সরল বাঙ্গলা অভিধান

Century English-Bengali Dictionary, Century Bengali-English Dictionary, Pocket English-Bengali Dictionary, Pocket Bengali-English Dictionary, Constant Companion,

আদর্শ বাঙ্গালা অভিধান, সরল ছাত্রবোধ অভিধান প্রভৃতি প্রণেতা

সুবলচন্দ্র মিত্র

সংকলিত

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ

৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

অষ্টম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বাঙ্গালা ভাষাভাষী অগণিত ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাব্রতী মানুষের কল্যাণার্থে 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হইল।

'সরল বাঙ্গালা অভিধান'খানির আজ আর নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এই অভিধানখানি অগণিত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাপিপাসু সাধারণ মানুষের নিকট অপরিসীম জ্ঞান-ভাণ্ডাররূপে এক আশ্চর্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। বাঙ্গালীর নিকট ইহা আজ একটি অপরিহার্য অভিধান।

'সরল বাঙ্গালা অভিধান'এর এই নূতন সংস্করণ সম্বন্ধে বেশী কিছু আমাদের বলিবার নাই। আমরা শুধু এইটুকু বলিব যে ইতিপূর্বে বিভিন্ন সংস্করণে আমরা যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছি, এই সংস্করণেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। এযাবৎ প্রতিটি সংস্করণেই আমরা যুগোপযোগী 'সংস্কার' যথাসাধ্য করিয়াছি। কালের ব্যবধানে ভাষায় অনেক পরিবর্তন হয়, নূতন নূতন শব্দ ও বাগ্‌ধারা সৃষ্টি হয়। আমরা এযাবৎ প্রতিটি সংস্করণকে যুগোপযোগী শব্দ, বাগ্‌ধারা ও অন্যান্য নূতন উপাদানে সজ্জিত করিয়াছি। এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই আমরা 'সরল বাঙ্গালা অভিধান'এর বর্তমান সংস্করণে নূতন শব্দ, বাগ্‌ধারা, বাগ্‌রীতি এবং অন্যান্য অনেক কিছু সংযোজন করিয়া ইহাকে বর্তমান যুগোপযোগী করিয়াছি। ফলে 'সরল বাঙ্গালা অভিধান' শুধু 'অভিধান পরিচয়েই' সীমাবদ্ধ থাকে নাই, ইহা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের একমাত্র আধুনিকতম 'এনসাইক্লোপিডিয়া' বা কোষগ্রন্থ হিসাবেও পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

বর্তমান সংস্কারসাধনকার্যে আমরা অনেক বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর সহায়তা পাইয়াছি। ইঁহাদের মধ্যে প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীহরিচরণ সরকার, শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীরমেন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীপরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীমিলন দত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

আমরা বিশ্বাস করি, পূর্বেকার অন্যান্য সংস্করণের মতো 'সরল বাঙ্গালা অভিধানে'র বর্তমান সংস্করণটিও ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাব্রতী সকল মানুষের নিকট অকুণ্ঠ সমাদর লাভ করিবে। ইতি,

সপ্তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষাভাষী ও জ্ঞানপিপাসু সুধীমণ্ডলীর সাহিত্যচর্চ্চার যথোচিত উপযোগী করিয়া "সরল বাঙ্গালা অভিধানের" বর্ত্তমান সংস্করণ সমধিক যত্নসহকারে ও যথাসম্ভব নির্ভুল করিয়া মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এই গ্রন্থের যে যে অংশ অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেই সেই অংশের পূর্ণতা-সম্পাদনে উপাদান-সংগ্রহের কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই। এতদুদ্দেশ্যে পূর্ব্ব সংস্করণের প্রধানতঃ সংস্কৃতমূলক শব্দাবলী পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখিয়া বর্ত্তমান সংস্করণে বহুল প্রচলিত দেশজ শব্দসমূহ অর্থ ও প্রয়োগপ্রমাণাদি সহযোগে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অধিকন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুবৎসরের প্রচেষ্টার ফলে বর্ত্তমানে বঙ্গভাষা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করায় এবং উচ্চাঙ্গের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চ্চাদির সাধনরূপে স্বীকৃত ও সমাদৃত হওয়ায় অভিধানখানি যাহাতে বাঙ্গালা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্পূর্ণ যুগোপযোগী হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত ও সুসংস্কৃত হইয়াছে। অপিচ ইহাতে দেশবিদেশের প্রখ্যাতনামা ব্যক্তিগণের বহু নূতন জীবনী ও আধুনিক সুবিখ্যাত বঙ্গদেশীয় কবি ও সাহিত্যিকগণের গ্রন্থাদির আলোচনামূলক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বিশদভাবে ও চিত্তাকর্ষকরূপে লিপিবদ্ধ হওয়ায় অভিধানখানির প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ বহুলাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ এই অভিধানের বৈশিষ্ট্য-রক্ষাবিষয়ে সবিশেষ অবহিত হইয়া ইহাকে সর্ব্বাংশে জনপ্রিয় করিবার উদ্দেশ্যে যত্ন, পরিশ্রম ও ব্যয়বাহুল্য সম্বন্ধে কিছুমাত্র ত্রুটি করা হয় নাই। তৎসত্ত্বেও অধুনা জনসাধারণের অর্থকৃচ্ছ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান সংস্করণের অধিকতর কলেবর-বৃদ্ধিহেতু ব্যয়বৃদ্ধি হইলেও ইহার মূল্য বর্দ্ধিত করা হইল না।

এক্ষণে গুণগ্রাহী সুধীবর্গ ও সাহিত্যসেবিগণের নিকট ইহা সমুচিত সমাদৃত হইলে আমাদের সমূহ আয়াস ও প্রভূত অর্থব্যয় সার্থক বলিয়া বিবেচিত হইবে।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬।

প্রকাশক

ষষ্ঠ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

'সরল বাঙ্গালা অভিধান' ৬ষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এই সংস্করণে পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও অনেকাংশ পুনর্লিখিত হইয়াছে। এবারে অনেক নূতন সংস্কৃতমূলক শব্দ ও দেশ প্রচলিত সাধারণ শব্দ এবং প্রাচীন কবিগণের কাব্যে ব্যবহৃত শব্দ প্রভৃতি প্রায় পঞ্চ সহস্র শব্দ প্রথম ভাগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এবারে অনেক নূতন খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনীও দেওয়া হইল। তাহাতে সাধারণ ছাত্রমণ্ডলী এবং বাঙ্গালা সাহিত্য পাঠানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেই সবিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। দ্বিতীয় ভাগেও বহু নূতন পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই দুই কারণে পুস্তকের কলেবর যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণের তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগদ্বয় এই সংস্করণে বর্জ্জিত হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে উপন্যাস-নাটকাদিতে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের চরিত্র-চিত্রণ ছিল। ঐ সকল চরিত্র দ্বিতীয় ভাগে পুস্তক-পরিচয় মধ্যেই পাওয়া যাইবে। সুতরাং এই অধ্যায়ের আবশ্যকতা না থাকায় তৃতীয় অধ্যায়টি পরিত্যক্ত হইল। চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ব্যবহৃত অল্পসংখ্যক শব্দ ছিল। বর্ত্তমান সংস্করণে উহা বহুল পরিমাণে প্রথম ভাগে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় স্বতন্ত্র চতুর্থ ভাগের কিছুমাত্র উপযোগিতা না থাকাতে এই ভাগটিও তুলিয়া দেওয়া হইল।

ফলতঃ পুস্তকখানিকে সর্ব্বসাধারণের অধিকতর উপযোগী করিবার নিমিত্ত যত্ন চেষ্টা ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা সুধীগণের বিবেচ্য।

এবারকার এই সংস্কারসাধন কার্য্যে আমাদের চিরসুহৃৎ প্রবীণ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয়গণ সহায়তা করিয়াছেন। এজন্ত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি—

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১০ই জানুয়ারী ১৯২৮ সাল। } প্রকাশক।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"সরল বাঙ্গালা অভিধান" পঞ্চমবার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। পুস্তকখানি এবারে আদ্যোপান্ত সংশোধিত ও কিয়দংশ পুনর্লিখিত হইয়াছে, এবং অনেক অভিনব ও প্রয়োজনীয় তথ্য ও বহুতর খ্যাতনামা মৃত ও জীবিত ব্যক্তির জীবনকথা নূতন সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে সমস্ত সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী অতি সংক্ষিপ্ত ছিল, সেগুলি অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় এই পুস্তকখানি যাহাতে সর্ব্বসাধারণের উপকারদর্শী ও চিত্তাকর্ষক হয়, তৎপক্ষে যত্নচেষ্টায় ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। পরন্তু সে বিষয়ে কতদূর সফলকাম হইতে পারিয়াছি, তাহা সুধীসমাজের বিচারসাপেক্ষ।

চতুর্থবারের মুদ্রিত পঞ্চসহস্র (৫০০০) খণ্ড অভিধান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষে বিক্রীত হইয়া যায় এবং ইহার পুনর্মুদ্রণ অত্যাবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু নানা কারণবশতঃ যথাসময়ে ইহা আরম্ভ করা হয় নাই। পূর্ব্ব সংস্করণে যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ছিল, সে সকল বর্ত্তমান সংস্করণে অতীব যত্ন ও অবধানের সহিত সংশোধিত হইয়াছে, কিন্তু অতি ক্ষিপ্রকারিতায় ইহা যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও নির্দোষ হইয়াছে, একথা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারা যাইতেছে না। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকগণ কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ দেখিতে পাইলে অনুগ্রহ করিয়া তাহা মার্জ্জনা করিবেন; এবং কোন মহাত্মা তৎপ্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহার যথাবিহিত সংশোধন করিব ও সেই মহাত্মার নিকট চিরদিন অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিব। ... ...

এই গ্রন্থের পরিবর্ত্তন সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম, এ বি, এল (Principal Uttarpara College) এবং শ্রীযুক্ত হরিচরণ সরকার মহোদয়গণের নিকট পরামর্শ এবং সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
৬৮ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
জানুয়ারি, ১৯২৩। } প্রকাশক

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সরল বাঙ্গালা অভিধানের ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল। আগ্রহাতিশয্যই সাফল্যের প্রমাণ, এবং এ ক্ষেত্রে, এই গ্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণ সেই প্রমাণের অভিব্যক্তি। বিচক্ষণ সাহিত্যসেবী ও ভূয়োদর্শী ৺সুবলচন্দ্র মিত্র তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায় ও অকাতর অর্থব্যয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণে এই গ্রন্থের যে সূচনা ও পরিপুষ্টি প্রদান করিয়া গিয়াছিলেন, আজ তাহা তাঁহারই অর্থে রমণীয়তা, কান্তি, আকার ও উপকারিতা লইয়া জ্ঞান ও কল্যাণের পথে অধিকতর পরিণতি লাভ করিতে চলিয়াছে। ক্ষোভের বিষয়, আজ ইহা স্বয়ং নিয়ন্ত্রিত করিতে ও তাহার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া ন্যায্য আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে তিনি নাই। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, কৃষ্ণনগর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আচার্য্যতুল্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ইঁহাদের প্রতিনিধিরা সুবল বাবুর এই অক্ষয় কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার উদ্দেশ্যে বর্ত্তমান সম্পাদককে যে নিঃসঙ্কোচ আনুকূল্য ও অবাধ সৌকর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা এই কীর্ত্তি স্থায়ী করিবার পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত। ভবিষ্যৎ সংস্করণে বাঙ্গালা সাহিত্যে এই কীর্ত্তি যে উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব লাভ করিবে, এমন ভরসা করিবার সময়ও আসিয়াছে। বর্ত্তমান সংস্করণকে আশানুরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ না হইলেও যে অনুপাতে ইহাতে অর্থ ও পরিশ্রম ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ সাফল্য যে লাভ হয় নাই এ কথা অস্বীকার করিলে সত্য গোপন করা হইবে। এরূপ হইবার অনেকগুলি কারণ আছে এবং দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, দেশবাসীর অনুৎসাহ, ঔদাস্য ও বিতৃষ্ণাই তন্মধ্যে প্রধান। সাধারণের সাহায্য ব্যতীত এরূপ দায়িত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান সফল হওয়া যে কত দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয়। উপযুক্ত পরিমাণ অর্থব্যয় স্বীকার করিয়াও অনেক স্থলে এই গ্রন্থের আবশ্যক উপাদান সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। ইহার উপর জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ দীর্ঘসূত্রতা ও আলস্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সুতরাং এই গ্রন্থ বর্ত্তমান সংস্করণে যেরূপ হওয়া উচিত ছিল ও যে পরিমাণে আধুনিক বিচারসিদ্ধ শুদ্ধতথ্যপূর্ণ হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। এই ত্রুটী কেবলমাত্র বর্ত্তমান সম্পাদকের দুর্ভাগ্য নহে। তবে অবশ্য সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। পুরাতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ের নিবন্ধ যতদূর সম্ভব প্রমাণসিদ্ধ করিয়া সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে এবং বিশেষজ্ঞেরা আবশ্যকমত প্রবন্ধে উল্লিখিত স্থান পরিদর্শন ও পরীক্ষান্তে প্রমাণতুষ্ট হইয়া তাঁহাদের বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আরও সময় দিতে পারিলে হয়ত অধিকতর সফলতা লাভ হইতে পারিত, কিন্তু পূর্ব্ব সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। গ্রাহকবর্গ ও যাঁহারা এই গ্রন্থের উপকারিতা উপলব্ধি করেন তাঁহারা অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন, সুতরাং আর অধিক বিলম্ব করা অবিধেয় জ্ঞানে এই সময়ের মধ্যে যে সংগ্রহ সম্ভব হইয়াছে তাহা দিয়াই এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। * * * *

বঙ্গভাষায় বর্গীয় ও অন্তঃস্থ বকারের কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না। উচ্চারণ বা প্রয়োগেও ইহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয় না। অথচ দুইটী 'ব' পৃথক্ থাকায় শব্দাদির অনুসন্ধানে পাঠককে যথেষ্ট আয়াস ও অসুবিধা স্বীকার করিতে হয়। এই সকল বিবেচনা করিয়া সাধারণের সুবিধার জন্য দুইটী 'ব' একত্র করিয়া বর্গ্য 'ব'এ প্রকাশিত করা গেল।

এই গ্রন্থ ছাত্রমণ্ডলীর কাজে আসিলেও ইহার সঙ্কলন কেবল তাহাদের জন্যই হয় নাই। ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য আমাদের আরও নানাবিধ স্বল্প মূল্যের অভিধান আছে। ছাত্রজীবনের বাহিরে অভিধানের যে উপকারিতা ও আবশ্যকতা, তাহার প্রতি প্রধান লক্ষ্য রাখিয়াই বর্ত্তমান সংস্করণ সম্পাদিত হইয়াছে। ছাত্রজীবনের আশু জ্ঞাতব্য বিষয় ব্যতীত বহু বিষয়ের সমাবেশ ইহাতে আছে। যে ছাত্র ভবিষ্যতে সুলেখক, সমালোচক, ঐতিহাসিক বা তত্ত্ববিদ্‌রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে এ গ্রন্থ অমূল্য; বর্ত্তমান সংস্করণ সম্বন্ধে একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, এই অভিধানে এরূপ ভাবে নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ের সমাবেশ আছে যে, ইহার একখানি গৃহে থাকিলে সাধারণতঃ জ্ঞাতব্য বিষয়সকলের জন্য বিভিন্ন বিভাগের স্বতন্ত্র গ্রন্থ ক্রয় করা বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতিরেকে আবশ্যক হইবে না।

বর্ত্তমানকালে বঙ্গভাষা ভারতের অন্যান্য ভাষাসমূহের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। এ অবস্থায় বাঙ্গালা ভাষার অভিধান যতদূর উন্নত প্রণালীতে সঙ্কলিত হইয়া ভাষার প্রসারণে সহায়তা করিতে পারে, সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনে এই সংস্করণ সম্পাদিত হইল। * * * * *

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ সম্পাদনে রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর, বি, এ, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার, ভূতপূর্ব্ব নির্ম্মাল্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমলেন্দু গুপ্ত ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের নিকট যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
কলিকাতা।
চৈত্র, ১৩২৩।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত।
সম্পাদক।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

সাহিত্যসেবী ও ছাত্রবৃন্দের নিকট আশাতীত আদর লাভ করায় সরল বাঙ্গালা অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণ অত্যল্প কাল মধ্যেই নিঃশেষ হইয়া যাওয়াতে ইহার তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বর্ত্তমান সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণের বহুলাংশ সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইল। বাঙ্গালা সাহিত্যে এমন সমাসান্ত অনেক শব্দের প্রয়োগ আছে যে, তাহাদের অর্থগ্রহ করা সাধারণের ও ছাত্রবৃন্দের কষ্টকর; একটী সমাসান্ত শব্দের অর্থ সংগ্রহার্থ অভিধানের দুই তিন স্থান খুলিয়া দেখিতে হয়। এই অসুবিধা দূরীকরণার্থ বর্ত্তমান সংস্করণে উক্ত সমাসান্ত শব্দগুলিকে শব্দাবলীর মধ্যে সংযোজিত করা হইল। ইহাতে শব্দার্থ-বিভাগে শব্দ-সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তদ্ব্যতীত পৌরাণিক, ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক অনেক নূতন নামও এবার সংযোজিত হইয়াছে। জীবনী অংশ মুদ্রিত হইবার পর তৎসম্বন্ধীয় যে সকল ঘটনা আমাদের জ্ঞান-গোচরে আসিয়াছে, সূচীপত্রে টীকাস্বরূপে সেইগুলি উল্লিখিত হইল। এবারে "প্রবাদ" শীর্ষক একটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বঙ্গদেশ-প্রচলিত বিস্তর বাঙ্গালা প্রবাদবাক্য, তাহার ব্যাখ্যা এবং প্রয়োজনানুসারে উহার গল্পাংশ বিবৃত হইল। বৈষ্ণবগ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দাবলী এবং সচরাচর ব্যবহৃত বৈদেশিক শব্দাবলীর সংখ্যাও বহুলপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই সকল কারণে ইহার আকার পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা অনেক বাড়িয়া যাওয়াতে মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল। এক্ষণে পূর্ব্ব সংস্করণের ন্যায় বর্ত্তমান সংস্করণ সাধারণের নিকট আদরণীয় হইলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

নিউ বেঙ্গল প্রেস
কলিকাতা
ফেব্রুয়ারি—১৯১২।

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ইংরাজী ১৯০৬ সালের ১লা সেপ্টেম্বর "সরল বাঙ্গালা অভিধান" সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণ বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ কর্ত্তৃক আশাতীত আগ্রহের সহিত পরিগৃহীত হইয়াছে দেখিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থের বহুল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন সাধিত হইয়াছে। এবার পুস্তকখানি প্রধানতঃ ছয় ভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা—

প্রথম ভাগ—এই ভাগে শব্দার্থ ও জীবনচরিত প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথমে শব্দ, তৎপরে উহার অর্থ, তাহার পর ধাতু ও প্রকৃতিপ্রত্যয় বিভাগসহকারে উহার বিস্তৃত ব্যুৎপত্তি, অনন্তর উহার বিশেষ্য বিশেষণাদি শ্রেণী ও লিঙ্গনির্ণয়—এইরূপ পর্য্যায় অবলম্বিত হইয়াছে। শব্দার্থ প্রকাশ কালে একার্থক বা তুল্যার্থক শব্দগুলির মধ্যে (,) চিহ্ন এবং ভিন্নার্থক শব্দগুলির মধ্যে সেমিকোলন (;) চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। যে সকল স্থলে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি ও বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে, সেই স্থলে ১, ২ প্রভৃতি সংখ্যা সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যুৎপত্তি ও অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে। একই শব্দ কখনও বিশেষ্য, কখনও বিশেষণ, কখনও পুংলিঙ্গ, কখনও বা স্ত্রীলিঙ্গ হইতে পারে; এরূপ স্থলেও ঐ প্রভেদ বুঝাইবার জন্য ১, ২ প্রভৃতি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভাগে সহজবোধ্য দেশজ শব্দ প্রদত্ত হয় নাই; সাধুভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃতমূলক শব্দগুলিই ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তিসহ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে জীবনচরিত ব্যতীত পুরাণ, ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। জীবনচরিতের মোট সংখ্যা প্রায় বার শত। এতাদৃশ অধিকসংখ্যক লোকের জীবনকথা অদ্যাপি আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। বর্ত্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা-প্রণালী অর্থপুস্তক প্রচারের অনুকূল নহে। এজন্য সরল বাঙ্গালা অভিধানখানি এমনভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে যে, ইহাকে নিত্যসহচর করিয়া লইলে ছাত্রমণ্ডলীকে আর অর্থপুস্তকের সাহায্য গ্রহণ করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিতে হইবে না।

দ্বিতীয় ভাগ—এই ভাগে প্রায় সার্দ্ধ সপ্ত শত সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ সকল পুস্তক কোন্ জাতীয় এবং তাহাদের উদ্দেশ্য বক্তব্য বিষয় কি, ইহাই বিবৃত করা হইয়াছে। যাবতীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের

পুস্তকই এই ভাগে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের, মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমস্ত কাব্য, নাটক ও প্রহসনাদির এবং রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলালের প্রধান প্রধান উপন্যাস ও নাটকাদির গল্পাংশ অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে সন্নিবেশিত নাটকাদি কোন্ সময়ে কোন্ রঙ্গমঞ্চে প্রথমে অভিনীত হইয়াছিল, তাহাও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত উল্লিখিত হইয়াছে।

তৃতীয় ভাগ—এই ভাগে উপরোক্ত গ্রন্থকর্তৃগণ প্রণীত উপন্যাস নাটকাদির পাত্রপাত্রীগণের প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ পৃথগ্‌ভাবে প্রদত্ত হইয়াছে এবং তদুক্ত স্মরণীয় বাক্যগুলিও সবিস্তারে উদ্ধৃত হইয়াছে। রঙ্গালয়ে এই সকল চরিত্র অভিনয় করিয়া যাঁহারা প্রশংসালাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামও তৎসহ কথিত হইয়াছে। যতদূর জানা আছে, তাহাতে বলিতে পারা যায়, বাঙ্গালা কোন গ্রন্থে আজি পর্য্যন্ত এরূপ ভাবের সঙ্কলন প্রকাশিত হয় নাই।

চতুর্থ ভাগ—এই ভাগে বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলীতে যে সকল মৈথিলী বা প্রাকৃত শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, সেই সকল শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

পঞ্চম ভাগ—এই ভাগে সংস্কৃত প্রবাদবাক্যসমূহ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রয়োগ বাহুল্যবশতঃ যে সকল সংস্কৃত শ্লোকের একাংশমাত্র প্রবাদরূপে পরিণত হইয়াছে, সেই সকল শ্লোক সম্পূর্ণভাবে সংগৃহীত ও তদানুষঙ্গিক উপাখ্যানসহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

ষষ্ঠ ভাগ—এই ভাগে আদালতে এবং জমিদারী ও মহাজনী কার্য্যে ব্যবহৃত আরবী, পারসী ও ইংরেজী ভাষামূলক শব্দের ব্যাখ্যা ও ইংরেজী অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন, প্রথম সংস্করণে সন্নিবেশিত পরিশিষ্টগুলি—যথা "ভাষাবিচার", "অর্থভেদে শব্দবিভাগ", ও "সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা"—কতকাংশ বর্দ্ধিত হইয়া প্রদত্ত হইল, এবং "হিন্দু-সঙ্গীত", "স্বরলিপি-সঙ্কেত", "প্রুফ-সংশোধন-প্রণালী" ও "ভিন্ন ভিন্ন টাইপের নাম ও আকৃতির পরিচয়" নামধেয় তিনটী নূতন পরিশিষ্ট সংযোজিত হইল।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে কলিকাতা রাজকীয় টঙ্কশালার ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ রায় শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর আমাকে অশেষ প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন। তিনি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী লিপিবদ্ধ প্রয়োজনীয় নোটগুলি আমাকে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, অনেক স্থান দেখিয়া দিয়াছেন, এবং অন্যান্য নানা প্রকারে উপাদান সংগ্রহে সহায়তা করিয়াছেন। ফলতঃ তাঁহার সাহায্য না পাইলে, এই পুস্তক যেরূপভাবে প্রকাশিত হইল, সেরূপভাবে কিছুতেই প্রকাশিত হইত না। তাঁহার নিকট আমি অচ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিষয়-পরিমাণ প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা প্রায় তিন গুণ বর্দ্ধিত হইলেও ইহার মূল্য বর্দ্ধিত হইল না। এক্ষণে ভরসা করি, প্রথম সংস্করণের ন্যায় এই সংস্করণও বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সমাদর প্রাপ্ত হইবে।

নিউ বেঙ্গল প্রেস,
সেপ্টেম্বর—১৯০৯

শ্রীসুবলচন্দ্র মিত্র।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

বি—বিশেষ্য।
বিণ—বিশেষণ।
ক্রি-বিণ—ক্রিয়াবিশেষণ।
সর্ব—সর্বনাম।
অ—অব্যয়।
কর্তৃ—কর্তৃবাচ্য।
কর্ম—কর্মবাচ্য।
করণ—করণবাচ্য।
সম্প্র—সম্প্রদানবাচ্য।
অপা—অপাদানবাচ্য।
অধি—অধিকরণবাচ্য।
অস-ক্রি—অসমাপিকা ক্রিয়া।
অব্যয়ী—অব্যয়ীভাব।
ভাব—ভাববাচ্য।
পু—পুংলিঙ্গ।
স্ত্রী—স্ত্রীলিঙ্গ।
ক্লী—ক্লীবলিঙ্গ।
দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সমাস।
বহু—বহুব্রীহি সমাস।
কর্মধা—কর্মধারয় সমাস।
২তৎ—দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
৩তৎ—তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস।
৪তৎ—চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস।
৫তৎ—পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস।
৬তৎ—ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস।
৭তৎ—সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস।
নঞ্‌তৎ—নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস।
উপতৎ—উপপদ সমাস।
অলুক্ উপতৎ—অলুক্ উপপদ সমাস।
প্রাদি—প্রাদি সমাস।
মধ্যপ—মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
কপ্র—কবি প্রয়োগ।
প্রা কপ্র—প্রাচীন কবি প্রয়োগ।
বাংপ্র—বাংলা ভাষায় প্রচলিত।
বিঃ—বিশেষ।
দ্রঃ—দ্রষ্টব্য।

বর্ণানুযায়ী পত্রাঙ্ক সূচী।

জীবনী-সূচী।

—:*:—

ভৌগোলিক বিবরণ।

সরল বাঙ্গালা অভিধান

-)::(-

অ

অ—১। বাঙ্গালা বর্ণমালার আভবর্ণ, আভ স্বরবর্ণ। [অ-কারের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। অকুহ বিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ ইতি পাণিনিঃ। পাণিনি বলেন যে, অ-কার, কবর্গ, হ এবং বিসর্গ ইহাদের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। অ-কার ১৮ প্রকার; হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুতভেদে তিন প্রকার, ঐ তিন প্রকারের প্রত্যেকে উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ভেদে তিন প্রকার, এবং ঐ ৩ × ৩ = ৯ প্রকারের প্রত্যেকে অনুনাসিক ও অননুনাসিক ভেদে দুই প্রকার। অতএব অ-কার ৩ × ৩ × ২ = ১৮ প্রকার। বাঙ্গালায় ইহার উচ্চারণ প্রধানতঃ তিন প্রকার—(১) বিবৃত বা স্পষ্ট ('অপর'), (২) ও-কারের মত ('অনুরোধ') এবং (৩) গ্রস্ত ('পাঁচ জন লোক'—এখানে 'চ', 'ন' ও 'ক'-এর উচ্চারণ গ্রস্ত)।] ২। বিষ্ণু ["অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ। মকারস্তু স্মৃতো ব্রহ্মা প্রণবস্তু ত্রয়াত্মকঃ॥"]। অব (রক্ষা করা) + ড কর্তৃ। বি; পু। ৩। ব্রহ্ম ("অকার কেবল ব্রহ্ম একাক্ষরকোষে"—ভারত)। ৪। খেদ অনুকম্পা ও সম্বোধন সূঃ শব্দ। অ। ৫। নঞ্‌সমাসে নঞ্‌-স্থানে যে অ হয়, নঞেরই ন্যায় এই অ-এর ছয়টি অর্থ হয় ["তৎসাদৃশ্যমভাবশ্চ তদন্যত্বং তদল্পতা। অপ্রাশস্ত্যং বিরোধশ্চ নঞর্থাঃ ষট্ প্রকীর্তিতা॥"] যথা, (১) অভাব : অবৃষ্টি—বৃষ্টির অভাব; (২) তদন্যত্ব : অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতি; (৩) তদল্পতা : অবোধ—অল্পবুদ্ধি; (৪) অপ্রাশস্ত্য : অকার্য—অপ্রশস্ত কার্য; (৫) বিরোধ : অশাস্ত্রীয়—শাস্ত্রবিরোধী এবং (৬) তৎসাদৃশ্য : অব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণসদৃশ অন্য কোন কোন জাতি (ইহার প্রয়োগ বাঙ্গালায় বিরল)। নঞের প্রয়োগ স্বার্থেও হয় : কূপার—সমুদ্র, অকূপার—সমুদ্র। ৬। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'এ', 'ও', 'গ', 'চ', 'জ' এবং 'হ'র স্থানে 'অ'র ব্যবহার দেখা যায় (এখন—'অখন', হইতে—'অইতে' ইঃ)। ৭। প্রাচীন বাঙ্গালায় কথার মাত্রাস্বরূপ ('কেঅ', 'তুঅ')। ৮। বাঙ্গালায় আধিক্য অর্থে শব্দের পূর্বে যুক্ত ('অপর্যাপ্ত')। ৯। অক্সিজেনের সাংকেতিক চিহ্ন (অ$_1$ অ$_2$ ইঃ)।

অই—১। সম্মুখে; ওখানে; দূরে বা অদূরে স্থিত; নির্দিষ্ট; উল্লিখিত। অদস্ শব্দোৎপন্ন 'অমী' শব্দের অপভ্রংশ। সর্ব; বিণ। ২। স্মরণ দোষ ভয় ইঃ সূঃ শব্দ। অ।

অইছন—ঐরূপ, ঐপ্রকার ("অইছন বচন কহল যব কান"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বিণ।

অইছে—ঐরূপে, ঐরকমে ("অইছে করবি যৈছে বৈরি না হাসই"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অইমনি—অমনই, তখনই ("বালকের মুখে দিতে বাঁচিল অইমনি"—ভক্তমাল)। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অইল—অম্লকুচির গাছ; চালের ছাঁচ। বাংপ্র। বি।

অঋণ—১। ঋণের অভাব, ঋণশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি। ২। ঋণশূন্য। বহু। বিণ।

অঋণী (অঋণিন্)—যে ঋণী নয় এমন, যে কাহারও কিছু ধারে না এমন, ঋণশূন্য; ঋণমুক্ত। ন ঋণী, নঞ্‌তৎ। বিণ। ["অঋণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।" হে বারিচর, যে অঋণী ও অপ্রবাসী সে সুখী। পক্ষে 'অনৃণী'ও হয়। নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস না করিয়া বহুব্রীহি সমাস করিলে 'অনৃণ'ও হইতে পারে।] স্ত্রী, **-ণিনী**।

অও—আর, এবং। প্রা কপ্র। অ।

অওবর্ধণ—গানের স্বরের ঐক্য। <অবধর্ষণ। বি।

অওব—অবগত। প্রা কপ্র। বিণ।

অওরা, অউরা—সস্তা, সুলভ। প্রাদে। বিণ।

অওরো—অবতরণ; অষ্টম স্বর হইতে ক্রমশঃ নিম্ন স্বরে অবতরণ। <অবরোহ। বি। [বি।

অংকাল—আঁকোড় গাছ। <অংকোল।

অংরূপিণী—বিন্দুরূপা, অংস্বরূপা, সূক্ষ্মরূপ-বিশিষ্টা। অংরূপ + ইন্ আছে অর্থে + ঈ স্ত্রী। বিণ।

অংশ—১। বিভাগ; বণ্টন; ভাগ, খণ্ড, share; স্থান; অঙ্গ বা অবয়ব ("নারায়ণের চারি অংশ—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন"); অবতার ("সেই ত অংশের কহি অবতার নাম"—চৈ চ); দেবতার ঔরস বা তল্লব্ধ সহজাত প্রভাব ("বিষ্ণু অংশে জন্ম"); বিষয় ("কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে"); ভূপরিধির ৩৬০ ভাগের এক এক ভাগ, রাশিচক্রের ত্রিংশৎ ভাগের এক ভাগ, degree; অক্ষাংশ; ভগ্নাংশ। অন্‌শ + ঘঞ্ ভাব। ২। স্কন্ধ, কাঁধ। অম + শ কর্তৃ। বি; পু। ৩। দ্বাদশ আদিত্যের অন্যতম (পিতা কশ্যপ, মাতা অদিতি)। ৪। যদুবংশীয় নৃপতি। বি; পু।

অংশক—১। ভাগ; দিবস, দিন; অল্পভাগ। অংশ + কন্ স্বার্থে, অথবা অংশ + ক অল্পার্থে। বি; ক্লী। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি; ভাগকারী। অন্‌শ + ণক কর্তৃ। বি; পু।

অংশকূট, অংসকূট—ককুদ, বৃষের স্কন্ধোপরিস্থ উন্নত ভাগ, ষাঁড়ের ঝুঁটি। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী। [কূট = শিখর।]

অংশগত—১। বিভাগসম্বন্ধীয়। অংশকে গত, ২তৎ। ২। বিভাগ দ্বারা প্রাপ্ত, দায়াধিকারভুক্ত, যাহা এক একজনের ভাগে পড়ে এইরূপ। ৩তৎ। বিণ।

অংশগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—দায়াদ, জ্ঞাতি; অংশীদার, শরিক। উপতৎ; অংশ—গ্রহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

অংশতঃ (-তস্) (>অংশত)—কিয়দংশে, কতক, খানিকটা, আংশিকভাবে। অংশ+তস্। অ।

অংশন—১। বিভজন, ভাগ করা। অন্শ+অনট্ ভাব। ২। খণ্ড, ভাগ। অন্শ+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী। ৩। অবতার ("তুমি নরাধিপ হও বিষ্ণু অংশন"—চৈ চ)। প্রা কপ্র। বি।

অংশনীয়—অংশ বা ভাগ করিবার যোগ্য, বিভাজ্য, বিভজনীয়। অন্শ+অনীয় কর্ম। বিণ।

অংশপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—বিভাগ-প্রার্থনাকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

অংশবান্ (-বৎ)—ভাগপ্রাপ্ত; ভাগযুক্ত। অংশ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অংশভাক্ (-ভাজ্)—অংশভাগী, ভাগীদার, উত্তরাধিকারী। উপতৎ; অংশ—ভজ্+ণ্বি কর্তৃ। বিণ।

অংশভাগী (-ভাগিন্)—অংশগ্রহণকারী বা অংশ পাইবার যোগ্য, দায়াদ, অংশী, শরিক। উপতৎ; অংশ—ভজ্+ণিনুণ্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

অংশভার—কাঁধের বোঝা; দায়; দায়িত্ব। ৬তৎ। বি; পু।

অংশমান—১। ভাগকারী, ভাগ করিতেছে এরূপ। অন্শ্+শান কর্তৃ। বিণ। ২। অংশের পরিমাণ, অংশ কত তাহার স্থিরীকরণ। উপতৎ। বি; ক্লী।

অংশল—১। অংশগ্রাহী, ভাগপ্রার্থী। অংশ—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। ২। বিশাল স্কন্ধবিশিষ্ট, বলবান্। অংশ+ল আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-লা**।

অংশহর, অংশহারী (-হারিন্)—অংশ-গ্রাহী, দায়াদ, জ্ঞাতি, যে অংশ কাড়িয়া লয় সে। উপতৎ; অংশ—হৃ (হরণ করা)+অচ্, অংশ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ অথবা বি; পু।

অংশা-অংশি—অংশাংশি (তাহা দ্রঃ)।

অংশাংশ—১। পৃথক্ পৃথক্ ভাগ। দ্বন্দ্ব। ২। কলা; ভাগ ভাগ। ৬তৎ। বি; পু।

অংশাংশি—১। উচিতমত ভাগকরণ, যথাযথ ভাগানুরূপ বন্টন। দ্বিরুক্ত শব্দ। [যথা—কথাকথি, কোলাকুলি।] বি। ২। যোগ্য ভাগানুসারে (যথা, অংশাংশি এই টাকা প্রাপ্ত হইয়াছি)। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অংশাদ—জ্ঞাতি; ভাগগ্রহণকারী। অংশ আদান করে যে, উপতৎ; অংশ—আ—দা+ক কর্তৃ; অথবা, অংশ—অদ্ (ভোজন করা)+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দা, -দী**।

অংশানো—উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্য হওয়া; নিজের অধিকার স্থাপিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি, [বি, বিণ]।

অংশান্তর—১। অন্য অংশ, অপর ভাগ। অন্য অংশ, নিত্য। ২। অংশসমূহের পার্থক্য। অংশের অন্তর, ৬তৎ। বি; ক্লী।

অংশাবতার—ঈশ্বরের আংশিক অবতার—মৎস্যকূর্মাদি। অংশের অবতার, ৬তৎ। বি; পু।

অংশিত—বিভক্ত, বিভাজিত, খণ্ডিত। অন্শ+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অংশিতা, অংশিত্ব—ভাগিতা, ভাগে অধিকার, শরিকানা। অংশিন্+তা, ত্ব ভাব। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অংশিদার—অংশীদার (তাহা দ্রঃ)।

অংশী (অংশিন্)—১। ভাগের অধিকারী; ভাগী। ২। অংশবিশিষ্ট; অংশের আশ্রয় ("কৃষ্ণ যদি অংশ হইত অংশী নারায়ণ"—চৈ চ)। অংশ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**অংশিনী**।

অংশীদার—অংশভাগী; দায়াদ, জ্ঞাতি, শরিক; সম্পত্তি বা কারবারের অংশের মালিক। অংশ+দার আছে অর্থে, অন্ত্য অ-কারের স্থানে ঈ-কার হইয়াছে। বিণ, বি।

অংশু—১। কিরণ, প্রভা; সূত্রাদির সূক্ষ্মাংশ, আঁশ; সূর্য; বস্ত্র; বেগ; বৃক্ষত্বগাদির সূক্ষ্ম তন্তু। [প্র, সহস্র, হিম, সুধা প্রঃর সহিত সর্বদা ইহার সমাস হয়।] অন্শ+উ কর্তৃ। ২। রাজা পুরুহোত্রের পুত্র (বিষ্ণুপুরাণ); জনৈক রাজা, অসুর পুত্র (কূর্মপুরাণ)। বি; পু।

অংশুক—বস্ত্র; শুক্ল বস্ত্র ('চীনাংশুক'); উত্তরীয় বস্ত্র; সূক্ষ্ম বস্ত্র; কটিদেশে পরিধেয় বস্ত্র, ঘাগরা সায়া প্রঃ; তেজপত্র বা তেজপাত। অংশু—কাশ্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

অংশুকায়—যাহাদের কর্মেন্দ্রিয় সকল অংশুতুল্য (যেমন—প্রবাল কীট, তারা মৎস্য প্রঃ), rayed animals। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কায়া**।

অংশুজাল—কিরণসমূহ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অংশুধর—১। সূর্য। ধৃ+অচ্=ধর; অংশুর ধর, ৬তৎ। বি; পু। ২। অংশুধারণকারী। বিণ। ৩। সূর্যবংশীয় অসমঞ্জ রাজা (ইনি সগররাজের পুত্র ও মনুর পিতা)। বি; পু।

অংশুপট্ট—সূক্ষ্ম ক্ষৌমবস্ত্র, মিহি রেশমী কাপড়, চেলি, তসর, গরদ প্রঃ। অংশু (সূক্ষ্মসূত্র) রচিত যে পট্ট, মধ্যপ। বি; ক্লী। [পু।

অংশুপতি—সূর্য, কিরণমালী। ৬তৎ। বি;

অংশুমতী—১। কিরণবিশিষ্টা, জ্যোতির্ময়ী। অংশু+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈ। বিণ; স্ত্রী। ২। শালপর্ণী বৃক্ষ, শালপানী গাছ। অংশু+মতুপ্ আছে অর্থে। বি; স্ত্রী।

অংশুমৎফলা—কদলীবৃক্ষ, কলাগাছ। (অংশুমান্ দ্রঃ)। অংশুমৎ ফল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

অংশুমান্ (-মৎ)—১। অংশুযুক্ত, কিরণবিশিষ্ট, প্রভাশালী। বিণ। ২। সূর্য। অংশু+মতুপ্ আছে অর্থে বি; পু। স্ত্রী, **-মতী**। ৩। সূর্যবংশীয় অসমঞ্জের পুত্র ও সগররাজের পৌত্র। ইনি কপিল মুনিকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া সগররাজের যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়ন করেন। সগররাজ অশ্ব প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছিলেন। সগররাজের পর অংশুমান্ রাজা হন। বি; পু।

অংশুমালা—কিরণরাশি, জ্যোতিঃসমূহ। অংশুর মালা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অংশুমালী (-মালিন্)—১। কিরণবিশিষ্ট, তেজোময়। বিণ। স্ত্রী, **-মালিনী**। ২। সূর্য; দ্বাদশ সংখ্যা (আদিত্য বা সূর্য দ্বাদশাত্মক বলিয়া সূর্য বাচক শব্দে দ্বাদশ সংখ্যা বুঝায়)। অংশুমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু।

অংশুল—১। প্রভাবিশিষ্ট, উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত; কিরণময়। অংশু শব্দ (প্রভা)+ল আছে অর্থে। বিণ। ২। চাণক্য মুনি। বি; পু।

অংশুশিরালদেহ—যাহাদের দেহের শিরাসমূহ এক মূল হইতে চতুর্দিকে রশ্মিচ্ছটাবৎ প্রসারিত হয় তাহা, পুরুভুজ, radiata. অংশুসদৃশ শিরা, মধ্যপ, তদ্বিশিষ্ট এই অর্থে অংশুশিরা+লচ্; অংশুশিরাল দেহ যাহাদের, বহু। বি; পু বা বিণ।

অংশুহস্ত—অংশুমালী, সূর্য। অংশু (কিরণ) হস্ত স্বরূপ যাহার, বহু। বি; পু।

অংশ্যমান—বিভজ্যমান, যাহা ভাগ করা হইতেছে এরূপ। অন্শ্+শান কর্ম। বিণ।

অংস—১। স্কন্ধ, কাঁধ; দুই স্কন্ধের অর্ধাঙ্গুলি-পরিমিত স্নায়ুবিশিষ্ট স্থান, এই স্থান আহত হইলে বাহুস্তম্ভ হয়। অন্স্+ঘঞ্ কর্ম, অথবা অস্+সন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। বিভাগ, বন্টন। অন্স+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অংসকূট—'অংশকূট' দ্রঃ।

অংসত্র—স্কন্ধাবরণ কবচ বিঃ। অংস—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অংসফলক—স্কন্ধের অস্থি, হস্তচালনাকালে স্কন্ধপৃষ্ঠে যে দুইখানি ত্রিকোণ অস্থি সঞ্চালিত হয় তাহা, scapula. ৬তৎ। বি; ক্লী।

অংসফলকাস্থি—অংসফলক; ফলকাকৃতি অস্থি। অংসের ফলকাস্থি, ৬তৎ। বি; ক্লী।

অংসভার—স্কন্ধস্থিত ভার, কাঁধের বোঝা;

দায়, দায়িত্ব। অংসস্থিত ভার, মধ্যপ। বি ; পু।

অংসল—বিশালস্কন্ধ, বলিষ্ঠ। অংস+ল আছে অর্থে। বিণ।

অংস্বরূপা—সুন্দররূপিণী, বিশ্বরূপা (মহামায়া)। অস্ (সুন্দর) স্বরূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অংহঃ (অংহস্) (>অংহ)—পাপ, দুঃখ, বিঘ্ন ; স্বধর্মপরিত্যাগ। অন্হ্ (অধোগমন করা)+অস্ করণ। বি ; ক্লী।

অংহতি, অংহতী—১। পরিত্যাগ ; দান। অন্হ+অতি ভাব, পক্ষে ঈ। ২। ব্যাধি, রোগ। অন্হ+অতি করণ. পক্ষে ঈ। বি ; স্ত্রী।

অংহ্রি, অংহ্রিপ—অঙ্ঘ্রি, অঙ্ঘ্রিপ (তাহা দ্রঃ)।

আঁকোল—আঁকোড় গাছ। <অঙ্কোল। বি।

আঁটা—হস্ত, হাত ("আঁটা ধরি উঠালেক বাদিয়ার পোকে"—শিবায়ন)। প্রা কপ্র। বি।

আঁতর—মন ; অন্তঃস্থল। <অন্তর। প্রা কপ্র। বি।

আঁধার, আঁধিয়ার—তমসাচ্ছন্ন, আঁধার। <অন্ধকার। প্রা কপ্র। বিণ।

অক—১। সুখাভাব, দুঃখ ; পাপ। ন (নয়) ক (সুখ), নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। বক্রগতি, বাঁকাভাবে গমন। অক (বক্রগমন করা)+অচ্ ভাব। বি। ৩। এইস্থান। প্রা কপ্র। বি।

অকচ—১। কেতুগ্রহ। ন (থাকে না) কচ (মেঘ) যাহা হইতে, অর্থাৎ যাহার সঞ্চারে মেঘ থাকে না, বহু। বি ; পু। ২। কেশশূন্য, নেড়া। ন (নাই) কচ (কেশ) যাহার, বহু। বিণ।

অকটকিনা—১। বাঁধাবাঁধি নিয়মহীনতা ; কঠোর নিয়ম পালনের অভাব ; আচার-বিচারে খুব কড়াকড়ির অভাব। নঞ্তৎ। বি। ২। অকঠিন, অপ্রতিবন্ধক। <অকঠিন। বিণ।

অকটবিকট—ভয়ে বিকৃতমূর্তি বা অঙ্গভঙ্গী। কপ্র। বি।

অকটাক্ষ—কোনও জিনিসের প্রতি পূর্ণ দৃষ্টিক্ষেপ ; কটাক্ষপাত না করিয়া সোজাসুজি দেখা। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অকটু—কটুত্বহীন, স্বাদু, মিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অকঠিন—কাঠিন্যশূন্য, শক্ত নয় এরূপ ; অকঠোর ; নম্র, নরম ; অকর্কশ ; মৃদু। নঞ্তৎ। বিণ।

অকঠোর—অকঠিন, কাঠিন্যরহিত ; মৃদু, নম্র, নরম ; অকর্কশ ; মধুর, মিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অকড়িয়া, অকড়ে—বিনামূল্যে প্রাপ্ত ; মূল্যহীন ; কপর্দকশূন্য। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অকণ্টক—কণ্টকশূন্য, কাঁটা নাই এরূপ ; প্রতিবন্ধকহীন ; শত্রুশূন্য ; নিরাপদ ; বিবাদশূন্য। ন (নাই) কণ্টক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কা।

অকত্থন—আত্মশ্লাঘাশূন্য, অনহংকার। ন কত্থন, নঞ্তৎ। বিণ।

অকথন—১। কুকথা, দুর্বাক্য, গর্হিত বচন ; অনুক্তি ; না বলা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। অকথ্য, অবাচ্য ; যাহা মুখে আনা যায় না এমন ; যাহা প্রকাশ করা যায় না এমন। অনুচিত কথন যাহার, বহু। বিণ।

অকথনীয়—অকথ্য, অবক্তব্য ; অনির্বচনীয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়া।

অকথা—কুৎসিত কথা, কুবাক্য ; অনুচিত কথা ; গালমন্দ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অকথিত—বলা হয় নাই এমন, অনুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকথ্য—১। বলিবার অযোগ্য ; যাহা বলা উচিত নয় এরূপ ; বলিয়া প্রকাশ করা যায় না এমন। বিণ। ২। দুর্বাক্য ; অশ্লীল বাক্য। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অকথ্যকথন—দুর্বাক্য বা অশ্লীল কথা বলা ; অনির্বচনীয় বিষয় বর্ণনা। ("সর্পীর স্বভাব এক অকথ্যকথন"—চৈ চ)। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অকনিষ্ঠ—১। কনিষ্ঠরহিত, যাহার কনিষ্ঠ নাই এমন। ন (নাই) কনিষ্ঠ যাহার, বহু। ২। পাপাসক্ত, পাপী। অকে (পাপে) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ঠা। ৩। বুদ্ধদেব। অকে (বেদনিন্দাদি পাপে) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বি ; পু।

অকপট—কপটতাহীন, ছলনাশূন্য, সরল। ন কপট, নঞ্তৎ। বিণ।

অকপটী (-টিন্)—প্রতারণাবিহীন, সরল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -টিনী।

অকবজ—অনধিগত, অনায়ত্ত। আ-বু। বিণ।

অকবি—কুৎসিত কবি, হীন কাব্যকার ; কবিত্বরহিত ; রসবোধহীন। ন কবি, নঞ্তৎ। বি ; পু ; বা বিণ।

অকম্প—১। স্পন্দনহীন, স্থির ; অবিচলিত ; নির্ভীক। ন (নাই) কম্প যাহার, বহু। বিণ। ২। নিস্পন্দতা, স্থিরতা। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অকম্পন—১। কম্পনশূন্য, স্থির, ধীর। ন (নাই) কম্পন যাহার, বহু। বিণ। ২। রাবণের এক সেনাপতির নাম। বি ; পু।

[illegible]—১। কম্পনশূন্য, স্থির, ধীর। নঞ্তৎ। বিণ। ২। বৌদ্ধদিগের [illegible]সমাধিপতি বিঃ। বি ; পু।

অকম্প্র—অকম্পিত, স্থির, অটল। নঞ্তৎ। বিণ।

অকর—করশূন্য, নিষ্কর, রাজস্বহীন ; কিরণহীন ; গুণহীন ; হস্তশূন্য। ন (নাই) কর (রাজস্ব বা হস্ত ইঃ) যাহার, বহু। বিণ।

অকরণ—১। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মা। বি ; পু। ২। ইন্দ্রিয়শূন্য। ন (নাই) করণ (ইন্দ্রিয়) যাহার, বহু। বিণ। ৩। না করা, নিবৃত্তি ; অন্যায় কার্য। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অকরণি—বিফলতা ; আক্রোশ ; শাপ। ন (অ)-কৃ (করা)+অনি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অকরণী—যে রাশিকে কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, যে রাশির মূল সহজেই নিষ্কাশিত হয়, rational ; যথা, $\sqrt{8}=2$; গণিত প্রঃ। বি।

অকরণীয়—করণকারণের বা বিবাহাদি সম্বন্ধের অযোগ্য ; অকর্তব্য, অনুচিত। নঞ্তৎ। বিণ। **অকরণীয় ঘর**—যে ঘরে বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপন উচিত নহে এরূপ।

অকরুণ—করুণাশূন্য, নির্দয়, নিষ্ঠুর ; হৃদয়হীন। ন (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ। বি—**অকারুণ্য**।

অকরোটি, -টী—যে সকল জন্তুর মাথার খুলি একেবারেই নাই বা সামান্য মাত্র আছে, acrania. ন (নাই বা অল্প) করোটি বা করোটী যাহার, বহু। বি ; পু বা স্ত্রী।

অকর্কশ—কার্কশ্যরহিত ; কোমল ; শ্রুতিসুখকর ; মৃদু ; মসৃণ। ন কর্কশ, নঞ্তৎ। বিণ।

অকর্ণ—১। কর্ণহীন অর্থাৎ শ্রবণশক্তিশূন্য ; বধির, কালা ; হাইলশূন্য ; কুম্ভীপুত্র কর্ণশূন্য। বিণ। ২। সর্প। ন (নাই) কর্ণ যাহার, বহু। [সর্পের কর্ণ নাই, চক্ষু দ্বারা সর্পজাতি শুনিতে পায় এইরূপ জনপ্রবাদ আছে]। বি ; পু।

অকর্ণধার—১। নাবিকহীন ; যাহার হালচালক নাই ; চালকশূন্য। ন (নাই) কর্ণধার যাহার, বহু। বিণ। ২। মন্দ নাবিক। ন (অপ্রশস্ত) কর্ণধার, নঞ্তৎ। বি ; পু।

অকর্ণবেধ—কান বিঁধান না হওয়া ; একপ্রকারের তিরস্কার বা গালি। কর্ণের বেধ, ৬তৎ ; ন কর্ণবেধ, নঞ্তৎ। বি।

অকর্তন—১। খর্ব, বামন। ন (নাই) কর্তন (উচ্চস্থানস্থিত পদার্থ কাটিবার ক্ষমতা) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি। ২। কর্তনহীন, যাহা কেহ কখনও কাটে নাই এরূপ। বহু। বিণ। ৩। কর্তনাভাব। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অকর্তব্য—অনুচিত, অবিধেয়, গর্হিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্তা (অকর্তৃ)—১। কর্তৃত্বহীন ব্যক্তি; নিষ্ক্রিয় ব্যক্তি; অনির্মাতা; অপ্রধান ব্যক্তি। ২। অকারক। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অকর্তৃক—কর্তৃহীন, সুশৃঙ্খলতাশূন্য, বিশৃঙ্খল; স্বয়ংসিদ্ধ, যাহা সম্পন্ন হইতে কর্তার সাহায্য আবশ্যক হয় না এরূপ। ন (নাই) কর্তা যাহার, বহু। বিণ।

অকর্তৃত্ব—অপ্রভুত্ব, কর্তৃত্বের অভাব, নিষ্ক্রিয়তা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকর্ম (অকর্মন্)—১। অপকর্ম, কুৎসিত কর্ম; দুষ্কর্ম; নিন্দনীয় কার্য; অপটুর হাতে কাজের ক্ষতি। ন কর্ম, নঞ্‌তৎ, অপ্রশস্তার্থে। ২। কর্মাভাব; কর্মত্যাগ; কর্মসন্ন্যাস। ন কর্ম, নঞ্‌তৎ, অভাবার্থে। বি; ক্লী।

অকর্মক—যাহার কর্ম নাই এরূপ, নিষ্ক্রিয়; কর্মের অনুপযুক্ত; (ব্যাক) যাহার অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কর্মপদ নাই। ন (নাই) কর্ম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অকর্মিকা** ('—ক্রিয়া')।

অকর্মকৃৎ—১। দুর্বৃত্ত, দুরাচার, কুকার্যকারী। অকর্ম করে যে, উপতৎ; অকর্ম—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। ২। কর্মহীন, নিষ্ক্রিয়; অলস; বেকার। ন কর্মকৃৎ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্মঠ—কর্মে অপটু; কার্যে যাহার তৎপরতা নাই এরূপ; দীর্ঘসূত্রী; অলস; ন কর্মঠ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্মণ্য—কার্যাক্ষম; কার্যে অপটু; কাজের অযোগ্য, অকেজো। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ণ্যা**।

অকর্মভোগ—১। কাহারও মন্দ কাজের ফলভোগ। অকর্মের ভোগ, ৬তৎ। ২। জাগতিক দুঃখকষ্ট হইতে হিন্দুদের কাম্য মুক্তি। ন কর্মভোগ (কর্মভোগের অভাব), নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অকর্মা (অকর্মন্)—১। যে কোন কর্ম সাধন করিতে পারে না এরূপ; কার্যের অনুপযুক্ত; অকেজো, নিষ্কর্মা। ন (নাই) কর্ম যাহার, বহু। [অকর্মার ধাড়ি, অকর্মার শেষ=অত্যন্ত কুঁড়ে, অলস-প্রধান।] ২। বিপর্রীত বা অপ্রশস্ত কার্যকারী। ন (অপ্রশস্ত) কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অকর্মান্বিত—যাহার কোন কাজ নাই, নিষ্কর্মা; দুষ্কর্মযুক্ত, দুষ্কর্মান্বিত। কর্মের দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ; ন কর্মান্বিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকর্মিষ্ঠ—কোনও কাজে যে দক্ষ নয়, অকর্মণ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

১। নিষ্কলঙ্ক, কলঙ্কশূন্য; নির্দোষ; অনিন্দিত; নিখুঁত; নির্মল; সুন্দর। বহু। বিণ। ২। কলঙ্কের অভাব, কলঙ্কশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অকলঙ্কিত—যে বা যাহা কলঙ্কযুক্ত নহে, কলঙ্কশূন্য, নিষ্কলঙ্ক, বেদাগ, নিখুঁত, নির্দোষ; নিষ্পাপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকলঙ্কী (অকলঙ্কিন্)—কলঙ্কশূন্য, দাগ-রহিত; নির্মল, নির্দোষ; বিশুদ্ধ, পবিত্র; সাধু, সৎ। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ঙ্কিনী**।

অকলুষ—১। কলুষশূন্য; নির্দোষ, নির্মল। ন (নাই) কলুষ যাহার, বহু। বিণ। ২। অপাপ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকলুষিত—অকলুষ (১) (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকল্ক—কল্কশূন্য; বিমল; নিষ্পাপ; দম্ভহীন; সরল; শিটাশূন্য; ঘৃততৈলাদির পাকে দেয় দ্রব্যশূন্য। ন (নাই) কল্ক যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অকল্কা—জ্যোৎস্না। ন (নাই) কল্ক (মালিন্য, অন্ধকার) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অকল্পনা—মন্দ মতলব; অসংগত চিন্তা; চিন্তার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অকল্পিত—যাহা কল্পিত বা মনগড়া নয়, যথার্থ, প্রকৃত, অকৃত্রিম, বাস্তবিক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকল্মষ—অপাপ, নিষ্পাপ, নির্দোষ, নিরপরাধ; বিশুদ্ধ, পবিত্র, সাধু। ন (নাই) কল্মষ যাহার, বহু। বিণ।

অকল্য—১। অসুস্থ, রুগ্‌ণ, পীড়িত; অসমর্থ। ন (নয়) কল্য (সুস্থ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকল্যাণ—১। অশুভ, অমঙ্গল, অশিব। ন কল্যাণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। শুভহীন। ন (নাই) কল্যাণ যাহার, বহু। বিণ।

অকল্যাণকর—অমঙ্গলজনক, অশুভকর, ক্ষতিকর। অকল্যাণ করে যে, উপতৎ; অকল্যাণ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অকষায়—যাহা কষায় নহে, স্বাদযুক্ত, সুস্বাদ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকষ্ট—১। কষ্টশূন্য, ক্লেশহীন। ন (নাই) কষ্ট যাহার, বহু। বিণ। ২। স্বাচ্ছন্দ্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকষ্টকল্পনা—স্বাভাবিক রচনা, যে রচনায় জন্য লেখককে কিছুমাত্র কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। অকষ্টা কল্পনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অকষ্টবন্ধ—১। অপ্রতিকার্য বিপদ, প্যাঁচ। বি; ক্লী। ২। অতিশয় কষ্টে পতিত; অত্যন্ত বিপন্ন। ন (নাই) কষ্টবন্ধ যাহা হইতে, বহু। বিণ। বি, **-বন্ধন**, **-বদ্ধতা**।

অকসার—যখন তখন, প্রায়ই, সকল সময়েই। আ। অ।

অকস্মাৎ—জানি না কোথা হইতে; সহসা, হঠাৎ; অসম্ভাবিতরূপে। অ। ["পূর্ব লক্ষণ ব্যতিরেকে, কোথা হইতে উপস্থিত হইল তাহার স্থিরতা নাই" ইহাই অকস্মাৎ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।]

অকা—১। নির্বোধ, বোকা, হাঁদা। বিণ। <অজ্ঞ (অজ্ঞ> অগ্‌গা> অগা>)। ২। আসামের উত্তরে পার্বত্যজাতি বিঃ। বি।

অকাজ—অপকর্ম, নিন্দনীয় কর্ম, কুকর্ম; বৃথা কার্য; অকার্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকাটমূর্খ—অত্যন্ত নির্বোধ। অকাট (দেশজ) এইরূপ মূর্খ, সুপ্। বিণ।

অকাট্য—যাহা যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করা যায় না এমন, অখণ্ডনীয় ('—প্রমাণ')। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ। [বি; ক্লী।

অকাঠিন্য—কোমলতা, মৃদুতা। নঞ্‌তৎ।

অকাণ্ড—১। স্কন্ধশূন্য (বৃক্ষ), যাহার গুঁড়ি নাই; আকস্মিক। ন (নাই) কাণ্ড যাহার, বহু। বিণ। ২। অসময়, অকাল। ন (নয়) কাণ্ড (অবসর), নঞ্‌তৎ। বি; পু বা ক্লী। [অকাণ্ডে=সহসা।] ৩। অনর্থ, বিপত্তি ('অকাণ্ড ঘটাইয়াছে')। নঞ্‌তৎ। বি।

অকাতর—অব্যাকুল; নির্ভয়, নিঃশঙ্ক; অকুণ্ঠ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাতরে—কাতর না হইয়া; অব্যাকুল-চিত্তে; ধীরে ধীরে; সহিষ্ণুতার সহিত; স্বচ্ছন্দে, গম্ভীরভাবে (ঘুমানো)। ন কাতর, নঞ্‌তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অকাপট্য—সারল্য, ছলনাশূন্যতা, ঔদার্য। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকাম—১। অকামী (সকল অর্থে)। ন (নাই) কাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মা**। ২। অনাবশ্যক কাজ; কুকাজ। ন (নিন্দিত) কাম (কর্মন্ শব্দজ), নঞ্‌তৎ। বি।

অকামিক—হঠাৎ, অকস্মাৎ; অকারণে। ক্রি-বিণ। কপ্র। [আকস্মিক।]

অকামী (অকামিন্)—কামনারহিত, ইচ্ছা-শূন্য; বাসনাবর্জিত, লালসাবিহীন; কাম-ভাববর্জিত, সুরতেচ্ছারহিত। ন কামী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মিনী**।

অকামুক—অকামী (সকল অর্থে)। ন কামুক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকাম্য—অনভিলষণীয়, অবাঞ্ছনীয়। ন কাম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকায়—১। অবয়বহীন, দেহশূন্য, অশরীরী। অ (নাই) কায় যাহার, বহু। বিণ। ২। পরমাত্মা। বি ; ক্লী। ৩। কন্দর্প। ৪। রাহুগ্রহ। বি ; পুং। [মহাভারতে বর্ণিত আছে,—রাহু ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দেবগণের সহিত অমৃত পান করিতে আরম্ভ করিলে নারায়ণ তাহা জানিতে পারিয়া তাহার শরীর দ্বিখণ্ডিত করেন। সেই সময়ে অমৃত তাহার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত গমন করিয়াছিল বলিয়া সে অমরত্ব লাভ করিল বটে, কিন্তু দেহশূন্য হইল। মস্তকাংশটি রাহু নামে ও কণ্ঠ হইতে নিম্ন শরীর পর্যন্ত অংশটি কেতু নামে কথিত হইয়া থাকে।]

অকার—১। অ এই স্বরবর্ণ মাত্র। অ+কার স্বার্থে। ২। ব্রহ্ম। ন (নাই) কার (কার্য) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অকারণ—১। কারণশূন্য, অহেতুক ; অনর্থক, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) কারণ যাহার, বহু। বিণ। ২। বিনা কারণে। ন (নাই) কারণ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অকারাদি—১। অ হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বর্ণসকল। অকার হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার (যে শব্দাদির) গোড়ায় অ এই বর্ণ আছে। অকার আছে আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

অকারান্ত—যে শব্দের শেষ বর্ণ অকার [যথা—দেব, নর, ফল, জল ইঃ]। অকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

অকার্পণ্য—কৃপণতা না করা, কার্পণ্য-রাহিত্য। ন কার্পণ্য (কৃপণতা), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অকার্য—১। মন্দ কার্য ; অপকর্ম, দুষ্কর্ম। ২। অকর্তব্য। ন কার্য, নঞ্‌তৎ। বি ; <ক্লী। ৩। কার্যাভাবগ্রস্ত, কার্যহীন। ন (নাই) কার্য যাহার, বহু। বিণ।

অকার্যকর—১। অকর্মনির্বাহক ; যে কোন কাজ করে না, অকর্মকর্তা, নিষ্ক্রিয়, কর্মশূন্য, অলস ; বেকার ; অকলোপ-ধায়ক ; অকর্মণ্য, অকেজো। ন কার্যকর, নঞ্‌তৎ। ২। কুৎসিতকর্মকারী, দুষ্কর্ম-কারক। উপতৎ ; অকার্য—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অকার্যকারক—অকার্যকারী (সকল অর্থে)। নঞ্‌তৎ ও ৬তৎ। বিণ।

অকার্যকারী (-কারিন্)—১। যে কোন কাজ করে না, কর্মশূন্য, নিষ্ক্রিয়, অলস, বেকার ; অকর্মণ্য, অকেজো। ন কার্যকারী, নঞ্‌তৎ। ২। যে পারাপ কাজ করে, মন্দকর্মকর্তা, অসৎ-ক্রিয়াকারক, দুরাচার। অকার্য করে যে, উপতৎ ; অকার্য—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অকার্যক্ষম—কার্যকরণে অপারক, কর্ম-সম্পাদনে অসমর্থ ; কাজ করিবার অনুপযুক্ত, অযোগ্য, নিগুর্ণ। ন কার্যক্ষম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকার্যচিন্তা—দুর্ভাবনা, অসম্ভব ভাবনা, অনাবশ্যক চিন্তা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ—**অকার্যচিন্তক** (দুর্ভাবনাকারী, বৃথা চিন্তাকারী)।

অকাল—১। অসময় ; অপ্রশস্ত সময় ; আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব সময় ; অশুভ বা অশুদ্ধ কাল ; দুর্ভিক্ষ ; মলমাসাদি সময় ; বৃহস্পতি ও শুক্রের বৃদ্ধাস্তবাল্যাদি কাল ; (জ্যোতিষ) উপনয়ন-বিবাহাদি শুভকর্মের অযোগ্য কাল ('—বিবাহ', '—বোধন')। ন কাল (সময়), নঞ্‌তৎ। বি ; পুং। ২। কৃষ্ণবর্ণের অভাববিশিষ্ট, কাল রঙের নয়। ন কাল (কৃষ্ণ), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকালকুষ্মাণ্ড—অসময়জাত কুমড়া (ফল) (ইহা দৈবকর্মাদির পক্ষে অনুপযুক্ত) ; সকল কার্যের অনুপযুক্ত ব্যক্তি, হতভাগা, মূর্খ (শিষ্টপ্রয়োগ নহে) ; সমাজ বা নিজ পরিবারের ক্ষতিকারী (গান্ধারী অকালে কুষ্মাণ্ডের আকারবিশিষ্ট একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন ; তাহাতে দুর্যোধন প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল। অনন্তর সেই সকল সন্তান হইতে কুরুকুল বিনষ্ট হয়। সেই জন্য এক্ষণে সমাজের বা স্বীয় পরিবারের মধ্যে কেহ কোন ক্ষতিকর কার্য সাধন করিলে লোকে তাহাকে "অকালকুষ্মাণ্ড" বলিয়া থাকে)। অকালজাত কুষ্মাণ্ড (কুমড়া), মধ্যপ। বি।

অকালকুসুম—অসময়জাত ফুল ; অসম্ভব ব্যাপার। অকালজাত কুসুম, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অকালজ—অসময়জাত, অপূর্ণ কালে উৎপন্ন। উপতৎ ; অকাল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

অকালজলদোদয়—অসময়ে মেঘের আবির্ভাব ; কুয়াশা। জলদের উদয়, ৬তৎ ; অকালে জলদোদয়, ৭তৎ। বি ; পুং।

অকালজাত—অসময়ে জাত, অপূর্ণকালে উৎপন্ন, সময় পূর্ণ হইবার পূর্বেই উদ্ভূত। ৭তৎ। বিণ।

অকালজ্ঞ—যে প্রকৃত (ঠিক) সময় জানে না, যাহার সময় অসময় জ্ঞান নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকালপক্ব—অসময়ে পক্ব, সময় পূর্ণ না হইতে পাকিয়াছে বা পাকিয়া উঠে এরূপ ; বাল্যে বৃদ্ধবৎ আচরণকারী, এঁচোড়ে-পাকা ('—ছেলে')। অকালে পক্ব, ৭তৎ। বিণ।

অকালবৃদ্ধ—রোগ শোক ইঃর ফলে অকালে বৃদ্ধ হইয়াছে এমন। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্ধা**।

অকালবর্ষণ, -বৃষ্টি—অসময়ে জলবর্ষণ, বর্ষা ভিন্ন অন্য ঋতুতে বৃষ্টি। অকালে বর্ষণ, বৃষ্টি, ৭তৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অকালবার্ধক্য—অসময়ে উপস্থিত বৃদ্ধাবস্থা, রোগশোকাদিহেতু যৌবনেই আগত বৃদ্ধত্ব। অকালগত বার্ধক্য, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অকালবোধন—অসময়ে জাগানো, বিশেষতঃ দুর্গাদেবীর আশ্বিন মাসে নিদ্রাভঙ্গকরণ ; বিশেষ প্রয়োজনে অসময়ে কোন কার্যের অনুষ্ঠান। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অকালমরণ, অকালমৃত্যু—অসময়ে মরণ, আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হইতে (অল্প বয়সে) মরণ। অকালে মরণ, মৃত্যু, ৭তৎ। বি ; ক্লী, পুং।

অকালমৃত—অসময়ে বা পরিণতবয়সের পূর্বে মারা গিয়াছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

অকালমেঘোদয়—অসময়ে মেঘের আবির্ভাব ; কুজ্‌ঝটিকা, কুয়াশা। ৭তৎ। বি ; পুং।

অকালসহ—যাহার কালবিলম্ব সয় না এরূপ, অধৈর্য। ন (অ)—কাল—সহ্ (সহ্য করা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সহা**।

অকাল্পনিক—বাস্তব, যথার্থ, যাহা মনগড়া নয় এমন ; প্রকৃত ঘটিয়াছে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নিকী**।

অকিঞ্চন—১। যাহার কিছুই নাই এরূপ, দরিদ্র, নিঃস্ব ; ইতর ; অধম ; অনাসক্ত, বিষয়বিরাগী ; সামান্য ; মূঢ় ; মত্ত। বিণ। ২। বিষয়বিরাগী ব্যক্তি ; দীনহীন জন (বিনয়ে নিজ সম্বন্ধে)। ন (নাই) কিঞ্চন (কিঞ্চিন্মাত্র ধনাদি) যাহার, বহু। বি ; পুং।

অকিঞ্চনতা, অকিঞ্চনত্ব—সামান্য মাত্র সংগতি না থাকা, নির্ধনতা, দরিদ্রতা, দৈন্য ; হীনতা ; বিনয়নম্রতা ; যোগাভ্যাসে সংযত যোগীর অর্থস্পৃহাশূন্যতা। অকিঞ্চন+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী ও ক্লী। [অ।

অকিঞ্চিৎ—তুচ্ছ, অতি সামান্য। নঞ্‌তৎ।

অকিঞ্চিৎকর—যাহা কিছুই করে না এরূপ, তুচ্ছ, সামান্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকিনলেক, জেনারেল স্যার ক্লড, জি-সি-আই-ই, ডি-এস-ও (Auchinleck, General Sir Claude, G. C. I. E., D. S. O.)—(জন্ম ১৮৮৪ খ্রীঃ)। ১৯৪৩—১৯৪৬ খ্রীঃ ইনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ১৯৪১

সাল হইতে মধ্যপ্রাচ্যের সেনাপতি হন। ১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের মহাসমরে ইনি মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ করেন।

অকিল্বিষ—নিষ্পাপ, নির্দোষ। ন (নাই) কিল্বিষ (পাপ) যাহাতে বা যাহার, বহু, এরূপ। বিণ।

অকীকপাথর—ভারতে জাত বহুমূল্য শ্যামল পাণ্ডুবর্ণ প্রস্তরবিশেষ, agate. বি।

অকীর্তি—অপযশঃ, অযশঃ, অখ্যাতি। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকীর্তিকর—অখ্যাতিজনক, অযশস্কর, সুনাম বা যশের হানিকর। উপতৎ; অকীর্তি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

অকীর্তিমান্ (-মৎ)—১। অযশস্বী, অখ্যাত্যাপন্ন, অপ্রসিদ্ধ। নঞ্তৎ। ২। অপযশস্বী, অখ্যাতিসম্পন্ন, অসৎ বিষয়ে প্রসিদ্ধ। অকীর্তি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মতী**।

অকু—ঘটনা; অপরাধাত্মক ব্যাপার; ঘটনাস্থল। < আ 'বকূ'। বি।

অকুআৎ—দোষসমূহ, ঘটনাসমূহ। < আ 'বকুয়াৎ'। বি।

অকুটিল—কুটিল নয় এরূপ, কৌটিল্যশূন্য; অবক্র, ঋজু, সরল; সোজা; অকপট। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুণ্ঠ—অসংকুচিত, দ্বিধাহীন; অনমিত; কার্যক্ষম; প্রতিভাযুক্ত; প্রতিবন্ধকতাশূন্য, অব্যাহত; অপ্রতিহত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুণ্ঠিত—অসংকুচিত, দ্বিধাহীন; মুক্ত; প্রশস্ত; অক্ষুব্ধ; অকুঞ্চিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুণ্ঠিতচিত্ত, -হৃদয়—অদীনচিত্ত, অক্ষুব্ধ, অকাতর; অসংকুচিতহৃদয়, কুণ্ঠাশূন্য, সংকোচরহিত, দ্বিধাশূন্য। অকুণ্ঠিত চিত্ত, হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

অকুণ্ঠিতমনাঃ (-মনস্) (> -মনা)—অকুণ্ঠিতচিত্ত, অদীনচিত্ত; প্রশস্তহৃদয়। অকুণ্ঠিত মনস্ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, **-মনে**।

অকুতোভয়—নির্ভয়, যাহার কিছুতেই ভয় নাই এরূপ। ন (নাই) কুতঃ (কাহা হইতে) ভয় যাহার, বহু (পাণিনিমতে ময়ূরব্যংসকাদি তৎপুরুষ)। বিণ।

অকুতোভয়ে—নির্ভীকভাবে, কোন ভয় না করিয়া। ন (নাই) কুতঃ (কোন স্থান হইতে) ভয় যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অকুৎসা—নিন্দার অভাব, নিন্দাহীনতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকুৎসিত—অনিন্দিত; শোভন; প্রশস্ত; সভ্রান্ত। নঞ্তৎ। বিণ। [বিণ।

অকুপিত—অক্রুদ্ধ, অবিকৃত। নঞ্তৎ।

অকুপ্য—সুবর্ণ; রজত, রূপা। নঞ্তৎ। কুপ্য দ্রঃ। বি; ক্লী।

অকুফ, অকুব—কাণ্ডজ্ঞান, বোধ; আক্কেল; বুদ্ধি; প্রতিভা। < আ 'বকূফ্'। বি।

অকুমার—বিগতকৌমার, তরুণ, যুবা। নঞ্তৎ। বি; পু বা বিণ।

অকুমারী—নবযৌবনা, তরুণী, যুবতী; কুমারী ভিন্ন, দ্বাদশবর্ষের ন্যূনবয়স্কা নারী, অবিবাহিতা কন্যা; বলহীনা নারী। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অকুমারীব্রত—বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠেয় কুমারী পূজারূপ স্ত্রীগণের কর্তব্য ব্রত বিঃ; দশবৎসর বয়স্কা বালিকার কর্তব্য ব্রত বিঃ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

অকুর—অক্রূর। প্রা কপ্র। বি।

অকুল—১। বংশহীন, নীচবংশজাত, বংশমর্যাদাশূন্য। ন (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব, মহাদেব। বহু। বি। ৩। যে কুল বা বংশের সহিত বিবাহ সম্বন্ধ প্রশস্ত নহে, খারাপ বংশ। নঞ্তৎ। বি; পু। ৪। বিপদ্ ("সখি হে, অব অকুল শত নাহি মানি"—গোবিন্দ)। প্রা কপ্র। বি।

অকুলন—অপ্রতুল, অভাব, অনটন। ন (অ)—কুল্ (রাশি করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অকুলান—অভাব, অনটন; না কুলানো। < অকুলন। বি।

অকুলীন—যে কুলীন নয় এমন; বল্লাল সেন-প্রবর্তিত সামাজিক কুলবন্ধনের বহির্ভূত, অর্থাৎ মৌলিক; আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা আবৃত্তি তপঃ ও দান এই নয়টি গুণ যাহার নাই এমন; কুলমর্যাদাহীন, নীচবংশজাত; তন্ত্রোক্ত কুলাচারবর্জিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুশল—১। অমঙ্গল, অহিত; দুর্লক্ষণ; দুর্ভাগ্য। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। অশুভ, অমঙ্গলজনক, অপকারী; অপ্রসন্ন, প্রতিকূল, বাম। ন (নাই) কুশল যাহা হইতে বা যাহার, বহু। ৩। অনিপুণ, অপটু, আনাড়ি। নঞ্তৎ। বিণ।

অকুশলী (-লিন্)—অমঙ্গলযুক্ত, অসুখী; অসুস্থ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

অকুস্থল, -স্থান—যেখানে চুরি দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রঃ সংঘটিত হইয়াছে, ঘটনাস্থল। অকুর (< আ 'বকূ') স্থল, স্থান, ৬তৎ। বি।

অকূপার—১। সূর্য; কচ্ছপ। ন (অ)—কূপ—ঋ+অণ্ কর্তৃ। ২। সমুদ্র। কুপার—কু (পৃথিবী)—পৃ (পালন করা)+অণ্ কর্তৃ; ন কুপার (সমুদ্র), নঞ্তৎ। বি; পু।

অকূবার—সমুদ্র; সূর্য। নঞ্—কু (পৃথিবী)—বৃ+অণ্ কর্তৃ (উকার দীর্ঘ)। বি; পু।

অকূর্চ—১। কপটতাশূন্য, সরল। বিণ। ২। বুদ্ধ। ন (নাই) কূর্চ (কপট) যাহার, বহু। বি; পু।

অকূল—১। কূলহীন, অপার; অসীম। বিণ। ২। বিপদ্; সাগর; ঠিকানা; ভরসাহীনতা; সহায়শূন্যতা; শোকতাপ, ভবযন্ত্রণা। ন (নাই অর্থাৎ দৃষ্ট হয় না) কূল যাহার, বহু। বি; পু। **অকূল পাথার**—অপার বা মহাবিস্তৃত সমুদ্র, মহাসাগর; (ভাবার্থ) সমুদ্রের ন্যায় ভয়ানক বিপদ্ বা বিপদ্রাশি, মহাবিপদ্।

অকূলে ভাসানো—বিপদ্-সমুদ্রে বা অসহায় অবস্থায় নিক্ষেপ করা, ভীষণ বিপদে ফেলা। **অকূলের ভেলা**—একান্ত নিরুপায় অবস্থার অবলম্বন।

অকৃত—১। অননুষ্ঠিত, যাহা করা হয় নাই এরূপ; অনিশ্চিত; অসম্যক্কৃত; অসমাপ্ত; অপরিণত, অপক্ব; অমার্জিত। ন কৃত, নঞ্তৎ। ২। নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) কৃত (কর্ম অর্থাৎ প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ।

অকৃতকর্মা (-কর্মন্)—অকর্মণ্য; অকেজো; যে কার্যক্ষম নয় এরূপ; অকৃতকার্য। ন কৃত কর্ম যৎকর্তৃক, বহু; অথবা ন কৃতকর্মা, নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃতকার্য, অকৃতকৃত্য—বিফলমনোরথ, ব্যর্থকাম, বিফলচেষ্ট, বিফলমনা। ন কৃত কার্য বা কৃত্য যৎকর্তৃক, বহু; অথবা ন কৃতকার্য বা কৃতকৃত্য, নঞ্তৎ। বিণ। বি, **-তা**। [বিণ।

অকৃতঘ্ন—যে কৃতঘ্ন নহে; কৃতজ্ঞ। নঞ্তৎ।

অকৃতজ্ঞ—যে কৃতজ্ঞ নহে, যে উপকারীর নিকট বাধ্য থাকে না বা উপকার স্মরণ রাখে না, প্রত্যুত তাহার অনিষ্ট চিন্তা করে এমন, কৃতঘ্ন। নঞ্তৎ। বিণ। বি, **-তা**।

অকৃতদার—যাহার (যে পুরুষের) এখনও বিবাহ হয় নাই এরূপ, অবিবাহিত। অকৃত (অগৃহীত) হইয়াছে দার যৎকর্তৃক, বহু; অথবা ন কৃতদার, নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃতধী, -বুদ্ধি—অমার্জিত-মতি, মলিনবুদ্ধি, যে কৃতধী নহে। নঞ্তৎ। বিণ।

অকৃতাত্মা (-ত্মন্)—অসংস্কৃতচিত্ত, অবিশুদ্ধমনাঃ। অকৃত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

অকৃতাদর—১। অনাদৃত। অকৃত আদর যাহার প্রতি, বহু। ২। অনাদরকারী। অকৃত আদর যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃতাপরাধ—নিরপরাধ, নির্দোষ। ন কৃত অপরাধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ধা**।

অকৃতার্থ—১। যাহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই এমন, অকৃতকার্য, বিফলমনোরথ।

নঞ্‌তৎ। ২। যে অর্থের উপার্জন বা সঞ্চয় করে নাই এরূপ; নিঃসম্বল; নির্ধন। ন কৃত (উপার্জিত বা সঞ্চিত) অর্থ যৎ-কর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃতাহ্নিক—নিত্যক্রিয়াশূন্য, সন্ধ্যাবন্দনাদির অননুষ্ঠাতা। ন কৃত আহ্নিক যৎ-কর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃতি—কৃতির অভাব; অনির্মিতি, অকরণ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অকৃতিত্ব—অযোগ্যতা, অক্ষমতা; অনিপুণতা; মূর্খতা; অকৃতার্থতা; অগৌরব। অকৃতীর ভাব এই অর্থে অকৃতিন্+ত্ব। বি; ক্লী।

অকৃতী (-তিন্)—যে কৃতী নহে; অক্ষম; অযোগ্য; অনিপুণ; অপণ্ডিত; অকৃতার্থ, অকৃতকার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তিনী**।

অকৃতোদ্বাহ—যে বিবাহ করে নাই এমন, অপরিণীত, অবিবাহিত। ন কৃত উদ্বাহ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অকৃত্য—১। করণাযোগ্য, যাহা করা উচিত নয় এরূপ, অকর্তব্য। ন কৃত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অকার্য, নিন্দিত কর্ম। বি; ক্লী। ৩। কর্তব্যবিহীন। ন (নাই) কৃত্য যাহার, বহু। বিণ।

অকৃত্যকারী (-রিন্)—কুকর্মকারী, নীচ-কর্মানুষ্ঠাতা। উপতৎ; অকৃত্য-কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অকৃত্রিম—কৃত্রিম নহে এরূপ, ঈশ্বরকৃত, স্বাভাবিক; কাল্পনিক নহে এরূপ; যথার্থ; ছলনাশূন্য; খাঁটি, বিশুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-তা**।

অকৃপ—কৃপাশূন্য, নির্দয়, নিষ্ঠুর। ন (নাই) কৃপা যাহার, বহু। বিণ।

অকৃপণ—কার্পণ্যদোষশূন্য, মুক্তহস্ত, বদান্য; ব্যয়শীল, বহুলব্যয়ী; অদীন, যাহার দৈন্য নাই এমন; প্রচুর; অকপট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃপা—১। কৃপাহীনতা; নির্দয়তা; বিমুখতা; প্রতিকূলতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। কৃপাহীনা, নির্দয়া। বহু। বিণ; স্ত্রী।

অকৃশ—কৃশ অর্থাৎ কাহিল নহে এরূপ, অতনু, অস্থূল; পীন, পীবর, স্থূল, মোটা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃশাশ্ব—সূর্যবংশীয় জনৈক রাজা। পিতা—সংহতাশ্ব। বি; পুং।

অকৃষ্ট—যাহা কর্ষণ করা যায় নাই এরূপ, কর্ষবর্জিত, অ-চষা ('—জমি'); অস্থানান্তরিত; একই স্থানে স্থিত; অনাকৃষ্ট; অনুশীলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৃষ্টপচ্য—অকৃষ্ট ক্ষেত্রে স্বয়ং পক্ব, কর্ষণাদি বিনা যাহা স্বয়ং ক্ষেত্রে জন্মিয়া পক্ব হয় এরূপ ('—নীবার')। অকৃষ্ট—পচ+যৎ কর্মকর্তৃ। বিণ।

অকৃষ্ণ—১। কৃষ্ণেতর, কাল ভিন্ন অন্য বর্ণের, কৃষ্ণবর্ণশূন্য; শ্বেত; পীত; অনিন্দ্য, নির্দোষ। নঞ্‌তৎ। ২। কৃষ্ণবর্জিত। ন (নাই) কৃষ্ণ যে স্থানে, বহু। বিণ।

অকৃষ্ণকর্মা (-কর্মন্)—নিন্দিতকার্যশূন্য, নিষ্পাপ; সদাচারী। অকৃষ্ণ (অনিন্দিত) হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অকেজো—অকার্যকর, যাহা কোন কাজের নয়; অকর্মণ্য; বৃথা; নিষ্কর্মা। বিণ।

অকেশ—১। কেশহীন, চুলশূন্য; টেকো; নেড়া। ন (নাই) কেশ যাহার, বহু। ২। অল্প বা অপ্রশস্ত কেশযুক্ত। ন (অল্প বা অপ্রশস্ত) কেশ যাহার, বহু। বিণ।

অকেশর-পরাগকোষ—কেশরশূন্য পরাগকোষ; যে ফুলের পরাগকোষে কেশর নাই। ন (নাই) কেশর যাহার, বহু; ১ম অর্থে অকেশর পরাগকোষ, কর্মধা, ২য় অর্থে অকেশর পরাগকোষ যাহার, বহু। বি; পু বা ক্লী।

অকৈতব—১। অকপট, ছলশূন্য; অকৃত্রিম; ঋজু; সরল; ফলাকাঙ্ক্ষারূপ কপটতাশূন্য। ন (নাই) কৈতব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। কৈতবের (ফলাভিসন্ধিরূপ কপটতার) অভাব, অকপটতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকৈবল্য—কৈবল্য বা মুক্তিহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকোট—গুবাকবৃক্ষ, সুপারিগাছ। ন—কুট (কৌটিল্য)+অচ্ কর্তৃ, যে কুটিলভাব ধারণ করে না, অর্থাৎ সরলভাবে বর্ধিত হয়। বি; পু।

অকোপ—১। কোপাভাব, রোষহীনতা, অক্রোধ। ন কোপ, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। ক্রোধশূন্য, রোষহীন, অক্রোধী। ন (নাই) কোপ যাহার, বহু। বিণ।

অকোপী (-পিন্)—অক্রোধী, রোষহীন, ক্রোধশূন্য, যে সহজে রাগে না, শান্তপ্রকৃতি। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-পিনী**।

অকোবিদ—নিরক্ষর, অজ্ঞ, মূর্খ, অপণ্ডিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকোমল—কঠিন, কর্কশ, নিষ্ঠুর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অকৌটিল্য—কৌটিল্যহীনতা, ঋজুতা, আর্জব, সরলতা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অকৌশল—কৌশলাভাব, অপটুতা; মনোমালিন্য, মনোভঙ্গ, বিরোধ ("এইরূপে দুইজনে হ'ল অকৌশল"—কাশী)। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অক্কা—১। মাতা, জননী। অক (দুঃখ)+ণিচ্=অকি, অকি নামধাতু+কিপ্ ক=অক্ (অর্থাৎ দুঃখিত); অক্—কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ+আপ্ (অর্থাৎ যিনি প্রসবকালে দুঃখিতা হইয়া শব্দ করেন)। বি; স্ত্রী। ২। মৃত্যু; মরণ। <ফা 'আকা' (=ঈশ্বর)। বি। **অক্কা পাওয়া**—মরা, মারা যাওয়া।

অক্টারলনি, স্যার ডেভিড (Sir David Ochterlony)—(১৭৫৮-১৮২৫ খ্রীঃ)। ১৮ বৎসর বয়সে সৈন্যরূপে ভারতে আসিয়া ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হন। ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধে ইনি গুর্খা সেনাপতি অমর সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। ইঁহার স্মরণার্থে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। উহা অক্টারলনি স্মৃতিস্তম্ভ নামে অভিহিত।

অক্টোবর—ইংরেজী বৎসরের দশম মাসের নাম (বাং আশ্বিন-কার্তিক)। <ইং 'October.' বি।

অক্ত—১। মিশ্রিত; লিপ্ত; ব্যাপ্ত। অনজ (ম্রক্ষণ, মাখা)+ক্ত কর্ম। [অক্ত শব্দটি প্রায় অন্য শব্দের সহিত সমাসযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, তৈলাক্ত, বিষাক্ত, রক্তাক্ত ইঃ।] ২। প্রকাশিত; গত। অন্চ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। সময়, বার। <ফা 'বক্ত'। বি।

অক্য—একতা, মিল। <ঐক্য। বি।

অক্রম—১। পরম্পরাহীন, ক্রমশূন্য; বিশৃঙ্খল, নিশ্চল, নিশ্চেষ্ট। ন (নাই) ক্রম যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্যতিক্রম, বিশৃঙ্খলা। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অক্রমিক—ক্রমিকভাবে পর পর সজ্জিত নয় এমন; বেসরকারী; যাহা অফিসের নিয়মকানুনের মধ্যে নহে এমন; ব্যক্তিগত, unofficial. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রান্ত—১। অনাক্রান্ত, যাহাকে আক্রমণ করা হয় নাই। ২। যাঁহা পার হওয়া যায় নাই এরূপ, অনতিক্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রিয়—১। ক্রিয়ারহিত, কর্মশূন্য, নিশ্চেষ্ট, বেকার। ন (নাই) ক্রিয়া যাহার, বহু। ২। অক্রিয়ান্বিত, দুষ্কর্মবিশিষ্ট; অসৎ-কর্মশীল; দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন। ন (অপ্রশস্ত অর্থাৎ নিন্দিত) ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ। ৩। কর্মাদিশূন্য পরমাত্মা। বহু। বি; পু।

অক্রিয়া—১। অক্রিয় দ্রঃ। অক্রিয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অবৈধ ক্রিয়া; অপ্রশস্ত কর্ম; নিন্দিত কার্য; শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য। ন (কুৎসিত) ক্রিয়া, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্রিয়াচরণ—১। অশিষ্ট আচরণ; অবৈধ ব্যবহার; দুষ্কার্যের অনুষ্ঠান।

অক্রিয়ার আচরণ, ৬তৎ। ২। কার্যের অনুষ্ঠানের অভাব। ক্রিয়ার আচরণ, ৬তৎ; ন ক্রিয়াচরণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অক্রিয়ানুষ্ঠান—১। অসৎ কার্যের অনুষ্ঠান। অক্রিয়ার অনুষ্ঠান, ৬তৎ। ২। কার্যানুষ্ঠানের অভাব; নিষ্ক্রিয়তা। ন ক্রিয়ানুষ্ঠান, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অক্রিয়ান্বিত—১। সৎকার্যরহিত; নিন্দিত কর্মকারী, শাস্ত্রবিরুদ্ধকার্যকারী। ৩তৎ। ২। অননুষ্ঠানকারী; যে ক্রিয়ান্বিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রিয়াসক্ত—১। পাপকার্যে রত, কুক্রিয়াশালী; কুকর্মে অভ্যস্ত। ৭তৎ। বিণ। ২। যে কার্যে লিপ্ত নহে এরূপ; কার্যে যাহার অনুরাগ নাই এরূপ; যে ক্রিয়াসক্ত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রীত—যাহা ক্রয় করা হয় নাই; যাহা কেনা নয়, বিনামূল্যে প্রাপ্ত। ন ক্রীত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রূর—১। যিনি ক্রূর নহেন; সরল, অকপট। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। যাদব বিঃ [যদুবংশে শ্বফল্কের ঔরসে এবং কাশীরাজের কন্যা গান্দিনীর গর্ভে অক্রূরের জন্ম হয়। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃব্য বলিয়া পরিচিত। অক্রূর কংসালয়েই থাকিতেন। তিনি কৃষ্ণ-বলরামকে আনয়ন করিবার জন্য কংস কর্তৃক বৃন্দাবনে প্রেরিত হন। পাণ্ডবদিগের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের কিরূপ মনোভাব, তাহা অবগত হইবার জন্য কৃষ্ণ অক্রূরকে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। যদুকুলের সহিত অক্রূরও বিনষ্ট হন]। বি; পু।

অক্রূর-সংবাদ—অক্রূর কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে কৃষ্ণ বলরামকে কংসবধের জন্য মথুরায় লইয়া যাওয়ার ব্যাপার। মধ্যপ। বি; পু।

অক্রেয়—ক্রয় করিতে পারা যায় না এরূপ; মহার্ঘ, যাহা প্রকৃত বা ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রীত হয় এরূপ, দুর্মূল্য, আক্রা; ক্রয়ের যোগ্য নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্রোধ—১। ক্রোধরাহিত্য, ক্রোধাভাব; গৃহস্থের দশটি ধর্মের অন্তর্গত একটি ধর্ম ["ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥" —মনু।] নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। ক্রোধহীন। ন (নাই) ক্রোধ যাহার, বহু। বিণ।

অক্রোধন—১। যাহার ক্রোধ নাই এরূপ; যিনি সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হন না এমন; ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ দমন করিতে সমর্থ, অকোপ। বিণ। ২। কুরুবংশীয় অযুতায়ুসের পুত্র। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অক্রোধী (-ধিন্)—ক্রোধশূন্য, অকোপী, সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হয় না এরূপ, যে সহজে রাগে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিনী**।

অক্‌লণ্ড, লর্ড (Earl of Auckland)—(১৭৮৪-১৮৪৯ খ্রীঃ)। ইনি ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ইঁহার শাসনের ৬ বৎসর কাল কেবল কাবুল যুদ্ধের গোলযোগে অতিবাহিত হয়।

অক্লম—১। অক্লান্ত; শ্রমশূন্য। বহু। বিণ। ২। শ্রমের অভাব; অশ্রান্তি। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অক্লান্ত—১। ক্লান্ত হয় না এরূপ, ক্লান্তিশূন্য, অশ্রান্ত; যে পরিশ্রম করিয়া কাতর হয় না এমন ('—কর্মা')। নঞ্‌তৎ। ২। শ্রান্তিশূন্য, অবসাদরহিত ('—পরিশ্রম')। ন (নাই) ক্লান্ত (ক্লান্তি, অবসাদ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অক্লান্তকর্মা (-কর্মন্)—যে কাজ করিতে ক্লান্তি বোধ করে না এরূপ; অতিশয় পরিশ্রমী। অক্লান্ত কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অক্লান্তভাবে—অকাতরে, একটুও ক্লান্তি বোধ না করিয়া। অক্লান্ত ভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অক্লান্তি—ক্লান্তিহীনতা, ক্লমাভাব, অশ্রম। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্লিন্ন—অসিক্ত, অনার্দ্র, অ-ভিজা; অমলিন; ক্লেদশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্লিষ্ট—ক্লান্তিশূন্য, পরিশ্রমে যাহার ক্লেশ বোধ হয় না। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্লিষ্টকর্মা (-কর্মন্)—১। যে অক্লেশে কার্য সম্পাদন করে। ন ক্লিষ্টকর্মা, নঞ্‌তৎ। ২। যিনি অধিক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হন না, অতিশ্রমপটু। অক্লিষ্ট (ক্লেশবর্জিত) হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অক্লিষ্টকান্তি—অবিবর্ণ, অম্লানদেহলাবণ্য, যাহার কান্তি বিবর্ণ হয় নাই এরূপ। অক্লিষ্ট (অম্লান, অবিবর্ণ) কান্তি যাহার, বহু। বিণ।

অক্লীব—বীর; ধীর; সহিষ্ণু, ধৈর্যশালী; অবন্ধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্লেদ্য—যাহা ক্লিন্ন হয় না এমন; যাহা আর্দ্র বা গলিত হয় না এরূপ; যাহা জলে গোলা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্যা**।

অক্লেশ—১। ক্লেশাভাব; অনায়াস। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। ক্লেশবর্জিত; দুঃখহীন। ন (নাই) ক্লেশ যাহার, বহু। বিণ।

অক্লেশে—ক্লেশ ব্যতিরেকে, বিনাক্লেশে, সহজে, অনায়াসে। ন (নাই) ক্লেশ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অক্ষ—১। পাশক, পাটি; পাশা খেলার ঘুঁটি। অশ+স করণ। ২। এক ভরি, ষোল মাষার ভার; গোলকপৃষ্ঠে বিষুবরেখার উভয় পার্শ্বের যে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব, latitude; মেরুদণ্ড, axis; রবিমার্গ হইতে কোন নক্ষত্র বা গ্রহের দূরত্ব-পরিমাণ; ৫, পাঁচ সংখ্যা; আত্মা; রথচক্র; ক্রয়বিক্রয়-চিন্তা; বিভীতকী বৃক্ষ, বহেড়াগাছ; সর্প; রথ, শকট; চক্র; চক্রের মধ্য মণ্ডল; ধুরা; রুদ্রাক্ষ; ইন্দ্রাক্ষ; জপমালা; কর্ণ ও নেত্রের মধ্যস্থ শঙ্খের নিম্নস্থান; জাতান্ধ; কুস্তি; গরুড়; রাবণপুত্র; ব্যবহারশাস্ত্র; বিবাদ-বিজ্ঞানতত্ত্ব; গ্রহগণের পরিভ্রমণের পথ; রাশিচক্রের অবয়ব। বি; পু। ৩। ইন্দ্রিয় ('—প্রত্যক্ষ'); চক্ষুঃ; রুদ্রাক্ষবীজ ('—মালা'); তুঁতে; রসাঞ্জন। অক্ষ+অচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অক্ষক—১। যে পাশা খেলে; তিনিশ গাছ। বি; পু। ২। কণ্ঠাস্থি। অক্ষ+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

অক্ষকর্ণ—(জ্যামিতি) সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের বিপরীত বাহু, অতিভুজ, hypotenuse. বি।

অক্ষকাস্থি—কণ্ঠনিম্নস্থ অস্থিদ্বয়, collar bone. কর্মধা। বি; ক্লী।

অক্ষকিতব—অক্ষক্রীড়ায় নিপুণ, দ্যূতকার, জুয়াড়ী। ৭তৎ। বি; পু বা বিণ।

অক্ষকুশল—অক্ষকোবিদ (সকল অর্থে)।

—চক্ষুর তারকা, নয়নতারা। ৬তৎ। বি; পু।

অক্ষকোবিদ—অক্ষক্রীড়ায় সুপণ্ডিত, পাশকক্রীড়ায় পারদর্শী, পাশাখেলায় নিপুণ। ৭তৎ। বিণ।

অক্ষক্রীড়া—দ্যূতক্রীড়া, পাশাখেলা। অক্ষ দ্বারা ক্রীড়া, ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষচক্র—ভার তুলিবার যন্ত্র বিঃ। সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

১। বজ্র [দেহ হইতে জাত অর্থাৎ দধীচি মুনির দেহ (দেহের প্রধান অংশ অস্থি) হইতে উৎপন্ন। কেহ কেহ বলেন যে, অক্ষজ শব্দ লিপিকর প্রমাদবশতঃ পুরুষোত্তমের গ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছে, উহা প্রকৃতপক্ষে "অস্থিজ" হইবে]; বিষ্ণু। বি; পু। ২। হীরক; ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বি; পু বা ক্লী। ৩। ইন্দ্রিয়ঘটিত, ঐন্দ্রিয়িক। অক্ষ—জন্ (জন্মানো)+ড কর্তৃ। বিণ।

—অম্লজান, oxygen. বি।

অক্ষটী—শিকারী। <আখেটিক। বি।

অক্ষণ—১। অশুভক্ষণ, অপ্রশস্তকাল, কুক্ষণ। বি; পু। ২। অসাময়িক, অপ্রাপ্তকাল, যাহার সম্বন্ধে উপযুক্ত কাল নাই। ন (নাই) ক্ষণ (যোগ্যকাল) যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষণিক—স্থির, নিশ্চল, চিরস্থায়ী। ন ক্ষণিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অক্ষত—১। ক্ষত নয়; অখণ্ডিত; ক্লীব; অনাহত; অবিদারিত; নির্দোষ; নিখুঁত; পুরুষ সংসর্গে অদূষিত। বিণ। ২। শিব; আতপ তণ্ডুল; যব; লাজা, খই। বি; পু বা ক্লী। ৩। সর্ষপ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অক্ষতত্ত্ব—দ্যূতবিদ্যা, পাশকক্রীড়ার রহস্য, অক্ষশাস্ত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অক্ষতদেহ—১। ক্ষতশূন্য শরীর; অনাহত কায়। অক্ষত যে দেহ, কর্ম্মধা। বি; পু। ২। ক্ষতশূন্য শরীরবিশিষ্ট, অনাহতকায়, যাহার দেহে ক্ষত নাই, যাহার শরীরে আঘাত লাগে নাই। অক্ষত হইয়াছে দেহ যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ, **-দেহে**। স্ত্রী, **-দেহা**।

অক্ষতযোনি—১। যে স্ত্রীর পুরুষ-সংগম হয় নাই, কুমারী। বি; স্ত্রী। ২। পুরুষ-সংগম-রহিতা; যে স্ত্রীর যোনি অখণ্ডিত, অর্থাৎ যাহার আজ ঋতু হয় নাই। ন (না) ক্ষত (বিদারিত) হইয়াছে যোনি যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অক্ষতা—১। অক্ষত (১) দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। পুরুষসংসর্গরহিতা স্ত্রী, কুমারী; কর্কটশৃঙ্গী, কাঁকড়া শৃঙ্গী। অক্ষত+আপ্। বি; স্ত্রী।

অক্ষত্র—ক্ষত্রিয়হীন, যেখানে ক্ষত্রিয় নাই। ন (নাই) ক্ষত্র যেখানে, বহু। বিণ।

অক্ষদণ্ড—চক্রধুর, চাকার ধুরো, axle; পৃথিবীর মধ্যদেশভেদী ও উত্তর কেন্দ্র-সংস্পর্শী কাল্পনিক সরল রেখা (ঐ কল্পিত ব্যাসোপরি পৃথিবীর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে প্রতিদিন আবৃত্তি হয়), axis কর্ম্মধা। বি; পু।

অক্ষদর্শক—১। বিচারক; পাশকদ্রষ্টা। বি; পু। ২। ব্যবহার (মোকদ্দমা) বা পাশক ক্রীড়াদর্শনকারী। অক্ষের (ব্যবহারের বা পাশার) দর্শক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিকা**। বি, **-দর্শন**।

অক্ষদৃক্ (-দৃশ্)—ব্যবহারদ্রষ্টা, বিচারক; পাশকক্রীড়াদ্রষ্টা। অক্ষ–দৃশ ধাতু+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

অক্ষ[illegible], -দ্যূত—পাশা খেলা, কৃপণ খেলা। ৩তৎ। বি; ক্লী।

অক্ষদেবী (-দেবিন্)—পাশক্রীড়ক, দ্যূতক্রীড়াকারী। উপতৎ; অক্ষ–দিব (খেলা) +ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দেবিনী**।

অক্ষদ্যু—অক্ষক্রীড়ক, দ্যূতক্রীড়ক, পাশাখেলক। অক্ষ দ্বারা দেবন (ক্রীড়া) করেন যিনি এই বাক্যে, উপতৎ; অক্ষ–দিব্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অক্ষদ্যূত—অক্ষ দ্বারা দ্যূতক্রীড়া, পাশা দিয়া জুয়াখেলা। ৩তৎ। বি; ক্লী।

অক্ষধর—১। চক্রধারী, বিষ্ণু। অক্ষ ধরে যে, উপতৎ। ২। চক্র। ৩। শাখোটবৃক্ষ, আসসেওড়া। বি; পু। ৪। চক্রধারক; পাশক্রীড়ক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রা**। [স্ত্রী।

অক্ষধুরা—চক্রের অগ্রভাগ। ৬তৎ। বি;

অক্ষধুর্ (-ধুর্)—চক্রাগ্র, চাকার অগ্রভাগ; চাকার ধুরো, গাড়ির বম্; রোঁধশিল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষধূর্ত্ত—১। পাশক্রীড়ক, জুয়াড়ী। ৭তৎ। বিণ। ২। বৃষ। বি; পু।

অক্ষধূর্ত্তিল—শকটবাহী বলদ, ষণ্ড, বৃষভ। অক্ষের (শকটের) ধূর্ত্তি, ৬তৎ; তাহা গ্রহণ বা বহন করে যে, উপতৎ; অক্ষধূর্ত্তি—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্ত্তৃ। বি; পু।

অক্ষপটল—ছানি, cataract. অক্ষের (চক্ষুর) পটল (আবরণ), ৬তৎ। বি; ক্লী।

অক্ষপাটক—ধর্ম্মাধ্যক্ষ, জজ্। ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী, **-পাটিকা**।

অক্ষপাটি—পাশা, পাটি, ক্রীড়ার্থ অস্থিপট্ট। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অক্ষপাদ—১। ন্যায়দর্শন প্রণেতা গৌতম মুনি [পুরাণে লিখিত আছে, বেদব্যাস গৌতম-প্রণীত ন্যায়সূত্রের নিন্দা করিয়াছিলেন বলিয়া গৌতম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি আর বেদব্যাসের মুখ দর্শন করিবেন না। অনন্তর বেদব্যাস বিবিধ স্তবস্তুতি করাতে মুনিবর প্রসন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে স্বাভাবিক চক্ষু দ্বারা মুখ দর্শন না করিয়া স্বীয় চরণে চক্ষুর সৃষ্টি করিয়া তদ্দ্বারা বেদব্যাসের মুখদর্শন করিয়াছিলেন। তদবধি মুনিবর "অক্ষপাদ" নামে খ্যাত হইলেন]। অক্ষ (চক্ষু) পাদে যাহার, বহু। বি; পু। ২। তার্কিক, নৈয়ায়িক। অক্ষ (অর্থাৎ জ্ঞান) দ্বারা পাদ (গমন) হয় যাহার, বহু। বিণ। ৩। চক্রাঙ্গ। ৬তৎ। বি; পু।

অক্ষবতী—১। অক্ষবান্ দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। পাশক্রীড়া, পাশাখেলা। অক্ষ+মতুপ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অক্ষবাট—দ্যূতস্থান; পাশার ছক; মল্লভূমি, কুস্তির আখড়া। অক্ষের (যুদ্ধের বা পাশাখেলার) বাট (ছক বা স্থান), ৬তৎ। বি; পু।

অক্ষবান্ (-বৎ)—অক্ষযুক্ত, অক্ষবিশিষ্ট। অক্ষ+মতু আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অক্ষবিৎ (–বিদ্)—অক্ষক্রীড়া-বেত্তা, পাশকক্রীড়াজ্ঞ, পাশাখেলায় নিপুণ; ব্যবহারশাস্ত্রবেত্তা, আইনজ্ঞ। অক্ষ বিদিত হয় যিনি, উপতৎ; অক্ষ—বিদ্ (জানা) +ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

অক্ষবৃত্ত—নিরক্ষবৃত্তের সমান্তরাল এবং বৃত্ত হইতে ক্রমশঃ দশ দশ অংশ অন্তরে কল্পিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃত্ত, **parallels of latitude.** অক্ষনির্ণায়ক বৃত্ত, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অক্ষভার—একগাড়ি মাল, শকট-পরিমিত ভার, **cart-load.** অক্ষবাহ্য ভার, মধ্যপ। বি; পু।

—১। যাহার কোন ক্ষমতা নাই এরূপ, ক্ষমতাশূন্য; অকৃতী; অযোগ্য; দুর্ব্বল; অপটু; অসমর্থ, অপারক। ন ক্ষম (সমর্থ), নঞ্‌তৎ। ২। ক্ষমাহীন। ন (নাই) ক্ষমা যাহার, বহু। বিণ।

, **অক্ষমত্ব**—ক্ষমতাহীনতা; অশক্তি, অসামর্থ্য; অযোগ্যতা, নিগুর্ণতা; ক্ষমাহীনতা। অক্ষম+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অক্ষমদ—জুয়াখেলার নেশা, দ্যূতক্রীড়ার মত্ততা। ৬তৎ। বি; পু।

অক্ষমা—১। অক্ষম দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষমাশূন্যতা, অসহিষ্ণুতা; ক্রোধ; ঈর্ষা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অক্ষমালা—১। জপমালা; রুদ্রাক্ষমালা; জপকর্মে বিহিত অ-কারাদি ক্ষ-কারান্ত পঞ্চাশদ্ বর্ণের মালা। ৬তৎ। ২। বশিষ্ঠপত্নী [এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি প্রথমে শূদ্রকন্যা ছিলেন। কিন্তু মহর্ষির সংসর্গে ইনি পরম গুণবতী রমণীরূপে পরিণতা হইয়াছিলেন]। অক্ষ মালা যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অক্ষমালী (-লিন্)—শিব, রুদ্রাক্ষ মালাধারী। অক্ষমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি বা বিণ; পু। স্ত্রী, **-লিনী**।

১। ক্ষয়রহিত, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী, অব্যয়, কল্পান্তস্থায়ী, সদা বিদ্যমান; অশেষ; গৃহহীন, নিরাশ্রয়, দরিদ্র। বিণ। ২। পরমাত্মা; অক্ষয়বট। ৩। রাবণের এক পুত্র [এই রাক্ষস অক্ষয়কুমার এবং অক্ষকুমার নামেও খ্যাত ছিলেন]। ন (অর্থাৎ নাই) ক্ষয় যাহার, বহু। বি; পু।

[illegible]কীর্ত্তি—১। অবিনশ্বর যশ, চিরস্থায়িনী খ্যাতি। অক্ষয়া কীর্ত্তি, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চিরস্মরণীয়। অক্ষয়া কীর্ত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষয়কুমার দত্ত—(১৮২০—১৮৮৬ খ্রীঃ)।

বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা। তিন ভাগ 'চারুপাঠ', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার', 'পদার্থবিদ্যা', 'ধর্মনীতি', দুই ভাগ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রঃ গ্রন্থ ইঁহারই রচিত।

নবদ্বীপের অনতিদূরবর্তী চুপী গ্রামে পীতাম্বর দত্তের ঔরসে ও দয়াময়ীর গর্ভে ইঁহার জন্ম (১৫ই জুলাই ১৮২০ খ্রীঃ, ১লা শ্রাবণ ১২২৭ বাং, শনিবার)। গ্রাম্য পাঠশালা হইতে ১০ বৎসর বয়সে কলিকাতায় গিয়া ওরিয়েন্টেল সেমিনারীতে ইনি শিক্ষালাভ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া ইঁহাকে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে হয়।

তত্ত্ববোধিনী সভার পরিচালিত পাঠশালায় উনিশ বৎসর বয়সে অক্ষয়কুমার মাসিক ৮ টাকা বেতনে শিক্ষক নিযুক্ত হন। পরে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫৫ হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য করেন। অক্ষয়কুমার "মাদক-সেবনের অপকারিতা" সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ প্রচারিত করিয়াছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে (১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৩ বাং) ইঁহার মৃত্যু হয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইঁহার পৌত্র।

অক্ষয়কুমার বড়াল—(১৮৬০-১৯১৯ খ্রীঃ)। বঙ্গের অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি। ইঁহার রচিত কবিতাগুলির মৌলিকতা, বস্তুতন্ত্রতা, সরলতা বড়ই মর্মস্পর্শী। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার চোরবাগান পল্লীস্থ শ্রীনাথ রায়ের গলিতে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম কালীচরণ বড়াল। অক্ষয়কুমারের বিদ্যালয়ের শিক্ষা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই বটে, কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ইঁহার অধ্যয়নস্পৃহা প্রবল ছিল। রবীন্দ্রনাথ ও প্রিয়নাথ সেনের ন্যায় অক্ষয়কুমারও কবিগুরু বিহারীলাল চক্রবর্তীর শিষ্য। ইনি সওদাগরী অফিসে কর্ম করিতেন। শেষে ইনি নর্থ ব্রিটিশ বীমা কোম্পানির আফিসে প্রধান কর্মচারীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। 'প্রদীপ', 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ' (মৃত পত্নীর উদ্দেশ্যে লিখিত), 'এষা' প্রঃ ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে জুন (বাং ৪ঠা আষাঢ় ১৩২৬) ইঁহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—(১৮৬১—১৯৩০ খ্রীঃ)। রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিক। নদীয়া জেলার সিমলা গ্রামে জন্ম। পিতার নাম মথুরানাথ মৈত্রেয়। মাতার নাম সৌদামিনী দেবী।

আইন-ব্যবসায় অবলম্বন করিলেও সাহিত্য ও ইতিহাস-চর্চা এবং পুরাতত্ত্বানুসন্ধান অক্ষয়কুমারের প্রিয় ছিল। ইনি প্রথমে 'বঙ্গবিজয়' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ ও পরে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক চিত্র—'রাণীভবানী', 'সিরাজ-উদ্দৌলা', 'সীতারাম', 'মীরকাশিম', 'ফিরিঙ্গী বণিক' প্রঃ গ্রন্থরাজি প্রকাশ করেন। অক্ষয়বাবু এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার এবং এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন প্রকাশ করেন। ইনি বহুবার সরকার কর্তৃক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হইয়াছেন। সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা ভাষায় এবং রসায়ন ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ইঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। ইনি রেশমশিল্প সম্বন্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সমধিক প্রশংসা অর্জন করেন। রাজসাহীতে ইনি সংস্কৃত নাটক শকুন্তলা, বেণীসংহার প্রঃর অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি দীঘাপাতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়কে অক্লান্তভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন। পাহাড়পুরের আবিষ্কার কার্যে এবং ভূতত্ত্বসম্বন্ধীয় অন্যান্য বহু গবেষণাকার্যে অক্ষয়কুমারের যোগাযোগ ছিল। সরকার ইঁহাকে সি-আই-ই উপাধি প্রদান করেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি (বাং ২৭শে মাঘ, ১৩৩৬) ইঁহার মৃত্যু হয়।

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী—(১৮৫০—১৮৯৮ খ্রীঃ)। কবি ও সাহিত্যিক। সাধারণ্যে ইনি বিশেষ নাম না করিলেও ইঁহার রচনা রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সাহিত্যিককে উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়াছিল। 'উদাসিনী', 'সাগর-সংগমে', 'ভারতগাথা' প্রঃ ইঁহার পুস্তকাবলী। সংগীতচর্চায় রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার ভ্রাতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অক্ষয়চন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন।

আন্দুলের বিখ্যাত চৌধুরী বংশে জন্ম। পিতা মিহিরচন্দ্র চৌধুরী। এম. এ পাস করিয়া ইনি অ্যাটর্নীশিপ পরীক্ষা দেন। বিখ্যাত পত্রিকা 'ভারতী'র সম্পাদক-মণ্ডলীর মধ্যেও ইনি যুক্ত ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার—(১১ই ডিসেম্বর, ১৮৪৬—২রা অক্টোবর, ১৯১৭ খ্রীঃ)। বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ লেখক, পত্র-সম্পাদক ও সমালোচক। ইনি 'সাধারণী' নামে সাপ্তাহিক এবং 'নবজীবন' নামে মাসিক পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক ছিলেন।

ইঁহার জন্মস্থান হুগলী জেলার চুঁচুড়া। ইঁহার পিতা রায় গঙ্গাচরণ সরকার বাহাদুর সব জজ ছিলেন। ইনি কিছুকাল বহরমপুরে ওকালতি করিয়াছিলেন। ইনি সারদাচরণ মিত্র (উত্তরকালে হাই-কোর্টের জজ) মহাশয়ের সহযোগিতায় 'প্রাচীন কাব্য-সংগ্রহ' সম্পাদিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। 'গোচারণের মাঠ', 'সংক্ষিপ্ত রামায়ণ', 'আলোচনা', 'শিক্ষানবিশের পদ্য', 'হাতে হাতে ফল', 'পিতা পুত্র', 'সনাতনী' এবং 'কবি হেমচন্দ্র' ইঁহার প্রণীত পুস্তক।

বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষ হৃদ্যতা ছিল এবং 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশে ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষিণ-হস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ইনি প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' লিখিতেন।

ইনি বহু বৎসর যাবৎ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি এবং "আজীবন সদস্য" ছিলেন। চুঁচুড়ার পঞ্চম বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি এবং পর বৎসর চট্টগ্রামে উক্ত সম্মিলনের মূল সভাপতি হইয়াছিলেন।

তূণ—যাহা নিঃশেষিত হয় না এরূপ শরে পূর্ণ বাণাধার [অর্জুন খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়া অগ্নির নিকট হইতে গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয়তূণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। কর্মধা। বি; পু।

অক্ষয়তৃতীয়া—চান্দ্র বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া। এই দিনে সত্যযুগের আরম্ভ ও যবের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই তিথিতে সভোজ্য জলপূর্ণ ঘটদানে স্বর্গলোকগমন ও অক্ষয় পুণ্যলাভ ঘটে। অক্ষয়া (তৃতীয়া যে তৃতীয়ার কর্মফলের ক্ষয় হয় না), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অক্ষয়বট—প্রয়াগ ভুবনেশ্বর জগন্নাথপুরী বৈতরণীতট প্রঃ তীর্থক্ষেত্রে অবস্থিত অতি প্রাচীন বটবৃক্ষ [শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, ঐ সকল বটবৃক্ষে জলসেক ও পূজা করিলে অতিশয় পুণ্যলাভ হয়]। কর্মধা। বি; পু।

ললিতা—হরগৌরী পূজার দিন, ৭ই ভাদ্র। বি।

অক্ষয়লোক—স্বর্গ। কর্মধা। বি; পু।

[illegible], অ[illegible]লোক—নিত্য-স্থিবাধাম, চিরস্থায়ী সুরলোক। কর্মধা। বি; পু।

অক্ষয়স্বর্গবাস—অনন্তকাল স্বর্গে অবস্থান, চিরদিন স্বর্গে থাকা। স্বর্গে বাস, ৭তৎ; অক্ষয় স্বর্গবাস, কর্মধা। বি; পু।

অক্ষয়া—১। 'অক্ষয়' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২

বার ও তিথি ঘটিত যোগ বিঃ [সোম-বারে অমাবস্যা, রবিবারে সপ্তমী, মঙ্গল-বারে চতুর্থী এবং বৃহস্পতিবারে অষ্টমী হইলে তাহাকে "অক্ষয়া" বলে]। ন (নাই) ক্ষয় (পাপ অথবা পুণ্যের ধ্বংস) যাহা হইতে, বহু+আপ্। [এই যোগে পাপ অথবা পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিলে তাহার ফল ষাট হাজার জন্মেও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, এইজন্য ইহার নাম অক্ষয়া ।] বি ; স্ত্রী।

[illegible]—১। ক্ষয়ের অযোগ্য, চিরস্থায়ী, অবিনাশী ; প্রভূত। ন (অ)—ক্ষি (ক্ষয় হওয়া)+য কর্তৃ (যোগ্যার্থে)। বিণ। স্ত্রী—**অক্ষয্যা**। ২। শ্রাদ্ধে দেয় ঘৃত-মধুমিশ্রিত জল। অক্ষয়+যৎ হিতার্থে। বি ; ক্লী।

[illegible]—১। ক্ষরণশূন্য ; ক্রিয়াশূন্য ; অনশ্বর ; স্থায়ী ; স্থির। নঞ্তৎ। বিণ। ২। ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর ; জীবাত্মা (জীবাত্মা যখন প্রকৃতিকে সগুণ ও আপনাকে নির্গুণ ও পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া জানিয়া তাঁহাতে বিলীন হন, তখনই তিনি অক্ষরপদবাচ্য) ; মোক্ষ ; প্রকৃতি (সাংখ্য) ; উদক, জল ; শিব ; বিষ্ণু ; গগন ; ধর্ম ; তপস্যা ; বেদ ; অপামার্গ, আপাং গাছ। ন (নাই) ক্ষর (ক্ষরণ) যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ৩। শব্দের সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম ও অখণ্ড অংশ, অকারাদি বর্ণ। অশ্ (ব্যাপ্ত করা)+সরক্ কর্তৃ, যাহা শব্দ-শাস্ত্র ব্যাপ্ত করে এই অর্থে। ৪। শব্দের অন্তর্গত যে বর্ণসমষ্টি একসঙ্গে উচ্চারণ করা হয়, syllable ; সীসকনির্মিত হরফ, type ; হাতের লেখা ("সবার অক্ষর আমি চিনি"—কবিকঙ্কণ)। বি ; ক্লী।

অক্ষরে অক্ষরে—হুবহু, ঠিক ঠিক।

অক্ষরচণ, -চন, -চুঞ্চু—লিপিকর্মে পটু, সুলেখক, মুন্‌শী। অক্ষর চণপ্, চনপ্, চুঞ্চু। বিণ। [স্ত্রী।

অ[illegible]জননী—লেখনী, কলম। ৬তৎ। বি ;

অক্ষরজীবক—লেখন কর্মদ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী, কেরানী, অক্ষরজীবী (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; অক্ষর—জীব্+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

অক্ষরজীবিক—মসিজীবী, অক্ষরজীবী। অক্ষর জীবিকা যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষরজীবিকা—১। মসিজীবিনী। বহু। অক্ষরজীবিক দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। লেখকবৃত্তি। অক্ষর দ্বারা নির্বাহিতা জীবিকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষরজীবী (-জীবিন্)—লিখন-ক্রিয়া দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে যে, লেখক। উপতৎ ; অক্ষর—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

অক্ষরণ—আবহমানতা, ক্ষরণের অভাব। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। [স্ত্রী।

অক্ষরতূলিকা—লেখনী, কলম। ৬তৎ। বি ;

অক্ষরধাম (-ধামন্)—নিত্যধাম, বিষ্ণু-লোক। অক্ষর ধাম (স্থান), কর্মধা। বি ; ক্লী। [৩তৎ। বিণ।

অক্ষরনিবদ্ধ, -বদ্ধ—লিপিবদ্ধ, লিখিত।

অক্ষরন্যাস, -বিন্যাস—১। অক্ষর-সংস্থাপন, অক্ষরলিখন। ৬তৎ। ২। লিপি। অক্ষরের ন্যাস বা বিন্যাস আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

অক্ষরপরিচয়—বর্ণজ্ঞান, অক্ষর জানা, প্রথম শিক্ষালাভ ; হাতে খড়ি ("আজ তাহার অক্ষর পরিচয় হইবে")। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষরবদ্ধ—'অক্ষরনিবদ্ধ' দ্রঃ।

অক্ষরবিন্যাস—'অক্ষরন্যাস' দ্রঃ।

অক্ষরবৃত্ত—স্বরবর্ণের সংখ্যা দ্বারা গণিত ছন্দোভেদ। অক্ষরগণিত বৃত্ত, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অক্ষরভ্রান্তি—অক্ষরবিন্যাসে ভুল, এক অক্ষর স্থানে অন্য অক্ষর সংস্থাপন ; ঘুণাদি কীটের দ্বারা কর্তিত কাষ্ঠাদির ছিদ্রকে অক্ষর বলিয়া মনে করা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষরমালা—বর্ণমালা, অকারাদি অক্ষর-সমূহ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষরমুখ—১। অক্ষরের আদিবর্ণ, অ। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। শিষ্য। বি ; পু। ৩। শাস্ত্রাভিজ্ঞ। অক্ষর (প্রণবাদি বর্ণ) মুখে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**।

অক্ষরসংস্থান—অক্ষরন্যাস, লিখন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষরা—১। সাংখ্যকথিতা প্রকৃতি (সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়া নিবন্ধন)। ন (নাই) ক্ষর (ক্রিয়া-হীনতা) যাঁহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ক্ষরণহীনা ; নাশশূন্যা। অক্ষর+আপ্। বিণ।

অক্ষরান্তর—এক ভাষার শব্দ ভিন্ন ভাষার অক্ষরে প্রকাশ, লিপ্যন্তর। ৬তৎ। বি ; ক্লী। বিণ, **-রিত**।

অক্ষরান্তরীকরণ—এক লিপি হইতে অন্য লিপিতে প্রকাশ করিবার প্রক্রিয়া, transliteration, প্রতিবর্ণীকরণ। অন্য অক্ষর, নিত্য ; অক্ষরান্তর+চ্বি—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-কৃত**।

অক্ষরার্থ—শব্দার্থ, বাক্যার্থ। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষরুচক—স্বচ্ছ লবণ বিঃ, সৌবর্চল, সচল নুন। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণ্বক (কন্) কর্তৃ ; অক্ষে রুচক, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষরেখা—নিরক্ষ-রেখার উত্তর-দক্ষিণে সমদূরবর্তী কল্পিত রেখা ; এগুলি গোলকের পূর্ব-পশ্চিমে মণ্ডলাকারে চিত্রিত থাকে, parallels of latitude. মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষশক্তি—হিটলার-শাসনাধীন জার্মানী ও মুসোলিনি-শাসনাধীন ইটালী, axis powers ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-সংক্রান্ত শব্দ। বি।

অক্ষসমান্তরাল—অক্ষবৃত্ত (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অক্ষসূত্র—১। জপমালা। ৬তৎ। ২। যে সূত্রে জপমালা গ্রথিত। অক্ষ গ্রথিত সূত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অক্ষহৃদয়—অক্ষশাস্ত্র, পাশকক্রীড়ার তত্ত্ব বা রহস্য, দ্যূতবিদ্যা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষাংশ—বিষুবরেখা হইতে উত্তর-দক্ষিণে ভূপৃষ্ঠস্থ কোন স্থানের কৌণিক দূরত্ব। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষাগ্রকীলক—চাকার খিল। অক্ষের অগ্র, ৬তৎ ; তাহার কীলক, ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

অক্ষান্তি—অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা। ন ক্ষান্তি, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষাম—অদুর্বল ; অকৃশ ; বলবান্ ; সুস্থ। নঞ্তৎ। বিণ।

অক্ষার—ক্ষার-রহিত, ক্ষারপদার্থশূন্য, লবণ-হীন। ন (নাই) ক্ষার যাহাতে, বহু। বিণ।

অক্ষারলবণ—সৈন্ধবাদি লবণ, rock salt ; অশৌচকালীন ভক্ষ্য ঘৃত দুগ্ধ আতপতণ্ডুল মুগ যব তিল প্রঃ হবিষ্য দ্রব্য। অক্ষার যে লবণ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

"গোক্ষীরং গোঘৃতঞ্চৈব ধান্যমুদ্গযবাস্তিলাঃ।
সামুদ্রং সৈন্ধবঞ্চৈবমক্ষারলবণং স্মৃতম্ ॥"

অক্ষি—চক্ষুঃ, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয়। অশ্ (ব্যাপ্ত করা)+ক্সি কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অক্ষিকাচ—পরকলা কাচ, অক্ষচ্ছদ, লেন্স, lens। ৬তৎ। বি ; পুং।

অক্ষিকূটক—নেত্রমণি, চক্ষুর তারকা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষিকোটর, -কোষ—চোখের খোল বা গর্ত। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিগত—১। নেত্রগোচর। ২তৎ। ২। ঘৃণাস্পদ ; শত্রু, দ্বেষ্য। অক্ষি দ্বারা গত (জ্ঞাত), ৩তৎ। বিণ।

অক্ষিগোল, -গোলক—চক্ষুর সমস্ত গোল অংশ, eyeball ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিজল—চোখের জল। অক্ষিনির্গত জল, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অক্ষিতারকা, -তারা—কনীনিকা, চোখের তারা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষিপক্ষ্ম (-পক্ষ্মন্)—চক্ষুর পাতার লোম, eyelash ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষিপট, -পট্ট—অক্ষিগোলকের সূক্ষ্ম

ঝিল্লি, যাহার উপর আলোক পড়িলে দৃষ্টির বোধ জন্মে, retina। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিপটল—ছানি। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

অক্ষিপাক—চোখের জ্বালা, চক্ষুর দাহ। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিপুট—চোখের পাতা ; নেত্রপল্লব। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষিব—সামুদ্রিক লবণ ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ন (অ)—ক্ষিব্ + ক কর্তৃ। বি ; পু।

অক্ষিবিকুণিত—অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ। অক্ষি (চক্ষুঃ) বিকুণিত (সংকুচিত) হয় যাহাতে, বহু ; অথবা অক্ষির বিকুণিত (বিকুণন), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষিবিক্ষেপ—দৃষ্টিপাত। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিবিভ্রম—চোখের ভুল, দেখার ভুল, illusion. ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিবিলাস—চক্ষুর বিলাস, সুদৃশ্য বস্তু দর্শনে চক্ষুর তৃপ্তিসাধন। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিভিষক্ (-ভিষজ্)—চক্ষুচিকিৎসক, চোখের ডাক্তার। ৬তৎ। বি ; পু।

অক্ষিভেষজ—নেত্রৌষধি, চক্ষুরোগের ঔষধ ; অঞ্জন, সুরমা ; পুটিকালোধ্র, একপ্রকার লোধগাছ। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

অক্ষীকরণ—দূরবীক্ষণের দৃষ্টিরেখা স্থিরীকরণ, collimation. অক্ষ + চ্বি অভূততদ্ভাবে (= অক্ষী)—কৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অক্ষীণ—অকৃশ, ক্ষীণ নয় এরূপ, স্থূল, সবল। নঞ্তৎ। বিণ।

অক্ষীণবৃত্ত—বেদবিহিত-আচারনিষ্ঠ ; চরিত্রবান্। অক্ষীণ (দৃঢ়) হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষীব—১। অমত্ত। বিণ। ২। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। ন ক্ষীব (উন্মত্ত), নঞ্তৎ। ৩। সামুদ্রিক লবণ। ন—ক্ষীব্ + ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অক্ষুণ্ণ—ক্ষুণ্ণ নয় এরূপ, অদুঃখিত, অক্ষুব্ধ ('—হৃদয়'), 'পূর্ণ ('—প্রতাপ ;—প্রভাব') 'অনালোড়িত ('—হ্রদ') ; সুস্থ ; অকর্তিত ; অক্ষত ; অর্জিত ; অচূর্ণিত ; অবিকৃত ('—ভাব') ; অনভ্যস্ত ('—জ্ঞানার্ণব') ; অটুট ('—শক্তি')। নঞ্তৎ। বিণ।

অক্ষুধ—ক্ষুধাহীন ; আহারে স্পৃহাশূন্য। ন (নাই) ক্ষুধা যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষুধা—১। ক্ষুধাহীনা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্ষুধার অভাব, ক্ষুধারাহিত্য ; আহারে অস্পৃহা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অক্ষুব্ধ—ক্ষোভশূন্য, অদুঃখিত ; অনাকুল, অব্যাকুল ; ধীর ('—মন')। নঞ্তৎ। বিণ। [বিণ।

অক্ষুভিত—অক্ষুব্ধ (সকল অর্থে)। নঞ্তৎ।

অক্ষেত্র—অযোগ্যপাত্র ; মরুভূমি ; অযোগ্য স্থান। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অক্ষেম—১। অশুভ, অমঙ্গল। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। মঙ্গলরহিত, অকল্যাণভাগী। ন (নাই) ক্ষেম যাহার, বহু। বিণ।

অক্ষোট, -ক, অক্ষোড়—ফল বিঃ বা তাহার গাছ, আখরোট। অক্ষ + ওট, ওড় কর্তৃ। বি ; পু। >অক্রোড় >আখরোট।

অক্ষোভ—১। ক্ষোভরহিত, ক্ষোভশূন্য। ন (নাই) ক্ষোভ যাহার, বহু। বিণ। ২। ক্ষোভাভাব ; হস্তিবন্ধন স্তম্ভ, আলান। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অক্ষোভণীয়—অক্ষোভ্য (তাহা দ্রঃ)।

অক্ষোভিত—অবিচলিত ; অনুত্তেজিত ; অনালোড়িত। নঞ্তৎ। বিণ।

অক্ষোভী (-ভিন্)—অক্ষুব্ধ, অদুঃখিত ; অবিষণ্ণ ; অনুত্তেজিত ; অনালোড়িত। ন ক্ষোভী, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ভিণী**।

অক্ষোভ্য—১। অবিচলনীয়, অধৃষ্য। ন (অ)—ক্ষুভ্ + য কর্ম। বিণ। ২। তারাদেবীর শিরঃস্থিত সর্প বিঃ। ৩। শিব, পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের অন্যতম [ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শিব মদন কর্তৃক ও বুদ্ধদেব মার কর্তৃক ক্ষোভিত বা চঞ্চলচিত্ত হন নাই বলিয়া তাঁহারা 'অক্ষোভ্য' নামে খ্যাত]। বি ; পু।

অক্ষৌহিণী—[অক্ষ + উহিনী ; অক্ষ শব্দের অকারের পরস্থিত উহিনী শব্দের উকারের বৃদ্ধি হয়।] অসংখ্য সেনা। অক্ষৌহিণী শব্দের অন্য অর্থ, যথা—১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫৬১০ অশ্ব, ২১৮৭০ হস্তী এবং ২১৮৭০ রথ, এতৎসংখ্যক সেনা।

একটি হস্তী, একখানি রথ, তিনটি অশ্ব ও পাঁচজন পদাতি লইয়া এক পত্তি হয়, তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, তিন সেনামুখে এক গুল্ম, তিন গুল্মে এক গণ, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী, এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। অক্ষ (হস্তী প্রভৃতি)—উহ্ (প্রাপ্ত হওয়া) + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্ স্ত্রী, যাহা হস্তী প্রঃ র সমবায়ে গঠিত এই অর্থে। বি ; স্ত্রী।

অক্সিজেন—অম্লজান বাষ্প ; বাতাসের একটি উপাদান ; oxygen. বি।

অখট্ট—পিয়াল বা শাল গাছ। ন—খট্ট + অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অখট্টি, অখট্টী—মন্দ আচরণ ; আবদার, আখুটি বা আখোট। ন—খট্ট + ই ভাব। বি ; স্ত্রী।

অখণ্ড—খণ্ডহীন, পূর্ণ, গোটা ; সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিখুঁত ; অবিভক্ত ; অক্ষত। ন (নাই) খণ্ড যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অখণ্ডদণ্ড—১। অব্যাহত প্রভুত্ব, একাধিপত্য। ন (নাই) খণ্ড যাহার, বহু ; সেরূপ দণ্ড (শাসন), কর্মধা। বি। ২। যাহার অখণ্ড প্রতাপ, অবাধ শাসনকারী। অখণ্ড দণ্ড যাহার, বহু। বিণ।

অখণ্ডদ্বাদশী—অগ্রহায়ণের শুক্লা দ্বাদশী। অখণ্ডা অর্থাৎ অখণ্ড ফলপ্রদা দ্বাদশী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অখণ্ডন—১। ব্রহ্ম, পরমাত্মা ; কাল। ন (নাই) খণ্ডন যাহার, বহু। বি ; পু। ২। খণ্ডনাযোগ্য ; অবিভক্ত, সম্পূর্ণ সমগ্র। বহু। বিণ ; ত্রি।

অখণ্ডনীয়—খণ্ডন করিতে পারা যায় না এরূপ, অকাটা ; অলঙ্ঘনীয় ; অবিভাজ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অখণ্ডপ্রতাপ—১। অপরিমিত শক্তি সম্পন্ন। বহু। বিণ। ২। অপরিমিত শক্তি, অব্যাহত ক্ষমতা। কর্মধা। বি ; পু।

অখণ্ডমণ্ডলাকার—গোটা চাকার মত আকৃতি বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ গোল। অখণ্ড যে মণ্ডল সে অখণ্ডমণ্ডল, কর্মধা ; তাহার ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ। ("অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।")

অখণ্ডিত—খণ্ডিত নয় এরূপ ; অবিভক্ত : অকর্তিত ; লিপ্ত, জোড়া ; অব্যর্থ, সত্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অখণ্ডিতক্ষুর, -খুর—১। অবিভক্ত ক্ষুর, যে ক্ষুর দুইভাগে বিভক্ত নয়। কর্মধা। বি ; পু। ২। একশফ জীব, একটিমাত্র ক্ষুরবিশিষ্ট পশু (অশ্ব, গর্দভ প্রঃ)। অখণ্ডিত ক্ষুর যাহার, বহু। বিণ।

অখণ্ডিতপত্র—১। যে পত্রের পার্শ্বদেশ খণ্ডিত নহে, আম কাঁঠাল প্রঃ পাতা। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যাহার পত্র কাটা বা চেরা নয় এরূপ (বৃক্ষ)। বহু। বিণ।

অখণ্ডিতবাহু—যে ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা বিভক্ত নহে এরূপ। বহু। বিণ।

অখণ্ড্য—অখণ্ডনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অখদ্যে—অপদার্থ, বাজে, অকর্মণ্য। <অখাদ্য। বিণ।

অখন—এক্ষণে, এখন। <ইহ-ক্ষণ। ক্রি-বিণ।

অখরোট—অক্ষোট (তাহা দ্রঃ)।

অখর্ব—খর্ব নহে এরূপ, দীর্ঘাকার, লম্বা ; বিপুল। নঞ্তৎ। বিণ।

অখল—খলতা-রহিত ; অক্রূর ; অকপট ; সরল। নঞ্তৎ। বিণ।

অখাত—১। যাহা খাত নহে ; যে জলাশয় খনন করা নহে, দেবখাত, স্বাভাবিক খাত।

ন খাত, নঞ্‌তৎ। ২। উপসাগর, খাঁড়ি বা সমুদ্রাংশ, ক্রদ। বি ; স্ত্রী। ৩। অখনিত, যাহা খনন করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখাদিত—১। অভুক্ত, যাহা খাওয়া হয় নাই এমন ; অনাস্বাদিত। ২। যে খায় নাই, উপবাসী। ন খাদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখাদ্য—১। ভোজনের অনুপযুক্ত, অভক্ষ্য। বিণ। ২। অস্বাস্থ্যকর খাদ্য, ধর্মবিরুদ্ধ খাদ্য। ন খাদ্য, নঞ্‌তৎ। বি।

অখাদ্য-অবদ্য—আহারের অযোগ্য ও নিন্দনীয়। বাংপ্র। ('অখদ্যে-অবদ্যে'র মার্জিত রূপ।) বিণ।

অখিদ্য—খেদহীন, অশ্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিদ্যমান্—অননুশোচ্য, অমলিন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিন্ন—ক্লেশহীন, খেদশূন্য ; অশ্রান্ত। ন খিন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখিল—১। সমস্ত, সমগ্র ; চষা (ভূমি)। ন (নাই) খিল (শূন্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। বিশ্বজগৎ, পৃথিবী ; আকাঙ্ক্ষা, অভাব, শূন্য। ন খিল (সীমা দ্বারা বদ্ধ), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

***অখিলপ্রিয়**—সকলের প্রিয়, জগতের প্রিয়। ৬তৎ। বিণ।

অখিলাত্মা (-ত্মন্)—পরব্রহ্ম, বিশ্বাত্মা। অখিল আত্মা যাহার, বহু। বি ; পু।

অখুশি—অসন্তোষ, বিরক্তি। নঞ্‌তৎ (বাংপ্র)। বি। [বিণ।

অখুশী—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। নঞ্‌তৎ (বাংপ্র)।

অখেদ—১। খেদাভাব, আক্ষেপরাহিত্য, দুঃখহীনতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। খেদহীন, আক্ষেপশূন্য, পরিতাপরহিত। ন (নাই) খেদ যাহার, বহু। বিণ।

অখ্যাত—অপ্রসিদ্ধ। ন খ্যাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অখ্যাতনামা (-নামন্)—অপ্রসিদ্ধ-নামবিশিষ্ট, যাহার নাম প্রসিদ্ধ হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অখ্যাতি—অপ্রতিষ্ঠা, অপযশঃ ; নিন্দা, অপবাদ। ন (কুৎসিত) খ্যাতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অখ্যাতিকর, -কারক, -জনক—অযশস্কর, নিন্দাজনক। উপতৎ ; অখ্যাতি—কৃ+ট কর্তৃ ; অখ্যাতির জনক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -কারিকা, -জনিকা।**

অখ্যাতিবোধ—অসম্মানবোধ ; নিন্দা-বোধ। ৬তৎ। বি ; পু।

অখ্যাপন—অকীর্তন ; অনুচ্চারণ, না বলা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। বিণ—**অখ্যাপিত।**

অগ—১। বৃক্ষ ; পর্বত ; সূর্য। ন—গম (গমন করা)+ড কর্তৃ, যে গমন করে না [সূর্য যে সৌরজগৎ সম্বন্ধে স্থির তাহা প্রাচীন ঋষিরাও অবগত ছিলেন, এ কারণ সূর্যের নাম 'অগ' রাখা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে, বক্রগমনার্থক অগ ধাতুর উত্তর কর্তৃবাচ্যে অচ্ করিয়া অগ (যিনি বক্রগমন করেন) হইয়াছে। সূর্যের ৬ মাস উত্তরায়ণ ও ৬ মাস দক্ষিণায়ন, এ কারণ তিনি বিষুবরেখাকে বৎসরের মধ্যে দুই দিন মাত্র স্পর্শ করেন, অর্থাৎ সরল গমন না করিয়া বক্র গমন করেন]। ২। সর্প। অগ (বক্র গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি ; পু। ৩। গমনরহিত, অচল, চলচ্ছক্তিহীন। বিণ।

অগঙ্গ—গঙ্গাশূন্য। গঙ্গা হইতে চারি ক্রোশ দূরে অবস্থিত (দেশ)। ন (নাই) গঙ্গা যেখানে, বহু। বিণ।

অগচ্ছ—১। ক্ষুদ্র বৃক্ষ, আগাছা। ন (অপ্রশস্ত) গচ্ছ (বৃক্ষ), নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। বৃক্ষহীন। ন (নাই) গচ্ছ (বৃক্ষ) যেখানে, বহু। বিণ।

অগজিহ্ণত—যাহা জিহ্মার নাই এমন ; অক্ষত। নঞ্‌তৎ (বাংপ্র)। বিণ।

অগজ—১। শিলাজতু। বি ; ক্লী। ২। বৃক্ষজাত ; শৈলজাত। অগ—জন্ (জন্মা) +ড কর্তৃ। ৩। যে স্থানে গজ অর্থাৎ হস্তী নাই, হস্তিশূন্য। ন (নাই) গজ (হস্তী) যেখানে, বহু। বিণ।

অগঠন—১। যাহা ঠিক গড়া হয় নাই। অ (নাই) গঠন যাহার, বহু। বিণ। ২। অসুন্দর জিনিস, অনিয়মিত বা অশৃঙ্খল-ভাবে গঠিত জিনিস ; গঠনের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি। বিণ—**অগঠিত।**

অগড়-বগড়—অগড়ম-বগড়ম (তাহা দ্রঃ)।

অগড়ম-বগড়ম—বিবিধ দ্রব্যের সংমিশ্রণ, জগাখিচুড়ি ; নানা তুচ্ছ সামগ্রী, ফটকি-নাটকি ; উন্মত্তপ্রলাপ, অর্থহীন বাক্য, বাজে বকনি ; ছাইভস্ম, মাথামুণ্ড। বাংপ্র। [>আগড়ম বাগড়ম।]

অগণন—গণনা করা যায় না এরূপ, অগণ্য, অসংখ্য, বহুসংখ্যক। ন (নাই) গণন যাহার, বহু। বিণ।

অগণনীয়, অগণ্য—অসংখ্য ; অগ্রাহ্য, গ্রাহ্য করিবার যোগ্য নহে এরূপ ; তুচ্ছ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগণিত—অসংখ্য ; গণনা করিয়া শেষ করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগণিতব্য—অগণনীয় (তাহা দ্রঃ)।

অগণ্য—'অগণনীয়' দ্রঃ।

অগত—অনতীত, যাহা গত হয় নাই এমন, উপস্থিত ; "অনধিগত, অলব্ধ।" ন গত (অতীত বা প্রাপ্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগতি—১। গতিহীন, গমনশূন্য, অচল ; নিরুপায় ; অসহায়, নিরাশ্রয়, অনাথ। ন (নাই) গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। গতির অর্থাৎ উপায়ের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। অসংকার, মৃতব্যক্তির সংকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অভাব। বাংপ্র। বি। **অগতির গতি**—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়স্বরূপ ("অগতির গতি ভগবান্")।

অগতিক—নিরুপায়, নিরাশ্রয়, অশরণ, গতিহীন। ন (নাই) গতি যাহার, বহু (সমাসান্ত 'ক' আগম)। বিণ।

অগত্যা—কোন গতি না থাকাতে, গত্যন্তর অভাবে, অনুপায়ে ; সুতরাং, কাজে কাজে। অব্য ; ক্রি-বিণ। [সংস্কৃত ভাষায় অগতি শব্দের তৃতীয়ার একবচনে 'অগত্যা' হয়, উহাই অবিকৃতভাবে বঙ্গভাষায় চলিতেছে।]

অগদ—১। নীরোগ, সুস্থ। ন (নাই) গদ (রোগ) যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষনাশক দ্রব্য ; ঔষধ ; ধন্বন্তরি প্রণীত অষ্টভাগের ষষ্ঠভাগ। ন (হয় না) গদ (রোগ) যাহা হইতে, বহু। ৩। অরোগিতা, সুস্থভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অগদংকার—চিকিৎসক, বৈদ্য, কবিরাজ। অগদ (নীরোগ)—কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অগদতন্ত্র—বিষবিজ্ঞান, বিষক্রিয়া প্রণাশক বা প্রতিষেধক বিদ্যা, toxicology. অগদ বিষয়ক তন্ত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অগদ্য—দোষযুক্ত গদ্য ; কবিতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অগনতি, অগুনতি—অসংখ্য। <অগণিত। বিণ।

অগন্তব্য—গমনের অযোগ্য ; দুর্গম, যেখানে যাওয়া যায় না এমন ; যেখানে যাওয়া উচিত নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগভীর—যাহা অধিক গভীর নহে ; অল্পগভীর, সামান্য-গভীরতা-বিশিষ্ট ; ভাসা ভাসা ; অপ্রগাঢ়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগম—১। নিশ্চল, গতিশূন্য। ন (নাই) গম (গমন) যাহার, বহু। ২। অগম্য ; অথই, গভীর। ন (নাই) গম (গতি) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ। ৩। বৃক্ষ ; পর্বত। নঞ্—গম্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অগমতা—অমর্যাদা, অসম্মান, অবমাননা। অগম+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অগমনীয়—অগম্য (তাহা দ্রঃ)।

অগম্য—গমনের অযোগ্য, যেখানে যাওয়া যায় না এরূপ, যেখানে গতিবিধির উপায় নাই এরূপ, দুর্গম ; দুষ্প্রবেশ ; অগন্তব্য, যেখানে বা যাহাতে গমন করা উচিত নয় ;

অপ্রাপ্য ; অবোধ্য, অজ্ঞেয় ("ঈশ্বর অগম্য অপার")। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগম্যরূপ—যাহার রূপের উপলব্ধি হয় না এমন। বহু। বিণ।

অগম্যা—গমনের অযোগ্যা বা অসাধ্যা ; যাহার সহিত সংগম নিষিদ্ধ এরূপ (স্ত্রীলোক), যাহার সহিত সম্ভোগ করিলে নরকে যাইতে হয় এরূপ (নারী)। ন গম্যা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। [গুরুপত্নী, রাজপত্নী, সুতা, পুত্রবধু, শ্বশ্রূ, গর্ভবতী রমণী, ভগিনী, সহোদর ভ্রাতার স্ত্রী, ভগিনীর কন্যা, ভ্রাতার কন্যা, শিষ্যা, শিষ্যপত্নী, ভাগিনেয়ের স্ত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্নী, শূদ্রের পক্ষে বিপ্রপত্নী, বিপ্রের পক্ষে শূদ্রকামিনী অগম্যা বলিয়া নির্ধারিত।]

অগম্যাগমন—অগম্যা-স্ত্রী-সম্ভোগ, ব্যভিচার। অগম্যাতে গমন, ৭তৎ। বি ; ক্লী। বিণ. **-গামী**।

অগর—১। বিষনাশক, বিষহারক, যাহা বিষ নষ্ট করে এরূপ। ন (নাই) গর (বিষ) যাহা হইতে, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-রা, -রী**। ২। অগুরু নামক গন্ধ-দ্রব্য। গ্রাম্য। বি। ৩। যদি। হি। অ।

অগরী—মূষিক বিষনাশক দেবতাড় বৃক্ষ। ন (থাকে না) গর (বিষ) যাহা হইতে, বহু + ঈ। বি ; স্ত্রী।

অগরু—সুগন্ধি কাষ্ঠ বিঃ, একপ্রকার চন্দন (চলিত ভাষায় কেহ কেহ ইহাকে 'অগর' বলে)। নঞ্‌—গৄ + উ কর্তৃ। বি ; পু।

অগর্ব—১। অহংকারহীনতা ; বিনয়। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। গর্বরহিত, অহংকারশূন্য। ন (নাই) গর্ব যাহার, বহু। বিণ।

অগর্বিত—অহংকারশূন্য ; অনুদ্ধত ; বিনীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগর্বী (-র্বিন্)—'অগর্বিত' (তাহা দ্রঃ)। বিণ। স্ত্রী, **-র্বিণী**।

অগর্ভিণী—যে রমণীর গর্ভ হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অগর্হ—নিন্দাহীন, যাহার কোন নিন্দা নাই। ন (নাই) গর্হা (নিন্দা) যাহার, বহু। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অগর্হিত—অনিন্দিত, প্রশংসাজনক।

অগল—অগ্রগণ্য, অগ্রগামী, অগ্রসর ; দক্ষ, শ্রেষ্ঠ। বিণ। [< অগ্রল।]

অগস্ট—ইংরেজী বছরের অষ্টম মাস। (< ইং 'August') বি।

অগস্তি—অগস্ত্য ঋষি। অগ—অস্ + তি কর্তৃ। বি ; পু।

অগস্তী—দক্ষিণ দিক্, অগস্তি ঋষির আশ্রিতা দিক্। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্য—বক ফুল, বা তাহার গাছ ; মুনি-বিঃ ; নক্ষত্র বিঃ, Canopus. অগ—স্তৈ + ক কর্তৃ। বি ; পু। [ঋগ্বেদে কথিত আছে যে, যজ্ঞস্থলে উর্বশীকে দেখিয়া মিত্র ও বরুণের রেতঃস্খলন হয়। সেই শুক্র যজ্ঞীয় কুম্ভে পতিত হইলে বশিষ্ঠ ও অগস্ত্যের উৎপত্তি হয়। অগস্ত্য মহাতপা ও মহাতেজা তপস্বী ছিলেন। ইনি বাতাপি নামক দানবকে উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করেন। ইনি দেবগণের অনুরোধে এক গণ্ডূষে সমুদ্র শোষণ করিলে দেবগণ সমুদ্র-গর্ভে লুকায়িত কালকেয় নামক দৈত্যকুলকে বিনাশ করেন। ইঁহার অভিশাপে রাজা নহুষ সর্পরূপ প্রাপ্ত হন। ইনি পিতৃপুরুষের ইচ্ছানুসারে বংশরক্ষার জন্য একটি মনোহারিণী কন্যার সৃষ্টি করেন। এই কন্যা বিদর্ভরাজের গৃহে পালিতা হইয়া উত্তর-কালে লোপমুদ্রা নামে মুনিবরের সহিত পরিণীতা হন। ইনি বিন্ধ্যপর্বতের গুরু। বিন্ধ্যপর্বত সূর্যের পরিভ্রমণপথ রুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তখন মুনিবর বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পর্বত-রাজ প্রণাম করিবার জন্য অবনত হইলেন। মুনি বিন্ধ্যকে নিজের প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত তদবস্থায় থাকিতে বলিয়া ভাদ্রের প্রথম দিনে চিরকালের জন্য দক্ষিণাপথে গমন করেন। অনেকে বলেন, অগস্ত্য দ্রাবিড় সভ্যতার প্রবর্তক। অগস্ত্য-প্রণীত ব্যাকরণ তামিল ভাষার আদি ব্যাকরণ।

পুরাণমতে এই মহর্ষি এক্ষণে নক্ষত্র-রূপে আকাশের দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিতেছেন।]

অগস্ত্যযাত্রা—ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে যাত্রা (এই দিনে অগস্ত্যমুনি বিন্ধ্যগিরি অতিক্রম করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছিলেন এবং আর ফিরেন নাই—এজন্য মাসের প্রথম দিন যাত্রাই অগস্ত্যযাত্রা বলিয়া কথিত হয়। যাত্রার পক্ষে ঐ দিন অপ্রশস্ত বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে) ; চিরকালের মত যাওয়া, অপ্রত্যাবর্তনীয় গমন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্যসংহিতা—অগস্ত্যকর্তৃক সংগৃহীত সংহিতা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অগস্ত্যোদয়—অগস্ত্য নামক নক্ষত্রের উদয় ; ভাদ্রমাসের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ দিনে অগস্ত্য মুনির নক্ষত্ররূপে গগনে আবির্ভাব। [অগস্ত্যোদয়ে শরৎ ঋতুর চিহ্নসকল প্রকাশিত হইতে থাকে এবং আকাশ ও জল পরিষ্কৃত হয়।] ৬তৎ। বি ; পু।

অগহিন—১। অল্প গভীর। < অগভীর। ২। অতিগভীর। < গভীর। ['অ' নিরর্থক]। বিণ।

অগা—১। অচলা ইং। 'অগ' দ্রঃ। অগ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নির্বোধ, জড়বুদ্ধি, মূর্খ। < অজ্ঞ। বিণ।

অগাই—অগাধ, দুরবগাহ ; দুর্বোধ্য ("অনাদি অনন্ত অগাই"—শ্রীকৃষ্ণ)। < অগাহ। প্রা কপ্র। বিণ।

অগাকান্ত, অগাচণ্ডি, অগারাম, অগারাজ—[গালাগালি বা সস্নেহ তিরস্কারে] নির্বোধ ; অকর্মণ্য, অপদার্থ। বাংপ্র। বিণ।

অগাগি—সঙ্গ। প্রা কপ্র। বি।

অগাত্মজা—হিমালয়কন্যা, পার্বতী। অগের (পর্বতের) আত্মজা (কন্যা), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অগাত্র—দেহরহিত, অঙ্গহীন। অ (নাই) গাত্র যাহার, বহু। বিণ।

অগাধ—১। তল স্পর্শ করিতে পারা যায় না এরূপ, অতলস্পর্শ ; অতি গভীর ; অপরিমেয় ; প্রগাঢ় ; অসাধারণ ; দুর্বোধ, দুর্জ্ঞেয় ; অসীম, অনন্ত। ন (নাই) গাধ (প্রতিষ্ঠা বা তলস্পর্শ) যাহার, বহু ; অথবা ন গাধ (তলস্পর্শযোগ্য), নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। গর্ত। বি ; ক্লী।

অগার—গৃহ, আগার। অগ—ঋ + অণ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অগাস্টাস কেয়াস অক্টেভিয়ানাস্ (Augustus Caius Octavianus)—(খ্রীঃ পূঃ ৬৩-১৪ খ্রীঃ)। জুলিয়াস সীজারের ভাগিনেয় ও রোমের ১ম সম্রাট্। ইঁহার সময়ে রোম সর্ববিষয়ে উন্নত হইয়াছিল।

অগাস্টিন, সেণ্ট (Augustine, St.)—বিখ্যাত খ্রীষ্টান ধর্মযাজক। ইনি ইংলণ্ডে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে আসেন। ইনি ক্যাণ্টারবারির প্রথম আর্চবিশপ হন।

অগুণ—১। অনিষ্ট, অহিত, অমঙ্গল, অপকার ; দোষ ; (ব্যাকরণে) ই-ঈ স্থানে এ, উ-ঊ স্থানে ও এবং ঋ-স্থানে অর্ না হওয়া। ন গুণ (গুণবিরোধী), নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। গুণহীন, নির্গুণ, গুণরহিত। ন (নাই) গুণ যাহার, বহু। বিণ।

অগুণবাচক—১। যাহা ব্যক্তি বা বস্তুর কোন গুণ প্রকাশ করে না। গুণের বাচক, ৬তৎ ; ন গুণবাচক, নঞ্‌তৎ। ২। দোষ-প্রকাশক। অগুণের বাচক, ৬তৎ। বিণ।

অগুণী (-ণিন্)—গুণহীন, কোন কাজের নয়, অকেজো। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ণিনী**।

অগুনতি—অসংখ্য, বহু, গণনাতীত। (< অগণিত।) বিণ।

অগুরু—১। কৃষ্ণবর্ণ চন্দন ; গুগ্‌গুল ; শিংশপা-বৃক্ষ, শিশুগাছ। বি ; ক্লী। ২। অধিক ভারবিশিষ্ট, অতি ভারী। ন (নাই) গুরু (ভারী) যাহা হইতে, বহু।

৩। গুরুহীন, উপদেশকশূন্য। অ (নাই) গুরু যাহার, বহু। ৪। গৌরবশূন্য; লঘু, হালকা। নঞ্তৎ। বিণ।

অগুহ্য—অগোপনীয়, অগূঢ়; প্রকাশ্য। নঞ্তৎ। বিণ। [বিণ।

অগূঢ়—অগুপ্ত, প্রকাশিত, ব্যক্ত। নঞ্তৎ।

অগূঢ়গন্ধ—হিঙ্গু। অগূঢ় (প্রকাশিত) গন্ধ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অগূঢ়ভাব—১। ব্যক্ত অবস্থা, স্পষ্ট ভাব। কর্মধা। বি; পু। ২। সরল, অমায়িক। গূঢ় ভাব, কর্মধা; ন (নাই) গূঢ়ভাব যাহার, বহু। বিণ।

অগৃহ—গৃহহীন, ঘরবাড়িশূন্য। ন (নাই) গৃহ যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

অগৃহজ—গৃহে উৎপন্ন নহে এমন। নঞ্তৎ।

অগেআন, অগেয়ান—১। নির্বোধ, মূর্খ। বিণ। ২। জ্ঞানহীনতা। <অজ্ঞান। বি।

অগেয়ানী—জ্ঞানহীন। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

অগো—ওগো, হে, সম্বোধন। বাংপ্র। অ।

অগোচর—১। বুঝিতে বা গ্রহণ করিতে পারা যায় না এরূপ; অপ্রকাশ্য; অবিজ্ঞেয়; অপরিজ্ঞেয়; অজ্ঞাত; অতীন্দ্রিয়। নঞ্তৎ। বিণ। ২। অগোচরে, অপ্রকাশ্যে; অজ্ঞাতসারে; পরোক্ষে; চুপি চুপি। ন (নহে) গোচর (ইন্দ্রিয় বিষয়ীভূত), নঞ্তৎ, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অগোপন—১। গোপনাভাব, প্রকাশ, জ্ঞানগোচরতা। বি; স্ত্রী। ২। প্রকাশিত, জ্ঞানগোচর। ন (নাই) গোপন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অগোপনীয়—গোপনের অযোগ্য; যাহা গোপন করিতে পারা যায় না এমন; প্রকাশ্য। নঞ্তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ—**অগোপনে**।

অগোর, অগৌর—অগুরু, কৃষ্ণচন্দন। <অগুরু। বি।

অগৌণ—মুখ্য, প্রধান। নঞ্তৎ। বিণ।

অগৌণে—শীঘ্র, সত্বর। ন (নাই) গৌণ যাহাতে, বহু, এরূপে (বাংপ্র)। ক্রি-বিণ।

অগৌর—১। গৌরবর্ণ নয় এমন। ন গৌর, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অগৌরী**। ২। <অগুরু। বি।

অগৌরব—১। গৌরবহীনতা, অমর্যাদা, অসম্মান; গুরুত্বহীনতা, অপ্রয়োজনীয়তা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অসম্মানিত, মর্যাদাহীন। ন (নাই) গৌরব যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নায়ী—১। অগ্নির স্ত্রী, স্বাহা। অগ্নি+ ঙীপ্ পত্নী অর্থে। ২। ত্রেতাযুগ। বি; স্ত্রী।

অগ্নি—১। বহ্নি, অনল, আগুন [অগ্নি ত্রিবিধ, যথা—ভৌম, দিব্য ও জাঠর; কাষ্ঠাদি পার্থিব পদার্থসম্ভূত অগ্নিকে ভৌমাগ্নি; জল, বায়ু হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ বজ্র প্রঃকে দিব্যাগ্নি ও অন্নপানাদি পরিপাককারী উদরস্থ অগ্নিকে জঠরাগ্নি বলা যায়]। অন্গ্ (ঊর্ধ্বে গমন করা)+ নি কর্তৃ। বি; পু।

[মহাভারত-মতে ধর্মের ঔরসে বসুভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম। ঋগ্বেদ-মতে ইনি পরমপুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন। মতান্তরে ইনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে জাত। ইঁহার পত্নীর নাম স্বাহা। ইনি পূর্ব-দক্ষিণ কোণের অধিপতি ও পিতৃলোকাধিপতি। ঋগ্বেদে ইঁহাকে দেবতাদের যজ্ঞভাগ বহনকারী এবং দূতরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।]

অগ্নি-অবতার—মূর্তিমান্ অগ্নি; ক্রোধে রক্তবর্ণ মুখধারী ব্যক্তি, অগ্নিশর্মা। ৬তৎ। বি; পু। [শ্রুতিকটুতার জন্য সন্ধি হয় নাই।]

অগ্নিক—ইন্দ্রগোপ নামক রক্তবর্ণ কীট বিঃ। অগ্নি+ক সাদৃশ্যার্থে। বি; পু।

অগ্নিকণ, -কণা—স্ফুলিঙ্গ; আগুনের ফিনকি। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অগ্নিকর—১। অগ্ন্যুৎপাদক, অগ্নিদাতা; দাহজনক, সন্তাপন। অগ্নি করে যে, উপতৎ; অগ্নি—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। অগ্নিময় সূর্য। অগ্নিময় কর যাহার, বহু। বি; পু। ৩। অগ্নিহস্ত (ব্যক্তি), যাহার হাতে আগুন আছে এরূপ। অগ্নি করে যাহার, বহু। বিণ বা বি; পু।

অগ্নিকর্তা (-কর্তৃ)—অগ্নির জ্বালক, যে আগুন জ্বালে; মৃতের মুখে যে আগুন দেয়। ৬তৎ। বি; পু বা বিণ। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

অগ্নিকর্ম (-কর্মন্), **অগ্নিকার্য**—হবির্দান; অগ্নিজ্বালন; মৃত ব্যক্তির দাহক্রিয়া। অগ্নিসাধ্য কর্ম বা কার্য, অথবা অগ্নির প্রীত্যর্থে কর্ম বা কার্য, মধ্যপ; কিংবা অগ্নিদ্বারা কর্ম বা কার্য, ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিকলা—ধূম্রার্চিঃ উষ্মা জ্বলিনী জ্বালিনী বিস্ফুলিঙ্গিনী সুশ্রী সুরূপা কপিলা হব্যবহা কব্যবহা—অগ্নির এই দশ অবয়ব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিকল্প—বহ্নিপ্রায়, অনলতুল্য, আগুনের মত; কোপোদ্দীপক, প্রচণ্ড, উগ্র। অগ্নি হইতে ঈষৎ ঊন এই অর্থে অগ্নি+কল্পপ্। বিণ।

অগ্নিকাণ্ড—গৃহদাহ; অগ্নেয়াস্ত্রপ্রয়োগ; মহৎব্যাপার; বিষম ঝগড়া, প্রচণ্ড মারামারি কাটাকাটি। অগ্নিসম্পাদ্য কাণ্ড, মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিকারক—১। বহ্নিজনক, অনলোৎপাদক; পাচক; পরিপাকশক্তি-বর্ধক; মৃতব্যক্তির দাহকারী। ৬তৎ। বিণ। ২। অনল উৎপাদক দ্রব্য বিঃ, চকমকি। বি। স্ত্রী, **-রিকা**।

অগ্নিকার্পাস—আগ্নেয়াস্ত্রে ব্যবহার্য অতি বিস্ফোরক তুলা, gun cotton. অগ্নিগর্ভ কার্পাস, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিকাষ্ঠ—১। অগুরুকাষ্ঠ। অগ্নিবর্ণ কাষ্ঠ, মধ্যপ। ২। যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়, অরণি; ইন্ধন, জ্বালানী কাঠ। অগ্নি উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠ, মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিকুক্কুট—জ্বলন্ত তৃণগুচ্ছ, জ্বলন্ত নুড়া, fire brand. অগ্নি কুক্কুট তুল্য, উপমিত সমাস। বি; পু।

অগ্নিকুণ্ড—অগ্ন্যাধানের স্থল; হোম করিবার কুণ্ড; আগুন জ্বালাইবার গর্ত; অতি উত্তপ্ত স্থান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিকুমার—কার্তিকেয়। ৬তৎ। বি; পু।

[একদা অগ্নিদেব, বশিষ্ঠ অত্রি অঙ্গিরা প্রঃ সপ্তর্ষির ভার্যা অরুন্ধতী প্রঃর রূপলাবণ্য দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দক্ষরাজ-দুহিতা অগ্নিপত্নী স্বাহা স্বামীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া, অরুন্ধতী ব্যতীত অন্য ছয়জন ঋষিপত্নীর রূপ ধারণপূর্বক স্বামীর সহিত ছয়বার বিহার করেন। বিহার সমাধানান্তে স্বাহাদেবী একটি কাঞ্চনকুণ্ডে রেতঃ নিক্ষিপ্ত করেন। সেই তেজোবিশিষ্ট রেতঃ হইতে একটি সন্তান উদ্ভূত হয়। সেই সন্তানই অগ্নিকুমার বা কার্তিকেয় নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ইহার অন্যরূপ কাহিনীও আছে।]

অগ্নিকুল—রাজবংশ বিঃ; রাজপুতকুল বিঃ। অগ্নিজাত কুল, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিকোণ—পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী কোণ, ঐ কোণের দিকপাল অগ্নি। অগ্নির কোণ, ৬তৎ; কিংবা অগ্নিদেব কর্তৃক অধিষ্ঠিত কোণ, মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিক্রিয়া—বিধিপূর্বক অগ্নিতে মৃতের দাহকার্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। অগ্নিসম্পাদ্য ক্রিয়া, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিক্রীড়া—আগুন লইয়া খেলা করা, বাজি পোড়ানো, আতসবাজি, fire-works. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিগর্জন—আগুনের শব্দ, আগুন জ্বালিবার সময় হুহু শব্দ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিগর্ভ—অগ্নিজার বৃক্ষ; সূর্যকান্তমণি, আতসী পাথর। [সূর্যকিরণে আতসী পাথর ধরিয়া তাহার নিচে একখানি সোলা

বা অঙ্গার ধরিলে কিঞ্চিৎকাল পরে উহা জ্বলিয়া উঠে।] অগ্নি গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বি; পু।

অগ্নিগর্ভা—মহাজ্যোতিষ্মতীলতা, শমীলতা [কথিত আছে, এই বৃক্ষের গহ্বরে অগ্নি লুক্কায়িত ছিলেন]। অগ্নি গর্ভে যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অগ্নিগৃহ—গার্হপত্যাদি অগ্নিত্রয়ের রক্ষার্থ গৃহ, অগ্ন্যাগার; হোমগৃহ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিচয়ন—অগ্ন্যাধান, অগ্নিস্থাপন; অগ্নিস্থাপনমন্ত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিচিৎ—১। সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, অগ্নিহোত্রী। অগ্নি–চি (চয়ন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিস্থাপন করতঃ নিত্য হোমকারী। অগ্নিকে চয়ন (আহরণপূর্বক স্থাপন) করেন যিনি, উপতৎ। বিণ। ৩। বহ্নিস্থাপন, অগ্ন্যাধান। অগ্নি—চি+ক্বিপ্ ভাব। বি; ক্লী।

অগ্নিচিত্যা—আগুন আহরণ করিয়া রাখা, বহ্নিস্থাপন। অগ্নি—চি (চয়ন করা) +কাপ্ ভাবে+আপ্। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নি-চূর্ণ, -চূর্ণক—বারুদ। অগ্নিকারক চূর্ণ বা চূর্ণক, মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিজ—১। অগ্নি হইতে জাত, বহ্নিজাত, অনলোৎপন্ন। উপতৎ; অগ্নি–জন (জন্মা) +ড কর্তৃ। বিণ। ২। কার্তিকেয় (অগ্নিকুমার দ্রঃ); ঔষধি বৃক্ষ বিঃ। বি; পু। ৩। স্বর্ণ। বি; ক্লী।

অগ্নিজনক—অনলোৎপাদক; পাচক, পরিপাকশক্তিবর্ধক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অগ্নিজন্মা (-জন্মন্) —কার্তিকেয়। অগ্নি হইতে জন্ম যাহার, বহু। বি; পু।

অগ্নিজাত—১। অগ্নি হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। অগ্নিজ নামক ঔষধীর বৃক্ষ; কার্তিকেয়। ৫তৎ। বি; পু।

অগ্নিজার, -জাল—অগ্নিজ বৃক্ষ। উপতৎ। অগ্নি—জৃ+ণিচ্ স্বার্থে+অণ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে র-স্থানে ল। বি; পু।

অগ্নিজিহ্ব—১। অনলবৎ জিহ্বাবিশিষ্ট। অগ্নির জিহ্বার ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু; দেবতা (বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণকালে অগ্নিজিহ্ব হন)। অগ্নি জিহ্বা যাহার, বহু। বি; পু।

অগ্নিজিহ্বা—১। অগ্নিবৎ জিহ্বাবিশিষ্ট। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নির সপ্তবিধ শিখা [কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা, অগ্নির এই সপ্ত শিখা সপ্তজিহ্বা বলিয়া কথিত]; বিষলাঙ্গলা বৃক্ষ; জলপিপ্পলী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিজ্বালা—১। অগ্নিশিখা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। জলপিপ্পলী, ধাইগাছ। অগ্নির জ্বালার ন্যায় জ্বালা যাহার, বহু+আপ্।

অগ্নিতপ্ত—১। অগ্নিতে উত্তপ্ত। অগ্নি দ্বারা তপ্ত, ৩তৎ। ২। অগ্নির মত উষ্ণ। অগ্নিসদৃশ তপ্ত, মধ্যপ। বিণ। বি—**অগ্নিতাপ**।

অগ্নিতুলা—বিস্ফোরণকারী তুলা, gun cotton. অগ্ন্যুৎপাদিকা তুলা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিতুল্য—বহ্নিসম, আগুনের মত; অতি দুর্মূল্য, খুব আক্রা। ৬তৎ। বিণ।

অগ্নিত্রয়—গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নি [গৃহপতির অর্থাৎ গৃহস্বামীর সহিত নিত্য সম্বন্ধে যে অগ্নি, তাহাকে গার্হপত্য অগ্নি কহে। গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমের জন্য যাহার সংস্কার করা হয়, তাহা আহবনীয় নামে খ্যাত। দক্ষিণ দিকের অগ্নির নাম দক্ষিণাগ্নি।]; অগ্নিত্রয়রূপ পিতা, মাতা ও আচার্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিত্রেতা—'অগ্নিত্রয়' দ্রঃ।

অগ্নিদ—অগ্নিদাতা; শবদাহক; অগ্নি প্রদানকারী রূপ আততায়ী। অগ্নি দেয় যে, উপতৎ; অগ্নি—দা (দেওয়া)+ক কর্তৃ। বিণ।

অগ্নিদগ্ধ—১। (যাহাদিগের দেহ যথাশাস্ত্র অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে) পিতৃপুরুষ। বি; পু। ২। অগ্নি দ্বারা দগ্ধ, আগুনে পোড়া। ৩তৎ। বিণ।

অগ্নিদগ্ধপ্রস্তর—অগ্নিসংযোগে জাত প্রস্তর [ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, প্রস্তর দুই প্রকার—(১) অগ্নিদগ্ধ বা আগ্নেয় প্রস্তর (igneous rocks) এবং (২) বারুণ প্রস্তর (বর্তমানে ইহাকে পাললিক শিলা বলে)। আগ্নেয় প্রস্তরের যে বর্তমান অবস্থা দেখা যায়, উহা অগ্নি দ্বারা দ্রব হইয়া শীতল হইয়া জমিয়াছে]। কর্মধা। বি; পু।

অগ্নিদাতা (-দাতৃ)—অগ্নিদানকারী, অগ্নি সংযোগকর্তা, যে আগুন লাগাইয়া দেয়; মৃতদেহ দহনকারী, মুখাগ্নিকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অগ্নিদান—আগুন লাগানো; দাহকরণ; মৃতের মুখাগ্নিকরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিদাহ—আগুনে পোড়া, আগুন লাগা। ৩তৎ, ৬তৎ বা ৭তৎ। বি; পু।

অগ্নিদাহ্য—যাহা আগুনে পুড়িয়া যায়, combustible. ৩তৎ। বিণ।

অগ্নিদীপক, -দীপন—অগ্নি প্রজ্বলিতকারী, অনলোত্তেজক; জঠরাগ্নির উদ্দীপক, পাচক, পরিপাক-শক্তিবর্ধক। ৬তৎ। বিণ। [৬তৎ। বিণ।

অগ্নিদীপ্ত—অগ্নিসংযোগে উজ্জ্বল, জ্বলন্ত।

অগ্নিদূত—যজ্ঞ। অগ্নি দূত যাহাতে, বহু। বি; পু।

অগ্নিদেব—১। বহ্নিদেবতা, অনলদেব। অগ্নি-নামক যে দেব, মধ্যপ। বি; পু। ২। অগ্নিপূজক। অগ্নি দেব যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিদেবা—১। অগ্নিপূজিকা, অগ্নির উপাসিকা। অগ্নিদেব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নি দেব (অধিদেবতা) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্নিদৈবত্য—অগ্নিদেবের আধিপত্য; অগ্নিকে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া স্বীকার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিদ্রবার্হ—অগ্নিতে দ্রব হইবার উপযুক্ত, যাহা অগ্নিতাপে গলিয়া যায় এমন। দ্রব—অর্হ+অচ্ কর্তৃ; অগ্নি দ্বারা দ্রবার্হ, ৩তৎ। বিণ।

অগ্নিনাশ—অগ্নির নির্বাপন; হজমশক্তির বিনাশ। ৬তৎ। বি; পু।

অগ্নিনির্যাস—অগ্নিজারবৃক্ষ। অগ্নির (জঠরানলের) মত নির্যাস যাহার, বহু। বি; পু।

অগ্নিপক্ব—অগ্নিতে পাক-করা, আগুনে পোড়া বা সিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

অগ্নিপরিশুদ্ধ—আগুনে পোড়াইয়া শুদ্ধ করা হইয়াছে এমন; অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত। ৩তৎ। বিণ। বি, **-পরিশুদ্ধি**।

অগ্নিপরীক্ষা—অগ্নির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া শুদ্ধাশুদ্ধ স্থিরীকরণ; আগুনে স্বর্ণাদি ধাতুর বিশুদ্ধতা অবিশুদ্ধতার পরখ [বিশুদ্ধ স্বর্ণ হাপরের মধ্যে রাখিলে বিবর্ণ হয় না; কিন্তু কৃত্রিম স্বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়। পূর্বে ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকের পবিত্রতা সম্বন্ধে সন্দেহ হইলে আগুনে পরীক্ষা করা হইত। সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল]; কঠোর পরীক্ষা। ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিপুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণ বিঃ। অগ্নি নামক যে পুরাণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অগ্নিপূজা—আগুনকে দেবতারূপে পূজা করা, অগ্নিকে অর্চনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিপ্রদ—অগ্নিদানকারী। অগ্নি প্রদান করে যে, উপতৎ; অগ্নি—প্র—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অগ্নিপ্রদান—অগ্নিদান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিপ্রবেশ—মৃতপতির অনুগমন পূর্বক তাহার চিতানলে সতী স্ত্রীর তনুত্যাগ, সহমরণ। ৭তৎ। বি; পু।

অগ্নিপ্রভ—অনলের ন্যায় উজ্জ্বল, অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্ট। অগ্নির প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিপ্রভা—১। অগ্নির উজ্জ্বলতা; আগুনের তেজ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নির ন্যায় তেজোবিশিষ্টা, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বলা। অগ্নিপ্রভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অগ্নিপ্রয়োগ—অগ্নিদান, আগুন লাগানো। ৬তৎ। বি; পু।

অগ্নিপ্রত্যাখ্যান—অগ্নিসাধ্য কর্মত্যাগ, হোমানুষ্ঠান বর্জন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিপ্রস্তর—অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর, চকমকির পাথর, flint। মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিবৎ—আগুনের মত; অগ্নির মত উজ্জ্বল; ক্রুদ্ধ ভাবে। অগ্নি+বৎ তুল্যার্থে। বিণ।

অগ্নিবর্ণ—১। অনলবৎবর্ণবিশিষ্ট; অতি উত্তপ্ত; জ্বলন্ত, রক্তবর্ণ। অগ্নির বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। ২। সূর্য-বংশীয় নরপতি বিঃ। মহারাজ সুদর্শন ইঁহার পিতা। আমোদপ্রমোদে মত্ত থাকায় অল্প বয়সেই ইনি দুশ্চিকিৎস্য রাজযক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ৩। কুশরাজার পুত্র, শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র। বি; পু।

অগ্নিবর্ধক—পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকারক, পাচক। ৬তৎ। বিণ।

অগ্নিবর্ধন—১। অগ্নিবর্ধক, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকারক। অগ্নির বর্ধন (বৃদ্ধিজনক), ৬তৎ। বিণ। ২। অগ্নিবর্দিত করণ, অনলোত্তেজন; পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি সাধন; পাচক ঔষধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিবল্লভ—১। অগ্নিপ্রিয়। বিণ। ২। অগ্নির মিত্র বা সখা; বায়ু; শালবৃক্ষ; সর্জরস, ধুনা। ৬তৎ। বি; পু।

অগ্নিবাণ—অনল উদ্গিরণকারী শর; আগ্নেয়াস্ত্র; কামান, বন্দুক; আতসবাজি, হাউইবাজি। অগ্নিবর্ষী বাণ, মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিবাহ—ছাগ; ধূম। উপতৎ; অগ্নি—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

অগ্নিবাহন—ছাগ [শাস্ত্রে কথিত আছে যে ছাগ অগ্নির বাহন]। ৬তৎ। বি; পু।

অগ্নিবাহু—১। নরপতি বিঃ [পিতা প্রিয়ব্রত, মাতা কাম্যা। ইনি আজীবন ব্রহ্মচর্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন]। অগ্নিতুল্য পরাক্রান্ত বাহু যাহার, বহু। ২। (অগ্নির বাহস্বরূপ) ধূম। ৬তৎ। ৩। স্বায়ম্ভুব-মনুপুত্র। বি; পু।

অগ্নিবিৎ—অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। অগ্নিকে বিদিত হন ইনি এই বাক্যে, উপতৎ; অগ্নি—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

অগ্নিবিসর্প—চর্মের প্রদাহ বিঃ, erisipelas. অগ্নি সদৃশ বিসর্প, মধ্যপ। বি।

অগ্নিবীজ—স্বর্ণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিবীর্য—অনলের শক্তি বা প্রভাব, আগুনের তেজ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিবৃদ্ধি—জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, পরিপাকশক্তির বৃদ্ধি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিবৃষ্টি—১। অনলবর্ষণ; জ্বলন্ত অঙ্গার, ভস্ম প্রঃ আকাশ হইতে বর্ষিত হইলে প্রলয়ের সূচনা হইবে—শাস্ত্রকারের ইহাই মত। ২। প্রচণ্ড গ্রীষ্ম। ৩। গোলাগুলির বর্ষণ বা নিক্ষেপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিবেশ—১। ঋষি বিঃ। আয়ুর্বেদ সংহিতার প্রণেতা। অগ্নির ন্যায় (রক্তবর্ণ) বেশ যাঁহার, বহু। ২। অগ্নির আকার। অগ্নির বেশ, ৬তৎ বা অগ্নিসদৃশ বেশ, মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিবেশ্ম (-বেশ্মন্)—অগ্নিগৃহ, যে গৃহে অগ্নি রক্ষা করা হয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিবেশ্য—জনৈক ঋষি। অগ্নি হইতে উদ্ভূত বলিয়া কথিত। সুপ্রসিদ্ধ দ্রোণাচার্য ইঁহারই প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। ইনি আয়ুর্বেদপ্রণেতা। চরক ইঁহারই প্রণীত তন্ত্রের প্রতিসংস্কার করেন। অগ্নিবেশ+যৎ অর্হার্থে। বি; পু।

অগ্নিভ—১। কৃত্তিকা নক্ষত্র। অগ্নিদেবতার ভ (নক্ষত্র), ৬তৎ। ২। স্বর্ণ। বি; ক্লী। ৩। অগ্নিবর্ণ। অগ্নির ন্যায় ভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিভূ—১। কার্তিকেয় [তারকাসুর বধের নিমিত্ত মহাদেব অমিতবীর্য পুত্র উৎপাদনের জন্য দেবীর সহিত রমণে প্রবৃত্ত হন। পরে দেবী বীর্য গ্রহণে অশক্তা দেখিয়া তিনি উহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। উহা হইতে কার্তিকেয়ের জন্ম]। বি; পু। ২। জল ["আকাশাজ্জায়তে বায়ুর্বায়োরুৎপদ্যতে রবিঃ। রবেরুৎপদ্যতে তোয়ং তোয়াদুৎপদ্যতে মহী।" অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়]। বি; ক্লী। ৩। অগ্নি হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; অগ্নি—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্নিভূতি—১। বৌদ্ধ বিঃ। বহু। বি; পু। ২। অগ্নিতেজঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ৩। অগ্নিসম্ভব বস্তু, অগ্নি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য। বহু। বি।

অগ্নিমণি—সূর্যকান্তমণি; আতশী পাথর। অগ্নিজনক মণি, মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিমথন—গনিয়ারি গাছ; অগ্নিমন্থনমন্ত্র। অগ্নি—মন্থ্+অনট্ কর্ম। বি; পু।

অগ্নিমন্ত্র—তেজোযুক্ত মন্ত্র বা নীতি; মৃত্যুপণ সংকল্প; সন্ত্রাসবাদ। অগ্নিসদৃশ মন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অগ্নিমন্থ—ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের বৃক্ষ বিঃ, গণিকারিকা বৃক্ষ, গনিয়ারি গাছ; শমীবৃক্ষ; অরণি। অগ্নি—মন্থ্ (মন্থন করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

অগ্নিমন্দ্য—পরিপাকশক্তির ক্ষীণতা। অগ্নির মন্দা (=মান্দ্য), ৬তৎ (বাংপ্র)। বি।

অগ্নিময়—অগ্নিব্যাপ্ত। অগ্নি+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

অগ্নিমাঠর—ঋগ্বেদাধ্যাপক ঋষি বিঃ। ইনি বাষ্কলির শিষ্য। বি; পু।

অগ্নিমান্ (-মৎ)—অগ্নিযুক্ত, অনলবিশিষ্ট; আগ্নিক, প্রদীপ্ত; জ্বলন্ত; প্রচণ্ড। অগ্নি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -মতী।

অগ্নিমান্দ্য—ক্ষুধামান্দ্য, পরিপাকশক্তির হ্রাস, অজীর্ণ রোগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অগ্নিমারুতি—অগস্ত্য মুনি। অগ্নিমরুৎ+ইঞ্ অপত্যার্থে। বি; পু।

অগ্নিমিত্র—১। অগ্নির মিত্র বা বন্ধু; বায়ু। ৬তৎ বি; ক্লী। ২। অনলসখা। অগ্নি যাহার মিত্র, বহু। ৩। নরপতি বিঃ, ইনি বিদিশার অধীশ্বর ও পুষ্পমিত্রের পুত্র ছিলেন। কালিদাস-রচিত 'মালবিকাগ্নি-মিত্র' নাটকের নায়ক অগ্নিমিত্র। বি; পু।

অগ্নিমুখ—১। দেবতা [দেবতারা অগ্নিরূপ মুখ দ্বারা হব্য পান করেন]। অগ্নি হইয়াছে মুখ যাহাদের, বহু। ২। ব্রাহ্মণ (অগ্নি মুখে যাহাদের, বহু—ব্রাহ্মণদিগের মুখের অভিসম্পাতসূচক বাক্য অগ্নির ন্যায় দাহক)। ৩। আগ্নেয় পর্বতের মুখ, crater. অগ্ন্যুদ্গারী মুখ, মধ্যপ। ৪। ভেলা, ভল্লাতক; চিতা গাছ; কুসুম গাছ। বি; পু। ৫। রক্তবর্ণ মুখবিশিষ্ট। অগ্নিবর্ণ মুখ যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিমুখী—ভেলা গাছ; গায়ত্রীমন্ত্র। অগ্নির ন্যায় মুখ যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্নিমূর্তি—১। অগ্নির ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রোধসম্পন্ন। বহু। বিণ। ২। অগ্নির মূর্তি বা চেহারা, অগ্নিতুল্য উগ্র মূর্তি বা চেহারা, ক্রোধান্বিতভাব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিমূল্য—১। দুর্মূল্য, মহার্ঘ, অত্যন্ত আক্রা। অগ্নির ন্যায় মূল্য যাহার, বহু। বিণ। ২। অতি উচ্চ মূল্য, ভয়ানক চড়া দাম। অগ্নিতুল্য মূল্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অগ্নিযন্ত্র—আগ্নেয়াস্ত্র; কামান, বন্দুক। মধ্যপ। বি; পু।

অগ্নিযুগ—বিপ্লবময় যুগ, বিপ্লবের সময়; ভারতে স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদের যুগ। অগ্নিসদৃশ যুগ (কাল), মধ্যপ। বি; ক্লী।

অগ্নিরক্ষণ—১। অগ্ন্যাধান; অগ্নিস্থাপন। অগ্নির রক্ষণ, ৬তৎ। ২। অগ্নিহোত্র গৃহ। অগ্নির রক্ষণ হয় যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

অগ্নিরজাঃ (-রজস্)—১। ইন্দ্রগোপ নামক কীট। বি; পুং। ২। অগ্নিবীর্য, স্বর্ণ। অগ্নির ন্যায় রজঃ (দীপ্তি) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অগ্নিরহস্য—অগ্নিসংক্রান্ত মন্ত্রাদি; অগ্নি-প্রদর্শনকারিণী ভোজবিদ্যা। বহু বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

অগ্নিরহিত—অগ্নিশূন্য, অনলহীন। ৩তৎ।

অগ্নিরাহিত্য—অগ্নিশূন্যতা; ক্ষুধাহীনতা; পরিপাকশক্তির অভাব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিরেতঃ (-রেতস্)—স্বর্ণ। অগ্নির রেতঃ সদৃশ, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিলোক—যে দেশের অধিপতি অগ্নি [ইহা মেরুর অধোভাগে অবস্থিত]। মধ্যপ। বি; পুং।

অগ্নিশর্মা (-শর্মন্)—১। সাতিশয় ক্রোধ-সম্পন্ন, মহাক্রোধী (ক্রোধে তিনি 'অগ্নি-শর্মা' হইয়া উঠিলেন)। বিণ; পুং। ২। জনৈক ঋষির নাম। অগ্নি অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় উগ্রমূর্তি প্রকাশ দ্বারা শর্ম অর্থাৎ সুখ হয় যাহার, বহু। বি; পুং।

অগ্নিশিখ—১। কুসুম; কুসুম্ভ পুষ্প; দীপ; স্বর্ণ; বাণ। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নিতুল্য রক্তবর্ণ অগ্রভাগযুক্ত। অগ্নির শিখার ন্যায় শিখা (অগ্রভাগ) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্নিশিখা—১। আগুনের শিখ। ৬তৎ। ২। বিষলাঙ্গলিয়া বৃক্ষ; বিশল্যা, বিশল্যকরণীর গাছ; ঝুঁঝাতা শাক; ওলগাছ। অগ্নির শিখার ন্যায় শিখা যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অগ্নিশুদ্ধ—অগ্নি সংস্পর্শে পবিত্রীকৃত; কঠোর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিশোধিত। ৩তৎ। বিণ। বি, **-দ্ধি**।

অগ্নিশেখর—১। শিব, মহাদেব। অগ্নি শেখরে যাহার, বহু। বি; পুং। ২। কুসুম্ভ বৃক্ষ; কুঙ্কুম বৃক্ষ। অগ্নির ন্যায় শেখর যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অগ্নিষ্টুৎ—যজ্ঞ বিঃ, বসন্তকালে পঞ্চদিনে সম্পাদ্য যাগ বিঃ [প্রথমে প্রজাপতি এই যজ্ঞ করেন]। অগ্নি—স্তু+ক্বিপ্ কর্তৃ অথবা অধি। বি; পুং।

অগ্নিষ্টুব—ইনি প্রজাপতি বৈরাজের সপ্তম পুত্র এবং নড়্বলার গর্ভজাত। অগ্নিকে স্তব করেন ইনি এই অর্থে, অগ্নি—স্তু+ অচ্ কর্তৃ (নিপা)। বি; পুং।

অগ্নিষ্টোম—যজ্ঞ বিঃ; চাক্ষুষ মনুর পুত্র। অগ্নির স্তোম, ৬তৎ। বি; পুং।

অগ্নিষ্ঠ—কটাহ, কড়া। অগ্নি—স্থা+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ, -স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিনকি। ৬তৎ। বি; পুং।

অগ্নিষ্বাত্ত, অগ্নিস্বাত্ত—পিতৃলোক [ইহারা মরীচির পুত্র এবং চন্দ্রলোক-বাসী]। অগ্নি—সু—আ—দা+ক্ত কর্ম। বি; পুং।

অগ্নিসংযোগ—আগুন লাগানো। ৬তৎ। বি; পুং।

অগ্নিসংস্কার—১। দাহকার্য; অগ্নিদ্বারা পরিশুদ্ধীকরণ। ৩তৎ। ২। মন্ত্রপাঠাদি সহকারে অগ্নির বিশুদ্ধি সম্পাদন, অগ্নির যজ্ঞিয়ত্বসাধন। ৬তৎ। বি; পুং।

অগ্নিসখ, -সখা (-সখি)—বায়ু, অনিল [অগ্নি জ্বলিলেই বায়ুর সমাগম হয়, এজন্য অগ্নি বায়ুর সখা বলিয়া অভিহিত]; ধূম। অগ্নি সখা যাহার, বহু। বি; পুং।

অগ্নিসৎকার—দাহকার্য; শবদাহ। ৩তৎ। বি; পুং।

অগ্নিসদন—অগ্নিগৃহ, অগ্ন্যাগার। অগ্নির সদন (গৃহ), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিসন্দীপন—১। জঠরাগ্নিবর্ধক ঔষধ বিঃ। অগ্নির সন্দীপন হয় যদ্দারা, বহু। ২। অগ্নিপ্রজ্বালন; পরিপাকশক্তির বৃদ্ধিকরণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিসম্ভব—১। অগ্নিজাত, অনলোৎপন্ন। অগ্নি হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বিণ। ২। স্বর্ণ; বন্য কুসুম্ভ, বুনো কুসুম ফুল। অগ্নি—সম্—ভূ+অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিসহ—যাহা আগুনে পোড়ে না এমন, fireproof. অগ্নির সহ (সহ্যকারী, সহ+অচ্ কর্তৃ), ৬তৎ। বিণ।

অগ্নিসহায়—১। বায়ু। ৬তৎ। বি; পুং। ২। বনকপোত; ঘুঘু। অগ্নিতুল্য সহায় (অর্থাৎ সহগামী), মধ্যপ। বি; পুং।

অগ্নিসাক্ষী (-ক্ষিন্), **অগ্নিসাক্ষিক**—অগ্নির সম্মুখে কৃত (শপথ, কর্ম ইঃ)। অগ্নি সাক্ষী যাহাতে, বহু, বিকল্পে সমাসান্ত ক। বিণ।

অগ্নিসাৎ—অগ্নিতে পরিণত, অনলসাৎ, ভস্মসাৎ। অগ্নি+সাৎ। অ।

অগ্নিসার—রসাঞ্জন। অগ্নি সার যাহার, বহু। বি; পুং।

অগ্নিসেবন—অগ্নির উত্তাপ উপভোগ, আগুন পোহানো। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিস্তম্ভ—১। স্তম্ভাকার অগ্নি। অগ্নিময় যে স্তম্ভ, মধ্যপ। ২। মন্ত্র বা ঔষধাদি দ্বারা অগ্নির দাহিকাশক্তির নিবারণ। অগ্নির স্তম্ভ (স্তব্ধীভাব) হয় যাহা হইতে, বহু। বি; পুং।

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—'অগ্নিষ্ফুলিঙ্গ' দ্রঃ।

অগ্নিস্বাত্ত—'অগ্নিষ্বাত্ত' দ্রঃ।

অগ্নিহোত্র—১। সাগ্নিকের প্রাত্যহিক হোম; অগ্নিকুণ্ড; অগ্ন্যাধান; হোমদ্রব্য; শ্রৌত ও স্মার্ত অগ্নি। ৩ বা ৬তৎ। [এই হোম সাগ্নিকগণ প্রত্যহ প্রাতঃ-কালে ও সায়ংকালে করিয়া থাকেন। ইহা দ্বিবিধ। এক মাসে এই যজ্ঞ উদ্‌যাপন করা যায়, আবার যাবজ্জীবনও ইহার অনুষ্ঠান হইতে পারে। যাবজ্জীবন যে হোম করা যায়, সেই হোমের অগ্নিদ্বারা সাগ্নিকগণের অন্তিমে দাহকার্য সম্পন্ন হয়]। ২। ঘৃত। অগ্নি—হু+ত্র করণ। বি; স্ত্রী।

অগ্নিহোত্রী (-হোত্রিন্)—অগ্নিহোত্রযাগ-কারী; সাগ্নিক। অগ্নিহোত্র +ইন্ আছে অর্থে। বি; পুং।

অগ্নীৎ (অগ্নীধ্), **অগ্নীধ্র**—ঋত্বিক্ বিঃ, অগ্নি সংরক্ষণে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ; নরপতি বিঃ। ইনি জম্বুদ্বীপের অধিপতি প্রিয়ব্রতের ঔরসে কাম্যার গর্ভে উৎপন্ন। অগ্নি—ইন্ধ্ (দীপ্ত করা)+রক্ কর্তৃ। বি; পুং।

অগ্নীধ্রা—অগ্নিকার্য, হবির্দানাদিপূর্বক অগ্নিপ্রজ্বালন। অগ্নি—ইন্ধ্+রক্ ভাবে +আপ্। বি; স্ত্রী।

অগ্নীন্ধন—আগুন জ্বালাইবার কাঠ; আগুন জ্বালানো। অগ্নির ইন্ধন, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্নীয়—অগ্নিসম্বন্ধীয়, আগ্নেয়; অগ্নির নিকটবর্তী (স্থানাদি)। অগ্নি+ঈয় তৎসম্বন্ধার্থে। বিণ।

~**ষোম**—অগ্নীষোমীয় যাগ বিঃ; এক হবির্ভোক্তা অগ্নি ও চন্দ্র। অগ্নি ও সোম, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

অগ্ন্যগার, অগ্ন্যাগার—অগ্নিহোত্রীর হোমের ঘর; আগুন রাখিবার জন্য নির্দিষ্ট গৃহ; বারুদখানা; কারখানায় আগুন জ্বালাইবার ঘর। অগ্নি রক্ষণার্থ অগার, আগার (গৃহ), মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অগ্ন্যবতার—মূর্তিমান্ অগ্নিসদৃশ, অতি কোপনস্বভাব। ৬তৎ। বি; পুং বা বিণ।

অগ্ন্যভাব—অগ্নি না থাকা; ক্ষুধামান্দ্য। অগ্নির অভাব, ৬তৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যস্ত্র—কামান বন্দুক প্রঃ। অগ্নি উদ্গারী অস্ত্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অগ্ন্যাত্মক—কোপনস্বভাব, অগ্নিতুল্য রুক্ষ-প্রকৃতি। অগ্নি আত্মা যাহার, বহু+ক-আগম। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

অগ্ন্যাধান—অগ্নিস্থাপন; শাস্ত্রবিহিত অগ্নি সংস্কার; অগ্নিহোত্র। অগ্নির আধান, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অগ্ন্যালয়—অগ্ন্যাগার (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যাশয়—পরিপাক যন্ত্র বিঃ, pancreas. ৬তৎ। বি; পুং।

অগ্ন্যাহিত—সাগ্নিক। আহিত (স্থাপিত) অগ্নি যৎকর্তৃক, বহু [অগ্নি পদের প্রাগ্-ভাব। পক্ষান্তরে 'আহিতাগ্নি' পদও হয়]। বি; পুং।

অগ্ন্যুৎপাত—আগ্নেয়গিরি হইতে জ্বলন্ত বস্তু ও গলিত ধাতু-প্রস্তরাদির নির্গম; উল্কা-

পাত ; বজ্রপাত ; যে কোন প্রকারে অগ্নির দ্বারা উপদ্রব, অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিসংক্রান্ত উৎপাত, মধ্যপ। বি ; পু।

অগ্ন্যুৎসব—প্রচণ্ড আগুন জ্বালিয়া আমোদকরণ ; বাজি পোড়ানো ; দোলযাত্রার পূর্বদিনে করণীয় উৎসব বিঃ ; চাঁচর। অগ্নি দ্বারা উৎসব, ৩তৎ। বি ; পু।

অগ্ন্যুদগম—অগ্নির উর্ধ্বগমন ; আগ্নেয়গিরি হইতে গলিত ধাতু কর্দমাদির সবেগে নির্গম। অগ্নির উদ্গম, ৬তৎ। বি ; পু।

অগ্ন্যুদগার—আগ্নেয়গিরি হইতে অগ্নি নিঃসরণ। অগ্নির উদ্গার, ৬তৎ। বি ; পু।

অগ্ন্যুদ্ধার—স্থাপনার্থ অরণিদ্বয়ঘর্ষণে অগ্ন্যুৎপাদন। ৬তৎ। বি ; পু।

অগ্ন্যুপস্থান—অগ্নির উপাসনা বা উপাসনার মন্ত্র। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অগ্র—১। প্রথম ; আদ্য ; প্রাপ্য ; অধিক ; শ্রেষ্ঠ। বিণ। ২। অগ্রভাগ ; উচ্চতম ভাগ ; সন্নিধান ; সমীপ ; ডগা ; শেষভাগ ; সমূহ ; অবলম্বন ; লক্ষ্য ('একাগ্রমনে') ; ভিক্ষা-পরিমাণ বিঃ ; গ্রাসচতুষ্টয় ; পূর্ব সময় ; পল। অন্গ্ (উর্ধ্বগমন করা) + রক্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। **অগ্রে**=আগে, পূর্বে ; সম্মুখে। ক্রি-বিণ।

অগ্রকর—১। রশ্মির প্রথম বা শেষভাগ। করের অগ্র, ৬তৎ। ২। দক্ষিণ হস্ত। কর্মধা। ৩। অধিশ্রয়ণবিন্দু, focal point. করের অগ্র (শেষভাগ) যাহাতে, বহু। বি ; পু।

অগ্রকায়—দেহের পূর্বভাগ, অর্থাৎ মস্তক হইতে কটিদেশ পর্যন্ত অংশ। অগ্র যে কায়, কর্মধা। বি ; পু।

অগ্রগ—অগ্রগামী। অগ্র—গম (যাওয়া)+ ড কর্তৃ। বিণ।

অগ্রগণি—অগ্রগণ্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অগ্রগণ্য—প্রধান, যাঁহাকে অগ্রে গণনা করা যায় এমন ; শ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ।

অগ্রগতি, অগ্রগমন—অগ্রে বা পূর্বে যাওয়া ; সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হওয়া, অগ্রবর্তিতা ; ক্রমবৃদ্ধি, ক্রমোন্নতি, progressive motion, progression. ৭তৎ। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অগ্রগামী (–গামিন্)—পুরঃসর, অগ্রসর ; সম্মুখবর্তী ; পুরোগামী। উপতৎ ; অগ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**। বি, **-গামিতা**।

অগ্রজ—১। পূর্বজ, জ্যেষ্ঠ ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা [কোন ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকিলে যে সন্তান প্রথম স্ত্রীর গর্ভে জন্মিবে, সে অবশ্য জ্যেষ্ঠ হইবে না। যে অগ্রে জন্মিবে সেই অগ্রজ বা জ্যেষ্ঠ]। বিণ। ২। ব্রাহ্মণ [ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, এবং পদ হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয়। উল্লিখিত অঙ্গচতুষ্টয় মধ্যে মুখ প্রধান ; প্রধান স্থান মুখ হইতে জাত বলিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রজ নামে অভিহিত]। উপতৎ ; অগ্র—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অগ্রজঙ্ঘা—জঙ্ঘার অগ্রভাগ। অগ্রা জঙ্ঘা, কর্মধা ; (বাংলামতে) জঙ্ঘার অগ্র, একদেশী। বি ; স্ত্রী।

অগ্রজন্মা (-জন্মন্)—১। ব্রাহ্মণ ; ব্রহ্মা। বি ; পু। ২। প্রথমোৎপন্ন, জ্যেষ্ঠ। অগ্রে জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

অগ্রজা—১। পূর্বজা, জ্যেষ্ঠা, প্রথমোৎপন্না। বিণ ; স্ত্রী। ২। জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বড় বোন। অগ্রজ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্রজাত—১। ব্রাহ্মণ। বি ; পু। ২। অগ্রোৎপন্ন ; আগে জন্মিয়াছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

অগ্রজাতক—ব্রাহ্মণ। অগ্রজাত+কন্ স্বার্থে। বি ; পু।

অগ্রজাতি—ব্রাহ্মণ। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে জাতি যাহার, কিংবা অগ্রে জাতি (জন্ম) যাহার, বহু। বি ; পু।

অগ্রজিহ্বা—অলিজিহ্বা, আগজিভ বা আলজিভ ; জিবের ডগা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্রজ্ঞান—পূর্বেই বুঝিতে পারা বা জানা। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অগ্রণী—১। অগ্রগামী নায়ক, নেতা ; প্রথম ; শ্রেষ্ঠ ; অধ্যক্ষ। বিণ। ২। সেনাপতি ; অগ্নি। উপতৎ ; অগ্র—নী+ ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অগ্রতঃ (-তস্)—পূর্বে ; প্রথমে ; অগ্রে ; সম্মুখে। অগ্র+তস্ ৭মী-স্থানে। অ ; ক্রি-বিণ।

অগ্রতঃসর—অগ্রগামী, আগুয়ান। উপতৎ ; অগ্রতঃ—সৃ (যাওয়া)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সরী**।

অগ্রদত্ত—১। আগে দেওয়া হইয়াছে এরূপ। বিণ। ২। খরচের জন্য আগে হইতে দেওয়া টাকা, imprest money. ৭তৎ। বি।

অগ্রদান—১। আগে দেওয়া ; শ্রাদ্ধকার্যের প্রথমে দান। ৭তৎ। ২। আগাম টাকা ; দাদন, advance payment. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অগ্রদানী (-দানিন্)—প্রেতোদ্দিষ্টদানগ্রাহী ; দান গ্রহণ দ্বারা পতিত (ব্রাহ্মণ) ; প্রেত-কার্যের ষড়ঙ্গতিলাদি গ্রহণকারী [বঙ্গদেশে অগ্রদানী ব্রাহ্মণেরা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত ; বঙ্গের বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা অন্য এক শ্রেণীভুক্ত। উভয় শ্রেণীর মধ্যে লোক-লৌকিকতা বা আহার-ব্যবহার প্রচলিত নাই]। অগ্রে দান=অগ্রদান, ৭তৎ ; অগ্রদান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু।

অগ্রদূত—প্রথম সংবাদবহ ; পথ-প্রদর্শক ; পথিকৃৎ, pioneer ; সৈন্যদলের যাইবার পথ পরিষ্কারকারী ব্যক্তি ; প্রথমচিহ্নসূচক ; প্রভুর আগমনের পূর্বেই সংবাদদানকারী। মধ্যপ। বি ; পু।

অগ্রদেশ—সম্মুখভাগ ; কোন বস্তুর সম্মুখস্থ স্থান, আগা, ডগা। অগ্রে স্থিত দেশ, মধ্যপ। বি ; পু।

অগ্রদ্বীপ—আগ্রা ; গঙ্গার গর্ভোৎপন্ন প্রথম দ্বীপ ; বর্ধমান জেলার বৈষ্ণব-প্রসিদ্ধ স্থান। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অগ্রধান্য—ধান্য বিঃ ; বাজরা ; জাওয়ার। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অগ্রনায়ক—প্রধান চালক ; পুরোবর্তী নেতা ; অধ্যক্ষ ; সেনাপতি। কর্মধা। বি ; পু বা বিণ। স্ত্রী, **-নায়িকা**।

অগ্রনিরূপণ—অগ্রেই নির্ধারণ, পূর্বাবধারণ ; ভবিষ্যৎকথন ; ভবিষ্যদ্বাণী। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অগ্রনেতা (-নেতৃ)—অগ্রণী ; সেনাপতি। অগ্র—নী (লওয়া)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী, **-নেত্রী**।

অগ্রপর্ণী—আলকুশী গাছ। অগ্র (প্রধান) হইয়াছে পর্ণ যাহার, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্রপশ্চাৎ—পূর্বাপর ; ভূত-ভবিষ্যৎ ; ভাল-মন্দ ; কাজের আগাগোড়া। দ্বন্দ্ব। অ ; ক্রি-বিণ। **অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা**—পূর্বে ও পরে ভাল কি মন্দ হইবে তাহার বিচার ; বিশেষ বিবেচনা।

অগ্রপাণি—১। হস্তাগ্র। পাণির অগ্র, একদেশী। ২। দক্ষিণ হস্ত। অগ্র (প্রধান) যে পাণি, কর্মধা। বি ; পু।

অগ্রপাতী (-তিন্)—অগ্রে সংঘটনশীল, পূর্বগামী। উপতৎ ; অগ্র—পত+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; ত্রি। স্ত্র, **-তিনী**।

অগ্রবক্তা (-বক্তৃ)—প্রথমেই বাক্যোচ্চারণ-কারী ; কিছু না শুনিয়া বা না বুঝিয়া যে প্রথমেই কথা বলে এরূপ ব্যক্তি ; ধৃষ্ট ব্যক্তি। ৭তৎ বা সুপ্। বি ; পু বা বিণ। স্ত্রী, **-বক্ত্রী**।

অগ্রবন—আগ্রা শহরের প্রাচীন নাম। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অগ্রবর্তী (-বর্তিন্)—পুরোবর্তী, সম্মুখস্থ, পুরোবারী, অগ্রসর। অগ্রে বর্তে (থাকে) যে, উপতৎ ; অগ্র—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

অগ্রবাহু—১। বাহুর অগ্রভাগ, ভুজাগ্র। অগ্র যে বাহু, কর্মধা। বি ; পু। ২। যে হাত বাড়াইয়াছে এমন, প্রসারিত-হস্ত। অগ্রে বাহু যাহার, বহু। বিণ।

অগ্রবীজ—যে বৃক্ষের শাখাগ্র কাটিয়া পুঁতিলে জীবিত থাকে এবং নূতন বৃক্ষরূপে বৃদ্ধি পায় ; যাহার অগ্রভাগ বা ডগাই বীজ অর্থাৎ উৎপাদক ; অগ্রবীজ বৃক্ষমাত্র, ইক্ষু প্রঃ ; কচের বা কলমের গাছ। অগ্র বীজ যাহার, বহু। বি ; পু।

অগ্রভাগ—প্রথমের ভাগ, অগ্রদেশ, ডগা, মুড়া, প্রান্ত ; শীর্ষদেশ, মাথা, চূড়া ; শ্রেষ্ঠ অংশ, সেরা ভাগ ; অবশেষ। কর্মধা। বি ; পু।

অগ্রভাগী (-গিন্)—অগ্রভাগের অধিকারী, যে প্রথম বা প্রধান অংশ গ্রহণ করে এরূপ। অগ্রভাগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

অগ্রভুক্ (-ভুজ্)—ঔদরিক, পেটুক। উপতৎ ; অগ্র—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্রভূ—১। অগ্রোৎপন্ন, প্রথমজাত। বিণ। ২। ব্রাহ্মণ ; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, অগ্রজ। উপতৎ ; অগ্র—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অগ্রভূমি—প্রাপ্য স্থান ; প্রধান স্থান ; প্রধান আশ্রয়। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্রমন্দিরা—প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-পোত বিঃ ; প্রাচীন যুদ্ধজাহাজ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

অগ্রমহিষী—প্রথমা বা প্রধানা রাজ্ঞী, পাটরানী। অগ্রা মহিষী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্রমাংস—বুকের কলিজার অগ্রভাগের মাংস ; হৃদয় ; রোগ বিঃ (এই রোগে বক্ষঃস্থল ও উদরের মধ্যস্থিত উপাস্থিখণ্ডের বৃদ্ধি হয়)। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) যে মাংস, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অগ্রমাস—অগ্রমাংস (সকল অর্থে)। বাংপ্র। বি।

অগ্রযান—১। (সৈন্যগণের) অগ্রগমন। ৭তৎ। ২। পুরোবর্তী শকটাদি ; সেনাপতির অগ্রগামী সৈন্য। অগ্রে যান (গমন) যাহাদের, বহু। বি ; ক্লী। ৩। অগ্রগামী, পুরোগামী। অগ্রে যান (গমন) যাহার, বহু। বিণ।

অগ্রযায়ী (-যায়িন্)—অগ্রগ, অগ্রগামী। অগ্র—যা (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অগ্রসন্ধান—প্রথমে অন্বেষণ, পূর্বান্বেষণ। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অগ্রসন্ধানী (-নিন্)—১। পূর্বেই অনুসন্ধানকারী, প্রথমে গিয়া খোঁজখবর লয় এরূপ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-নিনী** ২। পূর্বে অনুসন্ধানকারী দূত ৭তৎ। বি ; পু।

অগ্রসন্ধানী—যমপঞ্জিকা, চিত্রগুপ্তের খাতা (ইহাতে শুভাশুভ কর্ম লিখিত আছে)। অগ্রে সন্ধান যাহাতে, বহু+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্রসন্ধ্যা—উষা, ভোর [সন্ধ্যা তিনটি—প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা ; ইহাদের মধ্যে সূর্যের উদয়জ্ঞাপক প্রাতঃসন্ধ্যাই প্রথম]। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অগ্রসর—অগ্রগামী, পুরঃসর। উপতৎ ; অগ্র—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সরী**। বি, **-সরণ, -সৃতি**।

অগ্রসামান্যবন্ধনী—মেরুদণ্ডের সম্মুখবর্তী কশেরুকাযোজক উপাস্থিময় শুভ্র পদার্থ বিঃ, anterior common ligament সামান্যা বন্ধনী, কর্মধা ; অগ্রস্থা সামান্য-বন্ধনী, মধ্যাপ। বি ; স্ত্রী।

অগ্রসার—১। অগ্রগমন। অগ্র—সৃ+ ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। অগ্রগামী। অগ্র—সৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অগ্রসূচক—প্রথমজ্ঞাপক, পূর্বসূচনাকারী। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-চিকা**।

অগ্রসূচনা—পূর্বে জ্ঞাপন, আগে জানানো ; পূর্বজ্ঞান ; পূর্বস্বাদ ; পূর্বলক্ষণ। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

অগ্রসূচী—সূচাগ্র, সূচের অগ্রভাগ। ৬তৎ।

অগ্রস্ত্রী—প্রথম-বিবাহিতা পত্নী। অগ্রে গৃহীতা স্ত্রী, মধ্যাপ। বি ; স্ত্রী।

অগ্রস্থ, অগ্রস্থিত—সম্মুখে বিরাজমান, সামনে যাহা আছে এমন। উপতৎ ; অগ্র—স্থা+ক কর্তৃ, ২য় পক্ষে ৭তৎ। বিণ।

অগ্রহ—১। অশুভ গ্রহের অন্তর্ধান ; অপরিগ্রহ, অনাসক্তি ; বাণপ্রস্থ, সংসারাশ্রম ত্যাগ। নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। গ্রহ-পীড়নশূন্য ; গৃহত্যাগী ; কোন বিষয়ে অনাসক্ত ; কোন বিষয়ের জ্ঞানশূন্য। বহু। বিণ।

অগ্রহণীয়—গ্রহণের অযোগ্য, অগ্রাহ্য, অনাদরণীয় ; অবজ্ঞেয়, উপেক্ষাযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অগ্রহস্ত—ডান হাত ; অগ্রভাগ ; অঙ্গুলি ; হস্তীর শুঁড়ের অগ্রভাগ। কর্মধা। বি ; পু।

অগ্রহায়ণ—হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাস। হায়নের (বৎসরের) অগ্র (প্রথম). [প্রচলিত হেমন্ত ঋতুর দ্বিতীয় মাস]. ৬তৎ—অগ্রপদের পূর্বনিপাত। বি ; পু। [পূর্বে অগ্রহায়ণ মাসে বৎসর আরম্ভ হইত এবং কার্তিক মাসে বৎসর শেষ হইত তজ্জন্য মার্গশীর্ষ মাসের নাম অগ্রহায়ণ হইয়াছে। পূর্বে স্বভাবের সামান্য সামান্য লক্ষণ সকল দর্শন করিয়া বৎসর নির্ধারিত হইত। অগ্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, হায়ন অর্থাৎ ব্রীহি (ধান, শস্য), যে সময়ে শ্রেষ্ঠ ব্রীহি উৎপন্ন হয়। সামান্য ব্যক্তিগণ ব্রীহির উৎপত্তি দেখিয়া বৎসর গণনা করিত]।

অগ্রহায়ণী—মৃগশিরা নক্ষত্র। অগ্র (শ্রেষ্ঠ) হায়ন (শস্য) যাহাতে, বহু (এই নক্ষত্রের উদয়ে ধান্য পাকে) +ঙীপ্ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অগ্রহার—১। যে অগ্রভাগ গ্রহণ করে। উপতৎ ; অগ্র—হৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারী**। ২। ব্রাহ্মণ-ভোজনার্থ রাজধন হইতে পৃথক্কৃত ক্ষেত্রাদি, ব্রহ্মোত্তর ভূমি ; ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য হইতে উদ্ধৃত ও ব্রাহ্মণোদ্দেশে রক্ষণীয় ধান্যাদি ('অগ্রহর' প্রদত্ত হয়)। অগ্র—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

অগ্রাক্ষি—কটাক্ষ, অপাঙ্গ, নেত্রাগ্র। ৬তৎ বা কর্মধা। বি ; ক্লী।

অগ্রাধিকার—অগ্রে সুবিধালাভের অধিকার, priority. কর্মধা। বি ; পু।

অগ্রাহ্য—১। গ্রাহ্য করিবার উপযুক্ত নয় এরূপ ; গ্রহণের অযোগ্য ; অশ্রদ্ধেয়, অবজ্ঞেয়। নঞ্তৎ। ২। নামঞ্জুর। বিণ। ৩। উপেক্ষা। বাংপ্র। বি।

অগ্রিম—১। অগ্রজাত, পূর্বতর, প্রথম, জ্যেষ্ঠ, প্রধান ; অগ্রে দেয়। বি ; পু বা ক্লীব বা বিণ। ২। কোন বস্তু ক্রয় করিবার পূর্বে অগ্রদেয় সম্পূর্ণ বা আংশিক মূল্য, আগাম, দাদন, বায়না। অগ্র+ ডিম ভবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অগ্রিমা—১। প্রথমজাতা, প্রথমোৎপন্না। অগ্রিম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লবলী-ফল, নোনা ফল। অগ্র+ডিম ভবার্থে+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

অগ্রিয়, অগ্রীয়—১। অগ্রোৎপন্ন ; প্রধান ; প্রথম ; জ্যেষ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ ; অগ্রে। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অগ্র + ইয়, ঈয় ভবার্থে। বি ; পু। **অগ্রিম প্রদান**—হিসাবনিকাশের আগেই দেওয়া, payment on account.

অগ্রীয়-গর্ভতন্তু—পুষ্পের গর্ভকেশরের নিম্নস্থ শূন্যগর্ভ অংশের অগ্রভাগ হইতে উত্থিত দীর্ঘসূত্রাকার পদার্থ, apical style. কর্মধা। বি ; পু।

অগ্রে—প্রথমে, পুরোভাগে ; তুলনায় ("রামের অগ্রে হরি অনেক উদার")। ক্রি-বিণ।

অগ্রেগ—অগ্রগ, অগ্রগামী। অলুক্ উপতৎ ; অগ্রে—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

অগ্রেদিধিষু, অগ্রেদিধিষূ—১। পুনর্ভূ-বিবাহকর্তা, যাহার ভার্যার পূর্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল। অগ্রে (প্রধানা) দিধিষু, দিধিষূ যাহার, বহু। বি ; পু। ২। অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে বিবাহিতা কনিষ্ঠা সহোদরা।
"জ্যেষ্ঠায়াং যদ্যনূঢ়ায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা।
সা চাগ্রেদিধিষূর্জ্ঞেয়া পূর্বা চ দিধিষূঃ স্মৃতা॥"

অর্থাৎ অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা বিদ্যমানে কনিষ্ঠা বিবাহিতা হইলে ঐ কনিষ্ঠাকে অগ্রেদিধিষূ বলিয়া জানিবে, এবং জ্যেষ্ঠা দিধিষূ বলিয়া কথিত হয়। অলুক্ ৭তৎ, উভয় পক্ষে, নিপা বিকল্পে উ-স্থানে উ। বি ; স্ত্রী।

অগ্রেবণ—বনাগ্রভাগ ; আগ্রানগর। বনের অগ্র, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অগ্রেসর—অগ্রগামী ; প্রধান ; শ্রেষ্ঠ। অলুক্ উপতৎ ; অগ্রে—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-সরী**।

অগ্র্য—১। প্রধান ; শ্রেষ্ঠ ; আদ্য, অগ্রিম। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অগ্র+যৎ ভবার্থে। বি ; পু।

অগ্লানি—১। গ্লানিহীন ; অক্লান্ত, অশ্রান্ত ; অবিরক্ত। ন (নাই) গ্লানি যাহার, বহু। বিণ। ২। গ্লানিহীনতা। ন গ্লানি, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অঘ—১। পাপ ; দোষ ; পাপজনিত দুঃখ বা বিপদ্ ; কলঙ্ক। অঘ+অচ্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। জনৈক অসুরের নাম ('অঘাসুর' দ্রঃ)। অঘ+অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অঘট—১। ঘটিবার অযোগ্য ; দুর্ঘট। ন—ঘট্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। ঘট হইতে ইতর, ঘট হইতে ভিন্ন ন ঘট, নঞ্তৎ। বি ; পু।

অঘটন—১। যাহা ঘটে না এমন ; যাহা ঘটা সম্ভব নয় এমন ; অসম্ভব ('—বিষয়')। ন (অ)—ঘট (ঘটা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। অসম্ভব ব্যাপার, অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অঘটনঘটন, -ঘটনা—অসম্ভব বিষয়ের সংঘটন। অঘটনের ঘটন বা ঘটনা, ৬তৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অঘটনঘটনকুশল—অসম্ভব ব্যাপার ঘটাইতে নিপুণ। অঘটনঘটনে কুশল, ৭তৎ। বিণ।

অঘটনঘটনপটীয়সী—অসম্ভব বিষয়কে সম্ভব করণে সমর্থা। ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী। [এই পদটি সচরাচর মায়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ।] পু, **-পটীয়ান**।

অঘটনঘটনপটু—অসম্ভব ব্যাপার ঘটাইতে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পটু, -পট্বী**।

অঘটনীয়—যাহা ঘটিতে পারে না এমন, অসম্ভব। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘটমান—যাহা ঘটিতেছে না এমন ; অসংলগ্ন। নঞ্—ঘট্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অঘটিত—যাহা ঘটে নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘট্ট—১। ঘাটের অভাব। নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। ঘাটহীন। ন (নাই) ঘট্ট যাহাতে, বহু। বিণ।

অঘট্টিত—অনালোড়িত ; অচালিত ; অনির্মিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘন—১। পাতলা। নঞ্তৎ। ২। মেঘশূন্য। বহু। বিণ।

অঘনাশক—পাপনাশক, পাপহর। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

অঘনাশন—১। পাপ নষ্টকরণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। পাপনাশকারী। বিণ। ৩। বিষ্ণু। অঘের নাশন, ৬তৎ ; অথবা অঘ—নশ্+ণিচ্+অনট কর্তৃ। বি ; পু।

অঘবান্ (-বৎ)—অঘবিশিষ্ট, দোষযুক্ত, দোষী, পাপী। অঘ+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

অঘবৃদ্ধি—পাপবৃদ্ধি ; অপবিত্রতার আধিক্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অঘবৃদ্ধিমৎ—অপবিত্রতার বৃদ্ধিকারক, সাধারণ অপেক্ষা গুরু ('—অশৌচ')। অঘবৃদ্ধি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ।

অঘময়—পাপময়, অধর্মবিশিষ্ট। অঘ+ময়ট পূর্ণার্থে। বিণ।

অঘমর্ষণ—১। বেদমন্ত্র বিঃ। বি ; ক্লী। ২। বেদের অঘমর্ষণ নামক মন্ত্রের প্রণেতা ঋষি। বি ; পু। ৩। পাপনাশক। অঘের (পাপের) মর্ষণ (নাশক), ৬তৎ। বিণ।

অঘর—অযোগ্য ঘর বা বংশ, নীচঘর। ন (অপ্রশস্ত) ঘর, নঞ্তৎ বাংপ্র। বি।

অঘর্ম—১। ঘর্মাভাব, স্বেদহীনতা, ঘাম না হওয়া ; তাপাভাব, অনুষ্ণতা, শীতলতা, শৈত্য। ন ঘর্ম, নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। ঘর্মশূন্য, স্বেদবিহীন, ঘামরহিত ; অনুষ্ণ, শীতল। ন (নাই) ঘর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অঘর্মধামা (-ধামন্)—চন্দ্র। অঘর্ম (শীতল) ধাম (আলয়) যাহার, বহু। বি ; পু।

অঘর্ষণ—ঘর্ষণাভাব, ঘর্ষণ না করা, না ঘষা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অঘা—অগা, নির্বোধ, জ্ঞানহীন, মূঢ়। <অজ্ঞ। বিণ।

অঘাট—যাহা ঘাট নহে ; জলাশয়ের ঘাটহীন পার্শ্ব ; নির্দিষ্ট ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান ; নিকৃষ্ট ঘাট। ন ঘাট, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি।

অঘাটে জল খাওয়া—অযোগ্য স্থানে সাহায্য চাওয়া বা সেই স্থান হইতে সাহায্য পাওয়া ; মন্দ কাজ করা।

অঘাটি, অঘাটী—ঘাটিশূন্য, দোষরহিত, ত্রুটিহীন। নাই ঘাটি, ঘাটী যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

অঘাতক, অঘাতুক—অহিংসক, অনাশক, যে হত্যা করে না এমন। ন ঘাতক, ঘাতুক, নঞ্তৎ। বিণ।

অঘাতী (-তিন্)—যে প্রাণনাশক নহে এমন ; অনপকারক। ন ঘাতী (ঘাতিন্), নঞ্তৎ। বিণ।

অঘাস—১। খারাপ ঘাস। বি। ২। যেখানে ঘাস নাই এরূপ, তৃণহীন। বাংপ্র। বিণ। [বি।

অঘাসি—মন্দ ঘাস, দাম, কাঁচড়া। নঞ্তৎ।

অঘাসুর—অঘ নামক অসুর। মধ্যপ। বি ; পু। [এই অসুর পুতনা ও বকাসুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অঘাসুর কংসের অনুগত ভৃত্য ছিল। এই অসুর কংস কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বধার্থ প্রেরিত হয় এবং মায়াপ্রভাবে অজগরের রূপ ধারণপূর্বক মুখব্যাদান করিয়া থাকে। ব্রজবালকগণ পর্বতগুহাভ্রমে ইহার মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অতঃপর কৃষ্ণ ইহার মুখবিবরে প্রবেশ করেন এবং স্বদেহ-বিস্তারপূর্বক ইহার শ্বাসরোধ করিয়া ইহাকে হত্যা করেন।]

অঘাহ—দোষযুক্ত দিবস, অপবিত্র বা অশুভ দিন। অঘযুক্ত অহন্ (দিন), মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অঘৃণ—ঘৃণাশূন্য, নির্ঘৃণ, নির্লজ্জ ; দয়াশূন্য, নির্দয়, নিষ্ঠুর। ন (নাই) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ।

অঘৃণ্য—ঘৃণার অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘৃষ্ট—আঘষা, যাহা ঘষা হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

ঘর্ষণের অযোগ্য, যাহা ঘর্ষণীয় নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘোর—১। শিব। ন (নাই) ঘোর (ভয়ানক) যাহা হইতে, বহু। বি ; পু। ২। অতি ভয়ানক ; প্রচণ্ড ; দুর্ধর্ষ। বিণ। ৩। অভয়ানক, শান্ত, সৌম্যরূপবিশিষ্ট। ন (নয়) ঘোর (ভয়ানক), নঞ্তৎ। ৪। ঘোর, গাঢ়, গভীর ; অচেতন, বেহুঁশ ("সে অঘোরে নিদ্রা যাইতেছে")। বাংপ্র। বিণ।

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় (ডাক্তার) (১৮৫০—১৯১৫ খ্রীঃ)—সরোজিনী নাইডুর পিতা। ইনি পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণগাঁ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গিলক্রাইস্ট স্কলারশিপ লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫ বৎসর বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া Doctor of Science উপাধি লাভ করেন। অতঃপর জার্মানীর Bohn বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর বিশেষ সম্মানের সহিত অধ্যয়ন করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাগত হন। ইঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় হায়দ্রাবাদের নিজামরাজ্যে অতিবাহিত হইয়াছিল। নিজাম কলেজের উন্নতিসাধন ইঁহার দ্বারাই সম্পাদিত হয়।

অঘোরপন্থা—১। শিবোপাসক সম্প্রদায়: বীভৎস ধর্মাচরণ পদ্ধতি। অঘোর এমন পন্থা, কর্মধা। ২। শিবোপাসক, শৈব। অঘোর (অতি ভয়ানক) পন্থা (পথ) যাহার, বহু। বি; পু।

অঘোরপন্থী (-পন্থিন্)—১। শিবোপাসক সম্প্রদায় বিঃ; অঘোরী। বি; পু। ২। কদাচার, উন্মার্গগামী। অঘোর (অতি ভয়ানক) পন্থা, কর্মধা; অঘোরপন্থা+ইন্ আছে অর্থে বাংপ্র। বিণ; পু।

অঘোরা—১। অতি ভীষণা; প্রগাঢ়া; সুগভীরা। অঘোর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী [এই তিথিতে শিবপূজা করিলে শিবলোকপ্রাপ্তি হয়]। অঘোর (শিব)+অচ্ বিশিষ্টার্থে +স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অঘোরী (-রিন্)—শৈব বিঃ, অঘোরপন্থী। অঘোর দেবতা ইহার এই অর্থে অঘোর+ইন্। বি; পু।

অঘোষ—১। গোপশূন্য ('—গ্রাম'); শব্দশূন্য। ন (নাই) ঘোষ (গোপ অথবা শব্দ) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বর্ণোচ্চারণার্থ প্রযত্ন বিঃ; চাপা উচ্চারণ। বি; পু। ৩। মৃদু ও অগম্ভীর উচ্চারণযুক্ত। বহু। বিণ।

অঘোষবর্ণ—বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ এবং শ, ষ, স—এই কয়টি, surds. কর্মধা। বি; পু বা ক্লী।

অঘ্ন্য—১। ব্রহ্মা। ন—হন্+যক্+কর্তৃ। বি; পু। ২। বধের অযোগ্য। ন (অ)—হন (বধ করা)+যক্ কর্ম নিপা। বিণ।

অঘ্ন্যা—১। অবধ্যা, হননের অযোগ্যা। বিণ; স্ত্রী। ২। গবী, গাভী। অঘ্ন্য+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঘ্রাণ—১। ঘ্রাণাভাব, গন্ধ না থাকা; গন্ধগ্রহণ না করণ, না শোঁকা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। নির্গন্ধ, ঘ্রাণশূন্য। ন (নাই) ঘ্রাণ যাহার, বহু। বিণ। ৩। অগ্রহায়ণ মাস। বাংপ্র। বি।

অঘ্রাত—যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই, শোঁকা হয় নাই এইরূপ, অনাঘ্রাত ('—পুষ্প')। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘ্রাতব্য—ঘ্রাণগ্রহণের অযোগ্য, যাহা শোঁকা যায় না এমন, বা শোঁকা উচিত নয় এরূপ; দুর্গন্ধবিশিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অঘ্রান—অগ্রহায়ণ। বাংপ্র। বি।

অঘ্রেয়—অঘ্রাতব্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অঙাঙ্গি—সঙ্গ। প্রা কপ্র। বি।

অঙ্ক—১। চিহ্ন, রেখা, দাগ; কলঙ্ক; অপরাধ; ভূষণ; সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন, গণিতের রাশি (যথা—১, ২, ৩ ইঃ)। অনক্+ঘঞ্ করণ। ২। চিত্রযুদ্ধ, অস্ত্রশস্ত্র প্রঃ সমুদায় যুদ্ধোপকরণ লইয়া কৃত্রিম যুদ্ধ করিয়া প্রকৃত যুদ্ধপ্রণালী প্রদর্শন; পাতার উপরের দিক; নাটকের পরিচ্ছেদ বা সর্গ; দৃশ্যকাব্য বিঃ; শরীর: (দেশভেদে) সিংহাসনাধিরোহণকাল হইতে বর্ষ-গণনা। অনক্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। সমীপ; ক্রোড়; স্থান। অনক্+ঘঞ্ অধি। ৪। সংখ্যাসংস্থাপন; চিহ্নিতকরণ; চিত্রাঙ্কন; গণনা। অনক্ +ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অঙ্কগ—১। ক্রোড়স্থ। বিণ। ২। অপোগণ্ড ছেলে; কোলের ছেলে। উপতৎ; অনক্—গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অঙ্কগত—ক্রোড়গত, ক্রোড়ে আসীন; অতি আদরের; হস্তগত, আয়ত্ত। অঙ্ককে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

অঙ্কগর্ভ—উদরে শাবক বহনের থলিবিশিষ্ট, উপজঠরী (যেমন ক্যাঙ্গারু), marsu,ial. অঙ্ক গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

অঙ্কতত্ত্ব—সংখ্যারহস্য; সংখ্যাবিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, পাটীগণিত, বীজগণিত প্রঃ। অঙ্কের তত্ত্ব, ৬তৎ বা অঙ্কবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অঙ্কতন্ত্র—সংখ্যাশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা; পাটীগণিত বা বীজগণিত। অঙ্কবিষয়ক যে তন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অঙ্কতল—উদরের উপরের দিক, ventra surface. ৬তৎ। বি; ক্লী।

অঙ্কতি—১। বহ্নি; ব্রহ্মা; অগ্নিহোত্রী। অন্চ (পূজা করা)+অতি কর্ম। ২। বায়ু। অন্চ (যাওয়া)+অতি কর্তৃ। বি; পু।

অঙ্কদেশ—কোল; গাছের পাতার উপর পিঠ। কর্মধা। বি; পু।

অঙ্কন—সংখ্যালিখন; চিহ্নকরণ; রেখাপাতন, চিত্রণ, আঁকা। অনক্+অনট্ ভাব বি; ক্লী।

অঙ্কন-তূলিকা—ছবি আঁকিবার তুলি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্কন-বিদ্যা, -শিল্প—ছবি আঁকিবার কৌশল বা কলা। অঙ্কনই বিদ্যা, শিল্প, কর্মধা। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অঙ্কনীয়—যাহা আঁকিতে হইবে বা আঁকা উচিত এমন; চিত্রণীয়; চিহ্নিতব্য, যাহা চিহ্নিত করিতে হইবে বা করা উচিত এমন; বর্ণনীয়; যাহা সংখ্যাত করিতে হইবে এমন, গণনীয়, গণ্য। অনক্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অঙ্কপরিবর্তন—পার্শ্বপরিবর্তন, পাশফিরা; কোল বদলানো; সংখ্যা বা রাশি বদলানো; গণিতের আঁক বদলানো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অঙ্কপাত—অঙ্ক কষা; সংখ্যালিখন, অঙ্কসংস্থাপন; চিহ্নিতকরণ। ৬তৎ। বি; পু।

অঙ্কপাতন—অঙ্ক দ্বারা নির্ধারিত করণ, not,tion. ৬তৎ। বি; ক্লী।

অঙ্কপালি, -পালী—অঙ্কপালিকা (সকল অর্থে)। বি; স্ত্রী।

অঙ্কপালিকা—১। আশ্লেষ, আলিঙ্গন। অঙ্ক—পাল (পালন করা)+ণক কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আ। ২। ধাত্রী। ৩তৎ। বি; স্ত্রী। ৩। বেদিকা নামে গন্ধদ্রব্য। অঙ্কে পালি (রক্ষা) যাহার। বহু। ৪। ক্রোড়প্রান্ত, কোলের নিকট। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্কপাশ—অঙ্ক সংস্থাপন, অঙ্কপাত; অঙ্কের পরিবৃত্তি; অঙ্কের বিবিধ বিন্যাস, permutation of digits. বহু। বি; পু।

অঙ্কপূরণ—১। গণিতসংখ্যার গুণন। ৬তৎ। ২। শূন্যস্থানে সংখ্যা বা চিহ্ন স্থাপন। অঙ্ক দ্বারা পূরণ, ৩তৎ। বি; ক্লী।

অঙ্কবাচক—১, ২ ইঃ সংখ্যাবোধক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচিকা**।

অঙ্কবিৎ (-বিদ্)—অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ, অঙ্ক কষিতে পটু। অঙ্ক বিদিত আছে যে, উপতৎ; অঙ্ক—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অঙ্কবিদ্যা—অঙ্কশাস্ত্র, গণিতবিদ্যা, পাটীগণিতাদি। অঙ্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অঙ্কবিদ্যাবিৎ (-বিদ্)—গণিতশাস্ত্রজ্ঞ; আঁকে পণ্ডিত, আঁক কষিতে পটু। উপতৎ; অঙ্কবিদ্যা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অঙ্কবিদ্যাবেত্তা (-বেতৃ)—গণিতজ্ঞ, আঁক করিতে পটু। অঙ্কবিদ্যার বেত্তা, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

অঙ্কবিদ্যাব্যবসায়ী (-য়িন্)—যিনি অঙ্ক শিক্ষা দিয়া থাকেন, অঙ্কশাস্ত্রে পণ্ডিত। অঙ্কবিদ্যার ব্যবসায়ী, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যবসায়িনী**।

অঙ্কবৃদ্ধি—অঙ্কের গুণ, আঁক বাড়ানো; বেশী আঁক; নাটকের অঙ্কের সংখ্যা বাড়ানো। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্কভাক্ (-ভাজ্)—ক্রোড়ভোগকারী, ক্রোড়স্থ। উপতৎ; অঙ্ক—ভজ্+ণ্বি কর্তৃ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অঙ্কভাগ—ভাগহার, গণিতের ভাগ। ৩তৎ বা ৬তৎ। বি; পু।

অঙ্কভাগী (-ভাগিন্)—অঙ্কভাক্। উপতৎ; অঙ্ক—ভজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

অঙ্কমান—অঙ্কের পরিমাণ; ১, ২, ৩ ইঃ

সংখ্যাসমূহের স্থানীয় মান। ৬তৎ। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

অঙ্কলক্ষ্মী—ভার্যা, জায়া, পত্নী, স্ত্রী। ৬তৎ।

অঙ্কলগ্ন—ক্রোড়ে সংলগ্ন বা সংসক্ত; ক্রোড়স্থ। ৭তৎ। বিণ।

অঙ্কশায়ী (-শায়িন্)—ক্রোড়ে শয়ান বা শয়নকারী; ক্রোড়স্থ; হস্তগত, আয়ত্ত। অঙ্কে শয়ন করে যে, উপতৎ; অঙ্ক—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অঙ্কশাস্ত্র—গণিতশাস্ত্র (বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি, পরিমিতি, যন্ত্রবিজ্ঞান, স্থিতিবিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রঃ)। মধ্যপ। বি; ক্লী।

অঙ্কশাস্ত্রবিৎ (-বিদ্)—গণিতবিদ্যাভিজ্ঞ, গণিত শাস্ত্রে পণ্ডিত। উপতৎ; অঙ্কশাস্ত্র—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা (-বেতৃ)—গণিতজ্ঞ, আঁক কষিতে পটু। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

অঙ্কস্থ—ক্রোড়স্থ, অঙ্কগত, ক্রোড়ে স্থিতিকারী; হস্তগত, আয়ত্ত; অঙ্কপ্রিয়। অঙ্কে থাকে যে, উপতৎ; অঙ্ক—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অঙ্কস্থিত—অঙ্কস্থ (সকল অর্থে)। ৭তৎ। বিণ। [৬তৎ। বি; ক্লী।

অঙ্কহরণ—ভাগহার, রাশিসমূহের ভাগক্রিয়া।

অঙ্কাগত—অঙ্কগত (সকল অর্থে)। অঙ্ককে আগত, ২তৎ। বিণ।

অঙ্কিত—লক্ষিত; চিহ্নিত; দাগযুক্ত; চিত্রিত; বিবৃত, বর্ণিত; গ্রথিত; গণিত; ছাপ-পড়া। অন্ক্ (লক্ষ্য করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অঙ্কী (অঙ্কিন্)—১। কলঙ্কিত; চিহ্নবিশিষ্ট; কলঙ্কযুক্ত; কলঙ্কী (চন্দ্র)। বিণ; পু। স্ত্রী—**অঙ্কিনী**। ২। অঙ্কে স্থাপনপূর্বক বাদনীয় মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র; পাশক, পাশা। অঙ্ক+ইন্। বি; পু।

অঙ্কীয়—উদরের দিকের, ventral; অঙ্কসম্বন্ধীয়। অঙ্ক+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অঙ্কুট—কুঞ্চিকা, চাবি। অন্ক্+উট কর্তৃ। বি; পু।

অঙ্কুর, অঙ্কূর—অচিরজাত উদ্ভিদ্, আঁকুর; মুকুল; নবোৎপন্ন বস্তু; অর্বুদ, আব; আদি, আরম্ভ; প্রথম অবস্থা; অগ্রভাগ; লোম; জল; রক্ত। অন্ক্ (লক্ষ্য করা)+উর বা ঊর কর্তৃ। বি; পু।

অঙ্কুরক—পক্ষীর কুলায়, নীড়। অন্ক্ (সঞ্চয় করা)+বুরচ্ কর্ম+ক স্বার্থে। বি; পু।

অঙ্কুরিত—জাতাঙ্কুর, যাহার অঙ্কুর জন্মিয়াছে এরূপ; মুকুলিত; রোমাঞ্চিত; আবির্ভূত, সদ্যঃ প্রকাশিত। অঙ্কুর+ইত জাতার্থে। বিণ।

অঙ্কুরোদয়, অঙ্কুরোদ্গম—মুকুলোৎপত্তি, আঁকুরের উদ্ভব। অঙ্কুরের উদয়, উদ্গম, ৬তৎ। বি; পু।

অঙ্কুশ, অঙ্কুষ—লৌহনির্মিত সূক্ষ্মাগ্র হস্তি-তাড়নদণ্ড, ডাঙ্গশ; হুক প্রঃ বক্র লৌহ বিঃ; যাহা সংযত রাখিতে পারে এমন নিয়ম ইঃ ('নিরঙ্কুশ')। অন্ক (গমন করা)+উশ বা উষ করণ। বি; পু বা ক্লী।

অঙ্কুশগ্রহ—১। হস্তিচালক, হাতির মাহুত। উপতৎ; অঙ্কুশ—গ্রহ্+অচ্ কর্তৃ। ২। অঙ্কুশগ্রহণ, অঙ্কুশধারণ। ৬তৎ। বি; পু।

অঙ্কুশগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—হস্তিচালক, মাহুত। উপতৎ; অঙ্কুশ—গ্রহ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

অঙ্কুশ-দুর্ধর—অঙ্কুশ প্রহারেও যাহাকে বশীভূত করিতে পারা যায় না, পাগলা হাতি। ৩তৎ। বি; পু।

অঙ্কুশমুদ্রা—অঙ্কুশাকৃতি মুদ্রা বিঃ; মুষ্টিবদ্ধ দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলি বিস্তৃত ও তর্জনীর মধ্যপর্ব সংযুক্ত করিয়া ঈষৎ কুঞ্চিত করিলে অঙ্কুশমুদ্রা হয়। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

'—অঙ্কুশধারণকারিণী; জৈনধর্মাবলম্বীদের দেবী বিঃ। বি; স্ত্রী।

অঙ্কুষ—'অঙ্কুশ' দ্রঃ।

অঙ্কূয়ৎ—আঁকাবাঁকাভাবে গমনকারী। বিণ; পু বা ক্লী। স্ত্রী—**অঙ্কূয়ন্তী** (যথা,—অঙ্কূয়ন্তী নদী)।

অঙ্কূর—'অঙ্কুর' দ্রঃ।

অঙ্কোট, অঙ্কোঠ, অঙ্কোল—আঁকোড় গাছ, বাঘআঁচড়া গাছ, পীতসার। অঙ্ক+ওট, ওঠ, ওল কর্ম। বি; পু।

অঙ্কোপরি—ক্রোড়ের উপর। অঙ্কের উপরি, ৬তৎ। অ।

অঙ্কোলক—অঙ্কোটবৃক্ষ, আঁকোড় গাছ। অঙ্কোল+কন্ স্বার্থে। বি; পু।

অঙ্কোলসার—আঁকোড় গাছ হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষ। অঙ্কোলের সার, ৬তৎ। বি; পু।

অঙ্কোলিকা—আলিঙ্গন। অঙ্ক—কল্+অচ্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে+আ। বি; স্ত্রী।

অঙ্ক্য—১। বাদ্যযন্ত্র বিঃ, মৃদঙ্গ, খোল, পাখওয়াজ। অঙ্ক (ক্রোড়)+যৎ। বি; পু। ["সার্ধতালত্রয়ায়ামশ্চতুর্দশাঙ্গুলাননঃ। হরীতক্যাকৃতির্যঃ স্যাদঙ্কোঽঙ্কে স হি বাদ্যতে॥" অর্থাৎ যাহা সাড়ে তিন তাল বিস্তৃত, যাহার মুখ ১৪ অঙ্গুলি পরিমিত, যাহার আকার হরীতকীর ন্যায়, এবং যাহা অঙ্কে রাখিয়া বাজাইতে হয়, তাহার নাম অঙ্ক্য]। ২। অঙ্কনীয়, অঙ্কনযোগ্য, ক্রোড়ের উপযুক্ত। অন্ক্+যৎ কর্ম। বিণ; পু বা ক্লী।

'—১। অবয়ব; শরীর; অংশ; মন; উপায়; উপকরণ; অপরিহার্য অংশ, যাহার অভাবে কোন কিছু সমাহিত হয় না; দেহের ঊর্ধ্বভাগ; কোন বস্তুর একাংশ বা একদেশ; স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থল, স্তন; বেদাঙ্গ; বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র বিঃ; ষট্‌সংখ্যা; সদৃশ আকৃতি বা অবয়ব; প্রত্যয় পরে থাকিলে তৎপূর্ববর্তী প্রকৃতি; লগ্ন। বি; ক্লী। ২। দেশ বিঃ; ভাগলপুর। বি; পু। ৩। গৌণ, অপ্রধান; অধীন। বিণ। ৪। সম্বোধন; স্বীকার। অন্গ (গমন করা বা রোধ করা)+অচ্ কর্তৃ অথবা অম্+গন্ কর্ম, করণ। অ। ৫। বলিরাজপুত্র একজন রাজা [ইঁহার মাতার নাম সুদেষ্ণা। ইঁহার নামানুসারে "অঙ্গদেশ" নাম হয়]। বি; পু।

অঙ্গঃ (অঙ্গস্), **অঙ্গ**—পক্ষী, বিহগ। অন্জ্+অসুন কর্তৃ। বি; পু।

অঙ্গক—দেহ, শরীর, গাত্র, অবয়ব। অঙ্গ+কন্ স্বার্থে। বি; পু।

অঙ্গকর্ম, অঙ্গক্রিয়া—১। অনুলেপন মর্দনাদি দৈহিক পরিচর্যা, দেহসংস্কারকার্য। ৬তৎ। ২। প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত গৌণ কর্ম। কর্মধা। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

অঙ্গগ্রহ—অঙ্গ বিঃর আক্ষেপ, শরীরের কোন অংশের আকস্মিক কুঞ্চন, খেঁচুনি, ধনুষ্টঙ্কার; গাত্র-ব্যথা, দেহ-বেদনা। ৬তৎ। বি; পু।

অঙ্গগ্লানি—শরীরের ক্লান্তি বা অবসন্নতা, অবসাদ; দেহের কষ্ট; দেহের মল প্রঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গচালন, -চালনা—অবয়বের চালনা, হস্তপদাদির সঞ্চালন, ব্যায়াম। ৬তৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

অঙ্গচ্ছেদ, -চ্ছেদন—শরীরাবয়বের ছেদন, হস্তপদাদির কর্তন, হাত পা প্রঃ কাটিয়া ফেলা; অঙ্গীভূত অংশের বিচ্ছেদ। অঙ্গের ছেদ বা ছেদন, ৬তৎ। বি, পু, ক্লী।

অঙ্গজ—১। শরীরোৎপন্ন। বিণ। ২। রক্ত। বি; ক্লী। ৩। পুত্র; কেশ; রোগ; কাম। উপতৎ; অঙ্গ—জন (জন্ম হওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অঙ্গজন্মা—অঙ্গজ, সন্তান, পুত্র বা কন্যা। অঙ্গ হইতে জন্ম (জন্ম) যাহার, বহু। বি; পু বা স্ত্রী।

অঙ্গজা—১। শরীরোৎপন্না। বিণ; স্ত্রী। ২। পুত্রী, তনয়া, কন্যা, দুহিতা। বি; স্ত্রী।

অঙ্গজ্বর—যক্ষ্মা, ক্ষয়রোগ। অঙ্গব্যাপী জ্বর, মধ্যপ। বি; পু।

অঙ্গজ্বালা—১। জ্বরাদি হেতু সর্বাঙ্গব্যাপী

অত্যধিক উষ্ণতাবোধ, গা-জ্বালা। অঙ্গ ব্যাপিনী জ্বালা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। ২। বিরক্তি, অপ্রীতি, অসন্তোষ। বাংপ্র। বি।

অঙ্গঝাড়া—গা-ঝাড়া, আলস্যত্যাগ ("অঙ্গ-ঝাড়া দিয়া এবে উঠিল যুবক"—রঙ্গমতী)। বাংপ্র। বি।

অঙ্গঠা—অঙ্গার রাখিবার পাত্র। হি-মু (< অঙ্গেঠী)। বি।

অঙ্গণ, অঙ্গন—১। চত্বর, উঠান, আঙ্গন বা আঙ্গিনা ; রাজবাটী ; কাছারি। অন্‌গ্ (গমন করা) + অনট্ অধি। ২। গতি, গমন। অন্‌গ্ + অনট্ ভাব। ৩। যান, শকটাদি। অন্‌গ্ + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অঙ্গতি—১। যানবাহন। অন্‌জ্ (গমন করা) + অতি করণ। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; অগ্নি ; অগ্নিহোত্রী। অন্‌চ্ (পূজা করা) + অতি কর্ম। বি ; পু।

অঙ্গত্যাগ—দেহত্যাগ, মৃত্যু ; ইচ্ছামৃত্যু। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গত্র, অঙ্গত্রাণ—অঙ্গরক্ষক ; কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া। অঙ্গ—ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ক কর্তৃ, অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অঙ্গদ—১। বাহুভূষণ, বাজু অনন্ত ইঃ। অঙ্গ—দা (দেওয়া) কিংবা দৈ (পরিষ্কার করা) + ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। বালিরাজপুত্র [তারার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। রামের হস্তে বালী নিহত হইলে অঙ্গদ স্বীয় পিতৃব্য সুগ্রীবের আশ্রয়ে থাকিয়া যুবরাজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। পরে বানরসেনার প্রধান অধিনায়ক হইয়া রামের সপক্ষে লঙ্কাসমরে গমন করেন]। ৩। রাম-ভ্রাতা লক্ষ্মণের পুত্র। উপতৎ ; অঙ্গ—দা + ক কর্তৃ। বি ; পু।

অঙ্গদা—১। দক্ষিণস্থিত দিগ্‌হস্তীর ভার্যা, পিঙ্গলা। উপতৎ ; অঙ্গ—দৈ + ক কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। অঙ্গদানকারিণী ; উৎপাদিকা ; জননী। অঙ্গদ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অঙ্গন—১। 'অঙ্গণ' দ্রঃ। ২। বিদ্যুৎ-পরিচালক না হইলেও যাহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি কার্য করে, dielectric. বি।

অঙ্গনা—১। অঙ্গসৌষ্ঠবশালিনী রমণী ; নারী ; উত্তরদিগ্‌হস্তিনী ; কন্যারাশি ; অঙ্গনাসংজ্ঞক বৃষ কর্কট বৃশ্চিক মীন ও মকর রাশি। অঙ্গ (দেহ) + ন প্রশস্তার্থে আছে অর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; যাহার প্রশস্ত দেহ আছে। বি ; স্ত্রী। ২। আঙ্গিনা। প্রা কপ্র। বি।

অঙ্গনাজন—নারীজন, স্ত্রীলোক। অঙ্গনাই যে জন, কর্মধা। বি ; পু।

অঙ্গনাজন-**জন**—নারীজনোচিত। অঙ্গনা জনে সুলভ, ৭তৎ। বিণ।

অঙ্গনাজনোচিত—নারীর উপযুক্ত, স্ত্রী-লোকের যোগ্য। অঙ্গনাজনে উচিত, ৭তৎ। বিণ।

অঙ্গনাপ্রিয়—১। স্ত্রীলোকের প্রীতিকর। বিণ। ২। অশোকফুলের গাছ। ৩। দক্ষিণদিগ্‌হস্তি বিঃ। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গনিগ্রহ—উপবাস-তপস্যাদি দ্বারা স্বেচ্ছায় শরীরকে ক্লেশ প্রদান, mortification ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গন্যাস—যথাবিহিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক হৃদয় মস্তক শিখা নেত্র বাহু ও করতলের স্পর্শন। ৭তৎ। বি ; পু।

অঙ্গপালি—১। আলিঙ্গন। অঙ্গ—পালি + ই কর্ম। বি ; পু। ২। বৌদ্ধপুরাণোক্ত জনৈক বারাঙ্গনা। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গপালিকা—১। ধাত্রী। বি ; স্ত্রী। ২। দেহরক্ষাকারিণী। ৬তৎ। বিণ।

অঙ্গপালিত—১। কৃতালিঙ্গন, আলিঙ্গিত। অঙ্গপালি + ইত জাতার্থে। ২। অঙ্গে ধৃত ; অঙ্গন্যস্ত, পরিহিত। অঙ্গে পালিত, ৭তৎ। বিণ।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—ছোট বড় সমস্ত শরীরাবয়ব, হস্ত পদ নাসিকা কর্ণ ইঃ। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অঙ্গপ্রসাধন—দেহের সাজসজ্জা বা তাহার উপকরণ, অঙ্গরাগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত—অশৌচকালজাত অঙ্গ শুদ্ধির শোধনার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিঃ। অঙ্গ-শোধক প্রায়শ্চিত্ত, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অঙ্গবর্ণ—১। অঙ্গরাগ কুঙ্কুমাদি। ২। দেহের কান্তি, সৌন্দর্য। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গবিকার, -বিকৃতি—১। অবয়ব-বৈকল্য, অন্ধতা খঞ্জতাদিরূপ শরীরের বিকৃতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অপস্মার রোগ। অঙ্গের বিকৃতি হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

অঙ্গবিক্ষেপ—অঙ্গভঙ্গী, নৃত্যাদিকালীন অঙ্গচালন ; হাত-পা ছোড়া, spasm. ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গবিদ্যা—১। ব্যাকরণাদি শাস্ত্র। কর্মধা। ২। অবয়ব হস্তরেখা ইঃ হইতে ভাগ্যগণনা-বিদ্যা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গবিধি—আনুষঙ্গিক বিধান। অঙ্গবোধক বিধি। মধ্যপ। বি ; পু।

অঙ্গবিন্যাস—দেহভঙ্গী, posture. ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গবিহীন—অঙ্গশূন্য, বিকৃতাঙ্গ, অসম্পূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

অঙ্গবৈকল্য—অঙ্গবিকৃতি, বিকলাঙ্গতা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গবৈকৃত—অঙ্গভঙ্গী, অঙ্গবিকার ; ইশারা। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গবৈগুণ্য—প্রধান কর্মের অঙ্গীভূত অনুষ্ঠানাদির অন্যথাকরণ বা ত্রুটি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গভঙ্গ, -ভঙ্গি, -ভঙ্গী—অঙ্গ-সঞ্চালন, শরীরের বিকৃতিসাধন ; অঙ্গচালনা দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ। ৬তৎ। বি ; পু ও স্ত্রী।

অঙ্গভঙ্গিমা (-ভঙ্গিমন্)—অঙ্গভঙ্গী। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গভূ—১। পুত্র ; কাম, কন্দর্প। বি ; পু। ২। অঙ্গজাত, শরীরোৎপন্ন। উপতৎ ; অঙ্গ—ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গমর্দ, -মর্দক—গাত্র-সংবাহক সেবক, গা-টেপা চাকর। অঙ্গ—মৃদ + অচ্, ণক কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গমর্দন—গাত্রসংবাহন, গা-টেপা। অঙ্গের মর্দন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গমর্দী (-মর্দিন্)—অঙ্গমর্দক, গাত্র-সংবাহক ভৃত্য, গা-টেপা চাকর। অঙ্গ—মৃদ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অঙ্গমার্জন, -মার্জনা—শরীর-পরিষ্করণ, দেহ-প্রক্ষালন, অঙ্গের মল দূরীকরণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

অঙ্গমোটন—গা-চটকানো, আড়ামোড়া-ভাঙ্গা, আলস্যত্যাগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গরক্ষণী, -রক্ষিণী—১। আঙরাখা (যথা—কোট পিরান ইঃ) ; কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া। ২। দেহরক্ষিকা, শরীর-রক্ষাকারিণী। অঙ্গ—রক্ষ্ (রক্ষা করা) + অনট্, ণিন্ কর্তৃ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গরক্ষা—১। অঙ্গরক্ষণী, বর্ম। অঙ্গ—রক্ষ্ + অচ্ কর্তৃ + আপ্। ২। দেহের পরিত্রাণ ; শরীর বাঁচানো। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গরাগ—১। কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা গাত্র-বিলেপন, প্রসাধন। ৬তৎ। ২। লেপন-দ্রব্য ; সাজপোশাক। অঙ্গ—রন্‌জ্ (রং করা) + ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

অঙ্গরাজ—অঙ্গদেশের অধিপতি, কর্ণ। অঙ্গের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গরুহ—১। লোম, কেশ ; পশম। বি ; পু। ২। দেহে উৎপন্ন। উপতৎ ; অঙ্গ—রুহ্ (জন্মা) + ক কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গলেপ—শরীরে লেপনের উপযুক্ত বস্তু, কুঙ্কুমচন্দনাদি। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গসংবাহন—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মলাই-মলাই করা, massage ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গসংবাহনাগার—(ক্লান্তি দূর করিবার বা রোগ সারাইবার জন্য) গা টিপাইবার জায়গা, মলাইমলাইএর স্থান, massage clinic. অঙ্গসংবাহনের আগার, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গসংস্কার—১। কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা অঙ্গের শোভাসম্পাদন; শরীরমার্জন। অঙ্গের সংস্কার (সম্—কৃ+ঘঞ্ ভাব); ৬তৎ। ২। কুঙ্কুমাদি বিলেপনদ্রব্য; দেহসজ্জা; সাজগোজ। অঙ্গের সংস্কার (সম্—কৃ+ঘঞ্ করণ), ৬তৎ। বি; পুং।

অঙ্গসংস্থান—জীবদেহবিজ্ঞান, morphology. অঙ্গের (জীবদেহের) সংস্থান (অর্থাৎ গঠনতত্ত্ব) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

অঙ্গসঙ্গ—দৈহিক সংসর্গ, শারীরিক মিলন বা সংস্পর্শ; স্ত্রীসংগম, মৈথুন। ৬তৎ। বি; পুং।

অঙ্গসঞ্চালন—অঙ্গচালনা, হস্তপদাদি অবয়বের চালনা, ব্যায়াম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গসেবা—কুঙ্কুমচন্দনাদি দ্বারা দেহের শোভাসম্পাদন; শরীরের পারিপাট্য-বিধান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গসৌষ্ঠব—দেহের সৌন্দর্য; অঙ্গের সংগঠনে ত্রুটিহীনতা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গস্বভাব—প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি, সহজ ক্রিয়া, instinct. অঙ্গগত স্বভাব, মধ্যপ। বি; পুং।

অঙ্গহানি—অঙ্গের ত্রুটি, কোন একটি অঙ্গ না থাকা; কার্যের অংশবিশেষের অননুষ্ঠান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গহার, -হরণ—অঙ্গবিক্ষেপ, নৃত্যাদি-কালীন অঙ্গভঙ্গী। ৬তৎ। বি; পুং।

অঙ্গহীন—অবয়বহীন, এক বা একাধিক অঙ্গ নাই এরূপ; হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত পরিমাণহীন, বিকৃতাঙ্গ; অসম্পূর্ণ; ত্রুটিযুক্ত; দ্রব্যকালাদি উপকরণ-শূন্য। ৩তৎ। বিণ।

অঙ্গহীনতা—অবয়বের ন্যূনতা, হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যথোচিত পরিমাণহীনতা; অসম্পূর্ণতা; ত্রুটি। অঙ্গহীন+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অঙ্গাঙ্গি—১। (যুদ্ধাদিতে) পরস্পরের অঙ্গে প্রহার; ঠেসাঠেসি; ঘনিষ্ঠতা। অঙ্গে অঙ্গে প্রবৃত্ত কার্য এই অর্থে, ব্যতীহার বহু (অঙ্গ+অঙ্গ+সমাসান্ত-ই)। বি; স্ত্রী। ২। আপনার পক্ষের লোকের প্রতি পক্ষপাত। বাংপ্র। বি।

অঙ্গাঙ্গিভাব—১। পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ঘনিষ্ঠতা, গলাগলিভাব। কর্মধা। ২। গৌণমুখ্যভাব। অঙ্গ এবং অঙ্গী, দ্বন্দ্ব; তাহাদের ভাব, ৬তৎ। বি; পুং।

অঙ্গাধিপ, অঙ্গাধিপতি—অঙ্গরাজ, কর্ণ। অঙ্গের (অঙ্গপ্রদেশের) অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। বি; পুং।

অঙ্গাবরণ—যাহা দ্বারা অঙ্গ আবৃত করা যায়, অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্র; উত্তরীয়; কোট, পিরান ইঃ। অঙ্গের আবরণ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

অঙ্গামী—নাগা পর্বতের জাতি বিঃ। অসং। বি।

অঙ্গার—১। কালি; কলঙ্ক; আঙরা, কয়লা। বি; ক্লী। ২। মঙ্গলগ্রহ। বি; পুং। ৩। রক্তবর্ণ। বি; ক্লী। ৪। লাল-রঙের, রক্তবর্ণবিশিষ্ট। অন্গ্+আরন্ কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গারক—১। আঙরা, কয়লা। অঙ্গার+কন্ স্বার্থে। বি; পুং বা ক্লী। ২। মঙ্গলগ্রহ। বি; পুং। ৩। তৈল বিঃ। বি; ক্লী। ৪। বিশুদ্ধ অঙ্গার, কার্বন, carbon. অঙ্গার (রক্তবর্ণ)+কন্ স্বার্থে (কয়লা), তুল্যার্থে (মঙ্গলগ্রহ), অল্পার্থে (অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ)। বি; পুং। **অঙ্গারক রসায়ন**—জৈব রসায়ন, organic chemistry.

অঙ্গারকমণি—প্রবাল, পলা। অঙ্গারকপ্রিয় (মঙ্গলগ্রহের প্রিয়) মণি, মধ্যপ। বি; পুং।

অঙ্গারকৃষ্ণ—কয়লার মত কাল। অঙ্গার-সদৃশ কৃষ্ণ, উপমান কর্মধা। বিণ।

অঙ্গারতুল্য—কয়লার মত। অঙ্গারসহ তুল্য, ৩তৎ। বিণ।

অঙ্গারধানিকা—অঙ্গারধানী (তাহা দ্রঃ)। অঙ্গারধানী+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারধানী—অগ্নিপাত্র, আগুনের মালসা; ধুনুচি। অঙ্গার—ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারপক্ক, -পরিপাচিত—১। কয়লার আগুনের উপরে সিদ্ধ মাংস, সিক-কাবাব। বি; ক্লী। ২। কয়লার আগুনে সিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

অঙ্গারপর্ণ—১। চিত্ররথ গন্ধর্বের উদ্যান। অঙ্গার (রক্তবর্ণ) পর্ণ (পত্র) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী। ২। চিত্ররথ গন্ধর্ব। [চিত্ররথ শব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রঃ]। বি; পুং।

অঙ্গারপর্ণী—ব্রাহ্মণযষ্টিকা, বামুনহাটীর গাছ। অঙ্গার পর্ণ যাহার, বহু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারপুষ্প—ইঙ্গুদী বৃক্ষ ; জিয়াপুতা। অঙ্গারের ন্যায় পুষ্প যাহার, বহু। বি; পুং।

অঙ্গার-বল্লরী, -বল্লী—গুঞ্জন, কুঁচ গাছ, নাটাকরঞ্জ; ভার্গী; বামুনহাটীর গাছ। বহু। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারমঞ্জরী—করমচা গাছ। অঙ্গারবৎ মঞ্জরী যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারমঞ্জী—উদয়করঞ্জ, ডাল করমচা। (সংজ্ঞার্থে মঞ্জরী-স্থানে মঞ্জী।) বি; স্ত্রী।

অঙ্গারমলিন—অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, কয়লার মত কাল। মধ্যপ। বিণ।

অঙ্গারশকটী—অগ্নিপাত্র, আগুনের গাপরা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারাম্ল—অঙ্গার ও অম্লজান বাষ্পের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন অম্লদ্রব্য বিঃ, carbonic acid, carbon dioxide. অঙ্গার মিশ্রিত অম্ল, মধ্যপ। বি; পুং।

অঙ্গারি—অঙ্গারধানী, অগ্নিপাত্র। অঙ্গার+ইক (ঠন্) নিপা ক-লোপ। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারিকা—অগ্নিপাত্র; ইক্ষুকাণ্ড; পলাশ-কলিকা। অঙ্গার+ইক (ঠন্) বিদ্যমানার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারিণী—অগ্নিপাত্র; সূর্যত্যক্ত দিক্। অঙ্গার+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গারিত—১। অঙ্গারত্বপ্রাপ্ত, charred; দগ্ধপ্রায়। অঙ্গার+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পলাশকলিকার উদ্গম। অঙ্গার+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অঙ্গারীয়—অঙ্গার সম্বন্ধীয়; অঙ্গারঘটিত। অঙ্গার+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অঙ্গিক—আঙ্গিক, অঙ্গীয়, দৈহিক, শারীরিক। অঙ্গ+ইক (ঠন্)। বিণ।

অঙ্গিকা—১। অঙ্গিক (তাহা দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী। ২। কাঁচুলি। অঙ্গ+ইক (ঠন্)+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঙ্গিরাঃ (অঙ্গিরস্)—সপ্তর্ষির মধ্যে একজন। অঙ্গ (জ্ঞান)+ইরস্ আছে অর্থে অথবা অন্গ (গমন করা)+ইরস্ নামার্থে। বি; পুং। [অঙ্গিরাঃ ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং অঙ্গিরা সংহিতার প্রণেতা। শ্রদ্ধা (মতান্তরে স্মৃতি) ইহার ভার্যা। ইহার দুই পুত্র—বৃহস্পতি এবং উতথ্য।]

অঙ্গী (অঙ্গিন্)—দেহী; প্রধান; মুখ্য। অঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**অঙ্গিনী**।

অঙ্গীকরণ—স্বীকারকরণ; প্রতিশ্রবণ। অঙ্গ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অঙ্গী)—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অঙ্গীকরণীয়, অঙ্গীকর্তব্য—স্বীকর্তব্য, স্বীকারযোগ্য। অঙ্গী—কৃ+অনীয়, তব্য কর্ম। বিণ।

অঙ্গীকার—পূর্বে যাহা ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গকরণ; স্বীকার; প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি। অঙ্গ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অঙ্গী)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অঙ্গীকারবদ্ধ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিদ্বারা আবদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

অঙ্গীকৃত—স্বীকৃত; প্রতিশ্রুত। অঙ্গ (ম)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অঙ্গী)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অঙ্গীকৃতি—প্রতিশ্রুতি, স্বীকৃতি। অঙ্গী (অঙ্গ+চ্বি)—কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অঙ্গীভূত—অঙ্গত্বপ্রাপ্ত, পূর্বে যাহা অঙ্গ ছিল না এক্ষণে অঙ্গ হইয়াছে এরূপ; অন্তর্ভুক্ত;

দেহস্থ। অঙ্গ+চি (=অঙ্গী)—স্থ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গু—হস্ত ; অঙ্গ। প্রা কপ্র। বি ; পু।

অঙ্গুরি, অঙ্গুরী—অঙ্গুলি ; পদবৃদ্ধাঙ্গুলি ; অঙ্গুলিভূষণ, আংটি। অন্গ (গমন করা বা পাওয়া)+উলি করণ, পক্ষে ঈ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গুরীয়, অঙ্গুরীয়ক—অঙ্গুলিভূষণ, আংটি ; শনিগ্রহের বেষ্টনী অর্থাৎ বেড়, ring of the planet Saturn [শনিগ্রহের চারিদিকে তিনটি বেড় আছে, তাহাদিগকে অঙ্গুরীয়ক বলে। একটি বড় বৃত্তের ভিতর আর একটি ছোট বৃত্ত থাকিলে উভয় বৃত্তের পরিধির মধ্যবর্তী স্থানকেও অঙ্গুরীয়ক বলে]। অঙ্গুরীয়= অঙ্গুরী+ঈয় সম্বন্ধার্থে। অঙ্গুরীয়ক= অঙ্গুরীয়+কন্ স্বার্থে। বি ; পু।

অঙ্গুল—১। করশাখা, আঙুল ; অঙ্গুষ্ঠ ; বাৎস্যায়ন মুনি। অন্গ (গমন করা)+উল করণ। বি ; পু। ২। অষ্টযবোদর পরিমাণ, আটটি যব সারি সারি রাখিলে যে পরিমাণ স্থান অধিকার করে তাহা। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলাকার—হাতের আঙুলের মত বিভক্ত। অঙ্গুলের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

অঙ্গুলাঙ্কনিবোধক—যে আঙুলের ছাপ দেখিয়া বুঝিতে পারে, finger-print expe.t. ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গুলাস্থি—আঙুলের হাড়। ৬তৎ। বি ; [ক্লী।

অঙ্গুলি, অঙ্গুলী—করপদশাখা, আঙুল [অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা এই পাঁচটি হস্তাঙ্গুলি] ; গজকর্ণিকা (হাতিশুঁড়োর গাছ) ; করি-শুণ্ডের অগ্রভাগ। অন্গ+উলি করণ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গুলিগ—অঙ্গুলিতে ভর দিয়া চলে এরূপ। অঙ্গুলি—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

অঙ্গুলিগ্রন্থি—অঙ্গুলসন্ধি, আঙুলের গাঁইট। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গুলিচালন—মনোভাব প্রকাশার্থ অঙ্গুলিকম্পন ; আঙুল চুকানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলি-ঠার—অঙ্গুলি-সংকেত, আঙুল নাড়িয়া ইশারা। ৩তৎ। বাংপ্র। বি।

অঙ্গুলিতাড়ন—আঙুল দ্বারা আঘাত, আঙুল দ্বারা পীড়ন ; আঙুল উঠাইয়া শাসন। ৩তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিতোরণ—ললাটে অর্ধচন্দ্রাকৃতি তিলক। অঙ্গুলিকৃত তোরণ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিত্র, অঙ্গুলিত্রাণ—অঙ্গুলিবদ্ধ চর্ম, জ্যাকর্ষণ নিমিত্ত ধানুকেরা ইহা অঙ্গুলিতে ধারণ করেন ; অঙ্গুস্তানা ; দস্তানা। অঙ্গুলি—ত্রৈ+ক কর্তৃ, অঙ্গুট্ করণ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিত্রোটন—আঙুল মটকানো। ৬তৎ। [বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিধ্বনি—আঙুলের শব্দ, তুড়ি, চুটকি ; আঙুল মটকানোর শব্দ। অঙ্গুলি-দ্বারা কৃত ধ্বনি, মধ্যপ। বি ; পু।

অঙ্গুলিনলক—আঙুলের ছোট ছোট হাড়, phalan.s ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিনিপীড়িত—যাহাকে আঙুল দিয়া আঘাত করা হইয়াছে এমন, অঙ্গুলিতাড়িত। ৩তৎ। বিণ।

অঙ্গুলিনির্দেশ—অঙ্গুলি দ্বারা ভাব প্রকাশ, আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া। ৩তৎ। বি ; পু।

অঙ্গুলিন্যস্ত—অঙ্গুলিতে পরিহিত। ৭তৎ। [বিণ।

অঙ্গুলিন্যাস—আঙুল দেওয়া ; মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থান আঙুল দ্বারা স্পর্শন। ৬তৎ। বি ; পু।

অঙ্গুলিপঞ্চক, অঙ্গুলীপঞ্চক—পঞ্চাঙ্গুলের সমষ্টি, একসঙ্গে পাঁচ আঙুল—অঙ্গুষ্ঠ, তর্জনী, মধ্যমা অনামিকা, কনিষ্ঠা। দ্বিগু। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিপর্ব (-পর্বন্)—অঙ্গুলিগ্রন্থি ; আঙুলের পাব। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিমাল—বুদ্ধদেবের সময়কার প্রসিদ্ধ দস্যু। বুদ্ধদেবের উপদেশে অঙ্গুলিমালের জীবনের ধারা পরিবর্তিত হয় ও সে বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে।

অঙ্গুলিমুখ—আঙুলের ডগা, অঙ্গুল্যগ্র। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমুদ্রা—১। দেবারাধনাকালে করণীয় অঙ্গুলির এক এক প্রকার ভঙ্গী। অঙ্গুলিকৃতা মুদ্রা, মধ্যপ। ২। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমুদ্রিকা—নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। অঙ্গুলিমুদ্রা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গুলিমূল—আঙুলের গোড়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিমোটন—আঙুল মটকানো। ৬তৎ। [বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিষঙ্গ—১। অঙ্গুস্তানা, দস্তানা। বি ; পু। ২। অঙ্গুলিসংযুক্ত, অঙ্গুলিতে পরিহিত। অঙ্গুলিতে সঙ্গ যাহার, বহু (স-স্থানে ষ)। বিণ।

অঙ্গুলিসংকেত—অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা। ৩তৎ। বি ; পু।

অঙ্গুলিসংজ্ঞা—আঙুল দিয়া সংকেত, অঙ্গুলিসন্দেশ। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

অঙ্গুলিসন্দেশ—অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা ; অঙ্গুলিমোটন, আঙুল মটকানো। ৩তৎ। বি ; পু।

অঙ্গুলিসন্ধি—আঙুলের গাঁট। ৬তৎ। [বি ; পু।

অঙ্গুলিসম্ভূত—'অঙ্গুলীসম্ভূত' দ্রঃ।

অঙ্গুলিস্পর্শ—আঙুল দিয়া ছোওয়া। ৩তৎ। বি ; পু।

অঙ্গুলিস্ফোটন—অঙ্গুলিমোটন, আঙুল মটকানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলিহেলন—অঙ্গুলিনির্দেশ, আঙুলের ঠার। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলী—'অঙ্গুলি' দ্রঃ।

অঙ্গুলীক—অঙ্গুরীয়, আংটি। অঙ্গুলী+কন্ সম্বন্ধার্থে। বি ; পু বা ক্লী।

অঙ্গুলীয়ক—অঙ্গুলিভূষণ, আংটি। অঙ্গুলি+ঈয় সম্বন্ধার্থে+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অঙ্গুলীসম্ভূত, অঙ্গুলিসম্ভূত—১। নখ। বি ; পু। ২। আঙুল হইতে উৎপন্ন, অঙ্গুলিজাত। ৫তৎ। বিণ।

অঙ্গুল্যগ্র—অঙ্গুলির অগ্রভাগ, আঙুলের ডগা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুল্যস্থি—আঙুলের হাড়। অঙ্গুলীর অস্থি, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুষ্ঠ—হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুল, বুড়ো আঙুল। উপতৎ ; অঙ্গু (হস্ত)—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন—ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়া ; বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো ; বঞ্চনা, প্রতারণা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অঙ্গুষ্ঠমাত্র—অঙ্গুষ্ঠের মধ্যপর্ব পরিমিত। অঙ্গুষ্ঠ+মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বিণ।

অঙ্গুষ্ঠানা, অঙ্গুস্তানা—অঙ্গুলিত্র ; সেলাই করিবার সময়ে ধারণীয় অঙ্গুলিরক্ষার্থ ধাতুময় আবরণ, আঙুলের ঠুসি বা ঠুলি, thimbl.. <অঙ্গুষ্ঠত্রাণ বা ফা <'অঙ্গুস্তানা'। বি।

অঙ্গ্রিয়া—ইনি একজন মারহাট্টা দলপতি। সুবিখ্যাত মারহাট্টা বীর শিবাজীর জনৈক সেনানায়কের বংশসম্ভূত। পেশোয়াকে অমান্য করিতেন বলিয়া ইনি ইংরেজের সহায়তায় পেশোয়া কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হন।

অঙ্ঘঃ (অঙ্ঘস্)—পাতক, পাপ। অন্ঘ (যাওয়া)+অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অঙ্ঘি—পদ, পা। অন্ঘ+ই করণ। বি ; পু।

অঙ্ঘ্রি—১। চরণ, পা ; বৃক্ষমূল। অন্ঘ (যাওয়া)+ক্রিন্ করণ। ২। শ্লোকের চরণ। অন্ঘ+ক্রিন্ অধি। বি ; পু।

অঙ্ঘ্রিপ—পাদপ, বৃক্ষ। অঙ্ঘ্রি (পাদ বা মূল) দ্বারা পান করে যে, উপতৎ ; অঙ্ঘ্রি—পা+ক কর্তৃ। বি ; পু।

অঙ্ঘ্রিপর্ণী—চিত্রপর্ণী বৃক্ষ, চাকুলিয়া গাছ। অঙ্ঘ্রির ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অচকিত—অচমকিত, চমৎকার নাই এরূপ ; অবিচলিত ; অনাতঙ্কিত, অত্রাসিত ; অবিস্মিত ; অক্ষুব্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচক্র—চক্রবিহীন, চাকাশূন্য ; অচল। ন (নাই) চক্র যাহার, বহু। বিণ।

অচক্রী (অচক্রিন্)—চক্রী নহে এরূপ ; অখল ; অকপট ; সরল। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অচক্রিণী**।

অচক্ষুঃ (অচক্ষুস্)—১। কুৎসিত চক্ষু। ন (কুৎসিত) চক্ষুঃ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। নেত্রহীন, যাহার দর্শনশক্তি নাই এমন, অন্ধ। বিণ। ৩। পরব্রহ্ম। ন (নাই) চক্ষুঃ যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অচঞ্চল—অচপল ; স্থির। ন চঞ্চল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচট—অকৃষ্ট, আচষা ("অচট ভূমের ভাঙ্গে খিল"—রাম)। প্রা কপ্র। বিণ।

অচণ্ড—ধীর, শান্ত, মৃদু, নম্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচণ্ডী—১। শান্তস্বভাবা ; অকুপিতা ; সাদাসিধা। বিণ ; স্ত্রী। ২। শান্তা গবী, ঠাণ্ডা গাই। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচতুর—সরল ; ছলশূন্য ; অপটু। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচন্দ্রিক—জ্যোৎস্নাহীন। ন (নাই) চন্দ্রিকা যাহাতে, বহু। বিণ। [বিণ।

অচপল—অচঞ্চল, স্থির ; স্থিরমতি। নঞ্‌তৎ।

অচর—অচল, স্থাবর, যাহা একস্থানে স্থির হইয়া থাকে—সেখান হইতে নড়িতে পারে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচরিত—অপূর্ব, অদ্ভুত। নঞ্‌তৎ। প্রা কপ্র। বিণ।

অচরিষ্ণু—অচর, অচল, স্থাবর, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচর্চ—অননুশীলিত ; অবিবেচক, চিন্তাহীন। ন (নাই) চর্চা যাহার, বহু। বিণ।

অচর্চা—চর্চার অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচর্বণ—না চিবানো। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অচর্বণীয়, অচর্ব্য—চর্বণের অসাধ্য বা অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচর্বিত—চিবানো হয় নাই এরূপ, দন্ত দ্বারা অপিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচল—১। গতিশক্তিহীন, যে চলিতে পারে না এরূপ ; স্থির, দৃঢ়, অনড় ; অপ্রচলিত ; অব্যবহার্য ; যাহা দ্বারা কাজ চলে না এরূপ ; দোষ বা ত্রুটিযুক্ত ; নির্বাহের উপায়-হীন। বিণ। ২। পর্বত ; প্রস্তর, পাষাণ ; অবিকারী ; কূটস্থ ; শঙ্কু, গোঁজ, খোঁটা ; ব্রহ্ম ; আত্মা ; মহাদেব। নঞ্‌তৎ বা বহু। বি ; পু।

অচলকন্যা, -নন্দিনী—পর্বতকন্যা, পার্বতী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচলকীলা—পৃথিবী। অচল (পর্বত) কীল (স্তম্ভ) যাহার, বহু+আ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অচলজা—অচলজাতা ; পার্বতী, দুর্গা। অচল—জন্+ড কর্তৃ+আ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অচলতড়িৎ—স্থির সৌদামিনী, statical electricity ; (বিদ্যুতের ন্যায় স্থিরপ্রভা-শালিনী) অতিরূপবতী নারী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অচলত্বিট্ (-ত্বিষ্)—১। পিক, কোকিল। অচল (অপরিবর্তনীয়) হইয়াছে ত্বিট্ (কান্তি) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। অম্লানকান্তি। অচলা (স্থিরা) ত্বিট্ যাহার, বহু। বিণ। ৩। অম্লান সৌন্দর্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অচলন—চলনের অভাব, না চলা ; অপ্রচলন ; অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচলনীয়—যাহার প্রচলন অসম্ভব, চলিবার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। [পু।

অচলপতি—হিমালয় পর্বত। ৬তৎ। বি ;

অচলভিৎ (-ভিদ্)—ইন্দ্র, দেবরাজ। অচল ভেদ করে যে, উপতৎ। [ইন্দ্র পর্বতের পাখা কাটিয়াছিলেন।] অচল—ভিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অচলমতি—১। স্থিরবুদ্ধি। বহু। বিণ। ২। অচপল বুদ্ধি, স্থির বুদ্ধি। কর্মধা। বি ; পু।

অচলয়—অচঞ্চল। প্রা কপ্র। বিণ।

অচলা—১। অচঞ্চলা ; স্থিরা ; অটলা। বিণ ; স্ত্রী। ২। (পূর্বাচার্যেরা পৃথিবীকে স্থিরা এবং নক্ষত্রাদিকে গতিশীল মনে করিতেন বলিয়া) পৃথিবী ; লক্ষ্মী। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচলাধিপ, অচলপতি—হিমালয় পর্বত। ৬তৎ। বি ; পু।

অচলায়তন—১। যাহাকে সহজে নড়ানো যায় না এমন প্রতিষ্ঠান বা সমাজব্যবস্থা ; অতিরক্ষণশীল সমাজব্যবস্থা। অচল যে আয়তন, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। স্থির ; অনড়, অপরিবর্তনীয়। অচল আয়তন (আবাস) যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

অচলিত—অপ্রচলিত ; অব্যবহৃত। নঞ্‌তৎ।

অচলিষ্ণু—অচলনশীল, চলিতেছে না এরূপ, অচল ; স্থির ; স্থাবর ; অলস। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অচাক্ষুষ—অদৃষ্টিগোচর, অপ্রত্যক্ষ। নঞ্‌তৎ।

অচাঞ্চল্য—অচপলতা, গাম্ভীর্য ; স্থিরবুদ্ধি-শালিতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচাতুর্য—অনৈপুণ্য ; অধৃষ্টতা ; নির্বুদ্ধিতা ; সারল্য। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচাপল্য—অচাঞ্চল্য, চিত্তস্থৈর্য, ধীর প্রকৃতি ; গাম্ভীর্য। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচালন—না চালানো ; অপ্রয়োগ ; অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচালনীয়, অচালয়িতব্য, অচাল্য—যাহা চালনা করা যায় না বা করিতে নাই এমন ; স্থানান্তরিত করণের অসাধ্য বা অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচালিত—অপ্রযুক্ত ; অব্যবহৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [অ।

অচাহে—হঠাৎ ; অনিচ্ছাক্রমে। প্রা কপ্র।

অচিকিৎসক—অযোগ্য চিকিৎসক, আনাড়ী বৈদ্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পু বা বিণ।

অচিকিৎসনীয়, অচিকিৎস্য—দুশ্চিকিৎস্য, চিকিৎসা দ্বারা যাহার প্রতিকার হওয়া অসাধ্য বা অসম্ভব এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিকিৎসা—চিকিৎসাভাব ; কুচিকিৎসা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচিকিৎসিত—যাহার চিকিৎসা করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিকিৎস্য—'অচিকিৎসনীয়' দ্রঃ।

অচিকীর্ষু—করিতে অনিচ্ছুক; অনভিলাষী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিৎ—১। সংজ্ঞাহীন, অচেতন ; অজ্ঞান, মূর্খ। বিণ। ২। রামানুজসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মতানুসারে পদার্থের প্রকার-ভেদ বিঃ [তাঁহাদের মতে পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। তাঁহারা জীবাত্মাকে ভোক্তা ও নিত্য চেতনস্বরূপ বলিয়া চিৎ, এবং প্রত্যক্ষগোচর যাবতীয় পদার্থকে অচিৎ বলিয়া থাকেন। অচিৎও আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—অন্নজলাদি ভোজ্যবস্তু, ভোজনপাত্রাদি ভোগোপকরণ এবং শরীরাদি ভোগায়তন]। ন (নাই) চিৎ (চেতনা) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অচিত্ত—জ্ঞানশূন্য, চেতনাশূন্য ; মূঢ় ; অচিন্তিত ; আকস্মিক। ন (নাই) চিত্ত (জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

অচিত্তচিত্ত—অজ্ঞানান্তঃকরণ, যাহার মনে জ্ঞান নাই এরূপ ("যে জন অচিত্তচিত্ত সেই সদা দুখী"—ভারত)। ন (নাই) চিত্ত যাহাতে, বহু ; অচিত্ত (অজ্ঞান) চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অচিন—চিহ্নহীন, দাগশূন্য, অচিহ্নিত ; অপরিচিত, অচিনা, অজ্ঞাত, অজানা। বাংপ্র। বিণ।

অচিনা, অচেনা—অপরিচিত, অজ্ঞাত, না জানা। বাংপ্র। বিণ।

অচিন্ত—চিন্তারহিত, ভাবনাশূন্য ; বিবেচনা-বর্জিত, অবিবেকী ; জ্ঞানহীন, অজ্ঞান ; অচেতন, নির্জীব। ন (নাই) চিন্তা যাহার, বহু। বিণ।

অচিন্তনীয়, অচিন্তয়িতব্য—অচিন্ত্য, চিন্তাতীত, ভাবিয়া স্থির করা যায় না এরূপ, অভাবনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিন্তা—১। চিন্তাশূন্যতা ; [illegible] ; উপেক্ষা ; অমনোযোগ ; অচেষ্টা। নঞ্‌তৎ।

বি ; স্ত্রী। ২। চিন্তাশূন্যা ; অবিবেকিনী। অচিন্ত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অচিন্তিত—যাহা চিন্তা করা যায় নাই এরূপ, অভাবিত ; যাহা ঘটিবে বলিয়া মনে করা যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিন্তিতপূর্ব—যাহা পূর্বে ভাবা যায় নাই এমন, অভাবিত ; অপ্রত্যাশিত। পূর্বে চিন্তিত, সুপ্ ; ন চিন্তিতপূর্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিন্ত্য—১। অচিন্তনীয় ; চিন্তাতীত, যাহা চিন্তা করিয়া স্থির বা নির্ণয় করা যায় না এরূপ, অভাবনীয় ; চিন্তার দ্বারা যাহার তত্ত্ব বোঝা যায় না এমন ; যাহা ভাবিবার প্রয়োজন নাই এমন। বিণ। ২। ঈশ্বর (কারণ তিনি চিন্তার অতীত)। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অচিন্ত্যপূর্ব—অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয়। পূর্বে অচিন্ত্য, সুপ্। বিণ।

অচির—১। দীর্ঘকালাভাব ; অবিলম্ব, অল্পকাল। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। সত্বর, শীঘ্র ; অল্পকালব্যাপী ; ক্ষণস্থায়ী। ন (নাই) চির (দীর্ঘকাল) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অচিরে**।

অচিরকারী (-কারিন্)—অচিরক্রিয় (তাহা দ্রঃ)। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অচিরকাল—স্বল্পকাল, কিছু সময়, শীঘ্র। কর্মধা। বি ; পু।

অচিরক্রিয়—চিরক্রিয় নহে এরূপ, অদীর্ঘসূত্র, ক্ষিপ্রকারী, যে খুব শীঘ্র শীঘ্র কার্য সম্পাদন করে এমন, চটপটে। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিরগামী (-গামিন্)—ক্ষিপ্রগামী, শীঘ্রগামী, দ্রুতগামী। উপতৎ ; অচির—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অচিরজীবী (-জীবিন্)—অল্পজীবী, অচিরস্থায়ী, নশ্বর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

অচিরতা, -ত্ব—অল্পকালস্থায়িত্ব, ক্ষণিকতা ; নশ্বরতা ; বেশী দিন না থাকা। অচির+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অচিরদ্যুতি, অচিরপ্রভা, অচিররোচিঃ (-রোচিস্), **অচিরাংশু**—১। অল্পকালস্থায়ী জ্যোতিঃ, ক্ষণস্থায়িনী কান্তি। কর্মধা। ২। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। অচির (অল্পকালস্থায়ী) দ্যুতি, প্রভা, রোচিঃ বা অংশু যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অচিরস্থায়ী (-স্থায়িন্)—অল্পকালস্থায়ী, অস্থায়ী, ক্ষণিক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-স্থায়িনী**।

অচিরাংশু—১। সৌদামিনী, বিদ্যুৎ। বি ; স্ত্রী। ২। ক্ষণপ্রভাসম্পন্ন। অচির অংশু (দীপ্তি) যাহার, বহু। বিণ। ৩। অল্পকালস্থায়ী কিরণ। কর্মধা। বি ; পু।

অচিরাৎ—অবিলম্বে, শীঘ্র। অচির—অত্+ক্বিপ্ কর্তৃ বা ভাব। অ ; ক্রি-বিণ।

অচিরাত—অচিরাৎ, সত্বর। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অচিরাভা—১। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ। অচিরা আভা যাহার, বহু+আপ্। ২। অল্পকালস্থায়িনী প্রভা। অচিরা আভা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অচিরে—অবিলম্বে, শীঘ্র। ন (নাই) চির (বিলম্ব) যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অচিহ্ন—১। চিহ্নহীন, দাগশূন্য। ন (নাই) চিহ্ন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। সামান্য ক্ষতচিহ্ন। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচিহ্নিত—যাহাতে কোনরূপ চিহ্ন বা দাগ নাই এমন ; কোনও চিহ্ন দ্বারা পরিচিত নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচিহ্নিত কর্মচারী—প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় পাস না করিয়া এবং কোনরূপ চুক্তিবদ্ধ না হইয়া সরকারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তি, uncovenanted servant. কর্মধা। বি ; পু।

অচীর্ণ—অকৃত, অননুষ্ঠিত ; অসঞ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূড়—১। চূড়াহীন, শিখাহীন ; টেকো। ২। যাহার চূড়াকরণ হয় নাই এরূপ। বহু। বিণ।

অচূর্ণ—যাহা গুঁড়া নহে এমন, আস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূর্ণন—অপেষণ, গুঁড়া না করা, অপীড়ন ; অবিধ্বংসন ; সম্পূর্ণরূপে রক্ষণ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অচূর্ণনীয়, অচূর্ণ্য—চূর্ণ করিতে অশক্য, অ-গুণ্ডনসাধ্য, যাহা গুঁড়া করিতে পারা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

র্ণিত—অপিষ্ট ; অপীড়িত ; অনতিভূত ; অবিধ্বস্ত ; সম্যক্ রক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

—যাহা চোষা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচূষ্য—যাহা চুষিয়া লইতে পারা যায় না এমন, চুষিয়া খাইবার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচেত—অচেতন, সংজ্ঞাশূন্য, জ্ঞানশূন্য, বোধরহিত ; চিত্তবৃত্তিহীন ; তত্ত্বজ্ঞানবর্জিত। ন (নাই) চেত (চেতনা) যাহার, বহু। বিণ।

অচেতন—যাহার চেতনা নাই এরূপ, নির্জীব, জড় ; জীবন আছে অথচ চেতনা নাই এরূপ, সংজ্ঞাহীন, অজ্ঞান। ন (নাই) চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

অচেতাঃ (অচেতস্)—১। জ্ঞানহীন, তত্ত্বজ্ঞানরহিত। ন (নাই) চেতঃ (জ্ঞান) যাহার, বহু। ২। হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। ন (নাই) চেতঃ (চিত্ত, অন্তঃকরণ) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অচেনা—'অচিনা' দ্রঃ।

অচেল—বিবস্ত্র, উলঙ্গ। ন (নাই) চেল (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অচেলক—নগ্ন সন্ন্যাসী। অচেল+ক স্বার্থে। বি ; পু।

অচেষ্ট—চেষ্টাহীন, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, জড়, অসাড়। ন (নাই) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

অচেষ্টক—যে উদ্যোগী নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ।

অচেষ্টিত—চেষ্টাশূন্য, অলস ; নিরীহ ; অনন্বেষিত ; অপরীক্ষিত ; অপ্রস্তুত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অচৈতন্য—১। সংজ্ঞাহীনতা, জ্ঞানশূন্যতা, অজ্ঞানতা ; সংজ্ঞালোপ, মোহ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত, অজ্ঞান। ন (নাই) চৈতন্য যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছ—১। যাহার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি চলে এরূপ, transparent ; নির্মল, পরিষ্কৃত ; প্রতিবিম্বধারণক্ষম। নঞ্—ছো (বাধা দেওয়া)+ক কর্তৃ। ২। ভল্লুক ; স্ফটিক। বি ; পু।

অচ্ছত্র—ছত্রহীন, ছাতাশূন্য ; রাজশূন্য, অরাজক। ন (নাই) ছত্র যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছদ—আচ্ছাদনরহিত, অনাবৃত, আঢাকা ; ছাদবিহীন ; পত্রশূন্য। ন (নাই) ছদ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছদ্ম—ছদ্মহীন, ছলনারহিত, অকপট ; আচ্ছাদনশূন্য ; অনাবৃত। ন (নাই) ছদ্ম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অচ্ছদ্মা (-দ্মন্)—ছদ্মরহিত, অকপট, সরল, ছলনাশূন্য। ন (নাই) ছদ্ম যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছন্ন—অনাবৃত ; আলগা ; জনবহুল। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-চ্ছন্নতা, -চ্ছাদ**।

অচ্ছভল্ল—ভল্লুক। অচ্ছ (নির্মল) ভল্ল (শস্ত্রের ন্যায় নখ) যাহার, বহু। বি ; পু।

অচ্ছর—দুই আঙুলে যতটুকু তোলা যায় তাহার পরিমাণ। <অক্ষর। বি।

অচ্ছল—সাধু ; অকপট ; ছলনাশূন্য। ন (নাই) ছল যাহার, বহু। বিণ।

অচ্ছায়—ছায়াহীন। ন (নাই) ছায়া যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অচ্ছায়া—১। ছায়াহীনা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। হীনছায়া, আবছায়া। ন ছায়া, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন, যাহাতে ছিদ্র নাই এরূপ ; নিখুঁত, নির্দোষ, ত্রুটিশূন্য ; অঙ্গহানিশূন্য, সম্পূর্ণ। ন (নাই) ছিদ্র যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অচ্ছিদ্রাবধারণ—কর্মশেষে তাহার অঙ্গহানি আশঙ্কা নিবারণার্থ বিষ্ণুস্মরণ ; "আজ অমুক মাসে, অমুক তিথিতে মৎকৃত এই কর্ম অচ্ছিদ্র হউক" এইরূপ বাক্য কথন। অচ্ছিদ্রের অবধারণ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অচ্ছিন্ন—অখণ্ডিত, অবিভক্ত ; ছেঁড়া নয় এরূপ ; ছেদশূন্য। ন (অ) ছিন্ন, নঞ্তৎ। বিণ।

অচ্ছিন্নত্বক্—যাহার লিঙ্গত্বক্ ছেদ করা হয় নাই এরূপ, uncircumcized. বহু। বিণ।

অচ্ছুত—অস্পৃশ্য, অন্ত্যজ (জাতি)। <অশুদ্ধ। বিণ।

অচ্ছেদ—১। বিরামহীন ; খণ্ডহীন ; পরিচ্ছেদহীন। ন (নাই) ছেদ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। ছেদাভাব ; বিরামাভাব ; পরিচ্ছেদহীনতা ; খণ্ডহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অচ্ছেদনীয়—অচ্ছেদিতব্য (তাহা দ্রঃ)। নঞ্তৎ। বিণ।

অচ্ছেদিত—অচ্ছিন্ন (তাহা দ্রঃ)।

অচ্ছেদিতব্য, অচ্ছেদ্য—ছেদনের অসাধ্য, ছেদন করিতে পারা যায় না এরূপ ; যাহা ছেদন করা অকর্তব্য এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অচ্ছোদ—১। স্বচ্ছ সলিল, নির্মল জল ("অচ্ছোদসরসী নীরে"—রবীন্দ্র)। অচ্ছ যে উদ (জল), কর্মধা। বাংপ্র। ২। হিমালয়-প্রদেশস্থ এতন্নামক সরোবর ; কিম্পুরুষবর্ষের কিম্পুরুষপর্বতস্থ স্বচ্ছজল মনোহর সরোবর [ইহার জল অতি নির্মল বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। ইহারই তীরে কাদম্বরী-বর্ণিত মহাশ্বেতার আশ্রম ছিল]। অচ্ছ হইয়াছে উদক যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী। ৩। স্বচ্ছসলিল, নির্মল জলবিশিষ্ট (জলাশয়)। অচ্ছ (নির্মল) উদক (জল) যাহার, বহু। বিণ।

চ—১। অচঞ্চল, স্থির ; বিনাশশূন্য, অবিনশ্বর। ন (নাই) চ্যুত (ভ্রংশ) যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু, কৃষ্ণ। নঞ্ (অ)—চ্যুত্ (ক্ষরণ)+ক কর্তৃ, যিনি ক্ষরিত হন না, অথবা নঞ্ (অ)—চ্যু (গমন বা পতন)+ক্ত কর্তৃ, যিনি স্থির বা যাঁহার পতন নাই। বি ; পু। ৩। অদ্বৈত প্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি অতিশয় ও সদাচারী ছিলেন ['অদ্বৈত' দ্রঃ]।

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ভক্ত বৈষ্ণব। সন ১২৭২ সালে শ্রীহট্ট জেলায় ইঁহার জন্ম। ইনি ভক্ত-নির্বাণ, রঘুনাথ দাসের জীবনী, গোপাল ভট্ট জীবনী, হরিদাস জীবনী, শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী, শ্রীচৈতন্য-চরিত, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বার্ধ ও উত্তরার্ধ (দুই খণ্ড), সাধুচরিত, নিতাইলীলালহরী, শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বাঞ্চল ভ্রমণ প্রঃ অনেকগুলি মূল্যবান্ পুস্তক লিখিয়াছেন। আজীবন এইরূপ অক্লান্ত সাহিত্য-সাধনার নিমিত্ত ইনি গবর্নমেণ্ট হইতে একটি লিটারারি পেনশন (lit·rary pen·i·n) অর্থাৎ সাহিত্য-বৃত্তি প্রাপ্ত হন।

অচ্যুত রায়—দাক্ষিণাত্য প্রদেশান্তর্গত বিজয়নগরের জনৈক রাজার নাম। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণদেব রায়।

অচ্যুতাগ্রজ—কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, বলদেব ; ইন্দ্র। অচ্যুতের অগ্রজ, ৬তৎ। বি ; পু।

অচ্যুতাবাস—বৈকুণ্ঠ ; দ্বারকা ; অশ্বত্থবৃক্ষ। অচ্যুতের (বিষ্ণুর) আবাস, ৬তৎ। বি ; পু।

অচ্যুতি—১। বিচ্যুত না হওয়া, অভ্রংশ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। অচ্যুত (সকল অর্থে)। বহু। বি ; পু।

অছা—থাকা। ক্রি। প্রা বাংলা। [**অছ**—আছ ; আছে। **অছইতে**—থাকিতে। **অছল, অছলো, অছলোঁ**—ছিল। **অছলিহ, অছলোঁ**—ছিলাম। **অছয়**—আছে।]

অছি—১। উইলে নিযুক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানকারী ; ন্যাসরক্ষক, কোন গচ্ছিত সম্পত্তি যিনি দেখাশুনা করেন, ex cutor, trustee ; নাবালকের অভিভাবক, guardian. <আ 'বসি'। বি। ২। আছি। প্রা কপ্র। ক্রি।

অছিগিরি—অছির কাজ, ন্যাসরক্ষকের কাজ। অছি+গিরি কর্মার্থে (আ-মূ)। বি।

অছিয়ৎনামা—ইচ্ছাপত্র, উইল। <আ 'বসিয়ৎ'+ফা 'নামা'। বি।

অছিলা—ছল, ব্যপদেশ, ওজর, বাহানা, ছুতা। বি।

অছু—১। ইহার, উহার। সর্ব। ২। এইরূপ। প্রা কপ্র। বিণ।

অছুত—১। অশুদ্ধ, অপবিত্র। <অশুদ্ধ। ২। অস্পৃশ্য। ন ছুত (<ছুপ্ ধাতু), নঞ্তৎ। বিণ।

'—আদত, খাঁটি, ঠিক। বাংপ্র। বিণ। **অজ পাড়াগাঁ**—নেহাত বা বেহদ্দ পাড়াগাঁ। **অজ মূর্খ**—নিরেট বোকা।

'—১। জন্মরহিত। বিণ। ২। ঈশ্বর ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ; জীবাত্মা। জন্মে না যে, উপতৎ ; নঞ্ (অ)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ৩। ছাগ, ছাগল ; মেষ [কথিত আছে যে, দক্ষযজ্ঞ-ভঙ্গকালে অজ অর্থাৎ ব্রহ্মা মেষের রূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন] ; মেষরাশি। অজ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ, যে ঘাস খাইতে গমন করে। ৪। কন্দর্প ; চন্দ্র। অ (বিষ্ণু) হইতে জ (জাত), উপতৎ ; অ—জন্+ড কর্তৃ। বিষ্ণুর (কৃষ্ণের) ঔরসে কন্দর্পের এবং বিষ্ণুর মন হইতে চন্দ্রের উদ্ভব হওয়াতে এই দুইজনের নাম অজ হইয়াছে। ৫। রামচন্দ্রের পিতামহ ও দশরথের পিতা। ইঁহার পিতা মহারাজ রঘুর পুত্র। ইনি বিদর্ভরাজকন্যা ইন্দুমতীর স্বামী। ইন্দুমতীর গর্ভে রাজা দশরথ জন্মগ্রহণ করেন।

অজকব—১। মহাদেবের ধনু। অজ (বিষ্ণু) ক (ব্রহ্মা) ; অজক—বা+ক অধি ; অজক+ব আছে অর্থে। ২। বাবুই গাছ। অজক (ছাগ)—বা (সন্তুষ্ট করা) +ক কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

অজকর্ণ—১। ছাগলের কান। ৬তৎ। ২। অসনবৃক্ষ। অজকর্ণ (অর্থাৎ অজকর্ণাকার পত্র) আছে ইহার এই অর্থে অজকর্ণ +অচ্। বি ; পু।

অজকা—শিশু ছাগী ; ছাগলের গলদেশে লম্বিত স্তনাকৃতি মাংসখণ্ড ; ছাগপুরীষ। অজ+ক সম্বন্ধার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজকাব—শিবধনু। অজক (ব্রহ্মা, বিষ্ণু) —অব্+অণ্ কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

অজক্ষীর—ছাগদুগ্ধ, ছাগলদুধ। অজার ক্ষীর (পূর্বপদের পুংবদ্ভাব)। বি ; স্ত্রী।

অজগ—১। বিষ্ণু। অজ (ব্রহ্মা)—গৈ (গান করা)+ড কর্ম। বি ; পু। ২। অগ্নি ; মহাদেবের পিনাক, সুপ্রসিদ্ধ শিবধনুঃ। অজ—গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অজগন্ধা—বনযোয়ান গাছ ; বাবুই তুলসী। অজের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অজগন্ধিকা—বাবুই তুলসী। অজের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু+ক+আ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অজগব, অজগাব—১ শিবের ধনুক, এই ধনুক দ্বারা শিব ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়াছিলেন ; শিব। অজগ (বিষ্ণু)+ব আছে অর্থে ; অজগ+অচ্+অণ্ কর্তৃ। [বিষ্ণু কোন সময়ে মহাদেবের বাহন হইয়াছিলেন, অথবা বিষ্ণুরূপী বৃষ শিববাহন]। বি ; স্ত্রী।

অজগর—ছাগভক্ষক একজাতীয় বৃহৎ সর্প। ইহারা এত বড় হয় যে, আস্ত আস্ত ছাগল

গিলিয়া ফেলে ; পাহাড়ে বোড়া সাপ। উপতৎ ; অজ—গৄ+অচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

অজগরবৃত্তি—১। একস্থানে থাকিয়া যাহা পাওয়া যায় তাহাতেই জীবিকাসংস্থান ; অত্যধিক আলস্যপরায়ণতা ; শ্রম-কাতরতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। যে একস্থানে থাকিয়া অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করে এরূপ ; অত্যন্ত অলস ; অতিশয় শ্রমকাতর। অজগরের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অজগরব্রত—নড়িতে চড়িতে অনিচ্ছু, অক্ষিপ্রকর্মা, আলস্যপরায়ণ, 'গোঁপখেজুরে'। অজগরের ন্যায় ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

অজজ্জল—অপর্যাপ্ত, অপরিমিত ; নিরন্তর। <অজস্র। বিণ।

অজজীবক—ছাগপালক, ছাগপালনের দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। অজ (ছাগ)—জীব (বাঁচা)+ণিচ্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ।

অজজীবিক—ছাগপালক। অজ হইয়াছে জীবিকা যাহার, বহু। বি ; পু।

অজটা—ভূমি আমলকী। ন (নাই) জটা যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অজড়—জড় নহে এরূপ, অনচেতন, চেতন, সজীব ; অনিষ্ক্রিয়, সচেষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজড়া—১। অজড় (তাহা দ্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী। ২। আলকুশী। ন জড়া, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অজদণ্ডী—বামুনহাটী গাছ। অজের (ব্রহ্মার) দণ্ড যাহাতে, বহু+ঈ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অজদেবতা—১। অগ্নি। ৬তৎ। ২। অজদেবতাক পূর্বভাদ্রপদা নক্ষত্র। বহু। বি ; স্ত্রী।

অজন—১। জনশূন্য, নির্জন ; যাহার জনা (জন্ম) নাই ; জন্মরহিত। বহু। বিণ। ২। নারায়ণ, ব্রহ্মা ; অমানুষ, হেয় জন। বহু ও নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অজনক—১। পিতৃহীন, জনকরহিত। ন (নাই) জনক যাহার, বহু। ২। অনুৎ-পাদক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নিকা**।

অজনি, অজননি—জন্মাভাব, অনুৎপত্তি ; জন্মরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পু ও স্ত্রী।

অজন্ত—স্বরান্ত, যাহার শেষে স্বরবর্ণ আছে। অচ্ অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

অজন্তা—মহারাষ্ট্ররাজ্যের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে অজন্তা গুহা অবস্থিত। পর্বত-গাত্রে ক্ষোদিত ও চিত্রিত ২৪টি বিহার ও ৫টি চৈত্য বৌদ্ধযুগের শিল্পগৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। চৈন পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাং বলেন, দিঙ্‌নাগ নামক সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত এই গুহায় থাকিতেন। ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই গুহার কারুকার্যের সময় খ্রীঃ পূঃ ২০০ হইতে খ্রীঃ ৬০০ অব্দ ; সুতরাং ইহাতে বৌদ্ধশিল্পের কল্পনা ও কার্যের ক্রমবিকাশ ও চরম অবস্থা দৃষ্ট হয়। সর্বশেষে নির্মিত চৈত্যটি দেখিলে বোধ হয় যে, সেই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দু ধর্মের নিকটবর্তী হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৪৩ খ্রীঃ ফার্গুসন সাহেবের প্রবন্ধ পাঠে জনসাধারণের দৃষ্টি এই গুহার উপর পতিত হয়।

অজন্ম (অজন্মন্)—জন্মাভাব, অনুৎপত্তি ; জন্মরাহিত্য, মোক্ষ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অজন্মা (অজন্মন্)—১। মোক্ষ। বি ; পু। ২। জন্মশূন্য, উৎপত্তির অভাববিশিষ্ট। ন (নাই) জন্ম যাহার, বহু। ৩। জারজ। ন (কুৎসিত) জন্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ৪। শস্যাদির অনুৎপত্তি, দুর্ভিক্ষ। বাংপ্র। বি।

অজন্মিত—জারজ, বেজন্মা ; শস্যাদি না হওয়া, আকাল। বিণ বা বি।

অজন্য—১। অমঙ্গলসূচক ভূকম্পনাদি উৎ-পাত। নঞ্ (অ)—ণিজন্ত জন বা জনি +যৎ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। অনুৎপাদ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজপ—১। ছাগপালক। উপতৎ ; অজ (ছাগ)—পা (পালন করা)+ক কর্ত্তৃ। ২। জপরহিত, জপ করে না এরূপ। ন (নাই) জপ যাহার, বহু। বিণ। ৩। কুপাঠক। ন (কুৎসিত) হইয়াছে জপ (উচ্চারণ) যাহার, বহু। বিণ বা বি ; পু।

অজপা—১। জপরহিতা ; সন্ধ্যাবন্দনহীনা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রাণবায়ু। ন (অ)—জপ+অপ্ ভাব+আপ্। ৩। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস-নির্গমন ও প্রবেশ-ক্রিয়া দ্বারা "হং সঃ" মন্ত্র জপ। বি ; স্ত্রী। ["বিনা জপেন দেবেশি জপো ভবতি মন্ত্রিণঃ। অজপেয়ং ততঃ প্রোক্তা ভবপাশনিকৃন্তনী॥"

অর্থাৎ মন্ত্রগ্রহীতার বিনা জপেই জপ হয়, একারণ ইহাকে অজপা কহে ; ইহা সংসার-পাশচ্ছেদিকা। জীব প্রতিদিন ইহা একুশ হাজার ছয় শত বার জপ করে।]

অজপাৎ (-পাদ্), **অজপাদ**—১। পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। অজের (মেষরাশির) পাদের (চতুর্থাংশের) ন্যায় পাদ যাহার, বহু। ২। রুদ্র বিঃ। অজের (ছাগের) পাদের ন্যায় পাদ যাহার, বহু। বি ; পু।

অজবীথি, অজবীথী—আকাশে ছায়াপথ নামক নক্ষত্রশ্রেণী ; অমরমার্গ, দেবযান। অজনির্মিতা (ব্রহ্মা কর্তৃক নির্মিত) বীথি, বীথী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অজবুক—বে-অকুফ, বোকা, মূর্খ, আনাড়ী, আহাম্মক, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। <তু 'উজবেক্'। বিণ।

অজভক্ষ—ছাগলের খাদ্য, বর্বুরবৃক্ষ, কুলগাছ। ৬তৎ। বি ; পু।

অজমীঢ়—১। যুধিষ্ঠির ; চন্দ্রবংশীয় হস্তী রাজার পুত্র ও সম্বরণের পিতা। অজম্+ ঈহ্+ক্ত কর্ত্তৃ। ২। আধুনিক আজমীর দেশ। <অজয়মের (>অজমের> অজমীর)। বি ; পু। [ঢ়-স্থানে র অধিক প্রচলিত।]

অজমুখ—১। দক্ষ-প্রজাপতি। অজমুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি ; পু। ২। ছাগলের মুখ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অজমোদা, অজমোদিকা—যমানিকা, যোয়ান। অজের মোদা, মোদিকা (আনন্দ-দায়িনী), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অজম্ভ—১। দন্তহীন। ন (নাই) জম্ভ (হনু বা দন্ত) যাহার, বহু। বিণ। ২। সূর্য [কথিত আছে যে দক্ষযজ্ঞ নাশকালে সূর্য দন্তহীন হইয়াছিলেন] ; ভেক। বি ; পু।

অজন্মিত—জারজ, হীনজন্মা, বিজন্মা। বাংপ্র। বিণ।

অজয়—১। জয়াভাব, পরাজয়। নঞ্‌তৎ। ২। অগ্নি। অজ (ছাগ)—যা (গমন করা)+ক কর্ত্তৃ, যিনি অজবাহনে গমন করেন। বি ; পু। ৩। অজেয়, দুর্জয়। ন (নাই) জয় যাহার, বহু। বিণ। ৪। ভাগীরথীর একটি উপনদ। ইহা বর্ধমানের উত্তরাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া কাটোয়ার নিকটে ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারই উত্তর তীরে সুকবি জয়দেব গোস্বামীর বাসভূমি কেন্দু-বিল্ব গ্রাম (কেঁদুলী) অবস্থিত।

অজয়গড়—ইহার আর এক নাম অজিত-গড়।

অজয়া—১। অজেয়া। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। সিদ্ধি, ভাঙ্গ। ন (নাই) জয় যাহার (অর্থাৎ যাহা খাইলে সকলকেই নেশার বশীভূত হইতে হয়), বহু। ৩। দুর্গা ; মায়া। অজয়+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অজয়ী (অজয়িন্)—যে জয়কারী নহে এমন, অবিজেতা। ন জয়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অজয়িনী**।

অজয্য—অজেয়, অজয়, দুর্জয় ; অদম্য, দুর্দমনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজর—১। জরাশূন্য, বার্ধক্যহীন ; জীর্ণ নয় এরূপ ; অত্যন্ত কঠিন। বিণ। ২। দেবতা [দেবগণ ত্রিদশ অর্থাৎ তিনটি অবস্থা বিশিষ্ট (বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ় নামক দশাত্রয় আপন্ন), উঁহাদের জরা অর্থাৎ বার্ধক্য নাই] ; বৃদ্ধদারক বৃক্ষ, জীর্ণ-কন্টীলতা। বি ; পু। ৩। পরব্রহ্ম। ন (নাই) জরা যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অজরা—১। জরারহিতা। অজর+আপ্।

বিণ ; স্ত্রী। ২। মৃতকুমারী। ৩। যৌবন ; শৈশব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অজরামর—জরা ও মৃত্যু শূন্য, বার্ধক্য ও মরণ রহিত। অজর অথচ অমর, কর্মধা। বিণ।

অজরামরবৎ—জরামৃত্যুরহিত ব্যক্তির ন্যায়। অজরামর+বতিচ্, তুল্যার্থে। অ।

অজর্য—১। সংগত ; সৌহৃদ। বি ; স্ত্রী। ২। যাহা জীর্ণ হইবার নহে, জরারহিত ; অক্ষয়, অবিনাশী। জৄ (জীর্ণ হওয়া) +যৎ কর্তৃ নিপা ; ন জর্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজল-অস্থল—না জল না ডাঙ্গা, নিরালম্ব ভাব, আশ্রয়হীনতা। বাংপ্র। বি।

অজলোমা (অজলোমন্)—শূরাশিম্বী, আলকুশী গাছ। অজের লোমের ন্যায় লোম যাহার, বহু। বি ; পু।

অজশৃঙ্গী—গাড়র শিঙ্গী গাছ। অজশৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাহার (যে বৃক্ষের), বহু। বি ; স্ত্রী।

অজস্র—নিরন্তর, সর্বদা। ন (অ)—জস (ত্যাগ করা)+র কর্তৃ। বিণ।

অজহৎ—অপরিত্যাগশীল, যে বা যাহা ত্যাগ করিতেছে না এরূপ। ন—হা+শতৃ কর্তৃ। বিণ।

অজহৎস্বার্থা—যে লক্ষণা স্বীয় অর্থ ত্যাগ করে না। অজহৎ (অপরিত্যাগী) স্বার্থ যাহার বা যাহাকে, বহু। বি ; স্ত্রী। [শব্দের ত্রিবিধ বৃত্তি, যথা—অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। অভিধান বা ব্যাকরণ অনুসারে শব্দের যে অর্থ, তদ্বোধিনী বৃত্তিকে অভিধা বলে। মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যে বৃত্তি দ্বারা মুখ্যার্থ সহ সম্বন্ধ অন্য অর্থের বোধ হয়, তাহাকেই লক্ষণাবৃত্তি কহে। বাক্যের গূঢ়ার্থ-প্রকাশিকা বৃত্তিকে ব্যঞ্জনা বলে। যথা—গঙ্গায় বাস করিতেছে ; এখানে যে বৃত্তি দ্বারা গঙ্গা শব্দের অর্থ ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ বুঝাইতেছে, উহা অভিধাবৃত্তি। কিন্তু জলপ্রবাহে বাস করা অসম্ভব বলিয়া মুখ্যার্থের বোধ হইতেছে, একারণ তৎসহ সম্বন্ধ অন্য অর্থ অর্থাৎ গঙ্গাতীর অর্থ লক্ষণা-বৃত্তি দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে। ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা শৈত্য, পাবনত্ব প্রঃ গুণসম্পন্ন স্থলে বাস প্রতীত হইতেছে।

যে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা স্বীয় অর্থের অপরিত্যাগ হয়, এবং স্বীয় অর্থ উপাদান-রূপে থাকে তাহাকে অজহৎস্বার্থা লক্ষণা বলে। যেমন—কুন্তসমূহ প্রবেশ করিতেছে—কুন্তধারী পুরুষগণ প্রবেশ করিতেছে।]

অজহল্লিঙ্গ—যে শব্দ বিশেষণরূপে প্রয়োগেও স্বলিঙ্গ ত্যাগ করে না। যেমন 'কনিষ্ঠা কন্যা তাঁহার একান্ত স্নেহভাজন', এখানে কন্যা শব্দের বিধেয়-বিশেষণ হইয়াও স্নেহ-ভাজন শব্দ তাহার স্বলিঙ্গ ক্লীবত্ব ত্যাগ করে নাই ; কাজেই ইহা অজহল্লিঙ্গ। প্রমাণ, আস্পদ, মূল, কারণ, ইঃ শব্দও এইরূপ। ন জহৎ (ত্যাগ করিতেছে) লিঙ্গ যাহাকে, বহু। বি ; পু।

অজা—১। ছাগী ; ওষধি বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। জন্মরহিতা, নিত্যা, সনাতনী। অজ +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৩। মায়া, অবিদ্যা ; মোহ ; আদ্যাশক্তি ; মূলপ্রকৃতি। নঞ্—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৪। ছাগ। <অজ। বি ; পু। স্ত্রী—**অজী**।

অজাগর—১। জাগরণরহিত, চিরনিদ্রিত। ন (নাই) জাগর (জাগরণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। ভৃঙ্গরাজ বৃক্ষ। ন (নাই) জাগর (জাগরণকারক) যাহা হইতে, বহু। বি ; পু। ৩। পাহাড়িয়া ঘোড়া সাপ। <অজগর। ৪। জাগরণের অভাব, নিদ্রা। ন জাগর, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অজাগলস্তন—ছাগীকণ্ঠস্থিত স্তনসদৃশ মাংসপিণ্ড ; বিফল বস্তু। (কোন বিষয়ের নিরর্থকতার কথা বলিতে হইলে ইহার সহিত উপমা দেওয়া হয় ; যথা—"অতএব কৃষ্ণমূল জগতকারণ। প্রকৃতিকারণ যৈছে অজাগলস্তন।") দুইবার ৬তৎ। বি ; পু।

অজাচার—নিষিদ্ধ সম্পর্কীয় অর্থাৎ ভ্রাতা ভগিনী ইঃর মধ্যে সহবাস, incest. অজের (ন্যায়) আচার, ৬তৎ। বি ; পু।

অজাজি, অজাজী—জীরা। (তীব্রগন্ধ-বশতঃ) ছাগেরা ত্যাগ করে যাহাকে এই অর্থে অজ্ (ছাগ)—অজ (ত্যাগ করা)+ই কর্ম। ২য় পক্ষে অজ কর্তৃক অজ (পরিত্যাগ) যাহার, বহু+ঈপ্ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অজাজীব—ছাগব্যবসায়ী, ছাগপালক ; ছাগোপজীবী। অজ (ছাগ) হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু ; অথবা অজ দ্বারা আজীব (জীবিকা নির্বাহকারী), ৩তৎ। বি ; পু।

অজাণ্ড—ব্রহ্মাণ্ড ; ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোক বা বিশ্ব। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অজাত—১। জন্মে নাই এরূপ ; অনুৎপন্ন। ন জাত, নঞ্‌তৎ। ২। বিজাত, বিজন্মা, বজ্জাত। প্রাম্য। বিণ। ৩। হীন জাতি, অকুল ; অধম বর্ণ। <অজাতি। বি।

অজাতককুৎ (-ককুদ্)—অল্পবয়স্ক গোবৎস, যাহার ঝুঁটি হয় নাই এরূপ বাছুর। অজাত ককুদ্ (ষাঁড়ের ঝুঁটি) যাহার, বহু ; (অন্ত্য অকারলোপ)। বি ; পু বা স্ত্রী।

অজাতক্রোধ—অকোপিত ; যাহার ক্রোধ জন্মে নাই এরূপ। জাত ক্রোধ যাহার, বহু ; ন জাতক্রোধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অজাতব্যঞ্জন—যাহার পুরুষচিহ্ন শ্মশ্রু প্রঃ জন্মে নাই, অল্পবয়স্ক, অজাতশ্মশ্রু। বহু। বিণ।

অজাতব্যবহার—অপ্রাপ্তব্যবহার, অ-পরিণতবয়স্ক, নাবালক। অজাত ব্যবহার যাহার, বহু। বিণ।

অজাতশত্রু, অজাতারি—১। যাহার শত্রু নাই এরূপ। বিণ। ২। যুধিষ্ঠির (কারণ তিনি কখনও কাহারও দ্বেষ করেন নাই)। বি ; পু। ৩। অজাতশত্রু নামে মগধের একজন রাজা ছিলেন। [ইঁহারই রাজত্বকালে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক বুদ্ধদেব জন্মপরিগ্রহ করেন। ইনি প্রথমে হিন্দু ছিলেন, পরে বৌদ্ধমত অবলম্বন করেন]। অজাত (অনুৎপন্ন) হইয়াছে শত্রু বা অরি যাহার, বহু। বি ; পু।

অজাতশ্মশ্রু—যাহার দাড়ি ওঠে নাই এরূপ, অল্পবয়স্ক। ন জাত শ্মশ্রু যাহার, বহু। বিণ।

অজাতি—১। যাহার জন্ম নাই, অজ, নিত্য ; জাতিহীন, জাতিভ্রষ্ট ; সমাজচ্যুত। ন (নাই) জাতি যাহার, বহু। ২। হীন-জাতীয়। বিণ। ৩। অনুৎপত্তি ; হীন জাতি, ইতরজাতি ; অপ্রশস্ত জন্মবান্—বিকলাঙ্গ বা নপুংসক জন। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অজাদনী—বিছুটি গাছ। অজ—অদ্ (ভক্ষণ করা)+অনট্ কর্ম+ঈপ্ (ছাগ ছাড়া অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া)। বি ; স্ত্রী।

অজান—অবোধ ; জ্ঞানহীন ; অনভিজ্ঞ। <অজ্ঞান। প্রা কপ্র। বিণ।

অজানত, অজানতে—অজ্ঞানতঃ, না জানিয়া বা না জানাতে, অজ্ঞাতসারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অজানা—১। অজ্ঞাত, অপরিচিত, অচেনা। বিণ। ২। অজ্ঞাত বিষয় বা বস্তু। ন জানা (<জ্ঞা), নঞ্‌তৎ। বি।

অজানি—পত্নীহীন ; অবিবাহিত বা বিপত্নীক। ন (নাই) জায়া যাহার, বহু (নিপা)। বিণ ; পু।

অজানিত—অজানা, অজ্ঞাত, অপরিচিত। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অজানেয়—১। উৎকৃষ্ট অশ্ব। অজ—আ—নী+যৎ কর্ম। বি ; পু। ২। কুলীন, সুজাত ; উৎকৃষ্ট ; ভয়রহিত, নির্ভীক। বিণ।

অজান্তে—অজানত (তাহা দ্রঃ)।

অজাপালক—ছাগরক্ষক, মেষরক্ষক। ৬তৎ। বি। স্ত্রী. **-পালিকা**।

অজামিল—পুরাণোক্ত জনৈক দুষ্ক্রিয়ান্বিত গণিকাসক্ত ব্রাহ্মণ। ইনি নিজের পতিব্রতা স্ত্রীকে ত্যাগ করেন। একটি বারাঙ্গনার গর্ভে জাত তাঁহার আটটি পুত্রের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ নারায়ণকে ভালবাসিতেন ও সেই 'নারায়ণ' নাম ডাকিতে ডাকিতেই সত্যই নারায়ণ লাভ করেন। জামি অর্থাৎ পতিব্রতা পত্নীকে গ্রহণ করেন ইনি এই অর্থে, জামি—মা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ; ন জামিল, নঞ্তৎ। বি; পু।

অজাশাল—ছাগশালা; মেষশালা। <অজাশালা। বি।

অজি—১। তেজঃ, প্রভাব। অজ (গমন করা, ক্ষেপণ করা)+ই কর্তৃ। বি; পু। ২। গতিবিশিষ্ট। বিণ।

অজিজ্ঞাস—যাহার জানিবার ইচ্ছা নাই এমন; যে কুতূহলী নহে এমন। ন (নাই) জিজ্ঞাসা যাহার, বহু। বিণ।

অজিজ্ঞাসনীয়, -সিতব্য, -স্য—অপ্রষ্টব্য, যাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় না বা জিজ্ঞাসা করা উচিত নয় এরূপ। ন জিজ্ঞাসনীয়, -সিতব্য, -স্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাসিত—জিজ্ঞাসা করা হয় নাই এরূপ (প্রশ্ন বা ব্যক্তি)। ন জিজ্ঞাসিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাসিতব্য—'অজিজ্ঞাসনীয়' দ্রঃ।

অজিজ্ঞাসু—জানিতে অনিচ্ছু; অকৌতূহলী। ন জিজ্ঞাসু, নঞ্তৎ। বিণ।

অজিজ্ঞাস্য—'অজিজ্ঞাসনীয়' দ্রঃ।

অজিত—১। অপরাভূত, অপরাজিত, অনায়ত্ত, অবশ। ২। অতিপরাজিত। ন (নাই) জিত যাহা হইতে, বহু। বিণ। ৩। বিষ্ণু; শিব; বুদ্ধদেব; বিষনাশক মহৌষধ বিঃ; ষষ্ঠ মন্বন্তরের অবতার; ইক্ষ্বাকুপুত্র; দ্বিতীয় অর্হৎ। ন জিত, নঞ্তৎ। বি; পু।

অজিতবল্লভা—লক্ষ্মীদেবী; বিষ্ণুপ্রিয়া। অজিতের (বিষ্ণুর) বল্লভা (প্রিয়া), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অজিতাত্মা (-ত্মন্)—অসংযতচিত্ত, অজিতেন্দ্রিয়। ন জিতাত্মা, নঞ্তৎ। বিণ।

অজিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়জয় করিতে অক্ষম, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, অবশেন্দ্রিয়, রিপুপরবশ। ন জিতেন্দ্রিয়, নঞ্তৎ; অথবা অজিত ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অজিন—১। মৃগচর্ম; পশুচর্ম; চর্ম। অজ (প্রাপ্ত হওয়া)+ইন কর্ম [ব্রতাকাঙ্ক্ষী যাহা প্রাপ্ত হন]। বি; ক্লী। ২। নরপতি বিঃ। পিতা পৃথুবংশীয় হবির্ধান, মাতা ধিষণা। বি; পু।

অজিনধারী (-ধারিন্)—স্বীয় অঙ্গে মৃগচর্মধারণকারী; পশুচর্মপরিহিত। উপতৎ; অজিন—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী. **-ধারিণী**।

অজিনপত্রা, -পত্রিকা, -পত্রী—চর্মচটিকা, চামচিকা, বাদুড়। অজিনময় (চর্মাবৃত) হইয়াছে পত্র (পক্ষ) যাহার, বহু+আপ্, ঈপ্=অজিনপত্রা, অজিনপত্রী; অজিনপত্রা+ক স্বার্থে+স্ত্রী আপ্=অজিনপত্রিকা। বি; স্ত্রী।

অজিনফলা—বৃক্ষ বিঃ, টেপারিগাছ। অজিনের (চর্মনির্মিত জাঁতার) ন্যায় ফল যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অজিনযোনি—মৃগ। ৬তৎ। বি; পু।

অজির—১। বায়ু; ভেক। অজ (গমন করা)+ইর কর্তৃ। ২। বিষয় বা শরীর; প্রাঙ্গণ, উঠান। অজ+কির অধি। বি; ক্লী।

অজিরা—চণ্ডী। প্রাপ্ত হয় ইহাকে এই অর্থে অজ (প্রাপ্ত হওয়া)+ইর কর্ম+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অজিহ্ব—১। জিহ্বারহিত, রসনাহীন। বিণ। ২। ভেক, বেঙ। ন (নাই) জিহ্বা যাহার, বহু। বি; পু।

অজিহ্ম—১। অবক্র, সরল, ঋজু, সোজা। বিণ। ২। ভেক। ন জিহ্ম, নঞ্তৎ। বি; পু।

অজিহ্মগ—১। ঋজুগামী। বিণ। ২। শর, বাণ। উপতৎ; অজিহ্ম—গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অজীগর্ত—ঋষি বিঃ, শুনঃশেফের পিতা (ইনি ঋচিক নামেও প্রসিদ্ধ)। বি; পু।

অজীব—১। জীব ভিন্ন অন্য পদার্থ; জড় পদার্থ। ন জীব, নঞ্তৎ। বি; পু। ২। জীবনহীন, নির্জীব; মৃত; অবসন্ন। ন (নাই) জীব (জীবন) যাহার, বহু। বিণ।

অজীবজনি—অজীব অর্থাৎ জড় পদার্থ হইতে জীবের উৎপত্তি, abiogenesis. অজীব হইতে জনি (উৎপত্তি), ৫তৎ। বি; স্ত্রী।

অজীবনি—জীবনাভাব, মরণ; অভিসম্পাতজনিত মৃত্যু; শাপ; ধিগ্‌জীবন। ন (অ)—জীব (বাঁচা)+অনি ভাব। বি; স্ত্রী।

অজীবিক—জীবিকাহীন, জীবনোপায়রহিত; নিঃস্ব, দীন; জীবনশূন্য, নির্জীব। ন (নাই) জীবিকা যাহার, বহু। বিণ।

অজীর্ণ—১। যাহা জীর্ণ হয় নাই এরূপ; যাহা পরিপাক পায় নাই এরূপ। ন জীর্ণ, নঞ্তৎ। বিণ। ২। অপাক রোগ, অপচার, জীর্ণ বা পরিপাক না হওয়া, হজমের গোলমাল, dyspepsia, indigestion. ন—জৄ (জীর্ণ হওয়া, পরিপাক হওয়া)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অজীর্ণী (-র্ণিন্)—অজীর্ণরোগী, অজীর্ণরোগগ্রস্ত। অজীর্ণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অজীর্ণিনী**।

অজু, ওজু—নামাজের পূর্বে অনুষ্ঠের হস্তপদমুখাদি প্রক্ষালন। <আ 'বুজু'। বি।

অজুগুপ্সিত—অনিন্দিত। ন জুগুপ্সিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অজুরদার—মজুর, শ্রমিক। ফা। বি।

অজুরা, আজুরা—পারিশ্রমিক, মজুরি, মাহিনা। ফা। বি।

অজুহন্নামা—মকদ্দমার কারণ লিখিত পত্রাদি। ফা। বি।

অজুহাত—কারণ, হেতু, যুক্তি, ওজর। <ফা 'বুজুহাত'। বি।

অজেয়—যাহাকে জয় করা যায় না এরূপ, অপরাভবনীয়; দুর্জয়, অদম্য, দুর্দমনীয়। ন জেয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অজৈকপাৎ (-পাদ্), **অজৈকপাদ**—রুদ্র বিঃ, শিবের এক মূর্তি; পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র। অজের (শিবের) একপাদ (অংশ) আছে যাঁহার, বহু। বি; পু।

অজৈব—অজীবোৎপন্ন; জীবসম্বন্ধীয় নহে এমন, inorganic. ন জৈব, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অজৈবী**। **অজৈব অভিব্যক্তি**—জীব ভিন্ন বস্তুর ক্রমবিবর্ত, inorganic evolution.

অজ্ঞ—১। জ্ঞানহীন, মূর্খ, যে কিছুই জানে না এমন; জড়, অচেতন; অনভিজ্ঞ; নিঃসংজ্ঞ; আত্মজ্ঞানহীন। ন (অ)—জ্ঞা (জানা)+ক কর্তৃ। ২। সর্বজ্ঞ, যাহা হইতে জ্ঞানী নাই। ন (নাই) জ্ঞ (জ্ঞানী) যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অজ্ঞতা, -ত্ব—জ্ঞানহীনতা, মূর্খতা। অজ্ঞ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অজ্ঞতামূলক—মূর্খতাহেতুক, না জানার জন্য। অজ্ঞতা মূলে যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ।

অজ্ঞাত—যে জানিতে পারে নাই বা যাহা জানিতে পারা যায় নাই এমন; অনবগত, অবিদিত; অপ্রকাশিত, গুপ্ত। ন জ্ঞাত, নঞ্তৎ। বিণ।

অজ্ঞাতকুলশীল—যাহার বংশ বা স্বভাব জানা নাই এমন। কুল ও শীল=কুলশীল, দ্বন্দ্ব; অজ্ঞাত হইয়াছে কুলশীল যাহার, বহু। বিণ।

অজ্ঞাতচরিত্র—১। যাহার চরিত্র জানা নাই এমন, যাহার আচরণ অজ্ঞাত এরূপ। অজ্ঞাত হইয়াছে চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। অজ্ঞাত স্বভাব, অজানা ব্যবহার। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অজ্ঞাতচর্যা—অজ্ঞাতবাস ; অজ্ঞাতস্থানে গমন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অজ্ঞাতনামা (-নামন্)—অপ্রসিদ্ধ-নাম-বিশিষ্ট, যাহার নাম জানা নাই এরূপ। অজ্ঞাত হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ।

অজ্ঞাতপিতৃক—যাহার বাপের ঠিক নাই এমন ; জারজ। অজ্ঞাত পিতা যাহার, বহু। বিণ।

অজ্ঞাতপূর্ব—যাহা পূর্বে জানা যায় নাই এমন। পূর্বে অজ্ঞাত, ৭তৎ। বিণ।

অজ্ঞাতবাস—অপ্রকাশিত বাস ; গুপ্তভাবে বা ছদ্মবেশে স্থিতি, লুকাইয়া থাকা। কর্মধা। বি ; পু।

অজ্ঞাতযৌবনা—যাহার (যে নারীর) যৌবন জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ ; অপ্রকাশিতযৌবনা ; মুগ্ধ-নায়িকার প্রকারভেদ। ["হয়েছে যৌবন যার নহে অনুভব, অজ্ঞাতযৌবনা তাকে বলে কবি সব।"—রসমঞ্জরী]। ন জ্ঞাত যৌবন যাহার, বহু+স্ত্রী আপ্। বিণ ; পু, স্ত্রী। পু, **-যৌবন**।

অজ্ঞাতসারে—অগোচরে, জানিতে বা বুঝিতে না পারা যায় এমন ভাবে। অজ্ঞাত সার যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞাতা (-তৃ)—অনবগন্তা, যে জানে না বা জানা যার স্বভাব নয় এমন। ন জ্ঞাতা, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অজ্ঞাত্রী**।

অজ্ঞাতি—১। জ্ঞাতিসম্পর্কীয় ভিন্ন অন্য, অসগোত্র। ন জ্ঞাতি, নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। জ্ঞাতিহীন। ন (নাই) জ্ঞাতি যাহার, বহু। বিণ।

অজ্ঞাতে—অজ্ঞাতসারে, অজ্ঞাতভাবে, অগোচরে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞান—১। জ্ঞানাভাব ; ভ্রান্তি, ভ্রম ; মায়া, অবিদ্যা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। জ্ঞানহীন, মূঢ় ; অচৈতন্য, সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত। ন (নাই) জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ।

অজ্ঞানকৃত—১। অজ্ঞাতসারে কৃত ; জ্ঞান না থাকায় অনুষ্ঠিত, না জানা হেতু আচরিত। অজ্ঞান হেতু কৃত, ৫তৎ। ২। জ্ঞানহীন জন দ্বারা অনুষ্ঠিত, মূর্খ লোকের করা ; শৈশবে অনুষ্ঠিত। অজ্ঞান দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ।

অজ্ঞানজনিত—অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন, না জানার জন্য সংঘটিত। অজ্ঞান দ্বারা জনিত, ৩তৎ। বিণ।

অজ্ঞানতঃ (-তস্)—জ্ঞানহীনতাবশতঃ, অজ্ঞতাপ্রযুক্ত, মূর্খতাজন্য ; অজ্ঞানতভাবে, না জানিয়া। অজ্ঞান+তস্ (ওয়া বা ৫মী স্থানে)। অ।

অজ্ঞানতা—জ্ঞানহীনতা, মূর্খতা। অজ্ঞান +তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অজ্ঞানতিমির—অজ্ঞতারূপ অন্ধকার। অজ্ঞানরূপ তিমির, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন -রান্ধ—অজ্ঞতারূপ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বা দৃষ্টিশক্তিহীন ; মায়ামুগ্ধ। অজ্ঞানতিমির দ্বারা আচ্ছন্ন, অন্ধ, ৩তৎ। বিণ।

অজ্ঞানত্ব—জ্ঞানহীনতা, অজ্ঞতা, মূর্খতা। অজ্ঞান+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

অজ্ঞানান্ধকার—অজ্ঞানতিমির। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

অজ্ঞানবাদ, অজ্ঞাবাদ—অজ্ঞেয়বাদ (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ। বি ; পু।

অজ্ঞানী (-নিন্)—জ্ঞানহীন, অজ্ঞ ; মূর্খ, মূঢ় ; অবিজ্ঞ ; অনাত্মজ্ঞ। ন জ্ঞানী, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অজ্ঞানিনী**।

অজ্ঞানে—অজ্ঞতাহেতু, না জানিয়া। ন (নাই) জ্ঞান যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অজ্ঞাপনীয়, অজ্ঞাপ্য—অপ্রকাশ্য ; অনিবেদনীয়, জানাইবার অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অজ্ঞাপিত—অনিবেদিত, অগোচরীকৃত, অপ্রকাশিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অজ্ঞাবাদ—'অজ্ঞানবাদ' দ্রঃ।

অজ্ঞেয়—যাহা জানিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ, অনবগম্য, অবোধ্য, জ্ঞানাতীত। ন জ্ঞেয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অজ্ঞেয়বাদ—জগৎকারণ দুর্বোধ্য এইরূপ মতবাদ, agnosticism. অজ্ঞেয়-নামা বাদ, মধ্যপ। বি ; পু। বিণ, **-বাদী**।

অজ্বর—জ্বরশূন্য, সুস্থ। ন (নাই) জ্বর যাহার, বহু। বিণ।

অজ্যেষ্ঠ—১। জ্যেষ্ঠ নহে এরূপ, জ্যেষ্ঠ ভিন্ন অন্য। ন জ্যেষ্ঠ, নঞ্তৎ। ২। সর্বজ্যেষ্ঠ ; সর্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) জ্যেষ্ঠ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অজ্যেষ্ঠবৃত্তি—জ্যেষ্ঠোচিত ব্যবহারবিহীন, যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠোচিত আচরণ করে না এরূপ। ন (নাই) জ্যেষ্ঠবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অঝর—'অঝোর' দ্রঃ।

অঝরু—১। নির্ঝর, ঝরনা ; অশ্রু-প্রবাহ। বি। ২। অবিরল ধারায় ; প্রচুর পরিমাণে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অঝরে—অবিরল ধারায়, অবিশ্রান্তভাবে ("অঝরে ঝরিল অশ্রু নিস্পন্দ নয়ানে"—রবীন্দ্রনাথ)। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অঝোর, অঝর—অজস্র, নিরন্তর, অবিরাম, অবিশ্রান্ত ; অবিরল ধারা বা বর্ষণযুক্ত। <অজস্র। বিণ।

অঞ্চ—উদ্গম, উর্ধ্বগমন। অন্চ+ঘঞ্ ভাবে। বি ; পু।

অঞ্চতি—বায়ু। অন্চ (গমন করা)+অতি কর্তৃ। বি ; পু।

অঞ্চল—১। বস্ত্রপ্রান্ত, আঁচলা, আঁচল। অন্চ (গমন করা)+অলচ্ কর্তৃ। ২। প্রান্ত। অন্চ+অলচ্ অধি। ৩। অংশ, তল্লাট, প্রদেশ, region অন্চ+অলচ্ কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

অঞ্চলনিধি—যাহাকে আঁচলে গেরো দিয়া বাঁধিয়া রাখা হয় ; অতিপ্রিয়জন। ৬তৎ। বি ; পু।

অঞ্চলপ্রভাব—স্ত্রীলোকের প্রভুত্ব বা ক্ষমতা, প্রণয়িনীর প্রভাব ; স্ত্রীর সুপারিশ ; প্রাদেশিক প্রতিপত্তি। ৬তৎ। বি ; পু।

অঞ্চিত—১। অর্চিত, পূজিত। অন্চ (পূজা করা)+ক্ত কর্ম। ২। আকুঞ্চিত, বক্রীকৃত। অন্চ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। ৩। উত্থিত। অন্চ (উত্থিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ৪। গ্রথিত, ভূষিত। অন্চ+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**অঞ্চন**।

অঞ্চিতভ্রূ—১। সুভ্রূ। অঞ্চিত ভ্রূ যাহার, বহু। বিণ। ২। সুন্দর বা কুটিল ভ্রূ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অঞ্চিতললাট—১। কুঞ্চিত ললাট ; উঁচু কপাল। কর্মধা। বি ; পু। ২। যাহার কপাল কুঞ্চিত বা উন্নত এমন। অঞ্চিত ললাট যাহার, বহু। বিণ।

অঞ্জইতে—অঞ্জন দ্বারা রঞ্জিত করিতে। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অঞ্জন—১। যাহা দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করা যায়, কজ্জল, কাজল ; মসি ; রসাঞ্জন ; দেবার্চনায় ব্যবহৃত ষট্ প্রকার অঞ্জনের অন্যতম ; মালিন্য, পাপ। অন্জ (দীপ্তি পাওয়া) +অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ২। গমন ; ব্যক্তকরণ ; ম্রক্ষণ। অন্জ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। পশ্চিমদিগ্হস্তী ; পর্বত বিঃ ; জ্যোষ্ঠী, আঞ্জনাই। অন্জ+অন কর্তৃ। বি ; পু।

অঞ্জনকেশিকা—অঞ্জনকেশী (তাহা দ্রঃ)। অঞ্জনকেশী+ক স্বার্থে+আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অঞ্জনকেশী—১। গন্ধদ্রব্য বিঃ। অঞ্জনের ন্যায় কেশ হয় যাহা হইতে, বহু। ২। সুকেশা রমণী। অঞ্জনের ন্যায় কেশ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অঞ্জনশলাকা—আঁজনকাঠি, চোখে কাজল দিবার শলা। অঞ্জন ধারণার্থ শলাকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অঞ্জনা—১। উত্তরদিগ্হস্তিনী, অঙ্গনা ; অঞ্জনা নাম্নী এক বানরী। [কুঞ্জরতনয়া নামে এক বিদ্যাধরী বিশ্বামিত্রের শাপে

বানরীরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার গর্ভে অঞ্জনার জন্ম হয়। সুমেরুর রাজা কেশরীর সহিত অঞ্জনার বিবাহ হয়। পবনদেবের বরে অঞ্জনার গর্ভে হনুমানের জন্ম হয়]। অঞ্জন+অচ্+আপ্। ২। (অলংকার শাস্ত্রে) ব্যঞ্জনাবৃত্তি। অন্জ্+ণিচ্+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনাতনয়, -নন্দন, -পুত্র—অঞ্জনা নামক বানরীর পুত্র হনুমান্। ৬তৎ। বি; পু।

অঞ্জনাদ্রি—নীলগিরি। অঞ্জনসদৃশ অদ্রি, মধ্যপ। বি; পু।

অঞ্জনাধিকা—আঞ্জিনা, আঁজনাই। অঞ্জন হইয়াছে অধিক যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনাবতী—অঞ্জন নামক দিগ্‌গজের স্ত্রী, ঈশানকোণের হস্তিনী। অঞ্জন+মতু আছে অর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনিকা—প্রতীক নামক দিগ্‌গজের পত্নী; জ্যেষ্ঠী বিঃ, আঁজনাই। অঞ্জন+ইক+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জনিত—অঞ্জনযুক্ত; অঞ্জনের মত কাল ('—তনু')। অঞ্জন+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

অঞ্জনিয়া—অঞ্জন লাগাইয়া, কাজল পরিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

ী—১। চন্দনাদি দ্বারা অনুলিপ্তা নারী। অন্জ্ (লেপিত করা)+অনট্ কর্ম+স্ত্রী ঈপ্। ২। কটুকা বৃক্ষ: কালাচেন বৃক্ষ। অন্জ+অনট্ করণ+স্ত্রী ঈপ্। বি; স্ত্রী।

।—১। করপুট, আঁজল; পরিমাণ বিঃ, আঁজলা; দেবতাকে প্রদানের জন্য অঞ্জলিপূর্ণ পুষ্পরাশি; আরাধনা; পূজা: পরিচর্যা। অন্জ (প্রকাশ পাওয়া)+অলি করণ। বি; পু।

অঞ্জলিকর্ম (—কর্মন্)—হাত জোড় করা, অঞ্জলিবন্ধন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অঞ্জলিকা—ক্ষুদ্র মূষিকা। অঞ্জলি+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অঞ্জলিকারিকা—১। লজ্জাবতী লতা। ৬তৎ। ২। পুতুল। অঞ্জলির কার (করণ), ৬তৎ; অঞ্জলিকার+ইক আছে অর্থে+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। অঞ্জলি-কারিণী, বিনীতা। ৬তৎ। বিণ।

অঞ্জলিপুট—পাত্রাকারে একত্র মিলিত করদ্বয়, অঞ্জলিরূপ পাত্র, জোড়হাত। অঞ্জলিরূপ পুট, রূপক কর্মধা। বি; পু বা ক্লী। ক্রি-বিণ, **-পুটে**।

অঞ্জলিবদ্ধ—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি। অঞ্জলি হইয়াছে বদ্ধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অঞ্জলিবন্ধ, -বন্ধন—অঞ্জলি বাঁধা, আঁজল করা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অঞ্জস—১। সমান; ঋজু, সরল। অন্জ+অস কর্তৃ। ২। প্রকৃত, যথার্থ। অন্জ+অস কর্ম। বিণ।

অঞ্জাম—আয়োজন, উদ্যোগ; সংগ্রহ। বি। ফা।

অঞ্জিষ্ঠ—সূর্য। প্রকাশ করেন যিনি এই অর্থে, অন্জ (ব্যক্ত করা)+ইষ্ঠ কর্তৃ। বি; পু।

অঞ্জুমান—সভা, সমিতি। ফা। বি।

অটট্ট—অতি উচ্চ শব্দ বা হাস্য। অ।

অটন—ভ্রমণ, গমন। অট্+অনট্ ভাব বি; ক্লী।

অটনি, অটনী—কোটি, ধনুর প্রান্তভাগ। অট (গমন করা)+অনি করণ, পক্ষে ঈ। বি; স্ত্রী।

অটবি, অটবী—বন, জঙ্গল। অট (গমন করা)+অবি অধি, পক্ষে ঈ। বি; স্ত্রী।

অটবিক—ব্যাধ, কিরাত, অরণ্যচারী। অটবি—কৃ (হিংসা করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অটমান—গমনশীল। অট (গমন করা)+শান কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অটমানা**। [অট ধাতু পরস্মৈপদী বলিয়া এই পদটি ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ। তবে ইহার অনুকূলে এই মাত্র বলা যায় যে, "আত্মনেপদমেবাহুঃ পরস্মৈপদিনঃ ক্বচিৎ।" অর্থাৎ আচার্যগণ কোন কোন স্থানে পরস্মৈপদী ধাতুরও আত্মনেপদ বিধান করেন, অথবা চানস্ প্রত্যয়।]

অটমি, অটমী—অষ্টমী শব্দের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। বি।

'—অচঞ্চল, অচল, স্থির; দৃঢ়। ন (অ) —টল (টলা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

—ভ্রমণ, পর্যটন। অট+ক্বিপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অটাট্যমান—পুনঃ পুনঃ পর্যটনশীল, অনবরত ভ্রমণকারী, যে সকল সময়ে বেড়াইয়া বেড়ায়। অট্+যঙ্=অটাট্য, অটাট্য+শানচ কর্তৃ। বিণ।

অটাট্যা—ভ্রমণ, পর্যটন। যঙ্‌লুগন্ত অট+ক্বিপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অটাল—অস্থান, কুস্থান। অ (অপ্রশস্ত) টাল (<স্থান), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

'—অভগ্ন; সম্পূর্ণ, গোটা; অক্ষুণ্ণ; ত্রুটিহীন; শক্ত, মজবুত। <অত্রুটি। বিণ।

অটো—সুরভিসার, আতর। <ইং 'Otto'. বি।

অটোগ্রাফ—স্বহস্তলেখ। বি। <ইং 'Autography.' বি।

অটোল—নিটোল, টোল পড়া নহে এরূপ, পূর্ণাঙ্গ; পরিপুষ্ট। ন (নাই) টোল যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

অটোলিকাস (Autolycus)—গ্রীঃ পুঃ চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ গ্রীক্ গণিতবিদ্ ও জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত।

অট্ট—১। অট্টালিকা; প্রাকারসন্নিহিত সৈন্যগৃহ; প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ; গুমটি ঘর। অট্ট (অতিক্রম করা)+ঘঞ্ কর্ম, করণ। বি; পু। ২। অন্ন, ভাত। অট্ট+ঘঞ্ করণ। বি; ক্লী। ৩। হাট, বাজার, বিপণি। অট্ট+ঘঞ্ অধি। বি; পু। ৪। উচ্চ, সমধিক। অট্ট+ঘঞ্ কর্ম বিণ।

অট্টকলস্বর—উচ্চ কলরোল। বি; পু।

অট্টট্ট—অত্যুচ্চ। অট্ট+অট্ট (নিপা)। অ।

অট্টনাদ—উচ্চ কলধ্বনি। কর্মধা। বি; পু।

অট্টরোল—উচ্চকলধ্বনি। কর্মধা। বি; পু।

অট্টহসিত, -হাস্য—উচ্চহাস্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

অট্টহাস—উচ্চহাস্য। কর্মধা। বি; পু।

অট্টহাসক—১। কুন্দবৃক্ষ, কুঁদ ফুলের গাছ। অট্টহাস শব্দ+কন্ সাদৃশ্যার্থে। বি; পু। ২। উচ্চহাস্যকারী। অট্ট—হস+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হাসিকা**।

অট্টহাসি—উচ্চহাস্য। <অট্টহাস্য। বি।

অট্টহাসী (-হাসিন্) -১। মহাদেব, শিব। অট্টহাস শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু। ২। উচ্চহাস্যকারী। অট্ট—হস (হাসা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হাসিনী**।

অট্টহাস্য—উচ্চহাস্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

অট্টাল, অট্টালক—প্রাসাদ; ইষ্টকাদি-নির্মিত হর্ম্য, কোঠা-বাড়ি, ইমারত; প্রাসাদোপরিস্থ গৃহ; প্রাকারের উপরিস্থ রণগৃহ বা উচ্চস্থান। অট্ট (ভবন)—অল (ভূষিত করা)+অচ্, ণক কর্তৃ। বি; পু।

অট্টালিকা—প্রাসাদ; ইষ্টকাদিনির্মিত উত্তুঙ্গ বাটী, কোঠা-বাড়ি, ইমারত। অট্টালক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

অট্যা—ভ্রমণ, পর্যটন। অট+ক্যপ্ ভাব, স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

অঠেল—১। যাহা ঠেলা যায় না এত, অর্থাৎ যথেষ্ট, প্রচুর; অনড়, অকাট্য। বিণ। ২। একরকম হরিদ্রাভ কাষ্ঠ। এই কাষ্ঠ হইতে মালা তৈয়ারী হইয়া থাকে। বাংপ্র। বি।

অডিট—হিসাবাদির খাতাপত্র পরীক্ষা, ইং <'audit'. বি।

অড়ং-বড়ং—ছাই ভস্ম, অর্থহীন বাক্য, বৃথা প্রলাপ। বাংপ্র। বি।

অড়র, অড়হর—কলায় বিঃ; অড়র দাল বা ফল। <আঢ়কী। বি।

অঢেল—ঢালাও, ঢের, প্রচুর। বাংপ্র। বিণ।

অণব্য—চীনা নামক সূক্ষ্ম ধান্যের ক্ষেত্র; সর্ষপাদি শস্যের ক্ষেত্র; ডাঙ্গা জমি। অণু+যৎ ক্ষেত্রার্থে। বি; ক্লী।

অণি, অণী—১। প্রান্ত, সীমা ; সূচী প্রঃর অগ্রভাগ। অণ+ই করণ। ২। চাকার ধুরার প্রান্তস্থ খিল। অণ (শব্দ করা)+ই কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী। উভয়ত্র স্ত্রীত্ব পক্ষে বিকল্পে ঈ।

অণিমা (অণিমন্)—অণুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, অতি সূক্ষ্মপরিমাণ ; অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্যের অন্যতম ['ঐশ্বর্য' দ্রঃ] ; স্বকীয় দেহকে ইচ্ছানুসারে সূক্ষ্ম করিবার ক্ষমতা, এই শক্তির প্রভাবে দেবগণ ও সিদ্ধগণ ইচ্ছামত আপনাদের দেহ সূক্ষ্ম করিয়া অলক্ষিতভাবে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন। অণু শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু।

অণীমাণ্ডব্য—জনৈক ব্রহ্মর্ষি। একদা তস্করদের পরিত্যক্ত দ্রব্যাদি তাঁহার নিকটে দেখিয়া এবং তিনি মৌনী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া চোর ভ্রমে তাঁহাকে বিচারালয়ে লইয়া যাওয়া হয় এবং বিচারে তাঁহার শাস্তি হয় শূলদণ্ড। শূলে বিদ্ধ হইয়াও ঋষি জীবিত রহিলেন দেখিয়া রাজপুরুষগণ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। শূল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মাণ্ডব্য যমালয়ে গমনপূর্বক যমরাজকে আপনার শূলে বিদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে, তিনি বাল্যকালে পতঙ্গ ধরিয়া তাহার পুচ্ছদেশে তৃণ বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে এই শাস্তিভোগ করিতে হইয়াছে। ঋষিবর এইরূপ অনুচিত দণ্ডবিধানে কুপিত হইয়া যমরাজকে শাপ দিয়া মর্ত্যলোকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন এবং এইরূপ নির্ধারণ করিয়া দেন যে, চতুর্দশ বৎসর বয়সের পূর্বে অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য কেহ দণ্ডভাজন হইবে না।

অণীয়ান্ (অণীয়স্)—সূক্ষ্মতর, অতিসূক্ষ্ম। অণু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অণীয়সী**।

অণু—১। ক্ষুদ্র, অল্প, কিঞ্চিৎ ; সূক্ষ্ম। বিণ। স্ত্রী—**অণু, অণ্বী**। ২। কোন পদার্থের বিশিষ্ট ধর্মযুক্ত ক্ষুদ্রতম অংশ, molecule ; অতি সূক্ষ্ম অংশ, কণা, particle ; শিব ; যযাতির পুত্র। অণ (শব্দ করা)+উ কর্তৃ। বি ; পু। ৩। ধান্য বিঃ। চীনা ধান। অন (বাঁচা)+উ করণ। বি ; ক্লী। ৪। মাত্রার চতুর্থাংশ ; রেখা। বি ; স্ত্রী।

অণুক—ক্ষুদ্র ; পটু, নিপুণ। অণু+কন্ স্বার্থে অথবা অণু—কৃ+ড কর্তৃ, যিনি সূক্ষ্মকার্য করিতে পারেন। বিণ।

অণুচ্ছেদ—এক পরিচ্ছেদের ক্ষুদ্র অংশ, paragraph ; ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। অণু যে ছেদ, কর্মধা। বি ; পু।

অণুজীব—অতি সূক্ষ্ম প্রাণী, জীবাণু, microbe. অণু এমন জীব, কর্মধা। বি ; পু।

অণুতা, অণুত্ব—পরমাণুর ভাব ; কণিকাত্ব ; সূক্ষ্মতা ; ক্ষুদ্রত্ব। অণু+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অণুদর্শন—১। সূক্ষ্মদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি। ৬তৎ। ২। অণুবীক্ষণযন্ত্র, microscope. অণু—দৃশ (দেখা)+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অণুবটিকা—অতিক্ষুদ্র বটি, খুব ছোট বড়ি, globu'e অণুপরিমিত বটিকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অণুবাদ—বৈশেষিক মতবাদ, অণুর সমবায়ে সকল বস্তুর উৎপত্তি এবং অণু অনাদ্যনন্ত—এই সিদ্ধান্ত, অণুবিষয়ক মতবাদ, aton ic theory বি ; পু।

অণুবীক্ষণ—যে যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র বস্তুসকল দৃষ্টিগোচর হয়, microscope (এই যন্ত্রের আকৃতি নলের মত—এক প্রান্ত সূক্ষ্ম ও অপর প্রান্ত স্থূল) ; সূক্ষ্ম পদার্থের সবিশেষ পর্যবেক্ষণ। অণুর বীক্ষণ (দর্শনসাধন যন্ত্র বা দর্শন), ৬তৎ। বীক্ষণ=বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট করণ, ভাব। বি ; ক্লী।

অণুব্রীহি—সূক্ষ্ম ধান্য। কর্মধা। বি ; পু।

অণুভা—বিদ্যুৎ। অণু (সূক্ষ্ম) ভা (দীপ্তি) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অণুমাত্র—সামান্য পরিমাণ, কিঞ্চিন্মাত্র। অণু +মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মাত্রী**।

অণুমাত্রা—সংগীতচ্ছন্দে একমাত্রার অষ্টম বা মতান্তরে চতুর্থ ভাগ। বাংপ্র। বি।

অণুমাত্রিক—কণিকামাত্র ; স্বল্প ; অতি সূক্ষ্ম ; অতি ক্ষুদ্র। অণুই যে মাত্রা সে অণুমাত্রা (কর্মধা), অণুমাত্রা+ইক (ঠন্)। বিণ।

অণুরাশি—ক্ষুদ্ররাশি (বীজ), কর্মধা। বি ; পু।

অণুরেণু—অতিসূক্ষ্ম ধূলি ; ধূলিকণা। কর্মধা। বি ; পু।

অণোরণীয়ান্—অণু হইতেও ছোট, ছোট হইতেও ছোট। অণোঃ (সং ৫মী বিভক্তি) +অণীয়ান্। বিণ।

অণ্ড—ডিম্ব ; মুষ্ক ; অণ্ডকোষ ; শুক্র ; মৃগনাভি। অম্+ড করণ। বি ; ক্লী।

অণ্ডক—অণ্ডকোষ। অণ্ড+কন্ স্বার্থে। বি ; পু।

অণ্ডকটাহ—বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড। অণ্ড (বিশ্ব) কটাহের ন্যায়, উপমিত কর্মধা, (ব্রহ্মাণ্ডই কটাহ স্বরূপে জীবগণের পাকস্থান), [বকরূপী ধর্মের "কা বার্তা ?" এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, "অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্তা।" অর্থাৎ কাল যে মহামোহময় কটাহে ভূতসকলকে পাক করিতেছে ইহাই বার্তা। এই ব্রহ্মাণ্ডই মহামোহময় কটাহ]। বি ; পু।

অণ্ডকোশ—অণ্ডকোষ, মুষ্ক। অণ্ডের (বীর্যের) কোশ (আধার), ৬তৎ। বি ; পু।

অণ্ডকোষ, -কোষক—মুষ্ক, অণ্ডকোশ ; ফল, ফলের খোসা বা খোলা ; সীমা। ৬তৎ। বি ; পু।

অণ্ডজ—১। ডিম্ব হইতে জন্মগ্রহণ করে এরূপ, ডিম্বজাত। বিণ। স্ত্রী—**অণ্ডজা**। ২। যে সকল প্রাণী ডিম্ব হইতে জন্মে, পক্ষী, মৎস্য, সর্প, কৃকলাস প্রঃ। উপতৎ ; অণ্ড—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অণ্ডজা—১। ডিম্বজাতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। মৃগনাভি, কস্তুরিকা। অণ্ডজ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অণ্ডজেশ্বর—গরুড়, খগেন্দ্র। ৬তৎ। বি ; [পু।

অণ্ডপ্রসূ—ডিম্বপ্রসবকারিণী। উপতৎ ; অণ্ড—প্র—সূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; স্ত্রী।

অণ্ডবর্ধন, -বৃদ্ধি—অণ্ডকোষবৃদ্ধি, কুরণ্ড, hydrocele। ৬তৎ। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

অণ্ডলালা—ডিম্বের মধ্যস্থ শ্বেত অংশ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অণ্ডাকর্ষণ—মুষ্ক হইতে অণ্ড-নিষ্কাশন, দামড়া বা খোজাকরণ ; নিষ্ফলীকরণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অণ্ডাকার, অণ্ডাকৃতি—ডিম্বাকৃতি, ডিম্বের ন্যায় আকারবিশিষ্ট, বাদামে। অণ্ডের ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অণ্ডালু—১। অণ্ডযুক্ত, ডিমওয়ালা। বিণ। ২। মৎস্য। অণ্ড+আলু যুক্তার্থে। বি ; পু।

অণ্ডিল—ডিম্ব-মধ্যস্থ শ্বেতাংশবৎ পদার্থ, albumen. বি।

অণ্ডীর—১। বলিষ্ঠ, সমর্থ ; শক্ত। বিণ। ২। পুরুষ, মানব। অণ্ড+ঈরন্ আছে অর্থে। বি ; পু।

অণ্ডীল—ধনাঢ্য, ঐশ্বর্যশালী, সংগতিপন্ন। <অণ্ডীর। বিণ। [অণ্ডীল>আণ্ডিল> >আণ্ডেল।]

অণ্বী—১। সূক্ষ্মা, ক্ষুদ্রা, ক্ষীণা। বিণ ; স্ত্রী। ২। অঙ্গুলি। অণু+স্ত্রী ঈ। বি ; স্ত্রী।

অত—১। ঐ পরিমাণ, তৎপরিমিত, তত। বিণ। ২। ঐ পরিমাণ দ্রব্যাদি। বি। <ইয়ৎ।

অতএ, অতয়ে, অতেক—অতএব ; সুতরাং ; অতঃপর ; এই। প্রা কপ্র। অ।

অতএব—এ নিমিত্ত, এই হেতু, এই কারণ। অ। অতঃ+এব।

অতও—তদবধি ("অতও সে মধু মন জলতহি

অনুখন"—গোবিন্দ) ; অতএব। প্রা কপ্র। অ।

অতঃ (অতস্)—এই হেতু, এজন্য, অতএব ; ইহা হইতে। ইদম্ বা এতদ্+ তস্ হেত্বর্থে পঞ্চমীর স্থানে। অ।

অতঃপর—অনন্তর, ইহার পর, পশ্চাৎ। অতঃ (ইহার) পর, সুপ্‌সুপা। ক্রি-বিণ।

অতট—১। ভৃগুভূমি, পর্বতাদির উচ্চপার্শ্ব-দেশ ; নদী প্রঃর খাড়া পাড়। বি ; পু। ২। তটশূন্য, তীরবিহীন, অকূল, অপার ; খাড়া উচ্চ ; বিপুল, বিশাল। ন (নাই) তট যাহার বা যেখানে, বহু। বিণ।

অতথা—১। অসত্য। বি ; ক্লী। ২। অসদৃশ, বেঠিক। ন তথা (সত্য), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতথোচিত—তাহার অনুচিত, সে অবস্থায় অযোগ্য ; অযথাযোগ্য। ন তথোচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতথ্য—১। অবাস্তব, মিথ্যা, অলীক। ন (নাই) তথ্য (যাথার্থ্য) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। মিথ্যা। ন তথ্য (সত্য), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অতদ্‌গুণ—১। যাহাতে সেই গুণ নাই, অর্থালংকার বিঃ। বহু। বি ; পু। ২। সেই গুণে হীন। বিণ।

অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান—(ব্যাকরণে) এক-প্রকার বহুব্রীহি সমাস যাহাতে সমাস-বোধিত অন্য পদার্থের ন্যায় সমস্যমান পদার্থেরও ক্রিয়া প্রঃর সহিত অন্বয় হয় না। তদ্‌জ্ঞানের সংবিজ্ঞান (বোধন) আছে যাহাতে, বহু ; ন তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অতদবির—অতত্ত্বাবধান, দেখাশোনার অভাব। নঞ্‌তৎ। ফা-মু। বি।

অতনিমা (-মন)—অক্ষীণতা, অরুগ্‌ণ ; বিশালতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অতনু—১। অক্ষীণ, অসূক্ষ্ম ; অক্ষীণাঙ্গ, অকৃশকায় ; দেহহীন ; স্থূল, পীবর, পীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অতনু** বা **অতন্বী**। ২। অনঙ্গ, মদন, কাম ("হে অতনু, বীরের তনুতে লহ তনু"—রবীন্দ্রনাথ)। ন (নাই) তনু যাহার, বহু। বি ; পু।

অতন্ত্র—তন্ত্রশূন্য, তারবিহীন (বীণাদি) ; অকারণ ; অপ্রধান। বহু। বিণ।

অতন্ত্রী—গুণহীনা, তন্ত্রশূন্যা (বীণা প্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী।

অতন্দ্র—তন্দ্রাহীন ; অনলস ; অবহিত, সাবধান, সতর্ক। ন (নাই) তন্দ্রা যাহার, বহু। বিণ।

অতন্দ্রিত—অনলস, অবিরাম ; অবহিত। তন্দ্রা + ইত জাতার্থে ; ন তন্দ্রিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতন্দ্রী (-ন্দ্রিন্)—অনলস ; নিদ্রাশূন্য, জিতনিদ্র। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী —**অতন্দ্রিণী**।

অতপস্ক—অতপাঃ (সকল অর্থে)।

অতপাঃ (অতপস্)—অতপশ্চর্যাকারী, যে তপস্যা করে না, তপস্যাহীন। ন (নাই) তপঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অতমিত—অস্তমিত। প্রা কপ্র। বিণ।

অতয়ে—'অতএ' দ্রঃ।

অতর—দুস্তর। ন (নাই) তর যাহাতে, বহু। বিণ।

অতরণীয়—উত্তীর্ণ হইতে অশক্য, যাহা পার হওয়া যায় না। ন তরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতরল—জমাট, যাহা তরল নহে এমন। ন তরল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতরু—বৃক্ষশূন্য, পাদপহীন, বন্ধ্যা, উষর। ন (নাই) তরু যাহাতে, বহু। বিণ।

অতরুণ—অনবীন, অনূতন ; প্রাচীন, পুরাতন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতরে—অন্তরে। প্রা কপ্র।

অতর্ক—১। অহেতুক ; শুষ্কতর্কপরায়ণ। ন (নাই) তর্ক যাহার বা যাহাতে, অথবা ন (কুৎসিত) হইয়াছে তর্ক যাহার, বহু। বিণ। ২। তর্কাভাব, যুক্তিহীনতা, অবিবেচনা, কুতর্ক। ন তর্ক, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অতর্কণীয়, অতর্ক্য—তর্ক দ্বারা যাহার নির্ণয় হইতে পারে না এরূপ ; অসম্ভাব্য, অভাবনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্কিত—যাহা ঘটিবে বলিয়া ভাবা যায় নাই এরূপ, আকস্মিক, অচিন্তিত ; অলক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্কিতচর—পূর্বে অবিবেচিত। অতর্কিত + চরট ভূতপূর্ব অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

অতর্কিতে—হঠাৎ, অসতর্ক অবস্থায়। বাং-প্র। ক্রি-বিণ।

অতর্ক্য—'অতর্কণীয়' দ্রঃ।

অতর্পণ—১। অতৃপ্তিজনন। বি ; ক্লী। ২। অতৃপ্তিজনক ; অসুখকর। ন তর্পণ, নঞ্‌তৎ। ৩। পিতৃযজ্ঞহীন। বহু। বিণ।

অতর্পণীয়—অপরিতোষণীয়, সন্তোষসাধনের অসাধ্য ; দুস্তোষ্য। ন তর্পণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতর্পিত—অতোষিত, যাহার সন্তোষসাধন করা হয় নাই এরূপ। ন তর্পিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতল—১। তলশূন্য, অগাধ। ন (নাই) তল যাহার, বহু। বিণ। ২। সপ্ত পাতালের মধ্যে প্রথম পাতাল, ভূগর্ভ ['পাতাল' দ্রঃ]। ইহার তল, ৬তৎ (ইদম্ স্থানে অকার আদেশ)। বি ; ক্লী।

অতলস্পর্শ—যাহার তল (অর্থাৎ অধোদেশ) স্পর্শ করা যায় না এরূপ, অগাধ, অতি-গভীর। ন (নাই) তলস্পর্শ যাহার, বহু। বিণ।

অতলস্পৃক্ (-স্পৃশ্)—১। অতলস্পর্শ, অগাধ, অতিগভীর। তল—স্পৃশ্ + ক্বিপ্ ভাব ; ন (নাই) তলস্পৃক্ (তলস্পর্শ) যাহার, বহু। ২। যে তলদেশ স্পর্শ করে না এমন, উপরি ভাসমান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতলান্তিক—মহাসাগর বিঃ, Atlantic Ocean বি ; পু।

অত-শত—তাদৃশ বহুল, ওরূপ বহু-বিস্তৃত। বাং, প্র। বিণ।

অতস—আত্মা ; বায়ু ; অস্ত্র ; বল্কলবস্ত্র, ছালটির কাপড়। অত (যাওয়া) + অসচ্ কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি ; পু।

অতসী—শণগাছ ; মসীনা ; পীতবর্ণ পুষ্প বিঃ ও তাহার গাছ। অত + অস ক + স্ত্রী ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অতসীপুষ্পবর্ণ—অতসী ফুলের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট। অতসী পুষ্পের বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

অতসীপুষ্পবর্ণাভ—১। অতসী ফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, হরিতালবর্ণবিশিষ্ট, যাহার রং শন ফুলের মত। বিণ। ২। কার্তি-কেয়। অতসীপুষ্পবর্ণের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বি ; পু।

অতসীপুষ্পবর্ণাভা—১। অতসী ফুলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গাদেবী। অতসীপুষ্পবর্ণাভ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতি—১। অতিশয় ; অতিক্রম ; অসংগত, অনুচিত ; উৎকর্ষ ; পূজন ; অসম্ভাবন ; প্রশংসা ; বংশের পুরুষগণনায় পূর্ববর্তি-পুরুষসূচক। অত্ + ইন্ কর্তৃ। অ। উপসর্গ। ২। অত্যন্ত, খুব। বাংপ্র। বিণ।

অতি-আধুনিক—বর্তমান যুগের মধ্যেও যাহা সর্বাপেক্ষা নূতন এমন, ultra modern. প্রাদি। বিণ।

অতিকথ—১। অতিরঞ্জিত ; অকথ্য ; অশ্রদ্ধেয়। কথাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। নষ্ট, বিলুপ্ত। অতীত কথা যাহার, বহু। বিণ।

অতিকথা—১। অশ্রদ্ধেয়া ; নষ্টা। 'অতি-কথ' দ্রঃ। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৃথা কথন, নিষ্ফল বাক্য ; অতিরঞ্জিত বাক্য ; গল্পকথা ; পৌরাণিক কাহিনী, myth. অতিশয়িতা কথা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিকথিত—অতিরঞ্জিত, যাহা বাড়াইয়া বলা হইয়াছে এমন। প্রাদি। বিণ।

অতিকায়—১। প্রকাণ্ড-দেহ, বিপুল,

বিশাল। অতিশয়িত কায় যাহার; বহু। বিণ। ২। জনৈক রাক্ষসের নাম। রাবণের ঔরসে ধান্যমালিনীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অতি বিশালদেহ ও বলবান্ ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম 'অতিকায়' হইয়াছিল। রামরাবণের যুদ্ধে ইনি রামানুজ লক্ষ্মণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বি ; পু।

অতিকাল—বহু বিলম্ব অনেক বেলা ("অতিকাল হৈল লোক না ছাড়িয়া যায়" —চৈ চ)। প্রাদি। বি ; পু।

অতিকৃচ্ছ্র—১। অতিশয় কষ্ট ; ছয় দিন এক এক গ্রাস অন্নভোজন এবং তিন দিন অনশনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অতিশয়িত কৃচ্ছ্র, নিত্য ; বা অতিশায়িত হইয়াছে কৃচ্ছ্র যাহাতে, বহু। বি, ক্লী। ২। সুকঠিন, অত্যন্ত কষ্টকর। বহু। বিণ।

অতিকৃত—অতিকথিত, exaggerated প্রাদি। বিণ।

অতিকেশ—কেশবহুল, অতিশয় দীর্ঘ ও প্রচুর কেশবিশিষ্ট। অতিশয়িত কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-শা, শী-**।

অতিকেশর—কুব্জক বৃক্ষ। অতিরিক্ত কেশর যাহার, বহু। বি ; পু।

অতিক্রম, -ক্রমণ—উল্লঙ্ঘন লঙ্ঘন ; অধিক হওয়া ; বিপর্যয় ; অনাদর ; অপালন, ভঙ্গ ; অভিভব ; শত্রুকে আক্রমণ ; কর্ম নিষ্পন্ন হইলেও ক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অতি (বাহিরে) —ক্রম (গতি)+অল্ ভাব। বি ; পু।

অতিক্রমণীয়, -ক্রম্য—যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় বা করা কর্তব্য এরূপ, লঙ্ঘনীয়। অতি—ক্রম+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

অতিক্রমী (-ক্রমিন্)—অতিক্রামক (সকল অর্থে)। অতি—ক্রম+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ক্রমিণী**।

অতিক্রম্য—'অতিক্রমণীয়' দ্রঃ।

অতিক্রান্ত—লঙ্ঘিত ; অতীত, গত ; আক্রান্ত ; অনাদৃত। অতি (বাহিরে)—ক্রম (পাদক্ষেপ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিক্রামক—অতিক্রমকারী (যে ডিঙ্গাইয়া বা ছাড়াইয়া যায়) ; লঙ্ঘনকারী ; ক্রমোল্লঙ্ঘনকারী ; আধিক্য-প্রাপক ; শ্রেষ্ঠতা-লাভকারী। অতি—ক্রম+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ক্রামিকা**।

অতিক্ষেত্র—জ্যামিতিক বক্ররৈখিক ক্ষেত্র বিঃ, অধিক্ষেপণী, hyperbola. অতিরিক্ত ক্ষেত্র যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অতিক্ষেপ—অভিভব, তিরস্কার, অধিক্ষেপ। অতি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। বিণ, **-ক্ষিপ্ত**।

অতিখণ্ডিত—অতিমাত্রায় কাটা ; যাহার কিনারা অতিমাত্রায় খাঁজকাটা এমন pinnatisect. অতিরিক্ত খণ্ডিত, প্রাদি। বিণ।

অতিখন—এতক্ষণ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অতিগ—অতিক্রম করিয়া গমনকারী, উত্তীর্ণ, অতীত। অতি—গম্+ড কর্তৃ। ।।।

অতিগণ্ড—যোগ বিঃ, বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত ষষ্ঠ যোগ। বি ; পু।

অতিগন্তা (-গন্তৃ)—অতিগ (তাহা দ্রঃ)। অতি—গম্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গন্ত্রী**।

অতিগন্ধ—১। সাতিশয় গন্ধসম্পন্ন। বিণ। ২। চম্পকবৃক্ষ ; গন্ধক ; মুদ্গলতা, মুগ ; ভূতৃণ। অতি (অধিক) গন্ধ যাহার, বহু। বি ; পু।

অতিগর্ব—অতিশয় অহংকার, অত্যন্ত দর্প। অতিশয়িত গর্ব, প্রাদি। বি ; পু। বিণ, **-গর্বিত, -গর্বী**।

অতিগুহ—১। অধিক গুহাবিশিষ্ট ('—পর্বত')। অতিরিক্তা গুহা যাহার, বহু। ২। যে গুহা অতিক্রম করিয়াছে ; গহ্বরাতিক্রমকারী। গুহাকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ।

অতিগুহা—১। অতিগুহ (তাহা দ্রঃ)। বিণ। ২। ক্ষুদ্র চাকুলিয়া গাছ। বি ; স্ত্রী।

অতিঘরন্তী—বিবাহের পূর্বেই অত্যধিক গৃহকর্মনিপুণা ; ঘরের কাজে যাহার খুবই মন ('—না পায় ঘর')। বাংপ্র। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

অতিচর—অতিক্রমকারী, যে ছাড়াইয়া যায় এমন। অতি—চর+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অতিচরা—১। অতিগামিনী, অতিক্রম-কারিণী। অতিচর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্থলপদ্মিনী। অতি—চর্+অচ্ কর্তৃ +আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতিচার—দ্রুতগমন ; অতিক্রম, ছাড়াইয়া যাওয়া ; গ্রহগণের নিজ নিজ রাশি ভোগকালের অসমাপ্তিতেই তাহা অতিক্রম করিয়া অন্য রাশিতে গতি। [মঙ্গলাদি গ্রহ এইরূপে যদি পূর্বরাশিতে গমন করে, তবে তাহাকে বক্রাতিচার, এবং পররাশিতে গমন করিলে তাহাকে অতি-চার কহে]। অতি—চর+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অতিচারী (-রিন্)—অতিক্রমশীল ; অতিচারযুক্ত। অতি—চর+ণিন্ কর্তৃ ; পক্ষে অতিচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অতিচ্ছত্র—১। জলতৃণ ; ছত্রক, বেঙের ছাতা। ছত্রকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পু। ২। ছত্রাতিক্রমকারী, যে রাজশাসন অতিক্রম করে এরূপ। অতি-ক্রান্ত হইয়াছে ছত্র (রাজশাসন) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অতিচ্ছত্রা—শুলফা শাক ; ছত্রক, বেঙের ছাতা। বি ; স্ত্রী।

অতিচ্ছায়—১। যে ছায়ার মধ্যে নাই এইরূপ। ছায়াকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। ছায়াবহুল, অতিরিক্ত ছায়াসম্পন্ন (বটাদি বৃক্ষ) ; অতিশয় কান্তিসম্পন্ন, অতিলাবণ্যযুক্ত। অতিরিক্তা ছায়া (অনাতপ, কান্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অতিজন—১। জনাতিগ, লোকাতীত, অসাধারণ। জনকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। বহুজনবিশিষ্ট, জনবহুল ('—সম্প্রদায়')। অতিরিক্ত জন যাহাতে, বহু। বিণ।

অতিজপ—১। পুনঃ পুনঃ বা অত্যন্ত জপকারী। অতিরিক্ত জপ যাহার, বহু। বিণ। ২। অধিক জপ ; কাহারও নাম বার বার মনে মনে উচ্চারণ। অতিরিক্ত জপ, প্রাদি। বি ; পু।

অতিজব—১। অতিশয় বেগ। অতিশয়িত জব, প্রাদি। বি ; পু। ২। অতিশয় বেগযুক্ত। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-জবা**।

অতিজর—বার্ধক্যহীন, জরারহিত। জরাকে অতিক্রান্ত ২তৎ। বিণ।

অতিজাগর—১। নীলক্রৌঞ্চ, কাল বক। জাগরকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বি ; পু। ২। অতিশয় জাগরণশীল ; অতিসতর্ক ; অত্যন্ত সজাগ। অতি জাগর যাহার, বহু। বিণ।

অতিজাত—পিতা অপেক্ষা অধিকতর গুণশালী, গুণে পিতাকে অতিক্রম করিয়া জাত। অতি—জন+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অতিজীবন—অন্যের অপেক্ষা অধিক কাল বাঁচিয়া থাকা। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিডীন—পক্ষীদিগের অতি ঊর্ধ্বে উড্ডয়ন, শূন্যপথে ব্যোমযানের গতি। অতিশয়িত ডীন, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিতর—অত্যন্ত, অধিকতর। অতি+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অতিতিথি—দুই দিনে এক তিথি পড়িলে শেষ দিনের তিথি। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিতীব্রা—গণ্ডদূর্বা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিথ—অভ্যাগত জন, গৃহাগত ব্যক্তি ; ভিক্ষুক, ফকির ; পথিক। বি। <অতিথি।

অতিথখানা—অতিথিশালা। বাংপ্র। বি।

অতিথবেতিথ—অতিথি ও দুঃখী ভিক্ষুক ; অতিথি অভ্যাগত। বাংপ্র। বি।

অতিথি—১। আগন্তুক, অভ্যাগত, গৃহাগত। ন (নাই) তিথি (নির্ধারিত দিন) যাহার, বহু। সাধারণতঃ অতিথিরা কোনও স্থানে

এক দিনের অধিক থাকে না এবং তাহাদের আগমনেরও নির্ধারিত দিন নাই। বি; পু। ২। গোচর। অত+ইথিন্ কর্ম। বিণ। ৩। সূর্যবংশীয় জনৈক রাজার নাম। ইনি শ্রীরামচন্দ্রের পৌত্র। কুশের ঔরসে ও নাগরাজভগিনী কুমুদ্বতীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। বি; পু।

অতিথিক্রিয়া—অতিথির পরিচর্যা রূপ ধর্মকর্ম; গৃহাগত জনের সমাদর, অতিথি-সংকার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অতিথিপরায়ণ—অতিথিকে যে সেবা করে এমন। অতিথি হইয়াছে পর অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

অতিথিপরিচর্যা—অতিথিসেবা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

অতিথিপূজা—অতিথিসেবা। ৬তৎ। বি;

অতিথিবৎসল—অতিথিপ্রিয়। ৭তৎ। বিণ।

অতিথিশালা—অভ্যাগতদিগের থাকিবার গৃহ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অতিথিসৎকার—অতিথির পরিচর্যা। ৬তৎ। বি; পু।

অতিথিসেবক—গৃহাগত জনের পরিচর্যা-কারী; অতিথিসৎকারকর্তা, অতিথিপূজক ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী; **-সেবিকা**।

অতিথিসেবন, -সেবা—অতিথিসৎকার, অতিথিপূজা। ৬তৎ। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

অতিদর্প—১। অত্যধিক অহংকার, অতিরিক্ত দেমাক ("অতিদর্পে হতা লঙ্কা")। প্রাদি। বি; পু। ২। অতি গর্বিত, অতি দৃপ্ত। বহু। বিণ।

অতিদর্পী (–দর্পিন্)—অত্যধিক অহং-কারী, অতিরিক্ত দেমাককারী। প্রাদি। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্পিণী**।

অতিদর্শী (–র্শিন্)—অতি দূরদর্শনক্ষম, বহুদূর পর্যন্ত দর্শনসমর্থ। অতি—দৃশ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

অতিদান—অপরিমিত দান। অতিশয়িত দান, প্রাদি। বি; ক্লী।

অতিদাহ—অত্যধিক জ্বলন, খুব বেশী রকমে পোড়া; অপরিমিত তাপ; অসহ্য রকমের গা জ্বালাপোড়া করা। প্রাদি। বি; পু।

অতিদিষ্ট—আরোপিত; অন্যথাদিষ্ট; রদ-করা, বাতিল-করা, overru'ed; পরিশিষ্ট; সংযোজিত। অতি—দিশ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিদীপ্য—রক্তচিত্রক বৃক্ষ, রাংচিতা। অতি—দীপ্ (দীপ্তি পাওয়া)+যৎ কর্তৃ। বি; পুং।

অতিদুঃখী (–দুঃখিন্)—যার-পর-নাই ব্যথিত; নিতান্ত দরিদ্র; অতিশয় ক্ষুব্ধ। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-দুঃখিনী**।

অতিদুর্গত—নিতান্ত দুরবস্থাপন্ন; অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। প্রাদি। বিণ। বি, **-তি**।

অতিদূর—১। অত্যন্ত ব্যবহিত; সম্পূর্ণ ভিন্ন; একেবারে সম্পর্কশূন্য, নিঃসম্পর্ক; ঘনিষ্ঠতাহীন; যথাযোগ্য ব্যবহারশূন্য। প্রাদি। বিণ। ২। অত্যন্ত ব্যবধান, সম্পূর্ণ ভিন্নতা; নিঃসম্পর্কতা; অঘনিষ্ঠতা। বি; ক্লী।

অতিদেব—দেবশ্রেষ্ঠ, সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। প্রাদি। বি; পু।

অতিদেশ—একের ধর্ম অন্যে আরোপণ, এক বিষয়ে বিহিত ধর্মের বা বিধির অন্যত্র প্রয়োগের আদেশ। যেমন ইণ ধাতুর বিষয় বলিয়া শেষে সূত্র করিলেন যে, "ইণ্বদিক্" অর্থাৎ ইক্ ধাতুর কার্য ইণ ধাতুর ন্যায় হইবে। এখানে ইণের ধর্ম ইকে আরোপ করা হইল। অতি—দিশ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অতিদৈব, -দৈবিক—দৈবেরও অনায়ত্ত. দেবতার অসাধ্য। দৈবকে. দৈবিককে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী. **-দৈবী, -দৈবিকী**।

অতিদোহ—নিঃশেষে গবাদির দুগ্ধদোহন। প্রাদি। বি; পু। [প্রাদি। বিণ।

অতিদ্বয়—অদ্বিতীয়। দ্বয়কে অতিক্রান্ত,

অতিধৃতি—১। ঊনবিংশতাক্ষরা বৃত্তি বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত ধৈর্যসম্পন্ন, অতি ধীর; অতিশয় সন্তুষ্ট। অতিরিক্ত ধৃতি (ধৈর্য বা সন্তোষ) যাহার, বহু। ৩। অধীর; অসন্তুষ্ট। ধৃতিকে অতিক্রান্ত. প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্র—১। নিতান্ত নিদ্রাপ্রিয়, ঘুমকাতুরে। অতি নিদ্রা যাহার, বহু। ২। নিদ্রাহীন, বিনিদ্র, সজাগ। নিদ্রাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিনিদ্রা—১। অত্যন্ত নিদ্রাপরায়ণা। অতিনিদ্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অপরিমিত নিদ্রা, বেজায় বেশী ঘুম। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিনিমিষ, -নেমিষ—পলকহীন, নির্নিমেষ। প্রাদি। বিণ।

অতিনির্হারী (হ রিন্)—অত্যন্ত আকর্ষক, বহুদূরবিসারী। অতি—নির্—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ পু। স্ত্রী, **—নির্হারিণী**।

অতিনীল—১। ঘননীলবিশিষ্ট। সুপ্. বিণ। ২। গাঢ় নীলবর্ণ; সাত রঙের বেগুনী ও নীল রঙের মাঝের রং, indigo নিত্য। বি; পু।

অতিনু, অতিনৌ—নৌকা হইতে তীরে আগত। নৌকাকে অতিক্রান্ত, ২তৎ। বিণ।

অতিনৈতিকতা—নীতির প্রতি অতিরিক্ত নিষ্ঠা, গোঁড়ামি, pu itanism. প্রাদি। বি; স্ত্রী। [রাঁধা। প্রাদি। বিণ।

অতিপক্ব—খুব পাকা; সুরন্ধিত; খুব বেশী

অতিপতন—১। অতিক্রম; অকর্তব্যে আস্থা; বিরুদ্ধাচরণ; কর্তব্যে অনাস্থা; যাপন, ক্ষেপণ, কাটানো; হানি, ক্ষতি। অতি—পত+অনট্ ভাব। ২। বেগে নিম্নগমন; অতিমাত্রায় চরিত্রদোষ। প্রাদি। বি; ক্লী।

অতিপত্তি—অনিষ্পত্তি; অতিক্রম; মেয়াদ শেষ; ত্রুটি ইঃর জন্য অধিকার লোপ, lapse. অতি—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-পন্ন**।

অতিপত্র—হস্তিকন্দ বৃক্ষ; সেগুন গাছ। অতিরিক্ত অর্থাৎ বৃহৎ হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। বি; পু।

অতিপথ—১। পথ অতিক্রমকারী যে রাস্তা হাঁটিয়াছে এরূপ। অতিক্রান্ত পথ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। উত্তম পথ। প্রাদি। বি; পু।

অতিপর—১। বিজিতশত্রু, বিজয়ী। অতিক্রান্ত পর যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। অত্যন্ত পর;- পরম শত্রু; সম্পর্কহীন ব্যক্তি। প্রাদি। বি; পু।

অতিপরোক্ষ—দৃষ্টিবহির্ভূত; অতিশয় দূরে অবস্থিত, far out of sight. প্রাদি। বিণ।

অতিপাত—অতিপতন (সকল অর্থে)। অতি—পত+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অতিপাতক—মহাপাতক হইতেও গুরুতর পাপ [পুরুষের পক্ষে মাতা, দুহিতা ও পুত্রবধূ অভিগমনরূপ পাপ, স্ত্রীলোকের পক্ষে পুত্র, পিতা ও শ্বশুর অভিগমনরূপ পাপ]। প্রাদি। বি; ক্লী।

অতিপাতকী (-কিন্)—মহাপাপী, উৎকট-পাপাচারী; অগম্যাগমনরূপ মহা-পাপকারী। অতিপাতক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-পাতকিনী**।

অতিপাতী (-পাতিন্)—অতিক্রমকারী। অতি—পত+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-পাতিনী**।

অতিপূক্তি—তরল পদার্থে যতটুকু অন্য পদার্থ দ্রব হইতে পারে তাহার বেশী হওয়া, supe::atur tion. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অতিপেশল—অতিশয় কোমল; সুখদ; অত্যন্ত মৃদু; একান্ত বিনীত; অতি সুন্দর; অতি চতুর। প্রাদি। বিণ।

অতিপ্রকৃত—১। অতি যথার্থ, অতিশয় সত্য। নিত্য। ২। অস্বাভাবিক, প্রকৃতি-বহির্ভূত। ২তৎ। বিণ।

অতিপ্রজনন—জনাধিক্য, জনবহুলতা, overpopulation. প্রাদি ; বি ; পু।

অতিপ্রবন্ধ—অতিসাতত্য ; অতিশয় অবিরাম। অতি—প্র—বন্ধ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অতিপ্রবৃত্তি—অতিশয় প্রবর্তন ; অতি-নিঃস্রব, প্রচুরক্ষরণ। প্রাদি। বি ; পু।

অতিপ্রমাণ—বিশাল, মহাকায় ; বিরাট-মূর্তি, বিশ্বরূপ ; বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত। অতিশয়িত প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ।

অতিপ্রসক্তি—পুনরুক্তি, বাহুল্য, অত্যুক্তি ; সাতিশয় আসক্তি ; অলক্ষ্যে লক্ষ্য গমন। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিপ্রসঙ্গ—অতিপ্রসক্তি (সকল অর্থে)। বি ; পু।

অতিপ্রাকৃত—অস্বাভাবিক, স্বভাবাতীত, অনৈসর্গিক, supernatural প্রাকৃতকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী. -**প্রাকৃতী**।

অতিবড়—অতিশয় বৃহৎ ; অত্যধিক, খুব বেশী ; অত্যন্ত ; সর্বশ্রেষ্ঠ ; উৎকৃষ্ট ; খুব কঠিন। বাংপ্র। বিণ।

অতিবয়াঃ (-বয়স্)—বৃদ্ধ। অতিশয়িত হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অতিবর্তন—অতিবাহন, অতিপাত ; লঙ্ঘন ; অতিক্রম। অতি—ণিজন্ত বৃত বা বর্তি (থাকা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিবর্তনীয়—অতিবাহনীয় ; লঙ্ঘনীয়, অতিক্রমণীয়। অতি—ণিজন্ত বৃত বা বর্তি + অনীয় কর্ম। বিণ।

অতিবর্তিত—অতিবাহিত ; লঙ্ঘিত ; অতিক্রান্ত। অতি—বর্তি + ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিবর্তী (-বর্তিন্)—অতিবাহনকারী ; অতিক্রমকারী। অতি—বৃত (থাকা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী. -**বর্তিনী**।

অতিবর্তুল—১। মটর কলায়, বাঁটুলা কড়াই। বর্তুলকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পু। ২। সম্পূর্ণ গোল। অতি-শয়িতভাবে বর্তুল, প্রাদি। বিণ।

অতিবল—১। অত্যন্ত বলশালী, প্রবল। বহু। বিণ। ২। অধিক সামর্থ্য ; অধিক সৈন্য। অতিরিক্ত বল, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিবলা—১। প্রবলা। বিণ ; স্ত্রী। ২। পীতবলা, হলদে রঙের বেড়েলা ; একপ্রকার বিদ্যা [এই বিদ্যার প্রভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কার্যের বাধা ঘটে না। বিশ্বামিত্র ঋষি রাম ও লক্ষ্মণকে এই বিদ্যা প্রদান করিয়া-ছিলেন]। বহু। বি ; স্ত্রী।

অতিবাড়—অতিরিক্ত বৃদ্ধি ; অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ; অধিক অহংকার ; অত্যন্ত স্পর্ধা ; অতিশয় উন্নতি। বাং প্র। বি।

অতিবাত—প্রবল বাত্যা, ঝঞ্ঝা, ঝড়। প্রাদি। বি ; পু।

অতিবাদ—১। অত্যধিক বাক্যকথন, বাচালতা ; অতিরঞ্জিত কথা, অত্যুক্তি ; অতি কঠোর নিন্দোক্তি, অপ্রিয়বাক্য। অতি—বদ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। বিতর্কের অতীত বিষয় ; বেদের নির্দেশ বা বাক্য। অতিক্রান্ত বাদকে, প্রাদি। বি ; পু।

অতিবাদী (-বাদিন্)—অত্যধিক বাক্য-কথনশীল, অত্যুক্তিকারী ; পরুষভাষী ; সকলের মত খণ্ডন করিয়া যে আপনার মত চালায় এরূপ। অতি—বদ (বলা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী. -**বাদিনী**।

অতিবাস—শ্রাদ্ধপূর্বদিনে করণীয় উপবাস। অতি অর্থাৎ অন্নগ্রহণ ব্যতীত অবস্থান করা এই অর্থে, অতি—বস্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। বিণ. -**বাসী, অত্যুষিত**।

অতিবাহ—অতিযাপন ; স্থানান্তরিত করণ ; মৃত্যুর পর সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীবের দেহান্তর প্রাপণার্থ বহন বা নয়ন। অতি—বহ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অতিবাহক—১। লিঙ্গদেহের দেহান্তর প্রাপক। বিণ। ২। অর্চিরাদ্যভিমানিনী দেবতা [ইঁহারা সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীবকে দেব বা পিতৃযান দ্বারা যথাক্রমে ব্রহ্মলোক বা চন্দ্রলোকে লইয়া যান]। অতি—বহ + ণক কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী. -**বাহিকা**।

অতিবাহন—যাপন, কাটানো ('কালাতি-বাহন')। অতি—ণিজন্ত বহ বা বাহি + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিবাহিক—দেহান্তর-প্রাপণের যোগ্য (সূক্ষ্মশরীর)। অতিবাহ + ইকন্। বিণ। স্ত্রী. -**বাহিকা**।

অতিবাহিত—যাপিত, অতিক্রমিত ; অতীত। অতি—ণিজন্ত বহ বা বাহি + ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিবিকট—১। অতি ভয়ানক। প্রাদি। বিণ। ২। দুষ্ট হস্তী। প্রাদি। বি ; পু।

অতিবিষ—১। বিষাতীত ; বিষপ্রতিষেধক ; বিষক্রিয়ার নিবারক। বিষকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। তীব্র বিষময়। বহু। বিণ।

অতিবিষা—১। বিষনাশিনী। বিণ ; স্ত্রী। ২। একপ্রকার বিষাক্ত গাছ, আতইচ, অমৃতা, aconite. অতিবিষ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতিবিষাণ—মহিষ ; মহাশৃঙ্গ। অতি (অতিরিক্ত) বিষাণ (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। বি ; পু।

অতিবৃত্ত—উদ্বৃত্ত ; অতিক্রান্ত। অতি—বৃত (থাকা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিবৃত্তি—১। অতিক্রম ; অতিনিঃসরণ। অতি—বৃত + ক্তিন্ ভাব। ২। অধিক বৃত্তি, প্রচুর জীবিকা। অতিরিক্তা বৃত্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিবৃদ্ধ—অত্যন্ত বর্ষীয়ান্, খুব বুড়া ; অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, খুব বাড়িয়াছে এরূপ প্রাদি। বিণ।

অতিবৃদ্ধি—অতিরিক্ত বৃদ্ধি, খুব বেশী বাড় বা বাড়া ; সমৃদ্ধি ; অত্যন্ত উন্নতি ; অত্যন্ত স্পর্ধা। অতিরিক্তা বৃদ্ধি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিবৃষ্টি—প্রয়োজনাতিরিক্ত বা ক্ষতিকর অধিক বর্ষণ। অতিশয়িতা বৃষ্টি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিবেগনী, -বেগুনী—সূর্যরশ্মিতে যে সাতটি রং আছে তন্মধ্যে বেগনী, ultra-violet. অতিক্রান্ত বেগনীকে, বেগুনীকে, প্রাদি। বাংপ্র। বিণ।

অতিবেল—১। অধিক ; অসীম ; মর্যাদাতি-ক্রান্ত ; বেলাভূমি অতিক্রমকারী, সীমার বহির্গত। বেলাকে (সীমাকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। বেলাতিক্রম, সময়াতিরেক। বেলার অত্যয় বা অতিক্রম, অব্যয়ী। বি ; ক্লী।

অতিব্যাপ্তি—অধিক ব্যাপন ; অলক্ষ্যে লক্ষ্য গমন। [ইংরাজজাতিকে সুশিক্ষিত বলিতে অভিলাষ করিয়া যদি বলা হয়, "পশ্চিমদেশীয়েরা সুশিক্ষিত।" তাহা হইলে ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে, কেননা পশ্চিমদেশে বহু অশিক্ষিত জাতিও আছে]। অতি (অতিশয়) ব্যাপ্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিভক্তি—প্রয়োজনাতিরিক্ত বা অনুচিত অধিক ভক্তি ("অতিভক্তি চোরের লক্ষণ" —প্রবচন)। অতিশয়িতা ভক্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিভার—অত্যন্ত ভার, অতি গুরুত্ব। অতিশয়িত ভার, প্রাদি। বি ; পু।

অতিভারগ—খচ্চর, অশ্বতর। অতিভার—গম (যাওয়া) + ড কর্তৃ। বি ; পু।

অতিভী—বজ্রজ্বালা, বিদ্যুৎ-চমক। অতি—ভী + ক্বিপ্ অপা। বি ; পু।

অতিভুজ—সমকোণী ত্রিভুজে সমকোণের বিপরীত বাহু, hypotenuse প্রাদি। বি।

অতিভূমি—আধিক্য ; কুলাতিক্রম ; মর্যাদা-লঙ্ঘন। বি ; স্ত্রী।

অতিভৃত—১। অতিমাত্রায় পোষিত, অধিক আদরের সহিত পালিত। অতি—ভৃ + ক্ত কর্ম। ২। অতিমাত্রায় ভোজন করিয়াছে এরূপ। অতি—ভৃ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অতিভোক্তা (-ভোক্তৃ)—পরিমাণাতিরিক্ত আহার গ্রাহী ; ঔদরিক, পেটুক। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী. -**ভোক্ত্রী**।

অতিভোজন—গুরু ভোজন, অপরিমিত আহার। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিভোজী (-জিন্)—অপরিমিত আহারকারী ; পেটুক। অতি—ভুজ+ণিন্ কর্তৃ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-জিনী**।

অতিমঙ্গল্য—১। সাতিশয় মঙ্গলজনক। প্রাদি। বিণ। ২। বিল্ববৃক্ষ। অতিমঙ্গল+ যৎ যোগ্য হয় এই অর্থে। বি ; পু। ৩। বিল্ববৃক্ষবহুল, বেলগাছে ভরা (স্থান)। অতিমঙ্গল্য+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

অতিমন্দা—বাজারদরের আকস্মিক পতন। প্রাদি। বাংপ্র। বি।

অতিমর্ত্য—মানবাতীত, অতিমানুষ, অমানুষিক ; লোকাতীত, অলৌকিক। মর্ত্যকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিমর্যাদ—১। সীমাতীত ; অপরিসীম ; অশেষ ; অত্যধিক, অতিরিক্ত। মর্যাদাকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। সীমাতিক্রম, মর্যাদালঙ্ঘন। মর্যাদার অত্যয়, অব্যয়ী। বি ; স্ত্রী।

অতিমাত্র—অত্যধিক, অতিশয়, অত্যন্ত, সীমাতিক্রান্ত। অতি (অতিশয়িতা) মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

অতিমাত্রা—১। অতিমাত্র (তাহা দ্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপরিমিত মাত্রা, অত্যধিক পরিমাণ। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিমান—১। অনুচিত অতিরিক্ত অভিমান ; অত্যধিক আত্মগৌরব বা অভিমান। প্রাদি। বি ; পু। ২। পরিমাণাধিক। মানকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিমানব—মহামানব, superman অতিশয়িত মানব, প্রাদি। বি ; পু।

অতিমানস—মনের অতীত, ধারণার বহির্ভূত, supramental. মানসকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

অতিমানুষ—১। অমানুষিক, অলৌকিক, লোকাতীত, superhuman. বিণ। স্ত্রী, **-ষী**। ২। মহামানব। মানুষকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পু।

অতিমানুষিক—অতিমানুষ (তাহা দ্রঃ)। বিণ। স্ত্রী, **-ষিকী**।

অতিমায়—১। মায়াতীত ; মায়া কাটাইয়াছে এরূপ ; মোক্ষপ্রাপ্ত, অবিদ্যামুক্ত। মায়াকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। ২। অত্যন্ত মায়াসম্পন্ন ; অতিশয় আস্থাবান্ ; সংসারাসক্ত। অতিরিক্তা মায়া যাহার, বহু। বিণ।

অতিমিত—১। অনার্দ্র, ভিজা নয়, শুষ্ক ; অস্থির, চঞ্চল। ন তিমিত, নঞ্তৎ। ২। অত্যধিকরূপে পরিমিত ; অপরিমিত বা অপরিমেয় ; অতিরিক্ত। প্রাদি। বিণ।

অতিমুক্ত—১। নির্বাণমুক্তিপ্রাপ্ত ; নিঃসঙ্গ ; বন্ধ্যা, নিষ্ফল। বিণ। ২। মাধবীলতার গাছ, double ja mine ; তিনিশ বৃক্ষ, mountain ebony. অত্যুৎকৃষ্ট মুক্ত, প্রাদি। বি ; পু।

অতিমুক্তক—১। তিনিশ বৃক্ষ ; মাধবীলতা ; বনমল্লিকা ; গাবগাছ। অতিমুক্ত+কন্। বি ; পু। ২। নির্বাণ মুক্তিপ্রাপ্ত। অতিমুক্ত+কন্ স্বার্থে। বিণ।

অতিমৃত্যু—১। মরণের পারগত, অমৃত। বিণ ; স্ত্রী। ২। মুক্তি, নির্বাণ। মৃত্যুকে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পু।

অতিমোদ—অতিশয় আনন্দযুক্ত। অতি মোদ (আনন্দ) যাহার, বহু। ২। অতিশয় আনন্দদায়ক। অতি আনন্দিত করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; অতি—মুদ+ণিচ্+ অচ কর্তৃ। বিণ।

অতিমোদা—১। নবমল্লিকা। বি ; স্ত্রী। ২। অতিশয় আনন্দদায়িনী। অতিশয়িত মোদ যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অতিযোগ—অতিশয় যোগ ; অতি নিঃসরণ ; আধিক্য, বাহুল্য। প্রাদি। বি ; পু।

অতিরঞ্জন—বেশী রং ফলানো ; সত্য হইতে অধিক বর্ণনা, বর্ণনা মনোহর করিবার জন্য বাড়াইয়া বলা, অত্যুক্তি। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিরঞ্জিত—সত্য হইতে অতিরিক্তভাবে বর্ণিত। প্রাদি। বিণ।

অতিরথ—এক শ্রেণীর যোদ্ধা, যে বীর অসংখ্য শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ। রথকে (অর্থাৎ রথারোহীদিগকে) অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পু।

অতিরসা—১। অত্যন্ত রসবিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাস্না, লতাকটকী, শতমূলী। অতিশয়িত রস যাহার, বহু+আপ্, বি ; স্ত্রী।

অতিরাত্র—১। এক রাত্রি সাধ্য যাগ বিঃ। রাত্রিকে অতিক্রান্ত, প্রাদি (সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়)। বি ; স্ত্রী। ২। চাক্ষুষ মনুর পুত্র।

অতিরিক্ত—শ্রেষ্ঠ ; ভিন্ন ; অধিক ; উন্নত অতি—রিচ্ (শূন্য করা)+ক্ত কর্তৃ অথবা, রিক্তকে (শূন্যকে) অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। **অতিরিক্ত ব্যয়**—আয়ের বেশী খরচ ; নির্দিষ্ট খরচের বেশী খরচ, excess expendi ture.

অতিরুক্ (-রুজ্)—জানুদেশ। অতি—রুজ্ (ভগ্ন করা)+ক্বিপ্ কর্ম। বি ; পু।

অতিরূপ—১। অমূর্ত। প্রাদি। ২। সুশ্রী অতি সুন্দর। বহু। বিণ। ৩। অলৌকিক সৌন্দর্য। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিরেক—১। আধিক্য ; প্রাধান্য ভিন্নতা ; বাড়তি, উদ্বৃত্ত অংশ, surplus, excess. অতি—রিচ (শূন্য করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। অধিক, প্রচুর ("আজিকার ভিক্ষা মাত্রা অতিরেক নহে"—কাশী)। প্রা কপ্র। বিণ।

অতিরেকী (-রেকিন্)—অতিক্রমকারী ; অতিরিক্ত, অত্যধিক ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। অতিরেক+ইন্ আছে এই অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রেকিণী**।

অতিরোগ—১। ক্ষয়রোগ ; চিকিৎসার অসাধ্য ব্যাধি। অতি (অত্যুৎকট) রোগ, প্রাদি। বি ; পু। ২। কঠিন রোগযুক্ত। অতিশয়িত রোগ যাহার, বহু। ৩। রোগমুক্ত। প্রাদি। বিণ।

অতিরোমশ—১। অতিশয় রোমযুক্ত। বিণ। ২। বানর ; বন-ছাগল। অতি (অতিশয়িত) রোমশ, নিত্য। বি ; পু।

অতিলঙ্ঘন—অতিক্রম ; অত্যন্ত ব্যতিক্রম ; দীর্ঘ উপবাস। অতি—লন্‌ঘ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অতিলোমশ—অতিরোমশ (তাহা দ্রঃ)। প্রাদি। বিণ।

অতিলোমা (-মন্)—লোমশ, অতিলোমযুক্ত। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-লোমা, -লোম্নী**।

অতিশক্তি—১। অতিশয় সামর্থ্য। প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যন্ত-শক্তিসম্পন্ন। অতিশয়িতা শক্তি যাহার, বহু। বিণ।

অতিশয়—১। অত্যন্ত, অতিরিক্ত, অধিক ; বিলক্ষণ, অসাধারণ। অতি—শী+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। আধিক্য, অতিক্রম ; উৎকর্ষ ; মহত্ব। অতি—শী+অচ্ ভাব। বি ; পু।

অতিশয়ন—আধিক্য। অতি—শী+অনট ভাব। বি ; স্ত্রী।

অতিশয়িত—অধিক, অতিরিক্ত ; অতিক্রান্ত। অতি—শী+ক্ত কর্তৃ ; অথবা, অতিশয় +ইত যুক্তার্থে। বিণ।

অতিশয়ী (-শয়িন্)—অতিশয়িত, অত্যধিক, অতিরিক্ত ; বর্ধিত। অতিশয়+ ইন্ আছে অর্থে ; অথবা, অতি—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শয়িনী**।

অতিশয়োক্তি—অতিবর্ণন, অতিরঞ্জিত বর্ণনা ; কাব্যালংকার বিঃ [উপমেয়ের একবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করার নাম অতিশয়োক্তি। যথা—প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে। এখানে প্রসূন অর্থাৎ পুষ্পরূপ লক্ষ্মণকে বাঁচাও, এই অর্থ প্রকাশার্থে লক্ষ্মণের উল্লেখ না করিয়া উপমান পুষ্পকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করায় অতিশয়োক্তি

অলংকার হইয়াছে (hyperbole)]। অতিশয় যে উক্তি, কর্মণা ; বা, অতিশয় হইয়াছে উক্তি যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

অতিশায়ন—আতিশয্য, আধিক্য ; প্রকর্ষ। অতি—শী+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অতিশায়ী (-শায়িন)—অধিক হয় এরূপ ; সমধিক ; অতিক্রমকারী। অতি—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অতিশ্রম—অতিরিক্ত পরিশ্রম, খুব বেশী খাটুনি ; ক্লান্তি। প্রাদি। বি ; পু।

অতিশ্ব—১। কুক্কুরাতিশায়ী। বিণ। ২। বরাহ, বন্যশূকর। শ্বা (শ্বন্) অর্থাৎ কুক্কুরকে অতিক্রান্ত, প্রাদি (সমাসান্ত টচ্ প্রত্যয়)—বরাহ বেগাদি দ্বারা কুকুরকে অতিক্রম করে বলিয়া। বি ; পু।

অতিষ্ঠ—কোন স্থানে থাকিতে অসমর্থ ; অস্থির ; বিরক্ত ; পালাই-পালাই। বাংপ্র। বিণ।

অতিষ্ঠা—প্রাধান্য ; ঘটনাস্থান বা পদাদির পূর্বতা, precedence. অতি—স্থা+ক্বিপ্ কর্তৃ ; বা, অতি—স্থা+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—অগ্রাধিকার পাইবার অধিকারী, superior in standing. অতিষ্ঠা+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বতী**।

অতিসংহিত—বঞ্চিত, প্রতারিত ; প্রচারিত, প্রকাশিত। অতি—সম্—ধা + ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিসন্ধান—প্রবঞ্চনা। অতি—সম্—ধা +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিসন্ধ্যা—সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব ও পরবর্তী কাল ; রাত্রির শেষ দণ্ড হইতে সূর্যোদয়-কাল ও সূর্যাস্তের পূর্বাপর দণ্ড-পরিমিত কালের আসন্ন সময়। অত্যাসন্না সন্ধ্যা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিসম্যা, অতিসাম্যা—যষ্টিমধু লতা। সম (ককাদি সমতাকারক)+ষ্যঞ্ স্বার্থে+স্ত্রী আপ্। অতিশয়িতা সম্যা, সাম্যা, প্রাদি ; অতি সাম্য আছে যাহার, বহু+স্ত্রী আপ্। বি ; স্ত্রী।

অতিসর্গ, -সর্জন—১। উৎসর্গ ; ত্যাগ, বিসর্জন। অতি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পু। ২। সৃষ্ট্যতিক্রান্ত, নিত্য ; মুক্ত। প্রাদি। বিণ।

অতিসর্প—গর্ভস্থ ভ্রূণের সঞ্চলন ; বুকে হাঁটিয়া গড়াইয়া বা পিছলাইয়া চলা। অতি—সৃপ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অতিসান্তপন—ব্রত বিঃ। অতিরিক্ত সান্তপন (ক্লেশভোগ) আছে যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

অতিসার, অতীসার—উদরাময়, পেটের অসুখ, পেট নামানো, diarrhoea, cholera. অতি—সৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অতিসারক—সাতিশয় রেচক, অত্যন্ত ভেদ-জনক। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী,**-সারিকা**।

অতিসারকী (-কিন্)—অতিসার রোগযুক্ত, উদরাময়-রোগী। অতিসার+ইন্ আছে অর্থে, ক আগম। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সারকিণী**।

অতিসারিত—চালিত। অতি—সৃ+ণিচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিসারী (-সারিন্)—১। অতিসার-রোগগ্রস্ত, অতিসারকী। অতিসার+ইন্ আছে অর্থে। ২। অতিসারক, সাতিশয় রেচক, অত্যন্ত ভেদজনক। উপতৎ ; অতি—সারি+ণিন্ কর্তৃ। ৩। অত্যন্ত সারবান্। প্রাদি। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সারিণী**।

অতিসৃষ্ট—সৃষ্ট. ত্যক্ত ; দত্ত ; নিযুক্ত। অতি—সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অতিসেবা—অত্যাসক্তি, অত্যন্ত ভোগ। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিসৌরভ—১। অতিশয় গন্ধযুক্ত। বিণ। ২। আম্রবৃক্ষ। বহু। বি ; পু।

অতিসৌহিত্য—অতিভোজন, অতিতৃপ্তি। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অতিস্তুতি—অবিদ্যমান গুণের কীর্তন, অতি প্রশংসা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অতিস্রুত—বহমান, যাহা উপচাইয়া পড়িতেছে এমন। অতি—স্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অতিহসিত, -হাস, -হাস্য—অতিশয় হাস্য, অশ্ব-চিৎকারের ন্যায় হাসি। প্রাদি। বি ; পু বা ক্লী।

অতিহুঁ—অতীব, অতিশয় ("অতিহুঁ লাজ ভয়"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বিণ।

—অপ্রখর ; ধারালো বা ঝাঁঝালো নয় ; অতীব্র ; অকটু। নঞ্‌তৎ। বিণ।

—ব্যগ্র ; অতিশয় ইচ্ছুক। অতি ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ।

অতীত—১। গত, অতিক্রান্ত, ভূত, পূর্ব-কালীন, বহিঃস্থ ; মৃত। বিণ। স্ত্রী—**অতীতা**। ২। ভূত কাল। অতি—ই+ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অতীতবেত্তা (-বেতৃ)—অতীতবেদী (সকল অর্থে)। অতীতের বেত্তা, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

অতীতবেদী (-বেদিন্)—ভূতদর্শী ; প্রাচীন ; অভিজ্ঞ, বৃদ্ধ ; ইতিহাস-বেত্তা। অতীত (ভূত)—বিদ্ (জানা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

অতীন্দ্রিয়—১। ইন্দ্রিয়াতীত, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, mystic ; অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ। বিণ। ২। আত্মা ; বিষ্ণু ; প্রকৃতি ; মন। ইন্দ্রিয়কে অতিক্রান্ত, প্রাদি। বি ; পু।

অতীব—নিরতিশয়, অত্যন্ত। অতি+ইব অবধারণার্থে। অ।

অতীসার—'অতিসার' দ্রঃ।

অতুঙ্গ—অনুচ্চ, অনুন্নত ; নিম্ন ; খর্বাকার। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতুঙ্গী (-ঙ্গিন্)—অনুচ্চস্থানস্থিত, নীচ-স্থানস্থ ('—গ্রহ')। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতুন্দ—অনুদর, ক্ষীণোদর, ক্ষীণমধ্য, ক্ষীণকটি। ন (অপ্রশস্ত) তুন্দ (উদর) যাহার, বহু। বিণ।

অতুর—কাতর ; পীড়িত ; অনুপায়। <আতুর। বিণ।

অতুল—১। তুলনা-রহিত, অনুপম ; অপরি-মেয়। বিণ। ২। তিলগাছ। ন (নাই) তুলা (তুলনা) যাহার, বহু। বি ; পু।

অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী—(১০ই কার্তিক, ১২৭৪—৮ই মাঘ, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ) কলিকাতা সিমুলিয়ানিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্র-নাথ গোস্বামীর পুত্র। শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, শ্রীপাদঈশ্বরপুরী, শ্রীরাস-পঞ্চাধ্যায়, বৃহৎ শ্রীভাগবতামৃত প্রঃ অনেকগুলি বৈষ্ণব সাহিত্যগ্রন্থের সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া ইনি সাধারণ্যে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

অতুলকৃষ্ণ মিত্র—(২২শে নভেম্বর, ১৮৫৭—৭ই অক্টোবর, ১৯১২ খ্রীঃ) ইনি অনেকগুলি গীতিনাট্য, নাটক ও সংগীত রচনা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার "নন্দবিদায়" নাটক বিশেষ খ্যাতিলাভ করে। গান বাঁধিতে ও অপেরা লিখিতে ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি সমুদয়ে ত্রিশখানিরও অধিক নাটক রচনা করেন।

অতুলন—তুলনারহিত, অনুপম। ন (নাই) তুলনা যাহার, বহু। বিণ।

অতুলনীয়—যাহার তুলনা দেওয়া যায় না এরূপ, অতুল, তুলনারহিত, অনুপম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতুলপ্রসাদ সেন—(১২৭৮—১৩৪১ বঙ্গাব্দ) বিখ্যাত গীতি-রচয়িতা কবি। পিতার নাম রামপ্রসাদ সেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে আসেন এবং কিছুকাল রংপুর ও কলিকাতায় আইন-ব্যবসায় করিয়া শেষে গিয়া লক্ষ্ণৌতে ব্যারিস্টারি আরম্ভ করেন। 'কয়েকটি গান' নামক পুস্তক ইঁহার রচিত। ইনি 'উত্তরা' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

অতুলিত—যাহা তৌল করা হয় নাই এরূপ, অমিত ; তুলনারহিত, অন্য কিছুর সহিত যাহার তুলনা দেওয়া যায় না এরূপ, অনুপম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতুল্য—নিরুপম, অদ্বিতীয়, তুলনারহিত। ন (নাই) তুল্য (সমান) যাহার, বহু। বিণ।

অতুষ্ট—অপ্রীত, অতৃপ্ত ; অসন্তুষ্ট ; বিরক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতুষ্টি—অপ্রীতি ; অতৃপ্তি ; অসন্তোষ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অতৃপ্ত—তৃপ্ত হয় নাই এরূপ, অতুষ্ট ; যাহার আশা মিটে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অতৃপ্তি—অপরিতোষ, তৃপ্ত না হওয়া ; অসন্তুষ্টি ; অন্নাভিলাষ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অতেক—অত, অত বেশী। বাংপ্র। বিণ।

অতেজঃ (-জস্)—ছায়া। ন তেজঃ, নঞ্‌তৎ ; অথবা, তেজের অভাব, অব্যয়ী। বি ; ক্লী।

অতেব—এই হেতু। <অতএব। অ।

অতৈল—১। তিলোৎপন্ন স্নেহদ্রব্যসদৃশ দ্রব্য, সর্ষপাদির রস। "অতৈলং সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতম্।" অর্থাৎ সর্ষপতৈল ও ফুলল তেল অতৈল। ন তৈল, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। তৈলবিহীন, রুক্ষ। ন (নাই) তৈল যাহাতে, বহু। বিণ।

অত্তা (অত্তৃ)—ভোজনকর্তা, ভোক্তা। অদ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অত্ত্রী**।

অত্তা—(নাট্যোক্তিতে) মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; শ্বশ্রূ। অৎ+তক্ কর্তৃ+আ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অত্তি, অত্তিকা—(নাট্যোক্তিতে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। অৎ+তি কর্তৃ, পক্ষে কন্ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

অত্যু—অতীব, অতিশয়, খুব। প্রা কপ্র। বিণ।

অত্বর—ত্বরাহীন, যে তাড়াতাড়ি করে না এমন ; অক্ষিপ্র ; অদ্রুত, মন্থর। ন (নাই) ত্বরা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অত্যজনীয়—অপরিহার্য, অবর্জনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যতি—অতীব, অত্যন্ত, যারপরনাই। অতি হইতেও অতি, ৫তৎ। অ ; বিণ।

অত্যধিক—অতিরিক্ত অধিক, খুব বেশী, যত বেশী হওয়া আবশ্যক বা উচিত নয়। প্রাদি। বিণ।

অত্যন্ত—১। নিরতিশয়, খুব বাড়াবাড়ি, অতিরিক্ত অধিক, যতটা হওয়া বা করা উচিত নয় ; নিঃশেষ ; সীমাতিক্রান্ত ; সম্পূর্ণভাবে, একেবারে। অন্তকে অতি অর্থাৎ অতিক্রান্ত, প্রাদি। বিণ। ২। সীমাতিক্রম ; নাশাতিক্রম। অন্তের অত্যয়, অব্যয়ী। বি ; ক্লী।

অত্যন্তগত—সম্পূর্ণরূপে প্রাসঙ্গিক ; সদা প্রযোজ্য ; সকল সময়ে ব্যবহার্য। ২তৎ। বিণ।

অত্যন্তগামী (-গামিন্)—অতিশীঘ্র গমনকারী, অতি দ্রুতগামী ; সাতিশয় ভ্রমণশীল। উপতৎ ; অত্যন্ত—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অত্যন্তনিবৃত্তি—চিরনিবৃত্তি, অত্যন্তধ্বংস, যে নিবৃত্তিতে দুঃখাদির আর পুনরুৎপত্তি হয় না। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অত্যন্তসংযোগ—ব্যাপ্তি ; সম্পূর্ণভাবে সর্বত্র ব্যাপ্তি। অত্যন্ত দ্বারা (সাকল্য দ্বারা) সংযোগ, ৩তৎ বা সুপ্। বি ; পু।

অত্যন্তসুকুমার—১। সাতিশয় মৃদু বা নম্র ; নিতান্ত অল্পবয়স্ক, অতি শিশু ; খুব কচি। কর্মধা। বিণ। ২। কঙ্গুনি, কাঙ্গনিধান ; প্রিয়ঙ্গু ; কাঁদাল গাছ। সুপ্। বি ; পু।

অত্যন্তাভাব—সম্যক্ অভাব ; ত্রৈকালিক অভাব। কর্মধা। বি ; পু।

অত্যন্তিক—১। অত্যন্তগামী, অতিশয় ভ্রমণশীল। অত্যন্ত+ইক (ঠন্)। ২। অতি নিকট। অতি অন্তিক, প্রাদি। বিণ।

অত্যন্তিম—অতি চরম। প্রাদি। বিণ।

অত্যন্তীন—অত্যন্তগামী ; অধিক। অত্যন্ত+ঈন (খ)। বিণ।

অত্যম্ল—১। খুব বেশী টক। প্রাদি। বিণ। ২। তিন্তিড়ী, তেঁতুল। বি ; ক্লী।

অত্যম্লপর্ণী—আমরুল শাক। অত্যম্ল পর্ণ যাহার, বহু+স্ত্রী ঈ। বি ; স্ত্রী।

অত্যম্লা—১। তেঁতুল গাছ ; ট্যাবালেবুর গাছ। বি ; স্ত্রী। ২। খুব টক। অত্যম্ল+আপ্। বিণ ; পু।

অত্যয়—বিনাশ ; অভাব ; মৃত্যু ; অপচয় ; অতিক্রম ; বিলম্ব ; অপগম ; ধ্বংস ; দোষ ; দণ্ড ; কৃচ্ছ্র ; দুঃখ ; অবিলম্বে প্রতিবিধেয় আকস্মিক সংকট, emergency. অতি—ই (গমন করা)+অচ্ ভাব। বি ; পু।

অত্যয়িত—মৃত ; অতীত ; অতিক্রান্ত। অত্যয়+ইত জাতার্থে। বিণ।

অত্যর্থ—১। অত্যধিক, বিস্তর। প্রাদি। বিণ ; ক্লী। ২। অতিমাত্র, অতিশয়, তীব্র। বিণ।

অত্যল্প—অতিশয় অল্প, যৎসামান্য, যৎকিঞ্চিৎ। প্রাদি। বিণ।

অত্যশন—অতি ভোজন, অতিরিক্ত আহার। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অত্যহিত—অতি অহিত, বেশী অনিষ্ট। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অত্যাকার—তিরস্কার ; ভর্ৎসনা। অতি—আ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অত্যাগসহন—বিচ্ছেদাসহিষ্ণু, যে ত্যাগ সহ্য করিতে পারে না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যাগী (-গিন্)—অত্যজনশীল ; যে ফলের আশা ত্যাগ না করিয়া কার্য করে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যাচার—অসদাচরণ, অভদ্র-আচরণ ; অন্যায়াচরণ, উপদ্রব, উৎপীড়ন, দৌরাত্ম্য। অতি—আ+চর্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অত্যাচারপরায়ণ—সকল সময়ে অত্যাচারকারী, উপদ্রবশীল। অত্যাচার পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

অত্যাচারিত—যাহার উপর অত্যাচার করা হইয়াছে এমন, উৎপীড়িত। অতি—আ—চর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অত্যাচারী (-চারিন্)—অত্যাচারকারী, উৎপীড়ক। অতি—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অত্যাজ্য—পরিত্যাগের অযোগ্য, যাহা পরিত্যাগ করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অত্যাধান—উপশ্লেষ। অতি—আ—ধা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অত্যায়ত—অতি বিস্তৃত। প্রাদি। বিণ।

অত্যারূঢ়—১। অতিশয় বৃদ্ধি। অতি—আ—রুহ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। প্রবৃদ্ধ, বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, অতিপ্রবল। অতি—আ—রুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অত্যারূঢ়ি—অতিবৃদ্ধি ; সাতিশয় উন্নতি। অতি—আ—রুহ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অত্যাল—রক্তচিত্রক, রাঙচিতা গাছ। অতি—আ—অল+অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অত্যাবশ্যক—অতি প্রয়োজনীয়, অতিশয় দরকারী। প্রাদি। বিণ।

অত্যাশা—অতিরিক্ত আশা, অনুচিত প্রত্যাশা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অত্যাশ্চর্য—অতিশয় বিস্ময়জনক, অত্যদ্ভুত। প্রাদি। বিণ।

অত্যাসক্তি—অত্যন্ত অনুরক্তি, আসক্তি ; অভিনিবেশ। প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ—**অত্যাসক্ত**।

অত্যাসঙ্গ—অতিশয় অনুরাগ, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা। প্রাদি। বি ; পু।

অত্যাসন্ন—অতি নিকটবর্তী। প্রাদি। বিণ।

অত্যাহার—অতি ভোজন ; অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য। প্রাদি। বি ; পু। বিণ, **-হারী**। স্ত্রী, **-হারিণী**।

অত্যাহিত—অশুভ, অমঙ্গল ; মহাভয় ; প্রাণভয়জনক দুঃসাহসিক কার্য ; সর্বনাশ ;

মহাবিপদ্। অতি—আ—ধা+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

অত্যুক্তি—অধিক উক্তি, বাড়াইয়া বলা, অতিরিক্ত বর্ণনা; আরোপিত কথন; অসম্ভব উক্তি; অলংকার বিঃ, এই অলংকারে আশ্চর্য শৌর্য ও ঔদার্য প্রভৃতি বর্ণিত থাকে। যেমন—হে রাজেন্দ্র, আপনি দাতা হইলে যাচকেরা কল্পবৃক্ষ হয়। অতি (অতিরিক্ত) যে উক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যুগ্র—১। অতিশয় উৎকট, অত্যন্ত প্রখর; অতিকোপন; উত্তম, শ্রেষ্ঠ। বিণ। ২। হিঙ্গু, হিং। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যুচ্ছ্বাস—অত্যন্ত বৃদ্ধি; অতি প্রকোপ; প্রবৃদ্ধ ভাবের আবেগ। প্রাদি। বি; পু।

অত্যুজ্জ্বল—অতিশয় দীপ্তিমান্; প্রখর রশ্মিবিশিষ্ট। অতিশয়িত উজ্জ্বল, প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎকট—অতিশয় উগ্র; অতিগুরু; নিদারুণ; খুব কঠোর। প্রাদি। বিণ।

অত্যুৎকৃষ্ট—অত্যুত্তম, খুব ভাল। প্রাদি। বিণ। বি, -কর্ষ।

অত্যুত্তম—অত্যুৎকৃষ্ট, খুব ভাল, সবসেরা। প্রাদি বিণ।

অত্যুৎপাদন—শ্রমশিল্প কৃষি ইঃ দ্বারা প্রয়োজনের অধিক নির্মাণ করা বা জন্মানো, overproduction. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যুন্নত—অতিমহান্, অতিগুরু; তার (শব্দ, নাদ); অতি মাংসল। প্রাদি। বিণ।

অত্যুষ্ণ—অত্যন্ত গরম, অতিশয় উত্তপ্ত। অতিশয়িত উষ্ণ, প্রাদি। বিণ।

অত্যূর্মি—বুদ্বুদানো; টগবগানি, bubbling over. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অত্যূহ—১। অতিশয় বিতর্ক। অতিশয়িত উহ (তর্ক), প্রাদি। ২। ডাক পাখি। অতি—উহ+অচ্ কর্তৃ। বি; পু।

অত্র—১। এই স্থানে, এখানে। এতদ্ বা ইদম্+ত্র সপ্তমী স্থানে। অ। ২। এই। বাংপ্র। বিণ।

অত্রত্য—এতদ্দেশীয়, এই দেশের, এই স্থানের, এই স্থানসম্বন্ধীয়; এই স্থানে জাত। অত্র (এই স্থানে)+ত্য ভবার্থে। বিণ।

অত্রপ—ত্রপাশূন্য, লজ্জাহীন; নির্লজ্জ, বেহায়া। ন (নাই) ত্রপা যাহার, বহু। বিণ।

অত্রভবান্ (-ভবৎ)—সম্মানার্হ, মান্য, পূজ্য। ইদম্+ত্র প্রথমার্থে—অত্র; অত্র ভবান্, সুপ্। বিণ; পু। স্ত্রী, -বতী।

অত্রস্ত—অভীত; অব্যগ্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অত্রস্থ—এই স্থানে স্থিত; এখানকার। অলুক্ ৭তৎ। বিণ।

অত্রি—ঋষি বিঃ [অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং সপ্তর্ষির অন্যতম। ইনি দক্ষসুতা অনসূয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র দত্ত, সোম ও দুর্বাসা। ইঁহার নেত্রজল হইতে চন্দ্রের উদ্ভব। বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ইঁহার আশ্রমে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন]। ন (নাই) ত্রি (সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণ) যাহার, বহু। বি; পু।

অত্রিজাত—চন্দ্র। ৫তৎ। বি; পু।

অত্রিদৃক্ (-দৃশ্)—অত্রিনেত্র, অত্রি ঋষির চক্ষু। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অত্রিদৃগ্জ—চন্দ্র। অত্রিদৃশ্—জন্+ড কর্তৃ। বি; পু।

অত্রিনেত্রজ—চন্দ্র। অত্রিনেত্র—জন্+ড কর্তৃ। বি; পু।

অত্রিনেত্রপ্রসূত—চন্দ্র। ৫তৎ। বি; পু।

অত্রিনেত্রভূ—চন্দ্র। অত্রিনেত্র—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

অত্রিসংহিতা—অত্রিমুনি-প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অথ, অথো—অনন্তর; প্রশ্ন; দৃঢ়তা; চিহ্ন; আরম্ভ; মঙ্গল; সংশয়; অনুজ্ঞা; সাকল্য; বিকল্প; সমুচ্চয়; প্রকরণ। অর্থ (যাচ্ঞা করা)+ড, ডো কর্তৃ। অ।

অথই—যাহার থই নাই বা পাওয়া যায় না এমন, অতলস্পর্শ, অগাধ। ন (নাই) থই (<স্থলী) যেখানে, বহু। বিণ।

অথচ—আরও, অধিকন্তু; তথাপি, তবুও; তৎসত্ত্বেও। অ।

অথবা—পক্ষান্তরে। অথ—বা+ক্বিপ্। অ।

অথর্ব (অথর্বন্)—১। চারি বেদের চতুর্থ বেদ [এই বেদ ব্রহ্মার উত্তর-মুখ হইতে নিঃসৃত বলিয়া কথিত। ভাগবতকার বলেন, অথর্ববেদ ব্রহ্মার পূর্ব-মুখ হইতে বিনিঃসৃত। বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রথমে এক বেদ ছিল; পরে ব্রহ্মার আদেশে ব্যাসদেব তাহা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া পৈলকে ঋক্‌বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তকে অথর্ব-বেদ শ্রবণ করাইতে নিযুক্ত করেন। কাহারও কাহারও মতে অথর্ব বেদমধ্যে গণ্য নহে। মহামতি মনু ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদের উল্লেখ করিয়াছেন। অমরকোষেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, অথর্ব চতুর্থ বেদ, এবং পুরাণ ও ইতিহাস পঞ্চম বেদ। উইলসন সাহেবের মতে অথর্ব বেদ নহে, বেদের ক্রোড়পত্রমাত্র। অথ (মঙ্গল)—ঋ (গমন করা)+বনিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। বার্ধক্যজন্য অসমর্থ বা নড়িতে চড়িতে অশক্ত, জরাগ্রস্ত, স্থবির। বাংপ্র। বিণ।

অথর্বশ—শিব, মহাদেব। বি; পু।

অথর্বণি—অথর্ববেদজ্ঞ (ব্রাহ্মণ)। অথর্বন্+ই জাতার্থে। বিণ।

অথর্ববিৎ—অথর্ববেদজ্ঞ (ব্রাহ্মণ)। অথর্বন্—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অথর্বা (অথর্বন্)—বেদের ব্রাহ্মণভাগ; জনৈক ঋষির নাম [ইনি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ব্রহ্মা অথর্বাকে সকল বিদ্যার মূলস্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দেন। অথর্বা আবার সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিরার নিকট প্রকাশ করেন। অঙ্গিরা আবার সত্যবাহের নিকট তাহা ব্যক্ত করেন। সত্যবাহ আবার সেই বিদ্যা অঙ্গিরসকে প্রদান করেন। কথিত আছে যে, অথর্বা প্রথমে অগ্নির সৃষ্টি করেন, এবং তিনিই সর্বপ্রথমে আর্যদিগের যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করেন। ইনি কর্দম প্রজাপতির শান্তিনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। সুবিখ্যাত দধীচি মুনি ইঁহার পুত্র। বঙ্গভাষায় ইনি অথর্ব নামে পরিচিত। ইনি ত্রয়ী হইতে অথর্ব বেদকে পৃথক্ করিয়াছেন]। অথ—ঋ+বনিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

অথল—তলবিহীন, অতলস্পর্শ, অথই ('জল')। কপ্র। বিণ।

অথাই—অগাধ, অথই; সংজ্ঞাহীন। প্রা কপ্র। বিণ।

অথান্তর—প্রয়াস; আয়াস, কষ্ট; অসুবিধা; সংকট, মুশকিল। বাংপ্র। বি। [>আতান্তর।]

অথিক—হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

অথির—অধীর, উদ্বিগ্ন। কপ্র। <অস্থির। বিণ।

অথো—'অথ' দ্রঃ।

অদক্ষ—দক্ষতাহীন, অপটু, অনিপুণ, অকুশল, আনাড়ী। নঞ্তৎ। বিণ।

অদক্ষিণ—১। প্রতিকূল, বাম; অকর্মণ্য; অনুদার; কুটিল। নঞ্তৎ। ২। দক্ষিণা-শূন্য। বহু। বিণ।

অদখিন—বাম। কপ্র। বিণ।

অদগ্ধ—আপোড়া, আধপোড়া; যথাশাস্ত্র অগ্নিসংস্কার হয় নাই এরূপ, অকৃতাগ্নি-সংস্কার। নঞ্তৎ। বিণ।

অদড়—অকঠিন, কোমল; বিচলিত, চঞ্চল; স্থবির, বৃদ্ধ; চলচ্ছক্তিশূন্য। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অদণ্ড—১। দণ্ডাভাব, শাস্তির অভাব, অশাসন; যষ্টির অভাব। নঞ্তৎ। বি;

পু। ২। দণ্ডরহিত, শাস্তিশূন্য ; শাসনহীন ; যষ্টিহীন ; অদণ্ডিত। বহু। বিণ।

অদণ্ডনীয়—দণ্ডের অযোগ্য, যাহার দণ্ড হওয়া অনুচিত এরূপ, অদণ্ড্য। নঞ্‌তৎ ; অথবা, ন (অ)—দণ্ড+অনীয় কর্ম। বিণ।

অদণ্ড্য—অদণ্ডনীয়, যে দণ্ডযোগ্য নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদত্ত—অনর্পিত, যাহা দান করা হয় নাই এরূপ ; ন্যায়বিগর্হিতভাবে দত্ত বা অর্পিত। [ভয় ক্রোধ শোক রোগ প্রঃ হেতু অবৈধ-ভাবে দত্ত। এইরূপ অদত্ত ষোড়শ প্রকার।] নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদত্তা—অনর্পিতা ; যে কন্যার (বিবাহার্থ) সম্প্রদান হয় নাই, অনূঢ়া, অবিবাহিতা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অদন—১। ভক্ষণ। অদ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভাব। ২। ভক্ষ্যদ্রব্য। অদ+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

অদনীয়—ভক্ষণীয়, আহার্য। অদ+অনীয় কর্ম। বিণ।

অদন্ত, অদন্তক—১। দন্তহীন, যাহার দন্ত উঠে নাই বা পড়িয়া গিয়াছে এরূপ। বিণ। ২। জোঁক, জলৌকা। ন (নাই) দন্ত যাহার, বহু। বি ; পু।

অদন্তী (-দন্তিন্)—দন্তহীন (প্রাণী)। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিনী**।

অদদ্ভুত—বিচিত্র, আশ্চর্য। প্রা কপ্র। বিণ। [অদ্ভুত]।

অদভ্র—অনল্প, বহু, প্রচুর, বিস্তর, অধিক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদম—১। ইন্দ্রিয়দমন ক্ষমতার অভাব ; ইন্দ্রিয়াসক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। ইন্দ্রিয়বশীভূত। ন (নাই) দম যাহার, বহু। বিণ।

অদমনীয়, অদম্য—দমনের অসাধ্য, দমন করিতে পারা যায় না এরূপ ; যাহা কিছুতেই কমে না এমন ; দুর্দান্ত ; অজেয়, দুর্জয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদমিত—অনিয়ন্ত্রিত ; অনিবারিত ; অ-প্রশমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদয়—দয়াহীন, নির্দয়, নিষ্করুণ, নিষ্ঠুর। ন (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ।

অদরকারী—অনাবশ্যক, বাজে। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অদর্শন—১। দর্শনাভাব ; অন্তর্ধান ; বিনাশ। দর্শনের অভাব, অব্যয়ী। বি ; ক্লী। ২। দর্শনহীন ; দৃষ্টির বহির্ভূত ; অতীন্দ্রিয়। ন (নাই) দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

অদল—১। দলহীন, পত্রশূন্য। ন (নাই) দল যাহার, বহু। বিণ। ২। হিজ্জল বৃক্ষ। বি ; পু। ৩। পরিবর্ত, বিনিময়। আরবী। বি।

অদলবদল—আদান-প্রদান, বিনিময়, interchange ; পরিবর্তন। আরবী। বি।

অদলহুকুম—যিনি (রাজা ইঃ) আদেশের প্রত্যাহার করেন। আ-মূ। বি।

অদলা—১। দলহীনা। অদল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঘৃতকুমারী। বহু। বি ; স্ত্রী।

অদহন—১। দহনাভাব, পুড়িয়া না যাওয়া। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। তাপহীন, শীতল। ন দহন (দাহকারী), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদহনীয়—দহনের অযোগ্য, অদাহ্য ; যাহা পোড়ানো অনুচিত এমন। ন (অ)—দহ+অনীয় কর্ম। বিণ।

অদাতা (অদাতৃ)—দানের প্রবৃত্তিহীন, ধনাদি থাকিতেও দান করিতে কাতর, কৃপণ। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অদাত্রী**।

অদান—১। দানাভাব, অনর্পণ, ধনাদির অবিতরণ ; অন্যায় দান। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। দানহীন ; শুল্কহীন ; কৃপণ ; মদবারিবিহীন। বহু। বিণ।

অদান্ত—অদমিত, অশাসিত, অনির্জিত ; দুর্দান্ত, অদম্য ; তপঃক্লেশাসহিষ্ণু। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদায়—যাহার দায় অর্থাৎ বিভাজ্য পৈতৃক সম্পত্তি নাই ; পৈতৃক ধনাদিতে অনধিকারী। বহু। বিণ।

অদায়িক—১। দায়িত্বহীন, যে দায়ী নহে এরূপ ; যে ঋণী নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। ২। উত্তরাধিকারিশূন্য, রিক্থহর পুত্রাদি-বিহীন। বহু। বিণ।

অদার—স্ত্রীহীন, বিপত্নীক ; অবিবাহিত। বহু। বিণ।

অদাহন—যেখানে শবদাহ হয় নাই এরূপ (স্থান)। বহু। বিণ।

অদাহ্য—অদহনীয়, incombustible ; যাহা পোড়ানো অনুচিত এমন ; যাহা সহজে পোড়ে না এমন ; শাস্ত্রানুসারে অগ্নিসংস্কারের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদিতি—১। দেবমাতা, দক্ষরাজকন্যা ও কশ্যপ মুনির পত্নী [ইঁহার গর্ভে ইন্দ্র, বিষ্ণু, ভগ, ত্বষ্টা, বরুণ, অংশ, অর্যমা, রবি, পূষা, মিত্র, বরদমন্তু ও পর্জন্য এই দ্বাদশ দেবতার জন্ম হয় ; এই হেতু ইনি দেবমাতা বলিয়া কথিতা। সমুদ্রমন্থনে যে কুণ্ডল হইয়াছিল, তাহা ইন্দ্র ইঁহাকেই প্রদান করেন। পারিজাত লইয়া বিষ্ণু ও ইন্দ্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অদিতি তথায় উপস্থিত হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন। বামন অবতারের সময় বিষ্ণু ইঁহারই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন]। ন—দা+ক্তিতি কর্তৃ। ২। পৃথিবী। ন (অ) দো (ছেদন করা)+ক্তি কর্ম, যাহাকে ছেদন করিতে পারা যায় না। বি ; স্ত্রী।

অদিতিজ—দেবতা। অদিতি—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অদিতিনন্দন—দেবতা। ৬তৎ। বি ; পু।

অদিন—অশুভদিন ; অপ্রশস্ত দিবস ; অশুভ-কাল ; দুরবস্থার সময়, সংকটকাল, অসময় ; দুর্গতি, দুরবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অদীক্ষিত—যাহার দীক্ষা হয় নাই এরূপ ; অগৃহীতমন্ত্র, যে মন্ত্র লয় নাই এমন ; অনুপদিষ্ট ; অসংস্কৃত ; নিয়ম বা সংকল্প-পূর্বক কর্মে অপ্রবৃত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীন—অভাবহীন ; ধনী ; উদার, মহান্ ; অকাতর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীনসত্ত্ব—মহাপ্রাণ, মহাশয় ; বদান্য ; ধর্মশীল। অদীন সত্ত্ব (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ।

অদীর্ঘ—দীর্ঘ নহে এরূপ ; খর্ব, বেঁটে ; স্বল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদীর্ঘসূত্র, -সূত্রী (-সূত্রিন্)—ক্ষিপ্রকারী ; লঘুহস্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রা**, **-ত্রিণী**।

অদূর—১। নিকটবর্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। নিকট, নিকটবর্তিস্থান। বি ; ক্লী।

অদূরদর্শিতা—অপরিণামদর্শিতা। অদূর-দর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অদূরদর্শী (-দর্শিন্)—অপরিণামদর্শী, যে পরিণাম বিবেচনা করে না এরূপ। উপতৎ ; অদূর—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

অদূরবদ্ধদৃষ্টি—বেশী দূরে দেখিতে না পাওয়া, shortsightedness. অদূরে বদ্ধা, ৭তৎ ; অদূরবদ্ধা যে দৃষ্টি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অদূরবর্তী (-বর্তিন্)—অদূরস্থ, নিকটবর্তী ; অদূর—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

অদূরভবিষ্যৎ—নিকটভবিষ্যৎ, অচির-ভাবী। দূর এমন ভবিষ্যৎ, কর্মধা ; ন দূরভবিষ্যৎ, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ভবিষ্যতী, -ভবিষ্যন্তী**।

অদূরস্থ—সমীপস্থ, নিকটবর্তী। উপতৎ ; অদূর—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অদৃক্ (অদৃশ্)—চক্ষুহীন ; অন্ধ। ন (নাই) দৃক্ (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ ; পু।

অদৃশ্য—দৃষ্টির বহির্ভূত, চক্ষুর অগোচর, দর্শন-পথ হইতে অন্তর্হিত ; অজ্ঞেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদৃশ্যন্তী—বশিষ্ঠ-পুত্র শক্তি মুনির ভার্যা, এবং পরাশরের মাতা। বি ; স্ত্রী।

অদৃষ্ট—১। ভাগ্য, নিয়তি [ধর্ম ও অধর্ম (পাপ ও পুণ্য) ভেদে অদৃষ্ট দ্বিবিধ ; জন্মান্তরীণ সংস্কার। "পূর্বজন্মার্জিতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।" অর্থাৎ পূর্বজন্মে অর্জিত কর্মকেই দৈব বা অদৃষ্ট কহে]। বি ; ক্লী। **অদৃষ্টের পরিহাস**—ভাগ্যের বিড়ম্বনা, irony of fate. ২। অবীক্ষিত, অনবলোকিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদৃষ্টক্রমে—ভাগ্যবশতঃ, কপালক্রমে। অদৃষ্টের ক্রম আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অদৃষ্টচক্র—চক্রের ন্যায় পরিবর্তনশীল ভাগ্য। অদৃষ্ট চক্রের ন্যায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

অদৃষ্টচর, অদৃষ্টপূর্ব—পূর্বে অনবলোকিত, যাহা পূর্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই এরূপ। অদৃষ্ট+চরট্‌ ভূতপূর্ব অর্থে=অদৃষ্টচর ; পূর্বে (পূর্বকাল ব্যাপিয়া) অদৃষ্ট =অদৃষ্টপূর্ব, সুপ্‌। বিণ। স্ত্রী, **-চরী, -পূর্বা**।

অদৃষ্টপরায়ণ—অদৃষ্টবাদী ; ভাগ্যের উপর নির্ভরকারী। অদৃষ্ট হইয়াছে পরায়ণ (শ্রেষ্ঠ গতি) যাহার, বহু। বিণ।

অদৃষ্টপরীক্ষা—ভাগ্যের শুভাশুভ যাচাই করিয়া দেখা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অদৃষ্টপুরুষ—ভাগ্যনিয়ামক দেবতা, ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মধ্যপ। বি ; পু।

—বাদ—ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ উক্তি। ৬তৎ। বি ; পু।

অদৃষ্টবাদী (-বাদিন্‌)—অদৃষ্টে বিশ্বাসকারী, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে এইরূপ বিশ্বাসী। উপতৎ ; অদৃষ্ট—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অদৃষ্টবান্‌ (-বৎ)—শুভাদৃষ্টযুক্ত, ভাগ্যবান্‌, সৌভাগ্যশালী। অদৃষ্ট+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**। বি, **-বত্তা**।

অদৃষ্টবিদ্যা—ভাগ্যপরীক্ষাবিষয়িণী বিদ্যা, সামুদ্রিক বিদ্যা। অদৃষ্ট বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অদৃষ্টলিপি—কপালের লেখা (জাতকের জন্মকালে বিধাতাপুরুষ অলক্ষিতে তাহার অদৃষ্টে যেরূপ লিখিয়া দেন, তদনুসারে তাহার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়—এইরূপ বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন শব্দ)। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অদৃষ্টাধীন, অদৃষ্টায়ত্ত—ভাগ্যাধীন, দৈববশ। অদৃষ্টের আয়ত্ত (অধীন), ৬তৎ। বিণ।

অদৃষ্টি—১। বিরক্তিসূচক দৃষ্টি, রোষপূর্ণ দৃষ্টি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। দৃষ্টিহীন। ন (নাই) দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

অদেখা—অদৃষ্ট, অলক্ষিত ; অদৃষ্টিগোচর, দৃষ্টিপথের বহির্ভূত। নঞ্‌তৎ বাংপ্র। বিণ।

অদেবমাতৃক—দেবমাতৃকভিন্ন, নদীমাতৃক, অবৃষ্টিপ্লাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কা**।

অদেয়—দিবার অযোগ্য ; যাহা দেওয়া যায় না বা দেওয়া উচিত নয় এরূপ, অনর্পণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদেশ—অস্থান, কুৎসিত স্থান ; স্পর্শের অযোগ্য স্থান। নঞ্‌তৎ। বি , পু।

অদেহ—১। দেহশূন্য, শরীরবর্জিত ; অনঙ্গ। ন (নাই) দেহ যাহার, বহু। ২। কুৎসিত দেহবিশিষ্ট, কদাকার। ন (অপ্রশস্ত) দেহ যাহার, বহু। বিণ।

অদৈব—অদেবাগত ; অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, কৃত্রিম। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদোষ—১। দোষশূন্য, নির্দোষ। ন (নাই) দোষ যাহার, বহু। বিণ। ২। গুণ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অদ্গ—ঘৃত। অৎ—গম্‌+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অদ্দ, অদ্দেক, অদ্ধেক—আধা, অর্ধ। বিণ। [অর্ধ ও অর্ধেক।]

অদ্বয়—১। দ্বয়হীন, যাহার দ্বিতীয় নাই এরূপ, কেবল, এক। বিণ। ২। ব্রহ্ম, আত্মা। বি ; ক্লী। ৩। বৌদ্ধ। ন (নাই) দ্বয় যাহার, বহু। বি ; পু।

অদ্বয়বাদ—অদ্বৈতবাদ, একেশ্বরবাদ, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ব্রহ্ম ও জীব একই—এই মত। ৬তৎ। বি ; পু।

অদ্বয়বাদী (-দিন্‌)—১। বৌদ্ধ। বি ; পু। ২। অদ্বৈতবাদী, যে দ্বিতীয় স্বীকার করে না, একেশ্বরবাদী, বৈদান্তিক। উপতৎ ; অদ্বয়—বদ্‌ (বলা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অদ্বার—১। দ্বাররহিত। ন (নাই) দ্বার যাহার, বহু। বিণ। ২। দ্বার ভিন্ন পথ; গুপ্ত পথ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অদ্বিতীয়—১। দ্বিতীয়রহিত, যাহার দ্বিতীয় বা সমান নাই এরূপ; তুলনারহিত, অতুল। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-য়া**। ২। ব্রহ্ম। বি ; ক্লী।

অদ্বেষ্টা (অদ্বেষ্টৃ)—বিদ্বেষহীন, অবিরোধী, ঈর্ষ্যাশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অদ্বেষ্ট্রী**।

অদ্বৈত—১। দ্বৈতরহিত, দ্বিতীয়বর্জিত, অভেদ। বিণ। স্ত্রী—**অদ্বৈতা**। ২। ব্রহ্ম। ন (নাই) দ্বৈত (দ্বিতীয়ত্ব) যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী। ৩। অদ্বৈত প্রভু নামে একজন পরম কৃষ্ণভক্ত মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর। ইনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। ইনি বৈষ্ণব সমাজে শিবের অবতার বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে, ইঁহারই আকুল আহ্বানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন। নবদ্বীপে ইঁহার দারুমূর্তি ও শান্তিপুরে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীমদনগোপাল বিগ্রহ অদ্যাপি বর্তমান।

অদ্বৈতদাস বাবাজী (পণ্ডিত বাবাজী)—(১২৩৬-১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ও কীর্তনগায়ক। জন্মস্থান পাবনা জেলার চড়িয়াগ্রাম। পূর্বাশ্রমের নাম ভীমকিশোর রক্ষিত। ইনি গরেরহাটী ও মনোহরসাহী কীর্তনে এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ ও ন্যায়াদি শাস্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করিয়াছিলেন।

অদ্বৈতবাদ—সবই চিৎস্বরূপ, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই—এই মত, একেশ্বরবাদ। ৬তৎ। বি ; পু।

অদ্বৈতবাদী (-বাদিন্‌)—'অদ্বয়বাদী' দ্রঃ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অদ্বৈতানন্দ—১। ইনি বেদান্তের একজন ভাষ্যকার এবং বেদান্তসার প্রণেতা সদানন্দের গুরু ছিলেন। অদ্বৈতে আনন্দ যাহার। বহু। ২। ব্রহ্মজ্ঞানজনিত আনন্দ, ব্রহ্মানন্দ। মধ্যপ। বি ; পু।

অদ্বৈধ—দ্বিধারহিত, নিঃসংশয় ; একাগ্র। ন (নাই) দ্বৈধ যাহাতে, বহু। বিণ।

অদ্ভুত—১। বিস্ময়, আশ্চর্য। অৎ—ভূ অথবা ভা+ডুতচ্‌ অধি। বি ; ক্লী। ২। বিস্ময়জনক ; আকস্মিক ; অপরূপ, উদ্ভট। বিণ। ৩। (কাব্যে) রস বিঃ। অদ্ভুত +অ আছে অর্থে। বি ; পু।

অদ্ভুতকর্মা (-কর্মন্‌)—আশ্চর্যজনক কার্যকারী, অসাধারণ কর্মশক্তিসম্পন্ন। অদ্ভুত হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অদ্ভুতরস—নবরসের অন্তর্গত রস বিঃ। ইহা চিত্তকে বিস্ময়াপ্লুত করে ("থির বিজুরী সঙ্গে চঞ্চল জলধর রস বরিখয়ে অনিবার।"—গোবিন্দ)। মধ্যপ। বি ; পু।

অদ্ভুতসার—খদিরসার, খয়ের। অদ্ভুত হইয়াছে সার (স্থিরাংশ) যাহার, বহু। বি ; পু।

অদ্ভুতস্বন—১। শিব, মহাদেব। অদ্ভুত হইয়াছে স্বন (শব্দ) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। আশ্চর্যশব্দকারী। বহু। বিণ। ৩। আশ্চর্য শব্দ, বিস্ময়কর ধ্বনি। কর্মধা। বি ; পু।

অদ্মর—ভোজনপ্রিয়, পেটুক। অদ্‌ (ভোজন করা)+ক্মরচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

অদ্য—আজি ; এক্ষণে। ইদম্ + দ্য নিপা। অ।

অদ্যকার—বর্তমান দিবসীয়, আজিকার, এই দিনের। অদ্য + কার ভবার্থে। বাংপ্র। বিণ।

অদ্যতন—বর্তমান দিবসীয় ; অদ্যকার, অতীত রাত্রির শেষ প্রহর হইতে আগামিনী রাত্রির প্রথম প্রহর পরিমিত কাল। অদ্য + তন (ট্যু + তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তনী**। **অদ্যতন কাল**—(ব্যাক) যাহা সদ্যঃ ঘটিয়াছে তাহার সময়, present perfect tense.

অদ্যপ্রভৃতি, অদ্যাবধি—অদ্য হইতে আজি অবধি। অদ্য (বর্তমান কাল) হইয়াছে প্রভৃতি, অবধি (প্রথম সীমা) যাহার বা যাহাতে, বহু। অ।

অদ্যভক্ষ্য—আজিকার আহার্য, স্বল্প খাদ্য, এক দিনের খাবার। বাংপ্র। বি।

অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ—খাদ্যাদির অভাব বা দারিদ্র্যসূচক বাক্য। 'অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ' —হিতোপদেশের এই সংস্কৃত বাক্যের বাঙ্গালা রূপ। বি।

অদ্যশ্বীন—যাহা আজি কালি হইবে এরূপ। অদ্য (আজি) + শ্বস্ (কালি) + ঈন ভবার্থে। বিণ।

অদ্যশ্বীনা—১। শীঘ্র হইবে বা ঘটিবে এরূপ, আসন্না ; আসন্নপ্রসবা। বিণ ; স্ত্রী। ২। আসন্নপ্রসবা গবী। অদ্যশ্বীন + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অদ্যাপি—আজিও, আজি পর্যন্ত, এখনও, এখন পর্যন্ত। অদ্য + অপি। অ। ['অদ্যাপিও' অশুদ্ধ।]

অদ্যাবধি—'অদ্যপ্রভৃতি' দ্রঃ।

অদ্রব—অগলনশীল, যাহা গলে না এরূপ। ন দ্রব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রবণীয়, অদ্রাব্য—যাহা গলানো যায় না এমন, insoluble নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রব্য—১। মন্দ দ্রব্য, খারাপ বস্তু। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। বস্তুহীন। ন (নাই) দ্রব্য যাহার, বহু। বিণ।

অদ্রাব্য—'অদ্রবণীয়' দ্রঃ।

অদ্রি—পর্বত ; সূর্য ; বৃক্ষ ; পরিমাণ বিঃ। ন—দ্রম (গতি) + ডি কর্তৃ, যে গমন করে না ; অথবা ন—দ্রা (পলায়ন ও নিদ্রা) + ড়ি কর্তৃ, যে পলায়ন করে না, বা নিদ্রা যায় না। অদ্ (যাহা ভোগ্য)—রা (দান করা) + ড়ি কর্তৃ, যে ভোগ্য পদার্থ দান করে ; অথবা অদ্ + ক্রিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অদ্রিকর্ণী—অপরাজিতা লতা। অদ্রির ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু + ঈ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিকীলা—পৃথিবী। অদ্রি (পর্বত) কীল (শঙ্কু) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিজ—১। শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য ; গিরিমাটি। বি ; ক্লী। ২। পর্বতজাত ; পার্বত্য। উপতৎ ; অদ্রি শব্দ (পর্বত)—জন (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ।

অদ্রিজা—১। শৈলজা, পর্বতজাতা। 'অদ্রিজ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পার্বতী, হর-পত্নী ; সৈংহলীবৃক্ষ। অদ্রিজ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিতনয়া—পার্বতী, দুর্গা ; নদী। অদ্রির (হিমালয়ের) তনয়া, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিনন্দিনী—পার্বতী, দুর্গা ; নদী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অদ্রিভিৎ (-ভিদ্)—গোত্রভিৎ, ইন্দ্র। উপতৎ ; অদ্রি—ভিদ্ (ভেদ করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু। [পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, পূর্বে পর্বতসকলের পক্ষ ছিল, তাহারা ইচ্ছামত উড়িয়া লোকালয়ে পতিত হইয়া বহুসংখ্যক প্রাণী সংহার করিত। ইহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহাদিগের পক্ষ ছেদন করিয়াছিলেন।]

অদ্রিভূ—১। অদ্রিজ, পর্বতজাত, পার্বত্য। বিণ। ২। মূষকর্ণী, ইঁদুরকাণী। উপতৎ ; অদ্রি—ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অদ্রিরাজ—গিরিরাজ, হিমালয়। অদ্রির রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

অদ্রিরাট্ (-রাজ্)—গিরিরাজ, হিমালয়। উপতৎ ; অদ্রি (পর্বত)—রাজ (দীপ্তি পাওয়া) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অদ্রিশ—গিরিশ, মহাদেব। উপতৎ ; অদ্রি—শী (শয়ন করা) + ড কর্তৃ। বি ; পু। [৬তৎ। বি ; ক্লী।

অদ্রিশিখর, অদ্রিশৃঙ্গ—পাহাড়ের চূড়া।

অদ্রিসার—১। গিরিসার, লৌহ [লৌহ-পাথর গলাইয়া তাহার ভিতর হইতে লোহা বাহির করা হয়]। ৬তৎ। বি ; পু। ২। লৌহবৎ কঠিন। অদ্রির ন্যায় সার যাহার, বহু। বিণ।

অদ্রীশ—১। হিমালয় পর্বত। অদ্রির ঈশ ৬তৎ। ২। শিব। অদ্রিস্থিত ঈশ, মধ্যপ। বি ; পু।

অদ্রুত—অশীঘ্র, বিলম্বিত ; ধীর ; অক্ষরিত ; অবিগলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অদ্রুম—দ্রুমরহিত, বৃক্ষশূন্য, তরুবর্জিত ; উদ্ভিজ্জশূন্য, যেখানে গাছপালা নাই এরূপ। বহু। বিণ।

অদ্রোহ—১। দ্রোহাভাব, দ্বেষহীনতা, ঈর্ষাশূন্যতা ; অবিরোধ ; নিরীহত্ব ; শান্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। দ্রোহশূন্য, দ্বেষহীন ; নিরীহ, অবিরোধী ; শান্তিময়। ন (নাই) দ্রোহ যাহার, বহু। বিণ।

অদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—দ্রোহরহিত, দ্বেষ-হীন, ঈর্ষ্যাশূন্য ; অবিরোধী, শান্ত, শান্তিপ্রিয় ; নিরীহ, অনপকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হিণী**।

অধ—অর্ধ, আধ। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অধঃ (অধস্)—নিম্নে, নীচে ; পশ্চাৎ। অ।

অধঃকরণ—নিম্নীকরণ ; নিক্ষেপ ; তিরস্কার-করণ ; পরাজয়। অধস্—কৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধঃকাণ্ড—১। কাণ্ডের নিম্নস্থ অংশ। একদেশী। ২। ভূনিম্নস্থ কাণ্ড। সুপ্। বি ; পু বা ক্লী।

অধঃকায়—নিম্নাঙ্গ, শরীরের নিম্নভাগ, চরণাদি। অধঃস্থিত কায়, মধ্যপ। বি ; পু।

অধঃকৃত—নিক্ষিপ্ত ; পরাভূত ; নিরস্ত ; অধোনিহিত ; তুচ্ছীকৃত। অধস্—কৃ (করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-কৃতা**।

অধঃক্রম—ক্রমশঃ নিম্নগামী ক্রম বা পরম্পরা, descending order. অধোগামী ক্রম, মধ্যপ। বি ; পু।

অধঃক্ষিপ্ত—অবক্ষিপ্ত, অধস্ত্যক্ত, নিম্নে নিক্ষিপ্ত, নীচে ফেলিয়া দেওয়া। সুপ্। বিণ।

অধঃক্ষেপ—যাহা তলানিরূপে পড়িয়াছে, precipi'ate. সুপ্। বি ; পু।

অধঃক্ষেপণ—তলানি পড়া ; নীচে জমা হওয়া। সুপ্। বি ; ক্লী।

অধঃখনন—নিম্নদেশে খাতকরণ, নীচে খোঁড়া। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অধঃখাত—খনিতভিত্তি, যাহার তলায় গর্ত করা হইয়াছে এমন, undermined. সুপ্। বিণ।

অধঃপতন—নিম্নগতি, অধঃপাত, উচ্ছন্ন যাওয়া ; নৈতিক অবনতি। সুপ্। বি ; ক্লী।

অধঃপতিত—নিম্নগতিপ্রাপ্ত, যে উচ্ছন্ন গিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ।

অধঃপাত—অধঃপতন ; উচ্ছন্ন যাওয়া। অধঃপাত, সুপ্। বি ; পু। **'অধঃপাতে যাও'**—উচ্ছন্নে যাও, গোল্লায় যাও, নাশপ্রাপ্ত হও।

অধঃপাতিয়া, -পেতে—নরকগত ; উৎসন্ন, সর্বনাশগ্রস্ত ; মহাপাপী (তিরস্কার অর্থে)। অধঃপাত + ইয়া, ইয়ে। বাংপ্র। বিণ।

অধঃপুষ্পী—গোজিহ্বা ; তৃণ বিঃ, চোর-খড়িকা, ভাঁটুই ; সুলকা। অধোমুখ পুষ্প যাহার, বহু + স্ত্রী ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অধঃশিরা (-শিরস্) (>শিরা)—১। ঊর্ধ্বাসনকালে যাহার মস্তক নিম্নদিকে

এরূপ। অধঃ (নিম্নে) শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ। ২। সূর্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু নামক রাজা। অধঃ শিরঃ যাহার, বহু। বি ; পু। ৩। নরক বিঃ। অধঃ শিরঃ যেখানে, বহু। বি।

অধঃস্থ—নিম্নস্থ, নীচের দিকে স্থিত। অধস্—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। ['অধস্থ'ও হয়, কারণ যাহার পরে বর্গের ১ম বা ২য় বর্ণ থাকে এরূপ শ, ষ, স পরে থাকিলে বিকল্পে বিসর্গের লোপ হয়।]

অধঃস্থিত—অধঃস্থ, নিম্নস্থ, নিম্নে অবস্থিত ; ৭তৎ। বিণ।

অধন—১। ধনহীন, নির্ধন, দরিদ্র। ন (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ। ২। ধনাভাব। নঞ্‌তৎ ; বি ; ক্লী।

অধন্য—ভাগ্যহীন, হতভাগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধম—১। অপকৃষ্ট, নীচ, জঘন্য, তুচ্ছ ; নিন্দিত ; নির্গুণ। বিণ। ২। ভয় দয়া ও লজ্জাহীন এবং কামক্রীড়ায় কর্তব্যাকর্তব্য বিচারশূন্য নায়ক। অধস্+ম ভবার্থে। বি ; পু। ৩। নিজের বিষয় বিনীতভাবে উল্লেখ ('এ অধমের নাম অমুক')। বাংপ্র। বি।

অধমর্ণ—ঋণী, ঋণ করিয়াছে এরূপ, দেনদার, খাতক, ধেরো। অধম ঋণ যাহার, বহু। বিণ।

অধমাঙ্গ—পদ, চরণ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধমাধম—অধম হইতেও অধম, হীন হইতেও হীন, অতি হীন, অতি নিকৃষ্ট, নিতান্ত অপকৃষ্ট। ৫তৎ। বিণ।

অধম্ম—অধর্ম। বি।

অধম্মে—ধর্মজ্ঞানহীন ; পাতকী ; বঞ্চক ; বিশ্বাসঘাতক ; অন্যায়াচারী। অধম্ম+এ। বাংপ্র। বিণ।

অধর—১। নিম্নোষ্ঠ, নীচের ঠোঁট ; কখনও কখনও নীচের ও উপরের দুই ঠোঁটকেই বুঝায়। বি ; পু। ২। অধম, নিম্ন, নীচ। নঞ্—ধৃ (ধরা)+অপ্ কর্ম। বিণ।

অধরচুম্বন—অধরে চুম্বনদান, ঠোঁটে চুমো খাওয়া। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অধরজন্মা (-ন্মন্)—হীনজন্মা, কুৎসিত-জন্মা ; নীচবংশজাত। বহু। বিণ।

অধরতঃ (-তস্)—অধোদেশে, অধোভাগে, নিম্নে, নীচে। অধর+তস্। অ।

অধরপল্লব—অধররূপ নবপত্র, অর্থাৎ নবোদগত পত্রবৎ কোমল অধর। অধর পল্লবপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পু।

অধরপুট—পাতার ঠোঙার মত দুটি ঠোঁট, নীচের ও উপরের ঠোঁট। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধরমদিরা, -মধু—১। বক্ত্রাসব, মুখে গৃহীত সুরা। অধর-স্পৃষ্ট মদিরা, মধু, মধ্যপ। ২। অধরামৃত, অধররস ; থুতু। অধরের মদিরা, মধু (মধুতুল্য উৎকৃষ্ট রস), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অধর-রস—অধরসুধা, অধরামৃত, থুতু। ৬তৎ। বি ; পু।

অধরসুধা, -সীধু—অধরামৃত, লালারস। অধরের সুধা, সীধু (সুধাতুল্য উৎকৃষ্ট রস), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অধরা—১। যাহাকে ধরা যায় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ। ২। নিম্নস্থা ; নিম্নশ্রেণীভুক্তা। অধর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অধরামৃত—অধরসুধা ; অধরমধু, অধররস। অধরের অমৃত, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অধরিক—নিম্নবর্তী, নিম্নশ্রেণীর, inferior. অধর+ইকন্ যোগ্যার্থে। বিণ।

অধরীকৃত—অধঃকৃত ; পরাভূত। অধর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=অধরী)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধরীণ—ধিক্‌কৃত, নিন্দিত ; তিরস্কৃত। অধর+ঈন। বিণ।

অধরু—১। ধৈর্যহারা, অস্থির। [অধীর।] বিণ। ২। অধরে। প্রা কপ্র। বি।

অধরেদ্যুঃ (-দ্যুস্)—অন্য এক দিন ; কোনও দিন ; আগামী পরশু। অধর+এদ্যুস্। অ।

অধরোষ্ঠ, অধরৌষ্ঠ—উপর ও নীচের ঠোঁট। অধর ও ওষ্ঠের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অধর্ম—১। ধর্মবিরুদ্ধ কার্য, পাপ, দুষ্কৃত। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। অথবা অব্যয়ী। বি ; ক্লী। ২। পুণ্যহীন, পাপময়। ন (নাই) ধর্ম যাহার, বহু। বিণ। ৩। ব্রহ্মার মানসপুত্র [ইঁহার বামপার্শ্বোৎপন্না অলক্ষ্মী ইঁহার পত্নী। মতান্তরে হিংসা ও মৃষা নামে ইঁহার দুই পত্নী। ইঁহার দুই পুত্র ও দুই কন্যা। হিংসার গর্ভজাত অনৃত নামক পুত্র ও নিকৃতি নাম্নী কন্যা ও মৃষার গর্ভজাত দম্ভ নামা পুত্র ও মায়া নাম্নী কন্যা]। বি ; পু।

অধর্মচারী (-চারিন্)—অধর্মাচারী (সকল অর্থে)। ("পরম অধর্মচারী রঘুকুলপতি" —মাইকেল)। অধর্ম—চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অধর্মনিষ্ঠ—অধর্মপরায়ণ, অধার্মিক, পাপী। ন ধর্মনিষ্ঠ, নঞ্‌তৎ ; অথবা অধর্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

অধর্মাচরণ—পাপাচরণ, দুষ্কর্মানুষ্ঠান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অধর্মাচারী (-চারিন্)—পাপানুষ্ঠাতা, দুষ্কর্মের অনুষ্ঠানকারী। অধর্ম—আ—চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অধর্মাত্মা (-ত্মন্)—ধর্মহীন মানসযুক্ত ; অধর্মপরায়ণ, অধার্মিক, পাপী। ন ধর্মাত্মা, নঞ্‌তৎ ; অথবা অধর্মে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অধর্মিষ্ঠ—অধর্মনিষ্ঠ, অধর্মপরায়ণ, অধার্মিক, ধর্মভ্রষ্ট, পাপাচারী, পাপী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধর্মী (অধর্মিন্)—অধর্মাচারী, অধার্মিক, ধর্মভ্রষ্ট, পাপাচারী ; পুণ্যরহিত। অধর্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-র্মিণী**।

অধর্মে—অধার্মিক, অসাধু, প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক। অধর্ম+এ। বাংপ্র। বিণ।

অধর্ম্য—অধর্মযুক্ত, ধর্মবিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধশ্চর—১। অধোগামী। বিণ। ২। চোর। উপতৎ ; অধস্—চর (গমন করা)+ট কর্তৃ। বি ; পু।

অধশ্চৌর—সিঁদেল চোর। অধোভেদক চৌর, মধ্যপ। বি ; পু।

অধস্তন—(বংশপরম্পরা, পদমর্যাদা প্রঃতে) পরবর্তী ; পশ্চাৎজাত ; নিম্নগত, নিম্নস্থিত ; নিম্নোৎপন্ন। অধস্+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ।

অধস্তাৎ—নিম্নে, নীচের দিকে, পশ্চাৎ। অধস্+তাৎ। অ।

অধস্ত্বক্ (-ত্বচ্)—বহিশ্চর্মের নিম্নস্থ চামড়ার পর্দা, hypodermis. সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অধাতু—ধাতু ছাড়া অন্য জিনিস, ধাতু ভিন্ন পদার্থ, non-metal. নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অধার্মিক—অধর্মাচারী, পাপী, পাপিষ্ঠ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অধি—১। আধিক্য ; অধিকার ; ঐশ্বর্য ; উপরি ; আধিপত্য ; অধীনতা। অ, উপ-সর্গ। ২। আধি ; মনঃপীড়া। বি ; পু।

অধিক—১। অতিরিক্ত ; অনেক ; বেশী ; উত্তম ; বলবান্। বিণ। ২। অর্থালংকার বিঃ, যেস্থলে আধার ও আধেয় এতদুভয়ের মধ্যে একের আধিক্য বর্ণিত হয়। অধি—কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অধিকতম—সব চেয়ে বেশী। অধিক+তম উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অধিকতর—দুইয়ের মধ্যে অধিক, অপেক্ষাকৃত অধিক ; বলীয়ান্। অধিক+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অধিকন্তু—আরও, অপিচ, বাড়ার ভাগ। অধিকম্+তু। অ।

অধিকম্প—স্পন্দন, beat. প্রাদি। বি ; পু।

অধিকর—বেশী রাজস্ব, অত্যধিক আয়ের উপর প্রদেয় অতিরিক্ত হারে কর, super tax. প্রাদি। বি ; পু।

অধিকরণ—১। (ব্যাক) কারক বিঃ,

রাজ্য। বিঃ ; স্থান ; বিচারালয়, ধর্মাধিকরণ ; পাত্র ; আধার ; বিষয়াদি পঞ্চ অবয়বসম্পন্ন গ্রন্থ [বিষয়াদি পঞ্চ যথা—বিষয়, বিশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর ও নির্ণয়। বিচারযোগ্য বাক্যকে বিষয় কহে। ইহার এইরূপ অর্থ কি না এই প্রকার সংশয়কে বিশয় বলে। প্রকৃতার্থ বিরোধী তর্কের উপন্যাসকে পূর্বপক্ষ কহে। সিদ্ধান্তের অনুকূল তর্কের উপন্যাসকে উত্তর কহে, এবং মহাবাক্যার্থ তাৎপর্য-নিশ্চয়কে নির্ণয় কহে] ; মীমাংসা-দর্শনের গ্রন্থ বিঃ। অধি—কৃ (করা)+ অনট্ অধি। ২। আধিপত্য ; দখল করা। অধি—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধিকরণিক, -কারণিক—বিচারকর্তা, প্রাড্ বিবাক্, বিচারপতি। অধিকরণ+ ইক (ঠন্)। বি ; পু।

অধিকর্তা (-কর্তৃ)—কোনও বিষয়ে পূর্ণ স্বামিত্ব বা আধিপত্যযুক্ত ব্যক্তি ; যাহার অধিকারে কোন সরকারী বিভাগ থাকে, director. প্রাদি। বি।

অধিকর্ধি—১। সমৃদ্ধিসম্পন্ন, অধিক ধনশালী ; সর্বতোভাবে সুখী। অধিকা ঋদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। অতিশয় সম্পদ্, অধিক ঐশ্বর্য। অধিকা ঋদ্ধি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিকর্ম (-কর্মন্)—অধ্যক্ষতা, তত্ত্বাবধান ; কর্তৃত্ব। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অধিকর্মা (-কর্মন্)—প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, অধ্যক্ষ, superintendent. বহু। বি।

অধিকর্মিক—হট্টাধ্যক্ষ, হাটের কর্তা, বাজার দারোগা ; কারখানা ইঃর কোন কাজ যে বুঝিয়া লয় এবং বুঝাইয়া দেয়, foreman. অধিকর্মন্+ইক (ঠন্)। বি ; পু।

অধিকাংশ—১। বেশী ভাগ। অধিক যে অংশ, কর্মধা। বি ; পু। ২। বেশী ভাগ-যুক্ত ; অনেক। অধিক অংশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অধিকাঙ্গ—১। অতিরিক্ত অঙ্গবিশিষ্ট। অধিক অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ঙ্গা, -ঙ্গী। ২। অতিরিক্ত অঙ্গ ; কটিবন্ধন। অধিক যে অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধিকায়ল—অধিক হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অধিকার, অধীকার—১। স্বামিত্ব, স্বত্ব ; আধিপত্য ; ক্ষমতা ; যোগ্যতা ; সম্পর্ক ; প্রবেশ, নিয়োগ ; আরম্ভ ; অনুষ্ঠান ; শাস্ত্রাধ্যয়নগত স্থান ; এখতিয়ার ; শাসন ; স্বীকার ; দখল ; অভিজ্ঞতা ; যুবপতি ; রাজাদের ছত্রচামরাদি ধারণ ; ব্যাকরণ-প্রসিদ্ধ অনুবৃত্তি ; পূর্বসূত্রের বা তদন্তর্গত পদবিশেষের পরবর্তী সূত্রসমূহে ব্যাপ্তি ; প্রকরণ ; বিষয় ; বিভাগ ; অধ্যায়। অধি—কৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। স্থান, পদ, office. অধি—কৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

অধিকারগত—দখলীকৃত, অধিকারভুক্ত। ২তৎ। বিণ।

অধিকারচ্যুত, -ভ্রষ্ট—অধিকার হইতে অপসৃত বা বঞ্চিত ; অনায়ত্ত ; অধিকার-বিহীন ; বেদখলী। ৫তৎ। বিণ।

অধিকারস্থ—অধিকারে স্থিত। উপতৎ ; অধিকার—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অধিকারী (-কারিন্)—যাহার অধিকার আছে, স্বামী, স্বত্ববান্ ; অধ্যক্ষ ; যাত্রাদল থিয়েটার ইঃর মালিক ; অভিজ্ঞ ; যোগ্য ; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। অধিকার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী, -কারিণী।

অধিকৃত—১। যাহা অধিকার করা হইয়াছে এরূপ ; নিযুক্ত ; আয়ত্ত ; অভিজ্ঞতা বা শিক্ষাদ্বারা লব্ধ। অধি—কৃ (করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কার্য-নির্বাহক ; অধ্যক্ষ ; আয়ব্যয়াবেক্ষক ; অধিকারী। অধি—কৃ+ক্ত ভাব+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; পু।

অধিকৃতি—অধিকার। অধি—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অধিকেশ—পরচুলা। প্রাদি। বি ; পু।

অধিকোষ—ব্যাঙ্ক, bank. বি ; পু।

অধিকোষকরণিক—ব্যাঙ্কের কেরানী। ৬তৎ। বি ; পু।

অধিকোষস্থিতি—ব্যাঙ্কে জমা টাকা, bank balance. ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

অধিক্রম—আক্রমণ। অধি—ক্রম (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অধিক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; তিরস্কৃত ; নিন্দিত। অধি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিক্ষেপ—নিক্ষেপ ; প্রেরণ ; অবজ্ঞা ; তিরস্কার ; নিন্দা। অধি—ক্ষিপ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অধিগত—প্রাপ্ত, লব্ধ ; স্বীকৃত ; জ্ঞাত, অধীত, শিক্ষিত। অধি—গম (পাওয়া)+ ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিগম—প্রাপ্তি, লাভ ; স্বীকার ; জ্ঞান, শিক্ষা। অধি—গম+অপ্ ভাব। বি ; পু।

অধিগম্য—প্রাপ্য, লভ্য ; স্বীকার্য ; জ্ঞেয় ; শিক্ষণীয়। অধি—গম+যৎ কর্ম। বিণ।

অধিচাপ—বৃত্তপরিধিকে দুইটি অসমান চাপে বিভক্ত করিলে তন্মধ্যে বৃহত্তর চাপ, major arc অধি (প্রধান) চাপ, কর্মধা। বি ; পু।

অধিজনন—১। জন্ম। অধি—জন+অনট্ ভাব। ২। উৎপাদন, জন্মদান ; অধি—ণিজন্ত জন (—জনি)+অনট্ ভাবে। বি ; ক্লী।

অধিজানু—হাঁটু গাড়িয়া, on the knees. অব্যয়ী। ক্রি-বিণ বা বিণ।

অধিজিহ্ব—জিহ্বাগ্র, জিভের ঘা। অধিকৃত জিহ্বাকে, প্রাদি। বি ; পু।

অধিজিহ্বা—জিহ্বামূলে অবস্থিত শ্বাস-নালীর আবরণী, epiglottis. অধিগত জিহ্বাকে, প্রাদি+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধিজ্য—জ্যাযুক্ত (ধনুঃ), ছিলে পরান (ধনুক)। অধিগত জ্যাকে, প্রাদি। বিণ।

অধিত্বক্ (-ত্বচ্)—বহিশ্চর্ম, সব উপরের চামড়া। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিত্যকা—পর্বতোপরি বিস্তৃত সমতল ভূমি, tableland. [পর্বতের আসন্ন ভূমি উপত্যকা, এবং ঊর্ধ্বভূমি অধিত্যকা।] অধি (উপরি)+ত্যকন্ ভবার্থে+আপ্। বি, স্ত্রী।

অধিদন্ত—অতিরিক্ত দশন, বাড়ার ভাগ দাঁত, 'গজদাঁত'। প্রাদি। বি ; পু।

অধিদেব—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অন্তর্যামী পুরুষ, পরমেশ্বর। অধিষ্ঠাতা দেব, প্রাদি। বি, পু।

অধিদেবতা—অধিদেব। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধিদেবা—অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। প্রা কপ্র। বি। [বি।

অধিদেয়—ভাতা, allowance প্রাদি।

অধিদৈব, অধিদৈবত—অধিদেব (তাহা দ্রঃ)। বি, ক্লী। [সূর্যমণ্ডলবর্তী বিরাট পুরুষ দেবতাদিগের অধিপতি বলিয়া তাঁহাকে অধিদৈবত বলে।]

অধিনায়ক—নেতা ; পরিচালক, সভাপতি, দলপতি, প্রধান, অধ্যক্ষ। অধি—নী+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নায়িকা**।

অধিনিয়ম—বিধানসভাদি দ্বারা বিধিবদ্ধ আইন, act, enactment. প্রাদি। বি, পু।

অধিনেতা (-নেতৃ)—অধিনায়ক। অধি—নী+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু বা বিণ। স্ত্রী, **-নেত্রী**।

অধিপ, অধিপতি—রাজা, প্রভু ; অধিকারী, স্বামী। অধিপ=অধি—পা+ক কর্তৃ। অধিপতি=অধি—পা+ডতি কর্তৃ, অথবা পা+ডতি=পতি, অধি (অধিক) পতি, প্রাদি। বি ; পু।

অধিপত্ব—অধিকার। প্রা কপ্র। বি।

অধিপাল—বিশ্ববিদ্যালয়ের নায়ক, vice-chancellor. অধি—পা+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ। বি।

অধিপুরুষ—পরমেশ্বর ; স্বায়ম্ভুব মনু ;

স্কুল ইত্যের প্রধান কর্মকর্তা, rector, অধিষ্ঠাতা পুরুষ, প্রাদি। বি; পু।

অধিপ্রাণবাদ—সৃষ্টি হয় জড়শক্তির অতীত কোনও প্রাণশক্তির প্রভাবে—এই মতবাদ, vitalistic theory. প্রাণকে অধিকৃত, প্রাদি; অধিপ্রাণ যে বাদ, কর্মধা। বি; পু।

অধিবক্তা (-বক্তৃ)—সর্বোচ্চ শ্রেণীর বিশেষতঃ হাইকোর্টে কাজ করিবার অধিকারী ব্যবহারাজীব; advocate. বি; পু।

অধিবচন—নাম, সংজ্ঞা। অধি—বচ বা ব্রু+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

অধিবৎসর, -বর্ষ—যে বৎসরে দিনসংখ্যা একটি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ৩৬৬ দিনে বৎসর হয়, leap year প্রাদি। বি; ক্লী।

অধিবাস—১। নিবাস; বাসস্থান; ধন্না দিয়া থাকা। অধি—বস+ঘঞ্ ভাব বা অধি। বি; পু। ২। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার; কোন পূজার পূর্বদিনে বা কখনও কখনও পূজার দিনে অথবা কোন শুভ কার্যের পূর্বদিনে সম্পাদ্য কার্য বিঃ; বিবাহের পূর্বদিন শেষ রাত্রিতে দধিমঙ্গলাদি সম্পাদন করা অথবা বিবাহ যে দিবসের রাত্রিতে হইবে সেই দিবসে বরপক্ষীয়েরা যে বরগন্ধদ্রব্যাদি কন্যাপক্ষের নিকট প্রেরণ করে তাহা। অধি—বাস (উপসেবা) +ঘঞ্ ভাব। ৩। পরিমল, সৌরভ। অধি—বস+ঘঞ্ অধি। ৪। বিধিপূর্বক স্থাপন। অধি—ণিজন্ত বস বা বাসি+ঘঞ্ ভাব। ৫। বাস করা। অধি—বস+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। বিণ—**অধিবাসী, অধ্যুষিত**।

অধিবাসন—১। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা সংস্কার-সাধন। অধি—বাস (উপসেবা)+অনট্ ভাব। ২। সুরভীকরণ, সুবাসিত করণ। ৩। যজ্ঞারম্ভের পূর্বে দেবতা-স্থাপন। অধি—ণিজন্ত বস (=বাসি) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধিবাসিত—১। গন্ধমাল্যাদি দ্বারা কৃত-সংস্কার। অধি—বাস+ক্ত কর্ম। ২। সুরভিত, সুবাসিত, সুগন্ধীকৃত। ৩। স্থাপিত। অধি—ণিজন্ত বস (=বাসি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিবাসী (-বাসিন্)—বাসকারী ব্যক্তি, যে বাস করে, বাসিন্দে। অধি—বস+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অধিবিদ্য—অতিশয় বিদ্যাবান্ বা পণ্ডিত। অধি (অধিক) বিদ্যা যাহার বহু। বিণ।

অধিবিদ্যা—১। অতিবিদুষী, সাতিশয় পণ্ডিতা। বহু। 'অধিবিদ্য' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদ্যার্জনের উপায় ও উদ্দেশ্য বি; স্ত্রী। ৩। পরাবিদ্যা; বাহ্য-জগতের অতীত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের জ্ঞানজনক শাস্ত্র, Metaphysics. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধিবিন্না—দ্বিতীয়বার বিবাহিত পুরুষের জীবিতা প্রথমা স্ত্রী, প্রথম বিবাহিতা যে পত্নী জীবিতা থাকিতে পতি পত্ন্যন্তর গ্রহণ করিয়াছে; একাধিক বিবাহকারী স্বামীর প্রথম বিবাহিতা ভার্যা। অধি—বিদ+ক্ত কর্ম+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

অধিবৃত্ত—ক্ষেপণীক্ষেত্র, parabola. বি; ক্লী।

অধিবৃত্তি—কোনও কোম্পানির লভ্যাংশ, bonus. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অধিবেত্তা (-বেত্তৃ)—প্রথমা স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় বিবাহকারী। অধি—বিদ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

অধিবেদন—প্রথমা স্ত্রী সত্ত্বে দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণ। অধি—বিদ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধিবেশন—উপবেশন, বসা; সভাদির অনুষ্ঠান; বৈঠক; অধিষ্ঠান। অধি—বিশ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-বেশিত**।

অধিভূ—প্রভু, স্বামী; রাজা; পরমপুরুষ। অধি—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

যাহা বিনশ্বর দেহাদি পদার্থভূত সকলকে অধিকার করিয়া আছে; পরম-পুরুষ। ভূতগণকে অধিকার করিয়া, অব্যয়ী। বি; ক্লী। বিণ, **আধি-ভৌতিক**।

অধিমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—কেন্দ্রীয় প্রধান মন্ত্রী, Prime minister. প্রাদি। বি; পু।

অধিমন্থ—রোগ বিঃ (ইহাতে মস্তকের একাংশ স্ফীত ও সেইদিকের অক্ষিগোলক বেদনাপ্রদ হয়)। মন্থ অর্থাৎ মস্তককে অধিগত এই বাক্যে, প্রাদি। বি; পু।

অধিমাংস—অতিরিক্ত মাংস, মাংসাধিক্য; ফোড়া; নেত্ররোগ বিঃ, অক্ষিগোলকের অর্বুদ। প্রাদি। বি; ক্লী।

অধিমাংসক—দন্তরোগ বিঃ। অধিক মাংস যাহাতে, বহু। বি; পু।

অধিমাস—বৎসরের বর্ধিত মাস, মলমাস (এই মাসে শুভকার্য সম্পন্ন করা বিধেয় নহে)। অধিক মাস, প্রাদি। বি; পু।

অধিমূল্য—নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্য, অধিহার, above par. প্রাদি। বি; ক্লী।

অধিযজ্ঞ—যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কৃষ্ণ, বিষ্ণু। যজ্ঞকে অধিকার করিয়া স্থিত, ২তৎ। বি; পু। [শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়াছিলেন, "আমি এই দেহযজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা-রূপে অধিষ্ঠান করিতেছি, এই নিমিত্ত আমি 'অধিযজ্ঞ' বলিয়া অভিহিত [illegible] থাকি।"]

অধিযন্ত্রিক—মেশিনের [illegible] যে দুরিয়া লইয়া কারিগর[illegible] নির্দেশ [illegible] machine foreman. প্রাদি। বি; পু।

অধিযোগ—১। জ্যোতিষোক্ত প্রসিদ্ধ শুভযাত্রিক যোগ বিঃ। [illegible]—যুজ (যোগ করা)+ঘঞ্ [illegible] ইক্ এবং ইঙ্ ধাতুর [illegible] এই উপসর্গের সহিত যোগ। অধির যোগ, ৬তৎ। বি; পু।

অধিরথ—অতিরথ; মহারথ; সারথি; কর্ণের পালক পিতার নাম। অধিকৃত রথ যৎকর্তৃক, বহু [বহুব্রীহি সমাসে অব্যয়ের পরস্থিত কৃদন্ত পদের লোপ হয়, এই নিয়ম অনুসারে 'কৃত' [illegible] লোপ]। বি; পু।

অধিরাজ—মহারাজ, সার্বভৌম, রাজার উপাধি বিঃ (রাজাধিরাজ) অধি (অধিক) রাজা, প্রাদি। বি; পু।

অধিরাজ্য—১। সাম্রাজ্য। অধি (অধি[illegible] যে রাজ্য, প্রাদি। ২। অন্য বহিঃরা[illegible] সহিত যে রাজ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ, dominion. বি; ক্লী।

অধিরাট্ (-রাজ্)—অধিরাজ, মহারাজ, সার্বভৌম, সম্রাট্। অধি—রাজ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

অধিরাজ্ঞী—সম্রাজ্ঞী; ধনীর আদরিণী পত্নী। প্রাদি। বা-প্র। বি; স্ত্রী।

অধিরাষ্ট্রীয়—সার্বজাতিক, আন্তর্জাতিক, international. অধিরাষ্ট্র+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধিরূঢ়—আরূঢ়; আক্রমণকারী; আক্রান্ত। অধি—রুহ+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-রূঢ়া**। বি, **-রোহ, -রোহণ**।

অধিরোপণ—আরোহণ করানো; শরাসনে শরযোজনা। অধি—ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধিরোপিত—আরোপিত, কৃতারোহণ, যাহাকে চড়ানো হইয়াছে এরূপ; উত্থাপিত; অধিষ্ঠিত। অধি—ণিজন্ত রুহ (=রোপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিরোহণ—আরোহণ, উপরে উঠা, চড়া। অধি—রুহ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অধিরোহণী—আরোহণী, কাঠ বা ইষ্টকাদি-নির্মিত সোপান, সিঁড়ি; বাঁশের মই। অধি—রুহ+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অধিরোহিণী—১। আরোহিণী, আরোহণ-কারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। অধিরো[illegible] আরোহণী, সিঁড়ি বা মই। [illegible] +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অধিরোহী (-রোহিন্)—আরোহী, আরোহণকারী। অধি—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

অধিলোক—মর্ত্ত্যলোক, ভুবন, জগৎ, বিশ্ব। প্রাদি। বি; পু।

অধিশয়ন—উপরি শয়ন, উপরি অবস্থান; আরোহণ। অধি—শী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-শয়িত**।

অধিশায়িত—অধিষ্ঠাপিত; যাহাকে শোয়ানো হইয়াছে এমন; সম্যক্ শায়িত। অধি—ণিজন্ত শী (=শায়ি)+ক্ত কর্ম। বিণ। [বি; পু।

অধিশিক্ষক—অধিপুরুষ, rector. প্রাদি।

অধিশ্রয়—অধিশ্রয়ণ (সকল অর্থে)। অধি—শ্রি+অচ্ ভাব। বি; পু। বিণ, **-শ্রয়ী, -শ্রয়িত**।

অধিশ্রয়ণ—পাকার্থ চুল্লীর উপর স্থাপন, উনানের উপর চড়ানো; পাককরণ, রন্ধন; দূরবীক্ষণযন্ত্রের মুকুরের মধ্য দিয়া যাইয়া আলোকের কিরণরেখাসমূহ যে স্থানে মিলিত হয়, অধিশ্রয়ণবিন্দু focus. অধি—শ্রি+অনট্ ভাব, অধি। বি; ক্লী।

অধিশ্রয়ণবিন্দু—যে বিন্দুতে আলোকরশ্মি-সকল কেন্দ্রীভূত হয়, focus. কর্মধা। বি; পু।

অধিশ্রয়ণী, অধিশ্রয়িণী—চুল্লী, উনান। অধিশ্রয়ণী=অধি—শ্রি+অনট্ অধি+ঈপ্। অধিশ্রয়িণী=অধিশ্রয়+ইন্ আছে অর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অধিশ্রিত—আশ্রিত; প্রাপ্ত; স্থাপিত। অধি—শ্রি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধিষ্ঠাতা (-ষ্ঠাতৃ)—অবস্থিতিকারী, অধিদেবতা; অধ্যক্ষ। অধি—স্থা (থাকা) +তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ষ্ঠাত্রী**।

অধিষ্ঠাত্রী—অধিষ্ঠানকারিণী, স্থিতিকারিণী [যে দেবতা যে স্থানে অধিষ্ঠান অর্থাৎ স্থিতি করেন, তাঁহাকে সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলে]; আশ্রয়দাত্রী। 'অধিষ্ঠাতা' দ্রঃ। অধিষ্ঠাতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অধিষ্ঠান—১। সন্নিধান, স্থিতি; দেবতাদির আবির্ভাব বা প্রভাববিস্তার; স্বভাবগত হইয়া থাকা, inherence; উপবেশন; উপস্থিতি; আশ্রয়; অধিকরণ। অধি—স্থা+অনট্ ভাব। ২। প্রভাব; চক্র। অধি—স্থা+অনট্ করণ। ৩। নগর; বাহন। অধি—স্থা+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ৪। আবির্ভূত; উপবিষ্ট; স্থিত; ধৃত; মূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

অধিষ্ঠানভূমি, -স্থল, -স্থান—অবস্থানস্থল, আশ্রয়স্থল, থাকিবার জায়গা। তৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী, ক্লী।

অধিষ্ঠায়ক—শাসক। অধি—স্থা+ণক কর্তৃ। বি; পু।

অধিষ্ঠায়কবর্গ—শাসকবর্গ, governing body. ৬তৎ। বি; পু।

অধিষ্ঠিত—অবস্থিত; উপস্থিত; অবস্থিতির ফলে প্রভাবান্বিত; আবিষ্ট; আক্রান্ত; আবির্ভূত; আশ্রিত; অধিকৃত; অধ্যুষিত। অধি—স্থা+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অধিস্পৃহা—অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা, উচ্চ অভিলাষ, aspiration. প্রাদি। বি; স্ত্রী। [par. অ, ক্রি-বিণ।

অধিহারে—অতিরিক্ত মূল্যে, above

অধীকার—অধিকার (তাহা দ্রঃ)।

অধীক্ষক—উপরিতন তত্ত্বাবধায়ক, supervisor. অধি—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বি; পু।

অধীত—১। যাহা অধ্যয়ন করা হইয়াছে এরূপ, পঠিত। অধি—ই+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অধ্যয়ন। অধি—ই+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অধীতি—পঠন, অধ্যয়ন। অধি—ই+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অধীতী (-তিন্)—১। অধ্যয়নকারী; কৃতাধ্যয়ন, যাহার পাঠ সমাপ্ত হইয়াছে এমন। অধীত+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। ২। যে অধ্যয়ন করিতেছে, ছাত্র, student বি; পু। স্ত্রী—**অধীতিনী**।

অধীন—১। আশ্রিত; আয়ত্ত, বশতাপন্ন, অনুগত; শাসনের অন্তর্গত; নিম্নপদস্থ; অধস্তন, subordinate; নির্ভরশীল; সাপেক্ষ, dependent অধিকারী হইয়াছে ইন (প্রভু) যাহার, বহু; অথবা ইনকে (প্রভুকে) অধিশ্রিত, প্রাদি। বিণ। ২। নিজের বিষয়ে বিনীত উল্লেখে ('অধীনের নিবেদন')। বাংপ্র। বি।

অধীনতা—বশবর্তিতা, আদেশানুবর্তিতা, আনুগত্য, অন্যের বশে থাকা। অধীন +তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অধীননদী—উপনদী, করদনদী, tributary river. অধীনা নদী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অধীনস্থ—অধীন, অধস্তন। অধীন—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। [অশুদ্ধ; শুদ্ধ—অধীন।]

অধীয়ান—অধ্যয়নকারী, ছাত্র। অধি—ই +শান কর্তৃ। বিণ।

অধীর—ধৈর্যহীন, অসহিষ্ণু; অস্থির, চঞ্চল; আকুল; কাতর; ভীত। নঞ্তৎ। বিণ। বি, **-রতা**। [বিণ।

অধীরচিত্ত—অস্থিরহৃদয়; কাতরচিত্ত। বহু।

অধীরপ্রকৃতি—১। অস্থিরস্বভাব। বহু। বিণ। ২। অস্থির স্বভাব, চঞ্চল প্রকৃতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অধীরা—১। অস্থিরা, চঞ্চলা; ধৈর্যহীনা। নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। চপলা, বিদ্যুৎ; নায়িকাবিশেষ। বি; স্ত্রী। [অধীরা নায়িকা দুই প্রকার—মধ্যা-অধীরা ও প্রৌঢ়া-অধীরা। কঠোরভাষিণী এবং পরুষবাক্য দ্বারা কোপ প্রকাশকারিণী নায়িকা মধ্যা, এবং তর্জন ও তাড়নাদি দ্বারা কোপ প্রকাশকারিণী নায়িকা প্রৌঢ়া। প্রৌঢ়াঅধীরা দুই প্রকার—জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা।]

অধীশ, অধীশ্বর—১। অধিরাজ, মহারাজ, রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্, সামন্ত রাজগণ যাঁহার নিকট সতত নত বা প্রণতভাবে স্থিত; সামন্ত রাজা। অধি (অধিক) ঈশ বা ঈশ্বর, প্রাদি। বি; পু। ২। প্রভু। বিণ। স্ত্রী—**অধীশা, অধীশ্বরী, অধীশ্বরা**। [বিণ।

অধুত, অধূত—অকম্পিত। নঞ্তৎ।

অধুনা—বর্তমান সময়ে, এক্ষণে; সম্প্রতি, ইদানীং। ইদম্+অধুনা (নিপা)। অ।

অধুনাতন—ইদানীন্তন, বর্তমানকালীন, আজকালকার। অধুনা+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তনী**।

অধৃত—১। যাহা ধরা হয় নাই এমন। বিণ। বি, **-ধৃতি**। ২। বিষ্ণু। নঞ্তৎ। বি; পু। ৩। ধৃতিহীন, অধৈর্য। ন (নাই) ধৃত (ধৈর্য) যাহার, বহু। বিণ।

অধৃতি—অধরণ, না ধরা; শৈথিল্য; অধৈর্য, অধীরতা; অস্থিরতা; অদার্ঢ্য, চাঞ্চল্য; অসহিষ্ণুতা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

[illegible]—অপ্রগল্ভ, সলজ্জ, বিনীত। নঞ্তৎ। বিণ।

অধৃষ্য—অপরাজেয়, অনভিভবনীয়; যাহার নিকট যাইতে ভয় হয় এরূপ, inaccessible. নঞ্তৎ। ন (অ)—ধৃষ +ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

অধৃষ্যতা—অনভিভবনীয়তা; দুর্ধর্ষত্ব। অধৃষ্য +তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অধৃষ্যা—১। অধর্ষণীয়া, অনভিভবনীয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অধৈর্য—১। ধৈর্যহীন, অধীর; অসহিষ্ণু; অস্থির, চঞ্চল; উতলা। ন (নাই) ধৈর্য যাহার, বহু। বিণ। ২। অধীরতা, ধৈর্যহীনতা; অসহিষ্ণুতা; অস্থিরতা, চঞ্চলতা; উদ্বেগ, অশান্তি। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অধোংশুক—কটিদেশে পরিধেয় বস্ত্র, ধুতি শাড়ি ঘাগরা প্রঃ। অধঃ (নিম্নভাগের) অংশুক (বস্ত্র), ৬তৎ; অথবা অধঃ (অধোদেশে) ধৃত অংশুক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অধোক্ষজ—বিষ্ণু। অধঃ (নিম্ন) স্থিত

যে অক্ষ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসে অধোক্ষ (পাদ), তদুত্তরে জন (জন্মা)+ড কর্তৃ (যিনি কোন কল্পে মহাদেবের পাদদেশ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন); অথবা অধঃ (হীন) অক্ষজ (ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

অধোগত—নিম্নগত, নীচে গিয়াছে এরূপ ; অবতীর্ণ, অবরূঢ় ; অধঃপতিত ; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্ত, অবমানিত। অধঃ (নিম্নে) গত, ৭তৎ বা ২তৎ। বিণ।

অধোগতি—১। নিম্নদিকে গতি ; অবতরণ, অবরোহণ ; অধঃপতন ; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্তি ; দুর্দশা ; নরকগমন ; পরজন্মে নিকৃষ্ট যোনিপ্রাপ্তি। অধঃ (নীচে) গতি, ৭তৎ। ২। (জৈনমতে) পৃথিবীর সর্বনিম্নদেশস্থিত নরকতুল্য স্থান। অধঃ গতি হয় যেখানে, বহু। বি ; স্ত্রী।

অধোগমন—অধোগতি (সকল অর্থে)। অধঃ (নিম্নে) গমন, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অধোগামী (-গামিন্)—১। নিম্নগামী, নিম্নদিকে গমনশীল ; নামিয়া যাইতেছে এরূপ, অবতরণশীল ; মজ্জনশীল বা মজ্জমান ; অপকৃষ্ট দশাপ্রাপ্তিশীল। অধস্—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অধোঙ্গ—নিম্নাঙ্গ ; গুহ্যদেশ ; স্ত্রীযোনি। অধঃ যে অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধোজিহ্বা, অধোজিহ্বিকা—তালুমূলস্থিত ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ্। অধরা জিহ্বা, জিহ্বিকা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অধোদৃষ্টি—১। নিম্নদিকে দৃষ্টি ; যোগাভ্যাস সময়ে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগে বদ্ধ দৃষ্টি। অধঃ দৃষ্টি, ৭তৎ ; অথবা অধঃস্থিতা দৃষ্টি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। ২। নিম্নভাগে দর্শনকারী। অধঃ (নিম্নে) দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

অধোবদন—'অধোমুখ' দ্রঃ।

অধোবায়ু—অপান বায়ু, শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর মধ্যে যে বায়ুটি নিম্নদেশে বিচরণশীল, বাতকর্ম। মধ্যপ। বি ; পু।

অধোবাসঃ (-বাসস্) (> অধোবাস)—নিম্নাঙ্গের আবরণবস্ত্র, ধুতি ইঃ। অধোযোগ্য বাসঃ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অধোবিন্দু—নভোমণ্ডলের যে বিন্দু ঠিক আমাদের পদতলের নিম্নে অবস্থিত, nadir. মধ্যপ। বি ; পু।

অধোভঙ্গ—ভূপৃষ্ঠের সংকোচন হেতু ভূগর্ভস্থ শিলাস্তরে যে তরঙ্গভঙ্গ হয় তাহার নিম্নদিকের ভাঁজ, downfold. সুপ্‌। বি ; পু।

অধোভাগ—নিম্নভাগ, শরীরের নিম্নাংশ ; তলদেশ। মধ্যপ। বি ; পু।

অধোভুবন—পাতালদেশ। অধঃস্থিত ভুবন, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অধোমর্ম (-মর্মন্)—গুহ্যদ্বার। অধঃস্থিত মর্ম, মধ্যপ। [মর্ম অর্থাৎ জীবন স্থানসমূহের মধ্যে গুহ্যদেশ সর্বাপেক্ষা নিম্ন বা রহস্য অর্থাৎ (গোপনীয়)।] বি ; ক্লী।

অধোমুখ, অধোবদন—১। নিম্নমুখ, অবনতানন ; যে লজ্জায় মুখ বা মাথা হেঁট করিয়া আছে এরূপ ; যে সব নক্ষত্রের হেঁটমুখ এমন (মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ)। অধঃ (নিম্নে) মুখ বা বদন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী, -বদনা, -বদনী**।

অধোলোক—অধোভুবন, পাতাল। অধঃস্থিত লোক, মধ্যপ। বি ; পু।

অধ্ব—'অধ্বা' সকল অর্থে তাহা দ্রঃ। ('অধ্বন্' শব্দের সমাসে পূর্বপদের রূপ : যেমন—অধ্বক্লান্ত, অধ্বক্রম, অধ্ববাচক, অধ্বসহচর।)।

অধ্বগ—১। পথিক, পান্থ, পথগামী। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী—**অধ্বগা**। ২। সূর্য ; উষ্ট্র। অধ্বন্—গম্+ড কর্তৃ। উপতৎ। বি ; পু।

অধ্বগা—১। পথগামিনী। অধ্বগ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীপথিক ; (নির্ধারিত পথে গমনশীলা বলিয়া) গঙ্গা। অধ্বন্—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধ্বগামী (-গামিন্)—পথিক, পথগামী। অধ্বন্–গম্+ণিন্ কর্তৃ। উপতৎ। বিণ।

অধ্বজ—চূড়াহীন ; পতাকাহীন। ন (নাই) ধ্বজা যাহাতে, বহু। বিণ ; পু।

অধ্বর—১। যজ্ঞ। অধ্বন্—রা+ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। সাবধান, অবহিত। বিণ। ৩। অষ্ট বসুর মধ্যে একটি বসুর নাম। নঞ্—ধ্বৃ+অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অধ্বরথ—পথ-গমনোপযোগী রথ ; পথাভিজ্ঞ দূত। অধ্ব (পথ) রথ যাহার, বহু। বি ; পু।

অধ্বর্যু—যজুর্বেদজ্ঞ ঋত্বিক্। অধ্বর—যা+কু কর্তৃ ; অথবা অধ্বর+ক্যচ্+কু কর্তৃ। বি ; পু।

অধ্বা (অধ্বন্)—১। পথ ; কাল, সময়। অদ্+ক্বনিপ্ কর্তৃ। ২। অবয়ব, উপায়। অদ্+ক্বনিপ্ করণ। ৩। বেদের শাখা বিঃ। বি ; পু।

অধ্বান্ত—১। তিমির ; ঈষদন্ধকার ; ক্ষীণ আলোক ; গোধূলি, twilight. ন (ঈষৎ) ধ্বান্ত (অন্ধকার), নঞ্তৎ ; অথবা অধ্বার (পথের) অন্ত (শেষ) হয় যদ্দারা, বহু। বি ; পু। ২। অন্ধকারহীন। ন (নাই) ধ্বান্ত যেখানে, বহু। বিণ।

অধ্যক্ষ—১। প্রধান কর্মকারক ; যাহার হস্তে কোনও কার্যের তত্ত্বাবধানের ভার থাকে, তত্ত্বাবধায়ক, manager ; কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ; প্রভু ; পরিদর্শক ; নিয়ন্তা। অধি—অক্ষ (সম্পন্ন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গোচর। অধিগত অক্ষকে (ইন্দ্রিয়কে), প্রাদি। বিণ।

অধ্যক্ষতা—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ; তত্ত্বাবধান। অধ্যক্ষ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অধ্যক্ষর—প্রণব, ওঁকার মন্ত্র। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অধ্যগ্নি—১। অগ্নিসমীপে। অগ্নির অধি (সমীপে), অব্যয়ী। অ। ২। বিবাহকালে অগ্নিসমীপে কন্যাকে প্রদত্ত ধন। অব্যয়ী। বি ; ক্লী।

অধ্যধীন—১। দাস। প্রাদি। বি ; পু। ২। সম্পূর্ণ অধীন। বিণ।

অধ্যবসান—অধ্যবসায়, উদ্যম ; একীভাব, অভেদ। অধি—অব—সো+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যবসায়—অবিচলিত যত্ন, কার্যসাধনে দৃঢ়তা, কার্যসাধনে অবিচলিত উৎসাহ, perseverance ; এই কাজ আমাকে করিতেই হইবে এইরূপ নিশ্চয় ; উপমেয়ের অধঃকরণ করিয়া উপমানের অভেদ স্থাপন। অধি—অব—সো (নষ্ট করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অধ্যবসায়ারূঢ়—কার্য করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। ২তৎ। বিণ।

অধ্যবসায়ী (-সায়িন্)—অধ্যবসায়বিশিষ্ট, অবিশ্রান্ত যত্নশীল, যে সংকল্পিত কার্য সাধন না করিয়া ছাড়িতে চায় না, কার্যসম্পাদন-বিষয়ে দৃঢ়ব্রত। অধ্যবসায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সায়িনী**।

অধ্যবসিত—সংকল্পিত ; আরব্ধ, অবলম্বিত। অধি—অব—সো+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যয়ন—পঠন, পড়া ; বেদপাঠ। অধি—ই+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যয়ননিরত, -রত—পাঠে নিযুক্ত। ৭তৎ। বিণ। [৭তৎ। বিণ।

অধ্যয়নমগ্ন—পাঠে তন্ময় ; পাঠনিরত।

অধ্যয়নশীল—পাঠনিরত, পড়িতে রত ; পঠনশীল। বহু। বিণ।

অধ্যয়নীয়—পঠনীয়, পাঠ্য। অধি—ই+অনীয় কর্ম। বিণ।

অধ্যর্ধ—অর্ধাধিক এক, সার্ধ, দেড়। অধি (অধিক) অর্ধ যাহাতে, বহু। বিণ।

অধ্যশন—জীর্ণ না হইলেও ভোজন, অজীর্ণে ভোজন। অধি (অধিক) অশন (ভোজন), প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অধ্যস্ত—ভ্রমবশে কল্পিত, আরোপিত, substituted. অধি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যাত্ম—১। আত্মবিষয়ক ; পরমাত্ম-সম্পর্কীয় ; চিত্তবিষয়ক ; দেহবিষয়ক ; দৈহিক। বিণ। ২। পরব্রহ্ম ; স্বভাব ; চৈতন্য ; আত্মতত্ত্ব। আত্মাকে অধিকার করিয়া, অব্যয়ী ; অধ্যাত্ম+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; ক্লী।

অধ্যাত্মতত্ত্ব—ঈশ্বরবিষয়ক সত্য, পরমেশ্বর-বিষয়ক তত্ত্ব। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অধ্যাত্মতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—ঈশ্বরবিষয়ক সত্যদ্রষ্টা। অধ্যাত্মতত্ত্ব বিদিত আছে যে. উপতৎ ; অধ্যাত্মতত্ত্ব—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অধ্যাত্মরামায়ণ—বেদব্যাস-রচিত কাব্য বিঃ [ইহাতে রামচরিত্রের আধ্যাত্মিক বর্ণনা ইঃ আছে]। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অধ্যাত্মা (-আত্মন্)—আত্মা ; জীবাত্মা ; পরমাত্মা। প্রাদি। বি ; পু।

অধ্যাত্মীয়—কাহারও নিজের সম্বন্ধীয়, আত্মসম্বন্ধীয়, subjective. অধ্যাত্মন্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অধ্যাপক—শিক্ষক, শিক্ষাগুরু, আচার্য, শিক্ষাদাতা ; কলেজের শিক্ষক। অধি—ণিজন্ত ই (=আপি)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**অধ্যাপিকা**।

অধ্যাপন—অধ্যয়ন করানো, শিক্ষাদান, পড়ানো, বেদাদি শাস্ত্র পড়ানো। অধি—ণিজন্ত ই (=আপি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**অধ্যাপিত**।

অধ্যাপনা—অধ্যাপন, পড়ানো। অধি—ই+ণিচ্+অন ভাব+স্ত্রী আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধ্যাপনীয়—শিক্ষণীয়, যাহা পড়াইতে হইবে। অধি—ই+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অধ্যাপয়িতা (-য়িতৃ)—অধ্যাপক, শিক্ষক, গুরু। অধি—ণিজন্ত ই (=আপি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**অধ্যাপয়িত্রী**।

অধ্যাপিত—কৃতাধ্যাপন, পাঠিত, যাহাকে পড়ানো হইয়াছে এমন। অধি—ণিজন্ত ই (=আপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যাবাহনিক—বিবাহের পর পতিগৃহে গমনকালে পিতৃকুল হইতে প্রাপ্ত স্ত্রীধন। অধি—আ—ণিজন্ত বহ্ (=বাহি)+অনট্ ভাব=অধ্যাবাহন, তদুত্তরে ইক (ঠন্) তাহা হইতে লব্ধ অর্থে। বি ; ক্লী।

অধ্যায়—গ্রন্থের অংশ বিঃ, গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ, chapter ; বেদের অংশ [পুরাণাদিতে সর্গ, বর্গ, পর্ব, পরিচ্ছেদ, স্কন্ধ, কাণ্ড, অঙ্ক, উল্লাস, উচ্ছ্বাস, স্তবক, পটল, প্রকরণ, আহ্নিক ইঃ শব্দ দ্বারা অধ্যায় অংশ প্রকাশিত হয়]। অধি—ই+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

অধ্যারূঢ়—আরোহণ করিয়াছে এতাদৃশ ; অধিক। অধি—আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অধ্যারোপ, অধ্যারোপণ—স্থাপন ; অধিষ্ঠান ; বিমোহ অর্থাৎ ভ্রান্তি, একে অন্য জ্ঞান [অতদ্রূপ বস্তুতে তদ্রূপ বস্তু কল্পনা ; বস্তুতে অবস্তুর আরোপ, সচ্চিদানন্দ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অজ্ঞানাদি সকল জড়ের আরোপ, অসর্পভূত রজ্জুতে সর্পারোপ]। অধ্যারোপ=অধি—আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোপি)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। অধ্যারোপণ=অধি—আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোপি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যারোহণ—আরোহণ ; স্কন্ধে ওঠা। অধি—আ—রুহ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যাস—১। উপবেশন ; অধিষ্ঠান। অধি—আস্ (উপবেশন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। মায়া ; প্রপঞ্চ, illusion ; একে অপরের ধর্ম স্থাপন ; আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তু জ্ঞান [যেমন পূর্বে সর্প দেখা থাকাতে তাহার অবয়ব সম্বন্ধে মনে যে ধারণা জন্মিয়াছে, তাহা দ্বারা পরে রজ্জু দেখিয়া রজ্জুকে সর্প বলিয়া জ্ঞান]। অধি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অধ্যাসন—অধিষ্ঠান ; উপস্থিতি ; উপবেশন, বসা। অধি—আস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যাসিত—১। অধিষ্ঠিত। অধি—আস্+ক্ত কর্তৃ। ২। অধিষ্ঠাপিত ; অধিরূঢ় ; নিবেশিত। অধি—ণিজন্ত আস্ (=আসি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যাসীন—উপবিষ্ট ; অধিষ্ঠিত। অধি—আস্+শান কর্তৃ। বিণ।

অধ্যাহরণ—অধ্যাহার (সকল অর্থে)। অধি—আ—হৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যাহার—অসম্পূর্ণ-বাক্য-পূরণার্থ পদান্তর যোজনা, অস্পষ্টার্থের পদান্তর যোজনা দ্বারা স্পষ্টীকরণ ; আকাঙ্ক্ষা-পূরক পদানুসন্ধান ; অন্যের উক্তি বা রচনাংশের উল্লেখ ; উহ্য বাক্য পূরণ ; বিতর্ক, অনুমান। অধি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অধ্যাহার্য—তর্ক্য ; উহ্য ; অনুসন্ধেয়। অধি—আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অধ্যাহৃত—তর্কিত, বিচারিত ; অনুসংহিত ; উদ্ধৃত (উক্তি বা রচনা) ; নিবেশিত, অনুপূরিত। অধি—আ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যুষিত—যে স্থানে বা যে দিকে বাস করা হইয়াছে বা হইতেছে এরূপ ; কৃতবাস, inhabited ; লোকের বসবাসযুক্ত ; অধিষ্ঠিত ; উপনিবিষ্ট। অধি—বস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যুষ্ট—খ্যাত, প্রসিদ্ধ। অধি—বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অধ্যুষ্ট্র—উষ্ট্রবাহিত শকটাদি। অধিকৃত উষ্ট্রকে, প্রাদি। বি ; পু।

অধ্যূঢ়—সমৃদ্ধ ; বৃদ্ধিযুক্ত। অধি—বহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অধ্যূঢ়া—১। সমৃদ্ধা, ঋদ্ধিযুক্তা, সম্যক বর্ধিতা ; অধিবেদন-দোষযুক্তা। অধ্যূঢ়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অধিবেদন-দোষযুক্তা স্ত্রী, যে স্ত্রী জীবিত থাকিতে যাহার স্বামী পুনরায় বিবাহ করে ; অনেক বিবাহকারী পুরুষের প্রথম বিবাহিতা স্ত্রী। অধি (উপরে) ঊঢ় (বিবাহ) যাহার, বহু+স্ত্রী আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধ্যেতব্য—পঠিতব্য, পঠনীয়। অধি—ই+তব্য কর্ম। বিণ।

অধ্যেতা (-তৃ)—অধ্যয়নকারী, শিষ্য, ছাত্র, বিদ্যার্থী ; পাঠক। অধি—ই+তৃন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**অধ্যেত্রী**।

অধ্যেষণ—সবিনয় জিজ্ঞাসা বা প্রবর্তন ; প্রার্থনা। অধি—ইষ্ (ইচ্ছা করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অধ্যেষণা—অধ্যেষণ (সকল অর্থে)। অধি—ইষ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অধ্রুব—অনিশ্চিত ; অস্থির ; পরিবর্তনশীল ; অনিত্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অন্ (নঞ্)—সাদৃশ্য অভাব অন্যত্ব অল্পতা অপ্রাশস্ত্য বিরোধ ইঃ সূচক অব্যয়।

অন—অন্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অন-অন—অন্যান্য ; পরস্পর। প্রা কপ্র। বিণ।

অনংশ—১। অংশরহিত ; ভাগের অযোগ্য ; দায়ভাগে অনধিকারী, সম্পত্তির ভাগে যাহার অধিকার নাই এমন। ন (নাই) অংশ যাহার, বহু। বিণ। ২। অংশভিন্ন বস্তু, অংশের অভাব। ন অংশ, নঞ্তৎ। বি ; পু।

অনংশা—১। অংশরহিতা ; ভাগের অযোগ্যা ; অংশের অনধিকারিণী। বহু। 'অনংশ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নন্দ ও যশোদার কন্যা। বি ; স্ত্রী।

অনক—অধম, নীচ। অন্ (শব্দ করা)+অ কর্তৃ+ক নিন্দার্থে। বিণ।

অনক্ষ—১। নিরিন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়শূন্য ; চক্রহীন।

ন (নাই) অক্ষ (ইন্দ্রিয় বা চক্র) যাহার, বহু। ২। অক্ষিশূন্য, নেত্রহীন, অন্ধ। ন (নাই) অক্ষি যাহার, বহু + ষচ্ সমাসান্ত। বিণ।

অনক্ষর—১। লুপ্তবর্ণ ; অপাঠ্য, দুষ্পাঠ্য ; বর্ণজ্ঞানহীন, নিরক্ষর, মূর্খ। ন (নাই) অক্ষর (বর্ণ) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অবাচ্য, নিন্দা। অন্ (কুৎসিত) অক্ষর যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

অনক্ষি—কুৎসিত চক্ষুঃ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অনগ—বৃক্ষরহিত ; পর্বতশূন্য (স্থান)। বহু। বিণ।

অনগণি—অসংখ্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অনগার—১। ঋষি, মুনি। বি ; পু। ২। গৃহহীন। বহু। বিণ।

অনগ্ন—যে উলঙ্গ নহে এরূপ ; আচ্ছাদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনগ্নি—১। অগ্নিরহিত, নিরগ্নিক ; দাহ-সংস্কার-বিহীন (শব)। বিণ। ২। যে ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনির্দিষ্ট অগ্নি রক্ষা করে না। ন (নাই) অগ্নি যাহার, বহু। বি ; পু।

অনঘ—নিষ্পাপ ; নির্মল ; দুঃখহীন ; মনোজ্ঞ। ন (নাই) অঘ (পাপ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনঙ্গ—১। অঙ্গহীন, নিরবয়ব। ন (নাই) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। ২। আকাশ ; চিত্ত। বি ; ক্লী। ৩। ছয় রিপুর মধ্যে একটি, কাম বা স্ত্রীপুরুষের সঙ্গলিপ্সা ; কন্দর্প, মদন, কামদেব [মদন যখন শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আরম্ভ করেন, তখন পরমযোগী সদাশিব কামকে দেখিয়াই অতি ক্রুদ্ধ হন। তখন শঙ্করের তৃতীয় নেত্র হইতে ক্রোধোদ্দীপিত অগ্নিশিখা ভীষণ মূর্তিতে নির্গত হইয়া কামদহনে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে কামদেব ভস্মীভূত হইলেন। অতঃপর কামদেব পুনর্বার অঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াও অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। ইহার অনেক নাম, যথা—কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, কাম, পঞ্চশর, স্মর, মনসিজ, কুসুমেষু, অনন্যজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মভূ ইঃ]। বি ; পু।

অনঙ্গক—চিত্ত, মন। অনঙ্গ + কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অনঙ্গপাল—ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুইজন রাজার নাম। (১) ৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অনঙ্গপাল-নামক তোমারবংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ নগরের সন্নিধানে দিলু নরপতি-প্রতিষ্ঠিত দিল্লী নগরীর পুনর্নির্মাণ করিয়া ঐ স্থানে স্বীয় রাজ্যস্থাপন করেন। (২) পূর্বোক্ত তোমারবংশীয় শেষ রাজার নামও অনঙ্গপাল। ইনি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পৃথ্বীরায়ের মাতামহ।

অনঙ্গ-ভীমদেব—গাঙ্গদেব নামক চোল-বংশীয় জনৈক রাজা। পুরী নগরীতে সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথদেবের মন্দিরে বিগ্রহের সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন বলিয়া বিদিত।

অনঙ্গমোহন—কামের মোহকারক ; মদন-মোহন, অতি সুন্দর। ৬তৎ। বিণ।

অনঙ্গলেখ—মদনলিপি, প্রণয়পত্রিকা। ৬তৎ। বি ; পু।

অনঙ্গারি—কামের শত্রু ; শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

অনঙ্গাসুহৃৎ (-সুহৃদ্)—মহাদেব। অনঙ্গের অসুহৃৎ (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু।

অনঙ্গুলি—আঙুলহীন ; ঠুঁটা। বহুব্রী। বিণ।

অনচ্ছ—যাহার মধ্য দিয়া আলোকরশ্মি ভেদ করিতে পারে না এমন, opaque ; অনির্মল, মলযুক্ত, ঘোলা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনছন—অচ্ছন্ন ; অধীর। প্রা কপ্র। বিণ।

অনঞ্জন—১। অঞ্জনরহিত, কজ্জলহীন, কাজলশূন্য। ন (নাই) অঞ্জন যাহার বা যাহাতে, বহু। ২। দোষশূন্য। ন—অন্জ্ + অনট্ কর্ম। বিণ। ৩। নিরঞ্জন পুরুষ, পরব্রহ্ম ; আকাশ। বহু। বি ; ক্লী।

অনটন—অচল হওন, গমনে বিরতি ; অভাব, অপ্রতুল। নঞ্ (অন্)—অট (চলা) + অনট্ ভাব। বি : ক্লী। [বাংপ্র। বিণ।

অনড়—যাহা নড়ে না এমন, অটল, স্থির, অচল।

অনডুহী—গবী, গাভী ('অনড্বান্' দ্রঃ)। অনডুহ্ + ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

অনড্বান্ (অনডুহ্)—বৃষ, ষাঁড়, বলদ। অনস্—বহ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**অনডুহী, অনড্বাহী**।

অনড্বাহী—গবী, গাভী বা গাই ('অনড্বান্' দ্রঃ)। অনডুহ্ + ঙীপ্, নিপা। বি ; স্ত্রী।

অনত—১। যে নত নহে এমন, অনবনত ; অবক্রীভূত ; ঋজু ; উন্নত ; অবিনীত ; গর্বিত, দাম্ভিক। ন নত, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অন্যস্থানে। <অন্যত্র। অ। ৩। অবনত। প্রা কপ্র। বিণ। [অ।

অনতহি—অন্যত্র, অপর স্থানে। প্রা কপ্র।

অনতি—অধিক নয়, মাঝামাঝি রকম। নঞ্‌তৎ। অ।

অনতিকাল—অধিক কাল নহে, অল্পসময়। ন অতিকাল, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনতিক্রম, অনতিক্রমণ—অতিক্রম না করণ, অনুল্লঙ্ঘন, অনতিবর্তন। নঞ্ (অন্)—অতি—ক্রম + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; পু ও ক্লী।

অনতিক্রমণীয়, অনতিক্রম্য—যাহা অতিক্রম করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নয় এরূপ, অনুল্লঙ্ঘনীয়, অনতি-বর্তনীয়। ন অতিক্রমণীয় বা অতিক্রম্য, নঞ্‌তৎ ; অথবা নঞ্ (অন্)—অতি—ক্রম্ + অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

অনতিক্রান্ত—যাহা অতিক্রম করা হয় নাই ; অনুল্লঙ্ঘিত ; অনতিবর্তিত ; অনতি-বাহিত, অযাপিত। ন অতিক্রান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিতপ্ত—যাহা অধিক উত্তপ্ত নয় এরূপ, ঈষদুষ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিদীর্ঘ—যাহা অধিক দীর্ঘ নয় এরূপ। ন অতিদীর্ঘ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিদূর—যাহা অধিক দূর নয় এরূপ, নিকট। ন অতিদূর, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিদূরবর্তী (-বর্তিন্)—অধিক দূরস্থিত নহে এরূপ, অনধিক দূরে অবস্থিত, অল্পদূরস্থ ; সমীপস্থ। উপতৎ ; অনতিদূর—বৃৎ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। [বিণ।

অনতিপূর্ব—অতিপূর্বে নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ।

অনতিবর্তক—অনুল্লঙ্ঘক, অনতিক্রম-কারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিকা**।

অনতিবর্তন—অনতিক্রমণ, অতিক্রম না করা, অনুল্লঙ্ঘন। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অনতিবর্তনীয়—অনুল্লঙ্ঘনীয়, অনতি-ক্রমণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিবর্তিত—অনতিক্রান্ত, অলঙ্ঘিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিবিলম্বে—অধিক বিলম্ব ব্যতিরিক্ত, বেশী দেরি না করিয়া। ন (নাই) অতিবিলম্ব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনতিবিস্তৃত—অল্পপ্রসর, অল্পব্যাপী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতিরিক্ত—যাহা অতিরিক্ত নহে এরূপ, অনত্যধিক ; অনতিক্রান্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনতীতবাল্য—যাহার বাল্যকাল শেষ হয় নাই এমন ; যে এখনও ছেলেমানুষ এমন। বহু। বিণ।

অনত্য—বিপদ্ ; সর্বনাশ ; মৃত্যু ; ধ্বংস ; বিলোপ। [<অনর্থ।] বি। **অনত্য-পাত করা**—ধ্বংস ঘটানো ; বিলোপ-সাধন করা ; বিপদ্ ঘটানো।

অনথ্য—শ্বেতসর্ষপ, গৌরসর্ষপ। বি ; পু।

অনদ্যতন—আজ বাদ দিয়া অতীত বা ভবিষ্যৎকাল। ন অদ্যতন, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনধিক—অল্প, অধিক নয়, মধ্যে, কম। ন অধিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিকার—অধিকারাভাব, স্বত্বহীনতা, অধিকারশূন্যতা। ন অধিকার, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনধিকারচর্চা—যাহাতে অধিকার নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ বা তাহা লইয়া আলো-

চনা, যে বিষয়ে যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নাই অথবা যাহা কর্তব্যবহির্ভূত তাহাতে হস্তক্ষেপ বা তাহার আলোচনা। অনধিকারের অর্থাৎ অধিকারশূন্য বিষয়ের চর্চা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনধিকারচর্চী (-চর্চিন্)—যাহাতে অধিকার নাই এরূপ বিষয়ের আলোচনাকারী ; কোন বিষয়ে অযাচিতভাবে বা অকারণে হস্তক্ষেপকর্তা। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী. **-চর্চিনী**।

অনধিকারপ্রবেশ—যাহাতে অধিকার নাই এমন স্থানে প্রবেশ ; বিনা অনুমতিতে প্রবেশ ; নিষিদ্ধ স্থানে প্রবেশ, trespass. ন (নাই) অধিকার যাহাতে, বহু ; সেরূপ প্রবেশ, কর্মধা। বি ; পু।

অনধিকারী (-কারিন্)—অধিকারশূন্য ; স্বত্বহীন ; অস্বত্ববান্ ; অস্বামী ; দখলিকার নহে এরূপ। ন অধিকারী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী. **-কারিণী**।

অনধিকৃত—অধিকৃত নহে এরূপ, অধিকারভুক্ত নয় এরূপ, যাহাতে দখল নাই। ন অধিকৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিগত—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত ; অবিদিত, অজ্ঞাত ; অপঠিত, অনধীত। ন অধিগত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিগম—অপ্রাপ্তি ; না বোঝা ; অপঠন ; অনায়ত্ততা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনধিগম্য—অগম্য, যাহার মধ্যে বুদ্ধি প্রবেশ করে না, বুদ্ধির অতীত। ন অধিগম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধিষ্ঠিত—১। অস্থাপিত ; অপ্রতিষ্ঠিত ; অনুত্থাপিত ; অনারোপিত ; অব্যবস্থিত। ন—অধি—স্থা+ক্ত কর্ম। ২। অনুপস্থিত ; অনুপবিষ্ট, অনাসীন। ন—অধি—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনধীত—অপঠিত, যাহা অধ্যয়ন করা হয় নাই এরূপ। ন অধীত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধীন—কাহারও অধীন নহে এরূপ, অপরবশ ; স্ববশ, আত্মবশ ; স্বাধীন, স্বতন্ত্র। ন অধীন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধীশ—অধীশ্বরশূন্য ; অনিয়ন্ত্রিত ; অরাজক। ন (নাই) অধীশ যাহার, বহু। বিণ।

অনধ্যক্ষ—অপ্রত্যক্ষ, অদৃষ্টিগোচর, অদৃশ্য ; অননুভবনীয় ; কর্তৃত্বের অনধিকারী ; অধ্যক্ষ হইবার অযোগ্য। ন অধ্যক্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনধ্যায়—অধ্যয়নাভাব, পাঠাভাব ; যে কালে বা দিবসে অধ্যয়ন নাই বা নিষিদ্ধ ; বচ্চাভাব। ন অধ্যায়, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অননুকরণীয়—অনুকরণের অসাধ্য বা অযোগ্য, যাহার অনুকরণ করিতে পারা যায় না অথবা করা কর্তব্য নয় এমন। ন অনুকরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুকূল—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত। ন অনুকূল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুগত—অবাধ্য ; অসহগামী ; অপশ্চাদ্‌গামী। ন অনুগত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুজ্ঞাত—অননুমত, যাহাতে অনুজ্ঞা বা অনুমতি লাভ হয় নাই এমন ; যাহাকে আদেশ করা হয় নাই এমন। ন অনুজ্ঞাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুধ্যাত—অনালোচিত, অননুশীলিত ; অচিন্তিত ; অস্মৃত। ন অনুধ্যাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভবনীয়—বোধের অতীত, যাহা অনুভব করিয়া পাওয়া যায় না এমন। ন অনুভবনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুভূত—যাহা অনুভব করা হয় নাই এরূপ। ন অনুভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অননুভূতপূর্ব—পূর্বে যাহা অনুভব করা হয় নাই এরূপ। ন অনুভূতপূর্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমত—অননুজ্ঞাত, মতের বিরুদ্ধ। ন অনুমত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমিত—কার্যকারণাদি দেখিয়া যাহার অনুমান করা যায় নাই এরূপ, পূর্বে অনবধারিত। ন অনুমিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমেয়—যাহা অনুমান করিতে পারা যায় না এরূপ ; অবোধ্য। ন অনুমেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুমোদন—অনুমোদনাভাব, অনুমোদন না করা, আহ্লাদপূর্বক সম্মতি না দেওয়া ; অগ্রাহ্য বা বাতিল করা ; অসম্মতি, অস্বীকৃতি। ন অনুমোদন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অননুমোদিত—যাহার অনুমোদন করা হয় নাই এরূপ, মতবিরুদ্ধ। ন অনুমোদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুরূপ—বিসদৃশ ; অযোগ্য। ন অনুরূপ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অননুশীলন—অনুশীলনাভাব, আলোচনা না করা। নঞ্ (অন্)—অনু—শীল (প্রবৃত্ত হওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অননুশীলিত—যাহার অনুশীলন করা হয় নাই এরূপ। ন অনুশীলিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অননুষ্ঠান—অকরণ, কার্যতঃ না করা, অবিধান। ন অনুষ্ঠান, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অননুষ্ঠিত—যাহার অনুষ্ঠান করা হয় নাই এরূপ, অকৃত। ন অনুষ্ঠিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনন্ত—১। অন্তহীন, অশেষ ; অনবধি, অসীম ; অনশ্বর, অক্ষয়। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্রহ্ম ; আকাশ। বি ; ক্লী। ৩। বিষ্ণু ; বলদেব ; মেঘ ; নিসিন্দা গাছ ; সর্পরাজ, শেষ নাগ [ইঁহার আর এক নাম শেষ। কদ্রুর গর্ভে মহামুনি কশ্যপের ঔরসে ইঁহার জন্ম। তুষ্টির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ভ্রাতৃগণের অসদাচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া ইনি তপস্যার্থ গমন করেন। দীর্ঘকাল সুকঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া অভীষ্ট বর লাভ করেন। ব্রহ্মার আদেশে অনন্তরাজ পাতালে গমন করিয়া স্বীয় মস্তকোপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন]। ন (নাই) অন্ত (শেষ বা ক্ষয়) যাহার, বহু। বি ; পু। ৪। স্ত্রীলোকের বাহুভূষণ বিঃ, উপর হাতের এক প্রকার তাগা। বাংপ্র। বি।

অনন্তকাল—অনন্ত সময়, চিরকাল। কর্মধা। বি ; পু।

অনন্তকালব্যাপী (-ব্যাপিন্)—আবহমানকালব্যাপী, চিরকাল যাবৎ ব্যাপ্তিশীল। অনন্তকালকে ব্যাপে যে এই বাক্যে, উপতৎ ; অনন্তকাল—বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী. **-ব্যাপিনী**।

অনন্তকালস্থায়ী (-স্থায়িন্)—চিরকালস্থিতিশীল। অনন্তকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থায়িনী**।

অনন্তগতি—১। চিরপ্রবাহিত, যাহার গতির কখনও বিরাম হয় না (নদী, বায়ু)। বহু। ২। বন্ধনমুক্ত ; মুক্ত। অনন্তে (ব্রহ্মে) গতি যাহার, বহু। ৩। সর্বত্রগ, সকলস্থানগামী। অনন্তে (বিশ্বে) গতি যাহার, বহু। বিণ। ৪। নিরবচ্ছিন্ন গমন। অনন্ত গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অনন্ত-চতুর্দশী—ভাদ্রমাসের শুক্লা চতুর্দশী। এই দিনে অনন্ত-ব্রত সম্পাদিত হয়। অনন্ত-প্রাপিকা (ব্রহ্ম-প্রাপিকা) চতুর্দশী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অনন্তজিৎ—চতুর্দশ জৈন তীর্থঙ্কর। উপতৎ ; অনন্ত—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অনন্তদাস—প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবকর্তা। ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। কাহারও মতে, অনন্ত রায়, অনন্ত দাস ও অনন্ত আচার্য একই ব্যক্তি, কাহারও মতে তিনজন, আবার কাহারও মতে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের নামান্তর বিশেষ।

অনন্তদেব—বিষ্ণু। কর্মধা। বি ; পু।

অনন্তনিদ্রা—যে নিদ্রার অন্ত নাই অর্থাৎ মৃত্যু। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অনন্তপ্রকার—অশেষবিধ, বহু রকমের। অনন্ত প্রকার যাহার, বহু। বিণ।

অনন্তপ্রবাহ—১। বায়ু; নদী। অনন্ত প্রবাহ যাহার, বহু। ২। যে স্রোতের শেষ নাই। অনন্ত প্রবাহ, কর্মধা। বি; পু। বিণ, **-বাহী** (-হিন্)।

অনন্তবাহু—অসংখ্য ভুজবিশিষ্ট ('— ঈশ্বর')। বহু। বিণ।

অনন্তবিজয়—যুধিষ্ঠিরের শঙ্খের নাম। অনন্তের বিজয় হইয়াছে যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

অনন্তবীর্য—১। অসীম বীর্যসম্পন্ন। বিণ। ২। ভাবী কল্পে জিনদিগের যে ২৪ জন তীর্থকর জিন হইবেন, তাহার মধ্যে ত্রয়োবিংশ তীর্থকর জিন। অনন্ত হইয়াছে বীর্য যাহার, বহু। বি; পু।

অনন্ত-ব্রত—ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে করণীয় ব্রত বিঃ। কুশ বা রৌপ্য নির্মিত বিষ্ণুকে পটে রাখিয়া চতুর্দশ প্রকার ফল ও নানাপ্রকার নৈবেদ্য দিয়া এই পূজা করণীয়। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই এই ব্রত করিতে পারেন। চৌদ্দ বৎসর এই ব্রত পালন করিতে হয়। পঞ্চদশবর্ষে উদ্যাপন হয়। বি; ক্লী।

অনন্তমূল—ঔষধি বিঃ। অনন্ত মূল যাহার, বহু। বি; পু।

অনন্তযাত্রা—যে যাত্রার কখনও শেষ হয় না, মহাযাত্রা। অনন্তা যাত্রা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তর—১। ব্যবধানাভাব, অব্যবধান; সমীপ। ন অন্তর, নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। পশ্চাদ্বর্তী; সন্নিহিত; অব্যবহিত। ন (নাই) অন্তর (ব্যবধান) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। অব্যবহিতরূপে, (তাৎপর্যার্থ) ঠিক পরে। ন (নাই) অন্তর যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনন্তরজ—পশ্চাৎজাত, অনুজ; অনুলোম-জাত; পুরুষ অপেক্ষা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। উপতৎ; অনন্তর—জন্ +ড কর্তৃ। বিণ।

অনন্তরায়—১। বাধার অভাব। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বাধাহীন। বহু। বিণ।

অনন্তরাশি—(গণিত শাস্ত্রে) যে রাশির বা সংখ্যার শেষ সীমা নাই। কর্মধা। বি; পু।

অনন্তরূপ—১। অনন্তদেব, বিষ্ণু। অনন্ত রূপ যাহার, বহু। বি; পু। ২। ব্রহ্ম। বি; ক্লী। ৩। অসংখ্য আকারযুক্ত; অশেষপ্রকার। বিণ। ৪। অসংখ্য আকার; অনেক রকম। কর্মধা। বি; ক্লী।

অনন্তশয়ন—১। অনন্তশয্যা, যে শয্যার অন্ত নাই, বিষ্ণুর শয্যা; অনন্তনাগরূপ শয্যা। কর্মধা ও রূপক কর্মধা। ২। অশেষ নিদ্রা, যে ঘুম কখনও ভাঙ্গে না, অর্থাৎ মৃত্যু। কর্মধা। বি; ক্লী। ৩। অশেষ শয্যাবিশিষ্ট। অনন্ত শয়ন যাহার, বহু। বিণ।

অনন্তশয্যা—১। বিষ্ণুর শয্যা। ৬তৎ। ২। চিরশয্যা, অনন্ত শয়ন, অর্থাৎ মৃত্যু; যে বিছানা চিরকাল পাতা থাকে কখনও গুটানো হয় না। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনন্তশয্যাশায়ী (-শায়িন্)—অনন্ত-নাগরূপ শয্যায় শয়নকারী; সর্বক্ষণ শয্যায় শয়নকারী। উপতৎ; অনন্তশয্যা—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অনন্তশীর্ষ, -শীর্ষা (-শীর্ষন্)—১। অসংখ্য মস্তকবিশিষ্ট, বহুমুণ্ড। বিণ। ২। বাসুকি। বহু। বি; পু।

অনন্তশীর্ষা—১। অসংখ্য মস্তকবিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। বাসুকির পত্নী। অনন্ত-শীর্ষ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনন্তা—১। অন্তহীনা, শেষরহিতা, অশেষা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী; দুর্গা; দূর্বা; অনন্তমূল; গুড়ুচি; আমলকী; হরীতকী; পিপ্পলী। ন (নাই) অন্ত যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনন্বয়—১। অন্বয়শূন্য, পরস্পর সম্বন্ধ-রহিত। ন (নাই) অন্বয় যাহার, বহু। বিণ। ২। অর্থালংকার বিঃ; যেস্থানে একই বস্তুকে একই বাক্যে উপমান ও উপমেয়রূপে নির্দেশ করা হয়। বহু। ৩। সম্বন্ধাভাব; অসংগতি। ন অন্বয়, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনন্বয়ী (-য়িন্)—অন্বয়শূন্য, যাহার অন্বয় হয় না এমন। ন অন্বয়ী, নঞ্তৎ। বিণ। **অনন্বয়ী অব্যয়**—যে সকল অব্যয় শব্দের সহিত বাক্যান্তর্গত অন্য কোন শব্দের ব্যাকরণগত সম্বন্ধ থাকে না তাহারা, interjection.

অনন্বিত—পূর্বাপর সম্বন্ধশূন্য; নিঃসম্পর্ক, সম্পর্কশূন্য; অসংগত, অসংলগ্ন; শূন্য, বিরহিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্য—১। অভিন্ন; যাহা অন্য নহে এমন। ন অন্য, নঞ্তৎ। ২। অদ্বিতীয়; অন্যের সহিত সম্পর্কশূন্য; একমাত্র, unique বিণ। ২। বিষ্ণু। ন (নাই) অন্য অর্থাৎ সদৃশ ব্যক্তি যাহার, বহু। বি; পু।

অনন্যকর্মা (-কর্মন্)—অন্য কার্যশূন্য, যাহার অন্য কর্ম নাই অর্থাৎ কোনও বিশেষ কার্যসাধনার্থ অন্য সকল কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে এরূপ; একমাত্র কর্মে রত। ন (নাই) অন্যকর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যগতি—১। গত্যন্তরশূন্য, যাহার অন্য গতি বা উপায় নাই, নিতান্ত নিঃসহায় বা নিরুপায়; একাশ্রয়। ন (নাই) অন্য গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। অন্য উপায়ের অভাব। অন্যা গতি, কর্মধা; ন অন্যগতি, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনন্যগতিক—উপায়ান্তররহিত, গত্যন্তরশূন্য, একাশ্রয়। ন (নাই) অন্যা গতি যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ।

অনন্যগামী (-গামিন্)—অন্য বিষয়ে বা অপর স্থানে কিংবা অন্য কাহারও নিকট যে গমন করে না; অন্যের সহিত সংগম-রহিত; একাসক্ত; একানুরক্ত। ন অন্যগামী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী. **-গামিনী**।

অনন্যচিত্ত—একবিষয়ে নিবিষ্টচিত্ত, অনন্য-মনা, একাগ্রচিত্ত, অভিনিবিষ্ট। অনন্য হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যচিত্তে—তদ্গতমনে, অন্য বিষয়ে মন না দিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

অনন্যচিন্তা—অন্য বিষয়ের ভাবনা না করা; একই বিষয় ভাবা। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনন্যজ—বিষ্ণুজাত অনঙ্গ, কামদেব। ন অন্যজ, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনন্যতন্ত্র—অপরাধীন, স্বাধীন; স্বকীয়, নিজ; অসাধারণ, অসামান্য; মৌলিক। অন্য তন্ত্র (প্রধান) যাহাতে, বহু; ন অন্যতন্ত্র, নঞ্তৎ। বিণ। বি, **-তন্ত্রতা**।

অনন্যদৃষ্টি—অন্য কোন দিকে বা বিষয়ে দৃষ্টিহীন, লক্ষিত বিষয় হইতে ভিন্ন বিষয়ে দৃষ্টিহীন, একমাত্র লক্ষ্যদর্শী। ন (নাই) অন্যতে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যধর্মা (-ধর্মন্)—যাহার অন্য কোনও ধর্ম নাই এরূপ, যে একমাত্র ধর্ম আশ্রয় করিয়া আছে, একধর্মা। ন অন্যধর্মা, নঞ্তৎ। [অন্যধর্মা—অন্য ধর্ম যাহার, বহু; সমাসান্ত অন্ প্রত্যয়। অকারান্ত অনন্যধর্ম পদই সাধু]। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অনন্যনিবৃত্তি—অন্য হইতে যাহার বিরতি বা নিবারণ হয় না এরূপ। ন (নাই) অন্য হইতে বা অন্য দ্বারা নিবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যপূর্ব—যাহা অন্যপূর্ব নহে এরূপ, যাহা পূর্বে অন্যের ছিল না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যপূর্বা—১। যে অন্যপূর্বা নহে এমন; যাহার পূর্বে অন্য কিছু বা কেহ নাই এমন। অনন্যপূর্ব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রীর পূর্বে বিবাহ হয় নাই, অবিবাহিতা বালিকা, কুমারী; অন্যের দ্বারা অনুপভুক্তা নারী। ন অন্য পূর্বে যাহার বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনন্যবৃত্তি—একমাত্র বৃত্তি বা কার্য যাহার; যাহার অন্য কর্ম বা প্রচেষ্টা নাই এমন; অনন্তবিষয়, একাগ্রচিত্ত; একাগ্র। ন

(নাই) অন্যে বৃত্তি (প্রবৃত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যব্রত—যাহার অন্য ব্রত নাই এমন; একমাত্র কার্যনিষ্ঠ। ন (নাই) অন্য ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যব্রতা—১। একমাত্র ব্রতপরায়ণা; একনিষ্ঠা। বিণ; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রীর পতিসেবা ব্যতীত অন্য ব্রত নাই, পতিব্রতা রমণী। অনন্যব্রত+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনন্যমতি, অনন্যমন, অনন্যমনস্ক—অনন্যচিত্ত, অনন্যমনাঃ, একাগ্রচিত্ত, এক-বিষয়ে নিবিষ্ট, অভিনিবিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যমনাঃ (-মনস্) (> -মনা)—যাহার অন্য কোনও দিকে বা বিষয়ে মন নাই এরূপ, লক্ষ বিষয়ে একাগ্রচিত্ত। ন (নাই) অন্যতে মনঃ (মনস্) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অনন্যমনে—একাগ্রচিত্তে। বহু। ক্রি-বিণ।

অনন্যশরণ—যাহার অপর আশ্রয় নাই এমন; যাহার অপর গৃহ নাই এমন। ন (নাই) অন্য শরণ যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যসম্ভাবিতা—অবশ্যম্ভাবিতা; অবশ্যই ঘটিবে এইরূপ সম্ভাবনার ভাব, inev.tab.lity. ন (নহে) অন্যসম্ভাবিতা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনন্যসহায়—যাহার অপর সাহায্যকারী নাই এমন। ন (নাই) অন্য সহায় যাহার, বহু। বিণ।

অনন্যসাধারণ—অন্যের সহিত সমান নয় এরূপ, অসাধারণ; যাহাতে অন্যের অংশ বা অধিকার নাই এমন। অন্যের সহিত সাধারণ (তুল্য বা একবিধ)=অন্যসাধারণ ৩তৎ; ন অন্যসাধারণ, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সাধারণী**।

অনন্যসাপেক্ষ—স্বাধীন, যাহা অন্যের উপর নির্ভরণীয় নহে এরূপ; অন্য দ্রব্যের কথা না ভাবিয়াও যাহার অর্থ বুঝিতে পারা যায় এমন, absolute (যেমন জল বলিলে তাহার সম্বন্ধে সোজাসুজি ধারণা জন্মে)। ন অন্যসাপেক্ষ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যসুলভ—যাহা অন্যের মধ্যে সহজে পাওয়া যায় না বা দৃষ্ট হয় না এমন; অসামান্য, অসাধারণ; বিশিষ্ট। অন্যে সুলভ=অন্যসুলভ, ৭তৎ; ন অন্যসুলভ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনন্যোপায়—অনন্যগতিক, যাহার অন্য উপায় নাই এমন। ন (নাই) অন্য উপায় যাহার, বহু। বিণ।

অনপকর্মা (-কর্মন্)—হীনকার্যরহিত, যে খারাপ কাজ করে না এমন। ন (নাই) অপকর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অনপকার—অনহিত, অক্ষতি, কাহারও অপকার বা অনিষ্ট না করা। ন অপকার, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনপকারক—অনপকারী, যে অপকার করে না; নিরীহ। ন অপকারক, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

অনপকারী (-কারিন্)—অনপকারক, অক্ষতিকর, অননিষ্টকর্তা; নিরীহ। ন অপকারী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অনপক্ষেপ—অপ্রত্যাখ্যান। ন অপক্ষেপ, নঞ্তৎ। বি; পু। বিণ—**অনপক্ষেপ্য** (অপ্রত্যাখ্যানীয়)।

অনপচয়—অপচয়াভাব, ক্ষয়শূন্যতা। ন অপচয়, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনপচিত—অক্ষয়িত; অনাশিত; উপেক্ষিত। ন অপচিত (ক্ষয়িত বা পুজিত), নঞ্তৎ। বিণ।

অনপত্য—অপত্যশূন্য, নিঃসন্তান; যাহার সন্তান জন্মে নাই এমন, অজাতাপত্য; যাহার সন্তান জন্মিয়াছিল বটে কিন্তু এখন বিদ্যমান নাই এমন, মৃতাপত্য। ন (নাই) অপত্য যাহার, বহু। বিণ।

অনপত্রপ—অনির্লজ্জ, সলজ্জ, লজ্জাশীল। অপ (অপগতা) ত্রপা (লজ্জা) যাহার সে অপত্রপ, বহু; ন অপত্রপ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনপরাধ—১। নির্দোষ। ন (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **অনপরাধা**। ২। অপরাধাভাব, নির্দোষতা, অপরাধ না থাকা। ন অপরাধ, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনপরাধী (-রাধিন্)—নির্দোষ, নিরপরাধ। ন অপরাধী, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রাধিনী**।

অনপায়ী (-পায়িন্)—অপায়রহিত, অবিনশ্বর। ন অপায়ী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-পায়িনী**।

অনপেক্ষ—নিরপেক্ষ, কাহারও অপেক্ষা করে না এরূপ। ন (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ। বি—**অনপেক্ষতা, অনপেক্ষত্ব**।

অনপেক্ষিত—অপ্রত্যাশিত, অসম্ভাবিত, অতর্কিত। ন অপেক্ষিত, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অনপেক্ষী (-পেক্ষিন্)—অপেক্ষাশূন্য, স্বাবলম্বী। ন অপেক্ষী, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পেক্ষিণী**।

অনপেত—যাহা অপেত (অপগত) নহে এমন, বিদ্যমান; যুক্ত, বিশিষ্ট। ন অপেত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবকাশ—১। অবকাশাভাব, অনবসর, অবকাশরাহিত্য; অব্যবধান; ফাঁক বা অবকাশ না থাকা। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। অবকাশশূন্য; অব্যবহিত; ঘনসন্নিবিষ্ট। ন (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অনবগত—অবিদিত, অজ্ঞাত। ন অবগত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবগীত—দোষশূন্য, অনিন্দিত। ন অবগীত (নিন্দিত), নঞ্তৎ। বিণ।

অনবগুণ্ঠিতা—অবগুণ্ঠন-রহিতা, মুখে ঘোমটা দেয় নাই এরূপ (স্ত্রী)। ন অবগুণ্ঠিতা, নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অনবগ্রহ—১। অবাধ, অপ্রতিবদ্ধ। ন (নাই) অবগ্রহ (বাধা) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ২। বৃষ্টির প্রতিবন্ধের অভাব। ন অবগ্রহ, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনবচ্ছিন্ন—নিরবচ্ছিন্ন, ধারাবাহিক। ন অবচ্ছিন্ন, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবচ্ছেদ—ধারাবাহিকতা, continuity. ন অবচ্ছেদ, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনবদ্য—নির্দোষ; অনিন্দ্য; হৃদয়গ্রাহী; অনুমোদনীয়। ন অবদ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবদ্যাঙ্গ—সুন্দর। ন (নয়) অবদ্য (নিন্দনীয়) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গী**।

অনবধান—১। অমনোযোগী, অযত্নপরায়ণ, উপেক্ষাকারী। ন (নাই) অবধান যাহার, বহু। বিণ। বি, **-নতা** ২। অমনোযোগ; অযত্ন, উপেক্ষা। ন অবধান, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনবধি—অবধিহীন, অন্তহীন; নিরবধি। ন (নাই) অবধি যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অনববাদক—উপদেশ অগ্রাহ্যকারী, আদেশ অমান্যকারী ('সেই অনববাদক গোধা রাজকুমার'—জাতক)। ন অববাদক, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবমাননীয়—পূজনীয়; সম্মানের যোগ্য; যে অবজ্ঞার পাত্র নহে এমন। ন অবমাননীয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবর—অকনিষ্ঠ; অবরিষ্ঠ; অনিকৃষ্ট, সমান বা শ্রেষ্ঠ; প্রধান; অন্যূন। ন অবর, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবরত—১। নিরন্তর, অবিরাম। বিণ। ২। সতত, অবিশ্রামরূপে। ন (নাই) অবরত (বিরাম) যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনবরার্ধ্য—প্রধান, শ্রেষ্ঠ; উৎকৃষ্ট, উত্তম। নঞ্তৎ। বিণ।

অনবরুদ্ধ—অবরোধহীন, যে বা যাহা আটক নহে এমন। ন অবরুদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনবরোধ—১। অবরোধাভাব, অনিরোধ ; না বাঁধা ; না আটকান ; স্ত্রীলোকদিগকে আটকাইয়া না রাখা ; স্ত্রীস্বাধীনতা ; অবাধা ; বিঘ্নাভাব। ন অবরোধ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অবরোধ শূন্য। বহু। বিণ।

অনবলম্ব, অনবলম্বন—১। অবলম্বনশূন্য, নিরাশ্রয় ; নিঃসহায়। ন (নাই) অবলম্ব বা অবলম্বন যাহার, বহু। বিণ। ২। আশ্রয়শূন্যতা, অবলম্বনহীনতা। ন অবলম্ব, অবলম্বন, নঞ্‌তৎ। বি ; পু, স্ত্রী।

অনবলোভন—গর্ভিণীর চতুর্থ মাসে কর্তব্য গর্ভসংস্কার। ন (অন্)—অব—লুভ (লোভ করা) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনবসর—১। অবসরাভাব, অনবকাশ ; অসময়, অনুপযুক্ত সময়। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অনুপযুক্ত কালে কৃত বা ঘটিত। ন (নাই) অবসর (যোগ্য কাল) যাহাতে, বহু। বিণ।

অনবসাদ—অবসাদের অভাব ; তেজস্বিতা। ন অবসাদ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনবসিত—অসমাপ্ত ; অপরিণত ; অনিশ্চিত। ন অবসিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি —**অনবসান**।

অনবস্কর—আবর্জনাশূন্য, জঞ্জালরহিত, মলশূন্য, নির্মল, পরিষ্কৃত। ন (নাই) অবস্কর যাহাতে, বহু। বিণ।

অনবস্থ—অস্থায়ী ; অপ্রতিষ্ঠ, অস্থিতিশীল, unstable. ন (নাই) অবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

অনবস্থা—অবস্থার অভাব ; অস্থিরতা ; অনিশ্চয় ; অবিশ্রান্তি, তর্কের দোষ বিঃ, যে তর্কে উপপাদ্য ও উপপাদকের বিরাম থাকে না। ন অবস্থা (স্থিরতা), নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনবস্থান—১। বায়ু। বি ; পু। ২। চঞ্চল। বহু। বিণ। ৩। না থাকা, অবস্থানের অভাব। ন অবস্থান, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনবস্থিত—অব্যবস্থিত, অস্থির, চঞ্চল ; অবস্থাহীন, সংস্থানবিহীন, অসচ্ছল। ন অবস্থিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবস্থিতচিত্ত—অস্থিরচিত্ত, ক্ষণে ক্ষণে যাহার মতের পরিবর্তন হয় এরূপ। অনবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অনবস্থিতি—না থাকা ; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ; ইন্দ্রিয়সংযমাভাব ; কামুকতা। ন অবস্থিতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনবহিত—অনবধান, অমনোযোগী, অযত্নশীল, উপেক্ষাপরায়ণ। ন অবহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনবাপ্ত—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ। ন অবাপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজাত—অসৎকুলোৎপন্ন, অভদ্রবংশজাত, অকুলীন ; সমাজের নিম্নস্তরের। ন (নয়) অভিজাত (ভদ্রবংশজাত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিজ্ঞ—অভিজ্ঞতাশূন্য, অজ্ঞান, মূর্খ ; অনিপুণ ; অপরিচিত, অনভ্যস্ত। ন অভিজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, -তা।

অনভিপ্রেত—অনভিমত ; অবাঞ্ছিত, অনভীষ্ট ; অনুদ্দিষ্ট। ন অভিপ্রেত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিব্যক্ত—অস্পষ্ট-প্রকাশিত, অব্যক্ত, অস্ফুট, অবিস্পষ্ট। ন অভিব্যক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, -**ব্যক্তি**।

অনভিভবনীয়—অনতিক্রমণীয়, অপরাজেয়, অভিভবের অযোগ্য। ন অভিভবনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিভূত—অব্যাহত ; অপরাজিত ; অব্যাকুল। ন অভিভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিমত—অনভিপ্রেত, অসম্মত, অননুমোদিত। ন অভিমত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিমান—১। অভিমানশূন্যতা ; নিরহংকারতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। নিরভিমান, নিরহংকার। ন (নাই) অভিমান যাহার, বহু। বিণ।

অনভিলষণীয়—অবাঞ্ছনীয়, অকামনীয়। ন অভিলষণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিলষিত—অনভীষ্ট, অনীপ্সিত, অবাঞ্ছিত। ন অভিলষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিলাষ—অনিচ্ছা। ন অভিলাষ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনভিলাষী (-ষিন্)—অনিচ্ছুক, উদাসীন। ন অভিলাষী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**লাষিণী**।

অনভিষঙ্গ—পুত্রাদির সুখদুঃখাদিতে স্বয়ং সুখী দুঃখী ইত্যাদিরূপ ভাবনালক্ষণ আসক্তিহীনতা। ন অভিষঙ্গ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনভিস্যন্দী (-ন্দিন্)—যাহা চুয়াইয়া পড়ে না এরূপ ; অক্ষরণশীল। ন অভিস্যন্দী, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভিস্নেহ—স্নেহবর্জিত। বহু। বিণ।

অনভিহিত—যাহাকে প্রধানভাবে নির্দেশ করা হয় নাই এমন ; অনুক্ত ; যাহার নাম দেওয়া হয় নাই এমন, অনাখ্যাত। ন অভিহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভ্যস্ত—অভ্যাসরহিত, যাহার কোন বিষয়ে অভ্যাস নাই এমন ; অনায়ত্তীকৃত, অশিক্ষিত, অকণ্ঠস্থ। ন অভ্যস্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনভ্যাস—১। অভ্যাসের অভাব, অভ্যাস না করা, অননুশীলন। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অভ্যাসশূন্য। ন (নাই) অভ্যাস যাহার, বহু। বিণ।

অনভ্রবৃষ্টি—বিনামেঘে জল ; অতর্কিতোপপন্ন বা অকস্মাৎ সংঘটিত বিষয়। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অনম—যে নত বা প্রণত হয় না, ব্রাহ্মণ। ন (অ)—নম (নমস্কার করা) + অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অনমনীয়, অনম্য—যাহা নমনসাধ্য নহে, যাহা নত করা যায় না। ন নমনীয়, নম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমস্য—নমস্কারের অযোগ্য, অপ্রণম্য। ন নমস্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমিত—যাহাকে নত করা হয় নাই এমন ; অজিত, অপরাভূত। ন নমিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনমিত্র—১। যে শত্রু নহে। বি ; স্ত্রী। ২। বৃষ্ণির পৌত্র এবং সুমিত্রের পুত্র। ন মিত্র—অমিত্র, নঞ্‌তৎ ; ন অমিত্র, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনম্বর—১। অম্বরহীন, বিবস্ত্র, নগ্ন। ন (নাই) অম্বর (বসন) যাহার, বহু। বিণ। ২। দিগম্বর শ্রেণীর জৈন, বৌদ্ধ ক্ষপণক। বি ; পু। ৩। (আবরণশূন্য বলিয়া) আকাশ ("অনম্বর পথে সুকেশিনী"—মাইকেল।) বি ; স্ত্রী।

অনয়—১। নীতিজ্ঞানশূন্য, নীতিবিহীন। ন অর্থাৎ নাই নয় অর্থাৎ নীতিজ্ঞান যাহার, বহু। বিণ। ২। পানস্ত্রীমৃগয়াদি ব্যসন ; বিপদ্ ; অশুভ, দৈব ; দুর্নীতি। ন (নয়) নয়, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনর্কচতুর্দশী—কার্তিকমাসের শুক্লা চতুর্দশী [কাশীতে এই উপলক্ষে মেলা ও উৎসব হয়। ইহা হনুমানের জন্মতিথি]। বি ; স্ত্রী।

অনরথ—অনর্থ। প্রা কপ্র। বি।

অনরণ্য—১। সূর্যবংশীয় নরপতি বিঃ, মহারাজ বাণের পুত্র। ন (নাই) অরণ্য যাঁহার, বহু। বি ; পু। ২। বনশূন্য। ন (নাই) অরণ্য যথায়, বহু। বিণ।

অনর্গল—১। অর্গলহীন, যাহার খিল নাই এমন ; স্বেচ্ছাচারী, উচ্ছৃঙ্খল ; অবিরত ; নিয়মহীন ; অবাধ ; অপ্রতিবন্ধক, যাহার কোনও প্রতিবন্ধক নাই। ন (নাই) অর্গল (খিল বা প্রতিবন্ধক) যাহার, বহু। বিণ। ২। অবাধে, বাধা বা প্রতিবন্ধক ব্যতিরেকে, অবিরতভাবে। ন (নাই) অর্গল যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনর্ঘ—মূল্যহীন ; অমূল্য ; অসাধারণ ; পূজারহিত ; অতিপূজ্য। ন অর্ঘ যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনর্ঘ্য—১। পূজাহীন, যাহার পূজা নাই

এমন। ন (নাই) অর্ঘ্য (পূজাদ্রব্য) যাহার, বহু। ২। পূজাদ্রব্যশূন্য; অপূজনীয়, অনর্চনীয়। ন অর্ঘ্য (পূজা), নঞ্তৎ। বিণ।

অনর্থ—১। অনিষ্ট, অশুভ। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। নিষ্প্রয়োজন; অর্থশূন্য; দরিদ্র; বিপন্ন। ন (নাই) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। নিরর্থক বস্তু; যাহার প্রার্থনীয় নাই; বিষ্ণু। ন অর্থ, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনর্থক—১। অর্থহীন, ব্যর্থ, নিরর্থক; অহেতুক, নিষ্প্রয়োজন। ন (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু+ক। বিণ। ২। অসম্বদ্ধ প্রলাপ। বহু। বি; ক্লী। ৩। বৃথা, মিথ্যা, মিছামিছি, অকারণে। ন (নাই) অর্থ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনর্থকর—১। অশুভজনক, অহিতকর, অনিষ্টজনক, অপকারী; ক্লেশজনক। উপতৎ; অনর্থ—কৃ+ট কর্তৃ। স্ত্রী, **-করী**। ২। অর্থাগমহীন, লাভরহিত। ন অর্থকর, নঞ্তৎ। বিণ।

অনর্থদর্শী (-র্শিন্)—দুঃখবাদী, pessimist. উপতৎ; অনর্থ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃবা। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

অনর্থপাত—অনিষ্টাপাত, বিপৎসংঘটন, অশুভ ঘটনা। অনর্থের পাত, ৬তৎ। বি; পু।

অনর্থহেতু—অশুভকারণ, বিপদের মূল। অনর্থের অর্থাৎ অশুভের হেতু, ৬তৎ। বি; পু। [বিণ; পু।

অনর্থী—অযাচক, নিস্পৃহ। ন অর্থী, নঞ্তৎ।

অনর্পণ—অত্যাগ; দেবোদ্দেশে অনুৎসর্গ বা অনিবেদন। ন অর্পণ, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অনর্হ—১। অনুপযুক্ত, অযোগ্য; বেথাপ; অসদৃশ; অনুচিত; অনভ্যস্ত। ন (নয়) অর্হ (যোগ্য), নঞ্তৎ। বিণ। ২। অমূল্য; অত্যুত্তম। ন (নাই) অর্হ (মূল্য) যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনল—অগ্নি, বহ্নি; পিত্ত; চিত্রক; রাঙ্-চিতা; অষ্টবসুর মধ্যে ষষ্ঠ বসু। ন (নাই) অল (পর্যাপ্ত বুদ্ধি) যাহার, বহু। বি; পু।

অনলপ্রতিম—অগ্নিতুল্য, আগুনের মত। অনল প্রতিমা (প্রতিকৃতি) যাহার, বহু। বিণ।

অনলপ্রভ—অগ্নির ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, বহ্নিতুল্য দীপ্তিমান্, আগুনের মত উজ্জ্বল। অনলের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

অনলপ্রভা—১। অনলপ্রভ দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। জ্যোতিষ্মতী লতা। ৩। অগ্নিশিখা, আগুনের দীপ্তি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অনলশিখা—আগুনের শিখ; অতি প্রখর রশ্মি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অনলশিলা—উল্কাপিণ্ড, meteor. ৬তৎ। বি। [বিণ।

অনলস—আলস্যশূন্য। ন অলস, নঞ্তৎ।

অনল্প—অধিক; উদার; মহৎ। ন অল্প, নঞ্তৎ। বিণ।

অনশন—১। উপবাস, অভোজন, অনাহার। ন অশন, নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। ভোজনশূন্য। ন (নাই) অশন (ভোজন) যাহার, বহু। বিণ।

অনশনক্লিষ্ট, -পীড়িত—উপবাস জন্য কাতর। ৬তৎ। বিণ।

অনশন-ধর্মঘট—কাহারও কার্যের নৈতিক প্রতিবাদস্বরূপ অনশন, hunger-strike. ৩তৎ। বি।

অনশনব্রত—আহার পরিত্যাগরূপ নিয়ম। অনশন রূপ ব্রত, রূপক। বি; ক্লী।

অনশ্বর—অবিনাশশীল, চিরস্থায়ী, অক্ষয়। ন নশ্বর, নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অনশ্বরতা, -ত্ব**।

অনসূয়, অনসূয়ক—অসূয়াশূন্য, দোষ-দৃষ্টিরহিত। ন (নাই) অসূয়া যাহার, বহু। বিণ।

অনসূয়া—১। অসূয়ারহিতা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অসূয়াহীনতা। ন অসূয়া, নঞ্তৎ। ৩। অত্রি মুনির পত্নী। দক্ষ প্রজাপতির ঔরসে প্রসূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। [মতান্তরে কর্দম ঋষির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে]। রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণসহ অত্রি মুনির আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিলে অনসূয়া সীতাদেবীকে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। ৪। স্বনাম-প্রসিদ্ধ শকুন্তলার প্রধানা সহচরী। বি; স্ত্রী।

অনহংকার—১। অহংকার-রহিত, নিরহংকার, গর্বশূন্য। ন (নাই) অহংকার যাহার, বহু। বিণ। ২। অহংকারাভাব, দর্পরাহিত্য, অগর্ব। নঞ্তৎ। বি; পু।

অনহংকারী (-রিন্)—অহংকার-রহিত, দেমাকশূন্য, নিরহংকার, গর্বশূন্য। ন অহংকারী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অনহংকৃত—অহংকারবিহীন, নিরহংকার। ন অহংকৃত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনহংকৃতি—অনহংকার (সকল অর্থে)। ন অহংকৃতি, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অনা—অমঙ্গল বিরূপ অভাব প্রঃ বাচক বাংলা উপসর্গ ('অনামুখো')। অ।

অনাকর্ণনীয়—অশ্রোতব্য, শুনিবার অযোগ্য; যাহা শুনিতে পাওয়া যায় না এমন। ন (নয়) আকর্ণনীয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকাল—১। অতি দুর্ভিক্ষ। ন (নাই) আকাল (দুর্ভিক্ষ) যাহা হইতে, বহু। ২। দুর্ভিক্ষের অভাব, সুভিক্ষ। ন আকাল, নঞ্তৎ। বাংপ্র। বি; ক্লী।

অনাকাশ—অস্বচ্ছ, তমোময়। বহু। বিণ।

অনাকীর্ণ—অসংকুল, অব্যাপ্ত। ন আকীর্ণ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকুল—অব্যাকুল, অব্যগ্র; স্থির; অসংকীর্ণ। ন আকুল, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকুলিত—অব্যগ্র, স্থির, অনাকুল। ন আকুলিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাকৃষ্ট—যাহা আকৃষ্ট হয় নাই; অটানা। ন আকৃষ্ট, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাক্রমণ—অনভিভব; অগ্রহণ; অনাবেশ; আক্রমণ না করা। ন আক্রমণ, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অনাক্রম্য—১। রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা-বিশিষ্ট, immune. ২। যাহাকে আক্রমণ করা অনুচিত। ন আক্রম্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাক্রান্ত—অনভিভূত; অনাবিষ্ট; অগৃহীত; অধৃত। ন আক্রান্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনাগত—১। ভবিষ্যৎ; অনায়াত; অনুপস্থিত; অজ্ঞাত। বিণ। ২। ভাবী বিষয়। ন আগত, নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অনাগত-বিধাতা (-ধাতৃ)—অনাগতের বিধাতা অর্থাৎ বিধানকর্তা, ভবিষ্যতের জন্য সংস্থানকারী, ভাবী অনিষ্টের প্রতিকারক। ৬তৎ। বিণ বা বি; পুং। স্ত্রী, **-বিধাত্রী**।

অনাগতাবেক্ষণ—কোন কিছু পরে বা ভবিষ্যতে লেখা বা বলা হইবে তাহার উল্লেখ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অনাগতার্তবা—কুমারী, অজাতরজাঃ কন্যা, যে কন্যার ঋতু হয় নাই। অনাগত (অনুপস্থিত) আর্তব (স্ত্রীরজঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ বা বি; স্ত্রী।

১। অনাগত, অনারব্ধ, অনুপস্থিত; অপ্রাপ্ত; বিহীন, রহিত, রিক্ত; আগম ভিন্ন, শাস্ত্রবহির্ভূত, অশাস্ত্রীয়; স্বত্বজনক ক্রয়াদিপত্রহীন (ভূমি প্রঃ)। ন (নাই) আগম যাহার, বহু। বিণ। ২। অনাগমন, না আসা; অনুপস্থিতি; অপ্রাপ্তি; অপ্রত্যাবর্তন। ন আগম, নঞ্তৎ। বি; পু।

অনাগমন—না আসা, অনুপস্থিতি। ন আগমন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অনাগম্য—অপ্রাপ্য, অলভ্য ; দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ ; অনধিগম্য ; দুর্গম। ন আগম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাগারিক—গৃহত্যাগী। ন আগারিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাঘাত—সংগীতচ্ছন্দে প্রস্বনের স্থানে বাণী বা কথার অভাব। ন আঘাত, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনাঘ্রাত—অকৃতঘ্রাণ, যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এরূপ ("রয়েছে যেন পত্রপুটে আঁকা অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি"—রবীন্দ্র) ; অনুপভুক্ত। ন আঘ্রাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাঘ্রাতা—যাহার ঘ্রাণ লওয়া হয় নাই এমন ; অনুপভুক্তা ('—নারী') ; কুমারী। অনাঘ্রাত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনাচরণ—অকরণ ; কুৎসিত আচরণ, কদাচার, গর্হিত ব্যবহার, অভদ্র আচরণ ; শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ বা চালচলন। ন আচরণ, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অনাচার—১। কদাচার, যথেচ্ছাচার, অভদ্র আচরণ, গর্হিত আচার ; শ্রুতি-স্মৃতিবিরুদ্ধ আচরণ। ন (কুৎসিত) আচার, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। আচরণ-হীন ; কদাচারী ; শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধাচারী, বৈধকর্মরহিত ('-কলি')। ন (কুৎসিত) আচার যাহার, বহু। বিণ।

অনাচারী (-চারিন্)—কদাচারী, গর্হিতা-চরণকারী, যাহার আচরণ কুৎসিত। অনাচার+ইন্ শীলার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**। বি, **-চারিতা**।

অনাচ্ছন্ন—অনাবৃত ; অবিজড়িত ; অনভি-ভূত ; অনভিপ্লুত। ন আচ্ছন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাচ্ছাদন—আবরণহীনতা। ন আচ্ছা-দন, নঞ্‌তৎ। বি। বিণ. **-চ্ছাদিত**।

অনাছিষ্টি—সৃষ্টিছাড়া, অদ্ভুত। বিণ। [অনাসৃষ্টি (তাহা দ্রঃ)।]

অনাটন—অনটন, অভাব, অপ্রতুল। বাংপ্র। বি ; ক্লী।

অনাড়ম্বর—১। আড়ম্বরাভাব, আড়ম্বর-শূন্যতা, জাঁক বা ঘটা না থাকা, সমারোহ-হীনতা ; সাদাসিধে রকমের ভাব বা অবস্থা। ন আড়ম্বর, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। আড়ম্বরবিহীন, জাঁকরহিত, ঘটাশূন্য ; সাদাসিধে। ন (নাই) আড়ম্বর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অনাঢ্য—ধনহীন, সম্পত্তিশূন্য, অধিক-সংগতিরহিত ; অসমৃদ্ধ ; নির্ধন, নিঃস্ব, দরিদ্র। ন আঢ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাতপ—১। আতপহীন, ছায়াযুক্ত, শীতল। বহু। বিণ। ২। আতপাভাব, রৌদ্রহীনতা, ছায়া। ন আতপ (রৌদ্র), নঞ্‌তৎ। বি ; পু। [আতপের অভাব এই বাক্যে অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ক্লীবলিঙ্গ হয়]।

অনাতুর—অক্লিষ্ট, অরোগ, সুস্থ ; অনুৎ-কণ্ঠিত। ন আতুর, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্ত—১। অগৃহীত ; অনাদায়ী, যাহা লওয়া হয় নাই বা আদায় করা হয় নাই এরূপ। আ—দা+ক্ত কর্ম—আত্ত ; ন আত্ত, নঞ্‌তৎ। ২। অবশীভূত ; হস্তচ্যুত। বাংপ্র। বিণ।

অনাত্ম, অনাত্ম্য—ব্যক্তিসম্পর্কশূন্য ; সম্বন্ধহীন, impersonal ন আত্ম, আত্ম্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মজ্ঞ—আত্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ, যে আপনাকে জানে না বা বুঝে না এরূপ। ন (নয়) আত্মজ্ঞ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মনীন—নিজের অনিষ্টজনক। ন (নয়) আত্মনীন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মবান্ (-বৎ)—অজিতেন্দ্রিয়, অ-সংযতচিত্ত। ন আত্মবান্, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

অনাত্মবেদিতা, -ত্ব—অনাত্মজ্ঞতা, আত্ম-বিষয়ে অজ্ঞান। অনাত্মবেদিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অনাত্মবেদী (-বেদিন্)—অনাত্মজ্ঞ, মূঢ়, আত্মবিষয়ে (আপনার বিষয়ে বা আত্মার বিষয়ে) অনভিজ্ঞ। অনাত্মন্—বিদ (জানা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

অনাত্মা (অনাত্মন্)—১। অনুদার, অসংযতচিত্ত ; অনাত্মবিষয়ক, দেহসম্বন্ধী। বহু। বিণ। ২। আত্মভিন্ন পদার্থ বা অপকৃষ্ট আত্মা ; দেহাদি ; পর। ন আত্মা, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনাত্মীয়—আত্মীয় নহে এরূপ, পর, বিপক্ষ, বিরুদ্ধ, বিদ্বেষী। ন আত্মীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাত্মীয়তা, -ত্ব—পরভাব ; অসৌহৃদ্য ; অসদ্ভাব ; বিপক্ষতা ; শত্রুতা। অনাত্মীয় +তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

অনাত্ম্য—'অনাত্ম' দ্রঃ।

অনাথ—নাথহীন, অস্বামিক, অসহায়, নিরাশ্রয় ; মাতাপিতা বা পতিবিহীন ; অমূলক। ন (নাই) নাথ যাহার, বহু। বিণ।

অনাথনাথ—নিরাশ্রয়ের পালনকর্তা, অশরণের শরণ ; জগদীশ্বর। ৬তৎ। বি ; পু।

অনাথ-নিবাস—অসহায় বা নিরাশ্রয়-দিগের বাসস্থান, মাতাপিতৃহীনগণের আশ্রয়স্থল। ৬তৎ। বি ; পু।

অনাথপালক—নিরাশ্রয়ের প্রতিপালক ; অসহায়ের রক্ষক, ঈশ্বর। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

অনাথপালন—নিরাশ্রয়ের প্রতিপালন, অসহায়দিগের রক্ষণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অনাথপিণ্ড—সুদত্ত নামে শ্রাবস্তির শ্রেষ্ঠী বিঃ। ইঁহার উপাধি 'অনাথপিণ্ডদ' বা 'অনাথপিণ্ডিক' অর্থাৎ দরিদ্রের পিণ্ডদাতা বা পালনকর্তা। বি ; পু।

অনাথরক্ষণ—১। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ; অনাথশরণ ; জগদীশ্বর। বি ; পু। ২। নিরাশ্রয়ের প্রতিপালন ; আশ্রয়হীনকে গৃহে স্থান দিয়া প্রতিপালন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অনাথশরণ—১। নাথহীনের আশ্রয়, অসহায়ের সহায়, অনাথপালক। বিণ। ২। দীননাথ, পরমেশ্বর। ৬তৎ। বি।

অনাথসহায়—অনাথনাথ, অনাথপালক, অসহায়দিগের রক্ষক। ৬তৎ। বিণ।

অনাথা—স্বামিহীনা, পতিহীনা, বিধবা ; অসহায়া, নিরাশ্রয়া। ন (নাই) নাথ (স্বামী) যে স্ত্রী লোকের, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অনাথবাস—অনাথাশ্রম, অনাথাশ্রয়। অনাথদের আবাস, ৬তৎ। বি ; পু।

অনাথাশ্রম—১। অনাথ-নিবাস, মাতা-পিতৃহীন বালকবালিকাদিগের আশ্রয়স্থান। অনাথদিগের আশ্রম, ৬তৎ। ২। অসহায়া বিধবাদিগের আশ্রয়স্থল। অনাথার আশ্রম, ৬তৎ। বি ; পু।

অনাথিনী—স্বামিহীনা, বিধবা ; দুঃখিনী বিধবা ; অসহায়া, নিরাশ্রয়া ; রক্ষক-বিহীনা। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

অনাথী—অনাথা। কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

অনাদর—১। অনাসক্তি, অসমাদর, অযত্ন, অসম্মান ; উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছিল্য ; অবজ্ঞা, অপমান, তিরস্কার। ন আদর, নঞ্‌তৎ। বি ; পু বা ক্লী। ২। অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত। বহু। বিণ।

অনাদরণীয়—আদরের অযোগ্য, উপেক্ষণীয়, অবজ্ঞেয়। ন আদরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদায়—অসংগ্রহ ; অপ্রাপ্তি ; অপরি-শোধ ; অসম্পাদন। বাংপ্র। বি।

অনাদায়ী—অসংগৃহীত ; অপ্রাপ্ত ; বাকী-পড়া। বাংপ্র। বিণ।

অনাদি—১। আদি-শূন্য, উৎপত্তি-রহিত ; অজ, স্বয়ম্ভু ; আরম্ভকালহীন ; নিত্য, শাশ্বত। বিণ। ২। জগদীশ্বর। ন (নাই) আদি যাহার, বহু। বি ; পু।

অনাদিক—১। অনাদি-সম্বন্ধীয়, ঐশ্বরিক। অনাদি+কন্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২।

অনাদির ; সনাতনের ("আদি অনাদিক নাথ কহায়সি"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। অনাদি+ক (=র ৬ষ্ঠী বিভক্তি)। বি।

অনাদিনিধন—জন্মমৃত্যুহীন, নিত্য, শাশ্বত। বহু। বিণ ; পু।

অনাদিপরম্পরা—অনাদি কাল পর্যন্ত ; অনাদি সংখ্যা পর্যন্ত, ad infinitum. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাদিম—অনাদ্য, অপ্রথম, অপ্রথমভব ; অপ্রধান ; অনাদি, উৎপত্তিরহিত। ন আদিম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদিমধ্যান্ত—যাহার আদি মধ্য ও অন্ত নাই ; উৎপত্তিস্থিতিপ্রলয়রহিত। বহু। বিণ।

অনাদীনব—দোষশূন্য, নির্দোষ। ন (নাই) আদীনব (দোষ) যাহার, বহু। বিণ ; ত্রি।

অনাদৃত—হতাদর, অবমানিত, নিন্দাত্মক ; তিরস্কৃত ; উপেক্ষিত ; অবহেলিত। ন আদৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদেয়—আদানের বা গ্রহণের অযোগ্য, অগ্রহণীয়, অগ্রাহ্য। ন আদেয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাদ্য—১। অনাদিম (সকল অর্থে)। বহু। বিণ। ২। অখাদ্য। নঞ্‌—অদ+ণ্যৎ কর্ম। ৩। অনদীজাত। ন আদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। ৪। আদিদেব, ধর্ম, নিরঞ্জন। ন (নাই) আদ্য যাহা হইতে, বহু। ৫। অপ্রধান দেবতা। ন আদ্য, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনাদ্যন্ত—যাহার আদি ও অন্ত নাই, যাহার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ নাই। বহু। বিণ।

অনাদ্যা—১। অনাদিমা, আদিহীনা, জন্মরহিতা, সনাতনী। ন আদ্যা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। ন (নাই) আদ্যা যাহা হইতে, বহু [অর্থাৎ সর্বাদিভূতা]। বি ; স্ত্রী।

অনাধি—১। আধিহীন, মনোব্যথারহিত। বহু। বিণ। ২। মানসিক শান্তির অভাব। ন আধি, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনাধৃষ্য—১। অদম্য, দুর্দমনীয় ; অজেয়, দুর্জয়। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক পুত্র। ন আধৃষ্য, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনাপন্ন—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ ; অনধিগত ; অবিপন্ন, অবিপদ্‌গ্রস্ত, অসংকটাপন্ন। ন আপন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাপ্ত—অপ্রাপ্ত, অলব্ধ ; অনধিগত ; অসম্পাদিত ; অকুশল ; অশিক্ষিত ; অবন্ধু, পর। ন আপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাপ্য—অপ্রাপ্য। ন আপ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাবশ্যক—অপ্রয়োজনীয়, যাহাতে প্রয়োজন নাই এরূপ। ন আবশ্যক, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-কতা, -ত্ব**।

অনাবাসিক—যে বাস করে না এমন, non-resident ; যাহাতে বাস করা হয় না এমন, non-residential. ন আবাসিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাবিদ্ধ—অনুৎকীর্ণ, অবিদ্ধ (রন্ধ্র) ; অনভিভূত, অনাক্রান্ত। ন আবিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাবিল—যাহা ঘোলা নয়, অপঙ্কিল, নির্মল ; অকলুষিত ; অসন্দিগ্ধ ; রোগাদি-রহিত। ন আবিল, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-তা**।

অনাবিষ্কৃত—আবিষ্কার করা হয় নাই এরূপ, অপ্রকাশিত, অজ্ঞাত, অনুদ্ভাবিত। ন (হয় নাই) আবিষ্কৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাবিষ্কৃতপূর্ব—যাহা পূর্বে কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই এরূপ। পূর্বে আবিষ্কৃত =আবিষ্কৃতপূর্ব, ৭তৎ ; ন আবিষ্কৃতপূর্ব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাবিষ্ট—আবিষ্ট নহে এরূপ, অ-মনোযোগী। ন আবিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-বিষ্টতা**।

অনাবৃত—অনাচ্ছাদিত, মুক্ত, খোলা। ন আবৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাবৃত্তি—আবৃত্তি না করা ; অনভ্যাস ; অপুনরাগমন ; পুনর্জন্মাভাব, মোক্ষ ; অপৌনঃপুন্য। ন আবৃত্তি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাবৃষ্টি—বর্ষণাভাব, পর্যাপ্ত বৃষ্টির অভাব, উপযুক্ত কালে বৃষ্টি না হওয়া। ন আবৃষ্টি (সম্যক্ বর্ষণ), নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনাবেদিত—অবিজ্ঞাপিত। ন আবেদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাবেশ—আবেশাভাব, অমনোযোগ, অযত্ন, উপেক্ষা, তাচ্ছিল্য। ন আবেশ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনাব্য—নৌকা দ্বারা অনুত্তরণযোগ্য ; যাহাতে জলযান চলিতে পারে না এরূপ। ন নাব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনামক—১। নামবিহীন, আখ্যাশূন্য, অবিখ্যাত, অপ্রসিদ্ধ ; যাহার নাম গ্রহণ অশুভ ; দুর্নামক। ন (নাই) নাম যাহার, বহু। বিণ। ২। মলমাস। ন (নাই) নাম যাহার, বহু, ক সমাসান্ত। বি ; পু। ৩। অর্শরোগ। অন (জীবন)—অন+ণিচ্ (রুগ্ন করা)+কনিন্ কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। স্ত্রী—**অনামকা, অনামিকা**।

১। রোগহীনতা, আরোগ্য, সুস্থতা ; কুশল, মঙ্গল। ন আময়, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। অথবা আময়ের অভাব, অব্যয়ী। বি ; স্ত্রী। ২। নীরোগ, সুস্থ ; নিরুপদ্রব ; নির্বিঘ্ন ; দোষহীন ; নিষ্পাপ ; বিশুদ্ধ, অনাবিল, বিমল। ন (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা, -ত্ব**।

অনামা (অনামন্)—নামহীন, অখ্যাত। ন (নাই) নাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মা, -ম্নী**।

অনামা—মধ্যমা ও কনিষ্ঠা এতদুভয়ের মধ্যবর্তী অঙ্গুলি। ন (নাই) (অস্ত্র) নাম যাহার, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনামিকা—১। নামহীনা, অখ্যাতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ও মধ্যমার মধ্যবর্তী অঙ্গুলি, ring-finger. অনামন্+আ স্ত্রীলিঙ্গে=অনামা ; অনামা+কন্ স্বার্থে+আ স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

অনামুখ, অনামুখো—অশুভবদন, যাহার বদন অশুভসূচক, যাহার মুখ দেখিলে দিন ভাল যায় না এমন ; দুর্লক্ষণাক্রান্ত বদন-বিশিষ্ট ; দুর্মুখ, পাষণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

অনামৃষ্ট—অস্পৃষ্ট, অননুতপ্ত। ন আমৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনায়ক—অরাজক ; সেনাপতিরহিত, পরিচালকশূন্য। ন নায়ক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনায়ত—অবিস্তৃত, অদীর্ঘ ; ক্ষণিক ; সন্নিহিত ; অসংযত। ন আয়ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনায়ত্ত—আয়ত্ত নয় এরূপ, যাহা আয়ত্ত করিতে পারা যায় না, অসামান্য ; অবশ, অবশীভূত, অবাধ্য ; অসংযত। ন আয়ত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। **অনায়ত্ত পেশী**—যে পেশীর কার্য মস্তিষ্কপ্রসূত ইচ্ছাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না।

অনায়াস—১। ক্লেশাভাব, অক্লেশ ; অল্প আয়াস, সামান্য পরিশ্রম। ন আয়াস, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। প্রযত্নশূন্য ; শিথিলযত্ন ; অক্লেশ ; সহজ। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহু। বিণ।

অনায়াসলব্ধ—সহজে প্রাপ্ত, বিনা কষ্টে অর্জিত। ন আয়াসলব্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনায়াসলভ্য—অক্লেশে প্রাপ্য, যাহা পাইতে ক্লেশভোগ করিতে হয় না। ন আয়াসলভ্য, নঞ্‌তৎ ; বা আয়াস দ্বারা লভ্য, ৩তৎ। বিণ।

অনায়াসসাধ্য—অক্লেশে সম্পাদনীয়, বিনা পরিশ্রমে করণীয়, যাহা সহজে করা যাইতে পারে, সুকর, সহজ। ন আয়াসসাধ্য, নঞ্‌তৎ ; বা অনায়াস দ্বারা সাধ্য, ৩তৎ। বিণ।

অনায়াসে—সহজে, ক্লেশ বোধ না করিয়া। ন (নাই) আয়াস যাহাতে, বহু। ত্রি-বিণ।

অনায়ুঃ (অনায়ুস্)—১। দক্ষের কন্যা ও

কচ্ছপের পাখী। বি; স্ত্রী। ২। অনায়ু, আসন্নমৃত্যু। ন (নাই বা অল্প) আয়ু যাহার, বহু। বিণ।

অনায়ুষ্য—আয়ুঃক্ষয়কর, প্রাণহর। ন আয়ুষ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্স—গৌরব; বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ পাঠ্যের অতিরিক্ত পুস্তক পাঠ করিয়া যে পাস (সাধারণতঃ অনার্স)। < ইং honours. বি।

অনারত—অবিশ্রান্ত, বিশ্রামরহিত, নিরন্তর। ন (নাই) আরত (বিশ্রাম) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনারব্ধ—যাহার আরম্ভ করা হয় নাই। ন আরব্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনারম্ভ—আরম্ভাভাব, কোন কাজ আরম্ভ না করা; প্রারম্ভেই বা গোড়াতেই ত্রুটি। ন আরম্ভ, নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অনারারি, অনারারী—অবৈতনিক; কেবল গৌরবার্থে পদবিশেষে নিয়োজিত। < ইং 'honorary'. বিণ।

অনারেবল—মাননীয়, সম্মানিত (হাই-কোর্টের জজ, মন্ত্রিসভার সদস্য প্রঃর সম্মানসূচক উপাধি; নামের পূর্বে বসে)। < ইং honourable. বিণ।

অনারোগ্য—আরোগ্যাভাব, নীরোগ না হওয়া; স্বাস্থ্যহীনতা, অসুস্থতা। ন আরোগ্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনারোগ্যকর, -জনক—অস্বাস্থ্যজনক, ব্যাধিকর, রোগোৎপাদক; স্বাস্থ্যের হানি-জনক, অস্বাস্থ্যকর। ন আরোগ্যকর বা আরোগ্যজনক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

অনারোপ্য—আরোপণের অযোগ্য; অ-স্থাপনীয়, অপ্রতিষ্ঠেয়। ন আরোপ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্জব—১। কুটিল, কপট। ন (নাই) আর্জব (ঋজুতা) যাহার, বহু। বিণ। ২। কুটিলতা, কপটতা। ন (নয়) আর্জব (ঋজুতা), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনার্তব—অ-ঋতুকালীন; অসাময়িক, un-seasonable ন আর্তব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্তবা—১। অ-ঋতুকালীনা; অ-সাময়িকী। ন আর্তবা, নঞ্‌তৎ। ২। অজাতরজস্কা, রজস্বলা হয় না এরূপ (বালিকা)। ন (হয় নাই) আর্তব (রজঃ) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অনার্দ্র—(রসায়নে) জলবিহীন, an-hydrous. নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনার্য—অসৎকুলজাত; অভদ্র; অসাধু; অসচ্চরিত্র; অপ্রধান; আর্যজাতি হইতে পৃথগ্‌জাতীয়। ন আর্য, নঞ্‌তৎ। 'আর্য' দ্রঃ। বিণ।

অনার্যক—অগুরু কাষ্ঠ, কৃষ্ণচন্দন কাষ্ঠ। অনার্য+ক স্বার্থে। বি; ক্লী।

অনার্যচরিত, -শীল—অভদ্র, অশিষ্ট; দুরাত্মা; দুশ্চরিত্র। অনার্য চরিত, শীল যাহার, বহু। বিণ।

অনার্যজ—অগুরু, কৃষ্ণচন্দন। অনার্য—জন (জন্মা) + ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

অনার্যজাতি—আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্বকাল হইতে যে সকল অসভ্যজাতি এখানে বাস করিত বা এখন পর্যন্ত করিতেছে, তাহাদিগকে অনার্যজাতি বলে। অনার্য জাতিগুলি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) তিব্বত-ব্রহ্ম (Tibeto-Burman)—ইহারা হিমালয় পর্বতে এবং তদুত্তর পূর্বশাখাসমূহে বাস করে। কাছাড়ী, গারো, ভুটিয়া, লেপছা, আকা, মিসমী, নাগা, কুকি, আবর, কোচ, আহম প্রঃ এই শ্রেণীভুক্ত।

(২) কোল (Kolarian)—সাঁওতাল, কুরকু, জুয়াঙ্গ, মুণ্ডা, শবর প্রঃ জাতি এই শ্রেণীভুক্ত। কোলশ্রেণী প্রধানতঃ বঙ্গদেশে, উড়িষ্যায় ও ভারতের মধ্যপ্রদেশে বাস করে। সাঁওতালজাতি প্রধানতঃ বঙ্গদেশে বাস করে।

(৩) দ্রাবিড় (Dravidian)—তামিল, তেলেগু, মলয়ালম, কানারা প্রঃ ভাষা এই শ্রেণীর ভাষা হইতে উৎপন্ন। টোডা, গোঁড়, কাঁধ প্রঃ জাতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অনার্য জাতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অনার্যজাতীয়—অনার্যজাতি-সম্পর্কীয়। অনার্যজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অনার্যতা, -ত্ব—অনার্যের ভাব বা ধর্ম, অনার্যের কার্য। অনার্য+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অনার্যদেশ—অনার্যদের বাসস্থান, আর্যদের ভারতে আগমনের পূর্বের ভারতবর্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

অনার্যনিবাস, -বাস—অনার্যদেশ। ৬তৎ। বি; পু।

অনার্যভূমি—অনার্যদেশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অনার্যসুলভ—অনার্যোচিত, অশিষ্ট। ৭তৎ। বিণ।

অনার্যোচিত—অনার্যের উপযোগী, আর্যের অনুপযোগী, নীচ, জঘন্য। ৭তৎ। বিণ।

অনার্ষ—অবৈদিক; ঋষিগোত্রভিন্ন গোত্র-বিষয়ে বিহিত (প্রত্যয়)। ন আর্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালম্ব—১। নিরাশ্রয়; নিরাহার। বহু। বিণ। ২। আধারহীনতা। ন আলম্ব, নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অনালাপ—১। আলাপ-আলোচনার অভাব, নীরবতা। ন আলাপ, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। নীরব, নিস্তব্ধ। বহু। বিণ।

অনালাপী (-পিন্)—১। কথোপকথন-রহিত, নীরব, লাজুক। ন আলাপী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। ২। অপরিচিত; আগন্তুক, অচেনা লোক। বাংপ্র। বিণ বা বি।

অনালোকিত—অদৃষ্ট, যাহা দেখা হয় নাই এরূপ; অন্ধকারাচ্ছন্ন। ন আলোকিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোচনীয়, অনালোচ্য—আলোচনার অযোগ্য বা অসাধ্য, অননুশীলনীয়, অচর্চনীয়, অতর্ক্য, অবিচার্য, অকথ্য। ন আলোচনীয়, আলোচ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-লোচনা**।

অনালোচিত—যাহার আলোচনা করা হয় নাই এরূপ, অননুশীলিত; অপরি-দৃষ্ট; অবিবেচিত। ন আলোচিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনালোড়িত—যাহা আলোড়িত হয় নাই, অনান্দোলিত; অক্ষুব্ধ। ন আলোড়িত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশী (-শিন্)—বিনাশরহিত; সতত প্রকাশমান। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অনাশিনী**।

অনাশ্য—নাশের অযোগ্য বা অসাধ্য, অবিনাশী, অক্ষয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাশ্রম—১। যাহার আশ্রম নাই এমন, আশ্রমহীন; সন্ন্যাসী। ন (নাই) আশ্রম যাহার, বহু। বিণ। ২। আশ্রমের অভাব। ন আশ্রম, নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অনাশ্রমব্রত—১। আশ্রমাচারশূন্য, আশ্রম-নির্দিষ্ট ব্রতরহিত। ন (নাই) আশ্রমব্রত যাহার, বহু। বিণ। ২। আশ্রমনির্দিষ্ট ব্রতের অভাব। ন আশ্রমব্রত, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনাশ্রমী (-শ্রমিন্)—আশ্রমশূন্য। ন আশ্রমী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শ্রমিণী**।

অনাশ্রয়—১। আশ্রয়াভাব, শরণহীনতা, আশ্রয়শূন্যতা। ন আশ্রয়, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়, সহায়শূন্য, অশরণ। ন (নাই) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

অনাশ্লিষ্ট—অনালিপ্ত; অসংবদ্ধ; অসংযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসক্ত—আসক্তিহীন, নির্লিপ্ত। ন আসক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-সক্তি**।

অনাসন্ন—আসন্ন নয় এরূপ, অনিকটস্থ, দূরবর্তী; অপ্রয়োজনীয়। ন আসন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসাদিত—অপ্রাপ্ত; অনাক্রান্ত। ন আসাদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাসিক—নাসিকাবিহীন, নাসাশূন্য, খাঁদা বা খনা। ন (নাই) নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

অনাসৃষ্টি—সৃষ্টির বহির্ভূত, সৃষ্টিছাড়া, অস্বাভাবিক; অপরূপ, বিচিত্র, অদ্ভুত। বাংপ্র। বিণ।

অনাসে, অনাসেতে—অক্লেশে, সুখে। <অনায়াস। ক্রি-বিণ।

অনাস্থ—আস্থাশূন্য। ন (নাই) আস্থা যাহার, বহু। বিণ।

অনাস্থা—অনাদর, উপেক্ষা, অবহেলা, তাচ্ছিল্য, অমনোযোগ; অবিশ্বাস। ন আস্থা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনাস্থান—ভিত্তিহীন। ন (নাই) আস্থান যাহার, বহু। বিণ।

অনাস্থাপ্রস্তাব—কার্যনির্বাহকগণ কার্য-পরিচালনের অনুপযুক্ত এবং দায়িত্ববহনের অযোগ্য—সভার কোনও সভ্য কর্তৃক উপস্থাপিত এইরূপ কথা। মধ্যপ। বি; পু।

অনাস্বাদিত—যাহা চাকা হয় নাই এরূপ; অভক্ষিত, অখাদিত। ন আস্বাদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনাস্বাদ**।

অনাহত—১। অপ্রাপ্তাঘাত, আঘাত পায় নাই এরূপ, অক্ষত; বাজে যাহা বাজে নাই এমন; নূতন। বিণ। ২। অধৌত নূতন-বস্ত্র; তন্ত্রোক্ত হৃদয়স্থিত সুষুম্নামধ্যস্থ দ্বাদশদল পদ্ম [যে স্থানে জীবাত্মা বাস করেন তাহাকে অনাহত বলে]। ন আহত, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনাহরণ—সংগ্রহ না করা। ন আহরণ, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনাহরণীয়—আহরণের অযোগ্য বা অসাধ্য, অনাহার্য, অসংকলনীয়, দুঃসংগ্রহ। ন আহরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনাহরণ**।

অনাহার—১। আহারাভাব, উপবাস, অনশন। ন আহার, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। আহারশূন্য, অকৃতাহার। ন (হয় নাই) আহার যাহার, বহু। বিণ।

অনাহারী (-রিন্)—উপবাসী, অনাহার-ক্লিষ্ট, আহার করে নাই এরূপ। ন—আ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, —**হারিণী**।

অনাহারে—ভোজন না করিয়া। ন (নাই) আহার যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনাহার্য—অভক্ষ্য; অখাদ্য; অনাহরণীয়, অসংকলনীয়; অগ্রহণীয়, দুর্গ্রহ; স্বাভাবিক, সহজ। ন আহার্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অনাহুত—অসংগত; অপ্রাসঙ্গিক। বাংপ্র।

অনাহূত—অনিমন্ত্রিত, অনামন্ত্রিত, যাহাকে ডাকা হয় নাই এমন; স্বয়ং উপস্থিত; স্বেচ্ছায়। ন আহূত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহৃত—অসংগৃহীত। ন আহৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনাহ্লাদ—আহ্লাদশূন্যতা, অসন্তুষ্টি, অপ্রীতি, বিষাদ। ন আহ্লাদ, নঞ্‌তৎ। বি; পু। বিণ, -**হ্লাদিত**।

অনি—অন্য, অপর। প্রা কপ্র। সব, বিণ।

অনিকেত—গৃহহীন। বহু। বিণ।

অনিদ—নিদ্রাহীন। কপ্র। বিণ।

অনিঃসর—অনির্গত, অস্পষ্ট, রুদ্ধ। নঞ্—নির্—সৃ+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অনিঃসরণ—অনির্গমন, অবহিরাগমন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনিঃসরবচন—নির্বাক্, বাক্যহারা ('অনিঃসরবচন হইল গোপশিশু'—ভাগবত)। অনিঃসর বচন যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

অনিঃসৃত—অনিষ্ক্রান্ত, অনির্গত। নঞ্‌তৎ।

অনিগীর্ণ—অকথিত, অনুক্ত। ন নিগীর্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিগ্রহ—১। নিগ্রহাভাব, অপীড়ন, অনুগ্রহ। ন নিগ্রহ, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত, অদমিত। ন (হয় নাই) নিগ্রহ যাহার, বহু। বিণ। ৩। তর্কে অপরাজয়; অখণ্ডন। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অনিচ্ছা—ইচ্ছার অভাব, অনভিলাষ, ঔদাসীন্য; অরুচি; আপত্তি। ন ইচ্ছা, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনিচ্ছাকৃত—যাহা ইচ্ছা করিয়া করা হয় নাই। ন ইচ্ছাকৃত, নঞ্‌তৎ; বা অনিচ্ছা দ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ।

অনিচ্ছায়—ইচ্ছার বিরুদ্ধে; ইচ্ছা নাই তবুও। বহু। ক্রি-বিণ।

অনিচ্ছালব্ধ—পাইবার ইচ্ছা না করিয়াও পাওয়া। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিচ্ছাসত্ত্বে—ইচ্ছার অবিদ্যমানতায় ইচ্ছা না থাকাতে। অনিচ্ছার সত্ত্বে (বিদ্যমানতায়), ৬তৎ (ভাবে সপ্তমী)। বি; ক্লী।

অনিচ্ছু, অনিচ্ছুক—ইচ্ছাবিহীন, অনভিলাষী। ন ইচ্ছু বা ইচ্ছুক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিজক—নিজের নয়। ন (নাই) নিজ যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

অনিট্—(সং ব্যাকরণে) যে সকল ধাতুর পরে ইট আগম হয় না এরূপ ('—ধাতু')। ন (নাই) ইট যাহাদের, বহু। বিণ।

অনিত—অশিষ্ট, অসৎ। কপ্র। বিণ।

অনিত্য—অচিরস্থায়ী, ক্ষণিক; চঞ্চল, বিধ্বংসী, নশ্বর। ন নিত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিত্যতা—অনিত্যপদার্থনিষ্ঠ অসাধারণ ধর্ম, অনিত্যের ভাব, স্থায়ী না হওয়া, অস্থায়িত্ব, নশ্বরত্ব। অনিত্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অনিদান—১। অহেতুক, অকারণ। ন (নাই) নিদান যাহার, বহু। বিণ। ২। কারণশূন্যতা, হেতুরাহিত্য। ন নিদান, নঞ্‌তৎ; কিংবা নিদানের অভাব, অব্যয়ীভাব। বি; স্ত্রী। ৩। অকারণে। ন (নাই) নিদান (কারণ) যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অনিদ্র—নিদ্রাহীন, বিনিদ্র, সজাগ, সাবধান, অবহিত। ন (নাই) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

অনিদ্রা—১। নিদ্রাহীনা ইত্যাদি। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। নিদ্রার অভাব, নিদ্রা না হওয়া, জাগরণ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অনিন্দনীয়, অনিন্দ্য—নিন্দার অযোগ্য, অনবদ্য, অগর্হিত। ন নিন্দনীয় বা নিন্দ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিন্দিত—অবিগর্হিত, অবিগীত, অদূষণীয়; উৎকৃষ্ট; সুন্দর; ধার্মিক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিন্দ্যসুন্দর—যাহার সৌন্দর্যে খুঁত নাই এমন। অনিন্দ্যরূপে সুন্দর, সুপ্। বিণ।

অনিন্দ্যাঙ্গী—অনবদ্যকায়া, সর্বাবয়বে সুশ্রী, পরম সুন্দরী। অনিন্দ্য অঙ্গ যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। পু, -**ন্দ্যাঙ্গ**।

অনিপুণ—অকুশল, অপটু, আনাড়ী। ন নিপুণ, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **অনিপুণতা, -ত্ব**।

অনিবদ্ধ—অনিরুদ্ধ, অ-বাঁধা; অসংযত; অনিয়মিত; অনুৎপাদিত; অবিহিত। ন নিবদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবন্ধ—অগ্রন্থ, হীন রচনা; অসংযম, অনিয়ম; বন্ধনাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অনিবন্ধী (-ন্ধিন্)—বিকৃতাকার; অবয়ব-শূন্য, amorphous নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবর্তী (-র্তিন্)—অপরাঙ্মুখ; অপ্রত্যাবর্তনশীল (যৌবন), যাহা অতীত হইলে আর ফিরে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবার—১। অনিবারণীয়, অনিবার্য; প্রবল; দুরপনেয়; অপ্রত্যাত; নিরন্তর, সতত, অবিরত। ন (নাই) নিবার যাহার, বহু। বিণ। ২। অবিরতভাবে, নিরন্তর; বার বার, ক্রমাগত; অজস্র-ধারায়। ন (নাই) নিবার যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনিবারণীয়, অনিবার্য—নিবারণের অসাধ্য বা অযোগ্য, অদম্য ; অপ্রতিরোধনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, —তা।

অনিবারিত—যাহার নিবারণ করা হয় নাই এরূপ, অপ্রতিবিদ্ধ, অনিষিদ্ধ। ন নিবারিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিবার্য—'অনিবারণীয়' দ্রঃ।

অনিবেদিত—অকথিত ; দেবোদ্দেশে অনুৎসর্গীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিভৃত—অগুপ্ত ; চঞ্চল। ন নিভৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিমন্ত্রিত—অনাহুত, যাহার নিমন্ত্রণ হয় নাই। ন নিমন্ত্রিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিমিক, -মিখ—১। নিমেষশূন্য, পলকবিহীন, স্থির। বিণ। ২। একদৃষ্টিতে। <অনিমিষ। ক্রি-বিণ।

অনিমিখে—একদৃষ্টিতে ; নির্নিমেষনেত্রে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অনিমিত্ত—১। নিমিত্তহীন ; অহেতুক (ঘটনা)। বহু। বিণ। ২। নিমিত্তাভাব, অকারণ ; দুর্লক্ষণ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিমিষ, অনিমেষ—১। নিমেষশূন্য, পলকরহিত, যাহার পলক পড়ে না এরূপ ; স্থির, স্পন্দনশূন্য। বিণ। ২। দেবতা ; মৎস্য ; অতি সূক্ষ্ম কালপরিমাণ। ন (নাই) নিমিষ বা নিমেষ যাহার, বহু। বি ; পু।

অনিমি(মে)ষনয়নে, -নেত্রে, -লোচনে—অপলকদৃষ্টিতে। বহু। ক্রি-বিণ।

অনিমিষাচার্য—বৃহস্পতি। অনিমিষগণের (দেবগণের) আচার্য, ৬তৎ। বি ; পু।

অনিমিষে, -মেষে—একদৃষ্টিতে ; সতৃষ্ণনেত্রে ; তৎক্ষণাৎ। ন (নাই) নিমিষ, নিমেষ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অনিয়ত—নিয়ত নহে এরূপ ; অনিত্য ; অসংযত ; অনিয়ন্ত্রিত ; অনিয়মিত ; অনিশ্চিত, অস্থির। ন নিয়ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিয়তাকার—নিরবয়ব, আকারহীন, সর্বাকার ; নির্দিষ্ট আকারশূন্য, amorphous. বহু। বিণ।

অনিয়ন্ত্রিত—চালকশূন্য, উচ্ছৃঙ্খল ; অনিবারিত ; স্বাধীন, স্বতন্ত্র। ন নিয়ন্ত্রিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিয়ম—১। নিয়মরহিত ; অনিয়ন্ত্রিত ; অনিয়মিত ; অনিশ্চিত ; অস্থির। ন (নাই) নিয়ম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। নিয়মাভাব, নিয়ম না থাকা ; অব্যবস্থা ; বিশৃঙ্খলা ; অসংযম ; নিয়মলঙ্ঘন, নিয়ম পালন না করা। ন নিয়ম, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনিয়মিত—নিয়মশূন্য, যাহার নিয়ম নাই এরূপ ; অনিশ্চিত, অনিরূপিত, অনির্দিষ্ট, অনির্ধারিত ; অপরিমিত। ন নিয়মিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিরাকরণ—অনিবারণ ; অখণ্ডন ; অনিরূপণ, অনির্ধারণ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিরাকরণীয়—অনিরূপণীয় ; অনিষ্কাশনীয় ; অনিবারণীয় ; অখণ্ডনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিরাকৃত—অনিবারিত ; অনবধারিত ; অনিষ্কাশিত ; অখণ্ডিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিরুদ্ধ—১। অবাধ, অনিবারিত, অপ্রতিহত, অদম্য। বিণ। ২। দূত, চর। ন নিরুদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ৩। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র, প্রদ্যুম্নের পুত্র। যুদ্ধে কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারিত না, এই জন্য ইহার নাম অনিরুদ্ধ। ভোজকটের রাজা রুক্মীর পৌত্রী সুভদ্রার সহিত ইঁহার প্রথম বিবাহ হয়। ইঁহার পুত্রের নাম বজ্র। অনিরুদ্ধ পরে উষার পাণিগ্রহণ করেন। শোণিতপুরের রাজা বাণদৈত্যের উষা নামে একটি পরমরূপবতী কন্যা ছিল। পার্বতীর বরে উষা স্বপ্নে অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন এবং স্বীয় সখী চিত্রলেখা দ্বারা নারদপ্রদত্ত তামসী বিদ্যাপ্রভাবে তাঁহাকে আপনার কক্ষে লইয়া আসেন। এই সংবাদে বাণ রাজা মহাক্রুদ্ধ হইয়া অনিরুদ্ধকে বধ করিবার নিমিত্ত সৈন্য প্রেরণ করেন। অনিরুদ্ধ তাহাদের সকলকেই বিনাশ করেন। পরে বাণ রাজা ঐন্দ্রজালিক মায়া বিস্তার করিয়া কৃষ্ণপৌত্রকে নাগপাশে বন্ধন করেন। সংবাদ পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম ও প্রদ্যুম্ন বাণকে পরাস্ত করিয়া অনিরুদ্ধ ও নববধূ উষাকে লইয়া দ্বারকায় প্রতিগমন করেন। যদুবংশধ্বংসের সময় অনিরুদ্ধও নিহত হন।

অনিরুদ্ধপথ—১। আকাশ, মুক্তপথ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অবারিত-গতি। অনিরুদ্ধ পথ যাহার, বহু। বিণ। ৩। মুক্তপথ। কর্মধা। বি ; পু।

অনিরূপণীয়—অনির্দেশ্য, অনির্দেশ্য, অনির্ধার্য। ন নিরূপণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনিরূপণ**।

অনিরূপিত—অনির্ণীত, অনির্ধারিত, অনির্দিষ্ট। ন নিরূপিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্গত—যাহা বাহির হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্গম, অনির্গমন—অনিঃসরণ, অবহির্গমন, বাহির না হওয়া। ন নির্গম, নির্গমন, নঞ্‌তৎ। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অনির্ণয়—১। অনির্ধারণ, অনিশ্চয়। ন নির্ণয়, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। নিশ্চয়তাশূন্য, অনবধারিত। ন (নাই) নির্ণয় যাহার, বহু। বিণ।

অনির্ণায়ক—অনিশ্চায়ক, অনির্ধায়ক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা**।

অনির্ণীত—যাহার নির্ণয় হয় নাই এরূপ, অনির্ধারিত, অনিরূপিত, অনিশ্চিত। ন নির্ণীত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্ণেতব্য, অনির্ণেয়—যাহার নির্ণয় করা যায় না, অনিরূপণীয়, অনির্ধারণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্দিষ্ট—যাহার নির্দেশ করা হয় নাই ; অনুক্ত ; অনির্ধারিত ; অনিরূপিত, অনিশ্চিত, অনিয়মিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্দেশ—নির্দেশাভাব, নির্দিষ্ট না করা ; অনবধারণ, অনিশ্চয় ; অনুল্লেখ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনির্দেশক—অনির্ধায়ক, অজ্ঞাপক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**।

অনির্দেশ্য—যাহা নির্দেশ করা যায় না, অনির্ণেয় ; অনুল্লেখ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্ধারণীয়, অনির্ধার্য—নির্ধারণের অযোগ্য, অনির্ণেয়, অনির্দেশ্য, অনিরূপণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনির্ধারণ**।

অনির্ধারিত—অনিরূপিত, অনির্ণীত, অনিয়মিত, অনিশ্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্বচনীয়—১। বচনাতীত, বর্ণনাতীত, যাহা বলিয়া শেষ করা যায় না, যাহা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। বিণ। ২। পরমাত্মা। বি ; পু। ৩। অজ্ঞান ; জগৎ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনির্বন্ধ—নির্বন্ধহীন, অনিয়ত। বহু। বিণ।

অনির্বাচ্য—যাহা ব্যাখ্যা করিয়া উঠা যায় না এরূপ ; অনির্বচনীয়, অকথ্য ; নির্গুণ ; গুণাতীত ; অনিরূপণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্বাণ—নির্বাণশূন্য ; অম্লান ('—হস্তী') ; যাহা নিবে নাই বা নিবানো হয় নাই এমন, অপ্রশমিত ; জ্বলন্ত ; অনিবৃত্ত, অনন্ত, অনশ্বর। ন (নাই) নির্বাণ যাহার, বহু বিণ।

অনির্বাত—বায়ুশূন্য নয় এরূপ ; বায়ুপ্রবাহবিশিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্বাদ—১। নির্বিবাদ, অনবজ্ঞা, অবজ্ঞা না করা। ন নির্বাদ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। কলহহীন ; অবজ্ঞাশূন্য। বহু। বিণ।

অনির্বাপণীয়—নিবাইবার অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনির্বাপণ**।

অনির্বাপিত—যাহা নিবানো হয় নাই এমন, অনিবানো। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্বাহ—অপ্রতুল, অভাব ; অনিষ্পাদন, অসম্পাদন, অকরণ ; অসংলগ্নতা, অসংগতি। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনির্বাহিত—যাহা নির্বাহ করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্বিণ্ণ—নির্বাহের উপায়শূন্য ; নিঃস্ব, দরিদ্র, দুঃখী ; ভয়শোকাদিতে অকাতর ; অখিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্বিৎ (-বিদ্)—যে নির্বেদযুক্ত নহে, নির্বেদরহিত, আত্মগ্লানি হইতে বিমুক্ত ; ভয়শোকাদি হইতে মুক্ত, অকাতর, অখিন্ন, অদুঃখিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্বৃতি—অসংস্থান, অভাব ; অসন্তোষ ; অশান্তি ; দারিদ্র্য। ন (নয়) নির্বৃতি (স্বাচ্ছন্দ্য), নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনির্বেদ—বৈরাগ্য ; উৎসাহ ; অনাস্থা ; সন্তোষ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনির্বেয়—নির্বাণের অযোগ্য, যাহা নিবাইতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্ভর—১। সামান্য, অল্প। নঞ্‌তৎ। ২। লঘু। ন (নাই) নির্ভর (ভার) যাহার, বহু। বিণ। ৩। নির্ভরাভাব, কাহারও উপর ভর না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনির্দয়—কোমলহৃদয় ; নিষ্ঠুর নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্মল—মলিন, ময়লাযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনির্মাণ—অগঠন, অপ্রস্তুতকরণ, অরচনা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ—**অনির্মিত**।

অনির্মাল্য—যাহা নির্মাল্য নহে, যে পুষ্প দেবোদ্দেশে নিবেদিত নহে, অথবা যে পুষ্পাভরণ উপভোগ করা হয় নাই তৎসমুদায়। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনির্মেয়—অগঠনীয়, গঠনের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিল—১। বায়ু, পবন, বাতাস ; অষ্ট বসুর মধ্যে পঞ্চম বসু ; বাতরোগ ; স্বাতীনক্ষত্র ; বিষ্ণু। অন (বাঁচা)+ইল করণ, যাহা দ্বারা বাঁচা যায়। বি ; পু। ২। ভূমিশূন্য ; ধেনুবিহীন ; কথারহিত। ন (নাই) ইলা (ভূমি বা ধেনু কিংবা বাণী) যাহার, বহু। বিণ।

অনিলসখ—অগ্নি, বহ্নিদেব, হুতাশন। অনিলের (বায়ুর) সখা, ৬তৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পু।

অনিলাময়—বাতরোগ, বায়ুজন্য যে রোগ জন্মে ; অনিলজাত যে আময় অর্থাৎ রোগ, মধ্যপ। বি ; পু।

অনিলাশন—পবনাশন, সর্প। অনিল অশন (ভক্ষ্য) যাহার, বহু। বি ; পু।

অনিলাশী (-শিন্)—১। বায়ুভক্ষণকারী, বায়ুভুক্ ; অনাহারী, উপবাসী। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-আশিনী**। ২। অহি, সর্প। অনিল—অশ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অনিলিন—রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে উৎপন্ন লাল বা পিঙ্গল বর্ণের তৈল বিঃ। <ইং aniline. বি।

অনিশ—সর্বদা, অবিরাম, নিরন্তর, অনবরত ; (তাৎপর্যার্থে) সতত ; নিশাহীন। ন (নাই) নিশা (বিরামকাল) যাহাতে, বহু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অনিশ্চয়—১। নিশ্চয়ের অভাব। ন নিশ্চয়, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অনিশ্চিত, সন্দেহযুক্ত বা সন্দেহস্থানীয়। ন (নাই) নিশ্চয় যাহার, বহু। বিণ।

অনিশ্চয়তা—নিশ্চয়রাহিত্য, নিশ্চয়াভাব। অনিশ্চয়+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অনিশ্চিত—যাহার নিশ্চয় বা স্থিরতা নাই এরূপ, অস্থির, সন্দেহ-স্থল ; অনিয়মিত, অনির্ণীত। ন নিশ্চিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিষিদ্ধ—যাহার নিষেধ করা হয় নাই এরূপ ; অপ্রতিষিদ্ধ, অনিবারিত ; অবারিত। ন নিষিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিষ্ট—১। ক্ষতি, হানি, অপকার ; দুর্দৈব ; পাপ ; দুঃখ। বি ; ক্লী। ২। অবাঞ্ছিত, অনভিলষিত ; দুঃখকর ; নিষিদ্ধ ; নিন্দিত ; শাস্ত্রবিরোধী ; অপকারক ; অশুভ ; অকৃতযাগ বা অপূজিত (দেবাদি)। ন ইষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিষ্টকর, অনিষ্টকারক, অনিষ্টজনক—অহিতকর, অপকারী। অনিষ্ট করে যে, উপতৎ ; অনিষ্ট—কৃ+ট কর্তৃ ২য় ও ৩য় পক্ষে ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **অনিষ্টকরী, -কারিকা, -জনিকা**।

অনিষ্টকারী (-রিন্)—অহিতকারী, ক্ষতিকারক। উপতৎ ; অনিষ্ট—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-কারিতা**।

অনিষ্টচিন্তা—অহিত-সাধনের ভাবনা, অপকার করিবার কল্পনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [পু।

অনিষ্টপাত—অশুভ সংঘটন। ৬তৎ। বি ;

অনিষ্টভয়—ক্ষতির আশঙ্কা, অহিত হইবার ভয়। ৫তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টরত—অহিত কার্যে রত, ক্ষতি করিতেছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

অনিষ্টসম্ভাবনা—অপকার-সম্ভাবনা, ক্ষতি হইতে পারা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্টসাধন—অনিষ্ট করা, অহিতসাধন, ক্ষতি করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অনিষ্টা—অনভিলষিতা। ন ইষ্টা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অনিষ্টাচরণ—অহিতানুষ্ঠান, অপকারসম্পাদন। অনিষ্টের আচরণ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অনিষ্টাপাত—অপ্রীতিকর ঘটনা, অশুভ ঘটনা, মঙ্গলাগমের অভাব। অনিষ্টের আপাত (উপস্থিতি বা আগমন), ৬তৎ। বি ; পু।

অনিষ্টাশঙ্কা—অহিতশঙ্কা, অপকার বা অমঙ্গল ঘটনার ভয়। অনিষ্টের আশঙ্কা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্ঠ—নিষ্ঠাহীন ; আস্থাশূন্য। ন (নাই) নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

অনিষ্ঠা—নিষ্ঠারাহিত্য ; অনাস্থা ; অপ্রত্যয়, অনির্ভর ; অস্থিরতা, চাঞ্চল্য। ন নিষ্ঠা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্ণাত—অনিপুণ, অপটু, আনাড়ী ; অপ্রবীণ ; অবিচক্ষণ, অর্বাচীন, অপ্রাজ্ঞ, অনভিজ্ঞ ; অকৃতী। নি নিষ্ণাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিষ্পত্তি—অনির্বাহ, অসম্পাদন, অমীমাংসা ; অসমাপ্তি ; অসম্পূর্ণতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনিষ্পন্ন—অসম্পন্ন, অসিদ্ধ ; নিষ্পত্তিরহিত ; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। ন নিষ্পন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিষ্ফল—অবিফল, সফল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিসর্গ—অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন, স্বভাববহির্ভূত বা স্বভাববিরুদ্ধ, বিকৃতভাবাপন্ন। ন (নাই) নিসর্গ (স্বভাব, অর্থাৎ স্বাভাবিক ভাব) যাহার, বহু। বিণ।

অনিস্তব্ধ—অনীরব, শব্দময়, কোলাহলময় ; অনভিভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনিস্তার—১। অপরিত্রাণ ; অমুক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। পরিত্রাণশূন্য, মুক্তিশূন্য। ন (নাই) নিস্তার যাহার, বহু। বিণ।

অনিস্তীর্ণ—অনুত্তীর্ণ ; অনতিক্রান্ত ; অখণ্ডিত। ন নিস্তীর্ণ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনীক—১। সৈনিকপুরুষ ; সৈন্য ; যুদ্ধ। অন (বাঁচা)+ঈকন্ করণ, যাহা দ্বারা (রাজা) বাঁচে। বি ; পু। ২। যুদ্ধ, কলহ ; সমূহ ; শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি ; অগ্র ; বাণাংশ ; সেনামুখ। নঞ্—নী (অপসারণ করা)+ক্বিপ্ অপা+কন্ স্বার্থে। বি ; পু বা ক্লী।

অনীকস্থ—১। সৈন্য ; রাজরক্ষি-সৈন্য ; হস্তিপক ; ধ্বজাদি যুদ্ধচিহ্ন ; রণবাদ্য। বি ; পু। ২। যুদ্ধস্থিত। অনীক—স্থা (থাকা)+ক কর্তৃ। বিণ।

অনীকিনী—১০, ৯৩৫ পদাতি ৬,৫৬১ অশ্ব

৬,৫৬৭ গজ ২,১৮৭ রথ—সমুদায়ে ২১,৮৭০ সংখ্যক সেনাদল ; সেনা। অনীক+ইন আছে অর্থে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অনীত—১। যাহা লইয়া যাওয়া হয় নাই। ন নীত, নঞ্‌তৎ। ২। নীতি-বিগর্হিত, অনুচিত, নিন্দনীয়। বিণ। ৩। দুর্নীতি, অনুচিত কর্ম, অন্যায়। <অনীতি। বি।

অনীতি—দুর্নীতি ; নীতিবিরুদ্ধ কার্যের অনুষ্ঠান। ন নীতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনীতিজ্ঞ—১। নীতিজ্ঞানহীন, নীতিশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ। নঞ্‌তৎ। ২। দুর্নীতিনিপুণ, অসৎকার্যে অভিজ্ঞ। অনীতি (দুর্নীতি) জানে যে, উপতৎ : অনীতি—জ্ঞা+ক কর্তৃ। বিণ।

অনীতিপরায়ণ—সর্বদা দুষ্ক্রিয়ান্বিত, সকল সময়ে কুক্রিয়াসক্ত। অনীতি হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ।

অনীদৃশ—এবম্প্রকার নহে, এরূপ নয় ; অন্যপ্রকার, বিসদৃশ, ভিন্ন। ন ঈদৃশ, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -শী।

অনীপ্সা—অনভিলাষ। ন ঈপ্সা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনীপ্সিত—অনভীষ্ট, অনিষ্ট, উপেক্ষণীয়, হেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনীশ—১। নিরীশ্বর, ঈশ্বরবিহীন ; প্রভু-বিহীন, স্বামিরহিত ; অশক্ত ; অনধি-কারী। ন (নাই) ঈশ যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু ; শিব ; দরিদ্র। ন (নাই) ঈশ যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

অনীশা—দীনভাব। ন ঈশা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনীশাত্মা (-ত্মন্)—স্বতন্ত্রস্বভাব, স্বাধীন-চিত্ত। অনীশ আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

অনীশ্বর—১। ঈশ্বরহীন, নিরীশ্বর ; শিব-হীন (যজ্ঞ) ; নাস্তিক ; প্রভুহীন। ন (নাই) ঈশ্বর যাহার, বহু। ২। অক্ষম, অসমর্থ, অধীন। ন ঈশ্বর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -শ্বরী। বি, -তা, -ত্ব।

অনীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই এই কথা বলা, পরমেশ্বর না মানা, ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস, নাস্তিক্যবাদ। কর্মধা। বি ; পু।

অনীশ্বরবাদী (-বাদিন্)—যে ঈশ্বর স্বীকার করে না, নাস্তিক। ন ঈশ্বরবাদী, নঞ্‌তৎ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী, -বাদিনী।

অনীহ—ঈহাশূন্য, চেষ্টারহিত, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, অলস ; উদ্যমবিহীন, নিরুৎসাহ ; নিরীহ ; স্পৃহাশূন্য ; উদাসীন। ন (নাই) ঈহা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অনীহা—১। ঈহাশূন্যা, চেষ্টারহিতা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। চেষ্টাভাব, নিশ্চেষ্টতা, আলস্য ; উদ্যমাভাব, যত্নরাহিত্য, অনুৎসাহ ; স্পৃহাহীনতা ; ঔদাসীন্য। ন ঈহা, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনু—১। পশ্চাৎ ; সদৃশ ; হীন ; বীপ্সা ; সহ ; সমীপ ; ভাগ ; চিহ্ন ; অনুক্রম ; ইত্থম্ভাব ; আয়াস। অ ; উপসর্গ। ২। রাজা যযাতির পুত্র। শর্মিষ্ঠার গর্ভে ইহার জন্ম। এই অনু হইতে ম্লেচ্ছজাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। অন্+উ কর্তৃ। বি ; পু।

অনুক—কামুক, কামী, লম্পট। অনু—কম (অভিলাষ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

অনুকথন—পশ্চাদ্ভাষণ, পরে কথা বলা ; অনুবাদ, ভাষান্তর-করণ ; পুনরুল্লেখ ; কথোপকথন ; যথাক্রমে বর্ণন। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুকম্পনীয় অনুকম্প্য ; কৃপাপাত্র। অনু—কম্প্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুকম্পা—দয়া, করুণা, সহানুভূতি, অন্যের অবস্থা দর্শনে আপনাকে তদবস্থ জ্ঞান করা, pity অনু (সহিত)—কম্প্+অ ভাব+আপ্ [যে গুণ দ্বারা অপরের দুঃখে অনু (সহ) কাঁপে অর্থাৎ যে গুণপ্রভাবে অন্যের দুঃখদর্শনে সহানুভূতি দ্বারা আপনার দুঃখবোধ হয়, সুতরাং অন্যের দুঃখ দূরীভূত করিতে ইচ্ছা হয়]। বি ; স্ত্রী।

অনুকম্পী (-কম্পিন্)—অনুকম্পাকারী, সদয়। অনু—কম্প+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -কম্পিনী।

অনুকম্প্য—অনুকম্পার পাত্র, কৃপার্হ। অনু—কম্প্ + অনীয় যৎ অর্থে। বিণ।

অনুকরণ—প্রতিরূপকরণ, সদৃশীকরণ, অন্যের সম্পাদিত কার্য দেখিয়া তদ্রূপকরণ, নকল করা ; জাল। অনু—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুকরণকারী (-রিন্)—যে অনুকরণ করে এরূপ। উপতৎ ; অনুকরণ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কারিণী।

অনুকরণপটু—যে অনুকরণ করিতে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ।

অনুকরণপ্রবৃত্তি—অনুকরণের বা নকলের ইচ্ছা ; নকল করিবার প্রবণতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুকরণপ্রিয়—সদৃশকর্ম-করণানুরাগী, যে নকল করিতে ভালবাসে এমন। অনুকরণ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

অনুকরণবৃত্তি—প্রাণিগণ যে বৃত্তির দ্বারা কোনও বিষয় দর্শন বা শ্রবণ করিয়া তদনুরূপ কার্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, কোন কিছু নকল করিবার কার্য। অনুকরণের বৃত্তি, ৬তৎ ; কিংবা অনুকরণসাধনী বৃত্তি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অনুকরণশব্দ—অনুকার শব্দ, অন্য ধ্বনির তুল্য ধ্বনি, কোন শব্দের অনুরূপ শব্দ। মধ্যপ। বি ; পু।

অনুকরণশীল—অনুকরণ করাই শীল অর্থাৎ স্বভাব যাহার। বহু। বিণ।

অনুকরণীয়—অনুকরণ করিবার উপযুক্ত, যাহার অনুকরণ করা আবশ্যক। অনু—কৃ (করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুকর্তব্য—অনুকরণযোগ্য। অনু (সদৃশ)—কৃ+তব্য কর্ম। বিণ।

অনুকর্তা (-কর্তৃ)—অনুকারী, অনুকরণ-কারী, অন্যের অভিনয়কারী, নকুলে। অনু—কৃ (করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী, -কর্ত্রী।

অনুকর্ম (-কর্মন্)—সদৃশ কার্য, অনুকরণ, নকল ; পশ্চাদ্বর্তি-কার্য। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুকর্ষ—১। রথনিম্নস্থ কাষ্ঠ। অনু—কৃষ (টানা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। অনুবর্তন ; (যাক) পূর্বসূত্রোক্ত বিধির পরসূত্রে অনুবর্তন ; আকর্ষণ। অনু—কৃষ (টানা) +ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অনুকর্ষণ—অনুকর্ষ ; অপকর্ষণ ; আকর্ষণ ; মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আবাহন ; কর্তব্যের বিলম্বিত অনুষ্ঠান। অনু—কৃষ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুকল্প—গৌণকল্প, অপ্রধান কল্প, মুখ্যের স্থানপ্রাপ্ত প্রতিনিধি, একটির স্থলে অন্যটি, alternative [যেমন 'মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ' অর্থাৎ মধু অভাবে গুড় দিবে। এখানে গুড় মধুর অনুকল্প। 'ব্রীহ্যভাবে নীবারৈর্যজেত' অর্থাৎ ব্রীহির অভাবে নীবার দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এখানে ব্রীহি মুখ্যকল্প এবং নীবার অনুকল্প। ব্রীহি—আশুধান্য। নীবার—উড়িধান্য]। অনু—কৢপ্+ঘঞ্ বা কৢপ্+ণিচ্+অচ্ কর্ম। বি ; পু।

অনুকাঙ্ক্ষা—স্পৃহা, কামনা, longing. অনু—কাঙ্ক্ষ্+অ ভাব, স্ত্রী আ। বি। বিণ, -কাঙ্ক্ষী।

অনুকাম—যথাকাম, যথেচ্ছ। সদৃশার্থে অব্যয়ী। অ।

অনুকামীন—কামগামী ; স্বচ্ছন্দচারী ; স্বেচ্ছাবিহারী। অনুকাম+ঈন গমন করে অর্থে। বিণ।

অনুকার—অনুকরণ, অনুরূপকরণ, সদৃশী-করণ, নকল করা ; সদৃশ বেশভূষাদির আবিষ্করণ। অনু—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অনুকার-অব্যয়—ধ্বনি ভাব অবস্থা ইঃর দ্যোতক অব্যয় শব্দ (যেমন—শনশন, ঝনঝন, টকটক, রগরগ ইঃ)। অনুকার জাত অব্যয়, মধ্যপ। বি; পু।

অনুকারশব্দ—অনুকরণ ধ্বনি, কোনও ধ্বনির অনুকরণে গঠিত শব্দ (যথা—টুং-টাং, কিচিরমিচির ইঃ)। অনুকার জাত শব্দ, মধ্যপ। বি; পু।

অনুকারা—অনুকরণ করা। কপ্র। ক্রি। [**অনুকারিছে**—অনুকরণ করিতেছে।]

অনুকারী (-কারিন্)—অনুকরণকারী, যে নকল করে এমন; সদৃশ। অনু—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অনুকার্য—১। অনুকরণীয়। বিণ। ২। পশ্চাৎ করণীয় কর্ম; গৌণকার্য। অনু—কৃ+ণ্যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

অনুকাল—১। সময়োপযোগী, opportune. অনুগত কালকে, প্রাদি। বিণ। ২। সেই সময়ে, তৎকালে। অব্যয়ী। অ।

অনুকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, বিস্তৃত; ব্যাপ্ত। অনু—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুকীর্তন—ক্রমিক বর্ণন; উচ্চারণ; বিঘোষণ, প্রকটন। অনু—কৃৎ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অনুকূল—১। সহায়, সদয়, পোষকতাকারী; সাহায্যকারী; অপ্রতিকূল; অনুগ্রহকারী; অনুরক্ত; যোগ্য। অনু—কূল (আবরণ করা)+ক কর্তৃ, যে দোষাদির আবরণ করে; অথবা কূল অর্থাৎ নদ্যাদির তীর, তাহার অনু (সদৃশ), অব্যয়ী, অথবা অনুগত কূলকে, প্রাদি, অর্থাৎ জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে সমীপাগত কূল যেরূপ সহায়। বিণ। ২। নায়ক বিঃ, যে নায়ক বারাঙ্গনাপরাঙ্মুখ হইয়া স্ব-স্ত্রীতে আসক্ত; (কাব্যে) অলংকার বিঃ। বি; পু।

অনুকূলগলহস্ত—যে গলহস্ত বা গলাধাক্কা অর্থাৎ বাহ্যতঃ শাস্তিপ্রয়োগ কার্যতঃ অভীষ্টপ্রদ বা 'শাপে বর' হয়। কর্মধা। বি; পু।

অনুকূলতা, -ত্ব—আনুকূল্য, সহায়তা; অনুগ্রহ, পোষকতা। অনুকূল+তা, ত্ব ভাব। বি; স্ত্রী, ক্লী।

অনুকূলা—১। সহায়া ইঃ ('অনুকূল' দ্রঃ)। বিণ; স্ত্রী। ২। দন্তী বৃক্ষ। অনুকূল+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুকৃত—১। যাহার অনুকরণ করা হইয়াছে এমন, সদৃশীকৃত; অনুসৃত। অনু—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অনুকরণ। অনু—কৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অনুক্ত—যাহা উক্ত বা কথিত হয় নাই এমন, অকথিত, (ব্যাক) অপ্রধান (কর্তা বা কর্ম)। ন উক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনুক্তি** (অভাষণ)।

অনুক্তকর্তা (-কর্তৃ)—(ব্যাক) কর্মবাচ্যে । কর্মধা। বি; পু।

অনুক্তকর্ম (-কর্মন্)—(ব্যাক) অকথিত কর্ম, কর্তৃবাচ্যে দ্বিতীয়ান্ত কর্মপদ। কর্মধা। বি; ক্লী।

অনুক্রকচ—করাতের ন্যায় দাঁতকাটা, serrate. অনুগত ক্রকচকে, প্রাদি। বিণ।

অনুক্রম—১। ক্রমানুগত, অনুপূর্ব, যথাক্রম। অনুগত ক্রমকে, প্রাদি। বিণ। ২। পরম্পরা, ধারা, পর্যায়, sequence; কার্যতালিকা, programme অনু—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অনুক্রমণ—পশ্চাদ্গমন, অনুসর, অনুগমন, অনুবর্তন; ক্রমানুসারে গমন বা ক্রিয়াকরণ। প্রাদি। বি; ক্লী। বিণ—**অনুক্রান্ত**।

অনুক্রমণিকা—গ্রন্থের অবতরণিকা, ভূমিকা, মুখবন্ধ; উপক্রমণিকা; নির্ঘণ্ট, সূচী। অনু—ক্রম্ (গমন করা)+অনট্ ভাব+কন্+স্ত্রী+আ। বি; স্ত্রী।

অনুক্রমণী—বেদপুরাণাদি গ্রন্থের পূর্বকৃত বর্ণনার সংক্ষিপ্ত পুনরাবৃত্তিপূর্ণ অংশ; সূচীপত্র; ভূমিকা। অনু—ক্রম+অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুক্রমা—অনুকরণ করা; ক্রমপর্যায় অনুসরণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

অনুক্রমে—ক্রমানুসারে, ক্রমশঃ; অনুসার। ক্রি-বিণ।

অনুক্রিয়া—অনুকর্ম। অনুরূপা ক্রিয়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুক্রোশ—অনুকম্পা, কৃপা, দয়া; অন্যের দুঃখে দুঃখপ্রকাশ। অনু—ক্রুশ (দুঃখ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অনুক্ষণ—প্রতিক্ষণ, সর্বদা, নিরন্তর। ক্ষণে ক্ষণে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুখন—নিরন্তর, সর্বদা। [<অনুক্ষণ।] ক্রি-বিণ।

অনুগ—১। অনুগমনকারী, পশ্চাদ্গামী, অনুচর; অনুসর; অনুযায়ী। বিণ। ২। পরিজন; সেবক। অনু (পশ্চাৎ)—গম (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অনুগত—১। বশংবদ; আশ্রিত, অধীন, বশবর্তী, মতানুবর্তী; অনুজীবী; অন্তর্গত। অনু—গম (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। অনুসৃত। অনু—গম+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। অনুগমন, পশ্চাদ্গমন। অনু—গম+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অনুগতার্থ—সংগতার্থ, অনায়াসলভ্য অর্থ। কর্মধা। বি; পু।

অনুগতি—অনুসরণ; স্বীকরণ; অনুকরণ; আনুগত্য, অনুগতভাব। অনু—গম+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুগন্তব্য—অনুসরণীয়; অনুকরণীয়। অনু—গম+তব্য কর্ম। বিণ।

অনুগবীন—গোর অনুগামী, গোরক্ষক, রাখাল। গোর পশ্চাৎ=অনুগব (অব্য); অনুগব+ঈন। বি; পু।

অনুগম—পশ্চাদ্গমন; সংগতি; মীমাংসা; অনুলোম। অনু—গম+অপ্ ভাব। বি; পু।

অনুগমন—পশ্চাদ্গমন, সঙ্গে গমন; অনুসরণ; মতানুবর্তিতা; অনুমরণ, সহমরণ। অনু—গম+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অনুগমনীয়, অনুগম্য—অনুগমনযোগ্য, পশ্চাদ্গমনসাধ্য, যাহার পশ্চাতে যাইতে হইবে, অনুসরণীয়; অনুকরণীয়। অনু—গম+অনীয়, যৎ কর্ম। বিণ।

অনুগর্জিত—অনুরূপ গর্জন; প্রতিধ্বনি। অনু—গর্জ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অনুগা—১। পশ্চাদ্গমনকারিণী। অনুগ+স্ত্রী আ। বিণ; স্ত্রী। ২। অনুজ্ঞা। প্রাকৃপ্র। বি।

অনুগামক—যে সকল সময় গমন বা অনুগমন করে এরূপ। অনু—গম+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিকা**।

অনুগামী (-গামিন্)—পশ্চাদ্গামী, অনুগমনকারী; সহচর, সঙ্গে গমনকারী; অধীন; বশংবদ। অনু—গম+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অনুগীত—অনুরূপ গীতি বা গুঞ্জন। অনু—গৈ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অনুগুণ—অনুগত; অনুরূপ; অনুকূল। অনুকূল গুণ যাহার, বহু। বিণ।

অনুগৃহীত—উপকৃত, যাহার প্রতি অনুগ্রহ করা হইয়াছে এমন; অনুগ্রহপ্রাপ্ত। অনু—গ্রহ (গ্রহণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুগ্র—উগ্র নহে; অপ্রচণ্ড, অনুৎকট; অক্রোধী; অক্রূর, অনিষ্ঠুর; অপ্রখর, অতীব্র; মৃদু, ঠাণ্ডা। ন উগ্র, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুগ্রহ—১। অনিষ্ট বারণপূর্বক ইষ্টসাধন, আনুকূল্য; উপকার; কৃপা, করুণা, দয়া; প্রসাদ, প্রসন্নতা। অনু—গ্রহ+অপ্ ভাব। ২। বিপর্যয় (স্থাবর-সৃষ্টি), অশক্তি (পশুপক্ষ্যাদি সৃষ্টি), সিদ্ধি (মানবসৃষ্টি) ও তুষ্টি (দেবসৃষ্টি) এই চতুর্বিধ সৃষ্টিরূপ অষ্টম সৃষ্টি। অনু—গ্রহ+অপ্ কর্ম। বি; পু।

অনুগ্রহপাত্র, -ভাজন—দয়ার পাত্র, কৃপাভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা কর্তব্য। ৬তৎ। বি; ক্লী বা বিণ।

অনুগ্রহপ্রদর্শন—কৃপা প্রদর্শন, দয়া দেখানো। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুগ্রহপ্রার্থী (-র্থিন্)—কৃপাপ্রার্থনাকারী, দয়ার ভিক্ষুক, দয়া করিবার যোগ্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী বা বিণ।

অনুগ্রহবিহীন, -শূন্য, -হীন—যে অনুগ্রহ করে না এমন, কৃপাহীন। ৩তৎ। বিণ।

অনুগ্রহভাজন—'অনুগ্রহপাত্র' দ্রঃ।

অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—কৃপালিপ্সু, দয়ালাভেচ্ছু। উপতৎ ; অনুগ্রহ—আ—কাঙ্ক্ষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কাঙ্ক্ষিণী**।

অনুগ্রাহক—অনুগ্রহকারী ; সদয়। অনু—গ্রহ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা**।

অনুগ্রাহী (—গ্রাহিন্)—অনুগ্রহকারী, সহায়ক। অনু—গ্রহ (গ্রহণ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

অনুগ্রাহ্য—অনুগ্রহপাত্র, যাহাকে দয়া করা উচিত এমন ; গ্রহণীয় ; গ্রহণযোগ্য। অনু—গ্রহ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অনুঘটক—যাহা নিজের বিকৃতি না ঘটাইয়া কোন রাসায়নিক সংযোগ-বিয়োগাদি সাধন করে, ca a'y:ic. অনু—ঘট + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বি বা বিণ। বি—**অনুঘটন** (c·talysis).

অনুচর—১। অনুগামী, পশ্চাদ্গামী, সহচর। বিণ। ২। যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে ; সেবক, দাস, ভৃত্য, যে ব্যক্তি অন্যের আদেশে কার্য করে। অনু—চর (গমন করা) + অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অনুচরিত—অনুসৃত, অনুগত। অনু—চর + ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

অনুচরী—১। অনুগামিনী, সহচরী। বিণ ; স্ত্রী। ২। পরিচারিকা, দাসী। অনুচর + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুচারী (—চারিন্)—১। অনুগামী, অনুচর। অনু—চর (গমন করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। ২। পরিচারক, ভৃত্য। বি ; পু। স্ত্রী—**অনুচারিণী**। ৩। অনুচারিণী ; পরিচারিকা। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী।

অনুচিকীর্ষা—অনুকরণ করিবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি। অনু—সনন্ত কৃ + অ ভাব + আ। বি ; স্ত্রী।

অনুচিকীর্ষিত—যে বিষয়ে অনুকরণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছে এমন। অনু—সনন্ত কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুচিকীর্ষু—অনুকরণেচ্ছু। অনু—সনন্ত কৃ + উ কর্তৃ। বিণ।

অনুচিত—অবিহিত, অন্যায্য, অবৈধ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুচিন্তন, -চিন্তা—অনুরূপ চিন্তন বা আন্দোলন ; অনুধ্যান ; স্মরণ ; গভীর চিন্তা। প্রাদি। বি ; ক্লী বা স্ত্রী।

অনুচ্চ—উঁচু নহে এরূপ, অনুন্নত, অনুচ্ছ্রিত ; নিম্ন, অল্প উঁচু ; মৃদু, কোমল ; অস্পষ্ট, অন্যের অশ্রাব্য। ন উচ্চ, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুচ্চারণীয়, অনুচ্চার্য—উচ্চারণের অসাধ্য বা অযোগ্য। ন উচ্চারণীয়, উচ্চার্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুচ্চারিত—অকথিত, যে কথা মুখ হইতে বাহির করা হয় নাই এরূপ। ন উচ্চারিত, নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অনুচ্চারণ**।

অনুচ্ছিষ্ট—উচ্ছিষ্ট নহে এরূপ, অনুপভুক্ত ; শুদ্ধ, পবিত্র ; অব্যবহৃত। ন উচ্ছিষ্ট, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুচ্ছেদ—ক্ষুদ্র পরিচ্ছেদ, paragraph ; আইনের এক একটি ধারা, ar'icle. প্রাদি। বি ; পু।

অনুজ—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ, কনীয়ান্, যবীয়ান্ ; জঘন্যজ। বিণ। ২। কনিষ্ঠ-ভ্রাতা, ছোট ভাই। অনু—জন + ড কর্তৃ। বি ; পু।

অনুজঙ্ঘাস্থি—গোড়ালির উপরের দু-খানি হাড়ের মধ্যে বড় হাড়খানি, ibi১. বি ; ক্লী।

অনুজন্মা (-জন্মন্)—১। অনুজ। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনু জন্ম যাহার, বহু। বি ; পু।

অনুজা—১। পশ্চাজ্জাতা, কনিষ্ঠা। 'অনুজ' দ্রঃ। অনুজ + আ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী ; বলাডুমুর ; গন্ধভাদুলিয়া। অনু—জন + ড কর্তৃ + আ। বি ; স্ত্রী।

অনুজাত—১। অনুজ ; অনুরূপজাত ; পুনর্জাত, কৃতোপনয়ন। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। অনু—জন + ক্ত কর্তৃ। বি ; পু।

অনুজাতা—১। অনুজা। বিণ ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী, ছোট বোন। অনুজাত + আ। বি ; স্ত্রী।

অনুজিঘৃক্ষা—অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা। অনু—সনন্ত গ্রহ + অ ভাব + আ। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-জিঘৃক্ষু**।

অনুজীবী (-জীবিন্)—যে অন্যকে অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করে, আশ্রিত, ভৃত্য, পোষ্য ; অনুবর্তী, সহচর। অনু—জীব + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বিনী**।

অনুজীব্য—আশ্রয়ণীয়, সেব্য। অনু—জীব + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অনুজ্জ্বল—যাহা উজ্জ্বল নহে এমন, অভাস্বর, দীপ্তিহীন। ন উজ্জ্বল, নঞ্তৎ। বিণ ; ক্লী।

[illegible] অনুৎসৃষ্ট, অপরিত্যক্ত ; অন-[illegible]চিত ; অবিকৃত। ন উজ্ঝিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুজ্ঞা—আজ্ঞা, আদেশ, সম্মতি ; ক্রিয়ার নিয়োজক প্রকার, Impei a'ive mood. অনু—জ্ঞা (জানা) + অঙ্ ভাব + আ। বি ; স্ত্রী।

অনুজ্ঞাত—আদিষ্ট, অনুমত, যে বিষয়ে অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এমন ; আদেশ-প্রাপ্ত, অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত। অনু—জ্ঞা (জানা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুজ্ঞান—অনুজ্ঞা ; পূর্বাভাসপ্রাপ্তি ; অনুমানপূর্বক বোধ ; চেতনা। অনু—জ্ঞা + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুজ্ঞাপত্র—কোন কর্ম করিবার সরকারী সনদ, l'cer ce. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অনুজ্যেষ্ঠ—১। জ্যেষ্ঠের পর। জ্যেষ্ঠকে অনুগত, প্রাদি। বিণ। ২। জ্যেষ্ঠানু-ক্রমে। অব্যয়ী। অ।

অনুতপ্ত—অনুতাপযুক্ত, পরিতপ্ত। অনু—তপ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুতর—তরপণ্য, পারঘাটের দান, খেয়ার কড়ি ; ভাটক, ভাড়া। অনু—তৃ + অপ্ করণ। বি ; ক্লী।

অনুতর্ষ—১। অভিলাষ ; তৃষ্ণা, পিপাসা। অনু—তৃষ (পানের ইচ্ছা) + ঘঞ্ ভাব। ২। মদ্যপান-পাত্র, মদের গেলাস। অনু—তৃষ + ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

অনুতর্ষণ—১। মদ্যপান-পাত্র। অনু—তৃষ (পানের ইচ্ছা) + অনট্ করণ। ২। মদ্যবিতরণ। অনু—তৃষ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুতাপ—অনুশোচনা, পশ্চাত্তাপ, কোনও অন্যায্য কার্য করিয়া তজ্জন্য পশ্চাৎ খেদ। অনু (পশ্চাৎ)—তপ (তপ্ত হওয়া) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। বিণ—**অনুতাপিত** (পশ্চাদ্দুঃখপ্রাপ্ত)।

অনুতাপী (-তাপিন্)—অনুতাপযুক্ত, অনুতপ্ত, অনুশোচনকারী, পরিতপ্ত। অনুতাপ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-তাপিনী**।

অনুৎক—অনুন্মনাঃ, অনুদ্বিগ্ন ; অনুৎসুক। ন উৎক, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুৎকণ্ঠিত—উৎকণ্ঠাশূন্য, উদ্বেগবর্জিত ; অনাকুল ; অব্যগ্র। বিণ।

অনুৎকর্ষ—অপকর্ষ, নিকৃষ্টতা। ন উৎকর্ষ, নঞ্তৎ। বি ; পু।

অনুত্তম—১। অধম, নিকৃষ্ট। ন উত্তম, নঞ্তৎ। ২। অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট। ন (নাই) উত্তম যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনুত্তর—১। নিরুত্তর, উত্তরদানে অসমর্থ। ন (নাই) উত্তর (প্রতিবচন) যাহার, বহু।

২। অশ্রেষ্ঠ, অধম, নিকৃষ্ট ; দক্ষিণ। ন উত্তর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্‌তৎ। ৩। অনুত্তম, সর্বশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) উত্তর (শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহু। বিণ। ৪। উত্তরাভাব, কথার উত্তর না দেওয়া; অযথা বা অসংলগ্ন উত্তর। ন উত্তর, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুত্তরঙ্গ—উত্তাল তরঙ্গহীন, তরঙ্গোদ্‌গমহীন। ন উত্তরঙ্গ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুত্তান—অনূর্ধ্বমুখ, যাহা চিৎ নহে এমন, উপুড়। ন উত্তান, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুত্তোলিত—যাহা উপরে তোলা হয় নাই এরূপ ; অনুন্নীত ; অজাগরিত। ন উত্তোলিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুত্রিকাস্থি—মেরুদণ্ডের নিম্নস্থিত ত্রিকোণাকার অস্থির নিম্নভাগ, coccyx বি ; স্ত্রী।

অনুৎপত্তি—উৎপত্তির অভাব, উৎপন্ন না হওয়া, না জন্মা ; অজন্মা। ন উৎপত্তি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুৎপন্ন—অজাত, যাহা জন্মে নাই এমন। ন উৎপন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুৎপাদ, -পাদন—অজনন, অনুৎপত্তি। ন উৎপাদ, উৎপাদন, নঞ্‌তৎ। বি ; পু, স্ত্রী।

অনুৎসাহ—১। উৎসাহাভাব, অনুদ্যম। ন উৎসাহ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। উৎসাহশূন্য, নিরুৎসাহ, উদ্যমরহিত। ন (নাই) উৎসাহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অনুৎসাহী (—সাহিন্‌)—উৎসাহরহিত, নিরুৎসাহ, উদ্যমহীন। ন উৎসাহী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সাহিনী**।

অনুৎসেক—অগর্ব। ন উৎসেক, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। বিণ, **-সেকী**।

অনুদক—নির্জল ('—মরু') ; অল্পজলবিশিষ্ট ('— পল্বল') ; জলদানশূন্য ('— শ্রাদ্ধ')। বহু। বিণ।

অনুদগ্র—১। যাহার অগ্রভাগ উর্ধ্বমুখে উদগত নহে ; অনূর্ধ্বমুখ ; অনুদ্গত ; অনুন্নত। ন উদগ্র, নঞ্‌তৎ। ২। অত্যুন্নত। ন (নাই) উদগ্র যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনুদয়—না উঠা, অপ্রকাশ, অনাবির্ভাব ; সূর্যের অপ্রকাশ ; সূর্যোদয়ের পূর্বকাল। ন উদয়, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। **অনুদয়ে স্নান**—সূর্য উঠিবার আগে নাওয়া।

অনুদর—ক্ষীণোদর, কৃশ, ক্ষীণকায়, ক্ষীণমধ্য। ন (অল্প) উদর যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-দরী, -দরা**।

অনুদর্শন—পুনঃ পুনরালোচন। অনু —দৃশ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুদর্শী (—দর্শিন্‌)—আলোচক, (দোষ) অন্বেষী। অনু—দৃশ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

অনুদাত্ত—১। নিম্নস্বর ; বৈদিক মন্ত্র বিঃ। [উচ্চস্বরকে উদাত্ত, নীচস্বরকে অনুদাত্ত এবং উচ্চনীচ সমাহার স্বরকে স্বরিত কহে। যে স্বরের আদ্য অর্ধ উদাত্ত এবং শেষার্ধ অনুদাত্ত, তাহাকে স্বরিত কহে।] বি ; পু। ২। উদাত্তভিন্ন। ন উদাত্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদান—বিদ্যালয় প্রঃ জনসাধারণের প্রতিষ্ঠানে সরকারের দান, grant. অনু—দা+অনট্‌ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুদার—১। নীচ, অসাধু, অসৎ ; ক্ষুদ্র, নীচাশয়, সংকীর্ণমনা ; কৃপণ। ন উদার, নঞ্‌তৎ। ২। অতিশয় দাতা, অতিমহান্‌। ন (নাই) উদার যাহা হইতে, বহু। বিণ। ৩। যাহার স্ত্রী অনুগতা, অনুগতদার। অনু (অনুগত) দার যাহার (যে পুরুষের), বহু। ৪। দারানুগত। দারকে অনুগত, প্রাদি। বিণ ; পু।

অনুদাস—দাসের দাস, একান্ত বশংবদ দাস। অনুগত দাস, প্রাদি। বি ; পু।

অনুদিত—১। অনুক্ত, অকথিত। নঞ্‌—বদ (বলা)+ক্ত কর্ম। ২। অপ্রকাশিত ; অনুদ্গত। ন উদিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদিন—১। প্রতিদিন, প্রত্যহ। দিনে দিনে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। অ। ২। সতত, অনুক্ষণ ; দীর্ঘকাল। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুদিশ—দিকে দিকে, প্রতি দিকে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুদেশ—উপদেশ ; যথাক্রমে কথন ; আদেশ ; অনুমতি। অনু—দিশ্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

অনুদ্গত—উর্ধ্বগত নহে এরূপ, যাহা উপর দিকে উঠে নাই এমন ; অনুদগ্র ; অনুদ্ভিন্ন ; অবহিঃপ্রসৃত। ন উদ্গত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্ঘাত—সমতল। ন (নাই) উদ্ঘাত যাহাতে, বহু। বিণ।

অনুদ্ঘাতী (—তিন্‌)—অনুচ্চাবচ, সমতল। ন উদ্ঘাতী (উন্নতানত), নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দ্ঘাতিনী**।

অনুদ্দিষ্ট—যাহার উদ্দেশ নাই এরূপ, যে বিদেশগত ব্যক্তির বহুকাল খোঁজখবর নাই ; লক্ষ্যের অবিষয়ীভূত। ন উদ্দিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্দেশ—১। উদ্দেশ না পাওয়া, বিদেশগত ব্যক্তির বহুকাল খোঁজখবর না পাওয়া ; অলক্ষ্যকরণ ; অনভিপ্রায়। ন উদ্দেশ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। উদ্দেশহীন, নিরুদ্দেশ, যাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই এরূপ। ন (নাই) উদ্দেশ যাহার, বহু। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্ধত—বিনয়, বিনত। ন উদ্ধত,

অনুদ্ধরণ, অনুদ্ধার—১। অনুত্তোলন, না তোলা, না উঠানো ; অন্যের লেখা অবিকল না তোলা ; বিপদ্‌ হইতে মুক্ত না করা ; অপরিত্রাণ। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী, পু। ২। উদ্ধারহীন, অপরিত্রাত ; অনুত্তোলিত ; (অপরের লেখা) অনুদ্ধৃত। ন (নাই) উদ্ধরণ, উদ্ধার যাহার, বহু। বিণ।

অনুদ্ধৃত—অনুত্তোলিত, যাহা উঠানো যায় নাই এরূপ ; অন্যের লেখা হইতে অবিকল তুলিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ ; অমোচিত, অপরিত্রাত। ন উদ্ধৃত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্বাহ—অপরিণয়, বিবাহ না করা, কৌমার্য। ন উদ্বাহ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনুদ্বিগ্ন—উদ্বেগরহিত, উৎকণ্ঠাশূন্য, নিশ্চিন্ত। ন উদ্বিগ্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্বেগ—১। উদ্বেগাভাব, উৎকণ্ঠারাহিত্য, দুশ্চিন্তাহীনতা ; দুঃখাভাব। ন উদ্বেগ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। উদ্বেগশূন্য ; প্রশান্তচিত্ত। ন (নাই) উদ্বেগ যাহার, বহু। বিণ।

অনুদ্বেগকর—অদুঃখকর (বাক্য)। ন উদ্বেগকর, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্বেল—অনুচ্ছলিত, যাহা কূলাতিক্রান্ত নয় এরূপ ; অনুদ্বিগ্ন। ন উদ্বেল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্বেলিত - অনুচ্ছলিত ; অনুদ্বেজিত ; অচঞ্চলীকৃত ; অপ্রকাশিত। ন উদ্বেলিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্ভিন্ন—অপ্রকাশিত ; অনুদ্গত ; অপরিপুষ্ট। ন (নয়) উদ্ভিন্ন, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অ[illegible]—১। যাহার দেহ পুষ্টিলাভ করে নাই এমন। বহু। বিণ। ২। অপুষ্ট দেহ। কর্মধা। বি ; পু বা স্ত্রী।

অনুদ্ভূত—অনুদ্ভিন্ন ; অব্যক্ত, প্রচ্ছন্ন। ন উদ্ভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনুদ্ভব**। **অনুদ্ভূত বৃত্তিশক্তি**—ভিতরে আছে অথচ বাহিরে অপ্রকাশিত মানসিক বা দৈহিক কর্মশক্তি, protential.

অনুদ্যত—অনুদ্যমযুক্ত, অনুদ্যুক্ত, অপ্রস্তুত ; অনুত্থিত। ন উদ্যত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্যুক্ত—অনুদ্যত, অনুদ্যোগী, অপ্রস্তুত। ন উদ্যুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুদ্যূত—পশ্চাৎ বা পুনর্বার পাশকক্রীড়া। অনু—দিব +ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুদ্যোগ—১। উদ্যোগাভাব, আলস্য, অবহেলা, ঔদাস্য। ন উদ্যোগ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। নিরুদ্যম, অলস। বহু। বিণ।

অনুদ্যোগী (-গিন্)—উদ্যোগবিহীন, অনুদ্যত, অপ্রবৃত্ত ; নিশ্চেষ্ট, অলস। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গিনী**।

অনুদ্রুত—১। অনুসৃত, পশ্চাদ্ধাবিত ; অন্বিত, সমেত। অনু—দ্রু (পলায়ন করা) +ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। সূক্ষ্ম কাল-পরিমাণ বিঃ ; সংগীতশাস্ত্রে দ্রুতের অর্ধমাত্রা অর্থাৎ সিকি মাত্রা ("অর্ধমাত্রং দ্রুতং জ্ঞেয়ং তদর্দ্ধঞ্চানুদ্রুতকম্")। অনুগত দ্রুতকে, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুধর্মক—যাহার অন্যের সহিত তুলনা হয় এমন, analogous. অনুগত ধর্ম যাহার, বহ+স্বার্থে ক। বিণ।

অনুধাই—১। অনুধাবন বা অনুধ্যান করিয়া, চিন্তা করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। অনুধ্যান করি ; অনুধাবন করি। ক্রি (উত্তম পুরুষ)।

অনুধাবন—পশ্চাদ্গমন ; অনুসন্ধান ; অভিনিবেশ, মনোযোগ ; গবেষণা ; তত্ত্ব-নিশ্চয়ানুসরণ ; প্রক্ষালন, শোধন। অনু—ধাব+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুধাবিত—পশ্চাদ্ধাবিত ; মনোযোগী ; অভিনিবিষ্ট। অনু—ধাব+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুধ্যান—মঙ্গলচিন্তা, ইষ্টচিন্তা ; গভীর চিন্তা। অনু—ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুধ্যায়ী (-ধ্যায়িন্)—অভিলাষী, অনু-চিন্তক। অনু—ধ্যৈ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

অনুধ্যেয়—অনুচিন্ত্য, শুভোদ্দেশ্যে বিভাব্য ; স্মরণযোগ্য। অনু—ধ্যৈ+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুনয়—স্তব, স্তুতি, বিনয়, শিষ্টতা ; কাতরোক্তি ; ক্রোধাপনয়ন ; সন্মার্গ-প্রবর্তন ; প্রার্থনা। অনু—নী+অচ্ ভাব। বি ; পু। বিণ—**অনুনীত**, **অনুনয়ী**।

অনুনয়বিনয়—স্তবস্তুতি ; কাতরপ্রার্থনা ; একান্ত অনুরোধ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

অনুনয়ী (-য়িন্)—অনুনয়যুক্ত, অনুনয়-কারী ; প্রার্থনাকারী, প্রার্থী ; বিনয়ী, বিনীত। অনুনয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। [বি ; পু।

অনুনাদ—পশ্চাৎ শব্দ, প্রতিধ্বনি। প্রাদি।

অনুনাদিত—সম শব্দবিশিষ্ট, একসঙ্গে শব্দিত ; অনুরণিত ; সমকালে ধ্বনিত ; প্রতিশব্দিত। অনুনাদ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অনুনাসিক—১। নাসিকা-সাহায্যে উচ্চারিত বর্ণ, যথা—ঙ, ঞ, ণ, ন, ম ইঃ। বি ; পু। ২। নাসিকা দ্বারা উচ্চার্য ; নাকী, খোনা। নাসিকাকে অনুগত, প্রাদি। বিণ।

অনুনীত—বিনীত ; প্রার্থিত ; সন্মার্গে প্রবর্তিত, প্রসাদিত, যাহাকে প্রসন্ন করা হইয়াছে এমন। অনু—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুনেয়—অনুনয়যোগ্য ; সান্ত্বনীয়। অনু—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুস্নেহ—অনুকূল স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।

অনুন্নত—অনুচ্ছ্রিত ; অনুচ্চ, নিম্ন। ন উন্নত, নঞ্তৎ। বিণ। **অনুন্নত শ্রেণী, সম্প্রদায়**—সভ্যতা ও সমৃদ্ধির পথে অনগ্রসর জনসমূহ (I:,re sed cla‥)

অনুন্মত্ত—যে মাতে নাই, মাতাল নহে ; অনুন্মাদগ্রস্ত, অক্ষিপ্ত, পাগল নহে, প্রকৃতিস্থ। ন উন্মত্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুন্মীলিত—অপ্রকাশিত ; মুদিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুন্মূলিত—অনুৎপাটিত, যাহা উপড়ান হয় নাই এরূপ ; অবিধ্বস্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপ—উপমারহিত, সাদৃশ্যহীন, অনুপ-ময়। ন (নাই) উপ (উপমা) যাহার, বহু। বিণ। [< অনুপম।]

অনুপকার—অপকার, অনিষ্ট, হানি, ক্ষতি ; অগুণ। ন উপকার, নঞ্তৎ। বি ; পু।

অনুপকারক—অপকারক, অনুপকারী, অপকারী ; অগুণকারক। ন উপকারক, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

অনুপকারিতা—অপকারিতা ; অনিষ্ট-কারিতা। অনুপকারিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অনুপকারী (-কারিন্)—অপকারী, যাহা হইতে প্রত্যুপকারের আশা নাই, অনিষ্টকারী। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অনুপকৃত—যে উপকার প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার উপকার করা হয় নাই। ন উপকৃত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপঠিত—১। গুরুর উপদেশানুসারে পঠিত। অনু—পঠ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গুরুকৃত পাঠানুসারে পাঠ। অনু—পঠ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অনুপদ—১। অনুগামী, পশ্চাদ্গামী, পদানুযায়ী (word for wo d)। অনু (পশ্চাৎ) পদ যাহার, বহু। বিণ। ২। পদে পদে, অনন্তর, পশ্চাৎ। অব্যয়ী। অ। ৩। যে পদ বা বাক্য পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হয়, ধুয়া। পদের অনু (পশ্চাৎ), অব্যয়ী বা প্রাদি। বি ; ক্লী।

অনুপদিষ্ট—অশিক্ষিত, যে উপদেশ পায় নাই। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপদী (-দিন্)—অনুগামী, পশ্চাদ্গামী ; অনুবর্তী ; অনুকর্তা ; অন্বেষণকারী অনুপদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দিনী**।

অনুপদীনা—পদাচ্ছাদন, মোজা, জুতা প্রঃ ; পদায়ত উপানৎ (টাইট্ বুট), পদপ্রমাণ পাদুকা। অনু—পদ+খিন +আ। বি ; স্ত্রী।

অনুপধি—ছলশূন্য, সরল। ন (নাই) উপধি যাহার, বহু। বিণ।

অনুপনীত—যাহার উপনয়ন হয় নাই, অকৃতোপনয়ন। নঞ্তৎ। বিণ ; পু।

অনুপনেয়—উপনয়ন সংস্কারের অযোগ্য ; যাহার উপনয়ন সংস্কারের কাল অতীত হইয়াছে, ব্রাত্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপন্যাস—অকথন। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অনুপপত্তি—অভাব ; অসংগতি ; অ-সংলগ্নতা ; অনুৎপত্তি ; অযুক্তি ; প্রমাণা-ভাব ; অসমাপ্তি ; অসিদ্ধি, অমীমাংসা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপপন্ন—অসংগত ; অনুৎপন্ন ; অসংলগ্ন ; অযুক্ত ; অসিদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপবীতী (-তিন্)—উপবীতভিন্ন, অনুপনীত। নঞ্তৎ। বিণ ; পু।

অনুপভুক্ত—যাহা ভোগ করা হয় নাই এরূপ ; অভক্ষিত ; অব্যবহৃত। ন উপভুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপম—১। উপমারহিত, নিরুপম, তুলনা-শূন্য, অত্যুৎকৃষ্ট। ন (নাই) উপমা যাহার, বহু। বিণ। ২। উৎকৃষ্ট রত্নবিশেষ। বাংপ্র। বি।

অনুপমা—১। উপমারহিতা, অতুলা, নিরুপমা, সর্বোৎকৃষ্টা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। নৈঋত কোণে যে দিগ্গজ আছে, তাহার স্ত্রীর নাম। ৩। উপমারাহিত্য, উপমার অভাব। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপমিত—অতুলিত, যাহার তুলনা করা হয় নাই ; অতুলনীয়, অনুপম, অতুল। নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপমেয়—উপমারহিত, উপমানাভাব-প্রযুক্ত যাহা উপমেয় হয় না ; অনুপম, সর্বোৎকৃষ্ট। ন উপমেয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপযুক্ত—অযোগ্য ; অযুক্ত, অনুচিত। ন উপযুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুপযোগ—১। অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা ; অনশন। ন উপযোগ, নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। অনুপযুক্ত ; উপবাসী। বহু। বিণ।

অনুপযোগিতা—অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা। অনুপযোগিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অনুপযোগী (-গিন্)—অনুপযুক্ত, অ-যোগ্য। ন উপযোগী, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অনুপযোগিনী**।

অনুপরতি—উপরতির অভাব ; অবিরাম ; বিষয়ানুরক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ—**অনুপরত**।

অনুপল—১। হিন্দু গণিতানুসারে কালের ক্ষুদ্রতম বিভাগ, ইংরেজী এক সেকেণ্ডের ১৫০ ভাগের এক ভাগ। বি ; পু। ২। উপলহীন, শিলারহিত, প্রস্তরশূন্য। ন (নাই) উপল (প্রস্তর) যেথায়, বহু। বিণ।

অনুপলক্ষিত—অলক্ষিত, অদৃষ্ট ; অ-তর্কিত ; অযাচিত। ন উপলক্ষিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অনুপলক্ষণ**।

অনুপলব্ধ—অলব্ধ, অপ্রাপ্ত, অনর্জিত ; অননুভূত ; মনোমধ্যে ধৃত নহে, অনব-বুদ্ধ ; অনুপভুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপলব্ধি—অপ্রাপ্তি ; অননুভূতি ; ধারণার অভাব ; প্রত্যক্ষাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপশম—উপশান্তির অভাব, অনিবৃত্তি ; অনারোগ্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অনুপশমনীয়—উপশমনের অযোগ্য ; অদম্য ; দুরারোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপস্কৃত—অবিকৃত, অকৃতপাক (খাদ্য) ; অনিন্দিত। বিণ।

অনুপস্থান—অনুপস্থিতি। ন উপস্থান (উপস্থিতি), নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপস্থাপন—অস্থাপন, স্থাপন না করা, না রাখা ; কোন বিষয় উপস্থিত না করা ; প্রসঙ্গ না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপস্থাপিত—অস্থাপিত, স্থাপন করা হয় নাই এরূপ, যাহা রাখা হয় নাই ; যাহা উপস্থিত করা হয় নাই, অপ্রস্তাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপস্থায়ী (—য়িন্)—অনুপস্থিত ; অসমীপস্থ, দূরবর্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —**য়িনী**।

অনুপস্থিত—গরহাজির, অবর্তমান, অনাগত। ন উপস্থিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপস্থিতি—উপস্থিতির অভাব, অনাগমন, অবিদ্যমানতা ; অস্মরণ। ন উপস্থিতি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অনুপহত—অনাহত ; অবিনাশিত ; অপরিহিত (ফুকুন) ; বিশুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপাকৃত—অনর্চিত, অসংস্কৃত (মাংস)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপাত—১। পশ্চাৎ অবতরণ বা পতন ; পশ্চাদ্‌গমন, অনুসার। অনু—পত+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু। ২। (গণিতে) একরাশির সহিত অন্য একরাশির যে সম্বন্ধ, Ratio ; ত্রৈরাশিক। প্রাদি। বি ; পু।

অনুপাতক—মহাপাতকের তুল্য পাতক (পাপ)। অনুপাতক ৩৫ পঁয়ত্রিশ প্রকার ; যথা—(১) নীচ জাতি হইয়া আপনাকে উচ্চ জাতি বলিয়া পরিচয় প্রদান, (২) যে দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, রাজার নিকট তেমন দোষ প্রকাশ করণ, (৩) পিতার মিথ্যা দোষকথন, এই তিনটি ব্রহ্মহত্যার সমান। (৪) বেদত্যাগ অর্থাৎ অধীত বেদের বিস্মৃতি ; (৫) বেদের নিন্দা ; (৬) কৌট সাক্ষ্য—ইহা দুই প্রকার, জ্ঞাত বিষয় না বলা ও মিথ্যা কথা বলা ; (৭) সুহৃদ্বধ ; (৮) জ্ঞান-পূর্বক অভ্যাসযোগে গর্হিত খাদ্যের অর্থাৎ বিষ্ঠাদিতে উৎপন্ন দ্রব্যের ভক্ষণ ; (৯) অভক্ষ্য ভক্ষণ, এই ছয় প্রকার সুরাপানের তুল্য। (১০) গচ্ছিত দ্রব্য হরণ, (১১) মানুষ চুরি, (১২) ঘোড়া চুরি, (১৩) রূপা চুরি, (১৪) ভূমি চুরি, (১৫) হীরা চুরি, (১৬) মণি চুরি, এই সাত প্রকার সুবর্ণহরণের সমান। এবং এতদ্ভিন্ন সপিণ্ড-স্ত্রী, কুমারী, অন্ত্যজা, বন্ধুর স্ত্রী, ঔরস ভিন্ন পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের অসবর্ণা স্ত্রী, সহোদরা, মাসী, পিসী, মামী, শাশুড়ী প্রভৃতি ১৯ প্রকার অগম্যাগমন গুরুপত্নী-হরণের তুল্য। অনু (সদৃশ) পাতক, প্রাদি ; অথবা অনু—পত্‌+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অনুপান—ঔষধের সহিত বা ঔষধ সেবনের পরে পেয় রসাদি, ঔষধের সহকারী দ্রব্য ; ভোজনানন্তর পেয় দ্রব্য। অনু—পা+অনট্‌ কর্ম। বি ; ক্লী।

অনুপাম—অনুপম, অতুলনীয়, অতি পরিপাটি। প্রা কপ্র। [<অনুপম]।

অনুপায়—১। উপায়াভাব, অসংগতি, অনুসার। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। নিরুপায়, অগতিক, অসহায়। বহু। বিণ।

অনুপার্শ্ব—পার্শ্বগত, পার্শ্বিক, lateral. পার্শ্বকে অনুগত, প্রাদি। বিণ।

অনুপাল্য—সমভাবে প্রতিপাল্য, পোষ্য ; রক্ষণীয় ; আশ্রিত। অনু পালি+যৎ কর্ম। বিণ। বি—**অনুপালন**।

অনুপুঙ্খ—শর, নল, খাগড়া। বি ; পু।

অনুপূরক—অতিরিক্ত ; পরিশিষ্ট ; পূরক, পরিপূরক, supplementary বিণ।

অনুপূর্ব—১। যথাক্রম, আনুক্রমিক ; পশ্চাদ্‌গামী ; সৌষ্ঠবসম্পন্ন, symmetrical. পূর্বকে অনুগত, ২তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অনুপূর্বা**। ২। অনুক্রম। বি ; পু।

অনুপেত—অসংযুক্ত, অবশিষ্ট ; অনুপনীত। ন উপেত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপ্ত—যাহা বোনা হয় নাই এরূপ। ন উপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনুপ্রবিষ্ট—অন্তঃপ্রবিষ্ট, অন্তর্নিবিষ্ট, মধ্যগত ; সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত ; অধিষ্ঠিত। অনু—প্র—বিশ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুপ্রবেশ—অন্তঃপ্রবেশ ; অনুরূপ প্রবেশ ; অধিষ্ঠান। অনু—প্র—বিশ (প্রবেশ করা) +ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

অনুপ্রভা—অন্ধকারে আলোক প্রকাশ বা জ্বলনশীলতা, phosphorescence প্রাদি। বি ; স্ত্রী। বিণ—**অনুপ্রভ**।

অনুপ্রয়াত—অনুগত, অনুসৃত। অনু—প্র—যা+ক্ত কর্তৃ ; কর্ম। বিণ।

অনুপ্রস্থ—প্রস্থের অনুগত, আড় দিকে ঘটিত। প্রস্থের অনুগত, ২তৎ। বিণ।

অনুপ্রাণন—অনুপ্রাণনা (সকল অর্থে)। অনু—প্র—ণিজন্ত অন+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুপ্রাণনা—সঞ্জীবন, জীবনীশক্তির অনুপ্রবেশ ; প্রত্যাদেশপ্রদান ; উৎসাহ-জনন, উদ্দীপন ; বিষয়ান্তর দ্বারা বর্ণনীয় বিষয়ের দার্ঢ্য-সম্পাদন ; অন্য লোক দ্বারা অভীষ্ট ব্যক্তির তেজোবর্ধন। অনু প্র ণিজন্ত অন+অন ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অনুপ্রাণিত—সঞ্জীবিত ; সবলীকৃত ; সমর্থিত ; প্রোৎসাহিত ; কার্যসাধনী শক্তি দ্বারা সংবর্ধিত ; নব শক্তি যোগে প্রভাবান্বিত ; প্রত্যাদিষ্ট। অনু প্র—ণিজন্ত অন+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুপ্রাপ্ত—গত ; আরব্ধ ; লব্ধ। অনু—প্র— আপ+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

অনুপ্রাস—শব্দালংকারবিশেষ, স্বরের বৈষম্য হইলেও যে শব্দসাম্য, তাহাকে অনুপ্রাস বলে [যথা,—"গৌরবে যমুনে! তুমি কলকল স্বনে, নবীননীরদকান্তি নিনিদ নীল নীরে"—পদ্যপাঠ]। অনু প্র—অস+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

অনুপ্লব—সহায়, সহচর, অনুচর। অনু (পশ্চাৎ)—প্লু+অচ্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

অনুবংশ—১। আনুক্রমিক বংশ ; অপত্যপরম্পরা ; অনুজাত বংশ ; শাখা বংশ। বংশকে অনুগত, প্রাদি। বি ; পু। ২। বংশানুক্রমে। অব্যয়ী। অ।

অনুবচন—সদৃশবাক্য, একবিধ বাক্য ; পুনরুক্তি ; অপ্রধান বা অধীন বাক্য, গৌণবাক্য, clause ; অধ্যায়। অনু (সদৃশ) বচন (বাক্য), প্রাদি। বি ; ক্লী।

অনুবৎসর—চান্দ্রবর্ষ, দ্বাদশ চান্দ্রমাস ; সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর ও উদাবৎসর—এই বর্ষপঞ্চকের চতুর্থ বৎসর। প্রাদি। বি ; পু।

অনুবধি—অবধিহীন, সতত। ক্রি-বিণ। প্রা ক।

অনুবদ্ধ—পশ্চাৎবদ্ধ, পরে বাঁধা বা গাঁথা; গ্রথিত; সম্পৃক্ত, সংশ্লিষ্ট, সংক্রান্ত। অনু—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুবধি—সর্বদা, অবিরাম। ক্রি-বিণ। [< অনবধি।]

অনুবন্ধ—১। বন্ধন; অবিচ্ছেদ সম্বন্ধ correlation; অনুবৃত্তি; আরোপ; অনুরোধ; উপক্রম, আরম্ভ, উপলক্ষ; প্রযত্ন, নিমিত্ত; পরিণাম; বিঘ্ন, নিয়ম (চৈতন্যলীলায় ক্রম অনুবন্ধ); প্রসঙ্গ; কৌশল; শ্রেণী; রচনা; প্রাচীন ব্যাকরণে কোনও কার্যের নিমিত্ত গৃহীত বর্ণ, উহা কার্যকালে থাকে না, মুগ্ধবোধ ব্যাকরণে যাহাকে "ইৎ" বলে, প্রাচীন ব্যাকরণে উহাকেই অনুবন্ধ বলে। অনু বন্ধ+অল্ ভাব। ২। পিতৃপ্রভৃতি গুরুজনের অনুযায়ী শিশু; মুখ্যানুযায়ী, প্রধানের অনুগামী। অনু বন্ধ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অনুবন্ধী (-বন্ধিন্)—১। অনুবন্ধযুক্ত; সম্বন্ধবিশিষ্ট; সম্বন্ধ, সম্পৃক্ত; পশ্চাদ্বর্তী, ফলস্বরূপে আগত; অবিচ্ছিন্ন, নিরন্তর; অব্যাহত। অনুবন্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অনুবন্ধিনী**। ২। সঙ্গী, সহচর। বি; পু।

অনুবন্ধী—পিপাসা, তৃষ্ণা; হিক্কা। অনু—বন্ধ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অনুবর্তন—অনুবৃত্তি, সেবা; অনুগমন, পশ্চাদ্গমন; অনুকরণ; পালন; অবিচ্ছেদ; পশ্চাদয়ন; স্থানান্তর গমন; পূর্বসূত্রস্থ পদের পরসূত্রে উপস্থিতি। অনু (পশ্চাৎ)—বৃত (থাকা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুবর্তনীয়—অনুসরণীয়, করণীয়। অনু—বৃত+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুবর্তিতা—অনুবর্তীর ভাব বা কার্য, অনুবর্তন। অনুবর্তিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অনুবর্তী (-বর্তিন্)—পশ্চাদ্বর্তী, অনুগামী, অনুযায়ী, সহগামী; অনুসারী (জ্যোষ্ঠানুবর্তী শব্দে); অনুরক্ত; সদৃশ; যে অন্যের কথামত চলে। অনু-বৃত (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অনুবর্তিনী**।

অনুবল—১। ক্ষমতানুযায়ী, ক্ষমতানুসারী। বলের অনুগত অর্থাৎ বলকে অনুগমন করে যে, ২তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অনুবলা**। ২। পৃষ্ঠরক্ষক সৈন্য; সহায়; অনুগ্রহ; প্রভাব; সাহায্য; মাহাত্ম্য। অনুগত বল, প্রাদি। বি; পু বা স্ত্রী।

অনুবলে—বলানুসারে ("ব্যাস প্রদেশ অবগ্রহে, আমরা জানিলে প্রশ্ন, জ্যাশ্বের রূপের অনুবলে।"—অন্নদামঙ্গল)। বলের অনুসারে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

অনুবর্ণ—১। বর্ণানুগ। বর্ণকে অনুগত, ২তৎ বা প্রাদি। বিণ। ২। অনুরোধ, অনুবর্তন। বি; পু।

অনুবাক—১। আবৃত্তি, পুনঃপাঠ; পশ্চাদ্ভাষণ। অনু—বচ্+ঘঞ্ ভাব। ২। বেদের অধ্যায়; সাম ও যজুর্বেদের অংশবিশেষ। অনু বচ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

অনুবাক্যা—দেবতার আহ্বানসাধক ঋক্‌বিশেষ। অনু বচ+ণ্যৎ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

অনুবাচন—অধ্যাপনা; বেদমন্ত্রের আবৃত্তি। অনু—বাচি+অন ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুবাত—১। বায়ুবর্ধক; বায়ুর অভিমুখী। বাতকে অনুগত, প্রাদি। বিণ। ২। বায়ুর অভিমুখে। বায়ুর অভিমুখে এই অর্থে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ৩। অনুকূল বায়ু; শিষ্য হইতে গুরুর দিকে প্রবাহিত বায়ু। প্রাদি। বি; পু।

অনুবাদ—১। পশ্চাৎ কথন; পুনঃ পুনঃ কথন; অনুকীর্তন; ভাষান্তরকরণ; অনুকরণ; অপবাদ, নিন্দা; জনশ্রুতি; উদ্দেশ্য বা জ্ঞাত বিষয়ের কথন; কুৎসিতার্থ বাক্য; প্রশংসা। অনু—বদ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। বিণ—**অনূদিত**। ২। প্রতিকূলতা, শত্রুতা ("বিধি করে অনুবাদ")। বাংপ্র। বি।

অনুবাদক—ভাষান্তরকারক; পশ্চাৎকথক; পুনঃ পুনঃ কথক; নিন্দক; সদৃশ। অনু—বদ+ণক কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাদিকা**।

অনুবাদিত—অনুবাদযুক্ত, যাহার অনুবাদ হইয়াছে। অনুবাদ+ইত। বিণ।

অনুবাদী (-দিন্)—অনুবাদকারী; সদৃশ, তুল্য, অনুরূপ; সূচক। অনু বদ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অনুবাদ্য—অনুবাদযোগ্য, অনুবাদনীয়; অনুকরণীয়; উদ্দেশ্য; অনুকীর্তনীয়; অনুকথনীয়। অনু বদ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অনুবার—বার বার, পুনঃ পুনঃ, ভূয়োভূয়ঃ; বারে বারে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। অ।

অনুবাস—ধূপাদি দ্বারা সুরভীকরণ; তৈলপিচ্‌কারী। অনু বাসি+অচ্ ভাব। বি; পু।

অনুবাসন—ধূপন, বস্তিক্রিয়াবিশেষ। অনু—বিশ্র বস (—বাসি)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। [স্নেহাদিভরণমনুবাসনম্ অর্থাৎ স্নেহাদি পদার্থ দ্বারা বস্তিপোষণ ক্রিয়াকে অনুবাসন কহে।]

অনুবিদ্ধ—১। খচিত; সমুৎকীর্ণ; ছিদ্রিত; যুক্ত; মিশ্রিত; ব্যাপ্ত; ভূষিত; গ্রথিত। অনু ব্যধ (বিদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গ্রথন। অনু ব্যধ+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুবিধান—সদৃশকরণ; অনুরূপ উপায়। অনুরূপ বিধান, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুবিধায়ী (-য়িন্)—অনুবর্তী, অনুগামী, অনুযায়ী। অনু—বি+ধা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বিধায়িনী**।

অনুবিভাগ—বিভাগের বিভাগ, section. প্রাদি। বি; পু।

অনুবিম্ব—প্রতিবিম্ব, ছায়া। অনুরূপ বিম্ব, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অনুবীক্ষণ—অত্যন্ত ক্ষুদ্র পদার্থ নিরীক্ষণের যন্ত্র, রোগ-বীজাণু দেখিবার যন্ত্র. microscope. বি; স্ত্রী। [শুদ্ধ বানান অণুবীক্ষণ।]

অনুবৃত্ত—অনুগত; বশ্য; (ব্যাকরণে) পূর্ব সূত্র হইতে অধিকারপ্রাপ্ত; ক্রমে বৃত্তাকারপ্রাপ্ত। অনু বৃত+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুবৃত্তি—পশ্চা ; অনুকরণ; অনুবন্ধ; অনুরোধ; অনুরঞ্জন; উচিত কর্মানুষ্ঠান; অনুকরণ, আবর্তন, অভ্যাস; পুন প্রসঙ্গের জের; সেবা; (ব্যাকরণশাস্ত্রে) পূর্বসূত্র হইতে পরসূত্রে বিধির উপস্থিতি। অনু—বৃত (বর্তমান থাকা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুবেদন—জ্ঞাপন, জানান; জ্ঞানদান; সমবেদনা। অনু—বেদি (জানান)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অনুবেল—১। প্রতিক্ষণ, নিরন্তর; সমুদ্রের তীরে তীরে। বেলায় বেলায় (ক্ষণে ক্ষণে অথবা তীরে তীরে), বীপ্সার্থে অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। ২। কূলসমীপে, উপকূলে। বেলার সমীপে, সামীপ্যার্থে অব্যয়ী। বি; স্ত্রী।

অনুবোধ—পশ্চাৎ জ্ঞান; স্মরণ; উদ্বোধন; গন্ধের উদ্দীপন; স্নানান্তে গন্ধদ্রব্যের পুনরুদ্দীপন; পূর্বগৃহীত চন্দনাদির গন্ধ ম্লান হইলে প্রযত্নবিশেষ দ্বারা পুনর্বার পূর্ব সৌরভ উৎপাদন। অনু—বুধ (বোধ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অনুবোল—অনুকূল বা হিতবাক্য। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

অনুব্যবসায়—(ন্যায়শাস্ত্রে) প্রত্যক্ষাদির জ্ঞান; (বেদান্তে) নিশ্চিত জ্ঞান। অনু—বি—অব—সো+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অনুব্যাধ—সংযোগ ; মিলন । অনু—ব্যধ + ঘঞ্ ভাব । বি ; পু ।

অনুব্রজ—অনুব্রজন, পশ্চাদ্গমন ; প্রত্যুদ্গমন । অনু—ব্রজ (যাওয়া) + ক ঘঞর্থে ভাব । বি ; পু ।

অনুব্রজন—গৃহাগত শিষ্ট ব্যক্তিরা যখন গমন করেন, তৎকালে কিয়দ্দূর পর্যন্ত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনরূপ শিষ্টাচার । অনু—ব্রজ + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুব্রজে—প্রত্যুদ্গমন করিয়া ("অনুব্রজে রামেরে লইল সমাদরে ।"—কৃত্তিবাস) । প্রা কপ্র । অস-ক্রি ।

অনুব্রজ্যা—১ । পশ্চাদ্গমন, অনুসরণ ; বেদাদির অধ্যয়নকালে গুরুর পশ্চাদ্গমনরূপ শিষ্টাচার । অনু—ব্রজ (যাওয়া) + ক্যপ্ ভাব + আপ্ । বি ; স্ত্রী । ২ । সঙ্গে লইয়া ; সঙ্গে গিয়া । প্রা কপ্র । অস-ক্রি ।

অনুব্রত—১ । ব্রতবিশেষ । নিত্য । বি ; স্ত্রী । ২ । ভৃত্য ব্যক্তি । অনু—বৃ (বরণ করা) + অতচ্ কর্ম । বি ; পু । ৩ । অনুক্ষণ, নিরন্তর, সর্বদা । প্রা কপ্র । [< অনবরত ।]

অনুভব—বোধ, উপলব্ধি, জ্ঞান ; ধারাবাহিক জ্ঞান ; স্মৃতি ভিন্ন জ্ঞান অর্থাৎ অনুমান প্রভৃতি । অনু ভূ (হওয়া) + অপ্ ভাব । বি ; পু ।

অনুভাব—প্রভাব, কোষদণ্ডজ মহত্ত্ব ; মহিমা ; তেজঃ ; স্বভাব ; সামর্থ্য ; সংব্যক্তিদিগের প্রতি নিশ্চয় ; সংব্যক্তিদিগের অভিপ্রায়ের নিশ্চয় ; নিশ্চয় ; মনোগত ভাবপ্রকাশক ভ্রূভঙ্গি প্রভৃতি, রত্যাদিসূচক গুণক্রিয়াদি, চক্ষুর চাতুর্য, ভ্রূক্ষেপ, মুখরাগ প্রভৃতি । উপসর্গ পূর্বক ভূ ধাতুর ঘঞ্ হয় না, অপ্ হয়, একারণ অগ্রে ভাব পদ সাধিয়া পশ্চাৎ অনু পদের সহিত সমাস করিতে হইবে । অনুরূপ বা অনুকৃত ভাব, এই বাক্যে প্রাদিতৎ । বি ; পু ।

অনুভাবি—ভাব সঞ্চারিত করিয়া । প্রা কপ্র । ক্রি ।

অনুভাবিত—যাহা অনুভব করান হইয়াছে । অনু—ভূ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম । বিণ ।

অনুভাবী (-বিন্)—কোনও ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত পশ্চাদ্ঘটনা, consequent বি ; পু ।

অনুভূ—অনুভূতিময় । অনু—ভূ + ক্বিপ্ কর্তৃ । বিণ ।

অনুভূত—যাহা অনুভব করা হইয়াছে, উপলব্ধ, জ্ঞাত । অনু—ভূ + ক্ত কর্ম । বিণ ।

অনুভূতি—অনুভব (তাহা দ্রঃ) । অনু—ভূ (হওয়া) + ক্তি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুভূতিবাহী (-বাহিন্)—যাহা অনুভূতিকে মস্তিষ্কে বহন করে, sensory. উপতৎ ; অনুভূতি - বহ্ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ ।

অনুভূমিক—পৃথিবীতলের সমান্তরাল, horizontal. বিণ ।

অনুমগন—নিমগ্ন । বিণ । প্রা কপ্র ।

অনুমত—অনুজ্ঞাত, আদিষ্ট ; অনুমোদিত ; স্বীকৃত, সম্মত ; অভীষ্ট, প্রিয় । অনু—মন (বোধ করা) + ক্ত কর্ম । বিণ ।

অনুমতি—১ । আদেশ, অনুজ্ঞা, অনুমোদন, সম্মতিপ্রদান । অনু—মন (বোধ করা) + ক্তি ভাব । ২ । যে পূর্ণিমাতে এক কলাহীন চন্দ্রের উদয় হয়, চতুর্দশীযুক্ত পূর্ণিমা । অনু মন + ক্তি অধি । বি ; স্ত্রী ।

অনুমতিপত্র—অনুজ্ঞা-লিপি, যে চিঠিতে হুকুম দেওয়া হয়, permit. অনুমতিসূচক পত্র, মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

অনুমনন—অনুমোদন ; অনুচিন্তন । অনু—মন + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুমন্তা (-মন্তৃ)—আদেশকারী, অনুমতিকারক । অনু—মন (বোধ করা) + তৃন্ কর্তৃ । বিণ ; পু । স্ত্রী, **-মন্ত্রী** ।

অনুমন্ত্রণ—মন্ত্রোচ্চারণ সহকৃত যজ্ঞীয় সংস্কারবিশেষ । অনু - মন্ত্র (মন্ত্রণা করা) + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুমন্ত্রিত—মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে যজ্ঞে সংস্কৃত । অনু - মন্ত্র (মন্ত্রণা করা) + ক্ত কর্ম । বিণ ।

অনুমরণ—মৃতপতির অনুগমন, সহমরণ, পতির মৃতদেহ আশ্রয় করিয়া জ্বলন্ত চিতায় পত্নীর জীবনবিসর্জন ; মৃতপতির দেহের অপ্রাপ্তিতে পাদুকা গ্রহণপূর্বক জ্বলন্ত চিতানলে পত্নীর দেহত্যাগ । অনু (পশ্চাৎ বা সহিত) মৃ (মরা) + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুমস্তিষ্ক—মস্তকের পশ্চাদংশ, cerebellum বি ।

অনুমা—অনুমান (সকল অর্থে) । অনু—মা (পরিমাণ করা) + অঙ্ ভাব + আ । বি ; স্ত্রী ।

অনুমাতা (-মাতৃ) অনুমানকর্তা । অনু—মা + তৃন্ কর্তৃ । বিণ ; পু । স্ত্রী, **-মাত্রী** ।

অনুমান—অনুমিতি, ব্যাপ্য হেতু দ্বারা ব্যাপক বস্তু নিশ্চয়, কার্য দৃষ্টে কারণ বা কারণ দৃষ্টে কার্যবোধ, কিংবা কোনও সিদ্ধ বস্তুর জ্ঞান হইতে অনায়াসে যে অন্য কোনও জ্ঞান জন্মে [যেমন কোনও স্থানে ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিলে আমাদের পূর্বসংস্কারবশতঃ তথায় আগুন আছে বলিয়া আমরা 'অনুমান' করিয়া লই], আন্দাজ ; যুক্তি, বোধ, বিবেচনা ; নির্ধারণ ; অর্থালংকারবিশেষ, সাধ্য বিষয়ের সাধন হয় বলিয়া যে অনুভব, তাহাকে অনুমান অলংকার কহে ; (জ্যামিতিতে) কোন প্রতিজ্ঞার উপপত্তি হইতে প্রতিজ্ঞান্তরের সিদ্ধতা-বোধ । অনু মা + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুমানতত্ত্ব—আরোহিক ন্যায়শাস্ত্র ; যে তর্কশাস্ত্রে বিশেষ হইতে সামান্যের অনুমান হয়, Inductive Logic. অনুমানবিষয়ক তত্ত্ব, মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

অনুমানল—অনুমান করিল । প্রা কপ্র । ক্রি ।

অনুমানসিদ্ধ—১ । অনুমান দ্বারা সাধিত, অনুনিশ্চিত, আন্দাজী, আনুমানিক । ৩তৎ । ২ । অনুমান বিষয়ে পটু ; আন্দাজ করিতে পাকা । ৭তৎ । বিণ ।

অনুমানিয়ে—অনুমান করি । ক্রি । প্রা কপ্র ।

অনুমানোক্তি—অনুমান দ্বারা নিরূপিত বাক্য, আন্দাজী কথা ; বাদবিচার, যুক্তিতর্ক । অনুমানসাধিতা উক্তি মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

অনুমাপক—অনুমানের কারণ, অনুমানজনক ; নির্ণয়কারক । অনু—ণিজন্ত মা—মাপি (পরিমাণ করান) + ণক কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-মাপিকা** ।

অনুমিত—হেতু দ্বারা অবধারিত ; বিবেচিত ; যে বিষয়ের অনুমান করা হইয়াছে ; বিতর্কিত, উহিত । অনু মা (পরিমাণ করা) + ক্ত কর্ম । বিণ ।

অনুমিতি—অনুমান, আন্দাজ ; ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বারা লব্ধ জ্ঞান ; অনুভূতিবিশেষ । অনু—মা + ক্তি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুমৃত—সহমৃত ; পশ্চাৎ মৃত । অনু (পশ্চাৎ বা সহিত) মৃত, প্রাদি । বিণ ।

অনুমৃতা—পতির মৃতদেহের সহিত চিতানলে দেহত্যাগকারিণী ; মৃত পতির পাদুকাদি গ্রহণে চিতানলে শরীর বিসর্জনকারিণী । অনুমৃত + আ । বিণ বা বি ; স্ত্রী ।

অনুমেয়—অনুমান দ্বারা জ্ঞেয় ; অনুমানযোগ্য ; বিতর্কণীয় । অনু—মা (পরিমাণ করা) + যৎ কর্ম । বিণ ।

অনুমোদক—অনুমোদনকর্তা, আহ্লাদপূর্বক সম্মতিদাতা ; প্রবর্তনকর্তা, প্রবর্তক । অনু—ণিজন্ত মুদ (—মোদি) + ণক কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী, **-মোদিকা** ।

অনুমোদন—আহ্লাদপূর্বক সম্মতিদান ; মতপ্রদান ; প্রবর্তন ; প্রবৃত্তিদান । অনু — ণিজন্ত মুদ (—মোদি) + অনট্ ভাব । বি ; স্ত্রী ।

অনুমোদিত—যাহা অনুমোদন করা

হইয়াছে এরূপ ; সম্মত ; অনুজ্ঞাত ; প্রোৎসাহিত। অনু—ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি)+ক্ত কর্ম। বিণ। **অনুমোদিত ব্যয়**—সরকার বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে ব্যয় বা খরচের অনুমোদন করা হইয়াছে, authorized expenditure.

অনুযাত—অনুগত ; অনুসৃত, পশ্চাদ্গত ; অনুকৃত। অনু—যা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুযাতব্য—অনুগন্তব্য ; অনুসরণীয় ; অনুপ্রাপ্তব্য। অনু—যা+তব্য কর্ম। বিণ।

অনুযাতা (-যাতৃ)—অনুগন্তা ; সহচর। অনু-যা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-যাত্রী**।

অনুযাত্র—অনুযায়ী ; অনুগামী। অনু (সহ) যাত্রা (গমন) যাহার, বহু। বিণ।

অনুযাত্রক—সহগামী, retinue. অনু যাত্রা যাহাদের, বহু+কন্ স্বার্থে। বি ; পু।

অনুযাত্রা—১। অনুযায়িনী, অনুগামিনী। বহু। 'অনুযাত্র' দ্রঃ। অনুযাত্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অনুগমন, পশ্চাদ্গমন, সহগমন। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুযাত্রিক—অনুগামী, সহগামী, অনুচর, সমভিব্যাহারী। অনু (সহ বা পশ্চাৎ) যাত্রিক, প্রাদি। বিণ।

অনুযাত্রী (-যাত্রিন্)—অনুগামী, সহগামী, অনুচর, সমভিব্যাহারী। প্রাদি। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-যাত্রিণী**।

অনুযান—অনুগমন ; সহগমন। অনু যা +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুযায়ী (-যায়িন্)—১। অনুগামী ; সদৃশ, অনুরূপ ; অনুচর। অনু—যা (যাওয়া) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **অনুযায়িনী**। ২। অনুসারে ; অবিকলভাবে। ক্রি-বিণ।

অনুযুক্ত—তিরস্কৃত ; জিজ্ঞাসিত ; বেতন দিয়া অধ্যয়নকারী। অনু-যুজ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুযোক্তা (-যোক্তৃ)—অনুযোগকারী ; তিরস্কারকারক ; বেতন গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনকারী। অনু যুজ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-যোক্ত্রী**।

অনুযোগ—জিজ্ঞাসা, প্রশ্ন ; তিরস্কার ; নিন্দা ; দোষারোপণ ; প্রযত্ন ; অন্যের নিকট প্রাপ্ত অনাদর বা অযত্ন জন্য আক্ষেপ প্রকাশ ; শিক্ষা ; উপদেশ ; প্রবোধ ; সাধন ; ধর্মচিন্তা ; আবেদন ; নিবেদন। অনু—যুজ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অনুযোগী (-গিন্)—অনুযোগকারী, অনুযোক্তা ; তিরস্কারকর্তা ; নিন্দাকারী ; প্রশ্নকর্তা, জিজ্ঞাসাকারী ; সংযোগসাধক, সম্মিলিতকারী। অনু—যুজ+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

অনুযোজক—অনুযোগকারী। অনু—যুজ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যোজিকা**।

অনুযোজন, -যোজনা—প্রশ্ন। অনু—যুজ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুযোজ্য—যাহার বিরুদ্ধে অনুযোগ করা যায়, অনুযোগের যোগ্য ; নিন্দনীয়। অনু যুজ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অনুরক্ত—১। অনুরাগবিশিষ্ট, যাহার অনুরাগ জন্মিয়াছে, আসক্ত, রত, প্রীত, প্রীতিমান্। অনু-রন্জ+ক্ত কর্তৃ। ২। । অনু—রন্জ+ক্ত কর্ম। বিণ। ।—অনুরাগ, আসক্তি। অনু—রন্জ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুরঞ্জক—অনুরঞ্জনকারী, প্রীতিসম্পাদক ; যে রং করে, রং-মিস্ত্রী। অনু-ণিজন্ত রন্জ (=রঞ্জি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রঞ্জিকা**।

অনুরঞ্জন—সন্তোষসাধন, প্রীতিসম্পাদন, অনুরাগ জন্মান ; প্রীত বা তুষ্ট করণ ; প্রীতি ; রঞ্জিতকরণ, রং করা। অনু—ণিজন্ত রন্জ (=রঞ্জি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুরঞ্জিত—অনুরাগবিশিষ্ট ; বর্ণরঞ্জিত, রং-মাখান। অনু ণিজন্ত রন্জ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুরণন—অনুগত স্বর ; প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি, আহত বস্তুর বহুক্ষণস্থায়ী শব্দ। অনু—রণ (শব্দ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-রণিত**।

অনুরত—অনুরক্ত, প্রীতিমান্, অনুরাগবিশিষ্ট। অনু—রম (ক্রীড়া করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অনুরতি—অনুরাগ, আসক্তি, প্রেম, প্রীতি ; ভক্তি, শ্রদ্ধা। অনু—রম +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুরথ্যা—ক্ষুদ্রমার্গ, গলিপথ। অনুগতা রথ্যা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুরাগ—১। প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা ; আসক্তি, প্রবৃত্তি ; আদর, যত্ন, সোহাগ। অনু—রন্জ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। ক্রোধ ; অসন্তোষ ; অভিমান ; অঙ্গরাগ ; রাগের সহচরী। কপ্র।

অনুরাগবান্ (-বৎ)—অনুরাগযুক্ত, অনুরাগী, প্রীতিযুক্ত; প্রেমিক। অনুরাগ+ মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

অনুরাগানল—প্রেমাগ্নি, প্রবল প্রীতি ; কামাগ্নি। অনুরাগ রূপ অনল (অগ্নি), রূপক। বি ; পু।

অনুরাগান্ধ—অত্যন্ত ভালবাসার জন্য দোষগুণ দর্শনে অসমর্থ। অনুরাগহেতু অন্ধ, ৫ বা ৩তৎ। বিণ।

অনুরাগী (-গিন্)—অনুরাগবিশিষ্ট, প্রেমিক, আসক্ত, অনুরক্ত। অনুরাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **অনুরাগিণী** ('—প্রেমিকা')।

অনুরাগে—সোহাগে। ক্রি-বিণ।

অনুরাধা—সপ্তদশ নক্ষত্র ; অনুরাধানক্ষত্র-যুক্ত কাল। অনুরাধার আকার সর্পের ন্যায়। উহা কাহারও মতে সাতটি, কাহারও মতে চারিটি তারাযুক্তা। অনুগতা রাধাকে (বিশাখাকে), প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অনুরুদ্ধ—যাহাকে অনুরোধ করা হইয়াছে ; যে বিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে ; উপরুদ্ধ ; প্রার্থিত ; নিরুদ্ধ ; অপেক্ষিত। অনু—রুধ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুরূপ—১। সদৃশ, তুল্য, corresponding ('—কোণ') ; অনুযায়ী ; যোগ্য। অব্যয়ী। বিণ। ২। রূপের যোগ্য। অব্যয়ী। অব্য। ৩। সদৃশ মূর্তি, প্রতিরূপ। কপ্র। ৪। সাদৃশ্য, তুল্যতা, অনুসার। বি ; ক্লী।

অনুরূপা দেবী, শ্রীমতী—বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা। ইনি রায় মুকুন্দদেব বাহাদুরের কন্যা এবং সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্রী। উত্তরপাড়ার শ্রীযুক্ত শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। শিখর বাবু উকিল ছিলেন। শ্রীমতী অনুরূপা অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়াছেন, যথা—পোষ্যপুত্র, মন্ত্রশক্তি, মা, চক্র, পথহারা, বাগ্দত্তা, মহানিশা ইত্যাদি।

অনুরোধ—উপরোধ, অভীষ্টলাভার্থ প্রবৃত্তি প্রদান, সুপারিশ ; খাতির ; অনুসরণ ; পক্ষপাত ; প্রতীক্ষা ; অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ; প্রতিরোধ। অনু—রুধ (রোধ করা)+ ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অনুরোধক—অনুরোধকর্তা, উপরোধকারী, সুপারিশকারক ; প্রতিরোধক, বাধক ; প্রতীক্ষাকারী। অনু—রুধ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিকা**।

অনুরোধি—অনুরোধ করিয়া। ক্রি। প্রা কপ্র।

অনুরোধী (-রোধিন্)—অনুবর্তনশীল, অনুসারী। অনু—রুধ+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

অনুরোধে—উপরোধে, খাতিরে। ক্রি-বিণ।

অনুরোল—কোলাহল, হাহাকার। বি। কপ্র।

অনুল—১। অপ্রতুল, ন্যূন, অবিদ্যমান। বিণ ২। অনটন, অভাব, বাংপ্র। বি।

অনুলগ্ন—নিবিষ্ট (দৃষ্টি)। অনু—লগ+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

অনুলম্ব—লম্বালম্বি, উচ্চতায় দিকের। অনুগত লম্বকে, প্রাদি। অ।

অনুলাপ—পুনঃ পুনঃ কথন, বার বার বলা। অনু—লপ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অনুলিখন, অনুলিপি, অনুলেখ—কোন লেখার অবিকল নকল ; শ্রুতবাক্য যথাযথ লিখন। প্রাদি। বি ; ক্লী, স্ত্রী, পু।

অনুলিপ্ত—১। লিপ্ত, যাহা লেপন করা হইয়াছে ; অনুরঞ্জিত, যাহা র করা হইয়াছে। অনু—লিপ+ক্ত কর্ম। ২। আসক্ত ; ব্যাপৃত ; কৃতাঙ্গরাগ। অনু—লিপ+ক্ত কর্মকর্ত্তৃ। বিণ।

অনুলেপ—১। লেপন, মাখান। অনু—লিপ (লেপন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। অনুলেপসাধন চন্দনাদি। অনু লিপ (লেপন করা)+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

অনুলেপক—লেপনকর্তা, ম্রক্ষণকারী। অনু—লিপ+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লেপিকা**।

অনুলেপন—১। লেপনসাধন দ্রব্য, যথা—চন্দন, কুঙ্কুম, পাউডার প্রঃ। অনু—লিপ (লেপন করা)+অনট্ করণ। ২। গন্ধদ্রব্যাদির লেপন। অনু—লিপ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুলেহ—স্নেহ, অনুরাগ, প্রণয়, প্রীতি, সদ্ভাব। বি। ব্রজবুলি ; প্রা কপ্র।

অনুলোম—১। প্রতিরোমে। লোমে লোমে, অব্যয়ী। ২। অনুকূল ; মনঃপূত। বিণ। ৩। অনুক্রম, যথাক্রম ; দেহের নিম্নাভিমুখ। অনুগত যে লোম, প্রাদি। বি ; পু। ৪। সোজা দিকে (বিপরীত দিকে নয়) ; প্রকৃত প্রণালীক্রমে (বিপরীত প্রণালীক্রমে নহে) ; ক্রমানুসারে, যার পর যা এইভাবে। লোমের অনুক্রমে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ। [উচ্চতরজাতীয় পুরুষ নিম্নতরজাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করিলে সেই বিবাহকে **অনুলোম** বিবাহ বলে, এবং হীনতরজাতীয় পুরুষ উচ্চতরজাতীয়া কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাকে প্রতিলোম বিবাহ বলে। যথা, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ার কি বৈশ্যার এবং ক্ষত্রিয় বৈশ্যার পাণিগ্রহণ করিলে উহা অনুলোম বিবাহ আর বৈশ্য ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণকন্যার পাণিগ্রহণ করিলে উহা **প্রতিলোম** বিবাহ বলিয়া কথিত হয়।]

অনুলোমজ—ক্রমানুসারে উৎপন্ন ; যথাক্রমেজাত, উত্তমবর্ণের ঔরসে অধম-বর্ণার গর্ভে জাত। অনুলোম জন+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

অনুল্লঙ্ঘন—উল্লঙ্ঘন না করা, অনতিক্রম, অনতিবর্ত্তন। ন উল্লঙ্ঘন, নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অনুল্লঙ্ঘনীয়—উল্লঙ্ঘনের অসাধ্য বা অযোগ্য, অনতিক্রমণীয়, অনতিবর্ত্তনীয়। ন উল্লঙ্ঘনীয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অনুশয়—অনুতাপ ; দ্বেষ পূর্ববৈর ; অনুবন্ধ ; অনুধাবন ; মনোনিবেশ ; ভুক্ত কর্মাবশেষ। অনু· শী+অচ্ ভাব। বি ; পু।

অনুশয়ান—অনুতাপযুক্ত, যে অনুতাপ করিতেছে। অনু—শী+শানচ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শয়ানা**। (=পরকীয়ান্তর্গত নায়িকাবিশেষ ; ইষ্টহানিজনিত অনুতাপে দগ্ধা)।

অনুশয়িত—অনুতপ্ত, দুঃখিত। অনু শী+ [ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

অনুশয়ী (-য়িন্)—অনুতাপকারী ; দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া পাদমূলে শয়নকারী। অনুশয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অনুশয়ী—পদরোগবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

অনুশর—রাক্ষস। অনু—শৃ (হিংসা করা) +অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

অনুশল্য—জনৈক মহাপরাক্রমশালী দেবদ্বেষী দৈত্যের নাম। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইনি জাতক্রোধ ছিলেন। ভারত-যুদ্ধের পর যৎকালে শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে এই দৈত্য হস্তিনাপুর অবরোধ করে। ভীমার্জুন প্রভৃতি সকলেই ইহার নিকট একে একে পরাজিত হন। পরে কর্ণতনয় মহাবীর বৃষকেতু অনুশল্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া বন্দী করেন। তদবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট আনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যকে নানা সদুপদেশ প্রদান করেন। ইহাতে দৈত্যের চৈতন্যোদয় হইলে তিনি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন।

অনুশায়ী (-য়িন্)—অনুশোচনপর ; অনুরক্ত ; দ্বেষী ; ভুক্তকর্মাবশেষভোগী (জীব)। অনু--শী+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অনুশাসক, -শাসিতা (-তৃ), **-শাস্তা** (-স্তৃ)—উপদেষ্টা, দণ্ডয়িতা ; নিয়ন্তা। অনু - শাস+ণক, তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শাসিকা, -শাসিত্রী, -শাস্ত্রী**

অনুশাসন—আজ্ঞা ; নিয়োগ ; উপদেশ, edict ; দণ্ডবিধি ; শিক্ষাদান ; ব্যুৎপাদন। অনু—শাস (শাসন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুশিষ্ট—অনুজ্ঞাত ; উপদিষ্ট ; দণ্ডিত ; ব্যুৎপাদিত। অনু- শাস+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য, প্রশিষ্য। অনুগত শিষ্যকে, প্রাদি। বি ; পু।

অনুশীঘ্র—পশ্চাৎ শীঘ্র, পরে শীঘ্র। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অনুশীলন—পুনঃ পুনঃ আলোচনা, আন্দোলন, অভ্যাস ; পরিচয় ; অনুক্ষণ সেবা বা ভজন ; সতত ভোগ (দুঃখের)। অনু—শীল+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুশীলনসাপেক্ষ—অনুশীলনাপেক্ষ, অনুশীলন ব্যতিরেকে যাহা হয় না। সাপেক্ষ =অপেক্ষা বিশিষ্ট। অনুশীলনের (চর্চার) সাপেক্ষ, ৬তৎ। বিণ।

অনুশীলনী—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) এক বা তদধিক নির্ধারিত প্রতিজ্ঞা দ্বারা সম্পাদ্য বা উপপাদ্য অতিরিক্ত প্রতিজ্ঞা ; (অন্য শাস্ত্রে) অনুশীলনসাধন। অনু—শীল+অনট্ করণ, স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুশীলনীয়—অনুশীলনের যোগ্য, আলোচ্য ; যাহার অনুশীলন করা আবশ্যক বা উচিত। অনু-শীল+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুশীলিত—যাহার অনুশীলন করা হইয়াছে ; অভ্যস্ত ; পুনঃ পুনরালোচিত। অনু—শীল+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুশোচন—পশ্চাত্তাপ, যাহা গত হইয়াছে তদ্বিষয়ে চিন্তা ও আক্ষেপ ; শোক। অনু শুচ (শোক করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুশোচনা—পশ্চাত্তাপ, অনুতাপ, পরিতাপ, কোন অন্যায় কার্য সম্পাদনের পর যে মনঃক্লেশ জন্মে তাহা ; শোক। অনু—শুচ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুশোচিত—পশ্চাত্তাপিত, যাহার অনুশোচনা করা হইয়াছে এরূপ। অনু—শুচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুষক্ত—প্রসক্ত ; আসক্ত ; সংসক্ত, সংলগ্ন ; অনুগত। অনু—সন্জ+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

অনুষঙ্গ—প্রসঙ্গ ; সম্বন্ধ ; আসক্তি ; অনুকম্পা ; স্নেহ, প্রীতি, প্রণয় ; সংযোগ। অনু—সন্জ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। **ভাবানুষঙ্গ**—ভাবের সংযোগ (ss ciation of ideas)

অনুষঙ্গী (-ঙ্গিন্)—সম্বন্ধযুক্ত। অনুষঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু।

অনুষ্টুপ্ (অনুষ্টুভ্)—অষ্টাক্ষরা বৃত্তি [অনুষ্টুপ্ ছন্দে যে আটটি অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে সকল চরণেরই পঞ্চম বর্ণ লঘু ও ষষ্ঠ বর্ণ গুরু হইবে এবং ২য় ও ৪র্থ চরণের সপ্তম বর্ণ লঘু হইবে, অন্য বর্ণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই] ; সরস্বতী। অনু—স্তুভ+ক্বিপ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

অনুষ্ঠাতব্য—আচরণীয় ; অনুষ্ঠেয়। অনু—স্থা+তব্য কর্ম। বিণ।

অনুষ্ঠাতা (-ষ্ঠাতৃ)—অনুষ্ঠানকর্তা, কর্মারম্ভকারক ; সম্পাদক। অনু—স্থা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ষ্ঠাত্রী**।

অনুষ্ঠান—১। আরম্ভ ; কর্মারম্ভ ; সম্পাদন ; নির্বাহ ; ধর্মসংগত ক্রিয়াপদ্ধতি, সংস্কার ; প্রদান। অনু—স্থা+অনট্ ভাব। ২। অনুষ্ঠিত কর্ম বা ব্যাপার। অনু—স্থা+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

অনুষ্ঠানপত্র—অনুষ্ঠাতব্য বিষয়সমূহের বিশদ বর্ণনাপূর্ণ পত্র, prospectus. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অনুষ্ঠিত—আরব্ধ ; সম্পাদিত, নির্বাহিত। অনু—স্থা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুষ্ঠেয়—যাহা আরম্ভ করিতে হইবে বা করা উচিত ; সম্পাদনীয়, করণীয়, সম্পাদ্য, কর্তব্য। অনু—স্থা+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুষ্যূত—অবিচ্ছিন্ন, পরস্পর সম্বদ্ধ। অনু—ষিব+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুষ্ণ—১। অনুত্তপ্ত, যাহা গরম নহে ; শীতল ; (কর্মনির্বাহের পযুক্ত তেজঃশূন্য বলিয়া) আগ্রহশূন্য, উদ্যমহীন, অলস, জড়। ন উষ্ণ, নঞ্তৎ। ২। অত্যুষ্ণ। ন (নাই) উষ্ণ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনুসংহিত—কৃতানুসন্ধান, অনুসন্ধান করা হইয়াছে এরূপ ; যাহার সন্ধান করা হইতেছে ; অন্বিষ্ট। অনু—সম্—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুসঙ্গ—অনুষঙ্গ (তাহা দ্রঃ)।

অনুসন্ধান—অন্বেষণ ; চিন্তন ; বিমর্শন ; সমীক্ষ ; কোন বিষয়ের নির্ণয়ার্থ চেষ্টা বা যত্ন। অনু—সম্—ধা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**অনুসন্ধাত**।

অনুসন্ধানাত্মক—সূক্ষ্মভাবে জানিবার প্রচেষ্টাযুক্ত ; গবেষণা সম্বন্ধীয়। অনুসন্ধান আত্মা (স্বভাব বা ধর্ম) যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

অনুসন্ধানী (-নিন্)—অনুসন্ধানপটু ; কৌতূহলী ; অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত। অনুসন্ধান+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সন্ধানিনী**।

অনুসন্ধায়ী (-য়িন্)—অনুসন্ধানকারী, অনুসন্ধানপটু। অনু—সম্—ধা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সন্ধায়িনী**।

অনুসন্ধিৎসা—অনুসন্ধান করিবার ইচ্ছা, অন্বেষণ করিবার বাসনা ; কৌতূহল, ঔৎসুক্য। অনু—সম্—সনন্ত ধা+অঙ্ ভাব+আ। বি ; স্ত্রী।

অনুসন্ধিৎসু—অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছুক বা ব্যগ্র ; অন্বেষণেচ্ছু ; কৌতূহলী, উৎসুক। অনু—সম্—সনন্ত ধা+উ কর্তৃ। বিণ।

অনুসন্ধেয়—অনুসন্ধানের যোগ্য ; যাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে ; অন্বেষণীয় ; চিন্তনীয়। অনু—সম্—ধা+যৎ কর্ম। বিণ।

অনুসরণ—পশ্চাদগমন, অনুগমন ; অনুবর্তন ; অনুকরণ, অনুরূপকরণ ; আচার। অনু—সৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**অনুসৃত**।

অনুসরণীয়—যাহার অনুসরণ করিতে হইবে বা করা উচিত, অনুগমনীয়, অনুগমনসাধ্য, অনুগমনযোগ্য। অনু—সৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

অনুসার—অনুগমন, অনুবর্তন ; অনুকরণ ; আচার। অনু—সৃ (গমন করা) +ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অনুসারই, অনুসরই—অনুসরণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অনুসারি, অনুসরি—অনুসরণ করিয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি।

অনুসারী (-রিন্)—অনুসরণকারী ; অনুগামী, অনুযায়ী ; অনুরূপ। অনু—সৃ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সারিণী**।

অনুসারে—১। অতিক্রম না করিয়া ; অনুকরণ করিয়া ; অবলম্বন করিয়া। ক্রি-বিণ। ২। নিমিত্ত, জন্য। অ। ৩। বাড়ায়। ক্রি।

অনুসিদ্ধান্ত—(জ্যামিতি) উপপাদ্য হইতে অতি সহজে যে সিদ্ধান্তে আসা যায়, corollary. প্রাদি। বি ; পু।

অনুসূচক—নির্দেশক। অনু—সূচি+ণক কর্তৃ। বিণ। বি—**অনুসূচন** (নির্দেশন ; নিদর্শন) ; **অনুসূচনা** (অনুষ্ঠান ; আলোচনা)।

অনুসূচী—তালিকা, ফর্দ ; তপশীল, schedule. প্রাদি। বি।

অনুসূদন—অনুসন্ধান, অন্বেষণ ; অনুশোচনা, ভাল মন্দ বিচার। বাংপ্র। বি।

অনুসূয়া—(কাহারও কাহারও মতে) অত্রিমুনির পত্নীর ও শকুন্তলার সহচরীর নাম "অনুসূয়া" ছিল। 'অনসূয়া' দ্রঃ। অনু—সূ (প্রসব করা)+ক্যপ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অনুসৃতি—অনুসরণ ; অনুগমন। অনু—সৃ +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অনুস্মরণ, অনুস্মৃতি—পশ্চাৎস্মৃতি, পরে মনে করা, গত বিষয়ের স্মরণ। প্রাদি। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অনুস্মারক—স্মরণলিপি ; যাহা মনে করাইয়া দেয়, reminder. অনু—স্মৃ+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

অনুস্যূত—উত্তমরূপে সেলাই করা ; সংগ্রথিত ; ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ ; সংসক্ত। অনু—সিব (সেলাই করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুস্বর, অনুস্বার—বিন্দুমাত্র বর্ণ, "ং"। অনু—স্বৃ (শব্দ করা)+অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অনুস্রবণ—চোঁকা ; চুয়াইয়া পড়া ; গলন, percolation অনু—স্রু+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অনুহরণ, অনুহার—সদৃশীকরণ ; অনুকরণ ; তুলনা ; সদৃশ গমন। অনু—হৃ (হরণ করা)+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

অনুহিত—অহিত, অনুচিত। বাংপ্র। বিণ।

অনূক—১। অতীত জন্ম। বি ; পু। ২। স্বভাব ; কুল, বংশ। অনু—উচ্+ক কর্তৃ। বি।

অনূচান—১। শিক্ষা কল্পাদিযুক্ত ষড়ঙ্গ বেদাধ্যয়নকারী। অনু-বচ (বলা)+কানচ কর্তৃ। বি ; পু। ২। অতিবিদ্বান্, পণ্ডিত ; বিনীত। বিণ।

অনূঢ়—অবিবাহিত, অপরিণীত, আইবুড়ো। ন উঢ় (বিবাহিত), নঞ্তৎ। বিণ।

অনূঢ়া—অবিবাহিতা। অনূঢ়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অনূঢ়ান্ন—আইবুড়ো ভাত। অনূঢ়ার্থক অন্ন, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অনূদিত—১। পশ্চাৎ-কথিত ; ভাষান্তরিত, যাহার অনুবাদ করা হইয়াছে। অনু—বদ (বলা)+ক্ত কর্ম। ২। পশ্চাৎ-উদিত, পরে প্রকাশিত। অনু—উৎ—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**অনুবাদ**।

অনূদ্য—পশ্চাৎ-কথনীয়, যাহা পরে বলিতে হইবে বা বলা কর্তব্য। অনু—বদ্ (বলা) +ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

অনূন, অনূনক—অখণ্ড, সম্পূর্ণ, সমগ্র, সকল। ন (অন্) উন (অল্প), নঞ্তৎ, ২য় পক্ষে কন্ স্বার্থে। বিণ।

অনূপ—১। সজল (দেশাদি), জলপ্রায় (স্থানাদি)। অনুগত হইয়াছে অপ্ অর্থাৎ জল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ২। সজল ভূমি, জলা, বিল ; মহিষ। বি ; পু।

অনূপজ—আর্দ্রক, আদা। 'অনূপ' দ্রঃ। অনূপ—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অনূপ-দেশ—স্বভাবজ জলাশয়প্রধান ও বৃক্ষবহুল স্থান। বি ; পু।

অনূরু—১। অরুণ, সূর্যসারথি। ন (নাই) উরুদ্বয় যাহার, বহু (ইহার মাতা অকালে ডিম্ব ভঙ্গ করায় ইহার অবয়ব সম্পূর্ণ হয় নাই)। বি ; পু। ২। উরুশূন্য, সক্থিহীন। বিণ।

অনূরুসারথি—সূর্য। অনূরু (অরুণ) হইয়াছে সারথি যাঁহার, বহু। বি; পুং।

অনূচ—অনুপনীত বালক, যে বালকের উপনয়নসংস্কার হয় নাই; সুতরাং যে বেদমন্ত্র লাভ করিতে পারে নাই। অনধিগতা ঋক্ (বেদমন্ত্র) যৎকর্তৃক, বহু। বি; পুং।

অনৃজু—কুটিল, বক্র, অসরল; ধূর্ত। ন (নয়) ঋজু (সরল), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনৃণ—অনৃণী, ঋণশূন্য, অ-ঋণী। ন (নাই) ঋণ যাহার, বহু। বিণ।

অনৃণী (-ণিন্) ঋণশূন্য, অঋণী। ন ঋণী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**অনৃণিনী**।

অনৃত—১। অসত্য, মিথ্যা। ন ঋত (সত্য), নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। কৃষিকর্ম। ন (নাই) ঋত (হিংসা) যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

অনৃতবাদী (-বাদিন্), **অনৃতভাষী** (-ভাষিন্)—মিথ্যাবাদী, অসত্যবাদী। উপতৎ; অনৃত—বদ, ভাষ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী**। বি, **-বাদিতা, -ত্ব, -ভাষিতা, -ত্ব**।

অনেক—একাধিক, দুই তিন ইং, বহু; খুব, ঢের, অধিক। ন এক, নঞ্‌তৎ; বা, ন (নাই) এক যাহাতে, বহু। বিণ।

অনেকানেক—ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা অনেক জিনিস; অত্যন্ত বেশী।

অনেকগ্রথিতপত্র—এক বোঁটায় বহুফলকযুক্ত পত্র, compound leaf. বি।

অনেকজ—১। একাধিকবার জাত; বহুজাত। অনেকবার জন্মে যে এই বাক্যে উপতৎ; অনেক—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। (দ্বিজ বলিয়া) পক্ষী। বি; পুং।

অনেকধা—বহুবিধ, নানাপ্রকার, বহুধা; নানাপ্রকারে খণ্ডে বা দিকে। অনেক +ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

অনেকপ—হস্তী। অনেক-পা (পান করা)+ক কর্তৃ। বি; পুং।

অনেকপ্রকার—নানারকম। অনেক প্রকার (রূপ) যাহার, বহু। বিণ।

অনেকবিধ—নানাপ্রকার, বিবিধ, নানারকমের। অনেকা বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

অনেকশঃ (-শস্), **অনেকশ**—বহুবার। অনেক +শস্ বারার্থে। অ।

অনেকাংশ—যথেষ্ট পরিমাণ, বহু সংখ্যা। কর্মধা। বি; পুং।

অনেডমূক—যে বোবা ও কালা, যে কেবল কালা [illegible] কেবল বোবা নহে, কিন্তু যে কালা ও বোবা; শঠ। এড়—কালা, বধির। মূক—বোবা। ন (নাই) এড়মূক যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অনেনাঃ (-নস্)—পাপরহিত, নিষ্পাপ; নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ, পবিত্র। ন (নাই) এনঃ (পাপ) যাহার, বহু। বিণ।

অনেহাঃ (-হস্)—যে প্রত্যাবৃত্ত হয় না, কাল, সময়। নঞ্-হন্+অসি কর্ম। বি; পুং।

অনৈকান্তিক—অস্থির, চঞ্চল; ব্যভিচারী। ন ঐকান্তিক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্তিকী**।

অনৈক্য—১। ঐক্যশূন্য, একতারহিত। ন (নাই) ঐক্য যাহার, বহু। বিণ। ২। ঐক্যের অভাব, অমিলন। ন ঐক্য, নঞ্‌তৎ। ৩। অনেকত্ব। ন ঐক্য (একত্ব), নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনৈচ্ছিক—যাহা মনের ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে ঘটে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনৈতিক—নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ; নীতিবিগর্হিত; নীতিজ্ঞানশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনৈতিহাসিক—যাহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ নহে এরূপ; ইতিহাসবিরুদ্ধ; ঐতিহাসিক জ্ঞানশূন্য। ন ঐতিহাসিক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অনৈপুণ্য—অকুশলতা, অপটুতা, আনাড়িত্ব। ন নৈপুণ্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনৈসর্গিক—অস্বাভাবিক, কৃত্রিম; লোকাতীত, অলৌকিক। ন নৈসর্গিক (স্বাভাবিক), নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অনোকহ—বৃক্ষ। অনস্‌এর (শকটের) অক (গতি)=অনোক, ৬তৎ; অনোক—হন্ (বধ করা)+ড কর্তৃ [যে শকটের গতি রোধ করে]। বি; পুং।

অনৌচিত্য—১। ন্যায়বিরুদ্ধতা, অবৈধতা, অযুক্ততা, অকর্তব্যতা। ২। অলংকার দোষ বিং; যাহাকে যে বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত, তাহা না করিয়া বিপরীত বা অযথা বর্ণনা করা। ন ঔচিত্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অনৌদ্ধত্য—নম্রতা; বিনীতভাব; অনুদ্ধতি; শান্তভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অন্ত—কৃৎপ্রত্যয় বিং, ঘটমান বর্তমান বোধক বিশেষণ বিং (পড়ন্ত, চলন্ত); প্রথম পুরুষে অতীতকালে সম্মানসূচক প্রত্যয় (অপ্রচলিত) [যথা,—চলিলন্ত (চলিলেন)]; শেষে আছে এই বুঝাইতে ব্যবহৃত পদ (ঘরান্ত)।

—১। নাশ; মৃত্যু; শেষাবয়ব; প্রান্ত-সীমা, অবধি; নিশ্চয়। অম্ (গমন করা)+তন্ ভাব। বি; পুং। ২। অবসান, শেষ। বি; পুং বা ক্লী। ৩। স্বরূপ; স্বভাব। বি; ক্লী। ৪। নিকটস্থ; সুন্দর। অম্ (গমন করা)+তন্ কর্তৃ। বিণ। ৫। ভিতরের কথা; মনের কথা ও ভাব। ৬। পশ্চাৎ, পশ্চিম। ৭। (দর্শনশাস্ত্রে) তত্ত্ব। বি।

অন্তদন্তহীন—যৌবনহীন; সৌন্দর্যহীন; অতিশয় বৃদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

অন্তঃ (অন্তর্)—মধ্য; চিত্ত; স্বীকার। অন্ত-রা (গ্রহণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ, নিপাতনে সিদ্ধ। অ।

অন্তঃকরণ—অন্তরিন্দ্রিয়, মন। অন্তঃস্থিত (মধ্যস্থিত) করণ (ইন্দ্রিয়), মধ্যপ। বি; ক্লী। [চিত্ত, চেতঃ, হৃদয়, স্বান্ত, হৃদ্, মানস, মনঃ এই সকল শব্দে অন্তঃকরণ বুঝায়। বেদান্ত মতে অন্তঃকরণের কার্যভেদে চারিটি নাম, যথা—মনঃ, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। ইহাদিগের বিষয় যথাক্রমে সংশয়, নিশ্চয়, গর্ব ও স্মরণ।]

অন্তঃকুটিল—১। কুটিলহৃদয়। বিণ। ২। (মধ্যপ্রদেশ কুটিল বলিয়া) শঙ্খ। অন্তঃ কুটিল যাহার, বহু। বি; পুং।

অন্তঃকুপিত, অন্তঃক্রুদ্ধ—হৃদয়ে রুষ্ট, মনে মনে কুপিত, যে ভিতরে ভিতরে রাগিয়াছে। ৭তৎ। বিণ।

অন্তঃকেন্দ্র—ত্রিভুজের বাহুগুলিকে স্পর্শ করিয়া ত্রিভুজটির ভিতরে গঠিত বৃত্তের কেন্দ্র, in-centre. মধ্যপ। বি।

অন্তঃকোণ—কোন সরল রৈখিক ক্ষেত্রের মধ্যবর্তী কোণ, interior angle. মধ্যপ। বি; পুং।

অন্তঃক্রুদ্ধ— 'অন্তঃকুপিত' দ্রঃ।

অন্তঃক্ষেপ—সূচীবৎ সূক্ষ্ম নলের সাহায্যে দেহমধ্যে ঔষধাদি প্রবেশ করানো, সূচীপ্রয়োগ, injection. বি; পুং।

অন্তঃপট—১। ভিতরের কাপড়, অন্তর্বাস; কৌপীন। অন্তঃস্থ (মধ্যস্থিত) পট (বস্ত্র), মধ্যপ। বি; পুং বা ক্লী। ২। পর্দা ("অন্তঃপট ঘুচাইল চারি চক্ষে দেখা হৈল"—শ্রীচৈ)। বি।

অন্তঃপাতিত ভিতরে প্রবিষ্ট করানো, inserted. অন্তঃ পাতিত, সুপ্। বিণ।

অন্তঃপাতী (-তিন্)—মধ্যবর্তী, অন্তর্গত। অন্তর্—পত+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-তিনী**।

অন্তঃপুর—স্ত্রীগৃহ, বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকে, অন্দরমহল। পুরের অন্তঃ, ৬তৎ; অথবা অন্তঃস্থ (মধ্যবর্তী) যে পুর, কর্মধা। বি; ক্লী।

অন্তঃপুরচর—যে অন্তঃপুরে বিচরণ করে, অবরোধচারী, অন্তঃপুরস্থ। অন্তঃপুর—চর+ট কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-চরী**।

অন্তঃপুরচারী (-রিন্)—স্ত্রীগৃহে বিচরণ

করিবার অধিকারী। অন্তঃপুরে চরে যে, উপতৎ; অন্তঃপুর–চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -চারিণী।

অন্তঃপুরিকা—অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রী; কঞ্চুকী। অন্তঃপুর+ইক+আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি—কনুইয়ের নিম্নে কবজি পর্যন্ত যে অস্থিদ্বয় তাহার অন্যতম, ulra. বি; স্ত্রী।

অন্তঃপ্রবিষ্ট—ভিতরে প্রবিষ্ট, অন্তর্গত। সুপ্। বিণ।

অন্তঃপ্রবেশন—ভিতরে প্রবেশ করানো; একের রচনার মধ্যে অপরের রচনা সংযোজন, interpolation. সুপ্। বি; স্ত্রী।

অন্তঃশত্রু—অন্তরস্থ শত্রু, অর্থাৎ কাম-ক্রোধাদি রিপুগণ; দেশের মধ্যস্থ বৈরী, বিদ্রোহী দেশবাসী। অন্তঃস্থিত শত্রু, মধ্যপ। বি; পু।

অন্তঃশীলা—< অন্তঃসলিলা। বিণ।

অন্তঃশুল্ক—মাদক দ্রব্য ইঃর উপর ধার্য কর, excise। সুপ্। বি; স্ত্রী।

অন্তঃশুল্কসমাহর্তা (-হর্তৃ)—অন্তঃশুল্ক আহরণের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী, Collector of Excise. ৬তৎ। বি; পু।

অন্তঃশূন্য—খালি, রিক্তমধ্য। সুপ্। বিণ।

অন্তঃশ্বসন, -শ্বাস—যে বায়ু শ্বাসরূপে গ্রহণ করা হয়, প্রশ্বাস, inspiration. বি; স্ত্রী, পু।

অন্তঃসংজ্ঞ—আভ্যন্তরীণ-জ্ঞানযুক্ত। অন্তঃ (মধ্যে) সংজ্ঞা (জ্ঞান) আছে যাহার, বহু। বিণ।

অন্তঃসংজ্ঞা—১। অন্তঃসংজ্ঞাসম্পন্না। অন্তঃসংজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চৈতন্য। অন্তঃস্থিতা সংজ্ঞা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্তঃসত্তা—ভিতরে কোন বস্তুর বিদ্যমানতা; আত্মা; আমি। অন্তর্‌–সৎ+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অন্তঃসত্ত্বা—গর্ভিণী, গুর্বিণী, গর্ভবতী। অন্তর্‌ (মধ্যে) সত্ত্ব (জন্তু) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসলিল—১। অভ্যন্তরস্থ বারি; ভূতলস্থ বা মৃত্তিকার নিম্নস্থ জল। মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। ভূতলে বা মৃত্তিকার নিম্নে জলবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

অন্তঃসলিলবাহিনী—বালুকাস্তরাদির মধ্য দিয়া অদৃশ্যভাবে বহিয়া যায় এরূপ ('— ফল্গু')। অন্তঃসলিল–বহ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসলিলা—মধ্যে জলসম্পন্না, যাহার উপরিভাগে জল নাই কিন্তু সামান্য পরিমাণে বালুকাদি সরাইলেই জল পাওয়া যায় এরূপ। অন্তঃ সলিল যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অন্তঃসাগরীয়—সমুদ্রজলের নীচেকার, submarine. অন্তঃসাগর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তঃসার—১। ভিতরের সারভাগ, মধ্যস্থিত সারাংশ। মধ্যপ। বি; পু। ২। মধ্যে সারবিশিষ্ট; অন্তরে তেজসম্পন্ন। অন্তঃ (মধ্যে) সার যাহার, বহু। বিণ।

অন্তঃসারশূন্য, -হীন—যাহার ভিতরে কিছুমাত্র সারাংশ নাই, রিক্তগর্ভ, পদার্থহীন, নির্গুণ। ৩তৎ। বিণ।

অন্তঃস্থ, অন্তস্থ—১। মধ্যস্থিত। অন্তর্‌—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। ২। য, র, ল, ব—এই বর্ণচতুষ্টয় [কেননা ইহারা স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থিত]। বি; পু।

অন্তঃস্থল—অন্তস্তল, মনের ভিতর; মধ্যস্থিত স্থান। সুপ্। বি; স্ত্রী।

অন্তঃস্থিত, অন্তস্থিত—মধ্যবর্তী, মধ্যস্থ। সুপ্। বিণ।

অন্তঃস্বেদ—মদস্রাবী হস্তী। অন্তঃ (মধ্যে) স্বেদ (মদস্বেদ) যাহার, বহু। বি; পু।

অন্তক—১। শমন, যম। ণিজন্ত অন্ত (= অন্তি)+ণক কর্তৃ। বি; পু। ২। নাশক। বিণ। স্ত্রী- **অন্তিকা** বা **অন্তকা**।

অন্তকর—নাশকারী, বিনাশক। অন্ত—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অন্তকাল—শেষ সময়, চরমকাল, মৃত্যুকাল। অন্তস্থিত যে কাল, কর্মধা। বি; পু।

অন্তগ—প্রান্তবর্তী; পারগামী; পারগত; মৃত। উপতৎ; অন্ত—গম+ড কর্তৃ। বিণ।

অন্ততঃ (-তস্) (> অন্তত)—ন্যূনকল্পে; শেষকল্পে; শেষে; নিদেনে। অন্ত+তস্ প্রত্যয়। অ।

অন্তপাল—১। রাজ্যসীমান্তের রক্ষক। অন্ত—পালি+অণ্ কর্তৃ। ২। অন্তঃপুরের প্রহরী। বাংপ্র। বি; পু।

অন্তবর্গ—প্রধান শ্রেণীর মধ্যস্থিত গণ বা শ্রেণী, sub-order. বি; স্ত্রী।

অন্তবান্ (-বৎ)—অন্তবিশিষ্ট, সান্ত, যাহার শেষ আছে; সসীম। অন্ত+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

অন্তবাসী (-সিন্)—অন্তেবাসী, ছাত্র, শিষ্য। অন্ত—বস (বাস করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অন্তর—'অন্তঃ' দ্রঃ।

অন্তর—১। অবকাশ, ফাঁক; অবসর; মধ্য; অবধি; ছিদ্র, রন্ধ্র। অন্ত—রা (দান করা)+ক কর্তৃ। ২। পরিধান-বস্ত্র। অন্ত—রা+ক করণ। ৩। অন্তর্ধান; ব্যবধান; বহিঃস্থান; তারতম্য; প্রভেদ; আধিক্য; তাদর্থ্য; ব্যতিরেক। অন্ত—রা+ক ভাব। ৪। আত্মা, মন, অন্তঃকরণ, চিত্ত, হৃদয়। অন্ত—রা+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৫। আত্মীয়; সদৃশ; ভিন্ন; অন্য; ভিতরে স্থিত, ভিতরকার; নিকট; আসন্ন; অন্তর্হিত। বিণ।

অন্তরক—বিদ্যুতাদির পরিচালক লৌহ তাম্র ইঃর উপর যে অপরিচালক পদার্থের আস্তরণ দেওয়া হয়, insulator. পরি। বি; স্ত্রী।

অন্তরকলন—নিয়ত পরিবর্তনশীল সংখ্যার পার্থক্য বা বৃদ্ধির অনুপাতনির্ণায়ক গণনাপ্রণালী বিঃ, differential calculus. পরি। বি; স্ত্রী।

অন্তরঙ্গ—১। অন্তঃকরণ, চিত্ত। অন্তর্‌ (মধ্যস্থ) অঙ্গ, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। মধ্যস্থিত; ঘনিষ্ঠ। অন্তর্‌—গম+খচ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। আত্মীয়জন, স্বজন, বান্ধব; প্রকৃত্যাশ্রিত কার্য। অন্তর্‌ (সদৃশ) অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

অন্তরঙ্গতা—আত্মীয়তা। অন্তরঙ্গ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অন্তরজ্ঞ—মর্মজ্ঞ, বিশেষজ্ঞ। অন্তর জানে যে, উপতৎ; অন্তর—জ্ঞা (জানা)+ক কর্তৃ। বিণ।

অন্তরঙ্গোপরিক—ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। ৬তৎ। বি বা বিণ; পুং।

অন্তরটিপনি, অন্তরটিপুনি, অন্তর-টিপ্পনি—ভিতরে ভিতরে টেপা বা চিমটি দেওয়া; অলক্ষিতভাবে গলা টিপিয়া ধরা; গুপ্তভাবে ব্যথা-প্রদান। বাংপ্র। বি।

অন্তরগতি—অদৃশ্য। অন্তর—গম+ক্তি ভাব। বি।

অন্তরণ—১। বিদ্যুৎ, তাপ ইঃর অপরিচালক পদার্থ দ্বারা পৃথক্করণ, insulation. ২। সরকারী আদেশে নির্দিষ্ট স্থানে আটক, internment. বি।

অন্তরতম—ঘনিষ্ঠতম; প্রিয়তম ("ওহে অন্তরতম, মিটিবে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম"—রবীন্দ্র)। কপ্র। বি বা বিণ।

অন্তরতর—ঘনিষ্ঠতর; প্রিয়তর ("অন্তর মম বিকশিত কর অন্তরতর হে!"—রবীন্দ্র)। কপ্র। বি বা বিণ।

অন্তরধাম—অন্তর্যামী। প্রা কপ্র। বিণ।

অন্তরবাস—ছোট কাপড়, লুঙ্গি; কৌপীন; শেমিজ ইঃ। < অন্তরবাসস্। বি।

অন্তরযামী—যিনি মনোগত ভাব বুঝিতে পারেন। কপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী, **-যামিনী**।

অন্তররহস্য—মধ্যের রহস্য, চিত্তগত রহস্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অন্তরস্থ—মধ্যগত, আন্তরিক, মনোগত। উপতৎ; অন্তর—স্থা (থাকা)+ক কর্তৃ। বিণ।

অন্তরা—১। ব্যতিরেকে; মধ্যে; নিকটে। অন্তর—ই (গমন করা)+ডা অধি। অ। ২। গানের চারি অংশের দ্বিতীয় অংশ। বাংপ্র। বি।

অন্তরাত্মা (-ত্মন্)—অন্তঃকরণ; আত্মা; জীবাত্মা। অন্তঃস্থিত আত্মা, মধ্যপ। বি; পু।

অন্তরাপত্যা—গর্ভবতী, গুর্বিণী, অন্তঃসত্ত্বা। অন্তরে অপত্য যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অন্তরাবরণ—পুষ্পমধ্যস্থ জননাঙ্গের আচ্ছাদক পাপড়ি ইং, corolla অন্তঃস্থিত আবরণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অন্তরাবর্তন—১। বিপর্যয়, inversion. ২। তর্কবিজ্ঞানের একপ্রকার নিরপেক্ষ অনুমান বিঃ। অন্তঃ আবর্তন, সুপ্। বি; ক্লী।

অন্তরায়—১। বাধা, প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন। বি; পু। ২। ব্যবধানকারক। অন্তর—ই বা অয়্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অন্তরায়ণ—সরকারী আদেশে নির্দিষ্ট স্থানে অবরোধ, internment. বি; ক্লী। বিণ—**অন্তরায়িত**।

অন্তরাল—মধ্যবর্তী স্থান, ব্যবধান, আড়াল। অন্তরা—লা+ক কর্তৃ। বি; পু।

অন্তরালবর্তী (-বর্তিন্)—আড়ালে স্থিত। উপতৎ; অন্তরাল (আড়াল)—বৃত+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

অন্তরালস্থিত—আড়ালে অবস্থিত; মধ্যস্থিত। ৭তৎ। বিণ।

অন্তরি—অন্তরে, চিত্তে, সময়ে, ভিতরে। প্রা কপ্র। বিণ।

অন্তরিক্ষ, অন্তরীক্ষ—আকাশ, নভোমণ্ডল, গগন, শূন্য। অন্তর্গত হইয়াছে ঋক্ষ (নক্ষত্র) যাহার, বহু, নিপা, পক্ষে দীর্ঘ। বি; ক্লী।

অন্তরিক্ষবিদ্যা, অন্তরীক্ষবিদ্যা—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে আকাশের সমস্ত তত্ত্ব জানা যায়। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্তরিত—ব্যবহিত; অপসৃত; মৃত; নিহিত; অন্তর্গত; আবৃত; আবদ্ধ; দূরীভূত; বিদ্যুতাদির অপরিচালক পদার্থ দ্বারা পৃথক্‌কৃত, insulated; লুক্কায়িত; অবশিষ্ট; তিরস্কৃত সরকারী আদেশে আটক, interned. অন্তর্—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অন্তরিন্দ্রিয়—অন্তঃকরণ, চিত্ত, মনঃ। অন্তর্গত ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অন্তরীক্ষ—'অন্তরিক্ষ' দ্রঃ। অন্তর্—ঈক্ষ+অল্ কর্ম।

অন্তরীক্ষচর—১। আকাশে ভ্রমণকারী, শূন্যে বিচরণকারী, খেচর। অন্তরীক্ষে চরে যে, উপতৎ; অন্তরীক্ষ—চর+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। পক্ষী; গ্রহনক্ষত্র; উল্কা; ধূমকেতু। বি; পু।

অন্তরীক্ষজল—আকাশবারি, দিব্যোদক, বৃষ্টি, শিশির। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অন্তরীক্ষবাসী (-বাসিন্)—আকাশনিবাসী, শূন্যবাসী। উপতৎ; অন্তরীক্ষ—বস+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অন্তরীক্ষবিদ্যা—আকাশতত্ত্ব, meteorology. অন্তরীক্ষবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্তরীক্ষমণ্ডল—নভোমণ্ডল, গোলাকার আকাশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অন্তরীণ—সরকারী আদেশে স্থানবিশেষে অবরুদ্ধ বা অবরোধ; ঐরূপে অবরুদ্ধ ব্যক্তি। <ইং 'interned'.

অন্তরীপ—জলবেষ্টিত ভূভাগ, দ্বীপ; যে ভূভাগ ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া জলাভিমুখে গমন করিয়াছে তাহার অগ্রভাগ, cape. অন্তর্গতা অপ্ যাহাতে, বহু+অ সমাসান্ত।

অন্তরীয়, অন্তরীয়ক—অধোবস্ত্র; যথা,—ধুতি, ইজের ইঃ। অন্তর্+ঈয় সম্বন্ধার্থে, পক্ষে তদুত্তরে কন্ স্বার্থে।

অন্তরুল—আবৃত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অন্তরূপ্য—সীসা, সীসক। অন্তকারক রূপা, মধ্যপ (বিষাক্ত বলিয়া)। বি; ক্লী।

অন্তরে—মধ্যে। অন্তর্—ই (গমন করা)+বিচ্ কর্তৃ। অ।

অন্তরেণ—মধ্যে; বিনা, ব্যতিরেকে। অন্তর্—ই (গমন করা)+ণ কর্তৃ। অ। [অন্তরে অন্তরা ও অন্তরেণ এই তিনটি অব্যয় শব্দে মধ্য বুঝায়।]

অন্তর্গত—মধ্যগত; মধ্যবর্তী; হৃদ্‌গত; বিস্মৃত। অন্তর্—গম+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-গতি**।

অন্তর্গূঢ়—মনে গুপ্ত; বাহিরে অপ্রকাশিত; মধ্যে লুক্কায়িত; লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত। ৭তৎ। বিণ।

অন্তর্গৃহ, -গেহ—গৃহের মধ্যস্থিত গৃহ, চোরকুঠরি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

অন্তর্গেহ-ক্রীড়া—ঘরে বসিয়া যে খেলা করা হয়, indoor game. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তর্গ্রহ—ক্ষুদ্রতর গ্রহ, inferior planet. সুপ্। বি; পুং।

অন্তর্ঘন—অভ্যন্তর প্রদেশ; গৃহের অবকাশ প্রদেশ। অন্তর্—হন (বধ করা)+অপ্ কর্ম। বি; পু।

অন্তর্ঘাত—ভিতরে থাকিয়া কার্যনাশের চেষ্টা, নাশকতামূলক কার্য, sabotage. অন্তর্—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। বিণ, **-ঘাতক, -ঘাতী**।

অন্তর্জগৎ—অন্তঃস্থিত জগৎ, মনোগত ভাবসমূহ। বি; ক্লী। বিণ—**আন্তর্জাগতিক**।

অন্তর্জঠর—উদরের মধ্যভাগ; কুক্ষিমধ্য; পাকাশয়; কোষ্ঠ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

অন্তর্জল—১। জলাভ্যন্তর; স্থলজলের মধ্য; স্নানের সময় করণীয় অঘমর্ষণ জপ। জলের অন্তঃ, অব্যয়ী। বি; ক্লী। ২। জলাভ্যন্তরস্থ। অন্তর্জল+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অন্তর্জল জাহাজ—ডুবো জাহাজ, submarine.

অন্তর্জলি—মুমূর্ষু ব্যক্তিকে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গঙ্গাজলে নামানো (ঐ সময়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির অর্ধাঙ্গ জলমধ্যে নিমজ্জিত করা হয় ও অপরার্ধ স্থলে রক্ষিত হয়)। বাংপ্র। বি।

অন্তর্জলী—মৃত্যুকালে যাহার অর্ধাঙ্গ অন্তর্জলি করা হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

অন্তর্জলোৎস—ভূগর্ভস্থ উৎস, artesian fountain অন্তঃস্থ জলোৎস, মধ্যপ। বি; পু।

অন্তর্জাত—মধ্যে জাত, অভ্যন্তরে উৎপন্ন; হৃদয়জাত, অন্তঃকরণে উৎপন্ন; জন্মগত, inborn. ৭তৎ। বিণ।

অন্তর্জাতীয়—সার্বজাতিক, international; আন্তর্জাতিক। অন্তর্জাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্জ্ঞান—অবচেতনা, মনের প্রচ্ছন্ন অংশ। অন্তঃ জ্ঞান, সুপ্। বি; ক্লী।

অন্তর্জ্ঞানীয়—অবচেতন, যাহা মনে অবস্থান করিলেও অজ্ঞাত এমন, subconscious. অন্তর্জ্ঞান+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্জ্যোতিঃ (-তিস্)—অন্তরাত্মা। অন্ত (মধ্যে) জ্যোতিঃ যাহার, বহু; অথবা অন্তঃস্থিত জ্যোতিঃ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অন্তর্দর্শন—স্বীয় মনের ব্যাপারসমূহের অবধারণ, আত্মপরীক্ষা; আন্তরিক ভাবাদির প্রতি মনোনিবেশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অন্তর্দশা—কোন গ্রহের স্থূলদশাভোগকালের মধ্যে বিভিন্ন গ্রহের আধিপত্যকাল। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্তর্দাহ—অগ্নিদাহের ন্যায় মনের বিষম ক্লেশ, মন পুড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

অন্তর্দাহন—মন পোড়ানো, মনের ভস্মীকরণবৎ অতি ক্লেশোৎপাদন। ৭তৎ। বি; ক্লী।

অন্তর্হৃষ্ট—ভিতরে ভিতরে হৃষ্ট, মনে মনে হৃষ্টচিত্তবিশিষ্ট। ৭তৎ। বিণ।

অন্তর্দৃষ্টি—নিজের ভাব বা অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতা, অন্তর্দর্শন, in rospection আত্মদর্শন, আত্মজ্ঞান। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্দেশ—অভ্যন্তরপ্রদেশ ; দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থান, valley. অন্তঃস্থিত দেশ, মধ্যাপ। বি ; পু। বিণ, **-র্দেশীয়**।

অন্তর্দেহ—দেহের ভিতর। অন্তঃস্থিত দেহ, মধ্যাপ। বি ; পু। বিণ—**আন্তর্দৈহিক**।

অন্তর্দৈহিক—দেহের অভ্যন্তরস্থ, শরীরের ভিতরের। অন্তর্দেহ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অন্তর্দ্বার—বাটীর মধ্যবর্তী গুপ্তদ্বার ; খিড়কি দরজা। মধ্যাপ। বি ; ক্লী।

অন্তর্দ্বিখণ্ডক—যে সরল রেখা কোন কোণকে ভিতর দিক্ হইতে দ্বিখণ্ডিত করে, in'ernal bi ector সুপ্। বি ; পু।

অন্তর্ধা—অন্তর্ধান। অন্তর্-ধা+অঙ্ ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ধান—১। তিরোধান, অদৃশ্য হওয়া ; ব্যবধান। অন্তর্—ধা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। অন্তর্হিত। বাংপ্র। বিণ।

অন্তর্ধি—অন্তর্ধান। অন্তর্—ধা+কি ভাব। বি ; পু।

অন্তর্ধৃতি—কোন ধাতু কর্তৃক কোন বায়বীয় পদার্থকে শোষণ করিয়া রাখা, oc lu- sio . অন্তঃ ধৃতি, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ধ্যান—মনে মনে চিন্তন। অন্তর—ধৈ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অন্তর্নিবিষ্ট—(গৃহ) মধ্যে স্থাপিত ; মধ্যগত ; ধ্যানস্থ। ৭তৎ। বিণ।

অন্তর্নিহিত—অন্তঃকরণে স্থাপিত ; যাহা কেবল মনোমধ্যে আছে, কিন্তু বাহিরে অপ্রকাশিত। ৭তৎ। বিণ।

অন্তর্বংশিক—অন্তঃপুরাধ্যক্ষ, স্ত্রীগৃহরক্ষক, অন্দরমহলের তত্ত্বাবধায়ক। বংশের অন্তঃ =অন্তর্বংশ (অন্তঃপুর), ৬তৎ ; তদুত্তরে ইক। বি ; পু।

অন্তর্বর্গ—বৃহৎ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ক্ষুদ্রতর শ্রেণী। সুপ্। বি ; পু।

অন্তর্বৎ—মধ্যবিশিষ্ট ; অন্তর্গত। অন্তর্+ মতু অস্ত্যর্থে। বিণ।

অন্তর্বত্নী—গর্ভবতী ; গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। অন্তর্+মতু+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অন্তর্বমি—অপাক, অজীর্ণ। অন্তঃ (উদর মধ্যে) বমি হয় যাহার, বহু। বি ; পু।

অন্তর্বর্তী (-র্বর্তিন্)—মধ্যবর্তী, অন্তর্ভূত, অন্তর্গত। উপতৎ ; অন্তর্-বৃত+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-র্বর্তিনী**। বি, **-র্বর্তিতা**।

অন্তর্বস্ত্র—অন্তর্বাসঃ (তাহা দ্রঃ)। মধ্যাপ। বি ; ক্লী।

অন্তর্বাণিজ্য—দেশের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয়। মধ্যাপ। বি ; ক্লী।

অন্তর্বাষ্প—যে অশ্রু চাপিয়া রাখা হইয়াছে। অন্তঃ বাষ্প, সুপ্। বি ; পু।

অন্তর্বাস, অন্তর্বাসঃ (-সস্)—অন্তঃ পরিধেয় বস্ত্র, বৈষ্ণবদিগের দ্বিবিধ পরিধেয়ের মধ্যে ভিতরের পরিধেয়, কৌপীন ; জাঙ্গিয়া, শেমিজ প্রঃ. underw. a . মধ্যাপ। বি ; ক্লী।

অন্তর্বাহ—তরল পদার্থপূর্ণ পাত্রের অন্তর্দেশে গমনশীল অপর তরল পদার্থের প্রবাহ। অন্তরাভিমুখ বাহ (প্রবাহ). মধ্যাপ। বি ; পু।

অন্তর্বিগ্রহ—গৃহযুদ্ধ, ঘরোয়া লড়াই বা বিবাদ, আত্মকলহ, আপনা আপনির মধ্যে ঝগড়া। মধ্যাপ। বি ; পু।

অন্তর্বিপ্লব—ঘরওয়ানা বিবাদ, আত্ম-বিরোধ, স্বদেশের মধ্যে তদ্দেশীয়দিগের পরস্পর কলহ, civil war. মধ্যাপ। বি ; পু।

অন্তর্বিবাহ—স্বীয় কুলে বা গোত্রে বিবাহ, endogamy. মধ্যাপ। বি ; পু।

অন্তর্বিরোধ—গৃহবিবাদ, আত্মকলহ, ঘরাও ঝগড়া, নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি। মধ্যাপ। বি ; পু।

অন্তর্বাজ—শাঁস। মধ্যাপ। বি ; ক্লী।

অন্তর্বেদনা—মনের যাতনা বা অশান্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বেদি, অন্তর্বেদী—দুই নদীর মধ্যস্থ দেশ, দোয়াব ; ব্রহ্মাবর্তদেশ ; প্রয়াগ হইতে হরিদ্বার পর্যন্ত গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী দেশ। মধ্যাপ। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্বেশ্ম (-শ্মন্)—অন্তঃপুর, স্ত্রীগৃহ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অন্তর্ব্যাসার্ধ—একটি সরলরৈখিক ক্ষেত্রের অন্তর্লিখিত বৃত্তের ব্যাসার্ধ, i -radius বি।

অন্তর্ভব—অন্তর্জাত, অভ্যন্তরে উৎপন্ন। ৭তৎ। বিণ।

অন্তর্ভাব—অন্তর্নিবেশ, মধ্যে পতন ; আন্ত-রিক ভাব। অন্তর্ (মধ্যে) ভাব, ৭তৎ। বি ; পু।

অন্তর্ভাবনা—হৃদয়মধ্যে ভাবনা, মনে মনে চিন্তা ; দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ভুক্ত—অন্তর্গত, মধ্যবর্তী ; মধ্যে সন্নিবেশিত। ৭তৎ। বিণ।

অন্তর্গত, মধ্যবর্তী, মধ্যস্থিত ; অন্তরে অবস্থিত। অন্তর্—ভূ (হওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ। **অন্তর্ভূত কোণ**—ত্রিভুজের দুই বাহুর মধ্যস্থিত কোণ, in luded angle.

অন্তর্ভূমি—নীচের মাটি, su bso l. অন্তঃস্থিতা ভূমি, মধ্যাপ। বি ; স্ত্রী।

অন্তর্ভেদ—গৃহবিবাদ। মধ্যাপ। বি ; পু।

অন্তর্ভৌম—ক্ষিতিতলস্থ, sub errare n. অন্তঃ ভৌম, সুপ্। বিণ।

অন্তর্মনাঃ (-মনস্) (>-মনা)—ব্যাকুল, উদ্বিগ্ন ; সমাহিতচিত্ত ; গূঢ়চেতাঃ, যাহার মনোগত ভাব টের পাওয়া যায় না। অন্তর্ (অন্তর্হিত অর্থাৎ অজ্ঞাত) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অন্তর্মুখ—যে বাহিরে যায় না কেবল ভিতরের দিকেই যায় ; বাহ্য বস্তু পরি-ত্যাগপূর্বক পরমাত্ম-বিষয়ে নিবিষ্টমনাঃ, আত্মবিষয়ে চিন্তাশীল, in ospective ; শব্দ-স্পর্শাদির বোধ মস্তিষ্কে বহনকারী, afferent. অন্তরে মুখ যাহার [অন্তঃ+ মুখ], বহু। বিণ। স্ত্রী, **-র্মুখা, -র্মুখী**।

অন্তর্যামী (-মিন্)—১। অন্তরাত্মা ; জীবের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিয়ামক ; । বি ; পু। ২। আন্তরিক ভাব-বেত্তা, অন্তরের কথা যিনি জানিতে পারেন। অন্তর্—ণিজন্ত যম (=যামি) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-মিনী**।

অন্তর্যুদ্ধ—গৃহযুদ্ধ, স্বজাতীয়ের সহিত কলহ। সুপ্। বি ; ক্লী।

অন্তর্লিখিত—ভিতরে অঙ্কিত, nscribe . সুপ্। বিণ।

অন্তর্লীন—ভিতরে লীন, গুপ্ত, অন্তর্নিহিত। সুপ্। বিণ।

অন্তর্হাস—গূঢ়হাস্য, চাপা হাসি ; আত্ম-প্রসাদ ; কুটিল হাসি ; কপটতা। মধ্যাপ। বি ; পু।

—১। তিরোহিত, যে অন্তর্ধান করিয়াছে ; ব্যবহিত, অদৃষ্ট। অন্তর্—ধা +ক্ত কর্মকর্তৃ। ২। আবৃত। অন্তর্-ধা +ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্তশয্যা—মৃত্যুকালীন ভূমিশয্যা ; মৃত্যু ; শ্মশান ; মড়ার খাটিয়া ; চিতা ; সমাধি ; কবর। মধ্যাপ। বি ; স্ত্রী।

অন্তস্তর—ত্বকের দুইটি স্তরের মধ্যে নিম্ন-স্তর, dermis. অন্তর্গত স্তর, মধ্যাপ। বি ; ক্লী।

অন্তস্তল—মধ্যবর্তী স্থান, ভিতর ; মনঃ। মধ্যাপ। বি ; ক্লী।

অন্তস্তাপ—ভিতরের তাপ, মানসিক জ্বালা। ৬তৎ। বি ; পু।

অন্তস্ত্বক্ (-ত্বচ্)—ফলের ভিতরে বীজের আবরক, e docarp ; দেহের উপরের অতিসূক্ষ্ম চর্মাবরণ, dermis. অন্তঃ যে ত্বক্, সুপ্। বি ; স্ত্রী।

অন্তস্থ—'অন্তঃস্থ' দ্রঃ।

অন্তস্পট—অন্তঃপুরের পর্দা ("শশীপ্রভা আশু হৈল অন্তস্পট তুলি"—মনসা)। প্রা কপ্র। বি।

অন্তস্পুরী—অন্তঃপুরিকা, পুরমহিলা ("যত সব অন্তস্পুরী সবে মিলি দ্রৌপদী সেবিবা"—মহা)। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

অন্তাবশায়ী (-শায়িন্)—গ্রামান্তে বাসকারী চণ্ডাল ইঃ জাতি; নাপিত। অন্ত—অব—শী+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

অন্তাবসায়ী (-য়িন্), **অন্ত্যাবসায়ী**—নাপিত; চণ্ডাল; ব্যাধ; ছুতার। অন্ত, অন্ত্য—অব—সো (নাশ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, **-সায়িনী**।

অন্তিক—১। সন্নিহিত। অন্ত+ইক (ঠন্)। বিণ। স্ত্রী—**অন্তিকী**। ২। সামীপ্য, সন্নিধান। বি; ক্লী।

অন্তিকতম—অতি নিকট। অন্তিক+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

অন্তিকা—১। সন্নিহিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। (নাট্যে) জ্যেষ্ঠা ভগিনী; চুল্লী, চুলা, উনান। অন্তি+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্তিম—১। চরম, শেষ; অন্তকালীন; অতি নিকট। বিণ। ২। চরমকালীন কর্তব্য, অন্তিম সংস্কার; অতিনৈকট্য। অন্ত+ডিমচ্ ভবার্থে। বি; ক্লী।

অন্তিমকাল, -সময়—চরম সময়, মৃত্যুর সন্নিহিত কাল। কর্মধা। বি; পু।

অন্তিমবাণী—শেষের কথা; মৃত্যুকালীন জবানবন্দি; মরণকালীন কথা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তিমশয্যা—মৃত্যুশয্যা, যে শয্যায় শয়ান থাকিতে থাকিতেই মৃত্যু হয়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্তজ—নীচকুলজাত, ইতর, ছোটলোক। বি বা বিণ।

অন্তেবাসী (-সিন্)—১। সমীপবর্তী। অলুক্ উপতৎ; অন্তে—বস (বাস করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাসিনী**। ২। শিষ্য, ছাত্র; চণ্ডালাদি নীচ জাতি। বি; পু।

অন্ত্য—১। অন্তিম, চরম; অবশিষ্ট; নীচ, নীচজাতীয়। বিণ। ২। চণ্ডাল। বি; পু। ৩। পরার্ধের দশ ভাগ বা শত ভাগ সংখ্যা। অন্ত+য ভবার্থে। বি; ক্লী।

অন্ত্যকর্ম—ঔর্ধ্বদেহিক কর্ম; দাহ শ্রাদ্ধাদি। অন্ত্য কর্ম, কর্মধা। বি; ক্লী।

অন্ত্যজ—১। নীচকুলজাত; অধম, নীচাশয়। বিণ। ২। চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। উপতৎ; অন্ত্য—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অন্ত্যজন্মা (-জন্মন্)—নীচকুলজাত, অধম; নীচাশয়; চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র। অন্ত্য হইতে জন্ম যাহার, বহু। বিণ।

অন্ত্যবর্ণ—চতুর্থ বর্ণ, শূদ্র; শেষ অক্ষর। কর্মধা। বি; পু।

অন্ত্যভ—শেষ নক্ষত্র, রেবতী নক্ষত্র; শেষরাশি, মীনরাশি। কর্মধা। বি; ক্লী।

অন্ত্যানুপ্রাস—অনুপ্রাস অলংকারের প্রকারভেদ, যে অনুপ্রাস পদ্যের চরণের শেষে ঘটিয়া থাকে। অন্ত্য অনুপ্রাস, কর্মধা। বি; পু।

অন্ত্যাবসায়ী—'অন্তাবসায়ী' দ্রঃ।

অন্ত্যাশ্রম—আশ্রম-চতুষ্টয়ের মধ্যে শেষটি, সন্ন্যাস আশ্রম। অন্ত্য আশ্রম, কর্মধা। বি; পু।

অন্ত্যেষ্টি—শবদাহাদি চরম সংস্কার, মৃতসংকার; চরম যজ্ঞ। অন্ত্য যে ইষ্টি (যাগ বা সংস্কার), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া—শেষ যজ্ঞ; শবদাহাদি ও পিণ্ডদানাদি কার্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অন্ত্র—নাড়ীভুঁড়ি, আঁতড়ি; পাকস্থলীর নিম্ন হইতে মলদ্বার পর্যন্ত যন্ত্র, intestine। অম (রুগ্ণ হওয়া)+ত্র করণ। বি; ক্লী।

অন্ত্রজ্বর—সান্নিপাতিক রোগ, enteric fever. বি; পু।

অন্ত্রপ্রদাহ—উদরাময়; আমাশয়, enteritis. ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

অন্ত্রবৃদ্ধি—রোগ বিঃ; hernia. ৬তৎ।

অন্দর—ভিতর, মধ্য, অভ্যন্তর; অন্তঃপুর, জান না। ফারসী। বি।

অন্দরমহল—ভিতরবাড়ি, নারীগণাধিষ্ঠিত ভবনাংশ, বাটীর যে অংশে স্ত্রীলোকেরা থাকেন তাহা। বি।

অন্দু, অন্দূ—হস্তীর পদবন্ধনশৃঙ্খল; নিগড়; স্ত্রীলোকের পাদভূষণ, মল। অন্দ (বন্ধন করা)+উ, ঊ কর্তৃ। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অন্দুক, অন্দূক—অন্দু (সকল অর্থে)। অন্দু বা অন্দূ+কন্ স্বার্থে। বি; পু।

অন্ধ—১। অন্ধকার; জল। ণিজন্ত অন্ধ (=অন্ধি)+অচ্ করণ। বি; ক্লী। ২। দৃষ্টিহীন, দর্শনশক্তিহীন, দুই চক্ষুহীন। ণিজন্ত অন্ধ (=অন্ধি)+অচ্ কর্তৃ। ৩। অন্ধকারক; নিবিড়; অন্ধকারময়। অন্ধ+ণিচ্। (=অন্ধি নামধাতু)+অচ কর্তৃ। বিণ। **অন্ধ হওয়া**—দৃষ্টিশক্তি হারানো; কাহারও দোষ গুণ না দেখা; প্রেমানুরাগাদিতে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হওয়া। **অন্ধের নড়ি বা যষ্টি**—অসহায়ের একমাত্র সহায় বা অবলম্বন।

অন্ধক—১। অন্ধ। অন্ধ+কন্ স্বার্থে। বিণ। ২। অন্ধকার। অন্ধ্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। জনৈক মুনির নাম। ইনি নিজে বৈশ্য এবং ইঁহার ভার্যা শূদ্রকন্যা ছিলেন। ইঁহারা উভয়েই অন্ধ ছিলেন। ইঁহার শিশুপুত্র সিন্ধুক রাজা দশরথ কর্তৃক বাণদ্বারা নিহত হন। ৪। জনৈক দৈত্যের নাম। মাতা দিতি, পিতা কশ্যপ। ইনি তপঃপ্রভাবে বরলাভ করিয়া মহাদেব ভিন্ন অন্য সকলের অবধ্য হওয়াতে দেবতাদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে থাকেন। ইঁহার অত্যাচারে অস্থির হইয়া দেবগণ নারদ ঋষির আশ্রয় গ্রহণ করিলে একদা নারদ মন্দর পর্বতের উদ্যানস্থিত মন্দার পুষ্পের মালা গলায় দিয়া অন্ধকের নিকট উপস্থিত হন। দৈত্যরাজ সেই পুষ্পের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সেই পুষ্প আহরণার্থে মন্দর পর্বতে গমন করেন। তথায় মহাদেবের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় অন্ধক মহাদেবের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। এই জন্য মহাদেবের এক নাম অন্ধকাণ্ডক। ৫। উতথ্যের পুত্রের নাম। মমতার গর্ভে বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ৬। যদুবংশীয় জনৈক নৃপতির নামও অন্ধক। পিতা মহারাজ সাত্বত। অন্ধ+কন্ স্বার্থে। বি; পু।

অন্ধকরিপু—১। মহাদেব। অন্ধকের (অন্ধকাসুরের) রিপু, ৬তৎ। ২। সূর্য; অগ্নি; চন্দ্র। অন্ধকের (অন্ধকারের) রিপু, ৬তৎ। বি; পু।

অন্ধকার—১। তিমির, তমঃ, আঁধার। অন্ধ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। বিণ—**অন্ধকারিত**। [ধ্বান্ত, তমিস্র, তিমির ও তমঃ এই কয়েকটি শব্দে অন্ধকার বুঝায়। অন্ধতমস শব্দে গাঢ় অন্ধকার অবতমস শব্দে অন্ধকার, এবং সন্তমস শব্দে ব্যাপী অন্ধকার বুঝায়।] ২। অন্ধকারময়। বাংপ্র। বিণ। **অন্ধকার দেখা**—আকস্মিক বিপৎপাতে দিশাহারা হওয়া। **অন্ধকার দেখানো**—বিপন্ন করিয়া দিশাহারা করানো। **অন্ধকারে ঢিল মারা**—আন্দাজে কিছু নির্ণয় করিবার চেষ্টা করা। **অন্ধকারে থাকা**—কোন বিষয় সম্বন্ধে কিছু না জানা, অজ্ঞাত থাকা। **অন্ধকারে হাতড়ানো**—হাত চালাইয়া দেখা; আন্দাজ করা।

অন্ধকারক—ক্রৌঞ্চদ্বীপে প্রাবরক ও মুনিনামক দেশদ্বয়ের মধ্যবর্তী পৌরাণিক দেশ বিঃ। অন্ধ—কৃ+ণক কর্তৃ। বি; পু।

অন্ধকারময়—তিমিরময়, অন্ধকারপূর্ণ, আলোকশূন্য। অন্ধকার+ময়ট্। বিণ।

অন্ধকারাচ্ছন্ন, -কারাবৃত—তমসাবৃত, আঁধারে ভরা। অন্ধকার দ্বারা আচ্ছন্ন, আবৃত, ৩তৎ। বিণ।

অন্ধকারি—মহাদেব। অন্ধকের অরি, ৬তৎ। বি; পুং।

অন্ধকাসুহৃদ্—মহাদেব। অন্ধকের (দৈত্য-বিঃর) অসুহৃদ্ (শত্রু), ৬তৎ। বি; পুং।

অন্ধকূপ—আবৃত অন্ধকারময় কূপ, এঁদো পাতকুয়া; অপরিসর অন্ধকার ঘর, blackhole; নরক বিঃ। কর্মধা। বি; পুং।

অন্ধকূপহত্যা—নবাব সিরাজউদ্দৌলা ১৭৫৬ খ্রীঃ ইংরেজদের কাশিমবাজারস্থ কুঠি লুঠ করিয়া ৫০,০০০ সৈন্যসহ কলিকাতা যাত্রা করেন। মাত্র ১৭০ জন ইংরেজ চার দিন ধরিয়া প্রবল বাধা দেয় এবং শেষ পর্যন্ত পঞ্চম দিনে আত্মসমর্পণ করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক উক্ত ১৭০ জনের মধ্যে ১৪৬ জন ইংরেজকে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে আবদ্ধ রাখা হয়। গৃহটিতে বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা না থাকাতে গরমে ১২৩ জন ইংরেজ মারা যায়। এই ঘটনা অন্ধকূপ-হত্যা (massacre of black hole নামে বিদিত (২১শে জুন, ১৭৫৬ খ্রীঃ)। অন্ধ কূপ, কর্মধা; অন্ধকূপে হত্যা, ৭তৎ বি; স্ত্রী।

অন্ধগোলাঙ্গুল-ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

অন্ধতম—অতিশয় অন্ধকারবিশিষ্ট। অন্ধ + তম। বিণ। স্ত্রী, -তমা।

অন্ধতমঃ (-তমস্)—অন্ধতমস, নিবিড় অন্ধকার; ঘোর অজ্ঞানতা। অন্ধকারক যে তমঃ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [এই শব্দটি ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ। 'অন্ধতমোময়' দ্রঃ।]

অন্ধতমস—গাঢ় অন্ধকার; ঘোর অজ্ঞানতা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্ধতমসাচ্ছন্ন, -তমসাবৃত—গাঢ় আঁধারে ঢাকা। ৩তৎ। বিণ।

অন্ধতমোময়—গাঢ় অন্ধকারে পূর্ণ। অন্ধতমস্ + ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। [এইটি অশুদ্ধ পদ, "অন্ধতমসময়" হইবে। কারণ 'ধ্বান্তে গাঢ়ে অন্ধতমসম্' ইত্যমরঃ। অর্থাৎ অমর বলেন যে, গাঢ় অন্ধকারকে অন্ধতমস কহে। সমাসান্ত অ প্রত্যয় হয়।]

অন্ধতা, অন্ধত্ব—দৃষ্টিহীনতা। অন্ধ + তা, ত্ব ভাবে। বি; স্ত্রী ও স্ত্রী।

অন্ধতামসী—ঘনান্ধকারময়ী রজনী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্ধতামিস্র—১। অন্ধকারময় নরক বিঃ অন্ধ (গাঢ়) হইয়াছে তামিস্র (অন্ধকার) যাহাতে, বহু। ২। ঘন অন্ধকার, ঘোর আঁধার বা অজ্ঞতা। অন্ধকারক তামিস্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্ধনী—দৃষ্টিশক্তিহীনা নারী ("আঁধার-মাণিক বাছা অন্ধনীর নড়ি।" —ঘনরাম)। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

অন্ধপঙ্গু-ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

অন্ধপরম্পরা-ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

অন্ধপ্রায়—অন্ধসদৃশ, দৃষ্টিশক্তিবিহীনের তুল্য। প্রায় অন্ধ, সুপ্‌। বিণ।

অন্ধবিন্দু—অক্ষিপটের দৃষ্টিশক্তিহীন অংশ, blind spot. কর্মধা। বি; পুং।

অন্ধবিশ্বাস—অযৌক্তিক একান্ত দৃঢ় প্রত্যয়, blind faith. কর্মধা। বি; পুং।

অন্ধবেগ—হিতাহিতজ্ঞানশূন্য বেগ। কর্মধা। বি; পুং।

অন্ধভাবে—অন্ধের মত; হিতাহিতজ্ঞান হারাইয়া, বিবেক হারাইয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

অন্ধরাজ—জন্মান্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র। অন্ধ রাজা, কর্মধা + টচ্ সমাসান্ত। বি; পুং।

অন্ধলা—অন্ধ; আলোআঁধারি। হিন্দী। বি।

অন্ধহস্তি-ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

অন্ধা—অন্ধ, দৃষ্টিহীন; আচ্ছন্ন। হিন্দী। বিণ।

অন্ধায়ল—অন্ধ হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

অন্ধার—আঁধার। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অন্ধিকা—রাত্রি; দ্যূতক্রীড়া বিঃ; নেত্ররোগ বিঃ; সর্পী। অন্ধি (অন্ধ করা) + ণক কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্ধিয়ার, অন্ধিয়ারা—অন্ধকার। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

অন্ধি-সন্ধি—অলিগলি; রন্ধ্র, অবকাশ, ফাঁক; অনুসন্ধান, নিগূঢ় তত্ত্ব, উদ্দেশ। বাংপ্র। বি।

অন্ধীকরণ—অন্ধ করা, দৃষ্টিশক্তিনাশন। অন্ধ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= অন্ধী)—কৃ + অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অন্ধীকৃত—যাহাকে অন্ধ বা দৃষ্টিশক্তিহীন করা হইয়াছে। অন্ধ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= অন্ধী)—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্ধীভূত—যে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছে, নষ্টদৃষ্টি। অন্ধ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= অন্ধী)—ভূ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অন্ধু—কূপ, কুয়া। অন্ধ + কু কর্তৃ সংজ্ঞার্থে। বি; পুং।

অন্ধুল—শিরীষ গাছ। অন্ধ্ + উলচ্ করণ। বি; পুং।

অন্ধ্র—ব্যাধ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্য বিঃ; প্রাচীন ভারতের রাজ্য বিঃ ও তাহার অধিবাসী জাতি বিঃ। অন্ধ্ + র কর্তৃ। বি পুং।

অন্ন—১। ওদন, ভক্ত, ভাত; ভোজ্যবস্তু। ক্লি; স্ত্রী। ২। সূর্য; বিষ্ণু। বি; পুং। ৩। ভুক্ত, খাদিত। অদ (ভোজন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্নকষ্ট—অন্নের নিমিত্ত ক্লেশ, অন্নাভাবে দুঃখ; দুর্ভিক্ষ। অন্ন-নিমিত্তক কষ্ট, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্নকূট—১। অন্নস্তূপ, অন্নক্ষেত্র; রাশীকৃত খাদ্যদ্রব্য। ৬তৎ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। উৎসব বিঃ [এই উৎসবে প্রচুর অন্ন দেবতাকে নিবেদন করা হয়]। অন্নের কূট যাহাতে, বহু। বি; পুং।

অন্নকোট—উৎসব বিঃ। < অন্নকূট। বি।

অন্নকোষ্ঠ, -কোষ্ঠক—তণ্ডুলাদি রক্ষা করিবার গৃহ, গোলা। ৬তৎ। বি; পুং।

অন্নকোষ্ঠা, -কোষ্ঠে—অন্নাভাবক্লিষ্ট; অন্নদানে বিমুখ। বাংপ্র। বিণ।

অন্নক্ষেত্র—অন্নকূট, রাশীকৃত খাদ্যদ্রব্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

অন্নগত—অন্নের উপর নির্ভরশীল। ২তৎ।

অন্নগতপ্রাণ—১। যে অন্নাভাবে বাঁচে না এমন, ভেতো। অন্নগত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। যে প্রাণ অন্নাভাবে বাঁচে না। কর্মধা। বি; পুং।

অন্নগন্ধি—উদরাময় রোগ, অতীসার, পেটের ব্যারাম। অন্নের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহাতে, বহু + ইৎ সমাসান্ত। বি; পুং।

অন্নচিন্তা—জীবিকার্জনের নিমিত্ত ভাবনা। অন্ননিমিত্তিকা চিন্তা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অন্নছত্র—অন্নদানশালা। < অন্নসত্র। বি।

অন্নজ—অন্নজাত, ভুক্ত বস্তু হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; অন্ন—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ।

অন্নজল—ভাত জল, খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় জল। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

অন্নদ—অন্নদাতা। উপতৎ; অন্ন—দা + ক কর্তৃ। বিণ।

অন্নদা—১। অন্নদাত্রী। বিণ; স্ত্রী। ২। অন্নপূর্ণা, বিশ্বেশ্বরী। অন্নদ + আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্নদাতা (-দাতৃ)—যিনি অন্ন দান করেন, প্রতিপালক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—অন্নদাত্রী (= অন্নদানকারিণী)।

অন্নদান—খাদ্যপ্রদান, খাদ্যবিতরণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অন্নদাস—যে ব্যক্তি অন্নের নিমিত্ত পরের দাসত্ব করে; যে ব্যক্তি অন্যের গলগ্রহ হইয়া নির্লজ্জভাবে তাহার অন্ন ধ্বংস করে, ভাতমারা। অন্নার্থী দাস, মধ্যপ। বি; পুং।

অন্নদোষ—অভোজ্যান্নভোজন, অখাদ্য-ভোজন; অন্নগ্রহণজনিত পাপ বা অপরাধ। অন্নজনিত দোষ, মধ্যপ। বি; পুং।

অন্নধ্বংস—অপাত্র কর্তৃক আহাররূপ অন্নের অপব্যয়। ৬তৎ। বি; পুং।

অন্ননলী, অন্ননালী—অন্নবহনালী, aesophagus, gullet. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নপাক—ভাত রাঁধা, অন্ন রন্ধন। ৬তৎ। বি ; পু।

অন্নপান—ভোজ্য ও পেয় দ্রব্য। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নপূর্ণ—প্রচুর অন্নযুক্ত, অন্নদ্বারা পরিপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অন্নপূর্ণা**।

অন্নপূর্ণা—১। অন্নদ্বারা পরিপূর্ণা। বিণ ; স্ত্রী। ২। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত অন্নই যাঁহার আছে, সেই আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্তি বিঃ [এই মূর্তি দ্বিভুজ, বাম হস্তে সুবর্ণময় অন্নপাত্র, দক্ষিণ হস্তে দর্বী (হাতা) লইয়া আশুতোষকে অন্ন পরিবেশন করিয়া দিতেছেন। দক্ষিণামূর্তি সংহিতায় অন্নপূর্ণা চতুর্ভুজা। চারি হস্তে পদ্ম, অঙ্কুশ, অভয় ও দান। পবিত্র বারাণসীধামে এই মূর্তি একটি সুন্দর মন্দির-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত]। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নপ্রাশন—বালকের ৬ষ্ঠ বা ৮ম মাসে এবং বালিকার ৫ম বা ৭ম মাসে প্রথম অন্নভোজন সংস্কার। অন্নের প্রাশন (ভোজন), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নবর্জন—অন্নপরিত্যাগ, ভাত খাওয়া ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নবস্ত্র—অশনবসন, আহার্য ও পরিধেয়, ভাতকাপড়। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নবহ, -বাহী (-হিন্)—অন্ন বহন করে যে এমন। অন্নের বহ, ৬তৎ : উপতৎ ; অন্ন—বহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অন্নবহনালী—যে নালী দিয়া ভুক্তদ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হয় ও তাহার অসার ভাগ নির্গত হইয়া যায়, aesophagus, gullet. অন্নের বহ (বহনকারী), ৬তৎ ; অন্নবহা নালী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অন্নবিকার—বিষ্ঠা ; শুক্র। ৬তৎ। বি ; পু।

অন্নব্যঞ্জন—ভাত ও তরকারি। অন্ন শব্দে রুটি প্রঃও বুঝায়, ফলতঃ প্রধান খাদ্যকেই অন্ন কহে। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—অন্নরূপে বিবেচিত ব্রহ্ম। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

অন্নভোক্তা (-ভোক্তৃ)—অন্নভোজী ; পঙ্‌ক্তিভোজী, যাহার সহিত একসঙ্গে বসিয়া ভোজন করা যায়। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**ভোক্ত্রী** (—অন্নভোজিনী)।

অন্নভোজী (-ভোজিন্)—অন্নভোক্তা ; যাহারা প্রধানতঃ ভাত খাইয়া জীবন ধারণ করে এমন ('—বাঙ্গালী') ; পঙ্‌ক্তিভোজী। উপতৎ ; অন্ন—ভুজ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**ভোজিনী**।

অন্নময়—অন্ন দ্বারা রচিত ; অন্নপূর্ণ ; অন্নজ ; অন্নগত, অন্ন দ্বারা রক্ষিত। অন্ন + ময়ট্। বিণ।

অন্নময়-কোষ—অন্ন দ্বারা রক্ষিত কোষ ; (বেদান্তে) স্থূলশরীর। কর্মধা। বি ; পু।

অন্নমল—মদ্য, ধেনো মদ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নরস—পাকাশয় মধ্য দিয়া ভুক্তদ্রব্যের গমনকালে তাহা হইতে উদ্ভূত একপ্রকার দুগ্ধবৎ রস, chyle. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নলিপ্সা—রোগ হইতে উঠিবার পর ভাত খাইবার ইচ্ছা ; ক্ষুধা ; অন্নস্পৃহা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, -**লিপ্সু**।

অন্নশালা—অন্নসত্র, অতিথিভোজনাগার। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নশেষ—ভুক্তাবশেষ, খাওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, পাতের এঁটো। ৬তৎ। বি ; পু।

অন্নসংস্থান—অন্নের বা আহারের যোগাড় ; জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত অর্থসংগতি বা ব্যবস্থা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নসত্র—অন্নদানার্থ সদাব্রত, অন্নদানশালা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নসমস্যা—জীবিকানির্বাহের সমস্যা, কিরূপে জীবিকা অর্জন করা যায় এই চিন্তা। অন্নগত সমস্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অন্নস্পৃহা—অন্নলিপ্সা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্নহীন—যাহার অন্নসংস্থান নাই, নিরন্ন, নিঃস্ব। ৩তৎ। বিণ।

অন্নাকাল—দুর্ভিক্ষ, অন্নকষ্ট। অপ্রশস্ত কাল এই অর্থে, ন কাল, নঞ্‌তৎ : অন্নের অকাল, ৬তৎ। বি ; পু।

অন্নাচ্ছাদন—অন্নবস্ত্র, অশনবসন, ভাত-কাপড়। অন্ন ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অন্নাদ—অন্নভোক্তা। অন্ন—অদ (খাওয়া) + অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অন্নাদী**।

অন্নাভাব—অন্ন না থাকা, আহার্যের অভাব। অন্নের অভাব, ৬তৎ। বি ; পু।

অন্নার্জন—অন্নসংস্থান। অন্নের অর্জন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্নার্থী (-র্থিন্)—অন্নের যাচক, যে অন্ন চায়। অন্ন—ণিজন্ত অর্থি ধাতু (প্রার্থনা করা) + ণিন কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অন্নার্থিনী**।

অন্নাহার—অন্নগ্রহণ, ভাত খাওয়া। অন্নের আহার, ৬তৎ। বি ; পু।

অন্ববসর্গ—কামচারানুজ্ঞা, যথেচ্ছাচার প্রবৃত্তি। অনু—অব—সৃজ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অন্ববায়—বংশ, গোত্র, কুল। অনু—অব—ই (গমন করা) + অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অন্বয়—১। আদিপুরুষ। অনু—ই + অচ্ কর্ম। ২। বংশ ; বংশপরম্পরা। অনু—ই + অচ্ অধি। ৩। সন্তান। অনু—ই + অচ্ কর্তৃ। ৪। পদের পরস্পর সম্বন্ধ ; ধারা, পরস্পর সম্বন্ধ বাক্য বা পদসমূহের যথারীতি বিন্যাস ; সংশ্রব ; অনুবৃত্তি ; অর্থ ; গোচরতা ; আনুকূল্য ; বিদ্যমানতা। অনু—ই (গমন করা) + অল্ ভাব। বি ; পু।

অন্বয়জ্ঞ—কুলতত্ত্ববেত্তা, বংশবিৎ। উপতৎ ; অন্বয়—জ্ঞা (জানা) + ক কর্তৃ। বিণ।

অন্বয়-বোধ—বাক্যস্থ পদ ও পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধনিরূপণ ; (ন্যায় মতে) শব্দ জন্য শাব্দ নামক বোধ ; (বৈশেষিক মতে) শব্দ জন্য অনুমানাত্মক বোধ। ৬তৎ। বি ; পু।

অন্বয়-ব্যতিরেক—অনুমান বিঃ, কোন বস্তু থাকিলে কোন বস্তুর থাকা ও কোন বস্তু না থাকিলে কোন বস্তুর না থাকা [যেমন,—কোন ত্রিভুজের ভূমিসংলগ্ন কোণদ্বয় পরস্পর সমান হইলে বাহুদ্বয় পরস্পর সমান হইবে, ইহার নাম অন্বয়। আর কোণদ্বয় পরস্পর সমান না হইলে বাহুদ্বয়ও সমান হইবে না, ইহার নাম ব্যতিরেক]। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

অন্বয়ব্যতিরেকী (-কিন)—সাধ্য-সাধক হেতু বিঃ, যাহাতে অন্বয় ও ব্যতিরেক আছে এরূপ [যেমন,—কোন স্থান হইতে ধূম উত্থিত হইলে বলা হয়—ঐস্থানে অগ্নি আছে ; এই ধূম দর্শনে অগ্নির বোধ 'অন্বয়ী' হেতুতে হইল। অপরপক্ষে বলা যাইতে পারে, যদি ঐস্থানে অগ্নি না থাকিয়া জলাদি পদার্থ থাকিত, তাহা হইলে ধূম উত্থিত হইত না ; সুতরাং অগ্নি নিশ্চিতই আছে। এইরূপ হেতুদ্বারা অগ্নির সত্তা নিরূপণের নাম 'ব্যতিরেকী' হেতু]। অন্বয়ব্যতিরেক + ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং বা বিণ।

অন্বয়ব্যাপ্তি—সাধ্যসাধনের অন্বয়মুখে নিয়ত সম্বন্ধ, affirmative agreement. ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্বয়মুখ—বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ কথন ; (সাংখ্যে) ব্যাপ্য-ব্যাপকের নিয়তসম্বন্ধের কথন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অন্বয়মুখী (-খিন্)—অন্বয়মুখবিশিষ্ট। অন্বয়মুখ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**খিনী**।

অন্বয়-যোজনা—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের (যথা কর্তা কর্ম ক্রিয়া প্রঃর) পরস্পর সম্বন্ধনিরূপণ, parsing. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অন্বয়াগত—বংশক্রমাগত। অন্বয় দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ।

অন্বয়ী (-য়িন্)—অন্বয়যুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অন্বয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অন্বয়িনী**। **অন্বয়ী প্রমাণ**—কোন কল্পনা ধরিয়া লইয়া যুক্তিপরম্পরা দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া, direct proof.

অন্বর্থ—প্রকৃত অর্থযুক্ত; যুক্ত, যথার্থ; সংগত, অর্থানুগত, সার্থক। [শব্দটির যে অর্থ, উহার অভিধেয়ও যদি তাহাই হয়, তবে ঐ শব্দটিকে অন্বর্থ বলা যায়; যেমন একজনের নাম দুর্মুখ; সে যদি কঠোর বাক্য বলে, তবে তাহার নাম অন্বর্থ বলা যায়]। অনু (অনুগত) অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

অন্বর্থনামা (-নামন্)—সার্থকনামা, নামের অর্থানুযায়ী গুণসম্পন্ন, যাহার নামের সহিত স্বভাবের মিল আছে এমন। অন্বর্থ হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নাম্নী**।

অন্বষ্টকা—আশ্বিন পৌষ মাঘ ও ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা নবমী; উক্ত তিথিতে সাগ্নিকগণের মাতৃকশ্রাদ্ধ। অনুগতা অষ্টকাকে, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অন্বহ—অনুদিন, প্রতিদিন, প্রত্যহ। অহনি অহনি অর্থাৎ দিনে দিনে, অব্যয়ী+অচ্ সমাসান্ত। অ।

অন্বাচয়—অনুসঙ্গ, আনুষঙ্গিকতা, একটি উদ্দেশ্যসিদ্ধির সহিত অপর একটি অনুদ্দেশ্য বিষয়ের সিদ্ধি। অনু (সহিত) —আ+চি (চয়ন করা)+অচ্ অধি। বি; পু।

অন্বাদেশ—গৌণ নির্দেশ; পূর্বকথিতের কার্যান্তর বিধানার্থ পুনরুপদেশ; পুনরুল্লেখ। অনু—আ—দিশ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অন্বাধি—১। অমুককে ইহা দান করিও, ইহা বলিয়া যাহা গচ্ছিত রাখা যায়। অনু—আ—ধা+কি কর্ম। ২। পুনর্বন্ধক, দ্বিতীয়বার বন্ধক দেওয়া; অনুতাপ, অনুশোচনা। অনু (পশ্চাৎ) আধি (মনঃপীড়া), প্রাদি। বি; পু।

অন্বাধেয়—বিবাহের পরে ভর্তৃকুল বা মাতাপিতৃকুল হইতে লব্ধ স্ত্রীধন। অনু—আ—ধা+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

অন্বাসন—১। অনুশোচনা; পশ্চাৎ উপবেশন, পরে বসা; উপাসনা। অনু—আস্+অনট্ ভাব। ২। শিল্পগৃহ। অনু—আস্+অনট্ অধি। ৩। স্নেহদ্রব্য অনু—আস্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

অন্বাসিত—সেবিত, আরাধিত, পশ্চাদুপবেশিত। অনু—আস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্বাহার্য—পিতৃলোকের মাসিক শ্রাদ্ধ; যাগদক্ষিণা। অনু—আ—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

অন্বাহিত—একজনের নিকট হইতে লইয়া অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা। অনু (পশ্চাৎ) আহিত (গচ্ছিত), প্রাদি। বিণ। বি—**অন্বাধান**।

অন্বিত—মিলিত; সংলগ্ন; যুক্ত, বিশিষ্ট; অন্বয়বিশিষ্ট, সম্বন্ধবিশিষ্ট। অনু—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অন্বিষ্ট—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে; আকাঙ্ক্ষিত। অনু—ইষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্বীক্ষণ—অন্বেষণ, অনুসন্ধান। অনু—ঈক্ষ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**অন্বীক্ষিত**।

অন্বীক্ষা—শুনিবার পর তাহার অর্থ লইয়া আলোচনা; পর্যালোচনা, অন্বেষণ; অনুমান। অনু—ঈক্ষ+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্বেষক—অন্বেষণকারী, [illegible]। অনু—ইষ (ইচ্ছা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অন্বেষিকা**।

অন্বেষণ—অনুসন্ধান, গবেষণা; আকাঙ্ক্ষা। অনু—ইষ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অন্বেষণা—তর্কাদি সহকারে ধর্মান্বেষণ; অন্বেষণ। অনু—ইষ+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অন্বেষণীয়—যাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক বা উচিত অথবা করিতে হইবে, অনুসন্ধেয়। অনু—ইষ+অনীয় কর্ম। বিণ।

অন্বেষিত—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে বা করা যায়, অন্বিষ্ট, গবেষিত। অনু—ণিজন্ত ইষ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অন্বেষী (-ষিন্)—অন্বেষক, অন্বেষণকারী। অনু—ইষ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অন্বেষিণী**।

অন্বেষ্টব্য—অন্বেষণীয়, যাহা অন্বেষণ করিতে হইবে। অনু—ইষ+তব্য কর্ম। বিণ।

অন্বেষ্টা (অন্বেষ্টৃ)—অন্বেষক। অনু—ইষ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অন্বেষ্ট্রী**।

অন্য—ভিন্ন, অপর; সদৃশ। অন্ (বাঁচা)+য কর্তৃ। সর্ব। **অন্যে পরে কা কথা**—(সং বাক্য) অপরের কথা আর বলিয়া লাভ কি! অর্থাৎ অন্যের সম্বন্ধে ত এ কথা খাটিবেই।

অন্যকাম—যে অন্য কাহাকেও চায়, অন্যে আসক্ত। অন্য—কম্+ণ কর্তৃ। বিণ স্ত্রী, -মা।

অন্যকৃত—অপরের দ্বারা কৃত বা সম্পাদিত ৩তৎ। বিণ।

অন্যগত—অপরসংক্রান্ত; অপরের উপর নির্ভরশীল; অন্যাসক্ত। ২তৎ। বিণ।

অন্যগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ অন্যকে দিয়াছে অর্থাৎ সে বাঁচিলে বাঁচে, মরিলে মরে এইরূপ। অন্যগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ; ত্রি। স্ত্রী, **-প্রাণা**।

অন্যগামী (-মিন্)—অপরের নিকট গমনকারী; অন্য স্ত্রীলোকের সহিত সংগমকারী, ব্যভিচারী। উপতৎ; অন্য—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**। বি, **-গামিতা**।

অন্যতঃ (-তস্)—অন্য হইতে; অন্যভাবে; অন্যত্র। অন্য শব্দ+৫মী বা ৭মী স্থানে তস্ প্রত্যয়। অ।

অন্যতম—বহুর মধ্যে একজন বা একটি, ভিন্নতম। অন্য শব্দ+তম প্রত্যয়। বিণ। স্ত্রী, **-তমা**।

অন্যতর—দুই এর মধ্যে একজন বা একটি। অন্য শব্দ+তর প্রত্যয়। বিণ। স্ত্রী, **-তরা**।

অন্যন্তরে—অন্যত্র, অপরস্থানে। বাংপ্র। অ।

অন্যত্র—অন্য স্থানে; অন্য বিষয়ে; ভিন্ন, ব্যতিরেকে। অন্য+৭মী স্থানে ত্র। অ।

অন্যথা—১। অন্য প্রকারে; বিনা; নতুবা; বিপরীত, বিরুদ্ধ; অন্যবিধ। অন্য+থাচ্ প্রকারার্থে। অ। ২। ব্যতিক্রম। বাংপ্র। বি।

অন্যথাকরণ—অন্যপ্রকার করণ, আর এক রকম করা; রহিতকরণ, বিপরীতকরণ, উলটানো; অমান্যকরণ; উল্লঙ্ঘন। অন্যথা—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অন্যথাকারী (-রিন্)—বিরুদ্ধাচারী; অন্যপ্রকার ব্যবহারকারী। উপতৎ; অন্যথা—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অন্যথাচরণ, অন্যথাচার—বিপরীত ব্যবহার, অন্যথাকরণ। অন্যথা যে আচরণ, আচার। সুপ্। বি; ক্লী ও পু।

অন্যথাবাদী (-দিন্)—অন্যপ্রকার বাক্যভাষী, যে আর এক রকম বা উলটা কথা বলে। উপতৎ; অন্যথা—বদ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অন্যথাভাব—অন্যপ্রকার হওয়া, যেরূপ হওয়া উচিত বা আবশ্যক তাহার বিপরীত হওয়া। অন্যথা—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অন্যথাসিদ্ধি—অন্যপ্রকারে সিদ্ধি; যেরূপ সম্ভাবনা করা যায় না তদ্রূপ ফলের উৎপত্তি; হেতুর দোষ; হেত্বাভাস বিঃ [কার্যের অব্যবহিত পূর্ববর্তিতা থাকিতে কার্যের উৎপাদক না হওয়াকে অন্যথাসিদ্ধি কহে]; অভাবনীয় কর্মের উৎপত্তি। অন্যথা সিদ্ধি, সুপ্। বি; স্ত্রী।

অন্যদা—অন্য সময়ে, কালান্তরে, সময়ান্তরে। অন্য+দা কালার্থে। অ।

অন্যদীয়—অন্যসম্বন্ধীয়, অন্যের, অপরের। অন্যৎ+ঈয়। বিণ।

অন্যদেশ—বিদেশ, অপর দেশ। কর্মধা। বি ; পু। বিণ, **-দেশীয়**।

অন্যধর্মাবলম্বী (-লম্বিন্)—অপরধর্মাশ্রয়ী, ভিন্নধর্মগ্রহণকারী। অন্য ধর্ম, কর্মধা ; তাহা অবলম্বন করে যে, উপতৎ ; অন্য-ধর্ম—অব—লম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

অন্যপুষ্ট—১। পরভৃত, কোকিল। অন্য কর্তৃক (অর্থাৎ কাকের দ্বারা) পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ। বি ; পু। ২। অপর কর্তৃক প্রতিপালিত, অপরবর্ধিত। বিণ।

অন্যপূর্বা—যে কন্যা বাগ্‌দানাদি দ্বারা পূর্বে অন্যদীয়া হইয়াছিল, বাগ্‌দানাদির পরে মৃতপতিকা বা অস্বীকৃত-ভর্তৃকা ; অর্থাৎ বাগ্‌দানাদির পরে যদি বরের মৃত্যু হয় বা বর কোনও কারণে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হয়, তবে ঐ কন্যাকে অন্যপূর্বা বলে। অন্যপূর্বা সাত প্রকার ; যথা—(১) বাগ্‌দত্তা, (২) মনোদত্তা, (৩) কৃত-কৌতুকমঙ্গলা, (৪) উদকস্পর্শিতা (যাহাকে জলস্পর্শ করানো হইয়াছে), (৫) পাণিগৃহীতিকা (যাহার পাণিগ্রহণ করা হইয়াছে), (৬) অগ্নিপরিগতা (যে অগ্নির চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে) এবং (৭) পুনর্ভূপ্রসবা। এই সাত প্রকার কন্যা অগ্নির ন্যায় কুল দগ্ধ করে। অন্য পূর্ব যাহার, বহু + আ স্ত্রী। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

অন্যপূর্বাগ্রাহী (-হিন্)—যে অন্যপূর্বা কন্যাকে বিবাহ করে। উপতৎ ; অন্যপূর্বা —গ্রহ্, (গ্রহণ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

অন্যবর্ধিত—১। অন্যপুষ্ট, অপরকর্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ। ২। কোকিল। বি ; পু।

অন্যবাদী (-বাদিন্)—ইতরভাষী, যে অন্য কথা বলে ; অন্যথাবাদী ; অস্থিরভাষী, যাহার কথার ঠিক নাই এমন। উপতৎ ; অন্য—বদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অন্যবিধ—অন্যপ্রকার। অন্য বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

অন্যভৃৎ—১। কাক ; অন্যকে যে ভরণ (পোষণ) করে। অন্য—ভৃ + ক্বিপ্ কর্তৃ। ২। কোকিল। অন্য—ভৃ + ক্বিপ্ কর্ম। বি ; পু।

অন্যভৃত—কোকিল। অন্য কর্তৃক ভৃত অর্থাৎ পুষ্ট বা পালিত, ৩তৎ। বি ; পু।

অন্যমত—১। বিরুদ্ধমতসম্পন্ন ; ভিন্নমত-বিশিষ্ট। অন্য মত যাহার, বহু। বিণ। ২। ভিন্ন মত। অন্য যে মত, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ৩। অন্য কর্তৃক অভিমত, অপর কর্তৃক স্বীকৃত। অন্য কর্তৃক মত, ৩তৎ। বিণ।

অন্যমনস্ক—অন্যাসক্তচিত্ত, যাহার মনঃ অন্য বিষয়ে নিবিষ্ট, আনমনা। অন্যে মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

অন্যমনাঃ (-মনস্) (> —মনা)—যাহার চিত্ত বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট, আনমনা। অন্যে মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

অন্যমাতৃজ—অন্য জননীগর্ভে জাত ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। অন্যা মাতা, কর্মধা ; অন্যমাতৃ—জন্ + ড কর্তৃ। বি ; পু।

অন্যসাপেক্ষ—অন্যের উপর নির্ভরকারী। ৬তৎ। বিণ।

অন্যাদৃক্ (-দৃশ্), **অন্যাদৃশ**—অন্য-প্রকার, বিভিন্ন আকার। অন্য শব্দ—দৃশ্ (দর্শন করা) + ক্বিপ্, কঞ্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-দৃশী**।

অন্যাধীন—অপর লোকের অধীন বা বশবর্তী। অন্যের অধীন, ৬তৎ। বিণ।

অন্যাত্র—অন্যস্থানে, অন্যত্র। প্র কপ্র। অ।

অন্যান্য—অপরাপর ; ভিন্ন ভিন্ন। বহু-বচনার্থে দ্বিত্ব। সর্ব ; বিণ।

অন্যায়—১। অবিচার ; অনুচিত কর্ম ; অনৌচিত্য, ন্যায়বহির্ভূতত্ব। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত, অন্যায্য। ন (নাই) ন্যায় যাহাতে, বহু। বিণ।

অন্যায়তঃ (-তস্) (> -ন্যায়ত)—অন্যায়পূর্বক, অন্যায়রূপে। অন্যায় শব্দ + ৩য়া স্থানে তস্ প্রত্যয়। অ।

অন্যায়ভাবে—অবিচারিতভাবে, কোনরূপ বিচার না করিয়া। অন্যায় ভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অন্যায়াচরণ—ন্যায়বিরুদ্ধ ব্যবহার, অন্যায্য ব্যবহার। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অন্যায়োপজীবী (-বিন্)—গর্হিত বা অসৎ উপায়ে জীবিকানির্বাহকারী। উপ-তৎ ; অন্যায়—উপ—জীব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

অন্যায্য—ন্যায়বিরুদ্ধ, অনুচিত ; অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অন্যায্যতা, -ত্ব**।

অন্যাসক্ত—অন্যের প্রতি আসক্ত বা অনুরক্ত ; অন্যমনস্ক। অন্যে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ।

অন্যূন—ন্যূন নহে ; অনল্প ; সমগ্র ; অন্ততঃ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অন্যোদর্য—একপিতৃক হইয়াও যে অন্য উদরে জন্মিয়াছে, বৈমাত্রেয়, বিমাতার গর্ভজাত। অন্য উদরে ভব এই অর্থে অন্য—উদর + যৎ। বিণ।

অন্যোন্য—১। ইতরেতর, পরস্পর। কর্ম ব্যতীহারে অন্য শব্দের দ্বিত্ব, এবং প্রথম অন্য শব্দের পর সু-আগম। বিণ। ২। অর্থালংকার বিঃ। বি ; স্ত্রী। [যেখানে পরস্পর উপকার হয়, তথায় অন্যোন্য নামক অলংকার হয় ; যথা—রাত্রি চন্দ্র দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে এবং চন্দ্র রাত্রি দ্বারা দীপ্তি পাইতেছে। এখানে পরস্পর উপকার হইতেছে বলিয়া অন্যোন্য অলংকার হইয়াছে।]

অন্যোন্যবিরোধী (-ধিন্)—পরস্পরের প্রতিকূল। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিনী**।

অন্যোন্যভেদ—পরস্পরের ভিন্নতা বা বিরোধ ; পরস্পরের বিদ্বেষ বা শত্রুতা। ৬তৎ। বি ; পু।

অন্যোন্যসাপেক্ষ পরস্পরের উপর নির্ভর-শীল। ৬তৎ। বিণ।

অন্যোন্যাভাব—পরস্পরের অভাব। অন্যোন্যের (পরস্পরের) অভাব, ৬তৎ। বি ; পু।

অন্যোন্যাশ্রয়—পরস্পর জ্ঞানসাপেক্ষ বা জ্ঞানাশ্রয় ; তর্কদোষ বিঃ। [রাম কে ? দশরথের পুত্র। দশরথ কে ? রামচন্দ্রের পিতা। এখানে দশরথের জ্ঞান ব্যতিরেকে রামচন্দ্রের ও রামচন্দ্রের জ্ঞান ব্যতিরেকে দশরথের জ্ঞান না হওয়ায় এই দোষ হইল। কিন্তু এই পরিচয় অন্য-ভাবে দিলে এই দোষ ঘটিবে না।] অন্যোন্যের আশ্রয়, ৬তৎ। বি ; পু।

অপ্—সলিল, জল, বারি। আপ্ (পাওয়া) + ক্বিপ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী (নিত্য-বহুবচনান্ত)।

অপ—অপকর্ষ, অপগম ; বর্জন ; অপমান ; অনাদর ; অপচয় ; বিয়োগ ; বৈপরীত্য ; বিকৃতি ; হর্ষ ; নির্দেশ ; চৌর্য। নঞ্ (অ)—পা (পাওয়া) + ড কর্তৃ। অ।

অপএ—অর্পণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অপকর্তা (-কর্তৃ)—দুষ্কর্মকর্তা, মন্দকার্য-কারী ; অহিতকারী, অনিষ্টকারক, অপকারী। অপ—কৃ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

অপকর্ম (-কর্মন্)—কুকর্ম, দুষ্কর্ম ; অনিষ্টকর কার্য। অপ (অপকৃষ্ট) যে কর্ম, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপকর্মা (-কর্মন্)—দুষ্কর্মকারী, অপকর্ম-কারক। অপ (অপকৃষ্ট) কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

অপকর্ষ—অপকৃষ্টতা, হীনতা, অধমতা ; নিরাকর্ষণ, অবনতি ; অপ্রধানতা ; কর্তব্য কালের পূর্বে কোন কারণবশতঃ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান। অপ—কৃষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপকলঙ্ক—মিথ্যাপবাদ, অকারণ দুর্নাম। প্রাদি। বি ; পু।

অপকার—ক্ষতি, হানি, অনিষ্ট ; দ্বেষ। অপ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপকারক—অপকারী। অপ—কৃ (করা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অপকারিকা**।

অপকারার্থী (-র্থিন্)—অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ; অপকার করিতে ইচ্ছুক। উপতৎ ; অপকার—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিনী**।

অপকারী (-রিন্)—অপকারক, অহিতকারী, অনিষ্টকারক, ক্ষতিজনক। অপ—কৃ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অপকীর্তি—অযশঃ, অখ্যাতি, দুর্নাম। অপকৃষ্টা কীর্তি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপকৃত—১। যাহার অপকার করা হইয়াছে, ক্ষতিগ্রস্ত। অপ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অপকার। অপ—কৃ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অপকৃতি—অপকার। অপ—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, হীন, অধম, জঘন্য ; নিরাকৃষ্ট ; অপনীত। অপ—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপকেন্দ্র—কেন্দ্রাতিগ, কেন্দ্র হইতে অপসারণশীল, centrifugal অপগামী কেন্দ্র হইতে, প্রাদি। বিণ।

অপক্ক—অপরিণত, পাকা নয়, কাঁচা ; অরন্ধিত, আরাঁধা। নঞ্তৎ। বিণ।

অপক্রম—প্রস্থান, পলায়ন। অপ—ক্রম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপক্রমণ—অপগম, অপসরণ, পলায়ন। অপ—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপক্রান্ত—পলায়িত, অপসৃত, অপগত। অপ—ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপক্রিয়া—১। অপকার, ক্ষতি, হানি। অপ—কৃ+শ ভাব+আপ্। ২। অপকর্ম, কুকর্ম, অপকৃষ্ট কর্ম, মন্দ কাজ। অপকৃষ্টা ক্রিয়া, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপক্রোশ—নিন্দা, তিরস্কার। অপ—ক্রুশ (চিৎকার করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপক্ষপাত—কোনও দিকে বা কাহারও দিকে না টানা, নিরপেক্ষতা, ন্যায়োচিত ব্যবহার বা কার্য। নঞ্তৎ। বি ; পুং।

অপক্ষপাতী (-তিন্)—নিরপেক্ষ, যে কোনও এক পক্ষের সহায়তা করে না, ন্যায়োচিত কার্যকারী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পাতিনী**। বি, **-পাতিতা, -ত্ব**।

অপক্ষেপ—অগ্রাহ্যকরণ ; প্রত্যাখ্যান। অপ—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপগত—প্রস্থিত ; দূরীভূত ; পলায়িত ; অপসৃত ; রহিত। অপ—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপগম—অপগমন ; নাশ। অপ—গম্+অপ্ ভাব। বি ; পুং।

অপগমন—নাশ ; প্রস্থান ; পলায়ন। অপ—গম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপগা—নিম্নগা, স্রোতস্বতী, নদী। অপ—গম্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অপগুণ—দোষ। অপকৃষ্ট গুণ, প্রাদি। বি ; পুং।

অপগ্রহ—প্রতিকূল গ্রহ, বিরুদ্ধ গ্রহ। প্রাদি। বি ; পুং।

অপঘন—১। মেঘশূন্য, নির্মেঘ। অপ (অপগত) ঘন (মেঘ) যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। শরৎকাল। অপগত হয় ঘন যে সময়ে, বহু। ৩। অবয়ব ; অঙ্গ। অপ—হন্+অপ্ কর্ম (হ-স্থানে ঘ)। বি ; পুং।

অপঘাত—অপকৃষ্ট মরণ, বিনা রোগে কোনও রূপ আকস্মিক কারণে মৃত্যু, অপমৃত্যু ; আকস্মিক দুর্ঘটনা। অপ—হন্ (নাশ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপঘাতক—অপঘাতকারী। অপ—হন্ (নাশ করা)+ণিচ্ (স্বার্থে)+ণক কর্তৃ। হন্ স্থানে ঘাত্। বিণ। স্ত্রী—**অপঘাতিকা** (=অপঘাতকারিণী)।

অপঘাতী (-তিন্)—অপঘাতকারী। অপ—হন্+ণিচ্ (স্বার্থে)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

অপঘৃণ—ঘৃণাশূন্য, লজ্জাহীন, নির্লজ্জ ; নির্দয়। অপ (অপগতা) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

অপঘেতে- অপঘাতকারী। <অপঘাতী।

অপচয়—নাশ, হ্রাস, ক্ষয়, ক্ষতি ; অন্যায় ব্যয়। অপ—চি+অচ্ ভাব। বি ; পুং।

অপচায়িত—১। অপব্যয়িত, যাহা বৃথা ব্যয় করানো হইয়াছে এমন। অপ—ণিজন্ত চি (=চায়ি)+ক্ত কর্ম। ২। পূজিত ; শাণিত। অপ—চায়্+ক্ত কর্ম। বিণ ; ত্রি।

অপচার, অবচার—অহিতাচার ; স্বধর্মব্যতিক্রম, স্বীয় ধর্মের অন্যথাচরণ ; দুর্নীতি, corruption ; কুপথ্যসেবন ; অজীর্ণরোগ, অপাক। অপ—চর্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

অপচিকীর্ষা—অপকার করিবার ইচ্ছা। অপ—সনন্ত কৃ+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অপচিকীর্ষু—অপকার করিতে ইচ্ছু ; হিংসু। অপ—সনন্ত কৃ+উ কর্তৃ। বিণ।

অপচিত—১। ব্যয়িত ; ক্ষীণ। অপ—চি (চয়ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পূজিত। অপ—চায়্+ক্ত কর্ম। বিণ ; পুং।

অপচিতি—১। অপচয়, ক্ষয় ; দেহস্থ কলার ক্ষয়, katabolism ; অপব্যয় ; ব্যয় ; নিষ্কৃতি। অপ—চি+ক্তি ভাব। ২। পূজা ; নিয়তি। অপ—চায়্+ক্তি ভাব। ৩। পৌর্ণমাসের কনিষ্ঠা কন্যা। অপ—চি+ক্তি কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অপচীয়মান—ক্ষীয়মাণ ; হ্রসমান। অপ—চি+শানচ্ কর্ম বা কর্মকর্তৃ। বিণ।

অপচেতাঃ (-চেতস্) (>চেতা)—হীনচিত্ত, নীচাত্মা, দুরাত্মা ; অনুদার। অপকৃষ্ট চেতঃ যাহার, বহু। বিণ।

অপচেতা (-চেতৃ)—অপচয়কর্তা, ক্ষয়কারী ; অপব্যয়কারী। অপ—চি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী—**অপচেত্রী**।

অপচেষ্টা—হীন উদ্দেশ্যমূলক চেষ্টা। অপকৃষ্টা চেষ্টা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপচ্ছায়—১। ছায়াহীন। বিণ। ২। দেবতা ; উপদেবতা। অপ (অপগতা) ছায়া যাহার, বহু। বি ; পুং।

অপচ্ছায়া—১। ছায়াহীনা। 'অপচ্ছায়' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপ্রশস্ত ছায়া ; আবছায়া ; ভূতপ্রেতের অস্পষ্ট আকার। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপজয়—পরাভব, পরাজয়। অপ (বিপরীত) জয়, প্রাদি। বি ; পুং।

অপজাত—কুলোচিতগুণরহিত বা বংশের পূর্বগৌরববিহীন, degenerate. অপ—জন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপজাতি—হীনজাতি ; গুণভ্রষ্ট জাতি ; হীন বংশ। অপ (হীন) জাতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপজ্ঞান—অবজ্ঞা। <অবজ্ঞান। প্রা কপ্র। বি ; ক্লী।

অপঞ্চীকৃত—যাহার পঞ্চীকরণ করা হয় নাই। পঞ্চভূতের সৃষ্টির পরে প্রত্যেক ভূতকে প্রথমে দুই সমান ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। অনন্তর প্রত্যেকের প্রথমার্ধ ঠিক রাখিয়া শেষার্ধ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবশিষ্ট চারি ভূতে এক এক অংশ অর্থাৎ মূল ভূতের অষ্টমাংশ দেওয়া হইয়াছিল। এইরূপে যে পঞ্চভূত হয়, উহাদিগকে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত কহে। উহাদিগের দ্বারাই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হইয়াছে। যৎকাল পর্যন্ত পঞ্চভূতের পূর্বোক্তরূপে পঞ্চীকরণ হয় নাই, তাবৎ উহারা অপঞ্চীকৃত ছিল ; সূক্ষ্মভূত। ন পঞ্চীকৃত, নঞ্তৎ। বিণ ; ক্লী।

অপঞ্জরী (-রিন্)—পঞ্জররহিত ; মেরুদণ্ডহীন, invertebrate. ন পঞ্জরী (পঞ্জরবিশিষ্ট), নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অপটী—বস্ত্রাবরণ, পর্দা। ন (অল্প) পট (বস্ত্র)=অপট, নঞ্তৎ ; তদুত্তরে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অপটীক্ষেপ, অপটাক্ষেপ—(নাট্যে) পটক্ষেপ বিনা সসম্ভ্রমে পাত্রের প্রবেশ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অপটু—অনিপুণ, অক্ষম, অশক্ত, অসমর্থ ; আনাড়ী ; রোগী, অসুস্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অপট্বী** বা **অপটু**।

অপটুতা, অপটুত্ব—অপটুর ধর্ম, অনৈপুণ্য, অক্ষমতা, অসামর্থ্য, অশক্ততা, অশক্তি ; রোগ, অসুস্থতা। অপটু + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অপঠিত—যাহা পাঠ করা হয় নাই, অনধীত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপড়—পড়নবিহীন, যাহা পড়ে না এমন, অবিনাশী। নঞ্‌—পড়্ + অ কর্তৃ। বাং-প্র। বিণ।

অপণ্ডিত—শাস্ত্রাদি জ্ঞানবর্জিত ; মূর্খ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপণ্য—১। অবিক্রেয়। ন পণ্য (বিক্রেয়), নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। কুৎসিত দ্রব্য, যাহা বিক্রয় করা যাইতে পারে না এরূপ জিনিস। বি ; ক্লী।

অপতর্পণ—রোগের প্রথম অবস্থায় ভোজন না করা, লঙ্ঘন। অপ—তৃপ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপতি, অপতিকা—যাহার স্বামী নাই এমন, বিধবা বা কুমারী। ন (নাই) পতি যাহার, বহু ; অপতি + (সমাসান্ত) ক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপত্নীক—১। মৃতপত্নীক, গৃহশূন্য। ২। স্ত্রীশূন্য, যাহার স্ত্রী নাই এমন, অবিবাহিত। ন (নাই) পত্নী যাহার, বহু, ক প্রত্যয়। বিণ ; পু।

অপত্য—সন্তান, সন্ততি, পুত্র বা কন্যা। নঞ্‌ (অ)—পত্ (পতিত হওয়া) + যৎ করণ (যাহার জন্ম হেতু বংশ পতিত অর্থাৎ লুপ্ত হয় না)। বি ; ক্লী।

অপত্যঘাতক—সন্তাননাশক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**ঘাতিকা**।

অপত্যঘাতিনী- পুত্র-কন্যা-না শি নী, সন্তানধ্বংসিনী। 'অপত্যঘাত' দ্রঃ। অপত্যঘাতিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপত্যঘাতী (-ঘাতিন্)—আত্মসন্তান-নাশক, আপনার পুত্রকন্যা-বধকারী। উপতৎ ; অপত্য—হন্ + ণিন্। বিণ। স্ত্রী, -**তিনী**।

অপত্যদ—সন্তানদায়ক। উপতৎ ; অপত্য—দা + ক কর্তৃ। বিণ।

অপত্যদা—১। সন্তানদায়িকা। অপত্যদ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গর্ভদাত্রী বৃক্ষ। বি ; স্ত্রী।

অপত্যনির্বিশেষে—পুত্রকন্যার সহিত প্রভেদ না করিয়া, নিজ সন্তানতুল্যরূপে। বিশেষের (প্রভেদের) অভাব নির্বিশেষ, অব্যয়ী ; অপত্য হইতে নির্বিশেষ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অপত্যপথ—স্ত্রীযোনি, ভগ। ৬তৎ। বি ; পু।

অপত্যবিক্রয়—সন্তানবিক্রয়, আপনার ছেলেমেয়ে বেচা। ৬তৎ। বি ; পু।

অপত্যশত্রু—১। অপত্যঘাতক। ৬তৎ। বিণ। ২। কর্কট, কাঁকড়া। অপত্য হইয়াছে শত্রু (মৃত্যুকারণ) যাহার, বহু। বি ; পু। [সন্তান হইলেই কাঁকড়ার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।]

অপত্যসংস্কারবিধি—নবজাত সন্তানের সম্বন্ধে কর্তব্য জাতকর্মাদি অনুষ্ঠানের নিয়ম। অপত্যের সংস্কার, ৬তৎ ; তাহার বিধি, ৬তৎ। বি ; পু।

অপত্যস্নেহ—সন্তানবাৎসল্য, পুত্রকন্যার প্রতি স্বাভাবিক অনুরাগ বা ভালবাসা। অপত্যের প্রতি স্নেহ, ৭তৎ। বি ; পু।

অপত্যহীন—সন্তানরহিত, নিঃসন্তান, অনপত্য। ৩তৎ। বিণ।

অপত্র—১। অঙ্কুর। ন (নাই) পত্র যাহার, বহু। বি ; পু। ২। পত্রবিহীন, নিষ্পত্র। বহু। বিণ।

অপত্রপ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। অপ (অপগতা) ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ।

অপত্রপা—১। লজ্জাহীনা। বহু। 'অপত্রপ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নির্লজ্জতা ; ধৃষ্টতা। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপত্রপিষ্ণু—লজ্জাশীল, লাজুক। অপ—ত্রপ্ + ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ।

অপত্রস্ত—ত্রাসযুক্ত, ভীত। অপ - ত্রস্ (ভীত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপত্রী (-ত্রিন্ পক্ষবিহীন ; মাকড়সা প্রঃ, aptera. নঞ্‌তৎ। বি, বিণ।

অপথ—১। কুপথ, কুৎসিত পথ। নঞ্‌তৎ। ২। পথাভাব। পথের অভাব, অব্যয়ী। বি ; ক্লী। ৩। পথশূন্য। ন (নাই) পথ যাহার, বহু। বিণ।

অপথ্য—১। কুপথ্য, মন্দপথ্য। বি ; ক্লী। ২। রোগীর ভোজনের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপদ—১। পদহীন। ন (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ। ২। চরণাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অপদস্থ—পদচ্যুত, অবমানিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপদান, অবদান—বীরকর্ম ; প্রশংসনীয় কার্য, সৎকর্ম। অপ, অব—দা + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপদান্তর—সংযুক্ত, অব্যবহিত। ন (নাই) পদান্তর (অন্য পদ) যাহাতে, বহু। বিণ।

অপদার্থ—১। পদার্থহীন, যাহাতে কোনও পদার্থ নাই ; অসার, অযোগ্য, অকর্মণ্য। ন (নাই) পদার্থ যাহাতে, বহু। বিণ। ২। কুৎসিত পদার্থ ; অকর্মণ্য বস্তু ; অমানুষ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অপদিশ—কোনও নিকটবর্তী দিগ্‌দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণ ; অগ্নি, নৈঋত, বায়ু ও ঈশান কোণ, দিগ্‌দ্বয়ের মধ্য, বিদিক্। [দুই দিকের মধ্য বুঝাইবার জন্য অপদিশ ও বিদিক্ শব্দ প্রযুক্ত হয়, তন্মধ্যে অপদিশ শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, আর বিদিক্ শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ।] অব্যয়ী।

অপদী (-দিন্)—১। অপদ, পদহীন, apoda. বিণ। স্ত্রী—**অপদিনী**। ২। পদহীন প্রাণী, সরীসৃপ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অপদেবতা—ভূত, প্রেত, পিশাচাদি। প্রাদি। বি ; স্ত্রী। [বিদ্যাধর, অপ্সরাঃ, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ও ভূত ইহারা দেবযোনি অর্থাৎ দেবাংশ, কারণ দেবতারা ইহাদের আদিকারণ।]

অপদেশ—১। নির্দেশ ; যুক্তিযুক্ত উপদেশ ; প্রত্যাদেশ। অপ—দিশ্ (বলা) + ঘঞ্ ভাব। ২। ছল ; চিহ্ন ; ব্যপদেশ ; নাম ; নিমিত্ত। অপ—দিশ্ + ঘঞ্ করণ। ৩। লক্ষ্য ; স্থান। অপ—দিশ্ + ঘঞ্ কর্ম। ৪। অপকৃষ্ট দেশ। প্রাদি। বি ; পু।

অপদোষ—নির্দোষ। অপগত দোষ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অপদ্রব্য—অপকৃষ্ট দ্রব্য ; কৃত্রিম উপায়ে সুরতসাধনে ব্যবহৃত দ্রব্য। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপদ্রাবক—অপসারক, যাহা দূরে সরাইয়া দেয় এমন। অপ—দ্রু + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ।

অপধ্বংস—ত্যাগ ; নিন্দা ; পতন ; অপ-ঘাত। অপ—ধ্বন্‌স্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপধ্বংসজ—সংকর (জাতি)। অপধ্বংস —জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ ; ত্রি।

অপধ্বস্ত—ত্যক্ত ; নিন্দিত ; পতিত ; চূর্ণিত। অপ—ধ্বন্‌স্ + ক্ত কর্ম। বিণ ; ত্রি।

অপধ্যান—অসদভিপ্রায় ; অমঙ্গল চিন্তা। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপনয়, অপনয়ন—দূরীকরণ ; পরিত্যাগ ; অপনোদন, নিবারণ ; মোচন, খণ্ডন ; প্রমার্জন, মোছা ; অপহরণ ; অপকার ; কোন সংখ্যাকে বাদ দেওয়া, elimination. অপ—নী + অনট্ ভাব। বি ; পু, ক্লী।

অপনীত—দূরীকৃত ; নিবারিত ; খণ্ডিত ; প্রমার্জিত ; অপহৃত ; অপচিত। অপ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপনুব—অপরূপ, অপূর্ব ; আশ্চর্য। প্রা কপ্র। বিণ।

অপনেতা (-তৃ)—১। অপকৃষ্ট নেতা। বি ; পু। ২। অপনয়নকারী। অপ—নী+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**নেত্রী**।

অপনেয়—অপসারণীয়, দূরীকরণীয় ; অপনোদ্য ; খণ্ডনীয় ; নিরাকরণীয় ; মোচ্য। অপ—নী+যৎ কর্ম। বিণ।

অপনোদ—অপনোদন (সকল অর্থে)। অপ—নুদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপনোদন—দূরীকরণ, অপসারণ ; খণ্ডন, মোচন ; অপচয়। অপ—ণিজন্ত নুদ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপনোদিত—দূরীকৃত, অপসারিত ; মোচিত ; খণ্ডিত ; অপচিত। অপ—ণিজন্ত নুদ্ (=নোদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপন্যায়—১। অন্যায়। অপকৃষ্ট ন্যায়, প্রাদি। বি ; পু। ২। ন্যায়বিরুদ্ধ (কার্য), বিচারশূন্য (কার্য)। অপগত হইয়াছে ন্যায় যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অপপণন—আনাড়ীর মত কেনাবেচা ; চোরাবাজারে কেনাবেচা, blackmarket. অপকৃষ্ট পণন, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপপাঠ—অযথা পাঠ, অন্যায় পাঠ, অশুদ্ধ পাঠ। নিত্য। বি ; পু।

অপপ্রয়োগ—অযথা ব্যবহার ; অর্থবিরুদ্ধ প্রয়োগ ; অশুদ্ধ প্রয়োগ ; অযোগ্যরূপে প্রয়োগ, ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ প্রয়োগ। অপকৃষ্ট (অর্থাৎ সদোষ) যে প্রয়োগ, প্রাদি। বি ; পু।

অপবরক—অন্তর্গৃহ, গর্ভগৃহ, গৃহমধ্যস্থ গৃহ। অপ—বৃ (আবরণ করা)+অক (ণুন্) কর্তৃ। বি ; পু।

অপবর্গ—মুক্তি, সংসারবন্ধনমোচন, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলন ; দান ; ত্যাগ ; নিষ্পত্তি ; ফলসিদ্ধি ; সমাপ্তি। অপ—বৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপবর্গদ—মুক্তিদায়ক, মোক্ষপ্রদ। অপবর্গ—দা+ক কর্তৃ। বিণ।

অপবর্জন—মুক্তি ; দান ; ত্যাগ, বিসর্জন ; পরিহার। অপ—বৃজ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপবর্জিত—ত্যক্ত ; পরিহৃত ; দত্ত ; অপচিত। অপ—বৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবর্তক—নিরবশেষরূপে ভাজক [যে রাশি দ্বারা অন্য একটি রাশিকে ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, তাহাকে ঐ রাশির অপবর্তক কহে, measure. ১৬-এর অপবর্তক ২, ৪, ৮ ইঃ]। অপ—বৃত্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বর্তিকা**।

অপবর্তন—পরিবর্তন ; বিচলন ; সংক্ষিপ্ত-করণ, কোন একটি রাশিকে তদপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র রাশিদ্বারা ভাগ করা ; ভাজ্য-ভাজকের বিভজন ; অপরাধ জন্য অধিকার হরণ, forfeiture. অপ—বৃত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপবর্তিত—পরিবর্তিত ; বিচলিত। অপ—ণিজন্ত বৃত (=বর্তি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবর্ত্য—শুদ্ধ ভাজ্য [যে রাশিকে অন্য কোন রাশি দ্বারা ভাগ করিলে ভাগশেষ থাকে না, তাহাকে ঐ রাশির অপবর্ত্য বলে, multiple যথা ১৬, ৪-এর অপবর্ত্য]। বিণ।

অপবাদ—নিন্দা, দোষারোপ, দুর্নাম ; অপহ্নব ; কুৎসিত বাদ ; (ব্যাক) বিশেষ বিধি ; আজ্ঞা, নিয়ম। অপ—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপবাদক—অপবাদকারী, দুর্নামঘোষক, কুৎসাকারক, নিন্দক। অপ—বদ্ (বলা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**বাদিকা**।

অপবাদী (-দিন্)—১। অপবাদক, দুর্নামকারী, নিন্দক। অপ—বদ্ ধাতু+ণিন্ কর্তৃ। ২। অপবাদগ্রস্ত, দুর্নামযুক্ত, নিন্দান্বিত। অপবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**বাদিনী**।

অপবারণ—বর্জন ; ব্যবধান ; অন্তর্ধান ; আচ্ছাদন। অপ—বারি+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপবারিত—আচ্ছাদিত ; বর্জিত ; দূরে নিহিত। অপ—বারি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবাহন—অপসারণ ; মানুষ চুরি করা, kidnapping. অপ—বহ্—ণিচ্ (স্বার্থে)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপবাহিত—তাড়িত, স্থানান্তরপ্রাপিত, অপসারিত। অপ—বাহি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবিত্র—অশুদ্ধ, অশুচি, অপূত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপবিত্রতা—অশুচিত্ব, অশুদ্ধতা। অপবিত্র+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অপবিদ্ধ—১। পরিত্যক্ত ; প্রক্ষিপ্ত ; প্রত্যাখ্যাত, নিরস্ত ; চূর্ণিত ; প্রেরিত। বিণ। ২। পুত্র বিঃ, যে ছেলেকে তাহার মাতা ও পিতা পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু অপরে গ্রহণ করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করিতেছে। অপব্যধ (তাড়না করা)+ক্ত কর্ম। বি ; পু।

অপবিদ্যা—অপকৃষ্ট বিদ্যা ; বৌদ্ধ শাস্ত্র ; অবিদ্যা, অজ্ঞান। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপবৃত্ত—বিপর্যস্ত, উলটানো, ঘুরানো, ফিরানো ; অনাবৃত ; উদ্ঘাটিত, উন্মোচিত ; বিরহিত। অপ—বৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপবেধ—অযথাভাবে বিদ্ধকরণ ; কোন বস্তুর অলক্ষিত স্থানে বেঁধা। অপ—বিধ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপব্যবহার—অন্যায়রূপে ব্যবহার, অযথা প্রয়োগ, অনুচিতভাবে কার্যে নিয়োজন ; দুর্ব্যবহার, দুরাচরণ। অপকৃষ্ট যে ব্যবহার, প্রাদি। বি ; পু।

অপব্যয়—অপকৃষ্ট ব্যয়, অকারণ অর্থের অপচয় ; বৃথা ব্যয়। অপকৃষ্ট ব্যয়, প্রাদি। বি ; পু।

অপব্যয়িত—অনুচিতভাবে ব্যয়িত, বৃথা অপচিত। প্রাদি। বিণ।

অপব্যয়িতা—১। অযথাব্যয়িতা। অপব্যয়িত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপব্যয়-কারিত্ব, অযথাব্যয়শীলতা ; অর্থের অযথা অপচয়। অপব্যয়ীর ভাব এই অর্থে অপ-ব্যয়িন্ শব্দ+তা। বি ; স্ত্রী।

অপব্যয়িত্ব—অপব্যয়িতা ; অযথাব্যয়-শীলতা। অপব্যয়িন্ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

অপব্যয়ী (-য়িন্)—অপব্যয়কারী, অযথোচিত ব্যয়শীল, অসদ্ব্যয়ী। অপব্যয় শব্দ+ইন্ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী -**অপব্যয়িনী**।

অপভয়—ভয়শূন্য, নির্ভয়। অপ (অপগত) ভয় যাহার, বহু। বিণ।

অপভাষ—অসাধু বাক্য, গর্হিত কথা, নিন্দাবাদ। অপ—ভাষ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপভাষা—অপকৃষ্ট ভাষা, অসাধু বাক্য ; সংস্কৃতেতর ভাষা ; কটু কথা ; ইতর ভাষা, চাষার ভাষা। অপকৃষ্টা যে ভাষা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপভূ—পৃথ্বী হইতে কোন গ্রহের ভ্রমণকক্ষের সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী বিন্দু, apogee. অপ—ভূ+ক্বিপ্ অধি। বি ; পু।

অপভ্রংশ—অপভাষা ; ব্যাকরণদুষ্ট পদ, অশুদ্ধ কথা ; শব্দের প্রকৃত আকারের পরিবর্তে ব্যবহৃত তাহার বিকৃত অংশ, corruption of words ; স্খলন ; পতন। অপ—ভ্রন্শ্ (ভ্রষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপভ্রষ্ট—বিচ্যুত, স্খলিত, পতিত ; পদের প্রকৃত আকার হইতে বিকৃত ; ব্যাকরণদুষ্ট ; মূল শব্দ হইতে বিকৃতভাবে উৎপন্ন। অপ—ভ্রন্শ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপমর্শ, **অপমর্ষ**—অপহরণ ; নিন্দা। অপ—মৃশ্, মৃষ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপমান—মানহানি ; অমর্যাদা ; অবজ্ঞা,

অনাদর। অপ—মান্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপমানকর, অপমানজনক—অবমাননাজনক, মানহানিকর, অমর্যাদাকর। উপতৎ ; অপমান—কৃ+ট কর্তৃ ; অপমানের জনক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী -জনিকা।

অপমানসূচক—মানহানি-প্রকাশক। ৬তৎ। বিণ ; ত্রি। স্ত্রী, -সূচিকা।

অপমানিত—অসম্মানিত, অবমানিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত। অপ—মান+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপমিত—উপেক্ষিত, অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত ; অবিভূষিত, অনলংকৃত, অসজ্জিত। অপ—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপমিশ্রণ—খাদ্যাদিতে ভেজাল দেওয়া। অপকৃষ্ট মিশ্রণ, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপমৃত্যু—অপকৃষ্ট মৃত্যু, অপঘাত, অস্বাভাবিক কারণে (অর্থাৎ রোগাদি ভিন্ন কোন আকস্মিক কারণে) প্রাণ হারানো। অপকৃষ্ট মৃত্যু, প্রাদি। বি ; পু। [পক্ষী, মৎস্য, মৃগ, দণ্ডী, শৃঙ্গী, নখী ও বজ্রাগ্নি দ্বারা অথবা পতন, অনশন, বিষপান, উদ্বন্ধন, জলপ্রবেশ, অস্ত্রক্ষত প্রঃ দ্বারা সম্পাদিত মরণ]।

অপযশঃ (অপযশস্) (> -যশ) অখ্যাতি, অপকীর্তি, দুর্নাম, কলঙ্ক। অপকৃষ্ট যশঃ (খ্যাতি), প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অপযশস্কর—অপকীর্তিকর, অখ্যাতিজনক, দুর্নামজনক। উপতৎ ; অপযশস্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

অপয়া—কুলক্ষণযুক্ত, অশুভ, অমঙ্গলজনক, দুর্ভাগ্য। ন (নাই) পয় (ভাগ্য) যাহার, বহু। বাংপ্র। বিণ।

অপযাত্রী (-ত্রিন্)—পলায়নকারী, পলায়মান, পলাতক। অপ—যা+ত্রিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -যাত্রিণী।

অপযান—পলায়ন, অপগমন। অপ—যা+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপর—১। অন্য, ভিন্ন। ন (নাই) পর যাহা হইতে, বহু। ২। শত্রুভিন্ন ; প্রতিকূল ; পশ্চাদ্বর্তী ; বিপরীত। বিণ। ৩। হস্তীর পশ্চাদ্ভাগ বা পদ। বি ; স্ত্রী। ৪। হীন, অধম ; অতিরিক্ত, additional. নঞ্তৎ। বিণ।

অপরক্ত—অনুরাগশূন্য ; বিরক্ত, বিরাগী। অপ—রন্‌জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপরঞ্চ—আরও, অপিচ, কিঞ্চ। অপরম্+চ (সন্ধি)। অ।

অপরতা—অপরত্ব (সকল অর্থে)। অপর+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অপরতি—নিবৃত্তি ; বিরতি ; বিরাগ। অপ—রম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপরত্ব—অপরের ভাব, ভিন্নতা ; প্রতিকূলতা, বিরুদ্ধতা, শত্রুতা ; বৈপরীত্য ; পশ্চাদ্বর্তিতা। অপর+ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অপরত্র—অন্যত্র ; অন্যবিষয়ে বা পক্ষে ; পরলোকে বা পরকালে। অপর শব্দ+ত্র সপ্তম্যর্থে। অ।

অপরন্তু—আরও, কিন্তু, অপিচ। (অপরম্+তু)। অ।

অপরপক্ষ—১। কৃষ্ণপক্ষ [ইহাই পিতৃপক্ষ ; পূর্বপক্ষ দেবতাদিগের, অপরপক্ষ পিতৃগণের]। কর্মধা। ২। (শাস্ত্রবিচারস্থলে) উত্তর। (উত্থাপিত প্রশ্নকে পূর্বপক্ষ বলে)। বি ; পু।

অপররাত্র—রাত্রির শেষ প্রহর, শেষরাত্রি। রাত্রির অপর (শেষভাগ), একদেশী সমাস (সমাসান্ত অচ্ প্রত্যয়)। বি ; পু।

অপরা—১। অন্যা ইঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পশ্চিমদিক্ ; জরায়ু। অপর+আপ্। বি ; স্ত্রী। **অপরা তড়িৎ**—ঋণাত্মক বিদ্যুৎ, negative electricity.

অপরাগ—বিরাগ ; বিতৃষ্ণা ; বিদ্বেষ। অপ—রন্‌জ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপরাঙ্মুখ—অনিবৃত্ত, কর্তব্য বিষয়ে যে বিমুখ নয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরাজিত—১। অপরাভূত, অজিত। বিণ। ২। শিব ; বিষ্ণু ; ঋষি বিঃ। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অপরাজিতা—১। অপরাভূতা। নঞ্তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দূর্বা ; দুর্গা ; স্বনামপ্রসিদ্ধ ফুল বা লতা বিঃ ; ছন্দ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

অপরাজেয়—অজেয়, দুর্জয়, অদম্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরাদ্ধ—অপরাধী ; স্খলিত, ভ্রষ্ট ; ভ্রান্ত। অপ—রাধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপরাধ—দণ্ডনীয় কার্য, পাপ, নিয়মলঙ্ঘন, আইনের বিরুদ্ধাচরণ, ত্রুটি। অপ—রাধ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপরাধজনক—যাহাতে অপরাধ হয় এমন, দোষজনক। ৬তৎ। বিণ।

অপরাধিনী—কৃতাপরাধা, অপরাধকারিণী, অপরাধবিশিষ্টা। অপরাধ শব্দ+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অপরাধী (-ধিন্)—দোষী, অপরাধকারী। অপরাধ শব্দ+ইন্ আছে অর্থে ; অথবা অপরাধ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -ধিনী।

অপরাধীন—১। অপরতন্ত্র, স্বাধীন। নঞ্তৎ। ২। অপরের বশীভূত, অন্যাধীন। অপরের অধীন, ৬তৎ। বিণ।

অপরান্ত—১। পশ্চিমদিগন্ত ; শেষ সীমা ; মৃত্যু। অপরার অন্ত, ৬তৎ। বিণ। ২। পশ্চিমদিক্‌স্থিত ; পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্ত্য। অপরান্ত+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বিণ।

অপরাপর অন্যান্য। বহুবচনার্থে দ্বিত্ব। বিণ।

অপরামর্শ—অসৎ পরামর্শ, কুমন্ত্রণা, অযুক্তি, অনুচিত যুক্তি। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অপরার্ধ—অন্য অর্ধাংশ, বাকি আধখানা। অপর যে অর্ধ, কর্মধা। বি ; পু।

অপরাহ্ণ—দিনের শেষভাগ, সমস্ত দিনমানকে তিন সমান অংশে বিভক্ত করিলে যে অংশটি শেষ ভাগে পড়ে, বিকাল। অহনের (দিনের) অপর (শেষ ভাগ), একদেশী। বি ; পু।

অপরাহ্ণতন, অপরাহ্ণেতন—দিবসের শেষভাগে ভব বা জাত, দিবাশেষে কৃত ; আপরাহ্ণিক, সায়াহ্ণীয়। অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণে+তন (ট্যু+তুট্) ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তনী।

অপরিকলিত—অদৃষ্ট, অলক্ষিত ; অজ্ঞাত। ন (অ)—পরি—কল+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপরিক্লিন্ন—অক্লিন্ন, অনার্দ্র, অভিজা ; অতরল, অজলীয়। ন (অ)—পরি—ক্লিদ্ ধাতু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপরিক্লিষ্ট—অক্লিষ্ট ; সহজসাধ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরিগৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হয় নাই, অগৃহীত, অস্বীকৃত, প্রত্যাখ্যাত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপরিগ্রহ—১। পরিজনশূন্য। ন (নাই) পরিগ্রহ (পরিজন বা স্ত্রী) যাহার, বহু। বিণ। ২। স্ত্রী-শূন্য। বিণ ; পু। ৩। গ্রহণ না করা, অন্যদত্ত বস্তুর অগ্রহণ। নঞ্তৎ। ৪। উদাসীন, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক। ন অর্থাৎ নাই পরিগ্রহ অর্থাৎ অপরের দানগ্রহণ যাহার, বহু। বি ; পু।

অপরিচয়—১। পরিচয়হীনতা, জানাশোনা না থাকা। নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। পরিচয়হীন, যাহার সঙ্গে চেনাশোনা নাই এমন। ন (নাই) পরিচয় যাহার, বহু। বিণ।

অপরিচালক—১। অনির্বাহক, অতত্ত্বাবধায়ক, যে কার্য চালাইতে বা তাহার তত্ত্বাবধান করিতে পারে না। ন—পরি+চল্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। ২। যাহার ভিতর দিয়া উত্তাপ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতে পারে না এরূপ, non-conductor. নঞ্তৎ। বিণ ; পু। ৩। পরিচালকশূন্য, অধিপতি-

হীন ; অভিভাবকহীন। ন (নাই) পরিচালক যাহার, বহু। বিণ।

অপরিচিত—যাহার সহিত পরিচয় নাই, অজ্ঞাত, অচেনা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিচ্ছন্ন—অপরিষ্কৃত, সমল, মলিন ; পরিচ্ছদরহিত, বেশহীন, বসনশূন্য, উলঙ্গ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিচ্ছিন্ন—যাহার ইয়ত্তা করিতে পারা যায় নাই, অসীম ; বিচ্ছেদরহিত, নিরবচ্ছিন্ন ; অবকাশশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিজ্ঞাত—অবিদিত, যাহা জানা যায় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিজ্ঞান—জ্ঞানাভাব, না জানা, না চিনা, অপরিচয়। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অপরিজ্ঞেয়—যাহা জানিতে পারা যায় না, দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিণত—অপরিপক্ব, অপূর্ণ, কাঁচা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিণতবয়স্ক—তরুণবয়স্ক, যাহার অধিক বয়স নয় ও তজ্জন্য বহুদর্শিতা হয় নাই ; অল্পবয়স্ক ; কিশোর। ন পরিণতবয়স্ক, নঞ্‌তৎ ; অথবা অপরিণত বয়ঃ যাহার, বহু+ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-বয়স্কা**।

অপরিণতবয়াঃ (-বয়স্, -বয়া)—অপরিণতবয়স্ক (সকল অর্থে)। অপরিণত বয়ঃ যাহার, বহু ; অথবা ন পরিণতবয়াঃ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিণতবুদ্ধি—১। চপল মতি, চঞ্চল বুদ্ধি। অপরিণতা বুদ্ধি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার বুদ্ধি পরিপক্ব হয় নাই এমন। অপরিণত বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

অপরিণয়—বিবাহ না করা, কৌমার্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অপরিণামদর্শিতা—পরিণাম চিন্তা না করা, পরিণাম-দৃষ্টিরাহিত্য। অপরিণামদর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অপরিণামদর্শী (-দর্শিন্)—যে পরিণাম চিন্তা করে না, উত্তরকালে কি ঘটিবে তাহা যে ভাবে না, অবিবেচক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

অপরিণীত—অবিবাহিত, যাহার পরিণয় অর্থাৎ বিবাহ হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিতুষ্ট অসন্তুষ্ট, অতৃপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অপরিতৃপ্ত—অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট। নঞ্‌তৎ।

অপরিত্যাজ্য অত্যাজ্য, যাহা ত্যাগ করিবার নহে, অপরিহার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিপক্ব—যাহা ভালরকম পাকে নাই এমন, ঈষৎ পক্ব ; অপক্ব, কাঁচা ; যাহা সিদ্ধ বা রান্না হয় নাই এমন ; অপটু, অনিপুণ ; অপরিণত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিপন্থী (-পন্থিন্)—অবিরোধী, অপ্রতিকূল, অনুকূল। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পন্থিনী**।

অপরিপাক—১। অপরিণতি ; অপক্বতা ; অজীর্ণতা। নঞ্‌তৎ। বি, পু। ২। অপরিণত, অপক্ব, কাঁচা ; অজীর্ণ। ন (হয় নাই) পরিপাক যাহার, বহু। বিণ।

অপরিপূর্ণ—অসম্পূর্ণ ; অপালিত, অরক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবর্তন—পরিবর্তনাভাব, এক ভাবে স্থিতি, রূপান্তর বা অবস্থান্তর অপ্রাপ্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অপরিবর্তনশীল—যাহা চিরকাল একরূপ থাকে এমন ; যাহার পরিবর্তন হয় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবর্তনীয়—যাহার পরিবর্তন করা যায় না, পরিবর্তনানর্হ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবর্তিত—একইভাবে স্থিত, অবিকৃত, অক্ষুণ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবাহী (-হিন্)—অপরিচালক ; যাহার মধ্য দিয়া তাপ কিংবা বিদ্যুৎ চলাচল করিতে পারে না এমন, non-conductor. নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাহিনী**।

অপরিবৃত—অপরিবেষ্টিত, অ-ঘেরা ; অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত, অপ্রচ্ছন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিবেষ্টিত—যাহা ঘেরা নয় এমন ; মুক্ত ; অনাবৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিমাণ—১। পরিমাণের অভাব ; প্রাচুর্য। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। অমিত, অপরিমেয়, অত্যধিক। ন (নাই) পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ।

অপরিমিত—১। পরিমাণাতিরিক্ত, অপর্যাপ্ত, প্রচুর, অত্যন্ত অধিক, দেদার ; ন্যায্যের অধিক। ন (নাই) পরিমিত (পরিমাণ) যাহার, বহু। ২। যাহা পরিমিত নয় এরূপ, অপ্রচুর, সামান্য, অল্প। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিমেয়—যাহার পরিমাণ করা যায় না, পরিমাণাতিরিক্ত, অসীম, অত্যন্ত অধিক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিম্লান—ম্লানিশূন্য, নির্মল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশীলন—অনুশীলন, চর্চা না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অপরিশীলিত—অননুশীলিত, অচর্চিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশুদ্ধ—অবিশুদ্ধ, সম্যক্ শুদ্ধ নয় এমন ; একেবারে নির্দোষ নয় এমন ; ভ্রমাদিপূর্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশোধনীয়, অপরিশোধ্য—পরিশোধের অযোগ্য, যাহার পরিশোধ করা অসাধ্য ; দুর্মোচ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিশোধিত—যাহার পরিশোধ করা হয় নাই এমন, যাহা শোধ দেওয়া হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিষ্কার—১। পরিষ্কারের অভাব, পরিষ্কৃতিরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অপরিষ্কৃত। অবিদ্যমান হইয়াছে পরিষ্কার যাহার, বহু (বাংপ্র)। বিণ।

অপরিষ্কৃত—অপরিচ্ছন্ন, সমল, মলিন, অশোধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিষ্কৃতি—পরিষ্কৃতিরাহিত্য, পরিষ্কারাভাব, অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্নতা, সমলতা, মালিন্য। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপরিসর—অপ্রশস্ত, কম চওড়া। ন (নাই) পরিসর যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অপরিসীম—যাহার সীমা নাই, অসীম, অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) পরিসীমা যাহার, বহু। বিণ।

অপরিস্ফুট—যাহা পরিস্ফুট নহে, অস্পষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিহরণীয়—অপরিহার্য ; অত্যাজ্য ; অনিবার্য ; অখণ্ডনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরিহার্য—যাহা পরিহার করিবার নহে, যাহা এড়াইবার জো নাই, অত্যাজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপরীক্ষিত—অপর্যবেক্ষিত, যাহার পরীক্ষা বা পরখ করা হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। [প্রা কপ্র। বিণ।

অপরূব—বিচিত্র, অপরূপ। <অপূর্ব।

অপরূপ—১। আশ্চর্য, বিস্ময়জনক। <অপূর্ব। ২। কুৎসিত রূপবিশিষ্ট, কদাকার, বেয়াড়া। অপকৃষ্ট হইয়াছে রূপ (আকার বা শরীর) যাহার, বহু। বিণ। ৩। কুৎসিত রূপ, বিশ্রী আকার। অপকৃষ্ট রূপ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপরেদ্যুঃ (-দ্যুস্) (> -দ্যু)—অন্য দিনে ; পরশ্ব। অপর শব্দ+এদ্যুস্ দিনার্থে। অ।

অপরোক্ষ—সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অপর্ণ—পত্রহীন, নিষ্পত্র। ন (নাই) পর্ণ (পত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অপর্ণা—১। পত্রহীনা। বহু ; 'অপর্ণ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। উমা, দুর্গা, পার্বতী। ন (ভুক্ত নয়) পর্ণ (বৃক্ষপত্র) যৎকর্তৃক, বহু। [কথিত আছে যে পার্বতী মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার নিমিত্ত তপস্যা করিবার কালে প্রথমে গলিত বৃক্ষপত্র ভোজন করিতেন, পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।] বি ; স্ত্রী।

অপর্যাপ্ত—১। পর্যাপ্তাধিক, অসীম, প্রচুর। ন (নাই) পর্যাপ্ত (প্রচুর) যাহা হইতে, বহু। ২। অপ্রচুর; অসম্পূর্ণ; অসমর্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপর্যাপ্তি—পর্যাপ্তাধিক্য, সুপ্রচুরতা, বাহুল্য; অপ্রাচুর্য; অসম্পূর্ণতা; অসামর্থ্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপর্যায়—১। পর্যায়াভাব, ক্রমরাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। পর্যায়রহিত, ক্রমশূন্য। ন (নাই) পর্যায় যাহার, বহু। বিণ।

অপর্ব—পর্বহীন, পর্বশূন্য; সন্ধিরহিত। ন (নাই) পর্ব যাহার, বহু। বিণ।

অপল—১। আলপিন; কীলক, খোঁটা। অপ—লা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। বি; পু। ২। মাংসহীন। ন (নাই) পল (মাংস) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অপলক—পলকরহিত, যাহা পলক ফেলে না, নিমেষশূন্য, নির্নিমেষ। ন (নাই) পলক যাহার, বহু। বিণ।

অপলকা—ভঙ্গপ্রবণ, যাহা সহজেই ভাঙ্গিয়া যায় এমন। বাংপ্র। বিণ।

অপলপিত—যাহার অপলাপ করা হইয়াছে, অপহ্নুত, অস্বীকৃত। অপ—লপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপলাপ—অপহ্নব, অস্বীকার, গোপন, ভাঁড়ান; মিথ্যা কথন; প্রেম। অপ—লপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অপলাপী (-পিন্)—অপলাপকারী, অপহ্নুতিকারক, অস্বীকারকারী। অপ—লপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লাপিনী**।

অপলাষিকা—তৃষ্ণা, পিপাসা। অপ—লষ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অপলিখন—চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলা, scraping off. অপ—লিখ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপশঙ্ক—শঙ্কারহিত, নির্ভয়। অপ (অপগতা) শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

অপশঙ্কা—১। শঙ্কারহিতা। বহু। 'অপশঙ্ক' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুঃশঙ্কা, মন্দ আশঙ্কা। অপকৃষ্টা শঙ্কা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অপশদ, অপসদ—নীচ, অধম। অপ—শদ্ বা সদ্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

অপশব্দ—নিকৃষ্ট শব্দ; অসংস্কৃত শব্দ; ব্যাকরণদুষ্ট শব্দ, অপভ্রষ্ট শব্দ। প্রাদি। বি; পু।

অপশোক—১। শোকশূন্য। অপ (অপগত) হইয়াছে শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। অশোক বৃক্ষ। অপগত শোক যাহা হইতে, বহু। বি; পু।

অপশ্রী—বিশ্রী; হতশ্রী। অপগত শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

অপষ্ঠ—অঙ্কুশের অগ্রভাগ। অপ—ষ্টৈন্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। ক্লি; ক্লী।

অপসব্য—১। দক্ষিণ ভাগ; বিপরীত দিক্। বি; পু। ২। বিপরীত; দক্ষিণ; প্রতিকূল, অননুকূল। অপগত সব্য যাহাতে, বহু। বিণ। [বি; পু।

অপসর—অপসরণ। অপ—সৃ+অপ্ ভাব।

অপসরণ—অপগমন; পলায়ন; স্থানান্তরে গমন, সরিয়া যাওয়া। অপ—সৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপসরী—অপ্সরা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

অপসর্জন—বিসর্জন, দান, ত্যাগ; মারণ; মুক্তি। অপ—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপসর্প—১। অপসর্পণ। অপ—সৃপ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। গুপ্তচর, গোয়েন্দা; দূত, বার্তাবাহক, হরকরা। অপ—সৃপ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পু।

অপসর্পক—গুপ্তচর, গোয়েন্দা; দূত, বার্তাবাহক, হরকরা। অপ—সৃপ্ (গমন করা)+ণক কর্তৃ, অথবা অপসর্প+কন্। বি; পু।

অপসর্পণ—স্থানান্তর গমন, পলায়ন। অপ—সৃপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপসার—১। অপসরণ, প্রয়াণ, প্রস্থান, সরিয়া পড়া। অপ—সৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। প্রয়াণপথ, যাইবার রাস্তা। অপ—সৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

অপসারণ—দূরীকরণ, নিষ্কাশন, চালন, সরানো। অপ—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপসারা—দূর করা; সরানো। কপ্র। ক্রি।

অপসারিত—চালিত; দূরীকৃত, নিষ্কাশিত, তাড়িত; বিবৃত; খোলা; বিস্তারিত। অপ—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপসারী (-রিন্)—দূরে গমনশীল, divergent. অপ—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

অপসিদ্ধান্ত—ভ্রান্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত। প্রাদি। বি; পু।

অপসূর—সূর্য হইতে কোন গ্রহকক্ষের সর্বদূরবর্তী বিন্দু, aphelion, পরি। বি।

অপসৃত—অপগত, অপক্রান্ত, পলায়িত। অপ—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপসৃতি—অপসরণ (সকল অর্থে)। অপ—সৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অপস্কর—রথাবয়ব, চক্র যুগ অক্ষ প্রঃ; বিষ্ঠা; গুহ্যদেশ, anus. অপ—কৃ+অপ্ কর্ম। বি; পু।

অপস্নান—মৃত্যুর পর স্নান; অশৌচান্তে স্নান। প্রাদি। বি; ক্লী।

অপস্মার—মূর্ছারোগ বিঃ, মৃগীরোগ বিঃ, epi'epsy. অপ (অপগত) স্মার (স্মরণশক্তি) যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

অপহত—বিনষ্ট, নিহত; সাংঘাতিকভাবে আহত। অপ—হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-হতি, -ঘাত**।

অপহতা—১। বিনষ্টা, নিহতা; সাংঘাতিকভাবে আহতা। অপহত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। হতভাগ্য, অনাথ, অসহায়। বাংপ্র। বিণ।

অপহরণ—অন্যায়রূপে গ্রহণ, চুরি, চৌর্য; কাড়িয়া লওয়া। অপ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অপহরা—চুরি করা। ক প্র। ক্রি।

অপহর্তা (-হর্তৃ)—অপহরণকর্তা, অপহারক, চোর। অপ—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হর্ত্রী**।

অপহসিত—অকারণ হাস্য; বিকৃত বা বিকট হাস্য; অশ্রুৎপাদক উচ্চহাস্য। অপ—হস্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অপহস্ত—১। হস্তবহির্ভূত, বেহাত। অপগত হস্ত হইতে, ৫তৎ। ২। গলহস্তাদি দ্বারা বহিষ্কৃত; হস্ত দ্বারা অপসারিত। ৩তৎ। বিণ। ৩। হস্তচ্যুতি। হস্ত হইতে অপগম, ৫তৎ। বি; পু।

অপহা (-হন্)—উচ্ছেদক, বিনাশকারী। অপ—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অপহার—ক্ষতি, অপচয়; চুরি যাওয়া, অপহরণ; সংগোপন; অপনয়ন। অপ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অপহারক—অপহরণকারক, চোর; ক্ষতিকারক। অপ—হৃ (হরণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিকা**।

অপহারা—চুরি করা। কপ্র। ক্রি।

অপহারিত—যাহা হারানো গিয়াছে, চোরিত; নাশিত। অপ—ণিজন্ত হৃ (=হারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপহারী (-রিন্)—চোর, অপনয়নকারী। অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**। [বি; পু।

অপহাস—বৃথা হাস্য; উপহাস। প্রাদি।

অপহৃত—চোরিত; অপচিত। অপ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপহ্নব—অপহ্নুতি, জানিয়া গোপন করা, ভাঁড়ানো; অপলাপ; অস্বীকার; চৌর্য; স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা। অপ—হ্নু (গোপন করা)+অপ্ ভাব। বি; পু।

অপহ্নুত—অপলপিত, গোপিত, অস্বীকৃত। অপ—হ্নু (গোপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপহ্নুতি—অপহ্নব, জানিয়া গোপন করা, ভাঁড়ানো ; অপলাপ, অস্বীকার ; অর্থালংকার বিঃ, denial. অপ—হ্নু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপাংক্তেয়—'অপাঙ্‌ক্তেয়' দ্রঃ।

অপাংনাথ, অপান্নাথ—সমুদ্র ; বরুণ। অপাং (জলসমূহের) নাথ (প্রভু), অলুক্ ৬তৎ। বি ; পু।

অপাংনিধি, অপান্নিধি—সমুদ্র ; বিষ্ণু। অপাং (জলরাশির) নিধি (ধারক), অলুক্ ৬তৎ। বি ; পু।

অপাংপতি, অপাম্পতি—সমুদ্র ; বিষ্ণু। অপাং (জলরাশির) পতি, অলুক্ ৬তৎ। বি ; পু।

অপাংপিত্ত, অপাম্পিত্ত—অগ্নি ; চিত্রকবৃক্ষ। অপাং (জলসমূহের) পিত্ত, অলুক্ ৬তৎ। বি ; পু।

অপাংশুলা—পতিব্রতা, সতী। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অপাক—১। অজীর্ণরোগ, অপচার ; অপক্কাবস্থা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অজীর্ণ ; অপক্ক। ন (হয় নাই) পাক যাহার, বহু। ৩। অশুচি, অপবিত্র। প্রা কপ্র। বিণ।

অপাকরণ—অপসারণ ; নিরাকরণ ; প্রশমন ; বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথাভাব ; পরিশোধ। অপ—আ—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপাকা—যিনি অন্ন পাক করিয়া খান না, ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবনধারণ করেন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

অপাকীর্ণ—দূরীকৃত, ত্যক্ত। অপ—আ—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপাকৃত—অপসারিত ; নিরাকৃত ; পরিশোধিত ; প্রশমিত। অপ—আ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপাকৃতি—অপাকরণ (সকল অর্থে)। অপ—আ—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপাক্ষ—১। নেত্রশূন্য। অপগত হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু+ষচ্ সমাসান্ত। স্ত্রী—**অপাক্ষা**। ২। কুৎসিত নেত্রবিশিষ্ট, কুচক্ষু। অপকৃষ্ট অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অপাক্ষী**। ৩। কুৎসিত ইন্দ্রিয়। অপকৃষ্ট অক্ষ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

অপাঙ্‌ক্তেয়, অপাংক্তেয়—এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনের অযোগ্য, একঘরে ; অশ্রেণীবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাঙ্গ—১। চক্ষুর প্রান্তভাগ ; কটাক্ষ ; তিলক। অপ (তির্যকভাবে)—অন্গ্ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। বি ; ক্লী। ২। অঙ্গহীন। অপগত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অপাঙ্গা, অপাঙ্গী**।

অপাঙ্গক—১। আপাংগাছ। অপাঙ্গ+কন্। বি ; পু। ২। অঙ্গহীন। অপগত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অপাঙ্গিকা**।

অপাঙ্গদর্শন, -দৃষ্টি—কটাক্ষপাত, আড়চোখে চাওয়া। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে ক্লী

অপাচ্য—পাকের অযোগ্য, যাহা জীর্ণ হয় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাট—অগোছালোভাব, বিশৃঙ্খলতা। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বি।

অপাটব—অপটুতা, অনৈপুণ্য ; জড়তা ; অসুস্থতা ; বিশ্রী বা লজ্জাজনক অবস্থা, awkwardness ; অক্ষমতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অপাঠ্য—দুষ্পাঠ্য, যাহা পড়িতে পারা যায় না ; পাঠের অযোগ্য, অশ্লীল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাত্র—কুপাত্র, অধম পাত্র, খারাপ বর ; অযোগ্য পাত্র। ন (অপ্রশস্ত) পাত্র, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অপাত্রন্যস্ত—অযোগ্য পাত্রে রক্ষিত। ৭তৎ। বিণ। বি, **-ন্যাস**।

অপাত্রস্থ—অপাত্রে অর্পিত ; অযোগ্য আধারে রক্ষিত। উপতৎ ; অপাত্র—স্থা+ক কর্তৃ। বিণ।

অপাত্রীকরণ—নিন্দিত ব্যক্তি হইতে ধনগ্রহণ বাণিজ্য শূদ্রসেবা মিথ্যা কথন—বিপ্রের এই চারি প্রকার পাপ, নববিধ পাপের মধ্যে অন্যতম পাপ। অপাত্র+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=অপাত্রী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপাদ—পদহীন, চরণশূন্য। ন (নাই) পাদ যাহার, বহু। বিণ।

অপাদপ—বৃক্ষলতাহীন, গাছপালাশূন্য। ন (নাই) পাদপ যাহার, বহু। বিণ।

অপাদান—১। অপকৃষ্ট দান ; অপকৃষ্ট গ্রহণ। ২। (ব্যাক) কারক বিঃ, বাচ্য বিঃ। অপ—আ—দা+অনট্ অপা। বি ; ক্লী।

অপান—১। গুহ্যদেশস্থ বায়ু ; বাতকর্ম। অপ—অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্ করণ। বি ; পু। [শরীরস্থ পঞ্চ বায়ুর মধ্যে অন্যতম। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পাঁচটি শরীরস্থ বায়ু। প্রাণবায়ু হৃদয়ে, অপানবায়ু গুহ্যদেশে, সমানবায়ু নাভিদেশে, উদানবায়ু কণ্ঠদেশে এবং ব্যানবায়ু সর্বশরীরে অবস্থিতি করে।] ২। গুহ্যদেশ, মলদ্বার। অপান+অচ্ বিশিষ্টার্থে। বি ; ক্লী।

অপাপ—১। পাপের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। নিষ্পাপ, পাপশূন্য। ন (নাই) পাপ যাহার, বহু। বিণ।

অপাপবিদ্ধ—যে বা যাহা পাপ[illegible] নহে, পাপ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, নিষ্পাপ, নির্দোষ। পাপ দ্বারা বিদ্ধ=পাপবিদ্ধ, ৩তৎ ; ন পাপবিদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপাপী (-পিন্)—অপাপ, নিষ্পাপ, নির্দোষ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অপাপিনী**।

অপাবরণ—উদ্ঘাটন, আবরণ উন্মোচন ; প্রকাশ ; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্তি। অপ—আ—বৃ (আবরণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপাবর্তন—প্রত্যাবর্তন, ফিরিয়া আসা। অপ—আ—বৃত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অপাবৃত—অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত ; প্রকাশিত ; উদ্ঘাটিত ; তিরোহিত ; স্বাধীন, স্বতন্ত্র ; স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত ; অবরুদ্ধ। অপ—আ—বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রতিনিবৃত্ত ; ভূলুণ্ঠিত। অপ—আ—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপাবৃত্তি—অপাবর্তন, প্রত্যাবর্তন। অপ—আ—বৃত্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপামার্গ—আপাঙ গাছ। অপ—আ—মৃজ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

অপাম্পতি—বিষ্ণু ; সমুদ্র। অলুক্ ৬তৎ। বি ; পু।

অপায়—নাশ ; হানি, ক্ষতি ; অপগম, চলন ; অতিক্রম ; অন্তগমন ; প্রতিবন্ধ, বিঘ্ন ; অমঙ্গল ; দুঃখ। অপ—ই+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অপায়ন—১। প্রস্থান, পলায়ন। অপ—অয় বা ই+অনট্ ভাব। ২। গতি, উপায়। অপ—অয় বা ই+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অপায়ী (-য়িন্)—অপায়যুক্ত ; বিনশ্বর। অপায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অপায়িনী**।

অপার—১। অকূল ; দুস্তর ; অসীম ; অত্যন্ত অধিক ; অগাধ। ন (নাই) পার যাহার, বহু। বিণ। ২। নদী প্রভৃতির অপর কূল বা তীর। অনধিগত পার, মধ্যপ। বি ; ক্লী। ৩। শাসনের বহির্ভূত ; যাহার সঙ্গে পারা যায় না এমন, যাহাকে আঁটিয়া উঠা যায় না এমন। বাংপ্র। বিণ।

অপারক—অক্ষম, অসমর্থ, অশক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অপারিকা**।

অপারগ—যে কোন বিষয়ের পার গমন করে নাই, অপারদর্শী ; অনিপুণ ; অপারক, অক্ষম, অসমর্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপারেটর, -রেটার—যন্ত্রচালক ; টেলিফোনের নম্বর সংযোগকারী। < ইং 'operater'. বি।

অপার্থ—১। অর্থশূন্য ; নিরর্থক ; নিষ্ফল,

ব্যর্থ। অপগত হইয়াছে অর্থ যাহার, বহ। ২। পার্থহীন ('— ভুবন')। ন (নাই) পার্থ (অর্জুন) যাহাতে, বহ। বিণ।

অপার্থিব—অজড়, যাহা পৃথিবীর বস্তুগত নহে; অলৌকিক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্থিবী**।

অপার্যমাণ—১। যাহা পূরণ করিতে পারা যাইতেছে না এমন; যাহাকে পোষণ বা পালন করা যায় না এমন; অসাধ্য, অশক্য। ন (অ)—ণিজন্ত পৃ (= পারি)+শানচ্ কর্ম। বিণ। ২। পারিতেছে না এরূপ, অপারক, অক্ষম, অসমর্থ। বাংপ্র। বিণ।

অপার্যমানে—নিতান্ত না পারিলে। বাং-প্র। ক্রি-বিণ।

অপালন—পালনাভাব, পালন বা রক্ষা না করণ, অপোষণ, অরক্ষণ; অযত্ন। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অপাশ্রয়—১। আশ্রয়হীন, নিরাশ্রয়। অপ-গত হইয়াছে আশ্রয় যাহার, বহ। বিণ। ২। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, শামিয়ানা। অপকৃষ্ট আশ্রয়, প্রাদি। বি; পু।

অপাসঙ্গ—তূণীর, বাণাধার, তূণ। অপ—আ—সন্জ্ (সংলগ্ন হওয়া)+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

অপাসন—অপসারণ, দূরীকরণ; মারণ; বধ। অপ—অস্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপাস্ত—নিরস্ত; অপসারিত; দূরীকৃত; অগ্রাহ্য; অপগত; খণ্ডিত। অপ—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপাহরণ—অপনোদন; চুরি; আকর্ষণ। অপ—আ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপি—সম্ভাবনা; নিন্দা; সমুচ্চয়; অবধারণ; প্রশ্ন; শঙ্কা; অনুজ্ঞা; যুক্তপদার্থ; কাম-চার; অল্পতা; সন্দেহ; পুনঃ। নঞ্—পি (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।

অপিগীর্ণ—বর্ণিত; কথিত; স্তুত। অপি—গৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপিচ—আরও, কিন্তু, অপরন্তু, তথাপি। অ।

অপিচ্ছল, অপিচ্ছিল—পিচ্ছলতারহিত, যাহা পিচ্ছল নহে বা পিছলায় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অপিতু—কিন্তু; যদি। অ।

অপিতৃক—পিতৃহীন। ন (নাই) পিতা যাহার, বহ+ক সমাসান্ত। বিণ।

অপিধান—তিরোধান; আচ্ছাদন। অপি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপিনদ্ধ—অঙ্গে বদ্ধ বা ধৃত, পরিহিত *অপি—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম বিণ।*

অপিনিহিতি—শব্দমধ্যে পরবর্তী ইকার বা উকারের পূর্বে উচ্চারণ (রাখিয়া> রাইখ্যা)। অপি—নি—ধা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অপিশুন—অখল, অক্রূর; অকপট, সরল; উদার, দক্ষিণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপীত—১। যাহা পান করা হয় নাই এমন; যে পান করে নাই এমন; পীত ভিন্ন অন্য বর্ণযুক্ত, যাহা হলদে রঙের নহে। নঞ্তৎ। বিণ। ২। পীত ভিন্ন অন্য বর্ণ, হলদে ছাড়া অন্য রং। বি; স্ত্রী।

অপীনস—১। পীনসরোগশূন্য। ন (নাই) পীনস যাহার, বহ। বিণ। ২। পীনস রোগ। অপীন (অতিস্থূলতা)—সো (নাশ করা)+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

—পুচ্ছরহিত, লেজহীন। ন (নাই) পুচ্ছ যাহার, বহ। বিণ।

—১। পুচ্ছরহিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। শিংশপা, শিশুগাছ। বহ। বি; স্ত্রী।

অপুচ্ছাঙ্কুর—যাহাদের মুণ্ডগহ্বর ও মস্তক বৃহৎ, পুচ্ছ নাই এবং অগ্রপাদ পশ্চাৎ পাদের, অপেক্ষা খর্ব ও উল্লম্ফনশীল (মণ্ডূকাদি প্রাণী), anura. পুচ্ছের অঙ্কুর=পুচ্ছাঙ্কুর, ৬তৎ; ন (নাই) পুচ্ছাঙ্কুর যাহার, বহ। বি; পু।

অপুচ্ছী (অপুচ্ছিন্)—পুচ্ছহীন, লেজশূন্য, মণ্ডূকাদি প্রাণী, anura. ন পুচ্ছী, নঞ্তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**অপুচ্ছিনী**।

অপুণ্য—১। পুণ্যরহিত, ধর্মকর্মশূন্য, অধার্মিক। ন (নাই) পুণ্য যাহার, বহ। ২। অপবিত্র। নঞ্তৎ। বিণ। ৩। পুণ্যাভাব, অধর্ম, পাপাচরণ। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অপুত্র, অপুত্রক—১। পুত্রহীন। ন (নাই) পুত্র যাহার, বহ, বিকল্পে ক সমাসান্ত। বিণ। স্ত্রী, **-ত্রা, -ত্রিকা**।

অপুত্রী (-ত্রিন্)—যাহার পুত্রসন্তান নাই; অজাতপুত্র, অপুত্রক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অপুত্রিণী**।

অপুনরাবৃত্তি—১। পুনর্জন্ম না হওয়া, নির্বাণমুক্তি; অপুনরাগমন, ফিরিয়া না আসা। ন পুনরাবৃত্তি, নঞ্তৎ। ২। পুনর্জন্মাভাব; নির্বাণ, মুক্তি। ন (নাই) পুনরাবৃত্তি যাহাতে, বহ। বি; স্ত্রী। [শাস্ত্রকারেরা বলেন যে মুক্তি হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না।]

অপুনর্ভব—১। পুনর্জন্ম না হওয়া, নির্বাণমুক্তি। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। *পুনর্জন্মরহিত। ন (নাই) পুনর্ভব যাহার, বহ। বিণ।*

অপুরোদন্তী (-দন্তিন্)—*যাহাদের মুখের সম্মুখভাগে দন্ত নাই, edentate.* পুরঃ (সম্মুখে) দন্ত আছে যাহার সে পুরোদন্তী; পুরোদন্ত+ইন্; ন পুরোদন্তী, নঞ্তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী, **-দন্তিনী**।

অপুষ্ট—অপোষণপ্রাপ্ত, কৃশ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপুষ্প, অপুষ্পক—পুষ্পহীন, কুসুমরহিত, যাহাদের ফুল হয় না। ন (নাই) পুষ্প যাহার, বহ, বিকল্পে সমাসান্ত ক। বিণ।

অপুষ্পফলদ, -প্রদ—১। পুষ্পব্যতিরেকে ফল উৎপাদনকারী। বিণ। ২। পুষ্প ব্যতীত যে বৃক্ষের ফল জন্মে; কাঁঠালগাছ। অপুষ্প অথচ ফলদ, ফলপ্রদ, কর্মধা। বি; পু। [বি।

অপুষ্যি—কুপোষ্য। নঞ্তৎ। < অপোষ্য।

অপূত—অপবিত্র, অশুচি; সংস্কারবিহীন; ব্রাত্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অপূপ—পিষ্টক, পিঠা, রুটি; গোধুম, গম। নঞ্—পূয্ (বিশীর্ণ হওয়া)+প কর্তৃ। বি; পু।

অপূপ্য—গোধুমচূর্ণ, ময়দা, আটা। অপূপ (গোধুম)+যৎ যোগার্থে। বি; পু।

অপূরণী—শিমুল গাছ। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অপূর্ণ—অসম্পূর্ণ, অসমাপ্ত; যাহা পূর্ণভাব প্রাপ্ত নহে; অচরিতার্থ; অসফল। নঞ্তৎ। বিণ।

অপূর্ব—১। যাহা পূর্বে হয় নাই, আশ্চর্য, অভূতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব, অত্যুত্তম। যাহা পূর্বে ন অর্থাৎ হয় নাই, সুপ্। বিণ। ২। অদৃষ্ট; পরমাত্মা। ন (নাই) পূর্ব যাহার, বহ। বি; স্ত্রী।

অপৃক্ত—অসংপৃক্ত, আলগা, পৃথক; একটি-মাত্র বর্ণবিশিষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অপৃষ্ট—অজিজ্ঞাসিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপৃষ্ঠবংশী (-বংশিন্)—পৃষ্ঠাস্থিরহিত, মেরুদণ্ডবিহীন জন্তু, invertebrate. নঞ্তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী, **-বংশিনী**।

অপেক্ষক—অপেক্ষাকারী, প্রতীক্ষাকারী; ; অ । অপ—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

অপেক্ষণ—পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, রক্ষণা-বেক্ষণ। অপ—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অপেক্ষণীয়—অপেক্ষার যোগ্য, প্রতীক্ষা করিবার উপযুক্ত; যাহার অপেক্ষা বা

প্রতীক্ষা করিতে হইবে এমন ; যাহার আশা করা যাইতে পারে এমন ; অভিলষণীয়, বাঞ্ছনীয়। অপ—ঈক্ষ্ +অনীয় কর্ম। বিণ।

অপেক্ষবাদ—জগতের সকল ব্যাপার স্থানকালাদির সাপেক্ষ এই মতবাদ, Theory of relativity. বি ; পু।

অপেক্ষমাণ—প্রতীক্ষাকারী। অপ—ঈক্ষ্ +শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অপেক্ষা—১। প্রতীক্ষা ; সবুর ; অনুরোধ ; সম্যক্ দর্শন ; বিবেচনা ; সম্বন্ধ ; খাতির ; আকাঙ্ক্ষা ; প্রত্যাশা ; কার্যকারণের পরস্পর সম্বন্ধ ; উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বোধক সম্বন্ধ ("সে আমার অপেক্ষা ভাল")। অপ—ঈক্ষ্ (দেখা)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অপেক্ষাকৃত—১। তুলনাকৃত ; সাধারণতঃ যাহা হয় তাহার তুলনায়। বিশেষণীয় বিণ। ২। সম্যক্ দর্শন দ্বারা সম্পাদিত, ৩তৎ। বিণ।

অপেক্ষাবাদ—'অপেক্ষবাদ' (তাহা দ্রঃ)। অপেক্ষণ বিষয়ক বাদ, মধ্যপ। বি ; পু।

অপেক্ষিত—প্রতীক্ষিত ; অনুরুদ্ধ ; পর্যবেক্ষিত ; সম্বন্ধ ; আকাঙ্ক্ষিত ; তুলিত ; জিজ্ঞাসিত ; পূজিত ; শ্রেষ্ঠ ("সর্বলোকে অপেক্ষিত"—চৈভা)। অপ—ঈক্ষ্ (দেখা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

অপেক্ষিতব্য—অপেক্ষণীয় (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ্ +তব্য কর্ম। বিণ।

অপেক্ষী (-ক্ষিন্)—অপেক্ষক (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অপেক্ষিণী**।

অপেক্ষ্য—অপেক্ষণীয় (সকল অর্থে)। অপ—ঈক্ষ +ণ্যৎ। কর্ম। বিণ।

অপেক্ষ্যসূচী—যে তালিকা শেষ হয় নাই, পরবর্তী কালের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে, pending list. নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপেত—১। অপগত ; নির্গত। অপ—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। ত্যক্ত। অপ—ই+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপেতরাক্ষসী—তুলসীগাছ। অপেতা (অপগতা) রাক্ষসী (রাক্ষসপ্রকৃতি) যাহা দ্বারা, বহু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অপেয়—১। পানের অযোগ্য, যাহা পান করিতে নাই এমন। নঞ্তৎ। ২। ত্যাগ করিবার যোগ্য। অপ—ই+যৎ কর্ম। বিণ।

অপেলব—মৃদু নহে, অকোমল ; অচতুর ; অনিপুণ, অপটু। নঞ্তৎ। বিণ।

অপেরণ—দর্শকের দৃষ্টিতে গ্রহাদির স্থানভ্রংশ, aberration. অপ—ঈর্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অপৈতক—যাহার পৈতা হয় নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

অপৈশুন্য—অক্রূরতা, অখলতা ; অকপটতা, সরলতা, উদারতা, দাক্ষিণ্য। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপোগণ্ড—শিশু, নাবালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক ; বিকলাঙ্গ ; ভীরু ; বলিযুক্ত। অপ—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

অপোড়, -পোড়া—অসম্পূর্ণ দগ্ধ, আধপোড়া, আমা। নঞ্তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অপোঢ়—পরিত্যক্ত ; উদ্ঘাটিত ; অতিক্রান্ত ; ভীত ; নিরস্ত। অপ বহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপোদিকা—পূতিকা, পুঁইশাক। অপকৃষ্ট উদক (জল অর্থাৎ রস) যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

অপোষ্য—পোষণের অযোগ্য ; কুপোষ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অপোহ—অপনোদন ; তর্ক। অপ—উহ্+ঘঞ্ করণ, ভাব। বি ; পু।

অপোহবাদ—তর্কবাদ, দুই বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন। বি।

অপোহিত—অপনোদিত ; তর্কিত। অপ—উহ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপৌরুষ—১। অগৌরব, পুরুষত্বহীনতা, পুরুষকার না থাকা ; পুরুষের অযোগ্য আচরণ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। পুরুষকার-রহিত ; পুরুষত্বহীন। ন (নাই) পৌরুষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ষা। ৩। অমানবরচিত, অকৃত্রিম। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রুষী।

অপৌরুষেয়—পুরুষের অর্থাৎ মানুষের কৃত নয়, অমানুষিক, অলৌকিক, অমানবরচিত, স্বাভাবিক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

অপ্‌চ—অপব্যয়, লোকসান, নাশ ; নষ্ট। <অপচয়। বি।

অপ্পতি—সমুদ্র ; বরুণ। অপের (জলের) পতি (অপ্+পতি), ৬তৎ। বি ; পু।

অপ্পিত্ত—অগ্নি ; চিত্রক বৃক্ষ। অপের (জলের) পিত্ত (অপ্+পিত্ত), ৬তৎ। বি ; পু।

অপ্পেয়ে—'অলপ্পেয়ে' (তাহা দ্রঃ)।

অপ্যয়—তিরোধান, অপগমন। অপ—ই +অচ্ ভাব। বি ; পু।

অপ্রকট—১। অপ্রকাশ, অব্যক্ত, অবিস্পষ্ট, অপ্রত্যক্ষ। ২। পরলোকগত ; অন্তর্হিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রকম্প—কম্পনরহিত, অকম্পিত, অটল, স্থির, দৃঢ় ; অনুত্তর। ন (নাই) প্রকম্প যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রকর্ষিত—অনতিক্রান্ত। ন (অ)—প্র—কর্ষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অপ্রকাণ্ড—১। অবিশাল, অনতিবৃহৎ, মধ্যমাকার। নঞ্তৎ। ২। কাণ্ডশূন্য, গুঁড়িরহিত। বিণ। ২। কাণ্ডরহিত গাছ ; গুল্ম, ঝোপ। ন (নাই) প্রকাণ্ড (প্রকৃষ্ট কাণ্ড) যাহার, বহু। বি ; পু।

অপ্রকাশ—১। প্রকাশাভাব ; অনুদয় ; গোপন। ন (অ)—প্র—কাশ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। অপ্রকাশিত, গুপ্ত, অব্যক্ত। ন (অ)—প্র—কাশ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ। [বিণ।

অপ্রকাশিত—গুপ্ত, অপ্রকাশ। নঞ্তৎ।

অপ্রকাশ্য—যাহা প্রকাশযোগ্য নয়, গোপনীয় ; গুপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রকৃত—অযথার্থ, মিথ্যা, কল্পিত। নঞ্তৎ। বিণ। **অপ্রকৃত ভগ্নাংশ**—যে ভগ্নাংশে লব হরের সমান অথবা হর অপেক্ষা গুরু তাহা, improper fraction.

অপ্রকৃতিস্থ—অস্বাভাবিক-অবস্থাপন্ন, বিকৃতিপ্রাপ্ত ; পীড়িত ; অসুস্থ, রুগ্ণ ; বিকৃত, বিকল ; যাহার মানসিক অবস্থা অস্বাভাবিক। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রকৃষ্ট—অনুৎকৃষ্ট, অনুত্তম, অধম, মন্দ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রখর—অতীব্র ; উগ্রতাহীন ; ম্লান। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রগল্ভ—অধৃষ্ট ; অনুদ্ধত ; বিনীত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রগুণ—ব্যস্ত ; ব্যাকুল, কাতর। ন (নাই) প্রগুণ (ধৈর্যাদি) যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রচলিত—অব্যবহৃত ; যাহা জনসমাজে চলে না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অপ্রচলন**।

অপ্রচারিত—যাহার প্রচার হয় নাই এমন ; অপ্রকাশিত ; অপ্রচলিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রচুর—অপর্যাপ্ত, অবহুল, অল্প, ন্যূন। নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অপ্রচুরতা, -ত্ব, অপ্রাচুর্য**।

অপ্রজাঃ (-প্রজস্) (> -প্রজা)—১। প্রজারহিতা ; সন্তানহীনা, বন্ধ্যা ; প্রজাশূন্য। ন (নাই) প্রজা যাহার, বহু+অসিচ্ সমাসান্ত। বিণ। ২। সন্তানহীনা নারী। বি ; স্ত্রী।

অপ্রজ্ঞ—অনভিজ্ঞ। ন (নাই) প্রজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রণয়—অসদ্ভাব, বিরোধ, প্রণয়ভঙ্গ। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অপ্রণয়ী (-য়িন্)—প্রণয়শূন্য। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, -য়িনী।

অপ্রণালী—অনিয়ম ; শৃঙ্খলাহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রণিধান—১। অমনোযোগ। নঞ্তৎ।

বি; ক্লী। ২। অমনোযোগী। বহু। বিণ।

অপ্রণিহিত—অমনোযোগী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতর্ক, অপ্রতর্ক্য—তর্কের অতর্কণীয়; যাহা বিচার বা অনুমান দ্বারা স্থির করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিকার, অপ্রতীকার—প্রতীকারাভাব, প্রতিবিধানরাহিত্য, অপ্রতিবিধান; কোন অশুভের প্রতিকার না করা; প্রতিফল না দেওয়া। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অপ্রতিকার্য, অপ্রতীকার্য—প্রতিকারের অসাধ্য, অচিকিৎস্য, অপ্রতিবিধেয়; অসংশোধনীয়; নিরুপায়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিকূল—প্রতিকূল বাতাস নহে এরূপ; অবিরোধী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিগ্রহ, -গ্রহণ—(দানাদি) না লওয়া, অস্বীকার; অননুগ্রহ। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অপ্রতিজ্ঞ—অব্যবস্থিতচিত্ত, কোনও বিষয়ে যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নয়। বহু। বিণ।

অপ্রতিদ্বন্দ্ব—প্রতিদ্বন্দ্বহীন, প্রতিযোগরহিত। বহু। বিণ।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী (-দ্বিন্)—১। প্রতিপক্ষহীন; অদ্বিতীয়; একমাত্র। ন (নাই) প্রতিদ্বন্দ্বী যাহার, বহু। ২। অবিপক্ষ, অশত্রু। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দ্বন্দ্বিনী**।

অপ্রতিপক্ষ—১। অপ্রতিদ্বন্দ্বী। নঞ্‌তৎ। ২। প্রতিপক্ষরহিত, বিপক্ষশূন্য, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। নাই প্রতিপক্ষ যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিপত্তি—অপ্রতিষ্ঠা; অগৌরব; অস্বীকার; অনিশ্চয়; জড়তা; কর্তব্যজ্ঞানশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিপন্ন—অসম্পাদিত; অখ্যাত; অজ্ঞাত; অনিশ্চিত; যুক্ত্যাদিদ্বারা অসমর্থিত, অপ্রমাণিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিপাদিত—অনবধারিত; অজ্ঞাত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবদ্ধ—অব্যাহত, প্রতিবন্ধকশূন্য, অপ্রতিহত; শর্তবিহীন, unconditional নঞ্‌তৎ। বিণ। **অপ্রতিবদ্ধ দায়**—(মিতাক্ষরা মতে) যে দায় অর্থাৎ উত্তরাধিকারযোগ্য সম্পত্তি জন্মমাত্রে জাতকে অর্শায়, unobstructed inheritance.

অপ্রতিবন্ধ—১। প্রতিবন্ধরহিত, ব্যাঘাতশূন্য, অবাধ। ন (নাই) প্রতিবন্ধ যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। প্রতিবন্ধহীনতা, অব্যাঘাত। নঞ্‌তৎ বা অব্যয়ী। বি; পু বা ক্লী।

অপ্রতিবন্ধক—অবিঘ্নকারক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবিধেয়—যাহার প্রতিবিধান বা প্রতিকার করা অসাধ্য, অপ্রতিকার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অপ্রতিবিধান**।

অপ্রতিবিহিত—যাহার প্রতিবিধান করা হয় নাই, অকৃত-প্রতিকার; যাহার প্রতিফল দেওয়া হয় নাই। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিবীর্য—অজেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিভ—প্রতিভাশূন্য, হতবুদ্ধি, লজ্জিত, অপ্রস্তুত; দীপ্তিহীন, নিষ্প্রভ। ন (নাই) প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিভাত—অপ্রতীত; অপ্রকাশিত; অ-জ্ঞানগোচর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিম—তুলনারহিত, অনুপম, নিরুপম, অতুল। ন (নাই) প্রতিমা (তুলনা) যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিযোগী (-যোগিন্)—১। শত্রুহীন, যাহার প্রতিযোগী নাই, অতুল, অনুপম। বহু। ২। যে প্রতিযোগী নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যোগিনী**।

অপ্রতিরথ—১। প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য, প্রতিযোদ্ধৃহীন, যাহার সমকক্ষ যোদ্ধা আর নাই। ন (নাই) প্রতিরথ (প্রতিযোদ্ধা) যাহার, বহু। বিণ। ২। অতুলনীয় যোদ্ধা। বি; পু। ৩। সামবেদ-কথিত মন্ত্র বিঃ; যুদ্ধার্থ যাত্রা; যুদ্ধার্থ যাত্রাকালীন অনুষ্ঠিত মঙ্গলকার্য। ন (নাই, অর্থাৎ থাকে না) প্রতিরথ যাহা দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

অপ্রতিরুদ্ধ—যাহার প্রতিরোধ করিতে পারা যায় নাই, অনিবারিত, অবাধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি —**অপ্রতিরোধ**।

অপ্রতিরূপ—যাহার সমকক্ষ নাই; যাহার দ্বিতীয় নাই, অদ্বিতীয়। ন (নাই) প্রতিরূপ (সদৃশ) যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিশ্রুত—যে প্রতিশ্রুতিদ্বারা আবদ্ধ নহে এরূপ; অস্বীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষিদ্ধ—অনিষিদ্ধ, অনিবারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষেধ—১। অনিষেধ, অনিবারণ। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। অনিষিদ্ধ, অনিবারিত। বহু। বিণ।

অপ্রতিষেধনীয়, -ষেধ্য—নিষেধের অযোগ্য, অনিবার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাহীন, যশোহীন; অনির্ণীত; স্থিতিশূন্য; যাহা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এমন; অদৃঢ়ভাবে স্থিত বা স্থাপিত, সহজেই বিচলিত বা রূপান্তরিত হইতে পারে এমন, unstable. ন (নাই) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতিষ্ঠা—১। 'অপ্রতিষ্ঠ' দ্রঃ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রতিষ্ঠাভাব, যশোহীনতা, অপ্রসিদ্ধি; অখ্যাতি, অপযশঃ; অসম্মান; অস্থিতি, না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রতিষ্ঠিত—প্রতিষ্ঠাহীন, অপ্রতিষ্ঠ, অপ্রসিদ্ধ, অবিখ্যাত; অসম্মানিত, অগৌরবান্বিত; অস্থাপিত, যাহা স্থাপন করা হয় নাই এমন; অস্থিত; অবদ্ধমূল। ন প্রতিষ্ঠিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রতিসম—যাহার উভয় দিক্ সমান নহে, asymmetric. নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-সাম্য**।

অপ্রতিহত—অব্যাহত, যাহাতে কেহ বিঘ্ন উৎপাদনে সমর্থ হয় নাই, অবাধ। ন প্রতিহত, নঞ্‌তৎ। বিণ। **অপ্রতিহত গতি**—অবাধ গতি। **অপ্রতিহত বেগ**—যে বেগ প্রতিরোধ করা যায় না।

অপ্রতিহতপ্রভাবে—অবাধ ক্ষমতায়, দোর্দণ্ডপ্রতাপে। অপ্রতিহত প্রভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অপ্রতীক—যাহার অবয়ব নাই এমন; নিরবয়ব; অপ্রতিরূপ। বহু। বিণ।

অপ্রতীকার—'অপ্রতিকার' দ্রঃ।

অপ্রতীকার্য—'অপ্রতিকার্য' দ্রঃ।

অপ্রতীত—যাহার প্রতীতি বা জ্ঞান হয় নাই; অস্পষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি —**অপ্রতীতি**।

অপ্রতুল—১। প্রকৃষ্টপরিমাণাভাব; অভাব, অনটন; অনির্বৃতি; অসংগতি। প্রকৃষ্টা তুলা (পরিমাণ)=প্রতুল, প্রাদি; ন প্রতুল, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। প্রকৃষ্ট পরিমাণ-রহিত; ন্যূন। ন (নাই) প্রকৃষ্টা তুলা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রতুলতা—১। অনুপমতা। ২। অভাব, অনটন। প্রকৃষ্টা তুলা (উপমা বা পরিমাণ) যাহার সে প্রতুল, বহু; ন প্রতুল =অপ্রতুল, নঞ্‌তৎ; তদুত্তরে ভাবার্থে তা। বি; স্ত্রী।

অপ্রত্যক্ষ—১। যাহা প্রত্যক্ষ নয়, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অতীন্দ্রিয়; পরোক্ষ। ন প্রত্যক্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। প্রত্যক্ষ জ্ঞানাভাব। ন (নাই) প্রত্যক্ষ যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

অপ্রত্যক্ষবাদ—১। পরোক্ষবাদ, পরোক্ষে নানা কথা বলা। ৭তৎ। ২। অতীন্দ্রিয়বাদ, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় স্বীকার করা। ৬তৎ। বি; পু।

অপ্রত্যক্ষবাদী (-বাদিন্)—১। অপ্রত্যক্ষভাষী, পরোক্ষবাদী। উপতৎ; অপ্রত্যক্ষ —বদ+ণিন্ কর্তৃ। ২। অতীন্দ্রিয়বাদী, যে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় স্বীকার করে। অপ্রত্যক্ষবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

অপ্রত্যক্ষভাষী (-ষিন্)—যে আড়ালে

থাকিয়া কথা বলে এমন, যে অগোচরে কথা বলে এমন, গুপ্তভাষী। উপতৎ; অপ্রত্যক্ষ—ভাষ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিণী**।

অপ্রত্যয়—১। অবিশ্বাস; (ব্যাক) যাহা প্রত্যয় নহে। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধ। ন (নাই) প্রত্যয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অপ্রত্যয়ী (-য়িন্‌)—প্রত্যয়রহিত, বিশ্বাসবিহীন, অবিশ্বাসী, সন্দিগ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অপ্রত্যাখ্যান—ত্যাগ করিতে অস্বীকার; স্বীকার। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। বিণ, **-খ্যাত, -খ্যেয়**।

অপ্রত্যাশা—অনাকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা না করা, প্রত্যাশাহীনতা; অনপেক্ষা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রত্যাশিত—যাহার প্রত্যাশা করা হয় নাই, অভাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রত্যাশী (-শিন্‌)—যে প্রত্যাশা করে না। নঞ্‌তৎ। বি; পুং বা বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

অপ্রথিত—অপ্রসিদ্ধ, অবিখ্যাত; অপ্রতিষ্ঠ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রদীপ—আলোকশূন্যতা; অন্ধকার, black out; প্রদীপের অভাব ("অপ্রদীপে হইবে প্রদীপ"—ভারত)। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অপ্রধান—যাহা প্রধান নয়, অনুৎকৃষ্ট; গৌণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রধৃষ্য—অধৃষ্য, যাহাকে পরাভূত করা যায় না, অপরাভবনীয়, অজেয়, দুর্দমনীয়, দুর্জয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রফুল্ল—অপ্রসন্ন, বিষণ্ণ, ম্লান, অস্ফুট, যাহা প্রস্ফুটিত হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবর্তক যে অন্যকে প্রবর্তিত করে না অর্থাৎ কোন বিষয়ে লওয়ায় না; কার্যে অনিযুক্ত, অব্যাপৃত, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্তিকা**।

অপ্রবর্তিত—অনিযুক্ত; অনাবিষ্কৃত; অনুদ্ভাবিত; অনুত্তেজিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবল—প্রকৃষ্টবলহীন, অসবল, অ-জোরালো। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবাস—নিজ বাস, স্বদেশ। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অপ্রবাসী (-বাসিন্‌)—প্রবাসী নহে এমন, নিজগৃহে বাসকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

অপ্রবীণ—প্রবীণতাশূন্য, অর্বাচীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবৃত্ত—কার্যে অনিযুক্ত, অব্যাপৃত, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট; প্রবৃত্তিহীন, অনিচ্ছুক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রবৃত্তি—কার্যে অনিযোগ, নিষ্ক্রিয়তা; অনিচ্ছা, অরুচি, বিতৃষ্ণা; (বৈদ্যকশাস্ত্রে) শারীর মলাদির স্বাভাবিক গতিরোধ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রবেশ্য—প্রবেশের অযোগ্য; যাহার মধ্যে প্রবেশ করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অপ্রবেশ্য শিলা**—যে পাথরের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে না, impervious rock.

অপ্রভ—প্রভাহীন, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল; অতীক্ষ্ণ, অপ্রখর; অধম। ন (নাই) প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রমত্ত—অবহিত, সাবধান, ধীর; প্রমাদরহিত; মাদকপ্রভাবমুক্ত। ন প্রমত্ত (প্রমাদযুক্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রমা—প্রমার অর্থাৎ নিশ্চয় জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান, ভ্রমজ্ঞান। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রমাণ—১। প্রমাণশূন্য, অপ্রামাণিক, অগ্রাহ্য, বিশ্বাসের অযোগ্য। ন (নাই) প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। প্রমাণাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অপ্রমাদ—১। প্রমাদহীনতা, অবধান। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। অপ্রমত্ত, অবহিত; প্রমাদশূন্য। ন (নাই) প্রমাদ (অনবধানতা) যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রমাদী (-মাদিন্‌)—প্রমাদরহিত, ভ্রমশূন্য; অপ্রমত্ত, অবহিত, সাবধান, সতর্ক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

অপ্রমিত—অপরিমিত, অপর্যাপ্ত; অগণিত, অসংখ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রমেয়—১। অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা অসাধ্য; অগণনীয়; প্রচুর; অপরিজ্ঞেয়; অক্ষেপ্য। বিণ। ২। ব্রহ্ম। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অপ্রযত্ন—১। প্রকৃষ্ট যত্নের অভাব, যত্নহীনতা, অপ্রয়াস, নিশ্চেষ্টতা, উদ্যমাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। যত্নহীন, নিশ্চেষ্ট, নিরুদ্যম। ন (নাই) প্রযত্ন যাহার, বহু। বিণ।

অপ্রযুক্ত—অব্যবহৃত; অসংগত; অন্যায়; অযোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রযুক্ততা—অসংগতি; অযোগ্যতা; অসংগত পদ প্রয়োগরূপ কাব্যালংকার দোষ। [যে শব্দ অভিধানে থাকিলেও সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, তাদৃশ শব্দের ব্যবহার। যথা,—ঈশাঙ্কের উষর্বুধে মারা গেল মার। নাকেতে নির্জরগণ করে হাহাকার। ঈশাঙ্ক (শিব), উষর্বুধ (অগ্নি), মার (কামদেব) নাক (স্বর্গ), নির্জর (দেবতা) প্রঃ শব্দের প্রয়োগে এই দোষ ঘটিয়াছে।] অপ্রযুক্ত+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অপ্রয়োগ—প্রয়োগের অভাব; অপব্যবহার, অব্যবহার। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অপ্রয়োজন—প্রয়োজনহীনতা, অনাবশ্যকতা। নঞ্‌তৎ বা অব্যয়ী। বি; ক্লী।

অপ্রয়োজনীয়—অনাবশ্যক, অদরকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রলম্ব—১। বিলম্বাভাব, ত্বরা, শীঘ্রতা। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। বিলম্বহীন, ত্বরিত, শীঘ্র। বহু। বিণ।

অপ্রশংসনীয়—প্রশংসার অযোগ্য, অশ্লাঘ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রশংসা—প্রশংসাভাব, অস্তুতি, অশ্লাঘা; প্রশংসা না করা, অসুখ্যাতি; অখ্যাতি, নিন্দা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অপ্রশংসিত—নিন্দিত, গর্হিত, জঘন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রশস্ত—১। অপকৃষ্ট, খারাপ; অযোগ্য; প্রতিকূল; অশুভ; নিন্দিত; অপ্রচলিত; অবিহিত; নিষিদ্ধ; অনুচিত; অসচ্ছন্দ। ন প্রশস্ত, নঞ্‌তৎ। ২। অল্পপ্রস্থ, কম চওড়া, অনতিবিস্তৃত। বাংপ্র। বিণ।

অপ্রশুদ্ধ—অপরিশুদ্ধ; অপবিত্র। অ—প্র—শুধ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অপ্রসক্ত—অনভিনিবিষ্ট; অনাসক্ত; প্রসঙ্গরহিত; অসংবদ্ধ; অসংলগ্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রসন্ন—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত; বিষণ্ণ, দুঃখিত, ক্ষুব্ধ; ম্লান। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রসন্নতা—বিষাদ, অসন্তোষ, বিরক্তি, দুঃখ; ক্ষোভ; ম্লানতা। ন প্রসন্নতা, নঞ্‌তৎ; অথবা অপ্রসন্ন+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অপ্রসিদ্ধ—অবিখ্যাত; অজ্ঞাত; অসিদ্ধ, অনিষ্পন্ন; অমূলক, অপ্রামাণিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অপ্রসিদ্ধি**।

অপ্রসূত—নিঃসন্তান, বাঁজা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রস্তুত—যাহা প্রস্তুত নয়, অনিষ্পন্ন; অপ্রাসঙ্গিক; অপ্রতিভ, লজ্জিত; অনিচ্ছুক; অতৎপর; অবর্তমান; (অলংকারশাস্ত্রে) যাহা বর্ণনার বিষয় নহে। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অপ্রস্তুতপ্রশংসা—অর্থালংকার বিঃ [অপ্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা যদি প্রস্তুত বিষয়ের হয়, তবে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকার হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যেস্থলে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মে, সে স্থলে অপ্রস্তুত প্রশংসা নামক অলংকার হয়। 'অলংকার' দ্রঃ]। ন প্রস্তুত,

নঞ্তৎ—অপ্রস্তুত ; তাহার প্রশংসা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রহত—অক্ষুণ্ণ ; খিল, অকৃষ্ট ; অনাহত ; লোকের গমনাগমনবিরহিত ; অপদদলিত, untrodden. নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রাকরণিক—যাহা প্রস্তাবিত নয়, অপ্রাস্তাবিক, অবান্তর, আলোচ্য বিষয়-বহির্ভূত। ন প্রাকরণিক, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অপ্রাকৃত—অসাধারণ ; অলৌকিক ; অ-স্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, কৃত্রিম ; যাহা প্রজা-সংক্রান্ত নয় এমন ; প্রাকৃত বা মায়িক জগতের বহির্ভূত ; অজাগতিক ; সংস্কৃত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তী**।

অপ্রাচীন—অপুরাতন ; অবৃদ্ধ ; অপূর্ব-দেশীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রাচুর্য—অল্পতা ; অপর্যাপ্ততা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অপ্রাজ্ঞ—মূর্খ ; জ্ঞানশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রাণ—১। প্রাণাভাব, প্রাণহীনতা, জীবন-শূন্যতা ; মৃত্যু। নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। প্রাণহীন, জীবনশূন্য ; মৃত ; নির্জীব, অচেতন। ন (নাই) প্রাণ যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা**, **-ত্ব**।

অপ্রাণী (-ণিন্)—১। প্রাণহীন, জীবনশূন্য ; নির্জীব, অচেতন। বিণ। স্ত্রী, **-ণিনী**। ২। প্রাণী ভিন্ন অন্য বস্তু, অচেতন পদার্থ। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অপ্রাপণীয়—অপ্রাপ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্ত—যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই এমন, অনধিগত, অলব্ধ ; যে প্রাপ্ত হয় নাই এরূপ, যে পায় নাই এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রাপ্তকাল—১। অনুপযুক্ত সময়, অকাল। প্রাপ্ত যে কাল সে প্রাপ্তকাল, কর্মধা ; ন প্রাপ্তকাল, নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। অনাসন্ন মৃত্যু, যাহার মরণকাল এখনও আসে নাই ; অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তব্যবহার, নাবালক ; অযথাকালীন, অসাময়িক ; যথাকালের পূর্ববর্তী। প্রাপ্ত হইয়াছে কাল যৎকর্তৃক সে প্রাপ্তকাল, বহু ; প্রাপ্ত কালকে, ২তৎ ; ন প্রাপ্তকাল, নঞ্তৎ ; অথবা অপ্রাপ্ত কাল যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্তবয়স্ক—যে দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হয় নাই, অপ্রাপ্ত-ব্যবহার, নাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে বয়ঃ যৎকর্তৃক সে প্রাপ্তবয়স্ক, বহু+ক সমাসান্ত ; ন প্রাপ্তবয়স্ক, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বয়স্কা** (ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্তা)।

অপ্রাপ্তবয়াঃ (-বয়স্, -বয়া)—'অপ্রাপ্ত-বয়স্ক' (অপ্রা দ্রঃ)। বিণ।

অপ্রাপ্তব্যবহার—যে ব্যবহারযোগ্য কাল (বয়স) প্রাপ্ত হয় নাই, দায়াধিকারাদি বিষয়ে উপযুক্ত বয়স যে পায় নাই, নাবালক, অপ্রাপ্তবয়স্ক। অপ্রাপ্ত (অলব্ধ) হইয়াছে ব্যবহার (অর্থাৎ ঋণাদানাদি অষ্টাদশ প্রকার ব্যাপার) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্তযৌবন—যে এখনও যৌবনপ্রাপ্ত হয় নাই, অযুবা, বালক বা কিশোর। ন প্রাপ্ত যৌবন যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-যৌবনা**।

অপ্রাপ্তলক্ষণ—অলব্ধ-চিহ্ন। ন প্রাপ্ত (লব্ধ) লক্ষণ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্তি—১। প্রাপ্তিরাহিত্য, না পাওয়া ; অসদ্ভাব, অভাব, অসম্ভব ; অসংগতি, অনুপপত্তি। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। প্রাপ্তিশূন্য, লাভশূন্য। ন (নাই) প্রাপ্তি যাহাতে, বহু। বিণ।

অপ্রাপ্য—যাহা পাওয়া অসাধ্য, সুদুষ্প্রাপ্য, সুদুর্লভ। নঞ্তৎ। বিণ। বি, **-তা**।

অপ্রামাণিক, অপ্রামাণ্য—অপ্রমাণ-সিদ্ধ, অশ্রদ্ধেয়, হেয়, অগ্রাহ্য, অবিশ্বাস-যোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রাসঙ্গিক—প্রাসঙ্গিক বিষয়াতিরিক্ত, আলোচ্য বিষয়ের বহির্ভূত, অবান্তর, irrelevant. নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অপ্রিয়—১। যে কাহারও প্রীতি বা ভালবাসা আকর্ষণ করিতে পারে না এমন, অপ্রীতিকর ; অশুভ, অনিষ্ট। বিণ। ২। অনিষ্ট, ক্ষতি ; নিন্দা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অপ্রিয়ংবদ—দুর্মুখ। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রিয়কারী (-কারিন্)—অপ্রীতিকর কার্যকারক ; অনিষ্টকারী, ক্ষতিকারক, বৈরী। ন প্রিয়কারী, নঞ্তৎ ; অথবা উপতৎ ; অপ্রিয়—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অপ্রিয়বাদ—কড়া কথা ; কটুবাক্য ; অপ্রীতিকর কথা। ৬তৎ বা কর্মধা। বি ; পু।

অপ্রিয়বাদী (-বাদিন্)—অপ্রিয়-কথনশীল, যে সর্বদা অপ্রিয় কথা বলে, অপ্রিয়ভাষী, যে মর্মান্তিক কথা কয়। উপতৎ ; অপ্রিয়—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা**।

অপ্রিয়ভাষ, -ভাষা—অপ্রীতিকর বাক্য, পরুষবচন, কটুকথা। কর্মধা। বি ; পু।

অপ্রিয়ভাষিণী—অপ্রিয়বাদিনী, যে (রমণী) কঠোর বাক্য বলে। 'অপ্রিয়ভাষী' দ্রঃ। অপ্রিয়ভাষিন্+ঈপ্। বিণ।

অপ্রিয়ভাষী (-ষিন্)—যে অপ্রীতিকর কথা বলে, পরুষভাষী, কর্কশবাদী, কটুভাষী। উপতৎ ; অপ্রিয়—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

অপ্রিয়া—যে প্রীতিদায়িনী নহে এমন, অপ্রীতিকরী, যে রমণীর আচরণ-দর্শনে প্রীতি জন্মে না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রীত—অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রীতি—অপ্রণয়, বিবাদ ; বিরোধ ; বিরক্তি। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অপ্রীতিকর—অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর। নঞ্তৎ ; অথবা, উপতৎ। অপ্রীতি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অপ্রীতিজনক—অপ্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অপ্রীতিভাজন, -পাত্র—অসন্তোষের পাত্র, যাহার প্রতি অসন্তোষ জন্মিয়াছে। ৬তৎ। বিণ বা বি ; ক্লী।

অপ্রেক্ষণ—অদর্শন। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। বিণ—**অপ্রেক্ষণীয়, অপ্রেক্ষিত**।

অপ্রেত—অপ্রয়াত, অমৃত, মরে নাই এরূপ ; যে প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্রোক্ষণ—অসেচন ; যজ্ঞীয় পশুর অবধ। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অপ্লুত—অক্রুত, ধীর। নঞ্তৎ। বিণ।

অপ্সর—দেবযোনি বিঃ। <অপ্সরস্। বি।

অপ্সরা—স্বর্বেশ্যা, স্বর্গকামিনী ; পরী। অপ্ (জল)—সৃ+অ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অপ্সরাঃ (অপ্সরস্)—অপ্সরা, স্বর্বেশ্যা, সুরসুন্দরী [উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, বিদ্যুৎ-পর্ণা, তিলোত্তমা, সুকেশী, রুচিরা, ঘৃতাচী, সুমধ্যা, মিশ্রকেশী, নাগদন্তা, হেমা, সুবাহু, বিশ্বাচী, পুঞ্জিকাস্থলা, অলম্বুষা, সোমা প্রঃ]। অপ্ (জল)—সৃ+অস্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অপসরী—অপ্সরা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

অপ্সরোগণ—অপ্সরাসমূহ। ৬তৎ। বি ; পু।

অপ্সরোনিন্দিত—অপ্সরাঃ অপেক্ষাও প্রশংসিত, অনিন্দ্যসুন্দরী। অপ্সরা নিন্দিতা হয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। [এই পদটি স্ত্রীলোকের বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হয়, তৎকালে উহা "অপ্সরোনিন্দিতা" হইবে। আর রূপাদির বিশেষণ হইলে 'অপ্সরোনিন্দিত'ই হয়।]

অফল—১। ফলহীন, যাহার ফল হয় না এমন ; বন্ধ্যা ; নিষ্ফল, বিফল। বিণ। ২। ঝাবুক, ঝাউ গাছ। বহু। বি ; পু।

অফলদর্শী (-দর্শিন্)—অফলাকাঙ্ক্ষী ; অফলোপধায়ক, বিফল, ব্যর্থ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**, **-ত্ব**।

অফলদাতা (-তৃ)—যাহাতে ফল হয় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অফলদায়ক—নিষ্ফল ; যাহাতে ফল হয় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িকা।

অফলদায়ী (-য়িন্)—অফলদায়ক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িনী।

অফলন্ত—যাহা ফলে না বা ফল প্রসব করে না, অফলা, বাঁজা। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অফলা—১। ফলরহিতা, নিষ্ফলা ; সন্তানহীনা। বিণ। ২। ভূমি আমলকী ; ঘৃতকুমারী। ন (নাই) ফল যাহার, বহু +আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। অফলন্ত ('— গাছ') ; বাঁজা, আঁড়া। ন (নাই) ফল যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

অফলাকাঙ্ক্ষ—যে ফলের আশা রাখে না, নিষ্কাম। বহু। বিণ।

অফলোৎপাদক—অফলোৎপাদক ; নিষ্ফল ; ব্যর্থ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অফুটন্ত—অস্ফুট ; অফুটন্ত। < অফুটন্ত। বিণ।

অফিস, আপিস—কাছারি, কেরাণীর কাজ করিবার বা বিষয়কর্মসম্পাদনের স্থান, দপ্তর, সেরেস্তা। < ইং office. বি।

অফুট—১। অপরিস্ফুট, অব্যক্ত, অপ্রকাশিত ; অবিকসিত, অপ্রস্ফুটিত। < অস্ফুট। ২। ছিদ্রহীন। বহু। বাংপ্র। বিণ।

অফুটন্ত—অপ্রস্ফুটিত, অবিকসিত, অর্ধস্ফুটিত ; যা ফুটানো হয় নাই এমন ('— ফুল')। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অফুরন্ত—ফুরায় না এরূপ, অক্ষয়, অশেষ। নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অফুরান—যাহা ফুরায় না এমন, অফুরন্ত, অশেষ। বহু। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

অফুল্ল—অপ্রস্ফুটিত, অবিকসিত। নঞ্‌তৎ।

অফেন—১। ফেনশূন্য। ন (নাই) ফেন যাহার, বহু। বিণ। ২। অহিফেন, আফিম। ন (কুৎসিত) ফেন (নির্যাস) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

অফেরুক—পেয়ারা। প্রা কপ্র। বি।

অব—১। ন্যূনতা ; নিম্নতা ('অবতরণ') ; অনাদর ('অবজ্ঞা') ; নিশ্চয় ('অবধারণ') ; পরিভব ; আদেশ ; নিয়োগ ; আলম্বন ; ব্যাপ্তি ; বিশ্রাম ; শুদ্ধি ; হীনতা ; বিয়োগ ; বিজ্ঞান ; পুষ্টি। অব্+অচ্ কর্তৃ। অ, উপসর্গ। ২। একবে, এখন। হি-মু। প্রা কপ্র। ৩। রক্ষা করা ("অপরাধ ক্ষম মা গো অব গো অব্যয়া" —ভারত)। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবইতে—আসিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবংশ—অপ্রশস্ত বংশ, নীচকুল। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অবকথন—চাটুবাক্য ; স্তুতি। অব—কথ+ অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

১। আবর্জনা, জঞ্জাল ; সম্মার্জনী-নিক্ষিপ্ত ধূলি, ঝাঁটার ধূলা। অব—কৃ (বিক্ষেপ করা)+অপ্ কর্ম। ২। বিক্ষেপ। অব—কৃ+অপ্ ভাব। বি ; পু।

অবকর্ত—খণ্ডিত বা ছিন্ন অংশ, খণ্ড। অব—কৃত্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

অবকর্তন—১। কর্তন, ছেদন, কাটা ; সূত্রনির্মাণ, কাটনাকাটা। অব—কৃত্+ অনট্ ভাব। ২। চরকা। অব—কৃত্+ অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

অবকর্ষণ—বলপূর্বক আকর্ষণ ; অধোনয়ন। অব—কৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবকলন—বিয়োগ, subtraction. অব—কল্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবকলিত—সংকলিত, সমাহৃত, বদ্ধ ; জাত। অব—কল (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবকাশ—অবসর ; কার্য হইতে বিরাম, ছুটি ; দুই ঘটনার মধ্যবর্তী কাল ; ফাঁক ; স্থান ; অবস্থান। অব—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবকীর্ণ—১। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ; আবৃত ; বিধ্বস্ত ; চূর্ণিত ; খণ্ডিত (ব্রহ্মচর্যাদি) ; ক্ষত। অব—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উৎসন্ন ; ব্রহ্মচর্য ব্রতভঙ্গ। অব—কৄ+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবকীর্ণী (-কীর্ণিন্)—ক্ষতব্রত, ব্রতলঙ্ঘনকারী। অবকীর্ণ+ইন্। বিণ।

অবকীলক—অন্তঃপ্রবিষ্ট শঙ্কু। প্রাদি। বি ; পু।

অবকুঞ্চন—কুঞ্চন, কোঁকড়ানো ; নমন, নতকরণ, নোয়ানো। অব—কুন্চ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবকুণ্ঠন—বেষ্টন, ঘেরা ; আকর্ষণ। অব—কুন্ঠ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবকুণ্ঠিত—বেষ্টিত ; আকৃষ্ট ; কাতর। অব—কুন্ঠ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবকুম্ভন—কুম্ভন, কোঁথানো। অব—কুন্থ্ +অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবকৃষ্ট—১। অপসারিত ; নিষ্কাশিত ; বহিষ্কৃত, তাড়িত ; আকৃষ্ট ; অধম, হেয়। বিণ। ২। অপকৃষ্ট জাতি ; গৃহসম্মার্জক ও জলবহনাদি কর্মকারক সেবক ; মেথর ফরাশ প্রঃ ভৃত্য। অব—কৃষ্ (কর্ষণ করা) +ক্ত কর্ম। বি ; পু।

অবকে—একবে, এখনই, অতঃপর। হি-মু। প্রা কপ্র। অ।

অবকেশী (-শিন্)—১। অফল বৃক্ষ, বাঁজা গাছ। বি ; পু। ২। নিষ্ফল, বন্ধ্যা ; অল্পকেশবিশিষ্ট। অবক (মুখহীনতা, শূন্যতা)—ঈশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কেশিনী।

অবকোটক—বক। অব—কুট্ (বক্র হওয়া)+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

অবক্তব্য—যাহা বলা উচিত নয় এরূপ, অকথ্য, অকথনীয় ; অনির্বচনীয়, বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবক্তা (-বক্তৃ)—নিকৃষ্ট বক্তা। ন (অপ্রশস্ত) বক্তা, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। স্ত্রী, -বক্ত্রী।

অবক্ত্র—মুখশূন্য (ব্রণাদি) ; মুখহীন (পাত্র)। বহু। বিণ।

অবক্র—সরল ; সোজা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবক্রন্দন—উচ্চৈঃক্রন্দন, তারস্বরে রোদন, চেঁচাইয়া কাঁদা। অব—ক্রন্দ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবক্রম—অবরোহণ, নিম্নগতি। অব—ক্রম+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবক্রয়—১। নিষ্ক্রয়, মূল্য, দাম ; ভাড়া ; বাণিজ্যার্থে রাজাকে প্রদেয় শুল্ক। অব—ক্রী (ক্রয় করা)+অচ্ করণ। ২। অন্যায্যভাবে ক্রয়, অসৎ উপায়ে খরিদ। প্রাদি। বি ; পু।

অবক্রান্তি—অধোগমন, অবতরণ ; নিকটে গমন। অব—ক্রম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবক্রিয়া—অপকার ; অপকর্ম ; উদাসীনতা, অনাদর। অব—কৃ (করা)+শ ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবক্রীড়ন—নিন্দাজনক খেলা ; যে খেলায় অন্যায় উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অবক্রীত—অন্যায্যভাবে ক্রীত, অসৎ উপায়ে কেনা। প্রাদি। বিণ।

অবক্রুষ্ট—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; অভিশপ্ত। অব—ক্রুশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবক্রোধ—অত্যন্ত রাগ। প্রাদি। বি ; পু।

অবক্রোশ—ভর্ৎসনা, তিরস্কার ; চিৎকার ; শাপ। অব—ক্রুশ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবক্লেদ—ক্ষতাদি হইতে রস বা পুঁজ পড়া। প্রাদি। বি ; পু। [পু।

অবক্ষয়—ক্ষয়, অপচয়, নাশ। প্রাদি। বি ;

অবক্ষিপ্ত—অধঃক্ষিপ্ত, যাহাকে নীচে ফেলা হইয়াছে এমন ; উপহাসের সহিত উক্ত ; যাহাকে ব্যঙ্গ করা হইয়াছে এরূপ। অব—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবক্ষীণ—ক্ষীণ, ক্ষয়প্রাপ্ত, কৃশীভূত। প্রাদি। বিণ।

অবক্ষুত—১। ক্ষুৎ, হাঁচি। প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার উপর হাঁচা হইয়াছে এমন। অব—ক্ষু+ক্ত কর্ম। বিণ।

অণ্ডাকার ক্ষেত্র ; বৃত্তাভাস। প্রাদি। বি : স্ত্রী।

অবক্ষেপ—১। অধঃক্ষেপণ; শ্লেষোক্তি; তিরস্কার; বিক্ষেপ। অব—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। তলানি সঞ্চয়, deposition. অব—ক্ষিপ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

অবক্ষেপক—তিরস্কারকারী; বিক্ষেপ-কারী; যে শ্লেষোক্তি করে। অব—ক্ষিপ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**ক্ষেপিকা**।

অবক্ষেপণ—অধঃক্ষেপণ; নীচে ফেলা; বিক্ষেপণ, ছড়ানো; নিন্দা, অপবাদ; শ্লেষোক্তি; তিরস্কার। অব—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবক্ষেপণী—রশ্মি, লাগাম। অব—ক্ষিপ্ +অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবখণ্ডন—অবচ্ছেদ, ভেদন; বিনাশ, ধ্বংস। অব—খণ্ডি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবগণিত—অবমানিত, উপেক্ষিত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত; তিরস্কৃত; পরাজিত। অব—গণ্ (গণনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগণ্ড—গণ্ডস্থ ব্রণ, বয়ণ্ড, বয়স ফোড়া। অব —গম্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

অবগত—১। জ্ঞাত, বিদিত; পরিজ্ঞাত। অব—গম্+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। ২। প্রস্থিত; অপসৃত; নিম্নগত। অব—গম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবগতি—বোধ, জ্ঞান; প্রস্থান, অপসরণ; জ্ঞানার্থ অবধান বা মনোনিবেশ (যথা— "বচনে কর অবগতি")। অব—গম্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অবগদিত—অকথিত, অনুচ্চারিত; নিন্দিত। অব—গদ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগন্তব্য—১। জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়, বোধ্য। অব—গম্ (জ্ঞাত হওয়া)+তব্য কর্ম। ২। গমনযোগ্য। অব—গম্ (গমন করা) +তব্য কর্ম। বিণ।

অবগম, -গমন—অবগতি, জ্ঞান; প্রস্থান, অপসরণ; অধোগমন। অব—গম্+অপ্, অনট্ ভাব। বি; পুং ও ক্লী।

অবগর—১। এতদ্ব্যতীত, ইহা ভিন্ন। প্রা কপ্র। অ। ২। পাপ, কলুষ। <অবকর। বি।

অবগাই—১। অবগাহন করিয়া বা করিতেছে; প্রশমন করিয়া, শান্ত করিয়া; এড়াইয়া। ক্রি। ২। বিশ্রাম; বাক্যের বিরাম। প্রা কপ্র। বি।

অবগাঢ়—নিবিড়, নিশ্ছিদ্র; নিমগ্ন; নিম্ন; অন্তঃপ্রবিষ্ট; পরাভূত; আলোড়িত; স্নাত। অব—গাহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবগাঢ়ি—অভিভূত ("আছনু অবগাঢ়ি সংসার-ধেয়ানে"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। বিণ।

অবগান—স্নান। কপ্র <অবগাহন। বি।

অবগাহ—১। অবগাহন (সকল অর্থে); অধিগম, অধিকার। অব—গাহ্ (স্নান করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। স্নানের ঘাট। অব—গাহ্+ঘঞ্ অধি। বি; পুং। ৩। মগ্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

অবগাহক—স্নানকারী। অব—গাহ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**গাহিকা**।

অবগাহন—স্নান, জলে নামিয়া স্নান, জলে সর্বশরীর ডুবাইয়া স্নান; জলমধ্যে গমন; মজ্জন; গভীরতায় প্রবেশ, অন্তঃপ্রবেশ; (শাস্ত্রাদিতে) অধিগম। অব—গাহ (স্নান করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবগাহিত—জলমধ্যে নীত; মজ্জিত; অন্তঃপ্রবেশিত; যাহাকে জলে নামাইয়া স্নান করানো হইয়াছে এরূপ। অব— ণিজন্ত গাহ্ (=গাহি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগাহ্য—অবগাহনযোগ্য (জলাদি); অন্তঃপ্রবেশযোগ্য। অবগাহ+যৎ যোগ্যার্থে। বিণ।

অবগীত—১। নিন্দিত; গীত; দুষ্ট; দুর্দৃষ্ট; বেসুরা-গাওয়া (গান)। অব— গৈ (গান করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অপবাদ; মন্দ গীত, কুৎসিত গান। অ—গৈ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অবগুণ—১। অগুণ, দোষ। প্রাদি। বি; পুং। ২। বিগতগুণ, নির্গুণ (নীলকণ্ঠ)। অবসৃত গুণ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অবগুণ্ঠন—১। স্ত্রীলোকদিগের মুখাচ্ছাদন বস্ত্র, ঘোমটা। অব—গুন্ঠ্ (বেষ্টন করা) +অনট্ করণ। ২। মুখাচ্ছাদন, মুখ ঢাকা দেওয়া। অব—গুন্ঠ্ (বেষ্টন করা) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবগুণ্ঠনবতী—ঘোমটা দেওয়া, আচ্ছাদন-বস্ত্র দ্বারা আবৃতমুখী। অবগুণ্ঠন+মতুপ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—অবগুণ্ঠন নিবন্ধন অঙ্গুলি-মুদ্রা, অবগুণ্ঠনের আকারে অঙ্গুলিদ্বারা রচিত মুদ্রা বিঃ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠিকা—মুখাচ্ছাদন-বস্ত্র; আবরণ, যবনিকা। অব—গুন্ঠ্+ণক কর্তৃ+ আপ্। বি; স্ত্রী।

অবগুণ্ঠিত—কৃতাবগুণ্ঠন, ঘোমটা-দেওয়া; আচ্ছাদিত, আবৃত। অব—গুন্ঠ্ (বেষ্টন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবগৃহ্য—(ব্যাক) প্রগৃহ্যসংজ্ঞক পদ। অব—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। বি; ক্লী।

অবগোরণ—হননার্থ অস্ত্রাদি উত্তোলন, মারিবার জন্য লাঠি প্রঃ উঠানো। অব —গুর্ (উত্তোলন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবগ্রহ, অবগ্রাহ—অবরোধ; প্রতিবন্ধ; অনাবৃষ্টি; বৃষ্টিরোধ; গ্রহণ, স্বীকার; হরণ; অপসারণ; তিরস্কার; শাপ; নিগ্রহ; অনাদর; হস্তি-ললাট; অঙ্কুশ; গজসমূহ; ভ্রমজ্ঞান; অর্ধমাত্রা-কাল; বিচ্ছেদ; বিরামকাল। অব—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ অপ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবগ্রহণ—অবজ্ঞা, অনাদর; প্রতিরোধ; অপাকরণ; জ্ঞান। অব—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবগ্রাহ্য—অবজ্ঞেয়; অপাকৃত্য। অব— গ্রহ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবঘট্ট—গর্ত; গাঁতা। অব—ঘট্ (চালিত করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পুং।

অবঘট্টন—আস্ফালন। অব—ঘট্ট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবঘর্ষণ—ঘর্ষণ, ঘষা, রগড়ানো। প্রাদি। বি; ক্লী।

অবঘর্ষিত—ঘর্ষিত, যাহা ঘষা হইয়াছে, রগড়ানো। প্রাদি। বিণ।

অবঘাত—সাংঘাতিক প্রহার; দারুণ আঘাত; তাড়ন; অপহত্যা; অপমৃত্যু; চাউল কাঁড়া। অব—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবঘাতন—কোন সংখ্যার যে কোন মূল নির্ণয়, evolution. অব—হন্+ণিচ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবঘাতী (-ঘাতিন্)—অবঘাতকারক। অব—হন্ (বধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং।

অবঘুষ্ট, -ঘুষিত—প্রতিধ্বনিত, শব্দদ্বারা আহূত; ঘোষণাদ্বারা প্রচারিত। অব— ঘুষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবঘূর্ণ, -ঘূর্ণন—ঘূর্ণন, চক্রাকারে ভ্রমণ, আবর্তন, ঘুরন, ঘোরা। অব—ঘূর্ণ্+অচ্, অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবঘূর্ণিত—ঘূর্ণিত, চক্রাকারে ভ্রমিত, ঘুরানো হইয়াছে এরূপ। প্রাদি। বিণ।

অবঘোষণা—প্রচার, announcement. অব—ঘুষ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবচনীয়—অকথ্য, অশ্লীল; অনির্বচনীয়; অনিন্দনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অবচয়—চয়ন, ফলাদি ছেদন; অপচয়; সম্পত্তির মূল্যহ্রাস, depreciation. অব—চি (চয়ন করা)+অচ্ ভাব। বি; পুং।

অবচায়ী (-চায়িন্)—চয়নকারী। অব— চি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**চায়িনী**।

অবচিত—যাহা চয়ন করা হইয়াছে; সঞ্চিত; আহৃত; অপব্যয়িত। অব—চি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবচূড়—মাল্য; চামর; ধ্বজার অগ্রভাগে

যন্ত্র অধোলম্বিত বস্ত্র। অবনতা চূড়া যাহার, বহু। বি ; পু।

অবচূর্ণন—চূর্ণন, গুঁড়ন, গুঁড়া করা। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অবচূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, গুঁড়িত, গুঁড়ানো, পিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

অবচূল—পতাকার অধোভাগে নিবদ্ধ বস্ত্র ; ধ্বজাগ্রবদ্ধ চামর। অবনতা চূড়া যাহার, বহু ; ড়-স্থানে ল। বি ; পু।

অবচূলক—চামর। অবচূড়+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অবচেতন—চেতনার অন্তরালে স্থিত, অন্তঃসংজ্ঞাবিশিষ্ট, subconscious. অব—চিত্+অন কর্তৃ। বিণ।

অবচেতনা—অন্তর্জ্ঞান, চেতনার যে অংশ সাধারণতঃ সক্রিয় থাকে তাহা, the subconscious. অব—চিত্+অন ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবচ্ছদ—আচ্ছাদনসাধন, পরিচ্ছদ। অব—ছাদি+ঘ করণ। বি ; পু।

অবচ্ছায়া, অবছায়া—আপছায়া, অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি ; জলে প্রতিবিম্বিত ছায়া। অব (অবকৃষ্ট) ছায়া, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অবচ্ছিন্ন—বিশিষ্ট, যুক্ত ('শোকাবচ্ছিন্ন') ; মিশ্রিত ; ছিন্ন ; বিভক্ত, বিশ্লিষ্ট ; সীমাবদ্ধ ; সংকুচিত ; বিলুপ্ত (শুভ্র) ; নির্বিষয়, abstract. অব—ছিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবচ্ছুরিত—১। ব্যাপ্ত ; মিশ্রিত ; রুষ্ট। অব—ছুর (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। চিঁহি চিঁহি করিয়া হাস্য ; অট্টহাস্য। অব—ছুর+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অবচ্ছুরিতক—অট্টহাস্য। অবচ্ছুরিত+কন্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

অবচ্ছেদ—পরিচ্ছেদ, সীমা ; একদেশ ; বিচ্ছেদ ; খণ্ড, ছিন্নাংশ ; কর্তন ; বিরাম ; নির্ধারণ। অব—ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবচ্ছেদক—পরিচ্ছেদক ; বিভাজক ; নিয়ামক ; ব্যাপক ; নির্ধারক। অব—ছিদ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

অবচ্ছেদন—ছেদন, কর্তন, কাটা ; বিভজন, ভাগ করা ; বিশেষণ, পৃথক্ করণ। অব—ছিদ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবচ্ছেদাবচ্ছেদ—প্রভেদ নিবারণপূর্বক সাম্যস্থাপন। অবচ্ছেদের (বিচ্ছেদের) অবচ্ছেদ (কর্তন), ৬তৎ। বি ; পু।

অবজনিত—উৎপাদিত। অব—জন্+ণিচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

অবজয়—পরাজয় ; বিজয়, জয়লাভ। অব—জি (জয় করা)+অচ্ ভাব। বি ; পু।

অবজান—প্রণিধান ; অবজ্ঞা, অনাদর। প্রা কপ্র। বি।

অবজিত—পরাজিত ; বিজিত। অব—জি (জয় করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবজিতি—পরাজয়সাধন, বিজয়। অব—জি (জয় করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অবজ্ঞা—অবমাননা, অনাদর ; তাচ্ছল্য, উপেক্ষা ; তিরস্কার। অব—জ্ঞা (জানা) + অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবজ্ঞাত—অবমানিত, উপেক্ষিত, তিরস্কৃত। অব—জ্ঞা (জানা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবজ্ঞাতা (-জ্ঞাতৃ)—অবজ্ঞাকর্তা, অনাদরকারী, উপেক্ষাকারক, অবহেলাকারী। অব—জ্ঞা+তৃন্ কর্ম। বিণ।

অবজ্ঞান—অবজ্ঞা। অব—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবজ্ঞিল—অবজ্ঞা করিল। কপ্র। ক্রি।

অবজ্ঞেয়—অবজ্ঞার যোগ্য, অশ্রদ্ধেয়, হেয়, অনাদরণীয় ; উপেক্ষণীয়। অব—জ্ঞা (জানা)+যৎ কর্ম। বিণ।

অবট—কূপ ; গহ্বর ; স্বাভাবিক গর্ত ; ব্রণাদিজনিত ক্ষত ; শরীরস্থ নিম্নস্থান ; ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর। অব (রক্ষা করা) +অটন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অবটি, অবটী—কূপ ; গর্ত ; দেহস্থিত ছিদ্রাদি। অব্+অটিন্ কর্তৃ, বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অবটীট—নতনাসিক, খাঁদা। অব (নত) হইয়াছে নাসিকা যাহার, বহুব্রীহি সমাসে নাসিকা শব্দ স্থানে টীট আদেশ। বিণ।

অবটু—কূপ ; গর্ত ; গ্রীবা, ঘাড়। অব—টীক (গমন করা)+ডু কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

অবডঙ্ক, অবডঙ্গ—হট্ট, হাট, বাজার। অব—ডম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা), গৈ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অবডীন—১। পক্ষীর গতি বিঃ, পক্ষীর অধোগমন। অব—ডী+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। উড্ডীন। অব—ডী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবতংস—ভূষণ ; গৌরব ; কর্ণভূষণ ; শিরোভূষণ ; কিরীট। অব—তন্স (ভূষিত করা)+ঘঞ্ করণ। বি ; পু বা ক্লী।

অবতংসিত—১। ভূষিত, অলংকৃত। অব—তন্স+ক্ত কর্ম। ২। আভরণযুক্ত, অলংকারশোভিত ; কর্ণভূষণশোভিত ; কিরীটভূষিত। অবতংস+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

অবতত—আবৃত, ব্যাপ্ত ; প্রসারিত, বিস্তারিত। অব—তন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবততি—সমূহ, সংহতি, দল। অব—তন্ (বিস্তার করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

—ঈষৎ অন্ধকার ; তিমির। অবতত (ব্যাপ্ত) তমঃ, প্রাদি+অ সমাসান্ত। বি ; ক্লী। [গাঢ় অন্ধকারকে অন্ধতমস এবং ক্ষীণান্ধকারকে অবতমস বলে।]

অবতর—১। অবতরণ (সকল অর্থে)। অব—তৃ (পার হওয়া)+অপ্ ভাব। বি ; পু। ২। অবতীর্ণ হও। বাঙ্গালা ক্রিয়া, অনুজ্ঞা ; কপ্র। ৩। সঞ্চার ; উত্তরণমার্গ ; প্রস্তাব। বি ; পু।

অবতরণ—১। অবরোহণ, নীচে নামা ; উত্তরণ, পার হইয়া যাওয়া ; উল্লিখন ; উৎপত্তি, অবতার ; অপসারণ ; আকস্মিক তিরোভাব। অব—তৃ+অনট্ ভাব। ২। অবরোহণ-সাধন বা নদী প্রভৃতির অবতরণপথ, তীর্থ-সোপান। অব—তৃ+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অবতরণিকা—ভূমিকা, গ্রন্থের প্রস্তাবনা ; সোপান, সিঁড়ি। অবতরণ+কন্+আপ্। পি ; স্ত্রী।

অবতরা—অবতরণ করা, অবতীর্ণ হওয়া, নামা। বাংপ্র। ক্রি।

অবতরু—অবতীর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

অবতল—নতোদর, যাহার উপরিভাগ গর্তযুক্ত, concave. অবনত তল যাহার, বহু। বিণ।

অবতলভঙ্গ—ভূগর্ভস্থ মৃত্তিকাস্তরের কোনটির ধ্বসিয়া পড়া, syncline. অবকৃষ্ট তল, প্রাদি ; তাহার ভঙ্গ, ৬তৎ। বি ; পুং।

অবতান—বিস্তার ; লতাপ্রতান, লতাশাখা-পত্রচয় ; অধোমুখ ; আবরণ, আচ্ছাদন ; চন্দ্রাতপ ; পটমণ্ডপ। অব—তন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবতার—১। উৎপত্তি ; প্রাদুর্ভাব ; অবতরণ, অবরোহণ, নামা ; মূর্তরূপ দেবতাদিগের অংশোদ্ভব, দেবগণের ভূলোকে আবির্ভাব [বিষ্ণুর দশ অবতার যথা—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) কৃষ্ণ-বলরাম, (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কি]। অব—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া) +ঘঞ্ ভাব। ২। নদ্যাদির ঘাট, তীর্থ ; প্রস্তাবনা ; উপক্রমণিকা। অব—তৃ+ঘঞ্ করণ। ৩। (ভূভার) হরণ, অবতারণ ; (বিষ) প্রবাহ ; নিক্ষেপ, পাতন। অব—তারি+অচ্ ভাব। বি ; পু। ৪। (যুদ্ধে) অবতীর্ণ ; উপস্থিত। বিণ।

অবতারণ—অবরোপণ, নামানো ; (ভূভার) হরণ ; প্রস্তাবন ; উৎপত্তি ; ভূতাদি-গ্রহ ; বস্ত্রাঞ্চল, কাপড়ের খুঁট ; অর্চনা ; (বেশ) উন্মোচন ; দেবাদির মর্ত্যে আবির্ভাব। অব—ণিজন্ত তৃ—তারি (পার করানো) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবতারণা—অবতারণ (সকল অর্থে)। অব—তারি+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবতারণিকা, অবতারণী—উপক্রমণিকা; সিঁড়ি, ক্রম। অবতারণী=অব—ণিজন্ত তৃ (=তারি)+অন করণ+ঈপ্। অবতারণিকা=অবতারণী+কন্ স্বার্থে+আপ। বি; স্ত্রী।

অবতারবাদ—যে ধর্মমতে বিশ্বাস করা হয় যে স্বয়ং ভগবান্ যুগে যুগে ধর্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, doctrine of incarnation অবতার বিষয়ক বাদ, মধ্যপ। বি; পু।

অবতারা—অবতার ("মুরতি শিঙার লখিমী অবতারা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

অবতারিত—অবরোপিত, যাহা নামানো হইয়াছে এরূপ। অব—ণিজন্ত তৃ=তারি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবতারী (-রিন্)—১। অবতারণকারক; আবির্ভাবক। অব—তৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-তারিণী**। ২। অবতারগণের আশ্রয়, যাঁহার দেহে সর্ব অবতারের স্থিতি। প্রা কপ্র। বি।

অবতীর্ণ—আবির্ভূত; সমাগত, মূর্তিগ্রহণপূর্বক অবতাররূপে ভূমণ্ডলে আবির্ভূত; নিম্নগত, অবরূঢ়; উত্তীর্ণ; অতিক্রান্ত; প্রবিষ্ট; প্রাপ্ত; অবগাঢ়। অব তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবতোকা—গর্ভস্রাববিশিষ্টা গবী। অব (অপগতা) হইয়াছে তোক (অপত্য) যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

অবথব—অবসাদযুক্ত; স্ফূর্তিহীন; জড়সড়; দুর্বল। প্রাদে। বিণ।

অবদংশ—সুরাপানানুষঙ্গিক চর্বণদ্রব্য, চাট্। অব—দন্শ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

অবদত্ত—প্রদত্ত, বিতীর্ণ; বিলীন; সম্পাদিত। প্রাদি। বিণ।

অবদমন—উৎপাত থামানো; শায়েস্তা করা, repression. অব—দমি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবদাত, অবদাতক—১। নির্মল; (কুলশীলে) অকলঙ্ক; মনোজ্ঞ, সুন্দর; পুণ্য; শুক্লগুণবিশিষ্ট, শ্বেত। বিণ। ২। শ্বেতবর্ণ; পীতবর্ণ। অব—দৈ (শুদ্ধ হওয়া)+ক্ত কর্তৃ (অবদাতক=অবদাত+স্বার্থে কন্)। বি; পু।

অবদান—১। মহৎ কার্য, কীর্তি; সম্পাদিত কর্ম; পরাক্রম, বিক্রমপ্রকাশ; দান। অব—দা (দান করা)+ অনট্ কর্ম। ২। ছেদন; ছেদ, খণ্ড, অতিক্রম। অব—দো (ছেদন করা)+অনট্ ভাব। ৩। শোধন। অব—দৈ (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভাব। ৪। যাহা শুদ্ধ করে, উৎকৃষ্ট চরিত্র বা কর্ম। অব—দৈ+অনট্ কর্তৃ। ৫। পালন। অব—দে (পালন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবদারক—১। খননাস্ত্র। বি; পু। ২। বিদারণকারী; খনক। অব—ণিজন্ত দৃ=দারি (বিদীর্ণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

অবদারণ—১। বিদারণ, কাটানো; চিরা; খনন, খোঁড়া। অব—ণিজন্ত দৃ (=দারি)+অনট্ ভাব। ২। খননাস্ত্র, কোদাল খন্তা সাবল ইঃ। অব—দারি+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

অবদারিত—বিদারিত, কৃতখনন; বিভাজিত। অব—দারি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবদাহ—১। জ্বরাদিজনিত দাহ। অব—দহ্ (তাপিত করা)+ঘঞ্ করণ। ২। দাহনাশক দ্রব্য, বেণামূল, খসখস। অব (অপগত) হয় দাহ যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

অবদীর্ণ—বিদীর্ণ, ভিন্ন; গলিত, দ্রবীভূত; অনাচ্ছাদিত, অভিভূত; জীর্ণ। অব—দৃ (বিদীর্ণ হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবদোহ—দুগ্ধ। অব—দুহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

অবদ্ধ—১। অসংযত, সংগতিরহিত (বাক্য), আবাধা; সম্বন্ধবিহীন; অসম্বদ্ধ; নিরর্থক; প্রকৃত বিষয়ের অনুপযোগী; বৃথা। নঞ্তৎ। বিণ। ২। বিকল বাক্য; প্রলাপ। ন (অ)—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

অবদ্ধমুখ—অপ্রিয়ভাষী, দুর্মুখ, স্পষ্টবক্তা। অবদ্ধ (অসংযত) মুখ যাহার, বহু। বিণ।

অবদ্য—১। অকথ্য; নিন্দনীয়; অধম, নীচ। বিণ। ২। অনিষ্ট; দোষ, পাপ, নিন্দা। ন (অ)—বদ্ (বলা)+যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

অবদ্রব—জলীয় ও তৈলময় পদার্থের মিশ্রণে ঔষধ বিঃ, emulsion. প্রাদি। বি; পু।

অবধ—অবিনাশ; অহিংসা; যজ্ঞে পশুবধ হইতে বিরতি। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবধান—১। প্রণিধান, মনোযোগ, অভিনিবেশ, সাবধানতা; অধিষ্ঠান। অব—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অভিভাষণ বিঃ, শুনিতে আজ্ঞা হোক। বাংপ্র। ৩। অবহিত, মনোযোগী। কপ্র। বিণ।

অবধানপর—সাবধান, মনোযোগী; সাবধানে দর্শনশীল, সতর্ক। অবধান পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

অবধানপরায়ণ—যে সব দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে চায় এমন, সকল ব্যাপার বিশেষভাবে দর্শনেচ্ছু; বিশেষ মনোযোগী। অবধান পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

অবধানী (-নিন্)—মনোযোগী; সাবধান। অবধান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

অবধাবন—পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ; ধাবন, প্রক্ষালন। প্রাদি। বি; ক্লী। বিণ, **-ধাবিত**।

অবধায়ক—যে দেখাশোনা করে, caretaker. অব—ধা+কি কর্তৃ। বি; পু বা বিণ। স্ত্রী, **-ধায়িকা**।

অবধারক—নিরূপক। অব—ধৃ+ণিচ্ (=ধারি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিকা**।

অবধারণ—স্থিরীকরণ, নির্ণয়, নিরূপণ, নিশ্চয়; ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ, সীমানির্ধারণ, পরিমাণনিশ্চয়। অব—ণিজন্ত ধৃ=ধারি (ধারণ করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবধারণীয়, অবধার্য—যাহা স্থির করা আবশ্যক বা উচিত, নিরূপণীয়, নির্ণেয়, নিশ্চেয়। অব—ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনীয়, ণ্যৎ। কর্ম। বিণ।

অবধারনু, অবধারি—অবধারণ করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবধারা—অবধারণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবধারিত—স্থিরীকৃত, নির্ণীত, নিরূপিত, নির্ধারিত। অব—ণিজন্ত ধৃ=ধারি (ধারণ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধি—১। সীমা, অন্ত; অবসান; অবধারণ; নিয়ম। অব—ধা+কি কর্তৃ, ভাব। ২। সময়। অব—ধা+কি করণ। ৩। গর্ত। অব—ধা+কি অধি। বি; পু। ৪। হইতে, যাবৎ; পর্যন্ত। অব—ধা+কি ভাব। অ। ৫। প্রতিশ্রুত কাল; প্রতীক্ষা; শেষ; আধার। প্রা কপ্র। বি।

অবধিবাধিত—নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া যাওয়াতে যাহা তামাদি হইয়া গিয়াছে এমন, barred by limitation ৩তৎ। বিণ।

অবধিয়া, অবুধিয়া, অবোধিয়া—অবোধ, বিচারশক্তিহীন, মূঢ়, তত্ত্বজ্ঞানহীন। প্রা কপ্র। বিণ।

অবধীরণ, অবধীরণা—অবমাননা, হেয়জ্ঞান, অবজ্ঞা। অবধীর্+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অবধীরণীয়—অবজ্ঞেয়, অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়। অবধীর্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অবধীরিত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, উপেক্ষিত। অবধীর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধূত—১। কম্পিত, আন্দোলিত; বিক্ষিপ্ত, চালিত; দূরীকৃত; তিরস্কৃত; অনাদৃত; অভিভূত; ত্যক্ত; সংসারবাসনা-

যুক্ত। অব—ধূ (কম্পিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ। ২। সদাশিব; তত্ত্বদর্শী ব্রাহ্মণ বিঃ। [অবধূত সন্ন্যাসী প্রধানতঃ দুই প্রকার—শৈব ও বৈষ্ণব। মহানির্বাণ তন্ত্রে চারি শ্রেণীর অবধূতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—ব্রহ্মাবধূত, শৈবাবধূত, বীরাবধূত ও কুলাবধূত।

তিন বর্ণের দ্বিজ ব্রহ্মোপাসক হইলে তাঁহাদিগকে যতি বা ব্রহ্মাবধূত বলা যায়।

বিধিপূর্বক পূর্ণাভিষিক্ত সন্ন্যাসীকে শৈবাবধূত বলে।

বীরাবধূতগণ পঞ্চতত্ত্ব সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া বীরাচারবিশিষ্ট স্বরূপের জ্ঞান লাভ করেন। তাঁহারা কেশের সংস্কার-সাধন না করিয়া উহা লম্বমান রাখেন। তাঁহারা অস্থিমালায় বা রুদ্রাক্ষে ভূষিত হন, বিবস্ত্র থাকেন বা কৌপীন ধারণ করেন ও দেহে ভস্ম লেপন করিয়া থাকেন।

কুলাচার মতে অভিষিক্ত হইয়া যে সাধক গৃহাশ্রমে থাকেন, তাঁহাকে কুলাবধূত বলে।

অবধূত বৈষ্ণবেরা রামানন্দের শিষ্য। ইহাদের আচারব্যবহার অতিশয় কুৎসিত। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা জাতিভেদ মানে না এবং তাহাদের পান-ভোজনেরও কোন নিয়ম নাই। তাহাদের মাথায় বড় বড় চুল, গলায় স্ফটিক প্রঃর মালা, কটিতে কৌপীন, গায়ে খিন্কা কিংবা কাঁথা, হাতে নারিকেলের কিস্তী। ইহারা সর্বদাই অতি অপরিষ্কার ভাবে থাকে। লোকে ইহাদিগকে বাউলও বলে। ডুগ্‌কী, গুপীযন্ত্র, একতারা প্রঃ ইহাদের বাদ্যযন্ত্র। ভিক্ষাই ইহাদের জীবিকার উপায়।] অব—ধূ+ক্ত কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, -ধূতী (সং)।

অবধূতানী—পশ্চিমোত্তর প্রদেশীয় সন্ন্যাসিনী। [ইহারা সন্ন্যাসীদের ন্যায় বিভূতি রুদ্রাক্ষাদি শৈবচিহ্ন ধারণ করে, মধ্যে মধ্যে তীর্থপর্যটন করিতে যায় ও ভিক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাগিরি নামে একটি স্ত্রীলোক প্রথমে অবধূতানী হন। সন্ন্যাসীই যেমন সন্ন্যাসীর গুরু, সেই-রূপ অবধূতানীর গুরু অবধূতানী।] অবধূত+স্ত্রী আনী (বাংপ্র)। বি; স্ত্রী।

অবধূতী—শিবাদেবী, ভগবতী; একপ্রকার সন্ন্যাসিনী। অবধূত+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবধূনন—কম্পন; চালন; চিকিৎসা বিঃ। অব—ধূনি+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবধূপিত—ধূপ দ্বারা সুরভীকৃত। অব—ধূপি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধৃত—অবধারিত, নিশ্চিত; জ্ঞাত। অব—ধৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধেয়—অবধানযোগ্য, যে বিষয়ে অবধান করা কর্তব্য; জ্ঞেয়; স্থাপনীয়; জ্ঞেয়। অব—ধা (ধারণ করা)+যৎ কর্ম। বিণ।

অবধৌত—১। প্রক্ষালিত। অব—ধাব্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অবধূত সম্বন্ধীয়। অবধূত+অণ্ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ধৌতী। ৩। যজ্ঞান্তে বিহিত স্নান। কপ্র। বি।

অবধৌতিক—অবধূত সম্বন্ধীয়, অবধৌত। অবধূত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

অবধ্বংস, -ধ্বংসন—চূর্ণন, গুঁড়া করা; চূর্ণ, গুঁড়া; বিনাশ; বর্জন, ত্যাগ; নিন্দা। অব—ধ্বন্স+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পু।

অবধ্বস্ত—চূর্ণিত, বিনষ্ট; বর্জিত, ত্যক্ত; নিন্দিত; প্রক্ষিপ্ত, গত। অব—ধ্বন্স+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবধ্য—১। বধের অযোগ্য, যাহাকে বধ করা বিধেয় নয় বা করিতে পারা যায় না; অলভ্য। ন বধ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। নিরর্থক বাক্য; অযোগ্য বাক্য। ন—বদ্+ক্যপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

অবধ্যাত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত। অব—ধৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবন—রক্ষণ; প্রীণন; প্রাপ্তি; বৃদ্ধি; প্রার্থনা; গ্রহণ; বধ; শক্তি; বহন; আলিঙ্গন; তৃপ্তি; প্রবেশ; স্পৃহা; অনুষ্ঠান। অব+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবনটে—খাঁদা, নতনাসিক। প্রাদে। বিণ।

অবনত—নিম্নদিকে নত; প্রণত; নম্র; পতিত ('—জাতি'); ন্যস্ত। অব নম (নত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবনতনস—নতনাসিক, যাহার নাক চেপটা এমন; যাহার নাক নীচু দিকে বাঁকা এমন। অবনত নাসিকা যাহার, বহু (নাসিকা-স্থানে নস আদেশ)। বিণ।

অবনতবদন—'অবনতমুখ' দ্রঃ।

অবনতমস্তক—১। অধোগত মস্তক, হেঁট মাথা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অধোগত মস্তকবিশিষ্ট, যে মাথা নোয়াইয়াছে। অবনত মস্তক যাহার, বহু। বিণ।

অবনতমুখ, -বদন—১। অধোগতমুখ। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অধোমুখে স্থিত। অবনত হইয়াছে মুখ বা বদন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী, -বদনা।

অবনতি—১। নমন; পতন, চরিত্রস্খলন; প্রণতি; বিনয়; অধোগমন; অস্তগমন; হেলিয়া থাকার অবস্থা বা পরিমাণ, inclination অব—নম্ (নত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। অসমৃদ্ধি, অনুন্নতি। বাংপ্র। বি।

অবনদ্ধ—১। সংবদ্ধ, বাঁধা; আচ্ছাদিত, আবৃত; বেষ্টিত; লিপ্ত; খচিত। অব—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মৃদঙ্গাদি বাদ্য; ঢক্কা, ঢাক। ৩। বসনাদি পরিধান। অব—নহ্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

অবনমন—নিম্নাভিমুখে আনয়ন, নীচু করা, নতকরণ, নোয়ানো; দমন; হীনদশায় আনয়ন। অব—ণিজন্ত নম্ বা নমি+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবনমিত—নিম্নাভিমুখে আনীত, নোয়ানো; বক্রীকৃত। অব—ণিজন্ত নম=নমি (নোয়ানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

—অবনত; অতিনম্র। অব—নম্+রক্ কর্তৃ। বিণ।

অবনয়, অবনায়—নিম্নাভিমুখে আনয়ন, নোয়ানো, অধঃপাতন, নিপাতন। অব—নী (লওয়া)+অচ্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অবনয়ন—অধঃপাতন, অবনমন, নিপাতন; অবনতি। অব—নী (লওয়া)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবনাট—নতনাসিক, খাঁদা। অব (অবনত) হইয়াছে নাসিকা যাহার (বহুব্রীহি সমাসে নাসিকা-স্থানে নাট আদেশ)। বিণ।

অবনাবনি—মনের অমিল, বিরোধ, খটিমটি। বাংপ্র। বি।

অবনাম—নতভাব; প্রণতি; অধোনয়ন। অব—নম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অবনামিত—অধঃকৃত। অব—ণিজন্ত নম্ বা নামি+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবনাহ—বন্ধন; পরিধান। অব—নহ্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অবনি, অবনী—পৃথিবী, ভূমি; দেশ; ত্রায়মাণ লতা। অব্ (রক্ষা করা)+অনি কর্তৃ, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবনিতল, অবনীতল ধরাতল, ভূপৃষ্ঠ; পৃথিবী, ধরাধাম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অবনিদেব, অবনীদেব—ব্রাহ্মণ, ভূদেব; পৃথিবীর দেবতুল্য। ৬তৎ। বি; পু।

অবনিপতি, অবনীপতি—ভূপতি, মহীপাল, পৃথ্বীশ্বর, রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

অবনিবনাও—পরস্পর অনৈক্য বা অসদ্ভাব, অসৌহৃদ্য; অপ্রণয়, অনৈক্য। বাংপ্র। বি।

অবনিমণ্ডল, অবনীমণ্ডল—ভূমণ্ডল, গোলাকার পৃথিবী। ৬তৎ; কিংবা অবনি বা অবনী মণ্ডল-প্রায়, উপমিত। বি; স্ত্রী।

অবনীধ্র—পর্বত ; হিমালয়। অবনী—ধৃ+ক কর্তৃ। বি ; পু।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—(৭ই অগস্ট, ১৮৭১—৫ই ডিসেম্বর, ১৯৫১ খ্রীঃ) প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী ও সাহিত্যিক। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পিরূপে বিশেষ যশঃ অর্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার চিত্রগুলি ভারতবর্ষীয় পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত। ইনি বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যেও সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন। 'ভারতশিল্প', 'রাজকাহিনী', 'ক্ষীরের পুতুল' প্রঃ ইঁহার রচিত পুস্তক। ইনি কিছুকাল গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কলাবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি শেষজীবনে বিশ্বভারতীর আচার্য হন।

অবনীমুখ—অধোমুখ। বহু। বিণ।

অবনীশ, অবনীশ্বর—ভূপতি, রাজা। অবনির বা অবনীর ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

অবনেজন—প্রক্ষালন ; পিণ্ডোপরি বা পিণ্ডদানার্থ আস্তৃত কুশে জলসেচন। অব—নিজ্ (ধৌত করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবন্তি—১। মালবদেশ ; প্রাচীন উজ্জয়িনী নগর ; জাতি বিঃ (বোধ হয় ইহারা মালবদেশের অধিবাসী ছিল)। অব্ (রক্ষা করা)+অন্তি কর্তৃ। বি ; পু। ২। অবনিবনাও, পরস্পর অনৈক্য বা অসদ্ভাব। বাংপ্র। বি।

অবন্তিকা, অবন্তী—১। উজ্জয়িনী নগরীর প্রাচীন নাম,—বিক্রমাদিত্যের রাজধানী [ইহা অবন্তী নদীর কূলে অবস্থিত। পুরাকালে এই নগরী শ্রীসৌন্দর্যের এবং বিদ্যার নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। স্কন্দপুরাণে অবন্তিকা নগরী মোক্ষদায়িকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে]। ২। নদী বিঃ [অবন্তী নগরীর নিকট দিয়া প্রবাহিতা। কেহ কেহ বলেন, শিপ্রা ও অবন্তী নদী অভিন্ন]। অবন্তি+কন্ স্বার্থে+আপ্, অবন্তি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অবন্তিবর্মা—কাশ্মীরের জনৈক ভূপতি। ইঁহার পিতার নাম সুখবর্মা। তাৎকালিক মন্ত্রী শূর উৎপলাপীড় নামক নরপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অবন্তিবর্মাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি ৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হইয়া ২৮ বৎসর রাজত্ব করেন।

অবন্তী—'অবন্তিকা' দ্রঃ।

অবন্ধক—বন্ধকবিহীন (ঋণদান) ; বন্ধহীন, অবদ্ধ। ন (নাই) বন্ধক যাহাতে, বহু। বিণ।

অবন্ধকপ্রয়োগ—বন্ধক না রাখিয়া ঋণদান ; শুধু হাতে ধার দেওয়া। অবন্ধক যে প্রয়োগ, কর্মধা। বি ; পু।

অবন্ধন—মুক্তি, আধাধা, বন্ধনের অভাব। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অবন্ধুর—অনুন্নতানত, অনুচ্চাবচ, সমতল, মসৃণ, অকর্কশ ; অরমণীয়, অমনোরম, অপ্রীতিকর। নঞ্তৎ। বিণ।

অবন্ধ্য—ফলবান্ ; সফল, সার্থক ; বন্ধনের অযোগ্য। ন (নয়) বন্ধ্যা (বিফল), নঞ্তৎ। বিণ।

অবপতন—১। অবনতি ; অধঃপতন। অধোগমন ; অবতরণ। অব—পত্+অনট্ ভাব। ২। বিল, গর্ত। অব—পত্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

অবপতিত—১। অধঃপতিত ; অধোগত, অবতীর্ণ ; অবনত ; অস্ফুট (স্বর)। অব—পত্+ক্ত কর্তৃ। ২। অবপন্ন, সংসর্গদূষিত। অব—পত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবপন্ন—১। অধোগত ; অধঃপতিত। অব—পদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। দূষিত ; সহপক। অব—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**অবপত্তি**।

অবপাত—১। অধঃপতন ; অবতরণ, নীচে নামা ; নাট্যে—ভয়াদিহেতু পলায়নাদি দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের পরিবর্তন ; মুদ্রাসংকোচ ; প্রচলিত মুদ্রাসংখ্যার হ্রাস, **deflation.** অব—পত্ (পতিত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। হস্তী প্রঃ ধরিবার জন্য প্রস্তুত তৃণাচ্ছন্ন গর্ত। অব—পত্+ঘঞ্ অধি। ৩। পাতন ; আঘাত। অব—পাতি+অচ্ ভাব। বি ; পু।

অবপ্লুত—১। সহসা অবতীর্ণ, যে লাফ দিয়া নীচে নামিয়াছে এমন। অব—প্লু+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। সহসা অবতরণ, হঠাৎ নামা। অব—প্লু+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অববাদ—অপবাদ, নিন্দা ; অনুজ্ঞা, আদেশ ; বিশ্বাস, প্রত্যয় ; উপদেশ। অব—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অববাহিকা—কোন নদীর দুই পারের যত দূর হইতে জল আসিয়া সেই নদীতে পড়ে, তত দূর পর্যন্ত ভূভাগ, **basin.** অব—ণিজন্ত বহ্,=বাহি (বহন করানো)+ণক কর্তৃ+আপ্। অথবা < অব্-বাহিকা। বি ; স্ত্রী।

অববিন্দু—গ্রহকক্ষ ও ক্রান্তিবৃত্তের নিম্নতর ছেদবিন্দু, **descending node.** অবকৃষ্ট বিন্দু, প্রাদি। বি ; পু।

অববুদ্ধ—জ্ঞাত, বিদিত ; জ্ঞানী ; অনুভূত ; জাগরিত। অব—বুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অববোধ—১। জ্ঞান, পরিজ্ঞান ; বিবেক, বিচারণা ; অনুভব ; জাগরণ, জাগা। অব—বুধ্+ঘঞ্ ভাব। ২। জ্ঞাপন, নিবেদন, জানানো ; উপদেশ ; উদ্বোধন ; জাগরণ, জাগানো। অব—ণিজন্ত বুধ্,=বোধি (বোধ করানো)+অচ্ ভাব। বি ; পু।

অববোধক—১। সূচক ; জাগরয়িতা ; উপদেশক। অব—বোধি+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। সূর্য ; উপদেষ্টা ; বৈতালিক। বি ; পু।

অববোধন—জ্ঞাপন, জানানো ; শিক্ষণ ; জ্ঞান ; বিনিদ্রকরণ, জাগানো। অব—ণিজন্ত বুধ্ (=বোধি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**অববোধিত**।

অবভাষণ—বিরুদ্ধভাষণ, নিন্দন ; কথন। অব—ভাষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবভাস—দীপ্তি ; স্ফুরণ, প্রকাশ ; ভান ; অধ্যাস, আরোপ ; সাক্ষাৎকার। অব—ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবভৃথ—যজ্ঞান্তে স্নান, সোমযাগের পর সপত্নীক স্নান ; প্রধান যজ্ঞের অঙ্গীভূত যজ্ঞ। অব—ভৃ (পোষণ করা)+কথন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অবম—ন্যূন ; নিকৃষ্ট, অধম ; জ্যোতিষে—এক দিনে তিন তিথির যোগ ('— দিন'=ত্র্যহস্পর্শ)। অব্ (রক্ষা করা, নিজেকে)+মপ্ অপা। বিণ।

অবমত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, তিরস্কৃত। অব—মন্ (বোধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবমতাঙ্কুশ—পাগলা হাতি, দুর্দান্ত হস্তী, ডাঙ্গশের ঘা মারিয়াও যে হাতিকে বশে আনা যায় না। অবমত হইয়াছে অঙ্কুশ যদ্দারা, বহু। বি ; পু।

অবমতি—১। অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা, হেয়জ্ঞান। অব মন্ (বোধ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। প্রভু। অব—মন্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অবমন্তব্য, -মন্য—অবজ্ঞেয়, হেয়, তিরস্করণীয়। অব—মন্+তব্য, যৎ কর্ম। বিণ।

অবমন্তা (-মন্তৃ)—অবজ্ঞাকারী, অবমাননাকারক, হেয়জ্ঞানকারী, তিরস্কারক ; বিষয়গৌরবজ্ঞানহীন। অব—মন+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অবমন্ত্রী**। বি—**অবমন্তৃতা, -ত্ব**।

অবমর্দ—১। দলন, পীড়ন ; শক্রকৃত গুরু প্রহার। অব—মৃদ্ (মর্দন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। সংমর্দ, সংঘ, ভিড়। অব—মৃদ্+ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

অবমর্দন—১। পীড়নকারী, ধ্বংসকারক। অব—মৃদ্ (মর্দন করা)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। দলন, পীড়ন, অঙ্গমর্দন,

সংবাহন; ধ্বংস, উচ্ছেদ। অব—মৃদ্+অনট্ ভাব বি; স্ত্রী।
অবমর্দিত—পীড়িত; বিদলিত, বিধ্বস্ত। অব—মর্দি+ক্ত কর্ম। বিণ।
অবমর্দী (-র্দিন্)—প্রমাথী, নিপীড়ক; উচ্ছেদকারী। অব-মর্দি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।
অবমর্শ, অবমর্ষ—অসহন, অক্ষমা; বিলোপ; আমর্শন স্পর্শ; পরামর্শ; অনুচিন্তন; বিস্মৃতি। অব—মৃশ্ বা মৃষ্ +ঘঞ্ ভাব। বি; পু।
অবমর্শন, অবমর্ষণ—অবমর্শ (সকল অর্থে)। অব—মৃশ্ বা মৃষ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, **-র্শিত, -র্ষিত**।
অবমান, অবমানন—অপমান, অবজ্ঞা। অব—মান্ (পূজা করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পু ও স্ত্রী।
অবমাননা—অপমান, অবজ্ঞা। অব—মান্ +অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।
অবমাননীয়—অবজ্ঞেয়, অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়। অব—মান্+অনীয় কর্ম। বিণ।
অবমানয়িতা (-য়িতৃ)—অন্যের অবমাননাকারক; যে অপমান করায়। অব—মান্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।
অবমানিত—অবজ্ঞাত, অনাদৃত, অপমানিত। অব—মান্+ক্ত কর্ম। বিণ।
অবমান্য—অবমাননীয়, অবজ্ঞেয়। অব—মান্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।
অবমার্জন—শোধন, প্রক্ষালন। অব—মৃজ্ +অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
অবমূর্ধশয়—অধোমুখে শয়নকারী। উপপদ তৎ; অবমূর্ধন্—শী (শয়ন করা)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। [দেবতারা উত্তানশয় (ঊর্ধ্বমুখে শয়নকারী) এবং মনুষ্যেরা অবমূর্ধশয় (অধোমুখে শয়নকারী)।]
অবমূর্ধশায়ী (-শায়িন্)—অবমূর্ধশয়, অধোমুখে শয়নকারী। উপপদ তৎ; অবমূর্ধন্—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।
অবমূর্ধা (-মূর্ধন্)—অধোমস্তক; অধোমুখ, উবুড়। অবনত হইয়াছে মূর্ধা যাহার, বহু। বিণ।
অবমোচন—ত্যাগ; উন্মোচন; মুক্তি। অব-মুচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
অবমোটন—মোচড়ানো, মটকানো; আক্ষেপকরণ। অব-মুট্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
অবয়ব—দেহ; অঙ্গ, হস্তপদাদি; উপকরণ; অংশ; আকৃতি, মূর্তি; আদর্শ; (ন্যায়ে) প্রতিজ্ঞাদিপঞ্চক (প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয়, নিগমন); (বাক্য) শব্দের অর্থসাধক ভিন্ন ভিন্ন অংশ; দ্রব্যের সমবায়িকারণ। অব—যু (মিশ্রিত করা)+অপ্ কর্ম। বি; পু। (ন্যায়শাস্ত্রে) **নিগমনাবয়ব**—সিদ্ধান্ত; অনুমিত সম্বন্ধ যে বাক্য দ্বারা সূচিত হয়। **পক্ষাবয়ব**—যে অবয়বে পক্ষ বিদ্যমান থাকে, minor premise. **সাধ্যাবয়ব**—অন্য দুটি অবয়বে যে সাধ্য থাকে major premise.
অবয়বী (-বিন্)—অবয়ববিশিষ্ট, সাকার, দেহী, অঙ্গী; উপকরণযুক্ত; অংশবিশিষ্ট; জৈব, organic. অবয়ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বিনী**।
অবর—১। অশ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, অধম; অপর, পশ্চাদ্বর্তী, উপস্থিতন, পশ্চিম; কনিষ্ঠ, ন্যূন, আসন্ন; চরম, শেষ; শূদ্র; হীনকুলজাত। ন বর (শ্রেষ্ঠ), নঞ্তৎ। ২। অতিশ্রেষ্ঠ। ন (নাই) বর (শ্রেষ্ঠ) যাহা হইতে, বহু। ৩। বিরহিণী, স্বামীবিরহিতা। কপ্র। বিণ।
অবরজ—১। পশ্চাজ্জাত, কনিষ্ঠ; হীনবংশজাত, নিকৃষ্ট। বিণ। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা; অবর বর্ণ, শূদ্র। উপতৎ; অবর—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।
অবরজা—১। কনিষ্ঠা; নিকৃষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী। অবরজ+আপ্। বি; স্ত্রী।
অবরত—বিরত, নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। অব—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
অবরতঃ (-তস্)—পশ্চাৎ, পরে, অন্তিমে। অবর+তস্। অ।
অবরতি—নিবৃত্তি, বিরাম, বিশ্রাম; ত্যাগ। অব—রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
অবরপুরুষ—সন্তানসন্ততি, descendant. কর্মধা। বি; পু।
অবরবর্ণ—১। চতুর্থ বর্ণ। অবর (শেষ) যে বর্ণ (জাতি), কর্মধা। ২। শূদ্র। অবর হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। বি; পু।
অবরবর্ণক—অবরবর্ণ, শূদ্র। অবরবর্ণ+কন্ স্বার্থে। বি; পু।
অবরস্তাৎ—পশ্চাৎ, পরে। অবর+অস্তাতি। অ।
অবরার্ধ—পশ্চার্ধ, শেষার্ধ। অবর যে অর্ধ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
অবরার্ধ্য—পশ্চার্ধভব, শেষার্ধজাত। অবরার্ধ+যৎ ভবার্থে। বিণ।
অবরীণ—নিন্দিত, তিরস্কৃত। অব—রী (গমন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
অবরুগ্ণ—রোগপ্রাপ্ত, পীড়িত; ভগ্ন। অব—রুজ্+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।
অবরুদ্ধ—আচ্ছাদিত, আবৃত; পরিবৃত, গুপ্ত, অজ্ঞাত; স্বীকৃত; বেষ্টিত; বদ্ধ, আবদ্ধ; প্রতিরুদ্ধ, ব্যাহত; বন্দী, কয়েদী। অব—রুধ্ (আবরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
অবরূঢ়—অবতীর্ণ; নিম্নাগত। অব রুহ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
অবরেণ্য—অশ্রেষ্ঠ; অপ্রার্থনীয়; অপূজনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।
অবরে-সবরে—দায়ে দৈবে, কদাচিৎ; আবশ্যকমত, অসময়ে দরকার হইলে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
অবরোধ—১। আবরণ, আচ্ছাদন; বেষ্টন, পরিবৃতি, আলি; সেনাদি দ্বারা নগরাদি ঘেরাও; নিরোধ, আটকানো, detention; তিরোধান; প্রতিরোধ; প্রতিবন্ধ। অব—রুধ্ (আবরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। অন্তঃপুর; রাজগৃহ; রক্ষী; অন্তরায়। অব—রুধ্+ঘঞ্ অধি। ৩। অন্তঃপুরস্ত্রী। অব—রুধ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।
অবরোধক—১। অবরোধকারী, নিরোধকারী। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিকা**। ২। বৃতি, বেড়া। বি; স্ত্রী। ৩। অন্তঃপুররক্ষক। অব—রুধ্ (আবরণ করা)+ণক কর্তৃ। বি; পু।
অবরোধন—১। প্রতিবন্ধ; নিরোধ; বন্দীকরণ। অব—রুধ্ (আবরণ করা)+অনট্ ভাব। ২। অন্তঃপুর; কারাগার। অব—রুধ্+অনট্ অধি। বি; স্ত্রী।
অবরোধপ্রথা—স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরমধ্যে আবদ্ধ রাখিবার রীতি যেন তাহারা অনাত্মীয়ের সহিত মিলিতে মিশিতে না পারে, পর্দাপ্রথা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
অবরোধিক—অন্তঃপুররক্ষক। অবরোধ +ইক (ঠন্)। বি; পু।
অবরোধী (-রোধিন্)—অবরোধক, অবরোধকারী। অব-রুধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ধিনী**।
অবরোপণ—অবতারণ, নামানো; উৎপাটন; অপনয়ন; অন্তর্ধান। অব—ণিজন্ত রুহ্—রোপি (আরোহণ করানো)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
অবরোপিত—অবতারিত, যাহা নামানো হইয়াছে এরূপ; উৎপাটিত; অপসারিত; হীনীকৃত; বিনাশিত। অব-ণিজন্ত রুহ্—রোপি (আরোহণ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।
অবরোহ—১। অবতরণ, নামা; আরোহণ; লতোদ্গম; (দর্শনে) কারণ হইতে কার্য অনুমান, deductien অব—রুহ্ (আরোহণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। লম্বমান শাখারূঢ় শিকড়, ঝুরি। অব—রুহ্+অচ্ কর্তৃ। ৩। স্বর্গ; ঊর্ধ্বাদিলোক। অব—রুহ্+ঘঞ্ অপা। বি; পু।

অবরোহক—অবরোহণকারী। অব—রুহ্ +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -হিকা।

অবরোহণ—অবতরণ, নামা; আরোহণ, অধিরোহণ, উপরে উঠা; সংগীতে চড়া সুর হইতে খাদের সুরে যাওয়া। অব—রুহ্ (আরোহণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবরোহণপত্র—জাহাজ হইতে নামিবার অনুমতিপত্র, landing permit অবরোহজ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অবরোহিকা—১। অবতরণকারিণী; আরোহণকারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। অবগুন্ঠকা লতা। অব—রুহ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবরোহী (-হিন্)—১। অবতরণকারী; আরোহণকারী; কারণ হইতে কার্য অনুমানকারী। অব—রুহ্ (আরোহণ করা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, -হিণী। ২। ষট্‌সুর; সুরের নিম্ন-গমন ক্রম (যথা, নি, ধা, পা ইঃ)। অবরোহ+ইন্ আছে অর্থে। যাহ্যা। বি; পুং। [অব। বিণ।

অবর্জনীয়, অবর্জ্য—অপরিহার্য। নঞ্-

অবর্ণ—১। অপবাদ, নিন্দা। ন বর্ণ, নঞ্‌তৎ। ২। 'অ' এই অক্ষর। অও যে বর্ণিত সে, কর্মধা। বি; পুং। ৩। বর্ণহীন। ন (নাই) বর্ণ যাহার, বহু। ৪। নীচ (জাতি)। অপ্রশস্ত বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

অবর্ণনীয়—বর্ণনাতীত, বর্ণনের অসাধ্য, অনির্বচনীয়; বর্ণনায় অযোগ্য, অকথ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবর্তমান—অবিদ্যমান; যাহা নাই; অনুপস্থিত; ভূত বা ভবিষ্যৎ কাল; গত, মৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অবর্তমানে**—মৃত্যুর পরে; অনুপস্থিতিতে।

অবর্ষ, অবর্ষণ, অবর্ষা—অনাবৃষ্টি, বৃষ্টি না হওয়া। নঞ্‌তৎ। বি; পুং, ক্লী, স্ত্রী।

অবল—১। বলশূন্য, দুর্বল। ন (নাই) বল যাহার, বহু। বিণ। ২। বলহীনতা, দুর্বলতা। ন (না অথবা নিষিদ্ধ) বল, নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অবলক্ষ—১। শুভ্র; শুক্লবর্ণবিশিষ্ট, শুভ্র। বিণ। ২। শুক্লবর্ণ। অব—লক্ষ্ (চিহ্ন করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

অবলগিত—দৃশ্যকাব্যের প্রস্তাবনা বিঃ; সংযুক্ত। অব—লগ্+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

অবলগ্ন—১। সংলগ্ন, সংযুক্ত, নিহিত। অব—লগ্ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কটিদেশ, কোমর, মাজা। অব—লগ্+ক্ত অধি। বি; পুং বা ক্লী।

অবলম্ব—১। উদগম, প্রকাশ। বি। ২। অবলম্বন করিল। প্রা কক্র। ক্রি।

অবলম্ব—১। আশ্রয়; উপায়; উদ্গম, প্রকাশ। অব—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। আশ্রয়স্থান। অব—লম্ব্+ঘঞ্ অধি। ৩। আশ্রয়সাধন যষ্ট্যাদি। অব-লম্ব্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৪। অবলম্বী, লম্বিত। অব—লম্ব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অবলম্বি—অবলম্বন করে বা করিয়া। প্রা কক্র। ক্রি।

অবলম্বন—আশ্রয়; ধারণ; গ্রহণ; করা; উপলক্ষ; নির্ভর; গতি; উপায়; ঝুলন। অব-লম্ব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলম্বিত—১। লম্বমান; অবনত, অধোগত; আশ্রিত। অব-লম্ব্ (লম্বিত হওয়া +ক্ত কর্তৃ। ২। ধৃত; গৃহীত; আশ্রিত; রক্ষিত, পালিত। অব—লম্ব্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

অবলম্বী (-ম্বিন্)—অবলম্বনকারী, আশ্রয়কারী; অধোবিলম্বী। অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, -ম্বিনী।

অবলা—১। বলহীনা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। যোষিৎ, নারী। বি; স্ত্রী। ৩। বাক্‌শক্তিহীন, কথা বলিতে অক্ষম। কপ্র। বিণ।

অবলিখন—চিরে দেখা; চিরে অক্ষরকরণ, কোন চিহ্নের নীচে সহি করা। অব—লিখ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলিপ্ত—১। গর্বিত। অব—লিপ্ (লেপন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রলিপ্ত। অব—লিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবলী (অবলিন্)—বলহীন, দুর্বল, শক্তিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -লিনী।

অবলীঢ়—লেহন করা (অর্থাৎ চাটা) হইয়াছে এরূপ; আস্বাদিত; ভক্ষিত; বিনাশিত; ব্যাপ্ত; দগ্ধ। অব—লিহ্ (লেহন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবলীন—ভগ্ন, প্রচ্ছন্ন; প্রাপ্ত; আশ্লিষ্ট। অব-লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবলীলা—যাহা ক্রীড়া অপেক্ষা সহজ, অনায়াস, অক্লেশ; অনাদর; অসংকোচ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অবলীলাক্রমে—অনায়াসে, অক্লেশে, খেলিতে খেলিতে। অবলীলার ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অবলুণ্ঠন—ভূমিতে লুটানো, অর্থাৎ গড়াগড়ি দেওয়া; অপহরণ। অব—লুণ্ঠ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**অবলুণ্ঠিত**।

অবলুপ্ত—লোপপ্রাপ্ত; তিরোহিত, অন্তর্হিত ("নিশীথের তারা প্রাণগগনে হল যেথে অবলুপ্ত"—রবীন্দ্র)। অব—লুপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবলেখ—উল্লেখ, আঁচড়ানো। অব—লিখ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবলেখন—কেশসংস্কার, চুল আঁচড়ানো। অব—লিখ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলেখনী—কেশ-প্রসাধনী; চিরুনি। অব—লিখ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবলেখা—লেখন, অঙ্কন; ঘর্ষণ; পত্রাদি-রচনায় দেহপ্রসাধন। অব—লিখ্+ঘঞ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবলেপ—প্রলেপ; অহংকার, গর্ব, দর্প; দূষণ, মিলন; অপমান; ক্ষেপণ; পরাভব; আক্ষেপ; হিংসা; বিদ্বেষ; ভূষণ; সঙ্গ, সম্বন্ধ। অব—লিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবলেপন—গর্বপ্রকাশ; প্রলেপন, অঙ্কণ, মাখা। অব—লিপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলেহ—১। জিহ্বা দ্বারা লেহন, চাটা; আস্বাদন। অব—লিহ্+ঘঞ্ ভাব। ২। লেহ্য ঔষধাদি, electuary. অব—লিহ্ +ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। ৩। লেহনকারী অব—লিহ্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অবলেহন—জিহ্বা দ্বারা আস্বাদন, চাটা। অব লিহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবলেহ্য—লেহনীয়, যাহা চাটিয়া খাইতে হইবে, চাটিবার উপযুক্ত। প্রাদি। বিণ।

অবলোক—১। দর্শন; কটাক্ষ। অব—লোক্+ঘঞ্ ভাব। ২। দৃশ্য। অব—লোক্ +ঘঞ্ কর্ম। ৩। অবলোকনসাধন গবাক্ষাদি। অব—লোক্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং।

অবলোকন—১। দর্শন, দেখা; কটাক্ষ; অনুসন্ধান। অব—লোক্+অনট্ ভাব। ২। নয়ন, চক্ষুঃ; আলোক। অব—লোক্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

অবলোকনীয়—নিরীক্ষণীয়, দর্শনযোগ্য। অব—লোক্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অবলোকয়িতা দর্শক, দর্শনকারী, নিরীক্ষণকারী। অব—লোকি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং।

অবলোকিত—১। দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। অব—লোক্ (দর্শন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দর্শন, নিরীক্ষণ। বি; ক্লী। ৩। জৈনমুনি বিঃ, লোকনাথ, বুদ্ধ। অব—লোক্+ক্ত ভাব। বি; পুং।

অবলোকিতেশ্বর—বৌদ্ধ দেবতা বিঃ, লোকনাথ। কর্মধা। বি; পুং।

অবলোকী (-লোকিন্)—দর্শক। অব—লোক্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-লোকিনী**।

অবলোক্য—অবলোকনীয়। অব—লোক্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবলোপ—বিনাশ; অন্তর্ধান; ছেদন; দংশন। অব—লুপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

অবলোহিত—সূর্যরশ্মির লালবর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বা নিম্নের লাল আভা, infra-red প্রাদি। বিণ।

অবশ—অনায়ত্ত, অসংযত; ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র; অবাধ্য; পরবশ, পরাধীন; প্রতিকূল; পরের দ্বারা চালিত; দুর্বল, অবসন্ন, শিথিল, নিস্তেজ, বিকল, অসাড়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবশক্‌থিকা—বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয় একত্র বন্ধনপূর্বক উপবেশন, কাঁড় বাঁধিয়া বসা; ঐরূপে বসিবার নিমিত্ত বন্ধনবস্ত্রাদি। অবশক্‌থি + কন্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

অবশাঙ্গ—১। অসাড় অঙ্গ বা অবয়ব। অবশ যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার শরীরের কোন অঙ্গ বা অবয়ব অসাড় হইয়াছে, অবসন্নদেহ। অবশ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**।

অবশাতন—কাটা, ছেদন; নাশন; শীর্ণতাকরণ; ছোট করা; সংক্ষেপ করা। অব—শদ্ + ণিচ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবশিষ্ট—১। যাহা শেষ থাকে এরূপ, পরিশিষ্ট, বাকী, উদ্বৃত্ত। বিণ। ২। বাকি, বিয়োগফল, ভাগশেষ। অব—শিষ্ (শেষ থাকা) + ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

অবশী (-শিন্)—ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবশীকৃত—যাহাকে বশ করা হয় নাই এমন, অনির্জিত, অদমিত, অশাসিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবশীভাব—বশীভূত না হওয়া, বশীভূত না থাকা, অবশতা, অবাধ্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবশীভূত—যে বশ হয় নাই বা বশে আসে নাই এরূপ, অবশ, অনায়ত্ত, অবাধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবশীর্ণ—জীর্ণ; ছিন্ন; ভগ্ন। অব—শৄ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবশীর্ষ, -শীর্ষক—১। অবনতমস্তক। বিণ। ২। নেত্ররোগ বিঃ। অবনত শীর্ষ যাহার, বহু; বিকল্পে সমাসান্ত 'ক'। বি; পু।

অবশেন্দ্রিয়—১। যাহার ইন্দ্রিয় সকল অবশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। অবশ হইয়াছে ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ২। অবশীভূত বা অনায়ত্ত ইন্দ্রিয়। অবশ যে ইন্দ্রিয়, কর্মধা। বি; ক্লী।

অবশেষ—১। পরিশেষ, অবসান, অন্ত; নিঃশেষ; যাহা অবশিষ্ট থাকে, বাকি। অব—শিষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। অবশিষ্ট, পরিশিষ্ট, বাকী। অব—শিষ্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

অবশেষে—পরিশেষে, শেষকালে। ক্রি-বিণ।

অবশ্চ্যুত—ক্ষরিত, trickled down. অব—শ্চ্যুত্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবশ্য—১। অবশ, অবাধ্য, অনায়ত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। নিশ্চয়; অনিবার্য; অপরিহার্য ('—কর্তব্য')। ৩। অবশ্যম্ভাবী। বিণ। ৪। নিঃসন্দেহে। ৫। পরিণামস্বরূপ; সিদ্ধান্তস্বরূপ, as a corollary (তোমার কথা শুনে অবশ্য বুঝতে পারছি)। ৬। বলা বাহুল্য (আমোদ করবে বইকি, অবশ্য রয়ে সয়ে)। অ। **অবশ্য অবশ্য**—অতি নিশ্চয়।

অবশ্যক—অবশ্যকরণীয়, compulsory. বিণ।

অবশ্যকরণীয়, অবশ্যকর্তব্য—যাহা নিশ্চয়ই করিতে হইবে। অবশ্য যথা তথা করণীয়, কর্তব্য, সুপ্। বিণ।

অবশ্যপালনীয়, -পাল্য—যাহা নিশ্চিতই করিতে হইবে এমন, অবশ্যকরণীয়। সুপ্। বিণ।

অবশ্যম্ভাবিতা, অবশ্যম্ভাবিত্ব—নিশ্চিত সাধ্যত্ব; অনিবার্যতা। অবশ্যম্ভাবিন্ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অবশ্যম্ভাবী (-বিন্)-যাহা নিশ্চয়ই হইবে এরূপ, অনিবার্য। অবশ্যম্—ভূ (হওয়া) + ণিন্ কর্তৃ, ভবিষ্যদর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ম্ভাবিনী**।

অবশ্যম্ভাব্যতা—অনিবার্যতা। < অবশ্যম্ভাবিতা। বি।

অবশ্যায়—গর্ব, অভিমান, দেমাক; কুজ্‌ঝটিকা, শিশির, হিম। অব—শ্যৈ (গমন করা) + ণ কর্তৃ। বি; পু।

অবশ্রয়ণ—চুল্লী হইতে অবতারণ, উনান হইতে নামানো। অব—শ্রি (পাক করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবষ্টব্ধ—১। আরব্ধ; রক্ষিত; বদ্ধ; প্রতিরুদ্ধ; অবিবর্তিত; অভিভূত; আক্রান্ত; অবলম্বিত, ঝুলানো, টাঙ্গানো; (বাহু দ্বারা) সংবেষ্টিত, আবৃত। অব—স্তন্ভ্ + ক্ত কর্ম। ২। গর্বিত; আশ্রিত; নিকট। অব—স্তন্ভ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবষ্টম্ভ—প্রারম্ভ; স্থিরসংকল্প; সূচনা; রোধ; অবলম্বন; আক্রমণ; আশ্রয়; স্বর্ণ; সৌষ্ঠব; স্তম্ভ; স্তব্ধীভাব, নিশ্চলতা; গর্ব, অহংকার। অব—স্তন্ভ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অবস—১। রাজা; সূর্য। অব (রক্ষা করা) + অস্ কর্তৃ। বি; পু। ২। রক্ষণ। অব + অস্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। ব্যতিরেকে। অ।

অবসক্ত—১। আসক্ত, রত; সংশ্লিষ্ট; সংলগ্ন; লম্বমান; ব্যাপৃত, নিযুক্ত। অব—সন্‌জ্ + ক্ত কর্তৃ। ২। নিক্ষিপ্ত; পরিব্যাপ্ত; স্থাপিত; আরব্ধ। অব—সন্‌জ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**অবসক্তি**।

অবসক্‌থিকা—পর্যঙ্ক, খট্বা, খাট; পর্যঙ্কবন্ধ বস্ত্র; অবশক্‌থিকা, বস্ত্রাদি দ্বারা দৃঢ়রূপে জানুবন্ধনপূর্বক উপবেশন। অব—সক্‌থি (ঊরু) + কন + আপ্। বি; স্ত্রী।

অবসঞ্জন—আলিঙ্গন; আসক্তি; সংসক্তি। অব—সন্‌জ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অবসথ, অবসথ্য—আবাস; গ্রাম; আড্ডা; মঠ, পাঠশালা। ন—বস্ (বাস করা) + অথচ্ অধি, পক্ষে তদুত্তরে যৎ স্বার্থে। বি; পু।

অবসন্ন—বিষণ্ন, ম্রিয়মাণ; অবনত; বলহীন; অফল; প্রশান্ত; অবসাদগ্রস্ত, শ্রান্ত বিনষ্ট; বিগত; ক্ষয়প্রাপ্ত, নিঃশেষিত, সমাপ্ত; অকৃতকার্য; অবসানপ্রাপ্ত। অব—সদ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**অবসন্নতা**।

অবসর—১। যোগাকাল; অবকাশ, ফুরসুত, leisure, সময়; সুযোগ; ফাঁক; ছুটি, কার্য বা অধিকার হইতে অপসৃত হওয়া বা বিদায় লওয়া; প্রবেশ; প্রারম্ভ; প্রস্তাব; পর্যায়, বার; বৃষ্টি; গুপ্তমন্ত্রণা। অব—সৃ (গমন করা) + অপ্ ভাব। ২। বৎসর; ক্ষণ। অব—সৃ + অপ্ অধি। বি; পু। ৩। বিলম্ব, অপেক্ষা। কপ্র। বি।

অবসরবৃত্তি—১। পেনসন, অবসরকালে প্রদত্ত বৃত্তি, pension. অবসরপ্রাপ্য বৃত্তি, মধ্যপ। ২। অবসরকালে করণীয় কাজ; কাজের ফাঁকে যাহা করা হয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অবসর্গ—অপ্রতিবন্ধ; স্বেচ্ছাচার; মোচন, ত্যাগ। অব—সৃজ্ (সৃষ্টি করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অবসর্জন—মোচন। অব—সৃজ্ + অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবসর্প—১। গমন। অব—সৃপ্ (গমন করা) + ঘঞ্ ভাব। ২। গুপ্তচর; দূত। অব—সৃপ্ (গমন করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

অবসর্পিণী—জৈনদিগের কালভেদ (ইহা দশ কোটি বর্ষে সমাপ্ত হইয়া থাকে)। অব—সৃপ্ + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবসব্য—বামেতর, দক্ষিণ, ডান; বাম, প্রতিকূল। প্রাদি। ('অপসব্য' দ্রঃ)। বিণ।

অবসাই—অবসান হইল; শেষ করিল; শেষ করিয়া বা হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

অবসাদ—অবসন্নতা, শ্রান্তি; বিষাদ; অশান্তি; পরাজয়; জড়তা, স্ফূর্তিহীনতা;

বিনাশ ; বিরাম ; ভ্রংশ ; অবসান, শেষ। অব—সদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবসাদক—অবসাদজনক, অবসন্নতাকারক ; শ্রান্তিজনক, ক্লান্তিকর ; জড়ভাবোৎপাদক, স্ফূর্তিনাশক, উৎসাহহীনতাজনক। অব—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**।

অবসাদন—গমন করানো ; অবসন্ন-করণ, হীনবল-করণ ; স্ফূর্তিনাশন ; সমাপন, নিঃশেষকরণ ; বিনাশন। অব—সাদি+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবসাদিত—অবসন্নতাপ্রাপিত ; কুণ্ঠিত ; বিষাদিত ; হত ; বিফলীকৃত, ক্ষীণ। অব—সাদি+ক্ত কর্ম ; অথবা অবসাদ+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

অবসান—১। শেষ, সমাপ্তি ; বিরাম ; ক্ষয় ; অবসাদ ; মৃত্যু ; সীমা ; নিশ্চয়। অব—সো+অনট্ ভাব। ২। অবস্থান, স্থিতি। অব—সো+অনট্ অধি। বি ; ক্লী। ৩। সমাপ্ত, গত ; অবসন্ন ; নিষ্পন্ন। কপ্র। বিণ।

অবসান-জাতি—অবসান বা গ্রামের সীমান্তস্থিত নিষাদ চর্মকার প্রঃ জাতি। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অবসানবেলা—বিকালবেলা ; সন্ধ্যাকাল।

অবসান-স্থিতি—নির্দিষ্ট সময় অন্তে ব্যবসায় ইঃর হিসাব-নিকাশ শেষে হাতে যাহা থাকে তাহা, **closing balance**. ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবসানা—অবসান, অন্ত ("ন ভুয়া আদি অবসানা"—বিদ্যা)। প্রা কপ্র। বি।

অবসায়—১। অবসান, শেষ, সমাপ্তি ; নাশ ; সংযম ; নিশ্চয়। অব—সো+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। সমাপন করিয়া ; নিশ্চিত করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অবসারণ—দূরীকরণ, বহিষ্করণ। অব—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-সারিত**, **-সার্য**, **-সারণীয়**।

অবসিক্ত—সিক্ত ; আপ্লুত ; দূষিত। অব—সিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবসিত—১। বদ্ধ। অব—সি+ক্ত কর্ম। ২। সমাপ্ত ; অবসানপ্রাপ্ত ; অতিক্রান্ত ; অপগত ; পরিণত। অব—সো+ক্ত কর্তৃ। ৩। জ্ঞাত ; সঞ্চিত ; পরিপক্ব ; রাশীকৃত (ধান্যাদি) ; বর্ধিত ; নিশ্চিত। অব—সো+ক্ত কর্ম। বিণ। ৪। অবসান ; অপসারণ, দূরীকরণ। অব—সো+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অবসৃত—অপসৃত, স্থানান্তরগত ; অবসর-প্রাপ্ত ; দূরীভূত। অব—সৃ (সরা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবসৃষ্ট—১। সমর্পিত ; ত্যক্ত ; অধঃক্ষিপ্ত। অব—সৃজ্+ক্ত কর্ম। ২। নিঃসৃত ; গলিত। অব—সৃজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবসেক—সেক, সর্বত্র সেচন, জলে ভিজানো বা জল ছিটানো। অব—সিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবসেচন—১। অবসেক ; (জলৌকাদি দ্বারা) শোণিতনিঃসারণ। অব—সিচ্+অনট্ ভাব। ২। (পাদ-) প্রক্ষালন জল। অব—সিচ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অবস্কন্দ—১। সৈন্যাবাস, শিবির, ছাউনি। অব—স্কন্দ্ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। ২। অবতরণ, অবগাহন ; আক্রমণ। অব—স্কন্দ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অবস্কন্দন—আক্রমণ ; রোদন ; অবগাহন, অবতরণ। অব—স্কন্দ্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**অবস্কন্দিত**।

অবস্কন্দী (-ন্দিন্)—আক্রমণকারী ; ধর্ষয়িতা, বলাৎকারকারক। অব—স্কন্দ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দিনী**।

অবস্কর—১। আবর্জনা, ওঁচলা ; ঝাঁটার ধূলি ; বিষ্ঠা ; ময়লা। অব—কৃ (নিক্ষেপ করা)+অপ্ কর্ম, সুমাগম। ২। গুহ্যদেশ। অব—কৃ+অপ্ অপা। ৩। আস্তাকুঁড় ; পায়খানা ; ভাগাড়। অব—কৃ+অপ্ অধি। বি ; পু।

অবস্তার—আস্তরণ ; যবনিকা, পরদা। অব—স্তৃ (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

অবস্তু—১। অপদার্থ, অসার ; যাহার সত্তা নাই এমন। ন (নাই) বস্তু যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অপকৃষ্ট পদার্থ ; ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু সব ; মিথ্যা বস্তু ; বস্তুর অভাব, non-entity. নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অবস্ত্র—বস্ত্রহীন, বিবসন, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

অবস্থা—১। ভাব, লক্ষণ, প্রকার ; প্রতিষ্ঠা ; সংগতি, ধন ; আকার, ধর্মাধিকরণে উপস্থিতি ; ক্ষেত্র (এরূপ অবস্থায় কি করা উচিত?) ; বিরতি ; দশা, গতি, কালকৃত বৈলক্ষণ্য ; সুযোগ (এ অবস্থা ছাড়িও না) ; অবস্থান, স্থিতি ; কালকৃত দেহবৈলক্ষণ্য, ইহা বৈদ্যশাস্ত্রমতে চারি প্রকার, যথা—১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত বাল্য, ৩০ বৎসর পর্যন্ত কৌমার, ৫০ বৎসর পর্যন্ত যৌবন, তাহার পর বার্ধক্য, এবং স্মৃতিশাস্ত্রমতে, ৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্ত কৌমার, ১০ বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড, ১৫ বৎসর পর্যন্ত কৈশোর, তাহার পর ৭০ বৎসর পর্যন্ত যৌবন (মতান্তরে ১৬ বৎসর পর্যন্ত বাল্য, তাহার পর তরুণ, তাহার পর যৌবন, ৭০ হইতে ৯০ বৎসর পর্যন্ত বার্ধক্য, তাহার পর বর্ষীয়ান্)। অব—স্থা (থাকা)+অঙ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দুর্গতি ; নরকভোগরূপ দুর্দশা ; অপালনজন্য ক্লেশ। বাংপ্র। বি।

অবস্থা ফিরানো—অবস্থা উন্নত করা।

অবস্থাচতুষ্টয়—(বৈদ্যশাস্ত্রমতে) মানুষের চারি অবস্থা বা কালকৃত দেহবৈলক্ষণ্য, যথা—(১) বাল্য, (২) কৌমার, (৩) যৌবন, (৪) বার্ধক্য। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অবস্থাত্রয়—(বেদান্তে) মানুষের জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অবস্থাদশক—(অলংকারশাস্ত্রে) অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণকথন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়তা, মৃত্যু—পূর্বরাগে কামজ এই দশ দশা। বি ; ক্লী।

অবস্থাদ্বয়—মানুষের দুই অবস্থা বা দশা—(১) সুখ ও (২) দুঃখ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অবস্থান—১। প্রতিষ্ঠা, স্থিতি ; শরীর-সংস্থান, **posture** ; বাস, বসতি ; অবস্থা, দশা। অব—স্থা+অনট্ ভাব। ২। অবস্থিতিস্থান, **site, location** ; আবাস ; স্থিতিকাল ; সূর্যের অবস্থান (সূর্যের পথের নাম উত্তর মধ্যম ও দক্ষিণ অবস্থান)। অব—স্থা+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

অবস্থান-ধর্মঘট—কর্মীরা কর্মস্থলে বসিয়া থাকিয়া যে ধর্মঘট করে তাহা। মধ্যপ। বি ; পু।

অবস্থানবিন্দু—নির্দিষ্ট স্থান ; দাঁড়াইয়া দেখিবার স্থল। ৬তৎ। বি ; পু।

অবস্থানুযায়ী (-য়িন্)—১। অবস্থানুসারে অনুষ্ঠিত, আর্থিক সংগতিমত সম্পাদিত। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-যায়িনী**। ২। যেমন অবস্থা সেইমত, টাকাপয়সার সামর্থ্যানুসারে। ৬তৎ। ক্রি-বিণ।

অবস্থানুসারে—অবস্থানুযায়ী, আর্থিক ক্ষমতামত। অবস্থার অনুসার আছে যাহাতে, বহু, সেরূপে। ক্রি-বিণ।

অবস্থান্তর—অন্য অবস্থা ; ভাবান্তর ; রূপান্তর। অন্যা অবস্থা, নিত্য। বি ; ক্লী। বিণ—**অবস্থান্তরিত**।

অবস্থাপক—স্থাপনকর্তা, স্থাপয়িতা, যে স্থাপিত করে। অব—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অবস্থাপিকা**।

অবস্থাপন—স্থাপিতকরণ, সন্নিবেশ, সংস্থাপন ; স্থিরীকরণ, নির্ধারণ। অব—ণিজন্ত স্থাপি (স্থাপন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবস্থাপন্ন—সংগতিশালী, আঢ্য, ধনবান্। অবস্থাকে আপন্ন, ২তৎ। বিণ।

অবস্থাপয়িতা (-তৃ)—অবস্থাপক, স্থাপনকর্তা। অব—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -য়িত্রী।

অবস্থাপিত—স্থাপিত; স্থিরীকৃত; নির্ধারিত। প্রাদি। বিণ।

অবস্থাবিশেষ, -ভেদ—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা, বিশেষ বিশেষ অবস্থা। ৬তৎ। বি; পু।

অবস্থায়ী (-য়িন্)—অবস্থানকারী, স্থিতিশীল, অবস্থিত; স্থায়ী। অব—স্থা (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। স্ত্রী, -য়িনী।

অবস্থাষট্ক—ষড়্‌বিধ দশা (জীবের জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, নাশ)। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অবস্থাহীন—সংগতি-রহিত, অনাঢ্য, নির্ধন, দরিদ্র। ৩তৎ। বিণ।

অবস্থিত—বিদ্যমান; সমীপস্থ; অধিকারী, স্থিত; সুস্থির, অচঞ্চল; অবিচলিত; আশ্রিত; নিবিষ্ট; নিযুক্ত। অব—স্থা (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবস্থিতচিত্ত—১। সুস্থিরমনাঃ, প্রশান্ত। অবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। সুস্থির মন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অবস্থিতি—অবস্থান, position, স্থিতি; বসবাস; অনুসরণ, অভ্যাস। অব—স্থা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অবস্যন্দন—ক্ষরণ; হিংসা। অব—স্যন্দ্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ, -স্যন্দিত।

অবস্রংসন—ক্ষরণ; অধঃপতন; স্খলন, চ্যুতি; অধোলম্বমানতা। অব—স্রন্‌স্ (ক্ষরিত হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবস্রস্ত—ক্ষরিত; চ্যুত; অধঃপতিত। অব—স্রন্‌স্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অবহত—আহত, প্রহৃত; পেঁতলানো; আছড়ানো; অস্ত্রাঘাতে বিতুষীকৃত ('— শস্য')। অব—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহতি—১। বিতুষীকরণার্থ অবঘাত, threshing. অব—হন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। বিনাশ। বাংপ্র। বি।

অবহনন—১। আঘাতকরণ, তাড়ন; পেঁতলানো। অব—হন্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। যে স্থানে রক্ত আঘাত করে; ফুসফুস। অব—হন্+অনট্ অধি। বি; স্ত্রী। [ভাব। বি; স্ত্রী।

অবহরণ—অপহরণ। অব—হৃ+অনট্

অবহসিত—১। উচ্চহাস্য। অব—হস্ (হাস্য করা)+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ২। উপহসিত। অব—হস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহস্ত—হস্তপৃষ্ঠ, হাতের অপর পিঠ। প্রাদি। বি; পু।

অবহার—১। আহ্বান, নিমন্ত্রণ; নিমন্ত্রিত ব্যক্তির প্রত্যাহরণ; অপনয়ন; বিরাম; ক্রীড়াবিরতি; যুদ্ধবিরতি, armistice; প্রত্যর্পণ; অন্য ধর্মগ্রহণ। অব—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। নিমন্ত্রণে উপনেতব্য বা উপহারযোগ্য দ্রব্য; পাশা; সমীপ। অব—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। ৩। চৌর; হাঙ্গর; জলহস্তী। অব—হৃ+ণ কর্তৃ। বি; পু।

অবহারক—১। অপহারক; অপনেতা; যুদ্ধাদিনিবর্তক। বিণ। ২। হাঙ্গর; জলহস্তী। অব—হৃ+ণক কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**অবহারিকা**।

অবহার্য—সমর্পণীয়; অপনয়নীয়; সমাপনীয়; উদ্ধার্য; দণ্ডনীয়। অব—হৃ+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। [বি; পু।

অবহাস—উপহাস। অব—হস্+ঘঞ্ ভাব।

অবহি—এখনই, অবিলম্বে। হি-মু। প্রা কপ্র। অ।

অবহিত—১। অবধানযুক্ত, সাবধান; মনোযোগী, নিবিষ্ট; অপ্রমত্ত। অব—ধা+ক্ত কর্তৃ। ২। জ্ঞাত, বিদিত। অব—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহিত্থ—মনোভাব গোপন; আকারগুপ্তি। ন—বহিস্ (বাহিরে)—স্থা (থাকা)+ক ভাব। বি; ক্লী।

অবহিত্থা—অবহিত্থ, আকারগুপ্তি, (অলংকারশাস্ত্রে) রত্যাদিসূচক মুখরাগাদি গোপন। অবহিত্থ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবহীন—পশ্চাৎ পতিত। অব—হা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহুঁ—এক্ষণে, এখন বা এখনই, এখনও। প্রা কপ্র। অ।

অবহুজ্ঞ—যাহার বিশেষ জানাশোনা নাই এমন; অবহুদর্শী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবহৃত—অপহৃত; অপনীত; স্থানান্তরে নীত; উদ্ধৃত; দণ্ডিত। অব—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহেল, অবহেলন—অবহেলা, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অযত্ন, অনাদর। অব—হেড়্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অবহেলনীয়—অনাদরণীয়, উপেক্ষণীয়, অবজ্ঞেয়। অব—হেড়্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অবহেলা—অবজ্ঞা, অনাদর, অযত্ন, অমনোযোগ, উপেক্ষা; অনায়াস; অবলীলা। অব—হেড়্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবহেলিত—অনাদৃত, উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত। অব—হেড়্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবহেলে—হেলায়, অনায়াসে, অবলীলাক্রমে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

অবা—অবোধ, বোকা; নেকা। প্রা কপ্র। বিণ।

অবাক্ (অবাচ্)—১। বাক্যরহিত, বাক্‌শক্তিহীন, মূক; অত্যন্ত বিস্ময়হেতু বাক্যস্ফুরণশূন্য, বিস্ময়-বিহ্বল; অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য, বিস্ময়জনক। ন (নাই) বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। ২। অবাঙ্মুখ, নতানন; অধোবদন, হেঁটমুখ; দক্ষিণদিগ্‌ভব। বিণ। ৩। দক্ষিণ দিক্। বি; স্ত্রী। ৪। অধঃ, নিম্নপ্রদেশ; নিকৃষ্ট কাল; পরবর্তী কাল। অব—অন্‌চ্+ক্বিন্ কর্তৃ। অ। ৫। বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত; বিস্ময়কর, আশ্চর্যজনক। বাংপ্র। বিণ।

অবাক্‌কাণ্ড—বিস্ময়কর ঘটনা। কর্মধা। বি; পু।

অবাক্-কারখানা—অদ্ভুত ব্যাপার। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

অবাক্-জলপান—আশ্চর্য জলখাবার, তেল নুন ঝাল মিশানো ভাজা চাল-ছোলা-চিনাবাদাম। কর্মধা। বাংপ্র। বি।

অবাক্‌পটু—যে কথাবার্তায় দক্ষ নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাক্‌পুষ্পী—শতপুষ্পী, শুলফাশাক; চোরখড়কী; মৌরী। অবাক্ (অধোগত) হইয়াছে পুষ্প যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অবাক্‌শিরাঃ (-রস) (>শিরা)—নতমস্তক, অধোবদন। অবাক্ (অধোগত) হইয়াছে শিরঃ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ।

অবাগ্র—নতবদন, অধোমুখ; নম্র। অব (বিপরীত অর্থাৎ অধঃ) হইয়াছে অগ্র (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ।

অবাঙ্ (অবাচ্)—নতানন, অধোবদন। অব—অন্‌চ+ক্বিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অবাচী**।

অবাঙ্গালী—১। বাঙালী ভিন্ন অন্য জাতি বা অন্য জাতির ব্যক্তি, non-Bengali. বি। ২। বাঙালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ, un-Bengali. নঞ্‌তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অবাঙ্মনসগোচর—বাক্য ও মনের অবিষয়; অনির্বাচ্য ও অচিন্তনীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাঙ্মুখ—অধোমুখ, অধোবদন, লজ্জাদিবশতঃ হেঁটমুখ। অবাক্ (নিম্নপ্রদেশগত) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী।

অবাচিকা—কুমেরুপ্রদেশ, Antarctica. অবাচী+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অবাচী—১। দক্ষিণ দিক্; দাক্ষিণাত্য; অধোদিক্। বি; স্ত্রী। ২। নতাননা, নিম্নমুখী। অবাচ্+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

অবাচীন—অধঃস্থ; অধোগত; দাক্ষিণাত্য সম্বন্ধীয়, দক্ষিণদেশীয়, অধোমুখ। অবাচ্+ঈন্ স্বার্থে। বিণ।

অবাচ্য—১। নিন্দিত বাক্য, অকথা, গালিগালাজ। ন (অপ্রশস্ত) বাচ্য (বাক্য), নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অকথ্য, অবক্তব্য; অগ্রহণীয় (গুরুনামাদি); অনির্বচনীয়; নিন্দার্হ। ন (না) বাচ্য (কথ্য), নঞ্‌তৎ। ৩। দক্ষিণদেশীয়; দক্ষিণদেশজাত; পরবর্তী কালে জাত। অবাচ্‌ শব্দ+যৎ ভবার্থে। বিণ।

অবাচ্যদেশ—ভগ, যোনি। কর্মধা। বি; পু।

অবাত—নির্বাত, বায়ুবিহীন। ন (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহু। বিণ।

অবাতবিক্ষোভ—বিনা বাতাসে আলোড়ন, বায়ু ব্যতিরেকে সঞ্চালন। নঞ্‌তৎ। বি; পু। বিণ. **-বিক্ষোভিত**।

অবাদী (-দিন্)—অবক্তা, যে কথা কয় না; অবিবাদী, অবিরোধী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অবাদিনী**।

অবাধ—বাধাশূন্য, প্রতিবন্ধরহিত, নির্বিঘ্ন; অব্যাহত, অনর্গল; পীড়াশূন্য। ন (নাই) বাধা যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**অবাধে**।

অবাধক—অপ্রতিবন্ধক, অপ্রতিবোধক; অনুকূল। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী. **-ধিকা**।

অবাধনীতি—ব্যক্তিবিশেষের কার্যে সরকারের হস্তক্ষেপ না করার নীতি, laissez-faire. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অবাধ-বাণিজ্য—প্রতিবন্ধকশূন্য বাণিজ্য, যে বাণিজ্যে আমদানি বা রপ্তানি করিবার জন্য শুল্ক দিতে হয় না, free trade. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অবাধিত—অব্যাহত, অপ্রতিহত, বাধ্যবাধকতাশূন্য; অপ্রতিবদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাধ্য—বাধা দিবার অযোগ্য বা অশক্য; অবশীভূত, অবশ, যে কথা শোনে না এমন; অনিবার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অবাধ্যতা**।

অবান্তর—১। অন্তঃপাতী; প্রধানের অঙ্গভূত বা মধ্যগত; গৌণ; সামান্যের মধ্যে বিশেষ; প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত; বর্ণিত বিষয়ের বহির্ভূত; অপ্রাসঙ্গিক। অব (অবগত) অন্তরকে (মধ্যকে), ২তৎ। বিণ। ২। ভিতরের কথা, তত্ত্ব; বৃত্তান্ত, বিবরণ ("জানিল দেবতাগণ সব অবান্তর"—কাশী)। প্রা কপ্র। বি।

অবান্তর-বিভাগ—ভেদের ভেদ, বিভাগের বিভাগ। অবান্তরগত বিভাগ, মধ্যপ। বি; পু।

অবান্তর-শাসন—রাজ্যের অন্তর্গত বিষয়সমূহ যে শাসনের অধীন। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অবান্ধব—১। বান্ধবশূন্য, অনাথ; মিত্রহীন। ন (নাই) বান্ধব (বন্ধু) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বান্ধব ভিন্ন জন, অবন্ধু। নঞ্‌তৎ। বি।

অবাপিত—১। প্রাপিত; নীত। অব—ণিজন্ত আপ্‌=আপি (পাওয়ানো)+ক্ত কর্ম। ২। অমুণ্ডিত; যাহা বোনা নহে এমন, রোপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবাপ্ত—প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত। অব—আপ্‌+ক্ত কর্তৃ, কর্ম। বিণ। বি—**অবাপ্তি**।

অবায়ুজীবী (-বিন্)—যে জীবাণু বায়ু বা অম্লজান ব্যতীত জীবিত থাকে, anaerbic অবায়ু (বায়ুর অভাব)—জীব্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবার—১। অবারণীয়, অনিবার্য। ন (অ)—বৃ (আবৃত করা)+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ। ২। (নদ্যাদির) নিকটবর্তী তীর, এপার। অব—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। অপ্রশস্ত দিন, খারাপ দিন। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবারণীয়, অবার্য—দুর্বার, অনিবার্য, অপ্রতিকার্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবারপার—সমুদ্র। অবার হইয়াছে পার যাহার, বহু। বি; পু।

অবারিত—অনিবারিত, মুক্ত, অরুদ্ধ, অনিষিদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবার্ণ—বর্ণহীন, achromatic. ন বার্ণ (বর্ণ+অণ্‌), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবার্য—'অবারণীয়' দ্রঃ।

অবাসাঃ (-সস্) (>অবাসা)—বস্ত্রহীন, বিবসন, নগ্ন, উলঙ্গ। ন (নাই) বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

অবাস্তব, অবাস্তবিক—অমূলক, অলীক; ন্যায়বিরুদ্ধ ভ্রমাত্মক; অবস্তু সম্বন্ধীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বী, -বিকী**।

অবাহ্য—১। অবহনীয়; আভ্যন্তর; কুশল। নঞ্‌তৎ। ২। বহির্ভাগরহিত। বহু। বিণ।

অবি—১। সূর্য; প্রভু; পর্বত; ছাগ; মেষ; মূষিক; বায়ু; কম্বল; প্রাচীর। বি; পু। ২। রজস্বলা স্ত্রী। অব্‌+ইন্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অবিকচ, অবিকচিত—অবিকশিত, অপ্রস্ফুটিত; মুদ্রিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিকট—১। অভয়ংকর; অবিশাল; অবিস্তৃত। ন বিকট, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। মেষদল, ভেড়ার পাল। ৬তৎ। বি; পু।

অবিকত্থ—আত্মশ্লাঘারহিত, অগর্বিত, নিরহংকার। ন (অ)—বি—কত্থ+অচ্‌ কর্তৃ। বিণ।

অবিকত্থন—১। অগর্বিত, নিরহংকার, আত্মশ্লাঘাশূন্য। ন (নাই) বিকত্থন যাহার, বহু। বিণ। ২। আত্মশ্লাঘা না করা, গর্বপ্রকাশ না করা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবিকম্প—অচল, নির্বিকল্পক; নিঃসংশয়। বহু। বিণ।

অবিকল—১। কোনও অংশে অঙ্গহীন নয় এরূপ, সম্পূর্ণ; যাহার কল বিগড়ায় নাই এমন, অবিকৃত; ঠিকঠাক; অখণ্ড, অভগ্ন; অনাকুল; সুসংগত; অবিসংবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। ঠিকমত, সম্পূর্ণ মিল রাখিয়া; একেবারে, পুরাপুরি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অবিকল্প—১। নিঃসংশয়; পক্ষান্তর-রহিত। বহু। বিণ। ২। অসংশয়। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবিকার—১। নির্বিকার, রাগদ্বেষহীন; অটল, স্থির; রাগদ্বেষশূন্য; অপরিবর্তিত। ন (নাই) বিকার যাহার, বহু। বিণ। ২। অপরিবর্তিত অবস্থা; একরূপতা; স্থিরতা। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবিকারী (-রিন্)—অবিকারসাধক, যাহা বিকৃত করে না, যে বিকার জন্মাইতে পারে না, অপরিবর্তনসাধক; বিকার-রহিত, নির্বিকার। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

অবিকার্য—অবিকারসাধ্য, বিকারসাধনের অযোগ্য, নির্বিকার; অপরিবর্তনসাধ্য, নিত্য; অপরিবর্তনীয়, যাহার অবস্থান্তর হয় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিকৃত—বিশুদ্ধ, খাঁটি; যাহা পচিয়া যায় নাই এমন; পূর্ববৎ, যথাযথ, অপরিবর্তিত, অচঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অবিকৃতি**।

অবিক্রম—১। প্রতাপশূন্য, অপরাক্রান্ত, ভীরু। ন (নাই) বিক্রম যাহার, বহু। বিণ। ২। বিক্রমাভাব, পরাক্রমরাহিত্য, ভীরুতা। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবিক্রয়—বিক্রয় না হওয়া, না বেচা। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবিক্রান্ত—অবিক্রম, পরাক্রমরহিত, অপরাক্রান্ত, সাহসহীন, ভীরু। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিক্রিয়—১। নির্বিকার; একরূপ। বিণ। ২। ব্রহ্ম। ন (নাই) বিক্রিয়া যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অবিক্রিয়া—১। ভাবান্তরহীনতা; বিকারশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বিকারশূন্যা। অবিক্রিয়+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

অবিক্রী—অবিক্রয়। বাংপ্র। বি।

অবিক্রেয়ী—অবিক্রীত, বিক্রয়ের অযোগ্য। বাংপ্র। বিণ।

অবিক্রীত—যাহা বেচা হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিক্রেয়—বিক্রয়ের অযোগ্য, যাহা বিক্রয় করা যায় না বা করা অকর্তব্য; (লাক্ষালবণাদি) যাহা বেচা স্মৃতিনিষিদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিক্লব—অকাতর, প্রশান্ত, অব্যাকুল, স্থির। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিক্ষত—অক্ষত, অনাহত, আঘাতপ্রাপ্ত নয় এরূপ; অখণ্ডিত, সম্পূর্ণ; অদূষিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিক্ষি, অবিক্ষিৎ—১। বিশেষরূপ-ক্ষয়শূন্য, অবিক্ষীণ। বিণ। ২। সূর্যবংশীয় জনৈক নরপতি। বিদিশাধিপতনয়া ভামিনীর স্বয়ংবর উপস্থিত হইলে, ইনি স্বয়ংবর-সভা হইতে ভামিনীকে তাৎকালিক ক্ষাত্ররীত্যনুসারে হরণ করেন। পরে সকল রাজা একত্র হইয়া ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। এ সংবাদ অবিক্ষিতের পিতার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি রাজগণকে পরাজিত করিয়া পুত্রকে মুক্ত করেন। ইহাতে ভামিনীর পিতা, অবিক্ষিতের সহিত স্বীয় তনয়ার বিবাহ দিতে সম্মত হন; কিন্তু অবিক্ষিৎ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইয়া বনগমনপূর্বক তপস্যা আরম্ভ করেন। এদিকে ভামিনীও অন্য পুরুষকে স্বামিরূপে গ্রহণ করিতে অসম্মতা হইয়া যে বনে অবিক্ষিৎ তপস্যার্থে গমন করিয়াছিলেন, সেই বনে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে পরস্পর প্রণয়াসক্ত হইয়া পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর অবিক্ষিৎ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিক্ষিপ্ত—অবিকীর্ণ, যাহা ছড়ানো হয় নাই; অচঞ্চল, স্থির; সাবধান; অনিক্ষিপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিক্ষুব্ধ—অচঞ্চল; অব্যাকুল; প্রশান্ত; অনালোড়িত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিক্ষেপ—১। স্থৈর্য; সংহতি; অ-নিক্ষেপ, ধারণ; শান্তভাব। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বিক্ষেপহীন, অবিক্ষিপ্ত। ন (নাই) বিক্ষেপ যাহার, বহু। বিণ।

অবিক্ষোভ—অক্ষুব্ধতা; প্রশান্তি। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিগত—যাহা গত বা অতীত হয় নাই; উপস্থিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিগর্হিত—অদূষিত; সজ্জনসম্মত; অনিন্দিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিগীত—অনিন্দিত; অবিগর্হিত; প্রশংসিত; প্রশস্ত (শিষ্টাচারাদি)। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিগ্রহ—১। মূর্তরহিত; মূর্তিহীন, নিরাকার, অশরীরী। বহু। ২। (বাক) ব্যাসবাক্যশূন্য। ন (নাই) বিগ্রহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। দেহহীন দেবতা। বহু। বি; পু।

অবিঘাত—১। অবাধ; অব্যাহত, অবিঘ্ন। বহু। বিণ। ২। বাধাভাব, অপ্রতিবন্ধ। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিঘ্নেন—নির্বিঘ্নে, নিরাপদে। প্রা কপ্র। < অবিঘ্ন। ক্রি-বিণ।

অবিঘ্ন—১। বিঘ্নাভাব। ন বিঘ্ন, নঞ্তৎ। বি; পু। ২। নিরাপদ, নির্বিঘ্ন; অবিলম্ব। বহু। বিণ।

অবিঘ্নেশ্বর—(অবিঘ্নের অধিপতি) গণেশ। ৬তৎ। বি; পু।

অবিচক্ষণ—অদক্ষ, অনিপুণ, আনাড়ী; অবিবেচক, অবিবেকী; জ্ঞানহীন, মূর্খ। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিচল—অচঞ্চল, স্থির; অভ্রষ্ট; অবি-চলিত, দৃঢ়। বাংপ্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিচলিত—স্থির, দৃঢ়; অব্যাকুল। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিচলিতচিত্ত, -হৃদয়—১। স্থির বা দৃঢ় মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। স্থির-সংকল্প; দৃঢ়চেতা। বহু। বিণ।

অবিচার—১। বিচারাভাব, অযথার্থ বিচার, অন্যায় বিচার; অবিবেচনা; অহিতাচার; অত্যাচার। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বিচাররহিত; বিবেচনাশূন্য। ন (নাই) বিচার যাহার, বহু। বিণ।

অবিচারক—যে (যথোচিত) বিচার করে না, অনুচিত বিচারকর্তা; অবিবেচক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিকা**।

অবিচারণ—বিচার না করা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অবিচারিত—যাহার বিচার করা হয় নাই; অবিবেচিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিচারে—নিঃসংশয়ে; অন্যায়পূর্বক। বহু। ক্রি-বিণ।

অবিচিন্ত্য—অচিন্তনীয়, অভাবনীয়, চিন্তা-তীত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিচ্ছিন্ন—বিচ্ছেদশূন্য, অবাধ, অবিরাম, ধারাবাহিক; অনন্তর; অখণ্ডিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিচ্ছেদ—১। বিচ্ছেদশূন্যতা, অখণ্ডতা, সম্পূর্ণতা; সংগতি, সংশ্লেষ, সম্বন্ধ; মিলন। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বিচ্ছেদশূন্য, অবিভক্ত, অখণ্ডিত; ধারাবাহিক। ন (নাই) বিচ্ছেদ যাহার, বহু। বিণ।

অবিচ্ছেদে—বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে, একাদি-ক্রমে, ধারাবাহিকরূপে। ন (নাই) বিচ্ছেদ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অবিচ্ছেদ্য—বিচ্ছেদের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নহে। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিচ্যুত—অভ্রষ্ট; সংলগ্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিজ্ঞ—অনভিজ্ঞ, অর্বাচীন, অপ্রবীণ; অশিক্ষিত, মূর্খ। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিজ্ঞাত—১। অপরিজ্ঞাত, অবিদিত। বিণ। ২। যে জানে নাই; পরমেশ্বর (কারণ তাঁহার স্বরূপ জীবের অজ্ঞাত)। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিজ্ঞেয়—১। অনবগম্য, অপরিজ্ঞেয়, ; স্থূলদৃষ্টির অবিষয়। বিণ। ২। পরমেশ্বর। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিডীন—পক্ষীদিগের কোন বস্তুর অভি-মুখে গমন; পাখিদিগের সোজা আকাশে উড়িয়া যাওয়া। নঞ্—বি—ডী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অবিত—ত্রাত, রক্ষিত, পালিত। অব্ (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবিতথ—১। অমিথ্যা, অমোঘ, অভ্রান্ত, সত্য, যথার্থ, সফল। বিণ। ২। যাথার্থ্য; সত্য কথা। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অবিতর্কিত—অচিন্তিত, অভাবিত; অদৃষ্ট-পূর্ব। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিতৃপ্ত—অতৃপ্ত, অসন্তুষ্ট, অপরিতৃপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিতৃষ্ণ—বিতৃষ্ণ হয় নাই এরূপ; সতৃষ্ণ, সাকাঙ্ক্ষ, সাভিলাষ, প্রবৃত্ত। ন বিতৃষ্ণ, নঞ্তৎ; বা, ন (নাই) বিতৃষ্ণা যাহার, বহু। বিণ।

অবিত্ত—১। বিত্তহীন, সম্পত্তিরহিত, নির্ধন, দরিদ্র। ন (নাই) বিত্ত যাহার, বহু। ২। অলব্ধ; অজ্ঞাত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিদগ্ধ—অসম্যক্ দগ্ধ; অজীর্ণ; অপণ্ডিত, মূঢ়, অরসিক; বিদাহহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিদিত—অনবগত, অজ্ঞাত, অজানা; অপরিচিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিদীর্ণ—অচেরা, যাহা চেরা বা বিভক্ত হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিদূর—নিকট, সমীপস্থ। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিদ্ধ—যাহা ফোঁড়া হয় নাই এমন, অবেঁধা; অচ্ছিদ্রিত; অপ্রোথিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিদ্ধকর্ণা—ভৃঙ্গরাজ; কেশুরিয়া; অম্বষ্ঠা, আকনাদি। অবিদ্ধ কর্ণ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অবিদ্ধকর্ণী—অম্বষ্ঠা, আকনাদি। অবিদ্ধ কর্ণ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অবিদ্বান্ (-স্)—অপণ্ডিত; মূর্খ। বহু। বিণ। স্ত্রী—**অবিদুষী**।

অবিদ্য—১। বিদ্যাশূন্য, শাস্ত্রজ্ঞানহীন, মূর্খ; বিদ্যা বা জ্ঞানের অবিষয়ীভূত। ন (নাই)

বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ। ২। বিদ্যার অবিষয়ীভূত, জ্ঞানের অবিষয়। ন (নাই) বিদ্যা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিদ্যমান—অবর্তমান, অনুপস্থিত; সত্তা-শূন্য, অস্তিত্ববিহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিদ্যা—১। বিদ্যাহীনা। বহু; 'অবিদ্য' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। মূর্খতা; (বিদ্যা ভিন্ন) কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য; অজ্ঞান, মায়া, 'দেহই আমি' এইরূপ যে জ্ঞান তাহা; তমঃ মোহ মহামোহ তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচ প্রকার অবিদ্যা; প্রকৃতি। ন বিদ্যা, নঞ্তৎ। ৩। উপপত্নী; বেশ্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

অবিধবা—সধবা, বিধবা নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অবৈধব্য**।

অবিধা—১। কুবিধা, অসুবিধা। ন (অপ্রশস্ত) বিধা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ত্রাহি, রক্ষা কর; অবিহা। অ।

অবিধান—১। অব্যবস্থা; অবিধি, অন্যায় বিধি; অবৈধ কার্য। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। অবৈধ, অশাস্ত্রীয়। বহু। বিণ।

অবিধি—১। অব্যবস্থা, অনিয়ম, অশাস্ত্র। নঞ্তৎ।। ২। মন্দ ব্যবস্থা; কুবিধি। ন (অপ্রশস্ত) বিধি, নঞ্তৎ। বি; পু। ৩। ব্যবস্থাবিরুদ্ধ, বিধিবিগর্হিত। ন (নাই) বিধি যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিধেয়—অনুচিত, অকর্তব্য; অযোগ্য, প্রতিকূল। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিধ্বংসী (-সিন্)—চিরস্থায়ী, অবিনাশী। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিন—১। বহ্নি; বায়ু; রাজা; সমুদ্র। অব (রক্ষা করা)+ইনচ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। যষ্টা, যাগকারী। বিণ।

অবিনত—অবিনয়ী। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিনয়—১। বিনয়াভাব; গর্ব; অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য, ধৃষ্টতা; অসম্মান; অপরাধ; অনাচার। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বিনয়শূন্য, অবিনীত; অশিষ্ট, উদ্ধত। ন (নাই) বিনয় যাহার, বহু। বিণ।

অবিনয়ী (-য়িন্)—বিনয়রহিত, অবিনীত; অশিষ্ট, উদ্ধত, ধৃষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নয়িনী**।

অবিনশ্বর—অবিনাশী, মরণরহিত, নাশহীন, অমর, অক্ষয়, শাশ্বত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিনাভাব—অবিয়োগ; (ন্যায়দর্শনে) কোন একটি না থাকিলে অন্য একটি না থাকা (ধূম থাকিলে বহ্নি থাকিবেই—এরূপ বিচার)। ন বিনাভাব, নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিনাশ—১। বিনাশাভাব, চিরস্থায়িত্ব, চিরজীবিত্ব। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বিনাশশূন্য। ন (নাই) বিনাশ যাহার, বহু। বিণ।

অবিনাশিতা—সংরক্ষণ, conservation; অবিনশ্বরত্ব। অবিনাশিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

অবিনাশী (-শিন্)—অবিধ্বংসী, অবিনশ্বর, অক্ষয়, শাশ্বত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শিনী**।

অবিনির্ণয়—বিনির্ণয়াভাব, সংশয়। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিনীত—১। অশিষ্ট, উদ্ধত, বিনয়রহিত; অশিক্ষিত; অসংযত; অসৎ; অদমিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিনীতা—অশিষ্টা, উদ্ধতস্বভাবা; অসতী, কুলটা। নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অবিন্ধন—বাড়বানল; বজ্রাগ্নি। অপ্ (জল) হইয়াছে ইন্ধন যাহার, বহু। বি; পু।

অবিন্যস্ত—বিশৃঙ্খলভাবে স্থাপিত, যাহা পরিপাটিরূপে রাখা হয় নাই এমন; অসজ্জিত, অগোছাল। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিন্যাস—বিন্যাসাভাব, না সাজানো, স্থাপন না করা, গচ্ছিত না রাখা; যথোচিত বিন্যাসের অভাব, খারাপ ভাবে সাজানো। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিপক্ষ—১। প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন, শত্রুহীন। ন (নাই) বিপক্ষ যাহার, বহু। ২। অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অবিরোধী, অপ্রতিকূল, অনুকূল। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিপন্ন—অসংকটাপন্ন; অক্ষত, অনাহত; অদূষিত, অকলঙ্কিত, অমলিন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিপশ্চিৎ—অপণ্ডিত, অবিদ্য; অবিজ্ঞ, জ্ঞানহীন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিপাক—১। অপক্বতা; অপরিণতি; অফলোদয়; পরিপাকাভাব, অজীর্ণতা; বিপাকাভাব, দুর্গতিহীনতা, ভাল অবস্থা। ২। কর্মের সদৃশ ফল। নঞ্তৎ। বি; পু।

অবিপ্রকৃষ্ট—সন্নিকৃষ্ট, সন্নিহিত, অদূর। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিপ্রতিহত—পাদদ্বারা অনাক্রান্ত বা গমনাগমনরহিত, যেখান দিয়া লোকে চলাচল করে না এমন ('—পথ'); অক্ষুণ্ণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিপ্রিয়—১। অবিরক্তিকর; প্রীতিকর; ইষ্ট; প্রিয়; অনবজ্ঞাত। ন (নয়) বিপ্রিয় (বিগতপ্রিয়), নঞ্তৎ। বিণ। ২। যা মেষের প্রিয়, শ্যামা ঘাস। অবির (ছাগলের বা মেষের) প্রিয়, ৬তৎ। বি; পু।

অবিপ্লুত—১। অক্ষত; অবিনষ্ট; সম্যক্-পালিত (ব্রহ্মচর্যাদি); অবাধে প্রবর্তিত। নঞ্তৎ। ২। আচরিত; একাগ্রভাবে ব্যাপৃত; অবিপর্যস্ত; অদূষিত; অপ্লাবিত। ন (অ)—বি—প্লু+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবিবক্ষা—বলার অনিচ্ছা (ব্যাকরণের কারকাদি প্রয়োগে)। নঞ্তৎ। বি; ।

অবিবক্ষিত—বলিবার ইচ্ছা নাই এরূপ; অনভিপ্রেত; অনুপলক্ষিত, অনুপলব্ধ, not implied. নঞ্তৎ। বিণ।

অবিবাদ—১। অবিরোধ; ঐকমত্য (অহিংসা পরম ধর্ম ইঃ বিষয়ে শাস্ত্রমতের)। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বিরোধশূন্য। ন (নাই) বিবাদ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিবাদী (-দিন্)—অবিরোধী, অ-বিবাদপ্রিয়, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

অবিবাদে—নির্বিবাদে; বিরোধহীনতায়। ন (নাই) বিবাদ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিবাহিত—অপরিণীত, অকৃতদার, অনূঢ়। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিবিক্ত—অবিজন, অনিভৃত; বিবেক-শূন্য; পরস্পর অভেদভাবগত; অপবিত্র, অবিশুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিবেক—১। সদসদ্বিবেচনাহীনতা, অবি-মৃষ্যকারিতা; সাহসিকতা, rashness; অভেদজ্ঞান; অজ্ঞান; ভ্রম, ব্যাকুলতাহেতু মোহ। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। বিবেকরহিত, বিবেচনাশূন্য, অবিমৃষ্যকারী। ন (নাই) বিবেক যাহার, বহু। বিণ। ৩। ঐকমত্য, একত্র হইয়া কার্যকরণ। ন (নাই) বিবেক (ভেদজ্ঞান) যাহাতে, বহু। বি; পু।

অবিবেকতা, অবিবেকিতা, -ত্ব—অবিবেচনা; অজ্ঞতা, মূঢ়তা। অবিবেক+তা; অবিবেকিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী; স্ত্রী ও ক্লী।

অবিবেকী (-কিন্)—অবিবেচক, ভাল-মন্দ বিচারের জ্ঞানশূন্য; শাস্ত্রাদিজ্ঞানশূন্য; (সাংখ্যমতে) প্রধান। ন বিবেকী, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কিনী**।

অবিবেচক—বিবেচনাশূন্য, যাহার ন্যায়-অন্যায়বোধ নাই এরূপ, হিতাহিত বিচার-শক্তিহীন; যে বিবেচনা করিয়া কাজ করে না এমন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-চিকা**।

অবিবেচনা—বিবেচনাভাব; অবিচারণা; অন্যায় বিবেচনা, অবিচার; হিতাহিত-বিচারশূন্যতা। বি; স্ত্রী।

অবিবেচনীয়, অবিবেচ্য—বিবেচনার অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অবিবেচিত—বিবেচনা করা হয় নাই এরূপ ; অবিচারিত ; অনালোচিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিবেচ্য—'অবিবেচনীয়' দ্রঃ।

অবিব্রত—ব্যস্ততাহীন, স্থির ; অব্যাকুল ; অবিপন্ন। বিণ।

অবিভক্ত—ভাগ করা হয় নাই এরূপ, অপৃথক্‌কৃত ; ভাগ করিয়া লওয়া হয় নাই এরূপ ; অভিন্ন, সর্বত্র বর্তমান ; অখণ্ড, সমগ্র ; পৃথক্ হয় নাই এরূপ, অপৃথগ্‌ভূত ; সম্মিলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাজ্য—যাহা ভাগ করা যায় না বা করা উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাত—১। অপ্রকাশিত, অস্ফুরিত ; অদীপ্ত, অনুজ্জ্বল। নঞ্‌তৎ। ২। অপরিণীত, যাহার বিবাহ হয় নাই এরূপ। < অবিবাহিত। বিণ।

অবিভাতি, অবিভাই—অবিবাহিত বা অবিবাহিতা ("অবিভাতি কন্যা প্রায় লয় মোর মনে"—কাশী)। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিভাবনীয়, অবিভাব্য—অবিতর্ক্য, অবোধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভাবিত—অচিন্তিত, অবিতর্কিত ; অলক্ষিত ; অনুদ্ভাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিভ্রম—ধীরতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অবিমিশ্র—যাহার মিশ্রণ করা হয় নাই, বিশুদ্ধ, ভেজালশূন্য, খাঁটি। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিমুক্ত—১। অপরিত্যক্ত। বিণ। ২। বারাণসী, কাশী (যেহেতু উহা হরগৌরী বা মুমুক্ষু ব্যক্তি কর্তৃক অপরিত্যক্ত)। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী বা পু।

অবিমুক্তেশ্বর—বিশ্বেশ্বর, কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। অবিমুক্তের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

অবিমৃশ্য—১। অবিবেচনা করিয়া, বিবেচনা না করিয়া। অ। ২। অবিচার্য, সন্দেহের অযোগ্য ; অবিবেচক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিমৃশ্যকারিতা, -ত্ব—সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্যকরণ, হঠকারিতা, গোঁয়ারতমি, অবিবেকিতা। অবিমৃশ্যকারিন্‌+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অবিমৃশ্যকারী (-রিন্)—সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্যকারী ; হঠকারী, গোঁয়ার, পূর্বাপর না ভাবিয়া-চিন্তিয়া সহসা কার্যকারী, অবিবেকী। উপতৎ। অবিমৃশ্য—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অবিমৃশ্যভাষী (-ভাষিন্)—বিবেচনা না করিয়া যে কথা বলে। উপতৎ। অবিমৃশ্য—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

অবিমৃশ্যবাদী (-বাদিন্)—যে বিবেচনা না করিয়া কথা বলে, অবিবেচ্যভাষী। উপতৎ। অবিমৃশ্য—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা, -ত্ব**।

অবিয়ত—অনূঢ়া ('—কন্যা')। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিয়াইত অবিবাহিত ("চৌদ্দ বছরের কন্যা অবিয়াইত রৈল"—মৈমন)। প্রা কপ্র। বিণ।

অবিযুক্ত—অবিচ্ছিন্ন, সংযুক্ত, মিলিত ; অবিরহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অবিয়োগ**।

অবিরত—অবিশ্রান্ত, ক্রমাগত, একটানা ; অনিবৃত্ত ; অনবরত, সতত। নঞ্‌তৎ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অবিরতি—অনিবৃত্তি ; অসংযম ; বিরামাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিরল—সান্দ্র, নিবিড়, ঘন ; নিরন্তর। নঞ্‌তৎ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অবিরাম—বিরামশূন্য, ক্রমিক, অবিশ্রান্ত। ন (নাই) বিরাম যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

অবিরুদ্ধ—বিরুদ্ধ নয় এরূপ, অবিপরীত, অনুযায়ী ; অপ্রতিকূল, অনুকূল ; অনুরক্ত ; সংলগ্ন, সংগতিবিশিষ্ট ; অনিবারিত ; নির্দোষ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিরোধ—১। বিরোধাভাব, বিবাদহীনতা ; সম্মতি ; অব্যাঘাত ; ঐকমত্য ; সহাবস্থান ; সমন্বয়। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। বিরোধবিরহিত। ন (নাই) বিরোধ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিরোধী (-ধিন্)—কাহারও বিরোধী নয় এরূপ, অবিবাদপ্রিয় ; অবিরুদ্ধ, অপ্রতিকূল, অনুযায়ী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রোধিনী**।

অবিলক্ষ্য—উদ্দেশ্যহীন ; বিশেষ লক্ষ্যহীন ; ব্যাজশূন্য ; অপ্রতিবিধেয়। বহু। বিণ।

অবিলম্ব—১। বিলম্বাভাব, ত্বরা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। বিলম্বশূন্য, ত্বরিত। ন (নাই) বিলম্ব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিলম্বন—না ঝুলানো ; বিলম্বাভাব, দেরি না করা ; শীঘ্রতা, ত্বরা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অবিলম্বিত—১। ত্বরিত, ত্বরায় সম্পন্ন, শীঘ্র নিষ্পন্ন ; অলম্বমান, যাহা ঝুলিতেছে না ; ঝুলানো বা টাঙানো হয় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অবিলম্বন, বিলম্বাভাব, ত্বরা, শীঘ্রতা। বি ; ক্লী।

অবিলম্বে—বিলম্বব্যতিরেকে, সত্বর, শীঘ্র, তৎক্ষণাৎ। ন (নাই) বিলম্ব যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অবিলাসী (-সিন্)—বিলাসরহিত, অভোগাসক্ত, অশৌখিন, যে বাবুগিরি করিতে ভালবাসে না। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সিনী**।

অবিলুপ্ত—বিনাশরহিত ; অবিকৃত ; (বাঙ্গালায়) মায়ামুক্ত (চিত্ত)। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিলোল—অচঞ্চল, অনান্দোলিত ; শান্ত, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশঙ্ক—নির্ভীক ; নিঃসন্দেহ। বহু। বিণ।

অবিশঙ্কা—শঙ্কাহীনতা, ভয়শূন্যতা, নির্ভীকতা ; বিশ্বাস। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবিশঙ্কিত—অসন্ত্রস্ত, অভীত, ভয়রহিত, শঙ্কাশূন্য ; অসন্দিগ্ধ ; দ্বৈধশূন্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশীর্ণ—অক্ষীণ ; অম্লান ; অপ্রনষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশুদ্ধ—অনির্মল, সমল, সদোষ, অপবিত্র ; অশাস্ত্রীয় ; মিশ্রিত, খাঁটি নয় ; দুষ্ট, অধার্মিক ; অস্পষ্ট, অব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-শুদ্ধি**।

অবিশেষ—১। বিশেষাভাব, ভেদহীনতা, অভেদ ; (দর্শনে) সামান্য, সমগ্রতা, যাহাতে সুখদুঃখমোহরূপ বিশেষ নাই। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। বিশেষহীন, অভিন্ন। ন (নাই) বিশেষ যাহার, বহু। বিণ। ৩। (সাংখ্যমতে) সূক্ষ্মভূতপদার্থ। ন (নাই) বিশেষ যাহাদের, বহু। বি ; পু। বিণ - **অবৈশেষিক**।

অবিশেষজ্ঞ—১। বিশেষ জ্ঞানরহিত, অনভিজ্ঞ ; সূক্ষ্মতত্ত্বের জ্ঞানহীন, যে মর্মকথা জানে না ; ভেদজ্ঞানরহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বসনীয়, অবিশ্বাস্য—বিশ্বাসের অযোগ্য, অপ্রত্যয়যোগ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বস্ত—যাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রতারিত হওয়া গিয়াছে এরূপ, অবিশ্বাসী, অবিশ্বাসযোগ্য, বিশ্বাসঘাতক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিশ্বাস—১। বিশ্বাসাভাব, অপ্রত্যয়। ন বিশ্বাস, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। বিশ্বাসবিহীন, অবিশ্বস্ত, অবিশ্বাসযোগ্য। ন (নাই) বিশ্বাস যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবিশ্বাসী (-সিন্)—অবিশ্বাসযোগ্য, অবিশ্বস্ত ; যে বিশ্বাস করে না। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সিনী**।

অবিশ্বাস্য—'অবিশ্বসনীয়' দ্রঃ।

অবিশ্যি—নিশ্চয়। < অবশ্য। ক্রি-বিণ।

অবিশ্রান্ত—১। অক্লিষ্ট ; বিশ্রামরহিত, অবিরাম, ধারাবাহিক। ন বিশ্রান্ত (বিশ্রামযুক্ত), নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। বিশ্রাম ব্যতিরেকে ; অনবরত।

ন (নাই) বিশ্রান্ত (বিশ্রাম) যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিশ্রাম—অবিরাম। ন (নাই) বিশ্রাম যাহার, বহু। বিণ।

অবিশ্রুত—যাহা বিখ্যাত বা বিশ্রুত নহে এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষ—১। বিষহীন, নির্বিষ। ন (নাই) বিষ যাহার, বহু। বিণ। ২। সমুদ্র; আকাশ; রাজা। অব (গমন করা) + টিষচ্ কর্তৃ। ৩। কুৎসিত বিষ; যৎসামান্য বিষ। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবিষণ্ণ—অদুঃখিত, অবিমর্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষম—১। সম, জোড়; তুল্য, অপক্ষপাত; অকুটিল, অপ্রতিকূল; সুগম, সুখবোধ। নঞ্‌তৎ। ২। অতি বিষম, অতি ভীষণ। ন (নাই) বিষম যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অবিষয়—১। বিষয়াতীত; অপ্রাসঙ্গিক; অজ্ঞাত; অপ্রতিপাদ্য; ইন্দ্রিয়জ্ঞানহীন; বিষয়-বিরক্ত। বহু। বিণ। ২। অপ্রকাশ, অদর্শন, (সূর্যাদির) অনুদয়; অপাত্র; অক্ষেত্র। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবিষয়ী (-য়িন্)—অবিষয়াসক্ত, অভোগাসক্ত; বিষয়কর্মে অনভিজ্ঞ; বিষয়কর্মে অব্যাপৃত; ধনহীন, সম্পত্তিরহিত, অসংগতিপন্ন। বিণ; পু। স্ত্রী, **-য়িণী**।

অবিষহ্য—অসহনীয়, দুর্বিষহ; অতিদারুণ; প্রখর; দুর্ধর্ষ; মহাবেগবান্; সুদুর্দর্শ, অগোচর; অশক্যনির্ণয়; অসাধ্য, দুষ্কর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিষী—নদী; পৃথিবী; স্বর্গ। অব (গমন করা, রক্ষা করা) + টিষচ্ কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অবিসংবাদ—অবিতণ্ডা, অবিবাদ, অবিরোধ; পরিপালন। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অবিসংবাদিত—অবিরোধিত; যাহাতে মতভেদ নাই, **undisputed**; অপ্রতিরোধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিসংবাদিতভাবে, -রূপে—নির্বিরোধে, সর্বসম্মতিক্রমে। অবিসংবাদিত ভাব, রূপ, কর্মধা, এরূপে। বি, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

অবিসংবাদী (-দিন্)—অবিবাদী, অবিরোধী; প্রমাণানুসারী। ন বিসংবাদী, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা**।

অবিসংবাদে—সর্বসম্মতভাবে, সর্বসম্মতিক্রমে। ন (নাই) বিসংবাদ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অবিসর্গী (-র্গিন্)—১। অত্যাগী, অবর্জনশীল, যাহা ছাড়ে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্গিণী**। ২। যে জ্বর ছাড়ে না, অবিরাম জ্বর। বি; পু।

অবিসার—১। অপ্রসার। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। প্রভাময়; সুসার, অত্যুৎকৃষ্ট। কপ্র। বিণ।

অবিস্তীর্ণ, অবিস্তৃত—বিস্তারশূন্য; সামান্য; অল্পায়তন, যাহা অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিস্পষ্ট—১। অস্পষ্ট, অস্ফুট, অব্যক্ত, জড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অস্পষ্ট বাক্য। বি; ক্লী। ৩। অস্পষ্টরূপে। নঞ্‌তৎ। ক্রি-বিণ।

অবিস্মরণ—স্মরণ, মনে করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবিস্মিত—অচমৎকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিস্মৃত—যাহা ভোলা যায় নাই এরূপ; যে ভুলে যায় নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ; বিণ। বি, **-তি**।

অবিহত—অপ্রতিহত; অনিবারিত; অবিচ্ছিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিহিত—বিধিবিরুদ্ধ, অবৈধ; অন্যায্য, অনুচিত; অকর্তব্য; অব্যবস্থিত; নিষিদ্ধ; অসম্পাদিত, অননুষ্ঠিত, অকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবিহ্বল—অনাকুল, অনভিভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবী—ঋতুমতী স্ত্রী, রজস্বলা। অব (রক্ষা করা) + ই কর্তৃ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈ। বি; স্ত্রী।

অবীক্ষণ—১। দর্শনাভাব; অপরীক্ষা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। দর্শনশূন্য। ন (নাই) বীক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

অবীক্ষিত—১। অদৃষ্ট; অবগণিত, উপেক্ষিত; অপরীক্ষিত। বিণ। ২। দর্শনাভাব, অদর্শন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবীচি—১। তরঙ্গশূন্য। ন (নাই) বীচি (তরঙ্গ) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। নরক বিঃ [ভাগবতে লিখিত আছে, যে ব্যক্তি দ্রব্য-বিনিময়ে বা দানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় সে ব্যক্তি শত যোজন ঊর্ধ্ব গিরিশৃঙ্গ হইতে অধোমস্তক হইয়া অবীচি নরকে নিক্ষিপ্ত হয়]। ৩। তরঙ্গাভাব; শ্রেণীহীনতা; অবকাশাভাব; অসুখ। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

—১। বীজরহিত; বাধ্যরেতাঃ; অনুপ্তবীজ (ক্ষেত্র); ক্লীব; কারণশূন্য। ন (নাই) বীজ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বীজাভাব, বীচি না থাকা; অপকৃষ্ট বীজ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অবীজক—বীজরহিত। ন (নাই) বীজ যাহার বা যাহাতে, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অবীজপত্রী (-ত্রিন্)—বীজপত্রবিহীন উদ্ভিদ্। নঞ্‌তৎ। বি; পু বা বিণ।

অবীজা—১। বীজরহিতা; অন্নবীজা। বিণ। ২। দ্রাক্ষা। বি; স্ত্রী।

অবীর—১। বীর নয়, দুর্বল, ভীরু, হীনবীর্য; পুত্রাদিরহিত; পুরুষশূন্য। নঞ্‌তৎ। ২। বীরশূন্য। ন (নাই) বীর যেখানে, বহু। বিণ।

অবীরা—বীররহিতা; পতিপুত্রহীনা, ক'ড়ে রাঁড়ী; অনাথা, অসহায়া। বহু। বিণ; স্ত্রী।

অবুঝ—যে বুঝে না বা বুঝিতে পারে না এমন; যে বুঝিয়াও বুঝে না এমন; যে নেকামি করে এমন; অবিবেচক; অরসিক; অবোধ; অসান্ত্বনীয়, যে প্রবোধ মানে না এমন; অজ্ঞ। বাংপ্র। বিণ।

অবুঝা—১। অবুঝ, নির্বোধ; যে প্রবোধ মানে না এমন ("আমার বচন শুন না হয়ো অবুঝা"—ঘন)। প্রা কপ্র। বিণ। ২। না বোঝা, অজ্ঞতা। বাংপ্র। বি।

অবুতবু—তোমাদিগকে রক্ষা করুন ("অবুতবু গিরিসুত। মায় বলে পড় পুত")। <সং অবতু বঃ।

অবুথবু—জড়বৎ, নিশ্চেষ্ট, আড়ষ্ট, জবুথবু। বাংপ্র। বিণ।

অবুদ্ধ—অজ্ঞ; অজ্ঞাত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবুদ্ধি—১। বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, অবোধ। ন (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। বুদ্ধি না থাকা, বুদ্ধিহীনতা, নির্বুদ্ধিতা, অবোধত্ব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবুদ্ধিমান্ (-মৎ)—বুদ্ধিহীন, নির্বোধ, অবোধ। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মতী**।

অবুধ—১। অপণ্ডিত, অজ্ঞান; বুদ্ধিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ বা বি; পু। ২। অবোধ, অবুঝ। প্রা কপ্র।

অবুরে সবুরে—'অবরে সবরে' (তাহা দ্রঃ)।

অবৃত্ত—জীবিত; অঘটিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৃত্তি—১। অস্থিতি; জীবিকাশূন্য, বৃত্তিহীন। বহু। বিণ। ২। জীবিকাভাব, অন্নাভাব; গ্রাসাচ্ছাদনাভাব, বেতনাভাব; অবর্তমানতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবৃত্তিক—বেতনহীন, **honorary**. ন (নাই) বৃত্তি যাহাতে বা যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অবৃদ্ধ—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত নহে এমন; অপ্রাচীন; অর্বাচীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিহীন, কুসীদরহিত, সুদশূন্য। ন (নাই) বৃদ্ধি যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অবৃষ্টি—১। বর্ষণরহিত ('— মেঘ')। বহু। বিণ। ২। অনাবৃষ্টি। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অবেক্ত—অব্যক্ত, অস্ফুট। প্রা কপ্র। বিণ।

অবেক্ষক—নিরীক্ষণকর্তা, supervisor ; দ্রষ্টা, দর্শক ; অনুসন্ধানকারী, পরীক্ষক ; আয়ব্যয়াদির অধ্যক্ষ। অব—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অবেক্ষিকা**।

অবেক্ষণ—দর্শন, নিরীক্ষণ ; পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান, supervision ; আলোচনা ; বিচার ; মনোযোগ ; পালন ; অনুসন্ধান, অনুরোধ ; প্রতীক্ষা। অব—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অবেক্ষণীয়—দর্শনীয়, অবলোকনীয় ; আলোচনার উপযুক্ত ; আলোচ্য ; রক্ষণীয় ; অনুসন্ধেয়। অব—ঈক্ষ্ (দেখা) +অনীয় কর্ম। বিণ।

অবেক্ষমাণ—নিরীক্ষমাণ, দেখিতেছে এরূপ ; অনুসন্ধানপর। অব—ঈক্ষ্+শান কর্তৃ। বিণ।

অবেক্ষা—দর্শন ; আলোচনা ; অনুসন্ধান ; যত্ন ; আদর ; মনোযোগ ; বিচার ; অনুরোধ। অব—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অবেক্ষাধীন—কর্মে নিয়োগের পূর্বে কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার অধীন, probationary. ৬তৎ। বিণ।

অবেক্ষিত—দৃষ্ট, অবলোকিত ; আলোচিত ; পালিত। অব—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অবেক্ষ্য—বিবেচ্য ; দর্শনীয় ; পালনীয়। অব—ঈক্ষ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অবেক্ষ্যমাণ—যাহাকে দেখা হইতেছে। বিণ। অব—ঈক্ষ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

অবেণীবদ্ধ, -সংবদ্ধ—বেণী করিয়া বা বিনাইয়া বাঁধা হয় নাই এরূপ (কেশ), এলোথেলো, আলুলায়িত। নঞ্তৎ। বিণ।

অবেদন—১। বেদনাহীন ; জ্ঞানশূন্য। বহু। বিণ। ২। অবোধ, না জানা ; অসাড়তা, অননুভূতি, anasthesia ; অপরিণয়। বি ; ক্লী।

অবেদনীয়—অবেদ্য, অজ্ঞেয়, দুর্বোধ, অননুভবনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অবেদ্য—১। দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞেয়, জ্ঞানাতীত ; অবিবাহ্য। নঞ্তৎ। বিণ। ২। গোবৎস; বাছুর। বি ; পু।

অবেধ্য—বিঁধিবার অযোগ্য ; যাহা বিদ্ধ করা যায় না এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অবেভার—অভদ্র আচরণ, অন্যায় কার্য ; অসামাজিক ভাব। < অব্যবহার। কপ্র। বি।

অবেরণ—চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ, discharge. অব—ঈর্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ, **-রিত**।

অবেল—১। অপহ্নব, অপলাপ, অস্বীকার বা গোপন করা। অব (অনাদর) ইলার (বাণীর) যাহাতে, বহু। বি ; পু। ২। বেলারহিত, তটশূন্য ; অসাময়িক। ন (নাই) বেলা যাহাতে, বহু। বিণ।

অবেলা—১। বেলারহিতা, তটশূন্যা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। অসময় ; অপগত সময় ; দিনের শেষ বেলা ; চর্বিতগুবাক, চিবানো সুপারি। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অবৈতনিক—অবেতনগ্রাহী, বিনা বেতনে কর্মচারী, honorary ; যাহাতে বেতন পাওয়া যায় না বা লওয়া হয় না এরূপ ('— পদ')। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অবৈদ্য—অপকৃষ্ট বৈদ্য, কুচিকিৎসক, আনাড়ী বা হাতুড়িয়া কবিরাজ। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অবৈধ—বিধিবিরুদ্ধ, অবিহিত ; অনুচিত, অকর্তব্য ; বেআইনী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধী**। বি, **-তা**। **অবৈধ জনতা**—আইন অমান্য করিয়া বহু লোকের জটলা, unlawful assembly.

অবোদ—১। বিফলবাক্য। অব—বদ (বলা)+ক ভাব। বি ; ক্লী। ২। আর্দ্র, ভিজা। অব—উন্দ্ (আর্দ্র হওয়া)+ক কর্তৃ। বিণ।

অবোধ—১। বোধহীন, অজ্ঞান। ন (নাই) বোধ যাহার, বহু। বিণ। ২। জ্ঞানাভাব, বোধহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অবোধগম্য—অবোধ, দুর্বোধ, বোধাতীত, যাহা বুঝিতে পারা যায় না। ন বোধগম্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অবোধ্য—অবোধগম্য, দুর্বোধ, বোধাতীত ; যাহা বুঝিতে পারা যায় না। ন বোধ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অবোল, অবোলা ১। বাকাহীন, মূক, বাক্‌শক্তিরহিত, নীরব ; নিরীহ। বিণ। ২। কুকথা ; (অবলা) নারী। বাংপ্র। বি।

অব্জ—১। পদ্ম, সংখ্যা বিঃ, শতকোটি। অপ্ (জল) হইতে জন্মে যে এই বাক্যে উপ ; অপ্—জন্+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। (জলোৎপন্ন বলিয়া) শঙ্খ, শাঁক। বি ; পু বা ক্লী। ৩। (সমুদ্রের জল হইতে জাত বলিয়া) চন্দ্র ; ধন্বন্তরি। বি ; পু।

অব্জজ—১। পদ্মজাত। অব্জ হইতে জন্মে যে, উপ ; অব্জ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ব্রহ্মা ('অব্জযোনি' দ্রঃ)। বি ; পু।

অব্জনয়ন, -নেত্র—পদ্মলোচন, পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুর্বিশিষ্ট। বহু। বিণ।

অব্জবাহন—মহাদেব, শিব। অব্জের (চন্দ্রের) বাহন (বাহক), ৬তৎ ; মহাদেবের ললাটে চন্দ্র বিরাজিত, সুতরাং তিনি চন্দ্রের বহনকারী। বি ; পু।

অব্জভোগ—পদ্মকন্দ, পদ্মের বীজকোষ। অব্জের (পদ্মের) ভোগ, ৬তৎ। বি ; পু।

অব্জযোনি—ব্রহ্মা। অব্জ (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। [ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া পৌরাণিকেরা নির্দেশ করেন।] বি ; পু।

অব্জলোচন—কমললোচন, পদ্মনেত্র। অব্জের ন্যায় লোচন যাহার, বহু। বিণ।

অব্জহস্ত—সূর্য। অব্জ (পদ্ম) হস্তে যাহার, বহু। বি ; পু।

অব্জিনী—কমলিনী, পদ্মলতা, পদ্মিনী, পদ্মসমূহ। অব্জ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অব্জিনীপতি—কমলিনীনাথ, সূর্য। ৬তৎ। বি ; পু।

অব্দ—১। বৎসর ; বিশেষ কোনও ঘটনা বা সময় হইতে গণিত বৎসরশ্রেণী, era. অব্ (রক্ষা করা)+দ কর্তৃ। ২। জলদ, মেঘ ; মস্তক, মুতা ; পর্বতবিশেষ। অপ্ (জল)—দা (দান করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অব্দসার—কর্পূরবিশেষ। অব্দে (সংবৎসরে) সার হয় যাহার, বহু। বি ; পু।

অব্দুর্গ—জলদুর্গ, জলবেষ্টিত কেল্লা। অপ্-বেষ্টিত দুর্গ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অব্ধি—সমুদ্র। উপ ; অপ্+ধা (ধারণ করা) +কি কর্তৃ। বি ; পু।

অব্ধিকফ—সমুদ্রের ফেনা। ৬তৎ। বি ; পু।

অব্ধিজ—১। সমুদ্রজাত। উপ ; অব্ধি—জন +ড কর্তৃ। বিণ। ২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। [সংস্কৃত ভাষায় ইহা দ্বিবচনান্ত আকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] বি ; পু।

অব্ধিজা—১। সমুদ্রজাতা। অব্ধিজ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মদিরা, সুরা, মদ। বি ; স্ত্রী।

অব্ধিফেন—সমুদ্রের ফেনা। ৬তৎ। বি ; পু।

অব্ধিশয়ন—বিষ্ণু। অব্ধি শয়ন (শয্যা) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

অব্ধ্যগ্নি—বাড়বানল। অব্ধির অগ্নি, ৬তৎ। বি ; পু।

অব্বর, অম্বর—অভ্র। বাংপ্র। বি।

অব্ভক্ষ—অহি, সর্প। উপ ; অপ্ (জল)—ভক্ষ (ভক্ষণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অব্ভ্র—জলধর, মেঘ ; ধাতু বিঃ। উপ ; অপ্—ভৃ (ধারণ করা)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অব্ভ্রমাতঙ্গ—করিরাজ, ঐরাবত। অব্ভ্রের (জলধরের) মাতঙ্গ, ৬তৎ। বি ; পু।

অব্ভ্রিয়—জলদসম্বন্ধীয়, মেঘোদ্ভব। অব্ভ্র + ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

অব্যক্ত—১। অপ্রকাশিত; অকথিত; যাহা ভাষায় বলা যায় না এমন ('— বেদনা'); ব্যক্তিহীন, অবয়বরহিত; অস্পষ্ট; অজ্ঞাত; অতিসূক্ষ্ম; অদৃশ্য। ন ব্যক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। বিষ্ণু; শিব; কন্দর্প; মূর্খ ব্যক্তি। বি; পু। ৩। ব্রহ্ম; প্রকৃতি; কারণ। বি; স্ত্রী।

অব্যক্তপুষ্পক—যাহার পুষ্প দেখা যায় না। অব্যক্ত পুষ্প যাহার, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অব্যক্তরাগ—ঈষৎ লোহিতবর্ণ, অল্প লাল রঙ্। কর্মধা। বি; পু।

অব্যক্তরাশি—(গণিতশাস্ত্রে) অজ্ঞাতরাশি, **unknown quantity.** বি; পু।

অব্যক্তিক—যাহার কর্তা নাই, ব্যক্তিশূন্য, **impersonal.** ন (নাই) ব্যক্তি যাহাতে, বহু + ক সমাসান্ত। বিণ।

অব্যগ্র—শান্ত, অনাকুল; উদাসীন; অব্যাপৃত; অভিনিবিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যঙ্গ—১। অবিকলাঙ্গ, অঙ্গহীনতাশূন্য, পূর্ণাঙ্গ; সর্বাঙ্গসুন্দর। ন ব্যঙ্গ, নঞ্‌তৎ। ২। ব্যঙ্গরহিত, পরিহাসবিহীন। ন (নাই) ব্যঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ।

অব্যঞ্জন—১। লক্ষণশূন্য, সুলক্ষণহীন; ব্যঞ্জনারহিত (কাব্য); ব্যঞ্জনবর্ণশূন্য; অব্যক্ত, অস্ফুট, অস্পষ্ট; তরকারিবিহীন। ন (নাই) ব্যঞ্জনা বা ব্যঞ্জন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। শৃঙ্গহীন পশু। বি; পু।

অব্যণ্ডা—আলকুশী। ন (অ) বি (বিনির্গত) অণ্ড যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

অব্যথ—১। ব্যথাশূন্য, পীড়ারহিত; অ-পরপীড়ক। ন (নাই) ব্যথা যাহার বা যাহা হইতে, বহু। ২। অপীড়ক; সদয়। ন ব্যথ (ব্যথয়িতা), নঞ্‌তৎ। বিণ। ৩। সর্প। ন (নাই) ব্যথ (ব্যথাদায়ক) যাহা হইতে, বহু। বি; পু।

অব্যথা—১। ব্যথারহিতা। বহু। 'অব্যথ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। হরীতকী। ৩। ব্যথারাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যথ্য—ব্যথারহিত; যে ব্যথা দেয় না। ন (অ)—ব্যথ্ + ক্যপ্ কর্তৃ। বিণ।

অব্যপদেশ্য—১। অনির্বাচ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। ব্রহ্ম। বি; স্ত্রী।

অব্যপেক্ষ—অনপেক্ষ। বহু। বিণ।

অব্যপেক্ষা—অনবধান; একার্থীভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যবধান—১। ব্যবধানশূন্য, অব্যবহিত; প্রমত্ত; অনবহিত। ন (নাই) ব্যবধান যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। ব্যবধানহীনতা, সান্নিধ্য; অদূরত্ব; আসক্তি; অনবধান; অভেদ। ন ব্যবধান, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যবসায়—১। ব্যবসায়াভাব; অননুশীলন, উদ্যোগাভাব, অনধিকার; চেষ্টাশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। নিশ্চেষ্ট; অব্যবস্থিত। বহু। বিণ।

অব্যবসায়ী (-য়িন্)—ব্যবসায়ী নয় এরূপ; যে পেশাদার নয়; অননুশীলনশীল, ক্রিয়াশূন্য, চেষ্টাবিরহিত; অনভিজ্ঞ, আনাড়ী, ব্যবসায়বুদ্ধিহীন। ন ব্যবসায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-য়িনী**।

অব্যবসিত—ব্যবসায়রহিত, উদ্যমহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবস্থ—ব্যবস্থারহিত; অনির্দিষ্ট; অস্থির, অনিশ্চিত; বিধিহীন; অনিয়ত। ন (নাই) ব্যবস্থা যাহার, বহু। বিণ।

অব্যবস্থা—১। ব্যবস্থারহিতা, ইত্যাদি। বহু। 'অব্যবস্থ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। অবিধি; অনিয়ম; অস্থৈর্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যবস্থিত—অস্থির; পরিবর্তনশীল; অনিয়মিত, বিশৃঙ্খল, অগোছালো। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবস্থিত-চিত্ত—১। অস্থিরচিত্ত, যাহার কোনও বিষয়ে চিত্তের স্থিরতা নাই, চঞ্চলমতি। অব্যবস্থিত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। অস্থির মন, চঞ্চলা মতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অব্যবহার—ব্যবহারাভাব, ব্যবহার না করা; অপ্রয়োগ; দুর্ব্যবহার, দুরাচরণ; অত্যাচার। ন ব্যবহার, নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অব্যবহার্য—ব্যবহারের বা প্রয়োগের অযোগ্য, অকর্মণ্য; অনাচরণীয়; পতিত, সমাজচ্যুত; নালিশের অযোগ্য; অকথ্য (গালি প্রভৃতি); অনুপভোগ্য। ন ব্যবহার্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবহিত—ব্যবধানবিরহিত, সংলগ্ন; নিকটস্থ, সন্নিহিত। ন ব্যবহিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যবহৃত—যাহা কেহ ব্যবহার করে নাই এরূপ, অনাচরিত; অনুপভুক্ত; অপ্রচলিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [প্রা কপ্র।

অব্যবু—বোধহীন, সংজ্ঞাশূন্য, মুগ্ধ, মোহিত

অব্যভার—অসদাচরণ, অনুচিত আচরণ। <অব্যবহার। বি।

অব্যভিচার—ব্যভিচারাভাব, অবৈধ সুরত না করা; অনতিক্রম; অকদাচার; অনায়াস, অবাধা; অযথাচরণরাহিত্য; অচঞ্চলতা, স্থিরতা। ন ব্যভিচার, নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অব্যভিচারিণী—অভ্রষ্টাচারা, অযথাচরণ-রহিতা; একনিষ্ঠা; পরপুরুষানুরক্তা, অকুলটা। ন ব্যভিচারিণী, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অব্যভিচারিত—বাধাশূন্য, অপ্রতিবন্ধক। ন ব্যভিচারিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যভিচারী (-রিন্)—অপরিবর্তনশীল, স্থির; ব্যভিচাররহিত; একনিষ্ঠ; অবিচল; ধর্ম হইতে অবিচলিত; অবিসংবাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু।

অব্যয়—১। ব্যয়রহিত; কৃপণ; অক্ষয়, অফুরন্ত; অবিকৃত, অবিনাশী; নিত্য; অব্যয়ফলদ, মোক্ষদ। ন (নাই) ব্যয় যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্রহ্ম। বি; স্ত্রী। ৩। বিষ্ণু; শিব। বি; পু। ৪। ব্যাকরণে সর্ববিভক্তিতে একরূপ শব্দ*। ন (অ)—বি—ই (গমন করা) + অল্ ভাব। বি; পু বা স্ত্রী।

* যে সকল শব্দ সকল লিঙ্গে এবং সকল বিভক্তির সকল বচনে একরূপ থাকে, কোন পরিবর্তন প্রাপ্ত হয় না, তাহাদিগকে অব্যয় শব্দ বলে; যথা,—(সংস্কৃত) প্রত্যুত, ফলতঃ, প্রভৃতি, অতএব, অচিরাৎ, ঈষৎ, উচ্চৈঃ ইত্যাদি; (বাঙ্গালা) আজি, কালি, এখন, কখন, কাজে কাজেই, কেন, কেননা, ইত্যাদি। সংস্কৃত অব্যয়সমূহের মধ্যে প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আঙ্, এই বিংশতিটি ধাতুর সহিত নানা অর্থ প্রকাশ করে, এজন্য ইহাদিগকে উপসর্গ কহে। [মহর্ষি পাণিনির মতে ঐ বিংশতি ভিন্ন নিস্ ও দুস্ দুইটিও গৃহীত হইয়াছে।]

অব্যয়া—১। ব্যয়রহিতা, ইত্যাদি। বহু। 'অব্যয়' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বি; স্ত্রী।

অব্যয়ী (-য়িন্)—ব্যয়রহিত, অ-খরচে, কৃপণ। ন ব্যয়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-য়িনী**।

[illegible]—ব্যয়শূন্যতা, অক্ষয়ত্ব, অবিনাশিত্ব, মরণ-ধর্মরাহিত্য; যাহা ছিল অনব্যয় অব্যয় হয়; সমাস বিঃ। ['সমাস' দ্রঃ।] অব্যয় + চ্বি অভূত-তদ্ভাবার্থে (= অব্যয়ী)—ভূ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অব্যর্থ—সার্থক, অমর্থ, সফল, অমোঘ। ন ব্যর্থ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যলীক—যাহা অসত্য নহে, সত্য; সত্যপ্রিয়, সত্যবাদী; যাহা অপ্রিয় বা অপ্রীতিকর নহে, প্রীতিকর, মনোরম; নিষ্কপট। ন ব্যলীক, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যসন—১। মৃগয়াদি ব্যসনরহিত, অনুক্তিয়ারত। ন (নাই) ব্যসন যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্যসনাভাব, দুষ্ক্রিয়ারাহিত্য। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যসনী (-নিন্)—অব্যসনাসক্ত, ব্যসনরহিত, অনুক্তিয়ারত। ন ব্যসনী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-নিনী**।

অব্যস্ত—অবিক্ষিপ্ত; অবিভক্ত, অবিচ্ছিন্ন; সমস্ত, সমাসবদ্ধ; সংক্ষিপ্ত; অব্যাকুল; অত্বরান্বিত; ব্যস্ততাহীন, স্থির। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অব্যস্তা**।

অব্যাকৃত—১। বেদান্তে—ব্রহ্মবার্তিত জগতের উৎপত্তির বীজ; সাংখ্যে—অব্যক্ত। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অবিভক্ত; অভিন্ন; অপ্রকটীভূত। বিণ।

অব্যাখ্যাত—বিশিষ্টরূপে অকথিত, অবর্ণিত; যাহার অর্থ প্রকাশ করা হয় নাই, যাহা বুঝানো হয় নাই। ন ব্যাখ্যাত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাখ্যেয়—দুর্বোধ্য, যাহা ব্যাখ্যা করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাজ—১। অকপট; অমায়িক; বাধারহিত; বিলম্বরহিত, শীঘ্র, সত্বর। ন (নাই) ব্যাজ যাহার, বহু। বিণ। ২। অকপটতা, সরলতা; শীঘ্র, ত্বরা। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অব্যাজে—অকপটে, একাগ্রভাবে; অগোপনে, অবিলম্বে, সত্বর; নির্লজ্জভাবে; ন (নাই) ব্যাজ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অব্যাপক—অব্যাপ্তিশীল, যাহা ব্যাপে না, যাহা না ছড়াইয়া এক জায়গায় বা এক বিষয়ে থাকে; সীমাবদ্ধ, সংকীর্ণ। ন ব্যাপক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

অব্যাপনীয়—অব্যাপ্য, ব্যাপ্তিরহিত, যাহা ব্যাপে না। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাপন্ন—নিরাপদ; সুস্থ, জীবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাপার—১। ব্যাপাররহিত, ব্যাপারশূন্য; অভ্যাসহীন। ন (নাই) ব্যাপার যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্যাপারাভাব; কার্যবিরতি; অব্যবসায়; অপ্রশস্ত ব্যাপার; অনভ্যাস; পরাধিকার। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অব্যাপ্তি—ব্যাপনাভাব, ব্যাপ্তিরাহিত্য, না ব্যাপা, না ছড়ানো; লক্ষ্য বিষয়ে লক্ষণাগমন। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্যাপ্য—অব্যাপনীয়; ব্যাপ্তিরহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাপ্যবৃত্তি—১। একাংশে অবস্থিতি। আত্মার বিশেষ গুণ—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, ধর্ম, অধর্ম ও ভাবনাখ্য সংস্কার। আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ। সামান্য গুণ সংযোগ ও বিভাগ। এই দ্বাদশটি অব্যাপ্যবৃত্তি। অব্যাপ্যা বৃত্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। একাংশে অবস্থিত, যাহা কোথাও থাকে কোথাও থাকে না এরূপ; প্রাদেশিক। অব্যাপ্যা বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অব্যাভার—অবৈধ অনুষ্ঠান; অসামাজিক কার্য। <অব্যবহার। বাংপ্র। বি।

অব্যাহত—ব্যাঘাতশূন্য, অপ্রতিহত ('— গতি'); অকুণ্ঠিত, অব্যর্থ। ন ব্যাহত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যাহতি—১। অব্যাঘাত; মঙ্গল, অবিঘ্ন; মুক্তি; নিষ্কৃতি, রেহাই, নিস্তার, পরিত্রাণ। ন (অ)—বি—আ—হন (বধ করা) +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। অব্যাহত, অক্ষতদেহ। কপ্র। বিণ।

অব্যাহৃত—অকথিত, অনুক্ত, অনুচ্চারিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিহীন; প্রকৃতিপ্রত্যয়শূন্য; অনভিজ্ঞ, অজ্ঞান; অবৈয়াকরণ; অবিবেকী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যূঢ়—অনূঢ়, অবিবাহিত, অপরিণীত; অকৃতব্যূহ, অসজ্জিত; বিক্ষিপ্ত, বিভিন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্যূঢ়ান্ন—আইবুড়ো ভাত। 'অনূঢ়ান্ন' দ্রঃ।

অব্রণ—ব্রণরহিত, অক্ষত; অচ্ছিদ্র; অখণ্ডিত, অবিপ্লুত। ন (নাই) ব্রণ যাহার, বহু। বিণ।

অব্রত—ব্রতরহিত, শাস্ত্রবিহিত নিয়মশূন্য; অনুপনীত; গায়ত্রী প্রভৃতি ব্রহ্মচারিব্রতহীন। ন (নাই) ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

অব্রতী (-তিন)—ব্রতাচরণবিহীন; অনম্ভচারী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-তিনী**।

অব্রহ্মচর্য—১। ব্রহ্মচর্যবিহীন; ইন্দ্রিয়সংযমরহিত। ন (নাই) ব্রহ্মচর্য যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্রহ্মচর্যের অভাব; সুরত, মৈথুন। ন ব্রহ্মচর্য, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অব্রহ্মণ্য—১। (নাট্যে) 'অবধ্য' বা 'বধ করিও না' এইরূপ কথন; ব্রাহ্মণের অনুচিত হিংসাকার্য। বি; স্ত্রী। ২। ব্রাহ্মণের অযোগ্য বা অহিতকর। ন ব্রহ্মণ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অব্রাহ্মণ—১। অপকৃষ্ট বা আচারভ্রষ্ট ব্রাহ্মণ, নিন্দিত ব্রাহ্মণ। ন (অপ্রশস্ত বা অপকৃষ্ট) ব্রাহ্মণ, নঞ্‌তৎ। ২। যে ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি; ব্রাহ্মণসদৃশ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। ন (না) ব্রাহ্মণ, নঞ্‌তৎ। বি; পুং। ৩। ব্রাহ্মণরহিত (দেশাদি)। বহু। বিণ।

অভক্তবাণ—বাক্‌শক্তিহীন, যাহার কথা কহিবার ক্ষমতা জন্মে নাই, শিশু। ন (অ)—ক্র (বলা)+শান কর্তৃ। বিণ।

অভক্ত—অভক্তিমান্, ভক্তিহীন; অননুরক্ত; অনুরাগবিহীন, বিরাগী; বিতৃষ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভক্তি—অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা; (ভক্তির অভাবজনিত দোষ বলিয়া) অবিশ্বাস; অনাদর, অসম্মান। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অভক্ষণ—অভোজন, না খাওয়া; অনাহার, উপবাস। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অভক্ষণীয়—অভক্ষ্য, অখাদ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভক্ষিত—অখাদিত; অভুক্ত। ন ভক্ষিত,

অভক্ষ্য—অখাদ্য; নিষিদ্ধ ভোজ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভক্ষ্যভক্ষণ—অখাদ্য ভোজন, যাহা খাওয়া উচিত নয় তাহা খাওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

অভগ্ন—যাহা ভগ্ন নহে এরূপ। নঞ্‌তৎ।

অভঙ্গ—ভঙ্গরহিত, অভগ্ন, আভাঙ্গা, অটুট, সম্পূর্ণ, গোটা। ন (নাই) ভঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ।

অভঙ্গুর—অপলকা, অভঙ্গপ্রবণ, যাহা সহজে ভাঙ্গে না; অবিনাশী, অবিধ্বংসী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভদ্র—১। যে ভদ্র নয়, অসাধু, অশিষ্ট, অসভ্য; নিন্দনীয়; ইতর; অশিক্ষিত; নীচজাতি। নঞ্‌তৎ। ২। অশুভ, অমঙ্গল; দুঃখ। বি; স্ত্রী।

অভদ্রতা—অসাধুতা, অশিষ্টতা, অসভ্যতা; অসাধু ব্যবহার। অভদ্র+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অভব—ভবের অভাব; জন্মনিবৃত্তি; মোক্ষ। নঞ্‌তৎ। বি; পুং।

অভব্য—১। অসুখ; দুর্ভাগ্য; অমঙ্গল, অশুভ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অসাধু; অসভ্য, অভদ্র; দুর্ভাগ্য। বিণ।

অভয়—১। ভয়শূন্য, নির্ভয়। ন (নাই) ভয় যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অভয়া**। ২। ভয়াভাব, ভয়শূন্যতা; সাহস, ভরসা; উশীরমূল, বেনা ঘাসের শিকড়; খসখস; মুদ্রাবিশেষ (বরাভয় করা)। নঞ্ (অ) —ভী (ভয় করা)+অল্ ভাব। বি; স্ত্রী।

অভয়ডিণ্ডিম—যুদ্ধস্থলে বাদনীয় ঢক্কা, রণপটহ, জয়ঢাক। অভয় জ্ঞাপক ডিণ্ডিম, মধ্যপদলোপী কর্মধা। বি; পুং।

অভয়দ—অভয়প্রদ, আশ্বাসদায়ক। উপ; অভয়—দা+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-অভয়দা**।

অভয়দক্ষিণা—কার্যের অন্তে প্রদত্ত অভয়, অভয়দান। অভয়ই দক্ষিণা অর্থাৎ ব্রতান্ত ব্যাপার, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অভয়দাতা (-দাতৃ)—অভয়প্রদ, আশ্বাস-প্রদানকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

অভয়দান—অভয়প্রদান, আশ্বাসদান, সাহস দেওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অভয়প্রদ—অভয়প্রদানকারী, আশ্বাস-দায়ক, সাহসদাতা। উপ; অভয়—প্র—দা+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অভয়প্রদা**।

অভয়বাক্য, -বাণী—ভয় নাই এরূপ কথা, আশ্বাসবাক্য, সাহসপ্রদ বচন। মধ্যপদ-লোপী কর্মধা। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

অভয়মুদ্রা—তন্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। মধ্যপদ-লোপী কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অভয়া—১। ভয়রহিতা। বহু। [অভয় দ্রঃ।] বিণ; স্ত্রী। ২। হরীতকী; আদ্যাশক্তি ভগবতীর মূর্তিবিশেষ, এই মূর্তি অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী। বি; স্ত্রী।

অভাগা, অভাগিয়া—দুরদৃষ্ট, হতভাগা, পোড়াকপালে; দীন, দুঃখী, কৃপা-ভাজন। বাংপ্র। বিণ।

অভাগিনী—অভাগী (১) দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী।

অভাগী (-গিন্)—যে ভাগী বা অংশী নয়, ভাগবিহীন, অংশরহিত; ভাগ্যহীন, হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু।

অভাগী—অভাগিনী, হতভাগা, পোড়া-কপালী। গ্রাম্য শব্দ। বিণ; স্ত্রী।

অভাগ্য—১। হতভাগ্য, দুর্ভাগা। ন (অপ্রশস্ত) ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অভাগ্যা**। ২। মন্দভাগ্য, অ-শুভাদৃষ্ট, দুরদৃষ্ট। ন (অপ্রশস্ত) ভাগ্য, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অভাজন—১। আধার-রহিত; নিরাশ্রয়; অযোগ্য; হীন। ন (নাই) ভাজন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অভাজনা**। ২। অপাত্র, অযোগ্য পাত্র; দুর্ভাগা জন, দুঃস্থ ব্যক্তি। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অভাব—অবিদ্যমানতা, অসত্তা, না থাকা; অনটন, অর্থকৃচ্ছ্র, টানাটানি; মৃত্যু। নঞ্‌তৎ। বি; পু। [বিণ।

অভাবগ্রস্ত—অভাবে পতিত। ৩তৎ।

অভাবনা—ভাবনাভাব, ভাবনাহীনতা, চিন্তাশূন্যতা; যাহা ভাবা যায় না, অকল্পনা; ধ্যানাভাব। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অভাবনীয়—অচিন্তনীয়, অকল্পনীয়, কল্পনা-তীত, অননুমেয়; অবোধ্য, দুর্বোধ; অ-প্রত্যাশিত, অসম্ভব। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অভাবপক্ষে—একান্তপক্ষে, ন্যূনকল্পে। ক্রি-বিণ।

অভাব-পূরণ—যাহা নাই তাহার সংস্থান করিয়া দেওয়া; অভাব-নিবারণ। ৬তৎ বি; ক্লী।

অভাব-মোচন অভাবের দূরীকরণ, অভাব শূন্যতা-সাধন, যাহাতে অভাব যায় তাহা করণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অভাবিত—অচিন্তিত, অসম্ভাবিত। ন ভাবিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। [ক্লী।

অভাষণ—কথা না বলা, মৌন। নঞ্‌তৎ।

অভি—সমন্তাৎ; বীপ্সা; ইত্থম্ভাব; চিহ্ন; নিকট; আভিমুখ্য; অভিলাষ; সাদৃশ্য; উৎকর্ষ। অ; উপসর্গ।

অভিক—লম্পট, কামুক। অভি—কম (ইচ্ছা করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

অভিকর্ষ—ভূকেন্দ্রের অভিমুখে জড় বস্তুর আকর্ষণ, gravity অভি—কৃষ্+ঘঞ্। বি; ক্লী।

অভিকেন্দ্র—কেন্দ্রাভিগ, কেন্দ্রের অভিমুখে গমনকারী, centripetal. অভিগত কেন্দ্রকে, ২য়াতৎ। বিণ।

অভিক্রম—আরম্ভ; আক্রমণ; আরোহণ; যুদ্ধযাত্রা, ভয়শূন্য হইয়া যুদ্ধে শত্রুর সমীপে গমন। অভি—ক্রম্+অল্ ভাব। বি; পু।

অভিক্রমণ, -ক্রান্তি—অভিক্রম। অভি—ক্রম+অনট, ক্তি ভাব। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

অভিক্রোশ—আক্রোশ; নিন্দা। অভি—ক্রুশ+অল্ ভাব। বি; পু।

অভিক্ষেপ—পরাজয়, অভিভব। অভি—ক্ষিপ+অল্ ভাব। বি; পু।

অভিখ্যা—১। শোভা, খ্যাতি, কীর্তি, সুনাম। অভি—খ্যা+ঙ ভাব আপ্। ২। নাম, সংজ্ঞা।…+ঙ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভিগত—সমীপগত, সমীপস্থ, সন্নিহিত, সন্নিকৃষ্ট; দর্শনার্থ নিকটে আগত। অভি—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিগম—প্রত্যুদ্‌গমন; প্রাপ্তি; সেবা; আশ্রয়। অভি—গম্+অল্ ভাব। বি; পু।

অভিগমন—প্রত্যুদ্‌গমন; প্রাপ্তি; আশ্রয়; সেবা। অভি—গম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিগামী (-মিন্)—নিকটে গমনকারী। অভি—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অভিগৃহীত—যোজিত; পুটীকৃত; লুণ্ঠিত। অভি—গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিগ্রস্ত—আক্রান্ত; কবলিত। অভি—গ্রস্ (গ্রাস করা)+ক্ত কর্ম বিণ।

অভিগ্রহ—স্পর্ধা; আক্রমণ; অভিযোগ; লুণ্ঠন; গৌরব। অভি—গ্রহ্+অল্ ভাব। বি; পু।

অভিগ্রহণ—চৌর্য, লুণ্ঠন, লুঠ; যুদ্ধ করিয়া দখল করণ। অভি—গ্রহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিঘাত—হত, দণ্ডাদি দ্বারা প্রহার; যন্ত্রণা; তাড়না; বিনাশ। অভি—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিঘাতী (-তিন্)—১। শত্রু। অভি—হন্+ণিন্ কর্ম। বি; পু। ২। আঘাতকারী; বিনাশকারী। বিণ। স্ত্রী—**অভিঘাতিনী**।

অভিঘার—১। হোম। অভি—ঘৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। হোমের ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য। অভি—ঘৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

অভিচর—পরিচারক, সেবক, ভৃত্য, চাকর। অভি—চর্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

অভিচার—অন্যের অনিষ্টসাধনের উদ্দেশে কৃত তান্ত্রিক প্রক্রিয়াবিশেষ; ইহা ছয় প্রকার, যথা—মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ; পরহিংসা। অভি—চর্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিচারক—অভিচারী, অভিচারকর্তা। অভি—চর্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-চারিকা**।

অভিচারী (-রিন্)—অভিচারকারী। [অভিচার দ্রঃ।] অভি—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভিচারিণী**।

অভিজন—১। কুলশ্রেষ্ঠ। অভি—জন্ (জন্ম)+অন্ কর্তৃ। ২। উচ্চবংশ; জন্ম-ভূমি। অভি—জন্+অল্ অধি। ৩। খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। অভি—জন্+অল্ করণ। বি; পু।

অভিজাত—সদ্বংশজাত, সৎকুলোদ্ভব, কুলীন; জ্ঞানী; পণ্ডিত; বুধ; ন্যায্য; শ্রেষ্ঠ; সুন্দর; মনোহর; মধুর। অভি (অভিমত) জাত (জন্ম) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অভিজাততন্ত্র—রাজ্যের প্রধান ব্যক্তিদের দ্বারা রাজ্যশাসন, aristocracy. বি; ক্লী।

অভিজাতত্ব—অভিজাতের ভাব বা ধর্ম; আভিজাত্য, কৌলীন্য; পাণ্ডিত্য। অভি-জাত+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

অভিজিৎ—১। নক্ষত্রবিশেষ, এই নক্ষত্র খ-গোলকের দক্ষিণ দিকে নিরীক্ষিত হয়; প্রায়শ্চিত্তবিশেষ। অভি—জি+ক্বিপ্ করণ। ২। কুতপলগ্ন; দিবামানকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার অষ্টম ভাগ বা মুহূর্ত। …+ক্বিপ্ অধি। বি; ক্লী বা স্ত্রী। ৩। যদুবংশীয় ভবের পুত্র। বি; পু।

অভিজ্ঞ—ভূয়োদর্শন দ্বারা লব্ধজ্ঞান, বহুদর্শী; বিশেষজ্ঞ; ভুক্তভোগী; experienced; জ্ঞানী; বিজ্ঞ; বিদ্বান্, পণ্ডিত; নিপুণ। অভি—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অভিজ্ঞা**।

অভিজ্ঞতা—ভূয়োদর্শন দ্বারা লব্ধজ্ঞানবত্তা, বহুদর্শন দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় ; জ্ঞানবত্তা, বিজ্ঞতা ; বিদ্যাবত্তা, পাণ্ডিত্য ; নৈপুণ্য। অভিজ্ঞ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অভিজ্ঞা—১। অভিজ্ঞ দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। প্রথমসঞ্জাত জ্ঞান, আদ্য জ্ঞান। অভি—জ্ঞা+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভিজ্ঞাত—১। চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত। অভি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত কর্ম। ২। অনুসন্ধান দ্বারা বিদিত ; বহুদর্শিতা হইতে লব্ধ। অভি—জ্ঞা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিজ্ঞান—১। স্মারক চিহ্ন, স্মরণের উদ্রেকার্থে প্রদত্ত বস্তু। অভি—জ্ঞা (জানা) +অনট্ করণ। ২। নিশ্চিত জ্ঞান। অভি—জ্ঞা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিজ্ঞান-পত্র—ব্যক্তিবিশেষের পরিচয়-জ্ঞাপক পত্র, পরিচয়-নির্দর্শন-লিপি, ce ।i-ficate. অভিজ্ঞানই পত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অভিতঃ (-তস্)—সম্মুখে ; অভিমুখে ; সকল দিকে ; উভয় দিকে ; নিকটে। অভি+তস্। অ।

অভিতপ্ত—অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত ; দুঃখিত। অভি—তপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিতাপ—সন্তাপ, প্রবল উত্তাপ ; মনস্তাপ, দুঃখ, শোক ; উদ্বেগ। অভি—তপ্ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অভিদ্যোতিত—প্রকাশিত ; উল্লসিত ; শোভিত ; কৃতপ্রমাণারম্ভ ; প্রকাশিত হইতে আরম্ভকারী। অভি—দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিদ্রবণ—বেগে গমন, দ্রুত যাওয়া। অভি—দ্রু (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিদ্রুত—বেগে পলায়িত, দ্রুত প্রস্থিত। অভি—দ্রু (পলায়ন)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিদ্রোহ—অপকার ; আক্রোশ, অনিষ্ট-চিন্তা। অভি—দ্রুহ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

অভিধর্ষণ—সম্যক্ ধর্ষণ, অত্যন্ত পীড়ন, অযথা অত্যাচার ; ভূতপিশাচাদির অভিষঙ্গ বা আবেশ। অভি—ধৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিধা—১। নাম, সংজ্ঞা। অভি—ধা (ধারণ করা)+ঙ ভাব+আপ্। ২। শব্দের শক্তিবিশেষ (শব্দের যে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা নামে তিনটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে প্রথম শক্তি। এই শক্তি দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের জ্ঞান হয়)। ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ও সিদ্ধপদসান্নিধ্য দ্বারা মুখ্যার্থ বা অভিধা-শক্তি প্রকাশিত হয়। অভি—ধা+ঙ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভিধান—১। কথন। অভি—ধা+অনট্ ভাব। ২। নাম, সংজ্ঞা। অভি—ধা+অনট্ করণ। ৩। শব্দকোষ, dictionary. অভি—ধা+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

অভিধাবন—পশ্চাদ্ধাবন, অনুসরণ। অভি—ধাব+অনট্ ভাব। বি ; পু।

অভিধেয়—১। বাচ্য, প্রতিপাদ্য ; শব্দার্থ-বোধক বক্তব্য। অভি—ধা+য কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভিধেয়া**। ২। নাম ; অভি—ধা+য করণ। বি ; ক্লী।

অভিধ্যা—চিন্তা ; অভিলাষ ; পরদ্রব্যে স্পৃহা। অভি—ধ্যৈ+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভিধ্যান—চিন্তা ; সাভিনিবেশ চিন্তা ; অভিলাষ ; পরস্বে স্পৃহা। অভি—ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিনদ্ধ—সংবদ্ধ, বাঁধা। অভি—নহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনন্দন—১। সন্তোষপূর্বক প্রশংসা, সন্তোষসহকারে গুণকীর্তন ; অনুমোদন। অভি—নন্দ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। সর্বতোভাবে আনন্দজনক।…+অন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-নন্দনা**। ৩। অভিনন্দন-পত্র, সসন্তোষে গুণকীর্তনজ্ঞাপক পত্রাদি।…+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ৪। চতুর্থ জৈন তীর্থংকর। বি ; পু।

অভিনন্দনপত্র—সন্তোষসহকারে গুণ-কীর্তনাদি সংবলিত পত্র বা লিপি। মধ্য-পদলোপী কর্মধা। বি ; ক্লী।

অভিনন্দিত—সম্যক্-তোষিত ; প্রশংসা-দ্বারা সম্মানিত ; সানন্দে আদৃত ; যাহার অভিনন্দন করা হইয়াছে বা যাহাকে অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইয়াছে। অভি—ণিজন্ত নন্দ্ (=নন্দি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনব—১। নূতন, নবীন। অভি—নু+অল্ কর্ম। বিণ। ২। স্তব। অভি—নু+অল্ ভাব। বি ; পু।

অভিনয়—শরীরের চেষ্টাদি দ্বারা অবস্থানু-করণ ; রঙ্গভূমিতে নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তি-গণের ভাব-ভঙ্গী, কার্যকলাপ, কথোপ-কথনাদি অবস্থার অনুকরণ, অর্থাৎ তাহাদের মত সাজিয়া ঠিক সেই ভাব দেখানো ; রসভাবাদি-ব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষ, সঙ সাজিয়া তাহার অনুকরণ ; প্রসাধন ; কৃত্রিম ভাব প্রকাশ, ভান। অভি—নী +অল্ ভাব। বি ; পু।

অভিনহন—সুদৃঢ় বন্ধন। অভি-নহ্ (বন্ধন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিনিবিষ্ট—১। আগ্রহযুক্ত ; অতিশয় মনোযোগী ; প্রবিষ্ট। অভি—নি—বিশ+ক্ত কর্তৃ। ২। অন্তর্ভাবিত।…+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনিবেশ—প্রবেশ ; আগ্রহ ; আবেশ, প্রণিধান ; মনোযোগ, একাগ্রতা ; সবিশেষ যত্ন ; আবেগ ; যোগশাস্ত্রমতে—মরণজন্য ভয়জনক অবিদ্যাবিশেষ। অভি—নি—বিশ্ +অল্ ভাব। বি ; পু।

অভিনিবেশশালী (-লিন্)—অভি-নিবেশবিশিষ্ট, মনোযোগী। অভিনিবেশ+ শালিন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শালিনী**।

অভিনির্মুক্ত—১। পরিত্যক্ত ; সূর্যাস্ত-কালে নিদ্রিত, যে ব্যক্তি সন্ধ্যাকালেই নিদ্রা যায় এমন। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-ক্তা**। ২। যে ব্যক্তি সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত নিদ্রা যায়। বি ; পু।

অভিনির্যাণ—যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধার্থে গমন। অভি—নির্—যা (যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিনিষ্ক্রমণ—নিষ্ক্রমণ, বহির্গমন ; সবেগে নির্গমন। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অভিনিষ্ক্রান্ত—নিষ্ক্রান্ত, নির্গত ; সবেগে বহির্গত। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, **-নিষ্ক্রান্তা**।

অভিনিষ্পতন—সবেগে নির্গমন ; যুদ্ধাদির নিমিত্ত বেগের সহিত নির্গত হওয়া। অভি—নির্—পত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিনিষ্পত্তি—সমাপন, সমাপ্তি। অভি—নির্—পদ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-নিষ্পন্ন**।

অভিনীত—কৃতাভিনয়, যাহার অভিনয় করা হইয়াছে ; সজ্জিত ; বিনীত। অভি—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিনীতি—অভিনয় ; অনুকরণ ; প্রিয়-বাক্য-সমন্বিত যুক্তি। অভি—নী+ক্তি। বি ; স্ত্রী।

অভিনেতা (-নেতৃ)—১। অভিনয়-কারী, যে অভিনয় করে। অভি—নী+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অভিনেত্রী**। ২। নট। বি ; পু।

অভিনেত্রী—১। অভিনয়কারিণী। অভি-নেতা দ্রঃ। অভিনেতৃ+ঈপ। বিণ ; স্ত্রী। ২। নটী। বি ; স্ত্রী।

অভিনেয়—অভিনয়ের বিষয়ীভূত, অভি-নয়ের যোগ্য, যাহার অভিনয় করিতে হইবে। অভি—নী+য কর্ম। বিণ।

অভিন্ন—ভেদহীন, অনন্য, একই ; অবিদা-রিত ; অভগ্ন ; যুক্ত ; অবিদলিত ; একী-ভূত ; মিশ্রিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অভিন্নহৃদয়—১। একরূপ চিত্ত বা অন্তঃ-করণ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। একচিত্ত, সমপ্রাণ। অভিন্ন হইয়াছে হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

অভিপন্ন—১। বিপন্ন ; শরণাগত ; স্বীকৃত ;

অপরাধী ; সরল ; পলায়িত। অভি—পদ্‌+ক্ত কর্তৃ। ২। অভিগ্রস্ত ; শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত। অভি—পদ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিপান্না—অভিপ্রায়। কবিপ্রয়োগ।

অভিপূজিত—সম্যক্ পূজিত। অভি—পূজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। [কর্ম। বিণ।

অভিপৃষ্ট—জিজ্ঞাসিত। অভি—প্রচ্ছ্‌+ক্ত

অভিপ্রণীত- বেদমন্ত্রদ্বারা সংস্কৃত ; সম্যগ্‌ রচিত ; আরাধিত। অভি—প্র—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিপ্রয়াণ- অভিমুখে গমন ; অভিপ্রস্থান। অভি—প্র—যা+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিপ্রায়—১। আশয়, উদ্দেশ্য, অভিসন্ধি ; তাৎপর্য, অর্থ, মনোভাব ; মত। অভি—প্র—ই বা অয়+ঘঞ্‌ ভাব। ২। অভিপূরণ, সম্যক্ পূরণ। অভি—প্রা+ঘঞ্‌ ভাব। ৩। সর্বতোভাবে প্রীণন ; সম্যক্ কামনা। অভি—প্রী+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

অভিপ্রায়সিদ্ধি—উদ্দেশ্যসাধন, ইচ্ছার পূর্ণতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অভিপ্রেত—১। অভীষ্ট, বাঞ্ছিত, উদ্দিষ্ট ; সম্মত। অভি—প্র—ই+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অভিপ্রায় ; অভীষ্ট বিষয়।…+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অভিপ্রেপ্সু—পাইতে ইচ্ছুক ; লিপ্সু ; লাভ করিতে ইচ্ছুক। অভি—প্র—আপ্‌+সন্‌+উ কর্তৃ। বিণ।

অভিপ্লুত—প্লাবিত, জলাদিদ্বারা সমাচ্ছাদিত ; অতিপূর্ণ, উচ্ছলিত ; অভিভূত। অভি—প্লু+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিবন্দন—সম্যক্ বন্দনা, আরাধনা, পূজা, উপাসনা ; অভিবাদন। অভি—বন্দ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিবর্ষণ—সর্বত্র বর্ষণ, প্রচুর বৃষ্টিপাত। অভি—বৃষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিবাদ—অপবাদ, অখ্যাতি ; বন্দনা। অভি—বদ্‌ (বলা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

অভিবাদক—১। অভিবাদনকারী, বন্দনশীল। অভি—ণিজন্ত বদ্‌ (বলা)+ণক কর্তৃ। ২। নিন্দক, অপ্রিয়কথক, অপবাদক। অভি—বদ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিকা**।

অভিবাদন—বন্দনা, নমস্কার ; অভ্যর্থনা ; অভিনন্দন। অভি—ণিজন্ত বদ্‌ (বলা)+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিবাদ্য—অভিবাদনযোগ্য, নমস্য, বন্দ্য। অভি—ণিজন্ত বদ্‌ (বলা)+য কর্ম। বিণ।

অভিবাহ্য—অভিমুখে বহনীয়। অভি—বহ্‌+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

অভিবিক্রান্ত—অপযাত ; পলায়িত। অভি—বি—ক্রম+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিবিধি—অভিব্যাপ্তি, সর্বতোভাবে ব্যাপ্তি। অভি—বি—ধা+কি ভাব। বি ; পু।

অভিবিনীত—অতিবিনীত, অত্যন্ত বিনয়ী ; ভক্ত ; ধর্মপরায়ণ। প্রাদি। বিণ।

অভিবিশ্রুত—সর্বত্রবিখ্যাত। অভি–বি–শ্রু+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিবীক্ষণ—সম্যক্ দর্শন, পর্যবেক্ষণ। প্রাদি। বি ; ক্লী। [ভাব। বি ; স্ত্রী।

অভিবৃদ্ধি—বৃদ্ধি ; বিস্তার। অভি—বৃধ+ক্তি

[illegible]—প্রকাশিত ; স্পষ্ট ; বিবর্তিত। প্রাদি। বিণ।

অভিব্যক্তি—প্রকাশ ; বিবর্তন, evolution ; ক্রমবিকাশ ; স্পষ্টতা। অভি—বি—অন্‌জ্‌ (প্রকাশ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অভিব্যক্তিবাদ— ক্রমবিবর্তনবাদ, theory of evolution. মধ্যপদলোপী কর্মধা। বি ; পু।

অভিব্যঞ্জন—সম্যক্‌রূপে প্রকাশ। অভি - বি—অন্‌জ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ —**অভিব্যঞ্জক, অভিব্যক্ত**।

অভিব্যাপক—সর্বব্যাপী ; ত্রিবিধ আধারের অন্যতম। অভি—বি—আপ্‌+অক কর্তৃ। বিণ।

অভিব্যাপ্ত—সর্বতোভাবে ব্যাপ্ত। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী—**অভিব্যাপ্তা**।

অভিব্যাপ্তি—সর্বতোভাবে ব্যাপ্তি, সকল দিকে ব্যাপন, অভিবিধি। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

অভিভব—পরাভব ; অবমান, অনাদর ; তিরস্কার ; আকুলীভাব ; আক্রমণ। অভি—ভূ+অল্‌ ভাব। বি ; পু।

অভিভবনীয়—পরাভবনীয়, দমনীয়। অভি—ভূ+অনীয় কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-নীয়া**।

অভিভাব—অভিভব (সকল অর্থে)। অভিভূত ভাব, প্রাদি। [সোপসর্গ ভূ ধাতুর উত্তর ঘঞ্‌ হয় না।]

অভিভাবক—রক্ষক, তত্ত্বাবধায়ক ; আশ্রয়দাতা ; অভিভবকারক। অভি—ভূ+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**অভিভাবিকা**।

অভিভাষণ—আলাপন, সম্ভাষণ ; বক্তৃতা। অভি—ভাষ্‌ (বলা)+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

[illegible]—১। পরাভূত, পরাজিত ; তিরস্কৃত ; আবৃত। অভি—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্ম। ২। বিহ্বল ; আকুল ; অবশ ; অজ্ঞান। অভি—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিভূতি—অভিভব ; ভাবাবেশ, বিহ্বলতা ; অনাদর, অবজ্ঞা। অভি—ভূ (হওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অভিমত—১। সম্মত, স্বীকৃত ; অভিপ্রেত ; মনোমত, প্রিয়। অভি—মন্‌ (মনে করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মত, অভিপ্রায়। অভি—মন্‌+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অভিমতি—অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ; মত ; ইচ্ছা। অভি—মন্‌+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অভিমনাঃ (-মনস্‌)—তৃপ্ত ; সন্তুষ্ট। অভিমুখ মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অভিমন্তব্য—বোদ্ধব্য ; জ্ঞেয় ; গণনীয়। অভি—মন্‌+তব্য কর্ম। বিণ।

অভিমন্ত্রণ—আমন্ত্রণ, সম্বোধন, আহ্বান ; অভিপ্রণয়ন। অভি—মন্ত্র্‌ (মন্ত্রণা করা)+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিমন্ত্রিত—আমন্ত্রিত, সম্বোধিত, আহুত। অভি—মন্ত্র্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিমন্থ—নেত্ররোগবিশেষ। অভি—মন্থ্‌ (মথিত করা)+অল্‌ করণ। বি ; পু।

অভিমন্যু—১। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। মন্যু (ক্রোধকে) অভিগত, ২তৎ। বি ; পু। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম। বিরাট-রাজ-তনয়া উত্তরার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি স্বীয় জনকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া বাল্যকালেই মহাপরাক্রান্ত দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াছিলেন। ভারতযুদ্ধের সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বৎসর মাত্র। প্রথম দিবসের যুদ্ধেই ইনি অদ্ভুত সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া বিপুলবিক্রমে বহু কুরুসৈন্যের বিনাশসাধন এবং মহাবীর ভীষ্মের রথধ্বজ ছেদন করেন। ত্রয়োদশ দিবসের সময়ে যৎকালে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সহিত দূরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, সেই অবসরে দ্রোণাচার্য চক্রব্যূহ রচনা করিয়া পাণ্ডবদিগকে আক্রমণ করেন। পাণ্ডবদিগের মধ্যে একা অর্জুন ভিন্ন আর কেহই সে ব্যূহ ভেদ করিবার কৌশল জানিতেন না। কেবল অভিমন্যুই পিতার নিকটে এই ব্যূহ ভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন ; কিন্তু নির্গমের উপায় শিক্ষা করেন নাই। অসমসাহসে অভিমন্যু ব্যূহমধ্যে প্রবেশ করিয়া একাই কুরুসেনা বিমথিত করিতে লাগিলেন দেখিয়া দ্রোণ-কর্ণাদি সপ্তরথী মিলিয়া অন্যায় সমরে অভিমন্যুর প্রাণসংহার করেন। এই সময়ে উত্তরা গর্ভবতী ছিলেন ; সেই গর্ভে অভিমন্যুর পরীক্ষিৎ নামে একটি পুত্র হয়।

২। বিষ্ণুপুরাণে উক্ত হইয়াছে, চাক্ষুষমনুর পুত্রের নামও অভিমন্যু। নড়লার গর্ভে ইঁহার জন্ম।

৩। কথিত আছে যে, শ্রীমতী রাধিকার লৌকিক স্বামী আয়ানেরও পূর্বনাম অভিমন্যু।

৪। অভিমন্যু নামে কাশ্মীরে দুইজন রাজা ছিলেন। প্রথম জন শকাব্দের ২০০০ বৎসর পূর্বে প্রাদুর্ভূত হন। এই সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্মের প্রাবল্য ছিল। মহারাজ কিন্তু বহু শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিয়মিত তাঁহার পূজা করিতেন। চান্দ্রব্যাকরণকার সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক চন্দ্রাচার্য মহারাজ প্রথম অভিমন্যুর অনেক সভাপণ্ডিত ছিলেন।

৫। কাশ্মীরের দ্বিতীয় অভিমন্যু ৮৮০ শকাব্দে প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহার পিতার নাম ক্ষেমগুপ্ত। ইঁহাকে বাল্যকালেই রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।

অভিময়—অবরোধ; স্বপক্ষ হইতে ভয়; যুদ্ধ; বিনাশ, বধ। অভি—মৃ (মরা) + অল্ ভাব। বি; পু।

অভিমর্দ—যুদ্ধ; শত্রুকৃত পীড়ন; মর্দন, দলন; চূর্ণন। অভি—মৃদ্ + অল্ ভাব। বি; পু।

অভিমর্ষণ—অভ্যুক্ষণ; ওষ্ঠাধর লেহন দ্বারা অপরাধজ্ঞাপন। অভি—মৃষ (সেচন করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিমাতি—বৈরী, শত্রু। অভি—মা (পরিমাণ করা) + তি করণ। বি; পু।

অভিমান—গর্ব, দর্প, অহংকার; প্রণয়ী, স্নেহভাজন ইত্যাদির প্রতি মনোদুঃখজনিত ক্রোধ; প্রণয়, প্রেম-প্রার্থনা; আত্মমর্যাদা-বোধ; প্রতীতি, জ্ঞান; হিংসা। অভি—মন্ (মনে করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিমানিতা, -ত্ব—অভিমান। অভিমানিন্ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অভিমানী (-মানিন্)—গর্বিত, দর্পিত, অহংকৃত; অনাদর জন্য অপমানবোধে ক্রোধাবিষ্ট; প্রিয়জনের ত্রুটির জন্য ক্ষুব্ধ; একটুতেই যাহার আত্মসম্মানে ঘা লাগে। অভিমান + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভিমানিনী**।

অভিমায়—কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিহ্বল, হত-বুদ্ধি; অভিভূত। অভিতঃ (সম্যক্) মায়া যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অভিমায়া**।

অভিমুখ—১। সম্মুখ, সমক্ষ; উদ্দেশ। অব্যয়ী। বি; ক্লী। ২। সম্মুখবর্তী; কোনও কাজ করিতে উদ্যত; উদ্দেশে গমনকারী। অভিগত মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী, -মুখা**।

অভিমুখীন—সম্মুখবর্তী। অভিমুখ + ঈন। বিণ।

অভিমৃষ্ট—স্পৃষ্ট, যাহাকে স্পর্শ করা হইয়াছে এরূপ; সম্বদ্ধ; সম্পর্কিত। অভি—মৃজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিযাচিত—সমক্ষে প্রার্থিত। অভি—যাচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিযাত—১। আক্রান্ত। অভি—যা + ক্ত কর্ম। ২। গত। অভি—যা + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিযান—যুদ্ধযাত্রা, আক্রমণার্থ গমন; আবিষ্কারাদির উদ্দেশ্যে সদলবলে যাত্রা, **expedition**; অভিগমন। অভি—যা + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিযুক্ত—আক্রান্ত, শত্রুকর্তৃক অব-রোধিত; যাহার বিরুদ্ধে নালিশ করা হইয়াছে, প্রতিবাদী, আসামী; ভর্ৎসিত; কথিত; আবিষ্ট। অভি—যুজ (যোগ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভিযুক্তা**।

অভিযোক্তা (-যোক্তৃ)—আক্রমণকারী; অভিযোগকারী, যে নালিশ করে, বাদী। অভি—যুজ (যোগ করা) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভিযোক্ত্রী**।

অভিযোগ—আক্রমণ; যুদ্ধার্থ আহ্বান; যুদ্ধ; বিচারকের নিকট কাহারও বিরুদ্ধে দোষারোপপূর্বক বিচার প্রার্থনা, নালিশ, অভিনিবেশ; উদ্যোগ; শপথ, দিব্য; ভর্ৎসনা, দোষারোপ। অভি—যুজ্ (যোগ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিযোজন—উদ্দেশ্যসিদ্ধির যোগ্যকরণ। অভি—যুজ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিযোজিত—প্রয়োজনানুরূপ কৃত বা সংগঠিত, **adapted**. অভি—যোজি + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিযোজ্য—উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী-করণীয়। অভি—যুজ্ + ঘ্যণ কর্ম। বিণ।

অভিরক্ষণ—সমাগ্ রক্ষণ, সকল দিক্ বা বিষয় রক্ষা করা; সুরক্ষণ। অভি—রক্ষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিরক্ষা—অভিরক্ষণ (সকল অর্থে)। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অভিরক্ষিত—সম্যগ্রক্ষিত; সুরক্ষিত। অভি—রক্ষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিরত—অনুরক্ত, আসক্তিযুক্ত; নিযুক্ত; প্রীত। অভি—রম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভিরতি—অনুরাগ, আসক্তি; প্রীতি। অভি—রম্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভিরাদ্ধ—আরাধিত; প্রসাদিত, যাহাকে প্রসন্ন করা হইয়াছে এরূপ। অভি—রাধ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভিরাদ্ধা**।

অভিরাম—রমণীয়, সুন্দর, প্রীতিকর, মনোহর। অভি—রম্ + ঘঞ্ অধি। বিণ।

অভিরুচি—অভিলাষ, প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, স্পৃহা; দীপ্তি। অভি—রুচ্ + কি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভিরূপ—১। অনুরূপ; প্রিয়, মনোহর; পণ্ডিত। রূপকে অভিগত, ২তৎ বা প্রাদি। বিণ। স্ত্রী—**অভিরূপা**। ২। বিষ্ণু; শিব; চন্দ্র; কাম, মদন। বি; পু।

অভিরোধ—পীড়ন। অভি—রুধ্ (রোধ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিরোষ—সম্যক্ কোপ, অতিশয় ক্রোধ; অভিমানজনিত কোপ। প্রাদি। বি; পু।

অভিলক্ষিত—উদ্দিষ্ট; জ্ঞাত; দৃষ্ট, লক্ষিত। অভি—লক্ষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিলষণীয়—বাঞ্ছনীয়, আকাঙ্ক্ষণীয়, স্পৃহণীয়। অভি—লষ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

অভিলষিত—১। বাঞ্ছিত, ঈপ্সিত, অভীষ্ট। অভি—লষ্ (ইচ্ছা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভিলষিতা**। ২। ইচ্ছা, বাঞ্ছা। অভি—লষ্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

অভিলাপ—সংকল্পের অঙ্গীকৃত বাক্য। অভি—লপ্ (বলা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিলাব—ধ্বংস; ছেদন। অভি—লূ (ছেদন করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিলাষ—বাঞ্ছা, স্পৃহা, ইচ্ছা; অনুরাগ; লোভ। অভি—লষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিলাষী (-লাষিন্)—স্পৃহাযুক্ত, বাঞ্ছাযুক্ত, ইচ্ছুক; লোলুপ, লুব্ধ, লোভী। অভি—লষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভিলাষিণী**।

অভিলাষুক—অভিলাষী। অভি—লষ্ (ইচ্ছা করা) + উক্ কর্তৃ। বিণ।

অভিলাস—অভিলাষ, ইচ্ছা। অভি—লস্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভিলিখিত—লিখিত, লিপিবদ্ধ; লিপি-মধ্যে সন্নিবেশিত। প্রাদি। বিণ।

অভিলীন—অভিব্যাপ্ত। অভি—লী + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিশংসন—মিথ্যা অভিযোগ বা অপবাদ, অযথা কুৎসা; আইনতঃ অপরাধী বলিয়া অভিযোগ, **impeachment.** অভি—শন্স্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিশঙ্কা—সর্বথা আশঙ্কা; সংশয়; ভ্রান্তি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অভিশঙ্কিত—অতিশয় শঙ্কাযুক্ত, সন্ত্রস্ত, ভীত; সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ, সন্দিহান। অভিশঙ্কা + ইত জাতার্থে। বিণ।

অভিশঙ্কী (-শঙ্কিন্)—সংশয়ী; অভি-শঙ্কাযুক্ত। অভিশঙ্কা + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভিশঙ্কিনী**।

অভিশপন—শাপ দেওয়া, অভিশাপ, অভি-সম্পাত; অভিশংসন। অভি—শপ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভিশপ্ত—অভিশাপগ্রস্ত, যাহাকে অভি-সম্পাত করা হইয়াছে। অভি—শপ্ (শাপ দেওয়া) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিশব্দিত—সম্যগ্ধ্বনিত, সর্বত্রকথিত, বিঘোষিত। প্রাদি। বিণ।

অভিশস্ত—মিথ্যা অপবাদে দূষিত, কলঙ্কিত।

অভি—শন্স্ (প্রশংসা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভিশস্তা**।

অভিশস্তি—মিথ্যাপবাদ, কলঙ্ক, অভিশাপ ; হিংসা ; যাচ্ঞা। অভি—শন্স্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অভিশাপ—অভিসম্পাত, কোনও কারণে কাহারও প্রতি কুপিত হইয়া তাহার অমঙ্গল-প্রার্থনা। অভি—শপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অভিশ্রুতি—উচ্চারণের পরিবর্তন বিঃ (যেমন—বানিয়া > বাꣳন্যা > বেꣳন্যে), umlaut, vowel mutation. অভি—শ্র+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অভিষঙ্গ, অভীষঙ্গ—অপবাদ ; অভিশাপ ; ব্যসন ; শোক, দুঃখ ; পরাভব ; আক্রোশ ; শপথ ; হিংসা ; আসক্তি ; ভূতাবেশ। অভি—সন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অভিষব, অভিষবণ—১। যজ্ঞান্ত স্নান ; সোমরস পান ; মদ্যসন্ধান, মদ প্রস্তুত করা ; কাঁজি। অভি—সু (স্নান করা)+অল্, অনট্ ভাব। ২। যজ্ঞ। অভি—সু+অল্, অনট্ সম্প্র। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

অভিষিক্ত—মন্ত্রপূত বা পবিত্র সলিল দ্বারা স্নাপিত, যাহার অভিষেক সম্পন্ন হইয়াছে ; নিযুক্ত। অভি—সিচ্ (সেচন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিষুত—সোমরস ; কাঁজি। অভি—সু+ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী।

অভিষেক—১। স্নান ; কোন দেবমূর্তি বা বিগ্রহকে মন্ত্রপূত জলে বা পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করানো ; রাজ্যাধিকারার্থ মন্ত্রপূত পবিত্র সলিল দ্বারা অভিষেচন, সমুদ্র ও পবিত্রতোয়া নদীর অর্থাৎ গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী প্রভৃতির জল সংগ্রহ করিয়া রাজ্যাভিষেক সময়ে যে স্নান করানো হয়। রাজার প্রথম সিংহাসনে আরোহণকালীন স্নানাদি অনুষ্ঠান, installation. অভি—সিচ্ (সেচন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। স্নাপন ; ভিজানো। অভি—ণিজন্ত সিচ্ (=সেচি) +ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অভিষেচন—জলাদি দ্বারা সম্যক্ সেচন ভিজানো ; অভিষেক। প্রাদি। বি ; ক্লী।

অভিষেণন—যুদ্ধযাত্রা, জয়ার্থ শত্রুসৈন্যের অভিমুখে গমন। অভি—সেনি নাম ধাতু+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিষ্টুত—১। স্তুত, প্রশংসিত ; বর্ণিত। অভি—স্তু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। স্তুতি, স্তব। অভি—স্তু+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অভিষ্বঙ্গ—আসক্তি, অনুরাগ ; আলিঙ্গন। অভি—স্বন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অভিষ্যন্দ, অভিস্যন্দ—অতিবৃদ্ধি, স্ফূর্তি, নেত্ররোগ বিঃ ; ক্ষরণ ; অতিরেক ; জলস্রোত বা ধারা। অভি—স্যন্দ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

অভিষ্যন্দনগর—শাখা নগর, প্রধান নগরের উদ্বৃত্ত লোক দ্বারা কৃত নগর, নবস্থাপিত নগর, উপনগর। অভিষ্যন্দ (উদ্বৃত্ত লোক) কৃত নগর, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অভিষ্যন্দবমন—দেশে লোকসংখ্যার আধিক্য হইলে কিয়দংশ লোককে স্থানান্তরে প্রেরণ। অভিষ্যন্দের বমন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অভিষ্যন্দিরমণ—অভিষ্যন্দনগর, উপনগর, শহরতলি। অভিষ্যন্দীর রমণ (আনন্দ) হয় যে স্থানে, বহু। বি ; ক্লী।

অভিষ্যন্দী (-ন্দিন্)—১। ক্ষরণশীল, ঝরিতেছে বা চুয়াইতেছে এরূপ ; যাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছে বা শ্লেষ্মা নির্গত হইতেছে এমন। অভি—স্যন্দ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অভিষ্যন্দিনী**। ২। কোন স্থানের উদ্বৃত্ত লোক ; জন-বাহুল্য। অভিষ্যন্দ+ইন্। বি ; পু।

অভিসংহিত—বঞ্চিত, প্রতারিত ; উদ্দিষ্ট, অভিপ্রেত, অভীষ্ট। অভি—সম্—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভিসংহিতা**।

অভিসন্তাপ—১। তাপ ; মনস্তাপ, দুঃখ ; অভিশাপ। অভি—সম্—তপ্+ঘঞ্ ভাব। ২। যুদ্ধ। অভি—সম্—তপ+ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

অভিসন্ধান—প্রবঞ্চনা ; সম্মিলন, সন্ধি ; সমুদ্যোগ ; অভিসন্ধি, উদ্দেশ। অভি—সম্ —ধা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিসন্ধি—উদ্দেশ, অভিপ্রায় ; মতলব ; সম্ভাবনা ; বঞ্চনা ; সমুদ্যোগ ; সন্ধি। অভি—সম্—ধা (ধারণ করা)+কি ভাব। বি ; পু।

অভিসম্পাত—১। শাপপ্রদান, অভিশাপ। অভি—সম্—পত্+ঘঞ্ ভাব। ২। যুদ্ধ। অভি—সম্—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি।

অভিসর—অনুচর ; সহায়। অভি (পশ্চাৎ) —সৃ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অভিসরণ—অনুসরণ, অনুগমন ; অভিসার, নায়ক-নায়িকাদের সংকেতস্থানে গমন। অভি—সৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিসর্জন—দান, বিসর্জন, ত্যাগ ; বধ। অভি—সৃজ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিসার—১। সম্ভোগাভিলাষে নায়ক-নায়িকাদের সংকেতস্থানে গমন ; যুদ্ধ। অভি—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। বল ; সাধন। অভি—সৃ+ঘঞ্ করণ। ৩। সহায়। অভি—সৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু। ৪। জাতিবিশেষ, পূর্বকালে ইহারা কাশ্মীরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাস করিত।

অভিসারক—কান্তার্থে সংকেতস্থানে গমনকারী ('—পুরুষ') ; অভিমুখে গমনকারী। অভি—সৃ (গমন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**অভিসারিকা**।

অভিসারিকা—কান্তার্থে সংকেতস্থানে গমনকারিণী ('— নারী')। 'কান্তার্থিনী' তু যা যাতি সঙ্কেতং সাঽভিসারিকা, অর্থাৎ যে নারী কান্তার্থিনী হইয়া সঙ্কেতস্থানে গমন করে, তাহাকে অভিসারিকা কহে। অভিসারক+আপ্। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

অভিসারিণী—অভিসারিকা। অভি—সৃ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

অভিসারী (-সারিন্)—কান্তার্থে সংকেতস্থানে গমনকারী ('— পুরুষ') ; অভিসারক। অভি—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

অভিসৃষ্ট—দত্ত, পরিত্যক্ত, বিসৃষ্ট। অভি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিস্যন্দ—অভিষ্যন্দ দ্রঃ।

অভিহত—আহত, আঘাত-প্রাপ্ত ; বিনষ্ট ; পরাজিত ; তাড়িত ; গুণিত। অভি—হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভিহরণ—অপহরণ, চৌর্য ; আহরণ ; বিবাহকালীন যৌতুকদান। অভি—হৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অভিহার—আক্রমণ ; লুণ্ঠন ; বর্মধারণ ; অভিযোগ ; পৌনঃপুন্য। অভি—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

অভিহিত—কথিত, উক্ত, উল্লিখিত ; আখ্যাত। অভি—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

১। নির্ভীক, ভয়রহিত, নিঃশঙ্ক ; সাহসী। ন (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু। বিণ। ২। ভয়াভাব, নির্ভীকতা ; সাহস। ন ভী, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

—১। নির্ভীক, ভয়রহিত, নির্ভয় ; খল, ক্রূর ; উৎসুক ; কামুক। ন (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু। বিণ। ২। স্বামী, পতি নায়ক, প্রণয়ী ; কবি। বি ; পু।

অভীক্ষ্ণ—১। ভূয়োভূয়ঃ কৃত বা সংঘটিত, পৌনঃপুনিক ; ভৃশ, সাতিশয় ; অবিরত। অভি—ক্ষ্ণু (তীক্ষ্ণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অভীক্ষ্ণা**। ২। ভূয়োভূয়ঃ, পুনঃ-পুনঃ, অবিরাম, নিরন্তর। অ। [স্ত্রী।

অভীতি—অভয়, ভয়রাহিত্য। নঞ্তৎ। বি ;

অভীপ্সা—পাইবার ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা, কামনা। অভি—সনন্ত আপ্+উ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অভীপ্সিত—অভিলষিত, বাঞ্ছিত, আকাঙ্ক্ষিত। অভি—সনন্ত আপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভীপ্সু—অভিলাষুক, ইচ্ছুক। অভি—সনন্ত আপ্ (প্রাপ্ত হওয়া)+উ কর্তৃ। বিণ।

অভীর—১। আভীর, গোপজাতি, গোয়ালা। অভি—ঈর্+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। দাক্ষিণাত্যদেশ বিঃ। বি।

অভীরু-১। ভীতস্বভাব নহে এমন, অভয়শীল, যে সহজে ভয় পায় না এরূপ, ভয়হীন, নির্ভীক। নঞ্তৎ। বিণ। ২। ভৈরব। বি; পু। ৩। শতমূলী। বি; স্ত্রী।

অভীরুপত্রী—শতমূলী। অভীরু পত্র যাহার, বহু+ই। বি; স্ত্রী।

অভীশু-১। প্রগ্রহ, বল্‌গা, ঘোড়ার লাগাম বা বাগডোর; রশ্মি, কিরণ। অভি—অশ্ (ব্যাপা)+কু কর্তৃ, নিপাতনে। বি; পু। ২। অঙ্গুলি। বি; স্ত্রী।

অভীষঙ্গ—'অভিষঙ্গ' দ্রঃ।

অভীষু—১। প্রগ্রহ, লাগাম; রশ্মি, কিরণ। অভি—ইষ্ (ইচ্ছা করা)+কু কর্ম। ২। কাম; অনুরাগ। অভি—ইষ্+কু ভাব। বি; পু।

অভীষুমান্ (অভীষুমৎ)—১। সূর্য। অভীষু (কিরণ)+মতু অস্ত্যর্থে। বি; পু। ২। দীপ্তিশালী; কামুক। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভীষুমতী**।

অভীষ্ট—অভিলষিত, বাঞ্ছিত; প্রিয়। অভি—ইষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভীষ্টা**।

অভীষ্ট-দেব, -দেবতা—ইষ্ট দেবতা, আরাধ্যদেব। কর্মধা। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

অভীষ্টপ্রদ—অভিলষিত-ফল-প্রদানকারী। উপ; অভীষ্ট—প্র—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অভীষ্টপ্রদা**।

অভীষ্টলাভ, -সিদ্ধি—ইষ্টলাভ, অভিলষিতপ্রাপ্তি, অভিপ্রেতসিদ্ধি। ৬তৎ। বি; পু ও স্ত্রী।

অভীষ্টা—অভিলষিতা, বাঞ্ছিতা; প্রিয়া। অভীষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রেণুকা-নামক গন্ধদ্রব্য। বি; স্ত্রী।

অভুক্ত—যাহার ভোজন হয় নাই, উপবাসী, অনাহারী; অভক্ষিত, অখাদিত, যাহা খাওয়া হয় নাই এমন; যাহা ভোগ করা হয় নাই এমন। ন ভুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অভুগ্ন—অকুব্জীকৃত, অনবনত; অবক্র, অকুটিল, ঋজু, সরল, সোজা; অরুগ্ণ, অপীড়িত। নঞ্তৎ। বিণ।

অভুজ—ভুজরহিত, বাহুহীন, হস্তশূন্য। ন (নাই) ভুজ যাহার, বহু। বিণ।

অভূত—যাহা হয় নাই বা জন্মে নাই এমন; অবিদ্যমান; অনতীত, যাহা গত হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অভূততদ্ভাব—যাহা পূর্বে ছিল না তাহা হওয়া। অভূতের তদ্ভাব, ৬তৎ। বি; পু।

অভূতপূর্ব—যাহা পূর্বে কখন হয় নাই। পূর্বে ভূত=ভূতপূর্ব, ৭তৎ; ন ভূতপূর্ব, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অভূতপূর্বা**।

ভূমি না থাকা, স্থানাভাব; অভাজন, অপাত্র; আধারাভাব, অনাধার; অনাশ্রয়, আশ্রয়াভাব। নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অভেদ—১। ভেদাভাব, অবিশেষ, অভিন্নতা একতা। ন ভেদ, নঞ্তৎ। বি; পু। ২। ভেদহীন, নির্বিশেষ, অভিন্ন, এক। ন (নাই) ভেদ যাহার, বহু। বিণ।

অভেদাত্মা (-ত্মন্)—অভিন্নহৃদয়, এক-বিধ-মনোভাব-বিশিষ্ট, সমপ্রাণ। অভেদ আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অভেদী (-দিন্)—অভেদ, ভেদ-বিরহিত, নির্বিশেষ। নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভেদিনী**।

অভেদে—ভিন্নভাব ব্যতিরেকে, ভিন্ন জ্ঞান না করিয়া, নির্বিশেষে। ন (নাই) ভেদ যাহাতে বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অভেদ্য ভেদাসাধ্য, যাহা ভেদ করিতে পারা যায় না বা ভেদের অযোগ্য। ন ভেদ্য, নঞ্তৎ। স্ত্রী—**অভেদ্যা**।

অভোক্তা (-ক্তৃ)—অভোজনকারী, যে খায় না, অনাহারী, উপবাসী। নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভোক্ত্রী**।

অভোগ—ভোগাভাব, ভোগ না করা; অব্যবহার। নঞ্তৎ। বি; পু।

অভোগ্যা—যে স্ত্রীকে সম্ভোগ করা উচিত নয়, অগম্যা। নঞ্তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অভোজ্য—অভক্ষ্য, অখাদ্য, অভক্ষণীয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অভোজ্যা**।

অভ্যক্ত—আপাদমস্তক তৈলাক্ত, সর্বাঙ্গে তৈল মাখিয়াছে এরূপ। অভি—অন্জ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অভ্যক্তা**।

অভ্যগ্র—অগ্রবর্তী; আসন্ন; সমীপ, নিকট; অভিনব। অগ্রকে অভিগত, ২তৎ। বিণ।

অভ্যঙ্ক—তিলকল্ক, তিলের খৈল। অভি—অন্চ+স অধিবা। বি; পু।

অভ্যঙ্গ, অভ্যঞ্জন—১। তৈলাদি দ্বারা অঙ্গমর্দন, আভাঙ্ করিয়া গায়ে (তেল) মাখা। অভি—অন্জ (মাখা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। ২। যাহা আভাঙ্ করিয়া মাখা যায়, তৈলাদি। অভি—অন্জ (মাখা)+ঘঞ্, অনট্ করণ। বি; ক্রমে পু ও ক্লী।

অভ্যধিক—অতিশয় অধিক; সর্বাপেক্ষা উত্তম। নিত্য। বিণ। স্ত্রী—**অভ্যধিকা**।

অভ্যনুজ্ঞা-অনুমতি, আদেশ, এই কার্য কর এইরূপ আজ্ঞা; সম্মতি। অভি—অনু—জ্ঞা+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্যনুজ্ঞাত—অনুজ্ঞাত, আদিষ্ট। অভি—অনু—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যন্তর—অন্তরাল, ভিতর, মধ্যস্থান। অভি (সম্যক্) অন্তর, সুপ্। বি; ক্লী। ২। অন্তর্গত, মধ্যবর্তী। অভিগত অন্তরকে, ২তৎ। বিণ।

অভ্যন্তরীণ—অন্তর্বর্তী, মধ্যবর্তী, মধ্যস্থিত। অভ্যন্তর+ঈন ভবার্থে। বিণ।

অভ্যন্তরীণ-বিবাদ—গৃহবিচ্ছেদ, গৃহ-কলহ, ঘরোয়া ঝগড়া। কর্মধা। বি; পু।

অভ্যবকর্ষণ—উৎপাটন, শল্যাদির উদ্ধার করণ, আকর্ষণ। অভি—অব—কৃষ্ (ভূমি চষা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যবস্কন্দ, অভ্যবস্কন্দন—আক্রমণ; অবরোধ; প্রহার, শত্রুকে মারা। অভি—অব—স্কন্দ+অল্, অনট্ ভাব। বি; ক্রমে পু ও ক্লী।

অভ্যবহরণ—ভক্ষণ, আহার, ভোজন। অভি-অব—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যবহার—ভক্ষণ, আহার, ভোজন। অভি—অব—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভ্যবহার্য—আহার্য, ভক্ষ্য। অভি—অব—হৃ+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

অভ্যবহৃত—ভুক্ত, খাদিত, যাহা খাওয়া হইয়াছে এমন। অভি-অব—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যমিত—পীড়িত, রোগী, আতুর। অভি—অম্ (রোগ হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যর্ণ-সমীপস্থিত, নিকটবর্তী। অভি—অর্দ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যর্থন—যাচ্ঞা, প্রার্থনা; সম্ভাষণ; সংবর্ধনা, সমাগত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সমাদরে গ্রহণ। অভি—অর্থ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যর্থনা—অভ্যর্থন (সকল অর্থে)। অভি—অর্থ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্যর্থনা সভা, -সমিতি—অভ্যাগত ব্যক্তির সংবর্ধনার নিমিত্ত সভা, **reception committee.** ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

অভ্যর্থনীয়—প্রার্থনীয়, যাচনীয়; সং-বর্ধনীয়। অভি—অর্থ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অভ্যর্থিত—যাচিত, প্রার্থিত; সংবর্ধিত। অভি—অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যর্হিত—১। পূজিত, সম্মানিত, সমাদৃত। অভি—অর্হ্+ক্ত কর্ম। ২। শ্রেষ্ঠ; উচিত। অভি—অর্হ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যসন—অভ্যাস, আলোচনা। অভি—অস্ (অনুশীলন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যসনীয়—যাহা অভ্যাস করিতে হইবে এরূপ; যাহা মুখস্থ করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এমন। অভি—অস্+অনীয় কর্ম। বিণ।

অভ্যসূয়—অসূয়াযুক্ত, ঈর্ষ্যান্বিত। অভিগতা অসূয়া যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

অভ্যসূয়া—১। 'অভ্যসূয়' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। গুণে দোষারোপ; নিন্দা; ঈর্ষ্যা। অভিগতা অসূয়া, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অভ্যস্ত—যাহা অভ্যাস করা হইয়াছে এরূপ, শিক্ষিত, কণ্ঠস্থ; অভ্যাসানুরূপ; (ব্যাকরণে) দ্বিরুক্ত। অভি—অস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যাকাঙ্ক্ষিত—১। আকাঙ্ক্ষিত, অভিলষিত, বাঞ্ছিত। প্রাদি। বিণ। ২। আকাঙ্ক্ষা, কামনা, অভিলাষ; মিথ্যা অভিযোগ, মিছা দাবি। বি; ক্লী।

অভ্যাখ্যান—মিথ্যাভিযোগ, মিছা দাবি। প্রাদি। বি; ক্লী।

অভ্যাগত—১। গৃহাগত ব্যক্তি, অতিথি। প্রাদি। বি; পু। ২। সম্মুখাগত; নিমন্ত্রিত। বিণ।

অভ্যাগম, অভ্যাগমন—বিবাদ, বিরোধ; যুদ্ধ; মারণ; সমীপাগমন; স্বীকার; ফলপ্রাপ্তি; অভ্যুত্থান; সমীপ, নিকট। প্রাদি। বি; ক্রমে পু ও ক্লী।

অভ্যাগারিক—পরিজন-ব্যাপৃত, পরিবার প্রতিপালনে মনোযোগী। আগারকে অভিগত—অভ্যাগার, ২তৎ; অভ্যাগার+ ষ্ণিক। বিণ।

অভ্যাঘাত—সম্মুখে প্রহার; আক্রমণ। প্রাদি। বি; পু।

অভ্যাদান—সম্মুখস্থ হইয়া গ্রহণ; আরম্ভ। অভি—আ—দা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যাপাত—বিপৎপাত। প্রাদি। বি; পু।

অভ্যামর্দ—সংগ্রাম, যুদ্ধ। অভি—আ—মৃদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভ্যাবৃত্তি—পৌনঃপুন্য, অসকৃদ্ভাব, বার বার হওয়া। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

অভ্যাশ—আবৃত্তি; নিকট। অভি—অশ্ (ব্যাপা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

অভ্যাস—আবৃত্তি, পুনঃপুনঃ কথন; কোনও কার্য পুনঃপুনঃ করণ; পুনঃপুনঃ করণ জন্য স্বভাবে পরিণতি; শিক্ষা; উত্তমরূপে জানা-শোনা, অভিজ্ঞতা; বাণক্ষেপ; নিকট (ব্যাকরণে) দ্বিত্ব। অভি—অস্ (থাক বা হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভ্যাসগত—অভ্যস্ত; স্বাভাবিক। ২তৎ বিণ। স্ত্রী—অভ্যাসগতা।

অভ্যাসাদন—প্রহার; আক্রমণ; শত্রুর সম্মুখে গমন। অভি—আ—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যাসী (-সিন্)—অভ্যাসকারী, যে অনায়াসে অভ্যাস করে এরূপ। অভি—অস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভ্যাসিনী**।

অভ্যাহার—দস্যুতা, অপহরণ, ডাকাতি; আক্রমণ; ভোজন; পৌনঃপুন্য। অভি—আ—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

অভ্যুক্ষণ—জলসেচন, প্রোক্ষণ, জল ছিটান। অভি—উক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যুক্ষণীয়—প্রোক্ষণযোগ্য, যাহাতে জল সেচন করিতে হইবে। অভি—উক্ষ্ (সেচন করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

অভ্যুক্ষিত—প্রোক্ষিত, যাহার উপর জল সেচন করা হইয়াছে। অভি—উক্ষ্ (বর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্যুচ্চয়—সমুচ্চয়, পুঞ্জ, রাশি। অভি—উৎ—চি+অল্ ভাব। বি; পু।

অভ্যুচ্ছ্রিত—অতিশয় উন্নত; সমর্থ, পারগ। প্রাদি। বিণ।

অভ্যুত্থান—উদয়; উদ্যম; উন্নতি; অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি; সুখ্যাতি; প্রত্যুদ্গমন, অভ্যাগত ব্যক্তির গৌরবার্থে আসন হইতে উত্থান; কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, বিদ্রোহ। অভি—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অভ্যুত্থায়ী (-য়িন্)—অভ্যুত্থানকারী, প্রত্যুদ্গামী। অভি—উৎ—স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভ্যুত্থায়িনী**।

অভ্যুত্থিত—উদিত; প্রজ্বলিত; প্রবৃত্ত; কাহারও সম্মানার্থ আসন হইতে উত্থিত; কাহারও প্রতিকূলে যে অস্ত্র ধারণ করিয়াছে এমন। অভি—উৎ—স্থা (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যুদয়—উত্থান, উদয়; উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি; সমৃদ্ধি; মঙ্গল; উৎসব; বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। প্রাদি। অভি—উৎ—ই+অল্ ভাব। বি; পু।

অভ্যুদয়হেতু—সমৃদ্ধির কারণ; যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান দ্বারা যে ধর্মসঞ্চয় হয়, দর্শনশাস্ত্রে তাহাকে অভ্যুদয়হেতু বলে, কারণ এই পুণ্য দ্বারা ইহলোকে ও পরলোকে সুখলাভ হয়। ৬তৎ। বি; পু।

অভ্যুদাহরণ—প্রতিকূল উদাহরণ, বিপরীত দৃষ্টান্ত। প্রাদি। বি; ক্লী।

অভ্যুদিত—উদিত, উত্থিত; সূর্যোদয়কাল-শায়ী, সূর্যোদয়েও নিদ্রিত; উন্নত; সমৃদ্ধ; প্রকাশিত; মঙ্গলার্থে প্রবৃত্ত। অভি—উৎ—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -তা।

অভ্যুদীরিত—কথিত, উক্ত; বিক্ষিপ্ত অভি—উৎ—ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -তা।

অভ্যুদ্ধৃত—সম্যগ্‌রূপে উদ্ধৃত। অভি (সম্যক্) উদ্ধৃত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী, -তা।

অভ্যুদ্যত—সম্যক্ উদ্যুক্ত; উত্থিত; উদিত; । প্রাদি। বিণ। স্ত্রী—**অভ্যুদ্যতা**।

অভ্যুপগত—১। নিকটাগত; আসক্ত। অভি—উপ—গম্+ক্ত কর্তৃ। ২। নির্ণীত; প্রতিজ্ঞাত, প্রতিশ্রুত; স্বীকৃত; প্রাপ্ত। …+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভ্যুপগতা**।

অভ্যুপগম—নিকটে গমন; নির্ণয়; প্রতিজ্ঞা, স্বীকার; প্রাপ্তি; আসক্তি; মত। অভি-উপ—গম্+অল্ ভাব। বি; পু।

অভ্যুপপত্তি—অনুগ্রহ; উপকার রক্ষণ; স্বীকার, অঙ্গীকার; সান্ত্বনা। অভি—উপ—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অভ্যুপপন্ন—স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। অভি—উপ—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অভ্যুপপন্না**।

অভ্যুপায়—১। সদুপায়। অভি—উপ—ই+অল্ করণ। ২। প্রতিজ্ঞা; অঙ্গীকার, স্বীকার। অভি—উপ—ই+অল্ ভাব। বি; পু।

অভ্যুপায়ন—উপহার, উপঢৌকন, ভেট। অভিমত উপায়ন, প্রাদি। বি; ক্লী।

অভ্যুপাবৃত্ত—প্রতিনিবৃত্ত। অভি—উপ—আ—বৃত্ (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অভ্যুপেত—১। উপাগত। অভি—উপ—ই+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত, অঙ্গীকৃত, স্বীকৃত; প্রতিজ্ঞাত। অভি—উপ-ই+ক্ত কর্ম। বিণ।

অভ্র—১। আকাশ। ন (অ)—ভৃ (ভরণ করা)+ক কর্তৃ। ২। মেঘ। অপ্ (জল)—ভৃ (ধারণ করা)+ক কর্তৃ। ৩। ধাতু বিঃ, অভ্ভ্র; স্বর্ণ। অভ্র (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। [এইরূপ কথিত আছে, বৃত্রবধসময়ে বজ্রীর বজ্রবিস্ফুলিঙ্গ সকল গগনে পরিসর্পিত হইয়া গিরি-শিখরসমূহে পতিত হইয়াছিল; তাহা হইতেই অভ্রের উৎপত্তি হয়। ইহা শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ ভেদে চতুর্বিধ, এবং পিনাক, দর্দুর, নাগ ও বজ্র ভেদে চতুর্বিধ। এই সমুদায় অভ্রের মধ্যে বজ্রাভ্রই উৎকৃষ্ট; ইহা ব্যাধি, বার্ধক্য ও মরণ হরণ করিতে সমর্থ।]

অভ্রংলিহ—১। গগনস্পর্শী, আকাশচুম্বী, অত্যুচ্চ। উপ; অভ্র (আকাশ)—লিহ্ (লেহন করা)+খশ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -লিহা। ২। বায়ু। বি; পু।

অভ্রক—অভ্রধাতু, আভ, অভ্ভ্র। অভ্র+ক স্বার্থে। বি; ক্লী।

অভ্রঘন—মেঘের সমবায়; মেঘসঙ্ঘাত। ৬তৎ। বি; পু।

অভ্রঙ্কষ—১। গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ। অভ্র (আকাশ)—কষ্‌+খ কর্তৃ, যে আকাশকে কষ (অর্থাৎ ভেদ করিতে সমর্থ। বিণ। স্ত্রী—**অভ্রঙ্কষা**। ২। বায়ু। বি; পু।

অভ্রপিশাচ—রাহু। অভ্রচারী পিশাচ, মধ্যপ। বি; পু।

অভ্রপিশাচক—রাহু। অভ্রপিশাচ+ক স্বার্থে। বি; পু।

অভ্রপুষ্প—১। আকাশ-কুসুম। ৬তৎ। ২। জল। অভ্রের (আকাশের বা মেঘের) পুষ্প (অর্থাৎ পুষ্পের ন্যায় পদার্থ), ৬তৎ। বি; ক্লী। ৩। বেতস বৃক্ষ। অভ্র হইয়াছে পুষ্প (অর্থাৎ পুষ্পবৎ) যাহার, বহু। বি; পু।

অভ্রবাটিক—আম্রাতক, আমড়া। অভ্র (গগন) বাটি (আলয় বা বাসস্থান) যাহার, বহু। বি; পু।

অভ্রভেদী (-দিন্)—অভ্রঙ্কষ, মেঘলোকভেদকারী, গগনস্পর্শী, অত্যুচ্চ; তারস্বরে গীত; অতি স্ফীত। অভ্রকে (মেঘকে) ভেদ করে যে এই বাক্যে উপ; অভ্র—ভিদ্ (ভেদ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অভ্রভেদিনী**।

অভ্রম—১। ভ্রমাভাব, ভুল না করা বা না হওয়া, অপ্রমাদ। ন ভ্রম, নঞ্তৎ। বি; পু। ২। ভ্রমশূন্য, প্রমাদবিহীন, ভ্রান্তিহীন, ভুল-রহিত। ন (নাই) ভ্রম যাহার, বহু। বিণ। ৩। সম্ভ্রমহীন, স্থির। কপ্র। স্ত্রী—**অভ্রমা**।

অভ্রমাংসী—লতা বিঃ, একপ্রকার জটামাংসী। অভ্রতুল্য মাংস যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অভ্রমাতঙ্গ—দেবহস্তী, ঐরাবত। অভ্রগোচর মাতঙ্গ, মধ্যপ। বি; পু।

অভ্রমু—পূর্বদিকের হস্তিনী, ঐরাবতের স্ত্রী। অ—ভ্রম্ (ভ্রমণ করা)+উ কর্তৃ, অথবা অভ্র (মেঘ)—মা+ডু কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

অভ্রমুপ্রিয়, -বল্লভ—ঐরাবত হস্তী। ৬তৎ। বি; পু।

অভ্ররোহ—বৈদূর্যমণি। অভ্র হইতে (অভ্র শব্দে) রোহ (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বি; পু।

অভ্রাতৃক—ভ্রাতৃহীন, যাহার ভাই নাই। ন (নাই) ভ্রাতা যাহার, বহু। বিণ।

অভ্রান্ত—১। ভ্রান্তিশূন্য, ভ্রমহীন, যাহার ভুল হয় না। ২। ভ্রমণহীন, স্থির। ন ভ্রান্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অভ্রান্তলক্ষ্য—যিনি লক্ষ্যভেদ বিষয়ে ভ্রমে পতিত হন না, যাঁহার তাক কখনও বিফল হয় না। অভ্রান্ত (ভ্রমশূন্য) লক্ষ্য (ভেদ) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-লক্ষ্যা**। বি, **-লক্ষ্যতা, -ত্ব**। [স্ত্রী।

অভ্রান্তি—অভ্রম, অপ্রমাদ। নঞ্তৎ। বি;

অভ্রাবকাশ—১। আকাশরূপ অবকাশ, ফাঁকা জায়গা। অভ্রই অবকাশ, কর্মধা। ২। মেঘজলবর্ষণ, বৃষ্টি। অভ্র (গগন) অবকাশ (স্থান) যাহার, বহু। বি; পু।

অভ্রি, অভ্রী—নৌকাপরিষ্কারক কাষ্ঠকুদ্দাল, কেঠো। অভ্র (গমন করা)+ই কর্তৃ, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অভ্রিত—মেঘাচ্ছন্ন। অভ্র+ইতচ্ সঞ্জাতার্থে। বিণ।

অভ্রিয়—মেঘজাত, মেঘসম্বন্ধীয়; আকাশ-সংক্রান্ত। অভ্র+ইয় ভবার্থে। বিণ।

অভ্রেষ—১। ন্যায়, ঔচিত্য; পক্ষপাতরাহিত্য। ন (অ)—ভ্রেষ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। গতিশূন্য, অচল। ন (নাই) ভ্রেষ (গমন) যাহার, বহু। বিণ।

অভ্রোত্থ—বজ্র, বাজ। অভ্র (মেঘ) হইতে উত্থ (উত্থিত), ৫তৎ। বি; ক্লী।

অম—১। আময়, পীড়া, রোগ। অম্ (রুগ্ণ হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। অপক্ক, কাঁচা। অম্+অল্ অপা। বিণ।

অমঙ্গল—১। মঙ্গলাভাব, অশুভ, অকল্যাণ; দুর্লক্ষণ, বিপদ্। নঞ্তৎ। বি; ক্লী। ২। এরণ্ডবৃক্ষ, ভেরেণ্ডাগাছ। বি; পু। ৩। মঙ্গলশূন্য, অশুভযুক্ত; দুর্লক্ষণাক্রান্ত। ন (নাই) মঙ্গল যাহা হইতে, যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অমঙ্গলজনক—অশুভকর, অনিষ্টকারক। নঞ্তৎ ও ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অমঙ্গলসূচক—অকল্যাণ-জ্ঞাপক, অশুভ সংঘটনের লক্ষণ-প্রকাশক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমঙ্গলসূচিকা**।

অমঙ্গল্য—অমঙ্গলজনক; অলক্ষণযুক্ত, লক্ষ্মীছাড়া। নঞ্তৎ। বিণ।

অমণ্ডিত—অনলংকৃত, অভূষিত, অশোভিত, অসজ্জিত; অনাবৃত, অনাচ্ছাদিত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমণ্ডিতা**।

অমত—১। অসম্মত, অস্বীকৃত; অনভীষ্ট; অজ্ঞাত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমতা**। ২। মতের অভাব, মত না থাকা, অসম্মতি; অন্যমত; অননুমোদন। বি; স্ত্রী। ৩। রোগ; মৃত্যু; কাল। অম+অত করণ। বি; পু।

অমতি—১। দুর্মতি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্ট; বুদ্ধিহীন। ন (কুৎসিতা) মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। কাল, সময়; চন্দ্র। ন (নাই) মতি (বিচারণা) যাহার, বহু। বি; পু। ৩। অভিপ্রায়াভাব; দুষ্টবুদ্ধি; অজ্ঞানতা; অপ্রবৃত্তি, অরুচি, বিতৃষ্ণা। ন মতি, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অমত্ত—অপ্রমত্ত, মত্ততারহিত, অমাতাল। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমত্তা**।

অমত্র—ভোজনপাত্র; জলপাত্র। অম্ (ভোজন করা)+অত্রন্ অধি। বি; ক্লী।

অমৎসর—১। অসূয়াশূন্য, অহিংসক। ন মৎসর, নঞ্তৎ। বিণ। ২। দ্বেষাভাব। নঞ্তৎ। বি; পু। স্ত্রী—**অমৎসরা**।

অমন—ঐরকম, সেরূপ, ঐরূপে, এভাবে। গ্রাম্য। বিণ বা ক্রি বিণ।

অমনাঃ (-নস্)—**অমনক** মনোরহিত; মনোবৃত্তিহীন, নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তি (যোগী); অন্যমনস্ক; অসংযতমনাঃ; স্নেহহীন। ন মনঃ যাহার, বহু; বিকল্পে সমাসান্ত ক। বিণ।

অমনি—সেই প্রকার, ঐরকম; ভালও নয় মন্দও নয়; শুষ্ক, কেবল; রিক্ত, শূন্য, আদুড় (গা); খালি; খোলা; রিক্তহস্তে, বিনা সম্বলে; অনায়াসে; বিনামূল্যে; অকারণে; অনর্থক; সদ্যঃ, তৎক্ষণাৎ। গ্রাম্য শব্দ। বিণ বা ক্রিবিণ। [**অমনি মুখে যাওয়া**—জলগ্রহণ পর্যন্ত না করিয়া বা শুধু মুখে চলিয়া যাওয়া।]

অমনুষ্য—১। মনুষ্যহীন, বিজন। বহু। বিণ। ২। মনুষ্যভিন্ন প্রাণী, রাক্ষসাদি; মনুষ্যোচিত কর্তব্যহীন মানুষ, অমানুষ। নঞ্তৎ। বি; পু।

অমনোনীত—অপছন্দ, অমনস্তর। ন মনোনীত, নঞ্তৎ। বিণ।

অমনোযোগ—মনোযোগের অভাব, অপ্রণিধান, অনভিনিবেশ। নঞ্তৎ। বি; পু।

অমনোযোগী (-গিন্)—যাহার মনোযোগ নাই, অনভিনিবিষ্ট, অন্যমনস্ক। ন মনোযোগী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অমনোযোগিনী**।

অমন্ত্র—মন্ত্রহীন। ন (নাই) মন্ত্র যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী **অমন্ত্রা**।

অমন্ত্রক—মন্ত্রহীন; অদীক্ষিত, যে মন্ত্র লয় নাই, যাহার গুরুকরণ হয় নাই। ন মন্ত্র যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমন্ত্রিকা**।

অমন্ত্রা—১। মন্ত্রহীনা। বহু। 'অমন্ত্র' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রাসচতুষ্টয়পরিমিত ভিক্ষায়। অম্+অত্র কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

অমন্থর—অমন্দ, অমৃদু, ক্ষিপ্র; সত্বর। ন মন্থর, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমন্থরা**।

অমন্দ—১। যাহা মন্দ নহে, যথাবিধ, ভাল; অমন্থর, দ্রুত, ত্বরিত, ক্ষিপ্র; প্রবল, প্রচণ্ড; অমূঢ়, পণ্ডিত। ন মন্দ, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমন্দা**। ২। বৃক্ষ, গাছ। বি; পু। ৩। মন্দ, খারাপ; অপছন্দ। গ্রাম্য। বিণ।

অমম—মমতাশূন্য, নির্মম, নিষ্ঠুর, নৃশংস : স্বার্থবোধশূন্য, অনাসক্ত, উদাসীন। ন (নাই) মম (আমার বোধ) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমমা**। বি, **-তা, -ত্ব**।

অমর—১। মরণহীন, চিরজীবী, অবিনশ্বর, অক্ষয় ; যে নানাপ্রকার ভাল কাজ করিয়া চিরস্মরণীয় নাম রাখিয়া গিয়াছে ; অব্যর্থ ('— সন্ধান') ; অফুরন্ত ('— স্বপন')। ন মর (মৃত্যুর অধীন), নঞ্‌তৎ। বিণ ; ত্রি। ২। দেবতা [মৃত্যুহীন বলিয়া দেবতাদের এই নাম হইয়াছে] ; পারদ ; স্বর্ণ ; স্নুহী বা দেবদারু বিঃ ; পর্বত বিঃ ; মরুদ্ বিঃ ; অস্থি ; কোষকার অমরসিংহ। বি ; পু।

অমরকোট-সিন্ধুনদের পরপারস্থ একটি প্রসিদ্ধ নগর। হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইয়া যৎকালে পলায়ন করেন, সেই সময়ে এই নগরে মহামতি আকবরের জন্ম হয় (রবিবার, ১৫ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রীঃ)। যথাযথ বর্ণন সমন্বিত একখণ্ড প্রস্তরফলক দ্বারা স্থানটি চিহ্নিত করা আছে।

অমরকোষ-অমরসিংহ-রচিত সংস্কৃত পদ্য অভিধান। বি ; পু।

অমরতটিনী—দেবনদী, গঙ্গা। বি ; স্ত্রী।

অমরতরু-পারিজাতাদি পঞ্চ দেবতরু : দেবদারু। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরতা, -ত্ব মরণহীনতা, মৃত্যুর অনধীনত্ব, অবিনশ্বরত্ব ; দেবত্ব ; সৎকার্যাদির দ্বারা চিরস্মরণীয়ত্ব। অমর + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী ও ক্লী।

অমরদারু—দেবদারু। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরদ্বিজ-দেবল, পূজারী ব্রাহ্মণ। অমর-পূজক দ্বিজ, মধ্যপ। বি ; পু।

অমরনগর-সুরপুর, স্বর্গ। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরনাথ—সুররাজ, ইন্দ্র ; দুইটি প্রসিদ্ধ স্থানের* নাম। ৬তৎ। বি ; পু।

* ১। বোম্বে প্রদেশের থানা জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার সন্নিকটে একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি হিন্দু স্থপতিকার্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। মন্দিরগাত্রস্থ লিপি হইতে জানা যায় যে, ৯৮২ শকে (১০৬০ খ্রীঃ) চিত্তরাজদেব-পুত্র মাম্বানিরাজকর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

২। কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব-সীমায় পর্বত-গাত্রস্থ গুহা। গুহাটি মহাদেবের বাস-স্থান বলিয়া কথিত। "কাশ্মীরে ভ্রমণ" নামক পুস্তকে (১৮৪২ খ্রীঃ) ডাঃ ভীন (Vigne) লিখিয়াছেন, গুহাভ্যন্তরস্থ কপোতগণ যদি যাত্রিগণের উচ্চস্বরে নিবেদিত প্রার্থনাকালে বাহিরে উড়িয়া যায়, তাহা হইলে প্রার্থনা সফল হইবে বলিয়া যাত্রিগণ মনে করে। গুহার ছাদ হইতে যে জল স্তম্ভাকারে পতিত হয়, তাহা শিবলিঙ্গ-মূর্তির অনুরূপ এবং চন্দ্রের হ্রাস ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূর্তিটির হ্রাসবৃদ্ধি হয়, যাত্রিগণের এইরূপ বিশ্বাস।

অমরপতি-সুররাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরপুষ্পক-কল্পবৃক্ষ ; কাশতৃণ, কেশে। অমর (অর্থাৎ অম্লান) পুষ্প যাহার, বহু। বি ; পু।

অমরপুষ্পিকা অধঃপুষ্পী বৃক্ষ। অমরাদৃত পুষ্প যাহার, বহু + ক + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অমরপ্রভু, অমরভর্তা (-ভর্তৃ), **-রাজ** —ইন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরবাঞ্ছিত দেবাভীষ্ট, সুরগণপ্রার্থিত, যাহা দেবতারাও ইচ্ছা করেন। অমর দ্বারা বাঞ্ছিত, ৩তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাঞ্ছিতা**।

অমররত্ন—স্ফটিক, কাচ। অমরপ্রিয় রত্ন, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অমরলোক—দেবলোক, ব্রহ্মলোক, স্বর্গ। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরসিংহ—১। জনৈক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের মধ্যে তৃতীয়। ইনি "অমরকোষ" নামক সংস্কৃত পদ্য অভিধান প্রণয়ন করিয়া স্বীয় নাম সার্থক করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, অমরসিংহ জৈন-মতাবলম্বী ছিলেন, এবং বুদ্ধগয়াতে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইঁহার অনেক গ্রন্থ শঙ্করাচার্য কর্তৃক নষ্ট হয়। ২। প্রতাপসিংহের পুত্রের নাম অমরসিংহ। মহাবীর প্রতাপ স্বাধীনতার জন্য কৃচ্ছ্রসাধনপূর্বক পর্বতগুহায় বাস করিয়াও যে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন, অমর তাহা সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরে বিসর্জন দিয়াছিলেন।

অমরসেবিত—দেবগণকর্তৃক আরাধিত বা উপাসিত ; দেবতাদিগের উপভুক্ত। ৩তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অমরস্ত্রী—দিব্যাঙ্গনা, স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমরা—১। মরণহীনা। ন মরা, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবনগরী, ইন্দ্রের পুরী ; গুড়ূচী ; দূর্বা ; বিছাটি ; ঘৃতকুমারী ; বটবৃক্ষ ; জরায়ু ; নাভিনালা। বি ; স্ত্রী।

অমরাঙ্গনা—অমরস্ত্রী, অপ্সরা। অমরের অঙ্গনা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমরাত্মা (-ত্মন্)—১। যশস্বী ; ধার্মিক। অমর আত্মা যাহার, অথবা অমরের আত্মার ন্যায় আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। অবিনশ্বর আত্মা। কর্মধা। বি ; পু।

অমরাদ্রি—সুমেরুপর্বত। অমরসেবিত যে অদ্রি, মধ্যপ। [কথিত আছে, এই পর্বতই দেবতাদিগের বাসস্থান।] বি ; পু।

অমরাধিপ-সুরপতি, ইন্দ্র ; শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরাধীশ—দেবাধিপতি, ইন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

অমরানগর—অমরাবতী ; অমরাবর্ত তুল্য সমৃদ্ধ নগর। বি ; পু।

অমরাপগা—সুরনদী ; স্বর্গঙ্গা। অমর-সেবিতা যে আপগা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অমরাপতি—ইন্দ্র। বি ; পু।

অমরাপুরী—ইন্দ্রপুরী, দেবনগরী, স্বর্গ। অমরানাম্নী পুরী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অমরাবতী—১। ইন্দ্রালয়, স্বর্গ। অমর + বতু + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। কথিত আছে যে, এই পুরী বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহা সুমেরু পর্বতের উপরে অধিষ্ঠিত এবং দেবতাদিগের আবাসভূমি। এখানে শোক তাপ জরা মৃত্যু কিছুই নাই ; চিরবসন্ত বিরাজমান। এখানে নন্দন-কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি সুখসাধন সামগ্রী সমস্তই বিদ্যমান, এবং অপ্সরা, গন্ধর্ব ও বিদ্যাধরগণ সর্বদা নৃত্যগীতাদি করিয়া থাকেন।

২। কৃষ্ণানদীর তীরে এই নামের একটি প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে। উড়িষ্যার রাজা সূর্যদেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই নগর নির্মাণ করেন। এখানে বৌদ্ধদের অনেক মন্দিরাদি ছিল।

৩। বেরার প্রদেশের জেলাবিশেষ। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, ব্রাহ্মণী দেবীর বিবাহের পূর্বে তাঁহার যাগক্রিয়া দর্শনাভি-লাষী হইয়া "বর্‌হারী" নামক বৃহৎ সম্প্রদায়-বিশেষ এই স্থানে আসিয়া বাসস্থাপন করেন। এই "বর্‌হারী" নাম হইতে "বেরার" নাম উৎপন্ন হইয়াছে। বেরার প্রদেশ বহু শতাব্দী যাবৎ রাজপুত রাজ-গণের অধীন ছিল। ১২৯৪ খ্রীঃ এই প্রদেশ দিল্লীশ্বর ফিরোজ সা খিলজাইর ভাগিনেয় ও জামাতা আলাউদ্দীনের হস্তগত হয়, এবং তদবধি দিল্লী-সাম্রাজ্য-ভুক্ত থাকে। পরে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে মোগল প্রতিনিধি চিন্‌খিলিচ্ খাঁ নিজাম-উল-মুল্ক পুরস্কারস্বরূপ এই প্রদেশ প্রাপ্ত হন (১৭২৪)। ১৮৫৩ ও ১৮৬১ খ্রীঃ নিজামের সহিত ইংরাজ গবর্নমেন্টের যে সন্ধি স্থাপন হয়, তাহার শর্তে অমরাবতী জেলা ইংরাজের অধিকারে আসে। অমরাবতী

শহরে এক হাজার বৎসরের পুরাতন একটি ভবানী-মন্দির আছে। এই মন্দিরের অপর নাম অম্বা-মন্দির। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই "অম্বা" নাম হইতে "অমরাবতী" নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

অমরালয়—দেবপুরী, স্বর্গ। অমরের আলয় (বাসস্থান), ৬তৎ। বি ; পু।

অমরু—একজন প্রসিদ্ধ কবি। 'অমরুশতক' ব্যতীত ইঁহার আর কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

অমরেন্দ্র—সুরশ্রেষ্ঠ, ইন্দ্র ; বিষ্ণু ; শিব। অমর ইন্দ্রতুল্য, উপমিত। বি ; পু।

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত—ইঁনি স্বর্গীয় দ্বারকানাথ দত্ত মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। সুপ্রসিদ্ধ এটর্নি ও স্বদেশপ্রেমিক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইঁহারই অগ্রজ। জন্ম ১৮৭৬ খ্রীঃ ও মৃত্যু ১৯১৬ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারী। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটার (Classic Theatre) সংস্থাপন করিয়া তাহার অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করেন। ইঁনি একদিকে যেমন সুদক্ষ অধ্যক্ষ, অন্যদিকে তেমনই উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন। ইঁনি কয়েকখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইঁনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রভৃতির কয়েকখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁনি 'নাট্যমন্দির' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

অমরেশ, অমরেশ্বর—ইন্দ্র। অমরগণের ঈশ বা ঈশ্বর (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বি ; পু।

অমর্ত—সুধা, সুধাতুল্য জল। অমৃত শব্দের অপভ্রংশ।

অমর্ত্য—১। অমর, দেবতা। ন মর্ত্য, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। দিব্য, অক্ষয়, মরণরহিত, স্বর্গীয়। বিণ।

অমর্ত্যনদী—গঙ্গা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমর্ত্যবধূ—অপ্সরা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমর্ত্যভাব—দেবত্ব। ৬তৎ। বি ; পু।

অমর্ত্যভুবন—দেবলোক, স্বর্গ। অমর্ত্যদিগের ভুবন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অমর্দিত—অদলিত ; যাহা রগড়ানো হয় নাই ; অনিষ্পীড়িত ; অমুৎপীড়িত ; অজিত, অদমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -তা।

অমর্যাদ—সীমারহিত, অসীম ; মর্যাদারহিত, সম্ভ্রমহীন ; অপ্রকৃতিস্থ ; প্রবল। ন (নাই) মর্যাদা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমর্যাদা**।

অমর্যাদক—লোকের অবমাননাকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমর্যাদিকা**।

অমর্যাদা—১। সীমারহিতা ; মর্যাদাহীনা। বহু। 'অমর্যাদ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অসম্মান, অগৌরব, অবমাননা, অনাদর ; সীমালঙ্ঘন। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমর্ষ—১। অক্ষমা, অসহিষ্ণুতা ; পরলাভে অসহন, ক্রোধ। ন (অ)—মৃষ্ (ক্ষমা করা)+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। অক্ষমী, অসহিষ্ণু, ক্রোধী। ন (নাই) মর্ষ (ক্ষমা) যাহার, বহু। বিণ।

অমর্ষণ—১। অক্ষমাপরায়ণ, অসহনশীল ; ক্রোধী। ন (নাই) মর্ষণ (ক্ষমা) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমর্ষণা**। ২। অক্ষমা, ক্রোধ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অমর্ষপরায়ণ—অত্যন্ত কোপন-স্বভাব। অমর্ষ (ক্রোধ) হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (গতি) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-পরায়ণা**।

অমর্ষবান্ (-বৎ)—অমর্ষযুক্ত, ক্রোধী, কোপন-স্বভাব ; অক্ষমী, অসহিষ্ণু, অধীর। অমর্ষ+বতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অমর্ষবতী**।

অমর্ষিত—অমর্ষযুক্ত, কোধান্বিত ; যাহা সহ্য করা হয় নাই এরূপ। অমর্ষ (ক্রোধ) +ইত জাতার্থে বা নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**।

অমর্ষী (অমর্ষিন্)—অমর্ষযুক্ত, ক্রোধী, রাগী। অমর্ষ (ক্রোধ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

অমল—১। নির্মল, পরিষ্কৃত ; সরল ; পবিত্র ; জ্ঞানগোচর ; সমুজ্জ্বল ; শুভ্র। ন (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমলা**। ২। অভ্রক ধাতু, অভ্ভ্রর। বি ; ক্লী।

অমলক—অধিত্যকাস্থিত বাসভূমি ; আমলকী। অম—লু+ড কর্তৃ+কণ্। বি ; পু বা ক্লী।

অমলা—১। মলরহিতা, নির্মলা। বহু। 'অমল' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; নাভিনাড়ী ; ভূমি আমলকী। বি ; স্ত্রী।

—মস্তকহীন, নির্মুণ্ড। ন (নাই) মস্তক যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—

অমা—১। অপক্বা। 'অম' দ্রঃ। অম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সহিত ; নিকট। ন (অ)—মা (পরিমাণ করা)+ক্বিপ্ কর্ম। অ। ৩। অমাবস্যা ; চন্দ্রের কলা বিঃ। [এই কলা মালাসূত্রের ন্যায় অপরগুলিতে বিদ্ধ। ইহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। অপর কলাসমূহ ইহাকে আশ্রয় করিয়া আছে।] বি ; স্ত্রী।

অমাংসল—মাংসহীন, কৃশ, ক্ষীণ, দুর্বল। ন মাংসল, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-লা**।

অমাতৃক—মাতৃহীন। ন (নাই) মাতা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমাতৃকা**।

অমাত্য—মন্ত্রী, সভাসদ্ ; সেনাপতি ; সহচর। অমা (নিকট)+ত্যপ্। বি ; পু।

—মাত্রাহীন, পরিমাণরহিত, অপরিমেয়। ন (নাই) মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

, **-ন্যা**—না মানা, অসম্মান, অনাদর, উপেক্ষা ; বিতৃষ্ণা, বিরাগ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

অমানব—অমানুষিক, পাশব ; অলৌকিক। ন মানব, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমানবী**।

অমানস্য—মনঃপীড়া, বাধা। ন (অ)—মনস্+ষ্য। বি ; ক্লী।

অমানিশা—অমাবস্যা রজনী। অমার (অমাবস্যা তিথির) নিশা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমানী (-নিন্)—গর্বশূন্য, নম্র, নিরভিমান ; অশ্রদ্ধাভাজন, নীচ। বিণ ; পু।

অমানুষ—১। মানুষ ভিন্ন অন্য জন্তু ; মন্দ মানুষ, খারাপ লোক, দুর্জন। ন মানুষ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অমানুষিক, অতিমানুষ, অলৌকিক, অসামান্য ; পশুবৎ ; অমনুষ্যোচিত ; মানুষ ভিন্ন। বিণ। স্ত্রী—**অমানুষী**।

অমানুষিক—মানুষাতীত, অলৌকিক, অসামান্য ; অমনুষ্যোচিত, পাশব, নিষ্ঠুর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমানুষিকী**।

অমান্য—১। অসম্মানার্হ, অবমাননীয়, অনাদরণীয় ; যাহা মানা যায় না। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমান্যা**। ২। অমানন, সম্মান না করা ; লঙ্ঘন। গ্রাম্য। বি।

অমাবসী—অমাবস্যা। অমা (সহিত)—বস্ (বাস করা)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অমাবস্যা, অমাবাস্যা—কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশী বা শেষ তিথি, যে তিথিতে চন্দ্র অদৃশ্যভাবে উদয় হয় ; মাসান্ত। অমাবস্যা=অমা (সহ)—বস্ (বাস করা)+য অধি+আপ্। অমাবাস্যা=অমা (সহ) —বস্+ঘ্যণ্ অধি+আপ্ ; যে তিথিতে পৃথিবী চন্দ্র ও সূর্যের সহিত সমসূত্রে বাস করেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বি ; স্ত্রী।

অমাবাসী—অমাবস্যা। অমা (সহিত)—বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অমাবাস্য—অমাবস্যাজাত। অমাবস্যা+ষ্য ভবার্থে। বিণ।

অমামসী, অমামাসী—অমাবস্যা। অমা (সহিত)—মস্ (পরিমাণ করা)+অল্, পক্ষে ঘঞ্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অমায়—সরল, অকপট ; অবঞ্চক ; মায়াশূন্য। ন (নাই) মায়া যাহার, বহু। বিণ।

অমায়া—১। মায়াহীনা, অকপটা। বহু। 'অমায়' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। মায়াহীনতা, অকপটতা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমায়িক—১। কপটতাশূন্য, সরল, অকপট ; স্নেহশীল, ভদ্র, নিরহংকার ; সরলান্তঃকরণ ; সাদাসিধা ('— বেশ') ; স্বার্থহীন, উদার ('— বাসনা')। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অমায়িকতা—অমায়িক আচরণ। অমায়িক + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অমার্গ—১। মার্গরহিত, পথহীন। ন (নাই) মার্গ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমার্গা**। ২। মার্গাভাব, পথহীনতা ; কুপথ, গর্হিত উপায়। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অমার্গিত—যাহার অন্বেষণ করা হয় নাই, অনন্বিষ্ট অননুসংহিত। ন মার্গিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমার্গিতা**।

অমার্জিত—আ-মাজা, যাহা মাজাঘষা হয় নাই, অপরিষ্কৃত ; অসংস্কৃত ; অপোষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমার্জিতা**।

অমিখ—দেখা, (অমিখিয়া = দেখিয়া)। ব্রজবুলি।

অমিঞ, অমিঞা—অমৃত। প্রা কপ্র। বি।

অমিত—১। অপরিমিত, অসীম। ন মিত, নঞ্‌তৎ। ২। পীড়িত, রুগ্‌ণ ; গত। অম্ (রুগ্‌ণ হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অমিততেজাঃ (-জস্)—অপরিমিত শক্তিশালী, যাহার ক্ষমতার ইয়ত্তা নাই, অসীম প্রভাবসম্পন্ন। অমিত তেজঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অমিতবল—১। অপরিমিত শক্তিশালী ; সর্বশক্তিমান্। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-বলা**। ২। অপরিমিত শক্তি, সমধিক সামর্থ্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অমিতব্যয়—অযথা অতিরিক্ত খরচ। কর্মধা। বি ; পু।

অমিতব্যয়িতা—অপরিমিত ব্যয়শীলতা, উপযুক্তরূপের অধিক ব্যয় করা। অমিতব্যয়িন্ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অমিতব্যয়ী (-য়িন্)—আয়ের অনুপাতে অত্যন্ত অধিক ব্যয়শীল, আয় যেরূপ তদধিক ব্যয়শীল। অমিতব্যয় + ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অমিতব্যয়িনী**।

অমিতহস্ত—পরিমাণাধিক বা পরিমাণার হস্তবিশিষ্ট। অমিত হস্ত যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমিতহস্তা**।

অমিতাচার—১। (পানভোজনাদি বিষয়ে) অযথ আচরণ বা অনুচিত ব্যবহার। অমিত যে আচার, কর্মধা। বি ; পু। ২। অমিতাচারী। অমিত আচার যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমিতাচারা**।

অমিতাচারী (-চারিন্)—অপরিমিতভাবে ভক্ষ্যপানীয়াদির ব্যবহারকারী। অমিত—আ—চর্ (গমন করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অমিতাচারিণী**।

অমিতাভ—১। মহাপ্রভ। অমিতা আভা (তেজঃ) যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। বুদ্ধদেব। বি ; পু।

অমিতাশন—সর্বভক্ষক ; বিষ্ণু। বহু। বি ; পু।

অমিতৌজাঃ (-জস্)—অপরিমিত ক্ষমতাশালী, অতিশয় বলবান্। অমিত হইয়াছে ওজঃ (বল) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অমিত্র—১। যে মিত্র নয়, শত্রু। অম্ + ইত্র কর্তৃ। বি ; পু। ২। বন্ধুহীন, শত্রুভাবাপন্ন। বহু। বিণ।

অমিত্রজিৎ—শত্রুজয়ী, অরিন্দম। অমিত্র জি + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অমিত্রহা—শত্রুনাশক। অমিত্র হন + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। 'ছন্দঃ' দ্রঃ।

অমিয়, অমিয়া—সুধা ; সুধাতুল্য মিষ্ট। অমৃত শব্দের অপভ্রংশ। কপ্র।

অমিয়াদিঠি—অমৃতবর্ষী দৃষ্টি, মৃতসঞ্জীবন দৃষ্টিপাত। ব্রজবুলি। বি।

অমিয়ামিঠ—অমৃতবৎ মিষ্ট, সুধাস্বাদু ('— বচন')। ব্রজবুলি। বিণ।

অমিল—১। অনৈক্য ; বিরোধ ; কাঠের বেমালুম জোড় না লাগা ; ছন্দে মিল না হওয়া ; গরমিল ('কাজে কথায় অমিল')। বাংপ্র। বি। ২। দুর্লভ ('পয়সাতে কিছুই অমিল হয় না') ; অমূল্য ('—নিধি')। বাংপ্র। বিণ।

অমিশ্র—যাহা মিশ্র নয়, বিশুদ্ধ, খাঁটি, সরল ; একজাতীয় ও একশ্রেণীস্থ ('— রাশি') ; অসংযুক্ত ('— বর্ণ')। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ।

অমিশ্রণীয়—মিশ্রণের অযোগ্য। নঞ্‌তৎ।

অমিশ্রিত—যাহা মিশ্রিত নয়, বিশুদ্ধ ; পৃথক্। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমিষ—১। লৌকিক সুখ। ন (নাই) মিষ (সুখ) যাহা হইতে, বহু। ২। ছলাভাব। ন মিষ, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমী (অমিন্)—রোগযুক্ত, রোগী। অম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অমিনী**।

অমীব, অমীবা—দুঃখ, কষ্ট ; পাতক, পাপ। অম + ঈব করণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অমীমাংসা—অসিদ্ধান্ত, অনিষ্পত্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অমীমাংসিত—যাহার মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত হয় নাই ; যাহার নিষ্পত্তি হয় নাই, অনিষ্পন্ন ; অস্থিরীকৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমীমাংস্য—মীমাংসার অযোগ্য, অনির্ণেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অমুক—[অদস্ শব্দ হইতে উৎপন্ন] অনির্দিষ্ট কিছু, উদ্দিষ্টনামা ; অজ্ঞাতনামা। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

অমুক্ত—১। মোক্ষরহিত ; বদ্ধ ('— জীব') ; অপরিত্রাণপ্রাপ্ত ; অনুদ্ঘাটিত ; অপরিত্যক্ত। ন মুক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমুক্তা**। ২। ছুরি প্রভৃতি অস্ত্র, যাহা হস্তে ধৃত থাকে। বি ; ক্লী।

অমুক্তহস্ত—মিতব্যয়ী। বহু। বিণ ; পু।

অমুখ্য—অপ্রধান ; অশ্রেষ্ঠ ; সামান্য ; গৌণ ; অপ্রত্যক্ষ, পরোক্ষ। ন মুখ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী —**অমুখ্যা**।

অমুত্র—পরলোকে, জন্মান্তরে, মৃত্যুর পরে। অদস্ শব্দ + ত্র সপ্তমী বিভক্তির অর্থে। অ।

অমুষ্যপুত্র—সদ্বংশজাত, প্রসিদ্ধবংশোদ্ভব। অমুষ্য অর্থাৎ উঁহার (কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির) পুত্র, অলুক্ ৬তৎ। বি ; পু। স্ত্রী, **-পুত্রী**।

অমুষ্যায়ণ, আমুষ্যায়ণ—সদ্বংশজাত, প্রসিদ্ধবংশোদ্ভব। অমুষ্য + ফায়ন। বিণ ; পু।

অমুদৃক্ (-দৃশ্), **অমুদৃক্ষ**—ঐরূপ, ঐপ্রকার, এতদ্রূপ। অদস্—দৃশ (দেখা) + ক্বিপ্, সক্ কর্ম। বিণ।

অমুদৃশ—ঐরূপ, সেইপ্রকার, তদ্রূপ। অদস্—দৃশ্ (দেখা) + টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অমুদৃশী**।

অমূর্ত—১। মূর্তিহীন, আকৃতিশূন্য, নিরবয়ব : (ন্যায়ে) আকাশ, কাল প্রভৃতি ; (বেদান্তে) বায়ু, অন্তরীক্ষ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমূর্তা**। ২। শিবের নাম। বি ; পু।

অমূর্তগুণ—(ন্যায়ে) অমূর্তদ্রব্যাশ্রিত গুণ, যথা—আকাশের শব্দ গুণ, আত্মার বুদ্ধি ও সুখ-দুঃখাদি গুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

অমূল—মূলশূন্য, মূলরহিত, অমূল্য ('— রতন') ; অপ্রামাণিক ; অনাদি ; ভিত্তিহীন, কল্পিত। অবিদ্যমান মূল যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমূলা**।

অমূলক—মূলশূন্য, আদিকারণশূন্য ; অপ্রামাণিক, কাল্পনিক, মিথ্যা। ন (নাই) মূল যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমূলিকা**।

অমূলা—১। মূলরহিতা। বহু। 'অমূল' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। অগ্নিশিখাবৃক্ষ। বি ; স্ত্রী।

অমূলে—মূল্যহীন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

অমূল্য—মূল্যের ইয়ত্তা নাই এরূপ, মহার্ঘ, বহুমূল্য ; মূল্য দিয়া যাহা পাওয়া যায় না এরূপ, মূল্যহীন। ন (নাই) মূল্য যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমূল্যা**। বি—**অমূল্যতা, -ত্ব**।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ—১৮৭৭ সালের ডিসেম্বর (১২৮৪ সালের অগ্রহায়ণ) মাসে কলিকাতা ৫২।১ বীডন স্ট্রীটে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উদয়চাঁদ ঘোষ মজুমদার। অমূল্যচরণ কাশীধামে সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি হিন্দী, উর্দু, পার্সী, আরবী, ইংরাজী, গ্রীক, লাটিন, ইতালিয়ান, জর্মান, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ২৬টি ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। প্রাকৃত ভাষায়ও ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, বৈষ্ণব ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনে ইঁহার প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞানে আমাদের দেশে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত অতি অল্পই আছেন। সর্বতোমুখী প্রতিভা সত্ত্বেও ইনি অভিমানবর্জিত ছিলেন।

১৮৯৭ সালে বিভিন্ন ভাষার পত্রাদি অনুবাদের জন্য Translating Bureau নাম দিয়া ইনি একটি আফিস খোলেন। ১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভাষাশিক্ষার জন্য Edward Institution স্থাপন করেন। ইহাই ভারতে প্রথম ভাষা-শিক্ষার বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে স্যর আলেকজন্দর পেড্‌লার বলিয়াছিলেন —"The best school in Calcutta maintained by private enterprise." এই বিদ্যালয়ের ইনি অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯০৫ সালে ইনি Metropolitan Institution-এর (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজের) অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

ইনি ১৩১১ হইতে ১৩১৭ সাল পর্যন্ত 'বাণী' নামক প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়া পরিচালনা করেন। ১৩১৯ সালে বিশেষতঃ ইঁহারই সম্পাদকতায় "ভারতবর্ষ" নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। ইনি ইহার প্রথম সম্পাদক। এক বৎসর পরে ইনি ইহার সম্পাদকতা পরিত্যাগ করেন। দুই বৎসর পরে "Indian Academy of Arts" নামক একখানি ইংরাজী সাময়িকপত্র ইনি দুই বৎসর সম্পাদন করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৩২৬ সাল হইতে ইনি কাশিমবাজারের মহারাজের অনুরোধে "শ্রীগৌরাঙ্গসেবক" নামক একখানি বৈষ্ণবপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন। এখানি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্মিলনীর মুখপত্র।

বঙ্গদেশের বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয় সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির ইনি পুরাতন সদস্য। ১৩১৯ সালে কলিগ্রামে মালদহ-সাহিত্য-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সম্মিলনের সভাপতিত্ব করেন। ১৩২৭ সালে শান্তি-পুর-সাহিত্য-সম্মিলনের ইনি সভাপতি হন; ১৩২৯ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার এবং ১৩৩৪ সালে বেহার-সাহিত্য-সম্মিলনের দর্শন-শাখার সভাপতি হন। ১৩০৫ সাল হইতে ইনি বহু ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া ইঁহার সর্বতোমুখী বিদ্যার পরিচয় দিয়াছিলেন। Punjab Sanskrit Series তাঁহার অনূদিত জৈনজাতক (Jain Jataka) গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ইঁহার সম্পাদিত "শ্রীকৃষ্ণবিলাস" এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্মিলনী "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত" মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ইঁহার অনেকগুলি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও আছে। "বঙ্গীয় মহাকোষ" নামক বিশ্বকোষের কয়েক খণ্ডের সম্পাদনা ও প্রকাশ করিয়া তাহা অসমাপ্ত রাখিয়াই ১৯৪০ খ্রীঃ ইনি পরলোকগমন করেন।

অমৃণাল বেণার মূল। ন (নাই) মৃণাল যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

অমৃত—১। পীযূষ, সুধা; লালা (অধরামৃত); যজ্ঞশেষ; অন্ন; জল; ঘৃত; দুগ্ধ; পারদ; স্বর্ণ; বিষ; নবনীত; তক্র, ঘোল; মুক্তি; অমৃতবৎ প্রীতিকর বিষয়; পরমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ; যোগ বিঃ। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী। ২। অমর, দেবতা; স্বর্গ; ধন্বন্তরি। ন (নাই) মৃত (মরণ) যাহার, বহু। বি; পু। ৩। মরণশূন্য, অমর; যে মৃত নয় অর্থাৎ জীবিত; প্রীতিকর, প্রিয়; সুন্দর। বিণ। স্ত্রী—**অমৃতা**। [অমৃত বলিলে এক অত্যাশ্চর্য মোহমত্ব মনোমধ্যে উদিত হয়, যেন অমৃত শব্দ সর্বসুখদ বিষয়ের পরাকাষ্ঠাবোধক। প্রকৃতপক্ষে যাহা সর্বাপেক্ষা সুদৃশ্য, যাহা সর্বাধিক শ্রুতিসুখপ্রদ, যাহার তুল্য উৎকৃষ্ট স্বাদু আর নাই, যাহার সৌরভে সর্ব সদ্‌গন্ধ অপেক্ষা সমধিক আনন্দলাভ হয়, যাহা স্পর্শ করিলে অন্য-বিধ যাবতীয় সুখস্পর্শ দ্রব্য বিস্মৃত হইতে হয়, এবং যাহা চিন্তা করিলে অপার আনন্দ-নীরে নিমগ্ন হইতে হয়, এতাদৃশ পদার্থই অমৃত, সুধা ও পীযূষ বলিয়া অভিহিত। এই কারণেই

অমৃতং শিশিরে বহ্নি-
রমৃতং পণ্ডিতঃ সুতঃ।

অর্থাৎ শীতকালে অগ্নি অমৃত এবং পণ্ডিত পুত্র অমৃত ইত্যাদি বাক্য নির্দিষ্ট হইয়াছে।

যোগমার্গাবলম্বীরা বলেন যে, সহস্রার হইতে অতি সুখদ, সর্বসন্তাপনাশক এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদি-নিবারক একপ্রকার অপূর্ব তরল পদার্থ নির্গত হয়, উহাই অমৃত।

মুমুক্ষুরা বলেন যে, ভগবচ্চিন্তনকালে একপ্রকার অনির্বচনীয় পদার্থ সর্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া সাধককে অসাধ্য-সাধনে সমর্থ করে, উহাই অমৃত।

পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবতারা যে অমৃত সেবন করিয়া মৃত্যুর গ্রাস হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, বলবীর্যসম্পন্ন হইয়াছেন, এবং নানাবিধ সুদুর্লভ শক্তি লাভ করিয়াছেন, উহা নিম্নলিখিতরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল;—

পৃথুরাজার উপদেশ অনুসারে ধরিত্রীকে গাভীরূপা ও ইন্দ্রকে বৎস করিয়া দেবতা-দিগের দ্বারা হিরণ্ময় পাত্রে পয়ঃ দোহন করা হইলে তাহা হইতে যে অমৃত উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা দুর্বাসার শাপে সমুদ্র-গর্ভে পতিত হয়। পরে ইন্দ্র দুর্বাসা কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। তাহাতে বিষ্ণু নিজে কূর্মরূপ ধারণ করেন, এবং মন্দার পর্বতকে মন্থন-দণ্ড ও বাসুকিকে মন্থন-রজ্জু করিয়া সমুদ্র মন্থন করা হইলে তাহা হইতে অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব প্রভৃতি উত্থিত হইয়াছিল]।

অমৃতকর - সুধাংশু, চন্দ্র। অমৃততুল্য কর যাহার, বহু। বি; পু।

অমৃতকল্প—সুধাতুল্য, পীযূষবৎ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমৃতকল্পা**। [ক্লী।

অমৃতকুণ্ড—সুধাকূপ, সুধাভাণ্ড। বি;

অমৃতজটা - জটামাংসী। অমৃত (প্রীতিকরী) জটা যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অমৃততরঙ্গিণী—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। অমৃত-পূর্ণা তরঙ্গিণী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অমৃতদীধিতি - সুধাকর, চন্দ্র। অমৃত-তুল্য দীধিতি (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

অমৃতদ্রব—সুধাধারা। ৬তৎ। বি; পু।

অমৃতধারা - সুধাস্রোত। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অমৃতনির্ঝর - সুধার উৎস। ৬তৎ। বি; পু।

অমৃতপ—১। বিষ্ণু; দেবতা। অমৃত—পা (রক্ষা বা পান করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। অমৃতপানকারী। বিণ। স্ত্রী, **-পা**।

অমৃতপ্রাশ—কাশ প্রভৃতি নানা রোগের মহৌষধ ঘৃত বিঃ। অমৃততুল্য প্রাশ (ভক্ষ্য), মধ্যপ। বি; পু।

অমৃতফল—১। রুচিফল, নাসপাতি; পেঁপে। অমৃততুল্য ফল, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। পটোলগাছ; পারাবত বৃক্ষ। অমৃততুল্য ফল যাহার, বহু। বি; পু।

অমৃতফলা—আমলকী বৃক্ষ; দ্রাক্ষালতা। অমৃতবৎ ফল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

অমৃতফেণী—মধুমিশ্রিত ও চিনির সহিত পাককরা আম ও কাঁটালের রসের সুস্বাদু লাড়ু বিঃ। বাংপ্র। বি।

অমৃতবর্ষ, -বর্ষণ, -বৃষ্টি—সুধাবৃষ্টি; সুধার ছড়াছড়ি। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

অমৃতবর্ষী (-বর্ষিন্)—অমৃতবর্ষণকারী; সুমিষ্ট। উপ; অমৃত—বৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

অমৃতবল্লী—গুড়ূচী, গুলঞ্চ। অমৃতপূর্ণা যে বল্লী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অমৃতভাষী (-ষিন্)—যাহার কথা অতি সুমিষ্ট, মধুরভাষী। উপ; অমৃত—ভাষ্ (কথা বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অমৃতভাষিণী**।

অমৃতমণি—অমৃতস্রাবী মৃতসঞ্জীবন মণি বিঃ। বি; পু বা স্ত্রী।

অমৃতমদিরা—সুধাতুল্য মদ্য। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অমৃতমধুর—সুধার ন্যায় সুমিষ্ট। উপমান। বিণ। স্ত্রী—**অমৃতমধুরা**।

অমৃতমূর্তি—যাহার মূর্তি অমৃতবৎ স্নিগ্ধ; চন্দ্র। বহু। বি; পু।

অমৃতযোগ—(জ্যোতিষশাস্ত্রে) বার ও তিথি বা নক্ষত্র যোগে উৎপন্ন যোগ বিঃ। [যেমন সূর্য অন্ধকার ধ্বংস করেন, তদ্রূপ অমৃতযোগ বিশিষ্টা ভদ্রা, ব্যতীপাত, পাপযোগ প্রভৃতি দোষসমূহকে নষ্ট করে। এ কারণ অমৃতযোগ যাত্রায় অতি প্রশস্ত।] মধ্যপ। বি; পু।

অমৃতরস—১। সুধারস, সুধাতুল্য মধুর স্বাদ, অতি মিষ্ট তার; অমৃতসুধা; একপ্রকার ঔষধের নাম। অমৃততুল্য যে রস, মধ্যপ। ২। পরমাত্মা। বি; পু।

অমৃতরসা—কপিল দ্রাক্ষা। অমৃততুল্য রস যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

অমৃতলাল বসু—ইনি ১২৬০ সালের ৬ই বৈশাখ কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় সাধারণ নাট্যশালা National Theatre সংস্থাপন সময়ে ইনি উহার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন। প্রথমে ইনি সাধারণের নিকট অভিনেতৃরূপেই পরিচিত হন, পরে দুই একখানি প্রহসন লিখিয়া নাট্যসাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেন। অতঃপর ইনি কিছুদিনের জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করেন। এই সময়ে ইনি "ব্রজলীলা" নামক একখানি গীতিনাট্য প্রণয়ন করেন। পরে পুনরায় ইনি National Theatre এ গমন করেন। যখন স্টার থিয়েটার বীডন স্ট্রীটে সংস্থাপিত হয়, তখন ইনি "বিবাহবিভ্রাট" নামে একখানি সামাজিক প্রহসন প্রণয়ন করিয়া সাধারণের নিকট যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই বিবাহবিভ্রাটে অমৃতলাল "মিস্টার সিংহের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছিলেন। স্টার থিয়েটার কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটে নবনির্মিত হইলে ইনি উহার অধ্যক্ষতাভার গ্রহণ করেন এবং অন্যতম অংশিরূপে পরিগণিত হন। এইখানেই ইনি অনেকগুলি প্রহসন এবং দুই একখানি নাটক রচনা করেন। ইঁহার সামাজিক নাটক "তরুবালা" ও "বিজয়বসন্ত" এবং ধর্মমূলক নাটক "হরিশ্চন্দ্র" অতিশয় সুখ্যাতির সহিত এখানে অভিনীত হয়। হাস্যরস-প্রধান অভিনয়ে সুনিপুণ হইয়াও ইনি গম্ভীরভাবাপন্ন অভিনয়েও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার রসিকতা বড়ই স্বাভাবিক ও মর্মস্পর্শী। ইংরাজী সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতিতে ইনি বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সামাজিক লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, ইনি ছিলেন বাঙ্গালা সাহিত্যে পণ্ডিত, ইংরাজী শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, সুচতুর, সুরসিক, বাগ্মিতাশক্তিসম্পন্ন,—একাধারে বহুগুণশালী। সাধারণ নাট্যশালার মধ্যে যে দুই চারিজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনিও একজন।

অমৃতলালের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ;—তরুবালা, বিজয়বসন্ত, হরিশ্চন্দ্র, বিবাহবিভ্রাট, তাজ্জব ব্যাপার, রাজা বাহাদুর, কালাপানি, যাদুকরী, অবতার, একাকার, খাসদখল প্রভৃতি। ১৩৩৬ সালে ১৮ই আষাঢ় ইঁহার মৃত্যু হয়।

অমৃতলোক—দেবলোক, স্বর্গ। ৬তৎ। বি; পু।

অমৃতসম্ভবা—গুড়ূচী গুলঞ্চ। অমৃতের সম্ভব হয় যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

অমৃতসর—পূর্ব-পঞ্জাবের অন্তর্গত একটি প্রধান শহর। এই শহরটি শিখধর্মের কেন্দ্রস্থল। মোগলসম্রাট্ আকবরের প্রদত্ত ভূমিখণ্ডে শিখগুরুর চতুর্থ গুরু রামদাস এই শহর নির্মাণ করেন। তিনিই "অমৃতসর" নামে দিয়া একটি সরোবর খনন করেন এবং তাহার মধ্যস্থলে একটি মন্দির নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র অর্জুন (শিখদিগের পঞ্চম গুরু) এই মন্দিরনির্মাণ সমাপ্ত করেন। দিল্লীর সম্রাটের সহিত শিখগণের বহুবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং অনেকবার শহরটি মুসলমান-হস্তে পতিত হয়। নব ধর্মে দীক্ষিত শিখগণ নবোৎসাহে শহরটিকে বারবার শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার করে। অবশেষে আহম্মদ সা দুরাণী ১৭৬১ খ্রীঃ শিখগণকে দ্বিতীয় পানিপথ যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে সরোবরটি কর্দমপূরিত ও মন্দিরটি গোরক্তে কলুষিত করণানন্তর বারুদে উড়াইয়া দিয়া যান। ইহার এক বৎসর পরে শিখেরা নবীন উৎসাহে অনুপ্রাণিত হইয়া মন্দিরের উদ্ধার ও সংস্কার সাধন করে। রণজিৎসিংহ ১৭৯৯ খ্রীঃ লাহোর এবং ১৮০২ খ্রীঃ অমৃতসর অধিকার করেন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের পর (১৮৪৯ খ্রীঃ) পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়; সুতরাং অমৃতসর অধুনা ইংরাজ-অধিকারে আসে। স্বাধীনতার পর পঞ্জাব বিভক্ত হইলে ইহা পূর্ব-পঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। অমৃতসরের প্রধান দৃশ্য শিখদিগের স্বর্ণমন্দির। রণজিৎসিংহ মন্দিরের উপরিভাগ স্বর্ণপত্রমণ্ডিত তাম্র আবরণে আচ্ছাদিত করিয়া দেন। সেইজন্য এই মন্দিরটি স্বর্ণমন্দির (Golden temple) বলিয়া প্রখ্যাত। শিখেরা মন্দিরটিকে "দরবার সাহেব" বলে। অমৃতসর ব্যবসায়-বাণিজ্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। তিব্বতদেশীয় ছাগজাত-পশমনির্মিত শাল এস্থানের প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য।

অমৃতসারজ—খাঁড় গুড়। অমৃতের সার=অমৃতসার, ৬তৎ; তদুত্তরে জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অমৃতসূ—১। চন্দ্র। অমৃত—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি। বি; স্ত্রী।

অমৃতস্রবা—লতা বিঃ; রুদন্তীগাছ। বি; স্ত্রী।

অমৃতস্রাবী (-বিন্)—সুধাক্ষরণকারী, অমৃতনিস্যন্দী ('—বচন')। অমৃত—স্রু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-স্রাবিণী**।

অমৃতস্রুৎ—অমৃতবর্ষী, সুধাক্ষরণশীল। অমৃত—স্রু+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অমৃতা—১। মরণরহিতা। বহু। 'অমৃত' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। অতিবিষা; জ্যোতিষ্মতী লতা; হরীতকী; আমলকী; ইন্দ্রবারুণী; তুলসী; পিপ্পলী; গুড়ূচী; মদিরা, সুরা। বি; স্ত্রী।

অমৃতান্ধাঃ (-ন্ধস্) সুধাভুক্, দেবতা। অমৃত অন্ধঃ (অন্ন) যাহার, বহু। বি ; পু।

অমৃতায়মান—অমৃততুল্য, সুধাতুল্য। অমৃত+ক্যঙ্ (=অমৃতায়) নাম ধাতু+শান কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **অমৃতায়মানা**।

অমৃতাশ, -শী (-শিন্)—দেবতা ; যিনি অমৃত ভোজন করেন, অর্থাৎ দর্শনমাত্রে ভোজনবৎ তৃপ্তি লাভ করেন। অমৃত অশ +অ, ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অমৃতাশন- দেবতা। অমৃত অশন (ভোজন) যাহার, বহু। বি ; পু।

অমৃতাষ্টক - হরীতকী প্রভৃতি অষ্টদ্রব্যের সমবায়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অমৃতাকটুকারিষ্ট-পটোলঘনচন্দনম্।
নাগরেন্দ্রযবঞ্চৈতদমৃতাষ্টকমুচ্যতে ॥

অমৃতাহরণ - ১। সুধাসংগ্রহ। অমৃতের আহরণ, ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। গরুড়। উপ ; অমৃত আ—হৃ+অন কর্তৃ। বি ; পু।

অমৃতাহ্ব—নাসপাতি ফল। অমৃত আহ্বা (নাম) যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অমৃতি, অমৃতী একপ্রকার বহু পাক-বিশিষ্ট মিষ্ট দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

অমৃতোৎপন্ন ১। সুধাজাত। অমৃত হইতে উৎপন্ন, ৫তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমৃতোৎপন্না**। ২। তুত্থ বিঃ, একপ্রকার তুঁতে। বি ; ক্লী।

অমৃতোৎপন্না—১। সুধাজাতা। ৫তৎ। 'অমৃতোৎপন্ন' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকা। বি ; স্ত্রী।

অমৃতোদ্ভব ১। অমৃতোৎপন্ন, সুধাজাত। অমৃত হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমৃতোদ্ভবা**। ২। তুত্থ, তুঁতে। বি ; ক্লী।

অমৃতোপম অমৃতের ন্যায় মধুর ও সুখদ, সুধাসদৃশ, অমৃতায়মান। অমৃত উপমা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অমৃতোপমা**।

অমৃষ্ট ১। অপরিষ্কৃত, অসংস্কৃত। নঞ্তৎ। বিণ। ২। অপরিষ্কৃত দ্রব্য। বি ; ক্লী।

অমেধাঃ (-ধস্) মেধাহীন, নির্বোধ, মূর্খ। ন (নাই) মেধা (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অমেধ্য ১। অপবিত্র বস্তু ; পুরীষ, বিষ্ঠা ; অশুচিস্থান। ন (নয়) মেধ্য (পবিত্র), নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। অপবিত্র ; অযজ্ঞিয়। বিণ। স্ত্রী—**অমেধ্যা**। বি—**অমেধ্যতা, -ত্ব**।

অমেয় অপরিমেয়, যাহার পরিমাণ করা যায় না ; ইয়ত্তাশূন্য, অসীম, মহান্। ন মেয়, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী **অমেয়া**। বি—**অমেয়তা**।

অমেয়াত্মা (-ত্মন্)—১। অপরিচ্ছেদ্য স্বরূপ, পরিমাণাতীত বুদ্ধি। অমেয় যে আত্মা, কর্মধা। বি ; পু। ২। অমিত-মানসিক শক্তিসম্পন্ন, সাতিশয় বুদ্ধিমান্ ; মহানুভাব, বিষ্ণু। অমেয় আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। [বাংপ্র। বি।

অমেল—অমিল, অনৈক্য, অসদ্ভাব, বিরোধ।

অমোঘ—১। অব্যর্থ, সফল, সার্থক ; অভ্রান্ত। ন মোঘ (নিষ্ফল), নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অমোঘা**। ২। বিষ্ণু ; শিব ; কার্তিকেয় ; নদ বিঃ। বি ; পু।

অমোঘা—১। অব্যর্থা। 'অমোঘ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পটোল লতা, পলতা ; হরীতকী ; বিড়ঙ্গ ; বীজাক্ষর'ক্ষ' ; শক্তি বিঃ ; দুর্গা। বি ; স্ত্রী।

অমোচ্য যাহা মোচন করা যায় না, বা যাহা মোচন করা উচিত নয়, দুর্মোচ্য ; অত্যাজ্য ; অবিলোপনীয়। ন মোচ্য, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী - **অমোচ্যা**।

অম্নে—ওদিকে ; ওখানে। গ্রাম্য শব্দ। অ।

অম্ব ১। আহ্বান, সম্বোধন ; গমন। অ। ২। পিতা ; শব্দ ; বেদ। বি ; পু। ৩। জল ; চক্ষু। বি ; ক্লী। ৪। হে মাতঃ (অম্বা শব্দের সম্বোধনে)। বি ; স্ত্রী।

অম্বক ১। নেত্র, নয়ন ; তাম্র। অম্ব+ণক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। পিতা। অম্ব+ অল্ কর্ম +কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

অম্বর ১। আকাশ ; অভ্র ; বস্ত্র ; সনাম-খ্যাত সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ a m b r g i ; কার্পাস। অম্ব (গমন করা)+অর্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

২। রাজস্থানের অন্তর্গত জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন রাজধানীর নাম অম্বর। টলেমীর বিবরণে 'অম্বর' নাম দৃষ্ট হয়। পুরাকালে ইহা মীনাদের অধিকারে ছিল। কাছোয়াবংশীয় রাজপুতেরা ১০৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানটি নিজাধিকারে আনয়ন করে, এবং তথায় আপনাদের রাজধানী স্থাপন করে। অনুমান ১৬০০ খ্রীঃ রাজা মানসিংহ এইখানে প্রাসাদ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে যে, এই প্রাসাদের দেওয়ান-ই-খাসের রক্তপ্রস্তর-নির্মিত স্তম্ভগুলি এরূপ সুন্দরভাবে খোদিত হইয়াছিল যে, তাহা বাদশাহের প্রাসাদের সৌন্দর্য অতিক্রম করিয়াছে মনে করিয়া ঈর্ষ্যাবশে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর উহা ভগ্ন করিয়া দিবার জন্য লোক প্রেরণ করেন। সম্রাট্-প্রেরিত লোক আসিবার পূর্বেই মির্জারাজা চুন-বালি দিয়া কারুকার্যগুলি আবৃত করিয়া ফেলেন। তাঁহার পরবর্তী রাজগণ আর সে কারু-কার্যগুলি লোক-লোচনের গোচরীভূত করিবার চেষ্টা করেন নাই। এখনও ভ্রমণ-কারিগণ স্থানে স্থানে আবরণ ভগ্ন করিয়া ভিতরের কার্য দেখিয়া থাকেন। জয়সিংহ (যিনি কাশীতে মানমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন) অম্বরের প্রাসাদ সমাপ্ত করেন। কিন্তু ১৭২৮ খ্রীঃ তিনি জয়পুরের বর্তমান রাজধানী স্থাপন করেন। সেই অবধি অম্বরের প্রাসাদ পরিত্যক্তভাবে বিদ্য-মান। প্রাসাদমধ্যে একটি কালীমন্দির আছে। কেহ কেহ বলেন, মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যশোহরেশ্বরী কালীকে অম্বরে স্থাপিত করেন। ইনি সেই যশোহরেশ্বরী। অপরাপরের মতে ইনি কেদার রায়ের প্রতিষ্ঠিত দেবী। বাঙ্গালী পূজারী এই কালীর পরিচর্যা করিয়া থাকে। প্রাসাদ-সংলগ্ন দুর্গমধ্যে একটি কারাগার ও ধনাগার আছে। রাজপুতগণ অম্বরকে "আমের" বলিয়া থাকে।

অম্বরচর—নভশ্চর, গগনবিহারী। অম্বর চর +ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অম্বরচরী**।

অম্বরচারী (-চারিন্)—আকাশবিহারী, নভশ্চর। অম্বর চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী **অম্বরচারিণী**।

অম্বরপুষ্প আকাশকুসুম। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অম্বরবিহারী (-রিন্) গগনবিহারী, আকাশে ভ্রমণকারী, নভশ্চর। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী **অম্বরবিহারিণী**।

অম্বরমণি সূর্য। ৭তৎ। বি ; পু।

অম্বরযুগ বস্ত্রযুগল, এক জোড়া বা দুইখানা কাপড় ; পরিধেয় ও উত্তরীয় বস্ত্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অম্বরলেখী (লেখিন্) গগনস্পর্শী, অভ্রংলিহ। অম্বর (আকাশ) লিখ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী **অম্বরলেখিনী**।

অম্বরান্ত গগনপ্রান্ত, চক্রবাল, দিগ্বলয় ; বস্ত্রপ্রান্ত, অঞ্চল, আঁচল। অম্বরের অন্ত, ৬তৎ। বি ; পু।

অম্বরিষ—ভর্জনপাত্র, ভাজনাখোলা। অম্ব +ঈষন্ কর্তৃ, নিপাতনে। বি ; ক্লী।

অম্বরী (অম্বরিন্) অম্বর নামক গন্ধদ্রব্য-মিশ্রিত সুবাসিত তামাক। অম্বর আছে ইহাতে এই অর্থে অম্বর+ইন্। বি ; পু।

অম্বরদেশীয় ; সুগন্ধি ('— তামাক')। বাংপ্র। বিণ।

অম্বরীষ ১। ভর্জনপাত্র, ভাজনাখোলা ; যুদ্ধ ; অন্তরীক্ষ, আকাশ। অম্ব (শব্দ করা)+ঈষন্ কর্তৃ, নিপাতনে। বি ; ক্লী। ২। সূর্য ; শিব ; বিষ্ণু ; বালক ; অনুতাপ ; নরক বিঃ ; আম্রাতক বৃক্ষ, আমড়া গাছ ; সূর্যবংশীয় [illegible] নামক। বি ; পু।

৩। জনৈক ঋষি, ইনি পুলহ-নামক ব্রহ্মর্ষির পুত্র।

৪। মান্ধাতার ঔরসে বিন্দুমতীর গর্ভে অম্বরীষ নামে এক পুত্র জন্মেন; তাঁহার অপর নাম ধর্মসেন।

*৫। সূর্যবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি সুশ্রুকের পুত্র। একদা ইনি একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। কার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বে ইন্দ্র ইঁহার যজ্ঞীয় পশু হরণ করেন। অম্বরীষ ঋচক মুনির পুত্র শুনঃশেফকে বধ করিবার নিমিত্ত ক্রয় করিয়া আনেন।

*৬। সূর্যবংশীয় আর একজন নরপতির নাম অম্বরীষ। ইঁহার পিতার নাম নাভাগ। ইনি অতিশয় প্রবলপরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। বিষ্ণুর প্রতি ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল; এই জন্য বিষ্ণু ইঁহার রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শন চক্রকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক সময়ে ইনি বর্ষব্যাপী এক ব্রতের উদযাপন করিতেছিলেন; তিন দিন অভুক্ত থাকিয়া চতুর্থ দিবসে দানাদি কার্য-সমাপনান্তে পারণ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জলজ্জটাকলাপ মহর্ষি দুর্বাসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আতিথ্য স্বীকার করিয়া নদীতে স্নানার্থ গমন করিলেন। মহর্ষির প্রত্যাগত হইতে বিলম্ব হওয়ায় পারণের সময় অতীত হয় দেখিয়া উপস্থিত মুনিঋষিগণের পরামর্শে মহারাজ পারণা করিতে বসিয়া জলপান করেন। ইত্যবসরে দুর্বাসা নদী হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাজার জলগ্রহণবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনতুল্য হইয়া উঠিলেন, এবং রাজার বিনাশার্থ স্বীয় জটা হইতে এক উগ্রদেবতার সৃষ্টি করিলেন: উগ্রদেব অম্বরীষকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র আসিয়া তাহাকে ভস্মীভূত করিল এবং দুর্বাসার প্রাণসংহারার্থে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। দুর্বাসা ত্রিভুবন ঘুরিয়া কোনখানে নিস্তার না পাইয়া অবশেষে আবার অম্বরীষের শরণাপন্ন হন, এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করেন। বিষ্ণুভক্তির এমনই মহিমা।

অম্বরৌকাঃ (-কস্)—দেবতা, আকাশবৎ উচ্চ মেরুশৃঙ্গবাসী। অম্বর ওকঃ যাহার, বহু। বি; পু।

অম্বল—টক; অম্লরোগ। 'অম্ল' বা 'অম্ল্র' শব্দের অপভ্রংশ। তাহা দ্রঃ।

অম্বষ্ঠ—ব্রাহ্মণ কর্তৃক বিবাহিতা বৈশ্যা কন্যার গর্ভে জাত দ্বিজাতি বিঃ; বৈদ্য; পঞ্জাবের অন্তর্গত প্রাচীন স্থান বিঃ; এইস্থানের ক্ষত্রিয় অধিবাসীরাও অম্বষ্ঠ নামে পরিচিত; হস্তিপক, মাহুত। অম্ব (পিতা বা মাতা)—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

অম্বষ্ঠা—জুঁই গাছ; আমরুল; আমড়া; আকনাদি। অম্বষ্ঠ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অম্বা—১। মাতা; দুর্গা; অপ্সরা বিঃ। অম্ব্ (গমন করা)+অল্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

২। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতার নাম অম্বা। ইঁহার অপর দুই ভগিনীর নাম অম্বিকা ও অম্বালিকা। স্বয়ংবরস্থল হইতে ভীষ্ম ইঁহাদের তিন জনকেই হরণ করিয়া আনেন। হস্তিনাপুরে আসিয়া, ভীষ্ম শুনিলেন যে, অম্বা মনে মনে শাল্বরাজকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া ভীষ্ম ইঁহাকে শাল্বরাজের নিকট পাঠাইয়া দেন। ভীষ্ম ইঁহাকে হরণ করিয়া ইঁহার পতি হইবার অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া শাল্বরাজ ইঁহাকে বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হন। পরে অম্বা পরশুরামসহ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলে গুরু পরশুরামের আদেশেও ভীষ্ম অম্বাকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করায় ভীষ্ম ও পরশুরামে তুমুল যুদ্ধ হয়। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর পরশুরাম পরাজিত হইলে অম্বা ভীষ্মের বধের নিমিত্ত তপস্যা করিতে গমন করেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিলে মহাদেব অম্বাকে এই বর দেন—তুমি জন্মান্তরে দ্রুপদগৃহে ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মের বধের কারণ হইবে। পরে অম্বা অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

অম্বালা ১। মাতা; দুর্গা। অম্ব—অল (ভূষিত করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

২। হরিয়ানার অন্তর্গত একটি জেলা, তাহার প্রধান নগরের নামও অম্বালা। এখান হইতে সিমলা পাহাড় ৪০ ক্রোশ দূরবর্তী।

অম্বালা ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহ হিন্দুদিগের পুরাতন ইতিহাসের সহিত বিশেষভাবে জড়িত এবং তাঁহাদিগের চক্ষে পরম পবিত্র। এই স্থানের মধ্য দিয়া প্রসন্নসলিলা সরস্বতী প্রবাহিতা। সরস্বতী ঘর্ঘরা নদীর একটি শাখা। উভয় নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগে আর্যগণ সর্বপ্রথমে বসতি স্থাপন এবং ধর্মমত গঠন করেন। অদ্যাপি বহু স্থান হইতে সরস্বতী-তীরে তীর্থযাত্রীর সমাগম হয়। তীরে অসংখ্য মন্দির প্রতিষ্ঠিত। স্থানটি কুরুপাণ্ডব যুদ্ধের গৌরবকাহিনীতে গরীয়ান্। অম্বালা ও তন্নিকটবর্তী দেশগুলি যথাক্রমে গজনী, গোর ও মোগল-বংশীয় রাজগণের অধিকারে আসে। মহারাষ্ট্রীয় ও আফগান শক্তির সংঘর্ষে যখন মোগল-সাম্রাজ্য হীনবল হইতেছিল, সেই সময়ে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা প্রভৃতির শিখরাজগণ পঞ্জাবের এক এক অংশ স্ব স্ব অধিকারভুক্ত করিয়া লন। ১৮০৮ খ্রীঃ রণজিৎসিংহ শতদ্রু পার হইয়া উল্লিখিত রাজগণের নিকট কর চাহেন। রাজগণ মিলিত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ১৮০৯ খ্রীঃ রণজিৎসিংহের সহিত ইংরাজ গবর্নমেণ্টের যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে উক্ত রাজগণ রণজিৎসিংহের রাজ্যবৃদ্ধি-লালসার হস্ত হইতে রক্ষা পান। রাজগণকে ইংরাজ কর দিতে বাধ্য করেন নাই। কেবলমাত্র তাঁহাদিগকে অম্বালায় প্রতিষ্ঠিত পলিটিকাল এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে আনিয়াছিলেন। রাজগণ আশানুরূপ ব্যবহার না করায় ১৮৪৯ খ্রীঃ জুন মাসে, দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধের অবসানে, ইঁহারা শাসন-স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া ইংরাজের সামন্তরূপে পরিগণিত হন। ইতঃপূর্বে কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ইংরাজ-শাসনাধীনে আসে। ১৮৬২ খ্রীঃ থানেশ্বর জেলাও অম্বালা বিভাগের সহিত মিলিত হয়। চারি বৎসর পরে বিনিময়সূত্রে আরও কতকগুলি স্থান ইংরাজহস্তে আসে; এই সমস্ত স্থানের সমষ্টি লইয়া অম্বালা বিভাগের চতুঃসীমা নির্দিষ্ট ছিল। পলিটিক্যাল এজেন্সি উঠিয়া গিয়া তৎপরিবর্তে বিভাগটি জনৈক কমিশনারের শাসনাধীনে আসিয়াছিল। এই অম্বালা শহরেই ১৮৬৯ খ্রীঃ মার্চ মাসে, আফগানিস্তানের আমীর শের আলীর সহিত সাক্ষাৎ উপলক্ষে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো একটি বৃহৎ দরবারের অনুষ্ঠান করেন।

অম্বালিকা ১। মাতা; দুর্গা। অম্বালা (মাতা)+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

২। কাশীরাজের কনিষ্ঠা কন্যার নাম অম্বালিকা। ইঁহার অগ্রজা দুই ভগিনীর নাম অম্বা ও অম্বিকা। স্বয়ংবরস্থল হইতে ভীষ্ম ইঁহাদের তিন জনকেই হরণ করিয়া আনেন, এবং নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সহিত অম্বালিকার বিবাহ দেন। পতির মৃত্যুর পর ইনি শ্বশ্রূঠাকুরানীর অনুরোধে ব্যাসদেবের ঔরসে পাণ্ডু নামে এক পুত্র প্রসব করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি বনে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

অম্বিকা—১। মাতা; দুর্গা; দেবমাতা; জৈনদেবী বিঃ; অম্বষ্ঠা। অম্বা (মাতা)+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

২। কাশীরাজের মধ্যমা কন্যার নাম অম্বিকা। ভীষ্ম স্বয়ংবরস্থল হইতে ইঁহাকে ভগিনীদ্বয় সহিত হরণ করিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর

অম্বিকা আপনার শ্বশ্রূঠাকুরানীর অনুরোধে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র নামে অন্ধ পুত্র প্রসব করেন। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে ইনি কনিষ্ঠা ভগিনী পাণ্ডু-জননী অম্বালিকার সহিত বনে গমন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তপস্যায় অতিবাহিত করেন।

৩। আদ্যাশক্তি ভগবতীর এক নাম অম্বিকা। এই নামে ইনি শুম্ভনিশুম্ভ-নামক প্রবলপরাক্রান্ত দেবশত্রু দৈত্যদ্বয়কে বধ করেন। দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ ভগবতীর শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবতী শুম্ভনিশুম্ভের প্রাণবধের প্রতিজ্ঞা করেন, এবং স্বয়ং ভুবনমোহিনী ষোড়শীর রূপ ধারণ করিয়া হিমালয় প্রদেশে ভ্রমণ করিতে থাকেন। শুম্ভের চরেরা তাঁহাকে দৈত্যরাজের মহিষী হইবার জন্য অনুরোধ করায় তিনি উত্তর করেন যে, যে ব্যক্তি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতে সমর্থ, তিনি তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। শুম্ভ এই কথা শুনিয়া ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ প্রভৃতি মহাবীরদিগকে একে একে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন, কিন্তু সকলেই তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। পরে নিশুম্ভ যুদ্ধার্থে আসিলে সেও হত হয়। অবশেষে শুম্ভ স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সসৈন্যে শমন-সদনে প্রেরিত হন। এই যুদ্ধ দেবীযুদ্ধ নামে প্রখ্যাত।

অম্বিকাচরণ মজুমদার নিখিল ভারতীয় মধ্যপন্থী কংগ্রেস-নেতা। ফরিদপুর জেলার সেনদিয়া গ্রামে ১২৫৭ সালের ২৩শে পৌষ (৬ই জানুয়ারী, ১৮৫১) অম্বিকাচরণের জন্ম হয়। ইনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বরিশাল জেলা স্কুল হইতে বৃত্তিসহ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হন; প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউসনে অধ্যাপকের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঐ বিদ্যালয়ের স্কুল বিভাগের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। এইখানে কর্ম করিবার সময় স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও ক্রমে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব জন্মে।

শিক্ষকতা করিতে করিতে অম্বিকাচরণ আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরে ওকালতী ব্যবসায় করিতে গমন করেন। তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুরে 'পীপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির (ন্যাশনাল কংগ্রেসের) প্রতিষ্ঠাবধি অম্বিকাচরণ কংগ্রেসের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। বিচার ও শাসন বিভাগের পৃথক্‌করণ তাঁহার রাজনীতিক আন্দোলনের প্রধান বিষয় ছিল। জীবনান্তকাল পর্য্যন্ত তিনি এই বিষয়ে অসংখ্য বক্তৃতাদান ও প্রবন্ধপ্রচার করিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার প্রদান করিলে অম্বিকাচরণের চেষ্টায় ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটি গঠিত হয়। ২০ বৎসর তিনি ইহার সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরিদপুরে টাউন হল নির্মাণেও তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। মিউনিসিপ্যালিটিতে সভাপতিত্বকালে তাঁহার চেষ্টায় ফরিদপুরে জলের কল-স্থাপনের সূচনা হয়। অম্বিকাচরণের আন্দোলনের ফলে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরে জুরীর বিচার প্রথা প্রবর্তিত হয়। অম্বিকাচরণ ঢাকা বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমানে এবং ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে অম্বিকাচরণ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অগস্ট কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গব্যবচ্ছেদের যে বিরাট সভার অধিবেশন হয়, অম্বিকাচরণ তাহার সভাপতি ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে জাতীয় মহাসমিতির ৩১শ অধিবেশনে অম্বিকাচরণ সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ Indian National Evolution নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির উৎপত্তি ও পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। সন ১৩২৯ সালের ১৪ই পৌষ (২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২২) অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয়।

অম্বিকানাথ, -পতি – মহাদেব। অম্বিকার নাথ, পতি, ৬তৎ। বি ; পু।

অম্বিকেয় – কার্তিকেয় ; গণেশ ; ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা + এয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

অম্বু সলিল, জল ; রস ; পঙ্ক। অন্‌ব (শব্দ করা) + উ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

অম্বুকণ্টক—নক্র, কুম্ভীর। ৭তৎ। বি ; পু।

অম্বুকিরাত – কুম্ভীর। ৭তৎ। বি ; পু।

অম্বুকীশ - শিশুমার, শুশুক। অম্বুতে (জলে) কীশ (বানর), ৭তৎ। বি ; পু।

অম্বুকূর্ম – শিশুমার, শুশুক। ৭তৎ। বি ; পু

অম্বুকেশর – ছোলঙ্গ লেবু। অম্বুপূর্ণ কেশর যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্বুক্রিয়া -- তর্পণ। বি ; স্ত্রী।

অম্বুঘন--জলের কঠিন রূপ, করকা, শিল ; hail. বি ; পু।

অম্বুচর-- জলচর। উপ ; অম্বু - চর + ট কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী – **অম্বুচরী**।

অম্বুচামর - শৈবাল। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অম্বুচারী (-চারিন্) – অম্বুচর, জলচর। উপ ; অম্বু - চর + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

অম্বুজ ১। জলজাত। উপ ; অম্বু (জল) —জন (জন্মা) + ড কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **অম্বুজা**। ২। জলজ, পদ্ম ; বজ্র। বি ; ক্লী। ৩। চন্দ্র ; কর্পূর ; সারসপক্ষী ; নিচুলবৃক্ষ ; হিজল গাছ। বি ; পু। ৪। শঙ্খ। বি ; পু।

অম্বুজনাভ—পদ্মনাভ, বিষ্ণু। বহু। বি ; পু।

অম্বুজন্ম (-জন্মন্) -- পদ্ম। অম্বুতে জন্ম যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অম্বুজা - পদ্মিনী ; লক্ষ্মী। বি ; স্ত্রী।

অম্বুজাসন ব্রহ্মা। বহু। বি ; পু।

অম্বুজাসনা লক্ষ্মী। বহু। বি ; স্ত্রী।

অম্বুতাল—শৈবাল, শেওলা। ৭তৎ। বি ; পু।

অম্বুদ ১। জলদানকারী। উপ ; অম্বু (জল) - দা + ড কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **অম্বুদা**। ২। জলদ, মেঘ ; মুস্তক ; অভ্র। বি ; পু।

অম্বুদাগম– জলদাগম, বর্ষাকাল। অম্বুদের আগম হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

অম্বুদানীক— মেঘসমূহ ; কাদম্বিনী। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

অম্বুধর – জলধর, মেঘ ; মুথা ; অভ্রধাতু ; জলাশয়। ৬তৎ। বি ; পু।

অম্বুধি— জলধি, সমুদ্র ; জলপাত্র ; ৪-সংখ্যা। উপ ; অম্বু (জল) ধা (ধারণ করা) + কি কর্ত্তৃ। বি ; পু।

অম্বুধিস্রবা – ঘৃতকুমারী। অম্বুধি – স্রু (ক্ষরণ করা) + অন্ কর্ত্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুনাথ, -নিধি - জলধি, সমুদ্র, সাগর। ৬তৎ। বি ; পু।

অম্বুপ—১। জলপানকারী। উপ ; অম্বু —পা (পান করা) + ড কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী - **অম্বুপা**। ২। জলাধিপতি, বরুণ ; চক্রমর্দ, চাকুলিয়া ; শতভিষা নক্ষত্র। অম্বু —পা (রক্ষা করা) + ড। বি ; পু।

অম্বুপতি বরুণ ; সমুদ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

অম্বুপদ্ধতি - জলপ্রণালী, জলপ্রবাহ, জলস্রোত। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অম্বুপায়ী (-য়িন্) – জলপানশীল। অম্বু —পা + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু।

অম্বুপ্রসাদ, -প্রসাদন—নির্মলী ফল ; জলনির্মলীকারক বস্তু। অম্বু – প্র—ণিজন্ত সদ (-সাদি) + অন্, অন কর্ত্তৃ। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

অম্বুবাচি, অম্বুবাচী—রজস্বলা পৃথিবী. মিথুন রাশিস্থ সূর্যের আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথম পাদ ভোগকাল। এই স্থিতিকাল তিন দিন কুড়ি দণ্ড। সূর্য প্রতি মাসে দুই পূর্ণনক্ষত্র একপাদ ভোগ করিয়া থাকেন। বৈশাখমাসে অশ্বিনী ও ভরণী এই দুই পূর্ণনক্ষত্র ও কৃত্তিকার একপাদ, জ্যৈষ্ঠমাসে কৃত্তিকার শেষ তিন পাদ, সম্পূর্ণ রোহিণী ও মৃগশিরার দুই পাদ ; আষাঢ় মাসের প্রথম ছয় দিন চল্লিশ দণ্ডে মৃগশিরার শেষ দুই পাদ ভোগ করিয়া থাকেন। তাহার পরে যে তিন দিন কুড়ি দণ্ড সূর্য আর্দ্রানক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকেন, তাহারই নাম অম্বুবাচী। এই সময়ে পৃথিবী ভিতরে ভিতরে রজস্বলা হন। (খুব সম্ভবতঃ পৃথিবী বারিপাতে রসযুক্তা হইয়া বীজাদি অঙ্কুরিত করিবার উপযোগিনী হন, ইহাই তাৎপর্যার্থ)। এই সময় হইতে বর্ষার সূচনা হয় বলিয়া ইহাকে অম্বুবাচী বলে। এই তিন দিন বেদ-বেদাঙ্গের অধ্যয়ন ও ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ। এই নিমিত্ত অনেকে শৌচার্থে পূর্বে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া রাখেন। এই কালে যতি, বিধবা, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বপাক বা পরপাক অন্নভোজন চণ্ডালান্নভোজনের তুল্য। অম্বুবাচীতে দুগ্ধপান করিলে সর্পভয় থাকে না, ইহাই স্মৃতির মত। অম্বু—বচ (বলা)+ই কর্তৃ, বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাসিনী- ১। জলে বাসকারিণী। ১ম 'অম্বুবাসী' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্র। ২। পাটলা পুষ্প, পারুল। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাসী (-সিন্) জলে বাসকারী, জলচর। উপ ; অম্বু—বস+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অম্বুবাসিনী**।

অম্বুবাসী- পাটলা বৃক্ষ, পারুল। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাহ—১। জলবহনকারী। অম্বু বহ +ণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অম্বুবাহী**। ২। মেঘ ; মুথা ; অভ্রধাতু। বি ; পু।

অম্বুবাহনী- জল-সেচনী, সিউনী। উপ ; অম্বু—ণিজন্ত বহ (=বাহি)+অনট্ করণ +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাহিনী—১। জলবহনকারিণী। 'অম্বু-বাহী' দ্রঃ। অম্বুবাহিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কাষ্ঠাদিনির্মিত জল-সেচন-পাত্র, জল-সেচনী। বি ; স্ত্রী।

অম্বুবাহী (-হিন্)- জলবহনকারী। উপ ; অম্বু—বহ্ (বহন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী- **অম্বুবাহিনী**।

অম্বুবিম্ব- জলাবর্ত (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

অম্বুবেতস- জলবেতস। অম্বুজাত বেতস, মধ্যপ। বি ; পু।

অম্বুভৃৎ- সমুদ্র ; মেঘ ; মুস্তক, মুথা ; অভ্র-ধাতু। উপ ; অম্বু ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অম্বুমাত্রজ শম্বুক, শামুক। উপ ; অম্বুমাত্র —জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অম্বুমান্ (অম্বুমৎ) ১। জলবিশিষ্ট। অম্বু (জল)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী **অম্বুমতী**। ২। জলময় স্থান ; কচ্ছ, নদীতট কূল। বি ; পু।

অম্বুমুক্ (অম্বুমুচ্) জলধর, মেঘ ; মুথা। উপ ; অম্বু—মুচ্ (মোচন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অম্বুর দ্বারের অধঃকাষ্ঠ, ঝনকাঠ বা গোবরাট। উপ ; অম্বু-রা+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অম্বুরাশি জলধি, সমুদ্র ; জলরাশি। অম্বুর রাশি, ৬তৎ। অথবা অম্বুর রাশি যাহাতে, বহু। বি ; পু।

অম্বুরাশিরসনা— সমুদ্র মেখলা ('—পৃথ্বী')। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

অম্বুরী অম্বরী (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র।

অম্বুরুহ জলজ, পদ্ম। উপ ; অম্বু—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অম্বুরুহা স্থলপদ্মিনী। উপ ; অম্বু রুহ+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুরুহিণী পদ্মসমূহ। অম্বুরুহ+ইন্ সমূহার্থে +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুরোহিণী—নলিনী, পদ্ম। উপ ; অম্বু—রুহ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্বুসর্পিণী—১। জলৌকা জোক। অম্বু - সৃপ্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। ২। যে জলে গমনশীলা। বি ; স্ত্রী।

অম্বুসেচনী- জলসেচনী, সিউনী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অম্বুকৃত থুথুবিশিষ্ট (বাক্য বা রব)। অম্বু +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=অম্বূ) কৃ +ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী, **-কৃতা**।

অম্ব্র- অম্ল, টক, অম্বল। অম্ব+রু কর্তৃ। বি ; পু।

অম্ভঃ (অম্ভস্)—জল ; (জলহেতু) দেব ; মেঘ, আকাশ ; (জলময় চন্দ্রলোকস্থ) পিতৃলোক। অম্—ভস্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অম্ভঃপতি—বরুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

অম্ভঃসরণ, অম্ভস্সরণ-জলস্রোত, জলপ্রবাহ। ৬তৎ। বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী।

অম্ভঃসার, অম্ভস্সার—মুক্তা। ৬তৎ।

অম্ভঃসূ, অম্ভস্সূ—ধূম। অম্ভস্- সূ (উৎপাদন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অম্ভোজ—১। জলজাত। উপ ; অম্ভস্ (জল)—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অম্ভোজা**। ২। জলজ, পদ্ম। বি ; ক্লী। ৩। (সমুদ্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া) চন্দ্র ; শঙ্খ ; বক বিঃ। বি ; পু।

অম্ভোজন্ম (-জন্মন্)—পদ্ম, কমল। অম্ভঃ হইতে জন্ম যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অম্ভোজজনি ব্রহ্মা। অম্ভোজন্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইতে জনি (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্ভোজযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। অম্ভোজন্ম (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্ভোজিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড় ; পদ্মলতা ; পদ্মযুক্ত দেশ। অম্ভোজ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্ভোদ জলদ, মেঘ। উপ ; অম্ভস্ (জল) —দা (দান করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অম্ভোধর—জলধর, মেঘ ; সমুদ্র ; মুথা। অম্ভের ধর (ধারণকর্তা), (অম্ভঃ+ধর), ৬তৎ। বি ; পু।

অম্ভোধি—জলনিধি, সমুদ্র। উপ ; অম্ভস্ —ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ। বি ; পু।

অম্ভোধিবল্লভ প্রবাল। অম্ভোধি বল্লভ (প্রিয়) যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্ভোনিধি- জলধি, সমুদ্র। অম্ভের নিধি (অম্ভঃ+নিধি), ৬তৎ। বি ; পু।

অম্ভোরাশি—জলরাশি, সমুদ্র। অম্ভের রাশি (অম্ভঃ+রাশি), ৬তৎ ; অথবা অম্ভের রাশি আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

অম্ভোরুহ—১। জলজ, পদ্ম। অম্ভস্—রুহ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। জলজ, জলজাত। বিণ।

অম্ময়—জলময় (ফেনাদি) ; জলরূপ (তীর্থ)। অপ্ (জল)+ময়ট্ তদ্রূপার্থে। বিণ। স্ত্রী—**অম্ময়ী**।

অম্র—১। আম্রফল, আম। অম (ভোজন করা)+র কর্ম। বি ; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ, আমগাছ। অম্র আছে ইহাতে এই অর্থে অম্র+অ। বি ; পু।

অম্রাত, অম্রাতক—১। আমড়া। অম্র—অত+অন্ কর্তৃ ; ২য় পক্ষে+তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। ২। আমড়াগাছ। বি ; পু।

অম্রেড- অমৃত। কপ্র। বি।

অম্ল—১। টক রস ; রোগ বিঃ। অম (রুগ্ণ হওয়া)+ল করণ। বি ; পু। ২। দধ্যম্ল, তক্র, ঘোল। বি ; ক্লী। ৩। অম্লরসযুক্ত, টক। বিণ। স্ত্রী —**অম্লা, অম্লী**।

অম্লক—লকুচী, মাদার বা ডেলুয়া। বি ; পু।

অম্লকাণ্ড—লবণতৃণ। অম্ল-নাশক কাণ্ড, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অম্লকেশর—গোঁড়ালেবু, বীজপুর, টাবা-

লেবু। অম্ল কেশরে যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্লগোরস- তক্র, ঘোল। অম্ল যে গোরস, কর্মধা। বি ; পু।

অম্লচুক্রিকা - চুকাপালঙ্গ বা টকপালঙ্গ ; আমরুল। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অম্লচূড়—অম্লশাক, আমরুল ; টকপালঙ্গ বা চুকাপালঙ্গ। অম্ল চূড়া যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্লজনক- ১। অম্লোৎপাদক ; যাহাতে অম্বল রোগ জন্মে। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী —**অম্লজনিকা**। ২। অম্লজান বাষ্প। বি ; পু।

অম্লজম্বীর—গোঁড়ালেবু ও তাহার গাছ। কর্মধা। বি ; পু।

অম্লজান বায়ুর উপাদানভূত বাষ্পসমূহের অন্যতম অদৃশ্য-বাষ্প, Oxyg n শুষ্ক বায়ুর মধ্যে শতকরা ২০.৯৬ ভাগ অর্থাৎ মোটামুটি প্রায় পঞ্চমাংশ অম্লজান বাষ্প থাকে। ইহা স্বাদগন্ধরহিত। জীবগণ বায়ুস্থিত অম্লজান বাষ্প শ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া প্রাণধারণ করে। ইহা দ্বারা রক্তবিশোধন কার্য সম্পন্ন হয়। অম্লের জান অর্থাৎ জন্ম বা উৎপত্তি হয় যাহা হইতে, বহু ; (প্রাচীন পণ্ডিতেরা মনে করিতেন যে, এই বাষ্পের যোগেই অম্লরস জন্মে একারণ ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছিল, প্রকৃত-পক্ষে তাহা নহে) ; অম্ল হ তে জান (জন্ম) যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্লপঞ্চফল—অম্লরসবিশিষ্ট পাঁচ প্রকার ফল ; যথা—অম্লবেতস, দাড়িম্ব, কুল, তেঁতুল, চুকাপালঙ্গ। পঞ্চফলের সমাহার =পঞ্চফল, সমাহার দ্বিগু ; অম্ল যে পঞ্চফল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অম্লপনস—লকুচী, মাদার, ডেলুয়া বা ডেহুয়া। কর্মধা। বি ; পু।

অম্লপিত্ত—ব্যাধি বিঃ, অম্বলরোগ। অম্ল-দূষিত পিত্ত, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অম্লপিষ্ট—আমরুল শাক। বি ; ক্লী।

অম্লফল - ১। তিন্তিড়ী, তেঁতুল। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ, আমগাছ। অম্ল ফল যাহার, বহু। বি ; পু।

অম্লবতী—১। অম্লযুক্তা। অম্ল+বতু আছে অর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আমরুল। বি ; স্ত্রী।

অম্লবর্গ—বিবিধ অম্লদ্রব্যের (বা অম্ল-ফলোৎপাদক বৃক্ষের) গণ, ৬তৎ। বি ; পু।

অম্লবাটক—আম্রাতক, আমড়া। অম্ল—বট (বেষ্টন করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

অম্লবাস্তুক—চুক্র, চুকাপালঙ্গ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অম্লবীজ— তেঁতুল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অম্লবৃক্ষ—১। তেঁতুল গাছ। অম্লজনক বৃক্ষ, মধ্যপ। বি ; পু। ২। বৃক্ষাম্ল, তেঁতুল। বি ; ক্লী।

অম্লবেতস—আমলকুচি গাছ। কর্মধা। বি ; পু। | বি ; ক্লী।

অম্লমধু—গুড়-টক, অম্ল ও মিষ্ট ব্যঞ্জন।

অম্লমধুর—ঈষৎ অম্লরসযুক্ত ও মিষ্টতাপ্রধান (নেংড়া আম প্রঃ)। বিণ।

অম্লরস—১। অম্বল রস ; টক স্বাদ, অম্বল তার। কর্মধা। বি ; পু। ২। অম্বল, টক। অম্ল রস যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী **অম্লরসা**।

অম্ললোণিকা—আমরুল কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্ললোণী—আমরুল। অম্ল লূন (ছিন্ন) হয় যদ্দারা বহু. নিপাতনে। বি স্ত্রী।

অম্লশাক—১। অম্লদ্রব্য বিঃ। বি ; পু। ২। চুক্র, চুকাপালঙ্গ শাক ; বৃক্ষাম্ল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অম্লসার—১। কাঞ্জিক, কাঁজি। অম্ল সার যাহার, বহু। বি ; ক্লী। ২। অম্লবেতস ; হিন্তাল ; নিম্বুক। বি ; পু।

অম্লহরিদ্রা—শটী ; আম আদা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অম্লাক্ত—অম্লযুক্ত, অম্ল মাখানো ; অম্বল, টক। অম্ল দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ।

অম্লান—১। বিমল ; উজ্জ্বল, পরিষ্কার, প্রফুল্ল, প্রসন্ন, অবিষণ্ণ, অকুণ্ঠিত, দ্বিধাহীন। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অম্লানা**। ২। বৃক্ষ বিঃ, মহাসহা, আঁয়লা। বি ; পু।

অম্লান-কুসুম—যে পুষ্প কখনও মলিন হয় না। সকল পুষ্পই কালাত্যয়ে ম্লান হয়, একারণ কবিগণ পরমসুন্দরী রমণীকে 'অম্লান-কুসুম' বলিয়া নির্দেশ করেন, কারণ রমণীপুষ্প সামান্য পুষ্পের ন্যায় হঠাৎ ম্লান হয় না। কর্মধা। বি ; ক্লী। ভক্তেবা পরমেশ্বরকেও অম্লান-কুসুম বলেন, কেননা তাহা কখনও ম্লান হয় না।

[যে ব্যক্তি, বিশেষতঃ যে রমণী, সর্বদা সহাস্যবদনা, তাহাকেও কবিগণ 'অম্লান-কুসুম' বলিয়া থাকেন]।

অম্লানবদনে—প্রফুল্লমুখে, অসংকোচে। অম্লান বদন যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

অম্লানমুখ—১। অসংকোচে, কিছুমাত্র সংকোচ না করিয়া। অম্লান হইয়াছে মুখ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। ২। প্রফুল্ল-মুখ, যাহার মুখ ম্লান নয়। অম্লান মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী।

অম্লানি—গ্লানিহীন, প্রসন্ন, নির্মল। বহু। বিণ।

অম্লিকা, অম্লীকা—তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তেঁতুল গাছ ; শ্বেতাম্লিকা ; পলাশীলতা ; অম্লো-দ্গার। অম্ল+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অম্লী—১। অম্লরসযুক্তা। 'অম্ল' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিন্তিড়ী বৃক্ষ, তেঁতুল গাছ। বি ; স্ত্রী।

অম্লোটক—আমরুল শাক। বি ; পু।

অম্লোদ্গার—অম্বল ঢেকুর, চোঁয়া ঢেকুর। অম্ল যে উদ্গার, কর্মধা। বি ; পু।

অয়—১। শুভাদৃষ্ট, সৌভাগ্য ; নরক বিঃ। অয় বা ই+অল্ করণ। ২। পাশার গতি বিঃ। অয় বা ই+অল্ ভাব। ৩। লাভ, লব্ধ। অয় বা ই+অল্ কর্ম। বি ; পু।

অয়ং—এই। সংস্কৃতপদ। কপ্র। বি বা বিণ।

অয়ঃ (অয়স্) লৌহ, লোহা ; ইস্পাত ; লৌহনির্মিত দ্রব্য। অয় বা ই+অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অয়ঃপিণ্ড—লৌহপিণ্ড, লোহার তাল ; লৌহগোলক। ৬তৎ। বি ; পু।

অযজ্ঞ—১। যজ্ঞহীন, যাগরহিত। ন (নাই) যজ্ঞ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। যজ্ঞভিন্ন কাল। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অযজ্ঞিয়, অযজ্ঞীয়—অযাজ্ঞিক, যাহা যজ্ঞসম্বন্ধীয় নহে ; যাহা যজ্ঞের উপযুক্ত নহে, অপবিত্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অযত—যত্নশূন্য ; অজিতেন্দ্রিয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অযতী (-তিন্)—অসংযতেন্দ্রিয় ; কামুক ; যত্নরহিত। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী —**অযতিনী**।

অযত্ন—১। যত্নাভাব, অবহেলা, অনাদর ; অনায়াস। নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। যত্নহীন। অবিদ্যমান যত্ন যাহার, বহু। বিণ।

অযত্নকৃত—বিনা চেষ্টায় সম্পাদিত ; অনায়াসসম্পন্ন। ন যত্নকৃত, নঞ্তৎ ; অথবা অযত্নদ্বারা কৃত, ৩তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**কৃতা**।

অযত্নলভ্য—সুলভ, অনায়াসপ্রাপ্য। ৩তৎ। বিণ।

অযত্নসম্ভূত—বিনা যত্নে বা চেষ্টায় উদ্ভূত, অনায়াসসিদ্ধ ; স্বভাবজ। ৩তৎ। বিণ।

অযথা—অনুপযুক্তরূপে, অন্যায়রূপে ; অপ্রকৃত, অমূলক, অলীক ; অযোগ্য। অ।

অযথাকৃত—অযোগ্যভাবে সম্পাদিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অযথাতথ—যেমন হওয়া উচিত তেমন নহে ; অনুচিত ; অসংগত, অযোগ্য।

তথ্যকে অতিক্রম না করিয়া যথাতথ, অব্যয়ী ; ন যথাতথ, নঞ্তৎ। বিণ।

অযথাভূত—যেরূপ হওয়া উচিত সেরূপ নহে, অংশতঃ হীন বা ত্রুটিবিশিষ্ট। ন যথাভূত, নঞ্তৎ ; কিংবা অযথা—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অযথার্থ—অংকৃত, মিথ্যা, অলীক ; অন্যায্য, অনুচিত। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্থা**। বি, **-তা, -ত্ব**।

অয়ন—১। স্থান, ভূমি ; গৃহ, বাসস্থান ; আশ্রয়, বিশ্রামস্থান ; যুদ্ধভূমি। অয় বা ই (গমন করা)+অনট অধি। ২। পথ ; সাধনার মার্গ ; শাস্ত্র।...+অনট্ করণ। ৩। গমন, গতি ; জন্ম ; সূর্যের উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন যথাক্রমে দক্ষিণায়ন ও উত্তরায়ণ নামে কথিত হইয়া থাকে। [১১ই পৌষ হইতে ৬ মাস উত্তরায়ণ এবং অবশিষ্ট ৬ মাস দক্ষিণায়ন]।...+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অয়নকাল—সূর্যের উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ হইতে উত্তরে গমন করিবার সময় ; উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সময়। ৬তৎ। বি ; পু।

অয়ন-চলন—পথে গমন ; যুদ্ধভূমিতে যাত্রা ; গৃহে গমন। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অয়নবিন্দু—অয়নমণ্ডলের যে বিন্দু বিষুব-রেখা হইতে চরম দূরবর্তী। বি ; পু।

অয়নবৃত্ত—অয়নমণ্ডল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অয়নমণ্ডল—রাশিচক্র ও রাশিচক্রস্থিত সূর্য-গমনের দৃশ্যমান পথ, Ecliptic অয়নের মণ্ডল, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অয়নাংশ—প্রাচীনদের মতে সূর্যের গতিবিধির ভাগ। বিষুব-রেখা হইতে সুমেরু পর্যন্ত ৯০ এবং কুমেরু পর্যন্ত ৯০ ভাগে বিভক্ত করিলে এক এক ভাগকে এক এক অংশ বলে। অয়নের অর্থাৎ সূর্যগতির প্রকাশক অংশকে অয়নাংশ বলে। বি ; পু।

অয়নান্ত—সূর্যের উত্তর বা দক্ষিণ দিকে গমনের শেষ সীমা ; ক্রান্তি। অয়নের অন্ত, ৬তৎ। বি ; পু।

অয়নান্তপ্রদেশ—অয়নান্ত বৃত্তের মধ্যবর্তী ভূভাগ, Tropical region মধ্যপ। বি ; পু।

অয়নান্তবৃত্ত—সূর্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে গমনের সীমানির্ধারক কল্পিত গোলাকার রেখা, Tropics এই দুই বৃত্ত বিষুব-রেখার সার্ধ ২৩ অক্ষাংশ উত্তরে ও দক্ষিণে কল্পিত হইয়া থাকে। উত্তরের রেখাটিকে কর্কটক্রান্তি (Tropic of cancer) এবং দক্ষিণেরটিকে মকরক্রান্তি (Tropic of capricorn) বলে। অয়নের (সূর্য-গমনের) অন্ত=অয়নান্ত, ৬তৎ ; অয়নান্ত সূচক বৃত্ত, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অযন্ত্রিত—অনিয়মিত ; স্বেচ্ছাচারী, শাস্ত্রাচারহীন, অবাধ, অব্যাহত ; অনর্গল। নঞ্তৎ। বিণ।

অযশঃ (অযশস্), **অযশ**—অপযশ, অখ্যাতি ; দুর্নাম, নিন্দা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অযশস্কর—অকীর্তিকর, অখ্যাতিজনক। ন যশস্কর, নঞ্তৎ ; বা অযশঃ করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; অযশস্—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অযশস্করী**।

অযশস্য অকীর্তিকর, দুর্নামজনক। ন (নয়) যশস্য, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্যা**।

অযশস্বী (-স্বিন্)—অকীর্তিমান্, কীর্তিহীন, অবিখ্যাত, অপ্রসিদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অযশস্বিনী**।

অযশাঃ (-শস্) যশোহীন। বহু। বিণ ; পু।

অয়স্কান্ত—১। লৌহাকর্ষক মণি, চুম্বক পাথর। অয়সের কান্ত (প্রিয়), ৬তৎ। বি ; পু। ২। কান্তলৌহ, কান্তিলোহা, সর্বোত্তম লৌহ। ৭তৎ। বি ; পু।

অয়স্কার—লৌহকার, কর্মকার, কামার ; জঙ্ঘার উপরিভাগ। উপতৎ ; অয়স—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

অয়স্কুম্ভ—লৌহ-ঘট, লোহার কলসী বা হাঁড়ি। অয়ঃনির্মিত যে কুম্ভ, মধ্যপ। বি ; পু।

অয়াঃ (অয়স)—বহ্নি, অগ্নি। অয় বা ই+অস্ কর্তৃ। বি ; পু।

অযাচক—যে যাচ্ঞা করে না, অপ্রার্থী। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অযাচিকা**।

অযাচনীয়—অযাচ্য, অপ্রার্থনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অযাচিত ১। অপ্রার্থিত, যাহা চাওয়া হয় নাই। ন যাচিত, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-তা**। ২। উপবর্ষ নামা মুনি। বি ; পু।

অযাচ্য—অপ্রার্থনীয়, যাহা প্রার্থিতব্য নহে। ন (অ)—যাচ্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

অযাজনীয়, অযাজ্য—যাহা যাজনীয় নয় ; পতিত ('—জাতি') ; যাজনপক্ষে শ্রুতিস্মৃতিনিষিদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অযাজ্যযাজন—পতিত ব্যক্তির যাজন ; নিষিদ্ধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান। অযাজ্যের যাজন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অযাজ্যযাজী (-যাজিন্)—অযাজ্য-যাজনকারী, পতিত ব্যক্তির যাজনাকারী। উপ ; অযাজ্য—যজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

অযাত্রা—অশুভ যাত্রা ; যাত্রাকালে অশুভ লক্ষণ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অযাত্রিক—যাত্রার অনুপযুক্ত, যাত্রার পক্ষে অপ্রশস্ত বা অমঙ্গলসূচক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অযাত্রিকী**।

অযাথার্থ্য—অযথার্থতা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অযান—অগমন, না যাওয়া ; স্বভাব। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অয়ি—কোমল সম্বোধন ; জিজ্ঞাসা ; সান্ত্বনা। অ।

অযুক্ (অযুজ্)—অযুগ্ম, বিজোড়, যেমন ১, ৩, ৫, ৭ ইঃ। ন (অ)—যুজ্ (যোগ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অযুক্ছদ, অযুগ্মচ্ছদ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। অযুক্ বা অযুগ্ম (বিজোড়) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। বি ; পু।

অযুক্ত—যুক্তিবিরুদ্ধ, অসংগত, অনুচিত ; সংযোগরহিত, অসংযুক্ত, পৃথক ; অনিয়োজিত ; অনবহিত ; দুর্গত ; অবিবেক ; অসত্য ; অবিবাহিত ; অপরিমিত ; ন যুক্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অযুক্তি অন্যায়, অনৌচিত্য ; অসৎ যুক্তি, অপরামর্শ ; অসংযোগ, বিয়োগ ; অসংগতি। ন যুক্তি, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অযুক্তিযুক্ত, অযুক্তিসিদ্ধ—অযৌক্তিক, যুক্তিবিরুদ্ধ, অসংগত ; অনুচিত ; অপরামর্শসিদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-যুক্তা, -দ্ধা**।

অযুগ, অযুগ্ম—যুগ্ম ভিন্ন, বিষম, বিজোড়, যেমন ৩, ৫, ৭ ইঃ ; পৃথক্, একক। ন (নাই) যুগ বা যুগ্ম যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-গা, -গ্মা**।

অযুগল অযুগ্ম, বিষম, বিজোড়। ন (নাই) যুগল যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অযুগলা**।

অযুগশর, অযুগ্মশর—পঞ্চশর, কাম। বহু। বি ; পু।

অযুগসপ্তি, অযুগ্মবাহ, -সপ্তি সপ্তাশ্ব, সূর্য। বহু। বি ; পু।

অযুগার্চিঃ (-র্চিস্)—অগ্নি। অযুগ হইয়াছে অর্চিঃ যাহার, বহু। বি ; পু।

অযুগ্মচ্ছদ, -পত্র, -পর্ণ—সপ্তপর্ণ বৃক্ষ, ছাতিম গাছ। বহু। বি ; পু।

অযুত—১। অসংযুক্ত। নঞ্তৎ। বিণ। ২। দশসহস্র সংখ্যা, ১০০০০। বি ; ক্লী।

অযুতনায়ী (-নায়িন্)—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিঃ। মহাভৌমের ঔরসে ও প্রাসেনজিৎ-তনয়া সুযজ্ঞার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি অযুতসংখ্যক নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেই জন্যই ইহার নাম অযুতনায়ী।

ইনি পৃথুশ্রবার কন্যা কামার পাণিগ্রহণ করেন। কামার গর্ভে অক্রোধন নামে ইঁহার এক পুত্র হয়।

অযুদ্ধ—১। যুদ্ধ না করা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। যুদ্ধে অকুশল। কপ্র। বিণ; পু। [বিণ; পু।

অযুদ্ধা—অযোধ, যুদ্ধে অকুশল। কপ্র।

অয়ে—সম্বোধন; স্মরণ; বিষাদ; ক্রোধ; ভয়; সম্ভ্রম; ক্লান্তি। অ।

অয়েল—তেল, oil ইংরেজী শব্দ। বি।

অয়েলক্লথ—রঙিন ও মসৃণ কাপড় বিঃ, oil-cloth. ইংরেজী শব্দ। বি।

অযোগ—১। যোগাভাব, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষ; ধ্যানাভাব; যোগ্যতাভাব, অনুপযোগিতা; অনমুরাগ; বিরহ; অসম্বন্ধতা; কঠিনোদ্যম; কষ্ট; (জ্যোতিষ শাস্ত্রে) অশুভযোগ, কুযোগ; দুর্যোগ; বিরাগ, বিদ্বেষ। ন যোগ, নঞ্‌তৎ। ২। ঔষধ। কপ্র। বি; পু। ৩। যোগরহিত, বিযুক্ত। ন (নাই) যোগ যাহাতে, বহু। বিণ। ৪। স্বর্ণকারের কূট, নাভি (নাই)। উপ; অয়স্—গম্+ড কর্তৃ। বি; পু।

অয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যকন্যার গর্ভে উৎপন্ন সংকরজাতি বিঃ। শাস্ত্রানুসারে প্রতিলোম জাতিতে এক বর্ণের ব্যবধান থাকিলে তাহাকে স্পর্শ করা চলে। বৈশ্যে ও শূদ্রে কেবল এক বর্ণের ব্যবধান থাকায় অয়োগব জাতিকে স্পর্শ করা যায়। পরন্তু বর্তমান সময়ে প্রকৃত অয়োগব জাতি কাহারা ইহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অয়সের (লৌহের) ন্যায় গো (বাক্য) যাহার, বহু। বি; পু।

অযোগবাহ—বাঙ্গালায় অনুস্বার ও বিসর্গ এই দুইটি বর্ণকে অযোগবাহ বলে। অযোগ—ণিজন্ত বহ=বাহি (বহান)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

অয়োগুড়—অয়োগুল, লোহার গুলি বা ভাঁটা। মধ্যপ। বি; পু।

অয়োগুল—লোহার গুলি; লৌহচূর্ণাদি নির্মিত ঔষধের বড়ি। অয়ঃ (লৌহ) নির্মিত গুল, মধ্যপ। বি; পু।

অয়োগোলক—লৌহনির্মিত গোলাকার বস্তু, লোহার গোলা। অয়ঃ নির্মিত যে গোলক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অযোগ্য—অনুপযুক্ত, অনুপযোগী; অক্ষম, অকর্মণ্য; অনুচিত; (বেদাধ্যয়নাদিতে) অপাত্রভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযোগ্যতা, অযোগ্যত্ব—যোগ্য না হওয়া, যোগ্যতার অভাব, অনুপযুক্ততা, গুণহীনতা, নির্গুণত্ব; অনুপযোগিতা। অযোগ্য+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অযোগ্যমানী—যে আপনাকে অযোগ্য বিবেচনা করে। অযোগ্য—মন্ (মনে করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

অয়োগ্র—লৌহবদ্ধ লগুড়; লোহার মুষল; হাতুড়ি। অয়ঃ (লৌহ) অগ্রে যাহার, বহু। বি; ক্লী।

অয়োঘন—লৌহপিণ্ড, হাতুড়ি, মুদ্গর। অয়স্—হন্+অল্ করণ। বি; পু।

অযোত্র—১। যোত্রাভাব, ধনহীনতা, দৈন্য। ন যোত্র, নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। যোত্রহীন, নিঃস্ব, নির্ধন; দেউলিয়া। ন (নাই) যোত্র যাহার, বহু। বিণ।

অযোদ্ধা, অযোধ—অকুশল যোদ্ধা। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অযোধ্য—যাহার সহিত যুদ্ধ অনুচিত, যুদ্ধে অশক্য, দুর্ধর্ষ, অজেয়। নঞ্‌তৎ। নঞ্ (অ)—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

অযোধ্যা—১। যুদ্ধের অযোগ্যা। 'অযোধ্য' দ্রঃ। অযোধ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

২। উত্তর প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত সুবিখ্যাত নগর। অযোধ্যার সমৃদ্ধি ও গৌরব রামায়ণে বিশিষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নগরটি সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত। শ্রীরামচন্দ্রের সময়ে উহা সবিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। কথিত আছে যে, তৎকালে উহা দৈর্ঘ্যে ১২ যোজন ও প্রস্থে ২ যোজন বিস্তৃত ছিল। বর্তমান কালে কেবল বিস্তৃত ভগ্নস্তূপ সেই সমৃদ্ধি ও গৌরবের সাক্ষ্য দিতেছে। স্বয়ং মনু এই পুরী নির্মাণ করেন। মনু হইতে ১১২ পুরুষ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সুমিত্র অযোধ্যার সূর্যবংশীয় শেষ সম্রাট্। জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতির রাজগণ এই বংশ-সম্ভূত। সুমিত্রের মৃত্যুর অনেক পরে বিক্রমাদিত্য কিছুদিন রাজত্ব করেন। বিক্রমাদিত্যের পরে রাজধানী সমন্বিত কোশল রাজ্য যথাক্রমে সমুদ্রপাল, শ্রীবস্তং ও কান্যকুব্জ রাজগণের অধীনতায় আসে। পরে মুসলমান রাজগণ উহা অধিকৃত করেন। কোশল রাজ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতৃদ্বয়ের জন্মভূমি এবং উভয় ধর্মের আদি কর্মক্ষেত্র। মুসলমান অধিকারের সাক্ষ্য স্বরূপে বাবর ও আওরঙ্গজেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিনটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ বর্তমান আছে। বর্তমান কালে দর্শন সিংহ বা মানসিংহের মন্দির ও হনুমানগড় নামক অট্টালিকা অযোধ্যার প্রধান দ্রষ্টব্য।

আর্যগণ ভারতে আসিয়া যে যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, অযোধ্যা প্রদেশ তাহাদের অন্যতম। ঘর্ঘরা নদীর কয়েক ক্রোশ দূরে, কর্নেলগঞ্জ নামক স্থানের সন্নিকটে অগস্ত্য মুনির সমাধি অধিষ্ঠিত, এইরূপ লোকপ্রবাদ। উত্তর কালে স্থানটি বৌদ্ধ ধর্মের এবং বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্রস্বরূপ হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কান্যকুব্জের রাঠোর রাজা (শ্রীচন্দ্র দেব) রাজ্যটিকে বিধ্বস্ত করেন। সাহাবুদ্দিন ঘোরী কান্যকুব্জ জয় করিয়া অযোধ্যা আক্রমণ করেন (১১৯৪ খ্রীঃ)। ১২৪২ খ্রীঃ কমর-উদ্দিন কৈরাউ অযোধ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সেই সময় হইতে অযোধ্যা দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু যে সকল হিন্দু সামন্ত পূর্বাবধি এখানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, স্ব স্ব অধিকার-মধ্যে তাঁহাদের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, অযোধ্যার হিন্দু-রাজগণ অপেক্ষাকৃত অধিক স্বাধীনতা লাভ করেন। সাদত আলি খাঁ নামক জনৈক পারস্যদেশীয় বণিক্ খ্রীঃ ১৭৩২ অব্দে মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে অযোধ্যার সুবাদার পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি দিল্লীর সম্রাটের উজীরপদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং পদটিকে বংশানুক্রমিক করিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে অযোধ্যা বঙ্গলাংশে স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। ১৭৪৩ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে ইঁহার জামাতা সফদর জঙ্গ ইঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। দশ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র সুজা-উদ্দৌলা পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন। কয়েক বৎসর পরে তিনি দেখিলেন যে, বঙ্গদেশে ইংরেজের সহিত বাঙ্গালার সুবাদার মীর কাসিমের যুদ্ধ চলিতেছে। সেই অবসরে বিহারপ্রদেশ নিজাধিকারে লইবার অভিপ্রায়ে সুজা-উদ্দৌলা, হীনপ্রভ মোগল বাদশাহ সা আলম ও নির্বাসিত মীর কাসিমকে সঙ্গে লইয়া, পাটনা অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭৬৪ খ্রীঃ মেজর মন্‌রো বক্‌সারের যুদ্ধে ইঁহাকে পরাজিত করেন। তাহার ফলে মীর কাসিম বেরেলীতে পলায়ন করেন, এবং সা আলম ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কোরা এবং এলাহাবাদ অযোধ্যার শাসনভুক্ত ছিল। ১৭৬৫ খ্রীঃ যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে এই দুইটি স্থান বাদশাহকে দেওয়া হয়, অবশিষ্ট স্থানগুলি অযোধ্যাপতিকে দেওয়া হয়। বাদশাহ উক্ত স্থান দুইটি মহারাষ্ট্রীয়গণকে দান করেন। এ কার্যটি সন্ধির শর্ত-বিরুদ্ধ বলিয়া ইংরেজ-রাজ এই দুইটি স্থান ৫০ লক্ষ টাকায় অযোধ্যাপতিকে বিক্রয় করেন; ইহার বিনিময়ে অযোধ্যাপতি ইংরেজ-প্রেরিত সাহায্যকারী প্রত্যেক সেনাদলের ব্যয় স্বরূপে প্রতিমাসে ২,১০,০০০ সিক্কা

টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। ১৭৭৫ খ্রীঃ সুজা-উদ্দৌলার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র আসফ-উদ্দৌলা পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাঁহার সহিত ইংরেজ নূতন সন্ধি স্থাপন করেন। তাহার ফলে বেনারস, জৌনপুর, গাজিপুর এবং চৈৎ সিংহের সমস্ত সম্পত্তি ইংরেজের অধিকারে আসে। এ পর্যন্ত ফায়জাবাদই অযোধ্যাপতির বাসস্থান স্বরূপে ব্যবহৃত হইত। আসফ-উদ্দৌলা লক্ষ্ণৌ শহরে স্বীয় বাসস্থান স্থাপিত করেন। ১৭৮১ খ্রীঃ ইনি ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাজেয়াপ্ত জায়গীরগুলির পুনঃপ্রাপ্তির অনুমতি লাভ করেন। এই সুযোগে আসফ-উদ্দৌলা স্বীয় মাতা ও পিতামহীর সম্পত্তি নিজাধিকারে আনেন। আসফ-উদ্দৌলার মৃত্যুর পরে, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাদত আলি খাঁ অযোধ্যাপতির পদ অধিকার করেন (১৭৯৮)। ১৮০১ খ্রীঃ ইনি ইংরেজের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহার ফলে রোহিলখণ্ড সমেত ইঁহার প্রায় অর্ধেক সম্পত্তি ইংরেজের হস্তে আসে। ইঁহার পুত্র গায়েসউদ্দিন হায়দার (১৮১৪ খ্রীঃ) কিং (King) উপাধি সর্বপ্রথমে লাভ করেন। ইঁহার মৃত্যুর পরে নাসের উদ্দিন হায়দার (১৮২৭), মহম্মদ আলি সা (১৮৩৭), এবং আমজাদ আলি সা (১৮৪১), যথাক্রমে অযোধ্যার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াজেদ আলি সা অযোধ্যার সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনিই অযোধ্যার শেষ মুসলমান রাজা।

১৮৩১ খ্রীঃ লর্ড বেন্টিঙ্ক অযোধ্যাপতিকে শাসন-সংস্কার করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ইহার বিশ বৎসর পরে অযোধ্যার তদানীন্তন রেসিডেণ্ট কর্নেল শ্লীম্যান সাহেব প্রদেশটি স্বয়ং পর্যটন করিয়া দেশের আভ্যন্তরিক দুরবস্থা সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ মন্তব্য লাট-সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ লর্ড ড্যালহৌসী ওয়াজেদ আলি সার নিকট নিম্নলিখিত মর্মে একটি সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করেন:—ইংরেজ গভর্নমেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করিবেন, অযোধ্যাপতি ও তাঁহার বৈধ উত্তরাধিকারিগণ "কিং" (রাজা) এই উপাধিভূষিত থাকিবেন, এবং তাঁহাদের মর্যাদোচিত ব্যয়সংকুলনার্থে বার লক্ষ টাকা এবং প্রাসাদরক্ষক সেনার বেতন স্বরূপে তিন লক্ষ টাকা বৎসরে বৎসরে পাইবেন; লক্ষ্ণৌ, দিলখোষ ও বিবিপুর উদ্যান মধ্যে প্রাণদণ্ডপ্রদান ব্যতিরেকে রাজার প্রভুত্ব সর্ববিষয়ে অক্ষুণ্ণ থাকিবে; রাজবংশীয় অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তিকে গভর্নমেণ্ট স্বতন্ত্র বৃত্তি দিবেন।

এই প্রস্তাবে সম্মতি দিবার জন্য ওয়াজেদ আলি তিন দিন সময় পাইলেন, ওয়াজেদ আলি সম্মতিদানে অস্বীকৃত হইলে, ১৮৫৬ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে অযোধ্যাপ্রদেশ ইংরাজ-রাজ ভুক্ত করা হয়; পরে ১২ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিয়া ওয়াজেদ আলি সাকে কলিকাতার সন্নিকট মুচিখোলা নামক স্থানে বাস করিবার জন্য আনয়ন করা হয়। অতঃপর এইখানে ওয়াজেদ আলি সার মৃত্যু হয়।

অযোধ্যা-নাথ, -পতি—অযোধ্যার রাজা; শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

অযোধ্যানাথ পণ্ডিত—১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে আগ্রা নগরীতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা জাতিতে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ হইলেও ইঁহার পিতা পণ্ডিত কেদারনাথ ধনী বণিক্ ছিলেন, এবং কিছুকাল জাফরের নবাবের দেওয়ানীও করিয়াছিলেন। মেধাবী অযোধ্যানাথ আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আগ্রাতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু পরে প্রাদেশিক শাসনকর্তার প্রধান বাসস্থল আগ্রা হইতে এলাহাবাদে পরিবর্তিত হইলে অযোধ্যানাথও আগ্রা পরিত্যাগপূর্বক এলাহাবাদে যাইয়া আইন-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় অযোধ্যানাথই প্রথম দেশীয় সভ্য। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়েরও একজন উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন।

তিনি ভারতের জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে যোগদান করেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই উক্ত সভার অন্যতম নেতা হইয়া উঠেন। সাধারণ হিতকর সকল কার্যেই তিনি নিঃস্বার্থভাবে সম্পন্ন করিতেন কদাপি তাহাতে স্বার্থসাধনের প্রয়াস পাইতেন না। এই মনস্বী ভারত-সন্তান ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অকালে কালকবলিত হন। তাঁহার ন্যায় নিঃস্বার্থ স্বদেশ-প্রীতি অধুনা অত্যন্ত বিরল। তাঁহার সকল কার্যেই স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হইত।

অযোধ্যারাম—১। সাধারণ্যে ইনি আজু গোসাঞী নামে পরিচিত। ইঁহার নিবাস কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের বাসস্থান হালিসহর। ইঁহার পিতা রামরাম গোস্বামী সংস্কৃতশাস্ত্রে বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। আজু গোসাঞী তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চরিত্র কিছু অসাধারণপ্রকার ছিল। তাঁহার কতকটা যেন পাগলামি ছিল, কিন্তু, সেই পাগলামির ভিতর খানিকটা কবিত্বশক্তিও ছিল। কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্র হালিসহরে আসিলে কবিরঞ্জন ও আজু গোসাঞীকে আনাইয়া কৌতুক দেখিতেন। কবিরঞ্জন কোনও গান রচনা করিলে আজু গোসাঞী বিদ্রূপ করিয়া তাহার উত্তরে আর একটি গান রচনা করিয়া শুনাইতেন।

২। অযোধ্যারাম নামে আরও একজন কবি ছিলেন। ইনি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি তাদৃশ প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন না।

অযোনি-১। যোনি ভিন্ন অন্য স্থান (মুখাদি)। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অজন্ম, অনাদিকারণ, জন্মরহিত; হীন-যোনিজাত, অগর্ভসম্ভূত (সীতা প্রভৃতি); আদিম; নিত্য। ন (নাই) যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বিণ। ৩। পদ্মযোনি ব্রহ্মা; স্বয়ম্ভূ শিব; মুষল। বি; পু।

অযোনিজ—১। অগর্ভজাত, যাহা যোনি হইতে জন্মে নাই (যেমন উদ্ভিদ্ ও কৃমিদংশাদি)। ন যোনিজ, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। পরমেশ্বর; বিষ্ণু; ব্রহ্মার মানস-পুত্র মনু-নারদাদি। বি; পু।

অযোনিজা-১। অগর্ভজাতা। ন যোনিজা, নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। আদ্যাশক্তি; (লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে অর্থাৎ ভূমি হইতে উৎপন্না বলিয়া) সীতা; (যজ্ঞ হইতে উৎপন্না বলিয়া) দ্রৌপদী। বি; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভব—অযোনিসম্ভূত, অযোনিজ, অগর্ভজাত। ন যোনিসম্ভব, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অযোনিসম্ভবা—১। অযোনিজা। নঞ্‌তৎ। 'অযোনিসম্ভব' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা, জানকী। বি; স্ত্রী।

অযোনিসম্ভূত—অগর্ভজাত, যোনি হইতে যাহার উৎপত্তি হয় নাই। যোনি হইতে সম্ভূত = যোনিসম্ভূত, ৫তৎ; ন যোনিসম্ভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অয়োময়—লৌহময়, লৌহনির্মিত বা লৌহ-পূর্ণ, আয়স। অয়স্ + ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**অয়োময়ী**।

অয়োমল—লৌহমল, লোহার মরিচা। ৬তৎ। অয়ঃ + মল। বি; ক্লী।

অয়োমুখ—১। লৌহাগ্র বাণ; দানব বিঃ। অয়ঃ আছে মুখে যাহার, বহু। বি; পু। ২। অয়োমুখবিশিষ্ট, লৌহমুখ-বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**।

অয়োহৃদয়—লৌহবৎ কঠিন হৃদয়, নিষ্করুণ। বহু। বিণ।

অযৌক্তিক—যুক্তিবিরুদ্ধ, যুক্তিবহির্ভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অযৌক্তিকী**। বি, -তা, -ত্ব।

অযৌগিক—প্রকৃতিপ্রত্যয়যোগে অসিদ্ধ, অব্যুৎপন্ন, রূঢ়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অর—১। চাকার পাখি, spoke. ঋ+অল্ করণ। বি; স্ত্রী। ২। শীঘ্র। ঋ+অল্ কর্তৃ। ৩। শীঘ্রগামী। বিণ। স্ত্রী অরা। ৪। জৈন দেবর্ষি বিঃ। বি; পু।

অরক—শৈবাল; পর্পটবৃক্ষ। ঋ (গমন করা) +অল্ কর্তৃ+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

অরক্ষণীয়—যাহা রক্ষা করা অসাধ্য; যাহা রাখিতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরক্ষণীয়া—যে কন্যাকে বিবাহ না দিয়া আর রাখা চলে না, অরক্ষণে। নঞ্‌তৎ। বিণ; স্ত্রী।

অরক্ষিত—যাহা রক্ষা করা হয় নাই; অপালিত; অপ্রতিপালিত; অসঞ্চিত; অগচ্ছিত; ব্যভিচার হইতে অনিবারিত ('— নারী'), অগুপ্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরক্ষিতা (-তৃ)—অপালক ('— রাজা')। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু।

অরক্ষ্য—যাহা রাখা যায় না। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরগুণ—সদ্‌গুণ, ভাল গুণ। ['অরগুণ নাই বরগুণ' (২৪ পরগনা); 'আরগুণ নাই চারগুণ' (ঢাকা)।] বাংপ্র। বি।

অরগ্বধ—সোঁদালী গাছ। বি; পু।

অরঘট্ট, অরঘট্টক—কূপ, ইঁদারা, পাতকুয়া; কূপ হইতে জলোত্তোলন-যন্ত্র। অর—ঘট্ট (চালিত করা)+অন্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

অরঘট্টঘটিকা—কূপের ভিত্তিগর্ত; কূপের পাড়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অরঙ্গ—১। রঙ্গহীন। ন (নাই) রঙ্গ যাহার, বহু। ২। শীঘ্রগামী। অর—গম (গমন করা)+খ কর্তৃ। বিণ।

অরজন—'অর্জন' শব্দের অপভ্রংশ।

অরজাঃ (অরজস্)—১। অনার্তবা স্ত্রী, যে স্ত্রী ঋতুমতী হয় নাই। ন (হয় নাই) রজঃ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী। ২। রজোগুণরহিত। ন (নাই) রজঃ (রজোগুণ) যাহার, বহু। ৩। ধূলিশূন্য। ন (নাই) রজঃ (ধূলি) যাহাতে, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ৪। অনার্তবা, অরজস্বলা। ন (হয় নাই) রজঃ যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

অরণ—১। যুদ্ধহীন। বহু। বিণ। ২। শরণ, আশ্রয়। ঋ+অন কর্ম। বি; স্ত্রী।

অরণি—১। ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ, নির্মন্থ্য দারু। ঋ (গমন করা)+অনি। বি; পু বা স্ত্রী। ২। গণিকারিকা বৃক্ষ; চকমকি পাথর। বি; পু। ৩। সূর্য; অগ্নি। ঋ+অনি কর্তৃ। বি; পু। ৪। যাত্রা। ৫। মার্গ, সরণি। ঋ+অনি করণ। বি; স্ত্রী।

অরণী—অরণি, ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি জ্বালিবার কাষ্ঠ। অরণি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অরণীকেতু—গণিকারিকা বৃক্ষ (ইহার কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়)। অরণী কেতু যাহার, বহু। বি; পু।

অরণ্য—১। বন। ঋ (গমন করা)+অন্য অধি। বি; ক্লী। ২। কট্‌ফলবৃক্ষ, কয়াফলের গাছ; রৈবত মনুর পুত্র; শঙ্করাচার্যকৃত ব্রহ্মচারী পরিব্রাজকের দশ উপাধির একতম। ঋ+অন্য কর্তৃ। বি; পু। ৩। অরণ্যষষ্ঠী। কপ্র; বাংপ্র। বি।

অরণ্যকদলী—গিরিকদলী, পাহাড়ী কলা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অরণ্যচন্দ্রিকা—বনের জোৎস্না; দর্শকাভাবে বনজোৎস্নাশোভার ন্যায় ব্যর্থ ভূষণাদি জন্য শোভা, নিষ্ফল ভূষণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অরণ্যচর—বনচর, বনবিহারী, যাহারা বনে বনে ভ্রমণ করে। উপতৎ; অরণ্য—চর+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অরণ্যচরী**।

অরণ্যজ—বনজাত, বন্য, বুনো। অরণ্য জন+ড কর্তৃ। বিণ।

অরণ্যজাত—বনজাত, বন্য, বুনো। ৭তৎ। বিণ।

অরণ্যজীর—বনজীরা। অরণ্যজাত যে জীর, মধ্যপ। বি; পু।

অরণ্যধর্ম—বানপ্রস্থধর্ম; বন্যভাব, অশান্তপ্রকৃতি। বি; পু। বি; স্ত্রী।

অরণ্যধান্য—নীবার, উড়িধান। ৬তৎ।

অরণ্যবহ্নি—দাবানল। ৬তৎ। বি; পু।

অরণ্যবায়স—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। ৬তৎ। বি; পু।

অরণ্যবাস—১। বনবাস, বনে থাকা। ৭তৎ। ২। বনমধ্যস্থ আশ্রম। অরণ্যমধ্যস্থ বাস, মধ্যপ। বি; পু।

অরণ্যবাসী (-বাসিন্)—বনবাসী। অরণ্য-বস (বাস করা)+ণিন কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অরণ্যবাসিনী**।

অরণ্যভব—বনজ, বন্য। ৭তৎ। বিণ।

অরণ্যমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অরণ্যময়—বনময়, বনে পূর্ণ। অরণ্য+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**অরণ্যময়ী**।

অরণ্যমুদ্গ—বনমুগ। অরণ্যজাত যে মুদ্গ, মধ্যপ। বি; পু।

অরণ্যরক্ষক—বনরক্ষক, বনরক্ষাকারী কর্মচারী। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

অরণ্যরাট্ (-রাজ্)—বনরাজ, ব্যাঘ্র; সিংহ। বি; পু।

অরণ্যরোদন, অরণ্যে রোদন—জনশূন্য বনে শ্রোতার অভাবে বিফল রোদনের ন্যায় হৃদয়হীনের নিকট দুঃখ জ্ঞাপন, নিষ্ফল আবেদন। ৭তৎ। বি; ক্লী।

অরণ্যশালি—নীবার, উড়িধান। অরণ্যজাত শালি, মধ্যপ। বি; পু।

অরণ্যশুনী—বৃকী, নেকড়েবাঘিনী। 'অরণ্যশ্ব' দ্রঃ। অরণ্যশ্বন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অরণ্যশূরণ—বুনো ওল। অরণ্যজাত শূরণ, মধ্যপ। বি; পু।

অরণ্যশ্বা (-শ্বন্)—বৃক, নেকড়ে বাঘ। অরণ্যের শ্বা (কুকুর), ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী—**অরণ্যশুনী** (—বৃকী)।

অরণ্যষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লষষ্ঠী; জামাইষষ্ঠী; বাঁটাষষ্ঠী [এই ষষ্ঠীতে হিন্দুললনারা এক হস্তে ব্যজন ধরিয়া অরণ্যে গমনপূর্বক সুসন্তানলাভার্থে ষষ্ঠীদেবীর আরাধনা করে এবং কন্দ ফলমূল আহার করিয়া থাকে]। বি; স্ত্রী।

অরণ্যানী—বৃহদ্‌বন, মহাবন; অতি বিস্তৃত অটবী। অরণ্য+আন মহদর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঙপ্। বি; স্ত্রী।

অরণ্যৌকাঃ (-কস্)—বনবাসী, বানপ্রস্থ। অরণ্য ওকঃ যাহার, বহু। বিণ।

অরত—অপ্রবৃত্ত, অনিযুক্ত; অনাসক্ত; অননুরক্ত; অসন্তুষ্ট, বিরক্ত; বিতৃষ্ণ; বিরাগী, উদাসীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, -তা।

অরতত্রপ—১। রতিক্রিয়া বিষয়ে লজ্জাবোধবিহীন। ন (নাই) রতে (রমণে) ত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ত্রপা। ২। কুকুর। বি; পু।

অরতল—অনুরক্ত। বিণ। প্রা কপ্র।

অরতি—১। অস্থির চিত্ত; মনের ব্যাকুলিত ভাব; রাগের অভাব, বিরাগ; রতিবিরহ; উদ্বেগ; ইষ্টবিয়োগ; নিশ্চেষ্টতা; অসন্তোষ। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। উদ্বেগ; ক্রোধ। ঋ (গমন করা)+অতি। বি; পু। ৩। রতিহীন, আসক্তিহীন; অনুরাগহীন; নিরুদ্যম; প্রীতিরহিত। ন (নাই) রতি যাহার, বহু। বিণ।

অরত্নি—কফোণি, কূর্পর, কনুই; কনুই হইতে বিস্তৃত কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত হস্তপরিমাণ; কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টি। ন (অ)—ঋ (গমন করা)+কত্নি কর্তৃ। বি; পু।

অরথিত—প্রার্থিত, যাচিত। 'অর্থিত' পদের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। বিণ।

অরন্ধন—১। পাকাভাব, রান্না না হওয়া। ন রন্ধন, নঞ্‌তৎ। ২। বাংলা দেশে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে ও আশ্বিনমাসের

সংক্রান্তিতে অরন্ধনের ব্যবস্থা আছে। কোন কোন স্থানে দশহরার দিন হইতে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতি পঞ্চমীতে এবং অন্যান্য অনেক দিনে অরন্ধন পালিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ লোকে ইহাকে "আরন্দ" বলে। অরন্ধনের পূর্ব রাত্রিতে স্ত্রীলোকেরা অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া রাখেন, এবং ভাত নষ্ট হইবে বলিয়া তাহাতে জল দিয়া থাকেন। অরন্ধনের দিন উনান জ্বালিতে নাই। সেদিন গৃহিণীরা উনানের বাহিরে ও ভিতরে আলিপনা দেন এবং ঘরে মনসা পূজা করেন। ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে যে অরন্ধন হয়, তাহাকে 'বুড়ী-আরন্দ' এবং অন্যান্য দিনের অরন্ধনকে 'ইচ্ছা-আরন্দ' বলে। ন (নাই) রন্ধন যাহাতে, বহ। বি; স্ত্রী।

অরব—১। রবের অভাব, শব্দহীনতা। ন রব, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। রবহীন, নীরব, নিঃশব্দ। ন (নাই) রব যাহার, বহ। বিণ। স্ত্রী—**অরবা**।

অরবিন্দ—১। পদ্ম; নীলোৎপল; রক্তকমল; সারস পক্ষী; তাম্র। অর—বিদ +শ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। শ্রেষ্ঠার্থবাচক ('উড়িষ্যার অরবিন্দ কটকনগর')। কপ্র। বি।

অরবিন্দ ঘোষ—১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই আগস্ট কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। সুবিখ্যাত ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ ইঁহার পিতা ও প্রথিতনামা ব্রাহ্মসংস্কারক ৺রাজনারায়ণ বসু ইঁহার মাতামহ। ডাক্তার কে. ডি. ঘোষ ইংলণ্ডে গিয়া আই. এম্. এস্. হইয়া আসিয়াছিলেন এবং পুত্রগণকে সম্পূর্ণ ইংরেজী আদর্শে শিক্ষা দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। অরবিন্দ অতি শৈশবে কিছুদিন দার্জিলিং সেন্ট পলস্ স্কুলে পাঠ করিয়া সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইংলণ্ডে প্রেরিত হন। ইনি ম্যাঞ্চেস্টার নগরে কিছুদিন কোনও শিক্ষকের নিকট বিদ্যা অভ্যাস করিয়া, লণ্ডন নগরে সেন্ট পল্‌স্ স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দেন, এবং গুণানুসারে দশম স্থান অধিকার করেন। গ্রীক্ ভাষায় ইনি প্রথম হইয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বারোহণ-বিদ্যার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ায় ইনি সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ইনি কেম্ব্রিজে বৃত্তিলাভ করতঃ কিংস্ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে উপাধি পরীক্ষা দিয়া ক্লাসিকাল ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ইহঃপূর্বেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে বরদার মহারাজার ইংলণ্ডে অবস্থানকালে অরবিন্দ তাঁহার সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহার অধীনে কর্ম গ্রহণ করিয়া বরদায় আসেন। সেখানে কর্ম হইতে কর্মান্তরে নিযুক্ত হইয়া পরিশেষে বরদা কলেজের ভাইস্ প্রিন্সিপ্যালের পদ অলংকৃত করেন এবং ৭৫০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতে থাকেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' উপলক্ষে 'স্বদেশী' ও 'বয়কটে'র মহা আন্দোলন উপস্থিত হইলে ইনি বাংলায় প্রত্যাগমন করিয়া উক্ত আন্দোলনে যোগদান করেন। উক্ত সালের শেষভাগে ইনি "ন্যাশন্যাল কলেজে"র প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন এবং স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রতিষ্ঠিত "বন্দে মাতরম্" নামক নূতন ইংরেজী সংবাদপত্রের অন্যতম ডিরেক্টর মনোনীত হন। ইঁহার অধ্যক্ষতায় উক্ত পত্র অবিলম্বে জনসমাজে অত্যধিক সমাদর ও প্রচার লাভ করে, এবং এই সময় হইতেই ইঁহার নাম ও যশঃসৌরভ ভারতময় বিকীর্ণ হয়। ইঁহার ওজস্বিনী ভাষা, ভাবের গভীরতা ও যুক্তির সারবত্তায় সকলে চমৎকৃত হন, এবং ইনি শীঘ্রই ন্যাশনলিস্ট সম্প্রদায়ের নেতা বলিয়া পরিগণিত হন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট কন্‌ফারেন্স ও সুরাটের কংগ্রেস সভায় ইনি যোগদান করেন এবং শেষোক্ত সভায় সাম্প্রদায়িক বিরোধবশতঃ কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ার পর, ইনি বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের নানাস্থানে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন, এবং কিঞ্চিদধিক দুই মাস পরে ইনি রাজদ্রোহী ও ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া ধৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। অন্যান্য বহুব্যক্তির সহিত একত্র বিচারোপলক্ষে বৎসরাধিক কাল কারাবাসের পর সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের যত্নে ইনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ প্রমাণিত হইয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। ভারতবর্ষে এরূপ রাষ্ট্রীয় মকদ্দমা (lat ri:l) অদ্বিতীয়। "বন্দে মাতরম্" পত্র বন্ধ হইয়া গেলে ইংরেজীতে "কর্মযোগিন" নামে এক সাপ্তাহিক পত্র বাহির হয়। অরবিন্দ তাহাতেও প্রবন্ধাদি লিখিতেন ও ইহাতে প্রথম তাঁহার বঙ্কিমের আনন্দমঠের ইংরেজী অনুবাদ বাহির হইতে থাকে। পরে "কর্মযোগিন"ও উঠিয়া যায়। তদবধি ইনি রাজনৈতিক এবং সকলপ্রকার সামাজিক কর্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত হইয়া পণ্ডিচেরীতে নির্জনে ভগবচ্চিন্তায় দিনযাপন করিতে থাকেন। তথায় অবস্থান করিয়া অরবিন্দ "আর্য" নামক একখানি ইংরেজী দার্শনিক মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইঁহার তুল্য বিদ্বান্, উদারচেতাঃ, গভীরদর্শী, আত্মত্যাগী ও স্বদেশ-বৎসল মনীষী পুরুষ সচরাচর নয়নগোচর হয় না। ইঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে—"Urv.sie," "Songs to M.r illa a d o her P.e.ns" নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং "The Hero and the Nympl." নামক কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'র ইংরেজী অনুবাদ গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ খ্রীঃ ইনি দেহরক্ষা করেন।

অরবিন্দাক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, পদ্মপলাশলোচন। বহ। বি; পু।

অরবিন্দিনী—পদ্মিনী; পদ্মসমূহ; পদ্মযুক্ত স্থান; পদ্মাকর। অরবিন্দ+ইন্ সমূহার্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অরম অধম, অপকৃষ্ট, গর্হিত, নিন্দিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরমণীয়, অরম্য—অমনোরম, অপ্রীতিকর, অসুন্দর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরর ১। কোষ, আবরণ, পাপ। ঋ (গমন করা)+অরন্ অধি। ২। বংশকোষ; কবাট। ঋ+অরন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। যুদ্ধ; চর্মভেদক ছুরিকা; আরা, awl. বি; পু।

অররু—শত্রু। ঋ (বধ করা)+অরুন। বি; পু।

অররে—সম্বোধন। অ।

অরস—১। রসহীন, বিরস, নীরস; নিরানন্দ, কর্কশ, অরসিক; স্বাদহীন, বিস্বাদ, বেতার। ন (নাই) রস যাহার বা যাহাতে, বহ। বিণ। ২। স্বাদহীনতা; অপ্রশস্ত বা মধুরাদি ভিন্ন রস। নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অরসজ্ঞ—রসবোধহীন, অরসিক। নঞ্‌তৎ। [বিণ।

অরসিক রসবোধহীন, যাহার রসবোধ নাই; নিঃস্বাদ, নীরস। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরহর—ডাইল বিঃ, আড়হর ডাল। বাংপ্র। বি।

অরাজক—১। রাজশূন্য, যে দেশে রাজা নাই; রাজশাসনশূন্য, যে দেশে রাজা থাকিলেও রাজার তেমন শাসন নাই। ন (নাই) রাজা যাহাতে, বহ। বিণ। ২। রাজশক্তির অবিদ্যমানতা, অরাজকতা। বি।

অরাতি—শত্রু, অরি, রিপু। ন (অ)—রা (দান করা)+তি কর্তৃ। বি; পু।

অরাতিতপন—শত্রুপীড়ক, বিপক্ষদমনকারী। ৬তৎ। বিণ।

অরাতিদমন—১। বিপক্ষনিবারণ, শত্রুনাশ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। শত্রুদমনকারী, অরাতিতপন। বিণ।

অরাতিভঙ্গ—শত্রুনাশ, বিপক্ষদমন। ৬তৎ। বি; পু।

অরাম—রামশূন্য। ন (নাই) রাম যেখানে, বহু। বিণ।

অরাল—১। নত, কুটিল, বক্র, বাঁকা। অর—আ—লা+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অরালা**। ২। বক্রহস্ত; মত্তগজ, বন্যহস্তী; ধুনা। বি; পু।

অরালা—১। নতা, কুটিলা। অরাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বেশ্যা; বিনীতা স্ত্রী; যে রমণীর শীঘ্রই বিশ্বাস জন্মে। বি; স্ত্রী।

অরাবণ—রাবণহীন, দশাননশূন্য। ন (নাই) রাবণ যথা, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অরাবণা**।

অরি—অরাতি, শত্রু, বিপক্ষ; কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপু; রথচক্র; ৬ সংখ্যা। ঋ (বধ করা)+ই কর্তৃ। বি; পু।

অরিঘ্নী—শত্রুনাশিনী। 'অরিহা' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী।

অরিত্র—নৌকার কর্ণ, হাল বা দাঁড়; গমনসাধন বাহনাদি। ঋ (গমন করা)+ইত্র করণ। বি; ক্লী।

অরিনন্দন—১। শত্রুর আনন্দজনক, বিপক্ষের হর্ষবর্ধক। ৬তৎ। বিণ। ২। শত্রুতনয়। বি; পু।

অরিন্দম—শত্রুদমনকারী। উপতৎ; অরি (শত্রু)—দম (দমন করা)+খ কর্তৃ। বিণ।

অরিন্দমী (-মিন্)—শত্রুদমনকারী, অরাতিবিজয়ী। অলুক্ সমাস; অরিম্ (শত্রুকে) দম (দমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

অরিমর্দ—কালকাসান্দা গাছ। উপতৎ; অরি (শত্রু, রোগ)+মৃদ (মর্দন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

অরিমর্দন—১। শত্রুদমনকারক, অরাতিনাশক। ৬তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর। ৩। অর্জুনের নামান্তর। ৪। শ্বফল্কের ঔরসে গান্দিনীর গর্ভে জাত পুত্র, অক্রূরের সহোদর। বি; পু।

অরিমিত্র—শত্রুর বন্ধু বা সহায়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অরিমেদ, -ক—বিট্‌খদির, গুয়েবাবলা। অরি—মিদ+অল্ কর্তৃ, পক্ষে+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

অরিষ্ট—১। সূতিকাগৃহ, আঁতুড় ঘর; অন্তঃপুর; শুভ বা অশুভ অদৃষ্ট। ন (নাই) রিষ্ট (অমঙ্গল) যাহাতে, বহু। ২। মৃত্যুচিহ্ন; মদ্য; তক্র, ঘোল; অনিষ্টসূচক উৎপাত; গুড়মিশ্রিত ঔষধ বিঃ। ন (হয় না) রিষ্ট (অশুভ) যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী। ৩। নিম্ববৃক্ষ; লশুনবৃক্ষ। ন (নাই) রিষ্ট (অনিষ্ট) যাহা হইতে, বহু। ৪। কাক; কঙ্কপক্ষী, কাক। ন (নাই) রিষ্ট (অকালমৃত্যু) যাহার, বহু। বি; পু। ৫। মৃত্যুহীন, অবিনশ্বর; অক্ষত, অহিংসিত; কুশল, নিপুণ। বিণ।

৬। অসুর বিঃ, বলি নামক দানবের পুত্র। অরিষ্ট কংসরাজের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণের বধার্থে কংসকর্তৃক নন্দালয়ে প্রেরিত হইলে অসুর বৃষভের রূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া বৃষরূপী অরিষ্ট তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ ইহার শৃঙ্গধারণপূর্বক ইহাকে নিরতিশয় নিপীড়িত করিলেন, এবং বামশৃঙ্গ উৎপাটনপূর্বক তদ্দারা বৃষরাজকে আঘাত করিয়া শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। এইরূপে অরিষ্টাসুরের ভবলীলা সাঙ্গ হয়।

অরিষ্টতাতি—মঙ্গলকর, সুখকর, শুভজনক। অরিষ্ট+তাতি। বিণ।

অরিষ্টদুষ্ট—মৃত্যুচিহ্ন দ্বারা দুষ্ট; মদ্যপান দ্বারা দুষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

অরিষ্টদুষ্টধী—আসন্নমৃত্যু জন্য দূষিতবুদ্ধি; মরণ-কুবুদ্ধিযুক্ত। অরিষ্টদুষ্টা ধী যাহার, বহু। বিণ।

অরিষ্টনেমি—১। কশ্যপমুনির পুত্র, বিনতার গর্ভে ইঁহার জন্ম।

২। জনৈক প্রজাপতি, ইনি দক্ষের চারিটি কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।

৩। বৃষ্ণির প্রপৌত্র, চিত্রকের পুত্র।

৪। সূর্যের রথে অধিষ্ঠিত যক্ষের নামও অরিষ্টনেমি।

৫। তীর্থঙ্কর জিন বিঃ। বি; পু।

অরিষ্টসূদন—১। অরিষ্টনাশক। অরিষ্টের সূদন, ৬তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

অরিষ্টা—১। মরণহীনা, ইঃ। 'অরিষ্ট' দ্রঃ। অরিষ্ট+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কটকী ফলের গাছ। বি; স্ত্রী।

৩। দক্ষের অন্যতমা কন্যা, কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে ইনি চতুর্থ।

অরিহা (-হন্)-১। শত্রুহননকারী, রিপুনাশক। উপতৎ; অরি—হন (হনন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অরিঘ্নী**। ২। সূর্য। বি; পু।

অরিহিংসক—শত্রুনাশক, বৈরিঘাতক; বৈরনির্ঘাতক, শত্রুতার প্রতিশোধদানকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সিকা**।

অরীতি—অপ্রথা, অপ্রচলন; অনিয়ম। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অরু-১। রক্তবর্ণ। 'অরুণ' শব্দের অপভ্রংশ। ২। আর; অন্য। বাংপ্র। বিণ।

অরুঃ (অরুস্)—১। সূর্য; রক্ত খদির। ঋ+উস্ কর্তৃ, যে গমন করে। বি; পু। ২। ব্রণ, স্ফোটক; ক্ষত, ঘা। বি; পু বা ক্লী। ৩। মর্ম; সন্ধিস্থান। অ।

অরুক্ (অরুজ্)—রোগহীন, নীরোগ, সুস্থ। ন (অ)—রুজ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অরুচি—১। বিরাগ, অনভিলাষ, অপ্রীতি; বিতৃষ্ণা, অশ্রদ্ধা; আহারে অনিচ্ছারূপ রোগ বিঃ। ন রুচি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ইচ্ছাহীন; দীপ্তিশূন্য। ন (নাই) রুচি যাহার, বহু। বিণ।

অরুচি-কর, -জনক—অপ্রীতিদায়ক, অসন্তোষজনক, বিরক্তিকর; বিতৃষ্ণাজনক, অশ্রদ্ধাকর, অভক্তিজনক; অনাহারজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

অরুচির—অমধুর, অপ্রীতিকর; অমনোজ্ঞ, অরমণীয়, অসুন্দর; অনুজ্জ্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অরুঝাছি—জড়াইয়া। প্রা কপ্র।

অরুণ—১। রক্তবর্ণযুক্ত। ঋ (গমন করা)+উনন্ কর্তৃ। বিণ। ২। কুঙ্কুম; সিন্দুর। বি; ক্লী। ৩। নবোদিত সূর্য; কৃষ্ণলোহিত বর্ণ; অব্যক্ত রক্তবর্ণ; কপিলবর্ণ; সন্ধ্যারাগ; কুষ্ঠ বিঃ; নিঃশব্দ ব্যক্তি, মূক, বোবা; আকন্দ গাছ; গুড়। বি; পু।

৪। সূর্যের সারথির নাম। কশ্যপ মুনির ঔরসে বিনতার গর্ভে ইঁহার জন্ম। যে অণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়, তাহা অকালে ভগ্ন হওয়াতে ইনি জানুহীন হন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম অনূরু। ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের নাম গরুড়। শ্যেনীর গর্ভে সম্পাতি ও জটায়ু নামে অরুণের দুই পুত্র হয়। [ক্লী।

অরুণকমল—রক্তোৎপল। কর্মধা। বি;

অরুণ-জ্যোতিঃ (-তিস্)—সূর্যসারথির দ্যুতি; বালসূর্যের দীপ্তি; উষালোক, প্রভাতের আলো; সৌরকর, রৌদ্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অরুণ-নয়ন, -নেত্র—১। রক্তবর্ণ চক্ষু। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। আরক্তলোচন, রাঙ্গা চক্ষুবিশিষ্ট। অরুণ নয়ন বা নেত্র যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নয়না, -নেত্রা**।

অরুণলোচন—১। রক্তবর্ণ নেত্র। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। আরক্তনয়ন, রক্তবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট। অরুণ লোচন যাহার, বহু। বিণ। ৩। পারাবত, পায়রা। বি; পু।

অরুণসারথি—সূর্য। অরুণ হইয়াছে সারথি যাহার, বহু। বি; পু।

অরুণা—১। রক্তবর্ণা। 'অরুণ' দ্রঃ। অরুণ +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মঞ্জিষ্ঠা; শ্যামা ঘাস; অতিবিষা; কদম্ব পুষ্প; ইন্দ্রবারুণী; গুঞ্জা; তেউড়ী; প্রকর্ষীপস্থ প্রধান নদীর নাম। বি; স্ত্রী।
৩। অপ্সরা বিঃ; কশ্যপের ঔরসে তাঁহার প্রধান নাম্নী পত্নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম।

অরুণাগ্রজ—গরুড়। অরুণ হইয়াছে অগ্রজ যাহার, বহু। ['অরুণ' দ্রঃ]। বি; পু।

অরুণাত্মজ—অরুণ-তনয়, জটায়ু পক্ষী। অরুণের আত্মজ, ৬তৎ। বি; পু।

অরুণানুজ—গরুড় পক্ষী। ['অরুণ' ও 'গরুড়' দ্রঃ]। অরুণের অনুজ, ৬তৎ। বি; পু।

অরুণাবরজ—গরুড়। অরুণের অবরজ (কনিষ্ঠ), ৬তৎ। বি; পু। ['অরুণ' দ্রঃ]।

অরুণিত—লোহিতবর্ণপ্রাপ্ত। অরুণ + ইত জাতার্থে। বিণ।

অরুণিম—রক্তাভ, আরক্তবর্ণ। বাংপ্র। অরুণিমন্ শব্দের অপভ্রংশ। ('অরুণিমা' দ্রঃ)। বিণ।

অরুণিমা (-মন্)—রক্তিমা, গোলাপী আভা। অরুণ+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

অরুণোদয়—সূর্যোদয়ের পূর্ববর্তী কাল, সূর্যোদয়ের দুই মুহূর্ত অর্থাৎ চারি দণ্ড পূর্ববর্তী কালকে অরুণোদয় বলে, উষাকাল। অরুণের উদয় হয় যৎকালে, বহু। বি; পু।

অরুণোদয়-সপ্তমী—মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী, মাকরী সপ্তমী। অরুণোদয়ে স্থিতা সপ্তমী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী সূর্যগ্রহণতুল্য, ঐ তিথিতে অরুণোদয় বেলায় স্নান করিলে মহাফল হয়।]

অরুণোপল—পদ্মরাগমণি, চুনি। অরুণ (রক্তবর্ণ) যে উপল (প্রস্তর), কর্মধা। বি; পু।

অরুন্তুদ—মর্মপীড়াদায়ক, মর্মভেদী, অত্যন্ত ক্লেশদায়ক; পরুষ, কঠোর। অরুস্ (মর্মস্থান)—তুদ (পীড়া দেওয়া)+ খশ্ কর্তৃ, নিপাতনে। বিণ। স্ত্রী—অরুন্তুদা।

অরুন্ধতী—১। মহামুনি বশিষ্ঠের পত্নী; তন্নামক নক্ষত্র বিঃ। ন (অ)—রুধ (রোধ করা)+ শতৃ কর্তৃ+ঈপ্, নিপাতনে। বি; স্ত্রী। কর্দম মুনির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি এই মর্ত্যলোকে পতিভক্তি ও পতিসেবার অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সেই ধর্মফলে স্বামীর সহিত নক্ষত্রলোকে গমন করিয়াছেন। সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে অরুন্ধতীর উদয় হয়। কথিত আছে যে, যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, সে ঐ নক্ষত্র দেখিতে পায় না। এদেশের হিন্দুরা বিবাহ করিয়া কুশণ্ডিকার সময়ে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখায়। তাহার তাৎপর্য এই যে, অরুন্ধতী যেরূপ পতিভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া অতুল সুখ ও যশোভাগিনী হইয়াছেন, নববধূও যেন সেইরূপ পাতিব্রত্যধর্ম পালন করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নবতী হন।
২। দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা।

অরুন্ধতীজানি—বশিষ্ঠ। অরুন্ধতী জায়া যাহার, বহু। বি; পু। (বহুব্রীহি সমাসে "জায়া" শব্দ স্থানে "জানি" আদেশ; যথা —যুবজানি]।

অরুষ্ক—১। মর্মন্তুদ, পীড়াদায়ক। অরুস্ (মর্মস্থান)—কৈ (পীড়া দেওয়া)+ক কর্তৃ। বিণ। ২। ভেলাগাছ। বি; পু।

অরুষ্কর—১। ব্রণজনক; ক্ষতকারক; ক্ষয়সাধক। অরুস্—কৃ (করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—অরুষ্করী। ২। ভল্লাতক, ভেলাফল। বি; স্ত্রী। ৩। ভল্লাতক বৃক্ষ, ভেলাগাছ। বি; পু।

অরুহা—ভূমি আমলকী। ন (অ)—রুহ+ অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

অরুংষিকা—রোগ বিঃ; এই রোগে মস্তকে বহুমুখযুক্ত ব্রণসমূহ উদ্ভূত হয়। [ইহার ইংরেজী নাম porrigo]। বি; স্ত্রী।

অরূপ—রূপহীন, মূর্তিশূন্য, নিরাকার; বিরূপ, কুরূপ, বেঢপ, কদাকার, কুৎসিত। ন (নাই বা কুৎসিত) রূপ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—অরূপা। বি—অরূপতা, -ত্ব।

অরূপরাশি—যে রাশির বর্গমূল, ঘনমূল ইঃ ঠিক বাহির করা যায় না, করণী, surd বি; পু।

অরূষ—নাগ বিঃ; সূর্য। ঋ (গমন করা) +উষন্ কর্তৃ। বি; পু।

অরে, অরেরে—ক্রোধ বা অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন, ওরে। অ।

অরোক—দীপ্তিশূন্য, নিষ্প্রভ, অনুজ্জ্বল; ছিদ্রশূন্য। ন (নাই) রোক যাহার, বহু। বিণ।

অরোগ—১। রোগাভাব, সুস্থতা। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। রোগহীন, নীরোগ; আরোগ্যপ্রাপ্ত, রোগমুক্ত। ন (নাই) রোগ যাহার, বহু। বিণ।

অরোচক—১। অরুচিজনক। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—অরোচিকা। ২। অরুচিজনক রোগ বিঃ, ইহাকে সাধারণতঃ অরুচি বলে। বি; পু।

অরোধ্য—যাহা রোধ করিতে পারা যায় না এমন, যাহার রোধ করা দুঃসাধ্য এমন, দুর্দমনীয়। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, বাধা ধ্যা।

অরোষ—১। রোষাভাব, অক্রোধ। নঞ্তৎ। বি; পু। ২। রোষহীন, অক্রোধী, অকুপিত। ন (নাই) রোষ যাহার, বহু। বিণ।

অরৌদ্র—১। যাহা ভয়ানক নহে, অভীষণ, অভয়ংকর। ন রৌদ্র, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী -অরৌদ্রী। ২। রৌদ্রাভাব, অনাতপ, ছায়া। রৌদ্রের অভাব, অব্যয়ী। বি; স্ত্রী।

অর্ক ১। সূর্য; রবিবার; আকন্দ গাছ। অর্চ (তাপ দেওয়া)+অন্ কর্তৃ। ২। ইন্দ্র; বিষ্ণু; পণ্ডিত; স্ফটিক; তাম্র; আলোক, কিরণ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা। অর্চ (পূজা করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু। ৩। নির্যাস, আরক। বি; পু বা ক্লী।

অর্ককান্তা—হুড়হুড়িয়া গাছ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্ক-চন্দন—রক্তচন্দন। অর্কপ্রিয় চন্দন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অর্কজ—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অর্ক—জন্+ড কর্তৃ। বি; পু। [সংস্কৃত ভাষায় এই শব্দটি দ্বিবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে]।

অর্কতনয়, -নন্দন সূর্যপুত্র; কর্ণ [কারণ সূর্যের ঔরসে কুন্তীর গর্ভে কর্ণের জন্ম]; যম; সুগ্রীব; শনি; মনু; অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬তৎ। বি; পু।

অর্কতনয়া—যমুনা; তপতী (তাপ্তি) নদী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কপত্র, -পর্ণ—১। আকন্দগাছের পাতা। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। আকন্দগাছ। অর্কের ন্যায় তীক্ষ্ণ পত্র, পর্ণ যাহার, বহু। বি; পু।

অর্কপত্রা—ইশের মূল। অর্কের ন্যায় তীক্ষ্ণ পত্র যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

অর্কপাদপ—নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। অর্কপ্রিয় পাদপ, মধ্যপ। বি; পু।

অর্ক-পুষ্পিকা, -পুষ্পী—কুট্টম্বিনী নামক বৃক্ষ বিঃ (ইহাকে অর্কহুলী এবং হুলীপুষ্পও বলে)। বি; স্ত্রী।

অর্কপ্রিয়া—রক্তজবা ফুল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্কবৎসর, -বর্ষ—সৌরাব্দ, সৌরবৎসর। ৬তৎ। বি; পু ও ক্লী।

অর্কবন্ধু, -বান্ধব—বুদ্ধধর্মপ্রতিষ্ঠাতা

গৌতম, সূর্যবংশে জন্মহেতু ইনি এই নাম পাইয়াছিলেন ['বুদ্ধ' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্কবিদ্যা—স্ফটিক তত্ত্ব। অর্কবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অর্কব্রত—১। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী প্রঃ তিথিতে কর্তব্য ব্রত বিঃ। অর্ক (সূর্য) তোষণ ব্রত, মধ্যপ। ২। প্রজাদিগের করাদানরূপ রাজগণের ব্রত। অর্কব্রত সদৃশ ব্রত, মধ্যপ। বি ; পু।

অর্কভক্তা—হুড়হুড়িয়া গাছ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্কমণ্ডল—সূর্যমণ্ডল, সূর্যের বেড় ; গোলাকার সূর্য। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অর্করেতোজ—সূর্যতনয় বিঃ, ইহার আর এক নাম রেবন্ত। অর্কের (সূর্যের) রেতঃ (বীর্য) = অর্করেতঃ (৬তৎ), তাহা হইতে জন্মে যে, উপতৎ ; অর্করেতস্‌—জন + ড কর্তৃ। বি ; পু।

অর্কসুত, -সূনু—যম। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্কসোদর—ঐরাবত হস্তী। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্কাশ্মা (-শ্মন্‌)—প্রস্তর বিঃ, সূর্যকান্তমণি। অর্ক প্রিয় যে অশ্মা, মধ্যপ। বি ; পু।

অর্কিড—মনোহর পুষ্প বিঃ (রাস্নাবর্গের অন্তর্গত), পরগাছা। ইং Orchid. বি।

অর্কোপল—সূর্যকান্তমণি। অর্কপ্রিয় যে উপল, মধ্যপ। বি ; পু।

অর্গল, -লা—১। খিল, হুড়কা ; গোঁজ ; প্রতিবন্ধক, অন্তরায় ; দেবীমাহাত্ম্যের স্তোত্র বিঃ। অর্জ (উপার্জন করা) + কল করণ + আপ্‌। বি ; পু ও স্ত্রী। ২। কল্লোল। বি ; পু বা ক্লী ও স্ত্রী।

অর্গলিকা—ক্ষুদ্র অর্গল, হুড়কা। অর্গল + কণ্‌ অল্পার্থে + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অর্গলিত—অর্গলযুক্ত, খিলবদ্ধ, হুড়কা দিয়া আঁটা। অর্গল + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

অর্ঘ—১। মূল্য, দাম। অর্ঘ (ক্রয় করা) + অল্‌ করণ। ২। পূজা। অর্হ (পূজা করা) + অল্‌ ভাব। ৩। পূজার উপচার বিঃ *। অর্হ (পূজা করা) + অল্‌ করণ। বি ; পু।

*আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রঞ্চ দধি সর্পিঃ সতণ্ডুলম্‌। যবঃ সিদ্ধার্থকশ্চৈব অষ্টাঙ্গোঽর্ঘঃ প্রকীর্তিতঃ॥ অর্থাৎ জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, তণ্ডুল, যব ও সিদ্ধার্থ (শ্বেত সর্ষপ) এই অষ্টাঙ্গযুক্ত অর্ঘ শাস্ত্রকারেরা কীর্তন করিয়াছেন। ৪। গ্রাহ্য, অবশ্যকর্তব্য। বাংপ্র ; কপ্র। বিণ।

অর্ঘার্হ—পূজোপচার প্রদানের যোগ্য ; পূজনীয়। অর্ঘের অর্হ, ৬তৎ। বিণ।

অর্ঘ্য—১। পূজ্য, মান্য। অর্ঘ (পূজা) + য অর্হার্থে। বিণ। ২। পূজাসামগ্রী বিঃ, অর্ঘ, দেবতা ও পূজ্য পূজার নিমিত্ত ব্যবহৃত জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, দধি, ঘৃত, আতপতণ্ডুল, যব ও শ্বেতসর্ষপ, এই অষ্ট প্রকার দ্রব্য ; (কাহারও কাহারও মতে) অর্ঘার্থ জল ; মান্য ব্যক্তিকে প্রদেয় মাল্যাদি উপহার ; বন্য মধু। বি ; ক্লী।

অর্চক—পূজক, উপাসক, পূজাকারী। অর্চ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অর্চিকা**।

অর্চন, অর্চনা—পূজন, পূজা। অর্চন—অর্চ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী। অর্চনা—অর্চ + অন ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অর্চনীয়—পূজনীয়, মাননীয়। অর্চ (পূজা করা) + অনীয় কর্ম। বিণ। স্ত্রী, -য়া।

অর্চা—১। নির্মিত দেবতা, প্রতিমা। অর্চ (পূজা করা) + অ কর্ম + আপ্‌। ২। পূজা। ... + অন ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অর্চি—অর্চিঃ (সকল অর্থে)। অর্চ + ই করণ ও ভাব। বি ; স্ত্রী।

অর্চিঃ (অর্চিস্‌)—বহ্নিশিখা, জ্বালা ; কিরণ ; দীপ্তি। অর্চ + ইস্‌ করণ ও ভাব। বি ; ক্লী বা স্ত্রী।

অর্চিত—পূজিত, উপাসিত ; মান্য ; দীপ্ত। অর্চ (পূজা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অর্চিষ্মান্‌ (-ষ্মৎ)—১। দীপ্তিমান্‌ ; প্রজ্বলিত। অর্চিস্‌ + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্চিষ্মতী**। ২। অগ্নি ; সূর্য ; দেবর্ষি বিঃ। বি ; পু।

অর্চ্য—পূজ্য, আরাধ্য ; মান্য। অর্চ (পূজা করা) + য কর্ম। বিণ।

অর্জক—উপার্জনকর্তা, যে উপার্জন করে, যে রোজগার করে, রোজগেরে। অর্জ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অর্জিকা**। ২। শ্বেতপর্ণাস্‌, বাবুই তুলসী। বি ; পু।

অর্জন—উপার্জন, লাভ, রোজগার ; উপায়। অর্জ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

অর্জয়িতা (-তৃ)—উপার্জক, উপার্জনকর্তা, রোজগেরে। অর্জ + তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্জয়িত্রী**।

অর্জিত—উপার্জিত, লব্ধ। অর্জ (উপার্জন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**অর্জিতা**।

অর্জুন—১। শ্বেতবর্ণ, শুক্ল, সাদা। অর্জ (সংস্কার বা পরিষ্কার করা) + উনন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অর্জুনা, অর্জুনী**। ২। তৃণ ; নেত্ররোগ বিঃ, আর্মানি। বি ; ক্লী। ৩। শ্বেত বর্ণ, সাদা রং ; ককুভ বৃক্ষ ; তৃতীয় পাণ্ডব ;* মাতার একমাত্র পুত্র ; ময়ূর। বি ; পু।

*তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের তৃতীয় সহোদর। পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম। সে কালে ইঁহার ন্যায় ধনুর্বিদ্যাবিশারদ যোদ্ধা অতি অল্পই ছিল। ইনি প্রথমে কৃপাচার্যের ও পরে দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। দ্রোণের যাবতীয় শিষ্যের মধ্যে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ ও গুরুর অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন।

ইনি দ্রুপদতনয়া দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় গমনপূর্বক প্রতিশ্রুত লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করেন, এবং মাতার নির্দেশক্রমে পঞ্চ ভ্রাতা তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। একদা কোনও ব্রাহ্মণের সাহায্যার্থ অস্ত্রের প্রয়োজন হওয়ায় অস্ত্রাগারে প্রবেশ করিয়া তথায় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে এক শয্যায় দেখিতে পান। এই পাপে ইনি দ্বাদশ বৎসর বনবাসের নিমিত্ত গৃহত্যাগ করেন। এই সময়ে ইনি নাগকন্যা উলূপীর ও মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেন। চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইঁহার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র হয়। কৃষ্ণের পরামর্শে ইনি সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর গর্ভে শ্রুতকর্মা নামে ইঁহার দুই পুত্র হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন যমুনাতীরে অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমন সময়ে অগ্নিদেব খাণ্ডববন-দহনার্থে অর্জুনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। অর্জুন সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, পরন্তু দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার উপযোগী অস্ত্রশস্ত্রের অভাব জ্ঞাপন করিলেন। হুতাশন সখা বরুণের নিকট হইতে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ ইঁহাকে অর্পণ করিলেন। এইসকল অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে অর্জুন খাণ্ডববনরক্ষক দেবতাদিগকে পরাস্ত করেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্যচ্যুত হইলে ইনি ভ্রাতৃগণসহ বনগমন করেন। এই সময়ে ইনি মহাদেবকে তপস্যায় ও যুদ্ধে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পাশুপত অস্ত্র প্রাপ্ত হন। কামপীড়িতা উর্বশী অর্জুন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া ইঁহাকে এক বৎসর কাল নপুংসক হইবার অভিসম্পাত প্রদান করেন। এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময়ে এই শাপই অর্জুনের পক্ষে বরস্বরূপ হইয়াছিল। অনন্তর দেবশত্রু নিবাতকবচ ও হিরণ্যপুরবাসী দৈত্যগণকে বধ করিয়া ইনি দেবতাদিগের আশীর্বাদ লাভ করেন। এইরূপে পাঁচ বৎসর কাল স্বর্গে বাস করিয়া ধনঞ্জয় মর্ত্যে প্রত্যাগমনপূর্বক ভ্রাতৃগণসহ বাস করিতে লাগিলেন। গন্ধর্বরাজ চিত্রসেন দুর্যোধনকে সপরিবারে বন্দী করিলে অর্জুন চিত্রসেনকে যুদ্ধে পরাভূত

করিয়া দুর্যোধনাদিকে মুক্ত করিয়া দেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর কাল অজ্ঞাতবাসের সময়ে অর্জুন দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ বিরাটরাজ-ভবনে উপস্থিত হন, এবং উর্বশীর শাপে তথায় নপুংসকভাবে বৃহন্নলা নাম ধারণপূর্বক বিরাটরাজতনয়া উত্তরার নৃত্যগীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হন। বিরাটরাজের গোধন হরণ করিবার নিমিত্ত দুর্যোধন সসৈন্যে উত্তর গোগৃহে আগত হইলে, অর্জুন বিরাটরাজতনয় উত্তরের সারথি হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, এবং কুরুসৈন্য দর্শনে উত্তর ভীত হইলে পার্থ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণ দুর্যোধনাদিকে পরাজিত করিয়া গোধন উদ্ধার করেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হইয়া স্বীয় তনয়া উত্তরাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে অর্জুন শিষ্যা কন্যাতুল্যাবোধে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আপনার পুত্র অভিমন্যুর সহিত তাহার বিবাহ দেন। কুরুক্ষেত্র সমরে মহাবীর ভীষ্ম, কর্ণ, এবং অধিকাংশ কুরুসৈন্য ইঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। বিজয়লাভান্তে পাণ্ডব-রাজ্য সংস্থাপিত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন; ঐ সময়ে অর্জুন যজ্ঞের অশ্বের সহিত দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। মণিপুরে উপস্থিত হইলে স্বীয় তনয় বভ্রুবাহনের সহিত যুদ্ধে ইনি হতচেতন হন। ইঁহার অন্যতমা পত্নী উলূপী পাতাল হইতে সঞ্জীবনী আনিয়া ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ইহার পর অর্জুন যজ্ঞাশ্ব সহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। যদুবংশের ধ্বংসের সংবাদ পাইয়া ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হন, এবং প্রিয়সখা শ্রীকৃষ্ণের ও যাদবগণের বিনাশে একান্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। অনন্তর দারুকের নিকট কৃষ্ণের অভিলাষ অবগত হইয়া যাদবগণের স্ত্রীবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রকে ইন্দ্রপ্রস্থে আনয়ন করেন। ইহার পর পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যভার দিয়া অর্জুন, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থান করেন। লোহিত্য-সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হইলে অগ্নিদেবের আদেশে অর্জুন গাণ্ডীব পরিত্যাগ করেন। অতঃপর সুমেরু পর্বতে আরোহণ করিতে করিতে ক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব ও নকুলের পতন হইলে ইঁহার মৃত্যু হয়। কৌরবসৈন্য একদিনে বিনষ্ট করিবেন বলিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করার অপরাধে, এবং সর্বদা অন্যান্য বীরদিগকে অবজ্ঞা করায় ইঁহার যে পাপস্পর্শ হইয়াছিল, সেই পাপে ইনি সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই। অর্জুন ভিন্ন ইঁহার আরও কতকগুলি নাম ছিল, যথা—ধনঞ্জয়, বিজয়, শ্বেতবাহন, ফাল্গুনী, কিরীটী, বীভৎসু, সব্যসাচী, জিষ্ণু, কৃষ্ণ, পার্থ, কৌন্তেয়, ইঃ।

৪। মাহিষ্মতী পুরীতে অর্জুন নামে এক নরপতি ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম কৃতবীর্য। এজন্য ইনি সাধারণতঃ কার্তবীর্য ও কার্তবীর্যার্জুন নামে পরিচিত। কথিত আছে যে, ইনি অতি কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অনেক বর লাভ করিয়াছিলেন, যথা—সহস্র বাহু, ইচ্ছাগামী রথ, যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক অদৃশ্যতা, দুষ্ট দমন ক্ষমতা ইঃ। ইনি স্বীয় রাজ্য এরূপ সুশাসিত করিয়াছিলেন যে, ইঁহার অধিকার মধ্যে চৌর্যাদি উপদ্রব একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। লঙ্কেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ইঁহার নিকট আগত হইলে ইনি রাবণকে পরাজয় করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, পরে দয়াপরবশ হইয়া ছাড়িয়া দেন। একদা কার্তবীর্যার্জুন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া জমদগ্নি মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। মুনিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে কার্তবীর্যকে সসৈন্যে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান। কামধেনুর ঈদৃশী শক্তি দেখিয়া রাজা লোভপরবশ হইয়া মুনির নিকট কামধেনু প্রার্থনা করিলে মুনিবর তৎপ্রদানে অসম্মত হন। ইহাতে বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় দু'জনে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। নন্দার সাহায্যে জমদগ্নি অসীম বিক্রমপ্রকাশপূর্বক যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরিশেষে হত হন। জমদগ্নি-সুত পরশুরাম এইরূপে পিতৃনিধনবার্তা অবগত হইয়া অতি দীনমনে মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন। আশুতোষ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সমস্ত অস্ত্রবিদ্যা প্রদান করেন। অতঃপর পরশুরাম "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া কার্তবীর্যার্জুনের নিকট উপস্থিত হন। যুদ্ধে বিপদ্ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া ইঁহার মহিষী মনোরমা সন্ধি করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহা বীরধর্মবিরুদ্ধ বলিয়া ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হইলে মনোরমা যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। অনন্তর কার্তবীর্যার্জুন স্বীয় তনয়কে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যুদ্ধে গমন করেন এবং জামদগ্ন্যের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

অর্জুনচ্ছবি—শ্বেত, ধবল, সাদা। অর্জুন (শুভ্র) ছবি (মূর্তি) যাহার, বহু। বিণ।

অর্জুনদ্রুম—আজল গাছ। অর্জুন নামক দ্রুম, মধ্যপ। বি ; পু।

অর্জুনধ্বজ—হনুমান্। অর্জুন (শ্বেত) ধ্বজ যাহার, বহু। বি ; পু।

অর্জুনী ১। শ্বেতবর্ণা। 'অর্জুন' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। গাভী ; কুট্টিনী ; করতোয়া নদী ; অনিরুদ্ধ-পত্নী উষা। বি ; স্ত্রী।

অর্জুনোপম—১। অর্জুনতুল্য। অর্জুন হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ। ২। শাকবৃক্ষ, সেগুন গাছ। বি ; পু।

অর্ণ—১। অক্ষর, অকারাদি বর্ণ ; সেগুন গাছ ; জল। ঋ (গমন করা)+ন কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী। ২। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। বিণ।

অর্ণঃ (অর্ণস্)—সলিল, জল। ঋ বা ঋণ (গমন করা)+অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অর্ণব—১। জলধি, সমুদ্র। অর্ণস্ +ব অস্ত্যর্থে, সকারের লোপ। ২। সাগরতুল্য বিশাল নদী। বাংপ্র ; কপ্র। বি ; পু।

অর্ণবজ—১। সমুদ্রজাত। উপতৎ ; অর্ণব—জন (জন্মান)+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অর্ণবজা**। ২। সমুদ্রের ফেনা। বি ; পু বা ক্লী।

অর্ণবতরি, অর্ণবতরী—সমুদ্রে গমনযোগ্য তরণী, জাহাজ। অর্ণবার্হা তরী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অর্ণবনেমি—সমুদ্রপ্রান্ত, পৃথিবী। বহু। বি ; স্ত্রী।

অর্ণবপোত, অর্ণবযান—অর্ণবতরি, জাহাজ। অর্ণবার্হ যে পোত বা যান, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অর্ণবমন্দির—বরুণ। অর্ণব (সমুদ্র) হইয়াছে মন্দির (গৃহ) যাহার, বহু। বি ; পু।

অর্ণবযান 'অর্ণবপোত' দ্রঃ।

অর্ণবস্তুপ—মেঘ ; আকাশ। ৬তৎ। বাংপ্র ; কপ্র। বি।

অর্ণোদ—জলদ, মেঘ। উপতৎ ; অর্ণস্ দা (দান করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অর্ণোভব—১। জলোৎপন্ন, যাহা জল হইতে উৎপন্ন হয়। অর্ণস্ (জল) হইতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অর্ণোভবা**। ২। শঙ্খ, শাঁখ। বি ; পু।

অর্তন—অপবাদ, নিন্দা, কলঙ্ক। ঋত+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অর্তি—পীড়া, যন্ত্রণা ; ধনুকের অগ্রভাগ। অর্দ (পীড়া দেওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

অর্তিক—১। পীড়াযুক্ত, পীড়িত। অর্তি+কণ্। বিণ। স্ত্রী—**অর্তিকা**। ২। পিষ্টক বিঃ, আস্কে পিঠা। বি ; পু।

অর্তিকা—১। পীড়িতা। অর্তিক+আপ্।

বিণ; স্ত্রী। ২। (নাটো) জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বি; স্ত্রী।

অর্থ—১। প্রার্থনা; প্রয়োজন। অর্থ (যাচ্ঞা করা)+অল্ ভাব। ২। বিত্ত, ধন, ঐশ্বর্য; কাম্য বা প্রয়োজনীয় বস্তু, পদার্থ, ধনাদি দ্রব্য। অর্থ+অল্ কর্ম। ৩। শব্দের অভিধেয় বা প্রতিপাদ্য, মানে [অলংকার-শাস্ত্রে অর্থ ত্রিবিধ, যথা—মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ। যে শক্তি দ্বারা ব্যাকরণাদি উপায়সমূহের সাহায্যে পরিজ্ঞেয় শব্দার্থের জ্ঞান হয় তাহাকে অভিধা শক্তি বলে, এবং এই অভিধা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ বলে। মুখ্যার্থের বোধ হইলে তৎসংক্রান্ত যে অর্থান্তর কল্পিত হয়, তাহাকে লক্ষ্যার্থ কহে; যথা—"যদু গঙ্গাবাসী হইয়াছে"; এস্থলে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ 'ভগীরথ-আনীত জলপ্রবাহ', পরন্তু জলপ্রবাহে যদুর বাস অসম্ভব, একারণ গঙ্গা শব্দে 'গঙ্গাতীর' অর্থ কল্পিত হয়; এইরূপ অর্থকে লক্ষ্যার্থ বলে। কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে, যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুট-রূপে বোধগম্য না হয়, তাহা হইলে সে স্থলে অর্থপ্রতীতির নিমিত্ত অন্য যে শক্তির আবশ্যক হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনা বলে। ব্যঞ্জনা দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলে; যথা;—

'তোমার সিঁথির সিন্দুর বজায় থাকুক', এই বাক্যটি কোনও রমণীর প্রতি উচ্চারিত হইলে, তাহার অর্থ হয় এই যে, 'তুমি চিরকাল সধবা থাক'; পরন্তু কি অভিধা, কি লক্ষণা কোনও শক্তি দ্বারাই এই অর্থের প্রতীতি হয় না; একমাত্র ব্যঞ্জনা দ্বারাই উহা প্রকাশিত হয়]; রাজার স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় রাজনীতি; উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি। ঋ (গমন করা)+থন্ কর্ম। ৪। কারণ, হেতু। ঋ+থন্ করণ। ৫। প্রকার, প্রণালী, রীতি; নিবৃত্তি, নিষেধ। ঋ+থন ভাব। ৬। বিষয়; ফল; সৌভাগ্য; কার্য। ঋ+থন্ অধি। বি; পু।

অর্থকর—লাভজনক, ফলোপধায়ক, সফল; বিত্তোৎপাদক, ধনলাভজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অর্থকরী**।

অর্থকরী-বিদ্যা—ধনাগমসাধিকা বিদ্যা, যে বিদ্যাদ্বারা ধন উপার্জন করা যায়। অসমস্ত পদদ্বয়।

অর্থকষ্ট—ধনক্লেশ, টাকাকড়ির টানাটানি। অর্থ বিষয়ে কষ্ট, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থকাম—১। অর্থলাভের বাসনা, ধনলিপ্সা। ৬তৎ। বি; পু। ২। অর্থাভিলাষী; ধনলোভী। অর্থ কাম যাহার, বহু। বিণ।

অর্থকামী (-কামিন্)—বিত্তাভিলাষী, ধন-লোভী। অর্থ—কম (ইচ্ছা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অর্থকামিনী**।

অর্থকার্শ্য—ধনক্ষীণতা, দারিদ্র্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থকৃচ্ছ্র—দারিদ্র্য; ধনকষ্ট; ধননাশ; কার্যের কষ্টসাধ্যতা। অর্থ বিষয়ে কৃচ্ছ্র, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থকোবিদ—কার্যসাধনপটু। ৭তৎ। বিণ।

অর্থগরীয়ান্ (-রীয়স্)—অর্থগৌরবযুক্ত, অভিধেয়ের গুরুত্ববিশিষ্ট, তাৎপর্যপূর্ণ, ভাবময়। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অর্থগরীয়সী**।

অর্থগৃধ্নু—অর্থলোলুপ, ধনলোভী, কৃপণ। ৬তৎ বা উপতৎ; অর্থ (ধন)—গৃধ (লোভ করা)+ক্নু কর্তৃ। বিণ।

অর্থগৃহ—ভাণ্ডাগার, কোষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থগৌরব তাৎপর্যের গুরুত্ব, ভাবা-তিশয্য; ধনগর্ব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থগ্রহ—অর্থবোধ, অভিধেয়জ্ঞান, তাৎ-পর্যাবধারণ, মানে বুঝা। ৬তৎ। বি; পু।

অর্থঘ্ন—বিত্তনাশক, ধনক্ষয়কারী, অপব্যয়ী বা অপব্যয়যুক্ত। উপতৎ; অর্থ—হন+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অর্থঘ্নী**।

অর্থচিন্তন—তাৎপর্য-ভাবনা; টাকার চিন্তা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থজ—ধনহেতুক। উপতৎ। বিণ।

অর্থজ্ঞ—অভিধেয়বিৎ, তাৎপর্যের জ্ঞান বিশিষ্ট, ভাববেত্তা; প্রাজ্ঞ, বিজ্ঞ। অর্থ জানে যে এই বাক্যে উপতৎ; অর্থ—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

অর্থতঃ (-তস্)—ফলতঃ; বস্তুতঃ; কার্যতঃ; অর্থাৎ; ধনলাভ হেতু। অর্থ+তস্। অ।

অর্থতত্ত্ব—প্রকৃত বিষয়, স্বরূপ, যাথার্থ্য; ধন-বিজ্ঞান, অর্থনীতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থদ—ধনপ্রদ, বিত্তপ্রদানকারী, অর্থকর, ধন-জনক; ধনবিতরণকারী, বদান্য; অনুকূল, অনুগ্রহপরায়ণ। অর্থ দেয় যে, উপতৎ; অর্থ—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

অর্থদণ্ড—টাকাকড়ি জরিমানা; বৃথা অর্থব্যয়। অর্থের বা অর্থ-সংক্রান্ত দণ্ড, ৬তৎ বা মধ্যপ। বি; পু বা স্ত্রী।

অর্থদাতা (-দাতৃ)—বিত্তপ্রদানকারী, ধন-বিতরণকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অর্থদাত্রী**।

অর্থদায়ক—অর্থদ (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অর্থদায়িকা**।

অর্থদূষণ—অষ্টবিধ ব্যসন মধ্যে একতম ব্যসন বিঃ; অপব্যয়, বাজে খরচ; পরধনাপহরণ; ঋণ অস্বীকার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থন, অর্থনা—প্রার্থনা, যাচনা, যাচ্ঞা। অর্থ+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে…+অন ভাব +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অর্থনীতি—ধনের ব্যবহারবিষয়ক নিয়ম, ধন-বিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থপতি—ধনাধিপতি; কুবের; রাজা, ধনশালী, ধনী। ৬তৎ। বি; পু।

অর্থপর—অর্থলোভী, ধনার্জনে আসক্ত; কৃপণ। অর্থ পর (প্রধান বস্তু) যাহার, বহু। বিণ। বি—**অর্থপরতা, -ত্ব**।

অর্থপরায়ণ—অর্থপর (সকল অর্থে)। অর্থ হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-তা**।

অর্থপিপাসা ধনলিপ্সা, অর্থলালসা, ধন-লোভ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

অর্থপিপাসু—অত্যন্ত অর্থলোভী। ২তৎ।

অর্থপিশাচ—যে ব্যক্তি ন্যায়ান্যায় ধর্মাধর্ম বিচারবিমুখ হইয়া কেবল অর্থোপার্জনেই আত্মনিয়োগ করে, যৎপরোনাস্তি ধনলোভী ব্যক্তি, কৃপণ। ৭তৎ। বি; পু।

অর্থপুস্তক—মানের বই। মধ্যপ। বি; ক্লী।

অর্থপ্রদ অর্থদ (সকল অর্থে)। উপতৎ; অর্থ—প্র—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

অর্থপ্রয়োগ—বৃদ্ধিলাভার্থ ধনের বিনিয়োগ, টাকাকড়ি সুদে খাটানো; ধান্যাদি বাড়ি দেওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

অর্থপ্রাপ্তি—ধনলাভ, টাকাকড়ি পাওয়া; প্রয়োজনলাভ, অভীষ্টসিদ্ধি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লী।

অর্থবল—ধনবল, টাকাকড়ির জোর। মধ্যপ।

অর্থবাদ—স্তুতিবাদ; প্রশংসা, গুণকীর্তন; নিন্দাবাদ; সাভিপ্রায়-উক্তি; আবেদন। ৬তৎ। বি; পু।

অর্থবান্ (-বৎ)—অর্থযুক্ত; ধনশালী; সার্থক; অভিপ্রায়যুক্ত, উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। অর্থ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অর্থবতী**। বি—**অর্থবত্তা**।

অর্থবিজ্ঞান—শব্দশক্তিগ্রহ, শব্দার্থজ্ঞান; ধনবিজ্ঞান, অর্থতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, অর্থনীতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্থবিৎ (-বিদ্)—অর্থজ্ঞ; শব্দার্থ-পণ্ডিত; জ্ঞানী, তত্ত্বজ্ঞ; কার্যাভিজ্ঞ। উপতৎ; অর্থ —বিদ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্থবিনিয়োগ—অর্থপ্রয়োগ; কুসীদ-ব্যবহার; টাকাকড়ি লাগানো। ৬তৎ। বি; পু।

অর্থবেত্তা (-বেত্তৃ)—অর্থবিৎ (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অর্থবেত্রী**।

অর্থবোধ—তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা, অর্থের উপলব্ধি। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থব্যয়—ধনের ব্যয়, টাকাকড়ি খরচ। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থব্যবহার—১। ধনের যথোচিত আচরণ। ৬তৎ। বি ; পু। ২। অর্থ-নীতিশাস্ত্র। অর্থের ব্যবহার আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

অর্থব্যবহারশাস্ত্র—শাস্ত্র বি., এই শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কিরূপে অর্থের উপার্জন, রক্ষণ ও ব্যয় করিতে হয়, তদ্বিষয়ে জ্ঞান জন্মে ; অর্থনীতিশাস্ত্র, বার্তানীতি। অর্থ ব্যবহারবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অর্থভাগী (-গিন্) ধনের অংশ পাইবার অধিকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ভাগিনী**।

অর্থভাগ্য—ধনলাভের কপাল। অর্থবিষয়ে ভাগ্য, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অর্থভাণ্ডার—ধনাগার ; ধনরাশি, তহবিল, ধনভাণ্ডার। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অর্থভেদ—অর্থের বিভিন্নতা, অর্থবৈলক্ষণ্য ; তাৎপর্যের ভেদ বা মীমাংসা। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্), **-সচিব**—সরকারী টাকাকড়ির বিলিব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। মধ্যপ। বি ; পু।

অর্থলাভ—ধনপ্রাপ্তি, টাকাকড়ি পাওয়া, অর্থোপার্জন। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থলালসা—অর্থলিপ্সা, ধনলোভ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থলুব্ধ—ধনলোভী, অর্থগৃধ্নু। ৬তৎ। বিণ।

অর্থলোভ—ধনলিপ্সা, অর্থপিপাসা। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থলোভী (-ভিন্)—ধনলিপ্সু, অর্থ-পিপাসু। অর্থলোভ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

অর্থশালী (-লিন্)—ধনশালী, ধনবান্, সংগতিপন্ন, ধনী। অর্থ+শালিন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্থশালিনী**।

অর্থশাস্ত্র অর্থতত্ত্ব, ধনবিজ্ঞান, অর্থনীতি ; অর্থোৎপাদকশাস্ত্র ; নীতিশাস্ত্র ; কৃষিশাস্ত্র ; শিল্প, রাজনীতি ও ধনাদিবিষয়ক চাণক্য-প্রণীত শাস্ত্র। অর্থবিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অর্থশাস্ত্রঘটিত—অর্থনীতি-সংক্রান্ত। ৩তৎ। বিণ।

অর্থশুচি—যে ধর্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জন করে এমন। ৭তৎ। বিণ।

অর্থশূন্য—অর্থহীন, আবোল-তাবোল, তাৎপর্যবিহীন ; অনর্থক, নিরর্থক, বৃথা ; ধনহীন, নিঃস্ব, নির্ধন, দীন, দরিদ্র ; অসফল, অকৃতকার্য। ৩তৎ। বিণ।

অর্থশৌচ—অর্থবিষয়ে সাধুতা, টাকাকড়ি সম্বন্ধে সাউপুড়ি ; ধর্মপথে থাকিয়া অর্থোপার্জন। অর্থবিষয়ে শৌচ, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

অর্থসংগ্রহ ধনসঞ্চয় ; ধনভাণ্ডার। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থসংস্থান—ধনসঞ্চয় ; অর্থসংগতি, টাকাকড়ির সচ্ছলতা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অর্থসংগতি—অভিধেয়ের উপযোগিতা, অর্থের মিল, মানে খাটা ; ধনের সংস্থান, টাকাকড়ির সচ্ছলতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থসঞ্চয় ধনসংগ্রহ, ধনাহরণ। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থসাপেক্ষ—ধনাপেক্ষ, যাহাতে ধনের অপেক্ষা বা দরকার আছে। ৬তৎ। বিণ।

অর্থসাহায্য—ধন দ্বারা সহায়তা, চাঁদা। ৩তৎ। বি ; ক্লী।

অর্থসিদ্ধ ১। সিদ্ধমনোরথ, সফলকাম, কৃতকার্য। ৭তৎ। ২। ধন দ্বারা সম্পন্ন বা সাধিত। ৩তৎ। বিণ।

অর্থসিদ্ধি—প্রয়োজনসিদ্ধি, ইষ্টসিদ্ধি, উদ্দেশ্য সিদ্ধি, সাফল্য। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থহর—১। ধনভাগী, দায়াধিকারী। অর্থ হরণ করে যে, উপতৎ ; অর্থ হৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। ধনাপহারক, তস্কর। বি ; পু।

অর্থহানি—ধনহানি, ধনক্ষয়। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অর্থহীন—১। অর্থশূন্য (সকল অর্থে)। ৩তৎ। ২। কাক, দৃশ্যবিশেষবর্জিত (ঊর্ধ্বদৃষ্টি)। কপ্র। বিণ। বি, **-হীনতা, -ত্ব**।

অর্থাগম—ধনাগম, উপার্জন, আয় ; আয়ের উপায় ; ধনবিনিময়াদি ; বাচ্যাদি অর্থের বোধ। অর্থের আগম, ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থাৎ—অর্থবশতঃ, তাৎপর্যাধীন, তাৎপর্য-বশতঃ ; বস্তুতঃ, ফলতঃ। অর্থ+আৎ পঞ্চমী স্থানে। অ।

অর্থাধিকার ধনের অধিকার, টাকাকড়ি থাকা ; ধনরক্ষকত্ব, ধনাধ্যক্ষত্ব। অর্থের অধিকার, ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থাধিকারী (-কারিন্)—ধনের অধি-কারবিশিষ্ট, ধনবান, ধনী ; ধনরক্ষক, ধনাধ্যক্ষ। অর্থের অধিকারী, ৬তৎ। বিণ ; পু।

অর্থান্তর—অন্য অর্থ, অপর অর্থ ; বিষয়ান্তর ; কারণান্তর ; অর্থভেদ ; অভিপ্রায়ভেদ। নিত্য। বি ; ক্লী।

অর্থান্তরন্যাস—কাব্যের অলংকার বিঃ। বি ; পু।

অর্থান্বিত—অর্থযুক্ত, অভিধেয়বিশিষ্ট, সার্থক ; প্রয়োজনযুক্ত, উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ; অর্থশালী, ধনবান্, ধনী। অর্থদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

অর্থাপত্তি সুতরাং প্রাপ্তি, অনুমান বিঃ ; (কাব্যে) অলংকার বিঃ। বি ; স্ত্রী।

অর্থারি দরিদ্র ; অর্থের অরিতুল্য পরিহার্য। কপ্র। বিণ।

অর্থার্থী (অর্থার্থিন্)—ধনযাচী, ধনপ্রার্থনা-কারী, ধনান্বেষী, ধনের অন্বেষণকর্তা। অর্থ (ধন)—অর্থ (চাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্থার্থিনী**।

অর্থিক—১। যাচক, ভিক্ষুক। অর্থিন্ +কণ স্বার্থে। বিণ। ২। স্তুতিপাঠক, বৈতালিক। বি ; পু।

অর্থিত—প্রার্থিত, যাচিত ; জিজ্ঞাসিত, পৃষ্ট। অর্থ (প্রার্থনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অর্থী (অর্থিন্)—১। যাচক, ভিক্ষুক ; প্রার্থী, অভিলাষী ; অভিযোগকারী, বাদী ; বিবাদী ; সেবক, ভৃত্য ; সহায়, সহচর। অর্থ (যাচ্ঞা করা)+ণিন্ কর্তৃ। ২। অর্থবান্, অর্থশালী, ধনী। অর্থ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্থিনী**। বি—**অর্থিতা, অর্থিত্ব**। ৩। অর্থহীন। অর্থ+ইন্ অসন্নিহিত অর্থে। বিণ ; পু।

অর্থে—নিমিত্ত, উদ্দেশ্যে। অর্থ+ঙে কর্তৃ। অ। [ইপ্সু, ২তৎ। বিণ।

অর্থেপ্সু—ধনলিপ্সু, ধনলোভী। অর্থকে

অর্থোদ্ভেদ—মানে করা, অর্থ নিরূপণ ; রহস্যোদ্ভেদ। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্থোপার্জন—পরিশ্রমাদিদ্বারা ধনলাভ, ধনসংগ্রহ। অর্থের উপার্জন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অর্থ্য—১। ন্যায্য, সংগত, যুক্তিযুক্ত ; সার্থক ; অর্থযুক্ত, সপ্রয়োজন ; পণ্ডিত ; ধনবান্ ; বুদ্ধিমান্। অর্থ+য। ২। প্রার্থনীয়, প্রার্থনাযোগ্য ; জিজ্ঞাস্য, জিজ্ঞাসাযোগ্য। অর্থ (যাচ্ঞা করা)+য কর্ম। বিণ। ৩। শিলাজতু ; গৈরিক। বি ; ক্লী।

অর্দন—১। প্রার্থনা, যাচ্ঞা ; পীড়া ; রণ ; হিংসা, হনন। অর্দ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বিনাশক, হন্তা। অর্দ্+অন কর্তৃ। বিণ।

—১। প্রার্থিত, যাচিত, পীড়িত ; হিংসিত, হত। অর্দ্+ক্ত কর্ম। ২। গত। অর্দ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। পীড়া ; বায়ুরোগ বিঃ। অর্দ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

অর্ধ ১। অংশ ; সমাংশ ; একদেশ। ঋধ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অল্ করণ। বি ; পু। ২। সমান অর্ধাংশ, ঠিক অর্ধেক। বি ; ক্লী। ৩। দ্বিধাকৃত, দুই ভাগ করা ; অসম্পূর্ণ, অর্ধমাত্রক (অর্ধাশনাদি শব্দে)। বিণ।

অর্ধকথিত—অর্ধোক্ত, অসম্পূর্ণ ভাবে ভাষিত। অর্ধ যথা তথা কথিত, ২তৎ। বিণ। [বিভক্ত। ২তৎ। বিণ।

অর্ধকৃত—দ্বিধাবিভক্ত, দ্বিখণ্ডিত, দুই ভাগে

অর্ধগঙ্গা—কাবেরী নদী (ইহাতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের অর্ধেক ফললাভ হয়)। অর্ধা গঙ্গা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধগ্রস্ত—গ্রহণ সময়ে সূর্য বা চন্দ্রের অর্ধভাগ ঢাকা পড়িলে, উহাদিগকে অর্ধগ্রস্ত কহে ; যাহাকে অর্ধরূপে গ্রাস করা হইয়াছে। ২তৎ। বিণ।

অর্ধগ্রাস—১। আধ গাল পরিমাণ ; অর্ধ-কবল। কর্মধা। ২। আধ খাওয়া ; আধখানা খাওয়া ; গ্রহণকালে চন্দ্র-সূর্যের অর্ধাংশের অন্তর্ধান। ২তৎ। বি ; পু।

অর্ধঘটিকা—আধ ঘণ্টা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধচন্দ্র—চন্দ্রখণ্ড ; গলহস্ত, যাহা কাহারও গলদেশে অর্পণ করিয়া তাহাকে দূরীকৃত করা হয়, গলাধাক্কা ; অর্ধচন্দ্রাকার অগ্রভাগবিশিষ্ট বাণ ; গজাভরণ বিঃ ; ময়ূর-পুচ্ছের অর্ধচন্দ্রাকৃতি চন্দ্রক ; ললনাদিগের ললাটদেশে অর্ধচন্দ্রাকার তিলক ; অর্ধ-চন্দ্রাকার নখক্ষত। চন্দ্রের অর্ধ, ৬তৎ ; অথবা অর্ধ যে চন্দ্র, কর্মধা। বি ; পু। [**অর্ধচন্দ্র প্রদান করা**=গলাধাক্কা দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া]।

অর্ধচন্দ্রাকার, অর্ধচন্দ্রাকৃতি—যাহার আকার অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতুল্য। অর্ধ-চন্দ্রের আকার বা আকৃতির ন্যায় আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

অর্ধজরতীয়-ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

অর্ধজীবিত—অর্ধপরিমাণে জীবিত, অর্ধ-মৃত। সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধদৃষ্টি—অসম্পূর্ণ দর্শন, কটাক্ষ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধনারীশ, অর্ধনারীশ্বর—উমা-মহেশ্বর, মহাদেবের মূর্তি বিঃ, এই মূর্তিতে মহেশ্বর অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ হইয়া আছেন। নারীসহিত ঈশ বা ঈশ্বর, মধ্যপ ; অর্ধ এমন নারীশ্বর, কর্মধা। বি ; পু। এই মূর্তি মণির ন্যায় চিক্কণ, ত্রিনেত্র, চতুর্ভুজ ; হস্তে পাশ, রক্তপদ্ম, নরকপাল ও শূল। তন্ত্রসারে মহাদেবের এই মূর্তির নিম্নলিখিত রূপ ধ্যান লিখিত আছে :—

"নীলপ্রবালরুচিরং বিলসত্রিনেত্রং
পাশারুণোৎপল-কপালক-শূলহস্তম্।
অর্ধাম্বিকেশমনিশং প্রবিভক্তভূষং
বালেন্দু-বদ্ধ-মুকুটং প্রণমামি রূপম্॥"

অর্ধনিদ্রা—যেরূপ অবস্থায় নিদ্রাজন্য আরামও বোধ হয়, অথচ বাহিরের বিষয়ও জানা যায়, তাদৃশী নিদ্রা, আধ ঘুম। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধনিমীলিত—আংশিকভাবে মুদ্রিত, কিছু অংশ বোজা ও কিছু অংশ খোলা, এরূপ। সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধপথ—পথের অর্ধেক। ৬তৎ। বি ; পু।

অর্ধপরিস্ফুট—অসম্যক্স্ফুট, অংশতঃ ব্যক্ত, আধ ফুটন্ত, আধ আধ। সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধপাদ—কবাট বিঃ ; আধ পা বা আধ ফুট পরিমাণ। পাদের অর্ধ, ৬তৎ। বি ; পু।

অর্ধপ্রহর—প্রহরের অর্ধেক, দেড় ঘণ্টা। সুপ্সুপেতি। বি ; পু।

অর্ধবক্র—আধ বাঁকা, কুঁজো, ন্যুব্জ, আংশিক অবনত। ২তৎ। বিণ।

অর্ধবয়স্ক—সচরাচর লোকে যতদিন বাঁচে তাহার অর্ধেক পরিমাণে যে ব্যক্তির বয়ঃ-ক্রম হইয়াছে, প্রৌঢ়, আধাবয়সী, middle-aged. অর্ধ হইয়াছে বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ।

অর্ধবীক্ষণ—১। চক্ষুর অর্ধাংশ দ্বারা দর্শন, অপাঙ্গদৃষ্টি, কটাক্ষ। অর্ধরূপে বীক্ষণ (দর্শন), সুপ্সুপেতি। ২। আধ দেখা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অর্ধবৃত্ত—ব্যাস দ্বারা কর্তিত বৃত্তের অর্ধাংশ, semicircle. একদেশী। বি ; ক্লী।

অর্ধব্যক্ত—অর্ধোচ্চারিত ; অংশতঃ প্রকাশিত ; অসম্যক্স্ফুট, অপরিস্ফুট, অস্পষ্ট, আধ আধ। অর্ধ যথা তথা ব্যক্ত, সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধব্রাহ্মণ—আধ বামুন, আংশিক ব্রাহ্মণ ; পরশুরাম কর্তৃক দক্ষিণ দেশে সমুদ্রের নিকটস্থ স্থানে উপবেশিত ব্রাহ্মণগণ এই আখ্যায় অভিহিত। কর্মধা। বি ; পু।

অর্ধভাক্ (-ভাজ্)—অর্ধাংশভাজন, অর্ধাংশের অধিকারী, অর্ধেক অংশীদার। উপতৎ ; অর্ধ—ভজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অর্ধভাগ—অর্ধেক অংশ ; কিয়দংশ। কর্মধা। বি ; পু।

অর্ধভাস্কর—মধ্যাহ্ন। অর্ধে (গগনার্ধে) থাকেন ভাস্কর যে সময়ে, বহু। বি ; পু।

[illegible]ল—ভূমণ্ডলের অর্ধাংশ ; ইউ-রোপীয়েরা ভূপৃষ্ঠকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন,—এক পৃষ্ঠে এসিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা, এবং অপর পৃষ্ঠে আমেরিকা —এবং এই দুই ভাগের প্রত্যেকটিকে এক একটি অর্ধভূমণ্ডল (Hemisphere) নাম দিয়াছেন। ভূমণ্ডলের অর্ধ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অর্ধমাত্রা—অর্ধপরিমাণ ; অর্ধচন্দ্রাকারা ব্রহ্ম-রূপিণী মহেশ্বরী, যথা—ওঁম্ এই শব্দের উপরিস্থ ঁ অর্ধচন্দ্রবিন্দুবৎ চিহ্ন। এ বিষয়ের প্রমাণ—

"অকারো ভগবান্ ব্রহ্মা উকারো বিষ্ণুরুচ্যতে
মকারো ভগবান্ রুদ্রোঽর্ধমাত্রা মহেশ্বরী।"

কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধমূর্ছিত—মূর্ছাজন্য যাহার অর্ধেক লুপ্ত হইয়াছে। অর্ধ যথা তথা মূর্ছিত, সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধমৃত—আধমরা, মৃতকল্প, মৃতপ্রায়, half dead. অর্ধ যথা তথা মৃত, সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধরথ—যে রথারোহী যোদ্ধা অন্য রথীর সহযোগিতায় যুদ্ধ করে। অর্ধ হইয়াছে রথ যাহার, বহু। বি ; পু।

অর্ধরাত্র—নিশীথ, মধ্যরাত্র ; মহানিশা, সার্ধ প্রহর হইতে সার্ধ তৃতীয় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত। রাত্রির অর্ধ, ৬তৎ। বি ; পু।

অর্ধর্চ—বেদমন্ত্রের অর্ধভাগ। অর্ধ যে ঋক্, কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

অর্ধলক্ষ্মীহরি—বিষ্ণু। অর্ধ (অর্ধাঙ্গ) লক্ষ্মী যাঁহার তিনি অর্ধলক্ষ্মী, বহু ; অর্ধলক্ষ্মী যে হরি, কর্মধা। বি ; পু।

অর্ধশত—১। শতার্ধ, আধ শ, ৫০। কর্মধা ; বা শতের অর্ধ, ৬তৎ। ২। সার্ধশত, দেড়শ, ১৫০। অর্ধযুক্ত যে শত, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অর্ধসিক্ত—আধ-ভিজা। সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধস্ফুট—আধফুটন্ত, অস্পষ্ট, আধ আধ। সুপ্সুপেতি। বিণ। [কর্তৃ। বিণ।

অর্ধহর—অর্ধভাগী। উপতৎ ; অর্ধ—হৃ+অন্

অর্ধহার—চৌষট্টিনরহার। হারের অর্ধ, ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; পু।

অর্ধাংশ—অর্ধভাগ, আধখানা। কর্মধা।

অর্ধাংশী (-শিন্)—অর্ধভাগী, অর্ধেক ভাগ পাইবার অধিকারী। অর্ধাংশ আছে ইহার এই অর্থে অর্ধাংশ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্ধাংশিনী**।

অর্ধাঙ্গ—দেহের অর্ধ ; পত্নী। অঙ্গের অর্ধ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অর্ধাঙ্গিনী—পত্নী। বি ; স্ত্রী।

অর্ধাচ্ছাদিত—আধঢাকা, আধা ঘোমটা দেওয়া। সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধাবৃত—আধ-ঢাকা, অর্ধাচ্ছাদিত। সুপ্সুপেতি। বিণ।

অর্ধার্ধ—এক-চতুর্থাংশ, সিকি। অর্ধের অর্ধ, ৬তৎ। বি ; পু।

অর্ধার্ধি—দুই সমান ভাগ করিয়া, আধাআধি। অর্ধে অর্ধে প্রবৃত্ত যে ভাগ, ব্যতীহার বহু। অ।

অর্ধাশন—অর্ধভোজন, আধ-পেটা খাওয়া ; অর্ধাংশ ব্যাপ্তি। অর্ধ যে অশন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অর্ধাসন—আসনের অর্ধাংশ ; স্নেহপ্রকাশ ; নিন্দামোচন। আসনের অর্ধ, ৬তৎ। বি।

অর্ধী (অর্ধিন্)—অর্ধভাগী, অর্ধেক অংশী-দার। অর্ধ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অর্ধিনী**।

অর্ধেক—সমান দুই ভাগের এক, আধ। এক যে অর্ধ, কর্মধা ; বা একের অর্ধ ; ৬তৎ। বিণ বা বি। [অর্ধেক বয়স=প্রৌঢ়ত্ব]।

অর্ধেন্দু—অর্ধচন্দ্র ; নখচিহ্ন ; গলহস্ত, গলা-ধাক্কা ; অর্ধচন্দ্রাকার ; বাণ। ইন্দুর অর্ধ, ৬তৎ ; কিংবা অর্ধ ইন্দু, কর্মধা। বি ; পু।

অর্ধেন্দু-মৌলি—চন্দ্রশেখর, শিব। অর্ধেন্দু মৌলিতে যাহার, বহু। বি ; পু।

অর্ধেন্দু-শেখর—চন্দ্রশেখর, শিব। অর্ধেন্দু শেখরে যাহার, বহু। বি ; পু।

অর্ধেন্দুশেখর মুস্তোফী—ইনি ১২৫৮ সালের ১০ই মাঘ বুধবার কলিকাতা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। অর্ধেন্দুশেখর স্বর্গীয় মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের মাতুলপুত্র। ইঁহাকে 'আজন্ম অভিনেতা' বলিলে বোধ করি অত্যুক্তি হয় না। অতি বাল্যকাল হইতেই ইঁহার আশ্চর্য অনুকরণ-পটুতা দৃষ্ট হইত। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর শনিবার (১২৭৯ সাল, ২৩শে অগ্রহায়ণ) National Theatre নামক যে প্রথম সাধারণ নাট্যশালা সংস্থাপিত হয়, অর্ধেন্দুশেখর তাহার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথমেই দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয়। ইনি গোলক বসু, সাবিত্রী, উড্ সাহেব ও এক জন চাষা এই চারি জনের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই ভিন্ন ভিন্ন চারিটি ভূমিকা একই অভিনয়-ক্ষেত্রে ইনি এমন সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিলেন যে দর্শকবৃন্দ তাহা দেখিয়া অবাক্ হইয়াছিল। অর্ধেন্দুশেখর যে একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতা সেই সময়েই সকলে ইহা বুঝিতে পারিল। সেই সাধারণ নাট্যশালার প্রথম সংস্থাপন হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি কোন-না কোন থিয়েটারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি যে কেবল উৎকৃষ্ট অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু সুদক্ষ অভিনয়শিক্ষকও ছিলেন। ইনি যেরূপ শিখাইতে পারিতেন, এমন শিক্ষক আজ-কাল প্রায় দেখা যায় না। ইনি সাহেব সাজিয়া এমন অভিনয় করিতেন যে, স্বর ও অঙ্গভঙ্গী দেখিয়া অনেক সময় প্রকৃত সাহেব বলিয়া ভ্রান্তি উপস্থিত হইত। এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত ইঁহার সমকক্ষ হইতে কেহই সমর্থ হন নাই। আবার হাস্যরসাত্মক অভিনয়েও ইঁহার অদ্ভুত পারদর্শিতা লক্ষিত হইত। প্রাদেশিক ভাষাসমূহে ইঁহার আশ্চর্য অধিকার ছিল। ঢাকার কথা, চট্টগ্রামের কথা, বাঁকুড়ার কথা, বর্ধমানের কথা,—ইনি যখন যে স্থানের কথা বলিতেন, তখনই ইঁহাকে তত্তৎস্থানবাসী বলিয়াই মনে হইত। একজন অভিনেতার পক্ষে ইহা অল্প গুণের কথা নহে। গম্ভীর বিষয়ের অভিনয়েও ইঁহার আশ্চর্য পটুতা ছিল। অভিনয়ের উৎকর্ষসাধন জন্য অর্ধেন্দুশেখর শরীরপাত করিয়াছিলেন।

১৩১৫ সালের ২১শে ভাদ্র বুধবার অর্ধেন্দুশেখর দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক-যাত্রা করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র ব্যোমকেশ মুস্তোফী "সাহিত্য পরিষদের" সহকারী সম্পাদক এবং সুপরিচিত সাহিত্যসেবী ছিলেন। ব্যোমকেশের মত চরিত্র অধুনা দুর্লভ। ১৯শে চৈত্র, ১৩৩২ সালে ইঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

অর্ধোক্ত—১। অর্ধ-কথিত, অসম্পূর্ণরূপে কথিত। অর্ধ যথা তথা উক্ত, সুপ্ সুপেতি। ২। অর্ধকথন, অসম্পূর্ণরূপে কথন অর্থাৎ বলা। অর্ধ যে উক্ত (বচন), কর্মধা। বি ; ক্লী।

অর্ধোক্তি—অর্ধ বা অস্ফুট কথন, অসম্পূর্ণ বাক্য, সমুদয় কথা না বলা। অর্ধ যে উক্তি (অর্ধ+উক্তি), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অর্ধোচ্চারিত—যাহার অর্ধভাগমাত্র উচ্চা-রণ করা হইয়াছে। অর্ধ যথা তথা উচ্চা-রিত, সুপ্ সুপেতি। বিণ।

অর্ধোত্তোলিত—অর্ধেক তোলা হইয়াছে এরূপ, আধ উঠানো, কিয়দংশে উত্থাপিত। অর্ধ যথা তথা উত্তোলিত, সুপ্ সুপেতি। বিণ।

অর্ধোদয়—১। আধখান উঠা, অর্ধেক প্রকাশ। অর্ধের উদয়, ৬তৎ ; বা অর্ধ যে উদয়, কর্মধা। ২। যোগ বিঃ [পৌষ কিংবা মাঘ মাসের অমাবস্যায় রবিবার, ব্যতীপাত যোগ, এবং শ্রবণা নক্ষত্র একত্র মিলিত হইলে অর্ধোদয় যোগ হয়, ইহা কোটি সূর্যগ্রহণের সদৃশ। এরূপ সম্মিলন ক্বচিৎ ঘটিয়া থাকে। আধুনিক সময়ে ১২৭০ সালে, ১২৯৭ সালে, ১৩০৯ সালে, ১৩১৪ সালে এবং ১৩৪১ সালে ইহা হইয়াছিল। এই যোগ দিবাভাগেই প্রশস্ত, রাত্রিতে কদাচ প্রশস্ত নহে]। অর্ধের (অর্থাৎ সমৃদ্ধ পুণ্যের) উদয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

অর্ধোদিত—অর্ধোত্থিত ; অর্ধপ্রকাশিত ; অর্ধকথিত। অর্ধ যথা তথা উদিত, সুপ্ সুপেতি। বিণ।

অর্ধোরুক—রমণীদিগের অর্ধোরু পর্যন্ত (উরু-দেশের অর্ধভাগ পর্যন্ত) ঘাগরার ন্যায় পরিধেয় বস্ত্র, কাচ, 'শায়া', ছোট কঞ্চুক। [যে সকল রমণী সূক্ষ্ম বসন ধারণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেমন গলদেশ হইতে নাভি পর্যন্ত একটি শেমিজ পরিধান করেন, তদ্রূপ কেহ কেহ নাভি হইতে উরুদেশের অর্ধভাগ পর্যন্ত একটি স্থূলাবরণ (শায়া) ব্যবহার করিয়া থাকেন, ইহাকেই অর্ধো-রুক বলে]। উরুর অর্ধ=অর্ধোরু, +৬তৎ ; অর্ধোরু পর্যন্ত এই অর্থে অর্ধোরু+ক। বি ; ক্লী।

অর্পণ—১। দান, দেওয়া ; স্থাপন, ন্যাস ; নিক্ষেপ। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+অনট্ ভাব। ২। হবিরাদি ত্যাজ্য দ্রব্য। অর্পি+অনট্ কর্ম। ৩। হবির্দানপাত্র দেবতাদি। অর্পি+অনট্ সম্প্র। ৪। হবিরর্পণস্থান বহ্নি প্রঃ। অর্পি+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

অর্পণা—অর্পণ (সকল অর্থে)। অর্পি+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অর্পণীয়—দানীয়, দেয় ; ত্যাজ্য ; ন্যস্ত করিবার যোগ্য। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

অর্পয়িতা (-তৃ)—অর্পণকারী, দাতা। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+তৃন্। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্পয়িত্রী**।

অর্পিত—যাহা অর্পণ করা হইয়াছে এরূপ ; দত্ত ; স্থাপিত, ন্যস্ত ; লিখিত, অঙ্কিত (চিত্রার্পিতাদি শব্দে) ; ধৃত ; পাতিত ; লিপ্ত ; নিক্ষিপ্ত। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

অর্পিতকর—পরিণীত, দত্তহস্ত। বহু বিণ ; পু।

অর্পিশ—হৃদয়। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি) + ইশ কর্তৃ। বি ; পু।

অর্পিস -হৃদয়, বক্ষঃ, বুক ; অগ্রমাংস। ণিজন্ত ঋ (=অর্পি)+ইসন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অর্বতী—১। কুৎসিতা স্ত্রীঃ। ('অর্বা' দ্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঘোটকী ; দূতী, কুট্টনী। বি ; স্ত্রী।

অর্বা অর্বন্)—১। অশ্ব, ঘোটক ; ইন্দ্র। ঋ+বনিপ্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। কুৎসিত, বিশ্রী ; অধম, হীন। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অর্বতী**।

অর্বাক্ (অর্বাচ্)—১। পশ্চাৎ ; আদি ; সমীপ। অ। ২। পরবর্তী ; নিকট ; নিকৃষ্ট। বিণ।

অর্বাচীন—পশ্চাদ্বর্তী ; বিপরীত ; অধম ; অপ্রবীণ, আধুনিক, নবীন ; যাহার বয়স হইয়াছে অথচ বুদ্ধির পরিপক্বতা জন্মে নাই এরূপ, অবিবেচক। অর্বাচ্ শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ।

অর্বুদ—১। দশ কোটি সংখ্যা ; রোগ বিঃ, আব ; স্ত্রীগর্ভস্থ শুক্রশোণিতাত্মক বস্তু, গর্ভের দ্বিতীয় মাসে ইহাকে অর্বুদ বলে। বি ; পু বা ক্লী। ২। আবু পাহাড় [ইহা রাজস্থানের অন্তর্গত আরাবলি শৈল-

শ্রেণীভুক্ত এবং প্রসিদ্ধ তীর্থ; এখানে বশিষ্ঠের আশ্রম ছিল, অত্যাপি তাহার চিহ্ন বিত্তমান; এখানে উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়]। বি; পু।

-১। বালক; ছাত্র; ওষধি, কলায়াদি শস্য; শিশির। ঋ (গমন করা)+ভ কর্তৃ। বি; পু। ২। দীপ্তিহীন, মলিন, প্রভাশূন্য, অল্পতেজঃসম্পন্ন। বিণ।

ক—১। শিশু, বালক; পশুশাবক; অজ্ঞ, মূর্খ। অর্ভ শব্দ+কণ্ স্বার্থে; অথবা ঋভ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ণক কর্তৃ। বি; পু। ২। স্বল্প; ক্ষীণ; তুল্য, সদৃশ। বিণ। স্ত্রী—**অর্ভিকা**।

অর্ভলীলা—ছেলেখেলা, শিশুক্রীড়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অর্য—১। শ্রেষ্ঠ; পূজনীয়; ন্যায্য। ঋ (গমন করা বা পাওয়া)+য কর্তৃ। বিণ। ২। স্বামী; বৈশ্য। বি; পু। স্ত্রী—**অর্যী** (বৈশ্যপত্নী), এবং **অর্যা** বা **অর্যাণী** (বৈশ্যজাতীয়া নারী)।

অর্যমা (-মন্)—সূর্য; পিতৃলোক বিঃ; বেদময় বিঃ; উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র; অর্কবৃক্ষ। ঋ+যমিন্ কর্তৃ। বি; পু।

অর্শ—গুহ্যদেশের রোগ বিঃ Hemorrhoids, Piles; এই রোগ সরলান্ত্রের নিম্নে মলদ্বারের বাহিরে ও ভিতরে জন্মে। ঋ+শ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অর্শঃ (অর্শস্)-অর্শ বা মলদ্বারের রোগ। ঋ+শস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অর্শস—অর্শরোগযুক্ত। অর্শস্ শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। বিণ।

অর্শা, অর্শানো—বর্তানো; এক হইতে অন্যে যাওয়া; অধিগত হওয়া; প্রাপ্য হওয়া; পাওয়া; (দোষ) স্পর্শ করা বা লাগা; ভাগ্যে ঘটা বা সম্ভব হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

অর্শী (অর্শিন্)—অর্শরোগগ্রস্ত। অর্শ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অর্শিনী**।

অর্শোঘ্ন—১। ভল্লাতক বৃক্ষ; শূরণ, ওল। অর্শস্—হন+টক্ কর্তৃ। বি; পু। ২। অর্শনাশক, অর্শরোগের প্রতিকারক। বিণ। স্ত্রী—**অর্শোঘ্নী**।

অর্সঃ (অর্সস্)—অর্শরোগ। ঋ+সস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অর্হ—১। পূজ্য; মান্য। অর্হ (পূজা করা)+অল্ কর্ম। ২। যোগ্য; উপযুক্ত। অর্হ (যোগ্য হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ৩। পরমেশ্বর; ইন্দ্র। বি; পু।

অর্হণ—পূজা; সম্মান; যোগ্যতা। অর্হ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

অর্হণা—অর্হণ (সকল অর্থে)। অর্হ+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্হণীয়—পূজনীয়, সম্মাননীয়। অর্হ (পূজা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

অর্হৎ—'অর্হন্' দ্রঃ।

অর্হত্তম—যোগ্যতম; অতি প্রশস্ত, সর্বোৎকৃষ্ট। অর্হৎ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

অর্হত্তর—যোগ্যতর; অধিকতর প্রশস্ত। অর্হৎ শব্দ+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

অর্হন্ (অর্হৎ)—১। বুদ্ধ; বৌদ্ধমতাবলম্বী, জৈন বা বৌদ্ধক্ষপণক। অর্হ+শতৃ কর্তৃ। বি; পু। ২। পূজ্য, প্রশস্ত; যোগ্য। বিণ।

অর্হন্ত—১। পূজ্য, আরাধ্য, মান্য। অর্হ+শতৃ। বিণ। স্ত্রী—**অর্হন্তী**। ২। শিব; বুদ্ধ; ক্ষপণক। বি; পু।

অর্হা—১। পূজ্যা; যোগ্যা। অর্হ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পূজা, আরাধনা, সম্মাননা; যোগ্যতা। অর্হ+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অর্হিত—পূজিত; প্রশংসিত; সম্মানিত। অর্হ (পূজা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অল—বৃশ্চিকাদির পুচ্ছ, হুল; হরিতাল। অল+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অলংকরণ, অলংকর্তা, অলংকার, অলংকৃত ইঃ—'অলঙ্করণ', 'অলঙ্কর্তা', 'অলঙ্কার', 'অলঙ্কৃত' ইঃ (সেগুলি দ্রঃ)।

অলক—১। চূর্ণকুন্তল, স্ত্রীলোকের গণ্ডদেশে লম্বমান কেশ, ঝাপটা; কুন্তল; চূর্ণকুন্তলাকার মেঘ; অঙ্গে বিলেপিত কুঙ্কুম। অল (ভূষিত করা)+অক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। ক্ষিপ্ত কুকুর। বি; পু।

অলকট্ (Col. H. S. Olcott)—আমেরিকাবাসী কর্নেল অলকট্, মাডাম ব্লাভাস্কির সাহচর্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এতদ্দেশে থিয়জফিক্যাল সোসাইটি (Theosophical Society) প্রতিষ্ঠ করেন। তত্ত্ববিত্তার অনুশীলনকল্পে স্থানে স্থানে উক্ত সোসাইটির শাখাসমিতি স্থাপিত হয়। ইনি আজীবন মূল সভার সভাপতি এবং 'থিয়সফিস্ট' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সুযোগ্য সম্পাদকের গুণে এই পত্রিকা অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত হইয়াছিল। এই ধর্মপরায় কর্মবীর উক্ত পত্রিকা, ক্ষুদ্রবৃহৎ অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ এবং অন্যান্য বিবিধ কার্য দ্বারা আধুনিক শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ উৎপাদন করেন তাঁহার দীর্ঘ কেশ, লম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু, এবং সর্বোপরি তাঁহার উন্নত চরিত্র, পবিত্র জীবন, সৌম্য শান্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি দেখিলে তাঁহাকে ঋষিকল্প বলিয়া বোধ হইত অলকট্সাহেব হস্তচালনা (Mesmeric pass) ও জলপড়া (Mesmerised water) দ্বারা অনেকের দুরূহ দুরারোগ্য রোগ অদ্ভুত অলৌকিক শক্তিবলে আরোগ্য করিতেন। ইনি পাশ্চাত্ত্য দেশবাসী হইয়াও নিরামিষভোজী ছিলেন। এই মহাপুরুষ স্বয়ং বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু হিন্দুধর্মের ও হিন্দুশাস্ত্রের মূলতত্ত্ব যাহাতে সর্বসাধারণের হৃদয়ংগম হয়, সে বিষয়ে প্রভূত চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে আপনার প্রধান কর্মক্ষেত্র মান্দ্রাজ শহরের আদিয়ার (Adyar) নামক স্থানে এই মহাত্মা লোকলীলা সংবরণ করেন।

অলকদাম (-দামন্)-চূর্ণকুন্তলসমূহ (সাধারণতঃ রমণীগণের)। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অলকনন্দা—কুমারী, বালিকা; স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী; ভারতবর্ষের গঙ্গা [বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডল প্লাবিত করিয়া ব্রহ্মলোকে পতিত হন। ব্রহ্মপুরী পরিবেষ্টন করিয়া ইনি চারিটি ধারায় বিভক্ত হন। ধারা চারিটির নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষুঃ, ভদ্রা। অলকনন্দা ভারতবর্ষের অভিমুখে ধাবিত হইয়া দক্ষিণ দিক্ ব্যাপিয়া সাত ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরসংগমে পতিত হইয়াছেন। এই অলকনন্দাকে মহেশ্বর শত শত বৎসর আপনার মস্তকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর ইনি ভগীরথের আরাধনায় ভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া সগরসন্তানদিগকে নিস্তার করেন। পদ্মপুরাণের মতে অলকনন্দা স্বর্গের নদী। গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে মেরুপর্বতের নিম্নে গঙ্গোত্তরীতে নামিয়া অধোগঙ্গা, জাহ্নবী ও অলকনন্দা নামে ত্রিধারায় বিভক্ত হন। অধোগঙ্গা পাতালের, জাহ্নবী পৃথিবীর এবং অলকনন্দা স্বর্গের নদী]; শ্রীনগরের অদূরে গঙ্গার সহিত মিলিতা নদী। উপতৎ; অলকা (কুবেরপুরী)—নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

অলকপ্রভা—অলকা, কুবেরপুরী। অলকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

অলকবন্ধন—চূর্ণকুন্তলবন্ধন; কুন্তলবন্ধন, চুলবাঁধা; ক্ষিপ্তকুকুর বাঁধা; চুল বাঁধিবার দড়ি বা ফিতা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অলকমেঘ—যে-সকল মেঘ আকাশে চূর্ণকুন্তলের বা বিক্ষিপ্ত কার্পাসের ন্যায় দৃশ্যমান হয়, cirrus। অলকাকার মেঘ, মধ্যপ। বি; পু।

অলকরাজি—চূর্ণকুন্তলসমূহ, ঝাপটা সকল;

চূর্ণকুন্তলাকার মেঘসমূহ ; ক্ষিপ্ত কুক্কুরনিচয়। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অলকসংহতি—চূর্ণকুন্তলসমষ্টি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অলকস্তর—যে-সকল মেঘ প্রথমতঃ চূর্ণ-কুন্তলের আকারে উৎপন্ন হইয়া ছাড়া ছাড়া মেঘের সহিত মিশ্রিত হয়, cirro-.tratus. ৬তৎ। বি ; পু।

অলকস্তূপ—যে-সকল মেঘ প্রথমতঃ চূর্ণ-কুন্তলের আকারে উৎপন্ন হইয়া স্তূপমেঘের সহিত মিশ্রিত হয়, cirro-cumulus. ৬তৎ। বি ; পু।

অলকস্পর্শী (-স্পর্শিন্)—চূর্ণকুন্তল-স্পর্শ-কারী ; মেঘস্পর্শকারী, গগনচুম্বী, অভ্রংলিহ। উপতৎ ; অলক—স্পৃশ্ (ছোঁওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অলকস্পর্শিনী**।

অলকা—কুবেরপুরী [হিমালয়ের উপরিভাগে অলকনন্দাতটে অবস্থিত] ; আট হইতে দশ বৎসরবয়স্কা বালিকা ; শ্বেত আকন্দ ; যূথ, দল। অলক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

অলকা-তিলকা—অঙ্গলিপ্ত কুঙ্কুম, পত্র-লেখা, তিলপুষ্পাকৃতি চিহ্ন বিঃ। বি ; স্ত্রী।

অলকাধিপ, অলকাধিপতি—কুবের। অলকার অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। বি ; পু।

অলকাবলী-১। অলকসমূহ। অলকের আবলী, ৬তৎ। ২। অলকাসমূহ। অলকার আবলী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অলক্ত—লাক্ষা ; লাক্ষারস, আলতা। ন (নাই) রক্ত (লোহিতবর্ণ) যাহা হইতে, বহু (র-স্থানে ল)। বি ; পু।

অলক্তক—লাক্ষা ; অলক্ত, আলতা। অলক্ত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

অলক্তক-রস—আলতাভিজানো জল। ৬তৎ। বি ; পু।

অলক্তকরাগ—আলতার রঙ। ৬তৎ। বি ; পু।

অলক্তকাঙ্কিত—আলতা দ্বারা চিহ্নিত। অলক্তক দ্বারা অঙ্কিত, ৩তৎ। বিণ।

অলক্ষণ—১। কুলক্ষণ, অশুভ চিহ্ন ; দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য। ন (অপ্রশস্ত) লক্ষণ, নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। কুলক্ষণাক্রান্ত, অশুভচিহ্ন-যুক্ত ; দুর্ভগ ; লক্ষণহীন। ন (অপ্রশস্ত) লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

অলক্ষণে, অলক্ষুণে, অলুক্ষণে—দুর্লক্ষণাক্রান্ত, অশুভ নিদর্শনযুক্ত ; অপয়া ; অমঙ্গলসূচক ; অশুভ। অলক্ষণ বা অলক্ষণা শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অলক্ষিত—যাহা লক্ষিত হয় নাই এরূপ, অনিরীক্ষিত, অদৃষ্ট ; অজ্ঞাত ; অতর্কিত ; অকৃতলক্ষণ। নঞ্তৎ। বিণ।

অলক্ষিতে—অলক্ষিতভাবে, আড়ালে থাকিয়া, অজ্ঞাতসারে, অদৃষ্টভাবে, গোপনে। ন (নাই) লক্ষিত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

অলক্ষ্মী—১। লক্ষ্মীর বিরোধিনী দেবতা, দুষ্টলক্ষ্মী, দুর্ভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। নঞ্-তৎ। বি ; স্ত্রী। [ইনি লক্ষ্মীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সমুদ্রমন্থনকালে ইঁহার উৎপত্তি হইলে সুরাসুর কেহই ইঁহাকে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। পরে দুঃসহ নামক এক মহাতপাঃ মুনি ইঁহাকে বিবাহ করেন। পরন্তু ইঁহার জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া কিছুদিন পরে তিনিও ইঁহাকে পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, সমুদ্র হইতে উত্থিতা হইয়া ইনি দেবগণকে আপনার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তাহাতে দেবগণ এইরূপ উত্তর করেন—"যেস্থানে সর্বদা কলহ, বিবাদ, অস্থি ও চিতাভস্ম বিদ্যমান আছে, সেই স্থানে তুমি বাস করিবে। আর যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যাবাক্য ব্যবহার করে, যে কদাচারী, পদ ধৌত না করিয়া রাত্রি-কালে নিদ্রা যায়, তৃণ অঙ্গার অস্থি প্রভৃতির দ্বারা যে দন্ত পরিষ্কার করে ; আর যে ব্যক্তি রাত্রিতে গাজা, লাউ, বেল ও ছাতিম প্রভৃতি আহার করে, তুমি সেই সকল ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া বাস করিবে। বিশেষতঃ যে গৃহে পতিপত্নীর মধ্যে সর্বদা কলহ হয়, সেই গৃহে তুমি গাঢ় প্রবেশ করিতে পারিবে।" ইঁহার মূর্তি কৃষ্ণবর্ণ, দ্বিভুজ, কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান, লৌহের অলংকারে ভূষিত, কাঁকরের চন্দন সর্বাঙ্গে লিপ্ত, হস্তে ঝাটা, ইনি গর্দভে আরূঢ় এবং সর্বদাই কলহপ্রিয়।] ২। দুর্ভাগ্য, দুর্দশা। বি ; স্ত্রী। **অলক্ষ্মীতে পাওয়া**—ভাগ্য খারাপ হওয়া। **অলক্ষ্মীর দশা**—দারিদ্র্য ; শ্রীহীন অবস্থা। **অলক্ষ্মীর দৃষ্টি**—দুর্ভাগ্য ; দারিদ্র্য।

অলক্ষ্মীক—লক্ষ্মীছাড়া ; হতভাগা ; ধনহীন ; অপ্রিয়দর্শন ও অপ্রিয়ভাষী। "যে ব্যক্তি লোকের মর্মপীড়ক ; পরুষভাষী, ও বাক্য-রূপ কণ্টক দ্বারা অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে, তাহাকে অলক্ষ্মীক বলে। তাহার মুখে অলক্ষ্মীর চিহ্ন সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।"—(কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত)। ন (নাই) লক্ষ্মী যাহার, বহু। বিণ।

অলক্ষ্য—১। অদৃশ্য, অনুদ্দেশ্য ; অচিহ্নিত, অনির্ণেয় ; অকপট, অসমকক্ষ, যাহাকে প্রতিযোগী বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় না এরূপ। ন লক্ষ্য, নঞ্তৎ। ২। অর্থহীন, যাহাতে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নাই এরূপ। বহু। বিণ। স্ত্রী—**অলক্ষ্যা**।

অলক্ষ্যগতি—গূঢ়চার, অদৃশ্যগমন। বহু। বিণ।

অলক্ষ্যজন্মা (-জন্মন্)—অজ্ঞাতজন্মা ('— মহাদেব')। বহু। বিণ।

অলক্ষ্যে—১। যাহা লক্ষ্য করা যায় না এরূপ বিষয়ে। বি ; ক্লী ; অধি। ২। অলক্ষিতভাবে, আড়ালে। ক্রি-বিণ।

অলখ—নিরাকার, নিরবয়ব ; অলক্ষিত। বাংপ্র। বিণ।

অলখিতে—অলক্ষ্যে, অদৃশ্যভাবে, গোপনে। অলক্ষিতে পদের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

অলগর্দ—জলঢোঁড়া সাপ ; কেউটে সাপ। অলক্ শব্দ—অর্দ্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অলগ্ন—অসংগত, অসংযুক্ত, অসংসক্ত, অব্যক্ত, বিচ্ছিন্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অলঘু—যাহা লঘু নহে এরূপ ; গুরু ; দীর্ঘ ; অশীঘ্র ; প্রবল ; সারবিশিষ্ট, গভীর। নঞ্তৎ। বিণ।

অলঙ্করণ—১। ভূষিত করণ, সজ্জিত করণ, সাজানো। অলম্—কৃ+অনট্ ভাব। ২। আভরণ, ভূষণ। …+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

অলঙ্করিষ্ণু—ভূষক, প্রসাধনকারী, শোভা-জনক। অলম্ শব্দ—কৃ+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

অলঙ্কর্তা (-র্তৃ)—প্রসাধনকর্তা, যে সাজায়। অলম্ শব্দ—কৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অলঙ্কর্ত্রী**।

অলঙ্কর্মীণ—কার্যদক্ষ, কর্মপটু। অলম্—কর্মন্ শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ।

অলঙ্কার—আভরণ, ভূষণ, যাহা দ্বারা শরীরকে ভূষিত করা যায় (যেমন হার, বলয় প্রঃ) ; প্রসাধন, ভূষিতকরণ ; কাব্যাঙ্গশাস্ত্র বিঃ ; শব্দ ও অর্থের ভূষণ*। অলম্—কৃ (করা)+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

*হার বলয় প্রঃ যেরূপ মানব-শরীরের শোভা সম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলে, সেইরূপ অনুপ্রাস উপমা প্রঃ কাব্যের অঙ্গস্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদন করে বলিয়া উহাদিগকে অলঙ্কার বলে। অলঙ্কার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, যথা—শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ, কাকু ও বক্রোক্তি, এই কয়েকটি শব্দালঙ্কার ; এবং উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা প্রঃ বহুবিধ অর্থালঙ্কার প্রচলিত আছে। [**অলঙ্কার হওয়া**—'গা-সওয়া' হওয়া, লজ্জার বা অপমানের বিষয় বলিয়া মনে না হওয়া।]

শব্দালঙ্কার।

অনুপ্রাস (Alliteration), —একরূপ

ব্যঞ্জনবর্ণের পুনঃ পুনঃ বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে ; যথা—
"কোশাকুশী কুশাসন শোভে কক্ষতলে।
কমণ্ডলু করঙ্গ পুরিত গঙ্গাজলে।"

যমক (Analogue);—একাকার ভিন্নার্থক পদদ্বয়ের বিন্যাসকে যমক বলে। যমক চারি প্রকার; যথা—আদ্য যমক, মধ্য যমক, অন্ত্য যমক ও সর্ব যমক।

(১) আদ্য যমক।
(ক) "ভারত ভারতখ্যাত আপনার গুণে।"
(খ) "উদয় উদয়পুরে প্রফুল্ল অন্তরে।"

(২) মধ্য যমক।
(ক) "পাইয়া চরণতরি তরি ভবে আশা।"
(খ) "ভানু-করে করে ঝলমল।"

(৩) অন্ত্য যমক।
(ক) "কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব।"
(খ) "হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে।"
(গ) "আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।"
(ঘ) "দুর্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল,
সুলভ দেখিনু হাটে—নাহি যায় ফল।"

(৪) সর্ব যমক।
"কান্তার আমোদ পূর্ণ কান্ত সহকারে।"

শ্লেষ (Parenomasia);—একই শব্দের একাধিক অর্থে প্রয়োগের নাম শ্লেষ; যথা—
(ক) "গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্য বংশ খ্যাত।"
(খ) "কে বলে ঈশ্বর গুপ্ত ব্যাপ্ত চরাচর।
যাহার প্রভায় প্রভা পায় প্রভাকর।"

কাকু (Tone of voice);—স্বরভঙ্গির নাম কাকু; যথা—
(ক) "কোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?"
(খ) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ?"

বক্রোক্তি (Equivoque);—কোন বাক্যে বক্তার অভিপ্রেত অর্থ যদি অন্য কোনও ব্যক্তি শ্লেষ বা কাকু দ্বারা অর্থান্তরে পরিণত করিয়া লয়, তবে বক্রোক্তি অলঙ্কার হয়; যথা—

প্রশ্ন। "দ্বিজরাজ হ'য়ে কেন বারুণী সেবন?
উত্তর। রবির ভয়েতে তথা করে পলায়ন।"

[এস্থলে দ্বিজরাজ অর্থে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ এবং বারুণী অর্থে সুরা, ইহাই প্রশ্নকর্তার অভিপ্রেতার্থ; কিন্তু উত্তরদাতা দ্বিজরাজ শব্দের চন্দ্র ও বারুণী শব্দের পশ্চিমদিক্ অর্থ করিয়া লইয়া উত্তর দিয়াছেন।]

প্রশ্ন। "কেন সখি তাপ পাও অমৃত সেবনে?
উত্তর। মৃত হ'লে বল তাপ পায় কোন্ জনে"

[এস্থলে অমৃত শব্দের অর্থ সুধা, ইহাই প্রশ্নকর্ত্রীর অভিপ্রেতার্থ; কিন্তু উত্তরদাত্রী যে 'মৃত নহে' এইরূপ অর্থ করিয়া উত্তর দিয়াছেন।]

অর্থালঙ্কার।

স্বভাবোক্তি (Description);—পদার্থসমূহের বর্ণনা চমৎকারজনক* হইলে স্বভাবোক্তি অলংকার হইয়া থাকে; অর্থাৎ যথাযথ বস্তুবর্ণনকে স্বভাবোক্তি কহে। যথা—
"সারি সারি তরণী দুধারে শোভা পায়,
দাঁড়ি মাঝি আরোহীরা সুখে নিদ্রা যায়;
কেহ বা বসিয়া আছে তস্করের ডরে,
কেহ বা গাইছে গীত গুন্ গুন্ স্বরে।"

উপমা (Simile);—কোনও অংশে একধর্মবিশিষ্ট ভিন্নজাতীয় বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য-কথনকে উপমা বলে। ইহাতে যথা, সম, সমান, ন্যায়, যেমন প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দগুলির স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলে পূর্ণোপমা এবং না থাকিলে লুপ্তোপমা বলা হইয়া থাকে; যথা—

পূর্ণোপমা।
(ক) "উত্তাল তরঙ্গময় সাগর সমান।
কোলাহলপূর্ণ ছিল সেই জনস্থান।"
(খ) "স্বনিছে পবন দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা।"

লুপ্তোপমা।
(ক) "বদনমণ্ডল চাঁদ নিরমল।"
(খ) "পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।"

মালোপমা;—একটি উপমেয়ের* একাধিক উপমান* থাকিলে তথায় মালোপমা হয়। যথা—
(ক) "মহাবীর্য যেন সূর্য জলদে আবৃত,
অগ্নি অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত।"

*মন্তব্য। চমৎকারজনকত্ব সকল অলঙ্কারের পক্ষেই আবশ্যক, পরন্তু এ কথাটির আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিব না।

*মন্তব্য। যে বস্তুর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ প্রদর্শনার্থে অন্য বস্তুর সহিত তুলনা দেওয়া হয়, তাহাকে উপমেয়, এবং সেই অন্য বস্তুকে উপমান বলে; যথা—চন্দ্রতুল্য বদন, তিলফুলতুল্য নাসা, এস্থলে বদন ও নাসা উপমেয়, এবং চন্দ্র ও তিলফুল উপমান।

(খ) "মলিন-বদনা দেবী, হায় রে যেমতি
খনির তিমির গর্ভে (না পারে পশিতে
সৌরকর-রাশি যথা) সূর্যকান্তমণি;
কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশিতলে।"

রূপক (Metaphor);—উপমেয়ের সহিত উপমানের অভেদ কল্পনাকে রূপক অলঙ্কার বলে। রূপক দুই প্রকার—পরম্পরিত রূপক ও সাঙ্গ রূপক; যথা—
(ক) "বসুধা বেষ্টিত যার কীর্তি-মেখলায়।"
(খ) "ডুবিল বিমল সুখ-সিন্ধুজলে মন।"
(গ) "আশার সরসে রাজীব।"

পরম্পরিত রূপক;—এক বস্তুর আরোপসিদ্ধির নিমিত্ত অন্য বস্তুর আরোপ করার নাম পরম্পরিত রূপক; যথা—
(ক) "প্রতাপ-তপনে কীর্তি-পদ্ম প্রকাশিয়া
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া।"

[এখানে রাজলক্ষ্মীর আসনের নিমিত্ত পদ্মের আরোপ করা হইয়াছে; পরন্তু প্রস্ফুটিত পদ্ম না হইলে আসন হয় না, আর সৌরতাপ না হইলে পদ্মের প্রস্ফুটন হয় না, সেই জন্য প্রতাপে তপনের আরোপ করা হইয়াছে।]

(খ) "শান্তির সরসী মাঝে সুখ-সরে রহ রাজে
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে।"
"হে বিভো করুণাময় বিদ্রোহ-বারিদচয়,
আর যেন বিষ না বরিষে।"

সাঙ্গ রূপক;—যেস্থলে অঙ্গীতে কোনও বস্তুর আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া তদঙ্গভূত বস্তুতেও অন্য বস্তুর আরোপ করা হয়, সেস্থলে সাঙ্গ রূপক হইয়া থাকে; যথা—
"—শোকের ঝড় বহিল সভাতে!
সুর সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা; ঘন-
নিশ্বাস প্রবল বায়ু; অশ্রু-বারিধারা
আসার; জীমূত মন্দ্র হাহাকার রব।"

[এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া ঝড়ের অঙ্গভূত বিদ্যুৎ, মেঘ, বাত্যা ও বৃষ্টিতে যথাক্রমে বামাকুল (অর্থাৎ তাহাদের রূপ), মুক্তকেশ, নিশ্বাস ও অশ্রুধারার আরোপ হইয়াছে।]

প্রতীপ (Reversed Simile);—প্রকৃত উপমানকে উপমেয়রূপে বর্ণনা করিলে অথবা উপমানের বৈকল্য বর্ণনা করিলে তথায় প্রতীপ অলঙ্কার হয়; যথা—
(ক) "সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।"
(খ) "দুর্জন যথায় তথা কেন হলাহল,
জ্ঞাতি যথা, কেন তথা প্রদীপ্ত অনল।"

ব্যতিরেক (Excess of object or subject);—উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বর্ণনা করিলে ব্যতিরেক অলঙ্কার হয়; যথা—
(ক) "কল্লোলিনী কলস্বরে করে কল কল,
কি তার বংশীর ধ্বনি, নহে তার তুল।"
(খ) "দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।"
(গ) "ভুজ যুগে নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।"
(ঘ) "যৌবন বসন্তসম সুখময় বটে,
দিনে দিনে উভয়ের পরিণাম ঘটে।
কিন্তু পুনঃ বসন্তের হয় আগমন,
ফিরে না ফিরে না আর ফিরে না
যৌবন।"

অতিশয়োক্তি (Hyperbole);—উপমেয়ের একেবারে উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশ করার নাম অতিশয়োক্তি অলঙ্কার; যথা—

(ক) "দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা বরিষণে।"
(খ) "——প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে।"
(গ) "উগরে নির্ঝরচয় মুকুতা-নিকর।"

অধিক (Excess o: container or cont ined) ;—আধার ও আধেয়কে প্রথমে বড় বলিয়া বর্ণনা করিয়া তাহার পর ছোট আধেয় বা ছোট আধারকে মহত্তর বলিয়া যদি বর্ণনা করা যায়, তবেই অধিক অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "প্রলয়কালে যিনি আপনাতে জীব সকলকে সংহৃত করিয়া লইয়াছিলেন, সেই কৈটভারি শ্রীকৃষ্ণের সে শরীরে সমস্ত জগৎ বিলীন হইয়াও স্থান ছিল, তপোধন নারদের আগমনজনিত আনন্দ সে শরীরে আর ধরিল না।"

[এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের শরীর আধার। প্রথমে সেই আধারকে এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে সমস্ত জগৎ তাহাতে লীন হইয়াছিল, এবং লীন হইয়াও আরও কত বস্তু ধরিতে পারিবার মত স্থান ছিল। পরে নারদের আগমনজনিত আনন্দ আধেয়। সেই আনন্দকে আবার এত বড় করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, যে শরীরে সমস্ত জগতের স্বচ্ছন্দে স্থান-সমাবেশ হইয়াছিল, সে শরীরে আনন্দের স্থান সংকুলান হইল না, একেবারে উথলিয়া পড়িল। কেহ কেহ এস্থলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার বলেন।]

(খ) "হে মহারাজ! আপনার যশোরাশি অপরিমিত হইলেও ত্রিভুবনের উদর এত বৃহৎ যে, উহাতে তাহার পরিমাণ করা যাইতেছে।"

[এস্থলে যশোরাশি আধেয়। প্রথমে উহাকে এত বড় বলা হইয়াছে যে, উহার আদৌ পরিমাণ করা যায় না। পরে ত্রিভুবন আধার। উহাকে আবার এত বড় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, সেই অপরিমেয় যশোরাশিকে উহা অনায়াসে ধারণ করিতে পারে।]

উৎপ্রেক্ষা (Hypothetical Metaphor) ;—উপমেয়কে উপমানরূপে বিতর্ক করিলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হয়। যেন, বুঝি, প্রঃ শব্দ ইহার দ্যোতক। উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার—বাচ্যোৎপ্রেক্ষা এবং প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা ;—যে স্থলে যেন, বুঝি প্রঃ শব্দের উল্লেখ থাকে, তথায় বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) "তরুণ অরুণ ভাতি জলে কোন স্থলে
প্রবালের বৃষ্টি যেন হয়েছে অচলে।"

(খ) "—যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ——।"

(গ) "ধবল নামেতে গিরি হিমাচল-শিরে ;
অভ্র-ভেদী দেব-আত্মা ভীষণদর্শন,
সতত ধবলাকৃতি অচল অটল,
যেন উর্দ্ধবাহু সদা শুভ্র-বেশধারী
নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী।"

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা ; যে স্থলে যেন, বুঝি, প্রঃ উৎপ্রেক্ষাবোধক শব্দের উল্লেখ না থাকে, তথায় প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"কজ্জল কিরণে শোভা করিছে নয়ন
মেঘের আবলি মাঝে শোভে তারাগণ।"

সমাসোক্তি (Personification) ;—সমান কার্য, সমান লিঙ্গ, ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় নির্জীব পদার্থে অন্য কোনও সজীব পদার্থের ব্যবহার সম্যক্ আরোপ করিলে তথায় সমাসোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা—

"সুখময় ঋতুনাথ বসন্তে যখন,
নব পরিচ্ছদে কর তনু আচ্ছাদন,
ফুল্ল ফুল দূর্বাদল চারু আভরণে,
সাজাও আপন অঙ্গ সহাস্য বদনে ;
বিহঙ্গ নিনাদচ্ছলে গাও সুললিত ;
তখন না হয় কার মানস মোহিত ?"

উল্লেখ (Manif ld of P.edication) ;—একই পদার্থের অনেক প্রকারে উল্লেখকে উল্লেখ অলঙ্কার কহে ; যথা—

"কেহ বা জিহোবা, জোব, কেহ প্রভু কয়।"

দীপক (Identity of Action or Agent) ;—একই ক্রিয়ার সহিত প্রস্তুত ও অপ্রস্তুত উভয় বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে অথবা একই কর্ত্তৃপদের অনেকগুলি ক্রিয়া থাকিলে দীপক অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "পদ্মে শোভে সরোবর, গৃহ পরিবারে,
উৎসবে সম্পদ্ শোভে, কাব্য অলঙ্কারে।"

(খ) "অজিন, রঞ্জিত আহা কত শত রঙে,
পাতি বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে,
সখীভাবে সম্ভাষিয়া ছায়ায় ; কভু বা
কুরঙ্গিণী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে,
গাহিতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি,
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে
নদীতটে, দেখিতাম তরল সলিলে
নূতন গগন যেন নব তারাবলী,
নব নিশাকান্ত কান্তি !—।"

তুল্যযোগিতা (Identity of Attribute) ;—একই গুণ বা ক্রিয়ার সহিত নানা পদার্থের সম্বন্ধ থাকিলে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "তীর, তারা, উল্কা, বায়ু, শীঘ্রগামী যেবা,
বেগ শিখিবারে সঙ্গে বেগে যাবে কেবা।"

(খ) "লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়,
পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায়

(গ) "————চমকিলা দিবে
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।"

অপ্রস্তুত প্রশংসা (Allegory) ;—যে স্থলে অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রতীতি জন্মে, সে স্থলে অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভয় হয় মনে।
রবিকর যবে, দেবি, পশে বনস্থলে
তমোময় নিজগুণে আলো করে বনে
সে কিরণ, নিশি যবে যায় কোন দেশে,
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।"

অর্থান্তরন্যাস (Corroboration) ;—যেস্থলে অন্য বিষয়ের উল্লেখ দ্বারা প্রস্তাবিত বিষয়ের সমর্থন করা যায়, সেস্থলে অর্থান্তরন্যাস অলঙ্কার হয়। ইহাতে কখনও সামান্য দ্বারা বিশেষের এবং কখনও বা বিশেষ দ্বারা সামান্য অর্থের সমর্থন করিতে হয় ; যথা—

(ক) "কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরে দীর্ঘপথ,
উদ্যম বিহনে কার পূরে মনোরথ ?"

(খ) "দশে মিলে করিলে মহৎকার্য হয়,
তৃণের সংহতি রজ্জু হ'য়ে বাঁধে হয়।"

(গ) "কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ ? কেমনে হরিল
ও বরাঙ্গ-অলঙ্কার বুঝিতে না পারি।"

(ঘ) "চির সুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে ?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ?"

দৃষ্টান্ত (Parallel) ;—দৃষ্টান্ত কথনকে অর্থাৎ সমভাবাপন্ন বিষয়ের সাদৃশ্য কথনকে দৃষ্টান্ত অলঙ্কার বলে। ইহাতে যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দের প্রয়োগ থাকে না, এবং সাধারণ ধর্ম এক হয় না ; যথা—

(ক) "দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।"

(খ) "কালের কঠোর হিয়া রূপে মুগ্ধ নয়,
শোভাকর পূর্ণশশী রাহুগ্রস্ত হয়।"

প্রতিবস্তূপমা (Parallel Simile) ;—যেস্থলে যথা প্রঃ উপমাবাচক শব্দের স্পষ্ট প্রয়োগ থাকে না, অথচ দুইটি বিষয়ের সাদৃশ্য প্রতীয়মান হয় এবং সাধারণ ধর্ম এক হয়, সেস্থলে প্রতিবস্তূপমা* অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) "ধন্য ধন্য দময়ন্তী তব গুণ-গণ
যে গুণে করিলে নল-মন আকর্ষণ।"

(খ) "কৌমুদী জলধি জল করে উত্তোলন,
তাহাতে প্রশংসা তার আছে কি তেমন।"

*মন্তব্য। যথা প্রঃ শব্দের উল্লেখ থাকিলে উপমা অলঙ্কার হয়, এবং সাধারণ ধর্ম এক হইলে প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হয়। পরে দ্রঃ।

নিদর্শনা (Transference of Attributes) ;—যে স্থলে সাদৃশ্য হেতু কাহারও উপর কোন অবাস্তবিক ধর্মের বা কার্যের আরোপ করা যায়, তথায় নিদর্শনা অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "রে দূত ! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ! ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ?"

(খ) "কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার ?
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার ?"

বিভাবনা (Effect without Cause) ;—যে স্থলে কারণ ব্যতিরেকে কার্যের উৎপত্তি হয়, সে স্থলে বিভাবনা অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"বিনা মেঘে বজ্রাঘাত চাষা মনে গণি
ভয়ে সশঙ্কিত প্রাণে চাহিল আকাশ পানে ;
ঝরিল কামিনী-কক্ষ-কলসী অমনি।"

বিশেষোক্তি (Cause without Effect) ;—যে স্থলে কারণ সত্ত্বেও কার্যের উৎপত্তি হয় না, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"যদি করি বিষপান তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোসাঁই।"

বিরোধ (Rhetorical Contradiction) ;—যে স্থলে প্রকৃতপক্ষে বিরোধ নাই, কিন্তু আপাততঃ বিরোধ বলিয়া বোধ হয়, তথায় বিরোধ অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"অচক্ষু সর্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখ বিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি।"

[এ কবিতাটি ঈশ্বরবিষয়ক বলিয়া বাস্তবিক ইহাতে বিরোধ নাই।

অসংগতি ;—এক স্থানে কারণ ও অন্য স্থানে কার্য ঘটনা হইলে অসংগতি অলঙ্কার হয় ; যথা—

"একের কপালে রহে আরের কপাল দহে,
আগুনের কপালে আগুন।"

ব্যাজস্তুতি (Irony) ;—নিন্দাচ্ছলে স্তুতি বা স্তুতিচ্ছলে নিন্দা বুঝাইলে ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন॥"

(খ) "সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যথা তথা ঠাঁই,
সিদ্ধিতে নিপুণ বড়।"

(গ) "তব হে জনম অতি বিপুলে,
ভুবন-বিদিত অজের কুলে,
জনক-দুহিতা বিবাহ করি,
তাহাতে ভাসালে যশের তরি।"

অপহ্নুতি (Denial) ;—যে স্থলে উপমেয়ের গোপন করিয়া উপমানের স্থাপন করা যায়, তথায় অপহ্নুতি অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

(ক) "কণ্ঠে গরল নহ মৃগমদ সার।
নহ ফণিরাজ উরে মণিহার॥"

(খ) "শিশির বিন্দুর ছলে উষাদেবী কুতূহলে
ফুলনলিনীর ভালে পরায়েছে মুকুতার মালা।"

(গ) "ও নহে আকাশ নীল নীরনিধি হয় ;
ও নহে তারকাবলী নব ফেনচয় ;
ও নহে শশাঙ্ক কুণ্ডলিত ফণিধর ;
ও নহে কলঙ্ক তাহে শয়িত কেশব।"

ভ্রান্তিমান (Rhetorical Mistake) ;—অত্যন্ত সাদৃশ্য হেতু প্রকৃত বিষয়ে অপর বস্তুর যে কবি-কল্পিত ভ্রম, তাহাকে ভ্রান্তিমান অলঙ্কার বলে ; যথা—

(ক) "দেখ সখে উৎপলাক্ষী সরোবরে নিজ অক্ষি-
প্রতিবিম্ব ক'রে দরশন,
জলে কুবলয় ভ্রমে, বার বার পরিশ্রমে
ধরিবারে করিছে যতন।"

(খ) "———রথ চূড়া'পরে,
শোভিল দেবপতাকা যেন অচঞ্চল
বিদ্যুতের রেখা। চারিদিকে মেঘকুল
হেরি সে কেতুর কান্তি ভ্রান্তি মদে মাতি
ভাবি তারে অচলা চপলা দ্রুতগামী
গর্জিয়া আইল সবে লভিবার আশে
সে সুর-সুন্দরী।"——

সন্দেহ (Rhetorical Doubt) ;—কবি-কল্পনাকৃত সংশয়কে সন্দেহ অলঙ্কার বলে ; যথা—

"বিষ্ণুর বৈষ্ণবী কিবা ভবের ভবানী।
ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী কিবা ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥"

সহোক্তি ;—সহার্থ-বাচক শব্দ দ্বারা গুণ ক্রিয়াদির সমতা বা সমকালিকতার উল্লেখ করিলে সহোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা —

(ক) "শন্ শন্ সমীরণ বহিল প্রবল,
করকা সহিত পড়ে বৃষ্টি অবিরল॥"

(খ) "বিকসিত কামিনী-কুসুম-তরুতলে,
বসিলাম চিন্তা সখী সহ কুতূহলে।"

বিনোক্তি ;—বিনা বা বিনার্থক শব্দ সহযোগে কোনও বস্তুর শোভা প্রতীয়মান হইলে বিনোক্তি অলঙ্কার হয় ; যথা—

(ক) "সরোজিনী বিনা সরঃ ভানু বিনা দিন,
নিশাপতি বিনা নিশা হয় প্রভাহীন।"

(খ) "তারে নাহি বলি জল যাতে নাহিক কমল
চারু কমল সে নয় যাতে মধুপ না রয়।
তারে মধুপ কে ধরে যেবা কল না গুঞ্জরে
তাহা গুঞ্জন কে কয় যাহা মনোহর নয়।"

অনুকূল ;—যে স্থলে অনিষ্টাচরণ হইতে ইষ্টলাভ হয়, তথায় অনুকূল অলঙ্কার হইয়া থাকে ; যথা—

"অপরাধ করিয়াছি, হুজুরে হাজির আছি,
ভুজপাশে বান্ধি কর দণ্ড।"

[পাশাদি দ্বারা গলা বন্ধন করা একটি দণ্ড। কিন্তু ভুজপাশ দিয়া বাঁধিলে কথার কথা একটা দণ্ড হয় বটে, পরন্তু সে অনিষ্টে নায়কের ইষ্টসিদ্ধি।]

অর্থাপত্তি ;—দণ্ডাপূপ ন্যায়* দ্বারা যে অর্থের সিদ্ধি হয়, তাহার নাম অর্থাপত্তি। ইহাতে কখনও প্রস্তাবিত অর্থ দ্বারা অপ্রস্তাবিত অর্থের, আবার কখনও বা অপ্রস্তাবিত অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিত অর্থের উপস্থিতি হয় ; যথা—

(ক) 'এই হার রমণীর স্তনের উপর লুণ্ঠিত হ তেছে। মুক্তাবলীরই যখন এই দশা, তখন আমরা ত কন্দর্পের দাস, আমাদের আর কথা কি ?"

[মুক্তাবলী অচেতন পদার্থ বলিয়া তাহাদের পক্ষে রমণীর আলিঙ্গন অসম্ভব। কিন্তু অসম্ভব হইলেও তাহারাই যখন স্ত্রী-আলিঙ্গন করিতেছে, তখন সজীব আমাদের পক্ষে ইহা তো নিতান্ত সম্ভবপর। এখানে প্রস্তাবিতের অর্থ দ্বারা অপ্রস্তাবিতের উপস্থিতি করা হইয়াছে। মুক্তাবলী বর্ণনীয় বলিয়া উহা প্রস্তাবিত বিষয়, আর কাম-পীড়িত ব্যক্তির কথা অপ্রস্তাবিত।]

(খ) "অজরাজ স্বাভাবিক ধৈর্য পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পগদ্গদ স্বরে বিলাপ করিয়াছিলেন। অতি তপ্ত হইলে লোহাই যখন গলিয়া যায়, তখন শরীরীর আর কথা কি ?"

[এখানে অপ্রস্তাবিতের অর্থ দ্বারা প্রস্তাবিতের উপস্থিতি করা হইয়াছে। বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া শরীরী প্রস্তাবিত, এবং বর্ণনীয় নয় বলিয়া লৌহ অপ্রস্তাবিত বিষয়।]

* দণ্ডাপূপ ন্যায়ের অর্থ ন্যায় শব্দে দ্রঃ। সংস্কৃত ভাষায় এতদতিরিক্ত আরও বহু-প্রকার অলঙ্কার দেখা যায়।

অলঙ্কার-কৌস্তুভ—কবি-কর্ণপুর-বিরচিত অলঙ্কার গ্রন্থ। বি।

অলঙ্কারশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে শব্দের ও বাক্যের অলঙ্কার সকল আলোচিত হইয়াছে। শব্দালঙ্কার ও বাক্যালঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অলঙ্কৃত—অলঙ্কার দ্বারা প্রসাধিত, সজ্জিত, ভূষিত ; কাব্যালঙ্কারবিশিষ্ট। অলম্ (ভূষিত)—কৃ (করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

অলঙ্কৃতি—১। অলঙ্কৃতকরণ, সজ্জিতকরণ।

অলম্—কৃ+ক্তি ভাব। ২। ভূষণ, অলঙ্কার। অলম্—কৃ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

অলঙ্ক্রিয়া—অলঙ্করণ, ভূষিতকরণ; অলঙ্কার, ভূষণ। অলম্ শব্দ—কৃ+শ ভাব বা করণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

অলঙ্ঘন—অনতিক্রম, অনতিবর্তন, লঙ্ঘন না করা, পালন; অনুপবাস। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অলঙ্ঘনীয়, অলঙ্ঘ্য—যাহা লঙ্ঘন করিবার নহে এরূপ, লঙ্ঘনের অসাধ্য বা অযোগ্য, অনতিক্রমণীয়; দুর্দম; অব্যর্থ ('— বাক্য')। বিণ। বি—**অলঙ্ঘনীয়তা, -ত্ব; অলঙ্ঘ্যতা, -ত্ব**।

অলজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া, যাহার লজ্জা নাই এমন। ন (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

অলজ্জা—১। লজ্জাহীনা। বহু। 'অলজ্জ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। লজ্জাভাব, লজ্জাহীনতা, নির্লজ্জতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অলজ্জিত যে লজ্জা পায় নাই এমন, অপ্রতিভ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলঞ্জর মৃন্ময় বহুজলধারক পাত্র, অলিঞ্জর, জালা। অলম্—জৄ (জীর্ণ হওয়া)+অন কর্তৃ। বি; পু।

অলত, অলতক—অলক্তক, আলতা। বাংপ্র। বি।

অলপ—পদ্য। অল্প শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অলপ্পেয়ে, অল্পেয়ে—অল্পকাল জীবনধারণকারী, অচিরজীবী; অপয়া; ভাগ্যহীন। অল্পায়ুঃ পদের অপভ্রংশ। বিণ।

অলবড্যা, অলবড্ডে—শৃঙ্খলারহিত; এলোমেলো; অমিতব্যয়ী; নিচাপটে, চিরক্রিয়; অল্পবুদ্ধি, হাবাগোবা; অনাবধান, আনাড়ি। বাংপ্র। বিণ।

অলবাল আলবাল, বৃক্ষমূলে জলসেকার্থ মৃত্তিকাবেষ্টনী, আইল। ন (অ)—লূ (ছেদন করা)+আল কর্ম। বি; ক্লী।

অলব্ধ—অপ্রাপ্ত, অনধিগত। ন লব্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলভ্য—অপ্রাপ্য, অনধিগম্য, দুষ্প্রাপ্য।

অলম্পুরুষীণ—পুরুষোচিত, পৌরুষ। অলম্—পুরুষ+ঈন অর্হার্থে। বিণ।

অলম্বুদ্ধি-অলংজ্ঞান, যথেষ্ট হইয়াছে আর প্রয়োজন নাই এইরূপ জ্ঞান। অলম্ (ব্যর্থ) যে বুদ্ধি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অলম্বুষ—১। প্রহস্ত, বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চাপড়। অলম্—বুষ (ত্যাগ করা)+ক কর্ম। ২। বমন।…+ক ভাব। বি; পু। ৩। রাক্ষস বিঃ, রাবণের জনৈক মন্ত্রী। ৪। আর একজন রাক্ষসের নাম, জটাসুরের পুত্র। পিতৃহন্তা পাণ্ডবদিগের প্রতি ইহার জাতক্রোধ ছিল। কুরুক্ষেত্র-সমরে অভিমন্যুর সহিত নানাপ্রকার মায়া-যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু পরিশেষে ঘটোৎকচের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।

অলম্বুষা—১। লজ্জাবতী লতা; মঞ্জিষ্ঠা; কুকশিম; অন্যের প্রবেশ নিবারণার্থ দত্ত রেখা। অলম্বুষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

২। স্বর্বেশ্যা বিঃ। কশ্যপের ঔরসে তাহার প্রধা নাম্নী স্ত্রীর গর্ভে ইহার জন্ম। তৃণবিন্দু রাজার সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার পুত্রের নাম বিশাল রাজা।

অলয়—১। লয়ের অভাব, ধ্বংসহীনতা, অবিনাশ। ন লয়, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। লয়রহিত, অবিধ্বংসী, অক্ষয়, অমর; গৃহহীন। ন (নাই) লয় যাহার বহু। বিণ। ৩। (সংগীতে) লয়রহিত, সংগতিশূন্য, মিলহীন; অসংলগ্ন। বিণ।

অলর্ক—১। ক্ষিপ্ত কুকুর; শ্বেত আকন্দ। অলম্—অর্ক+অন্ কর্তৃ নিপাতন। বি; পু।

২। অষ্টপাদ তীক্ষ্ণদন্ত কৃমি বিঃ। সত্যযুগে দংশ নামে এক অসুর ছিল। সেই অসুর বলপূর্বক ভৃগু মুনির ভার্যাকে হরণ করায় ভৃগু রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন,—"রে দুর্মতি! তুই যে পাপ করিলি, ইহাতে তুই মূত্র-শ্লেষ্মভোজী কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করিবি।" অসুর অনুতপ্ত হইয়া ভৃগুর পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করায় মুনিবর পুনরপি বলিলেন,—"আমার বংশে রাম নামে এক মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন। তাঁহার শুভ দর্শনে তুই শাপমুক্ত হইবি।" অতঃপর দ্বাপরযুগে কর্ণ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণরূপে পরশুরামের নিকট ব্রহ্মাস্ত্রাদি শিক্ষা করিতে গমন করেন। একদা পরশুরাম কর্ণের ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন, এমন সময়ে একটা ভীষণাকার কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশ ভেদ করিয়া রক্ত পান করিতে লাগিল। সেই কৃমির অষ্ট পদ, সূচির তুল্য লোম এবং শূকরের ন্যায় আকার। গুরুর নিদ্রাভঙ্গ-ভয়ে কর্ণ নিশ্চলভাবে অবস্থিত রহিলেন। অতঃপর কর্ণের উরু হইতে রুধিরধারা নির্গত হইয়া পরশুরামের অঙ্গ প্লাবিত করিল। তিনি নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখেন, নিকটে একটা ভীষণদৃশ্য কীট রহিয়াছে। রামের দর্শন-মাত্রে সেই কীট শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব আকার প্রাপ্ত হইল।

৩। কাশীরাজ বিঃ। বৎসরাজের ঔরসে মদালসার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার জননী অতিশয় ধর্মপরায়ণা ও তত্ত্বদর্শিনী রমণী ছিলেন। মাতা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দেন। কথিত আছে যে, অলর্ক রাক্ষস হস্ত হইতে কাশীরাজ্য উদ্ধার করিয়া মনুষ্যের বাসোপযোগী করিয়া দেন, এবং দীর্ঘকাল নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করেন। এই মহাত্মা যোগাভ্যাস দ্বারা রিপুসমূহকে পরাজিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। পরিশেষে ইনি পুত্র সন্নতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন।

অলস—১। শ্রমকাতর; অবশ্যকর্তব্য কর্ম করিতে অনিচ্ছুক; ক্লান্ত, দীর্ঘসূত্র, কুঁড়ে; ক্রিয়ামন্দ; কার্যকরণে জড়প্রায়। ২। ব্যর্থ; তন্দ্রাজনক, মোহকর ('— বাঁশী')। বাংপ্র। কপ্র। ন (অ)—লস+অন্ কর্তৃ। বিণ। ৩। পাদরোগ বিঃ, পাকুই; বৃক্ষ বিঃ। ৪। আলস্য; তন্দ্রাজড়িমা। বি; পু।

অলসক—১। উদরাময় রোগ বিঃ। অলস শব্দ—কৃ+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। আলস্য-যুক্ত। অলস+কণ্ স্বার্থে। বিণ।

অলসতা, -ত্ব-আলস্য, শ্রমকাতরতা, দীর্ঘসূত্রতা, কুঁড়েমি। অলস শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অলসপরতন্ত্র—যে ব্যক্তি আলস্যযুক্ত বলিয়া পরাধীন। যে অলস সেই পরতন্ত্র, কর্মধা। অলসের পরতন্ত্র এরূপ বাক্যে অলস লোকের অধীন বুঝায়। বিণ।

অলস প্রকৃতি—১। কুঁড়ে। অলসের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। কুঁড়ে স্বভাব। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অলস-প্রধান অত্যন্ত অলস। ৭তৎ। বিণ।

অলস-প্রাণ—শ্রমবিমুখ, উৎসাহশূন্য, নিরুদ্যম, নিশ্চেষ্ট, কুঁড়ে। অলসের প্রাণের ন্যায় প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

অলস-বিন্যস্ত—১। আলস্যপরায়ণে সম্যক্ ন্যস্ত। ৭তৎ। ২। অযত্ন-সজ্জিত; শিথিলভাবে স্থাপিত। অলস যথা তথা বিন্যস্ত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

অলসিত—নিদ্রালস, অলস, তন্দ্রাজড়িত। কপ্র। বিণ।

অলসেক্ষণা মন্দলোচনা, নিশ্চলনেত্রা, অচঞ্চলনয়না। অলস হইয়াছে ঈক্ষণ যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

অলা, অলো সখী বা সমবয়স্কার সম্বোধনে। অ।

অলাত-১। জ্বলন্ত অঙ্গার; অঙ্গার, কয়লা। ন (অ) লা+ক্ত কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ২। অগ্নিকর্তৃক ঈষৎগৃহীত বা দগ্ধ। ন লাত (গৃহীত), নঞ্‌তৎ। বিণ।

অলাতচক্র—অঙ্গার-চক্র, চক্রাকার বহ্নি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অলাত-শিলা—মৃদঙ্গার, পাথুরে কয়লা। অলাত তুল্য শিলা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অলাবু, অলাবু—তুম্বী, লাউ, কদু। ন (অ)—লম্ব্+উ, উ কর্ম। বি; স্ত্রী।

অলাভ—ক্ষতি, অপগম, নাশ; অভাব; অপ্রাপ্তি, অনধিগম। নঞ্তৎ। বি; পু।

অলাস্য—লাস্যরহিত, নৃত্যহীন। বহু। বিণ।

অলি ১। ভ্রমর; কাক; কোকিল; বৃশ্চিক বা বিছা; বৃশ্চিকরাশি; মদ্য। অল (ভূষিত করা)+ই কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক, রক্ষক। বৈদেশিক। বি।

অলি-অছি—[নাবালকের] অভিভাবক ও সম্পত্তিরক্ষক; অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; পীর, মুনি। <আ 'বলি-বসি'। বি। [অলি মাতা—অভিভাবিকা মাতা।]

অলিকুল—ভ্রমরসমূহ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অলিকুলসংকুল—১। ভ্রমরসমূহে ব্যাপ্ত। ৬ ও ৩তৎ। বিণ। ২। পুষ্পবৃক্ষ বিঃ; কুব্জক বা কুজা; গোলাপ গাছ। বি; পু।

অলিকেশ—গাঢ়কৃষ্ণ কেশ, অলিসদৃশ কৃষ্ণ কেশ। মধ্যপ। বি; পু।

অলিগর্দ—অলগর্দ (তাহা দ্রঃ)।

অলিগলি—সংকীর্ণ পথ, সরু রাস্তা, সুঁড়ি পথ; অন্ধিসন্ধি; অপ্রকাশিত স্থান; আনাচকানাচ। বাংপ্র। বি।

অলিঙ্গ—১। লিঙ্গশূন্য, পরব্রহ্ম। ন (নাই) লিঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু। ২। চিহ্ন-বিহীন, ভেদজনক লক্ষণরহিত; পুংস্ত্বাদি-লিঙ্গরহিত (অব্যয়াদি)। বহু। বিণ। ৩। লিঙ্গাভাব, লক্ষণরাহিত্য; দুষ্টচিহ্ন। বি; ক্লী।

অলিঙ্গী (-ঙ্গিন্)-লিঙ্গিভিন্ন, ছদ্মবেশ-ধারিভিন্ন (ব্রহ্মচারী প্রঃ)। নঞ্তৎ। বিণ; পু।

অলিজিহ্বা—জিহ্বামূলের উপরিভাগে সংলগ্ন উপজিহ্বা, আলজিভ্। অলিতুল্য যে জিহ্বা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অলিজিহ্বিকা—অলিজিহ্বা, আলজিভ্। অলিজিহ্বা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অলিঞ্জর—মৃন্ময় জলপাত্র, জালা, কলসী। অলি—জৄ (জীর্ণ হওয়া)+খশ্ কর্তৃ। বি; পু।

অলিন—অলি, ভ্রমর। কপ্র। বি।

অলিনী—ভৃঙ্গবধূ, ভ্রমরী। বি; স্ত্রী।

অলিন্দ—দ্বারের বহিঃস্থিত রক, বারান্দা, চাতাল; দেশ বিঃ ও তাহার বাসিন্দা। অল+কিন্দ কর্তৃ। বি; পু।

অলিপিজ্ঞ—যে লিখিতে জানে না, নিরক্ষর, মূর্খ। লিপি জানে যে সে লিপিজ্ঞ, উপতৎ; ন লিপিজ্ঞ, নঞ্তৎ। বিণ

অলিপ্রিয়—১। ভ্রমরের প্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ। ২। রক্তপদ্ম, রক্তোৎপল। বি; ক্লী।

অলিপ্সা—লিপ্সার অভাব, অলোভ; অনা-কাঙ্ক্ষা। ন লিপ্সা, নঞ্তৎ। বি; স্ত্রী।

অলী (অলিন্)—১। অলযুক্ত, হুলবিশিষ্ট। অল শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। ২। ভ্রমর; বৃশ্চিক, বিছা। বি; পু। স্ত্রী—**অলিনী**।

অলীক—১। অসত্য, মিথ্যা; ললাট; আকাশ, স্বর্গ। অল+ঈকন্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। অসত্য, মিথ্যা, অপ্রামাণিক, অমূলক; অসুখজনক; অপ্রীতিকর, অপ্রিয়; ক্ষুদ্র, অল্প। বিণ। বি—**অলীকতা, -ত্ব**।

অলুক্ (অলুচ্)—যাহার লোপ হয় নাই, বা যাহা লোপ করে না। ন (নাই) লুক্ (লোপ) যাহার, বহু। বিণ।

অলুক্‌সমাস—যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয় না। [যথা—যুধিষ্ঠির, পায়ে-চলা ইঃ]। কর্মধা। বি; পু।

অলুপ্ত—অব্যাহত, নির্বিঘ্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অলুব্ধ—লোভশূন্য, নির্লোভ। ন লুব্ধ, নঞ্তৎ। বিণ।

অলূন—অচ্ছিন্ন, অকর্তিত, যাহা কাটা হয় নাই। ন লূন, নঞ্তৎ। বিণ।

অলোক—১। পাতাল; লোকশূন্যস্থান। কর্মধা। বি; পু। ২। নির্জন, জনশূন্য। ন (নাই) লোক যেখানে, বহু। ৩। অদৃশ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অলোকদৃষ্টি—অস্বাভাবিক অন্তর্দৃষ্টি, অদৃশ্য বস্তুকে দূর হইতে মন দিয়া দেখা, clairvoyance ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অলোকন—অদর্শন, তিরোভাব। নঞ্তৎ। বি; ক্লী।

অলোকনীয়—অলক্ষ্য, অদৃশ্য, অদ্রষ্টব্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অলোকসাধারণ—অলোকসামান্য, যাহা সাধারণ লোকে নাই, অলৌকিক। লোকে সাধারণ=লোকসাধারণ, ৭তৎ; ন লোকসাধারণ, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সাধারণী**।

অলোকসামান্য—অলোকসাধারণ, মহৎ, অসাধারণ, অলৌকিক। লোকে সামান্য=লোকসামান্য, ৭তৎ; ন লোকসামান্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অলোকসুন্দর—জগতে যেরূপ সৌন্দর্য দৃষ্ট হয় না তাদৃশ সৌন্দর্যবিশিষ্ট। লোকে সুন্দর=লোকসুন্দর, ৭তৎ; ন লোকসুন্দর, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অলোক-সুন্দরী**।

অলোক-স্পন্দন—১। অতিসুখকর স্পন্দন, জগতে যেরূপ সুখপ্রদ স্পন্দন অনুভূত হয় না তাদৃশ স্পন্দন। নঞ্তৎ ও ৭তৎ। বি। ২। অতিসুখকর স্পন্দনবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

অলোকিত—অনিরীক্ষিত, অদৃষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অলোভ—১। লোভশূন্য। ন (নাই) লোভ যাহার, বহু। বিণ। ২। লোভের অভাব, লোভ না থাকা; সন্তোষ। নঞ্তৎ। বি; পু।

অলোভী (-ভিন্)—লোভশূন্য, নির্লোভ, অলিপ্সু, অনাকাঙ্ক্ষী; সন্তুষ্ট। ন লোভী, নঞ্তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অলোভিনী**।

অলোমক, অলোমা (-মন্)—লোম-হীন। বহু। বিণ।

অলোল—অশিথিল, অচপল, যাহা আলগা বা ঢিলা নহে, আঁটা, টান টান; অবিচলিত, স্থির, শান্ত। ন লোল, নঞ্তৎ। বিণ।

অলোহিত—১। অরক্তবর্ণ, যাহা রাঙ্গা বা লালচে নহে; গাঢ় লাল। ন লোহিত, নঞ্তৎ। বিণ। ২। রক্তোৎপল। ন (নাই) লোহিত যাহা হইতে, বহু। বি; ক্লী।

অলৌকিক—১। লোকাতীত; অপার্থিব; লোকে অবিদিত; অসাধারণ, অসামান্য; লোকের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয় সে বিষয়ে অজ্ঞ, অসামাজিক। ন লৌকিক, নঞ্তৎ। বিণ। ২। লোক-বিগর্হিত অপরাধ, গুরুতর দোষ। বাংপ্র; কপ্র। বি। স্ত্রী—**অলৌকিকী**।

অল্প—ক্ষুদ্র; তুচ্ছ; ঈষৎ, কম; অগভীর; নীচ, অতি সামান্য; যৎকিঞ্চিৎ, কিছু, মন্দ ('—বুদ্ধি'), হীন ('—জাতি')। অল্ (বারণ করা)+প কর্তৃ। বিণ। **অল্প জলের মাছ**—অল্পজ্ঞানী অথবা অল্পধনী অথচ বাগাড়ম্বরকারী ব্যক্তি। **অল্পে অল্পে**—একটু একটু করিয়া; ক্রমে ক্রমে; আস্তে আস্তে।

অল্পকাল ১। সামান্য সময়, কিয়ৎকাল; অল্পবয়স। কর্মধা। বি; পু। ২। অল্পায়ুঃ। অল্প কাল (জীবিতকাল) যাহার, বহু। বিণ।

অল্পচেতাঃ (-চেতস্), (>**চেতা**)—লঘুচেতাঃ, ক্ষুদ্রমনাঃ, অনুদার। অল্প (ক্ষুদ্র) চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

অল্পজীবী (-বিন্)—যে অল্পকাল বাঁচে। উপতৎ; অল্প—জীব (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অল্পজীবিনী**।

অল্পজ্ঞ সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট, অবহুজ্ঞ; কোনও বিষয়ে সবিশেষ অবগত নহে এরূপ, অপারদর্শী। উপতৎ; অল্প শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

অল্পতনু—খর্বদেহ, বামন ; দুর্বল, ক্ষীণকায়। অল্পা (ক্ষুদ্র) তনু যাহার, বহু। বিণ।

অল্পতম—সব চেয়ে কম, যাহার চেয়ে কম হইতে পারে না এমন। অল্প+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

অল্পতা, অল্পত্ব—ক্ষুদ্রতা, অল্পের ভাব। অল্প+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অল্পদর্শন, -দৃষ্টি—অদূরদর্শী, অবিমৃশ্য-কারী। বহু। বিণ।

অল্পদর্শিতা, -ত্ব—অনভিজ্ঞতা, অবহু-দর্শিতা ; অবিচক্ষণতা, অবিজ্ঞতা। 'অল্পদর্শী' দ্রঃ। অল্পদর্শিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী ও ক্লী।

অল্পদর্শী (-দর্শিন্)—অবহুদর্শী ; অদূরদর্শী ; অবিজ্ঞ, অবিচক্ষণ। উপতৎ ; অল্প শব্দ—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অল্পদর্শিনী**।

অল্পধী—অল্পবুদ্ধি, মূঢ়। অল্পা ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ।

অল্পপ্রাণ—ক্ষুদ্রপ্রাণ, অনুদার, ক্ষীণজীবী ; যাহার সামর্থ্য বা ক্ষমতা অল্প এরূপ ; (ব্যাকরণে) বর্ণভেদ, যাহাদের উচ্চারণে অল্প প্রাণবায়ুর কার্য হয় এরূপ ; বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণ, এবং য র ল ব, ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণ। অল্প হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

অল্পবয়স্ক—অনধিকবয়স্ক, কম বয়সের। অল্প বয়স যাহার, বহু। বিণ। স্ত্র.—**অল্পবয়স্কা**।

অল্পবয়াঃ (-বয়স্)—অল্পবয়স্ক, কমবয়সী। অল্প বয়ঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অল্পবল—১। সামান্য শক্তি, কমজোর। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। সামান্য সামর্থ্য-সম্পন্ন, কিঞ্চিৎশক্তিশালী ; কমজুরী, দুর্বল। অল্প বল যাহার, বহু। বিণ।

অল্পবাদিতা, -ত্ব—অল্পভাষিতা। অল্পবাদিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অল্পবাদী (-দিন্)—অল্পভাষী, মিতবাক্। উপতৎ ; অল্প শব্দ—বদ্ ধাতু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অল্পবাদিনী**।

অল্পবিৎ (-বিদ্)—অল্পজ্ঞ। উপতৎ ; অল্প শব্দ—বিদ্ ধাতু+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অল্পবিদ্য—যে অল্পপরিমাণে লেখাপড়া জানে, অল্পজ্ঞ। অল্পা বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ।

অল্পবিদ্যা—১। অল্পবিদ্য (তাহা দ্রঃ)। বিণ ; স্ত্রী। ২। সামান্য লেখাপড়ার জ্ঞান। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পবুদ্ধি—১। অল্পধী, ক্ষীণমতি, জড়বুদ্ধি। অল্পা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। সামান্য বুদ্ধি, বুদ্ধির ন্যূনতা। অল্পা যে বুদ্ধি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পভাগ্য—হতভাগ্য। বহু। বিণ।

অল্পভাষিতা—কম কথা বলার স্বভাব, মিতভাষিতা। অল্পভাষিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অল্পভাষী (-ষিন্)—যে অল্প কথা কয়, মিতভাষী। উপতৎ ; অল্প—ভাষ্ (কথা বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অল্পভাষিণী**।

অল্পমতি—১। সামান্য বুদ্ধি। অল্প মতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন। অল্পা মতি যাহার, বহু। বিণ।

অল্পমাত্র—সামান্যপরিমিত, যৎসামান্য, যৎ-কিঞ্চিৎ, স্বল্প। অল্পা মাত্রা যাহার, বহু ; অথবা অল্প শব্দ+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**অল্পমাত্রা**।

অল্পমাত্রা—১। সামান্য-পরিমিতা। বহু। 'অল্পমাত্র' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সামান্য পরিমাণ। অল্পা মাত্রা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অল্পমূল্য—১। সামান্য মূল্য, কম দাম। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। সামান্য মূল্যের, কমদামী। অল্প হইয়াছে মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

অল্পমেধাঃ (-ধস্)—অল্পধী, অল্পবুদ্ধি। অল্পা মেধা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অল্পশঃ (-শস্), (> **অল্প**)—অল্পে অল্পে, অল্প অল্প করিয়া, কিছু কিছু বা একটু একটু করিয়া। অল্প শব্দ+শস্। অ।

অল্পশক্তি—১। যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্য, কমজোর, সামান্য ক্ষমতা। অল্পা যে শক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অল্পবল, কমজুরী, সামান্য-ক্ষমতাপন্ন। অল্পা শক্তি যাহার, বহু। বিণ।

অল্পস্থায়ী (-য়িন্)—যাহা কম সময় থাকে এমন, ক্ষণস্থায়ী। অল্প—স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। বি, **-স্থায়িতা, -স্থায়িত্ব**।

অল্পস্বল্প—যৎকিঞ্চিৎ, সামান্য কিছু, একটু আধটু। বিণ।

অল্পাই—অচিরজীবী ; আসন্নমৃত্যু। অল্পায়ুঃ পদের অপভ্রংশ। বিণ।

অল্পাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—অল্পাশয়, যে অধিক আকাঙ্ক্ষা করে না। অল্পাকাঙ্ক্ষা +ইন্ আছে অর্থে ; অথবা অল্প—আ—কাঙ্ক্ষ+ণি কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অল্পাকাঙ্ক্ষিণী**।

অল্পাধিক—কম বেশী। দ্বন্দ্ব। বিণ।

অল্পাধিক-পরিমাণ—১। কমবেশী। অল্প বা অধিক হইয়াছে পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। কম বা বেশী মাত্রা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অল্পায়ত—অল্প বিস্তৃত, যাহার বিস্তার অল্প। অল্প পরিমাণে আয়ত্ত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

অল্পায়ুঃ (-য়ুস্), (> **অল্পায়ু**)—যাহার আয়ুষ্কাল অল্প, অদীর্ঘজীবী, অল্পজীবী। অল্প আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ।

অল্পাল্প—অল্পে অল্পে ; অত্যল্প। বিণ।

অল্পাশয়—১। সামান্য আশয় বা আকাঙ্ক্ষা। অল্প যে আশয়, কর্মধা। বি ; পু। ২। অনধিক আশয়বিশিষ্ট, অল্পা-কাঙ্ক্ষী। অল্প হইয়াছে আশয় (মনোগত ভাব) যাহার, বহু। বিণ।

অল্পাহার—১। সামান্য আহার, পরিমিত ভোজন। অল্প যে আহার, কর্মধা। বি ; পু। ২। সামান্য আহারকারী, পরিমিত-ভোজী। অল্প হইয়াছে আহার যাহার, বহু। বিণ।

অল্পাহারী (-রিন্)—অল্পাহার, পরিমিত ভোজী। উপতৎ ; অল্প শব্দ—আ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

অল্পিষ্ঠ অতি অল্প, স্বল্প, যৎসামান্য। অল্প শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

অল্পীয়ান্ (-য়স্)—অল্পিষ্ঠ, অত্যল্প, স্বল্প। অল্প+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী - **অল্পীয়সী**।

অল্পেয়ে—অল্পজীবী, অচিরায়ুঃ। গ্রাম্য ; পদের অপভ্রংশ। বিণ।

—যাহা অল্প পরিমাণে উপভোগ করা হইয়াছে এমন। অল্প যথা তথা উপভুক্ত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

অল্ল—পরমেশ্বর ; "আল্লা" (মুসলমানেরা এই নামে ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকে)। অল্ (পর্যাপ্ত)—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ, যিনি সর্বগ্রাহী, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বি ; পু।

অল্লা—১। পরমদেবতা ; (নাটো) মাতা। 'অল্ল' দ্রঃ। অল্ল শব্দ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। আল্লা, খোদা, পরমেশ্বর। আরবী-মূলক। বি।

অশক্ত—শক্তিহীন, অক্ষম, অসমর্থ, অপারক। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশক্তি—১। শক্তিহীনতা, অসামর্থ্য, অপারকতা। বি ; স্ত্রী। ২। শক্তিশূন্য, সামর্থ্যহীন, অক্ষম। বহু। বিণ।

অশক্য—শক্তিবহির্ভূত, সাধ্যাতীত, অসাধ্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশঙ্ক—শঙ্কাহীন, নিঃশঙ্ক, নির্ভয় ; নিশ্চিন্ত। বহু। বিণ।

অশঙ্কনীয়—যাহাতে কোন ভয় নাই এমন। ন শঙ্কনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশঙ্কা—১। শঙ্কারহিতা, নিশ্চিন্তা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। শঙ্কারাহিত্য, অভয় ;

দুর্ভাবনারাহিত্য ; সন্দেহাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশঙ্কিত—অভীত, নিঃশঙ্ক ; নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশঠ—শঠতাবিহীন, অধূর্ত ; অক্রূর, অখল ; অকপট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশত্রু—১। শত্রুরহিত, প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন। ন (নাই) শত্রু যাহার, বহু। ২। যে নিজে শত্রুভাবাপন্ন নয় এমন, বন্ধুভাবাপন্ন, অবিরোধী, অপ্রতিকূল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশথ, অশোথ—বৃক্ষ বিশেষ অশ্বথ শব্দের অপভ্রংশ। বি।

অশন—১। ভোজন, ভক্ষণ। অশ্‌ (ভক্ষণ করা)+অনট্‌ ভাব। ২। ভক্ষ্যবস্তু, খাদ্য। অশ্‌+অনট্‌ কর্ম। বি ; ক্লী। ৩। ভক্ষক। অশ্‌+অন কর্তৃ। বিণ।

অশননলী—গলনলী, যে নলী দ্বারা ভক্ষ্যদ্রব্য জঠরে নীত হয়। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশন-বসন—খাদ্য ও পরিধেয় ; খাওয়া-পরা, অন্নবস্ত্র, ভাতকাপড়। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অশনাচ্ছাদন—অশন বসন। অশন ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অশনায়া—ভোজনেচ্ছা, বুভুক্ষা, ক্ষুধা। অশন শব্দ+ক্যঙ্‌=অশনায় নামধাতু, তদুত্তরে অ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

অশনায়িত—বুভুক্ষিত, ক্ষুধিত। অশনায়া শব্দ+ইত অস্ত্যর্থে। বিণ।

অশনি—বজ্র ; বিদ্যুৎ। অশ্‌ (ভক্ষণ করা) +অনি কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

অশনিপতন, -পাত, -সম্পাত—বজ্রপাত, বাজ পড়া ; ভীষণ অনর্থ ঘটা। ৬তৎ। বি ; ক্লী, পু, পু।

অশম—অশান্তি, ক্ষোভ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অশরণ—অনাথ, অসহায়, নিরাশ্রয়, গৃহশূন্য। বহু। বিণ।

অশরীর ১। শরীরহীন, দেহহীন ; জীবন্মুক্ত ; আকাশসম্ভব, দৈব। ন (নাই) শরীর যাহার, বহু। বিণ। ২। কন্দর্প ; পরমাত্মা। বি ; পু।

অশরীরিবাক্‌ (-বাচ্‌)—দৈববাণী, আকাশবাণী। অশরীরিণী বাক্‌ ইতি কর্মধা, কিংবা অশরীরীর বাক্‌, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশরীরী (-রিন্‌) শরীরহীন, দেহশূন্য, নিরবয়ব, নিরাকার। ন শরীরী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অশরীরিণী**।

অশর্ম (অশর্মন্‌)—অসুখ, দুঃখ, কষ্ট। ন (নয়) শর্ম (সুখ), নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অশর্মা (অশর্মন্‌)—সুখহীন, দুঃখিত, ক্লিষ্ট, ব্যথিত, পীড়িত। ন (নাই) শর্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অশাখ—শাখাহীন, ডালপালা নাই এমন। ন (নাই) শাখা যাহার, বহু। বিণ।

অশান্ত—শমগুণরহিত, অসৌম্য ; উদ্বিগ্ন ; অজিতেন্দ্রিয় ; হিংস্র, বন্য ; অশিষ্ট, চঞ্চল, দুরন্ত, দুর্বৃত্ত, দুর্দান্ত। ন শান্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশান্তি—শান্তির অভাব ; শমরাহিত্য ; অস্থিরতা ; উপদ্রব, উৎপাত। ন শান্তি, নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশারীরিক—অকায়িক, অদৈহিক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অশারীরিকী**।

অশাশ্বত—অসনাতন, অচিরন্তন, অনিত্য, অচিরস্থায়ী, ক্ষণিক। ন শাশ্বত, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অশাশ্বতী**।

অশাসন—শাসনাভাব, অরাজকতা ; কুশাসন। ন শাসন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অশাসনীয়—অদমনীয়, যাহাকে শাসন করা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশাসিত—যাহাকে শাসন করা হয় নাই বা করিতে পারা যায় নাই এরূপ, অদমিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশাস্ত্র—১। বেদাদিবিরুদ্ধ শাস্ত্র ; শাস্ত্রাভাব ; অবিধি। ন শাস্ত্র, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। বেদাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ ; শাস্ত্রবহির্ভূত ; অবিহিত। বহু। বিণ।

অশাস্ত্রীয়, অশাস্ত্রবিহিত—অশাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রবিরুদ্ধ, শাস্ত্রবহির্ভূত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশিক্ষা—শিক্ষার অভাব ; কুশিক্ষা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশিক্ষিত—যে লেখাপড়া শিখে নাই এমন, যে শিক্ষিত নয় এমন, মূর্খ ; অসভ্য, অভব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অশিক্ষিতা**।

অশিত—১। তৃপ্ত। অশ্‌+ক্ত কর্তৃ। ২। ভক্ষিত। অশ্‌ (ভক্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। ৩। অশাণিত। ন শিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশিথিল—শিথিল নহে এমন, অশ্লথ, দৃঢ় ; নিবিড় ; অনলস। ন শিথিল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশিব—১। অমঙ্গল। ন শিব, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। অশুভ, অনিষ্টকর ; উৎপাতসূচক ; উগ্র। বিণ।

অশিশু—১। শিশুভিন্ন ; তরুণ ; নববর্ষবয়স্ক। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। শিশুরহিত, অনপত্য, নিঃসন্তান। ন (নাই) শিশু যাহার, বহু। বিণ ; পু।

অশিষ্ট—অশান্ত, দুরন্ত ; দুর্বৃত্ত, দুর্দান্ত ; অকৃতশাসন, অনুপদিষ্ট ; অসাধু ; অশিক্ষিত ; নাস্তিক ; অপ্রামাণিক ; ব্যভিচারবান্‌ ; অসভ্য, অভব্য। ন শিষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অশিষ্টতা**।

অশিষ্টাচার, -চরণ—১। অভদ্রব্যবহার, অশিষ্টতা ; দুর্বৃত্ততা, দুরাচরণ। অশিষ্ট যে আচার, আচরণ, কর্মধা। বি ; পু, ক্লী। ২। অভদ্রব্যবহারকারী, দুরাচার, দুর্বৃত্ত, অশিষ্ট। অশিষ্ট আচার, আচরণ যাহার, বহু। বিণ।

অশিষ্য—অশাসনীয়, অনুপদেষ্টব্য ; অবক্তব্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশীত—শৈত্যরহিত, অশীতল, উষ্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশীতি—১। ৮০-সংখ্যা। অষ্টদশন্‌ শব্দ+তি নিপাতনে। বি ; স্ত্রী। ২। ৮০-সংখ্যক। বিণ।

অশীতিতম—আশী এই সংখ্যার পূরক, উনআশীর পরবর্তীটি। অশীতি শব্দ+তমট্‌ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**অশীতিতমী**।

অশীতিপর—আশীর অধিক ; আশী বৎসরের অধিক-বয়স্ক। ৫তৎ। বিণ।

অশীর্ষক, -র্ষিক, -র্ষী (-র্ষিন্‌)—শীর্ষহীন, মস্তকরহিত, অগ্রশূন্য। বিণ।

অশীল—দুঃশীল, দুষ্টস্বভাব, দুশ্চরিত্র দুর্বৃত্ত, দুরাচার ; অভদ্র, অশিষ্ট, অসভ্য। ন (অপ্রশস্ত) শীল যাহার, বহু। বিণ।

অশুচি—অশুদ্ধ, অপবিত্র ; সমল ; কপট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশুদ্ধ—অশুচি, অপবিত্র, অবিশুদ্ধ ; অশুভ ('— কাল') ; অসংশোধিত, ভুলযুক্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ। [বিণ ; স্ত্রী।

অশুদ্ধা—অশুচি, ঋতুমতী (স্ত্রীভাষায়)।

অশুদ্ধি—১। অপবিত্রতা, অশৌচ ; ভুল। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। শুদ্ধিবিরহিত, অশুচি, অপবিত্র। ন (নাই) শুদ্ধি যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অশুদ্ধিপত্র—ভ্রমসংবলিত পত্র, যে পাতায় পুস্তকে ভুলগুলি একসঙ্গে লেখা থাকে। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অশুদ্ধিশোধন, -সংশোধন—ভ্রমসংশোধন, ভুল সারা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অশুভ-১। অমঙ্গল, দুর্দৈব। নঞ্‌তৎ। ২। পাপ। ন (নাই) শুভ যাহা হইতে, বহু। বি ; ক্লী। ৩। অমঙ্গলজনক, অহিতকর ; অসাধু ; কুৎসিত, প্রতিকূল। ন (নাই) শুভ যাহাতে, বহু। বিণ।

অশুভকর—অমঙ্গলজনক। ন শুভকর, নঞ্‌তৎ, অথবা উপতৎ ; অশুভ—কৃ+টক্‌। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অশুভক্ষণ—যে সময়ে যাত্রাদি করিলে অমঙ্গল হয়। কর্মধা। বি ; পু।

অশুভজনক—অমঙ্গলজনক, ক্ষতিকর। ন শুভজনক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

অশেষ—১। শেষাভাব, সম্পূর্ণতা। নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। শেষহীন; সম্পূর্ণ; সমুদায়; অসীম; অনন্ত, অসংখ্য। ন (নাই) শেষ যাহার, বহু। বিণ।

অশেষজ্ঞ সর্ববিষয়ে অভিজ্ঞ, যাহার সব জানা আছে এরূপ, সর্ববিৎ; পারদর্শী, বিশারদ। অশেষ জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

অশেষবিধ—অসংখ্য প্রকার, সর্ববিধ; বহু-প্রকার নানারকম। অশেষা বিধা যাহার, বহু। বিণ।

অশেষ-বিশেষ—নানাপ্রকার। বিণ।

অশৈক্য—অসম্ভব। 'অশক্য' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অশোক—১। শোকহীন, বিগতশোক। ন (নাই) শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। পারদ। বি; ক্লী। ৩। বিষ্ণু; স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ; বকুলবৃক্ষ। [কথিত আছে যে, এই বৃক্ষমূলে তপস্যা করিয়া গৌরী সিদ্ধমনোরথা হইয়া হৃতশোকা হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম অশোক; 'অঙ্গনাপ্রিয়' দ্রঃ]; দশরথের মন্ত্রী; দুইজন রাজার নাম*। বি; পু।

*১। প্রথম অশোক মগধের প্রথম রাজা। ইঁহার পিতা শিশুনাগ মৌর্যবংশীয় নরপতিদিগের সেনাপতি ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিলেন। অশোকের মাতা শিশুনাগের নর্তকী ছিলেন, পরে মহারাজ তাঁহাকে বিবাহ করেন।

২। দ্বিতীয় অশোকই ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি সুবিখ্যাত মগধাধিপতি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। ইনি অতি সাহসী, অধ্যবসায়শীল ও প্রবলপরাক্রান্ত বীরপুরুষ ছিলেন। কথিত আছে যে, বাল্যকালে ইনি অতিশয় দুর্দান্ত ছিলেন, এবং আপনার ভ্রাতাদিগের প্রাণ সংহার করিয়া খ্রীঃ পূঃ ২৬৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইহার কয়েক বৎসর পরে (খ্রীঃ পূঃ ২৫৮) ইনি হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিয়া বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিলে ইঁহার স্বভাবের বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে। ইনি ধর্মপ্রচারার্থে আপনার পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি সর্বসমেত ৮৪,০০০ বুদ্ধচৈত্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন প্রজাদিগের শিক্ষার্থে প্রস্তরস্তম্ভে ও গিরিগাত্রে ভারতবর্ষের নানাস্থানে অনুশাসন ও উপদেশবাক্য খোদিত করাইয়াছিলেন, এবং স্থানে স্থানে কূপ ও পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন প্রঃ অশেষবিধ সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে মগধ রাজ্য হিমালয় হইতে কুমারিকা ও উড়িষ্যা হইতে কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ইনি নিজে বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুদিগের প্রতি কখনও অত্যাচার করিতেন না, প্রত্যুত সকল শ্রেণীর প্রজাকেই অপত্যনির্বিশেষে স্নেহ করিতেন। এইরূপে ৩৭ বৎসর রাজত্ব করার পর অশোক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। খ্রীঃ পূঃ ২২৬ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

অশোকবন, অশোকবনিকা—১। রাবণের লঙ্কাপুরীস্থ বিহারকানন। এই স্থানে প্রবেশ করিয়া ইহার সৌন্দর্য দর্শন করিলে সকল প্রকার শোক দূরীভূত হইত বলিয়া ইহার নাম অশোকবন। ২। অযোধ্যায় রামচন্দ্রেরও এই নামে একটি প্রমোদ-উদ্যান ছিল। রাবণ-বধের পর তিনি অনেক সময় সীতার সহিত এইখানে বাস করিতেন। কর্মধা। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

অশোকষষ্ঠী—চৈত্র মাসের শুক্লষষ্ঠী। [এই দিনে বঙ্গদেশের পুত্রবতী ললনারা পুত্রের মঙ্গলোদ্দেশে ষষ্ঠীপূজা এবং ছয়টি অশোক-কলিকার জল পান করেন। কথিত আছে যে, এরূপ করিলে তাঁহাদিগকে পুত্রবিয়োগ-জনিত শোক পাইতে হয় না।] অশোকা যে ষষ্ঠী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অশোকসুন্দরী—পার্বতীর কন্যা, নহুষের পত্নী এবং যযাতির জননী। বি; স্ত্রী।

অশোকস্তম্ভ—সম্রাট্ অশোক বুদ্ধদেবের উপদেশ প্রচারের জন্য নানাস্থানে স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে উপদেশগুলি খোদিত করাইয়া দিতেন। এই স্তম্ভগুলির নাম অশোকস্তম্ভ। সারনাথে যে অশোকস্তম্ভ আছে তাহার মাথার ত্রিসিংহমূর্তি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় প্রতীক। এই স্তম্ভের নিম্নের অশোকচক্রটি ভারতীয় জাতীয় পতাকার মধ্যস্থলে ব্যবহৃত হয়।

অশোকাষ্টমী—চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমী। অশোকা যে অষ্টমী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লিঙ্গ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, এই দিনে আটটি অশোক-কলিকাযুক্ত জল পান করিলে শোক পাইতে হয় না। লিঙ্গপুরাণের বচনটি এই;—

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্টমীম্।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নায়াল্লৌহিত্যবারিণি।"

এই বচনে কেবল অশোক-কলিকার জলপানের বিধান নাই, অধিকন্তু লৌহিত্য-বারিতে স্নানেরও বিধি রহিয়াছে। লোহিত সরোবরে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি হওয়ায় এই নদের আর একটি নাম লৌহিত্য। উক্ত বিধানানুসারে ঐ দিবসে ব্রহ্মপুত্র-স্নানেরও যোগ হইয়া থাকে।

অশোচনীয়, অশোচ্য—শোকের অযোগ্য; যে বিষয়ে শোক করিতে নাই এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোচিত—যাহার জন্য শোক করা হয় নাই এমন; অবিলপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোদ—অশ্বত্থবৃক্ষ। বাংপ্র। বি।

অশোধন—শোধনাভাব, শোধন না করা; অনির্মলীকরণ; অপরিষ্করণ; অমার্জন; অসংশোধন, না সারা; অপরিশোধ, ঋণাদি না শোধা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অশোধনীয়, অশোধ্য—শোধনের অশক্য; অসংশোধ্য, যাহা সারিতে পারা যায় না বা সারিবার নহে এমন; অপরিশোধ্য, যাহা শোধ দিতে পারা যায় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ। **অশোধ্য ঋণ**—যে ধার শোধ করা যায় না।

অশোধিত অনির্মলীকৃত, অপরিষ্কৃত, অমার্জিত; অসংশোধিত; অপরিশোধিত, যাহার শোধ দেওয়া হয় নাই এমন। ন শোধিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোভন শোভাহীন, অসুন্দর, বেমানান, কুৎসিত, অপরিপাটী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশোষ্য—শোষণের অযোগ্য, অশোষণীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অশৌচ—অশুদ্ধি, অপবিত্রতা। অশৌচ নানাপ্রকার, যথা—জননাশৌচ, মরণাশৌচ, কালাশৌচ ইঃ। ন শৌচ, নঞ্‌তৎ; অথবা অশুচি শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

অশৌচান্ত—অশৌচসমাপ্তি, অশৌচের শেষ। অশৌচের অন্ত, ৬তৎ। বি; পু। [অশৌচান্তে পৌষ মাস = কার্যমাত্রেরই প্রতিবন্ধক বিঘ্নপরম্পরা।]

অশ্ব ঘোটক, ঘোড়া, তুরঙ্গ, হয়, বাজি; অশ্বজাতীয় পুরুষ; নৃপতি বিঃ; বৃষ্ণি-বংশীয় চিত্রকের পুত্র; অশ্বারূঢ়; ধনুঃরাশি। অশ্ (ভক্ষণ করা)+ব কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**অশ্বা, অশ্বী**।

অশ্বকিনী—অশ্বিনী নক্ষত্র। অশ্ব+কণ্+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বকুটী—অশ্বশালা, মন্দুরা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বকোবিদ—অশ্বতত্ত্বে পণ্ডিত ব্যক্তি; সুদক্ষ অশ্বারোহী। ৭তৎ। বি; পু।

অশ্বগতি—১। ঘোটকের গমন বা চলন; ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অশ্বের ন্যায় গতিবিশিষ্ট, অতিদ্রুতগামী। অশ্বের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ।

অশ্বগন্ধা—এক ধরনের গাছ। অশ্বের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

অশ্বগ্রীব—১। ঘোটকের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, বক্রগ্রীব। অশ্বের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ।

২। বৃষ্ণিবংশীয় জনৈক নরপতি, ইনি চিত্রকের পুত্র ও বৃষ্ণির পৌত্র।

৩। বিষ্ণুদ্বেষী জনৈক অসুর, ইহার আর এক নাম হয়গ্রীব।

অশ্বচক্র—অশ্বসমূহ; (বাঙলায়) চতুরঙ্গ খেলার অশ্বের চা'লের ক্রীড়াকৌশল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বচিকিৎসক—ঘোটকরোগের প্রতিকারক, ঘোড়ার ডাক্তার। ৬তৎ। বি বা বিণ; পু।

অশ্বচেষ্টিত—অশ্বের গতি; অশ্বচেষ্টাসম্বন্ধী শুভাশুভসূচক নিমিত্ত বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বডিম্ব—ঘোড়ার ডিম, ঘোড়ার ডিমের ন্যায় অলীক বস্তু, আকাশকুসুম। অশ্বের ডিম্বপ্রায়, ৬তৎ। বাংপ্র। বি।

অশ্বতর ১। দ্রুতগামী। অশ্ব শব্দ—তৃ (পার হইয়া যাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অশ্বতরা**। ২। ঘোটকের ঔরসে গর্দভীর গর্ভে বা গর্দভের ঔরসে ঘোটকীর গর্ভে জাত অশ্ব, খচ্চর। অশ্ব শব্দ+ষ্টরচ্ তনুত্ব অর্থে। ৩। পুংবৎস, পশুশাবক; গন্ধর্ব বিঃ; নাগ বিঃ*। অশ্ব শব্দ+তর অল্পার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**অশ্বতরী**।

*কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে যে সহস্রসংখ্যক বহুশিরস্ক প্রবলপরাক্রমশালী নাগের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে অশ্বতর নাগ অন্যতম প্রধান। এই নাগ ফাল্গুন মাসে সূর্যরথে যোজিত থাকে।

অশ্বতীর্থ—প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান [কান্যকুব্জদেশে কালী নদী ও গঙ্গার সংগমস্থলে এই তীর্থ অবস্থিত। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এই স্থানে মহারাজ গাধি বরুণের নিকট হইতে একটি অতি অপূর্ব অশ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। বি; স্ত্রী।

অশ্বত্থ—স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ*; অশ্বিনী নক্ষত্র ও তাহার কাল; সংসার বৃক্ষ; অশ্বত্থফল ও তাহার সময়; নন্দীবৃক্ষ: সূর্য। ন (অ)—শ্বঃ (কল্য) [কল্য নয় অর্থাৎ বহুকাল]—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ, যে বহুকাল ধরিয়া আছে; অথবা, অশ্ব শব্দ—স্থা+ড কর্তৃ, নিপাতনে, অশ্বের ন্যায় যে থাকে। বি; পু।

* অশ্বত্থ হিন্দুদিগের পবিত্র বৃক্ষ। এই বৃক্ষ ছেদন করিয়া কাঠ করিতে নাই, এমন কি ইহার পাতাও ছিঁড়িতে নাই। এই বৃক্ষের মূল বাঁধাইয়া দিলে, এবং বৈশাখ মাসে তাহাতে জলসেচন করিলে মহাফল হয়। অনেকে এই বৃক্ষের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। এই বৃক্ষ স্বয়ং বিষ্ণুরূপী। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে দুইপ্রকার কথার প্রচার আছে; যথা—

১ম। একদিন হরগৌরী নির্জনে ক্রীড়াকৌতুক করিতেছেন, এমন সময়ে অগ্নি, দেবগণের আদেশে তথায় উপস্থিত হন। ইহাতে রোষাবিষ্টা হইয়া পার্বতী দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন, "তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও।" সেই শাপে ব্রহ্মা পলাশ, বিষ্ণু অশ্বত্থ ও রুদ্র বটবৃক্ষ হন।

২য়। জলন্ধর নামে এক রাক্ষস স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবার আশায় ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র পরাস্ত হইয়া মহাদেবের শরণাপন্ন হন। তখন রাক্ষসের সহিত মহাদেব মহারণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধে জলন্ধরের পতন অবশ্যম্ভাবী জানিয়া তাহার পতিপ্রাণা পত্নী বিন্দা পতির জীবনরক্ষার্থ অনন্যমনে বিষ্ণুর তপস্যা করাতে রাক্ষসের বধ কিছুতেই হয় না। ইহাতে দেবগণ সন্ত্রাসিত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধরিয়া বিন্দার তপোভঙ্গ করাতে রাক্ষসের পতন হইল। পরে বিন্দা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু বিন্দাকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিলেন, "তুমি তোমার পতির অনুগামিনী হও; তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, সেই বৃক্ষের পূজা করিলে আমি পরিতৃপ্ত হইব।" এইরূপে বিন্দার ভস্মে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ, এই চারি বৃক্ষের সৃষ্টি হয়।

ভগবদ্গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন,—'সকল বৃক্ষের মধ্যে আমাকে অশ্বত্থ বৃক্ষ বলিয়া জানিবে।'

অশ্বত্থা—পূর্ণিমা তিথি। অশ্বত্থ (জল)+অ আছে অর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বত্থামা (-মন্)-১। দ্রোণাচার্যের পুত্র। উপতৎ; অশ্ব শব্দ—স্থা (থাকা)+মনিন্ কর্তৃ। বি; পু। কৃপাচার্যের ভগিনী কৃপী ইঁহার জননী। ইনি জন্মিয়াই উচ্চৈঃশ্রবা অশ্বের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি স্বীয় পিতা দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পিতার নিকট ব্রহ্মশির নামক অস্ত্র পাইয়া ইনি অত্যন্ত হৃষ্ট হন, এবং ভূমণ্ডলে অজেয় হইবার আশায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গমনপূর্বক ব্রহ্মশিরের বিনিময়ে তাঁহার সুদর্শনচক্র প্রার্থনা করেন। কৃষ্ণ ইঁহার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া চক্র উত্তোলন করিতে বলেন। তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া অশ্বত্থামা লজ্জিত হন। অশ্বত্থামা সুষুপ্ত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী প্রঃ অনেকের প্রাণবধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের ছিন্ন মস্তক লইয়া দুর্যোধনের নিকট প্রতিগমন করেন। অশ্বত্থামা এত সহজে কৃষ্ণসখা পঞ্চ পাণ্ডবের প্রাণ সংহারে সমর্থ হইয়াছেন, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মনে ইহা প্রত্যয় না হওয়ায়, তিনি ভীমের মস্তক পরীক্ষা করিতে চাহেন। ভীমের মস্তক বলিয়া অনুমিত ভীমতনয়ের মস্তক অন্ধরাজের হস্তে প্রদত্ত হইলে তিনি তাহা অনায়াসে নিষ্পেষিত করিয়া চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। জলপিণ্ডস্থল বংশধরগণের এইরূপ নৃশংস হত্যায় ধৃতরাষ্ট্র ক্ষুব্ধ হইলেন। দুর্যোধনেরও হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার জীবনান্ত হইল। অতঃপর অশ্বত্থামা পাণ্ডবগণের ভয়ে গঙ্গাতীরে ব্যাসের নিকট পলায়ন করিলে, দ্রৌপদীর উত্তেজনায় ভীম তাঁহার বধার্থে যাত্রা করেন। শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও যুধিষ্ঠিরসহ তাঁহার অনুগামী হইলেন। ইঁহাদিগকে দেখিয়া অশ্বত্থামা ঐষীকাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তখন অর্জুন আত্মরক্ষার্থ ব্রহ্মশির অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে বাধ্য হন। পরন্তু ব্যাস ও নারদ কর্তৃক স্বীয় শর সংযত করিয়া লইতে আদিষ্ট হইলে, অর্জুন জিতেন্দ্রিয় বলিয়া তাহাতে সমর্থ হন। তখন অশ্বত্থামার শর উত্তরার গর্ভে নিপতিত হইলে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যোগবলে গর্ভস্থ শিশু রক্ষিত হয়। অতঃপর অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়া স্বীয় মস্তকস্থ সহজমণি প্রদানপূর্বক বনগমন করেন। বি; পু।

২। পাণ্ডবপক্ষীয় মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার হস্তীর নামও অশ্বত্থামা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোণাচার্য মহাবিক্রমে পাণ্ডবসৈন্য নষ্ট করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন, দ্রোণকে উন্মনা করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিতে না পারিলে আর রক্ষা নাই। তাই তিনি অর্জুনকে বলিলেন, 'তোমরা সকলে উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ ঘোষণা কর যে, অশ্বত্থামা হত হইয়াছে।' পাণ্ডবপক্ষীয়েরা তাহাই করিল, কিন্তু দ্রোণ কাহারও কথা বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বলিলেন, 'যুধিষ্ঠিরের মুখে এ কথা না শুনিলে আমার বিশ্বাস হয় না।' যুধিষ্ঠির সত্যবাদী, মিথ্যা কথায় তাঁহার নরক অপেক্ষাও ঘৃণা। এদিকে আবার ও কথা না বলিলেও যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে মালবরাজের অশ্বত্থামা হস্তী হত হয়। এই সুযোগে যুধিষ্ঠির 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' বলিলেন। পরন্তু 'ইতি গজঃ' শব্দ দুইটি বলিবার সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এরূপ উচ্চ বাদ্যধ্বনি করিতে আদেশ করিলেন যে, তাহাতে দ্রোণ কেবল 'অশ্বত্থামা হতঃ' এই অংশমাত্র শুনিতে পাইলেন, অবশিষ্টাংশ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সেই সুযোগে

দ্রোণকে পাণ্ডবগণ বধ করিলেন। এই ঘটনা হইতে "হত গজ করিয়া সারা" এই প্রবাদ বাক্যটি প্রচলিত হইয়াছে। কোন কথা স্পষ্ট করিয়া না বলা বা দ্ব্যর্থে প্রয়োগ করা অর্থে "হত গজ করা" বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশ্বপ—অশ্বপালক, সহিস। উপতৎ; অশ্ব—পা+অ কর্তৃ। বি; পু।

অশ্বপতি—১। ঘোটকস্বামী; অশ্বপাল, ঘোটকরক্ষক। ৬তৎ। ২। কেকয় দেশের রাজা, কৈকেয়ীর পিতা। ৩। মদ্র দেশের রাজা, সাবিত্রীর পিতা। বি; পু।

অশ্বপাল, -পালক-অশ্বরক্ষক, ঘোটক-পালনকর্তা, ঘোড়ার সহিস। অশ্বের পাল, পালক, ৬তৎ। বি; পু।

অশ্ববক্ত্র—কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। বি; পু।

অশ্ববার—অশ্বারোহী, সহিস। অশ্ব—বৃ (পোষণ করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

অশ্ববাহন—অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। অশ্ব বাহন যাহার, বহু। বিণ বা বি; পু।

অশ্ববিৎ (-বিদ্)—১। ঘোটকতত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ; অশ্ব—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। ২। অশ্ববিদ্যাবিশারদ নল রাজা। বি; পু।

অশ্ববৈদ্য—অশ্বচিকিৎসক, ঘোড়ার ডাক্তার। ৬তৎ। বি; পু।

অশ্বমহিষিকা—চিরশত্রুতা, অশ্ব এবং মহিষের ন্যায় নিত্য বিরোধ। অশ্ব ও মহিষ=অশ্বমহিষ, দ্বন্দ্ব, তদুত্তরে ইক+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বমুখ, -বদন—কিন্নর, কিম্পুরুষ। অশ্বের মুখের বা বদনের ন্যায় মুখ বা বদন যাহার, বহু। বি; পু। স্ত্রী—**অশ্বমুখী**।

অশ্বমুখী—কিন্নরী। বি; স্ত্রী।

অশ্বমেধ—১। পূর্বকালের প্রধান যজ্ঞ বিঃ। [এই যজ্ঞে ঘোটক বলি দিয়া হোম করা হইত। বড় বড় রাজারাই এই যজ্ঞ করিতেন। নিরানব্বইটি যজ্ঞ করার পর সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত একটি অশ্বের ললাটে জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। সেই অশ্ব এক বৎসরকাল পৃথিবীর চতুর্দিকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিত। তাহার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত থাকিত। কেহ অশ্বকে বন্ধন করিলে সঙ্গী সৈন্যেরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিত। এইরূপে বৎসরান্তে অশ্ব প্রত্যাগত হইলে তাহাকে বধ করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলের মেদ অগ্নিতে সংস্কার করা হইত, এবং দেহের অবশিষ্টাংশ দ্বারা হোম করা হইত। এই যজ্ঞের ফল ব্রহ্মহত্যাদি সর্বপ্রকার পাপের ক্ষয় এবং স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ।] অশ্বের মেধ (বধ) যাহাতে, বহু; অথবা অশ্ব দ্বারা কৃত মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপ। বি; পু।

২। জনৈক রাজর্ষি, ভরতের পুত্র। অশ্বের মেধ (বধ) হইয়াছিল যৎকর্তৃক, বহু। বি; পু।

অশ্বমেধিক—মেধাশ্ব, অশ্বমেধের যোগ্য অশ্ব; মহাভারতের পর্ব বিঃ। অশ্বমেধ শব্দ+ইক। বি; পু।

অশ্বমেধীয়—১। অশ্বমেধ-যজ্ঞ-সম্বন্ধীয়। অশ্বমেধ শব্দ+ঈয়। বিণ। ২। অশ্বমেধিক, অশ্বমেধযজ্ঞ-সম্বন্ধীয় অশ্ব। বি; পু।

অশ্বযান—ঘোড়ার গাড়ি। অশ্ববাহিত যান, মধ্যপ। বি; ক্লী।

অশ্বরক্ষক—অশ্বপাল। ৬তৎ। বি; পু।

অশ্বরজ্জু—বল্গা, প্রগ্রহ, কবিকা, লাগাম। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

অশ্বরত্ন—১। অশ্বশ্রেষ্ঠ। অশ্ব রত্নতুল্য, উপমিত সমাস। ২। উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। বি; ক্লী।

অশ্বশক্তি—৫৫০ পাউণ্ড ওজনের কোন জিনিসকে এক সেকেণ্ডে এক ফুট উঁচুতে তুলিতে যে শক্তির প্রয়োজন হয় (ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় অশ্বশক্তি বা horse-power বলে)। বি; স্ত্রী।

অশ্বশাখোট আশশাওড়া গাছ। বি; পু।

অশ্বশাব, অশ্বশাবক—ঘোটকশিশু, ঘোড়ার ছানা, বাচ্চা ঘোড়া। ৬তৎ। বি; পু।

অশ্বশালা মন্দুরা, ঘোড়া থাকিবার ঘর, আস্তাবল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অশ্বসেন ১। সনৎকুমারের পিতার নাম। ২। দ্রোণাচার্যের সারথির নাম। বি; পু। ৩। নাগ বিঃ, তক্ষকের পুত্র। পাণ্ডব-বনদাহনকালে এই নাগ মাতার ও ইন্দ্রের সাহায্যে পরিত্রাণ লাভ করে, কিন্তু ইহার মাতা অর্জুনের শরে নিহত হয়। ইহাতে অশ্বসেন ক্রোধান্ধ হইয়া অর্জুনের প্রাণবধে কৃতসংকল্প হয়, এবং কুরুক্ষেত্র সমরকালে কর্ণের অজ্ঞাতসারে তাঁহার তূণমধ্যে সর্প-বাণরূপে অবস্থিতি করে। কর্ণ বাণরূপী সর্পকে অর্জুনের প্রতি ক্ষেপণ করিলে, অর্জুন-সারথি শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া অর্জুনের রথ কিঞ্চিৎ নিম্ন করেন, তাহাতে অর্জুনের কিরীট ইহা দ্বারা ছেদিত হয়। তখন নাগ স্বয়ং অর্জুনের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়, এবং অর্জুন কর্তৃক নিহত হয়।

অশ্বা—ঘোটকী। অশ্ব+আপ্। বি; স্ত্রী।

অশ্বাধ্যক্ষ ঘোটকসমূহের তত্ত্বাবধারক; অশ্বপাল; অশ্বের অধ্যক্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

অশ্বারূঢ়—ঘোটকে আরোহণ করিয়াছে এরূপ। অশ্বকে আরূঢ়, ২তৎ। বিণ।

অশ্বারোহ ১। অশ্বারূঢ় বা অশ্বারোহী, সাদী, ঘোড়সওয়ার। অশ্বে আরোহণ করে যে, উপতৎ; অশ্ব আ রুহ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। অশ্বারোহী যোদ্ধা, সাদীসৈনিক। বি; পু।

অশ্বারোহণ ঘোড়ায় চড়া। অশ্বে আরোহণ, ২ বা ৭তৎ। বি; ক্লী।

অশ্বারোহী (-হিন্)—অশ্বারোহণকারী, ঘোড়সওয়ার, সাদী। অশ্বে আরোহণ করে যে এই বাক্যে, উপতৎ; অশ্ব—আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অশ্বারোহিণী**।

অশ্বিনী—১। দক্ষ প্রজাপতির কন্যা, চন্দ্রের পত্নী। চন্দ্রের সপ্তবিংশতি ভার্যা অর্থাৎ সাতাশ নক্ষত্রের মধ্যে ইনি প্রথম। এই নক্ষত্রের আকার অশ্বমস্তকের ন্যায় বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে। এই নক্ষত্রের নামানুসারে আশ্বিন মাস নাম হইয়াছে। অশ্ব (অশ্বাকার)+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

২। ঘোটকীরূপ-ধারিণী সূর্যপত্নী। ইঁহার আর এক নাম সংজ্ঞা। সূর্যের তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের শরীর হইতে স্বসদৃশরূপা ছায়া নাম্নী এক কামিনীকে বহির্গত করিয়া তাহাকে প্রতিনিধিস্বরূপ রাখিয়া সংজ্ঞা পিত্রালয়ে পলায়ন করিলেন। ইঁহার পিতা বিশ্বকর্মা কন্যার ঈদৃশ আচরণে অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া তনয়াকে বলিলেন, 'তুমি পতিসেবা পরিত্যাগ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছ, আমি আর তোমার মুখাবলোকন করিব না।' তখন সংজ্ঞা অভিমানে পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্বক উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিয়া ঘোটকীর রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এদিকে সূর্য যোগবলে সকল কথা জানিতে পারিলেন। তখন তিনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া উত্তর কুরুবর্ষে গমন করিলেন। তথায় কিছুদিন অশ্বিনীর সহিত অবস্থিতি করায় তাঁহার গর্ভে অশ্বরূপী সূর্যের ঔরসে যমজ দুই পুত্র জন্মে। সেই দুই পুত্র অশ্বিনীকুমার নামে পরিচিত হইলেন। তাঁহারা চিকিৎসাবিদ্যায় সুপণ্ডিত হইয়া স্বর্গে চিকিৎসা করায় স্বর্গবৈদ্য উপাধি প্রাপ্ত হন। "চিকিৎসা-সার-তন্ত্র" গ্রন্থ তাঁহাদের রচিত। তাঁহারাই মাদ্রীসুত নকুল ও সহদেবের জনক।

অশ্বিনীকুমার—স্বর্বৈদ্য, দেবচিকিৎসক। অশ্বিনী ও অশ্বী (১) দ্রঃ। ৬তৎ। বি; পু।

অশ্বিনীকুমার দত্ত - বরিশালের স্বনামধন্য আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক, রাজনীতিক, জননায়ক ও সাহিত্যসেবী। ইনি অলোক-সাধারণ সত্যনিষ্ঠ ও স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন।

ইং ১৮৫৬ সালে ২০শে জানুয়ারি বরিশাল জেলার পটুয়াখালী নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ৺ব্রজমোহন দত্ত কলিকাতা ছোট আদালতের একজন বিখ্যাত জজ ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার ১৮৬৯ সালে মাত্র ১৩ বৎসর বয়সের সময় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং তৎপর '৭২ সালে এফ, এ, '৭৮ সালে বি, এ, '৭৯ সালে এম, এ, এবং '৮০ সালে বি, এল, পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি ইঁহার অগোচরে ইঁহার বয়স বাড়াইয়া লিখাইয়া দিয়াছিলেন। এফ, এ, পরীক্ষার পর এই প্রতারণা ধরা পড়ে, এবং অতঃপর মিথ্যা বয়স লিখাইয়া পরীক্ষা দিতে অশ্বিনীকুমার অসম্মত হন। সেইজন্যই বি, এ, পরীক্ষায় তাদৃশ বিলম্ব ঘটিয়াছিল।

বি, এল, পাশ করিয়াই ইনি বরিশালে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এই ব্যবসায় মনোমত না হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই উহা ত্যাগ করিয়া শিক্ষকতা-কার্যে প্রবৃত্ত হন, এবং ব্রজমোহন কলেজে একাদিক্রমে ১৭ বৎসর ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার পিতা বরিশাল শহরে স্বনামে ব্রজমোহন স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন পরে পুত্র ১৮৯৯ সালে উহাকে কলেজে পরিণত করেন, এবং এই কলেজের গৃহনির্মাণে ৭৫ হাজার টাকা স্বয়ং ব্যয় করেন।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে অশ্বিনীবাবু জাতীয় দল-ভুক্ত এবং কংগ্রেসের একজন প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে, দেশময় যে তুমুল স্বদেশী আন্দোলন উপস্থিত হয়, অশ্বিনীবাবু তাহাতে মনে প্রাণে যোগদান করেন। শেষে পূর্ববঙ্গের প্রথম ছোটলাট স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার কিছুতেই ইঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ১৮০৩ সালের ৩ আইন অনুসারে ইঁহাকে অন্য কতিপয় নেতার সহিত নির্বাসিত করেন। ইনি পরে মুক্তি লাভ করেন।

বরিশালে একবার দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অশ্বিনীবাবু নিদারুণ বহুমূত্র রোগে পীড়িত অবস্থাতেও ১৫০টি সাহায্য-কেন্দ্র খুলিয়া ৭ মাস কাল যাবৎ প্রতি সপ্তাহে ৬ হাজার টাকা করিয়া বিতরণ করিয়াছিলেন।

ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই উত্তমরূপে লিখিবার ও বক্তৃতা করিবার ইঁহার সমান ক্ষমতা ছিল। ইঁহার রচিত "ভক্তিযোগ" বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্নবিশেষ। এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ বহু প্রতীচ্য পণ্ডিতের ভূয়সী সুখ্যাতি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদ্ব্যতীত "প্রেম", "দুর্গোৎসব-তত্ত্ব", "ভারতগীতি" প্রভৃতি আরও কতিপয় পুস্তক ইঁহার রচিত।

যে বহুমূত্র ও অজীর্ণ রোগে অশ্বিনীবাবু প্রায় আজীবন কষ্ট পাইতেছিলেন, সেই বিষম রোগে কলিকাতা মহানগরীতে ১৯২৩ সালের ৭ই নবেম্বর তারিখে এই মহাপুরুষ অমরধামে গমন করেন।

অশ্বিনীপুত্র, -সুত—অশ্বিনীকুমার। ৬তৎ। বি ; পু।

অশ্বী (অশ্বিন্)—অশ্বিনীকুমার *, স্বর্গবৈদ্য ; নকুল ও সহদেব ; মিথুনরাশি ; অশ্বদ্বয় ; ২ (দুই) এই সংখ্যা ; অশ্বারোহ, সাদী। অশ্বিনী শব্দ + অ অপত্যার্থে, নিপাতনে। বি ; পু।

*ইঁহাদের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ঋগ্বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ;—"ত্বষ্টার দুইটি যমজ সন্তান হয়, তন্মধ্যে একটি কন্যা, নাম সরণ্যু ও অপরটি পুত্র, নাম ত্রিশিরা। বিবস্বানের সহিত তিনি সরণ্যুর বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে বিবস্বানের ঔরসে যম ও যমী নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মিয়াছিল। সরণ্যু ঠিক আপনার ন্যায় একটি কামিনী স্বামীর অজ্ঞাতসারে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার নিকট নিজের যমজ সন্তান দুইটি রাখিয়া স্বয়ং অশ্বিনীর রূপ ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিবস্বান্ না জানিয়া সেই কামিনীর গর্ভে মনু নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। মনু পিতার ন্যায় তেজস্বী ও রাজর্ষি হইয়াছিলেন। ইনিই বৈবস্বত মনু। পরে বিবস্বান্ ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর পলায়ন-বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। এদিকে সরণ্যুও অশ্বরূপী বিবস্বান্‌কে চিনিতে পারিয়া মৈথুনের নিমিত্ত স্বামীর সমীপস্থ হওয়ায় বিবস্বান্ তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। তাহাতেই দুইটি কুমারের জন্ম হয়, একটির নাম নাসত্য ও অপরের নাম দস্র। অশ্বিদ্বয় নামে তাঁহাদেরই স্তব করা হয়।"

অশ্বী—ঘোটকী। অশ্ব + আপ্ স্থানে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [পদটি ব্যাকরণানুসারে অসাধু।]

অশ্বীন—অশ্বের একদিনে গমনযোগ্য। অশ্ব শব্দ + ঈন। বিণ।

অশ্বীয়—১। অশ্বসম্বন্ধীয়। অশ্ব শব্দ + ঈয়। বিণ। ২। অশ্বসমূহ। বি ; ক্লী।

অশ্ম—প্রস্তর, শিলা, পাথর ; পর্বত, মেঘ। অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া) + ম কর্তৃ। বি ; পু। (অশ্মন্)—শিলা, প্রস্তর ; পর্বত। অশ্ (ব্যাপা) + মন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অশ্মক—১। অশ্মতুল্য স্থির। বিণ। ২। ঋষি বিঃ ; সূর্যবংশীয় জনৈক নরপতি। দময়ন্তীর গর্ভে সৌদাসের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইঁহার জননী সাত বৎসর কাল ইঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ; পরে একখণ্ড তীক্ষ্ণধার অশ্ম অর্থাৎ প্রস্তর দ্বারা স্বীয় উদর ভেদ করাতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। বি ; পু।

অশ্মন্—অশ্ম (২) দ্রঃ।

অশ্মর—প্রস্তরযুক্ত ; প্রস্তরময় ; প্রস্তরসম্বন্ধীয়। অশ্ম + র। বিণ।

অশ্মরী—মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ, t ne [ত্রিদোষ হইতে ইহার জন্ম এবং বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও শুক্রভেদে ইহা চতুর্বিধ ; ইহার চলিত নাম পাথরী]। অশ্ম বা অশ্মন্ (প্রস্তর) + র অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অশ্মীভবন—গাছ হাড় প্রঃর প্রস্তরে পরিণতি, f s il s tion. অশ্মন্—চ্বি + ভূ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ **-ভূত**।

অশ্রদ্দধান—শ্রদ্ধাশূন্য, সে শ্রদ্ধা করে না এরূপ। ন শ্রদ্দধান, নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, ভক্তিরহিত ; আস্থাশূন্য, বিশ্বাসহীন, অপ্রত্যয়ী ; আস্তিক্য বুদ্ধি-রহিত। ন (নাই) শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রদ্ধা—১। শ্রদ্ধাহীনা ইঃ। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। অভক্তি ; ঘৃণা ; অনাদর ; অযত্ন ; অনাস্থা, অবিশ্বাস। ন শ্রদ্ধা, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশ্রদ্ধিত—ঘৃণিত ; অনাদৃত। ন শ্রদ্ধিত, নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রদ্ধেয় শ্রদ্ধার অযোগ্য ; অবিশ্বাস্য ; ঘৃণ্য ; হেয়। ন শ্রদ্ধেয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রবণ—১। শ্রবণাভাব, অনাকর্ণন, না শোনা ; শ্রুতিহীনতা, বধিরত্ব। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। শ্রুতিহীন, কর্ণরহিত ; যে শোনে না, বধির। ন (নাই) শ্রবণ যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রম—১। শ্রমাভাব, পরিশ্রম না করা, অনায়াস, নিশ্চেষ্টতা, আলস্য ; অশ্রান্তি, অক্লান্তি, স্ফূর্তি। ন শ্রম নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। শ্রমহীন, অপরিশ্রমী, নিষ্ক্রিয়, নিশ্চেষ্ট, অলস ; অশ্রান্ত, অক্লান্ত। ন (নাই) শ্রম যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রাদ্ধ—১। শ্রদ্ধাহীন, অশ্রদ্ধ। ন শ্রাদ্ধ, নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী **অশ্রাদ্ধী**। ২। শ্রাদ্ধহীন, যাহার (অর্থাৎ যে মৃতের) শ্রাদ্ধ করা হয় নাই এমন ; শ্রাদ্ধরহিত, যে ক্রিয়াদিতে শ্রাদ্ধ করা হয় নাই এমন। ন (নাই) শ্রাদ্ধ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী—**অশ্রাদ্ধা**।

অশ্রাদ্ধী (-দ্ধিন্)—শ্রাদ্ধাদি পঞ্চযজ্ঞশূন্য। নঞ্তৎ। বিণ ; পু।

অশ্রান্ত—অক্লান্ত ; অবিরত ; ক্রমিক, ধারাবাহিক। ন শ্রান্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রান্তি—অক্লান্তি ; অবিরাম। ন শ্রান্তি, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশ্রাব্য—শ্রবণের অযোগ্য ; অশ্লীল, কুৎসিত ; কটু। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রীক—শ্রীহীন, শোভাশূন্য ; সমৃদ্ধিহীন। ন (নাই) শ্রী যাহার, বহু ; বিকল্পে সমাসান্ত ক। বিণ।

অশ্রু—চক্ষুর্জল ; নয়নবারি ; বাষ্প, কণ্ঠবারি। ন (অ)–শ্রি+ক্রুন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

অশ্রুগদ্গদ—বাষ্পের আতিশয্য হেতু রুদ্ধকণ্ঠ বা অস্ফুট। ৩তৎ। বিণ।

অশ্রুগদ্গদকণ্ঠ বাষ্পহেতু রুদ্ধকণ্ঠ বা অপরিস্ফুট-বাক্। অশ্রুগদগদ হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

অশ্রুজল—অশ্রুবারি, নয়নজল ; বাষ্পবারি। অশ্রুই যে জল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অশ্রুত—১। যাহা শোনা যায় নাই এরূপ ; শ্রুতিবিরুদ্ধ, বেদবিরুদ্ধ ; শাস্ত্রজ্ঞানহীন। ন শ্রুত, নঞ্তৎ। বিণ। ২। অশ্রুপূর্ণ। প্রাঃ কপ্র। বিণ।

অশ্রুতচর—যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতপূর্ব। অশ্রুত+চরট্ ভূতপূর্ব অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**অশ্রুতচরী**।

অশ্রুতপূর্ব—যাহা পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই এরূপ, অশ্রুতচর। পূর্বে (পূর্বকাল ব্যাপিয়া) শ্রুত=শ্রুতপূর্ব, ২তৎ। অথবা, পূর্বে শ্রুত=শ্রুতপূর্ব, ৭তৎ ; ন শ্রুতপূর্ব=অশ্রুতপূর্ব, নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রুতস্বর—১। যে কণ্ঠধ্বনি পূর্বে কখনও শোনা যায় নাই, অপরিচিত কণ্ঠধ্বনি ; যে কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় নাই, অতিমৃদু কণ্ঠধ্বনি। অশ্রুত যে স্বর, কর্মধা। বি ; পু। ২। যাহার কণ্ঠধ্বনি কখনও শ্রুত হয় নাই ; অতিমৃদু কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। অশ্রুত স্বর যাহার, বহু। বিণ।

অশ্রুতি—১। শ্রুতিহীন, বধির। বহু। বিণ। ২। অশ্রবণ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশ্রুধারা—নয়ননির্গত-জলধারা, ধারারূপে পতিত নেত্রজল। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অশ্রুনয়ন, -নেত্র—১। অশ্রুযুক্ত চক্ষুঃ। মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। অশ্রুযুক্ত নেত্রবিশিষ্ট। অশ্রু নয়নে বা নেত্রে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-নয়না, -নেত্রা**।

অশ্রুপাত—নয়নবারি পতন, চক্ষু হইতে বারিধারার নির্গম। ৬তৎ। বি ; পু।

অশ্রুপূর্ণ—নয়নবারিপ্লুত, বাষ্পাকুল। ৩তৎ। বিণ। [৬তৎ। বি ; পু।

অশ্রুপ্রবাহ ধারারূপে পতিত নেত্রজল।

অশ্রুপ্লাবিত চক্ষের জলে ভাসিতেছে এরূপ ; অশ্রুসিক্ত। ৩তৎ। বিণ।

অশ্রুবারি নেত্রজল, চোখের জল। অশ্রুও যে বারিও সে, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অশ্রুবিন্দু অশ্রুকণা, এক ফোঁটা চক্ষের জল। ৬তৎ। বি ; পু।

অশ্রুবিমোচন অশ্রুমোচন, নয়নবারি বিসর্জন, চক্ষের জল ফেলা। ৬তৎ। বি : ক্লী।

অশ্রুবিসর্জন নেত্রজল পরিত্যাগ, ক্রন্দন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অশ্রুভরা—চোখের জলে ভরা। ৩তৎ। বাংপ্র। বিণ।

অশ্রুভারাক্রান্ত—চক্ষের জলে বোঝাই ; অশ্রুপূর্ণ। অশ্রুভার দ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ।

অশ্রুময় অশ্রুপূর্ণ। অশ্রু শব্দ+ময়ট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**অশ্রুময়ী**।

অশ্রুমান্ (-মৎ) অশ্রুযুক্ত, অশ্রুপূর্ণ, সাশ্রু ; অশ্রুবিমোচনকারী, যে চক্ষের জল ফেলিতেছে। অশ্রু শব্দ+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অশ্রুমতী**।

অশ্রুমুখ—১। নয়নজলে প্লাবিত বদন। অশ্রুযুক্ত মুখ, মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। যাহার মুখ বাহিয়া চোখের জল পড়িতেছে এমন। অশ্রু মুখে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**। ৩। দ্বাদশ পিতৃগণের শেষ পিতৃত্রয়। [পিতা হইতে প্রপিতামহ 'পিণ্ডভাক্' ; বৃদ্ধপ্রপিতামহ হইতে পরবর্তী তিন পুরুষ 'লেপভুক্' ; তৎপরবর্তী তিন পুরুষ 'নান্দীমুখ' এবং শেষ পিতৃত্রয় 'অশ্রুমুখ'—শাতাতপ-সংহিতা।]

অশ্রুমোচন নয়নবারিত্যাগ, চক্ষের জল ফেলা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অশ্রুরুদ্ধ—বাষ্পরুদ্ধ ; চোখের জলে ঝাপসা। ৩তৎ। বিণ।

অশ্রুসিক্ত—চোখের জলে ভিজা। অশ্রুদ্বারা সিক্ত, ৩তৎ। বিণ।

অশ্রেয়ঃ (-য়স্), (> **অশ্রেয়**)—অমঙ্গল, অশুভ, অনিষ্ট, অনর্থ। ন শ্রেয়ঃ, নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অশ্রেয়স্ক—শ্রেয়োহীন, অশুভ, অহিতকর। অশ্রেয়স্ শব্দ+কপ্ সমাসান্ত। বিণ।

অশ্রেয়স্কর—অমঙ্গলজনক ; অবিধেয়, অনুচিত। ন শ্রেয়স্কর, নঞ্তৎ। অথবা অশ্রেয়ঃ করে যে, উপতৎ ; অশ্রেয়স্ কৃ (করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অশ্রেয়স্করী**।

অশ্রেয়ান্ (-য়স্)-১। অমঙ্গলজনক ; অধম, হীন। ন (নাই) শ্রেয়ঃ যাহা হইতে, বহু। ২। অবরিষ্ঠ ; অপ্রশস্ত ; অনুৎকৃষ্ট ; অশুভকর, অমঙ্গলজনক। ন শ্রেয়ান্, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী- **অশ্রেয়সী**।

অশ্রোতব্য—শ্রবণের অযোগ্য, অশ্রাব্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্রোত্রিয়—১। বেদপাঠবিহীন ব্রাহ্মণ। ন শ্রোত্রিয়, নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। শ্রোত্রিয়রহিত, বেদজ্ঞ াহ্মণহীন ('— স্থান')। ন (নাই) শ্রোত্রিয় যথায়, বহু। বিণ।

অশ্লাঘনীয়, অশ্লাঘ্য—অপ্রশংসার্হ, প্রশংসার অযোগ্য, অপ্রশংসনীয়, অধন্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্লিষ্ট—অসম্বদ্ধ ; অসংগত ; অপ্রাসঙ্গিক ; শ্লেষহীন ('— কাব্যাদি')। নঞ্তৎ। বিণ।

অশ্লীক-শ্রীঘ্ন, অশ্লাঘ্য। বিণ।

. ।—১। বিশ্রী, জঘন্য, কুৎসিত, লজ্জাজনক, অভদ্র, কুরুচিপূর্ণ, অসাধু। নঞ্তৎ। বিণ। ২। লজ্জাজনক গ্রাম্য বাক্য। বি ; ক্লী।

অশ্লীলতা, -ত্ব—কৌৎসিতা, জঘন্যতা, লজ্জাকরত্ব ; কুরুচিপূর্ণতা ; অভদ্রতা, অসাধুতা, অভব্যতা ; কাব্যদোষ বিঃ। অশ্লীল শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অশ্লীলভাষী (-ভাষিন্)-অশ্লীলবাদী, যে অশ্লীল কথা বলে। অশ্লীল—ভাষ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

অশ্লেষা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে নবম নক্ষত্র। [ইহার আকার চক্রের ন্যায়। ইহা অশুভ নক্ষত্র। ইহাতে জন্মিলে দুষ্ট, কোপনস্বভাব ও উৎপীড়ক হয়। এই নক্ষত্রে পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ছয় মাস পর্যন্ত তাহার মুখ দেখিতে নাই, সেই জন্যই এই নক্ষত্রের নাম অশ্লেষা।] ন (অ)—শ্লিষ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অষাঢ়—আষাঢ় মাস। আষাঢ়ী+অণ্ (বিকল্পে হ্রস্ব)। বি ; পু।

অষুদ, অষুধ ১। ভেষজ, রোগপ্রতিকারক দ্রব্য। ঔষধ শব্দের অপভ্রংশ। ২। জন্ম ও মরণ জন্য অশৌচ। 'অশৌচ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

অষুধবিষুধ বশীকরণার্থ ঔষধ ও মন্ত্রতন্ত্রাদি ; ঔষধ ও গাছ-গাছড়া প্রঃ। গ্রাম্য। বি।

অষ্ট (অষ্টন্)—আট, ৮ ; আট-সংখ্যক। বি বা বিণ।

অষ্ট-আঁখি—অষ্টনেত্র, ব্রহ্মা। বাংপ্র। বি ; পু।

অষ্টক—১। অষ্ট, আট। অষ্টন্+ক স্বার্থে। বিণ। ২। অষ্ট অধ্যায়বিশিষ্ট

বা অষ্ট শ্লোকাত্মক গ্রন্থ ; পাণিনিকৃত অষ্টাধ্যায়বিশিষ্ট গ্রন্থ ; (সংগীত) এক ষড়্‌জ হইতে তাহার পরের ষড়্‌জ পর্যন্ত আটটি স্বরের সমষ্টি, octave. বি ; ক্লী।

৩। বিশ্বামিত্র ঋষির পুত্র, দৃষদ্বতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। বি ; পু।

৪। জনৈক নরপতি, যযাতির দৌহিত্র। ইনি পরম পুণ্যবান্ ছিলেন। কথিত আছে যে, যযাতি স্বর্গে যাইয়া ইন্দ্রের নিকট আপনার পুণ্যকাহিনী বিবৃত করায় ভূতলে পতিত হইতে উদ্যত হইলে অষ্টক স্বীয় পুণ্যের অংশ যযাতিকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গে স্থাপন করেন, এবং নিজেও পুণ্যবলে স্বর্গে গমন করেন।

অষ্টকর্ণ—ব্রহ্মা। অষ্ট কর্ণ যাহার, বহু ; কেননা ব্রহ্মা চতুর্মুখ। বি ; পু।

অষ্টকলাই—আট রকমের ভাজা কলায় প্রঃ কলায়, মুগ, ছোলা, মটর, তিল, গম, চিঁড়ে, চালভাজা বা মুড়ি ; শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে করণীয় লৌকিক আচার বিঃ, আট কড়া'য়ে বা আটকৌড়ে। বাংপ্র। বি।

অষ্টকা ১। আট। 'অষ্টক' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শ্রাদ্ধ বিঃ ; পৌষ, মাঘ এবং ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্তব্য পূপাষ্টকা, মাংসাষ্টকা এবং শাকাষ্টকা নামক শ্রাদ্ধ। অশ (ভোজন করা)+তকন্ অধি+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

অষ্টকাঙ্গ—পাশার ছক। অষ্টক অঙ্গ যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

অষ্টকুলাচল—মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, হিমালয় এই আট কুলপর্বত। কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টক্ষীর—গাভী, মেষ, ছাগ, মহিষ, মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব ও উষ্ট্রের দুগ্ধ। সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

অষ্টগব আটটি গরুর সমষ্টি। অষ্ট গোর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

অষ্টগুণ অষ্টাবৃত্ত (অন্নপিষ্টাদি) ; দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ, অনায়াস, মঙ্গল, অকার্পণ্য ও অস্পৃহা—এই অষ্টগুণান্বিত ব্রাহ্মণ। বহু। বিণ।

অষ্টচণ্ডী—মঙ্গলা, বিমলা, সর্বমঙ্গলা, কালী, রাত্রিকালিকা, বিকটা, কামাখ্যা ও ভবানী – চণ্ডীর এই অষ্টমূর্তি। বি ; স্ত্রী।

অষ্টচত্বারিংশ ৪৮এর পূরণ। অষ্ট-চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিংশী**।

অষ্টচত্বারিংশৎ—আটচল্লিশ, ৪৮। অষ্ট দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপ। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

অষ্টচত্বারিংশত্তম—আটচল্লিশের পূরক, সাতচল্লিশের ঠিক পরবর্তীটি। অষ্টচত্বারিংশৎ শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শত্তমী**।

অষ্টতারিণী—তারা, উগ্রা, মহোগ্রা, বলা, কালী, সরস্বতী, কামেশ্বরী ও চামুণ্ডা এই অষ্টতারিণী মূর্তি। বি ; স্ত্রী।

অষ্টদল—অষ্টপত্র কমল, অষ্টপত্রক যন্ত্র : ষট্‌চক্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় চক্র। বহু। বি ; ক্লী।

অষ্টদিক্ (-দিশ্) পূর্ব, ঈশান, উত্তর, বায়ু, পশ্চিম, নৈঋত, দক্ষিণ, অগ্নি—এই আট দিক্। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অষ্টদিক্‌পাল আট দিকের পালনকর্তা অর্থাৎ রক্ষক দেবতা ; যথা—ইন্দ্র পূর্বদিকের, বহ্নি অগ্নিকোণের, যম দক্ষিণদিকের, নিঋতি নৈঋতকোণের, বরুণ পশ্চিমের, মরুৎ বায়ুকোণের, কুবের উত্তরের, ঈশ ঈশানকোণের। অষ্ট দিক্‌পাল, কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টদিগ্‌গজ—পূর্বাদি আট দিকের রক্ষক হস্তী ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম, সুপ্রতীক—এই আটটি হস্তী। দিকের গজ, ৬তৎ =দিগ্‌গজ ; অষ্ট দিগ্‌গজ, কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টধর্ম—সত্য শৌচ অহিংসা অনসূয়া ক্ষমা আনৃশংস্য অকার্পণ্য ও সন্তোষ—এই আটটি ধর্ম। কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টধা—আট প্রকার ; আট বার ; আট ভাগে বা দিকে। অষ্টন্ শব্দ+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

অষ্টধাতু—স্বর্ণ (সোনা), রজত (রূপা), তাম্র (তামা), সীসক (সীসা), কান্তিক (কান্তি লৌহ), রঙ্গ (রাঙ্), লৌহ (লোহা), তীক্ষ্ণ লৌহ (ইস্পাত)—এই আট প্রকার ধাতু। অষ্ট ধাতুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

অষ্টনবতি আটানব্বই, ৯৮। অষ্টাধিকা যে নবতি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অষ্টনবতিতম—৯৮এর পূরক, সাতানব্বই-এর পরেরটি। অষ্টনবতি শব্দ+তমট্। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

অষ্টনাগ—অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, তক্ষক, কুলীর, কর্কট, শঙ্খ—এই আট-প্রকার সর্প। কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টনায়িকা—মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী, কৌমারী—এই অষ্ট নায়িকা ; (রসশাস্ত্র) অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকণ্ঠিতা, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকা—এই আটপ্রকার নায়িকা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অষ্টনিধি—পদ্ম মহাপদ্ম প্রভৃতি কুবেরের অষ্টরত্ন। কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টপঞ্চাশ—অষ্টপঞ্চাশত্তম (তাহা দ্রঃ)। অষ্টপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ।

অষ্টপঞ্চাশৎ আটান্ন, ৫৮। অষ্টাধিকা যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অষ্টপঞ্চাশত্তম—আটান্নর পূরক, সাতান্ন সংখ্যার পরেরটি। অষ্টপঞ্চাশৎ+তমট্। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

অষ্টপাশ—ঘৃণা, অপমান, লজ্জা, মান, মোহ, দম্ভ, দ্বেষ ও পৈশুন্য—এই অষ্টপ্রকার মায়াবন্ধন। কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টপ্রহর—১। আট প্রহরের সমষ্টি, সমস্ত দিবারাত্র। সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী। ২। সমস্ত দিন রাত ব্যাপিয়া, ২৪ ঘণ্টাই। ক্রি-বিণ ; ক্লী। ৩। সমস্ত দিবারাত্র-ব্যাপী হরিনাম-সংকীর্তন। বাংপ্র। বি।

অষ্টবজ্র—বজ্রবৎ অমোঘ অষ্ট দেবাস্ত্র—সুদর্শন, শূল, অক্ষমালা, বজ্র, পাশ, যমদণ্ড, কার্তিকেয়ের শক্তি, দুর্গার অসি [ইহাদের মিলনে উর্বশী অশ্বযোনি হইতে মুক্ত হন]। কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

অষ্টবজ্র-মিলন—অষ্ট বজ্র অর্থাৎ দেবাস্ত্রের মিলন (ইহাদের মিলনে উর্বশীর অশ্বজন্ম হইতে মুক্তি হয়) ; কার্যসিদ্ধির অনুকূল কারণসমূহের সমবায়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অষ্টবর্গ—(জ্যোতিষ) জন্মকালীন শুভাশুভফলসূচক আটটি গ্রহের সমুদায় ; জীবকাদি অষ্টপ্রকার ঔষধ বিঃ—জীবক, ঋষভ, মেদা, মহামেদা, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, কাকোলী এবং ক্ষীরকাকোলী। সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

অষ্টবসু আপ, ধ্রুব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যূষ, প্রভব—এই আট বসু। বি ; পু।

অষ্টবিধ—আট প্রকারের। অষ্ট বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

১। অষ্টবাহু, আটহাত। কর্মধা। বি ; পু। ২। অষ্টবাহুবিশিষ্ট, আটহাত-যুক্ত ; আট রেখা দ্বারা বেষ্টিত। অষ্ট ভুজ যাহার, বহু। বিণ। ৩। আট রেখা দ্বারা বেষ্টিত ক্ষেত্র, octagon বি ; ক্লী।

অষ্টভুজা—১। অষ্টবাহুবিশিষ্টা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গার মূর্তি-ভেদ [দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ দৈত্যের সহিত যুদ্ধকালে অষ্টভুজা মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন]। বি ; স্ত্রী।

অষ্টভৈরব—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রোধোন্মত্ত, ভয়ংকর, কপালী, ভীষণ, সংহার—এই আট ভৈরব। কর্মধা। বি ; পু।

অষ্টম, -ক আটের পূরক, আটেরটি। অষ্টন্ +মট্ পূরণার্থে, স্বার্থে কন্। বিণ।

অষ্টমকালিক—তিন দিন উপবাসের পরে চতুর্থ দিনে রাত্রিতে ভোজনকারী। বিণ।

অষ্টমঙ্গল—১। আটপ্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য, যথা—ব্রাহ্মণ, গো, হুতাশন, স্বর্ণ, ঘৃত, আদিত্য, জল ও রাজা; সিংহ, বৃষ, হস্তী, জলকুম্ভ, ব্যজন, ধ্বজ, শঙ্খ, দীপ—এই আট বস্তু। সমাহার দ্বিগু। ২। আটপ্রকার ঔষধ দ্রব্যযুক্ত পক্ক ঘৃত বিঃ। বি; ক্লী। ৩। খুরচতুষ্টয়, পুচ্ছ, মুখ, বক্ষঃ ও পৃষ্ঠ—এই আট স্থানে মঙ্গলসূচক শ্বেতবর্ণ আছে এরূপ অশ্ব। অষ্ট মঙ্গল যাহাতে, বহু। বি; পু।

অষ্টমতঃ (-তস্) আটের স্থানে, আটের দফায়। অষ্টম শব্দ + তস্ ৭মী স্থানে। অ।

অষ্টমবর্ষীয়—অষ্টমবৎসর সম্বন্ধীয়, আটের বছরের; অষ্টমবৎসর-বয়স্ক, আট বছর বয়সের। অষ্টমবর্ষ শব্দ + ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

অষ্টমবার্ষিক—অষ্টমবর্ষীয়, অষ্টমবৎসর-সম্বন্ধীয়, আটের বছরের। অষ্টমবর্ষ শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বার্ষিকী**।

অষ্টমাংশ—আট ভাগের এক ভাগ। অষ্টম অংশ, কর্মধা। বি; ক্লী।

অষ্টমী—১। আটের। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ, যে তিথিতে চন্দ্রের অষ্টকলার ক্রিয়া হয়। বি; স্ত্রী।

অষ্টমূত্র—গো মেষ ছাগ মহিষ হস্তী ঘোটক গর্দভ উষ্ট্র ইহাদের মূত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অষ্টমূর্তি—১। আট মূর্তি বা আকার। মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। আটমূর্তিবিশিষ্ট। অষ্ট মূর্তি যাহার, বহু। বিণ। ৩। শংকর, শিব। বি; পু। শিবের আটমূর্তি এই এই,—সর্বনামে ক্ষিতিমূর্তি, ভবনামে জলমূর্তি, রুদ্রনামে অগ্নিমূর্তি, উগ্রনামে বায়ুমূর্তি, ভীমনামে আকাশমূর্তি, ঈশান-নামে সূর্যমূর্তি, মহাদেবনামে চন্দ্রমূর্তি এবং পশুপতিনামে যজমানমূর্তি [স্কন্দপুরাণের টীকাকার বলেন,—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূত এবং চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই আটটি শিবের মূর্তি]।

অষ্টমূর্তিধর শংকর, শিব। অষ্টমূর্তির ধর (ধারণকর্তা), ৬তৎ। বি; পু।

অষ্টযোগিনী—শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী, মহাগৌরী—দুর্গার এই অষ্টসখী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টরম্ভা—আটটি কলা, অর্থাৎ শূন্য, কিছু না; ফাঁকি। বি; স্ত্রী।

অষ্টরস-শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস ও রৌদ্র—এই অষ্টরস। কর্মধা। বি; পু।

অষ্টলোকপাল-ইন্দ্রাদি অষ্টদিক্‌পালগণ। কর্মধা। বি; পু।

অষ্টলোহক—স্বর্ণ, রজত, তাম্র, রঙ্গ, সীস, কান্তলৌহ, মুণ্ডলৌহ, তীক্ষ্ণলৌহ এই আট ধাতু। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

অষ্টশ্রবাঃ (-বস্)—অষ্টকর্ণ, ব্রহ্মা। অষ্ট শ্রবস্ (কর্ণ) যাহার, বহু। বি; পু।

অষ্টষষ্টি—আটষট্টি, ৬৮। অষ্টাধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী বা বিণ।

অষ্টষষ্টিতম—আটষট্টির পূরক, সাতষট্টির পরবর্তীটি। অষ্টষষ্টি + তমট্। বিণ। স্ত্রী,

অষ্টসখী—(১) গদাধর পণ্ডিত (শ্রীমতী রাধা) (২) স্বরূপ গোস্বামী (ললিতা) (৩) রায় রামানন্দ (বিশাখা) (৪) শিবানন্দ (সুচিত্রা) (৫) রামানন্দ (চম্পকলতা) (৬) গোবিন্দ ঘোষ (রঙ্গদেবী) (৭) বাসু ঘোষ (সুদেবী) (৮) শ্রীমাধব ঘোষ (তুঙ্গবিদ্যা)—এই আটজন ভাগবত লীলাসঙ্গী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অষ্টসপ্ততি—আটাত্তর, ৭৮। অষ্টাধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী বা বিণ।

অষ্টসপ্ততিতম আটাত্তরের পূরক, ৭৮-সংখ্যক, আটাত্তরেরটি। অষ্টসপ্ততি + তমট্। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

অষ্টসিদ্ধি অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিতা, বশিতা, কামাবসায়িতা—এই আটপ্রকার সিদ্ধি। বি; স্ত্রী।

অষ্টাংশিত আটভাগে বিভক্ত; আট ভাগে বা পত্রে ভাঁজ-করা (কাগজ), octavo অষ্ট যথা তথা অংশিত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

অষ্টাকপাল—১। অষ্টকপালে যাহার পাক নিষ্পন্ন হইয়াছে; চরুপী। অষ্ট কপাল আছে যাহাতে, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-পালা**। ২। যজ্ঞ বিঃ। বি; পু।

অষ্টাকষ্টে—চারি কড়া কড়ি লইয়া এক-প্রকার ছেলে-খেলা। বাং প্র। বি।

অষ্টাঙ্গ ১। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি—এই আটপ্রকার যোগ; অষ্টাঙ্গে প্রণাম, যথা—জানু, পদ, হস্ত, উরঃ, বুদ্ধি, শিরঃ, বাক্য, চক্ষুঃ। অষ্ট অঙ্গ আছে যাহাতে, বহু। বি; পু। ২। দেহের আটটি অবয়ব, যথা—দুই হস্ত, হৃদয় কপাল, দুই চক্ষু, কণ্ঠ ও মেরুদণ্ড; কিংবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, জানু ও দুই চরণ; অথবা দুই হস্ত, হৃদয়, কপাল, দুই চক্ষু, মন এবং বাক্য; রাজনীতির অঙ্গভূত আটপ্রকার উপায়। অষ্ট অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

অষ্টাত্রিংশ-অষ্টাত্রিংশত্তম, ৩৮ সংখ্যার পূরক। অষ্টাত্রিংশৎ + ডট্। বিণ।

অষ্টাত্রিংশৎ—আটত্রিশ, ৩৮। অষ্টাধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী; বা বিণ।

অষ্টাত্রিংশত্তম-অষ্টাত্রিংশ, আটত্রিশের পূরক, আটত্রিশেরটি। অষ্টাত্রিংশৎ শব্দ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ত্তমী**।

অষ্টাদশ—আঠার সংখ্যার পূরক, আঠারেরটি। অষ্টাদশন্ শব্দ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ।

অষ্টাদশ (-দশন্) আঠার, ১৮। অষ্টাধিক দশ, মধ্যপ। বিণ বা বি।

অষ্টাদশপুরাণ—ব্রাহ্ম, পাদ্ম, বৈষ্ণব, শৈব, ভাগবত, নারদীয়, মার্কণ্ডেয়, আগ্নেয়, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, বারাহ, স্কান্দ, বামন, কৌর্ম, মাৎস্য, গারুড়, ব্রহ্মাণ্ড—এই আঠারটি পুরাণ। বি।

অষ্টাদশবিদ্যা—চারি বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গ, এবং মীমাংসা, ন্যায়, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্ব, অর্থশাস্ত্র—এই আঠারপ্রকার বিদ্যা। বি; স্ত্রী।

অষ্টাদশভুজা—দুর্গামূর্তি বিঃ [অসুর-বধের সময় দেবী এই মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন]। বহু। বি; স্ত্রী।

অষ্টাদশাঙ্গ আঠারপ্রকার দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত পাচন বিঃ। অষ্টাদশ অঙ্গ আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

অষ্টাপদ ১। সারি-ফলক, সতরঞ্চ ফলক, পাশার ছক। অষ্ট (আটপ্রকার) পদ (স্থান) আছে যাহার, বহু। ২। স্বর্ণ। অষ্টন্ (অষ্টপ্রকার ধাতুর মধ্যে) পদ (প্রতিষ্ঠা) যাহার, বহু। ৩। ধুস্তূর, ধুতুরা। বি; পু বা ক্লী। ৪। শরভ; মর্কট, কীট, কীলক, লূতা, মাকড়সা; বনমল্লিকা; কৈলাস পর্বত। বি; পু।

অষ্টাবক্র—জনৈক মুনি। অষ্ট (অষ্ট অঙ্গ) বক্র যাহার, বহু; পিতৃশাপে ইঁহার দেহের অষ্টস্থান বক্র হইয়াছিল, এই জন্য ইনি অষ্টাবক্র নামে খ্যাত হন। বি; পু।

উদ্দালকতনয়া সুজাতার গর্ভে কাহোড় মুনির ঔরসে ইঁহার জন্ম। কথিত আছে যে, ইনি মাতৃগর্ভে থাকিয়াই সমুদায় বেদ বেদাঙ্গ ও শাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিলেন। একদা গর্ভস্থ শিশু স্বীয় জনককে সম্বোধন করিয়া বলেন, "পিতঃ! আমি শ্রবণ করিতেছি আপনার অধ্যয়ন সম্যক্ হইতেছে না।" শিষ্যগণসমক্ষে গর্ভস্থ শিশু কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় কাহোড় ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন, "তুমি গর্ভে থাকিয়া এইরূপে আমার অবমাননা করিলে, অতএব তোমার দেহের অষ্ট স্থল বক্র হইবে।" পিতার শাপে ইনি বিকলাঙ্গ হইয়া ভূমিষ্ঠ হওয়াতে ইঁহার নাম অষ্টাবক্র হইল। অতঃপর একদা অষ্টাবক্র স্বভাবতঃ বিকলাঙ্গ ভগীরথ রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, ইঁহার সম্মানার্থে ভগীরথ

গাত্রোত্থান করিতে বৃথা প্রয়াস পান। অষ্টাবক্র মনে করিলেন, তাঁহাকে বিদ্রূপ করিবার জন্যই মহারাজ ঐরূপ করিতেছেন। ইহাতে কোপাবিষ্ট হইয়া ইনি ভগীরথকে শাপ দিলেন যে, 'যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে আমার ন্যায় বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ উত্তমাঙ্গ হও।' ভগীরথের পক্ষে শাপে বর হইল, তিনি উত্তমাঙ্গ হইলেন। এক সময়ে কাহোড় মুনি জনকরাজসভায় বন্দী নামে এক তার্কিকের সহিত বিচারে পরাজিত হইয়া পূর্বকৃত পণানুসারে জলে নিমজ্জিত হন। অষ্টাবক্র এই সংবাদ অবগত হইয়া অচিরাৎ জনকরাজের সভায় উপস্থিত হন, এবং বন্দীকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় জনককে উদ্ধার করেন। অতঃপর পিতার উপদেশে সমঙ্গ নদীতে স্নান করিলে ইঁহার বিকলাঙ্গতা দূর হয়। অষ্টাবক্র-সংহিতা নামক স্বনামখ্যাত যোগশাস্ত্র ইঁহারই রচিত।

অষ্টাবক্র-সংহিতা—যোগশাস্ত্র বিঃ ['অষ্টাবক্র' দ্রঃ]। বি ; স্ত্রী।

অষ্টাবিংশ অষ্টাবিংশতিতম, ২৮-সংখ্যার পূরক। অষ্টাবিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**অষ্টাবিংশী**।

অষ্টাবিংশতি-আটাশ, ২৮। অষ্টন্ ও বিংশতি, দ্বন্দ্ব ; অথবা অষ্টাধিকা যে বিংশতি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী বা বিণ।

অষ্টাবিংশতিতম—অষ্টাবিংশ, ২৮ সংখ্যার পূরক, আটাশেরটি। অষ্টাবিংশতি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

অষ্টাশি, অষ্টাশী ৮৮। 'অষ্টাশীতি' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

অষ্টাশীতি-অষ্টাশী বা আটাশী, ৮৮। অষ্টাধিকা অশীতি, মধ্যপ ; অথবা অষ্ট ও অশীতি, দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী বা বিণ।

অষ্টাশীতিতম ৮৮ সংখ্যার পূরক। অষ্টাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—

অষ্টাহ—আট দিন। অষ্ট অহনের (দিনের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। [সমাহার দ্বিগু না হইলে "অহন্" স্থানে অহ্ন হয়, যেমন তিন দিনে জাত, ত্রি+অহন্ ত্র্যহ্ন ; তদ্রূপ, সর্ব+অহন্=সর্বাহ্ন। এইরূপ পূর্বাহ্ন। কিন্তু এক শব্দের পরস্থিত 'অহন্' শব্দ স্থানে অহ্ন হয় না, যথা—একাহ]। বি ; পু।

অষ্টি—আঁটি, বীচি ; ষোড়শাক্ষর ছন্দো বিঃ। অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্তি। বি ; স্ত্রী।

অষ্টেপৃষ্ঠে—আট পিঠে বা পাশে, সকল দিকে, সর্বাঙ্গে, সকল অবয়বে ; খুব আঁটিয়া বা কষিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

অষ্টোত্তর—অষ্টাধিক। অষ্ট উত্তরে যাহার, বহু। বিণ।

অষ্টোত্তর-শত—একশত আট, অষ্টাধিক শতসংখ্যক। বি বা বিণ।

অষ্টোত্তরী—(জ্যোতিষ) ১০৮ বৎসরে সমগ্র দশার ভোগকাল পূর্ণ হয় এই হিসাবে গণনীয়া ('— দশা')। বিণ ; স্ত্রী।

অষ্টোত্তরীয়-অষ্টোত্তর-সম্বন্ধীয়। অষ্টোত্তর+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

অষ্ঠি—আঁটি, ফলের বীচি। ন (অ)—স্থা+ক্তি কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

অষ্ঠীবান্ (-বৎ)—জানু, হাঁটু। অস্থি শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

অষ্ঠীলা গোলাকার প্রস্তরখণ্ড ; অষ্ঠি, আঁটি ; নাভির অধোদেশে গুল্মবৎ রোগ বিঃ ; আঘাতজনিত কালশিরা। অষ্ঠি শব্দ—লা ধাতু+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অসংকীর্ণ, অসংকুচিত, অসংকুল ইত্যাদি—অসঙ্কীর্ণ, অসঙ্কুচিত, অসঙ্কুল ইত্যাদি (তাহা দ্রঃ)।

অসংক্রান্ত-মাস-মলমাস। কর্মধা। বি ; পু।

অসংখ্য, অসঙ্খ্য, অসংখ্যক, অসঙ্খ্যক—সংখ্যাতীত, অগণ্য। ন (নাই) সংখ্যা যাহার, বহু, বিকল্পে সমাসান্ত 'ক'। বিণ। স্ত্রী—**অসংখ্যা, অসঙ্খ্যা, অসংখ্যিকা, অসঙ্খ্যিকা**। [বি।

অসংখ্যরাশি-গণনাতীত সংখ্যা, infinity.

অসংখ্যাত, অসঙ্খ্যাত-অগণিত, অসংখ্য, অগণ্য। ন সংখ্যাত, নঞ্তৎ। বিণ।

অসংখ্যেয়, অসঙ্খ্যেয় সংখ্যাতীত, অগণ্য। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংগত, অসংগতি, অসংগম—অসঙ্গত, অসঙ্গতি, অসঙ্গম (তাহা দ্রঃ)।

অসংজ্ঞ সংজ্ঞাহীন, চেতনাশূন্য, অচেতন। ন (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

অসংবর অনিবার্য, যাহা সংবরণ করা যায় না এরূপ। ন—সম্-বৃ+অল্ কর্ম। বিণ।

অসংবরণীয় অসংবর, অনিবার্য ; সংবরণের অসাধ্য বা অযোগ্য। ন সংবরণীয়, নঞ্তৎ। বিণ।

অসংবিদান—স্বীকারহীন, অঙ্গীকারশূন্য ; অজ্ঞ। ন—সম্—বিদ্ (জানা)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অসংবীত—উত্তরীয়বিহীন, একবস্ত্র। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংবৃত—অনাচ্ছাদিত, অনাবৃত, আবরণশূন্য ; অসংযত, আলুথালু, অনিরুদ্ধ। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযত—বন্ধনবিহীন, অবদ্ধ, অরুদ্ধ অনিয়মিত, সংযমশূন্য ; অদমিত নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযম—সংযমাভাব, ইন্দ্রিয়নিচয়ের ও কামক্রোধাদি রিপুগণের দমনাভাব ; উচ্ছৃঙ্খলতা। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অসংযমী (-মিন্)—ইন্দ্রিয়-সংযমরহিত, অজিতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়বশ, রিপুপরতন্ত্র, কামুক, ক্রোধপরবশ। ন সংযমী, নঞ্তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অসংযমিনী**।

অসংযুক্ত-বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংযোগ—সংযোগাভাব, বিচ্ছেদ, বিশ্লেষ। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অসংলগ্ন—অসংবদ্ধ, অসংসক্ত, যাহা লাগিয়া নাই এমন ; সম্বন্ধবিরহিত, পূর্বাপরবিরুদ্ধ, অসংগত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশনীয়—নিঃসন্দেহ, যাহাতে সংশয় হইতে পারে না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশয়—১। সংশয়াভাব, সন্দেহ না থাকা, নিশ্চয়। নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। সংশয়শূন্য, সন্দেহহীন, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত। বহু। বিণ।

অসংশয়নীয় যাহাতে সংশয় হইতে পারে না এমন, সন্দেহের অযোগ্য। নঞ্তৎ। বিণ। [নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশয়ান—অসন্দিহান। ন সংশয়ান,

অসংশয়িত—অসন্দিগ্ধ। ন সংশয়িত, নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশোধন—সংশোধনাভাব, শুদ্ধ না করা, না শোধরানো, না সারা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসংশোধিত-সংশোধনরহিত, অশোধিত, যাহা শুদ্ধ করা হয় নাই এরূপ, যাহা শোধরানো বা সারা হয় নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংশ্লিষ্ট—অসম্বদ্ধ, অসংযুক্ত, অসম্পৃক্ত, অসংসৃষ্ট। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংসক্ত-সংসর্গবিরহিত, অসংশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন। ন সংসক্ত, নঞ্তৎ। বিণ।

অসংসৃষ্ট—অসম্পৃক্ত, অসংশ্লিষ্ট ; বিচ্ছিন্ন। ন সংসৃষ্ট, নঞ্তৎ। বিণ।

অসংস্কৃত—সংস্কারবিহীন, যাহার রীতিমত সংস্কার হয় নাই এরূপ ; অপরিষ্কৃত, অপরিচ্ছন্ন। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংস্কৃত-বাক্য—সংস্কৃত ভিন্ন অন্য বাক্য ; অপভাষা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

অসংস্থান—সংস্থানাভাব, অপ্রতুল, অনটন ; অসংগতি। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসংস্থিত—পৃথক্ অবস্থিত, বিযুক্ত ; বিশৃঙ্খল ; অস্থির, চঞ্চল। নঞ্তৎ। বিণ।

অসংস্থিতি—বিশৃঙ্খলা, অব্যবস্থা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসংহত—১। ব্যূহ বিঃ। বি ; পু। ২। অসংযুক্ত, ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত। নঞ্তৎ। বিণ।

অসকাল—বিকাল ; সন্ধ্যা ; শেষ, অবসান ; অকাল, অসময় ; বিলম্ব, গৌণ, দেরি। প্রা কত্র। বি।

অসকৃৎ—মুহুর্মুহুঃ, পুনঃ পুনঃ, অনেকবার। ন সকৃৎ, নঞ্‌তৎ। অ।

অসক্ত—অনাসক্ত, অপ্রতিবদ্ধ ; বিষয়বিরাগী ; অসংলগ্ন। ন সক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসখ্য—অসৌহৃদ্য, অমিত্রতা, অসদ্ভাব, শত্রুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অসগোত্র-ভিন্নগোত্রীয়, অন্যবংশোদ্ভব। ন সগোত্র, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্কীর্ণ—অসঙ্কুল, অনল্পপরিসর, বিস্তৃত ; অজনাকীর্ণ ; অসংকুচিত ; অমিশ্রিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্কুচিত—সঙ্কোচশূন্য ; অকুণ্ঠিত ; অকুঞ্চিত, যাহা কোঁকড়ানো নয় এমন, জড়সড় নয় এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্কুল—বিস্তীর্ণ ; অমিলিত ; পরস্পর অবিরুদ্ধ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্কোচ—১। সঙ্কোচশূন্যতা, দ্বিধাহীনতা, সঙ্কোচ না করা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। সঙ্কোচবিহীন। ন (নাই) সঙ্কোচ যাহার, বহু। বিণ।

অসঙ্গ-১। সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত ; অ-প্রতিহত। ন (নাই) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। ২। বৈরাগ্য, ভোগাভিলাষহীনতা। নঞ্‌তৎ। ৩। (সাংখ্যে) পুরুষ। ৪। চন্দ্রবংশীয় যুযুধানের পুত্রের নাম। বি ; পু।

অসঙ্গ-কুসঙ্গ মন্দ লোকের সাহচর্য ; নীতিবিহীন সমাজ। বাংপ্র। বি।

অসঙ্গত—অসংলগ্ন ; পূর্বাপরবিরুদ্ধ ; অ-লৌকিক, যুক্তিবিরুদ্ধ ; অনুচিত ; বেখাপ। ন সঙ্গত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসঙ্গতি—অসংলগ্নতা ; সংসর্গাভাব ; অসংস্থান, অপ্রতুল ; অর্থালংকার বিঃ ['অলঙ্কার' দ্রঃ]। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসঙ্গম—সঙ্গমাভাব, সংসর্গরাহিত্য, সঙ্গ না করা ; মৈথুনাভাব, সুরতরাহিত্য, স্ত্রীপুরুষে সহবাস না করা ; অসংগতি, অসংলগ্নতা ; অমিলন ; অসংযোগ, বিয়োগ, বিচ্ছেদ। ন সঙ্গম, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসচ্চরিত্র-১। দুশ্চরিত্র, দুরাচার, দুর্বৃত্ত। ন সচ্চরিত্র, নঞ্‌তৎ ; অথবা অসৎ চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। মন্দ চরিত্র, অসাধুশীলতা। অসৎ যে চরিত্র, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অসজ্জন—অসাধু লোক। ন সজ্জন, নঞ্‌তৎ ; অথবা ন সৎ, নঞ্‌তৎ—অসৎ ; অসৎ যে জন, কর্মধা। বি ; পু।

অসঞ্চয়িক—সঞ্চয়হীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৎ-১। অসাধু ; গর্হিত, নিন্দিত, কু, খারাপ ; অবিদ্যমান ; দৃশ্যমান অথচ অবাস্তব, virtual. নঞ্‌তৎ। বিণ। [সংস্কৃত মতে প্রথমা বিভক্তিতে পুংলিঙ্গে অসন্, ক্লীবলিঙ্গে অসৎ এবং স্ত্রীলিঙ্গে অসতী]। ২। অনাদর। অ।

অসতর্ক অসাবধান, সতর্কতারহিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি, **-র্কতা**।

অসতী—গর্হিতা, নিন্দিতা ; দুশ্চরিত্রা ; অসাধ্বী ; কুলটা, ব্যভিচারিণী, পুংশ্চলী, স্বৈরিণী, ধৃষ্টা। নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অসৎকর্মা (-কর্মন্) দুষ্কর্মকারী, দুষ্ক্রিয়ান্বিত, দুশ্চরিত্র। বহু ; বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অসংকৃত—যাহার সৎকার করা হয় নাই এরূপ, অপুরস্কৃত ; অসমাদৃত, অনাদৃত, অসম্মানিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসত্তা—অবিদ্যমানতা, না থাকা ; অসতের ভাব, অসাধুতা, দুষ্টতা। অসৎ শব্দ + তা ভাবার্থে। বি স্ত্রী।

অসত্ত্ব—১। সত্ত্বহীন, নির্বীর্য, প্রাণহীন ; সত্ত্বগুণশূন্য ; সাধুতাবর্জিত। ন (নাই) সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ। ২। অদ্রব্য ; সত্ত্ব ভিন্ন গুণ। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অসৎপ্রতিগ্রহ—১। দান স্বরূপে অযোগ্য বা অনুচিত বস্তু লওয়া। ৬তৎ। ২। অযোগ্য ব্যক্তির নিকট দান-গ্রহণ। ৫তৎ। বি ; পু।

অসত্য—১। মিথ্যা, অনৃত ; অলীক। ন সত্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। অলীক বাক্য, মিথ্যা কথা। বি ; ক্লী।

অসত্যবাদী (-দিন্), **-ভাষী** (-ষিন্) —মিথ্যাবাদী। উপতৎ ; অসত্য—বদ্, ভাষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাদিনী, -ভাষিণী**।

অসত্যসন্ধ—বিফলপ্রতিজ্ঞ ; কপটাচার ; কৃতঘ্ন। ন সত্যসন্ধ, নঞ্‌তৎ ; অথবা, অসত্যা সন্ধা (অভিসন্ধি) যাহার, কিংবা অসত্যে সন্ধা যাহার, বহু। বিণ।

অসৎ-সংসর্গ, -সঙ্গ—অসজ্জনের সহবাস, কুসঙ্গ, দুষ্টলোকের সঙ্গে থাকা। অসৎ যে সংসর্গ বা সঙ্গ, কর্মধা ; কিংবা অসতের সংসর্গ বা সঙ্গ, ৬তৎ। বি ; পু।

অসদাগম—১। বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র, নাস্তিকাদি শাস্ত্র ; ধনসম্পত্তিলাভের অসদুপায়। অসৎ (বেদবিরোধী) আগম (শাস্ত্র), কর্মধা। ২। অপহৃত বস্তু প্রভৃতির লাভ, শাস্ত্রনিষিদ্ধ তিলাদির লাভ। ৬তৎ। বি ; পু।

অসদাচরণ—কদাচরণ, দুর্ব্যবহার, দুশ্চরিত্রতা, দুর্বৃত্ততা। অসৎ যে আচরণ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অসদাচার-১। কদাচরণ, দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ। অসৎ যে আচার, কর্মধা। বি ; পু। ২। কদাচারী, দুর্ব্যবহারকারী, দুরাচার, দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত। অসৎ আচার যাহার, বহু। বিণ।

অসদাচারী (-চারিন্)-কদাচারী, দুর্ব্যবহারকারী, দুরাচার, দুশ্চরিত্র, দুর্বৃত্ত। ন সদাচারী, নঞ্‌তৎ ; কিংবা, অসৎ আচরণ করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; অসৎ—আ চর ধাতু + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অসদৃশ বিসদৃশ, বিরুদ্ধ ; অনুপযুক্ত ; অননুরূপ ; বিষম ; অনুপম, অসাধারণ। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী **অসদৃশী**।

অসদ্গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—অনুচিত দান-গ্রহণকারী, অশাস্ত্রীয় দানগ্রহীতা ; ধনলোভী। অসৎ যে গ্রাহী (গ্রহণকারী), কর্মধা ; অথবা অসৎ হইতে গ্রাহী, ৫তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী-**অসদ্গ্রাহিণী**।

অসদ্বৃত্তি-১। অসদাচরণ, দুর্ব্যবহার, দুরাচরণ, দুর্বৃত্ততা ; নিন্দিত ব্যবহার। অসতী বৃত্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। দুরাচার, দুর্বৃত্ত। অসতী বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

অসদ্ব্যবহার ১। দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ ; কদাচরণ, দুর্বৃত্ততা ; অপব্যবহার, অযথাভাবে নিয়োগ। কর্মধা। বি ; পু। ২। দুর্ব্যবহারকারী, অসদাচার, দুরাচার, দুর্বৃত্ত। অসৎ ব্যবহার যাহার, বহু। বিণ।

অসদ্ভাব অসত্তা, অবিদ্যমানতা ; অভাব, অসংস্থান ; অপ্রণয় ; দুষ্টভাব, দুঃস্বভাব। ন সদ্ভাব, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসন—ক্ষেপণ। অস (ক্ষেপণ করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অসন্তুষ্ট—অপরিতুষ্ট, অতৃপ্ত ; বিরক্ত। ন সন্তুষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্তুষ্টি—অসন্তোষ, অতৃপ্তি ; বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসন্তোষ—অসন্তুষ্টি, অতৃপ্তি ; বিরক্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসন্দিগ্ধ—সন্দেহশূন্য, নিঃসন্দেহ, অসংশয়িত ; নিশ্চিত, অবধারিত, স্থির। ন সন্দিগ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্দিহান—অসন্দেহকারী, অসংশয়ান। ন সন্দিহান, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্ধি-১। অবদ্ধ, মুক্ত ; (ব্যাকরণে) সন্ধিহীন, বিশ্লিষ্ট ('—শব্দ')। বহু। বিণ। ২। সন্ধিকার্যের অভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসন্নদ্ধ-অকৃতসন্নাহ, অবর্মিত, বর্মহীন ; গর্বিত, পণ্ডিতাভিমানী ; সমুদ্ভূত, জাত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্নিকর্ষ-অসান্নিধ্য, দূরত্ব। ন সন্নিকর্ষ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসন্নিকৃষ্ট—অসন্নিহিত, দূরস্থিত। ন সন্নিকৃষ্ট, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসন্নিধান—অসন্নিকর্ষ, অসামীপ্য, অনৈকট্য, দূরত্ব; অনুপস্থিতি, নিকটে না থাকা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসন্নিবৃত্তি—অপুনরাবৃত্তি, অপ্রত্যাগমন। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসন্নিহিত অসন্নিকৃষ্ট, অসমীপস্থ, দূরবর্তী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসপত্ন-শত্রুহীন, অরিশূন্য। ন (নাই) সপত্ন (শত্রু) যাহার, বহু। বিণ।

অসপিণ্ড-সপ্তমপুরুষেতর, সাতপুরুষের বহির্ভূত; অসগোত্র। ন সপিণ্ড, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসবর্ণ—ভিন্নজাতীয়। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসবর্ণ বিবাহ—ব্রাহ্মণ শূদ্রাদির মধ্যে পরস্পর বিবাহ; বিভিন্ন জাতীয় বরকন্যার বিবাহ, intercaste marriage. ৬তৎ। বি; পু।

অসভ্য-সভার অনুপযুক্ত, ভদ্রসমাজের অযোগ্য; অভদ্র, অশিষ্ট; বর্বর; খল। ন সভ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসভ্যতা—ভদসমাজের অযোগ্যতা; অশিষ্টতা, অভব্যতা, অভদ্রতা। অসভ্য শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অসম—১। অসমান; বন্ধুর; অসদৃশ; অসমঞ্জস; অনুপম; বিষম, বিজোড়। ন সম, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। বুদ্ধ। ন (নাই) সম (< তুল্য) যাহার, বহু। বি; পু।

অসমক্ষ—অনেত্রগোচর, পরোক্ষ। ন সমক্ষ, নঞ্‌তৎ। বিণ। ক্রি-বিণ-**অসমক্ষে**।

অসমগ্র—অসমাপ্ত, অসমস্ত, অসম্পূর্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমঞ্জস—১। অসদৃশ; অসংগত; অনুপযুক্ত, বেখাপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।
২। সগর রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইঁহার জননীর নাম কেশিনী। ইনি যৌবনের প্রারম্ভে অতিশয় দুর্দান্ত হইয়া উঠেন, এজন্য ইঁহার পিতা ইঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর ইনি সাধুশীল হইয়া তপশ্চরণে জীবন উৎসর্গ করেন। বি; পু।

অসমতল—যাহা সমতল নহে এরূপ, যাহার পৃষ্ঠদেশ সম নহে এমন, যাহার উপরিভাগ উচ্চনীচ এরূপ, বন্ধুর। ন সমতল, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমতা, -ত্ব—অসমানত্ব; বৈষম্য; বিজোড়ত্ব; বৈসাদৃশ্য, ভিন্নতা; অনুপমত্ব। নঞ্‌তৎ; অথবা অসমের ভাব এই অর্থে অসম+তা, ত্ব। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অসমদর্শী (-দর্শিন্)-যে সকলকে সমান চক্ষে দেখে না, পক্ষপাতী। ন সমদর্শী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

অসমবায়িকারণ—(ন্যায়মতে) সমবায়িকারণের আসন্নতর কারণ, সমবায়িকারণের প্রত্যাসন্ন হইয়া যাহা কারণ হয়; আগন্তুক বা নৈমিত্তিক হেতু। কর্মধা। বি; ক্লী।

অসমবায়ী (-বায়িন্)—অসম্বন্ধ, অসম্পৃক্ত; নৈমিত্তিক, আগন্তুক। ন সমবায়ী, নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**অসমবায়িনী**।

অসময়—অপ্রকৃত সময়; অযোগ্য কাল; দুঃসময়, অকাল। অপ্রশস্ত সময়, নঞ্‌তৎ। বি; পু।

অসমর্থ—অশক্ত, অপারক, অক্ষম, দুর্বল। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অসমর্থতা, -ত্ব**।

অসমর্থন সমর্থন না করা; অননুমোদন। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অসমর্থ-সমাস—যে শব্দের সহিত যাহার সমাস হওয়া উচিত তাহাকে ব্যতিক্রম করিয়া অন্য শব্দের সহিত সমাস। কর্মধা। বি; পু।

অসমর্পিত—অনর্পিত, অপ্রদত্ত; যাহা সঁপিয়া দেওয়া হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ

অসমশীর্ষ—যাহাদিগের শীর্ষ (যে সকল বর্ণের উপরিভাগ) সম অর্থাৎ একরেখাস্থ নহে এরূপ, যাহা সমশীর্ষ নহে এমন। অসম শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ।
বর্ণবিন্যাসের নিয়ম এই—
সমানি সমশীর্ষাণি ঘনানি বিরলানি চ।
অর্থাৎ অক্ষরগুলি সম, সমশীর্ষ, ঘন ও বিরল হইবে। লাইন সোজা না হইলেই অক্ষরগুলিকে অসমশীর্ষ বলা যায়।

অসমসাময়িক—অসমকালীন, এক সময়ে (বা যুগপৎ) বিদ্যমান নহে এরূপ। ন সমসাময়িক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকী**।

অসমসাহস—১। দুঃসাহস, গোঁয়ারতুমি। কর্মধা। বি; পু। ২। অতি সাহসিক। বহু। বিণ।

অসমসাহসিক—দুঃসাহসান্বিত; সম্ভাবিত বিপদ্ বিষয়ের অসংকোচে সাধনকারী। অসমসাহস শব্দ+ষ্ণিক কৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-সিকী**। বি, **-সিকতা, -ত্ব**।

অসমসাহসী (-সিন্)—দুঃসাহসী। অসমসাহস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অসমসাহসিনী**।

অসমস্ত—সমাসরহিত, ব্যস্ত; অসমগ্র; অসমাপ্ত, অসম্পূর্ণ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমান—অসম; উঁচুনীচু; অসদৃশ; ভিন্নজাতীয়। ন সমান, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপক—অসমাপ্তিসাধক, কার্যাদি যে সমাপ্ত করে না; অসম্পাদক। ন সমাপক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসমাপিকা**। [**অসমাপিকা ক্রিয়া**—যে ক্রিয়ার দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি হয় না।]

অসমাপিত—অসমাপ্তি প্রাপিত, যাহা সমাপ্ত করা হয় নাই এমন; অসম্পাদিত; অনিষ্পন্ন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপ্ত—অসম্পূর্ণ, অনবসিত। ন সমাপ্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমাপ্তি অসম্পূর্ণতা, শেষ না করা। ন সমাপ্তি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসমীক্ষ্যকারিতা, -ত্ব—অবিমৃষ্যকারিতা, পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া কার্যকরণ। অসমীক্ষ্যকারীর ভাব এই অর্থে অসমীক্ষ্যকারিন্+তা, ত্ব। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অসমীক্ষ্যকারী (-কারিন্)-সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কার্যকারী, হঠকারী, অবিমৃষ্যকারী; গোঁয়ার। ন (অ)—সম্—ঈক্ষ্+য্‌প=অসমীক্ষ্য=সম্যক দর্শন অর্থাৎ বিবেচনা না করিয়া; অসমীক্ষ্য—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অসমীক্ষ্যভাষী (-ভাষিন্)-যে সম্যক্ বিবেচনা না করিয়া কথা বলে। অসমীক্ষ্য-ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী-**অসমীক্ষ্যভাষিণী**।

অসমীচী—'অসম ক্‌' এবং 'অসমাঙ্' দ্রঃ।

অসমীচীন—অনুপযোগী; অসংগত; অনুত্তম, নিকৃষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসমৃদ্ধি—সম্যক্ ঋদ্ধির অভাব, বৃদ্ধিরাহিত্য; সমৃদ্ধিরাহিত্য, সৌভাগ্যহীনতা। ন সমৃদ্ধি, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসম্পর্ক—১। সম্বন্ধাভাব, সম্পর্ক না থাকা। ন সম্পর্ক, নঞ্‌তৎ। বি; পু। ২। সম্পর্করহিত, নিঃসম্বন্ধ। ন (নাই) সম্পর্ক যাহার, বহু। বিণ।

অসম্পর্কিত—সম্পর্কশূন্য, সম্বন্ধবিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পর্কীয়—সম্পর্কশূন্য, যাহার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পূর্ণ—অসমাপ্ত; অপূর্ণাঙ্গ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্পৃক্ত—সম্পর্কশূন্য, সম্বন্ধবিহীন, অসংশ্লিষ্ট। ন সম্পৃক্ত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্প্রজ্ঞাত—নির্বিকল্পক, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটীবিহীন, নির্বীজ ('— সমাধি')। বহু। বিণ।

অসম্বদ্ধ—অবদ্ধ, যাহা বাঁধা নয় এমন ; সম্বন্ধশূন্য, অসংলগ্ন, এলোমেলো ; অসংগত ; যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই এমন, **unaffiliated.** ন সম্বদ্ধ, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্বদ্ধপ্রলাপ সম্বন্ধশূন্য বাক্যকথন, অসংগত উক্তি, আবোল তাবোল বকা। কর্মধা। বি।

অসম্বদ্ধপ্রলাপী (-লাপিন্)—অসম্বদ্ধভাষী ; অসংলগ্ন বাক্যকথক, যে অসংগত কথা বলে বা আবোল তাবোল বকে। কর্মধা। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অসম্বদ্ধ প্রলাপিনী**।

অসম্বর—অধৈর্য, অধীর, অস্থির, অসামাল। প্রাদেশিক কথ্য। বিণ।

অসম্বাধ—বাধাশূন্য ; পরস্পর সংঘর্ষরহিত ; জনতা-রহিত ; বিরল ; অধিগম্য। ন (নাই) সম্বাধ যাহাতে, বহু। বিণ।

অসম্ভব—১। সম্ভব নয় এরূপ, যাহা ঘটিতে পারে না এরূপ। ন (নাই) সম্ভব যাহার, বহু। বিণ। ২। সম্ভবরাহিত্য ; অলৌকিক ঘটনা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসম্ভাবনীয়—সম্ভাবনাশূন্য, যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই এরূপ। ন সম্ভাবনীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ভাবিত—অতর্কিত, যাহা ঘটিবে বলিয়া সম্ভাবনা করা যায় নাই এরূপ, অভাবিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ভাব্য—যাহা সম্ভাবনাযোগ্য নহে এরূপ। ন সম্ভাব্য, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অসম্ভাব্যতা, -ত্ব**।

অসম্ভূত—অনুদ্ভূত, অনুৎপন্ন, অজাত। ন সম্ভূত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্ভোগ—অনুপভোগ, ভোগ না করা ; অমৈথুন। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসম্ভ্রম—১। অসম্মান, অমর্যাদা, অনাদর ; চাঞ্চল্যাভাব, স্থিরতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অচঞ্চল, স্থির ; মর্যাদাশূন্য। ন (নাই) সম্ভ্রম যাহার, বহু। বিণ।

অসম্ভ্রান্ত—সম্ভ্রমহীন, মর্যাদাশূন্য ; অচঞ্চল, ধীর। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মত—অননুমত, অনভিমত ; অস্বীকৃত ; যে বিষয়ে সম্মতি নাই এরূপ ; বিরোধী ; প্রতিকূল ; অপ্রিয়। ন সম্মত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মতি—সম্মতির অভাব, অমত, অনিচ্ছা। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসম্মান—অমর্যাদা, অবমাননা, অনাদর। ন সম্মান, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসম্মানিত—অনারাধিত, অপূজিত ; অসমাদৃত, অনাদৃত ; অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত ; অবমানিত। ন সম্মানিত, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসম্মোহ—অব্যাকুলতা, ধীরতা ; উৎসাহ ; যথার্থ জ্ঞান, ভ্রান্তিশূন্যতা। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। বিণ—**অসম্মূঢ়**।

অসম্যক্ (অসম্যচ্)—অসুষ্ঠু, অসুন্দর ; অসমস্ত ; অসম্পূর্ণ ; অপর্যাপ্ত, অপ্রচুর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসমীচী**।

অসম্যক্‌কারী (-রিন্) অসম্পূর্ণ-কার্যকারী, যে কার্য সম্পূর্ণ করে না এমন। উপতৎ ; অসম্যক্ শব্দ—কৃ (করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অসম্যক্‌কারিণী**।

অসম্যঙ্ (অসম্যঞ্চ্)—অসম্যক্ (সকল অর্থে)। বিণ। স্ত্রী—**অসমীচী**।

অসরল—অনৃজু, যাহা সোজা নয় এমন, বক্র, বাঁকা, কুটিল ; কপটী। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অসরলতা, -ত্ব**।

অসহ—১। অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন সহ, নঞ্‌তৎ। ২। অসহনীয়, দুঃসহ, অসহ্য। ন—সহ + অ কর্ম। বিণ।

অসহন—১। অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন (অ) —সহ + অন কর্তৃ। বিণ। ২। শত্রু। বি ; পু। ৩। সহ্য না করা, না সহা, সহনাভাব, অসহিষ্ণুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অসহনীয়—অসহ্য, দুঃসহ, যাহা সহ্য করা যায় না এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহমান—অসহিষ্ণু, ক্ষমাশূন্য। ন—সহ্ (সহ্য করা) + শান কর্তৃ। বিণ।

অসহযোগ সহযোগিতার অভাব সহায়তা না করা, **non-co-operation.** নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসহযোগ আন্দোলন—ইহার পুরা নাম অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, **non-violent non-co-operation movement.** এই আন্দোলনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা বন্ধ করিতে বলা হয়। এই কার্যে সর্বপ্রকারে অহিংস থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়। মহাত্মা গান্ধী এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন।

অসহযোগী (-যোগিন্) সহযোগশূন্য ; সহযোগিতাবিহীন। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-যোগিনী**। বি, **-যোগিতা**।

অসহায় সহায়হীন ; সঙ্গশূন্য, একাকী। ন (নাই) সহায় যাহার, বহু। বিণ। বি—**অসহায়তা**।

অসহিষ্ণু—অসহনশীল ; সহিষ্ণুতাশূন্য, সহ্য করিতে অশক্ত ; ধৈর্যহীন, অধৈর্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতারাহিত্য, অসহনশীলতা ; ধৈর্যহীনতা, অধৈর্য। অসহিষ্ণু শব্দ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অসহ্য—অসহনীয়, যাহা সহা যায় না এরূপ, দুঃসহ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাক্ষাৎ, অসাক্ষাতে অগোচরে, অপ্রত্যক্ষে। অ।

অসাক্ষাৎকার—দেখা না হওয়া ; পরোক্ষজ্ঞান ; প্রত্যক্ষাভাব। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসাক্ষিক সাক্ষিহীন, যাহার কোন সাক্ষী নাই এমন ; অধিষ্ঠাতৃহীন। ন (নাই) সাক্ষী (সাক্ষাৎদ্রষ্টা) যাহার, বহু। বিণ।

অসাক্ষী (-ক্ষিন্)- অসাক্ষাৎদ্রষ্টা, অপ্রত্যক্ষদর্শী ; অনুপযুক্ত সাক্ষী ; সাক্ষী হইবার অনুপযুক্ত। ন সাক্ষী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী- **অসাক্ষিণী**।

অসাজন্ত—সাজন্ত নহে এরূপ, যাহার সঙ্গে সাজে না এমন, বেমানান, অশোভন। বাংপ্র। বিণ।

অসাড়—(অঙ্গাদির পক্ষে) অবশ ; অনুভূতিশূন্য, বোধরহিত। বাংপ্র। বিণ।

অসাড়তা—অসাড় হওয়া। বাংপ্র। বি।

অসাড়ে—অজ্ঞানে, বোধশূন্যভাবে, অসাড় অবস্থায় ; অজ্ঞাতে ; অগোচরে। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

অসাত্ত্বিক, অসাত্বিক—সত্ত্বগুণরহিত ; অধার্মিক বা অধর্মা। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসাত্ত্বিকী, অসাত্বিকী**।

অসাধ—অনিচ্ছা ; শখ না থাকা। বাংপ্র। বি।

অসাধনীয়—'অসাধ্য' দ্রঃ।

অসাধারণ—যাহা সকলের নাই এরূপ ; সচরাচর যাহা দেখিতে পাওয়া যায় না এমন ; অসামান্য, অলৌকিক ; বিশেষ। ন সাধারণ, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসাধারণী**।

অসাধারণত্ব—অসামান্যতা, অলৌকিকত্ব ; বিশিষ্টতা, বিশেষত্ব। অসাধারণ শব্দ + ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

অসাধিত—যাহা সাধন করা হয় নাই এমন ; অসম্পাদিত ; অনিষ্পাদিত ; অপ্রতিপাদিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাধু—অসৎ ; দুশ্চরিত্র ; দূষণীয়, নিন্দার্হ, গর্হিত ; অপ্রিয় ; অশিষ্ট। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসাধু** বা **অসাধ্বী**। বি, **-তা, -ত্ব**।

অসাধ্বী—অসতী, কুলটা। ন সাধ্বী, নঞ্‌তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

অসাধ্য, অসাধনীয় অসম্পাদ্য, যাহা সম্পন্ন করিতে পারা যায় না এরূপ ; দুষ্কর, দুঃসাধ্য, সাধ্যাতীত ; অনায়ত্ত ; অপ্রতিকার্য, অচিকিৎস্য ; প্রমাণদ্বারা অনির্ণেয়। নঞ্‌তৎ। বিণ। **শিবের অসাধ্য**—অপ্রতিকার্য ; অসম্ভব।

অসাধ্যসাধন—যাহা অপরে করিতে পারে না এরূপ বিষয়ের সম্পাদন, দুষ্করকর্ম-সম্পাদন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অসান—অসাড়, সংজ্ঞাহীন, বোধরহিত, অনুভূতিশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

অসান্দ্র—অনিবিড়, বিরল, ফাঁক ফাঁক; অঘন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাবধান—অসতর্ক, অনবহিত, প্রমাদী। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসাবধানতা—অসাবধানের ভাব, সাবধান না হওয়া, অসতর্কতা। অসাবধান শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অসামঞ্জস্য—অসমঞ্জসের ভাব, অসংগতি; অসৌষ্ঠব, অপারিপাট্য; অসদৃশতা; অনুপযুক্ততা, অযোগ্যতা। অসমঞ্জস শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

অসাময়িক যাহা সময়োপযোগী নহে এমন, কালানুপযুক্ত। ন সাময়িক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসাময়িকী**।

অসামর্থ, অসামর্থ্য—অসমর্থের ভাব, অসমর্থ হওয়া, শক্তিহীনতা, অক্ষমতা, অপারকত্ব। অসমর্থ শব্দ+ষ্য, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

অসামাজিক—যাহা সমাজ সম্বন্ধীয় নহে এমন; সমাজের সহিত সম্পর্কশূন্য; অসাম্প্রদায়িক; সমাজের অনুপযুক্ত, অসমাজপ্রিয়, অসভ্য; অমিশুক। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসামাজিকী**। বি—**অসামাজিকতা**।

অসামান্য—অসাধারণ, যাহা সচরাচর ঘটে না এরূপ; লোকাতীত, অলৌকিক; অনুপম। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অসামান্যতা, -ত্ব**।

অসামাল—যে সামলাইয়া উঠিতে পারে না এমন, অসুবিধার অবস্থায় প্রতিকার-সাধনে অসমর্থ; আত্মরক্ষায় অপারক, অসহায়; বিব্রত; অসংবৃত; পরিধেয়াদি সম্বন্ধে অসাবধান; মলমূত্রের বেগধারণে অসমর্থ হইয়া যে কাপড়চোপড় নষ্ট করে এমন। বাংপ্র। বিণ।

অসাম্প্রতম্—অকর্তব্য, অনুচিত, অযুক্ত। নঞ্‌তৎ। অ।

অসাম্প্রদায়িক—যাহা সম্প্রদায়ঘটিত নহে এমন, সম্প্রদায় নিরপেক্ষ, non-communal; অসামাজিক; দলাদলির সহিত অসম্পৃক্ত; সার্বজনীন। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসাম্প্রদায়িকী**। বি—**অসাম্প্রদায়িকতা, -ত্ব**।

অসাম্য—অসমতা, অসমানত্ব; অসাদৃশ্য; বিভিন্নতা; ঐক্যের অভাব; অনুপযুক্ততা। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অসার—সারহীন; আসল বস্তুশূন্য; অ-পদার্থ, বাজে; দুর্বল। ন (নাই) সার যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অসারতা—সারশূন্যতা; দুর্বলতা। অসার শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অসি—১। খড়্গ, তরবারি, কৃপাণ, করবাল। অস্ (ক্ষেপণ করা)+ই কর্ম। বি; পু। ২। পৌরাণিক নদী বিঃ। এই নদীটি বরুণা নাম্নী নদীর দক্ষিণে গঙ্গাতে সংমিলিত হইয়া তাহার পর উত্তরবাহিনী হইয়া বরুণাতে যাইয়া পতিত হইয়াছে। কাশীধাম এই দুই নদীর মধ্যগত হওয়াতে উহার অপর নাম বারাণসী। বি; স্ত্রী। ৩। আছ, হও বা হইতেছ। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

অসিচর্ম—তরবারি ও ফলক, ঢাল-তলওয়ার। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

অসিচর্যা—অসির ব্যবহার বা আচরণ, অসিচালনা, তলোয়ার খেলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অসিচালনা—তলোয়ার চালানো; তলোয়ার খেলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অসিত—১। কৃষ্ণবর্ণ, শ্যামল, কালো। ন সিত, নঞ্‌তৎ। বিণ। ২। কৃষ্ণ বর্ণ, কালো রঙ; কৃষ্ণপক্ষ; শনিগ্রহ; পর্বত বিঃ। বি; পু। ৩। সূর্যবংশীয় নরপতি বিঃ (ইনি ভরতের পুত্র)। ৪। মুনি বিঃ, ব্যাসদেবের শিষ্য। বি; পু।

অসিতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। কর্মধা। বি; পু।

অসিতবর্ণ—১। কৃষ্ণ বর্ণ, কালো রং। কর্মধা। বি; পু। ২। কৃষ্ণবর্ণ, কালো রঙের। অসিত বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

অসিতলোমা (-লোমন্)—একজন দানব। অসিত হইয়াছে লোম যাহার, বহু। বি; পু। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ব্রহ্মার বরে এই দানব সকলের অজেয় হইয়া পৃথিবীতে একচ্ছত্র রাজা হন এবং দেবতাদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। দেবতারা ইঁহার ভয়ে মহাদেবের শরণাপন্ন হন। মহাদেব দেবগণকে লইয়া বিষ্ণুর নিকট উপস্থিত হইলে বিষ্ণু আপনার দেহ হইতে মহালক্ষ্মী নাম্নী এক শক্তির সৃষ্টি করেন। সেই মহালক্ষ্মী এই দানবকে বধ করেন।

অসিদ্ধ—অসম্পন্ন, অনিষ্পন্ন; অসম্পূর্ণ; অসিদ্ধিপ্রাপ্ত, যে সাধনায় কৃতকার্য হয় নাই এমন; সফলতাশূন্য; সিদ্ধিরহিত, অকৃতকার্য; যুক্তিতর্কের দ্বারা সমর্থিত নয় এমন; অপক্ব, অরন্ধিত। নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অসিদ্ধতা**।

অসিদ্ধি—অনিষ্পত্তি; অসম্পূর্ণতা; সফলতা-রাহিত্য; অপ্রামাণিকতা। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অসিধারা—অসির অগ্রভাগ, খড়্গের ধার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

অসিধারা-ব্রত—সংগম নিবারণার্থে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যস্থলে উন্মুক্ত অসি স্থাপনপূর্বক এক শয্যায় শয়ন; যুবকযুবতীর অবিকৃত-চিত্তে একত্র অবস্থানরূপ ব্রত। মধ্যপ। বি; ক্লী।

অসিপত্র—১। খড়্গবৎ পত্রযুক্ত বৃক্ষ, ইক্ষুবৃক্ষ; নরক বিঃ, এই নরকে খড়্গ-ধারের উপর চাপিয়া কাটা হয়। অসির ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি; পু। ২। খড়্গকোষ, তরওয়ালের খাপ; ইক্ষুপত্রের ন্যায় উভয় দিকে ধারবিশিষ্ট খড়্গ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

অসিপত্রবন নরক বিঃ [এই নরক-বনের বৃক্ষপত্রসকল খড়্গাবৎ। শাস্ত্রমর্যাদা লঙ্ঘনকারী ও উন্মার্গগামী যে সকল ব্যক্তি এই নরকে যায়, তাহাদিগের গাত্র ঐ সকল খড়্গাকার পত্র নিয়ত ছেদন করিতে থাকে। বিষ্ণুপুরাণের মতে, যে সকল ব্যক্তি অকারণে বৃক্ষ ছেদন করে, তাহারা এই নরকে প্রেরিত হয়]। বি; ক্লী।

অসীম—১। সীমাশূন্য, অনন্ত, অশেষ। ন (নাই) সীমা যাহার, বহু। বিণ। ২। অনন্ত ব্রহ্ম। বি; ক্লী।

অসু ১। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান,—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু। অস্ (নিক্ষেপ করা)+উ করণ। বি; পু। ২। চিত্ত। অস্+উ কর্তৃ। ৩। তাপ, উপতাপ। অস+উ কর্ম। বি; ক্লী।

অসুক্ষণ—অবজ্ঞা, অনাদর। বি; ক্লী।

অসুখ—১। দুঃখ, কষ্ট, সন্তাপ; পীড়া, রোগ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী। ২। দুঃখজনক, ক্লেশকর। ন (নাই) সুখ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

অসুখকর—ক্লেশজনক, দুঃখপ্রদ, কষ্টদায়ক। ন সুখকর, নঞ্‌তৎ; অথবা অসুখ করে যে, উপতৎ; অসুখ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্র. -**করী**।

অসুখড়—অসুখপ্রদ, দুঃখদায়ক, অপ্রীতি-জনক। 'অসুখদ' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

অসুখদায়ক—অসুখদ, দুঃখজনক, পীড়া-দায়ক, ক্লেশকর। ৬তৎ। বিণ।

অসুখাবহ—অসুখজনক, দুঃখদায়ক, ক্লেশ-কর। ন সুখাবহ, নঞ্‌তৎ; কিংবা অসুখের আবহ, ৬তৎ। বিণ।

অসুখিত—অসুখযুক্ত, পীড়াগ্রস্ত। অসুখ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

অসুখী (অসুখিন্)—অসুখিত, দুঃখিত,

পীড়িত। ন সুখী, নঞ্‌তৎ ; অথবা অসুখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অসুখিনী**।

অসুগম—যেখানে সহজে যাওয়া যায় না এমন, দুর্গম ; অসুবোধ্য, দুর্বোধ ; অসুকর, দুষ্কর, দুরূহ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুন্দর—কুৎসিত, কুরূপ ; অনুচিত। ন সুন্দর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসুন্দরী**।

অসুপ্ত—অনিদ্রিত, নিদ্রাহীন, বিনিদ্র, জাগ্রত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুবিধা—বাধাবিঘ্ন, বেবাগ, অন্তরায়, অশান্তি। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অসুমার—অগণিত, অসংখ্য, অশেষ, অত্যধিক। বৈদেশিক। বিণ।

অসুর—১। সুরবিরোধী, দৈত্য, দানব [ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে, "ব্রহ্মা অম্ভোনামক বিখ্যাত চতুর্বিধ সৃষ্টিতে প্রবৃত্ত হইলে পূর্ব-সংস্কারবশতঃ তমোগুণ তাঁহাকে আশ্রয় করে, সেই সময়ে তাঁহার জঘন হইতে অসুর-গণ উৎপন্ন হয়। সুরা অর্থাৎ বারুণীকে ইহারা অগ্রাহ্য করিয়াছিল বলিয়া ইহাদিগের নাম অসুর হয়"] ; দৈত্য, রাহু। ন সুর, নঞ্‌তৎ ; অথবা অস (ক্ষেপণ করা, দীপ্তি পাওয়া)+উরন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। দানব বিঃ, ময়দানবের পুত্র। এই দানবের হাই উঠিলে ইন্দ্রজালপ্রভাবে তাহার মুখ হইতে তিনটি পুংশ্চলী স্ত্রী নির্গত হইয়া ত্রিলোক গমন করিত।

অসুরনাশিনী—১। দানবদলনী। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। উপতৎ ; অসুর—নশ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

অসুলভ—দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসুসার—অসংগতি, যোগ্রহীনতা, অসচ্ছল অবস্থা ; দৈন্য। বাংপ্র। বি।

অসুস্থ—রুগ্‌ণ, পীড়িত। ন সুস্থ, নঞ্‌তৎ। বিণ। বি—**অসুস্থতা**।

অসুহৃৎ (-হৃদ্)—অসখা, অমিত্র, শত্রু, প্রতিপক্ষ। নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

অসূক্ষ্ম—যাহা সূক্ষ্ম নয় এমন, অক্ষুদ্র, যাহা সরু বা মিহি নহে এমন ; স্থূল, মোটা। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসূক্ষ্মদর্শী (-দর্শিন্)—সূক্ষ্মদর্শিতারহিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ দর্শনবিহীন, যে তলাইয়া দেখে না এরূপ ; যে মোটামুটি দেখে এরূপ, স্থূলদর্শী ; স্থূলবুদ্ধি। নঞ্‌তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

অসূয়ক—অসূয়াকারী, পরগুণে দোষাবিষ্কারক ; বিশ্বনিন্দুক, মানবদ্বেষী, cynic. অসূয় নামধাতু (অনাদর করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**অসূয়িকা**।

অসূয়া—পরগুণে দোষারোপ, অযথা নিন্দা ; ঈর্ষা, দ্বেষ ; ক্রোধ ; স্পর্ধা। অসু+কণ্ড্বা= অসূয় (নামধাতু)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অসূয়া-পর, -পরতন্ত্র, -পরবশ, -পরায়ণ—পরগুণে দোষাবিষ্কারক ; ঈর্ষাপরায়ণ। অসূয়াতে পর=অসূয়াপর, ৭তৎ ; অসূয়ার পরতন্ত্র=অসূয়াপরতন্ত্র, ৬তৎ ; অসূয়ার পরবশ=অসূয়াপরবশ, ৬তৎ ; অসূয়া হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, সে অসূয়াপরায়ণ, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-পরা, -তন্ত্রা, -বশা, -পরায়ণা**।

অসূর্যম্পশ্য—সূর্যকেও দেখিতে পায় না এরূপ, অর্থাৎ যাহার গাত্রে সূর্যকিরণের পাত হয় না, অথবা যে স্থানে সূর্যকিরণ প্রবেশ করে না এমন। সূর্যকে দেখে যে এই বাক্যে উপপদ সমাসে সূর্যম্পশ্য, সূর্য - দৃশ (দেখা)+খশ্ কর্তৃ ; ন সূর্যম্পশ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসূর্যম্পশ্যরূপা—যাহার রূপ কখনও সূর্যের মুখ দেখে না এমন (স্ত্রী), অর্থাৎ যে কখ ও অন্তঃপুরের বা গৃহের বাহির হয় না এরূপ (রমণী)। অসূর্যম্পশ্য হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

অসৃক্ (অসৃজ্)—শোণিত, রক্ত, রুধির ; কুঙ্কুম, জাফরান ; (জ্যোতিষে) সপ্ত-বিংশতি যোগের মধ্যে ষোড়শ যোগ। ন (অ) সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ ; অথবা অস (ক্ষেপণ করা)+ঋজ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

অসৃজ্য—অসর্জনীয়, যাহা সৃষ্টি করিতে হয় না এমন, নিত্য। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৃষ্ট—যাহা সৃষ্ট নহে এমন, যাহা সৃষ্টি করা হয় নাই এমন ; অনির্মিত ; অরচিত ; অকৃত্রিম, নৈসর্গিক, স্বাভাবিক ; অপরিত্যক্ত, অবর্জিত ; অদত্ত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসেবন—সেবনাভাব, সেবা না করা, অপরিচর্যা ; অনারাধনা ; অনমাদর, অনাদর, অবজ্ঞা, উপেক্ষা ; অপালন, লঙ্ঘন ; অনুপভোগ ; ঔষধাদি না খাওয়া। ন সেবন, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অসেবনীয়, অসেব্য সেবনের অযোগ্য বা অসাধ্য ; যাহার সেবা করা অনুচিত বা অনাবশ্যক ; অনারাধ্য ; অসমাদরণীয় ; অনুপভোগ্য ; অভক্ষ্য ; যাহা খাইতে হয় না এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসেবিত—যাহার সেবা করা হয় নাই এমন ; অসমাদৃত, অনাদৃত, অবজ্ঞাত ; অপালিত, অনারাধিত ; অনুপভুক্ত ; অভক্ষিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অসৈরণ—যাহা সহা যায় না, অসহ্য ব্যাপার, অন্যায় বিষয় ; মন্দ চরিত্র। বাংপ্র। বি।

অসৈলিক—অপ্রণয় ; অনৈক্য, অমিল। বাংপ্র। বি।

অসৌজন্য—সৌজন্যাভাব, অসুজনতা, দুর্জনতা, অশিষ্টতা, অসদ্ব্যবহার, অভদ্রতা। ন সৌজন্য, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অসৌম্য—অশান্ত ; অসুন্দর, কদাকার, কুৎসিত ; অকমনীয় ; অপ্রীতিকর। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অসৌম্যা, অসৌম্যী**।

অসৌম্যদর্শন—অসুদৃশ্য, অসুন্দর-মূর্তি, কদাকার, কুৎসিত, দেখিতে বিশ্রী। অসৌম্য দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

অসৌরস—অসৌহার্দ, অসদ্ভাব, বিরোধ, মনোমালিন্য, অপ্রণয়। 'অস্বরস' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

অসৌষ্ঠব—১। সৌষ্ঠব না থাকা, অপারিপাট্য, অসৌন্দর্য ; অস্বরস, অকৌশল, অমনোমিলন ; (অলংকারে) স্বরদশা বিঃ। ন সৌষ্ঠব, নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী। ২। সুষ্ঠুতাশূন্য, সৌন্দর্যহীন, কদাকার। ন (নাই) সৌষ্ঠব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অসৌহার্দ, অসৌহার্দ্য, অসৌহৃদ্য—অসখ্য, অমিত্রতা, বন্ধুতা না থাকা, অসদ্ভাব, বৈর, শত্রুতা। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অসৌহৃদ শত্রুতা, অসখ্য, অপ্রণয়। নঞ্‌তৎ। বি ; ক্লী।

অস্কার ওয়াইল্ড (Wilde, Oscar)—১৮৫৪—১৯০০ খ্রীঃ। বিখ্যাত আইরিশ কবি ও নাট্যকার। The Picture of Dorian Grey, De Profundis, A Woman of no importance, Salome ইঃ ইঁহার রচিত পুস্তক।

অস্খলিত—স্খলনরহিত ; অপ্রতিহত ; অব্যাহত ; অবিচলিত, অচঞ্চল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্টেন, জেন (Austen, Jane)—১৭৭৫—১৮১৭ খ্রীঃ। ইংরেজ উপন্যাস-লেখিকা। Pride and Prejudice, Mansfield Park, Sense and Sensibility ইঃ ইঁহার রচিত পুস্তক।

অস্ত ১। পশ্চিমাচল। অস্+ক্ত অধি। বি ; পু। ২। চন্দ্র সূর্যাদির পশ্চিমদিকে অদৃশ্য হওয়া ; অবসান ; মৃত্যু। অস্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ৩। নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; চালিত ; ত্যক্ত ; অবসানপ্রাপ্ত। অস+ক্ত কর্ম। বিণ।

অস্তক—মোক্ষ, নির্বাণ। অস্ত+কণ্ স্বার্থে ; অথবা অস্ত (অবসান অর্থাৎ পুনর্জন্মাদির শেষ)—কৃ (করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অস্তগত—পশ্চিমাচলপ্রাপ্ত, অস্তমিত ; দৃষ্টি-বহির্ভূত, অদৃশ্যভূত ; বিলুপ্ত। অস্তকে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

অস্তগমন—পশ্চিমাচলপ্রাপ্তি, অস্তমিত হওয়া ; অদৃশ্য হওন। অস্তকে গমন (প্রাপ্তি), ২তৎ। বি ; ক্লী।

অস্তগমনোন্মুখ—অস্তাচলে গমনোদ্যত, অস্ত যাইতেছে এরূপ। অস্তগমনে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

অস্তগামী (-গামিন্)—অস্তাচলে গমনশীল, অস্ত যাইতেছে এরূপ ; অস্তর্হ্রিয়মাণ, বিলীয়মান। উপতৎ ; অস্ত—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অস্তগামিনী**।

অস্তগিরি—সূর্যের অস্তগমনের পর্বত, অস্তাচল, পশ্চিমাচল। অস্তনামক যে গিরি, মধ্যপ। বি ; পু।

অস্তব্ধ—অজড়ীভূত, অচমৎকৃত, অবিহ্বল। নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অস্তব্ধতা**।

অস্তব্যস্ত—১। অত্যন্ত ব্যস্ত, ব্যতিব্যস্ত, অস্থির, ব্যাকুল। অস্ত ও ব্যস্ত, দ্বন্দ্ব। ২। অস্তাচলে নিক্ষিপ্ত। অস্তে ব্যস্ত, ৭তৎ। বিণ।

অস্তব্যস্তে, অস্তেব্যস্তে—ব্যস্তসমস্ত হইয়া, অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে, খুব তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ।

অস্তমন—অস্তগমন। অস্তম্ নামধাতু+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অস্তময়—বিনাশ, ক্ষয়, ধ্বংস ; মহাপ্রলয়। অস্তম্—ই+অল্ ভাব। বি ; পু।

অস্তময়ন—অস্তগমন, অস্ত যাওয়া, ডুবা, অদৃশ্য হওয়া ; অন্তর্ধান, বিলোপ, বিধ্বংস। অস্তম্—ই বা অয়্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

অস্তমিত—অস্তগত ; বিলুপ্ত ; অদৃশ্য ; নষ্ট। অস্তম্কে ইত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

অস্তর—১। যন্ত্র, হাতিয়ার, অস্ত্র ; চিকিৎসার্থ দেহে অস্ত্রপ্রয়োগ। 'অস্ত্র' শব্দের অপভ্রংশ। বি। ২। রঙের প্রথম লেপ, priming ; পলস্তারা, চুনসুরকি বালি প্রভৃতির প্রলেপ ; জামা প্রভৃতির ভিতরকার কাপড়। ফা। বি।

অস্তশিখরী (-শিখরিন্)—অস্তগিরি। মধ্যপ। বি ; পু।

অস্তাচল—অস্তগিরি, পশ্চিম পর্বত। অস্তনামক অচল, মধ্যপ। বি ; পু।

অস্তাচলগত—অস্তমিত, অস্তগিরিশিখরারূঢ়। অস্তাচলকে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

অস্তাচলগামী (-গামিন্)—অস্তগমনোদ্যত, অস্তগামী ; অস্তাচলগত। অস্তাচল—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

অস্তায়মান—অস্তগমনোদ্যত। অস্ত+ক্যঙ্ (=অস্তায় নামধাতু)+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

অস্তি—১। বিদ্যমানতা ; বিদ্যমান। অস্ (হওয়া)+তিপ্ কর্তৃ। অ। ২। আছে। অস্ (থাকা)+লট্ তি। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। ৩। কংসের পত্নী, মহারাজ জরাসন্ধের কন্যা। বি ; স্ত্রী।

অস্তিত্ব—বিদ্যমানতা, সত্তা, স্থিতি, স্থায়িত্ব, existence. অস্তি+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

অস্তি-নাস্তি—বিদ্যমান কি অবিদ্যমান, আছে কি নাই। দ্বন্দ্ব। অ।

অস্তু—১। হউক। অস (হওয়া)+তু অনুজ্ঞায়। সংস্কৃত ক্রিয়া। ২। প্রশংসা ; অনুজ্ঞা ; অসূয়া ; পীড়া ; লক্ষণ ; প্রতিক্ষেপ। অস্+তুন্ ভাবার্থে। অ।

অস্তুত—অকৃতস্তব, যাহার স্তব করা হয় নাই এমন ; অপ্রশংসিত। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্তেব্যস্তে—'অস্তব্যস্তে' দ্রঃ।

অস্তোদয়—১। সূর্যের অস্ত হইতে উদয় পর্যন্ত নিয়মপূর্বক কার্যকরণ ; অস্ত হইতে উদয় পর্যন্ত কাল। বি ; পু। ২। অস্ত হইতে উদয় পর্যন্ত। ক্রি-বিণ।

অস্তোন্মুখ—অস্তগমনোদ্যত। অস্তে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অস্তোন্মুখা, অস্তোন্মুখী**।

অস্ত্যর্থ—১। 'আছে' এই অর্থ। অস্তির অর্থ, ৬তৎ। বি ; পু। ২। 'আছে' এই অর্থবোধক। অস্তি অর্থ যাহার, বহু। বিণ ; পু।

অস্ত্যর্থক—'আছে' এই অর্থবিশিষ্ট ; 'আছে' এই অর্থের দ্যোতক। অস্তি অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

অস্ত্র—ক্ষেপণীয় প্রহারসাধন দ্রব্য, যেমন বাণ ; খড়্গ ; শস্ত্রমাত্র, আয়ুধ, প্রহরণ, হাতিয়ার। অস্ (ক্ষেপণ করা)+ত্র কর্ম। বি ; ক্লী।

অস্ত্রকার, অস্ত্রকারক—অস্ত্রনির্মাতা, আয়ুধ প্রস্তুতকারক, প্রহরণ রচক। অস্ত্র করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; অস্ত্র—কৃ+ষণ, ণক কর্তৃ। বি বা বিণ ; পু।

অস্ত্রক্ষত—অস্ত্রাঘাতজনিত ক্ষত, অস্ত্রের আঘাত লাগিয়া যে ঘা হয়। অস্ত্র কৃত ক্ষত, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অস্ত্রক্ষেপ—অস্ত্র নিক্ষেপ করা। ৬তৎ। বি ; পু।

অস্ত্রক্ষেপক—অস্ত্রত্যাগকারী ; যে বাণাদি ছুড়ে। ৬তৎ। বি বা বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ক্ষেপিকা**।

অস্ত্রক্ষেপণ—অস্ত্রমোচন, বাণাদি ছোড়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী। [বি।

অস্ত্রগুরু—ধনুর্বেদাচার্য, অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষক।

অস্ত্রচিকিৎসক—অস্ত্রদ্বারা চিকিৎসাকারী, যে ছুরিকাদি দ্বারা ব্রণাদি রোগের প্রতিকার করে। ৩তৎ। বি বা বিণ ; পু।

অস্ত্রচিকিৎসা—ছুরিকাদি অস্ত্রের প্রয়োগ দ্বারা ব্রণাদি রোগের প্রতিকারসাধন, s"ge y. ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্ত্রজীব—বেতনভোগী সৈনিক বা যোদ্ধা অস্ত্র জীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি ; পু।

অস্ত্রজ্ঞ—শস্ত্রবিৎ, আয়ুধবেত্তা, অস্ত্রের ব্যবহারে পারদর্শী। অস্ত্র-জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

অস্ত্রত্যাগ—শস্ত্রমোচন, আয়ুধ-ক্ষেপণ, বাণাদি ছোড়া ; আয়ুধ-বর্জন, যুদ্ধের প্রহরণ ছাড়িয়া বা ফেলিয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

অস্ত্রধারণ—আয়ুধ-গ্রহণ, খড়্গাদি লওয়া ; যুদ্ধোদ্যম করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অস্ত্রধারী (-রিন্)—অস্ত্রধারণকারী, ধৃতাস্ত্র। উপতৎ ; অস্ত্র শব্দ—ধৃ (ধরা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অস্ত্রধারিণী**।

অস্ত্রনিবারণ—শত্রুকর্তৃক ত্যক্ত অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিষেধ অর্থাৎ তাহা গায়ে লাগিতে না দেওয়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অস্ত্রবর্জন—মারণাস্ত্রের পরিত্যাগ, disarmament ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অস্ত্রবিৎ (-বিদ্)—অস্ত্রজ্ঞ, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী। অস্ত্র বিদ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অস্ত্রবিদ্যা—অস্ত্রসংক্রান্ত বিদ্যা ; অস্ত্রনির্মাণ-বিদ্যা ; অস্ত্রক্ষেপবিদ্যা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। অস্ত্রবর্ষণ, নিরন্তর অস্ত্রক্ষেপণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্ত্রবেদ—অস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্রশাস্ত্র ; সমরবিজ্ঞান, যুদ্ধশাস্ত্র। মধ্যপ। বি ; পু।

অস্ত্রবেশ্ম (-বেশ্মন্)—অস্ত্রগৃহ, আয়ুধাগার। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অস্ত্রবৈদ্য—অস্ত্রচিকিৎসক। ৩তৎ। বি ; পু।

অস্ত্রযুদ্ধ—অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া সংগ্রাম। অস্ত্রদ্বারা যুদ্ধ, ৩তৎ। বি ; ক্লী।

অস্ত্রযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধকারী। অস্ত্রদ্বারা যোদ্ধা, ৩তৎ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**অস্ত্রযোদ্ধ্রী**।

অস্ত্রলেখা—অস্ত্রের লেখা (রেখা, চিহ্ন, শ্রেণী বা স্থল), অস্ত্ররেখা, অস্ত্রচিহ্ন, অস্ত্রশ্রেণী, অস্ত্রস্থল ; (চলিত ভাষায়) অস্ত্র দ্বারা লিখন ; অস্ত্রদ্বারা আঘাতের চিহ্ন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্ত্রশস্ত্র—ক্ষেপণীয় ও ধারণীয় যুদ্ধোপকরণ ; সর্ববিধ প্রহরণ। অস্ত্র ও শস্ত্র, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অস্ত্রশালা—আয়ুধাগার, অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার ঘর, armoury. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্ত্রসন্ধি—অস্ত্রপ্রয়োগের কৌশল বা তথ্য। ৬তৎ। বি ; পু।

অস্ত্রলাম্বক—নারাচ নামক অস্ত্র, সম্পূর্ণ লৌহময় বাণ। উপতৎ ; অস্ত্র—সো (নাশ করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

অস্ত্রহীন—আয়ুধরহিত, শস্ত্রশূন্য, নিরস্ত্র। ৩তৎ। বিণ।

অস্ত্রাগার—অস্ত্রশালা, আয়ুধালয়, অস্ত্রশস্ত্র রাখিবার ঘর। অস্ত্রের আগার, ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

অস্ত্রাঘাত—অস্ত্রদ্বারা প্রহার। ৩তৎ। বি ; পু।

অস্ত্রাহত—অস্ত্রদ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত। অস্ত্রের দ্বারা আহত, ৩তৎ। বিণ।

অস্ত্রী (অস্ত্রিন্)—অস্ত্রধারী। অস্ত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**অস্ত্রিণী**।

অস্ত্রীক—পত্নীরহিত ; যাহার স্ত্রী নাই, বা স্ত্রী যাহার সঙ্গে নাই এমন, বিপত্নীক ; অবিবাহিত। ন (নাই) স্ত্রী যাহার, বহু। বিণ ; পু।

অস্ত্রোপচার—চিকিৎসার জন্য অস্ত্রপ্রয়োগ, operation. ৩তৎ। বি ; পু।

অস্থান—১। কুস্থান ; অযোগ্য স্থান, অনুচিত স্থান ; অপবিত্র দেশ ; যোনি-প্রদেশ ; পুরুষাঙ্গ, অণ্ডকোষ, private parts ; অযোগ্য পাত্র, অপাত্র। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। অতলস্পর্শ। অপ্রাপ্য হইয়াছে স্থান (অর্থাৎ তলপ্রদেশ) যাহার, বহু। বিণ।

অস্থাবর—১। অস্থিতিশীল, গমনশীল, জঙ্গম, যাহা এক স্থানে নিবদ্ধ থাকে না এরূপ। ন স্থাবর, নঞ্তৎ। বিণ। ২। স্থাবর ভিন্ন ধন, জঙ্গম দ্রব্য, movable property বি ; ক্লী।

অস্থায়—অতি গভীর, অতলস্পর্শ, অগাধ। অপ্রাপ্য স্থায় (স্থিতি, স্থান) যাহার, বহু। বিণ। [ইহারই অপভ্রংশে চলিত বাঙ্গালায় অথই বা অথাই হইয়াছে।]

অস্থায়িতা, অস্থায়িত্ব—স্থিতিরাহিত্য, ভঙ্গুরতা, নশ্বরত্ব। অস্থায়িন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্থায়ী (-য়িন্)—যাহা চিরদিন থাকে না এরূপ, ভঙ্গুর, নশ্বর। ন স্থায়ী, নঞ্তৎ। বিণ ; পু।

অস্থি—হাড়, bone ; বীজ, অষ্টি, আঁটি। অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্থিন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

অস্থিচর্ম (-চর্মন্)—হড্ড ও ত্বক্, হাড় ও চামড়া। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অস্থিচর্মবিশিষ্ট—হাড় চামড়ামাত্র ধারী, মাংসহীন, অতি কৃশকায়। অস্থিচর্মদ্বারা বিশিষ্ট, ৩তৎ। বিণ।

অস্থিচর্মসার—কঙ্কালাবশেষ, যাহার কেবল হাড় আর চামড়া আছে এমন, মাংসহীন, শীর্ণকায়। অস্থিচর্ম সার যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিচর্মাবশিষ্ট—যাহার শরীরে কেবল চামড়া ও হাড় কয়খানি আছে—রক্ত-মাংসাদি কিছু নাই এরূপ, কঙ্কালাবশেষ, অত্যন্ত কৃশ। অস্থিচর্ম হইয়াছে অবশিষ্ট যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিচর্মাবশেষ—অস্থিচর্মাবশিষ্ট, হাড়-চামড়া সার। অস্থিচর্ম হইয়াছে অবশেষ যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিজ—মজ্জা। অস্থি-জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

অস্থিত—১। স্থিতিরহিত, অবিদ্যমান, যাহা নাই এমন ; অস্থির, অনিশ্চিত। ন স্থিত, নঞ্তৎ। বিণ। ২। অনটন, অভাব। বাংপ্র। বি।

অস্থিত-পঞ্চক, -পঞ্চম—অস্থির-পঞ্চক (তাহা দ্রঃ)।

অস্থিত পাটীগণিত—অঙ্কশাস্ত্র বিঃ, arithmetic of infinites.

অস্থিতি—অনবস্থান, না থাকা, অবিদ্য-মানতা ; অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ; সংগতি-হীনতা। ন স্থিতি, নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্থিতিস্থাপক—যাহার আকারের পরিবর্তন করিলে আর পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় না এরূপ, non-elastic. নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

অস্থিপঞ্জর—চর্মরক্তমাংসাদিশূন্য শরীরের অস্থিসমূহ, অস্থিমাত্রাকার শরীর, কঙ্কাল। পঞ্জরের (পিঞ্জরের) ন্যায় অস্থি, উপমিত ; অথবা অস্থিরূপ যে পঞ্জর, রূপক কর্মধা। বি ; পু।

অস্থিবিজ্ঞান—অস্থিবিদ্যা ; অস্থিতত্ত্ব, osteology. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

অস্থিবিদ্যা—অস্থিবিষয়ক বিদ্যা, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে অস্থির অবস্থান ও অঙ্গাদির সংস্থান বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, anatomy. অস্থিবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

অস্থিভঙ্গ—১। অস্থিভেদ, প্রহারাদি দ্বারা জীবশরীরের হাড় ভাঙ্গা। ৬তৎ। ২। হাড়ভাঙ্গা বা হাড়জোড়া গাছ। বি ; পু।

অস্থিভুক্ (-ভুজ্)—অস্থি ভোজনকারী, হাড়পেকো। অস্থি—ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

অস্থিভেদ—অস্থিভঙ্গ। ৬তৎ। বি ; পু।

অস্থিভেদী (-ভেদিন্)—অস্থিভঙ্গকারী, যে হাড় ভাঙ্গিয়া দেয় এমন। অস্থির ভেদী (ভেদকারী), ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ভেদিনী**।

অস্থিমজ্জা—হাড় ও মজ্জা। দ্বন্দ্ব। বি ; পু। **অস্থিমজ্জায় বসিয়া যাওয়া**—কোন কিছু অতিমাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া।

অস্থিময়—অস্থ্যাত্মক ; অস্থিনির্মিত ; অস্থি-রূপ অবয়ববিশিষ্ট ; অস্থিপূর্ণ ; অস্থি-বহুল। অস্থি+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

অস্থিমান্ (-মৎ)—অস্থিবিশিষ্ট, যাহার শরীরে হাড় আছে এমন ; মেরুদণ্ডী। অস্থি+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-মতী**।

অস্থিমালা—হাড়ের মালা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্থিমালী (-মালিন্)—১। অস্থিমালা-ধারী, যে হাড়ের মালা পরে এমন। অস্থিমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-মালিনী**। ২। শিব। বি ; পু।

অস্থির—চঞ্চল, চপলস্বভাব ; ব্যাকুল, উৎ-কণ্ঠিত ; অনিশ্চিত ; অধীর ; অস্থায়ী, নশ্বর। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্থিরচিত্ত—১। চঞ্চল মন, যে মন স্থির থাকে না। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। চঞ্চলমনাঃ, যাহার মনের স্থিরতা নাই এমন ; অব্যবস্থিতচিত্ত, যাহার মন একটি নির্দিষ্ট পথে চলে না এমন। অস্থির চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিরতা, অস্থিরত্ব—চাঞ্চল্য ; ব্যাকুলতা ; অধীরতা ; অনিশ্চয়তা ; অস্থায়িত্ব। অস্থির+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্থিরপঞ্চক, -পঞ্চম—পাটীগণিতের অঙ্ক বিঃ, indeterminate equation ; বিষম সংকটের বিষয়। বি ; ক্লী।

অস্থির-বায়ুমণ্ডল—বায়ুমণ্ডলের স্থিরতা-বিহীন অংশ, অর্থাৎ যে অংশ কখনও প্রবলবাতবিশিষ্ট এবং কখনও বা নির্বাত থাকে। অস্থির যে বায়ুমণ্ডল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

অস্থিরবুদ্ধি—১। চঞ্চল মতি, অব্যবস্থিত চিত্ত। অস্থিরা যে বুদ্ধি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। চঞ্চলমতি, চপলস্বভাব, অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থিরা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিরমতি—১। চঞ্চল মন, অব্যবস্থিত চিত্ত। অস্থিরা যে মতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। চঞ্চলমনাঃ, চপলবুদ্ধি ; অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থিরা মতি যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিরমনাঃ (-মনস্)—চঞ্চলমতি ; অব্যবস্থিতচিত্ত। অস্থির মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

অস্থিশেষ—অস্থিমাত্রাবশেষ, রক্তমাংসশূন্য, কঙ্কালসার। অস্থি হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ।

অস্থিসংযোগ—হাড়ের মিলন, হাড় জোড়া দেওয়া ; অস্থিসন্ধি। ৬তৎ। বি ; পু।

অস্থিসঞ্চয়—মৃত্যুর চতুর্থ দিবসে দগ্ধ দেহের অস্থিসংগ্রহরূপ কার্য। ৬তৎ। বি ; পু।

অস্থিসন্ধি—অস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থল, হাড়ের জোড়ের জায়গা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্থিসমর্পণ—গঙ্গায় মৃতদেহের অস্থি-নিক্ষেপ। অস্থির সমর্পণ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

অস্থিসার—১। মজ্জা। ৬তৎ। বি ; পু। ২। কঙ্কালসার রক্তমাংসশূন্য। অস্থি মাত্র সার যাহার, বহু। বিণ।

অস্থূল—স্থূলতাশূন্য, সূক্ষ্ম। ন স্থূল, নঞ্-তৎ। বিণ।

অস্থৈর্য—অস্থিরতা, চাঞ্চল্য ; অধীরতা ; ব্যাকুলতা ; অনিশ্চয়ত্ব ; অস্থায়িত্ব, নশ্বরত্ব। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অস্নাত—স্নানরহিত, যে স্নান করে নাই এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্নাতক—যে ব্যক্তি ব্রহ্মচর্যসমাপনপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশকালীন নিয়মিত স্নান করে নাই, অর্থাৎ যাহার ব্রহ্মচর্য সমাপন হয় নাই ; যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে গ্রাজুয়েট হয় নাই অর্থাৎ বি. এ. বা বি. এস্‌সি. উপাধি লাভ করে নাই, under-graduate. নঞ্তৎ। বি ; পু।

অস্নান—স্নানাভাব, স্নান না করা, অনব-গাহন। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অস্নিগ্ধ—স্নেহদ্রব্যরহিত, তৈলপদার্থবিহীন ; অতেলা, অমসৃণ, কর্কশ ; অশীতলকারক ; অমধুর, অপ্রীতিকর। ন স্নিগ্ধ, নঞ্-তৎ। বিণ।

অস্নেহ—১। স্নেহাভাব, না ভালবাসা ; তৈলদ্রব্যরাহিত্য ; অমসৃণতা, অচিক্কণতা। নঞ্তৎ। বি ; পু। ২। স্নেহশূন্য, যাহার ভালবাসা নাই এমন ; তৈলদ্রব্যরহিত ; অস্নিগ্ধ, অমসৃণ, অচিক্কণ। ন (নাই) স্নেহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অস্পন্দ—স্পন্দনশূন্য, কম্পনরহিত, অচল, অনড়, স্থির ; অবশ, অসাড়। ন (নাই) স্পন্দ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

অস্পন্দিত—অকম্পিত, কম্পনরহিত, অচল, স্থির। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্পর্শ-১। স্পর্শাভাব, স্পর্শ না করা, না ছোঁয়া ; অশুচিসংস্রব ত্যাগ। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। স্পর্শশূন্য ; যাহাকে স্পর্শ করা যায় না এমন। ন (নাই) স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ।

অস্পর্শনীয়, অস্পর্শ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অশুচি ; অত্যন্ত পাপিষ্ঠ। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্পষ্ট—অস্ফুট, অব্যক্ত ; ঝাপ্‌সা ; অ-পরিষ্কার, ভাল শুনিতে বা বুঝিতে পারা যায় না এরূপ। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্পষ্টতা, অস্পষ্টত্ব—অব্যক্ততা ; অস্ফুটতা ; অপরিষ্কৃত ভাব বা অবস্থা ; অপরিষ্কার। অস্পষ্ট+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্পষ্টবাক্ (-বাচ্)—অস্ফুটবাক্ (সকল অর্থে)।

অস্পষ্টবাদী (-বাদিন্)—অস্পষ্টভাষী, যে অস্পষ্টভাবে কথা বলে এমন। উপতৎ ; অস্পষ্ট—বদ ধাতু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**। বি, **-বাদিতা, -বাদিত্ব**।

অস্পষ্টভাষী (-ভাষিন্)—অস্পষ্টবাদী, যে অস্পষ্ট কথা বলে এমন। উপতৎ ; অস্পষ্টভাষ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ভাষিণী**। বি, **-ভাষিতা, -ভাষিত্ব**।

অস্পৃশ্য—স্পর্শের অযোগ্য, অস্পর্শনীয়, অশুচি ; যাহাকে ছোঁয়া সাধ্যাতীত। ন স্পৃশ্য, নঞ্তৎ। বিণ।

অস্পৃশ্যতা—অপবিত্রতা ; ছুঁৎমার্গ, সামাজিক হীনাবস্থাদির জন্য স্পর্শের অযোগ্যতা, untouchability. অস্পৃশ্য+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

অস্পৃষ্ট—স্পর্শশূন্য, যাহাকে স্পর্শ করা হয় নাই এরূপ। ন স্পৃষ্ট, নঞ্তৎ। বিণ।

অস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য, বিগতস্পৃহ ; নির্লোভ ; উদাসীন। ন (নাই) স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

অস্পৃহণীয়—অনভিলষণীয়, অবাঞ্ছনীয়। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্পৃহা—১। স্পৃহারহিতা। বহু। 'অস্পৃহ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্পৃহাভাব, অনভি-লাষ, অনিচ্ছা ; অপ্রবৃত্তি ; অরুচি ; বিতৃষ্ণা ; লোভাভাব, নির্লোভত্ব ; ঔদা-সীন্য। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্ফীত—স্ফীতিরহিত, যাহা ফুলে নাই বা ফাঁপে নাই এমন। ন স্ফীত, নঞ্তৎ। বিণ।

অস্ফীতি—স্ফীতিরাহিত্য, না ফুলা বা ফাঁপা। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্ফুট—অস্পষ্ট ; আধ-আধ ; অব্যক্ত ; অপ্রকাশিত ; অবিকসিত। নঞ্-তৎ। বিণ।

অস্ফুটতা, -ত্ব—অস্পষ্টতা ; অব্যক্ততা। অস্ফুট+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

অস্ফুটফল—কার্যাদির অস্পষ্ট ফল ; স্থূল ক্ষেত্র ফল, জমি প্রভৃতির মোটামুটি কালি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

অস্ফুটবাক্ (-বাচ্)—১। অস্পষ্ট বাক্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অস্পষ্ট বাক্য-বিশিষ্ট, অস্পষ্টভাষী, যে আধ-আধ কথা বলে এমন। অস্ফুটা বাক্ (বাণী) যাহার, বহু। বিণ।

অস্ফুটস্বর—১। অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনি। কর্মধা। বি ; পু। ২। অস্পষ্ট কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। অস্ফুট স্বর যাহার, বহু। বিণ।

অস্বকীয়—অস্বীয়, অনিজ, যাহা আপনার নহে এমন। নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বচ্ছ—অনচ্ছ, প্রতিবিম্বধারণাক্ষম, যাহাতে প্রতিবিম্ব পড়ে না, বা যাহার মধ্য দিয়া দেখা যায় না এমন ; অনির্মল, আবিল, ঘোলা। ন স্বচ্ছ, নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অস্বচ্ছতা, -ত্ব**।

অস্বচ্ছন্দ—অস্বায়ত্ত, পরাধীন ; অসুখী। ন স্বচ্ছন্দ, নঞ্তৎ। বিণ। বি, **-তা**।

অস্বতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। ন স্বতন্ত্র, নঞ্তৎ। বিণ।

অস্বত্ব—১। স্বত্বাভাব, স্বামিত্বহীনতা। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী। ২। স্বত্বহীন, স্বামিত্বরহিত। ন (নাই) স্বত্ব যাহার, বহু। বিণ।

অস্বপ্ন—১। নিদ্রাশূন্য, বিনিদ্র। ন (নাই) স্বপ্ন (নিদ্রা) যাহার, বহু। বিণ। ২। সুর, দেবতা। বি ; পু। ৩। স্বপ্নাভাব, নিদ্রারাহিত্য, না ঘুমানো, জাগরণ। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অস্বর—১। স্বরবর্ণ ভিন্ন ব্যঞ্জনবর্ণ। নঞ্তৎ। ২। উদাত্তাদি স্বরশূন্য লৌকিক উচ্চারণ। ন (নাই) স্বর যাহাতে, বহু। বি ; পু। ৩। মন্দস্বরবিশিষ্ট। ন (অপ্রশস্ত) স্বর যাহার, বহু। বিণ।

অস্বরস—অকৌশল, অপ্রণয়, অসদ্ভাব, মনোমালিন্য। নঞ্তৎ। বি ; পু।

অস্বস্তি—অশান্তি, অমঙ্গল ; অস্বচ্ছন্দতা, অসুখ। নঞ্তৎ। বি ; স্ত্রী।

অস্বস্থ—অপ্রকৃতিস্থ, অসুস্থ। ন স্বস্থ, নঞ্-তৎ। বিণ।

অস্বাতন্ত্র্য—পরাধীনতা, পরবশতা ; অ-পার্থক্য। নঞ্তৎ। বি ; ক্লী।

অস্বাদু—স্বাদহীন, বিস্বাদ, বিরস, বেতার। নঞ্তৎ। বিণ। বি—**অস্বাদুতা, -ত্ব**।

অস্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়নের নিষিদ্ধ দিন, অনধ্যায়কাল। ন (নাই) স্বাধ্যায় যাহাতে, বহু। বি ; পু। ২। বেদাধ্যয়ন-শূন্য। বিণ।

অস্বাভাবিক—স্বভাববিরুদ্ধ ; অপ্রাকৃতিক, অনৈসর্গিক ; লোকাতীত, অলৌকিক, অসাধারণ। নঞ্তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অস্বাভাবিকী**। বি—**অস্বাভা-বিকতা**।

অস্বামিক—যাহার স্বামী অর্থাৎ প্রভু বা অধিকারী নাই এরূপ, স্বামিহীন,

বেওয়ারিস। ন (নাই) স্বামী যাহার, বহু। বিণ।

অস্বামী (-মিন্)—১। স্বামী ভিন্ন অন্য, যাহার কোন স্বত্ব নাই এরূপ, স্বত্বহীন; অনধিকারী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী —**অস্বামিনী**। বি—**অস্বামিতা, -ত্ব**। ২। স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি, যাহার কোন স্বত্ব নাই এরূপ লোক; পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ, পর পুরুষ। বি; পু।

অস্বার্থ—স্বার্থশূন্য; উদ্দেশ্যহীন; ন (নাই) স্বার্থ যাহার, বহু। বিণ।

অস্বাস্থ্য—অসুস্থতা, পীড়া; উপদ্রব। ন স্বাস্থ্য, নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্বীকার—না মানা ('দোষ অস্বীকার করা'); অসম্মতিপ্রকাশ, প্রত্যাখ্যান ('নিমন্ত্রণ —'); অপলাপ। নঞ্‌তৎ। বি; পু। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বীকার্য—সম্মতির অযোগ্য, প্রত্যাখ্যেয়।

অস্বীকৃত—অসম্মত; অননুমোদিত; অপহ্নুত, অপলাপিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্বীকৃতি—অস্বীকার। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্বৈরিণী—অস্বতন্ত্রা, অস্বেচ্ছাচারিণী; অব্যভিচারিণী। অস্বৈরিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

অস্বৈরী (-রিন্)—অস্বাধীন, পরবশ; অস্বেচ্ছাচারী। নঞ্‌তৎ। বিণ; পু।

অস্মদ্—উত্তমপুরুষ, আমি। অস (হওয়া) +মদ্ কর্তৃ। সর্ব।

অস্মদাদি—আমরা এবং আমাদিগের ন্যায় অন্যান্য লোক। অস্মদ্ (আমরা) আদি যাহাদের, বহু। এইটি বিশেষণ, কিন্তু বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

অস্মদীয়—অস্মৎসম্বন্ধী, আমাদিগের, আমাদের। অস্মদ্+ঈয়। বিণ।

অস্মরণ—স্মরণাভাব, মনে না রাখা বা না করা; বিস্মরণ। নঞ্‌তৎ। বি; ক্লী।

অস্মরণীয়—যাহা স্মরণ রাখিতে হইবে না এরূপ, যাহা স্মরণ করা যায় না এমন, স্মরণের অযোগ্য বা অসাধ্য; স্মরণাতীত। ন স্মরণীয়, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্মার্ত—স্মৃতিশাস্ত্রানভিজ্ঞ, যে স্মৃতি জানে না এমন; স্মৃতিশাস্ত্র অমান্যকারী; স্মৃতিবিরুদ্ধ, অশাস্ত্রীয়; অবৈধ; স্মরণাতীত। নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অস্মার্তী**।

অস্মি—১। আছি বা হই। অস ধাতু+লট্ মি কর্তৃ। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। ২। আমি। অস+মি কর্তৃ। অ।

অস্মিতা—অহংজ্ঞান, অহংকার, egoism; ব্যক্তিত্ব, personality. অস্মি শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

অস্মৃত—যাহা স্মরণ রাখা হয় নাই এমন; বিস্মৃত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অস্মৃতি—অস্মরণ (সকল অর্থে)। নঞ্‌তৎ। বি; স্ত্রী।

অস্র—১। বস্ত্র বা গৃহাদির কোণ; কেশ। অস্ (ক্ষেপণ করা)+র কর্ম। বি; পু। ২। রক্ত; অশ্রু, চক্ষুর জল। বি; ক্লী।

অস্রু—অশ্রু, বাষ্প, চক্ষুর জল, নয়নবারি। অস্ (ক্ষেপণ করা)+রু কর্ম। বি; ক্লী।

অহং—'অহম্' দ্রঃ।

অহংকার, অহঙ্কার—আত্মাভিমান, গর্ব, অভিমান; নিজের ব্যক্তিত্বজ্ঞান, অভিমানাত্মিকা অন্তঃকরণপ্রবৃত্তি। অহম্—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। **অহংকারে অন্ধ**—খুব বেশী গর্বে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। **অহংকারে মাটিতে পা না পড়া**—ভীষণ গর্বের ভাব দেখানো।

অহংকারী, অহঙ্কারী (-রিন্)—আত্মাভিমানী, গর্বিত, অভিমানী। অহংকার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**অহংকারিণী**।

অহংকৃত, অহঙ্কৃত—অহংকারী, গর্বিত। অহম্—কৃ (করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

অহংকৃতি, অহঙ্কৃতি—অহংকার। অহম্—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

অহংমদ, অহম্মদ- অহংকার, 'আমি বড়' এইরূপ অভিমান। অহম্ ইতি মদ, কর্মধা। বি; পু।

অহঃ (অহন্)—দিন, দিবা। ন (অ) —হা (ত্যাগ করা)+কণিন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

অহত—অবিনাশিত; অক্ষত, অনাহত; অতাড়িত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহন্—'অহঃ' দ্রঃ।

অহম্ (বা **অহং**)—১। আমি। অস্মদ্ শব্দের ১মার ১বচন। সর্ব; পু বা স্ত্রী। ২। অহংকার, অভিমান। অনহ্ (ব্যাপা)+অম্ কর্তৃ। অ।

অহমহমিকা—পরস্পরের গর্ব বা বড়াই, 'আমিই বড় আমিই বড়' এইরূপ পরস্পরে অহংকার প্রকাশ। অহম্—অহম্+কণ্ +আপ্। বি; স্ত্রী।

অহমিকা—অহংকার, গর্ব, আত্মাভিমান, egoism, egotism. অহম্+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

অহম্পূর্ব—'আমি পূর্বে আমি পূর্বে' এইরূপ বলিয়া কার্যে প্রবৃত্ত। অহম্ পূর্বে যাহার, বহু। বিণ।

অহম্পূর্বিকা—'আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ' বা 'আমি সকলের আগে' এইরূপ ধারণা বা উক্তি। অহম্পূর্ব+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

অহম্বুদ্ধি—'আমিই বড়' এইরূপ জ্ঞান, অহংকার। অহম্ ইতি বুদ্ধি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অহম্মতি—অবিদ্যা, অজ্ঞান। অহম্ ইতি মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

অহম্মদ—'অহংমদ' দ্রঃ।

অহম্মূর্খ—গণ্ডমূর্খ, নির্বোধ, নিরেট বোকা। বিণ। [ইহারই অপভ্রংশে বাঙলা 'আহাম্মক' শব্দ হইয়াছে।]

অহরহঃ—দিন দিন, প্রতিদিন; সর্বদা। অহঃ ও অহঃ, দ্বন্দ্ব। অ।

অহর্নিশ—দিবারাত্র। অহঃ ও নিশা, দ্বন্দ্ব। অ।

অহল্যা—১। অকৃষ্টা। বিণ; স্ত্রী ২। বৃদ্ধাশ্বের কন্যা, গৌতম ঋষির পত্নী। ইঁহারই জ্যেষ্ঠপুত্র শতানন্দ জনকরাজের পুরোহিত ছিলেন। একদা প্রত্যূষে গৌতম ঋষি স্নানার্থ গমন করিয়াছেন, এই অবকাশে দেবরাজ ইন্দ্র গৌতমের রূপ ধারণ করিয়া অহল্যার নিকট উপস্থিত হন এবং আপনার কামাভিলাষ ব্যক্ত করেন। অহল্যা তাঁহাকে দেবরাজ বলিয়া চিনিতে পারিয়াও তাঁহার অভিলাষ পূর্ণ করেন। এদিকে ইন্দ্র তথা হইতে প্রস্থান না করিতেই গৌতম স্নান করিয়া প্রত্যাগত হন এবং সমুদায় ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া উভয়কে অভিসম্পাত প্রদান করেন। ঋষিবরের শাপে ইন্দ্রের সর্বাঙ্গে যোনি-চিহ্ন প্রকাশিত হইল। অহল্যা নিরাহারা, বাতভক্ষা, ভস্মশায়িনী পাষাণরূপিণী হইয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন। বহুকাল পরে রাম ও লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রসহ মিথিলা-গমন-কালে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে অহল্যার শাপমোচন হয়। তখন প্রায়শ্চিত্তান্তে গৌতম পুনরায় ইঁহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন।

কুমারিল ভট্টের মতে অহল্যা ও ইন্দ্রের উপাখ্যান রূপক বর্ণনামাত্র। অহল্যা শব্দে রাত্রিকে এবং ইন্দ্র শব্দে সূর্যকে বুঝায়। দিবসে সূর্যোদয় হইলে রাত্রি থাকে না, এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপাখ্যান কল্পিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, পুরাণে কথিত আছে যে, অহল্যার নাম স্মরণ করিলে মহাপাতক নাশ হয়; যথা—

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনং॥"

৩। অপ্সরা বিঃ, মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী। কথিত আছে যে, এই অপ্সরা অহল্যা, গৌতমপত্নী অহল্যা ও দেবরাজ ইন্দ্রের বৃত্তান্ত শুনিয়া, ইন্দ্র নামে এক ব্যক্তির প্রণয়ে আসক্ত হন। রাজা এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া ইঁহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

অহল্যাবাই—মালবপ্রদেশের প্রসিদ্ধা রাজ্ঞী; সুবিখ্যাত মলহর রাও-এর পুত্র

কুণ্ডজী রাও-এর পত্নী। ইঁহার মালীরাও নামে এক পুত্র, ও মুক্তাবাই নামে এক কন্যা ছিল। যশোবন্ত রাও-এর সহিত এই কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। পিতা বর্ত্তমানেই কুণ্ডজীর মৃত্যু হয়। পরে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মলহর রাও হোলকারের লোকান্তর হইলে, কুণ্ডজীর পুত্র মালীরাও মালবের সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু ৯ মাস পরে মালীরাও-এর মৃত্যু হইলে অহল্যাবাই পুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন। ইহাতে রাজ্যের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি ও কর্মচারী মিলিত হইয়া ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উদ্যত হইলে ইনিও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। পরন্তু সৌভাগ্যবশতঃ বিনা রক্তপাতেই সকল গোলযোগের নিষ্পত্তি হইয়া যায়। ইনি স্বয়ং রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। ভারতের অন্যান্য রাজধানীতে ইনি দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ইঁহার রাজধানীতেও অন্যান্য রাজগণের দূত ছিল। ইনি অতিশয় দয়াদাক্ষিণ্যবতী ও লোক-হিতৈষিণী রমণী ছিলেন। ইনি লেখাপড়াও উত্তমরূপ জানিতেন, এবং হিন্দু-ধর্মগ্রন্থ পাঠে ইঁহার নিরতিশয় আগ্রহ ছিল। ইনি হিন্দু-বিধবার ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি নির্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন সিংহাসনাধিরোহণকালে ইনি রাজকোষে দুই কোটি টাকা মজুত পাইয়াছিলেন। এ সমস্ত অর্থই ইনি দেবমন্দির, ধর্মশালা, রাজপথ নির্মাণ ও অন্যান্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন। ইনি কাশীধামে বিশ্বেশ্বরের মন্দির পুনর্নির্মাণ এবং কলিকাতা হইতে কাশী পর্যন্ত প্রশস্ত রাজবর্ত্ম প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইঁহারই ব্যয়ে নির্মিত গয়াধামের বিষ্ণুপদমন্দির ও নাটমন্দিরের তুল্য উৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম ভূমণ্ডলে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্টি বৎসর বয়সে এই পুণ্যবতী রমণী নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করেন।

অহল্যাহ্রদ—গৌতম-আশ্রমস্থ স্বনামখ্যাত তীর্থ বিঃ। অহল্যা দ্বারা কৃত যে হ্রদ, মধ্যপ। বি ; পু।

অহার্য—হরণের অযোগ্য বা অসাধ্য, যাহা হরণ করিতে পারা যায় না বা করা উচিত নয় এমন, অহরণীয় ; অভেদ্য। ন হার্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহি—১। সর্প ; বৃত্রাসুর ; সূর্য ; রাহু ; পথিক ; খল ; বঞ্চক ; অশ্লেষানক্ষত্র। আ—হন্ (বধ করা)+ইন্ কর্তৃ, নিপা। ২। জল। অহ্ (ব্যাপা)+ইন্ কর্তৃ। বি ; পু।

অহিংস—হিংসারহিত, অপীড়ক, নিরুপদ্রব, বলপ্রয়োগে অপ্রবৃত্ত। ন (নাই) হিংসা যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

অহিংস অসহযোগ—হিংসা বর্জন করিয়া কাহারও সহিত অসহযোগ, non-violent non-co-operation.

অহিংসক—হিংসাবর্জিত। ন হিংসক, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী—**অহিংসিকা**।

অহিংসনীয়—'অহিংস্য' দ্রঃ।

অহিংসা—হিংসার অভাব ; কাহাকেও পীড়া না দেওয়া। নঞ্‌তৎ। বি ; স্ত্রী।

অহিংসিত—যাহার হিংসা করা হয় নাই এমন ; অহত ; অনাহত, অক্ষত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহিংস্য, অহিংসনীয়—অবধ্য ; যাহার হিংসা করা উচিত নয় এরূপ। নঞ্‌তৎ। বিণ। [নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহিংস্র—অহিংসক, হিংসাশীল নয় এরূপ।

অহিচ্ছত্র—আর্যাবর্তের অন্তর্গত পঞ্চাল-রাজ্যের উত্তর অর্ধাংশ [পঞ্চালরাজ্য প্রথমে দিল্লী নগরীর উত্তর ও পশ্চিম দিকে হিমালয় হইতে চম্বলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরে দ্রোণাচার্য পঞ্চালরাজ দ্রুপদকৃত অবমাননার প্রতিশোধস্বরূপ অর্জুনের সহায়তায় দ্রুপদরাজকে পরাজিত করিয়া পঞ্চালরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করেন। গঙ্গার উত্তরবর্তী অর্ধাংশ স্বয়ং রাখিয়া গঙ্গার দক্ষিণবর্তী অর্ধাংশ পরাজিত দ্রুপদকে প্রত্যর্পণ করেন। সেই উত্তর অর্ধাংশের নাম অহিচ্ছত্র] ; মেষশৃঙ্গী বৃক্ষ। অহির ছত্রপ্রায়, ৬তৎ। বি ; পু।

অহিত—১। শত্রু। নঞ্‌তৎ। বি ; পু। ২। অমঙ্গল, অনিষ্ট, অপকার ; কুপথ্য। বি ; ক্লী। ৩। অমঙ্গলজনক, অনিষ্টকর ; অযোগ্য। বিণ।

অহিতকর—অনিষ্টকর, অমঙ্গলজনক, অপকারী। অহিতের কর ; ৬তৎ ; কিংবা ন হিতকর, নঞ্‌তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

অহিতকারী (-রিন্)—অনিষ্টকারক, অ-মঙ্গলসাধক, অপকারক, ক্ষতিজনক। ন হিতকারী, নঞ্‌তৎ ; বা উপতৎ ; অহিত শব্দ—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

অহিতাচারী (-রিন্)—অহিতকর, অনিষ্ট-কারী, অপকারী। উপতৎ ; অহিত—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

অহিতুণ্ডিক—ব্যালগ্রাহী, সর্পখেলক, সাপুড়ে। অহির (সর্পের) তুণ্ড (মুখ)=অহিতুণ্ড, ৬তৎ ; অহিতুণ্ড শব্দ+ঠিক। বি ; পু।

অহিনকুল—সাপ ও বেজি ; যাহাদের মধ্যে স্বাভাবিক বিদ্বেষ আছে। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

অহিনকুল সম্বন্ধ—চিরশত্রুতা।

অহিনকুলতা—সাপ-বেজির বিদ্বেষভাব ; চিরবিদ্বেষ, নিত্য বিরোধ। অহিনকুল শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

অহিনকুলিকা—অহিনকুলতা, আজন্ম বিদ্বেষ, চিরবিরোধ। অহিনকুল শব্দ+কণ্ ভাবার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

অহিপুতন—শিশুদিগের গুহ্যদেশে জাত রোগ বিং, ব্রণরোগ। বি ; পু।

অহিফেন সর্প-গরল, সাপের লাল ; আফিম। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

অহিভূষণ—শিব, মহাদেব। অহি ভূষণ যাহার, বহু। বি ; পু।

অহিম—অশীতল, উষ্ণ, তপ্ত, গরম। ন হিম, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহীন্দ্র সর্পরাজ বাসুকি ; শেষ নাগ। অহিদিগের ইন্দ্র, ৬তৎ। বি ; পু।

অহীর—আভীর, গোয়ালা। প্রা কপ্র। বি।

অহুত—অনাহূত, যাহাকে আহ্বান করা হয় নাই এমন। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহৃত—যাহা হরণ করা হয় নাই এরূপ ; অচোরিত। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহৃদ্য—অকমনীয়, অপ্রীতিকর। ন হৃদ্য, নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহৃষ্ট—অনাহ্লাদিত, অসন্তুষ্ট, অপ্রীত, অপ্রফুল্ল। নঞ্‌তৎ। বিণ।

অহে—সমবয়স্ক বা আপনার অপেক্ষা ন্যূন ব্যক্তিদিগের সম্বোধনসূচক শব্দ। নঞ্—হা+ডে করণ। অ।

অহেতু—হেতুশূন্য, কারণহীন। ন (নাই) হেতু যাহার, বহু। বিণ।

অহেতুক—হেতুশূন্য, অকারণ ; নিঃস্বার্থ ; মূলহীন ; আকস্মিক ; অনর্থক। বহু। বিণ।

অহেতুকী—হেতুশূন্যা, স্বতোজাতা ; স্বার্থ-শূন্য, নিষ্কাম [অহেতুকী ভক্তি—যে ভক্তি কোনও লাভাদির জন্য নহে]। অহেতুক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ। [কেহ কেহ অনিৎ প্রত্যয় না করিয়া সেৎ প্রত্যয় করেন এবং তদনুসারে "অহৈতুকী" পদ সিদ্ধ করিয়া থাকেন।]

অহো—সম্বোধন ; শোক, অনুতাপ ; নিন্দা ; দয়া ; বিষাদ ; আশ্চর্য ; প্রশংসা ; বিতর্ক ; ধৈর্য ; অসূয়া ; অতএব ; পাদপূরণ। অ।

অহোরাত্র—১। দিবারাত্র, সূর্যের এক উদয়কাল হইতে অন্য উদয়কাল পর্যন্ত সময়। অহঃ ও রাত্রি, দ্বন্দ্ব। বি ; পু। ২। নিরন্তর, সর্বদা, অবিরত। অ।

অহ্ন (একদেশবাচক শব্দের পরে সমাসে) দিন ; দিনমানের তিন ভাগের এক ভাগ ('পূর্বাহ্ণ', 'মধ্যাহ্ন')। অহন্+টচ্, সমাসান্ত। বি ; পু।

অ্যাঁ—সম্বোধনের উত্তরে সাড়া; বিস্ময়জ্ঞাপক শব্দ। বাংপ্র। অ।

অ্যাটলি (Rt. Hon. Clement R Attlee—১৮৮৩ ১৯৬৭ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী। ইঁহার মন্ত্রিত্বকালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে।

অ্যাডভোকেট—উচ্চ-আদালতের উকিল, advocate. ইং। বি।

অ্যাণ্টনি, মার্ক (Antony, Mark)—(আনুমানিক ৮৩—৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)। বিখ্যাত রোমক সেনাপতি ও জুলিয়াস সীজারের অনুচর।

অ্যারিস্টটল (Aristotle)—(খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২)। প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত। ইনি প্লেটোর শিষ্য ও আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন।

অ্যালুমিনিয়ম—ধাতু বিঃ, aluminium. ইং। বি।

অ্যাসিড—রাসায়নিক-অম্ল, দ্রাবক, acid ইং। বি।

আ

আ—১। দ্বিতীয় স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ২। শিব; ব্রহ্মা; অনন্ত। আপ্‌ (ব্যাপা) + ডা কর্তৃ। বি; পুং। ৩। স্মরণ; নিশ্চয়; জ্ঞান; স্বীকার; স্পর্ধা; হাঁ; আঃ, কোপ; পীড়া। অ। ৪। ঈষৎ; সম্যক্‌; সীমা; ব্যাপ্তি; (ক্রিয়াযোগে) বিস্তৃতি, বৈপরীত্য। সংস্কৃত আঙ্‌। আপ (ব্যাপা) + ডাঙ্‌ কর্তৃ। উপসর্গ।

আই—১। মাতা; মাতামহী, দিদিমা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। ২। ছি, ধিক্‌। বাঙ্গালা অব্যয়। ৩। আয়। বাঙ্গালা ক্রিয়া। ৪। জীবিতকাল, পরমায়ু। গ্রাম্য। 'আয়ুঃ' পদের অপভ্রংশ। বি।

আইও, আইয়ো—সধবা নারী। গ্রাম্য। বি; স্ত্রী।

আইচ—আ'চফুলের গাছ; কায়স্থদের উপাধি বিঃ। < আদিত্য। বি।

আইটোটা—পুরীধামে গুণ্ডিচা বাড়ির নিকটবর্তী উপবন। অসং। বি।

আইঢাই—অস্থির, আকুল, কাতর, ছটফট। বাংপ্র। বিণ।

আইন—ব্যবহারশাস্ত্র; রাজবিধি। ফা বি।

আইন-কানুন—বিধিব্যবস্থা। ফা-আ। বি।

আইনবাজ—আইনজ্ঞ, আইনবিশারদ। ফা। বিণ।

আইন-সংগত, -সম্মত—বিধিসংগত, আইনমত। ফা-মু। বিণ।

আইন-সচিব—আইনবিষয়ে মন্ত্রণাদাতা, law member. তত্। ফা-মু। বি।

আইনস্টাইন (Einstein, Prof Albert—১৮৭৯—১৯৫৫ খ্রীঃ)। বিখ্যাত বিজ্ঞানী। আপেক্ষিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া ইনি বিখ্যাত হইয়াছেন।

আইবড়, আইবুড়—অবিবাহিত। 'অব্যূঢ়' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আইবড়-ভাত—অব্যূঢ়ান্ন, বিবাহের পূর্বে বর-কন্যার স্বীয় পিত্রালয়ে অন্নভক্ষণরূপ সংস্কার বিঃ। বাংপ্র। বি।

আইমা—মাতামহী, দিদিমা। গ্রাম্য। বি; স্ত্রী।

আইরি—অড়হর। প্রাদেশিক। বি।

আইল—ক্ষেত্রাদির সীমা বা বাঁধ। 'আলি' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আইশাশ—শাশুড়ীর মাতা, দিদি-শাশুড়ী। গ্রাম্য। বি; স্ত্রী।

আউওল, আউয়োল—উত্তম, উৎকৃষ্ট, উমদা; প্রথম শ্রেণীর। আ-মু। বিণ।

আউজানো আওজানো—ভেজানো, (কপাটাদি) অর্গলবদ্ধ না করিয়া কেবল ঠেসাইয়া বন্ধ করা। গ্রাম্য। ক্রি।

আউটরাম (সার জেম্‌স্‌)—একজন বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত ডার্বিশায়ারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম বেন্‌জামিন আউটরাম। ইনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নিম্ন শ্রেণীর সেনানী হইয়া ভারতে আগমন করেন। কিছুদিন পরে ইনি বোম্বাই নগরের দেশীয় পদাতি সৈন্যের লেফ্‌টেনাণ্ট ও আড্‌জুটাণ্ট হন। ১৮৩৫ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি মাহী-কাণ্ঠার সুশৃঙ্খলাস্থাপনে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর ইনি গুজরাটের পলিটিকাল এজেণ্ট ও সিন্ধু প্রদেশের কমিশনার হন, এবং পরে সাতারা ও বরদার রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হন। অযোধ্যা প্রদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইলে গবর্নর জেনারেল ডাল-হাউসি আউটরামকে অযোধ্যার রেসিডেণ্ট ও কমিশনার নিযুক্ত করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে ইনি লেফ্‌টেনাণ্ট জেনারেল এবং অযোধ্যার চিফ্‌ কমিশনার হন। পরিশেষে ইনি ভারতবর্ষের সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ ৬০ বৎসর বয়সে ইনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস নগরে কালগ্রাসে পতিত হন।

আউটানো, আওটানো—আবর্তন করা; (দুগ্ধাদি) আগুনের উপর ফুটাইয়া গাঢ়তর করা। বাংপ্র। ক্রি।

আউড়—১। খড়ের আঁটি, বিচালি। বি। ২। আড়, কুটিল, বাঁকা, অপাঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

আউড়ি—১। ধান রাখিবার ছোট গোলা। বি। ২। আউড়িয়া' ক্রিয়া। বাং-প্র। ক্রি।

আউড়ে—(বিছানা প্রভৃতি) আবরণশূন্য, ওয়াড়বিহীন। প্রাদেশিক। বিণ।

আউতি—আগমন, আসা। প্রাদেশিক। বি।

আউতি-যাউতি—(লোকজনের) আসা-যাওয়া। প্রাদেশিক। বি।

আউদড়, আউদর—অসংবদ্ধ, অবদ্ধ, আলুলায়িত, অসামলানো। গ্রাম্য। বিণ।

আউন্স—পরিমাণ বিঃ, প্রায় অর্ধ ছটাক। ইংরাজী শব্দ (ounce)। বি।

আউর—আর। হি-মু। অ।

আউরৎ, আওরৎ—স্ত্রীলোক, মেয়ে-মানুষ। আ। বি।

আউল—১। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বিঃ। "ইহাদের আর একটি নাম সহজ কর্তাভজা। প্রকৃতিসাধনবিষয়ে অনেকানেক সম্প্রদায়ের অনেকরূপ ভাব বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বোধ হয় কোন সম্প্রদায় এ বিষয়ে ইহাদের ন্যায় উদারভাব অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইহাদের পরমার্থসাধন কেবল দুই একটি নিজ প্রকৃতি সহবাসে পর্যাপ্ত হয় না; কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য, ইচ্ছানুরূপ বহুতর বারাঙ্গনা ও গৃহাঙ্গনা ইহাদের সাধনসম্পাদনে নিযুক্ত থাকে। ফলতঃ ইহারা কিরূপ সরলমতাবলম্বী, তাহা কি বলিব! শুনিয়াছি, আপনার প্রকৃতিকে অন্যদীয় সংসর্গে অনুরক্ত দেখিলেও কিছুমাত্র ঈর্ষা ও অসন্তোষ প্রকাশ করে না। প্রত্যুত, ওরূপ অনুষ্ঠান আপন মতানুগত সহজ সাধনের অঙ্গীভূত বলিয়াই অঙ্গীকার করে। বাউল ও নেড়ারা যেরূপ শ্মশ্রু ও ওষ্ঠলোমাদি সমুদায় কেশ রাখিয়া দেয়, ইহারা সেরূপ করে না; ঐ উভয়ই ক্ষৌরী হইয়া থাকে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইল, কলিকাতার শ্যামবাজারে রঘুনাথ নামে একটি আউল ও তাহার কতকগুলি শিষ্য ছিল। এক্ষণে এ সম্প্রদায়ী লোক এ প্রদেশে আর সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।" [ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়]। বাংপ্র। বি। ২। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল; ব্যাকুল, অস্থির। গ্রাম্য। বিণ।

আউলচাঁদ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত উলা গ্রামে মহাদেব দাস নামে একজন বারুই ছিল। সে একদা পানের বরজ মধ্যে একটি পরম সুন্দর শিশুকে দেখিতে পাইয়া বাটীতে লইয়া আসিল। শিশুর বয়স

তখন ৮ বৎসর, সে আত্মপরিচয় কিছুই দিতে পারিল না। মহাদেবের স্ত্রী শিশুটিকে পরম সুন্দর দেখিয়া উহার নাম রাখিলেন 'পূর্ণচন্দ্র'।

পূর্ণচন্দ্র অনেক দিন মহাদেবের বাটীতে ছিল, কিন্তু মহাদেবের তাড়না অসহ্য হওয়াতে সে হরিহর নামে এক বিষ্ণুভক্তের বাটীতে গেল। এখানে অবস্থান সময়ে সে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করিল।

১২৬৭ সালে ফুলিয়া গ্রামে গমনপূর্বক পূর্ণচন্দ্র বৈষ্ণবচূড়ামণি বলরাম দাসের নিকটে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। এই অবধিই পূর্ণচন্দ্রের নাম আউলচাঁদ হইল।

বাঙ্গালা দেশে কর্তাভজা নামে যে সম্প্রদায় আছে, আউলচাঁদই তাহার প্রবর্তক। আউলচাঁদ ভারতের বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া বজর গ্রামে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইনি মধুর বাক্যে লোকদিগকে ধর্মপথে আকর্ষণ করিতেন। এরূপও কিংবদন্তী আছে যে, আউলচাঁদ অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ ও খঞ্জকে সুস্থপদ করিতে পারিতেন। তিনি বহুসংখ্যক লোককে দুঃসাধ্য রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।

আউলচাঁদের ২২ জন প্রধান শিষ্য ছিল। তন্মধ্যে হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, খেলারাম মাল, পাঁচু মুচি, কৃষ্ণদাস, বিষ্ণুদাস, শ্যামচাঁদ, লক্ষ্মীকান্ত প্রঃ প্রধান। আউলচাঁদ শূল ব্যাধি হইতে রামশরণকে মুক্ত করায় তিনি তাঁহার শিষ্য হন। রামশরণ ও তাঁহার বংশধরেরা সম্প্রদায়ের সকল ভার প্রাপ্ত হন।

আউলচাঁদ নবাগত শিষ্যদিগকে মন্ত্রদান করিয়া দশটি কর্ম করিতে নিষেধ করিতেন এবং কতকগুলি উপদেশ দিতেন। যথা—

পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা বা পরপীড়ন এই তিনটি কায়কর্ম; পরদ্রব্যহরণেচ্ছা, নরহত্যা-করণেচ্ছা এবং পরস্ত্রীগমনেচ্ছা এই তিনটি মনঃকর্ম, এবং মিথ্যাকথন, কটূকথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপ ভাষণ এই চারিটি বাক্যকর্ম, এই সমুদায়ে দশটি কর্ম নিষিদ্ধ।

উপদেশ—(১) একমাত্র পরম চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভজনা করিবে। কদাচ অন্য দেবতাদিগের নিন্দা করিবে না।

(২) মন্ত্রদাতা গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান করিবে না এবং তাঁহাকে প্রত্যহ মানসে ও প্রত্যক্ষে প্রদক্ষিণ করিবে।

(৩) নিয়ত আত্মোন্নতির অদ্বিতীয় উপায়স্বরূপ হরিনাম উচ্চারণ করিবে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করিবে।

(৪) সর্বস্থানে ও সকল সময়ে সৎকথা ও বৈষ্ণবধর্মের আলোচনা করিবে।

(৫) কায়মনোবাক্যে আতিথ্য করিবে।

(৬) প্রাতঃ ও সায়ং সময়ে ধৌত বস্ত্র ধারণ করিবে।

(৭) ভোজনের পূর্বে তুলসীতলস্থ মৃত্তিকা খাইয়া দেহ শুদ্ধ করিবে।

(৮) সকল জাতির অন্ন খাইবে, কিন্তু কখনও আমিষান্ন খাইবে না।

(৯) এই সম্প্রদায়সম্বন্ধীয় কোন কথা কাহাকেও বলিবে না।

(১০) সর্বদা সত্যাচরণ করিবে এবং গুরু সত্য ও বিপদ্ মিথ্যা এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিবে।

এ সম্প্রদায়ী গুরুদিগের নাম মহাশয়, শিষ্যের নাম বরাতি। ইঁহারা শিষ্যকে প্রথমে "গুরু সত্য" এই মন্ত্র এবং পরে "কর্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার সুখে চলি-ফিরি, তিলার্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু!" এই মন্ত্র প্রদান করেন।

এই সম্প্রদায়ীরা প্রতি বর্ষে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ঘোষপাড়ায় একটি উৎসব করিয়া থাকেন।

আউলচাঁদ ১৬৯১ শকের বৈশাখ মাসে সায়ংসময়ে বোয়ালিয়া গ্রামে গতাসু হন। প্রবাদ আছে যে, বোয়ালিয়া হইতে কৃষ্ণদাসের আসন্ন মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া আউলচাঁদ তথায় গমন করেন এবং শিষ্যদিগকে বলিয়া যান যে, আমিও আর বেশী দিন বাঁচিব না, এমন কি বোয়ালিয়া হইতে আর আমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে না। প্রকৃতপক্ষেও তাহাই ঘটিয়াছিল। আউলচাঁদ বোয়ালিয়ায় গমন করিয়াই জ্বরাক্রান্ত হইলেন এবং কয়েক দিবস পরে তাঁহার অন্তিম শয্যা প্রস্তুত হইল, তিনি হরিনাম শুনিতে শুনিতে এবং কিয়ৎক্ষণ অস্পষ্টভাবে হরিনাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। আউলচাঁদ যথার্থ ভক্ত ছিলেন।

আউলানো—আলুলায়িত করা, বিশৃঙ্খল করা; বন্ধনমুক্ত করা, খুলিয়া ফেলা; বিকল বা বিহ্বল হওয়া বা করা। বাংপ্র। ক্রি।

আউলিয়া—১। আউল সম্প্রদায়ভুক্ত; উচ্ছৃঙ্খল; বাতুল; অল্পবুদ্ধি; বিকৃতমস্তিষ্ক। বিণ। ২। দেববিগ্রহের সেবক। বাংপ্র। বি।

আউলিয়া মনোহর দাস—বিখ্যাত পদকর্তা। ইঁহার বিরাট সংগ্রহ-গ্রন্থ "পদসমুদ্রে" দেড় হাজার পদ আছে। ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। "দিনমণি চন্দ্রোদয়" নামে তাঁহার রচিত একখানি গ্রন্থ আছে। তিনি বিষ্ণুপুররাজ বিষ্ণুভক্ত খাঁর হাম্বিরের গ্রন্থশালাধ্যক্ষ ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর হুগলী জেলার বদনগঞ্জ-নামক স্থানে আসিয়া "পাট" স্থাপন করেন, ও সমাধিলাভ করেন। এখানে প্রতিবৎসর মকর সংক্রান্তিতে একটি মেলা বসে। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী গ্রামে তিনি কিছুদিন বাস করায় সেখানেও তাঁহার স্মরণার্থ রামনবমী তিথিতে একটি মেলা হয়। ইনি অন্যতম পদকর্তা ও বন্ধু জ্ঞানদাসের সহিত খেতুরীর মহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ইনি সখীভাবে সালংকারা সখীর বেশে সাধন করিতেন।

আউলী—১। শৃঙ্খলাশূন্য; অস্থির, ব্যাকুল। বিণ। ২। বিশৃঙ্খলা। বাংপ্র। বি।

আউশ-বর্ষাকালজাত ধান্য। 'আশু' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ বা বি।

আও-আইস বা এস, আগমন কর। হিন্দী। ক্রি।

আওজানো—'আউজানো' দ্রঃ।

আওটানো—'আউটানো' দ্রঃ।

আওড়—স্রোতের জল যেখানে পাক খাইয়া বিপরীতমুখে প্রবাহিত হয়, আবর্ত। বাংপ্র। বি।

আওড়ানো আবৃত্তি করা, তোতা পাখির মত মুখস্থ বলিয়া যাওয়া বা মুখস্থ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ বলা বা পাঠ করা। বাংপ্র। ক্রি।

আওত এস ("আওত গোপত বেশ উতারিয়া"—মাধবদাস); আসিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

আওতা—১। ছায়াহীন। বিণ। ২। ছায়া, অনাতপ। বাংপ্র। বি।

আওভাও—অভ্যর্থনা, সাদরে গ্রহণ। গ্রাম্য। বি।

আওয়া-নাসা, নাকের ভিতরকার ব্রণ বা ফুস্কুড়ি। বাংপ্র। বি।

আওয়াজ—শব্দ, রব। ফা। বি।

আওয়াজি—দেওয়ালের উপরিভাগে ক্ষুদ্র বাতায়ন বা গবাক্ষ। বাংপ্র। বি।

আওয়াস—বাসস্থান, বাসগৃহ; সৌধ, অট্টালিকা; প্রাসাদ। বাংপ্র। বি।

আওরঙ্গজেব—দিল্লীর মোগল সম্রাট্ শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র, এবং জাহাঙ্গীরের পৌত্র ও আকবরের প্রপৌত্র। ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। শাহজাহানের চারি পুত্র,—সর্বজ্যেষ্ঠ দারা পিতার নিকটে থাকিয়া রাজ্যশাসন বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয় শাহ-শুজা। শাহজাহান তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া দিয়াছিলেন। তৃতীয় পুত্র

আওরঙ্গজেবকে তিনি দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুবাদার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। চতুর্থ মুরাদ গুজরাটের সুবাদারি করিতেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে শাহজাহান অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। পীড়ার সংবাদ পাইবামাত্র আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইবার অভিসন্ধিতে আগ্রার দিকে ছুটিলেন। তিনি মুরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় অলস ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ, বিশেষতঃ দারা তো বিধর্মী। তাঁহাদের কেহ সম্রাট্ হন, ইহা আওরঙ্গজেবের ইচ্ছা নহে। আবার আওরঙ্গজেবের নিজেরও রাজ্যলোভ নাই। অতএব মুরাদকে সম্রাট্ করাই তাঁহার ইচ্ছা। সরলবিশ্বাসী মুরাদ ইহাতে ভুলিয়া গেলেন। তখন উভয়ের মিলিত সৈন্য রাজধানীর দিকে ধাবিত হইল। এদিকে শাহশুজা তৎপূর্বেই বাঙ্গালা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। পরন্তু দারার পক্ষীয় রাজপুতদিগের হস্তে তিনি পরাজিত হন। মালবাধিপতি যশোবন্ত সিংহ দারার পক্ষাবলম্বী হইয়া মুরাদ ও আওরঙ্গজেবের সৈন্যদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু উজ্জয়িনীর নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় রাজধানীতে পলায়ন করেন (এপ্রিল, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। ইতোমধ্যে শাহজাহান আরোগ্যলাভ করিয়া পুত্রদিগের মধ্যে গৃহ-বিবাদ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য নিষ্ফল চেষ্টা করিলেন। আওরঙ্গজেব ক্রমশঃ অগ্রসর হইলে আগ্রার নিকট দারার সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। দারা পরাজিত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করিলেন (জুন, ১৬৫৮ খ্রীঃ)। অতঃপর আওরঙ্গজেব আগ্রা অধিকার করিয়া শাহজাহানকে বন্দী করিলেন, এবং মুরাদকে কপটভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করিলেন। এ রূপে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আওরঙ্গজেব ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আলমগির উপাধি গ্রহণ পূর্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। পশ্চিমে দারা ও পূর্বে শুজা যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন। আওরঙ্গজেব অচিরাৎ স্বীয় প্রিয়সখা মীর-জুম্‌লাকে শুজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন, এবং বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া নিজেও তাঁহার অনুগামী হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রামের পর শুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় পলায়ন করেন (জানুয়ারি, ১৬৫৯ খ্রীঃ)। ওদিকে দারা দিল্লীতে তিষ্ঠিতে না পারিয়া লাহোরে পলায়ন করেন; পরে লাহোর হইতে মুলতানে, মুলতান হইতে বক্করে, এবং বক্কর হইতে গুজরাটে পলাইয়া যান। পরন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহার অনুসরণ করিয়া জয়পুরের নিকট তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া পলায়নপর হইতে বাধ্য করেন। অতঃপর এক ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া দারাকে আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পণ করিলে তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। আওরঙ্গজেবের আদেশে মুরাদ ইতঃপূর্বেই নিহত হইয়াছিলেন। এইরূপে আওরঙ্গজেব আপনার রাজ্য নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে প্রাতঃস্মরণীয় বীরপুরুষ শিবাজী প্রবল হইয়া উঠেন। তিনি প্রথমতঃ বিজাপুর রাজ্যে ও তৎপরে মোগল অধিকারে প্রবেশ করিয়া উপদ্রব করিতে আরম্ভ করেন। সম্রাট্ শিবাজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া পরাস্ত হন, এবং শিবাজীকে কোনও কোনও সুবার চৌথ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ও তাঁহার পুত্রকে পঞ্চসহস্রসংখ্যক সৈন্যের অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির উপর নির্ভর করিয়া শিবাজী সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লী গমন করেন। দরবারে উপস্থিত হইলে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের সহিত বসিবার আসন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। ইহাতে শিবাজী অপমানিত বোধ করিয়া সক্রোধে দরবার ত্যাগ করেন। আওরঙ্গজেব কিন্তু তাঁহাকে নজরবন্দীতে রাখেন এবং গুপ্তঘাতক দ্বারা তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিতে থাকেন। শিবাজী সমস্তই বুঝিতে পারিলেন। অতঃপর তিনি কৌশলে দিল্লী হইতে বহির্গত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বৎসর পরে আপনার রাজধানী রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের এইরূপ আচরণে শিবাজী মোগল-সাম্রাজ্য ধ্বংসের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। [এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ শিবাজীর জীবনচরিতে দ্রঃ]।

আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান সম্রাটেরা হিন্দু প্রজাদিগের উপর জিজিয়া নামক কর স্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমান প্রজাদিগকে এই কর দিতে হইত না। মহামতি আকবর এই পক্ষপাতমূলক কর উঠাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাহা পুনঃ প্রবর্তিত করিয়া হিন্দুদিগের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। সম্রাটের রাজপুত সেনাপতিরা এই করের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়া ফল না পাওয়াতে বিদ্রোহী হন। বিশেষতঃ সম্রাট্ যশোবন্ত সিংহের পরিবারবর্গের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করাতে বিদ্রোহবহ্নি অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। পরন্তু আওরঙ্গজেবের কার্যতৎপরতায় বিদ্রোহ শীঘ্রই উপশমিত হয়। রাজপুতদিগের মধ্যে উদয়পুরের রানা রাজসিংহই অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করেন। সম্রাট্ তাঁহার সহিত সন্ধি স্থাপন করিতে বাধ্য হন।

এই সময়ে আর একটি ঘটনায় আওরঙ্গজেবকে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। দিল্লীর সমীপবর্তী কোনও স্থানে সত্নরামী নামে একটি সাধু হিন্দুসম্প্রদায় বাস করিতেন। তাঁহাদিগের সহিত সম্রাটের জনৈক পদাতির বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ক্রমে তাহা তুমুল যুদ্ধে পরিণত হয়। অবশেষে সত্নরামী সম্প্রদায় পরাজিত হন (১৬৭৬ খ্রীঃ)।

অতঃপর বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা নামক দুইটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য ধ্বংস করিয়া আওরঙ্গজেব আপনার সেনাপতিগণকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্যগুলি জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। মারাঠীরা তাহাদিগের গিরিদুর্গের পশ্চাতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইবার ভাগ্যলক্ষ্মী সম্রাটের প্রতি প্রসন্না হইলেন। শম্ভুজি কঙ্কনপ্রদেশে সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে আমোদ-প্রমোদ করিতেছেন এই সংবাদ পাইয়া সম্রাটের জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, এবং বন্দী করিয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত করিলেন। সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করিতে বলায় শম্ভুজি আওরঙ্গজেবের প্রতি এরূপ অপমানজনক পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন যে সম্রাট্ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার জিহ্বা ছেদন ও চক্ষু উৎপাটন করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন (১৬৮৯ খ্রীঃ)। পরন্তু আওরঙ্গজেব কিছুতেই মারাঠীদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারিলেন না। উহারা ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের যাবতীয় সুবা লুণ্ঠন করিয়া প্রথমে মালব ও তৎপরে গুজরাট আক্রমণ করিল। এদিকে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে সম্রাটের কোষাগার অর্থশূন্য হইয়া পড়ায় মোগলেরা আর যুদ্ধ চালাইতে পারিতেছিল না। কাজেই মারাঠীরা একে একে আপনাদের গিরিদুর্গগুলি পুনরধিকার করিয়া লইল। সম্রাট্ হতাশমনে আহমদনগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া আশ্রয় লইলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আহমদনগরে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেব একদিকে যেমন মোগল-সাম্রাজ্যের গৌরব সর্বোচ্চ সীমায় উন্নীত

করিয়াছিলেন, অন্য দিকে আবার তিনি [illegible] ধ্বংসের বীজও বপন করিয়াছিলেন। তিনি ধার্মিক সাজিয়া মুসলমান প্রজাবর্গের প্রিয় হইবার নিমিত্ত হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতেন। এইরূপে তিনি হিন্দু-মুসল[illegible] সম্রাজ্যের মূলভিত্তি শিথিল করিয়া ফেলেন। যে রাজপুতের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া আকবর ভারতের অধিকাংশ স্থলকে আপনার পদানত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব সেই রাজপুতদিগকে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে সমদর্শিতাগুণে আকবর তাঁহার হিন্দু প্রজাবর্গের নিকট 'দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা' বলিয়া পূজিত হইয়াছিলেন, আওরঙ্গজেব আপনার অসমদর্শিতা দোষে সেই হিন্দু প্রজাদিগের নিরতিশয় ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না, এমন কি আপনার পুত্রদিগকেও তিনি অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতেন। আওরঙ্গজেবের মনে সর্বদা ভয় ছিল যে, তিনি স্বীয় পিতা শাহজাহানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সুযোগ পাইলে তাঁহার পুত্রেরাও তাঁহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে পারে। অন্যান্য মুসলমান সম্রাট্‌দিগের ন্যায় তিনি অলস, বিলাসী বা অমিতব্যয়ী ছিলেন না। অবসর সময়ে তিনি একপ্রকার টুপি প্রস্তুত করিতেন। কথিত আছে যে, সেই টুপি বিক্রয় করিয়া তাঁহার সমাধির ব্যয় নির্বাহ করা হইয়াছিল। আওরঙ্গজেব বিদ্যা শিক্ষায় কখনও আলস্য করেন নাই। তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন।

আওরৎ—'আউরৎ' দ্রঃ।

আওরানো—টাটানো, ফুলিয়া যন্ত্রণাপ্রদ হওয়া। গ্রাম্য। ক্রি।

আওলা—বন, জঙ্গল। বৈদেশিক। বি।

আওলাত, আওলাদ—১। উচ্চতর ভূস্বামীর অধীন জমা; স্থাবর ও অস্থাবর [illegible] বাগান, বাগিচা; ফলকর [illegible] বংশধর, সন্তান। বি। ২। অধীন; অন্তর্ভুক্ত। আ-মূ। বিণ।

[illegible]ওসানো—কিয়দংশে শুকাইয়া দেওয়া বা যাওয়া; ভেজানো। গ্রাম্য। ক্রি।

আং, আঙ্গ—গাত্র, শরীর। 'অঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আংটা, আঙটা—অঙ্গুরীয়, বলয়াকার ধাতু দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

আংটি, আংটী—[illegible] আংটা, অঙ্গুরী। বাংপ্র। বি।

আংরা, আঙরা—কয়লা, অঙ্গার। 'অঙ্গার' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আংরাখা, আঙরাখা—পিরান, চাপ-[illegible] কানের [illegible] ছোট জামা, বাংপ্র। বি।

আংশিক—অংশ-সম্বন্ধীয় [illegible] একদেশ-সম্বন্ধীয়; কতক। অংশ শব্দ+ ষ্ণিক। বিণ।

আঃ (আস্)—ক্রোধ; বিরক্তি; ক্লেশ; স্মরণ; তর্জন; স্পর্ধা। অ। **আঃ মলো** বিরক্তি রোষ ভর্ৎসনা ইঃ সূচক শব্দ।

আঁইশ—শল্ক; আঁশ; বৃক্ষের ফল-পত্র-বল্কলাদির সূক্ষ্ম সূত্রবৎ অংশ। বাংপ্র। বি।

আঁক—চিহ্ন, দাগ; অঙ্ক; সংখ্যাস্থাপন। 'অঙ্ক' শব্দের অপভ্রংশ। বি। **আঁক কষা**—অঙ্ক কষা। **আঁক কাটা**—দাগ দেওয়া।

আঁকড়ষী—আঁকশি, লগি বা লগা। 'আকর্ষী' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঁকড়া—যে বলয়াকার বস্তু দ্বারা কোন দ্রব্য ধরা যায় বা ঝুলাইয়া রাখা যায়, অঙ্কুশ; কড়া, আংটা; বাঙ্গালা 'ক' অক্ষরের মস্তকস্থ বক্রাকার চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

আঁকড়ানো—জড়াইয়া বা জাপটাইয়া ধরা, বেষ্টন করা; জাপটাজাপটি করা। বাংপ্র। ক্রি।

আঁকড়ি—ছোট আঁকড়া; অঙ্কুশাকার চিহ্ন; আঁকশি। বাংপ্র। বি।

আঁকশলা, আঁকশলি, -শলী, আঁকললি, -ললী—যে দণ্ড ঢেঁকি ভেদ করিয়া উভয় পার্শ্বে পোয়ার উপর থাকে। গ্রাম্য। বি।

আঁকশি, আঁকুশি—যে বক্রাগ্র দীর্ঘ দণ্ড দ্বারা কোন বস্তু উচ্চ হইতে পাড়া যায়; লগা বা লগি; অঙ্কুশ, ডাঙ্গস। বাংপ্র। বি।

আঁকা—অঙ্কিত করা; রেখাদি টানা; অগ্নির উত্তাপে ধরিয়া বা ছুঁইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আঁকাজোঁকা—১। চিত্রবিচিত্রকরণ; ছবি আঁকা। বি। ২। চিত্রিত; চিহ্নিত। বাংপ্র। বিণ।

আঁকাড়, আঁকাড়ি—যে পরিমাণ দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরা যায়; রাশি; বেষ্টন, জড়াইয়া ধরা। প্রাদেশিক। বি।

আঁকানো—অঙ্কিত করান; অগ্নির উত্তাপে ধরাইয়া বা ছুঁয়াইয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি।

আঁকা-বাঁকা—(দীর্ঘ বস্তু) একাধি[illegible] বক্র; কিরানো-ঘুরানো, টেরা-বাঁকা[illegible] বাংপ্র। বিণ।

আঁকুড়ি—আঁকড়ি বা আঁকড়া [illegible]

আঁকুপাঁকু, আঁকুবাঁকু—ব্যাকুল বা ব্যাকুলতা; ব্যস্ত বা ব্যস্ততা, অস্থির[illegible] অস্থিরতা। বাংপ্র। বিণ বা বি।

আঁকুর—অঙ্কুর, কলা, [illegible], প্রথম বিকাশ। বাংপ্র। বি।

আঁকুশি—'আঁকশি' দ্রঃ।

আঁখ—আঁখি, চক্ষু। অক্ষিশব্দজ। বি।

আঁখর—অ আ ক খ ইত্যাদি বর্ণ; গানে প্রযুক্ত অলংকারস্বরূপ কথা। 'অক্ষর' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঁখি—অক্ষি, চক্ষু। সংস্কৃত অক্ষি শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঁখি-আড়—অদৃশ্য, চোখের আড়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আঁখিঠার—নেত্রদ্বারা ইঙ্গিত; চক্ষুর ইশারা; অপাঙ্গ দৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

আঁচ—অগ্নির তাপ, উষ্ণতা, উত্তাপ; তাপ; অনুমান, আন্দাজ; ইঙ্গিত, আভাস। বাংপ্র। বি।

আঁচড়—রেখাকার চিহ্ন; দাগ; নখাঘাত, ছড়; হিজিবিজি বা তাড়াতাড়ি [illegible]। বাংপ্র। বি। **আঁচড় কাটা, দেওয়া**—রেখাপাত করা; খারাপ অক্ষরে লেখা; তাড়াতাড়ি লেখা; আঁচড়ানো।

আঁচড়া—ভূমিকর্ষণের নিমিত্ত একপ্রকার বহু-দীর্ঘ-দন্ত-বিশিষ্ট যন্ত্র; বিদা বা বিদে। প্রাদেশিক। বি।

আঁচড়াকুড়—আঁস্তাকুড়, আবর্জনাস্তূপ; জঞ্জাল ফেলিবার স্থল। প্রাদে[illegible]। বি।

আঁচড়ানো—আঁচড় পাড়া, দাগ [illegible]; নখাঘাত করা, ছড়িয়া দেওয়া; জমির উপর দিয়া আঁচড়া চালানো; কেশ-সংস্কার করা। বাংপ্র। ক্রি।

আঁচর, আঁচোর—বস্ত্রপ্রান্ত, আঁচল। অঞ্চল শব্দের অপভ্রংশ। গ্রা কপ্র। বি।

আঁচল—বস্ত্রপ্রান্ত। অঞ্চল শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঁচলা—আঁচল, অঞ্চল; ফুল-তোলা বা নকশা-করা বস্ত্রপ্রান্ত; দেবপ্রতিমার রাংতার ঐরূপ সাজ। বাংপ্র। বি।

আঁচা—সামান্য পুড়িয়া যাওয়া, ধরিয়া বা ছুঁইয়া যাওয়া; অনুমান করা বা আন্দাজ করা। বাংপ্র। ক্রি।

আঁচা-আঁচি—পরস্পর অনুমান বা আন্দাজ করণ; পরস্পর বোঝাবুঝি[illegible]। বাংপ্র। বি।

আঁচানো—ধরাইয়া বা ছুয়াইয়া ফেলা; খাওয়ার পর মুখ হাত ধোয়া। বাংপ্র। ক্রি।

[illegible]—শরীরস্থ স্থায়ী ক্ষুদ্র ব্রণ বিঃ; ক্ষুদ্র বা খণ্ড প্রাচীর [illegible]। প্রাদেশিক। বি।

হুমায়ুন কোন সামরিক কার্যোপলক্ষে অমরকোট হইতে একদিনের পথ দূরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন। এই সুসংবাদ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, তখন তাঁহার এমনই দুরবস্থা যে, তাঁহার বন্ধুবর্গকে প্রীতি-উপহার দেন, এরূপ সংগতি তাঁহার ছিল না। তাঁহার নিকট কেবল এক কৌটা কস্তুরী মাত্র ছিল। তিনি কৌটা খুলিয়া তাহা হইতে মৃগনাভি লইয়া উপস্থিত প্রিয়জনগণকে বিতরণ করিলেন এবং বলিলেন—"এই কস্তুরীর সৌরভের ন্যায় আমার নবকুমারের যশঃসৌরভ যেন দিগন্তব্যাপী হয়।" হুমায়ুনের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল।

অত্যল্পকাল পরেই হুমায়ুনকে অমরকোট ত্যাগ করিয়া পারস্যাভিমুখে পলায়ন করিতে হয়। যাইবার সময়ে হুমায়ুন সমাতৃক আকবরকে হীরাটের শাসনকর্তা নিজ অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিন্দালের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া যান। চারি বৎসরকাল আকবর এই পিতৃব্যের আশ্রয়ে ছিলেন। পরে পারস্যরাজের সহায়তায় হুমায়ুন কান্দাহার জয় করিলে, আকবর পিতার নিকটে প্রেরিত হন। অতঃপর কাবুলের অধিকার লইয়া হুমায়ুনের অন্যতম ভ্রাতা কামরানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, আকবর দুইবার কামরানের হাতে পড়েন, এবং দুইবারই আসন্ন-মৃত্যুর হস্ত হইতে ভাগ্যক্রমে পরিত্রাণ লাভ করেন। অবশেষে ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন কামরানের চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া কাবুলে নিশ্চিন্তভাবে বসেন। এই সময় হইতে আকবর পিতার নিকট থাকিয়া রাজকার্যে তাঁহার সহায়তা ও নিজে ঐ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। গজনী অবরোধকালে এই শিশু রাজকুমার পিতার পার্শ্বে থাকিয়া বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করেন।

এদিকে শের শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সলিম ও সলিম লোকান্তরিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা মবারজ, আদিলি নাম ধারণ করিয়া ক্রমান্বয়ে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। আদিলি, হিমু নামে এক হিন্দু [illegible] হস্তে সমস্ত রাজকার্যের ভার অর্পণ করেন। আদিলি ও হিমু যখন [illegible] ব্যাপৃত ছিলেন, তখন ইব্রাহিম সূর নামে আদিলির [illegible] আগ্রা ও দিল্লী, এবং সিকন্দর সূর [illegible] প্রদেশ অধিকার করেন। এইরূপ গৃহবিবাদের সুযোগ আক্রমণ করিয়া সিকন্দর, সূরের প্রতিনিধিকে তথা হইতে দূর করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিলেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। পরন্তু ইহার পর বৎসরই তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, শিশু আকবর চতুর্দশবর্ষ বয়সে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হিমু হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া ৩০ সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি অনায়াসে আগ্রা অধিকার করিলেন, এবং হুমায়ুনের সৈন্যদিগকে দিল্লী হইতে দূর করিয়া স্বয়ং মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য নাম ধারণ করিলেন। এই সময়ে আকবর পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিমু কালবিলম্ব না করিয়া পঞ্জাব অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে আকবরের বয়ঃক্রম চতুর্দশ বৎসর মাত্র। আকবরের পারিষদবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে কাবুলে পলায়ন করিতে পরামর্শ দিল। একমাত্র আকবর এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও অভিভাবক বৈরাম খাঁ এরূপ ঘৃণিত কার্যে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া সুপ্রসিদ্ধ পাণিপথক্ষেত্রে নির্ভয়ে হিমুকে আক্রমণ করিলেন। হিমু অসাধারণ বীরত্ব ও রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পাঠান সৈন্যগণের হঠকারিতায় তিনি পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)। ইতিহাসে ইহাই দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ। হিমুকে আকবরের সমক্ষে উপস্থিত করা হইলে বৈরাম খাঁ আকবরের হস্তে একখানি নিষ্কোষিত তরবারি প্রদান করিয়া "কাফেরের" মস্তকচ্ছেদন করিতে বলিলেন। পরন্তু আকবর বৈরামের ন্যায় নিষ্ঠুর ছিলেন না। তিনি তরবারি দ্বারা হিমুর মস্তকমাত্র স্পর্শ করিলেন। ইহা দেখিয়া বৈরাম এক আঘাতে হিমুর মস্তক স্কন্ধ হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিলেন।

অতঃপর আকবর আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিলেন। মোগলসাম্রাজ্য এই সময়ে চারিদিকে বিষম বিপজ্জালে বেষ্টিত থাকিলেও, একমাত্র বৈরামের চেষ্টাতেই সাম্রাজ্য সুরক্ষিত ছিল। বৈরামের নানা গুণ থাকিলেও তাঁহার চরিত্রে আবার অনেক প্রকারের দোষও ছিল। তিনি অত্যন্ত গর্বিত ও নিষ্ঠুরস্বভাব ছিলেন। [illegible] তাঁহার [illegible] হিমু [illegible] দিল্লী [illegible] তারদি বেগ খাঁ নামক এক ব্যক্তি [illegible] গতি ছিলেন। তিনি হিমুর হস্তে দিল্লী সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই অপরাধে বৈরাম বিনা বিচারে তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। এইভাবে তিনি আরও অনেক প্রধান প্রধান ওমরাহের প্রাণবধ করেন। ক্রমশঃ তরুণ আকবর ইহাতে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া এইরূপ নৃশংস অভিভাবকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় দেখিতে লাগিলেন। স্বীয় জননীর পীড়া উপলক্ষে আকবর বৈরামের শিবির পরিত্যাগপূর্বক পীড়িতা জননীকে দেখিতে যাইতেছেন বলিয়া দিল্লী যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন (১৫৬০ খ্রীঃ)। বৈরাম বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইলেন। আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া মক্কা যাইবার অনুমতি দিলেন, পরন্তু গুজরাটে উপস্থিত হইলে বৈরামের এক পূর্বশত্রু তাঁহার প্রাণবধ করে। ১৫৬০ হইতে ১৫৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সাত বৎসরকাল আকবরকে আপনার অনুচরবর্গের বিদ্রোহদমনেই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপে ২৫ বৎসর বয়সে আকবর আপনার বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপন করিয়া রাজ্যবিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি ইতঃপূর্বেই রাজপুতদিগের বলবিক্রমের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলেন। এজন্য তিনি তাঁহাদিগের সহিত নানাপ্রকারে মৈত্রী স্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধেও আবদ্ধ হইলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম (জাহাঙ্গীর) যোধপুরের রাজপুত-কন্যার গর্ভজাত। তিনি জয়পুর-রাজ বিহারী মল্লকে উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিহারী মল্লের পুত্র ভগবান্ দাস পঞ্জাবের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন, এবং ভগবান্ দাসের পুত্র মানসিংহ প্রধান সেনাপতিরূপে বৃত হইলেন। মাড়ওয়ারের রাজা কিছুদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে তিনিও সন্ধি স্থাপনপূর্বক মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। কেবল চিতোরের রাণা উদয়সিংহই আকবরের বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনের প্রস্তাব ঘৃণাসহকারে প্রত্যাখ্যান করেন। আকবর ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া চিতোর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন (১৫৬৮ খ্রীঃ)। পরন্তু ইহার আট বৎসর পরে উদয়সিংহের পুত্র প্রতাপসিংহ [illegible] রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন [illegible] রাজপুতানার মধ্যে [illegible] মিবারপতিদিগের অধীনতা স্বীকার

করেন, আই বা তাঁহাদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রেও আবদ্ধ হন নাই। আকবরের সুদক্ষ রাজস্ব-সচিব তোডরমল্ল হিন্দু ছিলেন। আরও অনেকানেক হিন্দু উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আকবরের ৪১৫ জন মনসবদারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন।

বাঙ্গালার মুসলমানগণ আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলে, আকবর বাঙ্গালায় হিন্দু সুবাদার নিযুক্ত করিয়া বঙ্গরাজ্য স্থায়িরূপে আপনার সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। প্রথমে মানসিংহ ও তাহার পরে তোডরমল্ল অনেক দিন বাঙ্গালা শাসন করিয়াছিলেন।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীর ও সিন্ধু জয় করিয়া এবং ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহার পুনরধিকার করিয়া, দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর জয় করিবার জন্য আকবর আপনার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ ও বৈরাম খাঁর পুত্র মির্জা খাঁকে প্রেরণ করেন। ইহারা আহম্মদনগরে উপস্থিত হইবার পূর্বেই আহম্মদনগরের সুলতানের তনয়া ইতিহাসপ্রসিদ্ধা চাঁদবিবি ঐ নগর অধিকার করিয়া আপনার শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পরন্তু মোগলেরা আহম্মদনগর অবরোধ করিলে চাঁদবিবি তাঁহাদিগকে বেরার প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করেন। ইহার অল্পকাল পরেই চাঁদবিবি বিশ্বাসঘাতকের হস্তে নিহত হইলে, আহম্মদনগরে আবার অরাজকতা উপস্থিত হয়। এই সুযোগে মোগলেরা পুনরায় আহম্মদনগর আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করেন এবং শিশু রাজকুমারকে বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করেন। ইহার পর খান্দেশ জয় করিয়া আকবর আপনার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের নরপতিদ্বয় আকবরের সভায় দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন।

ইহার কিছুকাল পূর্বে আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র সলিম বিদ্রোহী হইবার উপক্রম করেন। সেই সময়ে আকবর সলিমকে আপনার ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়া এবং তাঁহাকে আজমীরের সুবাদারি পদ প্রদান করিয়া উদয়পুরের রাণার বিরুদ্ধে প্রেরিত সৈন্যদলের প্রধান অধিনায়ক করিয়া পাঠান। [illegible] পরে আকবর যখন দাক্ষিণাত্যের সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে সলিম পুনরায় বিদ্রোহী হইয়া রাজোপাধি গ্রহণপূর্বক বিহার, প্রয়াগ ও অযোধ্যা অধিকার করেন। আকবর তাঁহাকে [illegible] পত্র লিখিয়া এবং বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদারি পদ প্রদান করিয়া তাঁহাকে শান্ত করেন। অতঃপর সলিম আগ্রায় প্রত্যাগমন করিলে পিতা তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গনদানে বঞ্চিত করেন নাই। অমিতাচারে সলিমের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় আকবর প্রয়াগে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের দ্বিতীয় পুত্র মুরাদের এবং ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় পুত্র দানিয়ালের অতিরিক্ত পানদোষে মৃত্যু হয়। এই সমস্ত পুত্রশোকে আকবরের স্বাস্থ্যহানি হওয়ায় তিনি উৎকট রোগে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে একমাত্র সলিমই তখন জীবিত ছিলেন। সুতরাং আইনানুসারে সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য; কিন্তু তিনি পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহী হইয়া প্রজাদিগের বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন। সলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু মানসিংহের ভগিনীর গর্ভসম্ভূত এবং খাঁ আজিম নামে এক ওমরাহের জামাতা। এ কারণ অনেকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িলেন। গতিক দেখিয়া সলিম রাজপ্রাসাদে যাতায়াত রহিত করিয়া দিলেন। কিন্তু সলিমের তৃতীয় পুত্র খুরম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আকবর জীবিত থাকিতে তিনি পিতামহের রোগশয্যা পরিত্যাগ করিবেন না। আকবর এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া সলিমকে আপনার নিকট ডাকাইয়া আনাইয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিলেন, এবং প্রধান প্রধান ওমরাহগণের সহিত সলিমের পুনর্মিলন করাইয়া দিলেন। এইরূপে সমস্ত গোলযোগের নিষ্পত্তি করিয়া বিস্তীর্ণ মোগলসাম্রাজ্য সুদৃঢ় রাখিয়া অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করার পর আকবর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করিলেন।

আকবর মুসলমান সম্রাট্‌দিগের শিরোভূষণস্বরূপ। তিনি যেমন অমায়িক, প্রিয়ভাষী, দয়াশীল, সুধীর ও মিতাচারী ছিলেন, তেমনই কার্য্যদক্ষ, অধ্যবসায়শীল, এবং বিদ্যাবান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি সকল ধর্ম্মাবলম্বীর প্রতি সমদর্শী ছিলেন এবং হিন্দুদিগকে উচ্চ উচ্চ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের [illegible] আকর্ষণ করিয়াছিলেন। পরাজিত রাজগণকে নিঃস্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে তিনি করদ ও আশ্রিত মিত্ররাজরূপে স্ব স্ব রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতেন। তাঁহার পূর্ববর্ত্তী আফগান নরপতিগণ মুসলমান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপর জিজিয়া নামক যে পক্ষপাতমূলক কর স্থাপন করিয়াছিলেন, আকবর তাহা রহিত করেন, এবং তীর্থযাত্রিগণকে কর[illegible]নের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করেন। ফলতঃ আকবর সর্বপ্রকারেই আদর্শ নরপতি ছিলেন। এই জন্যই হিন্দুরা সমস্বরে "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" বলিয়া তাঁহার স্তব করিত। বলিতে কি, এ পর্য্যন্ত অন্য কোনও বৈদেশিক নরপতি আকবরের ন্যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাবর্গের ভক্তি শ্রদ্ধা সমভাবে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই।

আকবরী, আকব্বরী—আকবর বাদশাহের বা তাঁহার আমলের, আকবর প্রবর্তিত। আ-মু। বিণ।

আকম্প, আকম্পন—ঈষৎকম্প, সামান্য বিচলিত হওয়া, অল্প কাঁপা বা নড়া। প্রাদি বা নিত্য। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

আকম্পিত—ঈষৎ কম্পিত, সামান্য বিচলিত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ।

আকম্র—কম্পবিশিষ্ট, কম্পমান। আ—কম্প্ (কাঁপা)+র কর্ত্তৃ। বিণ।

আকর—১। খনি; উৎপত্তিস্থান; আদি, মূল; আধার, আস্পদ। আ—কৃ (করা)+ অল্ অধি। ২। সমূহ। আ—কৃ+ অল্ ভাব। বি; পু। ৩। শ্রেষ্ঠ, প্রধান। আ—কৃ+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

আকরজ, আকরজাত—খনিজ, আকরোৎপন্ন, আকরিক। আকরজ=উপতৎ; আকর—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। আকরজাত=আকর হইতে জাত, ৫তৎ। বিণ।

আকরিক—১। খনিজ, খনিজাত; খনিতে নিযুক্ত। আকর শব্দ+ফিক। বিণ। ২। খনিজ দ্রব্য; খনিখনক। [illegible]।

আকরীয়—আকর সম্বন্ধীয়, খনি-ঘটিত; আকরজাত, খনিজ। আকর শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

আকর্ণ—কর্ণ পর্য্যন্ত। অব্যয়ী। অ।

আকর্ণন—শ্রবণ। আ—কর্ণি (ভেদ করা, শ্রবণ করা)+অনট্ ভাব। সর্ব; ক্লী।

আকর্ণনীয়—শ্রবণীয়, শ্রবণ-যোগ্য, শ্রোতব্য। আ—কর্ণি+অনীয় কর্ম্ম। বিণ।

আকর্ণপূরিত—কর্ণ পর্য্যন্ত আকৃষ্ট, কর্ণ পর্য্যন্ত যাহাকে পূর্ণ করা বা আকর্ষণ করা [illegible] এমন [illegible]। বিণ।

[illegible] (-তৃ)—শ্রোতা, যে শোনে। আ—কর্ণি+তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—

আকর্ণ-বিস্তৃত—কর্ণ পর্যন্ত বিস্তৃত [illegible] কান পর্যন্ত টানা। বিণ।

আকর্ণ-সন্ধান—ধনুকের ছিলা কান পর্যন্ত টানিয়া লক্ষ্য করণ। বি; স্ত্রী।

আকর্ণিত—শ্রুত। আ—কর্ণি (ভেদ করা, শ্রবণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকর্ষ—১। আকর্ষণ; পাশাকড়ি। আ—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অল্ ভাব। ২। অক্ষ, পাশা; ইন্দ্রিয়। আ-কৃষ্+অল্ কর্ম। ৩। আঁকুশি; লতাতন্তু, প্রতান, tendril; চুম্বক পাথর। আ—কৃষ্+অল্ করণ। ৪। পাশফলক। আ—কৃষ্+অল্ অধি। বি; পু।

আকর্ষক—১। আকর্ষণকারী। আ—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আকর্ষিকা**। ২। চুম্বক পাথর। বি; পু।

আকর্ষণ—১। টানা, টানিয়া আনা বা লওয়া; জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে পরমাণুসকল পরস্পরকে স্ব স্ব অভিমুখে আনয়ন করিবার চেষ্টা করে সেই গুণ, attraction আ—কৃষ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। আকর্ষণকারী। আ—কৃষ্ অন কর্তৃ। বিণ।

আকর্ষণী—১। আঁকুশি। আ—কৃষ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। আকর্ষণ-কারিণী। আ—কৃষ্+অন কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

আকর্ষণীয়—আকর্ষণের যোগ্য; প্রীতিকর। আ—কৃষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আকর্ষিক—১। আকর্ষক। আ—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ইক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আকর্ষিকা**। ২। অয়স্কান্ত, চুম্বক লৌহ। বি; পু।

আকর্ষিণী—১। আকর্ষণকারিণী; স্ত্রীজন-মনাকর্ষণকারিণী। 'আকর্ষী' দ্রঃ। আকর্ষিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আঁকুশি। বি; স্ত্রী।

আকর্ষিত—আকর্ষণকারিত বা আকর্ষণ-প্রাপিত, (অন্যের দ্বারা) টানানো বা টানাইয়া করানো। আ—ণিজন্ত কৃষ্ (—কর্ষি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকর্ষী (-র্ষিন্)—আকর্ষণকারী। আ—কৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—[illegible]

আকলন—আকর্ষণ; অভিলাষ, আকাঙ্ক্ষা; বন্ধন; গণন; সংগ্রহ; অনুসন্ধান; বারণ। আ—কল্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আকলিত—আকৃষ্ট; অভিলষিত, আকাঙ্ক্ষিত; বদ্ধ; গণিত; সংগৃহীত; [illegible]; যাহা জানা আছে [illegible] আ—কল্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকল্প—১। ভূষণ, আভরণ; বেশ সজ্জা। আ—কৢপ্ (কল্পিত করা ইত্যাদি)+অল্ করণ। ২। কল্পনা; পরিকল্পিত ব নক্শা, ইং, design; [illegible]; ব্যাধি, পীড়া। আ—কৢপ্+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। কল্পান্ত পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ।

আকস্মিক—অহেতুক, অচিন্ত্যনিমিত্তক; কারণ জানা যায় না অথচ কোথা হইতে আবির্ভূত; অকস্মাদুৎপন্ন, সহসা উপস্থিত বা উদ্ভূত। অকস্মাৎ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আকস্মিকী**।

আকস্মিকতা—দৈবযোগ; অনিশ্চয়তা, chance. আকস্মিক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আকা, আখা—চুল্লী, চুলা, উনান। প্রাদে। বি।

আকাঁড়া—যাহা কাঁড়া হয় নাই এমন, অনিস্তুষীকৃত, অপরিষ্কৃত; আকোড়া; আস্ত, আদত, গোটা; অপরিমিত; রূঢ়; অন্তর্ভেদী। প্রাদেশিক। বিণ।

আকাঙ্ক্ষণীয়—বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয়; প্রার্থনীয়। আ—কাঙ্ক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ। বি, -**ণীয়তা**, -**ত্ব**।

আকাঙ্ক্ষা—অভিলাষ, বাঞ্ছা, ইচ্ছা; স্পৃহা; অনুসন্ধান, জিজ্ঞাসা; (ব্যাকরণে) বাক্যের অর্থগ্রহজন্য এক পদ শ্রবণের পরেই অন্য পদ শ্রবণের যে ইচ্ছা হয়; যথা,—"রাম বনে" বলিবামাত্র "গমন করিয়াছিলেন বা ঐরূপ কোন ক্রিয়া শ্রবণের ইচ্ছাকে আকাঙ্ক্ষা বলে। আ—কাঙ্ক্ষ্ (আকাঙ্ক্ষা করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

আকাঙ্ক্ষিত—বাঞ্ছিত, অভিলষিত, অভীষ্ট; প্রার্থিত, জিজ্ঞাসিত; আবশ্যক। আ—কাঙ্ক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকাঙ্ক্ষী (-ঙ্ক্ষিন্)—অভিলাষী, ইচ্ছু; প্রার্থী; জিজ্ঞাসু। আ—কাঙ্ক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আকাঙ্ক্ষিণী**

আকাট—১। জড়বৎ, নিশ্চল, আড়ষ্ট, অসাড়; নিরেট, নেহাত। বাংপ্র। অ। ২। নিরেট মূর্খ। বি।

আকাটা—১। যাহা কাটা নহে এমন, অকর্তিত। বাংপ্র। বিণ। ২। আকাঠা (তাহা দ্রঃ)। বি।

আকাঠা—হীন বা অকর্মণ্য কাঠ, যে কাঠে কোন ভাল কাজ হয় না; অন্তঃসারশূন্য কাঠ। বাংপ্র। বি।

আকামানো—যাহা কামানো হয় নাই, অ-পরিষ্কৃত, অমার্জিত; যাহার বিশ্রী (?) [illegible] তাহা হয় নাই এরূপ ('— [illegible]') [illegible]। বিণ।

আকার—[illegible] 'আ' এই বর্ণ মাত্র। আ+কার্য্যার্থে [illegible]। আকৃতি, মূর্তি; দেহ; গঠন। আ—কৃ (করা)+ঘঞ্ কর্ম। ৩। ইঙ্গিত, মনোভাব; শোকহর্ষাদি-সূচক মুখভঙ্গাদি চিহ্ন। আ—কৃ+ঘঞ্ করণ। ৪। আহ্বান। আ—ণিজন্ত কৃ বা কারি (করানো)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

আকারগুপ্তি—মুখবিকৃতি বা মনোগত ভাবের গোপন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আকার-গোপন—যাহাতে আকার (অর্থাৎ আকৃতি) দর্শন করিয়া অপরে মনোগত অভিসন্ধি বোধ করিতে সমর্থ না হয় এরূপ কার্য করা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আকারপ্রকার—আকৃতি ও প্রকৃতি; অঙ্গবৈলক্ষণ্য ও প্রকার; চেহারা ও ভাবভঙ্গী বা ধরন-ধারণ। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

আকারবান্ (-বৎ)—আকৃতিবিশিষ্ট, সাকার, মূর্তিমান্; সুগঠিত, সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সুন্দর। আকার শব্দ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**আকারবতী**।

আকারান্ত—শেষে আকারবিশিষ্ট, শেষে 'আ' আছে এরূপ ('—শব্দ')। আকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

আকারিত—আহূত; অনুষ্ঠিত, অনুজ্ঞাত; জিজ্ঞাসিত। আ—ণিজন্ত কৃ (=কারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকাল—দুঃসময়; দুর্ভিক্ষ। সংস্কৃত 'অকাল' শব্দ হইতে উৎপন্ন। বি।

আকালিক—অসময়োৎপন্ন, অকালে জাত বা উদ্ভূত; ক্ষণবিধ্বংসী, অচিরস্থায়ী। অকাল শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আকালিকী**। বি—**আকালিকতা**, -**ত্ব**।

আকালিক-প্রলয়—কপিলের শাপে অকালে (অর্থাৎ অসময়ে) জগতের ধ্বংস বিঃ। কর্মধা। বি; পু।

আকালী—শিখ সম্প্রদায় বিঃ, [illegible] মুখী। বি।

আকাশ—গগন, শূন্যদেশ, অন্তরীক্ষ, নভস্তল। আ—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। [আকাশ [illegible] ভূত; উহা হইতেই অন্যান্য ভূতসকল উৎপন্ন, অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, এবং জল হইতে ভূমি উৎপন্ন হয়]। **আকাশ হইতে পড়া**—আকস্মিক বিপদে চমকাইয়া ওঠা; হঠাৎ অত্যন্ত বিস্মিত হওয়া; অজ্ঞতার ভান করিয়া [illegible] ওঠা। **আকাশে তোলা**—অতিরিক্ত আশা দেওয়া; অতিরিক্ত প্রশংসা করা। [illegible] [illegible] citizen. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশকুসুম—শ-পুষ্প অলীক কল্পনা। অসম্ভব আশা। ষষ্ঠী। বি; স্ত্রী। [আকাশে কখনও ফুল জন্মে না, এ কারণে 'বন্ধ্যাপুত্র', 'কূর্মলোম' প্রভৃতির ন্যায় 'আকাশকুসুম'ও অলীক ও অবাস্তবিক। উন্মত্তাদির উক্তিতে এই সকল ব্যবহৃত হয়। চলিত কথায় যেমন হাতির শিং, ঘোড়ার ডিম, সাধুভাষায় তদ্রূপ আকাশকুসুম]।

আকাশগঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী; ছায়াপথ। আকাশস্থিতা গঙ্গা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

আকাশচর—১। গগনবিহারী, খেচর। উপতৎ; আকাশ—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—আকাশচরী। ২। পক্ষী প্রভৃ। বি; পু।

আকাশচিত্র—আকাশের চিত্র, আকাশের মানচিত্র; আকাশের কোথায় কোন্ গ্রহ উপগ্রহাদি আছে, তন্নিরূপক চিত্র। ষতৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশদীপ, আকাশপ্রদীপ—লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশে কার্তিক মাসে উঁচু বাঁশ প্রভৃতির উপর শূন্যদেশে যে প্রদীপ দেওয়া হয়। বি; পু।

আকাশদুহিতা (-দুহিতৃ)—প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশপট—১। আকাশচিত্র। ৬তৎ। ২। গগনরূপ পট, নভঃস্থল, শূন্যদেশ। রূপক। বি; পু।

আকাশপথ—গগনমার্গ, নভঃস্থল, শূন্যদেশ। কর্মধা। বি; পু।

আকাশ-পরমাণু, আকাশাণু—ব্যোম-পদার্থের অণু বা সূক্ষ্মতম কণিকা; অণু-সমষ্টি, ether atom, groups of atoms. ৬তৎ। বি; পু।

আকাশ-পাতাল—১। নভস্তল ও ভূতল। [illegible]। বি; স্ত্রী। নানারকম; এলোপাতাড়ি; খুব বেশী ('— প্রভেদ')। বাং। বিণ বা ক্রি-বিণ। **আকাশ-পাতাল ভাবা**-ব্যাকুলভাবে সম্ভব অসম্ভব নানারকম বিষয়ের চিন্তা করা।

আকাশপ্রদীপ—'আকাশদীপ' দ্রঃ।

আকাশপ্রান্ত—আকাশের শেষভাগ, যে স্থানে পৃথিবী ও আকাশ মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, চক্রবাল। ৬তৎ। বি; পু।

আ[illegible]—পরমাত্মা। মণ্ডপ। বি; পু।

আকাশবাণী—দৈববাণী, অশরীরী বাক্য। [illegible]তৎ বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশভরা [illegible], -ভাঙা—খুব [illegible] ('— বৃষ্টি'); ভীষণ ('— বিপদ'); [illegible]কারে ভাঙিত। বাংপ্র। বিণ।

আকাশভাষিত—আকাশবাণী, [illegible] (নাট্যোক্তিতে) কথিত বাক্য না শুনিয়াও 'কি বলিতেছ' ইত্যাদি উক্তি। আকাশে (শূন্যে) যে ভাষিত, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশমণ্ডল—গগনমণ্ডল; নভোমণ্ডল। আকাশই মণ্ডল, কর্মধা। বি; পু।

আকাশমুখী (-মুখিন্)—ঊর্ধ্বমুখ সন্ন্যাসী, যে-সকল সন্ন্যাসী সর্বদা আকাশের দিকে মুখ করিয়া থাকে। বি; পু।

আকাশযন্ত্র, -যান—ব্যোমযান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আকাশরক্ষী (-রক্ষিন্)—দুর্গের বহিঃ-প্রাচীরের উপরিস্থিত প্রহরী। ৬তৎ। বি; পু।

আকাশস্থ, -স্থিত—গগনে স্থিতিশীল, যাহা আকাশে থাকে বা আছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

আকাশস্ফটিক—করকা, শিল। আকাশ হইতে পতিত স্ফটিক, মধ্যপ। বি। পু।

আকিঞ্চন—১। নির্ধনতা, দারিদ্র্য, দৈন্য, দীনতা। অকিঞ্চন+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। ২। যত্ন, চেষ্টা, আগ্রহ; প্রার্থনা; অভীষ্ট দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

আকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। আ—কৃ (বিক্ষিপ্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকুঞ্চন—সংকোচন, কোঁকড়ানো; বক্রণ, বাঁকিয়া যাওয়া। আ—কুন্চ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আকুঞ্চনীয়—কুঞ্চনসাধ্য, যাহাকে কুঞ্চিত করিতে (কোঁকড়াইতে) পারা যায় এমন; কুঞ্চনশীল। আ—কুন্চ্+অনীয় কর্ম। বিণ। বি,-তা, -ত্ব।

আকুঞ্চিত—সংকুচিত; ঈষৎ বক্রীকৃত; সংকোচিত, নমিত। আ—কুন্চ্ (বক্র হওয়া)+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

আকুট, আকোট—অন্যায় আবদার, অসংগত জিদ, আখুটি। বাংপ্র। বি।

আকুড়া, আকুরা—আঁকড়া, বক্রাগ্র দণ্ডযন্ত্র (যেমন লাঙ্গল-দণ্ডের সহিত যুগ আবদ্ধ করিবার বক্রাগ্র দণ্ড); বঁড়শির ন্যায় বক্রমুখ অস্ত্র বিঃ। প্রাদেশিক। বি।

আকুত—আকূত (তাহা দ্রঃ)।

আকুতি—আশয়, ইচ্ছা, বাসনা। বি; স্ত্রী।

আকুমার—কিশোর কাল হইতে, কৌমার হইতে। ক্রি-বিণ।

আকুরা—'আকুড়া' দ্রঃ।

আকুল—১। ব্যাকুল, অস্থিরচিত্ত; ব্যগ্র; বিহ্বল; চকিত, ভীত; চলিত; সংকুল; সংকীর্ণ; পূর্ণ; সন্দিহান; অবহ [illegible]স্পষ্ট। আ-কুল্+ক [illegible] বিপর্যস্ত, বিক্ষিপ্ত। বিণ।

আকুলিত—ব্যাকুলিত, অস্থির; বিপর্যস্ত; বিক্ষিপ্ত; উদ্‌ভ্রান্ত; সঞ্চালিত, আলোড়িত। আ—কুল্+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

আকুলি-বিকুলি, আকুলি-ব্যাকুলি—১। অত্যন্ত আকুল বা ব্যাকুল, অস্থির। বাংপ্র। বিণ। ২। ব্যাকুলভাবে, ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া, তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। ৩। ব্যাকুলতা, ব্যস্ততা, ব্যগ্রতা, কাতরতা, বিহ্বলতা; অনুনয়-বিনয়, কাতরপ্রার্থনা। বাংপ্র। বি।

আকুলীকৃত—ব্যাকুলীকৃত, বিক্ষোভিত। আকুল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকুলীভূত—কাতরীভূত, উদ্‌ভ্রান্ত। আকুল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=আকুলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আকূত—মনোভাব; তাৎপর্য; ইচ্ছা, আশয়। আ—কূ+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

আকৃতি—অবয়বসংস্থান, আকার, মূর্তি; বপুঃ, শরীর; প্রকার; রূপ; দ্বাবিংশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। আ কৃ (করা)+ক্তি করণ বা অধি। বি; স্ত্রী।

আকৃতিগত—দৈহিক, আকারসম্বন্ধী বাহ্য। ২তৎ। বিণ।

আকৃষ্ট—যাহাকে আকর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ, টানা; বশীকৃত; গৃহীত; মুগ্ধ; প্রলোভিত। আ—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আকৃষ্টি—আকর্ষণ। আ—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আকৃষ্যমাণ—বলপূর্বক আনীয়মান, যাহাকে আকর্ষণ করা হইতেছে এমন; যাহা টানা হইতেছে এরূপ। আ—কৃষ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

আকেকর ঈষদ্-বক্রাক্ষ, কিঞ্চিৎ টেরা। আ (ঈষৎ) কেকর (টেরা) [illegible]। বিণ।

আক্কারা-আক্রা (তাহা দ্রঃ)।

আক্কুটে-হতভাগা, দীনহীন। বাংপ্র। বিণ। ['অকর্ম'। বি।

আক্কেল বুদ্ধি, বোধ, জ্ঞান। <আ

আক্কেল-গুড়ুম—১। হতবুদ্ধি, বিভ্রান্ত, বিহ্বল, স্তম্ভিত। বিণ। ২। বুদ্ধিভ্রংশ, বিভ্রান্তি। আ-মু। বি।

আক্কেলদাঁত—বুদ্ধিদন্ত, যে দাঁত সব শেষে উঠে, বুড়ী দাঁত, wisdom tooth. আ-মু। বি। [মু+ বিণ।

আক্কেলমন্দ—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্। আ-[illegible]

[illegible]

আক্কেল[illegible]—[illegible]

[illegible]

উপন্যাস, কল্পিত আখ্যায়িকা; আদি মহাকাব্যের (রামায়ণ-মহাভারতাদির) [illegible]। আ—খ্যা+অনট্ করণ, অধি। বি; স্ত্রী।

আখ্যান-বস্তু—গল্পাংশ, কাহিনীর বিষয়, story-element. তৎ। বি; স্ত্রী।

আখ্যাপত্র—পুস্তকের প্রথমে যে পৃষ্ঠায় পুস্তকের নাম, গ্রন্থকর্তার নাম প্রঃ থাকে, title page. আখ্যাসূচক পত্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

আখ্যায়ক—কথক, প্রচারক; প্রকাশক; বার্তাহর। আ—খ্যা (বলা)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**আখ্যায়িকা**।

আখ্যায়িকা—১। 'আখ্যায়ক' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। ইতিহাস বা উপন্যাস-বিষয়ক প্রবন্ধ বিঃ, বৃত্তান্ত, কথা। বি; স্ত্রী।

আখ্যায়ী (-য়িন্)—কথক, বক্তা। আ—খ্যা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আখ্যায়িনী**।

আখ্যেয়, আখ্যাতব্য—কথনীয়, বক্তব্য; আখ্যাবিশিষ্ট। আ—খ্যা (বলা)+য, তব্য [illegible]। বিণ।

আগ—১। অগ্র, পূর্ব; আদি, প্রথম, চরম, উৎকৃষ্ট, অগ্রগামী; অগ্রবর্তী। বিণ। ২। অগ্রভাগ; শ্রেষ্ঠ অংশ; অগ্রবর্তিতা; স্ত্রীলোকদিগের এক প্রকার শুভাশুভ গণনা। বা; প্র। ৩। আগুন, অগ্নি। হিন্দী-মূ। বি। **আগ কাটা**—কাজের শুরুতেই বাধাত সৃষ্টি করা। **আগ বাড়ানো**—অগ্রসর হওয়া।

আগচ্ছমান—আসিতেছে এরূপ, আগমনশীল। আ—গম্+শান কর্তৃ। বিণ।

আগড়—প্রবেশদ্বারাদির অপসারণ-সাধ্য আটিক বা বেড়া, ঝাঁপ, টাটি। <অর্গল। বি।

আগড়-বাগড়, আগড়ম-বাগড়ম—এটা সেটা, কটকি-বাটকি, তুচ্ছ বা বাজে জিনিস; বিবিধ দ্রব্য; অনর্থক বাক্য, প্রলাপ। বাংপ্র। বি।

আগড়ম-বাগড়ম, আগডুম-বাগডুম—আগডোম-বাগডোম (তাহা দ্রঃ)।

আগড়া—তুষ-যুক্ত, শস্যহীন ধান; তুষ, [illegible]। প্রাদেশিক। বি।

আগডোম-বাগডোম—ঘোটক-সজ্জা, ঘোড়ার [illegible]; শিশু-ক্রীড়াবিশেষের অর্থহীন বাক্য। বাংপ্র। বি।

আগণ্য—যাহা গণ্য নহে এমন, অগণিত; গণ্য যায় না এরূপ, অগণ্য, অসংখ্য। বাংলা। বিণ।

আগত—১। আসিয়াছে এরূপ; আগত, উপস্থিত। আ—গম্ (গমন করা)+ক্ত [illegible]। ২। আগমন। আ—গম্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

আগতপ্রায়—প্রায় আগত, অল্প সময়ের মধ্যেই যে আগমন করিতেছে এমন, এলো-এলো। আগতের প্রায় (তুল্য), তৎ। বিণ।

আগতি—আগমন, আসা। আ—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আগদড়ি—ঘোড়ার সম্মুখের পায়ে বদ্ধ দড়ি। বাংপ্র। বি।

আগদানো—অগ্নিদগ্ধ লৌহাদি ধাতু পিটিয়া বাড়ানো বা জোড়া দেওয়া; পেটা, মারা, প্রহার করা। গ্রাম্য। ক্রি।

আগন্তু, আগন্তুক, আগান্তু—১। অতিথি, অভ্যাগত ব্যক্তি; নবাগত অপরিচিত ব্যক্তি; আতিথ্যাদি দ্বারা উপজীবী জন। আগন্তু ও আগান্তু—আ—গম্ (গমন করা)+তুন্ কর্তৃ। আগন্তুক—আগন্তু+কণ্ স্বার্থে। বি; পু। ২। আগমনশীল; বাহির হইতে আগত, অচিরস্থায়ী, নৈমিত্তিক। বিণ।

আগম—১। বেদাদিশাস্ত্র; তন্ত্রশাস্ত্র; শাস্ত্রজ্ঞান। [যাহা শিবমুখ হইতে নিঃসৃত, পার্বতী কর্তৃক আকর্ণিত, এবং বাসুদেবের অনুমোদিত, তাহাই আগম নামে কথিত হয়]। আ—গম্ (গমন করা)+অল্ করণ। বি; পু, স্বাক্রী। ২। লেখ্যাদি প্রমাণ। ৩। আগমন; উপদেশ; আশ্রয়; আরম্ভ, উপক্রম; প্রাপ্তি; উৎপত্তি। আ—গম্+অপ্ ভাব। ৪। (ব্যাকরণে) প্রকৃত্যাদির অনুপঘাতে উপস্থিত বর্ণ, প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের মধ্যে কাহারও বিনাশ না করিয়া তৎসমক্ষে বর্ণবিশেষের যে উপস্থিতি, তাহাকেই আগম কহে। আ—গম্+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৫। অগাধ, অথই, ডুবন ('— জল')। গ্রাম্য। বিণ।

আগমন—আসাত, উপস্থিতি, আসা; মৈথুন। আ—গম্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আগমন-নিরপেক্ষ—যাহা লেখ্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করে না এমন। তৎ। বিণ।

আগমনী—আগমন-গাথা, বিশেষতঃ পার্বতীর পিত্রালয়ে আগমনের গান; উদ্বোধন-গাথা; অভ্যর্থনা-সংগীত। বি; স্ত্রী।

আগমবাগীশ—১। তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিতদের উপাধি বিঃ; তন্ত্রশাস্ত্রে ব্রহ্মা বা বৃহস্পতির তুল্য। তৎ। বি; পু। ২। প্রসিদ্ধ তন্ত্রসার গ্রন্থের সংকলয়িতা নবদ্বীপবাসী মহাপুরুষ বিঃ [illegible] নাম কৃষ্ণানন্দ। বি; পু।

আগমবিরোধ—প্রতিবিরোধ; (অলংকারশাস্ত্রে) কাব্যের অর্থদোষ বিঃ। তৎ। বি; পু।

আগমবেদী (-বেদিন্)—১। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। উপতৎ; আগম—বিদ্ (জানা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বেদিনী**। ২। শংকরাচার্যের গুরু গৌড়পাদাচার্য। বি; পু।

আগম-সাপেক্ষ—যাহা লেখ্যাদি প্রমাণের উপর নির্ভর করে এমন। তৎ। বিণ।

আগমিত—জাপিত; প্রাপিত; অধ্যাপিত, অভ্যাসিত। আ—ণিজন্ত গম্—গমি (গমন করান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আগয়ান, আগেয়ান, আগোয়ান—অজ্ঞান, নির্বোধ। গ্রা কপ্র। বিণ।

আগর—১। সম্বোধন পদ। বাংপ্র [illegible]। ২। অগ্রণী, অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ; দক্ষ, নিপুণ; অগ্রসর; আগার, গৃহ, আলয়; আধার; আগল। গ্রা কপ্র। ৩। কাষ্ঠাদি ছিদ্র করিবার একপ্রকার তুরপুন বা ভ্রমর যন্ত্র। <ইং 'auger'. বি।

আগরতলা—ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান রাজধানী। পুরাতন রাজধানীর পশ্চিম দিকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পর এই নবরাজধানী স্থাপিত, এবং সাধারণতঃ "নূতন হাবেলী" নামে অভিহিত।

আগরি—আগার, গৃহ; আধার; অগ্রণী; অগ্রসর। গ্রা কপ্র। বি। [illegible] বিণ।

আগলী—অঘোর, অচেতন। গ্রা কপ্র।

আগল—১। আগার, অগ্রণী, অগ্রবর্তী; অগ্রদূত; মজবুত; কাতর। গ্রা কপ্র। ২। আগড়, আটক, বেড়া, ঝাঁপ; রক্ষণাবেক্ষণের ভার। বাংপ্র বি।

আগলা—মুক্ত, খোলা। বাং। বিণ।

আগলানো—রক্ষণাবেক্ষণ করা; [illegible] করা; আবৃত করা; ঢাকা। [illegible]।

আগলি—১। অগ্রগামী, অগ্রবর্তী; সুনিপুণ, দক্ষ; প্রথম, প্রধান; পরিপূর্ণ। [illegible] বিণ। ২। আগার, আলয়। গ্রা কপ্র। বি। ৩। আগল করিয়া, আগলাইয়া। কপ্র। ক্রি। ৪। প্রথম স্থান, সর্বাগ্রবর্তিতা; সকলকে পশ্চাতে ফেলা। বাংপ্র। ক্রিণ।

আগলিত—গলিত, স্রস্ত, পতিত; [illegible]; আবৃত। আ—গল্+ক্ত [illegible] বিণ।

আগস্ট—ইংরেজী সালের অষ্টম মাস। <ইং 'August'। বি। **আগস্ট আন্দোলন**—ভারতীয় কংগ্রেস ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট তারিখে 'ভারত ছাড়' আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন [illegible] তীব্র আকার ধারণ করে।

ইংরেজ সরকার কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করে। ইংরেজের গুলিতে বহু স্বদেশপ্রাণ ভারতীয় প্রাণ হারান। এই আন্দোলন 'আগস্ট আন্দোলন' নামে খ্যাত।

আগা—১। অগ্রভাগ, ডগা ; প্রান্তভাগ, অন্ত, মস্তক, শেষভাগ, মুড়া। বাংপ্র। বি। ২। মুসলমান ওমরাহ বিঃ। আ। বি।

আগা খাঁ—আগা খাঁ সার সুলতান মহম্মদ শাহ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নবেম্বর তারিখে করাচী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্যের এক সম্ভ্রান্ত শিয়াবংশজাত ; এবং 'সৈয়দ' বলিয়া আরবের মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের বংশীয়ও বটে। তাঁহার পিতা হুসেন আলি খাঁ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া সিন্ধু প্রদেশে উপস্থিত হন। এখানে তিনি সিন্ধুদেশের আমীরগণের বিদ্রোহ দমনে ইংরেজ সেনাপতি সার চার্লস নেপিয়ারের সহায়তা করেন। ১৮৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে আফগান সমর উপলক্ষে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই সকল কার্যের পুরস্কারস্বরূপ ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট তাঁহার একটা মোটা বৃত্তি নির্ধারণ করিয়াছিলেন, এবং বংশানুক্রমে "হিজ হাইনেস" উপাধি দিয়াছিলেন। খোজা-সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন বলিয়া তিনি বোম্বাই নগরে আগমন করিলে, উক্ত সম্প্রদায় কর্তৃক মহাসমাদরে অভ্যর্থিত হন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আগা আলি শা পরলোক গমন করিলে আগা খাঁ খোজা-সম্প্রদায়ের নেতা হন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র দশ বৎসর। তাঁহার বিদুষী, বুদ্ধিমতী জননীর উৎসাহে ও তত্ত্বাবধানে তিনি সুশিক্ষিত হন। তিনি আরবী ও ফারসী সাহিত্য ও ইতিহাসে সুপণ্ডিত ছিলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষাতেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। বীরত্বব্যঞ্জক ক্রীড়া-কৌতুকেও তাঁহার বিলক্ষণ উৎসাহ ছিল। রোমের পোপ মহোদয়কে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানরা যেরূপ চক্ষে দেখিয়া থাকে, আগা খাঁ বংশানুক্রমে সেইরূপ খোজা-সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। সে হিসাবে তিনি খোজা-সম্প্রদায়ের সর্ববিধ উন্নতিকল্পে বাল্যকাল হইতেই সচেষ্ট ছিলেন। এই জন্য খোজা-সম্প্রদায়ের অনেকে তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে মান্য করিতেন। প্রত্যেক খোজা তাঁহার আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ "জাকাত"স্বরূপ আগা খাঁ মহোদয়কে প্রদান করিত। ইহাতে যে প্রচুর আয় হইত, তাহার অধিকাংশ টাকাই আগা খাঁ খোজা-সম্প্রদায়ের শিক্ষাদীক্ষা ও সামাজিক উন্নতিকল্পে ব্যয় করিতেন। ভারতবর্ষের বাহিরেও খোজা-সম্প্রদায়ভুক্ত বহু লোক আছে। আগা খাঁর সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় বা সম্বন্ধ না থাকিলেও, তাহারাও তাঁহাকে নেতা বলিয়া মান্য করিত। খোজা সম্প্রদায় তাঁহাকে এমন শ্রদ্ধাভক্তি করিত যে, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই অঞ্চলে কুখ্যাত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় আগা খাঁর আজ্ঞানুসারে খোজা-সম্প্রদায় দাঙ্গায় যোগ দিতে বিরত ছিল। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে প্লেগের ও দুর্ভিক্ষের উৎপাতের সময় আগা খাঁ মহোদয় তাঁহার অনুচরগণকে প্রচুর পরিমাণে সাহায্য করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, আগা খাঁ জননেতার সকল সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন। খোজা সম্প্রদায় ব্যতীত, বোম্বাইয়ের সাধারণ মুসলমান সম্প্রদায়ও তাঁহার অল্প অনুরাগী ছিল না। মহারানী ভিক্টোরিয়ার হীরক-জুবিলী উৎসব উপলক্ষে বোম্বাইয়ের মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাকেই তাঁহাদের প্রতিনিধিরূপে দিল্লীতে লর্ড এলগিনের দরবারে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

দরবারের অব্যবহিত পরেই আগা খাঁ বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে ও ইয়োরোপের সর্বত্রই তিনি সম্মানিত হন। মহারানী ভিক্টোরিয়া বহুবার তাঁহাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি কে, সি, আই, ই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইয়োরোপের অন্যত্রও তিনি বহুবিধ রাজ-সম্মানে ভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯১৪ সালে ইয়োরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে আগা খাঁ মহোদয় জার্মান সম্রাট্ কৈসর প্রদত্ত উপাধি বর্জন করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড় কলেজের স্থায়িত্ব বিধানকল্পে দিল্লীতে মুসলমানগণের যে পরামর্শ-সভা হয়, আগা খাঁ তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। দরবার উপলক্ষে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা তৎকালে দিল্লীতে উপস্থিত ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই উক্ত কনফারেন্সে যোগদান করেন। এই সভায় সভাপতির অভিভাষণে আগা খাঁ মহোদয় যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন। তিনি সভাপতির আসন হইতে মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকল্পে এক কোটি টাকা প্রার্থনা করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা কার্যক্ষেত্রে কতকটা অগ্রসর হয়, এবং আগা খাঁর নেতৃত্বে এতদর্থে ত্রিশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। ইতঃপূর্বে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যপদ লাভ করিয়া তিনি অনেক সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। নিখিল ভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় অন্যান্য মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহিত আগা খাঁ মহোদয়ও অল্প পরিশ্রম করেন নাই। লীগ গঠিত হইবার পর তিনি তাহার প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন, এবং বহু বৎসর ধরিয়া এই পদে কার্য করেন। হিন্দুধর্ম, হিন্দু সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য তিনি মসলেম বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করেন। অন্যান্য উপায়েও তিনি হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের নববর্ষের প্রথম দিবসে এলাহাবাদ নগরে হিন্দু-মুসলমান কনফারেন্সের বৈঠক হয়। আগা খাঁ, সার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মালব্য, সার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা-প্রমুখ হিন্দু-মুসলমান-প্রধানগণ এই কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন।

আগা খাঁ দক্ষিণ আফ্রিকায় উৎপীড়িত ভারতবাসীদের কথা সর্বদা চিন্তা করিতেন, এবং তাহাদের দুঃখ দূর করিবার উপায় অনুসন্ধানে সদাই তৎপর ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীজীকে অনেক সমর্থন ও সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। বর্তমানে অন্য আগা খাঁ (প্রিন্স করিম) তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন।

আগা-গোড়া—১। আদ্যন্ত, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, সমুদায়। ক্রি-বিণ। ২। আগা ও গোড়া। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

আগাছা—হীন বৃক্ষ, অকর্মণ্য বা অনিষ্টকর ছোট গাছ। বাংপ্র। বি। [ফি।

আগানো—অগ্রসর হওয়া, এগনো। বাংপ্র।

আগান্তু—'আগন্তু' দ্রঃ।

আগা-পাছতলা, আগাপাস্তাড়া—আপাদমস্তক, পা হইতে মাথা পর্যন্ত ; আগাগোড়া। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

আগাম—১। অগ্রে, প্রথমে। ক্রি-বিণ। ২। অগ্রিম, আগাড়ি বা আগুড়ি, দাদনস্বরূপ। বাংপ্র। বিণ।

আগামী (-মিন্)—যাহা পরে আসিবে বা হইবে এরূপ, ভাবী, ভবিষ্যৎ। আ—গম্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—আগামিনী।

আগার—আলয়, গৃহ ; [illegible] +ক স্বার্থে। বি ; ক্লী।

আগাড়ি, —১। অগ্রবর্তী; সম্মুখভাগস্থ। বিণ। ২। অগ্রভাগ; ডগ্গালে বা পৃষ্ঠ; অগ্রবর্তী পশু বা পশুযুগ; শিবিকার অগ্রবাহক; আগাড়ি, আগদড়ি। বাংপ্র। বি।

আগি—১। আগুন। হি-মূ। বি। ২। অগ্নিতুল্য, বিষমক্রুদ্ধ, ঘোররাগী। বিণ।

আগিলা—অগ্রবর্তী, আগের; প্রথমে জাত। প্রা কপ্র। বিণ।

আগু—১। অগ্রে; প্রথমে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ। ২। অগ্রবর্তী; প্রথম। বি। ৩। অগ্রগামী। <অগ্র। বিণ।

আগুড়ি—আগাড়ি আগাম, অগ্রিম; অগ্রগামী, অগ্রবর্তী; আগদড়ি। বাংপ্র। বিণ।

আগুন ১। অগ্নি, অনল। বি। ২। অগ্নিতুল্য। বাংপ্র। বিণ। **আগুন হওয়া**—খুব রাগিয়া যাওয়া; অত্যন্ত গরম হওয়া; জিনিসপত্রের দাম খুব বাড়িয়া যাওয়া।

আগুনি—আগুন, অগ্নি; জ্বালা। প্রা কপ্র। বি।

আগুপাছু—অগ্র-পশ্চাৎ। প্রাদেশিক। বি।

আগুয়ান, আগুসর—অগ্রসর। বাংপ্র। বিণ।

আগুরি—হিন্দুজাতি বিঃ; উগ্রপাতি বা উগ্রক্ষত্রিয় জাতি। বাংপ্র। বি।

আগুলানো—আগলানো (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। ক্রি।

আগুলুফ—গোড়ালি পর্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আগুলুফলম্বিত—গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলানো লুপ্লুপেতি। বিণ।

আগুসর—'আগুয়ান' দ্রঃ।

আগুসরি—অগ্রসর হইয়া। প্রা কপ্র। অস-ক্রি। [প্র। বিণ।

আগুসার—অগ্রসর, আগুয়ান। প্রা ক

আগুসারে—অগ্রসর হয়। প্রা কপ্র। ক্রি

আগে—অগ্রে, সম্মুখে, পূর্বে; প্রথমে আদিতে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। **আগে পাছে**—সম্মুখে ও পশ্চাতে, পূর্বে ও পরে। **আগে ভাগে** প্রথমেই, আগেই।

আগেকার—পূর্বের; পূর্ব সময়ের; প্রথমের। বাংপ্র। বিণ।

আগেয়ানী—অজ্ঞান, অবোধ; অচেতন। 'অজ্ঞানী' পদের অপভ্রংশ। বিণ।

আগোয়াল—'আগরাল' দ্রঃ।

আগোর—অঘোর; অচেতন। প্রা কপ্র। বিণ।

আগোরল—আগুলিল বা আগলাইল; অধিকার বা ক্রোধ করিল; প্রকাশ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আগোরি—১। আগার, আলয়; আধার। বি। ২। আগুলিয়া বা আগলাইয়া; ঢাকিয়া; আটকাইয়া। ক্রি। ৩। অগ্রগণ্য, শ্রেষ্ঠ। প্রা কপ্র। বিণ।

আগ্নীধ্র—১। অগ্নীধ্র, অগ্নিরক্ষণে নিযুক্ত ঋত্বিক্। অগ্নীধ্র শব্দ+ক স্বার্থে। বি; পুং। ২। যজ্ঞাগ্নির স্থান, হোমকুণ্ড। অগ্নীধ্র শব্দ+ক ইদমর্থে। বি; স্ত্রী।

আগ্নেয় ১। অগ্নিসম্বন্ধীয়; অগ্নিবিশিষ্ট; অগ্নিধর, অগ্নিগর্ভ; অগ্নিচালিত; প্রচণ্ড তাপে গলিত হইয়া উৎপন্ন, igneous ('—প্রস্তর'); অগ্নিসংযোগে ক্রিয়াশীল; অগ্নিজনক; অগ্নির বৃদ্ধিকারী; দীপ্তিমান্। অগ্নি শব্দ+ঢেয়। বিণ। স্ত্রী—**আগ্নেয়ী**। ২। স্বর্ণ; ঘৃত; শোণিত; অগ্নিপুরাণ; ভস্ম দ্বারা স্নান; বাণপুর। বি; ক্লী। ৩। মহামুনি অগস্ত্য। বি; পুং।

আগ্নেয়গিরি, -পর্বত যে পর্বতের শিখরদেশ হইতে সময়ে সময়ে ধূম, অগ্নিশিখা, ভস্ম, ধাতুনিঃস্রব প্রভৃতি নির্গত হয়, volcano. কর্মধা। বি; পুং।

আগ্নেয়প্রস্তর, -শিলা—যে-সকল প্রস্তর অগ্নির সাহায্যে তাহাদের বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমে অগ্নিতাপে দ্রব হইয়া পরে বর্তমান আকার প্রাপ্ত হইয়াছে, igneous rock; চকমকি পাথর। কর্মধা। বি; যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী।

আগ্নেয়াস্ত্র—যে-সকল অস্ত্র অগ্নির সাহায্যে ক্রিয়াশীল হয়, অথবা যে-সকল অস্ত্র অগ্নি উদ্গিরণ করে, যথা কামান, বন্দুক প্রভৃতি। [পূর্বকালেও যে এ দেশে আধুনিক কামান-বন্দুকের ন্যায় অস্ত্রের প্রচলন ছিল, তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। পুরাণাদিতে যে শতঘ্নী নামক ভীষণ আগ্নেয় প্রহরণের উল্লেখ দেখা যায়, এবং যাহা স্থলবিশেষে ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত, বা একঘ্নী নামে আখ্যাত হইয়াছে, তাহা এইরূপ অস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নহে। রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধ চাঁদ কবি অনেক স্থলে নলমালা নামক একপ্রকার আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতেই অনুমান হয় যে, ভারতে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার অব্যবহিত পূর্বেও এদেশে কামান, বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল]। কর্মধা। বি; ক্লী।

আগ্নেয়ী—১। 'আগ্নেয়' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। অগ্নায়ী, অগ্নিপত্নী, স্বাহা; অগ্নিকোণ; উত্তর পন্থী। বি; স্ত্রী।

আগ্রথন—গ্রন্থন, গাঁথা; বন্ধন। আ—গ্রথ্ (গাঁথা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আগ্রহ—অতিবন্ধ; অভিপ্রায়তা; ঝোঁক; অভিনিবেশ, আসক্তি; গ্রহণ; অনুগ্রহ; আক্রমণ; অতিক্রম, অভিবর্তন। আ—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

আগ্রহাতিশয়, -শয্য—১। অত্যন্ত আগ্রহ। আগ্রহের অতিশয় (আধিক্য), আতিশয্য, ৬তৎ। বি; পুং, বা ক্লী।

আগ্রহান্বিত—আগ্রহযুক্ত, অতি যত্নশীল, ব্যগ্র। আগ্রহ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

আগ্রহায়ণ, আগ্রহায়ণিক—অগ্রহায়ণ মাস। অগ্রহায়ণ+ষ্ণ, ষ্ণিক স্বার্থে। বি; পুং।

আগ্রহায়ণী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথি; মৃগশিরানক্ষত্র। অগ্রহায়ণ শব্দ +ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আগ্রা—উত্তরপ্রদেশের একটি বিভাগ, জেলা ও শহর। প্রাচীন ইতিহাসে আগ্রার বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। সিকন্দর লোদী দিল্লী হইতে এইখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। সে রাজধানীটি যমুনা নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত ছিল। মোগলসম্রাট্ বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করিয়া ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজধানী অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ১৫৪০ খ্রীঃ এই স্থান হইতে বিতাড়িত হন। তাঁহার পুত্র আকবর বাদশাহ অধিকাংশ সময় আগ্রাতেই অতিবাহিত করিতেন। তিনিই যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে বর্তমান শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬৬ খ্রীঃ সমাপ্ত রক্তপ্রস্তর-নির্মিত প্রকাণ্ড দুর্গ এবং দুর্গমধ্যস্থ প্রাসাদের কিয়দংশ এবং তন্মধ্যে চিতোরের তোরণদ্বার স্থাপন তাঁহারই কীর্তিগৌরব। ফতেপুর সিকরী নামক শহর তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। আগ্রার ৫ মাইল দূরে সিকান্দ্রা নামক স্থানে তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁহার সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রাজ্যশাসনকালের অন্তিমভাগে জাহাঙ্গীর আগ্রা পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাব ও কাবুলে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র সাজাহান ১৬৩৭ খ্রীঃ দিল্লীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান, কিন্তু এই আগ্রাতেই তাঁহার প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের জন্য জগদ্বিখ্যাত তাজমহল নির্মাণ করেন, এবং পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া এই আগ্রা দুর্গেই একপ্রকার বন্দীভাবে সাত বৎসর বাস করেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ হইতে আগ্রার প্রাধান্য ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হয়। ১৭৬৪ খ্রীঃ সুরজমল ও সমরু নেতৃত্বাধীনে ভরতপুরের জাঠগণ আগ্রা অধিকার করে। পরে ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ বিজয়ী লর্ড লেকের অধীনে আসিয়া আগ্রা ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮৩৪ খ্রীঃ আলাহাবাদ হইতে উত্তর প্রদেশের

রাজধানী আগ্রা শহরে উঠাইয়া আনা হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে আগ্রা বিদ্রোহীদিগের অন্যতম কেন্দ্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। সেই সময়ের ছোটলাট কলভিন্ সাহেব দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ হন, এবং কিছু দিন পরে তদবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার সমাধি-কার্য দুর্গমধ্যেই সাধিত হয়। ১৮৭২ খ্রীঃ রাজধানী পুনরায় এলাহাবাদে লইয়া যাওয়া হয়। বর্তমানে লক্ষ্ণৌ শহর উত্তর প্রদেশের রাজধানী।

আগ্রায় মোগল-গৌরব-পরিচায়ক অনেক দৃশ্য আছে; তন্মধ্যে দুর্গ, মতি মসজিদ, শীস মহল, জাহাঙ্গীর মহল, জুম্মা মসজিদ, জাহাঙ্গীরের সমাধি-মন্দির, সিকান্দ্রা (আকবরের সমাধি-মন্দির), ফতেপুর সিকরী ও তাজমহল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাজমহলের নির্মাণকার্যে বহুকোটি মুদ্রা ব্যয়িত হয় ['তাজমহল' দ্রঃ]।

আঘট্টন—ঘর্ষণ, সংঘর্ষ; স্পর্শ; আলোড়ন, ঝাঁকা। আ—ঘট্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আঘট্টিত—ঘৃষ্ট; স্পৃষ্ট; আলোড়িত। আ—ঘট্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আঘাট—কুঘাট; ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান। বাংপ্র। বি।

আঘাটা—ঘাট ভিন্ন অন্য স্থান, আঘাট বা অঘাট। বাংপ্র। বি।

আঘাত—১। প্রহার; তাড়ন; আঘট্টন; বধ; ছেদন; বেদনা। আ—হন্ (বধ করা) + ঘঞ্ ভাব। ২। বধস্থান, বধ্যভূমি। আ—হন্ + ঘঞ্ অধি। বি; পু।

আঘাতক—আঘাতকারী। আ—হন্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আঘাতিকা**।

আঘাতন—১। আঘাত, প্রহার, মারা; বধ; বধসম্পাদন। আ—ণিজন্ত হন্ (=ঘাতি) + অনট্ ভাব। ২। বধস্থান, বধ্যভূমি। আ—ণিজন্ত হন্ + অনট্ অধি। বি; ক্লী।

আঘাতসহ—প্রহারসহনক্ষম, মার বা পিটন সহ্য করিতে পারে এরূপ; আঘাত পাইলেও না ভাঙ্গিয়া বিস্তৃত হইতে পারে এরূপ গুণবিশিষ্ট (ইহাকে সাধারণতঃ 'ঘাতসহ' বলে), mall.ab'-. উপতৎ; আঘাত—সহ্ (সহ্য করা) + অন্ কর্তৃ। বিণ।

আঘাতিয়া—১। আঘাত করিয়া। ক্রি। ২। আঘাতকারক, আঘাতজনক; সাংঘাতিক। বাংপ্র। বিণ।

আঘাতী (-তিন্)—আঘাতপ্রাপ্ত, আহত, যাহাতে আঘাত লাগিয়াছে এরূপ। আঘাত + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -তিনী।

আঘাবিঘা—বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বাধা। বাংপ্র। বি।

আঘাসা, -সি—হীনজাতীয় ঘাস; দেখিতে ঘাসের মত কিন্তু প্রকৃত ঘাস নহে এরূপ আগাছা। বাংপ্র। বি।

আঘূর্ণন—১। চক্রের ন্যায় ভ্রমণ, ঘোরা। আ—ঘূর্ণ্ (ভ্রমণ করা) + অনট্ ভাব। ২। পরিভ্রামণ, ঘোরানো। আ—ণিজন্ত ঘূর্ণ=ঘূর্ণি (ভ্রমণ করানো) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আঘূর্ণিত—ভ্রামিত, ঘোরানো। আ—ণিজন্ত ঘূর্ণ=ঘূর্ণি (ভ্রমণ করানো) + ক্ত কর্ম। বিণ।

আঘোষিত—যাহার ঘোষণা করা হইয়াছে এমন, প্রচারিত। আ—ঘোষি + ক্ত কর্ম। বিণ।

আঘ্রাণ—গন্ধগ্রহণ; গন্ধ; তৃপ্তি। আ—ঘ্রা (ঘ্রাণ লওয়া) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আঘ্রাত—১। যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এরূপ; আক্রান্ত। আ ঘ্রা + ক্ত কর্ম। ২। তৃপ্ত। আ—ঘ্রা + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আঘ্রায়ক—আঘ্রাণকারী। আ—ঘ্রা + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আঘ্রায়িকা**।

আঙ্—১। আ এই উপসর্গ। অ। ২। অঙ্গ; অঙ্গার। বাংপ্র। বি। ৩। আধপোড়া, আমা। প্রা কপ্র। বিণ।

আঙট, আঙ্গট—১। আদত, গোটা, অখণ্ডিত। বাংপ্র। বিণ। ২। আঙটা, অঙ্গুরী। হি-মু। বি। **আঙট পাত**—কলাগাছের অখণ্ড পাতা বা আগ পাতা।

আঙন—আঙ্গিনা, উঠান। 'অঙ্গন' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঙরা, আঙার—জ্বলন্ত কয়লা। 'অঙ্গার' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঙরাখা—গাত্রাবরণ, ছোট জামা; তনুত্র, কবচ। 'অঙ্গরক্ষী' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঙল, আঙলা—আমলা, আমলকী। প্রা কপ্র। বি।

আঙলানো—আঙুল দিয়া নাড়াচাড়া করা বা ঘাঁটা। বাংপ্র। ক্রি।

আঙা—আমা, অর্ধদগ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

আঙার—'আঙরা' দ্রঃ।

আঙিনা, আঙ্গিনা—চত্বর, উঠান। 'অঙ্গন' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আঙিয়া—ছোট জামা। হিন্দী। বি।

আঙুঠা—আংটা বা আংটি, অঙ্গুরী। হিন্দী। বি।

আঙুর, আঙ্গুর—দ্রাক্ষা। <ফা 'অঙ্গুর'। বি।

আঙুল, আঙ্গুল—অঙ্গুলি; হস্তপদের শাখা। বাংপ্র। বি। **আঙুল ফুলে কলাগাছ**—দরিদ্রাবস্থা হইতে হঠাৎ ধনী হওয়া।

আঙুলহাড়া—অঙ্গুলির অগ্রভাগ পাকিয়া ওঠা, whitlow. বাংপ্র। বি।

আঙেঠি—অগ্ন্যাধার, আগুন রাখিবার লৌহ-পাত্র; লোহার তোলা উনান; কামারশালার আগুন। হি-মু। বি।

আঙ্কুশিক—আঁকুশি। অঙ্কুশ + ষ্ণিক। বি; পু।

আঙ্গ—১। অঙ্গসম্বন্ধীয়, শারীর। অঙ্গ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**আঙ্গী**। ২। কোমল অঙ্গ। বি; ক্লী।

আঙ্গট—'আঙট' দ্রঃ।

আঙ্গটা, আঙ্গটি—'আংটা' 'আংটি' দ্রঃ।

আঙ্গরা, আঙ্গরাখা, আঙ্গলানো—'আঙরা' ইত্যাদি দ্রঃ।

আঙ্গার—১। অঙ্গারসম্বন্ধীয়। অঙ্গার শব্দ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**আঙ্গারী**। ২। অঙ্গাররাশি, অঙ্গারসমূহ। বি; ক্লী।

আঙ্গারথি—একপ্রকার লৌহময় অস্ত্র। প্রা কপ্র। বি।

আঙ্গারস্তর—ভৌগোলিকদিগের মতে, বারণস্তর তিন যুগে উৎপন্ন, তন্মধ্যে আবার প্রথম যুগে ছয় জাতীয় স্তর উৎপন্ন হয়। সেই ছয় জাতীয় স্তরের পঞ্চম জাতীয় স্তরের নাম আঙ্গারস্তর, carboniferous stratum. বি; পু।

আঙ্গিক—১। অঙ্গসম্বন্ধীয়; অঙ্গজাত; দৈহিক, কায়িক; অঙ্গভঙ্গী দ্বারা সূচিত; বিষয়সম্পর্কীয়। অঙ্গ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আঙ্গিকী**। ২। মৃদঙ্গবাদক। বি। ৩। মৃদঙ্গবাদ্য। বি; ক্লী।

আঙ্গিনা—'আঙিনা' দ্রঃ।

আঙ্গিয়া—১। আঙিয়া (তাহা দ্রঃ)। ২। আঙ্গিনা, উঠান। প্র কপ্র। বি।

আঙ্গিরস—অঙ্গিরা মুনির পুত্র, দেবগুরু বৃহস্পতি; গোত্র বিঃ। অঙ্গিরস শব্দ + ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

আঙ্গুঠী—আঙুল-ঠুলি, অঙ্গুলিত্রাণ। বাংপ্র। বি।

আঙ্গুর—'আঙুর' দ্রঃ।

আঙ্গুল—'আঙুল' দ্রঃ।

আঙ্গোট—আঙ্গট (তাহা দ্রঃ)।

আচকা—আচমকা, আচম্বিতে; হঠাৎ; অনর্থক, অকারণে; আনুমানিক, ঠাউকো। বাংপ্র। অ।

আচকান—বক্ষোবস্ত্রবিহীন চাপকান। <ফা 'অচ্কন্'। বি।

আচক্ষুঃ (আচক্ষুস্)—১। চক্ষু পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ। ২। বিজ্ঞজন, পণ্ডিত। আ (সম্যক্) চক্ষুঃ (দৃষ্টি) যাহার, বহু। বি; পু।

আচঞ্চল—ঈষৎ চঞ্চল। আ (ঈষৎ) চঞ্চল, নিত্য। বিণ।

আচমকা—অতর্কিতভাবে, সহসা, আচম্বিতে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আচমন—পূজাদির পূর্বে জলদ্বারা বিধিপূর্বক দেহ-শুদ্ধি; সন্ধ্যাবন্দনাদির পূর্বে হস্ত দ্বারা মুখে বারত্রয় জলপ্রদানপূর্বক নাসিকাদি অষ্টাঙ্গে হস্তস্পর্শ; ভোজনের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে হস্ত দ্বারা স্বল্প জল পান; ভোজনান্তে হস্ত-মুখ প্রক্ষালন। আ—চম্ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [আচমন করিবার জল কখন কাংস্য, লৌহ, ত্রপু, সীসক, কি বা পিত্তল নির্মিত পাত্রে গ্রহণ করিবে না, কারণ এই সকল পাত্রের জলে শতবার আচমন করিলেও শরীর শুদ্ধ হয় না]।

আচমনীয়—১। আচমনের উপযুক্ত, বা আচমনের আবশ্যক। আ- চম্+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। আচমনার্থ বারি, মুখপ্রক্ষালনের জল; যে জিনিস ভক্ষণ করিয়া রীতিমত আচমন করা আবশ্যক তাহা; ভক্ষ্যদ্রব্য। বি; ক্লী।

আচম্বিতে—হঠাৎ, সহসা। বাংপ্র। অ।

আচরণ—আচার, ব্যবহার; রীতি; অনুষ্ঠান। আ—চর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আচরণীয়—ব্যবহারযোগ্য, যাহা ব্যবহার করা যাইতে পারে এমন, ব্যবহার্য; যাহার সহিত চলা যাইতে পারে এমন; যাহা করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এরূপ, অনুষ্ঠেয়। আ—চর্+অনীয় কর্ম। বিণ।

আচরিত—১। ব্যবহৃত; অনুষ্ঠিত। আ—চর্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আচরণ। আ—চর্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আচষা—অকর্ষিত, পতিত (—'ভূমি')। বাংপ্র। বিণ।

আচাভুয়া, -ভুয়ো—বিস্ময়াবিষ্ট, বিস্ময়বিহ্বল, হতবুদ্ধি; নির্বোধ; অদ্ভুত, অপূর্ব, কিম্ভূতকিমাকার। বাংপ্র। বিণ।

আচার—১। আচরণ; ব্যবহার; প্রথা; রীতি; সংস্কার; নিষ্ঠা, সদাচার। আ—চর (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। তৈল-সর্ষপ-লবণাদি মসলা সংযোগে রক্ষিত ফল, কাসুন্দি; চাটনি। <পোর্তু 'achar'. বি।

আচারচ্যুত—সদাচারভ্রষ্ট। ৫তৎ। বিণ।

আচারনিষ্ঠ—শাস্ত্রবিহিত আচরণে শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিত, শাস্ত্রবিহিত আচারের অনুষ্ঠাতা। আচারে নিষ্ঠা আছে যাহার, বহু। বিণ। বি, -নিষ্ঠতা।

আচারবান্ (-বৎ)—আচারবিশিষ্ট, সদাচার; নিয়মবান্। আচার শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**আচারবতী**।

আচারবিচার ধর্ম বা শাস্ত্রসম্মত বিধিনিষেধ। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

আচারবিরুদ্ধ—প্রচলিত প্রথার বা রীতির বিপরীত নিয়মবিরুদ্ধ, প্রচলিত নিয়মের বিপরীত। ৬তৎ। বিণ।

আচারবিহীন, -হীন—আচারভ্রষ্ট, সদাচারবর্জিত, অসদাচার; অভদ্র, অশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

আচারব্যবহার—আচরণ ও রীতি। দ্বন্দ্ব (দুইটি সমার্থক শব্দের একত্র সন্নিবেশ।) বি; পু।

আচারভ্রষ্ট—আচারহীন, সদাচারবর্জিত। ৫তৎ। বিণ।

আচারী (-রিন্)—১। আচারবিশিষ্ট, আচারপূত, সদাচারী। আচার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। আচরণকারী, অনুষ্ঠাতা। আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আচারিণী**।

আচার্য—বেদাধ্যাপক; শিক্ষাগুরু; বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর; যজ্ঞাদি কার্যের প্রধান সম্পাদক; দ্রোণাচার্য; একজাতীয় ব্রাহ্মণ, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র। আ—চর (গমন করা)+ঘ্যণ্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রীলিঙ্গে **আচার্যা**, পত্নী অর্থে **আচার্যানী**। (কেহ কেহ বলেন **'আচার্যী'ও** হয়)। ভাববাচক বিশেষ্যে **আচার্যতা, -ত্ব**।

আচার্যা—ব্যাখ্যাকারিণী, শিক্ষাদাত্রী; বেদমন্ত্রাদির উপদেষ্ট্রী। বি; স্ত্রী।

আচার্যানী—আচার্যপত্নী, গুরুপত্নী। বি; স্ত্রী। [ণত্ব হইবে না।]

আচালা যাহা চালা হয় নাই এমন, অচালা, অছাঁকা; অপরিশুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

আচোট—অনাহত, অক্ষত; অকর্ষিত, অচষা। বাংপ্র। বিণ।

আচ্ছন্ন—আবৃত; অভিভূত; ব্যাপ্ত। আ—ছদ্ (আবৃত করা)+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আচ্ছা—১। উত্তম, ভাল। বাংপ্র। বিণ। ২। সম্মতি বা স্বীকৃতিসূচক অথবা ভয়প্রদর্শক শব্দ। অ।

আচ্ছাদক—আচ্ছাদনকারী, আবরক; তিরোধায়ক। আ—ণিজন্ত ছদ্ (=ছাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আচ্ছাদিকা**।

আচ্ছাদন—১। আবরণ। আ—ণিজন্ত ছদ্ (=ছাদি)+অনট্ ভাব। ২। আচ্ছাদন বস্ত্র; ঢাকনি। আ—ছাদি+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

আচ্ছাদনীয়—আচ্ছাদনযোগ্য; যাহা আবৃত করা আবশ্যক এরূপ। আ—ছাদি+অনীয় কর্ম। বিণ।

আচ্ছাদয়, আচ্ছাদয়ে—আচ্ছাদিত করে। কপ্র। ক্রি।

আচ্ছাদিত আবৃত, যাহা ঢাকা গিয়াছে এরূপ; ছাদযুক্ত। আ—ণিজন্ত ছদ্ (=ছাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আচ্ছাদ্য- আচ্ছাদনীয়। আ—ছাদি+য কর্ম। বিণ।

আচ্ছিন্ন—সবলে গৃহীত; যাহা ছিঁড়িয়া লওয়া হইয়াছে এমন। আ—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আছড়া—শস্যাদির তাড়া বা আঁটি; ছিটা, ছড়া; পড়া; পশলা। বাংপ্র। বি।

আছড়া-আছড়ি—পুনঃ পুনঃ আছাড়; আছাড়-কাছাড়। বাংপ্র। বি।

আছড়ানো আছাড় মারা, সবলে বা ভূমিতে নিক্ষেপ করা; পিটা বা পেটা। বাংপ্র। ক্রি।

আছয়, আছয়ে—আছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

আছল—ছিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আছাঁকা - যাহা ছাঁকা নহে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আছাঁটা যাহা কাটা বা কাঁড়া নহে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আছা থাকা, রহা; হওয়া; অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

আছাড়—সবলে পতন; সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ। বাংপ্র। বি।

আছাড়-কাছাড়, আছাড়-বিছাড়—পুনঃ পুনঃ আছড়ানো বা আছাড় খাওয়া, আছড়া-আছড়ি; মাটিতে পড়িয়া ছটফট করণ। বাংপ্র। বি।

আছানা—যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হয় নাই এমন; অপরিশুদ্ধ; যাহা ছানা বা চটকানো হয় নাই এমন ('— ময়দা')। বাংপ্র। বিণ।

আছাপা অমুদ্রিত, যাহা ছাপা হয় নাই এমন; অপ্রকাশিত। বাংপ্র। বিণ।

আছিদর—নির্দোষ; ধূর্ত; দুষ্ট। 'অচ্ছিদ্র' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আছিদরী—১। অচ্ছিদ্রা, সতী; অসতী। বিণ। ২। সতীত্ব, (তাৎপর্যার্থে) দুষ্টামি, ধূর্ততা। বাংপ্র। বি।

আছিল—ছিল, থাকিত। কপ্র। ক্রি।

আছোলা—যাহা ছোলা বা চাঁচা নহে এমন, অমসৃণ, কর্কশ, বন্ধুর, আস্ত, আদন্ত, গোটা। বাংপ্র। বিণ।

১। গমন। অজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। দূত। আ—অজ্+অন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৩। অজসম্বন্ধীয়, ছাগের। অজ+অ। বিণ। স্ত্রী—আজী।

৪। অদ্য; অধুনা, বর্ত্তমানে। বাংপ্র। অ। **আজ নয় কাল**—দেরি, দীর্ঘসূত্রতা। **আজ বাদে কাল**—নিকট ভবিষ্যতে, শীঘ্র।

আজক—ছাগসমূহ, ছাগের পাল। অজ্+কণ্ সমূহার্থে। বি; স্ত্রী।

আজকার—অদ্যদিবসের। বাংপ্র। বিণ।

আজকাল—অদ্য বা কল্য; অধুনা, এক্ষণে, ইদানীং, সম্প্রতি। বাংপ্র। অ।

আজকালকার, আজকালের—বর্ত্তমান সময়ের, ইদানীন্তন কালের, অধুনাতন। বাংপ্র। বিণ।

আজকে—অদ্য, আজকার দিনে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আজগবি—আজগুবি (তাহা দ্রঃ)।

আজগুবি—অদ্ভুত, বিস্ময়জনক, অপূর্ব; অবিশ্বাস্য, অসম্ভব, গুলিখুরি; দৈব, আকস্মিক। ফা-আ-মু। বিণ।

আজড়ানো—(পাত্রাদি) শূন্য করা; পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা বা ঢালা; (বস্ত্রাদি) ত্যাগ করা, পরিবর্ত্তন করা বা খুলিয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি।

আজমাই—সরীসৃপ বিঃ, একপ্রকার গিরগিটি; চক্ষুর ব্রণরোগ। বাংপ্র। বি।

আজন্ম-জন্মাবধি; যাবজ্জীবন। অব্যয়ী। অ।

আজন্মকাল—জন্ম সময় হইতে, জন্মাবধি; যাবজ্জীবন। জন্মের কাল—জন্মকাল, ৬তৎ; জন্মকাল হইতে আ (আরম্ভ করিয়া), অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজব—তাজ্জব, আশ্চর্য, অদ্ভুত, বিচিত্র ('—কাণ্ড', '—ব্যাপার'।) আ। বিণ।

আজব-ঘর—আশ্চর্য দ্রব্যশালা, চিত্রশালিকা, জাদুঘর, museum. আ-মু। বি।

আজমল খাঁ (হাকিম)—প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতা। ইঁহার পূর্বপুরুষেরা মধ্য এশিয়ার তুর্কিস্থান দেশের অন্তর্গত কাসগড় নগরের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহার একজন পূর্বপুরুষ সম্রাট্ বাবরের সহিত ভারতে আগমন করেন। ইঁনি যদিও সৈনিক ছিলেন, কিন্তু ইঁহার বংশধরগণের মধ্যে অনেকেই চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ছিলেন।

হাকিম আজমল খাঁর পিতার নাম হাকিম মামুদ খাঁ। হিজিরা ১২৮৪ সালের ১৭ই শওয়াল তারিখে হাকিম আজমল খাঁর জন্ম হয়। দিল্লীতে টিব্বিয়া স্কুল নামে একটি ইউনানি হাকিমি চিকিৎসা-বিদ্যালয় আছে; হাকিম আজমল খাঁ নিজ চিকিৎসা-বিদ্যার প্রভাবে অল্প বয়সেই সেই স্কুলের অধ্যক্ষতার ভার প্রাপ্ত হন। ফারসী ভাষা, আরবী ব্যাকরণ, কোরান, ন্যায়, পদার্থবিজ্ঞান, সাহিত্য, জ্যোতিষ, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্রে ইঁহার অধিকার ছিল অনন্যসাধারণ। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার তাদৃশ অধিকার না থাকিলেও উর্দু ভাষায় ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। ইঁনি প্রথমে ইঁহার পিতার নিকট, পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণের নিকট চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর মেসোপটেমিয়া, বসরা, বাগদাদ প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ইঁনি ইয়োরোপেরও অনেক দেশে ভ্রমণ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই জুলাই তারিখে ইঁনি লণ্ডনে ভারত-সম্রাটের অভিষেকোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। বিদেশ ভ্রমণকালে বৈদেশিক চিকিৎসা-বিদ্যালয় ও হাসপাতালগুলির কার্যপ্রণালী পর্যবেক্ষণ করার দিকেই ইঁহার সবিশেষ লক্ষ্য থাকায় ইঁনি যে নব নব অভিজ্ঞতা লাভ করেন, দিল্লীতে প্রত্যাগমনের পর টিব্বিয়া কলেজের উন্নতিবিধানকল্পে ইঁনি সেই সকল অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করেন।

ভারতের রাজধানী দিল্লী নগরে স্থানান্তরিত হইলে লেডী হার্ডিং সাহেবা দিল্লীর স্বাস্থ্যের এবং চিকিৎসা-ব্যবসায়ের উন্নতিসাধনে মনোযোগী হন। সেই সূত্রে হাকিম আজমল খাঁর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। দিল্লি প্রবেশকালে লর্ড হার্ডিং আততায়ী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বোমার দ্বারা আহত হইলে, লর্ড দম্পতি তৎকালীন ঔদার্যে মোহিত হন; এবং ইঁনি দিল্লীতে যে নূতন হাসপাতাল স্থাপন করেন—লর্ড দম্পতির নামে তাহার নামকরণ করেন। হাকিম সাহেব চিকিৎসা-শাস্ত্র সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ইয়োরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর হাকিম সাহেব রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। তবে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ইঁনি নীরব কর্মী ছিলেন। তৎকালে কেবল হিন্দু-মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপনের দিকেই ইঁহার প্রধানতঃ লক্ষ্য ছিল। ইঁনি আলিগড়ে এম, এ, কলেজ এবং মস্লেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইঁনি মস্লেম লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্টের পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইঁনি রাজনীতিক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকেন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, হাকিম সাহেব তাহার অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির পদে কার্য করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পঞ্জাবে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহার নিবারণার্থ হাকিম সাহেব অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ইঁনি মহাত্মা গান্ধীর ভক্ত হইয়া উঠেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে ইঁনি কর্তব্যবোধে কংগ্রেসের কর্ণধারের পদ গ্রহণে সম্মত হন। ডাক্তার এ, এম, আনসারির সহায়তায় ইঁনি যোগ্যতার সহিত এই ভার বহন করেন। এই বৈঠকে ইঁনি ইঁহার জীবনের ব্রত—হিন্দু-মুসলমানে মিলনের জন্য প্রাণপণ করেন। তৎকালে দিল্লী প্রদেশে ইঁনিই একমাত্র অহিংসবাদী নেতা ছিলেন। ইং ১৯২৯ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আজমীঢ়—১। পাণ্ডবপক্ষীয় বিদুর; যদুবংশীয় নরপতি বিঃ। অজমীঢ় শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বি; পু।

২। রাজস্থানের অন্তর্গত একটি জেলা ও শহরের নাম। স্থানটি ভারতের ইতিহাসের সহিত বিশিষ্টভাবে জড়িত। কিংবদন্তী এই যে "অজ" নামে এক চৌহান বংশীয় রাজপুত রাজা খ্রীঃ ১৪৫ অব্দে আজমীঢ়নগর ও তথায় একটি দুর্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্গটি প্রথমে নাগ পাহাড়ের শিরোভাগে নির্মাণ করিবার সংকল্প করা হয়; কিন্তু রাজার দুষ্টগ্রহ, দিবসে যতটুকু নির্মিত হইত রাত্রিকালে তৎসমস্তই ভাঙ্গিয়া যাইত। সেই জন্য রাজা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া তারাগড় নামক নিকটবর্তী পাহাড়ে দুর্গ নির্মাণ করেন। এই দুর্গটিকে "গড়বিটলী" আখ্যা দেওয়া হয়, এবং ইন্দ্রকোট নামধেয় উপত্যকায় রাজার নামানুসারে "আজমীঢ়" শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আজমীঢ়রাজ বিশালদেব "বিশাল সাগর" নামে একটি বৃহৎ হ্রদ, এবং ইঁহার পৌত্র অনা, সুবিখ্যাত "অনাসাগর" নামক বৃহৎ হ্রদ নির্মাণ করেন। অনা হইতে নিম্নতর তিন পুরুষের প্রতিনিধি সোমেশ্বর, তুয়ার বংশীয় দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই বিবাহের ফলে পৃথ্বীরাজের জন্ম। অনঙ্গপাল পৃথ্বীকে পোষ্যরূপ গ্রহণ করায় পৃথ্বী দিল্লী ও আজমীঢ় এই উভয় রাজ্যেরই অধীশ্বর হন। ১১৯৩ খ্রীঃ সাহাবুদ্দীন ঘোরী পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। দিল্লী পাঠানের করগত হইল এবং আজমীঢ় পৃথ্বীরাজের জনৈক জ্ঞাতিকে প্রচুর করবিনিময়ে প্রদত্ত হইল। কিন্তু ইঁহাকে অধিক দিন রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। পাঠানশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করায় কুতবউদ্দীন আজমীঢ় আক্রমণ করিলে, রাজা

অনলোপায় হইয়া মহিষীগণ সহ অগ্নি-প্রবেশ করেন। আজমীঢ় পাঠানের হস্ত-গত হইলে, সায়েদ হোসেন তারাগড় দুর্গের রক্ষণভার প্রাপ্ত হয়। কিছুকাল পরে, রাঠোর ও চৌহানগণ মিলিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ করে, এবং সমস্ত পাঠানকে নিহত করিয়া আজমীঢ় অধিকার করে। কুতব-উদ্দীনের উত্তরাধিকারী সামস-উদ্দীন আল্‌তামাস্‌ আজমীঢ় পুনরায় পাঠানশক্তির অধীনতায় আনিয়াছিলেন।

তুগলকবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে আজমীঢ় মালবের মুসলমান রাজার অধিকারভুক্ত হয় (১৪৬৯ খ্রীঃ)। ১৫৩১ খ্রীঃ মালব রাজ্য গুজরাট রাজ্যের সহিত মিলিত হইলে, আজমীঢ় মাড়বারের রাঠোর রাজা মাল দেবের হস্তে আসে। ১৫৫৬ খ্রীঃ আকবর ইহাকে মোগলরাজ্যভুক্ত করিয়া লন। আজমীঢ় শহরের বহির্ভাগে আকবর একটি দুর্গপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান মধ্যে মধ্যে এইখানে আসিয়া বাস করিতেন। এই স্থানেই ইং ১৬৫৯ খ্রীঃ আওরঙ্গজেব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারার সৈন্যকে পরাজিত করেন। উত্তরকালে আজমীঢ় মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে যায়। ১৮১৮ খ্রীঃ ২৫শে জুন মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার শর্ত অনুসারে আজমীঢ় জেলা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

আজমীঢ় শহরের প্রধান দৃশ্য খাজা মইন্‌উদ্দীন চিস্তির দরগা। ইনি ১২৩৫ খ্রীঃ আজমীঢ়ে আগমন করিয়া বহুলোককে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই শহরে একটি জৈন মন্দির ছিল। কুতবুদ্দীন (বা আল্‌তামাস্‌) সেইটিকে ভগ্ন করিয়া একটি মস্‌জিদে পরিণত করেন। ইহার কারুকার্য অতীব প্রশংসনীয়। ১৮৭৫ খ্রীঃ নগরমধ্যে তারাগড় পর্বতের পাদদেশে "মেয়ো রাজকুমার কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়।

আজল—অজ্ঞ; যেন কিছুই জানে না এইরূপ ভাবাপন্ন; নেকা-বোকা; হাবা গোবা। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**আজলা, আজলী**।

আজা—নানা, মাতামহ, ঠাকুরদাদা। <আর্যক। বি; পু।

আজাড়—১। শূন্য, রিক্ত, খালি; নিঃশেষ, উজাড়। বিণ। ২। মোচন, ত্যাগ; শুন্যত্ব; অবসর। বাংপ্র। বি।

আজাদ—১। স্বাধীন ব্যক্তি। বি। ২। স্বাধীন; মুক্ত। ফা। বিণ।

আজান—আহ্বান, মুসলমানদিগকে নমাজ পড়িবার নিমিত্ত উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান। <আ 'অজান'। বি।

আজানত—অজ্ঞাতসারে; না জানিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আজানা—অজ্ঞাত, অবিদিত, অপরিচিত। বাংপ্র। বিণ।

আজানু—জানু পর্যন্ত, হাঁটু পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ।

আজানুলম্বিত—জানুদেশ পর্যন্ত লম্বমান, হাঁটু পর্যন্ত বিস্তৃত। সুপ্সুপেতি। বিণ।

আজি—আজ। <অদ্য। ক্রি-বিণ।

আজিকার—আজকার (তাহা দ্রঃ)।

আজিকালি—আজকাল (তাহা দ্রঃ)।

আজিকে—অদ্য, আজ। <অদ্য। ক্রি-বিণ।

আজী, আজীমা—আইমা, মাতামহী। <আর্যিকামাতা। বি।

আজীব—জীবিকা, প্রাণধারণোপায়। আ—জীব্‌ (বাঁচা)+ঘঞ্‌ করণ। বি; পু।

আজীবন—১। জীবিকা। আ—জীব্‌ (বাঁচা)+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী। ২। যাবজ্জীবন, মরণকাল পর্যন্ত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

আজীব্য—১। উপজীব্য; সহায়, আশ্রয়, অবলম্বন। আ—জীব্‌ (বাঁচা)+য করণ। বিণ। ২। জীবিকা, জীবনোপায়। বি; ক্লী।

আজু—১। অবৈতনিক কার্য বা কার্যকারী ব্যক্তি, বেগার। 'আজুঃ' পদের অপভ্রংশ। ২। আজ, অদ্য, আজি ('নওল আশ আজু জাগল মো পরাণে'-মাধবদাস)। প্রা কপ্র। অ।

আজুক—১। আজিকে, অদ্য দিবসে। ক্রি-বিণ। ২। আজিকার, অদ্য দিবসের। প্রা কপ্র। বিণ। [দ্রঃ।

আজুগোসাঞী—'অযোধ্যারাম গোস্বামী'

আজেবাজে—তুচ্ছ, বিভিন্ন ('— কথা')। বাংপ্র। বিণ।

আজ্‌গানো—বপন বা রোপণ করা, গাছ-পালা লাগানো, বীজ বা চারা বসানো। বাংপ্র। ক্রি।

আজ্ঞপ্ত—যাহার প্রতি আজ্ঞা করা হইয়াছে এরূপ, আদিষ্ট; অনুমতিপ্রাপ্ত। আ—ণিজন্ত জ্ঞা (=জ্ঞাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আজ্ঞপ্তি—আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি। আ—ণিজন্ত জ্ঞা (=জ্ঞাপি)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আজ্ঞা—আদেশ, নিদেশ, হুকুম; অনুমতি। আ—জ্ঞা+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

আজ্ঞাকর্তা (-কর্তৃ)—নিদেশ প্রদান-কারী, আদেশদাতা, আদেষ্টা, যে হুকুম করে। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

আজ্ঞাকারী (-কারিন্‌)—অন্যের আদেশানুসারে কার্যকারী, আজ্ঞাবহ, আদেশানুবর্তী। উপতৎ; আজ্ঞা শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আজ্ঞাকারিণী**। বি, **-কারিতা, -ত্ব**।

আজ্ঞাক্রমে, -অনুক্রমে—আদেশ অনু-সারে, হুকুম অনুযায়ী। ৬তৎ। বি; ক্রি-বিণার্থে ৭মী।

আজ্ঞাচক্র—(তন্ত্রে)—ষট্‌চক্রান্তর্গত চক্র বিঃ, ষষ্ঠ চক্র। আজ্ঞা নামক যে চক্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

আজ্ঞাধীন—আদেশানুবর্তী, আজ্ঞাকারী। আজ্ঞার অধীন, ৬তৎ। বিণ। বি, **-ধীনতা, -ত্ব**।

আজ্ঞানুবর্তন—আদেশপালন, হুকুম মানা, কথা শোনা। আজ্ঞার অনুবর্তন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

আজ্ঞানুবর্তী (-বর্তিন্‌)—আজ্ঞাকারী, নিদেশানুসারী, আজ্ঞাধীন, আদেশপালক, হুকুম মান্যকারী। আজ্ঞার অনুবর্তী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**। বি, **-বর্তিতা, -ত্ব**।

আজ্ঞানুযায়ী (-যায়িন্‌)—নিদেশানু-সারী; আদেশানুরূপ। আজ্ঞার অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আজ্ঞানু-যায়িনী**। বি, **-যায়িতা, -ত্ব**।

আজ্ঞানুরূপ—আদেশানুরূপ, অনুমত্যনু-যায়ী। আজ্ঞার অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ।

আজ্ঞানুসারী (-সারিন্‌)—আজ্ঞানুযায়ী, আদেশানুবর্তী, অনুমত্যনুযায়ী। আজ্ঞার অনুসারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-সারিণী**।

আজ্ঞাপক—আজ্ঞাকর্তা, আদেষ্টা, অনুমতিকারক; নিয়োগকর্তা। আ—ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আজ্ঞাপিকা**।

আজ্ঞাপত্র—আদেশপত্র, হুকুমনামা। আজ্ঞা-সূচক পত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

আজ্ঞাপন—আদেশদান, নিয়োজন। আ—জ্ঞা (=জ্ঞাপি)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

আজ্ঞাপিত—আজ্ঞপ্ত, আদিষ্ট। আ—জ্ঞাপি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আজ্ঞাপিতে—আজ্ঞা দিতে, হুকুমজারি করিতে, আদেশ দিবার জন্য। কপ্র। ক্রি।

আজ্ঞাবন্দী—আজ্ঞাধীন, আজ্ঞাবহ, আজ্ঞা-কারী। প্রা কপ্র। বিণ।

আজ্ঞাবহ—আজ্ঞাকারী, আদেশপালক। উপতৎ; আজ্ঞা শব্দ—বহ্‌+অন্‌ কর্তৃ। বিণ।

আজ্ঞাভঙ্গ, আজ্ঞালঙ্ঘন—আজ্ঞা-তিক্রম, আদেশাতিবর্তন, হুকুম না মানা,

কথা না শোনা। ভক্ত। বি ; যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী।

আজ্ঞে—মাননীয় ব্যক্তির প্রশ্নের বা আহ্বানের উত্তরে ; আজ্ঞা করুন ; সবিনয় আদেশ-স্বীকারে। বাংপ্র। অ।

আজ্যা—হবিঃ, ঘৃত। আ—অন্জ্ (মাখানো) + ক্যপ্ করণ ; অথবা অজ্ঞা+ক্য। বি ; ক্লী।

আজ্যপ—১। ঘৃতপায়ী। উপতৎ ; আজ্য (ঘৃত)—পা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। পিতৃলোক বিঃ ; ইঁহারা পুলস্ত্যের সন্তান এবং বৈশ্যজাতির পিতা। বি ; পুং।

আঝাড়া—অপরিষ্কৃত, আবর্জনাযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

আঝালা—যাহা ঝালা বা জোড়া হয় নাই এরূপ ; ঝালশূন্য, লঙ্কাবর্জিত। বাংপ্র। বিণ।

আঝোড়া—যাহার ডালপালা ঝোড়া বা কাটা হয় নাই এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

আঞ্চলিক—স্থানীয় ; কোন এলাকা-সংক্রান্ত ('— প্রভাব')। অঞ্চল+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আঞ্জনি, আঞ্জুনি—১। চোখের পাতার নিকট যন্ত্রণাদায়ক ব্রণ বিঃ, আজনাই। নি। ২। চিক্কণদেহ ইষ্টকবর্ণ জেঠী বিঃ। বাংপ্র। বি।

আঞ্জনেয়—অঞ্জনা-তনয়, হনুমান্। অঞ্জনা শব্দ+ঞেয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

আঞ্জা—যে পরিমাণ সময় অন্তর অন্তর স্ত্রীলোকের সন্তান জন্মে, তাগা, আঁজা। বাংপ্র। বি।

আঞ্জাম—সরবরাহ, যোগাড় ; বন্দোবস্ত ; নির্বাহ ; সমাধা। ফা। বি।

আঞ্জিনেয়—সরীসৃপ বিঃ, আজনাই। অঞ্জন+ঞেয় অস্ত্যার্থে, নিপাতনে। বি ; পুং।

আঞ্জুমান—সভা, সমিতি। ফা। বি।

আট—১। ৮ সংখ্যা। বি। ২। আট সংখ্যক। <অষ্ট। বিণ।

আটক—১। আবরণ ; বাধা ; প্রতিবন্ধক ; রোধ ; অবরোধ, কয়েদ। বি। ২। বদ্ধ, অবরুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

আটকড়াই, -কলাই—আটরকম কলাই-এর সমষ্টি, শিশুর জন্মের অষ্টম দিবসে অনুষ্ঠিত অষ্টবিধ কলাইভাজা বিতরণরূপ ব্যাপার। বাংপ্র। বি।

আট-কপালে—অতি ভাগ্যবান্ ; ভাগ্যহীন, হতভাগা, দুরদৃষ্ট, পোড়াকপালিয়া। বাংপ্র। বিণ।

আটকা—আটক (তাহা দ্রঃ)।

আট-কাঁট, -কাঠ—আটঘাট, সকল দিক্, সব বিষয়। বাংপ্র। বি।

আটকানো—আটক করা, আয়কানো, রোধ করা, বন্ধ করা ; আবদ্ধ করা, সাঁটিয়া দেওয়া ; বাঁধিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আটকে—১। পুরীধামে যাহাতে একজন নিয়মিত প্রসাদ পাইতে পারে সেজন্য অর্থদান ; একজনের মত ভাতের হাঁড়ি। বি। ২। আটকাইয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আটকৌড়ে—সন্তান জন্মগ্রহণের পর জাতকের মঙ্গলকামনায় অষ্টম দিবসে যে শুভ অনুষ্ঠান করা হয়, [উক্ত শুভ অনুষ্ঠানে আট রকম ভাজা কলাই আত্মীয়-স্বজনকে বিতরণ করিতে হয়। সচরাচর যে যে কলাই এই অনুষ্ঠানে ব্যবহার করা হয় তাহাদিগের নাম,—মটর কলাই, বরবটি কলাই, ছোলা বা বুট কলাই, মুগ কলাই, মসুর কলাই, বাঁরি কলাই, হনমুনে কলাই ও মাষ কলাই]। বাংপ্র। বি।

আটখাকা—আকুল, অস্থির, কুটিকুটি। বাংপ্র। বিণ।

আটঘাট—সভার বাদ্যযন্ত্রের স্বরগ্রাম নির্দেশক সমস্ত পরদা ; চারিদিকের সমুদায় অবস্থা ; সকল পথ বা উপায় ; সমস্ত কৌশল। বাংপ্র। বি। **আটঘাট বাঁধা**—সকল প্রকার বাধা দূর করা ; বিপদের সকল সম্ভাবনা দূর করা ; সর্বরকমে প্রস্তুত হওয়া।

আটচল্লিশ—৪৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অষ্টচত্বারিংশৎ' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

আটচাল—আটচালা ঘর ; লাঙ্গলের মুড়ার ছিদ্রমধ্যে ঈষ দৃঢ় সংযুক্ত রাখিবার নিমিত্ত কাঠের গুঁজি। বাংপ্র। বি।

আটচালা—১। আটখানি চালবিশিষ্ট। বিণ। ২। আটখানি চালবিশিষ্ট ঘর ; তৃণাচ্ছাদিত বৃহৎ গৃহ ; বড় চালা, মেড়াপ। বাংপ্র। বি।

আটত্রিশ—৩৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অষ্টাত্রিংশৎ' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ। [বা ক্রি-বিণ।

আটপর—আটপ্রহর (তাহা দ্রঃ)। বি

আট-পিটে, -পিঠে—সকল বিষয়ে পটু ; ক্লেশসহিষ্ণু ; শ্রমশীল ; ডাংপিটে, দুরন্ত, অবাধ্য, গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

আটপৌরে—বাটীতে পরিধেয় ; সর্বদা ব্যবহার্য ; সাধারণ ; ইতর। বাংপ্র। বিণ।

আটপ্রহর—অষ্টপ্রহর, দিবারাত্র, দিনরাত ; সমস্ত সময় ; অহোরাত্রব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন। বাংপ্র। বি।

আটবিক—১। অটবীসম্বন্ধীয় ; আরণ্য, বন্য। অটবী শব্দ+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**আটবিকী**। ২। বন্য জন, অরণ্যচর ব্যাধাদি ; আরণ্যক সেনা। বি ; পুং।

আটষট্টি—৬৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অষ্টষষ্টি' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

আটহাঁড়ি—বিবাহে স্ত্রী আচার বিঃ, বিবাহান্তে আটটি ভাঁড় লইয়া বরকন্যার ঢাকাঢাকি। বাংপ্র। বি।

আটা—সূক্ষ্ম গোধূমচূর্ণ বিঃ ; ভুষি-সহিত ময়দা ; সংসক্তিসাধক বস্তু, গঁদ, আঠা ; আটটি বিন্দু চিহ্ন যুক্ত তাস। বাংপ্র। বি।

আটাইশ, আটাশ ২৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আটাত্তর—৭৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাং। বি বা বিণ।

আটানব্বই—৯৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আটান্ন-৫৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাং প্র। বি বা বিণ।

আটাল—আটাযুক্ত, আঠাল, চটচটে, আঁট, কসা। বাংপ্র। বিণ।

আটাশ—'আটাইশ' দ্রঃ।

আটাশি, আটাশী—৮৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অষ্টাশীতি' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

আটাশে-১। গর্ভের অষ্টম মাসে প্রসূত ('— সন্তান'), (সুতরাং) দুর্বল বা অক্ষম, ভীরু, অষ্টাবিংশ। বিণ। ২। মাসের অষ্টাবিংশ দিন। বাংপ্র। বি।

আটি—শস্যাদির তাড়া, বিড়া। বাংপ্র। বি।

আটেকাটে, আটেপিটে—অষ্টেপৃষ্ঠে, সম্যকপ্রকারে সর্বাঙ্গে। বাংপ্র। অ।

আটোপ—গর্ব, দেমাক, অহংকার ; সংরম্ভ ; সম্ভ্রম। আ টুপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

আটোপ-টংকার দৃপ্তবাক্য, দম্ভোক্তি, জাঁকজারি, বড়াই, আস্ফালন। মধ্যপ। বি ; পুং।

আঠা—সংসক্তিসাধক বস্তু, আটা ; বৃক্ষ নির্যাস ; দৃঢ়প্রযত্ন। বাংপ্র। বি।

আঠার—১৮ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ। **আঠার মাসে বছর**—অতিশয় দীর্ঘসূত্রতা। [বি।

আঠারই—মাসের অষ্টাদশ তারিখ। বাংপ্র।

আঠাল—আঠাযুক্ত, চটচটে ; যত্নশীল। বাংপ্র। বিণ।

আড়—১। বক্র, তির্যক, বাঁকা, টেরচা, আংশিক, অর্ধ ; অপাঙ্গ। বিণ। ২। পার্শ্ব ভাগ, পাশ ; অন্তরাল, আড়াল ; বক্রতা, জড়তা ; ঘনামধ্যাত মৎস্য ; বাঁশ প্রঃ র আলস্য, সাজা ; প্রস্থ, বিস্তার। বাংপ্র। বি। **আড় ভাঙা**—জড়তা দূর করা। **আড়ে গেলা**-তাড়াতাড়ি খাওয়া।

আড়-ওড়—বাকচোর ; আড়াল-বিড়াল, অন্তরাল ; দাঁতখোঁত ; ওড়ফুল। বাংপ্র। বি।

আড়ৎ—পণ্য বিক্রয়ের বা নির্মাণের স্থান, গঞ্জ, ঘাট, হাট, বাজার ; গোলা। বাংপ্র। বি।

আড়ৎঘাটা, আড়ঙ্ঘাটা, আড়ং-ঘাটা—নৌকায় আরোহণ করিবার ঘাট বা স্থল। বাংপ্র। বি।

আড়ৎঘোপ, -খোলাই—বাজারে বিক্রয়ার্থ নূতন কাপড়ের ঘোপ। বাংপ্র। বি।

আড়ৎ-বাড়ৎ—বাঁকাচোরা ; আগড়ম বাগড়ম। বাংপ্র। বি।

আড়-কাটি, -কাঠি চা-বাগান প্রঃ-র জন্য কুলি-মজুর সংগ্রহকারী ; সৈনিক-সংগ্রাহক ; জাহাজের জল-মাপা কর্মচারী ; জাহাজের পথপ্রদর্শক ; কাণ্ডারী, কর্ণধার। বাংপ্র। বি।

আড়কাঠ, -কাঠা—ঘরের উপরিভাগে আড়দিকের কাঠ বা বাঁশ, আড়া, কড়ি। বাংপ্র। বি।

আড়কালা—ঈষৎ বধির। বাং। বিণ।

আড়খেমটা সংগীতের দ্বাদশমাত্রিক তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

আড়গড়া—কাঠের বেড়া ; কাঠবেষ্টিত স্থল ; অশ্বশালা। বাংপ্র। বি।

আড়ঘোমটা—অর্ধাবগুণ্ঠন। বাংপ্র। বি।

আড়ঙ্গ—বহু দ্রব্য বিক্রয়ের বা নির্মাণের স্থান, গঞ্জ, ঘটি, হাট, বাজার ; গোলা। বাংপ্র। বি।

আড়ঙ্ঘাটা—'আড়ংঘাটা' দ্রঃ।

আড়তা—১। সামান্য আড়, ঈষৎ বক্র বা কুটিল। বিণ। ২। আড়ে আড়ে। ক্রি-বিণ। ৩। সামান্য সংকেত বা ইঙ্গিত, ঠার, ইশারা ; লালসা, লোভ। বাং। বি।

আড়চাল ঘরের আড় বা প্রস্থদিকের চাল ; আটচাল ; লাঙ্গলের মুড়োর ছিদ্র-মধ্যে ঈষ দৃঢ় সংযুক্ত করিবার গুঁজি কাজলা, মেক, ছেনি ; বিতস্তিপরিমাণ, বিঘত। বাংপ্র। বি।

আড়ত—পাইকারী বিক্রয়ের স্থান বা দোকান। হি। বি।

আড়ত-দার—আড়তের মালিক ; আড়ত-রক্ষক। হি-মু। বি বা বিণ।

আড়তদারি—অন্যের মাল নিজের গোলায় রাখা ও বিক্রয় করার কাজ ; অন্যের মাল বেচিয়া দিবার জন্য আড়তদারের প্রাপ্য অর্থ। বাংপ্র। বি।

আড়-পাগলা, -পাগলা—অর্ধোন্মাদ, আধখেপা। বাংপ্র। বিণ।

আড়পার—ওপার, পরপার, অপর তীর। বাংপ্র। বি।

আড়বাঁক—আংশিক বক্রতা। বাংপ্র। বি।

আড়বাঁকা আংশিক বক্র। বাংপ্র। বিণ।

আড়মাতলা—আধমাতাল, অর্ধমত্ত। বাং-প্র। বিণ।

আড়মোড়া—শরীরের বক্রতা বা আড়ষ্টভাব দূরীকরণ, আলস্যভঙ্গ। বাংপ্র। বি।

আড়ম্বর—তূর্যধ্বনি, রণবাদ্য, হস্তিধ্বনি ; মেঘধ্বনি ; আরম্ভ ; বাহুল্য ; গর্ব ; জাঁক ; সমারোহ, ঘটা ; হর্ষ ; ক্রোধ ; পক্ষ, অক্ষি-লোম। আ—ডম্ব্ (প্রেরণ করা)+অর্ ভাব। বি ; পু।

আড়ম্বর-রহিত, -বর্জিত, -বিহীন, -শূন্য, -হীন—সমারোহ বর্জিত, ঘটাশূন্য, যাহাতে জাঁকজমক নাই এমন ; গর্বরহিত, নিরহংকার, দেমাকশূন্য, বিনীত বা বিনয়ী। ৩তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রহিতা, -বর্জিতা, -বিহীনা, -শূন্যা, -হীনা**।

আড়ম্বরি—জাঁকজারি, আস্ফালন, ধুমধাম, ঘটা, দম্ভ, দর্প ; বহ্বারম্ভ। বাংপ্র। বি।

আড়ম্বরী (-রিন্)—সমারোহযুক্ত, ঘটাবিশিষ্ট, জাঁকাল ; গর্বিত ; অহংকারী, দেমাকযুক্ত। আড়ম্বর শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আড়ম্বরিণী**।

আড়রি আড়ুরি (তাহা দ্রঃ)।

আড়ষ্ট—অবশ ; অসাড় ; অবশাঙ্গ ; জড়সড় সংকুচিত। বাংপ্র। বিণ।

আড়া—১। আড়ভাবাপন্ন, কুটিল, টেরা ; পরিত্যক্ত, বর্জিত। বিণ। ২। আবর্জনা, জঞ্জাল ; কুস্থান। বাংপ্র। বি।

আড়া—১। খোড়ো ঘরের স্থূল অবলম্বন-দণ্ড ; কড়ি ; বর্ষাকালে মাঠ হইতে পুষ্করিণীতে প্রবাহিত জলের সহিত আগত ক্ষুদ্র মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত গর্ত ও তাহার আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম ; আয়তন ; আকার। বাংপ্র। বি। ২। পরিমাণ বিঃ। 'আঢ়ক' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আড়াআড়ি-১। আড়ভাবে, টেরাভাবে, চওড়ার দিকে। বিণ। ২। শত্রুতা ; রেষারেষি ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বাংপ্র। বি।

আড়াই—দুই এবং একের অর্ধেক। বাংপ্র। বিণ।

আড়াইয়া—আড়াইএর সহিত গুণনের আর্যা। বাংপ্র। বি।

আড়াখেমটা—বারো (কাহারও মতে সাড়ে তের) মাত্রার তাল। বাংপ্র। বি।

আড়াচৌতাল—সংগীতের সাত মাত্রার তাল। বাংপ্র। বি।

আড়াঠেকা—সংগীতের তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

আড়ানা-রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

আড়ানি—বড় পাখা ; একরকম বড় ছাতা। বাংপ্র। বি।

আডাম সাহেব—ইনি ভারতের গবর্নর-জেনারেল মার্কুইস অব্ হেস্টিংসের কৌন্সিলের প্রধান মেম্বার অর্থাৎ সদস্য ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস অব্ হেস্টিংস পদত্যাগ করিয়া ইংল্যাণ্ড গমন করিলে আডাম সাহেব কয়েক মাস প্রতিনিধি গবর্নর-জেনারেলরূপে কার্য করেন। ইঁহারই প্রযত্নে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতার বিলোপ হওয়ায় ইনি সাধারণের অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

আড়ামোড়া—আড়মোড়া (তাহা দ্রঃ)।

আড়ারি—আড়ুরি (তাহা দ্রঃ)।

আড়াল—অন্তরাল ; ব্যবধান ; বেড়া। বাংপ্র। বি।

আড়ি—পরিমাণ বিঃ ; অন্য লোকদিগের কথোপকথন গোপনে শুনিবার জন্য গুপ্তভাবে অবস্থিতি ; অসদ্ভাব, অপ্রণয়, অসৌহৃদ্য ; পণ, প্রতিজ্ঞা ; মৎস্য বিঃ ; মেষ। বাংপ্র। বি। **আড়িপাতা**—গোপনে থাকিয়া কথা শোনা।

আড়িপাতন—গোপনে থাকিয়া রহস্য বাক্য শ্রবণ। বাংপ্র। বি।

আড়িপাতুনে—যে গোপনে অপরের কথা শোনে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

আড়ুরি, আড়ুলি—নদ্যাদির উচ্চ তীর ; নদীতীরস্থ উচ্চস্থান বা ভৃগু ; কাছাড় ; নদীগর্ভ ; ঢালু, গড়ানিয়া জায়গা। বাংপ্র। বি।

আড়েহাতে বিষমভাবে, সজোরে ; সোৎসাহে, উঠিয়া পড়িয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আড্ডা অবস্থিতি স্থান, বাসা ; গাড়ি প্রভৃতি থাকিবার বা থামিবার স্থান, স্টেশন ; আখড়া ; অনেক লোক জটলা করিবার জায়গা ; জটলা ; আমোদ-প্রমোদের বৈঠক। বাংপ্র। বি। **আড্ডা গাড়া**—বাস করা। **আড্ডা দেওয়া, আড্ডা মারা**—আড্ডায় গিয়া অকারণ সময় কাটানো।

আড্ডাধারী—আড্ডার সর্দার বা প্রধান ব্যক্তি ; আড্ডায় গমনকারী। বাংপ্র। বি।

আঢ়ক—ধান্যাদির পরিমাণ বিঃ, চতুঃপ্রস্থ পরিমাণ, আড়ি ; দুই মণ ; (জ্যোতিষে) পরিমাণ বিঃ, আড়া [কেহ কেহ বলেন এই পরিমাণ শত যোজন বিস্তীর্ণ ও ত্রিশ যোজন আয়ত, আবার কাহারও কাহারও মতে ত্রিশ যোজন আয়ত, শত যোজন বিস্তীর্ণ ও বিংশ যোজন গভীর]। আ—ঢৌক্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

আঢাকা—যাহা ঢাকা নয় এমন, অনাবৃত ; অনাচ্ছাদিত, খোলা। বাং। বিণ।

আঢ্য—ধনী, ঐশ্বর্যশালী ; যুক্ত, বিশিষ্ট ; পূর্ণ ; সম্পন্ন। আ—ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আঢ্যা, আঢ্যম্**।

আন্বয়িক—অনুবর্তী; অনু দ্বারা সাধিত। অনু+ফিক। বিণ। স্ত্রী, -য়িকী।

আন্টনি—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। কেহ কেহ বলেন, ইনি ফরাসডাঙ্গার জনৈক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর পুত্র। আবার কাহারও কাহারও মতে ইনি জাতিতে পোর্তুগীজ। ব্যবসায় কর্ম উপলক্ষে ইনি এ দেশে আসিয়া ফরাসডাঙ্গায় বাস করেন। এখানে এক ব্রাহ্মণযুবতীর সহিত ইহার গুপ্ত প্রণয় হয়, এবং শেষে তাহাকে লইয়া গরীটির নিকটে বাস করেন। বহুদিন বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর সংসর্গে থাকিয়া ইনি বেশ বাঙ্গালা শিখিয়াছিলেন। কবির গাওনা শুনিয়া ইনি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হন। ইনি প্রথমে এক হিন্দু কবিওয়ালার দলে প্রবেশ করেন; পরে নিজেই দল বাঁধেন। কিছুদিন পর্যন্ত শখের দল চালাইয়া ইহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হয়। শেষে ইনি পেশাদারী দল করেন। তাহাতে আন্টুনি যথেষ্ট অর্থ ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি-চাদর পরিধান করিতেন। ইহার নিজের গানেই আছে—"ভজন পূজন জানিনে মা জেতে ফিরিঙ্গী।"

আণ্ডা—ডিম্ব, ডিম। 'অণ্ড' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আণ্ডাবাচ্চা—ছেলেপুলে, ছানাপোনা। বাংপ্র। বি।

আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জ—বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত দ্বীপসমষ্টি। প্রধান নগর পোর্ট ব্লেয়ার। দ্বীপগুলি প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত,—গ্রেট আণ্ডামান (Great Andaman) ও লিট্‌ল্ আণ্ডামান (Little Andaman)। প্রথমোক্তটি আবার তিন অংশে বিভক্ত,—উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ আণ্ডামান। শেষোক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে প্রসিদ্ধ পোর্ট ব্লেয়ার বন্দর অবস্থিত। আণ্ডামান দ্বীপগুলি পাহাড় ও জঙ্গলে সমাকীর্ণ। জঙ্গলে গৃহসজ্জা নির্মাণের উপযোগী নানাবিধ মূল্যবান্ বৃক্ষ আছে। জলে মৎস্য ও কচ্ছপ অপর্যাপ্ত।

অত্রত্য আদিমনিবাসীরা নিগ্রো-জাতির শ্রেণীবিশেষ বলিয়া অনুমিত। পুরুষেরা কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ ও ঈষৎ খর্বাকৃতি। ইহাদের মস্তকের কেশ কুঞ্চিত ও মেষ-লোমের ন্যায়। ইহারা মৎস্য, কূর্ম, শূকর ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। ধনুর্বাণ ইহাদের প্রধান অস্ত্র। "ডোঙ্গা" ইহাদের বাহন। ইহারা সাঁতারে সন্তরণ-পটু। স্ত্রীলোকেরা [illegible] এবং দেখিতে পুরুষগণ অপেক্ষা কুৎসিত। ইহাদের [illegible] অধিক সন্তান হয় না; কেহ কেহ একেবারেই বন্ধ্যা। ইহারা সর্বাঙ্গে গিরিমাটি মাখে এবং উল্কি পরে। পুরুষেরা একাধিক রমণী বিবাহ করে না। এজাতির মধ্যে ব্যভিচার-দোষ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইহারা জঙ্গল-দেবতার আরাধনা করে। প্রথমতঃ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এইখানে একটি বন্দিনিবাস স্থাপিত হয়। কিন্তু স্থানের অস্বাস্থ্যকরতা, আদিমবাসীদিগের উপদ্রব এবং খাদ্যাদির অভাব-নিবন্ধন, ১৭৯৬ খ্রীঃ উক্ত নিবাস উঠাইয়া দিয়া বন্দিগণকে ভারতবর্ষে পুনরানয়ন করা হয়। পরন্তু সিপাহী-বিদ্রোহের পরে ১৮৫৮ খ্রীঃ এখানে বন্দিনিবাস পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন আবাসের নাম "পোর্ট ব্লেয়ার" দেওয়া হয়। ১৭৬৯ খ্রীঃ নিকোবার দ্বীপ ইংরাজ অধিকারে আসে। ১৮৭২ খ্রীঃ আণ্ডামান ও নিকোবার দ্বীপ জনৈক চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। তিনি পোর্ট ব্লেয়ার বন্দরে অবস্থান করেন। উক্ত অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি—ভারতবর্ষের গবর্ণর-জেনারেল লর্ড মেয়ো এই স্থানে সের আলী নামে এক মুসলমানের ছুরিকাঘাতে নিহত হন।

ভারতবর্ষের যে সকল অপরাধী আজীবন নির্বাসন-দণ্ডে কিংবা দীর্ঘকালব্যাপী কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হইত, তাহারাই আণ্ডামান আবাসে প্রেরিত হইত। বর্তমানে বহু বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পরিবার আণ্ডামানে গিয়া বাস করিতেছে। আণ্ডামান এখন কেন্দ্রীয় শাসনাধীন। [আন্দামান বানানই প্রচলিত।]

আণ্ডিল, আণ্ডীল, আণ্ডেল—ধনাঢ্য, অতি ধনী। বাংপ্র। বিণ।

আণ্ডীর—বহু-ডিম্ববিশিষ্ট। অণ্ড+ক (=আণ্ড) +ঈর অস্ত্যর্থে। বিণ।

আতঙ্ক—শঙ্কা, ভয়; রোগ, পীড়া; জ্বর; সন্তাপ; যাতনা; মুরজধ্বনি। আ—তন্‌ক্ (কষ্টে বাঁচা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আতঙ্কিত—শঙ্কিত, ভীত; সন্তপ্ত; রুগ্ণ। আতঙ্ক+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

আতঞ্চন—নিক্ষেপ, ক্ষেপণ; গলিত দ্রব্যে চূর্ণ নিক্ষেপ; দুধে দম্বল দেওয়া; উপদ্রব; বেগ; আপ্যায়ন, তুষ্টিসাধন। আ—তন্‌চ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আতত—১। বিস্তৃত; আরোপিত; প্রসারিত। আ—তন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বীণাদি বাদ্য, মুরজধ্বনি। বি; ক্লী। ৩। কম্পিত। প্রা। কপ্র। বিণ।

আততায়ী (-য়িন্)—বধোদ্যত; অনিষ্টকারী; আক্রমণকারী। শাস্ত্রে ছয় প্রকার আততায়ীর উল্লেখ আছে, যথা—গৃহে অগ্নিদাতা, বিষপ্রয়োগকর্তা, শস্ত্রপাণি (অর্থাৎ প্রাণঘাতক), ধনাপহারী, ভূম্যপহারী এবং দারাপহারী। আততায়ীকে বধ করিলে দোষ হয় না। আতত শব্দ—ই (গমন করা, ব্যাপা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—আততায়িনী। বি—আততায়িতা, -ত্ব।

আতপ—১। রবিকর, রৌদ্র। আ—তপ্ (তাপ দেওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। ধান সিদ্ধ না করিয়া কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া ঢেঁকিতে ভানিয়া যে চাউল প্রস্তুত হয়। বাংপ্র। বি।

আতপ-তণ্ডুল—আলো চাল। আতপ দ্বারা কৃত তণ্ডুল, মধ্যপ। বি; ক্লী।

আতপত্র—ছত্র, ছাতা। উপতৎ; আতপ শব্দ—ত্রৈ (রক্ষা করা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী। [কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

আতপত্রক—ছত্র, ছাতা। আতপত্র শব্দ+

আতপবারণ—আতপত্র, ছত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আতপ-স্নান—নগ্ন শরীরে সূর্যের উত্তাপ লাগানো; রৌদ্রসেবন, sunbath. মধ্যপ। বি; ক্লী।

আতর—১। তরপণ্য, খেয়ার কড়ি, নদীপারার্থ নৌকাভাড়া। আ—তৄ (উত্তীর্ণ হওয়া)+অল্ কর্ম। বি; পু। ২। সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ। <আ 'ইত্‌র্'। বি।

আতর্পণ—তৃপ্তিসম্পাদন; প্রীতকরণ; তৃপ্তি; প্রীতি, সন্তোষ; আলিপনা। আ—তৃপ্ (তৃপ্ত করা) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আতশ—আগুনের ঝাঁঝ, উত্তাপ, আতপ; অগ্নি, অনল। বাংপ্র। বি।

আতশবাজি—তুবড়ি হাউই প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

আতশী—আগ্নেয়। বাংপ্র। বিণ। **আতশী কাচ**—যে কাচের সাহায্যে সূর্যের কিরণ কেন্দ্রীভূত করিয়া আগুন জ্বালানো যায়।

আতস—১। বায়বীয়। অতস্+অণ্ সম্বন্ধার্থে। ২। মসীনা-সূত্র হইতে প্রস্তুত; ক্ষৌম। অতসী+অণ্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী, -সী।

আতা—সুপাচ্য ফল বিঃ। 'আতৃপ্য' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আতান্তর—১। ঘোর সংকট, মহাবিপদ; উপায়হীন অবস্থা বি। ২। বিপন্ন, সংকটাপন্ন; উপায়হীন। বাংপ্র। বিণ।

আতাম্র—ঈষৎ তাম্রবর্ণ, তামাটে, পাটল। বিণ বা বি।

আতার—আতর, তরপণ্য, নদী পার হইবার নৌকা-ভাড়া। আ—তৄ (পার হওয়া)+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

আতারিকাতারি—যাতনা, কাতরতা, কাকুতি, ছটফট। 'আতরকাতর' শব্দজ। বি।

আতালিপাতালি—১। সর্বত্র, চারিদিকে। ক্রি-বিণ। ২। ছটফট। বাংপ্র। বি।

আতিক্ত—ঈষৎ তিক্ত, অল্প তিক্ত, তিতকুটে, আতিত। বিণ।

আতিত—ঈষৎ তিক্ত। 'অতিক্ত' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আতিথেয়—১। অতিথির উপযুক্ত; অতিথিসেবার উপযোগী; অতিথিসেবা-পরায়ণ। অতিথি শব্দ+ঢেয়। বিণ। স্ত্রী—**আতিথেয়ী**। ২। অতিথিসেবার বস্তু। বি; ক্লী।

আতিথ্য—১। অতিথির ভাব বা অবস্থা, অতিথি হওয়া; অতিথিসেবা। অতিথি শব্দ+ষ্ণ্য। বি; ক্লী। ২। অতিথি। বি; পু। ৩। অতিথির উপযুক্ত বা অতিথির নিমিত্ত আবশ্যক (দ্রব্যাদি)। বিণ।

আতিথ্যস্বীকার—অতিথি হওয়া [আতিথ্য স্বীকার করিল, অর্থাৎ অতিথি হইল]। ৬তৎ। বি; পু।

আতিদেশিক—অতিদেশপ্রাপ্ত, অন্যত্র আরোপিত। অতিদেশ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ।

আতিপাতি—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে, তন্ন-তন্ন করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আতিবিতি—আস্তে ব্যস্তে, শশব্যস্তে, সসম্ভ্রমে, ক্ষিপ্রতার সহিত, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আতিশয্য—আধিক্য। অতিশয় শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আতুথাতু, -পুতু—অতিশয় স্নেহ, অতিরিক্ত যত্ন। বাংপ্র। বি।

আতুর—রোগী, পীড়িত; কাতর, অভিভূত। আ—তুর+ক কর্তৃ। বিণ।

আতুরনিবাস, আতুরালয়, আতুরাবাস—চিকিৎসার্থী পীড়িত ব্যক্তিদিগের থাকিবার আশ্রম, হাসপাতাল। ৬তৎ। বি; পু।

আতৃপ্য—১। তৃপ্তিসাধন-যোগ্য; প্রীতিকর। আ—তৃপ্ (তৃপ্ত করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ২। আতাগাছ। বি; পু। ৩। আতা ফল। বি; ক্লী।

আতেলা—তৈলবিহীন। বাংপ্র। বিণ।

আতোদ্য—তত (বীণাদি বাদ্য), আনদ্ধ (মুরজাদি বাদ্য), শুষির (বংশাদি বাদ্য), ঘন (কাংস্যতালাদি বাদ্য), এই চতুর্বিধ বাদ্য; বাদ্যমাত্র, বাজনা; বাদ্যযন্ত্র। আ—তুদ্ (পীড়ন করা)+ণ্যৎ কর্ম। বি ক্লী।

আত্ত—গৃহীত; স্বীকৃত, হৃত, ধৃত; প্রাপ্ত। আ—দা (দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আত্তি—অন্তর, মন; মনের সাধ, আকাঙ্ক্ষা; আত্মীয়তা, মমতা। বাংপ্র। বি।

আত্তিগুড (আত্তিগুও, আত্তিমো)—কথার বশ, সুবাধ্য; লোকপ্রিয়; মমতাশালী। বাংপ্র। বিণ।

আত্ম—স্বয়ং; আপনি; আপনার। আত্মন্। বি বা বিণ।

আত্মকর্ম (-কর্মন্)—স্বকীয় কর্ম, স্বজাতির করণীয় কার্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মকলহ—আপনা-আপনির মধ্যে ঝগড়া, স্বজনবিরোধ, গৃহবিবাদ, অন্তর্বিগ্রহ। ৭তৎ। বি; পু।

আত্মকৃত—স্বকৃত, নিজের অনুষ্ঠিত। আত্ম-কর্তৃক কৃত, ৩তৎ। বিণ।

আত্মগত—স্বগত, মনে মনে; আত্মনিষ্ঠ। ২তৎ। বিণ।

আত্মগরিমা (-গরিমন্)—নিজগৌরব। আত্মার গরিমা (গৌরব), ৬তৎ। বি; পু।

আত্মগুণ—বুদ্ধি হর্ষ অভিলাষ চেষ্টা ঘৃণা পরিমাণ সংখ্যা মিলন বিচ্ছেদ বিরহ গুণরাহিত্য ধারণা মেধা স্মৃতি—আত্মার এই চতুর্দশ প্রকার গুণ; আত্মোৎকর্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

আত্মগোপন—মনোগত ভাবাদির অপ্রকাশ; যাহাতে মনের ভাব প্রকাশিত না হয় এরূপভাবে কার্য করা; লুকায়ন, লুকাইয়া থাকা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মগৌরব আত্মাভিমান, নিজের গরিমা, স্বকীয় গুরুত্ব। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মগ্রাহিতা, -ত্ব—স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা। আত্মগ্রাহিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মগ্রাহী (-হিন্)—স্বার্থপর, উদরম্ভরি, স্বোদরপূরক। আত্মন্ শব্দ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আত্মগ্রাহিণী**।

আত্মগ্লানি—কোনও অন্যায় কার্যের অনুষ্ঠান করিলে মনোমধ্যে যে গ্লানি জন্মে তাহা, অনুতাপ [আত্মগ্লানিই পাপকার্যের অবশ্যম্ভাবী ফল]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মঘাত—১। আত্মহত্যা। আত্মার ঘাত (হনন), ৬তৎ। ২। অজ্ঞানতা। আত্মার ঘাত হয় যাহাতে, বহ। বি; পু।

—আত্মঘাতী, আত্মহত্যাকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

আত্মঘাতী (-তিন্)—আত্মহত্যাকারী, নিজ-জীবন-নাশক। উপতৎ; আত্মন্—হন্ (নাশ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আত্মঘাতিনী**।

আত্মচিন্তা—আত্মার স্বরূপ বিষয়ে মনন বা আলোচনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মজ—১। পুত্র, তনয়। উপতৎ; আত্মন্ শব্দ—জন্+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। নিজ দেহ হইতে জাত; স্বজ, সঞ্জাত, আপনি উৎপন্ন, স্বয়ম্ভূ। বিণ। পু।

—আপনার লোক। ৬তৎ। বি;

আত্মজন্ম (-জন্মন্)—আপনার উৎপত্তি, পুত্ররূপে আত্মোৎপত্তি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মজন্মা (-জন্মন্)—পুত্র বা কন্যা। আত্মা হইতে জন্ম যাহার, বহ। বি; পু বা স্ত্রী।

আত্মজা—১। নিজ দেহ হইতে জাতা; স্বয়মুৎপন্না। আত্মজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা, দুহিতা। বি; স্ত্রী।

আত্মজীবনী—নিজের জীবনবৃত্তান্ত, **autobiography** ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মজ্ঞ—পণ্ডিত, জ্ঞানী; আপনার অবস্থা জানে অর্থাৎ বুঝিতে পারে এরূপ; পরমাত্মজ্ঞানবিশিষ্ট, তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট। উপতৎ; আত্মন্ শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

আত্মজ্ঞান—আপনাকে জানা, নিজে কী তাহা বুঝা; পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মস্বরূপ-পরিজ্ঞান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মতত্ত্ব—আত্মার স্বরূপ, আত্মার প্রকৃত অবস্থা; আত্মরহস্য, আপনার স্বরূপ, নিজের প্রকৃত অবস্থা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মতত্ত্বজ্ঞ—পরমাত্মযাথার্থ্যজ্ঞানী, ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞ। উপতৎ; আত্মতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা) +ড কর্তৃ। বিণ।

আত্মতন্ত্র—স্বতন্ত্র, স্বাধীন। আত্মার তন্ত্র যাহার, বহ। বিণ।

আত্মতা—পরমাত্মতা, ব্রহ্মস্বরূপত্ব; আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, প্রণয়। আত্মন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আত্মতুল্য—নিজতুল্য, আপনার সমান, স্বসদৃশ, নিজের মত। ৬তৎ। বিণ।

আত্মতৃপ্ত—স্বয়ং সন্তুষ্ট; সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

আত্মত্যাগ—আত্মহত্যা; জগতের উপকারার্থ ধনাদির কথা দূরে থাকুক, আত্মাকে (শরীরকে) পর্যন্ত ত্যাগ করা; স্বার্থবিসর্জন। ৬তৎ। বি; পু।

আত্মত্যাগী (-গিন্)—আত্মঘাতী, বিষশস্ত্রাদি দ্বারা আত্মহননকারী; আত্মবিসর্জনকারী, স্বার্থবর্জনকারী। আত্মার ত্যাগী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আত্মত্যাগিনী**।

আত্মত্রাণ—আত্মরক্ষা, আপনাকে বাঁচানো; নিজের বিপদুদ্ধার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মত্ব—আত্মতা (সকল অর্থে)। আত্মন্ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আত্মদমন—আত্মসংযম, কামক্রোধাদি রিপুগণের শাসন; ইন্দ্রিয়-নিরোধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আত্মদর্শ—দর্পণ, মুকুর, আদর্শ। উপতৎ; আত্মন্ শব্দ—দৃশ্ +অল্ আদি। বি ; পু।

আত্মদর্শক—আপনাকে ভাল করিয়া দেখে যে, স্বকীয় দোষগুণের প্রতি দৃষ্টিস্থাপক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দর্শিকা**।

আত্মদর্শন—ঈশ্বরলাভ; জীবাত্মাকে দেখা; আপনার দোষগুণের প্রতি লক্ষ্য রাখা, আপনার স্বরূপ জানা; সর্বপ্রাণীকে আপনার স্থায় দেখা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মদর্শী (-দর্শিন্)—আপনাকে ভাল করিয়া দেখে এরূপ, স্বকীয় দোষগুণের প্রতি লক্ষ্যকারী। উপতৎ; আত্মন্ (আপনাকে)—দৃশ (দেখা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আত্মদর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।

আত্মদান—আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ; স্বার্থ-বিসর্জন। আত্মার দান, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মদোষ—নিজদোষ, স্বকৃত অপরাধ। আত্মার দোষ, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মদোষ-ক্ষালন, -খণ্ডন—স্বকৃত দোষ খণ্ডন, নিজের নির্দোষতাজ্ঞাপন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মদ্রোহ—নিজের অনিষ্টাচরণ; আত্ম-হত্যা। আত্মার দ্রোহ, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মদ্রোহিতা, -ত্ব—আত্মদ্রোহীর ভাব বা কার্য; নিজের অনিষ্টসাধন; আত্ম-বিনাশ, আত্মহত্যা। আত্মদ্রোহিন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মদ্রোহী (-হিন্)—আত্মপীড়নকারী; নিজের অনিষ্টকারী; আত্মঘাতী; সদা বিষণ্ণ। উপতৎ; আত্মন্ (আপনাকে)—দ্রুহ্ (পীড়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আত্মদ্রোহিণী**।

আত্মন্—'আত্মা' দ্রঃ।

আত্মনাশ—স্বহস্তে আপনার প্রাণবধ, আত্মহত্যা, আত্মদ্রোহ। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মনাশী (-শিন্)—আত্মঘাতী, আত্মহত্যাকারী। উপতৎ; আত্মন্—নশ্ (নাশ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-নাশিনী**।

আত্মনিগ্রহ—আপনাকে ক্লেশ প্রদান; আত্মসংযম; ইন্দ্রিয়দমন। আত্মার নিগ্রহ, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মনিবিষ্ট—আপনাতে ডুবিয়া আছে এরূপ, আত্মনিমগ্ন। আত্মাতে বা আত্মতে নিবিষ্ট, ৭তৎ। বিণ।

আত্মনিবেদন—আপনার বিষয় বিনীত-ভাবে জ্ঞাপন; আত্মোৎসর্গ; স্বার্থবিসর্জন; আত্মসমর্পণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মনিমগ্ন—যে আত্মাতেই ডুবিয়া রহিয়াছে এরূপ, একমাত্র আত্মসংক্রান্ত বিষয়-পরায়ণ, বাহ্যবিষয়ে অলিপ্ত ও অন্তর্বিষয়ে একান্ত লিপ্ত; আপন কাজে ব্যস্ত যে। ৭তৎ। বিণ।

আত্মনিয়ন্ত্রণ—স্বশাসন; নিজেকে নিজে পরিচালন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মনির্ভর—আপনার প্রতি নির্ভর, অন্যের প্রতি নির্ভর না করা, স্বাবলম্বন; ঈশ্বরে নির্ভর। ৭তৎ। বি ; পু।

আত্মনির্ভরশীল—আত্মনির্ভরকারী, স্বাবলম্বী; আত্মপ্রত্যয়ী; ভগবানে প্রত্যয়বান্। বহু। বিণ।

আত্মনিষ্ঠ—আত্মদর্শী; আত্মজ্ঞানান্বেষী; ব্রহ্মনিষ্ঠ; আত্মগত। আত্মতে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

আত্মনিষ্ঠা—১। আত্মদর্শিনী। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। আত্মদর্শিতা, আত্ম-জ্ঞানান্বেষণ; ব্রহ্মনিষ্ঠা। আত্মাতে নিষ্ঠা, ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মনেপদ—(ব্যাকরণে) যে তিঙ্ আত্মফলভাগিত্ব প্রকাশ করে। বি ; ক্লী।

আত্মপর—১। আপন জন ও অপর। দ্বন্দ্ব। ২। আত্মম্ভরি, স্বার্থপরায়ণ; আত্মনিষ্ঠ; ব্রহ্মনিষ্ঠ। আত্মাতে পর (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ। বি, **-পরতা, -ত্ব**।

আত্মপরায়ণ—স্বার্থপর, আত্মনিষ্ঠ, ব্রহ্মনিষ্ঠ। আত্মা হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

আত্মপরিচয়—স্বীয় পরিচয়, "আমার নাম এই, আমি অমুকের সন্তান, এই এই কার্য করি এবং আমার বাস অমুক স্থানে" ইঃ নির্দেশপূর্বক আপনার বিষয় জানানো। আত্মার পরিচয়, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মপরীক্ষা—আপনাকে ভাল করিয়া দেখা বা বুঝা, আত্মদর্শন, আত্মদর্শিতা। আত্মার পরীক্ষা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপীড়ন—আপনাকে ক্লেশ দেওয়া, স্বয়ং কষ্টভোগ করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মপূজন, -পূজা—আপনাকে দেবতা-জ্ঞানে বা দেবতার স্থায় আরাধনা করা। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মপোষক—যে নিজে নিজের পোষণ করে এমন; স্বপালক; যে আপনার পেট ভরায় এমন, আত্মম্ভরি। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পোষিকা**।

আত্মপোষণ—নিজে নিজের পুষ্টিসাধন, স্বপালন; কেবল আপনার পেট ভরানো, আত্মম্ভরিতা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মপ্রকাশ—স্বরূপ প্রকটন; নিজমূর্তি প্রদর্শন; আপনার পরিচয় প্রদান। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মপ্রতারণা—আত্মবঞ্চন, দায়ভোগহীন জীবনযাপন; মনকে ভুল বুঝানো, কোন পাপকার্য করিয়া "ইহা এ অবস্থায় পাপ নহে" বলিয়া মনে প্রবোধদান। আত্মার প্রতারণা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রতিপত্তি—নিজের প্রতিপত্তি, প্রাধান্য বা গৌরব। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রত্যয়—আপনার শক্তি-সামর্থ্যে আস্থা; ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভগবানে নির্ভর। ৭তৎ। বি ; পু।

আত্মপ্রত্যয়ী (-য়িন্)—নিজ শক্তিতে বিশ্বাসকারী; ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্, ব্রহ্মে নির্ভরশীল। আত্মপ্রত্যয় শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আত্মপ্রত্য-য়িনী**।

আত্ম-প্রবঞ্চন, -প্রবঞ্চনা—আত্মপ্রতারণা (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মপ্রমাদ—নিজ ভ্রম, আপনার ভুল; চিত্তবিভ্রম, আপনাকে ভুলিয়া যাওয়া। আত্মার প্রমাদ, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মপ্রশংসা—আত্মশ্লাঘা, নিজেই নিজের সুখ্যাতি করণ, 'আপনার ঢাক আপনি বাজানো'। আত্মার প্রশংসা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মপ্রসাদ—কোন সৎকর্ম করিলে মনে যে সুখসঞ্চার হয় তাহা। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মপ্রাধান্য—স্বীয় শ্রেষ্ঠতা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মবঞ্চক—আত্মবঞ্চনাকারী; দায়ভোগ-হীন-জীবনযাপক; যে আপনার মনকে ভুল বুঝায় এমন, পাপকার্য করিয়া তাহা পাপ নয় বলিয়া যে মনকে প্রবোধ দেয় এমন। আত্মার বঞ্চক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বঞ্চিকা**।

আত্ম-বঞ্চন, -বঞ্চনা—আত্মপ্রতারণা (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মবৎ—আপনার স্থায়, নিজের মত ('— মন্যতে জগৎ')। আত্মন্ শব্দ+বৎ তুল্যার্থে। অ।

আত্মবত্তা—আত্মসাদৃশ্য, সকলকেই আপনার মত জ্ঞান, ভেদবুদ্ধিরাহিত্য, পক্ষপাত-হীনতা; মনস্বিতা। আত্মবৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

আত্মবন্ধু—১। আপনার বন্ধু, নিজের মিত্র; স্বজন, আত্মীয়; (দায়ভাগে) নিজের পিতৃষ্বসৃপুত্র, মাতৃষ্বসৃপুত্র, এবং মাতুলপুত্র, এই তিন প্রকার আত্মবন্ধু। ৬তৎ। ২। স্বজন ও বান্ধব। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

আত্মবর্গ—আপনার জন, বন্ধুবান্ধব। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মবলি—আপনাকে বলি দেওয়া, অর্থাৎ আত্মোৎসর্গ, স্বার্থত্যাগ; কোন মহদুদ্দেশ্যে

জীবন দান, martyrdom ; নিজ সুখ বিসর্জন। আত্মার বলি, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মবশ—আপনার বশ, স্বায়ত্ত, স্বাধীন, আপনার ইচ্ছানুসারে গতিবিধি করিতে সমর্থ। আত্মার বশ, ৬তৎ। বিণ।

আত্মবান্ (-বৎ) - যত্নবান্ ; মনস্বী ; সর্বদা সাবধান ; জিতেন্দ্রিয় ; উদারাশয়। আত্মন্ + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী —**আত্মবতী**।

আত্মবিকাশ—স্বকীয় স্ফূর্তি ; স্বীয় পুষ্টি ; আপন বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতির উৎকর্ষ ; আত্মপ্রকাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মবিক্রয়—আপনাকে বেচা, অর্থাৎ অর্থ-লোভে অন্যের হীনানুগত্য ; নিতান্ত চাটু-কারিতা। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মবিক্রয়ী (-ক্রয়িন্)—আত্মবিক্রেতা (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; আত্মন্—বি—ক্রী + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বিক্রয়িণী**।

আত্মবিক্রেতা (-ক্রেতৃ)—আত্ম-বিক্রয়কারী, যে আপনাকে বেচে, অর্থাৎ অর্থবশ হইয়া পরের আনুগত্যকারী ; হীন চাটুকার। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বিক্রেত্রী**।

আত্মবিগ্রহ—আপনা আপনি লোকের মধ্যে বিরোধ, গৃহবিবাদ, অন্তর্বিচ্ছেদ। আত্মাতে বিগ্রহ, ৭তৎ। বি ; পু।

আত্মবিচ্ছেদ—আত্মবিরহ, আপনা আপনি লোকের মধ্যে অপ্রণয় বা বিবাদ, গৃহবিবাদ, অন্তর্বিগ্রহ। ৭তৎ। বি ; পু।

আত্মবিৎ (-বিদ্)—আত্মজ্ঞ ; পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মবিৎ ; সুধী। উপতৎ ; আত্মন্ শব্দ—বিদ (জানা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

আত্মবিদ্যা—ব্রহ্মবিদ্যা ; অধ্যাত্মবিদ্যা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবিনাশ—আত্মনাশ, আত্মঘাত, আত্মহত্যা। আত্মার বিনাশ, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মবিরোধ—আপনার লোকের সহিত কলহ ; নিজের বৈপরীত্য। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মবিশুদ্ধি—চিত্তশুদ্ধি ; প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পাপক্ষয় ; স্বদোষ-নিরাকরণ। ৬তৎ। বি ...

আত্মবিশ্বাস—নিজ শক্তিতে বিশ্বাস, আত্ম-প্রত্যয়, self-confidence. আত্মাতে বিশ্বাস, ৭তৎ। বি ; পু।

আত্মবিসর্জন—আত্মত্যাগ ; স্বার্থত্যাগ জীবনত্যাগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মবিস্মরণ, আত্মবিস্মৃতি—নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যাওয়া, আপনার দোষগুণাদির প্রতি লক্ষ্য না করা। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

আত্মবিস্মৃত—নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ ; আপনার দোষগুণাদির প্রতি লক্ষ্যহীন বা তাহা বুঝিতে অক্ষম। ২তৎ। বিণ।

আত্মবিহ্বল—আপনার বিষয়ে একান্ত অভিভূত। আত্মাতে বিহ্বল, ৭তৎ। বিণ। বি, **-বিহ্বলতা, -ত্ব**।

আত্মবুদ্ধি—স্বকীয় বোধশক্তি, নিজধী ; আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবৃত্ত—নিজ জীবনচরিত। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মবৃত্তি—১। আত্মস্থ। বহু। বিণ। ২। মনোবৃত্তি ; স্বীয় যথাশাস্ত্র জীবিকা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মবেদিতা, -ত্ব—আত্মবেদীর ভাব, আত্মজ্ঞতা, স্বরূপজ্ঞতা। আত্মবেদিন্ শব্দ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মবেদী (-দিন্)—আত্মবিৎ, আত্মজ্ঞ ; স্বরূপজ্ঞ, আপনার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে সমর্থ। উপতৎ ; আত্মন্—বিদ্ (জানা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

আত্মবোধ—ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান, আত্ম-সাক্ষাৎকার ; আত্মবিষয়ক জ্ঞান। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মভব—১। মনোজাত, মানসজন্মা। আত্মা হইতে ভব (জন্ম) যাহার, বহু ; কিংবা আত্মা হইতে ভব (উৎপন্ন), ৫তৎ। বিণ। ২। কামদেব, কন্দর্প। ৩। আত্মবিদ্যমানতা। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মভাব—স্বকীয় ভাব বা প্রকৃতি ; স্বভাব। আত্মার ভাব, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মভূ—১। স্বয়ং উৎপন্ন। আত্মন্ শব্দ —ভূ (হওয়া) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব ; কন্দর্প। বি ; পু।

আত্মমর্যাদা, -মান, -সম্ভ্রম, -সম্মান—নিজের সম্ভ্রম, আপনার মান ; আত্ম-সমাদর, আত্মগৌরব। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী, পু, পু, পু।

আত্মমর্যাদাজ্ঞান, আত্মসম্মানজ্ঞান—নিজ মানের বোধ, আত্মগৌরবের ধারণা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

আত্মম্ভরি—নিজের পেট ভরাইতে ব্যস্ত ; স্বার্থপর ; পেটুক। উপতৎ ; আত্মন্ শব্দ—ভৃ + খি কর্তৃ। বিণ।

আত্মম্ভরিতা, আত্মম্ভরিত্ব—উদরমাত্র-পূরণ, আত্মপোষণ ; স্বার্থপরতা ; বড়াই। আত্মম্ভরি শব্দ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি : ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মরক্ষা—১। আত্মত্রাণ ; আপনাকে বাঁচানো, নিজের অনিষ্ট-নিবারণ। ৬তৎ। ২। মহেন্দ্র বারুণী, বড় মাকাল। আত্মাকে (আপনাকে) রক্ষা করে যে স্ত্রী এই বাক্যে উপতৎ ; আত্মন্—রক্ষ্ + অন্ কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

আত্মরতি—১। আত্মার প্রীতি, আত্মারাম অবস্থা। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। আত্মারাম। বহু। বিণ।

আত্মরূপ—১। আপনার সাদৃশ্য, নিজের শ্রী। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। আপনার রূপে আপনি প্রকাশমান। আত্মাই রূপ যাহার, বহু। বিণ।

আত্মলাভ—নিজের লাভ, উৎপত্তি ; জ্ঞান ; তত্ত্বজ্ঞান। আত্মার লাভ, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মলীন—আপনাতে লয়প্রাপ্ত, আত্মনিমগ্ন, আত্মনিবিষ্ট। ৭তৎ। বিণ।

আত্মশক্তি—নিজ সামর্থ্য, স্বকীয় বল, আপনার ক্ষমতা ; সহজ শক্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মশাসন—১। মনঃ ও বহিরিন্দ্রিয়ের দমন। আত্মার শাসন, ৬তৎ। ২। স্বায়ত্তশাসন, রাজার অনুমতিক্রমে আপনারাই (প্রজারাই) আপনাদিগের শাসনকার্য নির্বাহ করা, self-government. আত্মা দ্বারা শাসন, ৩তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মশুদ্ধি, আত্মশোধন—নিজের পবিত্রতা, আপনার নির্দোষতা ; চিত্তশোধন, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা স্বকৃত পাপের খণ্ডন। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আত্মশ্লাঘা—আত্মপ্রশংসা, স্বকীয় সুখ্যাতি ; আপনাকে খুব বড় বা ভাল বলিয়া বর্ণন, নিজের বড়াই বা জাঁকজারি। আত্মার শ্লাঘা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মশ্লাঘী (-ঘিন্)—আত্মপ্রশংসাকারী, আপনাকে খুব বড় বা ভাল বলিয়া বর্ণনা-কারী, যে নিজের বড়াই করে এমন। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শ্লাঘিনী**।

আত্মসংক্রান্ত—স্বসম্বন্ধীয়, আপনার, নিজের। ২তৎ। বিণ।

আত্মসংবরণ—স্বীয় দুঃখাদির সংগোপন ; আত্মদমন, চিত্তনিরোধ। আত্মার সংবরণ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মসংযম—আত্মদমন, ইন্দ্রিয়াদির নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মসংযমী (-যমিন্)—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারী, জিতেন্দ্রিয়। আত্মসংযম শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সংযমিনী**।

আত্মসংশয়, আত্মসন্দেহ—১। আত্মার অস্তিত্বে সন্দেহ বা অবিশ্বাস ; প্রাণসংশয়। ৬তৎ। ২। আপনার শক্তিতে বিশ্বাসের

অভাবে ; মনে মনে সন্দেহ। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মসমর্থন—আপনাকে সমর্থিত করা, নিজে যাহা বলিয়াছে বা করিয়াছে তাহা প্রমাণসিদ্ধ করণ। আত্মার সমর্থন, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মসমর্পণ—আপনাকে দান করা; ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া আপনার কর্মফলাদি ঈশ্বরে প্রদান ; নিজেকে কাহারও হাতে সঁপিয়া দেওয়া ; আপনাকে ও আপনার লোকদিগকে নিরস্ত্র করিয়া বিপক্ষের অধীনতা স্বীকার করা। আত্মার সমর্পণ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মসমাহিত—আপনার চিন্তায় বা পরমাত্মার ধ্যানে নিমগ্ন ; বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ৭তৎ। বিণ।

আত্মসম্পর্ক—স্বকীয় সম্বন্ধ ; আত্মসংশ্রব। ৬তৎ। বি ; পু। [বি।

আত্মসম্বন্ধ—আত্মসম্পর্ক, স্বসম্বন্ধ। ৬তৎ।

আত্মসম্বন্ধীয়—আত্মসম্পর্কীয় ; স্বসংক্রান্ত। ৬তৎ। বিণ।

আত্মসম্ভবা—আত্মজা, কন্যা। আত্মা হইতে সম্ভব (জন্ম) যে স্ত্রীর, বহু। বি ; স্ত্রী।

আত্মসম্ভ্রম—'আত্মমর্যাদা' দ্রঃ। বি ; পু।

আত্মসম্মান—আত্মমর্যাদা, স্বগৌরব। ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মসম্মানী (নিন)—আত্মমর্যাদাশালী, আত্মসমাদরবিশিষ্ট। আত্মসম্মান + ইন আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সম্মানিনী**।

আত্মসম্মিত—স্বসদৃশ, আত্মানুরূপ, আপনার তুল্য পরিমিত। আত্মার সম্মিত, ৬তৎ। বিণ।

আত্মসাৎ—১। আত্মাধীন, আপনার আয়ত্ত, নিজের হস্তগত ; নিজের সহিত একতাপন্ন। আত্মন্ শব্দ + সাৎ। অ।

আত্মসাৎকৃত—স্বায়ত্তীকৃত ; অসদুপায়ে হস্তগত করা। আত্মসাৎ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আত্মসুখ—নিজ সুখ, স্বীয় সুখ ; আপনার দুঃখনিবৃত্তি। আত্মার সুখ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মস্তুতি—আত্মার স্তুতি, স্বীয় গুণকীর্তন আত্মশ্লাঘা। আত্মার স্তুতি, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মস্থ—স্বস্থ, প্রকৃতিস্থ ; আত্মারাম, আত্মনিষ্ঠ, আত্মলীন, আত্মনিবিষ্ট। উপতৎ আত্মন্—স্থা (থাকা) + ক কর্তৃ। বিণ।

আত্মহত্যা—আত্মনাশ, স্বহস্তে আপনার প্রাণনাশ, আত্মঘাত, suicide. আত্মার হত্যা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মহনন—স্বহস্তে নিজ প্রাণের আত্মহত্যা। আত্মার হনন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মহন্তা (-হন্তৃ)—আত্মহা, আত্মবিনাশী, আত্মঘাতী। আত্মার হন্তা, ৬তৎ। বিণ, পু। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

আত্মহা (-হন্)—আত্মঘাতী, আত্মবিনাশী, আত্মহত্যাকারী ; আত্মজ্ঞানবিরহিত, অজ্ঞ। উপতৎ ; আত্মন্ শব্দ—হন্ (বধ করা) + কিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

আত্মহারা—আত্মবিস্মৃত ; বিহ্বল। বাংপ্র। বিণ।

আত্মহিত—নিজের ইষ্ট, আপনার মঙ্গল। আত্মার হিত, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মহীন—স্বার্থরহিত। ৩তৎ। বিণ। বি, **-হীনতা, -ত্ব**।

আত্মা (আত্মন্)—ব্রহ্ম ; জীব ; স্বয়ং, আপনি ; স্বরূপ ; দেহ ; হৃদয় ; মনঃ ; স্বভাব ; যত্ন ; বুদ্ধি ; ধৈর্য ; সূর্য ; বহ্নি ; বায়ু ; অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আ—অত (গমন করা) + মন্ কর্তৃ। বি ; পু। [আর্যশাস্ত্রানুসারে আত্মা দ্বিবিধ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা।]

আত্মাদর—আত্মসমাদর, আত্মগৌরব, নিজের সম্মানের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি, আপনাকে নীচ মনে না করা। আত্মার আদর, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মাধীন—স্ববশ, স্বাধীন ; স্বতন্ত্র ; আয়ত্ত ; স্বাবলম্বী ; প্রাণবিশিষ্ট, সজীব। আত্মার অধীন, ৬তৎ। বিণ।

আত্মানন্দ—১। নিজের আনন্দ। বি। ২। নিজানন্দে বিভোর, আত্মারাম। আত্মার আনন্দ যাহার, বহু। বিণ।

আত্মানুশাসন—আত্মতত্ত্বোপদেশ, আত্মার সম্বন্ধে উপদেশ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মানুসন্ধান, আত্মান্বেষণ—আত্মপরীক্ষা, আত্মদর্শন, আত্মদর্শিতা ; আত্মার স্বরূপনির্ণয়ের চেষ্টা ; ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রয়াস ; নিজ স্বার্থাদি বুঝিবার চেষ্টা। আত্মার অনুসন্ধান বা অন্বেষণ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মান্বেষী (-ষিন্)—আত্মপরীক্ষাকারী, আত্মদর্শী ; আত্মার স্বরূপনির্ণয়ে চেষ্টিত ; ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের প্রয়াসী ; নিজ স্বার্থাদি বুঝিবার জন্য চেষ্টাকারী। উপতৎ ; আত্মন্—অনু—ইষ্ (অন্বেষণ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—আ [illegible]।

আত্মাপরাধ—স্বকৃত দোষ, নিজের কৃত অপরাধ। আত্মার অপরাধ, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মাপহারক—আত্মগোপনকারী ; বঞ্চক, শঠ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিকা**।

আত্মাপহারী (-রিন্)—আত্মাপহারক, আত্মগোপনকারী ; বঞ্চক, শঠ। উপতৎ ; আত্মন্—অপ—হৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

আত্মাপুরুষ—প্রাণ। বাংপ্র। বি। **আত্মাপুরুষ শুকাইয়া যাওয়া**—ভীষণ ভীত হওয়া।

আত্মাবমাননা—আপনার অমর্যাদা, আপনাকে নীচ ভাবিয়া গ্লানিভোগ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আত্মাবলম্বন—স্বাবলম্বন, আত্মনির্ভর, কোনও বিষয়ের জন্য অপরের সাহায্যের প্রত্যাশী না হইয়া স্বয়ং তাহার সাধন বা সাধনচেষ্টা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আত্মাবলম্বী (-লম্বিন্)—স্বাবলম্বী, আত্মনির্ভরশীল। উপতৎ ; আত্মন্—অব—লম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

আত্মাভিমান—আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া অভিমান বা গর্ব, অহমিকা, অহংকার ; মিথ্যা গর্ব। আত্মার অভিমান, ৬তৎ। বি ; পু।

আত্মাভিমানী (-মানিন্) আত্মাভিমানবিশিষ্ট, আপনাকে শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া গর্বিত, অহমিকাযুক্ত, অহংকারী। আত্মাভিমান + ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-মানিনী**।

আত্মারাম—১। আত্মস্বরূপজ্ঞানহেতু সদা পরমানন্দে মগ্ন, সন্তুষ্টচিত্ত। আত্মাতে আরাম যাহার, বহু। বিণ। ২। অন্তরাত্মা ; প্রাণ ; জীব ; মন ; প্রাণপাখি ; বুলিবলা শুকপাখি ইঃ। বাংপ্র। ৩। হৃদয়স্থিত পরব্রহ্ম। প্রা কপ্র। বি। **আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়া**—মৃত্যু হওয়া।

আত্মারাম সরকার—বঙ্গের বিখ্যাত ভোজবিদ্যাবিশারদ। ইঁহার প্রাদুর্ভাবকাল সঠিকরূপে জানা যায় না। "ভারতবর্ষ" পত্রে গঙ্গাগোবিন্দ রায় লিখিয়াছেন যে, আত্মারাম "বনবিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রকাশ-হিলিম নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" কিন্তু আত্মারামের বংশধর জীবনকৃষ্ণ সরকার উক্ত পত্রেই লিখিয়াছেন যে, আত্মারামের বাসস্থান হুগলী (বর্তমান হাওড়া) জেলার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামে ছিল। আত্মারামের পিতার নাম মাধবরাম সরকার। মাধবরামের ৪ পুত্র,—(১) বাঞ্ছারাম, (২) আত্মারাম, (৩) গোবিন্দরাম, (৪) রামপ্রসাদ। এক বাঞ্ছারাম ব্যতীত অপর তিন ভ্রাতার বংশ নাই। উল্লিখিত জীবনকৃষ্ণ সরকার বাঞ্ছারামের বৃদ্ধপ্রপৌত্র। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ।

শোনা যায়, আত্মারাম কামরূপ কামাখ্যা হইতে জাদুবিদ্যা শিখিয়া আসিয়াছিলেন, এবং দেশে আসিয়া বাজিকরদিগের কৌশল ব্যর্থ করিয়া দিতেন বলিয়া বাজিকরেরা অদ্যাপি তাঁহাকে গালি দিয়া থাকে। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত গল্প শোনা যায়। তিনি নাকি চালুনি ও ধুচুনিতে জল স্থির রাখিতে পারিতেন, এবং ভূত-প্রেত বশ করিয়া তাহাদের দ্বারা শিবিকা বহন করাইতেন। শেষে ভূতেরাই নাকি ছিদ্র পাইয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলে।

আত্মার্থ—১। নিজ প্রয়োজন বা ইষ্ট, স্বার্থ। আত্মার অর্থ, ৬তৎ। বি; পু। ২। আত্মহিতে রত, স্বার্থপর। আত্মা হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ৩। নিজ নিমিত্ত, আপনার জন্য। আত্মার নিমিত্ত ইহা, নিত্যসমাস। অ।

আত্মাশ্রয়—আত্মাবলম্বন, স্বাবলম্বন। আত্মার আশ্রয়, ৬তৎ। বি; পু।

আত্মাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—আত্মাবলম্বী, স্বাবলম্বী। উপতৎ; আত্মন্—আ—শ্রি+ণিন কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আত্মাশ্রয়িণী**।

আত্মাহুতি—আত্মবলি, আত্মোৎসর্গ, আত্মবিসর্জন। আত্মার আহুতি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মীয়—আত্মসম্পর্কীয়, স্বকীয়; স্বজন, অন্তরঙ্গ; বন্ধুজন। আত্মন্ শব্দ+ঈয়। বিণ।

আত্মীয়তা—স্বকীয়ত্ব; অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্ব, প্রণয়তা, স্বজনত্ব। আত্মীয়+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আত্মীয়স্বজন—আপনার লোক। দ্বন্দ্ব। উভয় শব্দই তুল্যার্থক। বি; পু।

আত্মোৎকর্ষ—আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, আত্মোন্নতি, আপনার শ্রীবৃদ্ধি। আত্মার উৎকর্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

আত্মোৎসর্গ—আত্মত্যাগ, আত্মবিসর্জন, স্বার্থবর্জন, সর্বতোভাবে স্বার্থত্যাগ; জগতের হিতের জন্য আত্মসুখ এমন কি আত্মজীবন পর্যন্ত পরিত্যাগ। আত্মার উৎসর্গ, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মোদয়—স্বকীয় উন্নতি, নিজের অভ্যুদয়। ৬তৎ। বি; পু।

আত্মোদর—আপনার পেট; স্বার্থ। আত্মার উদর, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মোদ্ভব—১। আত্মজাত, নিজ দেহ হইতে উদ্ভূত; স্বয়মুৎপন্ন। আত্মা হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ। ২। আত্মজ, পুত্র; কন্দর্প। বি; পু।

আত্মোন্নতি—স্বীয় উৎকর্ষ সাধন, আত্মোৎকর্ষ, আপনার শ্রীবৃদ্ধি, নিজের স্বভাবের। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আত্মোপকারক, আত্মোপকারী (-কারিন্)—আত্মহিতকর, আপনার উপকার সাধক, নিজ মঙ্গলজনক; স্বার্থপর। আত্মার উপকারক বা উপকারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিকা, -কারিণী**।

আত্মোপম—স্বসদৃশ, নিজের তুল্য। আত্মা হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ।

আত্মৌপম্য—আত্মতুল্যতা, স্বসাদৃশ্য; আত্মতুলনা, নিজের সহিত তুলনা; সহানুভূতি। আত্মোপম+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আত্যন্তিক—অতিশয়িত, অতিরিক্ত; অসীম, যৎপরোনাস্তি; অনন্ত, অশেষ। অত্যন্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী **আত্যন্তিকী**। বি—**আত্যন্তিকতা**।

আত্যন্তীন—আত্যন্তিক (সকল অর্থে)। অত্যন্ত শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ।

আত্যয়িক—১। জরুরী, urgent বিণ। ২। কোন জরুরী কার্যের জন্য নিযুক্ত ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, emergency officer বি; পু। ৩। নাশ-সম্বন্ধীয়, প্রাণান্তকর; অশুভনিমিত্তক; দুঃখজনক; বিপৎসূচক, বিপজ্জনক। অত্যয় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী -**আত্যয়িকী**।

আত্রেয়—অত্রি মুনির পুত্র (দত্ত, সোম ও দুর্বাসা); অত্রিবংশোদ্ভব; আয়ুর্বেদাধ্যাপক মুনি বিঃ [নাড়ীজ্ঞান প্রকরণ নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত]; শরীররস। অত্রি শব্দ+ঢেয়। বি; পু।

আত্রেয়ী—অত্রিপত্নী; অত্রিবংশীয়া স্ত্রী; ঋতুমতী স্ত্রী; নদীবিশেষের নাম। অত্রি শব্দ+ঢেয়+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আথান্তর—যাহা অনুমিত হইয়াছিল তাহা নহে, সুতরাং চিন্তাসংকট, কষ্ট, বিপদ। 'অবস্থান্তর' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আথাল—গোশালা, গোয়ালঘর; আলিপনা, এলুন। বাংপ্র। বি।

আথাল-পাথাল, আথালি-পাথালি—আতালি-পাতালি, স্থানে-অস্থানে, এলোথাবাড়ি, চারিদিকে, সর্বত্র। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আথিবিথি, আথেব্যথে—ব্যস্তসমস্ত হইয়া, লঘুহস্তে, সসম্ভ্রমে, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আদ—১। আধ, অর্ধেক। অর্ধ শব্দের অপভ্রংশ। ২। মূল, গোড়া, জড়; আদিম; আদ্য, প্রথম, পূর্বপুরুষের। আদি শব্দের অপভ্রংশ।

আদকপালে—আধকপালে, একদিকে মাথাব্যথা। বাংপ্র। বি।

আদড়া, আদরা—চিত্রাদির প্রাথমিক নকশা, sketch; খসড়া; সাদৃশ্য; ছাঁচ; চিহ্ন; সূত্রপাত; মুসাবিদা। <আদর্শ। বি।

আদত—গোটা, আস্ত, আসল, খাঁটি; নীরোগ; ভাল-জাতের; সুজাত ছাড়া; নিরেট; প্রকৃত। বাংপ্র। বিণ।

আদতে—আদৌ, মূলেই, মোটেই, মূলধনে; একেবারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আদত্ত—আত্ত, গৃহীত। আ—দা (দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আদপে, আদবে—আদতে (তাহা দ্রঃ)।

আদব—আচার, প্রথা, রীতি; শিষ্টাচার, ভদ্রব্যবহার। আ। বি।

আদব-কায়দা—রীতিনীতি, শিষ্টাচার পদ্ধতি; ভদ্রব্যবহার; আচার ব্যবহার, চালচলন। আ। বি।

আদবে—মূলে, একেবারে। ক্রি-বিণ।

আদম—খ্রীষ্টিয়ানদিগের মতে আদি মানব বা প্রথমসৃষ্ট পুরুষ, Adam [ইঁহার স্ত্রীর নাম ঈভ্—Eve]; মানুষ। আ। বি। [বিশ্বসৃষ্টির পর ঈশ্বর আদম ও ইভ্‌কে সৃষ্টি করেন। তাঁহারা নগ্ন অবস্থায় স্বর্গের নন্দন কাননে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। ঈশ্বর তাঁহাদের জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইতে নিষেধ করেন। কিন্তু তাঁহারা শয়তানের প্ররোচনায় সেই ফল খাওয়ায় তাঁহাদের মনে লজ্জা দেখা দেয়। ঈশ্বর তাহা জানিতে পারিয়া তাঁহাদের স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন।]

আদমশুমারি, -সুমারি—লোকগণনা, census. আ-ফা। বি।

আদমী—মানুষ, লোক; পুরুষ; স্বামী, পতি। আ মু। বি।

আদর—যত্ন; সম্মান; ভক্তি, শ্রদ্ধা; আসক্তি; আরম্ভ; প্রেম বা স্নেহ প্রদর্শন, caress; গোময়। আ—দৃ+অল্ ভাব। বি; পু।

আদরণীয়—আদরের যোগ্য; মাননীয়; । আ—দৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

আদরবাদর—আদরাতিশয়। বৈষ্ণব সাহিত্যে। বি।

আদরসিংহাসন—মেয়েলী ব্রত বিঃ [ইহাতে সধবা ব্রাহ্মণীকে আসনে বসাইয়া কেশবিন্যাসপূর্বক সিঁদুর আলতা পরাইয়া খাওয়াইতে হয়। ফল স্বামীর আদর]। বাংপ্র। বি।

আদরা—'আদড়া' দ্রঃ। বি।

আদরী (-রিন্)—আদরপ্রাপ্ত; অতিরিক্ত আদর পাইয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে এরূপ। আদর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**আদরিণী**—পতিসোহাগিনী।

আদর্শ—১। দর্পণ, মুকুর; যাহা দেখিয়া

অনু কিছু লেখা বা করা যায়, দৃষ্টান্ত, নমুনা, অনুকরণীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা বস্তু, ideal. বি ; পু। ২। অনুকরণ-যোগ্য ; শ্রেষ্ঠ, মহৎ। আ—দৃশ+অল্ অধি, কর্ম। বি।

আদর্শ-চরিত, -চরিত্র—১। যে চরিত্র দর্শনপূর্বক আপন আপন চরিত্র সংশোধন করা কর্তব্য ; অত্যুৎকৃষ্ট চরিত্র বা আচরণ। আদর্শভূত যে চরিত, বা চরিত্র, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যুৎকৃষ্ট চরিত্রবিশিষ্ট। আদর্শভূত চরিত, বা চরিত্র যাহার, বহু। বিণ।

আদর্শপুস্তক—যে পুস্তক দেখিয়া "বর্ণগুলি কিরূপে লেখা কর্তব্য" এই বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আদর্শবিদ্যালয়—যে বিদ্যালয়ের কার্য-কলাপ বা অধ্যাপনাপ্রণালী জ্ঞাত হইয়া অন্যান্য বিদ্যালয় চালানো যাইতে পারে, "মডেল স্কুল" ; সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষামন্দির। কর্মধা। বি ; পু।

আদর্শমানব—যে ব্যক্তির কার্যকলাপ দর্শনপূর্বক চরিত্রের বিশুদ্ধি ও উন্নতিসাধন করিতে হয় এরূপ ব্যক্তি। আদর্শস্থানীয় যে মানব, কর্মধা। বি ; পু।

আদর্শস্থানীয়—আদর্শ হইবার যোগ্য ; আদর্শস্বরূপ। ৬তৎ। বিণ।

আদর্শস্বভাব—১। যে প্রকৃতি দর্শন করিয়া স্বীয় স্বভাবের দোষ সংশোধন ও গুণোন্নতি সম্পাদন করিতে হয়, অতিশয় উৎকৃষ্ট স্বভাব। কর্মধা। বি ; পু। ২। অত্যুৎকৃষ্ট স্বভাববিশিষ্ট। আদর্শস্থানীয় স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

আদল—আদরা, চেহারার মিল, সাদৃশ্য ; প্রতিবিম্ব। বাংপ্র। বি।

আদা—১। আর্দ্রক শব্দের অপভ্রংশ। বি। ২। আধা, অর্ধেক। অর্ধ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আদাগা—অচিহ্নিত, যাহাতে দাগ দেওয়া হয় নাই এমন ; দাগা হয় নাই এমন ('— কামান')। বাংপ্র। বিণ।

আদাঙ্গা—অর্ধকৃত, অসম্পূর্ণ। 'অর্ধাঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আদাড়—আঁস্তাকুড়, নোঙরা জায়গা। বাংপ্র। বি। **আদাড়ের হাঁড়ি** - নগণ্য ব্যক্তি ; অবহেলার যোগ্য বস্তু।

আদাড়-পাঁদাড়—আনাচকানাচ, গৃহের পার্শ্বস্থ অপরিষ্কৃত স্থান। বাংপ্র। বি।

আদাড়ে—আদাড়সংক্রান্ত ; আদাড়ে উৎপন্ন ; বন্য, বুনো ; দুরন্ত, দুষ্ট, অশান্ত, অবাধ্য। বাংপ্র। বিণ।

আদাতব্য—গ্রহণীয়, প্রতিগ্রাহ্য। আ—দা +তব্য কর্ম। বিণ।

আদাতা—গ্রাহক, প্রতিগ্রহীতা। আ—দা +তৃচ্ কর্তৃ। বিণ।

আদান—১। গ্রহণ, প্রতিগ্রহ ; স্বীকার। আ—দা (দেওয়া)+অনট্ ভাব। ২। অশ্বাভরণ। আ—দা+অনট্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

আদানপ্রদান—দেওয়া-লওয়া ; বিনিময় ; বিবাহসম্বন্ধে কন্যার সম্প্রদান ও প্রতিগ্রহ ; সামাজিক ব্যবহার। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

আদাব—বন্দেগি, সেলাম। আ। বি।

আদামাগুরী—আদার সহিত পাক-করা মাগুর মাছের ব্যঞ্জন। বাংপ্র। বি।

আদায়—গ্রহণ, লওয়া ; সংগ্রহ, উশুল ; অভ্যাস ; সেহা। বাংপ্র। বি।

আদায়ী (-য়িন্)—গ্রহণশীল, গ্রাহী। আ—দা+ণিন্ কর্তৃ। বাংপ্র। বিণ।

আদালত—বিচারালয় ; কাছারি ; এজলাস। আ। বি। **আদালত ঘর করা**—মামলা লইয়া সব সময়ে ব্যস্ত থাকা।

আদালতী—আদালত-সম্বন্ধীয়। আ-মু। বিণ।

আদি—১। প্রথম ; অবয়ব ; প্রারম্ভ ; কারণ, উৎপত্তি, হেতু ; মূল ; প্রমুখ, ইত্যাদি ; অবর্ণ প্রঃ। আ—দা (দেওয়া) +কি কর্ম। ২। গ্রহণ। আ—দা+কি ভাব। বি ; পু। ৩। প্রাচীন ; প্রাথমিক, সর্বপ্রথম। বিণ।

আদিক—প্রভৃতি। আদি+ক সমাসান্ত। বিণ।

আদিকচ্ছপ—কূর্মাবতার, প্রথম কচ্ছপ। কর্মধা। বি ; পু।

আদিকবি—প্রথম কবি ; প্রথম কাব্যকার ; ব্রহ্মা ; বাল্মীকি। কর্মধা। বি ; পু।

আদিকর্তা (-কর্তৃ)—প্রথম স্রষ্টা, ব্রহ্মা ; জনক ; বংশপ্রবর্তক প্রথমপুরুষ। কর্মধা। বি ; পু।

আদিকাণ্ড—রামায়ণের বালকাণ্ড। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আদিকাব্য—প্রথম কাব্য ; রামায়ণ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আদিকারণ—প্রথম কারণ, মূলকারণ ; কণাদমতে—সমবায়ি কারণ ; অপর দর্শনের মতে—উপাদান কারণ ; বৈদান্তিকমতে—কারণের কারণ ; প্রকৃতি ; পরমেশ্বর ; পরমাণু ; বীজগণিত। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আদিকাল—প্রথমকাল ; সত্যযুগ, মান্ধাতার আমল ; সৃষ্টির প্রারম্ভকাল। কর্মধা। বি ; পু।

আদিখ্যেতা—বাড়াবাড়ি। বাংপ্র। বি।

আদি-গদাধর—কাশীস্থ ও গয়াধামস্থ বিষ্ণুমূর্তি। কর্মধা। বি ; পু।

আদিতঃ (-তস্)—প্রথমতঃ, প্রথম স্থলে, আদিতে, গোড়ায় ; প্রথম হইতে, আদি হইতে, গোড়া থেকে। আদি শব্দ+তস্ ৭মী বা ৫মী-স্থানে। অ।

আদিতেয়—অদিতি-তনয়, দেবতা ; সূর্য, ইন্দ্র। অদিতি শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

আদিত্য—অদিতি-তনয়, দেবতা ; সূর্য ; পুনর্বসু নক্ষত্র ; অর্কবৃক্ষ ; শ্রেষ্ঠার্থ [শকাদিত্য=শকশ্রেষ্ঠ শালিবাহন] ; কায়স্থের উপাধি বিঃ। অদিতি শব্দ+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। বি ; পু। [অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে দ্বাদশ আদিত্যের উৎপত্তি হয়, যথা—ধাতা, মিত্র, অর্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা, বিষ্ণু। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, সূর্যপত্নী সংজ্ঞা সূর্যের তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইলে তাঁহার পিতা বিশ্বকর্মা সূর্যকে দ্বাদশ খণ্ডে বিভক্ত করেন ; সেই দ্বাদশ খণ্ড ভিন্ন ভিন্ন নামে দ্বাদশ মাসে উদিত হইয়া থাকে ; যথা মাঘ মাসে অরুণ, ফাল্গুনে সূর্য, চৈত্র মাসে বেদজ্ঞ, বৈশাখে তপন, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ়ে রবি, শ্রাবণে গভস্তি, ভাদ্রে যম, আশ্বিনে হিরণ্যরেতাঃ, কার্তিকে দিবাকর, অগ্রহায়ণে মিত্র, পৌষে বিষ্ণু। ইহারাই কশ্যপ-তনয় দ্বাদশ আদিত্য নামে প্রকীর্তিত। ঋগ্বেদে আদিত্যের সংখ্যা ছয়,—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। তৈত্তিরীয়ে আট,—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্যমা, অংশু, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান্।]

আদিৎসা—গ্রহণেচ্ছা ; জিঘৃক্ষা। আ—সনন্ত দা (দানেচ্ছা করা)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

আদিৎসু—গ্রহণেচ্ছু ; জিঘৃক্ষু ; লিপ্সাভিলাষী। আ—সনন্ত দা (দানেচ্ছা করা) +উ কর্তৃ। বিণ।

আদিদেব—বিষ্ণু ; শিব ; ব্রহ্মা ; সূর্যের নাম বিঃ। কর্মধা। বি ; পু।

আদিদেবী—বিশ্বেশ্বরী, জগন্মাতা, দুর্গা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আদিদৈত্য - হিরণ্যকশিপু। কর্মধা। বি ; পু।

আদিনাথ—বিশ্বেশ্বর, মহাদেব ; জগৎপতি, পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম। কর্মধা। বি ; পু।

আদিপর্ব—জন্মপ্রধান পর্ব ; মহাভারতের প্রথম পর্ব। বি ; স্ত্রী।

আদিপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আদিপুরুষ—প্রথমপুরুষ, যাহা হইতে

কোনও বংশের গণনা আরম্ভ হয়, বংশ-প্রবর্তক ; বিষ্ণু ; ব্রহ্মা । কর্মধা । বি ; পু ।

আদিবরাহ—নারায়ণ, বরাহাবতার বিষ্ণু [বিষ্ণু প্রথমে বরাহরূপ ধারণ করিয়া প্রলয়জলধিজলে নিমগ্ন ধরিত্রীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন] । কর্মধা । বি ; পু ।

আদিবল—উৎপাদন বা অপত্যোৎপাদনের শক্তি । ৬তৎ । বি ; স্ত্রী ।

আদিবৃক্ষ—শ্রেষ্ঠ বা অশ্বত্থ বৃক্ষ ; সংসার-বৃক্ষ । কর্মধা । বি ; পু ।

আদিভূত—১ । আদিম, প্রথম, আদ্য ; অগ্রজাত । আদি শব্দ—ভূ + ক্ত কর্তৃ । বিণ । ২ । আকাশ, পঞ্চভূতের মধ্যে সর্বপ্রথম ভূত । আদি যে ভূত, কর্মধা । বি ; ক্লী । ৩ । ব্রহ্মা ; বিষ্ণু । বি ; পু ।

আদিম—আদ্য ; প্রথম, প্রথমভব ; অতি প্রাচীন, **aboriginal.** আদি শব্দ + ম ভবার্থে । বিণ । **আদিম অধিবাসী**—কোন দেশের প্রথম বাসিন্দা, **aborigines.**

আদিমনিবাসী (-সিন্)—প্রথম অধিবাসী, কোন স্থানের মূল বাসিন্দা । কর্মধা । বিণ বা বি ; পু । স্ত্রী, **-নিবাসিনী** ।

আদি-মানব—আদম, Adam, বাইবেল অনুসারে প্রথম সৃষ্ট মনুষ্য । [কথিত হয় যে আদম ও তাঁহার স্ত্রী ইভের লোভজনিত প্রথম অপরাধের ফলে পরবর্তী সকল মানুষ এত কষ্ট পাইতেছে ।] কর্মধা । বি ; পু ।

আদিরস—'রস' দ্রঃ ।

আদিরসাত্মক—আদিরসাশ্রিত । বহু । বিণ । স্ত্রী, **-ত্মিকা** ।

আদিরসাশ্রিত—শৃঙ্গাররসপূর্ণ, শৃঙ্গার-ভাবোদ্দীপক ('— কবিতা') । ২তৎ । বিণ । [যে-সকল কাব্যে আদিরসের বিষয়ই বর্ণিত হয়, তৎসমুদায় আদিরসাশ্রিত ।]

আদিরাজ—পৃথু ; বৈবস্বত মনু ; কুরুরাজের পৌত্র । আদি (প্রথম) যে রাজা, কর্মধা । বি ; পু ।

আদিশক্তি—আদ্যা শক্তি ; দুর্গা । কর্মধা । বি ; স্ত্রী ।

আদিশরীর—লিঙ্গদেহ, সূক্ষ্ম শরীর অবিদ্যারূপ কারণ শরীর । কর্মধা । বি ক্লী ।

আদিশূর—হিন্দুরাজত্বকালে বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত রাজা । ইনি অতিশয় পরাক্রান্ত ও প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন । ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার সময়ে বঙ্গে উপযুক্ত ব্রাহ্মণের অভাবহেতু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন । সেই সকল ব্রাহ্মণের বংশধরেরাই সম্ভবতঃ বাঙ্গালার বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, এবং তাঁহাদের সহিত যে কয়েকজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বঙ্গের উত্তররাঢ়ী কায়স্থগণের আদিপুরুষ । বহুকাল অপুত্রক থাকায় আদিশূর পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন । এই যজ্ঞ উপলক্ষে ইনি কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনান । এই ব্রাহ্মণগণই বঙ্গের বর্তমান রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের আদিপুরুষ, এবং এই সকল ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন ভৃত্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধরেরাই দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থ । এই যজ্ঞের পর আদিশূরের একটি পুত্র জন্মে । কিন্তু অল্প বয়সেই পুত্রটি কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় আদিশূর স্বীয় তনয়া লক্ষ্মীকে রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী করিয়া যান । ইনি ঠিক কোন্ সময়ে কোথায় রাজত্ব করিতেন, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ । কেহ কেহ বলেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে (সোনার গাঁ) ইঁহার রাজধানী ছিল । আবার কেহ কেহ বলেন, মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান কানসোনা) নামক স্থানে ইঁহার রাজধানী ছিল । পশ্চিমবঙ্গে শশাঙ্ক নামে এক প্রবল নরপতি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিতেন । কাহারও মতে আদিশূর শশাঙ্কের অধস্তন সপ্তম পুরুষ । আদিশূর হিন্দু রাজা এবং বঙ্গদেশের হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা-কল্পে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন ।

আদিষ্ট—১ । আজ্ঞপ্ত ; অনুমত ; নিযুক্ত ; উপদিষ্ট ; কথিত ; (ব্যাকরণে) রূপান্তর-প্রাপ্ত । আ—দিশ্ (আদেশ করা) + ক্ত কর্ম । বিণ । ২ । ভুক্তাবশেষ, উচ্ছিষ্ট ; আজ্ঞা ; অনুশাসন । আ—দিশ্ + ক্ত ভাব । বি ; ক্লী । ৩ । রাজ্যের কিয়দংশ দানপূর্বক কৃত সন্ধি । বি ; পু ।

আদিসর্গ—প্রলয়ান্তে প্রথম সৃষ্টি । কর্মধা । বি ; পু ।

আদীপন—উদ্দীপন, প্রজ্বালন ; আলিপনা । আ—দীপ্ + অনট্ ভাব । বি ; ক্লী । বিণ **আদীপক, আদীপিত, আদীপ্ত** ।

আদীর্ঘ—ঈষৎ দীর্ঘ ; পদ্মপত্রাকৃতি । বিণ ।

আদুড়, আদুল—অনাবৃত, অবদ্ধ, খোলা, মুক্ত, আলুলায়িত । বাংপ্র । বিণ ।

আদুড়চুলী—অবগুণ্ঠনহীনা, মুক্তকেশী, যে স্ত্রীর মাথায় চুল ঢাকা নহে এমন ; যে স্ত্রীর মাথায় কাপড় নাই এমন । বাংপ্র । বিণ ; স্ত্রী ।

আদুরী—আদরিণী । ('আদরী' দ্রঃ ।)

আদুরে—১ । অধিক আদরপ্রাপ্ত, অধিক আদর পাওয়ায় নষ্ট, প্রশ্রয়প্রাপ্ত ; অতি প্রশ্রয়প্রাপ্ত । বাংপ্র । বিণ । ২ । আদরের পাত্র । বি ; পু ।

আদুরে-গোপাল—আবদেরে, অতিরিক্ত আদরে পালিত । বাংপ্র । বি বা বিণ ।

আদুলি—আধুলি (তাহা দ্রঃ) ।

আদৃত—১ । যাহাকে আদর করা হইয়াছে এমন ; সম্মানিত ; পূজিত । আ—দৃ + ক্ত কর্ম । ২ । আদরযুক্ত । আ—দৃ + ক্ত কর্তৃ । বিণ ।

আদৃত্য—আদরযোগ্য, আদরণীয় । আ—দৃ + ক্যপ্ কর্ম । বিণ ।

আদৃষ্টি—অপাঙ্গদর্শন, কটাক্ষ । আ—দৃশ্ + ক্তি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

আদেখলা, আদেখলে—যে কখনও কোন ভাল জিনিস দেখে নাই এমন, বা ভোগ করে নাই এমন ; ঔদরিক, পেটুক ; অতিলোভী, লালুস্তে । বাংপ্র । বিণ ।

আদেখলেপনা—আদেখলের ভাব, যাহা দেখে তাহাতেই অবাক্ হওয়ার ভাব । বাংপ্র । বি ।

আদেখা—অপরিদৃষ্ট, অলক্ষিত । বিণ ।

আদেয়—গ্রহণীয়, হরণীয় ; আদানযোগ্য, যাহা আদায় করা যাইতে পারে এমন । আ—দা + য কর্ম । বিণ ।

আদেশ—১ । আজ্ঞা, অনুমতি ; উপদেশ ; কথন ; দৈববাণী ; প্রদর্শন, দেখানো । আ—দিশ্ + অল্ ভাব । ২ । (ব্যাকরণে) বর্ণস্থানে বর্ণান্তরোৎপত্তি, প্রকৃতি বা প্রত্যয়ের অথবা ঐ উভয়ের বিনাশ করিয়া অন্য কোন বর্ণের বা বর্ণসমূহের উৎপত্তি । আ—দিশ্ + অল্ কর্ম । বি ; পু । ৩ । আদিষ্ট ; কথিত । আ—দিশ্ + ণঙ্ কর্ম । বিণ ।

আদেশক—আদেশকর্তা, আদেষ্টা, হুকুম-কারক ; উপদেষ্টা ; শাসক । আ—দিশ্ + ণক কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী—**আদেশিকা** ।

আদেশকর্তা (-কর্তৃ)—আদেষ্টা, আজ্ঞা-দাতা, হুকুমকারক । ৬তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী—**আদেশকর্ত্রী** ।

আদেশক্রমে—আজ্ঞাক্রমে, আদেশানু-সারে, হুকুমমতে । আদেশের ক্রম আছে যাহাতে, বহু, এরূপে । ক্রি-বিণ ।

আদেশদাতা (-দাতৃ)—আদেশকর্তা, আদেষ্টা, আজ্ঞাকর্তা, উপদেষ্টা । ৬তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী—**আদেশদাত্রী** ।

আদেশন—অনুশাসন ; বিধান । আ—দিশ্ + অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

আদেশপত্র—আজ্ঞালিপি, হুকুমনামা । আদেশযুক্ত পত্র, মধ্যপ । বি ; ক্লী ।

আদেশপালক—আজ্ঞাকারী, আজ্ঞানু-সারে কার্যকারী । ৬তৎ । বিণ ; স্ত্রী, **-পালিকা** ।

আদেশলঙ্ঘন—আজ্ঞাপালনে; হুকুমমত কাজ করা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আদেশমত—হুকুমমত, আজ্ঞানুযায়ী। ৬তৎ। বিণ।

আদেশলঙ্ঘন—আজ্ঞালঙ্ঘন, হুকুম না মানা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আদেশানুবর্তন—আজ্ঞানুবর্তন, আজ্ঞাপালন, হুকুম মানা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

আদেশানুবর্তিতা, -ত্ব—আজ্ঞানুবর্তিতা, আজ্ঞাকারিত্ব; আজ্ঞাপালন, হুকুম মানা। আদেশানুবর্তীর ভাব এই অর্থে আদেশানুবর্তিন্ শব্দ+তা, ত্ব। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আদেশানুবর্তী (-বর্তিন্)—আজ্ঞানুবর্তী, আজ্ঞাপালক, আদেশমত কার্যকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

আদেশানুযায়িতা, -ত্ব—আদেশানুযায়ীর ভাব বা কার্য, আজ্ঞানুবর্তিতা, আজ্ঞাকারিত্ব; আজ্ঞানুবর্তন, আজ্ঞাপালন। আদেশানুযায়ীর ভাব এই অর্থে আদেশানুযায়িন্ শব্দ+তা, ত্ব। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

আদেশানুযায়ী (-যায়িন্)—১। আজ্ঞানুযায়ী, আজ্ঞানুবর্তী, আজ্ঞাকারী। আদেশের অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-যায়িনী**। ২। আজ্ঞানুসারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আদেশানুরূপ—আজ্ঞানুযায়ী। ৬তৎ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আদেশানুসারে আজ্ঞাক্রমে, হুকুমমতে। আদেশের অনুসার আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

আদেশী (-শিন্)—১। আদেশকর্তা, আদেষ্টা, হুকুমকারী; উপদেশক। আ—দিশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আদেশিনী**। ২। দৈবজ্ঞ, গণক। বি; পু।

আদেষ্টা (আদেষ্টৃ)—১। আদেশকর্তা; উপদেশক; শাসক। আ-দিশ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আদেষ্ট্রী**। ২। বক্তা, যজমান। বি; পু।

আদোবে—আদতে, মোটেই। <আদৌ। অ, ক্রি-বিণ।

আদৌ—১। অগ্রে, প্রথমে, আদিতে; মূলে, তত্ত্বতঃ। সংস্কৃতভাষায় 'আদি' শব্দের ৭মীর ১বচনে নিষ্পন্ন। ২। মোটেই, বিন্দুমাত্র, আদো। বাংপ্র। অ।

আদ্দি—সূক্ষ্ম কার্পাস-সূত্রের বস্ত্র বিঃ। <আর্দ্দিক। বি।

আদ্য—১। আদিম, প্রথম; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; পুরাণ; আদিকারণ; ব্রহ্ম; আদিদেব, নারায়ণ; ধর্ম; আত্মা। আদি শব্দ+য অর্থে। ২। অদ্য। অদ্ (ভক্ষণ করা)+য্যৎ কর্ম। বিণ। ৩। ভক্ষ্যদ্রব্য; খাদ্য। বি; ক্লী।

আদ্যকবি—প্রথম কবি; ব্রহ্মা; বাল্মীকি। কর্মধা। বি; পু।

আদ্যকাণ্ড—আদিকাণ্ড। কর্মধা। বি; ক্লী।

আদ্যকাল—ধর্মপূজার প্রচারারম্ভকাল। কর্মধা। বি; পু।

আদ্যকৃত্য—আদ্যশ্রাদ্ধ। কর্মধা। বি; ক্লী।

আদ্যগঙ্গা—আদিগঙ্গা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আদ্যন্ত—আদি ও অন্ত, প্রথম ও শেষ; প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত, আগাগোড়া। আদি ও অন্ত, দ্বন্দ্ব। বি বা বিণ; পু।

আদ্যন্তবান্ (-বৎ)—আদি ও অন্তবিশিষ্ট, যাহার প্রথম ও শেষ আছে এমন, যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে এরূপ, অচিরস্থায়ী, অনিত্য। আদ্যন্ত শব্দ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**আদ্যন্তবতী**।

আদ্যপ্রান্ত—আদ্যন্ত, পূর্বাপর, আগাগোড়া। আদ্যাবচ্ছিন্ন প্রান্ত, মধ্যপ। ক্রি-বিণ।

আদ্যবীজ—আদিকারণ, মূল কারণ; (সাংখ্যে) প্রধান; ঈশ্বর; প্রকৃতি। কর্মধা। বি; ক্লী।

আদ্যরস—আদিরস, শৃঙ্গাররস; কুলীনদিগের বৈবাহিক সংস্কার বা ক্রিয়া বিঃ; যে দ্বিতীয়বার বিবাহের আদ্য (প্রথম) বিবাহে রস (সখরে ক্রিয়া হেতু কুলরক্ষা) হয়; দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থের জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রথমে কুলরক্ষার্থ কুলীনকন্যা বিবাহ করিয়া পরে মৌলিক গৃহে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ। কর্মধা। বি; পু।

আদ্যলীলা—প্রথম অবস্থার কেলি, বাল্যক্রীড়া, ছেলেখেলা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আদ্যশ্রাদ্ধ—মরণাশৌচান্তের পরদিনে করণীয় শ্রাদ্ধ, মৃতের প্রথম কৃত্য বা শ্রাদ্ধ। কর্মধা। বি; ক্লী।

আদ্যা—১। আদিভূতা। আদ্য শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রধানা শক্তি, মহাবিদ্যা, ভগবতী, নারায়ণী, মহামায়া, মহাদুর্গা, কালী; প্রকৃতি। বি; স্ত্রী।

আদ্যাশক্তি, আদ্যাকালী—মহামায়া, ভগবতী, পরমপ্রকৃতি, কালী, দুর্গা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আদ্যিকাল—সেকাল; মান্ধাতার আমল। বাংপ্র। বি।

আদ্যোপান্ত—আদ্যন্ত, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত, আগাগোড়া। অন্তের উপ (সমীপ)—উপান্ত, অব্যয়ী; আদ্যাবচ্ছিন্ন উপান্ত, মধ্যপ। বি; ক্লী।

আদ্রক—আদা। 'আর্দ্রক' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আ——যাহাকে আদর করা হইয়াছে এরূপ; সুসমাদৃত, আদরযত্ন। আ-দৃ+শান কর্ম। বিণ।

আধ—অর্ধেক, আংশিক, অস্পষ্ট; অস্ফুট; মৃদু; অল্পেক; ঈষৎ; কিঞ্চিৎ; আড়চোখে। 'অর্ধ' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আধ-আধ—অস্ফুট, অসম্পূর্ণ, অব্যক্তিত; বাংপ্র। বিণ।

আধ-আনা, -আনি—পূর্বের দুই পয়সা। বাংপ্র। বি।

আধই—অর্ধাংশে। কপ্র। বিণ।

আধক—অর্ধ, অসম্পূর্ণ। বিণ।

আধ-কপালিয়া, -কপালে—কপালের এক পাশের ব্যথা বা কামড়ানি, এক রগ ধরা, অর্ধ-শিরঃশূল। বাংপ্র। বি।

আধকাঁচা—আধপাকা, যাহা অর্ধেক কাঁচা এমন। বাংপ্র। বিণ।

আধ-কাণা—অন্ধপ্রায়, আংশিক দৃষ্টিহীন। বাংপ্র। বিণ।

আধ-ক্ষেপা, -খেপা—অর্ধোন্মাদ, মাথা-পাগলা, খেপাটিয়া। বাংপ্র। বিণ।

আধখান—অর্ধখণ্ড, কিয়দংশ (দ্রব্য)। (রোগাদিতে) অর্ধাবশিষ্ট দেহ।

আধখেঁচড়া—অর্ধকৃত, অসম্পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

আধদিঠি—অর্ধদৃষ্টি, কটাক্ষ। কপ্র। বি।

আধ-থেড়ে—আধ-বুড়া, অধিকবয়স্ক, প্রায় সাবালক। বাংপ্র। বিণ।

আধপাকা—প্রায় পাকা। বাংপ্র। বিণ।

আধ-পাগল, -পাগলা—আধক্ষেপা, ক্ষেপাটে, অর্ধোন্মাদ। বাংপ্র। বিণ।

আধপেটা যাহাতে সম্পূর্ণ পেট না ভরে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আধপোড়া—অর্ধদগ্ধ, আংশিকভাবে পোড়া। বাংপ্র। বিণ।

আধবয়সী, আধাবয়সী, আধ-বুড়া, -বুড়ো—অর্ধবৃদ্ধ, বৃদ্ধপ্রায়, পরিণত বা মধ্যবয়স্ক, প্রৌঢ়। বাংপ্র। বিণ। [-বয়সী।

আধ-ভরা—পূর্ণ-প্রায়, অর্ধপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

আধমন—অর্ধমণ। বাংপ্র। বি। বিণ।

আধমরা—১। প্রায় মৃত, প্রায় মরা। বিণ। ২। নির্জীব লোক, অলস ও অকর্মণ্য ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

আধর্ষণ, আধর্ষ—অপমান, কাহাকেও অপমান করা; আক্রমণ; নিগ্রহ, নির্যাতন; পরাভব। আ—ধৃষ্+অনট্, ভাব। বি; ক্লী ও পু।

আধর্ষিত—অপমানিত; নিগৃহীত, আদালতে অভিযুক্ত। আ—ধৃষ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আধর্ষ্য—আক্রমণীয়; পীড়নীয়; নির্যাতনীয়। আ—ধৃষ+য কর্ম। বিণ।

আধলা—আধেলা, আধ পয়সা মূল্যের মুদ্রা ; অর্ধাংশ, আধখানা ; ইষ্টকার্ধ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আধা—আধ, অর্ধেক। হি-মূ। বিণ।

আধা-আধি—অর্ধাংশ ; দুই সমান ভাগে। বাংপ্র। বিণ।

আধা-খেঁচড়া—অসম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে ; অর্ধসম্পন্ন ; যেমন তেমন করিয়া। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আধাজ্ঞা, আধেজ্ঞা—অসম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণভাবে ; কিয়দংশে। 'অর্ধাঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ। ক্রি-বিণ।

-স্থাপন ; সম্পাদন ; গ্রহণ ; উৎপাদন ; গর্ভাধান ; সঞ্চার ; আধার, পাত্র ; শ্রৌত বা স্মার্ত অগ্নির স্থাপন ; বন্ধন ; সন্নিবেশ, অভিনিবেশ ; আশ্রয় ; বন্ধক দেওয়া। আ—ধা (ধারণ করা)+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আধানিক—১। গর্ভাধানসংস্কার। আধান শব্দ+ফিক। বি ; পু। ২। ইদানীন্তন। আধুনিক শব্দজ। বিণ।

আধায়ক—স্থাপয়িতা ; জনক ; প্রযোজক। আ—ধা+ণক কর্তৃ। বিণ।

আধার—১। পাত্র ; স্থান ; আলয় ; আলবাল ; বাঁধ ; (ব্যাকরণে) অধিকরণ-কারক বিঃ [কারক দ্রঃ]। আ—ধৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ অধি। বি ; পু। ২। পক্ষীর খাদ্য। বাংপ্র। বি।

আধারশক্তি—পরমেশ্বরশক্তি, মহামায়া ; প্রকৃতি ; মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি ; পীঠপূজনীয় দেবতা বিঃ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আধার্মিক—অধার্মিক, ধর্মহীন, অধর্ম্য। অধর্ম শব্দ+ফিক। বিণ। স্ত্রী, -কা, -কী।

আধা-সার, -সারি—অর্ধাবশেষ ; প্রায় আধাআধি। বাংপ্র। বিণ।

আধি—১। মনঃপীড়া, মনোবেদনা ; বিপদ্ ; স্থান ; আশা। আ—ধা (ধারণ করা)+ কি অধি। ২। স্থাপন ; বন্ধক দেওয়া। আ—ধা+কি ভাব। বি ; পু।

আধিকরণিক—অধিকরণিক, বিচারকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট প্রঃ। অধিকরণ+ফিক নিযুক্তার্থে। বি ; পু।

আধিকারিক—১। অধিকারসম্বন্ধীয় পদসংক্রান্ত ; পদসম্বন্ধীয়, পদীয়। অধিকার শব্দ+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**আধিকারিকী**। ২। উচ্চ কর্মচারী, officer.

আধিক্য—অধিকতা, আতিশয্য ; শ্রেষ্ঠতা, প্রাধান্য, উৎকর্ষ। অধিক+ষ্য ভাবার্থে বি ; ক্লী।

আধিক্যেতা, -খ্যেতা—বাহুল্য, বাড়াবাড়ি ; বেশী যত্ন। বাংপ্র। বি।

আধিক্লিষ্ট—মনঃপীড়ায় ব্যথিত, শোকার্ত। 'আধি' দ্রঃ। আধি দ্বারা ক্লিষ্ট, ৩তৎ। বিণ।

আধিজ—মনোবেদনাজাত, দুঃখহেতুক। উপতৎ ; আধি—জন+ড কর্তৃ। বিণ।

আধিজ্ঞ—বেদনাপ্রাপ্ত, ব্যথিত ; বক্র। উপতৎ ; আধি—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

আধিদৈবিক—দেবতাকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত, দেবতা হইতে উৎপন্ন, দৈবজাত, অতিবাত, বজ্রপাতাদিজনিত (দুঃখ)। দেবকে অধি (অধিকার করিয়া) অধিদেব, অব্যয়ী ; অধিদেব শব্দ+ফিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আধিদৈবিকী**।

আধিপত্য—প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ; রাজ্যশাসন প্রজাপালনাদি রাজকার্য। অধিপতি শব্দ +ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

আধিবেদনিক—অধিবেদনকালে প্রাপ্ত, দ্বিতীয় বিবাহকালে প্রথমা স্ত্রীকে প্রদত্ত (ধনাদি)। অধিবেদন শব্দ+ফিক ভবার্থে বা দেয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আধিবেদনিকী**।

আধিব্যাধি—মনঃপীড়া ও শারীর রোগ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

আধিভৌতিক—ভূতকে অধিকার করিয়া প্রবৃত্ত, প্রাণিগণ হইতে উৎপন্ন, ভূতজাত, দংশমশক বা ব্যাঘ্রসর্পাদি জাত ('— দুঃখ')। ভূতকে অধি (অধিকার করিয়া) অধিভূত, অব্যয়ী ; অধিভূত শব্দ+ফিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আধিভৌতিকী**।

আধিরথি—কুন্তীপুত্র কর্ণ [জন্মের অব্যবহিত পরেই মাতৃকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে অধিরথ ইঁহাকে লালনপালন করেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। অধিরথ শব্দ +ফি অপত্যার্থে। বি ; পু।

আধিরাজ্য—অধিরাজের পদ বা রাজ্য ; আধিপত্য। অধিরাজ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

আধিশ্রয়ণ—'আধিশ্রয়ণিক' দ্রঃ।

আধিশ্রয়ণ-ব্যবধি—মুকুরের সর্বাপেক্ষা উচ্চাংশ ও অধিশ্রয়ণ এতদুভয়ের অন্তর। বি ; পু।

আধিশ্রয়ণিক, আধিশ্রয়ণ—অধিশ্রয়ণ-সম্বন্ধীয়। 'অধিশ্রয়ণ' দ্রঃ। অধিশ্রয়ণ+ ফিক, অ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ণিকী, -ণী।

আধুত, আধূত—ঈষৎ কম্পিত ; ব্যাকুলিত, অভিভূত ; বিক্ষিপ্ত। আ—ধু, ধূ (কম্পিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আধুনিক—সাম্প্রতিক, ইদানীন্তন, নব্য, বর্তমান কালের। অধুনা শব্দ+ফিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আধুনিকতা—নব্য ধরনের চালচলন ; হাল ফ্যাশনের রীতিনীতি। আধুনিক+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

আধুলি—আট আনা মূল্যের মুদ্রা। বাংপ্র। বি।

আধূত—'আধুত' দ্রঃ।

আধৃত—গৃহীত। আ—ধৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আধৃষ্ট—পরাজিত ; নিগৃহীত। আ—ধৃষ্+ ক্ত কর্ম। বিণ।

আধৃষ্টি—আক্রমণ ; নিগ্রহ। আ—ধৃষ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আধৃষ্য—ধর্ষণীয়, পীড়নীয়। আ—ধর্ষি+য কর্ম। বিণ।

আধেক—প্রায় আধা। 'অর্ধেক' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

আধেয়—১। ধারণীয়, আধারস্থিত ; স্থাপনীয় ; উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য ; বন্ধক দিবার যোগ্য, বন্ধকীয়। আ—ধা (ধারণ করা)+য কর্ম। বিণ। ২। আধারস্থিত দ্রব্য। বি ; ক্লী।

আধেলা—'আধলা' দ্রঃ।

আধোয়া—অধৌত, অপ্রক্ষালিত ; আন-কোরা, কোরা, আকাচা। বাংপ্র। বিণ।

আধ্মাত—১। শব্দিত। আ—ধ্মা+ক্ত কর্ম। ২। বায়ুপূরিত ; স্ফীত ; উদ্ধত ; বিবর্ধিত ; দগ্ধ। আ—ধ্মা+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। শব্দ ; সগর্বোক্তি, বিকত্থন ; বাতব্যাধি বিঃ ; পেটফাঁপা ; ভস্ত্রা, জাঁতা ; স্ফীতি ; আধ্মান, ফুলা রোগ ; দাহ। আ—ধ্মা+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

আধ্মান—শব্দিতকরণ, বাদন, বাজানো ; শব্দ, নিনাদ ; উচ্চারণ ; স্ফীত হওয়া ; স্ফীতি ; বৃদ্ধি ; উদরাধ্মান, পেট ফাঁপা। আ—ধ্মা (শব্দ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আধ্যাত্মিক—মানসিক ('— দুঃখ') ; আত্ম-সম্বন্ধীয়, ব্রহ্মবিষয়ক। অধ্যাত্ম+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**আধ্যাত্মিকী**।

আধ্যান—ধ্যান, চিন্তা ; স্মরণ ; উৎকণ্ঠাযুক্ত চিন্তা, দুশ্চিন্তা। আ—ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আন—১। শ্বাস ; প্রশ্বাস ; অন্ন, ভাত ; সংশয় ; আত্মীয়। অন ধাতু+ঘণ্। বি ; পু। ২। অন্য, অপর ; অন্যথা ; নূতন-নূতন ; কপট ; বিকৃত ; মিথ্যা ; বক্র ; ব্যর্থ। 'অন্য' শব্দের অপভ্রংশ। ৩। আনয়ন কর। বাংপ্র। ক্রি। ৪। আনিয়া, আনয়ন করিয়া। প্রা বপ্র। ক্রি।

আনক—১। শব্দায়মান, উৎসাহকারী। আ—অন (শব্দ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আনিকা**। ২। ভেরী ; পটহ, ঢাক ; মৃদঙ্গ ; গর্জনযুক্ত মেঘ। বি ; পু।

আনকদুন্দুভি—১। বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণের জনক। বি; পু। [ইহার জন্মকালে আনক এবং দুন্দুভির বাদ্য হইয়াছিল বলিয়া আনকদুন্দুভি নাম হইয়াছে।] ২। বৃহৎ পটহ, বড় ঢাক। কর্মধা। বি; পু বা স্ত্রী।

আনকা, আনকো—অজ্ঞাত, সম্পূর্ণ নূতন; অপরিচিত। < অনীক্ষিত। বিণ।

আনকোরা—আধোয়া, কোরা; অব্যবহৃত, সম্পূর্ণ নূতন, অভিনব; খাঁটি; টাটকা, brand-new. বাংপ্র। বিণ।

আনখা—অদ্ভুত; অজ্ঞাতপূর্ব, অদৃষ্টপূর্ব; অদেখা, অপরিচিত। বাংপ্র। বিণ।

আনচান—১। অস্থির, আকুল; এলোমেলো। বিণ। ২। ব্যাকুলতা; প্রলাপ। বাংপ্র। বি।

আনডুহ—বৃষসম্বন্ধী। অনডুহ্ + অণ্ তৎসম্বন্ধার্থে। বিণ।

আনত—১। ঈষৎ নত; অতীক্ষ; নম্রীভূত, অবনত; বিনীত; পতিত। আ—নম্ (নম্র হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। অন্যদিকে; বিষয়ান্তরে। প্রা। কপ্র। ক্রি-বিণ।

আনতি—প্রণাম; অবনতি; নম্রতা। আ—নম্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আনতিকর—পরিতোষসাধক, সন্তুষ্টকারী, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -রী।

আনদ্ধ—১। আবদ্ধ; গ্রথিত; চর্মাবৃত ('— বাদ্য'); বস্ত্রাদি দ্বারা সজ্জিত; ব্যাপ্ত; বদ্ধকোষ্ঠ, costive. আ—নহ্ (বন্ধন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। চর্মাবৃত মৃদঙ্গাদি বাদ্যযন্ত্র; বেশভূষাদি। আ—নহ্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আনন—বদন, মুখ। আ—অন্ (বাঁচা) + অনট্ করণ। বি; ক্লী।

আননচন্দ্রিকা—সাতপাক ফিরার পর বরকন্যার মুখদর্শনরূপ স্ত্রী-আচার, শুভদৃষ্টি। বি; স্ত্রী।

আনন্তর্য—অনন্তর কর্তব্য; অব্যবহিত; অনন্তরতা, অব্যবধান, continuity অনন্তর শব্দ + ষ্যঞ্। বিণ ও বি; ক্লী।

আনন্ত্য—অনন্তত্ব, অশেষত্ব, অসীমত্ব; বাহুল্য; অনন্তফল; অনন্তভৃপ্তি; অবিচ্ছেদ; নিত্যতা; অমরতা; অপবর্গ, মুক্তি; ব্রহ্মভাব; শাশ্বত প্রতিষ্ঠা। অনন্ত শব্দ + ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনন্দ—১। হর্ষ, সন্তোষ, আহ্লাদ; সুখময় অবস্থা; বাসুদেবের বল বিঃ। আ—নন্দ্ (হৃষ্ট হওয়া) + অল্ ভাব। ২। মদ্য; আত্মা; ব্রহ্ম; বিষ্ণু; শিব; পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ এই তিন দ্বারবিশিষ্ট গৃহ। আ—নন্দ্ + অল্ করণ। বি; পু। ৩। আনন্দিত, আহ্লাদিত, হৃষ্ট, সুখী; আনন্দজনক। আ—নন্দ্ + অন্ কর্তৃ। বিণ।

আনন্দক—প্রীতিকর। আ—নন্দি + অক কর্তৃ। বিণ।

আনন্দকন্দ—প্রীতিহেতু, আনন্দের মূল। ৬তৎ। প্রা কপ্র। বি।

আনন্দকর, -জনক, -দায়ক—হর্ষজনক, প্রীতিপ্রদ, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী, -জনিকা, -দায়িকা।

আনন্দকানন—মরণে ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তিহেতুক কানন; কাশীক্ষেত্র। বি; ক্লী।

আনন্দকৃষ্ণ বসু—ইনি ১৭৪৪ শকে (১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে) ১৬ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব মহাশয় ইঁহার মাতামহ। আনন্দকৃষ্ণ সমস্ত জীবন সাহিত্যসেবায় অতিবাহিত করেন। বিশেষতঃ ইনি ইংরেজী ও সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় আনন্দকৃষ্ণের নিকট ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে নিয়মিত প্রভাতী গীতাপাঠের পর আনন্দকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন। বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত ব্যতীত গ্রীক, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, হিব্রু, উর্দু, পারসীক ভাষাতেও আনন্দবাবু ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি বাঙ্গালার একখানি বিস্তৃত ইতিহাসের ও বাঙ্গালার একখানি বৈজ্ঞানিক শব্দের অভিধানের খসড়া রাখিয়া গিয়াছিলেন।

আনন্দগিরি—ইনি শঙ্করাচার্যের শিষ্য। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। 'শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তি' নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। ইঁহার রচিত গীতার টীকা প্রসিদ্ধ।

আনন্দঘন—আনন্দস্বরূপ; আনন্দে পরিপূর্ণ; আনন্দ যাঁহার মূর্তি। বহু। বিণ।

আনন্দচন্দ্র মিত্র—(১৮৫৪-১৯০৩ খ্রীঃ)। সুকবি। ঢাকা বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম। পিতা বজচন্দ্র মিত্র। 'ভারতমঙ্গল', 'হেলেনা কাব্য', 'মিত্র কাব্য' প্রভৃতি ইঁহার রচিত।

আনন্দ চার্লু—(P. Ananda Charlu, Rai Bahadur, C. I. E.)—ইনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকিল ও বড়লাটের কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্য ছিলেন। ইনি সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বঙ্গে নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ইঁহাকে 'বিদ্যাবিনোদ' উপাধি প্রদান করেন। পরে গবর্ণমেণ্ট 'রায় বাহাদুর' ও 'সি, আই, ই' উপাধি দান করেন। ইনি মাদ্রাজে মহাজনসভা স্থাপন করিয়া এবং 'পিপুলস্ ফ্রেণ্ড' নামক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত ও সম্পাদিত করিয়া দেশের প্রভূত হিতসাধন করেন। ইনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে কিঞ্চিদধিক ৬৫ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

আনন্দদায়ক—প্রীতিপ্রদ, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—আনন্দদায়িকা।

আনন্দধাম (-ধামন্)—সুখময় গৃহ, প্রীতিজনক স্থান; স্বর্গ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

আনন্দন—১। আনন্দোৎপাদন, সন্তোষদান; অভিনন্দন, সংবর্ধন; স্বাগত জিজ্ঞাসা; গমনাগমন সময়ে সুহৃৎ প্রভৃতির আলিঙ্গন, আরোগ্য ও স্বাগতাদি প্রশ্ন দ্বারা আনন্দোৎপাদন। আ—ণিজন্ত নন্দ্—নন্দি (হৃষ্ট করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। আনন্দজনক; সুখজনক। আ—নন্দি + অন কর্তৃ। বিণ।

আনন্দনাড়ু, -লাড়ু—গুড় তিল চাউলের গুঁড়া প্রঃ সংযোগে প্রস্তুত তৈলপক্ব মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

আনন্দপট—নবোঢ়ার বস্ত্র। আনন্দজনক যে পট, মধ্যপ। বি; ক্লী।

আনন্দপ্রভব—শুক্র, রেতঃ, বীর্য। ৬তৎ বা বহু। বি; ক্লী।

আনন্দবর্ধন, -বিবর্ধন—১। আনন্দের বৃদ্ধিজনন, আহ্লাদ বাড়ানো। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। আনন্দের বৃদ্ধিকারক। বিণ।

আনন্দবিহ্বল—আহ্লাদে আটখানা। ৩তৎ। বিণ।

আনন্দময়—১। আনন্দপূর্ণ, সদানন্দ। আনন্দ শব্দ + ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী। ২। পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। বি; ক্লী।

আনন্দময়কোষ—(বেদান্তে) পঞ্চ কোষের মধ্যে পঞ্চম কোষ, কারণশরীর; জীবাত্মকোষ; স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের লয়স্থান; সত্ত্বপ্রধান জ্ঞান। কর্মধা। বি; পু।

আনন্দময়ী—১। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ২। নিরত আনন্দযুক্তা। আনন্দময় + ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

আনন্দময়ী—হরিলীলা-কাব্য-প্রণেত্রী। ইনি বিবিধ কবিতা, সংগীত এবং খুল্লতাত জয়নারায়ণ সেনের সহযোগিতায় হরিলীলা-কাব্য প্রণয়ন করেন। আনন্দময়ীর পূর্বপুরুষগণের নিবাস যশোহর জেলার ইটনা গ্রামে ছিল। বেদগর্ভ সেন বিদ্যালাভার্থ জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা গ্রামে গিয়া বাস করেন;

ক্রমে তথায় বিস্তর ভূসম্পত্তিও অর্জন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলকণ্ঠের বংশে আনন্দময়ীর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা লালা রামগতি সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। পিতা ও পিতৃব্যের যত্নে আনন্দময়ী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। বেদ-গর্ভের বংশীয় রাজা রাজবল্লভের সভার পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ আনন্দময়ীর অধ্যাপক ছিলেন। আনন্দময়ীর জন্মকাল ১৭৫২ শকাব্দ। ৯ বৎসর বয়সে ১৭৬১ শকে অযোধ্যারাম কবীন্দ্রের সহিত আনন্দময়ীর পরিণয় হয়। পিতৃকুলের ন্যায় আনন্দময়ীর শ্বশুরকুলও বিদ্যাবত্তার জন্য প্রসিদ্ধ। তবে আনন্দময়ী স্বামীর অপেক্ষা অধিক শিক্ষিতা ছিলেন। পতির মৃত্যুর সময় আনন্দময়ী পিতৃগৃহে ছিলেন। পতির মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র তিনি তাঁহার বাধা (খড়ম) বক্ষে ধারণপূর্বক চিতানলে প্রাণবিসর্জন করিয়া স্বামীর অনুগমন করেন।

আনন্দমোহন বসু—সুবিখ্যাত মনীষী ও দেশহিতব্রতী। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ময়মন-সিংহ জেলার জয়সিদ্ধি গ্রামে আনন্দ-মোহনের জন্ম হয়। ইনি দেশের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অতঃপর অধ্যয়নের জন্য কলিকাতায় আগমন করিয়া এফ, এ, বি, এ ও এম, এ পরীক্ষা দেন, এবং সকল পরীক্ষাতেই সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া উচ্চ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইনি প্রেমচাদ রায়চাদ পরীক্ষা দিয়া দশ সহস্র টাকা বৃত্তি পাইলেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইনি প্রভূত পরিশ্রম সহকারে কেম্‌ব্রিজে তিন বৎসর গণিতবিদ্যা অধ্যয়ন করিলেন। এতদ্দেশীয়ের মধ্যে যে উপাধি পূর্বে কেহ কখনও প্রাপ্ত হন নাই, আনন্দ-মোহন সেই গৌরবাত্মক Wrangler উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। স্বদেশে প্রত্যাগমনের পূর্বে ইনি অতি যোগ্যতার সহিত ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন; অনন্তর কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরূপে পরিগণিত হইলেন। পূর্বে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদানের একটা নির্দিষ্ট বয়স ছিল। একমাত্র আনন্দমোহনের বিশেষ আন্দোলনে এ নিয়ম উঠিয়া যায়। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হন। আবার ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি-নিধিস্বরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় "সিটি স্কুল" সংস্থাপন করেন। অল্পদিন পরে ইহা "সিটি কলেজ" নাম ধারণ করে। ইনি কলিকাতা সাধা-রণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রভূত পরিশ্রমে ইহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যলাভার্থ ইনি বৎসরাধিক ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৯৮ সালে মাদ্রাজ সমিতির চতুর্দশ বাৎসরিক অধিবেশন উপলক্ষে ইনি এই সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই অক্টোবর প্রথম রাখী-বন্ধন দিনে জাতীয় বঙ্গজ্ঞাপক Federation Hall নির্মাণ অভিপ্রায়ে সার্কুলার রোডে ঐ গৃহের ভিত্তিস্থাপন উপলক্ষে যে বৃহৎ সভা আহূত হয়, তথায় পীড়িত ও শয্যাগত আনন্দমোহনকে একখানি কাষ্ঠাসনে বসাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। এই উপলক্ষে তিনি যে প্রবন্ধ লিখেন, তাহা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠ করেন। প্রবন্ধটি স্বদেশভক্তিতে পূর্ণ মুমূর্ষু হতাশ ব্যক্তির হৃদয়ের উচ্ছ্বাস। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে আগস্ট পক্ষাঘাত রোগে ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসুর ভবনে এই কর্মবীরের দেহত্যাগ ঘটে। এইরূপ দেশহিতৈষী, দানশীল, ধর্মপরায়ণ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

আনন্দয়িতা (-তৃ)—প্রীণয়িতা, হর্ষজনক। আ—নন্দি + তৃন্ কর্তৃ। বিণ।

আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন—(১৮২৯—১৮৫৯ খ্রীঃ)। অসমীয়া লেখক ও সংস্কারক। গৌহাটিতে ইহার জন্ম। ইহার রচিত 'অসমীয়া লরার মিত্র' একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক।

আনন্দলহরী—শংকরকৃত পার্বতীর স্তব বিঃ; আনন্দতরঙ্গ; গুপীযন্ত্র, একপ্রকার সতার বাদ্যযন্ত্র, গাবগুবাগুব। বি।

আনন্দলাড়ু—'আনন্দনাড়ু' দ্রঃ।

আনন্দলোক—আহ্লাদপূর্ণ ভুবন, সুখধাম, স্বর্গলোক। মধ্যপ। বি; পুং।

আনন্দসলিল—হর্ষবারি; প্রেমধারা; ভক্তি; ভক্তিভাবের চরম অবস্থায় ব্রহ্মানন্দ-জনিত স্বেদ। রূপক। বি; পুং।

আনন্দসাগর-সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় অপরিমেয় আনন্দ, প্রভূত আনন্দ। আনন্দরূপ সাগর, বা আনন্দ, সাগরসদৃশ, রূপক বা উপমিত। বি; পুং।

আনন্দাশ্রু—সুখাশ্রু, আহ্লাদ জাত অশ্রু। আনন্দজনিত অশ্রু, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

আনন্দি—আনন্দ, আহ্লাদ, সুখ, প্রীতি। আ—নন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+ই ভাব। বি; পুং।

আনন্দিত—হৃষ্ট, আহ্লাদিত। আ—নন্দ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ; অথবা আনন্দ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

আনন্দী (আনন্দিন্)-আনন্দযুক্ত, হৃষ্ট, আহ্লাদিত; প্রীতিকর। আনন্দ শব্দ+ ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**আনন্দিনী**।

আনন্দীবাই জোষী—বিখ্যাত নারী-চিকিৎসক, পূর্বতন বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত কল্যাণ নগরে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। গণপত রাও অমৃতেশ্বর জোষী ইহার পিতা। ইহার পিতৃ-দত্ত নাম যমুনা। ইনি বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গোপাল বিনায়ক জোষীর সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাহার পর আনন্দীবাই চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীকে কলিকাতায় রাখিয়া ইনি ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন, এবং ফিলাডেল্‌ফিয়া নগরে একটি চিকিৎসা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দীবাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "ডাক্তার" উপাধি পান, এবং ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হইয়া কোলাপুরে এলবার্ট এডওয়ার্ড হাসপাতালের স্ত্রী-বিভাগের চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে মে যক্ষ্মারোগে ইহার মৃত্যু হয়। ইহার চিতাভস্ম আমেরিকায় প্রেরিত হইয়া তথায় প্রোথিত হয়।

আনবেশ—অন্যবেশ, ভিন্নসাজ; অন্যরূপ, ভিন্ন প্রকার। প্রা কপ্র। বি।

আনমন—নতকরণ, নোয়ানো; বাঁকানো; নমস্করণ। আ—নম্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আনমনা—অন্যমনস্ক; উৎকণ্ঠিতচিত্ত। 'অন্যমনাঃ' পদের অপভ্রংশ। বিণ।

আনমনীয়—যাহা বাঁকানো বা নোয়ানো যায় এমন, নমনযোগ্য বা নমনসাধ্য। আ—নম্+ অনীয় কর্ম। বিণ।

আনমিত—যাহাকে নোয়ানো হইয়াছে এরূপ, বক্রীকৃত, বাঁকানো, নোয়ানো। প্রাদি। বিণ।

আনম্য—নমনযোগ্য, যাহাকে নোয়াইতে পারা যায় এমন। আ—নম্+য কর্ম। বিণ।

আনম্র—ঈষৎ নমনশীল; অনম্র। বিণ।

আনয়—উপনয়ন। আ—নী+অল্ ভাব। বি; পুং।

আনয়ন—স্থানান্তরপ্রাপণ, আনা। আ—নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আনয়নীয়, আনেতব্য, আনেয়—আনা আবশ্যক বা উচিত এরূপ, যাহা আনিতে হইবে বা আনিতে পারা যায় এমন, আনয়নযোগ্য বা আনয়নসাধ্য। আ—নী+অনীয়, তব্য, য কর্ম। বিণ।

আনর্ত্ত—নৃত্যশালা, রঙ্গালয়; জল; রণ; বীরের নৃত্য বিঃ; দ্বারকা; স্বনামখ্যাত রাজা, রেবার পিতা; স্বনামখ্যাত পৌররাজ (ইহার পিতার নাম বিভু ও পুত্রের নাম সুকুমার)। আ—নৃত্ (নৃত্য করা)+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

আনর্ত্তন—নৃত্য। আ—নৃৎ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আনর্ত্তিত-কম্পিত; নর্ত্তিত, নাচানো। আ-নৃত্+ণি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আনর্থক্য, আনর্থ্য—অনর্থতা, ব্যর্থতা, বৈফল্য, নিষ্ফলত্ব। অনর্থক বা অনর্থ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনল—১। অনল-সম্বন্ধীয়, আগ্নেয়, অগ্নিগর্ভ। অনল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আনলী**। ২। অনল, অগ্নি। অনল+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

আনলা—নল; ব্যাধের সাতনলার আটা-কাঠি; একনলা বন্দুক। প্রা কপ্র। বি।

আনলি—আনিলি, আনয়ন করিলি; আনিল, আনয়ন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

আনসার- সাহায্যকারী, হিজরতের সময় হজরত মোহাম্মদকে সাহায্যকারী ব্যক্তি। আ। বি।

আনহ—আনয়ন কর, আন। কপ্র। ক্রি।

আনা—১। পূর্বের এক টাকার ১৬ ভাগের ১ ভাগ; ভরির ষোড়শাংশ বা ছয় রতি। বাংপ্র। বি। ২। আনয়ন করা; আনা, আগমন করা। ক্রি। ৩। আসা ('আনা-গোনা')। হি। বি।

আনাগোনা—গমনাগমন; যাতায়াত, যাওয়া-আসা; জন্মমৃত্যু; পরিচয়। বাংপ্র। বি।

আনাচ-কানাচ—আদাড়-পাঁদাড়, গৃহের পার্শ্বস্থ অপরিষ্কৃত স্থান, গলি-ঘুঁজি। বাংপ্র। বি।

আনাজ—অরন্ধিত তরকারি, শাকসবজি। বাংপ্র। বি।

আনাড়ু—১। নিনাড়; নিভৃত; গুপ্ত। বিণ। ২। ভগ্নস্থান। বাংপ্র। বি।

আনাড়া—যাহা নাড়া বা সরানো হয় নাই এমন; অকম্পিত, স্থির; যাহাতে ঝাঁকুনি দেওয়া হয় নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

আনাড়ী—অজ্ঞ, অপটু, অনিপুণ; মূর্খ। বাংপ্র। বিণ।

আনানো—আনয়ন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

আনায়—১। জাল, ফাঁদ। আ—নী (নেওয়া)+ঘঞ্ করণ। ২। আনয়ন। আ—নী+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আনায়ী (-য়িন্)—জালিক, ধীবর; ব্যাধ। 'আনায়' দ্রঃ। আনায় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

আনার—ডালিম, বেদানা; তুবড়ি বাজি। ফা। বি।

আনারস—অম্ল-মধুর রসবিশিষ্ট স্বনামখ্যাত উপাদেয় ফল বিঃ, pine-apple. বাং-প্র। বি।

আনারসী—আনারসের ন্যায় স্বাদবিশিষ্ট, অম্ল-মধুর। বাংপ্র। বিণ।

আনি ১। পূর্বের এক আনা মূল্যের মুদ্রা। বি। ২। 'আনিয়া' ক্রিয়ার সংক্ষেপ। কপ্র। ৩। আনয়ন করি, লইয়া আসি। বাংপ্র। ক্রি।

আনিল—১। পবনপুত্র, হনূমান্ বা ভীম। অনিল (বায়ু)+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু। ২। অনিলসম্বন্ধীয়। অনিল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আনিলী**।

আনীত—কৃতানয়ন, যাহা আনা হইয়াছে এরূপ। আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আনীল—ঈষৎ নীলবর্ণ। নিত্য। বিণ।

আনুকল্পিক—অনুকল্পবেত্তা; অনুকল্প দ্বারা প্রাপ্ত। অনুকল্প+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ।

আনুকূল্য—সাহায্য; পোষকতা; উপকার, অনুগ্রহ; ঐক্য। অনুকূল+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনুগত্য-অনুগতভাবে থাকা, অনুবৃত্তি, অনুগ্রহলাভাশায় অন্যের তোষামোদ বা উপাসনা; অনুবর্তন, অনুসরণ; বশ্যতা। অনুগত শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনুগুণ্য—অনুকূলতা; যোগ্যতা। অনুগুণ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনুপদিক—পশ্চাদগামী। অনুপদ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আনুপদিকা**।

আনুপাতিক—অপর কোন পরিবর্তনশীল রাশির সহিত স্থিরসম্বন্ধযুক্ত, proportional. অনুপাত+ইক। বিণ।

আনুপূর্ব, আনুপূর্ব্য—অগ্র পশ্চাদ্ভাব-রূপ ক্রম, যথাক্রম, পরম্পরা; অনুলোম; পরিপাটী। অনুপূর্ব শব্দ+ষ্ণ, ষ্য। বি; ক্লী।

আনুপূর্বিক—যথাক্রম, যার পর যা এরূপ ক্রমে স্থিত, কৃত, বা নিষ্পন্ন; আগাগোড়া ঠিক ঠিক, পর পর, consecutively. অনুপূর্ব শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আনুপূর্বী- অনুক্রম, যথাক্রম; পরিপাটী। অনুপূর্ব+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আনুবিবিৎসা—উপকারীর প্রত্যুপকার (বা অপকার) করিবার ইচ্ছা, কৃতজ্ঞতা, নিমকহারামি। অনু—বি—সনন্ত ধা ধাতু+ও ভাব+আপ্—অনুবিবিৎসা, তদুত্তরে ষ্ণ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

আনুমানিক—১। অনুমানসিদ্ধ; যুক্তি-সিদ্ধ; আন্দাজী, approximate. অনুমান শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। ২। (সাংখ্যে) প্রকৃতি। বি; স্ত্রী। স্ত্রী—**আনুমানিকী**।

আনুযাত্রিক—অনুচর। অনুযাত্রিক+অণ্ স্বার্থে। বি; পু।

আনুরক্তি- অনুরাগ, আসক্তি, ভালবাসা; আনুগত্য। অনুরক্ত শব্দ+ক্তি ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আনুরূপ্য—সাদৃশ্য; তুল্যতা। অনুরূপ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনুলোম্য—বর্ণানুক্রম; আনুকূল্য। অনু-লোম+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনুশাসনিক—রাজনীতির অনুশাসন বা উপদেশ বিষয়ক (মহাভারতের অন্তর্গত পর্ব বিঃ)। অনুশাসন+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আনুশ্রবিক ১। বেদবিহিত ('— কর্ম') বিণ। ২। বেদবিহিত যাগাদি। অনুশ্রব+ষ্ণিক ভবার্থে। বি।

আনুষঙ্গ, -ষঙ্গ্য—আনুষঙ্গিক; গৌণ; সঙ্গে-সঙ্গে। বিণ।

আনুষঙ্গিক—যাহা অন্য কিছুর সঙ্গে সঙ্গে ঘটে এরূপ, সংসর্গীয়; অপ্রধান; আবশ্যক; সহবর্তী; (ব্যাকরণে) উহ্য; আশ্রিত; অপরিহার্য। অনুষঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, -কী। **আনুষঙ্গিক বস্তু**—যে বস্তু অন্য কোন প্রধান বস্তুর সঙ্গে আসে তাহা।

আনুষ্ঠানিক—অনুষ্ঠানসম্বন্ধীয়, অনুষ্ঠানীয়, আচারঘটিত; আরম্ভসম্বন্ধীয়, প্রারম্ভিক, প্রাথমিক, আদ্য। অনুষ্ঠান শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আনুষ্ঠানিকী**।

আনূপ—১। অনুপদেশস্থ জল। অনূপ শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বি; ক্লী। ২। তদ্দেশস্থ জন্তু, মহিষ, গণ্ডার, শূকরাদি, যে জন্তু জল ভালবাসে বা জলাভূমিতে থাকে। বি; পু। ৩। জলবহুল স্থানসম্বন্ধীয়, বহুজলবিশিষ্ট। বিণ।

আনৃণ্য—ঋণরাহিত্য, ঋণ হইতে মুক্তি; প্রত্যুপকার দ্বারা অন্যকৃত উপকারের প্রতিশোধ; নিমকের কাজ করা। অনৃণ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আনৃশংস, আনৃশংস্য—১। অক্রূরতা;

অনুকম্পা ; দয়া, করুণা। অনৃশংস শব্দ + অ, ষ্য ভাবার্থে। ২। সম্যক্ ক্রূরতা। আ (সম্যক্) নৃশংস, অব্যয়ী—আনৃশংস, আনৃশংস শব্দ + অ, ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ৩। অনৃশংস ; সদয়। অনৃশংস + অ, ষ্য স্বার্থে। বিণ।

আনেতব্য—'আ-নয়নীয়' দ্রঃ।

আনেতা (আনেতৃ)—আনয়নকর্তা, যে আনে, আহর্তা। আ—নী (লইয়া যাওয়া) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আনেত্রী**।

আনেয়—আনয়নীয়। আ—নী + য কর্ম। বিণ।

আন্ত—১। গত। অন (যাওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। অন্তসম্বন্ধীয় ; অন্তিম, অন্ত্য, শেষ। অন্ত শব্দ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**আন্তী**।

আন্তঃকলেজীয়—বিভিন্ন কলেজের মধ্যে সংঘটিত ; বিভিন্ন কলেজ-সম্পর্কিত, intercollegiate. অন্তঃকলেজ + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আন্তঃপুরিক—অন্তঃপুরাধ্যক্ষ। অন্তঃপুর + ষ্ণিক নিযুক্তার্থে। বি ; পু।

আন্তঃপ্রাদেশিক—বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে সংঘটিত ; বিভিন্ন প্রদেশ-সম্পর্কীয়, interprovincial. অন্তঃপ্রদেশ + ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আন্তর—১। অন্তর্গত ; মনোগত ; আন্তরিক ; নিগূঢ়। অন্তর শব্দ + ষ্ণ। বিণ। ২। চিত্তবৃত্তি ; অন্তঃকরণ। বি ; ক্লী। স্ত্রী—**আন্তরী**।

আন্তরিক—অন্তর্গত ; হৃদ্গত, মনোগত ; আভ্যন্তরীণ ; প্রকৃত ; অন্তরের সহিত ; অকপট ; ঐকান্তিক। অন্তর শব্দ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আন্তরিকী**।

আন্তরিকতা—আভ্যন্তরীণতা ; হৃদ্গতত্ব ; অকপটতা, ঐকান্তিকতা ; মনোগত ভাব। আন্তরিক শব্দ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

আন্তরীক্ষ—১। অন্তরীক্ষজাত, আকাশ সম্বন্ধীয়। অন্তরীক্ষ শব্দ + ষ্ণ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আন্তরীক্ষী**। ২। অন্তরীক্ষ, আকাশ, গগন। অন্তরীক্ষ + ষ্ণ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

আন্তরীণ—অন্তর্বর্তী, মধ্যস্থ। অন্তর শব্দ + ঈন ভবার্থে। বিণ।

আন্তর্জাতিক—স্বাধীন জাতিগণের পরস্পরের সম্পর্ক বা স্বার্থসম্বন্ধীয়, international. অন্তর্জাতি + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ স্ত্রী, **-কী**।

আন্ত্র—অন্ত্রনির্মিত ; নাড়ীময়। অন্ত্র + অণ্ অবয়বার্থে। বিণ।

আন্ত্রিক—অন্ত্রসম্বন্ধীয় ; অন্ত্রের পীড়াঘটিত enteric. অন্ত্র শব্দ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আন্ত্রিকী**।

আন্দাজ—১। অনুমান, আঁচ, অনুভব ; পরিমাণ। বি। ২। আনুমানিক ; অনুরূপ, অনুযায়ী। <ফা 'অন্দাজ'। বিণ। [বিণ।

আন্দাজী—আনুমানিক, সম্ভবমত। ফা-সু।

আন্দোল, আন্দোলন—১। দোলন, কম্পন ; অনুশীলন, আলোচনা ; বিক্ষোভ ; প্রচার বা বহুল আলোচনা দ্বারা উত্তেজনা সঞ্চার, agitation. আন্দোল (দোলা) + অচ্, অনট্ ভাব। ২। দোলনা, দোলা। আন্দোল + অ, অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

আন্দোলনীয়—আন্দোলনের যোগ্য, যাহার আন্দোলন কর্তব্য এমন, যে বিষয়ের আন্দোলন করা আবশ্যক এরূপ। আন্দোল (দোলন) + অনীয় কর্ম। বিণ।

আন্দোলিত—১। দোলিত, চালিত, কম্পিত ; অনুশীলিত, আলোচিত। আন্দোল্ + ক্ত কর্ম। ২। লম্বিত। বাংপ্র। বিণ।

আন্ধার, আঁধার—তিমির ; তমোময়। 'অন্ধকার' শব্দের অপভ্রংশ। বাংপ্র। বি ও বিণ।

আন্ধারমানিক—অন্ধকারে মানিকতুল্য, দুঃখময় জীবনে আনন্দজনক পুত্রাদি। বাংপ্র। বি।

আন্ধিয়ার—অন্ধকার, আঁধার ; তমোময়। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

আন্ধ্র—অন্ধ্রদেশীয় ; অন্ধ্রবাসী। অন্ধ্র শব্দ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**আন্ধ্রী**।

আন্ন—অন্নসম্বন্ধীয়, পাতঘটিত ; ভুক্ত। অন্ন শব্দ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**আন্নী**।

আন্বয়িক—সৎকুলজাত, কুলীন ; সাধক বিঃ, কুলাচারী ; অন্বয়সংগত ; ক্রমিক। অন্বয় শব্দ + ষ্ণিক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আন্বয়িকী**।

আন্বীক্ষিকী—অধ্যাত্মবিদ্যা ; তর্কবিদ্যা, ন্যায়শাস্ত্র ; আত্মবেদনশীলা ; দুর্গা। অনু—ঈক্ষ্ (দেখা) + অ ভাব + আপ্ (= অন্বীক্ষা) + ষ্ণিক প্রয়োজনার্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আন্সারি, ডাক্তার—(১৮৮০—১৯৩৬ খ্রীঃ)। বিখ্যাত চিকিৎসক। জন্মস্থান বিহারের গাজীপুর। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মুসলীম লীগের সভাপতি হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

আপ্—১। জলরাশি। অপ্ শব্দ (জল) + ষ্ণ সমূহার্থে। বি ; ক্লী। ২। অষ্ট বসুর মধ্যে পরিগণিত বসু বিঃ। বি ; পু। ৩। আপনি (ভবান্)। হিন্দী। সর্ব।

আপঃ (আপস্)—জল ; পানীয়। আপ্ (পাওয়া) + অস্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

আপক্ব—ঈষৎ পক্ব, অর্ধপক্ব ; ডাঁসা ; ভর্জিত ; অর্ধসিদ্ধ ; পরিপক্ব। আ (ঈষৎ) পক্ব, নিত্য। বিণ।

আপগা—নদী। আপ শব্দ—গম্ + ড কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

আপজাত্য—কুলোচিত গুণাবলী বা সাবেক উৎকর্ষরাহিত্য, degeneracy. অপজাত + ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

আপটকা—পলকা, কম মজবুত, ভঙ্গপ্রবণ ; ক্ষীণ, দুর্বল ; পতন-প্রবণ। বাংপ্র। বিণ।

আপড়া—অপঠিত, অনধীত, যাহা পড়া হয় নাই এরূপ ; যে পড়ে নাই বা পাঠ করে নাই এরূপ ; যাহা পড়ে নাই বা পতিত হয় নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

আপণ—হট্ট, হাট, বাজার ; বিক্রয়স্থান, দোকান। আ-পণ্ (বাণিজ্য করা) + অল্ অধি। বি ; পু।

আপণিক—১। বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, দোকানী ; আপণসম্বন্ধীয়, কেনা-বেচা-সম্বন্ধীয় ; হাটের তোলা। আপণ শব্দ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আপণিকী**। ২। বণিক্, দোকানদার। বি ; পু।

আপৎ (আপদ্)—বিপদ্, বিপত্তি, সংকট, দায় ; দুর্ভাগ্য ; দুর্দৈব, দুর্ঘটনা। আ—পদ্ + ক্বিপ ভাব। বি ; স্ত্রী।

আপৎকাল—বিপদের সময়, সংকটকাল ; দুঃসময়। ৬তৎ। বি ; পু।

আপতন—পতন, পড়া ; আক্রমণ ; আগমন ; অভিধাবন ; অবরোহণ ; বোধ ; ঘটন। আ—পত্ (পড়া) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আপতিক—১। অকস্মাৎ উপস্থিত। আ—পত্ + ইক। বিণ। ২। শ্যেন, বাজপাখি। বি ; পু।

আপতিত—পতিত ; সহসা আগত ; অবরূঢ় ; ঘটিত, যাহা ঘটিয়াছে এরূপ। আ—পত্ (পড়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আপত্তি—আপদ্-প্রাপ্তি ; লাভ ; অসম্মতি ; বাধকতা ; তর্কদোষ, বিরুদ্ধ যুক্তি ; ভর্ৎসনা ; প্রত্যাদেশ ; দোষরোপণ ; দুর্দৈব। আ—পদ্ (গমন করা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আপত্তিকর, -জনক—আপত্তির উৎপাদক ; আপত্তিযোগ্য। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

আপদ্—'আপৎ' দ্রঃ। [অব্যয়ী। আ।

আপাদ—আপাদ, পদ পর্যন্ত, পা অবধি।

আপাদ-চুম্বিত, -লম্বিত—চরণ পর্যন্ত স্পর্শকারী, পা অবধি ঝুলানো। ২তৎ। বিণ।

আপদা—আপৎ, বিপত্তি। আ-পদ্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

আপদুদ্ধার—বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ। ৫তৎ। বি; পু।

আপদ্গ্রস্ত—বিপদ্গ্রস্ত, বিপন্ন। ৩তৎ। বিণ।

আপদ্ধর্ম—বিপদ্কালে ব্রাহ্মণাদির জীবিকার্থ অবলম্বিত অন্যায্য ধর্ম। মধ্যপ। বি; পু।

আপদ্-বিপদ্—নানা প্রকারের বিপত্তি বা দায়। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

আপন—১। স্বকীয়, নিজের; আত্মীয়; শোণিতসম্পর্কবিশিষ্ট। বিণ। ২। স্বজন; আত্মা; আত্মতত্ত্ব। বাংপ্র। বি।

আপনভোলা—আত্মহারা; নিজের প্রতি যাহার খেয়াল নাই এমন; খেয়ালশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

আপনসর্বস্ব—স্বার্থপর। বাংপ্র। বিণ।

আপন (না) -হারা: বাহ্যজ্ঞানহীন, তন্ময়, আত্মহারা। বাংপ্র। বিণ।

আপনা—স্বয়ং, নিজ বা নিজকে; স্বজন; আপনি; আত্মা; আত্মতত্ত্ব। বাংপ্র। সর্ব।

আপনা-আপনি—নিজে নিজে; স্বগত; স্বতঃ; স্বভাবতঃ; পরস্পর; আত্মীয়স্বজন। বাংপ্র। সর্ব।

আপনা-বিস্মৃত—আপনহারা, তন্ময়। বাংপ্র। বিণ।

আপনার ১। ভবদীয়; নিজের। সর্ব; সম্ব-৬ষ্ঠী। ২। আত্মীয়। সর্ব; বিশেষণার্থে ৬ষ্ঠী। **আপনার পায়ে কুড়ুল মারা**—নিজেই নিজের অনিষ্ট করা।

আপনি—তুমি (সম্ভ্রমার্থে); স্বয়ং, নিজে; স্বতঃ; আপনা হ তে। বাংপ্র। সর্ব।

আপন্ন—১। বিপন্ন, বিপদ্গ্রস্ত; আপতিত; সংঘটিত। আ-পদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ। আ—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আপন্ন-সত্ত্বা—অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভিণী। আপন্ন (প্রাপ্ত) সত্ত্ব যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; স্ত্রী।

আপরাহ্ণিক—অপরাহ্ণসম্বন্ধীয়; অপরাহ্ণে করণীয়; বৈকালিক; দিবসের ভাগত্রয়ের তৃতীয় ভাগে ভব। অপরাহ্ণ+ফিক। বিণ। স্ত্রী, -কী।

আপরুচি—আপন রুচিমত; স্বেচ্ছানুরূপ। বাংপ্র। বিণ।

আপলানি—আস্ফালন; আফসোস। বাংপ্র। বি।

আপলানো—আস্ফালন করা, আছড়ানো, আছাড়বিছাড় করা; অনুতাপ বা দুঃখ প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

আপশোস, আফসোস—আক্ষেপ, পরিতাপ, অনুতাপ; অনুতাপ। ফা। বি।

আপস, আপোস আপনাআপনি; পরস্পর; সদ্ভাবে; আপনাআপনি বা পরস্পরে বিবাদ মিটাইয়া লওয়া, রফা, নিষ্পত্তি। হি-মু। বি বা বিণ।

আপস্তম্ব—ধর্মশাস্ত্র প্রয়োজক স্বনামখ্যাত ঋষি বিঃ। বি; পু।

আপা, আপাগাড়ি—বর্ষার সময় মাঠের মাছ ধরিয়া জিয়াইয়া রাখিবার গামলা। বাংপ্র। বি।

আপাং, আপাঙ্—অপামার্গ, চড়চড়ে গাছ, শিব-আকন্দ গাছ। বাংপ্র। বি।

আপাকা—অপক্ব, কাঁচা; ঈষৎ পক্ব। বাংপ্র। বিণ।

আপাটল—ঈষৎ পাটলবর্ণ; আলোহিত। আ (ঈষৎ) পাটল, নিত্য। বিণ।

আপাণ্ডর, আপাণ্ডুর—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ বা বিবর্ণ। নিত্য। বিণ।

আপাত-১। পতন; ঘটন; অতর্কিত আগমন, উপস্থিতি; অবতরণ; উপক্রম; বর্ষণ। আ—পত্+ঘঞ্ ভাব। ২। পথ; তৎকাল প্রথম সময়, কোন কিছু ঘটিবার সময়। আ—পত্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু। ৩। প্রথম; প্রকৃত না হইলেও প্রতীয়মান, apparent. বাংপ্র। বিণ।

আপাতক—আপাততঃ পদের অপভ্রংশ।

আপাতকঠিন, -কঠোর—যাহা প্রথম কঠিন, কিন্তু পরিণামে কঠিন নয় এমন। ৭তৎ। বিণ।

আপাতকর্কশ- যাহা প্রথমানুষ্ঠান সময়ে কর্কশ, কিন্তু পরিণামে নহে এমন। ৭তৎ। বিণ।

আপাতগতি—প্রথম দৃষ্টিতে যাহা গতি বলিয়া মনে হয় তাহা, apparent motion. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

আপাততঃ (-তস্)—প্রথমতঃ; অকস্মাৎ; সম্প্রতি, এক্ষণে। আপাত শব্দ+তস্। অ।

আপাতমধুর প্রথমতঃ মধুময়, আপাততঃ মধুর কিন্তু পরিণামে নয় এমন। ৭তৎ। বিণ।

আপাত-মনোরম, -মনোহর যাহা আপাততঃ চিত্তাকর্ষক বটে, কিন্তু পরিণামে নহে এমন। ৭তৎ। বিণ।

আপাদ—১। পা হইতে বা পা পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ। ২। আগমন; প্রাপ্তি। আ—পদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আপাদমস্তক—পা হইতে মাথা পর্যন্ত; সর্বাঙ্গ। আপাদ মস্তক, দ্বন্দ্ব। ক্রি-বিণ বা বি; স্ত্রী।

আপাদিত—সম্পাদিত, নির্বাহিত, অনুষ্ঠিত। আ—পিজন্ত পদ্ বা পাদি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আপান—পানভূমি; সুরাপানগোষ্ঠী; মদের চক্র বা জটলা; যে স্থানে অনেকে একত্র বসিয়া সুরাপান করে; সুরাবিক্রয়স্থান, alehouse, grogshop. আ—পা (পান করা)+অনট্ অধি। বি; স্ত্রী।

আপানভূমি—সুরাপান স্থান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আপামর—পামর পর্যন্ত, উচ্চনীচ সকলেই, সর্বসাধারণে। অব্যয়ী। অ।

আপামরজন, আপামর সাধারণ—নীচ মূর্খ হইতে সাধারণ লোক পর্যন্ত সকলেই। বি; পু।

আপিং, আপিঙ্—অহিফেন, আফিম। বা প্র। বি।

আপিঙ্গল, আপিঙ্গ—ঈষৎ পিঙ্গলবর্ণ; আপীত; সম্পূর্ণ পিঙ্গল। আ (ঈষৎ) পিঙ্গল, নিত্য। বিণ।

আপিঞ্জর—স্বর্ণ; আপীত; স্বর্ণবর্ণ। আ (সম্যক্) পিঞ্জর (পীতবর্ণ), নিত্য। বি; ক্লী।

আপিল, আপীল—আবেদন; উচ্চতর আদালতে পুনর্বিচার প্রার্থনা। <ইং appeal. বি।

আপিস, আফিস-দপ্তর, কার্যালয়, কর্মস্থান, কাছারি। <ইং office. বি।

আপিসওয়ালা—আফিসের কর্মচারী। ইং-মু। য।

আপীড়ন—গাঢ় আলিঙ্গন; সম্যক্ পীড়ন; দৃঢ় বন্ধন। আ-পীড়্ (পীড়ন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আপীড়িত—গাঢ়ালিঙ্গিত; নিষ্পীড়িত; বেদনাপ্রাপ্ত; দৃঢ়বদ্ধ; শোভিত; ভূষিত। আ—পীড়্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আপীত—১। ঈষৎ পীতবর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ। নিত্য। ২। সম্যক্ পীত, যাহা সমস্ত বা অল্প পান করা হইয়াছে এমন। আ—পা (পান করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। **আপীত হরিৎ**—যে-বর্ণে ঈষৎ হরিদ্রা ও সবুজের মিশ্রণ আছে, yellowish green.

আপীন—১। গবাদির স্তন, গরুর পালান। আ প্যায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ; অথবা, আ—পী (পান করা)+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী। ২। ঈষৎ স্থূল; সম্যক্ স্থূল, হৃষ্টপুষ্ট। আ—প্যায়্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আপূর্তি-আপূরণ; তৃপ্তি। আ—পূ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আপূর্যমাণ—সম্পূর্যমাণ; যাহা নিঃশেষে পূর্ণ হইতেছে এমন। আ—পূরি+শানচ্ কর্ম। বিণ।

আপৃচ্ছা—আলাপ, আভাষণ; আহ্বান; জিজ্ঞাসা। আ—প্রচ্ছ্+ঙ ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

আপেক্ষিক—অপেক্ষাকৃত, তুলনাকৃত; অন্য বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, সাপেক্ষ। অপেক্ষা শব্দ+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**আপেক্ষিকী**। **আপেক্ষিক গুরুত্ব**—তুল্য-আয়তনবিশিষ্ট পৃথক্ পৃথক্ দ্রব্যের গুরুত্বের বা ওজনের সম্বন্ধ; সম-আয়তনবিশিষ্ট জলের সহিত কোন দ্রব্যের তুলনাকৃত ওজন, specific gravity.

আপেল—বনামখ্যাত ফল। < ইং 'apple'. বি।

আপোড়া—কাঁচা; শব দাহ হয় নাই ('— স্থান')। বাংপ্র। বিণ।

আপোষ—পরস্পর, আপনা-আপনি; আপনা-আপনি নিষ্পত্তি, রফা; উভয় পক্ষের সম্মতি। ক্রি-বি। বি।

আপ্ত—১। বিশ্বস্ত; প্রত্যয়িত; সন্নিকৃষ্ট, আত্মীয়; অভিযুক্ত, দূষিত; অভ্রান্ত, প্রামাণিক; হিতোপদেষ্টা, ভ্রমাদিশূন্য তত্ত্বার্থবেদী। আপ্+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ, অধিগত; উৎপাদিত; অবিসংবাদক; নিপুণ; ভূরি; যথার্থ। আপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। নিজের। 'আত্ম' কথার অপপ্রয়োগ। ৪। ঋষি প্রভৃতি।—
[সকর্মণ্যভিযুক্তো যো রাগদ্বেষবিবর্জিতঃ।
জ্ঞানবান্ শীলসম্পন্ন আপ্তো জ্ঞেয়ঃ স এব হি।] বি; পু। ৫। (গণিতে) ভাগফল। বি; ক্লী। **আপ্ত ছিদ্র**—নিজ দোষ।

আপ্তকরণিক—গোপনীয় বিষয়ে সাহায্যকারী কেরানী, confidential clerk. কর্মধা। বি; পু।

আপ্তকাম—পূর্ণাভিলাষ, সফলমনোরথ; ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞানবান্; উদাসীন; পরমাত্মা, ঈশ্বর। আপ্ত হইয়াছে কাম যৎকর্তৃক, বহু। বিণ বা বি।

আপ্তগরজী, আপ্তপ্রাসী—যে আপনার গরজটাই বেশী বুঝে এমন; আত্মম্ভরি, স্বার্থপর। বাংপ্র। বিণ।

আপ্ততা—আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব। বি; স্ত্রী।

আপ্তদূতী—নায়ক বা নায়িকার নিকট পরস্পরের প্রণয়-নিবেদনে নিযুক্তা নারী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আপ্তপর—আত্মপর, স্বজন ও অপর ব্যক্তি বাংপ্র। বি।

আপ্তবন্ধু—আত্মবন্ধু, আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বাংপ্র। বি।

আপ্তবাক্য, আপ্তবচন—বিশ্বস্ত বাক্য, দোষ-গুণের বিচার না করিয়া যে বাক্য প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে; মুনিবাক্য; দৈববাণী বেদপুরাণাদি শাস্ত্র; সজ্জন বা বন্ধুর উপদেশ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আপ্তশ্রুতি বেদ; স্মৃতি; নিশ্চিত কিংবদন্তী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আপ্তসুখী—আত্মসুখী; যে কেবল আপনার সুখ বুঝে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আপ্তি—প্রাপ্তি, লাভ; ব্যাপ্তি; সম্বন্ধ; উপযোগিতা; যোগ্যতা; সমাপ্তি; স্ত্রী-সংযোগ; আয়তি, উত্তরকাল। আপ্ (প্রাপ্ত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আপ্যায়ন—১। বৃদ্ধি, উন্নতি; পুষ্টি; তৃপ্তি; তর্পণ; সংবর্ধন, অভ্যর্থনা প্রীতি; প্রীণন; বৃদ্ধিজনন; পরিপূরণ; বলবর্ধক ঔষধ। আ—প্যায়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পুষ্টিকর; বৃদ্ধিকর; তৃপ্তিকর; প্রীতিজনক। আ—প্যায়্+অন কর্তৃ। বিণ।

আপ্যায়িত—প্রবৃদ্ধ; তৃপ্ত; সংবর্ধিত; প্রীত; অনুগৃহীত। আ—প্যায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আপ্রচ্ছন—আভাষণ; জিজ্ঞাসা। আ—প্রচ্ছ (জিজ্ঞাসা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আপ্রাণ—প্রাণপণপূর্বক, বিশেষরূপ ('— চেষ্টা'); প্রাণপাত। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আপ্লব, আপ্লাব—স্নান; জলপ্লাবন; আসেচন; উল্লম্ফন; গতি; সম্যক্ আবরণ। আ—প্লু (প্লুত হওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আপ্লাবন—প্লাবন। আ—ণিজন্ত প্লু বা প্লাবি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আপ্লাবিত—জলপ্লাবিত; সিক্ত। আপ্লাব শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

১। সিক্ত; স্নাত; উৎপতিত, অভিষিক্ত; নিমজ্জিত; অভিভূত; কৃতসমাবর্ত দ্বিজ, স্নাতক গৃহস্থ। আ—প্লু+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। স্নান; উল্লম্ফন, উচ্চে লম্ফপ্রদান। আ—প্লু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আফগান—আফগানিস্তান ও তন্নিকট দেশবাসী মুসলমান জাতি বিঃ; পাঠান। আ। বি।

আফগানিস্তান—পশ্চিম-পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমার বহির্ভাগে অবস্থিত দেশ। আফগানিস্তানের অধিবাসী সকলেই যে আফগান তাহা নহে। দুরানী, ঘিলজাই, যুসুফজাই, কাকর, মোমান্দজাই, আফ্রিদি ইঃ আফগান জাতীয়। খিজিলবাসী, আইমক, হাজারা, হিন্দকি প্রঃ আফগান জাতীয় নহে। আফগানিস্তানের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পারসীভাষা অভিজ্ঞ। পারসীভাষাই আদালতের ভাষা। কিন্তু "পুস্তু"ই সাধারণ জাতীয় ভাষা। এই ভাষায় বিবিধ সাহিত্য-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আফগানিস্তানের সকল ব্যক্তিকেও পাঠান বলা যায় না। মোগল বাদশাহগণের পূর্বে যে-সকল মুসলমান বংশ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন, সাধারণভাবে তাঁহাদিগকে পাঠানবংশ বলা হয়; কিন্তু এক "লোদী" বংশ ব্যতিরেকে, কোন বংশকেই প্রকৃতপক্ষে পাঠান-বংশ বলা যায় না। আফগানিস্তানের অধিকাংশ অধিবাসী "সুন্নী" শ্রেণীস্থ মুসলমান।

প্রাচীনকালে আফগানিস্তান যে গ্রীস শক্তি ও বৌদ্ধশক্তির অধীনে আসিয়াছিল, তাহার চিহ্ন বর্তমানকালে কিয়দংশে লক্ষিত হয়। হুয়েনথ্সাংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার সময়ে (খ্রীঃ ৬৩০—৬৪৫) কাবুলের সান্নিধ্যে হিন্দু ও তুর্কীজাতীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে হিন্দুরাজ্যের উচ্ছেদ হয়, এবং সবুক্তগীন নামে এক তুর্কী বীর গজনীতে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারই পুত্র মামুদ দ্বাদশবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পরে আলাউদ্দিন "ঘোর" বংশীয় রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সাহাবুদ্দিন ঘোরী পুনঃপুনঃ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া বেনারস পর্যন্ত স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে বাবরশাহ কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিয়া দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ১৭৩৭—১৭৩৮ খ্রীঃ পারস্য-রাজ নাদিরশাহ উভয় স্থানই নিজাধিকারে আনেন। নাদিরশাহ ১৭৪৭ খ্রীঃ নিহত হইলে কান্দাহারবাসিগণ আব্‌দালীবংশীয় আমেদ শাকে রাজারূপে গ্রহণ করে। আমেদ শা আপনাকে "দুর-ই-দুরাণ" (তৎসময়ের মুক্তাবরণ) এই আখ্যায় ভূষিত করেন। সেই সময় হইতেই আমেদ শার বং। "দুরাণী" বংশ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

এই বংশের আমীর হবিবুল্লা মহোদয় গুপ্তঘাতকের হস্তে হত হইলে, তৎপুত্র নাসিরুল্লা আমীর হন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সকলের অপ্রিয় হওয়ায় সিংহাসনচ্যুত হন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমানুল্লা সিংহাসন অধিকার করেন। ইঁহার সময়ে ইংরাজদিগের সহিত পুনর্বার যুদ্ধ ঘটে। তাহার ফলে যে সন্ধি হয়, তদনুসারে আমীরের ১৮ লক্ষ টাকা বৃত্তি রহিত হয়, এবং ইংলণ্ডে আমীরের দূত ও আফগানিস্তানে ইংলণ্ডের দূত থাকিবার নিয়ম হয়। আমানুল্লা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভৃতি ব্যাপারে আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করিতে

উদ্ভব হওয়ার রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে নির্বাসিত হন এবং তাঁহার স্থলে তদীয় সেনাপতি নাদীর শাহ বাচ্চাই সাকোকে উৎখাত করিয়া আমীরপদে মনোনীত হন। নাদীর শাহ গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হওয়ায় তাঁহার পুত্র জাহির শাহ আমীরপদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৯৩৪ খ্রীঃ অঃ)।

আফগানী আফগানিস্তানের। আ-মু। বিণ।

আফজল খাঁ—বিজাপুরের শাসনকর্তার অধীন বিখ্যাত মুসলমান সেনাপতি। ইনি শিবাজীকে আক্রমণ করিবার জন্য প্রেরিত হন এবং শিবাজী কর্তৃক নিহত হন।

আফলা, আফলন্ত—অফলন্ত, যাহাতে ফল ধরে না এমন, বাঁজা, চারা, আঁড়া। বাংপ্র। বিণ।

আফলোদয়—ফলসিদ্ধি পর্যন্ত। ফলের উদয়=ফলোদয়, ৬তৎ; ফলোদয় পর্যন্ত, অব্যয়ী। অ, ক্রি-বিণ।

আফলোদয়কর্ম (-কর্মন্)—ফলসিদ্ধি পর্যন্ত কার্যকরী। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

আফসোস—'আপসোস' দ্রঃ।

আফিং, আফিম - অহিফেন; একবর্ষী (৩।০ মাসের) শাক বিঃ [পুষ্প চতুর্দলবিশিষ্ট—রং লাল এবং সাদা পোস্ত ফলের রস শুকাইয়া আফিম হয়]। বাংপ্র। বি।

আফিম-খোর—যে বেশী আফিং খায়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আফুটন্ত—অপ্রস্ফুটিত; অপ্রকাশিত; যাহা ফুটিতেছে না এমন ('— মুখ')। বাংপ্র। বিণ।

আফোটা—অপ্রস্ফুটিত। বাংপ্র। বিণ।

আফ্রিকা—একটি মহাদেশ, এশিয়ার পাশে অবস্থিত। ইহার আয়তন ১,১৫,০০,০০০ বর্গ মাইল।

আব - অর্বুদ, মাংসকীল, tumour; অভ্রধাতু; জল; তীক্ষ্ণতা, ধার; এখনই; আইসে। বাংপ্র। বি।

আবকার, আবগার—মদ্য প্রভৃতি মাদক-দ্রব্য প্রস্তুতকারক। ফা। বি।

আবকারি, আবগারি—মাদকদ্রব্যের ব্যবসায়সংক্রান্ত রাজকীয় কর বা বিভাগ, excise। ফা-মু। বিণ - **আবকারী, আবগারী**।

আবকাশিক—কেহ ছুটি লইলে তাহার স্থলে কাজ করিবার জন্য যে নিযুক্ত থাকে, leave reservist. অবকাশ + ইক। বি; পু।

আবছা, আবছায়া—আলো-আঁধার; অস্পষ্ট আকার। 'অপছায়া' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আবজানো—ভেজাইয়া দেওয়া, বন্ধ করা ('দুয়ার —')। বাংপ্র। ক্রি।

আবড়তাবড় - আবোলতাবোল কথা, অসংলগ্ন বাক্য। বাংপ্র। বি।

আবড়া-খাবড়া, আবড়োখাবড়ো, এবড়ো-খেবড়ো—অসমতল, উঁচু-নীচু, বন্ধুর। বাংপ্র। বিণ।

আবডাল - আড়াল, অন্তরাল। বাংপ্র। বি।

আবথু—আসিয়াছে, আসিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

আবদার—আখটি, গোঁট, বাহানা বা বায়না, উৎকট বাসনা; সনির্বন্ধ অনুরোধ; অযথা জেদ। হি-মু। বি।

আবদারে, আবদেরে - উৎকট বাসনা-যুক্ত, খোটেল, খেয়ালী; অযথা জেদী। হি-মু। বিণ।

আবদুর্ রহিম (সার)—সার আবদুর্ রহিম ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মৌলবী আবদার রব্—মেদিনীপুর জেলার অন্যতম জমিদার ছিলেন, এবং পিতামহ জমিদার ও ডেপুটী কলেক্টর ছিলেন। আবদুর রহিম মেদিনীপুর হাইস্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হন, এবং কুড়ি বৎসর বয়সের পূর্বেই প্রথমশ্রেণীর সম্মানের সহিত বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ইনি ইংরেজী ভাষায় এম-এ পরীক্ষা দিয়া বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রথম হন; অনন্তর ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য বিলাত গমন করেন। ভূপালের বেগমসাহেবা বিলাতে আইন পরী-ক্ষার্থিগণের জন্য যে বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন, আবদুর্ রহিম এই বৃত্তি লাভ করেন, এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সেই বৎসরেরই শেষ ভাগে ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং তিন চারি বৎসরের মধ্যে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ইঁহার গুণপনা দর্শনে প্রীতিলাভ করিয়া গভর্নমেন্ট এই তরুণ ব্যারিস্টারকে ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার পদে নিযুক্ত করেন। ইনি ক্রমে বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বার পর্যন্ত হইয়াছিলেন। ডেপুটী লিগ্যাল রিমেম্ব্র্যান্সার পদে দেড় বৎসর কার্য করিবার পর ইনি পুনরায় স্বাধীনভাবে ব্যারিস্টারি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু অনতিবিলম্বে ইনি কলিকাতার উত্তর বিভাগের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০০ হইতে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসর সুখ্যাতির সহিত এই কার্য করিবার পর ইনি পুনরায় ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঠাকুর ল লেকচারারের পদ লাভ করেন, এবং মহমেডান জুরিস্প্রুডেন্স বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তৎপরে ইনি মাদ্রাজের হাইকোর্টের পিউনী জজ পদে নিযুক্ত হইয়া মাদ্রাজে গমন করেন। ঠাকুর আইন অধ্যাপকরূপে সার আবদুর্ রহিম যে বক্তৃতা করিয়া-ছিলেন,—ইঁহার মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতির পদে নিযুক্ত হইবার পর, ঐ সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ইহাতে ইনি মুসলমান ব্যবস্থাশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। চারি বৎসর জজিয়তি করিবার পর ইনি পাবলিক সার্ভিসেস্ কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন; তিন বৎসর পরে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে আবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের পিউনী জজের পদে প্রত্যাগমন করেন। ইনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে চারি মাসের জন্য একবার, এবং ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ঐ সময়ের জন্য আর একবার অস্থায়িভাবে মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতির কার্য করেন। সার আবদুর্ রহিমের মাদ্রাজে আগমনের পূর্বেই মসলেম লীগ গঠিত হইয়াছিল। এই লীগ গঠনে ও তাহার আইন-কানুন প্রণয়নে ইঁহার হাত বড় অল্প ছিল না। ইনি আলিগড় ইউনিভার্সিটির অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন।

সরকার ইঁহাকে সার উপাধিতে ভূষিত করেন। মুসলমানদের শিক্ষার বাহনরূপে উর্দু ভাষাকে গ্রহণ করার ইনি পক্ষপাতী ছিলেন। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরূপে ইনি এদেশে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব সমর্থন করেন। সার আবদুর্ মুডিম্যান কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে দ্বৈত শাসন সম্বন্ধে সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সার প্রভাসচন্দ্র মিত্রের বিপরীত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আবদুলগনি (খাজা)—ঢাকার প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার। জন্ম ১৮৩০ খ্রীঃ। ইঁহার পূর্বপুরুষরা কাশ্মীরবাসী। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এবং তাহার পরে অনেক সময় ইনি গভর্নমেন্টের সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনিই ঢাকা শহরে অনেক টাকা ব্যয় করিয়া কলের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৬১ সালে বঙ্গীয় এবং পর বৎসর বড়লাটের

ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য হন। গভর্নমেন্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে "সি, এস, আই," এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে "কে, সি, এস, আই" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৫ সালে ইনি নবাব হন এবং ১৮৭৭ সালে ১লা জানুয়ারি এই উপাধি বংশগত থাকিবে বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ১৮৯৬ সালে ঢাকা সহরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র নবাব বাহাদুর স্যার্ খাজে আসানুল্লা ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ডিসেম্বর হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন। আসানুল্লা সাহেব পিতার ন্যায় বদান্য ছিলেন। আসানুল্লার পর তৎপুত্র খাজে সলিমুল্লা ঢাকার নবাব হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি সলিমুল্লা সাহেব "কে, সি, আই, ই" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন।

আবদ্ধ—বদ্ধ, যাহা বা যাহাকে বদ্ধ করা হইয়াছে এমন; প্রতিরুদ্ধ, আটকানো; যাহা বন্ধক দেওয়া হইয়াছে এরূপ, বন্ধকী; সংলগ্ন; সংশ্লিষ্ট; বাঁধা; বিজড়িত; প্রাপ্ত; ব্যাপৃত। আ—বন্ধ্ (বন্ধ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

আবনেয়—অবনী-তনয়, মঙ্গলগ্রহ। অবনী (পৃথিবী) + ঢেয় অপত্যার্থে (পুরাণমতে)। বি; পু।

আবন্ধ, -ন—১। দৃঢ়বন্ধন। আ- বন্ধ্ + ঘঞ্, অনট্ ভাব। ২। যোক্ত্র, যোতদড়ি; যোয়াল; প্রেম; ভূষণ। আ—বন্ধ্ + ঘঞ্, অন করণ। বি; পু।

আবপন ১। ধান্যস্থাপন-পাত্র; আধার, পাত্র, ভাণ্ড। আ—বপ + অনট্ অধি। ২। রোপণ, বীজবপন; মুণ্ডন, কেশাদির সমূলে ছেদন। আ—বপ্ + অনট্ ভাব বি; ক্লী।

আবরক- আবরণকারী, আচ্ছাদক; ঢাকনি। আ—বৃ (ঘেরা) + ণক কর্তৃ। বিণ বা বি। স্ত্রী—**আবরিকা**।

আবরণ—১। আচ্ছাদন; বেষ্টন, আবৃত করা; গোপন; চৈতন্যের আবরণরূপ অজ্ঞান বিঃ; কৃষ্ণভক্তগণ; সেবাঙ্গীভূত দেবগণ; অবরোধ। আ—বৃ + অনট্ ভাব। ২। আচ্ছাদনসাধন, গাত্রবস্ত্র; ঢাকনি; ঢাল। আ- বৃ + অনট্ করণ। বি; ক্লী। বিণ—**আবৃত**, (বাং) **আবরিত**।

আবরণশক্তি—যে শক্তি দ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোহিত হইয়া অন্যরূপ প্রতীতি হয় তাহা মায়াশক্তি। [যেমন একখণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ বহু বিস্তৃত সূর্যমণ্ডলকে মনুষ্যের দৃষ্টি হইতে আবৃত রাখিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ অতি সামান্য অজ্ঞতাও পরমাত্মাকে মনুষ্যের মনশ্চক্ষু হইতে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।] কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আবরণী—খোল; ঢাকনি। আ- বৃ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আবরিত- আচ্ছন্ন, ঢাকা। 'আবৃত' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আবরু—পর্দা, যবনিকা, আবরণ; স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম বা লজ্জাশীলতা, সতীত্ব; সম্মান, মর্যাদা। ফা। বি।

আবর্জন- ত্যাগ; সম্যক্ বর্জন; নিক্ষেপ, ফেলিয়া দেওয়া; আনমন; বশীকরণ। আ বৃজ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আবর্জনা- ১। আবর্জন, ত্যাগ, নিক্ষেপ। আ—বৃজ্ + অন্ ভাব + আপ্। ২। ত্যক্ত বা নিক্ষিপ্ত বস্তু, যাহা ফেলিয়া দেওয়া যায়, জঞ্জাল। আ—বৃজ্ + অন কর্ম + আপ্। বি; স্ত্রী।

আবর্জিত- ত্যক্ত; প্রক্ষিপ্ত; দত্ত; আহৃত; সংযমিত; আনমিত; আকৃষ্ট; সিক্ত; ক্ষিপ্ত। আ—বৃজ্ (ত্যাগ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

আবর্ত—জলভ্রম, জলের পাক, ঘূর্ণিজল, whorl; ঘূর্ণন; পরিবর্ত; চিন্তা: বাসভূমি; বোঁটার গায়ে বৃত্তাকারে সংলগ্ন পত্রসমষ্টি; সংসার; কুণ্ডলী; আবর্তন; আওটন। আ—বৃত্ (থাকা) + অল্ ভাব। বি; পু।

আবর্তক- ১। আবরক; আবৃত্তিকারক। আ- বৃত্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আবর্তিকা**। ২। জলভ্রম, পাকজল; নিভৃতস্থান; মেঘ বিঃ; মেরুদণ্ডে যে-সকল অস্থি আছে তাহাদের এক একটি খণ্ড। আবর্ত + কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

আবর্তন- প্রত্যাবর্তন; চক্রাকারে ভ্রমণ বা ঘূর্ণন; আলোড়ন, ঘোঁটা, আওটানো; গুণন; দ্রবীকরণ, গলানো; বিষ্ণু; মধ্যাহ্ন; পুন পুনঃ করণ; বারংবার অনুষ্ঠান; বেষ্টন; অভ্যাস। আ- বৃত্ (হওয়া, থাকা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আবর্তনী- আবর্তনযষ্টি, মন্থনদণ্ড, আলোড়ন দণ্ড, ঘোঁটনা, ঘুঁটিবার কাঠি, আওটাইবার হাতা; মুব, ধাতু গলাইবার মুচি। আ—বৃত্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আবর্তনীয়—আলোড়নীয়; দ্রাবণীয়; অভ্যাসনীয়; গুণনীয়। আ—বর্তি + অনীয় কর্ম। বিণ।

আবর্তবাত্যা ঘূর্ণিবায়ু, যে ঝড় জলের পাকের ন্যায় ঘুরিতে থাকে, cyclone. আবর্ত-সদৃশী বাত্যা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

আবর্তমান—যে বা যাহা ফিরিয়া আসিতেছে এরূপ; ঘূর্ণায়মান। আ—বৃত্ + শান কর্তৃ। বিণ।

আবর্তিত- প্রত্যাবর্তিত; ঘূর্ণিত; আলোড়িত; দ্রবীকৃত; গুণিত; অভ্যস্ত; পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট। আ—ণিজন্ত বৃত্ (= বর্তি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

আবর্তী (-র্তিন্)—আবর্তনশীল; দ্রাবক; (দুগ্ধাদির) আবর্তনকারী; জলাবর্তযুক্ত। আবর্ত + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

আবলি, আবলী শ্রেণী, পঙ্ক্তি, সারি; বংশ। আ—বল্ (গমন করা) + ই ভাব। বি; স্ত্রী।

আবলুস- ঘোর কৃষ্ণবর্ণ গুরুভার কঠিন কাষ্ঠ বিঃ, ebony. <ফা 'আবনূস'। বি।

আবল্য—দৌর্বল্য; স্ফূর্তিহীনতা, জড়তা; আলস্য। ন (নাই) বল যাহার, বহু= অবল; তাহার ভাব এই অর্থে অবল + ষ্য। বি; ক্লী।

আবশ্যক—১। প্রয়োজনীয়; দরকারী; অবশ্যকর্তব্য। অবশ্য শব্দ + কণ্। বিণ। ২। অবশ্যম্ভাব; দরকার। বি; ক্লী।

আবশ্যকতা—প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজন, দরকার। আবশ্যক + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আবশ্যিক- বাধ্যতামূলক, অবশ্যকরণীয় বা গ্রহণীয়, compulsory. বিণ।

আবসানিক—অন্তিম। অবসান + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ।

আবহ—১। বহনকারী; জনক, উৎপাদক। আ- বহ্ (বহন করা) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। জনক; দাতা; বায়ু বিঃ; অগ্নির সপ্তজিহ্বার একতম। বি; পু।

আবহচিত্র—যে নকশায় আবহাওয়ার অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয় তাহা, weather chart. ৬তৎ। বি; ক্লী।

আবহন—বহন; উৎপাদন; আনয়ন। আ—বহ্ (বহন করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আবহবিজ্ঞান, -বিদ্যা—বায়ুমণ্ডল-সংক্রান্ত বিদ্যা, meteorology. মধ্যপ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

আবহমণ্ডল- বায়ুমণ্ডল, পৃথিবীর বায়বীয় আবরণ, atmosphere. ৬তৎ। বি; ক্লী।

আবহমান—ক্রমাগত, যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে এরূপ। আ—বহ্ (বহন করা) + শান কর্তৃ। বিণ।

আবহসংগীত—অভিনয়ের সময়ে দর্শকের চোখের আড়ালে কৃত সংগীত, background music. বি; ক্লী।

আবহাওয়া—জলবায়ু; জলবায়ু জন্য স্থানবিশেষের অবস্থা। ফা-আ। বি।

আবাঁধা—অবদ্ধ, অনাবদ্ধ, আলুলায়িত। বাংপ্র। বিণ।

আবা—আজানুলম্বিত ঢিলা ও বুকখোলা জামা বিঃ, আলখেল্লা। আ। বি।

আরা-আরা—আহ্বান ধ্বনি বিঃ। ব্যাঃপ্র। বি।

আবাগী—অভাগা নারী, হতভাগিনী, পোড়াকপালী। 'অভাগিনী' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আবাগে—হতভাগা, দুরদৃষ্ট; দুরস্ত। 'অভাগ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আবাছা—অপরিস্কৃত; অপৃথক্‌কৃত; অ-নির্বাচিত। বাংপ্র। বিণ।

আবাটা—অপেষিত। বাংপ্র। বিণ।

আবা-থাবা—ক্ষিপ্রতা, ত্বরা; তাড়াতাড়ি; যেমন তেমন করিয়া; মুখচাপা; অবিস্তীর্ণ, সংক্ষিপ্ত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

আবাদ—চাষ, কৃষিকর্ম; কৃষ্ট ভূমি; লোকের বসতি সহিত নবকর্ষিত ভূমি; আবাস, বাসস্থান; লোকালয়; গ্রাম, নগর, জনপদ। ফা। বি।

আবাদী—আবাদের উপযুক্ত, কর্ষণযোগ্য; কৃষ্ট; উঠিত। ফা-মু। বিণ।

আবাপন—১। মুণ্ডন, মাথা মুড়ানো। আ বাপি+অনট্ ভাব। ২। সূত্রযন্ত্র, তাঁত। আ—বাপি+অন করণ। বি; ক্লী।

আবার—পুনর্বার, পুনরায়, ফের, বারদিগর, আরও, পুনশ্চ; সন্দেহে; পক্ষান্তরে। বাংপ্র। অ।

আবাল—১। বালক পর্যন্ত; বাল্যকাল হইতে। অব্যয়ী। অ। ২। আলবাল। আ—বল্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

আবালবৃদ্ধ—বালক ও বৃদ্ধ পর্যন্ত, বালক বৃদ্ধ সকলেই। বাল ও বৃদ্ধ=বালবৃদ্ধ, দ্বন্দ্ব; তাহা পর্যন্ত, অব্যয়ী। অ।

আবালবৃদ্ধবনিতা—বালক, বৃদ্ধ ও বনিতা পর্যন্ত, বালক বৃদ্ধ ও নারী সকলেই। বাল ও বৃদ্ধ ও বনিতা =বালবৃদ্ধবনিতা, দ্বন্দ্ব; তাহা পর্যন্ত, অব্যয়ী। অ।

আবাল্য—বাল্যকাল হইতে, আশৈশব। অব্যয়ী। অ।

আবাস—বাসস্থান; গৃহ; সঙ্গ। আ—বস (বাস করা)+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

আবাসভূমি—নিবাসস্থল। আবাসযোগ্য ভূমি; মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

আবাহন—আহ্বান; আমন্ত্রণ; মন্ত্রো চ্চারণপূর্বক দেবতাহ্বান। আ—ণিজন্ত বহ (=বাহি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আবাহনী—১। আবাহনের জন্য মন্ত্র বা গীত; দেবতা আহ্বানার্থ মুদ্রা বিঃ। আ—ণিজন্ত বহ্ (=বাহি)+অনট করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২ আবাহনসম্বন্ধীয়। বিণ।

আবাহিত—আহূত; আমন্ত্রিত। আ—ণিজন্ত বহ (=বাহি)+ক্ত কর্ম। বিণ

আবি—মহাদেব যে অন্ধক দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া অন্ধকারি নামে খ্যাত হন, আবি সেই অন্ধকের তনয়। আবির উৎপত্তির পরে অন্ধক ব্রহ্মার শরণাপন্ন হয়, এবং তপস্যা দ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করে। ইহাতে ব্রহ্মা বর গ্রহণার্থ আদেশ করিলে, অন্ধক এই বর চাহিল যে, "আবি রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলে কেহই ইহাকে নষ্ট করিতে পারিবে না।" ব্রহ্মা "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে শিব অন্ধককে বিনষ্ট করিলেন বটে, কিন্তু বরদৃপ্ত আবিকে ধ্বংস করিতে পারিলেন না। আবিও পিতৃহন্তার বিনাশ জন্য বিধিমতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সে শিবের ছিদ্রান্বেষণে তৎপর হইল। একদা পার্বতী স্থানান্তরে গমন করিলে দৈত্য সর্পরূপ ধারণ ও দ্বার অতিক্রম করিয়া, দেবীর রূপ ধারণ করিল, এবং মনে মনে এই ভাবিয়া মহা আনন্দিত হইল যে, এবার যখন মহাদেবকে একাকী পাইয়াছি, তখন ইহাকে নিশ্চয় ধ্বংস করিতে পারিব। অনন্তর দেবীরূপধারী আবি শিবসমীপে সমুপস্থিত হইয়া যেমন হাস্যকৌতুক আরম্ভ করিল, মহাদেব অমনি সমস্ত জ্ঞাত হইয়া উহার বিনাশ সাধন করিলেন। এইরূপে রূপান্তর পরিগ্রহ করায়, 'আবি' দৈত্যের বিনাশ হয়।

আবিদ্ধ—বিদ্ধ, ছিদ্রিত; নিক্ষিপ্ত; বক্র; ভগ্ন; নিরস্ত; অভিভূত; ক্ষিপ্ত; মূর্খ। প্র—ব্যধ্ (তাড়না করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবির—আবীর, ফাগ; অভ্রচূর্ণ; আবির-তুল্য লোহিত সূর্যকিরণ। বাংপ্র। বি।

আবির্ভবন—আবির্ভাব (সকল অর্থে); অবতার। আবিস্—ভূ (হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আবির্ভাব—প্রকাশ; উদ্ভব; অধিষ্ঠান; প্রাদুর্ভাব। আবিস্ (প্রকাশ)—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আবির্ভূত—প্রকাশিত; উদ্ভূত; অবতীর্ণ; অধিষ্ঠিত; প্রাদুর্ভূত। আবিস্ (প্রকাশ) —ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আবিল কলুষিত; পঙ্কিল, ঘোলা; আকুল; সন্দিগ্ধ; দুর্বোধ; নিষ্প্রভ। আ—বিল+ক কর্তৃ। বিণ।

আবিলতা—কলুষিততা, মালিন্য; পঙ্কিলতা, ঘোলাটে ভাব। আবিল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আবিষ্করণ—আবিষ্কার, নূতন প্রকাশ। আবিস্—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আবিষ্করণীয়—আবিষ্কারযোগ্য, যাহা আবিষ্কার করিতে হইবে বা করা উচিত এরূপ। আবিস্—কৃ (করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

আবিষ্কর্তা (-কর্তৃ)—আবিষ্কারক, নূতন প্রকাশক। আবিস্—কৃ (করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আবিষ্কর্ত্রী**।

আবিষ্কার—নূতন প্রকাশ, আবিষ্করণ। আবিস্—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আবিষ্কারক—আবিষ্কারকর্তা, আবিষ্কর্তা, নূতন প্রকাশক। আবিস্—কৃ (করা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আবিষ্কারিকা**।

আবিষ্কৃত—নূতন প্রকাশিত, ব্যক্ত; আবির্ভূত। আবিস্—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**আবিষ্কার, আবিষ্কৃতি**।

আবিষ্ক্রিয়া—আবিষ্কার। আবিস্—কৃ (করা)+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

আবিষ্ট—১। [ভূতাদিদ্বারা] গ্রস্ত; ব্যাপ্ত; উৎপীড়িত; মোহিত; অভিভূত ('ক্রোধাবিষ্ট'); সংবদ্ধ; নিয়ত; প্রেমাবেশযুক্ত, ভাবগদ্গদ। আ-বিশ্+ক্ত কর্ম। ২। অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী; প্রবিষ্ট। আ—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আবিসিনিয়া—পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ। অপর নাম ইথিওপিয়া। রাজধানী আদ্দিস-আবেবা। এখানকার অধিবাসীরা হাবসী নামে পরিচিত।

আবীর—হোলি-উৎসবে ব্যবহার্য রক্তবর্ণ চূর্ণ বিঃ, ফাগ। আ-বি—ঈর্+অল্ কর্ম। বি; ক্লী।

আবীরচূর্ণ—ফল্গু, ফাগ। আবীর-নামক চূর্ণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

আবু-পর্বত রাজস্থানের অন্তর্গত সিরোহীতে অবস্থিত একটি পর্বত। রাজস্থানের ইতিবৃত্তপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ কর্নেল টডই ইংরাজগণের মধ্যে সর্বপ্রথমে এই স্থান দর্শন করেন। পাহাড়টি আরাবল্লী পর্বত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। আবু-পাহাড়ের একাংশে ইহার সর্বোচ্চ চূড়াযুক্ত শিখর অবস্থিত। উপরিভাগে সুবৃহৎ সমতল ভূমিখণ্ড। সেখানে "নখীতালাও" নামে একটি হ্রদ আছে। আবু-পর্বতের প্রধান দৃশ্য জৈন মন্দিরগুলি। প্রথম তীর্থংকর ঋষভনাথের মন্দিরটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সুন্দর কারুকার্যসম্পন্ন। ১০৩১ খ্রীঃ বিমাল সা কর্তৃক নির্মিত আদীশ্বর মন্দির, এবং ১১৯৭-১২৪৭ খ্রীঃ বস্তুপাল ও তেজপাল কর্তৃক নির্মিত নেমিনাথের মন্দিরও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আবুবকর সিদ্দিক—(৫৭৩—৬৩৪ খ্রীঃ)।

প্রথম খলিফা। প্রকৃত নাম আবদেল কাবা। জন্ম মক্কায়। ইনি হজরত মোহাম্মদের পত্নী আয়েশার পিতা। আবুবকরের অনুচরগণ সুন্নী সম্প্রদায় নামে অভিহিত।

আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা—(১৮৮৯—১৯৫১ খ্রীঃ)। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী। জন্মস্থান মক্কায়। ইনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে আসেন। ইনি দুইবার কংগ্রেসের সভাপতি হন।

আবুল ফজল—ইনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ আকবরের অতি সুদক্ষ, সুপণ্ডিত ও প্রিয় অমাত্য ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মুবারিক। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম আবুল ফৈজী। উভয় ভ্রাতাই নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, অধিকন্তু জ্যেষ্ঠ অতি সুকবি ছিলেন। উভয়েই আকবরের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। সম্রাট্ অনেক কার্যেই আবুল ফজলের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। মুসলমানধর্মে ও কোরানে ইঁহার আস্থা ছিল না। কথিত আছে, ইঁহারই উপদেশে আকবর নূতন ইলাহী ধর্মের প্রচার করেন। পরন্তু আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সলিম (জাহাঙ্গীর) নানা কারণে আবুল ফজলের ঘোর শত্রু ছিলেন। সলিম - উচণ্ডার রাজা বীরসিংহকে উৎকোচপ্রদানে বশীভূত করিয়া তাঁহার দ্বারা আবুল ফজলের প্রাণবধ করান (১৬০২ খ্রীঃ)। আবুল ফজল অতি সুলেখক ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে "আকবরনামা" ও "আইন-ই-আকবরি" সবিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি অতিশয় সাধু ও সত্যপরায়ণ লোক ছিলেন।

আবুল ফৈজী—বিখ্যাত পারসিক কবি এবং আকবরের প্রধান অমাত্য। আকবর ইঁহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ লেখক আবুল ফজল ইঁহারই কনিষ্ঠ সহোদর, ইঁহার অপেক্ষা চারি বৎসরের ছোট। ইনি সাধারণতঃ ফৈজী নামে প্রখ্যাত।

আবৃত-১। বেষ্টিত ; আচ্ছাদিত ; ব্যাপ্ত ; পূরিত ; নিরুদ্ধ ; রক্ষিত ; অভিভূত। আ—বৃ (ঘেরা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ব্রাহ্মণের ঔরসে উগ্রকন্যার গর্ভসম্ভূত (বর্ণবিশেষ)। বিণ ; পু।

আবৃতি—১। বেষ্টন ; আচ্ছাদন। আ—বৃ (ঘেরা)+ক্তি ভাব। ২। আবরণ ; প্রাচীর। আ—বৃ+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

আবৃত্ত—১। পঠিত ; অভ্যস্ত ; গুণিত। আ—বৃত্ (হওয়া, থাকা)+ক্ত কর্ম। ২। আগত ; প্রত্যাবৃত্ত ; নিবৃত্ত ; ঘূর্ণিত ; পুনঃ পুনঃ সংঘটিত ; প্রেষিত। আ—বৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ। **আবৃত্ত দশমিক**—যে দশমিক ভগ্নাংশে এক বা ততোধিক অঙ্ক পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, recurring decimal.

আবৃত্তি—পঠন ; গুণন ; অভ্যাস ; আলোচন ; প্রত্যাগমন ; পুনর্জন্মগ্রহণ ; পথের দিক্‌পরিবর্তন ; পুস্তকের সংস্করণ ; পুনঃ পুনঃ সংঘটন ; পুনরুক্তি ; পলায়ন। আ—বৃত্ (হওয়া, থাকা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আবৃষ্টি—সম্যক্ বর্ষণ। আ—বৃষ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আবেগ-ত্বরা ; সম্ভ্রম ; ব্যাকুলতা, চিত্তচাঞ্চল্য ; ভাবাবেশ। আ-বিজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

আবেদক বিজ্ঞাপক ; প্রার্থক ; অভিযোক্তা। আ-ণিজন্ত বিদ্ (=বেদি—জানানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **আবেদিকা**।

আবেদন-সবিনয় নিবেদন ; নিবেদন, বিজ্ঞাপন ; প্রার্থনা ; দরখাস্ত, application ; নালিশকরণ ; বিবাহ ; গমন। আ-ণিজন্ত বিদ্ (=বেদি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আবেদনপত্র-লিখিত প্রার্থনা ; বিচারালয়ে উপস্থাপিত অভিযোগপত্র ; আর্জি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আবেদনীয়-নিবেদনীয়, যে বিষয়ের আবেদন করিতে হইবে এমন ; অভিযোগার্হ। আ—বেদি (জানানো)+অনীয় কর্ম। বিণ।

আবেদিত—নিবেদিত, প্রার্থিত ; বিজ্ঞাপিত ; অভিযুক্ত। আ—ণিজন্ত বিদ্ =বেদি (জানানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

আবেদ্য—নিবেদনীয়, আবেদনীয়। আ—বিদ্+ণি+য কর্ম। বিণ।

আবেধ্য-বেধনীয়, ছিদ্রীকরণীয়। আ—বিধ্+য কর্ম। বিণ।

আবেশ—প্রবেশ ; অভিনিবেশ, মনোযোগ ; অধিষ্ঠান, ভর ; গর্ব ; অনুরাগ ; বিহ্বলতা ; ভূতভ্রান্তি, ভূতে পাওয়া ; সঞ্চার ; প্রভাব ; অপস্মাররোগ ; ভাবের সঞ্চার ; বিপরীত তাড়িত পদার্থদ্বয়ের সন্নিধাপন দ্বারা তড়িৎ সঞ্চার, induction. আ—বিশ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

আবেশন—১। প্রবেশ ; ক্রোধ। আ-বিশ্+অনট্ ভাব। ২। শিল্পশালা ; সূর্যাদির পরিধি। আ-বিশ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

আবেশরস—কামাবেশজন্য বিকৃতভাব। বি ; পু।

আবেশিক-আগন্তুক, অতিথি ; বাসবাদি ; আতিথ্য। আবেশ+ষ্ণিক। বি ; পু।

আবেশিত-প্রবেশিত ; সমাহিত। আ—বেশি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আবেষ্ট—আবেষ্টন ; বেড়। আ বেষ্ট্+অ ভাব। বি ; পু।

আবেষ্টক বৃতি, প্রাচীর, বেড়া। আ-বেষ্ট্ (বেষ্টন করা)+ণক করণ। বি ; পু।

আবেষ্টন ঘেরাও করণ ; পরিবেষ্টন ; ঢাকনা, প্রাচীরাদি ; পারিপার্শ্বিক বিষয়। আ-বেষ্ট্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**আবেষ্টিত**।

আবোধন—বোধ, বুদ্ধি, জ্ঞান। আ বুধ্ (জানা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

আবোল-তাবোল—এলোমেলো কথা, অসংলগ্ন প্রলাপ, যা তা বলা, অর্থহীন-বাক্য। বাংপ্র। বি।

আব্দিক অব্দ-সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। অব্দ+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

আব্রহ্মস্তম্ব, -স্তম্ব—সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টির অতি হীন পদার্থ পর্যন্ত। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্তম্ব ; স্তম্ব পর্যন্ত, অব্যয়ী। অ।

আব্রু—মর্যাদা, মানসম্ভ্রম, ইজ্জত ; পর্দা। ('আবরু' দ্রঃ।)

আভরণ ১। ভূষণ, অলংকার ; ভূষণবৎ প্রিয়বস্তু। আ-ভৃ (ধারণ করা)+অনট্ কর্ম। ২। সম্যক্ ভরণ, পোষণ। প্রাদি। বি ; ক্লী।

আভরিত—ভূষিত, অলংকৃত। 'আভৃত' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আভা—১। দীপ্তি, প্রভা, শোভা, কান্তি ; সাদৃশ্য ; বাতরোগ বিঃ। আ-ভা+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

২। উত্তর-ব্রহ্মের একটি প্রধান নগরের নাম। ইহা ব্রহ্মরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ; উত্তর-ব্রহ্মে ইরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। আভার প্রাচীন নাম 'রতনপুরা' অর্থাৎ মণিমাণিক্যের শহর। 'পগন' রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া ১৩৬৪ খ্রীঃ থাদোবিন্ পয়া আভায় রাজধানী স্থাপিত করেন। এইখানে প্রায় চারি শতাব্দী ব্যাপিয়া এক এক করিয়া ত্রিশ জন রাজা রাজত্ব করেন।

আভাং, আভাঙ্গ—ভাল করিয়া তেল মাখা। 'অভ্যঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আভাঙ্গা—অভগ্ন, অটুট ; ভঙ্গ বা তরঙ্গ-রহিত ; অস্পৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ। **আভাঙ্গা জল**—ঘাটের যে জল প্রাতঃকালে কেহ স্পর্শ করে নাই (এরূপ জল বিবাহের কাজে লাগে)। **আভাঙ্গা জমি**—পতিত জমি।

আভাতি—ছায়া। আ-ভা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আভাষ—১। মুখবন্ধ, ভূমিকা ; প্রবেশিকা ; অনুষ্ঠান ; আলাপ। আ ভাষ্‌ (বলা)+অল্‌ ভাব। বি ; পু। ২। ইঙ্গিত। বাংপ্র। বি।

আভাষণ—আলাপ, পরস্পর কথোপকথন ; উক্তি। আ—ভাষ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

আভাষিত কথিত, উক্ত। আ—ভাষ্‌ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আভাষ্য—আলাপের যোগ্য ; আমন্ত্রণীয় ; জিজ্ঞাস্য। আ—ভাষ্‌+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ।

আভাস—১। দীপ্তি ; প্রতিবিম্ব ; অভিপ্রায় ; সাদৃশ্য ; প্রতীতি ; অবাস্তবজ্ঞান ; ঈষৎপ্রকাশ। আ-ভাস্‌+অল্‌ ভাব। বি ; পু। ২। ইঙ্গিত। বাংপ্র। বি।

আভাসন দীপন ; প্রকাশন ; ব্যাখ্যান। আ—ভাসি+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

আভাসমান—দীপ্যমান ; প্রকাশমান ; প্রতীয়মান। আ—ভাস্‌ (দীপ্তি পাওয়া) +শান কর্তৃ। বিণ।

আভিজন, -জনন ১। কৌলীন্য ; মর্যাদাপরিচয়। বি ; ক্লী। ২। সৎকুলোচিত ; কুলক্রমাগত। অভিজন, —ন (কুলীন)+ষ্ণ ভাবার্থে। বিণ।

আভিজাতিক—অভিজাতসম্বন্ধীয় ; বংশপরিচায়ক ; সদ্বংশীয়। অভিজাত+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আভিজাতিকী**। **আভিজাতিক চিহ্ন** কৌলীন্যপরিচায়ক নিদর্শন, কুলজী, heraldry.

আভিজাত্য—কৌলীন্য, সদ্বংশে জন্ম, বংশমর্যাদা ; লজ্জা ; পাণ্ডিত্য ; সৎকুলোচিত আচরণ ; সৌন্দর্য। অভিজাত (কুলীন)+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

আভিধানিক—অভিধানসংক্রান্ত, কোষসম্বন্ধীয়। অভিধান+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। **আভিধানিক শব্দ**—অভিধানের মধ্যস্থিত শব্দ ; দুরূহ বা অপ্রচলিত শব্দ।

আভিমুখ্য—সাম্মুখ্য, সম্মুখীনতা ; আনুকূল্য, দয়া। অভিমুখ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

আভিরূপ্য—সৌন্দর্য। অভিরূপ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

আভিষেচনিক—রাজাদিগের অভিষেক সম্বন্ধীয়, বা তদর্থে প্রয়োজনীয়, অথবা সেই কার্যের উপযুক্ত। অভিষেচন+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আভিষেচনিকী**।

আভীর—ব্রাহ্মণের ঔরসে অম্বষ্ঠার গর্ভে জাত জাতি বিঃ, গোপ, গোয়ালা। আ—ভী শব্দ (ভয়)—রা (দান করা)+ড কর্তৃ ; অথবা, আ—অভি—ঈর (প্রেরণ করা)+অন্‌ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**আভীরী, -রা, -রিণী**।

আভীর-পল্লি, -পল্লী—ঘোষপল্লী, গোয়ালাপাড়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আভুগ্ন—ঈষদ্বক্র, আকুঞ্চিত ; চারি ধারে ভগ্ন। আ (ঈষৎ বা সম্যক্‌) ভুগ্ন (বক্র বা ভগ্ন), প্রাদি। বিণ।

আভৃতি—ধারণ। আ—ভৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আভোগ বক্রগতি ; কৌটিল্য ; যত্ন ; মধ্য ; প্রান্তভূমি ; পরিপূর্ণতা ; উপভোগ ; বিস্তার ; প্রয়াস ; বিমর্দ ; বরুণচ্ছত্র, সর্পফণা ; সংগীতের চারি চরণের চতুর্থ চরণ। আ—ভুজ (ভোগ করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু। [কবির নামযুক্ত গীতসমাপিকা কবিতা, চলিত কথায় ইহাকে "ভণিতা" কহে। যেমন—"দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে।" "তোর একা হইতে না হয় যদি রামপ্রসাদকে সঙ্গে নে না।" ইত্যাদি।

"যত্রৈব কবিনাম স্যাৎ
স আভোগ ইতীরিতঃ।"

অর্থাৎ যেখানেই কবির নাম থাকে, তাহাকেই আভোগ কহে]।

আভ্যন্তর, আভ্যন্তরিক—অভ্যন্তরসম্বন্ধীয়, মধ্যের, ভিতরের ; পরিজন মধ্যগত (পাচকাদি)। অভ্যন্তর+ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ।

আভ্যন্তরীণ—অভ্যন্তরসম্বন্ধীয় ; মধ্যস্থ, ভিতরের। অভ্যন্তর+ঈন। বিণ।

আভ্যাসিক—অভ্যাসসম্বন্ধীয় ; অভ্যাসকারী ; অভ্যস্ত ; প্রচলিত, সাধারণ ; সন্নিহিত। অভ্যাস+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আভ্যাসিকী**।

আভ্যুত্তি—বিবাহাদি শুভকার্যের পূর্বে অনুষ্ঠেয় শ্রাদ্ধকার্য, অভ্যুদয়-নিমিত্ত শ্রাদ্ধ। <আভ্যুদয়িক। বি।

আভ্যুদয়িক—১। মাঙ্গলিক ; শুভকার্যনিমিত্তক ; উন্নতিপ্রদ ; বৃদ্ধিমূলক, হিতকর। অভ্যুদয়+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকী**। ২। বিবাহাদিকালীন কর্তব্য শ্রাদ্ধ বিঃ। অভ্যুদয় অর্থাৎ ইষ্টলাভ দ্বিবিধ—ভূত ও ভবিষ্যৎ। পুত্রজন্মাদি ভূত এবং বিবাহাদি ভাবী। একারণ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধও দ্বিবিধ। প্রথম অন্নারম্ভাদি সময়ে এবং দ্বিতীয় বিবাহাদি কালে কর্তব্য। পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহের তৃপ্ত্যর্থে শ্রাদ্ধ। বি ; ক্লী।

আভ্যুদিক—বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। 'আভ্যুদয়িক' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আম—১। অপক্ব, কাঁচা ; অরন্ধিত, যাহা পাক করা হয় এরূপ ; অদগ্ধ (ঘটাদি) ; কোমল। আ—অম্‌+ঘঞ্‌ করণ। বিণ। ২। অজীর্ণ রোগ ; রোগ, পীড়া। আ—অম্‌+ঘঞ্‌ কর্তৃ। বি ; পু। ৩। বনামখ্যাত ফল ; বিভুব শস্য। 'আম্র' শব্দের অপভ্রংশ। ৪। প্রকাশ্য, সাধারণ, সাধারণের ব্যবহার্য [public. ইহার বিপরীত খাস]। আ। বিণ।

আম-আচার, আমাচার—গোটা বা কাটা আমের চাটনি। বাংপ্র। বি।

আম-আদা, আমাদা—আম্রগন্ধি আর্দ্রক বা শঠী বিঃ, আম হলদি। বাংপ্র। বি।

আমগন্ধি—দুর্গন্ধবিশিষ্ট, অপক্ব দ্রব্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধবিশিষ্ট। আমের (অপক্ব মাংসাদির) গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু। বিণ।

আমচুর, আমসি—রৌদ্রে শুকানো কাঁচা আমের ফালি। বাংপ্র। বি।

আমজ্বর—নবজ্বর। কর্মধা। বি ; পু।

আমড়া—অম্লফল বিঃ। 'আম্রাতক' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আমড়াগাছি, আমড়াগেছে—খোশামোদ ; স্তুতি। বাংপ্র। বি।

আমতা-আমতা—অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি, ইতস্তত: করণ, হাঁ কি না খোলসা করিয়া না বলা। বাংপ্র। বি।

আমতেল, -তৈল—সর্ষপতৈলে মসলার সহিত সূর্যতাপে পক্ব আম্রখণ্ড ; তৈলাম্র। বাংপ্র। বি।

আমদা—সুলভ ; অধিক, প্রচুর। ফা। বিণ।

আমদানি—আয় ; স্থানান্তর হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য আনয়ন ; আগমন, ভিড় ; আয়োজন ; সমবায় ('টিকি নামাবলীর —') ; অবতারণা, quotation. ফা। বি। বিণ—**আমদানী**।

আমধুর—ঈষৎ মধুর রসবিশিষ্ট, অল্পমিষ্ট। আ (ঈষৎ) মধুর, নিত্য। বিণ।

আমন—ধান্য বিঃ, শালি ধান্য। 'হৈমন' বা 'হৈমন্তিক' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আমন্ত্র, আমন্ত্রণ, আমন্ত্রণা—সম্বোধন, আহ্বান ; নিমন্ত্রণ ; অভিনন্দন, সংবর্ধনা ; নিয়োজন ; যাহার অকরণে প্রত্যবায় নাই ; এরণ্ড বৃক্ষ। আ—মন্ত্র্‌+অচ্‌, অনট্‌ ভাব, ৩য় পক্ষে অ+অন ভাব+আপ্‌। বি ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

আমন্ত্রয়িতা (-য়িতৃ)—আমন্ত্রণকারক। আ—মন্ত্রি+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

আমন্ত্রিত—১। সম্বোধিত, আহূত ; নিমন্ত্রিত ; অভিনন্দিত ; অনাবশ্যক কর্মে নিয়োজিত। আ—মন্ত্র (মন্ত্রণা করা)+ক্ত

কর্ম। বিণ। ২। আহ্বান; সম্ভাষা। আ—মন্ত্র+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

আমবাত—অপাকজন্য বাতরোগ বিঃ, চুলকানির মত রোগ, nettle-rush. আম (পীড়াদায়ক) বাত, কর্মধা। বি; পুং।

আমবিকার—উদরাময়, অজীর্ণরোগ, আমাশয়। ৬তৎ। বি; পুং।

আম-মোক্তার—বিষয়-সম্পত্তিঘটিত সর্বপ্রকার কার্য নির্বাহার্থে নিযুক্ত প্রতিনিধি, attorney. আ-কা। বি।

আমমোক্তারনামা—আমমোক্তার নিয়োগের দলিল, আমমোক্তারী বা প্রদত্ত অধিকার-পত্র, power of attorney. আ-কা। বি।

আময়—১। রোগ, ব্যাধি। আম —যা (যাওয়া, পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পুং। ২। কুষ্ঠনামক ওষধি, কুড়। বি; স্ত্রী।

আময়দা—অপর্যাপ্ত, অপরিমিত, অসীম। বাংপ্র। বিণ।

আময়িক—রোগসম্বন্ধীয়; রোগ-প্রতিকার-সংক্রান্ত। আময়+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

আমরক্ত—রোগ বিঃ, রক্তমলস্রাবরূপ পীড়া, blood dysentery. আমজনিত রক্ত যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

আমরণ—মরণকাল পর্যন্ত; যাবজ্জীবন। অব্যয়ী। অ।

আমরণান্ত—মৃত্যুকাল পর্যন্ত। আমরণ হইয়াছে অন্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

আমরণান্তিক আমরণস্থায়ী, যাহা মৃত্যুকাল পর্যন্ত থাকে। আমরণান্ত+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আমরণান্তিকী**।

আমরস অপক্করস ধাতু, chyme; কাঁচারস। কর্মধা। বি; পুং।

আমরা-১। আমি আদি সব। সর্ব। ২। তাপে আমরান বা আম্লান হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আ-মরি, আহা-মরি—প্রশংসা-বিদ্রূপাদি সূচক বাঙ্গালা অব্যয় শব্দ।

আমরুত, আমরূত—পেয়ারা ফল, guava. হি। বি।

আমরুল—অম্লরস শাক বিঃ। 'অম্ললোনী' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আমর্দ, আমর্দন—নিষ্পীড়ন। আ-মৃদ্+অ, অনট্ ভাব। বি। বিণ—**আমর্দী**।

আমর্শ—স্পর্শ; ঘর্ষণ; পরামর্শ; ভক্ষণ; চিন্তা; প্রণিধান, বিচারণা; পরিমার্জন। আ-মৃশ্ (স্পর্শ করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

আমর্শন—আমর্শ (সকল অর্থে)। আ—মৃশ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আমর্ষ—ক্রোধ, সম্যক্ বিবেক। আ—মৃষ্+অল্ ভাব। বি; পুং।

আমল—সময়, যুগ; শাসনকাল, রাজত্বকাল; অধিকারকাল; অধিকার; প্রশ্রয়; কার্যে পরিণতি। আ। বি। **আমল দেওয়া**—অধিকারী বলিয়া স্বীকার করা; গ্রাহ্য করা; প্রশ্রয় দেওয়া; কাহারও কথায় কান দেওয়া। **আমলে আনা** - কার্যে পরিণত করা; কাজ হাতে লওয়া ও আরম্ভ করা; গ্রাহ্য করা। **মান্ধাতার আমল**—অতি প্রাচীন কাল।

আমলক ১। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ, আমলকী গাছ; ধাত্রী বৃক্ষ; বাসক বৃক্ষ। আ—মল্ (ধারণ করা)+ণক কর্তৃ। বি; পুং। ২। ফল বিঃ। আমলকী+ক। বি; স্ত্রী

আমলকী—স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ। আমলক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বৃহদ্ধর্ম পুরাণে এইরূপ উক্ত হইয়াছে;—সখীগণ পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন্ তরু তুলসী ও বিল্বের ন্যায় শিবের ও বিষ্ণুর প্রিয়?" ভগবতী উত্তর করিলেন, "আমলকীই শিব ও বিষ্ণুর প্রিয়। এক সময়ে কোনও পুণ্যাহে সকল দেবী প্রভাসে উপস্থিত হইলে তথায় লক্ষ্মী ও আমি হরিহরের পূজার নিমিত্ত পরস্পরের মনোগত ভাব বিজ্ঞাপিত করিলাম। অনন্তর আমাদিগের নেত্র হইতে অমল প্রেমাশ্রু বিচালিত হইয়া ভূপতিত হইলে তাহাতে চারিটি বিমলপ্রভ বৃক্ষ জন্মিল। সেই বৃক্ষে বিল্ব ও তুলসীর গুণ একত্র আছে, এবং তাহারই নাম আমলকী।"

আমল-নামা ভূম্যাদি সম্পত্তি ভোগদখল করিবার মালিক-প্রদত্ত অনুমতি-পত্র; কর্মচারীর নিয়োগ-পত্র। আ-কা। বি।

আমলা ১। আমলকী। 'আমলক' শব্দের অপভ্রংশ। ২। কেরানী মুহুরী প্রঃ লেখক কর্মচারী; রাজকর্মচারী, রাজপুরুষ। আ-মু। বি।

আমলা-তন্ত্র—আমলাদিগের শাসন, শাসনকার্যে আমলাদিগের প্রভুত্ব, আমলা সম্প্রদায়, bureaucracy. আ-মু। বি।

আমলানো—ক্রমে ব্যথাযুক্ত হওয়া, টাটানো। বাংপ্র। ক্রি।

আমশূল—আমজনিত উদরের বেদনা, শূলরোগ, colic. মধ্যপ। বি; পুং।

আমসত্ত্ব রৌদ্রে শুকানো আম্ররস, আমট। বাংপ্র। বি।

আমসি—'আমচুর' দ্রঃ।

আমস্থপারি—আমরুত, পেয়ারা ফল। বাংপ্র। বি।

আম-হরিদ্রা—আম-আদা (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

আমহার্স্ট, লর্ড—ইনি ১৮২৩ হইতে ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের প্রথমে মার্কুইস্ অব্ হেস্টিংস ইংলণ্ডে গমন করিলে কৌন্সিলের প্রধান মেম্বার আডাম সাহেব কয়েক মাস গভর্নর জেনারেলের কার্য করেন। অতঃপর লর্ড আমহার্স্ট গভর্নর-জেনারেল হইয়া ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের অগস্ট মাসে এদেশে আসেন। ইঁহার আগমনের কয়েক মাস পরেই বর্মার মগদিগের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধের ফলে ইংরাজেরা আসাম, আরাকান ও টেনাসারিম, এই তিনটি প্রদেশ, এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হন (১৮২৬ খ্রীঃ)।

ইঁহার শাসনকালে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাকার্যের তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত কলিকাতায় একটি শিক্ষা কমিটী নিযুক্ত হয়, এবং দিল্লী ও আগ্রা কলেজ এবং উইলসন্ সাহেবের প্রযত্নে কলিকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে লর্ড আমহার্স্ট পদত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। ইঁহারই শাসনকালে শিমলা শৈলে গভর্নর-জেনারেলের গ্রীষ্মাবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ ১৩ই মার্চ ইনি কালগ্রাসে পতিত হন। জন্ম ১৪ই জানুয়ারি, ১৭৭৩ খ্রীঃ।

আমা—১। অপক্ব; কাঁচা; অরঞ্জিত। 'আম' (১) দ্রঃ। আম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আমদগ্ধ, আধপোড়া, কাঁচা। বাংপ্র। বিণ। ৩। আমি, আমাকে, আমার। বাংপ্র। সর্ব। ৪। কাঁচা বা অসম্পূর্ণ পোড়ের ইষ্ট। বাংপ্র। বি।

আমাণ্ডসেন, ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড (Amundsen, Captain Roald)—(১৮৭২—১৯২৮ খ্রীঃ)। নরওয়েদেশীয় আবিষ্কারক। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি উত্তর মেরুতে পৌঁছান। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তর মেরুতে মারা যান।

আমাতিসার, আমাতীসার-উদরাময় বিঃ, অতিশয় আম রেচন, রক্তামাশয়। ৬তৎ। বি; পুং।

আমানত—গচ্ছিত রাখা; জমা, গচ্ছিত টাকা বা দ্রব্য। বাংপ্র। বি। বিণ—**আমানতী**। **আমানত করা**—জমা দেওয়া।

আমানি—পান্তাভাতের জল, কাঁজি। বাংপ্র। বি।

আমান্ন—অপক্ব অন্ন; আতপ তণ্ডুল; তণ্ডুল, চাল। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আমাবাস্ত—১। অমাবস্যার কর্তব্য; অমাবস্যায় জাত। বিণ। ২। অমাবস্যায় করণীয় যাগ; দর্শযাগ। অমাবাস্যা +অ। বি।

আমার—নিজের; নিজের অধিকৃত; আত্মীয়। বাংপ্র। সর্ব।

আমাশয়—আমস্থলী; রোগ বিঃ। আমের আশয়, ৬তৎ। বি; পু।

আমাশা—আমাতিসার (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

আমি—বক্তা স্বয়ং; আত্মা; অহংকার (সংস্কৃত অহম্); পরমাত্মা; পরমপ্রকৃতি। সর্ব।

আমিক্ষা, আমীক্ষা—দুগ্ধবিকার, উষ্ণ দুগ্ধে দধি ক্ষেপণ করিলে যাহা জন্মে, ছানা। আ—মিশ্+সক কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

আমিত্ব—অহম্ভাব, অহংকার। বি; স্ত্রী।

আমিত্ববোধ—আমিত্বের জ্ঞান; নিজের মধ্যে কী আছে তাহা বিশেষরূপে জানা; অহংকার। ৬তৎ। বি; পু।

আমিন—১। 'আমীন' দ্রঃ। ২। ইহা এইরূপই হউক; প্রার্থনা সত্য হউক, amen (পুঁথি প্রভৃতি পড়িবার পর উচ্চার্য)। অ।

আমির, আমীর—আফগানিস্তানের মুসলমান রাজা; জমিদার; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; বড়লোক; নবাব। আ। বি।

আমির আলি সৈয়দ—১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল চুঁচুড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি বাল্যকালেই বিদ্যাশিক্ষার্থ হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং উক্ত বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। ইনি ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ উপাধি ও পরবৎসর এম, এ উপাধি প্রাপ্ত হন; পরে সম্মানের সহিত আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; অতঃপর কলিকাতার হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু অল্পদিন পরেই গভর্নমেণ্ট হইতে বৃত্তি (state scholarship) পাইয়া ইংলণ্ডে যান এবং ব্যারিস্টারি পাস করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া হাইকোর্টে পুনরায় আইন ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন। পরবৎসর ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে মহম্মদীয় আইনের (Mahommedan Lawএর) অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ইনি পাঁচ বৎসর কাল এই অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়ে এবং মুসলমানদিগের উন্নতিসাধনে তৎপর হন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি Central National Mahomedan Association নামক সভা স্থাপিত করেন এবং ২৫ বৎসর কাল উহার সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত থাকিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। ১৮৭৬ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি হুগলী ইমামবাড়ার কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

পাঁচ বৎসর হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিবার পর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় Presidency Magistrate নিযুক্ত হন, এবং এই কার্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই Chief Presidency Magistrateএর পদ অস্থায়িভাবে প্রাপ্ত হন। পরে যখন এই পদ পাকা হইবার কথা হয়, তখন ইনি হঠাৎ চাকরি ছাড়িয়া দিয়া পুনর্বার হাইকোর্টে যোগদান করেন। ইনি এই সময় হইতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছোটলাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইহার পরই ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি Tagore Law Professor নিযুক্ত হন, এবং গভর্নমেণ্ট ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে সি, আই, ই, (C. I. E.) উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি নিযুক্ত হন। ইনি ১৪ বৎসর বিশেষ সম্মানের সহিত এই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯০৪ অব্দে বিচারপতির কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডে যাইয়া বাস করিতে থাকেন।

১৯০৯ সালে ইনি Privy Council-এর অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিই প্রথম সম্রাটের মন্ত্রণাসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ইনি মুসলমানদিগের আইন, ধর্ম ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি ইংরেজী পুস্তক লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে "The Spirit of Islam", "Ethics of Islam", "Life and Teachings of Mahomed", "The History of the Saracens", "Mahomedan Law", "Law of Evidence" ও "Bengal Tenancy Act" এই পুস্তকগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইঁহার বিলাতের বাসভবনে দেহত্যাগ করেন।

আমিরি—আমিরের পদ ধরনধারণ বা চালচলন, নবাবি, বড়মানুষি; প্রভাব; মহত্ত্ব; বড় চাল। আ-মূ। বি। বিণ—**আমিরী** (রাজোচিত)। **আমিরি করা** বড়মানুষি করা; বড় বড় চাল দেখানো; ঐশ্বর্য ভোগ করা।

আমিষ—মাংস; ভোগ্যবস্তু; সুন্দর বস্তু; উৎকোচ; কামগুণ, অভিলাষ; ভোজন; লোভ; লোভ্য বস্তু; সুন্দর রূপাদি বিষয়; লাভ; জম্বীরফল। অম (রুগ্ণ হওয়া)+টিষচ্ করণ। বি; পু বা ক্লী।

আমিষপ্রিয়—মাংসলোলুপ। আমিষ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

আমিষভুক (-ভুজ্) মৎস্য-মাংসভোজী। উপতৎ; আমিষ—ভুজ্ (ভোজন করা) +ক্বিপ্ কর্ম। বিণ।

আমিষভোজী (-ভোজিন্)—মৎস্যমাংস-ভক্ষণকারী; মাংসলোভী। আমিষ ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আমিষভোজিনী**।

আমিষলোলুপ—মৎস্য-মাংসপ্রিয়, মৎস্যমাংস-ভোজনার্থ অত্যন্ত অভিলাষী। ৭তৎ। বিণ।

আমিষাশী (-শিন্)—আমিষভোজী, মৎস্যমাংসভক্ষণকারী; মাংসলোভী। উপতৎ; আমিষ—অশ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আমিষাশিনী**।

আমীক্ষা—'আমিক্ষা' দ্রঃ।

আমীন, আমিন তত্ত্বাবধায়ক; তদারককারী; জমি জরিপের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি। আ-মূ। বি।

আমীর—'আমির' দ্রঃ।

আমীর খুসরু—সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের সভাকবি। ইঁহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে সে সময়কার অনেক ঘটনা জানা যায়।

আমীর-ওমরাহ আমীর ও তাদৃশ বড়লোক, আঢ্য সম্প্রদায়, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ। আ। বি।

আমীলন নিমীলন, নিমেষণ। আ—মীল্ +অনট্ ভ ব। বি; ক্লী।

আমুক্ত বদ্ধ, পরিহিত; ত্যক্ত, নিক্ষিপ্ত। আ—মুচ্ (মোচন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি **আমুক্তি**।

আমুদিয়া, আমুদে আমোদপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয়, কৌতুকপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ।

আমূল—মূল পর্যন্ত, প্রথমাবধি, আগাগোড়া। অব্যয়ী। অ।

আমূলতঃ (-তস্)—মূল হইতে। আমূল +তস্ ৫মী বিভক্তির স্থানে। অ।

আমৃষ্ট—মর্দিত; মার্জিত; উদ্ধিত; সংস্পৃষ্ট; পরিলুপ্ত; হৃত। আ—মৃষ্ (সহা)+ক্ত কর্ম; অথবা আ—মৃজ্ (শুদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আমেজ—ঈষৎ বিকাশ, আভাস ; ভাব ; আভা ; কিঞ্চিৎ, লেশ। ফা। বি।

আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci)—(১৪৫১—১৫১২ খ্রীঃ)। ইতালীয় নাবিক। ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হন। ইঁহারই নামানুসারে আমেরিকা নামকরণ হইয়াছে।

আমোক্ষণ—আমোচন, পরিধান। আ—মোক্ষি+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

আমোচন—পরিধান ; সংযোগ ; মুক্তি। আ মুচ্ (মোচন করা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

আমোদ—১। দূরগামী সুগন্ধ। আ—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ করণ। ২। হর্ষ, আনন্দ। আ—মুদ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

আমোদন—১। ক্রীড়ন ; আনন্দদান ; সৌরভ-সম্পাদন। আ—ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। আমোদজনক। আ—মোদি+অন কর্তৃ। বিণ।

আমোদপ্রিয় যে আমোদ আহ্লাদ ভালবাসে এমন। বহু। বিণ।

আমোদিত—সুরভিত ; হৃষ্ট, আনন্দিত। আমোদ+ইত যুক্তার্থে ; অথবা আ—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আমোদী (-দিন্)—১। আমোদযুক্ত, সদগন্ধবিশিষ্ট ; হর্ষযুক্ত, সানন্দ ; সদানন্দ ; আমোদপ্রমোদ করা যাহার স্বভাব এরূপ। আমোদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী-**আমোদিনী**। ২। মুখের সুগন্ধজনক দ্রব্য, কর্পূরাদি যোগে কৃত বটিকা, বা আধুনিক তাম্বুলবিহারাদি। বি ; পু।

আম্বা—উচ্চাভিলাষ, দুরাকাঙ্ক্ষা, স্পর্ধা, অভিমান, আস্ফালন ; জাঁকজারি, বড়াই, আড়ম্বর, চোট ; সামর্থ্য, শক্তি, বল, ক্ষমতা, বিক্রম, বীর্য ; কর্তৃত্বাভিমান ; মমতা, আসক্তি। বাংপ্র। বি।

আম্বিকেয়—অম্বিকাতনয়, কার্তিকেয়, ধৃতরাষ্ট্র। অম্বিকা+ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

আম্মা—মাতা, মা। < অম্বা। বি।

আম্র—১। আমগাছ। অম্র+ক স্বার্থে। বি ; পু। ২। আমফল। [আম্র, চূত ও রসাল এই তিনটি আমের নাম এবং ঐ আম্র যদি অতি সৌরভযুক্ত হয়, তবে তাহা সহকার বলিয়া খ্যাত হয়]। বি ; স্ত্রী।

আম্রকানন—আমবাগান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আম্র-পেশী, -পেষী—আমসি, আমচুর। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আম্রবণ—আমবাগান। < আম্রবণ। বি।

আম্রমুকুল চূতমঞ্জরী, আমের বোল। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আম্রাত—১। আমড়া গাছ। আম্র-অত্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। আমড়া ফল। আম্রাত+ক। বি ; স্ত্রী।

আম্রাতক—১। আমড়া গাছ ; আম্রসত্ত্ব। আম্র—অত্ (গমন করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পু। ২। আমড়া ফল। অম্রাতক+ক। বি ; স্ত্রী। ৩। কামরূপের অন্তর্গত তীর্থ বিঃ ; এখানে আম্রাতকেশ্বর নামে শিব ও সিদ্ধিগঙ্গা নামে গঙ্গাদেবী আছেন।

আম্রেড়ন—এক বিষয় পুনঃ পুনঃ কথন। আ—ম্রেড্ (উন্মত্ত হওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

আম্ল—অম্লরসযুক্ত, টক ; তেঁতুল গাছ। অম্ল+ষ্ণ। বিণ।

আয়—১। ধনাগম ; প্রাপ্তি ; রোজগার ; উপস্বত্ব ; লাভ ; অন্তঃপুর-রক্ষক ; (জ্যোতিষে) লগ্নের একাদশ স্থান। আ—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। [তুই] আগমন কর্। বাংপ্র। ক্রি।

আয়কর—১। ধনাগমসাধক, লাভজনক। উপতৎ ; আয় কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**। ২। উপার্জিত অর্থের উপর ধার্য কর বা টেক্স, Income tax. ৪তৎ। বি ; পু।

আয়ত—১। দীর্ঘ ; বিস্তৃত ; বিশাল ; বড় ; আজানুলম্বিত ; আকর্ণবিশ্রান্ত ; দীর্ঘকাল-স্থায়ী। আ—যম্ (নিয়মিত করা, বেষ্টন করা)+ক্ত কর্ম। ২। আকৃষ্ট ; সংযত ; সংহৃত ; আগত। আ—যম্+ক্ত কর্ম। ৩। সম্যক্ যত্নশীল। আ-যত্ (যত্ন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ৪। (জ্যামিতি, পরিমিতি প্রঃ শাস্ত্রে) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের অভিমুখীন ভুজ দু'টি পরস্পর সমান, কিন্তু সকল ভুজ সমান নহে, এবং চারিটি কোণের প্রত্যেকটিই সমকোণ, তাহাকে আয়ত কহে, অথবা যে সমান্তরিক চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের প্রত্যেক কোণ সমকোণ, তাহার নাম আয়ত। বি ; স্ত্রী। ৫। সধবাত্ব, স্ত্রীলোকের পতিবিদ্যমানতা ; এয়োত্বের চিহ্ন লোহা শব্দ ইঃ। বাংপ্র। বি।

আয়তক্ষেত্র-আয়ত (৪) (তাহা দ্রঃ)। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

আয়তন—১। যজ্ঞস্থান ; আলয় ; স্থান ; দেবাদি বন্দন স্থান, পুণ্যতীর্থাদি ; ভদ্রাসন। আ—যত্ (যত্ন করা)+অনট্ অধি। ২। সম্যক্ যত্ন ; বিস্তার ; পরিসর ; পরিমাণ। আ—যত্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

আয়তলোচন—১। বিশাল নেত্র। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। বিস্তৃত নেত্রবিশিষ্ট ; বিশালাক্ষ। আয়ত লোচন যাহার, বহু। বিণ।

আয়তি—১। উত্তরকাল, ভবিষ্যৎকাল, ফলদানকাল ; প্রভাব, গৌরব। আ—যা (যাওয়া)+ক্তি কর্তৃ। ২। দৈর্ঘ্য ; প্রাপণ ; মিলন ; যত্ন ; সংগম ; সংযম ; হস্তপ্রসারণ ; বিস্তার ; সন্তান ; সংযোগ। আ—যম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। আয়স্ত্রী, সধবা, এয়ো ; সধবাত্ব ; সধবার লক্ষণ। বাংপ্র। বি।

আয়তী, -তি-আয়স্ত্রী, সধবা, এয়ো ; সধবাত্ব, সধবার লক্ষণ ; করতলস্থ পতির আয়ুসূচক রেখা। বাংপ্র। বি।

আয়ত্ত—বশীভূত, অধীন ; হস্তগত ; শিক্ষালব্ধ, mastered ; কৃতপ্রযত্ন ; বিনেয় ; সাবধান ; খিন্ন। আ—যত্ (যত্ন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আয়ত্তাধীন—অধীন। একার্থক শব্দদ্বয়। বিণ।

আয়ত্তি—অধীনতা ; অনুরাগ ; প্রভাব ; সামর্থ্য ; দৈর্ঘ্য ; সীমা ; উত্তরকাল ; উপায়। আ—যত্ (যত্ন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আযথাতথ্য—অযথাযোগ্যত্ব। অযথাতথ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

আয়না—মুকুর, দর্পণ ; কাচ। বাংপ্র। বি।

আয়নায় মুখ দেখা—অপরের প্রতি অনুচিত ব্যবহারের অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হওয়া।

আয়বড়, আয়বুড়—অবিবাহিত। অব্যূঢ়' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আয়ব্যয়—জমা ও খরচ ; অর্থের আগম ও অর্থ ব্যয়িত করণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

আয়মা মুসলমান রাজার দত্ত নিষ্কর ভূমি। আ-মু। বি।

আয়ল-আইল, আসিল ; আইলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

আয়লু-আসিলাম। কপ্র। ক্রি।

আয়স—১। লৌহ ; লৌহময় বাণের ফলকাদি। অয়স্+ক স্বার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। লৌহময়, লৌহনির্মিত ; ধাতুময়। অয়স্ +ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আয়সী**।

আয়স্ত্রী—এয়ো, সধবা। বাংপ্র। বি।

আয়স্থান—ধনাগমস্থান ; রাজার শুল্কশালা, মণি প্রভৃতির আকরস্থান ; লগ্ন হইতে একাদশস্থান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আয়া—ধাত্রী, ধাই বা দাই ; ইউরোপীয় শিশুপালিকা ; মেয়ের দাসী ; পরিচারিকা। < পো 'aya'. বি।

আয়াত—১। আগত ; প্রাপ্ত। আ—যা (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। আগমন ; উদ্রেক, আতিশয্য। আ—যা+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

আয়ান—ব্রজধামবাসী জনৈক গোপপ্রধান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পালয়িত্রী নন্দরানী যশোদার সম্পর্কে ভ্রাতা ছিলেন। ধর্মে ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল। বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধা বা রাধিকার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কথিত আছে যে, ইনি পুরুষত্বহীন ছিলেন। 'অভিমন্যু' শব্দজ। বি ; পু।

আয়াপান—ঔষধ গুল্ম বিঃ ; বিশল্যকরণী। বাংপ্র। বি।

আয়াম—১। বিস্তার ; লম্বতা, দৈর্ঘ্য ; প্রসারণ ; নিয়মন। আ—যম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। সময়, কাল ; উপযুক্ত অবসর। <আ 'আইয়াম'। বি।

আয়াস—১। অতি যত্ন ; শ্রম, শ্রান্তি ; পীড়া, ক্লেশ। আ-যস্ (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। বিণ—**আয়াসক, আয়াসিত, আয়াসী**। ২। আয়েস, আরাম, বিশ্রাম, সুখ। বাংপ্র। বি।

আয়াসসাধ্য—কষ্টসাধ্য, ক্লেশসম্পাদ্য, যাহা সম্পাদনে বহু কষ্ট স্বীকার করিতে হয় এরূপ ; দুষ্কর, দুরূহ। ৩তৎ। বিণ।

আয়াসী (-সিন্)-আয়াসকারী, পরিশ্রমী ; শ্রান্ত ; ক্লান্ত। আয়াস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আয়াসিনী**।

আয়ী—মাতামহী, নানী ; মাতা। <আর্যিকা। বি ; স্ত্রী।

আয়ু—১। জীবিতকাল, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায় ; জীবন ; বয়স। আ-যা (যাওয়া)+ডু কর্তৃ। বি ; পু। ২। চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিঃ। পুরূরবার ঔরসে উর্বশীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। চ্যবন ঋষির আশ্রমে জন্মিয়া ইনি সেইখানেই পালিত হইয়াছিলেন। নহুষাদি ইঁহার চারিটি পুত্র হয়। ৩। অসুর বিঃ।

আয়ুঃ (আয়ুস্)—১। জীবিতকাল, যতদিন বাঁচা যায় ; স্থিতিকাল ; প্রাণ, প্রাণশক্তি ; খাদ্য ; আয়ুষ্টোম যজ্ঞ ; পুষ্যনক্ষত্র ; ঘৃত। ই (গমন করা)+উস্। বি ; ক্লী। ২। পুরূরবার পুত্র। বি ; পু।

আয়ুঃক্ষয়—জীবিতকালের ক্ষয়। ৬তৎ। বি ; পু। পাপানুষ্ঠানে আয়ুর ক্ষয় হয়, এতদ্ভিন্ন স্বভাবের নিয়মেও ক্রমশঃ আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে। [সত্যযুগে মনুষ্যগণ রোগশূন্য, সর্বসিদ্ধার্থ এবং চারিশতবর্ষজীবী ছিলেন, ত্রেতাদি যুগে ইঁহাদের আয়ুঃ চতুর্থ ভাগ করিয়া হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, অর্থাৎ সত্যে ৪০০, ত্রেতায় ৩০০, দ্বাপরে ২০০, এবং কলিতে ১০০ বৎসর আয়ুঃ।]

আয়ুঃক্ষেত্র—আয়ুর পরিমাণকাল ('আশী বছরের আয়ুঃক্ষেত্রে'—রবীন্দ্র)। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আয়ুঃপ্রদ—যাহাতে আয়ুঃ দান করে, যাহাতে আয়ুর্বৃদ্ধি হয়। [সৎকর্ম করিয়া, পাপানুষ্ঠানে নিবৃত্ত হইলে এবং সিদ্ধপুরুষের আদিষ্ট পথে চলিলে দীর্ঘায়ুঃ হইতে পারা যায়।] উপতৎ ; আয়ুস্—প্র—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

আয়ুঃশেষ—১। জীবনাবসান, মৃত্যু ; জীবনের শেষভাগ। ৬তৎ। বি ; পু। ২। মৃত ; মুমূর্ষু। আয়ুঃ শেষ যাহার বহু। বিণ।

আয়ুক্ত—১। নিযুক্ত ; সংশ্লিষ্ট ; ব্যাপারিত ; নিপুণ। আ—যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ। ২। নিযুক্ত পুরুষ ; মন্ত্রি-প্রভৃতি। বি ; পু।

আয়ুক্তক, আয়ুক্ত আধিকারিক—অফিসের কোন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারী, officer-in-charge. বি।

আয়ুধ—অস্ত্র, শস্ত্র, প্রহরণ ; (বাঙ্গালায়) লাঙ্গল। আ-যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক করণ। বি ; ক্লী।

আয়ুধপাল—অস্ত্রশালাধ্যক্ষ। উপতৎ ; আয়ুধ—পালি+অ কর্তৃ। বি ; পু।

আয়ুধাগার—অস্ত্রাগার, শস্ত্রশালা, arsenal. আয়ুধের অগার বা আগার, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আয়ুধিক, আয়ুধীয়—শস্ত্রধারী ; শস্ত্রজীবী। আয়ুধ শব্দ+ঞিক, ঈয়। বিণ।

আয়ুর্দ্রব্য—ঔষধ। আয়ুঃ রক্ষক দ্রব্য, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

আয়ুর্বৃদ্ধি—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি ; দীর্ঘজীবন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আয়ুর্বৃদ্ধিকর—পরমায়ুর বর্ধক। উপতৎ ; আয়ুর্বৃদ্ধি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রী**।

আয়ুর্জ্ঞান—'অনুঢ়ার' দ্রঃ।

আয়ুর্বেদ—চিকিৎসাশাস্ত্র। আয়ুঃ বিষয়ক বেদ, মধ্যপ। বি ; পু।

ভাবপ্রকাশের মতে আয়ুর্বেদ অথর্ববেদের অন্তর্গত। আবার কেহ কেহ বলেন, উহা ঋগ্বেদের উপবেদ। ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্তে এইরূপ লিখিত আছে "ঋগাদি চতুর্বেদ সৃষ্টি করিয়া সেই সমুদয়ের অর্থ চিন্তা করিতে করিতে প্রজাপতি আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করিলেন ; অনন্তর এই পঞ্চম বেদের সৃষ্টি হইলে ইহা ভাস্করকে প্রদান করিলেন। ভাস্কর সেই বেদ হইতে স্বীয় ষোড়শ শিষ্যকে সংহিতা শিক্ষা দিলেন।" শল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, ভূতবিদ্যা, কৌমারভৃত্য, অগদতন্ত্র, রসায়নতন্ত্র, বাজীকরণতন্ত্র—এই আটভাগে আয়ুর্বেদ বিভক্ত।

আয়ুর্বেদজ্ঞ—আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে জ্ঞানসম্পন্ন, চিকিৎসাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। উপতৎ ; আয়ুর্বেদ শব্দ—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

আয়ুর্বেদবিৎ (-বিদ্)—চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। আয়ুর্বেদ—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

আয়ুর্বেদবেত্তা (-বেতৃ)—চিকিৎসাশাস্ত্রজ্ঞ। উপতৎ ; আয়ুর্বেদ শব্দ—বিদ্ (জানা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আয়ুর্বেদবেত্রী**।

আয়ুর্বেদিক—১। আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয়। আয়ুর্বেদ+ঞিক ইদমর্থে। বিণ। ২। বৈদ্য। বি ; পু।

আয়ুর্বেদী (-দিন্)—চিকিৎসক, কবিরাজ ; আয়ুর্বেদজ্ঞ। আয়ুর্বেদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আয়ুর্বেদিনী**।

আয়ুর্বেদীয়—আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয়, চিকিৎসাশাস্ত্র সংক্রান্ত। আয়ুর্বেদ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

আয়ুর্যোগ ঔষধ। আয়ুর যোগ হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু। [অনেকে আয়ুঃ সত্ত্বেও কালগ্রাসে পতিত হয়। যেমন তৈল থাকিলেও বায়ু প্রভৃতি দ্বারা দীপের নির্বাণ হয়, তদ্রূপ আয়ুঃ সত্ত্বেও কখনও কখনও মানুষ মরিয়া যায়। ঔষধ দ্বারা ঐ আয়ুর যোগ হয় অর্থাৎ উহা ভোগের উপযুক্ত হয় বলিয়া ঔষধকে আয়ুর্যোগ বলে।]

আয়ুষ্কর—আয়ুর্বৃদ্ধিকারক, পরমায়ুবর্ধক। উপতৎ ; আয়ুস্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**রী**।

আয়ুষ্কাম—আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি অভিলাষী। আয়ুঃ হইয়াছে কাম যাহার, বহু। বিণ।

আয়ুষ্কাল—জীবিতকাল। কর্মধা। বি ; পু।

আয়ুষ্টোম—যজ্ঞ বিঃ। বি ; পু।

আয়ুষ্মতী—'আয়ুষ্মান্' দ্রঃ।

আয়ুষ্মান্ (আয়ুষ্মৎ)—১। দীর্ঘায়ুঃ, চিরজীবী। আয়ুস্+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আয়ুষ্মতী**। বি—**আয়ুষ্মত্তা**। ২। তিথিনক্ষত্রের যোগ বিঃ। ৩। উত্তান প্রজাপতির পুত্র, সুনৃতার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। বি ; পু।

আয়ুষ্য—১। আয়ুর্বৃদ্ধিকারক। আয়ুস্+য। বিণ। ২। অন্ন, আয়ুর্হিতকর অন্ন ; 'স্বস্তি' ইঃ আশীর্বাদ ; দীর্ঘায়ুঃ ; আয়ুর্বৃদ্ধিকর [illegible] বিঃ। বি ; ক্লী।

আয়েস—স্বাচ্ছন্দ্যবোধ, আরাম, সুখভোগ ; বিশ্রাম ; শৌখিনতা। আ-মু। বি।

আয়েসী—আরামপ্রিয় ; সুখপ্রিয়। আ-মু। বিণ।

আয়োগব—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভজাত জাতি বিঃ। আয়োগব শব্দ+অ। বি; পু।

আয়োজক—আয়োজনকারী, যে যোগাড় করে এমন; উদ্যোগী, উদ্যোক্তা। আ-যুজ্ (যোগ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**।

আয়োজন ১। উদ্যোগ; আহরণ, সংগ্রহ; যোগ, সংশ্লেষ; (বাঙ্গালায়) আহৃত দ্রব্যসম্ভার। আ—যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। যোজন পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ।

আয়োজিত—আহৃত, সংগৃহীত; সম্যক্ সম্পাদিত; নিহিত। আ যোজি (যোগ করান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আয়োদধৌম্য—জনৈক ঋষি [উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে ইঁহার তিন জন শিষ্য ছিল। ইনি সাতিশয় পণ্ডিত ছিলেন।]। বি; পু।

আয়োধন—১। যুদ্ধ; বধ। আ—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অনট্ ভাব। ২। যুদ্ধক্ষেত্র। আ—যুধ্+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

আয়োস্ত্রয়ো—আয়স্ত্রী লোকেরা, সধবাগণ; সখী সাথী, সই সাঙ্গাত। বাংপ্র। বি।

আর—১। মঙ্গলগ্রহ; শনিগ্রহ; ফলবৃক্ষ বিঃ; রেকাব; দূর; কোণ; আরা, spoke. ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। পিত্তল; মুণ্ডলৌহ, oxide of iron; প্রান্তভাগ; কোণ; চর্মাঙ্গ কাষ্ঠ বিঃ। বি; ক্লী। ৩। এবং, আপ, ও; অন্য, অপর; দ্বিতীয়, অধিক; এক; পরবর্তী; বিপরীত; অনুরূপ; তৃতীয়তঃ; বেশ; কিন্তু; অবধি; অতঃপর; পুনর্বার; ইহার অধিক; অথবা; পক্ষান্তরে; বিগত; কখন; এখন; কোন প্রকারেই; তজ্জন্য, এবং তৎক্ষণাৎ; আগের মত। বাংপ্র। অ। **আর আর**—অপরাপর, অনেকে। **আর একটু হইলে**—সামান্যর জন্য সীমা অতিক্রম করিলেই। **আর যায় কোথা**—অমনি, সঙ্গে সঙ্গে।

আরও, আরো—অধিকন্ত, ইহা ভিন্ন; বেশী। বাংপ্র। বিণ।

আরক—তরল নির্যাস বা ঔষধ; আসব, মদিরা; রস। <আ 'অরক'। বি।

আরকট—আরকট শহর উত্তর আরকট জেলার অন্তর্গত। আরকট পূর্বে কর্ণাটকের নবাবের অধিকারভুক্ত ছিল; খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কর্ণাটকের শাসন লইয়া মহম্মদ আলী ও চান্দা সাহেবের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরেজেরা প্রথমোক্ত ব্যক্তির এবং ফরাসীরা শেষোক্ত ব্যক্তির পক্ষ অবলম্বন করেন। আরকট দুর্গ বিনা বাধায় ক্লাইভের হস্তগত হয়। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চান্দা সাহেব দুর্গ উদ্ধারার্থে স্বীয় পুত্র রাজা সাহেবকে সসৈন্যে দুর্গাভিমুখে প্রেরণ করেন। যুদ্ধফল চান্দার সৈন্যের পলায়ন। ১৭৫৮ খ্রীঃ আরকট ফরাসীর হস্তে যায়। দুই বৎসর পরে ইংরেজ পক্ষের সেনানায়ক কর্নেল কুট (Coote) দুর্গটি পুনরধিকার করেন। তাহার পর বিশ বৎসর যাবৎ আরকট ইংরেজ-বন্ধু মহম্মদ আলীর শাসনাধীন থাকে; পরে ইহা মহীশূরাধিপতি হায়দর আলীর রাজ্যভুক্ত হয়। তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান দুর্গটি ভূমিসাৎ করিয়া ফেলেন। ১৮০১ খ্রীঃ কর্ণাটকের নবাব আজিম উদদৌলা বিপুল বৃত্তির বিনিময়ে সিংহাসন ত্যাগ করিয়া আরকট ইংরেজের হস্তে প্রদান করেন। তামিল ভাষায় আরকটের নাম "আরু কডু", অর্থাৎ ছয় বন। এই "ছয় বন" মধ্যে প্রাচীন চোল রাজগণের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির বিদ্যমান আছে।

আরক্ত—১। ঈষৎ রক্তবর্ণ, আলোহিত; গাঢ় রক্তবর্ণ। আ (ঈষৎ) রক্ত নিত্য। ২। সম্যক্ বা ঈষৎ অনুরক্ত। প্রাদি। বিণ।

আরক্তিম—ঈষৎ রক্তবর্ণ, অল্প লাল। বা প্র। বিণ। [শব্দটি 'আরক্তিমা'; আ (ঈষৎ) রক্তিমা, নিত্য—আরক্তিমা। ইহাকে অকারান্ত এবং বিশেষণরূপে ব্যবহার করা ব্যাকরণসংগত নহে।] বিণ।

আরক্ষক—১। রক্ষাকারী, রক্ষাকর্তা, রক্ষক। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী—**আরক্ষিকা**। ২। প্রহরী, পাহারাদার বা পাহারাওয়ালা; পুলিস, police. বি; পু।

আরক্ষা—আরক্ষণ, ত্রাণ; নগরশাসন; শান্তিরক্ষা। আ—রক্ষ্+অ ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

আরক্ষিক, আরক্ষী (-ক্ষিন্)—কনস্টেবল, পুলিসের লোক। বি; পু।

আরক্ষ্য—রক্ষিতব্য। আ—রক্ষ্+য কর্ম। বিণ।

আরগ্বধ—সোঁদালি বা সোনালু গাছ, Cassia Fistula. আ-রগ্ (শঙ্কা করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ (=আরগ অর্থাৎ রোগ)—হন্ (নাশ করা)+অল্ কর্তৃ। বি; পু।

আরচিত—সম্যক্ রচিত; গ্রথিত, নির্মিত। আ—রচি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আরজ—আবেদন, নিবেদন, দরখাস্ত। <আ 'অর্জ'। বি।

আরজি—বিচারপতির নিকট অর্পিত আবেদনপত্র বা দরখাস্ত, অভিযোগ। <আ 'অর্জ'। বি।

আরনল্ড, স্যার এডউইন (Sir Edwin Arnold)—জন্ম ১০ই জুন, ১৮৩২ খ্রীঃ। ইনি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত পুনানগরস্থিত গভর্নমেন্ট ডেকান কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ অব্দে ইনি "কে. সি. এস. আই." উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯৭ অব্দে একটি জাপানী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনি কয়েক বৎসর অতি যোগ্যতার সহিত লণ্ডনের ডেলী টেলিগ্রাফ নামক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইনি শ্যাম, জাপান, তুরস্ক ও পারস্য দেশের রাজগণের প্রদত্ত অর্ডার (Order) লাভ করিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ কবি, অধ্যাপক ও সাময়িক-পত্রচালক ছিলেন। বুদ্ধচরিত অবলম্বনে রচিত লাইট অব্ এসিয়া (Ligh of Asia) ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। হিতোপদেশের অনেক শ্লোকেরও ইনি ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

আরণি—জলাবর্ত, ঘূর্ণিত জল। আ—ঋ (গমন করা)+অনি কর্তৃ। বি; পু।

আরণেয়—১। অরণীভব, অরণীজাত। অরণী+ঢেয় ভবার্থে। বিণ। ২। অরণীজাত শুকদেব। বি; পু। ৩। মহাভারতের বনপর্বের শেষ পঞ্চ পর্ব; অরণীদ্বয় ও নির্মন্থনদণ্ড। বি; ক্লী।

আরণ্য—১। অরণ্যসম্বন্ধীয়, বন্য। অরণ্য শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। ২। অকৃষ্টপচ্য ধান্য বিঃ; রামায়ণের অরণ্যকাণ্ড; মহাভারতের বনপর্ব; সপ্ত আরণ্য পশু। বি; পু।

আরণ্যক—১। বনজাত, বন্য। আরণ্য শব্দ+কণ্। বিণ। ২। বনপথ; হস্তী; অধ্যায়; গোময়; মুনি প্রঃ; তপস্বী, বানপ্রস্থ। বি; পু। ৩। বেদাংশ বিঃ, ব্রাহ্মণগ্রন্থের উপসংহারভাগ। বি; ক্লী।

আরত—অত্যন্ত আসক্ত, অনুরক্ত; রতিদক্ষ, রমণপটু; কামাতুর; প্রশান্ত; বিরত; আর্ত। । প্রা কপ্র। বিণ।

আরতি—১। বিরতি, নিবৃত্তি। আ—রম্ (ক্রীড়া করা)+ক্তি ভাব। ২। একান্ত ইচ্ছা; দর্শনলালসা; অভিরুচি; মনোযোগ; আর্তি; বিহ্বলতা; বিপদের আশঙ্কা; রতি, আসক্তি, অনুরাগ; আহ্বান, আজ্ঞা, নিয়োগ, আদেশ; আরাধনা, সম্ভাষণ। প্রা কপ্র। ৩। দেবতার নীরাজন, প্রদীপাদি দ্বারা দেবমূর্তি

বরণ। 'আরাত্রিক' শব্দের অপভ্রংশ। বি।
আরতি ফুলান—আদেশ পালন করা।

আরদালী—চাপরাসী, পদাতি, পেয়াদা, বার্তাবাহক। <ইং 'orderly'. বি।

আরন্দ, আরন্ধ—অরন্ধন পর্ব। বাংপ্র। বি।

আরব—১। শব্দ, ধ্বনি ; গর্জন ; সুস্বর। আ রু (শব্দ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। দেশ বিঃ ; ঐ দেশের অধিবাসী। আ। বি। বিণ—**আরব্য**।

আরবার- অন্তবার ; আবার। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আরবী—১। আরবদেশীয়। বিণ। ২। আরব দেশের ভাষা। আ-মূ। বি।

আরব্ধ—১। যাহার আরম্ভ করা হইয়াছে এরূপ, কৃতারম্ভ, উপক্রান্ত ; অনুষ্ঠিত। আ—রভ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আরম্ভ। আ রভ্+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

আরভমাণ—যাহা আরম্ভ করা হইতেছে এমন, উপক্রমমাণ ; যে আরম্ভ করিতেছে এমন। আ-রভ্+শান কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

আরমান—বাসনা, মনস্কামনা, নৈরাশ্য ; অভিমান। প্রাদে। বি।

আরমানী—আরমিনিয়া দেশবাসী বা তদ্দেশসম্বন্ধীয় (Arn enian) বৈদেশিক। বি ও বিণ।

আরম্ভ—১। শুরু, সূত্রপাত, উপক্রম ; উদ্যোগ ; প্রস্তাবনা ; অনুষ্ঠান ; উৎপত্তি ; ত্বরা ; গর্ব ; বধ। আ—রভ্ (সবেগে গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। ব্যাপার, কার্য। আ—রভ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। উপায়। আ—রভ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

আরম্ভক—জনক, উৎপাদক। আ রভ্ (আরম্ভ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আরম্ভিকা**।

আরশ—রাজতক্ত, সিংহাসন ; ভগবানের আসন। <আ 'আর্শ্'। বি।

আরশলা, -সলা, -শুলা, -সুলো -শোলা, -সোলা—তেলাপোকা <অগ্রপদা। বি।

আরশি—আয়না। <আদর্শিকা। বি।

আরাকান—নিম্নব্রহ্মদেশের বিভাগ বিঃ আরাকান বিভাগ ৪টি জেলায় বিভক্ত :—(১) আকায়াব, (২) উত্তর আরাকান পার্বত্য প্রদেশ (Hill tracts), (৩) সাণ্ডোওয়ে (Sandoway), এবং (৪) কারকপিউ (Kyaukpyu). আরাকানবাসীরা বলে তাহাদের ইতিহাস খ্রীঃ পূঃ ২৬৬৬ পর্যন্ত পাওয়া যায়। তাহারা বলে যে, একসময়ে তাহাদের রাজ্য ব্রহ্মদেশের আভা ও চীনদেশের ও বঙ্গদেশের কতক অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু সে কথা প্রচলিত ইতিহাসের দ্বারা সপ্রমাণ হয় না। সময়ে সময়ে মোগলগণ এবং পেগুগণ আরাকান আক্রমণ করিয়াছিল ; পোর্তুগীজগণ কিয়ৎকাল এখানে আধিপত্য করিয়াছিল। ১৭৮২ খ্রীঃ ব্রহ্মদেশীয়েরা আরাকান অধিকার করে। যানডাবুর (Yandabu) সন্ধিপত্রের শর্ত অনুসারে আরাকান ইংরেজদের অধিকারে আসে (১৮২৬ খ্রীঃ)। প্রাচীন আরাকান শহর পরিত্যক্ত হইয়া আকায়াব অধুনা প্রধান নগররূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। আরাকানবাসিগণ সাধারণতঃ মগ বলিয়া পরিচিত। ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। ইহাদের ভাষা ও রীতিনীতি ব্রহ্মবাসীদিগের ভাষা ও রীতিনীতি হইতে স্বতন্ত্র।

আরাতি—বিপক্ষ, শত্রু। আ রা (দান করা)+অতি কর্তৃ। বি ; পু।

আরাত্রিক—নীরাজন, আরতি ; নীরাজনার্থ দীপ ; পঞ্চপ্রদীপ ; নীরাজনপাত্র। অা-রাত্রি শব্দ+ষ্ণিক। বি ; স্ত্রী।

আরাধক—আরাধনাকারী, উপাসক, পূজক ; সেবক। আ-রাধ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আরাধিকা**।

আরাধন—অর্চনা, পূজা, উপাসনা ; সেবা, পরিচর্যা ; অভ্যাস ; প্রাপ্তি ; সৎকার, সমাদর ; তোষণ ; সংসিদ্ধি ; সাধন। আ—রাধ্ (নিষ্পন্ন করা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

আরাধনা—আরাধন (সকল অর্থে)। আ—রাধ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

আরাধনীয়—পূজনীয়, উপাস্য, আরাধ্য। আ—রাধ্ (আরাধনা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

আরাধয়িতা—আরাধক ; শুশ্রূষাকারক। আ—রাধি+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ।

আরাধয়িষ্ণু—আরাধনশীল। আ—রাধি+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

আরাধিত—অর্চিত, পূজিত, উপাসিত ; তোষিত ; সেবিত ; অভ্যস্ত ; প্রাপ্ত। আ—ণিজন্ত রাধ্ (=রাধি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আরাধ্য—উপাস্য, পূজ্য ; তোষণীয়। আ—রাধ্+য কর্ম। বিণ।

আরাধ্যমান—পূজ্যমান, উপাস্যমান ; সেব্যমান। আ—রাধ্ (আরাধনা করা)+শান কর্ম। বিণ।

আরাব—রব, শব্দ, ধ্বনি। আ রু (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

আরাবলী—এই পর্বতশ্রেণী রাজস্থান ও আজমীর-মারওয়ারা প্রদেশের মধ্য দিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে চলিয়াছে। এই পর্বতের উচ্চ শিখরগুলি তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের ন্যায় দেখিতে শুভ্র। কিন্তু এ শুভ্রতা তুষারজনিত নহে ; কাচ-জাতীয় প্রস্তর বিঃ-র বিদ্যমানতা বশতঃ শিখরগুলি শুভ্র দেখায়। আরাবলী পর্বতের অধিকাংশ ভাগ অনুর্বর বালুকাময় ভূমি। এখানকার আদিমবাসীরা মেয়ার (Mhair) নামে অভিহিত। আজমীর দেশ ১৮১৮ খ্রীঃ ইংরেজের অধিকারে আসিলে, এই আদিম অধিবাসিগণকে শিক্ষা দিয়া সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করা হয়। লর্ড কিচ্‌নার ১৯০৩ খ্রীঃ যে নূতন ব্যবস্থা করেন, তাহার ফলে ইহাদিগকে লইয়া 50th Merwara Infantry নামে পদাতিক সেনাদল গঠিত হয়।

আরাবী (-বিন্)—নাদকারী, উচ্চরবকারী। আরাব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

আরাম—১। উপবন, উদ্যান, বাগান। আ—রম্ (ক্রীড়া করা)+ঘঞ্ অধি। ২। বিশ্রাম, বিরাম ; প্রীতি ; স্বাচ্ছন্দ্য ; আরমণ ; সেবন ; বিশ্রামভবন ; আশ্রয় ; আধার : আরোগ্য। আ—রম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ৩। আরোগ্যপ্রাপ্ত, ভাল। ফা। বিণ।

আরাম-আসন, -কেদারা, -চৌকি—অর্ধশয়িতভাবে থাকিবার কেদারা, easy chair. বাংপ্র। বি।

আরামপ্রিয়—সুখপ্রিয়, যে সুখভোগ করিতে ভালবাসে এমন। বহু। বিণ।

আরামী—আরামপ্রিয় ; অলস। বাংপ্র। বিণ।

আরারুট—শটির ন্যায় একপ্রকার মূলের চূর্ণ। <ইং 'arrow-root'. বি।

আরাশ—চুনকামের উপর মাজিয়া ঘষিয়া সৌন্দর্যবিধান। বৈদেশিক। বি।

আরিস্টট্‌ল—প্রাচীন গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত। খ্রীঃ পূঃ ৩৮৪ অব্দে ইহার জন্ম। ছাত্রাবস্থায় শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে যশস্বী হইয়া উঠিলে, ইনি মাসিডনের রাজপুত্র সুপ্রসিদ্ধ আলেক্‌জাণ্ডারের (সেকেন্দারের) শিক্ষক নিযুক্ত হন। আথেন্স নগরে অবস্থিতি করিয়া ইনি শিক্ষকতা কার্য করিতেন। ইনি বিবিধ বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। অলংকার, কবিতা, রাজনীতি, বিজ্ঞান, ন্যায়, অঙ্কশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান প্রঃ বিষয়ে ইনি গবেষণাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

আরুণি—১। অরুণ বা সূর্যের পুত্র, যম ; শনি ; কর্ণ ; বিনতাপুত্র ; বিনতাসুত অরুণের পুত্র ; মুনিসম্প্রদায় বিঃ উদ্দালক মুনি।

২। জনৈক ব্রাহ্মণকুমারের নাম। ইনি বিদ্যাশিক্ষার্থ আয়োদধৌম্য নামক ঋষির শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং সর্বপ্রযত্নে সর্বদা গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিতেন। ইঁহার গুরুভক্তি পরীক্ষা করিবার জন্য একদা ধৌম্য ইঁহাকে ক্ষেত্রের আলি বাঁধিতে নিযুক্ত করেন। জলের প্রবল স্রোতে আলি ভাসিয়া যাওয়ায়, এবং জল রক্ষার উপায়ান্তর না দেখিয়া আরুণি স্বয়ং তথায় শয়ন করিয়া ক্ষেত্রের জল রক্ষা করেন। এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া ধৌম্য অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অতি যত্নসহকারে শিক্ষা দিয়া অল্পকাল মধ্যে আরুণিকে সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত করিয়া দিলেন।

আরুণ্য—অরুণভাব, রক্তিমা। অরুণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

আরূঢ়—১। যে আরোহণ করিয়াছে এরূপ, কৃতারোহণ; সওয়ার; প্রাপ্ত; আশ্রিত; উচ্চ; অতীত। আ—রুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। আরোহণ। আ—রুহ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আরূঢ়-যৌবনা—যৌবনপ্রাপ্তা, নবযুবতী; যে নারীর পতিসঙ্গ ভাল লাগে এমন। আরূঢ় যৌবন যে স্ত্রী দ্বারা, বহু। বিণ; স্ত্রী।

আরূঢ়ি—আরোহণ; পদপ্রাপ্তি। আ—রুহ্ +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আরে—১। বিস্ময়, অনুতাপ, ঘৃণা, ক্রোধ ও সম্বোধনসূচক শব্দ। <অরে। অ। ২। অপরে, অন্যে, অন্যজনে। কপ্র। সর্ব।

আরোগ্য—রোগাভাব, নীরোগতা, সুস্থতা; রোগোপশম। অরোগ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আরোগ্যপ্রাপ্তি, -লাভ—সুস্থ হওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী, পু।

আরোগ্যব্রত—মাঘী শুক্লা সপ্তমীতে গ্রহণীয় আরোগ্যার্থ বর্ষব্যাপী সূর্যব্রত বিঃ। বি; ক্লী।

আরোগ্যশালা—চিকিৎসালয়, হাসপাতাল। আরোগ্যের নিমিত্ত শালা, ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

আরোগ্য-সাধক—রোগনাশক, ব্যাধিহর, নির্ব্যাধিকারক, সুস্থতাজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সাধিকা**।

আরোগ্যসাধ্য—যাহা আরাম করিতে পারা যায় এমন প্রতিকার্য, প্রতিবিধেয়। ৬তৎ। বিণ।

আরোগ্যস্নান—রোগপ্রতিকারের পরে করণীয় স্নান। বি; ক্লী।

আরোগ্যাশ্রম—হাসপাতাল। ৬তৎ। বি; পু।

আরোপ—অর্পণ, ascribing; এক বস্তুর ধর্মের স্থাপন; উদ্ভাবন, কল্পনা; অধ্যাস, অবভাস; স্থাপন, নিবেশ। আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোপি) +অল্ ভাব। বি; পু।

আরোপক—আরোপকর্তা, যে আরোপ করে। আ—রোপি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আরোপিকা**।

আরোপণ—আরোপকরণ; সমত্ব প্রতিপাদন; আরোহণ করানো; সংস্থাপন; শরাসনে জ্যাসংযোজন; রোপণ। আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আরোপিত—অন্য পদার্থে স্থাপিত; কল্পিত; স্থাপিত; গচ্ছিত; অভিষিক্ত; উৎপাদিত; উন্নীত; ন্যস্ত; নিয়োজিত; অর্পিত। আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোপি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

আরোপ্য—আরোপণীয়, কল্পনীয়; উদ্ভাবনীয়; অধ্যাসার্হ। আ—রোপি+যৎ কর্ম। বিণ।

আরোপ্যমাণ—১। স্থাপ্যমান; আরোপ্যমাণ, যাহাকে আরোহণ করানো হইতেছে এমন। আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোপি)+শান কর্ম। ২। বিমোহ্যমান, যাহাকে বিমুগ্ধ করানো হইতেছে এমন। আ—ণিজন্ত রূপ্ (=রোপি) +শান কর্ম। বিণ।

আরোয়া—১। অরোপিত, (যে গাছ) রোয়া বা পোঁতা নয় এমন। বাংপ্র। ২। আতপ (তণ্ডুল), আলো (চাউল)। হি-মু। বিণ।

আরোহ—১। উচ্চতা; দৈর্ঘ্য; ভার; আরোহণ; অঙ্কুরাদির প্রাদুর্ভাব; আক্রমণ; গর্ব; বৃদ্ধি; স্তূপ; পরিমাণ বিঃ; উৎসঙ্গ; খনি। আ—রুহ্+অল্ ভাব। ২। স্ত্রীনিতম্ব। আ—রুহ্+অল্ কর্ম। ৩। আরোহী। আ—রুহ্+ +অল্ কর্তৃ। বি; পু। **আরোহ প্রণালী**—যে-প্রণালীতে ফল দেখাইয়া কারণ নির্ণয় করা হয় অর্থাৎ উদাহরণ হইতে সাধারণ সূত্র (formula) ঠিক করা হয় তাহা, inductive method.

আরোহক—আরোহণকারী। আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

আরোহণ—১। উপরে উঠা, চড়া; প্রবেশ। আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+অনট্ ভাব। ২। উচ্চরঙ্গভূমি। আ—রুহ্+ অন কর্ম ৩। আরোহণসাধন, সোপান; বাহন। আ রুহ্+অন করণ। বি; ক্লী।

আরোহণী—সোপান, সিঁড়ি। আ—রুহ্+ অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আরোহণীয়—আরোহণযোগ্য। আ—রুহ +অনীয় কর্ম। বিণ।

আরোহিত—যাহাকে আরোহণ করানো হইয়াছে এরূপ। আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোহি—আরোহণ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আরোহী (-হিন্)—১। আরোহণকারী, চড়নদার, সওয়ার; সংগীতে উপরের দিকে গমনকারী ('—সুর'); কার্য দেখিয়া কারণ বিচারের প্রণালীসম্মত, inductive. আ—রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আরোহিণী**। ২। সংগীতে উপর দিকে গমনকারী সুরের ক্রম। বি; পু।

আরোহ্যমাণ—যাহাকে চড়াইয়া দেওয়া হইতেছে এমন। আ—ণিজন্ত রুহ্ (=রোহি)+শান কর্ম। বিণ।

আর্ক—১। সূর্যসম্বন্ধীয়, সৌর। অর্ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আর্কী**। ২। রেফফলা (´) যুক্ত 'ক'; 'ক' প্রভৃতির সহিত রেফফলার যোগে বানান; আর্ক-ফলা (´)। বি।

আর্ক-ফলা—রেফ (´); ঊর্ধ্ব কেশগুচ্ছ, শিখা, চৈতন, টিকি। বাংপ্র। বি।

আর্কিমীডীস (Archimedes) (২৮৭-২১২ খ্রীঃ পূঃ)। প্রসিদ্ধ গ্রীক গণিতবেত্তা। সিসিলি দ্বীপের সাইরাকিউস ইঁহার জন্মস্থান। ইনি আপেক্ষিক গুরুত্ব-তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। রোমীয় সৈন্যরা গবেষণারত আর্কিমীডীসকে হত্যা করে।

আর্জব—ঋজুতা, সরলতা, অকাপট্য; বিনীতভাব, অবক্রতা। ঋজু শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আর্ট—কলাবিদ্যা, শিল্প; প্রয়োগকৌশল; রসসৃষ্টি; রসাত্মক রচনা; কাব্য চিত্রভাস্কর্য অলংকরণ নাট্য প্রভৃতিতে যে গুণাবলীর দ্বারা সুধী জনের চিত্ত আকৃষ্ট হয়; ছলাকলা। < ইং 'art'. বি।

আর্ট স্কুল—চিত্রাঙ্কনাদি কলাবিদ্যার শিক্ষালয়। ইং। বি।

আর্টিস্ট—চিত্রশিল্পী; রূপদক্ষ; সংগীতজ্ঞ; সুরশিল্পী; গায়ক। <ইং 'artist' বা 'artiste'. বি।

আর্ত—পীড়িত; দুঃখিত; ক্লিষ্ট; উৎপীড়িত; বিপন্ন; করুণ। আ—ঋ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আর্তনাদ—পীড়িতের চিৎকার, কাতরধ্বনি। ৬তৎ। বি; পু।

আর্তব—১। স্ত্রীরজঃ, গর্ভাধানকাল। ঋতু শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। স্ত্রীরজঃসংক্রান্ত; গ্রীষ্মাদি ঋতুসংক্রান্ত। ঋতু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আর্তবী**।

আর্তস্বর—১। আর্তনাদ, কাতরধ্বনি। ৬তৎ। ২। দুঃখযুক্ত কণ্ঠস্বর। কর্মধা। বি; পু।

আর্তি পীড়া, রোগ ; ক্লেশ, মনোব্যথা ; আপদ্ ; ধনাদিরাহিত্য ; কাতরতা। আ—ঋ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আর্থ—অর্থসম্বন্ধীয় ; বাক্যার্থ হইতে আগত। অর্থ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**আর্থী**।

আর্থিক—অর্থগ্রাহী ; তাৎপর্যগ্রাহী ; সংগতিবিষয়ক ; কথার মানে সম্বন্ধীয় ; অর্থের নিয়োগকারী, মহাজন ; অর্থসম্বন্ধীয় ; শব্দার্থবিষয়ক। অর্থ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আর্থিকী**। **আর্থিক বৎসর**—সরকারী অর্থের আয়ব্যয় হিসাবনিকাশাদি নির্বাহের বৎসর, ইংরেজী ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ পর্যন্ত (১) বৎসর পরিমিত কাল, financial year.

আর্দ্র—সজল, ভিজা ; মৃদু : নূতন ; শিথিল ; অপক্ব ; টাটকা ; কাঁচা ; (বাংলায়) প্রেমবিগলিত ; কাঠিন্যশূন্য, তরল। অর্দ্+র কর্তৃ। বিণ। [স্ত্রী।

আর্দ্রক—আদা। আর্দ্র শব্দ+কণ্। বি ;

আর্দ্রতা—আর্দ্রের ভাব। আর্দ্র শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

আর্দ্রা—১। সজলা ইঃ। আর্দ্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ষষ্ঠ নক্ষত্র। বি ; স্ত্রী।

আর্ধমাসিক অর্ধমাসসম্বন্ধীয়, মাসার্ধে করণীয়, পাক্ষিক ; অর্ধমাসস্থায়ী। অর্ধমাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-মাসিকী**।

আর্ধিক—অর্ধসম্বন্ধীয় ; অর্ধাংশভাগী। অর্ধ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আর্ধিকী**।

আর্বী—১। আরবদেশ-সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। তদ্দেশীয় ভাষা। আ। বি।

আর্য—১। আর্যাবর্তবাসী প্রাচীন জাতি বিঃ ; দ্বিজাতি ; ব্রাহ্মণ ; ক্ষত্রিয় ; কর্তব্যাচারী আচারনিষ্ঠ জন ; স্বামী ; শ্বশুর ; জ্যেষ্ঠভ্রাতা ; পিতামহ ; (নাট্যোক্তিতে) মান্য ব্যক্তির আহ্বানসূচক পদ। বি ; পু।—

কর্তব্যমাচরন্ কামমকর্তব্যমনাচরন্।
তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বৈ আর্য ইতি স্মৃতঃ॥
কুলং শীলং দয়া দানং ধর্ম সত্যং কৃতজ্ঞতা।
অদ্রোহ ইতি যেষেতৎ তানার্যা সম্প্রচক্ষতে॥

২। মানী ; পূজ্য ; জ্যেষ্ঠ ; শ্রেষ্ঠ ; গুরু ; সজ্জন ; সদ্বংশোদ্ভব ; উচিত, সংগত ; প্রাপ্তব্য ; শান্তচিত্ত ; উদারচরিত ; ন্যায়াবলম্বী ; ধার্মিক ; সুহৃৎ। ঋ (গমন করা)+ঘ্যণ্ কর্তৃ ; অথবা, অর্থ শব্দ+ক। ঋ ধাতু গমনার্থক বলিয়া জ্ঞানার্থক, কারণ "সর্বে গত্যর্থাঃ জ্ঞানার্থাঃ প্রাপ্ত্যর্থাশ্চ" অর্থাৎ সমুদায় গমনার্থক ধাতু জ্ঞানার্থক ও প্রাপ্ত্যর্থক। অতএব যাঁহারা জ্ঞানশীল, অথবা যাঁহারা (শাস্ত্রসীমায়) গমন করেন, কিংবা যাঁহারা (শাস্ত্রের পার) প্রাপ্ত হন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। বিণ।

ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন, আর্যগণ প্রথমে পশুপালন করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতেন। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া কতকগুলি পশু সমভিব্যাহারে লইয়া তৃণপূর্ণ প্রদেশে গমন করিতেন ; পরে সেই স্থানের তৃণরাশি তাঁহাদের পশুসমূহ কর্তৃক কবলিত হইয়া নিঃশেষিত হইলে তাঁহারা অন্য কোনও তৃণাচ্ছন্ন প্রদেশে যাইতেন। এইরূপে তাঁহারা নিরন্তর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন বলিয়া আর্য (গমনশীল) নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। কালে আর্যগণ নিরন্তর এইরূপ স্থান পরিবর্তন ক্লেশকর বিবেচনা করিয়া এক স্থানে অবস্থিতির উপায় অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং কৃষিকর্মরূপ উপায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই ব্রতী হন। এজন্য তাঁহারা আর্য (অর্থাৎ কৃষিকর্মকারী) এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। শেষোক্ত পক্ষে আর্য শব্দের অর্থ কৃষিকর্মকারী, কারণ ঋ ধাতুর কর্ষণার্থও আছে।

এতদ্ভিন্ন এতদ্দেশীয় শাস্ত্রে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেও আর্য শব্দে নির্দেশ করা হইয়াছে। কোন কোন গ্রন্থে হিন্দুধর্মাবলম্বী লোকমাত্রেই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণই আর্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। আবার কোন কোন গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণকে আর্য, এবং চতুর্থ বর্ণকে শূদ্র বলা হইয়াছে। ইহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শূদ্রবর্ণ আর্যবংশীয় নহে ; আর্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া শূদ্রনামক অনার্য জাতিবিশেষকে আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়া লন। পরন্তু সেই "অনার্য শূদ্র" যে কাহারা, তাহা অদ্যাপি কেহই নির্ণয় করিতে পারেন নাই। ফলতঃ, এ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই।

আর্যক—১। পিতামহ ; মাতামহ ; নাগরাজ বিঃ। আর্য শব্দ+কণ্ প্রশস্তার্থে। বি ; পু। ২। শ্রেষ্ঠ ; মানী। আর্য শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ। ৩। পিতৃকার্য ; পিণ্ডপাত্রাদি। বি ; স্ত্রী।

আর্যকা, আর্যিকা—১। শ্রেষ্ঠা, মান্যা। আর্যক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শ্রেষ্ঠা বা মাননীয়া স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

আর্যজাতি—প্রাচীন জাতি বিঃ ; ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ভারতের প্রাচীন জাতি। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

আর্যতা—সদাচার, ধর্মশীলতা। আর্য শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

আর্যপুত্র—গুরুপুত্র ; পতি, স্বামী ; জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্র ; (নটীর নিকট) সূত্রধার। [সংস্কৃত নাটকাদিতে স্বামীকে আর্যপুত্র আখ্যায় অভিহিত করার রীতি আছে]। ৬তৎ। বি ; পু।

আর্যভট্ট—স্বনামখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত জ্যোতির্বিদ্। ইঁহার গ্রন্থে জানা যায় যে, ইনি কুসুমপুরনিবাসী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণ ও আহ্নিকগতি ইনিই সর্বপ্রথমে আবিষ্কার করেন। পরন্তু বরাহমিহির প্রঃ ইঁহার পরবর্তী জ্যোতির্বিদগণ ইঁহার মত গ্রাহ্য করেন নাই। অনন্তর পিথাগোরাস, কোপর্নিকস, গালিলিও, নিউটন প্রভৃতি ইওরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ মত সত্য বলিয়া প্রচার করেন। আর্যসিদ্ধান্ত ও বীজগণিত নামক গ্রন্থদ্বয় ইঁহারই রচিত।

আর্যভাষা—প্রাচীন আর্যজাতির ভাষা। অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার বলেন, আর্যজাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাই আর্যভাষা। এস্থলে কাহারা আর্যজাতিভুক্ত, তাহার নির্দেশ করেন নাই ; সুতরাং হিন্দু, গ্রীক, রোমান, জার্মান, কেল্ট্ বা সেল্ট্, স্লাভ প্রঃ জাতি যে ভাষা ব্যবহার করে, তাহাই আর্য ভাষা বলিয়া নির্দেশ করা অসংগত হয় না। "আর্য" শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও শব্দটি যে Indo-European জাতির প্রাচ্যবিভাগের সংজ্ঞাস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে কোন বিসংবাদ নাই। প্রাচ্যবিভাগের যে অংশ ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাহাই "Indo-Aryan" নামে অভিহিত। ব্যাক্‌ট্রিয়া ও পারস্যদেশে যে অংশ রহিল, তাহার সংজ্ঞা হইল Iranian। সম্ভবতঃ "ইরান" নাম "আর্য" শব্দেরই অপভ্রংশ। যে অংশ ভারতবর্ষে বাসস্থাপন করিল, সে অংশকে কেহ কেহ Aryo-Indian এই সংজ্ঞা দিয়া থাকেন ; উদ্দেশ্য দ্রাবিড় প্রঃ অনার্য জাতিগণের সহিত এই অংশের পার্থক্য নির্দেশ। অধুনা কেহ কেহ বলিতেছেন যে, আর্যজাতি অপর কোন স্থান হইতে এখানে আসে নাই। ভারতবর্ষই এ জাতির উৎপত্তিস্থান। সে যাহা হউক, প্রচলিত পাশ্চাত্ত্য মতানুসারে আর্যগণ হিন্দুকুশ পর্বতের অপর দিক্ হইতে খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ১০০০ বৎসরে ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন, এবং অম্বালা জেলার নিকটবর্তী স্থানে ঋগ্বেদ রচনা করেন।

এ দেশের প্রাচীন

ভারতে প্রচলিত আর্যজাতীয় ভাষাসমূহ সংস্কৃত ভাষা হইতেই উৎপন্ন। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ বলেন, এ ভাষাগুলি সাক্ষাৎ-ভাবে সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত নহে, উত্তর ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে যে-সকল আর্য আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, প্রচলিত ভাষাগুলি তাঁহাদেরই কথিত ভাষা হইতে উৎপন্ন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, বৈদিকগণের ভাষা অপেক্ষাও প্রাচীনতর কোন ভাষা হইতেই সংস্কৃত ভাষা, প্রাকৃত (প্রাচীন কথিত ভাষাগুলি) এবং বর্ত্তমান সময়ের কথিত ভাষাগুলি উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, সেই প্রাচীনতর ভাষাটি বৈদিক কালের পূর্ব হইতেই দুইটি স্রোতে বিভক্ত হইয়াছিল; একটি স্রোত সংস্কৃত ভাষা-সমুদ্রে আসিয়া মিশিল, অপরটি প্রাকৃত বা প্রাচীন কথিত ভাষাসমূহে পরিণত হইল। পাণিনি ব্যাকরণ (আনুমানিক ৩৫০ খ্রীঃ পূঃ) সংস্কৃত ভাষার চরম সংস্কারের নিদর্শন; এবং বররুচি প্রাকৃতব্যাকরণ-প্রণেতার অগ্রণী। প্রাকৃত ভাষাগুলি প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত হইতে পারে:— (১) মহারাষ্ট্রী (যাহা মহারাষ্ট্র রাজ্যে প্রচলিত); (২) শৌরসেনী (যাহা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত); (৩) মাগধী (যাহা বিহার অঞ্চলে প্রচলিত); (৪) পৈশাচী (যাহা দ্রাবিড় দেশে প্রচলিত এবং অনার্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত)। সংস্কৃত ভাষা ব্রাহ্মণগণের; মাগধী ভাষা বৌদ্ধগণের; এবং মহারাষ্ট্রী ভাষা জৈনগণের অবলম্বিত হইল। কালক্রমে প্রাকৃত ভাষা হইতে অনেকগুলি স্থানীয় ভাষার উৎপত্তি হয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে প্রাকৃত ভাষা বিলক্ষণ পুষ্টি লাভ করে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৩০৭ অব্দে বৌদ্ধ প্রচারকগণ মাগধী প্রাকৃত লইয়া সিংহলে গমন করেন। বর্ত্তমান কালে ব্যবহৃত আর্যভাষাগুলির মধ্যে সাতটি প্রধান; যথা - সিন্ধী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, হিন্দী, মারাঠী, বাঙ্গালা ও উৎকলী। এই সাতটি ভাষার প্রত্যেকটিতে তিন জাতীয় শব্দ সন্নিবেশিত; যথা—তৎসম, তদ্ভব ও দেশজ। যে শব্দ সংস্কৃত ভাষা হইতে অবিকৃতভাবে গৃহীত, তাহাকে "তৎসম" বলে। যে শব্দ অবিকল সংস্কৃত শব্দ নহে, কিন্তু সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন বা তদনুরূপ, তাহাকে "তদ্ভব" বলে। আর যে শব্দ আদিম-নিবাসীদের নিকট প্রাপ্ত, তাহাকে "দেশজ" বলে। উপরি উক্ত সাতটি শব্দ মধ্যে মারাঠী, বাঙ্গালা ও উৎকলী "তৎসম" শব্দ প্রধান। গুজরাটী, পাঞ্জাবী ও হিন্দী এই তিনটি ভাষায় "তদ্ভব" শব্দ প্রধান। আর সিন্ধী ভাষায় "দেশজ" শব্দ প্রধান।

আর্যরাজ—কাশ্মীরের জনৈক নরপতি। জয়েন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং ৪৭ বৎসর রাজত্ব করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্বক অবশিষ্ট জীবন যাপন করিয়াছিলেন (খ্রীঃ পূঃ ২২)।

আর্যসভ্যতা—আর্যজাতির উন্নত জীবন-যাত্রা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

আর্যসমাজ—দয়ানন্দ সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় বিঃ। [ইঁহারা বৈদিক ধর্ম মানেন, কিন্তু মূর্তি পূজাদি করেন না ও জাতিভেদ স্বীকার করেন না]। বি।

আর্যসমাজী- আর্যসমাজভুক্ত, আর্য-সমাজের নিয়মানুসারে চলিত। বিণ।

আর্যসিদ্ধান্ত—আর্যভট্টপ্রণীত জ্যোতিষ-গ্রন্থ বিঃ। বি; পু।

আর্যা—১। মান্যা, পূজনীয়া। আর্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শাশুড়ী; ব্রাহ্মণী; (সূত্রধারের নিকট) নটী; (বাংলায়) মাতামহী, আই; ভগবতী, পার্বতী; ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী। ৩। ছড়া; শুভংকর দাস কর্তৃক পদ্যছন্দে রচিত গণিত-সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী ('শুভংকরীর —')। বাংপ্র। বি।

আর্যাবর্ত—উত্তরাপথ, উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে বিন্ধ্যাচল এতদুভয়ের মধ্যবর্তী এবং পূর্ব ও পশ্চিমে আসমুদ্র ব্যাপ্ত দেশ। ৬তৎ। বি; পু।

আর্ষ—১। বেদোক্ত, বৈদিক; ঋষিসেবিত; পূত; অলৌকিক; ঋষিসম্বন্ধীয়; ঋষি-প্রণীত; ঋষিপ্রযুক্ত কিন্তু ব্যাকরণবিরুদ্ধ, ('— প্রয়োগ')। ঋষি শব্দ+অ। বিণ। **স্ত্রী—আর্ষী**। ২। বিবাহ বিঃ; বেদ; ঋষিকৃত কাব্য; মন্ত্রসমূহ; আর্ষতীর্থ (অঙ্গুলিমূল)। [বিবাহ দ্রঃ।] বি; পু।

আর্হত—১। অর্হৎসম্বন্ধীয়; জৈনধর্মসম্বন্ধীয়। ২। বুদ্ধ বিঃ; অনেকান্তবাদী জৈন; জৈন মত; এই মতে আত্মা অবিনশ্বর, জীবের পরিমাণ দেহ-সদৃশ, এবং অর্হৎই ঈশ্বর। অর্হৎ শব্দ+অ। বি; পু।

"আর্হতেরা দিগম্বর। ইহারা বলে, যদি প্রতি শরীরে এক এক আত্মা নিরন্তর অবস্থান না করে, তাহা হইলে ঐহিক ফলসাধনের নিমিত্ত কৃষি-বাণিজ্যাদি কর্মে কোন মতেই লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে না; কারণ আপনার ফলভোগের জন্যই সকলে উপায়ানুষ্ঠান করে; যদি উপায়ানুষ্ঠানকর্তা যে আত্মা, সে কল কোন কালে উপস্থিত না থাকে, তবে একের ফলভোগের নিমিত্ত অপরের প্রবৃত্তি কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? আমি কৃষি-বাণিজ্যাদি করিয়াছিলাম, আমি তাহার ফলভোগ করিতেছি, সকল লোকেরই এই অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং আত্মাকে চিরস্থায়ী বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তিনি সর্বজ্ঞ ও রাগদ্বেষাদিশূন্য। ইহাদের মতে সম্যগ্দর্শন, সম্যগ্জ্ঞান ও সম্যক্চরিত্র এই তিনকে রত্নত্রয় কহে।" ভাঃ।

আল—১। বহুল, অধিক; শ্রেষ্ঠ। ণিজন্ত অল্ —আলি (ভূষিত করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। হরিতাল; বিষধর জন্তুর গাত্র-নিঃসৃত বিষাক্ত পদার্থ; কপটতা। বি; স্ত্রী। ৩। ভূমির আলি বা আইল। ৪। হুল; সূক্ষ্মমুখ বেধনাস্ত্র, awl; কাঠের সরু মুখ যাহা অন্য কাষ্ঠখণ্ডের খাঁজে জুড়িয়া দেওয়া হয়, tenon; সর্পাদির দাড়া; গাড়ির ধুরার অগ্রভাগ; প্রদীপাদির শিখার প্রভা; আলোক; আতপতণ্ডুল। বি। ৫। আলোকিত; রৌদ্র-শুষ্ক ('— চাল')। বাংপ্র। বিণ।

আলওয়ান—পশমী চাদর বা ওড়না, পাড়শূন্য শাল। আ-মু। বি।

আলওয়ার—রাজস্থানের অন্তর্গত একটি স্থান। পূর্বে ইহা কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্দারের সম্পত্তির সমষ্টিমাত্র ছিল। আলওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা প্রতাপসিংহ। তিনি প্রথমে আড়াইখানি গ্রামের অধিকারী ছিলেন। খ্রীঃ ১৭৭১—৭৬ সালে তিনি বর্তমান রাজ্যের দক্ষিণাংশ নিজাধিকারে আনেন। জাঠগণের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগের সহায়তা করাতে তিনি পুরস্কারস্বরূপে "রাওরাজা" উপাধি এবং মাচারী (Machari) জেলার আধিপত্য প্রাপ্ত হন, এবং ১৭৭৬ খ্রীঃ আলওয়ারের দুর্গ ও শহর জাঠ হস্ত হইতে লইয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। তদীয় দত্তক পুত্র বখ্তাওর সিংহের রাজত্বকালে ইংরেজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের যুদ্ধ ঘটে। তিনি ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং পুরস্কারস্বরূপে, লাস্ওয়ারী যুদ্ধাবসানে (১৮০৩ খ্রীঃ), বর্তমান রাজ্যের উত্তরাংশ প্রাপ্ত হন। বখ্তাওর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র বানী সিংহ আলওয়ারের পরবর্তী রাজা। ১৮৫৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র সিওদান সিংহ ১৩ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তাঁহার সময়ে রাজ্যে ইংরেজের Political Agency স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ তিনি অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। "নরুক" রাজপুতগণের

নির্বাচনে ঠাকুর মঙ্গল সিংহ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। ইঁহারই সময়ে রাজ্যমধ্যে ভারত-রাজ্যের মুদ্রা প্রচলিত হয়। ১৮৯২ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে, জয়সিংহ দশ বৎসর বয়ঃক্রমে সিংহাসন প্রাপ্ত হন।

আলকাতরা—পাথুরিয়া কয়লা চুয়াইলে যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ নিঃসৃত হয় তাহা, tar. পো-মূ। বি।

আলকুশী—শূকশিম্বী-নামক একপ্রকার লতা বা তাহার ফল। বাংপ্র। বি।

আলক্ষিত—ঈষৎ দৃষ্ট; সম্যগ্ জ্ঞাত; লক্ষণ দ্বারা জ্ঞাত; নিশ্চিত। আ লক্ষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলক্ষ্য—সম্যক্ জ্ঞেয়, লক্ষণ দ্বারা অনুমেয়; ঈষদ্ দৃশ্য। আ—লক্ষ্ + ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

আলখাল্লা—পা পর্যন্ত ঝুলানো ঢিলা জামা বিঃ। <আ 'আলখালিক'। বি।

আলগা—শিথিল, ঢিলা, ফসকা; অবদ্ধ; অনাবৃত, আদুড়, খোলা; অসংযত, বেফাঁস; অসাবধান; পৃথক্, আলাদা; ঘোমটাশূন্য; অসংলগ্ন; মৌখিক; সহজেই কাবু হইয়া পড়ে এমন। বাংপ্র। বিণ। **আলগা আলগা রকম**—নিষ্ঠাশূন্য; মাঝারিগোছ; নির্লিপ্তভাব। **আলগা দেওয়া**—শাসনে শৈথিল্য করা; প্রশ্রয় দেওয়া; ভার লাঘব করা।

আলগোছ—অস্পর্শ; নিরবলম্বন। হি-মূ। বি। ক্রি-বিণ—**আলগোছে**।

আলংকারিক—অলংকার-সম্বন্ধীয়; অলংকারশাস্ত্রজ্ঞ; অলংকারশাস্ত্রের লেখক; অলংকারযুক্ত। অলংকার+ফিক। বিণ।

আলজিব, -জিভ—টাকরার ছোট জিভ। 'অলিজিহ্বা' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আল-টপ্ কা, -টপ্পা—আলগোছে; বিনা আয়াসে, অক্লেশে, হঠাৎ, সহসা, আচম্বিতে। বাং। ক্রি-বিণ।

আলটাকরা—গলনালীর উপরের টাকরার আগে আলজিবের স্থান, soft palate. বাংপ্র। বি।

আলতা—অলক্তক, লাক্ষারসরঞ্জিত তুলা। 'অলক্ত' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আলতামাস (সুলতান)—দিল্লীর দাসরাজ-শ্রেণীর দ্বিতীয় সুলতান। ১২১০ হইতে ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইঁহার রাজত্বকাল। ভারতবর্ষে স্থায়ী মুসলমান রাজ্য সংস্থাপক কুতবুদ্দিনের ন্যায় আলতামাসও একজন ক্রীতদাস ছিলেন। পরে ক্রমশঃ কুতবুদ্দিনের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং বিহারের শাসন-কর্তার পদে নিযুক্ত হন। কুতবুদ্দিনের মৃত্যু হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্তা মালিক খিলিজিকে পরাস্ত করিয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। তৎপরে ক্রমে ক্রমে মুলতান, সিন্ধু, কচ্ছ, কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, মালব প্রঃ অনেক স্থান অধিকার করেন, এবং উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করিয়া মহাকালের মন্দির বিধ্বস্ত করেন (১২৩২ খ্রীঃ)। ইঁহার রাজত্বকালে প্রসিদ্ধ মোগলবীর নৃশংস চঙ্গিস খাঁ সমগ্র মধ্য এসিয়া উৎসন্ন করিয়া ভারতা-ক্রমণাভিপ্রায়ে সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া উপস্থিত হন; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সিন্ধু পার হইতে না পারিয়া প্রতিগমন করেন (১২২৯ খ্রীঃ)। ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে আলতামাস পরলোকগমন করেন।

আলতারাক—আলমারি প্রঃ বন্ধ করিবার খিল বিঃ, মুর্শো, staple and hasp. আ-মূ। বি।

আলতো—অতি সন্তর্পণে; প্রায় না ছুঁইয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

আলনা—বস্ত্রাদি রাখিবার ঝুলানো কাষ্ঠময় দণ্ডাধার। বাংপ্র। বি।

আলপনা—আলিপনা, এল্পন। 'অলিম্পন' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আলপাকা—পশমী বস্ত্র বিঃ; দীর্ঘ রেশম-তুল্য লোমবিশিষ্ট পেরুদেশীয় মেষবৎ পশু বিঃ। ইং। বি।

আলপিন—কাগজ গাঁথিবার পিন। <পো 'alfinette'. বি।

আলপ্তি—রাগরাগিণীর আলাপ। আ—লপ্ +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আলপ্তিগিন—ইনি প্রথমে জনৈক মুসলমান নরপতির ক্রীতদাস ছিলেন, এবং ক্রমে তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। পরন্তু ইঁহার প্রভুর মৃত্যু হইলে শত্রুপক্ষের ভয়ে ইনি তিন সহস্র তুর্কী ক্রীতদাস সমভিব্যাহারে গজনির নিকটবর্তী কোনও দুর্গম প্রদেশে ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন। ইনি প্রখ্যাত ভারতাক্রমণকারী মামুদের মাতামহ। ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আলফা—গ্রীক বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। গ্রীক। বি।

আলফ্রেড—প্রাচীন ইংলণ্ডের একজন প্রখ্যাত রাজা। এথেল্উল্ফের ঔরসে অসবার্গার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় (৮৪৯ খ্রীঃ)। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা হইলে আলফ্রেড তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও সৈন্যাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন। ৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইলে ইনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে দিনেমারেরা ইংল্যাণ্ড জয় করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করে। তাহাদের সহিত ইঁহাকে অনেকবার যুদ্ধ করিতে হয়। একবার সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়া ছদ্মবেশে জনৈক কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, একদিন কৃষকপত্নী ইঁহাকে অগ্নির উপরিস্থ রুটি উলটাইতে বলিয়া কার্যান্তরে গমন করে। একে তো আলফ্রেড রাজা, এ সকল কার্যে অনভ্যস্ত, তাহার উপর তিনি আপনার দেশোদ্ধারের চিন্তাতেই নিমগ্ন ছিলেন, কাজেই রুটি উলটাইতে বিস্মৃত হওয়ায় রুটি পুড়িয়া যায়। কৃষকপত্নী ফিরিয়া আসিয়া ইহা দেখিয়া আলফ্রেডকে নানারূপ তিরস্কার করে।

আলফ্রেড বীণাবাদকের বেশে দিনেমার-দিগের শিবিরে গমনপূর্বক স্বচক্ষে তাহাদের বলাবল পরিদর্শন করিয়া আসেন, এবং তাহার পর আপনার সৈন্যসামন্তগণকে একত্র করিয়া এডিংটন নামক স্থানের যুদ্ধে দিনেমারদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন। অতঃপর উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইলে, আলফ্রেড দেশের কিয়দংশ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া অবশিষ্টাংশে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। নৌ-সেনার সৃষ্টি করিয়া ইনি দিনেমার দস্যুদিগের উপদ্রব হইতে দেশের উপকূলভাগ নিরাপদ্ করেন।

এই সকল যুদ্ধ ভিন্ন আলফ্রেড দেশে আভ্যন্তরিক শাসনপ্রণালীর অনেক উন্নতি-সাধন এবং বহু হিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। দেশে বিদ্যা-চারও যথেষ্ট সুবিধা করিয়া প্রজা বর্গের হিতসাধন করেন।

ইনি সমস্ত দিবসকে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগ ধর্মকার্যে, আর এক ভাগ রাজকার্যে অতিবাহিত করিতেন, এবং অবশিষ্ট এক ভাগ আহার ও নিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। ইঁহার মহিষীর নাম অল্সউইথ। তাহার গর্ভে ইঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা জন্মে। ৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

আলবত—অবশ্যই, নিশ্চয়, নিঃসন্দেহ। আ-মূ। অ।

আলবলা, আলবোলা—ফরসি, সটকা, ধূমপানের যন্ত্র। ফা। বি।

আলবাল—গাছের গোড়ায় জল দিবার নিমিত্ত মাটির ঘের, চারমালা। আ—ল (ছেদন করা)+আল্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

আলব্ধ—সংস্পৃষ্ট; উক্ত; হিংসিত। আ লভ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

আলমগীর ... ম)—দিল্লীর মোগল-সম্রাট শাহজাঁহার ... পুত্র আওরং... পিতাকে ... প্রাণসংহার

'জগদ্বিজেতা' আখ্যা গ্রহণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৫৮ খ্রীঃ)। [আওরঙ্গজেব দ্রঃ।]

আলমগীর (২য়)—দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ আহম্মদ শাহ্ ও তদীয় উজির (প্রধান মন্ত্রী) গাজিউদ্দিনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে গাজিউদ্দিন সম্রাটের প্রাণবধ করিয়া জাহান্দার শাহ্এর এক পুত্রকে দ্বিতীয় আলমগীর উপাধি দিয়া দিল্লীর সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৫৪ খ্রীঃ), এবং স্বয়ং তাঁহার উজির হন। অতঃপর গাজিউদ্দিন শঠতাপূর্বক পঞ্জাব অধিকার করায় আহম্মদ শাহ্ আবদালি তৃতীয়বার ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লী, মথুরা প্রভৃতি নগর লুণ্ঠন ও অধিবাসীদিগকে হত্যা করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। অনন্তর গাজিউদ্দিন মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহায়তায় পঞ্জাব পুনরধিকার করেন। ইহাতে আহম্মদ শাহ্ আবদালি চতুর্থবার ভারতবর্ষে আগমনপূর্বক মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাস্ত করেন (১৭৫৯)। এই কারণে গাজিউদ্দিন প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত সম্রাট্ আলমগীরকে হত্যা করিয়া শাহ্জাহা নামে এক ব্যক্তিকে সম্রাট্ করেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার না করাতে আলমগীরের পুত্র শাহ্ আলম আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন (১৭৫৯ খ্রীঃ)।

আলমারি - দ্রব্যাদি রাখিবার জন্য কপাটযুক্ত দণ্ডায়মান আধার বি., almyrah. <ই° 'almirah'. বি।

আলমোরা—উত্তরপ্রদেশস্থিত কুমায়ুন বিভাগের জেলা ও প্রধান শহর। বহু শতাব্দী যাবৎ এই স্থানটি দেশীয় শাসকগণের অধিকারে ছিল। রোহিলাগণই সর্বপ্রথমে আলমোরা অধিকার করে, কিন্তু দেশের দারিদ্র্যে এবং ঋতুর কঠোরতায় বিরক্ত হইয়া কয় মাস পরেই স্থানটি পরিত্যাগ করে। ১৭৯০ খ্রীঃ গুর্খারা শহরটি হস্তগত করিয়. তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করে। ১৮১৫ খ্রীঃ এইখানেই ইংরেজসৈন্য গুর্খাগণের উপর জয়লাভ করিয়া নেপাল যুদ্ধের অবসান করে। উচ্চতা ও শৈত্যগুণ জন্য স্থানটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ক্ষয়কাশগ্রস্ত রোগীকে বায়ুপরিবর্তন জন্য অধুনা অনেক চিকিৎসক এইখানে যাইতে পরামর্শ দিয়া থাকেন।

আলম্ব—১। অবলম্বন ... —লম্ব্ (লম্বিত ... হওয়া) ... ২। আশ্রয়। বি; পু ও ... ; নম্র; লম্ব, perpendicular. আ লম্ব্+অচ্ কর্তৃ। বিণ।

আলম্বন—১। অবলম্বন, আশ্রয়করণ; ঝোলানো; (অলংকারশাস্ত্রে) শৃঙ্গারাদি রসের বিভাব বিঃ, যাহা অবলম্বন করিয়া রসের অবতারণা করা হয়। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। সহায়; আশ্রয়; আয়তন; কারণ; ভিত্তি; বৌদ্ধমতপ্রসিদ্ধ প্রত্যয় বিঃ; (অলংকারে) রসালম্বন নায়কাদি। আ - লম্ব্+অন কর্ম। বি।

আলম্বিত—ধৃত, আশ্রিত; ঝোলানো, লম্বমান। আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলম্বী (-ম্বিন্) - অবলম্বনকারী, আশ্রয়ী; লম্বমান; রক্ষক। আ—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আলম্বিনী**।

আলম্ভ বধ, হিংসা; আলিঙ্গন; স্পর্শ; যুদ্ধ। আ—লম্ভ্ (হিংসা করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আলয়—১। গৃহ; আবাস; বাসস্থান; আশ্রয়, নিলয়; আধার; সংস্পর্শ। আ—লী (লয় পাওয়া)+অল্ অধি। বি; পু। ২। লয় পর্যন্ত। অব্যয়। অ।

আলয়-বিজ্ঞান—বৌদ্ধমতে সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান জন্মে। বি; ক্লী।

আলস ১। অলস, কুঁড়ে; ঢুল ঢুলু ('— নয়ন')। অলস+ক স্বার্থে। বিণ। ২। আলস্য; ঔদাস্য। অলস+ক ভাবার্থে। বাংপ্র। বি।

আলসে—১। অলস, শ্রম-কাতর, কুঁড়ে। বাংপ্র। বিণ। ২। ছাদের পার্শ্বস্থ অনুচ্চ প্রাচীর। বি।

আলস্য - অলসতা, সামর্থ্য-সত্ত্বেও কর্মে অনুৎসাহ, শ্রমবিমুখতা, শ্রমকাতরতা, কুঁড়েমি। অলস শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

আলস্য-ত্যাগ—কুঁড়েমি ছাড়া; গাত্রভঙ্গ, গাভাঙ্গা; গা মোড়ামুড়ি দেওয়া; জৃম্ভণ; হাইতোলা। ৬তৎ। বি; পু।

আলস্যপর শ্রমবিমুখ, আলসে, কুঁড়ে। আলস্যে পর (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ।

আলস্যপরতন্ত্র—আলস্যের অধীন, অলস, শ্রমবিমুখ। ৬তৎ। বিণ।

আলস্যপরবশ—আলস্যের অধীন, অলস, শ্রমবিমুখ। ৬তৎ। বিণ।

আলস্যপরায়ণ - অলস, শ্রমবিমুখ, কুঁড়ে, সামর্থ্যসত্ত্বেও কর্মে অনুৎসাহী। আলস্য পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

—১। বহুলা; শ্রেষ্ঠা। 'আল' দ্রঃ; আল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আলোক, অগ্নিশিখা, আলো। বাংপ্র। বি। ৩। আলোকিত, আলোকময়; ব্যবহারের পর অকর্মণ্য বলিয়া পরিত্যক্ত, বিরক্ত, অকেজো; জাল, মেকী। বাংপ্র। বিণ। ৪। প্রধান, শ্রেষ্ঠ, প্রথম। আ। বিণ। ৫। ত্যাগ করা, এলে দেওয়া, দাবি দাওয়া না রাখা। বাংপ্র। ক্রি। ৬। সূর্যতাপে প্রস্তুত। <আতপ। বিণ। ৭। বিশিষ্ট যুক্ত অধিকারী নিবাসী ইঃ বাচক প্রত্যয় বিঃ ('ফিরি-আলা', 'দিল্লী-আলা')। তি-মু। **সদর আলা**—সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কর্মচারী।

আলাই আপদ্, কণ্টক, উৎপাত। বাংপ্র। বি।

আলাই-বালাই—আপদ্ বিপদ্, বিষম উৎপাত, অমঙ্গল, অশুভ। বাংপ্র। বি।

আলাউদ্দিন খিলিজি—দিল্লীর সুলতান। ইনি দিল্লীর প্রথম খিলিজি সম্রাট্ জলালউদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র। জলালউদ্দিন ইঁহাকে কারার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইনি ৮০০০ সৈন্যসমভিব্যাহারে বিন্ধ্যাচল পার হইয়া দেবগিরির অধিপতি রামরাজাকে ও মহারাষ্ট্রপতি যাদবকে পরাস্ত করিয়া বিস্তর ধনরত্নসহ দিল্লীতে প্রত্যাবৃত্ত হন এবং সদাশয় পিতৃব্যের প্রাণবধ করিয়া স্বয় রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন (১২৯৫ খ্রীঃ), এবং কিছু দিন পরেই জালালউদ্দিনের পুত্রদ্বয়েরও প্রাণ সংহার করিয়া স্বীয় রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। ১২৯৭ খ্রীঃ ইনি গুজরাট অধিকার করিয়া তথাকার রাজমহিষী কমলাদেবীকে হরণ করেন। অতঃপর চিতোর রাজ্ঞী পদ্মিনীর অলোকসামান্য সৌন্দর্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে চিতোর আক্রমণ করিয়া উহা বিধ্বস্ত করেন (১৩০৩ খ্রীঃ), কিন্তু কামান্ধের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। পদ্মিনী শেষমুহূর্তে জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন। চিতোরের রানাও পার্বত্য অঞ্চলে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে মোগলেরা পাঁচবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, কিন্তু প্রত্যেক বারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মালিক কাফুর নামক ইঁহার একজন সেনানী দক্ষিণাবর্তের অন্তর্গত তৈলঙ্গ, কর্ণাট, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অনেক স্থান অধিকার করেন। ১৩১৬ খ্রীঃ অব্দে আলাউদ্দিনের মৃত্যু হয়।

আলাওল (অলওয়াল) সাহেব, সৈয়দ—আলাওল সাহেব প্রসিদ্ধ প্রাচীন বঙ্গীয় মুসলমান কবি। অনুমান, খ্রীষ্টীয় ১৬২৫ অব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত

জালালপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে ইনি স্বীয় পিতার সহিত নৌকাযোগে রোসাঙ্গে (আরাকানে) গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে পোর্তুগীজ বোম্বেটেরা (হার্মাদগণ) নৌকা আক্রমণ করিয়া পিতাকে নিহত করে, এবং পুত্র কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিয়া রোসাঙ্গে পৌঁছিয়া তত্রত্য বৌদ্ধ নরপতি শ্রীচন্দ্র সুধর্মার আশ্রয় প্রাপ্ত হন। জীবনের অবশিষ্ট কাল কবি আলাওল আরাকানেই যাপন করেন। আরাকান-রাজ শ্রীচন্দ্র এবং রাজামাত্য মাগন ঠাকুর, সোলেমান প্রভৃতির প্রিয়পাত্র হইলেও, এই নবাগতকে রাজানুগ্রহ লাভ করিতে দেখিয়া কয়েকজন সভাসদ ইঁহার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিতেন। সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের ভ্রাতা শাহ সুজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে রোসাঙ্গ-রাজের বিরাগ-ভাজন হইয়া সপরিবারে প্রাণ বিসর্জন দিতে বাধ্য হন। এই সময়ে আরাকানে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়, এবং আলাওলের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ সভাসদগণের ষড়যন্ত্রক্রমে আলাওল সাহেবকে কারারুদ্ধ করা হয়। পরে ইঁহাকে নিরপরাধ জানিয়া সসম্মানে মুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। আরাকানে অবস্থানকালে কবি আলাওল মাগন ঠাকুরের অনুরোধে চিতোরাধিপতি ভীমসিংহ ও পদ্মিনীর উপাখ্যান অবলম্বনে পদ্মাবতী কাব্য, সয়ফল মুল্লুক ও বদি উজ্জমাল নামে একখানি ফারসী গ্রন্থের বাঙ্গালা কবিতায় অনুবাদ করেন। ইনি সপ্তপয়কর নামে আর একখানি ফারসী কথাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, দারা সেকন্দর নামক ফারসী কাব্যের বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ, লোর চন্দ্রাণী এবং সতী ময়না নামক অপর দুইখানি গ্রন্থ এবং আরবী তোহফা নামক গ্রন্থের বাঙ্গালায় পদ্যানুবাদ রচনা করেন। ইহা ছাড়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বহুসংখ্যক পদাবলীও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। কবি আলাওল সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপন্ন, এবং হিন্দুর আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। পরিণত বয়সে আরাকানেই ইঁহার মৃত্যু হয়।

আলাওলা এলাইয়া, আলুলায়িত করিয়া, খুলিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

আলাত—জ্বলন্ত অঙ্গার। অলাত শব্দ+ক স্বার্থে। বি; ক্লী।

আলাদা-পৃথক্, স্বতন্ত্র, অন্য। <আ 'অলাহিদহ্'। বিণ। **আলাদা করে' দেখা**—ভিন্ন ভাবা। **আলাদা হওয়া**—পৃথক্-অন্য হওয়া।

আলান-১। গজবন্ধন-স্তম্ভ, বন্ধনের খোঁটা। আ—লা (গ্রহণ করা)+অনট্ অধি। ২। গজবন্ধনরজ্জু। আ—লা+অনট্ করণ। ৩। বন্ধন। আ—লা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আলানো ১। খোলা; আলগা করা; আলুলায়িত করা; বিরক্তি উৎপাদন বা অসামর্থ্য প্রকাশ দ্বারা ত্যাগ করানো। ক্রি। ২। বাসী ('—ভাত'); দূষিত; টক। বাংপ্র। বিণ।

আলাপ—কথোপকথন, পরিচয়; জানাশুনা; উচ্চারণ; ভাষা; পক্ষিরব; রাগরাগিণীর স্বর-সাধন, গানের সুর ভাঁজা। আ—লপ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। **আলাপ করা**-কথাবার্তা বলা; সুর সাধা। **আলাপ বন্ধ করা** মনোমালিন্য হেতু কথাবার্তা না কহা।

আলাপচারী—১। যে ভাল কথোপকথন করিতে পারে এমন। উপতৎ; আলাপ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। ২। সুর-ভাঁজা; কথাবার্তা। 'আলাপ-চর্যা' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আলাপন—কথোপকথন, আভাষণ; আশীর্বাদ; কূজন। আ—ণিজন্ত লপ্ (=লাপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আলাপনীয়—আলাপযোগ্য। আ—ণিজন্ত লপ্ (=লাপি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

আলাপ-পরিচয়—পরস্পর কথাবার্তা ও জানাশুনা। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

আলাপ-সালাপ—গল্প-গুজব, গাল-গল্প; কথোপকথন। বাংপ্র। বি।

আলাপিত—সম্ভাষিত; পরিচিত। আ—ণিজন্ত লপ্ (=লাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলাপিনী—বীণা বিঃ; আলাপকারিণী। বিণ; স্ত্রী।

আলাপী (-পিন্) যে অন্যের সঙ্গে ভাল করিয়া আলাপ করে এরূপ; আলাপ-প্রিয়; সামাজিক। আলাপ শব্দ+ইন্; বা আ—লপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

আলাপ্য—আলাপযোগ্য; কথনীয়। আ—ণিজন্ত লপ্ (=লাপি)+য কর্ম। বিণ।

আলাবু, আলাম্বু-অলাবু, তুম্বী লাউ, কদু। অলাবু+ষ্ণ, ষ্ণ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

আলাভোলা, আলাভুলা—নেহাত ভালমানুষ, অনবহিত, অসতর্ক, বেহুঁশ, আত্মবিস্মৃত; সরল, সাদাসিধে; বিষয়-জ্ঞানশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

আলায়-আলায়—আলো থাকিতে থাকিতে, দিনে দিনে, বেলায় বেলায়; যথাকালে, উপযুক্ত সময়ে, নির্বিঘ্নে; অধিক আপদ্ না ঘটাইয়া। প্রাদেশিক। ক্রি-বিণ।

আলাল—ঐশ্বর্যশালী, ধনী, আঢ্য, বড়-মানুষ; অকর্মণ্য। হি-মু। বি বা বিণ। **আলালের ঘরের দুলাল**—ধনীর একমাত্র আদুরে ছেলে; অতিশয় আদুরে ছেলে।

আলাল-চক্র—অলাত-চক্র, কুলাল-চক্র, কুমারের চাক। কপ্র। বি।

আলাহাবাদ (বা এলাহাবাদ)—উত্তর প্রদেশের অন্যতম বিভাগ, জেলা ও শহর। ইহার হিন্দু নাম প্রয়াগ। প্রয়াগ অতি প্রাচীন স্থান। প্রয়াগ অর্থে যাগ (যজ্ঞ) স্থল। ইহারই অন্তর্গত শৃঙ্গবের পুরে রামচন্দ্রের মিত্র গুহক চণ্ডালের রাজধানী ছিল। আলাহাবাদের চতুর্দিকস্থ প্রদেশেই মহাভারতোক্ত বারণাবত। বর্তমান কালের আলাহাবাদের প্রথম ঐতিহাসিক বিবরণ তত্রত্য অশোকস্তম্ভে বিদ্যমান। এই স্তম্ভটি খ্রীঃ পূঃ ২৪০ অব্দে মহারাজ অশোককর্তৃক রচিত হয়। ইহাতে তাঁহার অনুশাসনলিপি খোদিত আছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে সমুদ্র-গুপ্ত আপনার যুদ্ধজয়-বার্তা এই স্তম্ভেই খোদিত করাইয়াছিলেন। জাহাঙ্গীর বাদশাহ্ ১৬০৫ খ্রীঃ ইহার সংস্কার করিয়া পারস্য ভাষায় আপনার সিংহাসন অধিকারের সংবাদ এতদুপরি খোদিত করান। ১১৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত আলাহাবাদের সবিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। উক্ত অব্দে সাহাবুদ্দিন ঘোরী এই প্রদেশটি অধিকার করেন। ১৫২৯ খ্রীঃ বাবর শাহ পাঠান হস্ত হইতে আলাহাবাদ নিজাধিকার-ভুক্ত করেন। যুবরাজ সেলিম পিতার রাজত্বকালে শাসনকর্তা স্বরূপে আলাহাবাদে বাস করিতেন। পরবর্তী কালে, এই দেশ কখনও মহারাষ্ট্রীয়গণের, কখনও বা অযোধ্যার নবাবের হস্তে থাকে। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরেজ গভর্নমেন্ট এই স্থানটি মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহ্ শাহ্ আলমকে প্রদান করেন। কিছুকাল এই স্থান মোগল বাদশাহের রাজধানী স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৭৭১ খ্রীঃ শাহ্ আলম রাজধানী দিল্লীতে উঠাইয়া লইয়া যান এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহ্ ইহা পরিত্যাগ করিলে ইংরেজ ৫০ লক্ষ টাকায় ইহা অযোধ্যার নবাবকে বিক্রয় করেন। নবাবের দেয় রাজস্ব অনেক বাকী পড়ায় তিনি

তদ্বিনিময়ে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দেশগুলি ইংরেজকে প্রদান করেন (১৮০১ খ্রীঃ)।

আলাহাবাদে প্রতি বৎসরে মাঘমেলা হইয়া থাকে। সেই উপলক্ষে সংগমস্থলে স্নান করিবার উদ্দেশ্যে বহু হিন্দুর সমাগম হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে যে কুম্ভ মেলা হয়, তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক সমবেত হইয়া থাকে। এই শহরে একটি হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

আলাহিদা—আলাদা, পৃথক্, স্বতন্ত্র। আ-মূ। বিণ।

আলাহিয়া—বেলাবল ঠাটের রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

আলি—১। সখী; শ্রেণী; ক্ষেত্রের জলনির্গমন নিবারণার্থে নির্মিত অনতি-উচ্চ বাঁধ। অল্+ইণ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। ভ্রমর; বৃশ্চিক; শ্রেণী; বংশ; সেতু; জাঙ্গাল; মৃত্যুভয়বারণ সাধনভজন; মত্ততা। আ—অল্+কি কর্তৃ। বি; পু। ৩। সরল; অনর্থ। বিণ।

৪। মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জামাতার নাম আলি। ইঁহার পিতার নাম তালিব। ৫৯৯ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। মহম্মদের কন্যা ফতেমা বিবির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মহম্মদ ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তিনি বলিতেন, 'আমি জ্ঞানের ভাণ্ডার; আলি তাহার দ্বার। আমি আলির নিমিত্ত, আলিও আমার নিমিত্ত।' ফতেমার গর্ভে হাসান ও হুসেন নামে আলির দুই পুত্র জন্মে। অকালে ফতেমার মৃত্যু হইলে, আলি আরও কতিপয় পত্নী গ্রহণ করেন, সেই সকল পত্নীর গর্ভে ইঁহার আরও ১৮টি পুত্র ও ১৮টি কন্যা জন্মে। মহম্মদের মৃত্যুর পর আলি শ্বশুরের পদলাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু ওসমান ও ওমার কর্তৃক পরাভূত হইয়া আরবে পলায়ন করেন। এইখানে আলির মুখে কোরানের সুললিত ব্যাখ্যা-শ্রবণে অনেকে মোহিত হইয়া ইঁহার শিষ্য হয়। তৃতীয় খলিফা ওসমানের মৃত্যু হইলে আরব ও মিসরের লোকেরা ইঁহাকে খলিফা বলিয়া গ্রহণ করেন (৬৫৫ খ্রীঃ); কিন্তু পাঁচ বৎসরের পরে ইনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন। ৬৬১ খ্রীঃ অব্দে একদা ইনি মসজিদে বসিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন, এমন সময়ে আবদুর রহমান নামে এক ব্যক্তি পশ্চাদ্দিক্ হইতে ইঁহার পৃষ্ঠদেশে নিদারুণ আঘাত করিয়া পলায়ন করে। সেই আঘাতে চারি দিন পরে আলির মৃত্যু হয়।

আলি ইমাম (সার)—সার আলি ইমাম লর্ড সিংহের পরে গবর্নর-জেনারেলের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের আইন-সদস্যের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর তিনি হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভাপতির পদে কার্য করেন।

পাটনা নগরের নিকটবর্তী ইস্টার্ন রেলের একটি ক্ষুদ্র স্টেশন নেওরা গ্রামে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সৈয়দবংশীয়; ইঁহার পূর্বপুরুষেরা মোগল আমলের পূর্বে এদেশে আগমন করেন। সার আলি ইমামের কয়েকজন পূর্বপুরুষ মোগল ও ইংরেজের আমলে বিশেষ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সার আলি ইমাম প্রথমে আরা জেলা স্কুলে, পরে পাটনা কলেজে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপনার্থ ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গমনপূর্বক ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসর ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি হইতে সার গণেশনারায়ণ চন্দাবরকর, মিঃ সালেম, রামাস্বামী মুদালিয়ার ও স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটেশন নিযুক্ত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলে সার আলি ইমাম তাঁহাদের অনেক সহায়তা করেন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সার আলি ইমাম ব্যারিস্টারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন, এবং অল্পকাল মধ্যে যথেষ্ট সফলতা ও প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সরকার কর্তৃক স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের পদে নিযুক্ত হন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি আলিগড় কলেজের অন্যতম ট্রাস্টী নির্বাচিত হন। মুসলমান শিক্ষাসমিতির কার্যেও ইনি অগ্রণী ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে সার আলি ইমাম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন।

রাজনীতিক্ষেত্রে মিঃ আলি ইমাম উদারমতাবলম্বী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমভাব প্রদর্শন করিয়া ইনি উভয় সম্প্রদায়েরই সমান শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বড়লাট বাহাদুরের কার্যনির্বাহক সমিতির আইন-সদস্যের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সার আলি ইমাম মিঃ জাস্টিস সরফ-উদ্-দীনের স্থলে পাটনা হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুর সার আলি ইমাম মহোদয়কে কার্যনির্বাহক সমিতির প্রথম সভাপতির পদে নির্বাচন করেন। ইহার পর বৎসর অক্টোবর মাসে বড়লাট বাহাদুর তাঁহাকে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া জাতিসংঘের বৈঠকে যোগদানার্থ প্রেরণ করেন। জাতিসংঘের অধিবেশন হইতে প্রত্যাবর্তনের পর সার আলি ইমাম নিজাম বাহাদুরের কার্যনির্বাহক সমিতির সভাপতির কার্যভার পুনরায় গ্রহণ করেন বটে, কিন্তু অল্পকাল পরেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। কিন্তু অনতিকাল বিলম্বে নিজাম বাহাদুর সার আলি ইমামকে পুনরায় আহ্বান করেন। বেরার জেলা পূর্বে হায়দরাবাদের নিজামের সম্পত্তি ছিল। বৃটিশ গবর্নমেণ্ট হায়দরাবাদে কিছু সৈন্য রক্ষা করিতেন। এই সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থ বৃটিশ গবর্নমেণ্ট নিজামের পক্ষে বেরার প্রদেশের শাসনভার অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। এই বেরার প্রদেশ ফিরিয়া পাইবার জন্য নিজাম বাহাদুর সার আলি ইমামকে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বিলাতে সার আলি ইমামের চেষ্টা একেবারে ব্যর্থ হয় নাই।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে সার আলি ইমাম তাঁহার সুচিন্তিত অভিমত বিখ্যাত নেহেরু রিপোর্টে প্রদান করিয়াছেন। তিনি একজন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু-মুসলমানে সমদর্শী ব্যক্তি। ইং ১৯৩২ সালের ৩০শে অক্টোবর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

আলিখিত—যাহা লেখা হইয়াছে এরূপ; বর্ণিত; চিত্রাপিত; অঙ্কিত। আ—লিখ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলিগড়—উত্তর প্রদেশের মিরাট বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা ও শহর। আলিগড়ের অপর নাম কোইল। কথিত আছে, বলরাম এইখানে কোল নামক দৈত্যকে সংহার করেন এবং স্থানটিকে কোইল নামে অভিহিত করেন। মুসলমানগণের প্রথম ভারত আক্রমণের পূর্বে জেলাটি ডোর রাজপুতগণের অধিকারে ছিল। ১১৯৪ খ্রীঃ কুতবউদ্দিন কোইল জেলা আক্রমণ করেন এবং মুসলমান শাসকের অধীন করিয়া দেন। মোগলগণ-কর্তৃক দিল্লী অধিকৃত হইলে বাবর শাহ্ কবক আলিকে কোইলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন (১৫২৬ খ্রীঃ)। এখানে মুসলমানের প্রভুত্ব ও ধর্মনিষ্ঠার অনেক চিহ্ন এখনও বর্তমান আছে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে জেলাটি প্রথমে মহা-

রাজপুতগণের, পরে জাঠগণের হস্তে যায়। ১৭৫০ খ্রীঃ জাঠগণ আফগানগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়। ১৭৮৪ খ্রীঃ সিন্ধিয়া এই জেলা অধিকার করেন। মহারাষ্ট্রীয় অধিকার কালে এখানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মিত হয়। ১৮০২ খ্রীঃ একপক্ষে হোলকার, সিন্ধিয়া ও নাগপুর দেশের রাজা, এবং অপর পক্ষে ইংরেজ, নিজাম ও পেশোয়া—এই দুই পক্ষে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, আলিগড় রক্ষার ভার সিন্ধিয়ার প্রসিদ্ধ ফরাসী সেনাপতি পেরণের হস্তে থাকে। ১৮০৩ খ্রীঃ লর্ড লেক আলিগড় অভিমুখে আগমন করিলে, পেরণ দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। পরে দুর্গ ইংরেজদিগের হস্তগত হয়।

আলিঙ্গন- পরস্পর আশ্লেষ, প্রীতিপূর্বক পরস্পর বাহু ও বক্ষঃ মধ্যে সংযোজন, কোলাকুলি। আ—লিন্গ্ (গমন করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [আলিঙ্গন সপ্তবিধ—আমোদালিঙ্গন, মুদিতালিঙ্গন, প্রেমালিঙ্গন, মানসালিঙ্গন, রুচ্যালিঙ্গন, মদনালিঙ্গন ও বিনোদালিঙ্গন]।

আলিঙ্গনীয় যাহাকে আলিঙ্গন করিতে হইবে বা করা যাইতে পারে এমন, আলিঙ্গন-যোগ্য, আশ্লেষণীয়। আ—লিন্গ্ + অনীয় কর্ম। বিণ। [ক্রি।

আলিঙ্গন্নু- আলিঙ্গন করিলাম। প্রা কপ্র।

আলিঙ্গিত - ১। যাহাকে আলিঙ্গন করা হইয়াছে এরূপ, আশ্লিষ্ট। আ—লিন্গ্ (গমন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মন্ত্র বিঃ। বি ; পু। ৩। আলিঙ্গন। আ—লিন্গ্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

আলিঙ্গী (-ঙ্গিন্) - ১। আলিঙ্গনকারী, আশ্লেষী। আ—লিন্গ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আলিঙ্গিনী**। ২। মৃদঙ্গ বিঃ, মাদোল। বি ; পু।

আলিঙ্গ্য ১। আশ্লেষণীয়, যাহাকে আলিঙ্গন করা উচিত এমন। আ—লিন্গ + ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। আলিঙ্গী, মাদোল। বি ; পু।

আলিঞ্জর—মৃত্তিকানির্মিত জলপাত্র, জালা। অলিঞ্জর শব্দ + ক স্বার্থে। বি ; পু।

আলিনগর—কলিকাতার নামান্তর। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা অধিকার করিবার পর ইহার এই নাম রাখিয়াছিলেন।

আলিপন, আলিপনা পিটালি গোলা দ্বারা চিত্রণ, মেঝে পিঁড়ি বা দেওয়ালে অঙ্কিত মাঙ্গল্য চিত্র। 'আলিম্পন' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আলিপুর—পশ্চিমবঙ্গে চব্বিশ পরগনা জেলার শহর ও একটি মহকুমা।

আলিপ্ত চর্চিত ; কৃতালেপন, আলপনাদেওয়া। আ—লিপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আলিবর্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার সুবাদার হন। সুজা মৃত্যুকালে সরফরাজকে হাজি মহম্মদ, আলমচাঁদ ও জগৎশেঠের সহিত পরামর্শ করিয়া চলিতে বলিয়া যান ; কিন্তু সরফরাজ সিংহাসনে বসিয়াই ইঁহাদিগকে অপমানিত করেন। তাঁহারা তদ্বির করিয়া দিল্লী হইতে আলিবর্দি খাঁর নামে সুবাদারি সনন্দ আনয়ন করেন। আলিবর্দি খাঁ বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি সসৈন্যে মুরশিদাবাদ যাত্রা করিয়া যুদ্ধে সরফরাজকে নিহত করেন, এবং স্বয়ং বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হন (১৭৪০ খ্রীঃ)। ইঁহার তিনটি কন্যা ছিল। আপনার ভ্রাতা হাজি মহম্মদের তিন পুত্রের সহিত এই তিন কন্যার বিবাহ দেন। অতঃপর জ্যেষ্ঠ জামাতা নোয়াজেস মহম্মদকে ঢাকার, মধ্যম সৈয়দ আহাম্মদকে উড়িষ্যার, এবং কনিষ্ঠ জৈনউদ্দিনকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। সৈয়দ আহম্মদ উড়িষ্যায় পদার্পণ করিয়াই নানাপ্রকার উপদ্রব আরম্ভ করিলেন। ইহাতে দেশের সম্ভ্রান্ত লোকেরা পূর্বশাসনকর্তার পক্ষ হওয়াতে সৈয়দ আহম্মদ কারারুদ্ধ হইলেন। আলিবর্দি খাঁ এই সংবাদ পাইয়া উড়িষ্যায় গমন করিয়া জামাতাকে উদ্ধার করেন।

প্রসিদ্ধ বর্গীর হাঙ্গামাই আলিবর্দির শাসনকালের সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিছুকাল পূর্ব হইতে মারাঠা নামে এক হিন্দু সম্প্রদায় দাক্ষিণাত্যে প্রবল হইয়া মোগল সাম্রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া বিধ্বস্ত করিতেছিল। নাগপুরের মারাঠারাজ রঘুজী ভোঁসলা ও তাঁহার মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা আক্রমণ করেন এবং আলিবর্দিকে পরাস্ত করিয়া জগৎশেঠের গৃহ লুণ্ঠনপূর্বক আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। আলিবর্দি খাঁ দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহ্-এর সাহায্য প্রার্থনা করিলে সম্রাট্, পেশওয়া বালাজি বাজিরাওকে বাঙ্গালা রক্ষা করিতে আদেশ করেন। পেশওয়া অবিলম্বে বাঙ্গালায় গমন করিয়া রঘুজীকে তাড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু স্বয়ং দেশলুণ্ঠন করিলেন। ইহাতে আলিবর্দি সম্রাটের দেয় রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিয়া একরূপ স্বাধীন হইয়া উঠেন। পর বৎসর রঘুজী পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করেন এবং বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের উপর যারপরনাই অত্যাচার করেন। আলিবর্দি প্রকাশ্য যুদ্ধে ইঁহাদিগকে দমন করিতে না পারিয়া শঠতাপূর্বক গুপ্তঘাতক দ্বারা ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণসংহার করাইলেন। ইহাতে মারাঠারা অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙ্গালায় ঘোরতর অত্যাচার করিতে থাকে। এইরূপে ক্রমান্বয়ে দশ বৎসর যুদ্ধের পর আলিবর্দি কিছুতেই মারাঠাদিগের উপদ্রব নিবারণ করিতে না পারিয়া অগত্যা তাহাদিগকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং বাঙ্গালা ও বিহারের চৌথস্বরূপ বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন (১৭৫২ খ্রীঃ)। ইহাই 'বর্গীর হাঙ্গামা' নামে প্রসিদ্ধ। বর্গীদের উৎপাতে বাঙ্গালা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বর্গীদিগের অত্যাচার হইতে কলিকাতা রক্ষা করিবার জন্য আলিবর্দি কলিকাতার ইংরেজদিগকে উহার চতুর্দিকে পরিখা খনন করিবার অনুমতি দেন। এই খাত 'মার্হাট্টা ডিচ্' নামে প্রসিদ্ধ। বর্গীর নাম শুনিলে সে কালে আতঙ্কে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হইত ; এমন কি অন্তঃপুরনিবদ্ধা রমণীরাও আপন আপন শিশুপুত্রকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে বলিতেন, "ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে। বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?"

যে সময়ে বর্গীর হাঙ্গামায় সমগ্র বঙ্গরাজ্য উৎসন্ন হইতেছিল, সেই সময়ে দেশমধ্যে আরও তিনটি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। প্রথমতঃ সেনাপতি মুস্তফা খাঁ বিদ্রোহী হন, কিন্তু বিহারের শাসনকর্তা জৈনউদ্দিন কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয়তঃ, হাজি আহম্মদের পুত্র সমসের খাঁ বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক জৈনউদ্দিন ও হাজি আহম্মদের প্রাণনাশ করেন। পরন্তু আলিবর্দি খাঁ ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া নিহত করেন (১৭৪৯ খ্রীঃ)। তৃতীয়তঃ, সিরাজউদ্দৌলা মাতামহের পরিত্যক্ত বিহার রাজ্যের সিংহাসনের প্রার্থী হইয়া পাটনা আক্রমণ করিতে যাইয়া কারারুদ্ধ হন। আলিবর্দি যাইয়া তাঁহাকে মুক্ত করেন। ১৬ বৎসর এইরূপে রাজত্ব করার পর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল আলিবর্দি ৮০ বৎসর বয়সে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহারই শাসনকালে দিনেমারেরা শ্রীরামপুরে কুঠি নির্মাণ করেন।

আলিম—ইনামবাজ, বিদ্বান্। আ। বি বা বিণ।

আলিম্পন, -না—আলিপনা ; আদীপন। আ—লিপ্ (লেপন করা)+অনট্ ভাব, পক্ষে+আপ্। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

আলিস—১। অলস। বিণ। ২। আলস্য। প্রা কপ্র। বি।

আলিসা—১। অলস। <অলস। বিণ। ২। আলস্য। প্রা কপ্র। ৩। আলসে, ছাদের প্রান্ত বা প্রান্তস্থ অনুচ্চ প্রাচীর ; কার্নিস ; সেতুর পার্শ্বস্থ বেষ্টন (রেলিং)। বাংপ্র। বি।

আলী সখী ; বয়স্যা ; পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, সারি ; সেতু ; বৃশ্চিক, বিছা। আলি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আলীঢ়—১। আস্বাদিত, ভক্ষিত ; যাহা লেহন করা হইয়াছে এরূপ, চাটা ; ক্ষত। আ—লিহ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। শরাদি ক্ষেপণকালে বাম জানু মুড়িয়া উপবিষ্ট বা উপবেশন বিঃ। আ—লিহ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

আলীন—লয়প্রাপ্ত, বিলীন ; প্রসৃত, ব্যাপ্ত ; সংমিলিত ; বিগলিত। আ—লী (লয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আলু। ১। মূল বা কন্দ বিঃ ('গোল —', 'লাল —')। বি। ২। শীলার্থক বা বিশিষ্টার্থক প্রত্যয় ('দয়ালু')।

আলুই—শিশুদের বালসার ঔষধ, কালমেঘের পাতা, বেলফুলের কুঁড়ি, যোয়ান, রাঁধুনি, বড় এলাচের খোসা ও লবঙ্গ পোড়া একত্র গুঁড়িয়া রৌদ্রে শুকাইয়া এই ঔষধ প্রস্তুত হয়। প্রাদে। বি।

আলুইয়া—এলাইয়া, আলুলায়িত করিয়া বা হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

আলুক—১। মূল বিঃ, আলু। আলু+কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। ২। কাসালু ; শেষ-নাগ। [আলুকভেদ :—কাষ্ঠালুক (কাঠ আলু, মেটে আলু), শঙ্খালুক (শাঁখ আলু), হস্ত্যালুক (চুপড়ি-আলু), পিণ্ডালুক (সুথনী), মধ্বালুক (মউয়া-আলু), শর্করালুক (শাকরকন্দ), রক্তালুক (রতালু)।] বি ; পু।

আলুথালু—বিশৃঙ্খল ; অসংযত, অবদ্ধ, সিক্ত, গলিত। বাংপ্র। বিণ।

আলুদোষ লাম্পট্য। গ্রাম্য। বি।

আলুনী, আলুনো—আনোনা, লবণহীন, যাহাতে যথোচিত মাত্রায় লবণ নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

আলুফা—১। অনায়াসে বা বিনা ব্যয়ে লব্ধ। বিণ। ২। আলপো, বিনা ঝক্কিতে বা খরচে, আলটপ্পা, অনায়াসে, অমনি। আ-মূ। ক্রি-বিণ।

আলুবোখারা—বদরী জাতীয় ঔষধয় মেওয়া ফল, prune. ফা। বি।

আলুলায়িত—অসংযত, অবদ্ধ, খোলা। আ—লুল্ (বিমর্দন করা)+ক কর্তৃ=আলুল ; আলুল শব্দ+কাঙ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলুলায়িতকুন্তলা—অসংযতবেণী, এলোকেশী। আলুলায়িত হইয়াছে কুন্তল যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

আলুলায়িতকেশা অসংযতবেণী, এলোকেশী। আলুলায়িত হইয়াছে কেশ যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। পক্ষে "**আলুলায়িতকেশী**"ও হয়।

আলুন ঈষচ্ছেদিত ; সম্যকচ্ছেদিত। আ—লূ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আলেকম, আলেকুম—মুসলমানদের প্রতি-নমস্কারসূচক শব্দ [অর্থ—আপনারও (শান্তি হউক)]। আ। অ। **আলেকুম সালাম**—আপনাদের উপরেও (আল্লার) করুণা বর্ষিত হোক।

আলেক্‌জাণ্ডার (দি গ্রেট্)—গ্রীস দেশের অন্তর্গত মাসিডনের বিখ্যাত রাজা। ইনি সাধারণতঃ সেকেন্দর বাদশাহ্ নামে পরিচিত। ফিলিপের ঔরসে ওলিম্পিয়ার গর্ভে খ্রীঃ পূঃ ৩৫৬ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, হোমারের ইলিয়াড নামক গ্রন্থ সর্বদাই ইঁহার সঙ্গে থাকিত। ইনি মহাবীর আকিলিসের বীরত্বকাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন।

পিতার মৃত্যু হইলে বিংশবর্ষ বয়সে ইনি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। অতঃপর দ্বাবিংশবর্ষ বয়সে ইনি এশিয়া-বিজয়ের মানসে ৪০,০০০ সৈন্যসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। পথে রোডস্, এশিয়া-মাইনর, আইওনিয়া, কোরিয়া, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি বহু জনপদ জয় করিয়া ক্রমে পারস্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পারস্যরাজ দরায়ুসের সহিত ঘোরতর যুদ্ধের পর দরায়ুস পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলেন (৩৩৩ খ্রীঃ পূঃ)। পর বৎসর আলেক্‌জাণ্ডার মিসর জয় করিয়া তথায় আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নামক নগর স্থাপন করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ অব্দে ইনি ভারতবিজয়ে অগ্রসর হইলেন, এবং পর বৎসর পঞ্জাবে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে তক্ষশিলারাজ আলেকজাণ্ডারকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া নানা প্রকারে ইঁহার সাহায্য করায় আলেক্‌জাণ্ডার তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। পুরু নামে একজন হিন্দু রাজা ইঁহার গতিরোধে দণ্ডায়মান হইলে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। অবশেষে পুরুরাজ পরাস্ত হইলেন। পুরুরাজের বীরত্ব-দর্শনে আলেক্‌জাণ্ডার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন এবং অনেকগুলি জনপদ জয় করিয়া তাঁহাকে প্রদান করেন। [কোন কোন ঐতিহাসিকের অভিমত, আলেক্‌জাণ্ডার পুরুর নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন।] অনন্তর আলেক্‌জাণ্ডার মগধরাজ্য আক্রমণের অভিলাষী হন, কিন্তু ইঁহার সৈন্যেরা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় অগত্যা ইঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। ইনি সৈন্যগণের কিয়দংশ জলপথে প্রেরণ করিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া স্থলপথে বেলুচিস্থানের মধ্য দিয়া পারস্যে গমন করিলেন ; অতঃপর বাবিলনে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ১২ বৎসর ৮ মাস রাজত্ব করার পর এইখানেই মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

আলেখ—১। লেখা, লেখন। আ—লিখ্+ঘঞ্ ভাব। ২। লেখপত্র, চিঠির কাগজ। আ—লিখ্+অ অধি। ৩। লিপি, পত্র, দলিল। আ—লিখ্+ক কর্ম। বি ; পু।

আলেখন—আলেখ ; খনন ; চিত্রণ। আ—লিখ্+অনট ভাব। বি ; ক্লী।

আলেখনী—লেখনসাধনী, তুলিকা, বর্তিকা। আলেখন+ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। বি ; স্ত্রী।

আলেখা—অলিখিত, সাদা ; অনঙ্কিত ; অচিত্রিত ; অগণিত ; লেখনে অপ্রকাশিত। বাংপ্র। বিণ।

আলেখিয়া—অলখীয়া বা অলখনামী সাধু-সম্প্রদায় [ইহারা 'অলখ' নাম উচ্চারণপূর্বক ভিক্ষা করিয়া অন্যান্য সন্ন্যাসীকে ভোজন করায়]। বি।

আলেখ্য—১। চিত্র, চিত্রময় প্রতিমূর্তি, ছবি। আ—লিখ্+য কর্ম। বি ; ক্লী। ২। লেখনীয়, চিত্রণীয়। বিণ। ৩। লিখন ; চিত্রকরণ। আ—লিখ্+য ভাব। বি ; ক্লী।

আলেখ্যলেখা চিত্রাঙ্কন। বি ; স্ত্রী।

আলেখ্যশেষ—চিত্রাবশিষ্ট, মৃত। আলেখ্য হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ।

আলেখ্যসমর্পিত—চিত্রার্পিত, চিত্রন্যস্ত, ছবিতে আঁকা। বিণ।

আলেপ, আলেপন—লেপন ; আলিপনা, অভ্যঞ্জন। আ—লিপ্+অল্, অনট্ ভাব। বি ; ক্রমে পু, ক্লী।

আলেয়া—জলাভূমিতে গলিত পদার্থাদি হইতে উৎপন্ন বাষ্পোদ্ভূত আলোক, will-o'-the-wisp ; অপদেবতা। বাংপ্র। বি।

আলো ১। আলোক ; প্রকাশ ; জ্যোতি ; দীপ ; অগ্নি ; ধর্ম বিঃ জ্ঞানালোক

(উপহাসে)। বি। ২। আলোকিত; আলোকময়; অসিদ্ধ, অফুটানো, আতপ (তণ্ডুলাদি)। বাংপ্র। বিণ। ৩। সাদর বা সকোপ সম্বোধনে। অ। **আলো আলুনি খাওয়া**—আতপচারের ভাত ও আলুনী তরকারি খাওয়া। **আলো খই** গুড়-না-মাখা বা সাদা খই। **আলো গুড়** অ-জমাট বা পাতলা গুড়। **আলো তামাক**—গুড়-না-মাখা বা খরশান তামাক। **আলো বাঁশ**—যে বাঁশ জলে পচানো নহে। **আলোয় আলোয়**—দিনে দিনে; সুখের দিন থাকিতে থাকিতে; (তত্ত্বার্থে) মতিগতি ইষ্টদেবতার পদে থাকিতে থাকিতে।

আলো-আঁধারি আলোক ও অন্ধকারের সংমিশ্রণ; ধাঁধা। বাংপ্র। বি।

আলোক ১। অবলোকন, দর্শন। আ-লোক্ + অল্ ভাব। ২। দীপ্তি, আলো; দৃষ্টিপথ; জ্যোতির্ময় লোক; জয়ধ্বনি; স্তুতি। আ লোক্ + অল্ কর্ম। বি; পু। ৩। (বাংলায়) উদ্ভাসিত। বিণ।

আলোক-গৃহ—'আলোকস্তম্ভ' দ্রঃ।

আলোকচিত্র—আলোর সাহায্যে তোলা ছবি, 'ফটোগ্রাফ'। মধ্যপ। বি; পু।

আলোকন ১। দর্শন, দেখা। আ—লোক্ (দেখা) + অনট্ ভাব। ২। প্রদর্শন, দেখানো। আ—ণিজন্ত লোক্=লোকি (দেখানো) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আলোকনীয়—অবলোকনীয়, নিরীক্ষ্য, দর্শনীয়, দৃশ্য। আ—লোক্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

আলোকপিণ্ড-পিণ্ডাকার আলোক, গোলাকার লৌহাদি উত্তপ্ত হইলে দূর হইতে যে গোলাকার আলোক দৃষ্ট হয় তাহা। ৬তৎ। বি।

আলোকবিজ্ঞান-আলোক ও দর্শন-বিষয়ক বিদ্যা, Optics. বি; ক্লী।

আলোকময় আলোকপূর্ণ, আলোকিত। আলোক শব্দ + ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ।

আলোকমার্গ—আলোকপথ; গবাক্ষ। বি; পু।

আলোকস্তম্ভ, আলোকগৃহ—অর্ণব-পোতের পথপ্রদর্শক যে স্তম্ভে (থামে) বা গৃহে আলোক প্রদত্ত হয়, lighthouse. মধ্যপ। বি; পু, ক্লী।

আলোকিত ১। আলোকবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্। আলোক + ইত যুক্তার্থে। ২। অবলোকিত, দৃষ্ট। আ—লোক্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। আলোকন। আ—লোক্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আলোকী-আলোকয়িতা, দর্শক। আ—লোক্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

আলোক্য দর্শনীয়। আ—লোক্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

আলোচক—দর্শক; দর্শয়িতা; আলোচনা-কারক। আ—লোচি + ণক কর্তৃ। বিণ।

আলোচন ১। লোচন পর্যন্ত, চোখ পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ। ২। অবলোকন, দর্শন; বিচিন্তন; আন্দোলন, অনুশীলন, চর্চা, নিরূপণ। আ—লোচ্ (দেখা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আলোচনা—আলোচন, দর্শন, অবলোকন, দেখা; আন্দোলন, চর্চা, অনুশীলন। আ—লোচ্ + অন ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

আলোচনা-সাপেক্ষ—যাহা আলোচনা না করিয়া স্থির করা যায় না এমন। ৬তৎ। বিণ।

আলোচনী—আলোচনার বিষয়বস্তু। আ—লোচ্ + অনট্ কর্ম + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আলোচনীয়—অনুশীলনীয়, আলোচনার যোগ্য; বিবেচ্য। আ—লোচ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

আলো-চাল—আতপ চাউল, অসিদ্ধ চাউল, রৌদ্রে শুষ্ক ধান্য হইতে প্রস্তুত চাউল। বাংপ্র। বি।

আলোচিত দৃষ্ট; আন্দোলিত, চর্চিত, অনুশীলিত; বিবেচিত; নিরূপিত; অবধারিত। আ—লোচ্ (দেখা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

আলোচ্য—আলোচনাযোগ্য, আলোচনার বিষয়ীভূত, অনুশীলনীয়। আ—লোচ্ (দেখা) + য কর্ম। বিণ।

আলোড়ন মন্থন; আবর্তন; ঘোঁটা; আন্দোলন; বিলোড়ন; আলোচনা; সম্মেলন। আ—লুড়্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আলোড়িত—মথিত; আলোচিত; মেলিত। আ—লুড়্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

আলোনা, আলুনো লবণহীন, ঈষৎ লবণযুক্ত। 'আলবণ' শব্দজ। বিণ।

আলোয়-আলোয়—আলো য়-আলোয় (তাহা দ্রঃ)।

আলোয়ান—পশমী গাত্রবস্ত্র, পাড়হীন শাল। <আ 'আলবান'। বি।

আলোল ঈষৎ চঞ্চল ('—রসনা'); আসক্ত। নিত্য। বিণ।

আলোহিত ঈষৎ লোহিতবর্ণ, আরক্ত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ।

আল্লা (মুসলমানী ভাষায়) পরমেশ্বর, একমাত্র পূজ্য। আ। বি।

আশ—১। অশন, ভোজন, আহার। অশ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। প্রত্যাশা; ভরসা; আকাঙ্ক্ষা, অভিলাষ, সাধ। আশা শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আশ, আস—১। গানের একটি বর্ণে পরে পরে দুই তিন সুরের যোগ; সুরে পরে পরে বিরাম না দিয়া একত্র ধ্বনি উৎপাদন (তন্মধ্যে প্রথমটি প্রবল হয়)। ২। সদৃশ বস্তু; সমবয়স্ক বা স্বপক্ষীয় লোক; প্রভৃতি। [রাম আস=রাম প্রভৃতি। ঐরূপ সিদ্ধিটে আসটা, ছুটিটা আসটা, মেয়েটা আসটার বিয়ে, ইঃ]। বাংপ্র। বি।

আশংসন আশংসা (সকল অর্থে)। আ—শন্স্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আশংসা—আশা; ইচ্ছা; সম্ভাবনা; কথন; হিতৈষণা; প্রার্থনা; প্রশংসাস্থান। আ + শন্স্ + অ ভাব্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

আশংসিত ১। বাঞ্ছিত; কথিত। আ—শন্স্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আশা; ইচ্ছা; কথন। আ—শন্স্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আশংসিতা (-সিতৃ)—আশংসাকারী, প্রত্যাশী; আকাঙ্ক্ষী, ইচ্ছু। আ—শন্স্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আশংসিত্রী**।

আশংসী (-সিন্)—আশংসিতা (তাহা দ্রঃ)। আ—শন্স্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

আশংসু ইচ্ছু, আকাঙ্ক্ষী; আশংসাকারী, প্রত্যাশী। আ—শন্স্ + উ কর্তৃ। বিণ।

আশক—১। আসক্ত, অনুরক্ত; প্রণয়ী। বিণ। ২। আসক্তি। <আ 'আশিক'। বি।

আশকারা প্রশ্রয়, নাই; রহস্যোদ্ভেদ, অনুসন্ধান দ্বারা সত্য আবিষ্কার, কিনারা; প্রকাশ। [**খুন আশকারা করা**—অনুসন্ধানপূর্বক খুনের আসামী প্রঃ প্রকাশ করা বা ধরা]। ফা। বি।

আশক্ত- সমর্থ। আ—শক্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আশঙ্কনীয় আশঙ্কাযোগ্য। আ—শন্ক্ (ভয় করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

আশঙ্কা ত্রাস, ভয়; সন্দেহ; সংকোচ; বিতর্ক। আ—শন্ক্ (ত্রাস হওয়া) + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

আশঙ্কিত ১। ত্রস্ত, ভীত; সন্দিগ্ধ; সংশয়িত। আ—শন্ক্ (ত্রাস হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। ২। যাহার আশঙ্কা করা হইয়াছে এরূপ। আ—শন্ক্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। সন্দেহ; ত্রাস। আ—শন্ক্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আশঙ্কী (-ঙ্কিন্)—সংশয়কারক; ভীরু। আ—শন্ক্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

আশনা—বন্ধু; প্রণয়ী। ফা। বি।

আশনাই—বন্ধুত্ব; প্রেম, প্রীতি, প্রণয়;

স্ত্রী পুরুষের অবৈধ প্রণয়। < ফা 'আশনা'। বি।

আশপাশ এদিক্ ওদিক্, এধার ওধার, আনাচ-কানাচ; চতুষ্পার্শ্ব; চতুর্দিক্। বাংপ্র। বি।

আশয় ১। অভিপ্রায়; ইচ্ছা; শয়ন। আ—শী (শয়ন করা)+অল্ ভাব। ২। বিভব; মনঃ, অদৃষ্ট; অভ্যন্তর; কর্মজন্য বাসনারূপ সংস্কার; শয্যাগৃহ; আশ্রয়; আধার; স্থান; আবাস; ভাঁড়ার; জঠর; অজীর্ণরোগ। আ—শী+অল্ অধি। বি; পু।

আশরফি পারস্যদেশীয় স্বর্ণমুদ্রা; মোহর। ফা। বি।

আশল—আশা করিল। প্রা কপ্র ক্রি।

আশা ১। আকাঙ্ক্ষা; প্রত্যাশা; দিক্; দৈর্ঘ্য। আ—অশ্ (ব্যাপা)+ও ভাব+আপ্। দিকের পক্ষে অধিকরণ-বাচ্যে। বি; স্ত্রী। ২। দণ্ড বিঃ, আশা সোঁটা নামধেয় দুই প্রকার দণ্ডের অন্যতর; যোগীদিগের দণ্ড বিঃ [এই দণ্ড কুক্ষিতলে স্থাপনপূর্বক তদবলম্বনে কোন কোন যোগী যোগসাধন করেন]। বাংপ্র। বি।

আশাজনক, -জনন—আশাপ্রদ। ৬তৎ। বিণ।

আশাতীত বাসনাতীত, আশার অধিক, যত দূর বাসনা করা হইয়াছে তাহা অপেক্ষাও অধিক। ৬তৎ। বিণ।

আশানন্দ—রামানন্দের দ্বাদশ শিষ্যের অন্যতম। [রামানন্দের দেহান্তর হইলে ইনিই গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হন।] বি; পু।

আশানন্দ ঢেঁকি জনৈক বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্রাহ্মণবীর। নদীয়া জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ শান্তিপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। সে সময়ে এদেশে ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া প্রভৃতি জেলার বড় বড় জমিদারেরা লাটের সময়ে আশানন্দের নিকট কালেক্টরির দের টাকা পাঠাইয়া দিতেন। আশানন্দ তাঁহাদের লোকজন-সমভিব্যাহারে সেই টাকা কালেক্টরিতে যাইয়া পৌছাইয়া দিতেন। কথিত আছে এক সময়ে ইনি এইরূপ অনেক টাকা লইয়া যাইবার সময় পথে রাত্রি উপস্থিত হওয়ায় জনৈক আত্মীয়ের বাটীতে আতিথ্য স্বীকার করেন। ডাকাতেরা টাকার সন্ধান পাইয়া গভীর নিশীথে বাটী আক্রমণ করিল। গোলমালে আশানন্দের সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়ায়, ইনি তাড়াতাড়ি আর কিছু না পাইয়া ঢেঁকিশালা হইতে একটা ঢেঁকি লইয়া তাহাই ঘুরাইতে ঘুরাইতে দস্যুদলের সম্মুখীন হইলেন, এবং ঢেঁকির প্রহারে ডাকাতগণকে জর্জ্জরিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। সেইদিন হইতে ইঁহার নাম হইল "আশানন্দ ঢেঁকি"। এইরূপ অসামান্য ক্ষমতা দেখাইয়া ইনি অনেকবার ডাকাতের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। ইঁহার বিলক্ষণ আহারশক্তি ছিল। দরিদ্রের প্রতি ইঁহার অসাধারণ দয়া ছিল।

আশান্বিত আশাযুক্ত। আশা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

আশাপথ আগ্রহের সহিত অপেক্ষমাণ ব্যক্তির পক্ষে আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির আগমনপথ। আশা রূপ পথ, রূপক। বি; পু।

আশাপ্রাপ্ত—যে কোনরূপ আশা পাইয়াছে এমন; আশান্বিত, প্রত্যাশী; যে আশার বস্তু পাইয়াছে এমন, কৃতার্থ। ২তৎ। বিণ।

আশাবরী—রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

আশাবাই আশার বাতিক বা উন্মাদ; উৎকট প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা। বাংপ্র। বি।

আশাবাদী (-দিন্)—সর্ব বিষয়ে ভাল আশা পোষণ ও প্রদান যাহার স্বভাব এমন, optimist. আশা—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী,-**বাদিনী**। বি, -**বাদিতা** (optimism).

আশাবান্ আশান্বিত। আশা+বতুপ্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

আশাভঙ্গ—প্রত্যাশা-নাশ, যাহা পাইব বলিয়া বিশ্বাস হইয়াছিল তাহা না পাওয়া; নৈরাশ্য। ৬তৎ। বি; পু।

আশাভরসা আকাঙ্ক্ষা এবং সাহস। চলিত বাঙ্গালা শব্দ। উভয় শব্দই একার্থ-বোধক। বি।

আশামরীচিকা—মৃগতৃষ্ণিকার মত অলীক মোহকারিণী আশা, ছলনাময়ী আশা। রূপক। বি; স্ত্রী।

আশালতা—আশারূপ লতা। রূপক। বি; স্ত্রী।

আশাসোঁটা রাজনিদর্শন দণ্ড, sceptre. আ+হিং। বি।

আশাস্পদ—আশার স্থল, যেখানে আশা করা যায়। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

আশাহত—নষ্টাশ, হতাশ। আশা হতা যাহার, বহু। বিণ।

আশি—৮০ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'অশীতি' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

আশিস্ 'আশীঃ' দ্রঃ।

আশী ১। সর্পের বিষদন্ত; সর্পবিষ; শুভকামনা, মঙ্গল প্রার্থনা, আশীর্বাদ; ভক্ষক। আ—অশ্+ক্বিপ্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। আশি (৮০)। অশীতি শব্দের অপভ্রংশ। **আশী সিক্কা ওজন** পাকি এক সের। **আশী সিক্কা ওজনের চড়** প্রচণ্ড চপেটাঘাত।

(আশিস্) ১। শুভকামনা, মঙ্গলপ্রার্থনা, আশীর্বাদ; বাসনা, অভিলাষ। আ—শাস্+ক্বিপ্ ভাব। ২। সর্পের বিষদন্ত। আ—শাস্+ক্বিপ্ করণ। বি।

আশীর্বচন আশীর্বাদ। [আশীর্বাদ দ্রঃ।] আশিস্ শব্দ—বচ্ (বলা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আশীর্বাণী আশীর্বাদ। আশীঃ-সূচিকা বাণী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

আশীর্বাদ ১। আশীর্বচন, শুভাকাঙ্ক্ষা-সূচক বাক্য, ইষ্টার্থের কথন। আশিস্ শব্দ (আশীঃ)—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। (বাঙ্লায়) অনুগ্রহ, কৃপা।

আশীর্বাদক আশীর্বাদকারী, শুভপ্রার্থক। আশিস্ (আশীঃ)—বদ্ (বলা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আশীর্বাদিকা**।

আশীর্বাদী ১। আশীর্বাদকালে দেয় ('— পুষ্প')। বিণ। ২। আশীর্বাদে দেয় দ্রব্যধনাদি। বাংপ্র। বি।

আশীবিষ সর্প। আশীতে (দন্তে) বিষ যাহার, বহু। বি; পু। স্ত্রী—**আশীবিষী**।

আশীষ—আশীর্বাদ। বাংপ্র। বি।

আশু—১। আউশ ধান। অশ্ (ব্যাপা)+উণ্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। শীঘ্র; ক্ষিপ্র। অ।

আশুকারী (-কারিন্)—ক্ষিপ্রকারী, সত্বর কার্যসাধক, যে শীঘ্র কার্য সম্পাদন করিতে পারে এমন। আশু—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আশুকারিণী**।

আশুগ ১। শীঘ্রগামী। উপপদ; আশু—গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বাণ; বায়ু; সূর্য। বি; পু।

আশুগতি—১। শীঘ্রগামী। আশু (শীঘ্র) গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। বায়ু। বি; পু। ৩। শীঘ্রগমন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আশুগামী (-গামিন্)—শীঘ্রগামী। উপপদ; আশু—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আশুগামিনী**।

আশুতর—অধিকতর শীঘ্র। আশু শব্দ+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

আশুতোষ—১। সহজে সন্তুষ্ট। বহু। বিণ। ২। মহাদেব, শিব। বি; পু।

আশুতোষ চৌধুরী—ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ চৌধুরী বংশের সন্তান। পাবনা জেলার সুপ্রসিদ্ধ বাগের রায়-পরিবার ইঁহার মাতুলবংশ। এই বাগ গ্রামে, মাতুলালয়ে ইং ১৮৫৯ সালের জুন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং কর্মোপলক্ষে বহুদিন দক্ষিণ-বঙ্গে বাস করেন। বাল্যকালে আশুতোষ প্রথমে যশোহরের স্কুলে ও কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে, এবং তৎপরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে একসঙ্গে বি-এ এবং এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বিলাত গমন করেন, এবং সেখানে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের St. John's College-এ প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি তথায় গণিতশাস্ত্রে বি-এ এবং পরবৎসর আইনে Ld. M. ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। তাহার পর ১৮৮৬ খ্রীঃ ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, এপ্রিল মাসে কলিকাতার হাইকোর্টে যোগদান করেন। এই বৎসরেই ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্রী এবং হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবীকে বিবাহ করেন। আইন ব্যবসায়ে উত্তরোত্তর কৃতিত্ব লাভ করিয়া ইনি ক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন অগ্রগণ্য ব্যারিস্টার হইয়া উঠেন। ১৯১২ খ্রীঃ ইনি হাইকোর্টের জজিয়তি পদ লাভ করেন। ইং ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জজিয়তি ত্যাগ করেন, এবং এই সময়ে গভর্নমেন্টের নিকট 'সার' (Sir) উপাধি প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি আবার ব্যারিস্টারী করিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার পত্নী ১৯২২ সালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইং ১৯২৪ সালের ২৩শে মে তারিখে ইনিও মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনি বাঙ্গালার আইন সভার সদস্য ছিলেন। ইনি চিরজীবন সাধারণের হিতকর নানারূপ অনুষ্ঠানে যোগদান এবং সহায়তা করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি কংগ্রেস দলভুক্ত ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বর্ধমান অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হইয়া স্বীয় অভিভাষণে সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন যে, "পরাধীন জাতির রাজনীতি নাই।" ইনি যথার্থ স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন,—স্বদেশী আন্দোলনের যুগে মনে প্রাণে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। Bengal Landholders' Association ইঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়, এবং বহুবৎসর যাবৎ ইনি তাহার Secretary ছিলেন। Bengal National College of Education-এর প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে ইনি একজন প্রধান, এবং বারাণসীর হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকল্পেও ইনি যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। দিনাজপুরের সাহিত্যসম্মিলনে সভাপতির আসন এবং কলিকাতার সাহিত্যপরিষদে সহকারী সভাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ইনি আন্তরিক বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছিলেন।

আশুতোষ দেব ১। (১৮৬৭—১৯৪৩ খ্রীঃ)। খ্যাতনামা গ্রন্থরচয়িতা ও পুস্তক-প্রকাশক। পিতা বরদাপ্রসন্ন (দেব) মজুমদার। ইনি দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড নামক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশন ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা। বহু অভিধান ও অর্থপুস্তক প্রকাশ করিয়া ইনি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। ইঁহার অন্যতম পুত্র শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার একজন বিশিষ্ট পুস্তক-প্রকাশক ও সাহিত্যসেবী।

২। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনকুবের স্বর্গীয় রামদুলাল সরকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। সাধারণতঃ ইনি "ছাতুবাবু" নামেই পরিচিত ছিলেন। সংগীত-বিদ্যায় ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ইনি বিবিধবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়া সাধারণে বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সংগীতজ্ঞদিগের মধ্যে উৎসাহবর্ধনার্থ ইনি অনেক সময় তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিতেন। ফলতঃ ইনি নিজে সংগীতজ্ঞ ছিলেন, সংগীতজ্ঞের আদর করিয়া নিজ গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিতেন, এবং সংগীতের উৎকর্ষসাধনকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ইনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের যথেষ্ট আনুকূল্য করিতেন। তারকেশ্বর ও কাশীধামে ছাতুবাবুর অনেক কীর্তি আছে।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ইনি কলিকাতা ভবানীপুরনিবাসী স্বর্গীয় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। জন্ম ইং ১৮৬৪ সালের ২৯শে জুন। ইঁহাদের আদি নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত জীরাট-বলাগড় গ্রামে।

১৮৮৫ খ্রীঃ আশুতোষ গণিতে এম এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন, তৎপূর্বে বি এ পরীক্ষাতেও প্রথম হইয়াছিলেন। পরবৎসর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১০ হাজার টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি. এল. (আইন) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৮৮৮ খ্রীঃ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন, এবং পরবৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন। ইনি ১৮৯৯ এবং পুনরায় ১৯০১ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হইয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, এবং ১৯০৩ খ্রীঃ আবার উক্ত সভার প্রতিনিধি-স্বরূপ বড়লাটের সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ইনি হাইকোর্টের জজ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ইনি ডি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে আসীন হইয়া ইনি শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে অনেক কার্য সম্পাদনপূর্বক ও একাদিক্রমে আটবৎসরকাল উক্ত পদের কর্তব্য সমাধানানন্তর ১৯১৪ খ্রীঃ ঐ পদ ত্যাগ করেন। তৎপূর্বে ইনি গভর্নমেন্টের নিকট ১৯০৭ খ্রীঃ "সি. এস. আই." (C. S. I.) এবং দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ১৯১১ খ্রীঃ "নাইট্" (স্যার) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। ইঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী। সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া নদীয়ার পণ্ডিতগণ ইঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি দিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যেও ইঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। এক বৎসর ইনি সাহিত্য-সভার সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৯০৮ খ্রীঃ ইনি স্বীয় বালবিধবা কন্যার বিবাহ দেওয়াতে হিন্দুসমাজের এক অংশে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইনি যাহা কর্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। ডাক্তার নীলরতন সরকারের কার্যকালের অন্তে ইনি পুনর্বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার মনোনীত হইয়া মরণকাল পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেবল শেষ ২ বৎসর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু ঐ পদে কার্য করিয়াছিলেন। ইনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টে অস্থায়িরূপে চীফ জাস্টিসের পদ প্রাপ্ত হন। বড়লাট চেম্সফোর্ডের শাসনকালে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে কমিশন বসে, ইনি তাহার অন্যতম সভ্য ছিলেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়িবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইনি পালি ভাষায় সুপণ্ডিত বলিয়া 'সম্বুদ্ধাগম চক্রবর্তী' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২৩ সালের ৩রা ডিসেম্বর ইনি হাইকোর্টের জজের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া আবার ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ডুমরাওনের রাজার পক্ষে একটি মকদ্দমা পরিচালনায়

জন্য ইনি পাটনা গমন করেন, এবং সেই স্থানে রোগাক্রান্ত হইয়া সহসা বিদেশে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন (২৫শে মে, ১৯২৪ খ্রীঃ)।

আশুধান্য আউশ ধান। কর্মধা। বি; ক্লী।

আশুব্রীহি আউশ ধান। কর্মধা। বি; পু।

আশুরোষ শীঘ্র কুপিত, সহজ রাগী, কোপনস্বভাব, উগ্রপ্রকৃতি। আশু রোষ যাহার, বহু। বিণ।

আশুমৃত-পরীক্ষক অপঘাত-মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধান এবং শব-পরীক্ষাকারী কর্মচারী, coroner. সুপ্ ও ৬তৎ। বি; পু।

আশুশুক্ষণি যাহা শোষণ করিতে ইচ্ছা করে বা আশু হিংসা করে; অগ্নি ("দক্ষিণে আশুশুক্ষণি"—কবিকঙ্কণ); বায়ু। আ—সনন্ত শুষ্ (শুষ্ক করা) + অনি কর্তৃ। বি; পু। [অ।

আশৈশব বাল্যকাল হইতে। অব্যয়ী।

আশোয়াস—আশা, ভরসা; প্রবোধ। 'আশ্বাস' শব্দের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। বি।

আশোয়াসনু, -নুঁ আশ্বাস দিলাম, আশ্বাসিত করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

আশৌচ—অশৌচ। অশৌচ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

আশ্চর্য ১। অনিত্য; বিস্ময়জনক, অপূর্ব, অদ্ভুত; বিস্মিত, চমৎকৃত; অদৃষ্টপূর্ব; অকস্মাৎ দৃশ্যমান। আ—চর্+য্যণ্ কর্ম; অদ্ভুতার্থে সুমাগম। বিণ। ২। বিস্ময়; অপূর্ব বস্তু বা দৃশ্য। বি; ক্লী।

আশ্চর্যজনক বিস্ময়কর, যাহাতে বিস্ময় জন্মে এমন। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**আশ্চর্যজনিকা**।

আশ্চর্যান্বিত বিস্মিত, বিস্ময়যুক্ত, জাতবিস্ময়। আশ্চর্য দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ অথবা আশ্চর্যকে অন্বিত (অনুগত), ২তৎ। বিণ।

আশ্বমেধিক অশ্বমেধসম্বন্ধীয়; মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধাধিকৃত (পর্ব বিঃ)। অশ্বমেধ শব্দ+ষ্ণিক ['অশ্বমেধ' দ্রঃ]। বিণ। স্ত্রী—**আশ্বমেধিকী**।

আশ্বলায়ন বেদ-স্মৃতি-প্রণেতা জনৈক ঋষি। ["ইনি স্বীয় গুরু শৌনক-প্রণীত আর্ষানুক্রমণি প্রভৃতি দশখানি সূত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া কর্মজ্ঞ হইয়াছিলেন, এবং দ্বাদশ অধ্যায়যুক্ত শ্রৌতসূত্র, চতুরাধ্যায়িক গৃহ্যসূত্র, এবং ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থ আরণ্যক প্রণয়ন করেন"]। অশ্বল+ফায়ন অপত্যার্থে। বি; পু।

আশ্বস্ত—আশ্বাসপ্রাপ্ত, নিরুদ্বেগ। আ—শ্বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আশ্বাস আশা-প্রদান; ভরসা, অভয়, প্রবোধন; সান্ত্বনা; অনুনয়; বিক্রম; পরিচ্ছেদ। আ—শ্বস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আশ্বাসক আশ্বাসদাতা; সান্ত্বনাবিধায়ক। আ—ণিজন্ত শ্বস্ (=শ্বাসি)+ণক কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আশ্বাসিকা**।

আশ্বাসন আশ্বাসপ্রদান; ভরসা দান। আ—ণিজন্ত শ্বস্ (=শ্বাসি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আশ্বাসনী সান্ত্বনাদায়িকা। বিণ; স্ত্রী।

আশ্বাসনীয় যাহাকে আশ্বাস দেওয়া উচিত বা আবশ্যক এরূপ। আ—শ্বস্+ণিচ্ অনীয় কর্ম। বিণ।

আশ্বাসিত আশ্বাস-প্রাপিত; প্রবোধিত; অনুনীত। আ—শ্বাসি+ক্ত কর্ম। বিণ।

আশ্বিন স্বনামখ্যাত মাস। অশ্বিনী শব্দ+ষ্ণ। বি; পু। [এই মাসে সূর্য কন্যারাশিস্থ হন। এই মাসে জন্মিলে জাতক রাজার প্রিয়, কাব্যকলায় সুপণ্ডিত, সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুখী, দাতা ও অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত হয়।]

আশ্বিনী অশ্বিনী নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা। অশ্বিনী+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আশ্বিনেয় অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য, দস্র ['অশ্বিনী-কুমার' দ্রঃ]; মাদ্রীতনয়, নকুল সহদেব (কেননা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইঁহাদের জন্ম)। অশ্বিনী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

আশ্বীন একটি অশ্ব একদিনে যতটা পথ যাইতে পারে ততটা, অশ্বের একদিন গম্য ('— পথ')। অশ্ব শব্দ+খীন। বিণ।

আশ্রব ১। প্রতিশ্রুতি, স্বীকার; ক্লেশ। আ—শ্রু (শ্রবণ করা)+অপ্ ভাব। বি; পু। ২। কথার বাধ্য, বশীভূত, অনুগত, obedient. আ—শ্রু+অন্ কর্তৃ। বিণ।

আশ্রম হিন্দুজীবনের চতুর্বিধ অবস্থা, ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস বা ভৈক্ষ্য শাস্ত্রোক্ত এই চতুর্বিধ অবস্থা * [মহানির্বাণতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—কলিযুগে গার্হস্থ্য ও ভৈক্ষ্য ভিন্ন অন্য আশ্রম নাই; ব্যাসদেবও বলিয়াছেন,—কলির ৪৪০০ বৎসর পরে তিনটি মাত্র আশ্রম থাকিবে সন্ন্যাস কেহ করিবে না]; তাপসাদির আবাস, তপোবন; বন; আশ্রয়-স্থান; মঠ; জাতিবিভাগ। আ—শ্রম (তপস্যা করা) + অল্ অধি। বি; পু।

* প্রথম ব্রহ্মচর্যাবস্থায় গুরুগৃহে বাস করিয়া গুরুর আদেশ পালন ও শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হয়। এই সময়ে রাজপুত্র হইতে দরিদ্রপুত্র পর্যন্ত সকলকেই গুরুর আজ্ঞা-পালন, দুঃখসহিষ্ণুতা ও সুখে স্থিরতা অভ্যাস করিতে হয়। জীবনের এই অংশই পরবর্তী অংশসমূহের মূলভিত্তি। ব্রহ্মচর্যাশ্রমীকে ব্রহ্মচারী কহে। ব্রহ্মচারীকে যে-সকল নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তন্মধ্যে নিরামিষভোজন একটি প্রধান কার্য। ব্রহ্মচারীমাত্রকেই ঊর্ধ্বরেতা হইতে হয়। এই সময়ে শাস্ত্রাধ্যয়ন, অধ্যয়নলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞান, গুরূপদেশশ্রবণ, এবং ঐ সকল ও উহাদিগের অনুরূপ ব্যাপার দ্বারা মনঃসংযম অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। দুর্নিবার কাম-রিপুকে সংগ্রামে পরাভূত ও আত্মবশ্য রাখাই এই আশ্রমীর প্রধান কার্য। এই আশ্রমে সঞ্চিত পুণ্যপ্রভাবেই গার্হস্থ্যাশ্রমে সুখসমৃদ্ধি লব্ধ হইতে পারে।

দ্বিতীয় আশ্রম গার্হস্থ্য—এই আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া পত্নী পরিগ্রহ, সন্তান উৎপাদন, এবং পত্নী ও সন্তানবর্গের ভরণ-পোষণ করিতে হয়। যাঁহাদিগের কৃপায় এই জগতে আগমন এবং নিরুদ্বেগে বাল্য-জীবন যাপন হয়, সেই পরমারাধ্যা জননী ও পরম পূজ্যপাদ জনক জীবিত থাকিলে, যথোচিত ও যথাসাধ্য যত্নপূর্বক তাঁহাদিগের ভরণপোষণ, সুখস্বাস্থ্যসংবর্ধন প্রঃ সম্পাদন করা গৃহীর পক্ষে পরমধর্ম।

গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে যে-সকল গুণবিশিষ্ট হওয়া ও যেরূপ নিয়মে চলা একান্ত আবশ্যক, তাহা শাস্ত্রানুসারে নিম্নে লিখিত হইল।—

(১) গৃহী স্বপত্নীরত হইবে, কখনও পর নারীর প্রতি আকৃষ্টচিত্ত হইবে না। পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করিবে।

(২) শিষ্টাচারসম্পন্ন হইবে। লোকে যাহাতে বিরক্ত হয়, শক্তিসত্ত্বে কখনও সেরূপ কার্য করিবে না।

(৩) গুরুজনে ও দেবগণে ভক্তিমান্ হইবে। যথোচিত যত্নপূর্বক অতিথি সেবা করিবে। অতিথিকে সর্বদেবময় বলিয়া বিবেচনা করিবে।

(৪) ব্রহ্মচর্যাশ্রমে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছ, তদনুরূপ অধ্যাপনাদি কার্য করিবে।

(৫) গৃহী ব্রাহ্মণ বা কর্মাভিষিক্ত হইলে, যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও শুদ্ধ হইতে পরিগ্রহ করিবে। বৈদ্য হইলে যাজন করিবে না, তৎপরিবর্তে চিকিৎসাকার্য করিবে এবং অন্য পঞ্চ কার্যই করিবে। ক্ষত্রিয় হইলে যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ এই কার্যচতুষ্টয় সম্পন্ন করিবে, এবং বৈশ্য হইলে কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন প্রভৃতি ক্রিয়ার নিরত

থাকিবে। অপর, শূদ্র সেবাবৃত্তি অবলম্বন করিবে।

(৬) শম, দম, তিতিক্ষা প্রঃ অভ্যাস করিবে। ক্ষমা অশক্তের গুণ ও শক্তের ভূষণ।

(৭) ব্রাহ্মণের পক্ষে জীবনের চতুর্থ ভাগ ব্রহ্মচর্যে অতিবাহিত করিয়া দ্বিতীয় ভাগে গৃহস্থাশ্রমে কার্য করা কর্তব্য। এই সময়ে দারপরিগ্রহপূর্বক গৃহে অবস্থিতি করা বিধেয়। অদ্রোহে বা অল্পদ্রোহে জীবিকানির্বাহ করিবে। কদাচ গর্হিত কর্ম করিয়া জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করিবে না। শরীরকে নিতান্ত ক্লিষ্ট করিয়া ধনসঞ্চয় করা অনুচিত। যাহাতে শারীরিক বা মানসিক সবিশেষ ক্লেশ না হয়, এরূপে ধনসঞ্চয় করিবে।

অবস্থানুসারে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিতে পারে কিন্তু শ্ববৃত্তি দ্বারা কখনও জীবিকানির্বাহ করিবে না। উঞ্ছশিলকে ঋত, অযাচিতকে অমৃত, যাচিতকে মৃত, কৃষিকার্যকে প্রমৃত এবং বাণিজ্যকে সত্যানৃত কহে। আর সেবাকে শ্ববৃত্তি বলে, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে।

তৃতীয় আশ্রমের নাম বানপ্রস্থ—পুত্র উৎপাদন ও বনবাসে গমনপূর্বক অকৃষ্টপচ্য ফলাদি ভক্ষণ করিয়া যে ঈশ্বরারাধনা করে, তাহাকে বানপ্রস্থ কহে। বানপ্রস্থ দ্বিবিধ—অশ্মকুট্ট ও দন্তোদূখলিক। বানপ্রস্থের ধর্ম এই—ভূমিতলে থাকিয়া মূল ও ফল খাইবে; স্বাধ্যায়, তপস্যা ও ন্যায়ানুসারে সংবিভাগ ইঁহাদের ধর্ম বানপ্রস্থদিগের মধ্যে যাঁহারা তপঃকৃশ ও ধ্যানপরায়ণ, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন যে, ভার্যাকে পুত্রের নিকটে রাখিয়া অথবা তাহাকে লইয়া বনে যাইবে। বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী, সাগ্নিক, উপাসনাযুক্ত ও ক্ষমাবান্ হইবে। ফালকৃষ্ট দ্রব্য গ্রহণ করিবে না, অফালকৃষ্ট দ্রব্য দ্বারা অগ্নি, পিতৃদেবতা ও অতিথিদিগের এবং ভৃত্যবর্গের তৃপ্তি সম্পাদন করিবে শ্মশ্রু, জটা ও লোম ধারণ করিবে, আত্মবান্, দান্ত, বারত্রয়স্নায়ী, প্রতিগ্রহনিবৃত্ত, স্বাধ্যায়বান্, ধ্যানশীল ও সর্বভূতহিতে রত হইবে। দিনে মাসে বা ছয় মাসে একবার অন্নগ্রহণ করিবে। আশ্বিন মাসে কার্য ত্যাগ করিবে, ঐ সময় ব্রতাদি দ্বারা অতিবাহিত করিবে। যাহারা পক্ষান্তে বা মাসান্তে ভোজন করে, তাহাদিগকে দন্তোদূখলিক কহে। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নিমধ্যস্থ, বর্ষাকালে ভূতলশায়ী এবং হেমন্তে আর্দ্র বস্ত্রধারী হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, জটিত্ব, অগ্নিহোত্রিত্ব, ভূশয্যা, অজিনধারণ, বনে বাস, পয়ঃপান, মূল ভক্ষণ, নীবার ও কলদ্বারা জীবিকা, প্রতিষিদ্ধ বিষয় হইতে নিবৃত্তি, তিনবার স্নান, ব্রতধারণ, এবং দেবতা ও অতিথির পূজা এইগুলি বানপ্রস্থের ধর্ম। আবার কেহ কেহ বলেন যে, প্রাজ্ঞব্যক্তি সন্তানের সন্তান দর্শন করিয়া আপনার শুদ্ধির নিমিত্ত বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে। সেখানে আরণ্য দ্রব্যের উপভোগ এবং তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন করিবে। ভূমিশয্যা, ব্রহ্মচর্য, পিতৃগণের, দেবগণের ও অতিথিদিগের পূজা, হোম, তিনবার স্নান, জটাবল্কল ধারণ ও বন্য স্নেহ নিষেবণ—এইগুলি বানপ্রস্থ বিধি। ব্যাসদেব বলেন যে, গৃহস্থাশ্রমে আয়ুর দ্বিতীয় ভাগ থাকিয়া পত্নীর ও অগ্নির সহিত বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করিবে, অথবা ভার্যাকে পুত্রদিগের নিকটে রাখিয়া স্বয়ং গমন করিবে। অপত্যের অপত্য দেখিয়া, জর্জরীকৃতশরীর হইয়া উত্তরায়ণে প্রশস্ত দিনে শুক্লপক্ষের প্রথম ভাগে গমন করিয়া অরণ্য নিয়মে সমাহিত হইয়া তপস্যা করিবে। ফল, মূল ও পত্র আহার করিবে, এবং ঐ আহার প্রতিদিন আহরণ করিবে। আহার্য যাহা পাইবে, তদ্দ্বারা পিতৃগণের, দেবতাদিগের ও অতিথিবর্গের সেবা করিবে। প্রতিদিন অতিথির পূজা করিবে, এবং স্নান করিয়া দেবগণের অর্চনা করিবে। অথবা গ্রাম হইতে আনয়ন করিয়া অষ্টগ্রাসমাত্র ভোজন করিবে। প্রত্যহ জটা ধারণ করিবে, নখ ও রোম ত্যাগ করিবে না, সর্বদা বেদাধ্যয়ন করিবে, অন্য হইতে বাগ্যত হইবে, অগ্নিহোত্রে হোম করিবে, মুনিজনোচিত বিবিধ পবিত্র অন্ন দ্বারা ও শাক মূল ফল দ্বারা পঞ্চ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে, চীরবস্ত্রধারী, শুচি, সর্বভূতানুকম্পী ও প্রতিগ্রহবিবর্জিত হইবে। স্বয়ংকৃত লবণ খাইবে। মদ্যমাংসাদি পরিত্যাগ করিবে, ফালকৃষ্ট বা উৎকৃষ্ট দ্রব্য ভোজন করিবে না, গ্রামজাত কিছুই খাইবে না, রাত্রিতে কিছুই আহার করিবে না, তৎকালে ধ্যানপরায়ণ হইবে, জিতেন্দ্রিয়, জিতক্রোধ, তত্ত্বজ্ঞানবিচিন্তক এবং ব্রহ্মচারী হইবে। পত্নীকে আশ্রয় করিবে না। যে ব্যক্তি পত্নীর সহিত বনে গমন করিয়া কামবশতঃ মৈথুনাচরণ করে, তাহার সেই ব্রত লুপ্ত এবং সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। এই সংস্রবে যে গর্ভ জন্মে, দ্বিজাতিদিগের পক্ষে তাহাকে স্পর্শ করা অবিধেয় ইহার বেদাধিকার থাকে না।

চতুর্থ আশ্রমের নাম ভৈক্ষ্য। এই আশ্রমে নিরন্তর ঈশ্বরারাধনাই কার্য। জীবিকনির্বাহার্থে ভিক্ষাই প্রশস্ত ও কর্তব্য, কিন্তু "অন্নদান কর বা অন্য কিছু দান কর" বলিয়া প্রার্থনা করিবে না, কেবল গৃহস্থ ভবনে বা বানপ্রস্থ আশ্রমীদিগের আশ্রমে গমন করিবে। তাহারা যদি ভিক্ষা দেয়, সেবা করায়, তবেই তথায় উপযুক্তকাল থাকিবে, নতুবা অন্যত্র যাইবে। সর্বদাই হৃদয়ে পরমাত্মার স্মরণ করিবে। যদি ভাগ্যবান্ হয়, তবে নিয়ত তদ্দর্শন-সুখে পরমানন্দে কালযাপন করিবে। ইত্যাদি।

আশ্রমগুরু আশ্রম বিঃ র ধর্মাচার্য; মঠাধ্যক্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

আশ্রমতরু—তাপসবৃক্ষ, তপোবনের বৃক্ষ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

আশ্রমপদ, -স্থান—তপোবন। কর্মধা।

আশ্রমবাসিক—ধৃতরাষ্ট্রাদির আশ্রমবাস-সম্বন্ধীয়। আশ্রমবাস + ষ্ণিক অস্ত্যর্থে। বিণ।

আশ্রমবাসী (সিন্) আশ্রমে বাসকারী, তপোবনে স্থিতিশীল। উপতৎ; আশ্রম—বস্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

আশ্রমভ্রষ্ট—আশ্রম বিঃ-র কর্তব্য পালন হইতে স্খলিত; কোন মঠ হইতে তাড়িত। ৫তৎ। বিণ; পু।

আশ্রমিক—আশ্রমী, আশ্রমবাসী। আশ্রম শব্দ + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ।

আশ্রমী (আশ্রমিন্) আশ্রমবিশিষ্ট; আশ্রমস্থ। আশ্রম শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**আশ্রমিণী**।

আশ্রয়—১। অবলম্বন; শরণ; ব্যপদেশ; সম্পর্ক; সামীপ্য। আ—শ্রি (সেবা করা) + অল্ ভাব। ২। গৃহ; আধার; বিষয়; কারণ; রক্ষক; সহায়; নিবন্ধন; প্রমাণ; কর্তা; পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন। আ—শ্রি + অল্ কর্ম। বি; পু।

আশ্রয়ণ—১। আশ্রয়করণ, অবলম্বন করা। আ—শ্রি + অনট্ ভাব। ২। আশ্রয়, অবলম্বন; আসেবন; বিষয়। আ—শ্রি + অনট্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

আশ্রয়ণীয় আশ্রয়যোগ্য, যাহাকে আশ্রয় করা যায় এরূপ। আ—শ্রি (সেবা করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

আশ্রয়দাতা (-দাতৃ)—আশ্রয়দানকর্তা, যিনি আশ্রয় দান করেন। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আশ্রয়দাত্রী**।

আশ্রয়প্রার্থী (-প্রার্থিন্) যে আশ্রয় প্রার্থনা করে, শরণার্থী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আশ্রয়প্রার্থিনী**।

আশ্রয়ভূত—আশ্রয়সদৃশ, অবলম্বনস্বরূপ। নিত্য। বিণ।

আশ্রয়লাভ—আশ্রয় পাওয়া, থাকিবার স্থান পাওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

আশ্রয়হীন—আশ্রয়রহিত, যাহার কোনরূপ আশ্রয় নাই এমন, নিরাশ্রয় ; অবলম্বন-শূন্য, নিরবলম্বন। ৩তৎ। বিণ।

আশ্রয়ার্থী (আশ্রয়ার্থিন্) - আশ্রয় অন্বেষণ-কারী, যে আশ্রয় চাহিতেছে এমন ; আশ্রয়প্রার্থী, শরণার্থী। আশ্রয়ের অর্থী, ৬তৎ ; কিংবা, আশ্রয়—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী, **-র্থিনী**।

আশ্রয়ী (আশ্রয়িন্) - অধিষ্ঠাতা ; আশ্রয়-প্রাপ্ত ; অবলম্বনপ্রাপ্ত। আশ্রয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**আশ্রয়িণী**।

আশ্রিত- ১। আশ্রয়প্রাপ্ত ; শরণাগত ; সেবক ; স্থিত ; প্রাপ্ত ; ব্যাপ্ত ; অভিগত ; অপেক্ষী ; সম্বন্ধী ; আরূঢ় ; অধ্যুষিত ; আশ্রমী ; অনুপ্রবিষ্ট। বিণ। ২। পরিবার, ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুমাত্র। আ—শ্রি+ক্ত কর্তৃ। বি ; পু।

আশ্রিতপালক- শরণাগতরক্ষক, যিনি শরণাগত ব্যক্তিকে পোষণ করেন এরূপ। ৬তৎ। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

আশ্রিতবৎসল—শরণাগতবৎসল, শরণা-গতের প্রতি বাৎসল্যযুক্ত। ৭তৎ। বিণ।

আশ্রিতবাৎসল্য- আশ্রিতের প্রতি স্নেহ, শরণাগত জনের প্রতি স্নেহ। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

আশ্রুত—শ্রুত ; প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত। আ—শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আশ্রেয়—আশ্রয়ণীয়। আ—শ্রি+যৎ কর্ম। বিণ।

আশ্লিষ্ট—১। আলিঙ্গিত। আ—শ্লিষ+ক্ত কর্ম। ২। ব্যাপ্ত ; সংযুক্ত ; জড়িত, সংশ্লিষ্ট ; সংবদ্ধ ; শ্লেষোক্তিবিশিষ্ট। আ—শ্লিষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

আশ্লেষ—আলিঙ্গন ; মিলন ; অন্বয় ; একদেশ সম্বন্ধ ; শ্লেষ। আ—শ্লিষ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

আশ্লেষা অশ্লেষা নক্ষত্র। বি ; স্ত্রী।

আষাঢ়—স্বনামপ্রসিদ্ধ মাস, বাঙ্গালা বৎসরের তৃতীয় মাস ; দণ্ড ; পলাশদণ্ড ; মলয়পর্বত। আষাঢ়ী আছে ইহাতে এই অর্থে আষাঢ়ী+ষ্ণ। বি ; পু। [এই মাসে সূর্য মিথুনরাশিগত হন। ইহাতে পূর্ব বা উত্তরাষাঢ়াযুক্ত পৌর্ণমাসী হয়। এই মাসে জন্মিলে জাতক কুভার্যা, প্রমদা-ভিলাষী, অনবধান, গুরুর প্রতি ভক্তিমান্, বহুব্যয়শীল ও মন্দাগ্নি হয়।]

আষাঢ়ক আষাঢ় মাস। আষাঢ়+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

আষাঢ়া—নক্ষত্র বিঃ, পূর্বাষাঢ়া ও উত্তরা-ষাঢ়া নক্ষত্র। আ—সহ্+অন্ কর্তৃ+আপ্ নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

আষাঢ়ান্তবেলা দীর্ঘতম আষাঢ় দিবসের শেষ বেলা। অন্ত যে বেলা, কর্মধা ; আষাঢ়ের অন্তবেলা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আষাঢ়ী—আষাঢ়া নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা, আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা। আষাঢ়া+ষ্ণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

আষাঢ়ীয় ১। আষাঢ়সম্বন্ধীয় ; আষাঢ়া নক্ষত্রে জাত। আষাঢ়+ঈয় জাতার্থে। ২। আষাঢ়মাসীয়, আষাঢ়ঘটিত ; আষাঢ়-জাত ; উদ্ভট, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। কপ্র। বিণ।

আষাঢ়ে—আষাঢ়মাসীয়, আষাঢ়ঘটিত ; আষাঢ় জাত, উদ্ভট, অসম্ভব, অবিশ্বাস্য। বাংপ্র। বিণ। **আষাঢ়ে গল্প**—অদ্ভুত গল্প ; কাল্পনিক কাহিনী ; অবিশ্বাস্য কাহিনী।

আষ্টে - আট দ্বারা গুণিত। বাংপ্র। বিণ।

আষ্টেক—প্রায় আট। 'অষ্টক' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

আষ্টেপৃষ্ঠে, -পিষ্ঠে অষ্টেপৃষ্ঠে, সকল দিকে ; খুব আঁটিয়া বা কসিয়া। বাংপ্র। অ।

আসকে পিঠা বিঃ। বাংপ্র। বি।

আসক্ত ১। অনুরক্ত ; সংসক্ত ; লগ্ন। আ—সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। নিরন্তর, সতত। অ।

আসক্তচিত্ত ১। অনুরক্ত হৃদয়, একাগ্র নিবিষ্ট মন। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। অনুরক্তহৃদয়, নিবিষ্টমনাঃ, একাগ্রচিত্ত। আসক্ত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

আসক্তচেতাঃ (চেতস্), **আসক্তমনাঃ** (মনস্) আসক্তচিত্ত, নিবিষ্টহৃদয়, একাগ্রচিত্ত। আসক্ত হইয়াছে চেতঃ বা মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্র।

আসক্তি- অনুরাগ ; সঙ্গ ; সহবাস ; অভি-নিবেশ ; ভোগাভিলাষ। আ—সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আসঙ্গ আসক্তি (সকল অর্থে)। আ—সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; ক্লী।

আসঙ্গলিপ্সা সহবাস-স্পৃহা ; অন্যের সহিত একত্র বা সমাজবদ্ধ হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

আসছে—আগামী, যাহা আসিতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

আসঞ্জন আসঙ্গ ; সংযোগ ; যোজনা। আ—সন্জ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**আসঞ্জিত**।

আসত্তি সন্নিধি, নৈকট্য ; মিলন ; লাভ ; বুদ্ধির অবিচ্ছেদ ; (ব্যাকরণে) বাক্য-বিন্যাসে যোগ্য ও সাকাঙ্ক্ষ পদসমূহের অব্যবধানে বিদ্যমানতা (সন্নিধানং তু পদস্যাসত্তিরুচ্যতে)। যথা—"রাম বনে" এই কথা এখন বলিয়া দীর্ঘকাল পরে "গমন করিয়াছিলেন" বলিলে আসত্তির অভাববশতঃ বাক্য হয় না, কিংবা "রাম গমন ছিলেন করিয়া বনে" ইত্যাকাররূপে পদস্থাপন করিলেও বাক্য হয় না। আ—সদ্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

আসন—১। বসিবার স্থান বা আধার,—যেমন পীঠ, পিঁড়ি, কম্বল, চৌকি, চেয়ার, বেঞ্চ ইঃ ; মাহুতের উপবেশন-স্থান, হস্তিস্কন্ধ ; বাসস্থান (ভদ্রাসন)। আস (উপবেশন করা)+অনট্ অধি। ২। দেবপূজার ষোড়শোপচারের প্রথম উপচার ; রতিবন্ধ ; মল্লের ব্যায়াম বিঃ ; বৈঠক ; (বাংলায়) আস্তানা ; উপবেশন, বসা ; জিগীষু ও শত্রুর পরস্পর কালপ্রতীক্ষার্থ অবস্থান ; পদ্মাসনাদি উপবেশন বিঃ (ইহা অষ্টাঙ্গ যোগের তৃতীয় যোগ এবং পঞ্চ প্রকার, যথা—পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন, বীরাসন)। আস+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [দুই পদতল দুই উরুর উপরিভাগে বিন্যস্ত করিয়া ব্যুৎক্রমে হস্তদ্বয় দ্বারা অঙ্গুষ্ঠদ্বয় বদ্ধ করিবে (ধারণ করিবে)। ইহাকে পদ্মাসন কহে। ইহা যোগিগণের অতি প্রিয়।

দুই পদতল জানু ও উরুর মধ্যে সম্যগ্-ভাবে রাখিয়া সরলদেহ হইয়া মন্ত্রাদি জপ করিবে। ইহাকে পণ্ডিতেরা স্বস্তিকা-সন বলেন।

গুল্ফযুগ্ম পদগ্রন্থিদ্বয় সীবনীর (লিঙ্গ-মূল হইতে গুহ্য পর্যন্ত যে সেলাই আছে তাহার) পার্শ্বদ্বয়ে স্থিরভাবে রাখিবে এবং বৃষণের অধোদেশে হস্তদ্বয়দ্বারা পদপার্ষ্ণি বন্ধন করিবে। ইহাকে যোগীরা ভদ্রাসন বলেন।

পদদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি প্রত্যুন্মুখ করিয়া পদদ্বয় যথাক্রমে উরুদ্বয়ে বিন্যস্ত করিবে, এবং তাহাতে করদ্বয় স্থাপন করিবে, এই অত্যুৎকৃষ্ট আসনকে বজ্রাসন বলে।

এক পদ অধঃস্থিত এবং অন্য পদ উরু-দেশে বিন্যস্ত করিয়া সরল শরীরে অবস্থিতি করিবে, ইহাকে বীরাসন বলে।

আসনগ্রহণ—আসন লওয়া অর্থাৎ বসা, উপবেশন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

আসন-পরিগ্রহ- আসনগ্রহণ, আসন লওয়া, বসা, উপবেশন। ৬তৎ। বি ; পু।

আসনপিঁড়ি- উপবেশন-পীঠ, বসিবার কাষ্ঠাসন ; আসন পাতিয়া বা পায়ের উপর পা মুড়িয়া আরামে উপবেশন, থাবন গালিয়া বসা। বাংপ্র। বি।

আসনবন্ধ- যোগশাস্ত্রোক্ত পদ্মাসনাদি উপ-বেশন বিন্যাস। ৬তৎ। বি ; পু।

আসনাঙ্গুরি—দেবারাধনার নির্মিত রূপার

সূত্র আসন এবং আংটি। আসন ও অঙ্গুরি, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

আসন্ন—১। নিকটস্থ, সন্নিহিত; আগতপ্রায়; উপস্থিত; কিঞ্চিদূন; আশ্রিত; প্রাপ্ত; আসক্তিযুক্ত; মুমূর্ষু। বিণ। ২। মৃত্যু; সান্নিধ্য। বি; স্ত্রী। ৩। অন্তোন্মুখ সূর্য। আ—সদ্+ক্ত কর্তৃ। বি; পু।

আসন্নকাল-১। অন্তিম সময়, মৃত্যুকাল; বিপৎকাল। কর্মধা বা ৬তৎ। ২। আসন্নমৃত্যুজন। বহু। বি; পু।

আসন্নপরিচারক—সতত সমীপবর্তী ভৃত্য, personal attendant. কর্মধা। বি; পু।

আসন্নপ্রসবা—যাহার সন্তান প্রসবের সময় নিকটবর্তী হইয়াছে এমন। আসন্ন হইয়াছে প্রসব যাহার, বহু + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

আসন্নমৃত্যু—১। যাহার মরণকাল নিকটবর্তী এরূপ। আসন্ন মৃত্যু যাহার, বহু। বিণ। ২। মরণের নিকটবর্তিতা। আসন্ন যে মৃত্যু, কর্মধা। বি; পু।

আসব—১। চোয়ানো মাদকদ্রব্য, মদিরা, মদ্য; মধু; তালীমদ্য, তাড়ি। আ—সু+অল্ কর্ম। ২। মদ্যপাত্র; মদ্যাদির অভিষব; মদ চোয়ানো। আ—সু+অল্ করণ। বি; পু।

আসবপায়ী (-পায়িন্)—মদ্যপানকারী। উপতৎ; আসব—পা (পান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আসবপায়িনী**।

আসবসেবী (-সেবিন্)—সুরাপায়ী, যে নিরন্তর সুরা পান করে এরূপ। আসব—সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **-সেবিনী**।

আসবাব—গৃহসামগ্রী, গৃহসজ্জার জিনিস। আ। বি।

আসবাবপত্র—গৃহসামগ্রী প্রঃ, ঘরের সাজসরঞ্জাম ও অন্যান্য জিনিস। আ-মু। বি।

আসমান—আকাশ। ফা। বি।

আসমানী-ফিকা নীল, নীলাভ; আকাশসম্বন্ধীয়। ফা-মু। বিণ।

আসমুদ্র—সমুদ্র পর্যন্ত। অব্যয়ী। অ।

আসমুদ্রকরগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী, যিনি সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত প্রদেশ হইতে রাজস্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। কর গ্রহণ করে যে সে, করগ্রাহী (উপতৎ); কর—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ কর্তৃ; আসমুদ্র যে করগ্রাহী, সুপ্‌সুপেতি। বিণ বা-বি; পু। স্ত্রী—**আসমুদ্রকরগ্রাহিণী**।

আসমুদ্রহিমাচল, -হিমালয়—সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া হিমালয় পর্যন্ত বা ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সুপ্‌সুপা। বিণ বা ক্রি-বিণ।

আসর—১। রাক্ষস। আ—সৃ (হিংসা করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। সভা, মজলিস; আখড়া; সভাস্থ শ্রোতৃবর্গ; গাত্রোপরি চাকা চাকা দাগযুক্ত আমবাতজ রোগ বিঃ, শীতপিত্ত। আ। বি। **আসর গরম করা** বা **জমকানো**-সরস ও বিচিত্র কথাদিতে সভ্যগণকে মোহিত করা। **আসরে নামা**-অভিনয়স্থানে উপস্থিত হওয়া; প্রকৃত কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া; প্রকাশ্যে উপস্থিত হওয়া।

আসল—১। প্রকৃত, খাঁটী, বিশুদ্ধ; মূল ('— দলিল')। আ। বিণ। ২। মূলধন, গোড়ার পুঁজি; দাদনের টাকা; মহাজনের ঋণস্বরূপ প্রদত্ত অর্থ। বি।

আসলে-মূলে, গোড়ায়, আদতে, প্রকৃতপক্ষে। আ-মু। ক্রি-বিণ।

আসশেওড়া—আস্শ্যাওটা, বন্য গাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

আসা—১। আগমন করা; অভ্যাস থাকা; যোগানো; উপযোগী হওয়া, লাগা; পরিণত হওয়া; আয় হওয়া; যাওয়া; উদিত হওয়া; যোগ্য হওয়া; জন্মগ্রহণ করা। ক্রি। ২। আগমন। বাংপ্র। বি। ৩। রাজদণ্ড। আ। বি। **আসে যাবে কি**—কি লাভ বা ক্ষতি হইবে, অর্থাৎ কিছুই হইবে না। **উড়ে আসা**—আকাশপথে বা অতিদ্রুত আসা; বিনা কারণে ঘটা। **কাজে আসা**—কার্যকর হওয়া। **কানে আসা**—কর্ণগোচর হওয়া। **নিবে আসা**—নির্বাণোন্মুখ হওয়া। **পেটে আসা**-গর্ভস্থ হওয়া; অল্প অল্প মনে হওয়া। **ভেসে আসা**—নিঃসম্পর্কে আসা। **মনে আসা**-মনে পড়া; স্মরণ হওয়া; বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত হওয়া। **মাথায় আসা**-বোধগম্য হওয়া। **মুখে আসা**—উচ্চারিত হওয়া। **হ'য়ে আসা**-প্রায় শেষ হওয়া; মরণোন্মুখ হওয়া। **হাতে আসা**-হস্তগত বা বশগত হওয়া।

আসা-আসি-পুনঃ পুনঃ আগমন, বার বার আসা যাওয়া। বাংপ্র। বি।

আসাদন—সন্নিধান; স্থাপন; পঁহুছন; প্রাপ্তি; গমন; আক্রমণ। আ—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

আসাদিত—প্রাপিত বা প্রাপ্ত; সন্নিধাপিত; সম্পাদিত। আ—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

আসান-লাঘব, বিরাম, রেহাই; নিস্তার, নিষ্কৃতি, উদ্ধার; প্রতীকার; সুখশান্তি; সুবিধা; দয়া; শিষ্টাচার। ফা। বি।

আসাপ, আসাপা—বিষহীন সর্প; তীব্র বিষধর সংকরজাতীয় সর্প। বাংপ্র। বি।

আসাম—ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে স্থিত একটি রাজ্য। পর্বতবাহুল্যবশতঃ ভূমি অসমতল বলিয়া রাজ্যটি "অসম" (অপভ্রংশে "আসাম") নামে অভিহিত—এই মত কেহ কেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। অপর মতে 'অসম' প্রতাপবিশিষ্ট আহম জাতি কর্তৃক একসময়ে অধিকৃত ছিল বলিয়া রাজ্যটির নাম "আসাম" হইয়াছে। আসামের অন্যতম নগর কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। এখানে পৌরাণিক যুগে নরক নামধেয় জনৈক রাজা ছিলেন। তাঁহারই পুত্র মহাভারতবর্ণিত ভগদত্ত। তাঁহার পরবর্তী রাজগণের নাম যোগিনীতন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্তি গৌহাটি প্রঃ স্থানে এখনও কিয়দংশে দৃষ্ট হয়। ৬৪০ খ্রীঃ অব্দে হুয়েনথ্‌সাং যখন এই প্রদেশে পর্যটন করেন, তখন কুমার ভাস্কর বর্ম নামে এক হিন্দু রাজা এখানে রাজত্ব করিতেন। পরে পালবংশীয় বৌদ্ধরাজগণ এখানে কিছুকাল রাজত্ব করেন। খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আহম জাতি এস্থান অধিকার করে। এই জাতি উত্তর ব্রহ্ম এবং চীনসীমান্তবাসী "সান" বংশসম্ভূত। এই জাতির রাজা চুহম ফা সর্বপ্রথম হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি ১৪৯৭ খ্রীঃ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পরবর্তী রাজার অব্যবহিত পরবর্তী আহমজাতীয় রাজা চুচেং ফা ১৬১১ হইতে ১৬৪৯ খ্রীঃঅব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সময়ে শিবসাগরে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং হিন্দুধর্মই রাজধর্ম বলিয়া গৃহীত হয়। তাঁহার পরবর্তী রাজা চুটুম্‌লা ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক জয়ধ্বজ নামে অভিহিত হন (১৬৫০ খ্রীঃ)। ইঁহার রাজত্বকালে মোগল সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের সুবিখ্যাত সেনাপতি মীরজুমলা রাজ্য আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি বিশেষভাবে সফলকাম হইতে পারেন নাই। ইহার পরে আহম্‌রাজগণ গোয়ালপাড়া পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন।

আহম্‌রাজগণের মধ্যে রুদ্রসিংহ সর্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আহম্‌রাজগণ অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিরাক্রমণবশতঃ হীনবল

হইয়া পড়েন। ১৭৯২ খ্রীঃ অব্দে রাজা গৌরীনাথ সিংহ, দারাং-এর কোচ রাজা এবং মোয়ামারিয়া নামক ধর্মসম্প্রদায়ের নেতৃগণ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন। ভারতের ইংরেজ গবর্নমেণ্ট দেশীয় রাজা সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, এই নীতি অবলম্বন করিয়া উদাসীন থাকাতে, আহম্ রাজা ব্রহ্মরাজকে মধ্যস্থতা করিতে আহ্বান করেন। তাহার ফলে ব্রহ্মবাসীরা রাজ্য অধিকার করে এবং কঠোরভাবে শাসন-দণ্ডের পরিচালনা করিতে থাকে। ১৮২৪ খ্রীঃ অব্দে ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরেজের প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৮২৬ খ্রীঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারি ব্রহ্মরাজের সহিত ইংরেজের যে সন্ধিস্থাপনা হয়, তাহার ফলে ইংরেজ এই প্রদেশটি প্রাপ্ত হন। নিম্ন আসাম তখনই সাক্ষাৎভাবে ইংরেজের শাসনাধীন হয়। ১৮৩২ খ্রীঃ "বার সেনাপতি" বা "মাটক" রাজ্য ব্যতীত উত্তর আসাম রাজ্যটি আহম্ সিংহাসনাধিকার-প্রার্থী পুরন্দর সিংহকে দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁহার সময়ে উক্ত প্রদেশে শাসন সম্বন্ধে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায়, উহাও ইংরেজ অধিকারে আসে।

বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের সঙ্গেই শ্রীহট্ট ও গোয়ালপাড়া ইংরেজের অধিকারভুক্ত হয় (১৭৬৫ খ্রীঃ)। অপুত্রক রাজা গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর কাছাড় ইংরেজের হস্তগত হয় (১৮৩০ খ্রীঃ)। পরে তুলারাম সেনাপতির দেশ, গারো পর্বত, খাসী পর্বত, জয়ন্তী পর্বত, নাগা পর্বত প্রঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলি ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে।

শাল, শিশু প্রঃ কাষ্ঠ আসাম রাজ্যের প্রধান লাভজনক পণ্য। বন্য হস্তী হইতেও প্রভূত আয় হয়। মুগা ও এণ্ডি রেশম এরাজ্যের বিখ্যাত ব্যবসায়ের দ্রব্য। চায়ের ব্যবসা.য়ও বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষার সহিত আসামী ভাষার সৌসাদৃশ্য এত অধিক যে, বাঙ্গালা ভাষাই এ রাজ্যের আদালতের এবং রাজকার্যের ভাষা বলিয়া পূর্বে পরিগণিত হইত। কিন্তু রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির সহিত ভাষারও উন্নতি হওয়াতে, গবর্নমেণ্ট ১৮৭৩ খ্রীঃ আসামী ভাষাকেই বাঙ্গালা ভাষার পরিবর্তে প্রবর্তিত করেন।

আসাম প্রদেশ প্রথমে বাঙ্গালার লেফ্-টেন্যাণ্ট গবর্নরের অধীনে রাখা হইয়াছিল। ১৮৭৪ খ্রীঃ ইহাকে জনৈক চিফ্-কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে এই রাজ্যকে পূর্ববঙ্গের সহিত মিলিত করিয়া জনৈক নূতন লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্নরের অধীন করা হয়, এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা পুরাতন লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্নরের শাসনাধীন থাকে। ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেসন দরবার উপলক্ষে সম্রাট যে ঘোষণা পাঠ করেন, তাহার ফলে দুই বঙ্গ মিলিয়া একটি প্রদেশ, আর বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হয়। প্রথমটি একজন গবর্নর এবং দ্বিতীয়টি একজন লেফ্টেন্যাণ্ট গবর্নরের অধীনতায় দেওয়া হয়; আর আসাম প্রদেশকে পূর্বের ন্যায় জনৈক চিফ্-কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে এই ঘোষণা কার্যে পরিণত হইয়াছিল। পরে ১৯২১ অব্দের নূতন সংস্কার বিধি অনুসারে বড় বড় প্রদেশগুলির ন্যায় আসামও একজন গবর্নরের শাসনাধীন হইয়াছে। আসাম বর্তমানে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা নিযুক্ত একজন রাজ্যপাল দ্বারা শাসিত হয়।

আসামী, অসমীয়া—১। আসাম দেশীয়; আসামবাসী। বিণ। ২। আসামের ভাষা। বা প্র। বি। ৩। প্রজা, রাইয়ত; কৃষক; দেনাদার, খাতক; অভিযুক্ত ব্যক্তি, প্রতিবাদী, defendant বা accused. আ-মু। বি।

আসা-যাওয়া—১। যাতায়াত, গমনাগমন, আনা গোনা; জন্মগ্রহণ ও মরণ। বি। ২। ক্ষতি বৃদ্ধি হওয়া, ইতর বিশেষ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

আসার—১। বৃষ্টিপাত; প্রবেশ; প্রসরণ; শত্রুকে বেষ্টন; বিস্তার। আ—সৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। জলকণা; সুহৃদ্সম্পদ্। আ—সৃ+ঘঞ্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

আসারবর্ষী (-র্ষিন্)—মুষলধারে বৃষ্টিপাত-কারী ('— মেঘ')। উপতৎ; আসার—বৃষ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

আসি— আগমন করি; (স্থলবিশেষ) যাই। বাংপ্র। ক্রি।

আসিক্ত- ঈষৎ সিক্ত, কিঞ্চিৎ বা আংশিক আর্দ্র, কিছু ভিজা; সম্যক্ সিক্ত, সম্পূর্ণ আর্দ্র, খুব বেশী ভিজা। প্রাদি। বিণ।

আসিত—১। উপবিষ্ট; স্থিত। আস্ (উপবেশন করা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। ২। উপবেশন। আস্+ক্ত ভাব। ৩। আসন, বসিবার স্থান। আস+ক্ত অধি। বি; ক্লী। ৪। অসিতমুনির পুত্র, ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর। অসিত শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

আসিদ্ধ—১। বিচারকের আদেশানুসারে ধৃত। আ—সিধ্+ক্ত কর্ম। ২। অসিদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

আসীন উপবিষ্ট; উদ্যোগশূন্য, অনুদ্যোগী; যোগাসননিষ্ঠ। আস্+শান কর্ত্তৃ। বিণ।

আসুর ১। অসুরসম্বন্ধীয়; অসুরের উপযুক্ত; বেতালাদি সম্বন্ধীয়; নারক; নিন্দিত, গর্হিত; অপবিত্র; ভয়ংকর। অসুর শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**আসুরী**। ২। অসুর; বিবাহ বিঃ, কন্যাকে ও কন্যার আত্মীয়স্বজনকে অর্থ প্রদানপূর্বক কন্যাপরিণয়। বি; পু।

আসুরিক- অসুরসম্বন্ধীয়। অসুর শব্দ+ ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আসুরিকী**।

আসুরী-১। অসুরসম্বন্ধীয়া, দানবীয়া; অতিভীষণা; নিন্দিতা। বিণ; স্ত্রী। ২। অসুরস্ত্রী; শুক্ল যজুর্বেদীয় বাজসনেয় সংহিতান্তর্গত ছন্দো বিঃ; রাজিকা, রাই সরিষা; চিকিৎসান্তর্গত ছেদনভেদনাদিরূপ চিকিৎসা বিঃ, surgery. আসুর+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৩। জনৈক মুনি [ইনি সাংখ্য প্রণেতা কপিলের শিষ্য]। বি; পু।

আসেক--ভিজাইয়া বা ছিটাইয়া দেওয়া। আ-সিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আসেচন--১। সম্যক সেক। প্রাদি। বি; ক্লী। ২। অতি তৃপ্তিকর, যাহাকে দেখিয়া তৃপ্তির শেষ হয় না এমন। অসেচন +ষ্ণ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**আসেচনী**।

আসেচনক-১। অতিতৃপ্তিকারক। অসেচন+কন স্বার্থে। বিণ। ২। আসেচনসাধন পাত্র। আ—সিচ্+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

আসেচনী—ক্ষুদ্র সেচন-পাত্র। আ—সিচ্ +অন করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আসেদ্ধা (আসেদ্ধৃ)—আসেধকর্তা, অবরোধকারী, যে ধরে বা গ্রেফতার করে। আ—সিধ্+তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আসেদ্ধ্রী**।

আসেধ—অবরোধ; প্রতিষেধ। আ—সিধ্ +ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আসেধক-১। আসেদ্ধা, আসেধকর্তা, অবরোধকারক। আ—সিধ্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আসেধিকা**। ২। যে পেয়াদা গ্রেফতারী পরওয়ানা লইয়া যায়, warrant bailiff. বি; পু।

আসেধনীয়, আসেধ্য—অবরোধযোগ্য; প্রতিষেধ্য। আ—সিধ্+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

আসোয়ার—আসবার; অশ্বারোহী। ফা। বি।

আসোয়ারী—১। অশ্বারোহী সৈন্যের কার্য। বি। ২। অশ্বারোহী সেনা-সম্বন্ধীয়। ফা-মু। বিণ।

ঃ—ব্যঞ্জনবর্ণদ্বয়ের বানান বিঃ (স্ক)। বাংপ্র। বি।

আস্কন্দন, -স্কন্দ—উল্লম্ফন; উড্ডয়ন; আক্রমণ; আস্ফালন; যুদ্ধ; তিরস্কার; শোষণ; হনন; ধাবন; অশ্বের গতি বিঃ, কদমে যাওয়া। আ—স্কন্দ্+অনট্, অ ভাব। বি; ক্লী।

আস্কন্দিত—অশ্বের দ্রুতগতি বিঃ। আ—ণিজন্ত স্কন্দ্ (=স্কন্দি)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আস্কন্দী (ন্দিন্)—ঘাতী, বিনাশী। আ—স্কন্দ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

আস্ত সমগ্র, গোটা, অখণ্ড, পূর্ণ; নীরেট; প্রকৃত; অক্ষতদেহ। বাংপ্র। বিণ। **আস্ত কেউটে**—আস্তাঙ্গ বিষদাঁত কেউটে; সদ্যঃপ্রাণনাশক ব্যক্তি; অত্যন্ত অনিষ্টকারী ব্যক্তি।

আস্তব্যস্ত—শশব্যস্ত, অতিশয় ব্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

আস্তর—১। আস্তরণ (সকল অর্থে)। আ—স্তৃ+অল্ কর্ম। বি; পু। ২। জামা প্রভৃতির ভিতরের আবরণবস্ত্র; সজ্জাব। ফা। বি।

আস্তরণ—শয্যা; আসন; শয্যার উত্তরচ্ছদ, বিছানার চাদর; কম্বল; হস্তিপৃষ্ঠস্থ কম্বলাদি; উত্তরীয়বস্ত্র। আ—স্তৄ+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

আস্তরণিক—আস্তরণসমূহ। আস্তরণ+ঠক্ সমূহার্থে। বি; ক্লী।

আস্তানা—আড্ডা; আশ্রম। <ফা। 'আস্তানহ্'। বি। **আস্তানা গাড়া**—আড্ডা স্থাপন করা। **আস্তানা গুটানো** আড্ডা তুলিয়া দেওয়া।

আস্তাবল—অশ্বশালা; মন্দুরা। < ইং 'stable'. বি।

আস্তিক—ঈশ্বরবাদী; পরলোকবাদী; শাস্ত্রবিহিত কর্মে শ্রদ্ধাবান্। অস্তি+ষ্ণণ্। বিণ।

আস্তিক, আস্তীক—জনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম জরৎকারু, বাসুকির ভগিনী জরৎকারু (মনসাদেবী) ইঁহার জননী। কথিত আছে যে, জরৎকারু (অর্থাৎ মনসাদেবী) স্বামীর নিকট পুত্র প্রার্থনা করিলে জরৎকারু মুনি "অস্তি" (অর্থাৎ আমার ঔরসে তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে) বলিয়া চলিয়া যান, সেই হেতু ইঁহার নাম "আস্তিক"। অর্জুনতনয় মহারাজ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপে তক্ষক-দংশনে মৃত্যু হওয়ায়, তৎপুত্র জনমেজয় সর্পযজ্ঞ করিয়া নাগকুল নির্মূল করিতে আরম্ভ করিলে, সর্পরাজ বাসুকি স্বীয় ভগিনীর দ্বারা আস্তিককে সমুদায় জ্ঞাপন করান। আস্তিক যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া জনমেজয়কে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ হইতে বিরত করেন। অতঃপর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, আস্তিক বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিলেন। আস্তীক—অস্তি (আছে)+ঝিক। বি; পু।

আস্তিকতা, আস্তিকত্ব, আস্তিক্য—আস্তিকের ভাব, পরমেশ্বরে বা পরলোকে বিশ্বাস, ঈশ্বরবাদিত্ব। আস্তিক শব্দ+তা, ত্ব, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী, ক্লী, ক্লী।

আস্তিন, আস্তীন, আস্তেন—(জামার) হাত বা হাতা, sleeve. ফা। বি।

আস্তীকজননী, -মাতা (মাতৃ)—আস্তিক মুনির মাতা, জরৎকারু বা মনসা দেবী। ৬ষ্ঠীতৎ। বি; স্ত্রী।

আস্তীর্ণ—বিস্তীর্ণ; বিস্তারিত; আচ্ছাদিত; পীড়িত। আ—স্তৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্তৃত—বিস্তৃত; প্রীণিত; রক্ষিত। আ-স্তৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্তে—ধীরপদে, মৃদুগতিতে, সন্তর্পণে; ধীরে, মৃদুস্বরে, চুপে, নিঃশব্দে। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

আস্তে-ব্যস্তে—শশব্যস্তে, ব্যস্তসমস্ত হইয়া, সসম্ভ্রমে, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি বিণ।

আস্থা—১। বিশ্বাস; স্থিতি; অবলম্বন; শ্রদ্ধা; চেষ্টা; অপেক্ষা; আদর; মনোযোগ। আ—স্থা (থাকা)+অঙ ভাব। ২। আস্থান, বিশ্রামস্থান; সভা। আ—স্থা+অঙ অধি। বি; স্ত্রী।

আস্থান—১। আস্থা; স্থিতি। আ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। ২। স্থান; সভা। আ—স্থা+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ৩। কুস্থান, মন্দ জায়গা। 'অস্থান' শব্দের বিকৃত উচ্চারণ।

আস্থানিক—অস্থানজাত। অস্থান+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। **আস্থানিক মূল** শাখা প্রভৃতিতে উৎপন্ন শিকড়।

আস্থাপত্র—লিখিত দলিলপত্র প্রঃ; যাহা দেখিয়া কোনও ব্যক্তির উপর আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন করা যায়, credentials. মধ্যপ। বি; ক্লী।

আস্থাপন—১। বয়স ও আয়ুর স্থাপক; বস্তিকর্ম বিঃ, an enema. আ—স্থাপি+অন কর্তৃ। ২। সম্যক্ স্থাপন। আ—স্থাপি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্থায়ী (-য়িন্)—সংগীতের মুখবন্ধ, সংগীতের প্রথম চরণ। [সংগীতের চারি চরণের মধ্যে প্রথম চরণের নাম আস্থায়ী, দ্বিতীয় চরণের নাম অন্তরা, তৃতীয় চরণের নাম সঞ্চারী এবং চতুর্থ চরণের নাম আভোগ]। আ—স্থা (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

আস্থিত—১। অধিষ্ঠিত; আক্রান্ত; ব্যাপ্ত। আ—স্থা (থাকা)+ক্ত কর্ম। ২। আশ্রিত; প্রাপ্ত; আরূঢ়। আ—স্থা+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। স্থিতি। আ—স্থা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আস্পদ—১। স্থান; আধার, পাত্র; পদ; আশ্রয়, বিষয়; অবস্থানের উপায়; লগ্ন হইতে দশম স্থান। আ—পদ+অল্ অধি, সুমাগম। ২। প্রতিষ্ঠা; প্রভুত্ব; কার্য। আ—পদ্+অল্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্পদ্দা—দুঃসাহস, তেজ, বাড়, অহংকার, দেমাক। 'আস্পর্ধা' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আস্পন্দন—কম্পন, স্পন্দন। আ—স্পন্দ্ (কাঁপা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্পর্ধা—আস্ফালন; পরাভিভবেচ্ছা; মাৎসর্যপ্রকাশ; অহংকার, দেমাক; প্রতিযোগিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। আ—স্পর্ধ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

আস্পর্ধী (আস্পর্ধিন্)—আস্পর্ধাকারী। আ—স্পর্ধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আস্পর্ধিনী**।

আস্ফাল হস্তীর কর্ণসঞ্চালন; আঘাত; চালন। আ—ণিজন্ত স্ফল্ (=স্ফালি)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

আস্ফালন তাড়ন; ধুনন; সংঘর্ষ; গর্বপ্রকাশ; কোপপ্রকাশ; সঞ্চালন, আকর্ষণ; গাত্রমর্দন। আ—স্ফালি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্ফালা আস্ফালন করা; আনন্দে উৎক্ষিপ্ত বা উত্তোলিত করা। কপ্র। ক্রি।

আস্ফালিত—চালিত; তাড়িত; আক্ষিপ্ত। আ—ণিজন্ত স্ফল্ (=স্ফালি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্ফোট—১। মল্লদিগের তালঠোকা; আস্ফালন; সংঘর্ষজনিত শব্দ; আঘাত। আ—স্ফুট্+অল্ ভাব। ২। অর্কবৃক্ষ, আকন্দগাছ। আ—স্ফুট+অল্ কর্তৃ। বি; পু।

আস্ফোটক—১। আখরোট গাছ। আ—স্ফুট্+ণক কর্তৃ। বি; পু। ২। আখরোট ফল। বি; ক্লী। ৩। বাহুতাড়নশব্দকারক (মল্ল)। বিণ।

আস্ফোটন—আস্ফোট (১—সকল অর্থে); প্রস্ফোটন; নিস্তুষীকরণ, winnowing. সংকোচন; প্রসারণ। আ—স্ফুট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আস্ফোটনী—বেধনিকা, তুরপুন, ভ্রমর, ভোমর। আ—স্ফুট্+ণিচ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আস্বনিত—১। সম্যক্ শব্দিত। আ—স্বন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সম্যক্ শব্দ। আ—স্বন্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আস্বাদ—১। মধুরাদি রস, তার; শৃঙ্গারাদি রস; আস্বাদনীয় বস্তু। আ—স্বদ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। ২। আস্বাদন; উপভোগ; পান; ভোজন। আ—স্বদ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

আস্বাদক—স্বাদগ্রহণকারী। আ—ণিজন্ত স্বদ্‌ (=স্বাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আস্বাদিকা**।

আস্বাদন—স্বাদগ্রহণ, রসানুভব, চাখা; পান; ভোজন। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

আস্বাদনীয়—স্বাদগ্রহণযোগ্য। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

আস্বাদিত—যাহার স্বাদ গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ; পীত; ভুক্ত। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আস্বাদু—সুস্বাদ। আ—স্বাদ্‌+উণ্‌ কর্তৃ। বিণ।

আস্বাদ্য—আস্বাদনীয়, স্বাদগ্রহণযোগ্য। আ—ণিজন্ত স্বদ (=স্বাদি)+যণ্‌ কর্ম। বিণ।

আস্য—১। বক্ত্র, মুখ; মুখমধ্য, mouth; কপাল; ব্রণাদির মুখ। অস্‌+ঘ্যণ্‌ অধি; অথবা আ—স্যন্দ্‌+ড অধি। বি; ক্লী। ২। মুখসম্বন্ধীয়, মুখভব। আস্য+য ইদমর্থে। বিণ।

আস্র—রক্ত। অস্র+অণ্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

আস্রাবণ—জল পিতানো, জলের তলানি বাদ দিয়া উপরের পরিষ্কার জল পৃথক্‌ করা, decantation. আ—স্রু+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বিণ—**আস্রাবিত**।

আস্রাবী—মদস্রাবী, মত্ত; ক্ষরণকারী। আ—স্রু+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ।

আহড়—আড়াল, অন্তরাল। প্রা কপ্র। বি।

আহড়-বিহড়—আড়াল-বিড়াল; আড়-আবডাল। প্রা কপ্র। বি।

আহত—১। আঘাতপ্রাপ্ত; প্রহৃত; তাড়িত; গুণিত; জ্ঞাত; দগ্ধ; বিনাশিত; অভিভূত; মর্দিত, আক্রান্ত; বিফলীকৃত; কৃতকর্ষণ; ব্যথিত; ধ্বনিত; নবীন; গুণিত; ওকারত্ব প্রাপ্ত (বিসর্গ); আঘূর্ণিত; অভ্যস্ত; মৃষার্থক (বাক্য), যথা—'আমি বন্ধ্যার পুত্র'। আ—হন্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নববস্ত্র; জীর্ণবস্ত্র। বি; ক্লী। ৩। ঢক্কা। বি; পু। ৪। আহনন, তাড়ন। আ—হন্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আহতি—আঘাত; তাড়ন; গুণন; বিনাশ; দলন; আগমন। আ—হন্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আহনন—১। আহতি। আ—হন্‌+অনট্‌ ভাব। ২। তাড়নসাধন দণ্ডাদি। আ—হন্‌+অন করণ। বি; ক্লী।

আহব—১। যুদ্ধ, সংগ্রাম। আ—হ্বে+অল্‌ অধি, নিপাতনে। ২। যজ্ঞ। আ—হু+অল্‌ অধি। বি; পু।

আহবন—১। আহুতি, হোম। আ—হু+অনট্‌ ভাব। ২। যজ্ঞ। আ—হু+অন অধি। বি; ক্লী।

আহবনীয়—১। যজ্ঞ বা হোম করিবার যোগ্য। আ—হু+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। যজ্ঞাগ্নি বিঃ, গার্হপত্য হইতে উদ্ধৃত করিয়া হোমার্থ যে অগ্নির সংস্কার করা যায় সেই অগ্নি। আ—হু+অনীয় অধি। বি; পু।

আহমাল—জিনিসপত্রের বোঝা সকল। আ। বি।

আহম্মদ—জনৈক প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত। ইঁহার পিতৃপুরুষেরা সিন্ধুপ্রদেশবাসী ছিলেন। দিল্লীর প্রথিতনামা সম্রাট আকবরের গুণগ্রাহিতার খ্যাতি শুনিয়া আহম্মদ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া আকবরের সভায় আগমন করেন (১৫৮২ খ্রীঃ)। ইতঃপূর্বে ইনি 'খুলাসাৎ উল্‌ হয়াৎ' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্রাট ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে 'তারিখি আলফি'র সংকলন ভার অর্পণ করিলেন, এবং ইঁহার যথেষ্ট আদর করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কতকগুলি ঈর্ষাপরায়ণ লোক মনে মনে ইঁহার বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। মির্জা ফুলাদ নামে এক ব্যক্তি একদা গভীর নিশীথে আহম্মদকে আহ্বান করিল। সরলচিত্ত আহম্মদ তাহার সহিত গমন করিলেন। দুর্বৃত্ত লাহোরের পথে মোল্লার প্রাণবধ করিল। আকবর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অতিশয় সন্তপ্ত হইলেন, এবং মির্জা ফুলাদকে হস্তিপদতলে মর্দিত করিয়া তাহার প্রাণবধের আজ্ঞা দিলেন।

আহম্মদ (সার সৈয়দ)—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর ইনি দিল্লী শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ মধ্য এশিয়া হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন, এবং মোগলসম্রাটদিগের অধীনে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ অব্দে আহম্মদ খাঁ ইংরেজ সরকারের অধীনতায় কর্মে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং ক্রমে ক্রমে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে সব-জজের পদে উন্নীত হন। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরেজ গবর্নমেন্টকে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইংলণ্ডে যান। ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং পর বৎসর আলিগড়ের অ্যাংগ্লো-ওরিয়েন্টাল Anglo-Oriental কলেজ প্রতিষ্ঠাকল্পে যত্নবান্‌ হন। এই কলেজ ইঁহার অক্ষয়কীর্তি, এবং মুসলমানগণের শিক্ষা সম্বন্ধে প্রভূত চিন্তার ফল। ইনি উত্তর-পশ্চিম গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার, পরে ১৮৭৮ হইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভারূপে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক হিতকর কার্যের সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ইনি কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। ইনি প্রত্নতত্ত্বানুরাগী ও শিক্ষা-সংস্কারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। অনেক প্রয়োজনীয় ইংরেজী গ্রন্থ ইনি উর্দু ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি প্রত্নতত্ত্ব হিসাবে দিল্লীর একখানি ইতিহাস লেখেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ ২৭শে মার্চ ইনি লোকান্তরিত হন।

আহম্মদনগর—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মহারাষ্ট্রের একটি শহর। শহরটি ১৪৯৪ খ্রীঃ আহম্মদ নিজাম সা কর্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি বাহমনি রাজ্যের জনৈক কর্মচারী ছিলেন; উক্ত রাজ্যের লোপ হইলে, তিনি স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় নামে এই নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র বুরহান নিজাম সা রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া রাজ্যটিকে বিশিষ্টভাবে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলেন। ১৫৪৬ খ্রীঃ বিজাপুরের রাজা ইব্রাহিম আদিল সা তাঁহাকে পরাজিত করেন। তাঁহার পুত্র হোসেন নিজাম সাও বিজাপুররাজকর্তৃক বিধ্বস্ত হন (১৫৬২ খ্রীঃ)। পরে হোসেন সা বিজাপুর, গোলকুণ্ডা এবং বিদারের রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া, ১৫৬৪ খ্রীঃ বিজয়নগরের রাজা রামকে পরাভূত করিয়া নিহত করেন। হোসেন নিজাম সা "দেওয়ানা" নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র মিরন হোসেন তাঁহাকে নিহত করিয়া দশ মাস মাত্র রাজত্ব করেন। মিরন হোসেন রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইলে পর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ইসমাইল নিজাম সা রাজ্যভার গ্রহণ করেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া "দ্বিতীয় বুরহান নিজাম সা" নাম ধারণপূর্বক রাজত্ব করেন। ১৫৯৪ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম নিজাম সা চারি মাস মাত্র রাজত্ব করিয়া বিজাপুর-রাজের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারান। তাহার পরে, আহম্মদ নামে জনৈক রাজবংশীয় লোককে সিংহাসনে বসানো হয়। অনতিকাল পরে

জানা গেল যে, এই ব্যক্তি প্রকৃত রাজবংশীয় নহে, সুতরাং তাহাকে নগর হ'তে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া বিজাপুরের আলী আদিল সার বিধবা পত্নী সুবিখ্যাতা চাঁদবিবির সহায়তায়, ইব্রাহিম সার নিজপুত্র বাহাদুর সাকে সিংহাসনে বসানো হয়। এই চাঁদবিবি আহম্মদনগরের মর্ত্তাজা নিজাম সার ভগিনী ছিলেন। আহম্মদনগর যখন মোগল বাদশাহ্ আকবরের পুত্র মুরাদ কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়, তখন চাঁদবিবি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া নগর রক্ষা করেন এবং শত্রুগণকে বিতাড়িত করেন। এই ঘটনা ১৫৯৫ খ্রীঃ ঘটে। চারি বৎসর পরে আকবরের অন্যতম পুত্র দানিয়াল মির্জা আহম্মদনগর আক্রমণ করেন। ১৬৩৬ খ্রীঃ পর্যন্ত আহম্মদনগরের রাজগণ ক্ষীণভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। এই বৎসরে সাহজাহাঁ বাদশাহ্ আহম্মদনগর রাজ্যের সমূলে উচ্ছেদ সাধন করেন। ১৭৫৯ খ্রীঃ নগরের মোগলশাসনকর্তাকে উৎকোচ দানে মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়া নগরটিকে হস্তগত করেন। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নগরটি পেশোয়া কর্তৃক দৌলতরাও সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ ইংরেজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের যে যুদ্ধ হয়, তদুপলক্ষে জেনারেল ওয়েলেসলির অধিনায়কতায় আহম্মদনগর ইংরেজের হস্তে আসে। পরে ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে পুনরর্পিত হয়। ১৮১৭ খ্রীঃ পুনায় যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তাহার শর্ত্ত অনুসারে আহম্মদনগর পুনরপি ইংরেজ-হস্তে আসে।

আহম্মদাবাদ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত গুজরাটের একটি শহর। নগরটি আহম্মদ শা কর্তৃক ১৪১১ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। এই আহম্মদ শা গুজরাটের মুসলমান রাজগণের পর্যায়ে দ্বিতীয়। সমস্ত গুজরাটের সহিত আহম্মদাবাদ ১৫৭৩ খ্রীঃ আকবর বাদশাহের অধীনতায় আসে। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে গুজরাট দেশে মোগল-প্রতাপ ক্ষীয়মাণ হইলে, দামাজী গাইকোয়াড় ও মোমিন খাঁ ১৭৩৮ খ্রীঃ আহম্মদাবাদ অধিকার করিয়া মিলিতভাবে ইহার শাসনকার্য নির্বাহ করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে দামাজী পেশোয়া কর্তৃক কারানিক্ষিপ্ত হন। সেই অবসরে মোমিন খাঁ আহম্মদাবাদের সমস্তটাই নিজাধিকারে আনেন। দামাজী কারামুক্ত হইলে, সমস্ত মহারাষ্ট্রশক্তি মিলিত হইয়া গুজরাট আক্রমণ এবং আহম্মদাবাদ অধিকার করেন (১৭৫৩ খ্রীঃ)। তিন বৎসর পরে আহম্মদাবাদ পুনর্বার মোমিন খাঁর হস্তে যায়। পর বৎসরেই আবার ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৮০ খ্রীঃ ইংরেজ সৈন্য নগরটি আক্রমণ করে, কিন্তু অব্যবহিতকাল পরেই উহা মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে পুনরর্পিত হয়। পেশোয়া রাজত্বের অবসানে, নগরটি পুনরায় ১৮১৮ খ্রীঃ ইংরেজের হস্তে আসে।

আহর—১। আহরণ। আ—হৃ (হরণ করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। আহরণকারী। আ—হৃ+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। অন্তর্মুখ শ্বাস; উচ্ছ্বাস। আ—হৃ+অপ্ কর্ম। বি; পু।

আহরণ সংগ্রহ, সঞ্চয়; সংকলন; উপার্জন; বিবাহাদির উপঢৌকন; অপহরণ; করণ; অপনয়ন; উদ্ধরণ; আনয়ন; আয়োজন। আ—হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

আহরণী—সংগ্রহগ্রন্থ, সংকলনগ্রন্থ, antho logy; সমষ্টি; দ্রব্যাদির চয়নমালা। আ—হৃ+অনট অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

আহরণীয়, আহর্তব্য আহরণযোগ্য। আ—হৃ+অনীয়, তব্য কর্ম। বিণ

আহরা—আহরণ করা। কপ্র। ক্রি।

আহরিৎ ১। ঈষৎ হরিদ্বর্ণ, অল্প সবুজ, সবুজের আভাযুক্ত। নিত্য। বিণ। ২। সামান্য সবুজ রং, ফেকাশে সবুজ রং। বি; পু। । বিণ।

আহরিত আনীত; সংগৃহীত। বাংপ্র।

আহর্তব্য—'আহরণীয়' দ্রঃ।

আহর্তা (আহর্তৃ)—আহরণকর্তা, সংগ্রাহক, সংকলয়িতা; অনুষ্ঠাতা। আ—হৃ+তৃন কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আহর্ত্রী**।

আহল-বাহল, -বিহল—এপাশ ওপাশ, এদিক্ সেদিক্, আনাচ কানাচ, আড়াল-বিড়াল। প্রা কপ্র। বি।

আহা—খেদ, আক্ষেপ, বিস্ময়, সহানুভূতি বা আনন্দাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

আহা-মরি—১। সহানুভূতি, বিস্ময়-প্রশংসা-বিদ্রূপাদি সূচক শব্দ। অ। ২। অতি চমৎকার। বাংপ্র। বিণ।

আহা-মরিও নয়, ছ্যাক্-থুও নয়—মাঝারিগোছের।

আহাম্মক, আহাম্মুক—নির্বোধ, মূর্খ, বোকা, বেকুব। অহম্মূর্খ শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। বি—**আহাম্মকি, -ম্মুকি**।

আহার—১। ভোজন; সংগ্রহ, আহরণ; বহন। আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। ভক্ষ্যবস্তু। আ—হৃ+ঘঞ্ কর্ম বা অপা। বি; পু। ৩। আহর্তা, সংগ্রাহক। আ—হৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ।

আহারক—সংগ্রহীতা; ভবিষ্যতে আহর্তা। আ—হৃ+অক কর্তৃ। বিণ।

আহারবিহার—ভোজন ও ক্রীড়া। দ্বন্দ্ব। বি; পু। [প্রচলিত বাংলায় "আহার বিহার" পদে ভোজনাদি ক্রিয়া বুঝায়। কারণ প্রায় সমার্থক শব্দের পর-সংযোগ এই প্রণালীর অভিমত।]

আহারব্যবহার—এক পঙ্ক্তিতে ভোজন ও সামাজিক ক্রিয়া। বি; পু।

আহারশুদ্ধি খাদ্যসম্বন্ধে পবিত্রতা, অভক্ষ্যবর্জন ও ভক্ষ্যভোজন। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

আহারার্থী (আহারার্থিন্)—ভোজনপ্রার্থী, ভোজনাভিলাষী; জীবিকার্থী। আহারের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**আহারার্থিনী**।

আহারী (আহারিন্) যে খায় এমন, ভোজনপটু, যে বিলক্ষণ খাইতে পারে এরূপ। আহার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**আহারিণী**।

আহারীয়—আহার্য; খাদ্য। বাংপ্র। বিণ বা বি।

আহার্য ১। আহরণীয়; সংগ্রহযোগ্য; আহারীয়, ভোজ্য; যত্নসাধ্য; কৃত্রিম, অস্বাভাবিক; আরোপিত; অপসারণীয়; ব্যাপ্য; আকর্ষণীয়। বিণ। ২। খাদ্য, খাবার জিনিস। আ—হৃ+ ণ্যৎ কর্ম। বি; ক্লী।

আহা হা দুঃখে, পরিতাপে, অনুকম্পায় (উক্তি)। বাংপ্র। অ।

আহিঙ্কে আকাঙ্ক্ষা, লালসা, লোভ; সাধ; ক্ষুধা; তৃষ্ণা। 'আকাঙ্ক্ষা' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

আহিত স্থাপিত; ন্যস্ত; প্রতিষ্ঠিত; কৃত; আনীত; নিষিক্ত; আরোপিত; যাহাতে বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করা হইয়াছে এমন, charged. আ—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

আহিতলক্ষণ নিজ গুণদ্বারা খ্যাত। বহু। বিণ।

আহিতাগ্নি—অগ্নিহোত্রী, সাগ্নিক। আহিত হয় অগ্নি যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু। [আহিতাগ্নি প্রঃ পদে পূর্বপদের পরনিপাত বিকল্পে হয়, সুতরাং অগ্ন্যাহিতও হইতে পারে।]

আহিতুণ্ডিক—সর্পখেলক, সাপুড়ে। অহি-তুণ্ড (সর্পমুখ)+ফিক। বি; পু।

আহীর—গোপ, গোয়ালা। 'আভীর' শব্দের উচ্চারণ ভেদ। বি। স্ত্রী, **-রী, -রিণী**।

আহুক জনৈক নৃপতি [ইঁহার দুই পুত্র, দেবক ও উগ্রসেন। দেবক শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মাতামহ; উগ্রসেন শ্রীকৃষ্ণের পুদ্র-মাতামহ, কংসের পিতা]। বি; পু।

আহুত—১। সম্যগ্‌রূপে হুত; যাহাতে বা

যাহা আহুতি দেওয়া হইয়াছে এমন। আ—হু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গৃহস্থের করণীয় পঞ্চযজ্ঞ; নৃযজ্ঞ, অতিথি-পূজন। আ—হু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আহুতি—হোম, দেবোদ্দেশে অগ্নিতে ঘৃতাদি নিক্ষেপ; হবনীয় ঘৃতাদি। আ—হু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আহূত—১। যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে এমন, আমন্ত্রিত; অভিহিত, সংজ্ঞিত। আ—হ্বে+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আহ্বান। আ—হ্বে+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

আহূতি—আহ্বান, নিমন্ত্রণ, আমন্ত্রণ। আ—হ্বে+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

আহৃত—সংগৃহীত, সংকলিত, সঞ্চিত; আকৃষ্ট; অপহৃত; অভিহিত; ভুক্ত; কৃত; উপার্জিত; দূরীকৃত; আনীত; আয়োজিত। আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

আহেরিয়া—রাজস্থানের প্রসিদ্ধ মৃগয়া-ক্রীড়া; মৃগয়া; মৃগয়াকারী। হি-মূ। বি; বা বিণ।

আহেল, আহেলী—আসল, খাঁটী, খাস; নূতন, নবীন, আনকোরা। আ-মূ। বিণ।

আহেলবেলাত, আহেলিবিলাত—বিদেশীয় লোক, অন্যদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি। আ-মূ। বি। বিণ—**আহেলাবিলাতী, আহেলী-বিলাতী।**

আহ্ন—১। দিনসমূহ। অহন্ (দিন)+ষ্ণ। বি; ক্লী। ২। দৈনিক। বিণ।

আহ্নিক—১। দিনকৃত্য; দৈনিক। অহন্ (দিন)+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**আহ্নিকী।** ২। দৈনিক করণীয় সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য, নিত্যক্রিয়া; গ্রন্থের অংশ বিঃ; স্নান ভোজনাদি দিবসসাধ্য কার্যমাত্র; দৈনিক খাদ্য বা পাঠ্য বিষয়। বি; ক্লী।

আহ্নিকগতি—পৃথিবী যে আপন কক্ষপথে এক বৎসরে অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় সূর্যমণ্ডলকে ঘুরিয়া আসে, এবং এইরূপ ঘুরিবার সময়ে আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দিকে সমস্ত দিবারাত্রে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে আপনার দেহকে একবার আবর্তন করে তাহা, diurnal rotation. আহ্নিকী গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

আহ্বান—১। আমন্ত্রণ, ডাকা; সম্বোধন; দেবাদির আবাহন; নিমন্ত্রণ; তলব করা; যুদ্ধে ডাকা। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+অনট্ ভাব। ২। নাম; তলব-নামা, সমন, summons। আ—হ্বে+অন করণ। বি; ক্লী।

আহ্বানিল—আহ্বান করিল; প্রত্যুদ্গমন-পূর্বক আনিল। কপ্র। ক্রি।

আহ্বায়ক—১। আহ্বানকারী। আ—হ্বে (আহ্বান করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**আহ্বায়িকা।** ২। দূত, যে সভাদি আহ্বান করে, convener. বি; পু।

আহ্বায়িতব্য—ডাকাইবার যোগ্য। আ—হ্বে+ণিচ্+তব্য কর্ম। বিণ।

আহ্লাদ—আনন্দ, হর্ষ। আ—হ্লাদ্ (আহ্লাদিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু। **আহ্লাদে আটখানা**—অতিশয় আনন্দিত; নির্বোধের মত অসংগতরূপে উল্লসিত। **আহ্লাদে ডগমগ**—আনন্দে বিহ্বল।

আহ্লাদক—আহ্লাদজনক, আনন্দকর; আনন্দয়িতা। আ—ণিজন্ত হ্লাদ (=হ্লাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ।

আহ্লাদন—১। প্রীণন, আহ্লাদজনন; প্রীতি, সন্তোষ। আ—ণিজন্ত হ্লাদ (=হ্লাদি)+অনট্ ভাব বি; ক্লী। ২। সুখকর। আ—হ্লাদি+অন কর্তৃ। বিণ।

আহ্লাদিত—আনন্দিত, হৃষ্ট, হর্ষযুক্ত। আহ্লাদ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

আহ্লাদী (-দিন্)—সানন্দস্বভাব, সতত আনন্দ করাই যাহার প্রকৃতি এমন; সুখকর। আহ্লাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**আহ্লাদিনী।**

আহ্লাদী—সদা আহ্লাদিতা নারী; যে স্ত্রী অকারণে আহ্লাদ দেখায় বা আদর কাড়ে, আদুরী। বাংপ্র। বিণ বা বি; স্ত্রী।

আহ্লাদে—সদা আহ্লাদে মত্ত, সদানন্দ; আমুদে; আদুরে; অতি স্বামি-সোহাগিনী। বাংপ্র। বিণ। **আহ্লাদে গোপাল**—যশোদার আদুরে ছেলে কৃষ্ণের ন্যায় অনুচিত আদরে বিগড়ানো ছেলে, অতিশয় আদুরে ছেলে। **আহ্লাদে পুতুল**—হাসিহাসি-মুখ কুমোরের রং-করা মাটির পুতুলের ন্যায় যে ছেলে অন্যায় আদর আবদার করে, অতিশয় আদুরে ছেলে।

ই

ই—১। বাঙ্গালা বর্ণমালার তৃতীয় স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। কামদেব; দক্ষিণ চক্ষু। অ (বিষ্ণু)+ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু। ৩। নিরাকরণ; নিন্দা; খেদ; কোপ; বিস্ময়; সম্বোধন। সংস্কৃত অ। ৪। আদৌ বা কিছু-মাত্র অর্থে; কেবলার্থক; নিশ্চয়ার্থক; অভিন্নার্থক; খেদপ্রকাশক ও পাদপূরণে। ৫। তত্র জাত বা তত্রত্য অর্থে (যথা—খাগড়াই, ঢাকাই ইঃ)। ৬। তৎসম্বন্ধী কার্য বা ব্যয় ইঃ অর্থে (যথা—ধোলাই, বাঁধাই ইঃ)। ৭। শব্দের উত্তর বিহিত হ্রস্বার্থক প্রত্যয় (যথা—ঝোড়া-ঝুড়ি; পোঁটলা-পুঁটলি; হাঁড়া-হাঁড়ি ইঃ)। ৮। সরু ও সৌষ্ঠববিশিষ্ট অর্থে (যথা—রসা-রসি, দড়া-দড়ি)। ৯। আদর বা বাৎসল্যে (যথা—ছেলেটা [অনাদরে]—ছেলেটি [আদরে])। ১০। শব্দের শেষে স্বার্থে (যথা—চাহনি, দোলনি ইঃ)। ১১। উষ্মবর্ণাদি শব্দের প্রথমে আগম (যথা—ইস্কুল, ইস্টেট, ইঃ)। ১২। শব্দের মধ্যে আগম (যথা—সাইল = সাল; ছাইল—ছাল)। ১৩। পরস্পর একরূপ কার্য করা অর্থে একাকৃতি শব্দদ্বয়ের অন্তে প্রযুক্ত (যথা আড়াআড়ি; হাতাহাতি ইঃ)। বাংপ্র। অ।

ইউনানী—গ্রীক, যাবনিক; হাকিমী চিকিৎসা বিষয়ক। আ-মূ। বিণ।

ইউরেশিয়ান, ইউরেশীয়—ইউরোপ ও এশিয়ার অধিবাসী হইতে উৎপন্ন সংকর জাতি বিঃ; ফিরিঙ্গী। < ইং 'Eurasian'. বি বা বিণ।

ইউরোপ—প্রতীচ্য মহাদেশ; ইউরোপ বাসী। ইং। বি।

ইউরোপীয়—ইউরোপ মহাদেশ সম্বন্ধীয়, ইউরোপজাত; ইউরোপের অধিবাসী। ইং-মূ। বিণ।

ইংরাজ, ইংরেজ—ইংলণ্ডদেশীয় লোক। পো-মূ। বি।

ইংরাজী, ইংরেজী—১। ইংরাজজাতীয়, ইংরাজসম্বন্ধীয়; বিলাতী। বিণ। ২। ইংরাজের ভাষা। পো-মূ। বি। **ইংরাজী বাজনা**—গোরার বাজনা।

ইংলণ্ড—ইংরাজদিগের স্বদেশ, বিলাত। ইং। বি।

ইংলিশ—১। ইংলণ্ড দেশসংক্রান্ত বা তন্নিকটস্থ; বিলাতী। ইং। বিণ। ২। ইংরেজ; পাইকার (Pica) চেয়ে বড় ও গ্রেট্ প্রাইমারের চেয়ে ছোট ছাপার অক্ষর বিঃ। ইং। বি।

ইঃ (ইস্)—খেদ, ক্রোধ, বেদনা, অধীরতা বা বিস্ময়সূচক অব্যয়; 'ইং'এর ন্যায় ইত্যক শব্দের সংক্ষেপাক্ষর। বাংপ্র।

ইঁচড়—অপক্ক কাঁটাল, কচি কাঁটাল। বাংপ্র। বি। **ইঁচড়ে পাকা**—অকাল-পক্ক, বাল্যে বৃদ্ধবৎ আচরণকারী; বকাটে।

ইঁট—ইট (তাহা দ্রঃ)।

ইঁটখোলা—ইটখোলা (তাহা দ্রঃ)।

ইঁটপাটকেল—ইটপাটকেল (তাহা দ্রঃ)।

ইঁদারা—বৃহৎ বা গভীর কূপ, কুয়া। হিন্দি। বি।

ইঁদুর—মূষিক। উন্দুর শব্দের অপভ্রংশ। বি।

ইঁদুরজালি—কচি অবস্থাতেই যে ফলের ভিতরটা নষ্ট হইয়া যায়। বাংপ্র। বি।

ইঁদুরে—মন্দ ; অপকৃষ্ট ; ইঁদুরে খুঁড়িয়াছে এমন ('— মাটি')। বাংপ্র। বিণ। **ইঁদুরে দাঁত**—ইঁদুরের মত ক্ষুদ্র তীক্ষ্ণ দন্ত।

ইঁহা—ইনি। বাংপ্র। সর্ব।

ইকরার—একরার (তাহা দ্রঃ।)

ইকার—ই এই বর্ণ মাত্র। ই+কার স্বার্থে। বি ; পু।

ইকারান্ত—যাহার শেষে ই এই অক্ষর আছে এমন। বহু। বিণ।

ইকিড়িমিকিড়ি—শিশুদিগের খেলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ইক্ষুকাণ্ড—আকের ডাঁটা অর্থাৎ আসল আক। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

ইক্ষুদণ্ড—ইক্ষুকাণ্ড, আকের ডাঁটা অর্থাৎ আসল আক। ৬তৎ। বি ; পু।

ইক্ষুনেত্র—ইক্ষুর নেত্রাকার গস্থি, আখের চোখ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ইক্ষুপত্র—আকগাছের পাতা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ইক্ষুমতী—নদী বিঃ [সাঙ্কাস্থানগরী ইহার তীরে অবস্থিত। মহাভারতের মতে এই নদী কুরুক্ষেত্রের মধ্যে। কনিংহাম সাহেব বলেন, ইহার অপর নাম ঈশানী]। বি ; স্ত্রী।

ইক্ষুমূল—ইক্ষুগ্রন্থি ; বাঁশ। বি ; ক্লী।

ইক্ষুমেহ—প্রমেহ বিঃ, Diabetes Mellitus. বি ; পু।

ইক্ষুযন্ত্র—ইক্ষুরসনিষ্পীড়ক যন্ত্র, আকমাড়া কল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ইক্ষুরস—আকের রস বা গুড়। ৬তৎ। বি ; পু।

ইক্ষুসার—আকের গুড়। ৬তৎ। বি ; পু।

ইক্ষ্বাকু—সূর্যবংশীয় প্রথম নরপতি। বৈবস্বত মনুর ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি অতিশয় প্রবলপ্রতাপ রাজা ছিলেন। ইঁহার শত পুত্র হইয়াছিল। ইনি অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। বিষ্ণু-পুরাণে লিখিত আছে, ইনি মনুর নাসিকা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইক্ষু শব্দ + আ—কৃ + ডু কর্তৃ। বি ; পু।

ইখ্‌তিয়ার—এখ্‌তিয়ার, এক্তার, ক্ষমতা, অধিকার, দখল, control. আ-মু। বি।

ইঙ্গ-বঙ্গ—ইংরেজী ও বাংলা উভয় (ভাষাদি) ; ইংরেজীভাবাপন্ন বাঙ্গালী ; সাহেবী সাজপোশাক ও চালচলনের অনুকারী বাঙ্গালী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ইঙ্গ-ভারতীয়—১। ইংরেজ ও ভারতীয় মিশ্রিত। বিণ। ২। ফিরিঙ্গী জাতি ; ইংরেজ ও ভারতীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন জাতি। < ইং 'Anglo-Indian'. বি।

ইঙ্গিত—১। চেষ্টিত, চেষ্টা ; হৃদগতভাব ; হৃদগতভাব প্রকাশক ভঙ্গী, ইশারা ; গমন ; কম্পন। ইন্‌গ্‌ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। গত। ইন্‌গ্‌ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। (বাংলায়) উপহাস, ব্যঙ্গ। বি।

ইঙ্গিতজ্ঞ—ইঙ্গিত বুঝিতে সমর্থ, ইশারায় মনের কথা বুঝিয়া লইতে পারে এরূপ, ইঙ্গিতকোবিদ। ইঙ্গিত শব্দ জ্ঞা (জানা) + ড কর্তৃ। বিণ।

ইঙ্গুদ—তৈলপ্রদ তাপস-তরু, ইহার ফলের তৈল ঋষিরা ব্যবহার করিতেন। ইন্‌গ্‌ (গমন করা) + উ ভাব = ইঙ্গু ; ইঙ্গু (গমন) — দা (দেওয়া) + ড কর্তৃ ; উপতৎ। বি ; পু।

ইঙ্গুদী—তৈলপ্রদ বৃক্ষ বিঃ, ইঙ্গুদ। ইঙ্গুদ + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

—ইঙ্গুদী বৃক্ষ। ইঙ্গুল + ঈপ্‌। বি ;

ইচলা—চিঙ্গট বা চিংড়িমাছ, ইচামাছ ; চুনামাছ ; ইতরলোক, কচকে। প্রাদে। বি।

ইচ্ছ—ইচ্ছা করা, চাহা ; পাইতে অভিলাষ করা। কপ্র। ক্রি।

ইচ্ছক—ইচ্ছাকারী, অভিলাষী। ইষ্‌ (ইচ্ছা করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ইচ্ছিকা**।

ইচ্ছা—১। বাঞ্ছা, অভিলাষ ; স্পৃহা ; পীঠ-শক্তি বিঃ। ইষ্‌ + অ ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। ইচ্ছা করা, বাসনা করা। কপ্র। ক্রি।

ইচ্ছাকৃত—যাহা ইচ্ছা করিয়াই করা হইয়াছে এমন, জ্ঞানকৃত। ৩তৎ। বিণ।

ইচ্ছাদান—অভীষ্টদ্রব্য দান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ইচ্ছাধীন—ইচ্ছার বশীভূত, ইচ্ছা করিলেই যাহা সম্পাদিত হইতে পারে এমন। ৬তৎ। বিণ ; ক্লী।

ইচ্ছানিমিত্তক—অভিলাষ-হেতুক, ইচ্ছা-জন্য, ইচ্ছাজনিত ; ইচ্ছাধীন। বহু। বিণ।

ইচ্ছানিবৃত্তি—বাসনার ক্ষান্তি, কামনা-নাশ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ইচ্ছানুগত—ইচ্ছাধীন, ইচ্ছার বশবর্তী। ৬তৎ। বিণ।

ইচ্ছানুগামী (-গামিন্‌)—ইচ্ছার অনু-সরণকারী, ইচ্ছামত কার্যকারী ; ইচ্ছা-ধীন ; যথেচ্ছ। ইচ্ছার অনুগামী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ইচ্ছানুগামিনী**।

ইচ্ছানুযায়ী (-যায়িন্‌)—ইচ্ছানুগামী (সকল অর্থে)। ইচ্ছার অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ইচ্ছানুযায়িনী**।

ইচ্ছানুরূপ—ইচ্ছামত ; যথাসাধ্য। ইচ্ছার অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ।

ইচ্ছানুসারে—ইচ্ছার অনুসরণক্রমে, ইচ্ছা-ক্রমে, যথেচ্ছভাবে, ইচ্ছামত। ইচ্ছার অনুসার আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাপত্র—নিজ ইচ্ছানুসারে সম্পত্তির বিনিয়োগপত্র, 'উইল'। ইচ্ছাকৃত যে পত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ইচ্ছাপূর্বক—বাসনাপুরঃসর, অভিলাষ বা অভিপ্রায় করিয়া। ইচ্ছা হইয়াছে পূর্বে যাহার, বহু (ক-আগম)। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছাবরী—স্বয়ংবরা। কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

ইচ্ছাবসন্ত—আসল বসন্ত, মসুরিকা রোগ। বাংপ্র। বি।

ইচ্ছাবান্‌ (-বৎ)—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী ; বাসনাবিশিষ্ট ; স্পৃহাযুক্ত ; আকাঙ্ক্ষী ; লোভী ; কামুক। ইচ্ছা শব্দ + বতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ইচ্ছাবতী**।

ইচ্ছামত—ইচ্ছানুরূপ। ৬তৎ। বিণ।

ইচ্ছাময়—ইচ্ছাত্মক, অভিলাষময় ; যাঁহার ইচ্ছায় সব হয়, ভগবান্‌। ইচ্ছা শব্দ + ময়ট্‌ তদ্রূপ অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

ইচ্ছাময়ী—ভগবতী, দুর্গা। বি ; স্ত্রী।

ইচ্ছামরণ—ইচ্ছামৃত্যু (সকল অর্থে)।

ইচ্ছামৃত্যু—১। আপন ইচ্ছানুসারে দেহ-বিসর্জন ; আত্মহত্যা। মধ্যপ। বি। ২। যিনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করিতে পারেন এমন। বিণ। ৩। ভীষ্ম। বহু। বি ; পু।

ইচ্ছায়ত্ত—ইচ্ছাধীন। ৬তৎ। বিণ।

ইচ্ছাশক্তি—অভীষ্টসাধনী শক্তি। বি ; স্ত্রী।

ইচ্ছাসুখে—ইচ্ছাপূর্বক সুখের সহিত। ক্রি-বিণ।

ইচ্ছি—ইচ্ছা করি বা করিয়া। কপ্র। ক্রি।

ইচ্ছিত—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী। ইচ্ছা শব্দ + ইত। বিণ।

ইচ্ছিল—ইচ্ছা করিল। কপ্র। ক্রি।

ইচ্ছু—ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী ; সম্মত, রাজী। ইষ্‌ (ইচ্ছা করা) + উ কর্তৃ নিপাতনে। বিণ।

ইচ্ছুক—ইচ্ছু, ইচ্ছাযুক্ত, অভিলাষী। ইচ্ছু + কণ্‌ স্বার্থে। বিণ।

ইচ্ছে—ইচ্ছা করে। কপ্র। ক্রি।

ইছাই ঘোষ—অজয় নদের তীরবর্তী ঢেঁকুর নামক জনপদের অধিপতি। ইনি জাতিতে গোপ, শক্তির উপাসক। সে কালে ঢেঁকুর বঙ্গের পালবংশীয় রাজাদিগের অধীন ছিল। মহাশক্তির করুণাপ্রভাবে ইছাই স্বাধীন হইলেন, গৌড়রাজকে কর দিতে চাহিলেন না। গৌড়রাজ ইহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, যুদ্ধে গৌড়রাজ পরাজিত হইলেন। ইছাই ঘোষ বহুদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলেন। এদিকে গৌড়রাজের ভাগিনেয় লাউসেন মহাযোদ্ধা হইয়া উঠিলেন। গৌড়রাজ ভাগিনেয় লাউসেনকে ইছাই ঘোষের দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। দুই বীরে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। এবার ধর্মবীর লাউসেনের জয় হইল,—ইছাই নিহত হইলেন। অজয় নদের পারে এখনও ইছাই ঘোষের রাজবাটীর চিহ্ন পড়িয়া রহিয়াছে। [ঘনরাম কৃত ধর্মমঙ্গল।]

ইছা(চ্ছা)মতী—নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

ইজমালী—এজমালী (তাহা দ্রঃ)।

ইজলাস—এজলাস (তাহা দ্রঃ)।

ইজার, ইজের—পাজামা, trouser ; প্যান্ট বা প্যান্টালুন ; জমা, জোতজমি। আ। বি।

ইজারদার, ইজারাদার—যে ইজারা লয়, ইজারা সম্পত্তির ভোগকারী। আ-ফা। বি।

ইজার(রা)দারি—ইজারা জমিতে চাষ আবাদের (farming) ক্ষমতা। আ-ফা-মূ। বি।

ইজারা—ঠিকা ; নির্দিষ্ট খাজনায় জমির বন্দোবস্ত। আ। বি।

ইজারাজ ল—ইজারা ভূসম্পত্তি। আ। বি।

ইজাহার—এজাহার (তাহা দ্রঃ)।

ইজ্জত—মান, সম্ভ্রম, মর্যাদা ; উদারতা, উচ্চভাব। আ। বি।

ইজ্য—১। দেবগুরু, বৃহস্পতি ; বিষ্ণু ; পরমেশ্বর ; গুরু ; শিক্ষক ; পুষ্যানক্ষত্র ; দেবতা যজ্ (পূজা করা)+ক্যপ্, কর্ম। বি পু। ২। পূজ্য। বিণ।

ইজ্যা—১। পূজ্যা। 'ইজ্য' দ্রঃ। ইজ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পূজা ; যজ্ঞ দান ; সংগম, মিলন। যজ্ (পূজা করা +ক্যপ্, ভাব+আপ্। ৩। প্রতিমা গাভী, গরু ; কুট্টনী। যজ্+ক্যপ্, কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ইঞ্চ, ইঞ্চি—এক ফুটের ১২ ভাগের ১ ভাগ, বুরুল। <ইং 'inch'. বি।

ইঞ্জিন—উত্তপ্ত বাষ্পাদি দ্বারা চালনকল যাহার বলে কোন কল চলে এমন যন্ত্র। < ইং 'engine'. বি।

ইঞ্জিনিয়ার—কলনির্মাতা, কলচালক ; স্থপতি, পূর্তকার্য গৃহনির্মাণ প্রঃ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। <ইং 'engineer'. বি।

ইঞ্জিনিয়ারি—যন্ত্রবিজ্ঞান ; ইঞ্জিনিয়ারের কাজ। ইং-মূ। বি।

ইট - 'ইষ্টক' শব্দের অপভ্রংশ। বাংপ্র। বি।

ইটখোলা-ইট তৈরি করিয়া পোড়াইবার জায়গা। বাংপ্র। বি।

ইটপাটকেল—ভগ্ন ইষ্টকখণ্ড, brick-bats. বাংপ্র। বি।

ইটানো, ইটনো-ইষ্টকাঘাত করা, ইট ছুড়িয়া মারা। বাংপ্র। ক্রি।

ইড়া পৃথিবী ; গবী, ধেনু ; ত্বরা, শীঘ্রতা ; বাক্য ; বাণী বা বাগ্দেবী ; স্বর্গ ; ইক্ষ্বাকুকন্যা, বুধপত্নী, ইহার অপর নাম ইলা ['ইলা' দ্রঃ] ; দক্ষকন্যা, কশ্যপপত্নী, মনুকন্যা, বুধের ভার্যা ও পুরূরবার জননী [ইড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে ;—"প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় মনু পাকযজ্ঞ করেন। যজ্ঞার্থ ঘৃত, নবনী ও আমিক্ষা জলে নিক্ষেপ করিলে তাহাতে সংবৎসর মধ্যে এক কন্যা উৎপন্ন হন। সেই কন্যাকে লইয়া কঠোর যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া মনু প্রজাপতি হইলেন"] ; শরীরের বামপার্শ্বস্থ রক্তবহা নাড়ী বিঃ ["মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে সন্নিবিষ্ট চন্দ্রসূর্যাত্মক ইড়া ও পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে ; তাহারা চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নি এই তিনের গুণবিশিষ্ট। সাধকের পক্ষে ইড়া নাড়ী গঙ্গা, ও পিঙ্গলা যমুনাস্বরূপ। ঐ উভয় নাড়ীর মধ্যে সুষুম্না সরস্বতীস্বরূপ। এই তিনের মিলনের নাম ত্রিবেণী ; যোগিগণ এই ত্রিবেণী সংগমে স্নান করিয়া সর্বপাপমুক্ত হন। যাঁহারা কামনাপূর্বক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় ভবধামে আনিতে এইটিই যানস্বরূপ হন। সুষুম্না ব্রহ্মনাড়ী, উহাতেই জগৎ প্রতিষ্ঠিত]। ইড়্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

ইৎ-(ব্যাকরণে) কোন কার্যের নিমিত্ত উচ্চার্যমাণ অতিরিক্ত বর্ণ, কার্যকালে তাহা পরিত্যাজ্য। "কস্মৈচিৎ কার্যায় উচ্চার্যমাণো বর্ণ ইৎ সংজ্ঞঃ স্যাৎ তস্য কার্যে অনুচ্চারঃ।

ইতঃ (ইতস্)—ইহা হইতে ; এখান হইতে, এদিক্ হইতে ; ইহাতে ; এখানে, এদিকে ইদম্ শব্দ+তস্, ৫ম বা ৭মী-স্থানে। অ।

ইতঃপর - ইহার পর, অনন্তর। ৫তৎ। অ।

ইতঃপূর্বে—ইহার পূর্বে, অগ্রে বা আগে। অ।

ইতর—১। নীচ, পামর ; কাতর ; অবশিষ্ট ; ত্যক্ত ; সামান্য। ই শব্দ—ত্বৃ+অল্ কর্ম। বিণ। ২। অন্য, ভিন্ন ; মূঢ় বা সাধারণ লোক। বিণ। সর্ব।

ইতরজন—নীচ ব্যক্তি ; অন্য ব্যক্তি। কর্মধা। বি ; পু।

ইতরজাতীয়—ভিন্ন জাতিভুক্ত, অন্য জাতির অন্তর্গত ; ভিন্ন শ্রেণীর ; মনুষ্য ভিন্ন অপর জাতির অন্তর্গত ; নীচজাতীয়, হীনজাতিভুক্ত। ইতরজাতি+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

ইতরতঃ-অন্যভাবে ; পরদেহ বা পরলোক হইতে। ইতর+তস্। অ।

ইতরতা-নীচতা, ছোটলোকের মত ব্যবহার। ইতর+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ইতরপণা-ইতরতা। বাংপ্র। বি।

ইতরবিশেষ—১। নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট-ভেদ, ভিন্নতা ; কমিবেশি। দ্বন্দ্ব। ২। তুলনা দ্বারা এক হইতে অন্যের পার্থক্য। ৫তৎ। বি ; পু।

ইতরভাষা—অপভাষা, নীচ লোকের ভাষা ; অকথ্য বাক্য। কর্মধা বা ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ইতরামো, ইতরামি—ইতরতা (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

ইতরেতর—অন্যোন্য ; পরস্পর। দ্বন্দ্ব। বিণ। **ইতরেতর দ্বন্দ্ব**-কতকগুলি বিশেষ্যপদের সমাস ; সমাহারার্থ ভিন্ন দ্বন্দ্ব সমাস বিঃ।

ইতরেতরযোগ-দ্বন্দ্ব। ৬তৎ। বি ; পু।

ইতরেতরাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্) পরস্পরাবলম্বী, যাহারা কার্যসাধনার্থ পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করে এরূপ। ইতরেতরাশ্রয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ইতরেতরাশ্রয়িণী**।

ইতশ্চেতঃ—এখানে সেখানে, এদিকে সেদিকে। ইতঃ+চ+ইতঃ। অ।

ইতস্ততঃ—এদিক্ সেদিক্ ; চারিদিকে ; দ্বৈধ। ইতঃ+ততঃ। অ।

ইতি—এই হেতু ; এই প্রকার ; আদি ; ইহা ; সমাপ্তি ; প্রকরণ ; উপক্রম ; প্রকাশ ; স্বরূপ, identity ; ব্যবস্থা ; পরামর্শ ; মত ; সমাপ্ত ; প্রকর্ষ। ই (গমন করা)+ক্তি ভাব। অ। **ইতি করা**—ক্ষান্ত হওয়া, শেষ করা।

ইতিউতি-এদিক্ সেদিক্, ইতস্ততঃ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ইতিকথা—ইহা কথা মাত্র ; নিরর্থক কথন ; উপকথা। সুপ্। বি ; স্ত্রী।

ইতিকর্ত্তব্য—ইহাই কর্তব্য, ইহাই করা উচিত বা আবশ্যক অথবা করার যোগ্য ; কার্যসম্পাদনে আনুষঙ্গিকভাবে প্রয়োজনীয়। বিণ।

ইতিকর্তব্যতা–'ইহাই কর্তব্য' এইরূপ জ্ঞান। ইতিকর্তব্য শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ইতিকর্তব্যবিমূঢ়–কর্তব্য অবধারণে অসমর্থ। ৭তৎ। বিণ।

ইতিপূর্বে–ইত্যগ্রে, ইহার আগে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ইতিবৃত্ত–এই প্রকার চরিত্র ; পূর্ববৃত্তান্ত, ইতিহাস। সুপ্। বি ; ক্লী।

ইতিবৃত্তকথা—প্রাচীন ঘটনার বিবরণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ইতিবৃত্তকার, -লেখক—ইতিহাস-রচয়িতা, ঐতিহাসিক। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু।

ইতিমধ্যে–ইত্যবসরে ; ইহার মধ্যে, এমন সময়ে। বাংপ্র। অ ('ইতোমধ্যে' শুদ্ধ)।

ইতিমাত্র—এতৎপরিমাণ, এতাবৎ। বহু। বিণ।

ইতিলা, ইত্তালা–এত্তলা বা এত্তেলা (তাহা দ্রঃ)।

ইতিহ–পরম্পরাগত উপদেশ ; প্রাচীন কথা। ইতি (এবম্প্রকার)—হ (সমাচার), এই গাছে ভূত আছে এই প্রকার পরম্পরাগত প্রবাদ, ইহাই মৌলিক অর্থ। অ।

ইতিহাস–পুরাবৃত্ত ; প্রাচীন আখ্যান ; ইতিবৃত্ত ; অষ্টাদশ শাস্ত্রান্তর্গত শাস্ত্র বিঃ ; (বাংলায়) বৃত্তান্ত। ইতিহ (তাহা দ্রঃ।) ইতিহ্—অস (নিক্ষেপ করা)+ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

মহাভারতের মতে, "যাহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উপদেশ এবং পুরাবৃত্ত কথা আছে, তাহাই ইতিহাস।" বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামীর মতে, "ঋষিপ্রোক্তাদি বহুবিধ আখ্যান, দেব ও ঋষিচরিত, এবং ভবিষ্যৎ অদ্ভুত ধর্মকথাদি যাহাতে আছে, তাহাই ইতিহাস।" আধুনিক পাশ্চাত্য মতে, "জগতের অতীত ও বর্তমান ঘটনার বর্ণন দ্বারা সাধারণের জ্ঞানবৃদ্ধি করাই ইতিহাসের উদ্দেশ্য।"

ইতিহাস-কার, -লেখক–ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা, ইতিবৃত্তরচক, ঐতিহাসিক। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু।

ইতিহাসজ্ঞ—ইতিহাস শাস্ত্রে পণ্ডিত, পুরাবৃত্ত বিষয়ে জ্ঞানী ; ইতিহাস গ্রন্থের লেখক। উপতৎ ; ইতিহাস—জ্ঞা (জানা) +ড কর্তৃ। বিণ।

ইতিহাসনিবন্ধ, -নিবন্ধন–উপাখ্যান-গ্রন্থ, পৌরাণিক সন্দর্ভ। বি ; পু ও ক্লী।

ইতিহাসবাদ—পুরাবৃত্ত। বি ; পু।

ইতিহাসবিৎ (-বিদ্)—ইতিহাসজ্ঞ (সকল অর্থে)। উপতৎ ; ইতিহাস—বিদ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ইতিহাসবেত্তা (-বেতৃ)—ইতিহাসজ্ঞ (সকল অর্থে)। উপতৎ ; ইতিহাস—বিদ্ (জানা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -বেত্রী।

ইতু—কার্তিক মাসের সংক্রান্তি দিবসে ঘট স্থাপনা করিয়া তদবধি অগ্রহায়ণের সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রত্যেক রবিবারে সেই ঘটে যে সূর্য ঠাকুরের পূজা করা হয়, কিংবা সেই ঘট। কেহ কেহ বলেন, মিত্রপূজা (অগ্রহায়ণের আদিত্যপূজা) শব্দ হইতে চলিত ভাষায় ইতু পূজা হইয়াছে। <মিত্র। বি ; পু।

ইতোমধ্যে—ইতিমধ্যে, ইহার মধ্যে। বি, অধি-৭মী।

ইত্তিহাদ—সংঘ, সভা ; সমন্বয় ; সন্ধি। আ। বি।

ইত্থম্—এবংবিধ, এই প্রকার। ইদম্ (এই) +থম্ প্রকারার্থে। অ।

ইত্থম্ভূত—এবংভূত, ঈদৃশ ; এই প্রকার জাত। ইত্থম্—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ইত্যবসরে, -বকাশে—এই অবসরে, এই সুযোগে, এমন সময়ে, ইতিমধ্যে। কর্মধা। বি ; অধি।

ইত্যাকার—এবম্প্রকার, এতদ্বিধ, এইরূপ। ইতি (ইহা) আকার যাহার, বহু। বিণ।

ইত্যাদি–এবং এইরূপ, এইরূপ আরও, এতৎ প্রঃ। ইতি হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু। বিণ।

ইথে—ইহাতে ; এই ব্যাপারে ; ইহার ; ইহা কপ্র। অ।

ইন্দ(ইঁদ)কাঠ—ভাদ্রমাসে ইন্দ্রের পূজার্থ চতুষ্কোণ ধ্বজাকৃতি কাষ্ঠ বিঃ। 'ইন্দ্রকাষ্ঠ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

ইদগা পর্বাহে বা ইদের দিনে সমবেত উপাসনার গৃহ, ইদ্‌ঘর। আ। বি।

ইদম্—এই, ইহা, ইনি। ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা) +কম্ কর্তৃ। সর্ব।

ইদানীন্তন—অধুনাতন, বর্তমানকালীন ; আধুনিক, সাম্প্রতিক, অনতিপূর্বকালীন, নব্য, এখনকার, হালী। ইদানীম্ শব্দ+টন্ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ইদানীন্তনী**।

ইদানীম্–সম্প্রতি, অধুনা ; বর্তমান সময়ে, এক্ষণে। ইদম্ (এই)+দানীম্। অ।

ইদাবৎসর—ত্রিংশটি সূর্যোদয়ে যে মাস হয়, তাহার দ্বাদশ মাসে এক ইদাবৎসর হয়। ইদা নামক যে বৎসর, মধ্যপ। বি ; পু। [এই বৎসরে অন্নবস্ত্র দান করিলে মহাপুণ্য হয়।]

ইনকম—আয়। <ইং 'income'. বি।

ইনকম-টেক্স—আয়-কর। <ইং 'income-tax'. বি।

ইনক্লাব—বিপ্লব। আ। বি। **ইনক্লাব জিন্দাবাদ**—বিপ্লব জয়যুক্ত হউক।

ইনসলভেন্ট–দেউলিয়া, ঋণপরিশোধে অসমর্থ, যোগ্যহীন। <ইং 'insolvent'. বিণ।

ইনসাফ—বিচার ; সুবিচার। আ। বি।

ইনাম—পুরস্কার, পারিতোষিক। আ। বি।

ইনামভূমি—পুরস্কারস্বরূপে প্রদত্ত ভূমি ; লাখেরাজ জমি। প্রা কপ্র। বি।

ইনামেল এনামেল (তাহা দ্রঃ)।

ইনি—এই ব্যক্তি (সম্ভ্রমার্থে)। বাংপ্র। সর্ব।

ইনিয়ে-বিনিয়ে–নানারকমে সাজাইয়া বাড়াইয়া ; একান্ত অনুনয়-বিনয়ের সহিত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ইন্তাকাল, এন্তাকাল–ক্রোক ; হস্তান্তরকরণ ; মালক্রোক, distraint. আ-মু। বি।

ইন্তাজার—এন্তাজার (তাহা দ্রঃ)।

ইন্তাজারি, ইন্তিজার, এন্তাজার—এন্তাজারি (তাহা দ্রঃ)।

ইন্দারা—কূপ, ইঁদারা। <ইন্দ্রাগার। বি।

ইন্দি, ইন্দী–লক্ষ্মী। ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা)+ই কর্তৃ, ২য় পক্ষে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ইন্দিবর, ইন্দীবর, ইন্দিবার, ইন্দীবার—নীলোৎপল, নীলপদ্ম, নীলকুমুদ ; কুবলয় ; পদ্ম। ইন্দির বা ইন্দীর (লক্ষ্মীর) বর (প্রিয়), ৬তৎ ; দ্বিতীয় পক্ষেও তাই, তবে নিপাতনে। বি ; ক্লী।

ইন্দিরা—লক্ষ্মী, কমলা। ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা) +ইর কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

ইন্দিরা গান্ধী—(জন্ম ১৯শে নভেম্বর, ১৯১৭ খ্রীঃ)। জওহরলাল নেহরুর কন্যা। সুইজারল্যাণ্ড শান্তিনিকেতন ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্তা। ইনি ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন।

ইন্দিরা দেবী (সুরূপা)—স্বার্ ৺মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। ইনি শৈশবে ও বাল্যে পিতামহ স্বনামপ্রসিদ্ধ ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। হুগলীর বিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকাল হইতেই ইন্দিরা দেবীর অনন্যসাধারণ কবিত্বশক্তি ছিল। দশ এগার বৎসর বয়স হইতে চতুর্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে পিতামহের নিকট সংস্কৃত কুমারসম্ভব, ভট্টি, বাল্মীকি রামায়ণের সুললিত পদ্যানুবাদ ও কবিতায় সাবিত্রী-চরিত রচনা করেন।

ইঁহার রচিত কয়েকখানি উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই আছে। তন্মধ্যে স্পর্শমণি নামক সুবৃহৎ উপন্যাসখানি বিশেষরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইঁহার রচিত উপন্যাস স্পর্শমণি, পরাজিতা, স্রোতের গতি, প্রত্যাবর্তন ও সৌধরহস্য, এবং ছোট গল্পের বই নির্মাল্য, কেতকী, মাতৃহীন ও ফুলের তোড়া বঙ্গসাহিত্যে আদরের সামগ্রী।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী-(১৮৭৩—১৯৬০ খ্রীঃ)। জন্ম—বিজাপুরের অন্তর্গত কালাত্গীতে। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি রবীন্দ্র সংগীত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত ও হিন্দুস্থানী সংগীতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। 'নারীর উক্তি' ইঁহার একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রমথ চৌধুরীর (বীরবল) সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়।

ইন্দিরাবর নীলোৎপল। ইন্দিরার (লক্ষ্মীর) বর (প্রিয়), ৬তৎ। বি; ক্লী।

ইন্দু—চন্দ্র, শশী; মৃগশিরা নক্ষত্র, কারণ ঐ নক্ষত্রের দেবতা চন্দ্র; কর্পূর; শ্রেষ্ঠার্থে। উন্দ্ (আর্দ্র করা)+উ কর্তৃ; যিনি অমৃতধারা দ্বারা ভুবনকে আর্দ্র করেন; অথবা ইন্দ্ (প্রভুত্ব করা)+উ কর্তৃ; যিনি নক্ষত্রদিগের উপর প্রভুত্ব করেন। বি; পু।

ইন্দুকমল—শ্বেতপদ্ম। ইন্দু সদৃশ কমল, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ইন্দুকলা-গুড়ূচী; চন্দ্রের ষোল ভাগের এক এক ভাগ; (১) পুষা, (২) যশা, (৩) সুমনষা, (৪) রতি, (৫) প্রাপ্তি, (৬) ধৃতি, (৭) ঋদ্ধি, (৮) সৌম্যা, (৯) মরীচি, (১০) অংশুমালিনী, (১১) অঙ্গিরা, (১২) শশিনী, (১৩) ছায়া, (১৪) সম্পূর্ণমণ্ডলা, (১৫) তুষ্টি, (১৬) অমৃতা, এই ষোলটির এক একটিকে ইন্দুকলা, চন্দ্রকলা বা শশিকলা বলে। কালমাধবীয় গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে:—চন্দ্রের ১ম কলা অগ্নি পান করেন, ২য় সূর্য, ৩য় বিশ্বদেবগণ, ৪র্থ বরুণ, ৫ম বষট্কার, ৬ষ্ঠ চন্দ্র, ৭ম স্বর্গীয় ঋষিগণ, ৮ম বিষ্ণু, কৃষ্ণপক্ষীয় নবম কলা যম, ১০ম বায়ু, ১১শ ঊষা, ১২শ অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণ, ১৩শ কুবের, ১৪শ শিব, ১৫শ ব্রহ্মা, এবং ষোড়শ কলা সর্বদাই জলে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে; এইজন্য অমাবস্যার দিনে চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায় না; ঐ দিন চন্দ্র ওষধিতে পরিণত হয়; অনন্তর সেই ওষধি গবীরা ভক্ষণ করে, তাহাতে দুগ্ধ ও ঘৃতের উদ্ভব হয়; সেই দুগ্ধঘৃতাদি দ্বারা ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি কার্যের অনুষ্ঠান করেন, সেই যজ্ঞের ফলে অমৃতের উৎপত্তি, এবং সেই অমৃতে চন্দ্রকলা পুনরায় পূর্ণ হয়। ইন্দুর কলা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুকান্ত—চন্দ্রকান্ত মণি, চন্দ্রোদয়ে এই মণি অতি উজ্জ্বল শোভা ধারণ করে। ইন্দু (চন্দ্র) কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। বি; পু।

ইন্দুনিভ—চন্দ্রোপম। নিত্য। বিণ।

ইন্দুনিভানন-চন্দ্রবদন। ইন্দুনিভ আনন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ননা,** (বাংপ্র) **-ননী**।

ইন্দুবদন—চন্দ্রানন। বহু। বি; পু।

ইন্দুবদনা ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুব্রত-চান্দ্রায়ণ ব্রত (এই ব্রত করিলে চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি ও সর্বপাপ ক্ষয় হয়)। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ইন্দুভূষণ-শঙ্কর, শিব, মহাদেব। ইন্দু (চন্দ্র) ভূষণ যাহার, বহু। বি; পু।

ইন্দুভৃৎ—চন্দ্রশেখর, মহাদেব। উপতৎ; ইন্দু শব্দ—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

ইন্দুমণি চন্দ্রকান্ত মণি। বি; পু।

ইন্দুমতী-১। পূর্ণিমা; পূর্ণিমা। ইন্দু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

২। সূর্যবংশীয় অজ নামক রাজার পত্নী ও ভোজরাজভগিনী; দশরথের মাতা, সুতরাং রামচন্দ্রের পিতামহী। ইঁহার স্বয়ংবরকালে ইনি অন্যান্য নৃপবৃন্দকে উপেক্ষা করিয়া মহারাজ অজকে বরমাল্য প্রদান করেন। ইহাতে উপেক্ষিত রাজগণ অজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, অজ তাঁহাদের সকলকে পরাস্ত করিয়া ইন্দুমতী সহ অযোধ্যায় উপনীত হন। কিছুকাল পরে, একদিন ইন্দুমতী পতির সহিত উদ্যানে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে শূন্যপথগামী দেবর্ষি নারদের বীণা হইতে পারিজাত-মালা স্খলিত হইয়া ইঁহার দেহে পতিত হওয়ায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

ইন্দুমুখী-চন্দ্রবদনা, চন্দ্রমুখী। ইন্দুর ন্যায় মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

ইন্দুমৌলি—শিব, মহাদেব। ইন্দু মৌলিতে (মস্তকে) যাঁহার, বহু। বি; পু।

ইন্দুয়া—ইন্দু, চন্দ্র। প্রা কপ্র। বি।

ইন্দুর—মুষিক, আখু। উন্দ্+উর কর্তৃ। বি; পু।

ইন্দুর-কাণি, -কাণী—জলের একরকম পানা; মুষিককর্ণীলতা। বাংপ্র। বি।

ইন্দুরত্ন—মুক্তা। ইন্দু সদৃশ রত্ন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ইন্দুরেখা—চন্দ্রকলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুলেখা—শশিকলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দুলোহক, -লৌহ-রৌপ্য। লোহক, মধ্যপ। বি; ক্লী। [পূর্বে লোহ ও লোহকাদি শব্দ স্বর্ণরৌপ্যাদি অর্থেও ব্যবহৃত হইত, এইরূপ দেখা যায়, এবং হিরণ্য শব্দ লৌহ অর্থেও দৃষ্ট হয়।]

ইন্দুশেখর—চন্দ্রচূড়, শিব। ইন্দু শেখর যাহার, বহু। বি; পু।

ইন্দুর মুষিক, ইন্দুর। উন্দ+উর কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**ইন্দুরী**।

ইন্দোর-মধ্যভারতের অন্তর্গত স্থান। ইন্দোরের রাজগণ "হোলকার" নামে খ্যাত। হোলকার অর্থে হোল-বাসী। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহাররাও দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থিত "হোল" বা "হাল" গ্রামনিবাসী জনৈক মেষপালের পুত্র ছিলেন। যৌবনে পৈতৃক বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ইনি জনৈক সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয়ের অধীনে কর্ম করেন। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে মলহাররাও পেশোয়ার অধীনে ৫০০ অশ্বারোহীর অধিনায়করূপে নিযুক্ত হন। চারি বৎসর পরে ইনি পুরস্কারস্বরূপে বিস্তৃত ভূমি প্রাপ্ত হন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মালবের মোগল সম্রাট্-প্রতিনিধিকে পরাজিত করেন, এবং জয়লব্ধ ভূমিখণ্ডের সহিত ইন্দোর দেশ লাভ করেন।

১৭৬৫ অব্দে ইঁহার দেহান্তর ঘটিলে, বালক পৌত্র মালেরাও রাজ্যভার গ্রহণ করেন। নয় মাস পরে উন্মাদ-রোগগ্রস্ত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার মাতা সুপ্রসিদ্ধা অহল্যা বাই সাতিশয় দক্ষতার সহিত ত্রিশ বৎসরকাল রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৭৯৫ অব্দে অহল্যা বাই লোকান্তরিতা হইলে রাজ্যটি অন্তর্বিদ্রোহে কিছুকালের জন্য সাতিশয় দুর্বল হইয়া পড়ে। পরে তাঁহার সহযোগী ও সেনাপতি তুকাজির পুত্র যশোবন্ত রাও পুনরায় ইন্দোরের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮১১ অব্দে যশোবন্তের মৃত্যু ঘটিলে, তদীয় উপপত্নী তুলসী বাই অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজপুত্র মলহার রাওয়ের পক্ষে রাজ্য পরিচালনা করিতে প্রবৃত্ত হন। আবার রাজ্যমধ্যে নানাবিধ বিশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হয়। তুলসী বাই ইংরেজের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। এই সময়ে ইংরেজের সহিত পেশোয়ার মতান্তর ঘটে, এবং ইন্দোররাজ্য ইংরেজের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করে। তুলসী বাই ধৃতা ও নিহতা হন। তৎপরেই হোলকারের সৈন্য মেহিদপুরে ইংরেজের হস্তে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি মণ্ডেসর (Mandesar) নামক স্থানে যে সন্ধিস্থাপন হয়, তাহার ফলে হোলকারকে স্বীয় রাজ্যের বহুস্থান

ত্যাগ করিতে হয়; এবং ইংরেজের করদরাজরূপে পরিগণিত হইতে হয়।

১৮৩৩ অব্দে মল্লার রাও অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে তাঁহার মহিষী মার্ত্তণ্ডরাও নাম জনৈক বালককে দত্তকরূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই রাজ্যভার প্রদান করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা সাধারণের প্রীতিকর না হওয়ায় হরিসিংহ নামে জনৈক জ্ঞাতি ইহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া নিজেই শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীঃ হরিসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার দত্তক পুত্র কয়েকমাস মাত্র রাজ্য পরিচালনা করিয়া অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করেন। ইংরেজ গবর্নমেন্টের উপরে রাজা নির্বাচনের ভার ন্যস্ত হওয়ায়, তুকাজি রাও মনোনীত হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পূর্বে ইন্দোর সাক্ষাৎভাবে "এজেন্ট টু দি গবর্নর-জেনারেল ইন্ সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া"র অধীন ছিল। ১৮৯৯ অব্দ হইতে রাজ্যটির পর্যবেক্ষণ ভার জনৈক রেসিডেন্টের উপরে অর্পিত হয়। ১৯০৩ খ্রীঃ অঃ শিবাজী রাও দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র তুকাজীকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকটি কারণে তুকাজী হোলকার রাজ্যচ্যুত হন।

[বর্তমানে স্থানটি মধ্যপ্রদেশ নামক রাজ্যের অন্তর্গত।]

ইন্দ্র—১। দেবরাজ *; (বর্তমান মন্বন্তরে) পূর্বদিক্‌পাল পুরন্দর; ইন্দ্রিয়; দক্ষিণ চক্ষুর তারা, pupil ; (ইন্দ্রের সংখ্যানুসারে) চৌদ্দ, ১৪; উদ্ভিজ্জ বিষ; (বেদান্তে) পরমেশ্বর; সূর্য; আত্মা; রাজা; শ্রেষ্ঠ; যোগ বিঃ; কুটজ; জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র; ভারতীয় দ্বীপ বিঃ। ইন্দ (আধিপত্য করা)+র কর্তৃ। বি; পু। ২। অধিপ, প্রভু; ঐশ্বর্যশালী; শ্রেষ্ঠ, উত্তম। বিণ।

* পৌরাণিক মতে, দেবমাতা অদিতির গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে ইন্দ্রের জন্ম। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব ভিন্ন অন্যান্য দেবগণ সকলেই ইঁহার অধীন। ইঁহার রাজ্য অমরাবতী (স্বর্গ), উদ্যানের নাম নন্দন (তথায় পারিজাত বৃক্ষ আছে), প্রাসাদের নাম বৈজয়ন্ত, অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তী ঐরাবত, রথ বিমান, সারথি মাতলি, ধনু ইন্দ্রচাপ, অস্ত্র বজ্র। তিলোত্তমা সৃষ্ট হইয়া ইন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিবার সময়ে তিলোত্তমার দর্শনলালসায়, ইঁহার সর্বাঙ্গে বহুসংখ্যক নেত্রের উদ্ভব হয়, তাহাতেই ইন্দ্র সহস্রলোচন হন মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, গুরুপত্নী অহল্যাকে হরণ করায়, তদীয় পতি গৌতমের শাপে ইঁহার সর্বগাত্রে নেত্রাকার সহস্রসংখ্যক স্ত্রীচিহ্নের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইন্দ্র পুলোম-নামক দানবের কন্যা শচীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র জয়ন্ত, ঋষভ ও মীঢ্বান। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও বানররাজ বালী ইন্দ্রের পুত্র বলিয়া কথিত।

এক সময়ে বৃত্রাসুর দ্বারা পরাজিত ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া ইন্দ্র পরে দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্রাস্ত্র দ্বারা তাহার প্রাণবধ করিয়া অমরাবতী পুনরধিকার করেন। এতদ্ভিন্ন অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, পণি, বংস প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরকেও ইন্দ্র সংহার করেন। নমুচিবধ-বৃত্তান্ত শতপথ ব্রাহ্মণে সবিস্তারে লিখিত আছে।

'বুদ্ধ', 'জিন' ইত্যাদির ন্যায় 'ইন্দ্র' উপাধিবাচক। স্বর্গের অধিপতিমাত্রেই ইন্দ্র। পুরাণে, ইন্দ্র একতম আদিত্য। ইনি সংবর্তাদি মেঘের অধীশ্বর। রাজগণ শস্যার্থ ইঁহার পূজা করিতেন। বেদে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ দেবতা। ঋগ্বেদে এক দেবতাই ইন্দ্র মিত্র বরুণ বায়ু ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়াছেন। সোমপ্রিয় বলিয়া ঋষিরা সোমপানার্থ ইঁহাকে আহ্বান করিতেন। ইন্দ্র বারিবর্ষণ করেন, এবং বজ্র বিদ্যুৎ পরিচালন করেন।

ইন্দ্রক- সভাগৃহ, আস্থানগৃহ। ইন্দ্র- কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রকল্প—ইন্দ্রতুল্য। ইন্দ্র শব্দ + কল্প প্রায়ার্থে। বিণ।

ইন্দ্রকীল—পর্বত; পর্বত বিঃ [ইহা হিমাদ্রি প্রদেশে অবস্থিত। কাহারও কাহারও মতে ইহা মন্দর পর্বতের নামান্তর মাত্র। শিশুপাল বধের সময়ে শ্রীকৃষ্ণ এইখানে অনেক ক্রীড়াদি করিয়াছিলেন, এবং অর্জুন এইখানে তপস্যা করিয়াছিলেন; আর কিরাতবেশী মহাদেবের সহিত এইখানেই তাঁহার যুদ্ধ হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, মহেন্দ্র পর্বতই ইন্দ্রকীল]। ৬তৎ। বি; পু।

ইন্দ্রকুঞ্জর—ঐরাবত হস্তী। ৬তৎ। বি; পু।

ইন্দ্রগোপ, -গোপক- বর্ষাকালে জাত রক্তবর্ণ কীট বিঃ, মখমলী পোকা। বহু। ইন্দ্র শব্দ—গো শব্দ—পা+ড কর্তৃ। বি; পু।

ইন্দ্রচাপ- ইন্দ্রের শরাসন, ইন্দ্রধনু, রামধনু। ৬তৎ। বি; পু।

ইন্দ্রজাল- ভোজবাজি, ভেলকি, কুহক; মায়া; প্রতারণা; অর্জুনের অস্ত্র বিঃ। ইন্দ্রগণের (ইন্দ্রিয়গণের) জাল (আবরক), বা ইন্দ্রের জাল (মায়া), ৬তৎ। বি; ক্লী।

ইন্দ্রজালক—ইন্দ্রজালিক, বাজিকর, জাদুকর। প্রা কপ্র। বি।

ইন্দ্রজালিক—ইন্দ্রজালী; ইন্দ্রজালসম্ভূত; বাজিকর, মায়াবী। ইন্দ্রজাল শব্দ+ফিক। বিণ।

ইন্দ্রজিৎ দনুপুত্র অসুর বিঃ; রাবণের পুত্র, ইঁহার অপর নাম মেঘনাদ, ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইনি ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হন; ইঁহার ন্যায় দুর্ধর্ষ বীর সেকালে অতি অল্পই ছিল; ইনি মেঘের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া, অর্থাৎ বিপক্ষের অদৃশ্যভাবে অবস্থিত হইয়া, যুদ্ধ করিতে পারিতেন। নিকুম্ভিলা যজ্ঞকালে রামানুজ মহাবীর লক্ষ্মণ ইঁহাকে হত্যা করেন। [এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া 'মেঘনাদবধ' কাব্য লিখিয়া কবিবর মাইকেল অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।] উপতৎ; ইন্দ্র শব্দ—জি (জয় করা)+কিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

ইন্দ্রত্ব—ইন্দ্রের ভাব বা পদ; প্রাধান্য; রাজত্ব। ইন্দ্র শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ইন্দ্রদারু—দেবদারু বৃক্ষ। ইন্দ্রপ্রিয় যে দারু, মধ্যপ। বি; পু।

ইন্দ্রদ্যুম্ন—১। ইনি সূর্যবংশীয় এবং অবন্তীর (মালবের) রাজা। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। ইনি একদা পুরুষোত্তম বৃত্তান্ত শ্রুত হইয়া বিদ্যাপতি নামে এক ব্রাহ্মণকে নীলাচলে প্রেরণ করেন। বিদ্যাপতি নীলাচলে নারায়ণের দর্শনলাভ করিলেন, এবং প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রদ্যুম্নকে স্বরূপ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা পরিবার ও প্রজাবর্গসহ দেবর্ষি নারদের সমভিব্যাহারে বিষ্ণুদর্শনাভিপ্রায়ে নীলাচলে যাত্রা করিলেন। পথে নানারূপ অমঙ্গল দর্শন করিয়া নারদকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবর্ষি উত্তর করিলেন, 'রাজন্! যে দিন বিদ্যাপতি নীলাচল পরিত্যাগ করেন, সেই দিন রমাপতিও অন্তর্হিত হইয়াছেন।' ইহা শুনিয়া রাজা হাহাকার করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। নারদ সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে বিষ্ণুর চারিটি দারুময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। ইন্দ্রদ্যুম্ন নারদের আদেশে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'ইন্দ্রদ্যুম্ন! তুমি মুহূর্তেক অপেক্ষা কর, আমি সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া তোমাকে বর দিব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা চলিয়া গেলেন। ব্রহ্মার এক মুহূর্ত মর্ত্যলোকের ৬০,০০০ বৎসর। ব্রহ্মলোকে থাকিয়া ইন্দ্রদ্যুম্ন কিছুই জানিতে পারিলেন না। ব্রহ্মা সন্ধ্যা করিয়া আসিয়া রাজাকে

বলিলেন, 'তুমি একবার তোমার নিজ রাজ্য হইতে ফিরিয়া আইস, তৎপরে আমি তোমাকে এক মূর্তি প্রদান করিব।' ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া দেখেন, তাঁহার রাজ্যের চিহ্নমাত্র নাই। এই কালের মধ্যে সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি নিজের রাজ্য চিনিতেও পারিলেন না। অবশেষে সেকালের একটি পেচক ও পরে একটি কূর্ম তাঁহার পূর্বকাহিনী বর্ণন করিল। অনন্তর ইন্দ্রদ্যুম্ন আবার রাজা হইলেন। কৌমাম্বরাজের কন্যা মাল্যবতীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। তৎপরে তিনি প্রস্তরনির্মিত জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ করাইলেন। একদিন জনৈক দূত আসিয়া রাজাকে জানাইল যে, সমুদ্রতীরে একখানি কাষ্ঠ ভাসিতেছে। ইন্দ্রদ্যুম্ন ইতঃপূর্বে ব্রহ্মার নিকট শুনিয়াছিলেন যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিম্ববৃক্ষে প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই নিম্ববৃক্ষ ভাসিয়া আসিয়া সমুদ্রের তীরে লাগিবে। রাজা মহাসমারোহে সেই কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে তুলিয়া আনিলেন। বিশ্বকর্মা আসিয়া সেই কাষ্ঠে জগন্নাথদেবের মূর্তি নির্মাণ করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, ইন্দ্রদ্যুম্ন জগন্নাথদেবের সহিত স্বীয় তনয়া সত্যবতীর বিবাহ দেন। ইন্দ্র তুল্য দ্যুম্ন (ধন) যাহার, বহু। বি; পু।

২। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে আর একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ১১৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথদেবের মন্দির পুনঃসংস্কার করান।

৩। যাঁহার ইন্দ্রের ন্যায় ধন এমন অসুরাবতার রাজ বিঃ। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে বিনাশ করেন। বহু।

৪। জনৈক ঋষির নাম, শতপথব্রাহ্মণে ইনি ভাল্লবেয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

৫। জনৈক রাজর্ষির নাম।

৬। মগধের পালবংশীয় শেষ রাজার নামও ইন্দ্রদ্যুম্ন।

৭। একটি সরোবরের নাম।

ইন্দ্রধনুঃ (-ধনুস্), **-ধনুক**—শক্র-ধনু, ইন্দ্রচাপ, রামধনু। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বৃষ্টিকালে সূর্যোদয় হইলে সূর্যের বিপরীত দিকে রামধনু দৃষ্ট হয়। বৃষ্টির জলকণায় সূর্য-রশ্মি পতিত হইলে উহার আণবিক শক্তির প্রভাবে উক্ত নৈসর্গিক ব্যাপার সাধিত হয়। বৃষ্টির জলে চন্দ্রের আভা পড়িলেও সময়ে সময়ে রামধনু উঠে, কিন্তু তাহা অতি বিরল।

ইন্দ্রধ্বজ—ভাদ্র-শুক্ল-দ্বাদশীতে বর্ধার্থে রাজগণ কর্তৃক পুরদ্বারে উচ্ছ্রিত ইন্দ্রদেবতাক ধ্বজ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বৃহৎ-সংহিতায় লিখিত আছে;—অসুরকর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া দেবগণ একদা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করায়, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে ক্ষীরোদসাগরে যাইয়া নারায়ণের স্তব করিতে বলিয়া দিলেন। দেবতারা তাহাই করিলে, নারায়ণ তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে এক কেতু (ধ্বজ) দিলেন। ইন্দ্র তাহা পাইয়া অসুরদিগকে বিনষ্ট করিলেন। দেবতারা বেণুময় যষ্টি প্রোথিত করিয়া যথাবিহিত পূজা করিলে ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া বলিলেন, যে রাজা এইরূপে ইন্দ্রধ্বজ পূজা করিবেন, তাঁহার রাজ্যে প্রজাবৃদ্ধি ও শস্যাদি হইবে, তাঁহার প্রজারা নীরোগ হইবে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রখ্যাত সাহিত্যিক। ইনি ১৭৭১ শকে ২রা জ্যৈষ্ঠ মাতুলালয় পাণ্ডুগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় পূর্ণিয়ার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ উকিল ছিলেন। ইনি ক্যাথিড্রাল কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন হেতমপুর স্কুলে হেডমাস্টারের কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইন্দ্রনাথ কিছুদিন পূর্ণিয়াতে ওকালতি করেন। অতঃপর কিছুদিন মুঙ্গেরের কার্য করিয়া তাহাতে অসুবিধা হওয়াতে ইনি দিনাজপুরে পুনরায় ওকালতি করেন। পরে কিছুদিনের জন্য ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিয়া বর্ধমানে গমন করেন এবং সেইখানেই স্থায়িভাবে ওকালতি করেন।

ইন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি অদ্ভুত। সরস হাস্য-পরিহাসে ও রঙ্গরসিকতায় তদানীন্তন কালে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্লেষব্যঙ্গপূর্ণ "পঞ্চানন্দ" মাসিক পত্রিকাই তাহার প্রমাণ। এই পঞ্চানন্দ পূর্বে পৃথগ্ভাবে বাহির হইত, পরে 'বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারীর অনুরোধে 'বঙ্গবাসী'তেই পঞ্চানন্দ বাহির হইতে থাকে। ইনি "ভারত উদ্ধার" নামে একখানি ব্যঙ্গকাব্য প্রণয়ন করিয়া অনেক বাক্যবীরকে এক সময়ে লজ্জা দিয়াছিলেন। ইঁহার 'কল্পতরু' ও 'ক্ষুদিরাম' উপন্যাস পাঠ করিলে ইনি যে একজন চিন্তাশীল, সমাজতত্ত্বজ্ঞ, ও সকল দিকে প্রখরদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন, সে বিষয়ে ধারণা হইবে। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত "সাধারণী"র ইনি একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। পরে জন্মভূমি, বঙ্গবাসী প্রভৃতি মাসিক ও সাময়িক পত্রে ইঁহার অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইঁহার সকল লেখাই মৌলিক; ইনি চর্বিতচর্বণ করিতেন না। ইঁহার প্রতিভা সর্বতোমুখী। ইনি বাংলা, সংস্কৃত ও ইংরেজী এই তিন ভাষাতেই বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। বাং ১৩১৭ সাল ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার ইনি পরলোকগমন করেন।

ইন্দ্রনীল—নীলকান্তমণি, মরকত, sapphire, emerald, পান্না; দুধে নীল গুলিলে যে রং হয়, তাহাকেও ইন্দ্রনীল বলে। ইন্দ্র (উত্তম) নীল (নীলবর্ণ) যাহার, বহু। বি; পু।

ইন্দ্রনীলক—ইন্দ্রনীল, মরকতমণি, পান্না। ইন্দ্রনীল শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

ইন্দ্রনীলমণি—মরকতমণি, পান্না। ইন্দ্রনীলই মণি, কর্মধা। বি; পু।

ইন্দ্রপর্বত, ইন্দ্রশৈল—মহেন্দ্রপর্বত। বি; পু।

ইন্দ্রপাত—ইন্দ্রের নাশ বা তিরোভাব; প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যু। ৬তৎ। বি; পু।

ইন্দ্রপুরী-অমরাবতী। ইন্দ্রের (দেবরাজের) পুরী (নগরী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রপ্রমিত ঋগ্বেদাচার্য ঋষি বিঃ [ইনি পৈলের ছাত্র, এবং মার্কণ্ডেয়ের গুরু। ইঁহার পুত্রের নাম মণ্ডক্য]। বি; পু।

ইন্দ্রপ্রস্থ-যুধিষ্ঠিরের রাজধানী, প্রাচীন দিল্লী। এই নগরটি খাণ্ডবারণ্যের মধ্যবর্তী। ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদিগকে অর্ধরাজ্য প্রদানপূর্বক খাণ্ডবপ্রস্থে বাস করিতে অনুমতি দিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমান দিল্লীতে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। ঐ স্থানকে হিন্দীভাষায় 'ইন্দরপথ' বলে। এই স্থানে পূর্বকালে ইন্দ্র বিষ্ণুর পূজা করিয়াছিলেন, তদনুসারে ইহার নাম ইন্দ্রপ্রস্থ হয়। ইন্দ্রের (পর্বতরাজ মন্দরের) প্রস্থ (প্রস্থতুল্য), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রবজ্রা—সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ, একাদশাক্ষরপাদ বর্ণবৃত্তবিশেষ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রবল-জনৈক প্রাচীন শবর রাজা [ইঁহার পিতার নাম উদয়ন। ইনি শবর হইলেও আপনাকে পাণ্ডুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন]। বি; পু।

ইন্দ্রবস্তি—জঙ্ঘার পশ্চাদ্বর্তী মধ্যভাগ, পায়ের ডিম, the calf of the leg. ইন্দ্রের (জীবাত্মার) বস্তি (বসতিতুল্য), ৬তৎ। বি; পু।

ইন্দ্রব্রত রাজধর্ম; ইন্দ্রের শস্যাদি জননার্থ বর্ষণের ন্যায় রাজার স্বদেশাগত সাধুগণের অভিলষিতার্থপূরণ ব্রত। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্রলুপ্ত, ইন্দ্রলুপ্তক—খালিত্য, টাক। ইন্দ্রগণ (ইন্দ্রনীলবর্ণ কেশসমূহ) লুপ্ত হয় যদ্দারা সে ইন্দ্রলুপ্ত, বহু; ২য় পক্ষে অনুক্তার্থে কণ্ স্বার্থে। বি; পু বা স্ত্রী।

ইন্দ্রলোক—সুরপুরী, অমরাবতী। ৬তৎ। বি ; পু। [পু।

ইন্দ্রশত্রু—বৃত্রাসুর। ৬তৎ বা বহু। বি ;

ইন্দ্রসভা - অমরাবতীর দেবসভা, দেবরাজ ইন্দ্রের রাজসভা [বিশ্বকর্মা-নির্মিত এই সভা ৪৮০ ক্রোশ পরিধিযুক্ত ও ২ ক্রোশ উচ্চ। ইহা তেত্রিশ কোটি দেবতা ও আটচল্লিশ হাজার ঋষির বসিবার স্থান বিশিষ্ট]। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রসাবর্ণি—চতুর্দশ (অর্থাৎ শেষ) মনু। [এই মন্বন্তরে অবতার বৃহদ্ভানু, ইন্দ্রের নাম শুচি, পবিত্রচাক্ষুষাদি দেবতা, অগ্নিবাহুশুক্র মাগধাদি সপ্তর্ষি, এবং উরু গম্ভীর ব্রহ্মাদি মনুপুত্রগণ হইবেন (ভাগবত)।] ইন্দ্রতুল্য যে সাবর্ণি, মধ্যপ। বি ; পু।

ইন্দ্রসুত, -সুনু—জয়ন্ত ; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ; বানররাজ বালী। ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রসেন ১। স্বনামখ্যাত নৃপতি, পরীক্ষিতের পুত্র। ২। যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ৩। নলের পুত্র, দময়ন্তীর গর্ভসম্ভূত। ৪। সূর্যবংশীয় পূর্ণের পুত্র [ইঁহার পুত্রের নাম বীতিহোত্র]। ৫। যুধিষ্ঠিরের সারথি। ইন্দ্রের ন্যায় সেনা যাহার, বহু। বি ; পু।

ইন্দ্রসেনা - রাজা নলের মহিষী দময়ন্তীর গর্ভজাতা কন্যা। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রাগার ইঁদারা। ইন্দ্রের আগার, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ইন্দ্রাণী ইন্দ্রপত্নী, শচী [ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে ইন্দ্রপত্নীর নাম প্রসহা] ; শিবজায়া, দুর্গা ; অষ্টমাতৃকার একমাতৃকা ; রতিবন্ধ বিঃ ; (বাংলায়) প্রধানা রানী। ইন্দ্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রানুজ, ইন্দ্রাবরজ—উপেন্দ্র, বামনদেব। ইন্দ্রের অনুজ বা অবরজ, ৬তৎ। বি ; পু। [ইন্দ্রের জন্মের পর কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হইয়াছিল।]

ইন্দ্রায়ুধ—১। ইন্দ্রধনু, রামধনু ; বজ্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। চক্ষুর চারিদিকে কৃষ্ণচিহ্নযুক্ত অশ্ব বিঃ ; চন্দ্রাপীড়ের অশ্ব। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রারি—দৈত্য, অসুর। ইন্দ্রের অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রালয় স্বর্গ, অমরাবতী। ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রাসন— দেবরাজ ইন্দ্রের বসিবার আসন ; রাজাসন, সিংহাসন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ইন্দ্রিয়—১। জ্ঞানসাধন, যাহা দ্বারা পদার্থের জ্ঞান এবং কর্মসাধন করা যায় [ইন্দ্রিয় সমুদায়ে চতুর্দশটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্, এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ; এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত, এই চারিটি অন্তরিন্দ্রিয় ; মন সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক] ; অন্তরিন্দ্রিয়, মনঃ ; শুক্র, বীর্য ; (ইন্দ্রিয় সংখ্যানুসারে) পাঁচ (৫) এই সংখ্যা ; বল ; কাম, লালসা, শারীরিক ভোগ। ইন্দ্র শব্দ+ইয় লিঙ্গার্থে। বি ; ক্লী। ২। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ।

ইন্দ্রিয়-ক্ষোভ—ইন্দ্রিয়ের বিক্ষেপ বা চাঞ্চল্য ; চিত্তবিভ্রম। ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়গম্য— ইন্দ্রিয়গোচর, জ্ঞানগম্য, প্রত্যক্ষ ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। ৩তৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়গোচর—১। ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, জ্ঞানপথবর্তী। ৬তৎ। বিণ। ২। ইন্দ্রিয়ের বিষয়। বি ; পু। [পু।

ইন্দ্রিয়গ্রাম ইন্দ্রিয়-নিচয়। ৬তৎ। বি ;

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণীয় অর্থাৎ অনুভবনীয়, জ্ঞানগম্য। ৩তৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়চরিতার্থতা - ভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সম্পূর্ণ তৃপ্তিসাধন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়জ— ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ জন্য ; প্রত্যক্ষ ('— জ্ঞান')। বিণ।

ইন্দ্রিয়জয় - ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সমূহকে বশ করা। ইন্দ্রিয়ের জয়, ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়জয়ী (-জয়িন্) জিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ ; পু।

ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রত্যক্ষ জ্ঞান। বি ; ক্লী।

ইন্দ্রিয়তৃপ্তি, -পরিতৃপ্তি—কর্মেন্দ্রিয় বিঃ দ্বারা সুখলাভ ; রমণ। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়দমন ইন্দ্রিয়জয়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ইন্দ্রিয়দোষ— ইন্দ্রিয়ের উচ্ছৃঙ্খলতা ; লাম্পট্য ; সুরাপানাদি দোষ। ইন্দ্রিয়ের দোষ, ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ - ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়সংযম, জিতেন্দ্রিয়তা ; (যোগে) ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনিয়োজনরূপ রোধ। ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়নিরোধ—ইন্দ্রিয়দমন, ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ করা। ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়পর—ইন্দ্রিয়সুখলাভে রত, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ইন্দ্রিয়ে পর (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ। বি, **-পরতা, -ত্ব**।

ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র - ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ৬তৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়পরবশ - ইন্দ্রিয়ের বশ বা বাধ্য, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়পরায়ণ—ইন্দ্রিয়সেবায় তৎপর, ভোগসুখাদিতে রত। ইন্দ্রিয় হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

ইন্দ্রিয়বর্গ— চক্ষুরাদি পঞ্চক ; ইন্দ্রিয়সমূহ। ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়বশ - ইন্দ্রিয়ের বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়বিষয়—১। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, ইন্দ্রিয়গোচর। ৬তৎ। বিণ। ২। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়বৃত্তি—ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার,—দর্শন শ্রবণ প্রঃ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি, বিষয়ানুভূতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়লালসা—প্রবল ভোগেচ্ছা, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিবার তীব্র বাসনা। ৬তৎ বা মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ইন্দ্রিয়সংযম—ইন্দ্রিয়ের দমন, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জিতেন্দ্রিয়তা। ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়সেবক—ইন্দ্রিয়সমূহের পরিতৃপ্তিসাধক, ভোগসুখাদিতে অনুরক্ত ; বিলাসপরায়ণ ; কামুক ; লম্পট। ৬তৎ। বিণ।

ইন্দ্রিয়সেবা, -সেবন—ইন্দ্রিয়সমূহের তৃপ্তিসাধন, ভোগসুখাদিতে আসক্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী ও ক্লী।

ইন্দ্রিয়সেবী (-সেবিন্)—ইন্দ্রিয়সেবক (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সেবিনী**।

ইন্দ্রিয়ার্থ—ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু [রূপ, রস, স্পর্শ প্রঃ, মনোহরা যুবতী, বংশীগীত, স্বাদুরস, কর্পূরাদি গন্ধ, অনুরাগান্বিত স্পর্শ প্রঃ]। ইন্দ্রিয়ের অর্থ, ৬তৎ। বি ; পু।

ইন্দ্রিয়াসক্ত—ভোগনিরত, ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধনে সতত চেষ্টিত। ইন্দ্রিয়ে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ।

ইন্দ্রেশ্বর—বৃত্রবধজন্য ব্রহ্মহত্যা হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থ মহেন্দ্রপর্বতে ইন্দ্রস্থাপিত শিবলিঙ্গ। বি ; পু।

ইন্ধন—১। জ্বালানি কাঠ [অধুনা জ্বালানি দ্রব্যমাত্রকে (অর্থাৎ কাঠ, ঘুঁটে, পাথুরে কয়লা প্রঃকে) ইন্ধন বলা যায়]। ইন্ধ্ (প্রজ্বলিত করা)+অনট্ করণ। ২। উদ্দীপন ; দীপ্তি। ইন্ধ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। **ইন্ধন যোগানো**— কাঠ ইঃ দিয়া আগুন জ্বালাইয়া রাখা ; শত্রুতাবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা ; মনোমালিন্য জিয়াইয়া রাখা।

ইব—সাদৃশ্য ; উৎপ্রেক্ষা ; ঈষৎ ; নিয়োগ ; অবধারণ, নির্ণয় ; বাক্যালংকার। ইন্ব্ (ব্যাপা)+ক কর্তৃ। অ।

ইভ—১। হস্তী ; (দিগ্গজের সংখ্যানুসারে) আট (৮) এই সংখ্যা। ই (গমন করা) +ভক্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী— **ইভী**। ২। সমাসে উত্তর পদস্থ হইলে শ্রেষ্ঠবাচক।

ইমন—রাত্রি প্রথম প্রহরে গেয় রাগিণী বিঃ। অসং। বি।

ইমনকল্যাণ—বাংলা সংগীতের মিশ্ররাগ বিঃ। অসং। বি।

ইমন কেদারা-বাংলা রাগিণী বিঃ। অসং। বি।

ইমান—ধর্ম, বিশ্বাস, সাধুতা ; আস্তিক্যবুদ্ধি। আ। বি।

ইমানদার—ধর্মশীল, বিশ্বাসী, সাধু। আ-ফা। বিণ।

ইমানদারি—ধর্মশীলতা, সাধুতা, বিশ্বস্ততা। আ-ফা-মু। বি।

ইমাম—খোদার প্রেরিত হজরত আলী প্রঃ ব্যক্তি বা দূত, মুসলমান ধর্মনেতা বা গুরু ; মসজিদের যে কর্মচারী নমাজের সময় হইলে লোকদিগকে উচ্চৈঃস্বরে তাহা জানাইয়া দেয়। আ। বি।

ইমামবাড়া—মহরম পর্বের বাড়ি, যেখানে তাজিয়া রাখা হয়। আ। বি।

ইমারত, এমারত—অট্টালিকা, পাকা বাড়ি, দালান। আ। বি।

ইম্পে (সার ইলাইজা)—ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে ইম্পে কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট (আধুনিক হাইকোর্ট) নামক বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি এবং হেস্টিংসের পরম বন্ধু ছিলেন। কৌন্সিলের মেম্বারদিগের সহিত হেস্টিংসের বিরোধ উপস্থিত হইলে, নানা জনে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল। মহারাজ নন্দকুমার নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে বাংলার নবাবসরকারে চাকুরি করিয়া দিবার সময়ে তাঁহার নিকট হইতে হেস্টিংস অনেক টাকা নজরানা লইয়াছেন। ইতঃপূর্বে পার্লেমেণ্ট হইতে নিয়ম হইয়াছিল যে, কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশীয় কোনও ব্যক্তির নিকট হইতে নজরানা লইতে পারিবেন না। নন্দকুমারের কথায় কৌন্সিলের মেম্বারেরা হেস্টিংসকে সেই টাকা সরকারী খাজানাখানায় জমা করিয়া দিতে বলিলেন। হেস্টিংস অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন, অধিকন্তু নন্দকুমারের নামে ষড়্‌যন্ত্র করিবার নালিশ রুজু করিলেন। এই মকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্বেই মোহনপ্রসাদ নামে এক ব্যক্তি নন্দকুমারের বিরুদ্ধে একটি জালের মকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। ইম্পের নিকট এই মকদ্দমার বিচার হইল। ইম্পে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন (১৭৭৫ খ্রীঃ)। বিলাতে পূর্বকালে জাল করা অপরাধে প্রাণদণ্ডের বিধান প্রচলিত ছিল।

ইয়ত্তা—এতাবত্তা, এতাবৎ পরিমাণ, এতখানি ; সীমা ; সংখ্যা। ইয়ৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ইয়ত্তা-পরিচ্ছেদ—সীমা নির্দেশ ; সীমা, অন্ত, শেষ। ৬তৎ। বি ; পু।

ইয়া—এত বড় ; এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

ইয়া ইয়া—এত বড় বড়।

ইয়াদ—স্মরণ, ধারণা। ফা। বি।

ইয়াদদস্ত—স্মরণচিহ্ন, স্মারকলিপি, memo. ফা-মু। বি।

ইয়ান্ (ইয়ৎ)—এতন্মিত, এতাবৎ, এতৎপরিমিত, এত, এইটুকু, এতখানি। ইদম্+বতু পরিমাণার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ইয়তী**।

ইয়ার—১। পানাদিদোষাসক্ত সঙ্গী বা বয়স্য ; সখা, বয়স্য, সুহৃদ্, boon companion. বি। ২। রঙ্গপ্রিয়, রসিকতাপ্রিয়। ফা। বিণ।

ইয়ারকি—রহস্যপ্রিয়তা, রসিকতা, অসার আমোদ-প্রমোদ। ফা-মু। বি।

ইয়ারবকসি—রঙ্গরসিক সহচর বা বয়স্য। ফা। বি।

ইয়ারিং—কানের অলংকার বিঃ। < ইং 'earring'. বি।

ইয়ুনানী—গ্রীকজাতীয়, গ্রীক। < ইং 'Ionian'. বিণ।

ইয়ে—নাম মনে পড়িতেছে না এমন কিছু, তার নাম কি ঐ যে। বাংপ্র। অ।

ইরম্মদ—হস্তী ; বজ্রাগ্নি, বিদ্যুৎ, বায়ু ; বাড়বানল। ইরা (জল)—মদ্ (ক্রীড়া করা)+খশ্ কর্তৃ ; জলের সহিত বা মেঘের সহিত যে ক্রীড়া করে, উপতৎ। বি ; পু।

ইরা—১। ভূমি, পৃথিবী ; রাত্রি ; জল ; অন্ন ; সুরা ; বাণী, বাক্য ; সরস্বতী। ই (গমন করা)+রক্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

২। কশ্যপের ধর্মপত্নীগণের মধ্যে একজনের নাম ইরা ; তাহা হইতে বৃক্ষ, লতা, বল্লী, এবং সমস্ত তৃণজাতি উৎপন্ন হয়।

ইরাক—পশ্চিম এশিয়ার একটি দেশ। রাজধানী বাগদাদ।

ইরাকী—১। ইরাকজাত (অশ্বাদি)। বিণ। ২। ইরাক দেশজাত অশ্ব। আ-মু। বি।

ইরান—পারস্যের আধুনিক নাম। রাজধানী তেহেরান।

ইরানী—১। পারস্যদেশীয় ; পারস্যদেশসম্পর্কিত। বিণ। ২। পারসীক লোক। ফা-মু। বি।

ইরাবতী—১। জলযুক্তা, জলময়ী। ইরাবৎ+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পঞ্জাবের অন্তর্গত নদী বিঃ, আধুনিক রাবী ; ভব নামক রুদ্রের পত্নী। বি ; স্ত্রী। ৩। ব্রহ্মদেশের প্রধান নদী। মালী (Mali) ও ন'মাই (N'mai) নদীর সহযোগে ইহার উৎপত্তি। ইরাবতীর মূল এখনও পর্যন্ত কেহ সন্তোষজনকভাবে নির্দেশ করিতে পারে নাই। নদীটির বিস্তার সকল স্থানে সমান নহে, সুতরাং সকল স্থানে স্টীমার যাতায়াত করিতে পারে না। জ্ঞাত মূল হইতে সমুদ্র পর্যন্ত ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৩০০ মাইল।

ইরাবান্ (ইরাবৎ) জলযুক্ত, জলময়। ইরা+বতু অস্ত্যর্থে। স্ত্রী—**ইরাবতী**। ২। সমুদ্র ; মেঘ ; রাজা। বি ; পু।

৩। অর্জুনের এক পুত্রের নাম ইরাবান্। নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইহার জন্ম। মতান্তরে কথিত আছে, নাগ ঐরাবতের পুত্র গরুড়কর্তৃক নিহত হইলে, বংশরক্ষার্থ নাগ চিন্তিত হন, এবং বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে অনুনয়বিনয়ে সন্তুষ্ট করিয়া তদ্দ্বারা স্বীয় পুত্রবধূর গর্ভে ইরাবান্ নামক পুত্র উৎপাদন করিয়া লন।

যাহা হউক, ইরাবান্ নাগলোকেই প্রতিপালিত হন, এবং একজন মহাবীর ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়া উঠেন। ইনি অষ্টম দিনের যুদ্ধে আপনার অশ্বসেনা দ্বারা সৌবলরাজের অশ্বসেনা ধ্বংস করেন। অতঃপর অলম্বুষ রাক্ষসের হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

ইরেশ—বিষ্ণু ; বরুণ ; ভূপতি। ইরার ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

ইলবিলা—কুবেরের জননী। ইনি তৃণবিন্দুর কন্যা ও বিশ্রবার পত্নী। মতান্তরে ইহার নাম ইড়বিড়া ও ইহাকে পুলস্ত্যপত্নী বলা হইয়াছে। বি ; স্ত্রী।

ইলশা—ইলিশ মৎস্য, hilsa. বি। **ইলশা গুঁড়ি, ইলশা গুঁড়ুনি** গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

ইলা—১। পৃথিবী ; ধেনু, গবী ; বাণী। ইল (প্রেরণ করা)+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

২। বৈবস্বত মনুর কন্যা, বুধের পত্নী। মনু একটি যজ্ঞ করিয়া মিত্রাবরুণের উপাসনা করেন ; পরন্তু তাহাতে সামান্য ত্রুটি হওয়াতে পুত্রের পরিবর্তে কন্যা উৎপন্ন হয়। পরে সেই কন্যা বিষ্ণুর বরে পুরুষভাব প্রাপ্ত হইয়া সুদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। অনন্তর একদিন মৃগয়াব্যপদেশে মহাদেবের অভিশপ্ত কুমারবনে প্রবেশ করিয়া ইনি পুনরায় স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন। পুরোহিত বশিষ্ঠ মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই বর লাভ করেন যে, ইনি এক মাস পুরুষ ও এক মাস স্ত্রী হইবেন।

এইরূপ স্ত্রী অবস্থায় বুধের সহিত ইহার বিবাহ ও তাহার ঔরসে ইহার গর্ভে পুরূরবা নামে পুত্র হয়। পুরুষ অবস্থায় ইহার তিন পুত্র হয়,—উৎকল, গয় ও বিমল। মতান্তরে কথিত আছে, কর্দম প্রজাপতির পুত্র ইল কার্তিকের জন্মস্থানে গমন করিয়া স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলে ইলা নামে খ্যাত হন। অনন্তর ভগবতীর আরাধনা করিয়া এক মাস পুরুষভাব ও এক মাস স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হন।

ইলাকা—এলাকা (তাহা দ্রঃ)।

ইলাবৃত—১। জম্বুদ্বীপের নববর্ষের চতুর্থ বর্ষ। ইলাবৃতবর্ষ মেরুপর্বত বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ইহার উত্তরে নীলপর্বত, দক্ষিণে নিষধ, পশ্চিমে মাল্যবান্ ও পূর্বে গন্ধমাদন।

২। যে স্থানে অভিশপ্ত স্ত্রীরূপা ইলা বুধের সহিত বাস করিতেন, তাহারও নাম ইলাবৃত, উহা কৈলাসের সন্নিহিত।

৩। অগ্নীধ্রের পুত্র, ইনি পিতার নিকট ইলাবৃতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৪। বুধগ্রহ।। বি ; পু।

ইলাম—পুরস্কার, ইনাম ; জ্ঞান, বিদ্যা। আ। বি।

ইলাহী—১। খোদা, ঈশ্বর, ভগবান্। বি। ২। অত্যধিক, অপর্যাপ্ত, অপরিমিত ; অকুণ্ঠিত, অকাতর। আ। বিণ। **ইলাহী কাণ্ড বা কাণ্ড-কারখানা**—দিব্য বা অলৌকিক ব্যাপার ; বিরাট আয়োজন ; মহাধুমধাম। **ইলাহী খরচ**—বেহিসাব খরচ। **ইলাহী গজ**—আকবর প্রবর্তিত ৩৩ ¾ ইঞ্চি পরিমিত গজ। **ইলাহী রাত**—মহরমের জাগরণ-রাত্রি। **ইলাহী সন**—রাজত্বের চতুর্বিংশ বৎসরে আকবর প্রবর্তিত বর্ষগণনা বিঃ।

ইলিবিলি—১। আঁকাবাঁকা, এলোমেলো। বিণ। ২। রাশীকৃত উকুন প্রঃ কীটের ইতস্ততঃ সঞ্চার (কিলবিল)। বাংপ্র। বি।

ইলীশ, -শা, ইলিশা—স্বনামখ্যাত মৎস্য বিঃ। ইল (গমন করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ = ইল্ (জলচর) ; লয় (ইল + ঈশ), ৬তৎ। বি ; পু।

ইলেক টাকা গণ্ডা প্রঃর জ্ঞাপক অঙ্কের পার্শ্বস্থ বক্র চিহ্ন বিঃ (কাহন বা টাকার অঙ্কের পর পণ বা আনা না থাকিলে '৲' এইরূপ চিহ্ন, এবং গণ্ডার পূর্বে পণ বা আনা না থাকিলে '৲' এইরূপ চিহ্ন দিতে হয় ; মণ ও বিঘার পর এবং সের ও কাঠার পূর্বে '/' এইরূপ চিহ্ন দেওয়া হয় ; এই সকল চিহ্নকে ইলেক বলে)। বাংপ্র। বি।

ইলেকট্রিক—বৈদ্যুতিক। < ইং 'electric'. বিণ। **ইলেকট্রিক লাইট**—বৈদ্যুতিক আলোক, তাড়িতালোক, বিজলী বাতি।

ইলোরা—মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ১৮১৮ খ্রীঃ অঃ হোলকার এই গ্রামটি ইংরাজকে প্রদান করেন ; ৪ বৎসর পরে ইংরাজ আবার ইহা হায়দ্রাবাদের সন্ধির শর্ত অনুসারে নিজামের হস্তে প্রদান করেন। ইলোরার অপর নাম "ইলুক" বা "বিরুল"। এতন্মধ্যস্থ গিরিগাত্রে খোদিত গুহাগুলি সমস্ত জগতে বিখ্যাত। ইলোরার খোদিত কার্য পাহাড়ের ঢালু গাত্রের উপরেই প্রকটিত ; আর অজন্তা গুহার খোদিত কার্য লম্বমান পাহাড়ের গাত্রে। ইলোরার খোদিত অংশের বিস্তৃতি ১।০ মাইল। খোদিত কার্য তিনটি পৃথক্ পর্যায়ে বিভক্ত ;—বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন। অন্তিম অর্থাৎ উত্তর দিকে জৈন পর্যায় ; ইহাকে ইন্দ্রসভা বলে, এবং তদন্তর্গত একটি সুবৃহৎ জিন মূর্তি বিদ্যমান আছে। স্বপ্রণীত হিন্দুস্থানের ইতিহাসে ডাউ (Dow) সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১৩০৬ খ্রীঃ অঃ আলাউদ্দিন বা তাঁহার কোন সেনাপতি এই গুহাগুলি পরিদর্শন করেন, কারণ এইস্থানে লুক্কায়িতা জনৈকা গুজরাট-দেশীয়া হিন্দুরাজকন্যা ধৃতা হন, ও পরে দিল্লী নগরে নীতা হইয়া আলাউদ্দিনের পুত্রের সহিত বিবাহিতা হন। যে-সকল ইউরোপীয় পর্যটক এই গুহাগুলি দর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে থেবনট্ (Thevenot) সর্বপ্রথম। ১৬৬৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার লিখিত বিবরণ প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে ইলোরা, ঘৃষ্ণেশ্বর নামক শিবতীর্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ইল্বল—১। অতি চঞ্চল মৎস্য বিঃ ; নক্ষত্র বিঃ, মৃগশিরার উপরিস্থ পঞ্চ তারা। ইল + বল কর্তৃ। বি ; পু। ২। প্রহ্লাদের গোত্রজাত অসুর বিঃ। ৩। হ্রাদের পত্নী ধমনীর পুত্র। ৪। জনৈক দৈত্য, সিংহিকার গর্ভে বিপ্রচিত্তির ঔরসে ইহার জন্ম, এই জন্য ইহার আর এক নাম সৈংহিকেয়। মণিমতীপুরে ইহার বাসস্থান ছিল। এই দৈত্য এত মায়া জানিত যে, যে ব্যক্তি মরিয়া যমালয়ে গিয়াছে, ইল্বল ডাকিলে সেই মৃত ব্যক্তি সশরীরে উপস্থিত হইত।

ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপি এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য পুত্রের বর প্রার্থনা করে। ব্রাহ্মণ তাহার অভিমত বর না দেওয়ায় বাতাপি ও ইল্বল উভয়েই ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তদবধি ব্রহ্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইল। ইল্বল আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাতাপিকে মেষরূপ ধারণ করাইয়া ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখে কাটিত, এবং তাহার মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে খাওয়াইত। পরে ইল্বল বাতাপিকে ডাকিবামাত্র সে সজীব হইয়া ব্রাহ্মণদিগের উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইত, এবং ব্রাহ্মণেরা পঞ্চত্ব পাইতেন। [পরবর্তী ঘটনার জন্য 'অগস্ত্য' দ্রঃ।]

ইল্লত—মল, ময়লা, নোংরা জিনিস ; মালিন্য, অপরিচ্ছন্নতা, নোংরামো। আ। বি।

ইল্লতখানা—পায়খানা ; আঁস্তাকুড়। আ ফা। বি।

ইল্লিশ, ইল্লীশ—ইলিশ মাছ। ইল (গমন করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ = ইল্ ; ইল্—লিশ বা লীশ + ক কর্তৃ। বি ; পু।

ইল্লুতে—মলযুক্ত, অপরিচ্ছন্ন, নোংরা ; মলপ্রিয়। আ-মূ। বিণ।

ইশ—১। লাঙ্গলের দণ্ড। বি। ২। ঈশ ; বিস্ময়, আশ্চর্য, দণ্ডশোকদুঃখাদির আঘাতজন্য বেদনা বা অগ্নি প্রঃর সংস্পর্শে পীড়াবোধ। বাংপ্র। অ।

ইশকাপন—তাসের চিহ্ন বিঃ। < ডাচ্ 'schopen'. বি।

ইশতিহার—ইস্তাহার (তাহা দ্রঃ)।

ইশপিশ—অস্থিরতা, ক্রোধ বা চাঞ্চল্য প্রকাশ ; আগ্রহের ভাবপ্রদর্শন। বাংপ্র। বি।

ইশাদী—সাক্ষী। ফা। বি।

ইশারা—ইঙ্গিত, সংকেত। আ-মূ। বি।

ইষু বাণ, তীর ; পঞ্চম সংখ্যার চিহ্ন ; সামবেদবিহিত যজ্ঞ বিঃ ; বৃত্তক্ষেত্রান্তর্গত সরলরেখা বিঃ। ইষ্ (গমন করা) + উ কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী। [পু।

ইষুধন্ব—ধনুর্ধর, তীরন্দাজ। ৬তৎ। বি ;

ইষুধি—শরধি, বাণাধার, তূণ। উপতৎ ; ইষু—ধা + কি কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ইষুমান্ (-মৎ)—ইষুযুক্ত, বাণবিশিষ্ট। ইষু + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ইষুমতী**।

ইষ্ট—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত ; অভিপ্রেত ; প্রার্থিত, প্রিয় ; প্রশংসিত ; পূজিত ; সংকৃত ; যজ্ঞে তর্পিত ; কৃত। ইষ্ (ইচ্ছা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অভিলাষ ; হিত, উপকার। ৩। যজ্ঞাদি কর্ম ; প্রিয়বস্তু ; ইট ; (বাংলায়) ইষ্টদেবতা, ইষ্টঠাকুর, গুরুঠাকুর।

অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং বেদানাঞ্চৈব পালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবঞ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥

—অত্রি।

যজ্ (পূজা করা) + ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

৬। যজ্ঞ; আপ্ত, বন্ধু; দয়িত, পতি; বিষ্ণু। বি; পু।

ইষ্টক—দগ্ধ মৃত্তিকাখণ্ড, ইট। ইষ্+তকক্ কর্ম। বি; পু।

ইষ্টকবচ—ইষ্টমন্ত্রসংবলিত কবচ বা মাদুলি। মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

ইষ্টকখণ্ড—একখানি ইট; ইটের টুকরা। ৬তৎ। বি; পু।

ইষ্টকর্ম (-কর্মন্)—(গণিতশাস্ত্রে) ইষ্টলাভার্থে প্রক্রিয়া বিঃ। [ইষ্টকর্ম প্রকরণে জ্ঞান থাকিলে অজ্ঞাত রাশি নির্ণীত করার উপায় জ্ঞাত হওয়া যায়।] কর্মধা। বি; ক্লী। [স্ত্রী।

ইষ্টকা ইষ্টক, ইট। ইষ্টক+আপ্। বি;

ইষ্টকাগৃহ—অট্টালিকা, কোঠা। বি; ক্লী।

ইষ্টকান্যাস—গৃহের ভিত্তি-স্থাপন, ভিত গাঁথা। ইষ্টকার ন্যাস, ৬তৎ। বি; পু।

ইষ্টকামনা—হিতাকাঙ্ক্ষা, শুভাকাঙ্ক্ষা; অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তির জন্য বাসনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টকারাশি—ইষ্টকপুঞ্জ, ইটের পাঁজা। ৬তৎ। বি; পু।

ইষ্টকালয়—ইষ্টকনির্মিত গৃহ, পাকাবাড়ি, কোঠাঘর। ইষ্টক বা ইষ্টকা নির্মিত আলয়, মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

ইষ্টতম—প্রিয়তম, অতিশয় অভিলষিত। ইষ্ট+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

ইষ্টতর—উভয়ের মধ্যে অধিকতর অভিলষিত; প্রিয়তর। ইষ্ট+তরপ্ উৎকর্ষার্থে। বিণ।

ইষ্টদেব—অভীষ্ট বা উপাস্য দেবতা; দীক্ষাগুরু, মন্ত্রদাতা। কর্মধা। বি; পু।

ইষ্টদেবতা, ইষ্টিদেবতা অভীষ্ট দেবতা, উপাস্য দেবতা; দীক্ষাগুরু। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ইষ্টপ্রয়োগ—ব্যাকরণানুযায়ী বা শিষ্ট প্রয়োগ। কর্মধা। বি; পু।

ইষ্টফল—অভিলষিত ফল, অভিপ্রেত ফল। কর্মধা। বি; ক্লী।

ইষ্টবিয়োগ—প্রিয়বিচ্ছেদ। ৬তৎ। বি; পু।

ইষ্টসাধন—অভিলষিত সম্পাদন; ইচ্ছাপূরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ইষ্টসিদ্ধি—অভিলষিত বিষয়ের সাধন, ফলোৎপাদন। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টাপত্তি ইষ্টলাভ, অভিলষিত বিষয়ের প্রাপ্তি; উপকার; বাদী কর্তৃক প্রতিবাদীর অনুকূল বাক্যোপন্যাস। ইষ্টের আপত্তি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ইষ্টাপূর্ত—অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ; জলাশয় খনন এবং দেবালয় নির্মাণ। ইষ্ট ও পূর্তের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ইষ্টার্থ—বাঞ্ছিত প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়, অভীষ্ট বিষয়। ইষ্ট যে অর্থ, কর্মধা। বি; পু।

ইষ্টালাপ—সদালাপ, পরস্পর ভদ্রালাপ। ইষ্ট যে আলাপ, কর্মধা। বি; পু।

ইষ্টি—১। যজ্ঞ। যজ্(পূজা করা)+ক্তি ভাব। ২। ইচ্ছা। ইষ্(ইচ্ছা করা)+ক্তি ভাব। ৩। ছন্দঃ বিঃ। ইস্+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

ইষ্টিকবচ ইষ্টদেবতার নামোদ্দিষ্ট বড় মাদুলি। বাংপ্র। বি।

ইষ্টিকা—ইষ্টক, ইট। ইষ্টক+আপ্। বি; স্ত্রী।

ইষ্টিঠাকুর—ইষ্টদেবতা। বাংপ্র। বি।

ইষ্টী (ইষ্টিন্)—ইচ্ছাযুক্ত, ইচ্ছু, অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষী। ইষ্ট+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ইষ্টিনী**।

ইস্—খেদ, ক্রোধ, বিস্ময় ও সয়োষ উপহাসে ব্যবহৃত শব্দ। বাংপ্র। অ।

ইসদন্ত—বিষদাঁত; কসের দাঁত। প্রা কপ্র। বি।

ইসপগুল, ইসবগুল—পারস্যদেশীয় ঔষধবীজ বিঃ, plantago ovata. ফা-মূ। বি।

ইসপিস—ইশপিশ (তাহা দ্রঃ)।

ইসরমূল, ইসেরমূল—সর্পের বিষ বা বীর্যরোধক লতার মূল বিঃ (Aristolochia Indica). বাংপ্র। বি।

ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম বা জাতি। আ। বি। বিণ, **-মী**।

ইসাদ, ইসাদী—সাক্ষী। ফা। বি।

ইস্কুল—বিদ্যালয়; অধ্যাপনাদি। <ইং 'school'. বি।

ইস্ক্রুপ পেঁচ, পেঁচের গজাল। <ইং 'screw'. বি। **ইস্ক্রুপের পাক বা পেঁচ**—কুটিল মনোভাব।

ইস্তক, এস্তক—অবধি, হইতে, পর্যন্ত। অ। ২। (তাসখেলায়) রঙের সাহেব ও বিবির একহাতে মিলন। হি-মূ। বি। **ইস্তক জুতা-সেলাই লাগাত চণ্ডীপাঠ** সংসারের ছোটবড় ভালমন্দ সকল কাজ। **ইস্তক পঞ্চাশ**—(তাসখেলায়) রঙের দশ গোলাম বিবি সাহেব, বা গোলাম বিবি সাহেব টেক্কা। **ইস্তক পুণ্যাহ লাগাত আখেরী**—জমিদারের নূতন বৎসরের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত; বিষয়মাত্রের প্রথম হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত। **ইস্তক বিবি**—রঙের গোলাম বিবি সাহেব, বা বিবি সাহেব টেক্কা।

ইস্তফা—পদত্যাগ, চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া; অবসান, শেষ; ক্ষমা, মাফ। আ-মূ। বি।

ইস্তাহার—ঘোষণাপত্র; বিজ্ঞাপন। আ-মূ। বি।

ইস্তেমাল—ব্যবহার, রীতি। আ-মূ। বি।

ইস্ত্রি, ইস্তিরি—কাপড় জামা প্রঃর কোঁচ দূর করিয়া মসৃণ করিবার লৌহ-যন্ত্র। <পোর্তু 'estirar'. বি।

ইস্ত্রী—স্ত্রী, স্ত্রীলোক। বাংপ্র। বি।

ইস্পাত—টান বা বিশুদ্ধ লৌহ বিঃ। <ইং 'steel-plate'. বি।

ইস্প্রিং—কামানি (ঘড়ির); স্থিতিস্থাপক লৌহ। <ইং 'spring'. বি।

ইহ—এই স্থানে, এই সময়ে, ইহা ইঃ। ইদম্ শব্দ+হ ৭মী স্থানে। অ।

ইহকাল—এই সংসারে যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ইহজীবন; এই জন্মের কর্মফল। বি; পু।

ইহজগৎ এই দৃশ্যমান ভুবন। বি; ক্লী। [ইহ সপ্তম্যন্ত বলিয়া জগৎ শব্দেও ৭মী বিভক্তি দিয়া পদ রচনা করা আবশ্যক]।

ইহজন্ম (-জন্মন্)—এই জন্ম। বি; ক্লী।

ইহজীবন—এই লোকে যতকাল বাঁচা যায়, এই জন্ম। বি; ক্লী।

ইহলোক, ইহসংসার—এই জগৎ, পৃথিবী। বি; পু।

ইহা—এই বস্তু বা লোক। বাংপ্র। সর্ব।

ইহুদী—জু জাতীয় লোক, 'Jew'; জু-নামক জাতির জ্ঞাস। <আ 'য়াহুদ'। বি।

ঈ

ঈ—১। চতুর্থ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু; কন্দর্প; বাম চক্ষু। ২। লক্ষ্মী, কমলা। অ (বিষ্ণু)+ঈপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। বি; স্ত্রী। ৩। বিষাদ; অনুকম্পা; কোপ; দুঃখ; প্রত্যক্ষ; নিকট; তদ্বিষয়ক, তৎসম্বন্ধী, তদ্দেশজাত, তৎসদৃশ, তৎকৃত, তাহার ভাব, ধর্ম বা কর্ম ইঃ অর্থে শব্দের শেষে প্রযুক্ত (যথা—হিসাবী, ঢাকী, গোলাপী, মাস্টারী ইঃ)। ঈ+ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।

ঈঃ—যন্ত্রণা বা ক্রোধাদিব্যঞ্জক শব্দ; তুচ্ছতাসূচক বা সন্দেহপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঈকার—ঈ এই বর্ণ মাত্র। ঈ+কার স্বার্থে। বি; পু।

ঈকারাদি—দীর্ঘ ঈকার হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী অন্যান্য ('— বর্ণ'), ঈকার প্রঃ। ঈকার আদি যাহাদের, বহু। বিণ বা বি; পু।

।—যাহার অন্তে (শেষে) ঈ এই অক্ষর আছে। ঈকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ঈক্ষ—দর্শন। বি ; স্ত্রী।

ঈক্ষণ—১। দর্শন, দেখা। ঈক্ (দেখা) + অনট্ ভাব। ২। নেত্র, নয়ন, চক্ষুঃ। ঈক্ + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

ঈক্ষণীয়—দর্শনীয় ; নিরূপণীয় ; পর্যবেক্ষণীয়। ঈক্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

ঈক্ষমাণ—দর্শনকারী, যে দেখিতেছে এরূপ। ঈক্ + শান কর্তৃ। বিণ।

ঈক্ষা—১। দর্শন ; পর্যালোচনা, বিচারণা। ঈক্ + অ ভাব + আপ্। ২। দৃষ্টি, নেত্র। ঈক্ + অ করণ। বি ; স্ত্রী।

ঈক্ষিকা—দর্শন ; পর্যালোচন। ঈক্ষা + কন্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈক্ষিত—১। দৃষ্ট ; রক্ষিত ; বিচারিত। ঈক্ (দেখা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দর্শন, দেখা। ঈক্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ঈক্ষিতব্য—দ্রষ্টব্য ; বিচারণীয়। ঈক্ + তব্য কর্ম। বিণ।

ঈক্ষিতা (ঈক্ষিতৃ)—দ্রষ্টা, দর্শক ; বিচারক। ঈক্ (দেখা) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঈক্ষিত্রী**।

ঈগল—বৃহদাকার শ্যেন বিঃ, একপ্রকার বাজপাখি। < ইং 'eagle'. বি।

ঈড়া—স্তব, স্তুতি ; প্রশংসা ; শ্লাঘা। ঈড় (স্তুতি করা) + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী। [য কর্ম। বিণ।

ঈড্য—স্তবনীয় ; প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্য। ঈড্ +

ঈতি—১। গতি ; প্রবাস ; উপদ্রব ; কলহভেদ ; মূলরহিত বৃক্ষ। ঈ (গমন করা) + ক্তি ভাব। ২। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পতঙ্গ, মূষিক, পক্ষী, অতিসন্নিহিত রাজা,—শস্যহানিকর এই ছয় প্রকার উপদ্রব। ঈ + ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টির্মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ (খগাঃ)।
অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

ঈথর—অতি সূক্ষ্ম ও সর্বব্যাপী পদার্থ বিঃ। < ইং 'ether'. বি।

ঈদ—মুসলমানী পর্ব বিঃ, বা তৎপর্বদিবস। আ। বি।

ঈদ্গা—মুসলমানদিগের ঈদ পর্বে সাধারণের নমাজ করিবার স্থান। আ। বি।

ঈদলফেতর—একমাস রোজা (উপবাস) পরে পারণা পর্ব। আ। বি।

ঈদুজ্জোহা—মুসলমানদিগের পশু বলিদানপর্ব, বকরীদ্। আ। বি।

ঈদৃক্ (ঈদৃশ্)—ঈদৃশ, এতাদৃশ, এইরূপ। ইদম্—দৃশ্ + ক্বিপ্ কর্ম। বিণ।

ঈদৃশ—এতাদৃশ, এইরূপ, এইপ্রকার। ইহার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে এই বাক্যে ইদম্—দৃশ্ + টক কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**ঈদৃশী**।

ঈপ্সা—লাভেচ্ছা, পাইবার ইচ্ছা, ইচ্ছা। সনন্ত আপ্ + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈপ্সিত—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত ; প্রিয়। সনন্ত আপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মনোরথ ; স্পৃহা। সনন্ত আপ্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ঈপ্সু—লাভেচ্ছু, পাইতে অভিলাষী ; ইচ্ছুক। সনন্ত আপ্ + উ কর্তৃ। বিণ।

ঈরণ—গতি ; কম্পন ; প্রেরণ। ঈর্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ঈরিত—১। উচ্চারিত, কথিত ; প্রেরিত ; ক্ষিপ্ত ; বিক্ষিপ্ত ; বিসৃষ্ট ; কম্পিত ; সঞ্চালিত ; কম্পিত ; আকৃষ্ট। ঈর্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উক্তি, কথন। ঈর্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, অন্যের সুখসৌভাগ্যাদি দর্শনে অসুখানুভব ; দ্বেষ ; পতির অন্য স্ত্রী সহবাস চিহ্ন-দর্শনে স্ত্রীর অভিমানবিশেষ। ঈর্ষ্য (দ্বেষ করা) + অ ভাব + আপ্। বিকল্পে যকার-লোপ। বি ; স্ত্রী।

ঈর্ষান্বিত, ঈর্ষ্যান্বিত—ঈর্ষাযুক্ত। ঈর্ষা (ঈর্ষ্যা) দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

ঈর্ষাপর, ঈর্ষ্যাপর—ঈর্ষাবশ, হিংসার বশবর্তী, বিদ্বেষপরায়ণ, ঈর্ষান্বিত। ৬তৎ। বিণ।

ঈর্ষাপরতন্ত্র, ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ।

ঈর্ষাপরবশ, ঈর্ষ্যাপরবশ—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ।

ঈর্ষাপরায়ণ, ঈর্ষ্যাপরায়ণ—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহ। বিণ। বি, **-পরায়ণতা**।

ঈর্ষালু, ঈর্ষ্যালু—পরশ্রীকাতর, হিংসাযুক্ত। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা শব্দ + আলু যুক্তার্থে। বিণ।

ঈর্ষাবশ, ঈর্ষ্যাবশ—ঈর্ষাপর (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বিণ।

ঈর্ষাবশতঃ, ঈর্ষ্যাবশতঃ (-তস্)—পরশ্রীকাতরতাহেতু। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা + বশ + তস্। অ।

ঈর্ষামূলক, ঈর্ষ্যামূলক—ঈর্ষা হইতে উৎপন্ন ; হিংসাজনিত। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা মূল যাহার, বহ (ক-আগম)। বিণ।

ঈর্ষী (ঈর্ষিন্), **ঈর্ষ্যী** (ঈর্ষ্যিন্)—ঈর্ষ্যাযুক্ত, পরশ্রীকাতর। ঈর্ষা, ঈর্ষ্যা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঈর্ষিণী, ঈর্ষ্যিণী**।

ঈলা—পৃথিবী, বাণী ; ধেনু ; স্তব। ঈড্ + ক কর্ম + আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈশ—১। ঈশ্বর ; শিব ; ঈশানকোণাধিপতি দিক্পাল বিঃ ; রুদ্রসংখ্যানুসারে এগার (১১) এই সংখ্যা ; আর্দ্রানক্ষত্র। ঈশ্ (প্রভুত্ব করা) + ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। স্বামী ; নিয়ন্তা ; প্রভু ; রাজা ; শ্রেষ্ঠ ; সমর্থ। বিণ।

ঈশপুরী—কাশী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈশপ (Aesop)—(৬২০—? ৫৬০ খ্রীঃ পূঃ) প্রসিদ্ধ গ্রীক নীতি-গল্পলেখক ; যীশুখ্রীষ্ট। < ইং 'Jesus'. বি।

ঈশবল—পাশুপত অস্ত্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঈশা—১। হলদণ্ড, লাঙলের ঈষ ; শিবপত্নী, দুর্গা ; ঈশ্বরী ; ঐশ্বর্যান্বিতা নারী ; ঐশ্বর্য, প্রভুত্ব। ঈশ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। স্বামিনী ইঃ। বিণ ; স্ত্রী।

ঈশা খাঁ—বারভুঁইয়ার অন্যতম। ইহার পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। ইনি চাঁদরায়ের কন্যা সোনামণিকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন।

ঈশান—১। মহেশ্বর, শিব ; একাদশ রুদ্রমধ্যে রুদ্র বিঃ ; শিবের অষ্টমূর্তি মধ্যে সূর্যমূর্তি ; রুদ্রদেবতাক, আর্দ্রানক্ষত্র ; রুদ্রসংখ্যানুসারে এগার (১১) এই সংখ্যা। ঈশ (আধিপত্য করা) + শান কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**ঈশানী**। ২। প্রভু ; নিয়ন্তা ; ধনবান্। বিণ।

ঈশানকোণ—পূর্ব ও উত্তরদিকের মধ্যবর্তী কোণ (ঐ কোণের অধিপতি শিব)। ৬তৎ। বি ; পু।

ঈশানী—মহেশ্বরী, দুর্গা। ঈশান + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈশিতা (ঈশিতৃ)—১। ঈশ্বর ; প্রভু ; স্বামী। ঈশ্ (আধিপত্য করা) + তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। সমর্থ ; শ্রেষ্ঠ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঈশিত্রী**।

ঈশিত্ব, ঈশিতা—ঈশ্বরত্ব ; প্রভুত্ব ; সামর্থ্য ; অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্যের অন্যতম (এই ঐশ্বর্য থাকাতে স্থাবরাদি সর্বভূত ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী। অষ্ট ঐশ্বর্য—"অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বং বশিত্বং তথা কামাবসায়িতা।" ঈশিন্ (ঈশীর ভাব এই অর্থে) + ত্ব, তা। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ঈশী (ঈশিন্)—ঈশ্বর ; প্রভু ; পতি। ঈশ্ (প্রভুত্ব করা) + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**ঈশিনী**।

ঈশ্বর—১। প্রভু ; ধনী ; নিয়ন্তা ; স্বামী ; সমর্থ ; শ্রেষ্ঠ ; ৺ চিহ্ন (মৃত ব্যক্তির নাম, দেবতার নাম বা তীর্থক্ষেত্রের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়)। ঈশ (আধিপত্য করা) + বর কর্তৃ। বিণ। ২। শিব ; ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর, ভগবান্ ; কামদেব ; রাজা ; রুদ্র বিঃ ; ভর্তা ; বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য ; অন্তর্যামী ;

অবিদ্যাদি কর্তৃক অসম্বদ্ধ পুরুষ বিঃ; জীবাত্মা; মহাপুরুষ; সংবৎসর; (বাংলায়) প্রধান; প্রকৃতি। বি; পু। স্ত্রী—**ঈশ্বরা, ঈশ্বরী**। ৩। সংগীত-শাস্ত্রকার বিঃ (ভরত মুনি প্রভৃতির ন্যায় ইনিও সংগীতশাস্ত্র রচনা করেন)। ৪। অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকার (রামস্তোত্র ও কৃষ্ণস্তুতি ইঁহারই রচিত)।

ঈশ্বরকৃপা—ভগবানের দয়া, জগদীশ্বরের অনুগ্রহ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরকৃষ্ণ—একজন প্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থকার। ইঁহার প্রণীত সাংখ্যকারিকা সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে চিরপ্রসিদ্ধ।

ঈশ্বরচন্দ্র (রাজা)—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের অন্যতম রাজা। ইঁহার পিতার নাম শিবচন্দ্র। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ঈশ্বরচন্দ্র রাজা হন। ইনি যেমন রূপবান্, তেমনি বলবান্ ছিলেন। সংগীতে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইঁহার সভায় বাক্পতি নামে একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ থাকিতেন। তিনি "সারদা মঙ্গল" নামে একখানি বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে ৫৫ বর্ষ বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র নামে একটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি, কাঁচড়াপাড়ানিবাসী বৈদ্যজাতীয় হরিনারায়ণ গুপ্তের দ্বিতীয় পুত্র। বাঙ্গালা ১২১৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি বড় দুরন্ত ছিলেন; লেখাপড়ায় ইঁহার তাদৃশ মনোযোগ ছিল না; গ্রাম্য পাঠশালায় সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ছিল। একবার যাহা শুনিতেন, তাহাই আয়ত্ত করিয়া ফেলিতেন। কথিত আছে যে, ইনি ১৭।১৮ বৎসর বয়সের সময় দেড়মাসের মধ্যে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের মিশ্র পর্যন্ত অর্থ সহিত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা লিখিবার শখ ছিল। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র মহেশচন্দ্রের সহিত ইঁহার কবিতার লড়াই হইত।

দশমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ঈশ্বরচন্দ্রের মাতৃ-বিয়োগ হওয়ায় এবং পিতা দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করায় ঈশ্বরচন্দ্র বিরক্ত হইয়া কলিকাতায় মাতুলালয়ে চলিয়া আসেন; এখানে থাকিয়া ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসের চেষ্টা করেন, কিন্তু অনুরাগের অভাবে তাহাতেও অধিক উন্নতি করিতে পারেন নাই। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গুপ্তিপাড়ায় গৌরহরি মল্লিকের কন্যা দুর্গামণির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। দুর্গামণি না কি দেখিতে তেমন সুশ্রী ছিলেন না, অধিকন্তু কতকটা হাবা বোবার মত ছিলেন। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়েও সুখী হইতে পারিলেন না।

কলিকাতার ঠাকুরবংশের সহিত ঈশ্বর-চন্দ্রের মাতামহের কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠতা ছিল। সেই সূত্রে ঈশ্বরচন্দ্র সর্বদাই ঠাকুরবাড়িতে যাতায়াত করিতেন। ক্রমে গোপীমোহন ঠাকুরের পৌত্র যোগেন্দ্রমোহনের সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব জন্মে। উভয়েই সমবয়স্ক। কথিত আছে যে, ঈশ্বরচন্দ্রের সহবাসে যোগেন্দ্রমোহনেরও রচনাশক্তি জন্মিয়াছিল। এই যোগেন্দ্রমোহনের সাহায্যে ১২৩৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র "সংবাদ প্রভাকর" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহনের মৃত্যু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে "সংবাদ প্রভাকর"ও অদৃশ্য হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব ও রচনা-শক্তি দেখিয়া আন্দুলের জমিদার জগন্নাথ-প্রসাদ মল্লিক ঐ বৎসরেই "সংবাদ রত্নাবলী" প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত পত্রিকায় লেখা বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে ঈশ্বরচন্দ্র তীর্থ-পর্যটনে বহির্গত হন এবং শ্রীক্ষেত্রাদি দর্শন করিয়া ১২৪২ সালে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং কানাইলাল ঠাকুরের সাহায্যে "সংবাদ প্রভাকর" পত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১২৪৫ সালে "সংবাদ প্রভাকর" দৈনিক আকার ধারণ করে। বাঙ্গালা দৈনিক সংবাদপত্রের মধ্যে প্রভাকরই প্রথম। ইহার কিছুদিন পরে স্বনামপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হিন্দুবিধবার বিবাহের বৈধতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পুস্তিকা প্রচার করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাহার প্রতিবাদ-স্বরূপ ব্যঙ্গ কবিতাসমূহ প্রভাকরে প্রকাশ করিয়া বিধবা-বিবাহবিরোধীদিগের চিত্তরঞ্জন করেন। ১২৫৩ সালে ইনি "পাষণ্ডপীড়ন" নামে আর একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এই সময়ে "ভাস্কর" সম্পাদক গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ (গুড়্গুড়ে ভট্টাচার্য) "রসরাজ" নামে একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত কবিতা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিছুদিন পরে দুইখানি পত্রই উঠিয়া যায়। তখন ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৪ সালে "সাধুরঞ্জন" নামে আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার ছাত্রদিগের কবিতা ও প্রবন্ধ মুদ্রিত হইত।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় ১০ বৎসর নানা স্থানে ঘুরিয়া বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ সেন, রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাস প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণের জীবনচরিত ও অনেক লুপ্ত কবিতা প্রকাশ করেন। বস্তুতঃ প্রাচীন বঙ্গীয় কবিদিগের জীবনবৃত্তান্ত উদ্ধার বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রই প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী। ১২৬৪ সালে ইনি "সংবাদ প্রভাকর" পত্রে 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিত প্রভাকর' ও 'বোধেন্দুবিকাশ' নামক তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তৎপরে শ্রীমদ্ভাগবতের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন; পরন্তু মঙ্গলাচরণ ও কয়েকটি শ্লোকের অনুবাদ করিয়া মৃত্যুশয্যায় শয়ন করেন। ১২৬৫ সালের ১০ই মাঘ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করেন।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তই প্রথম কেবল লেখনীর উপর নির্ভর করিয়া বিলক্ষণ অর্থোপার্জন ও সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। ইঁহার বাড়িতে সদাব্রত ছিল। ইঁহার নিকট অন্নপ্রার্থী হইয়া কেহ কখনও বিমুখ হয় নাই। ইনি একজন স্বভাবকবি ছিলেন। ইঁহার রচনা অতিশয় প্রাঞ্জল, তবে অনুপ্রাসের ভারে মধ্যে মধ্যে পীড়িত। হাস্যরসে ইঁহার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার পরিচিত স্বনামখ্যাত পণ্ডিত। বাঙ্গালা ১২২৭ সালের (১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের) ১২ই আশ্বিন তারিখে বীরসিংহা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সে সময়ে বীরসিংহা হুগলি জেলার অন্তর্গত ছিল, পরে বাঙ্গালার খ্যাতনামা লেফ্টেন্যান্ট গবর্নর ক্যাম্বেল সাহেবের আমলে উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ঈশ্বরচন্দ্রের পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যো-পাধ্যায়, মাতার নাম ভগবতী দেবী। ঠাকুরদাস কলিকাতায় অতি অল্প বেতনের চাকরি করিতেন,—পরিবার লইয়া বিদেশে থাকিবার সংগতি তাঁহার ছিল না। কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র শৈশবে মাতা ও পিতামহীর সহিত বীরসিংহায় থাকিয়া গ্রাম্য পাঠশালায় তৎকাল প্রচলিত বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। নয় বৎসর বয়সের সময় ইনি পিতার সহিত পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করেন। পথে আসিবার সময়ে মধ্যে মধ্যে মাইল-নির্দেশ-প্রস্তরসকল (mile stones) দেখিয়া ইনি পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা! রাস্তায় শিলের মত ওগুলা কি পোঁতা রহিয়াছে?" ঠাকুরদাস সকল কথা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বলিলে, বালক উহা হইতেই ইংরেজী অঙ্কচিহ্নগুলি (১, ২, ৩ ইঃ) শিখিয়া লইয়াছিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাশিক্ষার্থ সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন এবং প্রত্যেকবারেই বার্ষিক-পরীক্ষায় সর্বোচ্চ পারিতোষিক পাইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকাল-মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, স্মৃতি, ন্যায়, ব্যবহার প্রভৃতি সর্বশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ হইতে "বিদ্যাসাগর" উপাধি লাভ করিলেন। বালক ঈশ্বরচন্দ্র স্বহস্তে বাসার সমস্ত কাজ করিয়া ও তৎপরে পাক করিয়া পিতাকে ও ছোট ভাই দুইটিকে খাওয়াইয়া, তবে নিজে খাইতেন। তিনি পাক করিবার সময়েও পুস্তক নিকটে রাখিতেন, এবং অবকাশ পাইলেই একটু পড়িয়া লইতেন। এইরূপে দারিদ্র্যে লালিতপালিত হওয়াতেই বিদ্যাসাগর দরিদ্রের মর্ম-ব্যথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং দয়ার সাগর নামে পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বিদ্যা-সাগর মাসিক ৫০৲ বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। বিলাত হইতে আগত নূতন সিভিলিয়ান সাহেবেরা এই কলেজে কিছু দিন এদেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া তবে স্ব স্ব পদে পাকা হইতেন। বিদ্যাসাগরকে সর্বদাই সাহেবদিগের সংস্রবে আসিতে হইত ;—ইংরেজী জানা বিশেষ আবশ্যক বলিয়া তিনি ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্পকালমধ্যে তাহাতেও সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। সাহেবদিগের পরীক্ষার হিন্দী কাগজও তাঁহাকে দেখিতে হইত। এই নিমিত্ত তিনি হিন্দী ভাষাও শিক্ষা করিয়া লইলেন। ফলতঃ বিদ্যা-সাগরের প্রতিভা সর্বতোমুখী।

বিদ্যাসাগরের কার্যকারিতা ও বিচক্ষণতা-দর্শনে সংস্কৃত কলেজের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ইঁহাকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর সহিত ইঁহার মতের মিল না হওয়ায়, পর বৎসরেই ইনি এই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৪৭ খ্রীঃ অব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহেব ছাত্রদিগের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর আপনার প্রথম বাঙ্গালা গদ্য পুস্তক বেতাল-পঞ্চবিংশতি মুদ্রিত করেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যাসাগর পুনরায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তথাকার প্রধান লিপিকর (Head Writer) হন। ঐ পদের মাসিক বেতন ৮০৲ টাকা। ১৮৫০ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে বিদ্যাসাগর মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে প্রিন্সিপালের (Principal) পদ ছিল না। ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে প্রিন্সিপালের পদ সৃষ্ট হইলে বিদ্যাসাগর মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে প্রথম প্রিন্সিপাল হন। এইখানে ইঁহার বেতন ক্রমে ৩০০৲ টাকা পর্যন্ত হইয়াছিল। অতঃপর ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে কলেজের অধ্যক্ষতা সত্ত্বেও গবর্নমেণ্ট ইঁহাকে মাসিক ২০০৲ টাকা বেতনে বিশেষ বিদ্যালয়-পরিদর্শক (Special Inspector of Schools) নিযুক্ত করেন। দুই পদে এক্ষণে বিদ্যাসাগরের বেতন মাসিক ৫০০৲ টাকা হইল।

এই সময়ে ইনি একটি গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। হিন্দু-বাল-বিধবাদিগের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, বিধবা-বিবাহ যে শাস্ত্র-সম্মত, তাহারই প্রতিপাদনার্থ পুস্তিকা প্রকাশ করিলেন। দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত মূর্খ, সকলেই বিদ্যাসাগরের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিলেন। এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার প্রাণবধেরও কল্পনা করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর স্বদেশীয় লোকের নিন্দাবাদ, কুৎসা, নির্যাতন প্রঃ অকাতরে সহ্য করিয়া অকুতোভয়ে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর বহু যত্ন ও পরিশ্রমে ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে গবর্ন-মেণ্টের দ্বারা বিধবাবিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করাইয়া লইলেন। তিনি কেবল আইন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। এমন কি, নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রেরও একটি বিধবার সহিত বিবাহ দেন।

বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্য করিবার সময়ে বিদ্যাসাগর বঙ্গের তদানীন্তন ছোট-লাট হ্যালিডে সাহেবের পরামর্শে দেশের নানাস্থানে বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই সময়ে ইয়ং নামে এক অল্পবয়স্ক যুবক সিভিলিয়ান নূতন ডিরেক্টর হন। কোন কোন বিষয়ে এই সাহেবের সহিত বিদ্যাসাগরের মতের অমিল হওয়ায় উভয়ের মধ্যে মনান্তর চলিতেছিল। বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপনের ৫।৬ মাস পরে বিদ্যাসাগর ঐ সকল স্কুলের বিল করিলে ইয়ং সাহেব সে সমস্ত অগ্রাহ্য করিলেন। এই সকল এবং অন্যান্য নানা কারণে বিরক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর অনায়াসে ৫০০৲ টাকা বেতনের গবর্নমেণ্টের চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।

বিদ্যাসাগরের এই কর্মত্যাগ দেশের প্রভূত মঙ্গলের নিদান হইল। তাঁহাকে এক্ষণে একমাত্র লেখনীর উপরই আত্মনির্ভর করিতে হইল। তাঁহার ব্যয়ও বড় কম ছিল না। সেই ব্যয়ের অধি-কাংশই দানে যাইত। তিনি যথার্থ ই মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "দরিদ্রের দুঃখ কয়জন দেখিয়াছে, তাহাদের হৃদয়ের ব্যথা কয়জন বুঝিয়াছে ?" বস্তুতঃ দরিদ্রের দুর্দশার কথা শুনিলে, দুঃখীর দুঃখ দেখিলে, তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইত, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইত। ১৮৬৬।৬৭ খ্রীঃ অব্দে দেশে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়—যাহা বাহাত্তুরে মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে—সেই দারুণ দুঃসময়ে বিদ্যাসাগর জন্মভূমি বীরসিংহা গ্রামে অন্নসত্র খুলিয়া প্রায় ছয় মাস কাল প্রত্যহ সহস্রাধিক অন্নপ্রার্থীকে অন্ন বিতরণ করেন। তদ্ভিন্ন দুই সহস্র টাকার বস্ত্র কিনিয়া বস্ত্রহীনদিগকে দান করেন। এই সকল ব্যতীত তিনি গোপনে কত দুঃস্থ ভদ্র পরিবারের যে সাহায্য করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আবার বিধবা-বিবাহ ব্যাপারে তিনি অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন। কেবল বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়া তিনি এই সকল ব্যয়নির্বাহ ও সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়াছিলেন। তিনি যদি দানশীল ও মুক্তহস্ত না হইতেন, তাহা হইলে লক্ষ লক্ষ টাকা রাখিয়া যাইতে পারিতেন। বিদ্যাসাগর সর্বশুদ্ধ প্রায় ২৫ খানি বাঙ্গালা পুস্তক লিখিয়াছেন। বলিতে কি, বিদ্যাসাগরই বর্তমান বাঙ্গালা গদ্য সাহিত্যের জনক।

বিদ্যাসাগরের সর্বপ্রধান কীর্তি তাঁহার মেট্রপলিটান কলেজ। বিদ্যাসাগর নিজব্যয়ে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মেট্রপলিটান ইন্‌স্টিটিউশনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। প্রথম বর্ষের (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের) এফ্., এ পরীক্ষার ফল দেখিয়া সকলেই মুক্তকণ্ঠে বিদ্যাসাগরকে ধন্য ধন্য কহিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজে বি, এ, ক্লাস খুলেন। বি, এ, পরীক্ষাতেও প্রথম বৎসরেই (১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে) ১৬ জন ছাত্র প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া "ডিগ্রী" প্রাপ্ত হইল। একমাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিঃস্বার্থতাই এরূপ উন্নতির একমাত্র কারণ। এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় গবর্নমেণ্টের নিকট সি আই ই উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইলেন। বিদ্যাসাগর

কখনও আপনার কলেজের এক কপর্দকও নিজ ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতেন না। কলেজের উদ্বৃত্ত টাকা কলেজের উত্তম বাটী, সুন্দর পুস্তকালয়, যন্ত্রাগার প্রভৃতি ব্যাপারেই ব্যয়িত হইত। বর্ত্তমানে এই কলেজটি 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত।

ইহা ভিন্ন তিনি জন্মভূমি বীরসিংহা গ্রামে একটি অবৈতনিক উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শত শত বালককে অন্নবস্ত্র ও আপনার বাটীতে স্থান দিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। যে কোনও অনাথ বালক যখনই তাঁহার নিকট আপনার দুরবস্থার কথা জানাইয়াছে, তখনই বিদ্যাসাগর সর্বপ্রযত্নে তাহার সকল অভাব দূর করিয়া তাহার বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। এত দয়া না থাকিলে তাঁহার নাম 'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর' হইবে কেন? শেষ অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তিনি বৈদ্যনাথের নিকট কর্মাটাড় নামক স্থানে নিভৃতনিবাস নির্মাণ করিয়া মধ্যে মধ্যে তথায় যাইয়া থাকিতেন। সেখানকার অসভ্য সাঁওতালদিগকে তিনি অপত্যনির্বিশেষে ভালবাসিতেন। তাহাদিগকে অন্নবস্ত্র দান করিতেন; তাহাদের রোগের সময় ঔষধ পথ্য দিতেন, সেবাশুশ্রূষা করিতেন। তাহারাও বিদ্যাসাগরকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় যেমন কোমল ছিল, তেমনই হৃদয়ে অসাধারণ বলও ছিল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে যেমন তাঁহার হৃদয় করুণারসে বিগলিত হইত, আত্মীয়স্বজনের দোষ দেখিলে আবার সেই হৃদয় তেমনই ক্রোধাগ্নিতে বজ্রাদপি কঠোর হইয়া পড়িত। অন্য লোকের সহস্র দোষ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিতেন, ক্ষমা করিয়া তাহার দোষ-সংশোধনের চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু আপনার পরিজনবর্গের কাহারও দোষ দেখিলে তাহা তাঁহার অসহ্য হইত। অধিক কথা কি, তাঁহার একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্রের ব্যবহারে তিনি এতদূর বিরক্ত ও রোষাবিষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি নারায়ণকে ত্যাজ্যপুত্র করেন। এইরূপ কতিপয় কারণে বিদ্যাসাগরের শেষ জীবন বিষাদময় হইয়া পড়িয়াছিল। তথাপি মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত পরহিতব্রত ত্যাগ করেন নাই।

বিদ্যাসাগরের হৃদয় ভক্তিময় ছিল। জনকজননীকে তিনি আরাধ্য দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। একবার কাশীধামে জনৈক পণ্ডিত বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাশীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা মানেন কি না?" বিদ্যাসাগর হাসিতে হাসিতে আপনার মাতাপিতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উত্তর করেন, "ইনিই আমার বিশ্বেশ্বর, আর ইনিই আমার অন্নপূর্ণা।" বস্তুতঃ তিনি মাতাপিতাকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেন। বৃদ্ধ মাতাপিতার মৃত্যুতে প্রৌঢ় বিদ্যাসাগর মাতৃহীন শিশুর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং কিছুদিন বিষয়কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাঁহাদের প্রতিমূর্তির দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন এবং অনবরত শোকাশ্রু বিসর্জন করিতেন।

মহাপ্রাণতায়, তেজস্বিতায় ও লোকহিতৈষিতায় বিদ্যাসাগর অতুলনীয়। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই রাত্রি ২টার সময়ে (ইংরাজী হিসাবে ৩০শে জুলাই) ভারতমাতার এই সুসন্তান অমরধামে গমন করেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব – ভগবত্তত্ত্ব; জগদীশ্বরের মহিমা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ঈশ্বরত্ব—ঈশ্বরভাব, ভগবানের প্রকৃতি, দেবত্ব; প্রভুত্ব; আধিপত্য; রাজত্ব। ঈশ্বর + ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঈশ্বরদত্ত—১। ভগবানের দেওয়া; অলৌকিক। ৩তৎ। ২। জগদীশ্বরে সমর্পিত। ৪তৎ। বিণ।

ঈশ্বরদূত—পরমেশ্বরের বার্তাবাহক বা চর। ৬তৎ। বি; পু। [খ্রীষ্টিয়ানদিগের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে উক্ত angel শব্দের অনুবাদে এই পদটি কেহ কেহ প্রয়োগ করিয়াছেন।]

ঈশ্বরনিষ্ঠ ঈশ্বরপরায়ণ, জগদীশ্বরে একান্ত নির্ভরশীল, ভগবদ্ভক্ত, আস্তিক। ঈশ্বরে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

ঈশ্বরনিষ্ঠা—১। ঈশ্বরপরায়ণতা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ঈশ্বরপরায়ণা। ঈশ্বরনিষ্ঠ + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঈশ্বরপরায়ণ—জগদীশ্বরে অত্যন্ত রত। ঈশ্বরই পর অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

ঈশ্বর পুরী—মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য। শ্রীচৈতন্যদেব ইঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ঈশ্বর-প্রণিধান- ঈশ্বরোপাসনা, ঈশ্বরভক্তি। ৭তৎ। বি; ক্লী।

ঈশ্বর-প্রণোদিত, -প্রেরিত- ভগবানের পাঠানো বা দেওয়া; জগৎপতি-কর্তৃক অনুপ্রাণিত, প্রত্যাদিষ্ট বা উত্তেজিত। ৩তৎ। বিণ।

ঈশ্বরপ্রসাদাৎ—ঈশ্বরানুগ্রহবশতঃ। ঈশ্বরপ্রসাদ শব্দ + সংস্কৃত ৫মীর ১বচন। অ।

ঈশ্বরপ্রাপ্তি– ঈশ্বরলাভ, মৃত্যু। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরপ্রীতি, ঈশ্বরপ্রেম (-প্রেমন্)— ১। পরমেশ্বরের ভালবাসা বা দয়া। ৬তৎ। ২। পরমেশ্বরের প্রতি ভালবাসা বা ভক্তি, ভগবদ্ভক্তি। ৭তৎ। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ঈশ্বর-প্রেমিক - জগদীশ্বরের প্রতি প্রীতিমান্, ভগবদ্ভক্ত। ঈশ্বরপ্রেমন্ শব্দ + ফিক, "ইহা কর্তৃক কৃত" অর্থে। বিণ।

ঈশ্বরবাদ- ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক মত, আস্তিক্য। ৬তৎ। বি; পু।

ঈশ্বরবাদী (-বাদিন্) ঈশ্বরবিশ্বাসী, আস্তিক। ঈশ্বর—বদ্ (বলা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী- **ঈশ্বরবাদিনী**।

ঈশ্বরবিভূতি সংসারে অসামান্য তেজোবলশ্রীসম্পন্ন ভগবানের অংশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরবিরোধী (-ধিন্) ভগবানের নির্দিষ্ট নিয়মের অন্যথাচরণকারী; পরমেশ্বরে ভক্তিহীন, জগদীশ্বরের প্রতি আস্থাশূন্য; নাস্তিক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বিরোধিনী**।

ঈশ্বর-বৃত্তি - ব্যবসায়ীদিগের হিসাবে দেবসেবাদি সৎকর্মের নিমিত্ত নির্দিষ্ট বা সংগৃহীত অর্থাদি। বাংপ্র। বি।

ঈশ্বরভাব - ঈশ্বরত্ব, দেবভাব, দেবত্ব; প্রভুত্ব; রাজপ্রকৃতি; নিয়মনশক্তি। ৬তৎ। বি; পু।

ঈশ্বরভীরু পরমেশ্বরের প্রতি ভয়শীল, জগদীশ্বরের প্রতি ভীতিযুক্ত; ভগবদ্ভক্ত। ৫তৎ। বিণ।

ঈশ্বরসভা - রাজসভা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরসাক্ষী (-ক্ষিন্)—ঈশ্বরই সাক্ষাৎ দ্রষ্টা; মায়োপহিত চৈতন্য। কর্মধা। বি; পু।

ঈশ্বরসাধনা, -সাধন ঈশ্বরলাভার্থ সাধনা, যাহাতে ঈশ্বরলাভ হয় গুরুর উপদেশ অনুসারে তাদৃশী উপাসনা। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ঈশ্বরসাযুজ্য ঈশ্বরে লীনভাব; মুক্তি বিঃ। বি; ক্লী।

ঈশ্বরসেবক ঈশ্বরপূজক, পরমেশ্বরের উপাসক, ভগবানের আরাধনাকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ঈশ্বরসেবিকা**।

ঈশ্বরসেবা ঈশ্বরপূজা, ভগবানের আরাধনা, পরমেশ্বরের উপাসনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরা—১। স্বামিনী, শ্রেষ্ঠা ইঃ। ঈশ্বর + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; লক্ষ্মী সরস্বতী; যাবতীয় আদি শক্তি। বি; স্ত্রী।

ঈশ্বরাধীন—পরমেশ্বরের আয়ত্ত, যাহা ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে এমন,

দৈবায়ত্ত ; প্রভুর বশীভূত বা আজ্ঞাকারী। ঈশ্বরের অধীন, ৬তৎ। বিণ।

ঈশ্বরারাধনা ঈশ্বরপূজা, পরমেশ্বরের ভজনা, ভগবানের উপাসনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরাবতার–ভূমণ্ডলে ভগবানের নশ্বর জীবের আকারে আবির্ভাব (কোন শক্তিমান্ পুরুষ জন্মগ্রহণ করিলে লোকে তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলে)। ৬তৎ। বি ; পু।

ঈশ্বরাশীর্বাদ–জগদীশ্বরের আশীর্বচন ; পরমেশ্বরের দয়া, ভগবৎকৃপা। ৬তৎ। বি ; পু।

ঈশ্বরী ১। স্বামিনী, শ্রেষ্ঠা। ইঃ। ঈশ্বর+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবী ; দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী প্রঃ শক্তি দেবতা। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরেচ্ছা ভগবানের অভিপ্রায় ; প্রভুর ইচ্ছা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈশ্বরোপাসক–ঈশ্বরপূজক, ভগবানের আরাধক। ঈশ্বরের উপাসক, ৬তৎ। বিণ।

ঈশ্বরোপাসনা ঈশ্বরের গুণকীর্তনাদি, ভগবানের আরাধনা। ঈশ্বরের উপাসনা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঈষৎ অল্প, কিঞ্চিৎ। ঈষ্+অৎ কর্তৃ। অ।

ঈষদুষ্ণ—অল্প উষ্ণ, কবোষ্ণ, সামান্য গরম। ঈষৎ উষ্ণ, সুপ্। বিণ।

ঈষদূন–কিঞ্চিৎ ন্যূন, কিছু কম। ঈষৎ যে ঊন, কর্মধা। বিণ।

ঈষদগভীর—অল্পগভীর, সামান্য গভীর, অগভীর, ভাসাভাসা। ঈষৎ যে গভীর, কর্মধা। বিণ।

ঈষদ্দর্শন সামান্য দেখা, কটাক্ষ। ঈষৎ যে দর্শন, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঈষদ্বিকসিত–অল্প প্রস্ফুটিত, আধফুটন্ত। ঈষৎ যে বিকসিত, কর্মধা। বিণ।

ঈষদ্ভিন্ন অল্পরূপে পৃথক্। ঈষৎ যে ভিন্ন, কর্মধা। বিণ।

ঈষন্মাত্র—অল্পমাত্র। ঈষৎ মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

ঈষ, ঈষা—লাঙ্গলদণ্ড, লাঙ্গলের ঈষ। ঈষ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈষিকা–তুলিকা ; কাশতৃণ ; শরের মাজা ; হস্তীর নেত্রগোলক ; অস্ত্র বিঃ। ঈষ+ইকন্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈহমান চেষ্টমান ; উদ্যুক্ত ; প্রবর্তমান। ঈহ+শান কর্তৃ। বিণ।

ঈহা—চেষ্টা ; ইচ্ছা ; উদ্যোগ, উদ্যম ; অর্জনেচ্ছা ; ক্রিয়া ; উৎসাহ। ঈহ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঈহিত ১। চেষ্টিত ; ইষ্ট। ঈহ্+ক্ত কর্ম। ২। উদ্যত। ঈহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। চেষ্টা ; ইচ্ছা ; উদ্যোগ ; উদ্যম ; অভীষ্ট কার্য। ঈহ্+ক্ত ভাব। বি, স্ত্রী।

ঈহিনী—কাঙ্ক্ষিণী, অভিলাষিণী ; লাভেচ্ছাকারিণী ; ঈপ্সিতা, অভিলষিতা, বাঞ্ছিতা, প্রিয়া। ঈহা+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

উ

উ ১। পঞ্চম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ; শিব ; ব্রহ্মা ; চন্দ্রমণ্ডল। অত (গমন করা)+ডু কর্তৃ। বি ; পু। ২। অব্যঃ, সম্বোধন ; বিতর্ক ; ক্রোধোক্তি ; দয়া ; বিস্ময় ; নিয়োগ ; পাদপূরণ ; প্রশ্ন ; অঙ্গীকার। উ (শব্দ করা)+ক্বিপ্ আদি। ৩। উহা, ও। সর্ব।

উই একপ্রকার কীট, রুই পোকা, পুত্তিকা, বল্মীক। বাংপ্র। বি।

উইচারা উইঢিবি। বাংপ্র। বি।

উইচিংড়া, -ড়ি, উচ্চিঙ্গড়া—ঝিঁঝিঁ, উচিঙ্গা। বাংপ্র। বি।

উইঢিপি, উইঢিবি–বল্মীকস্তূপ, ant-hill. বাংপ্র। বি।

উইধরা, উইলাগা, উয়েধরা উই-পোকায় কাটা, রুয়ে কাটা। বাংপ্র। বিণ।

উইল শেষ ইচ্ছাপত্র, যে দানপত্র দাতার মরণের পর কার্যকর হয়। <ইং 'will'. বি।

উইলকিন্স, স্যার চার্লস (Sir Charles Wilkins)–ইংরেজ পণ্ডিত ও গ্রন্থকার। জন্ম ১৭৪৯ বা ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দ। ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যে নিযুক্ত হইয়া ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইংরেজদিগের মধ্যে ইনিই প্রথমে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। উইলকিন্স সাহেব কেবল সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, পরন্তু যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া স্বজাতির মধ্যে প্রচারিত হয়, এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে ইনি ওয়ারেন হেস্টিংসের আনুকূল্যে ভগবদ্গীতা ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ এই অনুবাদ ইংলণ্ডে মুদ্রিত হয়। ১৭৭৯ খ্রীঃ ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত করেন। প্রথম বাঙ্গালা ও ফারসী টাইপ ইহারই দ্বারা প্রস্তুত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটী স্থাপন সময়ে ইনি স্যার উইলিয়াম জোন্সকে বিস্তর সাহায্য করেন। ইনিই "এশিয়াটিক রিসার্চেস" নামক মহামূল্য ধারাবাহিক গ্রন্থ প্রচারের অনুষ্ঠান করেন। ইহার হিতোপদেশ ও শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে প্রতিগমন করেন এবং ১৮০৮ খ্রীঃ আর একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ চতুর্থ জর্জ ইহাকে 'নাইট' উপাধি প্রদান করেন। ইহারই গীতার ইংরেজী অনুবাদ হইতে ফরাসী ও জার্মান ভাষায় উক্ত গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে। ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৩ই মে ইনি পরলোকে গমন করেন।

উইলবারফোর্স, উইলিয়াম (Wilberforce, William)—(১৭৫৯—১৮৩৩ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী। ইহার চেষ্টায় ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদের আইন পাস হয়।

উইলসন, হোরেস হেম্যান (Horace Hayman Wilson)—১৭৮৬ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর ইহার জন্ম হয়। ১৮১৬ হইতে ১৮৩২ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি কলিকাতা টাকশালে "এসে মাস্টার"-এর কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮১১ হইতে ১৮৩৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটীর সেক্রেটারীর কার্য করিয়াছিলেন। ইনি রামকমল সেনের প্রধান বন্ধু ও সহায় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহার বিশেষ অধিকার ছিল। ইনি কালিদাসের মেঘদূত ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সর্বাংশে উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অতঃপর ইনি একখানি সুবৃহৎ সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান প্রণয়ন করিবার সংকল্প করেন, এবং বহুদিনের প্রভূত পরিশ্রমে এই অভিধান মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইনি ঐতিহাসিক, রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ, মুদ্রাতত্ত্বজ্ঞ, অভিনেতা ও সংগীতবিদ্যানিপুণ ছিলেন। থিয়েটার অব্ দি হিন্দুস্ (Theatre of the Hindus) নামক দুই খণ্ডে প্রকাশিত গ্রন্থ ইহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি। ঐ গ্রন্থে ইনি নাটকাকারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মৃচ্ছকটিক, মালতীমাধব, উত্তররামচরিত, বিক্রমোর্বশী, মুদ্রারাক্ষস ও রত্নাবলী নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করেন। ইহা ব্যতীত সংস্কৃত নাটক-নাটিকা-প্রকরণ প্রঃর সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঐ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। ইহার অধ্যক্ষতায় ইহারই অনূদিত উত্তররামচরিত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের শুঁড়ার বাগানে ১৮৩১ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে অভিনীত হয়। হিন্দু ধর্মসম্প্রদায় ও দর্শনবিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ একত্র করিয়া ইনি পুস্তকাকারে ১৮৪০ খ্রীঃ প্রকাশিত করেন। সুপ্রসিদ্ধ

দত্ত উইলসন সাহেবের এই পুস্তক অবলম্বনেই 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রণয়ন করেন। ঋগ্বেদের ইংরেজী অনুবাদও ইঁহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। ১৮৬০ খ্রীঃ মে-মাসে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

উঃ—যাতনা-দুঃখ-ক্রোধাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

উঁ—ডাকের উত্তরে সাড়া, হ্যাঁ-শব্দের সংক্ষেপ; যন্ত্রণাবোধে; স্বীকারে, হুঁ; ক্ষীণ ক্রন্দনস্বরে; অবজ্ঞায়; বিস্ময়ে। বাংপ্র। অ।

উঁকি—আড়াল হইতে বা ফাঁক দিয়া সামান্য দৃষ্টি, উঁকি, কটাক্ষপাত। বাংপ্র। বি।

উঁকিঝুঁকি গোপনে এদিক্ সেদিক্ কটাক্ষপাত। বাংপ্র। বি।

উঁচ, উঁচু—উচ্চ, উন্নত। বাংপ্র। বিণ।

উঁচকপালী, উঁচুকপালী—উচ্চ কপালযুক্তা, উন্নত ললাটবিশিষ্টা (ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত)। প্রাদি। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

উঁচট, উঁচোট—চলিতে চলিতে পদে বা পদাঙ্গুলিতে টক্কর, হুঁচোট। বাংপ্র। বি।

উঁচনীচ, উঁচুনীচু—উচ্চনীচ, উন্নতানত, অসমতল, অসমান। বাংপ্র। বিণ।

উঁচনো—উঁচানো (তাহা দ্রঃ)।

উঁচলানো—চাল, কাড়া, তুষাদি পরিত্যাগপূর্বক শস্য একত্র জমা করা। বাংপ্র। ক্রি।

উঁচা, উঁচা উন্নত, উচ্চ। বাংপ্র। বিণ।

উঁচানো—আঘাত করিবার নিমিত্ত উত্তোলিত করা; উচ্চে যাওয়া, অতিক্রম বা অগ্রাহ্য করা (যথা—বাপ মাকে উঁচাইয়া কাজ করা)। বাংপ্র। ক্রি।

উঁচুনীচু—উঁচনীচ (তাহা দ্রঃ)।

উঁহা—উনি। বাংপ্র। সর্ব।

উঁহুঁ—অসম্মতিসূচক শব্দ, না; নিষেধ। বাংপ্র। অ।

উক, উকা—লৌহময় ঘর্ষণযন্ত্র, file; দগ্ধ বা দহ্যমান তৃণাদি, উল্কা; অগ্নিস্ফুলিঙ্গ; মশাল। বাংপ্র। বি।

উকাচাকা, উকোচাকা খোঁজখবর, সন্ধান; আন্দোলন; উচ্চবাচ্য। বাংপ্র। বি।

উকার—উ এই বর্ণ; মহাদেব। উ+কার স্বার্থে। বি; পু।

উকারান্ত—যাহার শেষে উ-বর্ণ আছে এরূপ ('— শব্দ')। উকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

উকি, উক্কি—উঁকি (তাহা দ্রঃ); বমনচেষ্টা, ওয়াক, হেঁচকি, উদ্গার, হিক্কা; অগ্নিকণা। বাংপ্র। বি।

উকিঝুঁকি—উঁকিঝুঁকি (তাহা দ্রঃ)।

উকিল, উকীল—ব্যবহারাজীব, আইনব্যবসায়ী, আদালতে মকদ্দমা চালাইবার জন্য আইনজ্ঞ কর্মচারী; উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি; মুখপাত্র; মুসলমানদিগের বিবাহে সামাজিক কার্যনির্বাহার্থ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি। আ-মু। বি।

উকুন—কেশকীট। 'উৎকুণ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

উকুন-বাড়ি—অগ্রভাগে বক্র লৌহশলাকাযুক্ত দীর্ঘ বংশদণ্ড। প্রাদে। বি।

উকো—ধাতু হঃ ঘষিবার জন্য খরগাত্র অস্ত্র, রেতি, file. বাংপ্র। বি।

উক্ত—কথিত; উল্লিখিত। বচন বা ব্রূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উক্তকর্তা (-কর্তৃ)—কর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত ক্রিয়ার প্রথমান্ত কর্তৃপদ। কর্মধা। বি; পু।

উক্তকর্ম (-কর্মন্) কর্মবাচ্যের প্রথমান্ত কর্মপদ। কর্মধা। বি; ক্লী।

উক্তবাক্য—১। কথিত বচন; উল্লিখিত বাক্য; আদেশ, আজ্ঞা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যে কোন কথা বলিয়াছে এমন; যে কোনরূপ মত বা সাক্ষ্য দিয়াছে এমন। উক্ত হইয়াছে বাক্য যদ্দ্বারা, বহু। বিণ।

উক্তানুক্ত—কথিত এবং অকথিত, যাহা বলা হইয়াছে এবং যাহা বলা হয় নাই এমন। উক্ত ও অনুক্ত, দ্বন্দ্ব। বিণ।

উক্তি—কথন; বাক্য, উল্লেখ; শব্দ, ভাষা। ব্রূ বা বচ্ (বলা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উক্ষণ সেচন, ভিজানো। উক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উক্ষিত—লিপ্ত; সিক্ত; আর্দ্রীকৃত; প্রোক্ষিত; অভিষিক্ত। উক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উখড়নো, উখড়ানো—উপড়ানো, উৎপাটিত করা বা হওয়া; ঠিকরানো। বাংপ্র। ক্রি।

উখলি—ধান্যাদি নিস্তুষ করার নিমিত্ত গর্তকাটা বা গড়-করা কাষ্ঠখণ্ড; উদূখল। বাংপ্র। বি।

উখা—১। পাকস্থলী; হাঁড়ি; আখা, উনান; যজ্ঞীয় অগ্নিকুণ্ড। উখ্+ক অদি+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। লৌহময় ঘর্ষণযন্ত্র বিঃ, রেতি, file. বাংপ্র। বি।

উখাড়া—উপড়ানো, উৎপাটিত করা বা হওয়া; উত্তোলন করা, ঠিকরানো; হুঁচোট খাওয়া। হি-দু। ক্রি।

উখি—মাথার খুসকি। প্রাদে। বি।

উগরনো, উগরানো—উদ্গিরণ করা, বমন করা, ঢালিয়া দেওয়া, বাধ্য হইয়া গৃহীত দ্রব্য ফিরাইয়া দেওয়া; প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

উগারই—উদ্ঘাটন করে, খুলিয়া রাখে। প্রা কপ্র। ক্রি।

উগারা—১। উদ্গিরণ করা; প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। উদ্গীর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

উগারী—বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। প্রা কপ্র। বিণ।

উগ্র—১। ক্রুদ্ধ; তীব্র, প্রখর; প্রচণ্ড; উৎকট; ক্রূর, নিষ্ঠুর; উৎকৃষ্ট; বৃহৎ; প্রবল। উচ+রক্ কর্তৃ। বিণ। ২। শিব; বিষ্ণু; শিবের অষ্টমূর্তির মধ্যে বায়ুমূর্তি; পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, মঘা ও ভরণীনক্ষত্র; কেরল দেশ; ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র; শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত বর্ণসংকর জাতি; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে জাত জাতি বিঃ, উগ্রক্ষত্রিয়, আগুরি [বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায়, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার কিয়দংশে, এবং হুগলি ও নদীয়া জেলার স্থানে স্থানে ইহাদের বাস; ইহারা অতিশয় উগ্রস্বভাব ও স্বাধীনতাপ্রিয়; হিন্দুরাজত্বকালে রাজার অন্তঃপুর ও কোষাগার রক্ষাই ইহাদের কার্য ছিল, সুতরাং ইহারা অতিশয় বিশ্বাসী; প্রাচীনকালে গর্তবাসী গোধাদির বধ ও বন্ধন ইহাদের বৃত্তি ছিল, অধুনা কৃষি ও বাণিজ্যই ইহাদের প্রধান অবলম্বন]। বি; পু।

উগ্রকণ্ঠ—যাহার গলার স্বর কর্কশ এমন; যে রাগিয়া গিয়া কথা বলিতেছে এমন। বহু। বিণ।

উগ্রকর্মা (-কর্মন্) ভীষণ-কর্মকারী, যে হিংসাজনক কর্ম করে এরূপ। উগ্র কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

উগ্রক্ষত্রিয়—উগ্রখ্যাতি বা আগুরি জাতি। কর্মধা। বি; পু।

উগ্রখ্যাতি—উগ্রক্ষত্রিয়, আগুরি জাতি। উগ্র খ্যাতি যাহার, বহু। বি; পু।

উগ্রগন্ধ—১। তীব্র গন্ধ। কর্মধা। বি; পু। ২। তীব্রগন্ধবিশিষ্ট। উগ্র গন্ধ যাহার, বহু। বিণ। ৩। লশুন; চম্পক, চাঁপা; কটফল। বি; পু। ৪। হিঙ্গু, হিং। বি; ক্লী।

উগ্রগন্ধী (-গন্ধিন্) তীক্ষ্ণগন্ধ। উগ্রগন্ধ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

উগ্রচণ্ড—অতি ভীষণ ও অতিকোপন। দ্বন্দ্ব। বিণ।

উগ্রচণ্ডা, উগ্রচণ্ডী—চণ্ডিকাদেবী, ভগবতীর আবরণশক্তি মূর্তি বিঃ, এই মূর্তি অষ্টাদশভুজা, ভগবতী এই মূর্তিতে মহিষাসুরের প্রথম মূর্তি বিনষ্ট করেন,—

দক্ষযজ্ঞ বিনাশহেতু আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা নবমীতে কোটি যোগিনীর সহিত এই মূর্তি প্রথম আবির্ভূতা হইয়াছিলেন; ক্রুদ্ধা ভয়ংকরী নারী। বি; স্ত্রী।

উগ্রজাতি—অসুর জাতি; নীচ জাতি। বহু। বিণ।

উগ্রতপ, -তপা—মহাতপাঃ, কঠোর তপস্যা নিরত। বহু। বিণ।

উগ্রতা, উগ্রত্ব—উগ্রের ভাব বা কর্ম; তীব্রতা, ক্রূরতা ইঃ; (অলংকারে) ব্যভিচারিগুণ বিঃ। উগ্র শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উগ্রতারা—ভগবতীর মূর্তি বিঃ। এক সময়ে দেবগণ শুম্ভনিশুম্ভ দানবভ্রাতৃদ্বয়ের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত হিমালয়ের গঙ্গাবতরণস্থানে গমন করিয়া মহামায়ার স্তব করিতে থাকেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া ভগবতী মাতঙ্গিনীর রূপ ধারণপূর্বক দেবগণের নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'দেবগণ! তোমরা কাহার স্তব করিতেছ?' ইত্যবসরে তাঁহার শরীরকোষ হইতে এক দেবী বহির্গতা হইয়া বলিলেন, 'দেবগণ আমারই স্তব করিতেছেন, আমি শুম্ভনিশুম্ভকে বধ করিব।' উগ্র—ণিজন্ত তৄ (—তারি)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

উগ্রত্ব—'উগ্রতা' দ্রঃ।

উগ্রদর্শন—১। ভয়ংকরী মূর্তি, ভয়ানক চেহারা। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। দেখিতে ভয়ংকর, ভীষণমূর্তি, ভয়াবহ। উগ্র দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

উগ্রধন্বা (-ধন্বন্)—১। মহাধনুর্ধর। উগ্র হইয়াছে ধনুঃ যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। শংকর, শিব; ইন্দ্র। বি; পু।

উগ্রপ্রকৃতি-১। রুক্ষ স্বভাব, কড়া মেজাজ। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। রুক্ষস্বভাবযুক্ত, সহজে ক্রোধশীল, চটা মেজাজী, রুক্ষস্বভাব। উগ্রা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

উগ্রবক্তা (-বক্তৃ)—কর্কশভাষী, রূঢ়বাক্, পরুষবাক্যকথক, রুক্ষবাদী। কর্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী—**উগ্রবক্ত্রী**।

উগ্রবীর্য ১। উগ্র বীর্যসম্পন্ন; মহাতেজস্বী; খুব তেজাল বা ঝাঁজাল। উগ্র বীর্য যাহার, বহু। বিণ। ২। অসাধারণ বীর্য; প্রবল বা প্রচণ্ড তেজ; খুব ঝাঁজ। কর্মধা। বি; ক্লী।

উগ্রমূর্তি—১। ভয়ানক মূর্তি; রুক্ষ আকৃতি। উগ্রা মূর্তি, কর্মধা। ২। যে সর্বদা উগ্রভাবে থাকে এরূপ; ভীষণমূর্তি। উগ্রা মূর্তি যাহার, বহু। বিণ।

উগ্রশ্রবাঃ (-শ্রবস্)—১। রোমহর্ষণপুত্র সূত, সৌতি। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। বহু। বি; পু।

উগ্রসেন-১। পরীক্ষিৎপুত্র, জনমেজয়ের ভ্রাতা। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। ৩। মথুরার যাদববংশীয় একজন রাজা, কংসের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ দেবকের ভ্রাতা। ইঁহার পিতার নাম আহুক। দুর্বৃত্ত পুত্র কংস ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হন। পরে কৃষ্ণ কংসকে বধ করিয়া আবার ইঁহাকে রাজা করেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর ইঁহার মৃত্যু হয়। উগ্রা সেনা যাহার, বহু। বি; পু।

উগ্রসেনা—অক্রূরপত্নী। বি; স্ত্রী।

উগ্রস্বভাব-১। ক্রোধশীল প্রকৃতি, রুক্ষ স্বভাব, কড়া বা চটা মেজাজ। কর্মধা। বি; পু। ২। কোপনস্বভাব, রুক্ষমেজাজী। বহু। বিণ।

উগ্রা—১। ক্রুদ্ধা ইঃ। উগ্র+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উগ্রজাতীয়া স্ত্রী; যোগিনী বিঃ; কোপনা নারী। বি; স্ত্রী।

উগ্রেশ শিব। কর্মধা। বি; পু।

উঙ্গারী—বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। প্রা কপ্র। বিণ।

উচকই—উচ্চ করিয়া, উঠাইয়া, তুলিয়া; ভয়ে দিশেহারা হওয়া, উচ্চকিত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

উচক্ক, উচক্কা—১। অপরিণত, যৌবনোন্মুখ, উঠতি ('—বয়স'); হঠকারী, অবাধ্য; লম্পট; অন্যের দ্রব্যে বা স্ত্রীতে যাহার চোখ এমন। 'উচ্চক্ষুঃ' শব্দের অপভ্রংশ। প্রাদে। বিণ। ২। চোর, তস্কর। বি। ৩। সহসা, আচম্বিতে। ক্রি-বি। ক্রি-বিণ। **উচক্কা সময়**—অসময়, অযোগ্য কাল। [বিণ।

উচক্কা- উগ্রস্বভাব; দুঃসাহসী। বাংপ্র।

উচর—উচ্চ, উন্নত। প্রা কপ্র। বিণ।

উচল—১। উচ্চ; উন্নত। বিণ। ২। উঁচু জায়গা। প্রা কপ্র। বি।

উচা—উচ্চ। বাংপ্র। বিণ।

উচাই—উচ্চতা, উন্নতি; খাড়াই। বাংপ্র। বি।

উচাটন, উচাটিত—অন্যমনস্ক, অন্যাসক্ত; অধীর, অস্থির, চঞ্চল; ব্যাকুল; উৎকণ্ঠিত; ব্যাকুলতা, উৎকণ্ঠা। বাংপ্র। বণ বা বি।

উচানো, ওচানো—উচ্চ করা, (প্রহরণ) উত্তোলন করা, উসকানো। বাংপ্র। ক্রি।

উচানীচা, উচুনীচু উচ্চনীচ, ঊর্ধ্ব-অধঃ; বন্ধুর, আবুড়া-খাবুড়া। বাংপ্র। বিণ।

উচ'রু উচ্চারণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

উচিঙ্গা উইচিংড়া, কীট বিঃ। 'উচ্চিঙ্গট' শব্দের অপভ্রংশ

উচিত—ন্যায়ানুগত, ন্যায্য; বৈধ, বিহিত, বিধেয়; উপযুক্ত; পরিচিত; অভ্যস্ত। উচ্+ক্ত কর্তৃ; অথবা বচ্+ক্তি কর্ম। বিণ।

উচিতকারী (-কারিন্)—বৈধকর্মকর্তা, যে ন্যায়ানুগত কার্য করে এরূপ। উচিত করে যে এই বাক্যে উপতৎ; উচিত—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উচিতকারিণী**।

উচিতবক্তা (-বক্তৃ) উচিতভাষী, ন্যায্যবাক্যকথক, যে উচিত কথা বলে এমন, স্পষ্টবাদী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উচিতবক্ত্রী**।

উচিতবাদী (-বাদিন্) যে উচিত কথা বলে এরূপ, স্পষ্টবক্তা। উপতৎ; উচিত—বদ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উচিতবাদিনী**।

উচিতভাষী (-ভাষিন্)- উচিতবাদী, স্পষ্টবক্তা। উপতৎ; উচিত—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উচিতভাষিণী**। [বিণ।

উচিতাধিক- প্রয়োজনাধিক, সুপ্রচুর।

উচু—উচ্চ। বাংপ্র। বিণ।

উচুর উচ্চ; অধিক। প্রা কপ্র। বিণ।

উচোট হুঁচোট, চলিতে চলিতে পদে বা পদাঙ্গুলিতে টক্কর। বাংপ্র। বি।

তুঙ্গ, উচ্ছ্রিত, উচু; চড়া; জোরাল; সশব্দ, অট্ট; উদার; বিশিষ্ট; (মাওলায়) কটু, সগর্ব (ভাবে)। উৎ—চি+ড কর্ম। বিণ।

উচ্চ-ইংরেজী, -ইংরাজী—যেখানে উচ্চতর ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয় ('—বিদ্যালয়')। বাংপ্র। বিণ।

উচ্চকুল—উন্নত বংশ, সম্ভ্রান্ত বংশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

উচ্চণ্ড- অতিকোপন; উদ্দাম, দুর্দান্ত; ত্বরান্বিত। উৎ—চণ্ড্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

উচ্চতম—সর্বাপেক্ষা উচ্চ। উচ্চ+তম। বিণ।

উচ্চতর দুই-এর মধ্যে অধিক উচ্চ। উচ্চ+তরপ্। বিণ।

উচ্চতা ঔন্নত্য, উন্নতি, উচ্ছ্রায়, উচুভাব। উচ্চ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

উচ্চনাদ- উচ্চ ধ্বনি। কর্মধা। বি; পু।

উচ্চনীচ—১। উন্নত ও অবনত, সম্ভ্রান্ত এবং ইতর, উত্তম ও অধম; উচুনীচু, উচ্চাবচ, উন্নতানত, অসমতল; বহুবিধ। দ্বন্দ্ব। বিণ। ২। গ্রহগণের উচ্চ ও নীচ স্থান; উন্নতাবনতিবিবরণ। বি; ক্লী।

উচ্চপদ—উচু পদ, উন্নত মর্যাদা, প্রধান কর্ম, বড় চাকরি। কর্মধা। বি; ক্লী।

উচ্চপদস্থ প্রধান কার্যকারী, রাজকার্য সমূহের মধ্যে অতি প্রধান কার্যসম্পাদক। উপতৎ; উচ্চপদ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

উচ্চপ্রকৃতি ১। উন্নত স্বভাব, উঁচু মেজাজ; প্রশস্ত চিত্ত। উচ্চা যে প্রকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। উন্নত-স্বভাববিশিষ্ট, উঁচুমেজাজী; প্রশস্তচিত্ত। উচ্চা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চবাচ্য —উচ্চকথা; কথাটি মাত্র; সাড়া-শব্দ, প্রতিবাদ; উকোচাকা। বাংপ্র। বি। **উচ্চবাচ্য না করা**- কোন বিষয়ে প্রশ্ন প্রতিবাদ বা হাঁ না কিছুই না বলা।

উচ্চভাব -১। উন্নত ভাব বা প্রকৃতি, উঁচু চাল। কর্মধা। ২। উচ্চতা; উন্নতি। ৬তৎ। বি; পু।

উচ্চভাষী (-ভাষিন্)- তারস্বরে বাক্য-কথনশীল, যে চেঁচাইয়া কথা বলে এমন; কণ্ঠেস্বরবাদী, রূঢ়বাক্; স্পষ্টবাদী। উপতৎ; উচ্চ—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -ভাষিণী।

উচ্চমনাঃ (-মনস্) উন্নতচিত্ত, মহাশয়। উচ্চ মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

উচ্চয়, উচ্চায়—১। চয়ন; অভ্যুদয়, সম্পদ্। উদ্—চি+অল্, ঘঞ্ ভাব। ২। পুঞ্জ, রাশি; নারী-কটি-বস্ত্রগ্রন্থি, নীবি; সংগৃহীত বা রাশীকৃত নীবার। উদ্-চি +অল্, ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

উচ্চরণ উচ্চৈঃ কীর্তন; ঊর্ধ্বগমন। উদ্— চর্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উচ্চরায় উচ্চকণ্ঠে, তারস্বরে, চিৎকার-পূর্বক। 'উচ্চরবে' পদের অপভ্রংশ। কপ্র। ক্রি-বিণ।

উচ্চরিত কীর্তিত; শব্দিত, উদ্গত। উদ্—চর্ (গমন করা)+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ। [কপ্র। বি।

উচ্চরোল উচ্চরব, তুমুল চিৎকার। প্রা

উচ্চলগ্ন অত্যুৎকৃষ্ট শুভকার্যসম্পাদক কাল। কর্মধা। বি; ক্লী।

উচ্চলিত—নির্গত; প্রস্থিত। উদ্—চল্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উচ্চশিক্ষা উন্নত ধরনের লেখাপড়া। কর্মধা। বি; স্ত্রী। বিণ, -শিক্ষিত।

উচ্চশিরাঃ (-শিরস্)—উন্নত-মস্তকবিশিষ্ট। উচ্চ শিরঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

উচ্চহাস্য - উচুগলায় হাসি, চিৎকার করিয়া হাসা। কর্মধা। বি; ক্লী।

উচ্চহৃদয় ১। উন্নত মনঃ, প্রশান্ত চিত্ত মহৎ অন্তঃকরণ; উদার স্বভাব, মহাশয়ত্ব। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। উন্নতমনাঃ, মহৎ-অন্তঃকরণবিশিষ্ট, প্রশস্তচিত্ত; উদারপ্রকৃতি, মহাশয়, মহাত্মা। উচ্চ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষী, উচ্চাভিলাষী। উচ্চা আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা -১। উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। উচ্চাভিলাষ; প্রধানত্ব লাভের বাসনা, বড় হইবার প্রবল ইচ্ছা। উচ্চা আকাঙ্ক্ষা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—উচ্চাভিলাষী, প্রধানত্বলাভের বাসনাযুক্ত, বড় হইতে ইচ্ছুক। উচ্চাকাঙ্ক্ষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী**।

উচ্চাটন—উন্মূলন, উৎপাটন, চঞ্চল করণ; উৎকণ্ঠা; বিষাদ; বিশ্লেষণ; উড্ডায়ন; তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত অভিচার বিঃ, ইহার ফল বৈরীর মনের ব্যাকুলতা উৎপাদন ও তাহাকে দেশত্যাগ করানো। উদ্—চাটি +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উচ্চাটনীয়—অপসারণীয়; উড্ডায়নীয়। উৎ—চাটি+অনীয় কর্ম। বিণ।

উচ্চাটিত—অপসারিত; দূর কৃত; নিরস্ত; (বাংলায়) অশান্ত, অধীর। বিণ।

উচ্চাবচ—ভালমন্দ; বিবিধ, নানাপ্রকার; উচ্চনীচ; উন্নতানত, উঁচুনীচু, অসমতল; ক্ষুদ্র-বৃহৎ; বিজাতীয়। উদক্ (উৎকৃষ্ট) ও অবাক্ (নিকৃষ্ট), ময়ূর-ব্যংসকাদি (নিপাতনে)। বিণ।

উচ্চাভিলাষ—উচ্চাকাঙ্ক্ষা, প্রধানত্বলাভের বাসনা, বড় হইবার ইচ্ছা। উচ্চ যে অভিলাষ, কর্মধা। বি; পু।

উচ্চাভিলাষী (-লাষিন্) উচ্চাকাঙ্ক্ষী, প্রধানত্বলাভের প্রয়াসী, বড় হইতে ইচ্ছুক। উচ্চাভিলাষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**উচ্চাভিলাষিণী**।

উচ্চারক উচ্চারয়িতা, উচ্চারণকারক। উৎ চারি+ণক কর্তৃ। বিণ।

উচ্চারণ কীর্তন, কথন, শব্দপ্রয়োগ। উদ্—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উচ্চারণ-তত্ত্ব ধ্বনিবিজ্ঞান, phonetics. ৬তৎ। বি; ক্লী।

উচ্চারণ-বিভ্রাট বিকৃত উচ্চারণ; ভুল উচ্চারণ; বিকৃত উচ্চারণের জন্য গণ্ডগোল। বাংপ্র। বি।

উচ্চারণস্থান কণ্ঠ প্রভৃতি, যে-স্থান হইতে শব্দের উচ্চারণ সম্পন্ন হয়। মধ্যপ বা ৬তৎ। বি; ক্লী।

উচ্চারণার্থক—উচ্চারণহেতুক, উচ্চারণ-নিমিত্তক; উচ্চারণবোধক। বহু। বিণ।

উচ্চারণীয় উচ্চারণযোগ্য, উচ্চার্য। উদ্—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

উচ্চারা উচ্চারণ করা। কপ্র। ক্রি।

উচ্চারিত কীর্তিত, কথিত, শব্দিত; কৃতমলত্যাগ। উদ্ ণিজন্ত চর্ (=চারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্চার্য উচ্চারণ-যোগ্য, কথনীয়। উদ্—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+য কর্ম। বিণ।

উচ্চার্যমাণ - যাহা উচ্চারণ করা যাইতেছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+শান কর্ম। বিণ।

উচ্চালন উত্তোলন; উপরে নিক্ষেপ; উৎকম্পন। উৎ—চল্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উচ্চালিত উদ্গত, প্রস্থিত; নির্গত। উৎ—চল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উচ্চাশ উচ্চাভিলাষী, উচ্চাকাঙ্ক্ষ। উচ্চা আশা যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চাশয়—উন্নতাভিপ্রায়সম্পন্ন, উচ্চমনাঃ। উচ্চ আশয় যাহার, বহু। বিণ।

উচ্চাশা—১। উচ্চাভিলাষিণী। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। উঁচু আশা, উচ্চাভিলাষ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উচ্চিংড়া—উইচিংড়ে। "উচ্চিঙ্গট" শব্দের অপভ্রংশ। বি।

উচ্চিঙ্গট উ-চিংড়া বা উচিঙ্গা, cricket; কোপনস্বভাব পুরুষ। নিষ্ণ। বি; পু।

উচ্চিত সংগৃহীত, সংকলিত। উদ্—চি (চয়ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্চে—১। উঁচুতে, উঁচু জায়গায়, ঊর্ধ্বে; উপরে। বি। ২। উচ্চকণ্ঠে, উঁচু গলায়, চেঁচাইয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

উচ্চৈস্বরে- মুক্তকণ্ঠে, চিৎকারপূর্বক। ক্রি-বিণ।

উচ্চৈঃ (উচ্চৈস্)—উন্নত, উচ্চ; দুরারোহ; প্রচুর; অধিক। উদ্—চি (চয়ন করা)+ডৈস্। অ।

উচ্চৈঃশ্রবাঃ (-শ্রবস্)—১। ইন্দ্রের ঘোটক, সমুদ্রমন্থনে ইহার উৎপত্তি। উচ্চৈঃ শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহু। বি; পু। ২। উচ্চকর্ণযুক্ত; বধির; মহাযশাঃ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

উচ্চৈঃস্বর জোরগলা, চিৎকার। বি; পু।

উচ্চৈঃস্বরে উচ্চরবে, তেজ গলায়, তারস্বরে, চেঁচাইয়া। উচ্চৈঃ স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

উচ্ছন্ন উৎসন্ন, নষ্ট; বিবর্ণ, বিশ্রী। উদ্—ছদ্ +ক্ত কর্ম। বিণ। **উচ্ছন্ন যাওয়া**—বিনষ্ট বা চরিত্রহীন হওয়া।

উচ্ছল সর্বতঃ ব্যাপ্ত; উচ্ছলিত। উদ্—শল্ (যাওয়া)+অল্ কর্তৃ। বিণ।

উচ্ছলন উল্লম্বন; উৎক্ষেপ; উছলিয়া উঠা বা উথলিয়া পড়া, উপচানো। উদ্—শল্ (যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উচ্ছলযৌবনা পূর্ণ যুবতী। উচ্ছল যৌবন যাহার. বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উচ্ছলিত—উদ্গত; স্ফীত, উচ্ছ্বসিত; প্লাবিত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; উৎক্ষিপ্ত; উত্থিত; উথলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্—শল্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উচ্ছাদন আচ্ছাদন; উৎসাদন; উদ্বর্তন; গন্ধদ্রব্য দ্বারা শরীর নির্মলীকরণ,—যেমন সাবান পমেটম প্রঃ মাখা। উদ্—ণিজন্ত ছদ্ (=ছাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উচ্ছাস্ত্র শাস্ত্রবিরোধী, অশাস্ত্রীয়। উৎক্রান্ত শাস্ত্রকে, ক্রান্তার্থে ২তৎ। বিণ।

উচ্ছিত্তি—উচ্ছেদ, বিনাশ। উদ্—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উচ্ছিদ্যমান যাহার উচ্ছেদ বা উৎপাটন করা হইতেছে এরূপ। উদ্—ছিদ্+শান কর্ম। বিণ।

উচ্ছিন্ন—উৎপাটিত, উন্মূলিত; বিনাশিত; বিদলিত; অধম। উদ্ ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্ছিষ্ট ১। ভুক্তাবশিষ্ট, খাওয়ার পর যাহা পাতে পড়িয়া থাকে এমন; এঁটো; রন্ধিত অন্নাদির সংস্পর্শ জন্য অপবিত্র; ভোজনান্তে অসংস্কৃত বা অপরিষ্কৃত; আস্বাদিত, ভুক্ত। উদ্ শিষ্ (শেষ থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি, ভুক্তশেষ। বি; ক্লী।

উচ্ছিষ্টকল্পনা—অন্যকৃত কল্পনা। বি; স্ত্রী।

উচ্ছিষ্টভোগী (-ভোগিন্) উচ্ছিষ্টভোজী (সকল অর্থে)। উচ্ছিষ্ট ভোগ করে যে, উপতৎ; উচ্ছিষ্ট ভুজ্+ণিনুন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**ভোগিনী**।

উচ্ছিষ্টভোজন অন্যের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণ, পরের এঁটো খাওয়া; নিতান্ত হীনবৃত্তি। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। উচ্ছিষ্টভোক্তা, অন্যের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণকারী।—উচ্ছিষ্ট হয় ভোজন যাহার, বহু। বিণ।

উচ্ছিষ্টভোজী (-ভোজিন্)—অন্যের ভুক্তাবশেষ ভক্ষণকারী, পরের এঁটো-খেকো; অতি হীন। উচ্ছিষ্ট ভোজন করে যে, উপতৎ; উচ্ছিষ্ট—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**ভোজিনী**।

উচ্ছিষ্টান্ন পরিত্যক্ত খাদ্য, ভুক্তাবশেষ, পাতের এঁটো। উচ্ছিষ্ট যে অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল, অনিয়মিত; স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী, উদ্দাম; অনর্গল সর্বব্যাপী; অসম্বদ্ধ। উৎক্রান্ত শৃঙ্খলকে ২তৎ। বিণ।

উচ্ছৃঙ্খলতা উচ্ছৃঙ্খলের ভাব। উচ্ছৃঙ্খল শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

উচ্ছে একপ্রকার তিক্ত ফল। বাংপ্র। বি।

উচ্ছেত্তা (উচ্ছেতৃ)—উচ্ছেদকারক; বিনাশক। উদ্ ছিদ্ (ছেদন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উচ্ছেত্রী**।

উচ্ছেদ—উৎপাটন, উন্মূলন; সমূলে বিনাশ, ধ্বংস। উদ্—ছিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। **উচ্ছেদের মকদ্দমা** অধিকৃত স্থান হইতে তুলিয়া দেওয়ার জন্য মামলা, ejection suit.

উচ্ছেদক—উচ্ছেদকর্তা, উচ্ছেত্তা, বিনাশক। উদ্ ছিদ্ (ছেদন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উচ্ছেদিকা**।

উচ্ছেদনীয় উৎপাটনীয়; ধ্বংসযোগ্য, বিনাশ্য। উদ্ ছিদ্+অনীয় কর্ম। বিণ উৎপাটনীয়। উৎ—ছিদ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উচ্ছোষিত—উচ্ছিষ্টীকৃত চুষিত। উৎ—শোষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্ছোষণ ১। চুষিয়া লওয়া, শুষ্ক করা, ঊর্ধ্বশোষণ; সন্তাপিত করণ। উৎ শুষ্+ণিচ্ (=শোষি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ঊর্ধ্ব-শোষক; সন্তাপক। উৎ শোষি+অন কর্তৃ। বিণ।

উচ্ছোষিত শুষ্ক কৃত; সন্তাপিত। উৎ—শোষ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্ছ্বসন উচ্ছ্বাস। উদ্—শ্বস্ (শ্বাসপ্রশ্বাস করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উচ্ছ্বসিত—১। কম্পিত; বিকসিত; জর্বিত; ত্রুটিত; বিশ্লিষ্ট; শিথিলীভূত; স্ফীত; উচ্ছলিত; হর্ষবিষাদাদির প্রাবল্য হেতু আকুল। উদ্—শ্বস্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উচ্ছ্বাস; নিশ্বাস; প্রাণ; কম্পন। উদ্—শ্বস্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উচ্ছ্বসিয়া পুলকিত বা উচ্ছলিত হইয়া। কপ্র। ক্রি।

উচ্ছ্বাস স্ফীতি; উচ্ছলন; প্রশ্বাস; প্রাণ; ভাবের আবেগ; উল্লাস; বিশ্লেষ; বিকাশ; আশ্বাস; গ্রন্থ-পরিচ্ছেদ। উদ্—শ্বস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উচ্ছ্বাসিত—উন্মোচিত; বিশ্লেষিত; যাহাকে উচ্ছ্বসিত করা হইয়াছে এরূপ; বিবর্ধিত; মুক্ত। উদ্—ণিজন্ত শ্বস্ (=শ্বাসি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্ছ্বাসী (-সিন্)—নিঃশ্বাসী; উদ্গত; স্পন্দিত; মুমূর্ষু; (বাঙ্গলায়) ভাবপ্রবণ-হৃদয়। উৎ—শ্বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উচ্ছ্রয়, **উচ্ছ্রায়**—উচ্চতা, উন্নতি; উৎকর্ষ। উদ্—শ্রি+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উচ্ছ্রয়ণ উত্থাপন। উৎ—শ্রি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বিণ।

উচ্ছ্রায়ী—উন্নত। উৎ—শ্রি+ণিন্ কর্তৃ।

উচ্ছ্রিত উন্নত; উদিত; উৎপন্ন; প্রবৃদ্ধ, দৃপ্ত, গর্বিত, উত্থিত। উদ্—শ্রি (সেবা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উচ্ছ্রিতি—উচ্ছ্রায়, উচ্চতা, উন্নতি, উৎকর্ষ। উদ্—শ্রি (সেবা করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উছট, **উছোট**—হোঁচোট. চলিতে চলিতে পদে বা পদাঙ্গুলিতে টক্কর; স্ত্রী লোকের পাদভূষণ বঃ। বাংপ্র। বি।

উছর—উচ্চ; অধিক; উচ্ছৃঙ্খল। প্রা কপ্র। বিণ।

উছল, **উছলিত**—উচ্ছ্বসিত; উথলানো। 'উচ্ছলিত' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

উছলানো, **উছলনো** স্ফীত হইয়া ওঠা; ছাপাইয়া ওঠা, উথলিয়া ওঠা। বাংপ্র। ক্রি।

উছলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া; বিষাদভরে পরিপূর্ণ হইয়া, কাঁপিয়া উঠিয়া। কপ্র। ক্রি।

উজড়, **উজাড়**—১। নির্মূল, সমূলে বিনষ্ট; উচ্ছন্ন; শূন্য, খালি; লোকশূন্য। বিণ। ২। বমন করা। বাংপ্র। ক্রি।

উজন—'উজান' দ্রঃ।

উজবক, **উজবুক**—১। তাতার জাতি বিঃ। তুর্কী। বি। ২। তজ্জাতীয়; তজ্জাতিতুল্য; বেকুব, বোকা, অসভ্য, মূর্খ, আনাড়ী, আহাম্মক। বিণ।

উজর, **উজোর** উজ্জ্বল, দীপ্যমান, ভাস্বর, পরিস্ফুট। 'উজ্জ্বল' শব্দের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। বিণ।

উজরল, **উজরোল**—প্রদীপ্ত, আলোকিত, দীপ্যমান। <উজ্জ্বল। বিণ।

উজরানো, **উজারনো** জ্বালিয়া দেওয়া, উজ্জ্বল করা। কপ্র। ক্রি।

উজল উজ্জ্বল, শোভিত। কপ্র। বিণ।

উজল-পাজল—উপর নীচে হওয়া; উলট-পালট। প্রাদে। বি।

উজলানো উজ্জ্বল করা; উৎক্ষেপণ করা; উলট-পালট করিয়া ঝাড়া; উথলানো। কপ্র। ক্রি।

উজাগর—১। জাগরণ; কোজাগরী পূর্ণিমা। বি। ২। জাগরিত; আলোকময়; আনন্দময়। কপ্র। বিণ।

উজাটিয়া—উলটাইয়া; ঘৃণা করিয়া; ত্যাগ করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

উজাড়—'উজড়' দ্রঃ।

উজান, **উজন**—১। স্রোতের বিপরীত দিক। বি। ২। স্রোতের প্রতিকূলে চলা; উদ্যাপন করা; শেষ করা। বাংপ্র। ক্রি। **উজানের মাছ** বর্ষাকালে যে-সব মাছ পুকুর হইতে বাহির হইয়া যায়।

উজান-ভাটি—স্রোতের বিপরীত ও অভিমুখীন বা অনুকূল দিক্; জোয়ার ও ভাটা। বাংপ্র। বি।

উজানিবেলা—মধ্যাহ্নের পূর্ব সময়, পূর্বাহ্ণ। বাংপ্র। বি।

উজানী-গৌড়স্থিত অজয়ের তীরবর্তী ধনপতি সদাগরের বাসস্থান; যমুনার উজান প্রবাহ হেতু ব্রজনিকটবর্তী গ্রাম বিঃ। বি।

উজালা—উজ্জ্বল; আলোকময়। প্রা কপ্র। বিণ।

উজিয়ার, উজিয়ারা—উজ্জ্বল; আলোকিত। প্রা কপ্র ('আছয়ে উজিয়ার হিয়া ভরি' জানম্' মাধবদাস)। বিণ।

উজির, উজীর-মন্ত্রী, সচিব, অমাত্য। <আ 'বজ়ীর'। বি।

উজিরালি, উজীরালী, উজিরী, উজীরী—উজিরের কর্ম বা পদ, মন্ত্রিত্ব। আ-মু। বি।

উজু—নমাজের পূর্বে মুসলমানের হস্তপদাদি প্রক্ষালন, শৌচ-কর্ম। আ। বি।

উজোড়—১। উজ্জ্বল। প্রা কপ্র। ২। উজাড় বা উজড়। বাংপ্র। বিণ।

উজোর—'উজর' দ্রঃ।

উজ্জয়নী, উজ্জয়িনী—প্রাচীন গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত মালব প্রদেশের রাজধানী। বিশালা এবং অবন্তী নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। ইহা অতি প্রাচীন নগরী। গ্রীকগণ ইহাকে ওজিনি (Ozene) বলিত। মহাভারতে ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়েই ইহা সর্বাধিক প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সে প্রাচীন উজ্জয়িনী এক্ষণে ভূগর্ভে প্রোথিত। তাহারই অর্ধক্রোশ উত্তরে বর্তমান নগরী নির্মিত হইয়াছে। আলাউদ্দিন খিলজির সময়ে (১২৯৬—১৩১৭ খ্রীঃ অঃ) উজ্জয়িনী সহ মালবদেশ দিল্লী-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়। ১৩৮৭ খ্রীঃ অঃ ইহার শাসনকর্তা স্বীয় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তদবধি ১৫৩১ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত মালবদেশ স্বাধীন রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। শেষোক্ত অব্দে বাহাদুর শাহ ইহাকে গুজরাট রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৫৭১ খ্রীঃ অঃ আকবর শাহ ভারতবর্ষের এই অংশগুলি মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ১৭৯২ অব্দে হোলকার উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া স্বরাজ্যভুক্ত করেন। পরে উহার প্রতিযোগী সিন্ধিয়ার হস্তে এই নগরটি আনীত হয়। ১৮১০ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত এই স্থানেই সিন্ধিয়ার রাজধানী ছিল। উক্ত অব্দে দৌলতরাও সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। বর্তমান সময়ের উজ্জয়িনীতে অনেক হিন্দু মন্দির দৃষ্ট হয়। প্রাসাদের অন্তর্ভাগে একটি তোরণদ্বার লক্ষিত হয়; এই তোরণদ্বারটি বিক্রমাদিত্যের দুর্গের অংশবিশেষ বলিয়া কথিত। বর্তমান শহরের দক্ষিণ দিকে জয়পুররাজ জয়সিংহ কর্তৃক একটি মানমন্দির মহম্মদ শাহ বাদশাহের সময়ে স্থাপিত হয়। উজ্জয়িনী =উদ্ জি+অন কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উজ্জয়ন্ত-রৈবত পর্বত (বিন্ধ্যাচলের অংশ-বিঃ)। বি; পু।

উজ্জাগর উত্তেজিত; (বাংলায়) জাগরিত। বিণ।

উজ্জীবন মূর্ছা বা অচৈতন্যের পর চৈতন্য লাভ। উদ্-জীব্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উজ্জীবিত—মূর্ছা বা অচৈতন্যের পর চৈতন্য প্রাপ্ত। উদ্—জীব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উজ্জৃম্ভণ—উজ্জৃম্ভ; আবেগ; আধিক্য। উৎ—জৃম্ভ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উজ্জৃম্ভিত—১। বিকাশ; হাইতোলা। উদ্—জৃম্ভ্ (হাইতোলা)+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ২। বিকসিত, উন্মিষিত, প্রকাশিত। উদ্—জৃম্ভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উজ্জ্বল—১। নির্মল; ভাস্বর, দপ্ত; শোভমান ধবল; রঞ্জিত; বিকসিত; বিচিত্র; উচ্ছৃঙ্খল; কুলগৌরবাদিতে শোভাবর্ধক (যথা মুখ উজ্জ্বল); (বাংলায়) তেজস্বী। উদ্—জ্বল্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। শৃঙ্গার রস। বি; পু।

উজ্জ্বলতা, উজ্জ্বলত্ব—নির্মলতা; দীপ্তি। উজ্জ্বল+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উজ্জ্বলদত্ত জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। ইনি উণাদি সূত্রের বৃত্তি রচনা করেন।

উজ্জ্বলন-১। জ্বলিয়া উঠা, প্রদীপ্ত হওয়া; ভাস্বর হওয়া, ঝকমক করা। উদ্—জ্বল্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। অগ্নি। উদ্—জ্বল্+অন কর্তৃ। বি।

উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণ ১। যে ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণে একটা শ্রী আছে, কুটন্ত বা গৌরবর্ণের আভাযুক্ত শ্যামবর্ণ, bright light-dark complexion. কর্মধা। বি; পু। ২। যাহার গাত্রবর্ণ ঈষৎ কৃষ্ণ অথচ লাবণ্যময় এমন। রূপ ও বহু। বিণ।

উজ্জ্বলা-দীপ্তি; বিমলতা; জগতীচ্ছন্দো-বিশেষ। উজ্জ্বল+আপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। বি; স্ত্রী।

উজ্জ্বলিত—প্রদীপ্ত, যাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্—জ্বল্ (জ্বলা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উঞ্ছ—বৃত্তি বিঃ, হীন বা তুচ্ছ জীবিকা; উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া, উঞ্ছ শব্দের শেষাংশরূপ; (যাহ) শেষ অংশ। উঞ্ছ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উঞ্ছজীবী (-জীবিন্)—তুচ্ছ বা হীন কার্য দ্বারা জীবিকা-নির্বাহকারী। উপপদ; উঞ্ছ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু বা বিণ। স্ত্রী, -জীবিনী।

উঞ্ছধর্মা (-র্মন্)—উঞ্ছবৃত্তি। বহু। বিণ।

উঞ্ছন উঞ্ছ। বি; ক্লী।

উঞ্ছবৃত্তি ১। উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া রূপ জীবিকা; জঘন্য কার্য বা জীবনোপায়। উঞ্ছই যে বৃত্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। উঞ্ছশীল, উঞ্ছজীবী। উঞ্ছ বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

উঞ্ছশিল উঞ্ছবৃত্তি, উপেক্ষিত ধান্যাদি খুঁটিয়া লওয়া। উঞ্ছই যে শিল (ধান্যাদির মঞ্জরী সংগ্রহ), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উঞ্ছশীল উঞ্ছবৃত্তি, উঞ্ছজীবিক। উঞ্ছই শীল যাহার, বহু। বিণ।

উট—১। তৃণ, পর্ণ, কুট। উ (শব্দ করা)+ট কর্তৃ। বি; পু। ২। উষ্ট্র। 'উষ্ট্র' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

উটকনো, উটকানো—অন্বেষণ করা, খোঁজা, তল্লাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

উট-কপালী-উটের ন্যায় উন্নত বা উদগত ললাটবিশিষ্টা, উচ্চকপালী (ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত)। বিণ; স্ত্রী।

উটকা, উটকো—নবাগত; অপরিচিত; অস্থির চিত্ত, পতিগৃহ হইতে সতত পলায়ন-পরা। বাংপ্র। বিণ।

উটকানো-পাটকানো—উলট পালট করিয়া বা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

উটকো—'উটকা' দ্রঃ।

উটক্কা, উটক্কা-উটকা বা উটকো; আচমকা; নবাগত, অপরিচিত। বাংপ্র। বিণ।

উটজ—কুটীর, পর্ণশালা, কুঁড়েঘর, গ্রাম্য গৃহ ('—শিল্প')। উপপদ; উট—জন্+ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

উটজ-শিল্প—কুটীরশিল্প, বিনা কল-কারখানায় গৃহে বসিয়া অনায়াসে নিষ্পাদিত শ্রমসাধ্য কারুকার্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উটন-উঠান, অঙ্গন, আঙ্গিনা। বাংপ্র। বি।

উটনা, উটনো—উঠনা (তাহা দ্রঃ)।

উটপাখী—বিবাহোৎসবের সজ্জারূপ কাষ্ঠাদি দ্বারা রচিত উটপাখীর আকারে নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

উটপাখি, -পাখী-উষ্ট্রের ন্যায় উন্নতগ্রীব আফ্রিকাদেশীয় পক্ষিবিশেষ, উষ্ট্রপক্ষী (ostrich) পাখী। বাংপ্র। বি।

উঠই—উঠিতে, উত্থিত হইতে। প্রা ক। ক্রি।

উঠকিস্তি—দাবাখেলায় কোন বল বা বড়ে উঠিলেই যে কিস্তি পড়ে। বাংপ্র। বি।

উঠতি ১। উত্থিতি ; উন্নতি ; বৃদ্ধি ; বক্রয়। বি। ২। উঠন্ত, উত্থীয়মান ; উন্নতিশীল ; বৃদ্ধিশীল, বর্ধমান। বাংপ্র। বিণ। **উঠতি বয়েস** যৌবনের প্রারম্ভ। **উঠতি মুখ**—উন্নতির সূত্রপাত, বৃদ্ধিমুখ ; পণ্যের প্রথম আমদানির সময়। **উঠতির সময়**—উন্নতির সময় ; মাল কাটতির মরসুম।

উঠতি-পড়তি উত্থান-পতন ; উঠা-নামা ; হ্রাস-বৃদ্ধি ; লাভ-লোকসান। বাংপ্র। বি।

উঠন উঠান, অঙ্গন ; উত্থান, উঠা। বাংপ্র। বি।

উঠনা, -নো—একটা নির্দিষ্ট সময়ে দাম শোধ করিবার করারে দোকানে ধারে জিনিসপত্র খরিদ। (হিন্দী 'উঠা রখনা'—বাকি রাখা, হিসাবে উঠাইয়া রাখা।) বি।

উঠনু—উঠিলাম, উত্থিত হইলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

উঠন্ত উত্তিষ্ঠমান, যে বা যাহা উঠিতেছে এরূপ ; বৃদ্ধিশীল ; উন্নতিশীল। বাংপ্র। বিণ। **উঠন্ত রোদ**—মধ্যাহ্নোন্মুখ সূর্যের কিরণ।

উঠবন্দী কৃষিভূমির একপ্রকার অস্থায়ী বন্দোবস্ত। বাংপ্র। বি বা বিণ। **উঠবন্দী প্রজা**—যাহাদের জমিতে স্থায়ী স্বত্ব নাই এবং যাহারা ভিন্ন ভিন্ন জমি চাষ করিয়া থাকে।

উঠবোস উঠাবসা, ক্রমান্বয়ে উঠিয়া দাঁড়ানো এবং তৎক্ষণাৎ পুনরায় উপবেশন। বাংপ্র। বি। **উঠবোস (ব'স) করানো**—দণ্ডরূপে উঠানো ও বসানো ; গোলামের মত কথায় উঠানো ও বসানো বা কাজ করানো।

উঠয়ে—উঠে, উত্থিত হয় ; জন্মে। প্রা কপ্র। ক্রি।

উঠল—উঠিল, উত্থিত হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উঠলু, উঠলুঁ উঠিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

উঠসার—দাবা খেলায় কোন গুটি স্বস্থান হইতে উঠিলেই যে কিস্তি পড়ে। বাংপ্র। বি।

উঠা উত্থিত হওয়া, উপরে যাওয়া ; আরোহণ করা ; স্থান ত্যাগ করা ; বমন হওয়া ; জাগরিত হইয়া শয্যাত্যাগ করা ; উদিত হওয়া ; বৃদ্ধি পাওয়া ; উথলানো ; উড়া ; নিঃসৃত হওয়া ; উদ্গত হওয়া ; স্খলিত হওয়া ; ক্ষয় পাওয়া ; বন্ধ বা লোপ হওয়া ; উত্থাপিত বা উত্থাপিত হওয়া ; অবস্থান্তর প্রাপ্ত হওয়া ; সাজা ; বাজি শেষ হওয়া ; আমদানী হওয়া ; সংগৃহীত হওয়া ; ছাপার স্পষ্ট হওয়া ; বিক্রীত হওয়া ; আরম্ভ হওয়া ; (হাস প্রঃ) সম্পূর্ণ বহির হওয়া ; উচ্চারিত হওয়া ; (কেশবৎ) শিথিলমূল হওয়া স্খলিত হওয়া ; উপস্থিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। **অন্ন উঠা**—চাকরি যাওয়া ; ঐহিক ভোগ ফুরানো, আয়ুঃ শেষ হওয়া। **উঠি তো পড়ি**—ঊর্ধ্বশ্বাসে ; অতি দ্রুত। **উঠে প'ড়ে লাগা**—উৎসাহের সহিত কার্য-সাধনের জন্য সচেষ্ট হওয়া। **কথা উঠা**—আপত্তি হওয়া ; উল্লেখ হওয়া। **গরম হ'য়ে উঠা**—হঠাৎ ক্রুদ্ধ হওয়া। **গলা উঠা**—স্বর উচ্চ হওয়া। **চোখ উঠা**—চক্ষুরোগ বিঃ হওয়া। **নাম উঠা**—নামোল্লেখ হওয়া ; বংশলোপহেতু নাম লোপ হওয়া। **ফেঁপে উঠা**—স্ফীত বা সমৃদ্ধ হওয়া। **বাজার বা দর উঠা**—পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়া। **ভোগ উঠা**—বিষয়ভোগ ফুরানো ; মৃত্যু আসন্ন হওয়া। **রব উঠা**—গুজব রটা।

উঠা-উঠি পুনঃপুনঃ উত্থান ; বার বার উপর নীচে করা বা উঠা বসা ; স্কুলে ছাত্রদিগের নিম্নশ্রেণী হইতে তদূর্ধ্ব শ্রেণীতে গমন। বাংপ্র। বি।

উঠান—প্রাঙ্গণ, অঙ্গন, আঙ্গিনা। বাংপ্র। বি।

উঠানামা—ঊর্ধ্বে গমন ও নিম্নে আগমন, আরোহণ ও অবতরণ ; উত্থান-পতন, উঠতি-পড়তি, উন্নতি-অবনতি ; ভেদবমি, ওলাউঠা। বাংপ্র। বি।

উঠানো উত্থাপন করা, খাড়া করা ; উত্তোলন করা, তোলা ; স্থানচ্যুত করা ; উচ্ছেদ করা ; উৎপাটন করা, উপড়ানো ; বমন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

উঠা-পড়া—উঠতি-পড়তি (সকল অর্থে)।

উঠা-বসা—গাত্রোত্থান ও উপবেশন ; আজ্ঞানুসারে কার্য করা ; ব্যায়ামার্থ বৈঠক করা। বাংপ্র। ক্রি। **(একত্র) উঠা-বসা**—সামাজিকভাবে এক আসনে আসিয়া বসা বা একসঙ্গে বসা।

উঠিত—কর্ষিত, আবাদী। বাংপ্র। বিণ।

উঠিত-পতিত—কর্ষিত ও অকর্ষিত, আবাদী ও অনাবাদী ; যে জমি কোন বার উঠে এবং কোন বার পড়িয়া থাকে এরূপ, যাহা নিয়মিত চাষ-আবাদ হয় না এমন। বাংপ্র। বিণ।

উড়, উড়ো উড়ন্ত, যাহা উড়িতেছে বা উড়িয়া যায় এমন ; অমূলক ; বেনামী ('—চিঠি')। বাংপ্র। বিণ। **উড় উড় করা**—উড়ার নিমিত্ত উদ্যোগ করা ; অন্যমনস্ক হওয়া। **উড় উড় শোনা**—লোকপরম্পরায় শ্রুত।

উড়ই উড়িতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

উড়কি, উড়কী উড়িধান ; খই ; নারিকেল মালার বা তাল বীজের বা কাঠের একপ্রকার হাতা বা পলা। বাংপ্র। বি।

উড়কুড় উপকূল ; কূলকিনারা, ঠাঁই-ঠিকানা, সন্ধান, নিদর্শন ; আদ্যন্ত, পরিসীমা, শেষ। বাংপ্র। বি।

—উড্ডীয়মান, উড্ডয়নশীল, উড্ডয়নক্ষম, উড়ন্ত। বাংপ্র। বিণ।

উড়তি—লোকপরম্পরায় শ্রুত ('—খবর')। বাংপ্র। বিণ।

উড়ন উড্ডয়ন, নভোগমন ; ঘুরঘুর করিয়া বেড়ানো, অস্থিরতা ; অঙ্গে ধারণ, পরিধান ; উপরিভাগে আবরণ। বাংপ্র। বি।

উড়ন-বাই—ধূর্ততা, ঠকামি। বাংপ্র। বি।

উড়ন-চড়ে উড়ন-চণ্ডী (তাহা দ্রঃ)।

উড়ন-চণ্ডী, -চণ্ডে—অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী ; অযথা ব্যয়ে সঞ্চিত-ধন-নাশক। বাংপ্র। বিণ।

উড়ন-পেকে—উড়ন-চণ্ডী (তাহা দ্রঃ)।

উড়নি, উড়ানি ওড়না, চাদর, দোছুট, দোপাট্টা, কোর্তা, ফোতা। বাংপ্র। বি।

উড়ন্ত—উড্ডীয়মান, উড়িতেছে এরূপ ; উড্ডয়নক্ষম ; অপব্যয়ী। বাংপ্র। বিণ।

উড়ব—উড়িয়া যাইবে ; উড়িবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

উড়া ১। উড্ডীন হওয়া, নভোগমন করা ; উবিয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া, ফাঁকি দেওয়া ; চালাকি করা ; (প্রাণ) বাহির হওয়া ; অগ্রাহ্য হওয়া ; বৃথা ব্যয়িত হওয়া। বাংপ্র। ২। ওড়া, পরিধান করা। প্রা কপ্র। ক্রি। ৩। উড্ডীন, উড্ডীয়মান ; বাতাসে আগত ; জনরবে শ্রুত ; অনিশ্চিত, উটকা। বাংপ্র। বিণ। **উড়াইয়া দেওয়া**—অদৃশ্য করা ; বন্ধনমুক্ত করা ; অগ্রাহ্য করা ; উড্ডীন করা। **উড়াইয়া পুড়াইয়া দেওয়া**—অযথা অপব্যয় করা।

উড়াউড়া—ভাসাভাসা ; পলায়নপর ; উড্ডয়নোন্মুখ ; অস্থায়ী ; অনিশ্চিত। বাংপ্র। বিণ।

উড়াতাড়া প্রকৃত কার্যহীন মৌখিক তাড়না। বাংপ্র। বি।

উড়ানি—'উড়নি' দ্রঃ।

উড়ানো—উড্ডীন করা ; ফুঁকিয়া দেওয়া, অপব্যয়ে নষ্ট করা। বাংপ্র। ক্রি।

উড়াপাক—মল্ল ও যোদ্ধাদিগের শূন্যে লম্ফদানপূর্বক স্পর্ধাসহকারে মাথার উপর দিয়া হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে চক্রাকারে ভ্রমণ ; শূন্যে লম্ফপ্রদান ; উল্লম্ফন। বাংপ্র। বি।

উড়া-শালী, -সালী—ধান্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

উড়ি ধান্য বিঃ, নীবার। বাংপ্র। বি।

উড়িয়া—১। উড্ডীন হইয়া; ভাসিয়া; পরিয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। উড়িষ্যা-দেশীয়, উড়িষ্যাবাসী। বিণ। ৩। উড়িষ্যার লোক; উৎকল। বি।

উড়িষ্যা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি পুরাতন রাজ্য। ইহার প্রাচীন নাম ওড্র ও উৎকল। এই ওড্র শব্দ হইতে উড়িয়া ও উড়িষ্যা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। উড়িষ্যাদেশ পুণ্যভূমি বলিয়া খ্যাত। ইহাতে চারিটি প্রধান তীর্থস্থান আছে। বৈতরণী নদী পার হইলেই হিন্দু পথিক পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করে। বৈতরণীর তীরে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। নদীর অপর পারে যাজপুর বা যজ্ঞপুর। যাজপুর বিরজা বা পার্বতী ক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থল। ইহার দক্ষিণ-পূর্বদিকে সূর্য বা হর ক্ষেত্র, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে শিব (অর্ক বা পদ্ম) ক্ষেত্র। একসময়ে এস্থানে পুণ্য হ্রদ বেষ্টন করিয়া সাত হাজার মন্দির ছিল,—এইরূপ প্রসিদ্ধি। ইহার পরে প্রায় ঠিক দক্ষিণদিকে বিষ্ণু বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র। ইহা সাধারণতঃ 'পুরী' নামে খ্যাত। এই পুরী নগরীতে জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

জগন্নাথের মন্দিরে যে-সকল পুঁথি রক্ষিত আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দ হইতে ১৩৭ জনেরও অধিক নৃপতি উড়িষ্যায় রাজত্ব করিয়াছেন।

খ্রীষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব পাঁচ শত বৎসর উড়িষ্যা বৌদ্ধগণের প্রভাবাধীন থাকে। সিংহলের পুঁথিতে বর্ণিত আছে যে বুদ্ধ-দন্ত খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে পুরী ধামে আনীত হয়। এই সময়ে "যবন"-গণ উত্তরদিক্ হইতে আসিয়া উড়িষ্যাদেশ বিধ্বস্ত করে, এবং সেই সময় হইতে ৩২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধগণ উড়িষ্যার নানাস্থানে বিবিধ কারুকার্য-সমন্বিত মঠ গুহা খোদিত করে। কেশরীবংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা যযাতি কেশরী ৪৭৪ খ্রীঃ অব্দে যবনগণকে উড়িষ্যা হইতে নিঃশেষে বিতাড়িত করেন। কেশরী-রাজবংশ খ্রীঃ ১১৩২ অব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যায় রাজত্ব করে। বংশপ্রতিষ্ঠাতা যবন-ভয়ে লুক্কায়িত জগন্নাথদেবকে জঙ্গল হইতে উদ্ধার করিয়া সমারোহে পুরীতে আনেন। কেশরীবংশের রাজত্ব সময়ে ভুবনেশ্বর-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

দক্ষিণদেশবাসী চোর-গঙ্গা নামে জনৈক রাজা, যুদ্ধ ও কৌশলে যযাতিবংশের রাজাকে পরাভূত করিয়া, ১১২৩ খ্রীঃ অঃ উড়িষ্যার রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। এই বৈষ্ণব রাজ-বংশের পঞ্চম রাজা অনঙ্গ ভীমদেব বিশেষভাবে গৌরবান্বিত ছিলেন (১১৭৫—১২০২ খ্রীঃ)। তিনিই জগন্নাথদেবের বর্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৩২ অব্দে গঙ্গা-বংশের শেষ রাজার দেহান্তর ঘটিলে, তাঁহার প্রধানমন্ত্রী রাজবংশের পুরুষমাত্রকেই নিহত করিয়া ১৫৩৪ অব্দে রাজ্য অধিকার করেন।

১৫১০ অব্দে বঙ্গদেশের পাঠান রাজা হুসেন সাহের সেনাপতি ইসমাইল খাঁ কটক ও পুরীধাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। সে সময়ের উড়িষ্যারাজ পাঠান সৈন্যকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৫৬৭-৬৮ অব্দে বঙ্গের পাঠানরাজ সোলেমান, সেনাপতি কালাপাহাড়ের সহিত উড়িষ্যায় আগমন করিয়া যাজপুরে উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন।

১৫৭৪ খ্রীঃ একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার ফলে সোলেমানের পুত্র দায়ূদ খাঁ নিহত হন, এবং উড়িষ্যাদেশ সম্রাট্ আকবরের রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

১৭৪২ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণ বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার অভিপ্রায়ে উড়িষ্যাকে কেন্দ্রস্থল করিয়া লয়। ১৭৫১ অব্দে বঙ্গের সুবাদার আলীবর্দী খাঁ বর্গী (মহারাষ্ট্রীয়) গণের লুণ্ঠন ব্যাপারে নিতান্ত বিপন্ন হইয়া তাহাদিগকে উড়িষ্যাদেশ একপ্রকার ছাড়িয়া দেন। সেই সময় হইতে ১৮০৩ অব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনে ছিল।

১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" প্রাপ্ত হন। ১৮০৩ অব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইংরাজসৈন্য কটক, পুরী ও বালেশ্বর অধিকার করে। পরে সমস্ত দেশই ইংরাজের প্রভুত্বাধীন হয়। বর্তমানে এই দেশটি স্বাধীন ভারতের অন্যতম রাজ্যরূপে পরিগণিত।

উডু ১। নক্ষত্র, তারা। উদ্‌—ডী (উড়া) +ডু কর্তৃ। বি; ক্লী বা স্ত্রী। ২। জল। উড় (স্তুতি করা)+উ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

উড়ু-উড়ু - উড়িতে উদ্যত; অস্থির, পালাই-পালাই। বাংপ্র। বিণ।

উড়ুক্কু উড্ডয়নক্ষম, যে উড়িতে পারে এমন। বাংপ্র। বিণ। **উড়ুক্কু মৎস্য** একজাতীয় মাছ, ইহারা সময়ে সময়ে জল ছাড়িয়া ২০।২৫ হাত ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে বলিয়া ইহাদের এইরূপ নাম হইয়াছে (flying fish)।

উড়ুনি—উড়নি, ওড়না, চাদর। বাংপ্র। বি।

উড়ুপ, উড়ূপ—১। ভেলা, মাড়। উড়ু বা উড়ু—পা (পালন করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী। ২। নক্ষত্রপতি, চন্দ্র। বি; পু।

উডুম্বর ১। যজ্ঞডুমুর গাছ; উড়ুম্বর কাঠের দেহলী (চৌকাঠের নীচের কাঠ); নপুংসক; কুষ্ঠজনক কীট বিঃ। উদ্—উ বৃ (আবৃত করা)+খশ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। যজ্ঞডুমুর ফল; তাম্র; দুই তোলা। উড়ুম্বর+ক। বি; ক্লী। ৩। তাম্র; কুষ্ঠ বিঃ। উড়ু—বৃ+অল্ করণ। বি; পু।

উডুপ—'উড়ুপ' দ্রঃ।

উড়ো—'উড়' দ্রঃ।

উড়োকল উড়োজাহাজ। বাংপ্র। বি।

উড়োজাহাজ ব্যোমযান। বাংপ্র। বি।

উড্ডয়ন আকাশে বিচরণ, নভোগমন, ওড়া। উদ্—ডী (উড়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উড্ডয়মান, উড্ডীয়মান - নভোগমনকারী, উড়িতেছে এরূপ, উড়ন্ত। উদ্—ডী (উড়া)+শান কর্তৃ। বিণ।

উড্ডীন ১। নভোগত, উড়িয়াছে এরূপ, শূন্যগামী। উদ্—ডী+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। নভোগমন, ওড়া। উদ্—ডী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উড্ডীয়মান - 'উড্ডয়মান' দ্রঃ।

উড্র উড়িষ্যা। উন্দ্+র কর্তৃ। বি; পু।

উৎ—প্রশ্ন; বিতর্ক; সন্দেহ। অ।

উৎ (উদ্)—'উদ্' দ্রঃ। অ।

উতকামণ্ড মাদ্রাজ রাজ্যের নীলগিরি জেলার মহকুমা। অধুনা এস্থানটি মাদ্রাজের রাজ্যপালের গ্রীষ্মাবাস। এগ্রামে সমতলভূমির পরিমাণ অধিক। শহরটি পাহাড়ে বেষ্টিত, এবং দেড় মাইল দীর্ঘ একটি কৃত্রিম হ্রদ ইহার মধ্যে অবস্থিত। এখানে সিন্‌কোনা, চা, কফি ও এপিকাকুয়ানার চাষ হয়। ১৮৫৮ অব্দে ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট এখানে "লরেন্স এসাইলাম" নামধেয় একটি আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন। আশ্রমটি সৈনিকগণের সন্তানদিগের বাসস্থান। উতকামণ্ড সমুদ্রতল হইতে ৭২৩০ ফুট উচ্চ।

উতঙ্ক ১। অত্যুচ্চ। 'উত্তুঙ্গ' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ। ২। বেদ-নামক মুনির শিষ্য। ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও গুরুভক্ত ছিলেন। একদা বেদমুনির প্রবাসকালে তদীয় ভার্যা ঋতুমতী হইয়া উতঙ্ককে তাঁহার ঋতু রক্ষা করিতে বলেন। গুরুপত্নী কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও উতঙ্ক এরূপ কুকর্ম করিলেন না। বেদমুনি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শিষ্যের এবম্প্রকার আশ্চর্য বিশুদ্ধ চরিত্রের কথা শুনিয়া

অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং 'তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে' এইরূপ বর প্রদান করিয়া উতঙ্ককে বিদায় দিলেন। উতঙ্ক গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে, বেদমুনি স্বীয় পত্নীর আদেশ পালন করিতে অনুমতি করিলেন। গুরুপত্নী পৌষ্যরাজপত্নীর কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। উতঙ্ক পৌষ্যরাজের নিকট কুণ্ডল ভিক্ষা করিয়া লইয়া আসিবার সময় পথে তক্ষক কৌশলে তাহা হরণ করে। পরে উতঙ্ক বহু কষ্টে ইন্দ্রের সাহায্যে সেই কুণ্ডল উদ্ধার করিয়া গুরুপত্নীকে প্রদান করেন। তৎপরে গুরুর নিকট বিদায় লইয়া জনমেজয়ের নিকট আগমন করেন, এবং তক্ষক-বিনাশার্থে ইনিই জনমেজয়কে সর্পযজ্ঞে উত্তেজিত করেন।

৩। জনৈক মহর্ষি, গৌতম মুনির শিষ্য। ইনি অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। গুরুপত্নী অহল্যার আদেশে ইনি সৌদাসরাজপত্নীর কুণ্ডল আনিয়া দেন। গৌতম ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন বলিয়া প্রায় শতবর্ষ নিজের নিকট রাখিয়া পরে স্বীয় কন্যার সহিত উতঙ্কের বিবাহ দিয়া গৃহগমনের অনুমতি প্রদান করিলেন। অতঃপর উতঙ্ক কোন মরুভূমিতে আশ্রম নির্মাণ করিয়া দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করেন। বিষ্ণু তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে ঋষিবর বলেন, "আমার বুদ্ধি যেন সতত ধর্মে, সত্যে ও দমে নিরত থাকে। আমার চিত্তবৃত্তিপ্রবাহ যেন তোমার প্রতিই নিয়ত ভক্তিপ্রবণ হয়।" ত্রিলোকের হিতার্থে উতঙ্ক কুবলাশ্বরাজ দ্বারা দৈত্য ধুন্ধুর বিনাশসাধন করেন।

উতথ্য জনৈক মুনি, বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। মহর্ষি অঙ্গিরার ঔরসে তৎপত্নী শ্রদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম। মমতার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মমতার গর্ভে দীর্ঘতমা নামে ইঁহার এক অন্ধ পুত্র জন্মে।

উতথ্য-তনয় - গৌতমমুনি। ৬ষ্ঠীতৎ। বি ; পু।

উতথ্যানুজ - বৃহস্পতি। ৬তৎ। বি ; পু।

উতপত - উত্তপ্ত ; উৎপন্ন, উদ্ভূত, উদ্গত। প্রা কপ্র। বিণ।

উতর, উতোর - জবাব ; কাটান, খণ্ডন। 'উত্তর' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

উতরথান - নামিবার স্থান ; সরাই, পান্থশালা। বাংপ্র। বি।

উতরণ ১। পার হওন ; অবতরণ, নামন অতিক্রমণ, কাটাইয়া উঠন। 'উত্তরণ' শব্দের অপভ্রংশ। ২। সূর্যের উত্তরগতি। 'উত্তরায়ণ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

উতর-ডাঙ্গা - মাছ ধরিবার জায়গা ; সরাই। বাংপ্র। বি।

উতরল অত্যন্ত অধীর। কপ্র। বিণ।

উতরা - উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া ; অতিক্রম করা, কাটানো, কাটাইয়া উঠা ; অবতরণ করা নামা। কপ্র। ক্রি।

উতরাই পার্বত্য পথে উচ্চস্থান হইতে নিম্নে গমন। বাংপ্র। বি।

উতরানো; উতরনো নামা, অবতরণ করা ; সফল বা আশানুরূপ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

উতরোল ১। উচ্চরব, তুমুল নাদ ; ঝংকার ; ব্যাকুলতা ; হর্ষাতিশয়বেগ ; আস্ফালন। কপ্র। বি। ২। উৎকণ্ঠিত, বিহ্বল ; প্রবল, বেগবান্ ; ব্যস্ত। প্রা কপ্র। বিণ। স্ত্রী—**উতরোলী**।

উতলা - তরঙ্গাকুল ; হর্ষাকুল, মদির ('- গন্ধ') ; সঞ্চলিত ; ব্যাকুল, অস্থির, চঞ্চল ; উৎকণ্ঠিত, উদ্বিগ্ন ; কাতর। বাংপ্র। বিণ। [ক্রি।

উতারল নামাইল ; খুলিল। প্রা কপ্র।

উতারা - নামা ; নামানো ; ঢালা ; আজাড় করা। হিন্দু। ফা। [ক্রি।

উতারি নামাইয়া ; খুলিয়া। প্রা কপ্র।

উতোর - উত্তর, জবাব, কাটান, খণ্ডন ; উপযুক্ত উত্তর ; মুখের মত জবাব। বাংপ্র। বি।

উৎক উন্মনাঃ, অন্যমনস্ক ; উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত : উৎসুক। উদ্ + ক বা কন্। বিণ।

উৎকচ - যাহার কেশ উদ্গত হইয়াছে এরূপ, কেশহীন ; উন্নতকেশ ; বিকচ, বিকশিত। উৎ (উদ্গত) কচ (কেশ) যাহার, বহু। বিণ।

উৎকট ১। অধিক ; দুঃসাধ্য ; উগ্র, তীব্র ; উদগ্র ; বিষম ; সুস্পষ্ট ; বিগম ; সম্পন্ন ; দুষ্কর ; দৃপ্ত ; শ্রেষ্ঠ ; উদ্ভূত ; উদ্গত ; (বাংলায়) অতিরিক্ত, অতীত। উদ্ + কটচ্, নিপাতনে। বিণ। ২। মত্তহস্তী ; মদ, মত্ততা ; রক্তেক্ষু। উদ্ + কট, নিপাতনে। বি ; পু।

উৎকটতা, -ত্ব আধিক্য ; দুঃসাধ্যতা, কাঠিন্য ; বিষমত্ব ; তীব্রতা ; উদগ্রতা। উৎকট + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উৎকণ্ঠ ১। উদ্গ্রীব ; উদ্বিগ্ন। উদ্গত কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। ২। শৃঙ্গারের ষোড়শ বন্ধান্তর্গত ত্রয়োদশ বন্ধ। বি ; পু।

উৎকণ্ঠা ১। উদ্গ্রীবা, উদ্বিগ্না ; উন্মনস্কা ; কামা সঞ্জাতস্মৃতি ; বিরহবেদনা। 'উৎকণ্ঠ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। ঔৎসুক্য ; উদ্বেগ ; বেদনা। উদ্—কন্ঠ্ + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

উৎকণ্ঠিত — উদ্বিগ্ন ; উৎসুক। উৎকণ্ঠা শব্দ + ইত জাতার্থে। বিণ।

উৎকণ্ঠিতা - ১। উদ্বিগ্না ; উৎসুকা ; উন্মনা। উৎকণ্ঠিত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ। বি ; স্ত্রী।

উৎকম্প ১। অতি কম্পিত। উৎ—কম্প্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। অতিকম্পন, ভয়জনিত কম্প। উৎ কম্প্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উৎকম্পন উৎকম্প। বি ; ক্লী। বিণ— **উৎকম্পিত, উৎকম্পী, উৎকম্পান্বিত**।

উৎকর - ১। রাশি, স্তূপ, গাদা, পালা। উদ্—কৃ (করা) + অ কর্ম। বি ; পু। ২। প্রসারণ ; হস্তপদাদি বিক্ষেপ ; তৃণাপসারণ ; অসার দ্রব্য, rubbish ; উৎকীর্যমাণ ধূল্যাদি। উৎ—কৃ + অল্ ভাব। বি ; পু।

উৎকর্ণ উত্থাপিতশ্রুতি, যে কান খাড়া করিয়া আছে এরূপ ; শ্রবণোৎসুক ; অবহিত। উদ্ (উত্থিত) কর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

উৎকর্তন খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন ; উন্মূলন ; অন্যায্য গর্ভের উত্তানীকরণ ; মৃঢ়গর্ভ-চিকিৎসা বিঃ। উদ্—কৃত্ (কাটা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎকর্ষ - ১। শ্রেষ্ঠতা ; গুণবত্তা ; অতিশয় ; আধিক্য ; উত্তোলন ; খ্যাতি ; আত্মশ্লাঘা ; উপাদেয়তা ; (স্মৃতিতে) স্বকালের পরবর্তী কালে কর্তব্যতা। উদ্—কৃষ্ + অল্ ভাব। বি ; পু। ২। উৎকৃষ্ট ; প্রচুর ; মনোহারী। উৎ কৃষ্ + অন্ কর্তৃ। বিণ।

উৎকর্ষণ আকর্ষণ, উদ্যম ; অপসারণ, টানিয়া লওয়া। উদ্—কৃষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎকর্ষী — উদ্ধারক ; গুণাপন্ন। বিণ।

উৎকল ১। উড়িষ্যা দেশ। ['উড়িষ্যা' দ্রঃ।] 'উৎকলিঙ্গ' (উত্তর কলিঙ্গ) শব্দের অপভ্রংশ। ২। দ্যুম্নের বা ইলার পুত্র, পুরুষ অবস্থায় ইহার—এই পুত্র হয় ['ইলা' দ্রঃ]; ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র। উদ্—কল্ + অল্ অধি। বি ; পু।

উৎকলিকা - ১। উৎকণ্ঠা ; হেলা ; পুষ্প মুকুল, ফুলের কুঁড়ি ; ঊর্মি। উদ্—কল্ (গমন করা) + ণক কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। জাতকোরক। প্রাদি। বিণ।

উৎকলিত উৎকণ্ঠিত ; তরঙ্গিত ; প্রবৃদ্ধ ; বিকসিত। উদ্—কল (গমন করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কর্ষণ ; উৎপাটন। উৎ কষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎকা ১। উদ্বিগ্না, উৎকণ্ঠিতা ; উৎসুকা ; উটকা। উৎক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। উৎকণ্ঠিতা নায়িকা। বি ; স্ত্রী।

উৎকিরণ—খোদন, অক্ষরাঙ্কন, engraving. উৎ—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উৎকীর্ণ—১। উল্লিখিত; বিদ্ধ; খোদিত; চিত্রিত; দষ্ট; উৎকণ্ঠ। উদ্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ক্ষত, আঘাত। উৎ—কৃ+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

উৎকীর্তন—বর্ণন; প্রচার; ঘোষণা; প্রশংসন। উদ্—কীর্ত্ (কর্তন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎকীর্তিত—বর্ণিত; প্রচারিত; ঘোষিত। উদ্—কীর্ত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকুণ—কেশকীট, উকুন, ডেঙ্গুর। উদ্—কুণ্ (হিংসা করা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

উৎকুল—উৎক্রান্তকুলমর্যাদা; স্বচ্ছন্দগামী। কূলকে উৎক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

উৎকূল—উৎক্রান্ততীর; কূলপ্রাপ্ত। কূলকে উৎক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

উৎকূলিত—কূলপ্রাপ্ত; উচ্ছল; কূলে উত্তোলিত। উদ্—কূল্+ক্ত কর্ম বা উৎকূল শব্দ+ইত। বিণ।

উৎকৃত্ত—খণ্ডিত, খণ্ড খণ্ড কৃত; ছিন্ন; উৎখাত। উদ্—কৃত্ < (কাটা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকৃত্য—উৎকর্তনীয়, ছেদনীয়। উৎ—কৃৎ+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

উৎকৃষ্ট—শ্রেষ্ঠ; উত্তম; সম্যক্ আকৃষ্ট; ঊর্ধ্ব কৃষ্ট; উন্নত; গৃহীত; উচ্চবর্ণ; উচ্চপদারূঢ়; কুলাচারাদিসম্পন্ন; প্রধান; মহান্; প্রশস্ত; অতিরিক্ত; কৃষ্ট, চষা। উদ্—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎকৃষ্টতা—শ্রেষ্ঠতা; উত্তমতা। উৎকৃষ্ট+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

উৎকেন্দ্রতা—পরাবৃত্ত বা অধিবৃত্তের নাভি হইতে তাহার পরিসীমার দূরত্ব, eccentricity. বি; স্ত্রী।

উৎকোচ—ঘুষ। উদগত কোচ (কৌটিল্য) যাহা দ্বারা, বহু। উদ্—কুচ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

উৎকোচক—উৎকোচদানকারী, যে ঘুষ দেয় বা খায়। উদ্—কুচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উৎকোচিকা**।

উৎকোচগ্রাহী (-হিন্), **-জীবী** (-বি-)—ঘুষখোর, যে সতত উৎকোচ গ্রহণ করে। উপতৎ; উৎকোচ—গ্রহ্, জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

উৎক্রম—ব্যতিক্রম; উচ্চলন; নির্গমন; ব্যভিচার; মরণ। উদ্—ক্রম্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

উৎক্রমণ—ঊর্ধ্বগমন; অপসরণ; দেহ হইতে জীবাত্মার প্রয়াণ। উৎ—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [ক্রম্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎক্রমণীয়—অতিক্রমণীয়; লঙ্ঘনীয়। উৎ—

উৎক্রান্ত—অতিক্রান্ত; উদগত; বিপর্যস্ত; উত্তীর্ণ; বিদীর্ণ; উপেক্ষিত; মৃত। উদ্—ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উৎক্রান্তি—উৎক্রম; ক্রমোন্নতি; অপসরণ; মরণ। উদ্—ক্রম্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উৎক্রামণ—উৎক্রমণ। বি; ক্লী।

উৎক্রোশ—১। কুরর পক্ষী। উৎ—ক্রুশ্ (ক্রন্দন করা)+অন্ কর্তৃ। ২। চিৎকার। উৎ—ক্রুশ্+অল্ ভাব। বি; পু।

উৎক্ষিপ্ত—ঊর্ধ্বে ক্ষিপ্ত; উৎপাটিত; উন্নীত; অভিভূত। উৎ—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎক্ষিপ্ত-কম্প, -কম্পন—একপ্রকার ভূমিকম্প (ইহাতে ভূমি যেন ঊর্ধ্বে ক্ষিপ্ত হইতেছে বলিয়া বোধ হয়)। বি; পু, ক্লী।

উৎক্ষেপ—ঊর্ধ্ব ক্ষেপণ; নিস্তরীকরণ; উদ্গিরণ, বমন। উৎ—ক্ষিপ্+অল্ ভাব। বি; পু।

উৎক্ষেপক—ঊর্ধ্বে ক্ষেপণকারী; উদ্ধারক; ছিঁচকে চোর। উৎ—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উৎক্ষেপিকা**।

উৎক্ষেপণ—১। ঊর্ধ্বে ক্ষেপণ; উদ্গিরণ বমন। উদ্—ক্ষিপ্+অনট্ ভাব। ২। ব্যজন; ধান ঝাড়িবার কুলা। উৎ—ক্ষিপ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

উৎক্ষোভিত—অতিক্ষোভযুক্ত; সমাকুল। বিণ।

উৎখচিত—উৎকৃষ্টতা দ্ব রচিত; মিশ্রগ্রথিত। উৎ—খচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎখাত—১। উৎপাটিত, উন্মূলিত; বিদারিত; অবদারিত; নিহত; নিষ্কোষিত। উৎ—খন্ (খনন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উৎখনন, খুঁড়িয়া তোলা; গর্ত। বি; ক্লী।

উৎখাতকেলি—বৃষাদির শৃঙ্গ দ্বারা মৃত্তিকা খনন, বপ্রক্রীড়া। ৩তৎ। বি; পু।

উত্তপ্ত—১। উষ্ণ; দগ্ধ; ক্রোধান্বিত; পরিতপ্ত, স্নাত। উদ্—তপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্তম—১। উৎকৃষ্ট; ভাল; উপাদেয়; বংশপরম্পরাগত; শ্রেষ্ঠ, প্রধান; চরম। উদ্—তম্ (ইচ্ছা করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। বিষ্ণু; তৃতীয় মনু, প্রিয়ব্রত রাজার পুত্র; উত্তানপাদ রাজার পুত্র, সুরুচির গর্ভে ইঁহার জন্ম; মৃগয়া-উপলক্ষে হিমাদ্রি প্রদেশে এক যক্ষের বনে প্রবেশ করিলে তাঁহার হস্তে ইনি নিধনপ্রাপ্ত হন। বি; পু।

উত্তমপদ—শ্রেষ্ঠপদ বা মর্যাদা; উচ্চপদ, বড় চাকরি। কর্মধা। বি; ক্লী।

উত্তমপুরুষ—উৎকৃষ্ট পুরুষ, ভাল লোক, ভদ্র, সাধু; পরমাত্মা; (ব্যাকরণে) আমি, আমরা প্রভৃতি পদসমূহ, first pro . কর্মধা। বি; পু।

উত্তমমধ্যম—মিঠে-কড়া; নরম-গরম; খুব ভালরকম প্রহার এবং মাঝারি রকমের লাঞ্ছনা, বিলক্ষণ প্রকার, মারপিট করা ও কান মলা প্রভৃতি দেওয়া। বাংপ্র। বি।

উত্তমর্ণ—ঋণদাতা, মহাজন। উত্তম (প্রধান) ঋণ যাহার, বহু; অথবা ঋণে উত্তম, ৭তৎ। বিণ বা বি।

উত্তমর্ণিক—উত্তমর্ণ, ঋণদাতা, মহাজন। উত্তম যে ঋণিক, কর্মধা। বিণ বা বি।

উত্তমর্ণী (-র্ণিন্) উত্তমর্ণ, ঋণদাতা; মহাজন। উত্তম যে ঋণী, কর্মধা। বিণ বা বি; পু।

উত্তমা—১। উৎকৃষ্টা, শ্রেষ্ঠা। উত্তম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ, অহিতকারী প্রিয়তমেও যে নায়িকা হিতকারিণী। বি; স্ত্রী।

উত্তমাঃ (-মস্) তমোহীন। উদগত তমঃ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

উত্তমাঙ্গ—মস্তক; মুণ্ড। উত্তম যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

উত্তমার্ধ—উৎকৃষ্ট বা শেষ অর্ধাংশ। কর্মধা। বি; পু। বিণ—**উত্তমার্ধী**।

উত্তমাশা—আফ্রিকার দক্ষিণ দিকস্থিত অন্তরীপ, Cap of Good Ho .

উত্তমোত্তম—অতিশয় উত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট। উত্তম হইতে উত্তম, ৫তৎ। বিণ।

উত্তমৌজাঃ (-জস্)—১। প্রধান তেজস্বী; মহাবল। উত্তম ওজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। দশম-মন্বন্তরাধিপতি মনুর পুত্র; যুধামন্যুর ভ্রাতা পাণ্ডবপক্ষীয় বীর বিঃ। বি; পু।

উত্তম্ভ—উত্তোলন; স্তব্ধীভাব; নিবৃত্তি; আশ্রয়। উদ্—স্তম্ভ্ (স্তব্ধ করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী। বিণ—**উত্তম্ভিত**।

উত্তর—১। জিজ্ঞাসিত বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ, প্রতিবচন, জবাব; মীমাংসা; আপত্তিখণ্ডন; লৌকিক গীত বিঃ; অর্থালংকার বিঃ; দোষভঞ্জন বাক্য; সিদ্ধান্ত; আধিক্য; প্রাচুর্য; বিয়োগফল; প্রতিকার। উদ্—তৃ (পার হওয়া)+অল্ করণ। বি; ক্লী। ২। দক্ষিণের বিপরীত ('— দিক্'); বাম। ৩। উত্তীর্ণ; উত্তম, অসাধারণ, শ্রেষ্ঠ; ঊর্ধ্ব; উচ্চ; প্রবণ; পরবর্তী, ভবিষ্য; শেষ; উল্লঙ্ঘনীয়; অনন্তর। উদ্—তৃ+অল্ কর্ম। বিণ। ৪। বিষ্ণু; শিব; উপরিভাগ; পর্বত বিঃ। উদ্—তৃ+অল্ কর্তৃ। বি; পু।

৫। বিরাটরাজের পুত্রের নাম উত্তর; পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীববেশ-

যাত্রী অর্জুন উত্তরের সারথ্য স্বীকার করিয়া যুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু কুরু সৈন্যদর্শনে অভিভূত হইয়া উত্তর রথ ফিরাইতে বলেন। অর্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া উত্তরকে রথের সহিত বাঁধিয়া স্বয়ং যুদ্ধ করেন, এবং কুরুবীরগণকে পরাস্ত করিয়া গোধন মোচন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দিবসেই উত্তর শল্যের হস্তে নিহত হন। উত্তরের আর এক নাম ভূমিঞ্জয়। বি ; পু।

উত্তরকাণ্ড—রামায়ণের সপ্তম ও শেষ কাণ্ড। কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরকাল—ভবিষ্যৎকাল ; পরবর্তী সময় ; গৌণকাল। কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরকালীন—উত্তরকালসম্বন্ধীয়, পরবর্তী সময়ের ; যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন। উত্তরকাল+খীন (অনিৎ)+ভবার্থে। বিণ।

উত্তর-কুরু—জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বর্ষ বিঃ, ইহা মেরুর উপরে হিরণ্ময় বর্ষের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত ; বর্তমান রুশীয় তাতার, তুর্কিস্থান ও তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশকে অতি পূর্বকালে উত্তর-কুরু বলিত। কেহ কেহ বলেন, বর্তমান ইরানই বা সাইবিরিয়াই উত্তর-কুরুবর্ষ। বি ; পু বা স্ত্রী।

উত্তরকেন্দ্র—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, সুমেরু, North Pole. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরকোশল—প্রাচীন জনপদ বিঃ, বর্তমান অযোধ্যা প্রদেশের উত্তরাংশ। কর্মধা। বি ; পু, স্ত্রী।

উত্তরকোশলা—প্রাচীন অযোধ্যা নগরী। বি ; স্ত্রী। [কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরক্রিয়া—শ্রাদ্ধাদি কার্য, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া।

উত্তরখণ্ডন—প্রতিবচন নিরসন, জবাবের কাটান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্তরগ্রন্থ—শেষ সন্দর্ভ, পরিশিষ্ট। বি ; পু।

উত্তরগামী (-গামিন্)—উত্তরাভিমুখে গমনকারী। উপতৎ ; উত্তর-গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উত্তরগামিনী**।

উত্তরঙ্গ—তরঙ্গিত ; অশান্ত। উদগত হইয়াছে তরঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

উত্তরচ্ছদ—আস্তরণবস্ত্র, বিছানার চাদর ; উত্তরীয়। উত্তর যে ছদ, কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরজ—১। অনন্তর জাত, পরে জন্মিয়াছে এরূপ। উপতৎ ; উত্তর-জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। উত্তর পুরুষ, পরবংশ। বি ; পু।

উত্তরণ—১। উত্তরয়িতা। উৎ-তৃ+অন কর্তৃ। বিণ। ২। পার হওয়া ; নির্গমন ; গন্তব্য স্থানে আগমন ; পোতাবতরণ। উদ্-তৃ (পার হওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উত্তরণস্থান—(নদ্যাদি হইতে) নামিবার জায়গা বা ঘাট ; পান্থশালা, সরাই, আড্ডা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্তরণীয়—পারগমনীয়, যাহা পার হইতে হইবে এরূপ ; অতিক্রমণীয় ; গমনীয়, গম্য ; প্রাপ্য। উদ্-তৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

উত্তরতঃ (-তস্)—উত্তরে বা উত্তর হইতে ; ঊর্ধ্বে ; পশ্চাৎ ; বামে। উত্তর+তস্ ৭মী বা ৫মী স্থানে। অ।

উত্তরত্র—উত্তর দিকে ; পরে ; গ্রন্থের পরভাগে। উত্তর+ত্র ৭মী স্থানে। অ।

উত্তরদান—প্রতিবচন প্রদান, জবাব দেওয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্তরদায়ক—প্রতিবচনপ্রদ, জবাব প্রদানকারী ; ধৃষ্ট। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

উত্তরদিক্ (-দিশ্)—দক্ষিণের বিপরীত দিক্, উদীচী। উত্তরা দিক্, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরপক্ষ—বিচারপক্ষ, পূর্বপক্ষের নিরাসক সিদ্ধান্তপক্ষ ; তর্কের সিদ্ধান্ত ; প্রশ্নের উত্তর ; উত্তরবিকল্প ; উদীচ্যভাগ ; কৃষ্ণপক্ষ। কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরপট—উত্তরীয়। কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরপত্র—প্রশ্নোত্তরের পত্র, যাহাতে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া দেওয়া হয় এরূপ কাগজ বা খাতা, answer-paper. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্তরপথ—উত্তরস্থ মার্গ ; পরবর্তী পথ ; উত্তরায়ণ-চিহ্নিত পথ ; দেবযান, ব্রহ্মলোকপথ। উত্তর পন্থা, কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরপদ—সমাসের শেষপদ ; সমাসযোগ্যপদ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরপুরুষ—উত্তরজ, পরবর্তী সবংশীয় বা সগোত্রজ ; (ব্যাকরণে) প্রথম পুরুষ। কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরপ্রচ্ছদ—উত্তরচ্ছদ, আস্তরণবস্ত্র ; লেপ তোশক। কর্মধা। বি ; পু।

উত্তর প্রত্যুত্তর—প্রতিবচন এবং তাহার প্রতিবাক্য, জবাব এবং তাহার কাটান জবাব ; বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

উত্তরফল্গুনী, উত্তরফাল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্ত-বিংশতি নক্ষত্রের দ্বাদশ নক্ষত্র, ইহা তারকাদ্বয়বিশিষ্ট, ইহার দেবতা অর্যমা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরবর্তী (-বর্তিন্)—উত্তর দিকে স্থিত। উত্তর—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

উত্তরবস্তি—চিকিৎসার যন্ত্র বিঃ syringe. কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরবস্ত্র, -বাসঃ (-সস্)—উত্তরীয়, ওড়না। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরবাদী (-বাদিন্)—প্রতিবাদী, আসামী। উত্তর পক্ষ—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদা—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ষড়্‌বিংশ নক্ষত্র, ইহা অষ্টতারকাযুক্ত ও পর্যঙ্কসদৃশ, Andromeda. বি ; স্ত্রী।

উত্তরভারতী—প্রতিবচন। বি ; স্ত্রী।

উত্তরমানস—মানসের উত্তরস্থ তীর্থ বিঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তর-মীমাংসা—বেদান্ত শাস্ত্র ; উত্তরের (বেঃ শেষ উপনিষদ্‌ভাগের) মীমাংসা, বা পঞ্চাঙ্গ ন্যায়ের বিচার, বেদব্যাসের বেদান্তদর্শন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্তরমেরু—পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত, North Pole. কর্মধা। বি ; পু।

উত্তরমেরুবৃত্ত—উত্তরমেরুর দক্ষিণ সীমাসূচক ২৩° ডিগ্রি অন্তরে কল্পিত বৃত্তরেখা, উদীচ্যবৃত্ত, Arctic circle. বি ; স্ত্রী।

উত্তরয়, উত্তরয়ে—উত্তীর্ণ হয়, পার হয় ; অবতীর্ণ হয় ; উপস্থিত হয়। ক্রপ্র। ক্রি।

উত্তররহিত, -বর্জিত, -বিহীন, -শূন্য, -হীন—প্রতিবচন-বিহীন, যাহার আর জবাব নাই এরূপ ; নিরুত্তর, নির্বাক্। ৩তৎ। বিণ।

উত্তররামচরিত—ভবভূতিকৃত নাটক বিঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উত্তরলক্ষণ—প্রতিবচন-নিদর্শন, জবাবের চিহ্ন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্তরযোগ্য—জবাব দিবার মত, উত্তরের উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ। **উত্তরযোগ্য প্রশ্ন** যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসাতেই তাহার কিরূপ উত্তর দিতে হইবে তাহার আভাস পাওয়া যায়, leading question. সাক্ষীকে জেরা করিবার সময় এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়।

উত্তরসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—পরসাক্ষী ; সহকারী ; উত্তরের, অর্থাৎ প্রতিবাদীর সাক্ষী ; যে অপরের নিকট শুনিয়া সাক্ষ্য দেয় ; যে প্রত্যক্ষদ্রষ্টা নয়, ear-witness ; সাফাই সাক্ষী ; স্বপক্ষ সম্বন্ধীয় সাক্ষ্য পরিভাবণশীল, সাক্ষীদিগের বাক্য যে শ্রবণ করে বা করায়। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সাক্ষিণী**।

উত্তরসাধক—সাহায্যকারী ; কার্যসম্পাদনবিষয়ে উত্তরকালে সহায় ; তান্ত্রিক সাধনায় যে পশ্চাতে থাকিয়া শবারূঢ় সাধককে সাহায্য করে ; উত্তেজক, উৎসাহদাতা। কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-সাধিকা**।

উত্তরা ১। উত্তীর্ণা ইত্যাদি। 'উত্তর' (৩)

গর্ভা)। উত্তর + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তরদিক্, দেশ বা কাল; সপিণ্ডীকরণোত্তর বার্ষিক শ্রাদ্ধক্রিয়া। বি; স্ত্রী। ৩। বিরাটরাজতনয়া উত্তরের ভগিনী। পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসকালে বৃহন্নলানামধারী ক্লীববেশী অর্জুন ইঁহাকে নৃত্যগীতাদি শিক্ষা দিতেন। অজ্ঞাতবাসান্তে বিরাটরাজ সকলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া উত্তরা কন্যারত্ন অর্জুনকে ভার্যারূপে সম্প্রদান করিতে চাহেন। শিষ্যা কন্যাস্থানীয়া বলিয়া অর্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া আপনার পুত্র অভিমন্যুর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। সপ্তরথী কর্তৃক অন্যায় সমরে অভিমন্যু নিহত হইলে, উত্তরা দ্বাদশবর্ষ বয়সে যখন বিধবা হন, তখন পরীক্ষিৎ ইঁহার গর্ভে ছিলেন। পরে অশ্বত্থামা ঐশিকাস্ত্র প্রয়োগে গর্ভস্থ শিশুকে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে শিশুকে রক্ষা করেন।

৪। উত্তীর্ণ হওয়া; পার হওয়া; অবতীর্ণ হওয়া; উপস্থিত হওয়া। রুপ্র। ক্রি।

উত্তরাকাণ্ড—রামায়ণের সপ্তম কাণ্ড। বি; পু বা স্ত্রী।

উত্তরাখণ্ড—ভারতের উত্তর-সীমাস্থিত হিমালয় অঞ্চলের অন্তর্গত গাড়োয়াল প্রঃ স্থান। বি; পু।

উত্তরাধিকার—উত্তরকালের অধিকার, 'পর অধিকার'; মৃত ধনস্বামীর সহিত সম্পর্ক হেতু তাহার ত্যক্ত ধনে অধিকার। কর্মধা। বি; পু।

উত্তরাধিকারী (-কারিন্)—উত্তরকালের অর্থাৎ ভবিষ্যতের ধনাধিকারী, পূর্বস্বামীর অভাবে তাহার সহিত সম্পর্কনিবন্ধন তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি পাইবার স্বত্ববিশিষ্ট, দায়াদ, ওয়ারিস। উত্তরে অধিকারী, ৭তৎ; কিংবা উত্তরের অধিকারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

উত্তরাপথ—উত্তরদেশ; আর্যাবর্ত। উত্তরা + পথিন্ শব্দ + অ। বি; পু।

উত্তরাভাস—অসৎ উত্তর; অপ্রকৃত উত্তর। উত্তরের আভাস যাহাতে, বহু। বি; পু।

উত্তরায়ণ—১। উত্তরদিগ্বর্তী সূর্যের গমনপথ। উত্তরের অয়ন (পথ), ৬তৎ। ২। সূর্যের উত্তরে গতি। উত্তরে বা উত্তরায় অয়ন (গতি), ৭তৎ। ৩। যে সময়ে সূর্যের বিষুবরেখার উত্তরে গতি হয়, মাঘাদি ছয় মাস, পৌষ হইতে আষাঢ়; মকরসংক্রান্তি; মাঘ দিঃ। উত্তরে অয়ন হয় যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

উত্তরায়ণবৃত্ত—বিষুবরেখার ২৩॥° অক্ষাংশ উত্তরে সূর্যগমনের সীমানিরূপক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা, ইহার অপর নাম কর্কটক্রান্তি, Tropic of Cancer. বি; স্ত্রী।

উত্তরার্ধ—পরার্ধ, শেষার্ধ [কোন দ্রব্যের দুই অঙ্গ থাকিলে প্রথম অর্ধকে পূর্বার্ধ ও শেষার্ধকে উত্তরার্ধ বলে]; শেষ খণ্ড। উত্তর যে অর্ধ, কর্মধা। বি; পু।

উত্তরাশা—১। প্রতিবচন লাভের প্রত্যাশা। উত্তরের আশা, ৬তৎ। ২। উত্তরদিক্। উত্তরা যে আশা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরাষাঢ়া—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের একবিংশতিতম নক্ষত্র (ইহা তারকাচতুষ্টয়যুক্ত ও শূর্পাকৃতি; ইহার দেবতা বিশ্ব)। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উত্তরাস্য—১। উত্তরদিকে মুখ। উত্তর যে আস্য, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। উত্তরমুখী। উত্তরে আস্য যাহার, বহু। বিণ।

উত্তরী—উত্তরীয় বস্ত্র, দোছুট, চাদর; উপবীত; উপবীতের ভাবে ধৃত বস্ত্র; গাজনের সন্ন্যাসী প্রঃ-র চিহ্নস্বরূপ ধৃত গলসূত্র। 'উত্তরীয়' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

উত্তরীয়—ঊর্ধ্বদেহধারণীয় বস্ত্র, চাদর, কোতা, উড়ানী। উত্তর শব্দ + ঈয়। বি; স্ত্রী।

উত্তরোত্তর—ক্রমশঃ, পর পর; ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; প্রত্যুত্তর, পরম্পরা। উত্তর হইতে উত্তর, ৫তৎ। ক্রি-বিণ।

উত্তল—ন্যুব্জপৃষ্ঠ, যাহার পৃষ্ঠ উন্নত এমন, convex. উদ্গত তল যাহার, বহু। বিণ।

উত্তান—ঊর্ধ্বমুখ, চিৎ; ঊর্ধ্বতল; বিস্ফারিত; উন্নমিত; সরল; অগভীর। উদ্ তন + ণক্ কর্তৃ। বিণ।

উত্তানপাদ—১। ঊর্ধ্বমুখ চরণবিশিষ্ট ('— ভ্রূণ')। উত্তান পাদ যাহার, বহু। বিণ; পু।

২। ঊর্ধ্বমুখ চরণ। কর্মধা। ৩। পরমেশ্বর। ৪। জনৈক নরপতি, স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র। ইঁহার দুই স্ত্রী, সুরুচি ও সুনীতি। সুরুচির গর্ভে উত্তম নামে এবং সুনীতির গর্ভে ধ্রুব নামে ধর্মাত্মা বিষ্ণুপরায়ণ পুত্র জন্মেন। সুরুচির বাক্যে রাজা সপুত্রা সুনীতিকে বনবাসে দেন। কিন্তু পরে অনুতপ্ত হইয়া যথাসময়ে ধ্রুবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্বয়ং বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। উত্তান (চিৎ) পাদ যাহার, বহু। বি; পু।

উত্তানশয়—১। চিৎ হইয়া শয়নকারী। উপতৎ; উত্তান শব্দ—শী + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। শিশু। বি; পু।

উত্তানশায়ী (-শায়িন্)—ঊর্ধ্বমুখে শয়ান, চিতভাবে শয়নকারী। উপতৎ; উত্তান—শী + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

উত্তানিত—ঊর্ধ্বমুখীকৃত; উত্তানীকৃত; বিস্ফারিত। উত্তানি + ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্তাপ—উষ্ণতা; সন্তাপ। উদ্—তপ্ (তপ্ত হওয়া) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উত্তাপন—তপ্ত বা তাপিত করণ। উদ্—ণিজন্ত তপ্ (=তাপি) + অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উত্তাপিত—উষ্ণীকৃত; সন্তাপিত; নিপীড়িত। উদ্—ণিজন্ত তপ্ (=তাপি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্তারক—ত্রাতা; পারপ্রাপক। উৎ—তৃ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ।

উত্তারণ—১। উদ্ধারক; পারপ্রাপয়িতা। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু। ৩। উদ্ধরণ; উত্তোলন। বি; স্ত্রী।

উত্তারী (-রিন্)—উদ্ধারক; চপল; চঞ্চল, অস্থির, কম্পমান। উদ্—তৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উত্তারিণী**।

উত্তার্য—উদ্ধার্য; পারে নেতব্য; উত্তমনীয়; তরণযোগ্য। উৎ—তৃ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উত্তাল—উন্নত; উৎকট; শ্রেষ্ঠ; মহৎ; ত্বরিত; বিকটশব্দকারী; বিভীষণ; দুর্ধর্ষ; প্রবল; উদ্ধত; উচ্চ; সুস্পষ্ট; বিশাল; প্রচুর। উদ্—তল্ + ণ কর্তৃ। বিণ।

উত্তিষ্ঠ—উত্থিত হও, ওঠ। সংস্কৃতমূলক; ক্রি। **উত্তিষ্ঠ করা**—তিষ্টিতে না দেওয়া, অস্থির করা।

উত্তিষ্ঠত—উত্থিত হও; প্রচেষ্টা কর, উদ্যোগী হও। সংস্কৃত; ক্রি।

উত্তিষ্ঠমান—যে উঠিতেছে এরূপ, উত্থানশীল; বর্ধমান, বর্ধনশীল; চেষ্টমান। উৎ—স্থা (থাকা) + শান কর্তৃ। বিণ।

উত্তীর্ণ—পারগত, যে পার হইয়াছে এমন; উত্থিত; নির্গত; অতিক্রান্ত; কৃতকার্য, পাস, সফল ('পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া'); উপস্থিত। উদ্—তৄ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উত্তুঙ্গ—উন্নত, অত্যুচ্চ। উদ্ (অতিশয়) তুঙ্গ (উচ্চ), নিত্য। বিণ।

উত্তুরে—উত্তরদিকের, উত্তরদিক্ হইতে প্রবাহিত ('— হাওয়া')। বাংপ্র। বিণ।

উত্তেজক—তীক্ষ্ণকারক, তীব্রতাসাধক; উদ্দীপক; প্রবর্তক; প্রোৎসাহক, উৎসাহজনক, উৎসাহদাতা; তেজস্কর, তেজোজনক; জীবনীশক্তির বর্ধক বা সঞ্চারক। উদ্—তিজ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জিকা**।

উত্তেজন—তীক্ষ্ণীকরণ, ধার দেওয়া; উদ্দীপন; প্রবল প্রেরণা, চিত্তবিক্ষোভ; প্রবর্তন; প্রোৎসাহন, উৎসাহদান; তেজোজনন, তেজঃপ্রদান। উদ্—তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উত্তেজনা—উত্তেজন (সকল অর্থে)। উদ্—তিজ্ + অন ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

উত্তেজিত—শাণিত, তীক্ষ্ণীকৃত, উদ্দীপিত;

প্রোৎসাহিত ; প্রবর্তিত। উদ্—তিজ্ (তীক্ষ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্তোরণ - উচ্চ তোরণবিশিষ্ট বহির্দ্বার ; যে নগরের বহির্দ্বার অতিশয় উচ্চ। উৎ (উচ্চ) তোরণ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

উত্তোলক—উত্তোলনকর্তা, উত্থাপক, যে তোলে বা ওঠায় এমন, উত্তোলনকারী। উদ্-তুল্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উত্তোলিকা**।

উত্তোলন উত্থাপন, উপরে ওঠানো, তোলা ; উত্থান। উদ্ তুল্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উত্তোলিত—উত্থাপিত ; উন্নমিত ; উৎক্ষিপ্ত। উদ্ ণিজন্ত তুল্ (=তোলি)+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**উত্তোলিতা**।

উত্ত্যক্ত - পরিত্যক্ত ; উৎক্ষিপ্ত ; বিরক্ত ; ব্যতিব্যস্ত, অস্থির। উদ্—ত্যজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্ত্রাস—অতিশয় ভয়। উদ্ (অতিশয়) ত্রাস, নিত্য। বি ; পু। বিণ **উত্ত্রস্ত**।

উত্থ ১। (শব্দের পরে যুক্ত হইলে) উত্থিত ; উৎপন্ন ; আগত। উদ্ স্থা (থাকা) +ড কর্তৃ। বিণ। ২। উত্থান। উৎ—স্থা+অ ভাব। বি ; পু।

উত্থনা—সংবর্ধনা ; বরণ। প্রা কপ্র। বি।

উত্থান—১। উত্থিতি, উঠা ; শয্যাত্যাগ ; পুনর্জীবনলাভ ; উদয় ; অভ্যুদয়, উন্নতি ; উৎপত্তি ; মলবেগ। উদ্ স্থা+অনট্ ভাব। ২। উদ্যম ; উৎসাহ ; হর্ষ। উদ্ স্থা+অনট্ করণ। ৩। রাজ্য-চিন্তা ; অভ্যর্থনার্থ গাত্রোত্থান ; চৈত্য ; উঠান ; যজ্ঞগৃহ ; উত্থানৈকাদশী ; পৌরুষ ; বিদ্রোহ ; রণ ; পুস্তক। উদ্ স্থা+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

উত্থানকড়ি, -কৌড়ি—শেজতোলানী, বাসরে বরকন্যার উত্থানের পরে শয্যা-তোলার জন্য বরপক্ষের দেয় অর্থ। বাংপ্র। বি।

উত্থানপতন—উন্নতি ও অধোগমন, উঠা-পড়া ; হ্রাস-বৃদ্ধি। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। [উত্থানের শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াই পার্থিব বিষয়ের পতন হয়।]

উত্থানশক্তি উন্নতিলাভের ক্ষমতা, যে শক্তিদ্বারা উন্নত হইতে পারা যায় ; (শয্যাদি হইতে) উঠিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্থানশক্তিরহিত, -বিহীন, -শূন্য, -হীন—উন্নতিলাভের ক্ষমতাশূন্য, যাহার উন্নতিলাভের ক্ষমতা নাই এরূপ ; (শয্যাদি হইতে) উঠিবার ক্ষমতাশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

উত্থাপিল উদুখলি দিয়া বরণ করিল। কপ্র। ক্রি।

উত্থানৈকাদশী—চান্দ্র কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী (বিষ্ণুর উত্থান বা যোগ নিদ্রাভঙ্গ ঘটিত)। উত্থানের একাদশী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উত্থাপক—উত্থাপনকর্তা, যে উঠায় ; উত্তোলক ; প্রস্তাবকারী। উদ্—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উত্থাপিকা**।

উত্থাপন—উত্তোলন, উঠানো ; প্রেরণ ; প্রস্তাবনা, উল্লেখ, প্রসঙ্গের অবতারণা ; উদ্গমন ; পতিত মল্লের স্থানভ্রংশ করণ বিঃ ; (গণিতে) উত্তর ; প্রবোধন, উত্তেজন ; প্রভাবন ; ক্ষোভণ। উদ্—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উত্থাপনীয়—ঊর্ধ্বে স্থাপনীয় ; উত্থাপনসাধ্য বা উত্থাপনযোগ্য ; যাহাকে উঠাইতে হইবে এরূপ, উত্তোলনীয় ; প্রস্তাবার্হ, প্রসঙ্গরূপে উপস্থাপনীয়। উদ্—স্থাপি+অনীয় কর্ম। বিণ।

উত্থাপিত—উত্তোলিত ; উদ্গীর্ণ ; সমর্থিত ; উৎপাদিত ; প্রেরিত ; প্রস্তাবিত ; উত্তেজিত ; প্রবোধিত ; ক্ষোভিত। উদ্—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উত্থাপ্য—উত্থাপনীয়। উৎ-স্থাপি+যৎ কর্ম। বিণ।

উত্থায়ী (-য়িন্)—উত্থানকারী, উদ্যোগী ; প্রবোধনশীল। উৎ—স্থা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উত্থিত—কৃতোত্থান, যে উঠিয়াছে এরূপ ; উদ্ভূত ; উৎপন্ন ; উদ্গত ; বর্ধিত ; প্রজ্বলিত ; পুনর্জীবিত ; সোদ্যোগ ; প্রবুদ্ধ ; ক্ষুভিত ; নির্গত ; উত্তীর্ণ, প্রতিনিবৃত্ত ; আবির্ভূত ; আগত ; উৎপতিত ; সংঘটিত। উদ্-স্থা (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উত্থিতি—উত্থান (সকল অর্থে)। উদ্-স্থা +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উৎপতন—ঊর্ধ্বগমন ; উড্ডয়ন, উড়া ; উত্থান ; উৎপ্লবন ; উদয় ; উৎপত্তি। উদ্—পত্ (পড়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎপতিত—উত্থিত ; উড্ডীন ; উদ্গত ; উদিত ; নিঃসৃত। উদ্-পত্ (পড়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উৎপতিতা (-তৃ) উৎপতনশীল, ঊর্ধ্বগমনশীল। উদ্—পত্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উৎপতিত্রী**।

উৎপতিষ্ণু—উৎপতনশীল ; ঊর্ধ্বগমনশীল। উদ্—পত্ (পড়া)+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

উৎপত্তি—১। আবির্ভাব ; উদ্ভব, জন্ম ; উপনয়নহেতুক ব্রাহ্মণাদির দ্বিতীয় জন্ম ; উৎপন্ন দ্রব্য (শস্যাদি)। উদ্—পদ্+ক্তি ভাব। বি। ২। উদ্ভবস্থান, প্রভব। উদ্—পদ্+ক্তি অপা। বি ; স্ত্রী।

উৎপত্তিক্রম—জগতের উৎপত্তিসম্বন্ধী ক্রম বা পর্যায় (যথা—প্রত্যগ্রূপ ব্রহ্ম হইতে আত্মা, আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ সম্ভূত)। ৬তৎ। বি ; পু।

উৎপত্তিমূল—জন্মের গোড়া, উদ্ভবস্থল ; আদি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

উৎপথ কুপথ, অসৎপথ। নিত্য। বি ; পু।

উৎপথগামী (-গামিন্)—কুপথগামী, অসৎ-পথাবলম্বী। উপতৎ ; উৎপথ—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

উৎপথাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—অসৎপথাবলম্বী, উন্মার্গগামী ; কদাচারী ; সদাচারভ্রষ্ট। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শ্রয়িণী**।

উৎপদ্যমান জায়মান, যাহা জন্মিতেছে এমন। উদ্-পদ (যাওয়া)+শান কর্তৃ। বিণ।

উৎপন্ন—১। সৃষ্ট, নির্মিত ; জাত ; কৃষিজাত ('—দ্রব্য') ; উদ্ভূত ; আবির্ভূত ; উত্থিত। উদ্—পদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। লব্ধ। উদ্-পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপন্নবুদ্ধি, -মতি -১। উপস্থিত বুদ্ধি-বিশিষ্ট, কার্যকালে যাহার বুদ্ধির সহসা উদয় হয় এমন। উৎপন্না বুদ্ধি বা মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। ঝটিতি বুদ্ধি, কার্যকালে সহসা উপস্থিত বুদ্ধি। উৎপন্না যে বুদ্ধি বা মতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

উৎপন্নভক্ষী (-ক্ষিন্)—যে দিন আনে দিন খায় এমন, living from hand to mouth. উপতৎ ; উৎপন্ন—ভক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উৎপন্নমতিত্ব—উৎপন্নমতির ভাব, ঝটিতি বুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্না মতি ; কাজ পড়িলেই চট করিয়া বুদ্ধি যোগানো। উৎপন্নমতি+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

উৎপবন—কুশণ্ডিকা ক্রিয়ার পবিত্র বস্ত্র মধ্য দিয়া জলাদির উৎক্ষেপণ ; জলীয় দ্রব্য ছাঁকিয়া লওয়া ; বিশুদ্ধ করণ ; শোধন ; যজ্ঞীয় পাত্রাদির সংস্কার বিঃ। উদ্—পূ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎপল—১। জলপুষ্প ; পদ্ম ; শাঁপলা ফুল, কুমুদ ; নীলকমল ; কুড় ; (বাংলায়) লেটা মাছ ; কুষ্ঠবৃক্ষ। উৎ—পল্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। মাংসহীন। পলকে (মাংসকে) উৎক্রান্ত, ২তৎ। বিণ।

উৎপল-নয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। পদ্মপলাশনেত্র, আকর্ণনেত্রবিশিষ্ট। বহু।

বিণ। ২। পদ্মের পাতার ন্যায় চক্ষু। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

উৎপলপত্র—কমলদল, পদ্মের পাতা বা পাপড়ি; স্ত্রীলোকের নখাঘাত; তিলক; বিস্তৃতফলক ছুরিকা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

উৎপলাক্ষ—পদ্মলোচন, কমলনেত্র। উৎপলের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**উৎপলাক্ষী**।

উৎপলিনী—পদ্মিনী; পদ্মসমূহ; ছন্দ বিঃ। উৎপল শব্দ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উৎপাটক—উৎপাটনকারী, উন্মূলক। উদ্-ণিজন্ত পট্ (=পাটি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উৎপাটিকা**।

উৎপাটন—উন্মূলন, উপাড়িয়া ফেলা; দূরীকরণ। উদ্—ণিজন্ত পট্ (=পাটি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎপাটনীয়—উন্মূলনযোগ্য, যাহার উৎপাটন করা কর্তব্য বা করিতে হইবে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত পট্ (=পাটি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎপাটিত—উন্মূলিত, উপড়ান; দূরীকৃত। উদ্—ণিজন্ত পট্ (=পাটি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপাটী (-টিন্)—উৎপাটনকারী, উৎপাটক, উন্মূলক। উৎ—ণিজন্ত পট্ (=পাটি)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উৎপাটিনী**।

উৎপাত—উৎপতন; উপদ্রব; উল্লম্ফন; অভ্যুদয়; মরণাদি; দৈব অমঙ্গল বা বিপদ্ (ইহা দিব্য, আন্তরীক্ষ ও ভৌম ভেদে তিন প্রকার। চন্দ্রসূর্যগ্রহণাদি দিব্য, উল্কাপাতাদি আন্তরীক্ষ, ভূকম্পাদি ভৌম)। উদ্—পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উৎপাতক—ঊর্ধ্বগামী; উৎপাতজনক। উৎ—পাতি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -তিকা।

উৎপাতকেতু—উল্কাপাতাদি অমঙ্গলচিহ্ন। ৬তৎ। বি; পু।

উৎপাদ—১। যাহার পা উপরদিকে আছে এমন, ঊর্ধ্বপাদ। বহু। বিণ। ২। উৎপত্তি, জন্ম। উৎ—পদ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। উৎপাদন; নিঃসারণ। উৎ—পাদি+অ ভাব। বি; পু। ৪। উৎপাদিত বস্তু, yield. বাংপ্র। বি।

উৎপাদক—উৎপাদনকারী, জনক, জন্মদাতা; (গণিতে) গুণনীয়ক, factor, divisor. উদ্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ।

উৎপাদন—জনন, উৎপত্তিকরণ, জন্মানো, অর্জন। উদ্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎপাদনীয়, উৎপাদ্য—জননীয়, উৎপাদন করিবার যোগ্য। উদ্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

উৎপাদয়িতা (-দয়িতৃ)—উৎপাদক, জনক; নির্মাতা। উদ্-ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উৎপাদয়িত্রী**।

উৎপাদিকা—উৎপাদনকারিণী, জন্মদাত্রী, জননী ইঃ। উৎপাদক+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উৎপাদিত—জনিত, যাহাকে জন্মানো হইয়াছে এমন; সম্পাদিত; নির্মিত। উদ্—ণিজন্ত পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপাদী (-পাদিন্)—উৎপত্তিশীল, জন্ম, জনক, উৎপাদক। উদ্—পদ্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উৎপাদিনী**।

উৎপাদ্য—'উৎপাদনীয়' দ্রঃ।

উৎপাদ্যমান—যাহার উৎপাদন করা হইতেছে এমন। উদ্—ণিজন্ত পদ্+শান কর্ম। বিণ।

উৎপিঞ্জর—পিঞ্জর হইতে মুক্ত; বন্ধনমোচিত; কারামুক্ত; উচ্ছৃঙ্খল; বিকসিত। পিঞ্জরকে উৎক্রান্ত, ২তৎ। বিণ।

উৎপিপাসু—অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত; অতি ব্যাকুল; উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। উৎ যে পিপাসু, প্রাদি; উৎ সনন্ত পা+উ কর্তৃ। বিণ।

উৎপিষ্ট—১। পিষ্ট, চূর্ণিত; মর্দিত। উদ্—পিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপীড়—১। পুঞ্জ; উৎস; ফেন। উদ্—পীড়্+ক কর্তৃ। ২। উৎপীড়ন; আঘাত; আহত স্থান; উপদ্রব; প্রবাহ; বাধা; সংঘর্ষণ; ঠেলা মারা; ঠাসাঠাসি; আধিক্য, ছাপাছাপি। উদ্—পীড়্+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। সম্যক্ পীড়ক; সংঘর্ষণজনক। উৎ—পীড়ি+অ কর্তৃ। বিণ।

উৎপীড়ক—উৎপীড়নকারী, উপদ্রবকারক, অন্যের উপর পীড়নকর্তা, অত্যাচারী। উদ্—পীড়্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উৎপীড়িকা**।

উৎপীড়ন—বাধা; সংঘর্ষণ; নিগ্রহ, ক্লেশদান; উপদ্রব, পীড়াপীড়ি; উত্তেজন; প্রবর্তন; আধিক্য, ছাপাছাপি। উদ্—পীড়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎপীড়নকারী (-কারিন্)—উৎপীড়ক, পরের উপর পীড়নকর্তা; অত্যাচারী। উপতৎ; উৎপীড়ন—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -কারিণী।

উৎপীড়িত—উপদ্রুত, ক্লিষ্ট; অতি পীড়িত; চালিত; উৎক্ষিপ্ত; উত্তেজিত; প্রবর্তিত। উদ্—পীড়্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎপুচ্ছ—ঊর্ধ্বলাঙ্গুল। বহু। বিণ।

উৎপেতে—উৎপাতকারী; দুর্বৃত্ত। বাংপ্র। বিণ।

উৎপ্রাস, উৎপ্রাসন—ঈষৎ হাস্য, অট্টহাস; উপহাস; উৎক্ষেপ। উৎ—প্র—অস্+অল্, অনট্ ভাব। বি; পু, ক্লী।

উৎপ্রেক্ষণ—উৎপ্রেক্ষা (সকল অর্থে)। উৎ—প্র—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ উৎপ্রেক্ষণীয়, উৎপ্রেক্ষিত।

উৎপ্রেক্ষা—ঊর্ধ্বদর্শন; পরীক্ষণ; শঙ্কা; উদ্ভাবন; বিতর্ক; অনুমান; উপেক্ষা; অনবধান; অর্থালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। উৎ—প্র—ঈক্ষ্ (দেখা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উৎপ্লবন, উৎপ্লব—উল্লম্ফন; উন্মজ্জন, ভাসা; সন্তরণ; উদ্রেক। উদ্—প্লু+অনট্, অল্ ভাব। বি; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

উৎপ্লবা নৌকা। উৎ—প্লু (লাফানো)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

উৎফল—উত্তম ফল। উৎকৃষ্ট যে ফল, নিত্য। বি; ক্লী।

উৎফুল্ল—বিকসিত; প্রফুল্ল, হৃষ্ট; স্ফূর্তিযুক্ত; স্ফীত; বিস্ফারিত; উত্তান। উদ্—ফুল্ল্+ক্ত বা অন্ কর্তৃ। বিণ।

উৎস—প্রস্রবণ, যেখানে মন্দবেগে অজস্র জল প্রবাহিত হয়, নির্ঝর, ফোয়ারা। উন্দ্ (আর্দ্র হওয়া)+স কর্তৃ। বি; পু।

উৎসঙ্গ—১। মধ্যভাগ; উরু; তল, পৃষ্ঠদেশ; অগ্রভাগ, শিখর; নালীব্রণের তলদেশ; আভোগ; ঊর্ধ্বদেশ; পর্বতের সানুদেশ, অধিত্যকা। উদ্—সন্জ্ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। অঙ্ক, ক্রোড়। উদ্—সন্জ্+ঘঞ্ অধি। ৩। সঙ্গ, সংসর্গ; আলিঙ্গন; আসক্তি; যোগ, মিলন। উদ্—সন্জ্+ঘঞ্ ভাবার্থে। বি; পু। ৪। সঙ্গরহিত, সন্ন্যাসী। উৎসৃষ্ট হইয়াছে সঙ্গ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

উৎসঙ্গিত—অঙ্কগত, ক্রোড়ে স্থাপিত; সঙ্গপ্রাপ্ত, মিলিত, সম্পৃক্ত, সংযুক্ত। উৎসঙ্গ+ইত গতার্থে। বিণ।

উৎসঙ্গী (-সঙ্গিন্)—উৎসঙ্গযুক্ত; সঙ্গী, সহচর; নালযুক্ত ('—ব্রণ'); গভীর ('—নাভি')। উৎসঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**উৎসঙ্গিনী**।

উৎসজ্জন—উৎক্ষেপণ; ঊর্ধ্বে উত্তোলন। উৎ—সন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎসন্ন—১। নষ্ট; বিধ্বস্ত; উৎখিত; উচ্ছন্ন; অধঃপতিত; নিবৃত্ত; বিগত। উদ্—সদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বিনাশ, ধ্বংস; উত্থান। উদ্—সদ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। **উৎসন্নে যাওয়া**—বিনষ্ট হওয়া, চরম অধঃপতিত হওয়া।

উৎসব—আনন্দজনক ব্যাপার ; আনন্দ ; প্রসব ; উৎসেক ; কোপ ; ইচ্ছা ; উন্নতি ; অভ্যুদয়-ক্ষণ ; উদ্রেক ; ঈর্ষ্যা-প্রসব ; হর্ষণ। উদ্ - সূ বা সু (প্রসব করা) + অল্ ভাব। বি ; পু।

উৎসবময় উৎসবে ভরা ; আনন্দপরিপূর্ণ। উৎসব + ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -য়ী।

উৎসবমুখর - আনন্দকোলাহলে পূর্ণ। ৬তৎ। বিণ।

উৎসবামোদ—উৎসবজনিত আনন্দ। মধ্যপ। বি ; পু।

উৎসমুখ—উৎপত্তিস্থান ; ঝরনার মুখ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

উৎসর্গ - বস্তুত্যাগ ; দান ; দেবোদ্দেশে দান ; পুরীষাদিত্যাগ ; বর্ষণ ; বন্ধনমোচন (বৃষোৎসর্গে) ; ব্যয় ; (ব্রত) সমাপ্তি ; যাগ বিঃ ; (ব্যাকরণে) সামান্য বিধি। উদ্ - সৃজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উৎসর্গপত্র—(পুস্তকাদির) যে পত্রে কোন সম্মানভাজনের নামে দানের কথা লিখিত থাকে, dedication. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

উৎসর্গিত- উৎসৃষ্ট, অর্পিত। বাংপ্র। বিণ।

উৎসর্গীকৃত—নিবেদিত ; সমর্পিত ; যাহা উৎসর্গ করা হইয়াছে এমন। উৎসর্গ—চ্বি —কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসর্জন—ত্যাগ ; দান ; উৎসর্গ ; বেদোৎসর্গরূপ যথাসকর্তব্য বৈদিকক্রিয়া বিঃ ; সাগ্নিক কর্তব্যক্রিয়া বিঃ। উদ্—সৃজ্ (ত্যাগ করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎসর্প, উৎসর্পণ - উল্লঙ্ঘন ; পরিত্যাগ ; ঊর্ধ্বগমন ; পুরোভাগে গমন। উদ্—সৃপ্ (যাওয়া) + ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎসর্পী (-সর্পিন্) - উল্লঙ্ঘনশীল ; ঊর্ধ্বগামী ; পরিত্যাগকারী ; উৎপাত। উদ্—সৃপ্ (যাওয়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উৎসর্পিণী**।

উৎসাদ উচ্ছেদ ; বিনাশ ; ধ্বংস। উৎ—সদ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উৎসাদক—বিনাশক ; ক্ষয়কারক ; ধ্বংসকারক। উৎ—সদ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উৎসাদিকা**।

উৎসাদন—বিনাশন, উৎসন্নকরণ ; উন্মূলন ; তৈলচন্দনাদি দ্বারা গাত্র পরিশোধন ; উৎসারণ ; উদ্বর্তন ; ব্রণশোধন ; উন্নয়ন ; ভূমিকর্ষণ। উদ্—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎসাদনীয়—বিনাশযোগ্য, উন্মূলনীয় ; উদ্বর্তনীয়। উদ্—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি) + অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎসাদিত—বিনাশিত ; উন্নীত ; উন্মূলিত, উৎপাটিত ; নির্মলীকৃত। উদ্—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসাদনীয়। উৎ—সাদি + যৎ কর্ম। বিণ।

উৎসারক—উৎসারণকর্তা, অপসারক, দূরীকারক। উদ্—ণিজন্ত সৃ (=সারি) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উৎসারিকা**।

উৎসারণ - নিরাকরণ, দূরীকরণ, অপসারণ ; উত্তোলন। উদ্ - ণিজন্ত সৃ (=সারি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উৎসারণীয়—নিরাকরণীয়, নিরসনযোগ্য। উদ্—ণিজন্ত সৃ (=সারি) + অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎসারিত - নিরাকৃত, অপসারিত ; দূরীকৃত ; উৎক্ষিপ্ত ; উন্নীত ; স্থানান্তরিত। উদ্—ণিজন্ত সৃ (=সারি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসাহ—আগ্রহ ; উদ্যম ; উদ্যোগ, অধ্যবসায় ; প্রযত্ন ; সামর্থ্য ; আমানি ; (অলংকারে) বীররসের স্থায়িভাব ; কল্যাণ ; সুখ ; উত্তেজনা ; হর্ষ। উদ্—সহ্ + ঘঞ্ ভাব। বি।

উৎসাহক—উৎসাহদাতা, উৎসাহজনক, উত্তেজক ; উদ্যোগী। উৎ - সহ্ + ণিচ্ (=সাহি) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উৎসাহকা**।

উৎসাহদাতা (-দাতৃ) কোন বিষয়ে যে অন্যকে উৎসাহ দেয়, উৎসাহক, উত্তেজক, প্রণোদক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -দাত্রী।

উৎসাহ-দান, -প্রদান—অন্যকে উৎসাহ দেওয়া, উত্তেজন, প্রণোদন, প্রবর্তন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

উৎসাহন—১। উৎসাহদান, উত্তেজন, প্রবর্তন, প্রণোদন ; অধ্যবসায়। উদ্—ণিজন্ত সহ্ (=সাহি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। যাহা উৎসাহ দেয় এরূপ, উৎসাহজনক। উদ্ সহ্ + ণিচ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

উৎসাহনীয়—উৎসাহযোগ্য, যাহাকে উৎসাহিত করিতে হইবে এরূপ। উদ্- সহ্ + ণিচ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

উৎসাহবর্ধক—অন্যের উৎসাহবৃদ্ধিকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**উৎসাহবর্ধিকা**।

উৎসাহবর্ধন—১। কাহারও উৎসাহ বাড়ানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। উৎসাহবর্ধক। উৎসাহ শব্দ—ণিজন্ত বৃধ্ (=বর্ধি) + অন কর্তৃ। বিণ।

উৎসাহবান্ (-বৎ)—উৎসাহযুক্ত, উৎসাহী, আগ্রহান্বিত। উৎসাহ + বতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উৎসাহবতী**। [পু।

উৎসাহভঙ্গ—উৎসাহনাশ। ৬তৎ। বি ;

উৎসাহশীল—উৎসাহবিশিষ্ট, উৎসাহী, আগ্রহান্বিত, উদ্যোগী। উৎসাহই শীল যাহার, বহু। বিণ।

উৎসাহশূন্য, -হীন—উৎসাহরহিত, নিরুৎসাহ, আগ্রহবিহীন। ৩তৎ। বিণ।

উৎসাহসম্পন্ন—উৎসাহযুক্ত, উৎসাহান্বিত, বিশেষ আগ্রহযুক্ত। ৩তৎ। বিণ।

উৎসাহান্বিত—উৎসাহযুক্ত, উৎসাহশীল, উৎসাহী, আগ্রহযুক্ত, উদ্যমবিশিষ্ট। উৎসাহ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

উৎসাহিত - ১। উৎসাহযুক্ত, উত্তেজিত। উৎসাহ শব্দ + ইত যুক্তার্থে। ২। যাহাকে উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে এরূপ, প্রণোদিত, প্রবর্তিত, উত্তেজিত। উদ্—ণিজন্ত সহ্ (=সাহি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উৎসাহিতা—১। উৎসাহযুক্তা, উত্তেজিতা ইঃ। উৎসাহিত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। উৎসাহশীলতা। উৎসাহীর ভাব এই অর্থে উৎসাহিন্ + তা। বি ; স্ত্রী।

উৎসাহী (-সাহিন্) —উৎসাহশীল, উৎসাহান্বিত, আগ্রহী ; উদ্যোগী। উৎসাহ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উৎসাহিনী**।

উৎসিক্ত- উপরে সিক্ত ; উপপ্লুত ; সিক্ত ; আর্দ্রীকৃত ; উদ্ধত, অবিনীত ; গর্বিত ; বর্ধিত ; উদ্রিক্ত। উদ্—সিচ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উৎসিচ্যমান যে সেচন করিতেছে এরূপ ; বর্ধমান। উদ্—সিচ্ + শান কর্তৃ। বিণ।

উৎসুক - আগ্রহান্বিত ; ইচ্ছুক ; কৌতূহলী ; উৎকণ্ঠিত, উন্মনাঃ ; ব্যগ্র ; অনুরক্ত। উদ্ - সূ (প্রসব করা) + কক্ কর্তৃ। বিণ।

উৎসুকতা - উদ্যোগিতা ; ব্যগ্রতা ; কৌতূহল ; উৎকণ্ঠা। উৎসুক + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

উৎসূত্র- গ্রন্থসূত্রচ্যুত ; পাণিনিসূত্রবিরুদ্ধ ; উচ্ছাস্ত্র, নীতিশাস্ত্রবিরুদ্ধ। সূত্র হইতে উৎক্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

উৎসৃজ্য- ত্যক্তব্য, দেয়। উৎ—সৃজ্ + ক্যপ্, য। বিণ।

উৎসৃষ্ট—ত্যক্ত, বিসৃষ্ট ; প্রদত্ত ; উৎসর্গীকৃত ; নিবেদিত ; প্রযুক্ত ; প্রসারিত ; সৃষ্ট ; মুক্ত ; উপেক্ষিত ; কৃতবর্ষণ ; উচ্ছিষ্ট। উদ্ সৃজ্ (ত্যাগ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। বি—**উৎসৃষ্টি**।

উৎসৃষ্টার্থ—১। ত্যক্ত ধন, দত্ত ধন। উৎসৃষ্ট যে অর্থ, কর্মধা। বি ; পু। ২। ধনদাতা ; যাহার অর্থ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। উৎসৃষ্ট অর্থ যৎকর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ। [অনুবাদ সময়ে যদি কোনও শব্দের অর্থ অনুদিত না হয়, তবে তাহাকে উৎসৃষ্টার্থ বলা যায়।]

উৎসেক উদ্রেক; উপরে সেচন; উপচানো; আধিক্য; গর্ব, অভিমান; দর্প। উদ্—সিচ্ (সিক্ত করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। বিণ—**উৎসেকী** (-কিন্)।

উৎসেচন-উত্তেজন; উপরিসেক, উপচানো বা উথলানো, উৎসেক। উদ্ সিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উৎসেচন-ক্রিয়া—যে প্রক্রিয়ায় গাঁজলা ওঠে, ferme tation. উৎসেচকারিণী ক্রিয়া, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

উৎসেধ ১। উচ্চতা; উন্নতা; হনন, বধ। উদ্—সিধ্ (গমন করা)+অল্ ভাব। ২। উপরিভাগ; গৌরব, প্রতিপত্তি। উদ্—সিধ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

উৎসেধজীবী (-বিন্) যে উৎসেধ বা শরীরায়াস দ্বারা জীবন ধারণ করে, যে খাটিয়াখুটিয়া খায় এমন, কায়ক্লেশাজীব। উপতৎ; উৎসেধজীব+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উৎসেধাঙ্ক-উচ্চতাসূচক অঙ্ক, উচ্চতা-জ্ঞাপক চিহ্ন। মধ্যপ। বি; পু।

উৎস্নাত—স্নান হইতে উত্থিত; স্নানপ্রতি নিবৃত্ত। উৎ স্না+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উথল—১। উদ্বেল অবস্থা বা ভাব; উচ্ছলন; উচ্ছ্বাস; স্ফীতি। বি। ২। উত্তুঙ্গ; উচ্ছলিত। কপ্র। বিণ।

উথলন উচ্ছ্বাস, উপচিয়া ওঠা। কপ্র। বি।

উথলপাথল—উলটপালট, বিপর্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

উথলানো, উথলনো-১। উথলা, উথলিয়া ওঠা; উপচানো, ছাপাইয়া পড়া; উদ্বেলিত হওয়া। ২। উচ্ছলিত বা উচ্ছ্বসিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

উথলিত যাহা উথলাইয়াছে এমন, উচ্ছ্বলিত বা উচ্ছসিত; পরিপ্লাবিত; স্ফীত; উদ্বেল। বাংপ্র। বিণ।

উথাল ১। উচ্ছলিত; উত্তুঙ্গ। বিণ। ২। উথল, উচ্ছ্বাস, উদ্বেল ভাব; উত্তাল তরঙ্গ বা স্রোত। প্রা কপ্র। বি।

উদ্-ঊর্ধ্ব, উৎকর্ষ; প্রকাশ; উদ্ধতা; বিপরীত; উচ্চতা; বিভাগ; লাভ; প্রাবল্য; প্রাধান্য; সামর্থ্য; বন্ধন; নৈকট্য; মোচন। উদ্ (আঘাত করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।

উদ—১। জল। উন্দ+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। বিড়ালতুল্য মৎস্যপ্রিয় জন্তু বিঃ, উদবিড়াল, ধেড়ে, ভোঁদড়, otter. বাংপ্র। বি।

উদক্ (উদচ্)—১। উত্তর দিক্ বা দেশ বা কাল। উদ্—অন্চ্+ক্বিপ্। অ। ২। উত্তরাভিমুখ। বিণ।

—সলিল, জল; জলোবিশেষ। উন্দ্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

উদকক্রিয়া, -কার্য—প্রেতের উদ্দেশে জলদান, তর্পণাদি; স্নান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

উদকদান সলিলার্পণ, জল দেওয়া; তর্পণ করণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

উদকশান্তি—জলপড়া দ্বারা চিকিৎসা; শান্তিজল দ্বারা রোগারোগ্য; হাইড্রো-প্যাথি মতে চিকিৎসা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

উদকাধার—সলিলের আধার, জলপাত্র; জলাশয়, চৌবাচ্চা প্রঃ। উদকের আধার, ৬তৎ। বি; পু।

উদকার্থী (-র্থিন্) জলপ্রার্থনাকারী, যে জল (খাইতে) চাহে এরূপ, পিপাসিত, তৃষ্ণাতুর। উদকের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উদকার্থিনী**।

উদগ্রীব—উদ্‌গ্রীব। প্রা কপ্র। বিণ।

উদগ্র—ঊর্ধ্বাভিমুখ; উদ্ধত; আঢ্য; বৃদ্ধ; দুঃসহ; তীব্র, উৎকট; দীর্ঘ; গৌরবান্বিত; উদ্দীপ্ত; উদার; উদ্গত; উচ্চ, উন্নত, উচ্ছ্রিত; বৃহৎ। উদ্গত অগ্র যাহার, বহু। বিণ।

উদঞ্চ্ (উদক্) উত্তর; ঊর্ধ্ব; অনন্তর, পরবর্তী। উদ্—অন্চ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উদীচী**।

উদঙ্মুখ—উত্তরমুখ; ঊর্ধ্বমুখ। উদঙ্ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**।

উদজান—জলজান-নামক গ্যাসীয় মৌলিক পদার্থ। এই গ্যাসটি সকল গ্যাস অপেক্ষা হালকা। ইহা জলের একটি প্রধান উপাদান। দুই ভাগ উদযান ও এক ভাগ অম্লজানের (H_2O) রাসায়নিক মিশ্রণে জলের সৃষ্টি। বি।

উদধি—জলধি, সমুদ্র; ঘট; জলাশয়; সমুদ্রের সংখ্যানুসারে চার (৪) এই সংখ্যা। উপতৎ; উদ—ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ (উদক শব্দের ক লোপ)। বি; পু।

উদধিমেখলা, -বস্ত্রা, -বসনা-ধরণী, পৃথিবী। উদধি হইয়াছে মেখলা যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

উদধিসুতা, -কন্যা, -তনয়া—লক্ষ্মীদেবী; দ্বারকাপুরী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

উদন্বান্ (-ন্বৎ)—সমুদ্র। উদক+মতুপ্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

উদবাহক—জলবহনকর্তা, জলের ভারী। ৬তৎ। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-বাহিকা**।

উদবাহন, -বাহ—মেঘ; জলধার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী ও পু।

উদবাহী (-বাহিন্)—জলবহনকারী। উপতৎ; উদ (জল)-বহ্ (বহন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাহিনী**।

উদবিন্দু—জলের ফোঁটা, এক ফোঁটা জল। ৬তৎ। বি; পু।

উদম, উদাম—১। উদ্যম; ধুমধাম, গোল-যোগ; উচ্ছৃঙ্খলতা; উপদ্রব। বি। ২। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল; নগ্ন, ন্যাংটা, উলঙ্গ; আবরণশূন্য, উন্মুক্ত, আঢাকা, খোলা। বাংপ্র। বিণ।

উদমাদা—উন্মত্ত; আধপাগলা; বিকৃতবুদ্ধি-হীন; বোকা। বাংপ্র। বিণ।

উদয়—১। পূর্ব পর্বত, উদয়াচল। উদ্—অয়্, ই বা ঈ (গমন করা)+অল্ অপা। ২। উৎপত্তি; প্রসারণ; কৃশীদ; দীপ্তি; মহিমা, সঞ্চার; প্রথম প্রকাশ; সৃষ্টি; পরিণাম; অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি; উত্থান; আবির্ভাব; প্রাদুর্ভাব; বৃদ্ধি; লাভ; উৎকর্ষ; ফলসিদ্ধি; পরাভব; সামর্থ্য। উদ্—অয়্, ই বা ঈ+অল্ ভাব। ৩। লগ্ন। উদ্ অয়্, ই বা ঈ+অল্ অধি। বি; পু। ৪। (বাংলায়) উদিত কপ্র। বিণ।

উদয়কাল—সূর্য-চন্দ্রাদির উঠিবার সময়; প্রকাশসময়; আবির্ভাবকাল। ৬তৎ। বি; পু।

উদয়গিরি—১। উদয়াচল, যে-পর্বতে সূর্য ও চন্দ্রকে প্রথমে উদিত দেখা যায়। উদয়ার্থ গিরি, মধ্যপ। বি; পু। ২। পুরী জেলার অবস্থিত বালুকা প্রস্তরের পাহাড়। এই পাহাড়টি অস্তগিরি পাহাড় হইতে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ দ্বারা বিচ্ছিন্ন। দুইটি পাহাড়ই কাটিয়া অনেকগুলি মন্দির ও গুহা নির্মিত হইয়াছে। উদয়গিরির "ব্যাঘ্রগুহা" বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। গুহাটির আকার চক্ষু-কর্ণ-সমন্বিত বন্য জন্তুর মুখ। দন্তগুলি গুহার প্রবেশপথে বিলম্বিত। খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে এই গুহাটি নির্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

উদয়ন—১। উদয়; পরিণাম। উদ্—অয়্ বা ই (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অগস্ত্য। ৩। বৎসরাজ। ৪। বৃদ্ধরাজ। ৫। উদয়নাচার্য (তাহা দ্রঃ)। ৬। অগস্ত্য মুনি। উদ্ অয়্ বা ই+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

উদয়নাচার্য—বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব ও উদয়নাচার্য এক দিনে জন্মগ্রহণ করেন। কাহারও কাহারও মতে ইহার জন্মস্থান মিথিলা। কুসুমাঞ্জলি নামক প্রসিদ্ধ ন্যায়গ্রন্থ ইহারই প্রণীত। লঘুভারত-রচয়িতার মতে, ইনি তীর্থ-পর্যটনকালে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেব ইহার সমশিক্ষক ছিলেন। বস্তুতঃ উদয়নাচার্য দুইজন। একজন মৈথিল উদয়নাচার্য; ইনি ন্যায়-

কুসুমাঞ্জলি প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি খ্রীষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় উদয়নাচার্য বাঙ্গালী; ইঁহার নাম উদয়ন ভাদুড়ী। ইনি খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন (কোন কোন মতে ১২শ শতাব্দীর লোক)। ইনি কুলুক ভট্টের সমসাময়িক। সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থে উক্ত আছে, ইনি রাজসাহীর মিসিন্দা গ্রামের অধিবাসী। ইনি কাশীধামে গমন করিয়া দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, এবং জীবন পণ রাখিয়া বৌদ্ধাচার্যের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বৌদ্ধপণ্ডিত বিচারে পরাজিত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। কাশীপ্রবাসকালে ইনি কুসুমাঞ্জলি, কিরণাবলী, আত্মতত্ত্ববিবেক, কণাদসূত্রের টীকা প্রঃ বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি কুলশাস্ত্র সংগ্রহ ও কুলীনদিগের মধ্যে পরিবর্ত মর্যাদ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনি পুরীধামে গমন করিলে পুরীর পাণ্ডারা মাল্যচন্দনাদি দ্বারা ইঁহার পূজা করিয়াছিলেন।

উদয়নারায়ণ—১। ইনি মুর্শিদাবাদের বড়নগরের সন্নিধানে বিনোদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিক্ষিত, ন্যায়পরায়ণ ও স্বধর্মনিরত ছিলেন।

উদয়নারায়ণের বংশধরেরা 'লালা' উপাধি ধারণ করেন। ইঁহারা শাণ্ডিল্যগোত্রীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।

উদয়নারায়ণ সমস্ত রাজসাহী চাকলার জমিদার ছিলেন। এই চাকলা পদ্মার উভয় পারেই ছিল। ফলতঃ, বর্তমান রাজসাহী বিভাগের দুই একটি জেলা এবং মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও সাঁওতাল পরগনা তাঁহার জমিদারির অন্তর্গত ছিল। উদয়নারায়ণের নানারূপ সুখ্যাতি শ্রবণ এবং তাঁহার রক্ষার্থে স্বয়ং নবাবেরই প্রেরিত সেনাপতি গোলাম মহম্মদের প্রভাব দর্শন করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই সময়ে রাজসাহীর রাজস্ব বাকী ছিল, এবং উদয়ের অধীন সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় প্রজাবর্গের উপর উৎপাত করিতেছে—এইরূপ হেতু বিন্যাস করিয়া, নবাব রাজসাহীর অভিমুখে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মহম্মদজান নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ঐ দলের অধিনায়ক ছিলেন। নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রঘুরামও নবাব কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ এই সংবাদে চমৎকৃত ও ভীত হইলেন, কিন্তু গোলাম মহম্মদ ও কালিয়া জমাদারের উত্তেজনায় অবশেষে যুদ্ধ করাই স্থির করিলেন। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে হঠাৎ একদিন গোলাম মহম্মদ উনবিংশতি জন সশস্ত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া, নিভৃত স্থানে পরামর্শপ্রবৃত্ত মহম্মদজান ও রঘুরাম প্রঃ ৪।৫ জনকে আক্রমণ করেন। এতদ্দর্শনে মহম্মদজান ভীত হইয়া পলায়নে উদ্যত হইলে, রঘুরাম তাঁহাকে উৎসাহিত করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবর্তিত করেন, এবং স্বয়ং এক বিষাক্ত বাণ গোলাম মহম্মদের বক্ষোদেশে নিক্ষেপ করেন। গোলাম ঐ শরাঘাতেই দেহত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার সৈন্যগণ আক্রান্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে লাগিল। ইহার পরে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতেও রাজা পরাজিত হন।

গোলামের মৃত্যুর পরে রাজা উদয় ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদে নীত ও কারাযন্ত্রণায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি বিষপানে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

উনি হিন্দুধর্মে সাতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। সাঁওতাল পরগনা জেলায় বীরকিটি নামক স্থানের রাধাগোবিন্দ, রামপুরহাটের অপরাজিতা, বড়নগরের মদনগোপাল এবং বননওগাঁ গ্রামের গিরিধারী মূর্তি প্রঃ তদীয় ধর্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উদয়নারায়ণের পরে রাজসাহীর ভার রামজীবন ও কুমার কাশুর উপরে প্রদত্ত হয়। রামজীবন নাটোরের রাজবংশের আদিপুরুষ রঘুনন্দনের ভ্রাতা।

২। উদয়নারায়ণ নামে আর একজন রাজাও ছিলেন। ইনি বঙ্গজ কায়স্থকুলে মিত্রবংশে পূর্ববঙ্গের উলাইল গ্রামে জন্মগ্রহণ এবং দৌহিত্রতানিবন্ধন বাকলা চন্দ্রদ্বীপের রাজ্যলাভ করেন। এই উদয়নারায়ণও পরাক্রমশালী ছিলেন। ইনি ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন।

উদয়নালা (বা **উধুয়ানালা**)—বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগনায় অবস্থিত রাজমহল হইতে ৬ মাইল দক্ষিণে গ্রাম ও নালা। এই স্থানে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মেজর আডামের হস্তে বাঙ্গালার নবাব মীর কাসিম পরাজিত হন। সেনানিবেশ স্থানের ভগ্নাবশেষ এখনও কতক কতক দেখা যায়। নালার উপরে মোগল কর্তৃক নির্মিত সেতুটির ভগ্নাবশেষও দৃষ্টিগোচর হয়।

উদয়পর্বত, -শিখরী, -শৈল—উদয়গিরি, উদয়াচল। উদয়-নামক পর্বত, শিখরী, শৈল, ক্ষ্মাপ। বি; পু।

উদয়পুর—অপর নাম মেবার বা মেওয়ার। মেও নামক মিশ্র রাজপুত জাতি হইতে মেওয়ার নাম উদ্ভূত—কেহ কেহ একথা বলিয়া থাকেন। উদয়পুর রাজস্থানের অন্তর্গত রাজ্য। গৌরবে উদয়পুর রাজস্থানের রাজ্যসমূহের শীর্ষস্থানীয়। উদয়পুরের রাজবংশ সূর্যবংশীয় রামচন্দ্র হইতে সাক্ষাৎভাবে উৎপন্ন। রাজস্থানের অপরাপর রাজবংশের ন্যায় উদয়পুরের রাজবংশ মুসলমান সম্রাট্‌কে কন্যাদান করেন নাই—এইটি এই বংশের প্রধান গৌরব। অপর গৌরব এই যে, মুসলমান সম্রাট্‌গণের বিরুদ্ধে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে স্বীয় রাজ্য স্থায়িভাবে অধিকার করিতে দেন নাই।

রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব কনক সেন ১৪৪ খ্রীঃ অঃ উদয়পুর-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। গেহ্‌লট-বংশ-স্থাপয়িতা বাপ্পারাওল ৭২৮ খ্রীঃ অঃ চিতোর নগরে রাজ্যস্থাপন করেন। ১২০১ অব্দে চিতোররাজ রাহপ "রাওল" উপাধি পরিত্যাগ করিয়া "রানা" উপাধি গ্রহণ করেন, এবং "গেহ্‌লট" বংশের অবান্তর বিভাগীয় "শিশোদীয়" বংশীয় বলিয়া রাজবংশকে পরিচিত করেন। রাহপ হইতে আরম্ভ করিয়া নবম রানা লক্ষ্মণসিংহের রাজত্বকালে (১২৭৫-১২৯০) আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন। অনতিকাল পরে, তদানীন্তন রানা হামির নগর উদ্ধার করেন। ১৫২৭ অব্দে সম্রাট্‌ বাবর মেবার রাজ্য আক্রমণ করিলে, রানা সঙ্গ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন, কিন্তু প্রথমে জয়লাভ করিলেও শেষে মেবার সৈন্য মোগল হস্তে পরাজিত হয়। ১৫৩০ অব্দে রানা সঙ্গের মৃত্যু ঘটিলে রানা রত্ন পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। রত্নের মৃত্যুর পর তদীয় ভ্রাতা রানা হইলেন, কিন্তু অনতিকাল পরেই অসন্তুষ্ট সামন্তগণ কর্তৃক তিনি নিহত হইলেন।

বনবীর কিছুদিনের জন্য মেবার সিংহাসন বলপূর্বক অধিকার করিবার পরে, রানা সঙ্গের কনিষ্ঠ পুত্র উদয় সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহারই সময়ে ১৫৩৮ অব্দে, আকবর শাহ চিতোর আক্রমণ ও অধিকার করেন। রাজধানী হারাইয়া উদয় সিংহ আরাবল্লী পর্বতে গিরওয়া নামক উপত্যকায় গমন করেন, এবং সেইখানেই স্বীয় নামে উদয়পুর-নামক নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। ১৫৭২ অব্দে তাঁহার পুত্র সুপ্রসিদ্ধ রানা প্রতাপ সিংহ সিংহাসন গ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র রানা অমর সিংহকে আকবর শাহের রাজত্বের অবশিষ্টকালের মধ্যে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। কিন্তু আকবরপুত্র সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীর রানার রাজ্য আক্রমণ

করিয়া দুইবার তাঁহাকে পরাজিত করেন। জাহাঙ্গীর প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহকে (মতান্তরে পুত্র) অমরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান করাইতে চেষ্টা করেন। সাত বৎসর এই প্রকার বিরুদ্ধাচরণের পরে লজ্জিত হইয়া, শক্ত রানাকে চিতোরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া, সম্রাট্ প্রথমে স্বীয় পুত্র পারভিজকে, ও পরে সুদক্ষ সেনাপতি মহবত খাঁকে, রানার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উভয়েই আশানুরূপ জয়লাভ করিতে অক্ষম হইল দেখিয়া, সম্রাট্ স্বয়ং অধিনায়ক হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। রানার সৈন্য এবং বিপুল বাহিনীর পরাক্রম নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না। রানা ১৬১৩ অব্দে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। সম্রাট্ তৎপ্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দিলেন। কিন্তু রানা বহুদিন এ অপমান সহ্য করিতে পারিলেন না। ১৬১৬ অব্দে তিনি রাজপদ ত্যাগ করিয়া পুত্র করণসিংহকে সিংহাসনে আরোপিত করিলেন।

করণসিংহ ১৬২৮ অব্দে প্রাণত্যাগ করিলে, তৎপুত্র জগৎ সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৬৫৪ সালে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র রাজসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৬৮১ সালে রাজসিংহের মৃত্যুর পর তৎপুত্র জয়সিংহ মেবাররাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। সম্রাটের হিন্দুধর্মদ্বেষিতার জন্য রাজপুতগণ তৎপ্রতি সাতিশয় অসন্তুষ্ট হয়, এবং মাড়ওয়ার, মেবার ও অম্বর (জয়পুর) রাজ্যের রাজত্রয় মধ্যে সখ্য স্থাপিত হয়। ইঁহারা মিলিত হইয়া ১৭১৩ অব্দে (সম্রাট্ ফেরোকসিয়ারের রাজত্বকালে) রাজ্য হইতে মুসলমানগণকে বিতাড়িত করেন এবং হিন্দুমন্দিরের উপরে স্থাপিত মসজিদগুলি ভূমিসাৎ করেন। কিন্তু এই সখ্য বহুদিন স্থায়ী হয় নাই। মাড়ওয়ারপতি অজিত সম্রাটের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে স্বীয় কন্যা বিবাহার্থে দান করিলেন। মেবারপতি ওমরাও সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

১৭১৬ অব্দে ওমরা দেহত্যাগ করিলে তৎপদে সংগ্রামসিংহ অধিষ্ঠিত হন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র দ্বিতীয় জগৎসিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। মোগল সম্রাট্ মহারাষ্ট্রীয়গণকে চৌথ্ দিতে স্বীকার করায় রাজস্থান মোগলরাজ্যের অধীন বলিয়া তাহারা রাজপুতগণের নিকটও চৌথ্ আদায় করিতে লাগিল। ১৭৩৬ অব্দে বাজীরাও পেশোয়া রানার সহিত যে সন্ধি স্থাপন করেন, তাহার শর্ত অনুসারে তিনি রানার নিকট ১৬০,০০০ টাকা চৌথ্ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। ১৭৫২ অব্দে জগৎসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে, তৎপুত্র প্রতাপ মেবারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার তিন বৎসর ব্যাপী, এবং তৎপুত্র রাজসিংহের সাত বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ রাজ্যমধ্যে নানাবিধ উৎপাত করে। পরবর্তী রানা উর্সি সামন্তগণের অপ্রিয় ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রত্নসিংহকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করে। সিন্ধিয়া রত্নসিংহের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ১৭৬৮ অব্দে রানাকে রণে পরাজিত করেন। পরিশেষে সিন্ধিয়া রানার পক্ষ হইতে প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়া রত্নসিংহের পক্ষ ত্যাগ করেন। এই সময়ে হোলকার ও মাড়ওয়ারপতি মেবারের কতকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। শিকার উপলক্ষে রানা উর্সি বুন্দি রাজপুত কর্তৃক নিহত হইবার পরে, রানার অল্পবয়স্ক পুত্র হাম্বির রাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৭৮ অব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে, এবং তৎসহোদর ভীমসিংহ রানা পদ গ্রহণ করেন। এই ভীমসিংহই সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণার (কৃষ্ণকুমারীর) পিতা। ১৮২৮ অব্দে ভীমসিংহ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার একমাত্র পুত্র জুয়ানসিংহ তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। দশ বৎসর পরে জুয়ানসিংহ অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে, ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি সর্দারসিংহ মেবার সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮৪২ অব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার কনিষ্ঠ ও দত্তকস্বরূপে গৃহীত ভ্রাতা স্বরূপসিংহ রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। ১৮৬১ অব্দে তাঁহার প্রাণত্যাগ ঘটিলে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তকপুত্র শম্ভুসিংহ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৪ অব্দে তিনি লোকান্তর গমন করেন, এবং তাঁহার পিতৃব্যপুত্র সজ্জনসিংহ রানার পদ গ্রহণ করেন। ১৮৮৪ অব্দে ২৩শে ডিসেম্বর তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে, এবং ফতেসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

উদয়বান্ (-বৎ)—উদিত। উদয়+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ। [স্ত্রী।

উদয়বেলা—অরুণোদয়কাল। ৬তৎ। বি;

উদয়মান—উৎপদ্যমান; জায়মান; প্রকাশমান। উদ্—অয়্+শান কর্তৃ। বিণ।

উদয়রাশি—গ্রহের উদয়ের রাশি মেষাদি। ৬তৎ। বি; পু।

উদয়শংকর—(জন্ম ১৯০০ খ্রীঃ) প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। পুরা নাম উদয়শংকর চৌধুরী। যশোহরের কালিয়া গ্রামে ইঁহার পূর্বপুরুষগণ বাস করিতেন। উদয়পুরে ইঁহার জন্ম হয়। নৃত্যশিল্পী অমলা দেবী ইঁহার শিষ্যা ও পত্নী।

উদয়সিংহ—১। মেওয়ারের সুপ্রসিদ্ধ রানা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র, মেওয়ারের অধিপতি এবং উদয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা।

২। মাড়ওয়ারের একজন রাজার নামও উদয়সিংহ। ইঁহার পিতার নাম মালদেব। ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের অন্যতম প্রধান সভাসদ্ ছিলেন। ইনি ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিমের সহিত আপনার কন্যা বালমতীর বিবাহ দেন। ঐ কন্যার গর্ভে শাহজাহার জন্ম। মাড়ওয়ার রাজ্য (যোধপুর) আকবর উদয়সিংহকে জায়গীর দেন। ১৫৯৪ খ্রীঃ অব্দে উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে, ইঁহার চারি পত্নী পতির মৃতদেহের সহিত চিতারোহণ করেন।

উদয়াচল, -অদ্রি—উদয় পর্বত। 'উদয়গিরি' দ্রঃ। উদয় নামক অচল, অদ্রি, মধ্যপ। বি; পু।

উদয়াদিত্য ১। যশোহরের মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পুত্র। মানসিংহের যশোহর আক্রমণকালে উদয়াদিত্য যুদ্ধে অশেষ বীরত্ব দেখান। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইনি যুদ্ধে মারা যান। ২। সুবিখ্যাত মালবাধিপতি ভোজরাজার পুত্র। ১০৪২ খ্রীঃ অব্দে ভোজ নরপতির মৃত্যু হইলে উদয়াদিত্য মালবের রাজা হন। ইনি পিতৃবৈরী চেদি ও চালুক্যদিগকে মালব হইতে দূরীভূত করিয়া রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন।

উদযান—জলযান, পোত, নৌকা, জাহাজ ইঃ। উপতৎ; উদ (জল) যা (যাওয়া) +অনট্ করণ। বি; ক্লী।

উদয়াস্ত—১। উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত। ক্রি-বিণ। ২। চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ এবং অন্তর্ধান; উদয় হইতে অস্ত পর্যন্ত কাল, প্রভাত হইতে সন্ধ্যা। উদয় ও অস্ত, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

উদয়ী (উদয়িন্) উদয়শীল, উদীয়মান; আবির্ভূয়মাণ; অভ্যুদয়যুক্ত; সমৃদ্ধ। উদ্-অয়্ বা ই+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উদয়িনী**।

উদয়োন্মুখ—যাহা উদিত হইবার উপক্রম করিয়াছে এরূপ; অভ্যুদয়োন্মুখ; সমৃদ্ধ। উদয়ে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী—**উদয়োন্মুখা, -মুখী**।

উদর—১। জঠর, পেট; উদররোগ; উদরী; জল; বৃত্তি; গর্ভ; কটিদেশ। উদ্—দৃ (গমন করা)+অল্ কর্তৃ। ২। অভ্যন্তর; মধ্য। উদ্—দৃ+অল্ অধি। বি; ক্লী।

উদরপর—উদরসর্বস্ব, ঔদরিক, পেটুক। উদরই পর যাহার, বহু। বিণ।

উদরপরতা—ঔদরিকতা, বহুভোজনের লোভ। উদরপর+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

উদরপরায়ণ—উদরসর্বস্ব, ঔদরিক, উদরম্ভরি। উদর হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

উদরপিশাচ—অতিভোজী, উদরপরায়ণ; সর্বান্নভক্ষক, পেটুক; যথেচ্ছাভোজী, খাদ্যাখাদ্যবিচারবিহীন। ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।

উদরভঙ্গ—রোগ বিঃ, উদরাময়; ভেদ হওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

উদরম্ভরি—ঔদরিক, পেটুক, আত্মম্ভরি; স্বার্থপর। উপতৎ; উদর শব্দ—ভৃ (ভরণ করা)+খি কর্তৃ। বিণ। বি—**উদরম্ভরিতা**।

উদররস—পাকাশয়িক পরিপাকরস, gastric juice. বি; পু।

উদর-রোগ—উদরাময়; পেটের পীড়া; জলোদরী। ৬তৎ। বি; পু।

উদরসর্বস্ব—ঔদরিক, উদরম্ভরি, পেটুক। উদরই সর্বস্ব যাহার, বহু। বিণ।

উদরসাৎ—উদরে দেয়; উদরের অধীন; উদরস্থ, ভক্ষিত, গ্রস্ত। উদর শব্দ+সাৎ দেয় অর্থে। অ। [স্ত্রী।

উদরাধ্মান—পেট ফাঁপা। ৬তৎ। বি;

উদরান্ন—পেটের ভাত। উদরপূরক অন্ন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

উদরান্ন-সংস্থান—আহার্যবস্তুর আহরণ, পেটের ভাতের যোগাড়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

উদরাবর্ত—নাভি। ৬তৎ। বি; পু।

উদরাময়—উদরের রোগ, পেটের অসুখ, অতিসার। উদরের আময়, ৬তৎ। বি; পু।

উদরিণী—স্থূলোদরা; অন্তঃসত্ত্বা, গর্ভবতী। উদর শব্দ+ইন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদরিল—স্থূলোদর, ভুঁড়ে। উদর শব্দ+ইল অস্ত্যর্থে। বিণ।

উদরী (-রিন্), **উদরিক**—স্থূলোদর, ভুঁড়ে। উদর+ইন্, ইক আছে অর্থে। বিণ; পু।

উদরী—উদরস্ফীততা রোগ বিঃ, dropsy. উদ—দৃ+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উদলা—আদুড়, অনাবৃত, আঢাকা; আবরণহীন, নগ্ন। হি-খু। বিণ।

উদসন—উৎক্ষেপণ; নিরসন; দূরীকরণ। উদ্—অস্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদসল—উদ্ঘাটিত করিল, খুলিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উদস্ত—উৎক্ষিপ্ত; নিক্ষিপ্ত; দূরীকৃত; অপসারিত; বিক্ষিপ্ত। উদ্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদাত্ত—১। উচ্চস্বর বিঃ; মুখের ভিতর তালু প্রঃ উর্ধ্বভাগ হইতে যে স্বর উচ্চারিত হয়, তাহাই উদাত্ত; প্রযত্ন-প্রেরিত বায়ু উর্ধ্বভাগে প্রতিহত হইয়া যে উচ্চ স্বরকে ব্যক্ত করে, তাহা উদাত্ত। উদ্—আ—দা (দান করা)+ক্ত কর্ম। ২। দাতা; মহৎ; সমর্থ। উদ্-আ-দা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদান—১। কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু; নাভি। উদ্—অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্ করণ। ২। সর্প। উদ্—আ—অন্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

উদাবর্ত—১। মলমূত্রাদি-রোধক রোগ বিঃ। উদ্—আ—বৃত্ (রোধ করা)+অল্ করণ। ২। জলাবর্ত, জলভ্রমি। ৬তৎ। বি; পু।

উদাম—'উদম' দ্রঃ।

উদামাদা—উন্মাদ; উদ্ভ্রান্ত; নির্বোধ। বাংপ্র। বিণ।

উদার—দানশীল, দাতা; গম্ভীর; দক্ষিণ; সরল; মহাত্মা; উজ্জ্বল; অগাধ; উচ্চ, মহৎ, বিশাল; অসংকীর্ণ; রম্য; বাঞ্ছিত-ফলপ্রদ (পদপল্লব); মধুর; সর্বব্যাপী; উৎকৃষ্ট। উদ্—আ—রা+ড কর্তৃ। বিণ।

উদারচরিত, -চরিত্র—১। উদারস্বভাব, মহানুভাব; রাগদ্বেষাদিশূন্য। উদার হইয়াছে চরিত বা চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। উদার আচরণ, উন্নত সরল ব্যবহার। কর্মধা। বি; ক্লী।

উদারচিত্ত—১। উদারহৃদয়, মহাপ্রাণ, সরলমনাঃ। উদার চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। উদার হৃদয়, সরল মন। কর্মধা। বি; ক্লী।

উদারচেতাঃ (-চেতস্)—উন্নতমনাঃ। উদার চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

উদারচেতা—<উদারচেতাঃ।

উদারতন্ত্র—উদারশাস্ত্র, উদার নীতি, উন্নত ভাবের মত। কর্মধা। বি; ক্লী।

উদারতন্ত্রী (-তন্ত্রিন্)—উদার নীতির অনুসরণকারী, উন্নতমতাবলম্বী। উদারতন্ত্র+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী, **-তন্ত্রিণী**।

উদারতা, -ত্ব—দানশীলতা, দাতৃত্ব, বদান্যতা; মহত্ত্ব, মহানুভাবতা, মহাশয়ত্ব; দাক্ষিণ্য, সরলতা; সাধুতা, ভদ্রতা। উদার+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উদারদর্শন—রম্যাকৃতি, সুদর্শন; বিশালাক্ষ, সুরূপ। বহু। বিণ; পু।

উদারধী—১। মহতী বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। উদার যে ধী, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। মহাবুদ্ধি, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ; মহামনাঃ, মহানুভাব, উচ্চাশয়। উদারা ধী যাহার, বহু। বিণ।

উদারনীতি—অসংকীর্ণ মত, liberal policy. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদারনীতিক—উদারনৈতিক। বহু। বিণ।

উদারনৈতিক—উদারনীতির অনুসরণকারী, উন্নতমতাবলম্বী; স্বাতন্ত্র্যবাদী। বাংপ্র। বিণ।

উদারপন্থী (-স্থিন্)—উদারনীতিক, উদার মতের অনুবর্তনকারী। বাংপ্র। বিণ।

উদার-প্রকৃতি, -স্বভাব—১। উন্নত স্বভাব, মহৎ চরিত্র। কর্মধা। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু। ২। উন্নতস্বভাব-বিশিষ্ট, মহানুভাব; বদান্য; দক্ষিণ। বহু। বিণ।

উদারমতি—মহামনাঃ, উন্নতহৃদয়; প্রশস্ত-চিত্ত, উচ্চাশয়। বহু। বিণ।

উদারমনাঃ—উদারচিত্ত, মহাত্মা। বহু। বিণ।

উদার-রমণীয়—পরম রমণীয়, অতি সুন্দর। সুপ্সুপা। বিণ।

উদারসত্ত্ব—উদারহৃদয়, মহামনাঃ, মহাশয়, প্রশস্তচিত্ত। বহু। বিণ।

উদারস্বভাব—'উদার-প্রকৃতি' দ্রঃ।

উদারা—১। দানশীলা ইঃ। উদার+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বর বিঃ, নিম্ন সপ্তকের সুর। বি; স্ত্রী।

উদাস—১। উদাসীন, বিরাগী; বিহ্বল; অসহায়; অন্যমনস্ক; নিরানন্দ; শিথিল; নির্লিপ্ত; উদ্দেশ্যহীন, শূন্য; ফাঁকা; বিষণ্ন; এলোমেলো; সম্পর্কশূন্য; হতাশ; চিন্তামগ্ন; উন্মীলিত। উদ্—আস্+অন্ কর্তৃ। ২। উৎক্ষেপ; অপনয়ন; উপেক্ষা; উচ্চতা; সংসারবিরাগ, ঔদাসীন্য, বিষয়বাসনাপরিত্যাগ। উদ্-আস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উদাসল—উদ্ঘাটিত করিল, খুলিল, অনাবৃত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উদাসিতা—১। উদাসভাব, ঔদাস্য, বৈরাগ্য। উদাসিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। ২। উদাসীন, অস্পৃষ্ট। বিণ।

উদাসিনী—বিরাগিণী, সন্ন্যাসিনী ইঃ; অনাথা, নিরাশ্রয়া, অসহায়া। বিণ; স্ত্রী।

উদাসী (উদাসিন্)—১। বৈরাগ্যযুক্ত, নির্লিপ্ত, সংসারবিরাগী; অন্যমনস্ক; আত্মবিস্মৃত; অধীর। উদাস শব্দ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**উদাসিনী**। ২। কুলত্যাগী, ঘরছাড়া; বিরহাকুল। বাংপ্র। বিণ।

৩। সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিঃ। ইহারা নানকের ধর্মমতাবলম্বী। নানকের "গ্রন্থ" নামক ধর্মগ্রন্থই ইহাদের উপাস্য। ইহারা মঠে বাস করে, এবং অপরে রাঁধিয়া দিলে

তবে থায়। সকল জাতিকেই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত দেখা যায়।

উদাসীন—১। বিরাগী, সংসার-ত্যাগী; মধ্যস্থ; স্বতন্ত্র, উপস্থিত বিষয়ে নির্লিপ্ত; নিঃসম্পর্ক; যাহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই এরূপ; তটস্থ; পক্ষপাতশূন্য; নিরাশ্রয়; অবাধ; ব্যাকুল। উদ্—আস্ +শান কর্তৃ। বিণ। ২। গৃহত্যাগী; সন্ন্যাসী। বাংপ্র। বিণ।

উদাসীনতা, -ত্ব—ঔদাসীন্য, বৈরাগ্য, বিরাগ; সংসারবাসনা পরিহার; নির্লিপ্ততা। উদাসীন+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উদাহরণ, উদাহার—দৃষ্টান্ত, নিদর্শন; উল্লেখ; বর্ণন; কথাপ্রসঙ্গ। উদ্—আ—হৃ+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

উদাহরণস্থল—উদাহরণের ক্ষেত্র; দৃষ্টান্তের বিষয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

উদাহরণস্থলীয়—দৃষ্টান্তস্বরূপ, নিদর্শনভূত। উদাহরণস্থল+ঈয়। বিণ।

উদাহার—'উদাহরণ' দ্রঃ।

উদাহৃত—যাহার উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত; উচ্চারিত, বর্ণিত; কথিত। উদ্—আ—হৃ। ক্ত কর্ম। বিণ।

উদিত—১। উত্থিত; উদ্গত; উন্নত; উৎপন্ন; প্রাদুর্ভূত; প্রথম প্রকাশিত। উদ্—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। উদয়। উদ্—ই+ক্ত ভাব। ৩। লগ্ন। উদ্ ই+ক্ত অধি। বি; ক্লী। ৪। উক্ত, কথিত; বদ্ধ। বদ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদীক্ষণ—ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ, উপর দিকে তাকানো; প্রতীক্ষা; দর্শন, দেখা। উদ্—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদীচী—১। উত্তরা ইঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তর দিক্। বি; স্ত্রী।

উদীচীন—উত্তরদিক্ সম্বন্ধীয়; উত্তরদেশীয়। উদীচী শব্দ+ঈন। বিণ।

উদীচ্য—উত্তরদেশীয় ('—উষা'); পরবর্তী; অন্তিম, শেষস্থ। উদ চী+ক্য তবার্থে। বিণ।

উদীচ্যবৃত্ত—পৃথিবীর উত্তর মেরুর ২৩½ অক্ষাংশ দক্ষিণে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়, Arctic circle; উত্তর মেরুবৃত্ত। বি; ক্লী।

উদীচ্যেতরবৃত্ত—পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর ২৩½ অক্ষাংশ উত্তরে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়, Antarctic circle; দক্ষিণ মেরুবৃত্ত। বি; ক্লী।

উদীয়মান—যাহা উদিত হইতেছে এরূপ, যাহা উঠিতেছে বা প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে এমন; আবির্ভূয়মান। উদ্—ই+শান কর্তৃ। বিণ।

উদীরণ—উচ্চারণ; কথন; উদ্দীপন; বিজৃম্ভণ; প্রেরণ; প্রকাশন; উৎক্ষেপণ। উদ্—ঈর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদীরিত—উচ্চারিত; কথিত; প্রেরিত; বিজৃম্ভিত; উদ্দীপিত; প্রকাশিত; উৎক্ষিপ্ত। উদ্ ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদীর্ণ—উদার; মহান্; উৎকৃষ্ট; উত্তম; উত্তেজিত; দৃপ্ত, দাম্ভিক; উৎপন্ন। উদ্—ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদীর্যমাণ—উচ্চার্যমাণ কথ্যমান, যাহা উচ্চারণ করা বা বলা হইতেছে এমন। উদ্—ঈর্+শান কর্ম। বিণ।

উদুম—উদাম, অনাবৃত, আঢাকা, খোলা; নগ্ন, নেংটা, উলঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

উদুম-খুমা, -খুম্মা—নগ্ন, উলঙ্গ; অধিক বয়স পর্যন্ত উলঙ্গ; গণ্ডগোল-প্রিয়; একগুঁয়ে, গোঁয়ার। বাংপ্র। বিণ।

উডুম্বর—১। যজ্ঞডুমুর গাছ; দেহলী; ক্লীব। উদ্—উ—বৃ (বেরা)+খশ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। যজ্ঞডুমুর ফল। উডুম্বর শব্দ+ক। বি; ক্লী।

উদূখল—১। ধান্যাদি ভানিবার পাত্র বিঃ, এই পাত্রে তণ্ডুলাদি রাখিয়া মুষলপ্রহারে পরিষ্কার করা হয়, উখলি; গুগ্‌গুলু। উদ্—খ লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। শরীরের অষ্টবিধ সন্ধির একতম, ball and socket joints. বি; পু।

উদ্দেশ—উদ্দেশ, অনুসন্ধান, খোঁজ; অনুধ্যান; লক্ষ্য; কারণ, হেতু। প্রা কপ্র। বি।

উদেস—উদাস; অনাবৃত। প্রা কপ্র। বিণ।

উদো—অনির্দিষ্ট ব্যক্তি; নির্বোধ, বোকা। বাংপ্র। বিণ।

উদ্গত—১। ঊর্ধ্বগত; বহির্গত; প্রসিদ্ধ; উদিত; উত্থিত; উৎপন্ন। উদ্ গম্+ক্ত কর্তৃ। ২। উদ্বান্ত, বমিত। উদ্—গম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গতি—উদ্গম (সকল অর্থে)। উদ্—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্গম, উদ্গমন—উপরদিকে ঠেলিয়া ওঠা; উত্থান; হর্ষণ (রোমের); নির্গম (স্বেদের); প্রয়াণ; উদয়; উৎপত্তি। উদ্—গম্ (যাওয়া)+অল্, অনট্ ভাব। বি; ক্রমে পু ও ক্লী।

উদ্গলিত—নিঃসৃত, বহিরাগত। উদ্—গল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্গাতা (উদ্গাতৃ)—১। যে উচ্চৈঃস্বরে গান করে এমন। উদ্ (উচ্চ) গাতা (গায়ক), নিত্য। বিণ; পু। স্ত্রী—উদ্গাত্রী। ২। সামবেদপাঠক। বি; পু।

উদ্গার—১। বমন; মুখ হইতে বায়ুনির্গম, ঢেকুর; উচ্চারণ; প্রকাশ; প্রতিধ্বনি; উপদেশ। উদ্—গৄ+ঘঞ্ ভাব। ২। বড়িশ। উদ্—গৄ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

উদ্গারী (-রিন্)—নিঃসারী; বর্ষী; উচ্চৈর্গর্জনকারী। উদ্—গৄ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্গিরণ—উদ্গার, বমন; নিঃসারণ। উদ্—গৄ (ভোজন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্গিরিত—নিঃসারিত। বিণ।

উদ্গীত—উচ্চৈঃস্বরে গীত; নিনাদিত। উদ—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গীতি—উচ্চৈঃস্বরে গান; আর্যা ছন্দঃ বিঃ। উদ্—গৈ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্গীথ—সামগান; সামবেদধ্বনি; সামবেদের অংশ বিঃ, সামবেদের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রণব। উদ্—গৈ+থক কর্ম। বি; পু।

উদ্গীরণ—নিঃসারণ; উদ্গিরণ (তাহা দ্রঃ)।

উদ্গীর্ণ—যাহা উদ্গিরণ করা হইয়াছে এরূপ, বান্ত, বমিত; নির্গত; উৎসৃষ্ট; উচ্চারিত; প্রতিবিম্বিত। উদ্- গৄ (ভোজন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্গ্রহ, উদ্গ্রহণ—তুলিয়া লওয়া; গ্রহণ; ধরা; গিলিয়া ফেলা; পরিশোধন। উদ্—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উদ্গ্রীব—আগ্রহান্বিত; ব্যগ্র; উৎসুক; ব্যাকুল। উৎ (উন্নতা) গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ।

উদ্ঘটিত—অপনীত, উদ্ঘাটিত। উৎ ঘট্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ঘট্টন—আঘাত, ধাক্কা মারা; উন্মোচন; আবির্ভাব। উদ্—ঘট্ট্ (চালানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ঘট্টিত—আহত; উন্মোচিত; বিশিষ্ট। উদ্ ঘট্ট্ (চালানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ঘাটক—১। প্রকাশক, উদ্ঘাটনকর্তা, উন্মোচনকারী, যে খোলে এরূপ; উত্তোলনকারী। উদ্ ণিজন্ত ঘট্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উদ্ঘাটিকা**। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্র বিঃ, ঘটি; চাবি। বি; পু।

উদ্ঘাটন—১। উন্মোচন, খোলা; উল্লেখ; প্রকাশন। উদ্—ণিজন্ত ঘট্ (=ঘাটি) +অনট্ ভাব। ২। কূপের জল তুলিবার যন্ত্র; খুলিবার উপায় চাবি ইঃ। উদ্—ঘাটি+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

উদ্ঘাটিত—উন্মোচিত; প্রকাশিত; আরব্ধ; উদ্ধৃত। উদ্—ণিজন্ত ঘট্ (=ঘাটি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ঘাত—১। প্রতিঘাত, টক্কর লাগা; পাদস্খলন; উপক্রম; মুদ্গর; উল্লেখ; উত্থান। উদ্—হন্+ঘঞ্ ভাব। ২। অস্ত্র বিঃ, মুদ্গর প্রঃ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; অরঘট্ট। উদ্—হন্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

উদ্ঘাতন- কোন রাশির বর্গ ঘন প্রঃ নির্ণয়, involution. উৎ—হন্+ণিচ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ঘাতী—উদ্ঘাতকারী; উন্নতাবনত। উৎ হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্ঘুষ্ট—১। নিনাদিত। উৎ—ঘুষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উচ্চঘোষ। উৎ—ঘুষ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ঘোষ—১। উচ্চশব্দ; কীর্তন। উদ্—ঘুষ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। উচ্চশব্দকারী। উদ্—ঘুষ্+ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্দংশ—দংশ, ডাঁস; মশক, মশা; মৎকুণ, উকুন বা ইকুন, ডেঙ্গুর; ছারপোকা; শয্যাকীট। উদ্—দন্শ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

উদ্দণ্ড—১। উন্নতদণ্ডধারী, যে লাঠি তুলিয়াই আছে এরূপ; উৎকটদণ্ডধারী; ভীষণ; জলনির্গত নাল; পক্কাহস্ত; প্রগাঢ়; প্রচণ্ড পণ্ডাপাম্বিত; উদ্ধত, উপক্রান্ত। উন্নত দণ্ড যাহার, বহু। বিণ। ২। উন্নত দণ্ড বা রাজদণ্ড, উত্তোলিত লাঠি। নিত্য। বি; পু।

উদ্দণ্ডনৃত্য-দাঁড়ানৃত্য, শরীর লাঠির মত সোজা রাখিয়া হাত তুলিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া নৃত্য। বি; ক্লী।

উদ্দান্ত—অতি দমিত, শান্ত। উদ্—দম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্দাম—১। দুর্দমনীয়; উচ্ছৃঙ্খল; উন্মত্ত; অবধি; ভূরি; সম্পূর্ণ; আঢ্য; স্বেচ্ছাচারী; বন্ধনভ্রষ্ট; দৃপ্ত; মহাবল ও মহাকায়; গম্ভীর; উৎকট। উদ্—দম্ (দমন করা) +ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ। ২। যাহার দাম (পাশাস্ত্র) উৎকৃষ্ট, বরুণ; যম। বহু। বি; পু।

উদ্দামা (-মন্) উদ্দাম। বিণ।

উদ্দালক—আয়োদধৌম্যের শিষ্য আরুণি ঋষি বিঃ, যাজ্ঞবল্ক্যের গুরু,—ইঁহার পুত্রের নাম শ্বেতকেতু। উদ্দাল+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

উদ্দিষ্ট—পূর্বোক্ত; কীর্তিত; সংকলিত; সাংকেতিত; উপদিষ্ট; লক্ষীকৃত; অভিপ্রেত; যাহার অনুসন্ধান করা হইয়াছে বা উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে এরূপ। উদ্—দিশ্ (আদেশ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্দীপক-উগ্র, প্রকাশক, উদ্ভাবক; উত্তেজক। উদ্-দীপ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উদ্দীপিকা**।

উদ্দীপন—১। প্রকাশ; উত্তেজন; উৎসাহ; প্রজ্বালন; বর্ধিত করণ; প্রবল করণ। উদ্—দীপ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। উত্তেজক। বিণ।

উদ্দীপনবিভাব—শৃঙ্গাররসের বিভাব বিঃ। উদ্দীপনজনক বিভাব, মধ্যপ। বি; পু।

উদ্দীপনা—উদ্দীপন (সকল অর্থে)। উদ্—দীপ্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উদ্দীপনাময়—উত্তেজনাপূর্ণ, উৎসাহযুক্ত, তেজোময়, ওজস্বী। উদ্দীপনা+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**উদ্দীপনাময়ী**।

উদ্দীপনীয়—উদ্দীপনযোগ্য, উত্তেজনীয়। উদ্—দীপ্+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উদ্দীপিত—প্রকাশিত; উত্তেজিত; প্রজ্বালিত; বর্ধিত। উদ্—ণিজন্ত দীপ্ (=দীপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্দীপ্ত—প্রকাশপ্রাপ্ত; আলোকিত; প্রজ্বলিত, যাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে এরূপ। উদ্—দীপ্ (দীপ্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি—**উদ্দীপ্তি**।

উদ্দেশ—১। প্রদেশ; দেশ; উদ্দেশ্য। উদ্—দিশ্+অল্ কর্ম। ২। অন্বেষণ অনুসন্ধান; অভিসন্ধি; উল্লেখ, নাম মাত্র কথন; লক্ষ্যীকরণ; উপদেশ; নিরূপণ নির্দেশ; সংক্ষেপোক্তি; কারণ; সন্ধান; লক্ষ্য; সংবাদ। উদ্- দিশ্+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। সম্বন্ধীয়। উদ্ দিশ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্দেশক—১। লক্ষ্যকারী, উদ্দেশকারী; অন্বেষক; প্রবেশক। উৎ—দিশ্+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। উপদেশক; উদাহরণ; প্রশ্ন, problem. বি; পু।

উদ্দেশে—মনে করিয়া ('—নমস্কার করা'); নির্দেশানুযায়ী সন্ধানার্থে। ক্রি-বিণ।

উদ্দেশ্য-১। অনুসন্ধেয়; অভিপ্রেত; লক্ষ্য। উদ্—দিশ্+য কর্ম। বিণ। ২। প্রয়োজন, তাৎপর্য, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি; স্থল; বাক্যের কর্তৃপদ; অনুবাদ্য। বি; ক্লী।

উদ্দেশ্য-বিহীন, -শূন্য, -হীন—অভিসন্ধিরহিত, যাহার কোন অভিপ্রায় নাই এরূপ, তাৎপর্যবর্জিত, নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, বৃথা। ৩তৎ। বিণ।

উদ্দেশ্যানুরূপ—অভিপ্রায়ানুরূপ, মতলবমত। ৬তৎ। বিণ।

উদ্দ্যোতক—উদ্দীপক; প্রকাশক। উৎ—দ্যুৎ+ণিচ্+অক কর্তৃ। বিণ।

উদ্দ্যোতন—উদ্দীপন; প্রকাশন। উৎ দ্যুৎ+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্দ্যোতিত—উদ্দীপিত, প্রকাশিত। উৎ—দ্যুৎ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ধত—অবিনীত, দুরন্ত; ধৃষ্ট; উৎক্ষিপ্ত; উৎকট, অত্যন্ত নাশিত; দৃপ্ত; উত্থিত; উন্মত্ত; সমুদিত; বিবৃদ্ধ; পূরিত; দূরনকারী; দারুণ; দুঃসহ; নিষ্ঠুর; উজ্জ্বল; দুর্ধর্ষ। উদ্—হন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্ধতচারিতা অবিনীত আচরণ, উদ্ধতা। উদ্ধতচারিন্+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

উদ্ধতচারী (-চারিন্)—উদ্ধতকার্যকারী, অবিনীত, ধৃষ্ট। উপতৎ; উদ্ধত-চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উদ্ধতচারিণী**।

উদ্ধতপ্রকৃতি—১। উদ্ধতস্বভাব, অহংকৃত; গোঁয়ার। বহু। বিণ। ২। অবিনীতস্বভাব। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

উদ্ধতভাষী (-ভাষিন্) উদ্ধতভাবে বাক্যপ্রয়োগকারী। উদ্ধত—ভাষ্+ণিন কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভাষিণী**। বি, **-ভাষিতা**।

উদ্ধতমনাঃ (-মনস্), **-মনস্ক**- দুর্বিনীতচিত্ত, অহংকারী, অভিমানী, দেমাকী। উদ্ধত মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

উদ্ধতি—ঔদ্ধত্য; উন্নতি; উত্থান; ঠোকা লাগা; ধৃষ্টতা; গর্ব। উদ্-হন্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সখা [ইনি সত্যকের পুত্র, বৃহস্পতির শিষ্য ও বৃষ্ণিবংশীয় মন্ত্রী; যদুবংশধ্বংসের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে আত্মতত্ত্ববিষয়ে উপদেশ দেন; ইনি শেষ দশায় বদরিকাশ্রমে জীবন অতিবাহিত করেন]। উদ্—হু+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

উদ্ধরণ ১। উদ্ধার; মুক্তি; ঋণশোধ; নিঃসারণ; নিষ্কোষণ; উন্মূলন; তারণ; উদ্গিরণ; পরিবেষণ; উৎপাদন। উদ্—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভাব। ২। উত্তোলন; অন্যের বাক্য অবিকল তোলা। উদ্ ধৃ (ধরা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ধরণীয়—উত্তোলনীয়; উন্মূলনীয়; অপনেয়, দূরীকরণীয়। উৎ—হৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

উদ্ধরিত-উত্তোলিত, উন্নীত। বিণ।

উদ্ধর্তা (উদ্ধর্তৃ)—১। উদ্ধারকর্তা, পরিত্রাতা; ঋণশোধক। উদ্—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। ২। ঊর্ধ্বে ধারণকর্তা; উত্তোলক; পৃষ্ঠপোষক; উন্মূলয়িতা; নিরাকর্তা; রিক্থহারক। উদ্—ধৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উদ্ধর্ত্রী**।

উদ্ধর্ষ—১। অত্যধিক আনন্দ; উৎসব। উদ্-হৃষ্+অল্ ভাব। বি; পু। ২। জাতহর্ষ। উদ্ভূত হর্ষ যাহার, বহু। বিণ। ৩। উদ্ভূত হর্ষ। প্রাদি। বি; পু।

উদ্ধর্ষণ—১। রোমাঞ্চ, পুলক। উদ্—ণিজন্ত হৃষ্ (=হর্ষি)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। উৎকৃষ্ট হর্ষজনক। উদ্—হর্ষি+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

উদ্ধর্ষী (-র্ষিন্)—উৎকৃষ্ট হর্ষজনক, অতি-প্রীতিকর। উদ্—হৃষ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

উদ্ধার—১। মোচন, মুক্তি; ঋণপরিশোধ; অপনয়ন; সংকলন; বর্জন। উদ্—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। ঋণ; ভাগ। উদ্—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। ৩। উদ্ধার্য দ্রব্য; নিষিদ্ধবিক্রয় পণ্য; যুদ্ধলব্ধ ধন হইতে রাজার প্রাপ্য উৎকৃষ্ট ধন; উদ্ধৃত শ্লোকাদি; উত্তোলন; উন্নতি; প্রতিষ্ঠা; নষ্টবস্তুকে ব্যবহারোপযোগী করা; অপহৃত বা পরহস্তগত বস্তুর পুনরায় অধিকার; অন্যের বাক্য অবিকল তোলা। উদ্—ধৃ (ধরা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উদ্ধারক—১। উদ্ধারকর্ত্তা, মোচক, পরিত্রাতা। উদ্—হৃ+ণক কর্ত্তৃ। ২। ঊর্দ্ধে ধারণকর্ত্তা; উত্তোলক। উদ্—ধৃ+ণক কর্ত্তৃ। বিণ স্ত্রী—**উদ্ধারিকা**।

উদ্ধারকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—উদ্ধর্ত্তা, মোচনকারী, পরিত্রাতা, মুক্তিসাধক, বিপন্নিবারক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উদ্ধারকর্ত্রী**।

উদ্ধার-চিহ্ন—অন্যের বাক্য অবিকল তুলিলে তাহার উভয় পার্শ্বে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় (" "), ঊর্দ্ধকমা, quotation marks. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

উদ্ধারণ—১। ঊর্দ্ধে ধারণ; উত্তোলন; ত্রাণ; অপনয়ন। উদ্—ণিজন্ত ধৃ (=ধারি) +অনট্ ভাব। ২। বিভাজন। উদ্—ণিজন্ত হৃ (=হারি)+অনট ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্ধারণ দত্ত (ঠাকুর)—১৪০৩ শকে সপ্তগ্রামে দত্তবংশে উদ্ধারণের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীকর দত্ত এবং মাতার নাম ভদ্রাবতী। উদ্ধারণের জনক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন, বাণিজ্যে তাঁহার প্রভূত আয় হইত। পিতার মৃত্যুর পরে উদ্ধারণ পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন এবং বাঙ্গালার নবাব হুসেন শার নিকট হইতে এক বিশাল জমিদারি ক্রয় করিয়া আপন নামানুসারে উহার নাম "উদ্ধারণ-পুর" রাখেন। উদ্ধারণপুর অদ্যাপি বিদ্য মান আছে, উহা প্রসিদ্ধ কাটোয়া নগরের সন্নিহিত।

উদ্ধারণ পরম ভক্ত ছিলেন। যে সময়ে ধর্মপ্রচারার্থে নিত্যানন্দ সপ্তগ্রামে আগমন করেন, তৎকালে তিনি এই ধনকুবেরের বাটীতেই অবস্থিতি করিতেন। উদ্ধারণ সর্বদা নিত্যানন্দের উপদেশ শ্রবণ করিয়া জ্ঞানলাভ করেন এবং তাঁহার মনে বৈরাগ্য-সঞ্চারও হয়। এই কারণে কিয়দ্দিবস পরে উদ্ধারণ সমস্ত সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া পরম ধন লাভার্থ নীলাচলে গমন করেন। অনন্তর বৃন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। বৃন্দাবনে গমনের পরে ১৪৬০ শকে মাঘ মাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে ৫৭ বৎসর বয়সে তদীয় আত্মা নিত্যধামে গমন করে। ইঁহার সমাধিমন্দির বংশীবটের সন্নিহিত প্রদেশে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

উদ্ধারণ দত্ত সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক গল্প শ্রুতিগোচর হয়। একদা এক শঙ্খ-বিক্রেতা সরস্বতী নদীর তীর দিয়া সপ্তগ্রামে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক সুন্দরী বালিকা উপস্থিত হইয়া উহার নিকট হইতে এক-জোড়া শাঁখা লইল। মূল্যের কথা জিজ্ঞাসিত হইলে বালিকা বলিল যে, "ঐ যে দত্ত মহাশয়ের বাটী দেখা যাইতেছে, তুমি ঐ বাটীতে গিয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট ইহার মূল্য গ্রহণ করিও।" বিক্রেতা তাহাতে সম্মত হইল না, তখন বালিকা বলিল যে, "যদি তিনি শঙ্খবিক্রয়ের কথায় প্রত্যয় না করেন, তবে তুমি বলিও যে, পূব ঘরের পশ্চিম দিকে কুলিঙ্গায় আপনার মেয়ের যে পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, উহাই আমাকে দিতে বলিয়াছেন। ইহাতেও যদি তিনি সম্মত না হন, তবে তুমি এখানে আসিয়া তোমার শাঁখা ফেরত লইয়া যাইও।"

শঙ্খবিক্রেতা তখন সম্মত হইয়া দত্ত মহাশয়ের নিকট গেল এবং সমুদায় বৃত্তান্ত যথাযথ বর্ণন করিল। দত্ত অবাক্ হইলেন, পরে কুলিঙ্গায় পাঁচটি মোহর দেখিতে পাইয়া অধিকতর বিস্ময়ের সহিত শঙ্খ-বণিক্‌কে বলিলেন যে, যদি সেই মেয়েটিকে দেখাইতে পার, তবে ইহা তোমাকে দিব। অনন্তর উভয়ে সরস্বতী-তীরে পূর্ব স্থানে আসিলেন এবং বালিকার তত্ত্ব জানিবার জন্য বহু অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তখন দত্তজা বলিলেন, "শাঁখারি, তোমার বড়ই সৌভাগ্য যে, তুমি মাতার দর্শন পাইয়াছিলে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, তাঁহাকে চিনিতে পার নাই।" এই কথা শুনিয়া শাঁখারি কাঁদিতে লাগিল। দয়াময়ী মাতা শঙ্খ-বণিকের ক্রন্দন দূর করিবার জন্য নদীগর্ভ হইতে উক্ত শঙ্খবিভূষিত হস্তদ্বয় দেখাইলেন। তখন সকলেই পরমানন্দে বিভোর হইল এবং দত্ত মহাশয় শাঁখারিকে উক্ত পঞ্চ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন।

বৃন্দাবন লীলাকালে শ্রীকৃষ্ণের দ্বাদশটি প্রিয়সখা ছিলেন। তাঁহাদের নাম—শ্রীদাম, সুদাম, সুবল, মহাবল, সুবাহু, অর্জ্জুন, স্তোককৃষ্ণ, পুরাম, লবঙ্গ, মহাবাহু, গন্ধর্ব ও বীরবাহু। বৈষ্ণবেরা বলেন ইঁহারাই আবার মানবদেহ ধারণ করিয়া চৈতন্য-দেবের পার্ষদ হইয়াছিলেন ও ইঁহারাই দ্বাদশগোপাল নামে অভিহিত আছেন। উদ্ধারণ দত্ত সুবাহুর অবতার ও ইঁহাদের অন্যতম। পদসমুদ্রে লিখিত আছে—

শ্রীকর নন্দন, দত্ত উদ্ধারণ,
ভদ্রাসুত, খর্ডজাত।
ত্রিবেণীতে বাস, নিতাইর দাস,
শ্রীগৌরাঙ্গের পদাশ্রিত।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ বা পদাবলী নাই। ইনি অধ্যয়নার্থে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাস্ত্র অপেক্ষা শ্রীহরি নামেই ইঁহার তন্ময়তা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইত।

উদ্ধারা—উদ্ধার করা, নিস্তার করা, পরিত্রাণ করা; উত্তোলন করা, তোলা। কপ্র। ক্রি।

উদ্ধারার্থ—উদ্ধার নিমিত্ত। উদ্ধারের নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে নিত্য সমাস। অ; অথবা উদ্ধার হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ।

উদ্ধারার্থে—উদ্ধারের নিমিত্ত, নিস্তারের জন্য। উদ্ধারের অর্থে, ৭তৎ। অ।

উদ্ধারী (-রিন্) উদ্ধারক; ত্রাতা। উৎ—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

উদ্ধুক—পাকস্থলীর উত্তেজনাবশতঃ কুপিত ঊর্দ্ধগামী বায়ু। <ঊর্দ্ধক। বি।

উদ্ধুপন—ভাপরা দেওয়া, ঊর্দ্ধ সন্তাপন, fumigating. উৎ—ধুপ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্ধৃত—১। মোচিত; উদ্ধার দ্বারা বিভক্ত। উদ্—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। ২। উত্তোলিত, যাহা তোলা হইয়াছে এমন; গৃহীত; অপরের বাক্য হইতে আহৃত, quoted; উৎক্ষিপ্ত; উন্মূলিত; উন্নমিত; সংকলিত; বর্জিত; প্রতি-শোধিত; ত্রাত; উদ্গীর্ণ; ভুক্তাবশিষ্ট। উদ্—ধৃ (ধরা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ধৃতাংশ—অন্যের লেখা হইতে গৃহীত অংশ, extract. উদ্ধৃত যে অংশ, কর্মধা। বি; পু।

উদ্ধৃতি—১। উত্তোলন, মোচন, উৎক্ষেপণ; উন্মূলন। উদ্—ধৃ (লওয়া)+ক্তি ভাব। ২। উদ্ধৃত গ্রন্থাংশ; উদ্ধৃত শ্লোকাদি। উদ্—ধৃ+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

উদ্ধ্মান—চুল্লী, উনান। উদ্—ধ্মা (অগ্নি-সংযোগ করা)+অনট্ অধি। বি; স্ত্রী।

১। গলে রজ্জু দিয়া ঊর্দ্ধে বন্ধন; গলায় দড়ি দিয়া মরা, ফাঁসি। উদ্—বন্ধ্ (বাঁধা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। বন্ধনমুক্ত। উৎ (উৎক্রান্ত) বন্ধনকে,

প্রাদি বা নিত্য। বিণ। ৩। বন্ধনসাধন। উদ্—বন্ধ্ + অন করণ। বি।

উদ্বমন— উদ্গিরণ, বমন, বমি করা। উৎ— বম্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বর্ত ১। অতিরেক, আধিক্য ; উদ্বর্তন। উদ্—বৃত্ (থাকা) + অল্ ভাব। বি ; পু। ২। অধিক। উদ্ - বৃত্ + ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্বর্তন— ১। চন্দনাদি দ্বারা বিলেপন ; গা ডলা ; ঘর্ষণ ; উৎপতন ; উল্লুণ্ঠন ; জীবন-সংগ্রাম বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে টিকিয়া থাকা, survival ; অতিরেক, উদ্বৃত্ত হওয়া ; রক্তাদির বৃদ্ধি ; স্ফীতি ; উৎপত্তিস্থিতি ; দুর্বৃত্ততা। উদ্ - ণিজন্ত বৃত্ (=বর্তি) + অনট্ ভাব। ২। বিলেপন-দ্রব্য। উদ্—বর্তি + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

উদ্বর্তনীয় উদ্বর্তনসাধন (হরিদ্রাদি)। উৎ — বর্তি + অনীয় করণ। বিণ।

উদ্বর্তিত—গন্ধাদি দ্বারা বিলেপিত ; দূর কৃত ; বিনাশিত ; ঘর্ষিত ; উৎক্ষিপ্ত। উৎ— বর্তি + ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বহন- ঊর্ধ্বে বহন ; ধারণ ; বিবাহ ; বহন ; উত্তোলন। উদ্—বহ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বান্ত- উদ্গীর্ণ, বমিত, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ। উদ্—বম্ + ক্ত কর্ম। ২। উদ্গান্ত। উদ্—বম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্বান্তি উদ্বমন, উদ্গিরণ। উৎ—বম্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উদ্বায়ী—যাহা উবিয়া যায় এমন ; volatile. বিণ ; পু।

উদ্বাষ্প - গলদশ্রু, উদ্গত নেত্রনীর। উদ্গত বাষ্প যাহা হইতে, বহু। বিণ

উদ্বাসন, উদ্বাস - বিসর্জন ; নির্বাসন ; বাসভূমি পরিত্যাগ, evacuation ; বধ। উদ্—ণিজন্ত বস্ (=বাসি) + অনট্, অন্ ভাব। বি ; ক্লী ও পু।

উদ্বাসিত – নির্বাসিত, deported. উৎ— বস্ + ণিচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বাস্তু—১। বাসভূমির সংলগ্ন ভূখণ্ড ; পরিত্যক্ত ভিটা। বি। ২। বাস্তুশূন্য, বাস্তুত্যাগ করিতে বাধ্য ; ভিটাচ্যুত। প্রাদি। বিণ।

উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন বাস্তুহারাদের পুনরায় বসবাসের ব্যবস্থা করা, refugee rehabilitation ৬তৎ। বি ; ক্লী।

উদ্বাহ—বিবাহ, বহন। উদ্—বহ্ (বহন করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উদ্বাহন ১। দুইবার কর্ষণ ; উত্তোলন ; উৎসাদন। উদ্—বহ্ + অনট্ ভাব। ২। বিবাহদান। উদ্ – ণিজন্ত বহ্ (=বাহি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বাহবন্ধন— বিবাহবন্ধন। বি ; ক্লী।

উদ্বাহিক— পরিণয়সম্বন্ধীয়, বৈবাহিক। উদ্বাহ + ইক ইদমর্থে। বিণ।

উদ্বাহিত—বিবাহিত ; উন্নীত ; উন্মূলিত। উদ্—ণিজন্ত বহ্ (=বাহি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বাহী (উদ্বাহিন্) - ঊর্ধ্বে বহনকারী ; বহনকর্তা, বাহক ; উত্তোলক ; বিবাহকারী। উদ্ - বহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উদ্বাহিনী**।

উদ্বাহু - ঊর্ধ্ববাহু, উপর দিকে হাত তুলিয়া রাখিয়াছে এরূপ ; অনায়ত্ত বস্তুতে লোভকারী। উন্নত হইয়াছে বাহু যাহার, বহু। বিণ।

উদ্বিগ্ন—ভীত ; উদ্বেগযুক্ত, উৎকণ্ঠিত ; ক্ষুভিত ; অশান্ত ; কম্পিত ; ম্লান। উদ্—বিজ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্বিড়াল - ভূচর ও জলচর জন্তু বিঃ, জলমার্জার, ধেড়ে, otter. উদের বিড়াল, ৬তৎ। বি ; পু।

উদ্বুদ্ধ—বিকশিত ; প্রবুদ্ধ ; ফলোন্মুখ। উদ্—বুধ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্বৃত্ত ১। উত্থিত ; উচ্ছলিত ; অতিরিক্ত, বাড়তি। উদ্—বৃত্ + ক্ত কর্তৃ। ২। উৎক্ষিপ্ত ; উদয়ূর্ণিত (নেত্রাদি) ; বমিত। উদ্ বৃত্ + ক্ত কর্ম। ৩। দুর্বৃত্ত ; উন্মাদ। উদ্ধত বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ।

উদ্বৃদ্ধ—অতিবৃদ্ধিপ্রাপ্ত। উৎ—বৃধ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্বেগ - ১। উৎকণ্ঠা ; ভয় ; দুঃখ ; কম্পন ; উদ্ভ্রম ; ত্বরা ; উদ্গমন। উদ্ - বিজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। অতিশয় বেগবান ; বেগহীন ; শান্ত। সং (উৎকৃষ্ট বা উদ্গত) বেগ যাহার, বহু। বিণ।

উদ্বেগী (উদ্বেগিন্)—উদ্বেগযুক্ত, উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, ব্যাকুল ; দুঃখিত। উদ্বেগ + ইন আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী **উদ্বেগিনী**।

উদ্বেজক- উদ্বেগজনক। উদ্ বিজ্ (ভয়ে কাঁপা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -**জিকা**।

উদ্বেজন- উৎকণ্ঠা, ভয়, উদ্বেগ ; কম্পন ; ক্লেশ। উদ্ - বিজ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উদ্বেজনা—(বাংলায়) উদ্বেগ। বি।

উদ্বেজনীয় উদ্বেগকর ; নিষ্ঠুর ; ভীতিজনক। উৎ - বিজ্ + অনীয় কর্তৃ। বিণ।

উদ্বেজয়িতা (-য়িতৃ) উদ্বেগজনক ; ত্রাসক। উদ্—ণিজন্ত বিজ্ (=বেজি) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী —**উদ্বেজয়িত্রী**।

উদ্বেজিত—ভয়প্রাপিত ; ক্লেশিত ; উত্ত্যক্ত ; (বাংলায়) উদ্বিগ্ন। উদ্—ণিজন্ত বিজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্বেল—কূলাতিক্রান্ত ; সীমাতিক্রান্ত ; উচ্ছলিত ; বিপুল ; (বাংলায়) উদ্বেলিত ; আনন্দে ভরপুর। বেলাকে উৎক্রান্ত, ২তৎ। বিণ।

উদ্বেলিত—উদ্বেল (ভাব্য স্থঃ) ; উদ্বেলীকৃত ; (বাংলায়) উচ্ছলিত ; অতিক্রান্ত [পদটি ব্যাকরণমতে অশুদ্ধ হইলেও বঙ্গভাষায় বহুল প্রচলিত হইয়াছে]। বিণ।

উদ্বেষ্টন- ১। উষ্ণীষ ; বেষ্টনসাধন ; বেড়া। উদ্—বেষ্ট্ + অনট্ করণ। ২। আবরণ ; বন্ধন ; পরিবৃতি ; উপশ্লেষ ; বন্ধনমোচন। উদ্—বেষ্ট্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। বেষ্টনরহিত ; বন্ধনমুক্ত। বিণ।

উদ্বেষ্টনীয়—মোচনীয়। উদ্ বেষ্ট্ + অনীয় কর্ম। বিণ। [বিণ।

উদ্বেষ্টিত অবরুদ্ধ। উৎ—বেষ্ট্ + ক্ত কর্ম।

উদ্বোধ কিঞ্চিৎ বোধ ; সংস্কারোদ্দীপন ; বিস্মৃতবিষয়ের স্মরণ ; জাগরণ। উদ্—বুধ্ + অল্ ভাব। বি ; পু।

উদ্বোধক উদ্দীপক ; জাগয়িতা ; স্মারক ; প্রকাশক, উদ্বোধকারক। উদ্— ণিজন্ত বুধ্ (বোধি) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উদ্বোধিকা**।

উদ্বোধন- ১। বোধোৎপাদন, জ্ঞাপন ; জাগরণ ; চেতন-সম্পাদন ; উদ্দীপন ; স্মৃতিজনন। উদ্—ণিজন্ত বুধ্ (=বোধি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। জ্ঞাপক, জ্ঞানোৎপাদক। উদ্— বোধি + অন্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভট—১। প্রসিদ্ধ ; উৎকট ; দুর্ধর্ষ ; শ্রেষ্ঠ ; মহাশয়, মহাত্মা ; গ্রন্থবহির্ভূত ; যে শ্লোক বা রচনার প্রণেতা অজ্ঞাত এমন ('— কবিতা')। উদ্—ভট্ (বলা) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। আজগবী, অদ্ভুত। বাংপ্র। বিণ।

উদ্ভট্টী গ্রন্থবহির্ভূত, পুস্তকে অপ্রাপ্য ; অদ্ভুত, আজগবী ; অশ্রুতপূর্ব। 'উদ্ভট' শব্দজ। বিণ।

উদ্ভব—১। উৎপত্তি, জন্ম ; অভ্যুদয় ; বৃদ্ধি। উদ্ ভূ (হওয়া) + অল্ ভাব। বি ; পু। ২। উৎপন্ন। উদ্—ভূ + অন্ কর্তৃ। বিণ। ৩। কারণ ; আদি ; গোল ; কারণভূত বিষ্ণু। উদ্—ভূ + অপ্। বি ; পু।

উদ্ভবকর- উৎপত্তিজনক, উৎপাদক, জন্মদ, জনক। ৬তৎ। বিণ স্ত্রী. -**করী**।

উদ্ভাব - তপ্ত বস্তু হইতে উত্থিত উষ্ণ বাষ্প ; উত্তাপ, ঔদার্য। বাংপ্র। বি।

উদ্ভাবক—উদ্ভাবনকর্তা, পরিকল্পক। উদ্— ণিজন্ত ভূ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **উদ্ভাবিকা**।

উদ্ভাবন—কল্পনা ; চিন্তন ; উৎপাদন ;

ভাবিয়া চিন্তিয়া কোনও বস্তু প্রথম নির্মাণ; অজ্ঞাতবিষয় প্রকাশকরণ। উদ্—ণিজন্ত ভূ (= ভাবি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ভাবনা উদ্ভাবন (সকল অর্থে)। উৎ ভাবি+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উদ্ভাবনীয়, উদ্ভাব্য উদ্ভাবনযোগ্য, যে বিষয়ের উদ্ভাবন করিতে হইবে বা করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। উদ্—ণিজন্ত ভূ+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

উদ্ভাবয়িতা—উৎপাদক; উন্নয়নকারক। উদ্—ভাবি+তৃচ কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভাবিত কল্পিত; চিন্তিত; উৎপাদিত। উদ্—ণিজন্ত ভূ (= ভাবি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ভাস উদ্দীপ্তি, প্রকাশ; শোভা। উদ্—ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উদ্ভাসক উদ্দীপক, দীপ্তিকারক; প্রকাশক; আলোককারী। উদ্—ভাস্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী উদ্ভাসিকা।

উদ্ভাসন উদ্দীপন; আলোকিত করণ; প্রকাশন। উদ্ ভাস+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্ভাসিত দীপ্ত, আলোকিত; শোভিত; প্রকাশিত। উদ্ ভাস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভাসী (সিন্) সমুজ্জ্বল, দীপ্তিময়। উৎ ভাস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভিজ্জ ১। উদ্ভিদ্ হইতে জাত যাহা গাছপালা হইতে জন্মে এরূপ, ওদ্ভিদ। উপতৎ; উদ্ভিদ্ জন+ড কর্তৃ। বিণ। ২। উদ্ভিদ্, গাছপালা। বি; ক্লী।

উদ্ভিজ্জবিদ্যা, উদ্ভিদ্বিদ্যা—যে শাস্ত্রের দ্বারা উদ্ভিদ্বিষয়ক সকল তত্ত্ব জানা যায়, botany। বি; স্ত্রী।

উদ্ভিজ্জাণু দৃষ্টির অগোচর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভিদ্। উদ্ভিজ্জের অণু, ৬তৎ। বি; পু।

উদ্ভিজ্জাশী (শিন্)—শাকভোজী, তৃণাদিভক্ষক; নিরামিষভোজী। উপতৎ; উদ্ভিদ্—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—উদ্ভিজ্জাশিনী।

উদ্ভিৎ (উদ্ভিদ্), **উদ্ভিদ** ১। ভূমি ভেদ পূর্বক জননশীল, যাহা মৃত্তিকা ভেদ করিয়া জন্মে এরূপ। উদ্—ভিদ্+কিপ্, ক কর্তৃ। বিণ। ২। গাছপালা ঘাস শেওলা ছাতা প্রঃ যে সমস্ত পদার্থ মাটিতে জন্মে [উদ্ভিদ্ পঞ্চবিধ; যথা,—বৃক্ষ, তৃণ, গুল্ম, বল্লী ও লতা]। বি; পু।

উদ্ভিদজল—পথিকের তৃষ্ণানিবারক মরুভূমিস্থ পাদপাদপের জল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

উদ্ভিদভোজী (ভোজিন্), **উদ্ভিদ-ভোজী** (-ভোজিন্)—উদ্ভিজ্জভোজনকারী, তৃণভক্ষক। উপতৎ; উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ শব্দ ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

উদ্ভিদবিদ্যা—'উদ্ভিজ্জবিদ্যা' দ্রঃ।

উদ্ভিদোদ্যান—যে উদ্যানে নানাজাতীয় বৃক্ষলতাদি অনুশীলনের জন্য রোপিত হইয়াছে, botanical garden। মধ্যপ। বি; ক্লী।

উদ্ভিন্ন—১। উৎপন্ন; উত্থিত; অঙ্কুরিত; প্রস্ফুটিত; প্রকাশিত; প্রতিফলিত; ক্ষরিত। উদ্—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। দলিত; দ্বিধাকৃত; পরিব্যাপ্ত। উদ্—ভিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্ভিন্নযৌবনা—যাহার যৌবন লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে এমন (—স্ত্রী)। উদ্ভিন্ন (প্রকাশিত) যৌবন যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

উদ্ভূত—উৎপন্ন; উন্নত; উদ্গত; প্রকাশিত; প্রত্যক্ষযোগ্য। উদ্—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্ভূতি—উন্নতি; উত্তম বিভূতি; উৎপত্তি; আবির্ভাব; উৎকর্ষ। উদ্ ভূ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্ভেদ—১। উৎপত্তি; প্রকাশ; প্রকাশ; নির্গম; বাহির; উদ্বোধ; উদ্গম; ফোয়ারা; রোমাঞ্চ। উদ্ ভিদ্ (ভেদ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। উদ্ভেদক। উদ্—ভিদ্+অচ্ কর্তৃ। ৩। উৎপত্তিস্থান। উদ্—ভিদ+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

উদ্ভ্রম—উর্ধ্বভ্রমণ; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা; আকুলতা; উন্মাদ; বুদ্ধিলোপ; পর্যটন; আবর্তন। উদ্ ভ্রম্+অল্ ভাব। বি; পু।

উদ্ভ্রান্ত—১। ভ্রান্ত, আকুলিত, বিহ্বল, হতবুদ্ধি; পাগল; ব্যস্ত; আঘূর্ণিত; উচ্ছৃঙ্খলভাবে ভ্রমণশীল; বিগত; উন্নত; উচ্চ। উদ্—ভ্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। উর্ধ্বে ভ্রমণ; উদ্ঘূর্ণন; খড়্গাদির উর্ধ্বে ভ্রামণ। উদ্—ভ্রম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উদ্যত—উদ্যোগী, উদ্যুক্ত, উন্মুখ; প্রবৃত্ত; উত্থিত; স্বয়ং আগত; উত্তোলিত; (বংশাদি) উন্নত। উদ্—যম্ (বিরত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্যতদণ্ড—দণ্ডদানে উদ্যত, উদ্দণ্ড, লাঠি তুলিয়া (বা উঁচাইয়া) আছে এরূপ। উদ্যত দণ্ড যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

উদ্যতি—উদ্যম, উদ্যোগ, প্রবৃত্তি। উদ্—যম্ (বিরত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উদ্যম—উদ্যোগ; উৎসাহ; প্রয়াস; উপক্রম; উত্তোলন; উত্থান। উদ্—যম্ (বিরত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

উদ্যমন—উত্তোলন; উৎক্ষেপণ। উৎ—যম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্যমশীল—উৎসাহশীল, উদ্যোগী। উদ্যম শীল যাহার, বহু। বিণ।

উদ্যমশীলতা উৎসাহশীলতা, উদ্যোগিতা। উদ্যমশীল শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

উদ্যমিত—উত্তোলিত, প্রেরিত। উৎ—যম্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্যমী (উদ্যমিন্) উদ্যোগযুক্ত, চেষ্টাবান্। উদ্—যম্+ণিন্ কর্তৃ অথবা উদ্যম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—উদ্যমিনী।

উদ্যান—উপবন, বাগান; আর্যাবর্তস্থিত দেশ বিঃ। উদ্—যা (যাওয়া)+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

উদ্যানপাল, -পালক—উপবনরক্ষক; বাগানের মালী। ৬তৎ। বি; পু।

উদ্যানরক্ষক উদ্যানপাল, উপবনপালক; বাগানের মালী। ৬তৎ। বি; পু।

উদ্যান-সম্মিলন, -সম্মেলন—উদ্যানেশ প্রীতিভোজ; আমোদের জন্য বাগানে বন্ধু-বান্ধবের সমাবেশ, garden party। ৭তৎ। বি; ক্লী।

উদ্যানোৎসব—পাঁচজনে মিলিয়া বাগানে যাইয়া আমোদ। উদ্যানে উৎসব, ৭তৎ। বি; পু।

উদ্যাপন ব্রতাদি সমাপন, নির্বাহ। উদ্—ণিজন্ত যা (= যাপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উদ্যাপিত যাহার উদ্যাপন করা হইয়াছে এরূপ, সমাপিত। উদ্—ণিজন্ত যা (= যাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্যুক্ত উদ্যোগবিশিষ্ট, চেষ্টিত; উদ্যত; উৎসাহিত; যুদ্ধার্থ সন্নদ্ধ। উদ্—যুজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উদ্যোক্তা (-ক্তৃ) উৎসাহ; আয়োজন করে। উৎ—যুজ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

উদ্যোগ—উদ্যম; চেষ্টা; যত্ন; উৎসাহ; আয়োজন; উপক্রম; মহাভারতের পর্ব বিঃ। উদ্—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উদ্যোগী (উদ্যোগিন্)—চেষ্টিত, যত্নশীল, উদ্যমপরায়ণ; উদ্যোক্তা; উৎসাহী। উদ্যোগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, বা উদ্—যুজ্+ণিন্, কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—উদ্যোগিনী।

উদ্যোজক প্রবর্তক। উৎ যুজ্+ণিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

উদ্যোতকর—জনৈক পণ্ডিত। ইনি দিঙ্নাগকৃত টীকার প্রতিবাদস্বরূপ ন্যায়ের এক টীকা রচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন।

উদ্র, উদ্রু—জলমার্জার, উদ্বিড়াল। উন্দ+রক্ কর্তৃ। বি; পু।

উদ্রথ—১। রথের বা শকটের কীলক। উৎ (উদগত) রথ হইতে, প্রাদি। ২। কুক্কুট। উৎ (উদগত) রথ অর্থাৎ রথতুল্য পক্ষ যাহার, বহুব্রী। বি ; পু।

উদ্রিক্ত—উত্তেজিত ; অতিশয়িত ; স্ফুট উদগত ; কার্য্যোন্মুখ ; উচ্ছৃঙ্খল ; গর্ব্বিত, উদার ; উদ্ভূত। উদ্‌ রিচ্‌ (শূন্য করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উদ্রেক—বৃদ্ধি ; অতিশয় ; সঞ্চার ; অভ্যুদয় ; উপক্রম ; উদয় ; উত্তেজন। উদ্‌-রিচ্‌ (শূন্য করা) + ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

উদ্রেকী (-কিন্‌)—উদ্রেকযুক্ত ; অধিক। উদ্রেক + ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

উধঃ (উধস্‌)—গোস্তন, গরুর পালান। বহ + অস্‌ কর্ত্তৃ, যে দুগ্ধ বহন করে। বি ; ক্লী।

উধাও—১। ঊর্দ্ধমুখে ধাবিত ; অদৃশ্য ; ঊর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য ; নিরুদ্দেশ ; উদ্ধাবন। বাংপ্র। বিণ। ২। ঊর্দ্ধগমন, পশ্চাদ্গমন, অনুসরণ। প্রা কপ্র। বি।

উধার—১। উদ্ধার। বি। ২। উদ্ধার কর। প্রা কপ্র। ক্রি।

উধুআলা—'উদয়নালা' দ্রঃ।

উধো—উদো (তাহা দ্রঃ) ; উৎসাহ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত নাম। **উধোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে**—একের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপানো। [উৎসাহের পত্নী যোগেশ্বর পণ্ডিতের উপজায়া। উৎসাহের পুত্র দৈবকীনন্দন পিতার উদ্দেশে পিণ্ডদান করিলে, ক্ষেত্রী উধোর পিণ্ডি বীজী বুধোরও (যোগেশ্বরেরও) প্রাপ্য হইল।...দেবদত্ত পিণ্ডচয়, ক্ষেত্রী বীজী কেহ নাহি ছাড়ে। পণ্ডিতের বুধ খ্যাতি, নষ্টমূলা জনশ্রুতি, উধোর পিণ্ডি পড়ে বুধোর ঘাড়ে।—সম্বন্ধনির্ণয়।]

উন, উনা, উনু—১। ঊন (তাহা দ্রঃ)। ২। পশমী সুতা বা কাপড়, wool. 'ঊর্ণা' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

উনকোটি (-কুটী) -চৌষট্টি—খুঁটিনাটি কিছুই প্রায় বাদ পড়ে না এরূপ, প্রায় সম্পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

উনন, উনুন—রন্ধনচুল্লী, চুলা, আখা। বাংপ্র। বি।

উননমুখী—যাহার মুখ উননের মত পোড়া এমন ; পোড়ামুখী। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

উননমুখো—পোড়ারমুখো। বাংপ্র। বিণ ; পু।

উনপাঁজুরে—ন্যূন পঞ্জরাস্থিবিশিষ্ট, দুর্ব্বল ; লক্ষ্মীছাড়া, অভাগা, [কম পাঁজরের হাড়-বিশিষ্ট গরু দুর্ব্বাত, হিংস্র ও ক্ষতিকারক হয় বলিয়া বিশ্বাস]। বাংপ্র। বিণ।

উনমত্ত, উনমত্তি—উন্মত্ত, পাগল, ব্যাকুল ; আনন্দে আত্মহারা ; জ্ঞানহীন, অজ্ঞান। প্রা। কপ্র। বিণ।

উনান—উনন, চুল্লী। বাংপ্র। বি।

উনি—ঐ বা সেই ব্যক্তি, সম্মুখস্থ জন ; পতি, ভর্ত্তা। বাংপ্র। সর্ব।

উনিশ—১৯-সংখ্যা ; ১৯-সংখ্যক। <ঊন বিংশতি। বি বা বিণ।

উনিশে—মাসের ঊনবিংশ দিন। বাংপ্র। বি।

উনু 'উন' দ্রঃ।

উনুন 'উনন' দ্রঃ।

উনুবুক—ভীরু, সাহসহীন, অল্পসাহস। বাংপ্র। বিণ।

উন্দুর, উন্দূর—মূষিক, ইঁদুর। উন্দ্‌ + উর, উর কর্ত্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**উন্দুরী, উন্দূরী**।

উন্দুরু—উন্দুর, মূষিক। উন্দ + উরু কর্ত্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

উন্দিপোকা—গান্ধিপোকা। বাংপ্র। বি।

উন্ন—ক্লিন্ন, আর্দ্র ; সদয়, দয়ালু। উন্দ্‌ + ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

উন্নত—১। উচ্ছ্রিত, উচ্চ ; মহৎ, উদার ; সমৃদ্ধ ; গৌরবান্বিত ; স্ফীত। উদ্‌—নম্‌ + ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। ২। চাক্ষুষ মন্বন্তরে ঋষি বিঃ। বি ; পুং।

উন্নতচিত্ত—উদারহৃদয়, মহাশয়। উন্নত চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

উন্নতচেতাঃ (-চেতস্‌)—উন্নতমনাঃ, উদার হৃদয়। বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উন্নতনাভি ১। উন্নত নাভি, উঁচু নাই, গোড়া। কর্মধা। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। উন্নত নাভিবিশিষ্ট, গোড়যুক্ত ; স্থূলোদর, ভুঁড়ে। উন্নত নাভি যাহার, বহু। বিণ।

উন্নতশীর্ষ—উচ্চশিরাঃ, উচ্চমস্তক ; যশঃ পদ নিবন্ধন সম্ভ্রমশালী, সর্বাপেক্ষা অধিক মাননীয়। উন্নত শীর্ষ যাহার, বহু। বিণ।

উন্নতহৃদয় ১। উচ্চ অন্তঃকরণ, মহৎ মন, প্রশস্ত চিত্ত। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। উচ্চমনাঃ, মহাত্মা, যাহার হৃদয় (মনঃ) উন্নত। বহু। বিণ।

উন্নতানত—বন্ধুর, উচ্চনীচ, উচ্চাবচ। যে উন্নত সেই আনত, কর্মধা। বিণ।

উন্নতি—১। উচ্ছ্রায়, উচ্চতা ; ঊর্দ্ধগতি ; মহত্ত্ব ; বৃদ্ধি ; সমৃদ্ধি ; শ্রীবৃদ্ধি ; উদয় ; ঔদ্ধত্য ; গরুড়পত্নী ; দক্ষকন্যা ও ধর্মপত্নী। উদ্‌—নম্‌ + ক্তি ভাব। ২। ত্রিভুজের শীর্ষকোণ হইতে ভূমির উপর পাতিত লম্ব বা তাহার দৈর্ঘ্য, altitude. উৎ—নম্‌ + ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

উন্নতিশীল—যাহার ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে এরূপ। উন্নতিই শীল যাহার, বহু। কিংবা উন্নতি + শীল আছে অর্থে। বিণ।

উন্নতিসাধন—শ্রীবৃদ্ধিসম্পাদন, উৎকর্ষ-সম্পাদন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

উন্নদ্ধ—উদ্বদ্ধ, ঊর্দ্ধে সংযত ; স্ফীত ; উৎকট ; বন্ধনমুক্ত, উন্মোচিত ; খোলা ; উচ্ছৃত ; উচ্ছৃঙ্খল ; উৎপাটিত। উদ্‌—নহ্‌ (বাঁধা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্নমন—উত্থাপন, উত্তোলন ; উন্নতি। উদ্‌ পিরুদ্ধ নম্‌ (=নমি) + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্নমিত উর্দ্ধীকৃত ; উত্তোলিত ; আহিত-গুণ। উদ্‌—ণিজন্ত নম্‌ (=নমি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্নম্র—উন্নত, উচ্চ ; দণ্ডবৎ ঋজু ; সরল। উদ্‌—নম্‌ + র কর্ত্তৃ। বিণ।

উন্নয়ন—ঊর্দ্ধে নয়ন ; উত্তোলন ; উন্নতি ; উন্নতিপ্রাপণ ; অনুমান ; বিতর্ক। উদ্‌—নী + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্নস উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট। উন্নতা নাসা যাহার, বহু। বিণ।

উন্নায়ক—যে উপর দিকে লইয়া যায় এমন ; উত্তোলক, যে তোলে এমন ; উত্থাপক, যে উঠায় বা খাড়া করে এমন। উদ্‌—নী + ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **উন্নায়িকা**।

উন্নিদ্র—নিদ্রাহীন, বিনিদ্র ; সতর্ক ; উদ্বুদ্ধ ; বিকশিত ; প্রস্ফুটিত। উদ্গতা নিদ্রা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

উন্নিদ্রা- ১। নিদ্রাহীনা। 'উন্নিদ্র' দ্রঃ। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। নিদ্রাহীনতা, নিদ্রার অভাব বা ব্যাঘাত, ঘুম না আসা, জাগরণ। কপ্র। বি।

উন্নীত—ঊর্দ্ধে নীত ; উন্নতিপ্রাপিত ; বিতর্কিত ; অনুমিত ; বিয়োজিত। উদ্‌—নী (লইয়া যাওয়া) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্নেতব্য—উত্তোলনীয় ; অনুমেয়। উৎ - নী + তব্য কর্ম। বিণ।

উন্নেতা (উন্নেতৃ)—উন্নায়ক (সকল অর্থে) ; উদ্ধারক ; উদ্ভাবক, উন্নতিসাধক, শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদক, পরিবর্ধক। উদ্‌ নী + তৃন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উন্নেত্রী**।

উন্নেতা—ষোড়শ ঋত্বিকের অন্যতম। বি ; পু। [কর্ম। বিণ।

উন্নেয়—উন্নেতব্য ; অনুমেয়। উৎ—নী + যৎ

উন্মগ্ন—জলাদি হইতে উত্থিত ; প্রাদুর্ভূত, প্রকট। উদ্‌—মস্জ্‌ (মগ্ন হওয়া) + ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

উন্মজ্জক—১। উন্মজ্জনকারী, যে জলাদি হইতে উত্থিত হয় এরূপ। উদ - মস্জ্‌ + ণক কর্ত্তৃ। বিণ। ২। আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া তপস্যাকারী ব্যক্তি। বি ; পু।

উন্মজ্জন—জলাদির মধ্য হইতে উত্থান, ভাসা। উদ—মস্জ্‌ + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মত্ত—উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত, পাগল ; উন্মত্ত-প্রলাপবৎ ; কাণ্ডজ্ঞানহীন ; গ্রহাবিষ্ট ; উগ্র, হিংস্র ; ভয়ঙ্কর ; বাহ্যজ্ঞানশূন্য ; তন্ময় ; আত্মবিস্মৃত, মাতাল। উদ্—মদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উন্মত্ততা—রোগ বিঃ, উন্মাদ, বুদ্ধিভ্রংশ, বাতুলতা, ক্ষিপ্ততা, পাগলামি ; আত্ম-বিস্মৃতি, তন্ময়তা। উন্মত্ত শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

উন্মত্তপ্রলাপ, -প্রজল্পিত—বাতুলের অসংলগ্ন বাক্য, পাগলের (বা পাগলের মত) আবোল-তাবোল বকা। ৬তৎ বি ; পু।

উন্মত্তপ্রায়—ক্ষিপ্তপ্রায়, পাগলের মত। প্রায় উন্মত্ত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

উন্মত্তবৎ—পাগলের মত ('— আচরণ')। উন্মত্ত+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ।

উন্মথন—অতিমন্থন, আলোড়ন ; মথন-পূর্বক উৎপাদন ; যন্ত্রকর্ম বিঃ ; হনন, বধসাধন, নাশন। উদ্—মন্থ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মথিত—বিলোড়িত ; ব্যথিত ; অভিভূত ; ব্যাকুল ; ব্যাক্ষিপ্ত ; উদ্‌হৃষ্ট ; হত ; নির্মিত ; উৎসাদিত। উৎ—মন্থ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্মদ—১। উন্মাদগ্রস্ত, পাগল ; উদ্রিক্ত ; হর্ষজনক। উদ্—মদ্ (মত্ত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। উন্মাদ। উদ্—মদ্+অল্ ভাব। বি ; পু। ৩। অতিমত্ততা। প্রাদি। বি ; পু।

উন্মদিষ্ণু—উন্মাদযুক্ত, পাগল, মত্ত, মাতাল। উদ্—মদ্ (মত্ত হওয়া)+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

উন্মনাঃ (উন্মনস্)—উৎকণ্ঠিত ; ব্যাকুল ; উৎসুক ; অন্যমনস্ক ; অসুখী ; উদ্ভ্রান্তমনাঃ, মনস্বী। উৎকণ্ঠিত হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

উন্মন্থ, উন্মন্থন—১। আলোড়ন, আন্দোলন, আবর্তন, ঘাঁটা বা ঘোঁটা ; বধ, মারণ। উদ্—মন্থ্+অল্, অনট্ ভাব। বি ; পু। ২। মন্থনদণ্ড। উদ—মন্থ্+অন করণ। বি ; ক্লী।

উন্মন্থন—উন্মথন। উৎ—মন্থ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মাথী (-থিন্)—বিলোড়ক ; মর্মপীড়ক। উৎ—মথ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উন্মাদ—১। চিত্তবিভ্রম, বায়ুরোগ বিঃ, বাতুলতা ; (অলংকারে) সঞ্চারিভাব বিঃ ; কামাবেগ ; উৎসাহ বিঃ ; বিকাশ। উদ্—মদ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। উন্মত্ত, ক্ষিপ্ত, বাতুল, পাগল ; উন্মাদরোগযুক্ত ; হিতাহিত জ্ঞানহীন। উন্মাদ শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। বিণ।

উন্মাদক—উন্মাদজনক, উন্মত্ততাকারক। উদ্—ণিজন্ত মদ্ (=মাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ।

উন্মাদকর—যাহাতে জীবজন্তুদিগকে পাগল করে এমন, উন্মাদজনক, উন্মাদক, মত্ততাজনক, মাদক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

উন্মাদগ্রস্ত—উন্মত্ত, পাগল, বাতুল, ক্ষিপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

উন্মাদন—১। উন্মত্তকরণ ; পাগল করা। উদ্—ণিজন্ত মদ্ (=মাদি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। কন্দর্পের বাণ বিঃ। উদ্—মাদি+অন কর্তৃ। বি ; পু। ৩। চিত্তবিকারজনক, উন্মত্ততাকারক। উদ্—মাদি+অন করণ। বিণ।

উন্মাদনা—উন্মাদন, উন্মাদক, প্রবল উত্তেজনা। উদ্—মাদি+অন্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উন্মাদপ্রলাপ—উন্মত্তাবস্থায় কথিত অসংবদ্ধ বাক্য, পাগলের আবোল-তাবোল বকা। মধ্যপ। বি ; পু।

উন্মাদপ্রায়—উন্মত্তপ্রায়। ৬তৎ। বিণ।

উন্মাদবৎ—উন্মত্তবৎ। উন্মাদ+বৎ তুল্যার্থে। অ।

উন্মাদবান্ (-বৎ)—উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত। উন্মাদ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

উন্মাদাগার—পাগলা-গারদ, lunatic asylum. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

উন্মাদিত—যাহাকে উন্মত্ত করা হইয়াছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত মদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্মাদিনী—উন্মাদযুক্তা, উন্মত্তা ক্ষিপ্তা ; উন্মাদিকা। বিণ ; স্ত্রী।

উন্মাদী (উন্মাদিন্)—১। উন্মাদযুক্ত, উন্মত্ত ; মাতাল। উন্মাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। উন্মাদক, উন্মাদজনক, মত্ততাকারক। উদ্—মাদি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উন্মাদিনী**।

উন্মার্গ—১। উৎপথ, কুপথ ; বক্রপথ, ভ্রষ্টাচার। উৎসৃষ্ট মার্গ, প্রাদি। বি ; পু। ২। কুপথগামী। উৎসৃষ্ট হইয়াছে মার্গ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

উন্মার্গগামী (-গামিন্)—কুপথগামী, ভ্রষ্টাচার, অসৎপথাবলম্বী। উপতৎ ; উন্মার্গ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উন্মার্গগামিনী**।

উন্মার্গবর্তী (-র্তিন্), **-বৃত্তি**—কুপথাশ্রিত, দুর্বৃত্ত। বিণ।

উন্মার্গী (-র্গিন্) কুপথগত। উন্মার্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

উন্মার্জন—প্রক্ষালন, পরিষ্করণ ; দূরীকরণ। উৎ—মৃজ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মিষ—১। বিকশিত। উদ্—মিষ্+ক কর্তৃ। বিণ। ২। চক্ষুরুন্মীলন। উৎ—মিষ্+অ ভাব। বি ; পু।

উন্মিষিত—১। বিকশিত, প্রফুল্ল। উদ্—মিষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। উন্মীলন, প্রস্ফুটন ; অবলোকন। উদ্—মিষ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

উন্মিষিতযৌবন—১। নববিকশিত যৌবন বা যুবাভাব, নবোন্মীলিত তরুণ অবস্থা। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। বিকশিত-যৌবন, নবোন্মীলিততারুণ্য, যাহার যৌবন কেবল প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ। উন্মিষিত যৌবন যাহার, বহু। বিণ।

উন্মীলন, উন্মীল—উন্মেষ, বিকাশ ; (চক্ষু) খোলা ; উদ্ভাসন ; আলেখন। উদ্—মীল্+অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি ; ক্লী ও পু।

উন্মীলিত—১। বিকশিত, উন্মিষিত ; প্রকাশিত ; খোলা হইয়াছে এরূপ ('— চক্ষু') ; উদ্ভাসিত। উদ্—মীল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। অর্থালংকার বিঃ। বি ; ক্লী।

উন্মুক্ত—১। মুক্ত, যাহা খোলা হইয়াছে এরূপ, অনাবৃত ; বিহীন ; উৎসৃষ্ট ; খালাস ; খোলসা, সরল। উদ্—মুচ্ (মোচন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নিঃসৃত। উদ্—মুচ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। অবাধ, খোলা ('— প্রান্তর')। বাংপ্র। বিণ।

উন্মুখ—ঊর্ধ্বমুখ ; উৎসুক ; উদ্যুক্ত, উদ্যত ; প্রবৃত্ত, তৎপর ; অভিমুখ ; প্রাপ্তকাল ; সম্মুখ ; মুখর। উত্থিত মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**উন্মুখা, উন্মুখী**।

উন্মুগ্ধ—অতিমুগ্ধ ; মূঢ়। উৎ—মুহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উন্মুদিত—অতিহৃষ্ট। উৎ—মুদ্+ক্ত কর্তৃ। [বিণ।

উন্মুদ্র—মুদ্রারহিত, উন্মুক্ত ; বিকশিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। উৎক্রান্তা মুদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

উন্মূর্ধা (-র্ধন্)—উন্নতমস্তক। বহু। বিণ।

উন্মূল—উন্মূলিত ; সমূলোৎপাটিত। বিণ।

উন্মূলক—উন্মূলনকর্তা, উন্মূলয়িতা, উৎপাটক। উদ্—মূল্+ণক কর্তৃ। বিণ।

উন্মূলন—১। উৎপাটন, উপাড়িয়া ফেলা ; উচ্ছেদ, সমূলে বিনাশন। উদ্—মূল্ (রোপণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। উৎপাটক। বিণ।

উন্মূলয়িতা (-য়িতৃ)—উন্মূলনকর্তা, উন্মূলক, উৎপাটক। উদ্—মূল্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উন্মূলয়িত্রী**।

উন্মূলিত—উৎপাটিত ; সমূলে বিনাশিত। উদ্—মূল্ (রোপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উন্মেষ, -ষণ—উন্মীলন, বিকাশ ; অঙ্কুরিত

করণ ; উদ্রেক ; উদ্ভব ; প্রকাশ, উদয় । উদ্—মিষ্+অল্ ভাব । বি ; পু ।

উন্মেষী (-ষিন্)—উন্মীলিত । উৎ—মিষ্+ণিন্ কর্তৃ । বিণ ; পু ।

উন্মোচন—মোচন, উদ্ঘাটন, খোলা ; বন্ধন-মুক্ত করণ ; ছিনিয়া লওয়া ; ত্যাগ । উদ্—মুচ্ (মোচন করা)+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

উন্মোচিত—যাহা মোচন করা হইয়াছে এরূপ । উদ্—ণিজন্ত মুচ্ (=মোচি)+ক্ত কর্ম । বিণ ।

উপ—আধিক্য ; হীনতা ; সামীপ্য, আসন্নতা ; সামর্থ্য ; ভূষণ ; সাদৃশ্য ; আরম্ভ ; দোষাখ্যান ; দান ; মারণ ; ইচ্ছা ; ব্যাপ্তি ; আশ্চর্যকরণ ; পূজা ; উদ্যোগ ; নিদর্শন ; তিরস্কার ; আনুকূল্য ; তত্তৎ অর্থসূচক উপসর্গ । বপ্ (বপন করা) +ক কর্তৃ । অ ; উপসর্গ ।

উপকণ্ঠ—১। কণ্ঠাসন্ন ; সমীপ, নিকট, উপান্ত । কণ্ঠকে উপগত, ক্রান্তাদ্যর্থে ২তৎ । বিণ । ২। গ্রামান্ত ; নগরান্ত, suburb ; অশ্বগতি বিঃ, gallop. বি ; ক্লী । ৩। কণ্ঠসমীপে । অব্যয়ী । অব ।

উপকণ্ঠীয়- উপকণ্ঠসম্বন্ধীয়, গ্রামান্তীয়, নগরান্তীয় ; সমীপস্থ, নিকট । উপকণ্ঠ+ ঈয় ইদমর্থে । বিণ । স্ত্রী, -**কণ্ঠীয়া** ।

উপকথা– উপাখ্যান, আখ্যায়িকা ; পাঠক-দিগের চিত্তরঞ্জনার্থে কল্পিত গল্প ; উপন্যাস । উপ কথা, প্রাদি । বি ; স্ত্রী ।

উপকনিষ্ঠিকা—অনামিকা, কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিকটস্থ অঙ্গুলি । কনিষ্ঠাকে উপগতা, প্রাদি । বি ; স্ত্রী ।

উপকরণ—১। সামগ্রী, অঙ্গদ্রব্য, কোনও কার্যে যে দ্রব্যটি নিতান্ত প্রয়োজনীয়—যেমন, আহারে ব্যঞ্জনাদি, পূজায় পুষ্পাদি ; জীবিকা ; উপায়মাত্র ; উপাদান, ingredient ; পূজার নৈবেদ্যের বিবিধ অংশ, উপচার ; ছত্র চামরাদি রাজচিহ্ন ; পরিচ্ছদ । উপ—কৃ (করা)+অনট্ করণ । ২। উপকার । উপ—কৃ+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

উপকর্তা (-কর্তৃ)—উপকারী, হিতকারক ; সাহায্যকারক । উপ—কৃ+তৃন্ কর্তৃ । বিণ ; পু । স্ত্রী—**উপকর্ত্রী** ।

উপকল্প—উপবিধি, অনুকল্প । উপ—কল্পি+ অচ্ কর্ম । বি ; পু ।

উপকল্পন—আয়োজন ; সম্পাদন । উপ—কল্পি+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

উপকল্পনা—খাদ্যের উপস্থাপন ; পরিবেশন । উপ—কল্প্+অন+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

উপকল্পিত—সংগৃহীত ; অনুষ্ঠিত ; সমর্পিত ; উপহাররূপে দত্ত ; সজ্জীকৃত । উপ—কল্পি +ক্ত কর্ম । বিণ ।

উপকাঞ্চিকা—উপধান্যা, উপকুঞ্চী । বি ; স্ত্রী ।

উপকার—উপকৃতি, হিত, ইষ্ট, মঙ্গল ; সাহায্য, আনুকূল্য ; অনুগ্রহ ; উপকরণ ; উপভোগ ; প্রসাধন ; মহাদেব । উপ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব । বি ; পু ।

উপকারক—উপকারকর্তা, হিতকারী বা হিতকর, মঙ্গলজনক ; কার্যকারক ; কারণ । উপ—কৃ (করা)+ণক কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী—**উপকারিকা** ।

উপকারপরায়ণ—অন্যের ইষ্টসাধনে একান্ত অনুরক্ত, পরহিতব্রত, উপচিকীর্ষু । উপকারই পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু । বিণ ।

উপকারিতা—উপকারকতা, হিতকরত্ব । উপকারিন্+তা ভাবার্থে । বি ; স্ত্রী ।

উপকারী (-কারিন্)—উপকারক, হিতকারী, আনুকূল্যকারী, ইষ্টসাধক, হিতকর ; সহায় ; প্রত্যুপকারে সমর্থ । উপ—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ । বিণ ; পু । স্ত্রী— **উপকারিণী** ।

উপকারী—উপকারিকা ; রাজভবন, প্রাসাদ । উপ—কৃ+ঘণ্ কর্তৃ+ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

উপকার্য—উপকারসাধ্য ; উপকারযোগ্য, যাহার উপকার করিতে হইবে বা করা উচিত এরূপ । উপ—কৃ+ঘ্যণ্ কর্ম । বিণ ।

উপকীচক - বিরাটরাজের শ্যালক, কীচকের অনুজ । বি ; পু ।

উপকুম্ভ—কুম্ভসমীপ ; নিকট । কুম্ভের সমীপ, অব্যয়ী । অ বা বি ; ক্লী ।

উপকূজিত—নিনাদিত । উপ—কূজ্+ক্ত কর্ম । বিণ ।

উপকূপ—চৌবাচ্চা ; কূপসমীপে খাত জলাশয় । প্রাদি । বি ; পু ।

উপকূপ-জলাশয়—পশুগণের জলপানার্থে কূপসমীপস্থ বাঁধানো চৌবাচ্চা, নিপান । কূপের সমীপ উপকূপ (অব্যয়ী), তাহাতে যে জলাশয়, ৭তৎ । বি ; পু ।

উপকূল—বেলাভূমি, সমুদ্র ও নদ্যাদির তীর-বর্তী ভূভাগ । কূলের সমীপ, অব্যয়ী । বি ; ক্লী ।

উপকূল-বাণিজ্য—একই উপকূলে অব-স্থিত বিভিন্ন বন্দরের বাণিজ্য, coasting trade. ৬তৎ । বি ; ক্লী ।

উপকৃত—যাহার উপকার করা হইয়াছে এরূপ, কৃতোপকার ; অনুগৃহীত । উপ—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম । বিণ ।

উপকৃতি—উপকার । উপ—কৃ (করা)+ ক্তি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

উপকেশ—কৃত্রিম কেশ, পরচুলা । উপ (সদৃশ) কেশ, প্রাদি । বি ; পু ।

উপক্রম—আরম্ভ ; উদ্যম, উদ্যোগ ; কার্যারম্ভ ; বিবেচনাপূর্বক আরম্ভ ; সামাদি উপায় ; ধর্মাদি দ্বারা রাজার ভৃত্যপরীক্ষা ; বশী-করণ ; চিকিৎসা ; আরব্ধ বিষয় ; অভি-মুখগমন ; সমীপাগমন ; পলায়ন ; বিক্রম ; বেদারম্ভের পূর্ব অনুষ্ঠেয় বিধি বিঃ । উপ—ক্রম্+অল্ ভাব । বি ; পু ।

উপক্রমণ - ১। আরম্ভ ; অভিগমন । উপ—ক্রম্+অনট্ ভাব । ২। চিকিৎসা । উপ—ক্রম্+অন করণ । বি ; ক্লী ।

উপক্রমণিকা, -ক্রমণী—ভূমিকা, অনুক্রমণিকা, অবতরণিকা, প্রথম সূত্রপাত, পরে বাহুল্য রূপে যে বিষয়ের বর্ণনা করা হইবে, সংক্ষেপে তাহার পূর্বাভাস, introduction. উপ—ক্রম্+অনট্ ভাব (=উপক্রমণ)+ক স্বার্থে+আপ্ (অক স্থানে ইক) ; উপ—ক্রম্+অনট্ ভাব+ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

উপক্রমণীয়—যাহা উপক্রম বা আরম্ভ করিতে হইবে এরূপ, আরম্ভণীয় ; অভি-গম্য ; চিকিৎসনীয় । উপ—ক্রম্ (আরম্ভ করা)+অনীয় কর্ম । বিণ ।

উপক্রমমাণ—উপক্রম করিতেছে এরূপ, আরভমাণ, আয়োজনকারী । উপ—ক্রম্+শান কর্তৃ । বিণ ।

উপক্রমিতব্য—আরম্ভণীয় । উপ—ক্রম্+তব্য কর্ম । বিণ ।

উপক্রমিতা (-তৃ)– আরম্ভক । বিণ ; পু ।

উপক্রম্য—আরম্ভণীয় ; চিকিৎসনীয় । উপ—ক্রম্+যৎ কর্ম । বিণ ।

উপক্রান্ত—১। যাহার উপক্রম করা হইয়াছে এরূপ, আরব্ধ ; চিকিৎসিত । উপ—ক্রম্+ক্ত কর্ম । ২। উদ্যত, উদ্যুক্ত, উদ্যোগী । উপ—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ । বিণ ।

উপক্রিয়া—উপকৃতি, উপকার । উপ—কৃ (করা)+শ ভাব+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

উপক্রীড়া—উপভোগক্রীড়া, কেলি । উপ—ক্রীড়্+অ ভাব+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

উপক্রুষ্ট—নিন্দিত, গর্হিত । উপ—ক্রুশ্+ক্ত কর্ম । বিণ ।

উপক্রোশ—১। অপবাদ, নিন্দা । উপ—ক্রুশ্+অল্ ভাব । বি ; পু । ২। উপগত-ক্রোশ, আসন্নক্রোশ । উপাগত ক্রোশ যাহার, বহু । বিণ ।

উপক্রোষ্টা (-ক্রোষ্টৃ) ১। অপবাদক, নিন্দক । উপ—ক্রুশ্+তৃন্ কর্তৃ । বিণ ; পু । স্ত্রী—**উপক্রোষ্ট্রী** । ২। চিকিৎ-সক ; রাসভ, গর্দভ । বি ; পু ।

উপক্ষয় - ক্ষয়, অপচয়, হানি ; ব্যয় । উপ—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+অল্ ভাব । বি ; পু ।

উপক্লেশ—ক্লেশসাধন, মদ প্রঃ । উপ—ক্লিশ্+ঘঞ্ করণ । বি ; পু ।

উপক্ষার—ক্ষারযুক্ত পদার্থ বিঃ; alkaloid: উদ্ভিজ্জ ক্ষারসহ, প্রাণি। বি ; পু।

উপক্ষীণ—অপচয়প্রাপ্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত, হানিপ্রাপ্ত ; কার্যে অসমর্থ ; অন্তর্হিত। উপ—ক্ষি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপক্ষেপ—সমীপে ক্ষেপণ ; ভর্ৎসনা ; প্রয়োগ ; প্রক্ষেপ ; উল্লেখ ; প্রস্তাব ; আক্ষেপ, মনঃক্ষোভ। উপ - ক্ষিপ্ + অল্ ভাব। বি ; পু।

উপক্ষেপণ—সমীপে ক্ষেপণ ; সূচনা ; সমর্পণ। উপ—ক্ষিপ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী

উপগ—সমীপগত ; অন্বিত ; যোগ্য। উপ—গম্ + ড কর্তৃ। বিণ।

উপগত—১। স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত ; প্রাপ্ত ; জ্ঞাত। উপ—গম্ + ক্ত কর্ম। ২। উপস্থিত ; নিকটে গত, সন্নিহিত ; আসক্ত, অনুরক্ত ; সংঘটিত ; মৃত ; অন্বিত ; মৈথুনে যুক্ত। উপ—গম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। স্বীকারপত্র, রসিদ ; প্রাপ্ত বিষয় ; প্রবেশপত্র ; উপগম। উপ—গম্ + ক্ত করণ। বি ; স্ত্রী।

উপগতি—গমন, আগমন ; প্রাপ্তি ; জ্ঞান ; অঙ্গীকার। উপ—গম্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপগন্তা (-ন্তৃ)—প্রাপক ; জ্ঞাতা ; অঙ্গীকারক। উপ—গম্ + তৃচ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

উপগম—প্রাপ্তি ; জ্ঞান ; স্বীকার, অঙ্গীকার ; উপস্থিতি ; সেবা, উপাসনা ; স্ত্রীসম্ভোগ ; অনুভব ; নিকটে গমন ; আসক্তি, অনুরক্তি ; বিশেষ হইতে সামান্য সিদ্ধান্তে গমন, induction উপ—গম্ + অল্ ভাব। বি ; পু।

উপগমন—সমীপগমন ; প্রাপ্তি ; অনুষ্ঠান ; জ্ঞান ; মৈথুন। উপ—গম্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপগম্য উপসর্পণীয় ; প্রাপ্য ; মৈথুনযোগ্য। উ—গম্ + যৎ। কর্ম। বিণ।

উপগান—সংগীতের পূর্বে রাগ সংলাপন ; রাগভাঁজা। উপ—গৈ + অনট্ ভাব। বি।

উপগামী (-মিন্)—উপসর্পী ; জ্ঞাতা ; অঙ্গীকারক ; মৈথুনকারী। উপ—গম্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উপগিরি—১। গিরিসমীপ, পাহাড়ের নিকট। গিরির সমীপে, অব্যয়ী। বি ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্রগিরি, ছোট পাহাড় ; কৃত্রিম পাহাড় ; উত্তরদিকস্থিত গিরিসন্নিহিত দেশ বিঃ। গিরির সদৃশ, নিত্য। বি ; পু।

উপগীত—সমীপে গীত, কীর্তিত ; অভিহিত। উপ—গৈ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপগীতি—ছন্দ বিঃ, আর্যাছন্দের প্রকার বিঃ। বি ; স্ত্রী।

উপগুপ্ত—১। সুরক্ষিত ; গূঢ়। উপ—গুপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

২। একজন বৌদ্ধ সিদ্ধপুরুষ, বুদ্ধনির্বাণের শতবর্ষ পরে সম্রাট্ অশোকের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে শূদ্র, সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি যোগবলে সমাধিকালে বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ করিয়া ছিলেন। মথুরাতে ইনি প্রায় ১৮ লক্ষ লোককে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেন। বি ; পু।

উপগুরু—১। প্রতিনিধি গুরু ; গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হইবার পর যাঁহার নিকট উপদেশাদি গ্রহণ করা যায় ; গৌণ বা পরোক্ষ গুরু ; গুরুতুল্য বা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি। গুরুর সদৃশ, নিত্য। বি ; পু। ২। গুরু সন্নিধান। অব্যয়ী। অ।

উপগূঢ়—গূঢ়, গুপ্ত, প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত ; আলিঙ্গিত ; ধৃত। উপ—গুহ্ + ক্ত। বিণ।

উপগৃহীত—অনুগৃহীত। উপ—গ্রহ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপগ্রহ—১। রোধ, কারাবন্ধন ; অনুরোধ ; প্রার্থনা ; আনুকূল্য ; উপকার ; গ্রহণ ; প্রাণরক্ষার্থ সর্বস্বদানপূর্বক সন্ধি বিঃ। উপ—গ্রহ্ (গ্রহণ করা) + অল্ ভাব। ২। অনুষঙ্গী গ্রহ, প্রধান গ্রহের সহিত সম্পৃক্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গ্রহ—যেমন পৃথিবী গ্রহের উপগ্রহ চন্দ্র ; কুণমুষ্টি ; রাহুকেতু প্রঃ গ্রহসদৃশ জ্যোতিষ্ক। বি ; পু। উপ (অর্থাৎ হীন) যে গ্রহ, নিত্য। ২। কারারুদ্ধ। উপ—গ্রহ্ + অল্ কর্ম। বিণ ও বি।

উপগ্রহণ—সংস্কারপূর্বক বেদপাঠ, গ্রহণ ; বন্দীকরণ। উপ—গ্রহ্ (গ্রহণ করা) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপগ্রাহ—উপহার, উপায়ন, উপঢৌকন। উপ—গ্রহ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

উপগ্রাহ্য—উপহার, উপঢৌকন, ভেট, ডালি, নজর ; অনুকম্পনীয়। উপ—গ্রহ্ + ঘ্যণ্ কর্ম। বি ; পু ও বিণ।

উপঘাত—১। আঘাত ; ক্ষতি ; বিকলতা ; বিকৃতি ; নাশন ; উপদ্রব ; পীড়ন ; উপকার। উপ—হন্ + ঘঞ্ ভাব। ২। পাপ ; রোগ ; হোম বিঃ। উপ—হন্ + অ করণ। বি ; পু। বিণ—**উপঘাতী**।

উপঘাতক—উপঘাতকর্তা, আঘাতকারী ; বিনাশক ; অনিষ্টকারক ; পীড়ক। উপ—হন্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উপঘাতিকা**।

উপঘুষ্ট—নাদিত, প্রতিধ্বনিত। উপ—ঘুষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—উপনেত্র, দিব্যনেত্র, চশমা ; চক্ষুর সদৃশ, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপচয়—বৃদ্ধি ; মূল্যবৃদ্ধি ; appreciation ; পুষ্টি ; উন্নতি ; সংগ্রহ ; সমূহ ; (জ্যোতিষে) লগ্নের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১শ স্থান। উপ—চি + অল্ ভাব। বি ; পু।

উপচর—১। চরের সমীপ, দূতের নিকট। অব্যয়ী। অ বা বি ; স্ত্রী। ২। উন্নতি, বৃদ্ধি ; পুষ্টি ; সমূহ। উপ—চর্ + অল্ ভাব। বি ; পু। ৩। জ্যোতিষশাস্ত্রে লগ্নের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম ও ১১ দশ স্থান। উপ—চর্ + অল্ অধি। বি ; পু।

উপচরিত—উপচারপ্রাপ্ত ; পূজিত, সেবিত ; আরাধিত ; লক্ষণা দ্বারা বোধিত। উপ—চর্ (গমন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপচর্য—১। উপাসনীয় ; চিকিৎসনীয়। উপ—চর্ + যৎ কর্ম। বিণ। ২। সেবা ; চিকিৎসা। উ—চর্ + য ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপচর্যা—পরিচর্যা, সেবা ; চিকিৎসা। উপ - চর্ + ক্যপ্ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

উপচানো, উপচনো—উচ্ছ্বসিত বা উচ্ছলিত হওয়া, ছাপিয়া উঠা বা পড়া, উথলানো ; উদ্বেল হওয়া ; অতিরিক্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

উপচার—১। মনোরঞ্জন ; প্রার্থনা ; সেবা ; চিকিৎসা ; উপকরণ ; ধর্মানুষ্ঠান ; সজ্জা ; উৎকোচ, ঘুষ ; শিষ্টাচার ; ব্যবহার ; লক্ষণা দ্বারা অর্থবোধ। উপ - চর্ + ঘঞ্ ভাব। ২। বিধান ; জীবনোপায় ; ইতিকর্তব্যতা ; ধর্মকর্ম। উপ—চর্ + অ কর্ম। ৩। রাজনীতিযুক্ত যাগ ; পূজা ও মণ্ডনসাধন দ্রব্যাদি ও রাজোপকরণ ; গৃহসজ্জা ; জলস্থলাদি উপকরণ ; সন্ধি বিঃ—বিসর্গস্থানে 'স'। উপ—চর্ + অ করণ। বি ; পু।

উপচারশালা—শুশ্রূষা চিকিৎসা বা অস্ত্রোপচারের ঘর। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উপচারী (-রিন্) পরিচারক। উপ—চর্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

উপচার্য—১। পরিচর্যা, সেবা ; চিকিৎসা। উপ—চর্ + ঘ্যণ্ ভাব। বি ; পু। ২। সেবা ; চিকিৎসনীয়। উপ—চর্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উপচিকীর্ষা- উপকার করিবার ইচ্ছা, পরোপকারপ্রবৃত্তি, হিতৈষণা ; দুঃখীর দুঃখ বিমোচনের প্রবৃত্তি। উপ—সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ) + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

উপচিকীর্ষু- পরের উপকার করিতে অভিলাষী, হিতৈষী, পরহিতাকাঙ্ক্ষী। উপ—সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ) + উ কর্তৃ। বিণ।

উপচিত—পুষ্ট; সঞ্চিত; রচিত; প্রবৃদ্ধ; বিস্তারিত; অর্চিত; আবৃত, খচিত, উত্রিক্ত। উপ—চি (চয়ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপচিতি—বৃদ্ধি; উন্নতি; সমীপে দাহার্থ কাষ্ঠ সঞ্চয়; জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ গঠনমূলক প্রক্রিয়া বিঃ, anabolism. উপ—চি+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপচীয়মান—বর্ধমান, বর্ধনশীল; সঞ্চীয়মান; সঞ্চয় হইতেছে এরূপ। উপ—চি (চয়ন করা)+শান কর্ম-কর্তৃবাচ্যে অথবা কর্মবাচ্যে। বিণ।

উপচেয়—চয়নীয় ('— কুসুম')। উপ—চি +যৎ কর্ম। বিণ।

উপচ্ছদ—আচ্ছাদনসাধন, ঢাকনি। উপ—ছাদি+ঘ করণ। বি; পু।

উপচ্ছায়া—অপচ্ছায়া, আবছায়া। উপগম্যা (অস্পষ্টতা হেতু সাক্ষাৎ অদর্শনীয়া) ছায়া, নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপজ—১। পরে জাত, অনুজ, কনিষ্ঠ। উপ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ; পু। ২। কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বি; পু।

উপজন—১। উৎপত্তি। উপ—জন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। দেহ। উপ—জন +অচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

উপজনন—১। উৎপত্তি, উদ্ভব। উপ—জন্+অনট্ ভাব। ২। উৎপাদন। উপ—ণিজন্ত জন্ (-জনি)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উপজয়, উপজয়ে—জন্মে; ঘটে উদিত বা উত্থিত হয়; উপস্থিত হয় বা করে। কপ্র। ক্রি।

উপজলা—জলমগ্না ভূমি। উপগতা জলকে, ২তৎ। বি; স্ত্রী।

উপজা ১। অনুজা। বিণ; স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠা ভগিনী। বি; স্ত্রী।

উপজাত—অনন্তর জাত, পরে উৎপন্ন; উত্রিক্ত; সংঘটিত; উত্থিত; অনুজ; অন্য কোন পদার্থ হইতে বা তৎসংস্রবে উদ্ভূত। প্রাদি। বিণ।

উপজাতি—অনন্তর উদ্ভব, পরে জন্ম; শাখা জাতি, কোন প্রধান জাতির অঙ্গীভূত ক্ষুদ্র-জাতি, গণ, বর্গ; সংস্কৃত মিশ্র ছন্দো-বিশেষ। প্রাদি বা নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপজায়া—উপপত্নী। বি; স্ত্রী।

উপজিহীর্ষা—আহরণেচ্ছা। উপ—হৃ+ +সন্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপজিহ্বা—আলজিভ; জিহ্বার নিম্নে জাত শোথরোগ বিঃ; একপ্রকার উই। উপগতা অর্থাৎ অপ্রধানা যে জিহ্বা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপজিহ্বিকা—উপজিহ্বা, আলজিভ। উপজিহ্বা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপজীবক—১। জীবিকানির্বাহকারী; প্রযোজ্য; অবলম্বী, আশ্রয়ী। উপ—জীব্ +ণক কর্তৃ। বিণ। ২। বৃত্তি। উপ—জীব্+ঘঞ্ করণ+স্বার্থে কন্। বি; স্ত্রী। ৩। সেবক। বি; পু।

উপজীবন জীবনোপায়, উপজীব্য, আজীব, বৃত্তি, ব্যবসায়। উপ—জীব্+ অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

উপজীবনীয়—বৃত্ত্যর্থ আশ্রয়ণীয়; উপ-জীব্য। উপ—জীব্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উপজীবিকা—১। 'উপজীবক' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। আজীব, জীবিকা, জীবনোপায়। উপজীব শব্দ+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপজীবী (-জীবিন্)—জীবিকাশ্রয়ী; জীবনধারক; অধীন, আশ্রিত, প্রতিপাল্য। উপ—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী- **উপজীবিনী**।

উপজীব্য—১। জীবিকানির্বাহার্থ অব-লম্বনীয়, আশ্রয়; শরণ, পালক; সাহিত্য ইঃতে অবলম্বনীয়। উপ—জীব্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। জীবিকা, জীবনোপায়, আজীব, বৃত্তি, ব্যবসায়; প্রমাণ। বি; স্ত্রী।

উপজুষ্ট—সেবিত, আশ্রিত। উপ—জুষ্+ ক্ত কর্ম। বিণ।

উপজ্ঞা—আদ্য জ্ঞান, বিনা উপদেশে প্রথম জাত জ্ঞান (যেমন বাল্মীকির প্রথম শ্লোক-রচনায় জ্ঞান); সহজাত জ্ঞান, instinct. উপ—জ্ঞা+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপড়নো, উপড়ানো উৎপাটন করা, সমূলে তুলিয়া ফেলা, উচ্ছিন্ন করা। বাং-প্র। ক্রি।

উপডাল—প্রশাখা। বাংপ্র। বি।

উপঢৌকন—১। ভেট দেওয়া। উপ—ঢৌকি+অন ভাব। বি; স্ত্রী। ২। উপ-হার, উপায়ন, ভেট, ডালি, নজর; উৎকোচ, ঘুষ। উপ—ঢৌক+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী। [ঢৌক ধাতুর অর্থ গমন করা,—যদ্দ্বারা (প্রধান লোকের) উপ (সমীপে) গমন করা যায়, ইহাই এই পদের প্রকৃত ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। পূর্বকালে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, কোন মান্যগণ্য লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতে হইলে উপঢৌকন (উপহারদ্রব্য) লইয়া যাইতে হইত।]

উপতন্ত্র—গৌণতন্ত্র, শিবোক্ত তন্ত্রসদৃশ জৈমিনি বশিষ্ঠ কপিল নারদাদি সিদ্ধ। প্রাদি। বি।

|—সন্তাপকর। উপ—তপ্+অন কর্তৃ। বিণ।

উপতপ্ত—অত্যুষ্ণ; দুঃখিত; পীড়িত; কাতর। উপ—তপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপতপ্তা (-তপ্তৃ)—১। উপতাপজনক, পীড়াদায়ক, ক্লেশকর। উপ—তপ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উপতপ্ত্রী**। ২। উপতাপের কারণ, পীড়াদায়ক ব্যাপার, রোগ, ক্লেশহেতু। বি; পু।

উপতাপ—সন্তাপ; ক্লেশ, পীড়া; দুর্দৈব; ত্বরা। উপ—তপ্ (তাপ দেওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উপতাপক সন্তাপক, দুঃখপ্রদ। উপ—তাপি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -**তাপিকা**।

উপতাপন—১। সন্তাপক। বিণ। ২। পীড়ন। বি; স্ত্রী।

উপতাপিত—সন্তাপিত; পীড়িত। উপ—তাপি+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপতাপী (-পিন্)—পীড়য়িতা; দাহক; রোগী। বিণ।

উপতারা—চক্ষুর তারার (বা মণির) চতু-স্পার্শ্বস্থ রঞ্জিত অংশ, iris. তারার সমীপ, নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপতীর—তীরলগ্নভূমি, উপকূল। উপগত তীরকে, ২তৎ। বি; স্ত্রী।

উপতীর্থ—তীর্থের (ঘাটের) সমীপস্থ স্থান; তীর। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপত্যকা পর্বতের সন্নিহিত স্থল; (ভূগোলে) দুই পর্বতের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ সমতল নিম্নভূমি, valley; সন্নিহিত ঊর্ধ্বভূমি। উপ+ত্যকন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপদংশ ১। মদ্যপানকালে ব্যবহৃত মুখ-রোচক ভক্ষ্য, অবদংশ, চাট। উপ—দন্শ্ (দংশন করা)+অল্ কর্ম। ২। মেঢ্রোগ বিঃ, গরমি রোগ। উপ—দন্শ্ +অন্ কর্তৃ। ৩। দংশন, কামড়ানো বা কামড়। উপ—দন্শ্+অল্ ভাব। বি; পু।

উপদংশী (-শিন্)—উপদংশরোগযুক্ত। বিণ।

উপদর্শক—১। পথপ্রদর্শক। উপ—ণিজন্ত দৃশ্+ণক কর্তৃ। ২। অন্যের কার্য তত্ত্বাবধানকারী, overseer; সাক্ষাদ্দ্রষ্টা সাক্ষী, eye-witness. উপ—দৃশ্+ ণক কর্তৃ। ৩। দ্বারবান্, দ্বারী, দ্বাররক্ষক; অধ্যক্ষ। বি; পু। স্ত্রী—**উপ-দর্শিকা**।

উপদর্শন—১। (পথাদি) প্রদর্শন। উপ—দর্শি+অনট্ ভাব। ২। তত্ত্বাবধান। উপ—দৃশ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উপদর্শিত—প্রদর্শিত, দেখানো; বর্ণিত। উপ—দর্শি+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপদা—উপায়ন, উপহার, উপঢৌকন; উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা+ও কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপদান—উপদা। বি; ক্লী।

উপদানক—উৎকোচ, ঘুষ। উপ—দা+অনট্ কর্ম+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

উপদিক্ (-দিশ্) দুই প্রধান দিকের মধ্যস্থিত দিক্, বিদিক্, দিক্‌কোণ। নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপদিশ্যমান—উপদিষ্ট হইতেছে এরূপ, যাহাকে বা যে বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে এমন। উপ—দিশ্+শান কর্ম। বিণ।

উপদিষ্ট—১। যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এমন; শিক্ষিত; প্রদর্শিত; অধ্যাপিত; আদেশপ্রাপ্ত, আদিষ্ট; কথিত। উপ—দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উপদেশ। উপ—দিশ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উপদুর্গ- প্রধান দুর্গের নিকটস্থ বা বহির্ভাগস্থ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দুর্গ। দুর্গের সমীপ, নিত্য। বি; ক্লী।

উপদেব—উপদেবতা। উপনত (অর্থাৎ হীন) দেব, নিত্য। বি; পু। স্ত্রী—**উপদেবী**।

উপদেবতা—দেবযোনি, ভূতপ্রেতযক্ষাদি; যাঁহার প্রাধান্য নাই এমন দেবতা যক্ষ প্রঃ। নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপদেশ—১। প্রবর্তনবাক্য, শিক্ষাবাক্য। উপ—দিশ্+অল্ কর্ম। ২। শিক্ষাদান; উদ্দেশ; (ব্যাকরণে) পরার্থ প্রয়োগ; আদেশ; অনুশাসন; মন্ত্রদান; দীক্ষা। উপ—দিশ্+অল্ ভাব। বি; পু।

উপদেশক—১। উপদেশকর্তা, উপদেষ্টা; শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। উপ—দিশ্+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। গুরু। বি; পু। স্ত্রী, **-শিকা**। [বহু। বিণ।

উপদেশ-গর্ভ--শিক্ষাত্মক, উপদেশপূর্ণ।

উপদেশন—উপদেশ; নাট্যালংকার বিঃ। বি; ক্লী।

উপদেশনা--উপদেশ। বি; স্ত্রী।

উপদেশনীয়—উপদেশের যোগ্য, উপদেশ্য, শিক্ষণীয়। উপ—দিশ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উপদেশমূলক--শিক্ষাপ্রদ। উপদেশ মূলে যাহার, বহু (ক-আগম)। বিণ। স্ত্রী, **-মূলিকা**।

উপদেশী (-দেশিন্)—উপদেশক, উপদেষ্টা, শিক্ষক। উপ—দিশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উপদেশিনী**।

উপদেশ্য, উপদেষ্টব্য—যাহাকে উপদেশ দেওয়া আবশ্যক এরূপ, উপদেশ লাভের যোগ্য, শিক্ষণীয়, শিষ্য। উপ—দিশ্+য্যণ্, তব্য কর্ম। বিণ।

উপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—১। উপদেশকর্তা, উপদেশক; শিক্ষাদাতা; শিক্ষক; দীক্ষাদাতা। উপ—দিশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। ২। গুরু। বি; পু। স্ত্রী—**উপদেষ্ট্রী**।

উপদ্রব- আকস্মিক দুর্দৈব, উৎপাত, দৌরাত্ম্য; রোগবিকার বিঃ; রাষ্ট্রবিপ্লব; অশুভ। উপ—দ্রু+অল্ ভাব। বি; পু।

উপদ্রষ্টা (-দ্রষ্টৃ)—১। উপদর্শক, তত্ত্বাবধায়ক। উপ দৃশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। ২। দ্বাররক্ষক; দ্বারী। বি; পু। স্ত্রী—**উপদ্রষ্ট্রী**।

-১। যাহার উপর উপদ্রব করা হইয়াছে এমন, উৎপীড়িত, উপদ্রবগ্রস্ত। উপ-দ্রু+ক্ত কর্ম। ২। ব্যাকুল। উপ—দ্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপদ্বীপ—ক্ষুদ্রদ্বীপ; প্রায়োদ্বীপ, যে ভূভাগের প্রায় চারিদিক্ জল দ্বারা বেষ্টিত, peninsula. দ্বীপের সদৃশ, নিত্য। বি; ক্লী।

উপধর্ম ১। হীনধর্ম, কাল্পনিক ধর্ম; সিদ্ধপুরুষ ব্যতিরিক্ত জনকর্তৃক প্রচারিত ধর্ম। [যেমন প্রাচীনকালে বেদ ব্যতিরিক্ত বিষয় উপধর্ম বলিয়া গৃহীত হইত, কারণ তখন মুনিঋষিগণ তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে যাহা জ্ঞাত হইতেন, তাহাই বেদ বলিয়া সমাদৃত হইত।] হীন যে ধর্ম, নিত্য। ২। ধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তি, পাষণ্ড, নাস্তিক। বহু। বি; পু।

উপধা—১। (ব্যাকরণে) অন্ত্যবর্ণের পূর্ব বর্ণ, উপান্ত বর্ণ। উপ—ধা+ও কর্ম। ২। ধর্মাদি দ্বারা মন্ত্রী প্রঃ ভৃত্য পরীক্ষা; ছলনা, ছল; উপধান, স্থাপন। উপ-ধা+ও ভাব। ৩। উপায়। উপ—ধা+ও করণ। বি; স্ত্রী।

উপধাতু—ধাতুজাতীয় পদার্থ,- স্বর্ণমাক্ষিক, তারমাক্ষিক, তুথ, কাংস্য, পিত্তল, সিন্দুর ও শৈলেয় বা শিলাজতু; শরীরস্থ ধাতুসদৃশ দ্রব্য—যথা, রস হইতে স্তন্য, রক্ত হইতে স্ত্রীরজঃ, মাংস হইতে বসা, মেদঃ হইতে ঘর্ম, অস্থি হইতে দন্ত, মজ্জা হইতে কেশ, ও শুক্র হইতে ওজঃ। ধাতুর সদৃশ, নিত্য। বি; পু।

উপধান- ১। শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা+অনট্ অধি। ২। ধারণ; সমীপে স্থাপন। উপ—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপধানীয়—১। শিরোধান, বালিশ। উপ—ধা+অনীয় অধি। বি; ক্লী। ২। সমীপে স্থাপনীয়। উপ—ধা+অনীয় কর্ম। বিণ।

উপধাবন—উপসরণ; অভিগমন; অনুচিন্তন; ভজন। উপ—ধাব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপধারক- জনক, উৎপাদক। উপ—ধা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিকা**।

উপধায়ী (-ধায়িন্)- উৎপাদক, জনক; উপধানকারী। উপ—ধা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ধায়িনী**।

উপধারা—আইনের কোন ধারার অন্তর্গত বিধান, subsection. প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপধি—১। প্রতারণা; ছল; ভয়াদি। উপ-ধা+কি ভাব। ২। রথচক্র; চক্রের নাভি ও নেমির মধ্যস্থ অংশ। উপ—ধা+কি কর্তৃ। ৩। উপধান; বালিশ। উপ—ধা+কি অধি। বি; পু।

উপনক্ষত্র- অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অনুগামী ৭২৯ নক্ষত্র। প্রাদি। বি; ক্লী।

উপনগর ১। নগরোপকণ্ঠ, শহরতলি, suburb. নগরের সমীপে, অব্যয়ী। ২। ক্ষুদ্র নগর, ছোট শহর। নগরের সদৃশ, নিত্য। বি; ক্লী।

উপনত- উপস্থিত; প্রাপ্ত; অধিগত; শরণাগত। উপ—নম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপনতি—উপস্থিতি; নমন; সমীপগমন। উপ—নম্ (নত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপনদ—১। ক্ষুদ্র নদ; এক নদের সহিত মিলিত অপর নদ। উপগত যে নদ, নিত্য। বি; পু। ২। নদীর সমীপস্থ স্থান। নদের সমীপে, অব্যয়ী। বি; ক্লী।

উপনদী—এক নদীর সহিত মিলিত অন্য নদী, করদ নদী, tributary; ছোট নদী। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপনদ্ধ—খচিত, inlaid. উপ—নহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপনন্দ, উপানন্দ- ১। শ্রীকৃষ্ণের পালকপিতা গোপরাজ নন্দের অনুজ। ২। বাসুদেবের পুত্র, মদিরার গর্ভসম্ভূত। ৩। বৌদ্ধশাস্ত্রোক্ত নাগরাজ বিঃ। ৪। কাশীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র। রাজপুরোহিতের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুহনের সাহায্যে ইনি যুবরাজ নন্দের প্রাণবধের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বি; পু।

উপনম্র—উপনত। উপ—নম্+র কর্তৃ। বিণ।

উপনয়—১। সমীপে আনয়ন; সমর্পণ। উপ-নী (লওয়া)+অল্ ভাব। ২। উপনয়ন। উপ—নী+অচ্ করণ। বি; পু।

উপনয়ন—১। দ্বিজাতির যজ্ঞসূত্রধারণরূপ সংস্কার। উপ—নী+অন করণ। [বৃহস্পতি রবি চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে, হরিশয়ন ভিন্ন উত্তরায়ণে, গ্রহাদি দোষরহিত হইলে শুক্লপক্ষে, বেদ ও বর্ণের অধিপতি গ্রহ শুদ্ধ হইলে কর্ণবেধোক্ত

মৃতব্যাক্তিরহিতে, রবি, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, একাদশী, দ্বাদশী ও দশমী তিথিতে, পুষ্যা, হস্তা, অশ্বিনী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরভাদ্রপদ, স্বাতী, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা, রেবতী, পূর্বফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে উপনয়ন প্রশস্ত, মতান্তরে সোম ও বুধবার বিহিত] । ২। উপস্থিতি ; সমীপে আনয়ন ; আগমন ; প্রাপ্তি। উপ—নী (লওয়া)+অনট্ ভাব। ৩। উপনেত্র, চশমা। নয়নের সদৃশ, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপনহন—১। বন্ধন। উপ—নহ্+অনট্ ভাব। ২। বন্ধনসাধন যন্ত্রাদি। উপ—নহ্+অন করণ। বি ; স্ত্রী।

উপনাম (-নামন্)—কল্পিত নাম ; কৃত্রিম নাম, প্রকৃত নামের পরিবর্তে অন্য নাম ; উপায়বিশেষে প্রাপ্ত উপাধি। উপগত যে নাম, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপনায়- উপনয়ন, যজ্ঞসূত্র ধারণ। উপ—নী+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

উপনায়ক—১। নায়কের গুণোৎকর্ষ-কথক। নায়ককে উপগত, ২তৎ। ২। অপ্রধান নায়ক ; উপপতি। হীন যে নায়ক, নিত্য। বি ; পু।

উপনায়ন উপনয়নার্থ আচার্যের নিকট আনা ; যজ্ঞসূত্র ধারণ করানো। উপ—ণিজন্ত নী (=নায়ি)+অন করণ। বি ; স্ত্রী।

উপনাহ—১। বীণার তন্ত্রিবন্ধনস্থান। উপ—নহ্ (বাঁধা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। প্রলেপ, পুলটিশ প্রঃ। উপ—নহ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

উপনিক্ষেপ—ন্যাস, গচ্ছিত রাখা। উপ—নি—ক্ষিপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উপনিধান- উপস্থাপন ; বিন্যাস ; গচ্ছিত রাখা ; ন্যাসধারণ। উপ—নি—ধা+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপনিধি—ন্যস্তদ্রব্য, ন্যাস, গচ্ছিত বস্তু। উপ—নি ধা+কি কর্ম। বি ; পু।

উপনিবদ্ধ-গ্রথিত ; প্রণীত। উপ—নি—বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপনিবন্ধন-১। সম্পাদন, সাধন। উপ—নি—বন্ধ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। গ্রন্থন, রচনা। উপ—নি—বন্ধ্+অন ভাব। বি ; স্ত্রী। [নি—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপনিবিষ্ট-প্রতিষ্ঠিত ; অধিষ্ঠিত। উপ—

উপনিবেশ—কৃষিবাণিজ্যাদির নিমিত্ত বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ভিন্নদেশ হইতে লোক আসিয়া যে স্থানে বাস করে সেই স্থান, বিদেশস্থ আবাসভূমি, colony. উপ—নি—বিশ্+অল্ অধি। বি ; পু।

উপ[illegible]—উপস্থাপিত ; কৃতোপনিবেশ, দূরদেশে নিবাসিত। উপ—নি—ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপনির্গম—১। নির্গমন। উপ—নির্ গম্ (গমন করা)+অল্ ভাব। ২। নির্গমন-পথ। উপ—নির্—গম্+অল্ করণ। বি ; পু।

উপনিষৎ (উপনিষদ্)—১। বেদশিরোভাগ, জ্ঞানকাণ্ড, বেদান্ত ; ব্রহ্মবিদ্যা ; বিদ্যা ; ধর্ম। উপ-নি—সদ্+ক্বিপ্ করণ। ২। সমীপস্থান ; বিজন স্থান। উপ—নি—সদ্+ক্বিপ্ অধি। বি ; স্ত্রী।

উপনিষ্ক্রমণ—১। নিষ্ক্রমণ, নির্গমন ; রাজপথ। প্রাদি। ২। নিষ্ক্রমণ নামক সংস্কার। নিত্য। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-নিষ্ক্রান্ত**।

উপনিহিত—নিহিত, স্থাপিত, রক্ষিত ; ন্যস্ত, গচ্ছিত। প্রাদি। বিণ।

উপনীত—১। ধৃত-যজ্ঞসূত্র, যাহার উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে এরূপ ; আনীত ; উপহারস্বরূপ আনীত। উপ নী+ক্ত কর্ম। ২। উপস্থিত, আগত। উপ—নী+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। উপনয়ন। উপ—নী+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপনীতি—উপনয়ন ; উপস্থিতি, আগমন। উপ—নী+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপনেতব্য—সমীপে আনয়নীয় ; বিজ্ঞাপনীয়। উপ—নী+তব্য কর্ম। বিণ।

উপনেতা (-নেতৃ)—আচার্য ; আনয়নকারী ; উপায়নদাতা, উপহারদাতা ; উপনায়ক ; প্রাপক। উপ—নী+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উপনেত্রী**।

উপনেত্র—চশমা, নেত্রপ্রতিনিধি। নেত্রের সদৃশ, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপন্যস্ত—বিন্যস্ত ; উপস্থাপিত ; আবদ্ধ ; উল্লিখিত ; ন্যস্ত, গচ্ছিত ; দত্ত। উপ—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপন্যাস—১। বাক্যারম্ভ ; উল্লেখ ; দান ; উপনিধান ; প্রয়োগ। উপ—নি—অস্+ঘঞ্ ভাব। ২। প্রস্তাব ; পাঠক বা শ্রোতার মনোরঞ্জনার্থ কল্পিত গল্প, উপকথা, novel.। উপ—নি—অস্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

উপন্যাসকার—উপন্যাসরচয়িতা, উপকথার লেখক। উপতৎ ; উপন্যাস শব্দ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী**।

উপন্যাস রচয়িতা (-য়িতৃ), **-লেখক**—উপন্যাসকার। ৬তৎ। বি ; পু, বা বিণ। স্ত্রী, **-য়িত্রী**, **-খিকা**।

উপন্যাসিকা—ক্ষুদ্র উপন্যাস, ছোট গল্প। উপন্যাস+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উপপতি—গৌণপতি, অবৈধ প্রণয়ী, জার, ঢেমনা। হীন যে পতি, নিত্য। বি ; পু।

উপপত্তি—যুক্তি ; সংগতি ; উৎপত্তি ; সিদ্ধি ; কারণ ; মীমাংসা ; উপায় ; যোগ্যতা, উপযোগিতা ; (গণিতে) সপ্রমাণকরণ, demonstra ion. উপ—পদ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপপত্নী গৌণপত্নী, রক্ষিতা বেশ্যা। উপ (হীনা) পত্নী, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপপথ—১। অপ্রসিদ্ধ পথ, অজানা রাস্তা, গুপ্ত পথ। বি ; পু। ২। পথের সমীপ। অব্যয়ী। অ।

উপপদ- পদসমীপস্থ পদ ; পূর্বপদ ; অপ্রধান পদ ; জাতীয় বা বংশগত উপাধি। সমীপ যে পদ, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপপদ সমাস -'সমাস' দ্রঃ।

উপপন্ন-১। যুক্তিযুক্ত ; সম্ভাবিত ; সিদ্ধ ; সপ্রমাণীকৃত ; সম্পন্ন ; উৎপন্ন ; মিলিত ; আগত। উপ—পদ্+ক্ত কর্তৃ। ২। লব্ধ ; অন্বিত, উপেত। উপ—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপপাত- হঠাৎ আগমন ; আকস্মিক দুর্ঘটনা ইঃ, accident ; নাশ। উপ—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উপপাতক, উপপাপ—পাপ বিঃ, গোবধাদি উনপঞ্চাশৎ প্রকার পাপ। উপ (ন্যূন) যে পাতক, নিত্য। বি ; স্ত্রী। [উপপাতক উনপঞ্চাশ প্রকার—১। গোহত্যা। ২। অযাজ্যযাজন। ৩। পরদার-গমন। ৪। আত্মবিক্রয়। ৫। গুরুত্যাগ। ৬। মাতৃত্যাগ। ৭। পিতৃত্যাগ। ৮। স্বাধ্যায়ত্যাগ। ৯। অগ্নিত্যাগ। ১০। সুতত্যাগ। প্রত্যেকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার নির্দিষ্ট আছে, তাহা না করাকেই ত্যাগ বলে)। ১১। পরিবিত্তিতা (কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ করিলে জ্যেষ্ঠের বিবাহকরণ)। ১২। পরিবেদন (অবিবাহিত জ্যেষ্ঠসত্ত্বে বিবাহকরণ)। ১৩। ঐরূপ ব্যক্তিকে কন্যাদান। ১৪। ঐরূপ স্থলে পৌরোহিত্য। ১৫। কন্যাদূষণ। ১৬। বার্দ্ধুষ্য। ১৭। ব্রতলোপ। ১৮। তড়াগবিক্রয়। ১৯। আরামবিক্রয়। ২০। দারবিক্রয়। ২১। অপত্যবিক্রয়। ২২। ব্রাত্যতা। ২৩। বান্ধবত্যাগ। ২৪। ভৃতাধ্যাপন। ২৫। ভৃতাধ্যয়ন। ২৬। অপণ্যবিক্রয়। ২৭। সর্বাকরাধিকার। ২৮। মহাযন্ত্রপ্রবর্তন। ২৯। ওষধিহিংসন। ৩০। স্ত্র্যাজীব। ৩১। অভিচার। ৩২। ইন্ধনার্থ অশুষ্ক

ক্রমচ্ছেদ। ৩৩। মন্ত্রৌষধ দ্বারা বশীকরণ। ৩৪। আত্মার্থ ক্রিয়ারম্ভ। ৩৫। অবৈধ-ভোজন। ৩৬। অনাহিতাগ্নিতা। ৩৭। স্তেয়। ৩৮। ঋণাশোধন। ৩৯। অসৎ-শাস্ত্রাভিগমন। ৪০। কৌশীলবক্রিয়া। ৪১—৪৩। ধান্য-পশু ও কুপ্যস্তেয়। ৪৪। মদ্যপস্ত্রীনিষেবণ। ৪৫—৪৮। স্ত্রী-শূদ্র-বৈশ্য-ক্ষত্রিয়-হত্যা। ৪৯। নাস্তিকতা]।

উপপাতকী (-পাতকিন্)—উপপাতক-যুক্ত, উনপঞ্চাশ প্রকার উপপাতকের মধ্যে কোন প্রকার পাপকারী। উপপাতক + ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী — **উপপাতকিনী**।

উপপাদ—১। উপপত্তি, আবির্ভাব, সংঘটন ; প্রাপ্তি, সংগতি। উপ—পদ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। সম্পাদন। উপ—পদ্ + ণিচ্ + অচ্ ভাব। বি ; পু।

উপপাদক—সম্পাদক, মীমাংসক ; উপ-পত্তিকারক ; যুক্তিযুক্ত। উপ—ণিজন্ত পদ্ (= পাদি) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **উপপাদিকা**।

উপপাদন সম্যক্ প্রতিপাদন ; যুক্তি দ্বারা সমর্থন ; অভিব্যক্তি ; সন্নিধাপন ; সাধন ; স্পষ্টীকরণ। উপ—ণিজন্ত পদ্ (= পাদি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপপাদনীয়, উপপাদ্য যুক্তি দ্বারা সমর্থনীয়, প্রামাণ্য ; উৎপাদনীয়। উপ—ণিজন্ত পদ্ (= পাদি) + অনীয়, য কর্ম। বিণ।

উপপাদিত—যুক্তি দ্বারা সমর্থিত ; সপ্রমাণীকৃত ; কৃত ; উৎপাদিত ; আনীত ; কল্পিত ; সমর্পিত ; প্রাপিত ; যুক্ত ; চিকিৎসিত। উপ—ণিজন্ত পদ্ (= পাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপপাদ্য—১। 'উপপাদনীয়' দ্রঃ। ২। মীমাংসনীয় প্রতিজ্ঞা, যে প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিতে হয়, theorem. বি ; ক্লী।

উপপাপ -'উপপাতক' দ্রঃ।

উপপীড়ন—অতিপীড়ন ; পীড়া, বাধা। উপ—পীড্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপপীড়িত—পরিক্লিষ্ট ; বাধিত। উপ—পীড্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপপুর -শাখানগর, বৃহৎ নগরের উপকণ্ঠস্থ ক্ষুদ্র নগর ; নগরোপকণ্ঠ, suburb. পুরের সমীপ, নিত্য। বি ; ক্লী। বিণ— **উপপৌর** (suburban).

উপপুরাণ -অষ্টাদশ ক্ষুদ্র পুরাণ [যথা—আদি, নৃসিংহ, বায়ু, শিবধর্ম, দুর্বাসা, নারদ, নন্দিকেশ্বর, উশনঃ, কপিল, বরুণ, শাম্ব, কালিকা, মহেশ্বর, পদ্ম, দেব, পরাশর, মরীচি, ভাস্কর]। উপ (ক্ষুদ্র) যে পুরাণ, নিত্য। বি ; ক্লী।

উপপ্রদান—১। সমীপদান, অর্পণ ; সামাদি উপায়ের একতম। উপ—প্র—দা + অনট্ ভাব। ২। উৎকোচ, ঘুষ ; সর্ম পে দেয় বস্তু, ভক্ষ্যাদি ; উপহার। উপ—প্র—দা (দেওয়া) + অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

উপপ্রেক্ষণ—উপেক্ষা, অবহেলন। উপ—প্র—ঈক্ষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপপ্লব সমীপে প্লবন বা লম্ফ ; উপরোধ, বেষ্টন ; রাহু ; আকাশ হইতে উল্কাপাত ; বিপত্তি ; রাষ্ট্রবিপ্লব, প্রভুশক্তির প্রতিকূলে প্রজাবর্গের অভ্যুত্থান ; চন্দ্রগ্রহণ, সূর্যগ্রহণ ; প্রতিবন্ধ ; ভয়। উপ—প্লু + অল্ ভাব। বি ; পু।

উপপ্লবী (-বিন্) উপপ্লবযুক্ত ; ভয়ান্বিত ; উপরক্ত ; প্লাবনপীড়িত। বিণ ; পু।

উপপ্লুত—উপদ্রুত ; পীড়িত ; রাহুগ্রস্ত ; ভীত ; ব্যাপ্ত ; প্লাবিত ; নিমগ্ন ; দুর্গত। উপ—প্লু + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপবক্তা (-বক্তৃ)—উপদেষ্টা ; যজ্ঞাদি কার্যে উপদেশক ঋত্বিক্ ; ব্রহ্মা ; সদস্য। উপ—বচ্ + তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু।

উপবঙ্গ বঙ্গদেশের উপকণ্ঠ ; বঙ্গের সমীপস্থ ভূমি। বি ; পু।

উপবঞ্চিত প্রতারিত ; ত্যক্ত। উপ—বন্চ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপবন—১। উদ্যান, বৃক্ষবাটিকা, বাগান ; রোপিত বৃক্ষসমূহ ; পুষ্পপ্রধান বন। বনের সদৃশ, নিত্য। বি ; ক্লী। ২। বনসমীপে। বনের সমীপে, অব্যয়ী। অ।

উপবর্ণ—ব্রাহ্মণাদি ভিন্ন অপ্রধান বর্ণ ; উপ-জাতি। বি ; পু।

উপবর্ণন—সূক্ষ্ম বর্ণনা, যথাযথ বর্ণনা। প্রাদি। বি ; ক্লী। বিণ— **উপবর্ণিত**।

উপবর্তন দেশ ; জনপদ ; জনপদসমূহ ; দেশের একাংশ, প্রদেশ ; ব্যায়াম স্থান। উপ—বৃৎ + অনট্ অধি। বি ; ক্লী

উপবর্ষ—পাণিনি কাত্যায়ন প্রঃ বৈয়াকরণগণের অধ্যাপক ঋষি বি বি ; পু।

উপবাদ—অপবাদ, নিন্দা। উপ—বদ্ + ঘঞ্ ভা। বি ; পু।

উপবাস অনাহার, অনশন ; প্রায়শ্চিত্তার্থ বিহিত দ্রব্যমাত্রভোজন ও ইতরভোজন নিবৃত্তি ; বাস। উপ—বস্ (বাস করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উপবাসী (-বাসিন্)—কৃতোপবাস, অনাহারী। উপবাস শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ পু। স্ত্রী **উপবাসিনী**।

উপবাহী (-বাহিন্)—সমীপে প্রবহমাণ ('— নদ')। উপ—বহ্ + ণিন্ কর্তৃ বিণ। স্ত্রী, -**বাহিনী**।

উপবিদ্যা—হীন বিদ্যা, অপবিদ্যা ; শিল্প-বিদ্যা ; তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁক ইঃ। উপ (হীনা) যে বিদ্যা, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপবিধি গৌণ বা অপ্রধান বিধি ; অধীন বিধান, শাখা নিয়ম। উপ (হীন) যে বিধি, নিত্য। বি ; পু।

উপবিষ বিষ বিঃ, কৃত্রিম বিষ। উপবিষ সাত প্রকার, যথা—আকন্দ, সেহুণ্ড, ধুতুরা, বিষলাঙ্গলা, করবীর, গুঞ্জা (কুঁচ) ও অহিফেন। উপ (হীন) যে বিষ, নিত্য। বি ; পু বা ক্লী।

উপবিভাগ—মহকুমা ; কোন বিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বিভাগ, subdivision. উপগত বিষয়কে, প্রাদি। বি ; পু।

উপবিষ্ট—আসীন, বসিয়াছে এরূপ ; স্থিত। উপ—বিশ্ (প্রবেশ করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপবীজিত—ব্যজনীকৃত, যাহাকে পাখার বাতাস করা হয় বা হইয়াছে এমন। উপ—বীজ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপবীত—যজ্ঞসূত্র, পৈতা। উপ—বী + ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী।

উপবীতী (-বীতিন্)- যজ্ঞসূত্রধারী। উপ-বীত্ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

উপবৃক্ষ—বৃক্ষে উপজাত বৃক্ষ, পরগাছা, parasite. বি ; পু।

উপবৃত্ত—ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র, ellipse. উপমিত বৃত্তসহ, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপবেদ—বেদসদৃশ বিদ্যা [যথা—আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, স্থাপত্যবেদ]। বেদের সদৃশ, নিত্য। বি ; পু।

উপবেশ -১। আসনগ্রহণ, বসা ; আসক্তি। উপ বিশ্ + অল্ ভাব। ২। আসন গ্রহণ করানো, বসানো। উপ— ণিজন্ত বিশ্ (= বেশি) + অল্ ভাব। বি ; পু।

উপবেশক -১। উপবেষ্টা, উপবেশনকর্তা, যে বসে। উপ—বিশ্ + ণক কর্তৃ। ২। উপবেশয়িতা, যে বসায় এমন। উপ—ণিজন্ত বিশ্ (= বেশি) + ণক কর্তৃ। বিণ স্ত্রী—**উপবেশিকা**।

উপবেশন—১। আসনগ্রহণ, বসা। উপ—বিশ্ + অনট্ ভাব। ২। বসানো, স্থাপন। উপ—ণিজন্ত বিশ্ (= বেশি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপবেশয়িতা (-য়িতৃ)—যে বসাইয়া দেয়। উপ—ণিজন্ত বিশ্ (= বেশি) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী— **উপবেশয়িত্রী**।

উপবেশিত—যাহাকে বসানো হইয়াছে এরূপ, স্থাপিত। উপ—ণিজন্ত বিশ্ (= বেশি) + ক্ত কর্ম। বিণ

উপবেশী (-শিন্)—উপবেশক ; অবস্থিত ; অনত্যাগবেশযুক্ত। উপ - বিশ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং।

উপব্যাঘ্র—চিতাবাঘ ; বৃক, নেকড়ে। ব্যাঘ্রের সদৃশ, নিত্য। বি ; পুং। স্ত্রী, **-ব্যাঘ্রী**।

উপব্রাহ্মণ—পতিত ব্রাহ্মণ। বি ; পুং।

উপভঙ্গ—রণে ভঙ্গ, যুদ্ধ হইতে পলায়ন। উপ ভন্জ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উপভাষা হীনভাষা, অপভাষা, প্রদেশ বিশেষের ভাষা বা বুলি, ভাষার প্রাদেশিক ভেদ ; বিভাষা ; কথ্য ভাষা। বি ; স্ত্রী।

উপভুক্ত—যাহা ভোগ করা হইয়াছে এরূপ ; ভক্ষিত ; ব্যবহৃত। উপ ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি — **উপভুক্তি**।

উপভুজ্যমান—যাহা উপভোগ করা হইতেছে এমন। উপ - ভুজ্ + শান কর্ম। বিণ।

ভূষণ ঘণ্টাচামরাদি গৌণ বা আনুষঙ্গিক অলংকার। উপ (হীন) যে ভূষণ, নিত্য। বি ; ক্লী।

উপভোক্তা (-ভোক্তৃ) উপভোগকারী ; উপভোগী। উপ ভুজ্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী—**উপভোক্ত্রী**।

উপভোগ—সুখাদিভোগ ; ভক্ষণ ; ব্যবহার ; সংযোগ ; অর্পণ ; ভোগ্য বস্তু। উপ—ভুজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

উপভোগী (-গিন্)—ভোগকারী। উপভোগ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ।

উপভোগ্য উপভোগযোগ্য ; যাহা উপভোগ করিতে হইবে এরূপ। উপ—ভুজ্ (ভোজন করা) + ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

উপভোজী (-জিন্)—উপভোগকারী। উপ—ভুজ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উপভোজ্য ভোজনযোগ্য, যাহা খাওয়া যায় বা পাওয়া উচিত এমন। উপ— ভুজ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উপম—(অন্ত শব্দের পরবর্তী হইলে) তুল্য বা সদৃশ। উপ—মা (পরিমাণ করা)+ ড কর্তৃ। বিণ।

উপমন্ত্রণ—কর্তব্য কর্মে নিয়োগ ; উপচ্ছন্দন, খোশামুদি ; আহ্বান। উপ মন্ত্র্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপমন্ত্রিত - আহূত ; প্রার্থিত ; প্রসারিত। উপ—মন্ত্র্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপমন্ত্রী (-ন্ত্রিন্)—অপ্রধান বা সহকারী মন্ত্রী, Deputy Minister, প্রাদি। বি ; পুং।

উপমন্যু—আয়োদধৌম্য মুনির শিষ্য উপমন্যু অতিশয় গুরুভক্ত ছিলেন। ইনি গুরুর আদেশে তাঁহার গোচারণ করিতেন, এবং সেই সময় মধ্যে ভিক্ষা করিয়া উদরপূর্তি করিতেন। একদা গুরু উপমন্যুকে স্থূলকায় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উপমন্যু আপনার ভিক্ষাবৃত্তির কথা জানাইলেন। তখন গুরু বলিলেন, "দেখ উপমন্যু, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষাদ্রব্য উপভোগ করা তোমার উচিত হয় নাই।" তদবধি উপমন্যু ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু পাইতেন, গুরুর নিকট আনিয়া দিতেন। অতঃপর উপমন্যু একদিন গোচারণকালে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া অর্কপত্র ভক্ষণ করাতে অন্ধ হন। এই অবস্থায় ইনি ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক কূপমধ্যে নিপতিত হন। এদিকে আয়োদধৌম্য শিষ্যকে যথাসময়ে গৃহাগত না দেখিয়া অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপসমীপে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তখন উপমন্যু কূপমধ্য হইতে আপনার অবস্থা নিবেদন করিলে আয়োদধৌম্য তাঁহাকে দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করিতে উপদেশ দিলেন। উপমন্যুর স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইঁহার চক্ষু ভাল করিয়া দিলেন। আয়োদধৌম্যও শিষ্যের এইপ্রকার গুরুভক্তি দর্শনে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করিলেন।

উপমর্দ নিষ্পীড়ন, নিঙড়ানো ; আলোড়ন ; হিংসা ; নিস্তব্ধীকরণ, ধান ভানা ; (ব্যাকরণে) পূর্বধর্মবিনাশপূর্বক ধর্মান্তরোৎপাদন - যথা, 'অস্' স্থানে 'ভূ' ; সম্ভোগকালীন চুম্বনালিঙ্গনাদি ; নিন্দা, অপবাদ। উপ—মৃদ্ + অল্ ভাব। বি ; পুং।

উপমর্দক—উপমর্দকারী। উপ—মৃদ্ + অক কর্তৃ। বিণ।

উপমর্দন—উপমর্দ (তাহা দ্রঃ)। উপ— মৃদ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপমা—১। তুল্যা, সদৃশী। বিণ ; স্ত্রী। ২। সাদৃশ্য ; অর্থালংকার বিঃ। উপ - মা + ঙ ভাব। ৩। উপমান। উপ—মা + ঙ করণ। বি ; স্ত্রী।

উপমাংস আঁচিল। উপ (অধিক) মাংস, প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপমাতা (-মাতৃ)—১। উপমাকর্তা, তুলনাকারী ; প্রতিমাকারক, চিত্রকর। উপ—মা + তৃন্ কর্ম। বিণ ; পুং। স্ত্রী- **উপমাত্রী**। ২। মাতৃস্থানীয়া স্ত্রী ; ধাত্রী, ধাই ; মাতৃসদৃশী স্ত্রী (যথা— মাসী, পিসী, ইঃ। মাতার সদৃশী, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপমান - ১। উপমা, সাদৃশ্য। উপ—মা+ অনট্ ভাব। ২। যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়। উপ—মা + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

উপমালংকার —'অলংকার' দ্রঃ। বি ; পুং।

উপমিত—তুলিত ; সদৃশ, অনুরূপ। উপ— মা (পরিমাণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপমিত সমাস—'সমাস' দ্রঃ।

উপমিতি উপমা ; সাদৃশ্য-জ্ঞান। উপ— মা (পরিমাণ করা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপমেয় উপমার বিষয়ীভূত, যাহার উপমা দেওয়া হয়। উপ—মা + য কর্ম। বিণ। [যাহার উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমেয়, এবং যদ্দ্বারা উপমা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান বলে। চন্দ্রের ন্যায় মুখ, এখানে চন্দ্র উপমান এবং মুখ উপমেয়]।

উপমেয়োপমা — অর্থালংকার বিঃ ; যেখানে উপমান ও উপমেয় উভয়েরই পর্যায়ক্রমে উপমান উপমেয় ভাব লক্ষিত হয়, তথায় ঐ অলংকার হয়। যেমন মতির ন্যায় কমলা এবং কমলার ন্যায় মতি। বি ; স্ত্রী।

উপযন্ত্র — ক্ষুদ্র যন্ত্র ; শাখাযন্ত্র ; আনুষঙ্গিক যন্ত্র। উপ (হীন) যে যন্ত্র, নিত্য। বি ; ক্লী।

উপযন্ত্রিত অভ্যর্থিত ; প্রার্থিত। উপ— যন্ত্র্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপযম - বিবাহ ; সংযম, নিগ্রহ। উপ—যম্ + অল্ ভাব। বি ; পুং।

উপযাচক—১। স্বয়ং যাচক, যে নিজে কাহারও নিকট যাইয়া যাচ্ঞা করে, প্রার্থী। উপ—যাচ্ (যাচ্ঞা করা) + ণক কর্তৃ। ২। স্বতঃপ্রবৃত্ত, উপর-পড়া। বাংপ্র। বিণ।

উপযাচন স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ভিক্ষা করণ ; প্রার্থনা, চাওয়া। উপ—যাচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপযাচিকা—স্বয়ং যাচিকা বা ভিক্ষাকারিণী ; স্বয়ং পরপুরুষের নিকট যাইয়া সম্ভোগ প্রার্থনা করে এরূপ ('— স্ত্রী')। উপযাচক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

উপযাচিত ১। প্রার্থিত ; নিজ ইষ্টলাভের নিমিত্ত দেবোদ্দেশে প্রদত্ত। উপ —যাচ্ (যাচ্ঞা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মানসিক করা ; উপযাচন ; দেবতাকে দেয় বলি ; দিব্যদোহদ। উপ—যাচ্ + ক্ত ভাব। বি ক্লী।

উপযাচিতক—প্রার্থিত ('— বস্তু') ; ইষ্টসিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে মানিত। উপযাচিত শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বিণ।

উপযাত—উপগত, সমাগত ; প্রাপ্ত ; শরণাগত ; উপগত, কৃতমৈথুন। উপ—যা (যাওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপযান—নিকটে গমন ; প্রাপ্তি। উপ- যা (যাওয়া) + অনট ভাব। বি ; ক্লী।

উপযায়ী (-য়িন্) - সমীপগামী। উপ—যা +ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-যায়িনী**।

উপযুক্ত - ১। ন্যায্য; যোগ্য, উপযোগী; সৌষ্ঠবসম্পন্ন; দক্ষ; রচিত; ভুক্ত। উপ—যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্ত্তৃ। ২। উপার্জনক্ষম। বাংপ্র। বিণ।

উপযুক্ততা - ন্যায্যতা; যোগ্যতা; উপযোগিতা। উপযুক্ত শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

উপযুক্তি উপযোগিতা, expediency. উপ—যুজ্ +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপযোক্তব্য—উপযোগার্হ, প্রয়োজ্য; ভোক্তব্য। উপ—যুজ্ +তব্য কর্ম। বিণ।

উপযোগ—১। আনুকূল্য; উপকার; ব্যয়; ভোজন; ভোগ; উপযোগিতা; বিনিয়োগ; অনুষ্ঠান; কৃতার্থতা; নিয়মপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ; পানভোজন; নৈকট্য। উপ—যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। কারণ। উপ—যুজ্ +ঘঞ্ করণ। বি; পু।

উপযোগিতা, -ত্ব উপযুক্ততা, যোগ্যতা; উপকারিতা; হিতকরত্ব; প্রয়োজনীয়তা, প্রয়োজন; আনুকূল্য। উপযোগীর ভাব এই অর্থে উপযোগিন্ শব্দ+তা, ত্ব। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

উপযোগী (-যোগিন্)—উপযুক্ত, যোগ্য; হিতকর, উপকারী; অনুকূল; সংস্পৃষ্ট; ক্রিয়াসাধক। উপ—যুজ্ +ঘিনুণ্ কর্ত্তৃ। স্ত্রী—**উপযোগিনী**।

উপযোজন—সামঞ্জস্যবিধান; সমন্বয়সাধন, adjustment. উপ—যুজ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপর, ওপর—১। ঊর্দ্ধে; অতিরিক্ত; প্রতি। 'উপরি' শব্দের অপভ্রংশ। অ। ২। পৃষ্ঠ; অবয়বের উচ্চতর ভাগ; অধিক; বহির্ভাগ; উপর উপর, আলগা-আলগা ভাবে; উপরিভাগ। বি।

উপরআলা - ঊর্দ্ধতন (কর্মচারী); ঈশ্বর। বাংপ্র। বি বা বিণ।

উপর-উপর—ভাসা-ভাসা ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

উপর-ওয়ালা - উপর-আলা (তাহা দ্রঃ)।

উপরক্ত—১। পীড়িত; রাহুগ্রস্ত। উপ—রন্জ্ +ক্ত কর্ম। ২। অনুরক্ত; রক্তবর্ণ। উপ—রন্জ্ +ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। ৩। রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য; রাহুগ্রহ। বি; পু।

উপরক্ষ - সৈন্যের সমীপস্থ রক্ষক, যে ব্যক্তি সেনাদলের কাছে কাছে থাকিয়া রক্ষণাবেক্ষণ করে। উপ রক্ষ্ +অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

উপরক্ষণ—রক্ষার্থে সৈন্যস্থাপন, ঘাটি বসানো, চৌকি। উপ—রক্ষ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপর-চড়া—ঊর্দ্ধ হইতে বা বাহির হইতে আক্রমণ; ইষ্টসিদ্ধ্যর্থ মিছা দওনীড়নাদির ভয় দেখানো। বাংপ্র। বি।

উপর-চাপ - ঊর্দ্ধস্থিত বস্তুর চাপ, উপরআলার আদেশ; বিনা সংস্রবে যে চড়িয়া (চটিয়া) ঝগড়া করিতে যায়। বাংপ্র। বি।

উপর-চাল শতরঞ্চ খেলায় খেলোয়াড়ের অতিরিক্ত চা'ল-চলন; লোক দেখানো আচারব্যবহার। বাংপ্র। বি।

উপরচিত—সৃষ্ট, কৃত। উপ রচ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

উপরঞ্জক - উপরঞ্জনকর্তা, যে উপরে রঙ্গ করে; চিত্রকর। উপ—রন্জ্ +ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রঞ্জিকা**।

উপরঞ্জন—উপরে রঞ্জিত করণ বা রং মাখানো; চিত্রণ। উপ—রন্জ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপর-টপকা—উপর-উপর, ভাসা-ভাসা। বাংপ্র। বি।

উপরত—নিবৃত্ত; মৃত, মৃত্যুপ্রাপ্ত; সংসারাসক্তিরহিত; বিরক্ত। উপ—রম্ (ক্রীড়া করা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

উপরতি—ক্ষান্তি; নিবৃত্তি; মৃত্যু; বৈরাগ্য; সন্ন্যাসগ্রহণ; লভ্যপ্রাপ্তিতে ঔদাসীন্য; বুদ্ধি। উপ—রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপরত্ন রত্নসদৃশ চাকচিক্যময় বস্তু; অল্পমূল্যের রত্ন (যথা—কাচ, কর্পূর, প্রস্তর, মুক্তা, শুক্তি, শঙ্খ ইঃ)। রত্নের সদৃশ, নিত্য। বি; ক্লী।

উপর-নজর - ঊর্দ্ধ হইতে বা ঊর্দ্ধ্ব দিকের দৃষ্টি; কুদৃষ্টি; স্বীয় পত্নী ভিন্ন অন্য নারী প্রতি সভিলাষ দৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

উপরন্তু, উপরন্ত - অধিকন্তু, তদ্ব্যতীত। বাংপ্র। অ।

উপরপড়া—ঊর্দ্ধ হইতে পড়া, অযাচিত হস্তক্ষেপ; অনধিকার-চর্চা। বাংপ্র। বিণ বা বি।

উপরম, উপরাম—নিবৃত্তি; মৃত্যু; বৈরাগ্য; সমাপ্তি; উপশম। উপ—রম্ +অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উপরমণ—উপরম। বি; ক্লী।

উপরস - পারদতুল্য উপধাতু [গন্ধক, হিঙ্গুল, অভ্র, হরিতাল, মনঃশিলা, টঙ্কণ (সোহাগা), চুম্বক, স্ফটিকারি, শঙ্খ, খটী, গৈরিক, কাসীস (হীরাকস), বোল ইঃ]। প্রাদি। বি; পু।

উপরহি—উপরে। কপ্র। বি।

উপরা-উপরি -অব্যবহিত পরে পরে, পিঠাপিঠি। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

উপরাগ—১। সূর্যগ্রহণ; চন্দ্রগ্রহণ; বিপদ; অপবাদ; বিরাগ; প্রবৃত্তি; সম্বন্ধ; উপরঞ্জন; সান্নিধ্যহেতু অন্যের গুণাদির অন্যত্র আরোপণ; নিন্দা। উপ—রন্জ্ (রং করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। সংস্কার বিঃ; দুষ্ট নীতি; উপদ্রব; ব্যসন; রক্তবর্ণ; রাহু। উপ—রন্জ্ +অ করণ। বি; পু।

উপরাজ রাজপ্রতিনিধি, viceroy. প্রাদি। বি; পু।

উপরাজ্ঞী- রাজার অপরিণীতা রাণী বা উপপত্নী। বি; স্ত্রী।

উপরাম—'উপরম' দ্রঃ।

উপরি- ১। ঊর্দ্ধে, উপরে; অনন্তর, পরে। ঊর্দ্ধ শব্দ+রি। অ। ২। অতিরিক্ত, বেতনবহির্ভূত; বাহির হইতে আগত; অনিমন্ত্রিত; বাড়তি। বিণ। ৩। বকশিশ; ঘুষ; দস্তুরি। বাংপ্র। বি।

উপরি-উপরি—পর-পর, উপর্য্যুপরি; ভাসা-ভাসা, superficial; ক্রমাগত ('— সাজানো')। বাংপ্র। বিণ।

উপরিগত— ঊর্দ্ধ্বে গত, উপরে গিয়াছে এরূপ; আরূঢ়। ২তৎ। বিণ।

উপরিচর—১। আকাশগামী। উপতৎ; উপরি—চর্ +ট কর্ত্তৃ। বিণ। ২। পুরুবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ইন্দ্রধ্বজ পূজার প্রবর্ত্তক। ইনি বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশে বিচরণ করিতেন বলিয়া ইহার নাম উপরিচর হয়।

উপরিচর রাজার রাজধানীর নিকটে শক্তিমতী নামে একটি নদী ছিল। রাজা কোলাহল নামক পর্বত বিদীর্ণ করিলে শক্তিমতী সেই বিদীর্ণ পথ দিয়া বহির্গত হইলেন। সেই পর্বতের এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। শক্তিমতী পুত্রকন্যা লইয়া রাজাকে অর্পণ করেন। পুত্রটি সেনানীর কার্যে নিযুক্ত হইলেন। যথাকালে গিরিবালা গিরিকা ঋতুস্নাতা হইয়া আপনার অবস্থা রাজার গোচর করিলেন। সে দিন রাজার পিতৃলোক তাঁহাকে মৃগয়া করিবার অনুমতি করেন। রাজা তাঁহাদিগের কথায় মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু গিরিকার অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা অনুক্ষণ স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় তিনি মৃগয়ার কথা ভুলিয়া গেলেন, এবং গিরিকাবিরহে নিতান্ত অধীর হইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তথায় তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। তখন রাজা অতি যত্নসহকারে সেই রেতঃ শোধন করিয়া শ্যেনপক্ষীকে দিয়া তাঁহার মহিষীর নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। শ্যেনপক্ষী রেতঃ লইয়া আকাশপথে যাইবার সময়ে অপর এক শ্যেন তাহার চঞ্চুস্থিত শুক্রকে মাংসখণ্ড মনে করিয়া তাহাকে আক্রমণ

করিল। পরস্পরের বিবাদহেতু চ্যুত হইয়া যমুনা নদীর জলে পতিত হইল। মৎস্যরূপা অদ্রি সেই রেতঃ ভক্ষণ করিল। এই ঘটনার দশ মাস পরে জনৈক ধীবর সেই মৎস্যকে ধরিয়া তুলিলে তাহার উদর হইতে এক পুত্র ও এক কন্যা বহির্গত হইল। মৎস্যজীবী সেই পুত্রকন্যা লইয়া উপরিচর রাজাকে অর্পণ করিল। রাজা পুত্রকন্যাকে গ্রহণ করিলেন। পুত্রটি মৎস্য-রাজ এবং কন্যাটি মৎস্যগন্ধা নামে বিখ্যাত হন। এই মৎস্যগন্ধাই ব্যাসদেবের জননী।

উপরিজ ঊর্ধ্বে জাত, যাহা উপরে জন্মিয়াছে এরূপ; উচ্চ, উচ্ছ্রিত, উন্নত। উপতৎ; উপরি - জন্ + ড কর্তৃ। বিণ।

উপরিতন--পদমর্যাদায় ঊর্ধ্বতন, উপরিস্থ ('— কর্মচারী'); পূর্ববর্তী ('— পুরুষ')। উপরি শব্দ + ষ্টন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী —**উপরিতনী**।

উপরিতল–গৃহের ছাদ; উপরতলা; ঊর্ধ্ব-পৃষ্ঠ, উপরপিঠ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

উপরিদৃষ্টি, -দিষ্টি -ভূতাবেশ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

উপরিদেবতা--অপদেবতা ভূতাদি।

উপরিভাগ—উপরের অংশ; তল, পৃষ্ঠ, surface. কর্মধা। বি; পু।

উপরিভাব, -দিষ্টি—ভূতে পাওয়ার মত ভাব, ভূতাবেশ, উপরিদৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

উপরিলিখিত–উপরে যাহা লেখা হইয়াছে এমন; পূর্বোক্ত, উল্লিখিত। ৭তৎ। বিণ।

উপরিস্থ, উপরিস্থিত–ঊর্ধ্বে অবস্থিত, যাহা উপরে আছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

উপরুদ্ধ–অনুরুদ্ধ; প্রতিবদ্ধ; প্রতিবিদ্ধ; আবৃত; উৎপীড়িত; উপহত; তিরো-হিত; অবরুদ্ধ; মূত্রাদিবেগযুক্ত। উপ–রুধ্ (রোধ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপরূপক—দৃশ্যকাব্য বিঃ [রূপক ও উপরূপক ভেদে দৃশ্যকাব্যসমূহ দুই ভাগে বিভক্ত। উপরূপক আবার অষ্টাদশ ভাগে বিভক্ত,—১। নাটিকা। ২। ত্রোটক। ৩। গোষ্ঠী। ৪। সট্টক। ৫। নাট্যরাসক। ৬। প্রস্থান। ৭। উল্লাপ্য। ৮। কাব্য। ৯। প্রেক্ষণ। ১০। রাসক। ১১। সং-লাপক। ১২। শ্রীগদিত। ১৩। শিল্পক। ১৪। বিলাসিকা। ১৫। দুর্মল্লিকা। ১৬। প্রকরণিকা। ১৭। হল্লীশা। ১৮। ভাণিকা]। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপরোক্ত—উপরিকথিত, পূর্বোক্ত। 'উপর্যুক্ত' শব্দের পরিবর্তে অসাধু প্রয়োগ। বিণ।

উপরোধ—১। অনুরোধ; সুপারিশ; প্রতিবন্ধ; আবরণ; পীড়া; হিংসন; অবরোধ। উপ—রুধ্ + অল্ ভাব। বি; পু। ২। কর্তব্যাকর্তব্যবিচার; অনুগ্রহ; অনুকম্পা; আশ্রয়। বি। **উপরোধে ঢেঁকি গেলা**—অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অগত্যা কষ্টকর কাজ করা।

উপরোধক–১। উপরোধকর্তা, অনুরোধ-কারী। উপ—রুধ্ + ণক কর্তৃ। বিণ। ২। অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর; গর্ভাগার; বাসগৃহ; প্রতিবন্ধক; আবরক; পীড়ক। বি; স্ত্রী। স্ত্রী, -ধিকা।

উপরোধন—প্রতিবন্ধ; অবরোধ। উপ—রুধ্ + অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উপর্যুক্ত–উপরে কথিত, উল্লিখিত, পূর্ব-বর্ণিত; পূর্বলিখিত। উপরি উক্ত, ৭তৎ। বিণ।

উপর্যুপরি—ক্রমাগত, পর পর; প্রত্যাসন্ন; অত্যূর্ধ্বে। উপরি + উপরি। অ।

উপল–প্রস্তর; রত্ন; প্রক্ষেপ্য গোলক; লেঠামাছ। উপ—লা (গ্রহণ করা) + ড কর্তৃ। বি; পু।

উপলক্ষ, উপলক্ষ্য—অবলম্বন; প্রয়োজন; উদ্দেশ্য, ব্যপদেশ, ছল। প্রাদি বা নিত্য। বি; পু।

উপলক্ষক—উদ্ভাবক; পরীক্ষক; লক্ষণা দ্বারা অধিকার্থবোধক। উপ—লক্ষ্ (দর্শন করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষিকা।

উপলক্ষণ–লক্ষণাদ্বারা অধিকার্থবোধন; সূচনা; চিহ্ন; উপক্রম; পরিজ্ঞান। উপ—লক্ষ্ + অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

উপলক্ষণা—অর্থালংকার বিঃ। বি।

উপলক্ষিত—সূচিত; দৃষ্ট; অনুমিত; যুক্ত, বিশিষ্ট। উপ—লক্ষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপলক্ষ্য—১। 'উপলক্ষ' দ্রঃ। ২। উদ্দেশ্য, উদ্দিষ্ট, প্রয়োজনীয়; দ্রষ্টব্য। উপ—লক্ষ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উপলখণ্ড—প্রস্তরখণ্ড, নুড়ি। ৬তৎ। বি; পু।

উপলব্ধ—অনুভূত, জ্ঞাত; প্রাপ্ত; অর্জিত; অভ্যস্ত। উপ—লভ্ (লাভ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপলব্ধি—১। জ্ঞান, অনুভূতি; প্রাপ্তি। উপ—লভ্ + ক্তি ভাব। ২। মতি। উপ—লভ্ + ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

উপলভোগ—শর্করাভোগ; চিনির নৈবেদ্য; অন্যের প্রদত্ত ভোগ; জগন্নাথদেবের বৃহৎ ভোগ বিঃ; ছত্রভোগ (দিবা দ্বিপ্রহরের পরে পুরীধামে গরুড়ের পশ্চাদ্ভাগে যে বৃহৎ প্রস্তরময় স্থান আছে তাহারই উপর এই ভোগ হয় বলিয়া এই নামকরণ)। প্রা কপ্র। বি।

উপলভ্য—অনুভবনীয়, জ্ঞেয়; প্রাপ্য; সাধ্য। উপ–লভ্ + য কর্ম। বিণ।

উপলম্ভ—উপলব্ধি, তিরস্কার; প্রাপ্তি অবগতি; অনুভব। উপ—লভ্ (লাভ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উপলম্ভক—১। প্রাপক। উপ—লভ্ + ণক কর্তৃ। ২। উপলব্ধি কারয়িতা। উপ—লভ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ।

উপলম্ভন—১। জ্ঞান। উপ—লভ্ + অনট্ ভাব। ২। বুদ্ধি। উপ—লভ্ + অন করণ। বি; স্ত্রী।

উপলভ্য–স্তুত্য; প্রশংসনীয়। উপ—লভ্ (লাভ করা) + ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

উপলা–প্রস্তরময় ভূমি; শর্করা। উপল + অ আছে অর্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

উপলিপ্ত—উপরিভাগে লেপন করা হইয়াছে এমন, উপরে লেপা। উপ—লিপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপলেপ, উপলেপন–গোময়াদি দ্বারা অন্য বস্তুর উপরিভাগে লেপ দেওয়া; নিরোধ; ইন্দ্রিয়ের অবসাদন; লেপনদ্রব্য। উপ—লিপ্ + অল্, অনট্ ভাব। বি; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

উপশম—শান্তি; নিবৃত্তি; লাঘব; ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, তৃষ্ণাক্ষয়। উপ—শম্ + অল্ ভাব। বি; পু।

উপশমক–উপশমকারক। উপ—ণিজন্ত শম্ (= শমি) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উপ-শমিকা**।

উপশমন—১। উপশমক। উপ—শম্ + অন কর্তৃ। বিণ। ২। সান্ত্বনা; নিবারণ; প্রতীকার। উপ—শম্ + অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

উপশমনীয়—উপশমের যোগ্য, যাহার উপশম করিতে হইবে এমন; প্রতীকার্য; সান্ত্বনীয়। উপ—ণিজন্ত শম্ (= শমি) + অনীয় কর্ম। বিণ।

উপশমিত–কৃতোপশম, যাহার উপশম করা হইয়াছে এমন; (বাংলায়) নিবৃত্ত; উপশান্ত। উপ—ণিজন্ত শম্ (= শমি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপশয় ১। নিকটে শয়ন; বিপরীত ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা রোগের প্রশমন। উপ—শী + অল্ ভাব। ২। মৃগমারণার্থে ব্যাধের গুপ্তভাবে শয়নস্থান, গর্ত বিঃ, ambush. উপ শী + অল্ অধি। বি; পু। ৩। হস্তসমীপে, হাতের কাছে। অব্যয়ী। অ। ৪। সুখকর, আরামজনক। বিণ।

উপশাখা–শাখানিঃসৃত শাখা, শাখার শাখা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপশান্ত—উপশমপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত; সংযত; তেজোহীন; বিগত; সংযতেন্দ্রিয়। উপ—শম্ (শান্ত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপশান্তি–উপশম, নিবৃত্তি। উপ—শম্ (শান্ত হওয়া) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপশায়ী (-য়িন্)—সমীপশায়ী ; শয়নশীল। উপ—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

উপশিরা—শাখাশিরা, veinlet. বি ; স্ত্রী।

উপশিষ্য—শিষ্যের বা প্রশিষ্যের শিষ্য। হীন যে শিষ্য, নিত্য। বি ; পু।

উপশোভা—অতিশোভা। উপ—শুভ্+ঘঞ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উপশোভিত—সম্যক্ শোভিত, সমলংকৃত, বিভূষিত। প্রাদি। বিণ।

উপশোষণ—১। শোষয়িতা। উপ—শোষি+অন কর্তৃ। বিণ। ২। তাপাদি দ্বারা শুষ্কীকরণ। উপ—শোষি+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপশোষিত—নীরসীকৃত। উপ—শোষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপশ্রয়—অবলম্বন। উপ—শ্রি+অল্ ভাব। বি ; পু।

উপশ্রুত—প্রতিশ্রুত, অঙ্গীকৃত ; আকর্ণিত। উপ—শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপশ্রুতি—১। আকর্ণন ; প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার ; স্বীকার ; উপকার ; দৈব শুভাশুভ প্রশ্ন। উপ—শ্রু+ক্তি ভাব। ২। সমীপে শ্রুত বিষয় ; কিংবদন্তী ; দৈবপ্রশ্ন ; রাত্রিতে শ্রুত দৈববাণী, oracular voice. উপ—শ্রু+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

উপশ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন ; একদেশ-সম্বন্ধ ; বন্ধনা, সন্নিকর্ষ। উপ—শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

উপষ্টম্ভ—১। উপক্রম, আরম্ভ ; স্তম্ভন ; আড়ম্বর ; উপলক্ষ। উপ—স্তম্ভ্+অল্ ভাব। ২। স্তম্ভ। উপ—স্তম্ভ্+অল করণ। বি ; পু।

উপসংক্রমণ—অভিমুখগমন ; সন্নিবেশ। উপ—সম্—ক্রম্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপসংক্রান্ত—উপগত ; প্রাপ্ত। উপ—সম্—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপসংক্ষেপ, উপসংক্ষেপ—সংক্ষিপ্ত-সার, চুম্বক। প্রাদি। বি ; পু।

উপসংখ্যান—গণনা ; সংগ্রহ ; (ব্যাকরণে) সমানার্থক পদ ; সূত্রোক্ত বিষয় হইতে অতিরিক্ত বিষয়ের কথনে বার্তিকে প্রযুক্ত পারিভাষিক শব্দ। উপ—সম্—খ্যা (বলা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপসংগ্রহ—১। মেলন ; গ্রহণ ; আলিঙ্গন ; পাদস্পর্শপূর্বক নমস্কার, প্রণাম, অভিবাদন। উপ—সম্—গ্রহ্+অল্ ভাব। ২। উপকরণ। উপ—সম্—গ্রহ্+অ করণ। ৩। তুলিকা ; তোশক, cushion. বি ; পু।

উপসংগ্রহণ—উপসংগ্রহ। উপ—সম্—গ্রহ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপসংগ্রাহ্য—পাদস্পর্শপূর্বক প্রণম্য, অভিবাদনীয় ; পূজ্য, মান্য। উপ—সম্—গ্রহ্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

উপসংযম—উপসংহার, সমাপ্তি ; নিবারণ ; নিবৃত্তি ; ইন্দ্রিয়দমন ; বন্ধন ; প্রলয়। উপ-সম্—যম্+অল্ ভাব। বি ; পু।

উপসংযমন—১। উপসংযম। উপ-সম্—যম্+অনট্ ভাব। ২। বন্ধনোপায় ; বন্ধন। উপ সম্—যম্+অন করণ। বি ; স্ত্রী।

উপসংস্কৃত—পক্ব ; সিদ্ধ ; মণ্ডিত। উপ—সম্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপসংহরণ উপসংহার (সকল অর্থে)। উপ—সম্—হৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপসংহার—সমাপ্তি, conclusion ; মৃত্যু ; নিবর্তন ; সংগ্রহ ; আক্রমণ ; সারসংকলন ; রাশীকরণ ; অপনয়ন ; নিগ্রহ ; সংশ্লেষ বিঃ ; সংকোচন ; (ন্যায়ে) খণ্ডন। উপ—সম্—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উপসংহৃত—যাহার উপসংহার করা হইয়াছে এরূপ, সমাপিত ; নিগৃহীত ; উপশ্লেষিত ; বিনাশিত ; অপনীত। উপ—সম্—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপসংহৃতি—উপসংহার (সকল অর্থে) : সংক্ষেপ ; (নাট্যে) পঞ্চ সন্ধির শেষ সন্ধি। উপ-সম্—হৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপসদ ১। সমীপে গমন, নিকটবর্তিতা ; দান। উপ—সদ্+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। সমীপগামী, নিকটবর্তী। উপ—সদ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

উপসদন—১। সমীপে গমন, নিকটবর্তিতা, উপস্থিতি ; সেবা ; পাদগ্রহণ। উপ—সদ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। গৃহের নিকটস্থ স্থান ; প্রতিবেশ। সদনের সমীপে, অব্যয়ী। অ বা বি ; স্ত্রী।

উপসন্তান—সন্তানতুল্য ব্যক্তি ; এক-বংশোদ্ভব, সগোত্র, উত্তরপুরুষ। সন্তানের সদৃশ, নিত্য। বি ; পু।

উপসন্ন—উপনীত, উপস্থিত ; সমীপাগত, আসন্ন নিকটবর্তী ; উপসেবক। উপ—সদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপসম্পত্তি—অভিনব সম্পত্তি ; উপশ্লেষ, সম্বন্ধ। অধিকা যে সম্পত্তি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

উপসম্পদা—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি'—ইহা বলিয়া বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ। বি ; স্ত্রী।

উপসম্পন্ন—১। পক্ব ; পর্যাপ্ত ; মৃত। উপ—সম্—পদ্+ক্ত কর্তৃ। ২। লব্ধ, প্রাপ্ত ; প্রস্তুত ; যজ্ঞার্থে হত ; অন্বিত ; আঢ্য ; সমীপবর্তী ; মিলিত ; পাকাদি দ্বারা সম্পন্ন বাস্তু সুসংস্কৃত ; যজ্ঞার্থ হত ; প্রোক্ষিত ('—পশ্বাদি')। উপ—সম্—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপসরণ—নির্গমন ; অভিগমন ; উপসর্পণ ; হৃৎপিণ্ডাভিমুখে রক্তের দ্রুত গতি। উপ—সৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

উপসর্গ—১। শুভাশুভসূচক ভূমিকম্পাদি উপদ্রব, উৎপাত ; ব্যাধি ; রোগলক্ষণ, symptoms ; মূলরোগের আনুষঙ্গিক অন্যরোগ ; ভূতাদির আবেশ ; উপরাগ ; গ্রহণ ; (বাংলায়) বিঘ্ন ; বিপদ্। উপ—সৃজ্+ঘঞ্ ভাব। ২। (ব্যাকরণে) প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতি অব্যয় শব্দ। উপ—সৃজ্+ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

উপসর্জন—১। সমীপে গমন ; বর্জন ; পরিহার ; গ্রহণ ; উপরাগ ; অতিক্রমণ ; উপসর্গ, উৎপাত, উপদ্রব। উপ—সৃজ্+অনট্ ভাব। ২। অপ্রধান ব্যক্তি বা বস্তু, প্রতিনিধি ; গৌণবিশেষণ ; অপ্রধান পদ। উপ—সৃজ্+অনট্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

উপসর্প—সমীপে গমন ; অনুসরণ, পশ্চাদগমন। উপ—সৃপ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

উপসর্পক—সমীপগামী, নিকটবর্তী ; অনু-সরণকর্তা, পশ্চাদ্গামী। উপ—সৃপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উপসর্পিকা**।

উপসর্পণ—সমীপে গমন ; উপনীতি, উপ-স্থিতি ; আস্তে আস্তে সরিয়া পড়া ; অনু-সরণ। উপ—সৃপ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**উপসর্পণীয়, -সর্পিত, -সর্পী**।

উপসর্পণা—উপসর্পণ (সকল অর্থে)। উপ—সৃপ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উপসাগর সাগর সদৃশ জলাংশ, যে সাগরাংশ প্রায় চতুর্দিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত, gulf, bay. নিত্য। বি ; পু।

উপসুন্দ—১। নরকাসুরের সেনাপতি, ইনি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। ২। একজন প্রতাপান্বিত দৈত্য। ইহার পিতার নাম নিকুম্ভ ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সুন্দ। উভয় ভ্রাতা কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট এই বর লাভ করে যে, ইহারা অন্যের অবধ্য হইবে, কেবল পরস্পরের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইবে। তাহারা দেব-দ্বিজদ্বেষী হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের বধের নিমিত্ত বিশ্বকর্মা যাবতীয় রত্নের তিল তিল লইয়া তিলোত্তমা নারী এক অলোকসামান্যা রমণীর সৃষ্টি করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে তিলোত্তমা দৈত্যভ্রাতৃদ্বয়ের সমক্ষে উপস্থিত হইলে, তাঁহাকে লাভ করিবার নিমিত্ত দুই ভ্রাতা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া নিহত হইল।

উপসৃষ্ট—১। (ব্যাকরণে) উপসর্গযুক্ত; উৎপাতগ্রস্ত; রাহুগ্রস্ত; যুক্ত; ব্যাপ্ত; বিসৃষ্ট; আক্রান্ত; কামুক; ভূতাদি কর্তৃক আবিষ্ট; পীড়িত। উপ—সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মৈথুন। উপ সৃজ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। রাহুগ্রস্ত সূর্য বা চন্দ্র। বি; পু।

উপসেক—জলসেক দ্বারা কোমল করা; জল ছিটাইয়া ভিজানো। উপ—সিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উপসেচন উপসেক (তাহা দ্রঃ)। উপ—সিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপসেচনী সেচনার্থ দর্বি (হাতা)। উপ—সিচ্+অন করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

উপসেবক—উপভোগকারী; পরস্ত্রীতে আসক্ত; পরিচারক; পূজক। উপ—সেব্+ণক কর্তৃ। বিণ; স্ত্রী। স্ত্রী—**উপসেবিকা**।

উপসেবন—সেবা, পরিচর্যা; উপাসনা, আরাধনা; সম্ভোগ; আসক্তি, addiction; আশ্রয়। উপ—সেব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপসেবা পূজা; চাকরি; সম্ভোগ; শুশ্রূষা; পালন। নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপসেবিত—সেবিত; আরাধিত, উপাসিত, পূজিত; উপভুক্ত; সম্ভুক্ত; চর্চিত; পালিত। উপ—সেব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপসেবী (-সেবিন্) সেবাকারক, পরিচর্যাকারী; অনুষ্ঠাতা। উপ সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **উপসেবিনী**।

উপস্কর, উপস্কার—১। ভূষণ; বাটা মসলা, বাটনা; অসম্পূর্ণ বাক্যের অর্থবোধের নিমিত্তে অন্যশব্দের অধ্যাহার; দর্পণবস্ত্রাভরণাদি; গৃহোপকরণ কুণ্ড-সম্মার্জনী প্রঃ; যন্ত্রাদি, apparatus; উপকরণ; গুণাধান; বিকার; হিংসন; নিন্দা। উপ—কৃ (করা)+অল্, ঘঞ্ করণ কর্তৃ ভাব। বি; পু।

উপস্করণ ১। উপকরণ, উপাদান; কুণ্ডলাদি ভূষণ। উপ কৃ+অনট্ করণ। ২। হিংসা, হিংসাকরণ; সজ্জীকরণ, বিভূষণ, অলংকৃতি; সমবায়। উপ—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপস্কৃত—ভূষিত; সমবেত; অধ্যাহৃত; বিকৃত; নিন্দিত; জঘন্য; প্রয়োজনাপেক্ষ। উপ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপস্তুতি—সন্নিধানে স্তুতি, সাক্ষাতে প্রশংসা। উপ—স্তু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপস্ত্রী—উপপত্নী। স্ত্রীর সদৃশী, নিত্য। বি; স্ত্রী।

উপস্থ—১। পুংচিহ্ন, শিশ্ন; স্ত্রীচিহ্ন, যোনি; গুহ্যদ্বার; ক্রোড়; উপরিভাগ। উপ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। উপস্থিত, সমীপস্থ। বিণ।

উপস্থনিগ্রহ—ইন্দ্রিয়সংযম; কামেন্দ্রিয় দমন। ৬তৎ। বি; পু।

উপস্থাতা (-স্থাতৃ)—উপস্থিত; উপাসক; সেবক, ভৃত্য; সমীপে স্থিতিকারক; ঋত্বিগ্ বিঃ। উপ—স্থা (থাকা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উপস্থাত্রী**।

উপস্থান ১। উপস্থিতি; উপাসনা; সংগতি; অনুসন্ধান। উপ—স্থা+অনট্ ভাব। ২। সভা; দেবতাগার। উপ—স্থা+অন অধি। বি; ক্লী।

উপস্থানীয়—১। উপাস্য। উপ—স্থা+অনীয় কর্ম। ২। উপাসক। উপ—স্থা+অনীয় কর্তৃ। বিণ।

উপস্থাপক—উপস্থাপনকর্তা, যে উপস্থিত করে; প্রস্তাবকর্তা; আনেতা; স্মারক। উপ—ণিজন্ত স্থা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উপস্থাপিকা**।

উপস্থাপন উপস্থিত করণ; প্রস্তাব করা; আনয়ন; স্মারণ; অবতারণা। উপ ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপস্থাপয়িতা (-য়িতৃ) উপস্থাপক (সকল অর্থে)। উপ—ণিজন্ত স্থা (স্থাপি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উপস্থাপয়িত্রী**।

উপস্থাপিত—১। কৃতোপস্থাপন, সমীপে স্থাপিত, আনীত; প্রস্তাবিত; উত্থাপিত; বোধিত। উপ—ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিচারার্থ কৃতপ্রস্তাব ('-বিষয়')। বাংপ্র। বিণ।

উপস্থিত ১। আগত; উপনীত; নিকটস্থিত; প্রক্রান্ত; সংগত, মিলিত; স্বতঃপ্রাপ্ত; সংঘটিত; অবৈদিক; অনার্ষ; স্মৃতিগত; বিদ্যমান। উপ—স্থা+ক্ত কর্তৃ। ২। উপাসিত; জ্ঞাত; সেবিত; যুক্ত; প্রাপ্ত। উপ—স্থা+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। উপস্থান; সেবা। উপ—স্থা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উপস্থিতবক্তা (-বক্তৃ)—কোন কথার উল্লেখমাত্র বিনা চিন্তায় সেই বিষয় সম্বন্ধে মতপ্রকাশ করিতে সমর্থ প্রস্তুত না হইয়া যে বক্তৃতা করিতে পারে এমন, ready speaker. উপস্থিত বিষয়ে বক্তা, ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বক্ত্রী**।

উপস্থিতবুদ্ধি—১। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অবস্থানুসারে হঠাৎ বুদ্ধি জোগাইবার মত প্রতিভা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। প্রত্যুৎপন্নমতি। বহু। বিণ।

উপস্থিতি নিকটাগমন; উপনীতি; উপনতি; আগমন; অবগতি; প্রাপ্তি; বিদ্যমানতা; উপসেবন; হাজিরি; পৌঁছানো; উত্তরণ। উপ—স্থা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপস্নাতক—যে ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় নাই, undergraduate. প্রাদি। বি; পু।

উপস্পর্শ, উপস্পর্শন—স্পর্শ মাত্র, কেবল (বা আলটপকা) ছোঁয়া; সংস্পর্শ; স্নান; আচমন; দান। উপ—স্পৃশ্+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উপস্পৃষ্ট—১। কৃতস্পর্শ, স্পৃষ্ট, যাহাকে ছোঁয়া হইয়াছে। উপ—স্পৃশ্+ক্ত কর্ম। ২। স্নাত, যে স্নান করিয়াছে এরূপ; আচান্ত; কৃতাচমন, যে আচমন করিয়াছে এমন। উপ—স্পৃশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। উপস্পর্শ; আচমন। উপ—স্পৃশ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উপস্বত্ব—ভূমি প্রভৃতি বিষয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্য; জমির খাজনা বাড়িভাড়া প্রভৃতি সম্পত্তির আয়। স্বত্বের সদৃশ, নিত্য। বি; ক্লী।

উপস্মৃতি অপ্রধান ধর্মশাস্ত্র (উপস্মৃতিকারগণ—জাবালি, নাচিকেত, স্কন্দ, লৌগাক্ষী, কশ্যপ, ব্যাস, সনৎকুমার, শতজু, ব্যাঘ্র, জনক, কাত্যায়ন, জাতুকর্ণ্য, কপিঞ্জল, বৌধায়ন, কণাদ, বিশ্বামিত্র)। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

উপহত—১। আহত; নষ্ট; বিঘ্নিত; দূষিত; বিঘটিত; তিরস্কৃত; পীড়িত; অভিভূত; আক্রান্ত; আবিষ্ট; আপ্লুত; দূরীকৃত; রুদ্ধ; সচ্ছিদ্রীকৃত; সংস্পৃষ্ট; প্রতিহত; আকীর্ণ। উপ—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উপদ্রব। বাংপ্র। বি।

উপহতি—আঘাত; উপদ্রব, প্রতিঘাত; বিনাশ। উপ—হন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপহন্তা (-হন্তৃ)—নাশক; অপকারক। উপ—হন্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ।

উপহরণ—নিকটে আনয়ন; পরিবেশন; বলপূর্বক গ্রহণ, কাড়িয়া লওয়া; উপচার প্রদান; দেবোদ্দেশে অর্পণ; বলিপ্রদান; খাদ্যবণ্টন। উপ হৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপহর্তা (-হর্তৃ)—উপহারদাতা; বলিপ্রদানকারী; খাদ্যবণ্টক। উপ—হৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**উপহর্ত্রী**।

উপহসিত—১। যাহাকে উপহাস করা হইয়াছে এমন; কৃতোপহাস, অবক্ষিপ্ত। উপ—হস্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। হাস্য, পরিহাস। উপ—হস্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উপহার ১। উপায়ন, উপঢৌকন, নজর বা নজরানা, ভেট, ডালি; পুষ্পাদি উপহার;

ব্যক্তি (পশু প্রভৃতি) ; ধনাদি দান দ্বারা কৃত সন্ধি বিঃ ; পরিবেশনার্থ খাদ্য। উপ—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। পূজা ; সমর্পণ। উপ—হৃ+অ ভাব। ৩। হারের সমীপস্থ তদুপশোভক দ্রব্য। হারের সমীপ, নিত্য। বি ; পু।

উপহারী (-হারিন্)—উপহর্তা (সকল অর্থে)। উপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উপহারিণী**।

উপহাস—পরিহাস, ঠাট্টা : নিন্দাসূচক হাস্য ; কৌতুক। উপ—হস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উপহাসক—পরিহাসকারী ; হাস্যপ্রিয়, আমুদে। উপ—হস্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উপহাসিকা**।

উপহাসাস্পদ—পরিহাসের পাত্র ; অবজ্ঞার যোগ্য। উপহাসের আস্পদ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

উপহাস্য—১। উপহসনীয়, উপহাসাস্পদ। উপ—হস্ (হাস্য করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। উপহাস। কপ্র। বি।

উপহাস্যতা—উপহাসের ভাব, হাস্যাস্পদত্ব। উপহাস্য শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

উপহিত—নিহিত ; স্থাপিত ; ন্যস্ত ; মিলিত, মিশ্রিত ; আরোপিত ; প্রযুক্ত ; অন্বিত ; উপলক্ষিত ; প্রতিবিম্বিত ; বঞ্চিত ; জনিত ; (ব্যাকরণে) অব্যবহিত পূর্ব। উপ—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপহৃত—আহৃত ; আনীত ; উৎসৃষ্ট ; অর্পিত ; সমীপে নীত ; প্রাপিত ; পরিবেশিত ; সংকল্প ; অপনীত ; নিবেদিত। উপ—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপাংশু—১। নির্জনে ; গোপনে ; নিগূঢ়-ভাবে। অংশুর সমীপে, অব্যয়ী। অ। ২। অপরে শুনিতে না পায় এমন ভাবে জপ। অংশুর সদৃশ, নিত্য। বি ; পু।

উপাকরণ, উপাকর্ম (-কর্মন্) সংস্কার-পূর্বক বেদাধ্যয়নারম্ভ ; সংস্কারপূর্বক পশুবধ, বলিদান। প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপাকৃত—১। উপক্রান্ত। উপ—আ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উপদ্রব ; যজ্ঞার্থে হত পশু, বলি। বি ; পু। ৩। আরম্ভ ; উপাকরণ। উপ—আ—কৃ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

উপাক্ষ—১। উপনেত্র, চশমা। অক্ষির সদৃশ, নিত্য। বি ; ক্লী। ২। চক্ষুসমীপে। অক্ষির সমীপে, অব্যয়ী। অ।

উপাখ্যা—শব্দাদি দ্বারা ব্যাখ্যান। বি ; স্ত্রী।

উপাখ্যান—১। ইতিবৃত্ত ; কল্পিত গল্প বা বৃত্তান্ত, উপন্যাস ; আখ্যায়িকা, কাহিনী। উপ—আ—খ্যা+অনট্ কর্ম। ২। কথন, বর্ণন। উপ—আ—খ্যা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপাগত—১। নিকটাগত ; উপস্থিত ; প্রাপ্ত ; সংঘটিত। উপ—আ—গম্+ক্ত কর্তৃ। ২। স্বীকৃত ; প্রাপ্ত ; অনুভূত। উপ—আ—গম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপাগম—উপস্থিতি ; স্বীকৃতি ; প্রাপ্তি ; অনুভূতি ; সংঘটন। উপ—আ—গম্+অল্ ভাব। বি ; পু।

উপাঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ; তিলক, ফোঁটা ; পরিশিষ্ট ; বেদাঙ্গসদৃশ শাস্ত্র (যথা—পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম-শাস্ত্র) ; উপবিভাগ ; উপশাখা ; বিভাগান্তর্ভাগ ; বাদ্য বিঃ। উপ (হীন) যে অঙ্গ, নিত্য। বি ; ক্লী।

উপাচার্য—সহকারী আচার্য ; বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। উপমিত আচার্য সহ, প্রাদি। বি ; পু।

উপাত্ত—গৃহীত ; প্রাপ্ত ; স্বীকৃত ; উদ্যত ; প্রারব্ধ ; অর্জিত। উপ—আ—দা (দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপাত্যয় অতিক্রম, উল্লঙ্ঘন ; ক্রম লঙ্ঘন ; আচারভ্রংশ ; শাস্ত্র এবং লোকাচার উভয়ের ব্যতিক্রম ; মৃত্যু। প্রাদি। বি ; পু।

উপাদান ১। গ্রহণ ; বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সমূহের আকর্ষণ ; প্রত্যাহার ; আক্ষেপ ; উপস্থাপন ; প্রতীতিজনন ; উল্লেখ ; হেতু ; উপকরণ ; উৎকোচ ; প্রবৃত্তিজনক জ্ঞান ; (অলংকারে) লক্ষণাবিশেষ। উপ—আ—দা+অনট্ ভাব। ২। সমবায়ী কারণ, যে বস্তু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া অন্য বস্তু উৎপাদন করে, অথবা যে বস্তুদ্বারা কোনও পদার্থ নির্মিত বা প্রস্তুত হয় (যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা)। উপ—আ—দা+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

উপাদানভূত—যাহা উপাদান হইয়াছে এমন, মূলবস্তুস্থানীয়। বিণ।

উপাদেয়—গ্রহণীয়, গ্রাহ্য ; উৎকৃষ্ট, উত্তম উপ—আ—দা+য কর্ম। বিণ।

উপাধান ১। শিরোধান, বালিশ তাকিয়া। উপ—আ—ধা+অনট্ অধি ২। বিধি, বিধান। উপ—আ—ধা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উপাধি—১। ধর্মচিন্তা। উপ—আ—ধা+কি ভাব। ২। সমৃদ্ধি ; কুটুম্বভরণ ; কুটুম্ব-ব্যাপৃত জন ; জোচ্চ ; ছদ্ম। উপ—আ-ধা+কি কর্ম। ৩। আধার ; ধর্মচিন্তা প্রতিনিধি ; (ন্যায়ে) ব্যভিচারোন্নায়ক পদার্থ ভেদ। উপ—আ—ধা+কি অধি ৪। ভেদক-ধর্ম ; ছল ; কারণ ; পদবী সম্মানসূচক নামান্ত, title ; গুণ বিশেষণ ; সংজ্ঞা : উপনাম, জাতি-বংশ-বিদ্যা প্রভৃতির পরিচায়ক শব্দ, খেতাব (যথা—শর্মা, মুখোপাধ্যায়, রায় বাহাদুর, বি, এ ইত্যাদি)। উপ—আ—ধা+কি করণ। বি ; পু।

উপাধিক—উপাধিধারী, উপাধিবিশিষ্ট ; সগুণ ; আগন্তুক, আরোপিত। উপাধি+কণ্। বিণ।

উপাধিধারী (-ধারিন্)—উপাধিবিশিষ্ট, উপাধিশোভিত, খেতাবওয়ালা। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

উপাধিপত্র—উপাধিদানসূচক পত্র, যে প্রশংসাপত্রে বিদ্যার পরিচায়ক উপাধি লিখিয়া দেওয়া হয়, c rtific te, diplo ma. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

উপাধিভূষণ—উপাধিরূপ আভরণ বা অলংকার। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

উপাধিভূষিত—উপাধিশোভিত ; উপাধি-রূপ অলংকার দ্বারা অলংকৃত, খেতাবযুক্ত। ৩তৎ। বিণ।

উপাধেয়—অভিনিবেশনীয় ; আরোপ্য ; উপাধির যোগ্য ; অভিহিত ; (ন্যায়ে) উপাধি দ্বারা বিশেষণীয়। উপ—আ—ধা (ধারণ করা)+য কর্ম। বিণ।

উপাধ্যক্ষ উপদেষ্টা ; কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ, Vice-Principal. প্রাদি। বি ; পু।

উপাধ্যায়—১। অধ্যাপক ; বেদের একদেশাধ্যাপক। উপ—অধি—ই+ঘঞ্ অপা। বি ; পু। ২। ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

উপাধ্যায়া, -য়ী—বেদাধ্যাপিকা। উপাধ্যায় শব্দ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উপাধ্যায়ানী—উপাধ্যায়-পত্নী। উপাধ্যায় শব্দ+আনীপ্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উপাধ্যায়ী—উপাধ্যায়-পত্নী ; অধ্যাপিকা। উপা—ধ্যায়+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

উপানৎ (-নহ্) চর্মপাদুকা, জুতা। উপ—আ—নহ্ (বাঁধা)+ক্বিপ্ করণ। বি ; স্ত্রী।

উপানৎকার—চর্মপাদুকা - প্রস্তুতকারক, জুতানির্মাতা, shoe-maker. উপানৎ করে যে, উপতৎ ; উপানহ্ শব্দ—কৃ (করা) +অণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

উপানহ্—'উপানৎ' দ্রঃ।

উপান্ত—১। সমীপ ; প্রান্ত ; পরিসর ; শেষ ; বস্ত্রাঞ্চল। অন্তের সমীপ, নিত্য। বি ; পু। ২। (ব্যাকরণে) অন্তের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ('— বর্ণ')। বিণ।

উপান্তিক—অতি সমীপ। প্রাদি। বি ; ক্লী।

উপান্ত্য—১। অন্ত্যের ; সমীপস্থ ; প্রান্তবর্তী ; (ব্যাকরণে) অন্তের অব্যবহিত

পূর্ব ('— বর্ণ'), penultimate. উপান্ত+য। বিণ। ২। চতুর্থ কোণ; সমীপ। বি; ক্লী।

উপাপরাধ—লঘু অপরাধ বা পাতক, সামান্য দোষ বা ত্রুটি। অপরাধের সদৃশ, মিথ্যা। বি; পু।

উপাবর্তন—পার্শ্বপরিবর্তন, ঘূর্ণন; প্রত্যাগমন; উপসর্পণ। উপ—আ—বৃৎ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপাবৃত্ত—আবর্তমান; ঘূর্ণিত; মাটিতে গড়াগড়ি দিতেছে এরূপ; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত; নিবৃত্ত, বিরত, শান্ত। উপ—আ—বৃৎ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপায়—১। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড,—রাজাদিগের এই চতুর্বিধ সাধন বা রাজ্যপরিচালননীতি; প্রতিকার; কার্যসাধন; কৌশল; অভীষ্টলাভের প্রণালী; গতি; পথ। উপ—ই বা অয়্+ঘঞ্ করণ। ২। উপাগমন; ধনাগম, আয়, উপার্জন, বৃত্তি, পেশা; উপগম; উপক্রম। উপ—ই বা অয়্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উপায়ক্ষম—উপার্জনে সমর্থ। ৭তৎ। বিণ।

উপায়জ্ঞ—কার্যসাধনের ও অনিষ্টনিবারণের উপায়বিৎ; কৌশলী; প্রতিকারক্ষম। উপায়—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

উপায়ন—১। উপঢৌকন, উপহার; পারিতোষিক। উপ—ই বা অয়্+অনট্ করণ। ২। সমীপগমন; ব্রতাদি প্রতিষ্ঠা। উপ—ই বা অয়্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপায়াত—সমীপাগত। উপ-আ—যা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপায়ান্তর—অন্য উপায়, গত্যন্তর। নিত্য। বি; ক্লী।

উপায়াভাব—উপায় না থাকা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

উপায়ী (-য়িন্)—উপায়যুক্ত; উপায়বিধানে কুশল, প্রতিকার উদ্ভাবনে পটু; কৌশলী; উপার্জনকারী, রোজগারী। উপায়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—উপায়িনী।

উপারত—নিবৃত্ত, বিরত; নিশ্চল, স্থির। উপ—আ—রম্ (ক্রীড়া করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপারম্ভ—প্রারম্ভ, সূত্রপাত; উপক্রম। উপ—আ—রভ্+অল্ ভাব। বি; পু।

উপারূঢ়—আরূঢ়; প্রাপ্ত; সমাগত; যাহার উপর আরোহণ করা হইয়াছে এমন। উপ—আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপার্জক-উপার্জনকর্তা, অর্জনকারী, ধনাদির আহরক, রোজগেরে। উপ—অর্জ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—উপার্জিকা।

উপার্জন—উপায়, অর্জন, অর্থাহরণ, রোজগার; প্রাপ্তি; লাভ; সংগ্রহ। উপ—অর্জ (অর্জন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপার্জিত—অর্জিত, আহৃত, সংগৃহীত, প্রাপ্ত, লব্ধ; কৃত। উপ—অর্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপালব্ধ—তিরস্কৃত। উপ—আ—লভ্ (লাভ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপালম্ভ—তিরস্কার; রোষবাক্য; দুঃখবাক্য; প্রাপ্তি। উপ—আ—লভ্ (লাভ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উপাশ্রয়—১। আশ্রয়স্থল; আস্পদ; শয়ন। উপ—আ—শ্রি (সেবা করা)+অল্ কর্ম। ২। অবলম্বন। উপ—আ—শ্রি+অচ্ ভাব। ৩। আশ্রয়কারী, আশ্রিত। উপ—আ শ্রি+অ কর্তৃ। বি; পু।

উপাশ্রিত ১। আশ্রিত, অবলম্বিত, ধৃত। উপ—আ—শ্রি+ক্ত কর্ম। ২। আশ্রয়কারী; অবলম্বী; গত; প্রাপ্ত। উপ—আ—শ্রি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপাসক—উপাসনাকারক, আরাধক, পূজক, সেবক; সাধক; শূদ্র; বুদ্ধের সাধারণ উপাসনাকারক। উপ—আস্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—উপাসিকা।

উপাসঙ্গ—বাণাধার, তূণ। উপ—আ—সন্জ্+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

উপাসন—১। নিকটে উপবেশন; সেবা, পরিচর্যা; আরাধনা, পূজা; বিহিংসন; অভ্যাস; বন্দন; ধর্মানুষ্ঠান; পরিচর্যা। উপ—আস্+অনট্ ভাব। ২। আসন। উপ—আস্+অনট্ অধি। ৩। অভ্যাসার্থ শরক্ষেপণ। উপ—আস্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপাসনা—১। সেবা, পূজা, আরাধনা, অর্চনা; পরিচর্যা। উপ—আস্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সাধ্যসাধনা, খোশামোদ। বাংপ্র। বি।

উপাসনার্হ—সেবাযোগ্য, আরাধনাযোগ্য, পূজ্য, পূজার্হ। ৬তৎ। বিণ।

উপাসনীয় উপাস্য, আরাধ্য, পূজ্য। উপ—আস্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উপাসিত—১। সেবিত, পূজিত, আরাধিত। উপ—আস্ (থাকা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উপাসনা। উপ—আস্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

উপাসিতব্য—উপাসনীয়, পূজ্য। উপ—আস্+তব্য কর্ম। বিণ।

উপাসিতা (-তৃ)—উপাসক; সেবক। উপ—আস্+তৃচ্ কর্তৃ। বিণ।

উপাসী—অনাহারী, অভুক্ত; অর্থাভাবযুক্ত। উপবাসী পদের অপভ্রংশ। বিণ।

উপাসীন নিকটে উপবিষ্ট। উপ—আস্+শান কর্তৃ। বিণ।

উপাস্থি শরীরের অভ্যন্তরস্থ অস্থির ন্যায় পদার্থ বিং, cartilage. অস্থির সদৃশ, নিত্য। বি; পু।

উপাস্য সেব্য; আরাধ্য, পূজ্য ('— দেবতা'); উপকার-প্রত্যাশায় যাহার তোষামোদ করা হয় এমন। উপ—আস্+য কর্ম। বিণ।

উপাস্যমান—যাহার উপাসনা করা হইতেছে এরূপ, সেব্যমান, আরাধ্যমান। উপ—আস্ (থাকা)+শান কর্ম। বিণ।

উপাহিত—১। আরোপিত; যোজিত; বিন্যস্ত; জনিত; পরিহিত। উপ—আ—ধা+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উল্কাপাতাদি উপদ্রব। উপ (আসন্ন) অহিত কাহাতে, বহু। বি; পু।

উপাহৃত-সংগৃহীত; কল্পিত; আনীত; অর্পিত। উপ—আ-হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

উপু, উবু—পা মুড়িয়া হাঁটু তুলিয়া স্থিত। বাংপ্র। বিণ।

উপুড়, উবুড়—অধোমুখ; উপর মুখ নীচের দিকে উলটানো; উলট; পালটা; বিপর্যস্ত (নৌকা প্রভৃতি)। বাংপ্র। বিণ।

উপুড়হস্ত, উবুড়হস্ত—দানপরায়ণ। বাংপ্র। বিণ। **উপুড়হস্ত করা, উবুড়হস্ত করা**—গৃহীত অর্থাদি ফেরত দেওয়া বা দান করা।

উপুসী—উপবাসী। বাংপ্র। বিণ। **উপুসী ছারপোকা**—যে ছারপোকা বহুকাল রক্ত খায় নাই; অনাহারক্লিষ্ট ব্যক্তি।

উপেক্ষক—উপেক্ষাকারী; উদাসীন; অবজ্ঞাতা; পরীরক্ষণে উদাসী। উপ—ঈক্ষ্ (দেখা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—উপেক্ষিকা।

উপেক্ষণ-উপেক্ষা (সকল অর্থে); নিঃসঙ্গতা; রাজাদের সামাদি পঞ্চ উপায়ের একতম (যথা—মায়া জানেন ভেদেন দণ্ডেনোপেক্ষণেন চ। সাধয়ীয়ানি কর্মাণি সমাসব্যাস যোগতঃ॥ জহা)। উপ-ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

উপেক্ষণীয় উপেক্ষার যোগ্য; অবজ্ঞেয়। উপ-ঈক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

উপেক্ষা—ঔদাসীন্য; অবহেলা, অনাদর, অবজ্ঞা; তাচ্ছিল্য; ত্যাগ; অস্বীকার; মায়াদি ক্ষুদ্র উপায়ত্রয়ের একতম; (যোগশাস্ত্রে) চিত্তপ্রসাদনার্থ ভাবনা বিঃ—যাহাতে বুদ্ধি বা ঔদাসীন্য। উপ—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

উপেক্ষাপর উপেক্ষাপরায়ণ, অনাদর-করণশীল, অবজ্ঞাকারী, অবহেলাকারক। উপেক্ষাতে পর (আসক্ত), ৭তৎ। বিণ।

উপেক্ষাপরায়ণ—ঔদাস্য রত, অনাদর-কারী, অবজ্ঞাকারক। উপেক্ষা হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

উপেক্ষিত অনাদৃত, অবজ্ঞাত; ত্যক্ত; অস্বীকৃত। উপ ঈক্ষ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

উপেক্ষ্য—উপেক্ষণীয়। উপ—ঈক্ষ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উপেত—উপাগত; সমীপগত; উপস্থিত; প্রাপ্ত; মিলিত, যুক্ত; গর্ভাধানের নিমিত্ত স্ত্রীতে উপগত; অনুগত; সমৃদ্ধ। উপ—ই (গমন করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপেতব্য—সমীপে গন্তব্য; প্রাপ্তব্য। উপ —ই + তব্য কর্ম। বিণ।

উপেতা (-তৃ) সমীপগামী; সামাদি উপায়ের প্রয়োজক। উপ ই + তৃচ্ কর্তৃ। বিণ।

উপেন্দ্র—ইন্দ্রের কনিষ্ঠ, বামন, বিষ্ণু [বামনা-বতারে বিষ্ণু অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের পরে জন্মগ্রহণ করেন]। ইন্দ্র হইতে হীন, নিত্য। বি; পু। স্ত্রী—**উপেন্দ্রাণী**।

উপেন্দ্রনাথ দাস বাং ১২৫৫ সালে কলিকাতায় কায়স্থকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাস ইঁহার পিতা। বাল্যকাল হইতে ইনি হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাহীন হন, এবং পিতার অবাধ্য হইয়া উঠেন। ফলে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াই ইনি গৃহ হইতে পলায়ন করেন, এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া বিধবা-বিবাহ ও অসবর্ণ-বিবাহ প্রচলনের জন্য বক্তৃতা দিতে থাকেন। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে ইনি স্বয়ং এক উগ্র-ক্ষত্রিয়জাতীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি কখন স্কুল স্থাপন, কখন সংবাদপত্র প্রকাশ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য করিয়া ঋণজালে জড়িত হন; শেষে থিয়ে-টারে যোগ দিয়া 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' নামে দুইখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটকে রাজপুরুষগণের অত্যাচার ও অবিচারকাহিনী বর্ণিত থাকায় ইঁহার এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ হয়। শেষে হাইকোর্টে আপীল করিয়া ইনি দণ্ডাজ্ঞা হইতে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ইনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। কিন্তু সেখানে পাঠে মন না দিয়া কেবল বক্তৃতা ও অন্যান্য বৃথা কাজে সময় নষ্ট করিয়া ১২ বৎসর পরে দেশে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিয়া স্বয়ং এক থিয়েটার খোলেন, এবং 'দাদা ও আমি' নাটক রচনা করেন। কিন্তু এই থিয়েটারে ইঁহাকে প্রচুর ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ইংরেজী ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ১৩০২ সালের ২২শে শ্রাবণ ইঁহার মৃত্যু হয়।

উপেন্দ্র-বজ্রা একাদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দো-বিশেষ। বি; স্ত্রী।

উপেয়—উপযাতব্য; উপগন্তব্য; সংগমার্হ; প্রাপ্তব্য; সাধ্য। উপ-ই + যৎ কর্ম। বিণ।

উপোঢ়—বিবাহিত; নিকট; উপনীত; ধৃত; ব্যূঢ়; ব্যূহাকারে সজ্জিত; উদ্ঘাটিত; প্রত্যাসন্ন; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। উপ—বহ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপোদ্‌ঘাত—উপক্রম, আরম্ভ; উপক্র-মণিকা, ভূমিকা; উদাহরণ, (ন্যায়ে) সংগতি বিঃ; প্রস্তাবনা; প্রসঙ্গ মুখবন্ধ। উপ উদ্ - হন্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

উপোষ, উপোষণ—উপবাস, অনাহার, অনশন। উপ উষ্ (রুগ্ণ হওয়া) + অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উপোষিত কৃতোপবাস, অভুক্ত। উপ—বস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উপোষ্য উপবাসে যাপনীয় (<তিথি)। উপ—উষ্ + ক্যপ্ অধি। বিণ।

উপোস—উপবাস। বাংপ্র। বি।

উপোসী উপবাসী। বাংপ্র। বিণ।

রোপিত; অবকীর্ণ; ব্যাপ্ত; কৃতবপন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; বিক্ষিপ্ত। বপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বীজবপনের পরে কর্ষিত ('— ভূমি')। অগ্রে উপ্ত পশ্চাৎ কৃষ্ট, কর্মধা। বিণ।

উপ্তি বপন, বীজ বোনা; রোপণ। বপ্ (বপন করা) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

উপ্য বপনীয়। বপ্ + ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

উবচানো—উপচাইয়া পড়া; অতিক্রম করা; উৎক্ষিপ্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

উবটন ময়লা তোলার নিমিত্ত তৈলাদি দ্বারা গাত্রঘর্ষণ; হরিদ্রাকুঙ্কুমাদি গাত্রমল-শোধনদ্রব্য; অভ্যঙ্গ। <উদ্বর্তন। বি।

উবরানো উদ্‌বৃত্ত হওয়া, বাড়া; বাড়তি হওয়া; পাত্র হইতে পাত্রান্তরে রাখা, আজড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

উবা—উড়িয়া যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া। বাংপ্র ক্রি।

উবু—১। পায়ের উপর ভর দিয়া বসা। বি। ২। পায়ের উপর ভর দিয়া উপ-বিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

উবুড়—'উপুড়' দ্রঃ।

উভ—১। দুই (জন), উভয়। উভ্ (পূরণ করা) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। উচ্চ; উত্তোলিত ('— অসি')। বাংপ্র। বিণ।

উভচর জল ও স্থল, এই উভয় স্থানেই বিচরণ করে এরূপ ('— জন্তু'), amphibious. উপতৎ; উভ শব্দ—চর্ + টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**উভচরী**।

উভয় উভ, দুই ('— জন'), দ্বয়; দ্বিবিধ। উভ + অয়ট্; অথবা, উভ—যা (যাওয়া) + ড কর্তৃ। বিণ।

উভয়চর—উভচর। বিণ।

উভয়তঃ (-তস্)—দুই দিকে; দুই পক্ষে; দুই পাশে; আগে পাছে; পূর্বে ও পরে; উভয় প্রকারে। উভয় শব্দ + তস্ সপ্তমী স্থানে। অ।

উভয়তোমুখ দুই দিকে মুখবিশিষ্ট বা দৃষ্টিশীল। উভয়তঃ মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**।

উভয়তোমুখী প্রসবোন্মুখী ('— গবী')। বিণ; স্ত্রী।

উভয়ত্র—দুই স্থানে; উভয় দিকে বা পক্ষে। উভয় শব্দ + ত্র। অ।

উভয়থা দুই প্রকারে। উভয় শব্দ + থাচ্। অ।

উভয়পদী (দিন্) আত্মনেপদপরস্মৈপদ-যুক্ত। বিণ।

উভয়বিধ দ্বিবিধ। বহু। বিণ।

উভয়সংকট—দুই দিকেই মুশকিল, এটা করিলেও বিপদ্ ওটা করিতে গেলেও বিপদ, dilemma. ৭তৎ। বি; ক্লী।

উভয়সম্মত উভয়ানুমত, দুইজনেরই অনু-মোদিত। ৩তৎ। বিণ।

উভয়স্নাতক—যে ব্রহ্মচারী বেদ ও ব্রত সমাপন করিয়া সমাবর্তন করেন। ৭তৎ। বিণ।

উভয়ানুমত পরস্পরের অনুমোদনযুক্ত; উভয় পক্ষের স্বীকৃত। উভয় দ্বারা অনুমত, ৩তৎ। বিণ।

উভয়ার্থ ১। দুই অর্থ বা তাৎপর্য; দুই প্রয়োজন, দুই উদ্দেশ্য। উভয় যে অর্থ, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। দ্ব্যর্থক, দুই অর্থ-যুক্ত; দ্বিপ্রয়োজন, দুই উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। উভয় অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ৩। দুইএর জন্য। উভয়ের নিমিত্ত ইহা, নিত্য।

উভরড়ে—ত্বরিতগমনে, দ্রুতবেগে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

উভরায়—উচ্চরবে, চিৎকার করিয়া; তারস্বরে। উভ (দুই দিকে অর্থাৎ সম্মুখে ও পশ্চাতে বা বামে ও দক্ষিণে) রা (রব) —ক্রিয়ার বিশেষণে 'য়' বিভক্তি হইয়াছে; অথবা উভ (পূর্ণ) রায় (বেগে) অর্থাৎ পূর্ণবেগে। প্রা কপ্র। উভয় পক্ষেই ক্রি-বিণ।

উতরোল—উচ্চশব্দ ; অতিশয় কোলাহল ; সম্পূর্ণভাবে অমান্য প্রকাশ, কোন দিকে দৃক্‌পাত না করা। ফাংগ্র। বি।

উভলিঙ্গ—স্ত্রী-পুং-স্বভাববিশিষ্ট, bi-sexual, hermaphrodite. বহু। বিণ।

উমঙ্গ—মহানন্দ ; চিত্তোন্মাদ। 'উমন্ত অঙ্গ' শব্দজ। বৈষ্ণবসাহিত্যে। বি।

উমত- উন্মত্ত, পাগল। প্রা কপ্র। বিণ।

উমতি- ১। উন্মনাঃ হইয়া, অন্যমনস্কভাবে। ক্রি-বিণ। ২। উন্মত্ত ; অজ্ঞান ; আত্মহারা ; হর্ষবিহ্বল ; স্বেচ্ছাচারী। প্রা কপ্র। বিণ।

উমতিনী—উন্মাদিনী, পাগলিনী। প্রা কপ্র। বিণ। [বি।

উমর, উমির— বয়ঃক্রম, বয়স। আরবী।

উমরভোর, উমিরভোর—সমস্ত জীবনকাল ধরিয়া যাবজ্জীবন। আ-মু। ক্রি-বিণ।

উমরা, উমরাহ্- সম্ভ্রান্তবর্গ, ধনিগণ, বড়লোক। আরবী। বি।

উমা ১। শিবপত্নী, দুর্গা, পার্বতী। 'উ'র (শিবের) মা (লক্ষ্মী অর্থাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা), ৬তৎ ; অথবা 'উ' (অয়ি পার্বতি!) 'মা' (না, অর্থাৎ তপস্যা করিও না), এই কথা পার্বতীর মাতা মেনকা বলাতে পার্বতীর এক নাম 'উমা' হইয়াছে। "উমেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম।" [কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব]। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিয়া হিমালয়ের ঔরসে মেনকার গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং শিবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত অতি অল্প বয়সে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন ; সেই সময়ে মেনকা ইঁহাকে পূর্বোক্তরূপ 'উমা' বলিয়া তপস্যা করিতে নিষেধ করেন, তাহাতেই পরে ইঁহার নাম 'উমা' হইল। ২। কীর্তি ; কান্তি ; শান্তি ; রাত্রি। শব্দ—মা (পরিমাণ করা) + ক্বিপ্, কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। [পু।

উমাকান্ত—শিব, মহেশ্বর। ৬তৎ। বি ;

উমাগুরু—হিমালয় পর্বত। ৬তৎ। বি ; পু।

উমাচতুর্থী—উমার জন্মচতুর্থী; জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থী। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। [জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে সতী উমাদেবী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কারণ স্ত্রীলোকে সৌভাগ্যবৃদ্ধির নিমিত্ত তিথিতে তাঁহাকে পূজা করিবে।]

উমাচরণ মুখোপাধ্যায় (সর্দার)—১৮৪৯ খ্রীঃ ২৭এ জানুয়ারি কাঁঠালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান যশোহর। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কুইন্‌স্ কলেজে প্রবেশ করিয়া অদম্য অধ্যবসায় প্রভাবে ক্রমে ক্রমে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইনি কিছুদিন কুইন্‌স্ কলেজে ও পরে আগ্রা কলেজে শিক্ষকতা করিয়া ঢোলপুরের নাবালক রানা নেহাল সিংহের স্থায়ী শিক্ষক হইয়া ঢোলপুর গমন করেন। ঐস্থানে তিনি স্বাস্থ্যবিভাগে ও অন্যান্য বিভাগেও কার্য করেন। যুবরাজ রানাপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে উমাচরণবাবু তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারির পদে নিযুক্ত হন। ১৮৯৮ খ্রীঃ রানা এক প্রকাশ্য দরবারে ইঁহাকে সুদুর্লভ 'সর্দার' উপাধি প্রদান করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইনি ইংরেজী ও ভারতীয় কয়েকটি ভাষা ব্যতীত ফরাসী ও জর্মন ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি হিন্দী ও ইংরেজী ভাষায় একখানি ব্যাকরণ এবং কোমৎ দর্শনের টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

উমাধব শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

উমানি—রোঁয়ানি, অতি ক্ষুদ্র মশক। প্রাদে। বি।

উমাপতি—মহাদেব, শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

উমাবন—নগর বিঃ [ইহার নামান্তর বাণপুর বা শোণিতপুর]। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

উমাসহায়—শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

উমিচাঁদ—খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে (আলিবর্দী খাঁ যখন বাঙ্গালার নবাব, তখন) আমিনচাঁদ নামে জনৈক শিখ বণিক্ অপর একজন শিখ বণিকের সহিত বঙ্গদেশে উপস্থিত হন। এই আমিনচাঁদ বাঙ্গালার ইতিহাসে উমিচাঁদ নামে পরিচিত। সে সময়ে বৈষ্ণবদাস শেঠ ও মানিকচাঁদ শেঠ নামে দুইজন বণিক্ বাঙ্গালায় বহুবিস্তৃত বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ধনসম্পত্তি ও সমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। আমিনচাঁদ আসিয়া সেই বণিকদের নিকট হইতে বাণিজ্য-বিষয়ক কর্মে নিযুক্ত হইয়া শীঘ্রই বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মধ্যে অন্যতম প্রধান বণিক হইয়া যথেষ্ট ধনসম্পত্তি উপার্জন করেন। নবাব সরকারেও তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। বাণিজ্যসূত্রে ইংরেজদিগের সহিতও তাঁহার সদ্ভাব স্থাপিত হয়। অনেক সময় তিনিই নবাব ও ইংরেজদিগের মধ্যে কোন গোলযোগ উপস্থিত হইলে তাহার মধ্যস্থতা করিতেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে ৯ই এপ্রিল আলিবর্দীর মৃত্যুর পর, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা নবাব হইলে ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। নবাবের সৈন্য কলিকাতা আক্রমণ করিলে তাহারা লুণ্ঠনে আশানুরূপ ধনরত্ন না পাইয়া আমিনচাঁদের বাড়ি লুণ্ঠন করিয়া ৪ লক্ষ টাকার হীরামুক্তাদি জহরত অপহরণ করিয়া লয়। ইহার কিছুদিন পরে যখন মিরজাফর প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিয়া ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন আমিনচাঁদ ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া ৩০ লক্ষ মুদ্রার দাবি করেন। ক্লাইব স্বীকৃত হইয়া দুইখানি চুক্তিপত্র প্রস্তুত করেন—একখানি কৃত্রিম (লাল), আর একখানি সাদা ; যেখানি খাঁটী, তাহাতে ওয়াটসন প্রভৃতি সই করেন। কথিত আছে ক্লাইব ওয়াটসনের নাম জাল করেন।

মিরজাফর নবাব হইলে উমিচাঁদকে আসল চুক্তিপত্রে কোন মুদ্রার উল্লেখ নাই বলিয়া তাঁহার দাবি ৩০ লক্ষ মুদ্রার কিছুই দেওয়া হইল না। ইহাতে অত্যন্ত নিরাশ হইয়া তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হন এবং ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ৫ই ডিসেম্বর মৃত্যুমুখে পতিত হন।

উমিদ—আশা ; আকাঙ্ক্ষা। < ফা 'উম্‌মেদ'। বি।

উমির 'উমর' দ্রঃ।

উমিরভোর—'উমরভোর' দ্রঃ।

উমেদ—আশা, আকাঙ্ক্ষা ; কর্ম, কার্য। < ফা 'উম্‌মেদ'। বি।

উমেদার—আশাপোষক ; আকাঙ্ক্ষী ; প্রত্যাশী ; কর্মপ্রার্থী। < ফা 'উমেদ্‌বার'। বি।

উমেদারি—আশা বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ ; কর্মপ্রার্থিত্ব, কর্মপ্রাপ্তির চেষ্টা বা তজ্জন্য অন্যের উপাসনা ; প্রার্থিত বিষয় লাভের জন্য চেষ্টা। ফা-মু। বি।

উমেশ শিব। উমার ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

উমেশচন্দ্র দত্ত (১)—১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে ২৪ পরগনার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অষ্টম বর্ষ বয়সে পিতৃহীন হইয়া ইনি দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়া বহু কষ্ট সহ্য করিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ অব্দে বি. এ. পাস করিয়া ইনি হিন্দু স্কুল, কোন্নগর হাইস্কুল, বেথুন কলেজ ও হরিনাভির স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শেষোক্ত স্থানে ইনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া উপাসনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু গ্রামস্থ লোকের প্রতিকূলতায় উহা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। উত্তরকালে আবার তাঁহারাই সমাজস্থাপন উদ্দেশ্যে একখণ্ড ভূমিদান করেন। ইহার পূর্বে ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদ্ধতি অনুসারে ব্রাহ্মমতে বিবাহ করেন। উমেশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করাতে দেশের লোকে ইঁহার

উপর একসময়ে এত বিরক্ত হইয়াছিল যে, যখন ইঁহার পিতামহী দেহত্যাগ করেন, তখন তাহাদিগের প্ররোচনায় মজিলপুরের কোনও দোকানদার ইঁহাকে শবদাহ জন্ম কাষ্ঠ বিক্রয় করে নাই। উমেশচন্দ্র অনুজ দীননাথের সহিত গৃহপার্শ্বস্থ একটি আম্র বৃক্ষ কুঠার দ্বারা স্বহস্তে ছেদন করিয়া দাহ-কার্য সম্পন্ন করেন। কলিকাতাই ইঁহার প্রেম এবং প্রধান কর্মক্ষেত্র। এইখানেই ইঁহার প্রিয়তম সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, সিটি কলেজ ও মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতি ইঁহার ধর্ম ও কর্মে বীরত্বের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্ত্রীশিক্ষার জন্ম ইনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ৪৫ বৎসর ধরিয়া এই উদ্দেশ্যে ইনি "বামাবোধিনী" পত্রিকা পরিচালিত করিয়া আসিতেছিলেন। উমেশচন্দ্র ধনী ছিলেন না, কিন্তু পরদুঃখমোচনে ইঁহার হৃদয় নিয়ত নিযুক্ত ছিল। ইঁহার ন্যায় আড়ম্বরশূন্য, ঈশ্বরপরায়ণ, নিঃস্পৃহ, নিষ্কাম ও সংযত কর্মযোগী বর্তমান সময়ে বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইনি দুই বৎসর বহুমূত্র রোগে কষ্ট পাইয়া বাং ১৩১৪ সালের ১১ই আষাঢ় বুধবার রাত্রি ১১টার সময় কলিকাতায় আপনার আন্টনী বাগান লেনস্থ "দত্তনিবাসে" প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার ধর্মবিষয়ক আন্তরিকতার নিমিত্ত সকলেই ইঁহার প্রতি ভক্তিমান্ ছিল।

উমেশচন্দ্র দত্ত (২)—কলিকাতায় বহুবাজারের সুবিখ্যাত কায়স্থ দত্তপরিবারে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দত্ত-পরিবারের আদি পুরুষ অক্রূর দত্ত ইঁহার প্রপিতামহ। উমেশচন্দ্রের পিতার নাম দুর্গাচরণ ও পিতামহের নাম রামমোহন। উমেশচন্দ্র দুর্গাচরণের জ্যেষ্ঠপুত্র। উমেশচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' লিখিতেন ও নবীন লেখকগণকে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত নিজেই উৎকৃষ্ট রচনার জন্ম পুরস্কার দিতেন। একবার Goldsmith-এর Hermit কবিতার সর্বোৎকৃষ্ট অনুবাদের জন্ম পুরস্কার ঘোষিত হয়। উহার জন্ম উমেশচন্দ্র নিজেও 'মাধবমালতী' নাম দিয়া একটি অনুবাদ পাঠান। পরীক্ষায় উক্ত অনুবাদই সর্বোৎকৃষ্ট এবং মূলানুগত বলিয়া বিবেচিত হয়। ইংরেজকবি মূরের অনেক কবিতার তিনি বাঙ্গালা ছন্দে অনুবাদ করেন। গান বাঁধিতেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। শান্তিপুরের মতিলাল রায় এবং গোবিন্দপ্রসাদ পণ্ডিতের যখন কারারুদ্ধ হয়, তখন তিনি উহা উপলক্ষ করিয়া গান বাঁধেন। তাঁহার গানের একটা বিশেষত্ব ছিল, উহা ব্যঙ্গরসাত্মক। প্রজার করবৃদ্ধি ও কেরীর দশ আইন উপলক্ষে তিনি গান বাঁধিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় Hindoo Metropolitan College প্রতিষ্ঠিত হইলে, উমেশচন্দ্র তাহার অন্যতম অবৈতনিক সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। তিনি দেশের অনেক লোকহিতকর কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি উমেশচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ইঁহার সন্তানাদি নাই।

উমেশচন্দ্র দত্ত (৩)—ইনি সাধারণতঃ 'দত্ত' উপাধিতে পরিচিত হইলেও ইঁহার বংশগত প্রকৃত উপাধি "দত্ত গুপ্ত", কারণ ইনি বৈদ্যসন্তান। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে নদীয়া-কৃষ্ণনগরে ইঁহার জন্ম হয়। উমেশচন্দ্রের বয়স যখন দুই বৎসর, সেই সময়ে ইঁহার পিতা দুর্গাপ্রসাদ দত্তের মৃত্যু হয়। উমেশচন্দ্র কৃষ্ণনগরের সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট চার্লস্ হব্ হাউসের নিকট সাহায্য প্রার্থনার জন্ম উপস্থিত হইলে ম্যাজিস্ট্রেট শিক্ষার সমস্ত ব্যয় দিতে স্বীকৃত হন। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণনগর কলেজে প্রবেশলাভ করিয়া উমেশচন্দ্র উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। একবার রিচার্ডসন সাহেব তাঁহার Merchant of Venice-এর আবৃত্তি শুনিয়া পূর্ণসংখ্যা ৫০এর মধ্যে ৬০ দিয়াছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীঃ অব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় ইনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চট্টগ্রামে ১০০৲ টাকা বেতনে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। ঢাকায় হেডমাস্টারি করিয়া ১৮৬৭ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজে ইংরেজী সাহিত্য ও ইতিহাসের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হন এবং ক্রমে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে ইনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। জীবনের শেষভাগে ইনি কৃষ্ণনগরের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন।

১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে ২১শে জুন ৮৭ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন। অবসরগ্রহণের পর মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি চারি সহস্র টাকা হিসাবে বৃত্তিভোগ করিতেন। ইঁহার বন্ধুবাৎসল্য ও প্রতিভার নানারূপ গল্প শোনা যায়। ইঁহার মত প্রতিভাশালী বাঙ্গালী ছাত্র খুবই বিরল। ইনি বাস্তবিকই বঙ্গের মুখোজ্জ্বল ছিলেন।

উমেশচন্দ্র বটব্যাল হুগলি জেলার অন্তর্গত থানাকুলের মধ্যস্থিত রাধানগর গ্রামে বাং ১২৫৯ সালের আষাঢ় মাসে উমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দুর্গাচরণ বটব্যাল এবং মাতা প্রসন্নকুমারী। উমেশচন্দ্র রাধানগর ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজে এফ. এ. ও বি. এল. অধ্যয়ন করেন এবং ৪ বৎসর অধ্যয়নের পরে ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর, ১৮৭৪ খ্রীঃ সংস্কৃতে এম. এ. এবং ১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে বি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া শিক্ষকতা করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৮৭৬ খ্রীঃ অব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া মৌয়াট পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তখন গবর্নমেণ্ট কাগজের শতকরা ৫৲ টাকা সুদ ছিল বলিয়া স্টুডেন্টশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ দশ সহস্র টাকা বৃত্তি পাইতেন। উমেশচন্দ্রও তাহাই পাইয়াছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে উমেশচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। দশ বৎসর সুখ্যাতির সহিত ঐ কার্য সম্পাদন করার পর, স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নানা স্থানে ম্যাজিস্ট্রেটি করেন। বাং ১৩০৪ সালে বগুড়ায় অবস্থিতি সময়ে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া কলিকাতায় আগমনপূর্বক নানাবিধ চিকিৎসায় চিকিৎসিত হইয়া ১৩০৫ সালের ১লা শ্রাবণ ইনি পরলোকগমন করেন। ইঁহার মৃত্যুকালে ইঁহার পিতা ও মাতা উভয়েই জীবিত ছিলেন।

উমেশচন্দ্র স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের জন্ম বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি 'সাহিত্য' পত্রে বৈদিককালে গোহত্যা-বিষয়ক যে কতিপয় প্রবন্ধ লিখেন, বোধ হয় তাহাই ইঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা। পরে ইনি 'সাধনা' পত্রিকায় সাংখ্যদর্শনের ব্যাখ্যা লিখিতে আরম্ভ করেন। উমেশচন্দ্রের রচনার একটি প্রধান গুণ এই যে, তিনি প্রায়ই নূতন কথার অবতারণা করিতেন। আর যেখানে বাধ্য হইয়া পুরাতনের উল্লেখ করিতেন, সেখানেও পুরাতনকে নূতনবৎ সজ্জিত করিয়াই প্রকাশিত করিতেন।

বিদ্যালয়ে পাঠ সময়ে উমেশচন্দ্র পৌত্তলিকতার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন এবং হিন্দুর বর্তমান উপাসনা-পদ্ধতির প্রতিও আস্থাশূন্য ছিলেন। তিনি বেদের মন্ত্রকাণ্ডের মধ্যে একেশ্বরবাদের আবিষ্কারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। একসময়ে নাস্তিকভাবাপন্নও হইয়াছিলেন, কিন্তু পরিশেষে বর্ণচতুষ্টয়ের সম্বন্ধে ভেদমূলক আচারাদি স্বীকার করিতেন, তবে

বলিতেন যে, কালের পরিবর্তনে ঐ সকল আচারেরও পরিবর্তন হওয়া আবশ্যক।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি সাধারণতঃ ডব্লু, সি. বনর্জী (W. C. Bonerjee) নামে পরিচিত। ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দের ২৯শে ডিসেম্বর খিদিরপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতামহ পীতাম্বর কলিয়র বার্ড কোং (Colli r Bird Co.) নামক এটর্নির আফিসে প্রধান কর্মচারী ছিলেন। উমেশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্র এটর্নি ছিলেন। বাল্যকালে উমেশচন্দ্রের লেখাপড়ায় মনোযোগ ছিল না। ইনি থিয়েটার করিয়া বেড়াইতেন। শেষে ইঁহার পিতা ইঁহাকে এক এটর্নি আফিসে কেরানী করিয়া দিলেন, সেখানে আইনের প্রতি ইঁহার অনুরাগ জন্মে। তাহার পর ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে উমেশচন্দ্র ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। সেখান হইতে ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে ব্যারিস্টার হইয়া কলিকাতায় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

প্রসিদ্ধ সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচারের সময় ইনিই কাজ করিয়াছিলেন। ইনিই এদেশীয়ের মধ্যে প্রথম স্টান্ডিং কৌন্সেল হন। ইনি ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য মনোনীত হন। ১৮৯৪ ও ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে উহার প্রতিনিধি হইয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ লাভ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাই শহরে প্রথম যে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, এবং ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয়বার জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির পদ লাভ করেন। দুইবার হাইকোর্টের জজের পদ গ্রহণের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি ইংলণ্ডে একটি কংগ্রেস কমিটী গঠন করেন। স্বদেশ হইতে ১৯০২ সালে ইংলণ্ডে গিয়া প্রিভি কাউন্সিলে ব্যবসায় করিতে থাকেন। সেখানে ১৯০৬ সালে ক্রয়ডন নামক স্থানে 'খিদিরপুর হাউসে' মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে ইনি দুই পুত্র রাখিয়া যান।

উয়াড়—দোলা প্রভৃতির আবরণ বা ওয়াড়; আবরণ। হিন্দী। বি।

উয়ানি—রোঁয়ানি, উমানি। বাংপ্র। বি।

উর, উরহ—অবতীর্ণ হও, রূপধারণপূর্বক আবির্ভূত হও। কপ্র। ক্রি।

উর, উর—বক্ষঃস্থল; স্তন। কপ্র। বি।

উরঃ (উরস্)—বক্ষঃ। ঋ+অস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

উরঃস্তম্ভ—'বক্ষোরোধক', শ্বাসরোগ, [asthma. বি; পু।

উরঃস্থল—বক্ষঃস্থল, বুক। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; ক্লী।

উরগ, উরঙ্গ, উরঙ্গম—সর্প, সাপ। উরস্ (বক্ষঃ)—গম্ (গমন করা)+ড, পক্ষান্তরে খ কর্তৃ নিপাতনে। বি; পু।

উরগভূষণ শিব, মহাদেব। উরগ ভূষণ যাঁহার, বহু। বি; পু।

উরজ—১। বক্ষ হইতে উৎপন্ন। বিণ। ২। কুচ, স্তন। 'উরোজ শব্দের' অসাধু প্রয়োগ। বি।

উরঝাই—বিশুষ্ক; ম্লান, মলিন। প্রা কপ্র। বিণ।

উরত—উরু, জঙ্ঘা, দাবনা। বাংপ্র। বি।

উরল—উদিত হইল, উঠিল, প্রকাশ পাইল, আবির্ভূত হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

উরশ্ছদ—কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া; উরস্ত্রাণ, breastplate. উপতৎ; উরস্—ণিজন্ত ছদ (=ছাদি)+ণ কর্তৃ। বি; পু।

উরস্—'উরঃ' দ্রঃ।

উরস—বক্ষঃ, বুক। সংস্কৃত 'উরস্' শব্দের বাঙ্গালা প্রয়োগ। বি।

উরসানো—চুয়ানো, ক্ষরা, ক্ষরিত হওয়া। প্রাদে। ক্রি।

উরসিজ—কুচ, স্তন। অলুক্ উপতৎ; উরসি—জন্+ড কর্তৃ। বি; পু।

উরস্ত্র, উরস্ত্রাণ—কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া; বক্ষোবস্ত্র। উপতৎ; উরস্—ত্রৈ+ড কর্তৃ, অনট্ করণ। বি; ক্লী। [ক্লী।

উরস্থল—উরঃস্থল, বক্ষঃ, বুক। কর্মধা। বি;

উরহ 'উর' দ্রঃ।

উরহি—বক্ষে, বুকে। সংস্কৃত উরসি' পদের বাঙ্গালা কবিপ্রয়োগ। বি।

উরা—উদিত হওয়া, আবির্ভূত হওয়া, উপস্থিত হওয়া, অধিষ্ঠান করা। কপ্র। ক্রি।

উরু—মহৎ, বড়; বহু; অতিশয়; তীক্ষ্ণ; প্রবল; উত্তম; প্রচুর। ঊর্ণ্+কু কর্তৃ, নিপাতনে। বিণ। স্ত্রী—**উর্বী**।

উরুত—উরু; উরত। বাংপ্র। বি।

উরোগামী (-গামিন্)—বক্ষোযোগে গমনশীল, যে বুকে হাঁটে এমন। উপতৎ; উরস্—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **গামিনী**।

উরোঘাত বক্ষে আঘাত, বুক চাপড়ানো; বুকবেদনা। উরসি ঘাত (উরঃ+ঘাত), ৭তৎ বা ৬তৎ। বি; পু।

উরোজ ১। বক্ষোজাত। উরস্ (বক্ষঃ)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। কুচ, স্তন। বি; পু।

উরোহস্ত—বক্ষঃস্থলে চপেটপ্রহার; বাহুযুদ্ধ বিঃ। ৭তৎ। বি; পু।

উর্জিত ত্যক্ত; বর্ধিত; শক্তিসম্পন্ন; অমোঘ। উর্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঊর্ণনাভ—মাকড়সা; মর্কটক। ঊর্ণা নাভিতে যাহার, বহু। বি; পু।

ঊর্ণা—পশুলোম, পশম; ললাটস্থ লোমবিশিষ্ট চিহ্ন বিঃ। ঊর্ণ্+ড করণ+আপ্ (আভবয় স্ত্রী)। বি; স্ত্রী।

উর্দি—প্রহরী প্রভৃতির জামা; কর্মচারীর নির্দিষ্ট পোশাক, uniform. <তুর্কী 'বর্দী'। বি।

উর্দু—আরবী, ফারসী ও হিন্দী এই তিন ভাষার মিশ্রণে উৎপন্ন ভাষা, hindustani. তুর্কী। বি।

উর্দুবাজার—সেনানিবাসের মধ্যস্থিত বাজার; বাদশাহের সেনার সঙ্গে স্থিত বাজার; পলটনের বাজার। <বর্দী (তু)+বাজার (ফা)। বি।

উর্ব—জনৈক মুনি (ইঁহার পুত্রের নাম ঔর্ব)। বি; পু।

উর্বর—যাহাতে গাছপালা ভাল জন্মায় এমন, সর্বশস্যোৎপাদক, fertile. উরু শব্দ—ঋ+অন্ কর্তৃ। বিণ।

উর্বরা—১। সর্বশস্যোৎপাদিকা ('— ভূমি')। উর্বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সর্বশস্যোৎপাদিকা ভূমি। বি; স্ত্রী।

উর্বশী—১। উর্বশীতীর্থ; নদী বিঃ; (বাংলায়) উর্বশীসদৃশী সুন্দরী। [উরূন্ (মহাপুরুষগণকে) বষ্টি (বশ করেন)—এই অর্থে।] ২। স্বনামখ্যাত স্বর্বেশ্যা। ইঁহার জন্ম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে:—"নরনারায়ণ বদরিকাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলে ইন্দ্র স্বীয় রাজ্যচ্যুতির আশঙ্কায় কামদেব ও অপ্সরাদিগকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য প্রেরণ করিলেন। নরনারায়ণ ইঁহাদিগের কার্যকলাপে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইঁহাদিগকে অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। সমাগত দেবগণ নরনারায়ণের এই অলৌকিক ইন্দ্রিয়সংযম দেখিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন নরনারায়ণ তাঁহাদিগকে অদ্ভুতদর্শন সমলংকৃত রমণীমূর্তি দর্শন করাইলেন, এবং দেবগণকে সেই সকল রমণীর মধ্যে একটিকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। দেবগণ উর্বশীকে গ্রহণ করিয়া যথাস্থানে প্রস্থিত হইলেন।" নারায়ণের উরু ভেদ করিয়া সমুদ্ভূত হওয়ায় ইঁহার নাম উর্বশী হইল।

বেদের মতে, উর্বশী হইতে বশিষ্ঠের জন্ম। বৃহদ্দেবতার মতে মিত্রাবরুণ যজ্ঞস্থলে উর্বশীকে দর্শন করিলে বাসতীবর যজ্ঞে তাঁহাদিগের রেতঃস্খলন হয়, তাহাতেই অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে:—"কোন সময়ে বিষ্ণু ধর্মপুত্র হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে

তপোনিরত হন। ইন্দ্র আপনার রাজ্যচ্যুতির ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত কামদেব ও অপ্সরাদিগকে প্রেরণ করেন। অপ্সরারা বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গে অকৃতকার্য হইলে কামদেব স্বীয় ঊরু হইতে উর্বশীকে সৃষ্টি করিলেন। উর্বশী বিষ্ণুর ধ্যানভঙ্গ করিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে ইন্দ্র সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া উর্বশীকে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উর্বশীও তাহাতে সম্মতা হন। অতঃপর মিত্রাবরুণ উর্বশীকে কামনা করিলে উর্বশী ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে মিত্রাবরুণ অসন্তুষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদান করেন। সেই শাপে উর্বশী মনুষ্যভোগ্যা হইয়া রাজা পুরূরবার পত্নীরূপে দীর্ঘকাল মর্ত্যলোকে বাস করেন।" অর্জুন বিরাটগৃহে বাসকালে ইঁহার শাপে এক বৎসর ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হন।

উর্বশী-রমণ, -বল্লভ -চন্দ্রবংশীয় রাজা পুরূরবাঃ। [উর্বশী মিত্রাবরুণের শাপে মানবভোগ্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিলে রাজা পুরূরবা ইঁহাকে বিবাহ করেন]। ৬তৎ। বি ; পু।

উর্বী—১। মহতী, বৃহতী, বিপুলা। উরু+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী ; ভূমি। বি ; স্ত্রী।

উল—পশুলোম, পশম। <ইং 'wool'. বি।

উলঙ্গ—নগ্ন ; বিবস্ত্র, বিবসন ; উন্মুক্ত, অনাবৃত ; অসংযত ; বাক্যালংকারহীন, বুদ্ধিমত্তার আবরণহীন ; খাঁটী ; কপটতার আবরণহীন, সরল, বিশুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**উলঙ্গিনী**।

উলঙ্গা—উন্মুক্ত করা ; অনাবৃত করা ; উলঙ্গ করা ; কোষমুক্ত করা। কপ্র। ক্রি।

উলট—বিপরীত, বিপর্যস্ত ; অধোমুখ, উপুড়। বাংপ্র। বিণ।

উলট-কম্বল—একপ্রকার ঔষধের গাছ (ইহার পাতার উলটা দিক্ লোমশ), abroma anguta. বাংপ্র। বি।

উলট-পালট, ওলট-পালট—১। সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত, উলটানো-পালটানো ; উপর নীচে করা। বিণ। ২। গোলমাল ; পরিবর্তন, বিনিময় ; অব্যবস্থা ; অন্যথাভাব ; ব্যতিক্রম ; যাওয়া-আসা ; ঘোরাফেরা। বাংপ্র। বি।

উলটা—বিপরীত, বিপর্যস্ত ; ফিরানো, ঘুরানো ; অধোমুখ ; অপ্রত্যাশিত ('— বিপত্তি')। বাংপ্র। বিণ। **উলটা পিঠ**—ভিতর দিক্ ; পত্রাদির নীচের দিক্। **উলটা বিচার**—ন্যায়বিরুদ্ধ বিচার। **উলটা বুঝা**—বিপরীত, অন্যরূপ বা ভুল বুঝা। **উলটা রথ**—রথযাত্রার অষ্টম দিবসে রথ যথাস্থানে টানিয়া আনার উৎসব ; ফিরেরথ ; জগন্নাথের পুনর্যাত্রা। **উলটা রীতি**—ভিন্ন প্রথা।

উলটানো—বিপরীত বা বিপর্যস্ত করা ; অধোমুখ করা ; অন্যথা করা বা বলা ; পরিবর্তন করা ; খাটা ; উর্ধ্বগত করা (চোখের পাতা) ; উঠানো (বইএর পাতা) ; ফিরানো, ঘুরানো। বাংপ্র। ক্রি।

উলটা-পালটা, উলট-পালট—সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বাংপ্র। বিণ। **উলটা-পালটা চড়**—অবিচারে যেখানে-সেখানে চপেটাঘাত। **উলটা-পালটা বাতাস**-আকুল বা এলোমেলো বায়ুপ্রবাহ।

উলটায়বি উলটাইবি, উলটা করিবি। প্রা কপ্র। ক্রি। [ক্রি।

উলটি—পিছন ফিরিয়া। প্রা কপ্র। অস-

উলটি-পালটি—তন্ন তন্ন করিয়া ; নাড়িয়া চাড়িয়া ; ফিরিয়া ঘুরিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

উলসিত—আহ্লাদিত, পুলকিত ; প্রস্ফুটিত। 'উল্লসিত' শব্দের অপভ্রংশ। বিণ।

উলা—অবতরণ করা, নামা। বাংপ্র। ক্রি।

উলানো—অবতরণ করানো, নামানো। বাংপ্র। ক্রি।

উলু—হুলুধ্বনি, জিহ্বা দ্বারা মঙ্গলশব্দ, ঘর ছাইবার একরকম খড়। বাংপ্র। বি।

উলুই—অলক্ষ্মী ; উড়নচণ্ডী, ডোকলা, অপব্যয়ী। প্রাদে। বিণ।

উলুখড়—ঘর ছাইবার একরকম তৃণ, ছন। বাংপ্র। বি।

উলুখাগড়া—উলুখড় ও নল ; যাহা সহজে ভাঙ্গা যায় এমন তুচ্ছ বস্তু ; তুচ্ছ পদার্থ, গরিব লোক ; নিরীহ প্রজা। বাংপ্র। বি।

উলুছন—উলুখড়। প্রাদে। বি।

উলুক—১। পেচক, হুতোম পেঁচা, দেবরাজ ইন্দ্র ; কণাদমুনি ; হিমালয়সন্নিহিত দেশ বিঃ ; উলূকরাজগণ ; উলপ, উলুখড়। বল ধাতু+উক কর্তৃ। বি ; পু।

২। মহাভারতোক্ত দুর্যোধনের দুর্বৃত্ত মাতুল শকুনির পুত্র। পিতার ন্যায় ইনিও দুর্যোধনের আশ্রয়ে বাস করিতেন। বিরাটভবনে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস কালে ইনি ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক তাঁহাদের নিকটে প্রেরিত হইয়া দূতের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। পরন্তু দৌত্য ক্ষত্রিয়ের কার্য নহে, ব্রাহ্মণের কর্তব্য ; সুতরাং এই কর্মে কোন ব্রাহ্মণের যাওয়া উচিত ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ইনি পালকের পক্ষে থাকিয়া পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, এবং শেষ দিবসের সময়ে সহদেবের হস্তে নিহত হন।

উলূপী, উলুপী—ঐরাবত-কুলসম্ভূত কৌরব্যনামক নাগরাজের কন্যার নাম উলূপী। অর্জুন একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসে ভ্রমণকালে এই নাগকন্যা দ্বারা আকর্ষিত হইয়া নাগলোকে গমন করেন, এবং তথায় ইঁহার প্রার্থনামতে ইঁহাকে বিবাহ করেন। উলূপী সন্তুষ্টা হইয়া অর্জুনকে এই বর দেন যে, তিনি জলমধ্যে অজেয় হইবেন এবং সমস্ত জলচর জন্তুই তাঁহার বধ্য হইবে। কুরুক্ষেত্র সমরের পর অশ্বমেধযজ্ঞকালে যজ্ঞীয় অশ্ব বভ্রুবাহন বন্ধন করেন, তাহাতে অর্জুনের সহিত বভ্রুবাহনের যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধে অর্জুন পরাজিত ও সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়েন। পরে উলূপীই নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী আনিয়া তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করেন।

—মাঙ্গলিক ধ্বনিবিশেষ। 'উলু' শব্দের দ্বিত্ব। বি ; পু।

উলেমা—মুসলমান পণ্ডিতগণ। আরবী। বি।

উলো—গো-শকটের চক্রনাভির মুখলগ্ন লৌহবলয়। প্রাদে। বি।

উল্কা—আকাশ হইতে পতিত জ্বলন্ত প্রস্তর, meteor ; স্ফুলিঙ্গ ; জ্বলন্ত কাষ্ঠ ; তেজঃপুঞ্জ ; অগ্নি ; মশাল। উল্ (দগ্ধ করা)+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উল্কাধারী (-ধারিন্)—মশালবাহক, মশালচী। উপতৎ ; উল্কা · ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

উল্কাপাত—আকাশ হইতে উল্কার পতন। ৬তৎ। বি ; পু।

উল্কাপিণ্ড—আকাশ হইতে পতিত উল্কা ; উল্কাপ্রস্তর। কর্মধা বা ৬তৎ। বি ; পু।

উল্কাপ্রস্তর—আকাশ হইতে পতিত প্রস্তর বিঃ ; একপ্রকার পাথর। ৬তৎ। বি ; পু।

উল্কামুখ—রাক্ষস ; জ্বালামুখ প্রেত বিঃ ; আলেয়া। উল্কার ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি ; পু।

উল্কামুখী—১। রাক্ষসী ; খেঁকশিয়ালী ; আলেয়া। উল্কার ন্যায় মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী। ২। প্রচণ্ড ক্রোধজন্য সর্বদা রক্তবর্ণমুখবিশিষ্টা ('— নারী')। বিণ ; স্ত্রী।

উল্কি—সূচিবেধ দ্বারা গাত্রে চিরস্থায়ী কৃষ্ণবর্ণ-চিহ্ন, tattoo. বাংপ্র। বি।

উল্টা—উলটা (তাহা দ্রঃ)।

উল্টানো—উলটানো (তাহা দ্রঃ)।

উল্লঙ্ঘন—অনতিক্রম ; লঙ্ঘন, ডিঙানো, লাফাইয়া পার হওয়া। উদ্—লঙ্ঘ্+ক অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লঙ্ঘনীয়, উল্লঙ্ঘ্য—অতিক্রমণীয় ;

উল্লঙ্ঘনযোগ্য ; লঙ্ঘনীয়। উদ্—লন্ঘ্ + অনীয় ষ কর্ম। বিণ।

উল্লঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত ; লঙ্ঘিত। উদ্—লন্ঘ্ (লঙ্ঘন করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উল্লঙ্ঘ্য—'উল্লঙ্ঘনীয়' দ্রঃ।

উল্লম্ফ, উল্লম্ফন—লাফানো ; অতিক্রমকরণ ; লাফাইয়া পার হওয়া। উদ্—লম্ফ্ + অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

উল্লম্ব—খাড়া ; ঊর্ধ্বাধোভাবে অবস্থিত, vertical. উৎ—লম্ব্ + অচ্ কর্তৃ। বিণ।

উল্লল—কম্পান্বিত, কম্পমান ; লোমশ। উদ্—লল্ + অন্ কর্তৃ। বিণ।

উল্ললিত—কম্পিত ; তরলিত ; আন্দোলিত। উদ্—লল্ + ক্ত। বিণ।

উল্লসন—লোমহর্ষণ, রোমাঞ্চ উৎ—লস্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী

উল্লসিত—প্রফুল্ল ; আনন্দিত ; শোভিত ; উজ্জ্বল ; উদ্গত ; স্ফুরিত। উদ্—লস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

উল্লাপ—ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টসংযোগ জনিত শোকধ্বনি ; উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান ; উপহাস। উপ—লপ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উল্লাপন—শাস্ত্র-ব্যাখ্যান, শাস্ত্রার্থ প্রকাশ ; স্তুতিবাক্যে সান্ত্বোমণ। উৎ—লাপি + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লাপ্য—উপরূপক বিঃ। উৎ—লপ্ + যৎ কর্ম। বি ; ক্লী।

উল্লাস—প্রফুল্লতা ; আহ্লাদ ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ ; ঔজ্জ্বল্য ; প্রকাশ ; উত্তোলন ; আবির্ভাব ; বৃদ্ধি ; অর্থালংকার বিঃ। উদ্—লস্ (ক্রীড়া করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

উল্লাসিত ১। উল্লাসযুক্ত, হৃষ্ট, আহ্লাদিত ; উদ্ধত। উল্লাস + ইত যুক্তার্থে। ২। হর্ষিত, যাহার আনন্দ জন্মানো হইয়াছে এরূপ। উদ্—ণিজন্ত লস (=লাসি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উল্লাসী (উল্লাসিন্)—উল্লাসযুক্ত ; আনন্দিত, আহ্লাদিত ; প্রভাবসম্পন্ন ; দীপ্তিযুক্ত। উল্লাস শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**উল্লাসিনী**।

উল্লিখিত—বর্ণিত, কথিত, উক্ত ; উপরিলিখিত ; চিত্রিত ; উৎকীর্ণ ; কুন্দিত ; চাঁচাছোলা ; সংস্পৃষ্ট। উদ্—লিখ্ (লেখা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

উল্লুক, উল্লূক—নীল বানর, gibbon কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যক্তি ; বেকুব। উদ্—লুচ্ (উত্তোলন করা) + ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

উল্লুঞ্চন—উৎকর্তন, উপড়ানো ; আকর্ষণ। উৎ—লুন্চ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লুণ্ঠন—লুটপাট ; মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি গাত্রাবর্তন ; কৌতুক, পরিহাস, তামাশা। উদ্—লুন্ঠ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লেখ—বর্ণন, কথন ; নামগ্রহণপূর্বক নির্দেশ ; ঘর্ষণ ; উচ্ছেদ ; অনুকরণ বা চাঁচা ; বমন ; খনন ; অর্থালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। উদ্—লিখ্ (লেখা) + অল্ ভাব। বি ; পু।

উল্লেখন—বর্ণন, কথন ; বমন ; কোঁদা ; তক্ষণ ; ঘর্ষণ ; চিক্কণকরণ ; লেখন ; তুলিকাদির রেখাঙ্কন ; চাঁচা ; খনন। উদ্—লিখ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

উল্লেখনীয়—উল্লেখ্য (তাহা দ্রঃ)। উৎ—লিখ্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

উল্লেখযোগ্য—বলিবার উপযুক্ত, বর্ণনযোগ্য। ৬তৎ। বিণ।

উল্লেখ্য—উল্লেখযোগ্য ; বর্ণনীয় ; উপরিলেখনীয় ; অনুকরণীয় ; ভেদনীয়। উৎ—লিখ্ + ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

উল্লোল—১। যাহা দুলিতেছে এরূপ, দোদুল্যমান ; উত্তুঙ্গ। উদ্—লুড্ (বিলোড়িত করা) + অ কর্তৃ। বিণ। ২। বড় ঢেউ। বি ; পু। [দ্রা।

উশী—ইচ্ছা, বাসনা। বশ + ই ভাব। বি ;

উশীনর ১। গান্ধার দেশ ; উশীনরদেশবাসিগণ। উশীপ্রদ নর আছে যথায়, বহু। বি ; পু। ২। যদুবংশীয় জনৈক নরপতি ; ইঁহার পিতার নাম মহামনা ও পুত্রের নাম শিবি। ইনি অতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন, এবং বহু যজ্ঞাদি পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইঁহার ধর্মবল পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা ইন্দ্র শ্যেনমূর্তি ও অগ্নিদেব কপোতমূর্তি পরিগ্রহ করেন। কপোত শ্যেন কর্তৃক অনুসৃত হইয়া উশীনর রাজার ঊরুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলে শ্যেন রাজার নিকট আপনার ভক্ষ্য কপোতকে প্রার্থনা করে। রাজা আশ্রিতপরিত্যাগ ঘোর অধর্ম বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইয়া শ্যেনকে কপোতের পরিবর্তে তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কিছু গ্রহণ করিতে বলেন। তখন শ্যেন রাজার স্বীয় দেহ হইতে কপোত-পরিমিত মাংস প্রার্থনা করে। রাজা অম্লানবদনে আপনার শরীর হইতে স্বহস্তে মাংস কর্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কপোত-পরিমিত মাংস দিতে দিতে তাঁহার শরীরের সমস্ত মাংস নিঃশেষ হইয়া গেল। তখন শ্যেন ও কপোত স্ব স্ব প্রকৃত মূর্তি ধারণ করিয়া রাজাকে নরতিশয় প্রশংসা ও আশীর্বাদ করেন।

উশীর—বেনার মূল, খসখস ; বলগাছ। বশ (ইচ্ছা করা) + ঈর কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

উশীরস্তম্ব—বেনার মূলের ঝাড়। ৬তৎ। বি ; পু।

উশো—পলস্তারা ইত্যাদির উপর ঘষিয়া তাহা সমান করিবার এক ধরনের কাঠের যন্ত্র। বাংপ্র। বি। **উশো মারা**—উশো দিয়া সমান করা।

উষঃ (উষস্)—প্রত্যূষ, প্রভাত ; কর্ণচ্ছিদ্র ; মলয়পর্বতশ্রেণী। উষ্ (দগ্ধ করা) + অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

উষঃকাল—প্রভাত সময়, উষা, ভোর। ৬তৎ। বি ; পু।

উষর্বুধ—অগ্নি। ৭তৎ। বি ; পু।

উষস্—'উষঃ' দ্রঃ।

উষসী—১। সন্ধ্যাকাল। উষ্ + অস্ কর্তৃ + ঈপ্। ২। প্রভাতকাল। বি। ৩। প্রভাতী। বাংপ্র। বিণ।

উষাঃ—প্রাতঃসন্ধ্যা ; ব্রাহ্মমুহূর্ত ; প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার অধিষ্ঠাত্রী ; রুদ্রপত্নী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

উষা—১। রাত্রি ; প্রভাত। অ। ২। রাত্রি ; গবী ; সন্ধ্যা ; স্থালী ; লোনা জমি। উষ্ + ক কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। দৈত্যপতি বাণরাজের কন্যার নাম উষা। শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

উষাকর—চন্দ্র। বি ; পু।

উষাকল—কুক্কুট। উপতৎ ; উষা—কল (শব্দ করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

উষাপতি—শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ। ৬তৎ। বি ; পু।

উষিত—১। দগ্ধ ; পর্যুষিত, বাসী। উষ্ (দগ্ধ করা) + ক্ত কর্ম। ২। কৃতবসতি, যে বাস করিয়াছে এরূপ ; স্থিত, নিবিষ্ট। বস্ (বাস করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ

উষীর—বেনার মূল, খসখস। উষ্ (দগ্ধ করা) + ঈর কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

উষেশ—উষাপতি, অনিরুদ্ধ। উষার ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

[illegible] রুক্ষ ; শুষ্ক ; মলিন ; অবিন্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

উষ্ট্র—উট। উষ্ (দগ্ধ করা) + ষ্ট্রন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**উষ্ট্রী**।

উষ্ট্রকণ্টকভোজন ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

উষ্ট্রক্রোশী (-ক্রোশিন্)—উষ্ট্রবৎ উচ্চশব্দকারী, যে উটের মত চেঁচায় এমন। উপতৎ ; উষ্ট্র—ক্রুশ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ক্রোশিনী**।

উষ্ট্রগ্রীব—উটের মত লম্বা গলাবিশিষ্ট। উষ্ট্রের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ।

উষ্ট্রযান—উটের গাড়ি। উষ্ট্রবাহিত যান, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

উষ্ট্রিকা—উষ্ট্রী, স্ত্রী-উট ; মৃত্তিকানির্মিত মদ্য-ভাণ্ড। উষ্ট্র শব্দ+ক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

উষ্ণ—১। গ্রীষ্মকাল ; উষ্মা ; পলাণ্ডু ; আতপ ; তাপ ; রৌদ্র ; অগ্নি ; দীর্ঘ-নিশ্বাস। উষ্ (দগ্ধ করা)+নক্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। তপ্ত, গরম ; তীব্র ; আলস্যহীন ; ক্ষিপ্রকর্মা, চতুর, দক্ষ, পটু ; ক্রুদ্ধ। বিণ।

উষ্ণক—১। উষ্ণকাল, নিদাঘ ; আবর্ত্তন, ঘূর্ণন ; দক্ষ ; জ্বর। উষ্ণ+কণ্। বি ; পু। ২। ক্ষিপ্রকর্মা, চতুর ; প্রণত, অবনত ; আতুর ; দক্ষ ; ক্রোধোদ্দীপ্ত। বিণ।

উষ্ণকটিবন্ধ—উত্তরায়ণান্তবৃত্ত ও দক্ষিণায়-নান্তবৃত্ত এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ, Torrid Zone. বি ; পু।

উষ্ণকর—১। উষ্ণকারক, উষ্ণতাজনক, যে বা যাহা গরম করে এরূপ। উপতৎ ; উষ্ণ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**। ২। উষ্ণকিরণবিশিষ্ট, যাহার রশ্মি গরম এমন। উষ্ণ কর যাহার, বহু। বিণ। ৩। সূর্য ; অগ্নি। বি ; পু।

উষ্ণকাল—গ্রীষ্মকাল। কর্মধা। বি ; পু।

উষ্ণতা—উত্তপ্ততা, উত্তাপ, গরমভাব ; তাপের পরিমাণ, temperature ; উগ্রতা, তীব্রতা, পরুষ। উষ্ণ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

উষ্ণনদী—বৈতরণী নদী। কর্মধা। বি ; [স্ত্রী।

উষ্ণপ্রধান—গ্রীষ্মপ্রধান, যেখানে গরম বেশী এমন ('— দেশ')। উষ্ণ প্রধান যেখানে, বহু। বিণ।

উষ্ণপ্রস্রবণ—যে স্বাভাবিক বিবর দিয়া ভূগর্ভস্থ উষ্ণজল ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, অথবা যেখানে জল সর্বদাই উষ্ণ থাকিয়া প্রবাহিত হয় [ভারতবর্ষের নানাস্থানে উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, এবং সেগুলি পবিত্র তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুঙ্গেরের নিকট এইরূপ একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে, তাহার নাম সীতাকুণ্ড]। কর্মধা। বি ; ক্লী।

উষ্ণবারণ—ছত্র, ছাতা। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

উষ্ণবীর্য—১। উগ্রবীর্য, তীক্ষ্ণ তেজোযুক্ত, তীব্র, খর ; উত্তেজক ('— দ্রব্য')। উষ্ণ বীর্য যাহার, বহু। বিণ। ২। উগ্র বীর্য, তীব্র তেজ ; খুব ঝাঁজ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

উষ্ণরশ্মি—সূর্য। বহু। বি ; পু।

উষ্ণাংশু—সূর্য। উষ্ণ অংশু যাহার, বহু। বি ; পু।

উষ্ণাগম—গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের আগম হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

উষ্ণালু—আতপক্লান্ত ; তাপসহনে অসমর্থ। উষ্ণ শব্দ+আলু। বিণ।

উষ্ণিমা (-মন্)—উষ্ণভাব, তাপ। উষ্ণ+ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু।

উষ্ণীষ—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি ; কিরীট ; রাজ-মুকুট। উষ্ণ+ঈষ্+ক কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

উষ্ণীষধারী (-ধারিন্)—শিরস্ত্রাণ-ভূষিত, মস্তকে পাগড়িবিশিষ্ট। উপতৎ ; উষ্ণীষ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

উষ্ণীষী (-ষিন্)-উষ্ণীষধারী, যাহার মাথায় পাগড়ি আছে এমন ; জটামুকুটবান্ (মহাদেব)। উষ্ণীষ+ইনি অস্ত্যর্থে। বিণ।

উষ্ণোদক তপ্তবারি, গরমজল। উষ্ণ যে উদক, কর্মধা। বি ; ক্লী।

উষ্ণোপগম-গ্রীষ্মকাল। উষ্ণের উপগম হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

উষ্ম—১। গ্রীষ্মকাল ; বসন্তঋতু ; ক্রোধ ; ঘর্ম ; উত্তাপ ; অশ্রু ; উৎসাহ ; তীব্রতা ; শ, ষ, স, হ, এই চারি বর্ণ। উষ্ (দগ্ধ করা)+মক্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। উত্তপ্ত ; (বাংলায়) ক্রুদ্ধ। বিণ।

উষ্মক—গ্রীষ্মকাল। উষ্ম+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

উষ্মবর্ণ—শ ষ স হ এই চারি বর্ণ, aspi-rants. বি ; পু।

উষ্মস্বেদ—গরম ভাপরা, vapour-bath. ৩তৎ। বি ; পু।

উষ্মা (উষ্মন্)—গ্রীষ্মঋতু, নিদাঘ ; উত্তাপ ; তীব্রতা ; ক্রোধ ; বাষ্প ; জঠরাগ্নি ; মন-স্তাপ ; তেজঃ ; পিত্তজ তাপ ; স্মরজ্বর ; উৎসাহ ; উষ্মবর্ণ। উষ্+মন্ কর্তৃ। বি ; পু।

উষ্মাকার—উগ্রমূর্তি ; তেজস্বী, তেজাল। উষ্মময় আকার যাহার, বহু। বিণ।

উষ্মাগম—উষ্ণাগম, গ্রীষ্মকাল। উষ্মের বা উষ্মার আগম হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

উষ্মান্বিত—ক্রোধান্বিত, রোষাবিষ্ট, কুপিত। উষ্মদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

উসকানি—উত্তেজনা ; প্ররোচনা ; বাড়ানো। বাংপ্র। বি।

উসকানো, উসকনো-(প্রদীপের পলিতা) বাড়াইয়া দেওয়া ; করা ; প্ররোচিত করা ; খোঁচানো। বাংপ্র। ক্রি।

উস-খুস—অস্থিরতার লক্ষণ প্রকাশ ('— করা')। বাংপ্র। বি।

উসরি-পাসরি—আড় হইয়া, একপাশ হইয়া ; দেহ অপসারণ ও প্রসারণ করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

উসিখুসি—অপ্রিয় বিষয়ের সমাগমে অশান্ত-ভাব। প্রা কপ্র। বি।

উসুল—সংগ্রহ ; কর আদায় ; জমা ; লওয়া। আ-মু। বি।

উস্তম-খুস্তম—আলাতন করা, জ্বালানো ; ব্যতিব্যস্ত করা। ফা-মু। বি।

উস্তাদ—ওস্তাদ (তাহা দ্রঃ)।

উস্তাদি- ওস্তাদি (তাহা দ্রঃ)।

উহ -উহা, ঐ ; ও, ঐ ব্যক্তি। প্রা কপ্র। সর্ব।

উহা—ঐ বস্তু বা ব্যক্তি, সে। বাংপ্র। সর্ব।

উহু, উহুহু—বিষাদ, শোক বা যাতনাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

উহ্য—উহ্য। বাংপ্র। বিণ।

উহ্যমান—যাহা বহন করা হইতেছে এমন ; আকৃষ্যমাণ ; নীয়মান। বহ+শান কর্ম। বিণ।

ঊ

ঊ ১। ষষ্ঠ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ; শিব ; চন্দ্র। অব+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। রক্ষক। বিণ। ৩। দুঃখাদিসূচক সম্বোধন ; বাক্যারম্ভ ; রক্ষা ; দয়া। অ।

ঊঃ—যাতনা-বিদ্রূপাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঊকার—ঊ এই বর্ণ মাত্র। ঊ+কার স্বার্থে। বি ; পু।

ঊকারাদি-১। দীর্ঘ ঊ হইতে আরম্ভ করিয়া আর আর ('— বর্ণ')। ঊকার আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার গোড়ায় দীর্ঘ ঊ আছে এমন। ঊকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

ঊকারান্ত—যাহার শেষে ঊ (ূ) এই অক্ষর আছে এমন। ঊকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ঊখলি—ধান্যাদি কুটিবার পাত্র। 'উদূখল' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

ঊঢ়—১। যাহা বহন করা হইয়াছে এমন, বাহিত ; বিবাহিত, পরিণীত ; ধৃত ; অঙ্গীকৃত ; আনীত। বহ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিবাহ। বহ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ঊঢ়া—১। বাহিতা ; বিবাহিতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিবাহিতা স্ত্রী, ভার্যা। বি ; স্ত্রী।

ঊঢ়ি—বিবাহ ; বহন। বহ্ (বহন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ঊত—১। বোনা হইয়াছে এরূপ (বস্ত্রাদি)। বে (বয়ন করা)+ক্ত কর্ম। ২। স্যূত, সেলাই করা হইয়াছে এরূপ ; গ্রথিত। উয়্ (সেলাই করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। রক্ষিত। অব্ (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঊতি—১। বয়ন, (কাপড়) বোনা। বে (বয়ন করা)+ক্তি ভাব। ২। স্যূতি, সেলাই। উয়্ (সেলাই করা)+ক্তি ভাব। ৩। রক্ষণ ; অবন ; লীলা ;

বাসনা। অব্ (রক্ষা করা, ইত্যাদি)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ঊধঃ (ঊধস্)—গোস্তন, গাই গরুর পালান। বি; স্ত্রী।

ঊন—ঈষদসমাপ্ত; একোন; ক্ষুদ্র; ন্যূন, কম; হীন; দুর্বল; গুঁড়ি গুঁড়ি (জল); অপূর্ণমাত্রক ('ঊন' ভাতে দুন বল। ভরা ভাতে রসাতল।)। ঊন (কম করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

ঊন-আশী, ঊনাশী—৭৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঊনকোটি, -টী—কিছু কম প্রায় এক কোটি; (বাংলায়) বহুসংখ্যক; অসংখ্য (যথা—ঊনকোটি চৌষট্টি দেবতা)। বিণ।

ঊনচত্বারিংশ, ঊনচত্বারিংশত্তম—ঊনচত্বারিংশতের পূরণ, আটত্রিশের পরবর্তীটি, ঊনচল্লিশেরটি। ঊনচত্বারিংশৎ শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

ঊনচত্বারিংশৎ ঊনচল্লিশ, (৩৯)। ঊনা (এক কম) যে চত্বারিংশৎ, কর্মধা। বিণ বা বি।

ঊনচত্বারিংশত্তম - 'ঊনচত্বারিংশ' দ্রঃ।

ঊনজন—১। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়; সংখ্যা-লঘুতা। বি; পু। ২। সংখ্যালঘু, লঘিষ্ঠ। কর্মধা। বিণ।

ঊনত্রিংশ, ঊনত্রিংশত্তম - ঊনত্রিংশতের পূরণ, আটাশের পরবর্তীটি, ঊনত্রিশেরটি। ঊনত্রিংশৎ শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

ঊনত্রিংশৎ—ঊনত্রিশ (২৯)। ঊনা (এক কম) যে ত্রিংশৎ, কর্মধা। বিণ বা বি।

ঊনত্রিংশত্তম—'ঊনত্রিংশ' দ্রঃ।

ঊনত্রিশ—২৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঊন-নই, ঊন-নব্বই, -নব্বুই—৮৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'ঊননবতি' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

ঊননবতি—ঊননব্বই (৮৯)। ঊনা (এক কম) যে নবতি, কর্মধা। বিণ বা বি।

ঊননবতিতম—ঊননবতির পূরণ, আটা-নব্বই-এর পরবর্তীটি, ঊননব্বই-এরটি। ঊননবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

ঊন-নব্বই—'ঊন-নই' দ্রঃ।

ঊনপঞ্চাশ—১। ঊনপঞ্চাশতের পূরণ, ৪৮এর পরবর্তীটি। ঊনপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী। ২। (বাঙ্গালায়) ৪৯ এই সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। বি বা বিণ।

ঊনপঞ্চাশৎ—ঊনপঞ্চাশ (৪৯)। বিণ বা বি।

ঊনপঞ্চাশত্তম—ঊনপঞ্চাশতের পূরণ, আটচল্লিশের পরবর্তীটি, ঊনপঞ্চাশেরটি। ঊনপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

ঊনপাঁজুরে—যাহার পাঁজরের হাড় একখানি কম এরূপ ('— গরু'); দুর্লক্ষণাক্রান্ত, অলক্ষুণে; অভাগা; দুরন্ত; গোলমালে অভ্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঊনবিংশ, ঊনবিংশতিতম ঊন-বিংশতির পূরণ, আঠারোর পরবর্তীটি, ঊনিশেরটি। ঊনবিংশতি+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -মী।

ঊনবিংশতি—ঊনিশ (১৯)। ঊনা (এক কম) যে বিংশতি, কর্মধা। বিণ বা বি।

ঊনবিংশতিতম—'ঊনবিংশ' দ্রঃ।

ঊন-ষট্টি—ঊনষষ্ট। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঊনষষ্টি—ঊনষাইট (৫৯)। ঊনা (এক কম) যে ষষ্টি, কর্মধা। বিণ বা বি।

ঊনষষ্টিতম—ঊনষষ্টির পূরণ, আটান্নর পরবর্তীটি, ঊনষাটেরটি। ঊনষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

ঊন-ষাট, -ষাটি—৫৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঊনসত্তর—৬৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঊনসপ্ততি—ঊনসত্তর (৬৯)। ঊনা (এক কম) যে সপ্ততি, কর্মধা। বিণ বা বি।

ঊনসপ্ততিতম—ঊনসপ্ততির পূরণ, আট-ষট্টির পরবর্তীটি, ঊনসত্তরেরটি। ঊনসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

ঊনাশী—'ঊন-আশী' দ্রঃ।

ঊনাশীতি—ঊনআশী (৭৯)। ঊনা (এক কম) যে অশীতি, কর্মধা। বিণ বা বি।

ঊনাশীতিতম—ঊনাশীতির পূরণ, আটাত্তরের পরবর্তীটি, ঊনআশীরটি। ঊনাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

ঊনিশ—ঊনবিংশতি (১৯)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঊনিশ-বিশ—তুলনায় ঈষৎ কম বা বেশী, প্রায় তুল্য। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঊনিশা, ঊনিশে—মাসের ঊনবিংশ দিবস। বাংপ্র। বি।

ঊরু—জানুর উপরিভাগ, সক্থি, উরত, দাবনা। ঊর্ণু (আচ্ছাদন করা)+কু কর্ম। বি; পু।

ঊরুপর্ব (-পর্বন্)—জানু, হাঁটু। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ঊরুপর্বা (-পর্বন্)—জানু, হাঁটু। ঊরুর পর্ব আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

ঊরুপা—ইওরোপ দেশ ('পুণ্যখণ্ড ঊরুপায় লভিত্ত জনম'—নবীন)। কপ্র। বি।

ঊরুভঙ্গ—দাবনার হাড় ভাঙ্গা। ৬তৎ। বি; পু।

ঊরুস্তম্ভ—ঊরুরোগ বিঃ, ঊরুতে এক-প্রকার স্ফোটক। ঊরুর স্তম্ভ হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

ঊর্জ—১। জীবন, প্রাণ; প্রাণন; বল, শক্তি, সামর্থ্য; উৎসাহ, উদ্যম। ঊর্জ্+অল্ ভাব। ২। কার্তিক মাস। ঊর্জ্+অল্ অধি। বি; পু। ৩। জল; বীর্য; তেজঃ; শ্বাস; স্বারোচিষ মনুর পুত্র। ঊর্জ্+অল্ করণ। বি; ক্লী।

ঊর্জঃ (ঊর্জস্)—জীবন, প্রাণ; বল, শক্তি, সামর্থ্য; উৎসাহ, উদ্যম; খাদ্য; বীর্য; তেজঃ। ঊর্জ্+অস্ ভাব। বি; ক্লী।

ঊর্জস্কর বলকরণশীল; তেজস্কর; প্রাণ-শক্তিকারক, অমৃতরসাধায়ক। উপতৎ; ঊর্জস্—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

ঊর্জস্বল বলবান্, বলিষ্ঠ, ক্ষমতাশালী, তেজস্বী। ঊর্জস্+বল আছে অর্থে। বিণ।

ঊর্জস্বান্ (ঊর্জস্বৎ)—ঊর্জস্বল (সকল অর্থে)। ঊর্জস্+বতু। বিণ; পু। স্ত্রী, -ঊর্জস্বতী।

(-স্বিন্)—ঊর্জস্বল (সকল অর্থে)। ঊর্জস্+বিন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—ঊর্জস্বিনী।

—১। বলবান্, বলিষ্ঠ; অধিক; উত্তম; প্রবৃদ্ধ; সার্থক; উদার; প্রখ্যাত; উন্নমিত; উৎসাহোপেত। ঊর্জ্ শব্দ+ইত যুক্তার্থে; অথবা ঊর্জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বল। ঊর্জ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ঊর্ণ—১। ঊর্ণাযুক্ত, মেষলোমরচিত। ঊর্ণা+অ অস্ত্যর্থে। বিণ। ২। ঊর্ণা; ঊর্ণা-রচিত বস্ত্র (কম্বলাদি)। বি; ক্লী।

ঊর্ণনাভ, ঊর্ণনাভি—মর্কটক, মাকড়সা। ঊর্ণা নাভিতে যাহার, বহু। বি; পু।

ঊর্ণা—মেষাদির লোম, পশম; মাকড়সার সুতা; যোগীর ভ্রূযুগমধ্যস্থ রোমাবর্ত মহা-পুরুষ চিহ্ন। ঊর্ণু+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঊর্ণায়ু—১। মেষ; মেষলোমনির্মিত কম্বল; ঊর্ণনাভ, মাকড়সা; কণভক্ষ। ঊর্ণা শব্দ+যু অস্ত্যর্থে। বি; পু। ২। লোমযুক্ত। বিণ।

ঊর্দি—ঊর্দি (তাহা দ্রঃ)।

ঊর্দু—উর্দু (তাহা দ্রঃ)।

ঊর্ধ্ব—১। উপরিস্থ; অনন্তর; ত্যক্ত; উক্ত; উৎকৃষ্ট; উপর; উচ্চ; উত্থিত; দণ্ডায়মান; খাড়া; তার ('— স্বর'); সোজা ('— অঙ্গুলি'); শ্রেষ্ঠ। উদ্—হা+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। উচ্চ স্থান; দেবলোক। বি; ক্লী। ৩। পরে;

পরবর্তীকালে ; দেহান্তে ; পরলোকে ; উপরিভাগে ; উচ্চদিকে ; অধিক ; তারস্বরে ; শূন্যাভিমুখ। ক্রি-বিণ।

ঊর্ধ্বকণ্ঠ—উদ্‌গ্রীব। বহু। বিণ।

ঊর্ধ্বকর্ণ—উৎকর্ণ, যে কান খাড়া করিয়া আছে এরূপ। ঊর্ধ্ব কর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

ঊর্ধ্বকায়—১। পূর্বকায়, নাভির উপরের শরীরাংশ। ৬তৎ। বি ; পু। ২। উন্নত-শরীর। ঊর্ধ্ব কায় যাহার, বহু। বিণ।

ঊর্ধ্বগ—১। ঊর্ধ্বগামী ; স্বর্গগামী ; সৎ-পথাবলম্বী ; সাত্ত্বিক, ধার্মিক। উপতৎ ; ঊর্ধ্ব শব্দ—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বিষ্ণু ; পরমেশ্বর ; রোগ বিঃ (এই রোগে পাকস্থলী উত্তেজিত হয় এবং উদরস্থ বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয়)। বি ; পু।

ঊর্ধ্বগত—উপরিগত, উপরদিকে গিয়াছে বা উঠিয়াছে এরূপ, উত্থিত, আরূঢ়। ২তৎ। বিণ।

ঊর্ধ্বগতি—উপরদিকে গমন, উত্থিতি, আরোহণ ; দেহ হইতে উদ্গমন ; স্বর্গাদি ঊর্ধ্বলোকে গমন, সদ্গতি। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঊর্ধ্বগপুর—আকাশস্থ হরিশ্চন্দ্র রাজার নগর ; ত্রিপুর-নামক অসুরের নগর। কর্মধা। বি ; পু।

ঊর্ধ্বগমন—স্বর্গগমন ; উদয় ; সপ্তস্বরের আরোহ ; আরোহণ। বি ; ক্লী।

ঊর্ধ্বগামী (-গামিন্)—উপরদিকে গমন-শীল, উত্থায়ী, আরোহণকারী ; স্বর্গগমন-শীল। ২তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

ঊর্ধ্বচরণ ঊর্ধ্বপাদ (সকল অর্থে)। বিণ।

ঊর্ধ্বটান—মৃত্যুকালীন উপরমুখী নিশ্বাস ; শ্বাসরোগের জন্য হাঁপাইতে থাকা। বাংপ্র। বি।

ঊর্ধ্বতন—ঊর্ধ্বস্থিত ; উপরিস্থ ; পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠ ; পূর্বতন ('— পুরুষ')। ঊর্ধ্ব শব্দ+টনভবার্থে। বিণ। স্ত্রী— **ঊর্ধ্বতনী**।

ঊর্ধ্বতন্ত্র—বস্ত্রের দীর্ঘ তন্তু ; টানার সুতা, warp. বি ; পু।

ঊর্ধ্বতল—উপরিতল, উপরপিঠ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঊর্ধ্বদৃষ্টি—১। ঊর্ধ্বদেশে দৃষ্টিক্ষেপকারী ; ঊর্ধ্বনেত্র। ঊর্ধ্বে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। যোগার্থে ভ্রূযুগলের মধ্যবর্তী দৃষ্টি ; ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত দৃষ্টি (মৃত্যুকালে যেরূপ দৃষ্টি হয়, লোকে যাহাকে শিবনেত্র বলে) ; যোগ বিঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ঊর্ধ্বদেব—বিষ্ণু ; পরমেশ্বর। ঊর্ধ্ব (উৎ-কৃষ্ট) যে দেব, কর্মধা। বি ; পু।

ঊর্ধ্বদেহ-মরণান্তে প্রাপ্ত দেহ, লিঙ্গদেহ ; প্রেতদেহ। ঊর্ধ্ব (উত্তরকালীন) যে দেহ, কর্মধা। বি ; পু।

ঊর্ধ্বপাতন এক প্রকার রাসায়নিক চোলাই ; তাপদ্বারা কঠিন দ্রব্যকে বায়বীয় করিয়া পুনর্বার কঠিন আকারে জমানো. sublimation. ৭তৎ। বি ; ক্লী।

ঊর্ধ্বপাদ—ঊর্ধ্বচরণ, উত্তানপাদ ; উন্নতিলাভ করিতে ইচ্ছুক। ঊর্ধ্বে পাদ যাহার, বহু। বিণ।

ঊর্ধ্বপুণ্ড্র—চন্দনাদি দ্বারা ললাটে কৃত ঊর্ধ্বমুখ ফোঁটা, লম্বা ফোঁটা। কর্মধা। বি ; পু।

ঊর্ধ্বফণা, -ফণ—উত্তোলিত ফণাযুক্ত। কপ্র। বিণ।

ঊর্ধ্ববাট—স্বর্গলাভের পথ ; স্বর্গপথ। বি ; পু।

ঊর্ধ্ববাহু-১। উত্তোলিত হস্ত। কর্মধা। বি ; পু। ২। ঊর্ধ্বদিকে বাহু উত্তোলন করিয়া আছে এরূপ ; উদ্বাহু। ঊর্ধ্বে বাহু যাহার, বহু। বিণ। ৩। পঞ্চম মন্বন্তরের সপ্তর্ষির অন্যতম। ৪। শৈব সন্ন্যাসি সম্প্রদায় বিঃ। ইঁহারা এক বা উভয় বাহু ঊর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া রাখেন, এইজন্যই ইঁহাদিগকে ঊর্ধ্ববাহু বলে। ইঁহাদের নির্দিষ্ট বাসস্থান নাই। একমাত্র ভিক্ষাই ইঁহাদিগের উপজীব্য। ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ দিগম্বর বেশে থাকেন, কেহ বা কেবল গৈরিক বসনে দেহ আবৃত করিয়া রাখেন। ইঁহারা শৈব এবং মস্তকে জটা ধারণ করেন। বি ; পু।

ঊর্ধ্বভাগ—উপরের অংশ ; শীর্ষদেশ ; ঊর্ধ্বতল, উপরপিঠ ; শ্রেষ্ঠ অংশ। কর্মধা। বি ; পু।

ঊর্ধ্বমুখ—১। অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য ; নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ; মুখের উপরিভাগ, face. কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। উন্নতানন, উপর দিকে মুখ করিয়া আছে এরূপ। ঊর্ধ্বে মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**।

ঊর্ধ্বরেতাঃ (-রেতস্) ১। শুক্র-সংযমকারী। ঊর্ধ্ব (ঊর্ধ্বগত) রেতঃ (শুক্র) যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। মহাদেব, শিব [দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব রেতঃ ঊর্ধ্বে নীত করাতে ঊর্ধ্বরেতাঃ নাম প্রাপ্ত হন]। ৩। ভীষ্ম [মহারাজ শান্তনু, দাসরাজ-তনয়া সত্যবতীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যদর্শনে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে পত্নীত্বে প্রার্থনা করিলে দাসরাজ এই বলিয়া তাহাতে অসম্মত হন যে, শান্তনুর জ্যেষ্ঠপুত্র ভীষ্ম বিদ্যমানে সত্যবতীর পুত্র রাজ্যাধিকারী হইবে না ; তখন মহানুভব ভীষ্ম পিতার তৃপ্ত্যর্থে দারপরিগ্রহ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া চিরকৌমার্য অবলম্বন করাতে ঊর্ধ্বরেতাঃ নামে প্রখ্যাত হন]। ৪। শুক্রসংযমকারী ; যোগী [কারণ ইঁহারাও শুক্রসংযম করিয়া থাকেন]। ৫। সনকাদি মুনিগণ। বি ; পু।
["ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্যং তপোত্তমম্।
ঊর্ধ্বরেতা ভবেদ্ যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ॥
ব্রহ্মচর্য অর্থাৎ বীর্যধারণই সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট তপস্যা। যিনি এই তপস্যা করিয়া ঊর্ধ্বরেতা হইতে পারেন, তিনি মনুষ্য নহেন, তিনিই যথার্থ দেবতা।]

ঊর্ধ্বলিঙ্গ—মহাদেব, শিব ; ব্রহ্মচারী। বহু। বি ; পু।

ঊর্ধ্বলোক—স্বর্গ ; আকাশ। কর্মধা। বি ; পু।

ঊর্ধ্বশায়ী (শায়িন্)—১। উত্তানশায়ী, চিৎ হইয়া শয়ন করে এরূপ (যেমন শিশু)। উপতৎ ; ঊর্ধ্ব শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। ২। মহাদেব, শিব। বি ; পু। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

ঊর্ধ্বশ্বাস-দীর্ঘশ্বাস ; মৃত্যুকালীন শ্বাস ; দ্রুতগমনাদির জন্য ঘন ঘন নিঃশ্বাস। ঊর্ধ্ব (ঊর্ধ্বগত) যে শ্বাস, কর্মধা। বি ; পু।

ঊর্ধ্বশ্বাসে—হাঁপাইতে হাঁপাইতে ; অতি দ্রুতগতিতে। ঊর্ধ্ব হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ঊর্ধ্বস্থ, ঊর্ধ্বস্থিত উপরিস্থ, উপরিস্থিত। ৭তৎ। বিণ।

ঊর্ধ্বস্থিতি—ঊর্ধ্বে অবস্থান, উপরিস্থিতি, উপরে থাকা। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঊর্ধ্বাধোভাবে—উপরে নীচে, vertically. ঊর্ধ্বাধঃ ভাব যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

ঊর্ধ্বাবর্ত—দক্ষিণাবর্ত। বি ; পু।

ঊর্ধ্বাম্নায়-বেদমার্গের অতিরিক্তবোধক তন্ত্র বিশেষ। [দেবর্ষি নারদ ইহার বক্তা এবং ব্যাসদেব ইহার শ্রোতা। ইহাতে গুরুভক্তি, বিষ্ণুর দ্বাদশাবতার, গৌরাঙ্গের মাহাত্ম্য-কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের পূজাবিধি, নারায়ণের স্তব, গয়ামাহাত্ম্য প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।] ঊর্ধ্ব শব্দ—আ—ম্না+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

ঊর্মি—১। তরঙ্গ ; বেণীর অলংকার বিঃ, বা ঊর্মিবৎ কেশের নিম্নোন্নতভাব ; স্রোতঃ ; প্রবাহ ; অঙ্গুরীয় ; তরঙ্গসদৃশ বস্ত্রসংকোচ রেখা ; বস্ত্রাদির চুনট। ঋ (গমন করা) +মি কর্তৃ। ২। বেগ ; রেখা ; ভঙ্গ ; পঙ্‌ক্তি ; ছয় (৬) এই সংখ্যা ; ক্ষুধা ; উৎকণ্ঠা ; সঙ্গ ; প্রকাশ ; কোষ ; সমূহ ;

পীড়া ; ভ্রান্তি ; দেহের ছয় প্রকার ধর্ম। (যথা—শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা)। ঋ+মি ভাব। বি ; পু বা স্ত্রী।

ঊর্মিকা—অঙ্গুরীয় ; তরঙ্গ ; বস্ত্রের চুনট ; উৎকণ্ঠা ; ভ্রমরধ্বনি। ঊর্মি—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঊর্মিমান্‌ (-মৎ)—১। তরঙ্গিত ; ঢেউ-খেলানো ; কোঁকড়া ('—কেশ') ; কুটিল। ঊর্মি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। সাগর। বি ; পু। স্ত্রী—**ঊর্মিমতী**। বি—**ঊর্মিমত্তা, -ত্ব**।

ঊর্মিমালা—লহরীমালা, তরঙ্গশ্রেণী, পর পর কতকগুলি ঢেউ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঊর্মিমালী (-মালিন্‌)—সমুদ্র। ঊর্মিমালা শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

ঢেউখেলানো, undulating. ঊর্মি—লা+ক কর্তৃ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঊর্মিলা—মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের কন্যা। [রামানুজ লক্ষ্মণের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু নামে লক্ষ্মণের দুই পুত্র জন্মে]। ঊর্মি—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঊর্মিলা-কান্ত, -নাথ, -পতি—রামানুজ লক্ষ্মণ। ৬তৎ। বি ; পু।

ঊর্মিলা-বিলাসী (-লাসিন্‌)—রামানুজ লক্ষ্মণ। ৬তৎ। বি ; পু।

ঊর্ব—জনৈক ঋষি [ইনি স্বীয় ঊরুদেশে অগ্নি স্থাপন করিয়া অগ্নিতুল্য এক পুত্র লাভ করেন। পুত্রের নাম ঔর্ব, তাঁহার বাসস্থান বড়বামুখ সমুদ্র]। বি ; পু।

ঊর্বর—'উর্বর'। দ্রঃ।

ঊর্বশী, ঊর্বসী—স্বর্বেশ্যা বিঃ। বি ; স্ত্রী।

ঊলূক—উলূক, পেচক। বি ; পু।

ঊষর—ক্ষারময় বা নোনা ('—ভূমি') ; অনুর্বর, বন্ধ্য, অনুৎপাদক। ঊষ্‌ শব্দ+র অস্ত্যর্থে। বিণ।

ঊষসী—১। ঊষা। বি ; স্ত্রী। ২। প্রভাতী। বিণ ; স্ত্রী। ৩। প্রভাতকাল। কপ্র। বি।

ঊষা—১। প্রত্যূষ। ২। ভব-নামক রুদ্রের পত্নী। ৩। বেদোল্লিখিত দেবী বিঃ। ৪। বাণরাজের কন্যা, অনিরুদ্ধের পত্নী। ঊষ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। ৫। (বাংলায়) ঊষার আলোক। বি ; স্ত্রী।

ঊষাকাল—প্রভাত। কর্মধা। বি ; পু।

ঊষাকালীন—প্রাতঃসময়ে সংঘটিত বা সম্প্রাপ্ত। ঊষাকাল শব্দ+খীন। বিণ।

ঊষাপান—প্রভাতে জল পান। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঊষ্ণ—১। তপ্ত। ঊষ্‌+অচ্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ। ২। তাপ ; নিদাঘ। ঊষ্‌+মক্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

(-ষ্মন্‌)—উত্তাপ ; শারীরিক তাপ ; গ্রীষ্মঋতু ; তাপ ; ক্রোধ ; উত্তেজনা. (ব্যাকরণে) বাহ্যপ্রযত্ন বিঃ ; উষ্মপ্রযত্ন যোগে (শ্বাসবলে) উচ্চারিত বর্ণ ; উষ্ম-বর্ণ—শ ষ স হ। বি ; পু।

ঊহ—বিতর্ক ; অনুমান ; অধ্যাহার, যুক্তি দ্বারা দুরূহ বা অজ্ঞাত বিষয়ের নির্ণয়চেষ্টা ; সিদ্ধান্ত ; সমূহ ; ধীগুণ বিঃ। ঊহ্‌ (তর্ক করা)+অল্‌ ভাব। বি ; পু।

—বিচার্য ; ঊহ্য ; অনুমেয়। ঊহ+অনীয় কর্ম। বিণ।

ঊহা—বিতর্ক ; অধ্যাহার। ঊহ্‌+অ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।

ঊহাপোহ—সিদ্ধান্ত ও পূর্বপক্ষ। দ্বন্দ্ব।

ঊহিত—তর্কিত ; অনুমিত ; অধ্যাহৃত ; সম্ভাবিত। ঊহ্‌ (তর্ক করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

অনুক্ত ('—পদ') ; উহ্যাবর্ণনীয় ; অধ্যাহার্য ; তর্কণীয়, তর্ক দ্বারা নির্ণেয় ; ব্যবহার্য ; আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থ উল্লেখনীয়, যে বিষয়ের স্পষ্ট নির্দেশ না থাকিলেও অর্থসংগতি করিবার জন্য কল্পনা করিয়া লইতে হয় এরূপ। ঊহ্‌ (তর্ক করা)+য কর্ম। বিণ।

ঊহ্যমান—১। সামগান গ্রন্থ বিঃ। বি ; পু। ২। তর্ক্যমাণ, যাহার তর্ক করা হইতেছে এমন। ঊহ্‌+শান কর্ম। বিণ।

ঋ

ঋ—১। সপ্তম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা ; স্বর্গ। বি ; পু। ২। বেদমাতা ; দেবমাতা, অদিতি। বি ; স্ত্রী। ৩। নিন্দা ; বাক্য ; পরিহাস। অ।

ঋক্‌ (ঋচ্‌)—ঋগ্বেদ ; ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্র ; স্তুতি ; পূজা। ঋচ্‌ (স্তুতি করা)+ক্বিপ্‌ করণ। যাহা দ্বারা দেবতাদিগের স্তুতি করা যায়, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বি ; স্ত্রী।

ঋকার—'ঋ' এই অক্ষরমাত্র। ঋ+কার স্বার্থে। বি ; পু।

ঋকারাদি—১। ঋ হইতে আরম্ভ করিয়া আর আর ('—বর্ণ')। ঋকার আদি যাহাদের, বহু। ২। যাহার গোড়ায় 'ঋ' এই অক্ষর আছে এমন। ঋকার আদিতে যাহার, বহু। বিণ।

ঋকারান্ত—যাহার শেষে ঋ এই অক্ষর আছে এমন। ঋকার অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ঋক্‌থ—দায়, ধন ; জ্ঞাতি প্রভৃতির সম্পত্তি—যাহা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যায় ; স্বর্ণ। ঋচ্‌ (স্তুতি করা)+থক্‌ কর্ম। বি ; ক্লী।

ঋক্‌থগ্রাহ—ধনগ্রহণকারী, বিত্তভাগী, উত্তরাধিকারী। উপতৎ ; ঋক্‌থ—গ্রহ্‌+অণ্‌ কর্তৃ। বিণ।

ঋক্‌থগ্রাহী (-গ্রাহিন্‌)—বিত্তগ্রহণকারী, ধনভাগী, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। উপতৎ ; ঋক্‌থ গ্রহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

ঋক্‌থহর—ধনভাগী ; দায়গ্রাহী ; উত্তরাধিকারী। উপতৎ ; ঋক্‌থ—হৃ+অন্‌ কর্তৃ। বিণ।

ঋক্‌থহারী (-হারিন্‌)—ঋক্‌থগ্রাহী, ধনভাগী। উপতৎ ; ঋক্‌থ—হৃ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঋক্‌থহারিণী**।

ঋক্‌থী (-থিন্‌)—উত্তরাধিকারী। ঋক্‌থ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ।

ঋক্‌ বেদ—ঋগ্বেদ (তাহা দ্রঃ)।

ঋক্ষ—১। ভল্লুক ; গণ্ডোয়ানা প্রদেশস্থ পর্বত বিঃ ; পুরুবংশীয় অজমীঢ় রাজার পুত্র ; পৌরব বিদূরথের পুত্র ; পুরুবংশীয় অরিহ রাজার পুত্র। ঋষ্‌ (বধ করা)+সক্‌ কর্তৃ। বি ; পু। ২। নক্ষত্র ; রাশি ; সপ্তর্ষিমণ্ডল। বি ; স্ত্রী।

ঋক্ষবান্‌ (-বৎ)—গণ্ডোয়ানা প্রদেশস্থ পর্বত বিঃ, ঋক্ষ (এই পর্বতের মধ্য দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিত হইয়াছে)। ঋক্ষ+বতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

ঋক্ষমণ্ডল—সপ্তর্ষিমণ্ডল নক্ষত্র, Great Bear. বি ; ক্লী।

ঋক্ষরাজ—ভল্লুকেশ্বর জাম্ববান্‌ ; চন্দ্র। ঋক্ষদিগের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

ঋক্‌সংহিতা—ঋগ্বেদসংহিতা। ঋক্‌সমন্বিতা সংহিতা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ঋক্ষেশ—চন্দ্র ; জাম্ববান্‌। ঋক্ষদিগের ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

ঋগ্বিধান—ঋগ্বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারা ব্রত-বিশেষের বিধান (ইওরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতে ঋগ্বেদ জগতের আদি গ্রন্থ। সেই ঋগ্বেদের কোন্‌ কোন্‌ মন্ত্র জপ করিলে কিরূপ ফললাভ হয়, ঋগ্বিধানে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে)। ঋকের বিধান (ঋক্‌+বিধান), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঋগ্বেদ—প্রথম বেদ ; ইহা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও সূত্রভেদে চারি প্রকার। ঋক্‌সংহিতাই ঋগ্বেদের আদি গ্রন্থ। উহা সকল বেদ এবং পৃথিবীর সকল শাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন। ঋক্‌সংহিতা ঠিক কোন্‌ সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, "যে সময়ে আর্যসভ্যতা চারিদিকে বিস্তারিত হইতে আরম্ভ হয়, যে সময়ে সুসভ্য আর্যগণ

অগ্নিপূজা প্রচার করিবার জন্য চারিদিকে পর্যটন করিতে আরম্ভ করেন, সেই প্রাচীন কালে দ্বাপরের শেষভাগে প্রথম বেদের সংহিতা ভাগ সংগ্রহ করেন।" মোক্ষমূলর প্রভৃতি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন, ঋগ্বেদের ছন্দস্‌ভাগ খ্রীষ্টের জন্মের ১০০০ বৎসরেরও পূর্বে রচিত হয়। ইঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, ঋগ্বেদই সমগ্র সভ্যজগতের আদি গ্রন্থ।

"One thing is certain; there is nothing more ancient and primitive, not only in India, but in the whole Aryan world, than the hymns of the Rig-Veda"- Maxmuller's *Origin and Growth of Religion*.

ব্রহ্মার চারি মুখ হইতে চারি বেদের উৎপত্তি। মনুমতে ব্রহ্মা, অগ্নি বায়ু রবি হইতে যথাক্রমে ঋক যজুঃ সাম দোহন করেন। ব্রহ্মা, পুত্র মরীচি প্রভৃতিকে চারিবেদ উপদেশ করেন। তাঁহারা পুত্রগণকে, এবং পুত্রগণ স্বশিষ্যদিগকে বেদ অধ্যয়ন করান। এই সময়ে দ্বাপরান্তে ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়নরূপে অবতীর্ণ হইয়া ঋক যজুঃ সাম অথর্ব মন্ত্রসমূহ উদ্ধার এবং ঋকসংহিতাদি চারি সংহিতায় বিভক্ত করিয়া স্বশিষ্য পৈল বৈশম্পায়ন জৈমিনি ও সমন্তুকে যথাক্রমে ঋগাদি সংহিতা উপদেশ করেন। পৈল স্বসংহিতা দ্বিধা বিভক্ত করিয়া শিষ্য ইন্দ্রপ্রমিতি ও বাস্কলকে অধ্যয়ন করান। ইন্দ্রপ্রমিতি, পুত্র মাণ্ডুকেয়কে ও বাস্কল যাজ্ঞবল্ক্যাদি চারি শিষ্যকে চারিভাগ করিয়া স্বীয় সংহিতা অধ্যাপনা করেন। এইরূপে শিষ্যানুশিষ্য-ক্রমে ঋকসমূহ নানা শাখায় বিভক্ত হয়। অধ্যাপকগণ ও শিষ্যেরা বহু শতার্ধী মন্ত্রসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন; সুতরাং, গুরু-শিষ্য-দেশ-কাল-ভেদে পাঠভেদ ও উচ্চারণভেদ হয়; এইরূপ ভেদই শাখাসমূহের মূলকারণ। একণে যে ঋগ্বেদ প্রচলিত আছে তাহা শাকলদিগের শাখা। বোধ হয় মাণ্ডুকেয়সুত শাকল্যের নামানুসারে এই নামকরণ হইয়াছে।

ঋগ্বেদবিৎ (-বিদ্)—ঋগ্বেদজ্ঞ, ঋকনামক বেদে সুপণ্ডিত। উপতৎ; ঋগ্বেদ - বিদ্ + ক্বিপ্, কর্তৃ। বিণ।

ঋগ্বেদী (-দিন্) ঋগ্বেদবিৎ, ঋগ্বেদের অনুসরণকারী; ঋগ্বেদযাজী। ঋগ্বেদ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং।

ঋগ্বেদীয়—ঋগ্বেদসম্বন্ধী, ঋগ্বেদবিহিত। ঋগ্বেদ + ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

ঋচ্—'ঋক্' দ্রঃ।

ঋচীক—১। সবিতা বিঃ, ইনি দিবের পুত্র; সূর্য। ঋচ্ (স্তুতি করা) + ঈকক্। বি; পুং। ২। ভৃগুবংশীয় মুনি বিঃ, সাধারণতঃ ভৃগুমুনি নামে পরিচিত। ইনি গাধিতনয়া সত্যবতীর পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার শত-পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম জমদগ্নি। বিখ্যাত শুনঃশেফও তাঁহাদের অন্যতম। বি; পুং।

ঋজু—১। সরল, অবক্র, সোজা; প্রাঞ্জল, সহজ; সুবোধ্য; সুন্দর; অনুকূল, হিতকর; সাধু। ঋজ্ + কু কর্তৃ। বিণ। ২। বসুদেবের পুত্র বিঃ। বি; পুং।

ঋজুকায়—১। সরল শরীর। কর্মধা। বি; পুং। ২। সরল শরীরবিশিষ্ট। ঋজু কায় যাহার, বহু। বিণ। ৩। কশ্যপ মুনি। বি; পুং।

ঋজুগ—সরলগামী; পবিত্রচিত্ত; সহজ, অকঠিন। ঋজু- গম্ + ড কর্তৃ। বিণ।

ঋজুতা, -ত্ব—সরলতা; প্রাঞ্জলতা; সৌন্দর্য। ঋজু + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ঋজুরেখ—এক সরল রেখায় অবস্থিত, সরলরৈখিক, rectilinear. ঋজু রেখা যাহাতে, বহু। বিণ। **ঋজুরেখ গতি**—(আলোকরশ্মির) সরল রেখায় গমন, rectilinear propagation.

ঋজুরেখা—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব, সরলরেখা, straight or rig' t line. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ঋজু-রোহিত—সরল ইন্দ্রধনুঃ [এখানে ঋজু শব্দের অতিরিক্ত উল্লেখ হইয়াছে, কেননা রোহিত শব্দের অর্থ সরল ইন্দ্রধনুঃ]। কর্মধা। বি; ক্লী।

ঋণ—১। কর্জ, ধার, দেনা; উপকারাদি-হেতু কৃতজ্ঞতারূপ বন্ধন; জল। [মিতাক্ষরার মতে, মানবগণ ত্রিবিধ ঋণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যথা—ঋষি-ঋণ, দেব-ঋণ ও পিতৃ-ঋণ; ব্রহ্মচর্যের দ্বারা ঋষি-ঋণ, যজ্ঞকর্ম দ্বারা দেব-ঋণ ও পুত্রোৎপাদন দ্বারা পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়]। ঋ + ক্ত কর্তৃ। ২। দুর্গ; (গণিতে) ব্যবকলিত সংখ্যা বা বিয়োগ-চিহ্ন (−), minus. ঋ + ক্ত অধি। বি; পুং বা ক্লী।

ঋণকর্তা—যে কর্জ করে, যে ধার লয়, অধমর্ণ, ঋণী; দেনো, খাতক। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ঋণকর্ত্রী**।

ঋণগ্রস্ত—ঋণাভিভূত, দেনায় ডুবিয়া আছে এরূপ, ঋণী। ৬তৎ। বিণ।

ঋণগ্রহণ—কর্জ লওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ঋণগ্রহীতা (-গ্রহীতৃ)—ঋণগ্রহণকারী, যে কর্জ লয় বা লইয়াছে এমন, অধমর্ণ, খাতক। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-গ্রহীত্রী**।

ঋণগ্রাহক—ঋণগ্রহণকারী, অধমর্ণ, খাতক। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা**।

ঋণগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—ঋণগ্রহণকারী, অধমর্ণ, খাতক। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

ঋণচিহ্ন—(গণিতে) ব্যবকলন বা বিয়োগ-চিহ্ন ('−' minus). ৬তৎ। বি; পুং।

ঋণচোর—ঋণবিষয়ে চোর, যে কখনও ঋণ শোধ করে না। বাংপ্র। বি।

ঋণচ্ছেদ—ঋণশোধন, ধারশোধ। ৬তৎ। বি; পুং।

ঋণ-ছ্যাঁচড়া—যে টাকা থাকিলেও ঋণ শোধ করিতে চায় না। বাংপ্র। বি।

ঋণজাল ধাররূপ পাশ, দেনার জাল বা দায়। রূপক কর্মধা। বি; ক্লী।

ঋণদ—ঋণদাতা, যে ধার দেয় এমন, উত্তমর্ণ; ঋণ-পরিশোধকারী। উপতৎ; ঋণ- দা + ড কর্তৃ। বিণ।

ঋণদাতা (-দাতৃ)—ঋণদানকর্তা, যে কর্জ দেয় এমন, উত্তমর্ণ, মহাজন; ঋণপরিশোধকারী। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

ঋণদান—ধার দেওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ঋণদাস দাস বিঃ, যে ব্যক্তি ঋণ-পরিশোধের বিনিময়ে দাসত্ব স্বীকার করে। ৬তৎ। বি; পুং। স্ত্রী—**ঋণদাসী**।

ঋণপত্র—ঋণগ্রহণের স্বীকারলিপি, খত, তমস্সুক, bon'. মধ্যপ। বি; ক্লী।

ঋণ-পরিশোধ—ধারশোধ। ৬তৎ। বি; পুং।

ঋণপ্রার্থী (-প্রার্থিন্) ধার করিতে ইচ্ছুক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

ঋণমুক্ত ঋণদায় হইতে বিমুক্ত, যে ঋণ পরিশোধ করিয়াছে এরূপ। ৫তৎ। বিণ।

ঋণমুক্তি—দেনার দায় হইতে নিষ্কৃতি, ঋণ-পরিশোধ। ৫তৎ। বি; স্ত্রী।

ঋণমোক্ষ—ঋণমুক্তি, দেনা হইতে পরিত্রাণ-লাভ, ঋণ-পরিশোধ। ৫তৎ। বি; পুং।

ঋণলেখ্য—ঋণপত্র, তমসুক, খত। মধ্যপ। বি; ক্লী।

ঋণশোধ ধার মিটাইয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি; পুং।

ঋণাত্মক—ঋণসূচক; অভাববোধক, negative. বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

ঋণাদান—সুদ দিবার অঙ্গীকারে ঋণগ্রহণ; অধমর্ণের নিকট হইতে উত্তমর্ণের ঋণের টাকা আদায়; (স্মৃতিশাস্ত্রে) অষ্টাদশ ব্যবহারে অন্যতম। ঋণের আদান, ৬তৎ। বি; ক্লী;

ঋণাপকরণ—ঋণশোধ। ঋণের অপকরণ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ঋণাপনয়ন, ঋণাপনোদন ধার

শোধ। ঋণের অপনয়ন, অপনোদন, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঋণার্ণ—ঋণার্থ বা ঋণশোধনার্থ করণীয় অন্য ঋণ। বি ; ক্লী।

ঋণিক—ঋণী, অধমর্ণ। ঋণ্ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

ঋণী (ঋণিন্)—ঋণগ্রস্ত, দেনদার, অধমর্ণ ; উপকাররূপ ঋণে আবদ্ধ। ঋণ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঋণিনী**।

ঋণোদ্ধার—ধারশোধ। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋত—১। পরব্রহ্ম ; সত্য ; জল ; উঞ্ছ ; সূর্য ; যজ্ঞ ; ধর্মপত্নী শ্রদ্ধার পুত্র দেব বিঃ ; কর্মফল ; সুপ্রিয় বাক্য ; ধর্মকর্ম ; মোক্ষ ; বিষ্ণু। ঋ (গমন করা) + ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। পূজিত ; পীড়িত ; গত ; প্রাপ্ত। ঋ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ঋতধামা (-ধামন্) -বিষ্ণু ; দ্বাদশমন্বন্তরীয় ইন্দ্র। ঋত (সত্য) ধাম যাঁহার, বহু। বি ; পু।

ঋতধ্বজ—১। জনৈক ব্রহ্মর্ষি। ২। জনৈক রুদ্র, একাদশ রুদ্রের অন্যতম। ৩। বৈদিশ নগরের রাজা। ৪। প্রতর্দনের নামান্তর। ৫। শত্রুজিতের পুত্র। গালবমুনির পূর্ব-প্রদত্ত কুবলয় নামক অশ্বে আরোহণ করিয়া ইনি বজ্রকেতু নামক দানবের পুত্র পাতাল-কেতুর বিনাশ সাধনপূর্বক তৎকর্তৃক অপহৃতা মদালসাকে বিবাহ করেন। বি ; পু।

ঋতপর্ণ, ঋতুপর্ণ অযোধ্যার সূর্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইঁহার পিতার নাম অযুতায়ু। অক্ষক্রীড়ায় ও গণনা-বিদ্যায় ইনি সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। পুণ্যশ্লোক নলরাজা কলিগ্রস্ত হইয়া বাহুক নাম ধারণ করিয়া সারথির বেশে ইঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। নল-মহিষী দময়ন্তী নলকে পাইবার আশায় আপনার স্বয়ংবরের অলীক সংবাদ ঘোষণা করিলে ঋতপর্ণ রাজা অশ্ববিদ্যাবিশারদ নলকে সারথি করিয়া শীঘ্রগমনে বিদর্ভ নগরাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে ইনি গণনা-বিদ্যার পরিচয় দিয়া নলকে অক্ষবিদ্যা প্রদান করেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া তৎপরদিবস নলের প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইনি পরম পরিতোষ লাভ করেন, এবং নলের নিকট অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন। এই ঋতপর্ণ রাজার মন্ত্রপ্রভাবে কলি নলের শরীর হইতে বহির্গত হয়।

ঋতব্রত—ব্রত বিঃ [এই ব্রতে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় পুরী প্রদান করিতে হয়। ইহার ফল এই যে, ইহাতে স্বর্গলোক লাভ হয়]। বি ; পু বা ক্লী।

ঋতম্ভর—সত্যপালক ; হরি, বিষ্ণু। উপতৎ ; ঋত শব্দ—ভৃ + খ কর্তৃ। বিণ।

ঋতম্ভরা—১। সত্যপালিকা। বিণ ; স্ত্রী। ২। সত্যজ্ঞানরূপা চিত্তবৃত্তি বিঃ ; শাকদ্বীপস্থ নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

ঋতসদন—যজ্ঞকরণার্থ উপবেশনস্থল। ৪তৎ। বি ; ক্লী।

ঋতস্পতি—যজ্ঞপালক ; যাজ্ঞিক, যাগকর্ত্তা ; বিষ্ণু। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋতানৃত—সত্যাসত্য, সত্য বা মিথ্যা। ঋত ও অনৃত, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

ঋতি—১। গতি ; ঘৃণা ; স্পর্ধা ; নিন্দা ; স্মৃতি। ঋ (গমন করা) + ক্তি ভাব। ২। শুভ ; পথ ; সৌভাগ্য। ঋ + ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

ঋতিংকর—শুভকর। উপতৎ ; ঋতি (শুভ) —কৃ (করা) + ণ কর্তৃ। বিণ।

ঋতু—বর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত—এই ছয় কাল ; যোগ্য বা নিরূপিত কাল ; ছয় অঙ্ক ; স্ত্রীরজঃ, স্ত্রীলোকের মাসিক শোণিতস্রাব ; ঋতুকাল, ঋতুকালে স্ত্রীগমন ; দীপ্তি ; বিষ্ণু ; শিব ; ঋত্বিক বিঃ। ঋ (গমন করা) + তুক্ কর্তৃ। বি ; পু।

ঋতুকাল -স্ত্রীলোকের রজোদর্শনের প্রথম রাত্রি হইতে ষোড়শ রাত্রি পর্যন্ত ; যোগ্য বা অনুকূল কাল। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋতুকালীন ঋতুকালসম্বন্ধীয় ; ঋতুকাল-ভব। ঋতুকাল + ঈন। বিণ।

ঋতুগামী (-মিন্)—ঋতুকালে স্ত্রীগমনশীল। উপতৎ ; ঋতু—গম্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

ঋতুদান—ঋতুরক্ষা, গর্ভাধান ; স্ত্রীসহবাস-পূর্বক ঋতুর ফলদান। বি ; ক্লী।

ঋতুধর্ম—১। স্ত্রীজাতির রজোদর্শন। ঋতু রূপ ধর্ম, কর্মধা। ২। বসন্তাদি ঋতুতে সংঘটিত ভাব। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋতুনাথ, -পতি, -রাজ—বসন্তকাল। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋতু-পরিবর্ত, -পরিবর্ত্তন—এক ঋতুর পর অন্য ঋতুর আগমন ; ঋতুপর্যায়। ৬তৎ। বি ; পু, ক্লী।

ঋতুপর্ণ—'ঋতপর্ণ' দ্রঃ।

ঋতুপর্যায়—ঋতুগণের ক্রমানুসারে আবি-র্ভাব। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋতুপ্রাপ্ত—অবন্ধ্য ফলোৎপাদক (বৃক্ষাদি)। ২তৎ। বিণ।

ঋতুবিপর্যয়—ঋতুসমূহের বৈপরীত্য ; যে ঋতুর পর যে ঋতুর আসা উচিত তাহার অন্যথাভাব। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋতুবৃত্তি—বর্ষ, বৎসর। ঋতুর বৃত্তি যাহার, বহু। বি ; পু।

ঋতুমতী, ঋতুমতী—রজস্বলা, স্ত্রীধর্মিণী, পুষ্পবতী। ঋতু শব্দ (স্ত্রীরজঃ) + মতুপ্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে, "স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে প্রথম তিন দিন কুশাসনে শয়ন, করতল, শরাব, বা পত্রে হবিষ্যান্ন ভোজন করিবেন, এবং স্বামিসহবাস করিবেন না। চতুর্থ দিবসে স্নান করিয়া বস্ত্রালংকার পরিধান ও স্বস্তিবাচনপূর্বক অগ্রে পতিকে দর্শন করিবেন। কারণ ঋতুস্নান করিয়া স্ত্রীলোক যেরূপ পুরুষ দর্শন করেন, সেইরূপ সন্তান হয়। অনন্তর সন্তান জন্য যে-সকল নিয়ম আছে, পুরোহিত তাহা সমাধা করিবেন। পতি এক মাস ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া ভার্যার ঋতুকালের চতুর্থ দিবসে ঘৃত ও দুগ্ধ যোগে শালি তণ্ডুলের অন্ন ভোজন করিবেন। পত্নীও এক মাস ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়া সেই দিবসে তৈলমর্দন ও অধিক পরিমাণে মাষকলাই সংযুক্ত অন্ন ভোজন করিবেন। পরে পতি বেদাদি ধর্মশাস্ত্র বিশ্বাস করিয়া ও পুত্রকাম হইয়া সেই রাত্রিতে কিংবা ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম বা দ্বাদশ রাত্রিতে পত্নীতে উপগত হইবেন। চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবসের মধ্যে যত পরে সহবাস হয়, সন্তান ততই হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও ঐশ্বর্যশালী হয়। ত্রয়োদশ দিবস হইতে আর সমাগম করিবে না। ঋতুর প্রথম দিবসে গমন করিলে আয়ুক্ষয়, দ্বিতীয় দিবসে সূতিকাগৃহে সন্তান নষ্ট, এবং তৃতীয় দিবসে সন্তান অপূর্ণাঙ্গ বা অল্পায়ুঃ হয়। অতএব ঋতুর প্রথম তিন দিবস গমন করিবে না ; আবার দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে পুনর্বার এক মাসের পর গমন করা উচিত।"

ঋতুমুখ—ঋতুপ্রারম্ভ ; গৌণ চান্দ্রমাসের প্রথম দিন, প্রতিপদ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঋতুযাজী (-জিন্)—প্রতি ঋতুর আরম্ভে যাগকারী। উপতৎ ; ঋতু—যজ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

ঋতুরক্ষা—ঋতুকালে স্ত্রীসহবাসপূর্বক গর্ভা-ধান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঋতুরাজ—'ঋতুনাথ' দ্রঃ।

ঋতুলিঙ্গ -বসন্তগ্রীষ্মাদি ঋতুর চিহ্ন ; স্ত্রীলোকের ঋতুমতী হইবার লক্ষণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঋতুসংহার—মহাকবি কালিদাস প্রণীত ষড়্‌ঋতুবর্ণনাত্মক ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ। বি ; পু।

ঋতুসন্ধি—দুই ঋতুর মিলনকাল অর্থাৎ এক ঋতুর অন্ত্য ও পরবর্তী ঋতুর আদ্য সময় ; শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের মিলন ; মুখ্য চান্দ্রমাসপক্ষে অমাবস্যা, গৌণচান্দ্রমাসপক্ষে পূর্ণিমা। ৬তৎ। বি ; পু।

ঋতুস্থলা – অপ্সরা বিঃ। বি ; স্ত্রী।

ঋতুস্নাতা—ঋতুর চতুর্থ দিবসে শুচি হইবার নিমিত্ত স্নান করিয়াছে এরূপ (স্ত্রীলোক)। ঋতুতে স্নাতা, ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

ঋতুস্নান—রজস্বলা স্ত্রীর রজ অবসানে ঋতুর চতুর্থ দিবসে করণীয় বা কৃত স্নান। ঋতুতে স্নান, ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঋতু-হরীতকী ঋতুভেদে দ্রব্যবিশেষ সহযোগে ব্যবহার্য হরীতকী ; বর্ষাদি ছয় ঋতুতে যথাক্রমে সৈন্ধব শর্করা শুণ্ঠী জীরক মধু গুড়—এই ছয় দ্রব্যের সহিত সেবনীয়া হরীতকী। ঋতুসেবনীয়া যে হরীতকী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ঋত্বিক (ঋত্বিজ্)—পুরোহিত [যজ্ঞকার্যে চারিজন মুখ্য পুরোহিত নিযুক্ত হন,—হোতা, অধ্বর্যু, ব্রহ্মা ও উদ্গাতা ; ইঁহাদের প্রত্যেকের অধীনে তিনজন করিয়া দ্বাদশ জন ঋত্বিক নিযুক্ত হইয়া থাকেন] ; ঋতুযাজক। ঋতুতে যাগ করেন যিনি, উপতৎ ; ঋতু শব্দ যজ্ +কিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

ঋদ্ধ - ১। সমৃদ্ধিযুক্ত, সমৃদ্ধ ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ঋধ্ +ক্ত কর্তৃ। ২। সঞ্চিত ; প্রচুর। ঋধ্ +ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। (বাংলায়) দেব বিঃ ; বিষ্ণু। বি ; পু।

ঋদ্ধি—বৃদ্ধি ; সমৃদ্ধি ; সৌভাগ্য ; মাঙ্গলিক কার্য ; মাতৃকা বিঃ ; লক্ষ্মী ; পার্বতী ; সিদ্ধি ; ভাঙ্গ ; উৎকর্ষ ; প্রাচুর্য ; সম্ভার ; অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি ; সিদ্ধি ; দিব্যপ্রভা ; কুবেরপত্নী ; দেব বিঃ ; অষ্টবর্গান্তর্গত ওষধি বিঃ ; (বাংলায়) বিপদমুক্তি। ঋধ্ +ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

ঋদ্ধিত—সমৃদ্ধ। ঋদ্ধি+ইতচ্ 'সঞ্জাত' অর্থে। বিণ।

ঋদ্ধিমান্ (-মৎ)—সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সমৃদ্ধ, ভাগ্যবান্, ধনশালী, আঢ্য ; সাধনসম্পন্ন। ঋদ্ধি+মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-মতী**।

ঋপু—রিপু ; শত্রু। বি।

ঋ-ফলা—ব্যঞ্জনবর্ণে সংযুক্ত ঋ-কার ; (ৃ)। বাংপ্র। বি।

ঋভু—দেবতা ; দেবগণ বিঃ [পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে যৎকালে প্রমথগণ দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ করে, সেই সময় ভৃগু অগ্নিকুণ্ড হইতে ঋভু নামক সৈন্যের সৃষ্টি করেন ; ইঁহারা বৈবস্বত মন্বন্তরের দেবতা] ; ব্রহ্মার মানসপুত্র [কৌমার সৃষ্টিকালে ইনি উৎপন্ন হন ; পুলস্ত্যনন্দন নিদাঘ ইঁহার শিষ্য] ; সুধন্বার পুত্রগণ [ইঁহারা শিল্পকলায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন] ; অনেক মুনি ; নিকৃষ্ট জাতি বিঃ। ঋ কর্তৃ। বি ; পু।

ঋষভ ১। বৃষ, ষাঁড় ; কর্ণরন্ধ্র ; বরাহপুচ্ছ কুম্ভীরপুচ্ছ ; পালক ; (কোনও শব্দের পরবর্তী হইলে তাহার) শ্রেষ্ঠতাবোধক, যথা—পুরুষর্ষভ, দেবর্ষভ ; বৃষশৃঙ্গবৎ ঔষধ বিঃ ; স্বর বিঃ ; (সংগীতে) স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর, 'রে' ; মুনি বিঃ ; স্বর্ণময় পর্বত বিঃ [ইহা কৈলাসের নিকটবর্তী, এবং হিমালয়ের একটি শৃঙ্গ ; ইহার পার্শ্বেই রৌপ্যময় কৈলাস ; এই দুই পর্বতের মধ্যে মৃতসঞ্জীবনী, বিশল্যকরণী, সন্ধিনী ও সুবর্ণকরণী নামে ঔষধি আছে] মন্বন্তরের অবতার বিঃ ; আদি জিন মুনিবিশেষ ; যাগবিশেষ (ইহার দক্ষিণা সহস্র ঋষভ এবং ইহা একাহসাধ্য) ছন্দঃ বিঃ ; দক্ষিণসাগরস্থ একটি পর্বত পূর্বসাগরস্থ পর্বত বিঃ। ঋষ (গমন করা) + অভক্ কর্তৃ। বি ; পু।

২। ভগবানের অবতার। ভাগবতোক্ত দ্বাবিংশতি অবতারের মধ্যে অষ্টম ভারতবর্ষাধিপতি নাভিরাজের ঔরসে মরুদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ভাগবতে উক্ত হইয়াছে যে, ইনি জন্মিবামাত্র ইঁহার অঙ্গে ভগবৎলক্ষণসকল দেখা গেল। কালক্রমে নাভিরাজ পুত্র ঋষভের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া মরুদেবীসহ বদরিকাশ্রমে প্রস্থান করিলেন। ইনি রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে ইন্দ্র ইঁহাকে জয়ন্তী নামে একটি কন্যা পত্ন্যার্থে প্রদান করেন। জয়ন্তী গর্ভে ইঁহার শতপুত্র জন্মে। তন্মধ্যে ভরত সর্বশ্রেষ্ঠ ; কুশাবর্তাদি ৯ জন ভরতের অনুগত, এবং কবি প্রভৃতি অপর ৯ জন ভাগবতধর্মপ্রদর্শক। অবশিষ্ট ৮১ জন যজ্ঞশীল, বিনীত, বেদজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ হইলেন কিছুকাল পরে ঋষভদেব জ্যেষ্ঠপুত্র ভরতকে রাজ্যভার দিয়া পরমহংস ধর্ম শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে সংসার পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইনি উন্মাদের ন্যায় নগ্নাবস্থায় ব্রহ্মাবর্ত হইতে প্রস্থান করেন এবং অচিরে মৌনব্রত অবলম্বন করেন দুষ্ট লোকে ইঁহাকে পাগল মনে করিয়া ইঁহার গাত্রে মলমূত্রপ্রস্তরাদি নিক্ষেপপূর্বক ইঁহাকে প্রপীড়িত করিবার চেষ্টা পাইত কিন্তু ইনি কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, কারণ সে সময়ে ইঁহার মনোবিকার দূর হইয়াছিল। অতঃপর ইনি আজগর ব্রত অবলম্বন করেন, অর্থাৎ এক স্থানে থাকিয়া অশন, শয়ন, চর্বণ ও মলমূত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইঁহার মলমূত্রে দুর্গন্ধের লেশমাত্র ছিল না। এইরূপে ইনি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইঁহার দেহত্যাগের ইচ্ছা হওয়ায় নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া কুটকাচলের উপবনে উপস্থিত হইলেন। হঠাৎ সেই বনে দাবানল উপজাত হইল এবং সেই অনলে ইনি ভস্মীভূত হইলেন। ভাগবতের মতে, ঋষভদেব স্বয়ং ভগবান্ ও কৈবল্যপতি, যোগচর্যা তাঁহার আচরণ, আনন্দ তাঁহার স্বরূপ।

জৈনেরাও ঋষভদেবকে আপনাদের আদি তীর্থংকর বা আদিনাথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

ঋষভকূট হেমকূট পর্বত। বি ; পু [এই ঋষভকূট নামক পর্বতে ঋষভ নামক তাপস ছিলেন। বোধ হয়, তপোবনের নামানুসারেই এইরূপ নাম হইয়াছে]।

ঋষভদ্বীপ—শ্বেতদ্বীপ [কার্তিকেয় এই দ্বীপের ক্রৌঞ্চ পর্বত বিদারণ করিয়াছিলেন]। বি ; পু।

ঋষভধ্বজ - মহাদেব, শিব। ঋষভ ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা মুনি, বেদমন্ত্র রচয়িতা ; যিনি জ্ঞান ও সংসারের পারে যান ; তাপস ; সাধু ; তত্প্রোক্ত মন্ত্রের উপাসনায় সিদ্ধ ; ঋষিসংখ্যানুসারে সাত (৭) এই সংখ্যা ; দর্শন ; জ্ঞান। [ঋষি সাত প্রকার,—শ্রুতর্ষি, কাণ্ডর্ষি, পরমর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি] ; বেদ ; ঋষিদৃষ্টমন্ত্র ; দীধিতি, কিরণ। ঋষ্ (গমন করা) অথবা দৃশ্ (দেখা)+ ইক্ ক = যিনি জ্ঞানমার্গাবলম্বনে সংসারপারে গমন করেন তিনিই ঋষি, অথবা পরমার্থ তত্ত্বে যিনি সম্যক্ দৃষ্টি রাখেন তিনিই ঋষি, ইহাই ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ। বি ; পু। স্ত্রী **ঋষী**। [রামায়ণে উক্ত সাত প্রকার ঋষি ব্যতীত আরও কুড়ি প্রকারের ঋষি দেখিতে পাওয়া যায়- ১। বৈখানস ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন। ২। বালখিল্য—ব্রহ্মার লোম হইতে উৎপন্ন। ৩। মরীচিপ ইঁহারা সূর্যকিরণ পান করিয়া জীবনধারণ করেন। ৪। সংপ্রক্ষাল—ইঁহারা বিষ্ণুর পাদপ্রক্ষালন জল হইতে উৎপন্ন। ৫। অশ্মকুট্ট—ইঁহারা অপক্ব-কুট্টিতান্ন ভোজনে জীবনধারণ করেন। ৬। আকাশনিলয়—ইঁহারা সর্বদা অনাবৃত স্থানে বাস করিয়া থাকেন। ৭। অনবকাশিক—ইঁহারা এক পদে দাঁড়াইয়া থাকেন, কখন পদ পরিবর্তন করিয়া অপর পদকে বিশ্রাম দেন না। ৮। দন্তোলূখল—ইঁহারা আহার্য সমস্ত দ্রব্যই দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া ভক্ষণ করেন। ৯। অশয্যা—ইঁহারা কখন শয়ন করেন না, বা নিদ্রাও যান না। ১০। পত্রাহার—ইঁহারা পত্র ভোজনে জীবনধারণ করেন। ১১। উন্মজ্জক—ইঁহারা আকণ্ঠ জলে দণ্ডায়মান হইয়া ভগবানের

ধ্যান করেন। ১২। গাত্রশয্যা—ইহারা ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। ১৩। বায়ুভক—ইহারা বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করেন। ১৪। জলাহার—ইহারা কেবল জলপান করিয়া জীবনধারণ করেন। ১৫। আর্দ্রপট্টবাস—আর্দ্র বস্ত্রে অবস্থান করাই ইঁহাদিগের নিয়ম। ১৬। স্থণ্ডিলশায়ী—যজ্ঞভূমিতে শয়ন করিয়া ইঁহারা রাত্রিযাপন করেন। ১৭। ঊর্দ্ধবাস—গিরিশিখরে অবস্থান করাই ইঁহাদের নিয়ম। ১৮। তপোনিষ্ঠ—ইঁহারা সকল সময়েই তপে নিযুক্ত থাকেন। ১৯। পঞ্চতাপান্বিত—ইঁহারা গ্রীষ্মকালে পঞ্চতাপের মধ্যে তপস্যা করেন। ২০। সজপ—ইঁহারা সর্বদা জপ করেন। এতদ্ভিন্ন মহাভারতে বানপ্রস্থ, ফলাহারী, মূলাহারী প্রভৃতি কয়েকপ্রকার ঋষির নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

ঋষি-ঋণ—ঋষিগণকে যে ঋণ দেওয়া উচিত; দানকর্ম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ঋষিক, ঋষীক—ঋষিপুত্র। ঋষি বা ঋষী + কণ্ অল্পার্থে। বি; পু।

ঋষিকল্প—ঋষিপ্রায়, ঋষিতুল্য। ঋষি + কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ।

ঋষিকুল্য—ঋষিকুলের হিতকর বা যোগ্য। ঋষিকুল + যৎ হিতার্থে। বিণ।

ঋষিতুল্য—ঋষির সমান, ঋষিসদৃশ, মুনিবৎ। ৬তৎ। বিণ।

ঋষিপঞ্চমী—ভাদ্রশুক্লপঞ্চমী। বি; স্ত্রী।

ঋষিপ্রোক্ত—ঋষিকর্তৃক উল্লিখিত, মুনিকথিত। ৩তৎ। বিণ; পু।

ঋষিবর—ঋষিশ্রেষ্ঠ, ঋষিরাজ, মুনিপ্রধান। ঋষিদিগের মধ্যে বর, ৬ বা ৭তৎ। বি; পু।

ঋষিবর মুখোপাধ্যায় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর। ইনি অনেক দিন যাবৎ কাশ্মীরের প্রধান বিচারপতির কার্য করিয়াছিলেন। পরে ইনি জম্মুর গভর্নর পদে বৃত হন।

ঋষিযজ্ঞ—শাস্ত্রাধ্যয়ন; স্বাধ্যায়। ৬তৎ। বি; পু।

ঋষিরাজ—ঋষিশ্রেষ্ঠ, মুনিপ্রধান; মহর্ষি। ঋষিদিগের রাজা, ৬তৎ। বিণ; পু।

ঋষিলোক—সত্যলোকের সন্নিহিত যে লোকে ঋষিগণ বাস করেন [উহা শনিলোকের ঊর্দ্ধে এবং ধ্রুবলোকের অধোদেশে অবস্থিত]। ৬তৎ। বি; পু।

ঋষিশ্রাদ্ধ—ঋষিদিগের কর্তব্য শ্রাদ্ধ; ঋষিশ্রাদ্ধবৎ আরম্ভে মহাড়ম্বরযুক্ত ও ফলে অকিঞ্চিৎকর কার্যমাত্র। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। এই শ্রাদ্ধে কার্য অপেক্ষা আড়ম্বর অধিক বলিয়া প্রবাদ আছে; সেই প্রবাদের মূল নিম্নলিখিত কবিতা—

"অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।"

ঋষিসর্গ—নারদাবতার। কর্মধা। বি; পু।

ঋষী—ঋষিপত্নী। বি; স্ত্রী।

ঋষীক 'ঋষিক' দ্রঃ।

ঋষ্ট—১। অশুভকর, অমঙ্গলজনক। ঋজ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। সর্বাঙ্গে শ্বেতবিন্দু শোভিত মৃগ বিঃ। ঋষ্ + ক্ত কর্ম। বি; পু।

ঋষ্টি—গ্রহদোষ, অশুভ। ঋষ্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ঋষ্য—শ্বেতপাদ মৃগ; কৃষ্ণসার মৃগ। ঋষ্ + কাপ্ কর্ম। বি; পু।

ঋষ্যমূক—ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগস্থিত পর্বত বিঃ। কেহ কেহ বলেন, এই পর্বত পূর্বঘাট ও নীলগিরি নামক পর্বতশ্রেণীর মধ্যবর্তী। অপর কাহারও কাহারও মতে, অধুনা যাহার নাম পশ্চিমঘাট পর্বত, তাহাই রামায়ণের ঋষ্যমূক। পম্পা নদী এই পর্বত হইতে উৎপন্ন। রামভার্যা সীতা রাবণ কর্তৃক হৃতা হইলে রামচন্দ্র সীতার অন্বেষণে নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া একটি পর্বতে উপনীত হন। সেই পর্বতবাসী কবন্ধ নামক দানব তাঁহাকে বলেন যে, ঋষ্যমূক পর্বতে সুগ্রীবের নিকট যাইলে তিনি সীতার তত্ত্ব বলিতে পারিবেন। তদনুসারে রামচন্দ্র লক্ষ্মণসহ ঋষ্যমূকে গমন করেন। এই পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। মতঙ্গ মুনির অভিশাপে বালিরাজা এই পর্বতে যাইতে পারিতেন না বলিয়া বালি-ভয়ে ভীত তদীয় অনুজ সুগ্রীব এইখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই স্থানে রামচন্দ্র সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া কিছুকাল বাস করেন, এবং সুগ্রীবের অনুচর হনুমানের দ্বারা সীতার সন্ধান পান। অতঃপর সুগ্রীবের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লঙ্কায় গমন করেন, এবং যুদ্ধে রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া সীতার উদ্ধারসাধন করেন।

ঋষ্য (শ্বেতপাদ মৃগ) হয় মূক (নীরব) যেথানে, বহু, যেস্থানে মৃগসমূহ নির্ভয়ত্ব হেতু নীরব থাকে; অথবা ঋষিদিগের নিকটে অমূক (ঋষি + অমূক), ৭তৎ। যে পর্বত ঋষিদিগের সম্বন্ধে বাক্শূন্য নয় অর্থাৎ ঋষিদিগের সহিত কথোপকথন করিত; কিংবা ঋষিগণ হইয়াছেন অমূক (বহুভাষী) যেথানে, যেস্থানে ঋষিগণ বিবিধ প্রসঙ্গের কথোপকথনে কালাতিপাত করিতেন। বি; পু।

ঋষ্যশৃঙ্গ—জনৈক মুনি, কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র এবং অযোধ্যাপতি রাম-পিতা দশরথের জামাতা। কোন সময়ে অপ্সরা উর্বশীকে দেখিয়া জলমধ্যে বিভাণ্ডক ঋষির রেতঃস্খলন হয়। এক মৃগী রেতঃসহ সেই জল পান করায় গর্ভবতী হয়। সেই গর্ভে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম। মৃগীর গর্ভে জন্মহেতু ইঁহার একটি শৃঙ্গ হওয়ায় ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ নাম প্রাপ্ত হন। জন্মাবধি যৌবনের আরম্ভ পর্যন্ত পিতা ভিন্ন অন্য নরনারীর মুখ দেখিতে না পাওয়ায় ইনি অতিশয় তপোনিরত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া উঠেন। এই সময়ে দশরথ-বন্ধু অঙ্গদেশাধিপতি লোমপাদের রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টি না হওয়ায় রাজা মহা বিব্রত হইয়া পড়েন। তখন ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন যে, মহাতপা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে রাজ্যে আনিতে পারিলেই অনাবৃষ্টি দূর হইবে। লোমপাদ এই কার্যে কতকগুলি পরমা সুন্দরী বেশ্যা নিয়োজিত করেন। বেশ্যারা বিভাণ্ডকের অনুপস্থিতিকালে ঋষ্যশৃঙ্গকে নানারূপে প্রলোভিত করিয়া অঙ্গরাজ্যে আনয়ন করে। ইঁহার আগমনমাত্র দেশে প্রচুর বৃষ্টি হইল। তখন লোমপাদ রাজা কৃতকৃতার্থ হইয়া বিভাণ্ডক ঋষির কোপ ও অভিশাপ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত শান্তানাম্নী আপনার পালিতা কন্যার সহিত ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দেন। এই শান্তা দশরথের ঔরসজাতা। দশরথ স্বীয় প্রতিজ্ঞানুসারে পরম মিত্র লোমপাদকে এই কন্যা দান করিয়াছিলেন। দশরথ পুত্রাভাবে ক্লিষ্ট হওয়ায় এই ঋষ্যশৃঙ্গ দ্বারা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করান, তাহাতেই রামচন্দ্রাদি পুত্রচতুষ্টয় জন্মগ্রহণ করেন।

ঋষ্যের (শ্বেতপাদ মৃগের) ন্যায় শৃঙ্গ (শিঙ বা চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পু।

ৠ

ৠ—১। অষ্টম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা; শিব; ভৈরব; দৈত্য; স্বর্গ; বাক্যারম্ভ। বি; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি; দৈত্যমাতা, দিতি; দনু; গতি; রক্ষা; স্মৃতি। বি; স্ত্রী। ৩। রক্ষঃ। বি; স্ত্রী। ৪। ভয়। অ।

ঌ

—১। নবম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত; পর্বত; ভূমি; মাতৃকাবর্ণ বিঃ; বেদ। বি; পু। ২। দেবমাতা, অদিতি; পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

ঌ—১। দশম স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। বি; পু। ২। দেবনারী; মাতৃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

এ

এ—১। একাদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; বিষ্ণু। ই (গমন করা) + বিচ্, কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। পৃথিবী। বি; স্ত্রী। ৩। স্মৃতি; দয়া; অসুর; আহ্বান; আমন্ত্রণ; খেদ; ঘৃণা; নিন্দা; অসূয়া; গীতে রাগ-পূরণে; (বাংলায়) পাদপূরণে। অ। ৪। এই (প্রাণী); ইহা (অপ্রাণি-বিষয়ক); পূর্বোক্তবিষয়; কোন এক জন। সর্ব। ৫। এই (দৃশ্যমান); এই (অবলম্বিত; যথা একূল ওকূল); এই (আত্মনির্দেশে); কোন এক (যথা—একথা ওকথার পর); এত, অধিক; এপ্রকার; এই (অধ্যুষিত)। বিণ। ৬। তৎসম্বন্ধী, তৎকারক, তজ্জনক (যথা উৎপেতে); তৎপ্রিয় (যথা—ঝগড়াটে, আমুদে); তন্নিবাসী (যথা—শহুরে); তদ্দেশে জাত (যথা—চাঁদে); তত্রজাত (যথা—সেকেলে); তদ্যুক্ত; তৎপ্রাপ্ত (যথা—অলক্ষুণে, দেড়ে); তদ্গ্রস্ত, তদাক্রান্ত (যথা—কুঠে)—ইত্যাদি রূপে শব্দ সহযোগে। ৭। বাঙ্গালা শব্দ-বিভক্তি ('জলে', 'চোখে' প্রভৃতি) ও ধাতু বিভক্তি ('করে', 'বলে' প্রভৃতি)।

এই—১। নিকটস্থ, সম্মুখস্থ, দৃশ্যমান, দৃষ্টি-গোচর, হাতের গোড়ায়; পূর্বে বা পরে কথিত বিষয়ের পরিবর্ত্তে; নিজ, স্বীয়; ঠিক এপ্রকার। বিণ। ২। এই ব্যক্তি বা বস্তু, ইহা, ইনি। ৩। এখনই; সম্বোধনে বা ধমকে; বিস্ময়বিরক্তি বা ভয়-সূচক। বাংপ্র। অ। **এই অবধি**—এখন হইতে, এ-পর্যন্ত। **এই কতক্ষণ**—একটু আগে। **এই কত (কতো) দিন**—দু'চার দিন আগে। **এই কেবল**—এইমাত্র, একটু আগে। **এই ছিলেন**—একটু আগে ছিলেন। **এই পাকে**—এই পরিণাম হেতু; এই নিমিত্ত। **এই বেলা**—এখনই, অচিরে; সুযোগ থাকিতে থাকিতে। **এই মত**—এই প্রকার। **এই মতে, এই মনে**—এই প্রকারে। **এই মাত্র**—কেবল ইহা; কিছু পূর্বে। **এই…এই**—এখন…পরক্ষণে।

এইসন, এইসা—এপ্রকার, এরকম, এরূপ, এমন। হিন্দী। বিণ।

এইসে—এ প্রকার বা প্রকারে, এরকম, এইতো; এই হেতু। হি-দূ। ক্রি-বিণ।

এউচেউ—১। আকণ্ঠভোজনহেতু উদগার শব্দ; হাঁসফাঁস। অ। ২। খুব বেশী। ক্রি-বিণ বা বিণ।

এও—১। এই ব্যক্তি বা বস্তুও। সর্ব। ২। এয়ো, আয়স্ত্রী, সধবা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

এ-ও-তা—যা-তা; বাজে কথা; প্রলাপ-বাক্য। বাংপ্র। সর্ব।

এ-ও-সে—একথা-সেকথা, বহু ছোটখাট বিষয়। বাংপ্র। সর্ব।

এঃ—নিন্দা, ঘৃণা, দুঃখ ও বিস্ময়সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

এঁ—বিস্ময়সূচক, ডাকে উত্তরসূচক, দোষহেতু কাতরতাসূচক ও স্পর্ধাপূর্বক ভয়প্রদর্শন-সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

এঁচড়—ইঁচড় (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

এঁটুলি—আঁটুলি, লোমকীট। বাংপ্র। বি।

এঁটে—১। কলা কচু প্রভৃতি গাছের কঠিন মূল, গেঁড়। বি। ২। আঁটিয়া; কষিয়া; জোরে, চেঁচাইয়া। বাংপ্র। ক্রি।

এঁটেল—আঠাল; শুষ্ক অবস্থায় খুব শক্ত অথচ ভিজিলে আঠাল এরূপ ('— মাটি')। বাংপ্র। বিণ।

এঁটো—উচ্ছিষ্ট; ভুক্তাবশেষ; রক্ষিত বা ভুক্ত দ্রব্যের সংস্পর্শে অশুচি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

এঁটো-কাঁটা—ভুক্তাবশেষ এবং ভোজন-কালে বর্জিত মৎস্যকণ্টকাদি বস্তু; অন্নাদি ভোজন জন্য অশুচি স্থান বা ভোজন-পাত্রাদি। বাংপ্র। বি।

এঁড়—বৃষণ, অণ্ডকোষের বিচি; অণ্ডকোষ। বাংপ্র। বি।

এঁড়ে—১। পুং গোবৎস; পুংগো, ষণ্ড, বৃষ; তেজস্বী নির্বন্ধশীল পুরুষ; একরোকা বা একগুঁয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন লোক। বি। ২। পুংজাতীয়। বিণ। ৩। স্তন্যপায়ী শিশুর অগ্রজ সন্তানের মাতৃস্তন্য-পানজনিত বালরোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

এঁড়ে-গলা—ষাঁড়ের মত উচ্চ ডাক বা চিৎকার; বিকট কণ্ঠস্বর। বাংপ্র। বি।

এঁড়েল—নির্বন্ধশীল; একগুঁয়ে; স্বেচ্ছাচারী বাংপ্র। বিণ।

এঁড়ে-লাগা—মাতার পুনরায় সন্তান হইবার সময়ে বা সম্ভাবনাকালে স্তনে দুগ্ধাদির অভাবে খাদ্যহীন (পূর্বজাত শিশু) বাংপ্র। বিণ।

এঁধো, এঁদো—অন্ধকার, গাছপালা জন্মিয়া অন্ধকারময়। বাংপ্র। বিণ।

এঁষাজি—মৎস্যের বা মাংসের জলীয়াংশ বা রস। বাংপ্র। বি। **এঁষাজি মারা**—ঝিঙে বা তেলে মাংসাদি কষিয়া লওয়া।

এ্যাং—ব্যাংএর মত লক্ষকুশল জলচর; চেঙ উকা ইত্যাদি মাছ। বাংপ্র। বি।

এক—১। সংখ্যা; সংখ্যক; পূর্ণ; মিলিত; কেবল, একাকী, অদ্বিতীয়; তুল্য, অন্য; শ্রেষ্ঠ; অল্প; সাধারণ; প্রথম; অন্যথা-ভাবহীন ('— কথা'); একনিষ্ঠ; সত্য; অনুপম; কোন, অনির্দিষ্ট; সমষ্টীকৃত, added; ঈষদূন। ই + কন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু। **এক অঙ্গ**—অভিন্ন দেহ। **এক আঁচড়ে বোঝা**—এক কথায় বা একটু পরিচয়ে বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র প্রভৃতি জানা (কষ্টি-পাথরে সোনার আঁচড়ের ন্যায়)। **এক আধটুকু** কিঞ্চিৎ। **এক আধবার**—কচিৎ। **এক এক**—প্রত্যেক, ভিন্ন ভিন্ন। **এক খুরে মাথা মুড়ানো**—একপ্রকার দোষে দূষিত হওয়া। **এক হাত দেখা**—প্রতিদ্বন্দ্বীকে একবার পরীক্ষা করা, একবার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করা। **এক হাত লওয়া**—সুবিধামত স্পষ্ট দু'কথা শুনানো; পরিহাসচ্ছলে ঘা দিয়া ঠিক কথা বলা; সুযোগমত প্রতিশোধ লওয়া। **এক হাতে করা**—একাকী সব কাজ করা।

এক-আনি—পূর্বের এক আনা বা চারি পয়সা মূল্যের মুদ্রা। বাংপ্র। বি।

এক-আন্দাজ—গ্রামের সকল জমির এক সময়ে জরিপ, একজাই জরিপ। বাংপ্র। বি।

একক—১। একাকী, একলা, কেবল; অভিন্ন; অদ্বিতীয়। এক + কণ্, স্বার্থে। বিণ; পু। ২। (গণিতে) সংখ্যাগঠনে প্রথম সংখ্যা (—দশক, শতক)।

এককর্মা (-কর্মন্)—একক্রিয়, একটিমাত্র কার্যকারী বা (অন্যের সহিত) একই কার্যকারী, একবৃত্তি, সমব্যবসায়ী। একই কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

এককাঁড়ি—একগাদা (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বিণ।

এককাট্টা, -কাঁটা—একত্র মিলিত, এক-মত; একজোট, সংঘবদ্ধ। হিন্দী। বিণ।

এককার্য—১। অভিন্নক্রিয়, co-worker. বহু। বিণ। ২। তুল্য বৃত্তি; সমান কার্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

এককালীন—সমকালীন; এক কালে; এক সময়ে বা একবারে উৎপন্ন অথবা কৃত; এক সময়ের। এককাল শব্দ + ঈন তদার্থে। বিণ।

একক্রিয়—এককর্মা, একবৃত্তি, সমব্যবসায়ী। একা ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

এক-গাদা—রাশীকৃত, বহুল, প্রভূত, প্রচুর ; অপর্যাপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

এক-গা—গাত্রময়, সর্বাঙ্গব্যাপী। বাংপ্র। [বিণ।

একগাছি—গাছভরা ; একটা। বাংপ্র। বিণ।

একগাদা—একরাশি, রাশীকৃত, এককাঁড়ি, বহুল, বিস্তর। বাংপ্র। বিণ।

একগাল - এক গ্রাস পরিমাণ ('— ভাত') ; গালভরা ('— হাসি')। বাংপ্র। বিণ।

একগুঁয়ে—যে এক বিষয়েই জিদ ধরিয়া থাকে এমন, একঠোকা, একরোকা, একরোখা, গোঁয়ার, অবাধ্য। বাংপ্র। বিণ।

একগুরু—একই গুরুর শিষ্য ; সহপাঠী, সতীর্থ। একই গুরু যাহাদের, বহু। বি ; পু। **একগুরুর শিষ্য**—গুরুভাই ; সমান দুষ্ট ; একরূপ দুষ্টপ্রকৃতির লোক।

একগ্রামীণ—একগ্রামবাসী। একগ্রাম+ ঈন। বিণ। [বিণ।

একঘরে—জাতিচ্যুত, সমাজভ্রষ্ট। বাংপ্র।

একঘেয়ে—সকল স্থানে বা সব সময়ে একরকম, পরিবর্তনশীলহীন, নূতনত্বরহিত, পরিবর্তনের অভাবে অরুচিকর, monotonous ; বৈচিত্র্যহীন। বাংপ্র। বিণ। বি—**একঘেয়েমি**।

একঘ্নী—একজনকে মারা যায় এমন অস্ত্র ; কর্ণের অস্ত্র বিঃ। এক—হন+টক্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একচক্র—১। সূর্য ; সূর্যরথ ; গণ্ডার। এক চক্র যাহার, বহু। বি ; পু। ২। একরাজ-শাসিত ; সম্মিলিত ; একমত। বিণ।

একচক্রবর্তী (-র্তিন্)—সার্বভৌম ; এক-শাসিত ভূমির অধিপতি। উপতৎ ; এক-চক্র—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

একচক্রা—নগরী বিঃ [জতুগৃহদাহের পর যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব জননীসহ কিছুকাল এই নগরীতে বাস করেন। এই স্থানে ভীম বকাসুরের নিপাত করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, বিহার রাজ্যের অন্তর্গত বর্তমান আরা নগরীই প্রাচীন একচক্রা]। বি ; স্ত্রী।

একচক্ষু—কাণ, কানা। বহু। বাংপ্র। বিণ। (সংস্কৃতে 'একচক্ষুঃ' ব্যাকরণসম্মত।)

একচত্বারিংশ, একচত্বারিংশত্তম—একচত্বারিংশতের পূরণ, চল্লিশের পরবর্তীটি, একচল্লিশেরটি। একচত্বারিংশৎ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -শত্তমী।

একচত্বারিংশৎ—একচল্লিশ (৪১)। এক দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপ। বিণ বা বি।

একচত্বারিংশত্তম—'একচত্বারিংশ' দ্রঃ।

একচর - একাকী অবস্থানকারী; যে একলা বিচরণ করে এমন ; যে অন্য লোকের সংসর্গে থাকিতে ভালবাসে না এরূপ ; বিজনবাসী। এক—চর্+অল্ কর্তৃ। বিণ, -রী।

একচর্যা—একাকী চলন, অসহায় গমন। এক —চর্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

একচল্লিশ—৪১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একচাপ—একত্র চাপযুক্ত বা মিলিত, সমবেত। বাংপ্র। বিণ।

একচারী (-চারিন্)—একচর, একক ভাবে বিচরণকারী, সঙ্গিশূন্য, একাকী ; বিজনবাসী। উপতৎ ; এক—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**একচারিণী** (পতিব্রতা, সতী)।

একচালা—১। একটি মাত্র চালবিশিষ্ট ; চালনিদ্বারা একবার মাত্র ছাঁকা (খই প্রভৃতি)। বিণ। ২। একটি মাত্র চাল বিশিষ্ট কুটীর। বাংপ্র। বি।

একচিত্ত—এক বিষয়ে ভাবনাযুক্ত, এক বিষয়ে নিবিষ্টমনাঃ, একাগ্র ; একমনাঃ, সমানভাবনাযুক্ত, একমত। বহু। বিণ। বি—**একচিত্ততা**।

একচুল—অতি সূক্ষ্ম বা সামান্য ; লেশমাত্র ; এক সুতা। বাংপ্র। বিণ।

একচেটে—সম্পূর্ণরূপে একের অধীন বা অধিকারভুক্ত ; এক চটির বা বিক্রেতার অধিকারগত ; অসাধারণ। বাংপ্র। বিণ।

একচোখো—একাক্ষ ; কানা ; অসমদর্শী, পক্ষপাতী, অন্যায়পূর্বক একপক্ষাবলম্বী, partial. বাংপ্র। বিণ। বি—**একচোখোমি**।

একচোট - এক আঘাত ; এক কোপ। বাংপ্র। বি বা বিণ বা ক্রি-বিণ। **একচোট বলা** - একবার চোটাইয়া বা মর্মে আঘাত দিয়া বলা।

একচ্ছত্র—একমাত্র রাজার বা অধীন, রাজচক্রবর্তী কর্তৃক শাসিত ; নিরঙ্কুশ প্রভুশক্তিসম্পন্ন, সর্বোপরি রাজ-শক্তিবিশিষ্ট, রাজচক্রবর্তী। বহু। বিণ।

একচ্ছায়—অখণ্ড-ছায়াবিশিষ্ট ; সম্যক্ আবৃত, সমাচ্ছন্ন ; সূর্যালোকরহিত। একা ছায়া যাহার, বহু। বিণ।

একছত্র—এক রাজার শাসনাধীন, সার্বভৌম। <একচ্ছত্র। বিণ।

একছিলিম—এক কলকে ('— তামাক')। বাংপ্র। বিণ।

একছুট—এক দমে লম্বা বা টানা দৌড় ; এক প্রস্থ ; এক সেট, set ; একবস্ত্র, পরিধানে কেবল একখানি কাপড়, উত্তরীয়বিহীন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একছুটে—একবস্ত্র হইয়া; কেবল ধুতি বা শাড়ি পরিয়া ; একদৌড়ে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একজ—১। এক হইতে জাত বা উদ্ভূত। উপতৎ ; এক শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। সহোদর। বি ; পু।

একজটা—দেবী বিঃ, উগ্রতারা [শুম্ভনিশুম্ভ-ভয়ে ভীত দেবগণ মাতঙ্গী মহাবিদ্যার স্তব করিলে তাঁহার দেহ হইতে ঐ কৃষ্ণবর্ণা এক-জটার আবির্ভাব হইয়াছিল। এই দেবী কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা মুণ্ডমালাভূষিতা। ইঁহার দক্ষিণ করদ্বয়ে খড়্গ ও পদ্ম, বাম করদ্বয়ে কর্ত্রী ও খর্পর, শিরে ঊর্ধ্বগতা এক জটা]। একা জটা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

একজন্মা (-জন্মন্)—১। রাজা। এক (অদ্বিতীয়) জন্ম যাহার, বহু। ২। শূদ্র-জাতি। এক (একবার) জন্ম যাহার, বহু ; যাহার দ্বিতীয় জন্ম অর্থাৎ উপনয়নাদি হয় না। বি ; পু।

একজাই—১। মোট, একুন ; একত্র মিলিত। বিণ। ২। জমতা ; তালিকা। বি। ৩। নিরন্ত, বার বার, ক্রমাগত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। **একজাই চালান** —বৎসরের শেষে একুন চালান।

একজাত—১। এক হইতে জাত বা উৎপন্ন, পুরুষসংসর্গ ব্যতীত স্ত্রীলোকের গর্ভে উৎপন্ন (যীশুখ্রীষ্ট কুমারী মেরীর একজাত সন্তান বলিয়া কথিত)। ৫তৎ। বিণ। ২। সহোদর। বি ; পু।

একজাতি—১। শূদ্র [দ্বি জাতি নয়] একা জাতি (জন্ম) যাহার, অর্থাৎ যাহার দ্বিতীয় জন্ম (উপনয়নাদি) হয় না, বহু। বি ; পু। ২। একবর্ণ, একজাতীয় ; সম-শ্রেণীস্থ ; একপ্রকার, একবিধ। বহু। বিণ। ৩। এক বর্ণ ; একশ্রেণী, এক প্রকার। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একজাতীয়—একপ্রকার, তুল্যপ্রকার ; সমাকৃতি। এক জাতি+ঈয়। বিণ।

একজায়—১। একপত্নীক, এক বিবাহকারী। একা জায়া যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। একজাই, বার বার, নিরন্ত ; একসঙ্গে, একত্র। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। ৩। তালিকা। বি।

একজোট, -জুটি—মিলিত, দলবদ্ধ, একত্রীভূত ; একমতাবলম্বী। বাংপ্র। বিণ।

একজোটে—একত্র মিলিত হইয়া, দল বাঁধিয়া, একসঙ্গে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একজ্বর—১। অবিরাম জ্বর, যে জ্বর ছাড়ে না। কর্মধা। বি ; পু। ২। অবিরাম জ্বর-যুক্ত। এক জ্বর যাহার, বহু। বিণ।

একজ্বরী - অবিরাম-জ্বরভোগী। বাংপ্র। বিণ।

একটা, একটি—কোন এক ; একমাত্র ; কোনও ; বিশেষ অভিধানপ্রাপ্ত বা বিবেচ্য

(যথা—এখন এই হচ্ছে একটা কথা); বিশেষ প্রশ্নের বা বিষয়সম্বন্ধীয় (যথা—ছোটর পাপ বড়োর লাগে না—এ কি একটা কথা!); সামান্য বা অস্তিত্বহীন এক (যথা—বড় হওয়া একটা কথার কথা নয়!); বিশেষ গুণবান্ এক (লোক)। বাংপ্র। বিণ। **একটা কথার মত কথা**—প্রশ্নের বা বড় এক কথা। **একটা কিছু করা**—সুবিধামত যে কোন কাজ করা।

একটানা—১। বরাবর একই দিকে বহমান; যাহার এক পক্ষে টান এমন; পক্ষপাতী; একতান-যুক্ত, একঘেয়ে; অবিরাম, নিরন্তর; বরাবর একই হারে বা নিয়মে হিসাব করিয়া যাহা হয় এমন, যাহাতে চক্রবৃদ্ধি ধরা হয় না এমন ('— সুদ')। বিণ। ২। একদিকে টান বা স্রোত। বি। ৩। বরাবর, সরাসরি, directly. বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একটিন—স্থায়ী কর্মচারীর অনুপস্থিতিতে কর্মকারী। <ইং 'acting'. বিণ।

একটিনি—একটিনের কর্ম। ইং-মূ। বি।

একটু, একটুকু—সামান্য পরিমাণ; অল্প বয়স; একবার; অল্পক্ষণ; একখণ্ড; টুকরা; কিয়দংশ। বাংপ্র। বিণ।

একটুখানি—সামান্য; কিছুক্ষণ; অল্পবয়স্ক; দেখিতে খুব ছোট। বাংপ্র। বিণ।

একঠাঁই, -ঠাই—একস্থানে; মিলিত। বাংপ্র। বিণ।

একঠোকা—যে যাহা ধরে তাহা ছাড়ে না এমন, জেদী, একরোখা, একগুঁয়ে। বিণ।

একডৌল—একাকৃতি; সদৃশ। বাংপ্র। বিণ।

একঢাল—একভাবে ঢালু বা ক্রমনিম্ন; এক রাশ ('— চুল')। বাংপ্র। বিণ।

একতঃ (-তস্)—এক দিকে; এক দিক্ হইতে; একত্র। এক+তস্ ৭মী বা ৫মী স্থানে। অ।

একতন্ত্রী (-তন্ত্রিন্)—১। একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; একতারা। একতন্ত্র+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু। ২। একমতাবলম্বী। বিণ; পু। স্ত্রী- **একতন্ত্রিণী**।

একতম—অনেকের মধ্যে এক। এক+তম নির্ধারার্থে। বিণ।

একতর—১। দুইএর মধ্যে এক; বিসদৃশ; অন্য, ভিন্ন। এক+তর। ২। এক-প্রকারের, যাহা সাধারণের মত নয় এমন; একজাতীয়। বাংপ্র। বিণ।

একতরফ—একদিক্, একপক্ষ। ফা-মূ। বি।

একতরফা—একদিক্ সম্বন্ধীয়; একপক্ষ-সংক্রান্ত; এক পক্ষ অবলম্বনে অনুষ্ঠিত; (যথা—) কেবল একপক্ষের উপস্থিতিতে মীমাংসিত ('— ডিক্রী')। ফা-মূ। বিণ।

একতলা—১। একতল-বিশিষ্ট। একতল+আ বিশিষ্টার্থে। বিণ। ২। মাটির উপরেই যে তল, নীচুতলা। এক (প্রথম) তলা, কর্মধা। বাংপ্র। বি।

একতা, একত্ব—ঐক্য; সংহতি; মিল; সাম্য; মুক্তি বিঃ; অভেদ, অভিন্নতা। এক শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

একতান—১। একাগ্রচিত্ত, একবিষয়াসক্ত; তদ্গতচিত্ত। একে (এক বিষয়ে) তান যাহার, বহু। বিণ। ২। চিত্তৈকাগ্রতা; একতাল; একঘোষ স্বর, বহু যন্ত্রের এক সুরে এক তালে লয়, concert. কর্মধা। বি; পু।

একতানতা—একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা। একতান শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

একতানমন—একাগ্রচিত্ত। 'একতানমনাঃ' পদের অপভ্রংশ। বিণ।

একতানমনাঃ (-মনস্)—একাগ্রচিত্ত। একতান মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

একতাপন্ন—একত্বপ্রাপ্ত। একতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

একতার—১। একটি মাত্র নক্ষত্রবিশিষ্ট ('— আকাশ')। এক তারা যাহাতে, বহু। ২। একটি মাত্র তারযুক্ত ('— বাদ্যযন্ত্র')। এক তার যাহার, বহু। বিণ।

একতারা—১। একমাত্র নক্ষত্রবিশিষ্টা ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিঃ (ভিক্ষুকগণ ইহার সাহায্যে গান করিয়া ভিক্ষা করে)। বাংপ্র। বি।

একতাল—সমন্বিত লয়; অবিচ্ছিন্ন স্বর; সাম্য, একতা। কর্মধা। বি; পু।

একতালা—১। দ্বাদশমাত্রার তাল; (মতান্তরে) চতুর্দশমাত্রিক বা ষোড়শ-মাত্রিক তাল বিঃ। বি। ২। একতাল-বিশিষ্ট। <একতাল। বিণ। ৩। সকলের নীচের তলা, নীচুতলা। বাংপ্র। বি।

একতীর্থ—১। এক গুরু। কর্মধা। বি; পু। ২। সতীর্থ, সহপাঠী। একই তীর্থ (গুরু) যাহার, বহু। বি; পু।

একতীর্থী (-তীর্থিন্)—সতীর্থ, সহাধ্যায়ী, একপাঠী; একাশ্রমী। একতীর্থ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

একত্তর—একস্থানে; মিলিতভাবে। 'একত্র' শব্দের অপভ্রংশ। অ।

একত্ব—'একতা' দ্রঃ।

একত্র—একস্থানে; একদিকে; এক বিষয়ে; পরিবৃত্তভাবে; একসঙ্গে; সর্বত্র। এক শব্দ+ত্র, ৭মী স্থানে। অ। **একত্র করা**—একস্থানে করা; মিশ্রিত করা; যোগ বা একুন করা; মিলিতভাবে করা।

একত্রিংশ, একত্রিংশত্তম—একত্রিশ সংখ্যার পূরণ; একত্রিশেরটি। একত্রিংশৎ শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -শত্তমী।

একত্রিংশৎ—একত্রিশ (৩১)। একাধিক যে ত্রিংশৎ, মধ্যপ। বিণ বা বি।

একত্রিংশত্তম—'একত্রিংশ' দ্রঃ।

একত্রিত—একস্থানে জাত বা স্থিত; মিলিত; সংগৃহীত। একত্র শব্দ+ইত ভবার্থে। বিণ। [কোন কোন ব্যাকরণের মতে এই পদটি অশুদ্ধ। তাঁহারা বলেন, প্রথমান্ত পদের উত্তরই 'ইত' হয়, সপ্তম্যন্তের উত্তর 'ইত' হইতে পারে না।]

একত্রিশ—৩১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'একত্রিংশৎ' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

একথোকে সমষ্টিভাবে; একেবারে, in a lump. বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একদংষ্ট্র, একদন্ত লম্বোদর; গণেশ। একই দংষ্ট্রা বা দন্ত যাহার, বহু। বি; পু। [কথিত আছে যে, পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে পরশুরামের কুঠারাঘাতে গণেশের একটি দাঁত ভগ্ন হওয়ায় সেই অবধি ইনি একদন্ত নামে খ্যাত হন। মতান্তরে, কার্তিকেয়ের সহিত ক্রীড়াযুদ্ধে গণেশের একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাও নহে, উহাও নহে। এক সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণের পাশক্রীড়ার নিমিত্ত পাষ্টির প্রয়োজন হওয়ায় গণেশের একটি দন্ত রাবণ উৎপাটন করিয়া লন, তাহাতেই লম্বোদরের নাম একদন্ত হইয়াছে।]

একদম—একেবারেই, মোটেই, আদতেই, মূলেই; পুরা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একদলীয়—একটি দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বা তদ্বিষয়ক। বাংপ্র। বিণ।

একদা—এককালে, এক সময়ে; যুগপৎ, সমকালে। এক শব্দ+দা কালার্থে। অ।

একদাপটে একদৌড়ে, একছুটে; এক-বারে; একদমে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একদিন—১। এক দিবস। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। একদা; কোন সময়ে; কখনও; একবার। ক্রি-বিণ। ৩। অশুভ দিন। বাংপ্র। বি।

একদৃক্ (-দৃশ্)—১। শিব; তত্ত্বজ্ঞানী; ব্রহ্মজ্ঞানী। একই (অভিন্ন) দেখেন যিনি, উপতৎ; এক—দৃশ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। ২। কাক। একা দৃক্ (চক্ষু) যাহার, বহু। প্রবাদ এই যে, রামচন্দ্রের বাণে কাকের

একটি চক্ষুঃ নষ্ট হইয়াছিল। বি; পু। ৩। একনেত্র, কানা। বিণ।

একদৃষ্টি—১। অনন্যদৃষ্টি, এক বিষয়েই যাহার দৃষ্টি এমন; স্থিরনেত্র; একনেত্র, কানা। একা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। কাক; একবার দৃষ্টিপাত। বি; পু বা স্ত্রী।

একদৃষ্টে—দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, স্থিরনেত্রে। এক হইয়াছে দৃষ্ট যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

একদেব—অদ্বিতীয় দেবতা, পরব্রহ্ম, জগদীশ্বর। কর্মধা। বি; পু।

একদেশ—একস্থান; একদিক্; এক অংশ; অবয়ব। কর্মধা। বি; পু।

একদেশদর্শিতা—একদেশদর্শীর ভাব, একদিক্ মাত্র দর্শন, এক পক্ষে টান, পক্ষপাতিতা; সংকীর্ণচিত্ততা, অনুদারতা; অদূরদর্শিতা। একদেশদর্শিন্ + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

একদেশদর্শী (-দর্শিন্)—একটিমাত্র দিক-দর্শনকারী, একপক্ষদ্রষ্টা, একচোখো, অথবা পক্ষপাতী; সংকীর্ণচেতা, অনুদার। একদেশের দর্শী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

একদেশীয়—একদেশের অধিবাসী। এক-দেশ শব্দ+ীয়। বিণ।

একদেহ—১। অভিন্ন-শরীর, একাত্মা। এক দেহ যাহাদের, বহু। বিণ। ২। অভিন্ন শরীর। কর্মধা। বি; পু বা স্ত্রী।

একদেহ একপ্রাণ—যাহাদের সকল দিক্ দিয়া মিল আছে এরূপ; সব দিক দিয়া একতাবদ্ধ; অভিন্নহৃদয়।

একধর্মা (-ধর্মন্) একই ধর্মবিশ্বাসযুক্ত; যাহাদিগের ধর্ম এক এমন, তুল্যধর্মবিশিষ্ট। একই ধর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

একধর্মী (-ধর্মিন্)- একধর্মা 'সকল অর্থে)। একধর্ম+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু।

একধা—একপ্রকারে; একপ্রকার; একবার; একগুণ। এক + ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

একনবত—একনবতিতম (তাহা দ্রঃ)। একনবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**একনবতী**।

একনবতি—একানব্বই (৯১)। একাধিকা যে নবতি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একনবতিতম একনবতির পূরণ, নব্বইএর পরেরটি। একনবতি+তমট্ পূরণ অর্থে বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

একনাগাড়, -নাগাড়ে একাদিক্রমে, একজাই, ক্রমাগত, অবিরাম, ধারাবাহিক ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একনায়ক—১। অদ্বিতীয় পরিচালক শাসনকর্তা, সর্বময় প্রভু, autocrat. কর্মধা। বি; পু। ২। অদ্বিতীয় পরিচালকের বা শাসনকর্তার অধীন, নিরঙ্কুশ প্রভু কর্তৃক শাসিত, autocratic. একই নায়ক যাহার, বহু। বিণ।

একনায়কতন্ত্র— একনায়ক-রাজ্যতন্ত্র (তাহা দ্রঃ)।

একনায়কত্ব—একমাত্র শাসনকর্তার কর্তৃত্ব। একনায়ক+ত্ব ভাবে। বি; পু।

একনায়ক-রাজ্যতন্ত্র - একজন মাত্র শাসনকর্তার নির্দেশ অনুসারে যে শাসন-ব্যবস্থা, autocracy. 'রাজ্যের তন্ত্র= রাজ্যতন্ত্র, ৬তৎ; একনায়কের রাজ্যতন্ত্র, ৬তৎ। বি; ক্লী।

একনিষ্ঠ—একের প্রতি আস্থাসম্পন্ন বা অনুরাগী; একবিশ্বাসী; বিশ্বস্ত; একাগ্র। একে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। বি, **-নিষ্ঠতা, -ত্ব**।

একনিষ্ঠা—১। 'একনিষ্ঠ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। একের প্রতি আস্থা বা অনুরাগ; একাগ্রতা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

একপক্ষ—১। একদিক্; কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষ, ১৫ দিন। কর্মধা। বি; পু। ২। সপক্ষ, সহায়। একই পক্ষ যাহার, বহু। বিণ।

একপঞ্চাশ—১। একপঞ্চাশত্তম (তাহা দ্রঃ)। একপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী **একপঞ্চাশী**। ২। একান্ন (৫১)। প্রাদেশিক। বি বা বিণ।

একপঞ্চাশৎ—৫১ সংখ্যা। এক দ্বারা অধিক যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপ। বি বা বিণ।

একপঞ্চাশত্তম—৫১ সংখ্যার পূরণ; পঞ্চাশের পরবর্তীটি। একপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**একপঞ্চাশত্তমী**।

একপত্নী—১। পতিব্রতা; সতী, সাধ্বী। একই পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সপত্নী। এক (সমান) পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। ৩। প্রধানা ভার্যা। একা (প্রধানা) যে পত্নী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

একপত্নীক—একভার্য, একটিমাত্র স্ত্রীবিশিষ্ট। একা পত্নী যাহার, বহু। বিণ; পু।

একপদ—১। একস্থান; বৈকুণ্ঠ; তৎকাল; এক চরণ; ব্যাকরণে একটি মাত্র পদ বা শব্দ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। এক-পদবিশিষ্ট; একপদবাচ্য। একই পদ যাহার, বহু। বিণ। ৩। শৃঙ্গারবন্ধ বিঃ। বি; পু।

একপদী—সংকীর্ণ পথ। একই পদ (চিহ্ন) (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

একপদীকরণ- দুই বা বহু পদকে এক পদ করা, সমাসকরণ (দুই বা বহু পদের একপদীকরণকে সমাস বলে)। একপদ শব্দ+চ্বি প্রত্যয়—কৃ+অনট্ ভাবে। বি; ক্লী।

একপরামর্শী (-মর্শিন্)—একমতাবলম্বী। একপরামর্শ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী- **একপরামর্শিনী**।

একপর্ণা—পার্বতীর এক সহোদরা, অসিত দেবলের ভার্যা; হিমালয়ের কন্যা পার্বতী। একমাত্র পর্ণ (পত্র) ভক্ষ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

একপর্ণিকা—অপর্ণা; গৌরী, দুর্গা। এক-মাত্র পর্ণ (পত্র) ভক্ষ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

একপাটলা—পার্বতীর এক সহোদরার নাম [ইনি জৈগীষব্যের ভার্যা]। একমাত্র পাটল ভক্ষ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

একপাটা—দোছুট, উড়ানি, চাদর। বাংপ্র। বি।

একপাঠী (-পাঠিন্)—যাহারা এক শ্রেণীতে এক গ্রন্থ অধ্যয়ন করে এমন। একপাঠ শব্দ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**একপাঠিনী**।

একপাৎ (-পাদ্)—মহাদেব, শিব। বহু। বি; পু।

একপাদ—এক-চরণ; এক-চতুর্থাংশ কর্মধা। বি; পু।

একপাল একদল; একসঙ্গে অনেকগুলি। কর্মধা বা বহু। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একপিঙ্গ, একপিঙ্গল—কুবের; যক্ষ। এক পিঙ্গ বা পিঙ্গল (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু। [কথিত আছে যে গৌরীর কোপে কুবেরের এক চক্ষু নষ্ট হয়; পরে শিবের অনুরোধে ভবানী সেই চক্ষুর স্থানে একটি পিঙ্গলবর্ণ চিহ্ন দান করেন।]

একপিণ্ড—সপিণ্ড, সগোত্র, একবংশীয়, দায়াদ। একই পিণ্ড যাহার, বহু। বিণ। বি, **-পিণ্ডতা, -ত্ব**।

একপিতৃক এক পিতার ঔরসজাত ('— সন্তান')। এক পিতা যাহাদের, বহু। বিণ।

এক-পুত্র, -পুত্র—১। একমাত্র তনয়; অদ্বিতীয় নন্দন, এক ছেলে। কর্মধা। বি; পু। ২। এক মাত্র তনয় বিশিষ্ট, এক ছেলের বাপ। এক পুত্র যাহার, বহু। বিণ।

একপুরুষ—বংশানুক্রম হিসাবে এক ব্যক্তির জীবনকাল, one generation; পরমেশ্বর। কর্মধা। বি; পু।

একপুরুষে—এক পুরুষের জীবনকালীন। বাংপ্র। বিণ।

একপেট—উদরপূর্ণ, পেট ভরিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একপেশে- একধারে গুরুত্ববিশিষ্ট ; অথবা পক্ষপাতী ; একদিকে বা একের প্রতি টানযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

একপ্রাণ—১। সমপ্রাণ। বিণ। ২। সখা, বন্ধু [illegible]। বি ; পু।

এককালা, -কালি—একটুকরা, লম্বাভাবে কাটা একখণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

একবচন—(ব্যাকরণে) এক ব্যক্তি বা বিষয়-বাচক পদ, singular number. বি ; স্ত্রী।

একবর্ষিকা—এক বৎসর বয়স্কা গোবৎসা। একবর্ষ (বয়ঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

একবস্ত্র—১। একখানি মাত্র কাপড়, উত্তরীয় বা অঙ্গাবরণবিহীন পরিধেয় মাত্র। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। একমাত্র বসন-ধারী, যাহার পরিধানে একখানি মাত্র কাপড় এমন, উত্তরীয় বা অঙ্গাবরণবিহীন। একই বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

একবাক্যে—একটিমাত্র কথায়, বেশী কথা না বলিয়া ; সমস্বরে। বহু। ক্রি-বিণ।

একবাদ- একমাত্র ব্রহ্মের কথন, অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মব্যতিরেকে আর কিছুই নাই, বেদান্তের এই মত। একের বাদ, ৬তৎ। বি ; পু।

একবাস ১। একমাত্র বস্ত্র, একখানি কাপড় ; অভিন্ন বাসস্থান বা আবাস। কর্মধা। বি ; পু। ২। একমাত্র বস্ত্রধারী ; একত্র বাসকারী। এক বাস যাহার, বহু। বিণ।

একবিংশ, একবিংশতিতম—২১ সংখ্যার পূরণ, ২১ সংখ্যক। একবিংশতি শব্দ + ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী, -তমী।

একবিংশতি- একুশ (২১)। একাধিকা বিংশতি, মধ্যপ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

একবিংশতিতম—'একবিংশ' দ্রঃ।

একভক্ত- ১। একের প্রতি ভক্তিযুক্ত, এক-[illegible] ; একনিষ্ঠ ; একাগ্র। একে ভক্ত, [illegible]তৎ। ২। অহোরাত্রে একবার মাত্র ভোজনকারী, একাহারী। একই ভক্ত যাহার, বহু। বিণ।

একভার্য—একপত্নীক, একটিমাত্র স্ত্রীবিশিষ্ট। একা ভার্যা যাহার, বহু। বিণ ; পু।

একভার্যা- ১। একটি পত্নী বা স্ত্রী ; প্রধানা পত্নী। কর্মধা। ২। এক পুরুষের পত্নী। একের ভার্যা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

একমত—১। অভিন্ন মত, একপ্রকার মত। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। একপ্রকার মত-[illegible], একবাক্য। একই মত যাহার, বহু। বিণ। বি- **একমতত্তা, -ত্ব**।

[illegible](-বর্তিন্)—একরূপ প্রকার মতধারী, একবাক্য। [illegible] অবলম্বী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

একমতি—১। একমনাঃ, একচিত্ত ; এক বিষয়ে নিবিষ্ট, একাসক্ত। একা মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। উৎকৃষ্ট বুদ্ধি। একা যে মতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একমনাঃ (-মনস্) -একপ্রকার চিত্ত-বিশিষ্ট ; একাসক্ত ; একাগ্রচিত্ত। একে মনঃ যাহার, কিংবা এক (একনিষ্ঠ) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

একমন- একবিষয়ে নিবিষ্ট অন্তঃকরণ। একে মন, ৭তৎ। বাংপ্র। বি।

একমনে- অনন্যমনাঃ হইয়া, একাগ্রচিত্তে, নিবিষ্ট ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একমাতৃক—এক মাতার গর্ভসম্ভূত, সোদর। একা মাতা যাহাদের, বহু। বিণ।

একমাত্র কেবল একটি, অদ্বিতীয়। একা মাত্রা যাহার, বহু। বিণ।

একমাত্রা—১। কেবল একটি। 'একমাত্র' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। এক পরিমাণ, একবার সেবনীয়, একদাগ। একা মাত্রা, কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একমুখ—১। একটিমাত্র বদনবিশিষ্ট ; একটিমাত্র দ্বার বা প্রবেশপথ-বিশিষ্ট। এক মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**। ২। একমাত্র দ্বারবিশিষ্ট মণ্ডপ দিঃ ; দ্যূতক্রীড়া দিঃ। বি ; পু। ৩। একটি মাত্র বদন বা প্রবেশদ্বার। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

একমুঠো- মুষ্টিপরিমিত, যাহা মুঠার মধ্যে থাকে এমন ('— চাল')। বাংপ্র। বিণ।

একমুষ্টি—মুষ্টিপরিমিত, একমুঠো। বহু। বিণ।

একমূল—১। অদ্বিতীয় মূল, একটিমাত্র শিকড় ; অভিন্ন গোড়া, অদ্বিতীয় আদি বা উৎপত্তিস্থান। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। একমাত্র মূলবিশিষ্ট, এক শিকড়িয়া ; অভিন্নাদি, একই আদি হইতে উৎপন্ন। বহু। বিণ।

একমেটে—প্রথম মাটি ধরানো ('— প্রতিমা') ; আংশিকভাবে কৃত বা নির্মিত, আরব্ধমাত্র, অসম্পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

একর—জমির পরিমাণ বিঃ, ৪৮৪০ বর্গগজ পরিমিত জমি। <ইং 'acre'. বি।

একরকম—একরূপ ; তুল্যাকার ; ভালও নয় মন্দও নয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

একরত্তি- এক রতি পরিমিত, অত্যল্প ; ছোট ('— মেয়ে') ; দ্রব দ্রব্যের এক ফোঁটা, টোপা, বিন্দু। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একরার—অঙ্গীকার, স্বীকার, কবুল। <আ 'ইক্রার'। বি।

একরারনামা—অঙ্গীকারপত্র, স্বীকারপত্র, চুক্তিপত্র, agreem nt. < ইকরার (আ) + নামা (ফা)। বি।

একরূপ—১। সমানরূপ ; একপ্রকার identical. বহু। ২। চলনসই ; মোটামুটি রকম। বাংপ্র। বিণ।

একরূপে- একপ্রকারে ; কোনও রকমে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এক-রোকা, -রোখা—একঠোকা, এক-গুঁয়ে ; কথার অবশ, অবাধ্য ; কেবল একভাবে বোনা ('— কাপড়') ; যে বস্ত্রের এক পৃষ্ঠে মাত্র নকশা আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

একল—একক, একাকী, একলা। এক—লা + ড কর্তৃ। বিণ।

একলব্য নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। অলৌকিক গুরুভক্তি প্রদর্শন দ্বারা একলব্য অক্ষয়কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মরজগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, একলব্য অস্ত্রবিদ্যাশিক্ষার্থ দ্রোণসমীপে উপস্থিত হইলে নিষাদপুত্র বলিয়া দ্রোণাচার্য কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। অতঃপর একলব্য বনগমনপূর্বক দ্রোণাচার্যের কাষ্ঠময় প্রতিমূর্তি স্থাপন করিয়া অনন্যমনে তাঁহার আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং যোগবলে ও তপোবলে অল্পদিন মধ্যে ধনুর্বিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠেন। একদা দ্রোণাচার্য অর্জুনাদি শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে মৃগয়ার্থ একলব্যের বনে উপস্থিত হন। ইহাদিগের একটি কুকুর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে জটাবল্কল-ধারী একলব্যকে দেখিয়া ভীষণ শব্দ করিতে থাকে। সেই চিৎকারে একলব্যের তপোবিঘ্ন হওয়ায় তিনি এককালে সাতটি শব্দভেদী শর কুকুরের মুখবিবরে নিক্ষেপ করেন। কুকুরের শব্দশক্তি তিরোহিত হইল, কুকুর সেই অবস্থায় অর্জুনাদির নিকট ফিরিয়া আসিলে, সকলে আশ্চর্য হইয়া শরক্ষেপকারীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে একলব্যের নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে একলব্য আপনাকে নিষাদপুত্র ও দ্রোণাচার্যের শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন। তখন অর্জুন সমুদায় বৃত্তান্ত দ্রোণকে বিজ্ঞাপিত করিয়া অতি দুঃখিতান্তঃকরণে বলিলেন, "আপনি বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন, আমা অপেক্ষা আপনার অন্য শিষ্য নাই, তবে নিষাদপুত্র কিরূপে এমন উত্তম শিক্ষা লাভ করিল ? একটুপ্রকার শরক্ষেপ-ক্রিয়া আপনি তো

আমাকে শিক্ষা দেন নাই। এক্ষণে বুঝা গেল, জগতে আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বীর আছে।" অর্জুন এই প্রকার খেদ প্রকাশ করিলে দ্রোণ তাঁহাকে লইয়া একলব্য সমীপে গমন করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি পূর্ববৎ আপনাকে শিষ্য বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন। তখন দ্রোণ ছল করিয়া তাঁহার নিকট গুরুদক্ষিণাস্বরূপ তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রার্থনা করিলে একলব্য অম্লানবদনে তৎক্ষণাৎ তাহা প্রদান করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন।

একল-ষেঁড়ে—আত্মম্ভরি, ঘোর স্বার্থপর, যে সব জিনিসই নিজে একাকী ভোগ করিতে চায় এমন, আত্মসুখে সুখী; অমিশুক; আপ্তসুখী। বাংপ্র। বিণ।

একলা—১। একাকিনী। 'একল' দ্রঃ। একল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একাকী বা একাকিনী, একক। বাংপ্র। বিণ; পু বা স্ত্রী।

একলা-দুকলা, -দোকলা—একজন বা দুইজন; সঙ্গিহীন। বাংপ্র। বিণ।

একলি—একলা, একাকী। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

একলিঙ্গ—১। সিদ্ধসাধনস্থান বিঃ, পঞ্চ-ক্রোশমধ্যে যেখানে অন্য লিঙ্গ দেখা যায় না, তাহাকেই একলিঙ্গ বলে। সেই স্থান সিদ্ধিপ্রদ। এক হইয়াছে লিঙ্গ যেখানে, বহু। বি; ক্লী। ২। কুবের, শিবলিঙ্গ বিঃ। একই লিঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

একলে—একলা, একক, একাকী। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

একলেড়া—(মুদ্রণ) কেবল একখানি লেড দিয়া পঙ্‌ক্তি পৃথক্ করিয়া ছাপানো। এক লেড (lead) যাহাতে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

একশরণ—১। অদ্বিতীয় আশ্রয় বা ভরসা-স্থল। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। একমাত্র আশ্রয়বিশিষ্ট। একই শরণ যাহার, বহু। বিণ।

একশা—একসঙ্গে, একজাই, মিশ্রিত; মিলিত; একাকার। বাংপ্র। বিণ।

একশিরা—একটি অণ্ডকোষের স্ফীতিরূপ রোগ, orchitis. বাংপ্র। বি।

একশিলা—একটি অখণ্ড প্রস্তরে ('— পাহাড়')। বাংপ্র। বিণ।

একশৃঙ্গ—১। একমাত্র বিষাণযুক্ত, এক-শিঙওয়ালা। এক শৃঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। ২। একমাত্র বিষাণযুক্ত পশু; বিষ্ণু। বি; পু। ৩। একমাত্র বিষাণ, একটি শিঙ্। কর্মধা। বি; ক্লী।

একশেষ—১। দ্বন্দ্ব সমাস বিঃ; অতি-; চরম ('অত্যাচারের —')। এক শেষ যাহার, বহু। বি; পু। ২। পরাকাষ্ঠা, চরম সীমা। বাংপ্র। বি।

একষট্টি—৬১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। 'একষষ্টি' শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

একষষ্ট, একষষ্টিতম—৬১ সংখ্যক। একষষ্টি শব্দ+ডট্, তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষষ্টী, -ষষ্টিতমী।

একষষ্টি—একষট্টি (৬১)। একাধিকা ষষ্টি, মধ্যপদ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একষষ্টিতম 'একষষ্ট' দ্রঃ।

একসপ্তত—একসপ্ততিতম (তাহা দ্রঃ)। একসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**একসপ্ততী**।

একসপ্ততি—একাত্তর (৭১)। একাধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

একসপ্ততিতম—৭১ এই সংখ্যার পূরক। একসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী **একসপ্ততিতমী**।

একসর, একসরি—একলা, একাকী। প্রা কপ্র। 'একেশ্বর' শব্দের অপভ্রংশ। ক্রি-বিণ।

একস্থ—একস্থানে স্থিত, একত্রিত, মিলিত, সমবেত। উপতৎ; এক স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

একহাত—সুযোগমত একচোট; এক বাজি; একহস্ত পরিমিত। বাংপ্র। বিণ। **একহাত লওয়া**—সুযোগমত আক্রোশ মিটানো।

একহায়নী একবর্ষিকা গবী, একবছরের বকনা। এক হায়ন (বৎসর) বয়ঃ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

একহারা একগুণ বা এক ফেরা; প্রায় শীর্ণ; ছিপছিপে; কৃশকায়। বাংপ্র। বিণ।

একা-১। অদ্বিতীয়া; একাকিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বি; স্ত্রী। ৩। একক, একাকী; কেবল। বাংপ্র। বিণ।

একাকার—১। তুল্যাকৃতি; বিচার-আচার শূন্য; একত্র মিশ্রিত। এক (সমান) আকার যাহাদের, বহু। বিণ। ২। একই রকমের আকৃতি। এক যে আকার, কর্মধা। বি; পু।

একাকী (একাকিন্)—একক, অসহায়; একলা; নিঃসঙ্গ। এক+আকিন্ অসহায় অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**একাকিনী**।

একাক্ষ ১। একচক্ষুঃ, কানা। এক হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। ২। কাক। বি; পু।

[কাকের একাক্ষত্ব হইবার কারণ সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে:—পিতৃসত্য-পালনার্থ রামচন্দ্র ভার্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহ বনগমন করিয়া বনকালে চিত্র-কূট পর্বতে [illegible] করেন, সেই সময়ে একদিন এক [illegible] কাক সীতার স্তনে ও ওষ্ঠাধরে নখচঞ্চুদ্বারা আঘাত করে। রাম কুপিত হইয়া তাহার বিনাশার্থ অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া কাক রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হয়। তখন করুণহৃদয়া সীতার অনুরোধে শ্রীরাম তাহার প্রাণ নষ্ট না করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাহার একটি চক্ষুঃ নষ্ট করিয়া ক্ষান্ত হন। তদবধি কাক জাতি এ[illegible] হইয়াছে।]

একাগ্র, একাগ্র্য—এক বিষয়েই আসক্ত; একনিষ্ঠ; নিবিষ্ট; অনাকুল। এক হইয়াছে অগ্র যাহার=একাগ্র, বহু; একাগ্র শব্দ+ষ্য স্বার্থে=একাগ্র্য। বিণ।

একাগ্রচিত্ত-১। এক বিষয়ে আসক্ত বা নিবিষ্ট মন। একাগ্র যে চিত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। একমনাঃ, অনন্যমনাঃ, এক বিষয়েই আসক্তহৃদয়। একাগ্র চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

একাগ্রচিত্ততা—একাগ্রচিত্তের ভাব, অনন্য-মনস্কতা, একাগ্রতা। একাগ্রচিত্ত+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

একাগ্রতা এক বিষয়ে আসক্তি, ঐকান্তি-কতা। একাগ্র শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

একাঘ্নী, একঘ্নী—সাংঘাতিক অস্ত্র বিঃ, একপ্রকার অব্যর্থ শর। একেকে বধ করে যে, উপতৎ; এক—আ—হন্ (বধ করা) +টক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [এই অস্ত্র কর্ণ অর্জুনকে বধ করিবার নিমিত্ত রাখিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্যোধনের অনুরোধে ইহা ঘটোৎকচের উপর নিক্ষেপ করেন।]

একাঙ্গ—শরীরের একটি অবয়ব; একদেশ; একাংশ; শ্রেষ্ঠ অঙ্গ, উত্তমাঙ্গ, মস্তক। এক যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; পু।

একাত্তর—৭১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক, একসপ্ততি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একাত্মতা—অভিন্নহৃদয়ত্ব, সখ্য, সৌহৃদ্য; পরমাত্মার একীভাব বা ঐক্য; একাত্ম-বাদ। একাত্মন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বিঃ; স্ত্রী।

একাত্মবাদ—একমাত্র পরমাত্মা বা পরব্রহ্ম বিশ্ব ব্যাপিয়া রহিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস, বেদান্তমত। একাত্মার বাদ, ৬তৎ। বি; পু।

একাত্মবাদী (-বাদিন্)—বেদান্তমতাবলম্বী; বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ। উপতৎ; একাত্মন্—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

একাত্মা (একাত্মন্)—১। একই প্রকারের মন, অভিন্ন চিত্ত; একপ্রাণ; পরমাত্মা। এক যে আত্মা, কর্মধা। বি; পু। ২।

একমনাঃ, একরূপ অন্তঃকরণবিশিষ্ট; অভিন্নহৃদয়। একই আত্মা যাহাদের, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

একাদশ—এগার সংখ্যার পূরণ, ১১ সংখ্যক। একাদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**একাদশী**।

একাদশন্ (-দশন্)—এগার (১১)। এক দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপ। বি বা বিণ।

একাদশতনু—মহাদেব [একাদশবার ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি পরিগ্রহ জন্য ইঁহার নাম একাদশতনু ও একাদশরুদ্র। একাদশ নাম, যথা—অজ, একপাৎ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর]। একাদশ তনু যাঁহার, বহু। বি ; পু।

একাদশন্—'একাদশ' ২য় দ্রঃ।

একাদশরুদ্র—'একাদশতনু' দ্রঃ।

একাদশী—১। এগার সংখ্যার পূরণী। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ ; হরিদিন, হরিবাসর ; এই তিথিতে কৃত্য উপবাস ; রবীন্দ্রনাথ-সৃষ্ট এগার মাত্রার তাল বিঃ। বি ; স্ত্রী। 'একাদশ' দ্রঃ। [একাদশী দ্বিবিধ—শুক্লা ও কৃষ্ণা। যে সময় সূর্যের দৃষ্টি হইতে চন্দ্রের একাদশ কলা বহির্গত হইয়া যায়, সেই সময় শুক্লা একাদশী এবং যে সময় চন্দ্রের একাদশ কলা সূর্যের দৃষ্টিপথে প্রবেশ করে, সেই সময় কৃষ্ণা একাদশী হয়। এই তিথিতে জন্মগ্রহণ করিলে ক্রোধন, কষ্ট-সহিষ্ণু, প্রিয়ভাষী, স্বজনপালক, মহামতি, অতিহৃষ্ট এবং দেব-গুরুপ্রিয় হয়।]

একাদিক্রমে—এক হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর, পূর্বাপর, আনুপূর্বিকরূপে ; ক্রমা-গত ; নিরন্তর ; নাগাড়। এক হইয়াছে আদি যাহার, বহু—একাদি ; একাদি হইয়াছে ক্রম যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

একাধার—একই পাত্র, একাশয় ; একই ব্যক্তি বা বস্তু। এক যে আধার, কর্মধা। বি ; পু।

একাধিক—১। একের বেশী। এক হইতে অধিক, ৫তৎ। ২। এক বেশী। এক দ্বারা অধিক, ৩তৎ। বিণ।

একাধিকার—একচেটে অধিকার, monopoly. ৬তৎ। বি ; পু।

একাধিপতি—অদ্বিতীয় অধীশ্বর, সর্বময় প্রভু, একেশ্বর। এক যে অধিপতি, কর্মধা। বি ; পু।

একাধিপত্য—অদ্বিতীয় প্রভুত্ব, সর্বময় কর্তৃত্ব ; মাত্র একজনের প্রভুত্ব। এক যে আধিপত্য, কর্মধা। বি ; ক্লী।

একানব্বই, একানবুই—৯১ এই তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একানে—সঙ্গিহীন, একাকী। বাংপ্র। বিণ।

একান্ত—অতিশয়, অত্যন্ত, নিতান্ত ; মনুষ্য-সমাগমশূন্য, নির্জন ; অবধারিত। এক হইয়াছে অন্ত যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। **একান্তপক্ষে**—নিতান্তই যদি।

একান্তর—১। মধ্যে এক ব্যবধানতার পর অবস্থিত, একমধ্যক, তৃতীয়ক, alternate. এক অন্তর যাহার, বহু। বিণ। ২। একটির পর একটি করিয়া বাদ দিয়া অবস্থান। বি ; ক্লী।

একান্তরিত—একান্তর, একমধ্যক, তৃতীয়ক। এক যে অন্তর কর্মধা= একান্তর ; একান্তর+ইত ভবার্থে। বিণ।

একান্তসচিব—কাহারও ব্যক্তিগত কার্যে সহায়ক এবং পরামর্শদাতা বা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী, private secretary. একান্তে সচিব, ৭তৎ। বি ; পু।

একান্তে—১। একান্তপক্ষে, নিতান্তই। ক্রি-বিণ। ২। নির্জনে, বিরলে। বি।

একান্ন—১। একত্র অন্নভোক্তা, সহভোজী ; একভোজী। এক হইয়াছে অন্ন যাহার, বহু। বিণ। ২। দিবারাত্রে একবারমাত্র ভোজন ; একত্র আহার ; এক সংসার। এক যে অন্ন, কর্মধা। বি ; ক্লী। ৩। ৫১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

একান্নবর্তিতা এক পরিবারের অন্তর্গত হইয়া থাকা। একান্নবর্তিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

একান্নবর্তী (-বর্তিন্)—একই অন্নের অন্তর্গত ('— পরিবার') ; একান্নভোজী। একান্নে বর্তে (থাকে) যে, উপতৎ ; একান্ন—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

একান্নভোজী (-ভোজিন্)—দিবারাত্রে একবার মাত্র অন্নখাদক, একাহারী ; একান্নবর্তী ; কেবল একপ্রকার খাদ্য ভোজনকর্তা ; সহভোক্তা। একান্ন ভোজন করে যে, উপতৎ ; একান্ন—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

একাবয়ব—১। একই অঙ্গ ; অভিন্ন দেহ। এক যে অবয়ব, কর্মধা। বি ; পু। ২। একাঙ্গ, অভিন্নাঙ্গ ; একরূপ, সদৃশ, সমান ; একভাবাপন্ন। একই অবয়ব যাহাদের, বহু। বিণ।

একাবলী—একনরী মালা বা হার ; ছন্দো-বিশেষ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]। একা আবলী (মালা) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

একাম্র, একাম্রকানন—উড়িষ্যার অন্তর্গত যোজন উত্তরে স্থিত একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এখানকার ভুবনেশ্বরের মন্দির স্থাপত্য-বিদ্যা ও শিল্প-নৈপুণ্যের আদর্শস্থল। উৎকলরাজ [illegible] ৩৯৬ শকে এই মন্দির নির্মাণ করেন।

একায়ন—একাসক্ত, একাগ্র। এক হইয়াছে অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

একার—এ এই বর্ণ মাত্র। এ+কার স্বার্থে। বি ; পু।

একার্থ ১। এক অভিধেয় শব্দ ; অভিন্ন তাৎপর্য ; এক প্রয়োজন। এক যে অর্থ, কর্মধা। বি ; পু। ২। একরূপ অর্থ-বিশিষ্ট ; অন্যের সহিত অভিন্ন উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন-বিশিষ্ট। একই অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

একার্থক—একরূপ অভিধেয় যুক্ত, একই অর্থের বোধক, অভিন্নার্থ, একরূপ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন-বিশিষ্ট। একই অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

একার্থতা—সমার্থতা ; সমপ্রয়োজনতা। একার্থ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

একার্থপ্রতিপাদক, একার্থবোধক—একই অর্থের প্রকাশক, একার্থক। একার্থের প্রতিপাদক, বোধক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পাদিকা, -বোধিকা**।

একাশি, একাশী—৮১ এই সংখ্যা বা তৎ-সংখ্যক। একাশীতি শব্দের অপভ্রংশ। বি বা বিণ।

একাশীতি—একাধিক অশীতি, একাশী (৮১)। মধ্যপ। বিণ ; স্ত্রী।

একাশীতিতম একাশীতি সংখ্যার পূরণ, ৮১ সংখ্যক, একাশীরটি। একাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

একাশ্রয়—১। অনন্যগতি ; একের আশ্রিত। এক আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ। ২। এক আধার। এক যে আশ্রয়, কর্মধা। বি ; পু।

একাশ্রিত—একের শরণাগত ; অনন্যগতি। একেকে আশ্রিত, ২তৎ। বিণ।

একাষ্টকা—প্রজাপতির কন্যা। বি ; স্ত্রী।

একাহ—একদিন কাল। কর্মধা। বি ; পু।

একাহার ১। অহোরাত্রে একবার মাত্র ভোজন। এক যে আহার, কর্মধা। বি ; পু। ২। অহোরাত্রে একবারমাত্র ভোজন-কারী। এক আহার যাহার, বহু। বিণ।

একাহারী (-হারিন্)—অহোরাত্রে একবার মাত্র ভোজনকারী। একাহার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

একাহ্নিক—একদিনসাধ্য ; একদিনে উৎপাদ্য। একাহ শব্দ+ফিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**একাহ্নিকী**।

একীকরণ—একত্রীকরণ, অনেক বস্তু একত্র করা। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

একীকৃত—একরূপে পরিণত; একত্রীকৃত, সংগৃহীত, রাশীকৃত। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

একীভবন—একাকার হওয়া; সমান হওয়া; একত্র মিলিত হওয়া। এক+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—ভূ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

একীভাব—এক হওয়া, একতা, মিলন। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

একীভূত—এক হইয়াছে এরূপ, মিলিত। এক শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=একী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

একীয়—সহায়; একপথাবলম্বী; এক-সম্বন্ধীয়। এক শব্দ+ঈয়। বিণ।

একুন—সমষ্টি, মোট। বাংপ্র। বিণ।

একুনে—সমষ্টিতে, মোটে, সমুদায়ে, সর্ব-সাকল্যে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

একুল-ওকুল—শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল; ইহকাল ও পরকাল। বাংপ্র। বি।

একুশ—২১ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ। [বিণ।

একুশে—মাসের ২১ দিনের দিন। বাংপ্র।

একে—১। ইহাকে। বাংপ্র। সর্ব। ২। একটিতে, এক বিষয়ে, এক পক্ষে। সর্ব, অধি। **একে একে**—একটির পর একটি করিয়া, পরে পরে।

একেক্ষণ—কাক ['একাক্ষ' দ্রঃ]; শুক্রাচার্য [পুরাণে কথিত হইয়াছে,—ভগবান্ বামনদেব বলিরাজের নিকট ত্রিপাদ ভূমি মাত্র প্রার্থনা করায় বলি তাহা প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলে তদীয় গুরু শুক্রাচার্য যোগবলে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিকে তাহা প্রদান করিতে নিষেধ করেন, কিন্তু বলি প্রতিজ্ঞাভঙ্গভয়ে সে কথা না শুনিয়া ত্রিপাদ ভূমি দান করিতে উদ্যত হইলেন; তখন জল ব্যতিরেকে দান অসিদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে শুক্রাচার্য সূক্ষ্মরূপ ধারণপূর্বক ভৃঙ্গারমুখে অবস্থিত হইয়া জলপতন রোধ করেন। বামনদেব প্রকৃত বৃত্তান্ত বুঝিতে পারিয়া ভৃঙ্গারের ছিদ্রান্বেষণচ্ছলে কুশ প্রবেশ করাইয়া দিয়া শুক্রাচার্যের এক চক্ষুঃ নষ্ট করেন; সেই অবধি শুক্রাচার্য একনেত্র হইলেন। কথাতেই বলে "কানা শুক্র"]। এক ঈক্ষণ যাহার, বহু। বি; পু।

একেশ্বর—১। একক হইয়াও যে ঈশ্বর (শক্তিমান্), আত্মনির্ভরশীল; একক বা একাকী; একাধিপতি; একমাত্র প্রভু; সর্বেসর্বা। এক যে ঈশ্বর, কর্মধা। বিণ। **একেশ্বরী**। ২। একমাত্র পরমেশ্বর, অদ্বিতীয় ভগবান্। কর্মধা। বি; পু।

একেশ্বরবাদ—পরমেশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই এরূপ মত monotheism. ৬তৎ। বি; পু।

একেশ্বরবাদী (-বাদিন্)—পরমেশ্বর একাধিক নাই এইরূপ মতাবলম্বী, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবাদী। একেশ্বরবাদ+ইন্ আছে অর্থে; অথবা উপতৎ, একেশ্বর—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

একৈক—এক একজন, বা এক একটি। এক ও এক, দ্বন্দ্ব। বিণ।

একৈকশঃ (-শস্)—এক এক করিয়া; একে একে, পৃথক্‌ভাবে। একৈক+চশস্। অ।

একো—আকের, ইক্ষুজাত ('—গুড়')। বাংপ্র। বিণ।

একোদক—সমানোদক, ঊর্ধ্বতন সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত সগোত্র। এক উদক যাহাদের, বহু। বিণ।

একোদর—সহোদর। এক (অভিন্ন) উদর (জন্মস্থান) যাহার, বহু। বি; পু।

একোদ্দিষ্ট—এক ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রাদ্ধ; প্রেতোদ্দেশে বার্ষিক শ্রাদ্ধ। এক হইয়াছে উদ্দিষ্ট যাহাতে, বহু। বি; ক্লী। [একটি প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া যে শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, তাহাকে একোদ্দিষ্ট কহে। ব্রহ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে যে, পূর্বাহ্ণে মাতৃশ্রাদ্ধ, অপরাহ্ণে পিতৃকশ্রাদ্ধ, প্রাতঃসময়ে বৃদ্ধি-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ এবং মধ্যাহ্নে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে।]

একোন—এক কম। একের দ্বারা ঊন, ৩তৎ। বিণ।

এক্কা—দুই চাকাযুক্ত ঘোড়ার গাড়ি বিঃ। হিং। বি।

এক্ষণ—এখন, বর্তমান সময়; এই দণ্ড, এই মুহূর্ত। বাংপ্র। বি।

এক্ষণকার—এখনকার, এই সময়ের; বর্তমান, উপস্থিত; অধুনাতন, ইদানীন্তন। বাংপ্র। বিণ।

এক্ষণে—এখন, এই সময়ে; ইদানীং; অধুনা, সম্প্রতি। বাংপ্র। বি।

এখতিয়ার—ক্ষমতা; অধিকার; দখল; ইচ্ছা। <আ 'ইখতিয়ার'। বি।

এখন—এক্ষণ বা এক্ষণে (তাহা দ্রঃ); পর কোন সময়ে ('যাব —'); এই অবস্থায়; কথার ছেদ বুঝাইতে। বাংপ্র। অ।

এখনও, এখনো—অদ্যাপি; আজিও; এই সময়েও; এই অবস্থাতেও। বাংপ্র। অ।

এখনকার—এক্ষণকার (তাহা দ্রঃ)।

এখন-তখন—মুমূর্ষু ('— অবস্থা')। বাংপ্র। বিণ।

এখান—এই স্থান; এই বিষয়। বাংপ্র। বি।

এখানকার—এই স্থান সম্বন্ধীয়; এই স্থানের। বাংপ্র। বিণ।

এগজামিন—পরীক্ষা। <ইং 'examination'. বি।

এগনো—অগ্রসর হওয়া, অগ্রগামী হওয়া, আগাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

এগার—একাদশ (১১)। বাংপ্র। বি বা বিণ। [বাংপ্র। বি।

এজন, এজনা—এই ব্যক্তি। কর্মধা।

এজন্য, এজন্যে—একারণে, therefore. বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এজমালি—একাধিক ব্যক্তির একসঙ্গে উপভুক্ত, শরিকী, joint. < আ 'ইজমাল'। বিণ।

এজলাস—আদালত, বিচারালয়; বিচারাসন, bench. <আ 'ইজ্‌লাস্'। বি।

এজাহার—ব্যক্তকরণ, খুলিয়া বলা; উক্তি; সাক্ষ্যপ্রদান; জবানবন্দী। <আ 'ইজাহার'। বি।

এজেন্ট—কর্মচারী; প্রতিনিধি; গোমস্তা; কার্যনির্বাহক। <ইং 'agent'. বি।

এজেন্সি—এজেন্টের কাজ; এজেন্টের কার্যস্থান; গোমস্তাগিরি; প্রতিনিধিত্ব; এজেন্টরূপে কার্যকরণ। < ইং 'agency'. বি।

এটা—এই বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি (অনাদরে)। বাংপ্র। সর্ব।

এটি—এই বস্তু বিষয় বা ব্যক্তি (আদরে)। বাংপ্র। সর্ব।

এডওয়ার্ড, ৭ম—ভূতপূর্ব ইংলণ্ডের ও ভারতসম্রাট্। ইনি ১৮৪১ খ্রীঃ ৯ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন ও এলবার্ট এডওয়ার্ড নাম প্রাপ্ত হন। ইনি স্বর্গীয়া মহারানী ভিক্টো-রিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র। উপযুক্ত বয়সে যথো-চিত বিদ্যাশিক্ষার পর ইনি দেশভ্রমণে বহি-র্গত হন। ১৮৬০ খ্রীঃ ইনি আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা দেশ পরিদর্শন, এবং ১৮৬২ খ্রীঃ প্রাচ্যদেশ পর্যটন করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ ১০ই মার্চ ডেনমার্কের রাজকুমারী আলেকজান্দ্রার সহিত ইঁহার শুভ পরিণয় হয়। মাতার জীবদ্দশায় (অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীঃ পর্যন্ত) ইনি 'প্রিন্স্ অব্ ওয়েলস্' অর্থাৎ যুবরাজ ছিলেন, এবং তদবস্থায় জননীর বিবিধ রাজকার্য সম্পাদনে বিলক্ষণ সহায়তা করিতেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে ২২শে জানুয়ারি ইঁহার মাতা স্বর্গারোহণ করিলে ইনি ইংলণ্ডের

সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। ১৯১০ খ্রীঃ ইনি পরলোকগমন করেন।

মহিষী আলেকজান্দ্রার গর্ভে ৭ম এডওয়ার্ডের তিন কন্যা ও দুই পুত্র জন্মে। জ্যেষ্ঠ পুত্র এলবার্ট ভিক্টর (জন্ম ১৮৬৪ খ্রীঃ) ১৮৮৯ খ্রীঃ ভারতভ্রমণে আসেন, এবং পিতামহীর জীবদ্দশাতেই ১৮৯২ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারি কালগ্রাসে পতিত হন।

এডওয়ার্ড, ৮ম—(জন্ম ১৮৯৪ খ্রীঃ)। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডের রাজা হন। কিন্তু বিবাহ-ব্যাপারে মন্ত্রিসভার সহিত মতভেদ ঘটায় ইনি পদত্যাগ করেন।

এড়ক—মেষ, মেড়া; বন্য ছাগ। ইল্ (গমন করা)+অক কর্তৃ। বি; পু।

এড়ান—ছাড়ান, নিষ্কৃতি। বাংপ্র। বি।

এড়ানো—পরিহার করা, বর্জন করা, ছাড়া বা ছাড়ানো; অতিক্রম করা; জড়াইয়া যাওয়া ('কথা —'); নিক্ষেপ করা। বাংপ্র। ক্রি।

এডিটর—গ্রন্থসংস্কারক; সংবাদপত্র-সম্পাদক। <ইং 'editor'. বি।

এডিশন—সংস্করণ; সম্পাদন; একদা মুদ্রিত গ্রন্থাবলী। < ইং 'edition'. বি।

এডেন—লোহিত সাগরের উপকূলে অবস্থিত দ্বীপ ও বন্দর। অতি প্রাচীনকাল হইতে এডেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রসারের কেন্দ্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রোমানগণ এই স্থানটিকে "এরিবিয়া ফিলিক্স্" এবং এটেনী (Attanae) বলিত।

ইং ১৮৩৯ অব্দের ১৬ই জানুয়ারি স্থানটি ইংরেজ অধিকারে আসে। উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া জাহাজ আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইলে, পূর্ব ও পশ্চিমদেশ মধ্যে বাণিজ্য সম্বন্ধে এডেনের আদর একেবারেই লোপ পাইয়াছিল। স্থানটি ইংরেজাধিকারে আসিবার পরে, বাণিজ্য পুনর্বার লোহিত সাগরের মধ্য দিয়া চলিতে থাকে, এবং উত্তরকালে সুয়েজ খাল প্রতিষ্ঠিত হইলে, বাণিজ্যের প্রসার সম্যক্ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এডেনের আদরও বাড়িতে থাকে। পূর্বদেশগামী সকল জাহাজই এইখানে থামে এবং কয়লা লয়। আরবগণই এ স্থানের প্রধান অধিবাসী, এবং আরবীই প্রধান ভাষা।

এড়ো—আড় দিকে থাকে যাহা এমন; কাত, একপেশে; চওড়ার দিকে স্থিত। বাংপ্র। বিণ।

এণ, এণক—হরিণ; মৃগ বিঃ। ই (গমন করা)+ণ কর্তৃ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি; পু। স্ত্রী—এণী।

এণতিলক—মৃগাঙ্ক, চন্দ্র। এণ তিলক যাহার, বহু। বি; পু।

এণভৃৎ—চন্দ্র। এণকে ধারণ করে যিনি, উপপদ তৎ; এণ-ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

এণাজিন—মৃগচর্ম। এণের অজিন, ৬তৎ। বি; ক্লী। [শব্দজ। বি।

এণ্ডা—ডিম্ব, অণ্ড; শিশু, কচি ছেলে। 'অণ্ড'-

এণ্ডাবাচ্চা—গর্ভস্থ শিশু ও কচি ছেলেপুলে; ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল। বাংপ্র। বি।

এণ্ডী—আসামী তসর বিঃ। বাংপ্র। বি।

এত—এতৎপরিমিত, এতৎসংখ্যক; এমন বেশী। বাংপ্র। বিণ।

এতক—এত; এ পর্যন্ত, এখনও; অদ্যাপি; এই পর্যন্ত, এই অবধি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এতটুকু—এই পরিমাণ; খুব কম; সামান্য-মাত্র; অপ্রতিভ; উদ্যমহীন; নিরাশ; মলিন। বাংপ্র। বিণ।

এতৎ (এতদ্)—এই, ইহা, ইতি। ই (গমন করা)+তদ্ কর্তৃ। বিণ।

এতত্তুল্য, এতৎসম—ইহার সমান, ইহার ন্যায়, এতাদৃশ, ঈদৃশ। ৬তৎ। বিণ।

এতদ—'এতৎ' দ্রঃ।

এতদীয়—এতৎসংক্রান্ত, এতৎসম্বন্ধীয়। এতদ্ শব্দ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

এতদ্দেশ—এই দেশ। এতৎ যে দেশ, কর্মধা। বি; পু।

এতদ্দেশীয়—এদেশে উৎপন্ন, এদেশবাসী, এই দেশের। এতদ্দেশ শব্দ+ঈয় জাতার্থে। বিণ।

এতদ্ধেতু—এই কারণে, এই জন্য। এতৎ হেতু যাহার, বহু। ক্রি-বিণ।

এতদ্ভিন্ন—ইহা (বা এই সকল) ব্যতীত, ইহা ছাড়া। ২তৎ। বিণ।

এতদ্রূপ—এই আকারের; এবম্প্রকার, এই রকমের। এতৎ রূপ যাহার, বহু। বিণ।

এতদ্বৎ—এতত্তুল্য, ইহার ন্যায়, এই রকম। এতদ্+বৎ তুল্যার্থে। অ।

এতদ্ব্যতিরিক্ত, এতদ্ব্যতীত—এতদতিরিক্ত, এই ভিন্ন, ইহার অধিক, ইহা ছাড়া। ২তৎ। বিণ।

এতসি—এত। প্রা কপ্র। বিণ।

এতাদৃক্ (-দৃশ্)—ঈদৃশ, এই প্রকার, ইহার ন্যায়। উপতৎ; এতদ্—দৃশ্+ক্বিপ্ কর্ম। বিণ।

এতাদৃশ—ঈদৃশ, এই প্রকার, ইহার ন্যায়, এইরূপ। উপতৎ; এতদ্—দৃশ্+টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—এতাদৃশী।

এতাবৎ—এতৎপরিমিত, এতটুকু, এতখানি। বিণ।

এতাবৎকাল—এ পর্যন্ত সময়, এই পরিমিত সময়। কর্মধা। বি; পু।

এতেক—এতৎপরিমিত, এত; এত দূর; এই অবধি; এতক; এ পর্যন্ত; এই সমুদায়; ইহা, এই কথা। কপ্র। বি বা বিণ।

এতেলা, এত্তেলা—সংবাদ। < আ 'ইত্তিলা'। বি।

এথা, এথায়—এইস্থানে, এখানে; এই দিকে। বাংপ্র। বি।

এদিক্—এই দিক্, এই দেশ; তৎকাল, সেই অবসর; এই পক্ষ। বাংপ্র। বি।

এদ্দিন—এতদিন, এতকাল; এতদিনের মধ্যে। <এতদিন। বি।

এধ—ইন্ধন, জ্বালানিকাঠ; তৃণ। এধ+অল্ কর্ম। বি; পু।

এধঃ (এধস্)—ইন্ধন, জ্বালানিকাঠ; তৃণ। এধ+অস্ কর্ম। বি; ক্লী।

এনা—হেন, এরূপ; এমন। প্রা কপ্র। বিণ।

এনামেল—মিনা; ধাতুর উপর কাচের ন্যায় মসৃণ জিনিসের কলাই। < ইং 'enamel'. বি।

এণ্ট্রান্স—প্রবেশিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষা [কিছুকাল পূর্বে ইহা 'ম্যাট্রিকিউলেশন' পরীক্ষা নামে অভিহিত হইত; বর্তমানে ইহার নাম হইয়াছে 'স্কুল-ফাইনাল' পরীক্ষা]। < ইং 'entrance'. বি।

এস্তাকাল—১। হস্তান্তর; ক্রোক। <ফা 'ইন্তকাল'। ২। মৃত্যু। <ফা 'ইন্ত্কাল'। বি।

এস্তাজার, এস্তেজার—অধীন, আয়ত্ত, বশ। :< আ 'ইন্ত্জার'। বিণ।

এস্তাজারি, এস্তেজারি—অধীনতা, বশতা, তাঁবেদারি, আনুগত্য; প্রতীক্ষা, অপেক্ষা; নির্ভরতা; ভরসা। < আ 'ইন্ত্জার'। বি।

এন্তার—দেদার, খুব; অজস্র। < পো 'entaro'. বিণ।

এন্তেজার—'এস্তাজার' দ্রঃ।

এস্তেজারি—'এস্তাজারি' দ্রঃ।

এপাশ-ওপাশ—উভয় দিক্, সকল দিক্। বাংপ্র। বি। **এপাশ-ওপাশ করা**—বিছানায় একপাশ হইতে অপর পাশ পর্যন্ত গড়াগড়ি দেওয়া; যন্ত্রণায় ছটফট করা।

এপ্রিল—ইংরেজী বৎসরের চতুর্থ মাস। < ইং 'April'. বি।

এবং, এবম্—১। এই প্রকার; সাম্য; স্বীকার; নিশ্চয়; প্রশ্ন। ই (গমন করা) +বম্ কর্তৃ। ২। আরও, ও। বাংপ্র। অ।

এবংবিধ—এই প্রকার, ঈদৃশ। এবং (এই প্রকার) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহ। বিণ। [অনেকে "এবম্বিধ" লেখেন, কিন্তু উহা অশুদ্ধ, কারণ "বিধ" ভাগের ব-কার বর্গীয় নহে বলিয়া অনুস্বার-স্থানে 'ম' হইতে পারে না।]

এবড়োখেবড়ো-উঁচুনীচু; অসমতল; বন্ধুর। বাংপ্র। বিণ।

এবম্প্রকার—এবংবিধ, এইরূপ, এই রকমের, ঈদৃশ, এতাদৃশ। এবম্ হইয়াছে প্রকার যাহার, বহ। বিণ।

এবম্ভূত ঈদৃশ। এবম্—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

এবার- এদিন; এবৎসর; এ সময়; এদফা, এ পালায়; এজন্মে। বাংপ্র। বি ও ক্রি-বিণ।

এবে—এই সময়ে, এখন। পদ্যে পাদপূরণার্থ ব্যবহৃত হয়। কপ্র। অ।

এভারেস্ট- নেপাল রাজ্যে অবস্থিত হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ। এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমুদ্রগর্ভ হইতে ইহা ২৯,০২৮ ফুট উচ্চ। কেহ কেহ ইহার পশ্চিমে অবস্থিত গৌরীশংকর নামক পর্বতশৃঙ্গকে এভারেস্ট বলিয়া মনে করেন। গৌরীশংকর এভারেস্ট হইতে ৫০০০ ফুট নিম্ন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বহুবার বহু ব্যক্তি এভারেস্টের শীর্ষদেশে উঠিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। অবশেষে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে তারিখে ভারতবীর তেনজিং নোরগে এবং নিউজিল্যাণ্ডবাসী হিলারী সাহেব সর্বপ্রথম এভারেস্ট শৃঙ্গে পদার্পণ করেন। ইহার পর এক ভারতীয় দল পর পর চারিবার এভারেস্টে উঠিয়াছেন।

এমত ১। এই অভিমত, এই মন্তব্য। বি। ২। এমন, এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

এমতি—এমন, এরূপ। প্রা কপ্র। বিণ।

এমন—১। এরূপ, এ প্রকার। বাংপ্র। ২। এতেক। প্রা কপ্র। বিণ।

এমনতর, এমনিতর- এই প্রকার, এ রকম। বাংপ্র। বিণ।

এমনি—এই রকম, এই প্রকার, এই ভাবের; এত; অমনি, শুধু শুধু, বিনামূল্যে, বিনাব্যয়ে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

এমনিতর—'এমনতর' দ্রঃ।

এমুড়ো-ওমুড়ো—একধার হইতে অপর ধার পর্যন্ত; সমস্তটা। বাংপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

এযাত্রা—এইবার। বাংপ্র। বি।

এযাবৎ—এপর্যন্ত; এতক। বাংপ্র। অ।

এয়ারিং—ইয়ারিং, কর্ণকুণ্ডল। < ইং 'ear-ring'. বি।

এয়ো—সধবা, বা সধবা নারী; আয়তী। বাংপ্র। বিণ বা বি।

এয়োত—সধবা অবস্থা বা লক্ষণ। বাংপ্র। বি।

এয়োতী—সধবা। বাংপ্র। বি।

এর—১। ইহার, এই ব্যক্তির বা বস্তুর। বাংপ্র। সর্ব। ২। সম্বন্ধসূচক বিভক্তি।

এরকা—নলখাগড়া; শরগাছ। ই (গমন করা)+রক কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

[এরকার উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে;—"একদা মদমত্ত যাদবগণ মুনিবর দুর্বাসাকে দ্বারকাধামে সমাগত দেখিয়া মনে করিল, ইনি ভণ্ড ও প্রতারক; অতএব ইঁহার পরীক্ষা করা আবশ্যক। তদনুসারে তাহারা পরমসুন্দর শাম্বকে নারীবেশে সজ্জিত করিয়া তদীয় উদরে চেলখণ্ড দ্বারা কৃত্রিম গর্ভ নির্মাণপূর্বক এই অভিপ্রায়ে দুর্বাসার নিকট তাহাকে উপস্থিত করিল যে, ঋষি সেই গর্ভে কি সন্তান হইবে বলিলেই তাহারা তাঁহাকে উপহাস করিবে। দুর্বাসা যোগবলে সমস্ত বুঝিতে পারিয়া সক্রোধে বলিলেন, "মূঢ়গণ! ইহার গর্ভ হইতে তোমাদের কুলনাশন মুষল উৎপন্ন হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলে, শাম্বের উদরজড়িত চেলখণ্ড হইতে মুষল নিপতিত হইল। তদ্দর্শনে মহা ভীত হইয়া তাহারা সমুদ্রতীরে উহা ঘর্ষণ করিয়া ক্ষয় করিল, এবং অত্যল্প অংশ থাকিতে জলে নিক্ষেপ করিল। ঐ মুষলঘর্ষণে যে ফেনরাশি উৎপন্ন হইল, তাহাতেই তীরভূমিতে এরকারাশি সঞ্জাত হয়। অতঃপর যাদবগণ দৈববশে কালপ্রাপ্তি-নিবন্ধন সুরাপানে মত্ত হইয়া সেই এরকারূপ অস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে, তাহাতেই তথায় যাদবগণের ক্ষয় হয়।"]

এরণ্ড—ভেরাণ্ডা গাছ, রেড়ি। আ—ঈর্ (গমন করা)+অণ্ডচ্ কর্তৃ। বি; পু।

এরণ্ডক- এরণ্ড, ভেরেণ্ডা গাছ। এরণ্ড+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

এরারুট—পালো বিঃ। < ইং 'arrow-root'. বি। [বিণ।

এরূপ—এই প্রকার, এরকম, এমন। বাংপ্র।

এরোপ্লেন- উড়োজাহাজ, ব্যোমযান। < ইং 'aeroplane'. বি।

এলক—মেষ, ভেড়া। ইল্ (গমন করা)+ অক কর্তৃ। বি; পু।

এলা—এলাচি (ফল বা গাছ)। ইল (ক্ষেপণ করা)+অল্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

এলাকা—অধিকার; আয়ত্ততা; সীমা; সংস্রব, সম্পর্ক; কর্ম। < আ 'ইলাকা'। বি।

এলাকাড়া, -কাড়ি—শিথিলতা: ঢিলেমি; অসতর্কতা। বাংপ্র। বি।

এলাচ, এলাচি—এলাচফল, বড় এলাচ বা ছোট এলাচ। < এলা। বি।

এলাচদানা—এলাচ বীজ; এলাচবীজ-সংযুক্ত এক প্রকার সন্দেশ। বাংপ্র। বি।

এলানো—১। আলুলায়িত করা বা হওয়া; খোলা বা খুলিয়া যাওয়া; অনেক পূর্বে রন্ধন জন্য বিকৃত হওয়া, থসথসে হইয়া পড়া বা নষ্ট হওয়া। ক্রি। ২। আলুলায়িত, এলো, প্রসারিত। বাংপ্র। বিণ।

এলাপত্র—এলাচের পাতা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

এলাহী- রাজোচিত; রাজকীয়; সম্রাটের উপযুক্ত; সবিশেষ; বড় রকমের ('—কাণ্ড')। < আ 'ইলাহী'। বিণ।

এলাহীকাণ্ড, -কারখানা—বিস্তৃত আয়োজন, কালাও কারবার; খুব বড় রকমের বন্দোবস্ত। আ-মূ। বি।

এলি—আসিলি, আগমন করিলি। বাংপ্র। ক্রি।

এলিজাবেথ—ইংলণ্ডের প্রখ্যাতা মহারানী। ইনি দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ মোগল-সম্রাট্ আকবরের সমসাময়িক। ১৫৯৯ খ্রীঃ ইঁহারই নিকট অনুমতি-পত্র পাইয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে প্রথম বাণিজ্য করিতে আগমন করেন, এবং ক্রমে বিশাল ভারতসাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

এলিফাণ্টা দ্বীপ—এই দ্বীপটি বোম্বাই শহরের ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। স্থানীয় লোকে ইহাকে ঘারাপুরী বলে। দ্বীপটির পরিধি প্রায় ৪ মাইল। ইহা দুইটি পার্বত্য বিভাগে বিভক্ত—মধ্যে সংকীর্ণ উপত্যকা। ইহাকে এলিফাণ্টা বা হস্তী দ্বীপ বলিবার কারণ এই যে, ইহার প্রবেশ দ্বারে একটি সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত হস্তীর মূর্তি ছিল। ইহা একটি শৈব তীর্থ। ১৮১৪ অব্দে দ্বারের নিকটের হস্তীর মস্তক প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া পড়ে।

এলুমিনিয়ম, অ্যালুমিনিয়ম—পাতলা শ্বেতবর্ণ ধাতু বিঃ। < ইং 'aluminium'. বি।

এলে—আসিলে, আগমন করিলে। বাংপ্র। ক্রি।

এলেকা—এলাকা (তাহা দ্রঃ)।

এলেনবরা, লর্ড—ভারতবর্ষের একজন গভর্নর-জেনারেল। ইনি প্রথম লর্ড এলেনবরার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং সেই বৎসরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ তত্ত্বাবধায়ক সমিতি বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি মনোনীত

হন। অতঃপর ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল হইয়া এদেশে আসেন। ইঁহার পূর্ববর্তী গভর্নর-জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ডের সময়ে কাবুলের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং যুদ্ধের অবসান হইবার পূর্বেই তিনি এদেশ পরিত্যাগ করেন। কাজেই এলেনবরাকে এদেশে আসিয়াই যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল।

এলেনবরা সর্বদা যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত থাকায় ও সিন্ধুর আমিরদিগের প্রতি অন্যায়াচরণ করায় এবং এইরূপ অন্যান্য কতিপয় কারণে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে ইঁহার স্থানে নিযুক্ত করেন। ইঁহার শাসনকালে এদেশে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদের সৃষ্টি হয়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

এলেম—১। বিদ্যা, জ্ঞান; বুদ্ধি, চাতুর্য। < আ 'ইল্ম্'। বি। ২। আসিলাম। বাংপ্র। ক্রি।

এলেমবাজ—বিদ্যাবান্, বিদ্বান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত; বুদ্ধিমান্, চতুর; দক্ষ। < ইল্ম্ (আ) + বাজ (ফা)। বিণ।

এলো—আলুলায়িত, শিথিল, আলগা, অবদ্ধ, মুক্ত ('— চুল'); গোলমেলে; অসম্বদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

এলোকেশ—আলুলায়িত কেশ, যে চুল আলগা রহিয়াছে। বাংপ্র। বি।

এলোকেশী—যে রমণীর কেশপাশ অবদ্ধভাবে চারিদিকে ছড়ানো আছে; শ্যামা-মা। বাংপ্র। বিণ বা বি; স্ত্রী।

এলোচুলী—এলোকেশী, মুক্তকেশী। বাংপ্র। বিণ।

এলোথেলো—আলুলায়িত, শিথিল, আলগা; বিশৃঙ্খল, অবিন্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

এলোধাবাড়ি—লক্ষ্যহীনভাবে, চুচোখো, যথেচ্ছ; বিশৃঙ্খল, অসংযত। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

এলো-পাতাড়ি—এলোধাবাড়ি; যেখানে সেখানে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

এলোমেলো—বিশৃঙ্খল, অবিন্যস্ত; অসংযত; অসম্বদ্ধ; আবল-তাবল। বাংপ্র। বিণ।

এল্গিন, লর্ড (১ম)—ভারতবর্ষের একজন গভর্নর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ইনি ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৩২ খ্রীঃ অব্দে [illegible] পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৪১ খ্রীঃ অব্দে ইনি প্রথমে রাজকীয় কার্যে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪২ খ্রীঃ অব্দে জ্যামেকা দ্বীপের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়া যান। ইঁহার কার্যদক্ষতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া কর্তৃপক্ষ কিছুদিন পরেই ইঁহাকে কানাডার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইনিই প্রথমে সেখানে স্বায়ত্তশাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া শত্রুকেও বশ করিয়া ফেলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি স্বদেশে ফিরিয়া যান। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ক্যাণ্টন নগরে চীনাদিগের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে এল্গিন সম্পূর্ণ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিশেষ দূত হইয়া সসৈন্যে ক্যাণ্টন নগরস্থ ইংরেজদিগের সাহায্যার্থ যাত্রা করেন। পথে ভারতবর্ষের সিপাহী-বিদ্রোহের কথা শুনিয়া তাঁহার সৈন্যদলকে লর্ড ক্যানিং-এর সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে সিপাহী-যুদ্ধের অবসান হইলে ইনি চীনে গমন করিয়া তথাকার সকল গোলযোগ নিষ্পত্তি করেন। অতঃপর ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ক্যানিং-এর কার্যকাল শেষ হইলে এল্গিন ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। কিন্তু অধিকদিন এখানকার রাজকার্য করিতে পান নাই। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা হইতে উত্তর-পশ্চিমে যাত্রা করেন, এবং আগ্রায় দরবার করিয়া শিমলা শৈলে গমন করেন। তথা হইতে ফিরিবার সময়ে পীড়িত হইয়া হিমালয়ের এক ধর্মশালায় কালগ্রাসে পতিত হন (২০শে নভেম্বর, ১৮৬৩ খ্রীঃ)।

এল্গিন, লর্ড (২য়)—ইনি কার্জনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি। ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে ধর্মশালায় যে গভর্নর-জেনারেল লর্ড এল্গিনের প্রাণান্ত হয়, ইনি সেই এল্গিনের পুত্র। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে এদেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ ও আধিব্যাধি-দুর্ভিক্ষাদি নানারূপ দৈব উৎপাতে প্রজামণ্ডলী পীড়িত হইয়াছিল। ১৮৯৫ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চিত্রল রাজ্য লইয়া উমরা খাঁ নামে এক ব্যক্তির সহিত ইংরেজের বিরোধ উপস্থিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের শরৎকালে বোম্বাই নগরে "বিউবোনিক প্লেগ" নামে এক ভীষণ মহামারী উপস্থিত হয়। আবার ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের জুন মাসে দেশব্যাপী ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া বাঙ্গালার নানাস্থানে ও আসামের প্রায় সর্বত্র বহু ইষ্টকালয় ধ্বংস ও অনেক লোকের জীবননাশ করে। ইহার অব্যবহিত পরেই আফগান সীমান্তবাসী আফ্রিদি প্রভৃতি অসভ্য পার্বত্য জাতি ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। উহাদিগকে দমন করিতে ইংরেজরাজকে বহু অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করিতে হয়। পূর্ণ পাঁচ বৎসরকাল কার্য করিয়া লর্ড এল্গিন ১৮৯৬ খ্রীঃ অব্দের শেষভাগে এদেশ ত্যাগ করেন।

এষণা—অন্বেষণ; ইচ্ছা। ইষ্ + অন ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

এষা—১। অভিলাষ, ইচ্ছা। ইষ্ + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পুরোবর্তিনী, এই (স্ত্রী), ইনি, তিনি। এতদ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচন। সর্ব। ৩। বাঞ্ছিতা; স্মরণীয়া। বাংপ্র। বিণ।

এষিতা (এষিতৃ), **এষ্টা** (এষ্টৃ)—অভিলাষী, ইচ্ছু। ইষ্ + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**এষিত্রী, এষ্ট্রী**।

এস—আইস, আগমন কর। বাংপ্র। ক্রি।

এসিড, অ্যাসিড দ্রাবক; রাসায়নিক অম্লপদার্থ। < ইং 'acid'. বি।

এসেন্স—কোহলে মিশ্রিত পুষ্পাদির সুগন্ধসার। < ইং 'essence'. বি।

এস্তমাল, এস্তেমাল—অভ্যাস; ব্যবহার, প্রচলন। < আ 'ইস্ত্আমাল'। বি।

এস্তাহার—ইস্তাহার (তাহা দ্রঃ)।

এস্তেমাল—'এস্তমাল' দ্রঃ।

এস্পার—এই পার। হি-মু। বি।

এস্পার-কি-ওস্পার—এই পার কি ওপার, হয় ফললাভ না হয় ফলনাশ; চরম নিষ্পত্তি। হি-মু। বি।

এস্রাজ—সেতার ও সারঙ্গের মিশ্রণজাত সতার বাদ্যযন্ত্র বিঃ। < আ 'ইস্রার'। বি।

এহি—এই, ইহা; ইহাতে ('এহি না মিটায়ব দরশন-তিয়াসা'—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। সর্ব।

এহেন—এমন, এরূপ। কপ্র। বিণ।

এহো এই, ইহা; ইহাও। প্রা কপ্র। সর্ব।

ঐ

ঐ—১। দ্বাদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও তালু; শিব। বি; পু। ২। সম্বোধন; আমন্ত্রণ; স্মরণ। অ। ৩। দূরস্থ পদার্থ বা পূর্বোল্লিখিত শব্দবোধক; সম্মুখবর্তী, ওই; সেই। বাংপ্র। বিণ।

ঐক—একসম্বন্ধীয়; একার্থবোধক। এক শব্দ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী- **ঐকী**।

ঐকতান—ভিন্নজাতীয় অনেকগুলি যন্ত্রের এক সুরে এবং লয়ে মিলন; সমস্বর বাদ্য, concert. একতান + অন্ ভাবে। বি; ক্লী। একতান শব্দ + ষ্ণ তাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকতানবাদন, -বাদ্য—কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র একসুরে বাঁধিয়া বাজানো। কর্মধা। বি; ক্লী।

ঐকপত্য—একাধিপত্য, একাধিকারিত্ব; নিরঙ্কুশ ঐক্যতা। একপতির ভাব এই অর্থে ঐকপতি+ষ্য। বি; ক্লী।

ঐকপদিক—এক-বিভক্ত্যন্ত পদ হইতে উৎপন্ন। একপদ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ।

ঐকপদ্য—বহু পদের একার্থবোধক সম্পাদন (যথা—স্ত্রী, যোষিৎ, অবলা, নারী)। একপদ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকবাক্য—একবাক্যতা, একমতাবলম্বন, সমোক্তি। একবাক্য শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকমত্য—মতের ঐক্য, একই প্রকার মত। একমত শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকরাজ্য—একরাজত্ব, একাধিপত্য, সার্বভৌমত্ব। একরাজ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকলব্য—১। একলব্য-সম্বন্ধীয়; একলব্য-প্রবর্তিত। একলব্য+ষ্ণ ইদমর্থে: বিণ। ২। একলব্যের শিষ্য। বি; পুং।

ঐকল্য—এককত্ব, একাকিত্ব, অসঙ্গিতা। একল+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকশতিক একশত দ্রব্যের অধিকারী বা ব্যবসায়ী। একশত+ষ্ণিক। বিণ।

ঐকাগারিক—১। একগৃহসম্বন্ধীয়; এক-গৃহবাসী; চৌর্যব্যবসায়ী, চোর। এক যে আগার সে একাগার, দ্বিগু; একাগার+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঐকাগারিকী**। ২। চোর।। বি; পুং।

ঐকাগ্র্য—একাগ্রতা। একাগ্র শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকাত্ম্য একাত্মতা, আত্মার একতা, এক-প্রাণতা; ঐক্য, অভেদ, identity. একাত্মন্+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকান্তিক—নিশ্চিত; দৃঢ়; প্রগাঢ়। একান্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঐকান্তিকী**।

ঐকান্তিকতা—নিশ্চয়; প্রগাঢ়তা, একাগ্রতা, সাতিশয় মনঃসংযোগ। ঐকান্তিক শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ঐকার—'ঐ' এই অক্ষর মাত্র; বাঙ্গালায় 'ৈ', এই চিহ্ন। ঐ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ঐকারান্ত—যাহার অন্তে ঐকার আছে এমন। বহু। বিণ।

ঐকার্থ্য—একার্থতা, সমপ্রয়োজন। একার্থ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐকাহিক—একদিনসম্বন্ধীয়; একদিনসাধ্য; একদিনান্তরজাত। একাহ শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐকাহিকী**।

ঐক্য—একতা, মিল; অবিরোধ; এক-রূপতা। এক+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঐক্ষব—১। ইক্ষুসম্বন্ধীয়; ইক্ষুজাত (গুড়, চিনি প্রভৃতি)। ইক্ষু শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐক্ষবী**। ২। ইক্ষুজাত গুড় বা চিনি। বি; ক্লী।

ঐচ্ছিক—ইচ্ছাসম্বন্ধীয়; ইচ্ছানুযায়ী; ইচ্ছানুরূপ; ইচ্ছাধীন, যাহা ইচ্ছা করিলেই করা যায় এমন, voluntary, optional. ইচ্ছা+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঐচ্ছিকী**।

ঐছন—ঐরূপ; ঐ রকম। প্রা কপ্র। বিণ।

ঐছে—ঐরূপে; ঐরূপ; উহাতে, ঐ কারণে। প্রা কপ্র। অ।

ঐণ—এণসম্বন্ধীয়, এণজাত, এণমৃগের (চর্মাদি)। এণ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ঐণী**।

ঐণিক—ঐণ, এণ মৃগের (চর্মাদি); এণ-হন্তা। এণ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঐণিকী**।

ঐণেয়—১। ঐণ, এণসম্বন্ধীয়, এণ মৃগের (চর্মাদি)। এণ+ঢেয়। বিণ। স্ত্রী—**ঐণেয়ী**। ২। স্ত্রীলোকের রতিবন্ধ বিঃ। বি; ক্লী।

ঐতরেয়—ঋগ্বেদের শাখা বিঃ। বি; ক্লী।

[ভাষ্যকারদিগের মতে, মহিদাস ঐতরেয় নামক ঋষি এই শাখার প্রবর্তক। শঙ্করাচার্য বলেন, ইতরার অপত্য অর্থাৎ প্রণীত বলিয়া ইহার নাম ঐতরেয়। সায়না-চার্য মহিদাস ঐতরেয়ের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন: "কোনও মহর্ষির অনেকগুলি পত্নী ছিল, তন্মধ্যে একটির নাম ইতরা। এই ইতরার গর্ভে মহিদাসের জন্ম। মহর্ষি অপরাপর পুত্রদিগকে ভালবাসিতেন, কিন্তু মহিদাসকে তাদৃশ ভালবাসিতেন না। কোনও যজ্ঞসভায় তিনি মহিদাসকে উপেক্ষা করিয়া অন্য পুত্রদিগকে কোলে করেন। ইহাতে মহিদাসজননী ইতরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আপনার কুলদেবতা ভূমির নিকট প্রার্থনা করিলে ভূমিদেবতা যজ্ঞসভায় আবির্ভূত হন, এবং মহিদাসকে দিব্যসিংহাসনে বসাইয়া অন্য সকল পুত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হইবে বলিয়া বর প্রদান করেন।"]

ঐতিহাসিক—ইতিহাসসম্বন্ধীয়; ইতি-হাসজ্ঞ। ইতিহাস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, -কী।

ঐতিহ্য—ইতিহ, কিংবদন্তী, পরম্পরাগত উপদেশ; ঐতিহাসিক কথা। ইতিহ+ষ্য স্বার্থে। বি; ক্লী।

ঐন্দ্র—১। জয়ন্ত; বালি; সুগ্রীব; অর্জুন। ইন্দ্র শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পুং। ২। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। বি; ক্লী। ৩। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**ঐন্দ্রী**।

ঐন্দ্রজালিক—কুহকসম্বন্ধীয়; কুহকী, মায়াবী, বাজিকর, magician. ইন্দ্রজাল+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঐন্দ্রজালিকী**।

ঐন্দ্রদ্যুম্ন—১। ইন্দ্রদ্যুম্ন-সম্বন্ধীয়। ইন্দ্রদ্যুম্ন+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী, -দ্যুম্নী। ২। ইন্দ্র-দ্যুম্নের পুত্র। বি; পুং। ৩। ইন্দ্রদ্যুম্নের উপাখ্যান। বি; স্ত্রী।

ঐন্দ্রলুপ্তিক—কেশনাশক রোগে আক্রান্ত, টেকো। ইন্দ্রলুপ্ত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঐন্দ্রলুপ্তিকী**।

ঐন্দ্রি—জয়ন্ত; বালি; সুগ্রীব; অর্জুন; কাক। ইন্দ্র শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐন্দ্রিয়ক—ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়; ইন্দ্রিয়গোচর, প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয় শব্দ+কণ্। বিণ।

ঐন্দ্রিলা—বৃত্রাসুরের ভার্যা। বি; স্ত্রী।

ঐন্দ্রী—১। ইন্দ্রসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রপত্নী, শচী; শক্তি বিঃ, দুর্গা; পূর্ব-দিক্। বি; স্ত্রী।

ঐ-মা—বিস্ময়সূচক, অপ্রত্যাশিত পরিণামের সংঘটনে বিস্ময়প্রকাশক; আক্ষেপব্যঞ্জক। বাংপ্র। অ।

ঐরাবত—ইন্দ্রহস্তী; সর্প বিঃ। ইরাবত শব্দ (সমুদ্র)+ষ্ণ ভবার্থে; প্রসিদ্ধি আছে যে সমুদ্রমন্থনে ঐরাবত হস্তীর উৎপত্তি। বি; পুং।

ঐরাবতী—ঐরাবতপত্নী, অভ্রমু; বিদ্যুৎ; নদী বিঃ। (ইহার আধুনিক নাম রাবি)। ঐরাবত+ঈপ্। বি; স্ত্রী;

ঐরূপ· ঐরকম, তদ্রূপ। বহু। বিণ।

ঐল—ইলাতনয়, পুরূরবাঃ। ইলা (সপত্নী)+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঐলবিল—কুবের। ইলবিলা+ষ্ণ অপ-ত্যার্থে। বি; পুং। [স্ত্রী· ঐশী।

ঐশ—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ।

ঐশশক্তি—ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ক্ষমতা। ঐশী যে শক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। [অসমাস স্থলে ঐশী শক্তি হইবে।]

ঐশানী—ঈশান কোণ; ঈশানজায়া, শিবা, দুর্গা। ঈশান+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ঐশিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐশিকী**।

ঐশী—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী। বিণ; স্ত্রী।

ঐশ্বর—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণ ইদ-মর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐশ্বরী**।

ঐশ্বরিক—ঈশ্বরসম্বন্ধীয়। ঈশ্বর শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐশ্বরিকী**।

ঐশ্বর্য—প্রভুত্ব; সম্পত্তি; ধন; অণিমা, লঘিমা, ব্যাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, [illegible]বিধ শক্তি। ঈশ্বর শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী। "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥"

ঐশ্বর্যগর্ব—প্রভুত্ব বা ধনজনিত অহংকার। ৬তৎ। বি ; পু।

ঐশ্বর্যগর্বিত—প্রভুত্ব বা সম্পদের জন্য গর্বান্বিত। ৩তৎ। বিণ।

ঐশ্বর্যবান্ (-বৎ)—প্রভুত্বসম্পন্ন ; ধনবান্। ঐশ্বর্য+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঐশ্বর্যবতী**।

ঐশ্বর্যশালী (-শালিন্)—ঐশ্বর্যবিশিষ্ট ; ধনবান্ ; আঢ্য। ঐশ্বর্য শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শালিনী**।

ঐষীক মহাভারত গ্রন্থের পর্ব বিঃ। ঈষীকা শব্দ+ক। বি ; স্ত্রী।

ঐষ্টিক—যজ্ঞসম্বন্ধীয়, যজ্ঞীয়, যাজ্ঞিক। ইষ্ট বা ইষ্টি+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঐষ্টিকী**।

ঐসে—ঐরূপে, ঐভাবে, ঐ প্রকারে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ঐহলৌকিক—ইহলোকসম্বন্ধীয়, ঐহিক। ইহলোক+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-লৌকিকী**।

ঐহিক—ইহলোকসম্বন্ধীয় ; ইহকালসংক্রান্ত, এই কালের। ইহ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঐহিকী**।

ঐহিকদর্শী (-দর্শিন্)-সংসারাসক্ত ; সাংসারিক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**, **-দর্শিত্ব**।

ও

ও—১। ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ ও ওষ্ঠ ; সম্বোধন ; অভিপ্রায় ; স্মরণ ; দয়া। ২। ব্রহ্মা। বি ; পু। ৩। সে, ঐ ব্যক্তি ; তাহা, ঐ বস্তু, প্রাণী বা বিষয়। সর্ব। ৪। আর, এবং ; সম্ভাবনা ; মাত্র। বাংপ্র। অ।

ওই—অই, ঐ, সম্মুখবর্তী। বাংপ্র। বিণ।

ওঃ—ক্রোধ-ক্লেশ ভয়াদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ওঁ—ওংকার, প্রণব, আত্মবীজ। অ।

ওঁকার—প্রণব। 'ওংকার' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

ওঁকে—উঁহাকে, উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে। বাংপ্র। সর্ব।

ওঁচলা—আবর্জনা, জঞ্জাল। বাংপ্র। বি।

ওঁচা, ওঁছা—বর্জিত ; উপেক্ষিত ; হেয়, ঘৃণিত ; হীন, অধম, নীচ। বাংপ্র। বিণ।

ওঁচানো—উঁচু হইয়া ওঠা ; অতিক্রম করা ; উঁচু করিয়া তোলা ; (অস্ত্রাদি) উত্তোলন করা, [illegible] করা। বাংপ্র। ক্রি।

ওঁদের—[illegible]াদের। বাংপ্র। সর্ব।

ওঁরা—উঁহারা। বাংপ্র। সর্ব।

ওকড়া—সকণ্টক ক্ষুদ্র বন্য ফল বিঃ (ইহা কাপড়ে লাগিলে বিঁধিয়া আটকাইয়া যায়) ; ওকড়া গাছ ; পাচন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ওকার—ও এই অক্ষর মাত্র ; বাঙ্গালায় 'ো' এই চিহ্ন। ও+কার স্বার্থে। বি ; পু।

ওকালত-নামা—উকিলের নিয়োগপত্র। <বকালৎ (আ)+নামহ্ (ফা)। বি।

ওকালতি—উকিলের কর্ম বা ব্যবসায়, অন্যের পক্ষসমর্থন। <আ 'বকালৎ'। বি।

ওকালতী—উকিলসম্বন্ধীয়। আ-মু। বিণ।

ওক্ত সময় ; বেলা। <আ 'বক্‌ৎ'। বি।

ওখান—অই স্থান। বাংপ্র। বি।

ওখানকার—অই স্থানের, তত্রত্য। বাংপ্র। বিণ।

ওগরানো-উগরানো (তাহা দ্রঃ)।

ওগো—প্রিয়জন বা নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে সম্বোধন। বাংপ্র। অ।

ওঘ—১। সমূহ ; জলবেগ, প্রবাহ ; পরম্পরা। উচ্ (একত্র করা)+অল্ কর্ম (চ-স্থানে ঘ)। ২। দ্রুত-নৃত্য। উচ্+অল্ অধি। ৩। উপদেশ। উচ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

ওঘবতী—মহাভারতোক্ত ওঘবান্ রাজার কন্যা। পতির আজ্ঞায় ইনি দ্বিজরূপধারী অতিথি ধর্মকে আপনার আত্মা পর্যন্ত প্রদান করেন, তাহাতে ধর্ম পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বর দেন। তদনুসারে ইনি লোকের হিতার্থে অর্ধদেহের দ্বারা নদীত্ব প্রাপ্ত হন। ওঘ (জলপ্রবাহ)+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ওঘবান্ (-বৎ)—জনৈক রাজার নাম, প্রতীকের পুত্র। ওঘবতী ইঁহারই কন্যা।

ওঙ্কার—প্রণব, ওঁ। ওম্ শব্দ+কার স্বার্থে। বি ; পু।

ওজ—পদ্ম। প্রা কপ্র। 'অব্জ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

ওজঃ (ওজস্)—১। তেজঃ ; বল ; কাব্যগুণ বিঃ। ওজ (বাঁচা)+অস্ করণ। ২। দীপ্তি ; শোভা ; অবষ্টম্ভ। ওজ+অস্ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ওজন—দ্রব্যাদির গুরুত্বের পরিমাণ-নির্ণয়, তৌল ; গুরুত্বের পরিমাণ ; সম্ভ্রম, গুরুত্ব, মর্যাদা। <আ 'বজন'। বি।

ওজন-করা—পরিমিত, মাপা। আ-মু। বিণ।

ওজর—মিথ্যা অজুহাত ; হেতুবাদ ; ব্যপদেশ, ছল, বাহানা ; আপত্তি। <আ 'উজর'। বি।

ওজস্বল—তেজস্বী ; বলবান্। ওজস্ শব্দ+বল অস্ত্যর্থে। বিণ।

ওজস্বিতা—তেজস্বিতা, ওজঃ, তেজঃ ; বলবত্তা, বল ; দীপ্তি। ওজস্বিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ওজস্বী (ওজস্বিন্)—ওজোগুণবিশিষ্ট ; তেজস্বী, বলবান্ ; দীপ্ত। ওজস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ওজস্বিনী**।

ওজিষ্ঠ—তেজীয়ান্ ; বলবান্। ওজস্বিন্ শব্দ+ইষ্ঠ অস্ত্যর্থে। বিণ।

ওজু—হেতু, কারণ ; মুসলমানদিগের নমাজের পূর্বে হস্তপদাদি প্রক্ষালন। আ-মু। বি।

ওজুহাৎ—হেতুবাদ, কারণসমূহ, grounds ; ওজর ; আপত্তি। <আ 'বজুহাৎ'। বি।

ওজোগুণ—কাব্যের গুণ বিঃ। গুণ শব্দ দ্রঃ। বি ; পু।

ওজোন—বায়ুরাশিস্থ অম্লজান-নামক বাষ্পের রূপভেদ বিঃ [তাড়িতসংযোগে ইহার উৎপত্তি। অম্লজান বাষ্প দ্বারা যে সকল কার্য ধীরে ধীরে হয়, ওজোন দ্বারা সেগুলি অতি সত্বর সাধিত হয়। ইহার শক্তিতে পূতিগন্ধ নিবারিত এবং বায়ু স্বাস্থ্যপ্রদ হয়]। <ইং 'ozone'. বি।

ওঝা—১। উপাধ্যায় ; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। মৈথিল। ২। দৈব-চিকিৎসক, মন্ত্রতন্ত্রের সাহায্যে চিকিৎসক ; ভূত-চিকিৎসক ; রোজা, বিষবৈদ্য। বাংপ্র। ৩। কুহকী, মায়াবী, জাদুকর। প্রা কপ্র। বি।

ওটকানো—উলটপালট করিয়া খোঁজা, ঘাঁটিয়া খোঁজা, অন্বেষণ করা। <উদ্ঘাটন। ক্রি।

ওটকিস্তি—দাবা খেলায় অপর পক্ষে বল ওঠায় যে কিস্তি পড়ে। বাংপ্র। বি।

ওটা—উহা, ঐ বস্তু বা বিষয়টা। বাংপ্র। সর্ব।

ওঠা, ওঠানো—উঠা, উঠানো (তাহা দ্রঃ)।

ওড়—ওয়াড়। বাংপ্র। বি।

ওড়-আড়—বাঁকচোর, আঁকবাঁক ; অন্ধি-সন্ধি ; গলিঘুঁজি ; আড়াল-বিড়াল। বাংপ্র। বি।

ওড়ন-পাড়ন—উত্তোলন ও পাতন, উঠানো ও নামানো ; উপায়। বাংপ্র। বি।

ওড়নষষ্ঠী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী [এই ষষ্ঠী হইতে জগন্নাথদেবের গাত্রে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়]। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ওড়না—স্ত্রীলোকের গাত্রাবরণ বা চাদর। বাংপ্র। বি।

ওড়ন্তা—উড়নচণ্ডী, বৃথা কাজে সঞ্চিত ধননাশক, অপব্যয়ী ; দুশ্চরিত্র। বাংপ্র। বিণ।

ওড়া—উড়া (তাহা দ্রঃ)।

ওড়ানো—উড়ানো (তাহা দ্রঃ)।

ওড়িয়া—উড়িষ্যার লোক, উড়িয়া ; উড়িষ্যার ভাষা। বাংপ্র। বি।

ওড্র—১। জবাফুল। আ—উড্+রক্

কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী। ২। জবারাহ ; উৎকল দেশ, উড়িষ্যা। পিং ; পু।

ওৎ, ওত—ঘাঁটি ; গুপ্তভাবে অবস্থিতি বা প্রতীক্ষা, আড়ি, আড়ালি। বাংপ্র। বি। **ওত পাতা**—আক্রমণ করিবার জন্য লুকাইয়া প্রতীক্ষা করা ; সুযোগের অপেক্ষায় থাকা।

ওত—যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ ('—বস্ত্র') ; প্রোত, অন্তর্ব্যাপ্ত। আ—বে (বয়ন করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

ওতপ্রোত—সর্বস্থানব্যাপ্ত। ওত এবং প্রোত, দ্বন্দ্ব। বিণ।

ওথা -১। তথায়, ঐখানে, সেখানে। অ। ২। ওখান। বাংপ্র। সর্ব।

ওদন—সিদ্ধান্ন ; ভাত। উন্দ (আর্দ্র হওয়া) +অন কর্ম। বি ; পু বা স্ত্রী।

ওধার—ঐ পার্শ্ব, ঐ দিক্, ঐ কিনারা। বাংপ্র। বি।

ওপর—উপর (তাহা দ্রঃ)।

ওপার অপর পার, অন্য তীর ; ওধার। বাংপ্র। বি।

ওম্—প্রণব, বিষ্ণুশিবব্রহ্মাত্মক বীজমন্ত্র ; ব্রহ্ম ; ওঁকার ; মঙ্গল ; আরম্ভ ; অপাকরণ। অব্ (রক্ষা করা)+ম্ কর্ত্তৃ ; অথবা অ (বিষ্ণু)+উ (শিব)+ম্ (ব্রহ্মা), সমাহার দ্বন্দ্ব সমাসে সন্ধি করিয়া পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। অ।

ওম তাপ, গরম, উষ্ণতা। <উষ্ণ। বি।

ওমরাহ (ওমরা)—আমীর শ্রেণীর লোক, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, বড়লোক, অভিজাত। <আ 'আমির'। বি।

ওমা—ভয় বিস্ময়-ক্লেশাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ওয়াক—বমন-চেষ্টা, বমির বেগ বা শব্দ। অনুকরণ শব্দ। অ।

ওয়াকফ - ইসলাম ধর্মমূলক দান, ইসলাম ধর্মসম্বন্ধীয় বৃত্তি। আ। বি।

ওয়াকিফ—জ্ঞাত, বিদিত, জ্ঞানবান্, অভিজ্ঞ। <আ 'বাকিফ'। বিণ।

ওয়াকিফ-হাল—অবস্থাভিজ্ঞ, অবস্থাবিষয়ে জ্ঞানবান্ বা বিদিত। আ-ফা-মু। বিণ।

ওয়াজিদ আলি শাহ্—অযোধ্যার শেষ নবাব। ওয়াজিদ আলির সময়ে নানারূপ শাসনবিশৃঙ্খলা ঘটায় তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ডালহৌসী ইহাকে সতর্ক করিয়া এক পত্র লেখেন যে, দুই বর্ষ মধ্যে যদি ওয়াজিদ আলি শাসনসংস্কার না করেন, তাহা হইলে তাঁহার হাত হইতে অযোধ্যা কাড়িয়া লওয়া হইবে। এই পত্রেও ওয়াজিদের চৈতন্যোদয় না হওয়ায় ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে ডালহৌসী ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশে অযোধ্যা ভারতসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন, এবং ওয়াজিদ আলিকে কলিকাতায় আনিয়া তাঁহার বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। অতঃপর কলিকাতার সন্নিহিত মুচিখোলায় তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। ইহার বংশধরেরা অদ্যাপি অযোধ্যার নবাববংশ বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন।

ওয়াট্সন—জনৈক ইংরেজ নৌসেনাধ্যক্ষ। 'অন্ধকূপহত্যা' দ্রঃ।

ওয়াড়—লেপ বালিশাদির আবরণ, খোল ; ঢাকন। বাংপ্র। বি।

ওয়াদা—মিয়াদ, নির্ধারিত সময় ; অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি। <আ 'বদহ্'। বি।

ওয়ানি—অতিসূক্ষ্ম মশক বিঃ। প্রাদেশিক। বি। ['বাপ্‌স্'। বি।

ওয়াপস - ফেরত, প্রত্যর্পণ। < ফা

ওয়াভেল (Wavell, Field Marshall Earl) (১৮৮৩—১৯৫০ খ্রীঃ)। ইনি ১৯৪৩ হইতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের বড়লাট ছিলেন।

ওয়ারিস—উত্তরাধিকারী। < আ 'বারিস্'। বি। [বি।

ওয়ারিসান উত্তরাধিকারিগণ। আ-মু।

ওয়ারেন, হেনরী ক্লার্ক (Henry Clarke Warren)—১৮৫৪ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর ইনি বোস্টন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ারেন আমেরিকাতেই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া প্রাচ্য দর্শন-সাহিত্যে অনুরাগী হন। পালিসাহিত্য ইঁহার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করে। বুদ্ধঘোষের "বিশুদ্ধি মাগ্‌গ" মূল হইতে অনুবাদ করিয়া ইনি "হারভার্ড ওরিয়েণ্টাল সিরিস" (Harvard Oriental Series) নামক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি কখনও প্রাচ্যদেশে আগমন করেন নাই।

ওয়ারেন হেস্টিংস্—'হেস্টিংস্' দ্রঃ।

ওয়ার্ড, রেভঃ উইলিয়ম্ (Rev. William Ward)—ইনি ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ওয়ার্ড বাল্যকালে ছাপাখানার পরিদর্শন কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। জসুয়া মার্সম্যান (Joshua Marsman) এবং ইনি মিশনারীরূপে নিযুক্ত হইয়া ১৭৯৯ খ্রী ১৩ই অক্টোবর শ্রীরামপুরে আগমন করেন। তথায় কেরীর সহিত মিলিত হইয়া ইনি 'মিশন' স্থাপন করেন। এখানে যাজন কার্য ব্যতীত ওয়ার্ড ছাপাখানার কার্যও দেখিতেন। এইখানেই ইনি বাইবেল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ মুদ্রণ জন্য টাইপ প্রস্তুত করেন, এবং কুড়িটির অধিক ভাষায় খ্রীষ্টধর্মগ্রন্থ অনুবাদিত করাইয়া মুদ্রিত করেন। ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইংরাজী ভাষায় হিন্দুদিগের ইতিহাস, সাহিত্য ও পুরাণ বিষয়ক এক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন এবং ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালাদেশে খ্রীষ্টধর্মে প্রথম দীক্ষিত হিন্দু কৃষ্ণপাল নামক জনৈক ব্যক্তির জীবনচরিত প্রকাশিত করেন। ঐ বৎসর ৭ই মার্চ ওয়ার্ড বিসূচিকা রোগে শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, উইলিয়ম (Wordsworth, William) - বিখ্যাত কবি। ১৭৭০ খ্রীঃ ইংলণ্ডের অন্তর্গত কাম্বার্ল্যাণ্ডশায়ারে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা একজন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ১৭৮৭ খ্রীঃ সেণ্ট জন কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং ১৭৯১ খ্রীঃ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৭৯০ খ্রীঃ ইনি Evening Walk (সান্ধ্যভ্রমণ) নামে এক ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করেন। ইহাই ইঁহার আদি রচনা। ইহার পর ইনি বহুতর কবিতা রচনা করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন। ইনি "ওড্ অন্ ইম্‌মর্টালিটি" নামক কবিতায় আত্মার অবিনশ্বরতা ও পূর্বজন্মবাদ স্বীকার করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে রাজকবি সাউদির মৃত্যুর পর ইনি উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়া বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড পেনসন পাইতেন। ১৮৫০ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

-ওয়ালা, -ওলা—ব্যবসায়ী ; কর্মচারী ; মালিক, কর্তা ; যুক্ত, বিশিষ্ট। (অন্য শব্দের যোগে ব্যবহৃত হয়। যেমন 'পানওয়ালা, পাহারাওয়ালা, বাড়িওয়ালা' ইত্যাদি)।

ওয়াশিংটন, জর্জ (Washington, George) (১৭৩২ ১৭৯৯ খ্রীঃ)। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি (President). আমেরিকার ভার্জিনিয়া প্রদেশে ইঁহার জন্ম।

ওয়াশিংটন, বুকার টি. (Washington Booker T.)—(১৮৫৮—১৯১৫ খ্রীঃ)। বিখ্যাত নিগ্রো শিক্ষাব্রতী। আমেরিকায় দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গেলে ইনি নিজের চেষ্টায় প্রভূত বিদ্যা অর্জন করেন। ইঁহার আত্মজীবনী 'Up from Slavery' একখানি বিখ্যাত বই।

ওয়াসিল—উসুল আদায়, পাওনা। <আ 'বাসিল্'। বি।

ওয়াসিলাত—ন্যায্য প্রাপ্য সম্পত্তি পরাধিকারে থাকার সময়ে তাহার আয় বা

তাহার ক্ষতিপূরণ, mesne profits. আ-মু। বি।

ওয়াস্তা—হেতু, কারণ ; মুখাপেক্ষা, খাতির। <আ 'বাসিতহ্'। বি। **ওয়াস্তে**—কারণে, নিমিত্তে ; খাতিরে।

ওয়াহাবী—আবদুল ওয়াহাব প্রবর্ত্তিত মুসলমান ধর্মমত বিঃ। মধ্য-আরবের নাজদ প্রদেশে অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল ওয়াহাব জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত মূলতঃ এই,—"এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিবে এবং যাহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, এমন ভাবে মহম্মদকে বাড়াইবে না। মূর্ত্তি, উৎসব, উপবাসাদি অনুষ্ঠান নিষেধ। আর তরবারি সাহায্যে মুসলমান ধর্মের প্রসারবৃদ্ধি করিতে হইবে।" মুসলমানেরা শিয়া ও সুন্নী নামে দুই দলে বিভক্ত। শিয়াগণ বাহ্যানুষ্ঠানের পক্ষপাতী। সুন্নীগণ তাহা নহে। ওয়াহাবী মত সুন্নী মতের একটি সংস্কৃত শাখা।

ওয়েবর, এলব্রেট ফ্রেডরিক (Albrecht Friedrick Weber)—জার্মান পণ্ডিত। জন্ম—১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮২৫ খ্রীঃ। সংস্কৃত ভাষা বৈজ্ঞানিকভাবে অধ্যয়ন করিবার পথ যাঁহারা প্রথমে প্রদর্শন করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ১৮৪৯ হইতে ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ মধ্যে ইনি শ্বেত যজুর্বেদ ও অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ওয়েবর সাহেব বার্লিনের রাজকীয় পুস্তকালয়ের সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থের একটি মূল্যবান্ তালিকা প্রস্তুত করেন। ১৮৫০ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ইনি ভারতবিষয়ক নানা প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাকৃত ভাষা অধ্যয়ন সম্বন্ধে ইনি পথপ্রদর্শক। ইনি জৈনধর্ম-সম্বন্ধেও অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। অতঃপর ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেন। শেষাবস্থায় ইঁহার চক্ষুপীড়া জন্মে। ১৯০১ খ্রীঃ ৩০শে নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

ওয়েবস্টার, নোয়া (Webster, Noah) (১৭৫৮—১৮৪৩ খ্রীঃ)। আমেরিকার প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক ও অভিধান-সংকলয়িতা।

ওয়েলিংটন, ডিউক অব (First Duke of Wellington)—ইনি লর্ড মর্নিংটনের চতুর্থ পুত্র এবং ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল মারকুইস্ অব্ ওয়েলেস্লীর ভ্রাতা। ইঁহার জন্ম ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দ, ১লা মে। সৈনিক বিভাগের কর্মচারী হইয়া ইনি ১৭৯৭ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি ভারতবর্ষে আগমন করেন। টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধের সময়ে ইনি সেরিংগাপাটামে উপস্থিত ছিলেন। টিপুর পরাজয় ও মৃত্যুর পর ইনি উক্ত রাজধানীর পর্যবেক্ষণ-ভার প্রাপ্ত হইয়া সেখানকার লুণ্ঠন বন্ধ করিয়া শান্তিস্থাপন করিলেন। নবপ্রাপ্ত টিপুর রাজ্য ইনি কিছুদিন দক্ষতার সহিত শাসন করেন। ১৮০২।৩ খ্রীঃ অব্দে সিন্ধিয়া, হোলকার ও বেরারের রাজা ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিলে ইনি মাদ্রাজের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হইয়া পুনা শহর রক্ষা করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি এদেশ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দে টালাভেরার যুদ্ধ ও ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দে নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হন। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে রাজমন্ত্রী পদ লাভ করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

ওয়েল্স্, এইচ. জি. (Wells, Herbert George)—(১৮৬৬—১৯৪৬ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। ইঁহার 'Outline of History' পুস্তকটি বিশ্বসাহিত্যে অপরূপ দান। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

ওয়েলেস্লী, রিচার্ড কলী, মারকুইস অব্ (Richard Colley, Marquis of Wellesley) ইনি ভুবনবিখ্যাত ডিউক অব্ ওয়েলিংটনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও প্রথম লর্ড মর্নিংটনের পুত্র। ইনি ১৭৬০ খ্রীঃ ২০শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে রাজসরকারে বিবিধ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া পরে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদে ১৭৯৮ খ্রীঃ ১৮ই মে হইতে ১৮০৫ খ্রীঃ ৩০শে জুলাই পর্য্যন্ত কার্য করেন। ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনাগুলি নিম্নে সংক্ষেপে লিখিত হইল।—টিপু সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যু (৪ঠা মে, ১৭৯৯)। কিয়দংশ বাতিত, মহীশূর রাজ্যের হিন্দুরাজ-হস্তে পুনর্বার গমন। হাইদ্রাবাদের নিজামকে কতকগুলি প্রদেশ প্রদান এবং বন্ধু ও আশ্রিত রাজা বলিয়া পরিগণন। কর্ণাট প্রদেশকে কোম্পানির অধিকারে আনয়ন। মারহাট্টা শক্তির খর্বীকরণ। ১৮০০ খ্রীঃ কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপন। ভারতবর্ষে রবিবারকে বিশ্রাম দিন বলিয়া স্থিরীকরণ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি বিবিধ উচ্চ পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩৫ খ্রীঃ ইনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৪২ খ্রীঃ ২৬শে সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করেন। জীবনের অন্তিমভাগ পর্য্যন্ত ইনি বিদ্যালোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন।

ওয়েস্টকোট—কতুয়াশ্রেণীর একজাতীয় জামা। <ইং 'waistcoat'. বি।

ওর—১। উহার, ঐ ব্যক্তির। বাংপ্র। সর্ব। ২। সীমা, অবধি, শেষ সংখ্যা, ইয়ত্তা ; কূল, পার। প্রা কপ্র। বি।

ওরফে—নামান্তরে, বনাম, alias. <আ 'উর্ফ্'। ক্রি-বিণ।

ওরসা—আর্দ্র, ভিজা। বাংপ্র। বিণ।

ও'রে—১। উহারে, উহাকে। বাংপ্র। সর্ব। ২। সম্বোধনসূচক শব্দ। অ।

ওল—মূল বিঃ, শূরণ। আ—বল্ (বৃদ্ধি পাওয়া) + অন্ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ওলকপি—শালগমের ন্যায় কন্দ বিঃ। < ইং 'kohlrabi'. বি।

ওলট—উলট (তাহা দ্রঃ)।

ওলটকম্বল—উলট-কম্বল (তাহা দ্রঃ)।

ওলটপালট—উলটপালট (তাহা দ্রঃ)।

ওলটানো—উল্টানো (তাহা দ্রঃ)।

ওলতলা—চাঁইচতলা। প্রাদেশিক। বি।

ওলন—নামন, অবতরণ ; ওলনদড়ির প্রান্তলগ্ন ভার ; ওলনদড়ি। বাংপ্র। বি।

ওলনদড়ি—প্রান্তভাগে ভারযুক্ত যে দড়ি বা সুতা নামাইয়া গাঁথনির সমতা বা জলের গভীরতা পরীক্ষা করা যায়। বাংপ্র। বি।

ওলন্দা—একপ্রকার বড় মটর, বিলাতী মটর। পো-মু। বি।

ওলন্দাজ—১। ইউরোপের হল্যাণ্ডদেশের অধিবাসী। বি। ২। হল্যাণ্ডদেশজাত ; হল্যাণ্ডসম্বন্ধীয়, Dutch. < পো 'Hollandez'. বিণ।

ওলা—১। মিছরি গুঁড়ার মোয়া বা লাড়ু ; খেজুর রসের শেষভাগ ; ওলাউঠা রোগের দেবী, ওলাই চণ্ডী। বাংপ্র। বি। ২। উলা, নামা, অবতরণ করা ; ভেদ হওয়া। ক্রি।

ওলাই-চণ্ডী—ওলাউঠা রোগের দেবী। বাংপ্র। বি।

ওলাউঠা—রোগ বিঃ, ভেদবমন, বিসূচিকা। ওলা (নামা অর্থাৎ ভেদ) এবং উঠা (বমন)। [কেহ কেহ বলেন, ওলাউঠা রোগ পূর্বে দেশে ছিল না, ১৮১৭ খ্রীঃ নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি স্থানে প্রথম দেখা দেয়, এবং তৎপরে ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে ; আবার কেহ কেহ বলেন, এই রোগ বরাবরই এদেশে আছে। আয়ুর্বেদে যাহাকে বিসূচিকা বলে, তাহাই আধুনিক ওলাউঠা বা কলেরা (cholera)]। বাংপ্র। বি।

ওলানো—উলানো, নামানো। বাংপ্র ক্রি।

ওলাবিবি—মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের ওলাউঠা রোগনিবারিণী দেবী। বাংপ্র। বি।

ওলাহন—গঞ্জনা, খোঁটা ; দোষারোপ, নিন্দা। প্রা কপ্র। বি।

ওলো—নারীগণের পরস্পরের প্রণয়সূচক সম্বোধন। প্রাকৃত ভাষায় ব্যবহৃত 'হলা' শব্দের অপভ্রংশ [স্ত্রীলোকগণ সচরাচর পরস্পর প্রণয়সূচক বা তুচ্ছ সম্বোধনে এই শব্দটি ব্যবহার করিয়া থাকে]। অ।

ওল্ল—ওল, শূরণ। বি ; পু।

ওশ, ওস—হিম, শিশির। প্রাদেশিক। বি।

ওষধি, ওষধী—জ্যোতির্লতা, যে-সকল লতাগুল্ম হইতে রাত্রিকালে উজ্জ্বল কিরণ নিঃসৃত হয় ; ফলপাকান্ত উদ্ভিদ, যে-সকল উদ্ভিদের ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায় [যেমন কদলী, ধান্য ইত্যাদি]। ওষ শব্দ (দাহ)—ধা (ধারণ করা) + কি অধি। বি ; স্ত্রী।

ওষধিনাথ, ওষধীনাথ—চন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

ওষধিপতি, ওষধীপতি, ওষধীশ—চন্দ্র ; কর্পূর। ৬তৎ। বি ; পু।

ওষধিপ্রস্থ হিমালয় ; হিমালয়স্থ পুর বিঃ [গঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে এইখানে নিপতিতা হন]। বি ; পু।

ওষুদ, ওষুধ—১। ভেষজ ; তুকতাক, বশীকরণ। 'ঔষধ' শব্দের অপভ্রংশ। ২। জনন বা মরণ জন্য অশৌচ। অশৌচ শব্দের অপভ্রংশ। বি।

ওষ্ঠ-উপর ঠোঁট, ঠোঁট। উষ (দাহ করা) + থন্ কর্ম। বি ; পু।

ওষ্ঠপল্লব—ওষ্ঠরূপ নবপত্র, অর্থাৎ আরক্ত ওষ্ঠ, গোলাপী রঙের ঠোঁট। ওষ্ঠরূপ পল্লব, রূপক কর্মধা, অথবা ওষ্ঠ পল্লবপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

ওষ্ঠপুট—পুটাকার ওষ্ঠাধর, ঠোঙ্গার মত ঠোঁট দুইটি ; উপরের ও নীচের ঠোঁট। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

ওষ্ঠপুষ্প-১। বাঁধুলি ফুল। ওষ্ঠতুল্য যে পুষ্প, মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। বাঁধুলি ফুলের গাছ। ওষ্ঠতুল্য পুষ্প যাহার, বহু। বি ; পু।

ওষ্ঠব্রণ—ওষ্ঠজাত স্ফোটক, ঠোঁটের ফোড়া। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

ওষ্ঠাকার—ঠোঁটের মত আকৃতিবিশিষ্ট, labiate. বহু। বিণ।

ওষ্ঠাগত—যাহা ওষ্ঠ পর্যন্ত আসিয়াছে এমন, বহির্গতপ্রায়। ওষ্ঠকে আগত, ২তৎ। বিণ।

ওষ্ঠাগতপ্রাণ—যাহার প্রাণ যাইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ।

ওষ্ঠাধর—ওষ্ঠ এবং অধর, উপরের ও নীচের উভয় ঠোঁট। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

ওষ্ঠ্য—ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য বর্ণ। ওষ্ঠ + ক্য ভবার্থে। বি ; পু।

ওস—'ওশ' দ্রঃ।

ওসার—১। প্রস্থ, পরিসর। <প্রসার। ২। বালিশ ইত্যাদির আবরণ। বাংপ্র। বি।

ওস্তাগর—শিক্ষক, গুরু ; সুনিপুণ দরজী ; উচ্চশ্রেণীর শিল্পী। <ফা 'উস্তাদ্‌কার'। বি।

ওস্তাদ গুরু, শিক্ষক, উপদেষ্টা ; কলাবিদ্যায় সুপণ্ডিত ; সংগীতবিশারদ। <ফা 'উস্তাদ'। বি।

ওস্তাদি-ওস্তাদের কার্য বা ব্যবহার, শিক্ষকতা, গুরুগিরি ; (ব্যঙ্গার্থে) বাহাদুরি, চালাকি। <ফা 'উস্তাদ'। বি।

ওস্তাদী—নিপুণ ; প্রকৃত গায়কের যোগ্য ; উৎকৃষ্ট সংগীতের সুরতালসমন্বিত। ফা-মূ। বিণ।

ওহাবী—'ওয়াহাবী' দ্রঃ। [বি।

ওহাড়ন—আবরণ, আচ্ছাদন। প্রা কপ্র।

ওহে-সম্বোধন শব্দ। <অহে। অ।

ওহো—খেদ-বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। <অহো। অ।

ঔ

ঔ—১। চতুর্দশ স্বরবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ও কণ্ঠ ; সম্বোধন ; নির্ণয় ; বিরোধ ; শূদ্রজাতির প্রণব। অ। ২। পৃথিবী। বি ; স্ত্রী। ৩। অনন্ত ; শব্দ। বি ; পু।

ঔঁ—শূদ্রদিগের প্রণব (যেমন দ্বিজাতির প্রণব ওঁম্)। অ।

ঔকার-ঔ এই বর্ণ মাত্র, বাঙ্গালায় 'ৌ' এই চিহ্ন। ঔ + কার স্বার্থে। বি ; পু।

ঔখদ-ঔষধ। প্রা কপ্র। বি।

ঔঘ-জলসমূহ, বারিরাশি। ওঘ + ষ্ণ সমূহার্থে। বি ; পু।

ঔঘটঘাটে—আঘাটায় ; অঘাটে। প্রা কপ্র। বি।

ঔচিতী-ঔচিত্য, ন্যায্যতা। উচিত + ষ্ণ ভাবার্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঔচিত্য-উপযুক্ততা ; কর্তব্যতা ; ন্যায্যতা। উচিত শব্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঔচ্চ, ঔচ্চ্য-উচ্চতা, উন্নতি, উচ্ছ্রায়। উচ্চ + ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঔজসিক-১। তেজস্বী, বলশালী। ওজস্ শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔজসিকী**। ২। বীর, শূর। বি ; পু।

ঔজস্য—ওজঃ, তেজস্বিতা ; উগ্রতা, তীব্রতা, প্রখরতা। ওজস্ + ষ্ণ্য স্বার্থে। বি। ক্লী।

ঔজ্জ্বল্য—উজ্জ্বলতা ; দীপ্তি। উজ্জ্বল শব্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঔট—বাহির, বহির্গত ; পারগত, পারদর্শী। <ইং 'out'. বিণ।

ঔড়ব—(সংগীতে) যে রাগে পাঁচ স্বর ব্যবহৃত হয়। <ওড়ব। বি।

ঔড়ুপিক-উড়ুপসম্বন্ধীয় ; ভেলা দ্বারা পার হওয়া যাইতে পারে এরূপ ('— জলস্রোত')। উড়ুপ + ষ্ণিক। বিণ।

ঔড্র—১। ওড্রসম্বন্ধীয়, উড়িষ্যাদেশীয়, উৎকলের ; উৎকলবাসী। ওড্র + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ঔড্রী**। ২। উড়িষ্যার লোক, উড়িয়া। বি ; পু।

ঔৎকট্য—উৎকটতা, তীব্রতা ; দারুণত্ব, বিষমত্ব ; আধিক্য, আতিশয্য ; দুঃসাধ্যতা, কাঠিন্য, প্রচণ্ডতা, প্রাবল্য ; ক্ষিপ্ততা, মত্ততা। উৎকট + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঔৎকর্ষ্য-উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা ; উৎকর্ষজনিত যশ ; শ্রীবৃদ্ধি। উৎকর্ষ + ষ্ণ্য। বি ; ক্লী।

ঔৎকোচিক—উৎকোচসম্বন্ধীয় ; উৎকোচদাতা ; উৎকোচগ্রাহক ; উৎকোচপ্রিয়, ঘুষখোর। উৎকোচ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

ঔত্তরপথিক-১। উত্তরপথসম্বন্ধীয় ; উত্তরপথগামী। উত্তরপথ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-পথিকী**। ২। উত্তরপথগামী ব্যক্তি ; উপাসক বিঃ। বি ; পু।

ঔত্তরপদিক—উত্তরপদসম্বন্ধীয় ; উত্তরপদগ্রাহী। উত্তরপদ + ষ্ণিক। বিণ।

ঔত্তরেয়-উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুর ঔরসজাত পুত্র, রাজা পরীক্ষিৎ। উত্তরা শব্দ + ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

ঔত্তানপাদ, ঔত্তানপাদি—উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব। উত্তানপাদ শব্দ + ষ্ণ, পক্ষান্তরে ষ্ণি অপত্যার্থে। বি ; পু।

ঔৎপাতিক-উৎপাতসম্বন্ধীয়। উৎপাত + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔৎপাতিকী**।

ঔৎসঙ্গিক—উৎসঙ্গসম্বন্ধীয়, অঙ্কীয়, ক্রোড়ীয় ; অঙ্কে নীত ; ক্রোড়স্থ। উৎসঙ্গ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔৎসঙ্গিকী**।

ঔৎসর্গিক-উৎসর্গসম্বন্ধীয়। উৎসর্গ শব্দ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔৎসর্গিকী**।

ঔৎসুক্য-উৎসুকতা ; উৎকণ্ঠা ; আগ্রহ। উৎসুক শব্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঔদক—উদকসম্বন্ধীয়, জলীয় ; জলময় ; জলচর। উদক + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ঔদকী**।

ঔদনিক—সূপকার, পাচক। ওদন শব্দ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔদনিকী**।

ঔদরিক—উদরম্ভরি, পেটুক ; স্বার্থপর। উদর + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔদরিকী**।

ঔদার্য—উদারতা, মহত্ত্ব ; বদান্যতা, দাতৃত্ব। উদার শব্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঔদাসীন্য—উদাসীনতা, বৈরাগ্য ; সম্পদ্ বিপদে উপেক্ষা ; অবজ্ঞা, উপেক্ষা। উদাসীন শব্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঔদাস্য—উদাসীনতা, বৈরাগ্য; অমনোযোগ; অবজ্ঞা, উপেক্ষা। উদাস+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঔদুম্বর—উদুম্বরসম্বন্ধীয়। উদুম্বর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔদুম্বরী**।

ঔদ্দালক—জনৈক মুনি। উদ্দালক শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পুং।

ঔদ্ধত্য বিনয়াভাব; অবিনয়; দম্ভ, দেমাক; ধৃষ্টতা; অশিষ্টতা। উদ্ধত শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঔদ্ধারিক—১। উদ্ধারসম্বন্ধীয়; বিভাগকালে উদ্ধারার্থ দেয়। উদ্ধার+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**। ২। দায়ধন। বি; ক্লী।

ঔদ্বাহিক-বিবাহসম্বন্ধীয়; বিবাহকালে কৃত; বিবাহকালে লব্ধ ('—যৌতুক')। উদ্বাহ (বিবাহ)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী-**ঔদ্বাহিকী**।

ঔদ্ভিজ্জ ১। উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদজাত, ঔদ্ভিদ। উদ্ভিজ্জ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ঔদ্ভিজ্জী**। ২। পাংশু লবণ, পাঙ্গা নুন। বি; ক্লী।

ঔদ্ভিদ—১। উদ্ভিদসম্বন্ধীয়, গাছপালাসংক্রান্ত; উদ্ভিজ্জ, উদ্ভিদজাত। উদ্ভিদ্ বা উদ্ভিদ শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ঔদ্ভিদী**। ২। সৈন্ধব লবণ। বি; ক্লী।

ঔন্নত্য—উন্নতি, উচ্চতা। উন্নত+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঔপকূলিক-উপকূলসম্বন্ধীয়; উপকূলস্থিত; উপকূলজাত। উপকূল+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপকূলিকী**।

ঔপগ্রহিক—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র বা সূর্য; গ্রহণ। উপগ্রহ+ষ্ণিক। বি; পুং।

ঔপচারিক—১। উপচারসম্বন্ধীয়। উপচার শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। ২। উপচার। বি; পুং। স্ত্রী—**ঔপচারিকী**।

ঔপদেশিক-উপদেশসম্বন্ধীয়; উপদেশলব্ধ। উপদেশ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপদেশিকী**।

ঔপনায়নিক-উপনয়নসম্বন্ধীয়; উপনয়নপ্রবর্তক। উপনয়ন+ষ্ণিক। বিণ।

ঔপনিবেশিক-উপনিবেশসম্বন্ধীয়, colonial; উপনিবেশকারী; উপনিবেশবাসী, colonist. উপনিবেশ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শিকী**। **ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন**-পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত উপনিবেশসমূহে যেরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল তাহা, dominion status.

ঔপনিষদ—১। উপনিষৎসম্বন্ধীয়; ব্রহ্মবিদ্যাসংক্রান্ত; উপনিষদ্ শাস্ত্র-নির্ণীত। উপনিষদ্+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔপনিষদী**। ২। উপনিষৎপ্রতিপাদ্য পরমাত্মা। বি; পুং।

ঔপন্যাসিক-উপন্যাস-সম্বন্ধীয়; উপন্যাসময়, উপন্যাসাত্মক; উপন্যাসতুল্য; উপন্যাসকার। উপন্যাস+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপন্যাসিকী**।

ঔপপত্তিক-উপপত্তিসম্বন্ধীয়; যুক্তি দ্বারা সমর্থিত, প্রতিপাদক। উপপত্তি+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপপত্তিকী**।

ঔপমিক—উপমাসম্বন্ধীয়; উপমাদ্বারা কল্পিত বা নির্দিষ্ট। উপমা+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপমিকী**।

ঔপম্য—সাদৃশ্য, তুল্যতা। উপমা শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঔপায়িক—১। উচিত, ন্যায্য, উপযুক্ত। উপায়+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপায়িকী**। ২। উপায়; যুক্তি। বি; ক্লী।

ঔপরোধিক—উপরোধসম্বন্ধীয়; অনুরোধসংক্রান্ত। উপরোধ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ধিকী**।

ঔপল—উপলসম্বন্ধীয়; উপলনির্মিত। উপল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔপলী**।

ঔপসর্গিক ১। উপসর্গসম্বন্ধীয়। 'উপসর্গ' দ্রঃ। উপসর্গ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔপসর্গিকী**। ২। সন্নিপাতরোগ বিঃ। বি; পুং।

ঔপাধিক—উপাধিসম্বন্ধীয়; উপাধিমাত্রধারী, নামমাত্র; অবাস্তব। উপাধি+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপাধিকী**।

ঔপাধ্যায়ক-উপাধ্যায়সম্বন্ধীয়; উপাধ্যায় হইতে প্রাপ্ত। উপাধ্যায়+কণ্ ইদমর্থে। বিণ।

ঔপায়িক -উপায়সম্বন্ধীয়; উপায়-নিষ্পন্ন; উপায়সাধ্য; উপায়লভ্য। উপায়+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঔপায়িকী**।

ঔরগ ১। উরগসম্বন্ধীয়, সর্পসংক্রান্ত, সার্প। উরগ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔরগী**। ২। অশ্লেষা নক্ষত্র। বি; ক্লী। ৩। উরগ, সর্প। উরগ+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পুং।

ঔরৎ—স্ত্রীলোক, জানানা। আ। বি।

ঔরস, ঔরস্য—১। ধর্মপত্নীজাত স্বয়ং উৎপাদিত ('—সন্তান')। উরস্+ষ্ণ, ষ্য ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী-**ঔরসী**। ২। ঔরসপুত্র। বি; পুং। ৩। বীর্য, পিতৃত্ব। বি।

ঔরসজাত—নিজের দ্বারা ধর্মপত্নীর গর্ভে উৎপাদিত। ৩৩৫। বিণ।

ঔর্ণ—ঊর্ণাসম্বন্ধীয়; ঊর্ণাময়, ঊর্ণানির্মিত, পশমী। ঊর্ণা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔর্ণী**।

ঔর্ধ্বদেহিক, ঔর্ধ্বদৈহিক—১। অন্ত্যেষ্টিসম্বন্ধীয়। ঊর্ধ্বদেহ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী, -কী**। ২। প্রেতকৃত্য, অন্ত্যেষ্টি, অগ্নিসংকার-তর্পণাদি ক্রিয়া। বি; ক্লী।

ঔর্ব—১। পার্থিব। উর্বী শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী **ঔর্বী**। ২। পাংশু লবণ, পাঙ্গা নুন। বি; ক্লী। ৩। মুনি বিঃ; বাড়বানল। ঊর্ব+ষ্ণ অপত্যার্থে। বিঃ পুং। [বাড়বানলের উৎপত্তি সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে;- ক্ষত্রিয় কর্তৃক ভৃগু মুনির অপমানের পর ঊর্ব ঋষি যৎকালে গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে ক্ষত্রিয়েরা ঊর্বের জননীর গর্ভ নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে ঊর্ব ঊরু ভেদ করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, এবং প্রতিহিংসাসাধনের নিমিত্ত কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। ইহার উগ্র তপস্যায় সর্ব প্রাণী বিনাশপ্রাপ্ত হইলে পিতৃপুরুষ পিতৃলোক হইতে ইহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইহাকে ক্রোধ ত্যাগ করিতে বলেন; কিন্তু ইনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন পিতৃগণ ইহাকে বলিলেন যে, জলই সর্বলোকের আশ্রয়, অতএব সর্বলোকবিনাশক তাঁহার ক্রোধাগ্নি জলে নিক্ষেপ করিলেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইবে। তদনুসারে ঊর্ব সমুদ্রমধ্যে আপনার ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ করিলে, অগ্নি বৃহৎ অশ্বমুণ্ডরূপী হইয়া মুখদ্বারা অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া সমুদ্রের জল পান করিতে লাগিলেন]।

ঔর্বানল—বাড়বানল। ঔর্বনামক অনল, মধ্যপ। বি; পুং।

ঔলূক-পেচকসমূহ, পেঁচার ঝাঁক। উলূক+ষ্ণ সমূহার্থে। বি; ক্লী।

ঔলূক্য -১। বৈশেষিক দর্শন। উলূক+ষ্য। বি; ক্লী। ২। উক্ত দর্শনপ্রণেতা মুনি। বি; পুং।

ঔশনস—১। শুক্রাচার্যসম্বন্ধীয়। উশনস্+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ঔশনসী**। ২। শুক্রাচার্য-প্রণীত গ্রন্থ। বি; ক্লী।

ঔশনসী—১। শুক্রাচার্যসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্রাচার্যের কন্যা এবং রাজা যযাতির পত্নী দেবযানী। উশনস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঔশীর, ঔষীর-১। চামরদণ্ড। উশীর বা উষীর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বি; পুং। ২। উশীরময় শয়নাসন; শয্যা; আসন; বেণার মূল; চামর। বি; ক্লী। ৩। উশীরসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**ঔশীরী, ঔষীরী**।

ঔষধ—ওষধিজাত রোগনাশক দ্রব্য, ভেষজ; ওষধি+ষ্ণ ভবার্থে। বি; ক্লী।

ঔষধধারণ—মাদুলি পরা; মন্ত্রপূত অঙ্গুরী পরা; শরীরে সুতা দিয়া গাছগাছড়া বাঁধা। ৬৩৫। বি; ক্লী।

ঔষধপথ্য—রোগীর উপযুক্ত ভেষজ ও খাদ্যাদি, medicine and diet. ৬৩৫। বি; ক্লী।

ঔষধসেবন- ঔষধ খাওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ঔষধাজীব—ঔষধ ব্যবসায়ী। ঔষধ আজীব যাহার, বহু। বি; পু।

ঔষধালয়-- যেখানে ঔষধ থাকে বা পাওয়া যায়, ডাক্তারখানা। ঔষধের আলয়, ৬তৎ। বি; পু।

ঔষধি—ঔষধ। কপ্র। বি।

ঔষধীয়—ঔষধসম্বন্ধীয়, ভেষজসংক্রান্ত। ঔষধ +ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

ঔষর—১। উষর ভূমিজাত। উষর+ষ্ণ। বিণ। ২। পাংশুলবণ; অবস্কান্ত। বি; ক্লী। [বিণ। স্ত্রী - **ঔষরী**।

ঔষস—ঊষাসম্বন্ধীয়। উষস্+ষ্ণ ইদমর্থে।

ঔষীর—'ঔশীর' দ্রঃ।

ঔষ্ট্র--১। উষ্ট্রসম্বন্ধীয়; উষ্ট্রজাত। উষ্ট্র+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ঔষ্ট্রী**। ২। উষ্ট্রসমূহ, উষ্ট্র-জাতি। বি; ক্লী।

ঔষ্ঠ্য- ওষ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য ('— বর্ণ')। ওষ্ঠ+ষ্য ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী· **ঔষ্ঠ্যী**।

ঔষ্ণ, ঔষ্ণ্য—উষ্ণতা, উত্তাপ। উষ্ণ+ষ্ণ, ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ঔষ্ণীক—উষ্ণীষধারী। উষ্ণীষ+কণ্। বিণ।

ঔষ্ম্য—উষ্মা, উষ্ণতা, উত্তাপ। উষ্ম বা উষ্মন শব্দ+ষ্য স্বার্থে। বি; ক্লী।

ক

ক—১। প্রথম হলবর্ণ। ২। আত্মা; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; সূর্য; অগ্নি; বায়ু; যম; দক্ষ; কন্দর্প; কাল; রাজা; পক্ষী; ময়ূর; দেহ; শব্দ; দীপ্তি। কৈ (শব্দ করা), অথবা কচ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু। ৩। মস্তক; কেশ; জল; সুখ; মনঃ; ধন; রোগ। বি; ক্লী। ৪। কত; কয়টা। বাংপ্র। বিণ।

কই—১। কহি, বলি। কপ্র। ক্রি। ২। অসম্মতি-বিস্ময়াদিসূচক শব্দ; ঈপ্সিত-বিষয়ে প্রশ্ন। বাংপ্র। অ। ৩। মৎস্য বিঃ। < কবয়ী। বি।

কইল—কহিল, বলিল। কপ্র। ক্রি।

কইলা—১। কহিল, বলিল; কহিলে, বলিলে। কপ্র। ক্রি। ২। বকনা বা নই-বাছুর। প্রাদে। বি।

কইলে—১। কহিলে, বলিলে। কপ্র। ক্রি। ২। বকনা বা নই-বাছুর। প্রাদে। বি।

কইসর—সম্রাট্, বাদশা, রাজা; ভূতপূর্ব জার্মান সম্রাট্দের উপাধি। <লাটিন 'Caesar'. বি।

কএ—করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

কওয়া—কহা, বলা। বাংপ্র। ক্রি।

কওরে—গ্রামে। প্রা কপ্র। বি।

কংগ্রেস—ভারতবাসিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক মহাসভা; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থাপরিষদ্। <ইং 'congress'. বি।

কংগ্রেসওয়ালা—কংগ্রেসের লোক, যে কংগ্রেসের কাজ করে। বাংপ্র। বি।

কংগ্রেসী-- কংগ্রেস-সংক্রান্ত; কংগ্রেসের; কংগ্রেস-অধিকৃত। বাংপ্র। বিণ।

কংশ--কংস, কাঁসা; পানপাত্র। কম্ (কামনা করা)+শ কর্ম। বি; পু বা ক্লী।

কংস—১। কাংস্য, কাঁসা; কাংস্যপাত্র; পরি-মাণ বিঃ। কম্ (কামনা করা)+স কর্ম। বি; পু বা ক্লী।

২। স্বনামখ্যাত কৃষ্ণদ্বেষী অসুর বিঃ, কৃষ্ণ-জননী দেবকীর পিতৃব্য উগ্রসেনের পুত্র, সুতরাং সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুল। ইনি জরাসন্ধ রাজার অস্তি ও প্রাপ্তি নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। একে স্বয়ং স্বভাবতঃ দুর্বৃত্ত, তদুপরি জরাসন্ধের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়ায় কংস যাবতীয় যাদবগণকে উপেক্ষা করিয়া এবং স্বীয় জনক উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া আপনি মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ইঁহার পিতৃব্যতনয়া দেবকীর সহিত বসুদেবের বিবাহ হইলে কংস দৈববাণীতে অবগত হন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিবে। অতঃপর কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তাঁহাদের এক একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে, আর ইনি সেই নবপ্রসূত শিশুর প্রাণবধ করেন। নিষ্ঠুর কংস এইরূপে ক্রমান্বয়ে সাতটি সদ্যোজাত শিশুকে শমনভবনে প্রেরণ করেন। দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব সেই রজনীতেই কৌশল করিয়া শিশু কৃষ্ণকে গোকুলে নন্দালয়ে প্রেরণ করিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাত কন্যাকে [যোগমায়াকে] আনাইয়া দেবকীর নিকট রাখিয়া দেন। পরদিন কংস সেই কন্যাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে তিনি পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ করিয়া শূন্যে উত্থিত হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে, কংসের ভাবী হন্তা জন্মগ্রহণ করিয়া গোকুলে বৃদ্ধি পাইতেছেন।

অতঃপর কংস তাঁহার ভাবী হন্তার প্রাণ-বিনাশের উপায় দেখিতে লাগিলেন, এবং কেশী, ধেনুক, পূতনা প্রভৃতি অনুগত অনু-চর ও অনুচরীদিগকে আজ্ঞা করিলেন যে, "তোমরা যে বালকের শরীরে বলাধিক্য দেখিবে, তাহারই প্রাণবধ করিবে।" উহারা কৃষ্ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলে, কৃষ্ণই যে তাঁহার ভয়ের কারণ, তাহা কংস বুঝিতে পারেন। অনন্তর কৃষ্ণের বধার্থে ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া কৃষ্ণ ও বলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা আগত হইলে তাঁহাদের বিনাশের জন্য কংস বহুবলশালী মল্ল ও মত্ত মাতঙ্গ নিযুক্ত করেন। কৃষ্ণ বলরাম তাহাদের সকলকে বধ করিয়া কংসের প্রাণবিনাশে কৃতসংকল্প হইলেন। এদিকে কংসও তাঁহাদিগকে বধ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে কংসেরই পতন হইল। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ আপনার জনক-জননী ও উগ্রসেনকে কারামুক্ত করিয়া উগ্রসেনকে মথুরার রাজাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বি; পু।

কংসকার- কাংস্যবণিক, কাঁসারি। কংস শব্দ—কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কংসজিৎ - শ্রীকৃষ্ণ। কংস শব্দ—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

কংসবণিক্ (-বণিজ্)--কাঁসারি। ৬তৎ। বি; পু।

কংসবতী, কংসাবতী কংসাসুরের ভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা (বসুদেবানুজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়)। বি; স্ত্রী।

কংসহা (-হন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; কংস—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

কংসারি—শ্রীকৃষ্ণ। কংসের অরি, ৬তৎ। বি; পু।

কক, রবার্ট (Koch, Robert)— (১৮৪৩-১৯১০ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ জীবাণু-তত্ত্ববিদ্। ইনি যক্ষ্মারোগ, এশিয়াটিক কলেরা ও বিউবোনিক প্লেগের জীবাণু লইয়া অনেক মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করেন।

ককানো—কাতরানো, কাতরধ্বনি করা, কাতরতা প্রকাশ করা; (শিশুদিগের) কাঁদিতে কাঁদিতে দম আটকাইয়া আসা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**ককানি**।

ককার—ক্ এই বর্ণ মাত্র। ক+কার স্বার্থে। বি; পু।

ককুৎ (ককুদ্)--বৃষস্কন্ধের ঝুঁটি; ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্ন; পর্বতের অগ্রভাগ, গিরিশিখর; শ্রেষ্ঠ। ক শব্দ (সুখ)—কু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ককুৎস্থ—সূর্যবংশীয় জনৈক নরপতি। রামায়ণের মতে ইনি ভগীরথের পুত্র। [মতান্তরে, ইঁহার পিতার নাম পুরঞ্জয়]। এই রাজা ত্রেতাযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিতেন। ইঁহার আদিম নাম পুরঞ্জয়; পরে নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে ককুৎস্থ নাম প্রাপ্ত হন। কোনও সময়ে দেবগণ অসুর-

কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া বিষ্ণুর শরণাগত হইলে তিনি দেবগণকে পুরঞ্জয় রাজার সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অনন্তর দেবগণ ঐ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা বিজ্ঞাপিত করিলে রাজা মহাবৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধে গমন করেন, এবং অসুরগণের বিনাশ করিয়া সুরগণকে নিরুপদ্রব করেন। তদবধি ঐ ভূপতি ককুৎস্থ নামে বিখ্যাত হন। ককুদ্‌-স্থা+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ককুদ—ককুৎ (সকল অর্থে)। ক (সুখ) —কু (পৃথিবী) দা+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

ককুদ্মতী-১। ঝুঁটিযুক্তা ; শিখরবিশিষ্টা। 'ককুদ্মান্' দ্রঃ। ককুদ্মৎ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কটিদেশ। বি ; স্ত্রী।

ককুদ্মান্ (-দ্মৎ)—১। ককুদ্‌বিশিষ্ট, ঝুঁটি-যুক্ত ; শিখরবিশিষ্ট। ককুদ্‌+(বতু-স্থানে) মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। ২। বৃষ, ষণ্ড, ষাঁড় ; পর্বত, ঋষভনামক ঔষধ। বি ; পু।

ককুদ্মী (-দ্মিন্)—১। বৃষ ; পর্বত ; জনৈক নৃপতি, বলদেব-পত্নী রেবতীর পিতা। ককুদ্ শব্দ+মিন্ আছে অর্থে। বি ; পু। ২। ককুদ্‌-বিশিষ্ট, ঝুঁটিযুক্ত ; শিখর-বিশিষ্ট। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ককুদ্মিনী**।

ককুন্দর, কুকুন্দর—নিতম্বস্থ আবর্ত্তাকার গর্ত্তদ্বয়। বি ; ক্লী।

ককুভ—রাগ বিঃ ; বীণার অলাবু (লাউ) ; কুটজ বৃক্ষ ; গন্ধদ্রব্য বিঃ ; পক্ষী বিঃ। বি ; পু।

ককুভা—দিক্ ; রাগিণী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

কক্‌খন, কক্কণো—কখনই, কোন কালেই। প্রাদে। অ।

কক্ষ—১। প্রকোষ্ঠ ; বাহুমূল, বগল, কাঁখ ; পার্শ্ব ; তৃণ ; শুষ্ক তৃণ ; শুষ্ক বন ; লতা ; প্রতিযোগী ; কচ্ছ, কাছা ; বস্ত্রাঞ্চল। কষ্ (হিংসা করা)+স করণ। বি ; পু। ২। নক্ষত্র ; গ্রহগণের পরিভ্রমণপথ। বি ; ক্লী।

কক্ষচ্যুত-কক্ষভ্রষ্ট ; পরিভ্রমণপথ হইতে বিচ্যুত ('— গ্রহ')। ৫তৎ। বিণ।

কক্ষতল-কাঁখ, বগল ; ঘরের মেঝে ; (জ্যোতিষ) গ্রহের ভ্রমণপথ দ্বারা সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্র, Plane of Orbit. ৬তৎ। বি ; পু।

কক্ষধর—বঙ্গোদেশের উভয় পার্শ্বস্থ মর্ম্মস্থল বিঃ। কক্ষ—ধৃ+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কক্ষপুট-বগল। বি ; পু।

কক্ষভ্রষ্ট—কক্ষচ্যুত। ৫তৎ। বিণ।

কক্ষসেন-পরীক্ষিতের পুত্র ; ঋষি বিঃ। বি ; পু।

কক্ষস্থ—কুঠরির মধ্যে অবস্থিত ; পার্শ্বস্থ ; । উপতৎ ; কক্ষ—স্থা+ক কর্ত্তৃ। বিণ।

কক্ষা—হস্তীর কক্ষ-বন্ধন-রজ্জু ; কটিবন্ধ ; বগল, কাঁখ ; কাঞ্চী, চন্দ্রহার, গোট ; কচ্ছ, কাছা ; বস্ত্রাঞ্চল ; গৃহপ্রকোষ্ঠ ; গৃহভিত্তি, দেওয়াল ; রথান্তর্গত স্থান বিঃ ; প্রতি-যোগিতা ; রতি। কষ্ (হিংসা করা)+স করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কক্ষাধিপাল—কক্ষার উর্দ্ধতন কর্মচারী বা তত্ত্বাবধায়ক, ward master. ৬তৎ। বি ; পু।

কক্ষান্তর—অন্য প্রকোষ্ঠ, অপর কুঠরি। অন্য কক্ষ, নিত্য। বি ; ক্লী।

কক্ষাপট—কৌপীন। কক্ষার পট (বস্ত্র), ৬তৎ। বি ; পু।

কক্ষাপাল-কক্ষার রক্ষী, warder. উপতৎ ; কক্ষা-পা+ণিচ্+অণ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কক্ষাবেক্ষক-দ্বারপাল ; অন্তঃপুররক্ষী ; উদ্যানপাল ; কবি। কক্ষের বা কক্ষার অবেক্ষক, ৬তৎ। বি ; পু।

কক্ষ্য—১। কক্ষোদ্ভব, কক্ষজাত ; কক্ষ-পূরক। কক্ষ শব্দ+য ভবার্থে। বিণ। ২। রুদ্র বিঃ ; হর্ম্যাদি প্রকোষ্ঠ ; রাজান্তঃপুর ; উত্তরীয় বস্ত্র ; কক্ষবন্ধন রজ্জু, মেখলাদি বন্ধনের রজ্জু ; পার্শ্বভাগ। বি ; পু। ৩। নিক্তির পাল্লা বা বাটি। বি ; ক্লী।

কক্ষ্যা-১। কক্ষোদ্ভবা, কক্ষজাতা। বিণ ; স্ত্রী। ২। কক্ষা (সকল অর্থে)। কক্ষ শব্দ+য+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক-খ—বর্ণমালা ; প্রাথমিক পাঠ ; লেখা-পড়ার সূত্রপাত। বাংপ্র। বি।

কখন-কোন্ সময়ে ; কোনও সময়ে। বাংপ্র। অ।

কখনই—কদাপি। বাংপ্র। অ। [অ।

কখনও, কখনো—কোনকালে। বাংপ্র।

কখন-কখন—কোন কোন সময়ে, সময়ে সময়ে। বাংপ্র। অ।

কখন-সখন—কচিৎ কোনও সময়ে, বিরল, মধ্যে মধ্যে। বাংপ্র। অ।

কঙ্ক—কাকপক্ষী ; বিরাট রাজার সভায় অবস্থিতিকালীন যুধিষ্ঠিরের নাম [যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের নিকট অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইলে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের নিয়ম ছিল। সেই অজ্ঞাত-বাসের বৎসর দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব বিরাটরাজার নিকট যাইয়া আপনাদের প্রকৃত জাতি ও নাম গোপন করিয়া কল্পিত নাম ধারণপূর্বক ভিন্ন ভিন্ন কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে যুধিষ্ঠির কঙ্ক, ভীম বল্লভ, অর্জুন বৃহন্নলা, নকুল গ্রন্থিক, সহদেব তন্ত্রিপাল এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন] ; ছলব্রাহ্মণ ; যম ; কংসের ভ্রাতা, উগ্রসেনের পুত্র। কন্‌ক্+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কঙ্কণ—১। করভূষণ, কাঁকন, একপ্রকার বালা ; বিবাহসূত্র ; শেখর। যঙ্‌লুগন্ত কণ্ (পুনঃ পুনঃ শব্দ করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

২। মহারাষ্ট্রের অংশ বিঃ। এই অংশমধ্যে রত্নগিরি, কোলাবা ও থানা জেলা অবস্থিত। কঙ্কণ দেশের সাধারণ ভাষা মারাঠী ; দক্ষিণাংশে কানারী ও উত্তরাংশে গুজরাটীও প্রচলিত আছে।

কঙ্কণ অতি প্রাচীন দেশ। খ্রীষ্ট-জন্মের অব্যবহিত পূর্ব তিন শত বৎসর ব্যাপিয়া মৌর্যবংশ এখানে রাজত্ব করিত। তাহার পরে শাতাকর্ণী বা অন্ধ্রভৃত্যগণ, চালুক্যগণ, শীলাহারগণ, যাদবগণ, মুসলমান-গণ ও মহারাষ্ট্রীয়গণ ইহার শাসনদণ্ড পরি-চালনা করেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয় রাজত্বের অবসানে এই দেশ ইংরাজদিগের অধিকারে আসে। কঙ্কণ দেশের সহিত গ্রীক ও রোমীয়গণের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। বেণী ইজরাইলগণের ও পারসীগণের এস্থানে আগমন, কঙ্কণের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা। বেণী ইজরাইলগণ নিরুদ্দিষ্ট ইজরাইল জাতির বংশধর - একথা অনেক পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। পারসীগণ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সর্বপ্রথমে থানা নামক শহরে বাস স্থাপন করেন (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী)।

কঙ্কণী—কিঙ্কিণী, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। কঙ্কণ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কণীকা—কঙ্কণী, ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা। কঙ্কণী+ক স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কত—কাঁকুই, চিরুনি। কন্‌ক্ (গমন করা) +অতচ্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

কঙ্কতিকা, কঙ্কতী—কাঁকুই, চিরুনি। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কপুরী-বারাণসী ; কাশী। কঙ্কা অর্থাৎ সুখদা যে পুরী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কমালা—করতালবাদন ; করতালী বাদ্য। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কর—১। কাঁকর ; তক্র, ঘোল। ক শব্দ (শব্দ বা জল)—কৃ (করা)+থ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী। ২। কর্কশ ; কুৎসিত। বিণ।

কঙ্করোল—১। কাঁকরোল গাছ। বি ; পু। ২। কাঁকরোল ফল। বি ; ক্লী।

কঙ্কা-উগ্রসেনের কন্যা, কংসের ভগিনী। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কাল—অস্থিপঞ্জর, skeleton ; অস্থি ; কটি। কন্‌ক্+কালন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কঙ্কালিকা—রুদ্রাণী। কঙ্কালমালা+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কঙ্কালমালী (-মালিন্) অস্থিমালাধারী, রুদ্র, শিব। বি ; পু।

কঙ্কালসার—কঙ্কালমাত্রে পর্যবসিত, যাহার কেবল হাড় কয়খানি সার হইয়াছে এমন, অস্থিচর্মাবশেষ, মাংসহীন, কৃশ। কঙ্কালই সার যাহার, বহু। বিণ।

কঙ্কালবিশিষ্ট, কঙ্কালাবশেষ—অস্থিমাত্রাবশিষ্ট, যাহার কেবল হাড় কয়খানি আছে এমন, অস্থিচর্মসার, মাংসহীন, কৃশ। কঙ্কালই অবশিষ্ট বা অবশেষ যাহার, বহু। বিণ।

কঙ্ক—উগ্রসেনের পুত্র, কংসের ভ্রাতা। বি ; [পু।

কঙ্গুরা ১। শেখর, চূড়া। হি। ২। দুর্গপ্রাচীরের উপরিস্থ বুরুজ, tower. প্রা কপ্র। বি।

কচ্—তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বা দন্ত দ্বারা দ্রুত কর্তনের অনুকরণ শব্দ ; কলমের মুখ, কৎ ; অসমকোণ। বাংপ্র। অ।

কচ—১। কেশ। কচ্+অল্ কর্ম। ২। মেঘ ; শুষ্ক এণ ; বৃহস্পতির পুত্র। কচ্+অল্ কর্তৃ। বি ; পু।

বৃহস্পতিপুত্র কচের সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপাখ্যানটি প্রচলিত আছে :—দেবগণ কচকে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দৈত্য গুরু শুক্রাচার্যের নিকট প্রেরণ করেন। ইনি সবিশেষ যত্নসহকারে শুক্রাচার্যের ও তৎকন্যা দেবযানীর সেবা করিতেন। তাঁহারা উভয়েই ইঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হন। দৈত্যগণ কচের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ইঁহার প্রাণবধ করে। দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য ইঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। কিছুদিন পরে দৈত্যেরা আবার ইঁহার প্রাণসংহার করে। এবারও দেবযানীর অনুরোধে শুক্রাচার্য ইঁহার প্রাণদান করেন। ফলতঃ দেবযানী মনে মনে ইঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তৃতীয় বারে দেবযানীর অভিপ্রায়ক্রমে কচ পুষ্পচয়নে গমন করিলে দৈত্যগণ ইঁহাকে হত্যা করিয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলে, এবং সেই ভস্ম সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া কৌশলে শুক্রাচার্যকে পান করায়। দেবযানী যথাসময়ে কচকে প্রত্যাগত না দেখিয়া অনুমানে বুঝিলেন যে, দৈত্যের হস্তে কচের প্রাণত্যাগ ঘটিয়াছে। তিনি পিতাকে সবিশেষ অনুরোধ করায় শুক্রাচার্য কচকে পুনর্জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া জানিতে পারেন যে, কচ তাঁহার উদরমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তখন শুক্রাচার্য কচকে মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিয়া বহির্গত হইতে বলেন। কচ গুরুর উদর ভেদ করিয়া বহির্গত হইলে শুক্রাচার্যের মৃত্যু হইল। কচ গুরুদত্ত মন্ত্র দ্বারা তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। অতঃপর কচ স্বস্থানে প্রস্থান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলে দেবযানী মনের কথা ভাঙ্গিলেন। তিনি কচকে পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। কিন্তু গুরুকন্যা সহোদরাতুল্য জ্ঞানে কচ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে দেবযানী রুষ্টা হইয়া এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, কচের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা ফলপ্রদা হইবে না। কচ উত্তর করেন, "মন্ত্র অমোঘ, ইহা ব্যর্থ হইবার নহে। আমি এ মন্ত্রে ফল পাইব না বটে ; কিন্তু আমি যাহাকে শিক্ষা দিব, সে অবশ্যই ফল পাইবে।" ইহা বলিয়া কচ দেবযানীকে অভিসম্পাত দিলেন যে অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণভোগ্যা না হইয়া ক্ষত্রিয়ভোগ্যা হইবেন। এই শাপের ফলে দেবযানী ক্ষত্রিয় রাজা যযাতির পত্নী হন। অতঃপর কচ আর বিলম্ব না করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন, এবং তথায় দেবগণকে ঐ মন্ত্র শিক্ষা দিলেন।

কচকচানি কচকচি (তাহা দ্রঃ)।

কচকচি—নানাপ্রকার অনুকরণ শব্দ, কাঁচ কোঁচ বা কাঁচর কোঁচর ধ্বনি ; বকাবকি, কলহ, ঝগড়া ; গণ্ডগোল। বাংপ্র। বি।

কচকচে—কচ্ কচ্ শব্দকারী ; অপক্ক বা কাঁচা ('— ফল')। বিণ।

কচগ্রহ কেশধারণ ; কেশধারণপূর্বক ধর্ষণ। ৬তৎ। বি ; পু।

কচটানো—চটকানো। প্রাদে। ক্রি।

কচড়া—হিসাব, হিসাববহি ; মোটা দড়ি, কাছি ; কাঁকড়ার মাটি ; জঞ্জাল ; পাঁক মহুয়া ফল। প্রাদে। বি।

কচপক্ষ, -পাশ—কেশপাশ, কেশসমূহ ৬তৎ। বি ; পু।

কচমা—শিশু, অল্পবয়স্ক, ক্ষুদ্র, ছোট, নমনীয় প্রাদে। বিণ।

কচর্ কচর্, -মচর—অব্যক্তশব্দ ; পক্ষীর ধ্বনি ; বচসার সহিত ঝগড়া ; অনর্থক গোলমাল। বাংপ্র। বি।

কচলা-কচলি রগড়ারগড়ি ; চটকা-চটকি দর কষাকষি ; বকাবকি। বাংপ্র। বি।

কচলানো—রগড়ানো ; রগড়াইয়া ধৌত করা ; রগড়ারগড়ি করা ; চটকানো বাংপ্র। ক্রি। **হাত কচলানো**—খুব অনুনয় বিনয় করা।

কচা—১। ছোট গাছের ডাল ; দেশী ভেরেণ্ডা খুদ, আগালে। বি। ২। পরখ করা বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। অ

কচাৎ—নরম জিনিস কাটিবার শব্দ

কচাল—বিতর্ক, বিতণ্ডা ; কুৎসা। বাংপ্র। বি।

কচালে—১। কলহকারী, কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে। বাংপ্র। ২। মর্দনকারী ; মর্দিত, রগড়ানো। প্রা কপ্র। বিণ।

কচি অনতিপূর্বজাত, শিশু, ছোট, অল্পবয়স্ক ; অপক্ক, কাঁচা ; কোমল, নম্র, নরম। বাংপ্র। বিণ।

কচু—কচু গাছ ; তাহার মূল। বি ; স্ত্রী।

কচুকাটা—কচুর ন্যায় স্বচ্ছন্দে কর্তিত ; অতি সহজে বিনাশিত ('— করা')। বাংপ্র। বিণ।

কচুঘেঁচু—নানাপ্রকার বাজে জিনিস। বাংপ্র। বি।

কচুরায়- ইনি সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীন বঙ্গাধিপ প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্তরায়ের পুত্র। কোন সময়ে প্রতাপ ক্রুদ্ধ হইয়া বসন্তরায়কে সপরিবারে বিনষ্ট করিতে কৃতসংকল্প হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিলে প্রতাপ-মহিষী দয়াপরবশ হইয়া কচুরায়ের জীবন রক্ষা করেন। কচুরায় দিল্লী গমন করিয়া জাহাঙ্গীরকে সমস্ত বলিয়া মানসিংহকে লইয়া আসেন। কচুরায়ের মন্ত্রণায় মানসিংহ যুদ্ধে জয়ী ও প্রতাপ বন্দী হন। অতঃপর কচুরায় যশোহরে দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করেন।

কচুরি—মাখা ময়দার ভিতর বাঁটা কলায়ের পুর দেওয়া ও তৈল ঘৃতাদিতে ভাজা এক প্রকার খাবার। বাংপ্র। বি।

কচুরি-পানা—জলজ উদ্ভিদ বিঃ (ইহার ফুল হয়), বিলাতী পানা। বাংপ্র। বি।

কচে বার শুদ্ধ বার, কেবল ১২, পাশা খেলার দান, ৬+৫+১ এই তিনের যোগে উৎপন্ন বার।

কচ্ছ—১। বস্ত্রাঞ্চল, কাছা ; নৌকার পশ্চাদ্ভাগ ; জলময় দেশ, নদ্যাদির প্রান্তভাগ, কাছাড়। কচ+ছ কর্তৃ। বি ; পু। ২। জলপ্রান্তস্থিত। বিণ। ৩। গুজরাটের অন্তর্গত স্থান।" এই স্থানের উত্তরদিকে "গ্রেট্ রন্" (Great Rann) এবং পূর্বদিকে "লিট্‌ল্ রন্" (Little Ra n) নামক দুইটি বিস্তৃত লবণাম্বু জলাভূমি অবস্থিত। ঐ ভূমি হইতে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ সংগৃহীত হয় বটে, কিন্তু গ্রীষ্মকালে উহা প্রকাণ্ড মরুভূমিতে পরিণত হয়, এবং এখানে গর্দভ ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কচ্ছদেশে ভূমিকম্প ও দুর্ভিক্ষ বহুবার ঘটিয়াছে।

কচ্ছটিকা, কচ্ছাটিকা—কচ্ছ, কাছা। বি ; স্ত্রী।

কচ্ছপ—কূর্ম, কাছিম ; বিষ্ণুর অবতার বিঃ ;

নিধি বিঃ ; মল্লযুদ্ধ-বন্ধ বিঃ। কচ্ছ শব্দ —পা+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কচ্ছপিকা—ক্ষুদ্র ব্রণ বিঃ। কচ্ছপী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কচ্ছপী—কচ্ছপপত্নী, কূর্মী, স্ত্রীকাছিম ; সরস্বতীর বীণা ; ব্রণরোগ বিঃ। কচ্ছপ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কচ্ছভূ, কচ্ছভূমি—জলসমীপস্থ স্থল, নদ্যাদির প্রান্তস্থিত জমি, কাছাড়। কর্মধা বি ; স্ত্রী।

কচ্ছা—কচ্ছ, কাছা ; ঝিঁঝিপোকা। কচ্ছ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কচ্ছান্ত—নদ্যাদি জলাশয়ের প্রান্ত। কচ্ছের অন্ত, ৬তৎ। বি ; পু।

কচ্ছু, কচ্ছূ—কণ্ডূতি, চুলকানি রোগ, পোস ; পাঁচড়া। বি ; স্ত্রী।

কচ্ছুর—কচ্ছু রোগাক্রান্ত, পাঁচড়ারোগী, পোসো ; কামুক, ব্রহ্মচর্য্যহীন। কচ্ছু+র আছে অর্থে। বিণ।

কচ্ছোটিকা—কচ্ছা, কাছা। বি ; স্ত্রী।

কছু—কিছু, কিঞ্চিৎ। প্রা কপ্র। বিণ।

কজ্জল—১। অঞ্জন, কাজল ; মসী, কালি। কুৎসিত যে জল, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। মেঘ। বি ; পু।

কজ্জলধ্বজ—প্রদীপ। কজ্জল হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। বি ; পু।

কজ্জলী—পারদঘটিত ঔষধ বিঃ। কজ্জল +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কজ্জল—অঞ্জন, কাজল। কু (কুৎসিত) যে জল (অগ্নিশিখা), কর্মধা। বি ; ক্লী।

কঞ্চি—< কঞ্চিকা। বি।

কঞ্চিকা—বংশশাখা, বাঁশের গ্রন্থিমূল হইতে নির্গত শাখা। কন্‌চ্ (বন্ধন করা)+ণক কর্ত্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

কঞ্চু—নির্মোক, সাপের খোলস। কন্‌চ+উ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কঞ্চুক—কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া ; কাঁচুলি ; জামা ; বস্ত্র ; নির্মোক, সাপের খোলস। কন্‌চ্ (বন্ধন করা)+উক কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কঞ্চুকী (কঞ্চুকিন্) -কবচধারী ; অন্তঃপুরের বৃদ্ধ নপুংসক রক্ষক ; সর্প। কঞ্চুক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

কঞ্চুলিকা—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি। কঞ্চুলী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কঞ্চুলী—কাঁচুলি। কন্‌চ্ (বন্ধন করা)+উল করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কঞ্জুস—অতি কৃপণ। বিণ।

কঞ্জুসি—কার্পণ্য। হি-মু। বি।

কঞ্জুসিপনা—কৃপণতাপ্রকাশ ; কৃপণতা। বাংপ্র। বি।

কট্—(কাঠিন্য তীব্রতা শীঘ্রতা প্রভৃতি ব্যঞ্জক) অনুকরণ শব্দ ; পিপীলিকাদির দংশনের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

কট—১। হস্তীর গণ্ড ; তৃণ ; তৃণাসন, মাদুর ; শব ; তক্তা। কট্+অন্ কর্ত্তৃ। ২। শবরথ ; তৃণ-রজ্জু বিঃ, ধানের মরাই বেষ্টন করিবার বড়্। কট্+অল্ করণ। ৩। শ্মশান। কট্+অল্ অধি। ৪। কটি। কট্+অল্ কর্ম। ৫। অতিশয় ; সময়বন্ধ। কট্+অল্ ভাব। বি ; পু। ৬। ক্রিয়াকারী, কারক। কট্+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

কটক—১। সানু, গিরিনিতম্ব ; বলয় ; সেনানিবেশ ; সৈন্য ; সেনারক্ষিত রাজধানী ; নগর ; চক্র ; গজদন্তমণ্ডল ; সৈন্ধবলবণ। কট্ (আবরণ করা)+ক কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

২। উড়িষ্যার একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর ; কটক জেলার মধ্য দিয়া তিনটি নদী প্রবাহিত - বৈতরণী, মহানদী ও ব্রাহ্মণী। কটক উড়িয়াদিগের দেশ। উড়িয়াগণের মধ্যে খণ্ডাইত নামে এক জাতি দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের পূর্বপুরুষেরা প্রাচীনকালের "খণ্ডধারী" স্বরূপে রাজ সৈন্যের অন্তর্গত ছিল।

কটকট—তীব্র বেদনার অনুভবসূচক অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

কটকটে—১। কঠিন, শক্ত ; কঠোর ; নীরস ; কর্কশ, রূঢ় ('— কথা') ; উৎকট, দারুণ ; তীব্র ; বাচাল, স্পষ্টভাষী। বিণ। ২। পতঙ্গভুক্ পক্ষী বিঃ ; একজাতীয় ভেক ; জগন্নাথদেবের এক প্রকার ভোগ প্রসাদ। বাংপ্র। বি।

কট-কবালা, -কোবালা—এক প্রকার বন্ধকী তমঃসুক [ইহাতে শর্ত্ত থাকে যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেনা পরিশোধ না করিলে আবদ্ধ সম্পত্তি মহাজনের হস্তগত হইবে]। আ। বি।

কটকিনা, কটকেনা—কঠোরতা, কাঠিন্য, কড়াকড়ি ; জেদ, কোট, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ; মেয়াদী ইজারা। বাংপ্র। বি।

কটকিনাদার—মেয়াদী ইজারাদার। বাংপ্র। বি।

কটকী (কটকিন্) পর্বত। কটক+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পু।

কটকী—১। কটকে জাত ; কটকের। বিণ। ২। কটকের লোক। বাংপ্র। বি।

কট-কোবালা—'কট-কবালা' দ্রঃ।

কটন, স্যার হেন্‌রি জন, স্টেড্‌ম্যান্ (Sir Henry Cotton)—জন্ম ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই সেপ্টেম্বর। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে প্রথম আসেন এবং ক্রমে নানা পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আসামের চীফ কমিশনার হন। এই পদে ১৮৯৬ হইতে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুখ্যাতির সহিত কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। গভর্নমেণ্ট ইহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া শেষোক্ত খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রদান করেন। ইনি ভারতহিতৈষী ছিলেন এবং ভারতবাসীরাও ইহার বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কটন সাহেব নিউ ইণ্ডিয়া (New India) নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তাঁহার ভারতহিতৈষিতার প্রভূত পরিচয় দিয়াছেন। কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি ইংলণ্ড হইতে জাতীয় সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইয়া একবার ভারতে আগমন করেন এবং সাধারণ কর্তৃক অতি সাদরে ও সমারোহের সহিত অভ্যর্থিত হন। পরে কিছুদিন পার্লামেণ্টের মেম্বর থাকিয়া নানাপ্রকারে ভারতের হিতসাধনের চেষ্টা করেন। ইনি প্রত্যক্ষবাদ ধর্মাবলম্বী (Positivist)। এরূপ দয়ালু, তেজস্বী ও নির্ভীক লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সমদর্শিতা গুণে ইনি প্রজাবর্গের অশেষ অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। ইনি স্যার জন কটন (Sir John Cotton) নামেও পরিচিত।

কটফল—১। কয়াফল। বি ; স্ত্রী। ২। কয়াফলের গাছ। বি ; পু।

কটমট—১। ভীষণ ; শক্ত। বিণ। ২। কঠোরতাপ্রকাশ ; ক্রোধপ্রকাশ। অ। ৩। তীব্রভাবে ; কঠোরভাবে ; ক্রুদ্ধভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কটমটানো—কটমট করিয়া চাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

কটমটি—দুর্বোধ্য বিষয়। বাংপ্র। বি।

কটমটে—১। দুর্বোধ্য বিষয়। বি। ২। কঠোর ; দুর্বোধ্য ('— ভাষা') ; ভয়ানক। বাংপ্র। বিণ।

কটর-কটর—শক্ত জিনিস চিবাইয়া খাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।

কটর-মটর—অনুকার শব্দ ; যাহার উচ্চারণ করিতে ও অর্থ বুঝিতে কষ্ট হয় এরূপ শব্দ ; অবোধ্য ভাষা। বাংপ্র। বি।

কটরা, কটোরা—বাটি, পেয়ালা ; মাটির খুরি। হি। বি।

কটরি—কটোরা, বাটি। প্রা কপ্র। বি।

কটা—আপিঙ্গল, খড়ের মত বর্ণবিশিষ্ট ; শ্বেতাভ ; রুক্ষ ; কঠিন, কড়া। বাংপ্র। বিণ।

কটাক্ষ—অপাঙ্গদৃষ্টি, আড়চোখে দেখা। কট (ক্রিয়াকারী) যে অক্ষি, কর্মধা। বি ; পু।

কটাক্ষজাল—অপাঙ্গদৃষ্টিসমূহ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
কটাক্ষদৃষ্টি—আড়চাহনি, আড়চোখে চাওয়া। কর্মধা। বি;
কটাক্ষপাত—আড়ভাবে দৃষ্টিনিক্ষেপ। ৬তৎ। বি; পু।
কটাক্ষে—দৃষ্টিক্ষেপমাত্রে; নিমিষে, মুহূর্ত্তেকে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
কটাখ—কটাক্ষ। প্রা কপ্র। বি। [বি।
কটাখ্য—কটাক্ষ। বাঙ্গালা পত্তে ব্যবহৃত।
কটাগ্নি—শ্মশানাগ্নি; তৃণ দ্বারা প্রজ্বলিত বহ্নি। কটরচিত অগ্নি, মধ্যপ। বি; পু।
কটা-চোখো—যাহার চোখ কটা এমন। বাংপ্র। বিণ।
কটাৎ, কটাস—অনুকরণ শব্দ; তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা কঠিন দ্রব্য কর্ত্তনের বা তীব্র দংশনের শব্দ। বাংপ্র। অ।
কটাল—অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে সমুদ্র ও নদীজলের স্ফীতি। বি। **মরা কটাল**—সপ্তমী অষ্টমী তিথির জোয়ার।
কটাস—'কটাৎ' দ্রঃ।
কটাসে—কটাভাবের, ঈষৎ কটা, আপিঙ্গল, বাদামী। বাংপ্র। বিণ।
কটাহ—পাত্র বিঃ, কড়া; কচ্ছপের খোলা; দ্বীপ বিঃ; নরক বিঃ। কট শব্দ—আ—হন্+ড কর্তৃ। বি; পু।
কটি—শ্রোণিদেশ, কোমর, মাজা, কাঁকাল; হস্তিগণ্ড। কট্+ই কর্ম। বি; স্ত্রী।
কটিতট—কটিদেশ, কোমর, মাজা, কাঁকাল। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।
কটিত্র—কটিদেশের বর্ম, কোমরের সাঁজোয়া, কোমরের কাপড়; কটিবন্ধ; চন্দ্রহার, গোট; ঘুনসি। উপতৎ; কটি শব্দ-ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।
কটিদেশ—কটিতট, কোমর। কর্মধা। বি; পু।
কটিবন্ধ—কোমরবন্ধ, belt; মেখলা; (ভূগোলে) ভূপৃষ্ঠের বিভাগসূচক ভূগোলকের চতুর্দ্দিকে বেষ্টনকারী রেখা বি', Zone. কটি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অণ্ করণ। বি; পু।
কটিবন্ধনী—কটিবন্ধ, কোমরবন্ধ; মেখলা; ঘুনসি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [পু।
কটিবাত—কোমরের বাত। ৬তৎ। বি;
কটিভূষণ—কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার, গোট। ৬তৎ। বি; ক্লী।
কটিমণ্ডল—মণ্ডলাকার কটিদেশ। কটির মণ্ডল, ৬তৎ; অথবা কটি মণ্ডলপ্রায়, উপমিত। বি; ক্লী।
কটিশূল—কোমরের বেদনা। ৬তৎ। বি; পু।

কটিসূত্র—কটিতন্ত্র, কোমরের সুতা, ঘুনসি, চাবকি, কার; কটিবন্ধ; কটিভূষণ, মেখলা, চন্দ্রহার, গোট। ৬তৎ। বি; ক্লী।
কটী (কটিন্)—হস্তী। কট্+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু। স্ত্রী—**কটিনী**।
কটী—কটি, কোমর, কাঁকাল; পিপ্পলী। কটি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
কটু—১। তিক্ত, কষায়; তীব্র, তীক্ষ্ণ, ঝাল; সুরভি; কর্কশ, রূঢ়; মৎসর; উগ্র; কুৎসিত। কট্+উ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কটু বা কট্বী**। ২। অকার্য। কট্+উ কর্ম। বি; ক্লী।
কটুকাটব্য—কড়া কথা, রূঢ় কথা, দুর্বাক্য, গালিগালাজ। বাংপ্র। বি।
কটুকীট, -কীটক—মশক, মশা। কর্মধা। বি; পু।
কটুতা, কটুত্ব—তিক্ততা; উগ্রতা; তীব্রতা; কার্কশ্য, রূঢ়তা। কটু শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
কটুতুম্বী—তিতলাউ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
কটুতৈল—সর্ষপতৈল। কর্মধা। বি; ক্লী।
কটুত্রয়—ত্রিকটু; শুঁঠ পিপুল ও মরিচ। ৬তৎ। বি; ক্লী।
কটুপাক—১। যাহা রন্ধন করিলে খাইতে কটু বোধ হয় এমন। কটু পাকে যে, বহু। ২। লবণাক্ত। কটু পাক যাহার, বহু। বিণ।
কটুভাষী (-ভাষিন্)—কটুবাক্য প্রয়োগকারী, অপ্রিয়বাদী। উপতৎ; কটু শব্দ ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কটুভাষিণী**।
কটুরব—কর্কশ শব্দ। কর্মধা। বি; পু।
কটুবাক্য—রূঢ়বচন, কর্কশ কথা; দুর্বাক্য, গালাগালি। কর্মধা। বি; ক্লী।
কটূক্তি—কটু কথা, রূঢ়বচন, দুর্বাক্য, গালাগালি। কটু যে উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
কটোর, কটোরা—মাটির বাটি, খুরি। কট্+ওরন্ কর্তৃ+আপ্। বি; ক্লী ও স্ত্রী। [বি।
কটোরি—ছোট বাটি বা খুরি। বাংপ্র।
কট্ট—মধ্যদেশ; কটিমধ্য, মাজা, কাঁকাল। প্রা কপ্র। বি।
কট্টার—অস্ত্র বিঃ, কাটারি। বি; পু।
কঠ—১। জনৈক মুনি [ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য]; কঠশাখাধ্যায়ী। কঠ+অন্ কর্তৃ। ২। বেদাংশ বিঃ, উপনিষদ্ বিঃ। কঠ+অন্ কর্ম। বি; পু।
কঠধূর্ত্ত—বেদের কঠশাখায় অভিজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ।
কঠমর্দ্দ—শিব, মহাদেব। বি; পু।
কঠর, কঠোর—কঠিন; পূর্ণ। কঠ্ (কষ্টে বাঁচা)+অরন্, ওরন্ কর্তৃ। বিণ।

কঠশাখা—যজুর্বেদের অংশ বিঃ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।
কঠিকা তুলসী; খটী, খড়িমাটি। বি; স্ত্রী।
কঠিন—১। দৃঢ়, শক্ত; নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়; যাহাকে সহজে তুষ্ট বা বশ করিতে পারা যায় না এমন; আয়াসসাধ্য; দুর্বোধ; দুঃসহ; কষ্টকর; নীরস। কঠ্+ইন কর্তৃ। বিণ। ২। স্থালী, মৃৎপাত্র। বি; ক্লী।
কঠিনতম—অতিশয় কঠিন, দৃঢ়তম। কঠিন+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।
কঠিনতর—দুইটির মধ্যে অধিকতর দৃঢ়, অপেক্ষাকৃত দৃঢ়। কঠিন+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।
কঠিনতা, কঠিনত্ব কাঠিন্য (সকল অর্থে)। কঠিন+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
কঠিনপৃষ্ঠ, -পৃষ্ঠক—কূর্ম, কচ্ছপ। কঠিন পৃষ্ঠ যাহার, বহু। বি; পু।
কঠিনিকা—খটী, খড়ি। কঠিনী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।
কঠিনী খটী, খড়ি। কঠিন+ঈপ্। বি;
কঠোর—'কঠর' দ্রঃ।
কড়—১। সধবার নিদর্শনস্বরূপ স্ত্রীলোকের মণিবন্ধস্থ লৌহাদির বলয়। ২। বঁড়শি বাঁধিবার দৃঢ়সূত্র; ফুল, পাতার কলি। বাংপ্র। বি। [বি।
কড়ই—কড়াই বা কড়া, কটাহ। প্রা কপ্র।
কড়ক—করকচ লবণ। কড়্+অক কর্তৃ। বি; ক্লী।
কড়কড় ঢকাদির বাদ্যধ্বনি, বজ্রনাদ প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।
কড়কড়া, কড়কড়ে—শুকাইয়া কঠিন ও ভঙ্গুর (যেমন, কড়কড়ে ভাত, কড়কড়ে মুড়ি)। বাংপ্র। বিণ।
কড়কানো—ধমকানো, বাক্যে তাড়না বা শাসন করা। বাংপ্র। ক্রি।
কড়খা—যুদ্ধে বীরত্বোদ্দীপক গাথা। প্রা কপ্র। বি।
কড়ঙ্গ—ভিক্ষাপাত্র। বাংপ্র। বি।
কড়চা—শ্লোকাকারে রচিত বৃত্তান্ত; শ্লোক; সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা; বিবরণ; জমিদারী সেরেস্তায় যে কাগজে প্রজার ওয়াসিল বাকী লিখিত থাকে; দুই তিন খাই দড়ি পাকাইয়া মোটা দড়ি। বাংপ্র। বি।
কড়তা—বিক্রেয় দ্রব্যের আধারের ওজন, tare. বাংপ্র। বি।
কড়মড়—দন্তে দন্তে ঘর্ষণের বা কঠিন দ্রব্য চর্বণের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। বি।
কড়মড়ে—কঠিন, শুকনা, যাহা চিবাইলে কড়মড় করে এমন। বাংপ্র। বিণ।
কড়া—১। কঠিন, শক্ত; কঠোর, রূঢ়; খর, তীব্র, উগ্র, রুক্ষ; নির্মম, নিষ্ঠুর; চড়া,

উচ্চ, অধিক ; অলঙ্ঘনীয়। বিণ। ২। কড়াই, কটাহ ; কড়ি ; কলের আতাবস্থা ; কড়, সধবা স্ত্রীলোকের হাতের লৌহাদির বলয় বা বালা ; শ্রমসাধ্য কাজ করার জন্য অস্ত্রবিশেষের শক্ত দাগ বা আঁচড়ো ; ধাতুবলয়, লোহার বালা ; বালার মত হাতল ; আংটা। বাংপ্র। বি।

কড়াই—১। কড়া, কটাহ ; কলায়। বাংপ্র। ২। হাতের কড় বা কড়া, লৌহাদির বলয় বা বালা। প্রা কপ্র। বি।

কড়াকড়, কড়াক্কড়—১। উচ্চধ্বনির অনুকরণ শব্দ। অ। ২। কঠোর নিয়ম ; কঠিন পরীক্ষা ; দৃঢ় বন্ধন। বাংপ্র। বি।

কড়াকড়ি—কঠোর নিয়ম, শৃঙ্খলা ; শাসন। বাংপ্র। বি।

কড়াকিয়া, কড়াকে—ধারাপাতে কড়ার বা কড়ির আর্যা। বাংপ্র। বি।

কড়াক্রান্তি—মুদ্রার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংখ্যা ; সূক্ষ্ম হিসাব। বাংপ্র। বি।

কড়াৎ—কঠিন বস্তুর বিদারণ ধ্বনি, বজ্রনাদ প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

কড়ার—অঙ্গীকার ; শর্ত ; নিয়ম ; সময়-নিরূপণ। <আ 'করার্'। বি।

কড়ারী—১। অঙ্গীকৃত ; চুক্তিমতে ধার্য, নির্ধারিত। আ-মু। বিণ। ২। ধুনা গুঁড়ার সহিত তৈল ও জল সংযোগে প্রস্তুত এক প্রকার আঠা বা পুটিং। প্রাদে। বি।

কড়ি—কপর্দক, বরাটক ; অর্থ, ধন ; শামুক-জাতীয় সামুদ্রিক প্রাণিবিশেষের খোলা ; ছাদের ভুল অবলম্বন-স্বরূপ লম্বা কাঠ লোহা ইঃ, আড়া ; ছোট লোহার আঁটা ; (সংগীতে) নির্দিষ্ট স্বরের উচ্চতর স্বর—অথচ যাহা পরবর্তী নির্দিষ্ট স্বর অপেক্ষা নিম্নতর। বাংপ্র। বি।

কড়িমধ্যম—সুর বিঃ ; যন্ত্র বিঃ। বি ; ক্লী।

কড়িয়াল, কড়েল—কড়িওয়ালা, অর্থশালী, ধনী। বাংপ্র। বিণ।

কড়ে—১। অর্থশালী, ধনবান্। বাংপ্র। ২। চঞ্চল ; কনিষ্ঠ, ক্ষুদ্রতম ('— আঙুল') ; কচি ('— কল') ; বালিকা, অল্পবয়স্কা। <কনীয়স্। বিণ। ৩। কনিষ্ঠ আঙুলের স্পর্শ বা স্পর্শের জন্য রোমাক ; ছোট লাঠি দ্বারা স্পর্শ। বাংপ্র। বি।

কড়ে-রাঁড়ী—অল্পবয়সেই বিধবা, বাল-বিধবা। কর্মধা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কড়েল—'কড়িয়াল' দ্রঃ।

কণ—সূক্ষ্মাংশ ; অত্যল্পভাগমাত্র ; ধান্যাংশ। কণ্ + অল্ কর্ম। বি ; পু।

কণকণি—অনুকরণ শব্দ ; কঙ্কণাদি অলংকারের ধ্বনি। বাংপ্র। বি।

কণ-জীর, -জীরক—ছোট জীরা, সাদা জীরা। কর্মধা। বি ; পু।

কণা—সূক্ষ্মাংশ ; ধান্যাংশ ; স্ফুলিঙ্গ। বি ; স্ত্রী।

কণাদ—বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা মুনি ; স্বর্ণকার ; চটক। উপতৎ ; কণ—অদ্ + অন্ কর্তৃ। বি ; পু। মহর্ষি কণাদের প্রকৃত নাম উলূক, এজন্য ইঁহার প্রণীত দর্শনশাস্ত্র ঔলূক্য দর্শন নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইনি তণ্ডুলের কণা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতেন, এজন্য ইঁহার কণাদ নাম হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ১২শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ষড়্দর্শনের অন্তর্গত। ইনি পরমাণুবাদী ছিলেন। কোন অজ্ঞাত কারণ দ্বারা পরমাণুসমূহের সংযোগেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, ইহাই ইঁহার মত। তেজ ও আলোক যে এক মূল পদার্থের অবস্থান্তর হইতে উৎপন্ন ইহা ইনিই প্রথম প্রচার করেন।

কণিক—১। কণা ; গোধূমচূর্ণ, আটা বা ময়দা, সুজি ; শত্রু ; নীরাজন, আরতি। কণ + ইকন্। বি ; পু। ২। রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জনৈক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। ইনি ধৃতরাষ্ট্রকে অসৎ পরামর্শ দিয়া পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে সর্বদাই উত্তেজিত করিতেন। শত্রুকে যে-কোন উপায়েই হউক না কেন নষ্ট করা উচিত, এই বাক্যের দৃঢ়তা সমর্থনের জন্য ইনি স্বকপোল-কল্পিত জম্বুকাদির উপাখ্যান ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন। বি ; পু।

কণিকা—কণা, অণু ; অতি সূক্ষ্ম বস্তু ; চালের খুদ। কণ্ + কণ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

'—কণিকা, কণা। বি ; স্ত্রী।

কনীয়ান্ (কনীয়স্)—'কনীয়ান্' দ্রঃ।

কণ্ট—কণ্টক, কাঁটা। কন্ট্ + অচ্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

কণ্টক—১। কাঁটা ; মৎস্যাদির অস্থি, মাছের কাঁটা ; বিঘ্ন ; ক্লেশদায়ক বস্তু ; ক্ষুদ্র শত্রু ; নখ ; রোমাঞ্চ ; কেন্দ্র ; (ন্যায়ে) দোষোক্তি। কন্ট্ + অক কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী। ২। সূচাগ্র ; কর্মস্থান ; দোষ ; মকর ; রেণু। বি ; পু।

কণ্টকদ্রুম—শাল্মলী তরু, শিমুল গাছ। মধ্যপ। বি ; পু।

কণ্টকফল—১। পনসফল, কাঁটাল। কণ্টক-যুক্ত যে ফল, মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। পনস বৃক্ষ, কাঁটাল গাছ। কণ্টকযুক্ত ফল হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

কণ্টকময়—কাঁটায় ভরা ; বিঘ্নবহুল ('— পথ')। কণ্টক শব্দ + ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

কণ্টকশয্যা—কণ্টকাকীর্ণ শয়ন, কাঁটা ছড়ানো বিছানা অর্থাৎ যে অবস্থায় বিছানায় থাকা অতীব ক্লেশজনক ; ঘোর বিপদের অবস্থা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কণ্টকাকীর্ণ—কণ্টকবিক্ষিপ্ত, কাঁটা-ছড়ানো ; বিঘ্নসংকুল। কণ্টক দ্বারা আকীর্ণ, ৩তৎ। বিণ।

কণ্টকারিকা—কণ্টকারী নামক ক্ষুদ্র কাঁটা গাছ। কণ্টকারী + কণ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কণ্টকারী—একধরনের কাঁটা গাছ ; বিতস্ত, বৈঁচি গাছ ; শিমুল গাছ। কণ্টক — ঋ (গমন করা) + ঘঞ্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কণ্টকি-কীট—শূককীট, শুঁয়াপোকা। কণ্টকী যে কীট, কর্মধা। বি ; পু।

কণ্টকিত—কণ্টকযুক্ত ; রোমাঞ্চিত। কণ্টক শব্দ + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

কণ্টকিনী—কণ্টকযুক্তা। বিণ ; স্ত্রী।

কণ্টকিফল, কণ্টকীফল—১। কাঁটাল গাছ। কণ্টকী ফল যাহার, বহু। বি ; পু। ২। কাঁটালফল। কণ্টকী যে ফল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

কণ্টকী (কণ্টকিন্)—১। কণ্টকযুক্ত। কণ্টক শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কণ্টকিনী**। ২। মৎস্য ; খর্জুরাদি কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ ; বেউড় বাঁশ ; কাঁটাল গাছ ; ময়না গাছ ; কুল গাছ। বি ; পু।

কণ্টকী কাঁটা বেগুন। বি ; স্ত্রী।

কণ্টকোদ্ধার—(ক্ষেত্র বা শরীর হইতে) কণ্টক নিষ্কাশন, অর্থাৎ কাঁটা তুলিয়া ফেলা ; বিঘ্ন দূরীকরণ ; ক্লেশ-হেতুর অপসারণ ; শত্রু নিবারণ। কণ্টকের উদ্ধার, ৬তৎ। বি ; পু।

কণ্টফল—পনস, কাঁটাল ; ধুতুর। কণ্ট (কণ্টক) ফলে যাহার, বহু। বি ; পু।

কণ্টাফল—পনস বৃক্ষ, কাঁটাল গাছ। কণ্টা (কণ্টক) ফলে যাহার, বহু। বি ; পু।

কণ্ট্রাক্ট—চুক্তি, কোন নির্দিষ্ট কার্য নির্দিষ্ট ব্যয়ে করিয়া দিবার জন্য প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার। <ইং 'contract'. বি।

কণ্ট্রাক্টর—ঠিকাদার। <ইং 'contractor'. বি।

কণ্ট্রোল সরকার কর্তৃক মূল্যনিয়ন্ত্রণ ; নিয়ন্ত্রিত মূল্যে বিক্রেয় পদার্থের দোকান। <ইং 'control'. বি।

কণ্ঠ—গলদেশ ; কণ্ঠধ্বনি ; নিকট। বি ; পু বা ক্লী।

কণ্ঠগ—কণ্ঠগত, গলব্যাপী, গলা পর্যন্ত বিস্তৃত। উপতৎ ; কণ্ঠ—গম্ + ড কর্তৃ। বিণ।

কণ্ঠগীত—যাহা কণ্ঠস্বর যোগে গান করা হইয়াছে এমন। ৩তৎ। বিণ।

কণ্ঠনালী—গলনালী, গলার নল বা চোঙ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কণ্ঠবদ্ধ, কণ্ঠলীন—গলদেশে আবদ্ধ; গললগ্ন; গলদেশ ধারণপূর্বক আলিঙ্গনকারী। ৭তৎ। বিণ।

কণ্ঠভূষণ, কণ্ঠভূষা—মালা, মালা; হার; চিক। ৬তৎ। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

কণ্ঠমণি—গলদেশধারণীয় রত্ন; কণ্ঠের বাহিরের উঁচু হাড়, Adam's apple. ৬তৎ। বি; পু।

কণ্ঠমালা—কণ্ঠহার, গলার একপ্রকার স্বর্ণহার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [পু।

কণ্ঠরোধ—কণ্ঠস্বর বন্ধ হওয়া। ৬তৎ। বি;

কণ্ঠরোল—অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনি; কলরব, কোলাহল। ৬তৎ। বি; পু।

কণ্ঠলগ্ন—গললগ্ন, যাহা গলায় লাগিয়া আছে এমন; কণ্ঠবদ্ধ। ৭তৎ। বিণ।

কণ্ঠলীন—'কণ্ঠবদ্ধ' দ্রঃ।

কণ্ঠশ্বাস—গলদেশ হইতে আগত নিশ্বাস; মুমূর্ষু অবস্থা। ৫তৎ। বি; পু।

কণ্ঠসূত্র—মালা, মালা; আলিঙ্গন বিঃ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কণ্ঠস্থ—গলস্থিত; অভ্যস্ত, মুখস্থ। উপতৎ; কণ্ঠ—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

কণ্ঠস্বর—গলার আওয়াজ। ৬তৎ। বি; পু।

কণ্ঠহার—গলদেশে পরিহিত হার নামক অলংকার। কণ্ঠের হার, ৬তৎ। বি; পু।

কণ্ঠা—১। গলদেশ, গলা; কণ্ঠরব; নিকট। কণ্ঠ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গলার নীচে দুই পাশের হাড়। বাংপ্র। বি।

কণ্ঠাগত, কণ্ঠগত—কণ্ঠ পর্যন্ত আগত বা উপস্থিত, বহির্গমনোদ্যত। কণ্ঠকে আগত বা কণ্ঠাকে গত, ২তৎ। বিণ।

কণ্ঠাগতপ্রাণ—১। যে প্রাণ কণ্ঠা পর্যন্ত আসিয়াছে, বহির্গমনোন্মুখ প্রাণ; মুমূর্ষু অবস্থা। কণ্ঠাগত যে প্রাণ, কর্মধা। বি; পু। ২। ওষ্ঠাগতপ্রাণ, যাহার প্রাণ বহির্গত হইবার উপক্রম হইয়াছে এরূপ, মরণোন্মুখ, মুমূর্ষু। কণ্ঠাগত প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

কণ্ঠি—বৈষ্ণবদের তুলসীর মালা; ছোট হার। বাংপ্র। বি।

কণ্ঠিকা—কণ্ঠী (সকল অর্থে)। কণ্ঠী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ঠিবদল, কণ্ঠীবদল—আধুনিক বৈষ্ণববৈষ্ণবীদিগের স্ত্রী পুরুষের গলায় মালা বিনিময় দ্বারা বিবাহ। বাংপ্র। বি।

কণ্ঠী—কণ্ঠ, গলা; একপ্রকার হার বা মালা; ঘোটকের গ্রীবাবেষ্টক রজ্জুচর্মাদি। বি; স্ত্রী।

কণ্ঠীধারী—গলায় মালা পরা বৈষ্ণব বা বৈরাগী; বৈষ্ণব মঠাধিকারী। বাংপ্র। বি।

কণ্ঠীবদল—'কণ্ঠিবদল' দ্রঃ।

কণ্ঠেকাল—নীলকণ্ঠ, শিব, মহাদেব। কণ্ঠে (গলদেশে) কাল (কৃষ্ণবর্ণ) যাঁহার, বহু; সমুদ্রমন্থনোত্থিত বিষ পান করায় মহাদেবের কণ্ঠে নীলবর্ণ চিহ্ন হয়। বি; পু।

কণ্ঠ্য—কণ্ঠ দ্বারা উচ্চার্য ('— বর্ণ'); কণ্ঠসম্বন্ধীয়। কণ্ঠ+ক্য। বিণ। স্ত্রী—**কণ্ঠ্যী, কণ্ঠ্যা**। **কণ্ঠ্য বর্ণ**—অ আ কবর্গ হ ও বিসর্গ—এই নয়টি বর্ণ।

কণ্ডন—তুষনিষ্কাশন, কাঁড়া। কন্ড্ (ভেদ করা, কাঁড়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কণ্ডনী—মুষল; উদূখল। কন্ড্ (ভেদ করা, কাঁড়া)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ডু—১। চুলকানি, খোস, পাঁচড়া। কন্ড্ (ভেদ করা)+উ ভাব। বি; স্ত্রী।

২। জনৈক মুনি, মহর্ষি কণ্বের পুত্র। ইনি দীর্ঘকাল সুকঠোর তপশ্চরণে নিযুক্ত থাকায় ইন্দ্র ভীত হইয়া ইঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অপ্সরার রূপলাবণ্যে ও হাবভাবে বিমোহিত হইয়া কণ্ডু তপস্যায় জলাঞ্জলি দিয়া বহুকাল তাহার সহিত বাস করেন। প্রায় সহস্র বৎসর এইরূপে অতীত হইলে একদা সায়ংকালে কণ্ডু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে উদ্যত হইলেন। তখন প্রম্লোচা পরিহাস করিয়া কহিল, "এত কাল পরে কি তোমার সন্ধ্যাবন্দনা মনে পড়িল?" এই কথায় কণ্ডুর চৈতন্যোদয় হইলে তিনি অপ্সরাকে পরিত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গমনপূর্বক ঊর্ধ্ববাহু হইয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং কালক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন। বি; পু।

কণ্ডূ, কণ্ডূতি—চুলকানি, কুটকুটুনি; কিছু করিবার জন্য ঔৎসুক্য। কণ্ডূ (চুলকানো)+ক্বিপ্, ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কণ্ডূয়ন—চুলকানো; চুলকনা, খোস, পাঁচড়া। কণ্ডূ+ণ্য+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কণ্ডূয়মান—কণ্ডূয়নকারী, যে চুলকাইতেছে এমন। কণ্ডূ+শান কর্তৃ। বিণ।

কণ্ডূয়া—কণ্ডূয়ন (সকল অর্থে)। কণ্ডূ+ণ্য+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কণ্ডূল কণ্ডূযুক্ত, চুলকনাবিশিষ্ট। কণ্ডূ শব্দ+ল যুক্তার্থে। বিণ।

কণ্যাস—অতিক্ষুদ্র; কনিষ্ঠ। 'কনীয়ান্' পদের বিকৃতি। প্রা কপ্র। বিণ।

কণ্ব—১। পাপ। কণ্ (আর্তনাদ করা)+ব কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। জনৈক মুনি, পুরুবংশীয় অপ্রতিরথের পুত্র এবং কণ্বমুনির জনক। মালিনী নদীর তীরে ইঁহার আশ্রম ছিল। ইনিই দুষ্মন্ত-মহিষী শকুন্তলার পালকপিতা। ইনি যজুর্বেদীয় কাণ্ব শাখার প্রণেতা। বি; পু।

কণ্ব-সুতা—দুষ্মন্ত-মহিষী শকুন্তলা [শকুন্তলা দ্রঃ]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কণ্বাশ্রম—কণ্বমুনির তপোবন। কণ্বের আশ্রম, ৬তৎ। বি; পু। [মালিনী নদীর তীরে কুলপতি কণ্বের আশ্রম ছিল। উহা বর্তমান সময়ে ধর্মারণ্য নামে অভিহিত হয়।]

কৎ—কলমের মুখ, কচ। বাংপ্র। বি।

কত—কি পরিমাণ বা সংখ্যা; অনেক, বহু; কি দর বা দাম। বাংপ্র। বিণ। **কত কি**—অনেক রকমের অনেক জিনিস বা বিষয়, অনেক প্রকার। **কত না**—কতই, খুব। **কত শত**—অসংখ্য।

কতক—কতিপয়, কিঞ্চিৎ, কিছু। বাংপ্র। বিণ।

কতকটা—কিয়ৎপরিমাণে; সামান্য মাত্রায়, ঈষৎ; আংশিক, কিয়দংশে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

কতবেল—কপিত্থ, বেলজাতীয় অম্ল ফল বিঃ। বাংপ্র। বি।

কতমত, কতমতে—কতরকমে, নানাপ্রকারে, বিবিধভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কতয়ে—কত। প্রা কপ্র। বিণ।

কতহুঁ—কতই। প্রা কপ্র। বিণ।

কতি ১। কিয়ৎপরিমিত, কত। কিম্ শব্দ+ডতি পরিমাণার্থে। বিণ। ২। কি, কিসের; কোথায়। প্রা কপ্র। অ।

কতিপয়—কিয়ৎ, কত, কতকগুলি। কতি দ্রঃ। কতি শব্দ+পয়। বিণ।

কতিবিধ—কতপ্রকার। কতি বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

কতেক—কতক; কত, কত অধিক; বিস্তর; কতকগুলি, কতিপয়, কয়েক। বাংপ্র। বিণ।

কত্তা—মালিক; প্রধান ব্যক্তি; সাধারণ জিনিস-বিক্রেতাকে সম্বোধন করিবার শব্দ। 'কর্তা' পদের অপভ্রংশ। বাংপ্র। বি।

কথং (কথম্)—কি প্রকারে; কেন; প্রশ্ন; সম্ভ্রম; হর্ষ; নিন্দা; সম্ভাবনা। কিম্ শব্দ+থম্ প্রকারার্থে। অ।

কথক—বক্তা; কথোপজীবী, সর্বজনসমক্ষে পুরাণ-ব্যাখ্যাকারী। কথ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কথিকা**।

কথকতা—কথকের কার্য বা ব্যবসায়, বহুজনসমক্ষে ভাবভঙ্গীগীতাদিসহ পুরাণাদিপাঠ ও ব্যাখ্যা। কথক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কথঞ্চন—কোনও প্রকারে, কোনও রূপে। কথম্+চন, চিৎ অনিশ্চয়ার্থে। অ।

কথঞ্চিৎ—১। কোনও প্রকারে, কোনও রূপে। কথম্+চিৎ অনিশ্চয়ার্থে। অ। ২। কিঞ্চিৎ, কিছু। বাংপ্র। বিণ।

কথন—উক্তি, বলা। কথ্ (বলা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

কথনীয়—বক্তব্য, বাচ্য, কথ্য। কথি+ অনীয় কর্ম। বিণ।

কথম্ভূত—কিপ্রকার; কিরূপ। কথম্—ভূ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কথা-উক্তি; উচ্চারণ; সত্যামিশ্রিত গল্পগ্রন্থ; উপাখ্যান; কথকতা; বিবরণ; প্রসঙ্গ, বিষয়; বাধ্যতা; অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি; অভিপ্রায়, চিন্তা; প্রবাদ। কথ্ (বলা) +অ ভাব। বি; স্ত্রী। **এক কথা**—অপরিবর্তনীয় কথা। **কথা চালা**—গল্প বলা; মুখে মুখে কথা বাড়ানো। **কথা দেওয়া**—প্রতিশ্রুতি দেওয়া। **কথার শ্রাদ্ধ**—অকেজো কথার বাড়াবাড়ি। **কাজের কথা**-নির্ভরযোগ্য কথা; দরকারী কথা। **ছোট কথা**—সামান্য কথা; মূল্যহীন কথা। **দশ কথা**—নানাবিধ কড়া কথা; অনেক কথা।

কথান্তর—১। কথার অবসর। কথার অন্তর, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অন্য কথা। অন্যা কথা, নিত্য। ৩। কথা কাটাকাটি, বাগ্‌যুদ্ধ, বিবাদ, কলহ; কথার খেলাপ। বাংপ্র। বি।

কথাপ্রবন্ধ—১। বাক্যালা কথোপকথন, কথাবার্তা; রচিত সন্দর্ভ বা উপন্যাস; উপাখ্যান, কাহিনী; গল্প। কথার প্রবন্ধ, ৬তৎ। বি; । ২। বাক্ছল। বাংপ্র। বি।

কথাপ্রসঙ্গ—১। কথোপকথন; কথাবার্তা; কথার অবতারণা বা ক্রম। ৬তৎ। বি; পু। ২। বহুভাষী, বাচাল; ক্ষিপ্ত, বাতুল; বিষচিকিৎসক। বহু। বিণ।

কথাপ্রসঙ্গে—কথায় কথায়, প্রসঙ্গক্রমে, যথাক্রমে। কথার প্রসঙ্গ আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। অ; ক্রি-বিণ। [বি।

কথাবার্তা—আলাপ, কথোপকথন। বাংপ্র।

কথামুখ—গ্রন্থসূচনা, উপক্রমণিকা, গল্পের ভূমিকা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কথাশিল্প—গল্পরচনারূপ কলাবিদ্যা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কথাশিল্পী (-শিল্পিন্)—গল্পকার; ঔপন্যাসিক। ৬তৎ। বি; পু।

কথাসরিৎসাগর—সোমদেব ভট্ট কৃত উপাখ্যানমূলক গল্পের পুস্তক। বি; পু, স্ত্রী।

কথাসাহিত্য—উপন্যাস; গল্প; রম্য রচনা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কথাসাহিত্যিক—ঔপন্যাসিক; গল্প-লেখক। কথাসাহিত্য+ইক করে অর্থে। বি; পু।

কথি-কোথায়, কোন্ স্থানে। বাঙ্গালা পদ্যে ও গ্রাম্য ভাষায় ব্যবহৃত। অ।

কথিত-১। উক্ত; বর্ণিত; উচ্চারিত। কথ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কথন। কথ্ +ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

কথিহু, কথিহুঁ—কোথাও। প্রা কপ্র ("কহসি মাধবদাস হেরব না কথিহুঁ"- মাধবদাস)। প্রা কপ্র। অ।

কথো-কত; কতিপয়। প্রা কপ্র। বিণ।

কথোদ্ঘাত—কথার উপক্রম বা আরম্ভ, প্রস্তাবনা, উপক্রমণিকা। কথার উদ্ঘাত, ৬তৎ। বি; পু।

কথোপকথন-কথাবার্তা, পরস্পর আলাপ; উক্তিপ্রত্যুক্তি; বাদানুবাদ। কথা ও উপকথন, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

কথ্য-কথনীয়, বক্তব্য, বাচ্য, বলার উপযুক্ত। কথ্ (বলা)+য কর্ম। বিণ।

কদক্ষর—১। কুৎসিত অক্ষর, খারাপ লেখা। কু (কুৎসিত) যে অক্ষর, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। কুৎসিত লেখক, যাহার হাতের লেখা ভাল নয় এরূপ। কু (কুৎসিত) অক্ষর যাহার, বহু। বিণ।

কদগ্নি—মন্দাগ্নি, অগ্নিমান্দ্য। কু (কুৎসিত) অগ্নি, কর্মধা। বি; পু।

কদন্ন—কুৎসিত অন্ন; জঘন্য ভক্ষ্য। কু (কুৎসিত) যে অন্ন, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কদভ্যাস—কু-অভ্যাস, মন্দ অভ্যাস। কু (কুৎসিত) যে অভ্যাস, কর্মধা। বি; পু।

কদম—১। স্বনামখ্যাত পুষ্প। 'কদম্ব' শব্দের অপভ্রংশ। ২। পদক্ষেপ; পদক্ষেপদূরত্ব; ঘোটকের গতি বিঃ। আ। বি।

কদমা—মিষ্টান্ন বিঃ, চিনির একপ্রকার ফাঁপা লডড়ুক বা লাড়ু। বাংপ্র। বি।

কদমী সহচর, অনুচর; সেবক; ভৃত্য। প্রা কপ্র। বি।

কদম্ব—১। কদমফুলের গাছ। কদ্+অম্বচ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। কদমফুল। বি; স্ত্রী।

কদম্বক—কদম্ববৃক্ষসমূহ। কদম্ব শব্দ+ কণ্। বি; স্ত্রী।

কদম্বগোলক ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

কদর—মূল্য, আদর, যত্ন, খাতির, সমাদর, সম্মান। <আ 'কদ্‌র'। বি।

কদর্থ-১। কুৎসিত অর্থ, বিকৃত অর্থ; কুৎসিত তাৎপর্য। কু (কুৎসিত) যে অর্থ, কর্মধা। বি; পু। ২। ব্যর্থ, নিরর্থক। কু অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

কদর্থন—কদর্থকরণ; বিড়ম্বনা; অবমাননা; যাতনাদান, পীড়ন। কু শব্দ—ণিজন্ত অর্থ (=অর্থি)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

কদর্থনা—কদর্থন (সকল অর্থে)। কু—অর্থি+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কদর্থিত—দূষিত; বিড়ম্বিত; ক্লেশিত। কু শব্দ—ণিজন্ত অর্থ+ক্ত কর্ম। বিণ।

কদর্থীকৃত—কুৎসিত অর্থে ব্যাখ্যাত বা গৃহীত; ব্যর্থীকৃত, বিফলীকৃত; মন্দীকৃত। কদর্থ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কদর্থী) —কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

কদর্য-কুৎসিত; জঘন্য; কৃপণ; লোভী; ক্ষুদ্র; নীচ। বিণ। বি-**কদর্যতা, -ত্ব**।

কদলিকা—রম্ভাবৃক্ষ, কলাগাছ। কদলী+ কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

কদলী—কলাগাছ; কলা; পতাকা; মৃগী বিঃ; করিবৈজয়ন্তী, হাতীর উপরের নিশান। কদল+ঈপ্। বি; স্ত্রী। **কদলী প্রদর্শন করা**—কলা দেখানো; ফাঁকি দেওয়া, ফাঁকি দিয়া পলাইয়া যাওয়া।

কদলীকুসুম, কদলীপুষ্প—কলার ফুল, মোচা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কদলীদণ্ড—থোড়। ৬তৎ। বি; পু।

কদশ্ব—কুৎসিত অশ্ব, দুষ্ট ঘোটক, মন্দ ঘোড়া। কু যে অশ্ব, কর্মধা। বি; পু।

কদা—কখন, কোন্ সময়ে, কবে। কিম্ শব্দ+দা কালার্থে। অ।

কদাকার—১। কুৎসিত আকৃতি, বিশ্রী চেহারা। কু যে আকার, কর্মধা। বি; পু। ২। কুৎসিতাকার; বিশ্রী। কু আকার যাহার, বহু। বিণ।

কদাচ—কখনও। কদা+চ। অ।

কদাচন, কদাচিৎ—কোনও সময়ে, কখনও। কদা শব্দ+চন, চিৎ। অ।

কদাচার-১। কুৎসিত আচরণ; অভদ্র ব্যবহার। কু যে আচার, কর্মধা। বি; পু। ২। অভদ্রাচরণকারী। কু আচার যাহার, বহু। বিণ।

কদাচারী (-চারিন্)—কুৎসিতাচরণকারী, অভদ্রাচারী। কদাচার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কদাচারিণী**।

কদাচিৎ—'কদাচন' দ্রঃ।

কদাপি—কখনও। কদা+অপি। অ।

কদাহার—১। কুৎসিত ভোজন। কু যে আহার, কর্মধা। বি; পু। ২। কুৎসিত ভোজনকারী। কু আহার যাহার, বহু। বিণ।

কদাহারী (-হারিন্)—কুৎসিত খাদ্যখাদক; নিষিদ্ধদ্রব্য ভক্ষক। কদাহার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কদাহারিণী**। [বি।

ক-দিন—কত দিন, কয়েক দিন। বাংপ্র।

কদু—তুম্বী, অলাবু, লাউ। হি-কদু। বি।

কদুক্তি—কুৎসিত উক্তি, কটুবাক্য ; অশ্লীল কথন। কু যে উক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কদুত্তর—১। কুৎসিত উত্তর, কদর্য জবাব। কু যে উত্তর, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। কদুক্তি, কুৎসিত বা অশ্লীল বাক্য। প্রা কপ্র। বি।

কদুষ্ণ—১। ঈষৎ উষ্ণতা, সামান্য গরমভাব। কু যে উষ্ণ, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। কবোষ্ণ, ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। বিণ।

কদ্রু—১। পিঙ্গলবর্ণ। কম্ (কামনা করা) + রু কর্ম। বি ; পু। ২। পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ।

কদ্রু, কদ্রূ—দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, এবং কশ্যপ ঋষির ভার্যা। পতির কৃপায় ইঁহার সহস্র নাগ সন্তান জন্মে। একদা উচ্চৈঃশ্রবা ঘোটক দর্শনে ইঁহার ভগিনী অথচ সপত্নী বিনতার সহিত অশ্ববরের পুচ্ছের বর্ণ লইয়া বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। অশ্ববর শুভ্রবর্ণ, কিন্তু কদ্রু উহার পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ বলিয়া নির্দেশ করেন। অতঃপর কদ্রু আপনার তনয়গণকে তাহাদিগের দেহাবরণে অশ্বের পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ করিতে বলেন। নাগেরা তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাহাদিগকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, তাহারা রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তখন নাগগণ মাতার তুষ্টির নিমিত্ত তাঁহার আদেশমত কার্য করিলে পরদিন দেখা গেল যে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। সুতরাং পূর্বনির্ধারিত পণানুসারে বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল গত হইলে বিনতানন্দন গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত আনিয়া দিয়া জননীর দাসীত্ব বিমোচন করেন। বি ; স্ত্রী।

কনক—১। স্বর্ণ। কন্ (দীপ্তি পাওয়া) + অক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। কিংশুক বৃক্ষ ; ধুস্তুর বৃক্ষ ; নাগকেশর ; কোবিদার ; কালীয় বৃক্ষ, চম্পক ; কাসমর্দ ; লাক্ষাতরু। বি ; পু।

কনককড়ি—সোনার কড়া বা আঙটা, সোনার মাকড়ি। প্রা কপ্র। বি।

কনকক্ষার—সোহাগা। কনকের ক্ষার (দ্রবণ) হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

কনকচম্পক—হরিদ্রাবর্ণ চাঁপা ফুল, কনকচাঁপা। কনকবর্ণ যে চম্পক, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কনকচাঁপা—কনকচম্পক, এক প্রকার ফুল। মধ্যপ। বি।

কনকচূড়, -চূর—ধান্য বিঃ, ইহাতে উত্তম খই হয়। বাংপ্র। বি।

কনকটঙ্ক—স্বর্ণ-কুঠার, সোনার টাঙ্গি। কনক নির্মিত যে টঙ্ক, মধ্যপ। বি ; পু বা ক্লী।

কনকদণ্ড ১। স্বর্ণনির্মিত দণ্ড। কনকময় যে দণ্ড, মধ্যপ। ২। রাজছত্র। কনকময় দণ্ড যাহার, বহু। বি ; পু।

কনকধুতুরা—সুদৃশ্য ধুস্তুর পুষ্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

কনকধ্বজ—১। স্বর্ণময় ধ্বজবিশিষ্ট বা ধ্বজচিহ্নযুক্ত। কনক নির্মিত ধ্বজ যাহার, বহু। ২। স্বর্ণময় পতাকা বা পতাকাদণ্ড ; ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। বি ; পু।

কনকন—ব্যথা ; অত্যন্ত শীতল ; শীতের লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

কনকনানি—ঠাণ্ডা ; ব্যথা, বেদনা। বাংপ্র। বি।

কনকনানো—ব্যথা করা। বাংপ্র। ক্রি।

কনকনে—তীব্রস্বরবিশিষ্ট, খনখনে ; অত্যন্ত ঠাণ্ডা। বাংপ্র। বিণ।

কনকপত্র—সোনার কানপাত। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কনকপুরী—স্বর্ণময়ী নগরী। কনকনির্মিতা যে পুরী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কনকপ্রভ—সুবর্ণবৎ দীপ্তিশালী, স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল। কনকের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

কনকপ্রভা—১। সুবর্ণবৎ দীপ্তিশালিনী। বিণ ; স্ত্রী। ২। সুবর্ণের দীপ্তি, স্বর্ণের উজ্জ্বলতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কনকমুকুট—স্বর্ণময় কিরীট। কনকনির্মিত মুকুট, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কনকরম্ভা—সুবর্ণকদলী, চাঁপা কলা। কনকতুল্যা যে রম্ভা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কনকরস—হরিতাল। কনকের ন্যায় রস যাহার, বহু। বি ; পু।

কনকলঙ্কা—স্বর্ণলঙ্কা, রাবণপুরী। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কনকলতা—স্বর্ণলতা, সুবর্ণবল্লী। কনকসদৃশী লতা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কনকসূত্র—সুবর্ণসূত্র, সোনার তার। কনকনির্মিত যে সূত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কনকাঙ্গদ—স্বর্ণ-কেয়ূর, সোনার বাজু বা তাগা। কনকনির্মিত অঙ্গদ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কনকাচল—হেমাদ্রি, সুমেরু পর্বত ; অস্তগিরি। কনকনির্মিত অচল, মধ্যপ। বি ; পু।

কনকাঞ্জলি—কনকপূর্ণ অঞ্জলি ; মাঙ্গলিক ক্রিয়া বিঃ [বঙ্গদেশে কোনও দেবপ্রতিমা বিসর্জনকালে সধবা গৃহস্বামিনী অন্যান্য বেশভূষাসমন্বিতা রমণীগণে বেষ্টিতা হইয়া প্রতিমা বরণ করিয়া স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল প্রসারিত করেন, এবং সেই সময়ে পুরোহিত প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ হইতে অলক্ষিতভাবে মুদ্রাসমন্বিত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র প্রতিমার উপর দিয়া গৃহস্বামিনীর প্রসারিত বস্ত্রাঞ্চলে নিক্ষেপ করেন। ইহাকেই কনকাঞ্জলি বলে। গৃহস্বামিনী সেই কনকাঞ্জলি স্বীয় মস্তকে ধারণপূর্বক জলধারা দিয়া গৃহপ্রবেশ করেন। বিবাহান্তে বরকন্যার বিদায়-কালেও এইরূপ কনকাঞ্জলিদানের প্রথা প্রচলিত আছে]। কনকপূর্ণা অঞ্জলি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কনকাধ্যক্ষ—স্বর্ণের তত্ত্বাবধায়ক ; ধন-রক্ষক। কনকের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি ; পু।

কনকাম্বু—ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। বি ; পু।

কনখল—উত্তরপ্রদেশান্তর্গত সাহারণপুর জেলার নগর বিঃ, হরিদ্বারের এক মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হরিদ্বারের অধিকাংশ পুরোহিতের নিবাস কনখলে। শহরের দক্ষিণাংশে দক্ষেশ্বর মন্দির। কথিত আছে, এই স্থানে পুরাণোক্ত দক্ষযজ্ঞ নাশ ও সতীর দেহত্যাগ ঘটিয়াছিল।

কনভোকেশন—বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব। <ইং 'convocation'. বি।

কনয়া—কনক, স্বর্ণ। প্রা কপ্র। বি।

কনস্টেবল—পুলিস প্রহরী। <ইং 'constable'. বি। [বি।

কনসার্ট—ঐকতান। < ইং 'concert'.

কনিংহাম, স্যার অ্যালেকজাণ্ডার (Alexander Cuningham)—জন্ম ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে জানুয়ারি। সৈনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইয়া ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি ভারতে আগমন করেন। ভারতে আসিয়া নানা কার্য করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে মেজর-জেনারেল পদে উন্নীত হন এবং পরে সৈনিক বিভাগের সহিত সংস্রব ত্যাগ করেন। পরে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রথম সার্ভেয়ার হন ও ১৮৭০ খ্রীঃ ঐ বিভাগের ডাইরেক্টর হন। ১৮৮৫ খ্রীঃ অব্দে কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে অনেক রচনা করেন এবং প্রাচীন ভারতের একখানি ভূগোল ও ভারতীয় 'কাল' সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ অব্দে ২৮শে নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

কনিখল (কনখল)—তীর্থ বিঃ। ইহা কুরুক্ষেত্রের উত্তরে গঙ্গাদ্বার সমীপে অবস্থিত। বি।

কনিষ্ক—'কনীক' স্থলে ভ্রমক্রমে এইরূপে লিখিত হইয়া থাকে। 'কনীক' দ্রঃ।

কনিষ্ঠ—অনুজ ; অতিক্ষুদ্র। যুবন্ বা অল্প + ইষ্ঠ। বিণ। বি-কনিষ্ঠতা, -ত্ব।

কনিষ্ঠা—১। অনুজা ; অতিক্ষুদ্রা। বিণ ;

স্ত্রী। ২। কনিষ্ঠাঙ্গুলি, ক'ড়ে আঙুল। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

কনী—কন্যা। কন্‌+অন্‌ কর্ত্তৃ+ঈপ্‌। বি;

কনীনিকা—অক্ষিতারা; কনিষ্ঠা ভগিনী; কনিষ্ঠাঙ্গুলি। কন্‌ (দীপ্ত পাওয়া)+ঈন কর্ত্তৃ+কণ্‌+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কনীয়ান (কনীয়স্‌)-কনিষ্ঠ; অতি ক্ষুদ্র। যুবন্‌ বা অল্প শব্দ+ঈয়স্‌। বিণ; পু। স্ত্রী—**কনীয়সী**।

কনীষ্ক—ইনি শকবংশীয় রাজা। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ভারতবর্ষে ইনি রাজত্ব করিতেন। শকজাতির আদি নিবাস মধ্য এশিয়া। হিন্দুরা ঐ প্রদেশকে শাক-দ্বীপ বলিতেন। যে-সকল শক মধ্যে মধ্যে ভারত আক্রমণ করিয়া স্থানে স্থানে রাজ্য স্থাপন করিত, কনীষ্ক তাহাদের মধ্যে সর্বা-পেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত। ইঁহার রাজ-ধানীর নাম পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশোয়ার)। ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই সময়ে বৌদ্ধগণের চতুর্থ ও শেষ 'সংগীতি' আহূত হয় এবং মহাযান নাম দিয়া বৌদ্ধধর্মের সংস্কার সাধন করা হয়। এই ধর্মপদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হয় এবং মধ্য এশিয়া, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি উত্তর দেশে আদরের সহিত গৃহীত হয়। কেহ কেহ বলেন, কনীষ্ক "বাসুদেব" নাম গ্রহণ করিয়া কাশ্মীরে রাজত্ব করি-য়াছেন। অপর কাহারও কাহারও মতে বাসুদেব কনীষ্কের পুত্র হবিষ্কের পুত্র। কনীষ্কের সময় হইতে শকাব্দ প্রচলিত হত। প্রথম শকাব্দ ৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সমসাময়িক। শকবংশ ভারতে ১৯০ বৎসর রাজত্ব করেন। [বি।

কনুই—কূর্পর, কফোণি, elbow. বাংপ্র।

কনে—বিবাহের পাত্রী; নববধূ। < কন্যা। বি।

কনেষ্ঠ—কনিষ্ঠ। প্রা কপ্র। বিণ।

কনে-বউ—নববধূ, বালিকা বধূ, কনিষ্ঠা বধূ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কনেস্টবল—পাহারাদার, পুলিসপ্রহরী। <ইং 'constable'. বি।

কনৌজ—'কন্যাকুব্জ' বা 'কান্যকুব্জ' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কন্থা—কাঁথা। কম্‌+থন্‌ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কন্দ—১। মূল,—যথা আলু প্রভৃতি। কম্‌ (কামনা করা)+দ কর্ম; অথবা, কন্দ্‌ (আর্দ্র হওয়া)+অল্‌ কর্ম। ২। মেঘ; যোনিরোগ বিঃ। কম্‌ শব্দ (জল)—দা (দেওয়া)+ড কর্ত্তৃ। বি; পু। ৩। স্কন্ধ, কাঁধ। [illegible] কপ্র। ৪। ষাঁড়, চিনি। [illegible]। বি।

কন্দমূল—মূলক মূলা। কন্দযুক্ত যে মূল, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কন্দর—১। গিরিগুহা; অঙ্কুশ। ক শব্দ (জল, মস্তক)—দৃ (বিদীর্ণ করা)+প কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। স্কন্ধ, কাঁধ। প্রা কপ্র। বি।

কন্দরা-গুহা। কন্দর+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কন্দরী—কন্দর, গুহা। কন্দর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কন্দর্প কামদেব, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র; ইঁহার পত্নীর নাম রতি। জীবমাত্রেরই উপর ইনি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব একান্তমনে তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে সতী হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষিণী হন। সেই সময়ে কন্দর্প দেবগণের অনু-রোধে মহাদেবের তপোভঙ্গের চেষ্টা করায় হরকোপানলে ভস্মীভূত হন। অতঃপর দেবতাগণের প্রার্থনায় মহাদেব এই বর দেন যে, কন্দর্প অশরীরী হইয়াও পূর্বের ন্যায় প্রাণিগণের উপর আধিপত্য করিতে পারিবেন। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে, পতি-বিয়োগে রতি বিলাপ করিতে করিতে মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে তিনি এই বর দেন যে, ভগবান্‌ বিষ্ণু দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে তাঁহার ঔরসে কন্দর্পের পুনর্জন্ম হইবে। তদনুসারে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়া প্রদ্যুম্ন নামে খ্যাত হন। কম্‌ শব্দ—দৃপ (দর্প করা, সন্দীপিত করা)+অন্‌ কর্ত্তৃ। বি; পু।

কন্দর্পকূপ—স্ত্রীচিহ্ন, যোনি, ভগ। কন্দর্পের কূপ, ৬তৎ। বি; পু।

কন্দর্প-কেলি—১। প্রহসন বিঃ। কন্দর্পের কেলি আছে যাহাতে, বহু। ২। কামজন্য-ক্রীড়া। ৬তৎ। বি; পু।

কন্দর্পজয়ী (-জয়িন্‌)—১। কামজয়ী; জিতেন্দ্রিয়। বিণ। স্ত্রী, **-জয়িনী**। ২। শিব। ৬তৎ। বি; পু।

কন্দর্পজ্বর—কামজ্বর, কামজ্বালা, শৃঙ্গারা-ভিলাষ। মধ্যপ। বি; পু।

কন্দর্পনারায়ণ রায় জনৈক বাঙ্গালী রাজা। ইনি বারভূঞার অন্যতম। ইনি ১৫৮৬ খ্রীঃ অব্দে বাকলা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন। ইঁহার একটি পিত্তলনির্মিত কামান এখনও ঐ স্থানে দেখা যায়। উহার দৈর্ঘ্য ৭½ ফুট, গোড়ায় বেড় ২¼ ফুট, এবং মুখের ছিদ্রপথ ১৯½ ইঞ্চি। ইঁহার পুত্র রামচন্দ্রের সহিত প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর বিবাহ হইয়াছিল।

কন্দর্পমথন—শঙ্কর, শিব। উপতৎ; কন্দর্প—মথ্‌+অন কর্ত্তৃ। বি; পু।

কন্দল—১। কলধ্বনি; উপরাগ। কন্দ+কলচ্‌ ভাব। ২। খর্পর, কপাল; নবাঙ্কুর; অপযশঃ। কন্দ—লা+ড কর্ত্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ৩। যুদ্ধ, কলহ, বিবাদ; স্বর্ণ। কন্দ্‌+অল্‌ করণ। বি; পু।

কন্দলী—১। ভূমিকদলী; মৃগী বিঃ; গুল্ম বিঃ; পদ্মবীজ; পতাকা। বি; স্ত্রী।

২। ঔর্ব ঋষির জানুসম্ভূতা কন্যার নামও কন্দলী। ইনি অতিশয় কলহপ্রিয়া ছিলেন বলিয়া ঐ নাম প্রাপ্ত হন। মহর্ষি দুর্বাসার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কন্যা সম্প্রদানকালে ঔর্ব ঋষি দুর্বাসাকে কন্দলীর অপরাধ ক্ষমা করিতে অনুরোধ করায় দুর্বাসা ইঁহার শত দোষ মার্জনা করিতে স্বীকৃত হন। পরন্তু অল্পদিন মধ্যেই অপরাধের সংখ্যা একশত উত্তীর্ণ হইলে কন্দলী পতিশাপে ভস্মীভূতা হন। অতঃপর বিষ্ণুর প্রসাদে কন্দলী সেই ভস্ম হইতে কদলীবৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কন্দু—লৌহময় পাকপাত্র, কড়া, তাওয়া, চাটু ইত্যাদি। কন্দ্‌+উ কর্ত্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী।

কন্দুক, কন্দূক—গেণ্ডুক, খেলিবার গোলা, ভাঁটা, 'বল'। কন্দ্‌+উক, উক কর্ত্তৃ। বি; পু।

কন্দুকক্রীড়া—গেণ্ডুক-কেলি, ভাঁটা লইয়া খেলা, বল খেলা। ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

কন্দুপক্ব—অগ্নির উপর বিনা জলে কটাহ মধ্যে রন্ধিত ('— খাদ্য'), কাঠখোলায় ভাজা (চাউলভাজা, ছোলাভাজা) ইত্যাদি। ৭মতৎ। বিণ। [পু।

কন্দুকেশ্বর—কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। বি;

কন্ধ—১। জলধর, মেঘ। উপতৎ; কম্‌ (জল)-ধা+ড কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। কাঁধ, মাথা। স্কন্ধ শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কন্ধ-কাটা—কবন্ধ, মস্তকহীন ভূত। বাংপ্র। বি।

কন্ধর—গ্রীবা, কাঁধ; শাক বিঃ, মারিষ; জলধর, মেঘ। ক শব্দ (মস্তক, জল)-ধৃ (ধারণ করা)+খ কর্ত্তৃ। বি; পু।

কন্ধরা—গ্রীবা, কাঁধ। কন্ধর+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কন্না—গৃহকার্য, সংসারের কাজ ('ঘর—')। বাংপ্র। বি।

কন্‌ফিউসিয়াস—চীনদেশীয় রাজনীতিক ও ধর্মযাজক। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫৫১ অব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কতকগুলি চীনদেশীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করেন; তাহার ফলে ধর্মে ইঁহার অনুরাগ জন্মে। পরে ইনি চাংটুনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের [illegible]

লাভ করেন, এবং সেই পদে অবস্থান-কালে সমাজসংস্কারে মনোনিবেশ করেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৪০ অব্দে ইঁহার প্রাণত্যাগ ঘটে।

কন্যকা- কন্যা ; কুমারী। কন্ (দীপ্ত হওয়া) + য কর্ত্তৃ + কণ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কন্যকাজাত—অবিবাহিতা কন্যার গর্ভে উৎপন্ন, কানীন (যথা—ব্যাসদেব, কর্ণ প্রভৃতি)। কন্যকাতে জাত, ৭তৎ। বিণ।

কন্যকাপতি—কন্যার স্বামী, জামাতা। ৬তৎ। বি ; পু।

কন্যা—পুত্রী, তনয়া ; নারী ; গৌরী ; দশমবর্ষ-বয়স্কা কুমারী ; মেয়ে, বিয়ের কনে ; কন্যারাশি। কন্ (দীপ্ত হওয়া) + য কর্ত্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী

কন্যাকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—কুমারীর তত্ত্বাবধারক বা অভিভাবক ; বিবাহে কন্যাপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তি। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**কন্যাকর্ত্রী**।

কন্যাকাল—নারীর অবিবাহিত কাল ; অবিবাহিতা বালিকার দশম বৎসর পর্যন্ত বয়ঃক্রম। ৬তৎ। বি ; পু।

"অষ্টবর্ষা ভবেদ্‌গৌরী,
নববর্ষা চ রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা,
অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥"

অর্থাৎ ৮ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্কাকে গৌরী, নববর্ষ-বয়স্কাকে রোহিণী এবং দশমবর্ষবয়স্কাকে কন্যকা বা কন্যা বলে। দশাধিক বয়স্কাকে রজস্বলা বলা যায়।

কন্যাকুব্জ—কান্যকুব্জ দেশ। কন্যাগণ হইয়াছে কুব্জ যেখানে, বহু। বি ; পু। [এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, রাজা কুশনাভের একশত পরম রূপবতী কন্যা ছিল ; পবনদেব তাহাদিগের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তাহাদিগের নিকট স্বীয় কামাভিলাষ ব্যক্ত করিলে, গর্বিতা রাজ-কন্যারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে ; ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া পবনদেব ঝটিকাপ্রবাহে তাহাদিগের মধ্যদেশ ভগ্ন করিয়া দিয়া তাহাদিগকে কুব্জা করেন ; তদবধি ঐ দেশ কন্যাকুব্জ নামে খ্যাত হইয়াছে।]

কন্যাকুমারী - কুমারিকা অন্তরীপ, Cape Comorin. বাংপ্র। বি।

কন্যাদান- যথাবিধি বরের হস্তে কন্যা-সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কন্যাদায় কন্যার বিবাহদানরূপ কর্ত্তব্য বা দুরূহ কর্ম, কন্যার বিবাহদানে অক্ষমতা। কন্যার নিমিত্ত দায়, ৪তৎ। বি ; পু।

কন্যাদায়গ্রস্ত - কন্যাদায়ে পীড়িত, মেয়ের বিবাহ জন্য ব্যতিব্যস্ত। ৩তৎ। বিণ।

কন্যাদূষক—কুমারী-ধর্ষণকারী। কন্যার দূষক, ৬তৎ। বিণ ; পু।

কন্যাদূষণ—কুমারী-ধর্ষণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কন্যাধন—কুমারী অবস্থায় লব্ধ ধন [ইহা একপ্রকার স্ত্রীধন, এই ধনে ভ্রাতা অধিকারী হয়]। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কন্যান্তঃপুর—অন্তঃপুরের যে ভাগে রাজ-কন্যা বাস করেন। কন্যার অন্তঃপুর, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কন্যাপক্ষ—(বিবাহে) কন্যার অভিভাবক এবং তাহার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবসমূহ। ৬তৎ। বি ; পু।

কন্যাপণ—বিবাহার্থ কন্যাগ্রহণের নিমিত্ত কন্যার অভিভাবককে দেয় অর্থ, কন্যাশুল্ক। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কন্যাপ্রণিধি—স্বেচ্ছাসেবিকা বা পথ-প্রদর্শিকা ; বয় স্কাউটের মত বালিকা-সংঘ, girl-guide. বাংপ্র। বি।

কন্যাবেদী (-বেদিন্)—কন্যাপতি, জামাতা। বি ; পু।

কন্যাযাত্র, -যাত্রী (-ত্রিন্)—বিবাহ উৎসবে কন্যাপক্ষীয় নিমন্ত্রিত ব্যক্তি। বি ; পু।

কন্যাশুল্ক—কন্যাপণ। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

কন্যাশ্রম - পবিত্র তীর্থ বিঃ। এই স্থানে গমন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস ও শাস্ত্রবিহিত নিয়মানুসারে ভোজন করিলে শতসংখ্যক দিব্য কন্যা ও স্বর্গলোক লাভ হয়। বি।

কপ্—খাইবার জন্য মুখমধ্যে পুরিবার শব্দ (ছোট জিনিস হইলে 'কুপ্' এবং বড় হইলে 'কপাৎ' হয়)। বাংপ্র। অ।

কপচানো শেখা বুলি আওড়ানো ; পাখি কর্ত্তৃক বাঁধা বুলি আওড়ানো ; বকবক করা ; ছাঁটা ('চুল —')। বাংপ্র। ক্রি।

কপট—১। ছল ; বঞ্চনা, প্রতারণা ; শঠতা ; মায়া। কপ্ (চলা) + অটন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী। ২। ছদ্ম ; ভণ্ড ; শঠ। বিণ।

কপটচারী (-চারিন্)—কপটী ; ছদ্মবেশী। উপতৎ ; কপট শব্দ—চর্ (চলা) + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**। বি, **-চারিতা, -ত্ব**।

কপটতা—কপটভাব, প্রতারণা, শঠতা। কপট শব্দ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

কপটপটু- ঐন্দ্রজালিক ; কপটতায় নিপুণ ; কাপট্যে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ।

কপটপ্রবন্ধ—কপটভাব, ছল, ছলনা, প্রতারণা। মধ্যপ। বি ; পু।

কপটবেশ—ছদ্মবেশ। কপটযুক্ত বেশ, মধ্যপ। বি ; পু।

কপটলেখ্য—প্রতারণাপূর্ণ লিপি, কৃত্রিম-পত্র, জাল দলিল। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কপটাচরণ—প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার, অসরল ব্যবহার, ছলনা। কপটযুক্ত যে আচরণ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কপটাচার ১। কপটাচরণ ; প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহার, ছলনা। কপটযুক্ত আচার, মধ্যপ। বি ; পু। ২। কপটাচারী, প্রতারণাপূর্ণ ব্যবহারকারী, বঞ্চক, শঠ। কপটযুক্ত আচার যাহার, বহু। বিণ।

কপটাচারী (-চারিন্) - কপটাচরণকারী, কপটী, প্রতারক ; বঞ্চক। উপতৎ ; কপট + আ—চর্ + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কপটাচারিণী**।

কপটিক—কপটযুক্ত, কপটী, প্রতারণাপূর্ণ। কপট + ইক। বিণ।

কপটী (কপটিন্) কপটযুক্ত, কপটাচারী, বঞ্চক, প্রতারক। কপট শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কপটিনী**।

কপর্দ, কপর্দক—শিবজটা ; বরাটক, কড়ি। ক শব্দ—পৃ (পালন করা, পূরণ করা ইত্যাদি) + ণিচ্ ভাব = কপর্ ; কপর্—দৈ (শোধন করা) + ড কর্ত্তৃ = কপর্দ। কপর্দক = কপর্দ শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

কপর্দক-বিহীন, -শূন্য, -হীন—বরাটকমাত্র রহিত, যাহার এক কড়া কড়িও নাই এমন, অর্থাৎ অতি নিঃস্ব, সম্পূর্ণ নিঃসম্বল। ৩তৎ। বিণ।

কপর্দিনী—শিবপত্নী, পার্বতী। বি ; স্ত্রী।

কপর্দী (কপর্দিন্) - শিব ; একাদশ রুদ্রের অন্যতম [ইনি ঋগ্বেদে বায়ুর জনক বলিয়া কথিত হইয়াছেন]। কপর্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**কপর্দিনী**।

কপাট, কবাট—দ্বারের আবরণ, দরজার পাল্লা। ক (দ্বার)—পিজন্ত পট (= পাট) + অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী। স্ত্রী- **কপাটী, কবাটী**।

কপাটসন্ধি—কপাটের পাতের জোড়। ৬তৎ। বি ; পু।

কপাটি- ক্রীড়া বিঃ [ইহাতে ক্রীড়কগণ দুই দলে বিভক্ত হইয়া পরস্পরকে আক্রমণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, এই খেলাকে হাডুগুডু বা হাডুডুডু বলে] ; দাঁতে দাঁতে খিল ধরিয়া আটকাইয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি।

কপাটী—কপাট। বি ; স্ত্রী।

কপাল—১। খর্পর, মাথার খুলি ; ললাট ; ভিক্ষাপাত্র ; কলসের অর্দ্ধাংশ ; খাপরা, খোলা। ক শব্দ—পালি + অন্ কর্ত্তৃ। ২। সমূহ। কপ্ + কালন্ কর্ম। বি ; পু বা ক্লী। ৩। ভাগ্য, অদৃষ্ট, নিয়তি। বাংপ্র। বি। **কপাল চাপড়ানো**—দুর্ভাগ্যের জন্য কপালে করাঘাত করা। **কপাল ফেরা** সৌভাগ্যের সূত্রপাত হওয়া।

কপালের ফেরো—দুর্ঘটনা ; দুর্দৈব। **কপালের লেখা**—ভাগ্যলিপি।

কপালক্রমে—অদৃষ্টবশতঃ, ভাগ্যবশে। কপালের ক্রম আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কপাল-ঠুকি—কপালে যাহা থাকে হইবে বলিয়া দুঃসাহসে ভর করিয়া কোন বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। বাংপ্র। বি। [স্ত্রী।

কপালমালিনী—শিবানী, দুর্গা। বি ;

কপালমালী (-মালিন্) - শিব। কপাল-মালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

কপালমোচন—কাশীধামস্থ তীর্থ ; পুষ্কর-তীর্থ [কথিত আছে যে, ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তকের কপাল এই স্থানে মোচিত অর্থাৎ পরিত্যক্ত হওয়ায় ইহা কপালমোচন নামে প্রসিদ্ধ হয়। মতান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, রামচন্দ্রের বনবাসকালে তিনি দণ্ডকারণ্যে এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন ; দৈবক্রমে সেই মস্তক যাইয়া মহোদর ঋষির উরুদেশ বিদ্ধ করে ; ইহাতে বহু দিন ক্লেশভোগ করার পর অন্যান্য মুনিগণের পরামর্শে মহোদর ঋষি সরস্বতী নদীর তীরস্থ ঔশনস তীর্থে গমন করিয়া তথায় স্নান করিলে তিনি নিষ্পাপ হন এবং তথায় তাঁহার উরুবিদ্ধ মস্তক চ্যুত হইয়া পতিত হয় ; তদবধি ঐ স্থান কপালমোচন নামে খ্যাত হইয়াছে]। কপালের মোচন হইয়াছে যেখানে, বহু। বি ; ক্লী।

কপালস্ফোট- একজন পিশাচের নাম। ইহার সম্বন্ধে এইরূপ একটি কথার প্রসিদ্ধি আছে ;—কোন সময়ে গোবিন্দস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশীবাস করেন। অশোকদত্ত ও বিজয়দত্ত নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। এক সন্ন্যাসীর প্রমুখাৎ গোবিন্দ-স্বামী জানিতে পারেন যে, কিছুদিন তাঁহাকে কনিষ্ঠ পুত্রের বিয়োগ-যাতনা সহ্য করিতে হইবে। অতঃপর একদা রজনীতে বিজয়দত্ত শীতার্ত হইয়া শ্মশানাগ্নিতে শীত নিবারণের উদ্দেশ্যে শ্মশানে গমন করে। সেই সময়ে তথায় শবদাহ হইতেছিল। বালসুলভ চাপল্যবশতঃ বিজয়দত্ত একখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা চিতার মধ্যস্থিত শবের কপালে আঘাত করায় তাহা হইতে বসা নির্গত হইয়া বিজয়ের মুখমধ্যে প্রবেশ করে। সেই বসার স্বাদগ্রহণমাত্র বিজয়দত্ত কপালস্ফোট পিশাচে পরিণত হয়। ইহাতে তাহার পিতা অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর বহুক্লেশে বিজয়-দত্তের সেই পিশাচত্বপ্রাপ্তি হইতে মুক্তিলাভ হইয়াছিল। বি ; পু।

কপালি—কপাটাদির চৌকাঠের মাথার কাঠ, সরদাল ; দু-চালা ঘরের দুই পাশের বেড়ার কপালের অর্থাৎ উপরের খণ্ড। বাংপ্র। বি।

কপালিকা—ক্ষুদ্র কপাল ; খাপরা ; দন্তরোগ বিঃ, দাঁতের পাথরি। কপাল শব্দ+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কপালিনী—১। খর্পরধারিণী ; ভাগ্যবতী। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বি ; স্ত্রী।

কপালী (কপালিন্) -১। খর্পরধারী ; ভাগ্যবান্, কপালিয়া। কপাল+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কপালিনী**। ২। শিব ; অন্ত্যজ জাতি বিঃ,—ধীবরের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত। বি ; পু।

কপালে- ১। ভাগ্যে, অদৃষ্টে। বি অধি-৭মী। ২। ভাগ্যবান্ ; কপাল-বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

কপি-১। বানর ; বিষ্ণু ; কপিলবর্ণ। কপ্+ই কর্তৃ। বি ; পু। ২। বাঁধাকপি ফুলকপি ইত্যাদি। <পো 'couve'. ৩। নকল ; ছাপিবার জন্য পাণ্ডুলিপি বা হস্তলেখ্য ; গ্রন্থখণ্ড। <ইং 'copy'. বি।

কপিকল—ভারোত্তোলক যন্ত্র বিঃ, ভারী বস্তু উপরে তুলিবার কল, pulley. বাংপ্র। বি।

কপিকেতন, কপিধ্বজ- অর্জুন। কপি হইয়াছে কেতন বা ধ্বজ যাহার, বহু। বি ; পু।

কপিঞ্জল ১। চাতকপক্ষী ; তিত্তিরপক্ষী। ক (জল)—পিন্জ+কলচ্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। মুনি বিঃ [ইনি কাদম্বরী-বর্ণিত পুণ্ডরীকের সখা]। বি ; পু।

কপিত্থ, কবিত্থ ১। কয়েত বেলের গাছ। কপি—স্থা+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। কয়েত বেল। কপিত্থ শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

কপিধ্বজ—'কপিকেতন' দ্রঃ।

কপিরথ—শ্রীরামচন্দ্র। কপি রথে যাঁহার, বহু। বি ; পু।

কপিল, কবিল—১। পিঙ্গলবর্ণ। কপ্ বা কব্ (রঙ করা)+ইল কর্তৃ। বিণ। ২। অগ্নি ; বিষ্ণু ; পিঙ্গলবর্ণ ; কুকুর ; গন্ধর্ব বিঃ। বি ; পু।

৩। সাংখ্যদর্শন-প্রণেতা জনৈক মুনি, কর্দম প্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইহার জন্ম। ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া আসেন। অশ্বরক্ষকগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহার নিকট অশ্ব দেখিয়া ইহাকে অশ্বচোর মনে করিয়া ইহার লাঞ্ছনা করায়, ইহার কোপানলে সগর রাজার ষষ্টিসহস্র পুত্র ভস্মীভূত হয়। অতঃপর অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্বক ইহাকে সন্তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করেন। সেই সময়ে মুনিবর অংশুমান্‌কে বলিয়া দেন যে, জাহ্নবীর পূত সলিলে সগরবংশের উদ্ধার হইবে। ভাগবতের মতে ইনি পঞ্চম অবতার।

কপিলদ্যুতি—সূর্য। কপিলা দ্যুতি যাহার, বহু। বি ; পু।

কপিলধারা—স্বর্গঙ্গা ; তীর্থ বিঃ। কপিলা ধারা যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

কপিলবাস্তু—নগর বিঃ, বুদ্ধদেবের জন্ম-স্থান [অনেকে ইহার অবস্থিতিস্থান বারাণসীর ৫০ ক্রোশ উত্তরে নেপালের দক্ষিণে নির্দেশ করেন]। বি ; ক্লী।

কপিলা—১। পিঙ্গলবর্ণা। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধেনু ; কামধেনু ; নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ৩। দক্ষপ্রজাপতির কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী। মিশ্রকোটী, তিলোত্তমা, রম্ভা, মনোরমা প্রভৃতি কন্যা, এবং অতি-বাহু, হাহা, হুহু প্রভৃতি গন্ধর্বগণকে ইনি প্রসব করেন। গো, গন্ধর্ব প্রভৃতি নানাপ্রকার অপত্যেরও ইনি জন্ম দেন। বি ; স্ত্রী।

কপিলাক্ষ—তীর্থ বিঃ। কপিল অক্ষি যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

কপিলাশ্রম- মহর্ষি কপিলের আশ্রম [ইহা সাগরসংগমে অবস্থিত। যে দ্বীপের উপর কপিলাশ্রম অবস্থিত, তাহাকে এক্ষণে সাগর দ্বীপ বলে। ঐ স্থানে প্রত্যেক বৎসরে পৌষসংক্রান্তির সময়ে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়]। কপিলের আশ্রম, ৬তৎ। বি ; পু।

কপিলাশ্ব - ১। পিঙ্গলবর্ণ ঘোটক। কপিল যে অশ্ব, কর্মধা। ২। দেবরাজ ইন্দ্র। কপিল অশ্ব যাহার, বহু। বি ; পু। ৩। রাজা কুবলাশ্বের পুত্র। বি ; পু।

কপিশ—১। কৃষ্ণপীতমিশ্র বর্ণ। কপি শব্দ+শ। বি ; পু। ২। পাঁশুটে বর্ণযুক্ত, মেটে রঙের। বিণ।

কপিশা—১। কৃষ্ণপীতবর্ণা। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

কপীন—অন্তর্বাস, কপনি। 'কৌপীন' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কপীন্দ্র—সুগ্রীব ; হনুমান্। কপিগণের (বানরগণের) ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বি ; পু।

কপূরথালা—পূর্বতন পঞ্জাব গভর্নমেণ্টের পর্যবেক্ষণাধীন পূর্বতন একটি করদ রাজ্য। কপূরথালার রাজগণ আহলু দেশবাসী শিখজাতীয়। এই জন্য ইহাদিগকে আহলুওয়ালিয়া বলে। ইহারা কলাল শ্রেণীর শিখ। একসময়ে ইহারা শতদ্রু

নদীর উত্তরপার্শ্বস্থ দেশের অধিকারী ছিলেন। বংশপ্রতিষ্ঠাতা সর্দার জাসা সিংহ ১৭৮০ খ্রীঃ অঃ বারীদোয়াবস্থিত কতকগুলি স্থান অধিকার করেন। শতদ্রুর অপর পারের কতকগুলি স্থানও তিনি স্বীয় বাহুবলে নিজাধীন করেন। অপর কতকগুলি স্থান ১৮০৮ অব্দের পূর্বে মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইঁহাকে দান করেন। ১৮০৯ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত ইঁহাদের সন্ধি স্থাপনা হয়।

কপোত—১। পারাবত, পায়রা; পক্ষী; বনকপোত, ঘুঘু। ক'র (বায়ুর) পোত-স্বরূপ, ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী—**কপোতিকা, কপোতী**।
২। জনৈক মুনি। জীবহিংসাভয়ে ইনি সর্বদা কপোতরূপ ধারণ করিয়া থাকিতেন। ৩। গরুড়ের পুত্র। বি; পু।

কপোত-পালিকা, -পালী—কাষ্ঠাদি-নির্মিত পারাবতগৃহ, পায়রার খোপ। কপোত—পালি+ণক কর্তৃ+আপ্, ২য় পক্ষে কপোত—পালি+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কপোতবৃত্তি—১। সঞ্চয়বিহীন জীবিকা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। সঞ্চয়হীনভাবে জীবিকানির্বাহকারী। কপোতের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

কপোতাক্ষ—পূর্ব-পাকিস্তানে যশোহর জেলার অন্তর্গত নদ বিঃ। কপোতের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বি; পু।

কপোতারি—শ্যেনপক্ষী, বাজপাখি। কপোতের অরি, ৬তৎ। বি; পু।

কপোতিকা, কপোতী—'কপোত' দ্রঃ।

কপোতেশ্বর—শিব। [কথিত আছে যে, ইনি পূর্বে কুশস্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে করিতে কপোতবৎ কৃশ হন, তাহাতেই ইঁহার নাম কপোতেশ্বর হয়; মতান্তরে,—একদা হরপার্বতী কপোত-কপোতীরূপে বিহার করাতে শঙ্কর কপোতেশ্বর এবং শঙ্করী কপোতেশ্বরী নাম ধারণ করেন।] বি; পু।

কপোতেশ্বরী—শংকরী, পার্বতী। কপোতেশ্বর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কপোল—গণ্ড, গন্ড, গাল। কপ্ (চলা, কাঁপা)+ওল কর্তৃ। বি; পু।

কপোলকল্পনা—অপ্রকৃত ঘটনা বা বিষয়ের কল্পনা; গালগল্প। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কপোলকল্পিত—কল্পিত, অবাস্তব; মনগড়া। ৩তৎ। বিণ।

কপোলদেশ—গণ্ডদেশ, গাল। কপোলই দেশ, কর্মধা। বি; পু।

কফ—শরীরস্থ ধাতু বিঃ, শ্লেষ্মা। ক শব্দ (জল)—ফল্ (নিষ্পন্ন হওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু।

কফঘ্ন—শ্লেষ্মনাশক। উপতৎ; কফ হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কফঘ্নী**।

কফজ—শ্লেষ্মজাত। উপতৎ; কফ—জন+ড কর্তৃ। বিণ।

কফণি, কফোণি—কূর্পর, কনুই। ক (সুখ)—ফণ্+ই কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী।

কফান্তক—কফঘ্ন, শ্লেষ্মনাশক। কফের অন্তক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**কফান্তিকা**।

কফি—একপ্রকার গাছ (ইহার ফলের বীজ চূর্ণ করিয়া চা প্রভৃতির ন্যায় পানীয় প্রস্তুত করিয়া পান করা হয়)। < ইং 'coffee'. বি।

কফী (কফিন্)—কফযুক্ত, শ্লেষ্মরোগাক্রান্ত, সর্দিরোগী। কফ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কফিনী**।

কফো—কফবিশিষ্ট, শ্লেষ্মপ্রধান, শ্লৈষ্মিক। বাংপ্র। বিণ।

কফোণি—'কফণি' দ্রঃ।

কবচ—১। বর্ম, সাঁজোয়া; বিঘ্ননিবারক মন্ত্র বিঃ, এই মন্ত্র ভূর্জপত্রে লিখিয়া শরীরে ধারণ করিলে নানাপ্রকার বিঘ্ন নিবারিত হয়; তাবিজ মাদুলি প্রভৃতি। ক শব্দ (বায়ু)—বন্চ্+ক কর্তৃ; অথবা কু (শব্দ করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। নাগরা নামক বাদ্যযন্ত্র। বি; পু। ৩। কর প্রদানের নিদর্শনপত্র, খাজানা আদায় দিবার রসিদ, দাখিলা। < আ 'কব্জ্'। বি।

কবচপত্র—১। ভূর্জপত্র, যাহাতে কবচ লিখিত হয়। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। খাজানার দাখিলা প্রভৃতি। আ-মু। বি।

কবচী (কবচিন্)—কবচধারী, বর্মধারী; (প্রাণিবিদ্যা) কাঁকড়ার মত দৃঢ় আবরণ-যুক্ত ('— প্রাণী')। কবচ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

কবজ—করাদি প্রদানের নিদর্শনপত্র, দাখিলা, রসিদ; খত; অধিকার বা অধিকার কাল, আমল; কোষ্ঠকাঠিন্য। আ 'কব্জ্'। বি।

কবজা—কপাটাদির লৌহনির্মিত অথবা পিত্তলনির্মিত বন্ধনী; মণিবন্ধ; হাতের কবজি। আ। বি।

কবজি—মণিবন্ধ, wrist. আ-মু।। বি।

কবজি-ঘড়ি—হাত-ঘড়ি, wrist w tch. আ-মু। বি।

কবন্ধ—১। ক্রিয়াযুক্ত নির্মস্তক দেহ, কন্ধ-কাটা। ক শব্দ—বন্ধ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। রাহু, ধূমকেতু; রুদ্র; উদর। বি; পু।
৩। জনৈক রাক্ষস; এই রাক্ষস পূর্বে দৈত্য ছিল, অথচ রাক্ষসবেশে মুনিঋষি-দিগকে উৎপীড়িত করিত। একদা এই দৈত্য স্থূলশিরা মুনির ফলমূলাদি বলপূর্বক অপহরণ করিয়া মুনিকে নির্যাতন করিলে মুনির শাপে প্রকৃত রাক্ষসরূপে পরিণত হয়। তখন রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীর্ঘায়ু হইবার বর প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মবরে দৃপ্ত হইয়া রাক্ষস দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ-প্রার্থী হইলে ইন্দ্র ইহাকে মস্তক ও জঙ্ঘাহীন করেন। পরে দেবরাজের প্রসাদে ইহার যোজন-বিস্তৃত বাহু ও কুক্ষিমধ্যে দন্তযুক্ত মুখ হয়। কবন্ধ রাক্ষস এই অবস্থায় দণ্ডকারণ্যে পতিত থাকিয়া সুদীর্ঘ বাহু প্রসারণে জীবজন্তু ধরিয়া ভক্ষণ করিত। দীর্ঘকাল পরে রামলক্ষ্মণ রাবণহৃতা সীতার অন্বেষণ করিতে করিতে দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলে কবন্ধ বাহু প্রসারিত করিয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে ধরিয়া ফেলে। তখন রামচন্দ্র ইহার বাহুদ্বয় ছেদন করিলে কবন্ধ শাপমুক্ত হইয়া দিব্যদেহ ধরিল, এবং রামচন্দ্রকে সুগ্রীবের সহিত মৈত্রীবন্ধন করিয়া সীতার অন্বেষণ করিতে বলিয়া গেল। বি; পু।

কবয়ী—মৎস্য বিঃ, কই মাছ। বি; স্ত্রী।

কবর—১। কেশবিন্যাস, খোঁপা। বি; পু। ২। সমাধি, গোর। < আ 'কব্র্'। বি।

কবরডাঙা, -স্থান—সমাধিক্ষেত্র, গোরস্থান। আ-মু। বি।

কবরী—কেশবিন্যাস; খোঁপা। কবর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কবরীভূষণ—খোঁপার অলংকার, স্বর্ণ বা রৌপ্য নির্মিত কবরীর শোভাসম্পাদক অলংকার বিঃ, সোনা রূপার ফুল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কবর্গ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই পাঁচ বর্ণ। মধ্যপ। বি; পু।

কবল—গ্রাস; কুলকুচা; মৎস্য বিঃ, বেলে-মাছ; কৌশলে অধিকার বা দখল। 'ক'র (আত্মার) বল হয় যদ্দারা, বহু। বি; পু।

কবলানো—স্বীকার করা; বলিয়া ফেলা; প্রতিশ্রুতি দেওয়া। আ-মু। ক্রি।

কবলিত—গ্রস্ত; ভক্ষিত; ব্যাপ্ত; কৌশলে অধিকৃত। কবলি নামধাতু + ক্ত কর্ম। বিণ।

কবলীকৃত—গ্রস্ত, ভক্ষিত; ছলে বলে দখলীকৃত। কবল শব্দ+চ্বি অভূত-তদ্ভাবার্থে—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

কবহি—কভি, কবি, কখনও। হি। অ।

কবহু, কবহুঁ—কখনও। প্রা কপ্র। অ।

কবাট—'কপাট' দ্রঃ।

কবাটি, কবাডি—হাডুডু খেলা। বাংপ্র। বি।

কবালা—বিক্রয়পত্র, খরিদবিক্রয়ের দলিল, কোবালা। আ। বি **কট কবালা** —শর্তযুক্ত বিক্রয়পত্র।

কবি—১। কাব্যকার, কাব্যরচয়িতা; পণ্ডিত; বাল্মীকি; শুক্রাচার্য; সূর্য; ব্রহ্মা। কু+ইন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। গায়ক বিং, কবিওয়ালা; কবিগান। বাংপ্র। বি। ৩। বৈবস্বত মনুর কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি বাল্যকাল হইতেই নিঃসঙ্গ হইয়া যোগসাধন করেন। ৪। কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি বিদ্বান্ ও গুণবান্ ছিলেন। বি; পু।

কবিওয়ালা—কবিগানব্যবসায়ী। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**কবিওয়ালী**।

কবিকঙ্কণ—চণ্ডীকাব্য-প্রণেতা মুকুন্দরামের উপাধি। বি; পু।

কবিকল্পদ্রুম—বোপদেবকৃত সংস্কৃত ধাতু-পাঠ গ্রন্থ বিঃ। বি; পু।

কবিকল্পনা—কাব্যলেখকগণের কল্পনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কবিকল্পলতা—কাব্যরচনা শিক্ষোপযোগী গ্রন্থ বিঃ। বি; স্ত্রী।

কবিগান—১। কবির রচিত বা গীত গাথা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। উপস্থিতক্ষেত্রে রচিত কবিতাকারে প্রশ্নোত্তর-সংবলিত সংগীতামোদ। বাংপ্র। বি।

কবিগুরু—কবিদিগের গুরু; আদিম কবি, কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি; রবীন্দ্রনাথ। ৬তৎ। বি; পু।

কবিজ্যেষ্ঠ—বাল্মীকি। কবিদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ (প্রধান), ৭তৎ। বি; পু।

কবিতা—পদ্য; কাব্য; শ্লোক; কবিত্ব। কবি শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কবিত্থ—'কপিত্থ' দ্রঃ।

কবিত্ব—কবির ভাব বা গুণ, কাব্যকলা; কবিতার মাধুর্য; কবিতারচনার শক্তি। কবি+ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কবিত্বপূর্ণ, -ময়—বর্ণনা ও রচনাসংক্রান্ত উৎকর্ষপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

কবিত্বশক্তি—কোনও বিষয়ের উৎকৃষ্ট বর্ণনা ও রচনা করিবার ক্ষমতা। কবিত্বের শক্তি ইতি, ৬তৎ, বা কবিত্বরূপা যে শক্তি ইতি, রূপক কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কবিবর—কবিশ্রেষ্ঠ। কবিদিগের মধ্যে বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, ৭তৎ, অথবা কবি শব্দ+বর শ্রেষ্ঠার্থে। বিণ।

কবিরাজ—১। কবিবর, কবিশ্রেষ্ঠ। কবিদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু। ২। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, বৈদ্য; রোজা বা ওঝা। বাংপ্র। বি।

কবিরাজ পণ্ডিত—জয়ন্তীপুরের রাজা কামদেবের সভাপণ্ডিত। ইনি রাঘব-পাণ্ডবীয় নামে একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্য প্রথমাবধি শেষ পর্যন্ত দ্ব্যর্থ শ্লোকে পরিপূর্ণ। এক পক্ষে রামচন্দ্র ও অন্য পক্ষে পাণ্ডবদিগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কবি সর্বত্র পক্ষদ্বয় রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন বলিয়া কথিতবিষয়ে তাদৃশ চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। এই কাব্যে ত্রয়োদশ সর্গ। রাঘব-পাণ্ডবীয় মহাকাব্য বঙ্গদেশে অপ্রচলিত নহে। চতুষ্পাঠীর ছাত্রেরা যত্নপূর্বক ইহা পাঠ করিয়া থাকেন।

রাঘব-পাণ্ডবীয় গ্রন্থের উপক্রমণিকা ভাগে গ্রন্থকর্তা "কবিরাজ পণ্ডিত" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। "কবিরাজ পণ্ডিত" গ্রন্থকারের নাম কি উপাধি তাহা ঐ লিখন-দর্শনে নির্ণয় করা অসাধ্য।

কবিরাজি—কবিরাজের কর্ম বা ব্যবসায়, আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা; রোজাগিরি। বাংপ্র। বি।

কবিশ্রেষ্ঠ—কবিবর, কবিরাজ। ৭তৎ। বিণ।

কবিসময়প্রসিদ্ধি, কবিপ্রসিদ্ধি—বহু প্রচলিত প্রাচীন কবিকল্পনা। প্রাচীন কবিরা কতকগুলি ভাবে রূপ বা বর্ণ আরোপ করিয়াছিলেন, এবং কতকগুলি জড়বস্তুর মধ্যে মানবোচিত সম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছিলেন। এগুলি অপ্রকৃত হইলেও তাঁহাদিগের অনুকরণে আধুনিক কবিরাও তদ্রূপ করিয়া থাকেন; কবিগণ সেরূপ বর্ণনা করিয়া দোষী বলিয়া গণ্য হন না; ঐরূপ বর্ণিত বিষয়কেই কবিসময়প্রসিদ্ধি বলে। নিম্নে কতকগুলি প্রধান প্রধান কবিসময়-প্রসিদ্ধির উল্লেখ করা যাইতেছে;—পাপ ও গগন কৃষ্ণবর্ণ; যশঃ ও হাস্য শুক্লবর্ণ; ক্রোধ ও অনুরাগ রক্তবর্ণ; নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে পদ্মকুসুমাদির বিকাশ; চকোরের জ্যোৎস্নাপান; চাতকের মেঘাম্বু-পান; কন্দর্পের পুষ্পময় ধনু ও ভ্রমর-পঙ্ক্তিরূপ ধনুর্জ্যা; পদ্ম, নীলপদ্ম, অশোক, আম্র ও নবমল্লিকা, এই পঞ্চাত্মক কুসুমশর; রমণীর পদাঘাতে অশোকের পুষ্পোৎপত্তি ও মুখামৃতে বকুলের পুষ্পবিকাশ; বিরহে যুবজনের হৃদয়ভেদ; বর্ষাকালে মানস-সরোবরে রাজহংসদিগের গতি; দিবসে পদ্মবিকাশ ও কুমুদের নিমীলন; রাত্রিতে কুমুদের বিকাশ ও পদ্মের নিমীলন; মেঘদর্শনে ময়ূরের নৃত্য; নিশাকালে চক্রবাক চক্রবাকীর পরস্পর বিচ্ছেদ; পদ্মিনী সূর্যের এবং কুমুদিনী ও রাত্রি চন্দ্রের স্ত্রী, ইত্যাদি।

কবীর—বিখ্যাত সাধুপুরুষ। বিখ্যাত ধর্মবীর রামানন্দের দ্বাদশজন শিষ্যের মধ্যে কবীর সর্বপ্রধান। ইনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। ১৩৮০ হইতে ১৪২০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইনি ধর্মপ্রচার করেন। কবীর হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই সমভাবে উপদেশ দিতেন। ইনি বলিতেন, বিষ্ণু ও আল্লা, রাম ও রহিম একই; ভাষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন শব্দমাত্র। কবীরের দোঁহাবলী অতি উৎকৃষ্ট উপদেশবাক্য। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা প্রায় সমান ছিল। কথিত আছে যে, ইনি কলেবর ত্যাগ করিলে ইঁহার হিন্দু শিষ্যেরা শব-দেহ দাহ করিতে ও মুসলমান শিষ্যেরা প্রোথিত করিতে চাহেন। এইরূপে বিবাদ উপস্থিত হইলে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে, ইঁহার শবদেহ আর সেখানে নাই। তখন সকলের জ্ঞানোদয় হইল। ইঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত ও তদ্বিশ্বাসী সম্প্রদায় কবীরপন্থী নামে অভিহিত। ইনি জাতিতে জোলা অর্থাৎ মুসলমান-তাঁতী। ইনি বেদান্তমত স্বীকার করিতেন ও মূর্তি-উপাসনার বিরোধী ছিলেন।

কবীরপন্থী—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

কবুতর—পারাবত, পায়রা। < কপোত। বি; পু।

কবুল—১। স্বীকার, অঙ্গীকার। বি। ২। স্পষ্ট; স্বীকৃত। আ। বিণ।

কবুলতি, কবুলিয়ত—জমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া প্রজা ভূস্বামীকে যে চুক্তিপত্র প্রদান করে। আ। বি।

কবে—১। কহিবে, বলিবে। কপ্র। ক্রি। ২। কোন্ দিনে, কোন্ সময়ে, কখন। বাংপ্র। অ।

কবোষ্ণ—ঈষদুষ্ণ, অল্প তপ্ত। কু (ঈষৎ) যে উষ্ণ, কর্মধা। বিণ।

কব্য—মৃত পিতৃলোককে দেয় অন্নাদি খাদ্য-দ্রব্য। কু (শব্দ করা)+য কর্মে। বি; স্ত্রী।

কব্যবাহ—হব্যবাহন, অগ্নি। উপপদ; কব্য—বহ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কব্যবাহন—অগ্নি। কব্য—বাহি+অন কর্তৃ। বি; পু।

কভু—কোন সময়ে, কখন। বাংপ্র। অ।

কম—১। কান্ত, কমনীয়, বাঞ্ছনীয়; রমণীয়, সুন্দর। কম্+অন্ কর্ম। বিণ। ২। অল্প, ন্যূন; সম, সমান; সদৃশ, তুল্য। ফা। বিণ।

কম-ওজন, -ওজনা—পরিমিত। ফা-মু। বিণ।

কম-জোর—১। ক্ষীণ; দুর্বল। বহু। বিণ। ২। অল্পক্ষমতা। ফা-মু। বি।

কম-জোরি—দুর্বলতা। ফা-মু। বি।

কমঠ—১। কূর্ম, কচ্ছপ; বাঁশ; দৈত্য বিঃ শল্লকী। কম্ (ইচ্ছা করা)+অঠ কর্ম। বি; পু। ২। যতির ভাণ্ড। বি; ক্লী বা পু। [স্ত্রী।

কমঠী—কূর্মী, কচ্ছপী। কমঠ+ঈপ্। বি;

কমণ্ডলু—সন্ন্যাসীদিগের জলপাত্র বিঃ। ক (ব্রহ্মা, জল)—মণ্ড (ভূষণ)—লা+ডু কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

কমতি—১। ন্যূনতা, অল্পতা, ঘাটতি। বি। ২। ন্যূন, অল্প, কম। হি। বিণ।

কমনীয়—মনোহর, সুন্দর; স্পৃহণীয়, বাঞ্ছনীয়। কম্+অনীয় কর্ম। বিণ।

কমনীয়তা, -ত্ব—কান্তিকতা, মনোহরত্ব, সৌন্দর্য; স্পৃহণীয়তা। কমনীয় শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কমনে—কোথায়, কোন্ দিকে। বাংপ্র। অ।

কমপাক্কা—অল্পদিনস্থায়ী। বাংপ্র। বিণ।

কমবক্ত—দুর্ভগ, হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। < ফা 'কম্বখৎ'। বিণ; পু।

কম-বেশ, -বেশী—ন্যূনাধিক, অল্পাধিক। ফা-মু। বিণ।

কমল—১। পদ্ম; আশ্রয়। কম্ (জল)—অল্ (ভূষিত করা)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। ঔষধ; জল। কম্ (ইচ্ছা করা)+অল্ কর্ম। বি; ক্লী।

কমল-কলি, -কলিকা—পঙ্কজকোরক, পদ্মের কুঁড়ি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কমলকৃষ্ণ দেব—ইনি কলিকাতা শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ও রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের ষষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮২০ খ্রীঃ। কমলকৃষ্ণ হিন্দু কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন, এবং বাল্যকাল হইতেই সাহিত্য ও হিন্দু শাস্ত্রের অনুশীলন করেন। 'সুধাকর' ও 'ভাস্কর' নামক দুইখানি সাময়িক পত্র ইঁহারই আনুকূল্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুই পত্রিকাতেই ইনি অনেক সময় প্রবন্ধ লিখিতেন। ইনি বিদ্যালয়, ডাক্তারখানা, অন্নসত্র প্রভৃতি ব্যাপারে অনেক অর্থ ব্যয় করিতেন এবং সমস্ত সাধারণহিতকর কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি "রাজা" এবং ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ফেব্রুয়ারি "মহারাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। হিন্দু ধর্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ছিল এবং কি জনসাধারণের মধ্যে, কি রাজদরবারে ইঁহার বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি দৃষ্ট হইত। ইঁহার দুইটি পুত্র ছিল। প্রথম নীলকৃষ্ণ; দ্বিতীয় বিনয়কৃষ্ণ।

কমলকোমল—পদ্মের মত নরম। উপমান কর্মধা। বিণ।

কমলদল, -পত্র—পদ্মপত্র, পদ্মের পাপড়ি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

১। পদ্মজাত। কমল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ব্রহ্মা। বি; পু। ৩। রোহিণী নক্ষত্র; পদ্ম (কমলে অর্থাৎ জলে জাত)। বি; স্ত্রী।

কমলতুল্য—পদ্মসদৃশ। ৬তৎ। বিণ।

কমল-নয়ন, -নেত্র, -লোচন—১। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল বা সুন্দর চক্ষু। কমলপ্রায় যে নয়ন, নেত্র, লোচন, উপমিত। বি; ক্লী। ২। পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল বা সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট, কমলাক্ষ। কমলপ্রায় নয়ন, নেত্র, লোচন যাহার, বহু। বিণ।

কমলযোনি—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। কমল (বিষ্ণুর নাভিপদ্ম) হইয়াছে যোনি (জন্মস্থান) যাহার, বহু। বি; পু।

কমলা—লক্ষ্মী; বরস্ত্রী; সম্পত্তি; কমলালেবু; হিরণ্যকশিপুর পত্নী (অপর নাম কয়াধু)। ক (ব্রহ্মত্ব)+ম (শিবত্ব)—লা (দান করা)+ড কর্তৃ+আপ্ (যিনি ব্রহ্মত্ব ও শিবত্ব দান করেন)। বি; স্ত্রী।

কমলাকর—পদ্মসরোবর, পদ্মসমূহ। কমলের আকর, ৬তৎ। বি; পু।

কমলাকর ভট্ট—একজন বিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহকার। ইঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভট্ট, পিতামহের নাম নারায়ণ ভট্ট। ইঁহার জন্মকাল নির্ণয় করা দুরূহ; তবে ইঁহার গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, ইনি ১৫৩৪ খ্রীঃ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার সময়ে ইনি একজন প্রধান স্মার্ত ছিলেন। তত্ত্বকমলাকর, পূর্তকমলাকর প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ ইঁহার কৃত।

কমলাকান্ত—১। লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু। ২। অহিফেনসেবী [বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থের কমলাকান্ত হইতে]। বি।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য—বিখ্যাত সাধক। বাঙ্গালা ১২১৬ সালে ইনি অম্বিকা কালনা হইতে বর্ধমানে আগমন করেন, এবং তৎকালীন বর্ধমানপতি মহারাজ তেজশ্চন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতরূপে নিযুক্ত হন। ইনি অতি সাত্ত্বিক, নিরভিমান ও দেবীভক্ত ছিলেন। ইঁহার ইষ্টনিষ্ঠায় মুগ্ধ হইয়া তেজশ্চন্দ্র ইঁহাকে আপনার গুরুপদে বরণ করেন এবং ইঁহার বাসের নিমিত্ত বর্ধমানের নিকটস্থ কোটালহাট গ্রামে সুন্দর বসতবাটী নির্মাণ করাইয়া দেন। এইখানে কমলাকান্ত প্রতিবৎসর মহাসমারোহে শ্যামাপূজা করিতেন। পূজার দিন ইঁহার শত্রু মিত্র সকলে সমবেত হইয়া ইঁহার স্বরচিত ভক্তিগাথা শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইত।

একদিন রজনীতে কমলাকান্ত একাকী 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে কতকগুলি ভীষণাকার দস্যু ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়। তখন নির্ভীক কমলাকান্ত পরমানন্দে রামপ্রসাদী সুরে এই বলিয়া আপনার শ্যামা মাকে ডাকিলেন,—

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি
চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হ'লেম
সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতিবন্ধু সুতদারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপৎকালে কেউ কোথা নাই, ঘরবাড়ী
ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজগুণে যদি রাখো, করুণা-নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ ক'রে যে তোমায় পাওয়া, সে সব
কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মা'রে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলিকাঁথা, জপের ঘরে
রইল টাঙ্গা॥"

দস্যুরা সংগীত শুনিয়া মোহিত হইল। তখন তাহারা কমলাকান্তের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কমলাকান্ত মায়ামুগ্ধ ছিলেন না - জীবন্মুক্ত সাধক বিবেকস্রোতে ভাসিতেন।

পদ্মের পাতার ন্যায় দীর্ঘচক্ষুসম্পন্ন, কমলনয়ন। বহু। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

লেবু, -নেবু—একজাতীয় মিষ্ট লেবু। বাংপ্র। বি। [বি; পু।

কমলাপতি—লক্ষ্মীকান্ত, বিষ্ণু। ৬তৎ।

কমলা-বিলাস—বিষ্ণু। কমলাতে বিলাস যাঁহার, বহু। বি; পু।

কমলালয়া—পদ্মাসনা, লক্ষ্মী, সম্পত্তি। কমল আলয় যাঁহার, বহু। বি; স্ত্রী।

কমলালেবু—'কমলানেবু' দ্রঃ।

কমলাসন—১। ব্রহ্মা। কমল আসন যাঁহার, বহু। বি; পু। ২। পদ্মাসন। কমলতুল্য যে আসন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

[illegible]—কমলা, লক্ষ্মী। কমল আসন যাঁহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

কমলিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। কমল+ইন্ সমূহার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কমলী—১। লক্ষ্মী, বরস্ত্রী। বি; স্ত্রী। ২। কম্বল। হি-মু। বি।

কম-সে-কম—খুব কম করিয়া ধরিলেও ; ন্যূনপক্ষে । ফা-মু । ক্রি-বিণ ।

কমলে-কামিনী—ভগবতীর রূপ বিঃ । একদা ধনপতি-নামক বণিক্ সিংহলে বাণিজ্য করিতে গিয়া কালীদহের জলমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, একটি পদ্মবন রহিয়াছে এবং ঐ বনে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরিভাগে এক অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী কামিনী উপবিষ্টা থাকিয়া এক হস্ত দ্বারা একটি হস্তীকে মুখমধ্যে নিক্ষেপপূর্বক গ্রাস করিতেছেন এবং অপর হস্ত দ্বারা ঐ উদ্গীর্ণ হস্তীকে জলে নিক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন । এতদ্দর্শনে বণিক্ তথা হইতে প্রস্থান করিয়া সিংহলরাজের সমীপে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন । রাজা অত্যাশ্চর্য বৃত্তান্ত শ্রবণে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া জানিলেন যে, বণিকের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই অলীক । তখন তিনি ধনপতিকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন । কিয়ৎকাল বণিক্ গৃহে প্রত্যাগত না হওয়াতে তাঁহার লহনা ও খুল্লনা নাম্নী পত্নীদ্বয় অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন । অতঃপর খুল্লনার পুত্র শ্রীমন্ত পিতার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া পথিমধ্যে নানারূপ বিপদে পড়িলেন, এবং শেষে পূর্বোক্ত স্থানে কমলে-কামিনী দর্শন করিলেন । শ্রীমন্ত রাজ-সকাশে উক্ত বিবরণ বর্ণন করিলে রাজা দর্শনাভিলাষী হইলেন, কিন্তু শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে-কামিনী প্রদর্শন করিতে পারিলেন না । ইহার ফলে শ্রীমন্ত প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন । মশানে রাজকিঙ্করগণ শ্রীমন্তকে দণ্ডদানে উদ্যত হইলে মহামায়া দর্শন দিলেন এবং কিঙ্করদিগকে নানারূপ বিভীষিকা দেখাইয়া শ্রীমন্তের প্রাণরক্ষা করিলেন । পরে মহামায়ার অনুগ্রহে রাজা কমলে-কামিনী রূপ দর্শন করিলেন এবং ধনপতিকে মুক্তি দিয়া পুত্রসমভিব্যাহারে দেশে প্রেরণ করিলেন ।

কমা—১ । হীন, নিকৃষ্ট রকমের, নিরেস । বাংপ্র । বিণ । ২ । প্রথম যতিচিহ্ন (,) ['যতি চিহ্ন দ্রঃ] । ইংরেজী শব্দ । বি । ৩ । কম হওয়া, হ্রাস প্রাপ্ত হওয়া । বাংপ্র । ক্রি ।

কমানো—কম করা, ছোট করা ; হীন করা । বাংপ্র । ক্রি ।

কমি—কমতি, ন্যূনতা, অল্পতা । ফা-মু । বি ।

কমিটি—পঞ্চক ; মন্ত্রণাসভা ; কার্যনির্বাহক সমিতি । < ইং 'committee'. বি ।

কমিবেশি—হ্রাসবৃদ্ধি, ন্যূনাধিক্য । ফা-মু । বি ।

কমিশন—বিক্রয়ে ছাড়ি বা বাদ ; দালালি, দস্তরি ; তদন্ত করিবার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তি বা সমিতি । < ইং 'commission'. বি ।

কমিশনর—রাজার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ; ম্যাজিস্ট্রেটের ঊর্ধ্বতন রাজকর্মচারী, যাহার অধীনে কতকগুলি জেলা থাকে । ইং 'commissioner'. বি ।

কম্প—কাঁপনি । কনপ + অল্ ভাব । বি ; পু ।

কম্পজ্বর—যে জ্বরে খুব শীত করে ও কাঁপুনি ধরে । মধ্যপ । বি ; পু ।

কম্পন—১ । কাঁপুনি । কন্প্ + অনট্ ভাব । বি ; ক্লী । ২ । কম্পযুক্ত, কম্পান্বিত । কন্প্ + অনট্ কর্তৃ । ৩ । কম্পকারক । ণিজন্ত কন্প্ (= কম্পি) + অনট্ কর্তৃ । বিণ ।

কম্পমান—কাঁপিতেছে এরূপ, কম্পান্বিত । কনপ্ (কাঁপা) + শান কর্তৃ । বিণ ।

কম্পাউণ্ডার—ডাক্তারখানার ঔষধ মিশ্রণ-কারক কর্মচারী । < ইং 'compounder'. বি ।

কম্পাউণ্ডারি—কম্পাউণ্ডারের পেশা বা কাজ । বি ।

কম্পান্বিত—কম্পযুক্ত, কম্পিত, যাহা কাঁপিতেছে এমন । ৩তৎ । বিণ ।

কম্পাস—দিঙ্‌নিরূপণ যন্ত্র ; বৃত্তাদি আঁকিবার কাঁটা যন্ত্র । < ইং 'compass'. বি ।

কম্পিত—১ । কম্পান্বিত ; ভীত । কন্প্ (কাঁপা) + ক্ত কর্তৃ । ২ । চালিত । ণিজন্ত কন্প্ (= কম্পি) + ক্ত কর্ম । বিণ ।

কম্পোজ—লেখা ছাপার আগে অক্ষর-বিন্যাস । < ইং 'compose'. বি ।

কম্পোজিটর—ছাপার অক্ষর-যোজক । < ইং 'compositor'. বি ।

কম্পোজিটরি—কম্পোজিটরের কাজ বা পেশা । কম্পোজিটর + ই কর্মার্থে । বি ।

কম্প্র—কম্পিত ; ভীত । কন্প্ (কাঁপা) + র কর্তৃ । বিণ ।

কম্ফর্টার—গলবেষ্টনী । < ইং 'comforter'. বি ।

কম্বল—মেষাদির লোমের আসন । কম্ (ইচ্ছা করা) + কল কর্ম, নিপাতনে । বি ; পু ।

কম্বলী (কম্বলিন্)—১ । কম্বলযুক্ত, কম্বল-ধারী ; সাস্নাবিশিষ্ট । কম্বল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী—**কম্বলিনী** । ২ । গলকম্বলবিশিষ্ট বৃষ । বি ; পু ।

কম্বু—১ । শঙ্খ, শাঁখ । কম্ব্ + উ কর্তৃ । বি ; পু বা ক্লী । ২ । শম্বুক, শামুক ; গজ । ৩ । বলয় ; অঙ্গুরীয় । কম্ + বুক্ কর্ম । বি ; পু ।

কম্বুকণ্ঠ—১ । শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত কণ্ঠ । কর্মধা । বি ; পু । ২ । শঙ্খবৎ-রেখাত্রয়যুক্ত কণ্ঠবিশিষ্ট । বহু । বিণ ।

কম্বুকণ্ঠী—শঙ্খবৎ রেখাত্রয়যুক্ত-কণ্ঠবিশিষ্টা ('—স্ত্রী') । কম্বুর ন্যায় কণ্ঠ যাহার (সে স্ত্রীর), বহু । বিণ ; স্ত্রী ।

কম্বুগ্রীব—শঙ্খবৎ-রেখাত্রয়যুক্ত-গ্রীবাবিশিষ্ট । কম্বুর ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু । বিণ ।

কম্র—১ । কামুক । কম্ (কামনা করা) + র কর্তৃ । ২ । কমনীয়, মনোহর । কম্ + র কর্ম । বিণ ।

কয়—১ । কতকগুলি (সংখ্যাবাচক) । বাংপ্র । বিণ । ২ । কহে, বলে । কপ্র । ক্রি ।

কয়রা—১ । কতকটা পাঁশুটে রং ; বর্ণ, রং । বি । ২ । কতকটা পাঁশুটে । প্রাদে । বিণ ।

কয়রা-কানা—বর্ণবিষয়ে অন্ধ । প্রাদে । বিণ ।

কয়লা—১ । অঙ্গার, আঙরা ; কাষ্ঠাঙ্গার । বাংপ্র । বি । ২ । কহিল ; করিল । প্রা কপ্র । ক্রি ।

কয়াধু—প্রহ্লাদের মাতা । ইনি জম্ভাসুরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন এবং হিরণ্যকশিপু কর্তৃক পরিণীতা হন । বি ; স্ত্রী ।

কয়াল—মালপত্র মাপিয়া বা ওজন করিয়া দেওয়া যাহার বৃত্তি, মাপনদার । বাংপ্র । বি ।

কয়ালি—কয়ালের প্রাপ্য । বাংপ্র । বি ।

কয়েক—কতিপয় । বাংপ্র । বিণ ।

কয়েতবেল—প্রায় বেলের মত একপ্রকার অম্লফল, কপিত্থ । বাংপ্র । বি ।

কয়েদ—অবরোধ, আটক ; আবদ্ধ । <আ 'কইদ' । বি বা বিণ ।

কয়েদী—বন্দী ; কারাবদ্ধ ব্যক্তি । আ-মু । বি বা বিণ ।

কর—১ । কিরণ ; বর্ষোপল, করকা, শিলা ; রাজ্যের শান্তিসংস্থাপন এবং সৌভাগ্য-বৃদ্ধির জন্য রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে যে অর্থ গ্রহণ করেন, রাজস্ব ; শুল্ক, ট্যাক্স । কৃ + অল্ কর্ম । ২ । হস্ত ; শুণ্ড, শুঁড় । কৃ + অল্ করণ । ৩ । কর্তা । কৃ + ট কর্তৃ । বিণ । স্ত্রী—**করী** ।

করই—করিতেছে ; করে ; করিতে । প্রা কপ্র । ক্রি ।

করকচ—সামুদ্রিক লবণ । 'কড়ক' শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন । বি ।

করকচা, করকচে—অপক্ব, কাঁচা ; অপুষ্ট ; শক্ত । প্রাদে । বিণ ।

করকচি—নেয়াপাতি নারিকেলের অপুষ্ট নরম শাঁস । প্রাদে । বি ।

করকচে—'করকচা' দ্রঃ ।

করকঞ্জ—করপদ্ম ("চুড়ি কনক করকঞ্জে"— বিদ্যাপতি) । প্রা কপ্র । বি ।

করকটে—খর্বাকার, যাহা আর বাড়িবে না এরূপ ; কুঁজা ; শক্ত। প্রাদে। বিণ।

করকণা—কটিদেশ ; আসন্ন-প্রসবা গাভীর প্রসবদ্বারের অবস্থা বিঃ। প্রাদে। বি।

করকণ্টক—হাতের নখ। ৬তৎ। বি ; পু।

করকণ্ডূতি, -কণ্ডূয়ন হাত চুলকানো, হাত সুড়সুড় করা ; কোন কাজ করিবার প্রবল ঝোঁক ; কিছু লিখিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী ক্লী।

করকবলিত—হস্তগত, অধিকৃত, আয়ত্ত। ৩তৎ। বিণ।

করকমল—পদ্মতুল্য হস্ত। কর কমলপ্রায়, উপমিত। বি ; ক্লী।

করকলিত হস্ত দ্বারা গৃহীত ; হস্তধৃত। ৩তৎ। বিণ।

করকর জ্বালা ; বালির ন্যায় অনুভব। বাংপ্র। অ।

করকরানো করকর করা। বাংপ্র। ক্রি।

করকরে বালির মত, খরখরে, দানাদার। বাংপ্র। বিণ।

করকা বর্ষোপল, শিলা। করক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

করকাক্ষ ধবলনেত্র, শুভ্রলোচন। করকা-তুল্য অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**করকাক্ষী**।

করকাপাত হিমশিলাবর্ষণ, শিলপড়া। ৬তৎ। বি ; পু।

করকুট্মল অঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

করকোষ করপুট, হস্তপাত্র, অঞ্জলি। করনির্মিত যে কোষ, মধ্যপ। বি ; পু।

করকোষ্ঠী—করদর্শনে জ্ঞাত কোষ্ঠী [কেহ কেহ কোষ্ঠী না দেখিয়া করস্থিত রেখামাত্র অবলম্বনে কোষ্ঠী করিতে পারেন, তাঁহাদিগের ঐরূপ কোষ্ঠীকে করকোষ্ঠী বলে]। বি ; স্ত্রী।

করগ্রহ—১। করগ্রহণ, হস্তধারণ ; পাণি-গ্রহণ, বিবাহ ; করাদান, রাজস্বসংগ্রহ। ৬তৎ। বি ; পু। ২। করগ্রাহক, রাজস্ব সংগ্রহকর্তা, খাজনা আদায়কারী। উপতৎ ; কর—গ্রহ+অন্ কর্তৃ। বিণ।

করগ্রাহ—পাণিগ্রহণকর্তা, পতি ; করাদান-কারী। কর—গ্রহ্+ঘণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

করগ্রাহক—রাজস্বগ্রহণকর্তা, যে খাজনা লয় ; রাজস্বসংগ্রহকারী, যে খাজনা আদায় করে। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিকা**।

করগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—রাজস্বগ্রহণকারী, খাজনা আদায়কারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**করগ্রাহিণী**।

করঘর্ষণ—হস্তমর্দন, হাত ঘষা বা রগ ড়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

করঙ্ক—কমণ্ডলু ; খুঙ্গি, ডিপে, কৌটা ; নারিকেলের মালা ; মাথার খুলি ; ইক্ষু বিঃ ; শরীরাস্থি। কৃ+অঙ্ক অধি। বি ; পু।

করঙ্ক—জলাধার, জলপাত্র। <করঙ্ক। বি।

করঙ্গুল—করাঙ্গুলি, হাতের আঙুল। প্রা কপ্র। বি।

করচা, কড়চা পদ্যে লিখিত ইতিবৃত্ত বিঃ ('গোবিন্দদাসের —')। বাংপ্র। বি।

করজ ১। হস্তজাত। বিণ। ২। নখ। কর (হস্ত)—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

করজোড় জোড়হাত, যুক্তহস্ত ; কৃতাঞ্জলি। বাংপ্র। বিণ বা বি।

করজোড়ে হাত জোড় করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে। বা প্র। ক্রি-বিণ।

করঞ্জ, করঞ্জক—করমচা গাছ। ক—রন্জ্+ণিচ্+অচ্ কর্তৃ : করঞ্জ+কন্ স্বার্থে। বি ; পু।

করটী (করটিন্) হস্তী। করট+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**করটিনী**।

করণ—১। কারণ ; প্রধান কারণ ; উপকরণ, সাংগোপায় ; ইন্দ্রিয় ; শরীর ; স্থান ; ক্ষেত্র ; কর্মস্থল, অফিস, office ; (ব্যাকরণে) কারক বিঃ ['কারক' দ্রঃ] ; বাচ্য বিঃ ; (জ্যোতিষে) তিথির ভাগ বিঃ। কৃ+অনট্ করণ। ২। কার্য। কৃ+অনট্ কর্ম। ৩। করা ; হস্তদ্বারা লেপন ; নৃত্যগীতে করাভিনয়। কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৪। শূদ্রা-গর্ভজাত বৈশ্যপুত্র ; কায়স্থ। কৃ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

করণ-কারণ—বিবাহাদি সম্বন্ধ। বাংপ্র। বি।

করণিক—কেরানী, clerk. করণ+ইক (ঠন্) আছে অর্থে। বি ; পু।

করণী—(গণিতে) যে রাশির বর্গমূলাদি সূক্ষ্ম রূপে নির্ণয় করা যায় না, surds. করণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

করণীয়—কর্তব্য, করিবার উপযুক্ত ; যাহা করিতে হইবে বা করা উচিত এমন ; বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপনের যোগ্য ('—ঘর')। কৃ (করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

করণ্ড—মধুচক্র ; খড়্গ ; পেটারি ; খুঙ্গি, ঝাঁপি, সাজি, কৌটা, মাদুলি প্রভৃতি। কৃ+অণ্ডন্ কর্ম। বি ; পু।

করণ্ডিকা ক্ষুদ্র পাত্র ; ফুলের সাজি। করণ্ড+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

করত—১। করে। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। করিয়া। বাংপ্র। অ।

করতঃ—করিয়া। বাং অসাধু প্রয়োগ। অ।

করতল—হস্ততল, হাতের তেলো ; হস্ত। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

করতহি—করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করতা—ওজনের পাষাণ। বি। **করতা ভাঙ্গা, করতা বাদ দেওয়া**—জিনিসবোঝাই পাল্লা হইতে পাল্লের ওজন বাদ দেওয়া।

করতাল—কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিঃ, খঞ্জাল। কর দ্বারা তাল হয় যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

করতালি—হাততালি ; বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, কর-তাল। বি ; স্ত্রী।

করতোয়া স্বনামখ্যাতা নদী, অধুনা জলপাইগুড়ি, রঙ্গপুর ও বগুড়া জেলায় প্রবাহিত। তিথিবিশেষে ইহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। বি।

করথু করুক ; করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করদ কর দেয় এরূপ, রাজস্ব প্রদানকারী ; শুল্কপ্রদ। উপতৎ ; কর—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

করদনদী—উপনদী, যে নদী পর্বতাদি হইতে নির্গত হইয়া অন্য নদীতে আসিয়া মিলিত হয়, tributary. মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

করদ-রাজা—যে রাজা অপর কোন শ্রেষ্ঠ রাজাকে কর দিয়া রাজত্ব করে, অধীন রাজা। কর্মধা। বি ; পু।

করদ-রাজ্য অধীন রাজ্য, যে রাজ্য অপর কোন শ্রেষ্ঠ রাজ্যের অধীনে কর দেয়। কর্মধা। বি ; ক্লী।

করদাতা (-দাতৃ)- করদানকারী, রাজস্ব-প্রদ, শুল্কপ্রদানকারী, rate-paying or rate-payer. ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

করধৃত—হস্তস্থিত ; হস্তগত ; যাহা হাত দিয়া ধরিয়া রাখা হইয়াছে এমন। ৭ বা ৩তৎ। বিণ।

করনা—কৃত্য কর্ম, কাজ ('ঘর—')। বাংপ্র। বি।

করনির্ধারণ—খাজনার হার নির্ণয়, ট্যাক্স ধার্য করা, assessment. ৬তৎ। বি ; পু, ক্লী।

করনু—করিলাম। প্রা বপ্র। ক্রি।

করন্তি—করেন বা করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করন্ধম- ইক্ষ্বাকু বংশীয় খনীনেত্রের পুত্র। ইঁহার প্রকৃত নাম সুবর্চাঃ। ইনি নানা গুণসংযুক্ত ও প্রজাহিতৈষী রাজা ছিলেন। দৈববশে ইঁহার কারাগার অর্থশূন্য হইলে শত্রুগণ ইঁহার রাজ্য আক্রমণ করে। সেই সময়ে ইনি তাঁহাদের নিকট আপনার করদ্বয় সংপুটিত করিয়া তন্মধ্যে মুখমারুত ত্যাগ করাতে তাহারা পলায়নপর হয়। তদবধি ইনি করন্ধম নামে খ্যাত হন।

করন্যাস—তন্ত্রোক্ত ন্যাস বিঃ, মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক করচিহ্নে অঙ্গুষ্ঠাদির স্থাপন। করে ন্যাস, ৭তৎ। বি ; পু।

করপক্ষ—বাদুড় প্রভৃতি। করই পক্ষ যাহার, বহু। বি ; পু।

করপত্র—ক্রকচ, করাত ; জলকেলি। করই পত্র যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

করপত্রবান্ (-বান্) তাল বৃক্ষ। করপত্র +বতু যুক্তার্থে। বি ; পু

করপত্রিকা—করপত্র, জলকেলি। করপত্র +কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

করপদ্ম—পদ্মতুল্য হস্ত, পদ্মহস্ত। কর পদ্ম-প্রায়, উপমিত। বি ; স্ত্রী।

করপল্লব—১। পল্লবতুল্য কর, কিশলয়সদৃশ কোমল ও লোহিত আভাযুক্ত সুন্দর হস্ত। কররূপ পল্লব, রূপক কর্মধা; বা কর (হস্ত) পল্লবতুল্য, উপমিত। ২। করশাখা, অঙ্গুলি। ৬তৎ। বি : পু বা স্ত্রী।

করপাত্র—করপুট, অঞ্জলি ; করপত্র, জলকেলি। কর নির্মিত যে পাত্র, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

করপাল—খড়্গ ; হস্তযষ্টি ; সোঁটা। কর—পালি+অল্ করণ। বি ; পু।

করপালিকা, করবালিকা—ক্ষুদ্র খড়্গ, ছোরা ; ক্ষুদ্র গদা, ক্ষুদ্র সোঁটা। করপাল বা করবাল+কণ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

করপালী—করপালিকা (সকল অর্থে)। করপাল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

করপীড়ন—পাণিপীড়ন, পাণিগ্রহণ, বিবাহকরণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

করপুট জোড়হাত ; অঞ্জলিবদ্ধ করযুগল। ৬তৎ। বি ; পু। [বিণ।

করপুটে—হাতজোড় করিয়া। বহু। ক্রি-

করপৃষ্ঠ—হস্তের পশ্চাদ্ভাগ বা উপরিভাগ, হাতের পিঠ। ৬ত। বি ; স্ত্রী।

করব—করিব, করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

করবাল—করপাল, খড়্গ, তরবারি ; নখ। উপতৎ ; কর—বিকল্প বল্ ([illegible])+ অল্ করণ। বি ; পু।

করবালিকা—'করপালিকা' দ্রঃ।

করবি—করিবি। প্রা কপ্র। ক্রি।

করবী—১। হিঙ্গুপত্র, হিঙ্গের পাতা। বি ; স্ত্রী। ২। পুষ্প বিঃ। 'করবীর' শব্দের অপভ্রংশ। বি।

করবীর—১। করবী ফুলের গাছ ; খড়্গ ; শ্মশান। কর দ্বারা (মূল দ্বারা) বীর, ৩তৎ। বি ; পু। ২। করবীফুল। করবীর +ক ভবার্থে। বি ; স্ত্রী।

করবে—১। করিবে ; করিব। ক্রি। ২। কাটি কণ। প্রা কপ্র। বি।

করভ—১। মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠা পর্যন্ত করবহির্ভাগ। কর—ভা+ড কর্তৃ। ২। হস্তিশাবক ; উষ্ট্র ; উষ্ট্রশাবক ; অশ্বতর। কৃ+অভচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

করভী (করভিন্)—হস্তী। করভ+ইন্। বি ; পু।

করভী—স্ত্রী জাতীয় হস্তিশাবক। করভ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

করভীয়—করভপালক ; করভসম্বন্ধীয়। করভ+ঈয়। বিণ।

করভূ—নখ। কর (হস্ত)—ভূ (হওয়া)+ ক্বিপ্ করণ। বি ; পু।

করভূষণ হস্তাভরণ, কঙ্কণ, বালা, চুড়ি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

করম কার্য, ক্রিয়া, কাজ ; ভাগ্য, অদৃষ্ট, কপাল। <কর্ম। বি।

করমচা একপ্রকার টক ফলের গাছ ও তাহার ফল। বাংপ্র। বি।

করমর্দন—উভয়ের বন্ধুত্বসূচক পরস্পরের হাত ধরিয়া নাড়া, handshaking. ৬ত। বি ; স্ত্রী।

করমালা ১। রশ্মিমালা, কিরণসমূহ। করের মালা, ৬তৎ। ২। জপসংখ্যা-নিরূপক করাঙ্গুলি-পর্ব [শক্তের পক্ষে অনামিকার মধ্যম পর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া মূল পর্ব, কনিষ্ঠার মূল মধ্য ও অগ্র, পরে অনামিকার অগ্র, মধ্যমার অগ্র, মধ্য ও মূল, তৎপরে তর্জনীর মূল, এই দশ পর্ব জপবিধি]। কররূপ মালা, রূপক। বি ; স্ত্রী।

করমালী (-মালিন্)—সূর্য ; অগ্নি। করমালা+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পু।

করমুক্ত—হস্তচ্যুত। কর হইতে মুক্ত, ৫তৎ। বিণ।

করমুষ্টি—১। করসংক্রান্ত মুষ্টি অর্থাৎ কুঞ্চিত ভাব। করই যে মুষ্টি, কর্মধা। ২। কর দ্বারা মুষ্টি (চুরি), ৩তৎ। বি ; পু বা স্ত্রী।

করম্ভ—দধিমিশ্রিত ছাতু। ক শব্দ—রম্ভ+ ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

করম্ভি যদুবংশীয় জনৈক নৃপতি ইহার পিতার নাম শকুনি ও পুত্রের নাম দেবরাজ।

করযষ্টি—করধৃত যষ্টি, হাতের ছড়ি বা লাঠি। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

করযষ্টিভরে হাতের লাঠির উপর ভর করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

করয়ে—করে। কপ্র। ক্রি।

করযোগ্য—যাহার খাজনা আদায় করিতে হয় এমন, taxable ৬তৎ। বিণ। **করযোগ্য আয়** যে পরিমাণ আয়ের আয়কর দিতে হয়, taxable income.

কররুহ—অঙ্গুলি ; নখ। উপতৎ ; কর (হস্ত)—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি ; পু।

করল—করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

করলা—উচ্ছেজাতীয় বড় লম্বা আকারের ফল <কারবেল্লক। বি। [ক্রি।

করলু, করলুঁ—করিলাম। প্রা কপ্র।

করশাখা—করাঙ্গুলি। ৬ত। বি ; স্ত্রী।

করশীকর হস্তিশুণ্ডের জলকণা। ৬তৎ। বি ; পু।

করশুদ্ধি—মন্ত্রবিশেষ দ্বারা হস্তশোধন। অগ্রে অঙ্গন্যাসাদি ন্যাস করিয়া পরে "ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা করের শোধন করিতে হয়। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

করসি করিতেছ। < সং 'করোষি'। ক্রি।

করসূত্র হস্তের সূত্র ; বিবাহাদি মাঙ্গলিক কার্য-উপলক্ষে হাতে যে সুতা বাঁধা হয় তাহা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

করহ—কর। কপ্র। ক্রি।

করা ১। অনুষ্ঠান করা ; সাধন করা ; জন্মানো ; লাগানো ; খাটানো ; উল্লেখ করা ; ছোড়া ; চালানো ; প্রকাশ করা ; সঞ্চালন করা ; অর্জন করা ; হওয়া ; নির্মাণ করা ; ভোগা ; আশ্রয় লওয়া ; নিয়মিতভাবে যাওয়া-আসা ; রন্ধন করা ; জমানো ; রচনা করা ; আনা ; ব্যবসায় করা। ক্রি। ২। প্রতি ('শত-করা')। বাংপ্র। অ। **গা করা**—মনোযোগ দেওয়া। **নমো নমো করা**—কোনমতে সংক্ষেপে সারা। **হাত করা**—হস্তগত করা।

করাঘাত—হস্তদ্বারা প্রহার বা তাড়না, চপেটাঘাত, চড় মারা। কর দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। বি ; পু।

করাঞ্জন—খাজনা আদায়ের স্থান। করের অঙ্গন, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

করাচি সিন্ধু প্রদেশের জেলা ও শহর। করাচি "কলাচি" নামের অপভ্রংশ বলিয়া কথিত। খেলাতের খাঁ কালহোরা রাজগণের নিকট করাচি শহরটি পাইয়াছিলেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তালপুরের মীর শহরটি কাড়িয়া লয়, এবং মানোরা নামক স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করে। সেই সময় হইতে করাচির বাণিজ্যের উন্নতি হইতে থাকে। করাচি শহরটি ১৮৪২ অব্দে ইংরেজের অধিকারে আসে। শহরটি [illegible] সিন্ধুনদের মুখে অবস্থিত। এখানে একটি প্রকাণ্ড বন্দর আছে। উত্তরভারত ও মধ্য-এশিয়ার সহিত ইওরোপের বাণিজ্য এই স্থান দিয়াই চলিয়া থাকে। করাচি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্গত।

করাত করপত্র, ক্রকচ। বাংপ্র। বি।

করাতী—১। করপত্রচালক। বাংপ্র। বি। ২। নাশক। প্রা কপ্র। বিণ।

করানো—অপরের দ্বারা করাইয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

করায়ত্ত—করাধীন ; হস্তগতপ্রায়। করের আয়ত্ত, ৬তৎ। বিণ।

করার—অঙ্গীকার, শর্ত, চুক্তি। আ। বি।

করারনামা—স্বীকার-পত্র, চুক্তিনামা। আ-প্র। বি।

করারী—অঙ্গীকৃত ; স্থিরীকৃত ; চুক্তিমত। আ-প্র। বিণ।

করাল—বৃহৎ ; উচ্চ ; দন্তুর ; ভয়ংকর ; ব্যাপ্ত। কর শব্দ—অল্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

করালবদন—১। ভীষণ আনন, ভয়ংকর মুখ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। ভীষণ আনন-বিশিষ্ট, ভীমমুখ, যাহার মুখ দেখিলে ভয় হয় এমন। করাল বদন যাহার, বহু। বিণ।

করালবদনা, করালবদনী ভীমমুখী, (যে রমণীর) মুখ অতি ভীষণ এমন। করালবদন (২) + আপ্, ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

করালভৈরব—তন্ত্র বিঃ ; ভৈরব বিঃ। বি ; পু।

করালী চণ্ডিকা, জ্বালা ; অগ্নিজিহ্বা। করাল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

করাস্ফোট—তাল ঠোকা। করের আস্ফোট, ৬তৎ। বি ; পু।

করি-অরি—গজবৈরী, সিংহ। করীর অরি, ৬তৎ। কপ্র। বি।

করিকর—হস্তিশুণ্ড। করীর কর, ৬তৎ। বি ; পু।

করিকলভ—হস্তিশাবক। করীর করভ, ৬তৎ। বি ; পু।

করিকা—নখাঘাত, নখের আঁচড়। কর+ইক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

করিকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ। করীর কুম্ভ, ৬তৎ। বি ; পু।

করিঞা—করিয়া ("জীবন যাপসি করম করিঞা"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। ক্রি।

করিণী—হস্তিনী। বি ; স্ত্রী।

করিতকর্মা—যে নিজে অনেক কাজকর্ম করিয়াছে এমন, বহুদর্শী, অভিজ্ঞ। বাংপ্র। বিণ।

করিতু—করিতাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

করিদারক সিংহ। করীর দারক, ৬তৎ। বি ; পু।

করিপথ—হস্তীর গমনপথ। করীর পথ, ৬তৎ। বি ; পু।

করিপোত—হস্তিশাবক। করীর পোত, ৬তৎ। বি ; পু।

করিবন্ধ—আলান, হস্তিবন্ধনস্তম্ভ। করীর (হস্তীর) বন্ধ (অর্থাৎ বন্ধন) হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

করিম ১। দয়াময়। বিণ। ২। ভগবান্, ঈশ্বর। আ। বি।

করিমুখ—১। গণেশ। করীর মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি ; পু। ২। হস্তীর মুখ। করীর মুখ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

করিয়—করিও। প্রা কপ্র। ক্রি।

করিয়া, ক'রে ১। করিবার পর। অস-ক্রি। ২। দ্বারা ; লইয়া ; প্রকারে, উপায়ে ; ক্রমে ; হেতুসূচক। বাংপ্র। অ।

করিবর হস্তিশ্রেষ্ঠ। করীদিগের মধ্যে বর, ৭তৎ। বি ; পু।

করিষ্ণু—যে করিতেছে বা করে এমন, করণশীল। কৃ+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

করিষ্যমাণ—যে করিবে এমন ; যাহা করা হইবে এমন। কৃ+স্যমান কর্তৃ, কর্ম। বিণ।

করিহ—করিও। কপ্র। ক্রি।

করী (করিন্) হস্তী। কর (শুণ্ড)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু। স্ত্রী- **করিণী**।

করীন্দ্র—গজশ্রেষ্ঠ ; ঐরাবত হস্তী। করী-দিগের ইন্দ্র, ৬তৎ। বি ; পু।

করীষ—শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। কৃ (বিকীর্ণ করা)+ঈষন্ কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

করু—করে ; করুক ; করিও। প্রা কপ্র। ক্রি।

করুই—শস্যাগার, গোলা ; ভাণ্ডার। প্রাদে। বি।

করুকা করুন। প্রা কপ্র। ক্রি।

করুগেট—দস্তার কলাই করা ঢেউ-তোলা লোহার চাদর, ঢেউ-লোহা (চাল ছাইবার জন্য)। <ইং 'corrugated'. বি।

করুণ—১। দীন ; দুঃখিত ; শোকার্ত ; শোকজনক ; শোকসম্বন্ধীয় ; দয়ালু। কৃ (বিকীর্ণ করা)+উনন্ কর্ম। বিণ। ২। রস বিঃ। কৃ+উনন্ করণ। বি ; পু।

করুণা—১। দীনা ইত্যাদি। বিণ ; স্ত্রী। ২। দয়া, কৃপা ; পুলস্ত্য মুনির কনিষ্ঠা কন্যা (ইহার জ্যেষ্ঠার নাম মিত্রা)। বি ; স্ত্রী।

করুণাকর—দয়ার খনিস্বরূপ, কৃপানিধান, দয়াময়। করুণার আকরস্বরূপ, ৬তৎ। বিণ।

করুণানিদান—কৃপানিধি, করুণানিধান, দয়াময়। ৬তৎ। বিণ।

করুণা-নিধান, -নিধি—করুণাকর, কৃপাসাগর, দয়াময়। ৬তৎ। বিণ।

করুণা-পারাবার—দয়ার সাগর। ৬তৎ। বি ; পু।

করুণাময়—করুণাপূর্ণ, কৃপানিধি, দয়াময়। করুণা+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

করেণু—১। হস্তী ; কর্ণিকার বৃক্ষ। কৃ+এণু কর্তৃ। বি ; পু। ২। হস্তিনী। বি ; স্ত্রী।

করেণুকা হস্তিনী। করেণু+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

করেণুমতী—নকুলপত্নী (ইহার গর্ভে নিরমিত্রের জন্ম হয়)। বি ; স্ত্রী।

করেণুসুত হস্তিশাবক ; মুনি বিঃ। করেণুর সুত, ৬তৎ। বি ; পু।

করেণু হস্তী ; হস্তিনী। বি ; পু বা স্ত্রী।

করেলা করলা। বাংপ্র। বি।

করোট—মস্তকের অস্থি, করোটি, মাথার খুলি। ক (মস্তক)—রুট্+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

করোটি, করোটী করোট, কপাল, খর্পর, মাথার খুলি। ক (মস্তক)—রুট্ (রক্ষা করা)+ই কর্তৃ। বি ; স্ত্র।

কর্ক—বোতলের ছিপি <ইং 'cork'. বি।

কর্কট—কুলীরক, কাঁকড়া ; চতুর্থ রাশি ; কাঁকুড় গাছ ; তুম্বী, লাউ, কদ্দু ; করকটে পাখি ; ব্যাধি বিঃ, cancer. কর্ক+অটন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**কর্কটী**।

কর্কটক কর্কট, কুলীরক, কাঁকড়া। কর্কট+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

কর্কটক্রান্তি বিষুব রেখার ২৩॥০ অক্ষাংশ উত্তরে কল্পিত রেখা, উত্তরায়ণান্ত বৃত্ত, Tropic of Cancer. বি ; স্ত্র।

কর্কটি, কর্কটিকা কাঁকুড় ; কলসী। বি ; স্ত্রী।

কর্কটী—কর্কট, কাঁকুড় ; সর্পী ; শিমুল ফল ; কুম্ভ, কলস। কর্কট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্কশ—১। কঠিন ; রূঢ় ; পরুষ ; খরস্পর্শ-বিশিষ্ট, খসখসে ; নীরস ; শ্রুতিকটু ; অমসৃণ ; সাহসী ; নির্দয় ; ক্রূর ; কৃপণ। কর্ক শব্দ+শ। বিণ। ২। ইক্ষু ; খড়্গ ; খরস্পর্শ। বি ; পু।

কর্কশতা, -ত্ব—কার্কশ্য, কাঠিন্য ; রূঢ়ত্ব, পরুষতা ; খরস্পর্শতা ; অমসৃণত্ব ; নির্দয়তা, ক্রূরতা ; কার্পণ্য। কর্কশ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কর্কোট নাগ বিঃ ['কর্কোটক' দ্র]। কর্ক (হাস্য করা)+ওট্ কর্তৃ। বি ; পু।

কর্কোটক নাগ বিঃ, কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার নামানুকীর্তনে কলিভয় নাশ হয়। দেবর্ষি নারদের শাপে এই নাগ এক স্থানে অবস্থিত হইয়া অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। দৈবক্রমে মহারাজ নল কলিপীড়িত হইয়া বনগমন করিলে এই নাগের কাতরোক্তি শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া ইহাকে মুক্ত করেন। পরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে কর্কোটক নলকে দংশন করিলে নলের শরীর কৃষ্ণবর্ণ ও তাঁহার শরীরস্থ কলি বিষে জর্জরিত হয়। অতঃপর কর্কোটক নলকে ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতে পরামর্শ প্রদান করে। [স্ত্রী।

কর্কোটিকা, কর্কোটী—কাঁকরোল। বি ;

কচরিকা, কর্চরী—কচুরি। ক—চুর্+ক কর্তৃ+ঈপ্—কর্চরী, (১ম পক্ষে) তদুত্তরে কন্ স্বার্থে+অ.প. (বিপা)। বি ; স্ত্রী।

কর্জ ধার, দেনা, ঋণ, হাওলাত। <আ 'কর্জ্'। বি।

কর্জপত্র—ধারদেনা ; খত, ঋণ স্বীকারপত্র। আ-মূ। বি।

কর্জা ঋণস্বরূপ গৃহীত। আ-মূ। বিণ।

কর্জন, লর্ড (George Nathanial Baron Curzon of Kedleston First) - জন্ম ১৮৫৯ খ্রী: অব্দ ১১ই জানুয়ারি। বিদ্যাধ্যয়নকালে ইঁহার প্রতিভা বিলক্ষণ দৃষ্ট হইত। ১৮৮৫ খ্রী: ইনি লর্ড সলস্‌বেরীর (Lord Salisbury) অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারির কার্য করেন। ১৮৯১-৯২ খ্রী: অব্দে ভারতের আণ্ডার-সেক্রেটারি এবং ১৮৯৫-৯৮ খ্রী: অব্দে পররাষ্ট্র-বিভাগের আণ্ডার-সেক্রেটারি পদে আসীন থাকেন। ইনি মধ্য-এশিয়া, পারস্যদেশ, আফগানিস্তান, পামীর, থাইল্যাণ্ড, ইন্দোচীন এবং কোরিয়া রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া প্রাচ্যদেশ-বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৮৬ হইতে ১৮৯৮ খ্রী. অব্দ পর্যন্ত ইনি পার্লামেন্টের সদস্যস্বরূপে হাউস অব কমন্সে সাধারণ কার্যে যোগদান করেন। ১৮৯৯ খ্রী: অব্দে ৬ই জানুয়ারি হইতে ১৯০৪ খ্রী: অব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত ইনি ভারতবর্ষের ভাইসরয় ও গভর্নর-জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইঁহারই শাসনকালে N. W. Frontier নামক সীমান্তপ্রদেশ স্থাপিত হইয়া উহা একজন স্বতন্ত্র শাসকের অধীন করা হয়। তিব্বত দেশে ইনি যে মিশন প্রেরণ করেন, তাহার সহিত তিব্বতবাসিগণের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে একটি যুদ্ধ ঘটে। ১৯০৮ খ্রী: অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে লাসায় সন্ধি স্থাপন হইলে যুদ্ধ স্থগিত হয়। ইনি Imperial Cadet Corps নামে ভারতের পশ্চিম প্রদেশে রাজবংশীয় যুবকদল চালিত একটি অবৈতনিক সৈনিক সম্প্রদায় গঠিত করেন। ১৯০১ খ্রী: অব্দে ২১শে জানুয়ারি মহারানী ভিক্টোরিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার স্মরণার্থে Victoria Memorial Hall নামে একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় স্থাপন মানসে ইনি প্রভূত অর্থ সংগ্রহ করেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জের পিতা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে ইনি ১৯০২ খ্রী: অব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৩ খ্রী: অব্দের জানুয়ারি পর্যন্ত দিল্লী শহরে অভূতপূর্ব সমারোহে Coronation Durbar নাম দিয়া একটি মহাসভা আহূত করেন। তথায় বহুদিন যাবৎ নানাপ্রকার উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়াছিল। ইঁহার শাসন সময়ে Universities Act, Official Secrets Act, Ancient Monuments Preservation Act প্রভৃতি অনেক প্রকার আইন বিধিবদ্ধ হয়। ভারতের লুপ্তপ্রায় কীর্তিসকলের সংরক্ষণে ইঁহার বিশেষ কৃতিত্ব লক্ষিত হয়। ইনি ভারতবর্ষে অবস্থান সময়ে অসাধারণ শ্রমশীলতা ও কার্যতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। রাজ্য-পরিচালন-কার্যের সকল বিভাগের উপর ইঁহার সমান দৃষ্টি ছিল। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বিদায় লইয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিলে মাদ্রাজের গভর্নর লর্ড এম্‌থিল (Ampthil) ১৯০৪ খ্রী: এপ্রিল মাস হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ভারতের শাসনকার্যে নিযুক্ত হন। ঐ ডিসেম্বর মাসের ১৩ই তারিখে কর্জন ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া লর্ড এমথিলের হস্ত হইতে স্বীয় কার্যভার পুনর্গ্রহণ করেন। এইবারে বঙ্গব্যবচ্ছেদ কার্য সম্পন্ন হয়। ১৯০৫ খ্রী: অব্দের ১৬ই অক্টোবর (বাঙ্গালা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন) বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া একটি বিভাগ, আর বঙ্গের অবশিষ্টাংশ ও আসাম প্রদেশ লইয়া আর একটি বিভাগ গঠিত হয়। [ইঁহার প্রবর্তিত এই বঙ্গব্যবচ্ছেদ ইঁহার পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সময়ে অনেকাংশে পরিবর্তিত হয়। দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ১৯১১ অব্দের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক পঠিত ঘোষণাপত্র দ্বারা ব্যবস্থিত হয় যে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ পুনর্মিলিত হইয়া একজন পূর্ণ গভর্নরের শাসনাধীন হইবে ; বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যা এই প্রদেশত্রয় একটি নবরাজ্যে গঠিত হইয়া জনৈক লেপ্‌টেনান্ট গভর্নরের অধীন হইবে ; এবং আসাম প্রদেশ পুনরায় পূর্ববৎ একজন চীফ কমিশনারের শাসনাধীন হইবে। ১৯১২ অব্দের ১লা এপ্রিল হইতে এই ব্যবস্থানুযায়ী কার্য আরম্ভ হইয়াছিল]। সামরিক কোন ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচনারের সহিত কর্জনের মতভেদ হয়, এবং সেই বিষয় বিচারার্থ বিলাতের স্টেট সেক্রেটারির নিকট উপস্থিত হইলে কিচনারের জয় হয়। লর্ড কর্জন ইহাতে আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করিয়া পদত্যাগ করেন। ১৯০৫ খ্রী: ১৭ই নভেম্বর লর্ড মিণ্টোর হস্তে শাসনভার অর্পণ করিয়া লর্ড কর্জন ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন। সেখানে ১৯০৬ খ্রী: ১৮ই জুলাই ইঁহার পত্নী লেডী কর্জন দেহত্যাগ করেন। ইনি লিটর (Leiter) নামধেয় আমেরিকার জনৈক ধনকুবেরের কন্যা ছিলেন। পত্নীবিয়োগজনিত শোকে অভিভূত হইয়া লর্ড কর্জন কিছুদিন সাধারণ কার্যে যোগদানে বিরত ছিলেন। তৎপরে ইনি আইরিস পিয়র (Irish peer) স্বরূপে হাউস অব লর্ডসের সদস্য হইয়া রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে আবার প্রবেশ করিয়াছিলেন। ১৯১৬ অব্দের ১লা জানুয়ারি ইনি কে. জি. (K. G.) অর্থাৎ "নাইট্ অব্ দি গার্টার" (Knight of the Garter) উপাধি প্রাপ্ত হন। লর্ড গ্রের পর ইনি পররাষ্ট্র সচিব হইয়াছিলেন। ১৯২৫ অব্দে ২০শে মার্চ ইংলণ্ডে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

কর্জা ঋণস্বরূপ গৃহীত। আ-মূ। বিণ।

কর্ণ—১। শ্রবণেন্দ্রিয় ; কান। কর্ণ+অল্ কর্ম। ২। নৌকার হা'ল। কর্ণ+অল্ কর্তৃ। ৩। সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণের সম্মুখীন ভুজরেখা, hypotenuse ; চতুর্ভুজ ও বহুভুজ ক্ষেত্রের কোন এক কোণ হইতে তাহার অব্যবহিত কোণ ভিন্ন অন্য কোণ পর্যন্ত অঙ্কিত সরলরেখা, diagonal. কৃ+ন কর্তৃ। বি ; পু। ৪। কুন্তীর কানীন পুত্র। * কৃ+ন কর্তৃ। বি ; পু।

* পাণ্ডুপত্নী ও পাণ্ডবজননী কুন্তীর কুমারী অবস্থায় সূর্যের ঔরসে জাত পুত্রের নাম কর্ণ। লোকলজ্জাভয়ে কুন্তীদেবী সদ্যোজাত শিশুকে মঞ্জুষা মধ্যে স্থাপন করিয়া ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন। ঐ মঞ্জুষা সূত অধিরথের দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি উহা আহরণপূর্বক তন্মধ্যে জীবিত সদ্যোজাত সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত শিশুকে দেখিয়া তাহা আপনার পত্নী রাধাকে লালনপালনার্থ প্রদান করেন। এই হেতু কর্ণ, সূতপুত্র ও রাধেয় নামেও খ্যাত। অতঃপর উপযুক্ত বয়সে কর্ণ শিক্ষার্থ হস্তিনাপুরে প্রেরিত হইলেন। এখানে কৌরব ও পাণ্ডবদিগের সহিত ইনিও অস্ত্র শিক্ষা করেন। অস্ত্রপরীক্ষার দিন অর্জুনের অস্ত্রচালনায় কৌশল দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন। তখন কর্ণ রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া অর্জুনের প্রদর্শিত সমস্ত অস্ত্রকৌশল প্রদর্শন করিলেন। ইহাকে পাণ্ডবভয়ে ভীত

দুর্যোধন কর্ণের বীরত্ব দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহার সহিত মৈত্রীস্থাপনপূর্বক ইঁহাকে অঙ্গদেশের (বর্তমান ভাগলপুরের) রাজত্ব প্রদান করেন।

দ্রোণাচার্যের নিকট ব্রহ্মাস্ত্র না পাইয়া কর্ণ মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিয়া ব্রাহ্মণ পরিচয়ে পরশুরামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। একদা সাগরতীরে অস্ত্রক্রীড়া করিতে করিতে কর্ণ অজ্ঞাতসারে এক ব্রাহ্মণের হোমধেনু বধ করেন। তাহাতে ব্রাহ্মণ এই শাপ দেন যে, কর্ণের মৃত্যুকালে পৃথিবী তাঁহার রথচক্র গ্রাস করিবে। আর একদিন পরশুরাম কর্ণের উরুদেশে মস্তক স্থাপন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। দংশরূপী অলর্ক কর্ণের উরু ভেদ করিলেও গুরুর নিদ্রাভঙ্গভয়ে কর্ণ সেই নিদারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া স্থিরভাবে উপবিষ্ট ছিলেন। পরে শোণিতস্পর্শে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন, এবং প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি কর্ণকে অভিসম্পাত করেন যে, মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্র সকল কর্ণের স্মরণ থাকিবে না।

স্বয়ংবর-স্থল হইতে চিত্রাঙ্গদ রাজকন্যাকে হরণ করিবার সময়ে কর্ণ দুর্যোধনের সহায়তা করেন। এই বিবাহ উপলক্ষে মহাবীর জরাসন্ধের সহিত কর্ণের যুদ্ধ হইলে কর্ণ বিজয়ী হন। জরাসন্ধ ইঁহার বীরত্বে তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে মালিনী নগরী প্রদান করেন। পরন্তু গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধে কর্ণ পরাজিত ও দুর্যোধন আবদ্ধ হন। অর্জুন এই সংবাদ পাইয়া গন্ধর্বকে পরাস্ত করিয়া কুরুরাজকে মুক্ত করেন। ইহাতে দুর্যোধনকে নিতান্ত ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে দেখিয়া কর্ণ তাঁহার প্রীত্যর্থে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহুদেশ জয় করেন এবং বিবিধ রত্নরাজি আনিয়া দুর্যোধনকে উপহার দেন।

এই মহাবীরের যেমন শৌর্যবীর্যাদি গুণ বিদ্যমান ছিল, তেমনি অলৌকিক দানশীলতা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞতাও ছিল। এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র অর্জুনের উপকারার্থে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার সহজাত কুণ্ডল ও কবচ প্রার্থনা করেন। কর্ণ অকুণ্ঠিতচিত্তে সে সমস্ত প্রদান করিয়া ইন্দ্রের নিকট একটি অমোঘ শক্তি প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে, ইঁহার দানশীলতা ও সত্যপরায়ণতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ একদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কর্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন এবং ইঁহার পুত্রের মাংস-ভোজনের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কর্ণ ও তৎপত্নী পদ্মাবতী অম্লানবদনে প্রিয় পুত্র বৃষকেতুকে ছেদন করিয়া তাহার মাংস ব্রাহ্মণের আহারার্থ প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ পরিতুষ্ট হইয়া রাজা ও রানীর সবিশেষ প্রশংসা করিয়া বৃষকেতুকে পুনর্জীবিত করিয়া দিলেন। কিন্তু মহাভারতে এ ঘটনার কোন উল্লেখ নাই।

কর্ণ অর্জুনের অত্যন্ত বিদ্বেষী ছিলেন এবং তাঁহাকে বধ করিবেন বলিয়া স্পর্ধা করিতেন। কুরুক্ষেত্র সমরের পূর্বে কুন্তীদেবী গোপনে কর্ণকে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত বলিয়া পাণ্ডবদিগের পক্ষে যোগ দিবার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কর্ণ তাহাতে অসম্মত হন। তবে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, অর্জুন ভিন্ন তিনি অন্য কাহারও প্রাণবধ করিবেন না। যুদ্ধে যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেবকে আয়ত্ত করিয়াও জননীর নিকট স্বীয় প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া কর্ণ তাঁহাদের প্রাণবধ করেন নাই। যুদ্ধের প্রাক্কালে ভীষ্ম ইঁহাকে অর্ধরথী বলায় ভীষ্মের জীবন সত্ত্বে কর্ণ অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। সে প্রতিজ্ঞাও কর্ণ রক্ষা করিয়াছিলেন। মহাবীর ভীষ্মের পতন হইলে পর দ্রোণাচার্যের সৈনাপত্যাধীনে ইনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ত্রয়োদশ দিবসের যুদ্ধে ইনি অন্য ছয় রথীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে অর্জুনপুত্র ষোড়শবর্ষীয় বালক অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। চতুর্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ভীমতনয় মহাবীর ঘটোৎকচকে ইন্দ্রদত্ত অমোঘশক্তি দ্বারা বধ করিতে বাধ্য হওয়ায় কর্ণ অর্জুনের প্রাণনাশার্থে রক্ষিত অস্ত্র হস্তচ্যুত করেন। দ্রোণের মৃত্যু হইলে ষোড়শ দিবসে কর্ণ কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হন। সপ্তদশ দিবসে অর্জুনের সহিত মহাসমর করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন।

কর্ণওয়ালিস্, লর্ড—ভারতবর্ষের একজন খ্যাতনামা গভর্নর-জেনারেল। ১৭৩৮ খ্রী অব্দে ইঁহার জন্ম। ইনি কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশের দ্বিতীয় আর্ল ও প্রথম মার্কুইস। ১৭৬২ খ্রীঃ অব্দে পিতার মৃত্যু হইলে ইনি পিতৃপদের অধিকারী হন। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ঔপনিবেশিক ইংরেজরা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দে স্বাধীনতা লাভের নিমিত্ত যুদ্ধ করে, সেই যুদ্ধে কর্ণওয়ালিস্ তাহাদের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ও প্রধান সেনাপতি হইয়া আসেন। ইনি দুইবার গভর্নর-জেনারেল হন;—প্রথমবার ১৭৮৬ হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত।

বঙ্গদেশে "চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত" প্রচলন লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রধান কীর্তি।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি গ্রহণের সময় হইতে বাঙ্গালার জমিদার ও প্রজা উভয়েরই দুরবস্থার একশেষ হইয়া আসিতেছিল। জমিদারদিগের কোনও নির্দিষ্ট কর ছিল না; ইচ্ছামত উহার পরিমাণের বৃদ্ধি হইত। কোনও জমিদারের স্থায়ী স্বত্বও ছিল না। প্রথম প্রথম প্রতি বৎসরই জমিদারি নিলামে চড়িত; যে কেহ অধিক কর দিতে স্বীকৃত হইলে অন্যের জমিদারি লইতে পারিতেন। তৎপরে প্রজার শোণিত শোষণ করিয়াও অঙ্গীকৃত টাকা আদায় করিতে পারিতেন না, তাহার ফলে আপনারা বন্দী হইতেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে এক বৎসরের স্থলে পাঁচ বৎসরের জন্য জমিদারদিগের সহিত বন্দোবস্তের নিয়ম হইল, কিন্তু তাহাতেও উক্ত দোষের প্রতিকার হইল না। প্রত্যুত ভূমির রাজস্ব বাকি পড়ায় কোম্পানির ক্ষতি হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষেরা ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার ভূমি-সংক্রান্ত একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ পাঠাইলেন। মুসলমান সম্রাটেরা ভূমির উৎপন্ন দ্রব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কর নির্ধারিত করিতেন। কর্ণওয়ালিস্ তাহা করিলেন না। পূর্বে কোন্ জমিদার কত কর দিতেন, তিনি তাহারই একটা গড় নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই গড় অনুসারে জমিদারদিগের সহিত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্য বন্দোবস্ত করিলেন (১৭৯১ খ্রীঃ), এবং বলিয়া দিলেন যে, বিলাতের কর্তাদের অভিমত হইলে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া গণ্য হইবে। অতঃপর ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ড হইতে মঞ্জুর হইয়া আসিলে ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া ঘোষিত হইল। এই বন্দোবস্ত প্রথমে দশ বৎসরের জন্য হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে দশসালা বন্দোবস্তও বলে। এই ব্যাপারে স্যার জন শোর নামে একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান কর্মচারী এবং রাজা নবকৃষ্ণ নামে একজন বাঙ্গালী কর্মচারী কর্ণওয়ালিসের যথেষ্ট সহায়তা করেন।

কর্ণওয়ালিস্ কলেক্টরদিগের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতা তুলিয়া লইলেন, এবং প্রত্যেক জেলায় এক এক জন জজ নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের উপর বিচার-ভার অর্পণ করিলেন। ইঁহারা কেবল দেশীয় অর্থিপ্রত্যর্থীর বিচার করিবার ক্ষমতা পাইলেন। ইঁহাদিগকে হিন্দু ও মুসলমান

আইন বুঝাইয়া দিবার জন্য পণ্ডিত ও কাজী নিযুক্ত হইলেন। ইঁহাদিগের মকদ্দমার আপীল ও দায়রার ফৌজদারী মকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার জন্য কলিকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা এই চারি স্থানে চারিটি 'প্রভিন্‌সিয়াল' কোর্ট স্থাপিত হইল। এতদ্ভিন্ন প্রতি জেলায় কয়েক জন করিয়া মুন্‌সেফ নিযুক্ত হইলেন। পূর্বে পুলিসের কার্যভার জমিদারদিগের হস্তে ছিল। এক্ষণে তাহা রহিত হইয়া প্রতি দশ ক্রোশ অন্তর এক এক জন দারোগার কর্তৃত্বাধীনে এক একটি থানা সংস্থাপিত হইল।

কর্ণওয়ালিসের সময়ে এদেশীয়ের পক্ষে সর্বোচ্চ রাজপদ হইল দারোগাগিরি ও মুন্‌সেফি। দারোগাদিগের বেতন হইল মাসিক ২৫৲ টাকা। মুন্‌সেফদিগের কোনও বেতন নির্দিষ্ট ছিল না; তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ কমিশন পাইতেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মৃত জমিদারদিগের নাবালক পুত্রের এবং অকর্মণ্য উত্তরাধিকারীদিগের জন্য 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্' স্থাপন করেন। এই সময়ে বার্লো সাহেব প্রচলিত আইন-সমূহ সংকলিত করিয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও দেশের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করাইয়া প্রচার করিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)। উহাই এদেশের পক্ষে ইংরেজী আইনের মূলভিত্তি।

কর্ণক—কর্ণধার; নিয়ন্তা। কর্ণ শব্দ—কৈ + ড কর্তৃ। বিণ।

কর্ণকণ্ডু—কানচুলকানি রোগ। ৬তৎ। বি; পু।

কর্ণকীটা—কানকোটারি বা কেন্নো। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ণকুণ্ডল—কানের গহনা, মাকড়ি, ইয়ারিং। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণকুহর, -কূপ—কর্ণরন্ধ্র, শ্রবণবিবর, কানের ছিদ্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণগত—শ্রুত, যাহা শোনা হইয়াছে এমন। ২তৎ। বিণ।

কর্ণগোচর—শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, শ্রবণগোচর, শ্রুতিসাধ্য; শ্রুত। কর্ণের গোচর, ৬তৎ। বিণ।

কর্ণগোলক—কর্ণের গোলাকার বহির্ভাগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণগ্রাহ—কর্ণধার, মাঝি। কর্ণ (হাইল) গ্রহণ করে যে, উপতৎ। বি; পু।

কর্ণচ্ছিদ্র—কর্ণকুহর, শ্রবণবিবর, কানের ছিদ্র; অলংকারাদি ধারণ জন্য কানের ছেঁদা বা ফুটা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণজপ—কর্ণেজপ (সকল অর্থে)।

কর্ণজিৎ—অর্জুন। কর্ণকে জয় করিয়াছেন যিনি, উপতৎ; কর্ণ—জি + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

কর্ণধার—কাণ্ডারি, মাঝি। উপতৎ; কর্ণ—ধৃ + ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কর্ণপট—কর্ণমধ্যস্থ সূক্ষ্ম চর্ম বিঃ, উহাতে ধ্বনির প্রতিঘাত হয়, তাহাতেই শোনা যায়। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

কর্ণপটহ—কর্ণপট। মধ্যপ। বি; পু।

কর্ণপথ—কর্ণকুহর। ৬তৎ। বি; পু।

কর্ণপরম্পরা—শ্রবণপরম্পরা, একজনে শুনিয়া অপরজনকে বলে, আবার সে শুনিয়া অন্যকে বলে, এরূপ ভাব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ণপাত—কান দেওয়া, শোনা। ৬তৎ। বি; পু।

কর্ণপালী—কর্ণভূষণ বিঃ, কানবালা। কর্ণ—পালি (রক্ষা করা) + অন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্ণপুর—কর্ণ রাজার নগর, চম্পা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণপূর—কর্ণভূষণ; নীলপদ্ম। বি; পু।

কর্ণপূর—ইঁহার পিতৃদত্ত নাম পরমানন্দ দাস। ইনি চৈতন্যদেবের প্রিয় পারিষদ কাঞ্চনপল্লীনিবাসী শিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম অনুমান ১৪৪৭ শকে। চৈতন্যদেব ইঁহাকে "পুরীদাস" এই নাম দেন। চৈতন্যদেব যখন নীলাচলে থাকিতেন, সেই সময়ে শিবানন্দ প্রতি বৎসর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। এক বৎসর শিবানন্দ বালক পরমানন্দকে লইয়া মহাপ্রভুর নিকট গিয়াছিলেন।

শিবানন্দ যবে সেই বালক মিলাইলা।
মহাপ্রভু পাদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিলা॥

যখন পরমানন্দের ৭ বৎসর বয়স, তখন একদিন মহাপ্রভু বলিলেন, "পড় পুরীদাস"। পরমানন্দ একটি সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন—

সাত বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকে চমৎকার মন॥

কথিত আছে, ঐ শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণের বর্ণনা ছিল বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে কবি "কর্ণপূর" এই উপাধি দিয়া কাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থকার বলেন—

শিশুকালে যার মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দান ছলে শক্তি সঞ্চারিলা॥

প্রভুর শক্তিতে শক্তিমান্ কর্ণপূর সংস্কৃত কাব্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমেই ইনি "চৈতন্যচরিত মহাকাব্য" রচনা করেন। ১৪৬৪ শকে (মহাপ্রভুর তিরোভাবের ৯ বৎসর পরে) এই কাব্যের পরিসমাপ্তি হয়। তাহার পর ক্রমে অলংকারকৌস্তুভ, আর্যাশতক, আনন্দবৃন্দাবন চম্পূ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৪৯৪ শকে "চৈতন্য-চন্দ্রোদয়" নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকের একটি বাংলা অনুবাদ ১৬৩৪ শকে কুলনগরবাসী প্রসিদ্ধ পদকর্তা প্রেমদাস ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত হয়। "গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" গ্রন্থ কর্ণপূর কর্তৃক ১৪৯৮ শকে লিখিত হয়। এইখানি কবির শেষ গ্রন্থ। ইহা ব্যতীত ইনি বঙ্গভাষায় কয়েকটি মধুর পদ রচনা করিয়াছিলেন।

কর্ণবিবর—কর্ণকুহর, কানের গর্ত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণবিলম্বী (-লম্বিন্)—কর্ণ হইতে লম্বমান বা দোদুল্যমান, কান হইতে ঝুলিতেছে বা দুলিতেছে এরূপ। কর্ণ হইতে বিলম্বী, ৫তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-লম্বিনী**।

কর্ণবেধ—কানবিঁধানো সংস্কার বিঃ, চূড়াকরণ। ৬তৎ। বি; পু। [চলিত ভাষায় ইহাকে কান ফোঁড়া বলে। রাজপুত্রের স্বর্ণনির্মিত সূচী দ্বারা, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের রৌপ্যনির্মিত সূচী দ্বারা এবং শূদ্রের লৌহনির্মিত সূচী দ্বারা কর্ণ বিদ্ধ করিতে হয়। কোনও মতে ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ১২শ মাসে, এবং কোনও মতে ১ম, ৭ম, ৮ম, ১০ম ও ১২শ মাসে কর্ণবেধ হওয়া উচিত। কর্ণবেধ শুক্লপক্ষে ও শুভ দিনে করিতে হয়। কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে কর্ণবেধ প্রশস্ত। উত্তরায়ণে কর্ণবেধ করিতে হয়, দক্ষিণায়নে কদাচ করিতে নাই। জন্মমাসে, যুগ্ম বৎসরে, হরিশয়নের, বিদৃষ্টিকালে, কৃষ্ণপক্ষে ও জন্মনক্ষত্রে কর্ণবেধ করিতে নাই।

কর্ণ-বেধনিকা, -বেধনী—কর্ণ বিদ্ধ করিবার অস্ত্র; হাতীর কান বিঁধিবার লৌহ-শলাকা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কর্ণবেষ্ট, -বেষ্টক—কর্ণভূষণ; কুণ্ডল; তাড়ঙ্ক; কানবালা। ৬তৎ। বি; পু।

কর্ণবেষ্টন—কর্ণবেষ্ট (সকল অর্থে)। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণভূষণ—কর্ণের অলংকার, কানের গহনা। কর্ণের ভূষণ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণমদগুর—মৎস্য বিঃ, কানমাগুর। বি; পু।

কর্ণমল—কানের ময়লা, কানের খোল। ৬তৎ। বি; পু।

কর্ণমূল—কর্ণের নিম্নভাগ, কানমূড়ো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণরন্ধ্র—কর্ণকুহর, শ্রবণবিবর, কানের ফুটা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ণরোগ—কানের পীড়া। ৬তৎ। বি ; পুং।

কর্ণলতিকা—কানের পাতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্ণশূল—কর্ণের যাতনা, কানকামড়ানি। ৬তৎ। বি ; পুং।

কর্ণাকর্ণি—কানাকানি। বি ; স্ত্রী।

কর্ণাট, কর্ণাটিকা দ্রাবিড়ী ভাষায় কর্ণ অর্থে কৃষ্ণবর্ণ, নাটি অর্থে দেশ। দক্ষিণ-দেশের সমতল ভূমিকে কৃষ্ণবর্ণ কার্পাসভূমি বলে। ইহাই কর্ণাটিকা নামের সার্থকতা। প্রাচীনকালে যে প্রদেশটিকে কর্ণাট বলা হইত, বর্ত্তমান কালে কর্ণাট নামে সে প্রদেশটি বুঝায় না। পূর্ব ও পশ্চিম ঘাটের মধ্যবর্ত্তী দেশ, যাহার উত্তরে বিদার (বিদর্ভ) ও দক্ষিণে পালাঘাট, তাহাই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন কর্ণাট। মহীশূর ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে মুসলমানগণ বিজয়নগর রাজ্য উচ্ছিন্ন করিবার পরে, ঘাটদ্বয়ের দক্ষিণ দেশকেও কর্ণাট নাম প্রদান করে। ইংরেজেরা মহীশূর বাদ দিয়া, কেবল ঘাটদ্বয়ের দক্ষিণ দেশকে "কর্ণাটিক" আখ্যা প্রদান করে। "কর্ণাটিক"—অধুনা কেবল ঐতিহাসিক নাম মাত্র। প্রাচীন কর্ণাটিক বর্ত্তমানে কর্ণাট নামে অভিহিত।

বরাহ মিহির কর্ণাট দেশের উল্লেখ করিয়াছেন। অতি প্রাচীনকালে কর্ণাটের অংশবিশেষ পাণ্ড্য এবং অপরাংশ চোল-গণের রাজ্য ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে রোমের সহিত এই প্রদেশের সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত। খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লব রাজগণ প্রাদুর্ভূত হন। ইঁহারা পাণ্ড্য ও চোলরাজগণকে হীনবল করিয়া তাঁহাদিগের রাজ্যে আধিপত্য স্থাপন করেন। ৭৪০ অব্দে বিক্রমাদিত্য চালুক্য পল্লব-প্রতাপ খর্ব করেন, এবং নবম শতাব্দীর শেষভাগে আদিত্য চোল পল্লবরাজকে একেবারেই বলহীন করিয়া ফেলেন। দশম শতাব্দীর শেষভাগে পাণ্ড্য রাজকে ইঁহাদের প্রভুত্ব স্বীকার করিতে হয়। ১৩১০ খ্রীঃ অব্দে মালিক কফুর দক্ষিণদেশের হিন্দুরাজ্যসমূহ বিপর্যস্ত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমস্ত দেশটি বিজয়নগর-রাজের অধিগত হয়। কর্ণাটদেশ পরে গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের অধীনতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্তিমভাগে সম্রাট্ আওরঙ্গ-জেবের সৈন্য এই দেশ জয় করিয়া, জুলফিকর আলীকে "কর্ণাটের নবাব" আখ্যা প্রদান করে, এবং আরকট্ তাঁহার শাসনকার্যের কেন্দ্রস্থল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর আরকটের নবাবগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৭৪৯ অব্দে সিংহাসন লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, ইংরেজগণ মহম্মদ আলীর এবং ফরাসীগণ হোসেন দোস্তের পক্ষ অবলম্বন করে। ইংরেজগণ অপর পক্ষকে পরাজিত করিয়া মহম্মদ আলীকে কর্ণাটের অংশবিশেষে প্রতিষ্ঠিত করে। ১৮৫৩ অব্দে নবাবের মৃত্যু হইলে, তাঁহার বংশধরগণের জন্য প্রচুর বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া, ইংরেজগণ কর্ণাট দেশটি নিজেদের অধিকারে আনে।

কর্ণাটক—কর্ণাট দেশীয় পুরুষ। কর্ণাট+ক। বি ; পুং।

কর্ণাটিকা—'কর্ণাট' দ্রঃ।

কর্ণাটী—কর্ণাটদেশীয় স্ত্রী ; কর্ণাটরাজ-মহিষী ; রাগিণী বিঃ। কর্ণাট+ক+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্ণানুজ—রাজা যুধিষ্ঠির। কর্ণের অনুজ, ৬তৎ। বি ; পুং।

কর্ণান্তর ১। কর্ণের মধ্যদেশ ; কর্ণপথ ; কর্ণকুহর। কর্ণের অন্তর, ৬তৎ। ২। অপর কর্ণ, আর একটি কান ; অপর শ্রোতা, অন্য ব্যক্তি ; আর একটি হাইল। অন্য যে কর্ণ, নিত্য। বি ; ক্লী।

কর্ণারি—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। কর্ণের অরি, ৬তৎ। বি ; পু

কর্ণাবতী—চিতোরপতি বিখ্যাত রানা সংগ্রামসিংহের মহিষী। গুজরাটের মুসলমান রাজা বাহাদুর শাহ্ মালব আক্রমণ করিলে সংগ্রামসিংহ তাঁহাকে বাধা দেন। সেই ক্রোধে সংগ্রামের মৃত্যুর পর ১৫২৯ খ্রীঃ অব্দে বাহাদুর চিতোর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। সংগ্রামের বিধবা মহিষী দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের নিকট "রাখি" প্রেরণ করিয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, হুমায়ুন আসিয়া চিতোর হইতে বাহাদুরের প্রতিনিধিকে দূর করিয়া দিয়া উহাকে স্বাধীন করিয়া দেন। কর্ণাবতী অতি বুদ্ধিমতী ও রাজকার্য-পারদর্শিনী ছিলেন। অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্রের অভিভাবিকা হইয়া ইনি দীর্ঘকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। [স্ত্রী।

কর্ণাভরণ—কানের গহনা। ৬তৎ। বি ;

কর্ণাস্ফাল, কর্ণাস্ফালন—(গজগবাদি জন্তুর) কর্ণতাড়না। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

কর্ণিক—১। কর্ণযুক্ত, শ্রুতিবিশিষ্ট ; দীর্ঘ-কর্ণ, বৃহৎ-কর্ণ ; হাইলবিশিষ্ট। কর্ণ+ ইক আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কর্ণিকা, কর্ণিকী**। ২। কর্ণধার, নৌকার মাঝি। বি ; পুং। ৩। রাজমিস্ত্রীর যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

কর্ণিক—অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী। এই ব্রাহ্মণ নিয়ত কুপরামর্শ দিয়া অন্ধরাজের হৃদয়কন্দরনিহিত বিদ্বেষ-বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিতেন। এই কুমন্ত্রীর মন্ত্রণায় অন্ধ-রাজ কলে কৌশলে পাণ্ডবদিগকে অশেষ ক্লেশ দিয়া শেষে নির্বংশ হন। বি ; পুং।

কর্ণিকা—১। কর্ণযুক্তা ইত্যাদি। বিণ ; স্ত্রী। ২। করিশুণ্ডের অগ্রভাগস্থ অঙ্গুলিবৎ সূক্ষ্মাংশ ; হস্ত-মধ্যাঙ্গুলি ; পদ্মমধ্যস্থ বীজকোষ ; বৃন্ত, বোঁটা ; কর্ণ-ভূষণ, কানতড়কা ; লেখনী, কলম। বি ; স্ত্রী।

কর্ণিকাচল—সুমেরু পর্বত। কর্ণিকাতুল্য যে অচল, মধ্যপ। বি ; পুং।

কর্ণিকার—১। বৃক্ষ বিঃ, কর্ণিয়ার ; আরগ্বধ বিঃ, ছোট সোঁদাল গাছ। কর্ণিকা—ক+অন্ কর্তৃ। বি ; পুং। ২। পুষ্প বিঃ ; পদ্মের বীজকোষ। কর্ণিকার শব্দ+ক। বি ; ক্লী।

কর্ণিকী (কর্ণিকিন্) হস্তী। কর্ণিকা+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পুং।

কর্ণিল—কর্ণযুক্ত ; দীর্ঘকর্ণ। কর্ণ+ইল যুক্তার্থে। বিণ।

কর্ণী (কর্ণিন্)—১। কর্ণবিশিষ্ট ; দীর্ঘকর্ণ ; কর্ণসম্বন্ধীয় ; শূকযুক্ত ; হাইলবিশিষ্ট। কর্ণ+ইন্। বিণ ; পুং। স্ত্রী—**কর্ণিনী**। ২। কর্ণধার ; একপ্রকার বাণ ; বর্ষপর্বত বিঃ [বর্ষপর্বত সমুদায়ে সাতটি—হিমালয়, হেমকূট, নিষধ, মেরু, চৈত্র, কর্ণী, শৃঙ্গী]। বি ; পুং।

কর্ণী—কংসাসুরের মাতা। বি ; স্ত্রী।

কর্ণীরথ—ছোট পালকি, ডুলি। ৬তৎ। বি ; পুং।

কর্ণা-সুত—কংস ; তস্কর। ৬তৎ। বি ; পুং।

কর্ণেজপ—সূচক, অন্যের দোষোদ্ঘাটক, গোয়েন্দা ; কুপরামর্শদাতা। অলুক্ উপতৎ ; কর্ণে—জপ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

কর্ণেন্দু—কর্ণপালী, কানবালা। কর্ণের ইন্দু-প্রায়, ৬তৎ। বি ; পুং।

কর্ণোপকর্ণিকা—কর্ণাকর্ণি, কানাকানি ; জনপ্রবাদ, জনশ্রুতি। বি ; স্ত্রী।

কর্ণ্য—১। কর্ণভব, কর্ণজ। কর্ণ+য্য ভবার্থে। বিণ। ২। কর্ণমল। বি ; ক্লী।

কর্তন—ছেদন, কাটা ; সূত্রনির্মাণ, কাটনা কাটা। কৃত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

কর্তনী—কর্তরিকা, ছুরি, কাঁচি। কৃত্+অন করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্তব—অভ্যাস ; গীতবাদ্যে অলংকার প্রকাশ, সুর ভাঁজা। হি-মু। বি।

কর্তব্য—যাহা করিতে হইবে এমন ; করণীয়, করার যোগ্য ; উচিত, বিধেয়। কৃ (করা) +তব্য কর্ম। বিণ।

কর্তব্যকর্ম (-কর্মন্)—করণীয় কার্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্তব্যজ্ঞান—করণীয় কার্যের বোধ, ক. করিতে হইবে বা করা উচিত তাহা বুঝা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কর্তব্যতা, -ত্ব—করণীয়ত্ব ; ঔচিত্য, বিধেয়তা। কর্তব্য+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কর্তব্যনিষ্ঠ—কর্তব্যপরায়ণ, করণীয় কার্যের প্রতি আস্থাবান্। কর্তব্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। বি, **-নিষ্ঠতা, -ত্ব**।

কর্তব্যনিষ্ঠা—১। কর্তব্যপরায়ণা। কর্তব্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কর্তব্যপরায়ণতা, করণীয় কার্যের প্রতি আস্থা বা আসক্তি। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্তব্যপরায়ণ—কর্তব্যনিষ্ঠ, করণীয় কার্য সম্পাদনে একান্ত যত্নশীল। কর্তব্যই পর অয়ন যাহার, বহু। বিণ। বি, **-পরায়ণতা, -ত্ব**।

কর্তব্যপালন—যথানিয়মে করণীয় কর্মের সম্পাদন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্তব্যপ্রিয়—করণীয় কার্যের অনুরাগী, যে করিবার কাজ ভালবাসে এমন। কর্তব্য প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। বি, **-প্রিয়তা**।

কর্তব্যবিমুখ—করণীয় কার্য করিতে অনিচ্ছুক, কর্তব্যে যত্নশূন্য। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-খা, -খী**।

কর্তব্যবিমূঢ়—করণীয় কার্য নির্ধারণে অসমর্থ। ৭তৎ। বিণ। বি, **-বিমূঢ়তা, -ত্ব**।

কর্তরিকা—ছুরি, কাঁচি, দা, কাটারি। কর্তরী+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্তরী—কাটারি, দা, ছুরি, কাঁচি। কৃত্ +অরন্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্তা (কর্তৃ)—কার্যকারক ; ক্রিয়ার সাধক ; প্রণেতা ; বিধাতা ; প্রভু ; অধ্যক্ষ ; প্রধান ব্যক্তি ; (ব্যাকরণে) কারক বিঃ, যে করে বা যাহা কর্তৃক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কর্ত্রী**।

কর্তাগিরি—কর্তৃত্ব, আধিপত্য। বাংপ্র। বি।

কর্তাভজা—চৈতন্য-সম্প্রদায়ের অনুরূপ বা তাহার শাখাস্বরূপ ধর্মসম্প্রদায় বিঃ। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলে চাঁদ প্রাদুর্ভূত হইয়া এই মত প্রথম প্রকটিত করেন। আউলে চাঁদের শিষ্যেরা তাঁহাকে 'জয়কর্তা' বলিয়া সম্বোধন করিত। তাহা হইতেই এই সম্প্রদায়ের নাম কর্তাভজা হইয়াছে। তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে ঘোষ-পাড়ানিবাসী রামশরণ পালের যত্নেই এই মতের সমধিক প্রচার হয়। অদ্যাবধি ঘোষপাড়ায় দোলের সময়ে মহাসমারোহ হইয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের গুরুর নাম 'মহাশয়' এবং শিষ্যের নাম 'বরাতি'। দীক্ষার সময়ে 'মহাশয়' শিষ্য বা শিষ্যাকে প্রথমে এই উপদেশ দেন যে, 'গুরু সত্য'। অতঃপর গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুই এ ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিবি ?' শিষ্য উত্তর করে, 'পারিব।' তখন গুরু বলেন, 'তবে তুই মিথ্যাকথা কহিবি না, চুরি করিবি না, পরস্ত্রী গমন করিবি না, আপনার স্ত্রীসঙ্গও অধিক করিবি না।' শিষ্য অঙ্গীকার করে, 'করিব না।' শেষে গুরু বলেন, 'বল, তুমি সত্য, তোমার বাক্য সত্য।' শিষ্য তাহাই বলিয়া মন্ত্র গ্রহণ করে। ইহা হইতেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, প্রথমে এই সম্প্রদায়ে কিছু-মাত্র ব্যভিচার-দোষ ছিল না। ইঁহাদের একটি প্রচলিত বচন আছে,—'মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্তা-ভজা।' এই নিয়মানুসারে পুরুষেরা সমস্ত স্ত্রীলোককে ভগিনী জ্ঞান করিতেন ও ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিতেন। পরন্তু কালক্রমে স্ত্রীপুরুষে একত্র বাস করিতে করিতে এক্ষণে অনেক স্থলে ব্যভিচার-দোষ আসিয়া পড়িয়াছে।

কর্তিত—ছেদিত, কাটা। কৃত (কাটা)+ ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কর্তৃ—'কর্তা' দ্রঃ।

কর্তৃক—কর্তৃত্বে, দ্বারা। বাংপ্র। অ।

কর্তৃকা—ক্ষুদ্র খড়্গ বা অসি, ছোরা। কৃত (কাটা)+তৃন্ কর্তৃ+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্তৃকারক—কারক দ্রঃ।

কর্তৃত্ব—কার্যকারকত্ব ; ক্রিয়াসাধকত্ব ; প্রভুত্ব ; অধ্যক্ষতা। কর্তৃশব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

কর্তৃপক্ষ—কর্তৃবর্গ, কর্তৃসহায়। কর্তা-দিগের পক্ষ, ৬তৎ। বি ; পু।

কর্তৃবাচ্য—যে বাচ্যে কর্তৃপদ বাচ্য (কথনীয়) হয়। কর্মবাচ্যের কর্তায় সাধারণতঃ তৃতীয়া বিভক্তি হয়, কিন্তু কর্তৃবাচ্যে কর্তা উক্ত হয় বলিয়া প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। রাম কর্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইল, ইহা কর্মবাচ্যের উদাহরণ। কর্তৃবাচ্যে "রাম চন্দ্র দেখিলেন" এইরূপ হইবে। বি ; ক্লী।

কর্ত্রী—১। কার্যকারিকা ; অধ্যক্ষা ; প্রধানা স্ত্রী, গৃহিণী ; রচয়িত্রী। বিণ ; স্ত্রী। ২। কর্তরী, ছুরি, কাঁচি। কৃত্+র কর্তৃ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্দট—উদরধ্বনি, পেটের ডাক। কর্দ+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

কর্দম—১। পঙ্ক, পাঁক, কাদা। বি ; পু। ২। কীর্তিমানের পুত্র ইনি একজন প্রজাপতি। ইঁহার পুত্রের নাম অনঙ্গ। ইনি সত্যযুগে ব্রহ্মা কর্তৃক প্রজা সৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়া, সরস্বতীতীরে বিন্দু সরোবর তীর্থে দশ সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ভগবান্ গরুড়ধ্বজকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার প্রসাদে স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা দেবহূতিকে পত্নীরূপে লাভ করেন। দেবহূতির গর্ভে স্বয়ং ভগবান্ কপিলরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অরুন্ধতী, শান্তি, কলা প্রভৃতি নামে ইঁহার নয়টি কন্যাও দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। বি ; পু।

কর্দমাক্ত—কর্দমযুক্ত, পঙ্কলিপ্ত, কাদা-মাখানো। কর্দম দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ।

কর্দমিত—পঙ্কিল, কর্দমযুক্ত। কর্দম শব্দ+ ইত জাতার্থে। বিণ।

কর্প—কার্পাস। প্রা কপ্র। বি।

কর্পট—মলিন ছিন্নবস্ত্র, ময়লা কানি বা নেকড়া ; পর্বত বিঃ। বি ; পু।

কর্পটধারী (-ধারিন্)—মলিন ছিন্নবস্ত্র পরিধানকারী, ছেঁড়া কানি পরা ; ভিক্ষুক ; ভিখারী, কাঙালী। উপতৎ ; কর্পট— ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

কর্পটিক—কর্পটধারী। কর্পট+ইক। বিণ।

কর্পটী (কর্পটিন্)—কর্পটধারী। কর্পট+ ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী— **কর্পটিনী**।

কর্পর—মাথার খুলি ; কটাহ ; কূর্মের পৃষ্ঠাস্থি ; খাপরা ; অস্ত্র বিঃ ; উডুম্বর, যজ্ঞডুমুর। কৃপ্+অরন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কর্পরাংশ—খাপরাভাঙ্গা, খোলা ; কঙ্কর, বালুকা। কর্পরের অংশ, ৬তৎ। বি ; পু।

কর্পাস—কাপাস তুলা। বি ; পু বা ক্লী।

কর্পাসী—কাপাস গাছ। কর্পাস শব্দ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কর্পূর—স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য বিঃ, camphor. বি ; ক্লী।

কর্পূরতিলকা—পার্বতীর সখী বিঃ (অন্য নাম জয়া)। বি ; স্ত্রী।

কর্পূরতৈল—কর্পূরের তেল, camphor-oil. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কর্পূর-নালিকা—কর্পূরগর্ভ মিষ্টান্ন বিঃ। বি ; স্ত্রী।

কর্পূরমণি—বহুমূল্য প্রস্তর বিঃ। বি ; পু।

কর্পূর-রস—পারদ বিঃ, রস-কর্পূর। বি ; পু।

কর্পূরস্তব—শ্যামাস্তোত্র বিঃ। মধ্যপ। বি ; [পু।

কর্বুর—১। বিবিধবর্ণ ; রাক্ষস ; নদীনিষ্পাব ধান্য ; পাপ ; শটী। কর্ব্ (গমন করা) +উর কর্তৃ। বি ; পু। ২। জল ; স্বর্ণ ;

ধূসর। বি; স্ত্রী। ৩। নানাবর্ণযুক্ত, শবল। বিণ।

কর্বুরপতি—রাক্ষসরাজ রাবণ। ৬তৎ। বি; পু।

কর্বুরা—নানাবর্ণা। কর্বুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কর্বুর-১। রাক্ষস; শটী। কর্ব্ (গমন করা)+উর কর্তৃ। বি; পু। ২। স্বর্ণ; হরিতাল। বি; ক্লী।

কর্ম (কর্মন্) কার্য, কাজ; উৎক্ষেপণ অবক্ষেপণাদি ক্রিয়া; পেশা, চাকরি; অনুষ্ঠান, উৎসব; যোগ্যতা, দক্ষতা; পাপপুণ্য—যাহার ফল জন্মান্তরে বা ইহজন্মে ভোগ্য; কারক বিঃ। কৃ+মন্ কর্ম। বি; ক্লী।

কর্মকর—কার্যকারক; পরিচারক, ভৃত্য; কারিগর। কর্মের কর, ৬তৎ; বা কর্মন্ শব্দ কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কর্মকরী**।

কর্মকরী ১। কার্যকারিকা ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। দাসী। কর্মকর শব্দ+স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কর্মকর্তা (-কর্তৃ) কর্মের (বিবাহাদি শুভ কার্যের বা শ্রাদ্ধাদি পুণ্যকর্মের) কর্তা অর্থাৎ অধ্যক্ষ, কর্মীদিগের নেতা। ৬তৎ। বিণ। [ব্যাকরণশাস্ত্রে যে কর্ম সে যদি কর্তা হয়, তবে তাহাকে কর্মকর্তা বলে। যেমন—'অন্ন যেতেছে লুটিয়া'—রবীন্দ্র; এই বাক্যে অন্ন কর্ম হইলেও কর্তার কাজ করিতেছে, অতএব ইহা কর্মকর্তা]। স্ত্রী—**কর্মকর্ত্রী**।

কর্মকর্তৃবাচ্য—যে স্থলে কর্ম কর্তার তুল্য ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহা ('কর্মকর্তা' দ্রঃ)। বহু। বি; ক্লী।

কর্মকাণ্ড—কর্মসমূহ; বেদাংশ বিঃ, যাহাতে যজ্ঞাদির ব্যবস্থা আছে। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

কর্মকার-১। বিনাবেতনে কার্যকারক; বেগার; ভৃত্য। উপতৎ; কর্মন্-কৃ+ষণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কর্মকারী**। ২। লৌহকার, কামার। বি; পু।

কর্মকারক—'কারক' দ্রঃ।

কর্মকারী (-কারিন্) যে কার্য করে, কর্মী। উপতৎ; কর্ম—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

কর্মকুণ্ঠ—কার্যকরণে সংকুচিত বা কাতর; অল্পক্রিয়, অলস। কর্মে কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

কর্মকুশল—কার্যপটু, কাজ করিতে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কুশলা, -কুশলী**। বি, **-কুশলতা**।

কর্মকেন্দ্র—কাজের জায়গা, বহুবিধ কর্মের স্থল, centre of activity. ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্মক্লান্ত—কাজ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত। ৩তৎ। বিণ।

কর্মক্ষম—কার্য করিতে সমর্থ; কার্যদক্ষ। ৭তৎ। বিণ। বি, **-ক্ষমতা,** efficiency.

কর্মক্ষেত্র—কর্মানুষ্ঠানের স্থান; সংসার; পৃথিবী; ভারতবর্ষ—এইস্থানে মানব কর্ম করিয়া সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয়। ৬তৎ। বি; ক্লী। [বি।

কর্মখালি—শূন্য পদ, vacancy. বাংপ্র।

কর্মগত ১। কার্যসংক্রান্ত। ২তৎ। ২। কার্যানুসারে উপস্থিত বা প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

কর্মচারী (-চারিন্)—বেতন গ্রহণে অন্যের কার্যকারী, আমলা। উপতৎ; কর্মন্-চর +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী-**কর্মচারিণী**।

কর্মজ—কর্মজাত, কার্য হইতে উৎপন্ন; ক্রিয়াজন্য। কর্মন্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

কর্মজ্ঞ কার্যসাধনের উপায়, সময়, কৌশলাদি বিষয়ে সম্যক্ অভিজ্ঞ। উপতৎ; কর্মন্—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

কর্মঠ—কর্মক্ষম, কার্যকুশল। কর্মন্+ঠ কুশলার্থে। বিণ।

কর্মণ্য—কর্মযোগ্য, কার্যের উপযুক্ত; কাজের; কেজো; কার্যপটু। কর্মন্ শব্দ+ক্য। বিণ। বি, **-তা**।

কর্মণ্যভুক্ (-ভুজ্)—বেতনভোগী, বৈতনিক। কর্মণ্য (বেতন) ভোগ করে যে, উপতৎ; কর্মণ্য-ভুজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কর্মত্যাগ চাকরি ছাড়া; কাজকর্ম না করা; বিষয় হইতে বিরতি। ৬তৎ। বি; পু।

কর্মত্যাগী (-ত্যাগিন্)—কার্যপরিত্যাগকারী, যে কাজকর্ম ছাড়িয়াছে এরূপ; বিষয় ভোগবর্জনকারী, সংসারবিরাগী; ক্রিয়াহীন, নিষ্কর্মা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

কর্মদক্ষ—কার্যকুশল, কর্মপটু। ৭তৎ। বিণ। বি, **-দক্ষতা**।

কর্মদুষ্ট—দুষ্কর্মকারী, দুষ্ক্রিয়ান্বিত, দুরাচার, দুর্বৃত্ত। ৭ বা ৩তৎ। বিণ।

কর্মদেবী—সুপ্রসিদ্ধ চিতোরপতি সমরসিংহের অন্যতমা মহিষী। ইনি অতিশয় বীর্যবতী ও বুদ্ধিমতী, এবং পরাক্রমশালিনী ছিলেন। ইঁহার স্বামী সমরসিংহ বিখ্যাত তীরৌরীক্ষেত্রে স্বীয় শ্যালক দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের পার্শ্বে রণশয্যায় শয়ন করিলে (১১৯৩ খ্রীঃ), মহম্মদ ঘোরী স্বীয় সেনাপতি কুতবউদ্দিনকে মিবার রাজ্য অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। সেই সময়ে বীর্যবতী কর্মদেবী পুরুষবেশে রণসজ্জা করিয়া রাজপুতসেনার সৈনাপত্য গ্রহণ করেন এবং কুতবউদ্দিনকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিয়া স্বীয় রাজ্যাধিকার হইতে দূরীভূত করেন। বি; স্ত্রী।

কর্মদোষ—পাপ; অসৎকার্যের সম্পাদন জন্য দোষ; অদৃষ্টের দোষ। কর্মের দোষ ইতি, ৬তৎ; অথবা কর্মজনিত দোষ, মধ্যপ। বি; পু।

কর্মধারয়—সমাস বিঃ ['সমাস' দ্রঃ]। কর্মন্ শব্দ—ধারি+শ কর্তৃ। বি; পু।

কর্মনায়ক—কর্মিসংঘের অগ্রণী, foreman; পৌর বিচারকগণের প্রধান ব্যক্তি। ৬তৎ। বি; পু।

কর্মনাশা—১। বিহার ও উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী একটি নদী, চৌসার নিকটে ইহা গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই নদী অতি অপবিত্র, ইহার জলস্পর্শে সমস্ত পুণ্যকর্মের বিনাশ হয়। পরন্তু ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে ইহা গঙ্গার তুল্যা বলিয়া বর্ণিত আছে। উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে, ইহারই তীরে তাড়কা রাক্ষসীর বন ছিল। পূর্ববঙ্গেও কর্মনাশা নামে একটি শাখা নদী আছে। বি; স্ত্রী। ২। যে কর্ম নষ্ট করে, কর্মপণ্ডকারী। কর্ম নাশ করে যে, উপতৎ; কর্মন্—নাশি+অন্ কর্তৃ+আপ্। বিণ।

কর্ম-নিকাশ, -নিকেশ—কর্মশেষ, কার্যের অবসান, ক্রিয়াসমাপ্তি; কাম খতম, দফারফা, মৃত্যু। বাংপ্র। বি।

কর্মনিষ্ঠ—কর্মপরায়ণ, কার্যে আস্থাযুক্ত; শ্রমশীল, পরিশ্রমী; কর্তব্যপরায়ণ। কর্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ। বি, **-নিষ্ঠতা, -ত্ব**।

কর্মনিষ্ঠা—১। কার্যে আসক্তি, কর্মে একান্ত আস্থা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী। ২। কার্যপরায়ণা। কর্মনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কর্মপথ—কার্যের পদ্ধতি। ৬তৎ। বি; পু।

কর্মপদ্ধতি—কার্যক্রম; কার্যের নিয়ম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কর্মপ্রবচনীয়—যে অব্যয় বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে বসিয়া উহাকে কারকে পরিণত করে বা বিভক্তিযুক্ত করে (যথা, পুকুর **হইতে** জল আনা। ছুরি **দিয়া** কাটা)। কর্মন্—প্র—বচ্+অনীয় করণ অতীতে। বি; পু।

কর্মফল—স্বকৃত কর্মের উপযুক্ত ফল, সুখ বা দুঃখ; কামরাঙ্গা ফল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কর্ম-বন্ধ, -বন্ধন—ক্রিয়াজন্য বন্ধন, কাজের

বাঁধন ; কর্মফল ভোগের অনবসান হেতু পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ; নিয়তি। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

কর্মবাচ্য—যে বাক্যে কর্মপদ বাচ্য হয়, অর্থাৎ কর্মপদ উক্ত হওয়ায় তাহাতে প্রথমা ও কর্তায় তৃতীয়া বিভক্তি হয় এবং ক্রিয়া কর্মের অনুগামিনী হয়। বি ; স্ত্রী।

কর্মবাড়ি—কাজের বাড়ি, যে গৃহে শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি কোন ক্রিয়া বা উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহা। ৬তৎ। বাংপ্র। বি।

কর্মবাদ—কর্মই মুক্তির সোপান এইরূপ মত। কর্মই যে বাদ, কর্মধা। বি ; পু।

কর্মবাদী (-বাদিন্)—কর্মই মুক্তির সোপান এইরূপ মতপ্রাপনকারী। কর্মন্—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

কর্মবিপাক—স্বকৃত কর্ম জন্য ফলভোগ ; অনুষ্ঠিত শুভাশুভ কর্মের পরিণাম। ৬তৎ। বি ; পু।

কর্মবীর—কার্য সম্পাদনে তেজস্বী, অক্লান্ত কর্মী, অতীব কার্যপ্রিয় ; যে মহৎ কর্মে সফল হয় এমন। ৭তৎ। বিণ।

কর্মব্যতীহার, কর্মব্যতিহার—পরস্পরের কার্যের বিনিময় ; পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়াসম্পাদন (লাঠালাঠি, হাতাহাতি)। ৬তৎ। বি ; পু।

কর্মভূ—কৃষ্টভূমি, চষাজমি। কর্মের ভূ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্মভূমি—কর্মক্ষেত্র, কার্যক্ষেত্র ; আর্যাবর্ত ; ভারতবর্ষ ; কৃষ্টভূমি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্মভোগ—কৃত কর্মের ফলভোগ ; কোন বিষয়ে অনর্থক কষ্ট পাওয়া ; বৃথা পরিশ্রম। ৬তৎ। বি ; পু।

কর্মযুগ—কলিযুগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কর্মযোগ—১। বেদবিহিত কর্মে কৌশল ; চিত্তশুদ্ধিজনক বৈদিক কর্ম। ৭তৎ। ২। কর্মরূপ যোগসাধন। রূপক কর্মধা। বি ; পু। [ইহাই ক্রিয়াযোগ, ইহাই জ্ঞান-যোগের সাধক। কর্মযোগ ব্যতীত কাহারও জ্ঞান হইতে দেখা যায় না। কর্মযোগ দ্বারা পাপক্ষয় হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব কর্মযোগ পরম্পরায় সম্বন্ধে জ্ঞানের সাধক। পুরুষ কর্মের অনারম্ভে নিষ্কর্মতা ভোগ করিতে পারে না, এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াও সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব কর্ম করা অর্থাৎ কর্মযোগ আশ্রয় করা সর্বতোভাবে বিধেয়।

নিষ্কাম ও সকাম ভেদে কর্ম দ্বিবিধ বলিয়া কর্মযোগও দ্বিবিধ। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা মোক্ষ ও সকাম কর্ম দ্বারা স্বর্গাদি লাভ হয়। এরূপ মনে হইতে পারে, ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভই যখন কর্মের শেষ ফল, তখন ব্রহ্মজ্ঞানী কর্ম করিবেন কেন? ইহার উত্তরে গীতায় উক্ত হইয়াছে,—হে অর্জুন, সেই হেতু অনাসক্ত হইয়া সতত করণীয় কর্ম অনুষ্ঠান কর। পুরুষ অনাসক্ত হইয়া কর্মাচরণপূর্বক পরম পদার্থ প্রাপ্ত হয়। জনক প্রভৃতি কর্ম দ্বারাই সম্যক্ সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লোক-সংগ্রহ নিমিত্তও কর্ম করা উচিত। দেখ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সামান্ত লোকে তাহারই অনুসরণ করে, এবং শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা প্রমাণ করেন, সামান্ত লোকে তাহারই অনুবর্তন করে। অতএব ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও কর্ম করা কর্তব্য।

কর্মযোগী (-যোগিন্)—কর্মযোগে রত ; ব্রহ্মজ্ঞান ও তদ্দ্বারা ব্রহ্মলাভের নিমিত্ত কর্মযোগপরায়ণ। কর্মযোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কর্মযোগিনী**।

কর্মরঙ্গ—কামরাঙ্গা। বি ; পু বা ক্লী।

কর্মবশতঃ (-তস্)—কার্যবশতঃ, কার্যানু-রোধে। ৬তৎ। অ।

কর্মশালা—কাজ করিবার ঘর, কার্যালয়, কারখানা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্মশীল—ক্রিয়াবান্, কার্যসাধনপর, কর্ম সম্পাদনে যত্নবান্। কর্ম হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-শীলতা, -ত্ব**।

কর্মশুচি—পবিত্রকর্মা, নির্দোষ কার্যকারী। ৩তৎ। বিণ।

কর্মশূর—কর্মক্ষম, কার্যদক্ষ। ৭তৎ। বিণ।

কর্মশৌচ—কর্মশুচিত্ব, পবিত্র-কর্মত্ব। কর্ম বিষয়ে শৌচ অর্থাৎ শুচিত্ব, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

কর্মসচিব—কর্মসহযোগী মন্ত্রী ; যৌথ সংঘের বা সরকারী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান ব্যক্তি, সম্পাদক, secretary. ৭তৎ। বি ; পু।

কর্মসন্ন্যাস—কর্মফলত্যাগ ; কর্মত্যাগ। ৬তৎ। বি ; পু।

কর্মসম্ভব—কর্মজ, ক্রিয়াজন্য। কর্ম হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বিণ।

কর্মসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—কর্মের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ; সূর্যাদি নয় জন [সূর্য, চন্দ্র, যম, কাল ও পঞ্চ মহাভূত, এই নয়টি শুভাশুভ কর্মের সাক্ষী]। ৬তৎ। বিণ ; পু।

কর্মসাপেক্ষ—কার্যের উপর নির্ভরকারী। বিণ।

কর্মসিদ্ধি—কার্যসিদ্ধি ; কার্যের সফলতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কর্মসূত্র—কর্মরূপ রজ্জু, কর্মবন্ধন ; কর্ম ও তৎফলের নিত্য সম্বন্ধ ; কার্যানুরোধ। রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

কর্মস্থান, -স্থল—কর্মক্ষেত্র, যেখানে কাজ করিতে হয় ; চাকরির জায়গা ; ব্যবসার স্থল ; কার্যালয়, office. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কর্মাঙ্গ—শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্মের অঙ্গ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কর্মাধীন—কার্যবশ ; ক্রিয়াধীন ; ভাগ্যাধীন, অদৃষ্টসাপেক্ষ। কর্মের অধীন, ৬তৎ। বিণ।

কর্মাধ্যক্ষ—কার্যের অধ্যক্ষ, কৃতাকৃত বিষয়ের পর্যবেক্ষক। কর্মের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বিণ।

কর্মানুবন্ধ—কর্মবন্ধন, কর্মসূত্র ; কার্যের সহিত সম্বন্ধ ; কার্যের উপর নির্ভর। কর্মের অনুবন্ধ, ৬তৎ। বি ; পু।

কর্মানুবন্ধী (-বন্ধিন্)—কর্মবন্ধনযুক্ত ; কার্যের সহিত সম্বদ্ধ ; কার্যসাপেক্ষ। কর্মানুবন্ধ+ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বন্ধিনী**।

কর্মানুষ্ঠাতা (< -ষ্ঠাতৃ)—কার্যসম্পাদন-কর্তা ; ক্রিয়াসাধক ; কার্যের আরম্ভকর্তা। কর্মের অনুষ্ঠাতা, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **কর্মানুষ্ঠাত্রী**।

কর্মানুষ্ঠান—কর্ম নিষ্পাদন, কার্যের সূচনা। কর্মের অনুষ্ঠান, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কর্মান্ত—১। কার্যের অবসান ; ক্রিয়াশেষ। কর্মের অন্ত, ৬তৎ। ২। কর্মভূ, কৃষ্টভূমি। কর্মের অন্ত হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

কর্মান্তর—১। কার্যের অবকাশ ; ক্রিয়ার পার্থক্য ; প্রায়শ্চিত্ত। কর্মের অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য কার্য। নিত্য। বি ; ক্লী।

কর্মান্তিক—কর্মকর, চাকর। কর্মান্ত+ইক। বি ; পু।

কর্মার—কামার। কর্মন্—ঋ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কর্মারম্ভ—কার্যারম্ভ ; কর্মানুষ্ঠান। ৬তৎ। বি ; পু।

কর্মার্হ—কার্যের উপযুক্ত ; কার্যকর ; কার্যক্ষম। কর্মের অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ।

কর্মিষ্ঠ—কর্মঠ, কার্যদক্ষ ; ক্রিয়াশীল। কর্মন্ শব্দ+ইষ্ঠ। বিণ।

কর্মিসংঘ—কর্মশালা করণ ইত্যাদির কর্মি-গণের সংসদ, labour union. ৬তৎ। বি ; পু।

কর্মী (কর্মিন্)—কর্মকারী ; কর্মচারী ; কর্ম-যুক্ত ; কর্মক্ষম। কর্মন্+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কর্মিণী**।

কর্মেন্দ্রিয়—'ইন্দ্রিয়' দ্রঃ।

কর্শিত—কৃশীকৃত। ণিজন্ত কৃশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কর্ষ—১। কর্ষণ, জমি চষা। কৃষ্+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। এক তোলা

পরিমাণ (বৈদ্যমতে দুই তোলা)। কৃষ্+অল্ কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ৩। কর্ষণ কর, চাষ কর, চষ। কপ্র। ক্রি।

কর্ষক-১। কর্ষণকারী, কৃষক, চাষী। কৃষ্+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**কর্ষিকা**। ২। যে পাখি নখ দিয়া মাটি আঁচড়ায়। বাংপ্র। বি।

কর্ষকবর্গ—ঘর্ষকপক্ষী শ্রেণী, যাহারা নখ দিয়া মাটি আঁচড়ায় সেই শ্রেণী। বাংপ্র। বি।

কর্ষণ—কৃষিকর্ম, চাষ; আকর্ষণ, টানা; ঘর্ষণ। কৃষ্+অ ট্ ভাব। বি; ক্লী।

কর্ষণীয়—চাষের উপযুক্ত, কর্ষণযোগ্য, যাহা চষিতে হইবে এমন। কৃষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

কর্ষাপণ—ষোল (১৬) পণ, এক কাহন। মধ্যাপ। বি; পু।

কর্ষিণী—১। কর্ষিকা; আকর্ষণকারিণী; মনোহারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। খলীন, অশ্বের মুখবন্ধন-রজ্জু সংলগ্ন লৌহখণ্ড। বি; স্ত্রী।

কর্ষিত—যাহাতে চাষ দেওয়ানো হইয়াছে এরূপ, যাহা চষা হইয়াছে এরূপ। নিষ্পন্ন কৃষ্ বা কর্ষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

কর্ষী (কর্ষিন্)—কর্ষক; আকর্ষণকারী; মনোহর। কৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **কর্ষিণী**।

কল—১। মধুরাস্ফুট ('—ধ্বনি')। কল্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ। ২। অজীর্ণ। কল্+অল্ কর্ম। বিণ। ৩। মধুরাস্ফুট ধ্বনি। বি; পু। ৪। শুক্র। বি। ক্লী। ৫। যন্ত্র; কারখানা; কৌশল, ফন্দি, ফিকির। বাংপ্র। বি। ৬। গরুর একগ্রাস; মানুষের গ্রাস। কবল শব্দজ। বি। ৭। অঙ্কুর। কলন বা কলি শব্দজ। বি। **কল টেপা** গোপনে শিক্ষা, পরামর্শ বা প্ররোচনা দেওয়া। **কল পাতা**—যন্ত্র স্থাপন করা; ফাঁদ পাতা; কৌশল অবলম্বন করা। **কলের গাড়ি**—রেলগাড়ি। **কলের গান**—গ্রামোফোন।

কলকণ্ঠ-১। কোকিল; হংস; কপোত। কল (মধুরাস্ফুটধ্বনি) কণ্ঠে যাহার, বহু। বি; পু। ২। মধুরাস্ফুটধ্বনিযুক্ত; সুস্বর; সুগায়ক। বিণ। স্ত্রী, **-ণ্ঠা, -ণ্ঠী**।

কলকণ্ঠধ্বনি—১। মধুর কণ্ঠস্বর। কণ্ঠের ধ্বনি=কণ্ঠধ্বনি, ৬তৎ; কল যে কণ্ঠধ্বনি, কর্মধা। বি; পু। ২। মধুর কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট। কল হইয়াছে কণ্ঠধ্বনি যাহার, বহু। বিণ।

কলকবজা—যন্ত্রপাতি। বাংপ্র। বি।

কলকল—কোলাহল, সমবেত বহু লোকের মিশ্রধ্বনি; অস্ফুটধ্বনি। কল শব্দ+দ্বিত্ব। বি; পু।

কলকলানো কলকল করা, মধুরাস্ফুট ধ্বনি করা; কপচানো; কলরব করা, কোলাহল করা, অনর্থক অধিক বকা, বাচালতা করা। বাংপ্র। ক্রি।

কলগা, কলগি-শিরস্ক, তাজ, পাগড়ির সম্মুখে উচ্চ ভূষণ বিঃ। তুর্কী। বি।

কলঘোষ কোকিল। কল হইয়াছে ঘোষ (রব) যাহার, বহু। বি; পু।

কলঙ্ক—চিহ্ন, তাম্রাদি পাত্রের দাগ; মরিচা; অখ্যাতি, দুর্নাম, কেলেঙ্কারি। কল+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

কলঙ্ককালিমা (-কালিমন্)-কলঙ্কের কালো দাগ; দারুণ দুর্নাম, বিষম অখ্যাতি। ৬তৎ। বি; পু।

কলঙ্ক-ভঞ্জন অপবাদ-নিরসন, অখ্যাতি অপনোদন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কলঙ্কষ—সিংহ। উপতৎ; কল—কষ্+খ কর্তৃ। বি; পু।

কলঙ্কিত—কলঙ্কযুক্ত, অপবিত্র, কলুষিত; অযশোভাগী; অপবাদগ্রস্ত। কলঙ্ক+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

কলঙ্কী (কলঙ্কিন্)—চিহ্নযুক্ত, দাগবিশিষ্ট; অযশোভাগী; অপবাদগ্রস্ত। কলঙ্ক+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **কলঙ্কিনী**।

কলতানি—ক্ষতাদি হইতে নির্গত রস, তরল ক্লেদ; মৎস্য-মাংসাদি হইতে নির্গত রস; কফ, শ্লেষ্মা। বাংপ্র। বি।

কলত্র—ভার্যা, পত্নী; জঘন; নিতম্ব, কটি; দুর্গ। কল—ত্রৈ+ড কর্তৃ; অথবা গড় (ক্ষরিত হওয়া)+অত্রন্ অণি। বি; ক্লী;

কলধূত রৌপ্য, রূপা। ৩তৎ। বি; ক্লী।

কলধৌত—স্বর্ণ; রৌপ্য; কলধ্বনি। ৩তৎ। বি; ক্লী।

কলধ্বনি ১। মধুরাস্ফুট শব্দ। কর্মধা। ২। কোকিল; হংস; পারাবত; ময়ূর। কল হইয়াছে ধ্বনি যাহার, বহু। বি; পু।

কলন গণন, গণনা; বিবেচনা, বিচার; জ্ঞান; গ্রহণ; ধারণ, পরিধান; দর্শন; গ্রসন, গ্রাস। কল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কলনা—১। কলন (সকল অর্থে)। কল্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বিনিময়, আদান-প্রদান। প্রা কপ্র। বি।

কলনাদ—মধুরাস্ফুটধ্বনি। কর্মধা। বি; পু।

কলনাদী (-নাদিন্)—মধুরাস্ফুটধ্বনিকারক। উপতৎ; কল—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কলনাদিনী**।

কলন্তর-বৃদ্ধি, সুদ, কুসীদ। প্রা কপ্র। বি।

কলপ—১। কল্প। প্রা কপ্র। ২। কাপড়ে মাখাইবার মাড়; সাদা চুল কালো করিবার আরক বা ঔষধ। < আ 'কলফ'। বি।

কলবল—১। কলকল, কলরব; কলনাদ। জলে ছোট মাছ খেলা করিবার বা ভাত ফুটিবার অনুকরণশব্দ; যত্ন এবং শক্তি। বাংপ্র। বি। ২। কলরবকারী। কপ্র। বিণ।

কলবলানি—কলবল শব্দ। বাংপ্র। বি।

কলবলানো—কলবল শব্দ করা। বাংপ্র। ক্রি।

কলভ—হস্তিশাবক; উষ্ট্রশিশু। 'করভ' শব্দের রূপভেদ। বি; পু।

কলম—১। ধান্য বিঃ, শালিধান; লেখনী। কল্+অম কর্ম। ২। চোর। কল্+অম কর্তৃ। বি; পু। ৩। পলওয়ালা লম্বা স্ফটিক বা কাচখণ্ড; রোপণার্থ বিশেষ-ভাবে কর্তিত বৃক্ষশাখা। বাংপ্র। বি। **কলম চালানো**—লেখা; সংশোধন করা। **কলম পেষা**—অবিশ্রান্তভাবে লেখা। **কলমের খোঁচা**—লেখা।

কলমদান, -দানী—কলমের আধার, কলম রাখিবার জায়গা। ফা-মু। বি।

কলম-পেশা—লেখন-বৃত্তি, কেরানীগিরি, মসীজীবীর বৃত্তি। বাংপ্র। বি।

কলম-বাজ—লিপিপটু, সুন্দর লেখক; লেখক কর্মচারী, মুহুরি। বাংপ্র। বি।

কলমবাজি—লেখনী-চালনা, লেখকের কর্ম বা ব্যবসায়, মুন্সিগিরি; লেখনী-যুদ্ধ, লেখা-লেখি। বাংপ্র। বি।

কলমা—১। শালিধান্য বিঃ। <কলম। বি। ২। ইসলামধর্মের কোরানোক্ত আত্মশুদ্ধিসাধক একেশ্বর প্রতিপাদক মন্ত্র বচন বিঃ [অন্য ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি মুসলমান হইলে তাহাকে অগ্রে ইহা পাঠ করিতে হয়]। < আ 'কলিমহ্'। বি। **কলমা পড়া**—কলমায়ে শহাদৎ পাঠ করিয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করা।

কলমী—১। জলজ লতানে শাক বিঃ। <কলম্বী। বি। ২। কলম হইতে জাত, কলমে ('— চারা'); কলমের মত লম্বা ('— খোরা')। বাংপ্র। বিণ।

কলম্ব—১। শাকের ডাঁটা। কড়্+অম্বচ্। কর্ম। ২। বাণ; কদম্ব-বৃক্ষ। কড়্+অম্বচ্ কর্তৃ। বি; পু।

কলম্বস—প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় নাবিক। ইনি ১৪৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলম্বস বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। ইনি পেভিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস, জ্যোতিষ, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া নৌযুদ্ধ বিভাগে প্রবেশ করেন। এই

সময়ে ইনি অবসরমত বিক্রয়ার্থ মানচিত্র প্রস্তুত করিতেন। এই কার্যে ইঁহার এক দিকে যেমন অর্থাগম হইতে লাগিল, অন্য দিকে তেমনই ভূগোলবিদ্যায় অভিজ্ঞতা জন্মিল। এই সময়ে ইনি ক্যাথে ও জিপাঙ্গো (চীন ও জাপান) সম্বন্ধীয় এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া জলপথে ঐ স্থানে যাইবার সংকল্প করেন। অতঃপর ইনি লিসবনে গমন করিয়া ফিলিপা নামে সেখানকার এক নৌ-কর্মচারীর কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত নাবিক ভারতবর্ষ ও তাহার নিকটবর্তী অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ বর্ণনাটি কলম্বসের হস্তগত হইলে তাঁহার পূর্ব-সংকল্প আরও দৃঢ় হয়, এবং তিনি জেনোয়া, পোর্তুগাল প্রভৃতি স্থানের রাজ-গণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু সাহায্যের পরিবর্তে সর্বত্রই উপহাস প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইঁহার পত্নীবিয়োগ হয় এবং উত্তমর্ণেরা ঋণের দায়ে ইঁহার মানচিত্রগুলি বিক্রয় করিয়া লয়। অতঃপর ইনি স্পেনে গমন করেন, এবং তথাকার রাজা ফার্দিনান্দ ও রাজ্ঞী ইজাবেলার সাহায্যে ১৪৯২ খ্রীঃ ৩রা অগস্ট প্যালো বন্দর হইতে সমুদ্রযাত্রা করেন।

অতঃপর কলম্বস কিউবা, সেন্ট ডিমেঙ্গো প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করিয়া ১৪৯৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে প্যালো বন্দরে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে ঐ বৎসরেই পুনরায় যাত্রা করিয়া জ্যামেকা দ্বীপ আবিষ্কার করেন। অনন্তর ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয়বার যাত্রা করেন। এইবারে আমেরিকা এবং ত্রিনি-দাদ আবিষ্কৃত হয়। ১৫০২ খ্রীঃ চতুর্থবার বহির্গত হন, কিন্তু নানা রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫০৪ খ্রীঃ প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭০ বৎসর বয়সে ভেলাড্‌লিড্‌নগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কলম্বিকা—কলম্বা; কলসী। কলম্ব + কণ্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

কলম্বী-কলমী শাক। বি; স্ত্রী।

কলরব–১। মধুরাস্ফুটধ্বনি। কর্মধা। ২। কোকিল; পারাবত। কল হইয়াছে রব যাহার, বহু। বি; পু।

কলশ—বৃহৎ জলপাত্র, কুম্ভ, কলসী। কল—শো+ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

কলশি, কলশী-কুম্ভ, কলস। কল শব্দ—শো+ই, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কলস—বৃহৎ জলপাত্র, কুম্ভ, ঘড়া। ক শব্দ (জল)—লস্+অন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

কলসি, কলসী—কুম্ভ, ঘড়া। ক (জল) —লস্ (ক্রীড়া করা)+ই, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কলসীসুত—অগস্ত্য মুনি। ৬তৎ। বি; পু।

কলস্বন—মধুরাস্ফুট শব্দকারী। কল স্বন যাহার, বহু। বিণ।

কলস্বর–১। কলধ্বনি, মধুরাস্ফুট কণ্ঠ-ধ্বনি। কল যে স্বর, কর্মধা। বি; পু। ২। মধুরাস্ফুট কণ্ঠধ্বনিযুক্ত, মধুরনাদী, কলকণ্ঠ, সুস্বর। কল স্বর যাহার, বহু। বিণ।

কলহ—বিবাদ, ঝগড়া; যুদ্ধ। কল—হন্+ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

কলহংস—মরাল, কাদম্ব, বালিহাঁস; রাজ-হংস; উত্তম রাজা; ব্রহ্ম। বি; পু।

কলহকার—বাগ্‌যুদ্ধকারী। উপতৎ; কলহ—কৃ+ষণ্ কর্তৃ। বিণ।

কলহকারী (-কারিন্)–বিবাদকর্তা; কোন্দলকারক, বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত। উপতৎ; কলহ-কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

কলহপ্রিয়—১। বিবাদানুরাগী, ঝগড়া করিতে ভালবাসে এরূপ। কলহ প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ২। নারদঋষি (কারণ ইনি দ্বন্দ্বপ্রিয় বলিয়া প্রবাদ আছে।) বি; পু। বি, **-প্রিয়তা, -ত্ব**।

কলহান্তরিতা—নায়িকা বিঃ, যে নায়িকা মানভরে নায়কের সহিত কলহ করিয়া পশ্চাৎ অনুতপ্তা হয়। কলহ দ্বারা অন্ত-রিতা, ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

কলা—১। মধুরাস্ফুটা ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের ষোড়শাংশ; অংশ; লেশ; কালপরিমাণ বিঃ; স্ত্রীরজঃ; কপট, ছল; নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টি (৬৪) বিদ্যা; সুকুমার শিল্প; সুদ; শৌর্যাদি গুণ; কল্পনা; সামর্থ্য; বিভূতি; শরীরের যে-সকল অংশ স্নায়ু-সমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত, জরায়ু দ্বারা পরি-ব্যাপ্ত এবং শ্লেষ্মা দ্বারা পরিবেষ্টিত তাহা-দিগকে 'কলা' বলে। কল+অল্ কর্ম+ আপ্। ৩। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির পত্নী [কর্দমপ্রজাপতির ঔরসে দেবহূতির গর্ভে ইঁহার জন্ম, ইনি কশ্যপ মুনির জননী]; নৌকা। কল+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ৪। কদলী, রম্ভা; হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি; মেঢ্র, শিশ্ন; অশ্বডিম্ব, ঘোড়ার ডিম, কিছুই নয়; ছল, ধাপ; নেকামি। বাংপ্র। বি। **কলা করা**—কিছু করিতে না পারা, কোন ক্ষতি করিতে না পারা। **কলা খাওয়া**—বিফলকাম হওয়া, হতাশ হওয়া। **কলা দেখানো**—বৃদ্ধাঙ্গুলিপ্রদর্শন; অগ্রাহ্য বা অমান্য করা; ফাঁকি দেওয়া, প্রতারিত করা।

কলাই—১। ডাল বিঃ। কলায় শব্দের অপভ্রংশ। বি। ২। ধাতুপাত্রে রূপার বা রূপালী রঙের প্রলেপ; মিনা, এনামেল। < আ 'কলী'। বি।

কলাকুশল—নৃত্যগীতবাদ্যাদিতে নিপুণ; অভিনয়ে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ।

কলাকেলি—কামদেব। কলায় কেলি যাহার, বহু। বি; পু।

কলাঝাড়—একত্র জন্মিয়াছে এইরূপ কয়েকটি কলা গাছ। বাংপ্র। বি।

কলাতলা—কদলী বৃক্ষের তলদেশ বা নিকটবর্তী স্থান; বিবাহকালে কদলী বৃক্ষবেষ্টিত স্ত্রী-আচারের স্থান। বাংপ্র। বি।

কলাদ—স্বর্ণকার। উপতৎ; কলা শব্দ (অংশ)—আ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু। [পু।

কলাধর—চন্দ্র। কলার ধর, ৬তৎ। বি;

কলাধার—চন্দ্র। কলার আধার, ৬তৎ। বি; পু।

কলানাথ—সংগীতশাস্ত্রবিশারদ গন্ধর্ব বিঃ। ইনি সোমেশ্বরের শিষ্য। ৬তৎ। বি; পু।

কলানিধি—চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

কলানুনাদী (-নাদিন্)—ভ্রমর; চটক; চাতক। উপতৎ; কল—অনু—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

কলানো—অঙ্কুরিত হওয়া, গজানো; যোগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

কলান্তর—বৃদ্ধি, সুদ; লাভ। বি; ক্লী।

কলাপ—সমূহ; ময়ূরপুচ্ছ; ভূষণ; কাঞ্চী; তূণ; চন্দ্র; বিদগ্ধ ব্যক্তি; স্বনামখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণ। কলা—আপ্+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কলাপিনী—ময়ূরী; কোকিলা; রাত্রি; নাগরমুথা। কলাপ+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কলাপী (কলাপিন্)—১। ময়ূর। কলাপ +ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। কোকিল। কল—আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

কলা-পেটো—কলাগাছের পোল বা তন্নির্মিত দড়ি। বাংপ্র। বি।

কলাপোড়া—গালি বিঃ ('কলাপোড়া খাও'); কিছুই না। বাংপ্র। বি।

কলাবউ (কলাবধূ)—১। নবপত্রিকা [দুর্গাপূজার প্রথম দিন পূর্বাহ্নে এই নবপত্রিকা বস্ত্রালংকারে সজ্জিত করিয়া অর্চনা করিতে হয়, ইহাতে কদলী প্রভৃতি নয়টি পল্লব থাকে বলিয়া ইহার নাম নবপত্রিকা। প্রত্যেক পল্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বতন্ত্র,—কদলীর অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, হরিদ্রার দুর্গা, ধান্যের লক্ষ্মী, কচুর কালিকা, মানকচুর চামুণ্ডা, জয়ন্তীর কার্তিকী, দাড়িম্বের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা ও বিল্বের শিবা। পূজাকালে

প্রত্যেক দেবতার স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়। এই নবপত্রিকা বধূর ন্যায় বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সাধারণ লোকে ইহাকে "কলাবউ" বলিয়া থাকে, এবং গণেশের মূর্তির নিকটে স্থাপিত হয় বলিয়া অশিক্ষিত ব্যক্তিরা ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়া মনে করে, পরন্তু এ ধারণা ভ্রমাত্মক]; (ব্যঙ্গার্থে) দীর্ঘাবগুণ্ঠনবতী বধূ, লজ্জাশীলা বউ। বাংপ্র। বি।

কলাবৎ—কালোয়াৎ, সংগীতবিশারদ। বাংপ্র। বি।

কলাবতী—১। কলাবিশিষ্টা। বিণ; স্ত্রী। ২। তুম্বুরু গন্ধর্বের বীণা; নায়িকা বিঃ; শ্রীরাধিকার জননী [ইনি কান্তকুব্জরাজের দুহিতা। বৃষভানু রাজার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়]; অপ্সরা বিঃ; দীক্ষা বিঃ [এই দীক্ষার সবিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে কলাবতী দীক্ষায় লিখিত হইয়াছে]। বি; স্ত্রী। ৩। সংগীত-পারদর্শীর যোগ্য। বাংপ্র। বিণ।

কলাবধূ—কলাবউ (তাহা দ্রঃ)।

কলাবান্ (-বৎ)—১। কলাবিশিষ্ট। কলা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী -**কলাবতী**। ২। চন্দ্র। বি; পু।

কলা-বাসনা—কলাগাছের শুষ্ক খোল। বাংপ্র। বি।

কলা-বিদ্যা—শিল্প-সংক্রান্ত জ্ঞান; নৃত্য-গীতাদি-বিষয়ক জ্ঞান। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কলা-ভবন—শিল্পাগার; নৃত্যগীতাদি চর্চার স্থান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কলাভৃৎ—চন্দ্র; শিব; শিল্পী। উপতৎ; কলা শব্দ—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

কলায়—কড়াই, কলাই। কল শব্দ—অয়্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ; অথবা ক শব্দ (বায়ু)—লা (গ্রহণ করা)+যক্ কর্তৃ। বি; পু।

কলায়ন—নর্তক। উপতৎ; কলা—অয়্+অন কর্তৃ। বি; পু।

কলালাপ—১। মধুরালাপ; মধুরাস্ফুট ধ্বনি। কল যে আলাপ, কর্মধা। ২। ভ্রমর; কোকিল। কল হইয়াছে আলাপ যাহার, বহু। বি; পু।

কলি—১। কলিকা, কুট্মল, কোরক, কুঁড়ি; পদাবলীযুক্ত রচনা বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। কলহ; যুদ্ধ; বেধ; শূর; চতুর্থ যুগ*। কল+ই কর্তৃ। বি; পু। ৩। কবিতা বা গানের চরণ; বৈষ্ণবের তিলক; সিঁথি কাটার ঢং বা ধারা বিঃ। বাংপ্র। বি। ৪। চুন; চুনকাম। আ। বি।

কলি ধরানো, কলি ফেরানো—চুনকাম করা।

* কলিযুগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার নামও কলি। ক্রোধের ঔরসে তদীয় ভগিনী হিংসার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি আবার স্বীয় ভগিনী দুরুক্তির পাণিগ্রহণ করেন। ভয় ইঁহার পুত্র এবং মৃত্যু ইঁহার কন্যা। ইঁহার অধিকারকাল ৪,৩২,০০০ বৎসর। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, খ্রীঃ পূঃ ৩১০১ অব্দে ইঁহার শাসন আরম্ভ হইয়াছে। তাহা হইলে এক্ষণে (সন ১৩৭৫ সাল) কলির ৫০৬৯ বৎসর মাত্র গত হইয়াছে। অতঃপর আরও ৪,২৬,৯৩১ বৎসর ইনি শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবেন। কথিত আছে যে, কলির শেষাবস্থায় ধর্মাধর্ম লোপ পাইবে; হিন্দু, যবন, ম্লেচ্ছ, সব একাকার হইবে এবং কলিযুগের অন্তকালে ভগবান্ বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্কৃতের বিনাশ সাধন করিয়া ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন,—আবার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে। এই কলি নল রাজাকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছিলেন।

কলিকা—হুঁকার কলকে। বাংপ্র। বি।

কলিকা, কলী—কলি, কোরক, কুঁড়ি অপ্রস্ফুটিত পুষ্প; পদসমূহযুক্ত রচনা বিঃ। কলি+ঈপ্—কলী। কলী+কণ্+আপ্—কলিকা। বি; স্ত্রী।

কলিকাতা—পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ও প্রধান নগর। বর্তমান কলিকাতা সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রামের সমষ্টি। ১৫৯৬ খ্রীঃ অব্দে সম্রাট্ আকবর একটি রাজস্ব-সম্বন্ধীয় নকশা প্রস্তুত করান। তাহাতে "কালিকাটা" গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। কালীঘাটের অপভ্রংশে কালিকাটা। কালিকাটা হইতেই ইংরেজী নাম ক্যালকাটা। ইংরেজাধিকারের ৭০ বৎসর মধ্যে এখানে বহুসংখ্যক ইংরেজ মারা যায়, সেই জন্য নাবিকগণ বলিত, "গলগথা" (Golgotha) শব্দ হইতে কালকাটা নাম উৎপন্ন হইয়াছে। "গলগথা" অর্থে যে-স্থানে মরা মানুষের খুলি স্তূপীকৃত করা থাকে।

মোগল কর্মচারিগণের সহিত মনো-মালিন্য ঘটায়, জব চার্নক-প্রমুখ ইংরেজ বণিকগণ হুগলি পরিত্যাগপূর্বক সুতানুটি গ্রামে আসিয়া ১৬৮৬ অব্দে কুঠি স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে ইংরেজদের কার্যস্থান কলিকাতা গ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৬৯৮ খ্রীঃ অঃ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের পুত্র আজিমের নিকট উপরি-উক্ত গ্রামত্রয় ক্রয় করা হয়। বর্তমান জেনারেল পোস্টাফিসের অধিকৃত স্থানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা কোন কারণে ইংরেজদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া ১৭৫৬ অব্দে কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন; সেই সূত্রে পূর্বোক্ত কলিকাতাস্থ ইংরেজদুর্গের একটি ক্ষুদ্র গৃহে "অন্ধকূপহত্যা" সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয় (১৭৫৬ জুন মাস)। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া সাত মাস কাল কলিকাতা সিরাজদ্দৌলার অধিকারে থাকে। ঠিক এক বৎসর পরে ক্লাইভের নেতৃত্বে পরিচালিত ইংরেজসৈন্য পলাশী যুদ্ধে নবাবকে পরাজিত করে। মীরজাফর ইংরেজগণের সাহায্যে নবাবপদে অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হয় এবং গোবিন্দপুর গ্রামে একটি নূতন দুর্গ স্থাপনের আয়োজন করা হয়। দুর্গটি ১৭৭৩ সালে সম্পূর্ণভাবে নির্মিত হইয়া "ফোর্ট উইলিয়ম" নাম প্রাপ্ত হয়। ইহারই সমকালে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া "ময়দান" প্রস্তুত করা হয়।

১৭০৭ অব্দের পূর্ব পর্যন্ত কলিকাতা মাদ্রাজের অধীন ছিল। ১৭০৭ হইতে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত, ইহা মাদ্রাজ ও বোম্বের ন্যায় একটি প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইত। শেষোক্ত অব্দে বিলাতের পার্লামেণ্ট একটি আইন প্রচার করেন; তাহার ফলে বঙ্গ প্রদেশের শাসনকর্তা গভর্নর-জেনারেল আখ্যা, এবং মাদ্রাজ ও বোম্বে ব্যতীত কোম্পানির অধিকৃত ভারতের অপর স্থানগুলির শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে কলিকাতায় সুপ্রিম-কোর্টও প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ বঙ্গের শাসনভার মুসলমান কর্মচারিগণের হস্ত হইতে ইংরেজ কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করেন। তিনি মুরশিদাবাদ হইতে সরকারী খাজনাখানা (treasury) কলিকাতায় আনেন। এইরূপে কলিকাতা বঙ্গের প্রধান নগর এবং ইংরেজ গভর্নমেণ্টের রাজধানী হইয়া পড়ে। ১৮৩৪ অব্দে বঙ্গের গভর্নর-জেনারেল সমগ্র ভারতের গভর্নর-জেনারেল বলিয়া আখ্যাত হন। কলিকাতায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে, ডেপুটি গভর্নর আখ্যা-ধারী জনৈক কর্মচারী নিম্ন-বঙ্গদেশ শাসন করিবেন, এইরূপ ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৪ অব্দে নিম্ন-বঙ্গের শাসনভার লেফটেনাণ্ট গভর্নর আখ্যাধারী জনৈক কর্মচারীকে স্থায়িভাবে দেওয়া হয়। ১৯১২ অব্দের ১লা এপ্রিল ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে উঠাইয়া লওয়া হয়, এবং উড়িষ্যা ও বিহার প্রদেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া কেবল খাস বঙ্গদেশটি জনৈক পূর্ণ গভর্নরের শাসনাধীন করা হয়।

পূর্বে কলিকাতার গভর্নর পুরাতন দুর্গে বাস করিতেন। লর্ড ওয়েলেস্লী বর্তমান

লাটপ্রাসাদ (রাজভবন) নির্মাণ করান। ১৭৯৯ অব্দে আরব্ধ হইয়া ১৮০৪ অব্দে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। প্রাসাদটি লর্ড কর্জনের পৈতৃকভবন "কেডল্‌স্টন হল"-এর অনুকরণে নির্মিত। ময়দানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে ইডেন গার্ডেনস্ এবং উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কর্জন গার্ডেন ও অকটরলোনী মনুমেণ্ট, পশ্চিম দিকে কোর্ট এবং দক্ষিণ প্রান্তে ভিক্টোরিয়া হল। ময়দানের পূর্ব দিকে চৌরঙ্গী রোড। এই রাস্তার পূর্ব ধারে মিউজিয়ম বা জাদুঘর। ময়দানে মহারানী ভিক্টোরিয়া এবং বহু রাজ-প্রতিনিধি ও সৈনিক পুরুষের প্রতিমূর্তি স্থাপিত আছে। টাউনহলটি কলিকাতা-বাসিগণের ব্যয়ে ১৮০৪ অব্দে নির্মিত হয়। কলিকাতার উত্তর ভাগে কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদের আবাস। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকগণ প্রায় ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গেই কলিকাতায় বসতি স্থাপন করে। শেঠ বসাকেরাও কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসী। এই অঞ্চলে "মার্বেল প্যালেস" অভিধেয় রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুরের বাসভবন প্রধান দর্শনীয় হর্ম্য। শোভা-বাজারের রাজবংশ এবং ঠাকুরবংশ বাঙ্গালী সমাজে বিশিষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত। উত্তর কলিকাতায় অনেকগুলি 'স্কোয়ার' খোলা হইয়াছে; তন্মধ্যে কর্নওয়ালিস স্কোয়ার (বর্তমান আজাদ বাগ) সর্বাপেক্ষা প্রাচীন।

১৮৬৪ অব্দে কলিকাতায় মিউনিসিপ্যাল আইন প্রচলিত হয়। মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যগণ "জাস্টিস অব দি পীস" নামে আখ্যাত ছিলেন। ইঁহাদেরই সময়ে কলিকাতায় জলের কল এবং রাস্তার নিম্নে পয়ঃপ্রণালী সংস্থাপিত হওয়ায় কলিকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। ১৮৭৬ অব্দে আইনটি পরিবর্তিত হইয়া সদস্যনির্বাচন প্রথা আংশিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। তৎপরে ১৯২২ অব্দে যে নূতন আইন হয়, তদ্দ্বারা কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং সদস্যনির্বাচনও পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে; এক্ষণে ইহা 'কলিকাতা কর্পোরেশন' নামে খ্যাত। ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতায় প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৭১০ অব্দে কলিকাতার জন-সংখ্যা দশ হইতে বার হাজার ছিল। ১৯২১ অব্দে যে জনসংখ্যা গণনা করা হয়, তাহাতে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল প্রায় তের লক্ষ। বর্তমানে কলিকাতার লোকসংখ্যা ২৯,২৬,৪৯৮ (১৯৬১ খ্রীঃ)।

কলিকাতা-পৌরনিগম—কলিকাতা নগরীর পৌরসভা, কলিকাতা কর্পোরেশন, Calcutta Corporation. ৬তৎ। বি ; পুং।

কলিকাল—চতুর্থযুগ, কলিযুগ, সম্পূর্ণ অধর্মের যুগ। ৬তৎ। বি ; পুং।

কলিঙ্গ—দক্ষিণ ভারতস্থ প্রাচীন দেশ। মহাভারতে এই দেশের উল্লেখ আছে। তিব্বতের ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন, কলিঙ্গ তৈলঙ্গ দেশের বিভাগবিশেষ। উড়িষ্যা প্লিনি-বর্ণিত কলিঙ্গার অন্তর্গত ছিল। হুয়েনৎ-সাং-বর্ণিত কলিঙ্গের দক্ষিণে ও পশ্চিমে অন্ধ্র দেশ (ওরাঙ্গল), এবং উত্তরে ওড্রদেশ (উড়িষ্যা)। তাঁহার ভ্রমণকালে (৬৩০ খ্রীঃ অঃ) বর্তমান রাজমহেন্দ্রী বা করিঙ্গ এই দেশের রাজধানী ছিল। তিনি কলিঙ্গকে 'Kie-ling-Kia" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৫৪০ খ্রীঃ অঃ চালুক্যবংশীয় রাজগণ বেঙ্গীপুরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ৭৫০ সালে তাঁহারা কলিঙ্গদেশ জয় করিয়া রাজমহেন্দ্রীতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কালচুরী বা হৈহয়বংশীয় রাজগণের সময়ের শিলালিপিতে দেখা যায় যে, তাঁহারা কালঞ্জপুর এবং ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি বলিয়া আখ্যাত ছিলেন। কালঞ্জর বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত সুবিখ্যাত পার্বত্য-দুর্গ। বর্তমান তেলিঙ্গানা ত্রিকলিঙ্গের অপভ্রংশ বলিয়া অনেকের অনুমান।

কলিঙ্গা—সুরূপা রমণী। কলিঙ্গ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কলিচুন—ঝিনুক শামুক প্রভৃতি পোড়াইয়া যে চুন প্রস্তুত হয়। বাংপ্র। বি।

কলিজা—যকৃৎ ; বক্ষোদেশ, হৃৎপিণ্ড ; হৃদয়, বুক, সাহস। হিন্দী। বি। **কলিজা ফাটিয়া যাওয়া**—মনে অসহ্য যাতনা হওয়া। **কলিজা ভাঙ্গিয়া যাওয়া**—দারুণ মনঃকষ্টে মনের উৎসাহ ও আশা এবং সুখ নষ্ট হওয়া।

কলিঞ্জ—তৃণাসন, চেটাই, মাদুর, দরমা ইত্যাদি। বি ; পুং।

কলিত—গণিত ; জ্ঞাত ; প্রাপ্ত ; অনুগত ; গৃহীত ; আশ্রিত ; উক্ত ; উচ্চারিত ; বদ্ধ ; দৃষ্ট ; পৃথক্‌কৃত। কল্ (গণনা করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কলিদ্রুম—বিভীতক বৃক্ষ, বয়ড়াগাছ [নল-রাজার শরীরে প্রবেশ করিবার ছিদ্র অন্বেষণার্থ কলি এই দ্রুমের আশ্রয় লইয়াছিলেন বলিয়া এই নামে আখ্যাত হইয়াছে]। বি ; পুং।

কলিন্দ—বিভীতক বৃক্ষ ; সূর্য ; পর্বত বিঃ। [এই পর্বত হইতে যমুনা নদীর উদ্ভব হওয়ায় তাহার আর এক নাম হইয়াছে কালিন্দী।] কলি শব্দ—দা+শ কর্তৃ। বি ; পুং।

কলিন্দকন্যা, -নন্দিনী—যমুনা নদী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কলিপ্রিয়—১। কলহপ্রিয়। কলি (কলহ) প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ২। নারদ ঋষি ; বানর ; বিভীতক বৃক্ষ, বয়ড়াগাছ। বি ; পুং।

কলিযুগ—চতুর্থ যুগ অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের পরবর্তী যুগ। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনসময়ে এই যুগের আরম্ভ। এই যুগের প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন। শুক্রবারে এক মাঘীপূর্ণিমায় এই যুগের উৎপত্তি। মহারাজ যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিৎ, জনমেজয়, শতানীক, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ১২০ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ৩৬৯৫ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মুসলমান এদেশের রাজা হন। তাঁহারা ১০০০ বৎসর রাজত্ব করেন। অতঃপর ইংরেজগণ এদেশের রাজা হন। কলিযুগের স্থিতিকাল ৪৩২০০০ বৎসর। এক্ষণে ইহার ৫০৬৯ বৎসর গত হইয়াছে। এই যুগে ধর্ম এক পাদ এবং অধর্ম ত্রিপাদ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। মহানির্বাণ তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, "এই যুগে নারীগণ অতিশয় দুর্দান্ত, কর্কশপ্রকৃতি ও কলহপ্রিয় হইবে। বৈদিক এবং পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপ ক্রমে লোপ পাইবে। ধনলিপ্সায় ভ্রাতা, পুত্র, বন্ধু প্রভৃতি আত্মীয়গণ স্বজনবর্গকে হত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইবে না।" এই যুগে গঙ্গা প্রধান তীর্থ। কোন মতে কলির পাঁচ হাজার বৎসর পরে গঙ্গা পৃথিবী ত্যাগ করিবেন, অর্থাৎ গঙ্গার মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হইবে। কিন্তু বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, "অন্তিম কলিতে পৃথিবী গঙ্গাহীন হইবে এবং বিষ্ণুও সেই সময়ে পৃথিবী ত্যাগ করিবেন।" কলির অবসানে ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। শ্রীহরির নাম-কীর্তনই কলির একমাত্র গতি।

এই যুগে ব্রাহ্মণ নিরগ্নি, প্রাণ অন্নগত, মনুষ্যদেহ সার্ধ ত্রিহস্তপরিমিত ও পরমায়ুঃ ১০৮ বৎসর। এ যুগে ভোজনপাত্রের নিয়ম নাই ; ধর্ম সংকুচিত, তপঃ বিরহিত, সত্য দূরগত, লোক ধর্মহন্তা, দ্বিজগণ লুব্ধ, এবং মানবগণ নারীর বশ হইবে।

কলিযুগাদ্যা—মাঘীপূর্ণিমা। কলিযুগের আদ্যা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কলিল—গহন, নিবিড় ; মিশ্রিত। কল্+ইল কর্ম। বিণ।

কলী—'কলিকা' (২) দ্রঃ।

কলু—তৈলকার জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি ;

পুং। স্ত্রী—**কলুরী**। **কলুর বলদ**—একেবারে বোকা; নির্বিচারে পরিশ্রমকারী লোক; অকেজো লোক; যে অন্ধের ন্যায় পরের নির্দেশমত কাজ করে।

কলুষ—১। পাপ; মালিন্য। কল্+উষন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। মহিষ। বি; পুং। ৩। মলিন, পঙ্কিল, ঘোলা, কষায়িত, দুঃখিত; অসমর্থ; গর্হিত; ক্ষুব্ধ। বিণ।

কলুষহন্ত্রী—১। পাপনাশিনী। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা। উপতৎ; কলুষ—হন্+অচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কলুষিত—পাপযুক্ত; দূষিত; মলিন, পঙ্কিল। কলুষ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

কলেক্টার—আদায়কারী; জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী। <ইং 'Collector'. বি।

কলেজ—উচ্চশিক্ষার বিদ্যাপীঠ, মহাবিদ্যালয়। <ইং 'college'. বি।

কলেজা—কলিজা (তাহা দ্রঃ)।

কলেবর—দেহ, শরীর। কলে (কলের মধ্যে) বর (শ্রেষ্ঠ), অলুক্ ৭তৎ; অথবা কলে—বৃ (আবৃত করা)+অন্ কর্তৃ, বা অল্ কর্ম। বি; ক্লী।

কলেরা—ওলাউঠা, ভেদবমি, বিসূচিকা রোগ। <ইং 'cholera'. বি।

কল্ক—১। থইল, খোল; কর্ণমল; কাইট; মল; পিটে; পাপ। কল্+ক কর্ম। বি; পুং বা ক্লী। ২। পাপাত্মা, পাপাশয়, দুর্বৃত্ত। বিণ।

কল্কন—১। কলহ; দম্ভ। ণিজন্ত কল্ক (=কল্কি)+অনট্ ভাব। ২। ক্বাথ; পিটে। ণিজন্ত কল্ক+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

কল্কা—বস্ত্রাদিতে সোনালী রূপালী নানা-প্রকার ফুল ও নকশা, কলসাকার চিত্র। হি-মু। বি।

কল্কাদার—নকশাকাটা, কল্কাতোলা। হি-মু। বিণ।

কল্কি—১। বিষ্ণুর দশম অবতার, ভাগবতের মতে দ্বাবিংশ অবতার। কলিযুগের অন্তকালে ভগবান্ বিষ্ণু সম্ভল নামক গ্রামে বিষ্ণুযশা নামে এক ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিবেন। তৎপরে ভার্গবের নিখিল শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া মহাদেবের নিকট সর্বগ অশ্ব ও সর্বজ্ঞ শুক লাভ করিবেন। তদনন্তর সেই দেবদত্ত অশ্বে আরোহণ ও দেবদত্ত অসি গ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছদিগকে সমূলে নির্মূল করিবেন। অতঃপর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ সমগ্র ধরা ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। তৎপরে মহাপ্রলয়ে পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইবে,—কল্কিদেবও অন্তর্হিত হইবেন। পরিশেষে আবার সত্যযুগের আরম্ভ হইবে। বি; পুং। ২। হুঁকার কলিকা, চিলাম। বাংপ্র। বি।

কল্কিপুরাণ—এই অভিধানের ২য় ভাগ দ্রঃ।

কল্কে—হুঁকার কলিকা, মাথা তামাক সাজিবার মৃৎপাত্র, চিলাম; (ব্যঙ্গার্থে) স্থান, পদ, আসর, আস্থা। বাংপ্র। বি।

কল্কী (কল্কিন্)—১। কল্কযুক্ত, কাইটবিশিষ্ট পঙ্কিল, আবিল, ঘোলা, মলিন; পাপী, দুষ্ট, দুর্বৃত্ত। কল্ক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**কল্কিনী**। ২। কল্কি অবতার। বি; পুং।

কল্প—১। বেদাঙ্গ গ্রন্থ বিঃ; ব্রহ্মার দিবাভাগ; [পুরাণ মতে,—আমাদের ৪৩২ কোটি বৎসরে ব্রহ্মার এক দিন, ও সেই পরিমাণ কালে তাঁহার এক রাত্রি হয়, দিবাভাগে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও রক্ষা, এবং রাত্রিতে উহার লয় হয়]; বিধি; শাস্ত্র; নিয়ম; ন্যায়; প্রলয়; সংকল্প; অভিপ্রায়; বিকল্প। কৃপ্+অল্ কর্ম। ২। কল্পবৃক্ষ। কৃপ্+অল্ কর্তৃ। বি; পুং। ৩। (কোনও শব্দের পরবর্তী হইলে) তৎসাদৃশ্যবোধক। বিণ।

কল্পক—১। কল্পনাকারী, রচনাকারী; আরোপণকর্তা। কৃপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কল্পিকা**। ২। নাপিত। বি; পুং।

কল্পক্ষয়—প্রলয়। ৬তৎ। বি; পুং।

কল্পতরু, কল্পদ্রুম, কল্পপাদপ, কল্পবৃক্ষ—অভীষ্ট ফলদায়ক বৃক্ষ; কথিত আছে যে, এই বৃক্ষের নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়; অতিশয় দাতা। কল্পদাতা বা কল্পস্থায়ী যে তরু ইত্যাদি, মধ্যপ। বি; পুং।

কল্পন—১। রচনা; আরোপ; অনুমান; বাস্তবিক যাহার সত্তা নাই এমন বিষয়ে সত্তা ঘটাইয়া লওয়া বা দেওয়া; মনগড়া বিষয়; মনন; উদ্ভাবনী শক্তি; সামর্থ্য; পর্যাপ্তি; ছেদন। কৃপ্+অনট্ ভাব। ২। হস্তিসজ্জা। কৃপ্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

কল্পনা—কল্পন (সকল অর্থে)। কল্পন শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

কল্পনা-কৌতুক—কল্পনাকেলি, কল্পনার খেলা, মনে মনে রচনার আমোদ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কল্পনাপ্রবণ—কল্পনায় উন্মুখ। ৭তৎ। বিণ।

কল্পনাপ্রিয়—কল্পনানুরাগী, যে কল্পনা করিতে ভালবাসে। কল্পনা প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। বি, **-প্রিয়তা**।

কল্পনা-বিলাসী (-সিন্)—কল্পনা করিয়া যে আনন্দ পায় এমন, অবান্তর বিষয়ের চিন্তায় সুখভোগকারী। কল্পনা-বিলাস+ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

কল্পনা-শক্তি—যে বৃত্তির প্রভাবে সত্তাহীন বিষয়ে সত্তা ঘটাইয়া লইতে পারা যায়; উদ্ভাবনক্ষমতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কল্পবায়ু—প্রলয়কালীন বায়ু। ৬তৎ। বি; পুং।

কল্পসূত্র—ইহাতে দৈনিক ক্রিয়াবিধি ও বৈদিক ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতির মর্মানুসারে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বি; ক্লী।

কল্পান্ত—ব্রহ্মার দিবাভাগের অবসান, যুগান্ত; প্রলয়। কল্পের অন্ত, ৬তৎ। বি; পুং।

কল্পিত—রচিত; আরোপিত; উদ্ভাবিত; মনগড়া; সজ্জিত; দত্ত; সম্পাদিত; নিশ্চিত। ণিজন্ত কৃপ্ (=কল্পি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কল্পিতধর্ম—অনীশ্বরে ঈশ্বরজ্ঞান; যে ধর্ম কোন সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। কর্মধা। বি; পুং।

(কল্পিন্)—কল্পক (সকল অর্থে)। কৃপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**কল্পিনী**।

কল্প্য—কল্পনীয়, রচনীয়; অনুষ্ঠেয়। কল্পি+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

কল্মষ—১। পাপ। কর্ম—সো+ড কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। নরক বিঃ। বি; পুং। ৩। মলিন; পাপিষ্ঠ। বিণ।

কল্মাষ—১। রাক্ষস; কৃষ্ণবর্ণ; শ্বেত-কৃষ্ণ-মিশ্রবর্ণ। কল্—মষ্+ষণ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। নানাবর্ণ, কর্বুর। বিণ। স্ত্রী—**কল্মাষা, কল্মাষী**।

কল্মাষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শংকর, মহাদেব। কল্মাষ হইয়াছে কণ্ঠ যাঁহার, বহু। বি; পুং।

কল্মাষপাদ—সূর্যবংশীয় জনৈক নৃপতি। ইহার প্রকৃত নাম সৌদাস। ইনি অতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন। একদা মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাগমনকালে মহামুনি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তির সহিত পথে ইহার সাক্ষাৎ হয়। শক্তি রাজাকে পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় রাজা তাঁহাকে কশাঘাত করেন। তখন শক্তি ইহাকে 'রাক্ষস হউন' এই বলিয়া অভিশপ্ত করেন। রাজা রাক্ষসরূপে বনগমন করিয়া শক্তি প্রভৃতি বশিষ্ঠের শত পুত্রকে ভক্ষণ করেন। কিছুকাল পরে শক্তির পত্নীকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে বশিষ্ঠ ইহাকে শাপমুক্ত করেন। পরিশেষে ইহার অনুরোধে বশিষ্ঠ সূর্যবংশের কুলগুরু হইলেন। বি; পুং।

কল্য—১। প্রত্যূষ; গত বা আগামী দিন।

কল্+বক্ কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। সুস্থ; দক্ষ; সজ্জিত; সমর্থ; শুভকর মূক-বধির। কলা শব্দ+য। বিণ।

কল্যকার—গত দিবসের; আগামী দিনের। বাংপ্র। বি।

কল্যতা, -ত্ব—সুস্থতা, আরোগ্য। কল্য+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কল্যপাল-শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। কল্যা (মদ্য) পালন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; কল্যা—পালি+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কল্যা—১। সুস্থা, ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরা, মদ্য। বি; স্ত্রী।

কল্যাণ—১। মঙ্গল; সুখ; স্বর্ণ; স্বর্গ; রাগিণী বিঃ। কল্য—অণ্+অল্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। সুখী; সাধু; শুভদায়ী; শুভযুক্ত। কল্যাণ শব্দ+ক। বিণ। স্ত্রী—কল্যাণী।

কল্যাণকর—শুভজনক, মঙ্গলদায়ক, হিত-সাধক। কল্যাণের কর ইতি ৬তৎ; অথবা কল্যাণ করে যে ইতি উপতৎ; কল্যাণ—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

কল্যাণকামী (-কামিন্)—মঙ্গলপ্রার্থী, শুভার্থী। উপতৎ; কল্যাণ—কম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -কামিনী।

কল্যাণভাজন—কল্যাণ কামনার পাত্রী-ভূত, মঙ্গলাস্পদ। ৬তৎ। বিণ।

কল্যাণময়—মঙ্গলময়, হিতপূর্ণ; শুভদ। কল্যাণ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

কল্যাণযোগ—জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত রাজগণের শুভযাত্রাসূচক গ্রহযোগ বিঃ। বি; পু।

কল্যাণালয়, কল্যাণাস্পদ—কল্যাণ-ভাজন। কল্যাণের আলয় বা আস্পদ, ৬তৎ। বিণ।

কল্যাণী (কল্যাণিন্)—মঙ্গলযুক্ত; সুখী; সুস্থ, নীরোগ। কল্যাণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—কল্যাণিনী।

কল্যাণী—১। সুস্থা, ইত্যাদি। 'কল্যাণ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। বৎসতরী; ধেনু, গবী। বি; স্ত্রী।

কল্যাণীয়—কল্যাণযুক্ত, সুভগ; মঙ্গলাস্পদ। কল্যাণ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

কল্ল—কালা, শ্রবণশক্তিহীন, বধির। কল্ল+অন্ কর্তৃ। বিণ।

কল্লা—১। বধিরা। কল্ল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ছলনাময়ী, ঠাটকারিণী; মুখরা, কলহপ্রিয়া। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী। ৩। ছল, ঠাঠ, ছলাকলা; গণ্ড, গাল; মুখের অভ্যন্তরভাগ। বাংপ্র। ৪। গলা, টুঁটি; মুড়ো ('মাছের —')। কা। বি।

কল্লোল—১। মহাতরঙ্গ; হর্ষ, আনন্দ; কলরব। কল্ল+ওল কর্তৃ। বি; পু। ২। অরি, শত্রু। বিণ।

কল্লোলিনী- নদী; কলকলধ্বনি-বিশিষ্টা। কল্লোল+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কশ, কস—সৃক, ওষ্ঠপ্রান্ত; রঞ্জিল বৃক্ষরস; সিদ্ধ উদ্ভিদ-জল; তরল কাথ। বাংপ্র। বি।

কশা, কষা, কসা—প্রতোদ, চাবুক, কোড়া। কশ্, কষ্ বা কস্ (শাসন করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কশা—১। প্রগ্রহ, বলগা, লাগাম। বি। ২। চাবুক মারা, প্রহার করা, শাসন করা; আঁটা, টানিয়া বাঁধা; মৎস্য মাংসাদি আধ-ভাজা করা। ক্রি। ৩। আঁট, শক্ত, টানটান। বাংপ্র। বিণ।

কশাড়—১। তৃণ বিঃ, একরকম লম্বা মোটা উলু। বি। ২। খুব ঘন, নিবিড়। বাংপ্র। বিণ।

কশানো—চাবকানো, চাবুক লাগানো। বাংপ্র। ক্রি।

কশার্হ—কশাঘাতের যোগ্য, চাবুক খাইবার উপযুক্ত। কশার অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ।

কশি, কষি, কসি—রেখাচিহ্ন, দাঁড়ি, লম্বা দাগ; কাপড়ের যে অংশ কোমরে বাঁধা থাকে; কাঁচা আমের আঁটি; কচিফল। বাংপ্র। বি।

কশুর, কসুর- অপরাধ, দোষ, ত্রুটি, চুক; বিলম্ব, অপেক্ষা। <আ 'কুসুর'। বি।

কশেরু, কসেরু—পৃষ্ঠাস্থি, মেরুদণ্ড। কশেরু=ক শব্দ (মস্তক)-শৃ+উ কর্তৃ। কসেরু=কস্+এরু কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

কশেরুকা, কসেরুকা—মেরুদণ্ড। কশেরু, কসেরু+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কশ্চন, কশ্চিৎ—কোনও লোক, কেহ। কঃ+চন, চিৎ। সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদ।

কশ্মল, কস্মল—১। মোহ, মূর্ছা; পাপ। কশ্ বা কস্ (শাসন করা ইত্যাদি)+মলচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। মলিন; পাপী। বিণ।

কশ্মীর—দেশ বিঃ, কাশ্মীর দেশ। বি; পু।

কশ্য—কশার্হ। কশা শব্দ+য্য অর্হার্থে। বিণ।

কশ্যপ—মুনি বিঃ*। উপতৎ; কশ্য—পা+ড কর্তৃ। বি; পু।

*কশ্যপমুনি দেবদৈত্যাদির জনক। ব্রহ্মার পুত্র মরীচির ঔরসে কলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি দক্ষপ্রজাপতির দ্বাদশ (মতান্তরে ত্রয়োদশ) কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের গর্ভে দেব দানব নাগ প্রভৃতি সন্তান সকল জন্মগ্রহণ করে। বরুণের গাভী হরণাপরাধে ব্রহ্মার শাপে ইনি মর্ত্যে বসুদেবরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

কশ্যপনন্দন—পক্ষিরাজ গরুড়। ৬তৎ। বি; পু।

কষ—১। কষ্টিপাথর। কষ্+অল্ অধি। বি; পু। ২। কশ, ওষ্ঠপ্রান্ত; কষায় রস বা তাহার দাগ; চামড়া পাকাইবার জন্য কষার দ্রব্য, tan. বাংপ্র। বি।

কষকষ- প্রতিশোধের উদগ্র ইচ্ছা; অস্বস্তি বোধ; ঘর্ষণজনিত গাত্রদাহ। বাংপ্র। বি।

কষকষানো—প্রতিহিংসাগ্রহণের ইচ্ছায় দাঁতে দাঁত ঘষা, আক্রোশ প্রকাশ করা; বাংপ্র। ক্রি।

কষণ—১। ঘর্ষণ; কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করা; চামড়ায় কষ দেওয়া। কষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অপক্ক। কষ্+অন কর্তৃ। বিণ।

কষনি, কষুনি, কস্তুনি—আঁটুনি; বাঁধুনি; গাঁইট। বাংপ্র। বি।

কষা—১। কসা, প্রতোদ, চাবুক। কষ্+অল্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। কষায় রসযুক্ত; কষটা। বিণ। ৩। কষ্টিপাথরে ঘষিয়া পরখ করা, পরীক্ষা করা; অঙ্ক প্রভৃতির সমাধান করা; শক্ত করা; আঁটা, অল্প আঁচে ভাজা; দমন করা। ক্রি। ৪। টান, রুক্ষ; কৃপণ। বাংপ্র। বিণ।

কষাকষি—আকর্ষণ, টানাটানি; বাঁধাবাঁধি, কড়াকড়ি; দর কমাইবার জন্য জেদ; বিরোধ। বাংপ্র। বি।

কষাটে—ঈষৎ কষায়, বিস্বাদ; কৃপণ, কঞ্জুস। বাংপ্র। বিণ।

কষানি—কষায়বর্ণ রস; মাংসের রস; কষধোয়া জল; ক্লেদ; পুঁয। বাংপ্র। বি।

কষামাজা—কষাকষি; ঘষামাজা। বাংপ্র। বি।

কষায়—১। রস বিঃ, কষা রস; কাথ; নির্যাস; বিলেপনদ্রব্য; সৌরভ। কষ্+আয় কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। কষা; রঞ্জিত; লোহিত; সুস্রাব্য; সুরভি; অপটু। বিণ।

কষায়িত—রঞ্জিত, ছোবান; বিলেপিত। কষায়ি নামধাতু+ক্ত কর্ম। বিণ।

কষি—'কশি' দ্রঃ।

কষিত—কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। কষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। [বি।

কষুটী—অপুষ্ট ফল; অপরিণত ফল। বাংপ্র।

কষেরুকা—কশেরুকা, মেরুদণ্ড। বি; স্ত্রী।

কষ্ট—১। ক্লেশ, দুঃখ। কষ্ (বধ করা)+ক্ত ভাব। বি; পু। ২। ক্লিষ্ট; দুঃখকর, গহন। কষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কষ্টকর—ক্লেশজনক। কষ্টের কর (কারক) ইতি ৬তৎ; কিংবা কষ্ট করে যে ইতি উপতৎ; কষ্ট—কৃ+ট কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কষ্টকরী**।

কষ্টকল্পনা—যে কল্পনা করিতে অনেক কষ্ট স্বীকার করিতে হয়, যাহা সহজে বোধগম্য হয় না, অথচ কল্পনা দ্বারা প্রতীতি জন্মাইতে হয়। কষ্টপ্রদা কল্পনা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কষ্টকল্পিত—বহুকষ্টে যাহার কল্পনা করা হয়। ৩তৎ। বিণ।

কষ্টজনক—ক্লেশকর, দুঃখদায়ক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

কষ্টজীবী (-জীবিন্)—কষ্টে প্রাণধারণকারী; বহুক্লেশে উপজীব্য আহরণকারী। উপতৎ; কষ্ট—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃ। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

কষ্টদায়ক—ক্লেশজনক, দুঃখপ্রদ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**কষ্টদায়িকা**।

কষ্টরিপু—ক্লেশদায়ক শত্রু, বহু ক্লেশে আয়ত্তসাধ্য বৈরী, যে শত্রুকে জয় করিতে বা বশ করিতে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কষ্টদায়ক রিপু, মধ্যপ। বি; পু।

কষ্টশ্রিত—ক্লেশে পতিত; কঠোর ব্রতাবলম্বী। কষ্টকে শ্রিত, ২তৎ। বিণ।

কষ্টসহ—ক্লেশসহিষ্ণু, দুঃখসহনক্ষম। উপতৎ; কষ্ট—সহ্ (সহ্য করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

কষ্টসহিষ্ণু—ক্লেশসহনশীল, যে নিরন্তর ক্লেশ সহ্য করিতে পারে। ২তৎ। বিণ।

কষ্টসাধ্য—অতিক্লেশে সম্পাদনীয়। ৩তৎ। বিণ।

কষ্ট-স্থল, -স্থান—ক্লেশজনক স্থান, দুঃখের জায়গা; দুঃখের ক্ষেত্র বা বিষয়। কষ্টজনক স্থল বা স্থান, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কষ্টা—কষাটে, কষা। বাংপ্র। বিণ।

কষ্টার্জিত—বহু ক্লেশে উপার্জিত, অনেক দুঃখে লব্ধ বা প্রাপ্ত। কষ্টদ্বারা অর্জিত, ৩তৎ। বিণ।

কষ্টি—১। কষণপ্রস্তর, নিকষ। কষ্+ক্তি অধি। ২। কষ্ট, ক্লেশ। কষ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কষ্টি-পাথর—কষণপ্রস্তর। বাংপ্র। বি।

কষ্টেছুষ্টে—অতি ক্লেশে; অতি ক্লেশ সহ্য করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কস—১। কষ, কষ্টিপাথর। কস্+অল্ অধি। বি; পু। ২। ওষ্ঠপ্রান্ত। বাংপ্র। বি।

কস—'কশ' দ্রঃ। [বি।

কসটি, কসটিক—কষ্টিপাথর। প্রা কপ্র।

কসবা—গণ্ডগ্রাম, ছোট পরগনা। আ। বি।

কসবী—বেশ্যা, গণিকা। <আ 'কস্‌ব্'। বি।

কসম—শপথ, দিব্য। আ। বি। **কসম খাওয়া**—দিব্য করা, শপথ করা।

কসরত—অভ্যাস; অঙ্গচালনা, ব্যায়াম; কৌশল, কায়দা। আ। বি।

কসাই—পশু-ঘাতক, মাংসবিক্রেতা, শৌনিক। <আ 'কস্‌সাব'। বি।

কসাইখানা—পশুহত্যার স্থান; কসাই-এর দোকান। আ-মু। বি।

কসাইগিরি—কসাই-এর ব্যবসায়; নিষ্ঠুর আচরণ। বাংপ্র। বি।

কসি—'কশি' দ্রঃ।

কসিপু—'কশিপু' দ্রঃ।

কসুনি—'কসনি' দ্রঃ।

কসুর—'কশুর' দ্রঃ।

কসেরু—'কশেরু' দ্রঃ।

কসেরুকা—'কশেরুকা' দ্রঃ।

কস্তা—আরক্ত, রাঙ্গা, লালচে। বাংপ্র বিণ। [বি

কস্তাকস্তি—দুই জনে মল্লক্রীড়া। বাংপ্র

কস্তাপেড়ে—লাল চওড়া পাড়যুক্ত। বাংপ্র বিণ।

কস্তরিকা, কস্তুরিকা-মৃগনাভি কস্তরী বা কস্তুরী+কণ্ স্বার্থে+আপ্, বি; স্ত্রী।

কস্তরী, কস্তুরী-মৃগনাভি। কস+তুর, তুর কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার এস্ (S)—ইনি মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ দৈনিক "হিন্দু" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক এবং জাতীয় মহাসমিতির (কংগ্রেসের) অক্লান্ত কর্মী ছিলেন। ইং ১৮৫৯ অব্দে দাক্ষিণাত্যের মিলাপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শেষ আয়েঙ্গার ও মাতার নাম কনকাসন। মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. (B. A.) পাস করিয়া ইনি কিছুকাল সাব-রেজিস্ট্রারের কর্ম করেন। অল্পদিন পরেই সে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া আইন পড়িতে আরম্ভ করেন। যথাসময়ে বি. এল্. (B. L.) পাস করিয়া ইনি প্রথমে কয়মবাটোরে ও তৎপরে মাদ্রাজে ওকালতি করেন। ইং ১৯০৪ অব্দে হিন্দু পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া তদবধি মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারই সম্পাদনে ব্রতী ছিলেন।

ইনি মাদ্রাজের মহাজন সভা, ন্যাশন্যাল কণ্ড, ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশান প্রভৃতির সদস্য ছিলেন। স্বদেশীয়গণকে জাতীয়-ভাবে অনুপ্রাণিত করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইনি গ্রামে গ্রামে কংগ্রেস কমিটী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নিজে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর সদস্য এবং কতিপয় বৎসর যাবৎ মাদ্রাজ কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বিগত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধিরূপে যে কয়েকজন সম্পাদক নিমন্ত্রিত হইয়া ইউরোপ গমন করেন, ইনি তাঁহাদিগের অন্যতম ছিলেন।

ইং ১৯২৩ অব্দের ১৭ই ডিসেম্বর প্রাতে এই মহাপুরুষ দুই পুত্র ও দুই কন্যা রাখিয়া মাত্র ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন।

কস্তুরিকামৃগ, কস্তুরীমৃগ—এক-জাতীয় হরিণ [ইহাদের নাভিতে কস্তুরী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের শরীর হইতে তাহারই গন্ধ নিঃসৃত হয়, এই জন্যই ইহাদিগকে কস্তুরিকামৃগ বলে; কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ হরিণের নাভিতেই কস্তুরী পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে ইহারা আপনার গন্ধে আপনি বিভোর হয়, এবং কোথা হইতে গন্ধ আসিতেছে বুঝিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ দৌড়িয়া বেড়ায়]। বি; পু।

কস্মল—'কশ্মল' দ্রঃ]

কস্মিন্‌কালে—কোন সময়ে; কোনও কালে। বি; অধি-৭মী।

কস্য—কাহার, কোন্ জনের; অমুকের; যাহার। সংস্কৃত পদ। সর্ব; পুং।

কহ-১। কও, বল। কপ্র। ২। কহে, বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহই—কহে, বলে; কহিতে, বলিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহইত—কহিতেছে, বলিতেছে; কহে, বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহত—১। কহ, বল; কহিল, বলিল। ক্রি। ২। কথা, বাক্য। প্রা কপ্র। বি। ৩। কথিত, বাচনিক। বাংপ্র। বিণ।

কহতহি—কহিতে, বলিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহতব্য—বক্তব্য, বলিবার, কথনীয়, কথন-যোগ্য। বাংপ্র। বিণ।

কহন—১। কথন, বচন, ভাষণ, বর্ণন, বলা। বি। ২। কথনীয়, বাচ্য, বলিবার যোগ্য। প্রা কপ্র। বিণ।

কহনে—কথনে, ভাষণে, বর্ণনে; কথা, বলা। প্রা কপ্র। বি।

কহন্তি—কহেন বা কহে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহয়ে—কহে, বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহর—সংকট, দায়; অত্যাচার, জুলুম। প্রা কপ্র। বি।

কহল—কহিল, বলিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহলহি—কহিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহলি—কহিলি, বলিলি। প্রা কপ্র। ক্রি।

কহলু, কহলুঁ—কহিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।
কহব—কহিব, বলিব; কহিবে, বলিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।
কহই—কহিতেছ, বলিতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।
কহহি—কহিতে, বলিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।
কহা—বলা। বাংপ্র। ক্রি।
কহাকহি—১। বলাবলি। বি। ২। বাগ্‌-দত্ত; প্রতিশ্রুত। প্রা কপ্র। বিণ।
কহানো—বলানো। বাংপ্র। ক্রি।
কহায়সি—কহাও, বলাও; বলিতে দাও। প্রা কপ্র। ক্রি।
কহিনী—কাহিনী, বিবরণ, বৃত্তান্ত। প্রা কপ্র। বি।
কহিয়ে, কইয়ে—১। কহন, বলুন। হি-মু। ক্রি। ২। কথনপটু, বাক্‌কুশল, বাগ্মী, বক্তা (লোকটা খুব 'বলিয়ে কইয়ে')। বাংপ্র। বিণ।
কহু—কহে, বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।
কহোঁ—কহিতাম, বলিতাম। প্রা কপ্র। ক্রি।
কহোড়—জনৈক মুনি, অষ্টাবক্রের পিতা। ইনি উদ্দালক ঋষির প্রিয় শিষ্য ছিলেন, এজন্য উদ্দালক ইঁহার সহিত স্বীয় তনয়া সুজাতার বিবাহ দেন। এই সুজাতার গর্ভে অষ্টাবক্রের জন্ম। বি; পু।
কহ্লার—শ্বেতপদ্ম, কুমুদ, সুঁদি। ক (জল) –হ্লাদ্ (হৃষ্ট করা)+অন্ কর্তৃ; অথবা 'ক'র (জলের) হার, ৬তৎ। বি; ক্লী।
কা—১। কাকের ডাক; অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। বি। ২। কি। হি-মু। সর্ব।
কাই—লেই, আঠা; পীতবর্ণ মৃত্তিকা বিঃ, কাইমাটি। বাংপ্র। বি।
কাইট—তলানি, শিঠা, গাদ; হুঁকার নলিচার মধ্যস্থ আঠাল মল। বাংপ্র। বি।
কাউচ্, দি রাইট অনারেবল্ স্যার্ রিচার্ড (Rt. Hon'ble Sir Richard Couch)—প্রিভিকাউন্সিলার, বোম্বাই ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ১৮১৭ খ্রীঃ অব্দে ৪ঠা জুলাই লণ্ডন শহরে ইনি জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭০ অব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ১৮৭৫ কলিকাতার প্রধান বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে স্যার্ রিচার্ডের মৃত্যু হয়।
কাউয়েল্, এড্‌ওয়ার্ড বাইল্‌স্ (Edward Byles Cowell)—১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে জানুয়ারি। বাল্যে ইনি স্যার্ উইলিয়াম জোন্সের গ্রন্থাবলীতে আকৃষ্ট হন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে হরেস হেমান উইলসনের শিক্ষাধীনে আসেন ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস ও অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। অতঃপর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ইনি ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়া কয়েক বৎসর পরে কেম্‌ব্রিজে সংস্কৃত অধ্যাপনা করেন। ইনিই উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম সংস্কৃত অধ্যাপক এবং ইঁহার সময় হইতেই উক্ত স্থানে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা বৃদ্ধি পায়। সংস্কৃত ব্যতীত ইনি ফারসী, পালি, জেন্দ্ প্রভৃতি ভাষার অধ্যাপনা করিতেন। কলিকাতা ও কেম্ব্রিজে অবস্থানকালে কাউয়েল সাহেব অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ফেব্রুয়ারি ইঁহার মৃত্যু হয়।
কাউর—চর্মরোগ বিঃ, বহুস্থানব্যাপী এক-প্রকার চুলকনা বা দাদ, eczema; জলাদি বহনের বাঁক বা ভার। বাংপ্র। বি।
কাওয়াজ—যুদ্ধকৌশল-শিক্ষা, drill. <আ 'কাবাইদ'। বি।
কাওয়ালি—বাদ্যতাল বিঃ; পীরের দরগায় বা মসজিদবিশেষে প্রচলিত ধর্ম-সংগীত বিঃ। <আ 'কবালী'। বি।
কাওরা—হিন্দুজাতি বিঃ। বি; পু। স্ত্রী **—কাওরানী।**
কাংস, কাংস্য—তাম্ররঙ্গমিশ্রিত ধাতু, কাঁসা; বাদ্যযন্ত্র বিঃ, কাঁসি; পানপাত্র। কংস+ষ্ণ, ষ্য। বি; ক্লী।
কাংসীয়—কাংস্য, কাঁসা। বি; ক্লী।
কাংস্য—'কাংস' দ্রঃ।
কাংস্যকার—কাঁসারি। উপতৎ; কাংস্য —কৃ(করা)+ষণ কর্তৃ। বি; পু।
কাঁই—কাইবীচি, তিন্তিড়ীবীজ, তেঁতুলের বীচি। বাংপ্র। বি।
কাঁইবীচি—তিন্তিড়ীবীজ, তেঁতুলের বীচি। বাংপ্র। বি।
কাঁইমাঁই—অবোধ্য ভাষা; অনেকগুলি শিশুর মিশ্রিত ক্রন্দনধ্বনি। বাংপ্র। বি।
কাঁওল, কাঁওলা, কামল—পাণ্ডুরোগ, নেবা, রক্তহীনতা, jaundice. বাংপ্র। বি।
কাঁক—কক্ষ, মাজা, কোমর; বগল; কঙ্ক-পক্ষী। বাংপ্র। বি। [বি।
কাঁকই, কাঁকুই—কঙ্কত, চিরুনি। বাংপ্র।
কাঁকড়া—কর্কট। <কর্কট। বি।
কাঁকড়া-বিছা—লম্বা লেজবিশিষ্ট অষ্টপদ বিছা, বৃশ্চিক, scorpion. বাংপ্র। বি।
কাঁকড়ি—কাকুড়জাতীয় ফল বিঃ। বাংপ্র। বি।
কাঁকন, কাঁকনি—কঙ্কণ শব্দের অপভ্রংশ। বি।
কাঁক-বিড়াল, -বিড়ালী—বগলে ফোড়া। বাংপ্র। বি।
কাঁকর—সরু বা ছোট পাথর, মোটা বালি। <কঙ্কর। বি।
কাঁকরোল—ব্যঞ্জনে ব্যবহার্য কণ্টকগাত্র ক্ষুদ্র ফল বিঃ। বাংপ্র। বি।
কাঁকলাস—গিরগিটি; বহুরূপী নামক সরীসৃপ, chameleon. বাংপ্র। বি।
কাঁকাল, কাঁকালি—মাজা, কোমর, কটি। বাংপ্র। বি।
কাঁকুড়—শসাজাতীয় লতাফল বিঃ; কর্কোটিকা। বাংপ্র। বি।
কাঁখ—কক্ষ, বগল; কাঁক, কাঁকাল, মাজা। বাংপ্র। বি। [দ্রঃ)।
কাঁখ-বিড়ালী—কাঁক-বিড়ালী (তাহা
কাঁচ—১। কাচ, স্ফটিক; উজ্জ্বলপক্ষ পতঙ্গ বিঃ, একরকম পোকা (ইহার খোলা দিয়া ছোট মেয়েরা টিপ পরে)। বাংপ্র। বি। ২। কাঁচা, অপক্ক। প্রা কপ্র। বিণ।
কাঁচকড়া—তিমি মৎস্যের দন্তস্থানে এক-প্রকার কোমলাস্থি থাকে, তাহা: কাছিমের খোলা; রবারাদি হইতে প্রস্তুত পদার্থ বিঃ। বাংপ্র। বি।
কাঁচকলা, কাঁচাকলা—অপক্ক অবস্থায় ব্যঞ্জনে ব্যবহার্য একপ্রকার কদলী। বাংপ্র। বি।
কাঁচড়া—একপ্রকার জলজ ঘাস বা দাম। বাংপ্র। বি।
কাঁচপোকা—উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ পতঙ্গ বিঃ (ইহার ডানায় কপালে পরিবার টিপ হয়)। বাংপ্র। বি।
কাঁচল, কাঁচলক, কাঁচলা—স্ত্রীলোকের কাঁচুলি। প্রা কপ্র। বি।
কাঁচলি, কাঁচুলি—স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক অঙ্গরক্ষিণী বিঃ। <কঞ্চুলিকা। বি।
কাঁচা—অপক্ক, আপাকা; মাটির তৈয়ারী, মেটে, সরস, অশুষ্ক; প্রাথমিক; পরে পরিবর্তনীয়; অরঞ্জিত; আঁরাধা; আপোড়া; অস্থায়ী, যাহা টিকে না; অসাবধানে বা বিবেচনা না করিয়া কৃত ('— কাজ'); অনভিজ্ঞ, অনিপুণ, আনাড়ী। বাংপ্র। বিণ। **কাঁচা ঘুম**—অসম্পূর্ণ ঘুম; ঘুমের অপরিণত অবস্থা। **কাঁচা চুল**—কাল চুল। **কাঁচা জল**—ঠাণ্ডা জল। **কাঁচা টাকা**—নগদ টাকা। **কাঁচা নাড়ী**—সদ্যঃপ্রসূতার দুর্বল অবস্থা। **কাঁচা পয়সা**—সহজে প্রত্যহ উপার্জিত প্রভূত পয়সা। **কাঁচা পোয়াতী**—সদ্যঃপ্রসূতা। **কাঁচা বাড়ি**—মেটে বাড়ি। **কাঁচা দাড়ি—**

প্রথম অবস্থার তরলাকার মূর্তি। **কাঁচা হাত**-অনিপুণ হস্ত; শিক্ষানবিসের হাত।

কাঁচানো—আয়োজন পণ্ড করিয়া পূর্বাবস্থায় আনা; আয়োজন পণ্ড হওয়া; নূতন করিয়া আরম্ভ করা। বাংপ্র। ক্রি।

কাঁচাকলা—'কাঁচকলা' দ্রঃ।

কাঁচাটে—কতকটা কাঁচা, কাঁচা ভাবের; অসম্পূর্ণ পক্ব। বাংপ্র। বিণ।

কাঁচা-মিঠা—অপক্ব অবস্থায় মিষ্ট বা সুস্বাদ। বাংপ্র। বিণ।

কাঁচি—১। কর্তরিকা, কাপড় কাগজ ইত্যাদি কাটিবার দুফলা অস্ত্র; লৌহাদির ঠাট যাহার উপর ছাদ থাকে, truss. বাংপ্র। বি। ২। গুঞ্জা, কুঁচ। প্রা কপ্র। বি।

কাঁচী—স্থূল, খাপি, মোটা সুতায় ঠাস বোনা ('— কাপড়'); কম ওজনের। বাংপ্র। বিণ।

কাঁচুমাচু—অতিশয় সংকুচিত, ভীত। বাংপ্র। বিণ।

কাঁচুয়া—১। স্ত্রীলোকের কাঁচুলি। প্রা কপ্র। ২। কেঁচো। হি-মু। বি।

কাঁচুলি—'কাঁচলি' দ্রঃ।

কাঁচে—কাঁদে, ক্রন্দন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাঁচ্চা—সিকি ছটাক ওজন। বাংপ্র। বি।

কাঁজি—আমানি, পান্তাভাতের জল। বাংপ্র। বি।

কাঁটা—বৃক্ষকণ্টক; মৎস্যকণ্টক, মাছের হাড়; লৌহকণ্টক, ধাতুময় কীলক, পেরেক, গজাল; ঘড়ির কাঁটা; তুলাদণ্ড; লোমাঞ্চ, শিহরন; খোঁপার কাঁটা; সাহেবদের ভোজনকালে ব্যবহৃত চিমটা। বাংপ্র। বি।

কাঁটাকুড়—কণ্টকরাশি; কণ্টকবন, কাঁটার ঝোপ। বাংপ্র। বি।

কাঁটাল, কাঁঠাল—কণ্টকীফল, পনস। বাংপ্র। বি।

কাঁটি—ছোট পেরেক, pin. বাংপ্র। বি।

কাঁঠি—জাল ভারী করিবার জন্য তৎসংলগ্ন লৌহগোলক; গলার মালা; মালার এক এক নর বা কণ্ঠী; কণ্ঠমালার এক একটি দানা; সাপের গলার দাগ। বাংপ্র। বি।

কাঁড়, কাঁড়ি—রাশি, স্তূপ, পুঞ্জ। বাংপ্র। বি।

কাঁড়বাঁশ—তীরধনুক। প্রাদে। বি।

কাঁড়া—একপ্রকার ঢাক। বি। ২। নিস্তুষ করা, ছাঁটিয়া পরিষ্কার করা। ক্রি। ৩। নিস্তুষীকৃত, ছাঁটা। বাংপ্র। বিণ।

কাঁড়াদার—ঢাকাবাদক। বাংপ্র। বি।

কাঁড়াকাল—অপরিণতবয়স্ক মূর্খ অথচ জোয়ান। বাংপ্র। বিণ।

কাঁড়ানো—নিস্তুষ করানো, ছাঁটানো; কণ্ডন করা, নিস্তুষ করা। বাংপ্র। ক্রি।

কাঁতি—১। কাঁথি, অনুচ্চ মৃৎপ্রাচীর বা দেওয়াল। প্রাদে। ২। রূপ, শোভা, সৌন্দর্য। <কান্তি। বি।

কাঁথ—মাটির প্রাচীর বা দেওয়াল; জাঙ্গাল, দেউল। বাংপ্র। বি।

কাঁথড়া, কাঁথরা—কাঁথ; ভগ্ন মৃৎপ্রাচীর; মাটির ঘরের চালবিহীন ভাঙ্গা দেওয়াল। বাংপ্র। বি।

কাঁথড়া-পুরী—কাঁথড়া মাত্রে পর্যবসিত বাটী। বাংপ্র। বি।

কাঁথা—কন্থা। বাংপ্র। বি।

কাঁথি—অনুচ্চ মৃৎপ্রাচীর বা দেওয়াল, কাঁতি; উচ্চ নদীতট। বাংপ্র। বি।

কাঁদ-কাঁদ—রোদনোন্মুখ, ছলছল। বাংপ্র। বিণ।

কাঁদন—রোদন। <ক্রন্দন। বি।

কাঁদনি, কাঁদুনি—ক্রন্দন, রোদন; বিলাপ, শোকবাক্য; বিলাপগাথা। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

কাঁদা—ক্রন্দন করা, রোদন করা। বাংপ্র।

কাঁদাকাঁদি—পরস্পর ক্রন্দন; তুমুল রোদন। বাংপ্র। বি।

কাঁদাকাটি—ক্রন্দনাদি; রোদন ও অনুনয় বিনয় বা খেদোক্তি। বাংপ্র। বি।

কাঁদানো—ক্রন্দন করানো, রোদন করিতে বাধ্য করা। বাংপ্র। ক্রি।

কাঁদি—কলাদির গুচ্ছ বা স্তবক, থকা, থোলো। বাংপ্র। বি।

কাঁদুনি—'কাঁদনি' দ্রঃ।

কাঁদুনে—যে সহজেই কাঁদিয়া ফেলে, রোদনভক্ত, ক্রন্দনশীল। বাংপ্র। বিণ। **কাঁদুনে গ্যাস**—একপ্রকার গ্যাস (ইহার ঝাঁজে চোখে জল আসে), tear gas.

কাঁধ—স্কন্ধ। বাংপ্র। বি। [বি।

কাঁধা—তীর, ধার, কিনারা কানা। হি-মু।

কাঁধাকাঁধি—পরস্পরের স্কন্ধসংলগ্ন করিয়া, পাশাপাশি; পরস্পরের স্কন্ধের উচ্চতার মিল। বাংপ্র। বি।

কাঁধাড়ি—পাহাড়ের ধার; গৃহের পশ্চাদ্-ভাগ। বাংপ্র। বি।

কাঁধেলী—ঘোড়ার কাঁধের সাজ (চামড়া প্রভৃতির নির্মিত, হাঁসুলির মত)। বাংপ্র। বি।

কাঁপ—১। কম্প, কাঁপনি। বাংপ্র। বি। ২। কাঁপে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাঁপন, কাঁপনি—কম্পন, কম্প। বাংপ্র। বি।

কাঁপয়ে—কাঁপে, কম্পিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাঁপা—কম্পিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

কাঁপানো—কম্পিত করা; কাঁপিতে বাধ্য করা। বাংপ্র। ক্রি।

কাঁসর—কাংসনির্মিত চক্রাকার বাদ্যযন্ত্র; রোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাঁসা—মিশ্রধাতু বিঃ, কাংস্য। <কংস। বি।

কাঁসারি—কাংস্যকার। বাংপ্র। রি।

কাঁসি—কাঁসার ছোট থালা; ঢকাদির সঙ্গে বাজাইবার একপ্রকার ছোট কাংস্য-নির্মিত বাদ্যযন্ত্র। বাংপ্র। বি।

কাঁসিদার—কাঁসিনামক বাদ্যযন্ত্রবাদক। বাংপ্র। বি।

কাঁহা—কোথায়। হি। অ।

কাঁহাতক—কোথা পর্যন্ত, কোন্ অবধি, কত দূর পর্যন্ত; কোন্ সময় পর্যন্ত, কতকাল, কতক্ষণ। হি-মু। অ।

কাক—১। বায়স; বরাটকের চতুর্থাংশ, এক কড়ার চারি ভাগের এক ভাগ। কৈ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ। ২। দ্বীপ বিঃ; তিলক। ক (জল)—অক্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। ৩। খঞ্জ, খোঁড়া। কু (কুৎসিত)—অক্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৪। কাহাকে; কাহারও। প্রাদে। সর্ব। ৫। বোতলাদির ছিপি। ইং <'cork'. বি।

কাকচক্ষু—১। কাকের চোখ। তৎ। বি। ২। কাকের চোখের মত স্বচ্ছ নীল ('— জল')। বাংপ্র। বিণ।

কাকচ্ছদ, কাকচ্ছদি—খঞ্জন। কাকের ছদের বা ছদির ন্যায় ছদ বা ছদি যাহার, বহু। বি; পু।

কাকজম্বু—খুদে জাম। কাকবর্ণ যে জম্বু, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কাকজ্যোৎস্না—রাত্রিশেষের ম্লান জ্যোৎস্না; যে জ্যোৎস্নায় কাক দিনের আলো ভাবিয়া জাগিয়া ওঠে। বাংপ্র। বি।

কাকতন্দ্রা, কাকনিদ্রা—কাকের মত অতি সতর্ক নিদ্রা। কাকের তন্দ্রা বা নিদ্রা তুল্য যে তন্দ্রা বা নিদ্রা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কাকতালীয়—ন্যায় বিঃ। কাক ও তাল —কাকতাল, দ্বন্দ্ব; কাকতাল শব্দ+ঈয় তুল্যার্থে। বি; পু।

কাকতিমিনতি—কাতরস্বরে ও বিনীত-ভাবে ক্ষমা ও অভয় প্রার্থনা। বাংপ্র। বি।

কাকনিদ্রা—'কাকতন্দ্রা' দ্রঃ।

কাকপক্ষ—শিখণ্ডক; মস্তকের উভয় পার্শ্বে কেশরচনা বিঃ; কাকের পক্ষের ন্যায় উভয় গণ্ডে লম্বমান অনতিদীর্ঘ সামান্য কেশগুচ্ছ, জুলপি, কানপাটা। কাকের

পক্ষ—কাকপক্ষ, ৬তৎ ; কাকপক্ষ+ক তুল্যার্থে। বি ; পু।

কাকপদ—১। কাকের পা। কাকের পদ, ৬তৎ। ২। মস্তকের কাকপদাকার কেশ, শিখা, টিকি ; উদ্ধৃ গচিহ্ন (") ; লিখিবার সময়ে অক্ষর বা শব্দ পড়িয়া গেলে তুলিয়া লিখিবার কালে ব্যবহৃত চিহ্ন, ক্যারেট (Λ) ; দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত যোল অক্ষরবিশিষ্ট তালাঙ্গ। কাকের পদপ্রায়, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কাকপুচ্ছ—১। কোকিল। কাকের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। বি ; পু। ২। কাকের লেজ বা লেজের পাখা। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

কাকপুষ্ট—কোকিল [কোকিল কাকের বাসা হইতে তাহার ডিম্ব অপসারিত করিয়া স্বীয় ডিম্ব তথায় স্থাপন করে, এবং কাক তাহা আপনার ডিম্ব মনে করিয়া সযত্নে পালন করে]। কাকের দ্বারা পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ। বি ; পু।

কাকফল—নিম্ববৃক্ষ, নিমগাছ। কাকপ্রিয় ফল যাহার, বহু। বি ; পু।

কাকবন্ধ্যা—একমাত্র প্রসবিনী, যে স্ত্রীর একবার সন্তান প্রসবের পর আর গর্ভ হয় না। কাকের ন্যায় বন্ধ্যা, মধ্যপ। [প্রসিদ্ধি আছে যে, কাকী যাবজ্জীবনে একটি মাত্র সন্তান প্রসব করে।] বি ; স্ত্রী।

কাকবলি—কাকের ভোজনার্থ প্রদত্ত খাদ্য। ৪তৎ। বি ; পু।

কাকভীরু—পেচক। ৫তৎ। বি ; পু।

কাকমাতা—বায়সজননী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কাকরুক—১। স্ত্রীজিত পুরুষ ; উলূক, পেচক ; দম্ভ। কু শব্দ—কৃ+উক কর্তৃ। বি ; পু। ২। নিঃস্ব, নির্ধন ; ভীরু ; নগ্ন, বিবস্ত্র, উলঙ্গ। বিণ।

কাকল—১। গ্রীবাভূষণ, কণ্ঠমণি ; গ্রীবার উচ্চদেশ। কু (ঈষৎ)—কল্ (শব্দ করা) +অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। বি ; পু।

কাকলক—কণ্ঠমণি। কাকল্+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

কাকলি, কাকলী—সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুটধ্বনি, পক্ষীর মধুর কূজন ; যন্ত্র বিঃ ; রত্ন বিঃ। কু (ঈষৎ)—কল্ (শব্দ করা)+ইন্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

কাকলীদ্রাক্ষা—একপ্রকার আঙুর ; কিশমিশ বা কিচমিচ। বি ; স্ত্রী।

কাকলীরব—কোকিল। কাকলীযুক্ত রব যাহার, বহু। বি ; পু।

কাকা—খুল্লতাত, খুড়া, চাচা। বাংপ্র। বি।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

কাকাণ্ড—১। বায়সডিম্ব, কাকের ডিম। কাকীর অণ্ড, ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। মহানিম্ব। কাকের অণ্ডের ন্যায় অণ্ড (ফল) যাহার, বহু। বি ; পু।

কাকাতুয়া—শুকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। মালয়ী শব্দ। বি।

কাকারি—পেচক। কাক অরি (শত্রু) যাহার, বহু। বি ; পু।

কাকিণী, কাকিনী—পাঁচ গণ্ডা কড়ি, এক বুড়ি কড়ি। কক্+অনট্ করণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

কাকী—১। বায়সী, স্ত্রী-কাক ; কাকাণী নামক ঔষধদ্রব্য। কাক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পিতৃব্যপত্নী ; খুড়ী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কাকীমা—মায়ের মত পূজনীয়া খুড়ী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কাকু—শোকভয়াদি দ্বারা বিকৃত কণ্ঠধ্বনি ; দৈন্যোক্তি ; বক্রোক্তি ['অলংকার' দ্রঃ]। কক্ (চঞ্চল হওয়া)+উণ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

কাকুতি—খেদোক্তি, আক্ষেপ ; অনুনয়। বাংপ্র। বি।

কাকুতি-মিনতি—কাকতি-মিনতি (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

কাকুৎস্থ, কাকুৎস্থ্য—সূর্যবংশীয় রাজা, রামচন্দ্র প্রভৃতি। ককুৎস্থ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য অপত্যার্থে। বি ; পু।

কাকুদ—তালু। উপতৎ ; কাকু—দা (দেওয়া) +ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

কাকুবাদ, কাকুর্বাদ—কাতরবাক্য, বিনীত প্রার্থনা, অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি। প্রাদে। বি।

কাকুক্তি—কাতরবাক্য, কাকুতি ; বক্রোক্তি। কাকু যে উক্তি, কর্মধা ; অথবা কাকু দ্বারা উক্তি, ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

কাকে—১। কাহাকে, কোন্ ব্যক্তিকে। বাংপ্র। ২। কাহাদিগকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

কাকোদর—সর্প। কু শব্দ (কুৎসিত, বক্র)—অক্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ =কাক (বক্রগামী) ; কাক উদর যাহার, বহু। বি ; পু।

কাকোলী—অষ্টবর্গের অন্তর্গত ঔষধ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

কাকোলূকিকা—কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা। কাক ও উলূক =কাকোলূক, দ্বন্দ্ব ; কাকোলূক+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাক্ষ—কটাক্ষ। কু (ঈষৎ) অক্ষি যাহাতে, বহু। বি ; পু।

কাগ—কাক, বায়স। কু (কুৎসিত)—গৈ (গান করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

কাগজ—লেখ্যপত্র, লিপিসাধন, যাহাতে লেখা যায় ; সংবাদপত্র। <কাগদ। বি।

কাগজী—১। কাগজনির্মাতা ; কাগজব্যবসায়ী। বি। ২। কাগজে লিখিত ; কাগজতুল্য ; কাগজের ন্যায় সূক্ষ্ম ত্বক্‌বিশিষ্ট ('— লেবু')। বাংপ্র। বিণ।

কাগতি—কাগজী, কাগজব্যবসায়ী। প্রা কপ্র। বি।

কাগদ—লিখিবার কাগজ। বি ; ক্লী।

কাগাবগা—কাক ও বকসকল ; যেমন তেমন করিয়া কাজ সারা ; আধা-খেঁচড়া, অপরিপাটী ; হিজিবিজি লেখা। প্রাদে। বি বা বিণ। [বিণ।

কাগার—কাঙ্গাল, দীনদরিদ্র। প্রা কপ্র।

কাঙর, কাঙল, কাঙরী—১। পাণ্ডুরোগ বিঃ, jaundice ; কামরূপদেশ। প্রা কপ্র। বি।

কাঙলা, কাঙলা—ভিখারী, অন্নার্থী, অভাবগ্রস্ত, দীনদরিদ্র। কপ্র। বি বা বিণ।

কাঙাল (কাঙ্গাল), **কাঙালী** (কাঙ্গালী) —দীনদুঃখী, ভিখারী, যাচক, অন্নার্থী, অনশনক্লিষ্ট, অভাবগ্রস্ত। দেশজ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**কাঙালিনী, কাঙ্গালিনী**।

কাঙালখানা—অনাথালয় ; গরিবখানা। বাংপ্র। বি।

কাঙালপনা, কাঙালীপনা—দীনভাব ; হেংলামো। বাংপ্র। বি।

কাঙ্ক্ষণীয়—বাঞ্ছনীয়, অভিলষণীয় ; স্পৃহণীয়। কাঙ্ক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

কাঙ্ক্ষা—বাঞ্ছা, ইচ্ছা। কাঙ্ক্ষ্ (ইচ্ছা করা) +ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাঙ্ক্ষিত—১। বাঞ্ছিত, অভিলষিত। কাঙ্ক্ষ্ +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বাঞ্ছা, অভিলাষ। কাঙ্ক্ষ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

কাঙ্গাল, কাঙ্গালী—'কাঙাল' দ্রঃ।

কাচ—১। বালি ও ক্ষারের সংযোগে উৎপন্ন স্বনামখ্যাত বস্তু বিঃ, কাঁচ ; মোম ; লবণ বিঃ ; নেত্ররোগ বিঃ, শিক্য, শিকে। কচ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পু বা ক্লী। ২। বেশ, সজ্জা, পরিচ্ছদ ; কৃত্রিম সাজ, ছদ্মবেশ ; কপট, ভান, ছল ; কাছুটি, লাঙ্গোট। বাংপ্র। ৩। বন্ধন, বাঁধন। প্রা কপ্র। বি।

কাচকড়া—কাছিমের খোলা ; সমুদ্রজ তিমির অস্থি বিঃ (বস্তুতঃ অস্থি নহে) ; রাবারজাত ইং ভলকানাইট নামক দ্রব্য (কাচকড়ার সদৃশ বলিয়া)। বাংপ্র। বি।

কাচকুপী—শিশি, বোতল বিঃ। বি ; স্ত্রী।

কাচন—ধৌতকরণ, প্রক্ষালন, ধোয়া। বাংপ্র। বি। [বি।

কাচনি—পুঁথিবাঁধা ডোর ; দড়ি। কপ্র।

কাচন্তি—দীপ্তি পায়, শোভা পায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাচমণি—কাঁচ, স্ফটিক। কাচনামক যে মণি, মধ্যপ। বি ; পু।

কাচা—১। গুরুজনের মৃত্যুতে অশৌচকালে পরিধেয় দ্বিতীয় বস্ত্র বা উত্তরীয়। বাংপ্র। ২। ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড, ছোট কাপড়। প্রা কপ্র। বি। ৩। প্রক্ষালিত, ধৌত ; শুচি, পবিত্র। বিণ। ৪। ধৌত করা, ধোয়া ; ভান করা, অভিনয় করা, সাজা। বাংপ্র। ৫। দীপ্তি পাওয়া, শোভা পাওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাচাক্ষ—১। কাচের ন্যায় নির্মল চক্ষু-বিশিষ্ট, স্ফটিকনেত্র। কাচের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**কাচাক্ষী**। ২। বক। বি ; পু।

কাচিৎ—অনির্দিষ্টা একা, কোন এক (স্ত্রী)। কা+চিৎ। অ।

কাচ্চা-বাচ্চা—শিশুসন্তান, ছোট ছেলে-মেয়ে। বাংপ্র। বি।

কাছ—সন্নিধান, নিকট, সমীপ। বাংপ্র। বি। **কাছে কাছে**—সঙ্গে সঙ্গে। **কাছে পিঠে**—সন্নিকটে।

কাছট, কাছটি, কাছুটি—কাছা ; মাল-কোঁচা ; লাঙ্গোট। বাংপ্র। বি।

কাছা—১। পুরুষের কটিবস্ত্রের যে অংশ পশ্চাদ্ভাগে থাকে। <কচ্ছ। বি। ২। বন্ধন করা, যোগ করা, যোজনা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাছাকাছি—পরস্পর-সংলগ্ন, লাগোয়া ; নিকটবর্তী ; প্রায় সমান ('দশের —') ; আনুমানিক, প্রায়, approximate. বাংপ্র। বিণ।

কাছাড়—১। নদ্যাদির উচ্চতীর-ভূমি বা ভৃগুদেশ ; সবলে ক্ষেপণ বা পতন, আছাড়। বাংপ্র। বি। ২। আসাম রাজ্যের জেলা বিঃ। কাছাড়ী জাতি একসময়ে এখানে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া স্থানের নাম কাছাড় হইয়াছে। কোচ ও কাছাড়ী একই জাতি বলিয়া কথিত। যাহারা প্রথমে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে, তাহারাই "কোচ" নাম গ্রহণ করিয়াছিল। ব্রাহ্মণগণের সংস্রবে আসিয়া ইহাদের রাজা ও রাজভ্রাতা ১৭৯০ খ্রীঃ অঃ হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণেরা ভ্রাতৃদ্বয়কে একটি তাম্রনির্মিত গাভীর উদরে প্রবিষ্ট করায়, এবং উহা হইতে বাহির করিয়া "ক্ষত্রিয়" আখ্যা প্রদান করে। সেই সময়ে উচ্চবংশীয় কাছাড়ীরাও হিন্দুধর্ম গ্রহণ করে ; কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইতর জাতিরা প্রাচীন ধর্ম ত্যাগ করে নাই। কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্র, এক দিকে মণিপুররাজ, অপর দিকে ব্রহ্মরাজের সংঘর্ষে আসিয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়েন। ব্রহ্মরাজের জয় হইলে, গোবিন্দচন্দ্র ইংরেজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শ্রীহট্ট জেলায় আগমন করেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের ফলে, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ইঁহাকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু ইঁহার আধিপত্য সুদৃঢ় হইতে না হইতেই ইঁহার সেনাপতি তুলারাম ইঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইয়া উত্তর কাছাড় অধিকার করিয়া সেখানে রাজ্যস্থাপনা করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র অপুত্রক অবস্থায় নিহত হইলে সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজ ইঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলারাম অপুত্রক অবস্থায় দেহান্তরিত হইলে, উত্তর কাছাড়ও ইংরেজরাজ্যভুক্ত হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাছাড়েই সর্বপ্রথমে চা-বৃক্ষের আবিষ্কার হয়। ১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দে যে লুসাই যুদ্ধ ঘটে, কাছাড়ই তাহার কেন্দ্রস্থল। লুসাইগণ দমিত হইবার পরে আসামী নাগাগণ উৎপাত করে। ১৮৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে উহারা পরাজিত হয়, এবং উহাদের অধিকৃত ভূমি-খণ্ড ইংরেজাধিকারে আসে।

মণিপুরী খেশ নামক গাত্রবস্ত্র এ জেলার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এই কাপড় সাধারণতঃ বন্য স্ত্রীলোকেরাই প্রস্তুত করে।

কাছানো—নিকটবর্তী হওয়া ; ঘনানো ; প্রায় সমান হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

কাছারি—বিচারালয়, আদালত ; কার্যালয়, আফিস ; জমিদারের কার্যালয়। <কৃত্য-গৃহ। বি।

কাছি—স্থূলরজ্জু, খুব মোটা দড়ি। বাংপ্র। [বি।

কাছিম—কচ্ছপ, কূর্ম। বাংপ্র। বি।

কাছে—১। নিকটে। <কক্ষ। বি। ২। সঙ্গে। অ। ৩। তুলনায় ; বিবেচনায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। ৪। বন্ধন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাজ—কর্ম, কার্য ; কৃত বিষয় ; জীবিকা ; প্রয়োজন ; ঔচিত্য ; কলাকৌশল ; নির্মাণপদ্ধতি। সংস্কৃত কার্য শব্দ, প্রাকৃতে 'কজ্জ' হয়, তাহা হইতে বাঙ্গালায় 'কাজ' হইয়াছে। বি। **কাজ কি**—প্রয়োজন নাই, বৃথা। **কাজ চলা**—অবাধে কাজ চলিতে থাকা ; প্রয়োজন মেটা। **কাজ দেখানো**—কাজ করিয়া নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা। **কাজ বাড়ানো**—করা কাজ পণ্ড বা নষ্ট করিয়া রাখা।

কাজকর্ম—ক্রিয়াকলাপ ; শ্রাদ্ধ-বিবাহাদি সাংসারিক অনুষ্ঠান ; বিষয় ব্যাপার ; জীবিকানির্বাহের উপযুক্ত কার্য। একার্থক শব্দদ্বয়ের যুগ্মপ্রয়োগ। বাংপ্র। বি।

কাজর, কাজল—অঞ্জন। <কজ্জল। বি।

কাজলা—১। তণ্ডুল বিঃ ; ইক্ষু বিঃ ; গোঁজ ; গুরুভার উপরদিকে তুলিবার নিমিত্ত কাঠের তৈয়ারী যন্ত্র বিঃ। বি। ২। কাজল-লাগানো চোখবিশিষ্ট ; কৃষ্ণ-বর্ণ ('— মেয়ে')। বাংপ্র। বিণ।

কাজিয়া—কলহ, বিবাদ, কোন্দল, ঝগড়া। < আ 'কজিয়া'। বি।

কাজী—মুসলমান আমলের বিচারক ; মুসলমান ধর্ম ও আচার-ব্যবহারাদির ব্যবস্থাপক। আ। বি।

কাজে-কাজেই—অতএব, এইজন্য, সুতরাং। বাংপ্র। অ।

কাঞ্চন—১। স্বর্ণ ; কাঞ্চন-পুষ্প ; চম্পক-পুষ্প। কান্‌চ্‌ (দীপ্তি পাওয়া) + অন কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। চম্পকবৃক্ষ ; নাগ-কেশর বৃক্ষ। বি ; পু। ৩। স্বর্ণনির্মিত, স্বর্ণময়। কাঞ্চন শব্দ (স্বর্ণ) + ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কাঞ্চনী, কাঞ্চনা**।

কাঞ্চনকদলী—চাঁপা কলা। কাঞ্চনবর্ণা কদলী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাঞ্চনগিরি—স্বর্ণময় পর্বত, সুমেরু পর্বত। কর্মধা। বি ; পু।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—সিকিম ও নেপাল রাজ্যের সীমায় মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত হিমালয় পর্বতের শৃঙ্গ বিঃ। শৃঙ্গটি সাগরতল হইতে ২৮,১৪৬ ফুট উচ্চ। উচ্চতায় পৃথিবীস্থ যাবতীয় পর্বতের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা তৃতীয় স্থান অধিকার করে। দার্জিলিং হইতে এই শৃঙ্গের দৃশ্য বড়ই মনোরম। সূর্যোদয়কালে ইহার গাত্রস্থ তুষাররাশির উপরে রবিকর প্রতিফলিত হইয়া বিচিত্রবর্ণের সমাবেশ প্রদর্শন করে। ক্রমে বেলা বাড়িলে, শৃঙ্গটি শ্বেতবর্ণের আকার ধারণ করে। অনেক বৈদেশিক ভ্রমণকারী এই দৃশ্যটি দেখিবার জন্যই দার্জিলিঙ্গে গমন করেন। বর্ষাকালে কিংবা কুজ্‌ঝটিকা হইলে দৃশ্যের মনোহারিতা লোকের নয়নগোচর হয় না।

কাঞ্চনপ্রভ—১। সুবর্ণের ন্যায় প্রভা-সম্পন্ন। কাঞ্চনের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ। ২। ঐলবংশীয় জনৈক নৃপতি। বি ; পু।

কাঞ্চনাক্ষ—১। স্বর্ণবর্ণনেত্রবিশিষ্ট। কাঞ্চনের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**কাঞ্চনাক্ষী**। ২। জনৈক দৈত্য। বি ; পু।

কাঞ্চি—১। মেখলা, চন্দ্রহার, গোট। কান্‌চ্‌ + ই করণ। ২। পুরী বিঃ ['কাঞ্চী' দ্রঃ]। বি ; স্ত্রী।

কাঞ্চিক—কাঞ্জিক। বি ; স্ত্রী।

কাঞ্চী—কাঞ্চি, মেখলা, চন্দ্রহার, গোট প্রভৃতি ; পুরী বিঃ, কাঞ্চি [ইহার বর্তমান নাম কাঞ্জিভরম]। বি ; স্ত্রী।

কাঞ্চীপদ—নিতম্ব, পাছা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কাঞ্জি-কাঁজি, আমানি। <কাঞ্জিক। বি।

কাঞ্জিক—কাঁজি, আমানি। বি ; ক্লী।

কাঞ্জিকা, কাঞ্জী—কাঞ্জিক, কাঁজি। বি ; স্ত্রী।

কাঞ্জিভরম—বিশুদ্ধ নাম কাঞ্চীপুরম। কাঞ্জিভরম চেঙ্গলপৎ জেলার প্রধান শহর। স্থানটি হিন্দুর সপ্ত মোক্ষদায়িকা নগরীর অন্যতম, এবং ইঁহাদের চক্ষে অতীব পবিত্র। এই স্থানটি "দাক্ষিণাত্যের বারাণসী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। সমগ্র দাক্ষিণাত্য প্রদেশের মধ্যে ইহার ন্যায় বহুল ও সুবৃহৎ দেবালয়বিশিষ্ট স্থান আর নাই। হুয়েনথ্ সাং ইহাকে দ্রাবিড়ের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভ্রমণ-কালে (খ্রীঃ ৭ম শতাব্দী) ইহা বৌদ্ধ ধর্মের কেন্দ্র ছিল। পরে এখানে যথাক্রমে জৈন ও হিন্দু ধর্মের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় শতাব্দী আরম্ভ হইবার পূর্বে পল্লব রাজগণ এ স্থানের অধীশ্বর ছিলেন। জৈনমন্দিরগুলি চোলরাজগণের শাসনকালে (খ্রীঃ ১২শ বা ১৩শ শতাব্দীতে) নির্মিত হইতে আরম্ভ হয়। একাম্বরস্বামীর মন্দিরটি উত্তুঙ্গ গোপুর (বৃহৎ স্তম্ভ) এবং সহস্র-স্তম্ভ-সমন্বিত প্রকোষ্ঠের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে স্তম্ভগুলির সংখ্যা ৫৪০টির অধিক নহে।

খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে চোলরাজগণ এই নগরটি অধিকার করেন। ১৩১০ নগরটি মুসলমানগণের হস্তে আসে। তাহার পর ইহা বিজয়নগররাজের শাসনাধীন হয়। ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহা মুসলমানগণের, এবং ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসে। অল্প-কাল পরে ইহা পুনরায় মোগল-হস্তে যায়। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইহাকে ইংরেজাধীন করেন।

কাট—১। কর্তন, ছেদন ; খনন ; কর্তনভঙ্গী, কাটিবার বা ছাঁটিবার ভাব ; গঠন ; খনন-জনিত গভীরতা বা আয়তন। বাংপ্র। ২। কাঠ, দারু। <কাষ্ঠ। বি। ৩। কাটে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাট-কুয়া, -কুয়া-কাষ্ঠ-পাত্র বিঃ, কেটো ; পাতকুয়া, কূপ। বাংপ্র। বি।

কাটখোট্টা-উগ্র, রুক্ষ ; গোঁয়ার ; নীরস ; নির্দয়। বাংপ্র। বিণ।

কাটখোলা—বালিবিহীন খালি ভাজনা-খোলা বা পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাটছাঁট কাটিবার ও ছাঁটিবার পর পরিত্যক্ত অংশ ; কাটিবার ও ছাঁটিবার ভাব। বাংপ্র। বি।

কাটতি-বিক্রয়, বেচন ; বাজারে চলন। বাংপ্র। বি।

কাটনা—সুতা কাটা, তুলা পাকাইয়া সূত্র নির্মাণ ; তুলা পাকাইয়া প্রস্তুত সুতা ; চরকা। বাংপ্র। বি।

কাটনী—তুলা হইতে সূত্র প্রস্তুতকারিণী ; যে কেহ সুতা কাটে। বাংপ্র। বি।

কাটব—১। কটুতা। কটু+ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ২। কাটিবে, কামড়াইবে, দংশন করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কাটব্য-কটুতা, কার্কশ্য। কটু শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

কাটরা—কাঠের বেড়া বা ঘের ; কাষ্ঠবেষ্টিত স্থল ; দারুগৃহ, কাঠের ঘর ; বাজারের সার-বন্দী ঘর ; কাঠের জিনিস। বাংপ্র। বি।

কাটলেট-ভাজিয়া তৈয়ারী মাংস প্রভৃতির খণ্ড। <ইং 'cutlet'. বি।

কাটা—১। কর্তিত, ছেদিত, ছিন্ন ; খাত, খনিত। বিণ। ২। কর্তন, ছেদন ; খনন ; অত্যয়, চলন। বি। ৩। কর্তন বা ছেদন করা ; খনন করা ; খোদা ; অঙ্কন করা ; বিন্যস্ত করা ; বিক্রীত হওয়া দূরীভূত হওয়া ; কাটিবার ভঙ্গী করা (যেমন 'জিভ কাটা') ; খণ্ডন করা দংশন করা ; অতীত হওয়া, চলা, যাওয়া বাংপ্র। ক্রি। **কাটা পড়া**—রেলে, ট্রামে বা তরবারি ইত্যাদিতে নিহত হওয়া। **কাটিয়া পড়া**—সরিয়া পড়া, দূরে চলিয়া যাওয়া। **গলা কাটা** বধ করা ; অল্পমূল্যের দ্রব্য অত্যধিক মূল্যে বিক্রয় করা। **ঘোর কাটা**—আবেশ দূর হওয়া। **ছানা কাটা**—দুধ টকিয়া ছানা বাহির হওয়া। **বই কাটা** বাজারে বই বিক্রি হওয়া।

কাটাই—১। কাটিবার। বিণ। ২ কাটিবার দাম। বাংপ্র। বি।

কাটাকাটি—খুনোখুনি, পরস্পর অস্ত্রাঘাত। বাংপ্র। বি।

কাটাকাপ—সঙ, বিদূষক। বাংপ্র। বি।

কাটা-কুটা, -কুটি, কাটকুট—নানা-প্রকার বস্তু ছেদন, নানাভাবের কর্তন ; লেখা প্রভৃতির সংশোধন। বাংপ্র। বি।

কাটানো-১। অস্ত্রের দ্বারা কর্তিত বা খনিত ; অতিবাহিত। বিণ। ২। অস্ত্রের দ্বারা কর্তন বা খনন ; অতিবাহন, যাপন। বি। ৩। কর্তন বা ছেদন করানো ; খনন করানো ; মুক্ত হওয়া ; বিক্রয় করা ; অতিবাহন বা যাপন করা, গুজরান করা। বাংপ্র। ক্রি।

কাটা-পোশাক—ইওরোপীয় পরিচ্ছদ, সাহেবী বেশ। বাংপ্র। বি।

কাটারি—দাত্র, দা। বাংপ্র। বি।

কাটি—ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড বা শুষ্ক পল্লব ; কাষ্ঠশলাকা ; ক্ষুদ্র পাঁচন দণ্ড ; দংশন, কামড়ানো। বাংপ্র। বি।

কাটি-ঘা—সর্পদংশন ; সর্পদংশনজনিত ক্ষত। বাংপ্র। বি।

কাটুনী—কাটনী (তাহা দ্রঃ)।

কাট্য—কর্তনীয়, খণ্ডনীয়। বাংপ্র। বিণ।

কাঠ—১। পাষাণ, প্রস্তর। কঠ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু। ২। কাষ্ঠ, দারু ; তৈলাদির গাদ বা কাইট। <কাষ্ঠ। বি।

কাঠখোলা—কাটখোলা (তাহা দ্রঃ)।

কাঠ-গড়া—কাঠের বেড়া বা ঘের ; (এজলাসে) কাষ্ঠ দ্বারা বেষ্টিত স্থান। বাংপ্র। বি।

কাঠগোলা নানাবিধ গড়ন কাঠের গুদাম বা আড়ত। বাংপ্র। বি।

কাঠঠোকরা-স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ, woodpecker. বাংপ্র। বি।

কাঠ-নেকার, -বমি শুষ্ক হুক্কার বা বমন। বাংপ্র। বি।

কাঠ-পিঁপড়া—কাষ্ঠবাসী তীব্র বিষধর পিপীলিকা। বাংপ্র। বি।

কাঠবমি—'কাঠ-নেকার' দ্রঃ।

কাঠবিড়াল—কাষ্ঠ মার্জার, squirrel. বাংপ্র। বি।

[বি।

কাঠমল্লিকা বনমল্লিকা ফুল। বাংপ্র।

কাঠমাণ্ডু নেপালের রাজধানী। এই শহরটি আনুমানিক ৭২৩ খ্রীঃ অঃ রাজা গুণকামদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। কেহ কেহ বলেন, মঞ্জুশ্রী নামক জনৈক রাজা ইহার প্রতিষ্ঠা করেন, সেই জন্য ইহার প্রাচীন নাম "মঞ্জু পত্তন"। বর্তমান নামটি কাষ্ঠমণ্ডপ বা কাষ্ঠমণ্ডী, বা কাষ্ঠমণ্ডন নামের অপভ্রংশ। নগরমধ্যে একটি সুবৃহৎ কাষ্ঠনির্মিত মন্দির আছে, সেই কারণে নগরের নামকরণ হইয়াছে কাঠমাণ্ডু। মন্দিরটি ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লছমিনা সিংহ মাল কর্তৃক নির্মিত হয়। ইহার মধ্যে মহাদেবের মূর্তি আছে বটে, কিন্তু মন্দিররূপে কদাপি ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্বের ন্যায় এখনও ইহা সন্ন্যাসীদিগের আবাসরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নগরটির আকার খড়্গের ন্যায়—হিন্দুরা বলেন কালীদেবীর অসির অনুরূপ, অপর পক্ষে বৌদ্ধ নেওয়ারগণ বলেন, প্রতিষ্ঠাতা মঞ্জুশ্রীর তরবারির ন্যায়।

কাঠমুরতি-আকাট মূর্তি ; কাঠের প্রাণ-হীন বা রুক্ষ মূর্তি। <কাষ্ঠমূর্তি। প্রা কপ্র। বি।

কাঠরা—কাটরা (তাহা দ্রঃ)।

কাঠা—বঙ্গদেশীয় পরিমাণ বিঃ [চারি হাতে এক বৈখিক কাঠা, পরন্তু ৪×৪ বা ১৬ বর্গ হাতে এক বর্গ কাঠা নহে, প্রত্যুত ৪×৮০ বা ৩২০ বর্গ হাতে এক বর্গ কাঠা]; ধান্যাদি মাপ করিবার (ওজনের নহে) পরিমাণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাঠাকালি—কাঠা পর্যন্ত ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের অঙ্ক বা তাহার নিয়ম। বাংপ্র। বি।

কাঠাকিয়া, কাঠাকে—১০০ কাঠা পর্যন্ত আর্যা। বাংপ্র। বি।

কাঠাম—বংশাদিরচিত আকার, ঠাট। কাষ্ঠময় শব্দের অপভ্রংশে উৎপন্ন। বি।

কাঠি—ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম কাষ্ঠখণ্ড; শুষ্ক পল্লব; কাষ্ঠের বা তৃণের শলাকা। বাংপ্র। বি।

কাঠিন্য—কঠিনতা, দৃঢ়তা; দুর্ভেদ্যতা; নির্দয়তা; অকোমলত্ব; জড় বস্তুর পরমাণু-সকল দৃঢ়রূপে পরস্পরের সন্নিবদ্ধ হইলে যে গুণ প্রাপ্ত হয়। কঠিন+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কাঠিম—সূতা জড়াইবার কাষ্ঠময় ক্ষুদ্র আবর্তনদণ্ড। বাংপ্র। বি।

কাঠুরিয়া, কাঠুরে—কাষ্ঠচ্ছেদক, যে কাঠ কাটিয়া সংসার চালায়। বাংপ্র। বি।

কাঠোয়াল—কাঁঠাল বা কাঁঠাল। প্রা কপ্র। বি।

কাড়া—১। একমুখ চর্মাচ্ছাদিত পটহ বিঃ। বি। ২। ছিনাইয়া লওয়া; টানিয়া লওয়া; টানা, আকর্ষণ করা, ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা; শব্দ করা; নূতন ব্যাপার করিতে আরম্ভ করা; ব্যবহারে আনা; বাহির করা। বাংপ্র। ক্রি।

কাড়াকাড়ি—পরস্পর ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা বা টানাটানি; পাকলা-পাকলি, ধস্তাধস্তি। বাংপ্র। বি।

কাড়ানাকাড়া—মাঝামাঝি রকমের ঢাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

কাড়ানো—১। আদায় করা; অপরকে দিয়া কাড়া। ক্রি। ২। আদায়ীকৃত; যাহা কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

কাণ—কান (তাহা দ্রঃ)।

কাণকাটা—কানকাটা (তাহা দ্রঃ)।

কাণকো—কানকো (তাহা দ্রঃ)।

কাণকোটারি—কানকোটারি (তাহা দ্রঃ)।

কাণখড়কে—কানখড়কে (তাহা দ্রঃ)।

কাণখুশাক, -খুকি—কানখুশকি (তাহা দ্রঃ)।

কাণপাটা—কানপাটা (তাহা দ্রঃ)।

কাণপাতলা—কানপাতলা (তাহা দ্রঃ)

কাণপাতা—কানপাতা (তাহা দ্রঃ)।

কাণপুর—উত্তরপ্রদেশের অন্তর্গত একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর। ইংরেজের অধীনে আসিবার পূর্বে কাণপুরের কিছুমাত্র প্রসিদ্ধি ছিল না। বক্সার ও কোড়ার যুদ্ধে (১৭৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) ইংরেজকর্তৃক অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা পরাজিত হইলে, তিনি ইংরেজকে ৫০ লক্ষ টাকা বাৎসরিক করস্বরূপে দিতে স্বীকার করেন, এবং কাণপুর ও ফতেগড়ে ইংরেজের সেনানিবেশ-স্থাপনের অনুমতি দেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কাণপুরে ইংরেজ সেনা-নিবাস স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজের সহিত নবাব যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহার শর্তানুসারে বাৎসরিক করের পরিবর্তে দোয়াবস্থিত অনেক ভূমিখণ্ড নবাব ইংরেজকে প্রদান করেন। কাণপুর তাহারই অন্তর্গত। ইহার পরেই কাণপুর জেলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে কাণপুরে একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। মিরাটে যখন সিপাহীবিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হয়, তাহার কিছুদিন পরে জুন মাসের প্রথমে কাণপুরের ব্যারাক-গুলির মধ্যে যাবতীয় ইংরেজ আশ্রয় গ্রহণ করে। ৬ই জুন স্থানীয় সৈনিকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, এবং কারাগার ভাঙ্গিয়া ফেলে, আফিসগুলি পোড়াইয়া দেয় ও খাজানাঘর দখল করে। নানা সাহেব তাহাদের সহিত মিলিত হয় এবং নিষ্ঠুরভাবে ইংরেজ নরনারীদিগকে হত্যা করে, এমন কি, শিশুগুলিকে পর্যন্ত বাদ দেয় নাই। ইহাদিগের মৃতদেহ একটি কূপমধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়।

যে কূপে ইংরেজগণের মৃতদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, সেই কূপের উপরিদেশে একটি ইষ্টকস্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে। এই কূপটির চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া প্রায় দেড়শত বিঘা পরিমিত একটি উদ্যান নির্মিত হইয়াছে।

কাণভুজ—কণাদ-মুনিসম্বন্ধীয়। কণভুজ্ (কণাদ মুনি)+অ ইদমর্থে। বিণ।

কাণমলা—কানমলা (তাহা দ্রঃ)।

কাণমাগুর—কানমাগুর (তাহা দ্রঃ)।

কাণা—কানা (তাহা দ্রঃ)।

কাণাকাণি—কানাকানি (তাহা দ্রঃ)।

কাণাঘুষা—কানাঘুষা (তাহা দ্রঃ)।

কাণাচ—কানাচ (তাহা দ্রঃ)।

কাণী—কানী (তাহা দ্রঃ)।

কাণ্ড—নল; নাল; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; বাণ; গুচ্ছ; গাছের গুঁড়ি বা ডাঁটা; বৃন্ত, বোঁটা; পর্ব, পাব; ঘটনা; অবসর; প্রকরণ; প্রস্তাব; ব্যাপার; বিষম ব্যাপার; সমূহ; অশ্ব; রহঃ; নিকৃষ্টজল; শ্লাঘা, প্রশংসা। কণ্+ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

কাণ্ডচারী (-চারিন্)—বৃক্ষকাণ্ডে বিচরণ-কারী ('— পক্ষী')। উপতৎ; কাণ্ড-চর্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কাণ্ডচারিণী**।

কাণ্ডজ্ঞান—কাণ্ডগ্রহ, প্রকরণবোধ; স্থূল-জ্ঞান, common sense. ৬তৎ। বি; ক্লী।

কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য, -হীন—প্রকরণবোধ-রহিত, স্থূলবোধবর্জিত, যাহার মোটামুটি বোধ নাই, মূর্খ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-শূন্যা, -হীনা**।

কাণ্ডবারিণী—দুর্গা। কাণ্ড (বাণ) বারণ করেন যিনি ইতি উপতৎ; কাণ্ড—বারি +ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাণ্ডর্ষি—বেদভাগবিশেষের মীমাংসক ঋষি, —যেমন, কর্মকাণ্ড বেদভাগের মীমাংসক জৈমিনি, ব্রহ্মকাণ্ডের মীমাংসক বেদব্যাস, ভক্তিকাণ্ডের মীমাংসক শাণ্ডিল্য। কাণ্ডের (বেদপরিচ্ছেদের) ঋষি, ৬তৎ। বি; পু।

কাণ্ডসন্ধি—গ্রন্থি, গাঁইট; পর্ব, পাব। ৬তৎ। বি; পু।

কাণ্ডাই—কাণকোটারি, কেন্নো। প্রাদে। বি।

কাণ্ডাকাণ্ড—কর্তব্যাকর্তব্য; হিতাহিত। ন কাণ্ড—অকাণ্ড, নঞ্তৎ; কাণ্ড ও অকাণ্ড, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান—কর্তব্যাকর্তব্য বা হিতাহিত বোধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কাণ্ডার—নৌকার কর্ণ বা হাইল; কাণ্ডারী; কর্ণধার; মাঝি; বস্ত্রাবাস, তাম্বু, পর্দা, কানাত, যবনিকা। কপ্র। বি।

কাণ্ডারী—কর্ণধার, মাঝি। বাংপ্র। বি।

কাণ্ডীর—তীরন্দাজ; নিষাদজীবী। কাণ্ড শব্দ (বাণ, ইত্যাদি)+ঈর। বিণ।

কাণ্ব—কণ্বসম্বন্ধীয়; কণ্বসন্ততি। কণ্ব+অ। বিণ। স্ত্রী—**কাণ্বী**।

কাণ্বায়ন—কণ্বমুনির বংশোদ্ভব বা সগোত্র। কাণ্ব অয়ন যাহার, বহু। বি।

কাত—১। একপেশে, হেলানো; ভূপতিত; বিপর্যস্ত। বিণ। ২। একপাশ; একপক্ষ; হিসাব; হার। বাংপ্র। বি।

কাতর—১। মৎস্য বিঃ, কাতলামাছ। বি; পু। ২। দুঃখিত; ভীত, অধীর, ব্যাকুল; চঞ্চল; বিবশ; বিহ্বল। কু শব্দ (কুৎসিত)—তৃ+অল্ কর্তৃ। বিণ।

কাতরকণ্ঠ—১। কাতরতা-প্রকাশক কণ্ঠ-ধ্বনি, দুঃখার্ত স্বর। কর্মধা। বি; পু। ২। যাহার কণ্ঠ অর্থাৎ কণ্ঠস্বর কাতরতা-প্রকাশক। কাতর কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

কাতরতা—কাতর্য, ব্যাকুলতা, অধীরতা, অস্থিরতা। কাতর+তা ভাবার্থে। বি;

কাতরানি—কাতরতা প্রকাশ, কাতরোক্তি ; যন্ত্রণা প্রকাশ, গোঙানি। বাংপ্র। বি।

কাতরানো—কাতরতা বা যন্ত্রণা প্রকাশ করা, গোঙ্গান। বাংপ্র। ক্রি।

কাতরোক্তি—১। কাতরতাপ্রকাশক বাক্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। কাতরতা-প্রকাশক বাক্যভাষী। কাতরা উক্তি যাহার, বহু। বিণ।

কাতর্য—কাতরতা, দুঃখ ; ভীরুতা। কাতর+ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

কাতল—কাতলা মাছ। বি ; পু।

কাতলা—কাতল মৎস্য। কাতল শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কাতা—১। সরু দড়ি, সুতা ; নারিকেল দড়ি। বাংপ্র। ২। কর্ত্তা। প্রা কপ্র। বি।

কাতান—খাঁড়া, বলিদানের খড়্গ ; কাটারি, দা। বাংপ্র। বি।

কাতার—শ্রেণী, পঙ্‌ক্তি, সারি ; রাশি, চয়, সমূহ। বাংপ্র। বি।

কাতারি, কাতুরি—কর্ত্তরী, জাঁতি ; সোনা রূপা প্রভৃতি কাটিবার জাঁতি বা কাঁচি ; প্রশস্তমুখ হাঁড়ি, তিজেল। বাংপ্র। বি।

কাতুকুতু, কাতুর-কুতুর—কুতুকুতু, হাসাইবার জন্ত বগলে সুড়সুড়ি। বাংপ্র। বি।

কাতে—১। কাহাতে ; কিসে ; কাহার সঙ্গে। সর্ব। ২। কায়দায়। বাংপ্র। বি।

কাত্য—কাত্যায়ন মুনি। কত্য+ষ্ণ। বি ; পু।

কাত্যায়ন—জনৈক মুনি, মহর্ষি গোভিলের পুত্র [স্মৃতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া ইনি অমর হইয়াছেন। কর্মপ্রদীপ (ছন্দোগপরিশিষ্ট) ইঁহারই রচিত] ; ব্যাকরণের বার্তিক-কার বররুচি। কত্য+ষ্ণায়ন। বি ; পু।

কাত্যায়নিকা—কাত্যায়নী, দুর্গা। কাত্যায়নী+কণ্‌+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কাত্যায়নী—দুর্গা [মহিষাসুর-বধের নিমিত্ত হিমালয়স্থ কাত্যায়নাশ্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে ইঁহাকে সৃষ্টি করেন ; মহর্ষি কাত্যায়নই সর্বাগ্রে ইঁহার পূজা করেন ; আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশীতে ইনি উদ্ভূতা ও শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে পূজিতা হন, এবং দশমীতে মহিষাসুরকে বধ করেন] ; অর্দ্ধ-বৃদ্ধা কাষায়বস্ত্রপরিহিতা বিধবা। কাত্যায়ন+ষ্ণ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কাত্যায়নী (রাণী)—প্রাতঃস্মরণীয় "লালা" বাবুর পত্নী। ইঁহার পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। শ্রীনারায়ণের দুই পত্নী—তারাসুন্দরী ও করুণাময়ী। উভয় পত্নীর গর্ভেই সন্তান না হওয়ায় কাত্যায়নীর অনুরোধে দুইটি দত্তক পুত্র গ্রহণ করা হয়। তারাসুন্দরীর দত্তক পুত্রের নাম প্রতাপচন্দ্র এবং করুণাময়ীর দত্তক পুত্রের নাম ঈশ্বরচন্দ্র। প্রতাপ ও ঈশ্বর সহোদর ভ্রাতা এবং কাত্যায়নীর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহারা যতদিন সাবালক না হইয়াছিলেন, ততদিন পর্যন্ত কাত্যায়নী ইঁহাদের বিষয় পরিদর্শন করিতেন। ইঁহারই সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়ি ও কাশীপুরের ঠাকুরবাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয়। কাত্যায়নী দানশীলতার জন্ত প্রসিদ্ধা ছিলেন। অন্নমেরু ও তুলাদান উপলক্ষে ইঁহার পূর্বনিবাসস্থল বেলুড়ে মহাসমারোহ হইয়াছিল। ইনি ধর্মকর্মে ও দানাদিতে অন্যূন ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন।

কাত্যায়নীব্রত—কাত্যায়নীদেবীর উদ্দেশ্যে কর্তব্য ব্রত বিঃ ; ব্রজধামের গোপবালা-গণ হেমন্ত ঋতুর প্রথম মাসে অরুণোদয়-কালে যমুনায় স্নান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পতিকামনায় জলের নিকট বালুকাময়ী কাত্যায়নী মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করিত ; শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া একদা কামিনীগণ তীরে বসন রাখিয়া অবগাহনার্থ যমুনার জলে অবতরণ করিলে ইহাদিগের বসন লইয়া কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া ইহাদিগের অভীষ্ট ফল প্রদান করেন।

কাত্থিক—কথাকুশল, বাক্‌পটু, বাচাল। কথা+ষ্ণিক কুশলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কাত্থিকী**।

কাদম্ব—১। শ্যামপক্ষ কলহংস, বালিহাঁস ; বাণ। ণিজন্ত কদ্ (=কাদি)+অম্বচ্‌ কর্তৃ। ২। কদম্ববৃক্ষ। কদম্ব+ষ্ণ। বি ; পু। ৩। কদম্বপুষ্প ; কদম্বসমূহ। বি ; ক্লী।

কাদম্বর—দধির সর ; মন্ত বিঃ ; ইক্ষু-গুড়। কাদম্ব- রা+ড কর্তৃ। বি ; পু।

কাদম্বরী—১। সরস্বতী ; কোকিলা ; শারিকা ; সংস্কৃত উপন্যাসগ্রন্থ বিঃ, ইহাতে মহাশ্বেতা ও পুণ্ডরীকের প্রণয়বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে ; ইহার কিয়দংশ বাণভট্টের লিখিত, অবশিষ্টাংশ তাঁহার উপযুক্ত পুত্র লিখিয়া সমাপ্ত করেন (এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দ্রঃ)। কাদম্বর+ঈপ্‌। ২। গৌড়ী মদিরা। কু (নীল) হইয়াছে অম্বর (বসন) যাহার=কদম্বর (বলরাম), বহু ; কদম্বর শব্দ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কাদম্বা—শ্যামপক্ষা কলহংসী। কাদম্ব শব্দ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কাদম্বিনী—মেঘমালা। কাদম্ব+ইন্+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

কাদা—কর্দম, পাঁক। কর্দম শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কাদাকামাই—অত্যধিক বৃষ্টিপাতহেতু জমিতে কাদা হওয়ায় চাষ দেওয়ার কাজ বন্ধ। বাংপ্র। বি।

কাদাখোঁচা—একরকম পাখি (ইহারা ঠোঁট দিয়া কাদা হাঁটকাইয়া মাছ খায়)। বাংপ্র। বি।

কাদাচিৎক—কদাচিদুৎপন্ন। কদাচিৎ (কখনও)+কণ্‌ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-চিৎকী**।

কাদাটে—কর্দমাক্ত, পঙ্কিল, ঘোলা। বাংপ্র। বিণ।

কান—১। কাণ, কর্ণ ; সংগীত ব্যবসায়ী জাতি বিঃ ; (তাহা হইতে) সংগীতজ্ঞ, গায়ক ; কানের গহনা বিঃ ; তানপুরা এসরাজ প্রভৃতির তার কষিবার হাতল। বাংপ্র। ২। কানু, কানাই, শ্রীকৃষ্ণ। প্রা কপ্র। বি। **কান কাটা**—হারাইয়া দেওয়া ; হতমান করা। **কান খাড়া করা**—শুনিবার জন্ত উন্মুখ হওয়া। **কান ঝালাপালা করা**—অস্বস্তিকর কথা বলিয়া বা শব্দ করিয়া জ্বালাতন করা। **কান পাতা**—শুনিতে মন দেওয়া। **কান ভাঙ্গানো বা ভারী করা**—বিরুদ্ধ কুপরামর্শ দেওয়া। **কানে ওঠা**—শ্রুত হওয়া, শুনা। **কানে তুলা দেওয়া**—ইচ্ছা করিয়া শুনিতে না পাওয়া। **কানে তোলা**—শুনানো। **কানে লাগা**—শ্রুতিমধুর বোধ হওয়া ; বিশ্বাসযোগ্য বা গ্রহণীয় হওয়া ; কানে কঠোর বোধ হওয়া।

কানক—স্বর্ণসম্বন্ধীয়, স্বর্ণনির্মিত। কনক (স্বর্ণ)+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কানকী**।

কানকাটা—যাহার কান কাটা বা ছিন্ন ; শিশুদের ভীতিজনক জুজু বিঃ ; যে নিজের নিন্দা গ্লানি শুনিয়াও শুনে না। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কানকো—মৎস্যাদির কর্ণদেশ। বাংপ্র। বি।

কানকোটারি—কেন্নো পোকা। বাংপ্র। বি।

কানখড়কে—শ্রবণে সতর্ক ; কুমন্ত্রণাদাতা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কানখুশকি, -খুস্কি—কর্ণশোধনী, যাহা দ্বারা কানের ময়লা বাহির করা হয়। বাংপ্র। বি।

কানচটা—কানের ঘা। বাংপ্র। বি।

কানটি, কানুটি—কর্ণমর্দন, কানমলা। হি-মূ। বি।

কানড়—১। সবিষ সর্প বিঃ। বাংপ্র। ২। বেণীবন্ধ বিঃ, চুলের একরকম খোঁপা। প্রাদে। ৩। কানন, বন। প্রা কপ্র। বি।

কানন—১। বন ; উপবন, উদ্যান ; গৃহ। ণিজন্ত কন্+অনট্ কর্ম। ২। ব্রহ্মমুখ। 'ক'র (ব্রহ্মার) আনন (মুখ), ৬তৎ। বি।

কাননকুন্তলা—অরণ্যরূপ কেশদামবিশিষ্টা (ভূমিবিশেষের বর্ণনায় ব্যবহৃত হয়)। কানন (বন) হইয়াছে কুন্তল যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

কাননকুসুম—বনফুল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কানপাটা—কানের পাশে লম্বমান কুন্তল ; জুলপি ; কর্ণের অধোদেশ। বাংপ্র। বি।

কানপাতলা—যে সহজে অন্যের নামে দোষারোপ শ্রবণ করে এমন। বাংপ্র। বিণ। [বি।

কানপাতা কানের গহনা বিঃ। বাংপ্র।

কানফাটা—শ্রবণবিদারক। বাংপ্র। বিণ।

কানমলা—কর্ণমর্দন ; কানের মলা। বাংপ্র। বি।

কানমাগুর—এক ধরনের মাগুর মাছ। বাংপ্র। বি।

কানা—১। একচক্ষুহীন ; অন্ধ ; ছিদ্রযুক্ত, ফুটা ; ভুয়া। <কান। বিণ। ২। তীর, প্রান্ত, ধার, কিনারা ; উপরিভাগ। বাংপ্র। বি।

কানাই—কানু, কৃষ্ণ। বাংপ্র। বি।

কানাই-বলাই—কৃষ্ণ-বলরাম ; অভিন্ন-হৃদয় ব্যক্তিদ্বয়। বাংপ্র। বি।

কানাকানি—কানে কানে কথা, গোপনে আলোচনা বা রচনা। বাংপ্র। বি।

কানাঘুষা—গোপনে রটনা, কানে কানে বলাবলি। বাংপ্র। বি।

কানাচ—গৃহের পশ্চাৎ বা পার্শ্বদেশ ; ছাঁইচতলা। বাংপ্র। বি।

কানাট—একপাশ, কাত। বাংপ্র। বি।

কানাড়া—১। রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। ২। কর্ণাটদেশীয় কবরীবন্ধবিশেষ, কানড় খোঁপা। প্রা কপ্র। বি।

কানাত—তাঁবুর প্রাচীর বা পর্দা। <তু 'কনাত'। বি।

কানামাছি—বালক-বালিকাদের এক-প্রকার খেলা [দলের একজন চোখ-বাঁধা হইয়া কানা সাজে এবং অন্যকে খুঁজিয়া ধরিতে যায়। ধরিতে পারিলে এবং নাম বলিতে পারিলে যে ধরা পড়ে, সে আঁধি (অন্ধ) হয়]। বাংপ্র। বি।

কানায়-কানায়—পরিপূর্ণ, বোঝাই (নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলে পূর্ণ)। বাংপ্র। বিণ।

কানারে—রন্ধনপাত্র, হাঁড়ি। গ্রাম্য। বি।

কানালি—মাছের মাথার দুই পাশের কানের আকারের অস্থিফলক। গ্রাম্য। বি।

কানি—ছিন্নবস্ত্র, টেনা, নেকড়া ; ছোট কাপড় ; মৎস্যাদির কানকো। বাংপ্র। বি।

কানী—১। একচক্ষুহীনা। বিণ। ২। এক-চক্ষুহীনা নারী ; মনসা দেবী। বাংপ্র। বি।

কানীন—১। অবিবাহিতার সন্তান ; ব্যাসদেব ; কুন্তীপুত্র কর্ণ। কন্যা (অনূঢ়া বালিকা)+ষীন অপত্যার্থে। বি ; পু। ২। অবিবাহিতা কুমারীর গর্ভজাত। বিণ। স্ত্রী—**কানীনা, কানীনী**।

কানু—কানাই, কৃষ্ণ। বাংপ্র। বি।

কানুটি—'কানটি' দ্রঃ।

কানুন—১। নিয়ম, ব্যবস্থা, কায়দা ; রাজবিধান। আ। বি। ২। তন্ত্রী বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

কানুনগো—রাজস্ব কর্মচারিবিশেষ, ভূমির পরিমাণ ও করনির্ধারক কর্মচারী। আ-ফা-মু। বি।

কানেস্তারা, কানেস্তা—টিন-পাতের চারিকোনা পাত্র, 'টিন'। <ইং 'canister'. বি।

কান্ত—১। কমনীয় ; মনোরম ; শোভন। কম্ (কামনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। স্বামী ; বসন্ত ; চন্দ্র। বি ; পু। ৩। লৌহ ; কুঙ্কুম। কম্+ক্ত কর্তৃ=কন্ত ; কন্ত+ষ্ণ=কান্ত। বি ; ক্লী।

কান্তপক্ষী—ময়ূর। কর্মধা। বি ; পু।

কান্তপাষাণ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। বি ; পু।

কান্তবিদ্যা—সৌন্দর্যবিজ্ঞান, সৌন্দর্য-চারুকলা, aesthetics. কান্তবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কান্তলোহ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। কান্ত (প্রিয়) লোহ যাহার, বহু। বি ; পু।

কান্তলৌহ—১। সুন্দর লোহা, ইস্পাত। কর্মধা। ২। অয়স্কান্ত মণি। কান্ত (প্রিয়) লৌহ যাহার, বহু। বি ; পু।

কান্তবাবু—কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্ব নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী, জাতিতে তিলি। কাশিমবাজারে ইঁহার সামান্য একখানি মুদির দোকান ছিল, এজন্য লোকে ইঁহাকে "কান্তমুদি" বলিয়া ডাকিত। অদ্যাপি "কান্তবাবু" অপেক্ষা "কান্তমুদি" বলিলেই লোকে ইঁহাকে অধিক চিনিতে পারে। যে সময়ে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ কাশিমবাজারের কুঠীতে সামান্য কার্য করিতেন, সেই সময়ে সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদের বিরোধ হওয়ায় নবাব কাশিমবাজারের সমস্ত ইংরেজের প্রাণবধ করিবার আদেশ দেন। সেই ঘোর সংকটকালে ওয়ারেন্ হেস্টিংস্ কান্তমুদির দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে কান্ত আপনার প্রাণের মায়া না করিয়া শরণাগত সাহেবকে একটি নিরাপদ স্থানে কয়েক দিবস লুকাইয়া রাখেন, এবং "পান্তাভাত ও পুঁইশাক চচ্চড়ি" খাওয়াইয়া তাঁহার জীবন রক্ষা করেন। অতঃপর হেস্টিংস্ বাঙ্গালার শাসনকর্তা হইলে কান্তর কপাল ফিরিল। পূর্বকৃত মহোপকার স্মরণ করিয়া হেস্টিংস্ কৃষ্ণকান্তকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে হেস্টিংস্ সাহেবের অনুগ্রহে কৃষ্ণকান্ত কোম্পানির নিকট গাজিপুর ও আজিমগড় জেলার অন্তর্গত "দুহাবেয়ার" পরগনা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। কান্তবাবু কোন উপাধি লইতে অস্বীকার করায় তাঁহার পুত্র লোকনাথ "রাজা বাহাদুর" উপাধি লাভ করিলেন। এই লোকনাথ মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর প্রমাতামহ। লোকনাথের পুত্র হরিনাথ। তাঁহার পুত্র রাজা কৃষ্ণনাথ একবার খুনী মকদ্দমায় পড়িয়া আদালতে হাজির হইতে হইবে এই অপমানের ভয়ে কলিকাতায় আত্মহত্যা করেন। কৃষ্ণনাথের পত্নী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারানী স্বর্ণময়ী। বাং ১১৯৫ সালে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। কান্তবাবু হেস্টিংসের দাক্ষিণ্যস্বরূপ ছিলেন। হেস্টিংসের কৃপায় কান্তবাবু বিস্তর টাকা ও সম্পত্তি রাখিয়া যান। কান্তবাবুর মুদির দোকান যেখানে ছিল, রাজা কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় ও মহারানী স্বর্ণময়ীর উত্তরাধিকারী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী সেইখানে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

কান্তা—১। কমনীয়া, ইত্যাদি। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভার্যা, পত্নী ; স্ত্রী বিঃ, সুন্দরী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

কান্তায়স—কান্তলৌহ, অয়স্কান্ত, চুম্বক। কান্ত আয়স যাহার, বহু। বি ; পু বা ক্লী।

কান্তার—১। মহারণ্য, গহন বন ; দুর্গম পথ ; গর্ত। সংস্কৃত কিম্ শব্দের দ্বিতীয়ার বহুবচনে কান্ (কাহাদিগকে) ; কান্—ণিজন্ত তৄ (=তারি)+অন্ কর্তৃ। অথবা 'ক'র (সুখের) অন্ত=কান্ত, ৬তৎ ; কান্ত—ঋ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

কান্তি—কামনা ; শোভা ; সৌন্দর্য ; দীপ্তি ; দুর্গা। কম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

কান্তিক—লৌহ বিঃ, কান্ত লোহা, ইস্পাত। কান্তি—কৈ+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৮৩৫ খ্রীঃ জামালপুরের নিকট রাহুতা নামক গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জয়পুর কলেজের অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি তৎসময়ে

জয়পুরাধিপতি মহারাজ রাম সিংহের অনুরাগদৃষ্টিতে পতিত হন এবং উত্তরকালে ঐ জয়পুরের প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার মন্ত্রিত্ব সময়ে জয়পুরের বিবিধ বিষয়ে উন্নতি সাধিত হয়। ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে রাও বাহাদুর ও পরে সি. আই. ই. উপাধি দেন, এবং ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দে ফেমিন কমিশনের অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত করেন। ১৯০১ খ্রীঃ অব্দে ইনি নাগপুরে দেহত্যাগ করেন।

কান্তিদ—১। শোভাদায়ক। উপপৎ; কান্তি—দা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ঘৃত। বি; পু।

কান্তিভৃৎ—১। চন্দ্র। বি; পু। ২। কান্তিধারী; শোভাশালী। উপপৎ; কান্তি—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কান্তিমতী—১। শোভাশালিনী, সৌন্দর্য-বিশিষ্টা। কান্তিমৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রকলা; স্বর্বেশ্যা বিঃ। বি; স্ত্রী।

কান্তিমান্ (-মৎ)—১। কান্তিযুক্ত, শোভাশালী। কান্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **কান্তিমতী**। ২। চন্দ্র। বি; পু।

কান্দ—১। কন্দসম্বন্ধীয়; কন্দজাত। কন্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কান্দী**। ২। ক্রন্দন কর, কাঁদ। কপ্র। ক্রি।

কান্দড়—সর্প বিঃ, কানড়সাপ; তীর, তট, কিনারা; ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। বাংপ্র। বি।

কান্দন—কাঁদন, ক্রন্দন, রোদন। কপ্র। বি।

কান্দর্প—১। কন্দর্পসম্বন্ধীয়। কন্দর্প+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কান্দর্পী**। ২। কন্দর্পতনয়। বি; পু।

কান্দা—কাঁদা, ক্রন্দন করা। কপ্র। ক্রি।

কান্দাহার—আফগানিস্থানের সর্ববৃহৎ প্রদেশ ও শহর। এই প্রদেশ প্রধানতঃ দুরানী জাতির বাসস্থান। অনেকে বলেন, কান্দাহার প্রদেশই প্রাচীন "গান্ধার" দেশ।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এশিয়া খণ্ডে আলেকজান্দার দি গ্রেট যে সাতটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন, কান্দাহার তাহাদের অন্যতম। অনুমানের প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা বলেন যে, কান্দাহার বা "কান্দার" নামটি ইস্কান্দার বা সেকান্দার নামের সংক্ষেপ। ১৭০৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইহা পারস্তরাজের অধীনে থাকে। তাহার পর আফগানেরা ইহা অধিকার করে। পরে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির সাহ নিহত হইলে আমেদ সা আবদালি ইহা নিজ শাসনাধীনে আনেন। আফগান যুদ্ধের পর হইতে (১৮৭৯—৮১ খ্রীঃ) ইংরেজ দখল করিয়াছিল, কিন্তু কান্দাহারের শাসনকার্য আফগানিস্থানের আমীরের জনৈক শাসনকর্তার দ্বারা পরিচালিত হইত। পরে আফগানিস্থানের আমীর স্বাধীন রাজা হওয়ায় কান্দাহার আফগান রাজ্যভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

কান্না—ক্রন্দন, রোদন। বাংপ্র। বি।

কান্নাকাটি উচ্চৈঃস্বরে রোদন ও বিলাপ; ক্রন্দন ও আছাড় বিছাড়। বাংপ্র। বি।

কান্যকুব্জ—কনৌজ দেশ ['কন্যাকুব্জ' দ্রঃ]। কন্যাকুব্জ শব্দ+ষ্ণ। বি; পু।

কনৌজ উত্তর-প্রদেশের ফরাক্কাবাদ জেলার তহসীল বিঃ। কান্যকুব্জ আর্যসভ্যতার কেন্দ্রস্থলের অন্যতম। অতি প্রাচীনকাল হইতে খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত কান্যকুব্জ আর্য গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল। খ্রীঃ ১০১৮ অব্দে দেশটি গজনীর মামুদের হস্তে বিধ্বস্ত হয়। দেশের শেষ স্বাধীন রাজা জয়চাঁদ দিল্লী ও আজমীরাধিপতি পৃথ্বীরাজের উপর ঈর্ষ্যান্বিত ছিলেন। স্বয়ং পৃথ্বীরাজের অনিষ্ট-সাধনে অক্ষম হইয়া তিনি মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য গ্রহণ করেন। মহম্মদ ঘোরীর হস্তে পৃথ্বীরাজ শেষে পরাজিত ও নিহত হন ('জয়চাঁদ' ও 'পৃথ্বীরাজ' দ্রঃ)। ইহার পর বৎসরই মহম্মদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলে জয়চাঁদ পরাজিত হন, এবং পলায়নকালে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। প্রাচীন কনৌজের ধ্বংসাবশেষ পাঁচখানি গ্রাম দুই ক্রোশ ব্যাপিয়া অর্ধচন্দ্রাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে। অজয়পালের স্মৃতিমন্দির এবং জুম্মামসজিদ দ্রষ্টব্যের মধ্যে প্রধান। প্রথমোক্ত মন্দিরটি আনুমানিক খ্রীঃ ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় সৌধটি "সীতা-কি-রসুই" (সীতার রন্ধনাগার) নামে এখনও পরিচিত। জৌনপুরের ইব্রাহিম সাহ আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সৌধটিকে মসজিদাকারে পরিণত করেন।

কাপ—পেয়ালা, বাটি। ইংরেজী শব্দ (cup)। বি।

কাপ—১। কৌতুককারী; ছদ্মবেশী। বিণ। ২। কপট; ছল, শঠতা, চাতুরি; বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিঃ; ভঙ্গ কুলীন, বংশজ; কঠিন দেহের কর্তিত বা ভগ্ন অংশের আকার (যেমন কাপে কাপে জোড়া লাগা)। বাংপ্র। বি।

কাপটিক—১। কপটী, বঞ্চক, শঠ। কপট+ঠিক। বিণ। স্ত্রী—**কাপটিকী**। ২। চাটুকার; ছাত্র। বি; পু।

কাপট্য—কপটতা, কুটিলতা; শাঠ্য। কপট শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কাপড়—বস্ত্র, বসন, পরিচ্ছদ। বাংপ্র। বি।

কাপড়-চোপড়—পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য পরিচ্ছদ, বস্ত্রাদি। বাংপ্র। বি।

কাপড়া—কাপড়, বস্ত্র। হিন্দী। বি।

কাপড়ি—কাপালিক; বৌদ্ধ ভিক্ষু। প্রা কপ্র। বি।

কাপড্যা—কাপালিক। প্রা কপ্র। বি।

কাপথ—কুৎসিত পথ। কু যে পথ, কর্মধা। বি; পু।

কাপা—উত্তরবঙ্গের স্ত্রীলোকদিগের বক্ষের আচ্ছাদন বস্ত্র। প্রাদে। বি।

কাপালি, -লী—কপালী জাতি। প্রাদে। বি।

কাপালিক বর্ণসংকরজাতি বিঃ, কপালী; নরকপালধারী তান্ত্রিক বিঃ, [ইঁহারা সর্বাঙ্গে চিতাভস্ম মাখেন, ললাটে অঙ্গারের দাগ দিয়া থাকেন, ব্যাঘ্রচর্ম পরিধান ও হস্তে নরকপাল ধারণ করেন, এবং তাহা দ্বারাই পানভোজনের কার্য নির্বাহ করেন, ও সর্বদা ঘণ্টাধ্বনি করিয়া 'কালী' এবং 'ভৈরব' এই নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন]। কপাল+ষ্ণিক। বি; পু।

কাপালিনী—১। 'কাপালী' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। বেশ্যা; নাপিতস্ত্রী। বি; স্ত্রী।

কাপালী (কাপালিন্)—১। শিব। বি; পু। ২। ব্রতের নিমিত্ত নরকপাল ধারণ-কারী। কপাল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কাপালিনী**।

কাপাস—তুলা। কার্পাস শব্দের অপভ্রংশ। বাংপ্র। বি।

কাপিল—১। কপিলমুনি-প্রণীত সাংখ্য-শাস্ত্র; সাংখ্যমতাবলম্বী; পিঙ্গল বর্ণ। কপিল শব্দ+ষ্ণ। বি; পু। ২। পিঙ্গল-বর্ণযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—**কাপিলী**।

কাপিলেয়—কপিলা নাম্না রাক্ষসীর তনয়; কপিলমতাবলম্বী পঞ্চশিখ ঋষি। কপিলা+ষ্ণেয়। বি; পু।

কাপিশ—মাধবীলতাজাত মদ্য। কপিশ+ষ্ণ ভবার্থে। বি; ক্লী।

কাপুড়ে—বস্ত্রব্যবসায়ী। বাংপ্র। বি বা বিণ। **কাপুড়ে বাবু**—পরিচ্ছদে আড়ম্বর প্রদর্শনকারী অথচ অল্পধন ব্যক্তি। **কাপুড়ে মিনসে**—কাপড়-ব্যবসায়ী ব্যক্তি।

কাপুরুষ—ভীরু ব্যক্তি; বীর্যহীন পুরুষ; অসার ব্যক্তি। কু যে পুরুষ, কর্মধা। বি; পু। ভাববাচক বিশেষ্যে **কাপুরুষত্ব, কাপুরুষতা**।

কাপেয়—১। বানরসম্বন্ধীয়; বানরবংশীয়। কপি+ষ্ণেয়। বিণ। ২। বানরসন্তান। বি; পু। ৩। বানরের ন্যায় আচরণ, বাঁদরামি। বি; ক্লী।

কাপোত-১। কপোতসমূহ, পারাবতগণ; কপোতবৃত্তি, উঞ্ছবৃত্তি। কপোত+ষ্ণ। বি; ক্লী। ২। কপোতবর্ণ, কর্বুর। বিণ।

কাপ্তেন—জাহাজের কিংবা সেনাদলের অধ্যক্ষ; খেলার দলের সর্দার; সৈন্যাধ্যক্ষ; যাহার টাকায় ইয়ারবন্ধুগণ ফুর্তি (অন্যায় আমোদপ্রমোদ) করে। <ইং 'captain'. বি। **কাপ্তেন ধরা**—ইয়ারদলের অর্থসহায়ক ব্যক্তি সংগ্রহ করা।

কাফরি (**কাফ্রি**)—আফ্রিকাবাসী। <পো' afre'. বি।

কাফি—১। কফি (তাহা দ্রঃ)। ২। রাগিণী বিঃ। আ। বি।

কাফের—অমুসলমান। <আ 'কাফির'। বি। [বিণ।

কাবচিক কবচধারী যোদ্ধা। কবচ+ষ্ণিক।

কাবলীওয়ালা—কাবুল দেশবাসী; মেওয়াবিক্রেতা। বাংপ্র। বি।

কাবা—মুসলমান তীর্থ বিঃ; মক্কাস্থ তীর্থ বিঃ; উক্ত মন্দিরস্থ কৃষ্ণপ্রস্তর; বক্ষের আবরণহীন একপ্রকার ঢিলা চাপকান বা আলখিল্লা; ব্যাজ, ভান, ছল, কপট। <আ 'কাবহ্'। বি।

কাবাব—শূলবিদ্ধ অগ্নিপক্ব মাংস, আগুনের উপর ঝলসান মাংস। আ। বি।

কাবাবচিনি—সুগন্ধি মসলারূপে ব্যবহৃত গোলমরিচাকার ক্ষুদ্র কাল বীজ বিঃ, cubeb. আ-মু। বি।

কাবার-১। শৈবাল। বি; ক্লী। ২। অবসান, শেষ, সমাপ্তি বা সমাপ্ত। <পো 'acabar'. বি বা বিণ।

কাবারী—১। তৃণচ্ছত্র, টোকা। বি; স্ত্রী। ২। বাখারি, বাঁশের চটা। বাংপ্র। বি। ৩। শেষে দেয়; শেষের। পো-মু। বি বা বিণ।

কাবিল—যোগ্য, উপযুক্ত, লায়েক; প্রায়, দাখিল। আ। বিণ।

কাবু—রুগ্ণ, শীর্ণ, কাহিল; পরাজিত, অভিভূত, বশবর্তী, আয়ত্ত; জব্দ; শক্তিহীন, দুর্বল। তুর্কী। বিণ।

কাবুল—আফগানিস্থানের প্রদেশ বিঃ এবং বর্তমান রাজধানী। আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে ওর্ত্তস্পানম বা ওর্ত্তস্পান নামক স্থানের উল্লেখ আছে। ওর্ত্তস্পান "উর্দ্ধস্থান" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত। কেহ কেহ বলেন, কাবুলে অবস্থিত "বালা হিসার"ই এই "উর্দ্ধস্থান"। টলেমির ইতিহাসে "কাবোলেই" নামে এক জাতি এবং "কারুরা" বা কাবুরা নামে এক নগরের নাম দৃষ্ট হয়। মুসলমানগণের প্রাচীন ইতিহাসে কাবুল ও জাবুল নামক দুইটি স্থানের উল্লেখ আছে। জাবুল গজনীর সন্নিকট। ১৫০৪ খ্রীঃ অঃ বাবরসাহ কাবুলে রাজধানী স্থাপন করেন এবং তৎকর্তৃক ভারতবর্ষ আক্রমণের পূর্বে ১৫ বৎসর যাবৎ সেখানে রাজত্ব করেন। আফগান অধিপতি তৈমুর সার সময় হইতে পুনরায় কাবুল রাজধানী রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। শহরের সন্নিকটে সম্রাট্ বাবর ও তৈমুর সার সমাধি বিদ্যমান।

কাবুলী—কাবুলদেশীয়; কাবুলবাসী; কাবুলসম্বন্ধীয়। অসং। বিণ বা বি।

কাবুলীওয়ালা—কাবলীওয়ালা (তাহা দ্রঃ)।

কাবেরী—১। বেশ্যা। কু (কুৎসিত) বের (শরীর) যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী। ২। দক্ষিণ ভারতের সর্বপ্রধান নদী। এই নদীটি পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়া মহীশূরের মধ্য দিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মহীশূর মধ্যে এই নদীর সংঘাতে শ্রীরঙ্গপত্তন ও শিবসমুদ্র নামক দুইটি দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বীপ দুইটি পবিত্র স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। শ্রীরঙ্গ নামক আরও একটি পবিত্র দ্বীপ ও তীর্থস্থান উৎপন্ন হইয়াছে। এইখানে নদী দুইটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; একটির নাম কলেরুণ (বা কালিদাম), অপরটি কাবেরী নামেই পরিচিত। কলেরুণের উপরে স্যার আর্থার কটন ২২৫০ ফুট লম্বা একটি বাঁধ নির্মাণ করেন (১৮৩৬-১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ)। শিবসমুদ্র দ্বীপ বেষ্টন করিয়া কাবেরীর প্রসিদ্ধ প্রপাত বর্তমান।

ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর মধ্যে কাবেরী অন্যতম। কথিত আছে, পুতসলিলা গঙ্গা বৎসরে একবার করিয়া ভূগর্ভ দিয়া কাবেরীর উৎপত্তিস্থানে আসিয়া মিলিত হন। কাবেরী "দক্ষিণ গঙ্গা" বলিয়া পরিচিত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, ব্রহ্মা বিষ্ণুমায়া (বা লোপামুদ্রা) নাম্নী স্বীয় কন্যাকে প্রতিপালন করিবার জন্য কাবের নামক মুনির নিকটে রাখিয়া দেন। মুনির মুক্তিসাধন অভিপ্রায়ে বিষ্ণুমায়া আপনাকে নদীরূপে পরিণত করেন। কাবের মুনির নাম অনুসারে নদীর নাম কাবেরী হইয়াছে।

কাব্য—১। শুক্রাচার্য। কবি শব্দ+ষ্ণ্য। বি; পু। ২। কবিতা; রসাত্মক বাক্য। বি; ক্লী।

কাব্য দুই প্রকার,—দৃশ্যকাব্য ও শ্রব্যকাব্য। যে কাব্য রঙ্গভূমিতে নটনটী দ্বারা অভিনীত হয়, তাহার নাম দৃশ্যকাব্য।

যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, তাহাকে শ্রব্যকাব্য বলে। শ্রব্যকাব্য তিন প্রকার,—পদ্যময়, গদ্যময় এবং পদ্যগদ্যময়। ঐ সকল কাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত,—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য।

যে কাব্যে কোন দেবতা বা অসাধারণ গুণসম্পন্ন পুরুষের কিংবা একবংশোদ্ভব বহু নৃপতির সবিস্তর বিবরণ লিখিত হয়, তাহার নাম মহাকাব্য। মহাকাব্যে প্রাকৃতিক বিবিধ দৃশ্য ও পরিবর্তন বর্ণিত থাকে এবং তাহাতে আটটির অধিক সর্গ থাকে; যথা,—রামায়ণ, মহাভারত, মেঘনাদবধ ইত্যাদি।

মহাকাব্য অপেক্ষা অল্পায়ত ক্ষুদ্র কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে; যথা,—মেঘদূত, সীতার বনবাস, শকুন্তলা প্রভৃতি।

পরস্পর নিরপেক্ষ কতকগুলি কবিতাকে কোষকাব্য বলে; যথা,—সপ্তশতক, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রভৃতি।

কাব্যকলা—কবিতা রচনায় কৌশল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কাব্যকার—রসাত্মকবাক্য-রচয়িতা, কবিতা-লেখক, কবি। উপতৎ; কাব্য—কৃ+ষণ্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

কাব্যকুঞ্জ—কাব্যরূপ নিকুঞ্জ। রূপক বা মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

কাব্যকুসুম—কাব্যরূপ পুষ্প। রূপক বা মধ্যপ। বি; ক্লী।

কাব্যগ্রন্থ—কবিতাপুস্তক। মধ্যপ। বি; পু।

কাব্যচন্দ্রিকা-সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থ বিঃ। কাব্যের চন্দ্রিকা স্বরূপ. উপমিত কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কাব্যচৌর অপরের রচনা অপহরণকর্তা, যে অন্যের লেখা চুরি করে। ৬তৎ। বি; পু।

কাব্যজগৎ—কাব্যরূপ জগৎ, কাব্যরূপ ভুবন, কাব্যালোক। বি; ক্লী।

কাব্যপ্রকাশ—স্বনামখ্যাত অলংকার গ্রন্থ। কাব্যের প্রকাশ হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

কাব্যরস—কোন বর্ণনা শ্রবণ বা পাঠ করিলে অথবা নাটকাভিনয় দর্শন করিলে মনে যে স্থিরতর অপূর্ব ভাবের উদয় হয়, সেই স্থায়ী ভাবের নাম কাব্যরস। কাব্যের রস, ৬তৎ। বি; পু। কাব্যরস নয় প্রকার; যথা,—আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শান্ত।

নায়কনায়িকার অনুরাগবিষয়ক ভাবকে আদিরস (the erotic) বলে।

দয়া, ধর্ম, দান, দেশভক্তি ও সংগ্রামাদিতে উৎসাহবিষয়ক ভাবের নাম বীররস (the heroic)।

ইষ্টবিয়োগ বা অপ্রিয়সংযোগে যে শোকসঞ্চার হয়, তাহার নাম করুণরস (the pathetic)।

আশ্চর্য বিষয়াদি দর্শনে যে বিস্ময়াত্মক ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম অদ্ভুত রস (the surprising)।

বিকৃত আকার, বাক্য ও চেষ্টা দ্বারা যে ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম হাস্যরস (the comic)।

যাহা হইতে মনে ভয় হয়, তাহার নাম ভয়ানকরস (the fearful)।

যদ্দ্বারা মনে ঘৃণাজনক ভাবের উদয় হয়, তাহার নাম বীভৎসরস (the disgustful)।

ক্রোধজনক রসের নাম রৌদ্ররস (the terrible)।

তত্ত্বজ্ঞানাদিজন্য যে শান্তভাবের উদয় হয়, তাহার নাম শান্তরস (the quietistic)।

রসের উৎকর্ষসাধক ধর্মের নাম গুণ, style. গুণ তিনপ্রকার ; যথা—মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদ।

কাব্যের যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র চিত্ত আর্দ্র ও দ্রবীভূত হয়, তাহার নাম মাধুর্য (elegance)।

যে গুণ দ্বারা চিত্ত উদ্দীপিত হয় তাহার নাম ওজঃ (incitement)।

যে গুণ থাকিলে শ্রবণমাত্র অর্থগ্রহ হয়, তাহার নাম প্রসাদগুণ (perspicuity)।

কাব্যরসিক—কাব্যরসজ্ঞ, কাব্যরসের মর্মজ্ঞ। কাব্যরস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ।

কাব্যলিঙ্গ—অলংকার বিঃ। বি ; স্ত্রী।

কাব্যবিশারদ—১। কাব্যবিষয়ে পণ্ডিত, কাব্যবিষয়ে শ্রেষ্ঠ। কাব্যে বিশারদ, ৭তৎ। ২। কাব্য দ্বারা খ্যাত। ৩তৎ। বিণ।

কাব্যা—বুদ্ধি। কবি শব্দ+ষ্য+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাব্যানুশীলন—কাব্যের আলোচনা বা চর্চা। কাব্যের অনুশীলন, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কাব্যিক—কাব্যসম্বন্ধীয়। কাব্য+ইক সম্বন্ধীয়ার্থে। বিণ।

কাম—১। কন্দর্প, মদন। ণিজন্ত কম্ (=কামি)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। রেতঃ, শুক্র। বি ; স্ত্রী। ৩। ইচ্ছা, বাঞ্ছা, অভিলাষ ; স্ত্রীপুরুষের সম্ভোগ-প্রবৃত্তি। কম্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ৪। কার্য, কাজ। কর্মপদের অপভ্রংশ। বি।

কামকলা—১। কামপত্নী, রতি। ৬তৎ। ২। রতিশাস্ত্র। কাম রূপা কলা (বিদ্যা), রূপক। বি ; স্ত্রী।

কামকাম—ইষ্ট-বস্তু-লিপ্সু। কাম (অভীষ্ট) কম্ (ইচ্ছা করা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ।

কামকার—যথেচ্ছক্রিয়। কাম শব্দ (ইচ্ছা) —কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কামকারী**।

কামকূট—কামাসক্ত ব্যক্তি ; জার ; উপপতি ; বেশ্যার ঠাট বা হাবভাব। কাম কূট (প্রধান) যাহার, বহু। বি ; পু। [পু।

কামকূপ—যোনিরন্ধ্র, ভগ। ৬তৎ। বি ;

কামকেলি—১। কামুক, বিট, লম্পট। কাম হইয়াছে কেলি যাহার, বহু। বিণ। ২। উপপতি, জার। ৩। সুরতক্রিয়া, রতিক্রীড়া। ৪তৎ। বি ; পু।

কামগ, -গামী (-গামিন্) - ইচ্ছানুসারে সর্বত্র গমনক্ষম। কাম—গম্+ড ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গা, -মিনী**।

কামগন্ধ—কামের গন্ধ অর্থাৎ লেশ পরিমাণ, অত্যন্ত অল্প কামভাব। ৬তৎ। বি ; পু।

কামগিরি কামরূপের একটি পর্বত। কামজনক যে গিরি, মধ্যপ। বি ; পু।

কামচর - স্বেচ্ছাবিহারী ; ইচ্ছানুসারে সর্বত্রগামী। কাম শব্দ (ইচ্ছা)—চর্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কামচরা, কামচরী**।

কামচার—১। স্বেচ্ছাচার। উপতৎ ; কাম—চর+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। স্বেচ্ছা-চারী। কাম শব্দ - চর্+ষণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কামচারা, কামচারী**।

কামচারী (-চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী ; লম্পট-স্বভাব। উপতৎ ; কাম—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী - **কামচারিণী**।

কামজ কামজাত, কামোৎপন্ন ; বাসনা-সম্ভূত। উপতৎ ; কাম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। [মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরীবাদ, স্ত্রী, মদ, নৃত্য, গীত, বাদ্য এবং বৃথা ভ্রমণ এই দশটি কামজ (কামজ ব্যসন)।]

কামজনন—কামোদ্দীপক (মাল্যচন্দন স্ত্রী প্রভৃতি)। কাম জন্মায় যে এই বাক্যে উপতৎ ; কাম—জন্ (জন্মানো)+ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ।

কামজিৎ—কার্তিকেয় (ইনি রূপে কাম জয়ী) ; বুদ্ধ (ইনি কামকে জয় করিয়া-ছিলেন) ; মহাদেব (ইনি কামকে ভস্ম করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জেতা)। উপতৎ ; কাম—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

কামজ্বর—কামানল, প্রবল কামপ্রবৃত্তি। কামজনিত যে জ্বর, মধ্যপ। বি ; পু।

কামড়—দংশন, দন্তাঘাত ; বেদনা, কামড়ানি কটকটানি। বাংপ্র। বি।

কামড়াকামড়ি—পরস্পর দংশন বা দন্তা-ঘাত ; পরস্পর গ্রহণচেষ্টা, হামড়াকামড়ি। বাংপ্র। বি।

কামড়ানি—কামড়, দংশন, দন্তাঘাত ; কট-কটানি যন্ত্রণা ; প্রদাহ ; উদ্দীপনা, উত্তে-জনা। বাংপ্র। বি।

কামড়ানো - দংশন করা, দন্তাঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি।

কামড়ি—ধাতুর পাত্রের কিনারা মুড়িয়া জোড় ; কামড়, দংশন। বাংপ্র। বি।

কামতন্ত্র—১। কামশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। কামবশ, কাম-পরায়ণ। ৬তৎ। বিণ।

কামতিথি—মদন ত্রয়োদশী। এই তিথিতে কামদেবের অর্চনা করা হয়। কামের তিথি, ৬তৎ। বি ; পু বা স্ত্রী।

কামদ—অভীষ্টদাতা ; ইষ্টসিদ্ধিপ্রদ ; অভি-লষিত প্রদানকারী। উপতৎ ; কাম শব্দ —দা+ড কর্তৃ। বিণ।

কামদা—১। অভীষ্টদাত্রী, অভিলষিত-দায়িনী। বিণ ; স্ত্রী। ২। কামধেনু। বি ; স্ত্রী।

কামদার—১। সূচিকার্যবিশিষ্ট, শিল্পকর্ম-শোভিত। বিণ। ২। ভৃত্য। হি। বি।

কামদুঘা—কামধেনু। উপতৎ ; কাম—দুহ্+কপ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কামদেব—মদন, কন্দর্প (ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র)। কর্মধা। বি ; পু।

কামধেনু - অভীষ্টদায়িনী গবী, সুরভি, দেবগবী [কথিত আছে যে, এই গবীর নিকট যে যাহা প্রার্থনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়]। কামদায়িনী যে ধেনু, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। কামধেনুর উৎপত্তির বিবরণ এই—দক্ষের সুরভি নামে তনয়া ছিলেন, তিনি গোগণের মাতা, এবং মহাভাগা ও সর্বলোকের উপকারিণী। প্রজাপতি কশ্যপের ঔরসে সুরভির গর্ভে একটি কন্যা জন্মেন। তাঁহার নাম রোহিণী, তিনি শুভ্রবর্ণা ও মানবগণের কামদুঘা ছিলেন। অতিশয় তপোবলে উজ্জ্বল শূরসেন হইতে ঐ রোহিণীতে কাম-ধেনুর উৎপত্তি হয়। কামধেনু সর্বসুলক্ষণ-সমন্বিতা।

কামধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—শংকর, শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

কামন—কামুক, ইচ্ছুক। ণিজন্ত কম্ বা কামি+অন কর্তৃ। বিণ।

কামনা—১। কামুকী ইত্যাদি। বিণ ; স্ত্রী। ২। বাসনা, ইচ্ছা, অভিলাষ। ণিজন্ত কম্ (=কামি)+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কামপত্নী—রতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কামপাল—বলরাম, শ্রীকৃষ্ণাগ্রজ। উপতৎ; কাম—পালি+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কামপীঠ—কূপাদির উপরিভাগে রক্ষা স্থান, পাড়। ৬তৎ। বি; পু বা স্ত্রী।

কামপূর—১। বাসনাপূর্ণকারী, —অভীষ্ট-দাতা। কাম-পূর্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। ভগবান্, পরমেশ্বর। বি; পু।

কামপ্রদ—১। অভীষ্টদাতা। উপতৎ; কাম—প্র-দা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। পরমেশ্বর; রতিবন্ধ বিঃ। বি; পু।

কামবাই—কামোন্মাদ, কামপরায়ণতা, প্রবল কামাসক্তি। বাংপ্র। বি। বিণ, **-বেয়ে**।

কামবাণ—কামশর, কামজ্বর, প্রবল কাম-প্রবৃত্তি। ৬তৎ। বি; পু।

কামবৃত্ত—যথেচ্ছাচারী। কামানুযায়ী বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ।

কামমহ—মদনোৎসব (চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই উৎসব হইয়া থাকে)। ৬তৎ। বি; পু।

কামমোহিত—শৃঙ্গারাভিলাষ জন্য অভি-ভূত বা বিহ্বল। ৩তৎ। বিণ।

কাময়িতা (-তৃ)—কামনাকারী; কামুক। কামি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কাময়িত্রী**।

কামরঙ্গ—কামরাঙ্গা ফল। কাম—রন্জ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

কামরা—কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, ঘর। পোর্ত্তু। বি।

কামরাঙ্গা—শিরাল ঈষদম্ল ফল বিঃ। <কর্মরঙ্গ। বি।

কামরূপ—১। স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারী; সুরূপ, সুন্দর। কামানুসারে রূপ যাহার, বহু। বিণ। ২। স্বেচ্ছানুযায়ী মূর্তি, ইচ্ছামত রূপ। মধ্যপ। বি; পু। ৩। আসাম রাজ্যের জেলা বিঃ। ব্রহ্মপুত্র নদ এই জেলাটিকে দুই অংশে বিভক্ত করিয়াছে।

এখানে "মহাপুরুষিয়া" নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এখানকার মুসলমান জাতির মধ্যে "গরিয়া" (দরজী) এবং "মারিয়া" (কাঁসারী) শ্রেণী উল্লেখ-যোগ্য। ইহারা মুসলমান বলিয়া আপনা-দের পরিচয় দেয়।

কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ। মহাভারতে এই দেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ভগদত্ত নামক জনৈক রাজা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কৌরবগণের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং অর্জুনহস্তে নিহত হন। তাঁহার রাজধানীর নাম প্রাগ্-জ্যোতিষপুর (বর্তমান গৌহাটী)। গৌহাটী অধুনা কামরূপ জেলার প্রধান মহকুমা। ভগদত্তের বংশাবলী যোগিনী-তন্ত্রে বিবৃত আছে। আহমগণের আগমনের পূর্বে আসাম প্রদেশে যে আর্য-সভ্যতার প্রভাব ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কামরূপে অনেকগুলি হিন্দুতীর্থ আছে, তাহার মধ্যে মহামুনির ও কামাখ্যা দেবীর মন্দির, এই দুইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বি; পু।

কামরূপী (-রূপিন্)—১। স্বেচ্ছাক্রমে রূপধারী; সুরূপ। কামরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কামরূপিণী**। ২। বিদ্যাধর। বি; পু।

কামরেখা—বেশ্যা। কামের (কামক্রীড়ার) রেখা (সমূহ) আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

কামল—১। বসন্তকাল; কামলা, কাঁওল রোগ। উপতৎ; কাম—লা+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। কামী, কামুক। কাম শব্দ +ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

কামলতা—১। কামুকত্ব। কামল+তা ভাবার্থে। ২। শিশ্ন, পুরুষাঙ্গ; কামের লতা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কামলা—১। কামুকী। বিণ; স্ত্রী। ২। রোগ বিঃ, কাঁওল [এই রোগে চক্ষু ও অন্যান্য অবয়ব হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং রোগীও সমস্তই হরিদ্রাবর্ণ দেখে]। বি; স্ত্রী।

কামশক্তি—কামপ্রবৃত্তি, রতি; কামক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষমতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কামশর—কামদেবের বাণ [কামদেবের পঞ্চবাণ; যথা,—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন, স্তম্ভন]; আম। ৬তৎ। বি; পু।

কামশাস্ত্র স্বর্গাদির প্রতিপাদক শাস্ত্র; রতিশাস্ত্র। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কামসখ কন্দর্পের সখা, বসন্তকাল; আম্র বৃক্ষ। কামের সখা, ৬তৎ। বি; পু।

কামসুত প্রদ্যুম্নতনয় অনিরুদ্ধ। ৬তৎ। বি; পু।

কামাই—১। নিয়মিতকর্মে অনুপস্থিতি; অবকাশ, অবসর, বিশ্রাম, ছুটি। <ফা 'কমী'। ২। উপার্জন। বাংপ্র। বি।

কামাখ্যা—কামরূপ জেলায় অবস্থিত পাহাড়। এই পাহাড়ের শিখরদেশে কামাখ্যা দেবীর মন্দির। কামাখ্যা দুর্গার নামান্তর। দেবীর নাম হইতেই পাহাড়ের নাম কামাখ্যা। এই পাহাড়টি গৌহাটী হইতে প্রায় এক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। মন্দিরটি দুরারোহ। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, বিষ্ণু সুদর্শন চক্র দ্বারা তাঁহার মৃতদেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। সতীদেহের অংশবিশেষ এই স্থানে পতিত হওয়াতে, স্থানটি তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। তান্ত্রিক উপাসকগণ কামাখ্যা দেবীর দর্শন ও উপাসনা জীবনের প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে করেন। মন্দিরে তিনটি বাৎসরিক উৎসব হইয়া থাকে; (১) জানুয়ারি মাসে "পুষ্যাবিষ" (দেবীর সহিত কামেশ্বরের বিবাহ উৎসব); (২) অগস্ট মাসে "মনসা পূজা"; (৩) সেপ্টেম্বর মাসে "শারদীয়া পূজা"। প্রত্যেক উৎসব উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হয়। বি; স্ত্রী।

কামাগ্নি—কামানল, প্রবল শৃঙ্গারাভিলাষ। কামরূপ যে অগ্নি, রূপক। বি; পু।

কামাগ্রি—কামাই (সকল অর্থে)। গ্রা কপ্র। বি।

কামাতুর—কামার্ত, কাম-প্রভাবে অতি কাতর। কাম দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ।

কামাত্মা (কামাত্মন্)—কামাকুলচিত্ত, কামের নিতান্ত বশ; ফলকামী। কামে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কামান—১। সুবৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র, তোপ; ক্ষৌরকর্মসাধন। বাংপ্র। ২। আড়ধনু। ফা-মু। বি।

কামানল—কামরূপ অগ্নি, অত্যন্ত প্রবল কামাভিলাষ। কামরূপ যে অনল, রূপক। বি; পু।

কামানি—ক্ষৌরকারের বেতন; বেতনমাত্র; স্থিতিস্থাপক-গুণোপেত লৌহাদি (যেমন ছাতার সিক, গাড়ির স্প্রিং প্রভৃতি)। বাংপ্র। বি।

কামানিয়া—কামানচালক, গোলন্দাজ। গ্রা কপ্র। বি।

কামানো—১। উপার্জন; ক্ষৌরকর্মকরণ। বি। ২। ক্ষৌরকর্ম করা হইয়াছে এমন; উপার্জিত। বিণ। ৩। ক্ষৌরকর্ম করা; উপার্জন করা। বাংপ্র। ক্রি।

কামান্ধ—কাম দ্বারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, কামমুগ্ধ। কামদ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ। বি—**কামান্ধতা, -ত্ব**।

কামাবশায়িতা, কামাবসায়িতা—অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের মধ্যে ইচ্ছানুসারিত্বরূপ ঐশ্বর্য; ইন্দ্রিয়নিগ্রহশক্তি। কাম—অব—শী ও সো+ণিন্ কর্তৃ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কামায়ুঃ—গরুড়। কামানুরূপ আয়ুঃ যাহার, বহু। বি; পু।

কামায়ুধ—কামদেবের অস্ত্র—অরবিন্দ, অশোক, আম্র, নবমল্লিকা ও রক্তোৎপল; কামের আয়ুধ, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কামার—কর্মকার, লৌহকার, লোহার। < কর্মার। বি; পু। স্ত্রী—**কামারনী**।

কামারণ্য সুন্দর বন। কাম যে অরণ্য, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কামারশালা—কামারের কর্মস্থল, কামারের কারখানা। বাংপ্র। বি।

কামারি—মহেশ্বর, মহাদেব। কামের অরি, ৬তৎ। বি ; পু।

কামার্ত—কামপীড়িত, নিতান্ত কামাভিলাষী। কাম দ্বারা আর্ত, ৩তৎ। বিণ।

কামাসক্ত—কামনানুরক্ত, বিষয়ানুরাগী ; শৃঙ্গারানুরক্ত, সম্ভোগপ্রিয়। কামে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ।

কামিজ—একরকম জামা, সাহেবী ধরনের পিরান। < আ 'কমীস'। বি।

কামিত—ঈপ্সিত ; প্রার্থিত। ণিজন্ত কম্ (=কামি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কামিতা—কামপ্রবণতা, sexuality. কামিন্+তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

কামিনী—১। কামুকা ; কামনাযুক্তা। বিণ ; স্ত্রী। ২। অতিশয় কামুকা স্ত্রী ; ভীরু স্ত্রী ; নারী, রমণী ; স্বনামখ্যাত পুষ্প ও পুষ্পবৃক্ষ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ৩। একপ্রকার সুরভি ধান্য। বাংপ্র। বি।

কামিনী রায়—বাঙ্গালার প্রথম প্রতিভাশালিনী মহিলা-কবি। ইনি স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের কন্যা ('চণ্ডীচরণ সেন' দ্রঃ)। বরিশাল জেলার বাসন্দা গ্রামে ১৮৬৪ খ্রীঃ ১২ই অক্টোবর তাঁহার জন্ম হয়। শৈশবে তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে কবিতা ও স্তোত্র আবৃত্তি করিতে শিখাইতেন। এইরূপে শৈশবকাল হইতেই তাঁহার কবিত্ব-শক্তির স্ফুরণ হয়। তাঁহার জননী তাঁহাকে গোপনে বর্ণমালা শিক্ষা দিতেন ; তাহার কারণ তখনকার কালে হিন্দু পুরমহিলাগণের লেখাপড়া শিক্ষা করা নিন্দনীয় বিবেচিত হইত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ইহার পর বৎসর চণ্ডীচরণের স্ত্রী-কন্যাও কলিকাতায় চণ্ডীচরণের নিকট আসিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কন্যার প্রাথমিক শিক্ষার ভার এখন হইতে চণ্ডীচরণ স্বয়ং গ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে কামিনী রায় স্কুলে ভরতি হইয়া বোর্ডিংএ প্রেরিত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃতে অনার্স লইয়া বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া বেথুন কলেজের স্কুলবিভাগে শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্তা হন। পরে তিনি ঐ কলেজে অধ্যাপনাও করিয়াছিলেন।

অষ্টম বর্ষ বয়স হইতে কামিনী রায় কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন। "আলো ও ছায়া" নামে কামিনী রায়ের প্রথম কবিতাপুস্তক ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু প্রথমে তাহাতে গ্রন্থকর্ত্রীর নাম প্রকাশিত হয় নাই।

তাঁহার কবিতা পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সিভিলীয়ান কেদারনাথ রায় মহাশয় তাঁহাকে বিবাহ করেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বামীর অপঘাতে মৃত্যু হয়। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের বুধবার কামিনী রায়ের মৃত্যু হয়। 'আলো ও ছায়া' ব্যতীত তাঁহার 'অম্বা', 'পৌরাণিকী', 'মহাশ্বেতা', 'পুণ্ডরীক', 'একলব্য', 'দ্রোণ-ধৃষ্টদ্যুম্ন', 'শ্রাদ্ধিকী' প্রভৃতি কয়েকখানি প্রসিদ্ধ কবিতাপুস্তক আছে।

কামিনীসুলভ—যাহা সকল স্ত্রীলোকেই দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ।

কামী (কামিন্)—১। কামবিশিষ্ট, কামুক ; কামনাযুক্ত। কাম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কামিনী**। ২। চক্রবাক। বি ; পু।

কামীন—কামুক। কাম+ঈন। বিণ।

কামুক—রমণাভিলাষী ; অভিলাষী। কম্+উক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কামুকা, কামুকী**। [বি ; পু।

কামেশ্বর—পরমেশ্বর। কামের ঈশ্বর, ৬তৎ।

কামেশ্বরী—কামাখ্যাস্থিতা দেবী বিঃ। কামদায়িকা ঈশ্বরী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কামোদ—সংগীতের রাগ বিঃ। বি ; পু।

কামোদক—মৃতব্যক্তির উদ্দেশে স্বেচ্ছাক্রমে প্রদত্ত জল। কাম প্রদত্ত উদক, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কামোপহত—১। কামপীড়িত, কামার্ত। কামদ্বারা উপহত, ৩তৎ। বিণ। ২। মদনভস্মকারী শিব। কাম উপহত যদ্দ্বারা, বহু। বি ; পু।

কাম্পিল্য, কাম্পিল্ল—দেশ বিঃ, পঞ্চাল (অধুনা রোহিলখণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত)। এই স্থানে পূর্বকালে সংস্কৃত বিদ্যার, বিশেষতঃ চিকিৎসাবিদ্যার সবিশেষ চর্চা ছিল)। কম্পিলা বা কম্পিল্ল শব্দ (নদী বিঃ)+ষ্ণ। বি ; পু।

কাম্বল—১। কম্বল-সম্বন্ধীয় ; কম্বলাবৃত। কম্বল+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কাম্বলী**। ২। কম্বলাবৃত রথ। বি ; পু।

কাম্বোজ—দেশ বিঃ, কম্বোজ দেশ ; কম্বোজদেশীয় অশ্ব ; যবনজাতি বিঃ ; পুন্নাগ। বি।

কাম্য—১। ভোগ্য ; অভিলষণীয় ; কমনীয়, সুন্দর ; অভীষ্ট ; ফলাকাঙ্ক্ষায় অনুষ্ঠেয়। ণিজন্ত কম্+য কর্ম। বিণ। ২। অভীষ্ট কর্ম। বি ; স্ত্রী।

কাম্যকবন—অরণ্য বিঃ (ইহা সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল, এইখানে পাণ্ডবেরা অনেক দিন বাস করেন)। বি ; স্ত্রী।

কাম্যদান—১। কামনাপূর্বক দান, ফলাকাঙ্ক্ষায় দান। ৪তৎ। ২। কাম্য বস্তুর দান, অভীষ্ট দ্রব্যের বিতরণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কাম্যফল—অভীষ্টফল, কামনাপূর্বক দানাদি কর্মের ফল। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কাম্যমান—প্রার্থ্যমান, যাহার কামনা বা প্রার্থনা করা যাইতেছে এরূপ। ণিজন্ত কম্ (=কামি)+শান কর্ম। বিণ।

কায়—১। দেহ, শরীর ; সমূহ ; লক্ষ্য ; স্বভাব ; গৃহ। চি (চয়ন করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। প্রাজাপত্য বিবাহ। ক শব্দ (ব্রহ্মা)+ষ্ণ। বি ; পু। ৩। করতলস্থ কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলির মূলদেশ, মনুষ্যতীর্থ। বি ; স্ত্রী। ৪। কারে, কাকে, কাহাকে। সর্ব। ৫। কি জন্য, কেন। প্রা কপ্র। অ।

কায়কল্প—দীর্ঘায়ু হইবার ও যৌবন ফিরিয়া পাইবার আয়ুর্বেদোক্ত চিকিৎসা-পদ্ধতি বিঃ। বি ; স্ত্রী।

কায়ক্লেশ—শরীরের কষ্ট, উপবাসাদি কার্য। ৬তৎ। বি ; পু।

কায়ক্লেশে—উপবাস বা একাহার করিয়া, অতিকষ্টে। ক্রি-বিণ।

কায়চিকিৎসা—জ্বর ইত্যাদি দৈহিক রোগের চিকিৎসা। বি ; স্ত্রী।

কায়দা—১। নিয়ম ; আয়ত্তি, বশবর্তিতা। বি। ২। আয়ত্ত, পরাভূত, জব্দ। < আ 'কাইদহ্'। বিণ।

কায়ফল—কটফল। বি।

কায়বার—স্তুতিকীর্তন, গুণগান। প্রা কপ্র। বি।

কায়মন—দেহ ও অন্তঃকরণ। বাংপ্র। বি।

কায়মনোবাক্যে—শরীর, অন্তঃকরণ ও বচন দ্বারা অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে। কায় ও মনঃ ও বাক্য=কায়মনোবাক্য (দ্বন্দ্ব), তাহাতে অর্থাৎ তদ্দ্বারা। বি ; করণকারক ; বা ক্রি-বিণ।

কায়স্থ—১। শরীরস্থিত, দেহস্থ। উপতৎ ; কায়—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। জীবাত্মা ; জাতি বিঃ, কায়েত, সর্বশ্রেষ্ঠ শূদ্রজাতি (ব্রহ্মার কায় হইতে এই জাতির জন্ম। মতান্তরে কায়স্থজাতি শূদ্রপদবাচ্য নহে, ক্ষাত্রধর্মাচারী চিত্রগুপ্তের বংশজাত অসংস্কৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত)। বি ; পু।

কায়স্থা—১। শরীরস্থিতা। কায়স্থ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কায়স্থজাতীয়া স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

কায়া—শরীর, দেহ। < কায়। বি।

কায়িক—শারীরিক, দৈহিক। কায় শব্দ+ ঠিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কায়িকী**।

কায়িকা—ধনের বৃদ্ধিবিশেষ। কায়িক শব্দ +আপ্। বি ; স্ত্রী।

কায়েত—কায়স্থজাতি। বাংপ্র। বি।

কায়েম—১। দৃঢ়তা, স্থিরতা, স্থায়িত্ব। বি।

২। দৃঢ়, মজবুত, স্থির, স্থায়ী। < আ 'কায়িম'। বিণ।

কায়েমী—সুদৃঢ়, মজবুত, চিরস্থায়ী, পাকা। আ-মু। বিণ। **কায়েমী জমা**—চিরস্থায়ী জমা, পাকা জমা, যাহা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করা যায় এরূপ জমা।

কার—১। কার্য। কৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। করণ, করা। কৃ+ঘঞ্ ভাব। ৩। বধ; ধ্বংস। কৃ (হিংসা করা)+ঘঞ্ ভাব। ৪। বর্ণ; অক্ষর বা তাহার চিহ্ন; উক্তি, উচ্চারণ (জয় জয়কার, হাহাকার); হিমালয়। কৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। ৫। (কোনও কর্মপদের পরবর্তী হইলে তাহার) কর্তা, শিল্পী। কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু। ৬। গলায় বা কোমরে পরিবার এক রকম কাল সুতা। সম্ভবতঃ ইংরেজী কর্ড (cord) শব্দের বিকৃতি। বি।

কারক—১। কর্মকর্তা, যে করে। কৃ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কারিকা**। ২। (ব্যাকরণে) ক্রিয়ার সহিত কোন পদের অন্বয়কে কারক বলে। কারক ছয় প্রকার। যথা,—কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, সম্প্রদানকারক, অপাদান-কারক ও অধিকরণকারক। (১) যে হয় বা করে, তাহাকে কর্তা বলে। (২) কর্তার কার্য দ্বারা যাহা সম্পাদিত হয়, তাহাকে কর্ম বলে। (৩) কর্তা যে সকল উপায়ে কার্য সম্পাদন করে, তৎসমুদায়ের মধ্যে সর্বপ্রধান বা প্রধানতম উপায়কে করণ বলে। (৪) যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহাকে অর্থাৎ দানের উদ্দেশ্য বা পাত্রকে সম্প্রদান বলে। (৫) যাহা হইতে চলন, ভয়, ত্রাণ, জুগুপ্সা, পরাজয়, প্রমাদ, আদান, উৎপত্তি, বিরাম, অন্তর্ধান ও নিবারণ বুঝায়, তাহাকে অপাদান বলে। অপাদানে ৫মী বিভক্তি হয়। (৬) পরম্পরা সম্বন্ধে ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে।

কারকারবার—বিষয়কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য; বিষয়কর্ম জন্য সম্পর্ক। বাংপ্র। বি।

কারকিত—কারিগরি, কর্মকুশলতা; জমিতে ফসল লাগাইবার পূর্ববর্তী সমস্ত কার্য। বাংপ্র। বি।

কারকুন—বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক; প্রজার নিকট আদায় উসুলের হিসাব-রক্ষক কর্মচারী। ফা। বি।

কারখানা—কর্মশালা, দ্রব্যনির্মাণশালা, factory, workshop; ব্যাপার, কাণ্ড। ফা। বি।

কারচুপি, -চুবি—বস্ত্রের উপর নানা-প্রকার সূচিশিল্প; চাতুরী, কপটতা, চালাকি, ধূর্ততা। < ফা 'কারচোব'। বি।

কারণ—১। হেতু, নিমিত্ত; মূল; উদ্দেশ্য; সাধন; তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মদ্য; কার্যসাধনোপায়। ণিজন্ত কৃ (= কারি)+অনট্ ভাব। ২। ইন্দ্রিয়; দেহ। করণ (ইন্দ্রিয়)+ক স্বার্থে। ৩। বধ। কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৪। যেহেতু। বাংপ্র। অ।

কারণজল, কারণবারি—ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির মূলস্বরূপ জল [ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিবার পূর্বে গর্ভোদক-নামক জলের সৃষ্টি করেন, পরে তাহা হইতে অণ্ড উত্থিত হয়, এবং চরাচর সমস্তই সৃষ্ট হয়; এই জন্যই ঐ জলকে কারণজল বলে]। কারণরূপ যে জল, বারি, রূপক। বি; ক্লী।

কারণমালা—অর্থালংকার বিঃ [পূর্ব পূর্ব পদার্থ যদি পর পর পদার্থের কারণ-রূপে বর্ণিত হয় তবে তথায় কারণমালা অলংকার হয়]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কারণশরীর—স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণভেদে শরীর ত্রিবিধ, তন্মধ্যে তৃতীয় প্রকার শরীর। কর্মধা। বি; ক্লী।

কারণা—তীব্র যাতনা, নরকযন্ত্রণা। ণিজন্ত কৃ (=কারি)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কারণিক—কারণসম্বন্ধীয়; পরীক্ষক। কারণ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কারণিকী**।

কারণীভূত—হেতুভূত, কারণস্বরূপ; পূর্বে যাহার কারণ ছিল না, কিন্তু এক্ষণে হইয়াছে এমন। কারণ+চ্বি অভূত-তদ্ভাবার্থে-ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কারণোত্তর—প্রত্যবস্কন্দন, অভিযোগের বিষয় প্রথমে সত্য বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া পরে প্রতিকূল হেতু প্রদর্শনপূর্বক তদুত্তর দান [ইহা তিনপ্রকার, যথা,—বলবৎ, তুল্যবল ও দুর্বল। উদাহরণ—১। বাদী প্রতিবাদীকে বলিল যে, "তুমি আমার নিকট হইতে একশত মুদ্রা লইয়াছ।" প্রতিবাদী বলিল, "আমি তোমার নিকট একশত মুদ্রা লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি।"—এইটি বলবৎ কারণোত্তর। ২। "আমার এই ভূমি বরাবর দখলে আছে।"—বাদীর এই কথায় প্রতিবাদী বলিল যে, "আমার এই ভূমি বরাবর দখলে আছে।"—এইটি তুল্যবল। ৩। বাদীর ২য় প্রকারের উক্তিতে প্রতিবাদী বলিল, "এই ভূমি আমার, কেননা আমি ইহা দশ বৎসর ভোগ করিতেছি।" এইটি দুর্বল কারণোত্তর। ব্যবহার তত্ত্বে এই সকল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে]। কারণের উত্তর, ৬তৎ। বি; ক্লী।

কারণ্ডব—হংস বিঃ। কারণ্ড (জল)—বা (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

কারদানি—কৃতিত্ব, কার্যকুশলতা, কেরা-মতি, পৌরুষ। ফা। বি।

কারপরদাজ—কর্মচারী, কার্যকারক, পরি-চারক, চাকর। ফা। বি।

কারবল্লী—করলা গাছ। বি; স্ত্রী।

কারবাইড—চুন-অঙ্গার ঘটিত পদার্থ বিঃ [ইহাতে জল দিলে এসিটিলিন্ গ্যাস উৎপন্ন হয় যাহা লোকে জ্বালাইয়া থাকে। ক্যালসিয়ম কারবাইডের সংক্ষেপ]। < ইং 'carbide'. বি।

কারবার—কর্ম, কার্য, বৈষয়িক ব্যাপার, বিষয়কর্ম; ব্যবসায়; বৃত্তি, পেশা; আদান-প্রদান, লেন-দেন; সম্পর্ক, ব্যবহার। < ফা 'কারোবার'। বি।

কারবারী—বৈষয়িক, বিষয়কর্মে ব্যাপৃত, ব্যবসায়ী। ফা-মু। বিণ।

কারবেল্ল—১। করলাগাছ। বি; পু। ২। করলা ফল। কারবেল্ল+ক। বি; ক্লী।

কারমাইকেল, লর্ড—ইনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ত্রয়োদশ ব্যারনেটের প্রথম পুত্র। ইনি কেমব্রিজের সেন্ট জন কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ব্যারন অ্যালবার্ট নিউজেন্টের কন্যা মেরী হেলেন্ এলিজাবেথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি স্বদেশে নানাকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মাদ্রাজের গভর্নর হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে বাঙ্গালা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিগণিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল লর্ড কারমাইকেল এই স্বতন্ত্র বাঙ্গালার প্রথম গভর্নর হন। ইনি ঐ পদে পূর্ণ ৫ বৎসর কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

লর্ড কারমাইকেল নানা হিতকর কার্য করিয়া বঙ্গদেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হন। ইনি ভারতবাসিগণকে নানা উচ্চকর্মে নিযুক্ত হইবার সুযোগ প্রদান করেন। ইঁহার শাসনকালে রাজনৈতিক ডাকাতির প্রাদুর্ভাবে বঙ্গদেশের নানাস্থানে অশান্তি উপস্থিত হয়।

ইঁহারই সময়ে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বর্ধমানে ভীষণ জলপ্লাবন হয়।

লর্ড কারমাইকেলের শাসনকালে শিক্ষা-সম্বন্ধীয় নানারূপ নূতন বন্দোবস্ত বিহিত হয়। ইঁহারই চেষ্টায় গভর্নমেন্ট ঢাকায় পৃথক্ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর করেন। এই সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অনেক অগ্রসর হয়। ইনি বাঙ্গালীগণকে সৈনিকদলে প্রবেশের অনুমতি দিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছেন।

ইনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজকীয় কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে যাত্রা করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কারয়িতা (কারয়িতৃ) - যে অন্যকে দিয়া কোন কর্ম করায়। ণিজন্ত কৃ বা কারি (করানো)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কারয়িত্রী**।

কারসাজি—ফন্দিবাজি, চাতুরী, কপটতা, কূটকৌশল; কুহক, ভেলকি। <ফা 'কারসাজ'। বি।

কারা—১। কারাগার; জেলখানা। ২। দূতী; স্বর্ণকারিকা। ণিজন্ত কৃ (= কারি) +অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কারাক্লেশ—কারাবাসের যন্ত্রণা। ৬তৎ। বি; পু।

কারাগার—কারাগৃহ, গারদঘর, জেলখানা। কারাই যে আগার, কর্মধা। বি; ক্লী।

কারাধ্যক্ষ, -পাল—জেলের তত্ত্বাবধায়ক ঊর্ধ্বতন কর্মচারী, jailor. কারার অধ্যক্ষ, ৬তৎ; কারা—পা+ণিচ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কারাপথ - পৌরাণিক দেশ বিঃ [এই-খানে রামানুজ লক্ষ্মণের পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু রাজত্ব করিতেন]। বি; পু।

কারাবরণ—স্বেচ্ছায় জেলে যাওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কারাবা—রজতপাত্র, রূপার কৌটা বা গোলাব-পাশ। আ। বি।

কারাবাস—১। কারাবরোধ, কারাগারে অবরুদ্ধ থাকা, কয়েদ। কারাতে বাস, ৭তৎ। ২। কারাগার। কারাই যে আবাস, কর্মধা। বি; পু।

কারি—১। শিল্পী। কৃ+ণি কর্তৃ। বিণ। ২। কার্য; শিল্প। কৃ+ণি কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। কালি; কাল, মলিন। গ্রা কপ্র। বি বা বিণ। [পু।

কারিকর—শিল্পকর্মকারক। ৬তৎ। বি;

কারিকরি, কারিকুরি, কারিগরি—কারুকার্য, শিল্পচাতুর্য। বাংপ্র। বি।

কারিকা - ১। কর্মকর্ত্রী। বিণ; স্ত্রী। ২। নটী; বৃদ্ধি, সুদ; শিল্পকর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। যত্ন; যাতনা; মর্যাদা। অ।

কারিকুরি—'কারিকরি' দ্রঃ।

কারিগর—কারিকর (তাহা দ্রঃ)। ফা। বি বা বিণ।

কারিগরি, -গুরি—শিল্পনৈপুণ্য, কারু-কার্য; কারিগরের পেশা। ফা-মূ। বি।

কারিগরী—শিল্পসম্বন্ধীয়; শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধীয়; শিল্পনৈপুণ্যবিশিষ্ট। ফা-মূ। বিণ। **কারিগরী শিক্ষা**—শিল্পসম্বন্ধীয় শিক্ষা, technical education.

কারিত—যাহা করানো হইয়াছে এরূপ। কৃ বা কারি (=করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কারী (কারিন্) - কারক, কর্তা, যে করে। কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কারিণী**।

কারী—কোরাণ পাঠক। আ। বি।

কারীষ করীষসমূহ, ঘুঁটের রাশ। করীষ+ষ্ণ সমূহার্থে। বি; ক্লী।

কারু—১। কর্তা; নির্মাতা; শিল্পকর। কৃ (করা)+উণ্ কর্তৃ। বিণ। ২। বিশ্বকর্মা। বি; পু। ৩। কাহারও। গ্রাম্য; কপ্র। সর্ব।

কারুক - শিল্পকর, শিল্পী। কারু+কণ্ স্বার্থে। বিণ। [ক্লী।

কারুকার্য - শিল্পকর্ম; নকশা। ৬তৎ। বি;

কারুজ - শিল্পজাত বস্তু; চিত্র; করভ; গাত্রস্থ তিলাদি চিহ্ন। উপতৎ; কারু (শিল্পকর)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

কারুণিক—করুণাময়, দয়ালু। করুণা+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কারুণিকী**।

কারুণ্য—করুণা, দয়ালুতা। করুণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কারেন্সি - সরকার-প্রচলিত মুদ্রা বা তাহা রদবদল ইত্যাদি করিবার অফিস। <ইং 'currency'. বি। **কারেন্সি নোট**—মুদ্রার পরিবর্তে ব্যবহৃত সরকারী কাগজ, 'currency note'.

কারো—কাহারও। বাংপ্র। সর্ব।

কার্কশ্য—কাঠিন্য; পরুষতা, রূঢ়তা; কঠোরতা; নির্দয়তা। কর্কশ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কার্ড—একখণ্ড ছোট পুরু কাগজ, পত্র বিঃ পোস্ট কার্ড। <ইং 'card'. বি।

কার্তবীর্য ইনি সাধারণতঃ কার্তবীর্যার্জুন নামে খ্যাত। কৃতবীর্য শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

কার্তিক—১। পার্বতী-তনয় ষড়ানন কৃত্তিকা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে [কথিত আছে যে, ষড়ানন কৃত্তিকা কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন]। ২। বাঙ্গালা বৎসরের সপ্তম মাস [এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত। ইহা অতি পবিত্র মাস। এই মাসে হিন্দুরা আকাশে দীপ দিয়া থাকেন। এই মাসে প্রত্যহ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নান, বিষ্ণু ও তুলসীর অর্চনা, এবং হরিনাম শ্রবণ কীর্তনাদি করিলে বিশেষ পুণ্যলাভ হয়]। কার্তিকী+ষ্ণ। বি; পু। **নবকার্তিক**—(ব্যঙ্গার্থে) কুরূপ, কদাকার। **লোহার কার্তিক**—কালো কুৎসিত লোক। [+ষ্ণিক। বি; পু।

কার্তিকিক—কার্তিক মাস। কৃত্তিকা শব্দ

কার্তিকী—কৃত্তিকাযুক্ত পূর্ণিমা, কার্তিক মাসের পূর্ণিমা। কৃত্তিকা+ষ্ণ যুক্তার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কার্তিকে—কার্তিক মাসে জাত; কার্তিক মাস সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

কার্তিকেয়—কার্তিক, ষড়ানন। কৃত্তিকা শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (দেওয়ান)—বাং ১২২৭ সালের কার্তিক মাসে ইনি জন্ম-গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমাকান্ত রায়। ইঁহাদের বংশ কৃষ্ণনগর রাজ-সংসারের দেওয়ান চক্রবর্তী বলিয়া বিখ্যাত। পঞ্চম বৎসর বয়সে পিতার নিকট ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে অষ্টম বর্ষ বয়সে ফারসী শিখিতে আরম্ভ করিয়া ইনি তাহাতে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন, এবং কৃষ্ণনগর জজ আদালতে রিটর্ন নবিসের সেরেস্তায় কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে গভর্নমেন্টের আদেশে আদালত হইতে ফারসী ভাষা উঠিয়া যায় এবং ইংরেজী ভাষার প্রচলন হয়। কার্তিকেয়চন্দ্র অতঃপর ইংরেজী শিক্ষা করেন। প্রথমে ইনি ডাক্তারি পড়িবার জন্য কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন, কিন্তু নানা কারণে তাহা ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে খাস সেক্রে-টারীর পদে নিযুক্ত হন। পরে ইনি এই রাজ-স্টেটের দেওয়ানি লাভ করেন, এবং তিন শত টাকা পর্যন্ত বেতন পান। ইনি রাজ-স্টেটের উন্নতি এবং রাজপরিবারের মঙ্গল জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেন। ইনি "ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত"-নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে কৃষ্ণনগর রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তারে লিখিত আছে। তদ্ব্যতীত ইনি "গীতমঞ্জরী" এবং আত্মজীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। সংগীত-বিদ্যাতেও ইঁহার পারদর্শিতা ছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর তারিখে ইনি দেহত্যাগ করেন। সুবিখ্যাত নাট্যকার ও হাস্যরসাত্মক গীতরচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ইঁহার অন্যতম পুত্র।

কার্তিকোৎসব—কার্তিকী-পূর্ণিমার পর্ব। কার্তিকের উৎসব, ৬তৎ। বি; পু।

কার্তুজ—বন্দুকের টোটা। < ফ্রেঞ্চ 'cartouche'. বি।

কার্ৎস্ন্য—সম্পূর্ণতা; সামগ্র্য, সাকল্য। কৃৎস্ন+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কার্নিস—অট্টালিকার ছাদ হইতে বহির্গত কর্ণসদৃশ অংশ; আলমারির মাথা হইতে বহির্গত অংশ। <ইং 'cornice'. বি।

কার্পটিক—জীর্ণবস্ত্রধারী; কর্মপ্রার্থী, উমেদার; মর্মজ্ঞ, তত্ত্ববিৎ; তীর্থযাত্রী।

কর্পট শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কার্পটিকী।**

কার্পণ্য—কৃপণতা, ব্যয়কুণ্ঠতা; দৈন্য। কৃপণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কার্পাস—১। কাপাস তুলা। কর্পাস শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। কার্পাসজাত, কার্পাসনির্মিত। কার্পাস শব্দ+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কার্পাসী।**

কার্পাসধেনু—মহাদান বিং, কার্পাসসূত্রনির্মিত ধেন্বাকার পদার্থ [ইহা দান করিলে ইন্দ্রলোক লাভ হয়]। কার্পাস নির্মিতা ধেনু, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কার্পাসী—১। কার্পাসজাতা। বিণ। ২। কার্পাস তুলা। বি; স্ত্রী।

কার্পেট—গালিচা, পুরু শতরঞ্চ। < ইং 'carpet'. বি।

কার্বন—অঙ্গার, কয়লা। < ইং 'carbon'. বি। **কার্বন পেপার** এক পিঠে কালিমাখানো কাগজ বিং।

কার্মা—কর্মশীল, পরিশ্রমী, busy. কর্মন্ শব্দ (কর্ম)+ষ্ণ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কার্মী।**

কার্মার—কর্মকার, কামার। কর্মার শব্দ+ষ্ণ। বি; পু।

কার্মিক—কর্মসম্বন্ধীয়, কার্যসংক্রান্ত। কর্মন্+ষ্ণিক। বিণ।

কার্মুক—১। কর্মক্ষম। বিণ। ২। ধনুঃ। কর্মন্ শব্দ+উকঞ্। বি; ক্লী। ৩। বংশ, বাঁশ। বি; পু।

কার্য—১। কর্ম, কাজ; হেতু; ফল; প্রয়োজন। কৃ+ঘ্যণ্ কর্ম। বি। ২। করণীয়, কর্তব্য। বিণ।

কার্যকর—কার্যনির্বাহক; কাজের উপযুক্ত, কর্মণ্য; ফলোপধায়ক। উপতৎ; কার্য—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী।** বি, **-করতা, -করত্ব।**

কার্যকলাপ—কর্মসমূহ। ৬তৎ। বি; পু।

কার্যকারণ—হেতু এবং ফল, উপায় এবং কার্য। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

কার্যকাল—কর্ম করিবার সময়, যতদিন কাজ করা যায়; কাজের সময়, প্রয়োজনের সময়। ৬তৎ। বি; পু।

কার্যকুশল—কর্মদক্ষ। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কুশলা।** বি, **-কুশলতা।**

কার্যক্ষম—কার্যসম্পাদনে সমর্থ, কর্মক্ষম। ৭তৎ। বিণ। বি, **-তা।**

কার্যচ্যুত—কর্ম বা চাকুরি হইতে বরখাস্ত। ৫তৎ। বিণ।

কার্যঞ্চাগে—ইহাই অগ্রে কর্তব্য। কার্যম্+চ+আগে। অ। [বাঙ্গালা দলিলপত্রাদি ইহাই বলিয়া আরম্ভ করা হয়।]

কার্যতঃ (কার্যতস্)—কাজের বেলায়; ফলতঃ; বস্তুতঃ; প্রকৃতপক্ষে। কার্য+তস্। অ।

কার্যতৎপর কার্যকুশল, কর্মপটু, ক্রিয়ানিপুণ; ক্ষিপ্রকারী, চটপটে। ৭তৎ। বিণ। বি, **-পরতা, -ত্ব।**

কার্যদক্ষ কর্মপটু, ক্রিয়াকুশল। ৭তৎ। বিণ।

কার্যদক্ষতা—কর্মপটুতা, ক্রিয়াকুশলতা। কার্যে দক্ষতা, ৭তৎ; কিংবা কার্যদক্ষ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কার্যদর্শী (-দর্শিন্) দেখিয়া শুনিয়া বিবেচনাপূর্বক কার্যকারী; তত্ত্বাবধায়ক। উপতৎ; কার্য—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কার্যদর্শিনী।** বি—**কার্যদর্শিতা।**

কার্যনির্বাহ কর্মনিষ্পাদন। ৬তৎ। বি; পু।

কার্যনির্বাহক কর্মনিষ্পাদক, কার্যকারক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হিকা।**

কার্যনিষ্পত্তি কর্মসমাপ্তি, কার্যসমাধা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কার্যপটু—কর্মনিপুণ। ৭তৎ। বিণ।

কার্য-পদ্ধতি, -প্রণালী—কর্মের রীতি, কাজের ধারা বা দাঁড়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কার্যবশ—১। কার্যের বশীভূত, কার্যনির্বাহ জন্য আবদ্ধ। ৬তৎ। বিণ। ২। কার্যের অনুরোধ। বি; পু।

কার্যবশতঃ (-তস্) প্রয়োজনহেতু, কাজের জন্য। ৬তৎ। অ।

কার্যবিশেষ—কোন বিশিষ্ট কর্ম বা প্রয়োজন। ৬তৎ। বি; পু।

কার্যশেষ—কর্মের সমাপ্তি বা অবসান; কর্মের অবশিষ্ট ভাগ বা অসম্পাদিত অংশ, কাজের বাকীটুকু। ৬তৎ। বি; পু।

কার্যসম্পাদন—কর্মনিষ্পাদন, কার্যনির্বাহ, কর্মকরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কার্যসাধন—কর্মসম্পাদন, কার্যনির্বাহ, নিজের কাজ হাঁসিল করণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কার্যসিদ্ধি—কর্মের সাফল্য, কৃতকার্যতা; অভিপ্রেত সাধন, কাজ হাঁসিল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কার্যহন্তা (-হন্তৃ)—কর্মপণ্ডকারী; অনিষ্টকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হন্ত্রী।**

কার্যাকার্য—কর্তব্যাকর্তব্য; ভালমন্দ কাজ। ন কার্য=অকার্য, নঞ্তৎ; কার্য ও অকার্য, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

কার্যাগার—কার্যালয়; অফিস; কারখানা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কার্যাঙ্ক—কর্মের নিদর্শন, কাজের পরিচায়ক চিহ্ন (চাপরাস প্রভৃতি)। কার্যের অঙ্ক, ৬তৎ। বি; পু।

কার্যাত্মক—কর্মপ্রাণ; কর্মগর্ভ; কর্মময়; কর্মবিশিষ্ট। কার্য আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**কার্যাত্মিকা।**

কার্যাধিপ—কর্মাধ্যক্ষ। কার্যের অধিপ, ৬তৎ। বি; পু।

কার্যাধ্যক্ষ—কর্মের তত্ত্বাবধায়ক, প্রধান কর্মনির্বাহক; কার্যসম্পাদক। কার্যের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

কার্যানুরোধ—কার্যের অবশ্যকর্তব্যতা জন্য বন্ধন। কার্যের অনুরোধ, ৬তৎ। বি; পু।

কার্যান্তর—১। অন্য কার্য, অপর কর্ম। নিত্য। ২। কর্মদ্বয়ের মধ্যবর্তী অবকাশ; কর্মের পার্থক্য। কার্যের অন্তর, ৬তৎ। বি; ক্লী।

কার্যারম্ভ—কর্মের শুরুপাত। কার্যের আরম্ভ, ৬তৎ। বি; পু।

কার্যার্থী (কার্যার্থিন্)—কর্মপ্রার্থী, উমেদার; কোন বিশেষ উদ্দেশ্যবিশিষ্ট, অভিপ্রায়বান্। কার্যের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কার্যার্থিনী।**

কার্যী (কার্যিন্)—কার্যার্থী, কর্মপ্রার্থী, কাজের উমেদার; (ব্যাকরণে) যাহার স্থানে কোন কার্য বা আদেশ হয়। কার্য+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**কার্যিণী।**

কার্যোৎসুক—কর্মকরণার্থে ব্যগ্র, উদ্যোগী। কার্যে উৎসুক, ৭তৎ। বিণ।

কার্যোদ্ধার—কার্যসিদ্ধি। কার্যের উদ্ধার, ৬তৎ। বি; পু।

কার্লাইল, স্যার্ রবার্ট ওয়ারয়্যাণ্ড, কে. সি. এস. আই., সি. এস. আই., সি. আই. ই.—১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের প্রধান সেক্রেটারি পদে নিযুক্ত ছিলেন। সূর্যাস্তের পূর্বে সভা সমিতি বন্ধ করিবার জন্য তাঁহার সময়ে Carlyle Circular জারি হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া বিলাত যান। ইনি রেভারেণ্ড কার্লাইলের সহায়তায় History of Mediaeval Political Theory in the West-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কার্শ্য—কৃশতা, ক্ষীণতা। কৃশ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কার্ষাপণ—১৬ পণ, ১ কাহন। কর্ষ শব্দ (তোলা)+ষ্ণ ইদমর্থে=কার্ষ; কার্ষ হইয়াছে আপণ (ব্যবহার) যাহার, বহু। বি; পু বা ক্লী।

কার্ষিক—তোলাপরিমাণ; এক বুড়ি, ৫ গণ্ডা; কার্ষাপণ, এক কাহন; কৃষক, চাষা। কর্ষ+ষ্ণিক। বি; পু।

কার্ষ্ণ—১। কৃষ্ণসম্বন্ধীয়; কৃষ্ণদ্বৈপায়নসম্বন্ধীয়; কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ+ষ্ণ ইদমর্থে।

বিণ। স্ত্রী—**কার্ষ্ণী**। ২। কৃষ্ণপুত্র, কামদেব ; কৃষ্ণসার মৃগ। বি ; পু।

কার্ষ্ণায়ন—ব্যাসতনয়, ব্যাসদেবের বংশধর, শুকদেব ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি। কৃষ্ণ+ফায়ন অপত্যার্থে। বি ; পু।

কার্ষ্ণি—কৃষ্ণপুত্র, কামদেব ; ব্যাসপুত্র, শুকদেব। কৃষ্ণ শব্দ+ফি অপত্যার্থে। বি ; পু।

কার্ষ্ণ্য—কৃষ্ণতা, কালবর্ণ। বি ; ক্লী।

কাল—১। কৃষ্ণবর্ণ, কাল রং ; সময় ; অবসর ; শিব ; যম ; শনি ; মৃত্যু ; কোকিল। কাল্+অন্ কর্ত্তৃ। ২। লৌহ। বি ; ক্লী। ৩। কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। বিণ। ৪। শ্রীকৃষ্ণ (কাল ছিলেন বলিয়া)। কপ্র। ৫। কল্য, আগামী দিন ; পূর্বদিন। <কল্য। বি। **কাল ফুরানো**—মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়া। **কাল হওয়া**—মৃত্যু হওয়া ; ধ্বংসের কারণ হওয়া। **কালে ভদ্রে**—কদাচিৎ বহুকাল অন্তর।

কালকঞ্জ—নীলপদ্ম। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কালকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব ; ময়ূর ; খঞ্জন ; দাত্যূহপক্ষী ; চটকপক্ষী। কাল কণ্ঠ বা কণ্ঠে যাহার, বহু। বি ; পু।

কালকবল—যমের মুখ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কালকবলিত—মৃত। ৩তৎ। বিণ।

কালকাসুন্দা—একপ্রকার গাছ। বাংপ্র। বি।

কালকিষ্টি—ঘোর কাল, মসীকৃষ্ণ, বিশ্রী-রকম কাল। বাংপ্র। বিণ।

কালকুণ্ঠ—যম। ৭তৎ। বি ; পু।

কালকূট—তীব্র বিষ বিঃ। কালের (যমের) কূট (নাশক), ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

কালকৃৎ—সূর্য। উপতৎ ; কাল—কৃ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কালকৃত—১। সময়ে কৃত ; যথাসময়ে সম্পাদিত। ৩ বা ৭তৎ। বিণ। ২। সূর্য। কাল কৃত হয় যৎকর্ত্তৃক, বহু। বি ; পু।

কালকে—কল্য। বাংপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

কালকেতু—ব্যাধ বিঃ, ইন্দ্রতনয় নীলাম্বর শিবের শাপে ভূর্লোকে ধর্মকেতু নামক ব্যাধের ঔরসে নররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারই নাম কালকেতু। বি ; পু।

কালকেয়—দানবগণ বিঃ, কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কালকার গর্ভে ইহাদের জন্ম। কালকা ব্রহ্মার নিকট বর পান যে, তাঁহার সন্তানগণ দেবতা, রাক্ষস ও পন্নগের অবধ্য হইবে। ইহারা হিরণ্যপুরে বাস করিত, এবং ব্রহ্মার বরে অতিশয় দুর্দান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বর্গে বাসকালে অর্জুন ইহাদের বধ করেন। কালকা+ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

কালকের—কল্যকার। বাংপ্র। বি ; বিণ অর্থে ৬ষ্ঠী।

কালক্রমে—সময়ের গতিতে, কিছুকাল গত হইলে। কালের ক্রম আছে যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

কাল-ক্ষেপ, -ক্ষেপণ—কালাতিবর্তন, সময়াতিবাহন, দিন যাপন, সময় কাটানো। ৬তৎ। বি ; পু ও ক্লী।

কালখণ্ড—যকৃৎ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কালগঙ্গা—কালিন্দী, যমুনা নদী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কালগন্ধ—১। সময়ের গন্ধ অর্থাৎ লেশমাত্র, অত্যল্পকাল। ৬তৎ। ২। কৃষ্ণচন্দন। কর্মধা। বি ; পু।

কালগ্রন্থি—বৎসর। ৬তৎ। বি ; পু।

কালগ্রাস—যমের কবল, মৃত্যুমুখ, মরণ, মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; পু।

কালঘাম—মৃত্যুকালীন ঘর্ম ; অত্যধিক ঘর্ম, প্রবল স্বেদনির্গম। বাংপ্র। বি।

কালঘুম—মৃত্যু ; অতি দীর্ঘ নিদ্রা। মধ্যপ। বাংপ্র। বি।

কালচক্র—চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ কাল [দিবসের পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিনটি কালচক্রের নাভি, সংবৎসরাদি পঞ্চ উহার অর (শলাকা), এবং ছয় ঋতু উহার নেমি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে]। রূপক। বি ; ক্লী।

কালচিটা, -চিটে—কাল দাগ, ময়লা। বাংপ্র। বি।

কালচিন্তক—জ্যোতিঃশাস্ত্রবেত্তা। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**কালচিন্তিকা**।

কালচিয়া—১। কালভাবাপন্ন, ঈষৎ কৃষ্ণ, সামান্য মলিন। বিণ। ২। কালভাবের চিহ্ন, কালসিটে দাগ। প্রাদে। বি।

কালচিহ্ন—মৃত্যুর লক্ষণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কালচে—কালচিয়া (তাহা দ্রঃ)।

কালজাম—কৃষ্ণজম্বু। বাংপ্র। বি।

কালজ্ঞ—১। দৈবজ্ঞ ; কুক্কুট। উপতৎ ; কাল—জ্ঞা+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। সময়বিৎ ; অবসরজ্ঞ। বিণ।

কালজ্ঞান—১। জ্যোতিষশাস্ত্র। কালের জ্ঞান হয় যাহা হইতে, বহু। ২। সময়ের বোধ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কালঞ্জর—মৃত্যুঞ্জয়, শিব ; পর্বত বিঃ, যোগিচক্র ; দেশ বিঃ, কলিঞ্জর। কাল—জৄ+খ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কালত্রয়—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন কাল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কালত্রয়জ্ঞ—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিন কালের তাবৎ বিষয়ে জ্ঞানবিশিষ্ট। উপতৎ ; কালত্রয়—জ্ঞা+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

কালত্রয়দর্শী (-দর্শিন্)—ত্রিকালদ্রষ্টা, ত্রিকালজ্ঞ। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

কালত্রয়বেদী (-বেদিন্)—ত্রিকালজ্ঞ। উপতৎ ; কালত্রয়—বিদ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বেদিনী**।

কালদণ্ড—শিবের দণ্ড ; যমদণ্ড। ৬তৎ। বি ; পু।

কালধর্ম—কালের ধর্ম, সময়ের স্বভাব অর্থাৎ যে সময়ে যাহা হওয়া প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়ম,—ঋতু-পরিবর্তন, দশা-পরিবর্তন ; যুগধর্ম ; মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; পু।

কালনাগ—কালসর্প, কেউটে সাপ। কর্মধা। বি ; পু।

কালনাগিনী—স্ত্রী-জাতীয় সাপ বিঃ। অসংস্কৃত পদ। বি ; স্ত্রী।

কালনিরূপণ—সময় নির্ধারণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কালনেমি—১। জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতুল। রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া পড়িলে, মহাবীর হনুমান্ যৎকালে গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধ আনিতে গমন করেন, সেই সময়ে কালনেমি রাবণের আদেশে ও লঙ্কার অর্ধেক রাজত্বপ্রাপ্তির প্রলোভনে পড়িয়া গন্ধমাদনে যাইয়া হনুমান্‌কে ভুলাইবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে তাঁহার হস্তে নিহত হয়। বি ; পু।

২। জনৈক দৈত্য, হিরণ্যকশিপুর পুত্র। এই দানব দেবগণকে পরাভূত করে এবং আপনার দেহ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া একাই সকল দেবতার কার্য নির্বাহ করে। পরিশেষে নারায়ণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। উত্তরকালে এই দানবই কংসরূপে জন্মগ্রহণ করে। কালের নেমিস্বরূপ, উপমিত। বি ; পু।

কালপর্যায়—কালের বিপরীত ভাব বা গতি, শুভকালের অশুভদায়কত্ব, অশুভ-কালের শুভদায়কত্ব, ঋতুর ক্রমাবর্তনের বিপর্যয়। ৬তৎ। বি ; পু।

কালপাশ—যমের পাশ নামক অস্ত্র বা জাল। ৬তৎ। বি ; পু।

কালপুরুষ—১। পুরুষাকৃতি নক্ষত্রপুঞ্জ। কাল (কালচক্র) পুরুষবৎ, উপমিত। বি ; পু।

২। যমরাজের অনুচর বিঃ। কথিত আছে যে, দেবাদেশে ইনি অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাঁহার সহিত নির্জনে কথোপকথনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রামচন্দ্র তাহাতে প্রস্তুত হইলে, ইনি রামকে পূর্বাহ্ণেই অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লন যে, তাঁহাদের কথোপকথন কালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে

তাহাকেই বর্জন করিতে হইবে। দুইজনে নিভৃতে কথাবার্তা চলিতেছে, এমন সময়ে উগ্রস্বভাব মহাতপা দুর্বাসার আজ্ঞাক্রমে লক্ষ্মণ তথায় উপস্থিত হইলেন। পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে রামচন্দ্র শোকসন্তপ্তহৃদয়ে লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বি; পু।

কালপূর্ণ—১। আসন্নমৃত্যু, যাহার মৃত্যু সন্নিহিত এমন। কাল অর্থাৎ জীবিত কাল পূর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। কালের পূর্ণতা, জীবিতকালাবসান। বি; স্ত্রী।

কালপেঁচা—কৃষ্ণমস্তক পেচক বিঃ [ইহার রব অশুভসূচক]। বাংপ্র। বি।

কালপ্রবাহ—সময়ের স্রোত, কালরূপ প্রবাহ, অবিচ্ছিন্নভাবে কালের গতি। কালের প্রবাহ, ৬তৎ; কিংবা কালরূপ যে প্রবাহ, রূপক। বি; পু।

কালপ্রভাত—শরৎকাল। ৬তৎ। বি; [স্ত্রী।

কালপ্রভাব—সময়ের শক্তি, কালের প্রভুত্ব বা প্রাধান্য, কালমাহাত্ম্য। ৬তৎ। বি; পু।

কালফণী (-ফণিন্)—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। কর্মধা। বি; পু। স্ত্রী, **-ফণিনী**।

কালবিলম্ব—অল্প দেরি। ৬তৎ। বি; পু।

কালবুদ—১। পথের নীচে দিয়া জল-নির্গমের সাঁকো; খিলান গাঁথিবার নিমিত্ত কাঠের বা বাঁশের আধার। ২। জুতা নির্মাণের ফর্মা। <ইং 'culvert'. বি।

কালবেলা—জ্যোতিষশাস্ত্রানুসারে অশুভ সময় বিঃ। কালের (শনির) বেলা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [রবিবারে দিনের ৫ম যামার্ধ এবং রাত্রিতে ৬ষ্ঠ যামার্ধ কালবেলা, উহা কর্মের অযোগ্য সময়। এইরূপ সোমবারে দিনের ২য় ও রাত্রির ৪র্থ যামার্ধ, মঙ্গলবারে দিনের ৬ষ্ঠ যামার্ধ ও রাত্রির ২য় যামার্ধ, বুধবারে দিনের ৩য় ও রাত্রির ৭ম যামার্ধ, বৃহস্পতিবারে দিনের ৫ম ও রাত্রির ৭ম যামার্ধ, শুক্রবারে দিনের ৪র্থ যামার্ধ এবং রাত্রির ৩য় যামার্ধ, শনিবারে দিনের ও রাত্রির ১ম ও ৮ম যামার্ধ কালবেলা।]

কাল-বৈশাখী—চৈত্র ও বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যার সময় যে ঝড়বৃষ্টি হয় [উহা প্রায়ই বায়ুকোণ হইতে আরম্ভ হয়, কখন কখন উত্তরদিক্ হইতেও আরম্ভ হইয়া থাকে। উহা অল্পকালস্থায়ী এবং অল্পদূরব্যাপী। পরন্তু সময়ে সময়ে উহার শক্তিতে বৃক্ষাদি উৎপাটিত ও গৃহাদি ভূমিসাৎ হয়। তৎকালে ভূপৃষ্ঠস্থ বায়ু উত্তপ্ত, কিন্তু ৪।৫ সহস্র ফুট ঊর্ধ্বস্থ বায়ু শীতল। এই দুই বায়ুর সংঘাতে ঝড় উৎপন্ন হয়]। বাংপ্র। বি।

কালবোস—কাল রঙের পোনামাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কালভুজঙ্গ—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ; যে কোন মারাত্মক বিষধর সর্প। কর্মধা, বা ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী, **-ভুজঙ্গী**।

কালভুজঙ্গিনী—কালসর্পী, কালনাগিনী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কালভৈরব—শিবাংশজাত ভৈরব বিঃ। কথিত আছে যে, কাশীশ্বর দেবাদিদেব মহাদেব একদা আপনার অংশ হইতে কালভৈরবের সৃষ্টি করিয়া তাঁহার প্রতি কাশীধাম রক্ষার ভারার্পণ করিয়া বলেন, 'বৎস! যে দুষ্কৃতকারী এই স্থানে সমাগত হইবে তুমি তাহার সমুচিত দণ্ড বিধান করিবে।' পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চমুখ ছিল। তিনি স্বীয় কন্যাভিগমনপাপে লিপ্ত হইয়া শিব তত্ত্ব-জ্ঞান-লাভার্থ কাশীধামে সমাগত হইলে কালভৈরব মহাদেবের নির্দেশানুসারে আপনার বাম করের নখাগ্র দ্বারা ব্রহ্মার এক মুখ ছেদন করেন। তদবধি ব্রহ্মা চতুর্মুখ হইলেন, এবং যে স্থানে তাঁহার সেই মুণ্ড পতিত হইয়াছিল, তাহা কপাল-মোচনতীর্থ নামে খ্যাত হইল। কাল রূপ যে ভৈরব, রূপক। বি; পু।

কালমান—সময়ের পরিমাণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কালমাহাত্ম্য—সময়ের প্রাধান্য বা প্রভাব। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কালমেঘ—কৃষ্ণবর্ণ জলধর; (তত্তুল্য বলিয়া) কৃষ্ণবর্ণ গাছ বিঃ (উহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়)। কর্মধা। বি; পু।

কালযবন—মহাবল যবনরাজ বিঃ; শূলপাণির নিয়োগে গার্গ্যভার্যাতে ইঁহার জন্ম। অপুত্রক যবনরাজকর্তৃক ইনি প্রতিপালিত হন। শূলপাণির বর ছিল যে, ইনি যাদবগণের অবধ্য হইবেন। প্রতিপালক যবনরাজের মৃত্যু হইলে কালযবন তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি একজন মহাপরাক্রম-শালী রাজা হইয়া উঠেন। মগধরাজ জরাসন্ধ ইঁহাকে যাদবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত আহ্বান করিলে ইনি মথুরায় গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে যাদবগণ কালযবনকে পরাস্ত করিতে পারিবেন না। সেই হেতু তিনি যাদব-দিগকে মথুরা ত্যাগ করিয়া দ্বারকায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। যাদবগণ তাহাই করিলে কৃষ্ণ একাকী মথুরায় আসিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইলেন। কালযবন তাঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ধাবিত হইলে, কৃষ্ণ অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া কৌশলে ইঁহাকে মুচকুন্দ রাজার পর্বত-গহ্বরে লইয়া গেলেন। তথায় কালযবন বীরদর্পে রাজাকে পদাঘাত করিলে, তিনি ইন্দ্রের বরে জাগরিত হইয়া কোপদৃষ্টিতে ইঁহাকে ভস্মীভূত করেন। রূপক। বি; পু।

কালযাপন—সময়ক্ষেপণ, সময়াতিবাহন সময় কাটানো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কালরাত্রি—সংহাররাত্রি, কল্পান্ত রাত্রি; ভগবতীর শক্তি বিঃ; রাত্রিকালীন অশুভ সময় ('কালবেলা' দ্রঃ)। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কালরুদ্র—মহারুদ্র, মহাকাল। কর্মধা। বি; পু।

কাললবণ—বিট্ লবণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

কালশশী (-শশিন্)—কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও যে চন্দ্রের ন্যায় আনন্দদায়ক ব্যক্তি; শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বি; পু।

কালশিরা, কালশিটে—আঘাতজন্য গায়ে কৃষ্ণবর্ণ রেখা চিহ্ন, কালসিটা। বাংপ্র। বি।

কালশুদ্ধি—শুদ্ধ সময়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কালশেয়, কাললেয়—ঘোল। কলশী (বা কলসী)+কেয় ভবার্থে। বি; ক্লী।

কালসমুদ্র, -সাগর—সময়সাগর, সাগরের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন বা অনন্ত কাল। রূপক বা উপমিত। বি; পু।

কালসর্প—কৃষ্ণসর্প, কেউটে সাপ। কর্মধা। বি; পু।

কালসহ—সময়ের ক্রিয়াসহনক্ষম, স্থায়ী, টেকসহি, মজবুত। উপপদতৎ; কাল—সহ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ।

কালসাগর—'কালসমুদ্র' দ্রঃ। [বি।

কালসাপ—কেউটে সাপ। <কালসর্প।

কালসার—কৃষ্ণসার মৃগ। কাল সার যাহার, বহু। বি; পু।

কালসিটা, -সিটে—আঘাতজন্য গায়ে কাল দাগ; কালশিরা। বাংপ্র। বি।

কালস্রোতঃ (-স্রোতস্)—কালপ্রবাহ, নিরন্তর গমনশীল কাল। কালের স্রোতঃ, ৬তৎ; বা কাল রূপ স্রোতঃ, রূপক। বি; ক্লী।

কালস্বরূপ—যমতুল্য। কালের (কৃতান্তের) স্বরূপের ন্যায় স্বরূপ যাহার, বহু। বিণ।

কালা—১। কৃষ্ণবর্ণা। বিণ; স্ত্রী। ২। নীলগাছ। বি; স্ত্রী। ৩। বধির। <কল্ল। ৪। অতি শীতল, হিম; কলঙ্কিত; কৃষ্ণ, কাল। বিণ। ৫। শ্রীকৃষ্ণ। বাংপ্র। বি; পু।

কালাংড়া—প্রভাতে গেয় রাগ বিঃ। বি।

কালাকানুন—প্রজার স্বার্থের বিরোধী অসংগত আইন, black act. বাংপ্র। বি।

কালাকাল—ভাল ও মন্দ সময়, উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত সময়। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

কালাগুরু—কৃষ্ণচন্দন। কাল যে অগুরু, কর্মধা। বি; পু।

কালাগ্নি—সর্বসংহারক অনল, প্রলয়ানল; পঞ্চমুখ রুদ্রাক্ষ। কালরূপ যে অগ্নি, রূপক। বি; পু। [বি।

কালাচাঁদ—কালশশী, শ্রীকৃষ্ণ। বাংপ্র।

কালাজ্বর—আসাম অঞ্চলের একপ্রকার মারাত্মক জ্বর, ইহাতে গা কাল হইয়া যায়। বাংপ্র। বি।

কালাতিপাত—সময়ক্ষেপণ, দিনযাপন। কালের অতিপাত, ৬তৎ। বি; পু।

কালাত্যয়—সময় বহিয়া যাওয়া, সময়ক্ষয়, কালক্ষেপ। কালের অত্যয়, ৬তৎ। বি; পু।

কালাদামা একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ বীজ [ইহার চূর্ণ জোলাপরূপে ব্যবহৃত হয়]। বাংপ্র। বি।

কালানুনাদী (-নাদিন্) কালবিশেষে শব্দকারী জন্তু, যথা,—কোকিল, ভ্রমর, ময়ূর, চটক, চাতক। কালে অনুনাদী, ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।

কালানুবর্তী (-বর্তিন্)—সময়ের অনুসারী, সময় বুঝিয়া কার্যকারী। উপতৎ; কাল—অনু-বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

কালানুসারী (-সারিন্) সময়ানুযায়ী, কালানুবর্তী, সময়ের অনুগামী। কালের অনুসারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-সারিণী**। [বাংপ্র। ক্রি।

কালানো—খুব ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া।

কালান্তক—১। যম। যিনি কাল তিনিই অন্তক (অন্তকারী), কর্মধা। বি; পু। ২। সর্বসংহারক। বিণ। স্ত্রী—**কালান্তিকা**।

কালান্তর—১। অন্য সময়, সময়ান্তর। অন্য যে কাল, নিত্য। ২। ব্যবহিত সময়; অবকাশ। কালের অন্তর, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কালান্তরবিষ—কালব্যবধানে যাহার বিষ-ক্রিয়া প্রকাশ পায় এরূপ ('—'জন্তু')। কালান্তরে বিষ যাহার, বহু। বিণ।

কালাপ—১। কলাপব্যাকরণ-বেত্তা। কলাপ+ঞ। বিণ। স্ত্রী—**কালাপী**। ২। ময়ূরপুচ্ছসমূহ; সর্পফণা। বি; পু।

কালাপাতি—নৌকার তক্তার ফাঁক মারিবার জন্য পুরাতন রজ্জু প্রভৃতি যাহা গুঁজিয়া দেওয়া যায়। বাংপ্র। বি।

কালাপানি—সমুদ্রের কাল জল; সমুদ্রপার; দ্বীপান্তর; দ্বীপান্তরদণ্ড। বাংপ্র। বি।

কালাপাহাড়—১। দেবদ্বেষী জনৈক মুসলমান সেনাপতি। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ইহাকে "রাজু" নামে অভিহিত করেন। ইহার প্রকৃত নাম রাজচন্দ্র বা রামকৃষ্ণ বা রাজনারায়ণ। ইনি কামরূপ অঞ্চলে পোরামুঠার, পোয়াকুঠার কালামুঠান ও কালযবন নামে খ্যাত। কেহ কেহ বলেন, এই কালাপাহাড় প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন; কোন নবাবকন্যার প্রণয়ে পড়িয়া মুসলমান ধর্ম পরিগ্রহ করেন। কিন্তু মুসলমান ইতিহাসে কালাপাহাড় 'আফগান' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সে যাহা হউক, ইহার ন্যায় হিন্দুদেবদ্বেষী মুসলমান বঙ্গদেশে কখন দেখা যায় নাই। দেবমন্দির ভঙ্গ, দেববিগ্রহ চূর্ণন, অশেষপ্রকারে হিন্দুর লাঞ্ছনা করাই ইহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। পূর্বে আসাম, পশ্চিমে কাশী ও দক্ষিণে উড়িষ্যা, ইহার মধ্যে তৎকালে যে সমস্ত বিখ্যাত হিন্দু দেবালয় ছিল, তাহার একটিও কালাপাহাড়ের বিধ্বংসী হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। ঐ সকলের মধ্যে কোনটি ভগ্ন, কোনটি অঙ্গহীন, কোনটি এককালে ধূলিসাৎ হইয়া যেন অদ্যাপি কালাপাহাড়ের সেই ভীষণ অত্যাচার কাহিনীর ঘোষণা করিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে, কালাপাহাড়ের আগমনসূচক কাড়ানাগরা বাজিলে দেবমূর্তি সকল কম্পিত হইত।

এই কালাপাহাড় প্রথমে বাঙ্গালার নবাব সুলেমান কিরাণির ও পরে তাঁহার পুত্র দাউদের সেনাপতি ছিলেন। ইনি ১৫৬০ খ্রীঃ অব্দে উড়িষ্যায় অভিযান করিয়া দেশটি জয় করেন এবং রাজা মুকুন্দদেবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া জগন্নাথদেবের মূর্তি পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করেন। এ সম্বন্ধে শ্রীক্ষেত্রের মাদলপঞ্জীতে লিখিত আছে;—'মুকুন্দদেবের রাজত্বের অন্তিমকালে কালাপাহাড় উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন। যুদ্ধে মুকুন্দদেব পরাজিত হন। তৎপরে মুকুন্দদেবের পুত্র গৌড়িয়া গোবিন্দ রাজা হইলে কালাপাহাড় পুরী লুণ্ঠন করিতে আগমন করেন। পাণ্ডারা জগন্নাথদেবের মূর্তি লইয়া গড় পারিকুদে লুকাইয়া রাখেন। কালাপাহাড় এই সংবাদ পাইয়া জগন্নাথবিগ্রহ আনাইয়া দগ্ধ করিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেন। সেই পাপে কালাপাহাড়ের হাত-পা খসিয়া যায়, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।' পরন্তু কালাপাহাড়ের মৃত্যু সম্বন্ধে আকবরনামায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—'যখন মোগল-সেনাপতি মুনিম খাঁ দাউদকে ধরিবার জন্য কটকে উপস্থিত হন, তখন কালাপাহাড় ও অপর কয়েকজন আফগান সেনানায়ক কাকসাল অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই কালাপাহাড় কালীগঙ্গার তীরে মোগলবাহিনীর তোপে ভূতলশায়ী হন।' (১৫৮০ খ্রীঃ)। ২। (ইহা হইতে) যে কোন ব্যক্তি প্রচলিত প্রথা বা সংস্কারাদির বিনাশক তাহাকেই 'কালাপাহাড়' বলা হয়।

কালাপাহাড়ী—কালাপাহাড়ের ন্যায় আচরণকারী; ধর্মদ্বেষী। বাংপ্র। বিণ।

কালাপাহাড়ী কাণ্ড—কালাপাহাড়ের ন্যায় ধর্মের হিংসা বা ধর্মের উপর অত্যাচার।

কালামুখ—১। কলঙ্কিত ব্যক্তির মুখ। বি। ২। নির্লজ্জ, বেহায়া; ধিক্কারবোধক; কলঙ্কী। বাংপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী—**কালামুখী**।

কালামুখো—কলঙ্কী; বেহায়া। বাংপ্র। বিণ।

কালায়স—কৃষ্ণবর্ণ লৌহ বিঃ, কান্তিলৌহ। কাল যে আয়স, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কালাশুদ্ধি—ব্রতনিয়ম কন্যাদানাদি কার্যের জন্য প্রশস্ত সময় না থাকা, অকাল। কালের অশুদ্ধি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কালাশৌচ—শুভকর্ম-বাধাত্মক শরীরের অপবিত্রতা; মহাগুরু-নিপাত জন্য যতকাল ব্যাপিয়া শরীর অপবিত্র থাকে [সাধারণতঃ মহাগুরু-নিপাতে সংবৎসরকাল অশৌচ ধরা হইয়া থাকে]। কালব্যাপি যে অশৌচ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কালি—১। লিখনার্থে তরলীয় দ্রব্য, মসী; কলঙ্ক; কালিমা, ভুসা; ছাপার কালি; ক্ষেত্রফল, ভূম্যাদির পরিমাণফল (বর্গফল বা ঘনফল); মৎস্যবেধনী, মাছ গাঁথিয়া ধরিবার কোঁচ বা টেঁটা। বাংপ্র। বি। ২। কল্য, কা'ল, গত বা আগামী দিবস। < কল্য। অ। **কালি দেওয়া**—কলঙ্ক লেপন করা। **কালির আঁচড়**—লেখা।

কালিক—১। কালসম্বন্ধীয়; সময়োচিত। কাল শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কালিকী**। ২। ক্রৌঞ্চ, কোঁচ বক। বি; পু।

কালিকট—মালাবার জেলার তালুক ও বন্দর। "কলিকদু", বা "কলিকুক্কুণ", বা "কলি কট্টা"—এই দেশজ শব্দ হইতে কালিকট নাম উৎপন্ন। দেশজ শব্দের অর্থ, "কুক্কুটের ধ্বনি", বা "কুক্কুটদুর্গ"। কথিত আছে, চেরামন পেরুমল-নামক মালাবারের অধীশ্বর মুসলমানধর্ম অব-

লঙ্ঘন করিয়া মক্কায় গমন করিবার সময়ে মান বিক্রম নামক "সামুরি" বা "জামরিণ" (Zamorin)কে কালিকট দান করিয়া যান। দত্ত স্থানের সীমা, তালী মন্দির হইতে কুক্কুট-ধ্বনি যত দূর পর্যন্ত শ্রুত হইল ততদূর। বর্তমান শহরটি খ্রীঃ ১৩শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়িগণ সর্বপ্রথমে এইখানেই আসিয়াছিল। ১৬৬৪ অব্দে ইংরাজেরা এখানে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠা করে। ১৬৯৮ অব্দে ফরাসীগণ এখানে একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করে, সেটি এখনও বর্তমান। ১৭৬৫ অব্দে হাইদার আলি সমস্ত বণিক্‌কে বিতাড়িত করেন, এবং পণ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া দেন। ১৭৮২ অব্দে ইংরাজেরা হাইদার আলীর সৈন্যগণকে কালিকট হইতে দূর করিয়া দেয়, কিন্তু ১৭৮৮ অব্দে টিপুসুলতান আবার ঐ স্থানটি অধিকার করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। ১৭৯০ অব্দে স্থানটি ইংরাজ কর্তৃক পুনরধিকৃত হয়। ১৭৯২ অব্দে ইংরাজের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে কালিকট ইংরাজের অধীন হয়। বর্তমানে ইহা স্বাধীন ভারতের একটি বন্দর।

কালিকা—১। কৃষ্ণবর্ণ। বিণ; স্ত্রী। ২। চণ্ডিকা, কালী; যোগিনী বিঃ; অসুরমাতা বিঃ; ঘনাবলি, মেঘমালা; কুজ্‌ঝটিকা; কৃষ্ণবর্ণ; কলঙ্ক; রোমাবলী; কাকী; শ্যামাপাখি; শৃগালী; বিচুটি; পটোল শাখা; কিস্তিবন্দী। বি; স্ত্রী।

কালিকাদাস দত্ত ১৮৪১ খ্রীঃ ৩রা জুলাই ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম গোলোকনাথ দত্ত। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে এবং পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি বি. এ. এবং বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কিছুদিন মুন্সেফ ও পরে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ ইনি কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি কুচবিহার রাজ্যের মন্ত্রিসভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯১ খ্রীঃ রায় বাহাদুর উপাধি এবং ১৯০০ খ্রীঃ সি. আই. ই. (C. I. E.) উপাধি প্রাপ্ত হন।

কালিকাপুরাণ—কালিকাদেবীর মাহাত্ম্যাদিপ্রতিপাদক পুরাণ বিঃ, অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্যতম। কালিকাবিষয়ক যে পুরাণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কালিকাব্রত—অমাবস্যায় স্ত্রীলোকদিগের কর্তব্য ব্রত। বি; ক্লী।

কালিকাশ্রম -বিপাশানাম্নী নদীর তটস্থিত তীর্থ বিঃ। বি; পু।

কালিঙ্গ—১। কলিঙ্গদেশাধিপতি; কলিঙ্গবাসী। কলিঙ্গ শব্দ+ষ্ণ। বি; পু। ২। কলিঙ্গদেশজাত। বিণ। স্ত্রী—**কালিঙ্গী**।

কালিঝুলি—কালি ও ঝুল, নানাপ্রকার কাল বা মলিন বস্তু। বাংপ্র। বি।

কালিদহ—বৃন্দাবনে যমুনাতটস্থ বৃহৎ জল কুণ্ড, তথায় নাগ বাস করিত। বি।

কালিদাস—ভারতের স্বনামখ্যাত সংস্কৃত কবি। কথিত আছে, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় নবরত্নের প্রধান রত্ন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, যৌবনের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত কালিদাস মহামূর্খ ও অতিশয় নির্বোধ ছিলেন। এই সময়ে বিদ্যাবতী রাজকন্যা কমলা প্রচার করেন যে, যিনি বিচারে তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিবেন, রাজকন্যা তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিবেন। একদা কয়েকজন পণ্ডিত রাজকন্যার নিকট পরাস্ত হইয়া প্রতিশোধ লইবার উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন যে, কালিদাস কোন বৃক্ষশাখায় উপবেশন করিয়া সেই শাখার মূলদেশ ছেদন করিতেছেন। তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন যে, এই মহামূর্খের সহিত বিদ্যাভিমানিনী কমলার বিবাহ দেওয়া চাই। তাঁহারা বলিয়া কহিয়া কালিদাসকে রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত করাইয়া তাঁহাকে লইয়া কমলার নিকট উপস্থিত হইলেন। বিচারের সময়ে কালিদাস পণ্ডিতগণের শিক্ষামত মনোভাব প্রকাশসূচক ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ সেই সকল ইঙ্গিতের অর্থ করিয়া বিচারে কালিদাসকে জয়ী করাইলে তাঁহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। বাসরঘরে বর কন্যা সুখাসনে আসীন আছেন, এমন সময়ে বাহিরে একটি উষ্ট্র শব্দ করিয়া উঠিল; রসময়ী কবিতা শ্রবণমানসে রাজকন্যা কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "নাথ! ও কি ডাকিতেছে?" পরন্তু শ্লোকের পরিবর্তে কালিদাস বলিয়া উঠিলেন, "উষ্ট"—তাঁহার জড়তাপ্রাপ্ত রসনা "উষ্ট্র" শব্দ উচ্চারণে অসমর্থ হইল। তখন কমলা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বলিলে?" কালিদাস বুঝিলেন যে, তাঁহার উচ্চারণ শুদ্ধ হয় নাই বলিয়াই রাজকন্যা পুনরপি জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এবার শুদ্ধ করিয়া বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইল "উট্র"। তখন কমলা কপালে করাঘাত করিয়া নিম্নলিখিত শ্লোকে আপনার ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন;—

"কিং ন করোতি বিধির্যদি রুষ্টঃ
কিং ন দদাতি স এব হি তুষ্টঃ।
উষ্ট্রে লুম্পতি রং বা ষং বা
তস্মৈ দত্তা নিবিড়নিতম্বা॥"

অতঃপর কালিদাসকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিয়া কমলা শয্যার আশ্রয় লইলেন। কালিদাস মহাদুঃখে বিশেষ যত্ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যে নানা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া পণ্ডিত হইলেন। কথিত আছে যে, ইনি বনে ভ্রমণ করিতে করিতে সরস্বতীদেবীর সাক্ষাৎকার লাভ করেন, এবং তাঁহার প্রসাদে ও তাঁহার উপদেশমত সরস্বতীকুণ্ডে অবগাহন ও তাহার জল পান করিয়া মহাকবি হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, অতঃপর কালিদাস শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া পত্নীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দ্বার উদ্ঘাটন করিতে বলিলেন। কমলা প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করায়, কবি উত্তর করিলেন, "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ।" তখন কমলা দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া পতির যথোচিত সম্ভাষণ করিলেন, এবং উক্ত শব্দ চতুষ্টয় লইয়া চারিখানি কাব্য প্রণয়ন করিতে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে কালিদাস প্রথমটি লইয়া কুমারসম্ভব, দ্বিতীয়টি লইয়া মেঘদূত, ও তৃতীয়টি লইয়া রঘুবংশ রচনা করেন। চতুর্থ শব্দটি লইয়া কালিদাস কোন কাব্য লিখিয়াছিলেন কিনা নিশ্চয় জানা যায় না,—লিখিয়া থাকিলেও সে গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত; কারণ "বিশেষ" শব্দ তাঁহার কোন গ্রন্থের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাস সম্বন্ধে যে সকল শ্রুতিমধুর কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার অধিকাংশই কল্পনা-প্রসূত; সত্যের উপর ইহাদের প্রতিষ্ঠা অতি অল্প।

কালিদাসের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। প্রবাদোক্ত বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন না। ইহাই আধুনিক গবেষণার ফলে প্রায় স্থির নিশ্চিত হইয়াছে। খ্রীঃ পূর্ব ৫৭ অব্দে বিক্রম-সংবৎ নামে একটি অব্দ প্রতিষ্ঠিত হয়। অধুনা পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, বিক্রম সংবতের সহিত উক্ত বিক্রমাদিত্যের কোনই সম্পর্ক নাই। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে যশোধর্মদেব নামে যে মালবের অধিপতি ছিলেন, কালিদাস সম্ভবতঃ তাঁহারই নবরত্নের অন্যতম। প্রমাণস্বরূপে তাঁহারা বলেন যে, নবরত্নের অপর রত্ন বরাহমিহির অবন্তীনগরে জন্মগ্রহণ করিয়া ৫৭৮ খ্রীঃ অব্দে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং কালিদাসও ঐ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা

আরও বলেন যে, বিক্রমাদিত্যের অপর নাম 'শকারি' যশোধর্মেই প্রযোজ্য। কারণ ইনি অনুমান ৫৩০ খ্রীঃ অব্দে করুর নামক স্থানে শকজাতির শাখা হূনবংশের অধিনায়ক মিহিরকুলকে পরাভূত করিয়া দূরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে বর্ণিত রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনার সহিত মান্দাশোর লিপিতে বর্ণিত যশোধর্মের দিগ্বিজয়ের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। সম্ভবতঃ যশোধর্মের দিগ্বিজয় অবলম্বন করিয়াই কালিদাস রঘুর দিগ্বিজয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ বলেন যে, 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিবিশেষ, ব্যক্তিগত নাম নহে। ৫৭৮ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব হইতে মালবস্থিত্যব্দ নামে যাহা প্রচলিত ছিল, যশোধর্মদেব স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্মরণার্থে তাহাকেই সংবৎ নাম দিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালের পূর্বে "সংবৎ" এই নাম কেহই অবগত ছিল না। এরূপও প্রচার আছে যে, বিক্রমাদিত্য কাশ্মীর জয় করিয়া কালিদাসকে তথাকার রাজা করিয়াছিলেন।

কালিদাসের রচিত এই কয়খানি গ্রন্থ অধুনা দেখিতে পাওয়া যায়,—অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্বশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার। নলোদয় কালিদাসের রচনা বলিয়া প্রচলিত, কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। কালিদাসের রচিত গ্রন্থাবলী হইতে তৎকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থসমূহে সমসাময়িক ইতিহাসের উপাদানও প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত আছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, কালিদাস পশ্চিম মালবের অধিবাসী এবং তিনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন। পরন্তু অধুনা কোন কোন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বলেন যে, কালিদাস বাঙ্গালী ছিলেন এবং বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে, অন্যান্য প্রমাণের মধ্যে, প্রধান প্রমাণ এই যে, কালিদাস নামটি বাঙ্গালী ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশবাসীর নাম হইতে পারে না এবং কালিদাসের গ্রন্থে যে সকল আচারব্যবহারের বর্ণনা আছে, তাহাও বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশে প্রচলিত নাই।

কালিদাস চট্টোপাধ্যায়—ইঁহার পিতার নাম বিজয়রাম চট্টোপাধ্যায়। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ অঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয় এবং ১৮২০ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কালিদাস সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সংগীতবিদ্যা শিক্ষার জন্য কাশী, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সংগীতের পীঠস্থানগুলিতে ভ্রমণ করিয়া সংগীতের চর্চা করেন। বহুদিন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাস করার জন্য ইঁহার বেশভূষা হিন্দুস্থানীর ন্যায় হইয়াছিল। এইজন্য এদেশের বড়লোকেরা ইঁহাকে মির্জা উপাধি দিয়াছিলেন। মির্জা মহাশয় সংগীতশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত অনেকগুলি মনোহর গীত আছে। সাধারণতঃ তিনি কালী মির্জা নামে প্রসিদ্ধ।

কালিদাস রায়, কবিশেখর—(৯ই জুলাই, ১৮৮৯ খ্রীঃ)। কবি ও লেখক। ইঁহার রচিত পর্ণপুট, বল্লরী, ঋতুমঙ্গল, ব্রজবেণু, ক্ষুদকুঁড়া, রসকদম্ব, লাজাঞ্জলি, পূর্ণাহুতি প্রভৃতি কবিতাপুস্তক আছে।

কালিনী-শোকমলিনা, দুঃখিনী। প্রা কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

কালিন্দী—যমুনা নদী; শ্রীকৃষ্ণের পত্নী; অসিত রাজার ভার্যা; জনৈক অসুরকন্যা। কলিন্দ শব্দ (পর্বতবিশেষ)+অ ভবার্থে +ঈপ্; অথবা কলিন্দ (সূর্য)+অ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কালিন্দী-কর্ষণ, -ভেদক-বলরাম। উপতৎ; কালিন্দী—কৃষ্ (বা ভিদ্)+ অন কর্তৃ। বি; পু। [পু।

কালিন্দী-সোদর—যম। ৬তৎ। বি;

কালিমময়—কালরংমাখানো, কৃষ্ণবর্ণসম্পন্ন, কৃষ্ণবর্ণযুক্ত; কাল কাল দাগযুক্ত; মলিন। কালিমন্+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

কালিমা (কালিমন্)—কৃষ্ণতা; মালিন্য। কাল+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

কালিমাময়—কালিমময়। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

কালিয়-১। কালসম্বন্ধীয়; সাময়িক। কাল শব্দ+ইয়। বিণ। ২। একটি সর্পের নাম। এই নাগ গরুড়ের ভক্ষ্য অপহরণ করিয়া ভক্ষণ করায় গরুড়ের সহিত ইঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া নাগবর কালিন্দী-হ্রদে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেস্থান দুর্গম বোধে গরুড় তীরে বসিয়া ক্ষুধার তাড়নে একটি মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করেন। সৌভরি ঋষি তাঁহাকে নিষেধ করেন। নিষেধ না শোনায় সৌভরি ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া গরুড়কে অভিশাপ দিলেন যে, "অদ্যাবধি এই জল তোমার পক্ষে বিষ হইল, স্পর্শমাত্রে তোমার প্রাণ যাইবে।" এইরূপে কালিয় তথায় নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল,—তাহার বিষে কালিন্দীর জল অপেয় হইয়া উঠিল। একদা রাখালগণ ও ধেনুসকল তৃষ্ণাতুর হইয়া সেই জল পান করিয়া সকলেই প্রাণ হারাইল। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং কালিয়ের সহস্র ফণা মর্দিত করিয়া তাহাকে দমন করিলেন এবং তৎপরে তাহাকে সুদূর সমুদ্রে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। সেই হইতে শ্রীকৃষ্ণের এক নাম হইল "কালিয়দমন"।

কালিয়দমন—১। কালিয় সর্পের সংহার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

কালিয়া—১। কাল-সম্বন্ধীয়া; সাময়িকী। কালিয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কালা, শ্রীকৃষ্ণ। কপ্র। বি; পু। ৩। মৎস্য বা মাংসের ব্যঞ্জন বিঃ। আ। বি।

কালী-আদ্যাশক্তি ভগবতীর রূপ বিঃ [শুম্ভ-নিশুম্ভের সহিত যুদ্ধে চণ্ডবধকালে অম্বিকার ললাট হইতে ইনি উৎপন্ন হন, এবং রক্তবীজের সমুদয় রক্ত পান করিয়া তাহার বিনাশসাধন করেন। অতঃপর দক্ষযজ্ঞে গমনকালে সতী এই রূপ ধারণ করেন। এই মূর্তি দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত। দেবীভক্ত হিন্দুগণ এই রূপের পূজা করিয়া থাকেন। এই মূর্তি দিগম্বরী, আকর্ণনয়না, পূর্ণযৌবনা, মুক্তকেশী, লোলজিহ্বা, মুণ্ডমালাবিভূষিতা, চতুর্ভুজা ও শ্যামবর্ণা]; মাতৃকা বিঃ; শান্তনু-পত্নী; নবমেঘশ্রেণী; কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; অগ্নিজিহ্বা বিঃ; স্বনামখ্যাত লিখনের উপাদান, মসী; অযশঃ। কাল শব্দ+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কালীকুমার দত্ত—ইনি অতিশয় বদান্য ছিলেন বলিয়া সাধারণতঃ "দাতা কালীকুমার" নামেই সমধিক পরিচিত। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনায় কুকুটিয়া গ্রামে অনুমান ইং ১৮২০ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামলোচন ও পিতামহের নাম রামজয় দত্ত। কালীকুমারকে বাল্যে দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে হইয়াছিল। ইনি তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায়, বিশেষতঃ ফারসীতে, বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ইনি প্রথমতঃ ঢাকা নগরীতে এক "বক্সি"র পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষী কালীকুমার ইহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া কয়েক বৎসর পরে আইন পরীক্ষা দিয়া তাহাতে উত্তীর্ণ হন, এবং প্রথমে মুনসেফের উকিল হইয়া পরে সদর আমিনের আদালতে ওকালতি করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি ময়মনসিংহে যাইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ক্রমে ইঁহার প্রসার প্রতিপত্তি

এতদূর বাড়িয়া উঠে যে, মাসে ন্যূনাধিক সহস্র টাকা উপার্জন করিতেন। কালীকুমার এতাদৃশ পরোপকারী ও দানশীল ছিলেন যে, উপার্জনের সমস্ত অর্থই পরার্থে ব্যয়িত হইত, এক পয়সাও সঞ্চিত হইত না। কন্যাদায়গ্রস্ত বা মাতাপিতৃদায়গ্রস্ত কত ব্যক্তি যে ইঁহার সাহায্যে দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিত, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। একদা কালীকুমার কাছারি যাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে কোন কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণ বলিলেন, "বাবু, আমি কয়েক দিন হইতে বসিয়া আছি, আমার কি উপায় হইবে?" কালীকুমার উত্তর করিলেন, "বটে, বটে; আচ্ছা, আজ কাছারিতে যাহা পাইব, সমস্তই আপনাকে দিব।" সে দিন কালীকুমার ৫০০৲ টাকা প্রাপ্ত হন এবং সমস্তই ব্রাহ্মণকে দান করেন। বাসার কোন আত্মীয় এত অধিক দানে প্রতিবাদ করিলে কালীকুমার বলিয়াছিলেন, "আমি কি প্রত্যহ ৫০০৲ টাকা করিয়া পাই? আজ ব্রাহ্মণকে দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, এইজন্যই ভগবান্ আমাকে উহা দিয়াছেন, সুতরাং উহা ব্রাহ্মণেরই প্রাপ্য।" ফলতঃ কোন যাচককেই কদাপি কালীকুমারের নিকট হতাশ হইয়া ফিরিতে হয় নাই। ইঁহার সহধর্মিণীও পতির অনুরূপা ছিলেন। তিনি সুতীকাপড় ভিন্ন মূল্যবান্ বস্ত্রাদি কোন দিন পরিধান করেন নাই। একদা কোন আত্মীয় তাঁহাকে একটি স্বর্ণালংকার উপহার দিলে তিনি তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাড়ির অন্য কাহারও যখন এরূপ অলংকার নাই, তখন আমি ইহা কিরূপে পরিধান করিব?" এই সুকৃতিমান্ ও ভাগ্যবান্ পুণ্যাত্মা ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

কালীকৃষ্ণ ঠাকুর—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার গোপীমোহন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাললাল ঠাকুরের একমাত্র পুত্র। জন্ম ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ। হিন্দু কলেজে ইঁহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও ডভেটন কলেজে কিছুকাল শিক্ষালাভ করিয়া উপযুক্ত ইংরেজী-শিক্ষকের নিকট গৃহে পাঠাভ্যাস করেন। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা ইংরেজী সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি সাধারণ সভায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বড় যোগ দিতেন না, কিন্তু সাধারণ-হিতকর কার্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। ইঁহার পুত্রদ্বয়ের বিবাহ উপলক্ষে ইনি বিস্তর অর্থদান করিয়াছিলেন। এই সকল দানের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত "বিজ্ঞান আলয়ের" পরীক্ষাগৃহের যন্ত্রাদি ক্রয় করিবার জন্য যে অর্থানুকূল্য করেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য ও ধর্মসেবীদিগকে এবং দুঃস্থ জনগণকে ইনি মুক্তহস্তে দান করিতেন। ইনি আদর্শ জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইঁহার জীবিতকালে ইঁহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু ঘটে। জীবনের শেষভাগে ইনি প্রায়ই কাশীধামে স্বীয় ভবনে বাস করিতেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন (১৯০৫—সেপ্টেম্বর)।

কালীকৃষ্ণ দেব—মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র এবং রাজা রাজকৃষ্ণ দেবের দ্বিতীয় পুত্র। জন্ম ১৮০৮ খ্রীঃ। ১৮৩৩ অব্দে ইনি 'রাজা বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। ইনি রাসেলাস (Ras elas), গেজ্ ফেবল্‌স্ (Gay's Fables) প্রভৃতি গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া যশোভাজন হইয়াছিলেন। কালীকৃষ্ণ মহানাটকের অনুবাদ করিয়া মহারানী ভিক্টোরিয়াকে উৎসর্গ করিলে মহারানী স্বয়ং পত্র লিখিয়া বিশেষভাবে ইঁহাকে প্রশংসা করেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের দেহত্যাগের পর কালীকৃষ্ণই হিন্দুসমাজের নেতা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ইনি সনাতন হিন্দুরক্ষিণী সভার সভাপতি ছিলেন। ফলতঃ কালীকৃষ্ণ সকল হিতকর কার্যেই যোগদান করিতেন। স্ত্রীশিক্ষা যাহাতে প্রসারিত হয়, এ বিষয়ে ইঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এতৎকল্পে ইনি অনেক সময় ও বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দের ১১ই এপ্রিল কালীকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয়। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইনি গভর্নমেন্টের নিকট হইতে "রাজা বাহাদুর" উপাধি পাইয়াছিলেন।

কালীকৃষ্ণ মিত্র—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সিমুলিয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শিবনারায়ণ মিত্র। পিতার অবস্থা সচ্ছল না থাকায় পাঠাবস্থায় ইঁহাকে কিঞ্চিৎ ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। শেষে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয় বৃত্তিলব্ধ অর্থে নিজের শিক্ষার ব্যয়ভার নিজেই বহন করিতে সমর্থ হন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি অগ্রজের সহিত বারাসতে আসিয়া বাস করেন, এবং তথায় লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য একটি আদর্শ উদ্যান ও কৃষিভাণ্ডার স্থাপন করেন। কৃষিবিদ্যা বিষয়ে ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ ছিল। এজন্য এতদ্বিষয়ক যন্ত্রাদি আনাইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে কৃষক ও অন্যান্য ব্যক্তিগণকে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দিতেন। উদ্ভিদ্বিদ্যা, কৃষিবিদ্যা, ভৌতিকবিদ্যা, অতিপ্রাকৃতবিদ্যা, যোগশাস্ত্র, নিদানশাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনায় ইনি জীবন অতিবাহিত করেন এবং বিধবাবিবাহ, কৃষিবিদ্যা, স্ত্রীশিক্ষা, মাদকনিবারণ, গার্হস্থ্য ব্যবস্থা ও শিশুচিকিৎসা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং প্যারীচরণ সরকারের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৯১ খ্রীঃ ৭০ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন।

কালীঘাট কলিকাতা শহরের প্রায় দেড় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। কালীদেবীর মন্দিরের জন্য গ্রামখানিও এই নামে প্রসিদ্ধ। কেহ কেহ বলেন, এই কালীঘাট নাম হইতেই কলিকাতা নামের উৎপত্তি। সতী দক্ষালয়ে দেহত্যাগ করিলে উক্ত দেহ স্কন্ধে লইয়া মহাদেব যখন উন্মত্তের ন্যায় ভীষণ নৃত্য করিতেছিলেন, তখন বিষ্ণু সুদর্শন চক্রদ্বারা ঐ দেহের অঙ্গগুলি খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলেন। সতীর বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানটি কালীঘাট তীর্থে পরিণত হয়। কালীঘাটের কালীর প্রকৃত মূর্তি একখানি প্রস্তর। এই প্রস্তরখানি জঙ্গল মধ্যে পতিত ছিল। স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া জনৈক সন্ন্যাসী এই মূর্তিটির রক্ষণ ও পূজার ভার গ্রহণ করেন। উত্তরকালে মূর্তিটি বর্তমান স্থানে নীত হয়, এবং ইহাতে মুখ ও চারি হস্ত সংযুক্ত করা হয়। দেহের নিম্নদেশ গঠন করা হয় নাই। বর্তমান মন্দিরটি বড়িশার সাবর্ণ-চৌধুরী মহাশয়গণের ব্যয়ে নির্মিত। দেবীর ভূসম্পত্তির আয়ে এবং যাত্রি-দত্ত অর্থে নিত্য পূজা এবং পর্বাদির ব্যয় নির্বাহিত হয়। কালীঘাটের হালদারবংশীয় ব্রাহ্মণেরা ইঁহার সেবাইত। কালীঘাট পশ্চিমবঙ্গের প্রধান তীর্থগুলির মধ্যে অন্যতম। মন্দিরের অনতিদূরে পশ্চিমে আদিগঙ্গা প্রবাহিতা। সেখানে স্নান করিয়া যাত্রীরা মন্দিরে পূজা দেয়। ইংরেজগণের কলিকাতায় আগমনের পূর্বেও কালীঘাটে যাত্রীর সমাগম হইত। কালীঘাটের ভৈরব নকুলেশ্বর।

কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী—রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কুণ্ডীর প্রসিদ্ধ জমিদার। বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম পৃষ্ঠপোষকরূপে ইঁহার নাম স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ১২৫৮ সালের ২১শে কার্তিক তারিখের "সংবাদ

প্রভাকরে" দেখা যায়, তিনি "পতিব্রতোপাখ্যান"-শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লেখককে ৫০৲ টাকা পারিতোষিক দিতে ইচ্ছা করেন। উক্ত পারিতোষিক পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুকাল পরে চৌধুরী মহাশয় পুনরায় সংবাদপত্রে ঘোষণা করেন যে, "কুলীনকুলসর্বস্ব"-নামক উৎকৃষ্ট নাটকের রচয়িতাকে তিনি ৫০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন। এবারও রামনারায়ণ পুরস্কৃত হন। কালীবাবুর পারিতোষিক লাভ করিয়াই তর্করত্ন মহোৎসাহে সাহিত্যচর্চায় প্রবৃত্ত হন। কালীবাবুর ন্যায় সাহিত্যোৎসাহী ছিলেন বলিয়াই রামনারায়ণের ন্যায় বঙ্গবাণীর কৃতী সন্তানকে আমরা পাইয়াছিলাম। চৌধুরী মহাশয় দেশের ও দশের হিতকর অনেক কার্য করিয়াছেন, এবং তজ্জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন।

কালীচরণ ঘোষ (জেনারেল কালু ঘোষ)—কলিকাতা ইঁহার জন্মস্থান। ইনি যুদ্ধবিভাগে কার্যগ্রহণ করিয়া সৈন্যগণের সহিত অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করেন, ইহার ফলে সমরকৌশলে ইঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা জন্মে। এই তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাঙ্গালী কর্মচারীর নিকট সময়ে সময়ে কর্নেল কাপ্তেন প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। প্রথম ভরতপুর যুদ্ধে যখন ইংরেজপক্ষীয় সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হন, তখন সকলের অনুরোধে ইনি মৃত সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধানপূর্বক সৈনাপত্যভার গ্রহণ করেন। ইঁহার কার্যনৈপুণ্যে সেক্ষেত্রে ইংরেজসৈন্য জয়লাভ করে। কথিত আছে যে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া সেনাপতির পরিচ্ছদ পরিধান করার জন্য ইনি প্রথমতঃ ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু পরে উহা রহিত করিয়া গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে তিন হাজার টাকা পুরস্কার দান করেন। এই সময় হইতেই ইনি 'জেনারেল কালু ঘোষ' বা 'জাঁদরেল কালু' নামে অভিহিত হন।

কালীচরণ ঘোষ (২য়) ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গদাধর ঘোষ। দুই বৎসর বয়সে কালীচরণের মাতার, এবং আট বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় সহোদর অম্বিকাচরণ ঘোষের সহিত বিদ্যাশিক্ষার্থ কৃষ্ণনগরে প্রেরিত হন। সুবিখ্যাত অধ্যাপক উমেশচন্দ্র দত্ত অম্বিকাচরণের সতীর্থ ছিলেন। ['উমেশচন্দ্র দত্ত' দ্রষ্টব্য]। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে অম্বিকাচরণের মৃত্যু হয়। সহোদরের মৃত্যুর পর কালীচরণ কৃষ্ণনগর কলেজেই পাঠ করিতে থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পাইয়া কলিকাতায় আসেন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সসম্মানে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন কৃষ্ণনগরে ওকালতি করেন, পরে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। এই সময় ক্রমশঃ তাঁহার পদোন্নতি হয়। মধ্যে কিছুদিনের জন্য তিনি গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নড়াইলের জমিদারির বিশৃঙ্খলা নিবারণার্থ প্রেরিত হন। সে কার্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়া ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ল্যাণ্ড অ্যাকুইজিসন কলেক্টর হন। এই কার্যে তিনি কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি পেনসন লইয়া কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন, এবং কলিকাতায় বাস করিতে থাকেন। এইখানেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে তাঁহার মৃত্যু হয়। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। কালীচরণের পত্নী কুন্তীবালা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে উন্মাদরোগগ্রস্তা হন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিয়াছেন, "কুন্তী তাঁহার উন্মাদ অবস্থাতে এই গোঁ ধরিলেন যে, বিদ্যাসাগর খাওয়াইয়া না দিলে খাইবেন না।" বিদ্যাসাগর এই সংবাদ পাইয়া "সত্য সত্যই কয়েক-মাস ধরিয়া দুবেলা আসিয়া কুন্তীকে খাওয়াইয়া যাইতেন। আমরা ইহা দেখিয়াছি।" প্রাতঃস্মরণীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় শেষজীবনে ঘোর দারিদ্র্য হেতু কষ্ট পাইতেছিলেন। তখন কালীচরণ তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেন। লাহিড়ী মহাশয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে একপ্রকার নিরাশ্রয় অবস্থায় কলিকাতায় আসেন। দারিদ্র্য ও শোক তাঁহাকে চারিদিক হইতে বেষ্টন করিতেছিল। এই সময়ে কালীচরণ স্বীয় ব্যয়ে বাটী ভাড়া করিয়া তাহাতে রামতনুর পরিবারবর্গকে স্থাপন করেন। কালীচরণের জীবনে এরূপ পরোপকার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। কালীচরণের ন্যায় কর্তব্যপরায়ণ, পরোপকারী, সচ্চরিত্র ও ধর্মভীরু ব্যক্তি বাঙ্গালাদেশের গৌরব।

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি একজন অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য থাকিয়া নির্ভীকতার অনেক পরিচয় দিয়াছিলেন। কালীচরণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইয়া শিক্ষা-সংক্রান্ত অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম বাঙ্গালী রেজিস্ট্রার। ইনি খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্বন্ধে সাধারণ স্থানে অনেক বক্তৃতা করিতেন। পূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলনে বিশেষভাবে যোগদান করিতেন। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপনে ইনি একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহার বাগ্মিতায় লোকের হৃদয় আলোড়িত হইত। ইনি অতি বিনয়ী মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় সমিতির অধিবেশনে ইনি উপস্থিত ছিলেন। সেইখানে ইনি মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সংজ্ঞা পাইলে ইঁহাকে বাড়িতে আনা হয়। তাহার পর ইনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সে রোগ হইতে আর আরোগ্যলাভ করিতে পারিলেন না, তাহাতেই ইঁহার মৃত্যু হয় (১৯০৭ খ্রীঃ)।

কালীতনয়—মহিষ। ৬৩৫। বি ; পু।

কালীতলা—কালীদেবীর পূজাস্থান, কালিকাক্ষেত্র। বাংপ্র। বি।

কালীন—কালসম্বন্ধীয়। কাল শব্দ+ঈন। বিণ।

কালীনারায়ণ রায় (রাজা)—ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত ভাওয়াল পরগনার জমিদার ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম গোলোকনারায়ণ রায়। ইঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কালীনারায়ণের জন্ম হয়। বাং ১২৬৩ সালে গোলোকনারায়ণের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিলে ইনি জমিদারির ভার প্রাপ্ত হন। জমিদারী কার্যে ইনি সাতিশয় দক্ষ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি বহু গুণযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে 'রাজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে (বাং ১২৮৫) ইঁহার লোকান্তর হয়। ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্রনারায়ণও একজন সহৃদয় ভূস্বামী ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে 'রাজাবাহাদুর' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ—কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে ১২৬৮ সালে ২৮শে জ্যৈষ্ঠ রবিবারে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত ও

কবিতা রচনায় ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। "হিতবাদী" পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া ইনি বার বৎসর কাল উহাকে সাতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালিত করেন। ইঁহার সম্পাদকতায় "হিতবাদী" যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। এই পত্রে ইনি স্বীয় মত নির্ভীকভাবে পরিব্যক্ত করিয়া সাতিশয় তেজস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ইংরেজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। হিতবাদীর ভারগ্রহণের পূর্বে এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন" পত্রিকা অতি যোগ্যতার সহিত প্রায় দেড় বৎসর কাল সম্পাদন করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার "অ্যান্টি-ক্রিষ্টিয়ান", "কস্মোপলিটান" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাগুলির বিলাতে যথেষ্ট আদর ছিল। ইঁহার সম্পাদিত হিতবাদী পত্রে 'রুচিবিকার' নামে এক পদ্যময় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাহাতে ব্রাহ্মগণের রুচিসম্বন্ধে তাঁর কটাক্ষ থাকে। এই কবিতাগুলি দ্ব্যর্থভাবে লিখিত। এজন্য আদালতে মানহানির অভিযোগ উপস্থিত হইলে কর্তব্যনিষ্ঠ কাব্য-বিশারদ উহার লেখকের নাম কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না, স্বয়ং কারাদণ্ড শিরোধার্য করিয়া লইলেন। কবিবর বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ করিয়া ইনি তাহার এক সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেন। জাপান হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে জাহাজে ১৯০৭ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগনার অন্তর্গত ভরাকর গ্রামে ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কালীপ্রসন্ন বাল্যকাল হইতেই বড় মেধাবী ছিলেন। যখন ইঁহার বয়স পাঁচ বৎসর, তখনই ইনি ফারসীভাষায় "বন্দে নামাবয়াৎ" এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণের অধিকাংশ স্থান কণ্ঠস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে পারিতেন। কথিত আছে যে, ইঁহার ছয় বৎসর বয়ঃক্রমসময়ে ইনি কলাপ ব্যাকরণের শব্দরূপ ও চতুষ্টয়বৃত্তি অভ্যাস করিয়াছিলেন। অনন্তর কালীপ্রসন্ন ঢাকা কলেজে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন, পরে বিশেষ যত্নসহকারে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট রঘুবংশ, মেঘদূত, ভট্টি প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ ও ইংরেজী সাহিত্য, ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কিছুদিনের জন্য ইনি ঢাকা ছোট আদালতের ক্লার্কের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং তদনন্তর ভাওয়াল রাজ স্টেটের ম্যানেজারের কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত করেন। এই সময়ে ক্রমে ক্রমে ইনি প্রভাতচিন্তা, নিভৃতচিন্তা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করেন। এই সময়েই ইঁহার মাসিক পত্রিকা "বান্ধব" প্রকাশিত হয়। মহারানী ভিক্টোরিয়ার ডায়মণ্ড জুবিলি মহোৎসব উপলক্ষে গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" এবং ১৯০৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। ইনি কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী এই উভয় ভাষাতেই অতি সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন। পূর্ববঙ্গে কালীপ্রসন্নের ন্যায় পণ্ডিত, বাগ্মী, চিন্তাশীল ও সুলেখক দুর্লভ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৩১১ খ্রীঃ অব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাভারতের বিখ্যাত বাঙ্গালা অনুবাদক। ইনি কলিকাতা জোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ কায়স্থ জমিদার বংশে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার প্রপিতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রমবোল্ড ও মিঃ মিড্লটনের অধীনে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় দেওয়ানি করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় ইঁহার বিস্তৃত জমিদারি ছিল। কালীপ্রসন্নের পিতার নাম নন্দলাল সিংহ। কালীপ্রসন্ন সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ইংরাজী এই তিন ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাগবাজারনিবাসী রায় লোকনাথ বসু বাহাদুরের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই পত্নীর মৃত্যু হইলে কালীপ্রসন্ন দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। ইঁহার এক বৎসর পূর্বে তদীয় ভবনে "বিদ্যোৎসাহিনী সভা" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কালীপ্রসন্ন এই সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন। অতি তরুণ বয়সেই ইনি সাহিত্যপথের পথিক হইয়াছিলেন। ইনি তৎকালের সাহিত্যিকগণের প্রধান তম উৎসাহদাতা ছিলেন। ইঁহারই উদ্যোগে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বীয় ভবনে বিদ্যোৎসাহিনী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত ও বেণীসংহার নাটক অভিনীত হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তদীয় "বিবিধার্থসংগ্রহে" লিখিয়াছিলেন, বেণীসংহার নাটকের অভিনয়সাফল্যে কালীপ্রসন্ন যে প্রশংসা অর্জন করেন "তাহাতে উত্তেজিত হইয়া" ইনি বিক্রমোর্বশী নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে উহা মহাসমারোহে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। তৎপরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মালতীমাধব নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক স্বনামধন্য হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু হইলে ইনি হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে ৫০০০৲ টাকা দান করেন, এবং উক্ত পত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া লইয়া উহার পরিচালনভার গ্রহণ করেন। ঐ বৎসর রেভরেণ্ড লঙ্ সাহেবের এক মাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র টাকা অর্থদণ্ড হইলে কালীপ্রসন্নই ঐ অর্থ অম্লানচিত্তভাবে দান করিয়াছিলেন। মৃত হরিশ্চন্দ্রের দুঃস্থ পরিবারবর্গের ভরণপোষণের ব্যবস্থা ইনিই করেন। কালীপ্রসন্নের সাহিত্যসেবা বঙ্গভাষার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকবে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র "বিবিধার্থ-সংগ্রহের" সম্পাদকতা পরিত্যাগ করিলে কালীপ্রসন্ন কিছুকাল যোগ্যতার সহিত উহার সম্পাদকতা করেন। ইনি "পরিদর্শক" নামে একখানি দৈনিকপত্রও চালাইয়াছিলেন। মহাভারতের বঙ্গানুবাদ ইঁহার অক্ষয়কীর্তি। বহু অর্থব্যয়ে এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্যে মূল সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদ কার্য ১৭৮০ শকে আরব্ধ হইয়া ১৭৮৮ শকে সমাপ্ত হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত-কর্তৃক মেঘনাদবধ কাব্য রচিত হইলে, কালীপ্রসন্ন স্বীয় বাটীতে একটি সভা আহ্বান করিয়া কবিবরকে বাঙ্গালা ভাষায় একখানি অভিনন্দন-পত্র ও রৌপ্যনির্মিত একটি ক্ল্যারেট পানপাত্র প্রদান করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি "সাবিত্রী সত্যবান্" নামে একখানি নাটক এবং "বঙ্গেশবিজয়" নামে একখানি উপন্যাসের কিয়দংশ রচনা করেন। 'হুতোম পেঁচার নক্সা' নামক রহস্যগ্রন্থ ইঁহার রচিত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পত্নী বলাইচন্দ্র সিংহের পুত্র বিজয়চন্দ্র সিংহ মহাশয়কে দত্তক গ্রহণ করেন।

কালীময়--মসীলিপ্ত, কালিমাখান, কাল, কৃষ্ণবর্ণ, মলিন ; কালীস্বরূপ। কালী শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

কালীময় ঘটক– নদীয়া জেলার অন্তর্গত রানাঘাটে ১২৪৭ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চন্দ্রশেখর তর্কসিদ্ধান্ত। নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছুদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন। কিন্তু

চাকুরি ভাল না লাগায় তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। পরে ইনি রানাঘাটের জমিদার-দিগের সাহায্যে একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং শ্রমজীবিগণের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইনি পঞ্চময় মিত্রবিলাপ, চরিতাষ্টক ১ম ও ২য় ভাগ, ছিন্নমস্তা উপন্যাস, কৃষিশিক্ষা, কৃষিপ্রবেশ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৩০৭ সালের ৩রা আষাঢ় ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হয়।

কালী মির্জা—'কালিদাস চট্টোপাধ্যায়' দ্রঃ।

কালীয়—১। কালসম্বন্ধীয়। কাল+ঈয় ইদমর্থে। বিণ। ২। কালিয় নামক নাগ। বি; পু। ৩। কৃষ্ণচন্দন; দারু হরিদ্রা। বি; স্ত্রী।

কালীয়দমন-কালিয়দমন (সকল অর্থে)।

কালীয়হর—কালীয়দমন, শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; কালীয়-হৃ (হরণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কালুয়া—১। কাল, কৃষ্ণবর্ণ; কালা, বধির। প্রাদে। বিণ। ২। মুখে কালিমাখা সঙ্‌। বাংপ্র। বি।

কালুষ, কালুষ্য—কলুষতা। কলুষ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কালেক্টর—জেলার রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী, collector; আদায়কারী। ইং। বি।

কালেক্টরি—কালেক্টরের দপ্তর বা কাছারি। <ইং 'collectorate'. বি।

কালেক্টরী—কালেক্টর বা তাহার দপ্তর-সংক্রান্ত। ইং-মূ। বিণ।

কালেভদ্রে—কদাচিৎ, কখনও। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কালেয়—১। দৈত্য বিঃ। কাল শব্দ+ঢেয়। বি; পু। ২। কালসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**কালেয়ী**।

কালেশ—সূর্য; শিব। কালের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

কালো কৃষ্ণবর্ণ। <কাল। বিণ। **কালো বাজার** চোরা বাজার, black market.

কালোচিত—সময়োপযোগী, যেমন সময় তদুপযুক্ত। কালে উচিত, ৭তৎ। বিণ।

কালোয়াত—ওস্তাদী গায়ক, কালাবৎ (তাহা দ্রঃ)। <কলাবৎ। বি।

কালোয়াতী—কালোয়াত সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

কাল্পনিক—কল্পনাজনিত; আরোপিত; কল্পিত, অবাস্তবিক, মিথ্যা। কল্পনা শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কাল্পনিকী**।

কাল্য—১। কালিক, সাময়িক, সময়োচিত। কাল শব্দ+ষ্ণ্য ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কাল্যা, কাল্যী**। ২। প্রভাত, প্রত্যূষ, ভোর। বি; ক্লী।

কাশ, কাস—১। রোগ বিঃ, কাশি; তৃণ বিঃ; কেসে ঘাস। কাশ বা কাস+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। কেসের মূল। বি; স্ত্রী। ৩। প্রকাশ; গতি। কাশ বা কাস+অল্ ভাব। বি; পু। ৪। শোভমান। বিণ।

কাশমর্দ, কাসমর্দ—কাসুন্দি; কাল-কাসুন্দা গাছ। বি; পু।

কাশি—১। কাশী, বারাণসী। কাশ+ই কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। কাশ রোগ। বাংপ্র। বি। [বি; স্ত্রী।

কাশিকা—বারাণসী। কাশী+কণ্+আপ্।

কাশিমবাজার বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। বঙ্গে ইংরেজ জাতির আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই কাশিমবাজার বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। গঙ্গা, ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদী-বেষ্টিত ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডই কাশিমবাজার নামে অভিহিত। কথিত আছে, কাশিম খাঁ নামক জনৈক মুসলমান এই স্থানের প্রতিষ্ঠাতা। সপ্তগ্রামের বাণিজ্য হ্রাস পাওয়ার পরে এবং কলিকাতা নগরী স্থাপিত হইবার পূর্বে কাশিমবাজার বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। পরে ভাগীরথীর গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, কাশিমবাজার জলাভূমিতে পরিণত হইয়া অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে; সেই জন্য এস্থানের বাণিজ্যগৌরব বিনষ্ট হইয়া যায়। এস্থান রেশমী বস্ত্র ও গজদন্তে নির্মিত দ্রব্য-গুলির জন্য পূর্বে প্রসিদ্ধ ছিল, এখনও কিঞ্চিৎ আছে। হেস্টিংসের বিশ্বস্ত বন্ধু কান্ত রায় (মুদি) এখানকার রাজবাটীর প্রতিষ্ঠাতা। কাশী হইতে আনীত প্রস্তর দ্বারা রাজবাটীর এক অংশ নির্মিত। এই প্রস্তরগুলি চৈৎসিংহের প্রাসাদের অংশ-বিশেষ। এই রাজবাটীতে চৈৎসিংহের মাতার প্রদত্ত কৃষ্ণ বিগ্রহ বিরাজিত; কান্ত-বাবুর পুত্র লোকনাথ, তৎপুত্র হরিনাথ, তৎপুত্র কৃষ্ণনাথ, এবং কৃষ্ণনাথপত্নী প্রাতঃ-স্মরণীয়া মহারানী স্বর্ণময়ী যথাক্রমে এই রাজবাটীর গৌরববর্ধন করেন। কৃষ্ণনাথের ভাগিনেয় মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর দানশীলতায় এবং জনহিতকর কার্যের অনুষ্ঠানে সেই গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। একণে তৎপুত্র মহারাজ শ্রীশচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজার রাজপদ অলংকৃত করিতেছেন।

কাশিরাজ, কাশীরাজ—বারাণসীর রাজা; জনৈক নৃপতি; দিবোদাস; ধন্বন্তরি। ৬তৎ। বি; পু।

কাশী (কাশিন্)—কাশরোগাক্রান্ত, কেশো রোগী। কাশ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী-**কাশিনী**।

বারাণসী, হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থ-ভূমি। কাশ্+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কাশীধাম (-ধামন্) কাশীনগরী, বারাণসী। কর্মধা। বি; ক্লী।

কাশীনাথ—শিব। ৬তৎ। বি; পু।

কাশীনাথ ঘোষ—ইনি সিমলার প্রসিদ্ধ ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম রামলোচন ঘোষ এবং পিতামহের নাম রামদেব ঘোষ। রামদেব কৃষ্ণনগরের রাজার দেওয়ান ছিলেন। নদীয়ার অন্তঃ-পাতী মনসাপোতা গ্রামে ইঁহাদের নিবাস ছিল। কাশীনাথ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং পিতার যত্নে শিক্ষালাভ করিতে থাকেন। ব্যবসায়সূত্রে ইনি ইংরেজী শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। ইনি তদানীন্তন প্রসিদ্ধ ধনকুবের রামদুলালের সহিত ব্যবসা করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য লাভ করেন। ইঁহার নানা সদ্‌গুণের জন্য রামদুলাল ইঁহাকে অতিশয় ভাল-বাসিতেন। ইনি অতিশয় সত্যনিষ্ঠ এবং ন্যায়পর ছিলেন। একসময় ইনি সুরতী-খেলায় ৫০০০০৲ টাকা পাইলে রামদুলাল এই সংবাদ ইঁহাকে জ্ঞাপন করেন এবং এইজন্য আনন্দ প্রকাশ করেন। কিন্তু কাশীনাথ বলিলেন যে, তিনি উহার পঞ্চ-মাংশের অধিকারী, কারণ, তিনি আপনার অধীন চারিজন কর্মচারীর অর্থে আর চারিখানি টিকিট নিজনামে ক্রয় করিয়া-ছিলেন। এজন্য ইনি স্বয়ং ১০০০০৲ টাকা গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ৪০০০০৲ টাকা কর্ম-চারিগণকে প্রদান করেন।

পরোপকার কাশীনাথের জীব-নের ব্রত ছিল। ইনি আপনার পূর্বপুরুষ-গণের নিবাসস্থানে কাশীসাগর নামে এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করাইয়া ঐ পুষ্করিণী এবং নিকটবর্তী ভূসম্পত্তি স্বীয় কুলগুরুকে দান করিয়া যান। কাশীনাথ তদানীন্তন হিন্দুসমাজের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। ধর্মনিষ্ঠা, দেবদ্বিজে ভক্তি এবং সহৃদয়তার জন্য ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। ইনি রাস, দোল ও দুর্গোৎসব প্রভৃতি পর্ব মহাসমারোহে যথেষ্ট অর্থব্যয়ে সম্পাদন করিতেন। ইনি হিন্দুর রীতি-নীতি সংরক্ষণের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। হাটখোলার দত্তবংশধর

কালীপ্রসাদ প্রকাশ্যরূপে নিষিদ্ধাচার করাতে হিন্দুসমাজে জাতিচ্যুত হন। কাশীনাথ ৩০০০০৲ টাকা ব্যয় করিয়া কালীপ্রসাদের উদ্ধার সাধন করেন। পরমবন্ধু রামদুলালের মৃত্যুতে ইঁহার হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত লাগে। ১৮৪৯ খ্রীঃ ইনি পরলোকগমন করেন। "Hindu Patriot" ও "Bengali" সংবাদপত্র-দ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইঁহার পৌত্র।

কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাঙ্গ—মহারাষ্ট্র-দেশের সারস্বত ব্রাহ্মণকুলে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অগস্ট তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে কাশীনাথ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এল্‌ফিন্‌স্টোন্ কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে ইনি অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ধীশক্তির পরিচয় দেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজ হইতে ইনি বি. এ. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে কিছুকাল এল্‌ফিন্‌স্টোন্ বিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিবার পর উক্ত কলেজের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর ওকালতি পাস করিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ইতঃপূর্বেই ইঁহার অসাধারণ সংস্কৃতভাষা-জ্ঞান প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। এখন কাশীনাথ হিন্দুব্যবহারশাস্ত্রে পারদর্শী বলিয়া খ্যাতিলাভ করিলেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের বিচার-পতি পদে অভিষিক্ত হন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক বিচারপতি বোম্বাই হাইকোর্টে আর কেহ ছিলেন না। অতি স্বল্পকালমাত্র ইনি এই দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু ইহারই মধ্যে ইনি আইন-শাস্ত্রে কতদূর ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন, তাহা জনসমাজে অবিদিত ছিল না। বিদেশের পণ্ডিতসমাজে কাশীনাথ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলেজ হইতে বাহির হইয়াই ইনি রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর বোম্বাই-শাখার সদস্য হইয়াছিলেন। এই সভার পত্রিকায় এবং "ইণ্ডিয়ান্ আণ্টিকুয়ারী" নামক বিখ্যাত পত্রে তেলাঙ্গের রচিত গবেষণামূলক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সত্যানুসন্ধানই ইঁহার জীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্যার্জনেই ইঁহার সর্বাপেক্ষা আনন্দ লক্ষিত হইত। ইঁহার পাণ্ডিত্যখ্যাতি এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত মোক্ষমুলর তৎসম্পাদিত Sacred Books of the East নামক গ্রন্থপর্যায়ের জন্য কাশীনাথকে শ্রীমদ্ভগ-বদ্গীতার ইংরেজী অনুবাদ করিতে অনুরোধ করেন। কাশীনাথ এই অনুরোধ রক্ষা করেন। ইঁহার গীতার অনুবাদ এক অপূর্ব সামগ্রী। সংস্কৃতসাহিত্যের প্রচারে ইঁহার অসাধারণ সাফল্যলাভের নিদর্শন-স্বরূপ বোম্বাইনগরস্থ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতির পদে ইনি বৃত হন। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুরাগী হইলেও তেলাঙ্গ মাতৃভাষা মারাঠীকে উপেক্ষা করেন নাই। মাতৃভাষার উন্নতিকল্পেও ইনি বহু আয়াস স্বীকার করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর্ হন। ইহার কিছু পূর্বেই গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে সি. আই. ই. উপাধিতে ভূষিত করেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও কাশীনাথের প্রসিদ্ধি কম ছিল না। ইঁহার ইল্‌বার্ট বিল সংক্রান্ত বক্তৃতা দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছে। শেষ-জীবনে ইনি বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কাশীপ্রসাদ ঘোষ—কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮০৯ খ্রীঃ অব্দের ৫ই অগস্ট শনিবার খিদিরপুরে মাতামহ রামনারায়ণ বসু সর্বাধিকারী মহাশয়ের বাটীতে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে অত্যন্ত আদুরে ছিলেন বলিয়া ১২ বৎসর বয়সে ইঁহার অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত হইয়াছিল। তজ্জন্য বিশেষ তিরস্কৃত হওয়ায় ইঁহার ধিক্কার জন্মে। তারপর কাশীপ্রসাদের পিতা ১৮২১ খ্রীঃ অব্দে ইঁহাকে হিন্দু কলেজে ৭ম শ্রেণীতে ভরতি করিয়া দিলেন। সেখানে ইনি সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ১৮২৭ খ্রীঃ অব্দের মধ্যভাগে ইনি একটি ইংরেজী পদ্য রচনা করেন। তৎপর মিলের লিখিত ইতিহাসের সমালোচনা করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ অব্দে উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়া হিন্দু কলেজ ত্যাগ করেন। ইনি অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গালা গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ লেখেন। ইঁহার পুস্তকগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল;—On Bengali Works and Writers, Shair and other poems, Memoir of Native Dynasties. ১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ অব্দে কাশীপ্রসাদ The Hindu Intelligencer নাম দিয়া একখানি বৃহৎ সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ইহা বন্ধ হইয়া যায়। ইঁহার রচিত প্রায় তিন শত বাঙ্গালা গান আছে। ইনি ১৮৭৩ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর হেদুয়ার বাটীতে দেহত্যাগ করেন।

কাশীরাজ—'কাশিরাজ' দ্রঃ।

কাশীরাম দাস (দেব)—ইনি বাঙ্গালা পদ্যে মহাভারত অনুবাদ করেন। ইঁহার রচনা দ্বারা অনুমান হয় যে, ইনি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের পরবর্তী লেখক। বোধ হয়, খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ। ইঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সিঙ্গিগ্রামে (কোন কোন মতে সিদ্ধ বা সিদ্ধিগ্রাম) ইঁহার জন্ম। অধুনা সিঙ্গিগ্রামের অধিবাসীরা কাশীরামের নাম স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত "কাশীরাম ইন্‌ষ্টিটিউশন" নামে একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, কাশীরাম নিজে সংস্কৃত জানিতেন না,—কথকের নিকট মহাভারতের উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া তাহাই পদ্যে রচনা করিতেন। এই মতের পোষকস্বরূপে তাঁহারা কাশী-রামের নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করেন;

শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥

বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, "শ্রুত" কথাটি লিপিকরপ্রমাদ। কোন প্রাচীন গ্রন্থে "শ্রুত" কথার পরিবর্তে "সূত্র" এই কথাটি তাঁহারা পাঠ করিয়াছেন। আর কাশীরাম যে সংস্কৃত ভাষা বেশ জানিতেন, তাহা মূলের সহিত তাঁহার কৃত অনুবাদ মিলাইয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন। তবে কৃত্তিবাসের ন্যায় ইনি অনেক স্থলে মূলের অনুসরণ করেন নাই। অনেক স্থল বর্জন এবং অনেক স্থলে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কাশীরামের মহাভারতের রচনাকাল অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থের রচনা-কালের মত গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তাহার কারণ এই যে, কাশীরাম কেবল প্রথম চারি পর্ব রচনা করিয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি গ্রন্থ সমাপ্তি করিতে পারেন নাই, সুতরাং রচনাকালও উল্লিখিত হয় নাই। বর্তমান কালের ২৮৫ বৎসর পূর্বে যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল অনুমানসিদ্ধ। কৃত্তিবাসের রামায়ণের ন্যায় কাশীরাম দাসের মহাভারত যে বঙ্গসাহিত্যের অমূল্য রত্ন, সে বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই। এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বঙ্গদেশের লক্ষ লক্ষ অল্পশিক্ষিত স্ত্রী ও পুরুষ মূলের তথ্য ও উপদেশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেছে এবং প্রাচীন

আর্যজাতির চরিত্র হৃদয়ংগম করিয়া নিজ নিজ চরিত্র গঠনের আদর্শ পাইতেছে।

কাশীশ—১। শিব ; কাশীর রাজা। কাশির বা কাশীর ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু। ২। হীরাকস। বি ; স্ত্রী।

কাশীশ্বর—মহেশ্বর, শিব ; বারাণসীর রাজা। কাশির বা কাশীর ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

কাশ্মীর—১। কুঙ্কুম, জাফরান ; টঙ্কণ, সোহাগা। কাশ্মীর শব্দ+ঞ। বি ; স্ত্রী।

২। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। কাশ্মীরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই রমণীয় ; সেই জন্য ইহাকে "ভূস্বর্গ" বলা হয় ; ইংরেজেরা ইহাকে "Happy Valley" বলেন। কাশ্মীরের প্রধান শহর চারিটি—জম্মু (রাজধানী), শ্রীনগর (মহারাজের গ্রীষ্মাবাস), ইসলামাবাদ ও লে (Leh)। শ্রীনগরের ভাসমান উদ্যান ও হ্রদ বিখ্যাত। ইহা শাল প্রস্তুত করিবার স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরে মুসলমানজাতি অনেক। আদিম ব্রাহ্মণেরা "পণ্ডিত" নামধেয়। কাশ্মীর বাসী ব্রাহ্মণগণের আচার অন্যরূপ। তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, মুসলমানের হস্তে পানীয় জল গ্রহণ করেন, বস্ত্র পরি বর্তন না করিয়া আহারে বসেন, নৌকায় রন্ধন ও আহার করিয়া থাকেন।

অতি প্রাচীনকালে কাশ্মীরে হিন্দু-নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন। তাহার পরে বৌদ্ধরাজগণ উহার শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে কনীষ্ক এখানে রাজত্ব করিতেন। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম যুগপৎ প্রচলিত ছিল। সেই সময়ে কাশ্মীরে অনেকগুলি হিন্দু-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীঃ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে অনেক চৈনিক পরিব্রাজক এই দেশ দর্শন করেন। হুয়েনথ্‌সাং এখানে দুই বৎসর বাস করিয়াছিলেন (৬৩১-৬৩৩ খ্রীঃ অব্দে)।

১৫৮৮ অব্দে মোগল বাদশাহ্‌ আকবর কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৭৫৬ অব্দে আমেদ সা দুরানী দেশটিকে নিজ শাসনাধীন করেন। ১৮১৯ অব্দে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ আফগান হস্ত হইতে কাশ্মীর কাড়িয়া লন। ইঁহার অধীন গুলাবসিংহ নামক জনৈক ডোগ্রা রাজপুত সামান্য কর্ম করিতেন। কর্মে প্রভুকে সন্তুষ্ট করিয়া তিনি পারিতোষিক স্বরূপে জম্মু শহরটি লাভ করেন। সোব্রাওন যুদ্ধে পরাজয়ের পর ইংরেজের সহিত শিখগণের সন্ধি-স্থাপনের প্রস্তাব সম্বন্ধে গুলাবসিংহ বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। লাহোরে স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের শর্তানুসারে শিখগণ ইংরেজকে দেড় ক্রোর টাকা দিতে অক্ষম হইয়া এক ক্রোর টাকার পরিবর্তে সিন্ধু ও বিয়াস নদীর মধ্যস্থিত দেশগুলি প্রদান করে। কাশ্মীর ও হাজারা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাৎকালিক গভর্নর-জেনারেল স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জ গুলাবসিংহকে কাশ্মীর দেশটি দান করিয়া তদুপরি তাঁহার স্বাধীন শাসনশক্তি অঙ্গীকার করেন। গুলাবসিংহ ১৮৫৭ অব্দে দেহত্যাগ করিলে, তৎপুত্র রণবীরসিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮৮৫ অব্দে তাঁহার দেহান্তর ঘটিলে, তৎপুত্র প্রতাপসিংহ কাশ্মীরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

কহ্লন পণ্ডিত রচিত রাজতরঙ্গিণী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ। ইহাতে পুরাকাল হইতে সংগ্রাম দেবের রাজত্বকাল (খ্রীঃ ১০০৬) পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস প্রকটিত। রাজতরঙ্গিণীর রচনাকাল খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রাজতরঙ্গিণীর যেখানে শেষ হইয়াছে, সেইখান হইতে আরম্ভ করিয়া জৈনুল আবদ্দিনের রাজত্বকাল (১৪১২) পর্যন্ত সময়ের একখানি ইতিহাস জনরাজা প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থের শেষভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া ফাসার রাজত্বকাল (১৪৮৬) পর্যন্ত অপর একখানি ইতিহাস পণ্ডিত শ্রীবর কর্তৃক রচিত হয়। শেষোক্ত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আকবর কর্তৃক কাশ্মীর দেশ মোগল রাজ্যভুক্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ের একখানি গ্রন্থ প্রাজ্যভট্ট রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম "রাজাবলী পটক"। কাশ্মীর ব্যতীত ভারতের অপর কোন দেশের ধারাবাহিক সম্পূর্ণ ইতিহাস পাওয়া যায় না।

কাশ্মীরজ—কুঙ্কুম, জাফরান ; কুষ্ঠ, কুড়। কাশ্মীর শব্দ—জন্‌+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

কাশ্মীরজন্ম (-জন্মন্‌) কুঙ্কুম, জাফরান। কাশ্মীরে জন্ম যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

কাশ্মীরা—কাশ্মীর দেশজাত লোমজ শীতবস্ত্র। বাংপ্র। বি।

কাশ্য—মদিরা, মদ্য। বি ; স্ত্রী।

কাশ্যপ—১। কশ্যপসম্বন্ধীয় ; কশ্যপবংশীয়। কশ্যপ শব্দ+ঞ। বিণ। স্ত্রী—**কাশ্যপী**। ২। জনৈক মুনি ; গোত্র বিঃ ; মৃগ বিঃ ; অরুণ। বি ; পু।

৩। ব্রহ্মশাপে রাজা পরীক্ষিৎকে তক্ষকে দংশন করিলে কাশ্যপ নামে এক-জন সর্পচিকিৎসক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে তক্ষকের বিষ হইতে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে গমন করিতেছিলেন। পথে তক্ষকের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে তক্ষক বলিলেন, "তুমি কোনক্রমেই রাজাকে বাঁচাইতে পারিবে না।" ব্রাহ্মণ কৃতকার্যতার বিষয়ে দৃঢ়তা প্রকাশ করিলে পরীক্ষার্থে তক্ষক একটি বটবৃক্ষ দংশন করেন। ব্রাহ্মণ স্বীয় বিদ্যাবলে বৃক্ষকে রক্ষা করিলেন। অতঃপর তক্ষক ধন-লোভী ব্রাহ্মণকে প্রভূত ধন দিয়া তাঁহার হস্তিনাগমন নিবারণ করেন।

কাশ্যপি—১। গরুড় ; অরুণ, সূর্যসারথি। কশ্যপ+ণি অপত্যার্থে। বি ; পু। ২। পৃথিবী [পরশুরাম একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিবার পরে কশ্যপকে দান করেন, সেই হেতু পৃথিবীর এক নাম কাশ্যপি বা কাশ্যপী]। বি ; স্ত্রী।

কাশ্যপী—১। কশ্যপসম্বন্ধিনী ; কশ্যপবংশীয়া। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।

কাশ্যপেয় সূর্য, গরুড়। কশ্যপ (মুনি বিঃ)+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

কাষ—কষ্টিপাথর। কষ্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি ; পু।

কাষায় কষায়রক্ত, অনুজ্জ্বল রক্তবর্ণ। কষায় শব্দ+ঞ। বিণ। স্ত্রী—**কাষায়ী**।

কাষ্ঠ—দারু, কাঠ। কাশ্‌+ক্থন্‌ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

কাষ্ঠক—অগুরু কাষ্ঠ। কাষ্ঠ+কন্‌। বি ;

কাষ্ঠকীট ঘুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

কাষ্ঠকুট্ট—কাঠঠোকরা পাখি। কাষ্ঠ—কুট্ট (ছেদন করা)+অন্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

কাষ্ঠকুড্য—কাঠের প্রাচীর বা বেড়া। কাষ্ঠনির্মিত যে কুড্য, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠকুদ্দাল—নৌকা পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত কাষ্ঠনির্মিত কুদ্দাল, কেঠো। কাষ্ঠনির্মিত যে কুদ্দাল, মধ্যপ। বি ; পু।

কাষ্ঠতক্ষ সূত্রধর, ছুতার। উপতৎ ; কাষ্ঠ—তক্ষ্‌+অন্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

কাষ্ঠতন্তু ১। কাঠের আঁশ। ৬তৎ। ২। কাষ্ঠকীট, ঘুণ। কাষ্ঠ-তন্‌+তু কর্তৃ। বি ; পু।

কাষ্ঠদারু দেবদারু গাছ। বি ; পু।

কাষ্ঠপাদুকা—কাঠের জুতা ; খড়ম। কাষ্ঠ-নির্মিতা যে পাদুকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠপুত্তলিকা—কাঠের পুতুল ; নীরব ও নিশ্চল ব্যক্তি। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠপুষ্প—১। কেতকী, কেয়াফুল। কাষ্ঠতুল্য যে পুষ্প, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। ২। কেতকী বৃক্ষ, কেয়া ফুলের গাছ। কাষ্ঠবৎ পুষ্প যাহার, বহু। বি ; পু।

কাষ্ঠফলক—কাষ্ঠনির্মিত ফলক, ছোট তক্তা, (আধুনিক) বোর্ড প্রভৃতি। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠমঞ্চ—কাঠের মাচান ; চৌকি, চেয়ার, কেদারা ; সোপানমঞ্চ, গ্যালারি ; খাট ; বেদী। কাষ্ঠ নির্মিত যে মঞ্চ, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠমঠী—চিতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠময়—দারুময়, কাষ্ঠাত্মক, কাষ্ঠপূর্ণ, কাষ্ঠ-নির্মিত ; নির্মম, নির্দয়। কাষ্ঠ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**কাষ্ঠময়ী**।

কাষ্ঠমল্ল-শবযান, যে গাড়ি বা খাটে করিয়া মৃতদেহ লইয়া যাওয়া হয়। কাষ্ঠ-নির্মিত যে মল্ল, মধ্যপ। বি ; পু।

কাষ্ঠমার্জার-কাঠবিড়াল। কাষ্ঠবাসী যে মার্জার, মধ্যপ। বি ; পু।

কাষ্ঠলেখক—কাষ্ঠকোদক, যে ব্যক্তি কাঠ কুঁদিয়া লেখে ; কাষ্ঠকীট, ঘুণ। ৭তৎ। বি ; পু।

কাষ্ঠলৌকতা, কাষ্ঠলৌকতা—মৌখিক শিষ্টাচার, লোক-দেখান ভদ্রতা বা খাতির। বাংপ্র। বি।

কাষ্ঠলৌকিকতা—শুষ্ক আত্মীয়তা, বাহ্য ভদ্রতা, কপট বন্ধুতা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠহাসি-নীরস হাস্য, মনে প্রফুল্লতা না থাকিলে যে হাস্য করা হয় তাহা : মনযোগান হাসি। বাংপ্র। বি।

কাষ্ঠা--দিক্, সীমা ; কালপরিমাণ বিঃ, অষ্টাদশনিমেষাত্মক কাল। কাষ্ঠ শব্দ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠাত্মক—কাষ্ঠপ্রাণ, দারুময়। কাষ্ঠ আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**কাষ্ঠাত্মিকা**।

কাষ্ঠাম্বুবাহিনী—কাষ্ঠময়ী জলসেচনী, দ্রোণী, দুনি ; কাষ্ঠ কুদ্দাল। কাষ্ঠরচিতা যে অম্বুবাহিনী, মধ্যপ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠাসন-চৌকি, কেদারা, পিঁড়ি প্রভৃতি। কাষ্ঠ-নির্মিত যে আসন, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কাষ্ঠিকা-ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড, কাঠি। কাষ্ঠ+কন্ অল্পার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কাস—'কাশ' দ্রঃ।

কাসজিৎ-কাসরোগনাশক। উপতৎ ; কাস—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কাসন—সরিষার খোল বিঃ। প্রাদেশিক। বি।

কাসন্দি, কাসুন্দি—তৈল-সর্ষপচূর্ণাদি মসলাযুক্ত আমের আচার। বাংপ্র। বি।

কাসমর্দ—কালকাসন্দা গাছ ; কাসন্দি। উপতৎ ; কাস—মৃদ্+অন কর্তৃ। বি ; পু।

কাসমর্দন-কালকাসন্দা গাছ ; পটোল। উপতৎ ; কাস—মৃদ (মর্দন করা)+অন কর্তৃ। বি ; পু।

কাসর-মহিষ। ক (জল) আ—সৃ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কাসাভা—বৃক্ষ বিঃ [ইহার মূল হইতে সাগু-দানার ন্যায় খাদ্য এবং চূর্ণ করিলে শটীর ন্যায় পালো হয় ; স্থানবিশেষে ইহাকে শকরকন্দ ও শিমুল আলু বলে]। <ইং 'cassava'. বি।

কাসার-জলাশয়, সরোবর, পুষ্করিণী ; পক্বান্ন বিঃ, একপ্রকার মিঠাই। ক'র (জলের) আসার, ৬তৎ। বি ; পু।

কাসারি—কাসমর্দন, কালকাসন্দা গাছ। কাসের অরি, ৬তৎ। বি ; পু।

কাসি--কাশি, কাশরোগ। বাংপ্র। বি।

কাসীস-উপধাতু বিঃ, হীরাকস। কাস্ (গমন করা)+ঈসন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কাসুন্দি—'কাসন্দি' দ্রঃ।

কাস্তে-কাস্তে ; কাঁচি ; দা, কাটারি। প্রা কপ্র। বি।

কাস্তিয়া, কাস্তে—বাঁকা দাঁতালো অস্ত্র বিঃ, শস্যকর্তরিকা। বাংপ্র। বি।

কাহন—১৬ পণ, ৩২০ গণ্ডা, ১২৮০ টা। বাংপ্র। বি।

কাহলী—তরুণী, যুবতী। কাহল+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কাহা—১। কাহাকে, কাহারে। সর্ব। ২। কানাই, শ্রীকৃষ্ণ। প্রা কপ্র। বি।

কাহাঁ—কোন্ স্থানে। হি-মু। অ।

কাহাঁত—কভি পর্যন্ত। অ।

কাহার—১। কোন্ জনের। বাংপ্র। সর্ব। ২। শিবিকাবাহক জাতি, বেহারা। কাহারক শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কাহারক—শিবিকাবাহক জাতি, বেহারা। বি ; পু। [বি।

কাহার্বা—সংগীতের তাল বিঃ। হিন্দী।

কাহাল—বাদ্যভাণ্ড বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

কাহিনী—কথা, গল্প ; বিবরণ ; প্রস্তাব। বাংপ্র। বি।

কাহিল শীর্ণ, কৃশ, রোগা, দুর্বল। বাংপ্র। বিণ।

কাহু, কাঁহু—কাহারও। প্রা কপ্র। সর্ব।

কাহে ১। কারে, কাহাকে ; কাহার। প্রা কপ্র। সর্ব। ২। কেন, কিজন্য। হিন্দী। অ।

কি-১। কোন্ বস্তু বা বিষয়। সর্ব। ২। সংশয়সূচক প্রশ্নে ; বিস্ময় বিরক্তি ইত্যাদি-সূচক ; কিংবা ; কিছু নয় (যেমন 'বেল পাকিলে কাকের কি')। অ। [কেহ কেহ জোর দিবার স্থলে 'কী' এইরূপ দীর্ঘ ঈকারান্ত করিয়াও লিখিয়া থাকেন।]

কি অ—কি। প্রা কপ্র। অ।

কিং—'কিম্' দ্রঃ।

কিংকর—কিঙ্কর (তাহা দ্রঃ)।

কিংকর্তব্য—কি করা উচিত বা আবশ্যক। বিণ।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়—কর্তব্যাবধারণে অসমর্থ, কি করা উচিত বা আবশ্যক তাহা বুঝিতে অক্ষম। ৭তৎ। বিণ। বি, -বিমূঢ়তা।

কিংখাপ, কিংখাব—ফুলদার বা সোনালি জরিদার রেশমী কাপড়। <ফা 'কম্‌খোয়াব'। বি।

কিংবদন্তি, কিংবদন্তী—জনশ্রুতি, লোকপরম্পরাগত কথা ; লোকাপবাদ। কিম্ (কি)—বদ্ (বলা)+অন্তি ভাব, পক্ষান্তরে অন্ত ভাব+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কিংবা বিকল্প ; বা, অথবা, পক্ষান্তর-বোধক শব্দ। কিম্+বা। অ।

কিংশুক -১। পলাশ পুষ্প। বি ; স্ত্রী। ২। পলাশবৃক্ষ। কিম্ (কি)+শুক (পক্ষি-বিশেষ)। [ইহা কি শুক পক্ষী হইবে, এইরূপ বিতর্ক হইতে কিংশুক নামের উদ্ভব হইয়াছে।] বি ; পু।

কিংসলে, চার্লস্ (Kingsley, Charles)—(১৮১৯-১৮৭৫ খ্রীঃ)। ইংরেজ ধর্মযাজক, ঔপন্যাসিক ও কবি। ইঁহার লিখিত 'Westward Ho', 'Hereward the Wake', 'Hypatia', 'The Heroes' প্রভৃতি বহু পুস্তক আছে।

কিঙ্কর—ভৃত্য, সেবক, পরিচারক। কিম্ (কি)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কিঙ্করী**।

কিঙ্কিণি, কিঙ্কিণী-বিকঙ্কত বৃক্ষ ; ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা, ছোট ঘণ্টা ; কটিভূষণ বিঃ ; ঘাঘর, ঘুঙুর। কিম্ (অনুকরণ শব্দ)—ণিজন্ত কিণ্ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

কিঙ্কিরা—রক্ত। কিঙ্কির+আপ্। বি ;

কিচকিচ, কিচকিচানি—তীব্র লঘু শব্দ ; ছুঁচার শব্দ ; কর্ণপীড়ক অব্যক্ত শব্দ ; কলহ। বাংপ্র। অ।

কিচনার, হোরেসিও হার্বার্ট—(Horatio Herbert Kitchener)—কেরীর অন্তর্গত লিস্টওয়েলের সন্নিকট-বর্তী গান্‌স্ বারো হাউস্ নামক স্থানে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন তারিখে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। আয়র্ল্যাণ্ডে জন্মিলেও ইনি জাতিতে ইংরেজ ছিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইনি গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাভ্যাস করেন। পরে ইঁহার পিতা জেনেভাহ্রদের তীরবর্তী কোনও স্থানে বেনেট্ নামক এক পাদরীর নিকট পুত্রকে শিক্ষার্থ প্রেরণ করেন। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া কিচনার লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন, এবং সামরিক বিভাগের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি উল্‌উইচের রয়েল মিলিটারী অ্যাকাডেমী নামক সামরিক

বিভাগে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল ইঞ্জিনীয়ারগণের অধীনে কোনও কর্মে নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কণ্ডারের (Conder) সহকারিরূপে কার্য করিবার নিয়োগ পাইয়া ইনি প্যালেস্টাইনে গমন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে মিশরে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে। এই সময় কিচনার মিশরের সেনাদলে প্রবেশ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে খার্টুমের যুদ্ধে ইঁহার কার্যকুশলতায় ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হইয়া সমর কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে বিবিধ পুরস্কারে গৌরবান্বিত করেন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লেফ্‌টেন্যাণ্ট্-কর্নেলের পদে উন্নীত হন। কিন্তু ঐ বৎসর মিশরের সেনাবিভাগের কার্য পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শরীররক্ষীর পদে অভিষিক্ত হন। কিছুদিন পরে মিশরসেনাদলের সহকারী সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া পুনরায় মিশরে গমন করেন এবং ওসমান্ দিগনারের সহিত যুদ্ধে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কিচনার মিশর-সেনার সর্দারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে কে. সি. এম. জি. এই সম্মান-সূচক উপাধিতে ভূষিত করেন। বিখ্যাত আফ্রিকার যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষের জয় প্রধানতঃ ইঁহারই অসাধারণ সামরিক নৈপুণ্যে হইয়াছিল। সুদানে ইংরেজ-রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া কিচনার যখন ইংলণ্ডে ফিরিলেন, তখন ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে ভাইকাউণ্ট উপাধি প্রদান এবং ভারতের সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করিলেন। ভারতবর্ষে ইনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পদে বর্তমান ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ভারতীয় সামরিক বিভাগের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ভারতীয় সেনাসংস্কারে কিচনার যথেষ্ট পারদর্শিতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে সেনাসংস্কার লইয়া ইঁহার সহিত ভারতের তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কার্জনের মতান্তর উপস্থিত হয়। প্রধান সচিব বাল্‌ফোর ও লর্ড মর্লি কিচনারের পক্ষ সমর্থন করেন এবং কিচনারেরই জয় হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ অব্দে কিচনার ফিল্ড-মার্শাল হন। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ইওরোপীয় মহাসমরে ইনি সমর সচিবের দায়িত্বপূর্ণ পদে প্রতিষ্ঠিত হন। এই মহাসমরে ইংরেজ-পক্ষের সকল আশা-ভরসা ইঁহারই উপর নির্ভর করিতেছিল। ইঁহারই অশ্রান্ত পরিশ্রম ও অশেষ চেষ্টার ফলে ইংরেজ-সেনা অল্পসময়ের মধ্যে যুদ্ধের জন্য সমধিক যোগ্যতালাভে সমর্থ হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দে ইনি আর্ল উপাধি লাভ করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ অব্দে ৭ই জুন তারিখে সদলবলে রুশিয়া গমনকালে শত্রুপক্ষের মাইন লাগিয়া ইঁহার হ্যাম্প-শায়ার নামক জাহাজ জলমগ্ন হওয়ায় ইঁহার ইহলীলার অবসান হয়। কিচ-নার বিবাহ করেন নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার অগ্রজ ইঁহার আর্ল পদবীর অধিকারী হন।

কিচমিচ, কিচিরমিচির—অব্যক্ত শব্দ, পাখির কলরব। বাংপ্র। বি।

কিচমিচ—বীজশূন্য শুষ্ক আঙুর, কিশমিশ। < কিশমিশ। বি।

কিছু—১। কিঞ্চিৎ, কিয়ৎ, অল্প। বিণ। ২। কোন বস্তু বা বিষয়। বাংপ্র। বি।

কিছুতে—কোন মতে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কি-জানি—অনিশ্চয়তা বা সন্দেহসূচক অব্যয়; বুঝি; পাছে। বাংপ্র। অ।

কিঞ্চ—আরও, আরও কিছু; সমুচ্চয়; আরম্ভ; সম্ভাবনা, সাকল্য। কিম্+চ। অ।

কিঞ্চন, কিঞ্চিৎ—অল্প কিছু; কোনও বস্তু। কিম্+চন, চিৎ। অ।

কিঞ্চুলুক, কিঞ্চুলুক—মহীলতা, কেঁচো। কিম্ শব্দ (কিঞ্চিৎ)—চল্ বা চুল্ (চলা) +উ কর্তৃ +কণ্। বি; পু।

কিঞ্চিৎকর—অল্পকার্যকারক, সামান্য কাজের। কিঞ্চিতের কর, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

কিঞ্চিদধিক-কিছু বেশী। কিঞ্চিৎ দ্বারা অধিক, ৩তৎ। বিণ।

কিঞ্চিন্ন্যূন—ঈষদূন, কিছু কম, কিঞ্চিৎ ন্যূন। ২তৎ। বিণ।

কিঞ্চিন্মাত্র-কিছু, কিছুমাত্র। কিঞ্চিৎ+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ।

কিঞ্জল—কি য় ক। কিম্ (কিছু)-জল্ (আচ্ছাদন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কিঞ্জল্ক-কেশর; পুষ্পরেণু; পদ্মকেশর। কিম্ (কিঞ্চিৎ)—জল (আচ্ছাদন করা) +কিপ্ কর্তৃ+কণ্। বি; পু। [বিণ।

কিটকিটে—কিট্টযুক্ত, খুব ময়লা। বাংপ্র।

কিটি—শূকর। কিট্ (গমন করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

কিট্ট—মল; ধাতুমল; তৈলাদির কাইট বা শিটা। কিট (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

কিড়-মিড়, -মিড়ি, কিড়িরমিড়ির—দন্তে দন্তে ঘর্ষণের শব্দ, কড়মড় শব্দ। বাংপ্র। অ।

কিড়া—পোকা। < কীট। বি।

কিণ—মাংসগ্রন্থি, ঘর্ষণজনিত ব্যথাচিহ্ন, শরীরের কড়া; ঘুণ। বি; পু।

কিণ্ব—১। পাপ। বি; ক্লী। ২। সুরাবীজ। বি; পু বা ক্লী।

কিতব—১। খল; শঠ, বঞ্চক; মত্ত, ক্ষিপ্ত। বিণ। ২। অক্ষক্রীড়ক, জুয়াবাজ, জুয়ারী; ধুস্তুর। বি; পু।

কিতা, কেতা—ভূম্যাদির খণ্ড; প্রণালী, ধারা, শৃঙ্খলা; পঙ্‌ক্তি, সারি। আ। বি।

কিতা (কেতা)-দুরস্ত—সুবন্দোবস্ত; শৃঙ্খলাযুক্ত। আ-ফা। বিণ।

কিতাব, কেতাব—গ্রন্থ, পুস্তক, বহি। আ। বি।

কিনা—সংশয়ে বা বিতর্কে (or not); যেহেতু। বাংপ্র। অ।

কিনা, কেনা—১। ক্রয় করা। ক্রি। ২। ক্রীত। বাংপ্র। বিণ।

কিনানো-কেনানো। বাংপ্র। ক্রি।

কিনার, কিনারা-প্রান্ত; ধার, কানা; কূল, তীর, তট; পার্শ্ব; উপায়; উদ্ধার। < ফা 'কনারহ্'। বি। **কিনারা করা**—তদন্ত করা; নিষ্পত্তি করা; ব্যবস্থা করা; উপায় করা।

কিন্তু—১। প্রথমোক্তের বৈপরীত্য বা সংকোচসূচক, পরন্তু। কিম্+তু। অ। ২। সংকোচ, দ্বিধা। বি। **কিন্তু কিন্তু করা**—দ্বিধা করা, সংকুচিত হওয়া। **কিন্তু হয়ে থাকা**-সংকুচিত হইয়া থাকা।

কিন্নর দেবযোনি বিং, কিম্পুরুষ, গন্ধর্ব, স্বর্গীয় গায়ক। কিম্ (কুৎসিত) যে নর, কর্মধা। [কিন্নরদিগের মুখ অশ্বমুখসদৃশ ও অন্যান্য অবয়ব মনুষ্যের তুল্য, এই জন্যই উহাদিগকে কিন্নর, কিম্পুরুষ, তুরঙ্গবদন ইত্যাদি বলে।] বি; পু। স্ত্রী—**কিন্নরী**।

কিন্নরেশ, [illegible]-যক্ষরাজ, কুবের। কিন্নরগণের ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

কিপটে—কৃপণস্বভাব, কঞ্জুস। বাংপ্র। বিণ।

কিপলিং, রুডিয়ার্ড (Kipling, Rudyard) · (১৮৬৫—১৯৩৬ খ্রীঃ)। কবি ও ঔপন্যাসিক। জন্ম বোম্বাই শহরে। পিতার নাম লকউড কিপলিং। 'The Jungle Book', 'Kim' প্রভৃতি ইঁহার রচিত পুস্তক।

কিফায়ত—লাভ; বায়লাঘব, অল্প খরচ। আ। বি।

কিবা—১। অথবা। < কিংবা। ২। পক্ষান্তরে; কি সুন্দর, কেমন। কপ্র। ৩। কি; কি যে; না জানি কি; বিশেষ কি, অধিক কি। দেশজ। অ।

কিম্, কিং—১। বিকল্প; প্রশ্ন; নিষেধ;

কুৎসা ; বিতর্ক। কৈ (শব্দ করা)+ ডিম্ কর্ত্তৃ। অ। ২। কে ; কি। সর্ব।

কিমতে—কি প্রকারে, কিরূপে, কি ভাবে, কি উপায়ে, কেমনে, কেমন করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কিমাকার—কি আকারের, কিরূপ, কিপ্রকার। কিম্ (কি) হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ।

কিমিতি—রসায়ন শাস্ত্র, আধুনিক রসায়ন বিদ্যা। ইংরেজী Chemistry শব্দ হইতে। বি।

কিম্পুরুষ, কিম্পুরুষ—কিন্নর ; বর্ব বিঃ। কিম্ (কুৎসিত) যে পুরুষ বা পুরুষ, কর্মধা। বি ; পু।

কিম্ভূত—কীদৃশ, কি প্রকার। কিম্ (কি) —ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

কিম্ভূত-কিমাকার—অপরূপ, অস্বাভাবিক রকমের ; বিকটাকার, বিশ্রী, কুৎসিত। বাংপ্র। বিণ।

কিম্মত—দাম, মূল্য। < আ 'কীমৎ'। বি।

কিম্মতী—দামী, মূল্যবান্। আ-মু। বিণ।

কিয় কি ; কেন। প্রা কপ্র। অ।

কিয়ৎ—কি পরিমাণ, কত ; অল্প পরিমাণ, কয়েক, কিঞ্চিৎ, কিছু। কিম্+বতু পরিমাণার্থে। বিণ। পু—**কিয়ান্** ; স্ত্রী—**কিয়তী**।

কিয়দ্দিন—কিছুদিন, কয়েক দিবস, কিছুকাল। কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

কিয়দ্দূর—কিছু দূর। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কিয়া—প্রতিফল। প্রা কপ্র। বি।

কিয়ারি, কেয়ারি—বাগানের ছোট ছোট গাছপালা কাটিয়া ছাঁটিয়া তাহাদের পারিপাট্যবিধান ; ঐরূপে সাজানো গাছের বেড়া ; গবাদি পশুর ক্ষতাদিতে পোকা হইলে তাহার প্রতিকারক প্রক্রিয়া। বাংপ্র। বি।

কিয়ে—কেন, কিজন্য ; কি ; কিবা, একি কেমন। প্রা কপ্র। অ।

কির—১। বিকিরণকারী ; ক্ষেপক। কৃ+ক কর্ত্তৃ। বিণ। ২। শূকর। বি ; পু। ৩। কিরণ, জ্যোতিঃ, দ্যুতি। প্রা কপ্র। বি।

কিরকির—বালির মত অনুভব (হওয়া)। বাংপ্র। অ।

কিরকিরে—বালির মত ; খরখরে ; দানাদার। বাংপ্র। বিণ।

কিরণ—১। অংশু, রশ্মি, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিভা বা দীপ্তি। কৃ (বিকীর্ণ) করা)+ কন কর্ম। ২। সূর্য। কৃ+কন করণ। বি ; পু।

কিরণচন্দ্র দে, আই. সি. এস.—ইহার পিতার নাম নীলমণি দে। তিনি বাঙ্গালার ইন্স্পেক্টর-জেনারেল অব্ রেজিস্ট্রেসন অফিসের হেডক্লার্ক ছিলেন। ইহার মাতামহ কিশোরীচাঁদ মিত্র কলিকাতার জুনিয়ার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ইনি প্রথমে মেট্রোপলিটন ইন্স্টিটিউসনে শিক্ষালাভ করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া "সিভিল সার্ভিস" পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গমন করেন। ইনি কেমব্রিজে সেণ্ট জন কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। ইনি প্রথমে বাঙ্গালার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এবং তৎপরে জয়েণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। কিরণচন্দ্র বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের "Censor"-এর পদে প্রথম নিযুক্ত হইয়া উক্ত কার্য বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন। অতঃপর ইনি বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের Municipal ও General বিভাগের Secretary-র পদে কিছুদিন কার্য করিয়া চট্টগ্রাম বিভাগের স্থায়ী কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে বর্ধমান বিভাগের কমিশনার হন।

কিরণচাঁদ দরবেশ—১২৮৫ সালের ২৭শে শ্রাবণ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালিয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য এবং বাল্যকাল হইতেই ধর্মগতপ্রাণ। ইনি বিগত ১৩১৯ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করেন। ইনি গানে খাতা, ১ম শতক, ২য় শতক, কাবেরী, জপজী, মন্দির প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

কিরণজাল—রশ্মিসমূহ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কিরণপাত—রশ্মিসম্পাত ; রশ্মিবিকিরণ ৬তৎ। বি ; পু।

কিরণময়—কিরণপূর্ণ, কিরণবিশিষ্ট কিরণাত্মক, জ্যোতির্ময়। কিরণ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

কিরণমালী (-মালিন্)—সূর্য। কিরণমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

কিরণময়ী—কিরণময়ী শব্দের অসাধু প্রয়োগ। বিণ।

কিরণসম্পাত—আলোকপাত। ৬তৎ বি ; পু।

কিরা—কসম, শপথ, দিব্য। হি-মু। বি।

কিরাত—বন্য জাতি বিঃ ; ব্যাধ ; খর্বকায় পুরুষ ; ভূনিম্ব ; অশ্বপাল, সহিস। কির—অত্ (গমন করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কিরাতি—১। গঙ্গা। কির—অত্ (গমন করা)+ইন্ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী। ২। কিরাত, ব্যাধ। প্রা কপ্র। বি ; পু।

কিরাতিনী—কিরাতী, কিরাতস্ত্রী, ব্যাধী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

কিরাতী—ব্যাধী ; দুর্গা ; চামরধারিণী ; কুট্টিনী। কিরাত+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কিরি—শূকর। কৃ+ই কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কিরিচ—একপ্রকার বক্রাগ্র বৃহৎ ছুরিকা বা ছোরা। < ইং 'creese' ; পোর্তু 'cris'. বি।

কিরিয়া—কসম, দিব্য, শপথ। হিন্দী। বি।

কিরীট—মুকুট, শিরোভূষণ। কৃ (ক্ষেপণ করা)+কীটন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

কিরীটী (কিরীটিন্)—১। অর্জুন [অর্জুন যৎকালে দানবদিগের সহিত যুদ্ধার্থ সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হন, সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে একটি সূর্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করেন] ; রাজা। কিরীট+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু। ২। মুকুটধারী। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কিরীটিনী**।

কিরূপ—কি রকম, কি প্রকার, কেমন। বাংপ্র। বিণ।

কিরে—১। নীচ সম্বোধন। বাংপ্র। অ। ২। কিরা, শপথ, দিব্য। হি-মু। বি।

কির্মীর—১। জনৈক রাক্ষস, বকরাক্ষসের ভ্রাতা [পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ভীমসেন কর্ত্তৃক এই রাক্ষস নিহত হয়] ; বিবিধ বর্ণ ; কমলালেবু। কৃ (ক্ষেপণ করা)+মীরন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। নানাবর্ণ। বিণ।

কির্মীরজিৎ, -জিৎ (-জিদ্)—ভীমসেন। কির্মীরকে জয়, ভেদ করিয়াছেন যিনি ইতি উপতৎ ; কির্মীর—জি (জয় করা), ভিদ্+কিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কিল—মুষ্টি ; মুষ্টিপ্রহার। বাংপ্র। বি।
কিল চুরি করা—অপমান হজম করা, অপমান গোপন করা।

কিলকিঞ্চিত—নায়িকার ভাব বিঃ, গর্ব অভিলাষ রোদন হাস্য ভয় ইত্যাদি ভাবের এককালে আবির্ভাব। বি ; ক্লী।

কিলকিল—ক্ষুদ্রমৎস্যসরীসৃপাদির সন্তরণাদির অব্যক্ত শব্দ। বাংপ্র। অ।

কিলদগড়া—কিল খাইতে খাইতে যাহার গা শক্ত হইয়া গিয়াছে এমন, কিল খাইতে মজবুত, প্রহারে নির্লজ্জ, বেহায়া। প্রাদে। বিণ।

কিলবিল—সাপ ক্রিমি প্রভৃতির মত অঙ্গসঞ্চালন। বাংপ্র। অ।

কিলাকিলি—কিলমারামারি, পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, ঘুঁষাঘুঁষি। বাংপ্র। বি।

কিল্লানো, কিল্লমো—কিল মারা, মুষ্টি-প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি।

কিল্‌জিঞ্জক—মাদুর। বি; স্ত্রী।

কিল্বিষ—পাতক, পাপ; দোষ, অপরাধ; ব্যাধি, পীড়া, রোগ। কিল্+টিষচ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

কিল্লা, কেল্লা—দুর্গ, গড়, দুর্গম স্থান; অনধিগম্য বিষয়। আ। বি।

কিল্লাদার—দুর্গরক্ষক। আ-মু। বি।

কিশমিশ—শুষ্ক বীজহীন ছোট আঙ্গুর। ফা। বি।

কিশল, কিসল—নবপল্লব। কিম্-শল্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী।

কিশলয়, কিসলয়—নবপল্লব। কিম্ শল +কয়ন্ কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী।

কিশোর—১। শৈশববিশিষ্ট; ১১ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক; নবযুবক। কশ+ওরন্ কর্তৃ; অথবা, কিম্—শৃ (গমন করা)+ওরন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কিশোরী**। ২। শিশু; অশ্বশাবক; সূর্য। বি; পু।

কিশোরী—কিশোরবয়স্কা, একাদশ হইতে পঞ্চদশবর্ষীয়া; অপ্রাপ্তযৌবনা। বিণ; স্ত্রী।

কিশোরীচাঁদ মিত্র—জন্ম ১৮২২ খ্রীঃ অব্দ—মে মাস। কিশোরীচাঁদ হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইয়া ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা রিভিউ নামক পত্রের প্রথম বাঙ্গালী লেখক। ইঁহারই রচিত রামমোহন রায় শীর্ষক প্রবন্ধ ঐ পত্রিকায় পাঠ করিয়া হ্যালিডে সাহেব (যিনি পরে বঙ্গের ছোটলাট হইয়াছিলেন) ইঁহাকে ডাকাইয়া আনেন এবং রাজসাহীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-পদে নিযুক্ত করেন। পরে ইঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া শহরের জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বসাইয়া দেন। এই সময়ে ইঁহারই অধীনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত দ্বিভাষীর পদে কিছুদিনের জন্য কার্য করেন। কিশোরীচাঁদ এই কার্য হইতে অবসর লইতে বাধ্য হইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে নিজ শক্তির পরিচালনা করেন। ইনি ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতেন। এই পত্র উত্তরকালে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সহিত মিলিত হয়। কলিকাতা রিভিউ পত্রের অনেক প্রবন্ধ কিশোরীচাঁদ কর্তৃক লিখিত হইত। টেরিটোরিয়াল এরিস্টোক্রেসি অব্ বেঙ্গল (Territorial Aristocracy of Bengal) অর্থাৎ বঙ্গের জমিদারগণ শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ ইঁহারই লেখনী-সম্ভূত এবং অনুসন্ধান ও অধ্যবসায়ের ফল। ৺দ্বারকানাথ ঠাকুরের একখানি জীবন-চরিত ইনি প্রণয়ন করেন। রাজনৈতিক ব্যাপারেও ইনি যোগদান করিতেন এবং সাধারণ সভায় সময়ে সময়ে বক্তৃতাও করিতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ অব্দের ৬ই অগস্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। কিশোরীচাঁদ প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

কিশোরীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়—হুগলী জেলার অন্তর্গত জনাই গ্রামে ১৭৭০ শকে ১৬ই অগ্রহায়ণ ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যবয়স হইতেই রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাসে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। কিশোরীমোহন ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে জনাই ট্রেনিং স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। সুপ্রসিদ্ধ রমেশচন্দ্র দত্ত এবং বি. এল. গুপ্ত ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া কিছুদিনের জন্য স্বীয় গ্রামের স্কুলে হেডমাস্টারি করেন। অনন্তর ইনি গভর্নমেন্টের পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগে Comptroller of Accounts আফিসে চাকুরি গ্রহণ করেন। ঐ আফিসে অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার বিদ্যাবত্তার প্রচার হয় এবং ইনি উপরিতন কর্মচারীদিগের বিশেষ অনুরাগভাজন হন। এইখানে কিশোরীমোহন ২৫০৲ টাকা বেতন পাইতেন এবং সাহেবরাও ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন বটে, কিন্তু ইনি আইন পরীক্ষা দিবার জন্য ১৮৭৫ খ্রীঃ চাকরি ছাড়িয়া দেন এবং পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। এই সময়ে "হালিসহর পত্রিকা" অর্ধেক ইংরেজী ও অর্ধেক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইত। কিশোরীমোহন আইন পড়িবার সময় এই পত্রিকার ইংরেজী অংশের সম্পাদন করিতেন। ইনি ইংরেজী অংশ এমন সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন যে, অনেকের দৃষ্টি ইহাতে আকৃষ্ট হইল। স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অনুসন্ধান করিয়া এই সময়ে কিশোরীমোহনের সহিত আলাপ করিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলি জজ আদালতে ওকালতি করিতে যান, স্বীয় প্রতিভাবলে শীঘ্রই সেখানে যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি লাভ করেন। কিন্তু আইন ব্যবসায় ইঁহার ভাল লাগিল না। ইনি আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সম্পাদক শম্ভুচন্দ্রের অধীনে অক্রূর দত্ত বংশীয় নরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক পুনঃ প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত "রেইস এণ্ড রায়েৎ" পত্রিকায় যোগদান করিলেন। কিশোরীমোহন অতি সুন্দর ইংরাজী লিখিতেন। শম্ভুচন্দ্রের মৃত্যুর পরও যোগেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের সম্পাদন কালে অনেক দিন যাবৎ উক্ত পত্রিকার সহিত ইঁহার সংস্রব ছিল। স্বর্গীয় কবিরাজ অবিনাশ-চন্দ্র কবিরত্ন চরক-সংহিতার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে কিশোরীমোহনই এই কার্যের ভার গ্রহণ করেন। প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদ কিশোরীমোহনের দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই সকল কার্যের জন্য গভর্নমেন্ট ইঁহাকে শেষাবস্থায় ২৫০৲ টাকা হিসাবে মাসিক বৃত্তি প্রদান করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে জানুয়ারি মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

কিষাণ—চাষী, কৃষক। <কৃষাণ। বি।

কিষ্কিন্ধ, কিষ্কিন্ধ্য—ভারতবর্ষের দক্ষিণ-ভাগস্থ পর্বত বিঃ। বি; পু।

কিষ্কিন্ধা, কিষ্কিন্ধ্যা—কিষ্কিন্ধ পর্বতের গুহা, বালি রাজার রাজ্য (অনেকের মতে এই পুরী মহীশূরের উত্তরে ছিল)। বি; স্ত্রী।

কিষ্কিন্ধ্যাধিপ, কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি—কপিরাজ বালি; সুগ্রীব। কিষ্কিন্ধ্যার অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। বি, পু।

কিসম—কিসিম (তাহা দ্রঃ)।

কিসমত—ভাগ্য, অদৃষ্ট। আ। বি।

কিসল, কিসলয়—'কিশল', 'কিশলয়' দ্রঃ।

কিসে—কি হইতে; কোন্ উপায়ে; কোন্ বিষয়ে বা বস্তুতে; কাহার (কোন্ জিনিসের) মধ্যে। বাংপ্র। বি বা অ।

কিস্তি—১। ঋণ করাদি দেয় অর্থ প্রদানের নির্দিষ্ট সময়; ঋণাদি এককালে পরিশোধ করিতে না পারিলে সময়ে সময়ে দিবার নির্ধারিত দফা। <আ 'কিস্ত'। ২। পণ্যবাহিনী নৌকা। <ফা 'কশ্‌তী'। ৩। দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে কোন বলের দ্বারা আক্রমণ। <ফা 'কিশ্‌ত্'। বি।

কিস্তিবন্দী—ঋণাদি নির্ধারিত সময়ান্তরে কিছু কিছু করিয়া শোধ দিবার অঙ্গীকার বা অঙ্গীকারপত্র। আ-মু। বি।

কিস্তিমাত—দাবা খেলায় বিপক্ষের রাজাকে এমনভাবে আক্রমণ যে তাহার পলাইবার উপায় থাকে না এইরূপ অবস্থা। আ-মু। বি। [বি।

কিসিম—প্রকার, রকম। <আ 'কিস্‌ম্'।

কী—কোন্ বিষয় বা জিনিস; কোন্। <কিম্। সর্ব; বিণ।

কীচক—১। বায়ুসংযোগে শব্দকারক বাঁশ; দৈত্য বিঃ। চীক (স্পর্শ করা)+ণক কর্ত্তৃ; নিপাতনে। বি; পু। ২। কেকয়-রাজের পুত্র এবং বিরাটরাজের শ্যালক। ইনি অতিশয় বলবান্ ও মহাযোদ্ধা ছিলেন। ইঁহার প্রতাপে মৎস্যদেশ নিরুপদ্রব হইয়াছিল। ইনি বিরাট-শত্রু ত্রিগর্ত্তরাজ সুশর্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তদীয় রাজ্য বিরাটরাজের অধীন করিয়া দেন। এই সকল কারণে বিরাটরাজ ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, এবং ইঁহার অনেক অত্যাচার সহ্য করিতেন। বিরাটরাজভবনে পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাস-কালে কীচক সৈরিন্ধ্রীবেশধারিণী দ্রৌপদীর প্রতি কামভাবে উত্তেজিত হইয়া স্বীয় ভগিনী রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দ্বারা তাঁহাকে স্বগৃহে আনয়ন করান। দ্রৌপদী ইঁহার ভয়ে রাজসভায় পলায়ন করেন। কামান্ধ, দুর্ম্মতি কীচক তথায় যাইয়া দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক পদাঘাত করেন। অতঃপর ভীমসেনের পরামর্শে দ্রৌপদী কীচককে রজনীতে নাট্যশালায় যাইতে সংকেত করেন। তদনুসারে পাপিষ্ঠ তথায় উপস্থিত হইলে দ্রৌপদীর পরিবর্ত্তে স্ত্রী বেশধারী ভীমকে প্রাপ্ত হন। তৎপরে উভয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হয়। মহাবীর ভীম নরাধমের প্রাণসংহার করিয়া উহাকে কুষ্মাণ্ডাকারে পরিণত করিয়া রাজান্তঃপুরে নিক্ষেপ করেন। বি; পু।

কীচকজিৎ—ভীমসেন। কীচককে জয় করিয়াছেন ইনি ইতি উপতৎ; কীচক—জি (জয় করা)+কিপ্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

কীট—কৃমি, পোকা। কীট (বন্ধন করা, রং করা)+ক কর্ত্তৃ। বি; পু।

কীটঘ্ন—১। গন্ধক। বি; পু। ২। কীটবিনাশক। উপতৎ; কীট শব্দ—হন্+টক্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কীটঘ্নী**।

কীটজ—১। রেশম। উপতৎ; কীট—জন্+ড কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। কীটজাত, কৃমি হইতে উৎপন্ন। বিণ।

কীটদষ্ট—পোকায় খাওয়া। ৩তৎ। বিণ।

কীটপতঙ্গ—পোকামাকড়। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

কীটপোষ—গুটিপোকার চাষ। ৬তৎ। বি; পু।

কীটমণি—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। কীটের মধ্যে মণিস্বরূপ, নির্দ্ধার বা ৭তৎ। বি; পু।

কীটাণু—চক্ষুর অগোচর অতি ক্ষুদ্র কীট, যে সকল কীট অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না, animalculæ. কীটের মধ্যে অণু; নির্দ্ধার বা ৭তৎ। বি; পু।

কীটাণুকীট—ক্ষুদ্রতম কীট; অতি নগণ্য ব্যক্তি। কীটের অণুকীট, ৬তৎ। বি; পু।

কীটাদ—কীটভোজী, কৃমিভক্ষণকারী, যে কীট ভক্ষণ করিয়া জীবন রক্ষা করে, insectivorous. উপতৎ; কীট—অদ্+অণ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

কীটাশী (-শিন্)—কীটাদ, কীটভোজী, কৃমিভক্ষক। উপতৎ; কীট—অশ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কীটাশিনী**।

কীট্স্, জন (Keats, John)—(১৭৯৫—১৮২১ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ইংরেজ কবি। কবি শেলীর সঙ্গে ইঁহার অন্তরঙ্গতা ছিল। ইনি যক্ষ্মারোগে ইটালীতে মারা যান। 'Isabella', 'The Eve of St. Agnes', 'Endymion', 'Hyperion' প্রভৃতি ইঁহার রচিত পুস্তক।

কীড়া—কীট, কৃমি, পোকা। হি-মু। বি।

কীদৃক্ (কীদৃশ্), **কীদৃক্ষ**—কিপ্রকার, কেমন। কিম্—দৃশ্+কিপ্, সক্ কর্ম্ম। বিণ।

কীদৃশ—কীদৃক্, কিপ্রকার, কিরূপ, কি রকম, কেমন। কাহার ন্যায় দেখা যায় ইহাকে এই বাক্যে উপতৎ; কিম্—দৃশ্+টক্ কর্ম্ম। বিণ। স্ত্রী—**কীদৃশী**।

কীর্ণ—বিক্ষিপ্ত; আচ্ছন্ন; ব্যাপ্ত। কৄ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ।

কীর্ণি—বিক্ষেপ; ব্যাপ্তি; আচ্ছাদন। কৄ (ক্ষেপণ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কীর্ত্তক—কীর্ত্তনকারী, বর্ণনাকারক; গুণ-কথক। কৃত্+ণক কর্ত্তৃ। স্ত্রী—**কীর্ত্তিকা**।

কীর্ত্তন—১। গুণকথন; বর্ণন, কথন; যশোগান। কৃত্ (কীর্ত্তন করা)+অনট্ ভাব। ২। কৃষ্ণলীলাবিষয়ক সংগীত। কৃত+অনট্ কর্ম্ম। বি; ক্লী।

কীর্ত্তনা—কীর্ত্তন, বর্ণন, গুণকথন। কৃত্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কীর্ত্তনিয়া, কীর্ত্তনে—কীর্ত্তনগায়ক। বাংপ্র। বিণ বা বি।

কীর্ত্তনীয়—বর্ণনীয়, কথনীয়; গণনীয়। কৃত্+অনীয় কর্ম্ম। বিণ।

কীর্ত্তি—যশঃ, সুখ্যাতি; প্রসাদ; মৃত ব্যক্তির খ্যাতি। কৃত্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কীর্ত্তিকর, কীর্ত্তিজনক—যশস্কর, সুখ্যাতিজনক, গৌরবোৎপাদক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী -**করী, -জনিকা**।

কীর্ত্তিকলাপ—যশঃসমূহ; নানাপ্রকার সুখ্যাতি। ৬তৎ। বি; পু।

কীর্ত্তিচাঁদ (রাজা)—কীর্ত্তিচাঁদের পিতার নাম আলমচাঁদ। আলমচাঁদ "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নবাব সরকারে তাঁহার সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি রাজস্ব বিভাগে অত্যুচ্চ পদে কার্য করিতেন।

কীর্ত্তিচাঁদ প্রথমে বিহারের মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। তৎকালে ইনি নানাগুণে সিরাজের পিতা জৈন উদ্দিনের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। আফগান সর্দারগণের বিদ্রোহিতাকালে ইঁহার প্রভুভক্তির খ্যাতি সর্বত্র বিঘোষিত হয়। রাজস্বসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কতিপয় বিষয়ের জ্ঞাপন দ্বারা ইনি নবাবের শ্রদ্ধাপথে পতিত হইয়া দেশে প্রত্যাগমন ও দেওয়ানী পদ গ্রহণ করেন। দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজের সাহায্যে নবাব সরকারে বহু অর্থ আদায় করিয়া দেন। দেনাদারদিগের মধ্যে জগৎশেঠ, বর্দ্ধমানের রাজা এবং অন্যান্য কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। অকাট্য প্রমাণ দর্শনে তাঁহারা স্ব স্ব দেয় পরিশোধ করিলেন। তাহাতে এক কোটির অধিক টাকা রাজকোষে আনীত হইল দেখিয়া নবাব ইঁহার প্রতি অটল বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। অনন্তর দুই বৎসরকাল আশ্চর্য দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন।

কীর্ত্তিত—খ্যাত, কথিত; বর্ণিত। কৃত্ (কীর্ত্তন করা)+ক্ত কর্ম্ম। বিণ।

কীর্ত্তিধ্বজা—যশঃপতাকা, সুখ্যাতির নিশান। রূপক। বি; স্ত্রী।

কীর্ত্তিবাস—১। অতিশয় কীর্ত্তিমান্, মহাযশস্বী। কীর্ত্তি (বা কীর্ত্তিতে) বাস যাহার, বহু। বিণ। ২। বাঙ্গালা পদ্য-রামায়ণকার পণ্ডিত বিঃ—মতান্তরে ইঁহার নাম কৃত্তিবাস ('কৃত্তিবাস ওঝা' দ্রঃ)। বি; পু।

কীর্ত্তিভাক্ (-ভাজ্)—যশোভাগী, সুখ্যাতিভাজন। উপতৎ; কীর্ত্তি—ভজ্+কিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

কীর্ত্তিমন্দির—১। সুখ্যাতি দেবীর আলয়। ৬তৎ। ২। যশোরূপ ভবন। রূপক কর্ম্মধা। ৩। যশোমন্দির, কীর্ত্তি-প্রকাশার্থ নির্মিত গৃহ। কীর্ত্তিপ্রকাশক মন্দির, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কীর্ত্তিমান্ (-মৎ)—১। কীর্ত্তিবিশিষ্ট, যশস্বী। কীর্ত্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কীর্ত্তিমতী**। ২। বাসুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। বি; পু।

কীর্ত্তিমেখলা—যশঃকাঞ্চী, সুখ্যাতিরূপ কটিভূষণ বা চন্দ্রহার। রূপক। বি; স্ত্রী।

কীর্ত্তিশেষ—১। মৃত। কীর্ত্তি হইয়াছে শেষ যাহার, বহু। বিণ। ২। মৃত্যু। কীর্ত্তির শেষ, ৬তৎ। বি; পু।

কীর্ত্তিসরোবর—১। যশোবাপী, সুখ্যাতির হ্রদ। রূপক। ২। যশঃস্থাপনার্থ নির্মিত দীর্ঘিকা, যশোরক্ষার জন্য যে দীঘি খনন করা যায়। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কীর্ত্তিস্তম্ভ—ঘটনাবিশেষের স্মরণার্থ অথবা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিবার নিমিত্ত নির্মিত স্তম্ভাদি, স্মৃতিস্তম্ভ, স্মৃতিমন্দির, monument. মধ্যপ। বি ; পু।

কীর্য্যমাণ—বিকীর্ণ বা বিক্ষিপ্ত হইতেছে এরূপ, বিক্ষিপ্যমাণ। কৃ+শান কর্ম। বিণ।

কীল—১। খিল, হুড়কা ; শঙ্কু, গোঁজ ; শলা ; পেরেক ; কনুই। কীল্ (বন্ধন করা)+ক করণ। ২। অগ্নিশিখা ; লেশ। কীল্+ক কর্তৃ। বি ; পু। ৩। কিল, মুষ্টি, ঘুঁষি। বাংপ্র। বি।

কীলক—শঙ্কু, গোঁজ, খোঁটা। কীল্ শব্দ+ কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

কীলা—অগ্নিশিখা ; লেশ। কীল+ক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কীলাকীলি—কিলাকিলি (তাহা দ্রঃ)।

কীলানো—কিলানো (তাহা দ্রঃ)।

কীলিত—১। বদ্ধ। কীল্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বন্ধন। কীল্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

কু—১। অশুভ ; নিবারণ ; পাপ ; ঈষৎ ; নিন্দা। কু (শব্দ করা)+ডু কর্তৃ। অ। ২। পৃথিবী ; (মতান্তরে) আগম-নিগমাদি বেদাঙ্গ ব্যাখ্যা। বি ; স্ত্রী। ৩। কদাকার, কুৎসিত, অনুচিত, নিন্দনীয়, অসৎ, মন্দ। বিণ।

কুইনাইন, কুইনীন—আমেরিকার পেরু, বলিভিয়া প্রভৃতি প্রদেশের পার্বত্য স্থানের বৃক্ষবিশেষের (cinchona) বল্কল হইতে প্রাপ্ত অতি তিক্ত জ্বরঘ্ন ঔষধ। <ইং 'quinine'. বি।

কুইল—ময়ূর প্রভৃতি পাখির বড় শক্ত পালক, কলমের নিমিত্ত বড় হাঁসের পালক। <ইং 'quill'. বি।

কুইল-পেন—পালকের কলম। ইং। বি।

কুউ, কুউ-কুউ—কোকিলের রব। বাংপ্র। বি।

কুঁকড়া, কুঁকুড়া- কুক্কুট, মোরগ বা মোরগা। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রা, -ড়ী।

কুঁকড়ি- কোঁকড়ানো, কুঞ্চন। বাংপ্র। বি।

কুঁকড়-মুকড়ি- বেশী রকম কোঁকড়ানো ; অতি কুঞ্চিত, জড়সড়। বাংপ্র। বিণ।

কুঁখ- কোঁক, তলপেট, উদর। কুক্ষ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র বি।

কুঁচ—মাথা কাল রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র বীজ বিঃ, গুঞ্জা। বাংপ্র। বি।

কুঁচকি, কুচকি—উরুসন্ধি, উরুদেশ ও কটিতটের সংযোগস্থল ; উক্ত সন্ধিস্থলের স্ফীতি-রোগ, বাগি। বাংপ্র। বি।

কুঁচা—অতি ক্ষুদ্র, ছোট, গুঁড়া ; কাষ্ঠাদির অতি ক্ষুদ্র খণ্ড ; এক প্রকার ঝাঁটা বা ঝাড়ন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

কুঁচাচিংড়ি—ছোট চিংড়ি মাছ। বাংপ্র। বি।

কুঁচানো, কুঁচনো- কুঞ্চিত করা, কোঁকড়ানো ; খুব ছোট ছোট করিয়া কাটা। বাংপ্র। ক্রি।

কুঁচানৈবেদ্য—ফল কুঁচাইয়া সাজান ছোট ছোট নৈবেদ্য। বাংপ্র। বি।

কুঁচি—কাষ্ঠাদির কুঁচা বা অতি ক্ষুদ্র খণ্ড ; ভাজনাখোলা হইতে খই মুড়ি প্রভৃতি ছাঁকিয়া নামাইবার শলাকাগুচ্ছ ; শূকরাদির কর্কশ লোম ; বুরুষ ; মুড়া ঝাঁটা। বাংপ্র। বি।

কুঁচিয়া, কুঁচে- সর্পাকৃতি মৎস্য বিঃ ; মহীলতা, কেঁচো। বাংপ্র। বি।

কুঁচিলা, কুচিলা- বন্য বৃক্ষ বিঃ ও তাহার ফল, উভয়ই বিষাক্ত এবং বিষ-ক্রিয়ায় প্রযুক্ত হয়। বাংপ্র। বি।

কুঁজড়া, কুঁজড়ো—কুটিলচিত্ত, খল, দুরন্ত, দুষ্ট ; অকারণে কোন্দলকারী, কলহপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ। বি—**কুঁজড়ামি**।

কুঁজা, কুঁজো- গলা-সরু জলপাত্র বিঃ। ফা। বি। ২। কুব্জদেহ। <কুব্জ। বিণ।

কুঁজী—১। কুব্জা, কুব্জপৃষ্ঠা। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী। ২। চাবি। <কুঞ্চী। বি।

কুঁড়া, কুঁড়ো—চাউল ছাঁটিলে তাহা হইতে যে সূক্ষ্ম গুঁড়া ময়লা বাহির হয়, তুষ। বাংপ্র। বি।

কুঁড়াজালি, কুঁড়োজালি—চিংড়ি প্রভৃতি মাছ ধরিবার কাপড়ের ছোট জাল বিঃ ; (ব্যঙ্গার্থে) বৈষ্ণবের জপমালার থলি। বাংপ্র। বি।

কুঁড়ি- কোরক, কুট্মল, কলি, মুকুল। <কুট্মল। বি।

কুঁড়ে-১। পর্ণশালা, কুটীর। বি। ২। শ্রমকাতর, অলস, আলস্যপরায়ণ। বাংপ্র। বিণ।

কুঁড়েমি, কুঁড়েমো- শ্রমকাতরতা, আলস্য, জড়তা। বাংপ্র। বি। [দ্র)।

কুঁতানো, কুঁথানো—কোঁতানো (তাহা

কুঁদ—কুন্দপুষ্প ; ভ্রমিযন্ত্র। <কুন্দ। বি।

কুঁদন—১। লম্ফন। <কূর্দন। ২। কোঁদা। <কুন্দন। বি।

কুঁদলী, কুঁদুলী—কোন্দলকারিণী, কলহ-প্রিয়া, ঝগড়াটে। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী। পু —**কুঁদুলে**।

কুঁদা—১। ভ্রমিযন্ত্রে নির্মাণ করা, বাটালি দিয়া কোদিত করা ; কূর্দন করা, লাফানো। ক্রি। ২। কুঁদো (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

কুঁদো—কাষ্ঠখণ্ড ; মোটা ভারী কাঠ ; বন্দু-কাদির কাষ্ঠময় অংশ কিংবা কাঠের বাঁট (বা হাতল)। বাংপ্র। বি।

কুক—কুহু শব্দ ; হুংকার শব্দ ; ডাকাতদের হুংকার বা সংকেতধ্বনি ; কুক্ষি, উদর। বাংপ্র। বি।

কুক, ক্যাপ্টেন জেমস (Cook, Captain James)—(১৭২৮—১৭৭৯ খ্রীঃ)। অতি সাহসী নাবিক। গ্রেট-ব্রিটেনের হইয়া ইনি স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ ও অন্যান্য স্থান আবিষ্কার করেন। ইঁহার লিখিত 'Voyages Round the World' একখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ পুস্তক।

কুকড়া—কুঁকড়া, মোরগ। বাংপ্র। বি।

কুকথা—১। কুৎসিত বাক্য, দুর্বাক্য, মন্দ বচন ; মন্দ বিষয়ে আলাপ। কর্মধা। ২। পৃথিবীর কথা, জগৎ সম্বন্ধে আলাপ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুকরী- ভোজালি। অসং। বি।

কুকর্ম (কুকর্মন্)—অসৎকার্য, দুষ্ক্রিয়া, মন্দ কাজ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কুকর্মা (কুকর্মন্)—কুৎসিত কার্যনির্বাহ-কারী। কু হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

কুকর্মান্বিত—কুক্রিয়াসক্ত। কুকর্ম দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

কুকর্মী (কুকর্মিন্)—কুকার্যে লিপ্ত, অত্যন্ত কুকার্যকারী। কুকর্মন্+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কুকর্মিণী**।

কুকশিমা, -সিমা—একপ্রকার বুনো ছোট গাছ। বাংপ্র। বি।

কুকার্য—অসৎকার্য, দুষ্কর্ম, দুষ্ক্রিয়া, মন্দ কাজ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কুকুন্দর—নিতম্বস্থিত আবর্তাকার গর্তদ্বয়। বি ; ক্লী।

কুকুর—কুক্কুর, সারমেয়, কুত্তা ; যদুবংশীয় জনৈক নৃপ (ইঁহার পিতার নাম অন্ধকরাজ)। কু (পৃথিবী)—কুর্ (শব্দ করা, ত্যাগ করা)+ক কর্তৃ, অথবা কুক্ (গ্রহণ করা)+উর কর্তৃ। বি ; পু।

কুকুরকুণ্ডলী—১। কুকুরের শয়নের মত কুণ্ডলিত ; কুকড়িসুকড়ি। বিণ। ২। পিঠের শিরদাঁড়া ধনুকের মত বাঁকাইয়া পায়ে মুখে হইয়া শয়ন। বাংপ্র। বি।

কুকুর-ছড়ি, কুকুরলেজা—একপ্রকার ছোট বুনো গাছ (ইহার ফুল কুকুরের লেজের মত)। বাংপ্র। বি।

কুকুর-মাছি—একপ্রকার বড় মাছি (কুকুরের গায়ে বেশী বসে, ইহার দংশন অতি তীব্র)। বাংপ্র। বি।

কুকুরলেজা—'কুকুর-হুঁড়' দ্রঃ।

কুকুরশোঁকা—কুকশিমা। বাংপ্র। বি।

কুকুরে—অল্প, সচেতন ('—ঘুম'); ভীষণ ('—গোঁ')। বাংপ্র। বিণ।

কুক্কুট—কুঁকড়া, মোরগ; স্ফুলিঙ্গ। কুক+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃ—কুক্‌; কুক্‌—কুট্‌+ক কর্ত্তৃ। বি; পু।

কুক্কুটক—বন্য কুক্কুট; শূদ্রের ঔরসে নিষাদীর গর্ভজাত জাতি বিঃ। কুক্কুট+কণ্‌। বি; পু।

কুক্কুটব্রত—ভাদ্রশুক্লসপ্তমীতে স্ত্রীজনকর্ত্তব্য ব্রত বিঃ, ললিতাসপ্তমী ব্রত; সন্তানার্থে স্ত্রীকর্ত্তব্য ব্রত (গ্রন্থবিশেষে "কুক্কুটী-ব্রত" শব্দও দৃষ্ট হয়)। বি; ক্লী।

কুক্কুটমণ্ডপ—কাশীর মুক্তিমণ্ডপ। কুক্কুটাকার যে মণ্ডপ, মধ্যপ। বি; পু।

কুক্কুটী—স্ত্রী-কুক্কুট, মুরগী; মিথ্যাচরণ, কপট ব্যবহার; টিকটিকি। কুক্কুট+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ীব্রত—'কুক্কুটব্রত' দ্রঃ।

-বন্যকুক্কুট। কুক্‌ (অনুকরণ শব্দ)—কু+ভক্‌ কর্ত্তৃ। বি; পু।

কুক্কুর—কুকুর, কুত্তা। কুক্‌ (গ্রহণ করা)+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃ—কুক্‌: কুক্‌—কুর্‌ (শব্দ করা)+ক কর্ত্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**কুক্কুরী**।

কুক্রিয়—দুষ্ক্রিয়ান্বিত, অসৎকার্যকারক। কু (কুৎসিত) হইয়াছে ক্রিয়া (কার্য) যাহার, বহু। বিণ।

কুক্রিয়া—১। দুষ্ক্রিয়ান্বিতা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অসৎকার্য, দুষ্কর্ম। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুক্ষ—কুক্ষি, উদর। কুষ্‌+স্ন কর্ত্তৃ। বি; পু।

কুক্ষণ—মন্দ মুহূর্ত্ত, অশুভ সময়। কর্মধা। বি; পু।

কুক্ষি—উদরগহ্বর, জঠর, কোঁক; মধ্য, অভ্যন্তর; গুহা। কুষ্‌+ক্সি কর্ত্তৃ। বি; পু।

কুক্ষিগত—উদরপ্রবিষ্ট; অভ্যন্তরপ্রাপ্ত; গর্ভাশয়স্থিত। ২তৎ। বিণ।

কুক্ষিজ—গর্ভজাত (সন্তান)। উপতৎ; কুক্ষি (উদর)—জন্‌ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

কুক্ষিম্ভরি—উদরম্ভরি, পেটুক; স্বার্থপর। উপতৎ; কুক্ষি—ভৃ (ভরা)+খি কর্ত্তৃ। বিণ।

কুক্ষিশূল—উদরশূল, পেটবেদনা। ৭তৎ। বি; ক্লী।

কুখ্যাতি—অখ্যাতি, অপযশঃ, অযশঃ, নিন্দা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুগ্রহ—মন্দগ্রহ, অনিষ্টকর গ্রহ। কর্মধা। বি; পু।

কুঙরী—কুমারী। প্রা কপ্র। বি।

কুঙ্কুম—কাশ্মীরদেশজাত স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য বিঃ, জাফরান। কুক্‌ (গ্রহণ করা)+উমক্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

কুঞ্জী—খুঙ্গি, ঝাঁপি। প্রা কপ্র। বি।

কুচ—১। যুবতীর স্তন, পয়োধর। কুচ্‌ (সংকুচিত হওয়া)+ক কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। সৈন্যদিগের একস্থানে সমাবেশ বা সমানে পা ফেলিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে গমন; যুদ্ধযাত্রা। ফা। বি।

কুচকলিকা, -কলী স্তনকোরক, নবোদ্ভিন্ন স্তন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কুচ-কাওয়াজ—সৈন্যদিগের সমাবেশ ও যুদ্ধশিক্ষার্থে অভ্যাস। < ফা 'কুচ'+আ 'কাবাইদ'। বি।

কুচকি—'কুঁচকি' দ্রঃ।

কুচকুম্ভ—পীনোন্নত পয়োধর, স্থূল ও উচ্চ স্তন। কুচরূপ যে কুম্ভ, রূপক; কিংবা কুচ কুম্ভপ্রায়, উপমিত। বি; পু।

কুচকুরে—কুচাগ্রী; কুঁজড়া, কুটিল। বাংপ্র। বিণ।

কুচক্র—চক্রান্ত, ষড়্‌যন্ত্র, কুমন্ত্রণা। কর্মধা। বি; পু।

(কুচক্রিন্‌)—চক্রান্তকারী, ষড়্‌যন্ত্রকারী; কুমন্ত্রণাদাতা। কুচক্র+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুচক্রিণী**।

কুচনী কোচজাতীয়া স্ত্রী; বেশ্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কুচন্দন—রক্তচন্দন; কুঙ্কুম। কর্মধা। বি; [ক্লী।

কুচফল ১। দাড়িম্ব ফল। কুচ তুল্য যে ফল, মধ্যপ। বি; ক্লী। ২। দাড়িম্ব বৃক্ষ। কুচতুল্য ফল যাহার, বহু। বি; ক্লী।

কুচবিহার—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত স্থান। এই অঞ্চলটি প্রাচীনকালে কামরূপের রাজার রাজ্যভুক্ত ছিল। গৌড়ের পাঠান-রাজগণ কর্ত্তৃক সেই রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হইলে, কিছুকাল দেশমধ্যে অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হয়। এই সময় উত্তর-পূর্ব দিক্‌ হইতে কতকগুলি অসভ্য জাতি আসিয়া দেশকে বিধ্বস্ত করে। তাহাদের মধ্যে কোচেরা এক জাতি। কোচেরা কুচবিহার রাজ্য স্থাপন করে। হাজী নামক জনৈক কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। অপর মতে হারিয়া নামক জনৈক 'মেচ' জাতির অধিনায়ক এই রাজবংশের পূর্বপুরুষ। উভয় মতেই হীরা ও জীরা নাম্নী দুইটি ভগিনী বা সপত্নীর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, হীরার গর্ভে দেবাদিদেব মহাদেবের ঔরসে বিশু বা বিশ্ব সিংহের জন্ম। এই বিশুই কুচবিহারের প্রথম রাজা। তৎপুত্র নরনারায়ণ ১৫৫০ খ্রীঃ অঃ রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

কুচবিহারের রাজগণ "নারায়ণ" নামযুক্ত। নরনারায়ণই নারায়ণী মুদ্রার প্রচলনকর্ত্তা বলিয়া বিখ্যাত। এই মুদ্রা প্রস্তুত করিবার অধিকার এখনও রাজবংশে বিদ্যমান আছে এবং নির্দিষ্ট মূল্যে সরকারী ধনাগারে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে। নরনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীসিংহ মোগল বাদশাহের সহিত সংঘর্ষে আসিয়া ধৃত হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন এবং রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করেন। তাহার পরে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিতে আরম্ভ হয়। বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত্‌ নাজীর দেও এবং দেওয়ান দেও নামক রাজবংশের তিনটি শাখা রাজ্যগ্রহণ অভিপ্রায়ে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ করে। ভুটানের সাহায্যে অপর প্রতিদ্বন্দ্বিদ্বয় কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া নাজীর দেও ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হন। তাৎকালিক বঙ্গের গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেংষ্টিংস্‌ সিপাহী পাঠাইয়া ভুটান সৈন্যকে বিতাড়িত করেন এবং ভুটানরাজকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করেন। এই সময়ে কুচবিহাররাজের সহিত (১৭৭৩ খ্রীঃ অঃ এপ্রিল মাসে) যে সন্ধি স্থাপন করা হয়, তাহার শর্ত্তানুসারে কুচবিহারের রাজা ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করেন এবং রাজ্যের আয়ের অর্ধাংশ ইংরাজকে দিতে প্রতিশ্রুত হন। উত্তরকালে, বাৎসরিক করের পরিমাণ ৬৭,৭০০ টাকা নির্ধারিত হয়। (অবশিষ্ট বিবরণ নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।)

কুচরিত্র—১। মন্দ চরিত্র, কুৎসিত আচরণ; দুঃশীলতা; কদাচার। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। দুশ্চরিত্র, কদাচারী, দুঃশীল; অসৎ, অসাধু। কু চরিত্র যাহার, বহু। বিণ।

কুচর্যা—অসদাচরণ; কুপ্রথা, কদাচার। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুচল—১। টুকরা; ক্ষুদ্র; ক্ষুদ্র শস্য। বি। ২। চলিতে ক্লেশকর, দুর্গম; পঙ্কিল। বাংপ্র। বিণ।

কুচা, কুচি, কুচো—ছোট টুকরা; ক্ষুদ্র (যথা—কুচা নৈবেদ্য, কুচা বাসন)। বাংপ্র। বিণ।

কুচাগ্র—পয়োধরের অগ্রভাগ, চুচুক, স্তনবৃন্ত, স্তনের বোঁটা। কুচের অগ্র, ৬তৎ। বি; ক্লী।

কুচানো—কুচি কুচি করা, ছোট ছোট করিয়া কাটা, থোড়া। বাংপ্র। ক্রি।

কুচাল—মন্দ আচার-ব্যবহার, অসদাচরণ। বাংপ্র। বি।

কুচি—কুঁচি (তাহা দ্রঃ)।

কুচিকা—কুঁচে মাছ। বি; স্ত্রী।

কুচিকিৎসক—মন্দ চিকিৎসাকারী, হাতুড়িয়া। কর্মধা। বিণ।

কুচিকিৎসা—মন্দ চিকিৎসা, হাতুড়েগিরি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কুচিন্তা—অসৎ ভাবনা ; মন্দ বিষয়ের কল্পনা। কর্মধা বা ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুচিলা—কুঁচিলা (তাহা দ্রঃ)।

কুচুটে, কুচুণ্ডে—হিংসুটে, কুটিল প্রকৃতি, কুচকুরে ; কুচল, কষ্টদায়ক। বাংপ্র। বিণ।

কুচুৎ—জাঁতি কাঁচি প্রভৃতি দ্বারা কোন ছোট জিনিস কাটিয়া দুই খণ্ড করার শব্দ (বড় হইলে 'কচাৎ' হয়)। বাংপ্র। অ।

কুচুরমুচুর—কচকচে ও মচমচে খাদ্য চর্বণের শব্দের অনুকারার্থক। বাংপ্র। অ।

কুচেল—কুৎসিত বসনযুক্ত, মন্দপরিচ্ছদধারী। কু (কুৎসিত) চেল (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

কুচেষ্টা—মন্দ চেষ্টা, অন্যের অপকার করিবার চেষ্টা ; মন্দ অভিপ্রায়, দুরভিসন্ধি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কুচোকাচা—কাঠ প্রভৃতির কুচা, টুকরা টাকরা ; ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। বাংপ্র। বি। [বি।

কুচ্ছ—কুৎসা, নিন্দা, অখ্যাতি। < কুৎসা।

কুচ্ছা—অপবাদ, অখ্যাতি, অপযশঃ, নিন্দা। < কুৎসা। বি।

কুচ্ছিত—বিশ্রী, বিরূপ, হীন, নিন্দিত, অপকৃষ্ট ; অশ্লীল। < কুৎসিত। বিণ।

কুছু—কিছু, কিঞ্চিৎ, থোড়া, অল্প ·ত্তি। বিণ।

কুজ—মঙ্গলগ্রহ ; বৃক্ষ ; নরকাসুর। কু (পৃথিবী)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

কুজড়—কোঁদল, ঝগড়া, বিবাদ। বাংপ্র। বি।

কুজড়া—ঝগড়াটে, বিবাদকারী ; ফড়িয়া। বাংপ্র। বিণ।

কুজন—অসজ্জন, দুর্জন, দুষ্ট ব্যক্তি। কর্মধা। বি ; পু।

কুজপ—কুৎসিত জপকর্তা ; নিন্দিত জল্পনাকারী। কু জপ যাহার, বহু। বিণ।

কুজা—কাত্যায়নী, দুর্গা ; সীতা ; জানকী। কু (পৃথিবী) হইতে জন্মিয়াছে যে স্ত্রী ইতি উপতৎ ; কু জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কুজ্ঝটি, কুজ্ঝটিকা—কুহেলিকা, কুয়াশা, কুয়ো [বায়ুমণ্ডলের অধোভাগে জলীয় বাষ্পবিশিষ্ট বায়ুর সহিত তদপেক্ষা শীতল বায়ু বা শীতল ভূমির সংস্পর্শ হইলে উহার কিয়দংশ বাষ্প সূক্ষ্ম জলকণায় পরিণত হইয়া কুজ্ঝটিকা উৎপাদন করে]। কু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ= কুৎ ; কুৎ—ঝট্ (মিলিত হওয়া)+ই কর্তৃ =কুজ্ঝটি। কুজ্ঝটি+কণ্+আপ্= কুজ্ঝটিকা। বি ; স্ত্রী।

কুজ্ঝটী, কুজ্ঝটীকা—কুজ্ঝটিকা, কুহেলিকা ; কুয়াশা। বি ; স্ত্রী।

কুঞ্চন—বক্রণ ; সংকোচন ; অনাদর। কুন্চ (বক্র হওয়া ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

কুঞ্চি, কুঞ্চী—মানপাত্র বিঃ, খুঁচি ; আমুঠা ; কুঞ্চিকা। কুন্চ্+ই, ঈপ্ করণ। বি ; স্ত্রী।

কুঞ্চিকা—কুঞ্চী ; গুঞ্জা, কুঁচ ; কুচিকা, কুঁচে মাছ ; চাবি, কুলুপকাটি। বি ; স্ত্রী।

কুঞ্চিত ১। বক্রীভূত ; সংকুচিত ; কোঁকড়া। কুন্চ্+ক্ত কর্তৃ। ২। অবজ্ঞাত, অনাদৃত। কুন্চ্ (অবজ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কুঞ্জ ১। লতাগৃহ, লতাদিদ্বারা আচ্ছন্ন স্থান ; বৈষ্ণবের আখড়া ; হস্তিহনু ; হস্তিদন্ত। কু শব্দ (পৃথিবী)—জন্ (জন্মা) +ড কর্তৃ। বি ; পু ও ক্লী। ২। বস্ত্রাদির কলকা। বাংপ্র। বি।

কুঞ্জকানন, কুঞ্জবন—লতাগৃহপূর্ণ উপবন। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কুঞ্জকুটীর—১। লতাগৃহ, নিকুঞ্জ। কুঞ্জই যে কুটীর, কর্মধা। ২। কুঞ্জমধ্যস্থ ক্ষুদ্র গৃহ। মধ্যপ। বি ; পু।

কুঞ্জদার—কলকাদার। বাংপ্র। বিণ।

কুঞ্জদ্বার—লতাগৃহের প্রবেশপথ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কুঞ্জর হস্তী ; [কোন শব্দের পরবর্তী হইলে] শ্রেষ্ঠ ; কেশ ; দেশ বিঃ ; পর্বত বিঃ। কুঞ্জ+র অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

কুঞ্জরা—হস্তিনী। কুঞ্জর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

কুঞ্জরারাতি—সিংহ ; শরভ। কুঞ্জরের (হস্তীর) অরাতি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু।

কুঞ্জরাশন অশ্বত্থ বৃক্ষ। কুঞ্জরের (হস্তীর) অশন (ভক্ষ্য), ৬তৎ। বি ; পু।

—হস্তিনী। কুঞ্জর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কুঞ্জল—কাঞ্জিক, কাঁজি। কু যে জল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

কুঞ্জলতা—এক প্রকার পুষ্পলতা (ইহা লতাইয়া উপরে উঠিয়া কুঞ্জ প্রস্তুত করে) ; ঝুমকালতা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কুঞ্জি, কুঞ্জী—চাবি, কুলুপকাটি। < কুঞ্চিকা। বি।

কুট—১। পর্বত ; দুর্গ ; বৃক্ষ ; শিলাকুট ; পাথর ভাঙ্গা হাতুড়ি। কুট্+ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। কলস। বি ; পু বা ক্লী। ৩। কুষ্ঠরোগ। < কুষ্ঠ। ৪। ক্ষুদ্র তৃণাদি লঘু বস্তু ; পিপীলিকাদির ক্ষুদ্র দংশন। বাংপ্র। বি।

কুটক—কুটিল। প্রা কপ্র। বিণ।

কুটকচালে—এলোমেলো, দুর্বোধ্য ('—বিষয়') ; ঝগড়াপ্রিয় ; ঝেয়াড়ে। বাংপ্র। বিণ।

কুটকুট—পিপীলিকাদির পুনঃ পুনঃ কামড় ; তজ্জনিত সামান্য চুলকানি ; ''কর্কশ স্পর্শানুভূতি। বাংপ্র। বি।

কুটকুটানি সামান্য চুলকানি, বুনা ওল প্রভৃতি মুখে ধরা ; কামড়ানি। বাংপ্র। বি।

কুটকুটানো—কুটকুট করা, সামান্য চুলকানো। বাংপ্র। ক্রি।

কুটঙ্গ—গৃহের আচ্ছাদন, ঘরের ছাদ বা চাল। অলুক্ উপতৎ ; কুটম্ (গৃহকে) কু+গ কর্তৃ। বি ; পু।

কুটজ—গিরিমল্লিকা বৃক্ষ, কুড়চি ; অগস্ত্য ঋষি, দ্রোণাচার্য। উপতৎ ; কুট জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

কুটনা, কুটনো—সুরতদূত, কোটনা ; রন্ধনার্থ খণ্ডশঃ কর্তিত তরকারি। বাংপ্র। বি।

কুটনী—সুরতদূতী। < কুট্টনী। বি ; স্ত্রী।

কুটনীগিরি, -পনা—ব্যভিচারের দৌত্য ; কুটনীর কাজ। বাংপ্র।

কুটপাট, কুটিপাটি—গদগদ, আহ্লাদে আটখানা ; বিহ্বল। বাংপ্র। বিণ।

কুটা—১। তৃণাদির অতি ক্ষুদ্র খণ্ড, কুচি, কণা। বি। ২। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্তন করা ; (তণ্ডুলাদি) তুষহীন করা বা চূর্ণ করা, গুঁড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

কুটাঘাত—হাতুড়ি দ্বারা প্রহার বা পিটন, হাতুড়ির ঘা। কুট দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। বি ; পু।

কুটানো, কোটানো—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে কর্তন করানো ; তুষহীন করানো ; গুঁড়ানো ; (পেষণ-শিলাদি) কাটানো ; ছেঁচানো ; খোদানো। বাংপ্র। ক্রি।

কুটি—১। কুটিলতা, বক্রতা। কুট+ই ভাব। বি ; পু বা ক্লী। ২। গৃহ, ঘর ; কুটীর, কুঁড়ে ; কুট্টনী। কুট+ই কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। ৩। শরীর ; বৃক্ষ। বি ; পু। ৪। ছোট কুটা, অতি ক্ষুদ্র খণ্ড ; ব্যবসায়-স্থল, মহাজনের গদি ; কর্মশালা, কারখানা। বাংপ্র। বি।

কুটিকুটি—১। একাধিক ক্ষুদ্র খণ্ড। বি। ২। অস্থির, গদগদ। বাংপ্র। বিণ।

কুটিয়াল, কুটেল—যাহার কুটি আছে, মহাজন, গদিয়ান ; নীল কুঠির মালিক। বাংপ্র। বি।

কুটির—বাসস্থান ; পর্ণশালা, কুঁড়ে। কুটি (শরীর)—রা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

কুটিরশিল্প—দরিদ্র শিল্পীদের গৃহজাত

হস্তনির্ম্মিত দ্রব্য, cottage industry. বচ্যপ্রং বি ; স্ত্রী।

কুটিল—বক্র ; অসাধু ; ক্রূর ; শঠ, ধূর্ত্ত। কুট্ (বক্র গমন করা)+ইল কর্ত্তৃ। বিণ।

কুটিলগ—১। সর্প। বি ; পু। ২। বক্রগামী। উপভৎ ; কুটিল—গম্+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

কুটিলচিত্ত মন সরল নহে এমন। বহু। বিণ।

কুটিলতা, -ত্ব - বক্রতা, অসরলতা ; অসাধুতা ; শাঠ্য, ধূর্ত্ততা ; ক্রূরতা। কুটিল +তা ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কুটিলাহি—কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো। প্রা কপ্র। বিণ।

কুটিলা—১। বক্রা ; ধূর্ত্তা। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ, সরস্বতী নদী ; আয়ানের ভগিনী, শ্রীমতী রাধিকার ননন্দা। বি ; স্ত্রী।

কুটী—১। কুটিলতা, বক্রতা। কুট্+ক ভাব+ ঈপ্। ২। গৃহ, ঘর ; কুটীর, কুঁড়ে ; কুট্টনী। কুট্+ক কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। ছোট কুটা, অতি ক্ষুদ্র খণ্ড ; ব্যবসায়-স্থল, মহাজনের গদি ; কর্মশালা, কারখানা। বাংপ্র। বি।

কুটীচর—'কুটিচর' দ্রঃ।

কুটীর—বাসস্থান ; পর্ণশালা, কুঁড়ে ঘ॰। কুটী—রা+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কুটুম—কুটুম্ব। বাংপ্র। বি।

কুটুমতা—কুটুম্বিতা। বাংপ্র। বি।

কুটুমসাক্ষাৎ, কুটুম্বসাক্ষাৎ—কুটুম্ব ও বন্ধু, আত্মীয়-বান্ধব ; নিমন্ত্রিত এবং অনাহূত। বাংপ্র। বি।

কুটুম্ব—পোষ্যজন, পরিবার ; জ্ঞাতি, যাহার সহিত বৈবাহিক সূত্রে সম্বন্ধ আছে। কুটুম্ব (পালন করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

কুটুম্বিতা—পারিবারিক সম্বন্ধ ; বিবাহ-সূত্রে বা অন্ত প্রকারে স্থাপিত সম্বন্ধ ; কুটুম্ব সম্বন্ধ নিবন্ধন ব্যবহার। কুটুম্বিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

কুটুম্বিনী—১। কুটুম্ববিশিষ্টা। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুটুম্ববিশিষ্টা স্ত্রী, পতি-পুত্র-দুহিতা প্রভৃতি বিশিষ্টা স্ত্রী ; গৃহিণী। বি ; স্ত্রী।

কুটুম্বী (কুটুম্বিন্)—১। কুটুম্ববিশিষ্ট ; কৃষিজীবী, কৃষক। কুটুম্ব+ইন্। বিণ ; পু। ২। গৃহস্থ। বি ; পু। স্ত্রী—**কুটুম্বিনী**।

কুটুরকুটুর—ইন্দুরাদির সূক্ষ্ম দন্তদ্বারা কাষ্ঠ দেওয়াল প্রভৃতি কঠিন বস্তু কর্ত্তনের শব্দ। বাংপ্র। অ।

কুটে—কুষ্ঠরোগগ্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

কুটেল—'কুটিয়াল' দ্রঃ।

কুটো—কুটি, তৃণখণ্ড ; টুকরা। বাংপ্র। বি।

কুট্টক—ছেদক, কুট্টনকর্ত্তা, যে কুটে বা গুঁড়া করে। কুট্ট্+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কুট্টিকা**।

কুট্টন—কুটিয়া ফেলা ; দূষণ ; ছেদন ; থেঁতন। কুট্ট+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

কুট্টনী—সুরতদূতী, কুটনী। কুট্ট্+অন্ কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কুট্টমিত—স্ত্রীলোকের বিলাস বিঃ ; নায়কের সংস্পর্শে মনস্তুষ্টি হইলেও এরূপ করিও না ইহা বুঝাইবার জন্য হস্ত ও মস্তক সঞ্চালনরূপ ক্রিয়া বিঃ। কুট্ট+অল্ ভাব=কুট্ট ; কুট্ট—অম (সেবা করা) +ইত। বি ; ক্লী।

রত্নখনি ; নিবদ্ধভূমি, পাকা মেঝে ; চাতাল ; কুটীর ; দাড়িম্ববৃক্ষ। কুট্ট্+ইম কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

কুট্মল, কুড্মল—১। মুকুল, কোরক, ফুলের কুঁড়ি ; দন্ত। কুট বা কুড+ম্মলন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী। ২। নরক বি। বি ; ক্লী।

কুট্মলিত—মুকুলিত। কুট্মল+ইত জাতার্থে। বিণ।

কুঠ—১। বৃক্ষ। কু (পৃথিবী)—স্থা+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। কুষ্ঠব্যাধি, leprosy ; কুড়গাছ। < কুষ্ঠ। বি।

কুঠরি, কুঠারি—কামরা, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ, ঘর। বাংপ্র। বি।

কুঠার—১। কুড়ালি, টাঙ্গি, বাইস। কুঠ (ছেদন করা)+আরন্ করণ। ২। বৃক্ষ। কুঠ+আরন্ কর্ম। বি ; পু।

কুঠারিকা—ক্ষুদ্র কুঠার, ছোট কুড়ালি, টাঙ্গি। কুঠার+কণ্ অল্পার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কুঠারী—১। কুঠার, কুড়ালি। কুঠার+ ঈপ্ স্ত্রী। ২। কুঠরি, কামরা, কক্ষ। হি-বু। বি।

কুঠি, কুঠী—সৌধ, অট্টালিকা ; গৃহ, ভবন ; কর্মশালা ; দ্রব্যনির্মাণশালা ; বাণিজ্যাগার ; মহাজনের গদি ; বাংলা। বাংপ্র। বি।

কুঠিয়াল, কুঠেল—কুঠির মালিক বা কর্ত্তা ; মুৎসুদ্দী ; বাণিজ্যস্থানের অধি-কারী বা অধ্যক্ষ ; মহাজন, সওদাগর। বাংপ্র। বি।

কুঠী—'কুঠি' দ্রঃ।

কুঠের—চামরের বাতাস। বি ; পু।

কুড়—কুষ্ঠ বৃক্ষ ; গাদা, স্তূপ, রাশি। বাংপ্র। বি।

কুড়কুড়—কড়মড় (তাহা দ্রঃ)।

কুড়চি, কুরচি—কুটজ, ঔষধবৃক্ষ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কুড়প, কুড়ব—পরিমাণ বিঃ ; প্রস্থের এক-চতুর্থাংশ। কুড্ (ভক্ষণ করা)+কপন্, কবন্ অধি। বি ; পু।

কুড়মুড়—কড়াইমুড়ি প্রভৃতি চিবাইবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

কুড়ল, কুড়াল, কুড়ালি, কুড়ুল—কুঠার, পরশু, টাঙ্গি। বাংপ্র। বি।

কুড়ব—'কুড়প' দ্রঃ।

কুড়বা- কুড়া, বিঘা। বাংপ্র। বি।

কুড়া—বিঘা। বাংপ্র। বি।

কুড়ানী, কুড়ুনী—গরিব স্ত্রীলোক, যে বৃক্ষ হইতে পতিত শুষ্ক কাঠিপাতা কুড়ায়। বি ; স্ত্রী।

কুড়ানো—১। সংগ্রহ করা, জড় করা, মাটি হইতে তুলিয়া লওয়া। ক্রি। ২। সংগৃহীত, একত্রীকৃত। বাংপ্র। বিণ।

কুড়াপন্থী—ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় বিঃ। ইহারা এক 'কুড়ায়' অর্থাৎ এক রাশিতে সমুদায় আহার্য দ্রব্য একত্র করিয়া সম্প্রদায়ের সকলে মিলিয়া আহার করে বলিয়া 'কুড়াপন্থী' নামে খ্যাত হইয়াছে। ইহারা কোনরূপ দেবমূর্ত্তির আরাধনা করে না, কেবল ইষ্টমন্ত্রের আরাধনা করে। ইহারা কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টিপাত এবং ভ্রূকুটিধ্যান অর্থাৎ ভ্রূর মধ্যস্থলবর্ত্তী দ্বিদল পদ্ম মধ্যে সত্যপুরুষ অবস্থিত আছেন, এইরূপ ধ্যান করিয়া থাকে।

তুলসীদাস নামক একজন গন্ধবণিক এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। আগ্রা জেলার অন্তর্গত হাত্রাস নগরে তাঁহার বাস ছিল।

কুড়াল, কুড়ালি, কুড়ুল—পরশু, কুঠার। বাংপ্র। বি।

কুড়ি বিংশ, ২০ সংখ্যা। বাংপ্র। বি বা [বিণ।

কুড়ে—অলস, শ্রমকুণ্ঠ। বাংপ্র। বিণ।

কুড়েমি—আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা। বাংপ্র। বি।

কুড়ো—কুড়া, বিঘা। গ্রাম্য। বি।

কুড্মল -'কুট্মল' দ্রঃ।

কুড্য—১। ভিত্তি, প্রাচীর, দেওয়াল, বেড়া। কুড+ক্যপ্ কর্ম। ২। কৌতূহল ; বিলেপন। বি ; ক্লী।

কুড্যক—কুড্য, ভিত্তি। কুড্য+কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

কুণাল—১। দেশ বিঃ। ২। মগধরাজ অশোকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। বি ; পু।

কুণাল অতিশয় রূপবান্ ও ধর্মাত্মা ছিলেন। ইঁহার পত্নীর নাম কাঞ্চন। মহারাজ অশোকের কোনও অন্তঃপুর-চারিণী কুণালকে পাপ পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া ইঁহার সর্বনাশ সাধনের উপায় দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে মহারাজ অশোক কোন উৎকট রোগে আক্রান্ত হন এবং পূর্বোক্ত পাপিষ্ঠার কৌশলে রোগমুক্ত হইয়া তাহাকে তাহার প্রার্থনা মত এক সপ্তাহের নিমিত্ত রাজসিংহাসন প্রদান করেন। এইরূপে রাজক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া দুষ্টা কুণালের চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটন-পূর্বক তাঁহাকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিল।

কুণাল ভিক্ষুকের বেশে রাজপ্রাসাদ বহির্গত হইলে পতিব্রতা কাঞ্চনও সহিত গৃহত্যাগ করিলেন। বীণা বাজাইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ উপার্জন করিয়া কুণাল অতি ক্লেশে সস্ত্রীক জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। একদা ইনি ভিক্ষুকবেশে পাটলীপুত্র নগরের রাজভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে অশোক বীণার ধ্বনিতে কুণালকে চিনিতে পারিয়া মহাসমাদরে ইঁহাকে গ্রহণ করিলেন এবং অতিশয় রোষান্বিত হইয়া সেই পাপিষ্ঠার প্রাণবিনাশের আদেশ প্রদান করিলেন। পরন্তু করুণহৃদয় কুণাল পিতার নিকট পাপীয়সীর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। বলা বাহুল্য, কুণালের এ অনুরোধ রক্ষিত হইয়াছিল।

কুণি—১। দুষ্কার্যকারী। কুণ্‌+ই কর্তৃ। বিণ। ২। কফোণি, কনুই। প্রা কপ্র। ৩। নখাদির কোণে ব্যথা, নখশূল। বাংপ্র। বি।

কুণিয়া—কফোণি, কনুই; কনুইএর গুঁতা। প্রা কপ্র। বি।

কুণো—কোণবিশিষ্ট, কোণসম্বন্ধীয়; কোণপ্রিয়, যে ঘরের কোণে থাকিতে চায় বড় একটা বাহিরে যায় না, মুখচোরা, লাজুক। বাংপ্র। বিণ।

কুণোবেঙ, -ব্যাঙ একজাতীয় ভেক যাহারা গৃহকোণে বাস করে এবং তথা হইতে অধিক দূরে যায় না; (তদ্রূপ প্রকৃতি হইতে) মেনিমুখো, মুখচোরা, লাজুক, পুরুষপ্রকৃতিবিহীন ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

কুণ্ঠ, কুণ্ঠিত অলস; জড়; মূর্খ; কৃপণ; অকর্মণ্য; সংকুচিত; অপ্রতিভ; ভীত; কাতর; ব্যাহত; ভোঁতা। কুন্‌ঠ্‌+অন, ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কুণ্ঠক—সংকোচকারী; কুৎসিত কর্মকারী, মূর্খ। কুন্‌ঠ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—

কুণ্ঠা—১। অলসা ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। সংকোচ; জড়তা; লজ্জা, ভয়, বিতৃষ্ণা। কুন্‌ঠ্‌+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

চ—'কুণ্ঠ' দ্রঃ।

কুণ্ড—১। পতিসত্ত্বে জারজ পুত্র। কুন্‌ড্‌+অল্‌ কর্ম।" বি; পু। ২। কোন বস্তু রাখিবার উদ্দেশ্যে ভূমিতে কৃত গর্ত; অগ্নি স্থাপনের গর্ত; জলাদির পাত্র; চৌবাচ্চা; আধার; দেব জলাশয়; পরিমাণপাত্র বিঃ। কুন্‌ড্‌+অল্‌ অধি। বি; স্ত্রী।

কুণ্ডকীট—পতিতা ব্রাহ্মণীর সন্তান; দাসীরমণাভিলাষী পুরুষ; চার্বাক মতাবলম্বী। ৬তৎ। বি; পু।

কুণ্ডভেদী (-ভেদিন্‌)—১। কুণ্ডভেদকারক। উপতৎ। কুণ্ড—ভিদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুণ্ডভেদিনী**। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। বি; পু।

কুণ্ডল—কর্ণভূষণ; বলয়, বালা; বলয়াকৃতি বন্ধনী; পা-বেড়ি; সমূহ। কুন্‌ড্‌+কলচ্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

কুণ্ডলিনী—১। কুণ্ডলধারিণী। বিণ; স্ত্রী। ২। শক্তি বিঃ, কুলকুণ্ডলিনী শক্তি; সর্পী। বি; স্ত্রী।

কুণ্ডলী (কুণ্ডলিন্‌)—১। কুণ্ডলধারী। কুণ্ডল শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুণ্ডলিনী**। ২। সর্প; ময়ূর। বি; পু।

কুণ্ডলী—কুণ্ডলের ন্যায় আকৃতি বা ভাব, সর্পাদির শরীরের বেড়; পাকানো বা গোটানো জিনিস। বাংপ্র। বি।

কুণ্ডলীকৃত—কুণ্ডলাকারে পরিণত, যাহা মণ্ডলাকার করা হইয়াছে এমন, বেড় পাকানো, গোল করিয়া জড়ানো। কুণ্ডল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=কুণ্ডলী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

কুণ্ডশায়ী (-শায়িন্‌)—১। কুণ্ডে শয়নকারী। উপতৎ; কুণ্ড—শী+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুণ্ডশায়িনী**। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। বি; পু।

কুণ্ডহাঁড়ি—প্রতিমার সম্মুখে স্থাপিত স্নানের জলের পাত্র। বাংপ্র। বি।

কুণ্ডা—পতিসত্ত্বে জারজা কন্যা। কুণ্ড শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বি; স্ত্রী।

(কুণ্ডাশিন্‌)—১। কুণ্ডের (অর্থাৎ পতিসত্ত্বে জারজ পুত্রের) অন্নভোজী; সুরতদূত, কোটনা। উপতৎ; কুণ্ড—অশ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুণ্ডাশিনী**। ২। ধৃতরাষ্ট্রের একটি পুত্রের নাম। বি; পু।

কুণ্ডিক—কমণ্ডলু; তাম্রকুণ্ড; স্থালী। কুণ্ড শব্দ+কণ্‌। বি; ক্লী।

কুণ্ডিন—১। দেশ বিঃ; মুনি বিঃ। বি; পু। ২। বিদর্ভ নগর। বি; ক্লী।

কুণ্ডী—কমণ্ডলু; কলসী, ঘটী; স্থালী। কুণ্ড শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কুত আনুমানিক পরিমাণ; আন্দাজী মাপ; অনুমান, আন্দাজ; নৌকাদিতে বাহিত দ্রব্যের উপর শুল্ক, toll. হি। বি।

কুতঃ (কুতস্‌)—কোথা হইতে; কিজন্য; কেন; কোথায়। কিম্‌ (কি)+তস্‌। অ।

কুতকাত—কুত, আন্দাজী মাপজোপ। বাংপ্র। বি।

কুতঘর, কুত-ঘাট, -ঘাটা নদীতীরস্থ কুত করিবার আড্ডা, যেখানে নৌকার মাল কুত করিয়া শুল্ক আদায় করা হয়। হি-মু। বি।

কুতনু—১। কুৎসিত দেহবিশিষ্ট, কদাকার। কু (কুৎসিত) তনু যাহার, বহু। বিণ। ২। কুবের। বি; পু। ৩। কুৎসিত দেহ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুতন্ত্র—১। কুমন্ত্রণা, অসৎ পরামর্শ, মন্দ যুক্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অসুবিধা, মন্দগতিক, বেগোছ। বাংপ্র। বি।

কুতপ—১। দৌহিত্র; সূর্য; অগ্নি; দ্বিজ; অতিথি; বৃষ। বি; পু। ২। দিবামানকে ১৫ ভাগ করিলে তাহারই অষ্টম ভাগ, অর্থাৎ দিবামানকে পূর্ণ ৩০ দণ্ড ধরিলে দিবসের পঞ্চদশ ও ষোড়শ দণ্ড [এই কাল শ্রাদ্ধের পক্ষে অতি প্রশস্ত, এই সময়ে পিতৃকৃত্য করিলে তাহা অক্ষয় হয়]; বাদ্য; ছাগকম্বল; কুশ। কু (ঈষৎ) হইয়াছে তপ (সূর্যতাপ) যাহাতে, বহু। বি; পু বা ক্লী।

কুতবউদ্দীন অইবেক—ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট্‌। তুর্কিজাতীয় কোন দরিদ্রের গৃহে ইঁহার জন্ম। ইনি শৈশবে খোরাসানের অন্তর্গত নিশাপুরে একজন মুসলমানের নিকট বিক্রীত হইয়া কিছুদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে জনৈক বণিক্‌ ইঁহাকে মহম্মদ ঘোরীর নিকট বিক্রয় করে। এখান হইতে কুতব ভাগ্য পরিবর্তন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুতব সকল বিষয়ে বিশেষতঃ রাজ্যবিস্তারে মহম্মদের বিশেষ সহায়ক ছিলেন। ১২৭৮ খ্রীঃ অব্দে কুতব গুজরাট জয় করিতে যাইয়া তত্রত্য রাজা লবণপ্রসাদ কর্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎপর অল্প দিনের মধ্যেই গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, কান্নী ও বদায়ুন জয় করেন। ১২০৫ খ্রীঃ অব্দে মহম্মদ ঘোরীর মৃত্যু হইলে কুতবউদ্দীন দিল্লীতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া স্থায়িরূপে বাস করিতে আরম্ভ করেন। ১২১০ খ্রীঃ অব্দে অশ্ব হইতে পতিত হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হন। এখনও দিল্লীতে ইঁহার কীর্তি কুতব মসজিদ ও কুতবমিনার বিদ্যমান রহিয়াছে।

কুতর্ক—কুৎসিত তর্ক, যে তর্ক সত্যনির্ণয়ার্থ কৃত নহে। কর্মধা। বি; পু।

কুতুক—কৌতূহল; ঔৎসুক্য; আনন্দ। কুতু—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

কুতুকী (-কিন্)—কৌতূহলযুক্ত; আনন্দিত। কুতুক+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কিনী**।

কুতু-কুতু—কাতুকুতু (তাহা দ্রঃ)।

কুতুর-কুতুর—কাতুকুতু (তাহা দ্রঃ)।

কুতূহল—১। কৌতূহল, কোন নূতন বিষয় দেখিবার বা শুনিবার বা জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ; ঔৎসুক্য। কুতু—হল্+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। অদ্ভুত, আশ্চর্য। বিণ।

কুতূহলী (-হলিন্)—কৌতূহলবিশিষ্ট, নূতন-জ্ঞান-লাভেচ্ছু, উৎসুক। কুতূহল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুতূহলিনী**।

কুতৃণ—জলের পানা। কু (কুৎসিত) যে তৃণ, কর্মধা; অথবা, কুর (জলের) তৃণ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

কুত্ত, কুত্তা, কুত্তো—কুকুর। হি·মু। বি; পু। স্ত্রী—**কুত্তী**।

কুত্র—কোথায়, কোন্ স্থানে; কোন্ বিষয়ে। কিম্ (কি)+ত্র ৭মী স্থানে। অ।

কুত্রচিৎ—কোথাও, কোনও স্থলে। কুত্র+চিৎ। অ।

কুত্রাপি—কোথাও; কোনও স্থানে। কুত্র+অপি। অ।

কুৎসন—নিন্দা, দোষকীর্তন। কুৎস+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কুৎসা—নিন্দা, দোষকীর্তন। কুৎস্ (নিন্দা করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুৎসিত—নিন্দিত; দোষযুক্ত; হেয়, জঘন্য, বিশ্রী। কুৎস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

[illegible]ী—ভিক্ষার ঝুলি। প্রা কপ্র। বি।

কুথা—কোথা; কোন্ স্থান। প্রা কপ্র। বি।

কুথাঅ—কোথাও; কোন স্থানে। প্রা কপ্র। বি।

কুথোদরী—রাক্ষসী বিঃ [নিকুম্ভের পুত্রী ও কুম্ভকর্ণের পৌত্রী; এই রাক্ষসী কল্কিদেব কর্তৃক হতা হয়]। বি; স্ত্রী।

কুদরত—মহত্ত্ব, মহিমা, গরিমা; ক্ষমতা, শক্তি, সামর্থ্য। আ। বি। বিণ, **-রতী**।

কুদাঁড়া—কুধারা, মন্দপদ্ধতি, কুৎসিত রীতি। বাংপ্র। বি।

কুদাল—ভূমিখননযন্ত্র বিঃ, কোদালি। উপতৎ; কু (ভূমি)—দল্ (দলন করা)+ণ্বণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কুদালি—কুদাল, কোদাল। হি। বি।

কুদিন—সাবনদিন, দিবারাত্র; অশুভ দিন; দুঃসময়, কষ্টের সময়; দুর্দিন; বৃষ্টিবাদলার দিন। কর্মধা। বি; ক্লী।

কুদৃষ্টি—১। মন্দদৃষ্টি, কুৎসিতদর্শন। কু হইয়াছে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। অশুভদৃষ্টি, ঈর্ষ্যান্বিত দর্শন, খারাপ নজর; নাস্তিক মত, বেদবিরুদ্ধ জ্ঞান; মিথ্যা বা ভ্রান্ত দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুদ্দার—কোদাল। কু (পৃথিবী)—ণিজন্ত দৃ (বিদীর্ণ করা)+ণ্বণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কুদ্দাল—কুদাল, কোদালি; কোবিদার বৃক্ষ, কাঞ্চন গাছ। কু (পৃথিবী)—দল্+ণ্বণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কুনকী, কুনকে—যে পোষা হস্তিনীর সাহায্যে অন্য হস্তী ধরা হয়। <কুট্টনী। বি।

কুন-কুনাতি—ছোট ছোট বালক বালিকাদিগের ঘরের একোণ ওকোণ করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া একপ্রকার খেলা। প্রাদে। বি।

কুনখ—১। নখকুনি। কর্মধা। বি; পু। ২। যাহার নখকুনি হইয়াছে এমন। কু হইয়াছে নখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**কুনখা, কুনখী**।

কুনখী (কুনখিন্)—নখরোগযুক্ত; কুৎসিতনখবিশিষ্ট; সংকুচিতনখ। কুনখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুনখিনী**।

কুনজর—কুদৃষ্টি, বিরাগভাব; দুরভিসন্ধিপূর্ণ দৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

কুনাথ—কুৎসিত প্রভু বা স্বামী। কর্মধা। বি; পু।

কুনানি—কুনকুন করণ, শূলানি। বাংপ্র। বি।

কুনানো—কুনকুন বা কনকন করা, শূলানো। বাংপ্র। ক্রি।

কুনাম (কুনামন্)—কুৎসিত নাম; দুর্নাম, অযশঃ, অখ্যাতি। কর্মধা। বি; ক্লী।

কুনামা (কুনামন্)—কুৎসিত নামবিশিষ্ট; অতি কৃপণ। কু নাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কুনি—নখের কোণে প্রদাহ বা ভিতরে প্রবিষ্ট বক্র নখ। বাংপ্র। বি।

কুনিকা, কুনকে—শস্যাদি মাপিবার বেত প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত পাত্র বিঃ, ছোট কাঠা, রেক, মাপ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কুনীতি—দুশ্চর্যা; অসদাচরণ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুনুই—কনুই, কফোণি। বাংপ্র। বি।

কুনুয়া—কোণভক্ত, যে ঘরের কোণে লুকাইয়া থাকিতে ভালবাসে; অসঙ্গপ্রিয়, অনালাপী, লাজুক। বাংপ্র। বিণ।

কুনো—১। কুনুই বা কনুই, কফোণি। বি। ২। কুনুয়া (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বিণ।

কুন্ত—প্রাস অস্ত্র, ভল্ল; পক্ষযুক্ত বাণ। ক (মস্তক)—উন্দ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কুন্তল—কেশ; পানপাত্র; যব। কুন্ত—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

কুন্তলপেড়ী—কেশরচনা-সামগ্রী রাখিবার আধার। প্রা কপ্র। বি।

কুন্তলবর্ধন—ভৃঙ্গরাজ, ভীমরাজ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কুন্তি, কুন্তী—যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের জননী। ইনি যদুবংশীয় শূরসেনের কন্যা ও বসুদেবের ভগিনী। ইঁহার প্রকৃত নাম পৃথা। শূরসেন পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে স্বীয় পিতৃষ্বসৃপুত্র অনপত্য কুন্তি ভোজ রাজাকে আপনার প্রথমজাতা কন্যা পৃথাকে দুহিতৃত্বে অর্পণ করেন। পৃথা কুন্তিভোজ রাজার দ্বারা প্রতিপালিত হওয়ায় কুন্তি (বা কুন্তী) নামে আখ্যাতা হন।

কোন সময়ে মহর্ষি দুর্বাসা কুন্তিভোজ রাজার আলয়ে আগমন করিয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। ঋষিবর সংবৎসর তথায় অবস্থিতি করেন, এবং কুন্তীর সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া ইঁহাকে এমন এক মন্ত্র প্রদান করেন যে, সেই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক যে দেবতাকে স্মরণ করা যাইবে, তিনি তৎক্ষণাৎ সশরীরে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। বালস্বভাবপ্রযুক্ত কুন্তী মন্ত্রপরীক্ষার্থ সূর্যদেবকে স্মরণ করিবামাত্র সূর্যদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইরূপে সূর্যের ঔরসে কন্যাবস্থায় কুন্তীর কর্ণ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। কুন্তী লোকলজ্জাভয়ে সদ্যোজাত শিশুটিকে মঞ্জুষামধ্যে স্থাপন করিয়া ধাত্রীর সাহায্যে নদীতে ভাসাইয়া দেন; পরে গুপ্তচর দ্বারা জানিতে পারেন যে, সেই পুত্র হস্তিনায় সূত অধিরথ ও তৎপত্নী রাধার দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছেন।

অতঃপর কুন্তিভোজ কন্যার স্বয়ংবর ঘোষণা করিলে, কুন্তি স্বয়ংবর সভায় পাণ্ডু রাজাকে বরমালা অর্পণ করিয়া পতিত্বে বরণ করেন। রাজা পাণ্ডু মাদ্রী নাম্নী অপর এক পত্নীরও পাণিগ্রহণ করেন। কুন্তী ও মাদ্রী পতির সহিত বন ভ্রমণ করিতেন। অনন্তর এক ব্রাহ্মণের শাপে পাণ্ডু স্ত্রীসহবাসে বঞ্চিত হইলে, পুত্রোৎপাদন মনুষ্যের অবশ্য কর্তব্য বিবেচনায়, পাণ্ডু কুন্তীকে পুত্রোৎপাদন করিতে অনুজ্ঞা প্রদান করেন। তদনুসারে কুন্তী দুর্বাসা ঋষিদত্ত মন্ত্রবলে ধর্মরাজ, পবনদেব ও ইন্দ্রের ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন নামে পুত্রত্রয় উৎপাদন করেন। সপত্নী মাদ্রীকেও সেই মন্ত্র প্রদান করিলে,

তিনি ধর্বৈত অশ্বিনীকুমারদ্বয় দ্বারা নকুল ও সহদেব নামক যমজ পুত্রদ্বয় উৎপাদন করেন। কালনিয়োগে পাণ্ডুরাজের দেহান্তর হইলে এবং মাদ্রী তাঁহার অনুগমন করিলে, পাণ্ডবগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার কুন্তীর উপর পড়িল।

অতঃপর পুত্রগণকে লইয়া কুন্তী হস্তিনাপুরে আগমন করিলেন। পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা হইলে তাঁহারা যশস্বী হইয়া উঠিলেন। তাহাতে দুর্যোধন তাঁহাদিগের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণবধার্থ কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে জতুগৃহে প্রেরণ করেন। ধর্মপ্রাণ দেবর বিদুরের মন্ত্রণাকৌশলে কুন্তী পুত্রগণসহ নির্বিঘ্নে বনে পলায়ন করেন। তাহার পর একচক্রা নগরীতে জনৈক ব্রাহ্মণের বাটীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তথায় বক নামক রাক্ষসের উপদ্রব জন্য সেই ব্রাহ্মণ-পরিবারের দুঃখে দুঃখিত হইয়া কুন্তী আপনার বলিষ্ঠ পুত্র ভীমসেনের দ্বারা তাহার বধ সাধন করেন। অনন্তর দ্রৌপদীর স্বয়ংবর স্থলে অর্জুন লক্ষ্যবেধ করিয়া কন্যারত্ন লাভ করিলে কুন্তীর আদেশে পঞ্চ ভ্রাতায় তাঁহার পতি হইলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিলে, কুন্তী তাঁহাদের সহিত সুখে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় রাজ্য হারাইয়া পত্নী ও ভ্রাতৃগণ সহ বনগমন করিলে, কুন্তী ধর্মাত্মা বিদুরের নিকট রহিলেন। ত্রয়োদশবর্ষান্তে কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ অনিবার্য হইলে, কুন্তী গোপনে কর্ণের নিকট যাইয়া তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে পাণ্ডবপক্ষে থাকিতে অনুরোধ করেন। পরন্তু সত্যপরায়ণ কর্ণ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া মাতার নিকট এই মাত্র অঙ্গীকার করেন যে, 'আমি অর্জুন ভিন্ন কোনও পাণ্ডবের প্রাণবধ করিব না।' অগত্যা কুন্তী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

কুরুক্ষেত্র সমরের পর কুন্তী পুত্রগণের সহিত ১৫ বৎসর সুখে বাস করিয়া ধৃতরাষ্ট্রসহ বনগমনপূর্বক অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, এবং তিন বৎসরকাল তপস্যা করার পর, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীসহ দাবানলে ভস্মীভূত হন। ক (মস্তক)—উন্দ (আর্দ্র করা)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ই, ঈপ্; অথবা কুন্তি+ক অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ই, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুন্তিভোজ—জনৈক নৃপতি। ইনি যাদববংশীয় শূরসেনের পিতৃস্বসৃপুত্র। শূরসেনের সহিত ইঁহার বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া শূরসেন অঙ্গীকার করেন যে, আপনার প্রথমজাত সন্তান কুন্তীভোজকে প্রদান করিবেন, এবং তদনুসারে স্বীয় প্রথমজাতা কন্যা পৃথাকে অর্পণ করেন। পৃথা ইঁহার দ্বারা প্রতিপালিতা হইয়া কুন্তি নামে পরিচিতা হন। কুরুক্ষেত্র সমরে কুন্তিভোজ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নিহত হন।

কুন্তী—'কুন্তি' দ্রঃ।

কুন্থন—ক্লেশপ্রকাশ, কাতরানি, কোঁথান। কুন্থ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

কুন্দ—১। কুঁদ ফুল বা তাহার গাছ। কু+দ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু। ২। ভ্রমি যন্ত্র, কুঁদ। কু—দো (ছেদন করা)+ড কর্তৃ। ৩। নিধি বিঃ। ক (পৃথিবী)—উন্দ (আর্দ্র করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কুন্দকার—যে কুঁদ যন্ত্রে কাজ করে বা ঘুরায়, turner. কুন্দ—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কুন্দদন্ত—১। কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র দন্ত। মধ্যপ। বি; পু। ২। কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্র দন্তবিশিষ্ট। কুন্দতুল্য দন্ত যাহার, বহু। বিণ।

কুন্দিনী—পদ্মিনী, পদ্মসমূহ। কুন্দ শব্দ+ইন্ সমূহার্থে। স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুপকাপ—তাড়াতাড়ি মুখে দিবার ও গিলিবার শব্দ। বাংপ্র। বি।

কুপতি—১। ভূপতি, রাজা। কুর (ভূমির) পতি, ৬তৎ। ২। কুৎসিত স্বামী। কর্মধা। বি; পু। [বি; পু।

কুপথ—কুৎসিত পথ; অন্যায় পথ। কর্মধা।

কুপথগামী (-গামিন্)—অসৎপথাবলম্বী, ভ্রষ্টাচার, অসচ্চরিত্র। কুপথে গমন করে যে, উপতৎ; কুপথ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুপথগামিনী**।

কুপথ্য—অপথ্য, অহিতকর ভক্ষ্য, যাহা ভক্ষণ করিলে রোগ জন্মিতে বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। কর্মধা। বি; ক্লী।

কুপন—দ্যূতক্রীড়া বিঃ; 'মনি অর্ডার' করমের যে অংশ প্রেরিত টাকার গ্রাহককে ছিঁড়িয়া দেওয়া হয়। <ই 'coupon'. বি।

কুপরামর্শ—মন্দকার্য করিবার যুক্তি; অসদুপদেশ। নিত্য। বি; পু।

কুপা—১। কোপা, মুলা, হাতচুঁটা। প্রাদে। বিণ। ২। তৈলাদি রাখিবার চর্মাধার, মসক। বি। ৩। কুপিত হওয়া, রাগ করা, রাগিয়া উঠা। কপ্র। ক্রি।

কুপাত্র—অযোগ্য ব্যক্তি; অনুপযুক্ত বা মন্দ বর। কর্মধা। বি; পু।

কুপানো—কাটিবার জন্য আঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি।

কুপি—১। ছোট কুপা বা মসক; বাঁশের চোঙ্গা; কেরোসিন তেল জ্বালিবার ডিবি। বাংপ্র। ২। মুষ্টি, বাঁট, হাতল। প্রা কপ্র। বি। ৩। কুপিত হইয়া, রাগিয়া। কপ্র। ক্রি।

কুপিও, কুপিণ্ডে—কুপোষ্য; কুচক্রী, কুমন্ত্রণাদাতা; কুঁড়ে, কুটিল, খল, হিংসুক। বাংপ্র। বিণ।

কুপিত—ক্রুদ্ধ, রাগান্বিত, রুষ্ট। কুপ (রাগ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কুপিতা (কুপিতৃ)—যে পিতা স্বীয় কর্তব্য পালন না করে, যে পিতা সন্তানের প্রতি অসদ্ব্যবহার করে। কর্মধা। বি; পু।

কুপুত্র—যে পুত্র আপনার কর্তব্য পালন না করে, যে পুত্র মাতাপিতার প্রতি অসদ্ব্যবহার করে, অসৎপুত্র। কর্মধা। বি; পু।

কুপুরুষ—কাপুরুষ (তাহা দ্রঃ)।

কুপেকে—কুচক্রী, কুমন্ত্রণাকারী; কপটী, কুটিল, খল। বাংপ্র। বিণ।

কুপো—১। স্থূলা, হাতচুঁটা। বিণ। ২। কুপা, মসক, চর্মাধার। বাংপ্র। বি।

কুপোকাত—কুপা বা মসক কাত হইয়া পড়া; [ব্যঙ্গার্থে] ধরাশয়ন বা ধরাশায়ী, ভূপতিত, বিপর্যস্ত, পরাভূত, নাশপ্রাপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

কুপোষ্য—নিকট সম্পর্কীয় নিরাশ্রয় নরনারীগণ; উপার্জনে অসমর্থ পরিবারস্থ মানব। কুৎসিত পোষ্য, নিত্য। বিণ।

কুপ্য—স্বর্ণ রৌপ্য ভিন্ন অন্য ধাতু। কুপ+ক্যপ্, কর্ম, নিপাতনে। বি; ক্লী।

কুফল—মন্দ ফল, অশুভ পরিণাম। কর্মধা। বি; ক্লী।

কুবক্তা (কুবক্তৃ)—মন্দকথক, কুৎসিত বক্তৃতাকারী। কর্মধা। বিণ বা বি; পু।

কুবচন—কুকথা, দুর্বাক্য; নিন্দা; তিরস্কার, ভর্ৎসনা। কর্মধা। বি; ক্লী।

কুবলয়—উৎপল, পদ্ম; নীলোৎপল; শ্বেতোৎপল। 'কু'র (পৃথিবীর) বলয় স্বরূপ, উপমিত কর্মধা; অথবা, কু (কুৎসিত) বলয় (পত্রবেষ্টন) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

কুবলয়াপীড়—কংসাসুরের গজরূপী দৈত্য। কুবলয় আপীড় যাহার, বহু। বি; পু।

কুবলয়াশ্ব—রাজা কুবলাশ্ব। বি; পু।

কুবলয়িনী—পদ্মিনী (সকল অর্থে)। কুবলয়+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুবলাই খাঁ—(১২১৬—১২৯৪ খ্রীঃ)। বিখ্যাত মোঙ্গল সম্রাট্। চেঙ্গিজ খাঁর

বংশধর। ইনি পুৰ ধাঁকুরমকের সহিত থাকিতেন।

কুবলাশ্ব—সূর্যবংশীয় জনৈক নৃপতি, মহারাজ বৃহদশ্বের পুত্র। ইনি অতিশয় বীর্যবান্ ও ক্ষমতাশালী নরপতি ছিলেন; মহর্ষি উতঙ্ক ত্রিলোকের উপকারের নিমিত্ত দৈত্য ধুন্ধুর বিনাশার্থে ইঁহাকে নিয়োজিত করেন। কুবলাশ্ব ধুন্ধুকে বধ করিয়া ধুন্ধুমার নাম প্রাপ্ত হন। বি; পুং।

কুবাদ—১। অসদুক্তি, কটূক্তি; মিথ্যা কথা। কর্মধা। বি; পুং। ২। কটুভাষী, মিথ্যাবাদী। কু (কুৎসিত) বাদ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ।

কুবাদিক—অসদ্বক্তা; মিথ্যাবাদী; বক্তক। কুবাদ শব্দ+ইক। বি; পুং।

কুবাস—দুর্গন্ধ। কর্মধা। বি; পুং।

কুবিচার—অবিচার, অন্যায় বিচার; অন্যায়। কর্মধা। বি; পুং।

কুবিধা—অসুবিধা; মন্দগতিক; অন্তরায়, বিঘ্ন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুবুদ্ধি—১। মন্দবুদ্ধি, দুর্বুদ্ধি; দুষ্টা মতি; দুরভিসন্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। মন্দবুদ্ধিবিশিষ্ট, দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি। কু বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

কুবৃত্তি—১। মন্দ বৃত্তি; নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, মন্দ ব্যবসায়। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। কুৎসিত বৃত্তিসম্পন্ন; কুব্যবসায়ী। কুৎসিতা বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

কুবেণী—কুৎসিত-বেণীযুক্তা স্ত্রী; মাছের চুবড়ি, খালুই। কুৎসিতা বেণী যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

কুবের—যক্ষরাজ, ধনাধিপ। ঋষি বিশ্রবার ঔরসে ইলবিলার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভ করিয়া অমর এবং উত্তর দিকের অধিপতি হন। ব্রহ্মা ইঁহাকে পুষ্পক রথও প্রদান করেন। যক্ষ ও কিন্নরগণ ইঁহার অধীন। ইনি প্রথমে লঙ্কায় বাস করিতেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাবণ ইঁহাকে স্থানচ্যুত করিলে ইনি পিতৃনির্দেশে কৈলাস-শিখরে স্বীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। এইখানে মহাদেবের সহিত ইঁহার মিত্রতা হয়। ইঁহার পুরীর নাম অলকা এবং পুত্রের নাম নলকুবর। রাবণের সহিত কুবেরের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। রাবণ ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া ইঁহার পুষ্পকরথ হরণ করেন। একদা ইঁহার অনুচর মণিমান মহর্ষি অগস্ত্যের মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করায় তাঁহার শাপে ভীমের হস্তে ইঁহার অনুচরবর্গ পরাজিত হয়। কুম্ব (আচ্ছাদন করা)+এর কর্তৃ; অথবা কু (কুৎসিত) হইয়াছে বের (শরীর) যাহার, বহু [কারণ কথিত আছে যে, যক্ষরাজ কুবেরের আটটা দাঁত ও তিনখানা পা]। বি; পুং।

কুবেরাচল, কুবেরাদ্রি—কৈলাস পর্বত। কুবেরের অচল বা অদ্রি, ৬তৎ। বি; পুং।

কুবেল—কুবলয়, শ্বেত পদ্ম। বি; স্ত্রী।

কুব্জ ১। উন্নতপৃষ্ঠ, কুঁজো। কু—উব্জ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। খড়্গ, খাঁড়া; অপামার্গ। বি; পুং।

কুব্জা—১। উন্নতপৃষ্ঠা, কুঁজী। বিণ; স্ত্রী। ২। মথুরারাজ কংসাসুরের পরিচারিকা বিঃ। কংসের আমন্ত্রণে কৃষ্ণবলরাম মথুরায় আগমন করিয়া রাজপথে কুব্জার সাক্ষাৎ পান। ইনি সে সময়ে রাজবাটীতে মাল্যচন্দন লইয়া যাইতেছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহার নিকট সে সকল চাহিলে ইনি তাঁহাদিগকে সে সমস্ত অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া কুব্জার পদে পদক্ষেপ ও চিবুক ধারণ করিয়া ইঁহার অঙ্গবৈকল্য দূর করিয়া ইঁহাকে সরলা সুন্দরী করিয়া দেন। বি; স্ত্রী।

কুব্জিকা—কুব্জা; দেশী বিঃ; অষ্টবর্ষা কন্যা। কুব্জা+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুব্জী—কুব্জা, কুঁজা স্ত্রীলোক। বাংপ্র। বিণ বা বি; স্ত্রী।

কুব্রহ্ম—অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ। কর্মধা। বি; পুং।

কুভোজন—মন্দদ্রব্য ভক্ষণ; কুৎসিত আহার। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুমকুম—জাফরান; সুগন্ধি আবীর জল ভরা লাক্ষাগোলক। বাংপ্র। বি।

কুমড়া, কুমড়ো—কুষ্মাণ্ড, কুমড়ো। বাংপ্র। বি। **কুমড়া গড়াগড়ি**—অনেক লোকের একসঙ্গে মাটিতে গড়াগড়ি।

কুমতি—১। দুষ্টা বুদ্ধি, দুরভিসন্ধি। কর্মধা। বিঃ স্ত্রী। ২। দুর্মতি, দুর্বুদ্ধি, দুষ্ট অভিসন্ধিযুক্ত। কু হইয়াছে মতি যাহার, বহু। বিণ।

কুমন্ত্রণা—দুষ্ট মন্ত্রণা, অসৎ পরামর্শ; কুচক্র। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কুমন্ত্রী (কুমন্ত্রিন্)—দুষ্ট মন্ত্রণাপ্রদানকারী, অসৎপরামর্শদাতা; কুচক্রী; দুষ্ট সচিব। কর্মধা। বিণ বা বি; পুং। স্ত্রী—**কুমন্ত্রিণী**।

কুমাতা (কুমাতৃ)—১। বাৎসল্যরহিতা জননী, যে মাতার সন্তানবাৎসল্য নাই। কু (কুৎসিত) যে মাতা, কর্মধা। ২। জগজ্জননী। কুর (পৃথিবীর) মাতা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কুমার—১। কার্তিকেয়, যুবরাজ; রাজপুত্র; পঞ্চম হইতে দশম বর্ষীয় বালক; পুত্র; অশ্বচারক, সহিস; শুকপক্ষী। কুমার (ক্রীড়া করা)+অন্ কর্তৃ; অথবা কু (কুৎসিত) হইয়াছে মার (কন্দর্প) যাহা হইতে, বহু। বি; পুং। স্ত্রী—**কুমারী**। ২। বিশুদ্ধ স্বর্ণ, খাঁটী সোনা। বি; ক্লী। ৩। কুম্ভকার, যাহারা মাটির পাত্র প্রভৃতি তৈয়ার করে, জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী—**কুমারনী**।

কুমারক—বালক; বরুণবৃক্ষ। কুমার শব্দ+কণ্। বি; পুং।

কুমার গুপ্ত, মহেন্দ্রাদিত্য—(৪১৩—৪৫৫ খ্রীঃ)। গুপ্তবংশীয় নরপতি। পিতা চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। ইঁহার শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিল। হূণ-আক্রমণে কুমার গুপ্তকে বিশেষ বিপন্ন হইতে হয়।

কুমারচার—বালকদের চরিত্র গঠন এবং শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভ্য, boy scout. বি; পুং।

কুমারপাল—রাজা শালিবাহন। বি; পুং।

কুমারভৃত্যা—ধাত্রীবিদ্যা, midwifery. কুমার (শিশু)—ভৃ+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুমারবাহী (-বাহিন্)—কার্তিকের বাহন, ময়ূর। উপতৎ, কুমার—বহ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং।

কুমারসম্ভব—মহাকবি কালিদাস প্রণীত কুমারের (কার্তিকের) জন্মবিবরণবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ। কুমারের সম্ভব (জন্ম) বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

কুমারিকা—কুমারী, দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা; অনূঢ়া কন্যা; নবমল্লিকা; স্থূল এলা, বড় এলাচ; ভারতবর্ষের দক্ষিণপ্রান্তস্থ অন্তরীপ বিঃ, Cape Comorin. কুমারী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুমারিল ভট্ট—দাক্ষিণাত্যবাসী জনৈক মৈথিল ব্রাহ্মণ। ইনি অসাধারণ পণ্ডিত ও মেধাবী ছিলেন। ইনি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। দেশে সে সময়ে বৌদ্ধধর্মের বিষম প্রাদুর্ভাব। বৌদ্ধের প্রকৃত ধর্মভাব ছাড়িয়া দেশ তখন নাস্তিকতায় মগ্ন। এই ভয়ানক অধর্ম হইতে স্বদেশকে উদ্ধার করিতে কুমারিল ভট্ট বদ্ধপরিকর হইলেন। ইনিই প্রথমে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তর্ক করিতে আরম্ভ করেন এবং বৈদিক ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করেন। কথিত আছে যে, ইনি কেবল তর্ক দ্বারা বৌদ্ধধর্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বৌদ্ধদিগকে নির্যাতন করিবার নিমিত্ত দাক্ষিণাত্যের রাজগণকেও উত্তেজিত করিতেন। ইঁহার প্রণীত পূর্বমীমাংসার

ভাষ্য এবং বৈদিক দেবতত্ত্ব সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা ইঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক।

কুমারী—দ্বাদশবর্ষীয়া অবিবাহিতা কন্যা (তন্ত্রমতে ষোড়শবর্ষীয়া পর্যন্ত); অনূঢ়া কন্যা; রাজকন্যা; দুর্গা; ঘৃতকুমারী; নবমল্লিকা; নদী বিঃ। কুমার শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুমির, কুমীর—হিংস্র জলজন্তু বিঃ, মকর। কুম্ভীর শব্দের অপভ্রংশ। বি।

কুমড়া—কুমড়া, কুষ্মাণ্ড। প্রা কপ্র। বি।

কুমুদ—১। কৈরব, শ্বেতোৎপল, শালুক ফুল, সুঁদি; রক্তোৎপল; রৌপ্য। কু (পৃথিবী)—মুদ্ (হৃষ্ট করা)+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। নৈঋত কোণের হস্তী; রামচন্দ্রের সেনানায়ক একটি বানর; কার্তিকমাস। বি; পু।

কুমুদনাথ, কুমুদবান্ধব—চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

কুমুদ-নিকর, -নিচয়—শ্বেতোৎপলসমূহ, সুঁদি সকল। ৬তৎ। বি; পু।

কুমুদবান্ধব—'কুমুদনাথ' দ্রঃ।

কুমুদবতী—কুমুদ্বতী (তাহা দ্রঃ)। কুমুদ +বতু+ঈপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।

কুমুদবান্ (-বৎ)—কুমুদ্বান্ (তাহা দ্রঃ)। কুমুদ+বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক—(জন্ম ১৮৮৩ খ্রীঃ)। আধুনিক শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবিদের অন্যতম। 'শতদল', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'রজনীগন্ধা', 'বনতুলসী' প্রভৃতি ইঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থ।

কুমুদাকর—হ্রদ প্রভৃতি। কুমুদের আকর (উৎপত্তিস্থান), ৬তৎ। বি; পু।

কুমুদানন্দ—চন্দ্র। কুমুদের আনন্দ যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বি; পু।

কুমুদিনী—কুমুদসমূহ, কুমুদের ঝাড়; কুমুদবহুল জলাশয়; কুমুদলতা; উৎপলিনী, সুঁদি বা নাল ফুল। কুমুদ+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুমুদিনীনাথ, -নায়ক, -বান্ধব—চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

কুমুদী—কুমুদিনী; কুমুদ, সুঁদি। কপ্র। বি; স্ত্রী।

কুমুদ্বতী—১। কুমুদবহুলা। বিণ; স্ত্রী। ২। কুমুদিনী; কুমুদের ঝাড়; কুমুদশোভিত সরোবর। বি; স্ত্রী।

কুমুদ্বান্ (কুমুদ্বৎ)—কুমুদবহুল (স্থান)। কুমুদ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুমুদ্বতী**।

কুমেরু—পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র, Antarctic pole. কর্মধা। বি; পু।

কুমেরুবৃত্ত—কুমেরুর ২৩।০ অক্ষাংশ উত্তরে যে বৃত্তাকার রেখা কল্পিত হয়। বি; পু।

কুমোর—কুম্ভকার, জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

কুম্ভ—ঘট, কলস; গজকুম্ভ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির একাদশ রাশি; পরিমাণপাত্র বিঃ; জনৈক রাক্ষস, কুম্ভকর্ণের পুত্র; মেবারের জনৈক রাজা; নিশ্বাসরোধক চেষ্টা বিঃ, কুম্ভক; বেশ্যাপতি। কু (জল)—উন্ভ+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কুম্ভক—নিশ্বাসরোধক চেষ্টা, প্রাণবায়ুর নিঃসারণ বা আকর্ষণ না করিয়া অন্তরে ধারণ, মুখ ও নাসারন্ধ্র বন্ধ করিয়া শ্বাসরোধ। কুম্ভ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

কুম্ভকর্ণ—জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের কনিষ্ঠ (মধ্যম) ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে কৈকসীর (নিকষার) গর্ভে ইহার জন্ম। কুম্ভকর্ণ অতিশয় দীর্ঘকায় ও মহাবলশালী ছিল। এই রাক্ষস সতত জীবগণকে ধরিয়া ভক্ষণ করিত। যোগী, ঋষি, অপ্সরাদি, কাহারই ইহার হস্তে নিস্তার ছিল না। বলাধিক্যবশতঃ রাক্ষস একদা দেবরাজ ইন্দ্রকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত করে।

কুম্ভকর্ণ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে। ব্রহ্মা ইহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে দেবগণ ভীত হইয়া ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। তখন বিধির আদেশে সরস্বতীদেবী রাক্ষসের কণ্ঠে আবির্ভূত হইলে কুম্ভকর্ণ এইরূপ বর প্রার্থনা করিল, "আমি যেন ছয় মাস কাল ক্রমাগত নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া একদিন মাত্র ভোজন করিতে পাই।" ব্রহ্মা তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিয়া আরও বলিলেন, "কিন্তু যদি অকালে কেহ তোমার নিদ্রাভঙ্গ করে, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু হইবে।"

অতঃপর কুম্ভকর্ণ লঙ্কায় উপস্থিত হইলে দৈত্যরাজ বলির দৌহিত্রী বজ্রজ্বালার সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার কুম্ভ ও নিকুম্ভ নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর রাম রাবণের যুদ্ধে লঙ্কা বীরশূন্য হইলে অকালে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ করা হয়। তাহাতেই রাক্ষস যথার্থ হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া রামচন্দ্রের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। কুম্ভের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। বি; পু।

কুম্ভকার—মৃৎপাত্রকার জাতিবিশেষ, কুলাল জাতি; কুমার। উপতৎ; কুম্ভ—কৃ+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

অগস্ত্যমুনি। কুম্ভ হইতে জন্মিয়াছেন যিনি, উপতৎ; কুম্ভ—জন্+ড কর্তৃ। [কথিত আছে যে, স্বর্বেশ্যা উর্বশীকে দেখিয়া মিত্রাবরুণের রেতঃস্খলন হইলে উহা কুম্ভে ধৃত হইয়াছিল, তাহাতেই অগস্ত্যের জন্ম হয় এবং এই জন্য অগস্ত্যের ইত্যাকার নাম হয়।] বি; পু।

কুম্ভজন্মা (-জন্মন্), **কুম্ভযোনি, কুম্ভসম্ভব**—অগস্ত্যমুনি; দ্রোণাচার্য; বশিষ্ঠ ঋষি। কুম্ভ হইতে জন্ম যাহার, বহু। বি; পু।

কুম্ভদাসী—সুরতদূতী, কুট্টনী। কুম্ভের (বেশ্যাপতির) দাসী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কুম্ভমেলা—নাসিকাদি দ্বাদশ তীর্থের বিশেষতঃ প্রয়াগ ও হরিদ্বারের বিখ্যাত মেলা। [মকররাশিতে বৃহস্পতি এবং সূর্য মিলিত হইলে রবিবারে যদি পূর্ণিমা হয়, তাহা হইলে প্রয়াগ ও হরিদ্বারে গঙ্গা পুষ্করতুল্য হয়। ইহাকেই কুম্ভযোগ বলে। এই যোগে উক্ত স্থানদ্বয়ে গঙ্গাস্নান করিলে জীব মুক্তিলাভ করে। প্রয়াগে প্রতি দ্বাদশ বৎসরে মাঘ মাসে এবং হরিদ্বারে দ্বাদশ বৎসরান্তে মহাবিষুব সংক্রান্তিতে পূর্ণকুম্ভ ও প্রতি বৎসর অর্ধকুম্ভ-মেলা হয়। এই মেলায় বহু সাধুর সমাগম হইয়া থাকে।] বাংপ্র। বি।

কুম্ভযোনি—'কুম্ভজন্মা' দ্রঃ।

কুম্ভ, রানা—(১৪০৯—১৪৬৯ খ্রীঃ)। মেবারের রানা হামিরের বংশধর ও মুকুলের পুত্র। ইনি ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে মেবারের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইহার পৌত্র রানা সংগ্রাম সিংহ।

কুম্ভশালা—কুম্ভনির্মাণালয়, কুমারের হাঁড়ি গড়া ঘর। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কুম্ভসন্ধি—হস্তীর কুম্ভদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। ৬তৎ। বি; পু।

কুম্ভা—বেশ্যা। কুম্ভ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুম্ভাণ্ড—জনৈক দৈত্য। দৈত্যরাজ বাণের অন্যতম অমাত্য। বাণরাজ কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে বন্দী করিয়া বধ করিতে ইচ্ছুক হইলে ইনি নিষেধ করেন। অবশেষে কৃষ্ণ আসিয়া বাণকে পরাস্ত করিয়া কুম্ভাণ্ডের হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করেন।

কুম্ভাধিপ—শনিগ্রহ। কুম্ভের অধিপ, ৬তৎ। বি; পু।

কুম্ভিকা—ক্ষুদ্র কলসী; শৈবাল; জলের পানা। কুম্ভী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুম্ভিল, কুম্ভিলক—শ্লোকার্থ চৌর, যে ব্যক্তি অপরের রচনার ভাব ও অভিপ্রায় বা কোনও অংশ লইয়া স্বকীয় রচনা বলিয়া প্রচার করে; শাল মাছ; চৌর; শ্যালক। কুম্ভ+ইল, স্বার্থে কণ্। বি; পু।

কুম্ভী (কুম্ভিন্)—১। কুম্ভযুক্ত; কুম্ভকার। কুম্ভ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুম্ভিনী**। ২। হস্তী; কুম্ভীর। বি; পু।

কুম্ভী—ক্ষুদ্র কলসী ; জলের পানা। কুম্ভ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কুম্ভীনস—বৃহৎ সর্প। কুম্ভীর ন্যায় নাসা যাহার, বহু। বি ; পু।

কুম্ভীনসি—দৈত্যরাজ বলি। বি ; পু।

কুম্ভীনসী—একজন রাক্ষসী, সম্পর্কে লঙ্কেশ্বর রাবণের ভগিনী ও লবণ রাক্ষসের মাতা। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলে মধু রাক্ষস ইঁহাকে হরণ করে ; পরে রাবণ মধুর বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ গমন করিলে এই রাক্ষসীর অনুরোধে উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়। কুম্ভীনস শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কুম্ভীপাক—নরক বিঃ, যে সকল পাপী অন্য প্রাণিগণকে বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সেই সকল পাপীকে যমানুচরেরা এইখানে সুতপ্ত তৈলে নিক্ষেপ করিয়া যাতনা দেয়। কুম্ভীতে পাক হয় যে স্থানে, বহু। বি ; পু।

কুম্ভীর—অতি বলবান্ জলজন্তু বিঃ, নক্র, কুমীর, চৌর। উপতৎ ; কুম্ভিন্ (মৎস্যাদি)—রা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ ; অথবা কুম্ভিন্—ঈর (প্রেরণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কুম্ভীরমক্ষিকা—কুমীরাপোকা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কুম্ভীরাসন—আসন বিঃ। এক পদের উপরে অন্য পদ এবং মস্তকের উপরে হস্তদ্বয় দিয়া দণ্ডাকারে যে অবস্থান, তাহাকে কুম্ভীরাসন বলে। কুম্ভীরাকার যে আসন, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কুয়া, কুয়ো—কূপ, ইন্দারা। <কূপ। বি।

কুযাত্রা—অশুভ যাত্রা ; অশুভক্ষণে গমন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কুয়াখী—কূপখনক। বাংপ্র। বি।

কুয়াশা, কুয়াসা—কুহেলিকা, কুজ্ঝটিকা। বাংপ্র। বি।

কুয়িলী—কোকিল। প্রা কপ্র। বি।

কুযুক্তি—অসদ্‌যুক্তি, কুমন্ত্রণা ; দুষ্টপরামর্শ ; কুচক্র। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কুরকুর—কুকুরশাবককে আহ্বানসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

কুরঙ্গ—মৃগ, হরিণ। কুর্ (শব্দ করা)+অঙ্গচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

কুরঙ্গক—কুরঙ্গ, হরিণ। কুরঙ্গ+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

কুরঙ্গনয়না—মৃগনেত্রা, হরিণের ন্যায় আয়তলোচনা। কুরঙ্গের নয়নের ন্যায় নয়ন যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

কুরঙ্গম—মৃগ, হরিণ। কু শব্দ—রঙ্গ শব্দ—মা (পরিমাণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

কুরঙ্গিণী—হরিণী। কপ্র। বি ; স্ত্রী।

কুরঙ্গী—মৃগী, হরিণী। কুরঙ্গ+ঈপ। বি ; স্ত্রী।

কুরচিনামা—কুর্সিনামা (তাহা দ্রঃ)।

কুরনি, কুরুনি—(নারিকেলাদি) কুরিবার যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

কুরণ্ড—বিবৃদ্ধ অণ্ডকোষ, কোরণ্ড। কু (কুৎসিত)—রম্ (গমন করা)+ড করণ। বি ; পু।

কুরব—১। কুৎসিত শব্দ। কর্মধা। বি ; পু। ২। কুৎসিত কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট। কু হইয়াছে রব যাহার, বহু। বিণ। ৩। দুর্নাম ; কুরুবক বৃক্ষ ; কুরুরাজ্যের একটি প্রদেশ। বি ; পু।

কুরবক—ঝিণ্টিবৃক্ষ, ঝাঁটাফুলের গাছ। কু—রু (রব করা)+অক কর্তৃ। বি ; পু।

কুরর—উৎক্রোশ পক্ষী, কুরল পাখী ; মেষ, ভেড়া। কৃ+ক্রয়ন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**কুররী**।

কুরল—কুরর বা উৎক্রোশ পক্ষী। কুরর শব্দের উচ্চারণ ভেদ। বি।

কুরসি—কুর্সি (তাহা দ্রঃ)।

কুরসিনামা—কুর্সিনামা (তাহা দ্রঃ)।

কুরানো—কুরুনি দ্বারা আঁচড়ানো, ধীরে ধীরে কাটা বা ক্ষয় করা। বাংপ্র। ক্রি।

কুরি, ম্যাডাম (Curie, Madame Marrie S.)—(১৮৬৭—১৯৩৪ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ মহিলা বিজ্ঞানী। ইনি জাতিতে পোল। ইঁহার সহিত বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক পিয়ারে কুরির বিবাহ হয়। ইনি ইঁহার স্বামীর সহিত একযোগে পোলোনিয়ম ও রেডিয়ম আবিষ্কার করেন এবং স্বামীর সহিত একযোগে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। পরেও ইনি এককভাবে আর একবার নোবেল পুরস্কার পান।

কুরু—১। বর্ষ বিঃ ; দেশবিশেষ। কৃ+উ অধি। বি ; পু। ২। কর বা করুন। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। ৩। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। সংবরণ রাজার ঔরসে সূর্যতনয়া তপতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। বহু পুণ্যকার্য করিয়া ইনি অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাহার পুরস্কারস্বরূপ ইঁহার বংশধরগণ কুরুবংশ বা কৌরব নামে খ্যাত। মানবসমূহ কলেবর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় কুরুরাজ পঞ্চক্ষেত্র ভূমিকর্ষণ করেন। অধ্যবসায়-সহকারে বহুবর্ষ ঐ কার্য করিলে পর ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বর প্রদান করেন যে, ঐ ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিবে, সে স্বর্গবাসী হইবে। তদনুসারে ঐ ক্ষেত্রের নাম কুরুক্ষেত্র হইয়াছে। বি ; পু।

কুরুকুল—কুরুবংশ, কৌরবগণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুরুক্ষেত্র—১। পূর্ব পঞ্জাব রাজ্যে অম্বালা ও কর্নাল জেলায় ভূমিখণ্ড বিঃ ; কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র। এই ভূমিখণ্ডটি থানেশ্বরকে মধ্যে রাখিয়া উহার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বদিক অধিকার করিয়াছে। পাণ্ডব ও কৌরবগণের পূর্বপুরুষ কুরু হইতে স্থানটির নাম উৎপন্ন। থানেশ্বরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত হ্রদের তীরে কুরু সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র হিন্দুর পবিত্র তীর্থ। এই তীর্থস্থানের প্রকৃত সীমা নির্দেশ করা সুকঠিন। সাধারণের বিশ্বাস এই যে, ৩৬০টি তীর্থস্থান কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন, ঝিন্দ রাজ্য পর্যন্ত ইহার বিস্তৃতি। ঝিন্দ থানেশ্বর হইতে ৩২ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থ ভূমিখণ্ডই আর্যগণের ভারতে প্রথম উপনিবেশ এবং ভারতে আর্যধর্মের আদিম আবাস বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই জন্যই সরস্বতী নদী এবং কুরুক্ষেত্র হিন্দুর চক্ষে এত পবিত্র। থানেশ্বর ও পিহোইয়া নামক স্থান দুইটি অধুনা প্রধান তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। বহু মাইল ব্যাপিয়া নদীর তীরে অনেক মন্দির বিদ্যমান আছে ; গ্রহণ উপলক্ষে থানেশ্বরে লক্ষ লোকের সমাগম হয়, এবং প্রতি বৎসরে তিন লক্ষ লোক সরস্বতী-প্রভৃতি হ্রদের জলে স্নান করিয়া থাকে। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। তুমুল কলহ (ব্যঙ্গে)। বাংপ্র। বি।

কুরুক্ষেত্রব্যাপার—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ-কাণ্ড ; মহাকলহ। বাংপ্র। বি।

কুরুক্ষেত্রীযোগ—একদিনে তিথিত্রয় নক্ষত্রত্রয় ও যোগত্রয়ের সংঘটন [কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐরূপ দিনে হইয়াছে বলিয়া এই প্রকার নামকরণ হইয়াছে]। বি ; পু।

কুরুচি—১। মন্দবিষয়িণী স্পৃহা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। কুৎসিতাভিলাষী। কু (কুৎসিত) রুচি যাহার, বহু। বিণ।

কুরুচিপূর্ণ, -সম্পন্ন—মন্দ বা অশ্লীল প্রবৃত্তিযুক্ত ; অমার্জিত রুচিপূর্ণ। ৬তৎ। বিণ।

কুরুণ্ট, কুরুণ্টক—ঝাঁটি গাছ। বি ; পু।

কুরুণ্ড—কুরণ্ড (তাহা দ্রঃ)।

কুরুনি—কুরণি (তাহা দ্রঃ)।

কুরুপাণ্ডব—কৌরব ও পাণ্ডব, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরাদি। বি ; পু।

কুরুবংশ—চন্দ্রবংশীয় শাখা বিঃ [কুরু দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; পু।

কুরুবক—ঝিণ্টিবৃক্ষ, ঝাঁটিফুলের গাছ। কু

শব্দ—রু (রব করা) + উবঙ করণ + কণ্। বি ; পু।

কুরুবর্ষ—জম্বুদ্বীপের বর্ষ বিঃ। ইহাকে উত্তর কুরুও বলে। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কুরুবৃদ্ধ—ভীষ্ম। কুরুদিগের মধ্যে বৃদ্ধ, ৭তৎ। বি ; পু।

কুরুকুরু করকর করে, কুরকুর বা কলকল শব্দ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কুরুরাজ—দুর্যোধন। কুরুদিগের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

কুরূপ—১। কুৎসিত রূপ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। কুৎসিত রূপবিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) রূপ যাহার, বহু। বিণ।

কুরূপ্য—রঙ্গ, রাং। বি ; ক্লী।

কুর্গ দক্ষিণ ভারতের স্থান বিঃ। কাবেরী নদী এখানেই উৎপন্ন। ইংরেজী নাম "কুর্গ" কানাড়ী "কোদাগু" নামের অপভ্রংশ। "কোদাগু" অর্থে তুঙ্গ পর্বত। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে, কদম্বরাজের বিজয়ী সেনাগণ হইতে কুর্গজাতির উৎপত্তি। এই কদম্বরাজ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহীশূরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তাহার পর হালেরী বংশ কুর্গে রাজত্ব করে। কানাড়ী ভাষায় রচিত রাজেন্দ্রনামা নামক ইতিহাস গ্রন্থে ১৬৩৩ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কুর্গরাজগণের বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিখিত আছে। এই গ্রন্থখানি বীর রাজেন্দ্র রাজার আদেশানুসারে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে সংকলিত হয়, এবং পরবৎসরে লেফ্‌টেনান্ট এবার ক্রাথি কর্তৃক ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়।

কুর্তা—অপেক্ষাকৃত খাটো জামা বা পিরান ; পুলিস প্রভৃতি বিভাগের কর্মচারীদের একপ্রকার পোশাক। তু। বি।

কুর্তি—খুব ছোট জামা বা পিরান। তু-মু। বি।

কুর্দন, কূর্দন—ক্রীড়া ; আস্ফালন, কুঁদুনি। কুর্দ্ বা কূর্দ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

কুর্পর, কূর্পর—জানু ; কনুই। কুর + কিপ্ কর্তৃ—কুর্ বা কূর্ ; কুর্ বা কূর্—পৃ (পালন করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কুর্বানি, কোর্বানি—মুসলমানদিগের ধর্মবিহিত বলিদান। আ। বি।

কুর্ম—'দশাবতার' দ্রঃ।

কুর্মাবতার—'অবতার' দ্রঃ। [বি।

কুর্মী -পশ্চিমের হিন্দুজাতি বিঃ। অসং।

কুর্সি—কেদারা, মাচিয়া, চেয়ার, টুল, চৌকি ; চাতাল ; ভিত্তি ; বংশ। আ। বি।

কুর্সিনামা—বংশতালিকা। আ-মু। বি।

কুল—১। বংশ, বংশীয় ; সজাতীয় ; সমাজ ; গোষ্ঠী ; সমূহ ; গৃহ ; দেহ ; দেশ ; ক্ষেত্র বিঃ ; রাজা বল্লাল সেনের মর্যাদা বিঃ। কুল (মিলিত হওয়া) + ক কর্তৃ অথবা কু (শব্দ করা) + লক্ কর্তৃ কিংবা কু (পৃথিবী)—লা (গ্রহণ করা) + ড কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। ফল বিঃ, বদরী। বাংপ্র। বি। **কুল করা**—কুলীনের ঘরে বিবাহ করা। **কুলে কালি দেওয়া**—পাপ কাজ করিয়া বংশ কলঙ্কিত করা। **কুলের বাহির হওয়া**—গৃহ ও সমাজ ত্যাগ করিয়া অসৎ পথে যাওয়া।

কুলকণ্টক—বংশের কণ্টক-স্বরূপ ব্যক্তি, গোষ্ঠীর বালাই, কুলকলঙ্ক। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলকন্যা, কুলকামিনী, কুলনারী—সদ্বংশোৎপন্না রমণী, কুলস্ত্রী। কুলে (সৎকুলে) জাতা কন্যা, কামিনী, নারী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কুলকর্তা (-কর্তৃ)—বংশের প্রবর্তক, ancestor. ৬তৎ। বি ; পু।

কুল-কর্ম (-কর্মন্), **কুলক্রিয়া**—বংশানুগত কার্য ; বংশের নিয়মানুসারে সন্তানদিগের বিবাহাদি কার্যসম্পাদন ; কুলীনের সহিত আদানপ্রদান করা। কুলানুগত যে কর্ম বা ক্রিয়া, মধ্যপ। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

কুলকলঙ্ক—১। বংশের নিন্দা। ৬তৎ। বি ; পু। ২। কুলের নিন্দার হেতু। কুলের কলঙ্ক হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ।

কু[illegible]—যে নারীর ব্যভিচারদোষে কুলে কলঙ্ক জন্মে। কুলকলঙ্ক শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুলকলঙ্কী (-কলঙ্কিন্)—চরিত্রহীন পুরুষ, যে পুরুষের চরিত্রদোষে কুল কলঙ্কিত হয়। কুলকলঙ্ক + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি ; পু।

কুলকাঠ—কুলগাছের কাঠ। বাংপ্র। বি। **কুলকাঠের আগুন**—কুলগাছের কাঠের আগুন ; তীব্র দাহ।

কুলকামিনী—'কুলকন্যা' দ্রঃ।

কুলকুচা—মুখের ভিতর জল পুরিয়া সজোরে নাড়াচাড়া করণ, কুল্লি। বাংপ্র। বি।

কুলকুণ্ডলিনী, কুলকুণ্ডলী—তন্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পাতুল্য শক্তি বিঃ। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। [যাহা মূলাধার পদ্মগহ্বরে শোভা পায়, এবং মত্ত অলিসমূহের ন্যায় মধুর শব্দ করে, আর যাহার শ্বাস ও উচ্ছ্বাসের বিবর্তন দ্বারা জগতের জীব জীবিত থাকে, সেই শক্তিকে কুলকুণ্ডলী বা কুলকুণ্ডলিনী বলে।]

কুলকুল—স্রোতোজলাদি বহিয়া যাইবার অনুকরণশব্দ, মৃদু কলকল ধ্বনি। বাংপ্র। অ।

কুলক্রমাগত—বংশপরম্পরায় আগত। কুলের ক্রম=কুলক্রম, ৬তৎ ; কুলক্রম দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ।

কুলক্রিয়া—'কুলকর্ম' দ্রঃ।

কুলক্ষণ—১। মন্দ চিহ্ন, অশুভ চিহ্ন। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। মন্দ চিহ্নবিশিষ্ট ; অশুভ লক্ষণাক্রান্ত। কু (কুৎসিত) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

কুলক্ষয়—বংশনাশ ; কুলমর্যাদানাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলগরবী—নিজের বংশগৌরবে গর্বিত। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রী, **-গরবিণী**।

কুলগর্ব বংশগৌরব ; উচ্চবংশে জন্ম জন্য অহংকার। কুলের গর্ব ইতি ৬তৎ, কিংবা কুলজনিত গর্ব ইতি মধ্যপ। বি ; ক্লী।

কুলগারি—কুলগৌরব। প্রা কপ্র। বি।

কুলগুরু—বংশের গুরু বা মন্ত্রদাতা। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলগৌরব—বংশগরিমা, উচ্চবংশ জন্য অভিমান, কুলগর্ব। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কুলগ্ন—অশুভ লগ্ন, অশুভক্ষণ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

কুলঘ্ন—কুলক্ষয়কারী, বংশনাশক। উপতৎ ; কুল—হন্ (বধ করা) + টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কুলঘ্নী**।

কুলঙ্গি—দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত কাঁথে বা দেওয়ালে ছোট খোপ বা গর্ত বিঃ। বাংপ্র। বি।

কুলচুর—বদরীচূর্ণ, কুলের আচার। বাংপ্র। বি।

কুলচ্যুত কুলভ্রষ্ট ; স্বকীয় বংশ হইতে চ্যুত। ৫তৎ। বি ; পু।

কুলজ—সদ্বংশজাত, কুলীন। উপতৎ ; কুল—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ।

কুলজি, কুলজী—বংশাবলী, বংশতালিকা ; বংশের পরিচয়, genealogy. <কুলপঞ্জী। বি।

কুলজ্ঞ—ঘটক, বংশের দোষগুণবিৎ। উপতৎ ; কুল—জ্ঞা + ড কর্তৃ। বিণ।

কুলটা কুলত্যক্তা ; অসতী, ব্যভিচারিণী ; ভিক্ষুকী। কুলট + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুলতন্তু—বংশধর, সন্তান। কুলের তন্তুস্বরূপ, উপমিত কর্মধা। বি ; পু।

কুলতিথি চতুর্থী অষ্টমী দ্বাদশী চতুর্দশী—এই চারি তিথি। বি ; পু বা স্ত্রী।

কুলতিলক—বংশের গৌরবস্বরূপ, কুলশ্রেষ্ঠ। কুলের তিলক (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বিণ।

কুলত্থ—কলায় বিঃ, একপ্রকার কলাই। কুল (ক্ষেত্র)—স্থা + ড কর্তৃ। বি ; পু।

কুলত্থা—বনকুলত্থ। কুলত্থ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

কুলত্যাগ—কুল হইতে নির্গমন। ৬তৎ।

বি ; পু। [রমণীরা ভ্রষ্টা হইলে তাহাদিগের কুলত্যাগ ঘটে।]

কুলত্যাগী (-ত্যাগিন্) —বংশ হইতে নির্গত, যে কুলের বাহির হইয়া গিয়াছে। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

কুলদূষক, কুলদূষণ—বংশের কলঙ্কস্বরূপ, কুলাঙ্গার। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ষিকা, -ণা**।

কুলদেবতা—বংশানুক্রমে পূজনীয় দেবতা, বংশ বা পরিবারবিশেষে যে দেবতার আরাধনা করে। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলধর্ম—বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম, বংশ বা পরিবারবিশেষের চিরাচরিত আচার বা ক্রিয়ানুষ্ঠান। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলধারক—পুত্র। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলনক্ষত্র—ভরণী রোহিণী পুষ্যা মঘা উত্তর-ফাল্গুনী চিত্রা বিশাখা জ্যেষ্ঠা পূর্বাষাঢ়া শ্রবণা উত্তর-ভাদ্রপদ, ইহারা কুলনক্ষত্র। বি ; ক্লী।

কুলনায়ক—বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলনায়িকা—তান্ত্রিকমতে পঞ্চমকার যজনে পূজনীয়া স্ত্রী [কুলনায়িকা নয় প্রকার, যথা—নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, রজকী, নাপিতাঙ্গনা, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোপাল-কন্যা, মালাকার-কন্যা]। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলনারী—'কুলকন্যা' দ্রঃ।

কুলনাশ—১। বংশধ্বংস, বংশলোপ। ৬তৎ। ২। বংশনাশক ; পতিত। কুলের নাশ হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ।

কুলনাশক—কুলনাশকারক, বংশধ্বংস-কারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

কুলনাশন—বংশধ্বংসকারক। উপতৎ ; কুল—ণিজন্ত নশ্ =(নাশি)+ অন কর্তৃ। বিণ।

কুলনো—পর্যাপ্ত হওয়া ; স্থান পাওয়া ; উপায় করা ; নির্বাহ হওয়া ; অভাব মেটা। বাংপ্র। ক্রি।

কুলন্ধর—বংশধর, পুত্র, সন্তান। উপতৎ ; কুল—ধৃ (ধারণ করা +অ কর্তৃ। বি ; পু।

কুলপঞ্জী—কুলজী, বংশবৃত্তান্ত, genealogy. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলপতি কুলশ্রেষ্ঠ, বংশের মধ্যে সর্বপ্রধান ব্যক্তি ; আশ্রমের মধ্যে সর্বপ্রধান মুনি, যিনি দশ সহস্র মুনিকে অন্নদান করিয়া শিক্ষাদান করেন, সেই ঋষিশ্রেষ্ঠই কুলপতি অভিধেয়। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলপর্বত মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র, এই ৭টি কুলপর্বত, কেহ কেহ বলেন, হিমালয়ও কুলপর্বত, সুতরাং তাঁহাদের মতে হিমালয় সমেত ৮টি কুলপর্বত। বি ; পু।

কুলপাংশুল—কুলদূষক, কুলকলঙ্ক, কুলাঙ্গার। ৭তৎ। বিণ।

কুলপাংশুলা—কুলকলঙ্কিনী, কুলটা, ভ্রষ্টা, অসতী। ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

কুলপাংসন—কুলদূষক, কুলকলঙ্ক, কুলাঙ্গার। ৬তৎ। বিণ।

কুলপালক—বংশরক্ষক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**কুলপালিকা**।

কুলপালিকা—১। বংশরক্ষাকারিণী। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুলস্ত্রী ; সাধ্বী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

কুলপি—বরফ জমাইবার চুঙ্গি বা ঠুসি ; ঐ চুঙ্গিতে জমানো ক্ষীর প্রভৃতি। <আ 'কুলফী'। বি। [আ-মূ। বি।

কুলপি বরফ—কুলপিতে জমানো বরফ।

কুলপুত্র—কুলক্রমাগত পুত্র ; সদ্বংশজাত পুত্র। মধ্যপ। বি ; পু।

কুলপুরোহিত—বংশপরম্পরায় পৌরো-হিত্যকারী। কুল-ক্রমাগত পুরোহিত, মধ্যপ। বি ; পু।

কুলপ্রথা—বংশপরম্পরাক্রমে আগত প্রথা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলপ্রদীপ—বংশোজ্জ্বলকারী, বংশের গৌরববর্ধক। কুলের প্রদীপস্বরূপ, উপমিত কর্মধা। বিণ।

কুলবতী—কুলানুসারিণী, যে স্ত্রী বংশের নিয়মানুসারে চলে ; কুলকামিনী, সাধ্বী স্ত্রী। কুল শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

কুলবধূ—কুলস্ত্রী, কুলকামিনী, সাধ্বী স্ত্রী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলবার—মঙ্গল ও শুক্রবার। কুল-নামক যে বার, মধ্যপ। বি ; পু। [স্ত্রী।

কুলবালা—কুলকন্যা, সতী স্ত্রী। ৬তৎ। বি ;

কুলবিদ্যা—কুলক্রমাগতা বিদ্যা, বংশপরম্পরায় শিক্ষণীয়া বিদ্যা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। [যে বংশে যে বিদ্যার আরাধনা করা হয়, সেই বিদ্যাই সেই বংশের কুলবিদ্যা। যেমন কোন বংশের কুলবিদ্যা কালী ; কোন বংশের কুলবিদ্যা তারা এবং কোন বংশের কুলবিদ্যা ভুবনেশ্বরী, ইত্যাদি।]

কুলবিপ্র—কুলপুরোহিত। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলব্রত—কুলক্রমাগত ব্রত, বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

কুলভঙ্গ—কৌলীন্য নাশ, নিম্নকুলে পুত্র-কন্যাদির বিবাহ দান। ৬তৎ। বি ; পু।

কুলভূষণ—যাহাদ্বারা বংশের গৌরববৃদ্ধি হয়। উপমিত কর্মধা। বিণ।

কুলভ্রষ্ট—বংশ হইতে চ্যুত ; কুলমর্যাদা রহিত ; পতিত। ৫তৎ। বিণ।

কুলমর্যাদা—বংশগৌরব ; কৌলীন্যজনিত সম্মান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলরমণী—কুলস্ত্রী। কুলে (সৎকুলে) জাতা রমণী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

কুললক্ষণ—বল্লালসেনের প্রবর্তিত কৌলীন্যের ৯ প্রকার লক্ষণ [যথা—আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, আবৃত্তি, তপস্যা, দান]। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥"

কুললক্ষ্মী—ভদ্রলোকের গৃহস্থিতা রমণী ; সাধ্বী স্ত্রী। কুলে (বংশে) লক্ষ্মী (লক্ষ্মী-তুল্যা), ৭তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

কুলশীল—বংশ ও স্বভাব ; সদ্বংশ ও সৎ-স্বভাব। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কুলশীলমান—১। সদ্বংশে উৎপত্তি ও সদাচরণ জন্য সম্ভ্রম। কুল ও শীল, দ্বন্দ্ব, তজ্জনিত মান, মধ্যপ। ২। বংশ ও স্বভাব চরিত্র এবং মর্যাদা। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

কুলসম্ভব—সৎকুলোৎপন্ন ; কুলজাত। কুল সম্ভব (উৎপত্তিস্থান) যাহার, অথবা কুল হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বিণ।

কুলস্ত্রী—কুলনারী, কুলকামিনী, কুলবধূ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কুলা—১। শস্যাদি ঝাড়িবার পাত্র বা যন্ত্র, শূর্প। খাংপ্র। ২। কুলি, কুলকুচা। হি। বি।

কুলাকুল—তন্ত্রোক্ত তিথি, নক্ষত্র ও বার-বিশেষের পারিভাষিক শব্দ (দ্বিতীয়া, ষষ্ঠী, দশমী তিথি, আর্দ্রা, মূলা, অভিজিৎ ও শতভিষা নক্ষত্র এবং বুধবার) ; সৎকুল ও অসৎকুল, যোগ্য ও অযোগ্য বংশ। কুল ও অকুল, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

কুলাঙ্গার—যাহা হইতে কুল মলিন বা হীন হয়, কুলাধম। কুলের অঙ্গারস্বরূপ, উপমিত কর্মধা। বি ; পু।

কুলাচল—কুলপর্বত (তাহা দ্রঃ)। কুল নামক যে অচল, মধ্যপ। বি ; পু।

কুলাচার—১। বংশানুক্রমে আচরিত ধর্ম। কুলের আচার, ৬তৎ। ২। তন্ত্রোক্ত আচার বিঃ [তন্ত্রে পশ্বাচার, বীরাচার ও কুলাচার, এই ত্রিবিধ আচারের উল্লেখ আছে ; তন্মধ্যে কুলাচার সর্বপ্রধান]। বি ; পু। ৩। কুলের আচার বা চাটনি, কুলচুর। বাংপ্র। বি।

কুলাচার্য—কুলগুরু ; কুলপুরোহিত ; ঘটক। কুলের আচার্য, ৬তৎ। বি ; পু।

কুলাদর্শ—বংশাবলী ও বংশপরিচায়ক চিহ্ন-বিষয়ক শাস্ত্র, heraldry. কুলের আদর্শ আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

কুলাদ্রি—কুলপর্বত। কুল নামক যে অদ্রি, মধ্যপ। বি; পু।

কুলান—পর্যাপ্তি, সংকুলান; সংস্থান। বাংপ্র। বি।

কুলানো—পর্যাপ্ত পরিমাণের সংস্থান করা বা হওয়া, অভাব না পড়া; জায়গা হওয়া, স্থান পাওয়া; উপায় করা। বাংপ্র। বি।

কুলাভিমান—সদ্বংশে জন্মগ্রহণের অভিমান। কুলের অভিমান ইতি ৬তৎ; কিংবা কুলজনিত অভিমান, মধ্যপ। বি; পু।

কুলায়—১। পক্ষীর বাসা, নীড়; বাসস্থান। কুল—অয় (গমন করা)+অল্ অধি। বি; পু। ২। পর্যাপ্ত হয়। বাংপ্র। ক্রি।

কুলায়স্থ—১। নীড়স্থিত। ৭তৎ। বিণ। ২। পক্ষী। বি; পু।

কুলায়িকা—পক্ষিশালা, চিড়িয়াখানা। কুলায় শব্দ+কণ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুলাল—কুম্ভকার। কুল-অল্+ণ্ কর্তৃ। বি; পু। [স্ত্রী।

কুলাল-চক্র—কুমারের চাক। ৬তৎ। বি;

কুলি—সামান্য শ্রমজীবী, মজুর, ভারবাহক, মুটে। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**কুলিনী**।

কুলিক—১। কুলসত্তম; শিল্পিকুলপ্রধান। কুল+ইক। বিণ। ২। অষ্ট মহানাগের অন্তর্গত নাগ বিঃ; শাক বিঃ, কুলেখাড়া; (জ্যোতিষে) দিবা ও রাত্রির নির্দিষ্ট যাম। বি; পু।

কুলিনী—১। সৎকুলোদ্ভবা। বিণ; স্ত্রী। ২। কুলি-রমণী, কুলির পত্নী; মেয়ে মজুর বা মুটে। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কুলির, কুলীর—কর্কট, কাঁকড়া; কর্কটরাশি। কুল+ইরক্, ঈরক্ কর্তৃ। বি; পু।

কুলিশ—বজ্র। যে পর্বত বিদীর্ণ করে এই বাক্যে উপতৎ; কুলিন্ (পর্বত)—শো (বিদীর্ণ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

কুলিশধর—১। ইন্দ্র। বি; পু। ২। বজ্রধারী। কুলিশের ধর, ৬তৎ। বিণ।

কুলিশপাত—বজ্রপতন, বাজপড়া। ৬তৎ। বি; পু।

কুলী (কুলিন্)—সৎকুলোদ্ভব, সদ্বংশজাত। কুল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুলিনী**।

কুলী—কুলি, সামান্য শ্রমজীবী, মজুর, মুটে; কুলা, কুলকুচা, ছোট কুলো। তু-মু। বি।

কুলীন—সদ্বংশীয়; বল্লালপ্রবর্তিত আচার বিনয়াদি নবগুণবিশিষ্ট, কুলমর্যাদাসম্পন্ন; তন্ত্রোক্ত কুলাচারপরায়ণ ['কুলাচার দ্রঃ']। কুল শব্দ+ঈন। বিণ।

কুলীনতা, -ত্ব—কৌলীন্য, কুলমর্যাদা; সদ্বংশে জন্ম। কুলীন+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কুলীর—'কুলির' দ্রঃ।

কুলীরক কর্কট, কাঁকড়া; কর্কটরাশি। কুলীর+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

কুলীশ—কুলিশ, বজ্র। বি; পু বা ক্লী।

কুলুঙ্গি—দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত ভিত্তিগাত্রের গহ্বর বা খোপ। বাংপ্র। বি।

কুলুজি, কুলুজী—কুলজি (তাহা দ্রঃ)।

কুলুপ—তালা। <আ 'কুফ্‌ল্'। বি।

কুলুপ-কাটি, -কাঠি—তালার চাবি। আ-মু। বি।

কুলুপো—কুলুপ দেওয়া, তালা বন্ধ করা, আবদ্ধ করা, আটকানো। কপ্র। ক্রি।

কুলুকে—আটক পড়ে, আবদ্ধ হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

কুলেখাড়া—ক্ষুদ্রাকার কণ্টকগুল্ম বিঃ, ইহা ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়। বাংপ্র। বি।

কুলেশ্বর—কুলপতি, গোষ্ঠীপতি; মহাদেব, শিব। কুলের ঈশ্বর; ৬তৎ। বি; পু।

কুলো কুলা, শূর্প। <কুল্য। বি।

কুলোৎপন্ন, -ভব—সদ্বংশজাত; কোন পরিবার হইতে উদ্ভূত। ৫তৎ ও বহু। বিণ।

কুলোদ্বহ—বংশধর; কুলশ্রেষ্ঠ। উপতৎ; কুল—উদ্—বহ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

কুলোপাধি—বংশপরিচায়ক আখ্যা। কুলের উপাধি, ৬তৎ। বি; পু।

কুল্য ১। মান্য ব্যক্তি। কুল্+য। বি; পু। ২। অস্থি; মাংস; পরিমাণ বিঃ; শূর্প, কুলা। কুল্ (রাশি করা)+য কর্ম। বি; ক্লী। ৩। সৎকুলজাত। কুল শব্দ+য্য। বিণ।

কুল্যা—১। সৎকুলজাতা। কুল্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুলস্ত্রী, সাধ্বী নারী; কৃত্রিম ক্ষুদ্র নদী; গড়খাই; পয়ঃপ্রণালী। বি; স্ত্রী।

কুল্লা, কুল্লি—কুলা, কুলি, কুলকুচা। বাংপ্র। বি।

কুল্লূকভট্ট—মন্বর্থ মুক্তাবলীর টীকাকার জনৈক কবি, ইহার পিতার নাম দিবাকর ভট্ট। গৌড়ের অন্তর্গত (বর্তমান রাজসাহী জেলার) নন্দনা নামক গ্রামে ইহার বাস ছিল। ইনি বারেন্দ্রশ্রেণীর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। অনুমান খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি কাশীধামে সংস্কৃত শিক্ষা করেন, এবং সেই স্থানেই মনুসংহিতার টীকা রচনা করেন। ইহার জ্যেষ্ঠ সহোদর পুরুষোত্তম বেদান্তী তাহেরপুরের বর্তমান রাজবংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ।

কুল্লে—১। সর্বসাকল্যে, সমুদায়ে; মোটে, সবে। ক্রি-বিণ। ২। কেবল, শুদ্ধ, মাত্র। আ-মু। বিণ।

কুশ—১। স্বনামখ্যাত তৃণ বিঃ (ইহা যজ্ঞাদি কার্যে লাগে)। কু (পৃথিবী)—শী (শয়ন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর অন্তর্গত দ্বীপ বিঃ। বি; পু। ৩। জল। বি; ক্লী। ৪। মত্ত; পাপিষ্ঠ। বিণ। স্ত্রী—**কুশা, কুশী**। ৫। শ্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র*। কুশ শব্দ+ক ভবার্থে। বি; পু।

*কুশ ও তদনুজ লব উভয়েই অযোধ্যাপতি পূর্ণ-অবতার শ্রীরামচন্দ্রের যমজ পুত্র। গর্ভাবস্থায় সীতা নির্বাসিতা হইলে, এই দুই ভ্রাতা তপোবনে জন্মগ্রহণ করেন। সীতার প্রসববার্তা অবগত হইয়া মহাতেজা বাল্মীকি তথায় গমন করিলেন, এবং কুশমুষ্টি ও লব (কুশের নিম্নার্ধভাগ) লইয়া বালকদ্বয়ের রক্ষাবিধান করিলেন। বৃদ্ধাদিগের হস্তে মন্ত্রপূত কুশাগ্র প্রদানপূর্বক তিনি বলিলেন, "তোমরা ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠের গাত্রমার্জনা করিবে"; এবং লব প্রদান করিয়া কহিলেন, "ইহা দ্বারা কনিষ্ঠের গাত্রমার্জনা করিবে; এতদনুসারে পরে আমি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব; এই নামেই ইহারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।" ক্রমে বাল্মীকির যত্নে ভ্রাতৃদ্বয় রাজপুত্রের উপযুক্ত ধনুর্বিদ্যাদি সর্বপ্রকার বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন। বাল্মীকি কুশ ও লবকে রামায়ণ গ্রন্থ অভ্যাস করাইয়া ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন। ইঁহাদের রামায়ণ গান শ্রবণে সকলে বিমোহিত হন। অতঃপর যজ্ঞসভায় সীতার অন্তর্ধান হইলে রামচন্দ্র কুশ ও লবকে গ্রহণ করেন। কুশকে প্রথমতঃ কুশাবতীর ও লবকে শ্রাবস্তীর রাজা করা হয়। রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর কুশ অযোধ্যার রাজা হন।

কুশণ্ডিকা—বিবাহকালের ধর্মকার্য বিঃ; সর্বহোমার্থক অগ্নিসংস্কার ক্রিয়া [ইহাতে নির্দিষ্ট ঋক্ গান করিতে হয়। অন্ততঃ তিন তিন বার আবৃত্তি করিতে হয়]। কুশ্+অণ্ড, কর্তৃ+কণ্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

কুশধ্বজ—মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনকের অনুজ। ইহার পিতার নাম হ্রস্বরোম। ইহার কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সহিত যথাক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ হয়। সাকাশ্য রাজ্যের রাজা সুধন্বা জনকরাজ কর্তৃক যুদ্ধে নিহত হইলে কুশধ্বজ সেই

রাজ্যের রাজা হন। কুশ ধ্বজ যাঁহার, বহু। বি; পু।

কুশনাভ—ইনি কুশরাজের পুত্র, এবং রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের পিতামহ। কুশনাভ মহোদয় নামক নগর স্থাপন করেন। অপ্সরা ঘৃতাচীর গর্ভে ইঁহার একশত কন্যা জন্মে। ঐ সকল কন্যা যৌবন প্রাপ্ত হইলে পবনদেব কর্ত্তৃক অঙ্গবৈকল্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর সেই সকল কন্যা ধার্মিক ব্রহ্মদত্ত রাজাকে ভার্য্যার্থে প্রদত্ত হইলে তাহাদের দেহদোষ বিদূরিত হয়। অতঃপর রাজর্ষি কুশনাভ পুত্রেষ্টিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার গাধি নামক পুত্র জন্মে। কুশ নাভিতে যাঁহার, বহু। বি; পু।

কুশপুত্তলিকা, -পুত্তলী—কুশতৃণদ্বারা নির্ম্মিত মানবমূর্ত্তি [মৃত ব্যক্তির শব পাওয়া না গেলে এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাহারই দাহাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হইয়া থাকে]। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কুশপেয়ে—যাহার পা খুব সরু এমন; বিকৃতপদ। বাংপ্র। বিণ। [পু।

কুশবটু—কুশনির্ম্মিত ব্রাহ্মণ। মধ্যপ। বি;

কুশমুদ্রা—কুশাঙ্গুরী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কুশর—১। মন্দ বাণ, খারাপ তীর; শরতুল্য তৃণ বিঃ। কর্ম্মধা। বি; পু। ২। ইক্ষু, আখ। প্রাদে। বি।

কুশল—১। কল্যাণ, মঙ্গল। কুশ্ (আশ্লিষ্ট হওয়া)+কলন্ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী। ২। মঙ্গলবিশিষ্ট, কল্যাণযুক্ত। কুশল শব্দ+অ। ৩। সমর্থ, দক্ষ, নিপুণ। কুশ—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্ত্তৃ; অথবা, কু (পৃথিবী)—শল্ (গমন করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ। [স্ত্রী।

কুশলপ্রশ্ন—মঙ্গলজিজ্ঞাসা। ৬তৎ। বি;

কুশলব—সীতার গর্ভজাত যমজ পুত্র ['কুশ' এবং 'লব' দ্রঃ]। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব; বিকল্পে 'কুশীলব'ও হয়। বি; পু।

কুশল-সংবাদ, -সমাচার—মঙ্গলবার্ত্তা, ভাল থাকার খবর। ৬তৎ। বি; পু।

কুশলী (কুশলিন্)—কল্যাণযুক্ত। কুশল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুশলিনী**।

কুশস্তম্ব—কুশগুচ্ছ, কুশঘাসের ঝাড়। ৬তৎ। বি; পু।

কুশহস্ত—হস্তে কুশধারী। কুশ হস্তে যাহার, বহু। বিণ।

কুশা—১। কুশ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রজ্জু; বল্গা। কুশ+অন্ কর্ত্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কুশাকর—যজ্ঞাগ্নি। কুশ আকর যাহার, বহু। বি; পু।

কুশাগ্র—১। কুশের অগ্রভাগ বা আগা বা ডগা। কুশের অগ্র, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। কুরুক্ষেত্ররাজ বৃহদ্রথের পুত্র। বি; পু।

কুশাগ্রধী, কুশাগ্রবুদ্ধি—১। কুশের অগ্রভাগের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বা বোধশক্তি। কুশাগ্রতুল্যা যে ধী বা বুদ্ধি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। কুশের অগ্রভাগের ন্যায় সূক্ষ্মবুদ্ধিবিশিষ্ট, অতি তীক্ষ্ণধী। কুশাগ্রের ন্যায় ধী বা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

কুশাগ্রীয়—কুশের অগ্রভাগ তুল্য, অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম বা তীক্ষ্ণ। কুশাগ্র+ঈয় সদৃশার্থে। বিণ।

কুশাগ্রীয়মতি—কুশাগ্রধী, কুশাগ্রবুদ্ধি (সকল অর্থে)। বি; স্ত্রী বা বিণ।

কুশাঙ্কুর—কুশের অঙ্কুর (অগ্রভাগ)। ৬তৎ। বি; পু।

কুশাঙ্গুরী, -ঙ্গুরীয়—কুশতৃণ নির্ম্মিত অঙ্গুরীয় বা আংটি। মধ্যপ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

কুশাবতী—রামপুত্র কুশরাজের রাজধানী। কুশ্+বতু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুশাবর্ত্ত—গঙ্গাবতার তীর্থ। কুশের (জলের) আবর্ত্ত আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

কুশারণি—দুর্ব্বাসা ঋষি। কুশ অরণি যাঁহার, বহু। বি; পু।

কুশাসন—১। কুশনির্ম্মিত বসিবার আসন। মধ্যপ। ২। মন্দ শাসন, অনুচিত শাসন। কু (কুৎসিত) যে শাসন, কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

কুশাস্তরণ—কুশতৃণের আচ্ছাদন; হোমার্থে কুশাচ্ছাদিত স্থান। কুশ দ্বারা বা কুশের আস্তরণ, ৩ বা ৬তৎ। বি; ক্লী।

কুশি—ক্ষুদ্র কোষা, কোষা হইতে জল তুলিবার ছোট পাত্র; কচি ফল। বাংপ্র। বি।

কুশিক—মুনি বিঃ, জমদগ্নির পিতা; শাল-বৃক্ষ; লাঙ্গলের ফাল; বিভীতক বৃক্ষ। কুশ শব্দ+ফিক (অনিৎ)। বি; পু।

কুশী (কুশিন্)—বাল্মীকি মুনি। কুশ+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু।

কুশী—১। কুশ। বিণ; স্ত্রী। ২। ফাল; লৌহবিকার। কু—শো+ড কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কুশীদ, কুষীদ, কুসীদ—১। সুদ; বৃদ্ধি-জীবিকা। কু শব্দ—সদ্ বা সদ্+শ অধি। ২। বৃদ্ধিজীবী। বিণ।

কুশীদজীবী (-জীবিন্)—বৃদ্ধিজীবী, টাকা সুদে খাটান যাহার ব্যবসায়। কুশীদদ্বারা জীবে (বাঁচে) যে এই বাক্যে উপতৎ; কুশীদ—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুশীদজীবিনী**।

কুশীদব্যবহার, [illegible]—সুদ-কষা; টাকা সুদে খাটানোর ব্যবসায়। ৬তৎ। বি; পু।

কুশীল—১। দুর্ব্যবহার, অসদাচরণ; অসৎ স্বভাব, দুষ্ট প্রকৃতি। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দুরাচার; অসৎস্বভাবান্বিত। কু (কুৎসিত) শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

কুশীলব—১। ভরতমুনি; যাচক; নট; কবি; চারণ। কুশীল—বা (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া)+ড কর্ত্তৃ। ২। রামচন্দ্রের কুশ ও লব নামক পুত্রদ্বয়। কুশ ও লব, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

কুশেশয়—পদ্ম। কুশে (জলে) শয়ন করে যে, অলুক্ উপতৎ; কুশে—শী+অন্ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

কুশোদক—দানের নিমিত্ত কুশযুক্ত উদক (জল)। মধ্যপ। বি; ক্লী।

কুষীদ—'কুশীদ' দ্রঃ।

কুষ্ঠি—কোষ্ঠী। বাংপ্র। বি।

কুষ্ঠ—মহাব্যাধি, স্বনামখ্যাত রোগ বিঃ, কুঠ; ধবলরোগ; ঔষধদ্রব্যবিশেষ, কুড়; বিষবিশেষ। কুষ্+কথন্ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

কুষ্ঠঘ্ন—কুষ্ঠব্যাধিনাশক। উপতৎ; কুষ্ঠ—হন্+টক্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কুষ্ঠঘ্নী**।

কুষ্ঠী (কুষ্ঠিন্)—কুষ্ঠরোগী। কুষ্ঠ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুষ্ঠিনী**।

কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ড গণদেবতা বিঃ; জরায়ু; কুমড়া; কাঁকুড়। কু শব্দ (পৃথিবী)—উষ্মন্ শব্দ (উষ্ণ)+অণ্ড প্রত্যয়। বি; পু।

কুসংসর্গ—কুসঙ্গ, অসৎসঙ্গ, দোষীর সংস্রব। কু (কুৎসিত) যে সংসর্গ, কর্ম্মধা। বি; পু।

কুসংস্কার—ভ্রান্তসংস্কার, ভ্রান্তিমূলক ধারণা বা বোধ। [প্রতিপদের দিনে কুষ্মাণ্ড ভক্ষণ করিলে অর্থহানি হয় ইত্যাদি সংস্কারকে বর্ত্তমান প্রণালীক্রমে শিক্ষিত ব্যক্তিরা কুসংস্কার বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে অক্ষিস্পন্দন, জ্যেষ্ঠীপতন, পক্ষিবিশেষের শব্দ দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করা কুসংস্কার। গ্রহণকালে ভোজনাদি-নিষেধ কুসংস্কার, ইত্যাদি।] কর্ম্মধা। বি; পু।

কুসংস্কারমূলক—ভ্রান্তসংস্কার হইতে উদ্ভূত। কুসংস্কার মূল যাহার, বহু। বিণ।

কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কুসংস্কারাবিষ্ট—ভ্রান্তসংস্কার দ্বারা অভিভূত, কুসংস্কারে পরিপূর্ণ। কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন, আবিষ্ট, ৩তৎ। বিণ।

কুসঙ্গ—অসৎ সঙ্গ, মন্দ লোকের সংসর্গ। কর্ম্মধা। বি; পু।

কুসম-কুসম—কবোষ্ণ, ঈষৎ তপ্ত, অল্প গরম। বাংপ্র। বিণ।
কুসিদায়ী—কুসীদপত্নী, বৃদ্ধিজীবীর স্ত্রী। বি; স্ত্রী।
কুসীদ—'কুসীদ' দ্রঃ।
কুসীদায়ী—কুসীদজীবীর ভার্যা, কুসীদপত্নী; বৃদ্ধিজীবিনী। বি; স্ত্রী।
কুসীদিক—কুসীদাজীব, বৃদ্ধিজীবী, সুদ-খোর। কুসীদ+ইক। বিণ।
কুসুম—১। পুষ্প, ফুল; ফল নেত্ররোগ বিঃ; কুসুম্ভ। কুস+উমক্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। ডিমের ভিতরের হলদে অংশ; এক ধরনের ফুল। <কুসুম্ভ। বি।
কুসুমকলি, -কলিকা—পুষ্পকোরক, ফুলের কুঁড়ি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
কুসুম-কানন—ফুলের বাগান। ৬তৎ। বি; পু।
কুসুমকার্মুক—১। পুষ্পধন্বা, কামদেব। কুসুম কার্মুক (ধনু) যাহার, বহু। বি; পু। ২। পুষ্পধনু, ফুলধনু। কুসুমরচিত যে কার্মুক, মধ্যপ। বি; ক্লী।
কুসুম-কুন্তলা—পুষ্পকেশী ("মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুন্তলা" -মাইকেল)। বহু। বিণ; স্ত্রী।
কুসুমকোমল—পুষ্পবৎ নম্র, ফুলের মত নরম। কুসুমতুল্য কোমল, মধ্যপ। বিণ।
কুসুমকোরক—পুষ্পকুট্মল, ফুলের কুঁড়ি। ৬তৎ। বি; পু বা স্ত্রী।
কুসুমচাপ—কুসুমকার্মুক (সকল অর্থে)।
কুসুমদাম (-দামন্)—১। ফুলের মালা। কুসুমরচিত যে দাম, মধ্যপ। ২। পুষ্প সমূহ। ৬তৎ। বি; ক্লী।
কুসুমধন্বা (-ধন্বন্)-পুষ্পধন্বা, কন্দর্প। কুসুমই ধনুঃ যাহার, বহু। বি; পু।
কুসুমপুর—পাটলিপুত্র নগর (আধুনিক পাটনা শহর)। বি; ক্লী।
কুসুমপেলব—কুসুমকোমল, পুষ্পবৎ নম্র। কুসুমতুল্য পেলব, মধ্যপ। বিণ।
কুসুমময়—পুষ্পময়, পুষ্পপূর্ণ; পুষ্পদ্বারা ব্যাপ্ত; পুষ্পাবয়ব; পুষ্পরচিত। কুসুম+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।
কুসুমমালিকা—ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী।
কুসুমশয়ন—কুসুমশয্যা। মধ্যপ। বি ক্লী।
কুসুমশয্যা—পুষ্পশয্যা, ফুলশয্যা। কুসুম দ্বারা রচিতা বা আস্তীর্ণা যে শয্যা, মধ্যপ বি; স্ত্রী।
কুসুমস্তবক—পুষ্পগুচ্ছ, পুষ্পসমূহ; ফুলের তোড়া; ফুলের মালা। ৬তৎ। বি; পু।
কুসুমাকর—বসন্তকাল। কুসুমের আকর (খনি), ৬তৎ। বি; পু।
কুসুমাগম—বসন্তকাল। কুসুমের আগম যাহাতে, বহু। বি; পু।
কুসুমাঞ্জলি—১। পুষ্পাঞ্জলি; অঞ্জলি-পূর্ণ পুষ্প, আঁজলা ভরা ফুল। কুসুমপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপ। ২। উদয়নাচার্য প্রণীত পরমাত্মনিরূপক গ্রন্থ বিঃ, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট ন্যায়গ্রন্থ, ইহাতে বৌদ্ধমত নিরাকৃত করিয়া ঈশ্বরতত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। বি; পু।
কুসুমাত্মক—পুষ্পগর্ভ; পুষ্পময়, পুষ্প-রচিত। কুসুম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**কুসুমাত্মিকা**।
কুসুমায়ুধ—কন্দর্প। কুসুমই আয়ুধ যাহার, বহু। বি; পু।
কুসুমাসব—পুষ্পমধু, মকরন্দ। কুসুমের আসব, ৬তৎ। বি; ক্লী।
কুসুমাস্ত্র—কুসুমায়ুধ, কন্দর্প, মদন। কুসুমই অস্ত্র যাহার, বহু। বি; পু।
কুসুমিত—পুষ্পিত, ফুলযুক্ত। কুসুম+ইত জাতার্থে। বিণ।
কুসুমেষু—মদন, কন্দর্প। কুসুম ইষু (বাণ) যাহার, বহু। বি; পু।
কুসুম্ভ—কুসুম ফুল; স্বর্ণ। কুস (দীপ্তি পাওয়া)+উম্ভক্ কর্তৃ। বি; ক্লী।
কুসুম্ভা—কুসুম ফুলের রঙ্গ; সিদ্ধি সংযোগে প্রস্তুত খাদ্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।
কুসৃতি—১। কৃপণ; কপট, ভান; শঠতা; কুহক। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। কুৎসিতা-চার; শঠ। কু (কুৎসিত) সৃতি যাহার, বহু। বিণ।
কুসৃষ্টি—খারাপ মতলব; অদ্ভুত কাণ্ড; অনাসৃষ্টি। কু (কুৎসিত) সৃষ্টি, নিত্য। বি; স্ত্রী।
কুস্তি—মল্লযুদ্ধ, পাছড়াপাছড়ি; কসরত, ব্যায়াম, অভ্যাস। < ফা 'কুশ্‌তী'। বি।
কুস্তিগির, কুস্তিবাজ—মল্লযোদ্ধা, পালোয়ান। ফা-মূ। বি।
কুস্তভ—সমুদ্র; বিষ্ণু। কু (পৃথিবী)-স্তন্ভ্ (রোধ করা)+ক কর্তৃ। বি; পু।
কুস্বপ্ন—মন্দ স্বপ্ন, খারাপ স্বপ্ন। কর্মধা। বি; পু।
কুস্বভাব—১। অসচ্চরিত্র, মন্দপ্রবৃত্তি-বিশিষ্ট। কু (কুৎসিত) স্বভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। অসৎ প্রকৃতি। কর্মধা। বি; পু।
কুহক—ইন্দ্রজাল, ভেলকি; মায়া; ছল, প্রতারণা। কুহ্+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।
কুহকজীবী (-জীবিন্)—ঐন্দ্রজালিক, মায়াবী, ভেলকিবাজ, বাজিকর। কুহক-দ্বারা জীবে (বাঁচে) যে, উপতৎ; কুহক—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।
কুহকী (কুহকিন্)—ঐন্দ্রজালিক, বাজিকর, জাদুকর; মায়াবী; প্রতারক। কুহক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কুহকিনী**।
কুহর—গহ্বর; ছিদ্র; সমীপ; কণ্ঠধ্বনি। কুহ শব্দ—রা (দান করা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।
কুহরাই, কুহরায়—কুহরে, কুহরব করে, কুহু কুহু শব্দে ডাকে। কপ্র। ক্রি।
কুহরণ—কোকিল প্রভৃতির ডাক; কুহু রব। বাংপ্র। বি।
কুহরা—১। কুহেলিকা, কুয়াশা। হি। বি। ২। কুহরধ্বনি করা, কুহু কুহু রবে ডাকা। কপ্র। ক্রি।
কুহরিত—১। ধ্বনিত, কূজিত। কুহরি নামধাতু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কোকিল-ধ্বনি; ধ্বনি। কুহরি নামধাতু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।
কুহরিল—কুহু রব করিল। কপ্র। ক্রি।
কুহা—কুয়া, কুয়াশা, কুহেলিকা। কুহ্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
কুহায়—কুহা, কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। প্রা কপ্র। বি।
কুহু, কুহূ—অমাবস্যা; কোকিলধ্বনি। কুহ (বিস্মিত করা)+ক কর্তৃ (বিকল্পে ঊ)। বি; স্ত্রী।
কুহুকণ্ঠ, কুহূকণ্ঠ—কোকিল। কুহু বা কুহূ কণ্ঠে যাহার, বহু। বি; পু।
কুহুতান—কুহু ইত্যাকার তান (ধ্বনি); কোকিলের রব। কর্মধা। বি; পু।
কুহুরব, কুহূরব—১। কুহুধ্বনি; কোকিল-ধ্বনি। কর্মধা। ২। কোকিল। কুহু হইয়াছে রব যাহার, বহু। বি; পু।
কুহেলিকা—কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। কু (পৃথিবী)—হেড়্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
কুহেলিকাময়—কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন; তমসা-চ্ছন্ন। কুহেলিকা শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**কুহেলিকাময়ী**।
কূ—পিশাচী। বি; স্ত্রী।
কূকুদ—অলংকৃতা কন্যাকে যে ব্যক্তি বিধি-পূর্বক দান করে। কুক্ (গ্রহণ করা)+উদক্ অপা, নিপাতনে। বি; পু।
কূচ—কুচ, স্তন। বি; পু।
কূচিকা—তুলি। বি; স্ত্রী।
কূজন—পক্ষিধ্বনি, পাখির শব্দ; অস্ফুট ধ্বনি, অব্যক্ত শব্দ। কূজ্ (শব্দ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
কূজিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। কূজ্ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পক্ষিধ্বনি; অব্যক্ত শব্দ। কূজ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।
কূট—১। লৌহপিণ্ড বিঃ, নেয়াই; গিরি-শৃঙ্গ; স্তূপ; কলস; দম্ভ; কপট,

জাল, মায়া; দুর্বোধ্য বিষয়; লাঙ্গলাগ্র বিঃ; তুচ্ছ; নিশ্চল; বন্ধন; ফাঁদ। কূট+অন্ কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। গৃহ, অগস্ত্য ঋষি। বি; পু। ৩। জটিল; দুর্বোধ্য; কুটিল; কপটতাময়, কৃত্রিম, কল্পিত, মিথ্যা। বিণ।

কূটক—১। সাল। কূট্+কন্। বি; স্ত্রী। ২। কবরী; মুরানামক গন্ধদ্রব্য। বি; পু।

কূটকচাল—কূট তর্ক, অনর্থক বকাবকি; পিঁচখাঁচ, পোঁচাখুঁচি, কাটাখোঁচা, বাধা-বিঘ্ন। বাংপ্র। বি।

কূটকচালে—কূটতার্কিক, অনর্থক বাগ্‌-বিতণ্ডাকারী; কাটাখোঁচাযুক্ত; দুর্বোধ্য; কপট; কুটিল; বাধাবিঘ্নসমাকুল। বাংপ্র। বিণ।

কূটকর্ম (-কর্মন্) -জালিয়াতি, জাল, প্রতারণা, ছলনা। কর্মধা। বি; ক্লী।

কূটকর্মা (-কর্মন্)- জালিয়াত, বঞ্চক, প্রতারক, কপটী। কূট কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কূটকৃৎ—জালকারক, জালিয়াত। উপতৎ; কূট কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

কূটঘাত অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ, sabotage. কর্মধা। বি; পু। বিণ, -**ঘাতী**।

কূটজ - কুটজ, কুড়চি। বি; পু।

কূটতর্ক—কপট তর্ক, জটিল তর্ক, মিথ্যা যুক্তি। কর্মধা। বি; পু।

কূটনীতি—কপটনীতি, কুটিল নীতি বা উপায়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কূটনৈতিক—রাজনীতিজ্ঞ; রাজনীতি সম্বন্ধীয়। কূটনীতি+ইক। বিণ।

কূটপালক কুম্ভকার; কুমারের পোয়ান, পিত্তজ্বর। কূট—পালি। ণক কর্তৃ। বি; পু।

কূটপ্রশ্ন—লোককে ঠকাইবার জন্য যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায়; কুটিল প্রশ্ন; দুরূহ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, যাহার উত্তর করা দুষ্কর এরূপ প্রশ্ন। কর্মধা। বি; পু।

কূটবন্ধ—বন্ধনী; বাগুরা, ফাঁদ। বি; পু।

কূটবুদ্ধি—১। কপট বুদ্ধি, কুটিল বুদ্ধি, দুষ্ট বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। কুটিলবুদ্ধিযুক্ত, দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট, দুর্বুদ্ধি। কূটা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

কূটভাষী (-ভাষিন্)—কপটবাদী, ছল-পূর্বক বাক্যকথক; মিথ্যাবাদী। উপতৎ; কূট—ভাষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**ভাষিণী**।

কূটমুদ্রা—কৃত্রিম মুদ্রা, মেকি টাকা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

কূটযন্ত্র—বন্ধনী, ফাঁদ। কূটই যে যন্ত্র, কর্মধা।

কূটযুদ্ধ—কপট যুদ্ধ, মায়াযুদ্ধ; অন্যায় সমর। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কূটযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)- কপটাবলম্বনে যুদ্ধকারী, কপটযোধ। কর্মধা। বিণ; পু।

কূটসংক্রান্তি—যে সংক্রান্তিতে অর্ধরাত্রে সূর্যের অন্য রাশিতে সংক্রমণ হয়। বি; স্ত্রী।

কূটসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—জাল সাক্ষী, মিথ্যা সাক্ষী। কর্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী, -**সাক্ষিণী**।

কূটস্থ- একভাবে চিরস্থায়ী, গূঢ়, নির্বিকার, যেমন আত্মা, আকাশ ইত্যাদি; উদাসীন; মূল পুরুষ। কূট—স্থা (থাক)+ ড কর্তৃ। বিণ।

কূটাগার—প্রাসাদের সর্বোপরি গৃহ। কূটস্থিত যে আগার, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কূটাভাস—অসম্ভব বা বিরুদ্ধ মনে হইলেও সত্য বিষয়ের উপস্থাপন, paradox. কূটের আভাস, ৬তৎ। বি; পু।

কূটায়ুধ- দণ্ডাদির মধ্যে লুক্কায়িত তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, গুপ্তি। বি; স্ত্রী।

কূটার্থ—কঠিনার্থ: বিপরীতার্থ; লুক্কায়িত অর্থ, অপ্রকাশিত অর্থ। কর্মধা। বি; পু।

কূটী—গৃহ। কূট শব্দ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কূটীবাসী (-বাসিন্)—গৃহবাসী, গৃহে বাসকারী, গৃহস্থ। উপতৎ; কূটী বস+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**বাসিনী**।

কূড়—সুতার অগ্র বা প্রান্ত; রাশি, স্তূপ। বাংপ্র। বি।

কূড্য—কুড্য, ভিত্তি। বি; ক্লী।

কূণি—কুঞ্চিতকর, কোপা; নখরোগী। কূণ (সংকুচিত হওয়া)+কি কর্তৃ। বিণ।

কূণিকা—পরিমাণ বিঃ; কুনকে। বি; স্ত্রী।

কূণিত—সংকোচিত। কূণ (সংকুচিত হওয়া) +ক্ত কর্ম। বিণ।

কূপ কুয়া, পাতকুয়া; গর্ত, ছিদ্র; আধার; মাস্তুল। কু (শব্দ করা)+পক কর্তৃ; অথবা, কু (ঈষৎ) অপ্ (জল) যাহাতে, বহু; সমাসে অ প্রত্যয়। বি; পু।

কূপদণ্ড নৌকার মাস্তুল, গুণবৃক্ষ। কূপই যে দণ্ড, কর্মধা। বি; পু।

কূপমণ্ডূক—১। কুয়ার ব্যাঙ। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি; পু। ২। কুয়ার ব্যাঙের মত যাহার অভিজ্ঞতা অতি সামান্য, অল্পজ্ঞ; সংকীর্ণমনাঃ। বিণ। স্ত্রী—**কূপমণ্ডূকী**।

কূপাঙ্ক—রোমাঞ্চ। কূপাকার অঙ্ক (চিহ্ন) আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

কূপিকা, কূপী—কুপো, বোতলের ন্যায় পাত্র বিঃ; গর্ত; জলমধ্যস্থ প্রস্তরস্তূপ। কূপিকা=কূপী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। কূপী=কূপ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কূপো—তৈলাদির আধার বিঃ, কুপী। বাংপ্র। বি।

কূপোকাত—ধরাশায়ী, পরাজিত। বাংপ্র। বিণ।

কূপোদক—কূপবারি, কূপজল, কুয়ার জল। কূপের উদক, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কূয়া—কুয়া (সকল অর্থে)।

কূর্চ—১। ব্রত। বি; স্ত্রী। ২। জ্রযুগের মধ্যস্থান; ছল; তুলি; কঠিন শ্মশ্রু, দাড়ি; কর্কশ লোম, কুঁচি। কুর্+চণ্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ৩। মস্তক; চরণ। বি; পু।

কূর্চিকা তুলি; বুরুষ; তৃণগুচ্ছ; কুঁচি; সূচিকা; কুট্মল, কুঁড়ি; গাঢ়দুগ্ধ। কূর্চ শব্দ+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

কূর্দন—'কুর্দন' দ্রঃ।

কূর্ম—কচ্ছপ; ভগবান্ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার [ভাগবতের মতে একাদশ অবতার], এই অবতারে বিষ্ণু কূর্মরূপ ধারণ করিয়া সমুদ্র-মন্থনসময়ে মন্দার পর্বত পৃষ্ঠে ধারণ করেন; দেহস্থ বায়ু বিঃ। কু (কুৎসিত) হইয়াছে ঊর্মি (বেগ) যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অ প্রত্যয়। বি; পু।

কূর্মকায়—১। কূর্মবৎ শরীরবিশিষ্ট। কূর্মের ন্যায় কায় যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু।

কূর্মপুরাণ—এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগে পুরাণ শব্দে দ্রঃ।

কূর্মপৃষ্ঠ—১। কচ্ছপের পৃষ্ঠ, কাছিমের পিঠ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় পৃষ্ঠবিশিষ্ট, কাছিমপিঠা। বহু। বিণ।

কূর্মপৃষ্ঠক- কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় পৃষ্ঠবিশিষ্ট, কাছিমপিঠা। বহু। বিণ।

কূর্মমুদ্রা—কূর্মপৃষ্ঠাকার মুদ্রা। বি; স্ত্রী।

কূর্মাকার—১। কচ্ছপের আকৃতি। কূর্মের আকার, ৬তৎ। বি; পু। ২। কচ্ছপের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। কূর্মের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

কূর্মী—১। কচ্ছপী, স্ত্রী-কচ্ছপ। কূর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কূল—নদ্যাদির তীর, তট; স্তূপ; সৈন্যপৃষ্ঠ। তড়াগ, পুষ্করিণী; আশ্রয়। কূল+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

কূলকিনারা—সমাধান; প্রতিকার; নিষ্কৃতি। বাংপ্র। বি।

কূলঙ্কষ—১। যাহা তীর প্লাবিত করে বা ভাঙ্গে এমন। বিণ। ২। সমুদ্র; নদ। কূল (তট)—কষ্ (বধ করা)+খ কর্তৃ। বি; পু।

কূলঙ্কষা—১। যাহা তীর প্লাবিত করে বা ভাঙ্গে এমন। বিণ। ২। নদী। কূলঙ্কষ +আপ্। বি; স্ত্রী।

কূলপ্লাবী (-প্লাবিন্)—তটভূমিপ্লাবনকারী,

তীরদেশ সমাচ্ছন্নকারী। উপতৎ; কূল—প্লু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-প্লাবিনী**।

কূলভূ—তটভূমি, পাড়। কূলস্থিতা যে ভূ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কূলবতী—নদী। কূল (তীর)+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কূলেচর—কূলে বিচরণকারী, কূলে ভ্রমণ করে এরূপ (চমরী-বারণাদি)। কূলে চরে যে, অলুক্ উপতৎ; কূলে—চর্ (ভ্রমণ করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

কূষ্মাণ্ড—'কুষ্মাণ্ড দ্রঃ।

কৃক- গলদেশ। কৃ (করা)+কক্ কর্তৃ। বি; পু।

কৃকলাশ, কৃকলাস- সরীসৃপ বিঃ, সরট, কাঁকলাস। কৃক লশ বা লস (ক্রীড়া করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

কৃচ্ছ্র—১। কষ্ট; পাপ; সান্তপন-প্রাজাপত্যাদি ব্রত। কৃত্ (ছেদন করা)+রক্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। কষ্টদায়ক; পাপিষ্ঠ। বিণ।

কৃচ্ছ্রব্রত—চান্দ্রায়ণাদি কষ্টসাধ্য ব্রত বিঃ। মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

কৃচ্ছ্রসাধ্য—কষ্টসাধ্য, বহুক্লেশে সম্পাদনীয়। ৩তৎ। বিণ।

কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র—অতিকষ্টসাধ্য ব্রত বিঃ। কৃচ্ছ্র হইতে অতিকৃচ্ছ্র, ৫তৎ। বি; পু।

কৃচ্ছ্রার্ধ—ছয় দিনসাধ্য ব্রত বিঃ। কৃচ্ছ্রের অর্ধ, ৬তৎ। বি; পু।

কৃৎ—ধাতুর উত্তর বিহিত প্রত্যয়। কৃ (করা)+কিপ্ কর্ম। বি; পু।

কৃত—১। সম্পাদিত; বিহিত; অভ্যস্ত; রচিত; উপযুক্ত; শিক্ষিত; লব্ধ। কৃ (করা, বধ করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সত্যযুগ; কার্য; পর্যাপ্ত। ৩। প্রয়োজন; ফল। কৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

কৃতক—১। কৃত্রিম। কৃত্+কণ্ স্বার্থে। বিণ। ২। কৃত্রিম লবণ। বি; ক্লী। ৩। বসুদেবের পুত্র। বি; পু।

কৃতককন্যা—পিতামাতা ব্যতীত অন্য-পালিতা কন্যা, পালিতা কন্যা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃতকপুত্র—কৃত্রিম বা কল্পিত পুত্র, যে পুত্র জনকজননী কর্তৃক গোপনে পরিত্যক্ত হইয়া কোনও দয়াবান্ ব্যক্তির দ্বারা গৃহীত ও পালিত হয়। কর্মধা। বি; পু।

কৃতকর্ম (-কর্মন্) যে কাজ করা হইয়াছে, অনুষ্ঠিত কার্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃতকর্মা (-কর্মন্)—কার্যক্ষম; কৃতকার্য; কর্মসম্পাদন জন্য অভিজ্ঞ। কৃত হইয়াছে কর্ম যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কৃতকাম—পূর্ণাভিলাষ, সিদ্ধমনোরথ। বহু। বিণ।

কৃতকার্য—পূর্ণাভিপ্রায়, সিদ্ধমনোরথ, চরিতার্থ; সফলচেষ্ট। কৃত হইয়াছে কার্য যৎকর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ।

কৃতকার্যতা—চরিতার্থতা, সফলচেষ্টতা, সাফল্য। কৃতকার্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

—কৃতার্থ। বহু। বিণ।

কৃতকৃত্য—কৃতকার্য; সফলমনোরথ, কৃতার্থ, চরিতার্থ; বিধান্। কৃত হইয়াছে কৃত্য যৎ-কর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ। বি—**কৃতকৃত্যতা**।

কৃতক্রিয়—কৃতকৃত্য। কৃতা ক্রিয়া যৎকর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ।

কৃতঘ্ন—উপকারকের অপকারক; প্রাপ্ত উপকার মানে না এরূপ, অকৃতজ্ঞ, নিমক-হারাম। উপতৎ; কৃত—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কৃতঘ্নী**।

কৃতঘ্নতা—উপকারীর অপকার-চেষ্টা, অকৃত-জ্ঞতা, নিমকহারামি। কৃতঘ্ন শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কৃতজ্ঞ—প্রত্যুপকারক; উপকারস্বীকর্তা; বহু অপকার বিস্মৃত হইয়াও যে ব্যক্তি অল্প উপকারকে বহু বোধ করে। কৃত (কৃত উপকার) জানে যে এই বাক্যে উপতৎ; কৃত—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

কৃতজ্ঞচিত্ত, -হৃদয়—১। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। কৃতজ্ঞতাপূর্ণ অন্তঃকরণবিশিষ্ট, যাহার মন কৃতজ্ঞতার ভাবে পরিপূর্ণ। কৃতজ্ঞ হইয়াছে চিত্ত বা হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

কৃতজ্ঞতা—উপকারীর নিকট বিনীতভাবে উপকারস্বীকার; প্রত্যুপকার সাধনের চেষ্টা বা প্রবৃত্তি। কৃতজ্ঞ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ—উপকারীর নিকট উপকার স্বীকারের ভাবে (বা প্রত্যুপকার সাধনের ভাবে) পরিপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

কৃতজ্ঞতাভাজন—কৃতজ্ঞতালাভের উপযুক্ত পাত্র। ৬তৎ। বিণ; ক্লী বা বি; ক্লী।

কৃতঞ্জয়—মহাদেব ("জয় শিব মনোহর, সতী সতীশ্বর, গিরিশংকর কৃতঞ্জয়"—ভারত)। কৃত (সৃষ্ট বা ব্যাহত) হইয়াছে জয় যৎকর্তৃক, বহু। বি; পু।

কৃতভীর্থ—কৃতাবতরণ; কৃতোপায়; নিয়োজিতসচিব। কৃত হইয়াছে তীর্থ যৎ-কর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতদার—বিবাহিত। কৃত হইয়াছে দার (পত্নী) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; পু।

কৃতদাস—বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ ভৃত্য, 'এতাবৎ কাল তোমার পরিচর্যা করিব' এইরূপ নিয়মে যে দাসত্ব করিতে আবদ্ধ হয়, গোলাম। কর্মধা। বি; পু।

কৃতধী—নিশ্চিতবুদ্ধি; স্থিরচিত্ত। কৃতা ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ।

কৃতনিশ্চয়—স্থিরসংকল্প; দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সিদ্ধিলাভবিষয়ে অসংশয়িত। কৃত হইয়াছে নিশ্চয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতপূর্ব—অগ্রে নিষ্পাদিত, যাহা আগে করা হইয়াছে। পূর্বে কৃত, ৭তৎ। বিণ।

কৃতপৌরুষ—পুরুষত্ব প্রদর্শনকারী, যে পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছে। কৃত হইয়াছে পৌরুষ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতবর্মা (-বর্মন্)—জনৈক যাদব, হৃদিকার পুত্র। ভারতযুদ্ধে ইনি কুরুপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং অশ্বত্থামার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সহকারিস্বরূপ ইনি পাণ্ডব-শিবিরের দ্বার-দেশে অবস্থিত ছিলেন। যদুবংশ-ধ্বংসের সময়ে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন। কৃত হইয়াছে বর্ম যৎকর্তৃক, বহু। বি; পু।

কৃতবিদ্য—শিক্ষিতবিদ্য, বিদ্বান্, সুপণ্ডিত। কৃতা (শিক্ষিতা) হইয়াছে বিদ্যা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতবীর্য—নরপতি বিঃ, কার্তবীর্যার্জুনের পিতা। মাহিষ্মতী নগরীতে ইহার রাজধানী ছিল। ভৃগুবংশীয়গণ ইহার পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন। কৃত (প্রদর্শিত) বীর্য যাহার, বহু। বি; পু।

কৃতব্রত—যে ব্যক্তি ব্রত অনুষ্ঠান করিয়াছে। বহু। বিণ; পু।

কৃতমুখ—কৃতকর্মা, কৃতী, দক্ষ; বিজ্ঞ। কৃত মুখ (প্রধান কর্ম) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতলক্ষণ—লব্ধপ্রতিষ্ঠ; চিহ্নিত; গুণ দ্বারা বিখ্যাত, কৃতসংজ্ঞ। কৃত (অভ্যস্ত) হইয়াছে লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

কৃতশিল্প—শিল্পপারদর্শী, কারুকার্যদক্ষ। কৃত শিল্প যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতশ্রম—পরিশ্রম করিয়াছে এরূপ, শ্রান্ত; অতি উদ্যমশীল; অত্যুৎসাহী। কৃত শ্রম যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতসংকল্প, -সঙ্কল্প—সংকল্পকারী; স্থির-নিশ্চয়। কৃত হইয়াছে সঙ্কল্প যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতসাপত্নিকা—অধিবিন্না, যাহার পতি পুনর্বার দারপরিগ্রহ করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। কৃত হইয়াছে সাপত্ন্য যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

কৃতহস্ত—শরক্ষেপাদিতে শিক্ষিতহস্ত, ক্ষিপ্র-হস্ত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

কৃতাকৃত—১। কিয়দংশে কৃত অবশিষ্টাংশে অকৃত, আরব্ধ কিন্তু অসমাপ্ত। অগ্রে কৃত পশ্চাৎ অকৃত, কর্মধা। ২। যাহা করা

হইয়াছে এবং যাহা করা হয় নাই। কৃত ও অকৃত, দ্বন্দ্ব। বিণ।

কৃতাগম—বেদপ্রণেতা ঈশ্বর। কৃত হইয়াছে আগম (বেদ) যৎকর্তৃক, বহু। বি; পু।

কৃতাঞ্জলি—১। বিহিতাঞ্জলি, জোড়হাত। কৃত যে অঞ্জলি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। বদ্ধাঞ্জলি, যে জোড়হাত করিতেছে। কৃত হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতাঞ্জলিপুট—১। বদ্ধ অঞ্জলি দ্বারা রচিত পাত্র অর্থাৎ হাতজোড়। কৃতাঞ্জলিই যে পুট, কর্মধা। বি; পু বা স্ত্রী। ২। বদ্ধাঞ্জলি, যে জোড়হাত করিয়াছে। অঞ্জলিই যে পুট সে অঞ্জলিপুট, কর্মধা; কৃত হইয়াছে অঞ্জলিপুট যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতাঞ্জলিপুটে—বদ্ধাঞ্জলি হইয়া, করজোড়ে, হাত জোড় করিয়া। কৃত হইয়াছে অঞ্জলিপুট যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

কৃতাত্মা (কৃতাত্মন্)—শিক্ষিতবুদ্ধি; সংস্কৃতচিত্ত। কৃত (শিক্ষিত) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কৃতাধিষ্ঠান—অধিষ্ঠান বা অবস্থিতি করিয়াছে এরূপ, অধিষ্ঠিত। কৃত হইয়াছে অধিষ্ঠান যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতান্ত—১। যম; সিদ্ধান্ত; দৈব। কৃত হয় অন্ত (বিনাশ) যৎকর্তৃক, বা কৃতের (সৃষ্ট বস্তুর) অন্ত (নাশ) হয় যাহা হইতে, বহু। বি; পু। ২। জ্ঞাত, সিদ্ধান্ত। বিণ।

কৃতান্তক—যম। কৃতের অন্তক (নাশক), ৬তৎ, অথবা কৃতান্ত+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

কৃতাপরাধ—অপরাধী, দোষী। কৃত হইয়াছে অপরাধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতাভিষেক—অভিষিক্ত। কৃত হইয়াছে অভিষেক যাহার, বহু। বিণ।

কৃতাভ্যাস—শিক্ষিত, trained; পরিপক্ব। বহু। বিণ।

কৃতার্থ—কৃতকার্য, চরিতার্থ, কৃতকৃত্য; ধন্য। কৃত হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু। বিণ।

কৃতার্থতা—কৃতকার্যতা, চরিতার্থতা, মনোরথসিদ্ধি। কৃতার্থ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কৃতার্থম্মন্য—আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করে এরূপ। উপতৎ; কৃতার্থ শব্দ—মন্ (মনে করা)+খশ্ কর্তৃ। বিণ।

কৃতালয়—কৃতবসতি। কৃত হইয়াছে আলয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতাহ্নিক—সন্ধ্যাবন্দনাদি সম্পাদনকারী, যে দৈনিক কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করিয়াছে। কৃত আহ্নিক যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতি—১। যত্ন, চেষ্টা; কার্য। কৃ (করা)+ক্তি কর্ম। ২। রচনা; নির্মিতি; হিংসা; সংস্কৃত ছন্দঃ। কৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কৃতিত্ব—কুশলতা, নৈপুণ্য; কৃতকার্যতা, কৃতার্থতা; কার্যক্ষমতা; পাণ্ডিত্য; ধার্মিকতা; কর্মকর্তৃত্ব। কৃতীর ভাব এই অর্থে কৃতিন্ শব্দ+ত্ব। বি; স্ত্রী।

কৃতিসাধ্য—যত্নসাধ্য, চেষ্টা দ্বারা সম্পাদনীয়। ৩তৎ। বিণ।

কৃতী (কৃতিন্)—কুশল, নিপুণ; কৃতকার্য; কৃতার্থ; কর্মকর্তা; কার্যক্ষম, উপযুক্ত; পণ্ডিত; পুণ্যবান্, ধার্মিক। কৃত (কার্য)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কৃতিনী**।

কৃতোদক—উদকক্রিয়া সম্পাদনকারী, স্নানতর্পণাদি সম্পাদক। কৃত হইয়াছে উদক যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

কৃতোদ্বাহ—বিবাহিত, পরিণীত, উঢ়। কৃত হইয়াছে উদ্বাহ (বিবাহ) যৎকর্তৃক, বহু বিণ।

কৃতোপকার ১। উপকারী। কৃত হইয়াছে উপকার যৎকর্তৃক, বহু। ২ উপকৃত। কৃত হইয়াছে উপকার যাহার, বহু। বিণ।

কৃত্ত—ছিন্ন; বেষ্টিত; অভিপ্রেত। কৃত্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

কৃত্তি—চর্ম, ত্বক্; ভূর্জপত্র। কৃত্ (ছেদন করা)+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

কৃত্তিকা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের তৃতীয় নক্ষত্র; কার্তিকপালিকা, কার্তিকের পালয়িত্রী ধাত্রী ['কার্তিকেয়' দ্রঃ। কৃত্তি+কণ্+আপ্; অথবা কৃত্ (ছেদন করা)+তিক্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৃত্তিকাসুত—কার্তিক, ষড়ানন। ৬তৎ বি; পু।

কৃত্তিবাস—শিব, মহাদেব। কৃত্তি (চর্ম) হইয়াছে বাস (বস্ত্র) যাঁহার, বহু বি; পু।

কৃত্তিবাস ওঝা—বাঙ্গালা পদ্যরামায়ণকার। নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে মহাকবি কৃত্তিবাস অনুমান ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ নৃসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গের স্বর্ণগ্রাম হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বাসস্থাপন করেন নৃসিংহের পুত্র গর্ভেশ্বর; গর্ভেশ্বরের পুত্র মুরারি কৃত্তিবাসের পিতামহ। কৃত্তিবাস বাল্যে চতুষ্পাঠীতে বিদ্যাভ্যাস করেন পাঠসমাপ্তির পর তিনি রাজপণ্ডিত হইবার আশায় গৌড়েশ্বরের সভায় গমন করেন কৃত্তিবাস দ্বারীর হস্তে রাজসমীপে স্বরচিত পাঁচটি শ্লোক পাঠাইয়া দেন। শ্লোক পাঠে রাজা অত্যন্ত প্রীত হইয়া কৃত্তিবাসকে ডাকিয়া পাঠান। গৌড়েশ্বর তাঁহার গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দেন, উহারই ফলে বঙ্গ-বাল্মীকির অভিনব রামায়ণকাব্য রচিত হয়। কেহ কেহ বলেন, কৃত্তিবাস সংস্কৃত জানিতেন না, কথকদিগের মুখে শুনিয়া রামায়ণ রচনা করেন। কিন্তু তিনি গ্রন্থমধ্যে আপনাকে যে "পণ্ডিত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহা কবির কেবল গর্বের পরিচায়ক বলিয়া মনে হয় না। যথা—

"সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত।
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী॥"

কৃত্তিবাসের সময়ে এখনকার মত পণ্ডিতের ছড়াছড়ি ছিল না; সে সময়ে সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন না হইলে কেহ পণ্ডিত উপাধি ধারণের যোগ্য হইত না। আর সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শিতা দেখাইয়া কেহ যে 'পণ্ডিত' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

মূল রামায়ণে নাই এমন বহু কাহিনী (যথা—তরণীসেন বধ, অঙ্গদরায়বার, মহীরাবণ ও অহিরাবণের কাহিনী প্রভৃতি) এবং অনেক আদর্শ চরিত্র কবি স্বীয় কল্পনার প্রভাবে সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকশিক্ষার পক্ষে এই সকল চরিত্রচিত্রের প্রয়োজন সর্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালা দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণ কৃত্তিবাসের কাব্য পাঠে কতদূর উপকৃত হইয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এমন যে উপাদেয় কাব্য, ইহাতেও প্রক্ষেপের অভাব নাই। বিভিন্ন পুঁথিতে উহার বিভিন্নরূপ পাঠ দৃষ্ট হয়।

কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়ায় তাঁহার আবাসের চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার স্মৃতিরক্ষার জন্য এখানে বিগত ১৩২২ সালের ২৭শে চৈত্র তারিখে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত দিবস বঙ্গের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিয়া ফুলিয়ায় "কৃত্তিবাস কূপে"র প্রতিষ্ঠা এবং "কৃত্তিবাসবিদ্যালয়ে"র দ্বারোদ্ঘাটন কার্য সম্পন্ন করেন।

কৃত্তিবাসাঃ (-বাসস্)—শিব, মহাদেব। কৃত্তি (চর্ম) হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। বি; পু।

কৃত্তিবাসী—কৃত্তিবাস-সম্বন্ধীয়, কৃত্তিবাসের, কৃত্তিবাসরচিত। বাংপ্র। বিণ।

কৃত্য—১। কার্য। কৃ+ক্যপ্‌ কর্ম। বি; ক্লী। ২। তব্য, অনীয়, য, কেলিম, এই কয়টি কৃৎপ্রত্যয়। বি; পু। ৩। করণীয়, কর্ত্তব্য। বিণ।

কৃত্যক—কার্য, চাকরি, service. কৃত্য+কন্‌ স্বার্থে। বি; ক্লী।

কৃত্যবিৎ (-বিদ্‌)—কার্যাভিজ্ঞ। উপতৎ; কৃত্য—বিদ্‌ (জানা)+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃ। বিণ।

কৃত্যা—১। করণীয়া, কর্ত্তব্যা। কৃত্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবতা বিঃ; কার্য; ক্রিয়া। বি; স্ত্রী।

কৃত্রিম—১। ক্রিয়াদ্বারা নিষ্পন্ন; কল্পিত; নকল; জাল; কপট; অমূলক; অবাস্তবিক; অবিশুদ্ধ। কৃ (করা)+ত্রিমক্‌ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। পুত্র বিঃ, যে সজাতীয় বালককে পুত্ররূপে গ্রহণ করা যায়। বি; পু।

কৃত্রিমতা—অস্বাভাবিকতা, কপটতা, কাল্পনিকতা। কৃত্রিম+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

কৃত্রিমদন্ত—নকল দাঁত। কর্মধা। বি; [ক্লী।

কৃত্রিম-পুত্র বসনাদি নির্মিত কৃত্রিম পুত্তলিকা; সজাতীয় শিশুকে পুত্ররূপে গ্রহণ ও প্রতিপালন করিলে তাহাকে কৃত্রিম-পুত্র বলে। কর্মধা। বি; পু।

কৃত্রিম-রাশি [গণিতে] গুণনজাত রাশি বা সংখ্যা, গুণফল। কর্মধা। বি; পু।

কৃদন্ত—(ব্যাকরণে) কৃৎপ্রত্যয়ান্ত। কৃৎ হইয়াছে অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

কৃন্তন—ছেদন, কর্তন, কাটা; সেতারে বিলোম গতির আশ স্পষ্ট শোনা যায় না বলিয়া বাম হস্তের মধ্যমাঙ্গুলী দ্বারা তার আকর্ষণ। কৃত্‌ (ছেদন করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

কৃন্তনকারী (-কারিন্‌)—কর্তনকারী, ছেদনশীল, ছেদক; দন্ত দ্বারা ছেদনকারী, rodent. উপতৎ; কৃন্তন—কৃ+ণিন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

কৃন্তনিকা, কৃন্তনী—ছেদনী, ছুরি কাঁচি প্রভৃতি। কৃন্তনিকা—কৃন্তনী+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌। কৃন্তনী—কৃত (ছেদন করা)+অন করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কৃপ—১। গৌতম ঋষির পুত্র। কেহ কেহ বলেন, ইনি গৌতমের পৌত্র, শরদ্বান ঋষির পুত্র। ইনি এবং ইঁহার ভগিনী শরস্তম্বে জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ শান্তনু কৃপাপূর্বক ইঁহাদিগকে প্রতিপালন করায় ইঁহাদের নাম কৃপ ও কৃপী রক্ষিত হয়। কৃপ ধনুর্বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলে কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হন। এই জন্য ইনি সাধারণতঃ কৃপাচার্য নামে পরিচিত। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া সাধ্যমত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের শেষ দিবস অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৈশ হত্যাকাণ্ড কালে ইনি পাণ্ডবশিবিরের দ্বারদেশে ছিলেন। যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরাদি মহাপ্রস্থান করিলে, ইনি পরীক্ষিতের শিক্ষকরূপে নিয়োজিত হন। ইনি চিরজীবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃপ্‌+ক কর্ত্তৃ। ২। ব্যাসদেব। বি; পু।

কৃপণ অদাতা, ব্যয়কুণ্ঠ, অর্থাদি ব্যয় করিতে কাতর; কিপটে; নীচ; দীন; কুৎসিত; অনুদার। কৃপ+অনক্‌ কর্ত্তৃ। বিণ।

কৃপণের কড়ি—অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত অর্থাদি; অতি প্রিয় বস্তু।

কৃপণতা, -ত্ব—কার্পণ্য, ব্যয়কুণ্ঠতা; হীনতা; দৈন্য। কৃপণ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কৃপা—দয়া, করুণা; অনুগ্রহ। কৃপ্‌+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কৃপাকটাক্ষ—সামান্যকৃপাদৃষ্টি, যৎকিঞ্চিৎ দয়া। কৃপাপূর্ণ যে কটাক্ষ, মধ্যপ। বি; পুং।

কৃপাণ—খড়্গ, ছোরা। কৃপা শব্দ+নুদ (প্রেরণ করা)+ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

কৃপাণপাণি—খড়্গহস্ত, অসিধারী। কৃপাণ পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ।

কৃপাণিকা—ক্ষুদ্র কৃপাণ বা খড়্গ, ছুরিকা, ছোরা। কৃপাণ+কণ্‌ অল্পার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কৃপাদৃষ্টি—করুণাকটাক্ষ, কৃপাবলোকন। কৃপাপূর্ণা যে দৃষ্টি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কৃপানিধি, কৃপাসিন্ধু—করুণাসাগর, যাহার দয়া সমুদ্রের ন্যায় অপার, অর্থাৎ অসীম দয়াশীল। কৃপার নিধি বা সিন্ধু ইতি ৬তৎ, বা কৃপা নিধি বা সিন্ধুপ্রায় ইতি উপমিত। বি; পু বা বিণ।

কৃপানেত্র—করুণানয়ন, কৃপাকটাক্ষ। কৃপাপূর্ণ যে নেত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কৃপাপাত্র—দয়ার ভাজন, যাহার প্রতি দয়া করা উচিত। ৬তৎ। বি; ক্লী বা বিণ।

কৃপাবলোকন—কৃপাদৃষ্টি, করুণাকটাক্ষ, দয়া করিয়া দর্শন বা দেখা। কৃপাসহ অবলোকন, ৩তৎ। বি; ক্লী।

কৃপাবান্‌ (-বৎ)—কৃপাযুক্ত, দয়াশীল, করুণ। কৃপা+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কৃপাবতী**।

কৃপাময়—দয়াপূর্ণ, করুণাময়, অসীম দয়ালু। কৃপা শব্দ+ময়ট্‌ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৃপাময়ী**।

কৃপায়সি—কৃপা কর। এ। কপ্র। ক্রি।

কৃপালু—দয়াশীল, দয়ালু। কৃপা+আলু শীলার্থে। বিণ।

কৃপালেশ—বিন্দুমাত্র কৃপা, অত্যল্প করুণা। ৬তৎ। বি; পু।

কৃপী—গৌতম ঋষির কন্যা ও সুপ্রসিদ্ধ অস্ত্রগুরু কৃপাচার্যের ভগিনী। ইনি এবং ইঁহার ভ্রাতা কৃপ শরস্তম্বে উৎপন্ন হন। মহারাজ শান্তনু কৃপাপূর্বক প্রতিপালন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহারা কৃপ ও কৃপী নামে অভিহিত হন। অনন্তর যৌবনসমাগমে দ্রোণাচার্য কৃপীকে বিবাহ করেন। দ্রোণের ঔরসে কৃপীর গর্ভে মহাবীর অশ্বত্থামা জন্মগ্রহণ করেন। কৃপ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

কৃবি—বস্ত্রবয়নতন্ত্র, তাঁত। কৃ (করা)+ক্বিন্‌ করণ। বি; পু।

কৃমি—কীট, কেঁচো জাতীয় পোকা; উদরজাত কীটরোগ; উক্ত রোগগ্রস্ত ব্যক্তি; লাক্ষা; অসুর। ক্রম্‌ (গমন করা)+ই কর্ত্তৃ। বি; পু।

কৃমিকণ্টক—বিড়ঙ্গ, উডুম্বর; চিত্রাঙ্গ, চিতা। ৬তৎ। বি; পু।

কৃমিকোশ, -কোষ—কীটের গুটিকা, রেশমের গুটি। ৬তৎ। বি; পু।

কৃমিঘ্ন—কৃমিনাশক; কীটমারক। উপতৎ কৃমি হন্‌+টক্‌ কর্ত্তৃ। বিণ।

কৃমিজ জীটজাত, কীটোদ্ভব। উপতৎ কৃমি জন্‌+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

কৃমিদানা, ক্রিমিদানা—শুষ্ক লাক্ষা-কীট [ইহা হইতে এক প্রকার লাল রঙ্গ প্রস্তুত হয়], cochineal. বাংপ্র। বি।

কৃমিনাশক—কৃমিঘ্ন; কৃমিরোগনাশকারী; কীটনাশকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

কৃমিল—কৃমিযুক্ত, কৃমিরোগগ্রস্ত, কৃমিরোগপ্রবণ। কৃমি+ল যুক্তার্থে। বিণ।

কৃমিশৈল—বল্মীকস্তূপ, উইঢিপি। কৃমিরচিত যে শৈল, মধ্যপ। বি; পু।

কৃশ—ক্ষুদ্র; অল্প; ক্ষীণ, দুর্বল, শীর্ণ, কাহিল। কৃশ্‌ (ক্ষীণ হওয়া)+ক কর্ত্তৃ। বিণ।

কৃশতা, -ত্ব—ক্ষুদ্রতা; অল্পতা; হ্রস্বতা; ক্ষীণতা, দৌর্বল্য। কৃশ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কৃশর, কৃসর—তিলমিশ্রিত অন্ন; দ্বিদলান্ন, খেচরী, খিচুড়ি। কৃ (বিক্ষিপ্ত করা)+সরক্‌ কর্ম। বি; পু। স্ত্রী—**কৃশরা, কৃসরা**।

কৃশরান্ন—খিচুড়ি। কৃশরই যে অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃশলা—কুন্তল, কেশ; লোম। কৃশ—লা+ড কর্ত্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

কৃশাঙ্গ—১। ক্ষীণ দেহ, শীর্ণ কলেবর, কাহিল শরীর। কৃশ যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ক্ষীণদেহী, শীর্ণ-কলেবর-

বিশিষ্ট। কৃশ হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহ। বিণ। স্ত্রী—**কৃশাঙ্গী**। [পু।

কৃশাণু—অগ্নি। কৃশ অণু যাহার, বহ। বি;

কৃশানু—অনল, অগ্নি। কৃশ্ (কৃশ হওয়া)+ আনুক্ কর্তৃ। বি; পু।

কৃশানুরেতাঃ (-রেতস্)—শিব। কৃশানু-তুল্য রেতঃ যাহার, বা কৃশানুতে (অগ্নিতে) রেতঃ যাহার, বহ [কথিত আছে যে, ভগবতী শিবের বীর্য ধারণে অসমর্থা হওয়ায় সেই রেতঃ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হয়, এবং তাহাতেই কার্তিকের জন্ম হয়]। বি; পু।

কৃশাশ্ব—জনৈক মহর্ষি, ইনি দক্ষ প্রজাপতির জয়া ও সপ্রভা নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বি; পু।

কৃশোদর—১। ক্ষুদ্র বা ক্ষীণ উদর। কৃশ যে উদর, কর্মধা। বি; পু। ২। ক্ষুদ্র উদর-যুক্ত, ক্ষীণোদর। কৃশ হইয়াছে উদর যাহার, বহ। বিণ। স্ত্রী—**কৃশোদরা, কৃশোদরী**।

কৃশ্চান—খ্রীষ্টান, জাতি এবং ধর্ম বিঃ। ইং 'Christian'. বিণ বা বি।

কৃষক—১। লাঙ্গলের ফাল; বৃষ। কৃষ্+ অক করণ। বি; পু। ২। কর্ষক, ভূমি-কর্ষণকারী, চাষী। কৃষ্+অক কর্তৃ। বিণ বা বি।

কৃষাণ—১। ভূমিকর্ষণকারী, কৃষক। কৃষ্+ আন কর্তৃ। বিণ। ২। চাষী, হলধর, কৃষিভৃত্য, কৃষিমজুর। বাংপ্র। বি; পু।

কৃষাণি—কৃষাণের কর্ম, কৃষিভৃত্যের বা কৃষিমজুরের কার্য। বাংপ্র। বি।
 -কৃষাণের পত্নী, কৃষিশ্রমিকের পত্নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

কৃষাণু—কৃশানু, অগ্নি। কৃষ্+আনুক্ কর্তৃ। বি; পু।

কৃষি—১। ভূমিকর্ষণকার্য, চাষ। কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ইক্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। কৃষক, চাষা। কৃষ্+ইক্ কর্তৃ। বি; পু।

কৃষিকর্ম (-কর্মন্), **কৃষিকার্য**—ভূমিকর্ষণ-ক্রিয়া, চাষের কাজ। কৃষিই যে কর্ম বা কার্য, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষিজাত—কৃষিকার্যোৎপন্ন। কৃষি হইতে জাত, ৫তৎ। বিণ।

কৃষিজীবী (-জীবিন্)—কৃষিব্যবসায়ী, কৃষক, চাষী। উপতৎ; কৃষি—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কৃষিজীবিনী**।

কৃষীবল—কৃষিজীবী, কৃষক, চাষী। কৃষি শব্দ+বলচ্। বিণ।

কৃষ্ট—কর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ, চষা (ক্ষেত্রাদি); আকৃষ্ট। কৃষ্ (কর্ষণ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

কৃষ্টপচ্য—কৃষ্টক্ষেত্রে পক্ব (ধান্যাদি)। কৃষ্ট—পচ্+ক্যপ্, কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

কৃষ্টি—কর্ষণ; কৃষিকার্য; শিক্ষা বা চর্চা দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ, সংস্কৃতি, culture. কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণ—১। বাসুদেব*; বেদব্যাস; অর্জুন; কোকিল; কাক; নীলবর্ণ, কাল রঙ্গ। কৃষ্ (আকর্ষণ করা)+নক্ কর্তৃ। বি; পু। ২। লৌহ। বি; ক্লী। ৩। নীলবর্ণযুক্ত, কাল। বিণ।

* কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অষ্টম অবতার [ভাগবতের মতে বিংশ অবতার]; পরন্তু বলরামদেবই অষ্টম অবতার বলিয়া অনেক স্থলেই উল্লিখিত হইয়াছেন। বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী দেবকীর অষ্টম গর্ভে কৃষ্ণের জন্ম। দ্বাপর যুগের শেষভাগে ভাদ্র-রোহিণী-নক্ষত্রে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। কংসের ভয়ে বসুদেব ইঁহার জন্মের অব্যবহিত পরেই ইঁহাকে ব্রজধামে নন্দালয়ে রাখিয়া তাঁহার সদ্যোজাতা কন্যাকে আনয়ন করেন। নন্দ ও তৎপত্নী যশোদা ইঁহাকে আপনাদের পুত্র বলিয়া জানিতেন, এবং পুত্রবৎ লালন-পালন করেন। শৈশবান্তে কৃষ্ণ অন্যান্য গোপবালকের সহিত ধেনুসকল চরাইতেন। ইঁহার শারীরিক বল বুদ্ধি ও সৌন্দর্য দর্শন করিয়া ব্রজবাসিগণ ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত এবং ইঁহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। বাল্যকালেই ইনি দুর্বৃত্ত কংসের প্রেরিত পুতনা, তৃণাবর্ত, অঘ, অরিষ্ট প্রভৃতি অসুর ও অসুরীদিগকে বধ করেন এবং কালিয় নাগকে দমন করিয়া কালিন্দীর জল নিরাপদ করিয়া দেন। ইঁহারই পরামর্শে গোপগণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থান বৃন্দাবনে গমনপূর্বক তথায় বাস করেন।

নিয়োজিত লোক দ্বারা কৃষ্ণবলরামের বিনাশসাধনে অকৃতকার্য হইয়া কংস ধনুর্যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এবং কৃষ্ণবলরামকে আনিবার জন্য অক্রূরকে প্রেরণ করেন। অক্রূরের নিকট কংসের অত্যাচার-কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহার বধের নিমিত্ত কৃষ্ণ, বলরামসহ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিনাশার্থ কংসনিয়োজিত হস্তী ও মল্লদিগের প্রাণবধ করিয়া কৃষ্ণবলরাম রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় কংসকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণ তাহার প্রাণ সংহার করিলেন। অতঃপর উগ্রসেনপ্রমুখ যাদবগণ কৃষ্ণকে মথুরার সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিলে ইনি বলিলেন, "আমার রাজ্যে প্রয়োজন বা নৃপাসনে আকাঙ্ক্ষা নাই।" পরে ইনি কংসের পিতা উগ্রসেনকে মথুরার রাজা করিয়া নিজে অন্যান্য যাদবগণের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এতাবৎকাল কৃষ্ণের যথোচিত শিক্ষা হয় নাই। এক্ষণে ইনি বলরামসহ শিক্ষার্থ কাশীর সন্নিহিত অবন্তীপুরে আচার্য সান্দীপনি মুনির নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরু-গৃহে কিছুকাল অবস্থান করিয়া ভ্রাতৃদ্বয় শাস্ত্রশস্ত্রাদি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী হইলেন। কথিত আছে যে, পঞ্চজন নামক দৈত্য সান্দীপনি মুনির পুত্রকে হরণ করিয়াছিল। আচার্যপ্রবর গুরুদক্ষিণাস্বরূপ সেই পুত্রের কামনা করিলে, কৃষ্ণবলরাম দৈত্যকে বিনষ্ট করিয়া গুরুপুত্র আনয়ন করেন। এই দৈত্যকে বধ করিয়া কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ভ্রাতৃদ্বয় মথুরায় প্রত্যাগমন করেন।

মগধরাজ জরাসন্ধ জামাতা কংসের নিধনে কোপাবিষ্ট হইয়া বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া কৃষ্ণপ্রমুখ যাদব-গণের দণ্ডবিধানার্থ অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বে ও কৌশলে তাঁহাকে প্রত্যেক বারই পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে হয়। অবশেষে জরাসন্ধ কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। এরূপ দুই প্রবল শত্রুর সহিত যুদ্ধে লোকক্ষয় করা অপেক্ষা বাসস্থান ত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনায় কৃষ্ণ অন্যান্য যাদবদিগকে পরামর্শ দিয়া সুদূর দ্বারকা নগরীতে লইয়া গেলেন। অনন্তর স্বয়ং মথুরায় প্রত্যাগমন করিয়া কালযবনের সম্মুখীন হইলেন এবং তাহাকে কৌশলে মুচুকুন্দ রাজার পর্বতগুহায় লইয়া গিয়া রাজার দ্বারা তাহার বিনাশ সাধন করিলেন।

বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণী অতিশয় রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণপ্রেমের অনুরাগিণী হইয়া তাঁহাকে পতিরূপে পাইবার অভিলাষে পত্রসহ তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। অতঃপর রুক্মিণীর বিবাহ উপস্থিত হইলে তদানীন্তন রীত্যনুসারে কৃষ্ণ তাঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে কৃষ্ণের প্রদ্যুম্নপ্রমুখ দশটি পুত্র এবং চারুমতি নামে কন্যা জন্মে।

ধর্মপ্রাণ পঞ্চপাণ্ডবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের সমধিক প্রীতি ছিল। বিশেষতঃ তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের গুণগ্রামে বশীভূত হইয়া কৃষ্ণ তাহার সহিত সখ্যস্থাপন করেন। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় কৃষ্ণও উপস্থিত ছিলেন। ছদ্মবেশী ভীমার্জুনের সহিত অন্যান্য রাজগণের বিরোধ উপস্থিত হইলে কৃষ্ণ মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে কৃষ্ণই ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত থাকিয়া যাহাতে সুচারুরূপে যজ্ঞের সমাধা হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্ন করেন। যজ্ঞারম্ভের পূর্বে ইনি ভীমার্জুন-সহ মগধে গমন করিয়া জরাসন্ধকে বন্দী নরপতিদিগের মুক্তিবিধান করিতে, অন্যথা তাঁহাদের তিন জনের মধ্যে একজনের সহিত যুদ্ধদান করিতে বলেন। জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। ভীষ্মের আদেশে যজ্ঞে অর্চনার অর্ঘ্য সর্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করায় শিশুপাল ক্রোধান্ধ হইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং ইঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। খাণ্ডববনদাহনে সাহায্য করায় অগ্নিদেব বরুণের নিকট হইতে ইঁহাকে সুদর্শন চক্র ও কৌমোদকী গদা প্রদান করেন। ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্যচ্যুতির পর পাণ্ডবগণ বিরাটরাজ ভবনে উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তথায় উপস্থিত হন। অনন্তর দুর্যোধনের সহিত সন্ধি করিতে পাণ্ডবদিগের মত লওয়াইয়া ও হস্তিনাপুরে দূত প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণ দ্বারকায় গমন করেন। অতঃপর যুদ্ধাশঙ্কায় ইঁহাকে বরণ করিবার নিমিত্ত দুর্যোধন ও অর্জুন উভয়েই দ্বারকায় উপস্থিত হন। কৃষ্ণের গৃহে প্রবেশ করিয়া ইঁহাকে নিদ্রিত দেখিতে পাইয়া অভিমানী দুর্যোধন ইঁহার শিরোদেশে ও অর্জুন ইঁহার পদতলে উপবেশন করিলেন। কৃষ্ণ জাগরিত হইয়া নয়ন উন্মীলন করিলে অগ্রে অর্জুনকে ও পশ্চাৎ দুর্যোধনকে দেখিতে পান। সুতরাং পূর্বকৃত অঙ্গীকারানুসারে ইঁহাকে অর্জুনের পক্ষাবলম্বন করিতে হইল। তখন দুর্যোধনকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত ইনি যুদ্ধে স্বয়ং অস্ত্রধারণ করিবেন না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দুর্যোধনের ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে এক অর্বুদ নারায়ণী সেনা দিতে এবং অর্জুনের অভিপ্রায় মত স্বয়ং তাঁহার রথের সারথি হইতে স্বীকৃত হইলেন। অতঃপর ইনি কুরুপাণ্ডবের সন্ধিস্থাপনজন্য স্বয়ং হস্তিনাপুরে গমন করিয়া বিফলপ্রযত্ন হন।

কুরুক্ষেত্র সমরে জ্ঞাতিনাশ ভয়ে অর্জুন যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে ইনি তাঁহাকে নানারূপ উপদেশবাক্যে উত্তেজিত করেন। ইঁহার সেই সকল উপদেশ একত্র নিবদ্ধ হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামে খ্যাত হইয়াছে। যুদ্ধের তৃতীয় ও নবম দিবসে মহাবীর ভীষ্ম-কর্তৃক পাণ্ডবপক্ষ বিনষ্টপ্রায় হইতে দেখিয়া ও স্বয়ং তাঁহার শরে জর্জরিত হইয়া এবং অর্জুনকে পিতামহ ভীষ্মের সহিত মৃদু যুদ্ধ করিতে অবলোকন করিয়া কৃষ্ণ ভীষ্মের প্রাণবধার্থ ধাবিত হন। তখন অর্জুন ইঁহাকে শান্ত করিয়া ফিরাইয়া আনেন। দ্বাদশ দিবসের যুদ্ধে ভগদত্ত-প্রক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্রনিবারণে অর্জুনের অসামর্থ্য জানিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং তাহা নিবারণ করেন। সর্ববিষয়ে কৃষ্ণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া পাণ্ডবগণ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। যুদ্ধশেষে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা অর্জুনের পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভনাশার্থ ব্রহ্মাস্ত্র ত্যাগ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে গর্ভস্থ ভ্রূণকে রক্ষা করেন।

কৃষ্ণকে অসংখ্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। কখনও বা স্বজনরক্ষার্থ, কখনও বা দুর্বৃত্তদিগের অত্যাচার হইতে মুনি, ঋষি ও জনগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইনি বহু যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, এবং অনেক দুরাত্মার বিনাশ সাধন করিয়াছেন। কংস, জরাসন্ধ, পঞ্চজন দৈত্য, কালযবন, শিশুপাল, শৃগাল, বাণাসুর, হংসডিম্বক, নরকাসুর, নিকুম্ভ, পৌণ্ড্রক প্রভৃতি প্রবলপরাক্রান্ত বীরগণ কৃষ্ণের হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছেন। পরন্তু ইনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখনও যুদ্ধ করেন নাই। প্রত্যুত লোকক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত থাকিতেই সতত চেষ্টা পাইতেন।

আত্মবিরোধে যদুবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে কৃষ্ণ দারুককে হস্তিনায় প্রেরণপূর্বক অর্জুনকে আনাইয়া তাঁহাকে বাল ও স্ত্রী-বৃন্দের রক্ষাবিধান করিতে অনুরোধ করিয়া স্বয়ং বনগমন করিলেন। পরে যোগাবলম্বনপূর্বক একস্থানে শয়ন করিয়া রহিলেন। ইত্যবসরে জরা নামক এক ব্যাধ মৃগের অঙ্গভ্রমে ইঁহার পদ শরদ্বারা বিদ্ধ করিলে তাহাতেই ইঁহার দেহত্যাগ হইল।

কৃষ্ণের অসংখ্য নাম; তন্মধ্যে কয়েকটি প্রধান এই,—কেশব, গদাধর, মাধব, পীতাম্বর, জনার্দন, হৃষীকেশ, দামোদর, গোবিন্দ, মধুসূদন, গোপাল, মুকুন্দ, যজ্ঞেশ, হরি, পুণ্ডরীকাক্ষ, অনন্ত, বাসুদেব, বিশ্বম্ভর, বনমালী, নারায়ণ ইত্যাদি।

কৃষ্ণ শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে অনেক প্রকার বলিয়া থাকেন; তন্মধ্যে প্রধান একটি এই,—

"কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।"

কৃষ্ণকথা—কৃষ্ণলীলা; শ্রীকৃষ্ণের গুণবর্ণনা; শ্রীকৃষ্ণপ্রচারিত ধর্মকথা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণকমল গোস্বামী—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ভাজনঘাট গ্রামে বাং ১২১৭ সালে আষাঢ় মাসে কৃষ্ণকমলের জন্ম হয়। ইনি জাত্যংশে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পিতা মুরলীধর গোস্বামী পুত্র কৃষ্ণকমলকে সপ্তমবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে বৃন্দাবনে লইয়া যান। সেইখানেই কৃষ্ণকমল ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। যখন কৃষ্ণকমলের বয়স ১৩।১৪ বৎসর, তখন ইনি নবদ্বীপে গমন করেন এবং এইখানেই সাহিত্য, ব্যাকরণ প্রভৃতি অধ্যয়ন করেন। ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা,—স্বপ্নবিলাস, রাই উন্মাদিনী, বিচিত্র বিলাস, ভরত-মিলন এবং সুবল-সংবাদ। ইঁহার রাই উন্মাদিনী আবালবৃদ্ধবনিতায় পরিচিত; এই গ্রন্থে চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। ইঁহার রচনামাধুর্য ও কবিত্ব গোস্বামী মহাশয়কে অমর করিয়া রাখিবে। কৃষ্ণকমল জীবনের শেষভাগে ঢাকায় থাকিতেন। সেখানে ইনি "বড়গোঁসাই" নামে বিখ্যাত ছিলেন। ইঁহার পদাবলী-সংবলিত গ্রন্থগুলি যাত্রাভিনয়ে একসময়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১২৯৪ সালে ১২ই মাঘ গোস্বামী মহাশয় পরলোকগমন করেন।

(-কর্মন্)—দুষ্কর্ম, পাপকার্য, দোষের কাজ। কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণকর্মা (-কর্মন্)—দুষ্কর্মান্বিত, পাপী, দোষী। কৃষ্ণ হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কৃষ্ণকলি—স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ বিঃ। কৃষ্ণবৎ (চূড়াবিশিষ্ট) কলি যাহার, বহু। বি; পু।

কৃষ্ণকাক—কালো কাক, দাঁড়কাক। কর্মধা। বি; পু।

কৃষ্ণকান্ত—কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণ কান্ত যাহার, বহু। বিণ বা বি; পু।

কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ী—ইঁহার উপাধি রস-সাগর। পাদপূরণে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। কেহ কোন কবিতার একাংশমাত্র বলিলেই ইনি তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে কবিতাটি পূর্ণ করিয়া দিতেন। ইনি কৃষ্ণনগরাধিপতি রাজা গিরিশচন্দ্রের সভাসদ্ ছিলেন। বাং ১১৯৮ সালে নদীয়া জেলার বাগোয়ানের নিকটস্থ বাড়েবাঁকা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, পারসী, হিন্দী এবং উর্দু ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ১২৫১ সালে শান্তিপুরে ইঁহার কন্যার বাড়িতে ইঁহার দেহান্তর হয়। পাদপূরণের একটি দৃষ্টান্ত এস্থানে দেওয়া গেল। একবার একজন প্রশ্ন করেন, —বড় দুঃখে সুখ। কৃষ্ণকান্ত উত্তর করেন,—

চক্রবাক চক্রবাকী একই পিঞ্জরে।
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে॥
চকা বলে চকী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক।
বিধি হ'তে ব্যাধ ভাল—বড় দুঃখে সুখ॥

কৃষ্ণকান্তা—১। কৃষ্ণচন্দ্রা। কৃষ্ণ কান্ত যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। শ্রীরাধিকা। বহু বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণকায়—১। কাল শরীর। কর্মধা। বি; পু বা ক্লী। ২। কৃষ্ণবর্ণদেহবিশিষ্ট। কৃষ্ণ হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণকুমার মিত্র—(১৮৫২—১৯৩৭ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ সমাজসেবক। নিবাস টাঙ্গাইল মহকুমার বাঘিল গ্রাম। পিতা গুরুচরণ। ইনি ব্রাহ্মসমাজের কর্মী ও 'সঞ্জীবনী' পত্রিকার সম্পাদকরূপে বিখ্যাত। ইনি নারীরক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশীযুগে ইনি সরকারী কোপে পড়িয়া নির্বাসিত হন (১৯০৮ খ্রীঃ)।

কৃষ্ণকুমারী—মেবারের রাণা ভীমসিংহের কন্যা। মানসিংহ ইঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলে নানা গণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। রাজ্যের ও আত্মীয়স্বজনের বিপদ্ দূর করিবার জন্য ইনি সহাস্যে বিষ পান করিয়া আত্মহত্যা করেন।

কৃষ্ণকেলি—কৃষ্ণকলি পুষ্প। কৃষ্ণের কেলি হয় যাহাতে, বহু। বি; পু।

কৃষ্ণগতি—অগ্নি। কৃষ্ণা গতি যাহার, বহু। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণগীতি—কৃষ্ণবিষয়ক গান। মধ্যপ।

কৃষ্ণগুণগান—শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন। দুই-বার ৬তৎ। বি; ক্লী।

কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত (SIR K. G. GUPTA)—জন্ম ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে ঢাকা জেলার ভাটপাড়া গ্রামে। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দে ইনি সিভিল সারভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গীয় শাসকের অধীনে নানা পদে কার্য করিয়া ১৯০৪ খ্রীঃ বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের বোর্ড অব রেভিনিউর অন্যতর সদস্য নিযুক্ত হন। ইঁহার পূর্বে কোন দেশীয় সিবিলিয়ান এই উচ্চপদ লাভ করেন নাই। ইঁহার পর ইনি ইণ্ডিয়ান ফিশারিস্ (Indian Fisheries) কমিশনের নেতৃত্ব করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি সৈয়দ বিলগ্রামীর সহিত ভারত সচিবের (India Council) সভায় সদস্য মনোনীত হন। ভারতবাসীরা উক্ত সভায় এই প্রথম প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। অতঃপর ইনি নাইট নামক রাজসম্মান প্রাপ্ত হইয়া 'সার' (Sir) এই উচ্চ সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হন। অনন্তর যথাকালে ভারত সচিবের মন্ত্রণাসভা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতেই বাস করিতে এবং তথায় থাকিয়া স্বদেশের হিতসাধনের চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে এই মনীষী দেহত্যাগ করেন।

কৃষ্ণচতুর্দশী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথি। কৃষ্ণ স্থিতা (কৃষ্ণপক্ষ স্থিতা) যে মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণচন্দন—পীতচন্দন, হরিচন্দন। কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণচন্দ্র—চন্দ্রতুল্য মনোহর কৃষ্ণ। কৃষ্ণ চন্দ্র-প্রায়, উপমিত। বি; পু।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার—"সদ্ভাবশতক" নামক প্রসিদ্ধ কবিতাগ্রন্থ ইঁহারই রচিত। বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত সেনহাটী গ্রামে ১২৪৪ বা ১২৪৫ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে কৃষ্ণচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় কৃষ্ণচন্দ্রের সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। টীকাটিপ্পনী সমেত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আদ্যন্ত ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। বাং ১৩০০ সাল পর্যন্ত ইনি যশোহর জেলা স্কুলে প্রধান পণ্ডিতের কার্যে ব্রতী ছিলেন। ইঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু দারিদ্র্য ইঁহার চিত্তে কদাপি অশান্তি উৎপাদন করিতে পারে নাই। ভক্তি ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল; ইঁহার কবিতার সর্বত্র ইঁহার অন্তরের উচ্ছ্বসিত ভক্তিরস ফুটিয়া উঠিয়াছে। "সদ্ভাবশতক" ইঁহার অক্ষয়কীর্তি। ইনি "সদ্ভাবশতক" ব্যতীত 'রা-সের ইতিবৃত্ত', 'মোহনভোগ' ও 'কৈবল্যতত্ত্ব' এই তিনখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি যথাক্রমে ঢাকাপ্রকাশ, বিজ্ঞাপনী ও বৈভাষিকী এই তিনখানি পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। গুপ্ত-কবির "সংবাদ প্রভাকরে" কৃষ্ণচন্দ্রের অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। যশোহর জেলা স্কুলের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র স্বগ্রাম সেনহাটীতে গিয়া অবস্থান করেন। এইখানেই ১৩১৩ বঙ্গাব্দের ২৯শে পৌষ তারিখে জ্বরযোগে কবিবরের মৃত্যু হয়।

কৃষ্ণচন্দ্র রায়, মহারাজ—ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর ও নদীয়ার প্রসিদ্ধ জমিদার। ইনি ১৭১০ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাজা রঘুরাম রায়। রঘুরামের শেষ বয়সে কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম হয়। ইনি বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় সুশিক্ষা লাভ করেন, এবং অস্ত্রবিদ্যাতেও বিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মৃগয়াকালে প্রতিজ্ঞা করিয়া ব্যাঘ্রাদির ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে শর বিদ্ধ করিতে পারিতেন। যে গ্রাম এখন শিবনিবাস বলিয়া খ্যাত, সেই স্থানেই কৃষ্ণচন্দ্র শিকারার্থে যাইতেন। কি কারণে বলা যায় না, রঘুরাম মৃত্যুকালে আপনার একমাত্র পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামগোপালকে রাজ্যাধিকারী করিয়া যান। পরে কৃষ্ণচন্দ্র জননী ও অপর কতিপয় সুহৃদের যত্নে ও মন্ত্রণাকৌশলে বহুকষ্টে পিতৃরাজ্য লাভ করেন। ইনি অতিশয় প্রজাহিতৈষী রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সর্বদা পণ্ডিতগণে পরিবৃত থাকিয়া তাঁহাদিগের সহিত আলাপ করিতে ভালবাসিতেন। কৃষ্ণচন্দ্র বঙ্গকবিশিরোমণি ভারতচন্দ্রকে ফরাসডাঙ্গা হইতে আনাইয়া আপনার সভাসদ্ করেন। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, বিখ্যাত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ অনুকূল বাচস্পতি প্রভৃতি বিদ্বজ্জন ইঁহার সভা অলংকৃত করিতেন। এতদ্ভিন্ন গোপাল ভাঁড় হাস্যার্ণব প্রভৃতি কয়েকজন উপস্থিতবক্তা সর্বদা ইঁহার সভায় থাকিতেন। অনেকে রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সহিত ইঁহার রাজসভার তুলনা করেন। হিন্দুধর্মে ইঁহার বিশেষ আস্থা ও অনুরাগ ছিল। ইনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামক দুইটি যজ্ঞ করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকট "অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র" এই উপাধি লাভ করেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ সেনকে ইনি ১০০ বিঘা নিষ্কর ভূমি দান করেন। বঙ্গদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, যে ব্রাহ্মণের কৃষ্ণচন্দ্র-দত্ত ভূমি নাই, সে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গণ্য নয়।

কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় বুদ্ধিমান্ ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে যে ষড়্‌যন্ত্র হয়, কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে লিপ্ত ছিলেন। ইঁহারই পরামর্শে ইংরেজদিগের হস্তে দেশরক্ষার ভার অর্পণ করা হয়। ফলতঃ, প্রধানতঃ ইঁহারই যত্নে এদেশে ইংরেজরাজ্যের সূত্রপাত। এজন্য ইংরেজেরা ইঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিতেন। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ ইঁহাকে পাঁচটি কামান উপঢৌকন দেন। অদ্যাপি সেই কামান কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রহিয়াছে। ইংরেজেরা চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে "মহারাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি আনাইয়া দেন। নবাব মির কাসিমের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নবাব কৃষ্ণচন্দ্র ও তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ করিয়া ইংরেজপক্ষীয় লোক বলিয়া ইঁহাদের প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। সেখানেও কেবল

নিজের বুদ্ধিবলে ও ইংরেজদিগের বিশেষ চেষ্টায় সেই ঘোর সংকটে ইনি উদ্ধার লাভ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র আপনার দুই রানীর গর্ভে শিবচন্দ্রপ্রমুখ ছয় পুত্র রাখিয়া ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে লোকান্তর গমন করেন।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—'কৃষ্ণ সিংহ' দ্রঃ।

কৃষ্ণচূড়া—পুষ্প বিঃ বা তাহার গাছ। কৃষ্ণের চূড়ার ন্যায় চূড়া যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণজীরক, -জীরা—কাল জিরা। কর্মধা। বি; পু ও স্ত্রী।

কৃষ্ণতা, -ত্ব—নীলবর্ণত্ব, কাল রঙ। কৃষ্ণ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—জন্ম ১৫১৭ খ্রীঃ। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ইনি নিত্যানন্দের অনুজ্ঞায় বৃন্দাবনে গমন করিয়া রূপ গোস্বামীর নিকট দীক্ষাগ্রহণ এবং সনাতন ও জীব গোস্বামীর নিকট বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এইখানে ইনি বৈষ্ণব-মণ্ডলী কর্তৃক চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বর্ণন করিতে অনুরুদ্ধ হন। কিন্তু অশীতিপর বৃদ্ধ কৃষ্ণদাস বিষয়ের গুরুত্ব ও আপনার শারীরিক অবস্থা তুলনা করিয়া তাহাতে ইতস্ততঃ করেন। এমন সময়ে গোবিন্দজীর পূজারী দেবতার প্রসাদী নির্মাল্য আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলে তিনি তাহা দেবতার আদেশ স্বরূপ মানিয়া লইয়া চৈতন্য-চরিতামৃত রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি প্রধানতঃ চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চন্দ্রোদয়, মুরারি গুপ্তের কড়চা অবলম্বনে প্রায় ৬০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে সমর্থক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত করিয়া ৯ বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে ১২০৫১ শ্লোকে উক্ত গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে উহার রচনা শেষ হয়। জীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে গ্রন্থখানি গৌড়ে প্রেরিত হয়। কিন্তু পথে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বিরের প্ররোচনায় কতকগুলি ডাকাত বলপূর্বক উহা কাড়িয়া লয়। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণদাস গ্রন্থশোকে ভগ্নহৃদয় হইয়া দেহত্যাগ করেন। পরে গ্রন্থখানি পাওয়া গিয়াছিল, এবং উহার যশ গৌড়ে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু কৃষ্ণদাসের উহা শুনিবার আর সুযোগ হয় নাই। কৃষ্ণদাস চৈতন্যদেবকে চক্ষে কখন দেখেন নাই।

কৃষ্ণদাস পাল—জন্ম ১৮৩৮ খ্রীঃ অঃ। ওরিয়েন্টাল সেমিনারী ও মেট্রপলিটান কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন নামক জমিদার সভার সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হন। অতঃপর এই সভায় সম্পাদক হন (১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দ)। ইহার কার্যকালে সভার বিশেষ উন্নতি লক্ষিত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে কৃষ্ণদাস এই সভার মুখপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের পরিচালন-ভার প্রাপ্ত হইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস নানা কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন বটে, কিন্তু কোন কার্যই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না; পরন্তু সকল কার্যই অতি সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতেন। তিনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সভার সদস্য থাকিয়া শহরের অনেক উন্নতি বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এবং ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে (যখন বাঙ্গালার প্রজা-সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হইতেছিল) বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হন। উভয় সভাতেই কৃষ্ণদাস সর্বতোমুখী প্রতিভা ও তেজস্বিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। ইঁহার নিকট জমিদার, মধ্যবিত্ত সকলেই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দরিদ্রের জন্য ইনি লেখনী ধারণ করিতেন। তৎকালে ইঁহার মত বাগ্মী ও সাময়িকপত্র-পরিচালক খুব কমই দৃষ্ট হইত। ইনি অসাধারণ রাজনীতি-বিশারদ ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে রায় বাহাদুর ও পরবৎসর সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে বহুমূত্র রোগে ইনি দেহত্যাগ করেন। কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা মহাত্মাগান্ধী রোড ও কলেজ স্ট্রীটের সংযোগস্থলে ইঁহার একটি প্রস্তরময়ী মূর্তি স্থাপিত হয়।

বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পল "Men and events of my time in India" নামক স্বরচিত পুস্তকে লিখিয়াছেন—"রাজা স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও ব্যতীত আমি ভারতবর্ষে কৃষ্ণদাস পালের মত রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ দেখিতে পাই নাই।" স্বর্গীয় নগেন্দ্রনাথ ঘোষ (N. N. Ghose) মহাশয় "Kristo Das Pal, A Study" নামধেয় একখানি কৃষ্ণদাসের জীবনচরিত লিখিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকখানিতে কৃষ্ণদাসের রাজনৈতিক জীবনের একটি মূল্যবান্ বিশ্লেষণ আছে।

কৃষ্ণদ্বাদশী—কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথি। কৃষ্ণা যে দ্বাদশী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—কৃষ্ণের প্রতি বৈরভাবসম্পন্ন, শ্রীকৃষ্ণের বিরোধী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -দ্বেষিণী।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন—বেদব্যাস ['ব্যাস' দ্রঃ]। কর্মধা। বি; পু।

কৃষ্ণধন—১। কৃষ্ণরূপ ধন। রূপক। বি; ক্লী; ২। যে কৃষ্ণকে পরম ধন মনে করে। কৃষ্ণ ধন যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণনগর—গ্রামবিশেষের নাম। এই নামে দুইটি স্থান আছে, একটি নদীয়া জেলায় ও দ্বিতীয়টি হুগলী জেলায় অবস্থিত। পার্থক্যের নিমিত্ত সাধারণতঃ প্রথমটি গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর ও অপরটি খানাকুল কৃষ্ণনগর নামে খ্যাত। অধুনা গোয়াড়ি নদীয়া জেলার প্রধান নগর এবং তন্নিকটস্থ কৃষ্ণনগর তত্রত্য রাজবংশের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ, তদ্ব্যতীত ঐস্থানে একটি কলেজ আছে এবং তথাকার কুম্ভকারদিগের মৃণ্ময় দ্রব্য অতি অদ্ভুত। দ্বিতীয় কৃষ্ণনগরটিও একটি প্রাচীন ও বিখ্যাত স্থান। একসময়ে উহা নবদ্বীপের ন্যায় ঐ প্রদেশের বিদ্যালোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল। নবদ্বীপের মতের ন্যায় কৃষ্ণনগরেরও মত প্রচলিত আছে। এখানে অভিরাম গোস্বামীর পাট রহিয়াছে

কৃষ্ণনবমী—কৃষ্ণপক্ষের নবমী তিথি। কৃষ্ণা যে নবমী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণনাম (-নামন্) কৃষ্ণের নাম; কৃষ্ণ এই নাম বা শব্দ। ৬তৎ বা কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণপক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়, অন্ধকার পক্ষ। কর্মধা। বি; পু।
'ক্ষীয়—অন্ধকার পক্ষসম্বন্ধীয়, বা তদুৎপন্ন। কৃষ্ণপক্ষ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

কৃষ্ণপদচ্ছায়া—কৃষ্ণপদের ছায়া, কৃষ্ণচরণাশ্রয় (যাহা ক্লেশকর পদার্থরহিত)। দুইবার ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণপান্তী—প্রসিদ্ধ ধনী ও ধার্মিক ব্যক্তি। নদীয়া জেলার অন্তর্গত রানাঘাট গ্রামে বাং ১১৫৬ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তিলি বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সহস্ররাম পান্তী। ইঁহাদের উপাধি পাল, কিন্তু ইনি পান বিক্রয় করায় পান্তী নামে অভিহিত হন। বাল্যে কৃষ্ণচন্দ্রের কিছুমাত্র বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই। ইনি মাথায় মোট লইয়া গাংনাপুরের হাটে যাইতেন, এবং তথায় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সন্ধ্যাকালে বাটীতে ফিরিয়া আসিতেন। ইনি শেষে ছোলার ব্যবসা করিয়া অনেক অর্থ উপার্জন করেন। তারপর কলিকাতায় লবণের ব্যবসা দ্বারা প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া জমিদারি ক্রয় করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণনগরের রাজারা ইঁহার নিকট টাকা ধার লইতেন। ইঁহার সত্যবাদিতা সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। তৎকালে সকলেই ইঁহাকে চিনিত। ইনি এত ধনী হইয়াও কখন বিলাসী হন নাই। মহারাজ শিবচন্দ্র ইঁহাকে "চৌধুরী" উপাধি প্রদান

করেন। ইঁহার বংশধরেরা এখন "রানা-ঘাটের পাল চৌধুরী" বংশ নামে খ্যাত হইয়াছে।

ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন এবং মুখে মুখে অনেক টাকার হিসাব রাখিতেন। ১২১৬ সালে ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

কৃষ্ণপ্রাপ্তি—মৃত্যু; স্বর্গ বা বৈকুণ্ঠ লাভ। ২তৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণবর্ণ—১। নীল বর্ণ, অসিত বর্ণ, কালো রঙ। কর্মধা। বি; পু। ২। অসিত-বর্ণযুক্ত, কালো, তিমির বর্ণ। কৃষ্ণ বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

কৃষ্ণবর্ত্মা (-বর্ত্মন্)—১। অগ্নি; রাহু। কৃষ্ণ বর্ত্ম যাহার, বহু। বি; পু। ২। দুরাচার। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কৃষ্ণভক্ত—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত, শ্রীকৃষ্ণের উপাসক, কৃষ্ণারাধক। ৭তৎ। বিণ।

কৃষ্ণভক্তি- শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তি বা আন্তরিক শ্রদ্ধা, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, কৃষ্ণারাধনা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণমিশ্র—জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃত কবি। ইনি 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নামক একখানি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন। বি; পু।

কৃষ্ণমুদ্গ - কৃষ্ণমুগ, কালমুগ। কর্মধা। বি; পু।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভঃ ডাঃ (K. M. Banerjee)—বাঙ্গালায় ইনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। ১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি কলিকাতায় শ্যামপুকুরে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তথায় অবস্থান করিয়াই শিক্ষা লাভ করেন। ইনি প্রথমে হেয়ার স্কুল, পরে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইঁহার পিতার নাম জীবনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকায় বাল্যে কৃষ্ণমোহনকে অনেক ক্লেশ সহ্য করিয়া লেখাপড়া শিখিতে হইয়াছিল। এই সময়ে ডিরোজিও (Derojio) নামক জনৈক ফিরিঙ্গী যুবক হিন্দু স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং তিনি ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে ধর্মসম্বন্ধে এক নূতন ভাব জাগাইয়া দেন। কৃষ্ণমোহনও এই নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বধর্মের প্রতি আস্থাহীন হন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতৃহীন হইয়া পর বৎসর হেয়ার স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া কিছুদিনের জন্য ইনি দক্ষিণারঞ্জন বাবুর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময়ে সুবিখ্যাত পাদরী ডফ সাহেব ভারতে আগমন করিয়া খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। কৃষ্ণমোহন তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই অক্টোবর তারিখে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। চারি বৎসর পরে ইঁহার স্ত্রী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী হন। ১৮৩৭ খ্রীঃ ইনি খ্রীষ্ট আচার্যের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৫ বৎসর যাবৎ দক্ষতার সহিত এই কার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহার যাজনক্ষেত্রস্বরূপ ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হেদুয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি গির্জা স্থাপিত হয়। উহা 'কৃষ্ণ বন্দ্যোর গির্জা' নামে অভিহিত। ১৮৫২ হইতে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি শিবপুরে বিশপস্ কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৮৬৭।৬৮ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন; এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত স্থান হইতে ডি. এল. (Doctor of Law) উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতসভার সভাপতি ও সি. আই. ই. উপাধি পান, এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবাসিগণ কর্তৃক মিউনিসিপ্যালিটি সভায় তাঁহাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

স্বকীয় অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক যত্নের প্রভাবে কৃষ্ণমোহন সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, উর্দু, হিন্দী, বাঙ্গালা, ইংরেজী, লাটিন, গ্রীক, হিব্রু, উড়িয়া, তামিলী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত, হিন্দী, তামিল ও উড়িয়া ভাষার পরীক্ষকরূপে প্রত্যেক বৎসরে নিযুক্ত হইতেন। ইনি অনেকগুলি ইংরেজী পত্র ও পত্রিকার লেখক ছিলেন, এবং স্বয়ং সুধাংশু নামক একখানি বাঙ্গালা এবং Inquirer নামক একখানি ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তদ্ব্যতীত ইনি সর্বার্থসংগ্রহ, ষড়্‌দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ এবং রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, নারদ পঞ্চরাত্র এবং ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১১ই মে ৭২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণ ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহনকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন, এবং শেষোক্ত ব্যক্তির সহিত ইঁহার এক কন্যার বিবাহ দেন। ইঁহার অপর কন্যা মনোমোহিনী হুইলার সাহেবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। মনোমোহিনী বালিকা বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শিকা (Inspectress) ছিলেন।

[illegible]রাম—কালিকামঙ্গল নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা। ইনি রায়মঙ্গল নামেও একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে, উহা ঠাকুর "দক্ষিণ রায়ের" স্বপ্নাদেশের ফলে লিখিত। রায়মঙ্গল ১৬০৮ শকে লিখিত হয়। কৃষ্ণরাম জাতিতে কায়স্থ। তাঁহার পিতার নাম ভগবতীদাস। ২৪ পরগনার অন্তর্গত নিমতাগ্রামে কৃষ্ণরামের জন্ম হয়।

কৃষ্ণরাম বসু—নিবাস নিমতা। কালিকা-মঙ্গল নাম দিয়া ইনিই প্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান প্রণয়ন করেন। রচনাকাল আনুমানিক ১৬৯৮ খ্রীঃ অব্দ। কলিকাতা চড়কডাঙ্গায় ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে আত্মারাম ঘোষ নামক জনৈক ব্যক্তি ইহার একখানি প্রতিলিপি প্রস্তুত করেন। সে সময়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-সুন্দর রচনা সম্পূর্ণ হয় নাই।

কৃষ্ণরাম বসু (২য়)—কলিকাতা শ্যামবাজারের বিখ্যাত বসুবংশীয় জমিদার-গণের পূর্বপুরুষ। কৃষ্ণরামের পিতার নাম দয়ারাম। কৃষ্ণরাম সন ১১৪০ সালের ১১ই পৌষ তারিখে হুগলির অন্তর্গত তড়াগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দয়ারাম কোনও পারিবারিক দুর্ঘটনাহেতু স্বগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক বালিতে আসিয়া বাস করেন। এখানে জনৈক সন্ন্যাসী বালক কৃষ্ণরামের ভবিষ্যৎ মহত্ত্বের পরিচয় পাইয়া পিতা দয়ারামের অনুমতিক্রমে ইঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। তৎপরে কৃষ্ণরাম কলিকাতায় আসেন এবং পিতৃদত্ত সামান্য মূলধন লইয়া লবণের কারবার আরম্ভ করেন। কিছুদিনের মধ্যেই সৌভাগ্যবশে ইঁহার ৪০,০০০৲ টাকা লাভ হয়। এইরূপে কিছুকাল ব্যবসা চালাইয়া পরে ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে হুগলির দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হন। কিছুকাল পরে ইনি এই কর্ম ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় শ্যামবাজারে আসিয়া বসতি করেন। দেওয়ান কৃষ্ণরামের জমিদারি যশোহর, বীরভূম, হুগলী প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত ছিল। তৎকালে ইনি কলিকাতার একজন বিখ্যাত ধনী বলিয়া গণ্য হইতেন। দানবীর বলিয়া ইঁহার খ্যাতি দেশব্যাপী হইয়া পড়ে। একবার এক লক্ষ মুদ্রার চাউল ক্রয় করিয়া ইনি দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িত ব্যক্তিগণকে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে বিতরণ করেন। সাধুজনের সেবায় ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। পূজাদি ক্রিয়াকলাপেও ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। কথিত আছে, বিজয়ার দিন প্রতিমাবিসর্জন দিয়া নদীতীর হইতে যখন ইনি বাটী ফিরিতেন, তখন যে কেহ ইঁহাকে মঙ্গলকলস দেখাইত, তাহাকেই এক এক টাকা পুরস্কার দিতেন। কোন

কোন সময় গঙ্গার ঘাট হইতে ইঁহার বাটী পর্যন্ত পথে প্রায় সাত আট হাজার লোক মঙ্গলকলস লইয়া দাঁড়াইত। সুতরাং ইঁহার কিরূপ অর্থব্যয় হইত সহজেই অনুমান করা যায়। কৃষ্ণরাম মাহেশের রথযাত্রার প্রবর্তন করেন। ইনি যশোহরে মদনগোপাল ও বীরভূমে রাধাবল্লভের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বারাণসীধামে এবং ভাগলপুর জেলায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শিব-মন্দিরসমূহ, গয়ায় রামশিলা শৈলের সোপানশ্রেণী প্রভৃতি বহু লোকহিতকর কার্যে ইঁহার নাম অক্ষয় হইয়া আছে।

কৃষ্ণলোহ, কৃষ্ণলৌহ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কৃষ্ণশার, কৃষ্ণসার—কালসার, মৃগ-বিঃ। কৃষ্ণ হইয়াছে শার বা সার যাহার, বহু। বি ; পু।

কৃষ্ণশৃঙ্গ—১। কালশিঙে। কর্মধা। ২। মহিষ। কৃষ্ণ শৃঙ্গ যাহার, বহু। বি ; পু।

কৃষ্ণসখ—অর্জুন। কৃষ্ণের সখা, ৬তৎ। বি ; পু।

কৃষ্ণসর্প—কালভুজঙ্গ, কেউটে সাপ। কর্মধা। বি ; পু।

কৃষ্ণসার—'কৃষ্ণশার' দ্রঃ।

কৃষ্ণসারথি ১। কৃষ্ণের রথচালক, দারুক। ৬তৎ। ২। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। কৃষ্ণ সারথি যাহার, বহু। বি ; পু।

কৃষ্ণসিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ · ইঁনি "লালা" বাবু নামে প্রসিদ্ধ। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র। মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদির জমিদার এবং পাইকপাড়া রাজাদের অন্যতম পূর্বপুরুষ। প্রথম যৌবনে পিতার সহিত মতান্তর হওয়ায় ইনি স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহ করিবার উদ্দেশ্যে বর্ধমান জেলার সেরেস্তাদারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ অব্দে ইনি উড়িষ্যার সরকারী বন্দোবস্তি মহলসকলের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতঃপর ইনি সরকারী কার্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসেন। কথিত আছে, একসময় ইনি জমিদারি দর্শন করিয়া প্রত্যাগমনকালে সন্ধ্যার সময় এক গ্রামে উপস্থিত হন। সেইখানে শুনিলেন, এক রজক-কন্যা তাহার পিতাকে বলিতেছে, "বাবা বেলা যে গেল, বাসনায় আগুন দাও।" কৃষ্ণচন্দ্র এই কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলেন, আমার দিনও ফুরাইয়া আসিতেছে, কিন্তু বাসনায় আগুন দিতে পারিলাম কৈ। তখনই স্থির করিলেন, আর সংসারে থাকিব না। ৩০ বৎসর বয়সে ইনি মথুরাবাসী হইলেন এবং ঐ প্রদেশে কিছু জমিদারি ক্রয় করিলেন। বৃন্দাবনে "কৃষ্ণচন্দ্রমা" নামক বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক চতুষ্কোণ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই মন্দিরসংলগ্ন একটি অন্নসত্র আছে। ইহার জন্য বাৎসরিক ২২০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। এই সকল সৎকার্যের নিমিত্ত ইনি ঐ অঞ্চলে লালাবাবু নামে খ্যাত হন। ৪০ বৎসর বয়সে লালাবাবু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মাধুকরী ব্রত ধারণ করেন। ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদক কৃষ্ণদাস বাবাজী ইঁহার ধর্মগুরুস্থানীয় ছিলেন।

লালাবাবু দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া দৈনিক আহার্য আহরণ করিতেন। এ পর্যন্ত পদাভিমানে মথুরার প্রসিদ্ধ ধনী শেঠের বাড়িতে ভিক্ষা করিতে যান নাই। একদিন এই কথা মনে হওয়ায় ভাবিলেন, এখনও ত আমার অভিমান যায় নাই। যেমন এই কথা মনে উদয় হইল, তখনই ভিক্ষাপাত্র হস্তে শেঠভবনে উপস্থিত হইলেন। শেঠরা এই অবস্থা দেখিয়া বাষ্পাকুলনয়নে ইঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া ভিক্ষা দিলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষতঃ মথুরা ও বৃন্দাবনে লালাবাবুর নাম প্রাতঃ-স্মরণীয় হইয়াছে। ৪২ বৎসর বয়সে এই পুণ্যবান্ মহাপুরুষ পরলোকগমন করেন। মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ এক কিংবদন্তি আছে: একজন গণক ইঁহার ক্ষুরে মৃত্যু হইবে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই আশঙ্কায় ইঁনি দাড়ি কামাইতেন না। একদিন ভ্রমণকালে দেখিলেন যে, গোয়ালিয়রের মহারানী ইঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিবার জন্য নির্বন্ধাতিশয় প্রদর্শন করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র তখন মৌনব্রতাবলম্বী হইয়াছেন। মহারানীর নিকট হইতে সরিয়া যাইবার সময় মহারানীর সওয়ারের মধ্যে একজনের ঘোড়ার ক্ষুর ইঁহার শরীরের উপর পতিত হয়। সেই ক্ষুরের আঘাতে এই সাধুর দেহত্যাগ ঘটে। কৃষ্ণচন্দ্রের পত্নী পাইকপাড়ার বিখ্যাতা রানী কাত্যায়নী। কাত্যায়নীর পুত্রের নাম শ্রীনারায়ণ। তাঁহার পুত্র না হওয়ায় তিনি দুইটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন—প্রতাপনারায়ণ ও ঈশ্বরচন্দ্র।

কৃষ্ণসুন্দর—যিনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও দেখিতে সুন্দর, শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ অথচ সুন্দর, কর্মধা। বি ; পু।

কৃষ্ণা—১। নীলবর্ণযুক্তা, অসিতবর্ণা। 'কৃষ্ণ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। দ্রৌপদী, ইঁহার বর্ণ কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্যামবর্ণ ছিল এবং বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ নরনারী দেখিতে অতি সুন্দর, এজন্য দ্রৌপদীর এক নাম কৃষ্ণা; দক্ষিণভারতে প্রবাহিতা নদী বিঃ। কৃষ্ণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

কৃষ্ণাগুরু—কৃষ্ণচন্দন। কৃষ্ণ যে অগুরু, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কৃষ্ণাচল—রৈবত পর্বত। কৃষ্ণ যে অচল, কর্মধা। বি ; পু।

কৃষ্ণাজিন—কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম। কৃষ্ণ যে অজিন, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

কৃষ্ণানন্দ-শ্রীকৃষ্ণের ভজনাতেই যিনি আনন্দলাভ করেন। কৃষ্ণই আনন্দ যাহার বা কৃষ্ণে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ বা বি ; পু।

কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—তন্ত্রসার নামক সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের সংগ্রহকার। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নবদ্বীপে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর গৌড়াচার্য ও কনিষ্ঠের নাম মাধবানন্দ সহস্রাক্ষ। কৃষ্ণানন্দ একজন অদ্বিতীয় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। বঙ্গদেশে যখন তন্ত্রের চর্চা হীনভাব ধারণ করিয়াছিল, তখন এই মহাপুরুষই উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলেন। কৃষ্ণানন্দই প্রথমে তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্তিসকলের সাকার পূজা প্রবর্তন করেন। বর্তমান সময়ে যে রীতি-অনুসারে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে, কৃষ্ণানন্দ সেই রীতির প্রবর্তক। কথিত আছে, দেবীর তন্ত্র-বর্ণিত মূর্তি কিরূপে গঠিত হইবে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আগমবাগীশ দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবী স্বপ্নে আদেশ করেন, "যাহাকে কল্য প্রভাতে সর্বপ্রথম দেখিবে তাহারই মূর্তির অনুসারে আমার মূর্তি গঠিত কর।" পরদিবস প্রভাতে সর্বপ্রথম এক শ্যামাঙ্গী গোপকামিনী ইঁহার নয়নপথে পতিত হইল। সে "দক্ষিণপদ" অগ্রবর্তী করিয়া গৃহের ভিত্তিমূলে দণ্ডায়মানা হইয়া বামহস্তস্থিত গোময় গ্রহণপূর্বক দক্ষিণহস্ত উত্থাপিত করিয়া ভিত্তিগাত্রে গোময়-পিষ্টক "রচনা" করিতেছিল। তাহার সীমন্ত সিন্দূররঞ্জিত, কেশ আলুলায়িত; কৃষ্ণানন্দকে সহসা দেখিতে পাইয়া সে ললনাসুলভ লজ্জায় দন্তাগ্রে ঈষৎ জিহ্বা কর্তন করিল। কৃষ্ণানন্দ এই মূর্তির অনুরূপ শ্যামামূর্তি গঠন করিয়া পূজা করিলেন এবং উহার পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করিলেন। উচ্ছৃঙ্খল বামাচারিগণের যথেচ্ছাচার নিবারণ করিবার জন্য ইনি "তন্ত্রসার" নামে এক সুবৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। তাহার ফলে তান্ত্রিকগণের অনেক কুক্রিয়া রহিত হইয়া যায়।

কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব, রাগসাগর—

রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুমের অনুকরণে ইনি বিভিন্ন রাগরাগিণী-সংবলিত দেশীয় সংগীত-মালা সংগ্রহ করিয়া "রাগকল্পদ্রুম" নামে তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হয়। রাজা রাধাকান্ত দেব কৃষ্ণানন্দকে বিশেষ সম্মান করিতেন। রাজবাটীতে বিখ্যাত গায়কগণের মধ্যে গানের লড়াই বাধিলে ইনিই মধ্যস্থ হইতেন।

কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী—ইনি একজন তন্ত্রসিদ্ধ বাঙ্গালী ছিলেন। হাবড়া জেলায় ইঁহার জন্ম। ইনি দারপরিগ্রহ না করিয়া আজীবন শক্তিসাধনাতেই দেহ মন অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি কামরূপ, নেপাল, হিংলাজ, জ্বালামুখী প্রভৃতি পীঠস্থানসমূহে থাকিয়া কঠোর সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি কেবল তপস্যাতেই জীবন অতিবাহিত করেন নাই; পঞ্জাব, রাজপুতানা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, বেলুচিস্থান, হিমালয়ের পার্বত্য প্রদেশ প্রভৃতি নানা স্থানে ৩২টি কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সকল কালীবাড়ি এখনও বিদেশী বাঙ্গালীদিগের আশ্রয়স্থান হইয়া রহিয়াছে। ইঁহারই চেষ্টায় ও প্রভাবে পঞ্জাবে তন্ত্রের প্রসার এবং বহুতর পঞ্জাববাসী কালীভক্ত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ বৎসর বয়সে প্রয়াগতীর্থে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

কৃষ্ণাভ—কৃষ্ণের আভাযুক্ত, কালোর আমেজবিশিষ্ট; আকৃষ্ণ, ঈষৎকালো। কৃষ্ণের আভা যাহাতে, বহু। বিণ।

কৃষ্ণায়স—চুম্বক। কৃষ্ণ যে আয়স, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৃষ্ণারাধক শ্রীকৃষ্ণের পূজক বা উপাসক। কৃষ্ণের আরাধক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**কৃষ্ণারাধিকা**।

কৃষ্ণার্চিঃ (কৃষ্ণার্চিস্)—অগ্নি। কৃষ্ণ অর্চিঃ (শিখা) যাহার, বহু। বি; পু।

কৃষ্ণাশ্রিত—শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয়প্রাপ্ত, শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা রক্ষিত; কৃষ্ণভক্ত। কৃষ্ণকে আশ্রিত, ২তৎ। বিণ।

কৃষ্ণাষ্টমী—কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি; শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথি। কৃষ্ণা যে অষ্টমী, কর্মধা; কিংবা কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কৃষ্ণেক্ষু—কালোইক্ষু, কাজলা আক। কৃষ্ণ যে ইক্ষু, কর্মধা। বি; পু।

কৃষ্য—কর্ষণযোগ্য। কৃষ্ (কর্ষণ করা)+য কর্ম। বিণ।

কৃসর, কৃসরা—'কৃশর' দ্রঃ।

কৢপ্ত—কল্পিত; রচিত; নিয়মিত; ছিন্ন, ছেদিত। কৢপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কৢপ্তি-কল্পনা; রচনা; নিয়ম। কৢপ্ (কল্পনা করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

কে-১। কোন্ ব্যক্তি, কোন্ জন। বাংপ্র। সর্ব। ২। কর্মকারকের বিভক্তি। অ।

কেউ—কেহ, কোন লোক। বাংপ্র। সর্ব।

কেউটিয়া, কেউটে—কৃষ্ণসর্প, তীব্র বিষধর কালসাপ। বাংপ্র। বি।

কেওট—কৈবর্ত, ধীবর; মাহিষ্য। গ্রাম্য। বি।

কেওড়া—কেয়াফুল। < কেবিকা। বি।

কেঁইয়া, কেঁয়ে—১। কাঁইয়া, মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী। বি। ২। কেঁয়ে (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বিণ। [বি।

কেঁউ কেঁউ—কুকুরের আর্তনাদ। বাংপ্র।

কেঁচা, ক্যাঁচা, কোঁচ—মুখে অনেকগুলি শলাযুক্ত মাছ মারিবার অস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

কেঁচে—কাঁচিয়া, ফিরিয়া, নূতন করিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

কেঁচো—১। ভূকৃমি, কিঞ্চুলুক, মহীলতা। বি। ২। কেঁচোর মত হীন। বাংপ্র। বিণ।

কেঁড়ে-১। ঢেঁকিতে ভানিয়া, ছাঁটিয়া। প্রাদে। ক্রি। ২। বাঁশের কাণ্ডে নির্মিত চোঙ্গা; দুধের ভাঁড়। বাংপ্র। বি।

কেঁড়েলি—বাক্যের অযাচিত কর্ণধার; বেশ্যাজনোচিত চাতুরী; জ্যাঠামি; বৃথা বাহাদুরি, চালাকি; বিউলি। গ্রাম্য। বি।

কেঁদো-গাছের গুঁড়ির মত স্থূল, প্রকাণ্ড, মস্ত। বাংপ্র। বিণ।

কেঁয়ে-ঝগড়াটে; স্বার্থপর; জেদী; কৃপণ; মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ী। বাংপ্র। বিণ বা বি।

কেক—ময়দা ডিম প্রভৃতির যোগে প্রস্তুত পিষ্টক বিঃ। < ইং 'cake'. বি।

কেকয়—দেশ বিঃ, পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর পশ্চিমভাগস্থ পর্বতময় দেশ; সূর্যবংশীয় জনৈক নৃপতি। বি; পু।

কেকয়ী, কৈকেয়ী—কেকয়বংশজা, দশরথ রাজার মধ্যমা পত্নী, ভরতের জননী। কেকয় শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কেকর—বক্রাক্ষ, টেরা। অলুক্ উপতৎ; 'ক' শব্দের সপ্তমীর একবচনে কে; কে (মস্তকে) কৃ—(করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

কেকরাক্ষ—যাহার চক্ষু টেরা। কেকর অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**কেকরাক্ষী**।

কেকা—ময়ূরধ্বনি। কে (অনুকরণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কেকী (কেকিন্)—ময়ূর। কেকা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

কেচ্ছা-১। উপন্যাস, গল্প, কাহিনী, বিবরণ। < আ 'কিস্‌সা'। ২। কুৎসা, নিন্দা, অপবাদ, কেলেঙ্কারি। বাংপ্র। বি।

কেজো-কাজের, কার্যকর; কর্মণ্য; প্রয়োজনীয়। বাংপ্র। বিণ।

কেটলি—জল গরম করিবার নলযুক্ত পাত্র বিঃ, চায়ের কেটলি। ইং 'kettle'. বি।

কেটো, মার্কাস (Cato, Marcus Porcius)-(২৩৪ ১৪৯ খ্রীঃ পূর্বাব্দ)। রোমক রাজনীতিবিদ্। সুলেখক হিসাবে ইনি যশস্বী ছিলেন। সাধারণতঃ 'Cato the Censor' নামে ইনি পরিচিত।

কেঠো-১। কাষ্ঠপাত্র, কাঠের গামলা প্রভৃতি; কচ্ছপ বিঃ। ২। কাষ্ঠনির্মিত। বাংপ্র। বিণ।

কেড়ি—ধানচালের পোকা বিশেষ। বাংপ্র। বি।

কেতক-১। কেয়াফুলের গাছ। কিত্+ণক কর্তৃ। বি; পু। ২। কেয়াফুল। কেতক+ষ্ণ ভবার্থে। বি; ক্লী।

কেতকা দাস—"মনসার ভাসান" গ্রন্থের অন্যতর রচয়িতা। কেতকা দাস ও ক্ষেমানন্দ দাস সম্মিলিত ভাবে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকের ৬০টি পালার মধ্যে ২৬টি কেতকা দাসের এবং অবশিষ্ট পালাগুলি ক্ষেমানন্দের বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেতকা দাসের রচনা হাস্যরস-প্রধান ও ক্ষেমানন্দের রচনা করুণরস-প্রধান। ইহা হইতেই উভয়ের রচনার বিভিন্নতা নির্ণীত হয়। অনুমিত হয়, কবিদ্বয় বর্ধমান কিংবা হুগলী জেলার অধিবাসী ছিলেন। কারণ, মনসার ভাসান গ্রন্থে বর্ধমান ও হুগলী জেলার বহু গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তা ছাড়া, এই গ্রন্থোক্ত সামাজিক আচার-ব্যবহারও বর্ধমান ও হুগলী জেলাতেই সমধিক প্রচলিত। হুগলী জেলায় একটি ক্ষুদ্র নদী বেহুলা নামে পরিচিত। বর্ধমানের প্রায় ষোল ক্রোশ পশ্চিমে চাম্পাইনগর নামক গ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামই মনসার ভাসান গীতিকার-আখ্যান ভাগের ঘটনাস্থল।

কেতকী—কেয়াফুলের গাছ। কেতক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কেতন—১। গৃহ; স্থান। কিত্+অনট্ অধি। ২। পতাকা; চিহ্ন। কিত্+অনট্ করণ। ৩। কৃত্য, কার্য। কিত্+অনট্ কর্ম। ৪। নিমন্ত্রণ। কিত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৫। কুঞ্জবন। প্রাকপ্র। বি।

কেতা—কিতা (তাহা দ্রঃ); ধারা, রীতি, পদ্ধতি, রেওয়াজ, 'ফ্যাশন'; কায়দা। <আ 'কিতহ্'। বি।

কেতাদুরস্ত—সুব্যবস্থিত, সুশৃঙ্খল। বিণ।

কেতাব—কিতাব (তাহা দ্রঃ)। আ-কা-মূ।

কেতাবী—পুস্তকসম্বন্ধীয়; পুস্তকব্যবসায়ী; পুঁথিগত; গ্রন্থকীট।। আ-মূ। বি বা বিণ।

কেতু—নবম গ্রহ; উৎপাত বিঃ; পতাকা; চিহ্ন; শত্রু; রোগ। কিত্+উ কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বি; পু। ('নবগ্রহ' দ্রঃ)।

কেতুর সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে,—কেতু একজন দানব। সমুদ্র-মন্থনের পর দেবগণ অমৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, এই দানবও দেবরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের সহিত অমৃতপানার্থ উপবিষ্ট হয়। ইহার কণ্ঠদেশ পর্যন্ত অমৃত প্রবেশ করিলে চন্দ্র ও সূর্য ইহাকে চিনিতে পারিয়া দেবগণের নিকট ইহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দেন। তখন বিষ্ণু স্বীয় চক্রদ্বারা ইহার শিরচ্ছেদ করেন। কিন্তু অমৃত পান হেতু ইহার মৃত্যু হইল না। ইহার মস্তকভাগ রাহু নামে ও দেহভাগ কেতু নামে বিদিত হইল।

কেতুমান্ (-মৎ)-১। ধ্বজযুক্ত, পতাকী; চিহ্নবিশিষ্ট; রোগী, ব্যাধিত, পীড়িত। কেতু+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কেতুমতী**। ২। জনৈক রাজার নাম। বি; পু।

কেতুমাল—জম্বুদ্বীপের নববর্ষের অন্যতম বর্ষ। বি; পু। [স্ত্রী।

কেতুযষ্টি—ধ্বজদণ্ড। ৬তৎ। বি; পু বা

কেদার—ক্ষেত্র; হিমালয়স্থ তীর্থ, শৃঙ্গ বিঃ; ক্ষেত্রের আলি; আলবাল; শিব; পর্বত বিঃ। অলুক্ উপতৎ; 'ক' শব্দের সপ্তমীর একবচনে কে; কে (জলে ইত্যাদি)—দৃ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

কেদারখণ্ড—ক্ষেত্রৈকদেশ, ক্ষেত্রের এক ভাগ বা টুক্রা; সামান্য আলবাল; ক্ষেত্রের আলি। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

কেদারনাথ-শিব বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় (সর্দার)—ইনি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা তালতলা নিয়োগী পুকুরে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দু স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি. এ. ও পরে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সময়ে ইনি নেপালের প্রধান মন্ত্রী মহারাজ স্যার জঙ্গ বাহাদুর এবং তদীয় ভ্রাতা জেনারেল সমসের জঙ্গ রানা বাহাদুরের পুত্রগণের শিক্ষকতা কর্ম গ্রহণ করিয়া নেপালে গমন করেন। মহারাজ চন্দ্র সমসের জঙ্গ বাহাদুর ইহার অন্যতম ছাত্র। এই সময় হইতে ইনি নেপালের শিক্ষা ও শাসন বিভাগের কার্যসমূহ অতীব দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে থাকেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী-দরবারে ইনি নেপালী রাজদূতের প্রাইভেট সেক্রেটারী-রূপে প্রেরিত হন। ইহার সময়ে নেপালের শিক্ষা ও শাসন বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইহার গুণে মুগ্ধ হইয়া নেপাল গভর্নমেণ্ট ইহাকে 'সর্দার' উপাধিতে ভূষিত করেন। এই উপাধিতে নেপালী ভিন্ন অন্য কোন জাতির অধিকার ছিল না, এবং গুর্খাগণ ইহাকে সাতিশয় সম্মানজনক উপাধি জ্ঞান করে। প্রায় ৩০ বৎসর নেপালে অবস্থান করিয়া ইনি দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগত হন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৬৩—১৯৪৯ খ্রীঃ)। বিখ্যাত হাস্যরসিক ও ঔপন্যাসিক। নিবাস দক্ষিণেশ্বর, ২৪ পরগনা। পিতা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার রচনাগুলির মধ্যে 'কাশীর কিঞ্চিৎ' (রসকবিতা), 'কোষ্ঠীর ফলাফল' (উপন্যাস), 'আই হ্যাজ' (উপন্যাস) বিখ্যাত।

কেদারনাথ মজুমদার—বাঙ্গালা ১২৭৭ সালে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি আরতি নামক মাসিকপত্র পরিচালনা করেন। ইনি ময়মনসিংহের ইতিহাস, চিত্র, সারস্বতকুঞ্জ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

কেদার রায়-ইনি দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম চাঁদ রায়ের পুত্র। সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ঈশা খাঁ ইহার ভগিনীকে হরণ করায় এবং তজ্জন্য শোকাতুর চাঁদ রায় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় ইনি প্রতিশোধ গ্রহণ-মানসে ঈশা খাঁকে আক্রমণ করেন, এবং মোগলের অধীনতা অস্বীকার করিয়া আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। কার্ভেলো নামক জনৈক পোর্তুগিজ ইহার সেনাপতি ছিল। কেদার রায় মোগলের অধিকার হইতে সন্দীপ কাড়িয়া লন। ইহার পর ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সেনাপতি মানসিংহ যখন ইঁহাকে দমন করিবার জন্য উপস্থিত হন, তখন ইনি ৫০০ রণপোত এবং বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া তাঁহার সম্মুখীন হন। প্রথমতঃ ইনি যুদ্ধে জয়লাভ করেন, কিন্তু শেষে আহত অবস্থায় বন্দী হন, এবং তদবস্থাতেই প্রাণত্যাগ করেন।

কেদারবাহিনী-১। ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিতা। 'কেদারবাহী' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিতা ক্ষুদ্রা নদী। বি; স্ত্রী। "কেদারবাহিণী" এইরূপ বানানও হয়।

কেদারবাহী (-বাহিন্)—ক্ষেত্রমধ্য দিয়া প্রবাহিত। উপতৎ; কেদার—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

কেদারা—১। রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। চেয়ার। <পো 'cadeira'. বি।

কেদারিক ক্ষেত্রের আলি; ক্ষেত্র। কেদার শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কেদারেশ, কেদারেশ্বর—কাশীস্থ শিব বিঃ। কেদারের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

কেন—(সংস্কৃতে) কাহার বা কিসের দ্বারা; (বাঙ্গালায়) কি হেতু, কিজন্য; আহ্বানের উত্তরে প্রশ্ন; কিম্ শব্দ ৩য়ার ১ বচন। সর্ব; বাঙ্গালায় অব্যয়।

কেন-না—কারণ, যেহেতু, তাহার কারণ এই যে; কি জন্য নয়। বাংপ্র। অ।

কেনা--১। ক্রয়, খরিদ। বি। ২। ক্রীত, খরিদা। বিণ। ৩। ক্রয় করা। বাংপ্র। ক্রি।

কেনি—কেন, কি জন্য। প্রা কপ্র। অ।

কেন্দু, কেন্দুক-১। গাব গাছ; তাল বিঃ। বি; পু। ২। গাব ফল। বি; ক্লী।

কেন্দ্র—বৃত্তাদি গোল বস্তুর ঠিক মধ্যস্থল; সূর্য হইতে গ্রহাদির দূরত্ব; লগ্ন; লগ্ন হইতে চতুর্থ সপ্তম ও দশম স্থান; মেরু, পৃথিবীর প্রান্ত; মূল বা প্রধান জায়গা, আড্ং। বি; ক্লী।

কেন্দ্রগত—কেন্দ্রস্থ, কেন্দ্রপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ।

কেন্দ্রস্রোতঃ (-স্রোতস্)—মেরুর নিকট হইতে আগত স্রোতঃ, polar current. কেন্দ্রাগত স্রোতঃ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কেন্দ্রাপসারী (-সারিন্)—কেন্দ্র হইতে দূরে গমনশীল, centrifugal. কেন্দ্র—অপ—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

কেন্দ্রাভিকর্ষী (-কর্ষিন্)—কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণক্ষম, centripetal. কেন্দ্র—অভি—কৃষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**কেন্দ্রাভিকর্ষিণী**।

কেন্দ্রী (কেন্দ্রিন্)—১। কেন্দ্রযুক্ত, কেন্দ্রবিশিষ্ট; কেন্দ্রস্থ, মধ্যস্থলস্থিত; মধ্যস্থ, প্রধান, চাঁই। কেন্দ্র+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**কেন্দ্রিণী**। ২। কেন্দ্রস্থল, নেতা, চাঁই, কুচক্রী। বাংপ্র। বি।

কেন্দ্রীভূত—যাহা কেন্দ্র ছিল না, এক্ষণে কেন্দ্র হইয়াছে এমন; অন্য স্থান হইতে কেন্দ্রে সমাগত। কেন্দ্র+চ্বি অভূত-তদ্ভাবার্থে (=কেন্দ্রী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

কেন্নুই, কেন্নো—কানকোটারি, বহুপদ কীট বিঃ। বাংপ্র। বি।

কেপলার, জোহান (Kepler, Johann)—(১৫৭১–১৬৩০ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ জার্মান্ জ্যোতির্বিদ্। গ্রহগণের গতিবিধি সম্বন্ধে ইনি অনেক তথ্য আবিষ্কার করেন। সেই তথ্যগুলি 'Kepler's Laws' নামে আখ্যাত।

কেবর্ত্ত—কৈবর্ত্ত জাতি, ধীবর। যে জলে থাকে এই বাক্যে উপতৎ; কে (জলে) —বৃত্ (থাকা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কেবল—১। একমাত্র; এইমাত্র, সবে; অদ্বিতীয়, একক; কৃৎস্ন; নিরবচ্ছিন্ন; সর্বদা; শুধু, মাত্র; অবিকারী; শুদ্ধ। কেব্ (সেচন করা)+কলচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। নিশ্চয়; তত্ত্বজ্ঞান। বি; ক্লী।

কেবলজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—তত্ত্বজ্ঞানী, ঈশ্বরজ্ঞানসম্পন্ন। কেবলজ্ঞান+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জ্ঞানিনী**।

কেমত—কেমন। বাংপ্র। বিণ।

কেমন—কিরূপ, কি প্রকার; ব্যাকুল; এক-রকম। বাংপ্র। বিণ।

কেমন-কেমন—কেমন যেন একরকম; সন্দেহজনক; খারাপ; অস্বস্থ, অপটু। বাংপ্র। বিণ।

কেমনে—কেমন করিয়া, কিরূপে, কি প্রকারে, কি ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

কেমিকেল, -ক্যাল রাসায়নিক; কৃত্রিম, নকল। < ইং 'chemical'. বিণ।

কেয়া—কেতকী। বাংপ্র। বি।

কেয়াকাঁদি—কেয়া ফুলের ছড়া, কেতকী-স্তবক। প্রা কপ্র। বি।

কেয়া-পাত, -পাতা—কেতকীপত্র; তদাকার প্রাচীন কালের আভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

কেয়াফুল—কেতকী পুষ্প। বাংপ্র। বি।

কেয়াবাৎ—শাবাশ, বাহবা, তারিফ। হি। অ।

কেয়ার যত্ন, তত্ত্বাবধান; গ্রাহ্যকরণ, অপেক্ষা, খাতির, সমীহ; ভয়; নিকটে, ঠিকানায়। <ইং 'care'. বি।

কেয়ারি—আল দিয়া রোপিত ক্ষেত্র; কিয়ারি। বাংপ্র। বি।

কেয়ূর—১। অঙ্গদ, বাহুভূষণ, বাজু, অনন্ত, তাগা ইত্যাদি। কে (মস্তকে ইত্যাদি) —যা (যাওয়া)+উর কর্তৃ; অথবা, কে —যু (যোগ করা)+উর কর্ম। বি; ক্লী। ২। রতিবন্ধ বিঃ। বি; পু।

কেয়ূরবন্ধ—অঙ্গদপরিধানস্থান। কেয়ূর (অঙ্গদ) বন্ধ (বন্ধন করা)+অল্ অধি। বি; পু।

কেরদানি—শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা; কেরামতি, বাহাদুরি। <ফা 'কারদানি'। বি।

কেরল—১। মালাবার; ভারতের একটি রাষ্ট্র বা ঐ রাষ্ট্রের লোক। বি; পু। ২। কেরল দেশীয়। বিণ।

প্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতে চের, চোল ও পাণ্ড্য নামধেয় তিনটি দেশে দ্রাবিড় রাজ্য বিভক্ত ছিল। চের দেশের অপর নাম কেরল। একসময়ে বর্তমান কানারা ও মালাবার জেলা, কোচিন ও ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য, কইম্বটুর ও সালেম জেলা এবং মহিশূর ও নীলগিরির অংশবিশেষ কেরল দেশের অন্তর্গত ছিল। কেরলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে রাজগণের নাম ব্যতীত বিশেষ কিছু জানা যায় না। অশোকের অনুশাসনে এই দেশ "কেরল পুত্র" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ এই দেশ অধিকার করে। কিছুদিন পরে বিজয়নগর রাজপ্রমুখ হিন্দু-রাজগণ মুসলমানগণকে বিতাড়িত করিয়া কেরল দেশ বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ১৫৬৫ খ্রীঃ মুসলমান কর্তৃক বিজয়নগর রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হয়। পরবর্তী ৮০ বৎসর ব্যাপিয়া মদুরার নায়কগণের অধীনে কেরল কোন প্রকারে স্বাধীনতা রক্ষা করে। ১৬৪০ খ্রীঃ বিজাপুরের আদিল সা বংশ, এবং ১৬৫২ খ্রীঃ মহিশূরের রাজা কেরল দেশ আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

কেরাঞ্চি—দ্বিচক্র বা চতুশ্চক্র গো-শকট; ছেঁকড়া গাড়ি। বাংপ্র। বি।

কেরাণী, কেরানী—লেখক, মুহুরি, মুন্সি, clerk. < করণিক। বি।

কেরানীখানা কেরানীর আপিস-ঘর। বাংপ্র। বি।

কেরানীগিরি—কেরানীত্ব, কেরানীর বা লেখকের কর্ম, মুহুরিগিরি। বাংপ্র। বি।

কেরামত, কেরামতি—দৈবশক্তি, অলৌকিক ক্ষমতা; মাহাত্ম্য; শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা; বাহাদুরি, হেকমতি। আ-মু। বি।

কেরায়া ভাটক, ভাড়া। আ-মু। বি।

কেরাসিন, কেরোসিন—খনিজ তৈল বিঃ, মেটে তেল। < ইং 'kerosene'. বি। [বি।

কেরিয়াল—কর্ণধার, মাঝি। প্রা কপ্র।

কেরী, উইলিয়াম, ডি. ডি. (Carey, William, D. D.)—(১৭৬১—১৮৩৪ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত ইংরেজ-পাদরী। ইনি কলিকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে থাকিতেন। বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে এবং বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনার্থ ইনি সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করেন, এবং ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া দশ বৎসরের পরিশ্রমে একখানি বাঙ্গালা-ইংরেজী অভিধান সংকলন করেন। ইহাতে ৮০০০০ হাজার শব্দ সন্নিবেশিত হয়। এই গ্রন্থের মূল্য ১২০৲ টাকা ছিল। তদ্ব্যতীত ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে গোল্ডস্মিথ-প্রণীত ইংলণ্ডের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশ করেন, এবং কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ প্রকাশিত করেন। বঙ্গভাষার উন্নতির জন্য কেরী, মার্সম্যান্ প্রভৃতি পাদরীগণ যেরূপ অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে বঙ্গবাসী ইঁহাদের নিকট চির-কৃতজ্ঞ থাকিবে।

কেল—১। করিল। ক্রি। ২। কেলি, ক্রীড়া। প্রা কপ্র। বি।

কেলভিন, উইলিয়াম টমসন, ব্যারন (Kelvin, William Thomson, Baron)—(১৮২৪—১৯০৭ খ্রীঃ)। স্কটদেশীয় বিজ্ঞানী। ইনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। তাপের গতি সম্বন্ধে ইঁহার গবেষণা অতি মূল্যবান্।

কেলানো—বিকাশ করা; খুলা; খোসা বা ছাল ছাড়ানো; বিকাশপূর্বক পরিহাস করা। গ্রাম্য। ক্রি।

কেলাস—স্ফটিক; লবণ চিনি প্রভৃতির দানা। কে-লস্+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

কেলাসন—দানা বাঁধা, crystallization. কেলাসি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**কেলাসিত**।

কেলি—১। ক্রীড়া; বিহার; পরিহাস, কৌতুক। কিল্ (ক্রীড়া করা)+ই ভাব। বি; পু বা স্ত্রী। ২। পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

কেলিকদম্ব—স্বনামপ্রসিদ্ধ কদম্ব বিঃ। কেল্যর্থক কদম্ব, মধ্যপ। বি; পু।

কেলিকমল—লীলাকমল, বিলাসের জন্য করে গৃহীত পদ্ম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কেলিকলা—পরিহাসবিদ্যা; সরস্বতীর বীণা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কেলিকুঞ্চিকা—পরিহাসপাত্রী, স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী, ছোট শালী। কেলি—কুন্চ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

কেলিমুখ—পরিহাস, কৌতুক। কেলির মুখ (আরম্ভক ব্যাপার), ৬তৎ। বি; পু।

কেলিসচিব - ক্রীড়া বিষয়ে মন্ত্রী, বিদূষক প্রভৃতি। ৭তৎ। বি; পু।

কেলে—কালো। বাংপ্র। বিণ।

কেলেগোপালী—তোষামোদ, স্বার্থসাধনা জন্য অনুনয়-বিনয়। [কোন এক জমিদারের কালী ও গোপাল নামে দুইজন সরকার গোছের কর্মচারী ছিল; ইহাদিগকে প্রসন্ন করিতে না পারিলে জমিদারের সাক্ষাৎলাভ বা জমিদারের নিকট হইতে কার্যোদ্ধার হইত না। সুতরাং লোকে নানা উপায়ে ইহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিত। ইহা হইতেই তোষামোদ অর্থে এই কথাটির প্রচলন হইয়াছে]। লোকের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য যাহা তাহা নাম ধরিয়া ডাকিয়া বাজে আত্মীয়তা প্রকাশ করা বা আপনার কার্যতৎপরতা দেখাইতে যাওয়া। বাংপ্র। বি।

কেলেঙ্কার - কলঙ্কজনক, লজ্জাকর, কুৎসাজনক, অপযশস্কর। বাংপ্র। বিণ।

কেলেঙ্কারি—কলঙ্কজনক ব্যাপার, কুৎসার বা লজ্জার বিষয়, লজ্জার কথা। বাংপ্র। বি।

[illegible] কালমণি, কৃষ্ণবর্ণ রত্ন, কেলেসোনা। বাংপ্র। বি।

কেলেসোনা শ্রীকৃষ্ণ; কালো ছেলে মায়ের আদরের সম্বোধন। বাংপ্র। বি।

কেল্লা—'কিল্লা' দ্রঃ।

কেশ—১। চুল। কে (মস্তকে) শয়ন করে যে এই বাক্যে অলুক্ উপতৎ; কে—শী+ড কর্তৃ। ২। দৈত্য বিঃ। ক্লিশ+অন কর্তৃ। ৩। বরুণ; বিষ্ণু। 'ক'র (জলের) ঈশ, ৬তৎ। ক+ঈশ। বি; পু।

কেশকর্ম (-কর্মন্)—কেশসম্বন্ধীয় কর্ম, কেশসংস্কার, কেশবিন্যাস। কেশসম্বন্ধি কর্ম, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কেশকলাপ কেশসমূহ। ৬তৎ। বি; পু।

কেশকার—কেশসংস্কারকারক, কেশবিন্যাসক। উপতৎ; কেশ—কৃ+ঘণ্ কর্তৃ। বিণ।

কেশকীট—উৎকুণ, উকুন। কেশস্থিত কীট, মধ্যপ। বি; পু।

কেশগুচ্ছ চুলের গোছা; ভূষিত কেশ, বাঁধা চুল। ৬তৎ। বি; পু।

কেশগ্রহ—১। কেশাকর্ষণ, চুলে ধরা। ৬তৎ। বি; পু। ২। বলাৎকার সময়ে কেশগ্রহণপূর্বক সুরতপ্রসঙ্গ। বি; পু বা ক্লী।

কেশঘ্ন—১। কেশনাশক, যাহাতে চুল উঠিয়া যায়। উপতৎ: কেশ—হন্+টক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**কেশঘ্নী**। ২। কেশনাশক রোগ, টাক। বি; ক্লী।

কেশতৈল—চুলে মাখিবার তেল, বিশেষতঃ বাস তেল। ৪তৎ। বি; ক্লী।

কেশদাম (-দামন্)—১। কেশের দাম (সূত্র), চুল বাঁধার দড়ি। ৬তৎ। ২। কেশস্থিত মাল্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

কেশধর- কেশ-ধারণকর্তা, যে চুল ধরে। কেশ—ধৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ।

কেশপক্ষ, কেশপাশ, কেশহস্ত—কেশগুচ্ছ; ভূষিত কেশ। ৬তৎ। বি; পু।

কেশব—১। বিষ্ণু। ক (ব্রহ্মা)- ঈশ্ (রুদ্র) বা+ড কর্তৃ; কিংবা কে (জলে) শব প্রায়, উপমিত। বি; পু। ২। প্রশস্ত-কেশযুক্ত। কেশ শব্দ+ব অস্ত্যর্থে। বিণ। ৩। জলস্থিত শব বা মৃতদেহ। কে (জলে) শব, অলুক্ ৭তৎ। বি; পু বা ক্লী। যথা -

"কেশবং পতিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণোহর্ষমুপাগতঃ।
রুদন্তি পাণ্ডবাঃ সর্বে হা হা কেশব কেশব॥"

কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—নিবাস কলিকাতা বাগবাজার। ইনি কণ্ট্রোলার জেনারেল অফিসে বহুকাল সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কার্য করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। নাট্যবিদ্যায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী নাটক অভিনয় সম্বন্ধে অনেকেই ইঁহার পরামর্শ ও শিক্ষকতার সাহায্য গ্রহণ করিতেন। ইনি নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। মাইকেল মধুসূদনকে অনেক সময়ে পরামর্শ দিতেন। প্রায় ৮২ বৎসর বয়সে ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

কেশবচন্দ্র সেন - ব্রাহ্মধর্মের বিখ্যাত নেতা। ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৯শে নভেম্বর কলিকাতা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা প্যারীমোহন সেন বৈষ্ণবমতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। কেশব পাঠশালায় শিক্ষা আরম্ভ করিয়া হিন্দু কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ইঁহার বিবাহ হয়।

বাল্যকাল হইতে কেশবের মন ধর্মপিপাসু ছিল। নয় দশ বৎসর বয়সের সময়ে ইনি তিলক কাটিয়া সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ দিয়া মৃদঙ্গের সঙ্গে হরি সংকীর্তন করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত হিন্দুধর্মশাস্ত্র, বাইবেল প্রভৃতি অন্য ধর্মীয় গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি ধর্মচিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুর 'বক্তৃতা' নামক একখানি ব্রাহ্মপুস্তক পড়িয়া ইনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দে ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তাহার দুই বৎসর পরে ইনি বেঙ্গল ব্যাঙ্কে মাসিক ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন, ক্রমে ইঁহার ৫০৲ টাকা পর্যন্ত বেতন হয়। অনন্যমনে ধর্ম চিন্তা করিবার নিমিত্ত ইনি ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে কার্য পরিত্যাগ করেন।

অতঃপর কেশবচন্দ্র প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ব্রাহ্মধর্মের অনুশীলন করিতে লাগিলেন। ধর্মের জন্য ইনি আত্মীয়স্বজনের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের নেতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে ইনি ব্রাহ্মসমাজের আচার্যের পদে অভিষিক্ত হইয়া ক্রমশঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের একরূপ সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন এবং সমাজে নূতন নূতন নিয়ম প্রচলিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহাতে রক্ষণশীল ব্রাহ্মদিগের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ায় ১৮৬৫ খ্রীঃ অব্দে কেশব আদি সমাজ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ অব্দে ২২শে অগস্ট ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। অতঃপর কেশবচন্দ্র ধর্মপ্রচারে যত্নশীল হইয়া অসাধারণ বাগ্মিতায় শ্রোতৃবৃন্দকে মোহিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম প্রচারার্থ ইনি ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ভ্রমণ করেন। সর্বত্রই ইঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে বিমোহিত হইয়া অনেকে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি সিমলায় গিয়া লর্ড লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্রাহ্ম-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হইবার পথ পরিষ্কৃত করিয়া আসেন।

১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড গমন করেন। সেখানে ইঁহার বিশ্ববিমোহিনী বক্তৃতা শুনিয়া সকলে আশ্চর্যান্বিত হইল। তথায় ধর্ম ও বিদ্যা বিষয়ে প্রসিদ্ধ লোকদিগের সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়। স্বয়ং মহারানী ভিক্টোরিয়া ইঁহাকে আপনার প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া ও স্বাক্ষরিত ফটো ও পুস্তকাদি দিয়া সম্মানিত করেন। ইনি নানা স্থানে অন্যূন ৭০টি বক্তৃতা করিয়া ছয় মাস পরে দেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে আসিয়া Indian Reform Association, নৈশ বিদ্যালয়, সুলভ সমাচার প্রচার, মাদকতা নিবারণ সভা প্রভৃতি নানা দেশহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন।

১৮৭৫ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্রের কন্যার সহিত কোচবিহারের মহারাজার বিবাহের প্রস্তাব হয়। তৎপূর্বে ইনি ব্রাহ্মদিগের বিবাহের বয়স কন্যার পক্ষে ১৪ বৎসর ও বরের পক্ষে ১৮ বৎসর নির্ধারিত করিয়া তাহা বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন। এক্ষণে বর ও কন্যা উক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়ায়

অনেক ব্রাহ্ম এই বিবাহকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া পরিগণিত করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন কেশবচন্দ্র প্রকাশ করিলেন যে, বাগ্‌দান হইতেছে মাত্র, সুতরাং ইহাতে সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতেছে না। অবশেষে বলেন যে, আমি ঈশ্বরের "আদেশ" পাইয়া এই বিবাহ দিতেছি। এ সকল যুক্তিতে আপত্তিকারীরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় ইনি তাঁহাদের অনভিমতে এই উদ্বাহকার্য সম্পন্ন করেন। বিবাহের পর শিবনাথ শাস্ত্রিপ্রমুখ অধিকাংশ ব্রাহ্ম ইঁহার নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দে কেশব "নববিধান" নাম দিয়া এক অভিনব ধর্মমত প্রচার করিলেন। ব্রাহ্মধর্মের ভিত্তির উপর নববিধানের প্রতিষ্ঠা করিয়া অপরাপর ধর্মগ্রন্থ হইতে কতকগুলি নিয়ম তাহার সহিত একত্র করিয়া দিলেন। কথিত আছে যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আলাপ হইবার পর এইরূপ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে কেশবের ইচ্ছা জন্মে। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমে ও শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে ১৮৭৯ খ্রীঃ অব্দে কেশবচন্দ্র বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইলেন। এই সময়ে চিকিৎসকের উপদেশে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া সূত্রধরের কার্য করিতেন; পরন্তু রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ৮ই জানুয়ারি ৪৬ বৎসর বয়সে কেশবচন্দ্র দেহত্যাগ করেন।

কেশবের ধর্মমতের সহিত অনেকের অনৈক্য থাকিলেও সকলকে একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, ইনি একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার ন্যায় একাধারে ধর্মবীর ও কর্মবীর অতি বিরল। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, তেমনি মিষ্টভাষী ও বিনয়ী ছিলেন। ইঁহার এমন আকর্ষণী শক্তি ছিল যে, যিনি একবার ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন, তিনি ইঁহার প্রতিকূল মতাবলম্বী হইলেও পুনঃ পুনঃ ইঁহার সংসর্গলাভ করিতে আগ্রহান্বিত হইতেন। ইঁহার অভিনয়পটুতা ও অনুকরণ-শক্তি বাল্যকালেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। হ্যামলেটের চরিত্র অভিনয় করিয়া ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জীবনের শেষভাগে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয়কার্য ইঁহারই সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং কয়েকবার উহাতে ইনি পাহাড়ীবাবার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে কীর্তনের ধরনের গীত রচনা ও কীর্তনের সুরে গান গাওয়া এবং নগরসংকীর্তন করার প্রথা ইনি প্রচলিত করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে ইনি প্রত্যেক বৎসরে কলিকাতার টাউন হলে ইংরাজী ভাষায় ধর্মবিষয়ক একটি বক্তৃতা করিতেন। সেই বক্তৃতা কলিকাতার শিক্ষিত দেশীয় সমাজ এবং বড় বড় ইংরাজও আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে কেশব সমান শক্তি দেখাইয়াছেন। কথিত ব্রাহ্মোৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর কলিকাতা বিডন স্কোয়ারে কেশবের বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা শ্রবণে হিন্দু শ্রোতৃগণকে ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়াছে এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত হরিধ্বনিতে পল্লী মুখরিত হইয়াছে। ইনি অনেক হিন্দুযুবককে খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত হইবার পক্ষে বাধা দিয়াছিলেন। কেশবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্দ্র হিন্দুধর্মাবলম্বী এবং বেঙ্গল ব্যাঙ্কের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। কেশবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া অগ্রজের কার্যে সহায়তা করিতেন। তিনি কলিকাতা অ্যালবার্ট কলেজের অধ্যক্ষ থাকিয়া যথেষ্ট অধ্যাপনা-নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি "অশোকচরিত" নামক একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ইনি ইণ্ডিয়ান মিরার পত্রের সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। এই দুই ভ্রাতার মধ্যে কেহই আর জীবিত নাই।

কেশবপন 'কেশমুণ্ডন' দ্রঃ।

কেশব ভারতী ইনি আধুনিক বৈষ্ণব মতের প্রবর্তক ধর্মপ্রাণ চৈতন্য মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া গ্রামে ইঁহার আবাস ছিল, এবং সেইখানেই সন্ন্যাসী হইয়া অবস্থিতি করিতেন। গৌরাঙ্গদেব ইঁহার নিকট গমন করিয়া সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

কেশবাদিত্য কাশীমধ্যস্থ আদিত্য বিঃ। বি; পু।

কেশবানন্দ মহাভারতী, স্বামী— বসন্ত যোগাশ্রমী। বাং ১২০৩ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বর্ধমান জেলায় অন্তর্গত বাঘাসন গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পূর্বনাম রাধিকাপ্রসাদ রায় চৌধুরী। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ। কেশবানন্দ বাল্যে ইঁহার মাতৃদেবীর মাতুলালয় যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা মহকুমায় ঘুল্লিয়া গ্রামে বাস করেন; ১২৮৭ সালে ৮ই মাঘ বর্ধমান জেলায় হাটগাছ গ্রামে ইঁহার বিবাহ হয়। যৌবনে কেশবানন্দ বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু দেবপূজাদিতে ইঁহার আন্তরিক ভক্তি পরিলক্ষিত হইত। ইঁহার জনৈক মাতুল কর্তৃক উত্থাপিত মিথ্যা মোকদ্দমাতে ইঁহাকে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতে হয়।

কেশবানন্দ স্বগ্রামে পাঠশালা, স্কুল, পুস্তকালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশবাসীর যথেষ্ট উপকার করেন। বঙ্গে নমঃশূদ্র জাতির উন্নতির জন্য ইনি স্কুল, পাঠশালা প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। স্থানীয় কৃষকদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য ইনি একটি আদর্শ কৃষিক্ষেত্র এবং গোজাতির স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য স্বীয় আশ্রম সন্নিধানে একটি আদর্শ গোচারণক্ষেত্র সংস্থাপন করেন।

রামগোপাল ব্রহ্মচারীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিলে ইনি তাঁহার নিকট হঠযোগ শিক্ষা করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করতঃ কেশবানন্দ নাম প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই উপদেশানুসারে এক সিদ্ধ মহাত্মার নিকট জ্ঞানযোগ শিক্ষা করিয়া পূর্ণাভিষিক্ত হন ও ধর্মপ্রচার-কার্যে ব্রতী হন। ইনি "আনন্দ গীতা" নামক সহস্রাধিক উপদেশবিশিষ্ট একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনে ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৩২২ সালের ৩০শে কার্তিক ইনি সমাধিলাভ করেন।

কেশবায়ুধ বিষ্ণুর প্রহরণ, কৃষ্ণের অস্ত্র, সুদর্শন চক্র। কেশবের আয়ুধ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

কেশবিন্যাস—কেশরচনা, কবরীবন্ধন। ৬তৎ। বি; পু।

কেশবেশ—কেশের সজ্জা, কেশবিন্যাস, কবরী, খোঁপা। ৬তৎ। বি; পু।

কেশমার্জক, কেশমার্জন—চিরুনি, কাঁকই। ৬তৎ। বি; পু।

কেশ-মুণ্ডন, -বপন—চুল মুড়ানো, মাথার চুল কামানো বা চাঁচিয়া ফেলা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কেশর, কেসর অশ্বসিংহাদির স্কন্ধস্থ কেশ। বি; পু। [ক্লী।

কেশরচনা—কেশবিন্যাস। ৬তৎ। বি;

কেশরাজ—ভৃঙ্গরাজ। কেশ—রাজ্‌+অঙ্‌ করণ। বি; পু।

কেশরিসুত—হনুমান্‌। কেশরীর (তন্নামক বানরের) সুত (পুত্র), ৬তৎ। বি; পু।

কেশরী (কেশরিন্‌), **কেসরী** (কেসরিন্‌) —১। কেশরবিশিষ্ট, যাহার ঘাড়ে লম্বা লোম আছে। স্ত্রী—**কেশরিণী, কেসরিণী**। কেশর বা কেসর+ইন্‌ আছে অর্থে। বিণ; পু। ২। সিংহ;

অশ্ব ; বানর বিঃ, হনুমানের লৌকিক পিতা ; (কোন শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বি ; পু।

কেশসংস্কার—চুল আঁচড়ানো, চুল বাঁধা। ৬তৎ। বি ; পু।

কেশস্পর্শ—সামান্য মাত্র ক্ষতি, কিছুমাত্র অনিষ্ট। ৬তৎ। বি ; পু।

কেশহস্ত - 'কেশপক্ষ' দ্রঃ।

কেশাকর্ষণ—চুল ধরিয়া টানা। কেশের আকর্ষণ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কেশাকেশি—পরস্পর কেশগ্রহণপূর্বক যুদ্ধ, চুলোচুলি। অ।

কেশাগ্রস্পর্শ—চুলের ডগা ছোঁওয়া ; সামান্যমাত্র ক্ষতিসাধন। ৬তৎ। বি ; পু।

কেশাবমর্ষণ—কেশাকর্ষণ ; কেশস্পর্শ। কেশের অবমর্ষণ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

কেশিনী—১। প্রশস্ত কেশযুক্তা। বিণ ; স্ত্রী। ২। সগর রাজার অন্যতমা পত্নী [ইহারই গর্ভে অসমঞ্জের জন্ম হয়] ; দময়ন্তীর একজন সহচরী। বি ; স্ত্রী।

কেশিমথন, কেশিসূদন—শ্রীকৃষ্ণ। কেশীর মথন বা সূদন, ৬তৎ। বি ; পু।

কেশিহা (কেশিহন্)—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। কেশীকে (তন্নামক দৈত্যকে) হনন করিয়াছেন যিনি এই বাক্যে উপতৎ ; কেশিন্ শব্দ হন্ (হত্যা করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

কেশী (কেশিন্) - ১। প্রশস্ত কেশযুক্ত। কেশ + ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী **কেশিনী**। ২। বিষ্ণু ; সিংহ। বি ; পু। ৩। জনৈক দৈত্য, মথুরার রাজা কংসের মল্ল। কৃষ্ণকে বিনাশ করিবার জন্য কংস ইহাকে ব্রজধামে প্রেরণ করেন। এই দৈত্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া যমুনাতীরে ব্রজবাসীর উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। কৃষ্ণ জানিতে পারিয়া ইহার নিকট গমন করেন ; তখন অশ্বরূপী দৈত্য মুখব্যাদানপূর্বক কৃষ্ণকে গ্রাস করিবার চেষ্টা পাইলে শ্রীকৃষ্ণ ইহার মুখবিবরে আপনার বাহু প্রবেশ করাইয়া ইহার শ্বাসরোধ করিয়া বিনাশ করেন। বি ; পু।

কেশী—মস্তকের শিখা, টিকি। কেশ + ঈপ্. বি ; স্ত্রী।

কেশে—কাশতৃণ। বাংপ্র। বি।

কেষ্ট—শ্রীকৃষ্ণ। <কৃষ্ণ। বি।

কেষ্টবিষ্টু—গণ্যমান্য ব্যক্তি, হোমরাচোমরা লোক। < কৃষ্ণবিষ্ণু। বি।

কেষ্টলীলা—কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ; কৃষ্ণলীলা কীর্তন। <কৃষ্ণলীলা। বি।

কেস—মকদ্দমা, বিচার্য বিষয় ; ঢাকনি, কৌটা। <ইং 'case'. বি।

কেসর—'কেশর' দ্রঃ।

কেসরী (-রিন্) - 'কেশরী' দ্রঃ।

কেহ—কেউ, কোন লোক, কোন ব্যক্তি। বাংপ্র। সর্ব।

কেহরি—কেশরী। প্রা কপ্র। বি।

কৈ—১। মৎস্য বিঃ, কবয়ী ; কোথায়। বাংপ্র। ২। কেহ, কোনও ব্যক্তি। হি। বি।

কৈকয়ী - 'কেকয়ী' এবং 'কৈকেয়ী' দ্রঃ।

কৈকসী—রাবণাদির মাতা। ইনি সুমালী রাক্ষসের কন্যা। কুবেরের ঐশ্বর্য-দর্শনে সুমালী স্বীয় তনয়াকে বিশ্রবা ঋষির নিকট গমনপূর্বক তাঁহার পত্নী হইয়া বীর্যবান্ পুত্র উৎপাদন করিতে বলেন। পিতার আদেশে ইনি বিশ্রবার নিকট গমন করিয়া তাঁহার ভার্যা হন। কালক্রমে ইঁহার গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামক তিন পুত্র জন্মে। মতান্তরে রাবণাদির জননীর নাম নিকষা। বি ; স্ত্রী।

কৈকেয় - কেকয়দেশের রাজা। কেকয় + ষ্ণ। বি ; পু।

কৈকেয়ী—কেকয়দেশের রাজকন্যা, অযোধ্যানাথ দশরথের মধ্যমা মহিষী, এবং ভরতের জননী। একদা দশরথ যুদ্ধে আহত হইয়া কৈকেয়ীর শুশ্রূষায় সত্বর আরোগ্য লাভ করেন, এবং সেই সময়ে ইঁহাকে দুইটি বর প্রদানের অঙ্গীকার করেন। রামচন্দ্র যৌবন প্রাপ্ত হইলে দশরথ সর্বগুণালংকৃত জ্যেষ্ঠপুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং বিষয়কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে কৈকেয়ী আপনার পরিচারিকা মন্থরার কুপরামর্শে চালিত হইয়া পূর্বপ্রতিশ্রুত দুই বরের এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করেন। ভার্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণসহ রামচন্দ্র বনে গমন করি এবং পুত্রশোকে দশরথের মৃত্যু হইলে ভরত মাতুলালয় হইতে অযোধ্যায় আগমন করিয়া জননীকে তিরস্কার করায় স্বকৃত অপকার্যের নিমিত্ত পরিতপ্ত হইয়া ইনি নিতান্ত খিন্নমনে দিন যাপন করিতে থাকেন। পরন্তু সৌজন্যের আধার রামচন্দ্র বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইঁহার সম্যক্ সংবর্ধনা করেন রামের অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষে কৌশল্যা দেহান্তের পর কৈকেয়ীর মৃত্যু হয় কৈকেয়ের স্ত্রী-অপত্য এই অর্থে কৈকেয় শব্দ + ষ্ণ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কৈছন, কৈসন—কেমন, কিরূপ। প্রা কপ্র। বিণ।

কৈছনে, কৈসনে—কেমনে, কেমন করিয়া, কিরূপে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

কৈছে—১। কহিতেছে, বলিতেছে। ক্রি ২। কেমনে, কিরূপে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

কৈটভ জনৈক দৈত্য। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে এই দানব এবং ইহার ভ্রাতা মধু উদ্ভূত হয়। ভ্রাতৃদ্বয় দৃপ্ত হইয়া ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হওয়ায় বিষ্ণুকর্তৃক নিহত হয়। কীট শব্দ—ভা + ড কর্তৃ—কীটভ ; কীটভ + ষ্ণ। বি ; পু।

কৈটভজিৎ—বিষ্ণু। উপতৎ ; কৈটভ - জি (জয় করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

কৈটভারি - বিষ্ণু। কৈটভের অরি, ৬তৎ। বি ; পু।

কৈটভী - কৈটভ-নাশকালে আরাধিতা মহাকালী ; যোগনিদ্রা। বি ; স্ত্রী।

কৈতব ছল, কপট ; অনৃত, মিথ্যা ; দ্যূত, পাশক্রীড়া, পাশাখেলা। কিতব (ধূর্ত, দ্যূতকর) + ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

কৈতববাদ—ছলপূর্বক কথন ; কপটতা সহকৃত উক্তি ; ধূর্তের বাক্য ; মিথ্যা কথা। কৈতব সহকৃত বাদ, মধ্যপ। বি ; পু।

কৈতববাদী (-বাদিন্)—ছলপূর্ণ বাক্য কথনশীল, কপটভাষী, মিথ্যাবাদী। উপ-তৎ ; কৈতব শব্দ - বদ্ (বলা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

কৈনু কহিনু, কহিলাম ; করিনু, করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

কৈন্দ্রিক কেন্দ্রসম্বন্ধীয় ; কেন্দ্রাভিমুখী। কেন্দ্র + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কৈন্দ্রিকী**।

কৈফিয়ত—কোন বিষয়ের কারণ প্রদর্শন ; অবস্থা বর্ণনা, মন্তব্য, জবাবদিহি ; হিসাব-নিকাশ ; হিসাবে জমা হইতে খরচ বাদ দিয়া যে তহবিল মজুদ থাকে তাহার মিলসূচক জায়। আ। বি। **কৈফিয়ত কাটা** জমা-খরচের বাকী দেখানো ; কোন বিষয়ে দোষারোপ করিলে তাহা কাটাইবার জন্য উত্তর দেওয়া। **কৈফিয়ত তলব করা**—কারণ দেখাইতে বলা ; জবাব চাওয়া।

কৈফিয়তী—কৈফিয়তসম্বন্ধীয়, কারণ-প্রদর্শক, জবাবী ; হিসাবনিকাশী। আ-বা। বিণ।

কৈবর্ত—ধীবর, নিষাদের ঔরসে অয়োগবী-জাত জাতি বিঃ, জেলে। কে (জলে) —বৃত্ (থাকা) + অন্ কর্তৃ + ষ্ণ। বি ; পু। স্ত্রী—**কৈবর্তী**। কিবর্ত (দেশ বিঃ) + অন্ তদ্দেশীয় রাজা এই অর্থে বা কিংবৃত্তি (কুৎসিতরূপা বৃত্তি) + অন্ তৎব্যবসায়ী এই অর্থে। ইহার ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ কিবর্তদেশীয় রাজন্য বা কৃষিকার জাতি বিঃ। [কৈবর্ত দুই প্রকার। (১) ক্ষত্রবীর্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্তঃ পরি-

কীর্তিতঃ। (ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ১০ অঃ) অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের পরিণীতা বৈশ্যা পত্নীর সন্তানের নাম কৈবর্ত বলিয়া পরিকীর্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের এই কৈবর্তগণই যাজ্ঞবল্ক্যাদি সংহিতায় মাহিষ্য নামে উল্লিখিত হইয়াছে। মাতা-পিতৃ-বৃত্তি-সমতায় মাহিষ্য ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের ক্ষত্রবৈশ্যাজাত কৈবর্ত একই জাতি। (২) নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্মজীবিনম্। কৈবর্তমিতি যং প্রাহুরার্যাবর্ত-নিবাসিনঃ॥ মনু ১০ অঃ। নিষাদ জাতীয় পুরুষ অয়োগবী জাতীয়া স্ত্রীতে যে সন্তান উৎপাদন করে তাহাদিগকে মার্গব বা দাশ বলে। আর্যাবর্তবাসিগণ এই জাতিকে কৈবর্ত নামেও অভিহিত করিয়া থাকে। ইহারা নৌকর্মজীবী অর্থাৎ নৌকা অবলম্বনে মৎস্যাদি-শিকারে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা সমাজে জেলে কৈবর্ত নামে অভিহিত।]

কৈবল্য—মোক্ষ, সংসারমুক্তি; জীবের নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মজ্ঞানসহকারে সচ্চিদানন্দ পরাৎপর পরমাত্মাতে বিলয়। কেবল+ ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি, ক্লী।

কৈবল্যদাতা (-দাতৃ) মোক্ষদানকর্তা, মুক্তিপ্রদ। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

কৈবল্যদায়ী (-দায়িন্) মোক্ষদাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দায়িনী**।

কৈমিতিক—রাসায়নিক, রসায়নসম্বন্ধীয়, রসায়নশাস্ত্রবিৎ, chemist. কিমিতি+ ষ্ণিক। বিণ।

কৈমুতিক ন্যায় বিঃ। কিমুত শব্দ+ষ্ণিক। বি; ক্লী।

কৈয়াছে—কহিয়াছে, বলিয়াছে; করিয়াছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

কৈরব—১। কিতব; শত্রু। বি; পু: ২। কুমুদ। কে (জলে)—রব+ক। বি; ক্লী।

কৈরবিণী—কুমুদিনী (সকল অর্থে)। কৈরব+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৈরবী (কৈরবিন্)—কুমুদনাথ, চন্দ্র। কৈরব+ইন্। বি; পু।

কৈরবী—কৌমুদী, জ্যোৎস্না। কৈরব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৈরাত—কিরাতসম্বন্ধীয়, ব্যাধীয়; কিরাততুল্য; কিরাত-দেশজাত। কিরাত+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কৈরাতী**।

কৈল, কৈলা—কহিল, বলিল; করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

কৈলাস—পর্বত বিঃ, মহাদেব ও কুবেরের বাসস্থান। কে (জলে)—লস্+ঘঞ্ কর্তৃ +ক। বি; পু।

ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় বহির্ভাগে তিব্বত দেশীয় মানস-সরোবর হ্রদের উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হিমালয়ের শৃঙ্গ। মহাদেবের আবাস বলিয়া হিন্দুর চক্ষে কৈলাস পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রধান তীর্থস্থান। কৈলাসের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২২০০০ ফুট। উচ্চতা এবং দূরত্ব হেতু অধিকসংখ্যক তীর্থযাত্রী এখানে যাইতে সমর্থ হয় না। পর্বতের পাদদেশ বেষ্টন করিয়া একটি পথ আছে; সেই পথটি পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে যাত্রিগণের প্রায় তিন সপ্তাহ সময় লাগে।

কৈলাসচন্দ্র বসু- ইনি ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় এক প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন এবং সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করেন। কৈলাসচন্দ্রের পিতার নাম হরলাল বসু। কলিকাতার নবীনমাধব দে কর্তৃক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে এবং তৎপরে ওরিয়েন্টাল্ সেমিনারীতে কৈলাসচন্দ্র প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন, কিন্তু অচিরকালমধ্যেই পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অল্পবয়সেই কর্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হন। প্রথমে ইনি ককারেল অ্যাণ্ড কোম্পানির আফিসে সামান্য কেরানীর পদ প্রাপ্ত হন, পরে অনুমান ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে মিলিটারী অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেলের আফিসে একটি কর্ম গ্রহণ করেন। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী রেভারেণ্ড ডাক্তার আলেকজাণ্ডার ডফ এক সভায় খ্রীষ্টধর্মের শ্রেষ্ঠতাসম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া কৈলাসচন্দ্র অপূর্ব তর্কশক্তিদ্বারা ডফের যুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন করেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি Literary Chronicle নামে এক ইংরেজী মাসিকপত্র বাহির করেন। উহা যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় টাউন হলে আহুত এক বিরাট সভায় কোনও রাজনীতিক বিষয় উপলক্ষ করিয়া কৈলাসচন্দ্র একটি হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা দেন। এই সময় হইতেই ইনি সুবক্তা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাত্মা বেথুন সাহেবের স্মরণার্থে Bethune Society নামে যে সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা হয়, ঐ সভায় কৈলাসচন্দ্র বহু সারগর্ভ ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তথায় পঠিত ইহার The Woman of Bengal শীর্ষক একটি প্রস্তাব শ্রবণে বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী বীডন সাহেব এতদূর প্রীত হন যে ইহাকে বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের দপ্তরে একটি উচ্চবেতনের পদে নিযুক্ত করেন।

কৈলাসচন্দ্র এদেশের রমণীগণের উন্নতিকল্পে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। ডাক্তার ডফ ইহার গুণে নিরতিশয় মুগ্ধ ছিলেন। তিনি বেথুন সভার সভাপতি হইলে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্রকে উক্ত সভার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র অষ্টাদশ বর্ষকাল উক্ত সম্মানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময়ে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক Civil Finance Commission নামক অনুসন্ধানসমিতি নিযুক্ত হইলে উহার সভাপতি স্যার রিচার্ড টেম্প্‌ল্ কৈলাসচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া ইহাকেই উহার সহকারী নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র "বেঙ্গল রেকর্ডার", "ইণ্ডিয়ান ফিল্ড", "হিন্দু পেট্রিয়ট", "বেঙ্গলী" প্রভৃতি পত্রে নানাবিষয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর পরিচালনের জন্য এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্যতম উদ্যোগী সভ্য ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই অগাস্ট ইহার মৃত্যু হয়।

কৈলাসনাথ শিব; কুবের। ৬তৎ। বি; পু।

কৈলাসেশ্বর—শিব; কুবের। কৈলাসের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

কৈশিক—১। কেশসমূহ। কেশ শব্দ+ ষ্ণিক। বি; ক্লী। ২। শৃঙ্গাররস; কাম। বি; পু। ৩। কেশসম্বন্ধীয়; কেশের ন্যায় সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী - **কৈশিকী**।

কৈশিকতা—একটি কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট (অর্থাৎ কৈশিক) নলকে জলাদি তরল দ্রব্যে নিমগ্ন করিলে যে অন্তঃ ও বহিঃ প্রবাহের ব্যাপার দৃষ্ট হয় তাহা। কৈশিক শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কৈশিকাকর্ষণ—যে শক্তিপ্রভাবে কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নল বা তত্তুল্য বস্তু দিয়া জলাদি তরল দ্রব্য সঞ্চারিত হয়, capillary attraction. কৈশিক যে আকর্ষণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

কৈশিকাবনতি—কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট নলের অভ্যন্তরে তরল পদার্থের অবনতি, capillary depression. কৈশিকী যে অবনতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৈশিকী—১। কেশসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। নাটকের রচনা বিঃ। বি; স্ত্রী।

কৈশিকোন্নতি—কেশসদৃশ সূক্ষ্ম ছিদ্র-

বিশিষ্ট নলের অভ্যন্তরে তরল পদার্থের উন্নতি, capillary elevation. কৈশিকী যে উন্নতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

কৈশোর-বাল্যকাল; শিশু অবস্থা, দশম বর্ষ হইতে পঞ্চদশ বর্ষ পর্যন্ত কাল। কিশোর+ক ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

কৈশ্য-কেশজাল। কেশ+ষ্য। বি; স্ত্রী।

কো—১। কে; কেহ। সর্ব। ২। দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির চিহ্ন (কে, রে)। প্রা কপ্র। হি।

কোই—কেহ; কাহাকেও; কোন ব্যক্তি, লোক। প্রা কপ্র। হি।

কোইল—কোকিল। প্রা কপ্র। বি; পুং। স্ত্রী—**কোইলী**।

কোং—বণিক্‌সম্প্রদায়, সওদাগরসঙ্ঘ। ইংরেজী কোম্পানি (company) শব্দের সংক্ষেপ। বি।

কোঁক, কোঁখ—উদর। <কুক্ষি। বি।

কোঁকড়া—কোঁকড়ানো; বক্র; কুটিল; জড়সড়। <কুঞ্চিত। বিণ।

কোঁকড়ানো-কুঞ্চিত করা বা হওয়া, গুটানো, জড়সড় করা বা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

কোঁকানো—কোঁ কোঁ শব্দে কাতরধ্বনি করা, মৃদুস্বরে গোঙানো। প্রাদে। ক্রি।

কোঁকালা—কোঁ কোঁ বা কুঁ কুঁ শব্দকারী। প্রা কপ্র। বিণ।

কোঁ কোঁ—অনুকার শব্দ বিঃ; পেটের শব্দ; কুন্থন শব্দ। বাংপ্র। বি।

কোঁচ-১। মাছমারা টেঁটা বিঃ। প্রাদে। ২। কুচবিহার রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলের জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

কোঁচকা—কোঁকড়, কুঞ্চন; ধোঁকা, সংশয়, সন্দেহ। বাংপ্র। বি।

কোঁচকানো কোঁচকা পড়া, কোঁকড়ানো। প্রাদে। ক্রি।

কোঁচড়, কোঁচল—পরিহিত কটিবস্ত্রের সম্মুখ ভাগ; ঐ ভাগ দ্বারা রচিত থলির মত আধার; কোল। প্রাদে। বি।

কোঁচা—পরিহিত ধুতির যে কুঞ্চিত অংশ সম্মুখে গোঁজা থাকে। বাংপ্র। বি।

কোঁচানো, কুঁচানো ১। কোঁচা রচনা করা। ক্রি। ২। কুঞ্চিত। বাংপ্র। বিণ।

কোঁড়, কোঁড়া—নবাঙ্কুর, কুঁড়ি, কোরক; বাঁশের অঙ্কুর। প্রাদে। বি।

কোঁড়া-কোঁড়, কুঁড়ি, নবাঙ্কুর; মৃত্তিকা-খনক। প্রাদে। বি।

কোঁত, কোঁথ-কুন্থন; কাতরানি। বাংপ্র। বি।

কোঁতকা—মোটা লাঠি বা লগুড়, খেঁটে। বাংপ্র। বি।

কোঁতানো, কুঁতানো, কোঁথানো, কুঁথানো—কোঁত পাড়া, কোঁথ দেওয়া; অব্যক্ত কাতর ধ্বনি করা, কোঁকানো, গোঙানো। বাংপ্র। ক্রি।

কোঁথ—'কোঁত' দ্রঃ

কোঁথানো-'কোঁতানো' দ্রঃ। [বি।

কোঁদল—কোন্দল, ঝগড়া, কলহ। বাংপ্র।

কোঁদা, কুঁদা-কুঁদযন্ত্রে কাটিয়া কাটিয়া নির্মাণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

কোঁদুলে-ঝগড়াটিয়া, কলহপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

কোঁস্তা-সম্মার্জনী, নরম ঝাঁটা, ঝাড়ন।

কোক—১। ভেক; তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ; বিষ্ণু; খর্জুর বৃক্ষ; জ্যেষ্ঠী; চক্রবাক। কুক (গ্রহণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। অল্প পোড়া পাথুরিয়া কয়লা, ইহা রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়। < ইং 'coke'. বি।

কোকনদ-রক্তপদ্ম; রক্তকুমুদ, রাঙ্গাসুঁদি, নালফুল। কোক (চক্রবাক)—শিজত নদ্ (শব্দ করানো)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

কোকবন্ধু-সূর্য। কোকের (চক্রবাকের) বন্ধু, ৬তৎ। বি; পুং।

কোকিল-স্বনামখ্যাত পক্ষী, পিক। কুক (শব্দ করা)+ইল কর্তৃ। বি; পুং।

কোকিলকণ্ঠ—১। কোকিলের কণ্ঠ বা গলা কিংবা স্বর। ৬তৎ। বি; পুং বা ক্লী। ২। কোকিলতুল্য কণ্ঠধ্বনিবিশিষ্ট, মধুর-স্বর। কোকিলের ন্যায় কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

কোকিলবন্ধু-কোকিলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কোকিলেক্ষু—কৃষ্ণেক্ষু, কাজলা আক। কোকিলবর্ণ যে ইক্ষু, মধ্যপ। বি; পুং।

কোকেন—মাদকদ্রব্য বা ঔষধ বিঃ। <ইং 'cocaine'. বি।

কোঙর, কোঙার-১। কুমার; তনয়, সন্তান। প্রা কপ্র। ২। জাতিবিশেষের বংশগত উপাধি। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী—**কোঙরী, কোঙারী**।

কোঙা, কোঙ্গা—কুব্জ, কুঁজা, বক্রদেহ। প্রাদে। বিণ।

কোঙার—'কোঙর' দ্রঃ।

কোঙ্কণ—১। মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রদেশ বিঃ। কোম্ (অনুকরণ শব্দ)—কণ্ (শব্দ করা)+অল্ অধি। বি; পুং। ২। আয়ুধ বিঃ। বি; স্ত্রী।

কোঙ্কণা—পরশুরামের মাতা [ইঁহার অপর নাম রেণুকা]। বি; স্ত্রী।

কোঙ্গা—'কোঙা' দ্রঃ।

কোচ—১। সংকোচ। কুচ্+অল্ ভাব। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। ধীবর, তিওর, মালো; কুচবিহার অঞ্চলের জাতি বিঃ। বি; পুং। স্ত্রী—**কোচনী, কুচনী**। ৩। শকট, গাড়ি। <ইং 'coach'. ৪। পর্যঙ্ক, খট্বা, খাট। <ইং 'couch'. বি।

কোচওয়ান, কোচমান, কোচো-য়ান—শকটবান্, শকটচালক, গাড়োয়ান। <ইং 'coachman'. বি।

কোচ-বাক্স-ঘোড়ার গাড়িতে শকট-চালকের আসন। <ইং 'coach-box'. বি।

কোচবিহার-'কুচবিহার' দ্রঃ।

কোচিন—দক্ষিণ ভারতের একটি অঞ্চল। ইহা পূর্বে চেরুমন পেরুমল নামক রাজার অধিকৃত কেরল প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। চেরুমন পেরুমল খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজ্যত্যাগ করিয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণপূর্বক মক্কা তীর্থে গমন করেন এবং তথায় কালগ্রাসে পতিত হন। উক্ত শতাব্দীর অন্তিমভাগে চোলগণ কেরল রাজ্য আক্রমণ করিয়া খণ্ডীকৃত করে। ১৫০২ অব্দে পোর্তুগীজগণ কোচিন শহরে দুর্গ নির্মাণ করিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান। কালিকটের জামোরিনের সহিত কোচিন রাজগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পোর্তুগীজ-গণ কোচিন রাজগণকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। তদ্ধেতু কোচিন দেশে ইঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বদ্ধমূল হয়। ১৬৬৩ অব্দে ওলন্দাজগণ সেই প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করিয়া এখানে নিজাধিকার স্থাপন করে। ১৭৭৬ অব্দে হায়দার আলি কোচিন রাজ্য আক্রমণ করেন এবং রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করাইয়া তাঁহার নিকট কর গ্রহণ করেন। ১৭৯১ অব্দে টিপু সুলতান রাজ্যটি ইংরাজকে অর্পণ করেন। ইংরাজ কোচিনরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া তাঁহাকে ইংরাজাধীন করেন। কোচিন নারিকেল ও তজ্জাত পণ্য দ্রব্যের নিমিত্ত বিখ্যাত।

কোজাগর—আশ্বিনী পূর্ণিমা। কঃ (কে) +জাগর (জাগিয়া আছ); উক্ত তিথিতে নিশাকালে লক্ষ্মী বলেন,—নারিকেলের জল পান করিয়া মহীতলে কে জাগিয়া আছে, তাহাকে আমি সম্পত্তি দিব। বি; পুং।

কোট—১। কুটীর; কেল্লা। কুট (বক্র করা)+অল্ কর্ম। ২। কুটিলতা; বক্রতা। কুট+অল্ ভাব। বি; পুং। ৩। আপনার স্থান, অধিকার, গণ্ডি, সীমা; জিদ বা জেদ, গোঁ; পণ, সংকল্প, প্রতিজ্ঞা; জনপদ, গ্রাম, নগর। বাংপ্র। ৪। এক

রকম জামা ; বিদেশী পরিচ্ছদ, পোশাক। <ইং 'coat'. ৫। আদালত। ইং < 'Court'. বি।

কোটক—কুটীরনির্মাতা, ঘরামি ; কুম্ভকার-রমণীর গর্ভে রাজমিস্ত্রীর ঔরসে এই জাতির উদ্ভব। কোট+কণ্ ; অথবা কোট—কৃ+ড কর্তৃ। বি ; পু।

কোটন—কুটন, গুঞ্জন, চূর্ণন ; খণ্ডশঃ কর্তন ; ছোট ছোট করিয়া কাটা ; কোটনা। বাংপ্র। বি।

কোটনা—দুরতদূত, স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ-মিলনসাধক ; কর্ণেজপ, অসাক্ষাতে পর-নিন্দক, যে অন্যের বিরুদ্ধে লাগানো ভাঙ্গানো করে। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রী, **-কুটনী**।

কোটনাগিরি কোটনামো (তাহা দ্রঃ)।

কোটনাপনা কোটনামো (তাহা দ্রঃ)।

কোটনামো, কোটনামি—কোটনার কার্য, দুরতদৌত্য ; পরনিন্দা, অন্যের বিরুদ্ধে লাগানো ভাঙ্গানো। বাংপ্র। বি।

কোটবী—বিবসনা নারী, উলঙ্গা স্ত্রী ; কালী, দুর্গা। কোট বা+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কোটর বৃক্ষগহ্বর, গাছের খোঁড়ল ; গর্ত ; ছোট ঘর। কোট—রা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

কোটরগত—বৃক্ষগহ্বরপ্রাপ্ত ; গহ্বরমধ্যে প্রবিষ্ট ; অত্যন্ত দুর্বলতাপ্রযুক্ত চক্ষুগহ্বরগত ('— চক্ষু')। ২তৎ। বিণ।

কোটরপ্রবিষ্ট বৃক্ষগহ্বরের অন্তর্গত, গহ্বরমধ্যে গত। ২তৎ। বিণ।

কোটরী—বিবসনা নারী, উলঙ্গা স্ত্রী ; চণ্ডিকা। কোটর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কোটা ১। ইষ্টকালয়, পাকাবাড়ি ; দালান, ইমারত ; ঘর, কক্ষ, প্রকোষ্ঠ ; শালা, স্থান, তল বা তালা। বি। ২। কুট্টিত করা, গুঁড়ানো, চূর্ণ করা ; ছোট ছোট করিয়া কাটা ; পুনঃ পুনঃ আঘাত করা, ঠোকা। বাংপ্র। ক্রি।

কোটাল কোতওয়াল, নগররক্ষক, প্রহরী, চৌকিদার ; নিম্নশ্রেণীর হিন্দু জাতি বিঃ, নমঃশূদ্র ; অমাবস্যা ও পূর্ণিমার প্রবল জোয়ার। বাংপ্র। বি।

কোটালিয়া কোটাল বা কোতওয়াল, চৌকিদার, প্রহরী। প্রা কপ্র। বি।

কোটালী—থানা, ফাঁড়ি। বাংপ্র। বি।

কোটি—উৎকর্ষ ; খড়্গাদির অগ্রভাগ ; ধনুকের কোণ ; সমকোণী ত্রিভুজের সম-কোণের পার্শ্বস্থ লম্বরেখা ; শতলক্ষ সংখ্যা, ক্রোর, ১,০০,০০,০০০। বি ; স্ত্রী।

কোটিকল্প, কোটীকল্প—১। ব্রহ্মার শতলক্ষ দিবস, অর্থাৎ বহুবৎসর অনন্ত-কাল। মদ্যপ। বি ; পু। ২। শতলক্ষ কল্পব্যাপী, বহুবর্ষব্যাপী, অনন্তকাল স্থিতি-শীল। কোটি বা কোটী কল্প যাহার, বহু। বিণ। ৩। অনন্ত কাল ব্যাপিয়া, চির-কাল ধরিয়া। ক্রি-বিণ। অ।

কোটি-কোটি—অগণ্য, অসংখ্য। বাংপ্র। বিণ।

কোটিপতি, কোটীপতি যাহার শত-লক্ষ টাকা আছে। ৬তৎ। বি ; পু।

কোটী—১। খড়্গাদির অগ্রভাগ ; কোটি, শতলক্ষ। কোটি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। কুটিলতা ; কোট। প্রা কপ্র। বি।

কোটীর কিরীট, মুকুট ; জটা। কোটি ঈর্ (প্রেরণ করা)+অন্ কর্তৃ ; অথবা, কুট্ (বক্র হওয়া)+ঈরন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কোটীশ—কোটীপতি, ক্রোরপতি। কোটির বা কোটীর ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

কোটীশ্বর—কোটিপতি, ক্রোরপতি। কোটির বা কোটীর ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

কোটেশন—উদ্ধারচিহ্ন, শব্দ বা বাক্য অন্য-কথিত ইহা দেখাইবার জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন (" ") ; মূল্যতালিকায় নির্দিষ্ট মূল্য। ইং < 'quotation'. বি।

কোট্ট—দুর্গ, কেল্লা। কুট্ট্ (কোটা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

কোট্টবী—উলঙ্গা স্ত্রী ; কালী, দুর্গা। কোট্ট — বা+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

কোঠা—কোটা, দালান, ইমারত ; কুঠারি, কামরা, কক্ষ ; পর্যায়, শ্রেণী। <কোষ্ঠ। বি।

কোঠাবাড়ি, কোঠাবাড়ী—পাকাবাড়ি, ইষ্টকালয়। বাংপ্র। বি।

কোঠি, কোঠী—কুঠি, দোকান, দালান ; মোকাম। <কোষ্ঠিকা। বি।

কোড়া—১। কশা, প্রতোদ, চাবুক, বেত ; জাতি বিঃ, ধাঙ্গড়, কুলি। হি-মু। ২। মূল। বি। ৩। খুঁড়া, খনন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

কোণ—১। মঙ্গল গ্রহ ; শনি। কুণ্+অন্ কর্তৃ। ২। গৃহাদির বিদিক্ ; অস্রি বা অশ্রি ; গৃহাভ্যন্তর ; সূক্ষ্ম প্রান্ত ; দুই রেখা সংলগ্ন হইলে তাহাদের পরস্পরের অবনতিকে কোণ বলে। কুণ্+অল্ অধি। ৩। অস্ত্রের ধার ; বীণাদিবাদন দণ্ড ; লগুড়, লাঠি। কুণ্+অল্ করণ। বি ; পু।

কোণকুণ—উৎকুণ, উকুন। কোণ—কুণ্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

কোণ-গাদা, -ঠাসা—যাহাকে এক কোণে চাপিয়া ধরা বা ঠেলিয়া ফেলা হইয়াছে ; পরাভূত ; অবহেলিত, উপেক্ষিত। বাংপ্র। বিণ।

কোণ-ঘেঁষা কুনো, লাজুক ; যে সর্বদা মিরিবিলি থাকিতে চায় এমন। বাংপ্র। বিণ।

কোণবীক্ষণ—কোণ-নিরূপণ যন্ত্র। কোণের বীক্ষণ হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি ; ক্লী।

কোণা—১। কোণ। হি। ২। প্রান্ত ; ধান্যাদির কাণকা। প্রা কপ্র। ৩। পানের সংখ্যা, ৩০টা ; এক-চতুর্থাংশ, সিকিভাগ, পোয়া। বি। ৪। কোণবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

কোণা-কাঞ্চি, কোণাকাঞ্চি—আঁদাড়পাঁদাড়, গলিঘুঁজি, অন্ধিসন্ধি। বাংপ্র। বি।

কোণা-কুনি—এক কোণ হইতে অপর কোণ পর্যন্ত বিস্তৃত, টেরচা। বাংপ্র। বিণ।

কোণাঘাত—যে স্থলে এক লক্ষ ঢক্কা ও দশ সহস্র ভেরী নিনাদিত হয়। কোণের আঘাত হয় যে স্থানে, বহু। বি ; পু।

কোণাচ—অন্ধিসন্ধি ; কোণাকুণি। বাংপ্র। বি।

কোণি—গ্রহণশক্তিহীন-হস্তবিশিষ্ট, বিকল-হস্ত, হাতখোঁড়া, কোপা। কুণ্+ইন্ কর্তৃ। বিণ।

কোতওয়াল, কোতোয়াল—পুলিস কর্মচারী, চৌকিদার ; প্রহরী, নগররক্ষক, কোটাল। বাংপ্র। বি।

কোতরা—মাতগুড়, কাল ঝোলাগুড় ; তামাকমাখা চিটাগুড়। বাংপ্র। বি।

কোতোয়ালি—কোতোয়ালের কাজ বা স্থান। বাংপ্র। বি।

কোথা—কোন্ স্থানে, কোন্ থানে ; কোন্ স্থান ; আকস্মিক অঘটনের নিমিত্ত খেদ বা বিস্ময়সূচক অব্যয়। বাংপ্র। অ।

কোথাকার—কোন্ স্থানের। বাংপ্র। অ।

কোথাকে—কোন্ স্থানে, কোথায়। প্রাদে। অ।

কোথায়—কোন্ স্থানে। বাংপ্র। অ।

কোদণ্ড—১। ধনুক। কুণ্ (শব্দ করা)+অণ্ড্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। ধনুরাশি ; দেশ বিঃ ; ভ্রূ। বি ; পু।

কোদণ্ডটংকার—ধনুষ্টংকার, ধনুকে ছিলা দিয়া শব্দ করা। ৬তৎ। বি ; পু।

কোদলানো—কোদাল দিয়া মাটি কাটা। বাংপ্র। ক্রি।

কোদাল, কোদালি—ভূমিখননের অস্ত্র বিঃ। কুদ্দাল বা কুদাল শব্দজ। বাংপ্র। বি।

কোদালিয়া, কোদালে—কুদ্দাল-চালক, কুদালদ্বারা ভূমিখনক। বাংপ্র। বিণ।

কোদো—শস্য বিঃ। <কোদ্রব। বি।

কোদ্রব—দরিদ্রভক্ষ্য শস্য বিঃ, কোদো। বি।

কোধ-রোষ, কোপ। <ক্রোধ। বি।

কোন্-কেননা; কিসে, কি; কে; কেন। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

কোন—অনির্দিষ্ট এক। বাংপ্র। বিণ।

কোনও, কোনো—অনির্দিষ্ট এক; কেহ কেহ; কিছু। বাংপ্র। বিণ।

কোনা—বেত বা বাঁশের মাপ-পাত্র, কুনিকা; চাল ধরিয়া রাখিবার নিমিত্ত মাটির ঘরের কোণে পোতা কাঠ। বাংপ্র। বি।

কোনাচ, কোনাচি—চালের কোণের কাঠ বা বাঁশ; কোণের দিক্। বাংপ্র। বি। [বি।

কোন্দল—কলহ, ঝগড়া, বিবাদ। বাংপ্র।

কোন্দলিয়া—কলহপ্রিয়, ঝগড়াটিয়া। বাংপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী—**কোন্দলী**।

কোপ-১। ক্রোধ; বিরক্তি, অসন্তোষ। কুপ্ (কুপিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। খড়্গাদির আঘাত, চোট; বলি বা বলিদান। বাংপ্র। বি।

কোপকটাক্ষ—ক্রুদ্ধ হইয়া বক্রভাবে দৃষ্টি করা। কোপজনিত যে কটাক্ষ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

কোপ-ঝাপ—ছোট বড় বস্তুর কোপ; ক্ষুদ্র বৃহৎ অস্ত্রাঘাত। বাংপ্র। বি।

কোপ-জ্বলিত, -দীপ্ত-ক্রোধে অনল-প্রায় জ্বলন্ত, অর্থাৎ দারুণ রোষাবিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

কোপন—১। ক্রুদ্ধস্বভাব, রাগী। কুপ্ (কুপিত হওয়া)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। অসুর বিঃ। বি; পু।

কোপনপ্রকৃতি, -স্বভাব-ক্রুদ্ধস্বভাব, যে সহজেই ক্রুদ্ধ হয়। কোপনা প্রকৃতি বা কোপন স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

কোপনীয়—কোপের যোগ্য, যাহার প্রতি ক্রোধ করা কর্তব্য। কুপ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

কোপবশ—ক্রোধপরবশ, কোপন, ক্রুদ্ধ-স্বভাব। ৬তৎ। বিণ।

কোপবান্ (-বৎ) কোপযুক্ত, ক্রোধান্বিত, রোষাবিষ্ট, ক্রুদ্ধ। কোপ+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

কোপা—কুর্প, বিকলহস্ত। বাংপ্র। বিণ।

কোপানল—ক্রোধরূপ অগ্নি। কোপরূপ যে অনল, রূপক। বি; পু।

কোপানো—পুনঃ পুনঃ কোপ মারা, চোটানো; ছেদন করা, কাটিয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি।

কোপাবিষ্ট—ক্রুদ্ধ। কোপ দ্বারা আবিষ্ট (ব্যাপ্ত), ৩তৎ; অথবা কোপে আ বিষ্ট (অভিনিবিষ্ট), ২তৎ বা ৭তৎ। বিণ।

কোপার্নিকাস, নিকোলাস (Coparnicus, Nicolas)—(১৪৭৩—১৫৪৩ খ্রীঃ)। বিখ্যাত জ্যোতির্বিৎ ও গণিতজ্ঞ। ইনি জাতিতে পোল। পাশ্চাত্ত্য জগতে ইনিই প্রথম প্রকাশ করেন যে, সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।

কোপি-শীতকালের বিদেশীয় শাক বিঃ। ইহার নানা জাতি আছে-যথা, ফুল-কোপি, বাঁধাকোপি, ওলকোপি। বাংপ্র। বি।

কোপিত-১। জাতকোপ, যাহার কোপ জন্মিয়াছে। কোপ+ইত জাতার্থে। ২। যাহার কোপ জন্মানো হইয়াছে। কুপ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

কোপী (কোপিন্)—ক্রোধী, রোষাবিষ্ট। কোপ+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কোপিনী**।

কোপ্তা—ভাজা পিষ্টমাংস। <ফা 'কোফ্তাহ্'। বি।

কোব—ক্রোধ, রাগ। <কোপ। প্রা কপ্র। বি।

কোবালা বিক্রয়পত্র বা দলিল। আ। বি।

কোবিদ—১। পণ্ডিত লোক, জ্ঞানিজন; দক্ষ ব্যক্তি। কু (শব্দ করা)+বিচ্ কর্তৃ =কো (যাহা শব্দ করে বা শিক্ষা দেয়); কো শব্দ বিদ্ (জানা)+ক কর্তৃ। বি; পু। ২। জ্ঞানী, পণ্ডিত; দক্ষ, নিপুণ। বিণ।

কোবিদবৈদ্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ।

কোবিদার কাঞ্চন গাছ; মন্দার; পারিজাত। কু শব্দ (পৃথিবী)—বি—দৃ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

কোমর-কটিদেশ, মাজা, কাঁকাল। বাংপ্র। বি। **কোমর বাঁধা**-কার্য-সাধনের জন্য উদ্যোগী হওয়া। **কোমর ভাঙ্গা**—মাজা ভাঙ্গিয়া যাওয়া; নিরুদ্যম হওয়া। [বাংপ্র। বি।

কোমরপাটা শিশুদের কটিভূষণবিশেষ।

কোমরবন্দ—কোমরের পেটি, কটিবন্ধ। বাংপ্র। বি।

কোমল—মনোহর, মৃদু, ললিত, সুকুমার, পেলব, নম্র, নরম; কঠিন নয়, সহজ। কু (শব্দ করা)+মল কর্তৃ; অথবা, কম (কামনা করা)+কল কর্ম। বিণ।

কোমলতা, কোমলত্ব-মনোহরত্ব; মৃদুতা, নম্রতা; অকঠিনত্ব। কোমল শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

কোমলপ্রাণ—১। করুণচিত্ত, কোনও করুণরসময় ব্যাপার দেখিলে যাহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। কোমল প্রাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। করুণ হৃদয়; কোমল যে প্রাণ, কর্মধা। বি; পু।

কোমলমতি-কোমলহৃদয়, দয়ার্দ্রচিত্ত, সুকুমারমতি। কোমলা মতি যাহার, বহু। বিণ।

কোমলস্বভাব—১। মৃদু প্রকৃতি, ঠাণ্ডা-মেজাজ। কোমল যে স্বভাব, কর্মধা। বি; পু। ২। মৃদুপ্রকৃতিযুক্ত, নম্রস্বভাববিশিষ্ট। কোমল স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

কোমলহৃদয় ১। মৃদুচিত্ত, সুকুমার অন্তঃকরণ। কোমল যে হৃদয়, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। মৃদুচিত্তযুক্ত, কোমল-প্রাণ, দয়ার্দ্রচিত্ত। কোমল হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

কোমলাঙ্গ-১। মৃদু দেহ, নম্রগাত্র, নরম গা। কোমল যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সুকুমার দেহযুক্ত, নরম দেহ-বিশিষ্ট। কোমল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কোমলাঙ্গী**।

কোমলাঙ্গী (-ঙ্গিন্) সুকুমার দেহবিশিষ্ট, নরম গাত্রযুক্ত। কোমল যে অঙ্গ সে কোমলাঙ্গ, কর্মধা, তাহা আছে ইহার এই অর্থে কোমলাঙ্গ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী-**কোমলাঙ্গিনী**।

কোমলাসন-মৃগচর্মের আসন। কর্মধা। বি; ক্লী।

কোমলাস্থি নরম হাড়, নরম মাংসবৎ হাড়, cartilage. কর্মধা। বি; ক্লী।

কোমলিনী-কোমল বা কোমলা। প্রা কপ্র। বিণ; পু বা স্ত্রী।

কোম্পানি, -নী—একসঙ্গে বাণিজ্য-করণার্থে মিলিত বণিক্‌সম্প্রদায়, যৌথ কারবারে মিলিত সওদাগরসংঘ; ইংরাজ গভর্নমেণ্ট বা রাজসরকার (কারণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এক যোগে ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া এ দেশের রাজত্ব লাভ করেন)। <ইং 'Company'. বি।

কোম্পানির কাগজ—গভর্নমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত ঋণের স্বীকারপত্র, Govt. paper. **কোম্পানির মুলুক**—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত দেশ বা রাজ্য।

কোয়—কাহাকেও। প্রা কপ্র। সর্ব।

কোয়লা—কোকিল। হি-মু। বি।

কোয়া—কোষ (কাঁঠাল বা রেশমাদির)। বাংপ্র। বি।

কোয়াশা কুয়াসা, কুজ্ঝটিকা; হিম। প্রা কপ্র। বি।

কোর-১। বক্রতা, বাঁক; কুটিলতা, ক্রূরতা; কলপ, মাড়। বাংপ্র। ২। ক্রোড়, কোল। প্রা কপ্র। বি।

কোরক—পুষ্পমুকুল, কুট্মল, কুঁড়ি ; মৃণাল ; কঙ্কোল। কুর্+ণক কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

কোরকাপ, কোরকার - বক্রতা, বাঁকচুর, কুটিলতা, কপটতা। বাংপ্র। বি।

কোরকোদ্গম—কুঁড়ি ধরা। ৬তৎ। বি ; পু।

কোরণ্ড—কুরণ্ড, কোষবৃদ্ধিরোগ, hydrocele. বাংপ্র। বি।

কোরফা, কোর্ফা—জমাই স্বত্বধারী প্রজার অধীন ও অস্থায়ী ('—প্রজা')। ফা। বিণ।

কোরবানি - মুসলমানদিগের ধর্মানুগত বলিদান। <আ 'কুরবানি'। বি।

কোরমা, কোর্মা বিনা জলে শুষ্ক মসলা ও দধি প্রভৃতির সংযোগে রন্ধিত মাংস। তু। বি।

কোরা—১। নূতন, অব্যবহৃত, আধোয়া ('—কাপড়')। বিণ। ২। রজ্জু, দড়া ; কুরিয়া তৈয়ারী বস্তু। প্রাদে। বি। ৩। কুরুনি দিয়া চাঁচা। বাংপ্র। ক্রি।

কোরান —আরবী ভাষায় লিখিত মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ। মুসলমানেরা বলেন যে, হজরত মহম্মদ স্বয়ং এই গ্রন্থের প্রণেতা নহেন ; তিনি স্বর্গীয় দূতমুখে ঈশ্বরের নিকট হইতে এই গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। ইহাতে একেশ্বরবাদ প্রকটিত হইয়াছে। এতৎপ্রকটিত ধর্মের নাম ইসলাম ধর্ম। <আ 'কুর্ আন'। বি।

কোরাস—গানের ধুয়া ; একসঙ্গে বহু লোকের গান। <ইং 'chorus'. বি।

কোরি—কলিকা, কুঁড়ি। প্রা কপ্র। বি।

কোর্ট—আদালত, ধর্মাধিকরণ। <ইং 'court'. বি।

কোর্তা—পা-জামার উপরে পরিবার জামা। <তু 'কুর্তা'। বি।

কোল—১। ক্রোড়, অঙ্ক ; আদর ; আলিঙ্গন ; ভেলা ; মাড় ; দেশ বিঃ। কুল্+অল্ অধি। বি ; পু। ২। পার্বত্য জাতি বিঃ ; ইহারা অতি প্রাচীনকালে মধ্য এসিয়া হইতে ভারতবর্ষে আগমন করে, পরন্তু ইহাদের পরে আগত দ্রাবিড় জাতি কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া পর্বতাদিতে আশ্রয় লয় ; অধুনা ইহাদিগকে বাঙ্গালার সীমান্তস্থিত দুর্গম পর্বতে দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহারা এক্ষণে ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী বলিয়া পরিগণিত।

কোল দেওয়া আলিঙ্গন করা।

কোল পাওয়া -মায়ের আদর পাওয়া।

কোল-আঁধার—নিজের ছায়ার জন্ত সম্মুখে অন্ধকার। বাংপ্র। বি।

কোল-কুঁজা, -কুঁজো—কোলের দিকে ঈষৎ আনত দেহ। বাংপ্র। বিণ।

কোল-জমা—গয়রকায়েমী বা কোর্ফা প্রজা। ফা। বি।

কোলন—যতিচিহ্ন বিঃ। <ইং 'colon'. বি।

কোলপাতলা—ঘর ছাওয়ায় খড়ের গোছা সকল কিছু দূরে দূরে বসানো। বাংপ্র। বিণ।

কোল-পোঁছা—জননীর সর্বশেষ (সন্তান), যাহার পর আর সন্তান হয় নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

কোলব্রুক, হেনরী টমাস (Henry Thomas Colebrooke)—জন্ম ১৫ই জুন, ১৭৬৫ খ্রীঃ। ইনি কোম্পানির কার্য গ্রহণ করিয়া ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে ভারতবর্ষে আসেন। প্রথম প্রথম ইনি প্রাচ্য সাহিত্যে বিরাগী ছিলেন ; কিন্তু কার্যের জন্ম সংস্কৃত ভাষা হইতে ব্যবহারশাস্ত্র শিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়া, উহার একটি সংকলন ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া "Digest of Hindu Law" নাম দিয়া একখানি গ্রন্থ ১৭৯১ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের জজ ছিলেন এবং অবৈতনিকভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যবহারের অধ্যাপনা করেন। ১৮০৭ হইতে ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। সম্পূর্ণ অন্ধ হইয়া ১৮৩৭ খ্রীঃ ১০ই মার্চ তথায় দেহত্যাগ করেন। ইংরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথম ইংরাজী ভাষায় সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন ও বেদ অধ্যয়ন করেন। ভারতীয় বীজগণিত ও জ্যোতিষ ইঁহার বিশেষ জানা ছিল। জৈনধর্ম সম্বন্ধেও ইঁহার গ্রন্থ আছে। ১৮১৪ খ্রীঃ অব্দে ইনি কোম্পানির পুস্তকাগারে ইঁহার সংগৃহীত মূল্যবান্ সংস্কৃত হস্তলিপিগুলি দান করিয়াছিলেন।

কোলসরা—স্ত্রী-আচারে ব্যবহৃত এবং রাঙ্গা সুতা দিয়া জড়াইয়া মুখামুখি করিয়া বাঁধা দুইখানি হলুদমাখানো সরা। প্রাদে। বি।

কোলা—বড় জালা ; একজাতীয় বৃহৎ ভেক। বাংপ্র। বি।

কোলাকুলি—পরস্পর আলিঙ্গন। বাংপ্র। বি।

কোলার—মহীশূরের জেলা বিঃ। কোলার জেলায় অবনী নামক একটি গ্রাম আছে। কেহ কেহ বলেন যে এই অবনী গ্রাম হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থের অন্যতম অবন্তিকা-ক্ষেত্র। কথিত আছে, লঙ্কা জয় করিয়া রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, সেই সময়ে তিনি এই গ্রামে একটি লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। আরও কথিত আছে যে, সীতাদেবী এই গ্রামেই লব ও কুশ নামক যমজ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন এবং এই গ্রামেই তাহারা বাল্মীকির নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্রাচীন সময়ে কোলার পল্লব রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। চোলগণ পল্লবরাজগণের উচ্ছেদ সাধন করিয়া কোলার নগর প্রতিষ্ঠিত করেন। চোলের পরে বল্লাল রাজগণ (১২শ শতাব্দী) এবং তাহার পর বিজয়নগরের রাজগণ (১৪শ শতাব্দী) কোলারে আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর ইহা কিছুকাল মুসলমান রাজগণের শাসনাধীন হয়। ১৭৯৯ খ্রীঃ হায়দার আলীর পুত্র টিপুর পতনে জেলাটি মহীশূর রাজ্যভুক্ত হয়। এই জেলায় অবস্থিত নন্দী দুর্গ নামক দুর্গটি ১৭৯১ অব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বে ইংরেজসেনা একুশ দিনের আঘাতের পর হস্তগত করে।

১৮৭৬ অব্দে কোলার জেলায় স্বর্ণখনির আবিষ্কার অভিপ্রায়ে পরীক্ষাকার্য আরব্ধ হয়।

কোলাহল—কল কল ধ্বনি, কলরব, গোলমাল। কোল—আ—হল্+অল্ ; কর্ম। বি ; পু।

কোলি—কুলগাছ ; কুলফল। কুল্ (মিলিত হওয়া)+ই কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

কোলিসর্প—যে সকল ক্ষত্রিয়কে সগর রাজা যবন করিয়াছিলেন। বি ; পু।

কোলী কুলগাছ। কোলি+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

কোশ, কোষ—১। কুট্মল, কুঁড়ি। কুশ্ বা কুষ্ (নির্গত হওয়া)+অন কর্তৃ। ২। আবরণ। …+অল্ করণ। ৩। খড়্গাদির আবরণ, খাপ ; পানপাত্র ; অভিধান ; মঞ্জুষা ; ধনাগার ; পোকার গুটি ; প্রাণী বা উদ্ভিদ্দেহের সূক্ষ্ম অংশ বিশেষ, cell ; কাঁটালাদির কোয়া। …+অল্ অধি। ৪। যোনি ; মুষ্ক ; ডিম্ব। …+অল্ অপা। বি ; পু বা স্ত্রী। ৫। কোষকাবা। বি ; স্ত্রী। ৬। ৮০০০ হাত দূরত্ব। <ক্রোশ। বি।

কোশকার, কোষকার—গুটিপোকা ; অভিধানকর্তা ; ইক্ষু, আক। কোশ বা কোষ শব্দ কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

কোশপাল—কোষাধ্যক্ষ, ধনরক্ষক, খাজাঞ্চী, ভাণ্ডারী। ৬তৎ। বি ; পু।

কোশবান্ (-বৎ)—কোষযুক্ত, ধনাগারবিশিষ্ট, ধনবান্। কোশ+বতু যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**কোশবতী**।

কোশল, কোসল—কাশীর উত্তর অযোধ্যা-প্রদেশ সমেত সমগ্র ভূভাগ, ইহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল উত্তর কোশল ও দক্ষিণ কোশল। এই দক্ষিণ কোশলে রামরাজ্যের রাজধানী অযোধ্যানগরী অবস্থিত ছিল। কু শব্দ (পৃথিবী)—শল্ বা সল্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কোশলা—কোশল, অযোধ্যা। কোশল+আপ্। বি; স্ত্রী।

কোশলাত্মজা—দশরথের প্রধানা মহিষী কৌশল্যা, রামের জননী। কোশল শব্দ+ক=কোশল (কোশলদেশের রাজা); কোশলের আত্মজা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কোশলিক, কোষলিক উৎকোচ, ঘুষ। কোশ (বা কোষ)—লা+ই, কণ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

কোশা—১। পূজাদি কার্যে ব্যবহার্য তাম্র-নির্মিত জলপাত্র বিঃ; অঞ্জলি, করকুণ্ড। বাংপ্র। ২। ছোট নৌকা, ডিঙ্গি, ডোঙ্গা। প্রা কপ্র। বি।

কোশা-কুশি—পূজাদি কার্যে জল রাখিবার তাম্রপাত্র এবং তাহা হইতে জল তুলিবার ক্ষুদ্রতর তাম্রপাত্র। বাংপ্র। বি।

কোশী, কোষী—ক্ষুদ্র কোষা; জুতা; শস্যের শুঁয়া; শিম্বিকা। কুশ বা কুষ (নির্গত হওয়া)+অস্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ফলের কুড়ি, কচিফল। বি।

কোষ—'কোশ' দ্রঃ।

কোষক—ডিম্ব, অণ্ড; মুষ্ক, অণ্ডকোষ। কোষ+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

কোষকাব্য—কবিতাবলী; বিবিধ কবিতা-সংবলিত কাব্যগ্রন্থ; পরস্পর নিরপেক্ষ শ্লোকসমূহ। বি; ক্লী।

কোষকার—'কোশকার' দ্রঃ।

কোষবৃদ্ধি—অণ্ডকোষ স্ফীত হওয়া, কুরণ্ড-রোগ; ধনের বৃদ্ধি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কোষলিক—'কোশলিক' দ্রঃ।

কোষ-শূন্য, -হীন—মুষ্করহিত, হিজড়া, খাসী; নির্ধন, দরিদ্র। ৩তৎ। বিণ।

কোষা—১। কোশা (সকল অর্থে)। ২। লেবু প্রভৃতি ফলের কোয়া। বাংপ্র। বি।

কোষাগার—ধনাগার। কোষই (ধনাগারই) যে আগার, কর্মধা। বি; ক্লী।

কোষাধ্যক্ষ—ধনাগারের তত্ত্বাবধারক, খাজাঞ্চি, ধনরক্ষক, treasurer; কুবের। কোষের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

কোষ্কিক—কষ্টিপাথর। প্রা কপ্র। বি।

কোষ্মী—'কোশী' দ্রঃ।

কোষ্ঠ—কোষ্ঠ, মলনিঃসরণ, বাহ্যে। বাংপ্র। বি।

কোষ্টা—এক প্রকার পাট। বাংপ্র। বি।

কোষ্ঠ—১। গৃহমধ্য; উদরমধ্য, মলাশয়, bowels; শস্যাগার; গোলা, আত্মীয় ব্যক্তি। কুষ্+থন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। আত্মীয়; স্বকীয়, স্বীয়, নিজ। বিণ।

কোষ্ঠকাঠিন্য—উদরাশয়ের কঠোরতা, উদরমধ্যের কঠিনত্ব, পেটের মল শক্ত হইয়া যাওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠকাঠিন্য রোগযুক্ত। বাংপ্র। বিণ। বি. **-বদ্ধতা**।

কোষ্ঠবদ্ধ—কোষ্ঠকাঠিন্য। বাংপ্র। বি।

কোষ্ঠশুদ্ধি—উত্তমরূপ মলনির্গম; মলা-ধারের শোধন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

কোষ্ঠাগার—ধন ধান্য রাখিবার স্থান। কোষ্ঠই যে আগার, কর্মধা। বি; ক্লী।

কোষ্ঠাগ্নি—জঠরানল। কোষ্ঠের অগ্নি ইতি ৬তৎ, কিংবা কোষ্ঠস্থিত যে অগ্নি ইতি মধ্যপ। বি; পু।

কোষ্ঠিকা—কোষ্ঠী, জন্মপত্রিকা। কোষ্ঠী+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

কোষ্ঠী—জন্মপত্রিকা, ঠিকুজি, horoscope; পাশকাদি ক্রীড়াপাত্র। কোষ্ঠ শব্দ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কোষ্ণ—কবোষ্ণ, ঈষদুষ্ণ, অল্প গরম। কু (ঈষৎ) যে উষ্ণ, কর্মধা। বি; ক্লী বা বিণ।

কোসল—'কোশল' দ্রঃ।

কোহল—মদ্য বিঃ, alcohol; বাদ্য বিঃ; জনৈক সংগীতজ্ঞ নাট্যকার। কু (পৃথিবী)—হল+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

কোহিনুর—জগদ্বিখ্যাত ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ একখানি হীরক। এই সুবৃহৎ নয়নস্নিগ্ধ হীরকখানি কতকাল হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা জানিবার উপায় নাই। পূর্বে ইহা মালবের হিন্দু রাজার ছিল। আলাউদ্দিন খিলিজী মালবের অধীশ্বর হইলে হীরক-খানিও তাঁহার হয়। তৎপরে কোনক্রমে ইহা গোয়ালিয়রপতি বিক্রমাদিত্যের হস্তগত হয়। মোগলসম্রাট্ বাবর তাঁহার নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হন। তদবধি ইহা মোগলসম্রাট্দিগের অধিকারেই ছিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। সেই সময়ে নাদির শাহ্ এই হীরকের পরিচয় পাইয়া কৌশলে ইহা মহম্মদ শাহ্এর নিকট হইতে হস্তগত করেন, এবং ইহার নাম 'কোহিনুর' রাখেন। নাদিরের পর কোহিনুর তাঁহার পুত্রের অধিকারে যায়। তৎপরে কাবুলপতি আহম্মদ শাহ্ উত্তরাধিকারসূত্রে ইহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইহা তাঁহার জ্যেষ্ঠ শাহ্ সুজার হস্তগত হয়। শাহ্ সুজা যখন কাবুল হইতে পলায়ন করিয়া পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের আশ্রয় লন, সেই সময়ে রণজিৎ তাঁহার নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়া বিনিময়ে তাঁহার ভরণপোষণ জন্য বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। রণ-জিতের মৃত্যুর পর এই মহারত্ন তদীয় মহিষী ঝিন্দন ও নাবালক পুত্র দলিপ সিংহের অধিকারগত হয়। দলিপের নাবালক অবস্থায় গভর্নর-জেনারেল ডাল-হৌসী পঞ্জাবের কোষাগারে হস্তক্ষেপ করিয়া এই অমূল্যনিধি হস্তগত করেন, এবং পরে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। এক্ষণে ইহা ইংলণ্ডেশ্বরের মুকুটের শোভাবর্ধন করিতেছে। মহারানী ভিক্টোরিয়ার সময়ে ব্যবহারের উপযোগী করিবার জন্য ইহাকে কাটিয়া ইহার পূর্বাকার অপেক্ষা অনেক ছোট করা হইয়াছে।

কৌঁসুলি, কৌসুলি বিলাতী উকিল, ব্যারিস্টার। <ই 'counsel'. বি।

কৌক্কুটিক—দাম্ভিক ব্যক্তি; সন্ন্যাসী বিঃ। কুক্কুট+ষ্ণিক। বি; পু।

কৌক্ষ, কৌক্ষেয়—কুক্ষিসম্বন্ধীয়; কুক্ষি-বদ্ধ। কুক্ষি+ষ্ণ, ষ্ণেয়। বিণ। স্ত্রী—**কৌক্ষী, কৌক্ষেয়ী**।

কৌক্ষেয়ক কুক্ষিবদ্ধ খড়্গ। কৌক্ষেয়+কণ্। বি, পু।

কৌচ—পর্যঙ্ক, পালং, খাট; আরামচৌকি। <ইং 'couch'. বি।

কৌটা—টিন-কাষ্ঠাদি-নির্মিত ক্ষুদ্র পুট বা আধার, ছোট ডিপা। বাংপ্র। বি।

কৌটিক—১। কূটসম্বন্ধীয়, জালীয়, জালবারি, কৃত্রিম। বিণ। ২। কূটকারী, জালিয়াত ব্যাধ কূট শব্দ (ফাঁদ, ইত্যাদি)+ষ্ণিক। বি; স্ত্রী—**কৌটিকী**।

কৌটিলিক—ব্যাধ; কর্মকার। কুটিল+ষ্ণিক। বি; পু।

কৌটিল্য—১। কুটিলতা; ক্রূরতা; বক্রতা। কুটিল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী। ২। মৌর্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের ব্রাহ্মণ মন্ত্রী। ইনি চাণক্য বা বিষ্ণুগুপ্ত নামেও কথিত হইয়াছেন। ইঁহারই সাহায্যে চন্দ্রগুপ্ত অনুমান ৩২২ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে পরাক্রান্ত নন্দবংশের ধ্বংস করিয়া স্বীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ ইনি অতিশয় কুটিলনীতিজ্ঞ ছিলেন বলিয়া কৌটিল্য নামে খ্যাত হন ('চাণক্য' দ্রঃ)। কৌটিল্য "অর্থ-শাস্ত্র" নামে যে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তাহা সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে সেকন্দর শাহের ভারত আক্রমণের সমসাময়িক এদেশের যাবতীয় রাজ-নৈতিক ও সামাজিক বিবরণ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের পূর্বে যে সকল অর্থশাস্ত্র

প্রচলিত ছিল, তাহা অবলম্বন করিয়াই এই অভিনব অর্থশাস্ত্র লিখিত হয়। উত্তরাপথের শিল্পকলার অনেক কথাও ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। জার্মানির বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণার ফলে ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কৌটিল্যের প্রণীত অর্থশাস্ত্র একখানি অতি প্রামাণিক এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মৌর্যরাজত্বের ইতিহাস-রচনার পক্ষে ইহার প্রয়োজনীয়তা সর্ববাদিসম্মত।

কৌটুম্বিক কুটুম্বী, কুটুম্ববিশিষ্ট। কুটুম্ব+ ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কৌটুম্বিকী**।

কৌড়ি—কড়ি, বরাটক। হি। বি; স্ত্রী।

কৌণিক—কোণসম্বন্ধীয় ('—বিন্দু'); কোণে অবস্থিত, angular. কোণ+ ইক। বিণ।

কৌতুক কুতূহল, ঔৎসুক্য; ইচ্ছা; উৎসব; হর্ষ; মজা; আমোদ; পরিহাস, তামাশা। কুতুক+ষ্ণ স্বার্থে। বি; ক্লী।

কৌতুকপ্রিয়—হাস্যপরিহাসপ্রিয়, যে আমোদ করিতে ভালবাসে। কৌতুক হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

কৌতুকাবহ কৌতুকজনক। কৌতুকের আবহ (বহনকারী), ৬তৎ। বিণ।

কৌতুকিনী—১। কৌতুকযুক্তা ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ। বি; স্ত্রী।

কৌতুকী (কৌতুকিন্) কৌতুকযুক্ত; কৌতুককারী, পরিহাসকর্তা। কৌতুক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী— **কৌতুকিনী**।

কৌতুহল ঔৎসুক্য, কৌতুক, নূতন বিষয় জানিবার ইচ্ছা; অভিলাষ। কুতূহল+ষ্ণ স্বার্থে। বি; ক্লী।

কৌতুহলজনক—কৌতুককর; ঔৎসুক্য-জনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

কৌতুহলপরবশ—অত্যন্ত কুতূহলী। ৬তৎ। বিণ।

কৌতুহলাক্রান্ত—অত্যন্ত কৌতুহলী, উৎসুক। কৌতুহল দ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ।

কৌতুহলী (-হলিন্)—উৎসুক, নূতন জ্ঞানলাভেচ্ছু। কৌতুহল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কৌতুহলিনী**।

কৌতুহলোদ্দীপক—অত্যন্ত কৌতুহল-জনক, ঔৎসুক্যবর্ধক। কৌতুহলের উদ্দীপক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পিকা**।

কৌন্তিক প্রাস অস্ত্রধারী যোদ্ধা। কুন্ত (প্রাস অস্ত্র)+ষ্ণিক। বি; পু।

কৌন্তেয়—কুন্তিপুত্র, যুধিষ্ঠিরাদি। কুন্তি শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

কৌন্সিলী, কৌনসিলী—ব্যারিস্টার, বড় উকিল। <ইং 'counsel'. বি।

কৌপ ১। কূপবিষয়ক বা সম্বন্ধীয়। কূপ+ ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌপী**। ২। কূপোদক, কূপের জল। বি; ক্লী।

কৌপীন—চীরবসন, কচ্ছটিকা, কপনি, ল্যাঙ্গোট; গুহ্যদেশ; দুষ্কার্য; পাপ। কূপ+ঈন। বি; ক্লী।

কৌবের কুবের বিষয়ক বা সম্বন্ধীয়। কুবের+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী— **কৌবেরী**।

কৌমার—১। কুমারসম্বন্ধীয়। কুমার শব্দ+ ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌমারী**। ২। কুমারাবস্থা, বাল্যকাল, জন্মাবধি পঞ্চমবর্ষ পর্যন্ত, (তন্ত্রমতে) ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত। কুমার শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী। ৩। অবিবাহিত পুরুষ। কুমার শব্দ +ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

কৌমারিকেয়—কানীনপুত্র, অবিবাহিতা কন্যার সন্তান। কুমারিকা+ঢেয়। বি; পু।

কৌমারী—১। কুমারসম্বন্ধীয়া। কৌমার +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অবিবাহিতা কন্যা; কার্তিকের শক্তি, মাতৃকা বিঃ; প্রথম পত্নী। কুমারী+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌমার্য—কুমারকাল বা কুমারীকাল। কুমার, কুমারী+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; ক্লী।

কৌমুদ—কার্তিকমাস। কু'র (পৃথিবীর) মুদ্ (আনন্দ)=কুমুদ, ৬তৎ; কুমুদ+ষ্ণ। বি; পু।

কৌমুদী—কার্তিকী পূর্ণিমা; কার্তি-কোৎসব; উৎসব; আশ্বিনী পূর্ণিমা; জ্যোৎস্না। কৌমুদ+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌমুদীপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

কৌমুদীপ্রফুল্ল—১। জ্যোৎস্না দ্বারা আনন্দিত, জ্যোৎস্নাপ্রদীপ্ত। ৩তৎ। ২। কৌমুদীর ন্যায় প্রফুল্ল (স্ফূর্তিযুক্ত)। মধ্যপ। বিণ।

কৌমুদীবসন—১। জ্যোৎস্নারূপ বস্ত্র। রূপক। বি; ক্লী। ২। জ্যোৎস্নারূপ বস্ত্রে আবৃত, সর্বতঃ জ্যোৎস্নাযুক্ত, জ্যোৎস্না-ময়। কৌমুদী হইয়াছে বসন যাহার, বহু। বিণ।

কৌমুদীবসনা—জ্যোৎস্নাধবলিতা ('—নিশা')। কৌমুদীবসন + আপ্। বিণ; স্ত্রী।

কৌমোদকী—বিষ্ণুর গদা। কু'র (পৃথিবীর) মোদক (আনন্দদায়ক)=কুমোদক, ৬তৎ; কুমোদক+ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌম্ভীর—কুম্ভীর বা তজ্জাতীয় জলজন্তু। কুম্ভীর+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

কৌরব, কৌরবেয়, কৌরব্য—কুরু-বংশীয় ব্যক্তি। কুরু+যথাক্রমে ষ্ণ, ঢেয়, ষ্য। বি; পু।

কৌরবপ্রধান কুরুবংশীয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ভীষ্ম। ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।

কৌরবেয়, কৌরব্য—'কৌরব' দ্রঃ।

কৌর্ম—১। কূর্মসম্বন্ধীয়। কূর্ম শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কৌর্মী**। ২। কূর্মসমূহ; কূর্মজাতীয় জন্তু। বি; পু। ৩। কূর্ম-পুরাণ। বি; ক্লী।

কৌল—১। সদ্বংশসম্ভূত, কুলীন; তন্ত্রে কথিত কুলাচারপরায়ণ, দিব্য, বীর ও পশু এই ভাবত্রয়ের মধ্যে দিব্যভাবাক্রান্ত। কুল শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কৌলী**। ২। তন্ত্রোক্ত আচারাদি। বি; ক্লী। ৩। কোল, আলিঙ্গন। প্রা ক্রপ্র। বি।

কৌলটিনেয়, কৌলটেয় কুলটার সন্তান, ব্যভিচারিণীর পুত্র। কুলটা শব্দ+ ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

কৌলিক—১। নাস্তিক; বামাচারী; তাঁতি। বি; পু। ২। কুলসম্বন্ধীয়; বংশীয়; কুলপরম্পরাগত; কুলপ্রথানু-যায়ী; কুলধর্মাচারী। কুল শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কৌলিকী**।

কৌলীন—১। কৌলীন্য, কুলীনত্ব; উচ্চবংশে জন্ম। কুলীন+ষ্ণ ভাবার্থে। ২। গুহ্যদেশ; দুষ্কর্ম; পাপ; জনরব; ইতর প্রাণীর যুদ্ধ। কুল+ঈন। বি; ক্লী।

কৌলীন্য কুলীনত্ব, কুলমর্যাদা। কুলীন শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কৌলেয়—সদ্বংশসম্ভূত। কুল+ঢেয় অপ-ত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—**কৌলেয়ী**।

কৌলেয়ক সদ্বংশসম্ভূত। কৌলেয়+কণ্ স্বার্থে। বিণ।

কৌল্য—কুলীন, সদ্বংশজাত। কুল+ষ্য। বিণ।

কৌশ—কুশের জন্মভূমি, কান্যকুব্জ, কনৌজ। কুশ+ষ্ণ। বি; ক্লী।

কৌশল নৈপুণ্য, দক্ষতা; উপায়, যুক্তি; চাতুরী, চালাকি; ফন্দী, technique; মঙ্গল। কুশল+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

কৌশলকলা চতুঃষষ্টি কলার মধ্যে যেগুলিতে সবিশেষ মঙ্গল হয়। কৌশল-দায়িনী যে কলা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

কৌশলিকা কুশল প্রশ্ন; উপায়ন, উপ-ঢৌকন। কুশলী বা কৌশলী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৌশলী (কৌশলিন্) ১। কৌশলযুক্ত; কুশল, নিপুণ, দক্ষ; উপায়পটু, চতুর, ফন্দিবাজ। কৌশল+ইন্ আছে অর্থে। ২। মঙ্গলযুক্ত, শুভ। কুশল+ণিন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**কৌশলিনী**।

কৌশলী—কুশল প্রশ্ন, মঙ্গল জিজ্ঞাসা; সাদর সম্ভাষণ; উপায়ন, ভেট, নজর। কুশল+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌশলেয় কৌশল্যাপুত্র শ্রীরামচন্দ্র। কৌশল্যা+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

কৌশল্যা, কৌসল্যা অযোধ্যাপতি দশরথের প্রধানা মহিষী, রামচন্দ্রের জননী। ইনি কোশলাধিপতির তনয়া। ইনি দীর্ঘকাল নিঃসন্তানা ছিলেন। দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞের পর ইঁহার গর্ভে রামের জন্ম হয়। রামের বনবাসান্তে তৎকর্তৃক অশ্বমেধযজ্ঞের পর ইঁহার মৃত্যু হয়। কোশল বা কোসল+ষ্ণ্য অপত্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

কৌশল্যায়ন, কৌশল্যায়নি কৌশল্যাপুত্র, শ্রীরামচন্দ্র। কৌশল্যা+ষ্ণায়ন, ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু।

কৌশাম্বী মগধের অন্তর্গত নগর বিঃ; বৎসরাজনগরী। কুশাম্ব (বৎসরাজ)+ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌশিক—১। কৌষেয়, ক্ষৌম, রেশমী। কোশ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কৌশিকী**। ২। কৌষেয় সূত্র, রেশম। বি; ক্লী। ৩। দেবরাজ, ইন্দ্র; আহিতুণ্ডিক, সাপুড়িয়া; পেচক; গুগ্‌গুল্; কোষকার, অভিধানকর্তা; কোষাধ্যক্ষ; নকুল, নেউল; শৃঙ্গার রস; কাম; মজ্জা; বিশ্বামিত্র ঋষি। কুশিক+ষ্ণ। বি; পু। ৪। জনৈক তপস্বী। ইনি মাতাপিতার অনভিমতে তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করেন। দ্বিজবর তপোরত হইয়া বহুবর্ষ অতীত করিলেন। একদা এক বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইয়া বেদোচ্চারণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি বলাকা ইঁহার শরীরে পুরীষ ত্যাগ করে। ইনি কুপিত হইয়া পক্ষীর অনিষ্ট চিন্তা করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে ভস্মীভূত হইল। ইহাতে ব্রাহ্মণ আপনার ক্ষমতা বিষয়ে অহংকৃত হইলেন।

একদা কৌশিক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্বামিনী ভিক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পতি শ্রান্ত ও ক্ষুধিত হইয়া গৃহাগত হইলেন। গৃহিণী প্রথমে আবশ্যক মত স্বামীর সেবা করিয়া পরে ভিক্ষা লইয়া কৌশিকের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি রমণীর প্রতি কুপিত হন। তখন সেই সাধ্বী স্থিরচিত্তে ইঁহাকে বলিলেন, "আপনি আমার প্রতি ক্রোধ করিবেন না। স্বামিসেবার ফলে আমি সমস্ত জানিতে পারিয়াছি। আমি বকী নহি। আমার বিবেচনায় আপনি ধর্মের যথার্থ মর্ম বুঝিতে পারেন নাই। আপনি মিথিলায় ধর্মব্যাধের নিকট গমন করিয়া ধর্মশিক্ষা করুন।"

কৌশিক সেই রমণীর বাক্যে বিস্মিত হইয়া তাঁহার কথাক্রমে ধর্মব্যাধের নিকট গমন করিলেন, এবং তাঁহার নিকট ধর্মশিক্ষা পাইয়া জ্ঞানী হইলেন। ব্যাধ আপনার মাতাপিতার সেবা করিয়া ধার্মিক হইয়াছেন শুনিয়া কৌশিক অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে গৃহে গমন করিয়া স্বীয় জনকজননীর সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কৌশিকাত্মজ ইন্দ্র-নন্দন (১) জয়ন্ত, (২) অর্জুন। কৌশিকের আত্মজ, ৬তৎ। বি; পু।

কৌশিকায়ুধ—ইন্দ্রচাপ, রামধনু; বিশ্বামিত্রের ধনু। কৌশিকের আয়ুধ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

কৌশিকী—১। ক্ষৌমী, রেশমী। বিণ; স্ত্রী। ২। বিহার রাজ্যান্তর্গত নদী বিঃ [কথিত আছে যে, ইনি বিশ্বামিত্রের জ্যেষ্ঠা ভগিনী]; দেবী বিঃ; (নাট্যে) রচনা বিঃ। কৌশিক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

কৌশীলব্য লবকুশের কর্ম, নৃত্যগীত ব্যবসায়। কুশীলব+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বি; ক্লী।

কৌশেয়, কৌষেয় রেশমী (বস্ত্রাদি)। কোশ বা কোষ+ঢেয়। বিণ। স্ত্রী—**কৌশেয়ী, কৌষেয়ী**।

কৌষিক—১। কৌষেয়, ক্ষৌম, রেশমী। কোষ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**কৌষিকী**। ২। দেবরাজ, ইন্দ্র; সাপুড়িয়া; পেচক; নকুল, নেউল; কোষকার, অভিধানবিৎ; কোষাধ্যক্ষ; শৃঙ্গার রস; কাম; মজ্জা। কোষ+ষ্ণিক। বি; পু।

কৌষিকী—১। কালীর দেহকোষ হইতে নির্গত দেবী বিঃ, কৌশিকী। কোষ+ষ্ণিক+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষৌমী, রেশমী। বিণ; স্ত্রী।

কৌসীদ—কুসীদসম্বন্ধীয়, সুদসংক্রান্ত; কুসীদজীবী, সুদখোর। কুসীদ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**কৌসীদী**।

কৌস্তুভ—বিষ্ণুবক্ষঃস্থ মণি; মুদ্রা বিঃ। কুস্তুভ (বিষ্ণু)+ষ্ণ ইদমর্থে। বি; পু।

কৌস্তুভবক্ষাঃ (-বক্ষস্)—বিষ্ণু। কৌস্তুভ বক্ষে যাঁহার, বহু। বি; পু।

ক্ব—কোথায়। কিম্ শব্দের ৭মীতে। অ।

ক্বচিৎ—কোন স্থানে; কোথাও; কখনও; কুত্রাপি। কিম্ শব্দের ৭মীতে ক্ব, তদুত্তরে চিৎ। অ।

ক্বণ—ধ্বনি, বীণা ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ। ক্বণ (শব্দ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

ক্বণন—১। ধ্বনি, শব্দ; বীণাধ্বনি; ঝংকৃত করণ। ক্বণ্ (শব্দ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ছোট হাঁড়ি, পাতিল। ক্বণ্+অন কর্তৃ। বি; পু।

ক্বণিত—১। ধ্বনিত। ক্বণ্ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ধ্বনি। ক্বণ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ক্বথ—ক্বাথ। ক্বথ্+অল্ কর্ম। বি; পু।

ক্বাণ—ধ্বনি, শব্দ; বীণাধ্বনি। ক্বণ্ (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ক্বাথ—১। অগ্নি দ্বারা পাক। ক্বথ্ (পাক করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। সিদ্ধ বস্তুর রস, অগ্নিপক্ব বস্তুর নির্যাস; মাড়ি মা মাড়, decoction. ক্বথ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

ক্যাঁক্—খ্যাঁক, অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ। **ক্যাঁক্ করিয়া উঠা**—চটিয়া যাওয়া বা হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠা।

ক্যাঁচ—তীরাদি বিদ্ধ হওয়ার অনুকার শব্দ; গরুর গাড়ির চাকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ক্যাঁচক্যাঁচানি—গরুর গাড়ির চাকার শব্দের ন্যায় শব্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।

ক্যাঁচর-ক্যাঁচর—আধসিদ্ধ তরকারিতে কামড় দেওয়ার মত শব্দ; গরুর গাড়ির চাকার শব্দ; বিরক্তিকর বকুনি। বাংপ্র। অ।

ক্যাঁটকেঁটে—স্পষ্ট ও রূঢ় ('— কথা')। বাংপ্র। বিণ।

ক্যাঁটক্যাঁট—প্যাটপ্যাট করিয়া বিঁধিবার শব্দ; কটু ও বিরক্তিকর কথা। বাংপ্র। অ।

ক্যাক্সটন, উইলিয়াম (Caxton, William)—(১৪২২-১৪৯১ খ্রীঃ)। মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তক। ইংলণ্ডের অন্তর্গত কেন্টে জন্ম। ইনি ইংলণ্ডে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করেন।

ক্যাঙারু—অস্ট্রেলিয়ার জন্তু বিঃ। <ইং 'kangaroo'. বি।

ক্যাটালগ—বিক্রেয় দ্রব্যাদির গুণবর্ণনা ও মূল্যাদির বিবরণপত্রিকা। <ইং 'catalogue'. বি।

ক্যানাস্তারা, ক্যানেস্তারা—টিনের পাত্র। <ইং 'canister'. বি।

ক্যানিউট দি গ্রেট (Canute the Great)—(৯৯৫—১০৩৫ খ্রীঃ)। ডেনমার্কের রাজা। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজা হন।

ক্যানিং, লর্ড (আর্ল)—জন্ম ১৪ই ডিসেম্বর ১৮১২ খ্রীঃ। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহাউসি কার্যত্যাগ করিলে তদীয় বন্ধু আর্ল ক্যানিং ভারতবর্ষের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া উক্ত সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারি এদেশে আগমন করেন।

ইহার শাসনকালে বিখ্যাত সিপাহি-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া ভারতবর্ষের ইংরেজ-রাজ্য যায় যায় হইয়াছিল ['সিপাহি-বিদ্রোহ' দ্রঃ]। ক্যানিংএর সদ্বিবেচনা, ধীরতা, উদারতা প্রভৃতি গুণে এবং ইংরেজের প্রতাপে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। অতঃপর ভারতবর্ষের শাসনভার ইংলণ্ডেশ্বরী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে ডিরেকটর সভা ও বোর্ড অব কন্ট্রোলও উঠিয়া গেল, এবং ভারতশাসন-সম্পর্কীয় সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধান জন্ম একজন স্বতন্ত্র সেক্রেটারী অব স্টেট নিযুক্ত হইলেন। ১৫ জন মেম্বর (সদস্য) লইয়া ইণ্ডিয়া কাউন্সিল নামে এক সভা স্থাপিত হইল। ভারতবর্ষের শাসনকর্তা গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় (রাজপ্রতিনিধি) এই দুই উপাধি প্রাপ্ত হইলেন, এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্টেট সেক্রেটারীর অধীন হইলেন। এই নিয়মানুসারে লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় হইলেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর ক্যানিং মহারানীর এক ঘোষণাপত্র প্রচার করিলেন। এই ঘোষণাপত্রের স্থূল মর্ম এই যে, ইংরেজের শাসননীতি কেবল সুবিচার ও ধর্মনিরপেক্ষতা দ্বারা চালিত হইবে, জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে এদেশীয়েরা ইংরেজ গভর্নমেন্টের অধীনে সর্বপ্রকার রাজকার্যে প্রবেশ করিতে পারিবে। ক্যানিংএর সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরে এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া রীতিমত পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধি প্রদান আরম্ভ হয়।

এইরূপে সর্বতোভাবে দেশে শান্তিস্থাপন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে এদেশ পরিত্যাগ করেন। ইনি একজন শান্তপ্রকৃতি, ক্ষমতাপন্ন, প্রগাঢ়-বুদ্ধি ও কার্যদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুন ক্যানিংএর মৃত্যু হয়। "লেডি ক্যানিং"এর নাম হইতে প্রচলিত "লেডিগেনি" নামক মিষ্টান্নের নামকরণ হইয়াছে।

ক্যাবাৎ—কেয়াবাৎ (তাহা দ্রঃ)।

ক্যাম্বিস, কেম্বিস—সরু বা মিহি চট পাইলের কাপড়। <ইং 'canvas'. বি

ক্যাম্বেল, স্যার জর্জ, M. D., K. C S. I., D. C. L.—বাঙ্গালার পঞ্চম ছোটলাট (১৮৭১—৭৪ খ্রীঃ)। ইনি স্যার জর্জ ক্যাম্বেলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি প্রথমে এডিনবরার নিউ অ্যাকাডেমী ও পরে সেন্ট অ্যানড্রুজে শিক্ষালাভ করিয়া তথা হইতে হ্যালিবারিতে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪২ খ্রীঃ বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। স্যার জর্জের কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ব পশ্চিম প্রদেশে ও শতদ্রু প্রদেশে যাপিত হইয়াছিল। সিপাহিবিদ্রোহের সময় ইনি দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে ছিলেন। পরে ইনি অযোধ্যার দ্বিতীয় সিভিল কমিশনার এবং মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিশনার নিযুক্ত হন। অতঃপর ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজের পদে চারি বৎসর কার্য করিয়া ১৮৭১ খ্রীঃ ১লা মার্চ বাঙ্গালার ছোটলাটের পদ লাভ করেন।

ইহার সময়ে বাঙ্গালার শাসনপদ্ধতি বহুপরিমাণে সংস্কৃত হয়। স্থানীয় রাজস্বের প্রায় শতকরা ৭৲ সাত টাকা মাত্র ভারত-গভর্নমেন্টকে সাম্রাজ্য পরিচালনের ব্যয়ের অংশস্বরূপ বাঙ্গালা গভর্নমেন্টকে দিতে হইবে এবং বাকী অংশ বাঙ্গালার ইচ্ছামত ব্যয়িত হইবে এইরূপ স্থিরীকৃত হয়। ইনি রোড্ সেস ধার্য করিয়া উহা হইতে রাজবর্ত্ম নির্মাণ ও উহার রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন।

১৮৭১ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা ও হাওড়ার মধ্যে গঙ্গার উপর একটি সেতু নির্মাণ করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন এবং ঐ সেতুর জন্য শুল্ক আদায় করিবার ভার পোর্ট কমিশনারদিগের উপর অর্পণ করেন। ইনি স্বায়ত্তশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ইঁহারই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের অট্টালিকা সংস্থাপিত হয়। পূর্বে কারাগৃহে কয়েদীগণ পরমসুখে দিন যাপন করিত। ইনি কয়েদীদিগের শ্রেণী-বিভাগ করিয়া উহাদের উপযুক্ত পরিশ্রমের ব্যবস্থা করেন। ইনি সব ডেপুটি কলেক্টর পদের সৃষ্টি করেন।

স্যার জর্জের শাসনকালে ১৮৭২ খ্রীঃ ২৫শে জানুয়ারি রাত্রিতে প্রথম আদম-সুমারি গৃহীত হয়। ইনি সাঁওতাল পরগনার বিদ্রোহী সাঁওতালগণকে এবং সীমান্ত প্রদেশবাসী গারো ও দফলা জাতিকে দমিত করিয়া শান্তি স্থাপন করেন। ১৮৭৩—৭৪ খ্রীঃ বাঙ্গালার ও বিহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, ইনি উক্ত দুর্ভিক্ষ প্রশমনবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেন নাই বলিয়া দোষভাগী হন। এই সময় ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় ইনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যার জর্জ Statistics, Ethnology ও তাহা সম্বন্ধে A Hand-Book of the Eastern Questions (১৮৭৬ খ্রীঃ) প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি ক্যাবোতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ক্যাব্রা—উড়িষ্যা-প্রবাসী ও উড়িয়া-ভাবাপন্ন বাঙ্গালী। প্রাদে। বি।

ক্যারাচে—বাঁকা ধরনের, তেরচা। বাংপ্র। বিণ।

ক্যারোল, লুইস (Carroll, Lewis)—(১৮৩২ - ১৮৯৮ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক। প্রকৃত নাম চার্লস লুটাবিজ ডজসন। ইনি 'Alice in Wonderland'-এর রচয়িতা।

ক্রকচ—করপত্র, করাত। যে ক্র ক্র শব্দ করে এই বাক্যে উপতৎ; ক্র (অনুকরণ শব্দ)—কচ্ (শব্দ করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

ক্রতু—সোমরসসাধ্য যজ্ঞ; পূজা; সর্বযজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু; বৈশ্বদেব বিঃ; জনৈক মুনি। কৃ (করা) + কতু কর্ম। বি; পু।

ক্রতুপুরুষ—বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

ক্রতুভুক্ (-ভুজ্)—দেবতা। উপতৎ; ক্রতু—ভুজ্ (ভোজন করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

ক্রতুরাজ—রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুর (যজ্ঞের) রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বি; পু।

ক্রতূত্তম—রাজসূয় যজ্ঞ। ক্রতুর (যজ্ঞের) মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। বি; পু।

ক্রন্দ—ক্রন্দন, কাঁদা। ক্রন্দ্ (কাঁদা) + অল্ ভাব। বি; পু।

ক্রন্দন—রোদন, কান্না, কাঁদা; আহ্বান। ক্রন্দ্ (কাঁদা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ক্রন্দনধ্বনি—কান্নার শব্দ। ৬তৎ। বি; পু।

ক্রন্দনপরায়ণ—অত্যন্ত রোদনকারী, রোরুদ্যমান। ক্রন্দন হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

ক্রন্দসী—আকাশ, firmament; আকাশ ও পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

ক্রন্দিত—১। ক্রন্দন, রোদন। ক্রন্দ্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। ক্রন্দনকারী। ক্রন্দ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্রব্য—মাংস। ক্রূপ + য কর্ম। বি; ক্লী।

ক্রব্যাৎ (ক্রব্যাদ্)—১। মাংসাশী। উপতৎ; ক্রব্য—অদ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। মাংসাশী জন্তু; রাক্ষস। বি; পু।

ক্রব্যাদ—১। মাংসাশী। উপতৎ; ক্রব্য—অদ্ + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। মাংসাশী জন্তু; রাক্ষস; সিংহ; শ্যেনপক্ষী; শবদাহক অগ্নি, চিতানল। বি; পু।

ক্রম—আক্রমণ; অনুসরণ; অতিক্রম; বিক্রম; অনুক্রম; পর্যায়, যার পর যা এইরূপ নিয়ম; পদ্ধতি, প্রণালী; বিধি, নিয়ম; অবিচ্ছেদ; সংকল্প; পাদক্ষেপ;

ব্যবহার। ক্রম্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

ক্রমওয়েল, অলিভার (Cromwell, Oliver) (১৫৯৯—১৬৫৮ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ব্রিটিশ যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ্। রাজা প্রথম চার্লসের মৃত্যুদণ্ডের পর ইনি ইংলণ্ডে সাধারণতন্ত্র প্রবর্তন করেন।

ক্রমণ—১। পাদক্ষেপ, চলন; পায়চারি। ক্রম+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পাদ, চরণ; যদুবংশীয় জনৈক নৃপ। ক্রম্+অন করণ। বি; পুং।

ক্রমদীশ্বর-সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণ প্রণেতা পণ্ডিত। বি; পুং।

ক্রমনিম্ন ক্রমশঃ অধিক নীচ, ঢালু, গড়ানিয়া, sloping. ৬তৎ। বিণ।

ক্রমপর্যায়—পর্যায়ক্রমে, পর পর। বিণ।

ক্রমবর্ধমান ক্রমশঃ বর্ধনশীল (যেমন উচ্চ স্থান হইতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর বেগ)। ৩তৎ। বিণ।

ক্রমবিকাশ—১। ক্রমানুসারে বিকাশ। ক্রম দ্বারা বিকাশ, ৩তৎ, বা ক্রমানুগত যে বিকাশ, মধ্যপ। বি; পুং। ২। ক্রমানুসারে বিকাশশীল। ক্রমে বিকাশ যাহার, বহু। বিণ। [এই জগতের বিকাশ ক্রমানুগত বলিয়া ইহার বিকাশকে ও ইহাকে "ক্রমবিকাশ" বলা যায়।]

ক্রমভঙ্গ—অনুক্রম বা পর্যায়ের ব্যতিক্রম; ধারা বা পদ্ধতির অন্যথাচরণ; নিয়মলঙ্ঘন; বিশৃঙ্খলা। ৬তৎ। বি; পুং।

ক্রমমাণ—ইতস্ততঃ গমনশীল। ক্রম্+শান কর্তৃ। বিণ।

ক্রমমাণ-ভ্রাম্যমাণ, ইতস্ততঃ ভ্রমণকারী। ক্রম্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ; পুং।

ক্রমশঃ (ক্রমশস্)—ক্রমে ক্রমে। ক্রম্ শব্দ+শস্ বীপ্সার্থে। অ।

ক্রমসন্দর্ভ—অনুষ্ঠানজ্ঞানজ্ঞাপক গ্রন্থ বিঃ। বি; পুং।

ক্রমসূক্ষ্ম—ক্রমশঃ সরু (যে বস্তুর অগ্রভাগের দিকে যত যাওয়া যায় ততই ক্রমশঃ সূক্ষ্মতা দৃষ্ট হয়, তাহাকে ক্রমসূক্ষ্ম বলে)। ৩তৎ। বিণ।

ক্রমাগত-ক্রমানুসারে উপস্থিত; কুলপরম্পরাক্রমে আগত; পিতা পিতামহাদিক্রমে আগত; ধারাবাহিক, অবিচ্ছেদী, অবিশ্রান্ত। ক্রম দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ।

ক্রমানুভাবকতা-যে শক্তির দ্বারা পর্যায়ের জ্ঞান জন্মে। ক্রমের অনুভাবক=ক্রমানুভাবক (৬তৎ); তাহার ভাবে এই অর্থে তদুত্তরে তা। বি; স্ত্রী।

ক্রমানুযায়ী (-য়িন্)—অনুক্রম বা পর্যায়ের অনুগামী; যাহার পর যেটি তাহার পর যেটি ঠিক সেইরূপ ধারার অনুসারী; ধারাবাহিক, অবিচ্ছেদী, অবিশ্রান্ত। ক্রমের অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-যায়িনী**।

ক্রমানুসারে—অনুক্রমের অনুগমনে, পর্যায়ক্রমে, যাহার পর যেটি ঠিক সেই ভাবে। ক্রমের অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্রমান্বয়—ক্রমের অনুসরণ; ক্রমে সংঘটন। ক্রমের অন্বয়, ৬তৎ। বি; পুং।

ক্রমান্বয়ে—ক্রমে ক্রমে, যার পর যা এই নিয়মে। ক্রমের অন্বয় আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্রমায়াত পুরুষপরম্পরাক্রমে আগত; পর পর আগমনশীল। ক্রম দ্বারা আয়াত, ৩তৎ। বিণ।

ক্রমি কৃমি, কীট; কৃমিরোগ। বি; পুং।

ক্রমিক-ক্রমাগত, ধারাবাহিক; ক্রমশঃ ঘটিত, gradual; অবিশ্রান্ত। ক্রম+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী **ক্রমিকী**।

ক্রমিক সংখ্যা পর্যায়ক্রমে আগত সংখ্যা।

ক্রমে ক্রমে ক্রমশঃ, পর পর। ক্রিয়ার বাধিকরণ বিশেষণ।

ক্রমেল, ক্রমেলক—উষ্ট্র, উট। ক্রম শব্দ—ইল্ (গমন করা)+ক কর্তৃ=ক্রমেল। ক্রমেলক=ক্রমেল শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ক্রমোন্নত ক্রমশঃ উচ্চ। ক্রম দ্বারা উন্নত, ৩তৎ। বিণ।

ক্রয়—মূল্য দিয়া বস্তু গ্রহণ, কেনা, খরিদ। ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

ক্রয়-উপদেষ্টা (-ষ্টৃ)—যে ক্রয়-বিক্রয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়, Purchasing Adviser. ৭তৎ। বি; পুং।

ক্রয়বিক্রয়—কেনা-বেচা; ব্যবসায়, বাণিজ্য। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

ক্রয়বিক্রয়িক—বণিক্, ব্যবসায়ী। 'ক্রয়-বিক্রয়' দ্রঃ। ক্রয়বিক্রয়+ষ্ণিক। বি; পুং।

ক্রয়লেখ্য—বিক্রয়-পত্র, কোবালা, deed of sale. ক্রয়সূচক যে লেখ্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ক্রয়ারোহ হট্ট, হাট, বাজার। ক্রয়—আ—রুহ্+অল্ আধ। বি; পুং।

ক্রয়িক—১। বণিক্। ক্রয়+ষ্ণিক। ২। ক্রয়কারী, ক্রেতা, খরিদদার। বি; পুং।

ক্রয়ী (ক্রয়িন্)—ক্রয়কারী, ক্রেতা, খরিদদার। ক্রী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ক্রয়িণী**।

ক্রয্য হট্টে প্রসারিত, বিক্রয়ার্থ স্থাপিত; কিনিবার উপযুক্ত। ক্রী (ক্রয় করা)+য্যপ্ কর্ম। বিণ।

ক্রশিষ্ঠ-অতিশয় কৃশ। কৃশ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্রশীয়ান্ (ক্রশীয়স্)—অতিশয় কৃশ। কৃশ+ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী-**ক্রশীয়সী**।

ক্রান্ত—আক্রান্ত; সংক্রান্ত; অতিক্রান্ত; ব্যাপ্ত। ক্রম+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

ক্রান্তি ১। আক্রমণ; গতি; সংক্রমণ; বিপ্লব; পাদক্ষেপ; খগোলের মধ্যবর্তী ঈষদ্বক্র গোল রেখা; যেখান দিয়া সূর্য গমন করেন; বিষুব রেখার ২৩॥০ অক্ষাংশ উত্তরে ও ২৩॥০ অক্ষাংশ দক্ষিণে কল্পিত রেখা, সূর্যের গমনের সীমাসূচক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা। ক্রম (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। এক কড়ার ৩ ভাগের ১ ভাগ। বাংপ্র। বি।

ক্রান্তিপাত—বিষুব রেখা ও অয়নমণ্ডলের সংযোগস্থল, Equinox [ইহা দুইটি—বাসন্ত (Vernal) ও শারদ (Autumnal); পৃথিবী এই সংযোগস্থলে উপস্থিত হইলে বৎসরে দুইবার যথাক্রমে চৈত্র ও আশ্বিন মাসে—দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়]। বি; পুং।

ক্রান্তিপাতবিন্দু—ক্রান্তিপাতে জাত বিন্দু, ক্রান্তিপাতে যে বিন্দুদ্বয়ের উৎপত্তি হয়। মধ্যপ। বি; পুং।

ক্রান্তিবলয়—ক্রান্তিবৃত্ত, ecliptic. ৬তৎ। বি; পুং।

ক্রান্তিবৃত্ত যে কল্পিত বৃহৎ রেখা ভূমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়া বিষুব রেখার মধ্য দিয়া তির্যগ্ভাবে কর্কট ও মকরক্রান্তির সহিত সংলগ্ন হইয়াছে তাহার নাম ক্রান্তিবৃত্ত বা রবিমার্গ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ক্রান্তিমণ্ডল ক্রান্তিবৃত্ত, Ecliptic. ৬তৎ। বি; ক্লী।

ক্রায়ক—ক্রয়কারী, ক্রেতা। ক্রী (ক্রয় করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী-**ক্রায়িকা**।

ক্রিকেট-ব্যাটবল খেলা। < ইং 'cricket'. বি। [বি; পুং।

ক্রিমি—কৃমি, কীট। ক্রম্+ই কর্তৃ।

ক্রিমিদানা—'কৃমিদানা' দ্রঃ।

ক্রিমিশৈল-বল্মীকস্তূপ, উইঢিপি। ক্রিমিকৃত শৈল, মধ্যপ। বি; পুং।

ক্রিয়—মেষরাশি। কৃ+অল্ করণ। বি; পুং।

ক্রিয়মাণ যাহা করা হইতেছে এরূপ, অনুষ্ঠীয়মান, সম্পাদ্যমান। কৃ (করা)+শান কর্ম। বিণ।

ক্রিয়া-শ্রাদ্ধ; অনুষ্ঠান; কর্ম, কার্য; গর্ভাধানাদি সংস্কার; সামাদি প্রয়োগ; চেষ্টা; পূজা; (ব্যাকরণে) ধাত্বর্থ*। কৃ (করা)+শ ভাব, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

* যাহা দ্বারা হওয়া বা করা বুঝায়

তাহার নাম ক্রিয়া। অথবা ধাতুর অর্থকে ক্রিয়া বলে। সমাপিকা ও অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যসমাপ্তি হয় তাহাকে সমাপিকা এবং যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্যসমাপ্তি হয় না তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে। সকর্মক ও অকর্মক ভেদে ক্রিয়া দ্বিবিধ। আবার সকর্মক ক্রিয়া এককর্মক ও দ্বিকর্মক ভেদে দুই প্রকার। যে ক্রিয়ার কর্ম আছে, তাহাকে সকর্মক এবং যে ক্রিয়ার কর্ম নাই, তাহাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। আর যে ক্রিয়ার একটি কর্ম তাহাকে এককর্মক এবং যাহার দুইটি কর্ম তাহাকে দ্বিকর্মক বলে।

ক্রিয়াকর্ম - শাস্ত্রীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠান, পূজাপার্বণ ইত্যাদি। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ক্রিয়াকলাপ—কার্যসমূহ। ৬তৎ। বি ; পু।

ক্রিয়াকাণ্ড ১। ক্রিয়াকলাপ, কার্যসমূহ। ৬তৎ। ২। ক্রিয়াবিষয়ক শাস্ত্রপরিচ্ছেদ ; ক্রিয়াসম্বন্ধী কাণ্ড, মধ্যপ। বি ; পু।

ক্রিয়াকার - ১। ক্রিয়াকারক, কার্যকারী, কর্মকর্তা। ক্রিয়া করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; ক্রিয়া—কৃ + ষণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারী**। ২। নূতন বিদ্যার্থী, যে লেখা পড়া শিখিতে কেবল আরম্ভ করিয়াছে। বি ; পু।

ক্রিয়াকুশল কার্যদক্ষ, কার্যনিপুণ। ৭তৎ। বিণ। বি, -তা, -ত্ব।

ক্রিয়াঙ্গ ১। প্রধান অনুষ্ঠানের অংশীভূত অনুষ্ঠান। ক্রিয়ার অঙ্গ, ৬তৎ। ২। কর-ক্রিয়াবাদিত যন্ত্র, তবলা তানপুরা প্রভৃতি যে যন্ত্র কর দ্বারা বাদিত হয়। বি ; পু।

ক্রিয়াদ্বেষী (-দ্বেষিন্) - কর্মকাণ্ডের বিদ্বেষ্টা ; বিবাদস্থলে লেখা ও সাক্ষীর দ্বেষ্টা। ক্রিয়া—দ্বিষ্ (দ্বেষ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দ্বেষিণী**।

ক্রিয়ান্ধ—কর্মের দোষগুণবিচারে অসমর্থ ; অত্যন্ত ক্রিয়াসক্তি নিবন্ধন দোষগুণ-বিচারে অশক্ত। ক্রিয়াবিষয়ে অন্ধ ইতি ৭তৎ, বা ক্রিয়াদ্বারা অন্ধ ইতি ৩তৎ। বিণ।

ক্রিয়ান্বিত - কার্যযুক্ত, কর্মসমন্বিত, ধর্মকর্ম-সম্পাদনকারী। ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

ক্রিয়াপদ—ক্রিয়া বা ধাতুবাচক পদ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ক্রিয়াফল—কর্মফল। (সৎক্রিয়া জন্য পুণ্য ও অসৎক্রিয়ার জন্য পাপ বলিয়া ক্রিয়াফল শব্দে পাপপুণ্য বুঝায়।) ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রিয়াবাচক - ক্রিয়ার অর্থ-প্রকাশক ; যাহাতে কোন কাজ করা বুঝায় এমন। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বাচিকা**।

ক্রিয়াবাদী (-বাদিন্) - ১। ক্রিয়াবাচক। বিণ ; পু। ২। ফরিয়াদী। ক্রিয়া বদ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

ক্রিয়াবান্ (-বৎ) - ক্রিয়াযুক্ত ; কর্মোদ্যত ; যিনি অনেক ধর্মকর্ম করিয়াছেন। ক্রিয়া + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী— **ক্রিয়াবতী**।

ক্রিয়াবিশেষণ—যে পদ দ্বারা ক্রিয়াপদের বিশেষ করা যায়। ক্রিয়াবিশেষণ দুই প্রকার—সমানাধিকরণ ও ব্যধিকরণ বিশেষণ। যদি বিশেষণ পদ ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তবে তাহাকে সমানাধি-করণ ক্রিয়াবিশেষণ, এবং যদি বিশেষ্য পদ ক্রিয়ার বিশেষণ হয়, তবে তাহাকে ব্যধিকরণ ক্রিয়াবিশেষণ কহে। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রিয়াযোগ—পূজাদি ক্রিয়ারূপ যোগ, কার্যানুষ্ঠান। রূপক। বি ; পু।

ক্রিয়ারত—কার্যাসক্ত ; সৎকর্মপ্রবৃত্ত। ৭তৎ। বিণ।

ক্রিয়ালোপ—কার্যধ্বংস ; ধর্মকর্মের বিনাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

ক্রিয়াশক্তি কর্মক্ষমতা ; জগদুৎপত্তিবিষয়ে পরমেশ্বরের ক্ষমতাবিকাশ। ক্রিয়াবিষয়া শক্তি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ক্রিয়াশীল নিরন্তর কার্যকারী। ক্রিয়াই শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্রিয়াসক্ত কর্মে লিপ্ত ; কার্যানুরাগী ; শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে আসক্ত। ক্রিয়াতে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ।

ক্রিয়াসমভিহার—ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য। ৭তৎ। বি ; পু।

ক্রিয়াসিদ্ধ - ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত ; হাতে কলমে কাজ করিতে পটু, ব্যবহারের অনুযায়ী কার্যসম্পাদনে নিপুণ, practical. ৭তৎ। বিণ।

ক্রিয়াসিদ্ধি—কার্যের সাফল্য ; উদ্দেশ্য-সাধন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

—ক্রীড়া, কেলি। ক্রীড়্ + অল্ ভাব। বি ; পু।

ক—ক্রীড়াকারী, ক্রীড়া-প্রদর্শক। ক্রীড়্ (খেলা করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—

ক্রীড়ন ক্রীড়া, খেলা। ক্রীড়্ (খেলা করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্রীড়নক—ক্রীড়া, ক্রীড়াসাধন, খেলানা ; পরিহাস ; অবজ্ঞা। ক্রীড়ন (ক্রীড়াসাধন) + কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ক্রীড়নীয় ক্রীড়াসাধন, খেলার উপাদান-ভূত ; খেলিবার যোগ্য। ক্রীড়্ + অনীয় করণ। বিণ।

ক্রীড়মান—যে খেলিতেছে এমন। ক্রীড়্ + শানচ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

ক্রীড়য়ে - ক্রীড়া করে, খেলে। কপ্র। ক্রি।

ক্রীড়া—১। কেলি, খেলা, অবজ্ঞা। ক্রীড়্ (খেলা করা) + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। খেলা করা। কপ্র। ক্রি।

ক্রীড়াকন্দুক—খেলিবার ভাঁটা বা গোলা, বল ইত্যাদি। ৪তৎ। বি ; পু।

ক্রীড়াকৌতুক - খেলা ও হাস্য-পরিহাস করা ; আমোদপ্রমোদ। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

ক্রীড়াকৌশল—খেলায় নৈপুণ্য ; খেলার কসরত। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রীড়াচ্ছল—ক্রীড়াব্যপদেশ ; খেলার ছল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রীড়াচ্ছলে কেলিব্যপদেশে, খেলার ছলে, playfully. ক্রীড়ার ছল আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্রীড়াভূমি—খেলার স্থান। ক্রীড়াসাধনী যে ভূমি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ক্রীড়াময় - ক্রীড়াপূর্ণ, নিরন্তর ক্রীড়ায় রত। ক্রীড়া শব্দ + ময়ট্ তদ্রূপ অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ক্রীড়াময়ী**।

ক্রীড়ারথ - খেলিবার গাড়ি ; প্রমোদশকট, বিহারশকট, যুদ্ধ ভিন্ন অন্য যে কোন কার্যের উপযুক্ত গাড়ি ; পুষ্পরথ। ৪তৎ। বি ; পু।

ক্রীড়াশীল—নিরন্তর ক্রীড়া করাই যাহার স্বভাব। ক্রীড়া শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্রীড়াসক্ত—খেলায় অত্যন্ত রত। ক্রীড়াতে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ।

ক্রীত—১। মূল্য দিয়া গৃহীত, কেনা ('—বস্ত্র')। ক্রী (ক্রয় করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ক্রীতপুত্র। বি ; পু।

ক্রীতক—ক্রীতপুত্র, মূল্য দিয়া গৃহীত সন্তান। ক্রীত + কণ্। বি ; পু।

ক্রীতদাস কেনা গোলাম, slave. কর্মধা। বি ; পু।

ক্রুঞ্চ—কোঁচ বক ; পর্বত বিঃ। ক্রুন্চ্ (বক্র হওয়া) + ক কর্তৃ। বি ; পু।

ক্রুদ্ধ - কুপিত, রুষ্ট। ক্রুধ্ (ক্রোধ করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্রুষ্ট ১। আহূত। ক্রুশ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। রোদন। ক্রুশ্ (কাঁদা) + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ক্রূর নির্দয়, নিষ্ঠুর ; পরদ্রোহী ; নৃশংস ; ঘোর ; কঠিন। কৃত্ + রক্ কর্তৃ। বিণ। বিশেষ্যে—**ক্রূরতা**, -ত্ব।

ক্রূরকর্মা (-কর্মন্)—নৃশংস ; ঘাতক ; নিষ্ঠুর, নির্দয় ; যে নৃশংস কর্ম করে। ক্রূর হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

ক্রূরগন্ধ—গন্ধক। বহু। বি ; পু।

ক্রূরতা 'ক্রূর' দ্রঃ। বি ; স্ত্রী।

ক্রূরমতি—নিষ্ঠুর, যাহার মনে দয়ার লেশ নাই। ক্রূরা মতি যাহার, বহু। বিণ।

ক্রূররব—দাঁড়কাক। বহু। বি ; পু।

ক্রূরলোচন—১। শনিগ্রহ। ক্রূর হইয়াছে লোচন (দৃষ্টি) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। অশুভদৃষ্টিযুক্ত। বিণ।

ক্রূরস্বর—১। কর্কশ কণ্ঠধ্বনি। কর্মধা। বি ; পু। ২। কর্কশ কণ্ঠধ্বনিযুক্ত। ক্রূর স্বর যাহার, বহু। বিণ।

ক্রূরাকৃতি—১। ভীষণ আকার, ভয়ংকর চেহারা। ক্রূরা আকৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ভীষণাকার, ভয়ংকর চেহারাযুক্ত। ক্রূরা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ৩। রাক্ষসরাজ রাবণ। বি ; পু।

ক্রেতব্য, ক্রেয়—ক্রয়ের যোগ্য বা বিষয়ীভূত, যাহা কিনিতে হইবে। ক্রী+তব্য, য কর্ম। বিণ।

ক্রেতা (ক্রেতৃ)—ক্রয়কারক, খরিদ্দার। ক্রী+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ক্রেত্রী**।

ক্রেয় 'ক্রেতব্য' দ্রঃ।

ক্রোক—ধৃতি, আটক ; দেনার দায়ে সম্পত্তি প্রভৃতি আটক, attachment. <তু 'কুর্ক'। বি।

ক্রোটন—জয়পাল ; পাতাবাহারের গাছ। <ইং 'croton'. বি।

ক্রোড়—১। শূকর ; শনি। ক্রুড়্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। অঙ্ক, কোল ; বক্ষঃ ; বৃক্ষকোটর। বি, ক্লী। ৩। ক্রোর, কোটি, শতলক্ষ সংখ্যা। বাংপ্র। বি।

ক্রোড়চ্যুত—অঙ্ক হইতে স্খলিত, কোল হইতে পতিত ; হস্তভ্রষ্ট, হাতছাড়া। বিণ।

ক্রোড়পত্র—অতিরিক্ত পত্র, পুস্তকাদিতে কোন বিষয় পরিত্যক্ত বা পতিত হইলে যে পত্রে তাহা লিখিয়া যোজনা করিয়া দেওয়া হয়। ক্রোড়স্থ যে পত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ক্রোড়া—অঙ্ক, কোল ; বক্ষঃ। ক্রোড় শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্রোড়ীকরণ—কোলে করা ; আলিঙ্গন ; আয়ত্তকরণ। ক্রোড়+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ক্রোড়ী) কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্রোড়ীকৃত যাহা কোলে করা হইয়াছে ; আলিঙ্গিত ; আয়ত্তীকৃত। ক্রোড় শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্রোধ ১। কোপ, রাগ। ক্রুধ্ (ক্রোধ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। লোভের পুত্র, যাঁর ভগিনী হিংসার সহিত ইহার বিবাহ হয়, ইহার পুত্র কলি ও কন্যা দুরুক্তি।

ক্রোধজ—ক্রোধ হইতে উদ্ভূত। ক্রোধ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ক্রোধন—১। কোপন, ক্রুদ্ধ-স্বভাব, রাগী ; ক্রোধপ্রবণ। ক্রুধ্ (ক্রোধ করা)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। ভৈরব বিঃ। বি ; পু।

ক্রোধপরায়ণ—অত্যন্ত ক্রোধী। ক্রোধ হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

ক্রোধবহ্নি, ক্রোধানল ক্রোধাগ্নি, রোষানল, কোপাগ্নি। ক্রোধ রূপ বহ্নি বা অনল, রূপক, অথবা ক্রোধ বহ্নি বা অনল-সদৃশ, উপমিত। [যেখানে পরবর্তী বাক্যাংশে ক্রোধের প্রাধান্য তথায় রূপক, এবং যথায় বহ্নির বা অনলের প্রাধান্য তথায় উপমিত সমাস]। বি ; পু।

ক্রোধাগার—গোসাঘর ; প্রাচীনকালে ক্রুদ্ধা বা ক্ষুব্ধা রাণী প্রভৃতির আশ্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ক্রোধাগ্নি—ক্রোধবহ্নি (সকল অর্থে)। বি ; পু।

ক্রোধাঙ্গ—কোপের অঙ্গ (ওষ্ঠাধর কম্পন, নেত্রলৌহিত্যাদি)। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রোধানল—'ক্রোধবহ্নি' দ্রঃ।

ক্রোধান্ধ—ক্রোধ হেতু অন্ধপ্রায়, রাগে জ্ঞানশূন্য, অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ। ক্রোধ দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ।

ক্রোধান্বিত ক্রোধযুক্ত, রোষাবিষ্ট, কুপিত। ক্রোধ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

ক্রোধী (ক্রোধিন্) ক্রুদ্ধস্বভাব, রাগী ; যে অল্পে ক্রুদ্ধ হয়। ক্রোধ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ক্রোধিনী**।

ক্রোধী—দক্ষের কন্যা ও কশ্যপের অন্যতমা পত্নী ; ইহার গর্ভে পিশাচ, যক্ষ প্রভৃতির জন্ম হয়। বি ; স্ত্রী।

ক্রোধোদ্দীপক—ক্রোধজনক, কোপোৎপাদক। ক্রোধের উদ্দীপক, ৬তৎ। বিণ।

ক্রোধোদ্দীপন কোপের অত্যন্ত বৃদ্ধি-সম্পাদন। ক্রোধের উদ্দীপন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রোধোদ্রেক ক্রোধসঞ্চার। ৬তৎ। [বি ; পু।

ক্রোধোন্মত্ত—ক্রোধ দ্বারা উন্মত্ত, অতি ক্রোধে হিতাহিত বিবেচনাশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

ক্রোধোপশম—কোপের শান্তি। ক্রোধের উপশম, ৬তৎ। বি ; পু। [বি।

ক্রোর—কোটি শতলক্ষ সংখ্যা। বাংপ্র

ক্রোরপতি—কোটিপতি, লক্ষপতি, মহাধনী ব্যক্তি, millionaire. বাংপ্র। বি।

ক্রোশ—১। রোদন ; আহ্বান। ক্রুশ+অল্ ভাব। ২। ৮০০০ হাত, অধুনা দুই মাইলের কিছু বেশী। ক্রুশ+অল্ কর্ম বি ; পু।

ক্রোশন—রোদন ; আহ্বান। ক্রুশ্ (কাঁদা) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্রোষ্টা (ক্রোষ্টৃ)—শৃগাল। ক্রুশ্ (ক্রন্দন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**ক্রোষ্ট্রী**।

ক্রৌঞ্চ—পর্বত বিঃ ; দৈত্য বিঃ ; বক বিঃ, কোঁচবক ; সপ্তদ্বীপের মধ্যে দ্বীপ বিঃ। ক্রুঞ্চ+ক স্বার্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**ক্রৌঞ্চা** বা **ক্রৌঞ্চী**।

ক্রৌঞ্চ-দারক, -দারণ কার্তিকেয় ; পরশুরাম। ৬তৎ। বি ; পু।

ক্রৌঞ্চপদা—পঞ্চবিংশ অক্ষর ছন্দঃ। বি ; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চবধূ—বকের স্ত্রী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্রৌঞ্চমিথুন—বকদম্পতি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রৌঞ্চাদন—মৃণাল ; পিপ্পলী। ক্রৌঞ্চের অদন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্রৌঞ্চারণ্য—জনস্থানের নিকটস্থ অরণ্য বিঃ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ক্রৌঞ্চারাতি কার্তিকেয় ; পরশুরাম। ক্রৌঞ্চের অরাতি, ৬তৎ। বি ; পু।

ক্রৌর্য—ক্রূরতা। ক্রূর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ক্রৌশশতিক শতক্রোশ গমনসমর্থ। ক্রোশশত+ঠিক কুশলার্থে। বিণ।

ক্লক—বড় ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি। <ইং 'clock'. বি।

ক্লম, ক্লমথ—শ্রম, ক্লান্তি। ক্লম্ (ক্লান্ত হওয়া)+অল্, অথ ভাব। বি ; পু।

ক্লাইভ (লর্ড)—ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইনি অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। বিদ্যালয়ে ইনি পাঠোন্নতি করিতে পারেন নাই ; কিন্তু বিদ্যালয়ের বাহিরে সর্বপ্রকার দুঃসাহসিক কার্যে সকল বালকের অগ্রণী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে ইনি গ্রামের উচ্চতম গির্জার চূড়ায় উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। ইহার পিতা এই সকল কারণে ইহার প্রতি বিরক্ত হইয়া ইহাকে দূরে অপসারিত করিবার অভিপ্রায়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটি মুহুরির (কেরানির) কার্য যোগাড় করিয়া দিয়া ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। এদেশের জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় ইনি দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য পিতার নিকট পত্র লিখিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হন। অতঃপর ইনি আত্মহত্যার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হইয়া বিস্মিত হইলেন। ইনি ভাবিলেন যে, আমার দ্বারা কোন

মহৎকার্য্যের সাধন হইবে বলিয়াই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল না।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সৈনিক বিভাগে কর্ম পান। আরকটের নবাবের মৃত্যু হইলে ফরাসী গভর্নর ঐ পদে চান্দ সাহেবকে এবং ইংরেজেরা মহম্মদ আলীকে মনোনীত করেন। উভয়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ফরাসীরা চান্দ সাহেবের এবং ইংরেজেরা মহম্মদ আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন। এই যুদ্ধ উপলক্ষে ক্লাইভ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া আরকট অবরোধ এবং চান্দ সাহেবের হস্ত হইতে দুর্গ রক্ষা করেন। ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধ ঘটে এবং ইহার ফলে দক্ষিণদেশে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা সম্যক্ বর্ধিত হয়। পরে আরও কতকগুলি যুদ্ধে ক্লাইভ ফরাসীগণকে পরাজিত করেন। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া ইনি লেফটেনাণ্ট কর্নেল উপাধি প্রাপ্ত হন এবং মাদ্রাজের লেফটেনাণ্ট গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। অন্ধকূপ-হত্যার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখান হইতে ক্লাইভ সসৈন্যে এবং ওয়াটসন নৌবল লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন এবং সিরাজউদ্দৌলার হস্ত হইতে কলিকাতা উদ্ধার করেন। পরে চন্দননগর অধিকার করায় নবাবের সহিত ক্লাইভের আবার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য একটি ষড়্‌যন্ত্র চলিতেছিল, ক্লাইভ সেই ষড়্‌যন্ত্রে যোগ দেন। আমিন-চাঁদ (উমিচাঁদ) নামক ষড়্‌যন্ত্রকারিগণের অন্যতম প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে ৩০ লক্ষ টাকা না দিলে তিনি এই গুপ্ত-মন্ত্রণার কথা নবাবের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবেন। ক্লাইভ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু আমিনচাঁদের সহিত এই মর্মে যে চুক্তি হইল, তাহার প্রতিলিপিতে ওয়াটসন স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় ক্লাইভ ওয়াটসনের নাম জাল করিয়া চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। প্রকৃত চুক্তিপত্রে এই টাকা দিবার কোন কথাই রহিল না। এই কথা প্রকাশ হইলে আমিনচাঁদ নৈরাশ্যবশতঃ উন্মাদ-গ্রস্ত হইলেন ('উমিচাঁদ' দ্রঃ)। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধ হয়। ইংরেজসেনার অধিনায়ক হইয়া ক্লাইভ পলাশীর ক্ষেত্রে একটি আম্রকাননে অবস্থিতি করিলেন। নবাবের সেনাপতি-গণের বিশ্বাসঘাতকতায় অল্প আয়াসেই পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ জয়লাভ করিলেন ('সিরাজউদ্দৌলা' দ্রঃ)। সিরাজের পরাজয়, পলায়ন ও হত্যার পরে ক্লাইভ মীরজাফরকে বঙ্গের নবাব পদে অধিষ্ঠিত করিয়া ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সেখানে ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে Baron Clive of Plassey এই সম্মানযুক্ত নাম পাইলেন এবং ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে K. C. B. উপাধিতে ভূষিত হইলেন। ইহার পরেই ক্লাইভ বাঙ্গালার গভর্নর ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে আগমন করিলেন। ইনি ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মে হইতে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য করিয়া কোম্পানির রাজত্ব দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিলেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগস্ট দিল্লীর সম্রাট্ সাহ্ আলমের নিকট হইতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদান বিনিময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানী" ভার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে পাওয়াইয়া দিলেন। ইহার ফলে কোম্পানি এই প্রদেশের সমুদয় রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন এবং দেশরক্ষার জন্য সেনা রাখিবার অধিকার পাইলেন। মুর্শিদা-বাদের নবাব "নাজিম" হইয়া কেবল ফৌজদারী বিভাগের কর্তা হইয়া রহিলেন এবং কোম্পানির নিকট হইতে বার্ষিক ৬০ লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। এই সময়ে কোম্পানির কর্মচারিগণ অল্প বেতন পাইতেন এবং নানা অসৎ উপায়ে নিজ নিজ আয় বৃদ্ধি করিতেন। ক্লাইভ ইহাদিগের বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং অসৎ উপায়ে অর্থোপার্জনের পথও রুদ্ধ করিয়া দিলেন। ইংলণ্ডে শেষবার প্রত্যাবর্তনের পরে ইহার কার্যাবলী সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে নানা অভিযোগ উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে স্থির হইল যে, কতক অংশে দোষী হইলেও ইংলণ্ডের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ প্রশংসাযোগ্য কার্য করিয়া-ছিলেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ ও উৎপীড়নজনিত মনোভঙ্গবশতঃ ইনি ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর আত্মহত্যা করেন।

ক্লান্ত—শ্রান্ত, পরিশ্রম জন্য অবসন্ন-দেহ; ম্লান। ক্লম্ (ক্লান্ত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্লান্তি—শ্রম, শ্রান্তি, পরিশ্রম জন্য দেহের অবসন্নতা। ক্লম্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্লান্তিনাশ—শ্রান্তিহরণ, শ্রমাপনোদন। ৬তৎ। বি; পু।

ক্লান্তিনাশক—শ্রান্তিহারক, শ্রমলাঘব-কারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -নাশিকা।

ক্লাব—আমোদপ্রমোদ বা কোন বিষয় চর্চা করিবার জন্য সংঘ, গোষ্ঠী, সমিতি। <ইং 'club'. বি।

ক্লাস—(বিদ্যালয় বা রেলগাড়ি ইত্যাদির) শ্রেণী। < ইং 'class'. বি।

ক্লিওপেট্রা (Cleo, atra)—(খ্রীষ্টপূর্ব ৬৮-৩০)। মিশরের প্রসিদ্ধ সুন্দরী রানী। জুলিয়াস সিজারের সহিত ইহার বিবাহ হয়। পরে আণ্টনি ইহার সহিত বাস করিতে থাকেন। আণ্টনির মৃত্যুর পর ইনি আত্মহত্যা করেন। [বিণ।

ক্লিন্ন—আর্দ্র; ক্লেদযুক্ত। ক্লিদ্ + ক্ত কর্তৃ।

ক্লিশিত, ক্লিষ্ট—দুঃখিত; ক্লেশপ্রাপ্ত। ক্লিশ্ (ক্লেশ পাওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্লিশ্যমান ১। যে কষ্ট পাইতেছে। ক্লিশ্ + শান কর্তৃ। ২। যাহাকে ক্লেশ দেওয়া হইতেছে এমন। ক্লিশ্ + শান কর্ম। বিণ।

ক্লিষ্ট—'ক্লিশিত' দ্রঃ।

ক্লীব—১। নপুংসক, হিজড়ে। ক্লীব্ (কুণ্ঠিত হওয়া) + ক কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। পাপ। বি; ক্লী। ৩। বিক্রমহীন, পুরুষত্বহীন, কাপুরুষ; নিষ্ফল; অক্ষম। বিণ।

ক্লীবতা, ক্লীবত্ব- ক্লীবের ভাব, নপুংসকত্ব; পুরুষত্বহীনতা; বিক্রমশূন্যতা; অক্ষমতা; নিষ্ফলত্ব। ক্লীব + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ক্লীবলিঙ্গ—শব্দসংস্কার সিদ্ধার্থ ত্রিবিধ উপায়ের অন্যতম; পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ ব্যতীত সমস্তই নপুংসক লিঙ্গ। [শব্দের লিঙ্গভেদ অর্থানুসারে হয় না। দার, কলত্র ও ভার্যা এই তিন শব্দেই স্ত্রী বুঝায়, কিন্তু প্রথমটি পুংলিঙ্গ, দ্বিতীয়টি ক্লীবলিঙ্গ এবং তৃতীয়টি স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।] মধ্যপ বা বহু। বি; পু বা বিণ।

ক্লেদ—১। আর্দ্রতা, সমলতা, ক্লিন্নতা। ক্লিদ (ক্লিন্ন হওয়া) + অল্ ভাব। ২। মলযুক্ত জল; পুঁজাদি। ক্লিদ + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

ক্লেদাক্ত—ক্লেদযুক্ত; ময়লাবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

ক্লেদার্দ্র- ক্লিন্ন; পিচ্ছিল; ক্লেদপূর্ণ। ক্লেদ দ্বারা আর্দ্র, ৩তৎ। বিণ।

ক্লেদিত- ক্লেদযুক্ত, আর্দ্র। ক্লেদ + ইত জাতার্থে। বিণ।

ক্লেভারিং—ইনি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। চারিজন সদস্যের মধ্যে ইনি ও আর দুইজন হেস্টিংসকে অত্যাচারী শাসনকর্তা স্থির করিয়া তাঁহার বিরোধী হইয়া উঠেন, এবং সকল বিষয়েই হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মত দেওয়ায় হেস্টিংস অনেক দিন পর্যন্ত ইচ্ছামত শক্তি পরিচালনা করিতে পারেন নাই।

ক্লেশ—দুঃখ, কষ্ট; অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ,

দ্বেষ, অভিনিবেশ, এই পঞ্চবিধ। ক্লিশ্ (ক্লেশ পাওয়া) + অল্ ভাব। বি; পু।

ক্লেশিত—১। ক্লেশপ্রাপিত, যাহাকে কষ্ট দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ক্লিশ্ (=ক্লেশি) + ক্ত কর্ম। ২। ক্লেশযুক্ত, ক্লেশপ্রাপ্ত, ক্লিষ্ট, ব্যথিত। ক্লেশ + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

ক্লৈব্য—ক্লীবতা, পৌরুষহীনতা, বিক্রমহীনতা; নিষ্ফলত্ব। ক্লীব + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ক্লোম (ক্লোমন্)—পিত্তকোষ; ফুসফুস; মূত্রাধার। ক্লু + মন্ সংজ্ঞার্থে। বি; ক্লী।

ক্ষওয়া, খওয়া—ক্ষয় পাওয়া। বা°প্র। ক্রি।

ক্ষণ—১। উৎসব। ক্ষণ্ (বধ করা) + অল্ ভাব। ২। কালের অংশ বিঃ, ১০ পল বা ৪ মিনিট; অতি সূক্ষ্ম কাল; সময়; মুহূর্ত্ত; অল্পকাল; অবকাশ; পর্ব। ক্ষণ + অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

ক্ষণকাল অত্যল্পকাল। ক্ষণই যে কাল, কর্মধা। বি; পু।

ক্ষণজন্মা (-জন্মন্)—শুভক্ষণে জাত, সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত, অসামান্য ক্ষমতাশালী; ভাগ্যবান্; যেরূপ প্রভাবশালী লোক অল্পই জন্মগ্রহণ করে। ক্ষণে জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

ক্ষণদ—১। জল। বি; ক্লী। ২। গণক, দৈবজ্ঞ। ক্ষণ—দা + ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

ক্ষণদা—রাত্রি, নিশা। ক্ষণ—দা + ড কর্ত্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষণদাকর—নিশাচর, চন্দ্র। উপতৎ; ক্ষণদা—কৃ + ট কর্ত্তৃ; অথবা ক্ষণদায় (রাত্রিতে) কর (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

ক্ষণদাচর—নিশাচর, রাক্ষস। উপতৎ; ক্ষণদা—চর্ + অন কর্ত্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, **-চরী**।

ক্ষণদ্যুতি—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়িনী দ্যুতি যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

ক্ষণধ্বংসী, ক্ষণবিধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—অত্যল্পকালমধ্যে বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর; অল্পকালস্থায়ী। ক্ষণে (ক্ষণমাত্রে) ধ্বংসী বা বিধ্বংসী, ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ধ্বংসিনী**।

ক্ষণন—বধ, হত্যা। ক্ষণ্ (বধ করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ক্ষণপ্রকাশ-বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়ী প্রকাশ যাহার, বহু। বি; পু।

ক্ষণপ্রভা—বিদ্যুৎ। ক্ষণস্থায়িনী প্রভা যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

ক্ষণভঙ্গুর—ক্ষণধ্বংসী, ক্ষণস্থায়ী; যাহা অল্পকাল পরে নষ্ট হয়। ৭তৎ। বিণ।

ক্ষণমাত্র—কেবল, একক্ষণ, অত্যল্প কালমাত্র। ক্ষণ শব্দ + মাত্রচ্ পরিমাণার্থে। বি; ক্লী।

ক্ষণবিধ্বংসী 'ক্ষণধ্বংসী' দ্রঃ। বিণ; পু।

ক্ষণবিলম্ব—অত্যল্পকাল দেরি করা। ক্ষণকাল ব্যাপিয়া বিলম্ব, ২তৎ। বি; পু।

ক্ষণস্থায়ী (-স্থায়িন্)- ক্ষণকাল স্থিতিশীল, যাহা অত্যল্পমাত্র কাল থাকে। ক্ষণ ব্যাপিয়া স্থায়ী, ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-স্থায়িনী**।

ক্ষণিক—ক্ষণমাত্রস্থায়ী, momentary. ক্ষণ + ফিক। বিণ।

ক্ষণিনী—নিশা, রাত্রি। ক্ষণ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষণেক—অত্যল্পকাল, একক্ষণ [ক্ষণ + এক —নিয়মানুসারে ক্ষণৈক হয়, কিন্তু বঙ্গভাষায় ক্ষণেক পদের বহু প্রচলন হইয়াছে]। বি।

ক্ষণে ক্ষণে—প্রতিক্ষণ, সময়ে সময়ে। বীপ্সার্থে দ্বিত্ব। অধিকরণকারক।

ক্ষত ১। বিদ্ধ; দষ্ট; নষ্ট; ভগ্ন; বিদারিত; আঘাত দ্বারা ছিন্ন; আহত; নিষ্পিষ্ট; ব্যথিত। ক্ষণ্ (বধ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ব্রণ, ঘা; আহত স্থল, sore; কর্তিত বা ছিন্ন স্থান, cut. বি; ক্লী।

ক্ষতচিহ্ন কাটা ইত্যাদির দাগ, ঘা এর দাগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ক্ষতজ ১। রুধির, রক্ত; পুঁজ। উপতৎ; ক্ষত শব্দ—জন্ + ড কর্ত্তৃ। বি; ক্লী। ২। ঘা হইতে উৎপন্ন। বিণ।

ক্ষতবিক্ষত শরীরের প্রায় সকল স্থানেই আঘাতপ্রাপ্ত ('— ব্যক্তি'); আঘাত জন্য দেহের বহু স্থানে ক্ষতযুক্ত; প্রায় সর্বাংশে আঘাতপ্রাপ্ত ('— শরীর')। দ্বন্দ্ব। বিণ।

ক্ষতব্রত ব্রতোল্লঙ্ঘনকারী। ক্ষত (নষ্ট) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষতস্থান—কাটা বা ছেঁড়া জায়গা, যেস্থানে ক্ষত হইয়াছে। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ক্ষতাশৌচ—ক্ষতজন্য দেহের অপবিত্রতা। ক্ষত হেতু অশৌচ, ৫তৎ। বি; ক্লী।

ক্ষতি—ক্ষয়; হানি; নাশ; অনিষ্ট; লোকসান; অর্থনাশ। ক্ষণ্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষতিকর-অপকারক, অনিষ্টকর। উপতৎ; ক্ষতি—কৃ + ট কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

ক্ষতিকারক—অনিষ্টকর। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

ক্ষতিগ্রস্ত-যাহার ক্ষতি হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ।

ক্ষতিজনক—ক্ষয়সাধক; হানিকর; নাশোৎপাদক। ৬তৎ। বিণ।

ক্ষতিপূরণ—হানির পরিপোষণ, লোকসান পোষাইয়া দেওয়া; ক্ষতির পরিবর্তে মূল্যদান; খেসারত, compensation. ৬তৎ। বি; ক্লী।

ক্ষতিবৃদ্ধি—হানি ও লাভ; লোকসান বা লাভ। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ক্ষত্তা (ক্ষত্তৃ)—শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার বা ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাত সন্তান; দাসীপুত্র; বিদুর; দ্বারপাল; সারথি। ক্ষদ (সংবরণ করা) + তৃন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

ক্ষত্র—১। ক্ষত্রিয়, দ্বিতীয় বর্ণীয় লোক। ক্ষদ্ (সংবরণ করা) + ত্র কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। ক্ষত্রিয়জাতি। বি; ক্লী।

ক্ষত্রধর্ম, ক্ষত্রধর্ম্ম ১। ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, সাহস-পুরুষকারাদি। ৬তৎ। ২। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র। বি; পু।

ক্ষত্রবন্ধু নীচ বা অপকৃষ্ট ক্ষত্রিয়। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষত্রিয়—দ্বিতীয় বর্ণ, রাজ্যরক্ষাদি কার্যে নিযুক্ত ব্রাহ্মণের অব্যবহিত পরবর্তী আর্যজাতি; জাতি বিঃ, ক্ষেত্রী, ছত্রী। ক্ষত্র শব্দ + ইয় স্বার্থে। বি; পু।

ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী—ক্ষত্রিয়জাতীয়া স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

ক্ষত্রিয়ী-ক্ষত্রিয়-পত্নী। ক্ষত্রিয় + স্ত্রীলিঙ্গ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষন্তব্য ক্ষম্য, সহনীয়, ক্ষমা করিবার যোগ্য; ক্ষমার্হ, মার্জনীয়। ক্ষম্ (সহা) + তব্য কর্ম। বিণ।

ক্ষন্তা (ক্ষন্তৃ)—সহিষ্ণু, ক্ষমাশীল। ক্ষম্ + তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী-**ক্ষন্ত্রী**।

ক্ষপণ—১। ত্যাগ; উপবাস। ক্ষপ্ (ক্ষেপণ করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। নির্লজ্জ। ক্ষপ্ + অন কর্ত্তৃ। বিণ।

ক্ষপণক—প্রাচীন বৌদ্ধসন্ন্যাসী; নির্লজ্জ ব্যক্তি; কবি বিঃ, বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নবরত্নের অন্যতম রত্ন। ক্ষপ্ + অন কর্ত্তৃ + কণ্। বি; পু।

ক্ষপণী ক্ষেপণী, দাঁড়। ক্ষপ্ + অনট্ কর্ম + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষপা রাত্রি, নিশা। ক্ষপ্ (ক্ষেপণ করা) + অন্ কর্ত্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষপাকর-নিশাকর, চন্দ্র। ক্ষপাতে কর যাহার ইতি বহু; অথবা ক্ষপা করে যে ইতি উপতৎ; ক্ষপা কৃ (করা) + ট কর্ত্তৃ। বি; পু।

ক্ষপাচর, ক্ষপাট—নিশাচর, রাক্ষস। ক্ষপা-চর্ বা অট্ (গমন করা) + অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু। [বি; পু।

ক্ষপানাথ, ক্ষপাপতি—চন্দ্র। ৬তৎ।

ক্ষপিত—যাপিত; বিনাশিত; দগ্ধ। ণিজন্ত ক্ষপ (=ক্ষপি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষব, ক্ষবথু—হাঁচি ; কাসি। ক্ষু (হাঁচা) + অল্, অথু ভাব। বি ; পু।

ক্ষম—১। সমর্থ ; দক্ষ ; যোগ্য ; হিত ; ক্ষমাপরায়ণ ; সহিষ্ণু। ক্ষম্ + অন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। যোগ্যতা। ক্ষম্ + অল্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। ক্ষমা কর, মাফ কর। কপ্র। ক্রি।

ক্ষমতা—সামর্থ্য, শক্তি ; যোগ্যতা, উপযুক্ততা; প্রভাব, power. ক্ষম + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ক্ষমতাপন্ন- শক্তিমান্। ক্ষমতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

ক্ষমতাবান্ (-বৎ)—সামর্থ্যসম্পন্ন ; সমর্থ, শক্তিমান্। ক্ষমতা শব্দ + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

ক্ষমতাশালী (-শালিন্)—শক্তিমান্, সামর্থ্যযুক্ত, সমর্থ, ক্ষম। ক্ষমতা + শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শালিনী**।

ক্ষমা—১। সমর্থ ইত্যাদি। বিণ ; স্ত্রী। ২। শান্তি, নিবৃত্তি ; সহিষ্ণুতা ; তিতিক্ষা ; মার্জনা, অপকারীর অপকার করিবার অনিচ্ছা, অন্যকৃত অপরাধের প্রতি উপেক্ষা, মাপ করা। ক্ষম (সহা) + ঙ ভাব + আপ্। ৩। পৃথিবী ; দুর্গা। বি ; স্ত্রী। ৪। ক্ষমা করা, মার্জনা করা, মাফ করা। কপ্র। ক্রি। [বি ; পু।

ক্ষমাগুণ—ক্ষমা নামক গুণ। মধ্যপ।

ক্ষমানো—ক্ষমা করানো। কপ্র। ক্রি।

ক্ষমাপণ- ক্ষমা দান বা আদায়। বি ; পু।

ক্ষমাপর ক্ষমাশীল, মার্জনাকারী, ক্ষমী ; সহনশীল, সহিষ্ণু। ৭তৎ। বিণ। বিশেষ্যে, **-পরতা, -ত্ব**।

ক্ষমাপরায়ণ—ক্ষমাশীল, ক্ষমী, মাফ করিতে ইচ্ছুক ; সহিষ্ণু। ক্ষমা হইয়াছে পর (শ্রেষ্ঠ) অয়ন যাহার, বহু। বিণ। ব, **-পরায়ণতা, -ত্ব**।

ক্ষমাপ্রার্থনা—ক্ষমাভিক্ষা, মার্জনা, যাচ্ঞা, মাফ চাওয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষমাপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, যে মাফ চায়। ক্ষমার প্রার্থী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

ক্ষমাভিক্ষা—ক্ষমাপ্রার্থনা, মাফ চাওয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষমাবান্ (-বৎ)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ ; সহিষ্ণু। ক্ষমা + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ক্ষমাবতী**।

ক্ষমাশীল—ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমী। ক্ষমাই শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষমিতা (ক্ষমিতৃ)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ, ক্ষমী। ক্ষম্ + তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ক্ষমিত্রী**।

ক্ষমিল- ক্ষমা করিল। কপ্র। ক্রি।

ক্ষমিহ- ক্ষমা করিও। কপ্র। ক্রি।

ক্ষমী (ক্ষমিন্)—ক্ষমাশীল, ক্ষমাপরায়ণ ; সহিষ্ণু। ক্ষমা + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ক্ষমিণী**।

ক্ষম্য—ক্ষন্তব্য, ক্ষমাযোগ্য ; মার্জনীয়। ক্ষম (সহা) + য কর্ম। বিণ।

ক্ষয় ১। হ্রাস ; নাশ, ধ্বংস ; ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্তি ; অন্ত। ক্ষি + অল্ ভাব। ২। গৃহ, নিবাসস্থান ; রোগ বিঃ, ক্ষয়কাস ; বৎসর বিঃ ; কল্পান্ত ; দুইটি রবি-সংক্রান্তিযুক্ত এবং শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যায় যাহার অন্ত হয় এরূপ মাস। ক্ষি + অল্ অধি। বি ; পু।

ক্ষয়কর, -জনক- হ্রাসসাধক ; নাশক, ধ্বংসকারক ; ক্রমশঃ ক্ষীণতা-প্রাপক। ৬তৎ। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

ক্ষয়কাশ, -কাস—যক্ষ্মা রোগ। মধ্যপ। বি ; পু।

ক্ষয়পক্ষ—যে পক্ষে চন্দ্রকলার ক্ষয় হয়, কৃষ্ণপক্ষ। ৬তৎ। বি ; পু।

ক্ষয়মাস—সংক্রমণদ্বয়বিশিষ্ট চান্দ্র মাস, মলমাস [এক সৌরমাসের মধ্যে দুইটি অমাবস্যা এবং তিনটি প্রতিপদ্ হইলে তাহাকে ক্ষয়মাস বা মলমাস বলা হয়। এই মাসে ব্রত বিবাহাদি কার্য নিষিদ্ধ। ইহা প্রায় আড়াই বৎসর অন্তর ঘটিয়া থাকে]। বি ; পু।

ক্ষয়রোগ—যে রোগে শরীর ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, যক্ষ্মা। ক্ষয়জনক রোগ, মধ্যপ। বি ; পু।

ক্ষয়শীল- ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্তিস্বরূপ স্বভাব-বিশিষ্ট। ক্ষয় শীল যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষয়িত—ক্ষয়প্রাপ্ত ; নাশিত ; হ্রাসিত। ণিজন্ত ক্ষি (=ক্ষয়ি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষয়িষ্ণু—ক্ষয়শীল, যাহা ক্রমাগত ক্ষয় পাইতেছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

ক্ষয়ী (ক্ষয়িন্)—ক্ষয়শীল, নশ্বর। ক্ষয় + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ক্ষয়িণী**।

ক্ষয্য—ক্ষয়যোগ্য। ক্ষি + য কর্ম। বিণ।

ক্ষর—১। নাশশীল, নশ্বর ; যাহা ক্ষরিত হয়। ক্ষর + অন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। জল। বি ; ক্লী। ৩। জলদ, মেঘ। ক্ষর্ + অল্ অপা। ৪। স্খলন, ক্ষরণ ; নাশ। ক্ষর + অল্ ভাব। বি ; পু।

ক্ষরণ—ধারাকারে বিন্দু বিন্দু করিয়া পতন ; দ্রব দ্রব্যের ধীরে ধীরে পতন ; মদ্যাদি স্রবণ ; নিঃসরণ ; চুয়ানো, exudation. ক্ষর (ক্ষরা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষরিত—বিগলিত ; বিন্দু বিন্দু করিয়া পতিত। ক্ষর্ (ক্ষরা) + ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

ক্ষরী (ক্ষরিন্)—১। ক্ষরণবিশিষ্ট। বিণ। ক্ষর (জল) + ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ক্ষরিণী**। ২। বর্ষাকাল। বি ; পু।

ক্ষাত্র—১। ক্ষত্রিয়সম্বন্ধীয়। ক্ষত্র + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষাত্রী**। ২। ক্ষত্রিয়ত্ব ; ক্ষত্রিয়ধর্ম, ক্ষত্রিয়কর্ম। ক্ষত্র + ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ক্ষান্ত - ক্ষমাপরায়ণ ; বিরত, নিরস্ত, নিবৃত্ত ; সহিষ্ণু, ক্ষমাবান্। ক্ষম্ (সহা) + ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। **ক্ষান্ত দেওয়া**—নিবৃত্ত হওয়া, চুপ করিয়া যাওয়া।

ক্ষান্তি—ক্ষমা ; নিবৃত্তি ; প্রতীক্ষা ; বিরতি ; সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা। ক্ষম (সহা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ক্ষাম—বলহীন, দুর্বল ; নীরস ; শুষ্ক ; ক্ষীণ ; রুক্ষ। ক্ষৈ + ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

ক্ষার ১। লবণ ; সাজিমাটি সোডা চুন ইত্যাদি, alkali. বি ; ক্লী। ২। ধাঁড়গুড় ; ভস্ম ; কাচ ; লবণরস ; ধূর্ত্ত। ক্ষর্ (ক্ষরা) + ণ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ক্ষারক—ধোপা ; অম্লজানের সহিত কোন ধাতুর সংযোগে উৎপন্ন পদার্থ, base. ক্ষার + ণিচ্ + ণক কর্ত্তৃ ; ক্ষার্ + কন্ সদৃশার্থে। বি ; ক্লী।

ক্ষারনদী—নরকস্থ নদী বিঃ। ইহার জল অতীব লবণাক্ত। ক্ষারযুক্তা নদী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষারমৃত্তিকা—সাজিমাটি। ক্ষারমিশ্রিতা মৃত্তিকা, মধ্যপ। বি ; পু।

ক্ষারসমুদ্র—লবণসমুদ্র। ক্ষারযুক্ত সমুদ্র, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষারিকা—রজকী, ধোপানী। 'ক্ষারক' দ্রঃ। ক্ষারক + আপ্। বি ; পু।

ক্ষারিত—অপবাদিত, দূষিত। ণিজন্ত ক্ষর্ (=ক্ষারি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষারী—ক্ষার-আস্বাদ-বিশিষ্ট। বিণ।

ক্ষারোদক—১। লোনা জল। ক্ষারযুক্ত উদক, মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। লবণসমুদ্র। ক্ষারযুক্ত উদক (জল) যাহার, বহু। বি ; পু।

ক্ষালন- ধৌতকরণ, ধোয়া ; মোচন ('দোষ—')। ণিজন্ত ক্ষল্ (=ক্ষালি) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষালনা—ক্ষালন, ধৌতকরণ। ণিজন্ত ক্ষল্ (=ক্ষালি) + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষালিত- ধৌত, পরিষ্কৃত। ণিজন্ত ক্ষল্ (=ক্ষালি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষিতি—বাস ; ক্ষয়। ক্ষি + ক্তি ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ক্ষিত—১। বিনষ্ট ; ক্ষয়প্রাপ্ত। ক্ষি (ক্ষয়

পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। বিনাশিত। ক্ষি (ক্ষয় করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষিতি ১। বিনাশ; ক্ষয়। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্তি ভাব। ২। পৃথিবী; বাসস্থান। ক্ষি (বাস করা)+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

ক্ষিতিজ—১। ভূমি হইতে জাত। উপতৎ; ক্ষিতি—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর; দিগন্ত, horizon. বি; স্ত্রী। **ক্ষিতিজ রেখা**—দিগন্ত রেখা, horizontal line.

ক্ষিতিতল—ধরাপৃষ্ঠ, ভূগর্ভ; পাতাল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ক্ষিতিদেব—ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। বি; পু।

ক্ষিতিধর—নৃপতি; পর্বত; অনন্তদেব। উপতৎ; ক্ষিতি—ধৃ (ধরা)+অন্ কর্তৃ; অথবা ক্ষিতির ধর (ধারণকারী), ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষিতিনাথ, ক্ষিতিপতি—ভূপতি, মহীপাল, নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষিতিপ—রাজা। উপতৎ; ক্ষিতি—পা (পালন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ক্ষিতিপতি—'ক্ষিতিনাথ' দ্রঃ।

ক্ষিতিপাল—রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষিতিবর্ধন—শব, মৃতদেহ। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষিতিভৃৎ—ক্ষিতিধর; পর্বত; নৃপতি; অনন্তদেব। উপতৎ; ক্ষিতি—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

ক্ষিতিরুহ—বৃক্ষ। ক্ষিতি—রুহ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

ক্ষিতীশ, ক্ষিতীশ্বর—নৃপতি, রাজা। ক্ষিতির ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষিদে—ক্ষুধা। বাংপ্র। বি।

ক্ষিপ—ক্ষেপকারী। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

ক্ষিপ্ত—১। অত্যাসক্ত; ক্ষেপা, উন্মত্ত, পাগল। ক্ষিপ্+ক্ত কর্তৃ। ২। নিক্ষিপ্ত; প্রেরিত; হত; বিকীর্ণ। ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষিপ্তনিবাস 'ক্ষিপ্তাবাস' দ্রঃ।

ক্ষিপ্তাবাস, ক্ষিপ্তনিবাস—উন্মাদ-রোগগ্রস্তদিগের আশ্রম, পাগলা গারদ, Lunatic Asylum. ক্ষিপ্তদিগের আবাস বা নিবাস, ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষিপ্নু—ক্ষেপণশীল। ক্ষিপ্+ক্নু কর্তৃ। বিণ।

ক্ষিপ্যমাণ—যাহা ক্ষেপণ করা হইতেছে এরূপ। ক্ষিপ্+শান কর্ম। বিণ।

ক্ষিপ্র—শীঘ্র, দ্রুত। ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+রক্ কর্তৃ। বিণ।

ক্ষিপ্রকরণ—ক্ষিপ্রকারিতা, শীঘ্র কার্য করা। ক্ষিপ্র যথা তথা করণ, সুপ্‌সুপেতি। বি; ক্লী।

ক্ষিপ্রকারিতা—'ক্ষিপ্রকারী' দ্রঃ।

ক্ষিপ্রকারী (-কারিন্) শীঘ্রকারী, দ্রুতকার্যসাধক, চটপটে। উপতৎ; ক্ষিপ্র—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**। বি, **-তা**।

ক্ষিপ্রগতি—ত্বরিত বা দ্রুত গমন। ক্ষিপ্রা যে গতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দ্রুতগামী। বহু। বিণ। ৩। অতি শীঘ্র। ক্ষিপ্রা গতি যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্ষিপ্রগামী (-গামিন্) শীঘ্র গমনশীল, দ্রুতগমনকারী, বেগবান্। উপতৎ; ক্ষিপ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

ক্ষিপ্রজব—দ্রুতবেগশালী, অতিবেগে গমনশীল। ক্ষিপ্র (দ্রুত) জব (বেগ) যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষিপ্রবেগে—অত্যন্ত বেগে, প্রবল বেগে। কর্মধা; অথবা ক্ষিপ্র বেগ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ক্ষিপ্রহস্ত—লঘুহস্ত, দ্রুতকার্যকারী, কার্যতৎপর। ক্ষিপ্র হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষিপ্রহস্ততা—লঘুহস্ততা, কার্যতৎপরতা, শীঘ্র শীঘ্র কার্যসম্পাদনক্ষমতা। ক্ষিপ্রহস্ত শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ক্ষিয়া—ক্ষয়। ক্ষি+ঙ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষীণ—জীর্ণ; শীর্ণ; সূক্ষ্ম; কৃশ; রোগা; ক্ষয়িত; দুর্বল; শুষ্ক। ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্ষীণকণ্ঠ—১। কৃশ গলা, সরু গলা; দুর্বল কণ্ঠস্বর, অতিমৃদু স্বর। কর্মধা। বি; পু বা ক্লী। ২। কৃশগলযুক্ত; দুর্বল কণ্ঠধ্বনি-বিশিষ্ট, অতিমৃদুস্বরযুক্ত। ক্ষীণ কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

ক্ষীণকায়—১। কৃশ দেহ, কাহিল বা দুর্বল শরীর। কর্মধা। বি; পু। ২। কৃশদেহ-যুক্ত, দুর্বল শরীরবিশিষ্ট। ক্ষীণ কায় যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণচন্দ্র—কৃষ্ণপক্ষের শেষভাগের চন্দ্র। কর্মধা। বি; পু।

ক্ষীণচিত্ত—দুর্বলহৃদয়, যাহার মনোবল নাই এমন; সংকীর্ণচিত্ত। বহু। বিণ।

ক্ষীণজীবী (-জীবিন্)—অল্পপ্রাণ, অতি অল্পে বিনাশশীল; যাহার জীবনীশক্তি কম। উপতৎ; ক্ষীণ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ক্ষীণজীবিনী**।

ক্ষীণতম—বহুর মধ্যে ক্ষীণ, সর্বাপেক্ষা ক্ষীণ। ক্ষীণ+তম বহুর মধ্যে একের আতিশয্য অর্থে। বিণ।

ক্ষীণতমঃ (-তমস্)—অল্প অল্প অন্ধকার। কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্ষীণতর—দুয়ের মধ্যে ক্ষীণ, অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ক্ষীণ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ।

ক্ষীণতা—কৃশতা; দুর্বলতা; সূক্ষ্মতা; শুষ্কতা। ক্ষীণ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ক্ষীণদৃষ্টি—১। যাহার দর্শনশক্তি প্রবল নহে। ক্ষীণা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। অল্প দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষীণপ্রকৃতি—দুর্বলস্বভাব। ক্ষীণা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণপ্রাণ—ক্ষীণজীবী; সংকীর্ণহৃদয়। বহু। বিণ।

ক্ষীণবল—যাহার বল ক্ষয় হইয়াছে এরূপ, হীনবল, দুর্বল। ক্ষীণ হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণবুদ্ধি—স্বল্পবুদ্ধি, অতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবিশিষ্ট। ক্ষীণা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণমতি—স্বল্পবুদ্ধি। ক্ষীণা মতি যাহার, বহু। বিণ। [বহু। বিণ।

ক্ষীণমধ্য—যাহার কটিদেশ ক্ষীণ এমন।

ক্ষীণমস্তিষ্ক—১। স্বল্পবুদ্ধি, দুর্মেধাঃ। বহু। বিণ। ২। দুর্বল মস্তিষ্ক বা মগজ। কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্ষীণশক্তি—দুর্বল। বহু। বিণ।

ক্ষীণশ্বাস—১। অতি সামান্য শ্বাস। কর্মধা। বি; পু। ২। যাহার অল্পমাত্র শ্বাস বহিতেছে, মুমূর্ষু। ক্ষীণ হইয়াছে শ্বাস যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষীণাঙ্গ—১। কৃশাঙ্গ, শীর্ণ। বহু। বিণ; পু। স্ত্রী—**ক্ষীণাঙ্গী**। ২। শীর্ণ দেহ। কর্মধা। বি; ক্লী।

ক্ষীণালোক—অত্যল্প আলোক, যে আলোকে ভাল দেখা যায় না। কর্মধা। বি; পু।

ক্ষীব—উন্মত্ত; মত্ত, মাতাল। ক্ষীব (মত্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ, নিপাতনে। বিণ।

ক্ষীয়মাণ—নাশ্যমান, যাহার ক্ষয় হইতেছে। ক্ষি+শান কর্ম। বিণ।

ক্ষীর—১। জল; দুগ্ধ। ঘস্ (ভোজন করা)+ঈরন্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। খুব ঘন করিয়া জ্বাল দেওয়া দুধ। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরকণ্ঠ—অপোগণ্ড বালক, যাহার গলা টিপিলে দুধ বাহির হয়। ক্ষীর (দুগ্ধ) কণ্ঠে যাহার, বহু। বি; পু।

ক্ষীরজ—১। দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন। ক্ষীর (দুগ্ধ)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। দধি। বি; ক্লী।

ক্ষীরধেনু—১। ক্ষীররচিতা ধেনু [দুগ্ধ ঘন করিয়া তদ্দারা ধেনুর আকার নির্মাণ-পূর্বক দান করা হয়]। মধ্যপ। ২। বহুদুগ্ধদাত্রী ধেনু। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরনীর—১। দুগ্ধ ও জল। দ্বন্দ্ব। ২। ক্ষীরনীরের ন্যায় অভিন্নভাবে মিশ্রণ ক্রিয়া; আলিঙ্গন। সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরপ দুগ্ধপায়ী, স্তন্যপায়ী। ক্ষীর শব্দ (দুগ্ধ)—পা (পান করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ক্ষীরপলাণ্ডু—সাদা পেঁয়াজ। ক্ষীর বর্ণ যে পলাণ্ডু, মধ্যপ। বি; পু।

ক্ষীরপায়ী (-য়িন্) স্তন্যপায়ী; বারংবার জল পানকারী। উপতৎ; ক্ষীর—পা+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

ক্ষীরপুরিয়া, ক্ষীরপুরী—ঘনীকৃত দুগ্ধ ও শর্করা ইত্যাদির সাহায্যে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরপুলি—ক্ষীরের পুর দেওয়া পুলিপিঠা; তদাকার সন্দেশ। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরমোহন—ভিতরে ক্ষীরের পুর দেওয়া চেপটা রসগোল্লা। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরশর, -সর দুগ্ধের শর, পনীর। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষীরশর্করা দুগ্ধ শর্করা, sugar of milk. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরশা, ক্ষীরসা—ক্ষীর (ঘন আওটানো দুধ) হইতে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ক্ষীরসমুদ্র—পুরাণোক্ত দুগ্ধময় সাগর বিঃ, যাহাতে বিষ্ণু অনন্তশয্যায় শায়িত। ক্ষীরপূর্ণ যে সমুদ্র, মধ্যপ। বি; পু। [পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দেবতা ও দানবগণ ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিতে প্রবৃত্ত হইলে উহা হইতে ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবাঃ, পারিজাত, চন্দ্র, লক্ষ্মী প্রভৃতির উৎপত্তি হয়; শেষে ধন্বন্তরি অমৃতপূর্ণ ঘট লইয়া উত্থিত হন। বিষ্ণু মোহিনীমূর্তি ধারণপূর্বক দেবগণকে এই অমৃত পান করান।]

ক্ষীরসর—১। দুধের সর। ৬তৎ। ২। ঘন আওটানো দুধ এবং দুধের সর। দ্বন্দ্ব। বি; পু। [ছানা। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষীরসার—নবনীত, ননি, মাখন; আমিক্ষা,

ক্ষীরস্বামী (-স্বামিন্)—অমরটীকাকার শাব্দিক জনৈক পণ্ডিত। অনুমান, খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের সময়ে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। বি; পু।

ক্ষীরা, ক্ষীরাই—শশা। হিন্দী। বি।

ক্ষীরাব্ধি—পুরাণোক্ত দুগ্ধময় সাগর বিঃ; ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরময় যে অব্ধি (সমুদ্র), মধ্যপ। বি; পু।

ক্ষীরাব্ধিজ—চন্দ্র। উপতৎ; ক্ষীরাব্ধি—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ক্ষীরাব্ধিজা—লক্ষ্মী। উপতৎ; ক্ষীরাব্ধি—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরাব্ধিতনয়া—লক্ষ্মী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরিকা—ক্ষীরা, শশা। ক্ষীর শব্দ+কণ্ অস্ত্যর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরিণী—দুগ্ধবতী ('—গবী')। ক্ষীর (দুগ্ধ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ক্ষীরী (ক্ষীরিন্)—১। দুগ্ধবিশিষ্ট। ক্ষীর আছে ইহার বা ইহাতে এই অর্থে ক্ষীর+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**ক্ষীরিণী**। ২। বট, অশ্বত্থ, ডুমুর, আকন্দ, শশা, সোমলতা প্রভৃতি বৃক্ষ, যাহাদের ক্ষীর (অর্থাৎ আটা) আছে। ক্ষীর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

ক্ষীরোদ—ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীর হইয়াছে উদ (জল) যাহার, বহু। বি; পু।

ক্ষীরোদক—ক্ষীরোদ, ক্ষীরসমুদ্র। ক্ষীরই উদক যাহার, বহু। বি; পু।

ক্ষীরোদক-বাস—নারায়ণ, বিষ্ণু। ক্ষীরোদকই বাস যাঁহার, বহু। বি; পু।

ক্ষীরোদতনয়া—লক্ষ্মী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষীরোদনন্দন চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ইনি ১২৭০ সালে ২৪ পরগনার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ কলিকাতায় আসেন, এবং এখানে এম. এ. পর্যন্ত পাঠ করেন। অনন্তর ইনি জেনারেল এসেমব্লিজ কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। এই সময়ে ইনি থিয়েটারের জন্য নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার আলিবাবা নাটক এই সময়েই লিখিত হয়। অতঃপর ইনি অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করেন এবং তখন হইতে থিয়েটারে যোগদান করিয়া অনেকগুলি নাটক প্রণয়ন করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধ:- আলিবাবা, প্রমোদ-রঞ্জন, সাবিত্রী, সপ্তম-প্রতিমা, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, রঘুবীর, পদ্মিনী, প্রতাপাদিত্য, নারায়ণী, নন্দকুমার, চাঁদবিবি, পলিন, দাদা ও দিদি। ইনি ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাস হইতে "অলৌকিক রহস্য" নামে একখানি মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে উহা উঠিয়া যায়। অতঃপর ইনি ৫০০৲ শত টাকা বেতনে ম্যাডান থিয়েটারে যোগদান করেন। এরূপ বেতন এদেশে কোন নাট্যকার পান নাই। তত্ত্ববিদ্যা (Theosophy) প্রচারে এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। বাং ১৩৩৪ সালের ১৮ই আষাঢ় রবিবার রাত্রি ২৷০টার সময়ে (ইংরাজী হিসাবে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই প্রাতে) ইনি পরলোকগমন করেন। ইনি পূর্বোক্ত এবং আলমগীর, গুহামুখে, নিবেদিতা, নরনারায়ণ প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষুঁয়া—ক্ষুমা, রেশম বা রেশমী কাপড়; পাট বা পাটের কাপড়, চট। বাংপ্র। বি।

ক্ষুঁয়া-তাঁতি যে তাঁতি চট প্রভৃতি মোটা কাপড় বুনে। বাংপ্র। বি।

ক্ষুণ্ণ—আহত; অভ্যস্ত; কুণ্ঠিত; ক্ষুব্ধ, দুঃখিত; আশাভঙ্গ বা অপরের অপ্রত্যাশিত ব্যবহারের জন্য দুঃখিত; চূর্ণীকৃত; প্রহৃত, মাড়ান; অপূর্ণ, ত্রুটিযুক্ত, খর্ব, ব্যাহত ('গৌরব—'); নিপুণ; দক্ষ। ক্ষুদ (পোষণ করা, ক্ষোদা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষুণ্ণমনাঃ (-মনস্) মনে মনে দুঃখিত। বহু। বিণ।

ক্ষুণ্ণিবৃত্তি—ক্ষুন্নিবৃত্তি (তাহা দ্রঃ)।

ক্ষুৎ—হাঁচি। ক্ষু (হাঁচা)+কিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুৎ (ক্ষুধ্)—ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা। ক্ষুধ+কিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুত হাঁচি। ক্ষু+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষুৎক্ষাম—ক্ষুধায় ক্ষীণ বা কাতর। ৩তৎ। বিণ।

ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠ—ক্ষুধাহেতু ক্ষীণকণ্ঠ। ক্ষুৎক্ষাম কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। [স্ত্রী।

ক্ষুৎপিপাসা—ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। দ্বন্দ্ব। বি;

ক্ষুৎপিপাসিত—ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত। ক্ষুৎপিপাসা+ইত জাতার্থে। বিণ।

ক্ষুৎপীড়িত—ক্ষুধার্ত, ক্ষুধাতুর, ক্ষুধিত। ৩তৎ। বিণ।

ক্ষুদ, খুদ—১। তণ্ডুলকণা, ভাঙ্গা চাউল, আগাণে। বি। ২। ক্ষুদ্র, ছোট। বাংপ্র। বিণ।

ক্ষুদ-কুঁড়া—উপাস্থিত শাক-ভাত। বাংপ্র। বি। [বিণ।

ক্ষুদে, খুদে—ক্ষুদ্র, ছোট, সামান্য। বাংপ্র।

ক্ষুদ্বোধ—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুধা পাওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষুদ্র—ছোট; হ্রস্ব, খর্ব; অনুদার; মৌমাছি; অল্প; নীচ; দরিদ্র। ক্ষুদ্+রক্ কর্তৃ। বিণ। বি—**ক্ষুদ্রতা, -ত্ব**।

ক্ষুদ্রক ১। অতিক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ। ২। তোলাপরিমাণ, এক-তোলা; শাক বিঃ, ক্ষুদে সুনী; সূর্য-বংশীয় প্রসেনজিতের পুত্র; ক্ষত্রিয়জাতি বিঃ (ইহারা যে দেশে বাস করে, তাহাকে ক্ষৌদ্রিক বলে)। বি; পু। ৩। ক্ষুদ্র প্রহরণ বিঃ। বি; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রকম্বু—শম্বুক, শামুক ; গগুলি বা গুগলি, গেঁড়ি। কর্মধা। বি ; পু।

ক্ষুদ্রকায়—১। ছোট শরীর। কর্মধা। বি ; পু। ২। ছোট দেহবিশিষ্ট। ক্ষুদ্র কায় যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রঘণ্টিকা—কিঙ্কিণী, ঘুঙুর। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রচন্দন—রক্তচন্দন। কর্মধা। বি ; পু।

ক্ষুদ্রচেতা—ক্ষুদ্রাশয়, নীচমনা (সংস্কৃত 'ক্ষুদ্রচেতাঃ')। বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রজ্ঞান—ঘৃণা, অবজ্ঞা। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুদ্রতম—অত্যন্ত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র+তম আতিশয্যার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রতর—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ক্ষুদ্র+তর উৎকর্ষার্থে। বিণ।

ক্ষুদ্রতা, ক্ষুদ্রত্ব—ক্ষুদ্রের ভাব। ক্ষুদ্র+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ক্ষুদ্রনাসিক—যাহার নাক ছোট এরূপ, খাঁদা। ক্ষুদ্রা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রপ্রাণ—অল্পপ্রাণ, সহজেই বিনাশশীল। ক্ষুদ্র প্রাণ যার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রপ্রাণী (-প্রাণিন্) ১। ক্ষুদ্রচেতাঃ ; ক্ষণভঙ্গুর ; দরিদ্র। বিণ। ২। ছোট জীব ; দরিদ্র ব্যক্তি ; ক্ষুদ্রাশয় ব্যক্তি। কর্মধা। বি ; পু।

ক্ষুদ্রবুদ্ধি, ক্ষুদ্রমতি—১। সামান্য বুদ্ধি ; অজ্ঞতা ; সহজ বুদ্ধির ধারণা। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। জড়বুদ্ধি, আহাম্মক ; সরল। বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রবৃহৎ ছোটবড়। দ্বন্দ্ব। বিণ।

ক্ষুদ্রসুবর্ণ—পিত্তল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ক্ষুদ্রান্ত্র—অন্ত্রদ্বয়ের মধ্যে যেটি স্থূল এবং দীর্ঘ সেইটি, small intestine. কর্মধা। বি ; ক্লী।

ক্ষুদ্রায়তন—অল্প বিস্তারবিশিষ্ট, যাহার বিস্তার কম ; ক্ষুদ্রগৃহবিশিষ্ট। ক্ষুদ্র আয়তন যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুদ্রাশয় নীচাশয়, ছোট নজরবিশিষ্ট ; কৃপণ। ক্ষুদ্র হইয়াছে আশয় যাহার, বহু। বিণ।

ক্ষুধ্—'ক্ষুৎ (২)' দ্রঃ।

ক্ষুধা বুভুক্ষা, ভোজনেচ্ছা ; লালসা, ইচ্ছা। ক্ষুধ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুধাকর, -জনক—ভোজনেচ্ছার উৎপাদক, অগ্নিবর্ধক। ৬তৎ। বিণ।

ক্ষুধাজনক—ক্ষুধাকর, যাহাতে ক্ষুধা জন্মে এমন। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

ক্ষুধাতুর—ক্ষুধাপীড়িত, অত্যন্ত ক্ষুধিত। ক্ষুধা দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ।

ক্ষুধাতৃষ্ণা—ক্ষুৎপিপাসা। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুধানিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুধান্বিত ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত, বুভুক্ষিত। ক্ষুধা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

ক্ষুধাভিজনন—ক্ষুধাজনক, অগ্নিবর্ধক। ক্ষুধার অভিজনন, ৬তৎ। বিণ।

ক্ষুধামান্দ্য—ক্ষুধার অল্পতা, অল্প ক্ষুধা বোধ, উপযুক্ত ক্ষুধার অভাব। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষুধার্ত—ক্ষুধায় কাতর, অত্যন্ত ক্ষুধিত ; বুভুক্ষু। ক্ষুধা দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ।

ক্ষুধাশান্তি ক্ষুন্নিবৃত্তি ; ভোজনেচ্ছার নিবারণ ; ভোজন, খাওয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুধাসঞ্চার—ক্ষুধার উদ্রেক, ক্ষুদ্বোধ হওয়া। ক্ষুধার সঞ্চার, ৬তৎ। বি ; পু।

ক্ষুধিত—বুভুক্ষিত ভোজনের ইচ্ছাযুক্ত, ক্ষুধার্ত। ক্ষুধ্+ক্ত কর্তৃ ; অথবা ক্ষুধা+ইত জাতার্থে। বিণ।

ক্ষুন্নিবৃত্তি—ক্ষুধার শান্তি ; ভোজন। ক্ষুধের নিবৃত্তি, ৬তৎ। (ক্ষুৎ+নিবৃত্তি)। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুপ—ক্ষুদ্র শাখাযুক্ত বৃক্ষ, গুল্ম ; দ্বারকার পশ্চিমস্থিত পর্বত বিঃ ; কৃষ্ণের সত্যভামা-গর্ভসম্ভূত পুত্র ; সূর্যবংশীয় ইক্ষ্বাকুর পিতা। ক্ষু (হাঁচা)+পক্ কর্তৃ। বি ; পু।

ক্ষুব্ধ—১। ভয়প্রাপ্ত ; ক্ষোভপ্রাপ্ত ; ক্ষুণ্ণ ; দুঃখিত ; কাতর ; বিচলিত, ব্যাকুল ; ক্ষুভিত, আলোড়িত। ক্ষুভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। মন্থনদণ্ড ; রতিবন্ধ বিঃ। ক্ষুভ্+ক্ত করণ। বি ; পু।

ক্ষুভিত দুঃখিত ; ক্ষোভপ্রাপ্ত ; বিচলিত ; আলোড়িত ; ব্যাকুলিত। ক্ষুভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ক্ষুমা—অতসীবৃক্ষ, মর্দনাগাছ ; শণ ; পাট ; নীলগাছ ; রেশম। ক্ষু+মক্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুর—নাপিতাস্ত্র ; চুল কামাইবার অস্ত্র ; অশ্বগবাদির পায়ের খুর ; খট্বাদির পায়া। ক্ষুর্ (বিলেপন)+ক কর্তৃ। বি ; পু।

ক্ষুরকর্ম (-কর্মন্) ক্ষৌর, কামান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষুরধান—ক্ষুরভাঁড়। ক্ষুর শব্দ ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

ক্ষুরধানী—ক্ষুরভাঁড়। ক্ষুরধান+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষুরধার—১। ক্ষুরের ধার। ৬তৎ। বি ; পু। ২। ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ্ণ, ধারাল। ক্ষুরের ধারের ন্যায় ধার যাহার, বহু। বিণ। ৩। নরক বিঃ। বি ; পু।

ক্ষুরপত্র—১। বাণ। ক্ষুরের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি ; পু। ২। ক্ষুরবৎপত্রযুক্ত (শরবাণাদি)। বিণ।

ক্ষুরপা, ক্ষুরপো—ঘাস ছুলিবার অস্ত্র। <ক্ষুরপ্র। বি।

ক্ষুরপ্র—খুরপো, খুরপা, খুরপি, ঘাসচ্ছেদনাস্ত্র ; অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ। ক্ষুর—প্রথ্+ড কর্তৃ। বি ; পু। [ক্লী।

ক্ষুরভাণ্ড—ক্ষুরভাঁড় ; ক্ষুরধান। ৬তৎ। বি ;

ক্ষুরা খাট, টুল ইত্যাদির পায়া। বাংপ্র। বি। [বি ; স্ত্রী।

ক্ষুরিণী নাপিতানী। 'ক্ষুরী (১)' দ্রঃ।

ক্ষুরী (ক্ষুরিন্) নাপিত ; ক্ষুরবিশিষ্ট পশু। ক্ষুর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

ক্ষুরী ১। ছুরিকা, ছুরী। ক্ষুর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মাটির ছোট কটোরা। বাংপ্র। বি।

ক্ষুল্ল—লঘু ; কনিষ্ঠ ; ক্ষুদ্র ; অল্প। ক্ষুদ (পেষণ করা)+কিপ্ ভাব=ক্ষুদ্ ; ক্ষুদ্—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ক্ষুল্লক—ক্ষুল্ল (সকল অর্থে)। ক্ষুল্ল+কণ্ স্বার্থে। বিণ।

ক্ষুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া, কাকা। কর্মধা। বি ; পু। [বি।

ক্ষেউরি—ক্ষৌরকর্ম, shaving. বাংপ্র।

ক্ষেউরী—যাহার ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন হইয়াছে এমন। <ক্ষৌরী। বিণ।

ক্ষেত—শস্যভূমি, জমি। <ক্ষেত্র। বি।

ক্ষেত-খামার, ক্ষেত-খোলা চাষ আবাদের জমি জায়গা। বাংপ্র। বি।

ক্ষেতপাপড়া—ক্ষেত্রপর্পট। বাংপ্র। বি।

ক্ষেতি—ক্ষেত্রকর্ম, কৃষিকার্য ; চাষ আবাদ ; লোকসান। বাংপ্র। বি।

ক্ষেত্র—(জ্যামিতিতে) ভূম্যাকৃতি ; ক্ষেত, ভূমি ; মাঠ ; ময়দান ; সীমাবদ্ধ স্থান ; তল, surface ; মন ; ইন্দ্রিয় ; শরীর ; স্থল, অবস্থা case ; কলত্র ; সিদ্ধস্থান। ক্ষি (বাস করা ইত্যাদি)+ষ্ট্রন্ অধি। বি ; ক্লী।

ক্ষেত্রকর্ম (-কর্মন্)—কৃষিকার্য ; বিশেষ বিশেষ স্থানের ভিন্ন ভিন্ন কার্য। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষেত্রগণিত—জ্যামিতি। বি ; ক্লী।

ক্ষেত্রগত—জ্যামিতিবিষয়ক। ২তৎ। বিণ।

ক্ষেত্রজ ১। স্বপত্নীতে অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্র। বি ; পু। ২। ক্ষেত হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; ক্ষেত্র—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ক্ষেত্রজ্ঞ—১। জীবাত্মা ; কামুক জন ; স্থান বা অবস্থা অনুযায়ী কর্তব্য নিরূপণ করিতে সমর্থ ব্যক্তি ; যাহার ক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ; (দর্শনে) পরমাত্মা। ক্ষেত্র (শরীর) জ্ঞ (জানা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। কৃষক ; বিজ্ঞ, নিপুণ। বিণ।

ক্ষেত্রতত্ত্ব—ক্ষেত্রসমূহের প্রকৃতি ও পরিমাণ

বিষয়ক শাস্ত্র, জ্যামিতি, Geometry. ক্ষেত্রের তত্ত্ব আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রপতি—কৃষক; ক্ষেত্রপাল; রুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষেত্র-পর্পট, -পর্পটী—ক্ষেতপাপড়া গাছ। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ক্ষেত্রপাল—ক্ষেত্রের রক্ষক; দেবতা বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষেত্রফল—ক্ষেত্রের ফল (শস্যাদি); ক্ষেত্রান্তর্গত স্থানের পরিমাণফল, ভূমির কালি, area. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রবিৎ (-বিদ্)—ক্ষেত্রজ্ঞ, জীবাত্মা। ক্ষেত্র—বিদ্+ক্বিপ্। বি; পু।

ক্ষেত্রভূমি ১। (যে বাহুর উপরি ক্ষেত্রটি অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করা হয়, তাহাকে ভূমি কহে) ক্ষেত্র যে ভূমির উপরে অবস্থিত বলিয়া কল্পিত হয় তাহা। ক্ষেত্রের (জ্যামিতিনির্দিষ্ট ত্রিভুজাদি ক্ষেত্রের) ভূমি (আধারভূত বাহু), ৬তৎ। ২। যে জমিতে চাষ দেওয়া যায়। ক্ষেত্র (কর্ষণ-যোগ্য) ভূমি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রভেদ ক্ষেত্র বিঃ; ক্ষেত্র-খনন-কার্য। ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষেত্রমিতি, ক্ষেত্রতত্ত্ব—জ্যামিতি, Geometry. [বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রযমানিকা—বন য়োয়ান। মধ্যপ।

ক্ষেত্রাজীব কৃষিজীবী, কৃষক। ক্ষেত্র হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পু।

ক্ষেত্রাধিকারী (-কারিন্) ক্ষেত্রস্বামী, ভূস্বামী, জমির মালিক বা ক্ষেত্রের অধিকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

ক্ষেত্রাধিদেবতা—ক্ষেত্রের অধিদেবতা, তীর্থবিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রাধিপ—ভূম্যধিকারী; ক্ষেত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবতা; মেষাদি দ্বাদশ রাশির অধিপতি মঙ্গলাদিগ্রহ। [জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, মেষাদি দ্বাদশ রাশি যথাক্রমে মঙ্গল, শুক্র, বুধ, চন্দ্র, সূর্য, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শনি ও বৃহস্পতির ক্ষেত্র]। ক্ষেত্রের অধিপ, ৬তৎ। বি; পু।

ক্ষেত্রামলকী—ভুঁইআমলা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেত্রিক—ক্ষেত্রস্বামী। ক্ষেত্র শব্দ+ষ্ণিক অস্ত্যর্থে। বি; পু।

ক্ষেত্রিয়—১। পরদারানুরক্ত পুরুষ; অসাধ্য রোগ। ক্ষেত্র+ইয় প্রত্যয়। বি; পু। ২। ক্ষেত্রোদ্ভূত তৃণ। বি; স্ত্রী। ৩। ক্ষেত্র-সম্বন্ধীয়। বিণ।

ক্ষেত্রী (ক্ষেত্রিন্)—১। ক্ষেত্রস্বামী। ক্ষেত্র +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ক্ষেত্রিণী**। ২। পতি, স্বামী, যাহার স্বক্ষেত্র বা কলত্র আছে (বিপরীত অর্থে বীজী)। ক্ষেত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু। ৩। ক্ষত্রিয় জাতি। বাংপ্র। বি।

ক্ষেপ—১। চালন; লঙ্ঘন; গর্ব; বিলম্ব; যাপন ('কাল—'); লেপন; নিক্ষেপ; ত্যাগ; ফেলা; প্রেরণ। ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। বার, দফা; স্থানান্তর হইতে ক্রয়-বিক্রয়ের কারবার। বাংপ্র। বি।

ক্ষেপক ক্ষেপণকারী। ক্ষিপ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষেপিকা**।

ক্ষেপণ যাপন; প্রেরণ; নিক্ষেপ; ফেলা ('পট—')। ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষেপণি, ক্ষেপণিকা—একপ্রকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র; ক্ষেপলা জাল; দাঁড়; ধ্বজি। ক্ষেপণি=ক্ষিপ+অনি কর্ম। ক্ষেপণিকা=ক্ষেপণী—কণ্ + আপ্। বি; স্ত্র।

ক্ষেপণিক—দাঁড়ী। ক্ষেপণি (দাঁড়)+ ষ্ণিক। বি; পু।

ক্ষেপণিকা—'ক্ষেপণি' দ্রঃ।

ক্ষেপণী—একপ্রকার ক্ষেপণীয় অস্ত্র; ক্ষেপলা জাল; নৌকার দাঁড়; ধ্বজি; বন্দুকের গুলি, বাঁটুল, ঢিল প্রভৃতি ক্ষিপ্ত হইলে যে বক্রপথে গমন করে, Parabola. ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষেপণীয় ১। ক্ষেপণযোগ্য; ক্ষেপণসাধ্য। ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। ভিন্দিপাল; গুলি; ক্ষেপণের অস্ত্র; বাণ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেপলা—যাহা ছড়াইয়া ফেলিতে হয় এরূপ ('— জাল')। বাংপ্র। বিণ।

ক্ষেপহি—ক্ষেপণ বা যাপন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ক্ষেপা—১। ক্ষিপ্ত, উন্মাদ, বাতুল; পাগল বা পাগলা। বিণ বা বি। ২। ক্ষিপ্ত হওয়া, পাগল হওয়া; ক্ষেপণ করা, যাপন করা। বাংপ্র। ক্রি।

ক্ষেপানো—ক্ষিপ্ত করা, পাগল করা; ক্রোধোন্মত্ত করা, রাগানো; অত্যন্ত বিরক্ত করা; উত্তেজিত করা ('জনতা —')। বাংপ্র। ক্রি।

ক্ষেপিমা (-মন্)—অতি দ্রুতগতি। ক্ষিপ্র+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

ক্ষেপিষ্ঠ—অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ক্ষেপীয়ান্ (ক্ষেপীয়স্)—অতি ক্ষিপ্রগামী। ক্ষিপ্র+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ক্ষেপীয়সী**।

ক্ষেপ্তা (ক্ষেপ্তৃ) ক্ষেপণকর্তা, ক্ষেপক, নিক্ষেপকারী। ক্ষিপ+তৃণ্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ক্ষেপ্ত্রী**।

ক্ষেম—১। কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ। ক্ষি+ম কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। লব্ধবস্তু রক্ষা ('যোগ—')। ক্ষি+ম ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। শুভবিশিষ্ট। ক্ষেম শব্দ+ষ্ণ। বিণ।

ক্ষেমংকর—মঙ্গলজনক; সুখদায়ক। ক্ষেম (মঙ্গল)—কৃ (করা)+খ কর্তৃ। বিণ।

ক্ষেমংকরী—১। মঙ্গলজনিকা; সুখদায়িকা। বিণ; স্ত্রী। ২। মঙ্গলদাত্রী দেবী বিঃ। বি; স্ত্রী।

ক্ষেমকার, ক্ষেমকৃৎ—মঙ্গলজনক; সুখদায়ক। ক্ষেম কৃ+ষণ্, ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ক্ষেমদর্শী (-দর্শিন্)-১। মঙ্গলদ্রষ্টা। ক্ষেম দর্শন করে যে ইতি উপপতৎ; ক্ষেম (মঙ্গল)-দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী-**ক্ষেমদর্শিনী**। ২। কোশলাধি-পতি নৃপতি বিঃ। বি; পু।

ক্ষেমধূর্ত—কেকয়দেশাধিপতি জনৈক নৃপ। বি; পু।

ক্ষেমবান্ (-বৎ)-মঙ্গলবিশিষ্ট, কুশলী। ক্ষেম (মঙ্গল)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী-**ক্ষেমবতী**। [বি; পু।

ক্ষেমমূর্তি—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম।

ক্ষেমা—কাত্যায়নী। ক্ষেম্+অচ্ বিশিষ্টার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

ক্ষেমানন্দ দাস—'কেতকা দাস' দ্রঃ।

ক্ষৈত্র—ক্ষেত্রসমূহ। ক্ষেত্র+ষ্ণ সমূহার্থে। বি; স্ত্রী।

ক্ষৈরেয়—ক্ষীরসম্বন্ধীয়; ক্ষীরসংস্কৃত; দুগ্ধজাত। ক্ষীর+ষ্ণেয়। বিণ। স্ত্রী—**ক্ষৈরেয়ী**।

ক্ষোক্কস—রাক্ষসের যম; অতি ক্রূর অপ-দেবতা বিঃ; ভীষণ ও নিষ্ঠুর ব্যক্তি বা দানব। বাংপ্র। বি।

ক্ষোণি, ক্ষোণী, ক্ষৌণি, ক্ষৌণী—পৃথিবী। ক্ষু (হাঁচা)+নি কর্তৃ। স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। বিকল্পে বৃদ্ধিজন্য রূপচতুষ্টয় হইয়াছে। বি; স্ত্রী।

ক্ষোদ—১। পেষণপাত্র। ক্ষুদ+অল্ অধি। ২। ক্ষুদ; চূর্ণ, গুঁড়া। ক্ষুদ্+অল্ কর্ম। ৩। পেষণ; চূর্ণন। ক্ষুদ্+অল্ ভাব। বি; পু।

ক্ষোদক—ক্ষোদাইকারী, ভাস্কর। ক্ষুদ+ণক কর্তৃ। বি; পু।

ক্ষোদন—চূর্ণন, পেষণ; উৎকীর্ণকরণ, খোদাই করা। ক্ষুদ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ক্ষোদিত- চূর্ণিত ; পিষ্ট ; উৎকীর্ণ, খোদাই করা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ক্ষুদ্ (= ক্ষোদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষোদিমা (-মন্) ক্ষুদ্রত্ব। ক্ষুদ্র শব্দ+ ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু।

ক্ষোভ—আঘাত ; স্খলন ; বাধা ; ধর্ষণ ; উদ্বেগ ; দুঃখ, মনস্তাপ ; বিক্ষোভ ; আন্দোলন, আলোড়ন। ক্ষুভ্ (ক্ষুব্ধ হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

ক্ষোভণ—কন্দর্পের বাণ বিঃ ; সাঙ্খ্যপুরুষ ; শিব ; বিষ্ণু। ণিজন্ত ক্ষুভ্ (= ক্ষোভি) + অন কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ক্ষোভিত—চালিত ; আন্দোলিত ; আলোড়িত ; ধর্ষিত ; ভীত, শঙ্কিত, ত্রাসিত। ণিজন্ত ক্ষুভ (= ক্ষোভি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষোণি, ক্ষৌণী—'ক্ষোণি' দ্রঃ।

ক্ষৌণীপ্রাচীর—১। সমুদ্র। ক্ষৌণী (পৃথিবী) হইয়াছে প্রাচীর যাহার, বহু। ২। প্রান্তস্থ আবরণ। ৬তৎ। বি ; পু।

ক্ষৌণীভুক্ (-ভুজ্) রাজা। উপতৎ ; ক্ষৌণী—ভুজ্ (ভোগ করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ক্ষৌণীবিদ্যা—ভূতত্ত্ববিদ্যা, Geology. ক্ষৌণী বিষয়িণী যে বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ক্ষৌণীশ—ভূপতি, রাজা। ক্ষৌণির বা ক্ষৌণীর ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

ক্ষৌদ্র—১। মধু ; জল। ক্ষুদ্রা শব্দ (মধুমক্ষিকা, ইত্যাদি)+ষ্ণ। বি ; ক্লী। ২। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা সম্বন্ধীয় ; মধুমক্ষিকাজাত। ক্ষুদ্র বা ক্ষুদ্রা+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী - **ক্ষৌদ্রী**।

ক্ষৌদ্রপটল—মধুক্রম, মৌচাক। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ক্ষৌদ্রেয় ১। ক্ষুদ্রাসম্বন্ধীয়। ক্ষুদ্রা+ঢেয় ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী **ক্ষৌদ্রেয়ী**। ২। মোম। বি ; ক্লী।

ক্ষৌম—১। মসীনাসূত্রনির্মিত ; ক্ষুমানির্মিত, রেশমী। ক্ষুমা+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী— **ক্ষৌমী**। ২। দুকূল, রেশমী বস্ত্র। বি ; পু বা ক্লী। ৩। পট্টবস্ত্র ; শণ। বি ; ক্লী। ৪। প্রাসাদ। ক্ষু (হাঁচা)+মন্ কর্ত্তৃ+ তদুত্তরে ষ্ণ। বি ; ক্লী। [ক্লী।

ক্ষৌর—ক্ষুরকর্ম, কামানো। ক্ষুর+ষ্ণ। বি ;

ক্ষৌরি—ক্ষুরকর্ম, কামানো। বাংপ্র। বি।

ক্ষৌরিক- ক্ষুরকর্মকারক, নাপিত। ক্ষুর+ ষ্ণিক। বি ; পু।

ক্ষ্বেড়—১। বিষ, গরল। বি ; ক্লী। ২। সিংহনাদ ; ধ্বনি। ক্ষ্বিড়্+অল্ ভাব। বি ; পু। ৩। অশ্লীল, কুৎসিত, কদর্য ; নিষ্ঠুর ; কুটিল। ক্ষ্বিড়+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

ক্ষ্বেড়া—১। অশ্লীলা ইত্যাদি। বিণ ; স্ত্রী। ২। অশ্লীল গীত, খেঁউড় ; ধ্বনি ; সিংহনাদ ; বংশশলাকা। ক্ষ্বিড়্+ঙ ভাব+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষ্বেড়িত— বীরপুরুষদিগের সিংহনাদ। ক্ষ্বিড়্ (শব্দ করা)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ক্ষ্বেলন—সঞ্চালন। ক্ষ্বেল (সঞ্চালিত করা) + অনট্ ভাব। বি ; পু।

ক্ষ্বেলা, ক্ষ্বেলী খেলা ; চালন। ক্ষ্বেল্+ঙ ভাব+আপ্, ২য় পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষ্বেলিত—সঞ্চালিত ; চালিত। ক্ষ্বেল (সঞ্চালন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ক্ষ্মা সর্বংসহা, পৃথিবী। ক্ষী+ম অধি+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

ক্ষ্মাধর—অনন্তদেব ; পর্বত ; রাজা। ক্ষ্মা (পৃথিবী)—ধৃ+অন্ কর্ত্তৃ, অথবা ক্ষ্মার ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। বি ; পু।

ক্ষ্মাপতি ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। বি ; পু।

ক্ষ্মাভৃৎ- অনন্তদেব ; পর্বত ; রাজা। ক্ষ্মা (পৃথিবী)- ভৃ+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

খ

খ ১। দ্বিতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। খন্ (বিদারণ করা)+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। সূর্য। খন্+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু। ৩। আকাশ ; শূন্য। বি ; ক্লী। ৪। স্বর্গ ; সুখ। খর্ব্ (হাস্য করা)+ড কর্ত্তৃ। ৫। ইন্দ্রিয়। খদ্ (স্থির হওয়া)+ড কর্ত্তৃ। ৬। পুর, নগর। খট্ (সংবরণ করা)+ ড কর্ম। ৭। ব্রহ্ম। বি ; ক্লী। ৮। দেহ। খর্ব্ (গর্ব করা)+ড কর্ত্তৃ। বি।

খই, খৈ—লাজ, ভৃষ্ট ধান্য, ভাজা ধান। বাংপ্র। বি। **খই ফুটিয়া থাকা** --একস্থানে অগণিত ছোট ছোট সাদা বস্তুর সমাবেশ হওয়া। **(মুখে) খই ফোটা**—দ্রুত ও সহজে বেশী কথা বলা।

খইচুর—খই বা শস্যচূর্ণ ; চিনির রসে পাক করা খইয়ের মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

খই-চকুর— চোয়া চেকুর। বাংপ্র। বি।

খইয়া, খৈয়া—খইতুল্য ; খইএর ন্যায় সাদা ফুট ফুট দাগযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

খইয়া (খ'য়ে) গোখুরা— ধূসর বর্ণের গোক্ষুর সর্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

খইয়ে, খ'য়ে- খইয়ের ন্যায় ; খই দ্বারা তৈয়ারী। বাংপ্র। বিণ।

খইল, খৈল, খোল তৈলকল্ক, তৈল নিষ্কাশনের পর তিল সর্ষপাদির যে ছিবড়া অবশিষ্ট থাকে। বাংপ্র। বি।

খওয়া—ক্ষওয়া ; ক্ষয় পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খক্, খক্ খক্— কাসি বা উচ্চ হাস্যের শব্দ। বাংপ্র। বি।

খকখকানি— বার বার কাসা। বাংপ্র। বি।

খকুন্তল- ব্যোমকেশ, শিব। খ (আকাশ) কুন্তল (কেশ) যাহার, বহু। বি ; পু।

খগ- ১। আকাশগামী ; শূন্যে বিচরণশীল। বিণ। ২। গ্রহ ; পক্ষী ; বাণ ; সূর্য ; বায়ু ; দেবতা। উপতৎ ; খ গম্+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু।

খগগতি পক্ষীর গমন, উড্ডয়ন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [উড্ডীন, প্রডীন, সংডীন, অনুডীন প্রভৃতি পক্ষীর নানাপ্রকার গতি আছে।]

খগপতি পক্ষিরাজ, গরুড়। ৬তৎ। বি ; পু।

খগবতী—পৃথিবী। খগ+বতু অস্ত্যর্থে+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

খগম—১। গগনে বিচরণশীল ; গগনচারী (সিদ্ধগন্ধর্বাদি)। উপতৎ ; খ (আকাশ) গম্ (গমন করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। পক্ষী। বি, পু। ৩। তপোবল-সম্পন্ন জনৈক ব্রাহ্মণের নাম। সহস্রপাদ নামক অপর এক ঋষিতনয়ের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। একদা সহস্রপাদ বাল-স্বভাবহেতু তৃণনির্মিত এক কৃত্রিম সর্প প্রদর্শন করিয়া খগমকে ভয় দেখান। তাহাতে ইনি ভয়ে মূর্ছিত হন। পরিশেষে সংজ্ঞালাভ করিয়া ইনি সখাকে বিষহীন ডুণ্ডুভ (ঢোঁড়া সাপ) হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। অতঃপর বন্ধুর কাতরতায় ও বিনয়বাক্যে বীতক্রোধ হইয়া তাঁহাকে রুরুমুনির দর্শনে শাপমুক্ত হইবার বর দেন।

খগরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। খগদিগের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

খগান্তক—শ্যেনপক্ষী, বাজপাখি। খগদিগের (পক্ষীদিগের) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বি ; পু।

খগাসন—বিষ্ণু ; উদয়াচল। খগ হইয়াছে আসন যাহার, বহু। বি ; পু।

খগেন্দ্র, খগেশ্বর—পক্ষিরাজ, গরুড়। খগদিগের ইন্দ্র বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

খগেন্দ্রধ্বজ—গরুড়ধ্বজ, বিষ্ণু। খগেন্দ্র হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। বি ; পু।

খগেশ্বর - 'খগেন্দ্র' দ্রঃ।

খগোল - আকাশমণ্ডল ; তৎপ্রতিরূপক নক্ষত্রাদির চিহ্নযুক্ত কৃত্রিম গোলক। খএর গোল ইতি ৬তৎ, বা খরূপ যে গোল ইতি রূপক। বি ; পু।

খগোলবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে আকাশস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয়ে জ্ঞান জন্মে। খগোলবিষয়িণী যে বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

খগোলবিবরণ- যে পুস্তকে খগোল বিষয়ের বর্ণনা থাকে। খগোলের বিবরণ আছে যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

খচ্ কোন কিছু সহসা বা একচোটে কাটিয়া ফেলা প্রভৃতির শব্দ। বাংপ্র। অ।

খচখচ—ক্ষিপ্রগতিতে লিখিয়া যাইবার সময়ে কাগজে কলমের নিবের যে শব্দ হয় তাহার অনুকার; গাত্রবিদ্ধ কণ্টকাদি নাড়িবার অনুকরণ শব্দ বা তজ্জনিত ব্যথাবোধ; তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। অ।

খচমচ—খঞ্জনী করতাল প্রভৃতি তাড়াতাড়ি বাজাইবার উচ্চ শব্দ; খেচামেচি, গোলমাল; বিশৃখলা; ঝঞ্ঝাট। বাংপ্র। বি।

খচর—১। আকাশে বিচরণশীল; গগনগামী। উপতৎ; খ (আকাশে)-চর্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী-**খচরী**। ২। রাক্ষস; মেঘ; সূর্য; বায়ু; গ্রহ; নভশ্চর উপ-দেবতা; পক্ষী। বি; পু।

খচরা—খচর, আকাশগামী। মন্ত্রবাকায় 'খচরামরা' দৃষ্টে। প্রা কপ্র। বিণ।

খচরী-১। আকাশগামিনী। 'খচর' দ্রঃ। খচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী। বি; স্ত্রী।

খচাখচ—ক্ষিপ্রগতিতে লিখিয়া যাওয়ার অনুকরণ শব্দ বা তৎসূচক। বাংপ্র। অ।

খচাৎ—জোরে কাটিবার বা বিঁধিবার শব্দ। বাংপ্র। বি।

খচারী (খচারিন্)—গগনগামী। খ (আকাশ)-চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**খচারিণী**।

খচিত-রচিত; জড়িত; অন্তর্নিবেশিত, অলংকাররূপে মধ্যে মধ্যে স্থাপিত; বদ্ধ; ব্যাপ্ত। খচ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

খচ্চর-অশ্বতর; দো-আঁশলা; জারজ; কুলটাপুত্র; দুষ্ট, বজ্জাত; দুর্বৃত্ত; গালি বিঃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

খজ—গগনজাত, আকাশে উৎপন্ন। উপতৎ; খ (আকাশ)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

খ-জল—আকাশের জল, বৃষ্টির জল; শিশির। ৬তৎ। বি; ক্লী। [স্ত্রী।

খজপ—ঘৃত। খজ—পা+ড করণ। বি;

খজ্যোতিঃ (খজ্যোতিস্)—খদ্যোত, জোনাকি। খে (আকাশে) জ্যোতিঃ যাহার, বহু। বি; পু।

খঞ্চা—বারকোশ; বড় থালা। < ফা 'খঞ্চহ্'। বি।

খঞ্জ—বিকলপদ, খোঁড়া। খন্জ্ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

খঞ্জক—খঞ্জ। খঞ্জ্+কণ্ স্বার্থে। বিণ।

খঞ্জন—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী, wagtail [কবিরা বলেন, ইহার গড়ন অতি সুন্দর এবং নৃত্য করিতে করিতে গমন অতীব মনোহর, এই জন্য তাঁহারা এই পক্ষীর আকার ও চলনের সহিত সুন্দরীদিগের চক্ষুর ও গমনের তুলনা করিয়া থাকেন]। খন্জ্ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। খোঁড়াইয়া চলা; গমন। খন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

খঞ্জন-নয়ন—১। নর্তনশীল চক্ষু। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। মধুর নয়নভঙ্গিমাবিশিষ্ট বা চটুলনয়ন। বহু। বিণ।

খঞ্জনরত—যতিগণের গুপ্ত মৈথুন। খঞ্জনের তুল্য রত (রমণ), মধ্যপ। বি; ক্লী।

খঞ্জনা—এক প্রকার ক্ষুদ্র খঞ্জন পক্ষী। খঞ্জন +আপ্। বি; স্ত্রী।

খঞ্জনি—চক্রাকার ক্ষুদ্র পটহ বিঃ; এক-মুখে চামড়া-দেওয়া চক্রাকার ছোট বাদ্যযন্ত্র বিঃ, tambourine; মন্দিরা। বাংপ্র। বি।

খঞ্জনিকা—খঞ্জনাকার পক্ষী বিঃ। খঞ্জন+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

খঞ্জর—কামানের গোলা; ছোরা। ফা। বি।

খট—শক্ত জিনিস ঠোকাঠুকির নানাপ্রকারের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। বি।

খটকা—সন্দেহ, সংশয়; আশঙ্কা। বাংপ্র। বি।

খটখটি—১। কঠিনব্যাপার, লেঠা, ঝঞ্ঝাট। বি। ২। কঠিন, শক্ত। বাংপ্র। বিণ।

খটখটে-সম্পূর্ণ শুষ্ক, নীরস; কঠিন। বাংপ্র। বিণ।

খটমট, খটমটে—কঠিন; দুরূহ; দুর্বোধ্য। বাংপ্র। বিণ।

খটমট—জুতা পায়ে চলার ন্যায় শব্দ। বাংপ্র। বি। [অ।

খটাখট পুনঃ পুনঃ খটখট শব্দ। বাংপ্র।

খটাশ—খট্টাশ (তাহা দ্রঃ)।

খটিকা—খড়ি। খট্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

খটিনী—খড়ি। খট্+ইন্+ঈপ্। বি;

খটী—১। আড়ত, আড়ঙ, রাশি, স্তূপ, পুঞ্জ; আখড়া, ছেলেদের বাহানা বা আবদার। বাংপ্র। বি। ২। খড়ি। খট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খটেল-খটি বা বাহানা করিতে মজবুত, আবদারে; খুঁতখুঁতে; জেদবাজ। বাংপ্র। বিণ।

খট্টা—খট্বা, খাট, পর্যঙ্ক। বি; স্ত্রী।

খট্টাশ—জন্তু বিঃ, খটাশ, গন্ধগোকুলা। খট্ট্ (সংবরণ করা)+অন্ কর্তৃ=খট্ট; খট্ট অশ (ভোজন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

খট্টি, খট্টী—শববহনার্থ খাট, মড়ার খাট, খাটিয়া। খট্ট্ (সংবরণ করা)+ই কর্ম। বি; স্ত্রী।,

খট্বা—শয়নার্থ খাট, পর্যঙ্ক। বি; স্ত্রী।

খট্বাকা, খট্বিকা—শয়নার্থ ক্ষুদ্র খাট, খাটিয়া। খট্বা+কণ্ (পক্ষান্তরে কক) অল্পার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

খট্বাঙ্গ—১। খট্বার অঙ্গ; খাটের পায়া; খাটের পায়ার মত মুদগর; নরকপালাগ্র লগুড়; শিবের অস্ত্র বিঃ। খট্বার অঙ্গ, ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। সূর্যবংশীয় জনৈক নৃপতি। বি; পু।

খট্বাঙ্গধর—খট্বাঙ্গধারী, শিব। ৬তৎ। বি; পু।

খট্বারূঢ়—খট্বাস্থিত, খট্বায় শায়িত; অনবহিত, প্রমত্ত; উচ্ছৃঙ্খল; অলস; দুর্বৃত্ত, পামর। খট্বাকে আরূঢ় ইতি ২তৎ, বা খট্বাতে আরূঢ় ইতি ৭তৎ। বিণ।

খট্বিকা—'খট্বাকা' দ্রঃ।

খড়—১। তৃণ বিঃ, শুষ্ক ধান্য বৃক্ষ, বিচালি। খড়্+অল্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। ভেদ, ভঙ্গ। খড়্+অল্ ভাব। বি; পু।

খড়কি - খড়ক্কিকা (তাহা দ্রঃ)।

খড়কুটা, খড়কুটি—খড় ও শুষ্ক তৃণাদি; পোড়াইবার পাতালতা। বাংপ্র। বি।

খড়কে—তৃণাদির অতি সূক্ষ্ম শলাকা, খুব সরু কাঠি। বাংপ্র। বি।

খড়ক্কিকা, খড়ক্কী—খিড়কি দরজা; খড়খড়ি। খড়ক্ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ+ড কর্তৃ+ঈপ্=খড়ক্কী; খড়ক্কী+কণ্ স্বার্থে +আপ্=খড়ক্কিকা। বি; স্ত্রী।

খড়খড় · শুষ্ক দ্রব্যাদি সঞ্চালনের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। বি।

খড়খড়ি—কপাট জানালার অংশীভূত সচল আবরণ, ঝিলমিলি, Venetian blind. বাংপ্র। বি।

খড়ম—কাষ্ঠপাদুকা। বাংপ্র। বি। **খড়ম পা**—পায়ের পাতার মধ্যভাগ খড়মের মধ্যভাগের মত শূন্য থাকে অর্থাৎ চলিতে গেলে মাটি স্পর্শ করে না ও শব্দ হয় (ইহা অশুভসূচক)।

—১। শিশুদের প্রথম লিখিবার প্রস্তরবিশেষ, এক প্রকার সাদা মাটি; তিলকমাটি; গণনা; অঙ্ক; গায়ের সাদা মরা মাস, খুসকি। বাংপ্র। ২। জ্বালানি কাষ্ঠ। প্রাদে। ৩। কর্ম, কার্য; চাতুর্য, কৌশল; শিল্পনৈপুণ্য; অঙ্ক, চিহ্ন, দাগ। প্রা কপ্র। বি।

খড়িমাটি—খটী, খুলখড়ি বা চা-খড়ি। বাংপ্র। বি।

খ-ডীন—পক্ষিগণের একপ্রকার গতি। খে ডীন (গতি বিঃ), ৭তৎ। বি; ক্লী।

খড়ুটি—মেটে দেওয়াল চৌরস করিবার জন্য তদুপরি খড়-কাদার লেপ। বাংপ্র। বি।

খড়ো—তৃণনির্মিত; তৃণাচ্ছাদিত, খড়ের ছাওয়া। বাংপ্র। বিণ।

খড়্গ—১। গণ্ডার। খড়্‌+গন্‌ কর্তৃ। ২। গণ্ডারের শৃঙ্গ; অসি, তরবাল; খাঁড়া। খড়্‌+গন্‌ করণ। বি; পু।

খড়্গচর্ম—ঢালতরোয়াল। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

খড়্গধেনু, খড়্গধেনুকা—ছুরিকা। বি; স্ত্রী।

খড়্গপত্র—১। অসিফলক। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। ইক্ষুবৃক্ষ। খড়্গের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি; পু।

খড়্গপাণি—খড়্গহস্ত, খড়্গধারী, প্রহারোদ্যত। খড়্গ পাণিতে যাহার, বহু। বিণ।

খড়্গপিধান—খড়্গকোষ, তরবালের খাপ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

খড়্গপ্রহার—তলোয়ার দ্বারা আঘাত করা; তলোয়ারের আঘাত বা চোট। বি; পু।

খড়্গহস্ত—প্রহারোদ্যত; বিরুদ্ধাচারী; খড়্গপাণি, খড়্গধারী; একান্ত বিপক্ষ। খড়্গ হস্তে যাহার, বহু। বিণ।

খড়্গী (খড়্গিন্)—১। খড়্গধারী। খড়্গ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**খড়্গিনী**। ২। গণ্ডার। বি; পু।

খণ্ড—১। অংশ; টুকরা; পরিচ্ছেদ; ছেদ, পুস্তকের ভাগ, volume; প্রদেশ; (কাপড়ের) থান। বি; পু বা ক্লী। ২। ভেদ; ছেদ; মণি-দোষ। খন্‌ড্‌ (ভগ্ন করা)+অল্‌ ভাব। ৩। খাঁড় গুড়; বিট লবণ। খন্‌ড্‌+অল্‌ কর্ম। বি; পু।

খণ্ডকথা—অতাল্প কথা। খণ্ডমিতা কথা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

খণ্ডকপাল—হতভাগ্য; দুর্ভাগা। বাংপ্র। বিণ।

খণ্ডকর্ণ—শকরকন্দ আলু। খণ্ডপূর্ণ (খাঁড়-গুড়যুক্ত) কর্ণ (কন্দ), মধ্যপ। বি; পু।

খণ্ডকাব্য—একবিষয়াত্মক ক্ষুদ্র কাব্য। বি; ক্লী।

খণ্ডখণ্ড—টুকরা টুকরা, দ্বিধা বিচ্ছিন্ন। বাংপ্র। বিণ।

খণ্ডখর্জুর—গুড় দিয়া পাক করা একপ্রকার সুস্বাদু খর্জুর। খণ্ড (খাঁড়গুড়) দ্বারা পক্ব খর্জুর, মধ্যপ। বি; ক্লী।

খণ্ডগিরি—পুরীজেলায় অবস্থিত পাহাড়। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক পাহাড়দ্বয় একই স্থানে অবস্থিত, মধ্যে একটি সংকীর্ণ গিরিপথ আছে। এই পাহাড় দুইটি ভুবনেশ্বর মন্দিরের ৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত। ইহাদের গাত্রে অনেক গুহা ও মন্দির ক্ষোদিত আছে। সকল গুহা বা মন্দির একই সময়ে ক্ষোদিত হয় নাই। খ্রীঃ পূঃ ৫০০ হইতে ৫০০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ইহাদের নির্মাণ-কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। উদয়গিরির গাত্রের শিল্পকার্য প্রাচীনতর কালে, এবং খণ্ডগিরি গাত্রের শিল্পকার্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ক্ষোদিত হয়। কোন গুহা সর্পাকৃতি, কোনটি কুম্ভাকার, কোনটি বা ব্যাঘ্র-মুখাকৃতি। খণ্ডগিরির শিখর দেশে খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়গণ একটি জৈন মন্দির নির্মাণ করে ('উদয়গিরি' দ্রঃ)।

খণ্ডগ্রাস—চন্দ্র বা সূর্যের আংশিক অদর্শন, partial eclipse. কর্মধা। বি; পু।

খণ্ডজ—গুড়। খণ্ড-জন্‌+ড কর্তৃ। বি; পু।

খণ্ডন—নিরাকরণ, অপনয়ন; ভঞ্জন; কর্তন; ছেদন। খন্‌ড্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

খণ্ডনীয়, খণ্ড্য—নিরাকরণীয়, খণ্ডনযোগ্য; খণ্ডনসাধ্য; ভঞ্জনীয়, ছেদ্য। খন্‌ড্‌+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

খণ্ডপাল—মোদক, ময়রা। ৬তৎ। বি; পু।

খণ্ডপ্রলয়—ক্ষুদ্র প্রলয়, ব্রহ্মা তাঁহার দিবা-ভাগে সৃষ্টি করিয়া সায়ংকালে যে লয় করেন, তাহারই নাম খণ্ডপ্রলয়। কর্মধা। বি; পু।

খণ্ডবাক্য—যৌগিক বা জটিল বাক্যের অন্তর্গত ক্ষুদ্র বাক্য, clause. কর্মধা। বি; ক্লী।

খণ্ডবিচনী—মোদক-বিক্রয়কারিণী, পক্বান্ন-বিক্রেত্রী। গ্রা কপ্র। বিণ বা বি; স্ত্রী।

খণ্ডশঃ (খণ্ডশস্)—খণ্ড খণ্ড রূপে, ভাগ ভাগ করিয়া বা ভাগে ভাগে, টুকরা টুকরা করিয়া। খণ্ড+শস্‌ বীপ্সার্থে। অ।

খণ্ডা—১। খণ্ড, টুকরা, অংশ। খন্‌ড্‌+অল্‌ কর্ম+আপ্‌। ২। খাঁড়া, খড়্গ। খন্‌ড্‌+অল্‌ করণ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

খণ্ডাখণ্ডি—পরস্পর খণ্ডন, কলহ, বিরোধ; পরস্পর বৈরিতা। বাংপ্র। বি।

খণ্ডাইত—খড়্গী, খড়্গধারী। গ্রা কপ্র। বি বা বিণ।

খণ্ডানো—খণ্ডন করা বা হওয়া, কাটান বা কাটিয়া যাওয়া, লঙ্ঘন করা বা হওয়া, অন্যথা করা বা হওয়া; মোচন করা বা হওয়া; গাভীর ঋতুমতী হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খণ্ডিক—১। ক্রুদ্ধ, ক্রোধান্বিত। খণ্ড শব্দ+ঠিক। বিণ। স্ত্রী—**খণ্ডিকী, খণ্ডিকা**। ২। কক্ষদেশ, কাঁধ, বগল; কলায়; ঋষি বিঃ। বি; পু।

খণ্ডিত—কর্তিত; নিরাকৃত; দ্বিধাকৃত; ভিন্ন; ভগ্ন; ছিন্ন। খণ্ড+ক্ত কর্ম। বিণ।

খণ্ডিতক্ষুর—১। চেরা খুর (যেমন গরুর)। কর্মধা। বি; পু। ২। চেরাখুরযুক্ত (পশু)। খণ্ডিত হইয়াছে ক্ষুর যাহার, বহু। বিণ।

খণ্ডিতা—১। দ্বিধাকৃতা; ছিন্না; ভিন্না; নিরাকৃতা। খণ্ডিত+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বামীর পরনারী-সহবাসচিহ্নাদি দর্শনে কুপিতা ও ঈর্ষ্যাযুক্তা স্ত্রী। খণ্ড+ক্ত কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

খণ্ড্য 'খণ্ডনীয়' দ্রঃ।

খত—লেখা, লিপি, পত্র, চিঠি: ঋণলেখ্য, তমসুক; চিঠা, memo; লেখনীর সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, কলমের মোচ; চিহ্ন, দাগ, টান, কষি; স্বীকার-পত্র (যথা—দাসখত); ভূমিতে নাক ঘষিয়া দোষ স্বীকার। আ। বি। **নাকে খত**—ভূমিতে নাক ঠেকাইয়া দোষ স্বীকার ও তজ্জন্য মার্জনা চাওয়া।

খতম—সমাপ্তি, অবসান, শেষ; দফারফা; মরণ। <আ 'খৎম্'। বি।

খতানো—খতিয়ানে তোলা, গণনা করা, হিসাব নিকাশ করিয়া দেখা, হিসাব করা, তলাইয়া দেখা। বাংপ্র। ক্রি।

খতি উৎকোচ, ঘুষ। গ্রা কপ্র। বি।

খতিয়ান, খতেন—প্রজাদিগের বা দেনাদারদিগের কিংবা পণ্যদ্রব্যের নামওয়ারী হিসাব; জমির খাজনা আদায়-উসুল সংক্রান্ত হিসাব। আ-মু। বি। [আ-মু। বিণ।

খতী—খতসংক্রান্ত; বন্ধকী ('— দেনা')।

খত্তাল—বড় মন্দিরা; করতাল। <করতাল। বি।

খদিকা লাজ, খই। বি; স্ত্রী।

খদির—১। খয়ের গাছ; চন্দ্র; ইন্দ্র। খদ্‌+কির কর্তৃ। বি; পু। ২। খয়ের। খদির+ক ইদমর্থে। বি; ক্লী।

খদিরসার—খয়ের। ৬তৎ। বি; পু।

খদ্দর—চরকা-কাটা সুতায় হাতের তাঁতে বোনা এক রকম মোটা কাপড়। গুজরাটী। বি।

খদ্দের—খরিদ্দার, ক্রেতা। বাংপ্র। বি।

খদ্যোত—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি; সূর্য। খ (আকাশ) দ্যুত+অন্‌ কর্তৃ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

খদ্যোতমালা জোনাকিসকল। ৬তৎ।

খদ্যোতিকা—জ্যোতিরিঙ্গণ, জোনাকি। খদ্যোত শব্দ+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

খধূপ—হাউই তারা বাজি ইত্যাদি। খ (আকাশ)—ধূপ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্‌ কর্তৃ। বি; পু।

খন—ক্ষণ। দেশজ। বি।

খঞ্জক ১। খননকারী। খন্‌ (খনন করা)+

অক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—খনকী। ২। সিঁদেল চোর; ইন্দুর। বি; পু।

খনখন—মাটির হাঁড়ি বা ভাঙ্গা বাসন ইত্যাদিতে আঘাতজনিত শব্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।

খনখনে—খনখন আওয়াজবিশিষ্ট; শুকনা। বাংপ্র। বিণ।

খনন—মৃত্তিকাদি বিদারণ, খোঁড়া। খন্ (খনন করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

খননীয়—খননযোগ্য, খননসাধ্য। খন্ (খনন করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

খনয়িত্রী—অস্ত্র বিঃ, খন্তী। ণিজন্ত খন্ (=খনি) + তৃন্ কর্ত্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খনা জনৈক প্রাচীনা বিদুষী রমণী। প্রবাদ এইরূপ যে, খনা সিংহল দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় মিহিরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মিহিরের পিতা বরাহ ভারতবাসী এবং জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় গণনায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মিহিরের জন্ম হইলে তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন যে, মিহিরের এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ। পুত্রের অকাল মৃত্যু দর্শন পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে বরাহ, মিহিরকে একটি পাত্রের মধ্যে রাখিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিলেন। দৈবক্রমে পাত্রটি সিংহলের তীরে উপস্থিত হইল। অতঃপর ঐ শিশু সিংহলরাজ-সমীপে নীত হইল। রাজা শিশুকে পরমসুন্দর এবং সুলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে সিংহলরাজের এক কন্যা হয়। শুভক্ষণে ঐ কন্যার জন্ম হয় বলিয়া রাজা উহার নাম ক্ষণা বা খনা রাখেন। রাজার যত্নে খনা এবং মিহির উভয়েই নানাশাস্ত্রে বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদ্যায় অসাধারণ জ্ঞানলাভ করেন। অতঃপর খনার সহিত মিহিরের বিবাহ হয়।

কিছুদিন পরে মিহির আপনার পূর্ব-বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জন্মভূমি দর্শনার্থ সস্ত্রীক এদেশে আগমন করিলেন। আসিবার সময়ে তাঁহারা দেশ হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনেন। তাঁহারা মিহিরের পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পরিচয় প্রদান করিলে, প্রথমে তিনি তাহা বিশ্বাস করেন নাই। পরে আবার গণনা করিয়া দেখিলেন, তাহাতেও পুত্র মিহিরের আয়ুষ্কাল ১ বৎসর হইল। তখন খনা বলিলেন—

"কিসের তিথি কিসের বার,
জন্ম নক্ষত্র কর সার।
কি কর শ্বশুর মতিহীন,
পলকে জীবন বার দিন।"

কথিত আছে যে, ইঁহার পর খনা পতি ও শ্বশুরের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। পিতার ন্যায় মিহিরও বিক্রমাদিত্যের সভায় বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন, এবং অন্যতম রত্ন বলিয়া পরিগণিত হইলেন। একদা বিক্রমাদিত্য বরাহকে আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্ধারণ করিতে বলেন। পিতা পুত্রে তাহা না পারিয়া রাজার নিকট একদিন সময় চাহিলেন। তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগত হইলে খনা সমস্ত শুনিয়া অনায়াসে তাহা গণিয়া দিলেন। রাজা প্রকৃত উত্তর পাইয়া অনুসন্ধানে খনার পরিচয় পাইলেন। অতঃপর খনাকে আপনার সভায় আর একটি রত্ন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে সভায় আনিবার নিমিত্ত বরাহকে বলিয়া দিলেন। বরাহ কলঙ্কের ভয়ে পুত্রকে খনার জিহ্বা ছেদন করিতে আদেশ করিলেন। মিহির তাহাতে ইতস্ততঃ করায় খনা আপনার মৃত্যুকাল গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়া স্বামীকে পিতৃনির্দেশ পালন করিতে বলিলেন। জিহ্বা ছেদিত হওয়ায় কিছুক্ষণ পরেই খনা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

এই সকল কিংবদন্তীর মূলে কিছুমাত্র সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রথমতঃ বরাহকে মিহিরের পিতা বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে এবং তাঁহারা বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন, ইহাও স্বীকার করা হইয়াছে। বিক্রমাদিত্যের সভার যে নবরত্ন ছিলেন, তাঁহাদের নাম, যথা "ধন্বন্তরিক্ষপণ-কামরসিংহশঙ্কুবেতালভট্টঘটকর্পর-কালিদাসাঃ। খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।" এই শ্লোকে "বরাহমিহিরো" পদটি একবচনান্ত, সুতরাং বরাহমিহির একই ব্যক্তির নাম, দুই ভিন্ন ব্যক্তির নাম নহে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বোক্ত বাঙ্গালা বচনের ন্যায় যে সকল বচন প্রসিদ্ধ আছে, সেগুলি অধুনা সাধারণ-প্রচলিত গ্রাম্য বাঙ্গালায় বিরচিত। ঐগুলি বাঙ্গালী ভিন্ন অন্য কোন দেশীয়ের রচিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে না। অথচ খনাকে প্রথমে সিংহল ও তৎপরে উজ্জয়িনী-বাসিনী বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। তাঁহার ওরূপ বাঙ্গালা শিখিবার সম্ভাবনা কোথায়? এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে পূর্বোক্ত কিংবদন্তীসমূহ অমূলক বলিয়া প্রতীত হয়। খনার বচন বলিয়া প্রসিদ্ধ বচনগুলি যদি যথার্থই খনার রচিত হয়, তবে নিঃসন্দেহেই তাঁহার বাস বাঙ্গালাদেশে ছিল এবং তিনি দুই শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। আবার সে খনা পুরুষ কি রমণী ছিলেন, তাহাও নিশ্চিতরূপে অবধারণ করিবার উপায় নাই। সে যাহা হউক, তিনি যে জ্যোতির্বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

খনা—১। যে নাকে কথা বলে এমন। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। খনন করা, খোঁড়া বা খুঁড়া। কপ্র। ক্রি।

খনা-খনা—ঈষৎখনা; আংশিক নাসিকা হইতে উচ্চারিত। বাংপ্র। বিণ।

খনি, খনী—আকর, যাহা খনন করিয়া ধাতু প্রভৃতি পাওয়া যায়; গর্ত। খন্ (খনন করা) + ইন্ কর্ম। পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খনিজ—খনি হইতে উৎপন্ন, mineral. খনি শব্দ—জন + ড কর্ত্তৃ। বিণ।

খনিত—যাহা খনন করা হইয়াছে; খাত। বাংপ্র। বিণ।

খনিত্র—খননাস্ত্র, খন্তা, শাবল। খন + ইত্র করণ। বি; ক্লী।

খন্তা, খোন্তা—খননাস্ত্র বিঃ, খনিত্র। < খনিত্র। বি।

খন্তি—রাঁধিবার সময় তরকারি ইত্যাদি উলটাইবার ছোট খন্তা বা খুন্তি। বাংপ্র। বি।

খন্তিক—খন্তা, খনিত্র। প্রা কপ্র। বি।

খন্দ—১। রবিশস্য। বাংপ্র। ২। খানা, নিম্নভূমি; গর্ত। আ-মু। বি।

খন্দক—খানা, নালা, গর্ত। প্রা কপ্র। বি।

খন্দকার—শস্যসকর্মী; কৃষক। বাংপ্র। বি।

খন্য—খননীয়, খননযোগ্য। খন + যপ্ কর্ম। বিণ।

খন্যে—খনিয়া, খনন করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

খপ্—ঝটিতি, শীঘ্র, সহসা, হঠাৎ; সহসা পতনাদির অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

খপর—খবর (তাহা দ্রঃ)।

খপুর—১। আকাশস্থিত নগর, রাজা হরিশ্চন্দ্রের নগর। খস্থিত যে পুর, মধ্যপ। বি; ক্লী। ২। গুবাকবৃক্ষ, গুপারি গাছ। খে (আকাশে) পুর যাহার, বহ। বি; পু। ৩। খর্পর; ঘট, কুম্ভ, কলস; তাম্বুলাধার, পানের ডাবর। প্রা কপ্র। বি।

খপুষ্প—আকাশকুসুম। ৭তৎ। বি; ক্লী।

খপ্পর—খর্পর, খোলা; খাপরা, খোলা; খোলার চাল; কৌশল, ফন্দি, ফাঁদ; কবল; কোপ; কায়দা। <খর্পর। বি।

খবর—খপর, সংবাদ, বার্তা; সন্ধান, তত্ত্ব, খোঁজ; প্রণিধান; যত্ন। আ। বি।

খবরের কাগজ—সংবাদপত্র।

খবরগিরি—তত্ত্বাবধান। আ-মু। বি।

খবরদার—সাবধান, সতর্ক, হুঁশিয়ার। আ-মু। বিণ।

খবরদারি—সাবধানতা, সতর্কতা, হুঁশিয়ারী ; তত্ত্বাবধান। আ-মু। বি।

খবরাখবর—পরস্পর সংবাদ বিনিময় ; খোঁজখবর, তত্ত্বাবধান। আ-মু। বি।

খবারি—দিব্যোদক, আকাশের জল, বৃষ্টি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

খবাষ্প হিম, নীহার। ৬তৎ। বি ; পু।

খমণি—সূর্য। ৬তৎ। বি ; পু।

খমধ্য- আকাশস্থ বিন্দু যাহা দর্শকের ঠিক উপরে থাকে, zenith. ৬তৎ। বি ; পু।

খম্বা খুঁটি, থাম, স্তম্ভ। হি। বি।

খয়রা—১। (পশ্চিমবঙ্গে) একপ্রকার তেলাল ক্ষুদ্র শুভ্র মৎস্য ; (পূর্ববঙ্গে) খলিশা মাছ। বি। ২। খয়ের রঙের। বাংপ্র। বিণ।

খয়রাত—বিনামূল্যে দান বা বিতরণ। আ। বি।

খয়রাতী—দানঘটিত ; বিনামূল্যে বিতরণকারী। আ-মু। বিণ।

খয়া—১। ক্ষয়িত, ক্ষয়প্রাপ্ত। বিণ। ২। ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া। দেশজ। ক্রি।

খয়ের—১। খদির। বাংপ্র। বি। ২। ভাল, শুভ। আ। বিণ।

খয়েরখাঁ—খোশামুদে কর্মচারী ; যে খোশামোদের জন্য আড়ম্বর করিয়া মনিবের ইষ্টসাধন করে ; খামাখয়া ; হিতৈষী। ফা-মু। বি বা বিণ।

খর-১। শীঘ্র, ত্বরিত ; কঠোর, কঠিন ; উগ্র ; তীক্ষ্ণ ; তীক্ষ্ণস্পর্শ ; কর্কশ। খ শব্দ—রা (দান করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। গর্দভ ; অশ্বতর, খচ্চর। বি ; পু। ৩। জনৈক রাক্ষস, লঙ্কেশ্বর রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বিশ্রবার ঔরসে রাকার গর্ভে ইহার জন্ম। ইহার পুত্রের নাম মকরাক্ষ। রাবণের ভগিনী সূর্পণখা বিধবা হইলে, রাবণের আদেশে খর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস-সৈন্য সহ সূর্পণখার অধীনে পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিত। পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র অনুজ লক্ষ্মণ ও ভার্যা জানকীসহ বনবাসী হইয়া যৎকালে পঞ্চবটীতে বাস করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মণ সূর্পণখার নাসা-কর্ণ ছেদন করিলে, খর সসৈন্যে রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হয়। **খর জল**—যে জলে সাবান গুলিলে ফেনা হয় না, hard water.

খরকর—১। প্রখর কিরণ। কর্মধা। ২। সূর্য। খর হইয়াছে কর যাহার, বহু। বি ; পু।

খরখর তাড়াতাড়ি ; দ্রুত। বাংপ্র। বিণ।

খরখরে চঞ্চল ; প্রগল্‌ভ ; চালাক ; প্রখর। বাংপ্র। বিণ।

খরগোশ—শশক, খরা। ফা। বি।

খরচ—ব্যয় ; অর্থ ; ধার, দেনা, কর্জ। <ফা 'খর্চ্'। বি।

খরচপত্র নানাপ্রকার ব্যয়। ফা-মু। বি।

খরচা—১। খরচ (সকল অর্থে)। বি। ২। খুচরা। <ফা 'খচ্'। বিণ।

খরচান্ত—১। প্রায় নিঃশেষে খরচ ; অত্যধিক ব্যয়, বিস্তর খরচ। বি। ২। খরচ করিয়া রিক্তহস্ত। ফা-মু। বিণ।

খরচে, খরচী, খরুচে—অকাতরে ব্যয়শীল, মুক্তহস্ত ; যে বেশী খরচ করে। ফা-মু। বিণ।

খরজ—বীণাদিযন্ত্রের খাদস্বর, ষড়্‌জ বা সা সুর। <ষড়্‌জ। বি।

খরণস—১। তীক্ষ্ণনাসিক, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা-বিশিষ্ট। খরা নাসা যাহার, বহু। ২। গর্দভের নাসিকার ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট। খরের নাসার ন্যায় নাসা যাহার, বহু। বিণ।

খরতম-- সর্বাপেক্ষা খর, অত্যন্ত প্রখর। খর + তম আতিশয্যার্থে। বিণ।

খরতর—প্রখর, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। খর শব্দ + তর আতিশয্যার্থে। বিণ।

খরদশন—১। তীক্ষ্ণদন্ত। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণদন্তবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

খরদূষণ—১। স্বনামখ্যাত রাক্ষসযুগল, রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয়। খর ও দূষণ, দ্বন্দ্ব। ২। ধুতুরা। খর দূষণ যাহার, বহু। বি ; পু।

খরধার—তীক্ষ্ণধার, খুব ধারাল। খর হইয়াছে ধার যাহার, বহু। বিণ।

খরনাদী (-নাদিন্) তীব্রশব্দকারী ; গর্দভের ন্যায় উচ্চরবকারী। উপতৎ ; খর শব্দ—নদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, —**নাদিনী**।

খরবাহিনী—অতিবেগে প্রবাহিতা। 'খরবাহী' দ্রঃ। খরবাহিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

খরবাহী (-বাহিন্)—প্রচণ্ডবেগে বহমান। উপতৎ ; খর—বহ্ (বহিয়া যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**খরবাহিনী**।

খরবুজ, খরবুজা খরমুজ। <ফা 'খরবুজহ্'। বি।

খরমুজ, খরমুজা—১। ফুটিজাতীয় সুস্বাদু ফল বিঃ। <ফা 'খরবুজহ্'। বি।

খরশর—১। তীক্ষ্ণবাণ। কর্মধা। বি ; পু। ২। তীক্ষ্ণবাণবিশিষ্ট। খর হইয়াছে শর যাহার, বহু। বিণ।

খরশান, -ণ - তীক্ষ্ণস্পর্শ শাণযন্ত্র। কর্মধা। বি ; পু। ২। তীক্ষ্ণধার, খুব ধারাল। কপ্র। বিণ। [বিণ।

খরশাল উগ্র, তীব্র, উচ্চ। প্রা কপ্র।

খরশুলা, খরশুলা—ক্ষুদ্রকার মৎস্য বিঃ ; খলসে মাছ। বাংপ্র। বি।

খরস্পর্শ—১। কঠোর স্পর্শ, তীব্র স্পর্শ। কর্মধা। বি ; পু। ২। তীব্রস্পর্শবিশিষ্ট ; অতি কঠিন। বহু। বিণ।

খরস্রোতঃ (-স্রোতস্)- অতি উৎকট স্রোতঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

খরস্রোতাঃ (-স্রোতস্)—অত্যুৎকট স্রোতোবিশিষ্ট। খর হইয়াছে স্রোতঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

খরা—১। ত্বরিতা ইত্যাদি। খর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গর্গরী। বি ; স্ত্রী। ৩। খরগোশ, শশক ; আতপ, রৌদ্র, গরম, গ্রীষ্ম ; সন্ধান, খোঁজ। বি। ৪। বেশী ভাজা। বাংপ্র। বিণ।

খরাংশু—সূর্য। খর হইয়াছে অংশু যাহার, বহু। বি ; পু।

খরানি- শুষ্কতা ; গ্রীষ্মাধিক্য ; একটানা রোদের সময়। বাংপ্র। বি।

খরানো- চুঁইয়া যাওয়া, পোড়া পোড়া হওয়া, অত্যধিক শুষ্ক হওয়া ; বেশী ভাজা। বাংপ্র। ক্রি।

খরিদ—ক্রয়, কেনা। <ফা 'খরীদ'। বি।

খরিদদার, খরিদ্দার—ক্রেতা, ক্রয়-কারী ; খদ্দের। <ফা 'খরীদার'। বি।

খরিদা—ক্রীত, কেনা। ফা-মু। বিণ।

খরিদানি—খরিদমূল্য, কেনা দাম। ফা-মু। বি।

খর্জন—কণ্ডূয়ন, চুলকানো। খর্জ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

খর্জুর, খর্জূর—১। খেজুর গাছ। খর্জ + উর কর্তৃ। বি ; পু। ২। খেজুর। বি ; স্ত্রী।

খর্জুরী, খর্জূরী—খেজুর গাছ। খর্জুর, খর্জূর + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

খর্পর—১। খোলা ; মৃৎপাত্রের টুকরা ; কপাল, মাথার খুলি ; চোর ; ধূর্ত ; শঠ ; ভিক্ষাপাত্র ; খাপরা। কৃপ + অরন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। কাজল। বি ; পু বা স্ত্রী।

খর্ব—১। বামন, বেঁটে। খর্ব্ + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। সহস্রকোটি সংখ্যা। বি ; স্ত্রী।

খর্বকায়—১। ক্ষুদ্র দেহ, খাট শরীর। কর্মধা। বি ; পু। ২। বামনাকার, বেঁটে। খর্ব কায় যাহার, বহু। বিণ।

খর্বশাখ—১। ক্ষুদ্র শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ ; ক্ষুদ্রবাহু জন, বামন, বেঁটে লোক। ক্ষুদ্রা শাখা যাহার, বহু। বি ; পু। ২। ক্ষুদ্র-শাখাবিশিষ্ট ; ক্ষুদ্রবাহুবিশিষ্ট। বিণ।

খর্বাকার, খর্বাকৃতি—১। বামনবৎ আকারবিশিষ্ট, বেঁটে। খর্ব হইয়াছে আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। বেঁটে চেহারা। খর্ব যে আকার বা আকৃতি, কর্মধা। বি ; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

খল—১। হিংস্র, পরশ্রীকাতর ; দুর্জন ;

অন্ত্যজ, নীচ ; কপট ; নিষ্ঠুর, ক্রূর। খল্ +অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। সূর্য ; তমাল বৃক্ষ ; ধুতুরা গাছ। খ (আকাশ)—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ৩। ভূমি, মৃত্তিকা ; স্থান ; খইল ; সিটা ; ধান মাড়িবার খামার। খল্ + অল্ অধি। বি ; স্ত্রী। ৪। ঔষধমর্দনার্থ পাত্র, mortar. বাংপ্র। বি।

খলই—১। স্খলন। বি। ২। স্খলিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

খলখল—হাস্যধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। বি।

খলখলে ঢিলে, আলগা। বাংপ্র। বিণ।

খলতা—নীচতা ; ক্রূরতা ; হিংসা ; দুর্জনতা। খল+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

খলতি—১। টাকবিশিষ্ট। বিণ। ২। মাথার টাক। স্খল্ (স্খলিত হওয়া)+ অতি কর্তৃ। বি ; পু। [বি ; পু।

খলধান—খামার। খল—ধা+অন অধি।

খলন—স্খলন ; খলতা, কৌটিল্য, হিংসা। প্রা কপ্র। বি। [বি।

খলশে—ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ, খলিশ। বাংপ্র।

খলি—খইল। খল্ ধাতু+ইন্ কর্ম। বি ; পু।

খলিত টাকবিশিষ্ট। স্খল্ (স্খলিত হওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

খলিন, খলীন—অশ্বাদির মুখস্থিত লাগাম বাঁধিবার লৌহ, bit. বি ; পু বা স্ত্রী।

খলিনী খলসমূহ ; খামার সকল। খল+ ইন্ সমূহার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

খলিফা—মুসলমানদিগের প্রধান ধর্মগুরু বা ধর্মনেতা নরপতি, তুরস্কের সুলতানের উপাধি ; সুনিপুণ শিল্পী ; ওস্তাদ ; দরজী। <আ 'খলিফহ্'। বি।

খলিশ খলিশা মাছ। খলি—শী (শয়ন করা) +ড কর্তৃ। বি ; পু।

খলিশা—খলশে মাছ। <খলিশ। বি।

খলেকপোত—স্থায় বিঃ। বি ; পু।

খলেকপোতিকা—স্থায় বিঃ। বি ; স্ত্রী।

খলেশ—১। খলপ্রধান। খলদিগের ঈশ, ৬তৎ। ২। খলিশা মাছ। খলে শী (শয়ন করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

খলেশয়—খলিশা মাছ। খলে—শী+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

খলোক্তি—১। কুটিল বাক্য ; হিংসাপূর্ণ বচন। খলা যে উক্তি, কর্মধা। ২। কটূক্তি, দুর্বাক্য, মন্দ কথা। খলের উক্তি, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

খল্ল—চর্ম ; চাতক ; ঔষধ মাড়িবার খল। খল +ক্বিপ্ কর্তৃ (=খল)—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

খল্লী—হাতে পায়ে খিল বা খাল ধরা। খল্ল +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

খসখস, খশখশ—১। বেণার মূল, vetiver. <ফা 'খস'। বি। ২। আবড়ো-খাবড়ো, অমসৃণ। বিণ। ৩। কাপড় খড় প্রভৃতি ঘষার শব্দ। বাংপ্র। অ।

খসখসানি—খসখস শব্দ হওয়া। বাংপ্র। বি।

খসখসে—অমসৃণ, কর্কশ। বাংপ্র। বিণ।

খসড়া—আদড়া ; আদড়া নকশা ; মুসাবিদা ; পাণ্ডুলিপি। আ। বি।

খসত ১। খসে, স্খলিত হয়, পতিত হয়। ক্রি। ২। গলিত। প্রা কপ্র। বিণ।

খসম—১। বৃক্ষ। বি ; পু। ২। ভর্তা, পতি। <আ 'খসম্'। বি ; পু।

খসল—খসিল, স্খলিত হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

খসা—স্খলিত হওয়া, চ্যুত হওয়া, খুলিয়া পড়া, নির্গত হওয়া, বাহির হইয়া পড়া ; আলগা হইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

খসানো—স্খলিত করা, চ্যুত করা, খুলিয়া ফেলা, নির্গত করা। বাংপ্র। ক্রি।

খ'সো—খোস পাঁচড়ায় ভরা। বাংপ্র। বিণ।

খস্তুরী—কস্তুরী। প্রা কপ্র। বি।

খাই—১। খাল, খানা, গর্ত ; গভীরতা ; আকাঙ্ক্ষা ; খেই বা খি, সূত্রাদির গুণ বা এক এক গাছি ; সুতার মুখ। বি। ২। ভক্ষণ করি। বাংপ্র। ক্রি।

খাই-খরচ—খাবার ব্যয়। বাংপ্র। বি।

খাই-খাই—খাইবার লালসা প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

খাইয়ে—অতি ভোজনে সমর্থ ; যে খুব খাইতে পারে। বাংপ্র। বিণ।

খাওয়া—১। ভোজন বা ভক্ষণ করা, আহার করা ; সেবন বা ভোগ করা। ক্রি। ২। ভোজন ; ভোজ। বি। ৩। ভক্ষিত। বাংপ্র। বিণ। **খাইয়া ফেলা**—তাগাদা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করা। **ঘা খাওয়া** আঘাত পাওয়া ; অপমানিত হওয়া ; ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। **মাথা খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা ; চরিত্রহীন করা। **মার খাওয়া**—ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ; পরাভূত হওয়া ; প্রহৃত হওয়া। **হাওয়া খাওয়া**—বায়ু সেবন করা ; বায়ু পরিবর্তন করা ; কিছুই না পাওয়া।

খাওয়ানো—ভোজন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

খাংরা, খেংরা—ঝাঁটা। বাংপ্র। বি।

খাংরানো—ঝাঁটা মারা। বাংপ্র। ক্রি।

খাঁ—জ্ঞানী, পণ্ডিত, শিক্ষিত ব্যক্তি ; মুসলমানদিগের সম্মানসূচক উপাধি। <তু 'খান'। বি।

খাঁই—আকাঙ্ক্ষা ; দাবি। বাংপ্র। বি।

খাঁ ঈশা (ঈশা খাঁ)—বারভূঁইয়ার অন্যতম ভূঁইয়া। ইঁহার পূর্বপুরুষেরা হিন্দু এবং অযোধ্যা প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। এই বংশের কালিদাস গজদানী সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। তিনি প্রত্যহ সুবর্ণনির্মিত হস্তী দান করিতেন বলিয়া গজদানী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং কিংবা ইঁহার পুত্র মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হইয়া সুলেমান খাঁ নামগ্রহণ করেন। ঈশা খাঁ এই সুলেমান খাঁর পুত্র। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ইনি দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক সুবর্ণগ্রামের (সোনার গাঁ) শাসনভার প্রাপ্ত হন এবং খিজিরপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ক্রমে তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া ঘোড়াঘাট হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত নিজ অধিকার বিস্তৃত করেন। তৎপরে তিনি স্বীয় অধিকারের মধ্যে কলাগাছিয়া, হাজিগঞ্জ ও ত্রিবেগ বা ত্রিবণীতে তিনটি দুর্গ নির্মাণ করেন ; প্রাচীন একডালা ও এগারসিন্দুর দুর্গও সুদৃঢ়রূপে সংস্কৃত করেন। এইরূপে বলসঞ্চয় করিয়া তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ আকবর শাহবাজ খাঁকে ঈশা খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ঈশা খাঁ পলায়ন করেন। শাহবাজ খাঁ তাঁহার অনুসরণ করিয়া এক স্থানে শিবির সন্নিবেশপূর্বক বাস করিতে থাকেন। এখানে তাঁহার নামে শাহবাজপুর বা শাবাজপুর নামে একটি গ্রাম স্থাপিত হয়। ঈশা খাঁ এখানে তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করেন। ঈশা খাঁর পূর্ব রাজধানী খিজিরপুর শাহবাজ খাঁ কর্তৃক বিধ্বস্ত হওয়ায় তিনি সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। পরে তিনি ময়মনসিংহ অধিকার করিয়া জঙ্গলবাড়ী নামক স্থানে অপর একটি রাজধানী স্থাপন করেন। ইহার পর ঈশা খাঁ কামরূপের প্রাচীন রাজধানী রাঙ্গামাটিয়া অধিকারপূর্বক তথায় একটি এবং ময়মনসিংহের উত্তর সেরপুর দশকাহনিয়াতে আর একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বাদশাহ মহারাজ মানসিংহকে ঈশা খাঁর দমনার্থ প্রেরণ করেন। ঘোর যুদ্ধের পর উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। অতঃপর ঈশা খাঁ দিল্লী গমন করিলে বাদশাহ তাঁহার বীরত্বের পুরস্কারস্বরূপ দেওয়ান ও মসনদ-ই-আলি উপাধি এবং বাইশ পরগনার আধিপত্য প্রদান করেন। ঈশা খাঁ বারভূঁইয়ার অন্যতম প্রবল পরাক্রান্ত ভূঁইয়া চাঁদরায়ের বিধবা কন্যা সোনামণিকে বলপূর্বক হরণ করিয়া

বিবাহ করেন। ইহাতে চাঁদরায়ের সহিত তাঁহার প্রবল শত্রুতা জন্মে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

খাঁকতি—অনটন, অপ্রতুলতা, অভাব; লোভ, খাঁই। বাংপ্র। বি।

খাঁকার, খাঁকারি—১। গলা ঝাড়ার শব্দ, কৃত্রিম কাশি। বাংপ্র। ২। নিন্দা, অখ্যাতি, অপযশ, দুর্নাম, কলঙ্ক। প্রা কপ্র। বি।

খাঁকি, খাঁকরি—তলানি (যেমন মাখন গলাইবার পর থাকে)। বাংপ্র। বি।

খাঁ-খাঁ শূন্যবোধ, যেন ভক্ষণ করিতে আসে এরূপ (যেমন ঘর ও মন বিয়োগ বা বিরহাদিতে করে)। বাংপ্র। অ।

খাঁখার—অপযশ, কলঙ্ক। প্রা কপ্র। বি।

খাঁচা-পিঞ্জর, পিঁজরা। বাংপ্র। বি।

খাঁজ—কাটা দাগ; ভাঁজ; করাতের দাঁড়ের মত গহ্বর; রেখা; বহির্গত অংশ। বাংপ্র। বি।

খাঁট—ধূর্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

খাঁটি, খাঁটা—প্রকৃত, আসল; অবিমিশ্র, বিশুদ্ধ; ন্যায়বান্ ('— লোক'); সার; মূল্যবান্ ('— কথা')। বিণ।

খাঁটি—চুয়ানো দেশী মদ। বাংপ্র। বি।

খাঁড়, খাঁড় গুড়—পও, শক্ত দানাদার গুড়। বাংপ্র। বি।

খাঁড়া—খড়্গ, বলিদানের অস্ত্র। বাংপ্র। বি।

খাঁড়াতী—খড়্গী, খড়্গাঘাতে পশুহনন-কারী। বাংপ্র। বি।

খাঁড়ি—খাঁটা, আদত, গোটা, আস্ত। বাংপ্র। বিণ।

খাঁদা, খেঁদা—নতনাসিক, চেপটা-নেকো। বাংপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী—**খাঁদী, খেঁদী**।

খাক—ভস্ম, ছাই। ফা। বি।

খাক্—গলা সাফ করার শব্দ। বাংপ্র। অ।

খাকসার—দীন; সেবক; পাকিস্তানের মুসলমান রাজনৈতিক দল বিঃ। আ। বি বা বিণ।

খাকার—অপযশ, নিন্দা; ব্যাপার, কাণ্ড; অঙ্গার, পাংশু। প্রা কপ্র। বি।

খাকী—১। ছাই রঙের, কপিশ বর্ণ। বিণ। ২। ভস্মবর্ণ, ঘোর বাদামী, পিঙ্গল বা কপিশ; ঐ রঙের কাপড় বা পোশাক। ফা। বি। ৩। ভক্ষণকারিণী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

খাগ—শর, নল; শরের কলম। বাংপ্র। বি।

খাগড়া—১। খাগ, শর, নল। বাংপ্র। ২। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি স্থান, ইহা উৎকৃষ্ট কাঁসার বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ। বি। বিণ—**খাগড়াই**।

খাগী—যে নারী খায় বা বিনাশ করে (যেমন—বেটাখাগী, ভাতারখাগী—নারীর গালি বিঃ)। বাংপ্র। বিণ।

খাজরা—ঝাঁটা, সম্মার্জনী। বাংপ্র। বি।

খাজা—দীনদরিদ্র, কাঙ্গাল। প্রা কপ্র। বিণ।

খাজনা—'খাজানা' দ্রঃ।

খাজা—১। মোদকবিশেষ। বি। ২। শক্ত, কচকচে কোষযুক্ত (যেমন কাঁঠাল); নিরেট, অকাট, কঠিন। বাংপ্র। বিণ।

খাজাঞ্চী, খাতাঞ্চী—খাজানার জিম্মা-দার, কোষাধ্যক্ষ, ধনরক্ষক, treasurer; cashier. <'খজানহ্' (আ)+চী (তু)। বি।

খাজানা, খাজনা—জমা, মজুদ; ভূমির রাজস্ব, প্রজার দেয় কর; ধন; ধনাগার। <আ 'খজানহ্'। বি।

খাজানাখানা—কোষাগার। আ-মু। বি।

খাঞা—খাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

খাঞ্চা—বৃহৎ কাষ্ঠপাত্র বিঃ, বড় বারকোশ। বাংপ্র। বি।

খাঞ্জা-খাঁ—খুব চালবাজ, যে বেজায় নবাবী চাল দেখায়। < ফা 'খানজাহান খাঁ'। বি।

খাট—১। খট্বা, পর্যঙ্ক, খাটিয়া। বি; পু। ২। ছোট; খর্ব। বিণ। ৩। পরিশ্রম কর, কাজ কর। বাংপ্র। ক্রি।

খাটনি, খাটুনি-পরিশ্রম, মেহনত। বাংপ্র। বি।

খাটলি, খাটুলি ক্ষুদ্র খট্বা, ছোট খাট; ডুলি, শিবিকা; শবযান, মড়ার খাট। বাংপ্র। বি।

খাটা—১। পরিশ্রম করা, কর্ম করা; যত্ন চেষ্টা করা; কাজে লাগা; মাপসই হওয়া; ব্যবসা ইত্যাদিতে লাগানো। বাংপ্র। ক্রি। ২। অম্ল, টক। হি। ৩। যাহার জন্য মেথর খাটিতে হয় এমন ('- পায়খানা')। বাংপ্র। বিণ।

খাটাই—অম্ল, টক। হি। বিণ।

খাটানো—পরিশ্রম বা কর্ম করানো; কাজে বা ব্যবসায়ে লাগানো; জুড়িয়া খাড়া করা; টাঙানো। বাংপ্র। ক্রি।

খাটাল—গহ্বর, গর্ত; অবকাশ; মধ্যস্থল, অন্তর; খিলান। বাংপ্র। বি।

খাটিয়া—মড়া বহন করিবার খাট; ছোট বা অল্পমূল্যের খাট। বাংপ্র। বি।

খাটিয়ে—পরিশ্রমী। বাংপ্র। বিণ।

খাটো—বেঁটে, ছোট; নীচু ('— গলা'); হীন। বাংপ্র। বিণ। **খাটো করা**—অপমান করা।

খাট্টা—খাটা, টক, অম্ল। হি। বিণ।

খাড়া—১। দণ্ডায়মান; সরলোন্নত; সোজা; পুরা; দর্শনমাত্রে বা তৎক্ষণাৎ পরিশোধ্য (যেমন খাড়া হুণ্ডি)। হি। বিণ। ২। ডাঁটা; ডাঁটার মত ফল ('সজনের —')। বাংপ্র। বি।

খাড়াই—উচ্চতা। বাংপ্র। বি।

খাড়াখাড়া—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, ঝটিতি, তৎক্ষণাৎ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

খাড়ি, খাঁড়ি—যে সংকীর্ণ সাগরাংশ উপকূলভাগে প্রবেশ করিয়াছে। বাংপ্র। বি।

খাড়ু—স্ত্রী লোকদের মণিবন্ধের অলংকার বিঃ, একপ্রকার কঙ্কণ বা বলয়। বাংপ্র। বি।

খাড়ুমুড়া—মুড়া খাঙ্গরা বা কোঁস্তা। প্রা কপ্র। বি। [বিণ।

খাড়্গিক খড়্গধারণকারী। খড়্গ+ফিক।

খাণ্ডব-মহাভারতোক্ত ইন্দ্রপ্রস্থ-সন্নিহিত প্রদেশ। [এইখানে খাণ্ডববন নামে প্রসিদ্ধ অরণ্য ছিল। সুভদ্রা-হরণের পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় বহ্নিদেবের পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে খাণ্ডববন দগ্ধ করিতে দিয়াছিলেন। এই দাহন-সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র সশস্ত্র হইয়া অন্যান্য দেবগণ সহ অর্জুনের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। পরন্তু অসাধারণ ভুজবীর্যসম্পন্ন পরন্তপ পার্থ তাঁহাদিগের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অগ্নির তৃপ্তিসাধন করেন]। অধুনা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত নিমার জেলায় প্রধান নগর [প্রবাদ যে, এইখানেই খাণ্ডব-দাহ হইয়াছিল]। খণ্ড (ভগ্ন করা ইত্যাদি) +অন্ কর্তৃ, তদুত্তরে ক ও ব। বি; পু বা ক্লী।

খাণ্ডবদাহন খাণ্ডব নামক প্রসিদ্ধ বন দগ্ধ করান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

খাণ্ডবারণ্য—খাণ্ডব বন। 'খাণ্ডব' দ্রঃ। খাণ্ডব-নামক যে অরণ্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

খাণ্ডা—খাঁড়া, খড়্গ। বাংপ্র। বি।

খাণ্ডার-১। কলহ, ঝগড়া, কোন্দল। বি। ২। কলহপ্রিয় উগ্রপ্রকৃতি ('— স্ত্রী-লোক')। বাংপ্র। বিণ।

খাণ্ডিক-মোদক, ময়রা। খণ্ড+ফিক। বি; পু।

খাত—১। পুষ্করিণী; গর্ত; প্রণালী; গড়খাই, পরিখা। খন্ (খনন করা)+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী। ২। খনন করা হইয়াছে এরূপ, খনিত। বিণ।

খাতক—১। গর্ত। খাত+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। অধমর্ণ, ঋণী; খননকারী। খাত শব্দ—কৃ+ড কর্তৃ। বি; পু।

খাতকী—ঋণদানসংক্রান্ত, তেজারতী। বাংপ্র। বিণ। **খাতকী কারবার**—লগ্নী-কারবার, তেজারতী বা মহাজনী ব্যবসা।

খাতা—১। খনিত। খন্+ক্ত কর্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একত্র গ্রথিত কাগজখণ্ড-সমূহ, বাহি, হিসাববহি; একখান লাঙলে চষিবার উপযুক্ত জমি; কিতা; ভূমিখণ্ড। কা। বি। **খাতা লেখা**—কারবারের হিসাবপত্রের খাতা ঠিক করা।

খাতির—সমাদর, সম্ভ্রম, সম্মান, অনুরোধ; নিমিত্ত; ইচ্ছা; গরজ; চিত্ত, হৃদয়, প্রাণ। আ। বি।

খাতিরজমা—১। নিশ্চিন্ত। বিণ। ২। নিশ্চয়তা; নিশ্চিন্ত ভাব। আ-মু। বি।

খাতিরদারি—সমাদর করা, শ্রদ্ধা প্রদর্শন। আ-মু। বি।

খাতিরনাদারত, -রদ—১। উপেক্ষিত; উদাসীন; কাহারও খাতির রাখে না এমন। বিণ। ২। অখাতির, অবজ্ঞা, উপেক্ষা, হেলা; বেপরওয়া বা নিশ্চিন্ত ভাব; স্পষ্টবক্তা। আ-মু। বি।

খাতুন, খাতুম—মুসলমান মহিলার নামান্ত বা পদবী বিঃ। আ। বি। [বিণ।

খাত্তাই—অপমানিত; অবজ্ঞাত। বাংপ্র।

খাদ—১। খাত, খানা, নালা, গহ্বর; গভীরতা। <খাত। ২। সোনা রূপার সহিত মিশ্রিত অপর ধাতু, পা'ন। হি। ৩। নিম্নসুর। বাংপ্র। বি।

খাদক—ভক্ষক; অধমর্ণ, ঋণী। খাদ (ভক্ষণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**খাদিকা**।

খাদন—১। ভক্ষণ। খাদ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভাব। ২। খাদ্যদ্রব্য। খাদ+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

খাদা—এক লাঙলে চষিবার উপযুক্ত ভূমি, প্রায় ১৬ বিঘা। প্রাদে। বি।

খাদি—অতি ছোট কাপড়; খদ্দর; হাতে বোনা মোটা কাপড়; ফালি; টুকরা। বাংপ্র। বি।

খাদি-খাদি—কাষ্ঠাদির ছোট ছোট টুকরার আকার বা আকারে। বাংপ্র। বি বা ক্রি-বিণ।

খাদিত—ভক্ষিত। খাদ (ভক্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

খাদিম—সেবক, ভৃত্য; ঈশ্বরসেবক, দেবতার সেবাইত। আ। বি বা বিণ।

খাদির—খদিরনির্মিত; খদিরবিষয়ক। খদির শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**খাদিরী**।

খাদী (খাদিন্)—খাদক, ভক্ষক। খাদ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**খাদিনী**।

খাদ্য—ভোজ্য, ভক্ষ্য, খাওয়ার যোগ্য। খাদ (ভোজন করা)+য কর্ম। বিণ। [খাদ্য ছয় প্রকার, যথা—ভক্ষ্য, ভোজ্য, চর্ব্য, চোষ্য, লেহ্য ও পেয়। মোদকাদি ভক্ষ্য; অন্ন সূপাদি ভোজ্য; চাউল, চিড়া প্রভৃতি চর্ব্য; আম্র, ইক্ষু প্রভৃতি চোষ্য; রসালাদি লেহ্য; দুগ্ধাদি পেয়]।

খাদ্যখাদক—১। খাদ্যভোজনকারী। ৬তৎ। বি; পু। ২। আহার্য বস্তু বা প্রাণী ও তাহার ভক্ষক। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

খাদ্যশস্য—খাবার ফসল প্রভৃতি, কৃষিজাত আহার্য সামগ্রী, food-grains. কর্মধা। বি; ক্লী।

খাদ্যাখাদ্য—কোন্‌টি খাওয়া উচিত এবং কোন্‌টি অনুচিত। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

খাদ্যাভাব—ভক্ষ্যদ্রব্যের অপ্রতুল। খাদ্যের অভাব, ৬তৎ। বি; পু।

খান—১। খণ্ড; টুকরা; খণ্ড পরিমাণ, খানা। বাংপ্র। ২। খাঁ। তুর্কী। ৩। স্থান। ফা। বি। [বিণ।

খানকতক—কয়েকটা, কয়েকখণ্ড। বাংপ্র।

খানকী—মুসলমানী বেশ্যা; বেশ্যা। <ফা 'খান্‌গী'। বি। [বি।

খানকীপনা—বেশ্যার ব্যবহার। ফা-মু।

খান-খান—টুকরা টুকরা, এক এক টুকরা করিয়া। বাংপ্র। বিণ।

খানদান—বংশ; উচ্চবংশ। ফা। বি। বিণ—**খানদানী**।

খানসামা—সামান্য ভৃত্য, কিঙ্কর, দাস; খিদমৎগার, valet. <ফা 'খান-ই-সামান'। বি।

খানা—১। খাত, ডোবা; গর্ত, গহ্বর; নালা; খণ্ড। বাংপ্র। ২। ভোজন, আহার; ভোজ; বিলাতী বা মুসলমানী রাঁধা খাদ্য। হি। ৩। স্থান, গৃহ ('ডাক্তার—')। <ফা 'খানহ্'। বি।

খানাখারাব, খানেখারাব—সর্বনাশ-গ্রস্ত, ধ্বংসপ্রাপ্ত, উৎসন্ন; সর্বস্বান্ত, নিঃস্ব; নির্বংশ। ফা-মু। বিণ।

খানাতল্লাশ—অপরাধের তথ্য জানিবার জন্য গৃহাদি অনুসন্ধান। বাংপ্র। বি।

খানাতল্লাশী—বাসস্থানে কি কি দ্রব্য আছে, কোনও বিরুদ্ধ দ্রব্যাদি আছে কি না, ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধান। বাংপ্র। বিণ।

খানাপিনা—ভোজন ও পান, পান ভোজন, খাওয়া দাওয়া। ফা। বি।

খানাবাড়ি—বসতিবাটী, বাসভবন। বাংপ্র। বি।

খানি—১। খনি, আকর। খন্ (খুঁড়া)+ইন্ কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। খণ্ড, খান, খানা। বাংপ্র। বি।

খানিক—১। খনিখনক, খনিতে কর্মকারী। খনি+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**খানিকী**। ২। দেওয়ালের ফাটাল বা গর্ত। বি স্ত্রী। ৩। কতকটা, কিঞ্চিৎ, কিছু। বাংপ্র। বিণ। ৪। ক্ষণকাল, কিছু সময়। <ক্ষণেক। বি।

খানিল—ভিত্তি-চোর, সিঁধেল চোর। খন (খুঁড়া)+ইলচ্ কর্তৃ। বি; পু।

খানেক—কিছুক্ষণ; প্রায়। <ক্ষণেক [ক্রোশ খানেক=প্রায় এক ক্রোশ]। বিণ।

খানেখারাব—'খানাখারাব' দ্রঃ।

খান্দোদক—নারিকেল। বি; পু।

খান্দেশ—মহারাষ্ট্রের জেলা বিঃ। তাপ্তী নদী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত। এই জেলায় অবস্থিত তুরণমাল ও আসীরগড় নামক পার্বত্য দুর্গদ্বয়ের কথা মহাভারতে বর্ণিত আছে। তুরণ-মালের অধিপতি পাণ্ডবগণের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন এবং আসীরগড়ে অশ্বত্থামার পূজা হইত,—মহাভারতে এই-রূপ উল্লেখ আছে। খ্রীষ্ট জন্মের বহুকাল পূর্ব হইতে খান্দেশ হিন্দু রাজার অধীন ছিল। ১৫৯৯ খ্রীঃ অঃ সম্রাট্ আকবর স্বয়ং এদেশ আক্রমণ করিয়া আসীরগড় দুর্গ অধিকার করেন, এবং যুবরাজ দানিয়ালকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া খান্দেশকে তাঁহার নামানুসারে দান্দেশ অভিধা প্রদান করেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়ার রাজত্বের অবসানে খান্দেশ ইংরাজাধিকারে আসে।

খাপ—অস্ত্রাদির কোষ বা আবরণ; ঠাস বুনন; ঐক্য, মিল, সামঞ্জস্য,—যেমন খাপ-ছাড়া, খাপ-খাওয়া। বাংপ্র। বি।

খাপচি—খামচি বা খিমচি, চিমটি; কিয়দংশ, কতকটা। বাংপ্র। বি।

খাপছাড়া—অসম্বদ্ধ; সামঞ্জস্যরহিত, মিল-শূন্য, বেমানান; অসংলগ্ন, অপ্রাসঙ্গিক। বাংপ্র। বিণ।

খাপন্তি—প্রতিষ্ঠা বা স্থাপন করেন। প্রা কপ্র। ক্রি।

খাপরা, খাবরা—ভগ্ন ভাণ্ড-খণ্ড, খোলা; ঘর ছাওয়া খোলা; খোয়া বা আবখোয়া। <খর্পর। বি।

খাপরেল, খাপরাইল—খোলার ঘর; ঘর ছাইবার খোলা। বাংপ্র। বি।

খাপা—১। খাপ খাওয়া, মিলিয়া যাওয়া। ক্রি। ২। ক্রুদ্ধ, রাগত। বাংপ্র। বিণ।

খাপানো—খাপ খাওয়ানো, মানানো; ব্যবহারে লাগানো; কাটানো; খচানো। বাংপ্র। ক্রি। [বিণ।

খাপী—পুরু, মোটা, ঠাস-বোনা। বাংপ্র।

খাপ্পা—ক্রুদ্ধ, রাগত; ক্ষিপ্ত। <ফা 'খাপা'। বিণ।

খাবরা—'খাপরা' দ্রঃ।

খাবল—গ্রাস; দংশন; মুষ্টি, মুঠা; খোবল। <কবল। বি।

খাবলা - থাবা, মুষ্টি, মুঠা। বাংপ্র। বি।

খাবলানো—খাবল দেওয়া, হাত দিয়া তুলিয়া লইতে যাওয়া; খাবল মারা, ছোবলানো; কামড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

খাবা-দাবা—খাওয়া-দাওয়া। বাংপ্র। বি।

খাবার -১। খাইবার, ভোজনযোগ্য, খাদ্য। বিণ। ২। খাদ্যদ্রব্য; মিষ্টান্নাদি, জলখাবার দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

খাবি- ১। মৎস্যদিগের জলপানকালীন বদনব্যাদান; মনুষ্যদিগের মৃত্যুকালে তদাকার মুখব্যাদান। বি। ২। [তুই] খাইবি, ভোজন বা পান করিবি। বাংপ্র। ক্রি।

খাম—১। অপক্ব, কাঁচা, অপুষ্ট; অপকৃষ্ট, মন্দ। বাংপ্র। বিণ। ২। ঘরের খুঁটি, থাম। <স্তম্ভ। ৩। পত্রাদির আবরণ, লেফাপা; আবরণপাত্র। ফা। বি।

খাম-আলু কন্দ বিঃ, চুপড়ি আলু। বাংপ্র। বি।

খামকা, খামখা হঠাৎ; অকারণে। <ফা 'খোআ-ম-খোয়া'। ক্রি-বিণ।

খামখেয়াল—মনমরজিভাব, মনের স্থিরতা না থাকায় যখন যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করা; উৎকল্পনা; হঠাৎ খেয়াল; নিরর্থক কল্পনা। ফা-আ। বি।

খামখেয়ালী—১। মনমরজি, চঞ্চলচিত্ত, উৎকল্পনাপ্রিয়। বিণ। ২। খামখেয়াল। ফা-আ-মূ। বি।

খামচ, খামচা—খাবলা। বাংপ্র। বি।

খামচা-খামচি—পরস্পর নখাঘাত। বাংপ্র। বি।

খামচানো—খামচা দেওয়া, নখাঘাত করা, চিমটানো; খাবল দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খামটি, খামুটি—দন্তে দন্তে সংযোগ, দন্তদ্বারা অধরপীড়ন; মালসাট; মাল-কোঁচা। বাংপ্র। বি।

খামার - শস্যাঙ্গন, মাঠ হইতে শস্য আনিয়া রাখিবার ও মলাইমলাই করিবার স্থান; ভূস্বামীর নিজ জোতের জমি। বাংপ্র। বি।

খামারে—খামারসম্বন্ধীয়; অসভ্য, অধম, চপল। বাংপ্র। বিণ।

খামি - গহনার পুঁটে; অলংকারের মধ্য অংশ; ময়দা প্রভৃতি গাঁজাইবার উপকরণ। বাংপ্র। বি। [বি।

খামিরা—খাম্বিরা; গাঁজ, খামি। বাংপ্র।

খাম্বা—স্তম্ভ, খুঁটি। <স্তম্ভ। বি।

খাম্বাজ—রাগিণী বিঃ। বি।

খাম্বিরা—মসলাযুক্ত ও সুবাসিত ('—তামাক')। আ-মূ। বিণ।

খায়ব - খাইব। প্রা কপ্র। ক্রি।

খারাপ, খারাব—মন্দ, নিকৃষ্ট, খোওয়া; দূষিত, পচা; মূল্যহীন, অকিঞ্চিৎকর; অশ্লীল; কর্কশ; অসুস্থ (দেহ, মন ইত্যাদি); অশুভ। < আ 'খরাব'। বিণ। [বি।

খারাবি—অনিষ্ট; দুষ্ট আচরণ। আ-মূ।

খারি, খারী—ধান্যাদি শস্য মাপ করিবার পাত্র। খ—আ—রা (দান করা)+ড কর্তৃ+স্ত্রী.লিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

খারিজ—১। ত্যাগ, বর্জন; এক প্রজার নামে বাদ দেওয়া; পদচ্যুতি। বি। ২। বাতিল, বর্জিত। আ। বিণ।

খারিজ-দাখিল—এক প্রজার নামে বাদ দিয়া অন্য প্রজার নামে পত্তন। আ। বি।

খারিজা - খারিজ করা হইয়াছে এরূপ; খারিজ-দাখিল জন্য দেয়। আ-মূ। বিণ।

খারিজী—খারিজ সম্বন্ধীয়; খারিজ করিবার জন্য দেয়। আ-মূ। বিণ।

খারী—'খারি' দ্রঃ।

খাল—খাত, খানা, গহ্বর, নিম্নভূমি; পরিখা; পয়োনালী, canal; টাঁস, খিল, অঙ্গের আড়ষ্ট ভাব, cramp; ছাল, চামড়া। বাংপ্র। বি। **খাল খেঁচা**—চামড়া ছাড়ানো; উত্তমমধ্যম প্রহার দেওয়া (ব্যঙ্গোক্তি)। [বি।

খালই—ধরা মাছ রাখিবার পেড়া। বাংপ্র।

খালসা পঞ্জাবের জাতি বিঃ, গুরুমুখী। বি।

খালাস ১। মুক্তি, নিস্তার, অব্যাহতি, ছাড়, রেহাই; স্বস্তি, আরাম; সন্তান-প্রসব। বি। ২। মুক্ত, নিস্তারপ্রাপ্ত ('ব'লে ··'); শূন্য ('মাল — করা')। আ। বিণ। [বি।

খালাসপত্র—মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র। আ-মূ।

খালাসী -১। মুক্তিদত্ত, ছাড় দেওয়া, রেহাই দেওয়া। বিণ। ২। খালাস, মুক্তি; ছাড়; নৌকা জাহাজের মাল্লা; কুলি, মজুর। আ-মূ। বি।

খালি - শূন্য, রিক্ত; কেবল, শুদ্ধ; সর্বদা। আ। বিণ।

খালি-খালি - অকারণ, অনর্থক। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

খালিত্য—টাক। খলিত (টাকযুক্ত)+ ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

খালুই - মাছ রাখিবার খাঁচা বিঃ, মৎস্যধানী। বাংপ্র। বি।

খাস—নিজ, স্বকীয়, নিজায়ত্ত, আপনার অধিকারভুক্ত; বিশিষ্ট ('— দরবার')। আ। বিণ। **খাস আপীল**—বিশেষ (special) আপীল।

খাসকামরা—আদালতে বিচারক ইত্যাদির নিভৃত বিশ্রামাগার। আ-মূ। বি।

খাস-খামার—ভূস্বামীর নিজ জোতের জমি। আ-মূ। বি।

খাস-গেলাস—(শোভাযাত্রায়) অভ্র ইত্যাদির বাতিদান। আ-মূ। বি।

খাস-বরদার—আসাসোঁটাধারী। আ-ফা। বি।

খাস-মহল, -মহাল—যে মহাল বা মৌজা প্রজাবিলি হয় নাই, ভূস্বামীর বা রাজসরকারের নিজ জিম্মায় আছে। আ-মূ। বি।

খাসা—উত্তম, উৎকৃষ্ট, উপাদেয়। আ-মূ। বিণ।

খাসি, খাসী—১। ছিন্নমুষ্ক। বিণ। ২। ছিন্নমুষ্ক জন্তু। <আ 'খস্‌সী'। বি।

খাসী ও জয়ন্তী পাহাড়—আসামের প্রধান শহর শিলং এই জেলায় অবস্থিত। ১৮৬৪ খ্রীঃ চেরাপুঞ্জি হইতে জেলার প্রধান কার্যস্থল এইখানে নীত হয়। যে পাথুরে চুন কলিকাতায় "সিলেট চুন" বলিয়া বিক্রীত হয়, তাহার অধিকাংশই এই খাসী পাহাড় হইতে সংগৃহীত। খাসীজাতির লিখিত ভাষা নাই। ইহাদের কথা সবই একাক্ষর। খাসীগণ তাহাদের আদিম ধর্ম ও আচার-ব্যবহার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, ইহারা ব্রাহ্মণের প্রভাব মানে না এবং জাতিভেদও মানে না। ইহাদের সামাজিক ও দায়াধিকার সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির বিশেষত্ব আছে। পুরুষ বিবাহ করিয়া স্ত্রীর বাটীতে বাস করে। তাহার মৃত্যু হইলে তাহার বিধবা স্ত্রী তাহার দাহান্তে শবের ভস্মাবশেষ এবং বিষয়সম্পত্তি তাহার কনিষ্ঠ ভগিনীকে পাঠাইয়া দেয়। সেই ভগিনীই পৈত্রিক ধনের এবং বিবাহের পূর্বে অর্জিত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। মৃতের ভস্ম ভূপ্রোথিত করা হয় এবং তদুপরি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করা হয়।

জয়ন্তী পাহাড়ের অধিবাসিগণ আপনা-দিগকে "পনার" নামে অভিহিত করে। খাসীগণ তাহাদিগকে সানটেং (Santeng) বা সিন্‌টেং (Synteng) বলিয়া থাকে। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা রাজেন্দ্র সিংহ তিন-জন ইংরাজ-প্রজাকে নওগং জেলা হইতে ধৃত করিয়া কালীমন্দিরে বলি দিতে স্বীয় প্রজাগণের সহায়তা করেন। এইজন্য ইংরাজরাজ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

এই জেলায় যে সকল পাথুরে চুনের পাহাড় আছে, তাহাদের মধ্যে চেরাপুঞ্জি ও রূপনাথ নামক স্থানের পাহাড়গুলি উল্লেখ-যোগ্য। শেষোক্ত স্থানের পাহাড়ের একটি গুহায় হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদিত দৃষ্ট হয়। অপর একটি স্থানে গহ্বরটি ভূনিম্নের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কিংবদন্তী এইরূপ যে, এই ভূগর্ভস্থ গহ্বর দিয়া

আসিয়া একসময়ে চীনদেশবাসীরা ভারত আক্রমণ করিয়াছিল।

খাস্ত, খাস্তা—বিকৃত, নষ্ট, মন্দ ; অশ্লীল ; বিলুপ্ত। ফা-মূ। বিণ।

খাস্তা—১। খাস্ত, বিকৃত, নষ্ট। বৈদেশিক। ২। উৎকৃষ্ট, উত্তম, খাসা ; প্রচুর ঘিয়ের ময়ান দেওয়া, মচমচে। ফা-মূ। বিণ।

খি—খেই। বাংপ্র। বি।

খি-আতি—খ্যাতি। প্রা কপ্র। বি।

খিঁচ ১। গোশালার গোমূত্রাদি-সংবলিত তরল মল ; কাঁকর ; অসম্পূর্ণতা, ত্রুটি ; মনোমালিন্য। বাংপ্র। বি। ২। আকর্ষণ কর, টান। হি। ক্রি।

খিঁচনো, খিঁচানো, খিচনো, খিচানো—বিকৃত অঙ্গভঙ্গী করা, দাঁত বাহির করিয়া ভ্রূকুটি করা ; আক্ষেপ করা ('হাত পা —')। বাংপ্র। ক্রি।

খিঁচা, খেঁচা—হঠাৎ জোরে টানা ; আক্ষেপযুক্ত হওয়া ('হাত পা - ')। বাংপ্র। ক্রি।

খিঁচুনি, খিচনি—ভেংচানি। বাংপ্র। বি।

খিখি—শৃগালিকা, খেঁকশিয়াল। খু (রব করা)+ডিখ কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

খিচ—খিঁচ (তাহা দ্রঃ)।

খিচখিচ কঙ্করস্পর্শের ন্যায় অস্বস্তিবোধ ; চালনাকালে গ্রন্থিস্থলে খচখচ করিয়া তীব্র যন্ত্রণাবোধ ; বকা, ধমকানো, ভর্ৎসনা, বিরক্তিপ্রকাশ। বাংপ্র। বি।

খিচড়, খিচড়া—১। নোংরা ; অশ্লীল। বিণ। ২। ময়লা, আবর্জনা। বাংপ্র। বি।

খিচড়ানো খিচুড়ি পাকানো, জড়াপটি করা বা হওয়া ; নষ্ট করিয়া ফেলা বা নষ্ট হইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খিচিখিচি, খিচিমিচি—কচকচি, বকাবকি, ভর্ৎসনা, বিরক্তিপ্রকাশ। বাংপ্র। বি।

খিচুড়ি—১। খেচরান্ন, দ্বিদলান্ন, চাউল ও দাল মিশ্রিত অন্ন বিঃ। <খেচরান্ন। ২। নানা বস্তুর বা বিষয়ের বিশৃঙ্খল সংমিশ্রণ, hotchpotch. বাংপ্র। বি। **খিচুড়ি পাকানো**—বিশৃঙ্খল করিয়া তোলা।

খিজিল—খচিত। প্রা কপ্র। বিণ।

খিটকাল—ব্যাঘাত, বিঘ্ন ; ঝঞ্ঝাট, লেঠা, গোলযোগ। প্রা কপ্র। বি।

খিটখিট—বকা, ধমকানো, ভর্ৎসনা ; নিয়ত বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

খিটখিটে—সর্বদা খিটখিটকারী, নিয়ত অসন্তোষ প্রকাশকারী ; সহজে ক্রোধশীল, কোপন। বাংপ্র। বিণ।

খিটমিট—নানা ছলে সর্বদা কলহ বা ভর্ৎসনা ('— করা')। বাংপ্র। বি। বিণ—**খিটমিটে**।

খিড়কি—পশ্চাৎদ্বার, গুপ্তদ্বার ; খড়খড়ি, জানালা, বাতায়ন। <খড়কী। বি।

খিণ, খিণি—ক্ষীণ, কৃশ, সরু। প্রা কপ্র। বিণ।

খিদমত—পরিচর্যা, সেবা। আ। বি।

খিদমতগার—পরিচারক ; সেবক, ভৃত্য, কিঙ্কর, খানসামা। আ। বি বা বিণ।

খিদমতগারি—সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব, খানসামাগিরি, পরিচর্যা, পরসেবা। আ-মূ। বি।

খিদির—দুঃখীজন ; সন্ন্যাসী ; চন্দ্র। খিদ (দুঃখ করা)+কির কর্তৃ। বি ; পু।

খিদিরপুর—নিম্ন কলিকাতার দক্ষিণে ভাগীরথী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত গণ্ডগ্রাম। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে জেনারেল কিড (Kyd) এইখানে জাহাজ-নির্মাণের নিমিত্ত গভর্নমেন্টের ডকইয়ার্ড নির্মাণ করেন। তাঁহারই নামানুসারে গ্রামটির নামকরণ হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান জেনারেল স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানি এইখানে একটি ডক নির্মাণ করিয়াছে।

খিদে, খিদা—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। বাংপ্র। বি।

খিদ্যমান—খেদ বা দুঃখ প্রকাশ করিতেছে এরূপ। খিদ+শান কর্তৃ। বিণ।

খিন্নি ক্ষীণ, কৃশ, সরু। প্রা কপ্র। বিণ।

খিন্ন—পরিশ্রান্ত ; দুঃখিত ; অলস। খিদ্ (খেদ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

খিবন—খচিত, জড়িত। প্রা কপ্র। বিণ।

খিমচানো—খিমচি বা চিমটি কাটা। বাংপ্র। ক্রি।

খিমচি চিমটি। বাংপ্র। বি।

খির ক্ষীর ; দুধ। প্রা কপ্র। বি।

খিল—১। বিষ্ণু। বি ; পু। ২। পরিশিষ্ট ; উৎসন্ন ; অকৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি)। খ (শূন্য) লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ৩। কপাটাদির অর্গল, হুড়কা ; হাত-পায়ের খাইল, cramp. বাংপ্র। বি।

খিলখিল—হাসির শব্দ। বাংপ্র। অ।

খিলনি, খিলনী—খিল, হুড়কা, অর্গল। প্রা কপ্র। বি।

খিলা—খিল, অর্গল। প্রা কপ্র। বি।

খিলাত, খেলাত—রাজদত্ত সম্মানসূচক পোশাক। <আ 'খিলৎ'। বি।

খিলান ১। খিল-কলযুক্ত, কবজা-আঁটা ; নীচে ফাঁকবিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকারে নির্মিত। বিণ। ২। নীচে ফাঁকবিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রাকার গাঁথনি, arch. বাংপ্র। বি।

খিলি—তাম্বূলপেটিকা, পানের খিঁড়ি ; সাজা পান। বাংপ্র। বি।

খিলোদ্ধার—পতিত বা নষ্ট জলা জমির উদ্ধার করিয়া তাহা বসবাস বা চাষের উপযোগী করা। ৺তৎ। বি ; পু।

খিস্তি—অশ্লীল বাক্যে গালি ; অশ্লীল কথা। বাংপ্র। বি।

খুঁচানো—খোঁচা মারার মত ব্যথা দেওয়া ; বিরক্ত করা ; উত্তেজিত করা ; খোঁচা মারা ; বিঁধা। বাংপ্র। ক্রি।

খুঁচি—তণ্ডুলাদি মাপিবার একপোয়া পাত্র, কুণিকা। বাংপ্র। বি। **খুঁচি দেওয়া**—খড়ো চালে খোঁচ দেওয়া বা মাঝে মাঝে নূতন খড় দিয়া মেরামত করা।

খুঁজা—অন্বেষণ করা, তল্লাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

খুঁট—বস্ত্রাদির কোণপ্রান্ত ; পায়ের উপর ভর। বাংপ্র। বি।

খুঁট-আখরে, -আখুরে—সামান্য লেখাপড়া জানা বা কায়ক্লেশে নাম-সহি করার মত ক্ষমতাবিশিষ্ট (লোক)। বাংপ্র। বিণ।

খুঁটরানো—নখ প্রভৃতি দ্বারা খোঁটা বা আঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি।

১। গোঁজ, মেক কাষ্ঠদণ্ড, কাষ্ঠস্তম্ভ। বি। ২। মৃত্তিকাদি হইতে এক একটি করিয়া কুড়াইয়া তুলা, বাছিয়া লওয়া ; নখাঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি। **খুঁটাইয়া দেখা**—তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা বা তুলনা করা।

খুঁটি—কাষ্ঠস্তম্ভ, থাম্বা, থাম, খুঁটা ; অবলম্বন, ঠেকনো। বাংপ্র। বি।

খুঁটিগাড়ি—তীরে নৌকা বন্ধনের কর বা মাশুল, ঘাটশুল্ক। বাংপ্র। বি।

খুঁটিনাটি তুচ্ছ বিষয় বা ব্যাপার সকল, details ; সামান্য সামান্য বিষয়ে দোষ বা ত্রুটিগ্রহণ। বাংপ্র। বি।

খুঁটুরমুটুর—সামান্য বিব[illegible] বা কলহ, খুনসুড়ি। বাংপ্র। [illegible]

খুঁড়া—খনন করা ; [illegible] প্রকাশ করা ; ভূমিতে (মাথা) ঠোকা, প্রশংসা দ্বারা সুস্থ বা ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অমঙ্গল করা। বাংপ্র। ক্রি।

খুঁড়ানো, খোঁড়ানো খনন করানো ; খঞ্জের ন্যায় চলা, নেঙচাইতে নেঙচাইতে চলা ; পদাঙ্গুলির উপর ভর করা। বাংপ্র। ক্রি।

খুঁত—১। ক্ষতচিহ্ন ; কলঙ্ক ; দোষ, ত্রুটি ; ছল। বি। ২। ক্ষতচিহ্নযুক্ত, ক্ষত। বাংপ্র। বিণ। **খুঁত ধরা**—ত্রুটি ধরা ; দোষ দেখানো।

খুঁতখুঁত, খুঁতমুত—অব্যক্ত শব্দে অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ ; উসুখুসু। বাংপ্র। বি।

খুঁতখুঁতে, খুঁতখুঁতে—যে সর্বদা খুঁত ধরে বা অসন্তোষ প্রকাশ করে। বাংপ্র। বিণ।

খুঁয়া—মোটা ছোট কাপড় খাদি। প্রা কপ্র। বি।

খুঁয়েতাঁতি—খুঁয়াতাঁতি (তাহা দ্রঃ)।

খুকখুক—কাসির শব্দ। বাংপ্র। বি।

খুকী—ছোট মেয়ে। বাংপ্র। বি।

খুঞ্জি, খুঞ্জী, খুঞি—ক্ষুদ্র পেটিকা, ঝাঁপি। প্রা কপ্র। বি।

খুঞ্জী-পুঁথি—ঝাঁপির মধ্যস্থ পুস্তক; পুস্তক সহিত ঝাঁপি; ঝাঁপি ও পুস্তক। বাংপ্র। বি।

খুচ—ধারাল ছুরি ইত্যাদি দ্বারা খুচ্ করিয়া কাটার শব্দ। বাংপ্র। বি।

খুচরা—১। অল্প অল্প পরিমাণে বিক্রীত; ক্ষুদ্র, ছোট; অল্প, সামান্য। বিণ। ২। ভাঙানো টাকা পয়সা ইত্যাদি। বাংপ্র। বি।

খুজলি—চুলকানি, খোস। হি। বি।

খুঞা ১। ক্ষুমা, রেশম বা পাট; রেশমী কাপড়, পট্টবস্ত্র। <ক্ষুমা। ২। মোটা ছোট কাপড়, খাদি। প্রা কপ্র। বি।

খুঞ্চি—কাঠ ইত্যাদির চারকোণ, tray. <ফা 'খঞ্চহ্'। বি।

খুঞ্চিপোশ—খুঞ্চি ঢাকিবার কাপড়। ফা-মূ। বি।

খুট—খট্ শব্দ (তাহা দ্রঃ)।

খুড়তত, খুড়তুত—খুল্লতাত হইতে জাত; স্বামী বা পত্নীর খুড়ার সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

খুড়া, খুড়ো—খুল্লতাত, কাকা, চাচা। বাংপ্র। বি।

খুড়ী—খুল্লতাতপত্নী, কাকী, চাচী। বাংপ্র। বি।

খুড়ো—'খুড়া' দ্রঃ।

খুদ—ক্ষুদ (তাহা দ্রঃ); ভাঙা চাল। বাংপ্র। বি। **খুদ মাগা**—ক্ষুদ ভিক্ষা করা (পুনর্বিবাহে স্ত্রী-আচারের অঙ্গ বিঃ)।

খুদা—ক্ষোদন করা, উৎকীর্ণ করা; খনন করা। বাংপ্র। ক্রি।

খুদে—ক্ষুদ্র, অতি ছোট। বাংপ্র। বিণ।

খুদ্দ—ক্ষুদ্র। প্রা কপ্র। বিণ।

খুধা—ক্ষুধা। প্রা কপ্র। বি।

খুন—লহু, রুধির, রক্ত আ। ২। হত্যা, নরহত্যা। বাংপ্র বি। **খুন চড়া**—রাগে দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হওয়া; খুন করিবার প্রবৃত্তি জাগা।

খুন-খারাপি, -খারাবি—খুনখুনি (সকল অর্থে); গাঢ় রক্তবর্ণ রঞ্জনদ্রব্য, ঘোর লাল রং। আ-মূ। বি।

খুনখুনি, খুনাখুনি—হত্যাকরণ; রক্তারক্তি, মারামারি কাটাকাটি; ঘোর বিবাদ ও দাঙ্গা, প্রবল প্রয়াস, দারুণ পরিশ্রম। বাংপ্র। বি।

খুনসী—বিবাদ, বিরোধ; কলহ, কোন্দল। প্রা কপ্র। বি।

খুনসুড়ি—ছেলেমানুষী ঝগড়াঝাঁটি ও পরস্পরের উপর উপদ্রব। বাংপ্র। বি।

খুনাখুনি—'খুনখুনি' দ্রঃ।

খুনিয়া—১। খুনে (তাহা দ্রঃ)। দেশজ। বিণ। ২। খুঁড়িয়া, খনন করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

খুনী—নরহত্যাকারী। বাংপ্র। বিণ।

খুনে—হত্যাপ্রিয়; নরহত্যাকারী, খুনী; দাঙ্গাবাজ; বিবাদপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ।

খুন্তি—রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত ছোট খন্তা। বাংপ্র। বি।

খুপরি, খুবরি—সামান্য বা ক্ষুদ্র কুটীর; ছোট ঘর, খোপ। বাংপ্র। বি।

খুপসুরত, খুবসুরত—অতি সুন্দর, সুশ্রী। ফা-আ-মূ। বিণ।

খুপি—ছোট গর্ত। বাংপ্র। বি।

খুপী—খোপের সদৃশ, খোপযুক্ত, খোপের ন্যায় নকশাযুক্ত (যথা—চৌখুপী)। বাংপ্র। বিণ।

খুব—অতিশয়, অত্যন্ত; বেশ, ভাল। ফা। বিণ বা ক্রি-বিণ।

খুবসুরত—'খুপসুরত' দ্রঃ।

খুমখুমনি—বিদ্বেষভাব; আন্তরিক ক্রোধ; বিরক্তিপ্রকাশ। বাংপ্র। বি।

খুয়ারি—১। খোঁয়ারি। প্রাদেশিক। ২। খোয়ার, ভর্ৎসনা। প্রা কপ্র। বি।

খুয়ল—খুলিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

খুয়ানো—হারানো, নষ্ট করা, ক্ষয় করা, অপচয় করা। বাংপ্র। ক্রি।

খুয়ার, খোয়ার—অপযশ, অখ্যাতি, কুৎসা, নিন্দা, কলঙ্ক, ভর্ৎসনা, নিগ্রহ, লাঞ্ছনা। বাংপ্র। বি।

খুর—কামাইবার অস্ত্র, ক্ষুর; খুরা বা পায়া; ঘোটকাদির পায়ের ক্ষুর। খুর্ (ছেদন করা)+ণ। বি; পুং।

খুরখুর—থরথর, তাড়াতাড়ি; কচি ছেলের মত ছোট ছোট পা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি (হাঁটা)। বাংপ্র। অ।

খুরনস—খুরনাসিক, খাঁদা। খুরের ন্যায় চেপটা নাসা যাহার, বহু। বিণ।

খুরপ্র—অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাণ বিঃ; ঘাস কাটিবার অস্ত্র বিঃ, খুরপো। খুর—প্রথ্ (প্রক্ষেপ করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং।

খুরসি—চেয়ার, টুল। ফা। বি।

খুরা—খাটাদির পায় বা পায়া। বাংপ্র। বি।

খুরালিক—১। নাপিতের ভাঁড়। খুরদিগের আলি=খুরালি; খুরালি (খুরসমূহ) +কি কর্তৃ। ২। নারাচাস্ত্র; উপাধান, বালিশ। খুর+অ অস্ত্যর্থে (=খুর)—খাট; খুরের (খাটের) অল (শোভা)= খুরাল; খুরাল+ফিক। বি; পুং।

খুরি—মাটির কটোরা; ছোট বাটি; মৃৎ-কটাহ; পাথরের ছোট খোরা। বাংপ্র। বি।

খুর্মা—শুষ্ক সুপক্ব খর্জুর, পিণ্ড (কলসী) খেজুর। ফা। বি।

খুলনা—পূর্ব পাকিস্তানের জেলা বিঃ। খুলনা পূর্বে যশোহর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা ছিল। ১৮৮২ খ্রীঃ ১লা জুন যশোহর জেলা হইতে খুলনা ও বাগেরহাট, এবং চব্বিশ পরগনা হইতে সাতক্ষীরা বাহির করিয়া লইয়া, এই তিনটির সমবায়ে খুলনা জেলার সৃষ্টি হয়। খুলনা শহর ভৈরব নদের উপরে অবস্থিত। জেলায় বহুল পরিমাণে খর্জুর-গুড়ের চিনি প্রস্তুত হয়। খুলনা শহরকে "সুন্দরবনের রাজধানী" বলা হয়, কারণ সুন্দরবনের কাষ্ঠাদি উৎপন্ন দ্রব্য নৌকাযোগে খুলনা দিয়াই কলিকাতা ও অপরাপর স্থানে প্রেরিত হয়। পূর্ববঙ্গ হইতেও বহুবিধ পণ্যদ্রব্য এইখানে আনীত হয়।

খুলা—উন্মুক্ত করা বা হওয়া, উদ্‌ঘাটিত করা বা হওয়া, আবরণহীন করা বা হওয়া, বাঁধন ছাড়া, শিথিল করা। বাংপ্র। ক্রি। **খুলিয়া বলা**—মনের ভাব পরিষ্কাররূপে প্রকাশ করা।

খুলি—খর্পর, করোটী, কপাল; মৃৎকটাহ; তাগাড়; খোল বাদক। বাংপ্র। বি।

খুল্ল—ক্ষুদ্র, ছোট; অল্প, লঘু; কনিষ্ঠ। খু (শব্দ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ=খুৎ, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

খুল্লতাত—পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, খুড়া, কাকা। কর্মধা। বি; পুং।

খুল্লনা—বিখ্যাত শ্রীমন্ত সওদাগরের জননী। ইঁনি পূর্বজন্মে রত্নমালা নামে স্বর্গের অপ্সরা ছিলেন। দুর্গার অভিশাপে মানবী হইয়া লক্ষপতি বণিকের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সহিত ধনপতি সওদাগরের বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে শাপভ্রষ্ট শ্রীমন্ত জন্মগ্রহণ করেন। ধনপতি বাণিজ্যার্থে বিদেশে গমন করিলে খুল্লনা সপত্নীর হস্তে নিগৃহীতা হইয়াছিলেন। পরে শ্রীমন্তের চেষ্টায় তিনি দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইঁহার দুঃখময় জীবনের অবসান হয়।

খুশ—১। প্রীতিপ্রদ, আনন্দজনক; শুভ, ভাল, সু। বিণ। ২। আনন্দ; খুশি, ইচ্ছা, মর্জি। ফা। বি।

খুশকি, খুসকি, খুস্কি—মরামাস, dandruff. ফা-মূ। বি।

খুশখবর—সুসংবাদ, আনন্দজনক সংবাদ। ফা-মূ। বি।

খুশ-নাম—সুনাম, সুখ্যাতি, প্রশংসা, যশ। ফা-সু। বি।

খুশি—ইচ্ছা, মর্জি; সন্তোষ। ফা। বি।

খুশী—প্রীত, আহ্লাদিত, আনন্দিত। ফা-সু। বিণ। [বি।

খৃষ্ট—খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক, যিশু, Christ.

খৃষ্টান—খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, Christian; অহিন্দু, হিন্দুধর্মকর্মচ্যুত। বিণ বা বি।

খৃষ্টাব্দ—খ্রীষ্টের জন্মকালাবধি গণিত বৎসর; বাংলা সালের সংখ্যার উপর ৫৯৩—৫৯৪ বৎসর (A. D.)। খৃষ্টের অব্দ, ৬তৎ। বি; পু।

খেই—খাই, খি, সুতার গুটি বা মুখ; সূত্র-গুটিকা; সন্ধান; কথার ধারা বা সূত্র। <ক্ষেপ। বি।

খেউরি—ক্ষৌর ক্রিয়া, কামানো। < ক্ষৌর। বি।

খেংরা, খেঙরা, খেজরা—সম্মার্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ু। বাংপ্র। বি।

খেঁউড়, খেউড়—অশ্লীল গান বা কবিতা; ইতর ভাষায় কবির লড়াই; কবিগান। বাংপ্র। বি।

খেঁকশিয়াল, -লী—যে ছোট জাতীয় শিয়াল খেঁক খেঁক শব্দ করে, শৃগালিকা, ফেউ। বাংপ্র। বি।

খেঁকানো—খেঁক করা, মুখভঙ্গীর সহিত তীব্রস্বরে ক্রোধ প্রকাশ করা, snarl. বাংপ্র। ক্রি।

খেঁকারি—গলা খাঁকরি দেওয়া, কাসিয়া গলা পরিষ্কার করা। বাংপ্র। বি।

খেঁকী—১। খেঁক খেঁক শব্দকারী; রুক্ষস্বভাব, চটামেজাজী, সহজক্রোধী; যে একটুতেই খেঁক করিয়া উঠে বা রাগিয়া উঠিয়া ধমক দেয়। বিণ। ২। যে মন্দ-জাতীয় কুকুর সহজেই খেঁক করিয়া উঠে। বাংপ্র। বি। **খেঁকী কুকুর**—একপ্রকার কুকুর, সহজেই রাগিয়া খেঁক করিয়া উঠে এরূপ কুকুর; ক্রুদ্ধ ও অসহিষ্ণু ব্যক্তি।

খেঁচকা—টান, অভাব; যখন তখন চাওয়া, বিরক্তিকর তাগাদা। বাংপ্র। বি।

খেঁচকানো—টান দেওয়া, টানা; বিরক্তিকর ভাবে বারংবার তাগাদা করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**খেঁচকানি**।

খেঁচাখেঁচি, খেচামেচি—বকাবকি, চেঁচামেচি, গোলমাল। বাংপ্র। বি।

খেঁচুনি, খিচুনি—আক্ষেপ, convulsion. বাংপ্র। বি।

খেঁট, খেঁটা, খ্যাঁট—আহার, ভোজন বাংপ্র। বি।

খেঁসারি, খেসারি—কলায় বিঃ, তেওড়া। বাংপ্র। বি।

খেকো, খেগো—যে খায়, ভক্ষক; ভক্ষিত ('পোকা —')। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**খাকী, খাগী**।

খেঙরানো, খেজরানো—ঝাঁটানো, মারা। বাংপ্র। ক্রি।

খেচর—১। গগনে বিচরণকারী। অলুক্ উপপদ; খে—চর্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**খেচরী**। ২। সূর্যাদি; পক্ষী; শিব। বি; পু।

খেচরান্ন—খিদলান্ন, খিচুড়ি। খেচর (খিদলাদিমিশ্রিত) যে অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

খেচরী—১। আকাশগামিনী। 'খেচর' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। তন্ত্রোক্ত মুদ্রা বিঃ; খিদলান্ন, খিচুড়ি। বি; স্ত্রী।

খেচা-খিচি, -খেচি, -মেচি—বকা-বকি, বাক্‌কলহ; লেঠা, ঝঞ্ঝাট; গাদা-গাদি, হুড়াহুড়ি, হিড়িক; বিব্রত। বাংপ্র। বি।

খেজাড়ি—মুড়ি। প্রা কপ্র। বি।

খেজুর—ফল বা গাছ বিঃ। <খর্জুর। বি।

খেজুরছড়ি—কতকটা খেজুরের থোকার মত একপ্রকার ফুল; একরকম শাড়ি কাপড়; খেজুরের ডালের মত দাঁতকাটা কাঠ ইত্যাদি, rack. বাংপ্র। বি।

খেজুরমাথি, -মেথি—খেজুর গাছের মাথার শাঁস। বাংপ্র। বি।

খেজুরে—খেজুর রস হইতে প্রস্তুত ('- গুড়')। বাংপ্র। বিণ।

খেট—১। ভোজন, আহার। খিট্+অল্ ভাব। ২। খাদক, ভক্ষক; ঘোটক। খিট্+অন্ কর্তৃ। ৩। পল্লীগ্রাম, পাড়াগাঁ; ফলক, চর্ম, ঢাল। খিট্+অল্ অধি। ৪। সূর্যাদি। খে—অট্+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৫। তৃণ। বি; ক্লী। ৬। মৃগয়া। বি; পু বা ক্লী। ৭। অধম, নীচ। বিণ।

খেটা (খেটিন্)—কামুক, লম্পট। খিট্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

খেটে—১। খর্ব মুদ্গর, খর্বাকার স্থূল লগুড়, খাট মোটা লাঠি। বি। ২। খাটিয়া, মেহনত করিয়া, কর্ম করিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খেটেল—শারীরিক পরিশ্রমকারী, ভৃত্য, সামান্য চাকর বা মজুর। বাংপ্র। বি।

খেড়ি, খেড়ু—খেলোয়াড়; খেলার সহকারী। বাংপ্র। বি।

খেড়ী—ক্রীড়া, খেলা। প্রা কপ্র। বি।

খেত—ক্ষেত। <ক্ষেত্র। বি।

খেতাব—সম্মানসূচক উপাধি, পদবী, title; সংজ্ঞা; নাম। < আ 'খিতাব'। বি।

খেতাজি—ক্ষেত্রকর্ম, ক্ষেতের কাজ, চাষবাস। বাংপ্র। বি।

খেত্রী—জাতি বিঃ, ছত্রী। <ক্ষত্রিয়। বি।

খেদ—শোক; দুঃখ; বিলাপ; অনুতাপ; শ্রম, শ্রান্তি; অবসন্নতা। খিদ (খেদ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

খেদা—বুনা হাতি ধরিবার বেড়; তাড়া, পশ্চাদ্ধাবন। বাংপ্র। বি।

খেদানো—১। তাড়ানো, বিতাড়িত করা, দূর করিয়া দেওয়া। বাংপ্র। ২। খনন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেদিত—১। বিতাড়িত, যাহাকে খেদানো হইয়াছে। খেদি (খেদ করানো)+ক্ত কর্ম। ২। খেদযুক্ত, দুঃখিত। খেদ (দুঃখ) +ইত জাতার্থে। বিণ।

খেদোক্তি—বিলাপ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

খেন—ক্ষণ, মুহূর্ত, লগ্ন; শুভক্ষণ। <ক্ষণ। বি।

খেপ—খায়, দফা; স্থানান্তরে গমনপূর্বক সামান্য বাণিজ্য বা ব্যবসায়; ঐরূপ ব্যবসায়ের দফা। বাংপ্র। বি।

খেপলা, খেপলা-জাল—মাছ ধরিবার যে জাল ঘুরাইয়া ছুড়িয়া ফেলা হয়। বাংপ্র। বি।

খেপা—১। ক্ষেপা, ক্ষিপ্ত; অবোধ। বিণ। স্ত্রী—**খেপী**। ২। ক্ষিপ্ত হওয়া; রাগিয়া উঠা। বাংপ্র। ক্রি।

খেপানো—ক্ষিপ্ত করা, রাগাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খেপামো, খেপামি—পাগলামি, বাতুলতা। বাংপ্র। বি।

খেম—ক্ষম, ক্ষমা কর। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেমটা—তাল বিঃ; ঐ তালে নৃত্য। বাংপ্র। বি। [বি; স্ত্রী।

খেমটী—খেমটাওয়ালী, নর্তকী। বাংপ্র।

খেমা—১। মার্জনা, মাফ। <ক্ষমা। বি। ২। ক্ষমা করা। কপ্র। ক্রি।

খেয়—১। খননযোগ্য। খন্+য কর্ম। বিণ। ২। গড়খাই। বি; ক্লী।

খেয়া—১। খননযোগ্যা। খেয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদ্যাদিতে পারাপার হওয়া, ferry. বাংপ্র। বি।

খেয়া-ঘাট—নৌকাযোগে পারাপার হইবার স্থান, ferry. বাংপ্র। বি।

খেয়াতি—খ্যাতি। কপ্র। বি।

খেয়ানো—১। খেয়া দেওয়া, নৌকাযোগে পারাপার করা; [নৌকা] চালানো। বাংপ্র। ২। ভাসানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

খেয়া-নৌকা—নদ্যাদিতে পারাপার করিবার নৌকা, ferry-boat. বাংপ্র। বি।

খেয়ারি, খেয়ারী—যে মাঝি নদ্যাদিতে পারাপার করে, ferry-man. বাংপ্র। বি।

খেয়াল—সংগীত বিঃ; গানের পদ্ধতি-বিঃ; অলীক কল্পনা, স্বপ্ন; উৎকল্পনা, মনমরজি; 'মতের গোঁ বা জেদ; স্বভাব; জ্ঞান; প্রলাপ; শখ, ইচ্ছা; হুঁশ, স্মরণ; অনুমান; প্রবৃত্তি, ঝোঁক ('বদ —')। <আ 'খিয়াল'। বি।

খেয়ালী—খেয়াল গানকারী; কল্পনাপ্রিয়; যে মনমরজি মত চলে। আ-মু। বিণ।

খেরি—ক্রীড়া, খেলা। প্রা কপ্র। বি।

খেরুয়া, খেরেয়া, খেরো—একরকম মোটা সুতার কাপড়, ইহাতে তোশক বালিশের খোল হয়। বাংপ্র। বি।

খেল—খেলা; বাজি ('ভানুমতির —)'; ক্রীড়াভূমি; ক্রীড়নক। খেল্+অপ্ ভাব। বি।

খেলন—খেলা। খেল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

খেলনা, খেলানা—খেলার বস্তু, ক্রীড়নক, toy. বাংপ্র। বি।

খেলা—১। ক্রীড়া, কেলি, লীলা। খেল্+ণ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ক্রীড়া করা। বাংপ্র। ক্রি।

খেলা-ঘর—শিশুদিগের কেলিগৃহ; ছেলে-বেলার ঘরকন্না; কৃত্রিম সংসার। বাংপ্র। বি।

খেলাত—১। সম্মানসূচক পরিচ্ছদ; ইনাম, পুরস্কার। <আ 'খিলৎ'। বি। ২। বেলুচিস্থানে অবস্থিত খেলাতের খাঁয়ের রাজধানী। স্থানটির শুদ্ধ নাম "কলাত" —কলা অর্থে দুর্গ (কেল্লা)। খেলাতের প্রাচীন নাম তুরাণ বা তুবরণ। খেলাতে ব্রাহুই জাতির আধিক্য দৃষ্ট হয়। অনেকের ধারণা এই যে উহারা "খাঁ" এই জাতীয়। কিন্তু ভারতীয় সার্ভে ডিপার্ট-মেণ্টের জনৈক কর্মচারী টেট সাহেব একখানি হস্তলিপি পাইয়াছেন, তাহার প্রমাণে তিনি বলেন যে "খাঁ" আমাদজাই বংশসম্ভূত আরব জাতি হইতে উৎপন্ন। কথিত আছে যে, প্রাচীন হিন্দুরাজগণের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের উপর ইহার ভিত্তি স্থাপিত।

খেলাতচন্দ্র ঘোষ—পাথুরিয়াঘাটার ঘোষবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামলোচন ঘোষের মধ্যম পুত্র দেবনারায়ণের পুত্র খেলাতচন্দ্র মহোদয় দয়া-দাক্ষিণ্য ও দান-ধর্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি নীরবে দেশের ও দশের সেবা করিতেন, তাঁহার অর্থানু-কূল্যে অনেক সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার নামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। তিনি তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র রমানাথ ঘোষকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খেলাধুলা—ক্রীড়াকৌতুক, শিশুর খেলা। বাংপ্র। বি।

খেলানো—খেলা করা বা করানো, খেলা দেখানো, কৌতুকপ্রদর্শন করা, তামাশা দেখানো। বাংপ্র। ক্রি।

খেলানা—'খেলনা' দ্রঃ।

খেলাপ—১। বিপরীত। বিণ। ২। বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম, অন্যথা, ত্রুটি ('কথার —')। <আ 'খিলাপ'। বি। বিণ, -পী।

খেলাপি—বৈপরীত্য, ব্যতিক্রম; ত্রুটি। আ-মু। বি।

খেলাপী—খেলাপ জন্য, ব্যতিক্রমজনিত, ত্রুটিহেতুক। আ-মু। বিণ।

খেলি—১। খেলা করি বা করিয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। খেলা। প্রা কপ্র। বি।

খেলুড়িয়া, খেলুড়ে—ক্রীড়াকারী, যে খেলে; খেলার সাথী। বাংপ্র। বি।

খেলো—নিকৃষ্ট; মন্দ; হীন, নীচ, অপদস্থ। বাংপ্র। বিণ।

খেলোয়াড়—যে খেলা করে, ক্রীড়ক; ক্রীড়াপটু; চতুর, চালাক, ধড়িবাজ, ফন্দিবাজ, কুটকৌশলী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

খেশ—কার্পাস-রেশম-মিশ্রিত চাদর বিঃ। বাংপ্র। বি।

খেসারত—ক্ষতি; ক্ষতিপূরণ। <আ 'খিসারত'। বি।

খেসারতি—ক্ষতিপূরণের জন্য প্রদত্ত অর্থাদি। আ-মু। বি।

খেসারি—ডাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

খৈ—লাজ, ভৃষ্টধান্য। < খদিকা। বি।

খো—১। খোয়া, পিষ্ট আকের ছিবড়া; শক্ত ক্ষীর। বাংপ্র। ২। মেচেতা। প্রা কপ্র। বি।

খোই—ক্ষয় করে, নষ্ট করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

খোঁচ, খোঁচা—সূচির ন্যায় মুখ; তীক্ষ্ণাগ্র বস্তু; তীক্ষ্ণাগ্র বস্তুর বেধ; বিঘ্ন; ত্রুটি, দোষ; কলঙ্ক। বাংপ্র। বি।

খোঁচানো—তীক্ষ্ণাগ্র বস্তু দ্বারা বিদ্ধ করা; উত্তেজিত করা, উস্কি লাগানো; কোন কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খোঁজ—অন্বেষণ, তল্লাশ; সন্ধান, উদ্দেশ; তত্ত্ব, খবর। বাংপ্র। বি।

খোঁজখবর—সংবাদ, তত্ত্ব, সন্ধান, উদ্দেশ; তত্ত্ব-তল্লাশ। বাংপ্র। বি।

খোঁজা—অন্বেষণ করা, সংবাদ লওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

খোঁটা—১। কীলক, গোঁজ, সূক্ষ্মাগ্রদণ্ড, খুটি, স্তম্ভ, ঠেকনো, অবলম্বন; ত্রুটি, দোষ; কলঙ্ক; ভর্ৎসনা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা; কৃতকর্ম স্মরণ করাইয়া গঞ্জনা বা লজ্জা প্রদান। বি। ২। খুঁটা, নখাঘাত করা। ক্রি। ৩। মন্দ, খারাপ, কৃত্রিম, জাল। বাংপ্র। বিণ।

'—খনন। বাংপ্র। বি।

খোঁড়ল, খোঁদল—কোটর, গহ্বর, বিবর, গর্ত। বাংপ্র। বি।

খোঁড়া—১। পঙ্গু, খঞ্জ। বিণ; পু। স্ত্রী—**খুঁড়ী**। ২। খুঁড়া, খনন করা; ঈর্ষ্যা করা; টুকা বা টোকা। বাংপ্র। ক্রি।

খোঁড়ানো—খুঁড়ানো, খনন করানো; খোঁড়ার মত চলা, নেঙচানো। বাংপ্র। ক্রি।

খোঁদল—'খোঁড়ল' দ্রঃ।

খোঁপা—কবরী, স্ত্রীলোকদের মস্তকের পশ্চাতে কেশবন্ধন, coiffure. বাংপ্র। বি।

খোঁয়াড়—গোমেষাদি পশু আটকাইয়া রাখিবার স্থান; শূকরকুটীর, শোরকুঁড়ে। বাংপ্র। বি।

খোঁয়াড়ি, খোঁয়ারি—মদের নেশা কাটিবার পর শরীরের অবসন্ন অবস্থা; অবসাদ, গ্লানি। ফা-মু। বি। **খোঁয়ারি ভাঙা**—মদের নেশার অবসাদ দূর করিবার জন্য পরদিন প্রাতে পুনরায় অল্প মদ খাওয়া। [বি।

খোকন—খোকা (আদরার্থে)। বাংপ্র।

খোকা—শিশু, ছোট ছেলে। বি; পু। স্ত্রী—**খুকী**।

খোক্কশ, খোক্কস—রাক্ষসের ভ্রাতা বা সজাতীয় জীব, কল্পিত পিশাচ বিঃ। বাংপ্র। বি।

খোজা—নপুংসক, ক্লীব, ছিন্নমুষ্ক পুরুষ, কঞ্চুকী। < ফা 'খোয়াজহ্'। বি বা বিণ।

খোজুয়া—খুজলি, চুলকনা। প্রা কপ্র। বি।

খোট—আখটি, শিশুর আবদার বা বাহানা। বাংপ্র। বি।

খোটেল—খোটভক্ত, যে নিয়ত খোট করে, আবদারে, বাহানাবাজ; দুরন্ত, দুষ্ট; খল, ক্রূর, ধূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

খোট্টা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলবাসী, হিন্দুস্থানী (অবজ্ঞায়)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

খোড়—খঞ্জ। খোড় (খোঁড়াইয়া চলা)+ অন্ কর্তৃ। বিণ।

খোদ—স্বয়ং, নিজে; ক্ষোদন, খোদাই কাজ। বাংপ্র। বি।

খোদকার—ক্ষোদক, ভাস্কর। ফা-মু। বি।

খোদকারি—ক্ষোদনকর্ম, ভাস্কর্য, ভাস্কর-শিল্প। ফা-মু। বি।

খোদা—১। আল্লা, ভগবান্, ঈশ্বর। <ফা

'খুদা'। বি। ২। কাটিয়া গঠন করা; খনন করা; কোদন করা। বাংপ্র। ক্রি।

খোদাই—কোদন, কোদিতকরণ, engraving. বাংপ্র। বি। [বি।

খোদাতালা—জগদীশ্বর, পরব্রহ্ম। ফা-মু।

খোদানো—কোদিত বা অঙ্কিত করানো, উৎকীর্ণ করানো; খনন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

খোদাবন্দ—প্রভু, দিনদুনিয়ার মালিক, হুজুর, উচ্চসম্মানসূচক সম্বোধন পদ। <ফা 'খুদাবন্দ্'। বি।

খোনা—খনা, যে নাকে কথা বলে, গয়াকাটা; নাকী, অনুনাসিক। বাংপ্র। বিণ।

খোন্তা—খনিত্র। <খনিত্র। বি।

খোপ, খোপর—ছোট কুঠারি বা কামরা; খুবরি; পারাবতাদি পক্ষীর গৃহ; গৃহের পার্শ্বদেশ। বাংপ্র। বি।

খোবর—গহ্বর, গর্ত। বাংপ্র। বি।

খোবরানো—গর্তবিশিষ্ট, hollow. বাংপ্র। বিণ।

খোবানি, খুবানি—ফল বিঃ, apricot. < ফা 'খুবানি'। বি।

খোয়নু, খোয়ানু, খোয়লুঁ, খোয়ালু—খোয়াইলাম, হারাইলাম; নষ্ট করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

খোয়া—ক্ষয়, নাশ, হারান; শক্ত ক্ষীর; পিষ্ট আকের ছিবড়া; ভগ্ন ইষ্টক বা প্রস্তরের খণ্ডসকল। বাংপ্র। বি।

খোয়ানো—ক্ষয় করা, নষ্ট করা, হারানো। বাংপ্র। ক্রি।

খোয়ার—কেলেঙ্কারি, কলঙ্ক, কুৎসা; দুর্দশা; অপমান, লাঞ্ছনা। <আ 'খুমার'। বি।

খোর—১। খঞ্জ, খোঁড়া। খোঁড় (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। গবাদির পদক্ষত রোগ, ইহাকে আঁইসাও বলে। বাংপ্র। বি। ৩। অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে, তাহা সেবনকারী (যেমন সুদখোর, গাঁজাখোর ইত্যাদি)। ফা। বিণ।

খোরপোশ—খোরাকপোশাক, অন্নবস্ত্র, গ্রাসাচ্ছাদন, ভরণপোষণ। বাংপ্র। বি।

খোরা—পাথরের খুব বড় বাটি। বাংপ্র। বি।

খোরাক—খাদ্য, খাবার; ভোজন, আহার; খাদ্য বা পানীয়ের মাত্রা; একবারের আহার্য পরিমাণ, meal. <ফা 'খুরাক'। বি।

খোরাকি—আহার্য-পরিমাণ; আহারের মূল্য; আহারের জন্য আবশ্যক বস্তু বা ব্যয়; খাইখরচ। ফা-মু। বি।

খোরাকী—ভোজন-নির্মিত্তক; খাবারই জন্য আবশ্যক; খাইবার উপযুক্ত; আহারের ব্যয়স্বরূপ। ফা-মু'। বিণ।

খোল—১। খঞ্জ, খোঁড়া। খোল্ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। বাহ্য আবরণ; খাপ; গহ্বর ('চোখের —'); খোলা, বাকলা; খলি বা খৈল। বাংপ্র। বি।

খোল, খোলক—মৃদঙ্গ; তুষ; আবরণকারী বস্ত্র বিঃ; টোপর; পাগড়ি; হাঁড়ি; উইটিপি; অভ্যন্তর। খোল=খু (শব্দ করা)+ল কর্তৃ। খোলক=খোল +কণ্। বি; পু। [বিণ।

খোলতা- বিকশিত, শোভমান। বাংপ্র।

খোলতাই—রঙ, জলুস, ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি, শোভা; পরিষ্কার। বাংপ্র। বি।

খোলস—বহিরাবরণ, আচ্ছাদন; নির্মোক, সর্প-ত্বক্ slough. <স্খলিতকোশ। বি।

খোলসা—১। শূন্য; পরিষ্কৃত, সাফ; মুক্ত, খালাস; নির্মেঘ, খালি; অমায়িক, অকপট; স্পষ্ট। বিণ। ২। পরিষ্কৃতি; মুক্তি, খালাস; মর্ম, তাৎপর্য। <আ 'খুলাসহ্'। বি।

খোলা—১। অণ্ড-শম্বুকাদির কঠিন বহিরাবরণ; ভাজিবার পাত্র; ত্বক্, ছাল, ছিলকা; ক্ষেত্র ('ইট—')। বি। ২। উদ্‌ঘাটিত, উন্মুক্ত; অনাবৃত; ফাঁকা; স্পষ্ট; অমায়িক। বাংপ্র। বিণ।

খোলাখুলি—সকল কথা খুলিয়া বলিয়া, সমুদায় ব্যক্ত করিয়া; পরস্পর সরলভাবে বা অকপটে; স্পষ্টভাবে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

খোলামকুচি—ভাঙ্গা কলসী প্রভৃতির টুকরা। বাংপ্র। বি।

খোলো, খোল্লো—খল, হিংসক; কোটরগত, অন্তঃপ্রবিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

খোশ—১। প্রীত; প্রীতিকর। <'ফা 'খুশ্'। ২। পাঁচড়া, চুলকনা। <কচ্ছু। বি।

খোশখবর—সুসংবাদ। ফা-মু। বি।

খোশখোরাক—শৌখিন আহার। ফা-মু। বি। বিণ—**খোশখোরাকী**।

খোশগল্প—আমোদজনক গল্প। ফা-মু। বি।

খোশনবিশ—যাহার হাতের লেখা সুন্দর এমন। ফা-মু। বি বা বিণ।

খোশনাম—সুখ্যাতি। ফা-মু। বি।

খোশপোশাক—শৌখিন পোশাক। ফা-মু। বি। বিণ—**খোশপোশাকী**।

খোশবায়—সুগন্ধ। <ফা 'খুশবূ'। বি।

খোস—পাঁচড়া, চুলকনা। <কচ্ছু। বি।

খোসা—১। ত্বক্, ছাল, ছিলকা। বি। ২। শ্মশ্রুবিহীন, মাকুন্দা। বাংপ্র। বিণ।

খ্যাঁক—শেয়াল কুকুর ইত্যাদির ডাক। বাংপ্র। বি।

খ্যাঁট—খেঁট, খেট, ভোজন। বাংপ্র। বি।

খ্যাত—কথিত, বিশ্রুত; প্রসিদ্ধ, খ্যাতিযুক্ত। খ্যা (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

খ্যাতনামা (-নামন্) যাহার নাম প্রসিদ্ধ, যাহাকে দশজনে জানে। খ্যাত হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

খ্যাতি—১। প্রসিদ্ধি; লোকবিশ্রুতি; যশঃ; জ্ঞান; প্রচার। খ্যা (বলা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। দক্ষপ্রজাপতির এক কন্যার নাম খ্যাতি। ব্রহ্মার মানসপুত্র ভৃগুর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে লক্ষ্মী নাম্নী কন্যা এবং ধাতা ও বিধাতা নামক পুত্রদ্বয় জন্মগ্রহণ করে।

খ্যাতি-কর, -জনক- প্রসিদ্ধির উৎপাদক, প্রতিষ্ঠাসমুৎপাদক, কীর্তিকর, যশোবর্ধক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

খ্যাতিপ্রতিপত্তি—সুখ্যাতি ও সম্মান। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। [প্রকৃতপক্ষে বঙ্গভাষার নিয়মে প্রায় সমার্থক শব্দদ্বয় এরূপ অনেক স্থলে একদা প্রযুক্ত হয়।]

খ্যাত্যাপন্ন—লব্ধখ্যাতি, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। খ্যাতিকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

খ্যাপক—কথক, প্রচারক, ঘোষক। ণিজন্ত খ্যা (=খ্যাপি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী —**খ্যাপিকা**।

খ্যাপন—ঘোষণা, প্রচার; কথন; জ্ঞাপন। ণিজন্ত খ্যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

খ্রীষ্ট—যীশুখ্রীষ্ট। < ইং 'Christ'; গ্রীক 'Khristos'. বি।

খ্রীষ্টপূর্বাব্দ—খ্রীষ্টের জন্ম হইতে গণিত পূর্ববর্তী সাল। ইং-মু। বিণ।

খ্রীষ্টান—খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী। <ইং Christian. বি। বিণ, **-নী**। বি, **-নি**।

খ্রীষ্টের জন্ম হইতে গণিত পরবর্তী অব্দ। ইং-মু। বি।

গুখ্রীষ্ট বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীয়। ইং-মু। বিণ।

গ

গ—১। তৃতীয় ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ২। গণেশ; গন্ধর্ব; গগন। গৈ (গান করা)+ড কর্তৃ। ৩। গীত; ছন্দঃশাস্ত্রে গুরুস্বর বর্ণ। গৈ+ড কর্ম। বি; পু। ৪। গায়ক। গৈ+ড কর্তৃ। বিণ। একাক্ষর কোষে লিখিত আছে যে, পুংলিঙ্গ গ শব্দের অর্থ গণপতি ও গন্ধর্ব, এবং ক্লীবলিঙ্গ গ শব্দের অর্থ গীত। গো শব্দে ধেনু ও সরস্বতী বুঝায়।

তন্ত্রশাস্ত্রে গকারের নিম্নলিখিত অর্থ আছে। গৌরী, গৌরব, গঙ্গা, গণেশ, গোকুলেশ্বর, শার্ঙ্গী, পঞ্চাত্মক, গাথা, গন্ধর্ব, সর্বগ, স্মৃতি, সর্বসিদ্ধি, প্রভা, ধূম্রা, দ্বিজাখ্য, শিবদর্শন, বিশ্বাত্মা, গো, পৃথগ্-রূপা, বালবন্ধ, ত্রিলোচন, গীত, সরস্বতী, বিদ্যা, ভোগিনী, নন্দন, ধরা, ভোগবতী, হৃদয়, জ্ঞান, জালন্ধর ও লব।

গইবী—দাবাখেলার ছক না দেখিয়াই চাল-বাজ। বাংপ্র। বিণ।

গইবী-চাল—আড়াল থেকে চাল চালা বা কল টেপা। বাংপ্র। বি।

গইয়া, গহিয়া—গম্ভীর। বাংপ্র। বিণ।

গইল, গইলা—গোশালা, গোয়ালঘর। বাংপ্র। বি।

গঁদ—বাবলার শক্ত আঠা; আঠা, gum. বাংপ্র। বি।

গঁদানো—গন্ধযুক্ত করা বা হওয়া, গন্ধ ছড়ানো; সম্পর্ক পাতানো বা পাতাইবার চেষ্টা করা। বাংপ্র। ক্রি।

গকার—গ এই অক্ষরমাত্র। গ+কার স্বার্থে। বি; পু।

গগন—আকাশ। গম+অন কর্তৃ। বি; ক্লী। [বি

গগনক—গগনের, আকাশের। প্রা কপ্র

গগনগতি—১। আকাশে গমন ৭তৎ। বি; স্ত্রী। ২। আকাশগামী গগনে গতি যাহার, বহু। বিণ। ৩ দেবতা; গ্রহনক্ষত্রাদি। বি; পু।

গগনচর—আকাশগামী। উপতৎ; গগন—চর্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**।

গগনচারী (-চারিন্)—আকাশগামী। উপতৎ; গগন—চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**।

গগনচুম্বী (-চুম্বিন্)—আকাশ চুম্বনকারী, মেঘস্পর্শী, অভ্রংলিহ, অত্যুন্নত। গগন—চুম্ব+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-চুম্বিনী**।

গগনতল—আকাশতল, আকাশপট; ধরাতল, পৃথিবী। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

গগনধ্বজ—সূর্য; মেঘ। গগন হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। বি; পু।

গগনপট—১। আকাশপট, আকাশরূপ ফলক। রূপক। ২। আকাশতল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গগনপথ—আকাশমার্গ, আকাশ, শূন্য, নভোদেশ। গগনই পথ, কর্মধা। বি; পু।

গগনপ্রান্ত—আকাশের প্রান্তভাগ, আকাশের যে অংশ পৃথিবীর পরিধির সহিত সংযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, দিগন্ত, চক্রবাল, horizon. বি; পু।

গগনবিহারী (-হারিন্)—১। আকাশ-গামী, খেচর, ব্যোমচারী। উপতৎ; গগন—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বিহারিণী**। ২। সূর্য ও গ্রহাদি। বি; পু।

গগনমণ্ডল—নভোমণ্ডল, গোলাকার সমস্ত আকাশ। গগনের মণ্ডল ইতি ৬তৎ, কিংবা গগন মণ্ডলপ্রায় ইতি উপমিত। বি; ক্লী।

গগনস্পর্শী (-স্পর্শিন্)—আকাশস্পর্শকারী, মেঘচুম্বী। উপতৎ; গগন—স্পৃশ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-স্পর্শিনী**।

গগনাঙ্গনা—দিব্যাঙ্গনা, সুরকামিনী, অপ্সরা। গগনের অঙ্গনা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গগনেচর—১। আকাশগামী। অলুক্ উপতৎ; গগনে—চর+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। সূর্যাদিগ্রহ; নক্ষত্রাদি; রাশিচক্র; বিহঙ্গাদি। বি; পু।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। পিতা গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'কিউবিইজ্‌ম্', 'ফ্রেস্কো' ও 'ওয়াটার কলার' পেণ্টিংএ ইনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। 'অদ্ভুতলোক', 'বিরূপবজ্র', 'নবহুল্লোড়' নামে তিনখানি ব্যঙ্গচিত্রের বই ইনি লেখেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

গগানো—ককাইয়া যাওয়া; মরণোন্মুখ ব্যক্তির ন্যায় কাতর-ধ্বনি করা; কাত-রানো। বাংপ্র। ক্রি।

গঙ্গকা গঙ্গানদী। গঙ্গা+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

গঙ্গা—১। স্বনামপ্রসিদ্ধা নদী, ভাগীরথী, জাহ্নবী। গম (গমন করা)+গন্ কর্তৃ+আপ্; অথবা গো শব্দের ২য়ার ১বচনে গাং (পৃথিবীকে), গাং—গম+ড কর্তৃ+আপ্; যিনি (ব্রহ্মলোক হইতে) পৃথিবীতে গমন করিয়াছেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বি; স্ত্রী। ২। গাঙ্গ বা গাঙ, নদী মাত্র। বাংপ্র। বি।

গঙ্গার উৎপত্তি ও মর্ত্যলোকে আগমন সম্বন্ধে এস্থলে দুইটি পৌরাণিক উপাখ্যান সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে:—

১ম। দেবর্ষি নারদ একদা নানা রাগ-রাগিণীযুক্ত সংগীত করেন। দেবর্ষির ত্রুটি-নিবন্ধন সেই সকল রাগরাগিণীর তালভঙ্গ হয়; কিন্তু নারদ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; প্রত্যুত তিনি মনে করিয়াছিলেন যে, আমি অতি আশ্চর্য সংগীতজ্ঞান লাভ করি-রাছি। নারদের এই গর্ব খর্ব করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত রাগরাগিণীগণ বিকলাঙ্গ নরনারীগণের আকারে পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন। নারদ সেই পথ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাদিগের অঙ্গবৈকল্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিলেন, "নারদ নামে একটি লোক আছে, সে মনে করে যে, সে সংগীতশাস্ত্রে কত জ্ঞানই লাভ করি-য়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ শাস্ত্রে তাহার বড় বেশী জ্ঞান নাই। আমরা রাগরাগিণী; সে আলাপকালে আমাদের যে অঙ্গভঙ্গ করিয়াছে, অদ্যাপি তাহার সংশোধন হই-তেছে না।" ইহা শুনিয়া দেবর্ষি নারদ অহং-কারশূন্য হইলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের অঙ্গ-বৈকল্যমোচনের উপায় কি?" তাহাতে তাঁহারা বলিলেন যে, যদি মহাদেব স্বয়ং সংগীত করেন, তবেই আমরা পুনর্বার আমাদের পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারি। দেবর্ষি এই কথা শুনিয়া মহাদেবের নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে আমূল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। মহেশ্বর শ্রবণমাত্র সম্মত হইয়া বলিলেন, "প্রকৃত শ্রোতা না থাকিলে আমি সংগীতচর্চা করি না; অতএব যদি জনৈক প্রকৃত শ্রোতা মিলা-ইতে পার, তবেই আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারি।" তখন নারদ বুঝিলেন যে, আমি তো গায়কের উপযুক্তই নহি, পরন্তু এখন দেখিতেছি যে, শ্রোতারও উপযুক্ত হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, অগ্রে উপস্থিত কার্য সম্পাদন করা আবশ্যক, পশ্চাৎ এ বিষয়ের যাহা হয় করা যাইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি মহাদেবকে বলিলেন, "এ জগতে সংগীতের প্রকৃত শ্রোতা কে কে হইতে পারেন আপনি নির্দেশ করুন, আমি তাঁহাদিগকে এ স্থলে আনয়ন করিতেছি।" মহাদেব উত্তর করিলেন, "সংপ্রতি এই ব্রহ্মাণ্ডে প্রকৃত সংগীত-শ্রোতা দেখিতে পাইতেছি না; তবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে আনয়ন করিতে পারিলে একরূপ হইলেও হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া দেবর্ষি অশেষ সাধনায় ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে তথায় আনয়ন করিলেন। মহাদেব সংগীত করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরে দৃষ্ট হইল যে, বিকৃতাঙ্গ রাগরাগিণীগণ সুস্থাঙ্গ হইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। মহাদেব যে সংগীত করিলেন, ব্রহ্মা তাহার প্রকৃত মর্মগ্রহণে সমর্থ হইলেন না; বিষ্ণু কিয়দ্দূর পর্যন্ত যাহা বুঝিতে পারিয়া-ছিলেন, তাহাতেই তিনি দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। ব্রহ্মা সংগীতে একাগ্র হইতে পারেন নাই, এ কারণ তিনি স্বীয় কমণ্ডলুতে দ্রবীভূত বিষ্ণুকে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই দ্রবীভূত বিষ্ণুই গঙ্গা নামে খ্যাত। ইহার বহুকাল পরে কপিল

মুনির শাপে সগরবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ভগীরথ পূর্বপুরুষগণের উদ্ধারমানসে কঠোর তপশ্চরণে ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে গঙ্গাকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে পতনকালে দেবাদিদেব মহাদেব ইঁহাকে মস্তকে ধারণ করেন। পরে ভগীরথের স্তবে তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিন্দুসরোবরে ত্যাগ করেন। সেখান হইতে ইনি সপ্তধারায় প্রবাহিতা হন; তন্মধ্যে হ্লাদিনী, পাবনী ও নলিনী নামে তিন ধারা পূর্বদিকে ও সীতা, সিন্ধু ও চক্ষু নামে তিন ধারা পশ্চিম দিকে গমন করেন, এবং এক ধারা ভগীরথের পশ্চাদ্গামিনী হইয়া ভাগীরথী নামে খ্যাত হইয়াছেন। করিবর ঐরাবত ইঁহাকে ধারণ করিতে প্রয়াস পাইলে, ইনি তাহাকে স্রোতে ভাসাইয়া মৃতবৎ করেন, এবং পরে দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। হিমালয়ের গোমুখী নামক স্থান দিয়া ইনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন। পথে জহ্নুমুনির যজ্ঞভূমি প্লাবিত করিয়া তাঁহার যজ্ঞদ্রব্য ভাসাইয়া লইয়া যাওয়ায় মুনিবর কুপিত হইয়া সমস্ত গঙ্গাজল পান করিয়া ফেলেন। পরে ভগীরথের ও দেবগন্ধর্বাদির স্তবে তুষ্ট হইয়া জানু বিদারণপূর্বক (মতান্তরে কর্ণপথ দিয়া) ইঁহাকে মুক্তিদান করেন। তদবধি গঙ্গা জহ্নুমুনির কন্যাস্থানীয়া হইয়া জাহ্নবী নামে খ্যাত হন। অনন্তর অব্যাহতভাবে ভগীরথপ্রদর্শিত পথে প্রবাহিত হইলে ইঁহার পূত সলিলস্পর্শে সগরসন্তানগণের মুক্তি হয়।

একদা গঙ্গা ব্রহ্মার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময়ে পথে অভিশপ্ত বসুগণের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাদিগের স্তব ও অনুনয়বিনয়ে তুষ্ট হইয়া ইনি স্বয়ং মানবীরূপে তাঁহাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়া শাপ হইতে মুক্ত করিতে স্বীকৃতা হন। অতঃপর মানবীবেশে শান্তনু রাজার পত্নী হইয়া তাঁহাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ করেন যে, ইঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্যে তিনি ব্যাঘাত দিতে পারিবেন না, ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিলেই ইনি অন্তর্হিতা হইবেন। শান্তনুর ঔরসে ইঁহার ক্রমে আটটি পুত্র জন্মে। পুত্র জন্মিবামাত্র ইনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সাতটি পুত্র নিক্ষিপ্ত হইলে পর, অষ্টম পুত্রের নিক্ষেপকালে শান্তনু ইঁহার কার্যে ব্যাঘাত দিয়া পুত্রটিকে রক্ষা করিতে বলেন। পুত্র রক্ষা পাইল বটে, কিন্তু ইনি আর শান্তনুর ভার্যা রহিলেন না; পুত্র দেবব্রতকে (ভীষ্মকে) শান্তনুর হস্তে দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

২য়। গঙ্গা গিরিরাজ হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা; তৎপত্নী মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। দেবগণের চেষ্টায় মহাদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার অদর্শনে শোকাভিভূতা মেনকা ইঁহাকে সলিলরূপিণী হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। তদবধি ইনি জলরূপে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে বাস করিতে থাকেন।

পরবর্তী অংশ পূর্বের ন্যায়। পূর্বে দ্রঃ।

ইঁহার ভৌগোলিক বিবরণ এইরূপ—হিমালয় পর্বতের পাদমূলে গাড়ওয়াল দেশে ইঁহার উৎপত্তি এবং বঙ্গোপসাগরে ইঁহার পতন। মূল নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫৫০ মাইল। ইঁহার উৎপত্তি মূল হিমালয়ের একটি তুষার গুহা। ৮ মাইল প্রবাহিত হইয়া নদীটি গঙ্গোত্রী নামক স্থানে উপনীত হইয়াছে; তাহার পর কিছুদূর আসিয়া জাহ্নবী এবং আরও কিছুদূর আসিয়া অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। মিলনের পূর্বে ইঁহার নাম ভাগীরথী। এই মিলন স্থানের নাম দেবপ্রয়াগ। সুখী নামক স্থানে হিমালয় ভেদ করিয়া গঙ্গা হরিদ্বারে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপনীত হয়। তৎপরে বক্রগতিতে দেরাদুন, সাহারানপুর, মজফরনগর, বুলন্দশহর হইয়া ফরাক্কাবাদে আসিয়া রামগঙ্গার সহিত মিলিত হয়। এ পর্যন্ত, বর্ষা এবং তুষার-দ্রবণসময় ব্যতীত গঙ্গা স্থানে স্থানে স্বল্পতোয়া ও স্থানে স্থানে চড়ামাত্রে পরিণত।

এলাহাবাদে আসিয়া ইঁহার স্বতন্ত্র আকার লক্ষিত হয়। এইস্থানে ইঁহার সহিত যমুনা (এবং হিন্দুমতে গুপ্তভাবে সরস্বতী) মিলিত হয়। এই সংগমস্থলের নাম প্রয়াগ। পরে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ দিয়া আসিবার পথে নদীটি গোমতী ও ঘর্ঘরার সহিত মিলিত হইয়াছে। বারাণসী দিয়া বিহার প্রদেশে উপনীত হইয়া নদীটি শোণ নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পাটনা অতিক্রম করিবার পর গণ্ডকী নদী ইঁহার সহিত সম্মিলিত হয়। পরে গঙ্গা পূর্বাভিমুখী হইয়া কুশী নদীর সহিত মিলিত হয়, এবং রাজমহল অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়া প্রাচীন গৌড়ের নিকটবর্তী স্থান দিয়া প্রবাহিত হয়। গৌড়ের প্রায় ২০ মাইল নিয়ে নদীটি বহু শাখায় বিভক্ত হয়। এই বিভাগ স্থানেই গঙ্গার ব-দ্বীপের আরম্ভ। মূল নদী পদ্মা নাম ধারণ করিয়া দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখী হইয়া গোয়ালন্দে উপনীত হয়। এইখানে ব্রহ্মপুত্রনদের শাখা যমুনার সহিত মিলিত হইয়া সাগরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে এবং পথিমধ্যে কতকগুলি নদীর সহিত মিলিয়া মেঘনানামক একটি সুবিস্তৃত মোহানায় পরিণত হইয়াছে। নোয়াখালীর নিকটে মেঘনা বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এই মোহানাটি সর্ববৃহৎ এবং সর্বপূর্ব। সর্বপশ্চিম মোহানার নাম হুগলী। মুর্শিদাবাদ জেলায় গঙ্গা হইতে হুগলীর উৎপত্তি। মেঘনা ও হুগলীর মধ্যবর্তী স্থানটিই গঙ্গার ব-দ্বীপ। ইঁহার উপরিকোণে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, যশোহর এবং চব্বিশ পরগনা অবস্থিত। ইঁহার পাদদেশে অনেকগুলি ছোট মোহানা এবং সুন্দরবননামক অরণ্য অবস্থিত।

গঙ্গার শস্যোৎপাদিকা শক্তি অতুলনীয়। উত্তর-পশ্চিম ভারতে কৃষিসাহায্যের নিমিত্ত গঙ্গার দুইটি সুবৃহৎ খাল খনন করা হইয়াছে। প্রথম খালটি মেজর কট্লির (Cautley) ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পজ্ঞানের প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে বিরাজমান। এবং খালটি ১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক খোলা হয়। দ্বিতীয় খালটি প্রথমটির বিস্তার স্বরূপে ১৮৭৮ সালে খোলা হয়।

গঙ্গার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রতল হইতে ১০,৩০০ ফুট উচ্চ। গঙ্গার গতি এত পরিবর্তনশীল ও ক্ষিপ্র, এবং তীরস্থ ভূমির উপর ইঁহার ধ্বংসসাধিনী শক্তি এত প্রবল যে, ইঁহার উপকূলে স্থায়ী বাস স্থাপনা করা সকল সময়ে নিরাপদ্ নহে। বর্তমান কালে দেখা যায়, যে রাজমহলের মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইয়াছিল, সেই রাজমহল এখন নদীকূলের ৭ মাইল দূরে পড়িয়াছে। অন্যত্র অনেক স্থলে চড়া পড়িয়াছে বা দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে।

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য—প্রথম বাঙালী সাংবাদিক। বাংলা ভাষায় ইংরেজী ব্যাকরণ, ভগবদ্গীতা, দ্রব্যগুণভাষা, চিকিৎসার্ণব ইঁহার প্রকাশিত পুস্তক। ইনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা প্রেস বা বাঙ্গালা যন্ত্র নামে ছাপাখানা স্থাপন করেন এবং ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বাঙ্গালা গেজেট' নামে সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

গঙ্গাকোটি—শতলক্ষ বার গঙ্গাস্নান। প্রা কপ্র। বি।

গঙ্গাগমন—গঙ্গায় গতি। গত্বং। বি; স্ত্রী।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ—পাইকপাড়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ। ইঁহারা উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। সুপ্রসিদ্ধ লালাবাবু (কৃষ্ণচন্দ্র) ইঁহারই

পৌত্র। ইঁহাদের পূর্বনিবাস মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত কাঁদি গ্রাম। সেখানে এখনও ইঁহাদের বৃহৎ অট্টালিকা, দেবালয় ও অন্যান্য কীর্তি আছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধাগোবিন্দ সিংহের স্থলাভিষিক্ত হইয়া বঙ্গের নায়েব-সুবাদার রেজা খাঁর অধীনে কানুনগোর কার্য করিতেন। মহম্মদ রেজা খাঁ পদচ্যুত হইলে, সেই সঙ্গে গোবিন্দেরও কর্ম যায়। অতঃপর ইনি কার্যান্বেষণে কলিকাতায় আসিয়া অবস্থিতি করেন। এই সময়ে ভাগ্যক্রমে ইনি তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শুভদৃষ্টিতে পড়েন এবং ক্রমে তাঁহার সকল কার্যের দেওয়ান হন। রাজস্ববিভাগের সমুদায় কার্যের ভার ইঁহার হাতে পড়ায় ইনি হেস্টিংসের কৃপায় নানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাগোবিন্দ পদচ্যুত হন। কিন্তু ইহার পরেই হেস্টিংসের বিরোধী সদস্য মনসন সাহেবের মৃত্যু হওয়ায় হেস্টিংস ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গঙ্গাগোবিন্দকে দেওয়ান নিযুক্ত করেন। এইবার গঙ্গাগোবিন্দের অর্থ উপার্জনের পথ আরও প্রশস্ত হয়। তখন এমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল না। পাঁচ বৎসর অন্তর মেয়াদী বন্দোবস্ত হইত। সুতরাং মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে গঙ্গাগোবিন্দ যাঁহার নিকট অধিক অর্থ পাইতেন, তাঁহারই সহিত বন্দোবস্ত করিতেন। অল্পদিনের মধ্যেই গঙ্গাগোবিন্দ দেশের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি হইয়া পড়িলেন। এমন কি নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রও ইঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। কথিত আছে যে, গঙ্গাগোবিন্দ আপনার মাতৃশ্রাদ্ধে বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। সেরূপ শ্রাদ্ধ নাকি বঙ্গদেশে আর হয় নাই। শ্রাদ্ধসভার সমারোহ দেখিয়া নদীয়ার মহারাজ শিবচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"দাওয়ানজী, এ যে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার দেখিতেছি।" গঙ্গাগোবিন্দ হাসিয়া বলিলেন—"আজ্ঞে, তারও অধিক; কারণ দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই, এখানে হইয়াছে।" আরও দুইটি কর্ম উপলক্ষে গঙ্গাগোবিন্দ বিস্তর অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। প্রথমটি বেলুড় গ্রামে নিজ বাসভবনে পুরাণ পাঠ। দ্বিতীয়টি পৌত্রের (লালাবাবুর) অন্নপ্রাশন। এই কার্যে স্বর্ণপাত্রে খোদিত লিপি দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রিত করা হইয়াছিল। হেস্টিংস কর্মত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিলে গঙ্গাগোবিন্দেরও কর্ম যায়।

গঙ্গাচিল্লী—পক্ষিবিশেষ, গাঙ্‌চিল। গঙ্গাবাসিনী যে চিল্লী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গঙ্গাজ—১। গঙ্গা হইতে উৎপন্ন, গঙ্গার গর্ভজাত। গঙ্গা হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে উপতৎ; গঙ্গা—জন্‌+ড কর্তৃ। বিণ। ২। কুরুবীর ভীষ্ম; কার্তিকেয়। বি; পু।

গঙ্গাজল—গঙ্গা নদীর সলিল, হিন্দুমতে ইহা পবিত্র ও সর্বপাপনাশক। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গঙ্গাজলি—মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তর্জলি; অন্তিমকালে মুখে গঙ্গাজল দান; গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক শপথ; মিথ্যা শপথ; শ্বেত গোধূম বিঃ। বাংপ্র। বি।

গঙ্গাজলী, -জলে গঙ্গাজলের বর্ণবিশিষ্ট বা তদাকার; ঈষৎ গেরুয়া ('— শাল'); গঙ্গাজল স্পর্শপূর্বক শপথকারী, মিথ্যা শপথকারী; মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা। বাংপ্র। বিণ।

গঙ্গাটেয়—চিঙ্গড়িমাছ। গঙ্গাটা শব্দ+ ঢেয় অপত্যার্থে। গঙ্গাটা=গঙ্গা—অট্‌ (গতি)+অন্‌ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বি; পু।

গঙ্গাতীর- গঙ্গানদীর তট। ৬তৎ। বি; ক্লী।
"ভাদ্রকৃষ্ণচতুর্দশ্যাং যাবদাক্রমতে জলম্‌।
তাবদ্‌গর্ভং বিজানীয়াৎ তদূর্ধ্বং তীরমুচ্যতে।
সার্ধহস্তশতং যাবদ্‌ গর্ভতস্তীরমুচ্যতে।"
অর্থাৎ ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী তিথিতে যে পর্যন্ত জল উত্থিত হয়, সেই পর্যন্ত গঙ্গার গর্ভ, তাহার ঊর্ধ্বদেশ তীর বলিয়া কথিত। গর্ভ হইতে দেড় শত হস্ত পর্যন্ত ভূমি তীর।

গঙ্গাদ্বার—গঙ্গা যে স্থান দিয়া ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন। ৬তৎ। বি; ক্লী। [ইহা হরিদ্বার, মোক্ষদ্বার, গঙ্গাদ্বার, মায়াপুর প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত।]

গঙ্গাধর শিব; সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

গঙ্গাধর কবিরাজ- বঙ্গের একজন অসাধারণ পণ্ডিত ও শাস্ত্রীয় চিকিৎসক। ইঁহার পিতার নাম কবিরাজ ভবানীপ্রসাদ রায়। ১৭৯৮ খ্রীঃ অব্দে যশোহর জেলার মাগুরা গ্রামে গঙ্গাধরের জন্ম হয়। ইনি অতিশয় মেধাবী ও সুশীল ছিলেন। ইনি অতি অল্প বয়সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্য, অলংকার প্রভৃতিতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে আয়ুর্বেদীয় চরকাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইঁহার নিয়ম ছিল, প্রত্যহ ১০ পাতা পুঁথি পাঠ লইতেন, এবং তাহা অভ্যাস করিয়া মনোমধ্যে দৃঢ়াঙ্কিত করিবার নিমিত্ত এবং হস্তাক্ষরের সৌন্দর্যসাধনার্থ প্রত্যহ সেই ১০ পাতা লিপিবদ্ধ করিতেন। এই লিখনপঠনের মধ্যে ইঁহার অধ্যাপকের অন্যান্য ছাত্রদিগকে ব্যাকরণ, অভিধান, সাহিত্যাদি বিষয়ে পাঠ দিতেন। এই সময়ে ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন। অতঃপর আয়ুর্বেদের পাঠ সমাপ্ত করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। সে সময়ে কলিকাতায় ইংরেজী ডাক্তারী চিকিৎসার বিশেষ প্রাদুর্ভাব। সুতরাং ইনি আধুনিক রাজধানী সুবিধাকর স্থান বিবেচনা না করিয়া প্রাচীন রাজধানী মুর্শিদাবাদে গমনপূর্বক সৈদাবাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে গঙ্গাধরের বয়ঃক্রম ২১ বৎসর মাত্র। এই অল্পবয়সে ইনি খ্যাতনামা চিকিৎসক ও অধ্যাপকের সহিত বাদানুবাদ দ্বারা স্বীয় মত স্থাপন এবং অনেক লোকের বহুবিধ উৎকট রোগের শান্তি করায় দেশময় তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

গঙ্গাধর বাল্যকালে মুগ্ধবোধের যে টীকা করেন, তাহা ভিন্ন বোপদেব তাঁহার মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের যে অংশ শেষ করিয়া যান নাই সেই অংশ সমাপ্ত করিয়া সমগ্র মুগ্ধবোধের পুনরায় আর একখানি টীকা করেন। এই দুইখানি টীকাই গঙ্গাধরের বিদ্যাবুদ্ধির সমুজ্জ্বল ও অদ্ভুত নিদর্শন। এই সময় ইনি "লোকালোক-পুরুষীয়" ও "দুর্গবধকাব্য" নামে দুইখানি মহাকাব্য লেখেন। চরকসংহিতার চক্রদত্তকৃত একখানি টীকা আছে। সে টীকা অসম্পূর্ণ। গঙ্গাধর সমস্ত চরকের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া "জল্পকল্পতরু" নামে টীকা প্রণয়ন করেন। এই সকল ব্যতীত তিনখানি উপনিষদের ভাষ্য, পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্য, প্রাচ্যপ্রভা নামে অলংকার শাস্ত্র, ভগবদ্‌গীতা ব্যাখ্যান, পদ্যে দুইখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ, 'হর্ষোদয়' নামে চিত্রকাব্য, ভাগবত বিচার প্রভৃতি সর্বশুদ্ধ ৪০ খানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাঙ্গালা লেখাতেও ইঁহার যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। প্রথিতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবাবিবাহবিষয়ক আন্দোলনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ সংক্ষুব্ধ, সেই সময়ে গঙ্গাধর "বহুবিবাহরাহিত্য", "বিধবাবিবাহপ্রতিষেধ" প্রভৃতি কয়েকখানি গবেষণা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশ করেন।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাধর কবিরাজ গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করেন। তৎপূর্ব দিনে নিজের নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া ও জ্যোতিঃশাস্ত্রের গণনা দ্বারা পরদিন মৃত্যু অবধারিত জানিয়া বলিয়াছিলেন, "আগামী কল্য, আমি কেবল

গঙ্গাজল পান করিয়া থাকিব ; কারণ কল্য ৩৩ দণ্ড পরে আমার নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।" আর সকল কথা ছাড়িয়া দিলেও, একমাত্র চরকের টীকাই গঙ্গাধর কবিরাজকে অমর করিয়া রাখিবে।

গঙ্গাপুত্র—ভীষ্ম ; কার্তিকেয় ; জাতি বিঃ ; মুদ্দাফরাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

গঙ্গাপ্রাপ্ত—সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে ত্যক্তপ্রাণ ; মৃত। ২তৎ। বিণ।

গঙ্গাপ্রাপ্তি, -লাভ—সজ্ঞানে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ ; মৃত্যু। ২তৎ। বি ; স্ত্রী।

গঙ্গাফড়িং—সবুজ পতঙ্গ বিঃ। বাংপ্র। বি

গঙ্গাবতার, -বতরণ—১। স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ। ৬তৎ। ২। গঙ্গার অবতরণস্থান। গঙ্গার অবতার, অবতরণ হইয়াছে যে স্থান হইতে, বহু। বি ; পু ; স্ত্রী।

গঙ্গাবাসী (-বাসিন্)—গঙ্গাতীরে বাসকারী ; গঙ্গাতীরস্থ। উপতৎ ; গঙ্গা—বস্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **গঙ্গাবাসিনী**।

গঙ্গামাটি-গঙ্গামৃত্তিকা ; গঙ্গামৃত্তিকার তিলক। বাংপ্র। বি।

গঙ্গামৃত্তিকা—গঙ্গাগর্ভের মাটি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গঙ্গাযমুনা—দুইরঙা ; সোনারূপা-নির্মিত। বাংপ্র। বিণ।

গঙ্গাযাত্রা—মুমূর্ষুর গঙ্গাতীরে গমন [মরণকালে "এই গঙ্গা, আমি মরিতেছি" এইরূপ জ্ঞান থাকিলে স্বর্গলাভ হয়, শাস্ত্রকারেরা এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন ; তদনুসারে আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যে গঙ্গাতীরে গমন করে, তাহাকে গঙ্গাযাত্রা কহে]। গঙ্গাতে যাত্রা (গমন), ৭তৎ, অথবা গঙ্গার নিমিত্ত যাত্রা, ৪তৎ। বি ; স্ত্রী।

গঙ্গাযাত্রিক—গঙ্গায় যাত্রাকারী, যোগাদি উপলক্ষে স্নান উদ্দেশে গঙ্গায় গমনকারী। গঙ্গাযাত্রা + ষ্ণিক তৎকৃত অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গঙ্গাযাত্রিকী**।

গঙ্গাযাত্রী (-যাত্রিন্)—গঙ্গাযাত্রাকারী, গঙ্গাযাত্রিক (তাহা দ্রঃ)। গঙ্গাযাত্রা শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গঙ্গাযাত্রিণী**।

গঙ্গারাম—বোকা। বাংপ্র। বিণ।

গঙ্গারাম, স্যার লালা—পঞ্জাবের স্বনামধন্য মহাপুরুষ ও সুপ্রসিদ্ধ জননেতা। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার ও কৃষিবিৎ ছিলেন, এবং রাজকীয় কৃষি কমিশনের সদস্যরূপে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ইং ১৯২৭ সালের প্রথমভাগে ইংলণ্ডে গমন করেন। সেইখানেই উক্ত অব্দের জুলাই মাসে ইঁহার মৃত্যু হয় এবং হিন্দুমতে শবসৎকার হয়। সমাজসংস্কারের বিপুল আগ্রহবশে ইনি নানাবিধ সৎকার্যে বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে হিন্দুবিধবাদের পুনর্বিবাহদান ও অন্য নানাপ্রকারে তাহাদের সহায়তা সাধন প্রধান। লাহোরের বিধবাবিবাহ-সহায়ক সভা স্থাপিত হইবার পরে ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতে ইহার ১০০ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার কলিকাতা শাখা এবং ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইঁহার স্থাপিত একটি হাসপাতালে রোগীরা বিনামূল্যে আশ্রয় ও ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়। অক্ষম ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য ইঁহার স্থাপিত একটি আশ্রম আছে। ইনি বহু ছাত্রকে বৃত্তিদানে সাহায্য করিতেন এবং তাঁহার গোপন দান যে কত ছিল তাহার সংখ্যা হয় না। দরিদ্র মহিলাগণকে স্বাবলম্বিনী হইতে সাহায্য করিবার জন্য তাহাদিগকে শিল্পশিক্ষাদান এবং তাহাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিবার জন্য ইঁহার আর একটি প্রতিষ্ঠান আছে। এই সকল ছাড়া ইনি আরও অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। একটি ট্রাস্ট সম্পত্তি গঠন ও রেজিস্ট্রি করিয়া দেওয়ায় তাহার দ্বারাও অনেক জনহিতকর কার্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইঁহার দানার্থ উৎসর্গীকৃত মোট ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক সম্পত্তির বার্ষিক আয় অনুমান সওয়া লক্ষ টাকা। ইঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত দীননাথ সিদ্ধান্তালঙ্কার ও বিনয়কৃষ্ণ সেন বলিয়াছেন :—

"তিনি [লালা গঙ্গারাম] একজন বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। তিনি হিন্দুসমাজের বিশেষতঃ বিধবা ও অন্য স্ত্রীলোকদের উন্নতিকল্পে ৩০ লক্ষ টাকারও অধিক অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। তিনি অনেকগুলি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের বিধবা-বিবাহ-সহায়ক সভা একটি। এই সভার বর্তমানে সমগ্র ভারতে প্রায় ২০০ শাখা আছে। হরিদ্বার, মথুরা ও লাহোরে ৩টি বিধবা-আশ্রম আছে। গত ১৩ বৎসরের মধ্যে এই সভা হইতে ১২ হাজারের অধিক বিধবা বিবাহ হইয়াছে। ....তিনি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় লাহোর সভার একটি শাখা খুলেন। এই শাখা বাংলার প্রকৃত হিত করিতেছে" ইত্যাদি।

গঙ্গালহরী-গঙ্গার তরঙ্গভঙ্গী ; জগন্নাথপণ্ডিত কৃত গঙ্গাস্তোত্র বিঃ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গঙ্গালাভ—গঙ্গাপ্রাপ্তি, গঙ্গাতীরে মরণ ; মৃত্যু। ৬ বা ২তৎ। বি ; পু।

গঙ্গাসাগর—গঙ্গা ও সাগরের সঙ্গমস্থান। গঙ্গাসংগত সাগর, বা গঙ্গাপ্রাপ্ত সাগর, মধ্যপ। বি ; পু। [গঙ্গাসাগর হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ। পৌষসংক্রান্তির সময়ে বহুতর যাত্রী এই স্থানে গমন করিয়া থাকে]। [পু।

গঙ্গাসুত—কার্তিকেয় ; ভীষ্ম। ৬তৎ। বি ;

গঙ্গাস্রোতোন্যায়-ন্যায় বিঃ। ৬তৎ ও মধ্যপ। বি ; পু।

গঙ্গিকা—গঙ্গা। গঙ্গা + কণ্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

-দিল্লীবাসী জ্যোতির্বিদ্ জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুঘলকের সমসাময়িক। দাক্ষিণাত্যের বাহমণি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন প্রথমে এই ব্রাহ্মণের সামান্য ভৃত্য ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা ভূমিকর্ষণ করিতে করিতে হুসেন কিঞ্চিৎ গুপ্তধন প্রাপ্ত হন এবং তাহা স্বয়ং আত্মসাৎ না করিয়া প্রভুকে আনিয়া দেন। ব্রাহ্মণ ভৃত্যের সাধুশীলতায় মুগ্ধ হইয়া গণনা করিয়া দেখেন যে, কালে হুসেন রাজা হইবেন। তখন ব্রাহ্মণ হুসেনকে সে কথা জানাইয়া তাঁহাকে অঙ্গীকার করাইয়া লন যে, হুসেন রাজা হইলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী করিবেন। দিল্লীর রাজসভায় ব্রাহ্মণের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মহম্মদ তুঘলককে হুসেনের সচ্চরিত্রতার কথা বলিয়া অনুরোধ করায় মহম্মদ তুঘলক হুসেনকে প্রথমে এক শত অশ্বারোহী সেনার অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। ক্রমে হুসেন প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়া একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং পূর্ব প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থ "হুসেন গঙ্গু বাহমণি" উপাধি গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ-প্রভু গঙ্গুকে আপনার প্রধান মন্ত্রী করেন। গঙ্গুই সর্বপ্রথমে মুসলমানের অধীনে এরূপ উচ্চপদ লাভ করেন।

গঙ্গোত্রী, গঙ্গোত্তরী--হিমালয়ের অন্তর্গত গড়বাল প্রদেশস্থ গঙ্গার অবতরণস্থান। বি ; স্ত্রী।

গঙ্গোদক—গঙ্গা নদীর সলিল, গঙ্গাজল (তাহা দ্রঃ)। গঙ্গার উদক, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গঙ্গোদ্ভেদ-তীর্থ বিঃ। গঙ্গার উদ্ভেদ হইয়াছে যে স্থানে, বহু। বি ; পু।

গঙ্গোপাধ্যায়-গাঙ্গুলী, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বি ; পু।

গচ্চা-গোঁজা, দাঁড় ; অনর্থক ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ দণ্ড, গুণাগার ; অসাবধানতার জন্য লোকসান। বাংপ্র। বি।

গচ্ছ—১। বৃক্ষ, গাছ। গম্ (গমন করা) +শ কর্তৃ। বি; পু। ২। যাও। গম্+লোট্ হি (অর্থাৎ অনুজ্ঞা)। সংস্কৃতে ক্রিয়াপদ।

গচ্ছিত—রক্ষিত, ন্যস্ত, deposited. বাংপ্র। বিণ।

গছানো গছবরাদির মধ্যে বসানো, খাপানো; গুঁজিয়া দেওয়া; কোন প্রকারে গ্রহণ করানো, গতাইয়া দেওয়া; "ঘাড়ে চাপানো"। বাংপ্র। ক্রি।

গজ—পরিমাণ বিঃ, দুই হস্ত পরিমাণ; হস্তী; একটি বানর; কীট বিঃ; দাবা খেলার বল বিঃ, bishop. গজ্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

গজকচ্ছপীয় হস্তী ও কূর্মের সম্বন্ধযুক্ত; ভীষণ, গজকচ্ছপের ব্যাপারসদৃশ ('— কাণ্ড'); বহুকালস্থায়ী। গজ ও কচ্ছপ, দ্বন্দ্ব; গজকচ্ছপ+ঈয় সম্বন্ধার্থে, সদৃশার্থে। বিণ। [পু।

গজকর্ণিকার—হাতিশুঁড়োর গাছ। বি;

গজকা—গজস্কন্ধের কেশগুচ্ছ; শোভার্থ পক্ষগুচ্ছ বা পক্ষচূড়া। বাংপ্র। বি।

গজকাঠি—দুই হাত পরিমাণের মানদণ্ড; হুঁকার নলিচা পরিষ্কার করিবার শিক। বাংপ্র। বি।

গজকুম্ভ—হস্তীর মস্তকস্থ কুম্ভ। ৬তৎ। বি; পু।

গজকূর্মাশী (-শিন্) গজকচ্ছপ ভক্ষণকারী গরুড়। গজ ও কূর্ম=গজকূর্ম, দ্বন্দ্ব; তাহা অশন (ভক্ষণ) করিয়াছে যে ইতি উপতৎ; গজকূর্ম—অশ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

গজগজ—বিরক্তিসূচক অস্পষ্ট উক্তি; বাহির হইবার জন্য চঞ্চলতা ('পেটে কথা -- করছে'); গিজগিজ, স্থানাভাবে ঠেলা-ঠেলি। বাংপ্র। বি।

গজগতি—হাতির চলন; অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গজগমনে—হস্তীর ন্যায় ধীর ও মনোহর ভাবে গমন করিয়া। গজের গমনের ন্যায় গমন হইয়াছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গজগামিনী—গজের ন্যায় সুন্দর মন্থর গতিশালিনী ('—রমণী')। উপতৎ। বিণ; স্ত্রী।

গজগামী (-গামিন্)—১। হস্তীর উপর আরোহণপূর্বক গমনশীল। ৭তৎ। ২। গজের ন্যায় সুন্দর মন্থরগমনশীল। উপতৎ; গজ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

গজগিরি—১। কূপাদির চতুষ্পার্শ্বস্থ পাকা গাঁথনির উচ্চ বেষ্টনী; শান-বাঁধানো চাতাল; পথের কাজ। বি। ২। শান-বাঁধানো, পাকা। হি-মু। বিণ।

গজচক্ষু—হাতির চোখ; ছোট চোখ; গজা বা টেরা চোখ। বাংপ্র। বি।

গজচ্ছায়া—তিথি নক্ষত্রের যোগ বিঃ। বি; স্ত্রী।

গজতা—হস্তিসমূহ। গজ শব্দ+তা সমূহার্থে। বি; স্ত্রী।

গজদন্ত—১। হাতির দাঁত; দন্তের উপর উদ্গত দন্ত; উঁচু দাঁত; নাগদন্তক, দ্রব্যাদি স্থাপনার্থ ভিত্তিগাত্রস্থ দণ্ডযুগল। ৬তৎ। ২। গণেশ। গজের দন্তের ন্যায় দন্ত যাহার, বহু। বি; পু। ৩। যাহার দন্তের উপর দন্ত উদ্গত হইয়াছে এরূপ। বিণ।

গজদাঁত মুখের দুই পার্শ্বের লম্বা দাঁত, পার্শ্বদন্ত। বাংপ্র। বি।

গজনী—আফগানিস্তানের সুপ্রসিদ্ধ নগর। মুসলমান অধিকারের সময় গজনীর সন্নিকট প্রদেশ "জাবুল" নামে অভিহিত ছিল। মোয়াইয়ার খলিফাগণ কর্তৃক গজনী মুসলমান পক্ষ হইতে সর্বপ্রথমে অধিকৃত হয় (আনুমানিক ৮৭১ খ্রীঃ অব্দে)। আলপ্তগিন নামক জনৈক ক্রীতদাস, সমরকন্দের রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কোন কারণে রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হইয়া তিনি খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর মধ্যভাগে আফগানিস্থানে আসেন এবং গজনী নগর বলপূর্বক অধিকার করেন। ৯৭৭ খ্রীঃ সবুক্তগিন নামক অপর একজন তুর্কী ক্রীতদাস, প্রভু এবং শ্বশুর আলপ্ত-গিনের মৃত্যুর পর, গজনীর শাসনভার গ্রহণ করেন। ৯৯৭ অব্দে সবুক্তগিনের পুত্র সুবিখ্যাত মামুদ গজনীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনিই ইতিহাসে গজনীকে উচ্চস্থান দিয়া যান। এই মামুদই বহুবার আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের বিষম ক্ষতি করেন। ১০৩০ অব্দে মামুদের মৃত্যু হয়। তৎপরে তদীয় বংশের ১৪ জন রাজা যথাক্রমে গজনীর শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। পরে ঘোর বংশের সহিত রাজবংশের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ঘসুজ সাহের সময়ে ঘজ (Ghuzz) জাতীয় তুর্কীগণ রাজ্য আক্রমণ করিয়া গজনী শহর অধিকার করে। ১১৭৩ অব্দে ঘজগণ ঘোরের সুলতান গিয়াসউদ্দিন কর্তৃক বিতাড়িত হয় এবং বিজেতার ভ্রাতা মইজউদ্দিনকে গজনীর শাসনদণ্ড প্রদত্ত হয়। এই মইজউদ্দিনই উত্তরকালে মহম্মদ ঘোরী নামে ইতিহাসে খ্যাতিলাভ করেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর গজনী প্রথমে খোয়ারিজম্ রাজ্যভুক্ত হয়, এবং পরে জেঙ্গিসখাঁর হস্তে আসে। উত্তরকালে ইহা মোগলবংশের বাবর সাহের অধিকার-ভুক্ত হয় এবং নাদির সাহের আক্রমণকাল পর্যন্ত ইহা তদবস্থায় থাকে। নাদির সাহের মৃত্যুর পরে গজনী আমেদ সা দুরাণী প্রতিষ্ঠিত নব আফগান রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়।

গজন্দর—গজাকার, বিপুলকায়; স্থূল,

গজপতি, গজরাজ—করিবর, শ্রেষ্ঠ হস্তী; ঐরাবত। গজদিগের পতি বা রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

গজপিপ্পলী—গজপিপুল, মোটা পিপুল; চবিকা, চই। বি; স্ত্রী।

গজপুট—ঔষধপাকার্থ হস্তপরিমিত গর্ত, (মতান্তরে) ২ হস্ত বা গজ-পরিমিত গর্ত। বি; পু।

গজব—মদের চাট; জুলুম, অত্যাচার, সর্বনাশ। আ। বি।

গজবক্ত্র—১। হস্তীর মুখ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। গজানন, গণেশ। গজের বক্ত্রের ন্যায় বক্ত্র যাহার, বহু। বি; পু।

গজবন্ধনী—হস্তিবন্ধনস্তম্ভ; হস্তিবন্ধন গৃহ বা স্থান, হাতীশালা। গজ বন্ধ (বন্ধন করা)+অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গজভুক্ত—মাতঙ্গকর্তৃক ভক্ষিত, হাতির খাওয়া। ৩তৎ। বিণ।

গজভুক্তকপিত্থ—গজপোকায় খাওয়া কয়েত বেল। কর্মধা। বি; ক্লী।

গজভুক্তকপিত্থবৎ—গজনামক পোকায় খাওয়া কয়েত বেল। গজভুক্তকপিত্থ+বৎ তুল্যার্থে। বি।

গজমতি—গজমুক্তা। বাংপ্র। বি।

গজমুক্তা—হস্তিকুম্ভজাত মুক্তা; হাতির মাথায় যে মুক্তা জন্মে (প্রবাদ)। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গজমুখ—১। হাতির মুখ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। গণেশ। গজের মুখের ন্যায় মুখ যাহার, বহু। বি; পু।

গজমোতি, -মোতিম—গজমুক্তা। বাংপ্র। বি।

গজর-গজর—বকর বকর, ভনর ভনর, অস্ফুট শব্দে অসন্তোষপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

গজরাজ—'গজপতি' দ্রঃ।

গজরানো—গর্জন করা। বাংপ্র। ক্রি।

গজল ফারসী প্রণয়-সংগীত বিঃ; গান বিঃ। আ। বি।

গজলা—জটলা। গ্রাম্য। বি।

গজশিক্ষা—হাতি চালাইবার কৌশল শিখা। বি; স্ত্রী।

গজসাহ্বয়, গজাহ্ব, গজাহ্বয়—হস্তিনাপুর, আধুনিক দিল্লী। বি; ক্লী।

গজস্কন্ধ—হাতির কাঁধের ন্যায় স্থূল স্কন্ধ-বিশিষ্ট; স্থূলবপু। বহু। বিণ।

গজহঁগামিনী—গজগামিনী। প্রা কপ্র। বিণ।

গজা—১। গজপরিমিত, দুইহাতী; বক্র, বাঁকা, টেড়া; টেরা। বিণ। ২। ময়দা ও শর্করা যোগে তৈলঘৃতাদিতে ভর্জিত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

গজাগ্রণী—গজযূথপতি, হাতির পালের গোদা; ঐরাবত হস্তী। গজদিগের অগ্রণী, ৬তৎ। বি; পু।

গজাজিন—হস্তিচর্ম; মহাদেবের পরিধেয় গজাসুরের চর্ম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গজাজীব—হস্তিপালক, মাহুত। গজ হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পু।

গজানো—অঙ্কুরিত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া, জন্মা; বৃদ্ধি পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গজানন, গজাস্য—১। হাতির মুখ। গজের আনন বা আস্য, ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। গণেশ। গজের ন্যায় আনন বা আস্য যাহার, বহু। বি; পু।

গজানীক—যে সৈন্যদল হাতিতে চড়িয়া যুদ্ধ করে, চতুরঙ্গিণী সেনার মধ্যে হস্তিরূপ সৈন্য। গজারূঢ় অনীক (সৈন্য), মধ্যপ। বি; পু।

গজার—শোল মাছের মত একরকম মাছ। বাংপ্র। বি।

গজারি—সিংহ; গজাসুরদ্বেষী মহাদেব। গজের অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি; পু।

গজারূঢ়—হস্তিপৃষ্ঠে সমাসীন। গজকে বা গজে আরূঢ়, ২ বা ৭তৎ। বিণ।

গজারোহ—হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় ব্যক্তি, নিষাদী। গজে আরূঢ়, ৭তৎ। বি; পু।

গজাল—লৌহকণ্টক, বড় প্রেক, nail; গজার মাছ। বাংপ্র। বি।

গজাসুর—গজাকার জনৈক অসুর। পূর্বকালে মহেশ নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি একদা দেবর্ষি নারদকে উপেক্ষা করিয়া গমন করাতে দেবর্ষি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহাতে তিনি জন্মান্তরে গজযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অসুরত্ব প্রাপ্ত হন। পরে শিব সেই গজাসুরকে বধ করিয়া তাহার চর্ম নিজ ব্যবহারার্থ গ্রহণ করেন।

গজাস্য—'গজানন' দ্রঃ।

গজাহ্ব, গজাহ্বয়—'গজসাহ্বয়' দ্রঃ।

গজী—১। গজপরিমিত; দুই হাত বহরের। বিণ। ২। ছোট বহরের মোটা কাপড়। বাংপ্র। বি।

গজেন্দ্র—করিশ্রেষ্ঠ, হস্তিরাজ; ঐরাবত। গজগণের ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। বি; পু।

গজেন্দ্রগমনে—গজরাজের ন্যায় পরম সুন্দর ধীর মন্থর গমন করিয়া। গজেন্দ্রের গমনের ন্যায় গমন আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গজেন্দ্রগামী (-গামিন্)—গজরাজের ন্যায় ধীর মন্থর সুন্দর গমনকারী। গজেন্দ্রের ন্যায় গমন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গজেন্দ্র—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

গঞ্জ—১। গঞ্জনা, অবমাননা। গন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। ধনাগার; ভাণ্ডারগৃহ; শস্যাদির বিক্রয়স্থান, হট্ট। গন্জ+ঘঞ্ অধি। বি; পু বা ক্লী।

গঞ্জন—১। তিরস্কারক, তুচ্ছকারক; যাহা লাঞ্ছিত বা পরাজিত করে (খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি)। গন্জ্ (শব্দ করা)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। তিরস্করণ। গন্জ্+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গঞ্জনা—১। তিরস্কারিকা ইত্যাদি। 'গঞ্জন' দ্রঃ। গঞ্জন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লাঞ্ছনা; গ্লানিসূচক বাক্য, তিরস্কার, ভর্ৎসনা। গন্জ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গঞ্জা—মদিরাগৃহ, শুঁড়িখানা; মদ্যপাত্র; হাট; খনি। গন্জ্+ঘঞ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

গঞ্জি, গেঞ্জি—এক রকম ছোট আঁট জামা। < ইং 'guernsey'. বি।

গঞ্জিকা—১। মদিরাগৃহ, যে স্থানে মদ্য প্রস্তুত বা বিক্রীত হয়। গঞ্জা+কণ্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গাঁজা। বাংপ্র। বি।

গঞ্জিকাসেবী—গাঁজাখোর। বাংপ্র। বি।

গট, গ্যাঁট—স্থির, ধীর, প্রশান্ত, নিশ্চিন্ত; খাড়া ও নিশ্চল। বাংপ্র। বিণ।

গটা—গোটা (সংখ্যাবোধক)। প্রা কপ্র। বিণ।

গটগট—চলিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

গঠন—গড়ন; আকার, আকৃতি; নির্মাণ; রচন, গড়া। বাংপ্র। বি।

গঠনপ্রণালী—নির্মাণপদ্ধতি; গড়ন বা গড়নের ভাব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গঠিত—নির্মিত; রচিত। বাংপ্র। বিণ।

গড়—১। পরিখা; দুর্গ; বাধা; পর্দা; গড়ুইমাছ। গড়্ (ক্ষরিত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। সকলের মাঝামাঝি হিসাব, average; প্রণাম, নমস্কার; ঢেঁকির মুষলপতনের গর্ত। বাংপ্র। বি। **গড় করা**—ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা। **গড়ের বাদ্যি**—পরিখা-ঘেরা কেল্লার সৈন্যদলের বাজনা। **গড়ের মাঠ**—শহরের কেল্লা ও বাড়িসমূহের মধ্যবর্তী মাঠ বা সমতল জমি, esplanade; একেবারে শূন্য ('পকেট গড়ের মাঠ')।

গড়ক—গড়ুইমাছ। গড়্+ক স্বার্থে। বি; পু।

গড়খাই—পরিখা। বি।

গড়খাত—দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিখা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গড়গড়—শকটচক্রগমন, মেঘধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ; দ্রুততাবোধক। বাংপ্র। অ

গড়গড়া—গড়গড় শব্দ; তামাক খাইবার একপ্রকার গুড়গুড়ী বা আলবোলা। বাংপ্র। বি।

গড়ন—গঠন: নির্মাণ, নির্মাণ-ভঙ্গী; দেহ-ভঙ্গিমা; সৌষ্ঠব; ছাঁদ। বাংপ্র। বি।

গড়নদার—গঠনকর্তা, নির্মাতা, অলংকারাদি প্রস্তুতকারক। বাংপ্র। বি।

গড়নপিটন—আকারপ্রকার; আকার ও নির্মাণপদ্ধতি। বাংপ্র। বি।

গড়পড়তা—গড়ে, গড়হিসাবে, মোটামুটি; স্থূলগণনায় প্রত্যেকের পিছু। বাংপ্র। অ বা ক্রি-বিণ।

গড়া—১। রঙিন পাড়বিহীন ছোট কাপড়; খাদি; মোটা কাপড় বিঃ; গোঁজ, খুঁটা; খুঁটার বেড়া। বি। ২। গঠন করা, নির্মাণ করা; প্রস্তুত করা; শিক্ষিত করা ('সাক্ষী —')। ক্রি। ৩। গঠন ('ভাঙ্গা —')। বি। ৪। গঠিত; কল্পিত ('মন —'); কৃত্রিম, সাজানো, got up ('— মকদ্দমা')। বাংপ্র। বিণ। **গড়ায় গড়ায়**—পাশে পাশে; পাশে পাশে শুইয়া।

গড়াগড়—শ্রেণীবদ্ধভাবে পতিত বা শয়ান অবস্থায়; ক্রমাগত, অবিচ্ছেদে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গড়াগড়ি—ভূম্যাদিতে অবলুণ্ঠন, লুটাপুটি; ছড়াছড়ি; অবহেলায় স্থিতি। বাংপ্র। বি।

গড়ানো—গঠন করানো, নির্মাণ করানো, অন্যের দ্বারা প্রস্তুত করানো; ভূম্যাদিতে আবর্তিত করা, ঘুরাইতে ঘুরাইতে চালানো; ঢালু জায়গায় হড়কাইয়া নামা; পাত্র হইতে জলাদি ঢালা; বহিয়া যাওয়া ('তেল —'); শুইয়া বিশ্রাম করা; নিন্দা বা কৌতূহলজনক অবস্থায় আসা ('ব্যাপার —'); অবলুণ্ঠিত হওয়া, লুটাপুটি যাওয়া; যেমন তেমন ভাবে শয়ন করা। বাংপ্র। ক্রি।

গড়ানিয়া, গড়ানে—ঢালু, ক্রমনিম্ন, sloping. বাংপ্র। বিণ।

গড়াযব—গড়াইবে, তৈয়ার করাইবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গড়ি—গড়ে (গবাদি পশু); অলস। গড়্ (ক্ষরিত হওয়া)+ই কর্তৃ। বিণ। ২। গড়াগড়ি। প্রা কপ্র। বি।

গড়িমসি—১। যাই যাই বা উঠি উঠি করিয়া বিলম্ব করণ, গয়ংগচ্ছ করা; অনর্থক কালবিলম্ব, দীর্ঘসূত্রতা, আলস্য। প্রাদে। বি। ২। অলস, ঢিমে। বাংপ্র। বিণ।

গড়ু ১। কুব্জ। বিণ। ২। কুঁজ, গলগণ্ড প্রভৃতি; গ্রন্থি। গড় (ক্ষরিত হওয়া) +উ কর্তৃ। বি; পুং।

গড়ুর, গড়ুল—কুঁজবিশিষ্ট, কুব্জ। গড়ু (কুব্জ)—রা বা লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

গড়ে—১। গড়পড়তায়। বাংপ্র। অ। ২। ডোবা। প্রাদে। বি।

গড্ডরিকা, গড্ডলিকা—একটি মেষের অনুসরণকারী মেষশ্রেণী; প্রস্রবণ। গড্ডর (মেষ)+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

গড্ডরিকাপ্রবাহ, গড্ডলিকা-প্রবাহ—অগ্রবর্তী মেষের পশ্চাতে অন্যান্য মেষের গমন; সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া অপরের দেখাদেখি কোনও মত বা প্রথার অনুবর্তন। ৬তৎ। বি; পুং।

গড্ডুক, গড্ডূক—ভৃঙ্গার, গাড়ু, ঝারি। গড় (ক্ষরিত হওয়া)+ডুক, ডূক কর্তৃ। বি; পুং।

গড়া—গড়া, গঠন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

গণ-শিবের অনুচরবৃন্দ; প্রমথগণ; সমূহ; বর্গ; শ্রেণী; জনসাধারণ; গোষ্ঠীবর্গ; (জ্যোতিষে) নক্ষত্র অনুসারে জাতকের ভেদ ('দেব—'); দল; সজাতীয়; হস্তী ২৭, রথ ২৭, অশ্ব ৮১, পদাতি ১৩৫, এতৎসংখ্যক সৈন্য। গণ্ (গণনা করা)+অল্ কর্ম। বি; পুং।

গণ-আন্দোলন—যে আন্দোলনে সাধারণ লোক যোগ দেয় বা দিয়াছে, mass movement. ৬তৎ। বি; ক্লী।

গণইতে—গণনা করিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গণক—১। গণনাকারক; গণিতজ্ঞ। গণ+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। দৈবজ্ঞ। বি; পুং।

গণকার ১। গণক। গণ (গণনা, শুভাশুভ গণনা)—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। চলিত ভাষায় ইহাদিগকে গণৎকার বলে। ২। ভীমসেন। গণ (সৈন্য)-কৃ (বধ) বা কৄ (বিক্ষেপ)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

গণকী—গণকপত্নী, দৈবজ্ঞভার্যা। গণক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গণতন্ত্র-প্রজাবর্গকর্তৃক রাজ্যশাসন। মধ্যপ। বি; ক্লী। বিণ, **-তন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্), **-তন্ত্রীয়, -তান্ত্রিক**।

গণতা—সমূহ। বি; স্ত্রী। [বি।

গণতি, গুনতি-গণনা, সংখ্যা। বাংপ্র।

গণতোষিণী—গণের (প্রমথগণের অথবা জীবগণের) তোষিণী (সন্তোষকারিণী)। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী [এই পদটি আদ্যাশক্তির বিশেষণার্থেই প্রায়শঃ প্রযুক্ত হয়]।

গণৎকার—গণকার (তাহা দ্রঃ)।

গণদেব—গণেশ, গজানন। ৬তৎ। বি; পুং।

গণদেবতা-আদিত্য বার (১২), বিশ্ব দশ, বসু আট, তুষিত ছত্রিশ, আভাস্বর চৌষট্টি, বায়ু উনপঞ্চাশ, মহারাজিক দুইশত কুড়ি, সাধ্য বার, রুদ্র এগার, এই সকল দেবতা। গণাখ্যা দেবতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গণদ্রব্য—১। দ্রব্যসমূহ। গণ (সমূহ)+অর্শাদিত্ব প্রযুক্ত অ=গণ; গণ যে দ্রব্য, কর্মধা। ২। সাধারণ বস্তু, যে বস্তুতে সকলের অধিকার আছে। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গণন—বার, তিথি ও গ্রহনক্ষত্রাদির স্থিতি ও সঞ্চার অনুসারে শুভাশুভ ভূত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি নিরূপণ; অঙ্ক কষা; সংখ্যাকরণ; গ্রাহ্যকরণ; অবধারণ; জ্যোতিষিক ব্যাপার নিরূপণ। গণ্ (গণনা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গণনা—গণন (সকল অর্থে)। গণ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গণনাথ, গণনায়ক, গণপতি, গণাধিপ-গণেশ; শিব। গণদিগের নাথ, নায়ক, পতি, অধিপ, ৬তৎ। বি; পুং।

গণনায়িকা—চণ্ডী, দুর্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গণনীয়—গণ্য, সংখ্যেয়; গ্রাহ্য। গণ্ (গণনা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

গণপতি—'গণনাথ' দ্রঃ।

গণ-পরিষদ্, -ষৎ—জনসাধারণের নির্বাচিত সভ্যগণ কর্তৃক গঠিত সভা, constituent assembly. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গণপর্বত, গণাচল—কৈলাস পর্বত। গণের পর্বত বা অচল, ৬তৎ। বি; পুং।

গণভর্তা (-ভর্তৃ)—গণেশ; শিব। ৬তৎ। বি; পুং।

গণভোট—সর্বসাধারণ কর্তৃক মত প্রদান। বাংপ্র। বি।

গণরাজ্য, -রাষ্ট্র—সাধারণতন্ত্র, republic. ৬তৎ। বি; ক্লী।

গণলা, গণলু, গণলুঁ-গণিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

গণবি—গণিবে; গণ্য করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গণশঃ (গণশস্)- বহুশঃ, দলে দলে। গণ শব্দ+চশস্ বীপ্সার্থে। অ।

গণাচল—'গণপর্বত' দ্রঃ।

গণশক্তি—সাধারণ জনমণ্ডলীর ক্ষমতা; জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গণা—১। গণনা করা, গোণা; গণ্য করা, সংখ্যা করা, ইয়ত্তা করা; জ্ঞান করা, বিবেচনা করা; মনে করা, স্মরণ করা; ঠিক করা; ঠাওরানো; অনুমান করা ('বিপদ্—')। ক্রি। ২। গণিত, যাহার গণনা হইয়াছে। বাংপ্র। বিণ।

গণাই-গণপতি, গণেশ। প্রাদে। বি।

গণাক্রান্ত—দলাক্রান্ত, পক্ষভুক্ত। গণকে বা গণদ্বারা আক্রান্ত, ২ বা ৩তৎ। বিণ।

গণাগাঁথা-যাহা গণিয়া ঠিক করা হইয়াছে; পূর্ব হইতে নির্ধারিত। বাংপ্র। বিণ।

গণাগোষ্ঠী—গণ ও গোষ্ঠী; গোষ্ঠীবর্গ। বাংপ্র। বি।

গণাধিপ—'গণনাথ' দ্রঃ।

গণানো গণ্য করানো, গণনা করানো; দৈবজ্ঞ দ্বারা শুভাশুভাদি নির্ধারণ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

গণান্ন—১। বহুস্বামিক অন্ন। গণের অন্ন, ৬তৎ। ২। বহুবিধ লোকের নিমিত্ত প্রস্তুত অন্ন। গণের নিমিত্ত অন্ন, ৪তৎ। বি; ক্লী।

গণিকা—১। গণনাকারিণী ইত্যাদি। গণক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। যূঁইফুল; বেশ্যা; বহুভোগ্যা; হস্তিনী। গণ+ক্বিব+আপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

গণিকারিকা-স্বনামখ্যাত ঔষধি। বি;

গণিত—১। সংখ্যাত, গণনা করা হইয়াছে এরূপ। গণ্ (গণনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অঙ্কশাস্ত্র। ৩। গণন। গণ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

গণিতজ্ঞ-অঙ্কশাস্ত্রবেত্তা; গণনবিষয়ে পণ্ডিত। গণিত-জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

গণীভূত—দলে প্রবিষ্ট; জাতিগত; সম্প্রদায়ভুক্ত। গণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=গণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর-(১৮৪১-১৮৬৯ খ্রীঃ)। দেশসেবক ও লেখক। পিতা গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। জোড়াসাঁকো নাট্যশালা গঠনে ও চৈত্র মেলা (পরে হিন্দু মেলা) সংগঠনে ইনি প্রতিভার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ইঁহার বিক্রমোর্বশী ও জ্ঞান ও ধর্মের সামঞ্জস্য নামে দুইখানি বই আছে।

গণেয়—গণ্য, গণনীয়। গণ্ (গণনা করা)+য কর্ম, নিপাতনে। বিণ।

গণেরু—গণিকা, বেশ্যা। গণ—ঈর্+উ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

গণেরুকা—কুটনী, কুট্নী। গণের+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

গণেশ—শিব; গজানন; বিনায়ক। গণ-

দিগের ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু। গজানন গণেশসম্বন্ধে এইরূপ পৌরাণিক কথার প্রসিদ্ধি আছে ;—ইনি মহাদেব ও পার্বতীর জ্যেষ্ঠপুত্র। শনির দৃষ্টিতে ইঁহার মস্তক উড়িয়া গেলে বিষ্ণু একটি করিমুণ্ড আনিয়া ইঁহার স্কন্ধে যোজনা করিয়া ইঁহাকে জীবিত করেন। মতান্তরে, ইনি পার্বতীর গাত্রমলসম্ভূত ; স্বয়ং শিব একটি করিমুণ্ড সংযোজিত করিয়া দেওয়ায় ইনি সজীব হন। ইনি গণের অধীশ্বর এবং সর্বকার্যে সিদ্ধিদাতা। মূষিক ইঁহার বাহন।

দারপরিগ্রহ বিষয়ে অনিচ্ছুক হইয়া গণেশ তপশ্চর্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। একদিন তুলসীদেবী ইঁহাকে দেখিয়া পতিরূপে পাইতে অভিলাষিণী হন। পরে ইঁহার তপোভঙ্গ করিয়া ইঁহার নিকট আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। গণেশ বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, এবং তুলসীর চিত্তচাঞ্চল্য জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন যে, তাঁহাকে অসুরের পত্নী হইতে হইবে। তুলসীও অভিশাপ প্রদান করেন যে, অচিরে ইঁহাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। অতঃপর ইনি পুষ্টিনাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন।

একদিন কৈলাসে গণেশকে দ্বারে প্রহরী রাখিয়া হরপার্বতী নির্জনে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে শিবশিষ্য ভার্গব মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশায় কৈলাসে উপস্থিত হন। গণেশ তাঁহাকে দেবাদিদেবের আদেশপ্রতীক্ষায় দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে বলেন। পরশুরাম সে কথা না শুনিয়া পুরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে উভয়ে বিবাদ আরম্ভ হইল। পরশুরাম স্বীয় কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দন্ত ছেদন করেন। তদবধি ইনি একদন্ত নামে খ্যাত হন। পরন্তু মাহাত্ম্যহেতু ইনি পরশুরামকে ক্ষমা করেন।

ব্যাসদেব মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিবার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত লিপিকারকের অভাবে চিন্তিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি ব্যাসকে গণেশের শরণাপন্ন হইতে বলেন। তদনুসারে ব্যাসদেব গণেশের স্মরণ করিলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে লেখকের কার্যে নিযুক্ত হইলেন যে, ইঁহার লেখনীর বিরাম হইবে না। ব্যাসদেবও ইঁহাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন যে, অর্থ না বুঝিয়া ইনি কোনও শ্লোক লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। এজন্য ব্যাসদেব মধ্যে মধ্যে দুরূহ শ্লোক রচনা করিতেন। সেই সকল শ্লোক বুঝিয়া লিখিতে গণেশের বিলম্ব হইত। ইত্যবসরে ব্যাসদেব বিস্তর শ্লোক মনে মনে রচনা করিয়া লইতেন। ঐ সকল দুরূহ শ্লোক ব্যাসকূট নামে খ্যাত।

গণেশভূষণ—সিন্দুর। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গণেশ-শৈশব—শিব, মহাদেব। গণেশ শৈশব (শিশু) যাহার, বহু। বি ; পু।

গণ্ড—হস্তিকপোল ; গণ্ডার ; কপোল, গাল ; অর্থ, মূল্য ; বিস্ফোটক ; আব ('গল—') ; গ্রন্থি ; ঢিবি ('—শৈল') ; চিহ্ন ; বুদ্বুদ ; সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত দশম যোগ ; অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের অংশ বিং। গন্ড্‌+অল্‌ কর্ম। বি ; পু।

গণ্ডক—১। গণ্ডার ; বাধা, অন্তরায় ; সংখ্যা বিং, গণ্ডা। গণ্ড+কণ্‌ প্রত্যয়। বি ; পু। ২। নদ বিং,—নেপাল হইতে উৎপন্ন ও গোরক্ষপুর মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বিহার প্রদেশান্তর্গত সারণ জেলায় ঘর্ঘরা (গগরা) নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাকে সাধারণতঃ "ছোট গণ্ডক" বলে।

গণ্ডকী—উত্তর-বিহারের নদী বিং,—নেপাল হইতে উৎপন্ন হইয়া ও গণ্ডক নদের পূর্বদিক্‌ দিয়া প্রায় সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হইয়া মুঙ্গেরের অপর পারে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহারই একদেশে শালগ্রাম স্থল, তথাকার শিলাই শালগ্রাম-শিলা বলিয়া কথিত। এইজন্য ইহার আর এক নাম "শালগ্রামী" বা "নারায়ণী"। অনেকে ইহাকে 'বুড়ী গণ্ডক' বলে। গণ্ডক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গণ্ডকী-শিলা—শালগ্রাম-শিলা। গণ্ডকীস্থা যে শিলা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

গণ্ডকূপ—গণ্ডস্থলের কূপ ; সমতল পর্বত-শিখর ; অধিত্যকা, tableland. ৬তৎ। বি ; পু।

গণ্ডগোল—বিবাদ, কলহ, ঝগড়া ; অত্যন্ত কোলাহল ; বিশৃঙ্খলা। বাংপ্র। বি।

গণ্ডগ্রাম—বৃহৎ গ্রাম, বহু জনাকীর্ণ গ্রাম। গণ্ড (গণ্ডার) তুল্য যে গ্রাম, মধ্যপ। বি ; পু।

গণ্ডদেশ—গণ্ডস্থল, কপোল, গাল। গণ্ডই যে দেশ, কর্মধা ; কিংবা গণ্ডের দেশ, ৬তৎ। বি ; পু।

গণ্ডফলক—১। কপোল, গাল। গণ্ডের ফলক, ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। বিস্তীর্ণ কপোলবিশিষ্ট। গণ্ডফলক+অ বিশিষ্টার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ফলকা, -ফলিকা**।

গণ্ডবিন্দু—কুবেরের সেনাপতি। বি ; পু।

গণ্ডভিত্তি—প্রশস্ত কপোল। রূপক। বি ; স্ত্রী।

গণ্ডমণ্ডল—গণ্ডস্থল, গণ্ডদেশ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গণ্ডমালা—গলদেশের স্ফোটকসমূহ, scrofula ; শিশুর মালা বিং। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গণ্ডমূর্খ—মহামূর্খ, অতিশয় নির্বোধ, নিরক্ষর, blockhead. গণ্ডের (গণ্ডারের) ন্যায় মূর্খ, অথবা গণ্ড (প্রধান) যে মূর্খ, কর্মধা। বিণ।

গণ্ডলেখা—গণ্ডস্থল, কপোল। রূপক। বি ; স্ত্রী।

গণ্ডশৈল—ছোট পাহাড় ; পর্বত হইতে বিচ্যুত বৃহৎ প্রস্তর, hillock, mound. মধ্যপ। বি ; পু।

গণ্ডস্থল, গণ্ডস্থলী—গণ্ডদেশ, কপোল, গাল। গণ্ডই যে স্থল বা স্থলী, কর্মধা ; বা গণ্ডের স্থল বা স্থলী, ৬তৎ। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

গণ্ডা—১। ৪ কড়ার সমষ্টি ; ৪ এই সংখ্যা ; টাকা ('পাওনা—')। বাংপ্র। ২। গণ্ডার। প্রা কপ্র। বি। **গণ্ডায় এণ্ডা দেওয়া**—কাহারও কথা গোঁজামিল দিয়া সমর্থন করা।

গণ্ডাকিয়া, গণ্ডাকে—ধারাপাতে ১ হইতে ১০০ গণ্ডার সারণী। বাংপ্র। বি।

গণ্ডা-গণ্ডা—অনেক, বহুসংখ্যক। বাংপ্র। বিণ।

গণ্ডার—স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তু বিং, গণ্ড। বাংপ্র। বি।

গণ্ডি, গণ্ডী—১। বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি। গণ্ড+ই সংজ্ঞার্থে, পক্ষে ঈপ্‌। বি ; পু। ২। সীমা, সীমারেখা ; বেষ্টনী, বেষ্টনী-রেখা। বাংপ্র। বি।

গণ্ডু, গণ্ডূ—উপাধান, বালিশ ; গ্রন্থি, গাঁট। গন্ড্‌+উ, উপ্‌। বি ; স্ত্রী।

গণ্ডূষ—হাতের এক কোষ ; এক কোষ জল ; ব্রাহ্মণাদি দ্বিজবর্ণত্রয়ের ভোজনের অগ্রে ও পশ্চাতে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কিঞ্চিৎ জল-পান ; করিশুণ্ডাগ্র। গন্ড্‌+উষন্‌ কর্তৃ। বি ; পু। **কেঁচে গণ্ডূষ করা**—প্রায় সমাপ্ত কাজ আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করা।

গণ্ডে-পিণ্ডে, গাণ্ডে-পিণ্ডে—কুঁচকি কণ্ঠা ঠাসিয়া, আকণ্ঠ, অত্যধিকরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গণ্ডেরী—কাটা আকের টুকরা। হি। বি।

গণ্ডোপধান—গাল-বালিশ। গণ্ডের নিমিত্ত উপধান, ৪তৎ। বি ; ক্লী।

গণ্ডোপল—করকা, শিল। গণ্ডের ন্যায় উপল, মধ্যপ। বি ; পু।

গণ্য—গণনীয় ; গ্রহণীয় ; বিবেচ্য। গণ্‌ (গণন করা)+য কর্ম। বিণ।

গণ্যমান্য—যাহাকে দশজনে বড়লোক বলিয়া গণনা করিয়া মান্য করে, সম্ভ্রান্ত। দ্বন্দ্ব। বিণ। [বঙ্গীয় রীতি অনুসারে বহুস্থলে প্রায় সমার্থক শব্দের পুনরুক্তি হয় বলিয়া ঐরূপ হইয়াছে।]

গৎ বাজনার রকম রকম বোল ; গানের নির্দিষ্ট সুর ; ভাষার শব্দার্থক বাক্যাঙ্গ, idiom. < গতি। বি।

গত—১। প্রাপ্ত ('হস্ত —') ; জ্ঞাত। গম্ + ক্ত কর্ম। ২। চলিয়া গিয়াছে এরূপ, প্রস্থিত ; অতীত ; অব্যবহিত পূর্ববর্তী ; সমাপ্ত ; নিহিত, অনুব্যাপ্ত ('রন্ধ্র —') ; মৃত ; পতিত। গম্ (গমন করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। গমন, যাওয়া। গম্। ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

গতকল্য—গতদিবস, অতীত দিন, গেছে কাল। কর্মধা। বি ; ক্লী।

গতক্লম—বিগতশ্রম, অবসাদমুক্ত। গত হইয়াছে ক্লম যাহার, বহু। বিণ।

গতচেতন হতজ্ঞান, সংজ্ঞাহীন, বিলুপ্ত-চৈতন্য। গতা চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

গতজীব, গতজীবন, গতজীবিত—ত্যক্তপ্রাণ, মৃত। গত হইয়াছে জীব বা জীবন কিংবা জীবিত (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ।

গতজ্যোতিঃ (-তিস্)—বীতদীপ্তি, দ্যুতি-হীন, নিষ্প্রভ। গত জ্যোতিঃ যাহার, বহু। বিণ।

গতত্রপ—বীতলজ্জ, লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। গতা ত্রপা যাহার, বহু। বিণ।

গতনাসিক নাসিকারহিত, যাহার নাক নাই, খাঁদা। গতা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

গতনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরিত, যাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে বা নাই। গতা নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

গতপ্রাণ—মৃত। গত হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

গতব্যথ—ব্যথাহীন, বেদনামুক্ত। গতা ব্যথা যাহার, বহু। বিণ।

গতযৌবন—১। অতীত তারুণ্য। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। যৌবনাতিক্রান্ত, বৃদ্ধ। গত হইয়াছে যৌবন যাহার, বহু। বিণ।

গতর গাত্র, দেহ, মোটা শরীর ; দেহের আয়তন বা স্থৌল্য ; শ্রম-শক্তি ; দেহের শক্তি ('— খাটানো') ; স্বাস্থ্য। < গাত্র। বি। **গতর খাটানো, নাড়া** পরিশ্রম করা। **গতর পোষা**—কুড়েমি করা, পরিশ্রম না করা। **গতর লাগা**—মোটাসোটা হওয়া। **গতরের মাথা খাওয়া**—কর্মশক্তি নষ্ট হওয়া ; স্বাস্থ্যহীন হওয়া।

গতরখেকো—সামর্থ্যসত্ত্বেও যে শ্রম করিতে নারাজ এমন। বাংপ্র। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-খাকী, -খাগী**।

গতরজমা—কুড়েমি, আলস্য। বাংপ্র। বি।

গতলজ্জ - লজ্জাহীন, নির্লজ্জ, বেহায়া। গতা লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

গতশোক—১। বীতশোক, শোকহীন, শোকমুক্ত। গত শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। অশোক বৃক্ষ। গত হয় শোক যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

গতশোচন, গতশোচনা—অতীত বিষয়ের নিমিত্ত শোকপ্রকাশ। ৬তৎ। বি ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

গতসঙ্গ—১। সঙ্গপ্রাপ্ত ; আসক্তিযুক্ত। গত (প্রাপ্ত) হইয়াছে সঙ্গ (সংসর্গ বা আসক্তি) যৎকর্তৃক, বহু। ২। নিঃসঙ্গ ; আসক্তি-রহিত। গত হইয়াছে (গিয়াছে) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

গতস্পৃহ বীতস্পৃহ, স্পৃহারহিত, বাসনাহীন ; বীতরাগ ; বীতগন্ধ। গত স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

গতাগত—যাতায়াত, যাওয়া-আসা, গমনা-গমন ; পক্ষীর গতি। গত ও আগত, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। [আগতি, দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

গতাগতি - গমনাগমন, যাতায়াত। গত ও

গতানুগতিক ১। গতানুযায়ী, অন্যের অনুকারী, লোকদৃষ্টান্তের অনুবর্তী। গতের অনুগতি = গতানুগতি, ৬তৎ ; গতানুগতি + কণ্। বিণ। ২। ন্যায় বিঃ ('ন্যায়' দ্রঃ)। বি ; ক্লী।

গতানুশোচন, গতানুশোচনা—অতীত বিষয়ের নিমিত্ত পরিতাপ। গতের অনুশোচন বা অনুশোচনা, ৬তৎ ; বা গতের নিমিত্ত অনুশোচন বা অনুশোচনা, ৪তৎ। বি ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

গতানো অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রহণ করানো, গছাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গতায়তি, গতায়াত গমনাগমন। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

গতায়ুঃ (গতায়ুস্) আসন্নমৃত্যু, অতিবৃদ্ধ মৃত। গত হইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ।

গতার্তবা—যে স্ত্রীর ঋতু বন্ধ হইয়াছে ; বৃদ্ধা ; বন্ধ্যা, বাঁজা। গত হইয়াছে আর্তব যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

গতাসু—বিগতপ্রাণ, মৃত। গত হইয়াছে অসু (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ।

গতি—১। পথ ; আশ্রয় ; গম্যস্থান। গম্ + ক্তি অধি। ২। উদ্ধারের উপায় ; নাড়ী ৭, সোর। গম্ + ক্তি করণ। ৩। গমন, যাওয়া ; জীবন-যাত্রা নির্বাহ ; সঞ্চার ; যাত্রা ; প্রাপ্তি ; অবস্থা ; প্রকার ; গমন-বেগ, চলন ; সংস্কার, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ; পরিণাম। গম্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

গতিক—১। উপায় ; প্রকার ; দশা, ভাব, অবস্থা ; লক্ষণ ; উপলক্ষ্য, প্রয়োজন। গতি + কণ্ স্বার্থে। বি ; পু। ২। তুল্য। প্রা কপ্র। বিণ।

গতিক্রিয়া—গমনকার্য, চলন ; দীর্ঘসূত্রতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গতিদায়ী (-দায়িন্)—গতিদাতা, মুক্তি-দায়ক। উপতৎ ; গতি দা + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দায়িনী**।

গতিবিজ্ঞান—পদার্থবিজ্ঞানের শাখা বিঃ [ইহাতে গতির নিয়ম, গতির নিবৃত্তি (স্থিতি), গতির হার (বেগ), বর্ধমান বেগ ইত্যাদি বিষয় বিবৃত হইয়াছে]। গতি বিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

গতিবিদ্যা—গতিবিজ্ঞান, dynamics. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গতিবিধি—১। গমন ও নিয়ম। দ্বন্দ্ব। ২। গমনের নিয়ম বা ব্যবস্থা। ৬তৎ। বি ; পু। ৩। গমনাগমন, যাওয়া-আসা ; কার্যকলাপ ; চালচলন, movement. বাংপ্র। বি।

গতিরোধ - গমনের বাধা। ৬তৎ। বি ; পু।

গতিশক্তি - চলিবার ক্ষমতা, চলৎশক্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গতিসত্তম—পরমেশ্বর। ৭তৎ। বি ; পু।

গতিহীন - গমনাগমনশূন্য, অচল ; উপায়-শূন্য : নিরুপায়। ৩তৎ। বিণ।

গ'তো - যে সময় গত হইতে দেয় এমন, অলস ; দীর্ঘসূত্র। বাংপ্র। বিণ।

গত্যন্তর—অন্য উপায়, উপায়ান্তর। অন্যা যে গতি, নিত্য। বি ; ক্লী।

গত্বর—অচিরস্থায়ী, অস্থায়ী ; গমনশীল। গম + ক্বরপ্ শীলাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—

গদ—১। কথন। গদ্ (বলা) + অল্ ভাব। ২। রোগ, পীড়া ; বিষ। গদ্ + অল্ কর্ম। ৩। কৃষ্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বি ; পু। ৪। ভুক্ত অন্নাদির সার বা তাহার জের ; গুরুভোজনের ভার ('পেটে — আছে')। বাংপ্র। বি ; পু।

গদগদ—গদ্গদ (তাহা দ্রঃ)।

গদড়া—ময়লা ; কাদড়ানি ; কোন কিছুর ময়লা ধোয়াট। বাংপ্র। বি।

গদা—লৌহাদির মুদ্গর ; মোটা লাঠি। গদ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

গদাই—গদাধর, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু ; দীর্ঘসূত্রতা, আলস্য। বাংপ্র। বি।

গদাই-লশকরী—গাধাবোটের লশকরের

মত গয়ংগচ্ছভাব, দীর্ঘসূত্রতা, ঢিমে, অলস, মন্থর-স্বভাব ; গড়িমসি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গদাগ্রজ—শ্রীকৃষ্ণ। গদের অগ্রজ, ৬তৎ। বি ; পু।

গদাঘাত—গদাদ্বারা প্রহার। ৩তৎ। বি ; পু।

গদাধর—শ্রীকৃষ্ণ ; বিষ্ণু। গদ শব্দ—ধৃ (ধরা) + অন্ কর্তৃ ; অথবা গদার ধর, ৬তৎ। বি ; পু।

গদাধর ভট্টাচার্য—বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি নবদ্বীপের বারেন্দ্র-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জীবাচার্য। অতি অল্প বয়সে ইনি স্বদেশের পাঠ সমাপ্ত করিয়া তৎকাল-প্রচলিত রীতি অনুসারে ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার জন্য মিথিলা গমন করেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের অধ্যাপনা হইত না। বঙ্গীয় ছাত্রগণকে মিথিলায় গমন করিয়া সে-সকল অধ্যয়ন করিতে হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইতে উদ্যত হইলে মৈথিল অধ্যাপকগণ তাঁহাদিগকে গ্রন্থাদি সঙ্গে আনিতে দিতেন না। সুতরাং গ্রন্থাভাবে বঙ্গীয় কৃতবিদ্য ছাত্রগণ স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়দর্শন শিক্ষা দিতে পারিতেন না।

গদাধর অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ইনি যাহা কিছু অধ্যয়ন করিতেন, সমস্তই ইঁহার কণ্ঠস্থ হইত। পাঠ সমাপ্ত করিয়া ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ইঁহার অধ্যাপক ইঁহাকে গ্রন্থাদি প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করিলেন। ইনি অম্লানবদনে গুরুর আদেশ প্রতিপালন করিলে, তিনি পরীক্ষা করিয়া বিস্মিত হইলেন যে, গ্রন্থসকল ইঁহার কণ্ঠস্থ। তখন তিনি ইঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অবশিষ্ট গ্রন্থদ্বয় ইঁহাকে প্রদান করিলেন, এবং শিরশ্চুম্বনপূর্বক আশীর্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

অতঃপর পণ্ডিত গদাধর নবদ্বীপে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের যশঃসৌরভ অতি অল্পকাল মধ্যে বঙ্গের সর্বত্র বিকীর্ণ হইল। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দ সুদূর মিথিলায় গমন না করিয়া ইঁহার নিকটেই ন্যায়দর্শন শিক্ষা করিতে লাগিলেন। এই মহাত্মার প্রতিভাবলেই বঙ্গদেশে ন্যায়দর্শনের বহুলপ্রচারের সূত্রপাত হয়। ইনি কুসুমাঞ্জলি ব্যাখ্যা, মুক্তাবলী টীকা, তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি, দীধিতির ব্যাখ্যা এবং ব্রহ্মনির্ণয়, এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

গদাধর মুখোপাধ্যায়—আনুমানিক ১১৫৩ সালে চব্বিশ পরগনায় ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ভোলা ময়রা, নীলু পাটুনী, বলরাম বৈরাগী প্রভৃতির কবির দলে বাঁধনদারের কার্য করিতেন। ইনি রাম বসু প্রভৃতির ন্যায় প্রতিষ্ঠান্বিত হইতে না পারিলেও একজন প্রসিদ্ধ বাঁধনদার ও সংগীত-রচয়িতা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি আসরে প্রতিপক্ষের ধরতার উত্তরে রচনায় এমন সিদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তৎকালে কেহই ইঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রসর হইত না। ইঁহার সখীসংবাদ ও সপ্তমী বিষয়ক গানগুলি যেমন মধুর, তেমনই ভাবপূর্ণ। ইনি প্রায় পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গদাপাণি—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গদা পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

গদাভৃৎ—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গদা ভৃ (ধারণ করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

গদি—আসন, সিংহাসন ; তক্ত ('মহন্তের —') মোটা তোশক ; তুলাভরা নরম আসন ; বণিকের বা মহাজনের বসিবার স্থান ; ব্যবসায়ের স্থান ; বাণিজ্যাগার। বাংপ্র। বি।

গদিত—উক্ত, কথিত। গদ্ (বলা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

গদিয়ান—১। গদির অধিকারী, মহাজনের দেওয়ান বা প্রধান কর্মচারী ; ব্যবসায়ের অধ্যক্ষ। হি-মু। ২। সর্বময়কর্তা, প্রধান ব্যক্তি ; গদির উপর বসিয়া যে হুকুম চালায় (বিদ্রূপে)। বি। ৩। গদির উপর উপবিষ্ট। প্রা কপ্র। বিণ।

গদী (গদিন্)—১। রোগী, পীড়িত। গদ (রোগ) + ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। গদাধারী। গদা + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গদিনী**। ৩। বিষ্ণু, কৃষ্ণ। বি ; পু।

গদগদ—১। হর্ষশোকাদির আতিশয্য-বশতঃ বাক্যরোধজন্য অব্যক্ত বা জড়িত কণ্ঠধ্বনি। গদ্ (বলা) + ক্বিপ্ কর্ম = গদ্—গদ + অল্ কর্ম। বি ; পু। ২। অব্যক্ত কণ্ঠধ্বনিযুক্ত বা বিহ্বল। বিণ।

গদগদকণ্ঠ—অনতিপরিস্ফুট কণ্ঠধ্বনি-বিশিষ্ট। গদগদ হইয়াছে কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

গদগদকণ্ঠে—বাষ্পহেতু অস্ফুটস্বরে, অপরিস্ফুট বাক্যে। গদগদ হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গাঁজ—পরিহাস, কৌতুক, ঠাট্টা। প্রাদে। বি।

গদ্য—১। ছন্দোরহিত বাক্য, সাধারণ ভাষা। গদ্ (বলা) + য কর্ম। বি ; স্ত্রী। ২। কথনীয়। বিণ।

গন—পথ। প্রা কপ্র। বি।

গনগন—অগ্নির সমুজ্জ্বল বা দীপ্তপ্রভ অবস্থা। বাংপ্র। বি।

গনগনে সমুজ্জ্বল, দীপ্তপ্রভ ; খুব জ্বলন্ত ; অতি ক্রুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

গনৎকার দৈবজ্ঞ, গণক। বাংপ্র। বি।

গনতি গণনা। বাংপ্র। বি।

গনা ১। গণনা করা ; অনুমান করা ; গণ্য করা। ক্রি। ২। গণিত। বাংপ্র। বিণ।

গনাগাঁথা—গোনাগাঁথা, যাহা গণনা করিয়া ব্যবস্থিত হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

গনানো গণনা করানো ; গোনানো। বাংপ্র। ক্রি।

গন্তব্য গম্য, যেখানে যাওয়া আবশ্যক বা উচিত অথবা যাইতে হইবে এরূপ ; প্রাপ্য ; জ্ঞেয় ; অধিগম্য, জ্ঞাতব্য। গম্ + তব্য কর্ম। বিণ।

গন্তা (গন্তৃ)—যে যায়, গমনশীল ; প্রাপ্তি-শীল ; গম + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী **গন্ত্রী**।

গন্তু—পথিক ; ভ্রমণকারী। গম্ (গমন করা) + তুন্ কর্তৃ। বিণ।

গন্ত্রী—১। গমনশীলা ; প্রাপ্তিশীলা। গন্তৃ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গোশকট। গম্ (গমন করা) + ষ্ট্রন্ করণ + ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

গন্ত্রীরথ শকট, গরুর গাড়ি। গন্ত্রী নামক যে রথ, মধ্যপ। বি ; পু।

গন্ধ বস্তুর যে গুণ নাসিকা দ্বারা অনুভব করা যায় ; আমোদ, বাস ; মৃগচন্দনাদি ; সম্পর্ক ; গন্ধক ; লেশ ('নাম —')। গন্ধ + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

গন্ধক—খনিজধাতু উপধাতু [গন্ধক চারি প্রকার—রক্ত, পীত, শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ। রক্ত-বর্ণ গন্ধক স্বর্ণাদিসংস্কারে, পীতবর্ণ রসায়ন-কার্যে, শ্বেতবর্ণ ব্রণপ্রলেপে এবং কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক সর্ববিধ কার্যে প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ গন্ধক অতীব দুর্লভ। কটুরস, তিক্ত, উষ্ণবীর্য, কষায়, সারক, পিত্তবর্ধক ও পাকে কটু, এই সকল গন্ধকের গুণ ; ইহা কণ্ডু, বিসর্প, কৃমি, কুষ্ঠ, ক্ষয়, প্লীহা, কফ ও বাতরোগ নাশ করে]। গন্ধ + কন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

গন্ধকচূর্ণ—১। গন্ধকের গুঁড়া। ৬তৎ। ২। বারুদ। গন্ধক প্রধান যে চূর্ণ, মধ্যপ বি ; স্ত্রী।

গন্ধকারিকা—সৈরিন্ধ্রী, পরগৃহস্থিতা শিল্প-নিপুণা স্বাধীনা রমণী। গন্ধ—কৃ + ণক কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

গন্ধকদ্রাবক, গন্ধকাম্ল—গন্ধকসংক্রান্ত এসিড, sulphuric acid. ৬তৎ। বি ; ক্লী।
গন্ধ-কালিকা, -কালী—ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধা। বি ; স্ত্রী।
গন্ধকাষ্ঠ—চন্দন কাষ্ঠ ; অগুরু কাষ্ঠ ; যে কোন প্রকার গন্ধযুক্ত কাঠ। গন্ধযুক্ত যে কাষ্ঠ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।
গন্ধ-গোকুল, -গোকুলা—গন্ধগাত্র নকুল-জাতীয় জন্তু বিঃ ; খট্টাশবিশেষ, civet-cat. বাংপ্র। বি।
গন্ধজাত—১। গন্ধ হইতে উদ্ভূত, বাসোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ। ২। তেজপত্র ; গন্ধসমূহ, গন্ধদ্রব্য সকল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
গন্ধতুলসী—বাবুই তুলসী ; সুগন্ধি ধান্য বিঃ। বি ; স্ত্রী।
গন্ধতৃণ—উগ্রগন্ধ তৃণ বিঃ। বি ; ক্লী।
গন্ধতৈল—সুগন্ধি বা সুবাসিত তৈল ; চন্দনী আতর। গন্ধযুক্ত যে তৈল, মধ্যপ। বি ; ক্লী।
গন্ধদারু—১। গন্ধকাষ্ঠ (তাহা দ্রঃ)। গন্ধযুক্ত যে দারু, মধ্যপ। ২। চন্দনবৃক্ষ। গন্ধ আছে দারুতে যাহার, বহু। বি ; পু।
গন্ধদ্বিপ, গন্ধহস্তী—মদগন্ধাঢ্য হস্তী, যে হস্তীর স্বেদমূত্রপুরীষাদি আঘ্রাণ করিয়া অন্যান্য হস্তী মত্ত হয়। গন্ধযুক্ত যে দ্বিপ বা হস্তী, মধ্যপ। বি ; পু।
গন্ধদ্রব্য—সুগন্ধি দ্রব্য, বেনেতি মসলা, spices ; নাগকেশর। বি ; ক্লী।
গন্ধন—সূচন ; প্রকাশন ; উৎসাহ ; উত্তেজন। গন্ধ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
গন্ধনকুল, গন্ধমূষিক—ছুছুন্দরী, ছুঁচা। গন্ধযুক্ত যে নকুল বা মূষিক, মধ্যপ। বি ; পু। [স্ত্রী।
গন্ধপিশাচিকা—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। বি ;
গন্ধপুষ্প—গন্ধ ও কুসুম, চন্দনমাখানো ফুল। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।
গন্ধবণিক্ (-বণিজ্)—গন্ধদ্রব্য ব্যবসায়ী ; বাণিজ্যোপজীবী বর্ণসংকর জাতি ; গন্ধ-বেনিয়া, গন্ধবেনে। ৬তৎ। বি ; পু বা স্ত্রী।
গন্ধবতী—১। গন্ধযুক্তা। গন্ধবৎ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সুরা ; পুরী বিঃ ; পৃথিবী ; মৎস্যগন্ধা, ব্যাসদেবের জননী ['মৎস্যগন্ধা' ও 'সত্যবতী' দ্রঃ]। বি ; স্ত্রী।
গন্ধবল্কল—দারুচিনি। কর্মধা। বি ; ক্লী।
গন্ধবহ, গন্ধবাহ—১। গন্ধবহনকারী ; গন্ধযুক্ত। গন্ধ—বহ, + ণিন্, যণ্, কর্তৃ। বিণ। ২। বায়ু। বি ; পু।
গন্ধবহা, গন্ধবাহা—১। গন্ধবহনকারিণী ; গন্ধযুক্তা। গন্ধবহ বা গন্ধবাহ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নাসিকা, নাক। বি ; স্ত্রী।
গন্ধবিরজা—সরল বৃক্ষের নির্যাস ; এক প্রকার পাহাড়িয়া গাছের আঠা। বাংপ্র। বি।
গন্ধভাদাল—গাঁধাল লতা। বাংপ্র। বি।
গন্ধমাদন—১। পর্বত বিশেষ, ইহা ইলাবৃত্ত ও ভদ্রাশ্ববর্ষের মধ্যে অবস্থিত ; রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে অচেতন হইলে, হনুমান্ ঔষধ আনয়নার্থ এই পর্বতে গমন করেন এবং ঔষধ চিনিতে না পারায় ইহার শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিলে সুষেণ তাহা হইতে বিশল্যাকরণী লইয়া তাহার প্রয়োগে লক্ষ্মণকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ২। গন্ধক ; ভ্রমর। গন্ধ শব্দ—মাদি (মত্ত করা) + অন কর্তৃ। বি ; পু।
গন্ধমাদনী, গন্ধমাদিনী—সুরা, মদ্য। ৩তৎ ; বি ; স্ত্রী।
গন্ধমার্জার—গন্ধগোকুল, খট্টাশ। মধ্যপ। বি ; পু।
গন্ধমালতী—সুরভি পুষ্প বিঃ ; সুগন্ধি ধান্য বিঃ। বি ; স্ত্রী।
গন্ধমূষিক—'গন্ধনকুল' দ্রঃ।
গন্ধমৃগ—কস্তুরীমৃগ। গন্ধযুক্ত যে মৃগ, মধ্যপ। বি।
গন্ধমোহিনী—১। সুবাস দ্বারা মুগ্ধকারিণী। ৩তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চম্পককলিকা ; চাঁপা ফুলের কুঁড়ি। বি ; স্ত্রী।
গন্ধরস—১। বাস ও পারদ। দ্বন্দ্ব। ২। উপধাতু বিঃ ; পুষ্পসার ; ধূপ। কর্মধা। বি ; ক্লী।
গন্ধরাজ—শ্বেত সুগন্ধ পুষ্প বিঃ, gardenia ; চন্দন গন্ধ—রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।
গন্ধর্ব—১। স্বর্গগায়ক, দেবযোনি বিঃ (কথিত আছে যে, ব্রহ্মার কান্তি হইতে ইহাদের উদ্ভব), গায়ক। গান হইয়াছে ধর্ম যাহার, বহু, নিপাতনে। ২। যুদ্ধের ঘোটক। বি ; পু। **গন্ধর্ব ছুটানো**—এমন মার মারা যে সুর বদলাইয়া যায় অর্থাৎ সংগীতের স্থলে আর্তনাদ করিতে হয়, অথবা মারের চোটে গন্ধর্ব অর্থাৎ অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতে হয়।
গন্ধর্বপূজা—অগ্রে সমাদর পশ্চাৎ অনাদর অর্থাৎ প্রহারপূর্বক বিদায়দান। প্রাদে। বি।
গন্ধর্ববধূ গন্ধর্বরমণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
গন্ধর্ববিদ্যা—সংগীতবিদ্যা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
গন্ধর্ববিবাহ—স্ত্রী ও পুরুষের সম্মতিপূর্বক গোপনে বিবাহ। মধ্যপ। বি ; পু।
গন্ধর্ববেদ—সংগীতশাস্ত্র। ৬তৎ। বি ; পু।
গন্ধর্বকুসুম সিন্দুর। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
গন্ধর্বলোক—গন্ধর্বগণের আবাসস্থান, ইহা গুহ্যলোক ও বিদ্যাধরলোকের মধ্যে অবস্থিত। ৬তৎ। বি ; পু।
গন্ধলি—গাঁদা ফুল। প্রা কপ্র। বি।
গন্ধলোলুপ—১। গন্ধলোভী। ৬তৎ। বিণ। ২। মক্ষিকা। বি ; পু।
গন্ধশালি সুরভি ধান্য। গন্ধযুক্ত যে শালি, মধ্যপ। বি ; পু।
গন্ধসার চন্দনবৃক্ষ। গন্ধ হইয়াছে সার যাহার, বহু। বি ; পু।
গন্ধহস্তী 'গন্ধদ্বিপ' দ্রঃ।
গন্ধহীন—নির্গন্ধ, বাসরহিত। ৩তৎ। বিণ।
গন্ধাজীব গন্ধবণিক্, গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ী। গন্ধ হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি ; পু।
গন্ধাঢ্য—১। গন্ধে মজ্‌গুল, অতি সুঘ্রাণ। গন্ধদ্বারা আঢ্য, ৩তৎ। বিণ। ২। বকুল ; শ্বেতচন্দন ; গন্ধরাজ। বি ; পু।
গন্ধাধিবাস, -ন—আভ্যুদয়িকাদি কর্মে চন্দন ও পুষ্পমাল্যাদি গন্ধদ্রব্যে কৃত অধিবাস ; বিবাহ পূজা ইত্যাদিতে পুষ্পমাল্যাদি গন্ধদ্রব্য দ্বারা সংস্কার বিঃ। গন্ধদ্বারা অধিবাস, ৩তৎ। বি ; পু।
গন্ধার—'গান্ধার' দ্রঃ। গন্ধ শব্দ—ঋ (গমন করা) + অণ্ কর্তৃ। বি ; পু।
গন্ধালী—গন্ধভাদাল, গাঁধাল লতা ; কুমিরা পোকা। গন্ধের আলী যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।
গন্ধিক ১। গন্ধযুক্ত। গন্ধ + ইকন্। বিণ। ২। গন্ধদ্রব্য ; গন্ধক। বি ; পু।
গন্ধী (গন্ধিন্)—১। গন্ধযুক্ত ('পুষ্প—'), সুগন্ধি বা দুর্গন্ধ। গন্ধ + ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গন্ধিনী**। ২। গাঁধিপোকা ; ছারপোকা ; গন্ধবণিক্ ; গুজরাট অঞ্চলের গন্ধবণিক্ জাতির উপাধি। বি ; পু।
গন্ধেন্দ্রিয়—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসিকা। গন্ধগ্রাহ ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি ; ক্লী।
গন্ধেশ্বরী—গন্ধবণিক্ জাতির আরাধ্যা দেবী বা কুলদেবতা। গন্ধের ঈশ্বরী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
গন্ধোপজীবী (-জীবিন্)—গন্ধবণিক্, গন্ধদ্রব্য-ব্যবসায়ি। উপতৎ ; গন্ধ—উপ —জীব্ (বাঁচা) + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।
গন্নাকাটা—নাককাটা, নাসিকাহীন ; যে নাক দিয়া বা নাকিসুরে কথা বলে এমন, খনা বা খোনা ; যাহার উপরের ঠোঁট কাটা, hare-clipped ; যার স্কন্ধ কাটা, কবন্ধ। বাংপ্র। বিণ।
গপগপ, গবগব—গ্রাসের শব্দ। বাংপ্র। অ।

গপাগপ—তাড়াতাড়ি খাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।

গবচন্দ্র, গবুচন্দ্র—গোবুদ্ধি, জড়-বুদ্ধি, নির্বোধ; গল্পবর্ণিত মূর্খ রাজা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গবদা—মোটা ও অপরিপাটী, স্থূল ও অমার্জিত; স্থূলবুদ্ধি। বাংপ্র। বিণ।

গবয়—বনগব, গলকম্বলশূন্য গোতুল্য পশু, গয়াল; একটি বানরের নাম। গু (শব্দ করা)+অয়চ্ কর্তৃ; অথবা গো শব্দ—ই (যাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**গবয়ী**। [বি।

গবর—নৌকার মাঝি-মাল্লা। প্রা কপ্র।

গবরাজ—বৃষ, ষণ্ড, ষাঁড়। গোদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

গবল—১। বন্য মহিষ। গু (শব্দ করা)+অলচ্। বি; পু। ২। মহিষের শৃঙ্গ। গবল+ক ইদমর্থে। বি; স্ত্রী।

গবা, গবারাম—গোতুল্য, জড়বুদ্ধি, স্থূলবুদ্ধি, নির্বোধ, হাঁদা। বাংপ্র। বিণ।

গবাক্ষ—১। জানালা, ঝরকা, গোঁজলা। গোর (গরুর) অক্ষি (চক্ষু) তুল্য, উপমিত কর্মধা [পূর্বে গরুর চক্ষুর ন্যায় গোল জানালা রাখার রীতি ছিল]। বি; পু। ২। সুগ্রীবানুচর জনৈক বানর (ইনি বৈবস্বতের পুত্র। কপিবর লঙ্কাসমরে উপস্থিত থাকিয়া রামের সপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন)। গোর অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বি; পু।

গবাদন—তৃণ। গো (গরুর) অদন (ভক্ষ্য), ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [সন্ধির সাধারণ নিয়মানুসারে 'গবদন'ও হয়।]

গবাম্পতি—বৃষ, ষাঁড়; গোস্বামী; গোপালক; রুদ্র; সূর্য; বহ্নি। গবাম্ (গোসকলের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। বি; পু।

গবারাম—'গবা' দ্রঃ।

গবাশন—গোখাদক, মুচী, চামার। গো+অশন=গবাশন ('গবশন'ও হয়)। গো হইয়াছে অশন (আহার) যাহার, বহু; অথবা গো অশন (ভোজন) করে যে, উপতৎ; গো (গরু)—অশ্ (ভোজন করা)+অন কর্তৃ। বি; পু।

গবাশ্ব—গরু ও ঘোড়া। গো এবং অশ্ব, সমা-দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

গবিনী—গোসমূহ। গো শব্দ+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গবী—স্ত্রী গো, গাভী, গাই; বাণী। গো+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গবুচন্দ্র—'গবচন্দ্র' দ্রঃ।

গবেষণ—গবেষণা (তাহা দ্রঃ)। গবেষ্ (অন্বেষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গবেষণা—কোন বিষয়ের তত্ত্বনিরূপণার্থ অন্বেষণ, সবিশেষ অনুসন্ধান, research, investigation. গবেষ্ (অন্বেষণ করা)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গবেষিত—যাহার গবেষণা করা হইয়াছে এরূপ, অন্বেষিত। গবেষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

গব্য—১। গোসম্বন্ধীয় (দুগ্ধঘৃতাদি); গোহিত; গাভীজাত। গো (গরু)+য্য। বিণ। ২। গাভীজাত বস্তু ('পঞ্চ ')। বি; ক্লী।

গব্যা—১। গোসম্বন্ধীয়া; গোহিতা। গব্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোসমূহ; ছিলা। গো+য্য সমূহার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গভর্নমেণ্ট—শাসন; শাসন-প্রণালী; রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা; সরকার; রাজশক্তি। <ইং 'goverr ment'. বি।

গভর্নর—শাসনকর্তা; প্রাদেশিক শাসনকর্তা, ছোটলাট, রাজ্যপাল। <ইং 'governor'. বি।

গভর্নর-জেনারেল—সর্বপ্রধান শাসনকর্তা, বড়লাট। <ইং 'governor-general'. বি।

গভস্তি—১। অগ্নিদেবপত্নী স্বাহা। বি; স্ত্রী। ২। কিরণ; সূর্য। গ (গগন, স্বর্গ)—ভস+তি কর্তৃ। বি; পু।

গভস্তিপাণি, গভস্তিহস্ত—সূর্য। গভস্তি পাণি বা হস্ত যাহার, বহু। বি; পু।

গভস্তিমান্ (-মৎ)—সূর্য। গভস্তি (কিরণ) আছে ইহার এই অর্থে গভস্তি+মতু। বি; পু।

গভস্তী—অগ্নিদেবপত্নী স্বাহা। বি; স্ত্রী।

গভীর—দুর্গম; দুষ্প্রবেশ্য; জটিল; প্রগাঢ়; দুর্বার; গম্ভীর; অতিশয় নিম্ন; নিবিড়; ঘন; দুর্ধর্ষ। গম্ (গমন করা)+ঈরন্ কর্ম। বিণ।

গভীরতম—অত্যন্ত গভীর, সর্বাপেক্ষা অধিক গভীর। গভীর+তম আতিশয্যার্থে। বিণ।

গভীরতর—দুইএর মধ্যে অধিক গভীর, অপেক্ষাকৃত গভীর, অতিশয় গভীর। গভীর+তর। বিণ।

গভীরতা, গভীরত্ব—গভীরের ভাব। গভীর দ্রঃ। গভীর+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

গভীরাত্মা (গভীরাত্মন্)—পরমেশ্বর। গভীর আত্মা যাঁহার, বহু। বি; পু।

গম—১। গমন, যাওয়া। গম্+অল্ ভাব। ২। পথ। গম্+অল্ করণ। বি; পু। ৩। শস্য বিঃ, যাহা হইতে ময়দা হয়। <গোধুম। বি। ৪। গুরুভার পতনের আওয়াজ; ভারী জিনিস দিয়া জোরে ঠোকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

গমক—১। গময়িতা, গমন করায় এরূপ; বোধক। ণিজন্ত গম্ (=গমি)+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। সেতারাদি যন্ত্রে সুরের কম্পন, এক সুর হইতে অন্য সুরে দ্রুত গমন। বি; পু।

গমগম, গমাগম—পুনঃ পুনঃ আঘাতধ্বনি, কিল মারার শব্দ; গম্ভীর শব্দ ('আসর — করছে')। বাংপ্র। অ।

গমন—গতি, চলন, যাওয়া; প্রস্থান; সংগম ('অগম্যা —')। গম্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গমনাগমন—যাতায়াত, যাওয়া-আসা। গমন ও আগমন, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

গমনার্হ—গমনযোগ্য, যাইবার বা চলিবার উপযুক্ত, গম্য। গমনের অর্হ, ৬তৎ। বিণ।

গমনীয়—'গম্য' দ্রঃ।

গমনোদ্যত—গমন করিতে উদ্যোগী। গমনে উদ্যত, ৭তৎ। বিণ।

গমনোন্মুখ—গমনোদ্যত, গমন করিতে কালবিলম্বশূন্য। গমনে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী—**গমনোন্মুখা, গমনোন্মুখ**।

গমাগম—১। চরাচর; সংসার; গমনাগমন। গম ও আগম, দ্বন্দ্ব। বি; পু। ২। 'গমগম' দ্রঃ।

গমার—গোঁয়ার; মূর্খ। প্রা কপ্র। বিণ।

গমিত অতিবাহিত, যাপিত; জ্ঞাপিত; অধিগমিত; প্রাপিত। ণিজন্ত গম্ (=গমি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গম্বুজ—গুম্বজ (তাহা দ্রঃ)।

গম্ভীর—গভীর; নিবিড়; অগাধ; ভারী; উদার; পূর্ণ; নিম্নস্বরবিশিষ্ট, খাদ, deep; ধীর,ছেবলা নয় এরূপ, sedate; গুরু, পরিহাসযোগ্য নয় এরূপ, serious. গম্ (গমন করা)+ঈরন্ কর্তৃ। বিণ।

গম্ভীরতা, গম্ভীরত্ব—গম্ভীরের ভাব, । 'গম্ভীর' দ্রঃ। বি; যথাক্রমে

গম্ভীরনাদী (-নাদিন্)—গম্ভীর শব্দকারী। গম্ভীর নাদ করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গম্ভীর—নদ্ (শব্দ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী. **-নাদিনী**।

গম্ভীরপ্রকৃতি—১। গম্ভীর বা ভারী স্বভাব। গম্ভীরা যে প্রকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। গম্ভীরস্বভাববিশিষ্ট, যাহার স্বভাবের অন্ত বোধ হওয়া কঠিন এমন, দুর্জ্ঞেয়স্বভাব। গম্ভীরা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

গম্ভীরবেদী (-বেদিন্)—মত্তমাতঙ্গ।

উপতৎ ; গম্ভীর—বিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

গম্ভীরা—১। গভীরা ইত্যাদি। গম্ভীর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ৩। মন্দিরের মধ্যভাগ ; গাজনের উৎসব বিঃ। বাংপ্র। বি।

গম্য, গমনীয়—যেথানে যাইতে কোন কষ্ট নাই এমন ; গমনযোগ্য, গন্তব্য ; গমনীয় ; প্রাপ্য ; সাধ্য ; নিস্তীর্ঘ ; ভোগ্য ; উহ্য ; অনুমেয়, জ্ঞেয় ; উত্তরণযোগ্য ; পাল্লবিক। গম্+য, অনীয় কর্ম। বিণ।

গম্যমান—জ্ঞায়মান ; অনুমীয়মান। গম্ (গমন করা, ইত্যাদি)+শান কর্ম। বিণ।

গম্যা—সংগমযোগ্যা। গম্+য কর্ম+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গয়—১। সুগ্রীবের অনুচর একটি বানর। ইনি লঙ্কাসমরে উপস্থিত থাকিয়া রামের সপক্ষে যুদ্ধ করেন। ২। জনৈক নৃপতি, অমূর্ত রাজার পুত্র। ইনি অতি ধর্মশীল রাজা ছিলেন, এবং সতত যজ্ঞাদি কার্যে রত থাকিতেন। গয়াপুরী ইঁহারই নির্মিত। ৩। জনৈক অসুর। ইনি অতিশয় বিষ্ণু-ভক্ত ছিলেন এবং স্বেচ্ছায় বিষ্ণুর হস্তে গয়াক্ষেত্রে নিধন প্রাপ্ত হন। গম্ (গমন করা)+ডয় কর্তৃ। বি ; পু।

গয়ংগচ্ছ—গড়িমসি, দীর্ঘসূত্রতা, যাচ্ছি-যাব হচ্ছি-হবে ভাব, কুঁড়েমি। বাংপ্র। বি।

গয়না, গহনা—আভরণ, ভূষণ, অলংকার ; জের ; পণ্যবাহিনী দ্রুতগামিনী নৌকা ; যাত্রিনৌকা। বাংপ্র। বি।

গয়না-গাঁটি—গহনাপত্র, অলংকারাদি। বাংপ্র। বি।

গয়না-নৌকা যাত্রিবাহী দ্রুতগামী নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গয়নাপাতি—গহনাপত্র। বাংপ্র। বি।

গয়বি, গয়বী, গৈবী গুপ্ত, লুক্কায়িত। আরবী। বিণ। **গয়বী খেলা**—ছক না দেখিয়া দাবা খেলা।

গয়রহ—দিগর, অন্য, আর আর, ইত্যাদি। <আ 'ৰগইরহ'। অ।

গয়লা—গোপ, ঘোষ। বাংপ্র। বি ; পু।

গয়লানী—গোপনারী, গোপিকা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

গয়সাল, গরসাল—মুসলমানধর্মে দীক্ষিত হিন্দু। প্রা কপ্র। বি।

গয়া—বিহার রাজ্যের মধ্যবর্তী পাটনা বিভাগের অন্তর্গত একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর। ইহা হিন্দুর একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে হিন্দুগণ মৃত আত্মীয়ের উদ্দেশে পিণ্ড দেয়। গয় শব্দ+ক+আপ্ ; অথবা গৈ (গান করা)+ডয়+আপ্। বি ; স্ত্রী।

১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্তে আসিলে, বিহার প্রদেশের পর্যবেক্ষণভার সিতাব রায় নামে এক ধনীর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। তাহার পরে ইহা অন্যান্য স্থানের ন্যায় ইংরেজ কর্মচারী কর্তৃক সাক্ষাৎভাবে শাসিত হইয়াছিল। গয়া জেলায় যে কয়টি নদী আছে, তাহার মধ্যে পুন্ পুন্ ও ফল্গু পবিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। শেষোক্ত নদীটি গ্রীষ্মকালে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়। জেলার মধ্যে বুদ্ধগয়া ও বরাবার পাহাড়ের শৃঙ্গে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরের মন্দির উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধগয়া শহরের ৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বুদ্ধগয়ার মন্দিরটি বৌদ্ধশিল্পের উৎকর্ষের পরিচয়স্থল। এই স্থানে বোধিদ্রুমতলে শাক্যমুনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন। ইহার অনতিদূরে অশোক রাজবংশনির্মিত কতক-গুলি অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। বুদ্ধগয়া বৌদ্ধগণের একটি প্রধান তীর্থস্থান। সিদ্ধেশ্বরমন্দিরে অতি প্রাচীন কালে দিনাজপুরের জনৈক রাজা একটি লিঙ্গ স্থাপন করেন। এইখানে প্রতি বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে একটি মেলা হয়, তাহাতে কেবল পুরুষ যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। পাহাড়ের পাদদেশে, আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২০০ অব্দে অনেকগুলি গুহা খোদিত হয়।

গয়া শহরটি দুই ভাগে বিভক্ত—নিজ গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। কথিত আছে এই পুরী গয় নামক রাজর্ষিকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। গয় একটি যজ্ঞ করিয়া প্রচুর অর্থাদি দান করেন, তাহাতে দেবগণ প্রীত হইয়া এই যজ্ঞক্ষেত্র তাঁহার নামানু-সারে গয়া নামে প্রসিদ্ধ হইবে এইরূপ বর দান করেন। মতান্তরে, গয় নামক অসুর হইতে গয়া নাম উৎপন্ন। এই অসুর সাতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। অধি-কারলোপ-ভয়ে যম বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু গয়াসুরকে ভূপাতিত করিয়া তাহার বক্ষে একখানি সুবৃহৎ পাষাণ চাপাইয়া দেন এবং তাহাকে এই বর দেন যে, গয়া-ধামে সকল দেবতাই বাস করিবেন, আর বিষ্ণুর পদচিহ্নের উপরি যে পিণ্ডদান করিবে, তাহার উদ্দিষ্ট আত্মীয়গণের প্রেতাত্মা সদ্গতি লাভ করিবে। এই পিণ্ডদান উপলক্ষে বারমাসই গয়াধামে ভারতের সর্বস্থান হইতে হিন্দুযাত্রীর সমাগম হয়। বিষ্ণুপদ মন্দিরটি এখানকার প্রধান তীর্থস্থান। এই সুদৃশ্য মন্দিরটি প্রসিদ্ধ অহল্যা বাইয়ের অর্থে নির্মিত হয়।

গয়াধাম (-ধামন্)—গয়াক্ষেত্র, যেখানে বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করা হয়। গয়াই ধাম, কর্মধা ; অথবা গয়ানামক ধাম, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

গয়ার, গয়ের—কণ্ঠশ্লেষ্মা। বাংপ্র। বি।

গয়ালী—গয়াতীর্থে যাত্রীদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার পুরোহিত বা পাণ্ডা ; গয়াবাসী। বাংপ্র। বি।

গয়াসুর—গয়-নামক অসুর। মধ্যপ। বি ; পু।

গয়েশ্বরী—১। গয়ানগরে নির্মিত কানা-উঁচু ('— থালা')। বাংপ্র। বিণ। ২। গয়ার পীঠশক্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গর—১। বিবাদিকরণের পঞ্চম করণ। ২। বিষ ; উপবিষ ; রোগ। গৄ (ভোজন করা)+অল্ কর্ম। বি ; ক্লী। ৩। বৈপরীত্য বা না-বোধক উপপদ বা উপসর্গ, যেমন গরমিল=অমিল, অনৈক্য। <আ 'গয়র'। অ।

গরকবুল—অস্বীকার। আ-মু। বি।

গরকায়েম, গরকায়েমী—অস্থায়ী, অপাকা ; অমজবুত। আ-মু। বিণ।

গরগর—১। অস্থির, ব্যাকুল ; উল্লসিত। প্রা কপ্র। বিণ। ২। গজগজ, ক্রোধাদি হেতু মনে মনে গর্জন ; ঘোর বর্ণ বা স্বাদ সঞ্চার ('লঙ্কা —')। বাংপ্র। অ। বিণ—**গরগরে**।

গরজ—প্রয়োজন, অর্থ ; স্বার্থ, দায় ; যত্ন ; মনোযোগ। আ। বি।

গরজনি, গর্জানি—গর্জন। প্রা কপ্র। বি।

গরজন্তি—গর্জন করিতেছে, গজরাইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গরজানো গর্জন করা, গজরানো। কপ্র। ক্রি।

গরজারি জারি না হওয়া। আ। বি।

গরজি গর্জন করিয়া। কপ্র। ক্রি।

গরদ ১। বিষপ্রদানকারী ; রোগজনক। গর দা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। রেশমী বস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

গরব—দেমাক, অহংকার ; গৌরব। <গর্ব। বি।

গরবা—গুজরাটী গীত ও নৃত্য বিঃ। গুজরাটী। বি।

গরবিনী সৌভাগ্য-গর্বিতা, অহংকৃতা, মদমত্তা ; আদরিণী। < গর্বিণী। বিণ ; স্ত্রী।

গরবিলি—বিলি না হওয়া, অযথাভাবে বিলি। আ। বি।

গরবী—গর্বিত, অহংকৃত, অহংকারী, দেমাকী। < গর্বী। বিণ ; পু।

গরভ—গর্ভ। কপ্র। বি।

গরভিত—গর্ভমধ্যস্থ, গর্ভনিহিত। প্রা কপ্র। বিণ।

গরম—১। উষ্ণ, তপ্ত ; গ্রীষ্ম ('— কাল'), মহার্ঘ, চড়া ('বাজার —') ; গর্বিত ;

উরুবীর্য ; উত্তেজক ; উদ্ধত ; যাহাতে শীতনিবারণ হয় এমন ('— কাপড়')। বিণ। ২। উষ্মতা, তাপ ; গ্রীষ্ম ('—পড়া') ; বিকার, রোগ ; ('মাথা—')। বি।

গরম-মসলা এ লা চ-ল ব ঙ্গ-দা রুচিনি। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

গরমাই—গরম, গ্রীষ্ম, উত্তাপ ; উপদংশরোগ।

গরমানো—গরম হওয়া, গর্বিত বা রুষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গরমি—গ্রীষ্ম, উত্তাপ ; গ্রীষ্মকাল ; অহংকার ; উপদংশরোগ। বাংপ্র। বি।

গরমিল—অমিল, অনৈক্য ; হিসাব না মেলা। <আ 'গয়রমিল'। বি।

গররাজী—যে রাজী নয় এমন, অসম্মত, অনিচ্ছুক। আ। বিণ।

গরল—বিষ ; সর্পাদির বিষ ; একজাতীয় ঘা বা ক্ষত। গৃ + অলচ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

গরলায়েক - অনুপযুক্ত, অযোগ্য ; অকর্মণ্য। আ। বিণ।

গরলারি - বিষহর ; মরকতমণি। গরলের অরি, ৬তৎ। বি ; পু।

গরহাজির - অনুপস্থিত। আ। বিণ।

গরা - গড়া, মোটা কাপড়, খাদি ; খুঁটার বেড়া। বাংপ্র। বি।

গরাদে - খুঁটা ; খুঁটার বেড়া ; জানালার মধ্যে মধ্যে সন্নিবেশিত সিক বা দণ্ড, grating. < পো 'grade'. বি।

গরান—গাছ বা কাঠ বিঃ, mangrove. বাংপ্র। বি। [বি।

গরাস—গ্রাস, কবল ; গাল। <গ্রাস।

গরাসল - গ্রাস করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

গরিব, গরীব—নির্ধন, দরিদ্র, দুঃখী, দীনহীন, কাঙ্গাল ; কৃপার্হ ; অসহায়, নিরুপায়। আ। বিণ।

গরিবখানা, গরীবখানা - দীনের কুটীর ; দরিদ্রনিবাস। আ-ফা। বি।

গরিবানা, গরীবানা, গরিবী, গরীবী—১। গরিবের ভাব, দরিদ্রতা, দৈন্য। বি। ২। গরিবের মত, দীনদুঃখীর ন্যায় ; গরিবের উপযুক্ত। আ-মূ। বিণ।

গরিমা (গরিমন্)—গুরুত্ব ; গৌরব ; মহিমা ; মাহাত্ম্য ; গর্ব ; আত্মাভিমান। গুরু + ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু।

গরিষ্ঠ—১। গুরুতম ; পূজ্যতম ; অতি গৌরবান্বিত ; অতি মহান্ ; সর্বাপেক্ষা বড় ; অর্থবান্। গুরু + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ। ২। জনৈক নৃপতি। বি ; পু।

গরীব—'গরিব' দ্রঃ।

গরীবানা—'গরিবানা' দ্রঃ।

গরীয়স্—'গরীয়ান্' দ্রঃ। [বিণ ; স্ত্রী।

গরীয়সী—'গরীয়ান্' দ্রঃ। গরীয়স্ + ঈপ্।

গরীয়ান্ (গরীয়স্) - গুরুতর ; বৃহত্তর ; পূজ্যতর ; অতি গৌরবান্বিত ; অতি মহান্ ; অর্থবান্। গুরু শব্দ + ঈয়সু উৎকর্ষার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গরীয়সী**।

গরু—১। গোজাতি, বৃষ বা গবী, বলদ বা গাই। ২। মূর্খ (বিদ্রূপে)। বাংপ্র। বি।

গরুঅ—গুরু, ভারী। প্রা কপ্র। বিণ।

গরুখোর—গো-খাদক। বাংপ্র। বিণ।

গরুজে—গরজী, অত্যন্ত স্বার্থপর। আ-মূ। বিণ।

গরুড়—পক্ষিরাজ, বিষ্ণুর বাহন ; ঈগলপক্ষী। গরুৎ (পক্ষ)—ডী + ড কর্তৃ। বি ; পু। এতৎসম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ ;— ইনি মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী বিনতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম বৈনতেয়। ইনি ক্ষুধিত হইয়া পিতৃনির্দেশে যুদ্ধনিরত গজ-কচ্ছপদ্বয়কে ভক্ষণ করেন। বিমাতার দাসীত্ব হইতে স্বীয় জননীকে মুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ইনি বিমাতা কদ্রুর আদেশে সুধা আনিতে স্বর্গে গমন করেন। তথায় অমৃত প্রাপ্ত হইয়া তাহা পান না করিয়া পক্ষিবর তাহা লইয়া আসিতেছেন দেখিয়া বিষ্ণু ইঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি ইঁহাকে বর দিতে প্রস্তুত হইলে, পক্ষিরাজ তদপেক্ষা উচ্চাসন প্রাপ্তির এবং অমৃত পান না করিয়াও অজর অমর হইবার বর গ্রহণ করেন। অতঃপর ইনি বিষ্ণুকে বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি ইঁহাকে বাহনরূপে পাইতে চাহিলেন। তদবধি গরুড় বিষ্ণুর বাহন হইলেন, এবং গরুড়ের আসন বিষ্ণুর রথধ্বজের উপর স্থিত হইল।

অতঃপর ইন্দ্র সুধাগ্রহণার্থ ইঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরাস্ত হইয়া ইঁহার সহিত সখ্যস্থাপন করিলেন। ইন্দ্রের বরে সর্পগণ গরুড়ের ভক্ষ্য হইল। অনন্তর ইনি অমৃত আনয়নপূর্বক বিমাতাকে প্রদান করিয়া মাতার দাসীত্ব মোচন করিলেন। গরুড়ের যোগে ইন্দ্র সুধা হরণ করিলে, তাহা আর সর্পগণের বা সর্পমাতা কদ্রুর ভোগে আসিল না।

একদা গরুড় সুমুখ-নামক নাগের পিতাকে ভক্ষণ করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া প্রস্থান করেন। ইতোমধ্যে সুমুখের সহিত ইন্দ্র-সারথি মাতলির কন্যার বিবাহ হওয়ায় ইন্দ্র তাহাকে দীর্ঘায়ু হইবার বর প্রদান করেন। তাহা শুনিয়া গরুড় স্বর্গে গমনপূর্বক বিষ্ণুর সমক্ষে স্বীয় বলের স্পর্ধা করিতে লাগিলেন। তখন বিষ্ণু পক্ষিবরের স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলে ইনি তাঁহার ভরে মৃতপ্রায় হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করেন। অতঃপর সুমুখের সহিত গরুড় মিত্রতা স্থাপন করেন।

গরুড়ধ্বজ—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। গরুড় ধ্বজ যাঁহার, বহু। বি ; পু।

গরুড়পুরাণ—অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত পুরাণ বিঃ [ইহা গরুড়ের বিরচিত বলিয়া খ্যাত ; ইহাতে চিকিৎসাদি শাস্ত্রসমুদায় বিবৃত হইয়াছে]। গরুড়কৃত পুরাণ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

গরুড়বাহন—বিষ্ণু। গরুড় বাহন যাঁহার, বহু। বি ; পু।

গরুড়াগ্রজ—সূর্য-সারথি অরুণ। গরুড়ের অগ্রজ, ৬তৎ। বি ; পু।

গরুড়াঙ্কিত—মরকতমণি। গরুড়ের অঙ্কিত (অঙ্ক বা চিহ্ন) যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

গরুৎ—পক্ষ, পাখা। গৃ (আর্দ্র করা) বা গৃ (শব্দ করা) + উৎ কর্তৃ। বি ; পু।

গরুত্মতী—১। পক্ষবিশিষ্টা। 'গরুত্মান্' দ্রঃ। গরুত্মৎ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পক্ষিণী ; পালওয়ালা নৌকা। বি ; স্ত্রী।

গরুত্মান্ (গরুত্মৎ)—১। পক্ষবিশিষ্ট। গরুৎ শব্দ (পক্ষ) + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী- **গরুত্মতী**। ২। গরুড় ; পক্ষী। বি ; পু।

গর্কী, ম্যাক্সিম (Gorkey, Maxim) —(১৮৬৮—১৯৩৬ খ্রীঃ)। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক। আসল নাম Alexie Maximvitch Peshkov. ইঁহার রচনা 'Mother', 'My Childhood', 'By-stander' ইত্যাদি। ইনি রুশীয় জনসাধারণের নিকট অতি প্রিয় ছিলেন। তাহারা ইঁহাকে 'আমাদের গর্কী' (Our Gorkey) বলিয়া প্রীতি প্রদর্শন করিত।

গর্গ—জনৈক মুনি। ইনি একজন খ্যাতনামা জ্যোতির্বিদ্। ইনি যাদবগণের কুলগুরু-রূপে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রের নাম গার্গ্য এবং কন্যার নাম গার্গী। বি ; পু।

গর্গর—ঘট, কলস। গর্গ (অনুকরণ শব্দ) + র অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

গর্গরী—কলসী, গাগরী। গর্গ (অনুকরণ শব্দ)—রা + ড কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গর্গস্রোত—তীর্থ বিঃ, জ্যোতির্বিদ্ গর্গমুনির নামানুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছে। বি ; ক্লী।

গর্জ—গর্জন (সকল অর্থে)। গর্জ্ (গর্জন করা) + অল্ ভাব। বি ; পু।

গর্জক—গর্জনকারী। গর্জ্ (শব্দ করা)+ ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গর্জিকা**।

গর্জন—মেঘ সিংহাদির উচ্চ শব্দ বিঃ; নাদ; তর্জন; ভর্ৎসন। গর্জ্ (গর্জন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গর্জন-তৈল—বার্নিসের নিমিত্ত ঘামতেল; বৃক্ষবিশেষের তরল নির্ধাস; বাতবেদনাদিনাশক প্রসিদ্ধ কবিরাজী তৈল। বাংপ্র। বি।

গর্জমান—গর্জনশীল, গর্জন করিতেছে এরূপ। (এই পদটি ব্যাকরণ অনুসারে অশুদ্ধ, কারণ গর্জ্ ধাতু পরস্মৈপদী, উহার উত্তর শানচ্ হইতে পারে না, শতৃ হইবে। তবে তাচ্ছিলা অর্থে শতৃ স্থানে শানচ্ করিলে হইতে পারে)। গর্জ্+শতৃ (শতৃ স্থানে শানচ্) কর্তৃ। বিণ।

গর্জর—গাজর, কন্দ বিঃ, carrot. বি; ক্লী।

গর্জানো—গর্জন করা। বাংপ্র। ক্রি।

গর্জিত—১। নাদিত, শব্দিত। গর্জ্ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উন্মত্ত হস্তী। গর্জ্+ক্ত কর্তৃ। বি; পু। ৩। গর্জন। গর্জ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

গর্ত—ছিদ্র, রন্ধ্র, ফুটা; চারি ক্রোশের ন্যূন বিস্তৃত গহ্বর; গহ্বরমাত্র; স্ত্রীনিতম্বের কুকুন্দর; ত্রিগর্তদেশ (আধুনিক কাঙ্গড়া); রোগ বিঃ। গৃ (ভক্ষণ করা) +তন্ কর্তৃ। বি; পু।

গর্তিকা—তাঁতঘর, তাঁতগাড়ি। গর্ত+ইক অস্ত্যর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

গর্দভ—রাসভ, গাধা; গন্ধ; মূর্খ। গদ্ (শব্দ করা)+অভচ্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**গর্দভী**। , [বিণ।

গর্দা—ধূলি, ময়লা, ক্লেদ। ফা। বি বা

গর্দান—ঘাড়, গলা; শির, মস্তক। <ফা 'গর্দন'। বি। **গর্দান লওয়া**—মাথা কাটা। [বি৷

গর্দানি—ঘাড়ধাক্কা, গলাধাক্কা। ফা-মু।

গর্ধ—লিপ্সা, লোভ, স্পৃহা। গৃধ্ (লোভ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

গর্ধন—লুব্ধ, লোভী। গৃধ্ (লোভ করা)+ অন কর্তৃ। বিণ।

গর্ব—দর্প, অহংকার, দেমাক; আত্মশ্লাঘা; ঐশ্বর্য, রূপ, যৌবন, কুল, বিদ্যা ও বল হেতু অন্যের প্রতি অবজ্ঞাভাব। গর্ব্+অল্ ভাব। বি; পু। [বিণ।

গর্বর—গর্বকারী, গর্বিত। গর্ব+র অস্ত্যর্থে।

গর্বিত—অহংকৃত, দেমাকী। গর্ব+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

গর্বী (গর্বিন্)—গর্বযুক্ত, অহংকৃত, দর্পিত, দেমাকী; অহংকারী। গর্ব+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**গর্বিণী**।

গর্বোজ্জ্বল—অহংকারে দীপ্যমান; অভিমানপ্রকাশক। গর্বদ্বারা উজ্জ্বল, ৩তৎ। বিণ।

গর্বোদ্ধত—অত্যন্ত গর্বিত, অহংকারে উন্মত্ত। গর্বদ্বারা উদ্ধত, ৩তৎ। বিণ।

গর্ভ, গর্ত্ত—১। গর্ভাশয়গত শুক্রশোণিতময় পিণ্ড, ভ্রূণ ('— পাত'); শিশু; অগ্নি। গৃ (সেচন করা)+ভ কর্ম। ২। কুক্ষি, গর্ভাশয়, উদরের যে অংশে শুক্র-শোণিত সমবেত হইয়া সন্তানরূপে পরিণত হয়; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থা ('— হওয়া'); নিম্নোদর, তলপেট; অভ্যন্তর, ভিতর, মধ্য; নদীগর্ভ, ভাদ্রকৃষ্ণ চতুর্দশীতে নদীর জল যে পর্যন্ত উঠে; পনস-কণ্টকাবরণ; (নাট্যে) সন্ধি বিঃ। গৃ+ভ অধি। বি; পু।

গর্ভক—১। কেশমধ্যপরিবৃত মাল্য, খোঁপার মালা; কেশভূষণ ফল। গর্ভ—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। রাত্রিদ্বয়মধ্যস্থ দিন; দুই রাত্রি এক দিন। বি; ক্লী।

গর্ভকেশর—কেশরসমূহের মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা স্থূল, উহার শিরোদেশে আঠার ন্যায় একপ্রকার দ্রব পদার্থ থাকে এবং নীচে বীজকোষ থাকে, pistil. গর্ভজনক কেশর, মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

গর্ভকোষ—গর্ভাশয়, জরায়ু; পুষ্পের বীজকোষ। ৬তৎ বা রূপক। বি; পু।

গর্ভগৃহ—১। অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর। গর্ভ সদৃশ যে গৃহ, উপমান। ২। সূতিকাগার, আঁতুড়ঘর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গর্ভঘাতিনী—গর্ভনাশিকা। উপতৎ; গর্ভ—হন্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গর্ভচ্যুত—গর্ভ হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ। [ড কর্তৃ। বিণ।

গর্ভজ—গর্ভে উৎপন্ন। গর্ভ—জন্ (জন্মা)+

গর্ভগণ্ড—নাভির গোঁড়। গর্ভস্থিত যে গণ্ড, মধ্যপ। বি; পু।

গর্ভতন্তু—গর্ভকেশরের উপরিস্থ সূত্রবৎ অংশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গর্ভদাস—আজন্ম দাস, ক্রীতদাসীর বা চিরদাসীর পুত্র। বি; পু।

গর্ভদোহদ—গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের রুচিকর বস্তু, গর্ভিণীর অভিলষিত দ্রব্য, সাধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গর্ভধারণ—গর্ভে সন্তান গ্রহণ, অন্তঃসত্ত্বা হওয়া। গর্ভের (ভ্রূণের) ধারণ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

গর্ভধারিণী—যিনি গর্ভে ধারণ করেন, জননী। গর্ভ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।

গর্ভনাড়ী—সদ্যঃপ্রসূত শিশুর নাভিসংলগ্ন নাড়ী, নাভিরজ্জু। বি; স্ত্রী।

গর্ভপঞ্জ—গর্ভকেশরের অংশ বিঃ, carpal. ৬তৎ। বি; ক্লী।

গর্ভপরিস্রব—সন্তান-প্রসবের পর তাহার সহিত যে চর্ম-পটোলিকা নির্গত হয়, 'ফুল'। ৬তৎ। বি; পু।

গর্ভপাত—গর্ভস্রাব, কোনও কারণে অকালে ভ্রূণের পতন, অকালে সন্তান নষ্ট হইয়া পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

গর্ভপাতন—গর্ভপাত, গর্ভস্রাব করানো, লজ্জা নিন্দাদি ভয়ে উদরস্থ শিশুকে অসময়ে ফেলানো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গর্ভবতী—গর্ভিণী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ+ বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [রমণী গর্ভবতী হইলে, তাহার স্তনদ্বয়ের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হয়, দেহের লোমসকল খাড়া হয়, চোখের পাতা বুজিয়া যাইতে থাকে, সুগন্ধ-গ্রহণেও উদ্বেগ জন্মে, সর্বদা মুখ দিয়া জল পড়ে, সুখাদ্য ভোজনেও বমন হয়, এবং শরীর অবসন্ন হইয়া থাকে। গর্ভে পুত্র জন্মিলে গর্ভিণীর দক্ষিণ চক্ষুঃ বৃহত্তর হয়, দক্ষিণ স্তনে অগ্রে দুগ্ধ সঞ্চারিত হয়, দক্ষিণ উরু স্থূল ও মুখ এবং বর্ণ উজ্জ্বল হয়, স্বপ্নে পুংলিঙ্গবাচক দ্রব্যাদিতে অভিলাষ জন্মে। আর গর্ভে কন্যা জন্মিলে বাম চক্ষুঃ বৃহত্তর হয়, বাম স্তনে অগ্রে দুগ্ধ জন্মে, বাম উরু স্থূল ও মুখ এবং বর্ণ মলিন হয়। গর্ভবতী রমণীর আর্তববহ স্রোতের পথ রুদ্ধ হওয়ায় উহা আর অধোদিকে ক্ষরিত না হইয়া ঊর্ধ্বগামী হয়। ইহাতে গর্ভিণীর শরীর পুষ্ট ও জরায়ু উৎপন্ন হয়। অবশিষ্টাংশ স্তনদ্বয়ে গমন করে বলিয়া স্তনযুগ স্থূলতর হইয়া থাকে।

গর্ভবতী নারী যথাসময়ে দোহদ (সাধ) প্রাপ্ত হইলে বীর্যশালী, গুণবান্ ও দীর্ঘায়ুঃসম্পন্ন সন্তান প্রসব করিতে পারে; অন্যথা গর্ভপীড়া জন্মিতে পারে। গর্ভবতী রমণীর যে যে ইন্দ্রিয়ের অভিলাষ পূর্ণ না হয়, সন্তানের সেই সেই পীড়া জন্মে। এজন্য গর্ভিণীকে অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করা কর্তব্য]।

গর্ভবাস—১। গর্ভরূপ বাসস্থান। রূপক। ২। মাতৃগর্ভে অবস্থান। ৭তৎ। বি; পু।

গর্ভব্যূহ—গর্ভবৎ গূঢ় সেনাসন্নিবেশন বিঃ। গর্ভাকার যে ব্যূহ, মধ্যপ। বি; পু।

গর্ভ-যন্ত্রণা, -যাতনা—গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর ক্লেশভোগ; প্রসব-ব্যথা; দারুণ বেদনা বা ভাবনা; গর্ভস্থ শিশুর দারুণ কষ্ট। ৫তৎ। বি; স্ত্রী।

গর্ভলক্ষণ—গর্ভসূচক চিহ্ন, যথা—উদরের স্ফীতি, মুখের পাণ্ডুরতা, চুচুকের শ্যামিকা, অরুচি, ইত্যাদি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গর্ভশয্যা—গর্ভাশয়, জরায়ু। গর্ভই যে শয্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গর্ভসংক্রমণ—দেহান্তরপ্রাপ্তির নিমিত্ত জীবের গর্ভে প্রবেশ। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

গর্ভসঞ্চার—জঠর মধ্যে ভ্রূণের জন্ম। ৬তৎ। বি; পু।

গর্ভসময়—ঋতুস্নানের পর গর্ভাধানযোগ্য কাল; গর্ভধারণের সময় (প্রায় দশ মাস)। ৬তৎ। বি; পু।

গর্ভস্থ—গর্ভের মধ্যস্থিত, গর্ভবাসী। গর্ভ—স্থা +ড কর্তৃ। বিণ।

গর্ভস্রাব—গর্ভপাত, গর্ভস্থ ভ্রূণের অকালে পতন, গর্ভ নষ্ট হইয়া পড়িয়া যাওয়া, abortion. ৬তৎ। বি; পু।

গর্ভস্রাবাশৌচ—গর্ভস্রাব জন্য দেহাশুদ্ধি। গর্ভস্রাবনিমিত্তক অশৌচ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [অষ্টম মাস পর্যন্ত গর্ভস্রাবের কাল। ছয় মাসের মধ্যে গর্ভস্রাব হইলে যত মাসে গর্ভস্রাব হইবে, গর্ভিণীর ততদিন অশৌচ হইবে, কিন্তু দৈব কার্যে দ্বিতীয় মাসাবধি ঐ অশৌচ ব্রাহ্মণীর পক্ষে ১ দিন, ক্ষত্রিয়ার ২ দিন, বৈশ্যার ৩ দিন, এবং শূদ্রার ৬ দিন করিয়া বৃদ্ধি হয়। সপ্তম ও অষ্টম মাসে গর্ভস্রাব হইলে প্রসূতির স্বজাত্যুক্ত অশৌচ এবং নির্গুণ সপিণ্ডের একদিন অশৌচ হয়। ঐ বালক জীবিত অবস্থায় প্রসূত হইয়া মরিলেও এইরূপ অশৌচ হইবে। দ্বিতীয় দিনাদিতে মরিলে সপিণ্ডের অশৌচ থাকিবে না, কেবল মাতা-পিতার অশৌচ থাকিবে।]

গর্ভাগার—বাসগৃহ; অন্তর্গৃহ, ভিতরের ঘর; সূতিকাগৃহ; গর্ভগৃহ। গর্ভ সদৃশ যে আগার, মধ্যপ বা উপমান। বি; স্ত্রী।

গর্ভাঙ্ক—নাটকের অঙ্কের অন্তর্গত ক্ষুদ্র অঙ্ক। গর্ভস্থিত যে অঙ্ক, মধ্যপ। বি; পু।

গর্ভাধান—নিষেকক্রিয়া, গর্ভ উৎপাদন, সংস্কার বিঃ, স্ত্রীলোকের দ্বিতীয় বিবাহরূপ সংস্কার [পত্নীর প্রথম রজোদর্শনের ষোড়শ দিন মধ্যে ভর্তা নিয়মিত দিনে সায়ংসময়ে শুচিভাবে সূর্যার্ঘ প্রদান করিয়া যথাবিধানে বহ্নিস্থাপনপূর্বক গর্ভাধানার্থ ভার্যাকে গ্রহণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রের বিধান]। গর্ভের আধান, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [এ সম্বন্ধে বিশেষ নিয়ম এই যে, ঋতুর প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে স্ত্রীতে উপগত হইলে পুরুষের আয়ুঃক্ষয় হয়, এবং উহাতে গর্ভ উৎপন্ন হইলে তাহা অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। তৃতীয় দিনে গর্ভাধান হইলে সন্তান অল্পায়ু ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে। অতএব ঋতুর চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম ও দ্বাদশ রাত্রিতেই গর্ভাধান বিধেয়। ঋতুর চতুর্থ দিবস হইতে দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত উত্তরোত্তর যত পরে গর্ভাধান হইবে, সন্তান ততই দীর্ঘায়ুঃ, নীরোগ ও বীর্যশালী হইবে]।

গর্ভাশয়—গর্ভকোষ, জরায়ু। গর্ভের আশয়, ৬তৎ। বি; পু। [যোনির আকার শঙ্খনাভির ন্যায় তিনটি আবর্তযুক্ত। ইহার তৃতীয় আবর্তে গর্ভাশয় অবস্থিতি করে। ইহার মুখ, বর্ণ, স্থিতি, আকৃতি প্রভৃতি সকলই রোহিত মৎস্যের ন্যায়।]

গর্ভাষ্টম—গর্ভসঞ্চারাবধি অষ্টম (মাস বা বৎসর)। গর্ভ হইতে অষ্টম, ৫তৎ। বিণ।

গর্ভিণী—গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। গর্ভ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গর্ভিত—গর্ভযুক্ত, অন্তর্গত। গর্ভ+ইত জাতার্থে। বিণ।

গর্ভিত-বাক্য—মিশ্র বাক্য; যে বাক্যের অধীনে একাধিক মিশ্র বাক্য থাকে। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গর্ভোপঘাত—জাতগর্ভের নাশ, পেট ফেলা; মেঘের জলোৎপাদনশক্তির নাশ। গর্ভের উপঘাত, ৬তৎ। বি; পু।

গর্ভোপঘাতিনী—গর্ভবিনাশকারিণী। গর্ভ—উপ—হন্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গর্হণ—নিন্দা; তিরস্কার। গর্হ্ (নিন্দা করা) +অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

গর্হণা, গর্হা—কুৎসা, নিন্দা; তিরস্কার, ভর্ৎসনা। গর্হ্ (নিন্দা করা)+অন, অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গর্হিত—নিন্দিত, দূষণীয়; জঘন্য, কুৎসিত; নিষিদ্ধ, অনুচিত। গর্হ্ (নিন্দা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গর্হ্য—দূষণীয়; নিন্দনীয়। গর্হ (নিন্দা করা) +ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

গল—ধুনা; কণ্ঠ, গলা; গালা; একপ্রকার বাদ্য; স্বর। গল্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

গলকম্বল—সাম্না, গরুর গলদেশে লম্বিত কম্বলাকার মাংস, dew-lap. ৬তৎ। বি; পু।

গলগণ্ড—১। রোগ বিঃ, গলদেশে মাংসপিণ্ড, goitre. ৬তৎ। ২। হাড়গিলা পাখি। গলে গণ্ড যাহার, বহু। বি; পু।

গলগল—গ্রসন-বাক্যকথনাদি কার্যে দ্রুততাবোধক শব্দ। বাংপ্র। অ।

গলগ্রহ—কণ্ঠগ্রহ, গলার ভার; অকারণে ও অনিচ্ছার সহিত যাহার ভরণপোষণের ভার লইতে হয়, যে নির্গুণ অক্ষম ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া অন্নের অন্ন ধ্বংস করে; যে কর্মের আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু সমাপ্তি হয় নাই, অসমাপ্ত কর্ম; তিথি বিঃ। গলকে গ্রহণ করে যে, গল শব্দ—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

গলৎ—'গলন্' দ্রঃ। [ক্রি।

গলত, গলতহি—গলিত হয়। প্রা কপ্র।

গলতি—১। দোষ, ত্রুটি। <আ 'গলৎ'। ২। কমতি; গরমিল। বাংপ্র। বি।

গলৎকুষ্ঠ—ক্ষতযুক্ত কুষ্ঠ, যে কুষ্ঠ হইতে রক্ত-রসাদির স্রাব হইতেছে। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গলদ—দোষ, অশুদ্ধতা, ত্রুটি, ন্যূনতা, ঘাটতি, কমতি; ভ্রম, ভুল। <আ 'গলৎ'। বি।

গলদশ্রু—১। যাহা হইতে অশ্রুপাত হইতেছে এরূপ। গলৎ অশ্রু যাহা হইতে, বহু। ২। যাহার অশ্রুপাত হইতেছে এরূপ ('—ব্যক্তি')। গলৎ অশ্রু যাহার, বহু। বিণ।

গলদশ্রুলোচন—১। যে চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে। গলদশ্রু যে লোচন, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে, সাশ্রুনেত্র। গলদশ্রু হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। বিণ।

গলদশ্রুলোচনে—চক্ষু হইতে জল গড়াইতেছে এরূপ অবস্থায়, চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতে। গলদশ্রু হইয়াছে লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গলদা—একপ্রকার মোটা বড় চিংড়ি। বাংপ্র। বি।

গলদেশ—কণ্ঠ ও তৎসন্নিহিত স্থল, গলা। গলই যে দেশ, কর্মধা, বা গলের দেশ, ৬তৎ। বি; পু।

গলন্ (গলৎ)—যাহা গলিতেছে বা ঝরিতেছে, দ্রব হইতেছে এরূপ; যাহা ক্ষরিত হইতেছে; যাহা হইতে স্রাব হইতেছে। গল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—গলন্তী।

গলন—ক্ষরণ; দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া, গলিয়া পড়া, স্রাব। গল্ (ক্ষরিত হওয়া) +অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

গলনাঙ্ক—যাহাতে কোন বস্তু গলিয়া যায় সেই তাপমান, melting point. ৬তৎ। বি; পু।

গলনালী—কণ্ঠনালী, gullet. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গলন্তিকা—ঝারা; ঝারী; গাড়ু; কুঁজো। গলন্তী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

গলয়ে—গলিয়া পড়িতেছে, ঝরিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গলরজ্জু—গলার দড়ি। ৬তৎ। বি; পু।

গলরন্ধ্র—কণ্ঠের ছিদ্র। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গললগ্নীকৃত—যাহা গলায় লাগানো

হইয়াছে, গলে দেওয়া হইয়াছে এরূপ। গলে লগ্নীকৃত, ৭তৎ। বিণ।

গললগ্নীকৃতবাস—১। গলায় লাগানো বা দেওয়া কাপড়। গললগ্নীকৃত যে বাস, কর্মধা। বি; পু। ২। (প্রার্থনা বিনয় ইত্যাদি প্রকাশার্থ) গলদেশে বস্ত্র সংলগ্ন করিয়াছে এরূপ, আপনার গলায় কাপড় দিয়াছে এরূপ। গললগ্নীকৃত হইয়াছে বাস যাহার, বহু। বিণ।

গললগ্নীকৃতবাসে—গলায় কাপড় লাগাইয়া বা দিয়া। গললগ্নীকৃত হইয়াছে বাস যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

গলশুণ্ডিকা—আলজিভ। গলের শুণ্ডিকা (শুণ্ডবৎ পদার্থ), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গলস্তনী- অজা, ছাগী। গলে স্তন যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

গলহস্ত অর্ধচন্দ্র, গলাধাক্কা; তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ বিস্তার। গলে হস্ত, ৭তৎ। বি; পু।

গলা—১। গল, কণ্ঠ; গ্রীবা ঘাড়, গর্দান; কণ্ঠধ্বনি, স্বর। <গল। বি। ২। ক্ষরিত হওয়া, ক্ষরা, দ্রব হওয়া, ঝরা, ঝরিয়া পড়া; ফাঁক দিয়া চলিয়া যাওয়া; ফসকি য়া যাওয়া; ফাটিয়া যাওয়া ('ফোড়া —') ঢোকা ('জামায় মাথা —'); মুগ্ধ হওয়া (খোশামোদে —'); পচিয়া যাওয়া পচিয়া যাওয়ার মত নরম হওয়া; অতিসিদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। **গলা কাটা**—গুরুতররূপে ঠকানো। **গলা ছাড়া**—কণ্ঠস্বর উচ্চ করা। **গলা ধরা**—কণ্ঠস্বর বিকৃত হওয়া; ওল, কচু ইত্যাদি খাওয়ার জন্য গলা চুলকানো। **গলায় করা**—দায়িত্ব লওয়া। **গলায় গলায়**- আকণ্ঠ; অত্যধিক; অতি ঘনিষ্ঠ। **গলায় দড়ি**—ধিক্কারসূচক উক্তি; উদ্বন্ধন।

গলাকাটা—১। মুণ্ডচ্ছেদ করা; ডাকাতি করা; ঠকানো। ক্রি। ২। স্কন্ধকাটা, কবন্ধ; যে গলা কাটে, ডাকাত, প্রবঞ্চক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গলা-গলা- গলা পর্যন্ত, আকণ্ঠ; গলা পর্যন্ত ভরা, পরিপূর্ণপ্রায়; প্রায় গলিয়া গিয়াছে এরূপ, খুব নরম, এমন নরম যে টিপিতে না টিপিতে গলিয়া যায়। বাংপ্র। বিণ।

গলাগলি—পরস্পরে কণ্ঠধারণপূর্বক; পরস্পরের স্কন্ধে হস্তার্পণপূর্বক; ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা বা বন্ধুত্ব; অতিশয় প্রণয়াবদ্ধ বা সদ্ভাবাপন্ন। বাংপ্র। বিণ।

গলা-চাপা—কণ্ঠস্বর নিম্ন করা, টুঁটি টেপা, throttle. বাংপ্র। বিণ।

গলাধঃকরণ—পান; ভোজন; গলের অধঃস্থ করা। গলের অধঃকরণ, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গলাধরা, -বসা, -ভাঙা—কণ্ঠস্বর বদ্ধ বা বিকৃত হওয়া। বাংপ্র। বি।

গলাধাক্কা—গলহস্ত, অর্ধচন্দ্র, ঘাড়ধাক্কা, অপমান করিয়া বিদায়। বাংপ্র। বি।

গলানী—গরুর গলবন্ধনী। বাংপ্র। বি।

গলানো- গলিত বা ক্ষরিত করা, ঝরানো; দ্রব করা বা করানো; ফাঁক দিয়া চালানো; যেন টিপিলে গলিয়া যায় এমন নরম করা; ফাটানো ('ফোড়া —'); পচানো। বাংপ্র। ক্রি।

গলাবন্ধ—কণ্ঠবন্ধতা; গ্রীবাবন্ধনী; স্বরবন্ধ া। বাংপ্র। বি।

গলাবাজি—চিৎকার; অধিক বক্তৃতা। বাংপ্র। বি।

গলাসি—গলরজ্জু, তদাকার দড়ির শক্ত ফাঁস। বাংপ্র। বি।

গলি—সংকীর্ণ পথ, সরু রাস্তা; অবকাশ, ছিদ্র, ত্রুটি। বাংপ্র। বি।

গলিগালি, গলিঘুঁজি—গলি এবং তাহার বাঁক বা পার্শ্ববর্তী সংকীর্ণ স্থান; অন্ধিসন্ধি; ফাঁক, ছিদ্র, দোষ, ত্রুটি। বাংপ্র। বি।

গলিজ—অপরিষ্কার, নোংরা, মল বা মলিন, অপরিচ্ছন্ন; পচা। আ। বি বা বিণ।

গলিত—ক্ষরিত; স্রুত; দ্রবীভূত; গলিয়া গিয়াছে এরূপ; স্খলিত; পতিত; জীর্ণ; শিথিল। গল্ (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

গলিতকুষ্ঠ- গলৎকুষ্ঠ। কর্মধা। বি; ক্লী।

গলুই- নৌকার অগ্রভাগ বা পশ্চাৎভাগ, নৌকার সম্মুখ বা পিছনের সরু অংশ, অঙ্গুলিমধ্য, দুই আঙুলের মধ্যবর্তী স্থল। বাংপ্র। বি।

গলেগণ্ড—১। গলগণ্ডযুক্ত। গলে গণ্ড যাহার, বহু। বিণ। ২। হাড়গিলা পাখি। বি; পু।

গলোদ্ভব—ঘোটকের গলদেশে উৎপন্ন রোমাবর্ত বিঃ। গল হইতে উদ্ভব যাহার, অথবা গল হইয়াছে উদ্ভব (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি; পু।

গল্প—উপকথা, উপন্যাস; কাহিনী; কথোপকথন, কথাবার্তা। বাংপ্র। বি।

গল্পগুজব, গল্পসল্প—বাজে কথাবার্তা। বাংপ্র। বি।

গল্পে—গল্পভক্ত, গল্পপ্রিয়; মিথ্যা গল্প রচনাকারী। বাংপ্র। বিণ।

গল্ভ—ধৃষ্ট, উদ্ধত; নির্লজ্জ। গল্ভ+অন্ কর্তৃ। বিণ। বি—**গল্ভতা**।

গল্ল—গণ্ড, কপোল, গাল। গল্ (ভক্ষণ করা) +ল কর্তৃ। বি; পু।

গল্লা-চিংড়ি—গলদা (তাহা দ্রঃ)।

গল্স্‌ওয়ার্দী, জন (Galsworthy, John)—(১৮৬৭—১৯৩৩ খ্রী)। খ্যাতনামা ইংরেজ লেখক। 'Foresite Saga', 'Justice', 'Strife' ইত্যাদি ইঁহার লিখিত পুস্তক। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

গস্‌গস্—ক্রোধের লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

গস্ত—পরিভ্রমণ; হাট-বাজারে ঘুরিয়া বেড়ানো; বিক্রয়ের জন্য মাল খরিদ। <ফা 'গশ্‌ৎ' বি।

গস্তানী—কুলটা, ভ্রষ্টা নারী, পুংশ্চলী। <ফা 'গশ্‌ত্'। বি; স্ত্রী

গাস্তিদার—সুবিধাদরে মালের সন্ধানে ভ্রমণকারী। ফা। বি। [বি।

গহ, গাহ—ঘর, বাড়ি। <গৃহ বা গেহ।

গহন—১। অরণ্য, বন; দুর্গম স্থান; দুর্বোধ বিষয়। গহ্ (নিবিড় হওয়া)+অন কর্তৃ। ২। যাতনা; দুঃখ; গহ্বর। গহ্ (বিলোড়ন করা)+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ৩। দুর্গম; দুষ্প্রবেশ; দুরূহ; গভীর; দুর্বোধ। গহ্+অনট্ কর্ম। বিণ। ৪। পরমেশ্বর (দুর্বোধ বলিয়া)। বি; পু।

গহনা—'গয়না' দ্রঃ। **গহনার নৌকা**—পণ্যবাহ নৌকা।

গহিন, গহীন—গহন, গভীর। < গভীর। বিণ।

গহীর- গভীর; গহন। <গভীর। বিণ।

গহু—গ্রহণ করুক, লউক; গ্রহণ করে, লয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

গহ্বর- ১। দেবখাত; গর্ত; গুহা; গহন; সংকীর্ণ গভীর স্থান। গাহ্ (বিলোড়ন করা)+বরচ্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। লতাগৃহ, নিকুঞ্জ। বি; পু।

গা—১। বস্তুর পৃষ্ঠ; গাত্র, অঙ্গ, দেহ; যত্ন; গরজ; ১০টা সুপারির সমষ্টি। বি। ২। গ্রাম্য-সম্বোধন। অ। ৩। গান করা, গাওয়া; [তুই] গান কর্। বাংপ্র। ক্রি। **গা করা**- মন দেওয়া। **গা খসা**—গর্ভস্রাব হওয়া, পেট খসা। **গা ঝাড়া দেওয়া**- উঠিবার উপক্রম করা। **গা পাতিয়া লওয়া**—বিনা প্রতিবাদে সহ্য করা। **গা লাগানো**—মন দেওয়া, উদ্যোগী হওয়া। **গায়ে ফুঁ দিয়া**—স্বচ্ছন্দে; বিনা দায়িত্বে। **গায়ে মাখা**- গ্রাহ্য করা। **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা।

গাঅন, গাওন, গাওনা—গান, গীত। প্রা কপ্র। বি।

গাই—১। গবী, ধেনু, গাভী; বি; স্ত্রী। ২। গান করি। বাংপ্র। ক্রি।

গাইয়ে—১। গায়ক, গাহক; গানপটু,

সুগায়ক। বাংপ্র। বিণ বা বি। ২। [আপনি] গান করুন। হি। ক্রি।

গাউন—মেমদের জামা; উকিল প্রভৃতির চোগা, gown. ইং। বি।

গাওই—গান করে বা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাওন, গাওনা—অনুযোগ; আবদার; আসরে গান। বি।

গাওয়া—১। গান করা; কীর্তন বা প্রচার করা। ক্রি। ২। গব্য। বাংপ্র। বিণ।

গাওয়ানো—অপরের দ্বারা গান করা। বাংপ্র। ক্রি।

গাওয়ে—গায়, গান করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাং, গাঙ, গাঙ্গ—ভাগীরথী; নদীমাত্র; জলস্রোত, পয়োনালী। <গঙ্গা। বি।

গাংচিল—সামুদ্রিক পাখি বিঃ sea-gull. বাংপ্র। বি। [বি।

গাংদাড়া—বকঠুঁটো বা বগো মাছ। বাংপ্র।

গাংশালিক—নদীর্তর রন্ধ্র গর্তে বাসকারী শালিকজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বাংপ্র। বি।

গাঁ—১। পল্লী, নিতান্ত ছোট শহর। <গ্রাম। বি। ২। গবাদি পশুর উচ্চ রব। বাংপ্র। অ।

গাঁই, গাঞী—রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের শ্রেণী-বিভাগ। < গ্রামী বা গ্রামীণ। বি।

গাঁইট, গাঁট, গাঁটি—গ্রন্থি; গিরা বা গেরো; শক্ত করিয়া বাঁধা বড় বস্তা। বাংপ্র। বি।

গাঁইয়া, গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রাম্য, পল্লীবাসী, গ্রামজাত; অভব্য, অভদ্র, অমার্জিত। <গ্রামীণ। বিণ।

গাঁ-গাঁ, গাঁকগাঁক—ষাঁড় প্রভৃতির ডাক; অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

গাঁজ—মাতিয়া বা পচিয়া উঠা বা উদ্ভূনিত ফেনা; খামি, yeast. বাংপ্র। বি।

গাঁজন—মাতন, fermentation. <গর্জন। বি।

গাঁজলা—ফেন বা ফেনা; যে গাদ উপরে ভাসিয়া উঠে। বাংপ্র। বি।

গাঁজা—১। ভাঙ্গ বা সিদ্ধি গাছের জটা, গঞ্জিকা, ইহার ধূমপানে নেশা হয়। বি। ২। মাতিয়া বা পচিয়া ফেনাইয়া উঠা। বাংপ্র। ক্রি।

গাঁজাখুরী—অসম্ভব, অলীক, বাজে। বাংপ্র। বিণ।

গাঁজাখোর—গঞ্জিকাসেবী, গাঁজিয়াল। বাংপ্র। বিণ।

গাঁজানো—মাতাইয়া বা পচাইয়া ফেনাইয়া তুলা। বাংপ্র। ক্রি।

গাঁজিয়াল, গেঁজেল—গঞ্জিকাসেবী, গাঁজাখোর। বাংপ্র। বিণ বা বি।

গাঁট—'গাঁইট' দ্রঃ।

গাঁটকাটা—যে অলক্ষ্যে কাপড়ের গিরা বা জামা কাটিয়া টাকাকড়ি চুরি করে। বাংপ্র। বি।

গাঁটছড়া—বিবাহে বরের উত্তরীয়ের সহিত কন্যার অঞ্চলের গ্রন্থিবন্ধন। বাংপ্র। বি।

গাঁটরি, গাঁঠরি—পোঁটলা বা পুঁটলি; বোঁচকা, যাত্রীর সঙ্গীয় মোট। বাংপ্র। বি।

গাঁটানো—গাঁট বাঁধা, গ্রথিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

গাঁটি—'গাঁইট' দ্রঃ।

গাঁট্টা—বদ্ধমুষ্টি; মুষ্ট্যাঘাত। বাংপ্র। বি।

গাঁত—গাত্র, অঙ্গ, দেহ; দাঁও, সুবিধা; চুরি; চোর। বাংপ্র। বি।

গাঁতি—বড় জোত; ছোট তালুক; রাস্তা প্রভৃতি খুঁড়িবার একপ্রকার সূক্ষ্মাগ্র কোদাল বা শাবল, pickaxe. বাংপ্র। বি।

গাঁতিদার—বড় জোতদার; সামান্য তালুক-দার। বাংপ্র। বি।

গাঁথন—গঠন, রচন; বিরচন। <গ্রন্থন। বি।

গাঁথনি—গ্রন্থনভঙ্গী, গাঁথিবার ভাব; গ্রন্থন; ইট পাথর ইত্যাদির তৈয়ারী কাজ; ইট পাথর বসাইবার পদ্ধতি। বাংপ্র। বি।

গাঁথল—গাঁথিল, গ্রথিত করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাঁথা—১। গ্রথিত, রচিত। বিণ। ২। গ্রন্থন। বি। ৩। গ্রন্থন করা, গ্রথিত করা; রচনা করা; দৃঢ়বদ্ধ করা ('মনে —')। বাংপ্র। ক্রি।

গাঁদা, গেঁদা—হরিদ্রাবর্ণ সুন্দর পুষ্পবিশেষ Marigold. বাংপ্র। বি।

গাঁদাল, গাঁধাল—গন্ধভাদুলিয়া লতা, দুর্গন্ধ ঔষধলতা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গাঁদি—ঝাঁক, দঙ্গল, দল; একরকম দুর্গন্ধ পোকা। বাংপ্র। বি।

গাঁধি—গাঁদি সকল অর্থে; গান্ধী। বাংপ্র। বি।

গাঁহক—ক্রেতা, খরিদদার। <গ্রাহক। বি। [<গর্গরী। বি।

গাগরা, গাগরি—কলসী, ঘড়া।

গাঙ—'গাং' দ্রঃ।

গাঙাড়ি, গাঙ্গাড়ি—গাঁ গাঁ শব্দ, গর্জন; উচ্চ চিৎকার। বাংপ্র। বি।

গাঙ্গ—'গাং' দ্রঃ।

গাঙ্গ, গাঙ্গেয়—১। ভীষ্ম; কার্তিকেয়। বি; পু। ২। স্বর্ণ; কেসুর। বি; ক্লী। ৩। গঙ্গাসম্বন্ধীয়; গঙ্গাজাত। গঙ্গা+ষ্ণ, ঢেয়। বিণ। স্ত্রী **গাঙ্গী, গাঙ্গেয়ী**।

গাঙ্গট, গাঙ্গটক, গাঙ্গটেয়—চিংড়ি মাছ। বি; পু।

গাঙ্গাড়ি—'গাঙাড়ি' দ্রঃ।

গাঙ্গায়নি—ভীষ্ম; কার্তিকেয়। গঙ্গা+ফায়ন অপত্যার্থে+স্বার্থে ই। বি; পু।

গাঙ্গিনী—গঙ্গার শাখানদী বিঃ। মুর্শিদাবাদের কিছু উত্তরে গঙ্গানদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উহার যে অংশ পূর্ব দিকে গিয়া ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা (কনাই) নদীর সহিত মিশিয়াছে, তাহারই অন্য নাম গাঙ্গিনী। [বি।

গাঙ্গুলি, গাঙ্গুলী—গঙ্গোপাধ্যায়। বাংপ্র।

গাঙ্গেয়—'গাঙ্গ' দ্রঃ।

গাছ—বৃক্ষ, তরু। <গচ্ছ। বি। **গাছে চড়ানো**—অযথা প্রশংসা করা; খুব আশা বা উৎসাহ দেওয়া।

গাছ-গাছড়া—বৃক্ষলতাদি; ভৈষজ্য উদ্ভিদ্। বাংপ্র। বি। [বি।

গাছ-গাছালি—গাছ-গাছড়া। বাংপ্র।

গাছপাকা—যাহা গাছেই পাকিয়াছে এমন ('— আম')। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

গাছপাগল—একেবারে উন্মাদ। বাংপ্র।

গাছা—গাছ, বৃক্ষ; টা, টি, খানা, খানি ইত্যাদি (সংখ্যাবোধক); প্রদীপাদির দণ্ডাধার, পিলসুজ। বাংপ্র। বি।

গাছানো—গাছ-লাগানো; ক্ষেত্রে ধান্যাদির চারা পাতলা হইলে ঘন করিয়া বসানো; গাছে উঠা, বৃক্ষে আরোহণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

গাজন—চৈত্র মাসের শেষে শিবের পার্বণ। বাংপ্র। বি।

গাজর—গাজমূল বিঃ, carrot. <গর্জর। বি। [ক্রি।

গাজা—গজরানো, গর্জন করা। প্রা কপ্র।

গাজী—মুসলমান যোদ্ধা বা বীর; মুসলমানী পদবী বিঃ। আ। বি। [বি।

গা-জুরি, গা জোরি—জবরদস্তি। বাংপ্র।

গাঞী—'গাঁই' দ্রঃ।

গাড়—গহ্বর, গর্ত; ডোবা। বাংপ্র। বি।

গাড়ওয়ান, গাড়োয়ান—গাড়ীবান্, শকটবান্, শকটচালক, সারথি। বাংপ্র। বি।

গাড়ওয়াল (বা গড়ওয়াল)—উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন বিভাগস্থ জেলা। এই জেলাটি হিন্দুর চক্ষে বড়ই পবিত্র। এইখানেই ভাগীরথী অলকনন্দার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নাম ধারণ করিয়াছে। এই সম্মিলন স্থানের নাম দেবপ্রয়াগ। এই জেলায় বদ্রিনাথ ও কেদারনাথ নামক দুইটি দুরারোহ পর্বত ও তীর্থস্থান আছে। সমুদ্রতল হইতে বদ্রিনাথের উচ্চতা ২২,৯০১ ফুট, কেদারনাথের উচ্চতা ২২,

৪৫৩ ফুট। আনুমানিক ৫০০ বৎসর পূর্বে অলকনন্দার উপত্যকা ভূমিতে ৫২টি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ পৃথগ্‌ভাবে রাজত্ব করিতেন। প্রত্যেকেরই একটি করিয়া গড় বা দুর্গ ছিল। সেইজন্য স্থানটির নাম গড়ওয়াল বা গাড়ওয়াল। অজয় পাল নামক জনৈক রাজা এই সকল সামন্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া স্থানটিতে নিজ প্রভুত্ব স্থাপিত করেন। ইনি এবং পরে ইঁহার বংশধরগণ গড়ওয়াল এবং তৎসন্নিকটস্থ টেহরী নামক স্থানে ১৮০৩ খ্রীঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। উক্ত অব্দে নেপাল হইতে গুর্খাগণ রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে বিতাড়িত করে। ১৮১৫ অব্দে ইংরাজ নেপালযুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গড়ওয়াল অধিকার করেন এবং টেহরী নামক স্থানটি বিতাড়িত রাজাকে অর্পণ করেন। গাড়ওয়াল জেলায় ব্রাহ্মণজাতির আধিক্য দৃষ্ট হয়।

গাড়ল—ভেড়া; (ব্যঙ্গার্থে) নির্বোধ; ভাড়ুয়া, স্ত্রীনির্জিত পুরুষ; যে পরের বুদ্ধিতে চলে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গাড়া—১। গর্ত, ডোবা। বাংপ্র। বি। ২। প্রোথিত করা, পোঁতা ('শিকড় —'); স্থাপন করা ('আডডা —'); মুড়িয়া বসা ('হাঁটু —'); নিংড়ানো ('গামছা —')। হি-মু। ক্রি। ৩। গাঢ়, ঘন। বাংপ্র। বিণ। [বি।

গাড়ি, গাড়ী—স্যন্দন, রথ, শকট। বাংপ্র।

গাড়িবারান্দা—যাহার নীচে গাড়ি দাঁড়ায় দোতলায় এমন বারান্দা। বাংপ্র। বি।

গাড়ু—ঝারী, নললাগান জলপাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

গাড়োয়ান—'গাড়ওয়ান' দ্রঃ।

গাঢ়—১। আক্রান্ত; সেবিত; নিমগ্ন। গাহ্‌+ক্ত কর্ম। ২। দৃঢ়; ঘন, পাতলা নয়; অতিশয়; নিবিড়, গভীর ('— প্রেম')। গাহ্‌ (বিলোড়ন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

গাঢ়তা, -ত্ব—দার্ঢ্য, কাঠিন্য, ঘনত্ব; আতিশয্য। গাঢ়+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

গাঢ়মুষ্টি—১। কৃপণ। গাঢ় (দৃঢ়) হইয়াছে মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। খড়্গ। বি; পু।

গা-ঢালা—শয়ন করা; যত্ন চেষ্টা ছাড়িয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গাঢ়ি—গাঢ়, গম্ভীর। প্রা কপ্র। বিণ।

গাণনিক—হিসাব রক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মচারী, accountant. গণনা+ইক জাতার্থে। বি; পু।

গাণপত্য—১। দলাধিপত্য। গণপতি (দলপতি)+ক্য ভাবার্থে। বি; ক্লী। ২। গণেশোপাসক। গণপতি (গণেশ)+ক্য ইদমর্থে। বিণ।

গাণিক্য—বেশ্যাসমূহ। গণিকা+ক্য সমূহার্থে। বি; ক্লী।

গাণিতিক—গণিতসম্বন্ধীয়; গণিত-শাস্ত্র-ঘটিত; গণিতবিদ্যাবিৎ। গণিত+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী–**গাণিতিকী**।

গাণ্ডি, -ণ্ডী-গ্রন্থি, গাঁট। গন্ড্‌+ইঞ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

গাণ্ডিব, গাণ্ডীব—অর্জুনের ধনুক [ব্রহ্মা এই ধনু নির্মাণ করিয়া চন্দ্রকে ও চন্দ্র বরুণকে প্রদান করেন; পরে খাণ্ডববন দাহনকালে অগ্নিদেবের প্রার্থনাক্রমে বরুণ উহা অর্জুনকে প্রদান করেন]; কার্মুক, ধনুক। গাণ্ডি (গ্রন্থি)+ব অস্ত্যর্থে। বি; পু বা ক্লী।

গাণ্ডীবধন্বা (-ধন্বন্‌)—গাণ্ডীবধনুর্ধারী, অর্জুন। গাণ্ডীব হইয়াছে ধনুঃ যাহার, বহু। বি; পু।

গাণ্ডীবী (গাণ্ডীবিন্‌)—অর্জুন; ধানুষ্ক। গাণ্ডীব শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

গাণ্ডেপিণ্ডে—আকণ্ঠ পুরিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গাত—গা, গাত্র। কপ্র। বি।

গাতব্য—১। গান করিবার যোগ্য। গৈ (গান করা)+তব্য কর্ম। ২। গন্তব্য। গা (গমন করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

গাতা (গাতৃ) গায়ক। গৈ (গান করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী–**গাত্রী**।

গাত্র—গা; দেহ বা বস্তুর উপরিভাগ; দেহ, শরীর; অঙ্গ; গজের অগ্রজঙ্ঘার আদি-ভাগ। গম+ষ্ট্রন্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

গাত্রদাহ—গাত্রজ্বালা, গা জ্বালা; অপ্রীতি-কর ব্যাপারের জন্য অস্বস্তি। ৬তৎ। বি; পু।

গাত্রমার্জনী–গামছা, তোয়ালে ইত্যাদি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গাত্ররুহ—রোম। গাত্র (দেহ)-রুহ্‌ (উদ্গত হওয়া)+অন্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

গাত্রশূল-শরীরবেদনা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গাত্র-সম্মিত—পূর্ণাঙ্গ, সর্বাবয়বসম্পন্ন। গাত্র সম্মিত (পূর্ণ) যাহার, বহু। বিণ।

গাত্রহরিদ্রা—বিবাহের পূর্বে গাত্রে হরিদ্রা-লেপনরূপ সংস্কার বিঃ, গায়ে হলুদ। বি; স্ত্রী। [বিবাহের অযুগ্ম (১, ৩, ৫ প্রভৃতি) দিন পূর্বে গাত্রহরিদ্রা সংস্কার সম্পন্ন হয়।]

গাত্রানুলেপনী-গায়ে মাখিবার বা অঙ্গরাগ করিবার দ্রব্য, সাবান প্রভৃতি; অঙ্গরাগ সাধনের তুলিকা। উপতৎ; গাত্র—অনু—লিপ্‌+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

গাত্রাবরণ—গাত্রাচ্ছাদন; বর্ম, সাঁজোয়া; চাদর প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গাত্রিকা—গাত্রমার্জনী, গামছা। গাত্র (দেহ)+ষ্ণিক+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

গাত্রী—গায়িকা। 'গাতা' দ্রঃ। গাতৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

গাত্রোত্থান—শয্যা হইতে শরীর উত্তোলন, বিছানা হইতে গা তোলা। গাত্রের উত্থান, ৬তৎ। বি; ক্লী।

গাথক—গায়ক। গৈ+থক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গাথিকা**।

গাথা—১। শ্লোক, পদ্য, কবিতা; গান, গীত; আর্যাচ্ছন্দঃ। গৈ+থন্‌ কর্ম+আপ্‌। ২। বর্ণন। গৈ+থন্‌ ভাব+আপ্‌। বি, স্ত্রী।

গাদ—১। গর্দা, ময়লা, শিঠা, কাইট, গাঁজলা, sendiment, scum. বাংপ্র। বি।

গাদন—খাদন বা ভোজন; প্রবেশিত করণ, আক্রান্ত করণ। বি। ('গোপাল-গাদন= গোপালের ভোজন—অতিভোজন')।

গাদা—১। রাশি, পুঞ্জ, স্তূপ, ঢেরি। বি। ২। ঠাসা, ভরা, বোঝাই করা। বাংপ্র। ক্রি।

গাদা-গাদা—প্রচুর, রাশিরাশি। বাংপ্র। বিণ।

গাদা-গাদি—ঠাসা-ঠাসি, চাপাচাপি। বাংপ্র। বি।

গাদা-বন্দুক—যে বন্দুকে বারুদ ঠাসিয়া ভরিতে হয়, muzzle-loader. বাংপ্র। বি।

গাদি—গাদা, রাশি, ঢেরি। বাংপ্র। বি।

গাদ্ধা- গাধা, গর্দভ। হি। বি।

গাধ—১। লোভ, লালসা। গাধ্‌+অল্‌ ভাব। ২। তলস্পর্শ; স্থান। গাধ্‌+অল্‌ কর্ম। বি; পু। ৩। তলস্পর্শযোগ্য; অনতিগভীর। বিণ।

গাধা—১। তলস্পর্শযোগ্যা, অনতিগভীরা। গাধ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। গর্দভ, রাসভ, donkey, ass; নির্বোধ, বোকা। বি। < গর্দভ। স্ত্রী–**গাধী**।

গাধা পিটে ঘোড়া করা—বোকা ছেলেকে মারিয়া বা বকিয়া চতুর ও বিদ্বান্‌ করা। **গাধার খাটুনি**—লাভের বা পারিশ্রমিকের তুলনায় অতিরিক্ত খাটুনি।

গাধাবোট—ধীরগামী মালবাহী নৌকা। বাংপ্র। বি।

গাধি—চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি, বিশ্বামিত্র ঋষির পিতা। গাধ্‌+ই কর্তৃ। বি; পু।

গাধিজ—বিশ্বামিত্র ঋষি। উপতৎ; গাধি (নৃপ বিঃ)—জন+ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

গাধিসুত—বিশ্বামিত্র ঋষি। ৬তৎ। বি; পু।

গাধেয়—বিশ্বামিত্র ঋষি। গাধি (নৃপ বিঃ) +ঞেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

গান—গীতি; ধ্বনি। গৈ (গান করা)+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গান্দিনী—১। গঙ্গা। গাং (স্বর্গকে)—দা (দান করা)+কিন্ কর্ত্তৃ+ঈপ্; যিনি স্বর্গ দান করেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। ২। অক্রূরের মাতা, কাশীরাজ-তনয়া। ইনি নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল মাতৃগর্ভে ছিলেন। ইঁহার শুভ-কামনা করিয়া কাশীরাজ প্রত্যহ একটি করিয়া গবী দান করিতেন বলিয়া ইঁহার নাম গান্দিনী রক্ষিত হয়; ইঁহার সহিত যদুবংশীয় শ্বফল্কের বিবাহ হইলে তদীয় ঔরসে ইঁহার গর্ভে কৃষ্ণভক্ত অক্রূরের জন্ম হয়। গাং (গবীকে)—দা (দান করা)+ কিন্ কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গান্দিনীসুত—অক্রূর; ভীষ্ম; কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। বি; পু।

গান্ধর্ব—১। গান। বি; ক্লী। ২। গন্ধর্ব সম্বন্ধীয়। গন্ধর্ব+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গান্ধর্বী**। ৩। অশ্ব; বিবাহ বিঃ, এই বিবাহে বরকন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া গোপনে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হয়; দীপ বিঃ। বি; পু।

গান্ধার—১। গন্ধক; সিন্দূর। গন্ধ শব্দ—ষ্ণ+ষণ্ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী। ২। স্বর বিঃ; রাগ বিঃ। বি; পু। ৩। দেশ বিঃ। ইহা অতি প্রাচীন জনপদ। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীর হইতে আফগানি-স্তানের অধিকাংশ পূর্বকালে গান্ধার বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল; এখনও 'কান্দাহার' নাম সেই প্রাচীন 'গান্ধার' নামের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

গান্ধারী—দুর্যোধনাদির জননী। গান্ধার+ ষ্ণ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ইনি গান্ধার দেশাধিপতি সুবল রাজার তনয়া। কুরু-বংশীয় অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পতি অন্ধ বলিয়া ইনি আজীবনকাল আপনার চক্ষুঃ বস্ত্রখণ্ড দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইঁহার গর্ভে দুর্যোধনাদি শত পুত্রের জন্ম হয়। ইনি দুর্যোধনকে সাধুপথ অবলম্বনের পরামর্শ দিয়া পাণ্ডব-দিগের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু দুর্যোধন ইঁহার সৎপরামর্শে কর্ণপাত করিতেন না। যুধিষ্ঠিরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, দুর্যোধন সময়ে সময়ে জননীর নিকট গমন করিয়া স্বপক্ষের জয় কামনা করিবার নিমিত্ত ইঁহাকে অনুরোধ করিতেন। তখন ইনি কেবল এই মাত্র বলিতেন, "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" অর্থাৎ ধর্ম যেখানে জয় সেখানে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে শ্রীকৃষ্ণসহ পাণ্ডবগণ গান্ধারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে ইঁহার শতপুত্রের শোক উচ্ছ্বসিত হয়। সে সময়ে ব্যাসদেব ইঁহার ক্রোধের শান্তি করেন। স্বীয় নেত্রবন্ধন বস্ত্রের নিম্নদেশ দিয়া ইনি যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলিসকলের অগ্রভাগ দর্শন করিলে সেগুলি বিকৃতাকার ধারণ করে। অতঃপর গান্ধারী সমরক্ষেত্রে গমনপূর্বক মৃতপুত্র ও আত্মীয়স্বজনসমূহের নিমিত্ত বিস্তর শোক করেন। অনন্তর ইনি পতিসহ পঞ্চদশ বৎসর পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন। তৎপরে ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনগমনপূর্বক তিন বৎসর কাল তপস্যা করিয়া অবশেষে দাবানলে ভস্মীভূতা হন।

গান্ধারেয়—গান্ধারীপুত্র, দুর্যোধনাদি। গান্ধারী শব্দ+ঞেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

গান্ধিক—১। গন্ধদ্রব্যবাহী। গন্ধ+ঞিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গান্ধিকী**। ২। গন্ধবণিক্। বি; পু।

গান্ধী বা গন্ধী, মোহনদাস করমচাঁদ—ভারতের কাথিয়াবাড় প্রদেশের প্রাচীন বেনিয়াবংশে ১৮৬৯ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে কাথিয়াবাড়ের পোরবন্দর রাজ্যের দেওয়ানি করিয়াছিলেন। মোহনদাস করমচাঁদের পিতাও পঁচিশ বৎসর কাল ঐ রাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

গান্ধী প্রথমে কাথিয়াবাড়ে ইংরাজী শিক্ষা লাভ করিয়া বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইনি প্রথমে বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতবাসিগণের একটি জটিল মকদ্দমার জন্য ইনি নেটাল যাত্রা করিয়াছিলেন। তথা হইতে ইঁহাকে ট্রান্সভালে যাইতে হয়। ইনি নেটালের সুপ্রীম কোর্টে এডভোকেট হইবার জন্য দরখাস্ত করিলে তথাকার কোন সমিতি তাহাতে আপত্তি করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। নেটালের সুপ্রীম কোর্ট গান্ধীর দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ গান্ধী কতিপয় প্রবাসী ভারত-বাসীকে লইয়া নেটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। নেটাল গভর্নমেণ্ট এই সময় "এশিয়াটিক্ এক্সক্লুশন অ্যাক্ট" অর্থাৎ এশিয়াবাসি-বিতাড়ন নামে এক আইন পাস করেন। গান্ধী সেই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ভারতবাসীর ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছিলেন। নেটালে ও ট্রান্সভালে ভারতীয়গণের দুরবস্থার বিষয় সাধারণকে এবং গভর্নমেণ্টকে জ্ঞাপন করিবার জন্য ১৮৯৫ খ্রীঃ গান্ধী ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া ইনি নেটালপ্রবাসী ভারতবাসিগণের দুরবস্থার বিবরণ বিবৃত করেন বলিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। এমন কি গান্ধী যখন পুনরায় নেটালে ফিরিয়া যান, তখন ইঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা পর্যন্ত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

১৮৯৯ খ্রীঃ বুয়ার যুদ্ধের সময় গান্ধী তথাকার প্রবাসী ভারতীয়গণের সমবায়ে "ইণ্ডিয়ান এম্বুলেন্স কোর" গঠন করেন। গভর্নমেণ্টের আদেশে এই "কোর" যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গিয়া আহত যোদ্ধাদিগের সেবা-শুশ্রূষা করিত এবং সেই "কোর"ই ব্রিটিশ-রাজের প্রধান সেনাপতি স্বর্গীয় লর্ড রবার্টসের একমাত্র পুত্রের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

১৯০১ খ্রীঃ গান্ধী ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বোম্বাই হাইকোর্টে পুনরায় ব্যারি-স্টারি আরম্ভ করেন। কিয়দ্দিবস পরে মিঃ চেম্বারলেনের নেটাল পরিদর্শনকালে ইনি তথায় উপস্থিত থাকিতে অনুরুদ্ধ হওয়ায় পুনরায় দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন। অতঃপর ইনি ট্রান্সভালের সুপ্রীম কোর্টের এটর্নির কার্যে নিযুক্ত হন।

১৯০৩ খ্রীঃ গান্ধী "ট্রান্সভাল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৪ খ্রীঃ জোহান্সবর্গের ভারতীয় পল্লীতে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইলে ইনি তথায় একটি হাসপাতাল স্থাপন করিয়া স্বয়ং প্লেগাক্রান্ত রোগীর পরিচর্যা করিতেন। ইনি নেটা-লের "ইণ্ডিয়ান্ ওপিনিয়ন্" সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০৬ খ্রীঃ আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, সেই সময় ইনি প্রবাসী ভারতীয়-গণকে লইয়া একটি ডুলিবাহক দল গঠন করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ট্রান্সভালে এশিয়াটিক ল এমেণ্ডমেণ্ট্ অর্ডিন্যান্স্ জারি হইলে গান্ধী তাহার বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ কতিপয় সহচর সহিত ইঁহার কারাদণ্ড হইয়াছিল। ১৯১৩ খ্রীঃ গান্ধী এবং হাজী হবিব বিলাত গিয়াও আন্দোলন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন সুফল হয় নাই। দক্ষিণ

আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়গণের প্রতি নির্ধারিত জিজিয়া কর রহিত করিবার জন্য গান্ধী পুনরায় ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ইনি দক্ষিণ আফ্রিকা গভর্নমেণ্টের ভারতীয় বিদ্বেষমূলক এই অন্যায় আইনের পরোক্ষভাবে প্রতিরোধকল্পে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে ইহাতে লাগিয়াছিলেন।

১৯১৫ খ্রীঃ মহামতি গোখলের বিলাতে সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ পাইয়া ইনি লণ্ডনে গমন করেন। তথায় নিজে রোগাক্রান্ত হইলে চিকিৎসকগণের অনুরোধে সপত্নীক ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইনি বোম্বাই শহরে এপোলো বন্দরে অবতরণ করিলে দেশবাসী যথাযোগ্যভাবে ইঁহাকে অভিনন্দিত করে। পরে ইনি আহমেদাবাদে কর্মকেন্দ্র করিয়া, তথায় একটি সত্যাগ্রহ আশ্রম স্থাপন করেন। ইনি সমস্ত দেশের অবস্থা জানিবার জন্য ভারতের প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করেন। ইঁহার কার্যাবলীর নিমিত্ত গভর্নমেণ্ট 'কাইসারি হিন্দ' মেডেল দিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেন (১৯১৫, ১লা জানুয়ারি)। ১৯১৬ সালে বিহারে চম্পারণ জেলায় নীলকর সাহেবদের সঙ্গে তত্রত্য কৃষক-সম্প্রদায়ের বিবাদ হওয়ায় ইনি তথায় যাইয়া বিবাদ-ভঞ্জনের চেষ্টা করেন। কায়রায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি তথায় স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দুর্ভিক্ষ নিবারণকল্পে প্রাণপণ যত্ন করেন। গত মহাযুদ্ধের সময় রংরুটের জন্য ও অর্থসংগ্রহের নিমিত্ত ইনি প্রভূত পরিশ্রম করেন। ১৯১৮ খ্রীঃ আহমেদাবাদে ধর্মঘট হইলে ইনি তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ১৯১৮ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে দিল্লীতে War-conference বসিলে ইনি তাহাতে যোগ দিয়া রাজভক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার নিমিত্ত বক্তৃতা দেন। মণ্টেগু সাহেব এদেশে আসিলে ইঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কংগ্রেস লিগের পক্ষ হইতে তাঁহাকে একখানি আবেদনপত্র প্রদান করা হ যুদ্ধান্তে রাউলাট বিল নামক একটি আইন বিধিবদ্ধ করিবার প্রস্তাব হয়। তাহাতে ভারতীয়ের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নাশের আশঙ্কায় দেশমধ্যে তুমুল আন্দোল উপস্থিত হয়। ওদিকে খেলাফত সমস্যাও বিষম জটিল হইয়া উঠে। তাহার সমাধানের নিমিত্ত গান্ধী মহোদয় বড়লাটকে একখানি পত্র লিখেন তাহাতে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছিল যে, বিষয়ের সুমীমাংসা না হইলে তিনি সহযোগিতাবর্জন নীতি অবলম্বন করিবেন। রাউলাট আইনের নিমিত্ত ইঁহার প্রচারিত সত্যাগ্রহ সকলে অবলম্বন করেন। তাহার ফলে পঞ্জাব ও দিল্লীতে হত্যাকাণ্ড ঘটে। কিন্তু তাহারও কোন প্রতিকার হইল না। হাণ্টার কমিশন বসিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে দেশবাসী সন্তুষ্ট হইল না। খেলাফত সমস্যা ও জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডই গান্ধীর সহযোগিতা-বর্জনের সৃষ্টি করে। ১৯২০ খ্রীঃ জুন মাসে ইনি পদক ফিরাইয়া দেন। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেস হইতে সহযোগিতা-বর্জন নীতি অনুমোদিত হয়। এজন্য দেশের অনেক লোক নানা বিভাগ হইতে ইঁহার মতের অনুসরণ করে। ইঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" নামক পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯২২ খ্রীঃ মার্চ মাসে ঐ সকল প্রবন্ধ রাজদ্রোহসূচক বিবেচিত হওয়ায় সেসনের বিচারে ইঁহার ৬ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। দুই বৎসর কারাভোগের পর গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে মুক্তি দেন। ১৯৩০ খ্রীঃ আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়া কারাগারে নীত হন। পরে গোল টেবিল বৈঠক উপলক্ষে বিলাতে গমন করিয়া তত্রত্য প্রধান প্রধান রাজনীতিকদিগকে এবং মন্ত্রিবর্গকে ভারতের দাবির কথা জানান; এবং বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনঃ কারারুদ্ধ হন। পরে মুক্ত হইয়া রাজনীতি হইতে প্রত্যক্ষভাবে অবসর গ্রহণ করিয়া হরিজন আন্দোলনে এবং পল্লী উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবাসী ইঁহাকে 'মহাত্মা' আখ্যা দেয়। ১৯৩১ খ্রীঃ ইনি পুনরায় দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দানের জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৯৪২ খ্রীঃ ইনি 'ভারত ছাড়' অভিযান চালান। ১৯৪৭ খ্রীঃ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য ইঁহার নোয়াখালি সফর এক প্রসিদ্ধ কাজ। ইনি স্বাধীনতালাভের পর পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৮ খ্রীঃ দিল্লীতে ইনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

গাপ—১। গোপন; অপহ্নব; ঢাকিয়া রাখা; আত্মসাৎ ('— করা')। বি। ২। অদৃশ্য ('— হওয়া')। < আ 'গায়িব'। বিণ।

গাফিল—অলস, কুঁড়ে, অমনোযোগী, হেলাকারী; অসাবধানী। আ। বিণ।

গাফিলি, গাফলতি, গাফিলতি—আলস্য, কুঁড়েমি; হেলা, ত্রুটি, অমনোযোগ। আ-মূ। বি।

গাব—১। স্বনামখ্যাত ফল বা তাহার গাছ, তিন্দুক; ঐ ফলের রস; কষায় রঙ পচানি রঙ; ধাতুদ্রব্যের কলঙ্ক; মৃদঙ্গাদি আনদ্ধযন্ত্রের চর্মের উপরিস্থ আঠাল দ্রব্য বা জমানো স্তর; গর্ভ; গর্ভস্থ ভ্রূণ। বাংপ্র। ২। গান; রব। প্রা কপ্র। বি।

গাবগুবাগুব—একপ্রকার একতারা, আনন্দলহরী নামক বাদ্যযন্ত্র। বাংপ্র। বি।

গাবড়া—গর্ভ, ভ্রূণ; গর্ভপাত করিয়াছে এরূপ গবী। <গর্ভ। বি।

গাবদা বেমানান ভাবে স্থূল। বাংপ্র। বিণ।

গাবভেরেণ্ডা—রেড়িগাছ, এরণ্ড। বাংপ্র। বি।

গাবয়ে—গায, গান করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাবর—১। নৌকার মাঝিমাল্লা, পোতচালক; কর্ণধার, কাণ্ডারী, মাঝি। প্রা কপ্র। ২। জালজীবী, জেলে মালো। প্রাদে। বি।

গাবলগনি গবলগনপুত্র সঞ্জয়। গবলগন+ফি অপত্যার্থে। বি; পু।

গাবা, গাভা—১। গর্ভ; গর্ভকেশর; পুষ্পমঞ্জরী; গুচ্ছ, থোবনা বা থুবী, কেশগুচ্ছ। প্রা কপ্র। বি। ২। গাবিয়া যাওয়া; কলঙ্কযুক্ত হওয়া ('বাসন —'); পাঁকেজলে আলোড়িত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গাবানো—পাঁকেজলে আলোড়িত করা, নিষ্ফল আলোচনা করা। বাংপ্র। ক্রি।

গাবীন- গর্ভিণী, গর্ভবতী। বাংপ্র। বিণ।

গাবুরানী—যৌবন। প্রা কপ্র। বি।

গাভা - 'গাবা' দ্রঃ।

গাভী- ধেনু, গাই। <গবী। বি।

গাভীন গর্ভিণী, গর্ভবতী। বাংপ্র। বিণ।

গামছা, গামোছা - গাত্রমার্জনী, তোয়ালে। বাংপ্র। বি।

গামলা—গহ্বরবিশিষ্ট পাত্র; ডাবা। < পো 'gamella'. বি।

গাম্বার—গোঁয়ার, হঠকারী, অবিবেচক; নির্বোধ, মূর্খ। হি। বিণ।

গামারি—গাম্ভারি বৃক্ষ। প্রা কপ্র। বি।

গামী (গামিন্)—গমনশীল; যে গমন করিবে। গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**গামিনী**।

গামুক-গমনশীল। গম্ (গমন করা)+উক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গামুকী, গামুকা**।

গামোছা—'গামছা' দ্রঃ।

গাম্ভারি—বৃক্ষ বিঃ বা তৎকাষ্ঠ। প্রা কপ্র। বি।

গাম্ভারী—রাগিণী বিশেষ। বি; স্ত্রী।

গাম্ভীর্য- গম্ভীরতা, গভীরতা; অচাঞ্চল্য; হর্ষক্রোধভয়াদিভাবহেতু মনের অবিকারিত্ব। গম্ভীর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

গায়—১। গান, গীত। গৈ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। গাত্রে, অঙ্গে। বি। ৩। গাহে, গান করে। বাংপ্র। ক্রি।

গায়ক—গানকারী। গৈ (গান করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গায়িকা**।

গায়ত্রী, গায়ত্রী—ত্রিপদাদেবী, ত্রিপাদ-মন্ত্র বিঃ, বেদমাতা [কথিত আছে যে, এই ত্রিপদাদেবী ব্রহ্মার পত্নী। একদা ব্রহ্মা যজ্ঞার্থ দীক্ষিত হইয়া সাবিত্রীকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। সাবিত্রী সে সময়ে গৃহকর্মে ব্যাপৃতা থাকায় যাইতে না পারাতে ব্রহ্মা পুনরায় দারপরিগ্রহ বাসনায় উপযুক্ত কন্যা অন্বেষণার্থ ইন্দ্রকে প্রেরণ করেন। ইন্দ্র এক গোপকন্যাকে আনয়ন করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে বিবাহ করেন। সেই গোপকন্যাই গায়ত্রী নামে খ্যাতা]; ষড়ক্ষর ছন্দঃ; খদির। গায়ৎ-ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গায়ন—১। পুরাণ গায়ক, গানকারক। গৈ (গান করা)+অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গায়নী**। ২। গান। প্রা কপ্র। বি।

গায়ব, গায়বি—গান করিবে, গাহিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গায়েন—গাথক, গায়ক। বাংপ্র। বি।

গায়েব, গায়েবী—অন্তর্হিত, অদৃশ্য, লুক্কায়িত, গুপ্ত ('—খুন')। < আ 'গায়িব'। বিণ।

গায়ে-মাখা—গায়ে মাখিবার উপযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

গায়ে-হলুদ—গাত্রহরিদ্রা (তাহা দ্রঃ)। দেশজ। বি।

গারদ—প্রহরী; কয়েদখানা, আটক রাখিবার স্থান, জেল। < ইং 'guard'. বি।

গারি—গালি। প্রা কপ্র। বি।

গারিমা—গরিমা, গৌরব। প্রা কপ্র। বি।

গারী—ঘর, সংসার, গৃহস্থালী। প্রা কপ্র। বি।

গারুড়—১। গরুড়সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। গরুড়+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গারুড়ী**। ২। পুরাণ বিঃ ['গরুড়-পুরাণ' দ্রঃ]; স্বর্ণ; বিষশাস্ত্র, বিষমন্ত্র; মরকতমণি; ব্যূহ বিঃ। বি; ক্লী।

গারুড়ি—১। সর্পমন্ত্রবিৎ। গরুড়+ষ্ণি। বিণ। ২। বিষবৈদ্য। বি; পু।

গারুড়িক—বিষবৈদ্য। গরুড়+ষ্ণিক। বি; পু।

গারুত্মত—মরকতমণি। গরুত্মৎ (গরুড়)+ষ্ণ ভবার্থে [প্রবাদ এই যে, গরুড়ের মুখনিঃসৃত শ্লেষ্মা হইতে এই মণির উৎপত্তি হইয়াছে]। বি; ক্লী।

গারো পাহাড়—আসাম রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত জেলা। গারো নামক পাহাড়িয়া জাতি হইতে এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। রাভা, মেচ, কোচ প্রভৃতি যে মূলজাতি হইতে উৎপন্ন, গারো সেই জাতি হইতে উৎপন্ন হইলেও কথিত জাতিগুলি হইতে ইহার পার্থক্য বিশেষ-ভাবে লক্ষিত হয়। গারোজাতি সাপ, বেঙ, এমন কি ব্যাঘ্রমাংসও খাইয়া থাকে। ইহারা দুগ্ধ খায় না। ইহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় কুকুর বলি দেওয়া হয়; কারণ ইহাদের বিশ্বাস যে কুকুরই মৃতের পর-লোকের পথপ্রদর্শক। ইহাদের "সলুজং" নামক সর্বপ্রধান দেব, সূর্যদেবেই অভি-ব্যক্ত। তদ্ভিন্ন, নানাপ্রকার দৈত্যদানায় ইহাদের প্রভূত বিশ্বাস; তাহাদের প্রীতির জন্য জীববলি দিতে হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যখন মোগল সম্রাটের নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার "দেওয়ানি" প্রাপ্ত হন, তখন গারোজাতি একপ্রকার স্বাধীনভাবে এই প্রদেশে বাস করিত। পরে সময়ে সময়ে ইহারা ইংরাজ রাজ্যের সীমান্ত দেশে উৎপাত করিতে থাকিলে, ইংরেজসৈন্য ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া বিতাড়িত করিত। ১৮৬৬ খ্রীঃ অঃ ইহারা ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করে এবং সেই সময়েই ইহাদের শাসন জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করা হয়।

গার্গি—গর্গমুনির সন্তান। গর্গ (মুনি বিঃ) +ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু।

গার্গী—জনৈক প্রাচীন বিদুষী ভারতমহিলা, গর্গমুনির তনয়া। ইঁহার ন্যায় বিদ্যাবতী ও প্রতিভাশালিনী রমণী ভূমণ্ডলে অতি অল্প জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কথিত আছে যে, ইনি জনকরাজের সভায় উপস্থিত হইয়া সর্বজনসমক্ষে যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত শাস্ত্রা-লোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার কৃত ঋগ্বেদের টীকা অদ্যাপি আছে। বি; স্ত্রী।

গার্গ্য—জনৈক মুনি, গর্গমুনির পুত্র। ইনি ঋগ্বেদের অধ্যাপক এবং বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রেও ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি 'গার্গ্যসংহিতা'-নামক একখানি জ্যোতিষের গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি যাদবদিগের কুলগুরু ছিলেন এবং সেই বংশে বিবাহ করেন। শ্যালক কর্তৃক নপুংসক বলিয়া কথিত হইলে, ইনি যাদব-দিগকে ত্যাগ করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া মহাদেব ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি যাদবদিগের অজেয় একটি পুত্রের কামনা করিয়া বর গ্রহণ করেন। অতঃপর অপ্সরা গোপালির গর্ভে ইঁহার ঔরসে কালযবন-নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। গর্গ (মুনি বিঃ)+ষ্য অপত্যার্থে। বি; পু।

গার্জেন—অভিভাবক। < ইং 'guardian'. বি।

গার্টার—মোজা-বন্ধনী বিঃ। < ইং 'garter'. বি।

গার্ড—রক্ষী; রেলগাড়ির তত্ত্বাবধায়ক বিঃ। < ইং 'guard'. বি।

গার্দভ—১। গর্দভসম্বন্ধীয়, রাসভিক। গর্দভ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গার্দভী**। ২। গর্দভধ্বনি। বি; ক্লী।

গার্ভ—১। গর্ভসম্বন্ধীয়। গর্ভ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। ২। গর্ভাধান সংস্কার। বি; পু।

গার্ভিক—গর্ভসম্বন্ধীয়। গর্ভ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গার্ভিকী**।

গার্হপত্য—১। গৃহপতি-সম্বন্ধীয়। গৃহপতি +ষ্য ইদমর্থে। বিণ। ২। সাগ্নিক গৃহীর যজ্ঞাগ্নি, গৃহস্থ ব্যক্তি চিরকাল অবিচ্ছেদে যে অগ্নি গৃহে রাখে। বি; পু।

গার্হমেধ—গৃহস্থের করণীয় পঞ্চযজ্ঞরূপ কর্ম। গার্হ (গৃহসম্বন্ধীয়) যে মেধ (যজ্ঞ), কর্মধা। বি; পু।

গার্হস্থ, গার্হস্থ্য—১। গৃহস্থসম্বন্ধীয়। গৃহস্থ+ষ্ণ, ষ্য। বিণ। ২। গৃহস্থধর্ম, দ্বিতীয় আশ্রম। বি; ক্লী।

গাল—১। গণ্ড, কপোল। < গল্ল। ২। গ্রাস, কবল; গালি, কটূক্তি; শাপ-শাপান্ত। বি। ৩। কল্পিত, অলীক, মিথ্যা। বাংপ্র। বিণ।

গালগল্প—গল্পগুজব, বন্ধুভাবে আলাপ; অকেজো কথাবার্তা; অমূলক ঘটনার বর্ণন। বাংপ্র। বি।

গালচে—গালিচা (তাহা দ্রঃ)।

গালন—গলানো; ছাঁকা; ক্ষরণ করানো। ণিজন্ত গল্ (=গালি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গালপাট্টা—মাত্র দুই গালের উপর যে দাড়ি রাখা হয়। বাংপ্র। বি।

গালব—জনৈক মুনি; লোধ্রবৃক্ষ। গল্ (গলিয়া যাওয়া)+ঘঞ্ ভাব=গাল; গাল—বা (বধ করা, ইত্যাদি)+ড কর্তৃ। বি; পু।

গালবাদ্য—বম্‌বম্ শব্দ সহকারে গাল বাজানো। গালের বাদ্য (বাদন), ৬তৎ। বি; ক্লী।

গালাগালি—গালি, কটুবাক্য বলা। বাংপ্র। বি।

গালানো—গলিত করা; গলানো, দ্রব করা; গালি দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গালাম্মোহর—গলানো গালার উপর সীল বসানো। বাংপ্র। বি।

গালি, গালী—অভিসম্পাত, কটু কথা গল+ইঞ্, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গালিগালাজ, গালিমন্দ—গালি ও তদ্রূপ দুর্বাক্য কথন। বাংপ্র। বি।

গালিচা—রঞ্জিত মেষলোমের আসন, carpet. <তু 'গলীচহ্'। বি।

গালিত—দ্রবীকৃত, যাহা গলানো হইয়াছে এরূপ; ছাঁকা; নিষ্কাশিত নিংড়ানো। ণিজন্ত গল্ (=গালি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গালিম—দুশমন, শত্রু। বৈদে। বি।

গালিলিও—জনৈক বিখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তঃপাতী পাইসা নগরে ইঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপনপূর্বক ইনি পঞ্চবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পাইসা বিদ্যালয়ের গণিত-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অসাধারণ প্রতিভাবলে ইনি গণিতশাস্ত্রের সম্যক্ আলোচনা করিয়া অনেক তত্ত্বের আবিষ্কার করেন। ইনি পরিদোলকের (পেণ্ডুলমের) গতি আবিষ্কার করিয়া জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, এবং দূরবীক্ষণ-যন্ত্রের উদ্ভাবন দ্বারা জ্যোতিঃ-শাস্ত্রের অসীম উপকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্য জগতে ইনিই সর্বপ্রথমে পৃথিবীর গতি আবিষ্কার করেন এবং সূর্যকে সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র বলিয়া স্থির করেন। এই মতের জন্য ইঁহাকে অদূরদর্শী সংকীর্ণমনা খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদিগের হস্তে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়, এমন কি রাজদ্বারেও দণ্ডিত হইতে হইয়াছিল। ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটে।

গা-সহা—যাহা গাত্রে সহ্য হয় এমন ('—গরম জল'); অভ্যস্ত ('নিন্দা—')। বাংপ্র। বিণ।

গাহি—ভেদ করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

গাহ—১। ভবন, ঘর। <গৃহ। বি। ২। গান কর। কপ্র। ক্রি।

গাহক—১। গ্রহণকারী, গ্রহীতা; ক্রেতা, খরিদদার। < গ্রাহক। ২। গাথক, গায়ক। প্রা কপ্র। বি।

গাহন—বিলোড়ন; মজ্জন; স্নান। গাহ্ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বাংপ্র। বি।

গাহনা—গাওনা, গান, গীতবাদ্য, যাত্রা।

গাহা—গাওয়া, গান করা; (নৌকাদি) মেরামত করা। বাংপ্র। ক্রি।

গাহিত—বিলোড়িত; মজ্জিত, জলমধ্যে প্রবেশিত। গাহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

গিআন—জ্ঞান, বোধ। প্রা কপ্র। বি।

গিঁট, গিঁঠ—গ্রন্থি, গেরো, গাঁইট। বাংপ্র। বি।

গিঁটানো, গিঁঠানো—গিট বা গেরো দেওয়া, গ্রন্থি দিয়া সংযুক্ত করা, গেরো দিয়া বাঁধা। বাংপ্র। ক্রি।

গিঁটে—১। গ্রন্থিল; ঘিঁচে ('—কড়ি')। বাংপ্র। বিণ। ২। গিঁট, গ্রন্থি। কপ্র। বি।

গিঁঠা—গিঁট, গ্রন্থি। কপ্র। বি।

গিজগিজ—স্থানাভাবে ঠেলাঠেলি। বাংপ্র। বি।

গিজ্‌ঞ্জি—অল্পপরিসর। বাংপ্র। বিণ।

গিটকিরি—গানের মধ্যে মধ্যে রাগিণী ছাড়া; বিভিন্ন সুরের পর পর দ্রুত উচ্চারণ। বাংপ্র। বি।

গিধড়—অর্থলোভী; অত্যন্ত মোটা; স্বেচ্ছাচারী; দুর্দম; শকুন। < গৃধ্র। বিণ বা বি।

গিধিনী—গৃধিনী, গৃধ্রপক্ষিণী, শকুনি পাখি। বাংপ্র। বি।

গিনি—২১ শিলিং মূল্যের বিলাতী মুদ্রা। <ইং 'guinea'. বি।

গিনিসোনা—গিনিতে যে প্রকার সোনা আছে (সোনা ২২ ভাগ তামা ২ ভাগ)। বাংপ্র। বি।

গিন্নমো—গিন্নীপনা, গৃহিণীত্ব, গৃহিণীর কাজ-কর্ম বা আচরণ, কর্তৃত্ব; পাকামো। বাংপ্র। বি।

গিন্নী—গৃহকর্ত্রী, গৃহস্বামিনী, সংসারের সর্বপ্রধান স্ত্রীলোক। <গৃহিণী। বি; স্ত্রী।

গিন্নীপনা—গিন্নমো (তাহা দ্রঃ)।

গিন্নীবান্নী—বয়স্কা ও মান্যা অভিজ্ঞা গৃহিণী। বাংপ্র। বি।

গিম, গীম—গ্রীবা। প্রা কপ্র। বি।

গিমা, গিমে—আতিক্ত ক্ষুদ্রপত্র শাক বিঃ। <গ্রীষ্ম। বি।

গিয়াসউদ্দিন তোগলক—(রাজত্বকাল ১৩২০—১৩২৫ খ্রীঃ)। দিল্লীর তোগলক-বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন—(রাজত্বকাল ১২৬৬—১২৮৭ খ্রীঃ)। দাসরাজবংশের অন্যতম রাজা। ইনি সম্রাট্ নাসিরুদ্দিনের শ্বশুর ও তাঁহার রাজত্বকালে প্রকৃত শাসক।

গিয়ে, গে—১। কথার মাত্রা বিঃ। অ। ২। গিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গির্—'গীঃ' দ্রঃ।

গিরগিটি—বৃহৎকায় জ্যেষ্ঠী, একপ্রকার গৃহগোধিকা, আজনাই, chameleon. বাংপ্র। বি।

গিরস্ত—'গেরস্ত' দ্রঃ।

গিরা—১। বাক্য। গৃ (শব্দ করা)+ক্বিপ্ কর্ম+আপ্। ২। বিদ্যাদেবী, সরস্বতী। গৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৩। গ্রন্থি। ৪। পদ্মাদি প্রভৃতির গ্রন্থি বা গাঁইট। বাংপ্র। ৪। এক গজের ১৬ ভাগের ১ ভাগ। < ফা 'গিরহ্'। বি।

গিরি—পর্বত; গিরিরাজ হিমালয়, পার্বতীর পিতা; সন্ন্যাসিবিশেষ। গৃ (ভক্ষণ করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

গিরিকণ্টক—বজ্র। ৬তৎ। বি; পু।

গিরিকদলী—বনরম্ভা। গিরি-জাতা কদলী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গিরিকন্দর—পর্বতগুহা। ৬তৎ। বি; পু।

গিরিকা—১। ছোট ইঁদুর, নেংটি ইঁদুর। গিরি+কন্ স্বার্থে+আপ্। ২। কোলা-হল গিরির কন্যা, বসুরাজের পত্নী। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

গিরিকুমারী—পার্বতী, উমা, দুর্গা। ৬তৎ।

গিরিকূট—পর্বতশৃঙ্গ; পর্বতের উপরিস্থ গৃহ। গিরির কূট ইতি ৬তৎ, বা গিরিস্থিত কূট ইতি মধ্যপ। বি; পু।

গিরিক্রম—পর্বত-সন্নিবেশ-প্রণালী, mountain system. ৬তৎ। বি; পু।

গিরিখাত—সংকীর্ণ পার্বত্য পথ, gorge. ৬তৎ। বি; পু।

গিরিচর—পর্বতে বিচরণকারী। গিরি—চর্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গিরিচরী**

গিরিজ—পর্বতজাত; শৈলজাত। গিরি—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

গিরিজা—১। পর্বতজাতা। 'গিরিজ' দ্রঃ। গিরিজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পার্বতী, শিবানী, দুর্গা; গিরি-মল্লিকা। বি; স্ত্রী।

গিরিজাকুমার—কার্তিকেয়; গণেশ। ৬তৎ। বি; পু।

গিরিজানাথ, -পতি—শিব। ৬তৎ। বি; পু।

গিরিজায়া—হিমালয়মহিষী, মেনকা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিজ্বর—বজ্র। ৬তৎ। বি; পু।

গিরিত—গিলিত, ভক্ষিত। গৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

গিরিতরঙ্গিণী, গিরিনদী—পার্বত্য নদী। গিরিনিঃসৃতা তরঙ্গিণী, নদী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গিরিদরী—গিরিগুহা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিদুর্গ—পর্বতের উপরিস্থ দুর্গ; পর্বত-বেষ্টিত দুর্গ। [এইরূপ দুর্গ শত্রুপক্ষের দুষ্প্রবেশ্য বলিয়া অন্যান্যপ্রকার দুর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; মহারাজ জরাসন্ধের এই প্রকার দুর্গ ছিল।] মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গিরিধর—ইনি ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষায় গীতগোবিন্দের একখানি অনুবাদ রচনা করেন। ইহাই গীতগোবিন্দের প্রথম বঙ্গানুবাদ।

গিরিধাতু—গৈরিক, গিরিমাটি। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গিরিনন্দিনী—পার্বতী, দুর্গা; গঙ্গা; নদী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিমালা—পর্বতনিঃসৃত জলস্রোতের খাত, ravine. বাংপ্র। বি।

গিরিপথ—গিরিবর্ত্ম (তাহা দ্রঃ)।

গিরিবর—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। ৭তৎ। বি; পু।

গিরিবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—পার্বত্য পথ; গিরিসংকট, দুই পর্বতের মধ্যবর্তী পথ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

গিরিবালা—পর্বতদুহিতা, পার্বতী, উমা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিব্রজ—জরাসন্ধের রাজধানী (ইহা মগধ দেশের অন্তর্গত)। বি; ক্লী।

গিরি-ভূ—গিরিজা, পার্বতী; গঙ্গা; গিরিনদী। গিরি—ভূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

গিরিমাটি—গৈরিক। বাংপ্র। বি।

গিরিমৃৎ (-মৃদ্)—গিরিমাটি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরিমেণ্ট—স্বীকারপত্র, চুক্তিপত্র; রাজীনামা, কণ্ট্রাক্ট। < ইং 'agreement'. বি।

গিরিয়াল—পর্বতপনা, পার্বত্যভাব, পর্বতের স্বভাব বা প্রভুত্ব। প্রা কপ্র। বি।

গিরিরাজ—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। গিরিদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

গিরিরানী—হিমালয়মহিষী মেনকা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

গিরিশ—শিব, মহাদেব। গিরিতে শয়ন করেন যিনি এই বাক্যে উপতৎ; গিরি—শী (শয়ন করা)+ড কর্তৃ; অথবা গিরি+শ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১)—প্রসিদ্ধ নাটককার ও অভিনেতা। ১২৫০ সালে ১৫ই ফাল্গুন কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নীলকমল ঘোষ। প্রবেশিকা-পরীক্ষার পাঠ্য পর্যন্ত পড়িয়া ইনি স্কুল ছাড়িয়া দেন। স্কুল ছাড়িয়া ইনি গৃহে বসিয়া চারি বৎসরকাল অবিশ্রান্ত অধ্যয়ন করেন। ইনি প্রথমে কয়েকজন বন্ধুর সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজারে একটি থিয়েটারের দল গঠন করেন, এবং তাহাতে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় করেন। নিজে তাহাতে 'নিমচাঁদ' সাজিয়াছিলেন। পরে ইহার নাম 'ন্যাশন্যাল' থিয়েটার হয়। ইহাতে টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হইলে গিরিশচন্দ্র ইহার সংস্রব ত্যাগ করেন। কিছুদিন পরে বিডন স্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হইলে গিরিশচন্দ্র আসিয়া ইহাতে যোগ দেন এবং প্রথমে অবৈতনিক ভাবে অভিনয় করেন। পরে ইহাতে একশত টাকা বেতনে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। এই সময় হইতে ইনি নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার নাটকে বঙ্গীয় নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত হয়। যখন বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ইনি ইহাতে যোগদান করেন। ঐ স্থানে গোপাললাল শীলের স্বত্বাধিকারিতায় এমারেল্ড থিয়েটার স্থাপিত হইলে কিছুদিন পরে ইনি ঐ থিয়েটারের কর্তৃত্ব করেন। স্টার থিয়েটার হাতিবাগানে পুনর্গঠিত হইলে কিছুদিন পরে সেখানেও ইনি অধ্যক্ষতা করেন। যখন বিডন স্ট্রীটে মিনার্ভা থিয়েটার স্থাপিত হয়, তখন ইঁহারই অনুবাদিত ম্যাকবেথ লইয়া ঐ থিয়েটার খোলা হয় এবং ইনিই নায়কের ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্ব ক্রমে ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন লোকের হস্তে যায়। গিরিশচন্দ্র কিন্তু প্রায় সকল সময়েই ঐ থিয়েটারের সংস্রবে থাকিতেন। দুই একবার অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্থাপিত ক্লাসিক থিয়েটারেও যোগদান করেন। ১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ যখন কোহিনুর থিয়েটার স্থাপিত হয়, তখন এইখানে ইনি ম্যানেজার পদে বৃত হন। ১০ মাস কাল এইখানে থাকিয়া পুনরায় মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, এবং এই পদে থাকিতে থাকিতেই ১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২৫শে মাঘ রাত্রিকালে কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার নাটক-রচনাপ্রণালী এইরূপ; —ইনি অনর্গল বলিয়া যাইতেন, ইঁহার নিযুক্ত লোক সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। পরে সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে পরিণত হইত। পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাল্পনিক ও ধর্মভাবাত্মক অন্যূন ৭০ খানি নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রণয়ন করিয়া এবং বঙ্কিমচন্দ্রের কতকগুলি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া ইনি বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টি ও রঙ্গালয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। 'গৃহলক্ষ্মী' ইঁহার শেষ লিখিত নাটক। ইঁহার মৃত্যুর পর ইহা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। ইঁহার রচিত সংগীত যেমন সুমধুর, তেমনি বহুবিস্তৃত। ইনি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভক্তশিষ্য। নাটকে ইঁহার যেমন প্রতিষ্ঠা, অভিনয়েও তদপেক্ষা কম নহে। নাট্যজগতে ইঁহার প্রতিভা ও প্রভাব চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (২)—ইনি কলিকাতা শিমলায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌরমোহন আঢ্যের (বর্তমান নাম ওরিয়েন্টাল সেমিনারী) স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ২০ বৎসর বয়সে বেঙ্গল রেকর্ডার (Bengal Recorder)-নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই পত্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু পেট্রিয়ট নাম ধারণ করিয়া হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদন-কর্তৃত্বে আসে। কিন্তু তখনও গিরিশচন্দ্র ইহাতে প্রবন্ধ লেখা বন্ধ করেন নাই। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র কলিকাতা মিলিটারী পে একজামিনার (Military Pay Examiner) আপিসে কার্যে প্রবিষ্ট হন এবং উত্তর কালে ৩৫০ টাকা বেতনে উক্ত আপিসের রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গলী নামে এক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনি তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার পরিচালনা করেন। আপিসের উচ্চতম ইংরাজ কর্মচারীরা গিরিশের তেজস্বিতা ও ইংরাজী ভাবাজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া সম্পাদন কার্যে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালী ধনকুবের রামদুলালের জীবনচরিত রচনা করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

গিরিশচন্দ্র বসু—বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র বসু ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার দামোদরতটে বেড়ু-গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং এইখানেই বাল্যশিক্ষা প্রাপ্ত হন। তৎপরে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাসমাপনান্তে ইনি বিদেশে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে যাত্রা করেন এবং ইংলণ্ডে কৃতিত্বের সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর এই আবাল্য স্বাধীনচেতা তেজস্বী মহাপুরুষ সরকারী চাকুরি গ্রহণ করিয়া গতানুগতিক পথে জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। ফলে ভাগ্যের সহিত ইঁহার পুরুষকারের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ইনি অকুতোভয়ে অতি সামান্য মূলধন সংগ্রহ করিয়া দেশের তরুণগণের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের ভার গ্রহণ করিলেন। এই মহৎ সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া ইনি প্রথমে বঙ্গবাসী স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর অসাধারণ অধ্যবসায়, একাগ্রতা ও পরিশ্রমের ফলে ইনি যে বঙ্গবাসী কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন তাহা অধুনা কলিকাতার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় কলেজে পরিণত হইয়াছে। বহুগুণের অধিকারী বলিয়াই গিরিশচন্দ্রের দ্বারা এই অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হইয়াছে।

অধ্যক্ষ গিরিশচন্দ্র খাঁটী বাঙ্গালী; তাঁহার ন্যায় স্বজাতিবৎসল দেশপ্রেমিক অধ্যাপক বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 'বিলাতফেরতা' হইলেও ঘরে বাহিরে গিরিশচন্দ্র সর্বত্রই বাঙ্গালী গিরিশচন্দ্র, তাঁহাতে এতটুকুও পরানুকরণপ্রিয়তা বর্তে নাই। আহারে-বিহারে, প্রসাধনে,—সকল ক্ষেত্রেই ইনি খাঁটী সামাজিক বাঙ্গালী, খাঁটী স্বদেশী। বঙ্গবাণী জননীর চরণকমলে ইনি ধ্যাননিরত যোগীর ন্যায় সাধনা করিয়াছেন এবং অবচিত কুসুম-নিচয়ে পবিত্র নির্মাল্য গ্রথিত করিয়া পূজা করিয়াছেন। তাঁহার বাঙ্গালা ভাষার প্রতি প্রীতিশ্রদ্ধা তাঁহার 'বিলাতের পত্রে' ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

ছাত্রবাৎসল্যে ও ছাত্রচরিত্রগঠনে গিরিশচন্দ্র অতীতের গুরুর সমতুল। নাগরিকরূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং অন্যত্র বহু গুরুকর্তব্য পালন করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার স্বাধীনতা ও স্পষ্ট-বাদিতা বহুক্ষেত্রে শিক্ষায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাঁহার নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা, সাধুতা, নিরপেক্ষতা, এবং সর্বোপরি তাঁহার অকলঙ্ক চরিত্র অতুলনীয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

গিরিশৃঙ্গ—১। পর্বতশিখর, পাহাড়ের চূড়া। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। গণেশ। গিরিতে শৃঙ্গ (প্রভুত্ব) যাহার, বহু। বি; পু। [স্ত্রী।

গিরিশ্রেণী—পর্বতমালা। ৬তৎ। বি;

গিরিষ্মি—গরমকাল। <গ্রীষ্ম। বি।

গিরিসংকট—দুই পর্বতের মধ্যবর্তী সংকীর্ণ পথ, গিরিবর্ত্ম, pass. গিরিমধ্যবর্তী যে সংকট (সংকীর্ণ পথ), মধ্যপ। বি; পু।

গিরিসার—লৌহ; রাঙ; মলয়পর্বত। ৬তৎ। বি; পু।

গিরিসুত—মৈনাক পর্বত [ইনি হিমালয়ের পুত্র বলিয়া কথিত]। ৬তৎ। বি; পু।

গিরিসুতা—পার্বতী, দুর্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গিরীন্দ্র—পর্বতশ্রেষ্ঠ, হিমালয়। গিরিদিগের ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। বি; পু।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ইংরাজী ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে ১৮ই অগস্ট ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ মহিলা কবি। ১৮৬৮ খ্রীঃ অব্দে বহুবাজারের ৺নরেশচন্দ্র দত্তের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বাল্যকাল হইতে গিরীন্দ্রমোহিনীর প্রতিভা দৃষ্ট হইত। ইনি অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন:—হিন্দুমহিলার পত্রাবলী, কবিতাহার, ভারতকুসুম, অশ্রুকণা, সন্ন্যাসিনী, শিখা, অর্ঘ্য, সিন্ধুগাথা, স্বদেশিনী। কালিদাসের কুমারসম্ভবেরও ইনি ছন্দে একটি সুন্দর অনুবাদ করিয়াছেন। ইনি সংস্কৃত ও জ্যোতিষে সুপণ্ডিতা—আবার ললিত কলারও অধিকারিণী—চিত্রাঙ্কনে নিপুণা। ১৮৮৪ খ্রীঃ অব্দে ইনি তিনটি পুত্র লইয়া বিধবা হন। ১৩৩১ সালের ২৮শে শ্রাবণ বুধবার ৬৮ বৎসর বয়সে ইঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

গিরীশ—১। মহাদেব; হিমালয় পর্বত। গিরির ঈশ, ৬তৎ। বি; পু। ২। বৃহস্পতি। গিরের (বাক্যের) ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

গিরীষি—গ্রীষ্ম, গরম, গরমকাল। প্রা কপ্র। বি।

গির্জা—খ্রীষ্টানদিগের ভজনালয়। <পোর্তু গিজ 'igreja'. বি। [বি।

গির্দা—তাকিয়া বালিশ। <ফা 'গির্দ্‌'।

গিল—গ্রাসক, ভক্ষক। গৄ (ভক্ষণ করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

গিলটি, -সোনা—সোনারূপার সূক্ষ্ম প্রলেপ। <ইং 'gilt'. বি।

গিলন—গ্রাসকরণ, ভক্ষণ। গৄ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গিলা—১। গলাধঃকরণ করা, কবলিত করা, গ্রাস করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। গলাগলা, খুব নরম, প্রায় পচা। হি। বিণ। ৩। ভল্লাতক, ভেলা ফল, চেপটা শক্ত মসৃণ বীজ বিঃ (যাহা কাপড় কোঁচকাইতে লাগে)। বাংপ্র। বি।

গিলানো, গেলানো—গলাধঃকরণ করানো, খাওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

গিলিত—গ্রস্ত, ভক্ষিত। গৄ (ভক্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গিলিতচর্বণ—রোমন্থন, জাবর কাটা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গিসগিস—ঘেঁষাঘেঁষি, গাদাগাদি, ভিড়ের শব্দ বা লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

গীঃ (গির্)—১। বাক্য, বচন; ভাষা। গৄ+ক্বিপ্ কর্ম। ২। বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। গৄ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

গীত—১। গান। গৈ (গান করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। গান করা হইয়াছে এরূপ; বর্ণিত; উচ্চারিত। গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

গীতগোবিন্দ—কবি জয়দেব কৃত গ্রন্থ বিঃ (এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দ্রঃ)।

গীতপ্রিয়—১। গানানুরক্ত। গীত হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ২। মহাদেব। বি; পু।

গীতবাদ্য—গান বাজনা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

গীতা—১। যাহা গাওয়া হইয়াছে, কীর্তিতা, বর্ণিতা, উচ্চারিতা। গৈ+ক্ত কর্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উপদেশবিষয়ক কথা, ভগবদ্গীতা (সংক্ষেপে)। বি; স্ত্রী।

গীতি—গান; ছন্দোবিশেষ; গাথা। গৈ (গান করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

গীতি-কবিতা—গাহিতে পারা যায় এরূপ কবিতা বা পদ্য, গীতিকাব্য। গীতিযোগ্যা যে কবিতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গীতিকা—১। গাথা। গীতি শব্দ+কণ্ সদৃশার্থে+আপ্। ২। ছন্দোবিশেষ [ইহার প্রতি চরণে ২০ অক্ষর থাকে, এবং চারি চরণই তুল্য হয়]। বি; স্ত্রী।

গীতিকাব্য—যে সকল কাব্য বা কাব্যের অন্তর্গত কবিতা এরূপভাবে রচিত হয় যে, তালমানাদি রক্ষা করিয়া গান করা যায়। গীতিযোগ্য যে কাব্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গীতিনাট্য—গানবহুল নাটক বা নাটিকা; যাত্রার পালা। গীতিপূর্ণ যে নাট্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গীতী (গীতিন্)—গীতজ্ঞ, গায়ক। গীত (গান)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**গীতিনী**।

গীব—গ্রীবা, ঘাড়, গর্দান, গলা। প্রা কপ্র। বি।

গীরত—পতিত হয়, পড়ে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গীর্ণ—স্বীকৃত; প্রশংসিত; গিলিত; কথিত। গৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

গীর্ণি—স্তুতি; প্রশংসা; গিলন। গৄ (শব্দ করা, ভক্ষণ করা)+ক্তি ভাব বি; স্ত্রী।

গীর্দেবী—বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। গিরের (বাক্যের) দেবী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গীর্পতি, গীঃপতি, গীষ্পতি—বৃহস্পতি; পণ্ডিত। 'গির্'এর (বাক্যের) পতি, ৬তৎ। বি; পু।

গীর্বাণ—দেবতা। গির্ (বাক্য) হইয়াছে বাণ যাহার, বহু। বি; পু।

গীষ্পতি—'গীর্পতি' দ্রঃ।

গু—বিষ্ঠা, পুরীষ, মল। <গূ। বি। **গু করা, গু ক'রে দেওয়া**—কাহারও দোষ, অপমান ও লজ্জার কথা প্রকাশ করিয়া লোকচক্ষে ঘৃণিত করা, হীন করা। **গুয়ে বসানো**—অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও হীন করা, অধম করা।

গুঁজা, গোঁজা—১। ভিতরে ঠেলিয়া বা পুরিয়া দেওয়া, ঢুকানো, প্রবেশিত করা; পোঁতা। ক্রি। ২। যাহা কিছু অন্য বস্তুর ভিতরে ঠেলিয়া বা পুরিয়া দেওয়া হয়; ঘরের চালে ফাঁক জায়গায় যে খড় ঠেলিয়া দেওয়া যায়। বাংপ্র। বি।

গুঁজি—যে কোন বস্তু অন্য বস্তুর মধ্যে গুঁজিয়া বা ঠেলিয়া দেওয়া হয়; খোঁপার কাটি। বাংপ্র। বি।

গুঁজি-কাটি, -কাঠি—খোঁপাকে আঁটিবার

জন্ত তন্মধ্যে প্রবেশিত শলাকা, মাথার কাঁটা; খোঁপা বাঁধিয়া বাঁধন আঁটিবার জন্ত তন্মধ্যে প্রবেশিত কীলক। বাংপ্র। বি।

গুঁজিয়া—১। একপ্রকার ছোট ক্ষীরের খাবার। বি। ২। মধ্যে প্রবেশ করাইয়া। বাংপ্র। অসমা-ক্রি।

গুঁড়া, গুঁড়ো—চূর্ণ, কাঁকি, ধূলি; কণিকা, কণা। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

গুঁড়ানো—গুঁড়িত করা, চূর্ণ করা। বাংপ্র।

গুঁড়ি—গুঁড়া, চূর্ণ, কাঁকি; তণ্ডুলচূর্ণ; বৃক্ষকাণ্ড। বাংপ্র। বি।

গুঁতা, গুঁতো—শৃঙ্গাঘাত; ঠেলা, ধাক্কা; হুড়া; জুলুম। বাংপ্র। বি।

গুঁতাগুঁতি—পরস্পর শৃঙ্গাঘাত; ঠেলাঠেলি, ধাকাধাক্কি; ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি। বাংপ্র। বি।

গুঁতানো—শৃঙ্গাঘাত করা, ঢুঁ মারা; ঠেলা মারা, ধাক্কা দেওয়া; গুঁতা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গুঁতো—'গুঁতা' দ্রঃ।

গুঁফো—গোঁফযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

গু-কুড়—বিষ্ঠাকুণ্ড, মলত্যাগের জায়গা। বাংপ্র। বি।

গু-খুরি, গু-খোরি—বিষ্ঠা ভোজনের ন্যায় জঘন্ত কার্য; ক্ষোভের কার্য, ঝকমারি। বাংপ্র। বি।

গুখেকো, গুখোর—বিষ্ঠাভোজী; গালি বিঃ (যথা—গুখেকোর, গুওর বা গোর বেটা)। বাংপ্র। বিণ।

গুগ্‌গুল, গুগ্‌গুলু—স্বনামখ্যাত গন্ধ-নির্যাস, olibonum. গুজ্ (শব্দ করা) +ক্বিপ্ কর্তৃ (=গুগ্)—গুড় (রক্ষা করা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

গুগ্‌লি—অতি ক্ষুদ্র শম্বুক, গগুলি, গেঁড়ি। বাংপ্র। বি।

গুছানো—সুশৃঙ্খল করা, সাজানো, পরিপাটী করা। বাংপ্র। ক্রি।

গুছি—ক্ষুদ্র গুচ্ছ; বিননি লম্বা ইত্যাদি করিবার জন্ত ফিতা ইত্যাদি। <গুচ্ছ। বি।

গুচ্ছ, গুচ্ছক—বত্রিশনর হার; ময়ূরপুচ্ছ; স্তবক, থোলো; তৃণ প্রভৃতির গোছা। গু (শব্দ করা) বা গুধ্ (বেষ্টন করা)+ ছক্ কর্তৃ=গুচ্ছ; গুচ্ছ+কণ্=গুচ্ছক। বি; পু।

গুচ্ছপত্র—তালগাছ। গুচ্ছাকার পত্র যাহার, বহু। বি; পু।

গুচ্ছপুষ্প—ছাতিমগাছ। গুচ্ছবদ্ধ পুষ্প যাহার, বহু। বি; পু।

গুচ্ছফলা—কলাগাছ; দ্রাক্ষালতা। গুচ্ছবদ্ধ ফল যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

গুচ্ছের—বিস্তর, অনেক, ঢের। বাংপ্র। বিণ।

গুজগুজ, গুজগুজানি—চুপে চুপে কথা বলা, ফিসফিস; গুপ্ত পরামর্শ। বাংপ্র। বি। বিণ—**গুজগুজে**।

গুজব—জনরব, রটনা। হি-মূ। বি।

গুজর—ভাবনা, চিন্তা; অতিবাহন, অতিক্রম। <ফা 'গুজারা'। বি।

গুজরত—মারফতে, দ্বারা বা দিয়া। ফা। অ। **গুজরত খোদ**—কোন ব্যক্তির নিজের দ্বারা।

গুজরাট—(১) ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। গুর্জর জাতি হইতে গুজরাট নাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই জাতি উত্তর-পশ্চিম দেশ হইতে ভারতে আসিয়া রাজপুতানা এবং পরে তাহার দক্ষিণ দেশে রাজ্যস্থাপন করে (খ্রীঃ অঃ ৪০০—৬০০)। ১৩৯৬ হইতে ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশ মুসলমানের অধিকারে থাকে। উহারাই আহম্মদাবাদ নামক প্রসিদ্ধ নগরের প্রতিষ্ঠা করে। গুজরাটের ভাষার নাম গুজরাটী।

(২) রাওলপিণ্ডি বিভাগের একটি জেলা ও শহর। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে শেরশাহ বা আকবর কর্তৃক বর্তমান শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আকবর শাহের নির্মিত দুর্গটি গুজরসিংহ কর্তৃক দৃঢ়তর করা হইয়াছিল। ইনি ভাঙ্গ সম্প্রদায়ের নায়ক ছিলেন। পুরুকে পরাজিত করিয়া বিজয়ক্ষেত্রে আলেকজান্দার দি গ্রেট নিকারে (Nicara) নামক যে শহরের স্থাপনা করেন, জেনারেল কনিংহাম বলেন, বর্তমানকালে মোগা বা মোং নামক গ্রাম সেই শহরটির স্থান অধিকার করিয়াছে। বহ্‌লল লোদী এই দেশে সর্বপ্রথমে মুসলমান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শত বৎসর পরে সম্রাট্ আকবর শহরটিকে এতৎ প্রদেশের শাসনকার্যালয় স্বরূপে ব্যবহার করেন। মোগলশক্তির হ্রাসের সময়ে রাওলপিণ্ডির ঘক্করগণ এই স্থান অধিকার করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সর্দার গুজরসিংহ উহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া এই প্রদেশে স্বীয় রাজ্য স্থাপন করেন। ১৭৯৮ অব্দে তাঁহার পুত্র, রণজিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করে। দ্বিতীয় শিখ-যুদ্ধের অবসান এই গুজরাট শহরেই ঘটিয়াছিল (১৮৪৮ খ্রীঃ)।

গুজরাটী গুজরাটসম্বন্ধীয়; তদ্দেশবাসী বা তথাকার ভাষা। বিণ বা বি।

গুজরান—অতিবাহন, যাপন, কাটান; জীবিকা নির্বাহ। ফা। বি।

গুজরানো—কাটানো, জীবিকানির্বাহ করা। ফা-মূ। ক্রি।

গুজরিপঞ্চম, গুজরি—পদাভরণ বিঃ (ইহা ঝুমঝুম করিয়া বাজে), চরণাঙ্গুরী। বাংপ্র। বি। [ফা। বিণ।

গুজস্তা—অতীত, গত, পূর্ব, সাবেক।

গুজারা—নির্বাহ, আদায়। ফা। বি।

—নিকুঞ্জ, লতাগৃহ; গুচ্ছ; পুষ্পস্তবক। গুন্জ্ (শব্দ করা)+অল্ অধি, ভাব। বি; পু।

গুঞ্জন করে, গুনগুন রবে ডাকে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গুঞ্জন—ভ্রমরাদির কূজন, গুনগুন শব্দ, ঝঙ্কার, hum; কথাবার্তার মৃদু অস্পষ্ট শব্দ। গুন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গুঞ্জনধ্বনি—গুনগুন শব্দ। গুঞ্জনই ধ্বনি, কর্মধা। বি; পু।

গুঞ্জনবৎ—ভ্রমরগুঞ্জনতুল্য। গুঞ্জন+বৎ সাদৃশ্যার্থে। অ।

গুঞ্জমালা—কুঁচফলের মালা বা হার। বাংপ্র। বি।

গুঞ্জর—গুঞ্জন। বাংপ্র। বি।

গুঞ্জরণ—গুনগুন শব্দকরণ, গুঞ্জন করা। বাংপ্র। বি।

গুঞ্জরা—গুঞ্জন করা, গুনগুন রবে ডাকা। কপ্র। ক্রি। [বিণ।

গুঞ্জরিত গুনগুন শব্দবিশিষ্ট বাংপ্র।

গুঞ্জহার—কুঁচফলের হার বা মালা। বাংপ্র। বি।

গুঞ্জা—কুঁচ; পরিমাণ বিঃ; সুমধুর ধ্বনি; পটহ, ঢাক। গুন্জ্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুঞ্জার—গুঞ্জন, ভ্রমর-ঝংকার। প্রা কপ্র। বি। [বি; স্ত্রী।

গুঞ্জিকা গুঞ্জা, কুঁচ; তিন যব পরিমাণ।

গুঞ্জিত—১। মধুর অস্ফুটধ্বনি, গুঞ্জন, গুনগুন শব্দ। গুন্জ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। গুনগুন শব্দে শব্দিত। গুঞ্জ্+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

গুটলি, গুটলে—গুটি, ডেলা, গুটির মত মল। বাংপ্র। বি।

গুটানো—নাটাই প্রভৃতিতে জড়ানো; টানিয়া লওয়া; কুঞ্চিত বা সংকুচিত করা; বন্ধ করা, (কারবার প্রভৃতি) তুলিয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গুটি, গুটিকা, গুটী—ঘুঁটি; পোকার গুটি; বটিকা; গুলি; বসন্তাদি রোগের ব্রণ; নবজাত ফল ('আমের —'); রেশমের কোষ, cocoon. গুড় (রক্ষা করা)+টিক্ কর্ম=গুটি; গুটি+কণ্+আপ্=গুটিকা; গুটি+ঈপ্=গুটী। বি; স্ত্রী।

গুটিক—১। বিস্তর, অনেক, ঢের, গুচ্ছের। বাংপ্র। ২। একটি, একজন। কপ্র। বিণ।

গুটিকা—'গুটি' দ্রঃ।

গুটিকাপাত সুরতিখেলা; কোন বিষয়ের গুণ দোষ নিরূপণের জন্য গুলি বাঁট করা। ৬তৎ। বি; পু।

গুটি-গুটি—অলক্ষিতভাবে, ধীরে ধীরে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গুটিপোকা—রেশমকীট। বাংপ্র। বি।

গুটিয়া-গুটিকা, গোলক, গোলা, বল। প্রা কপ্র। বি। [বিণ।

গুটিলা-পিণ্ডিত, বর্তুলাকার। বাংপ্র।

গুটী—'গুটি' দ্রঃ।

গুটীপোকা-তুঁতপোকা, রেশমকীট। মধ্যপ। বি।

গুটেনবের্গ (Gutenberg)—(১৪০০—১৪৬৮ খ্রীঃ)। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কর্তা। জার্মানীর মেনজ শহরে জন্ম। ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রথম লাতিন বাইবেল প্রকাশ করেন।

গুড়—১। ইক্ষুর, তালের বা খর্জুরের রস হইতে উৎপন্ন মিষ্টদ্রব্য; হাতির সাজ। গু (শব্দ করা)+ডক্ কর্তৃ। ২। বর্তুল। গুড্ (রক্ষা করা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

গুড়গুড়—অনুকার শব্দ; গম্ভীর শব্দ; মেঘগর্জন; হুঁকা বা গুড়গুড়িতে ধূমপানের শব্দ। বাংপ্র। বি।

গুড়গুড়ি—দীর্ঘ নলযুক্ত তাম্রকূট সেবন-যন্ত্র, এক প্রকার গড়গড়া, ফরসি, আলবলা। বাংপ্র। বি।

গুড়গুড়ে গুড়গুড় শব্দকারী; গোলকতুল্য; খর্বাকার, বামন, ক্ষুদ্র। বাংপ্র। বিণ।

গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য—'গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য' দ্রঃ। [বি; ক্লী।

গুড়তৃণ-আক। গুড়জনক তৃণ, মধ্যপ।

গুড়ত্বক্, গুড়ত্বচ্—দারুচিনি; জয়িত্রী। গুড়ের ন্যায় মিষ্ট হইয়াছে ত্বক্ যাহার, বহু। বি; ক্লী।

গুড়দারু—ইক্ষু, আক। গুড়জনক যে দারু, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গুড়ধেনু-দানার্থ গুড়নির্মিতা ধেনু। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গুড়নো-গুটানো (তাহা দ্রঃ)।

গুড়মুড়া—গুলুফ, গোড়ালি। বাংপ্র বি।

গুড়শর্করা—দোবরা চিনি। গুড়জাতা যে শর্করা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গুড়াকা—তন্দ্রা, নিদ্রা; কর্মে অনুৎসাহ; আলস্য। গুড় (রক্ষা করা)+আক ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুড়াকু, গুড়ুক—তাম্রকূট, মাখা তামাক। বাংপ্র। বি।

গুড়াকেশ—১। মহাদেব। গুড়ার ন্যায় কেশ যাঁহার, বহু। ২। অর্জুন। গুড়াকার ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

গুড়ানো, গুড়নো—গুটানো (তাহা দ্রঃ)।

গুড়াপূপ—গুড়পিঠা, আঁদরশা। গুড়মিশ্রিত যে অপূপ, মধ্যপ। বি; পু।

গুড়ি—শরীর কোঁচকাইয়া চুপি চুপি চলার বা অবস্থানের ভাব। বাংপ্র। বি। **গুড়ি মারা**—হাত পা গুটাইয়া থাকা; ওত পাতা।

গুড়িগুড়ি-ধীরপদক্ষেপে, আস্তে আস্তে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

গুড়ুক—'গুড়াকু' দ্রঃ।

গুড়ূচী, গুড়ুচী একপ্রকার লতা, গুলঞ্চ। বি; স্ত্রী।

গুড়ুম—মেঘগর্জন; বন্দুক ইত্যাদির শব্দ। বাংপ্র। বি।

গুড়োদক গুড়পানা, গুড়ের শরবত। গুড়-মিশ্রিত যে উদক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গুড়া, গুড়া—নৌকার পার্শ্বস্থিত বসিবার পুরু তক্তা। প্রা কপ্র। বি।

গুণ—১। অধিক ফল; সত্ত্ব রজঃ তমঃ; বিদ্যা বিনয় শৌর্যাদি সদ্গুণ; পদার্থের ধর্ম, যাহা দ্রব্য বা পদার্থে অবস্থিতি করে, অথচ ক্রিয়া বা জাতি নহে; সূত্র, রজ্জু; ধনুকের ছিলা; ইন্দ্রিয়; মালা; অপ্রধান; ক্রিয়া ('ঔষধের —'); (অলংকারে) ওজঃ মাধুর্য প্রসাদাদি [কাব্যরস দ্রঃ]; (ন্যায়ে) রূপাদি চতুর্বিংশতি; (দণ্ডনীতিতে) সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়, এই ছয়। গুণ+ক কর্ম। ২। ভীমসেন; পাচক। গুণ্+ক কর্তৃ। ৩। উৎকর্ষ; দক্ষতা; আবৃত্তি, উপকার, ফায়দা; বৃদ্ধি; (গণিতে) পূরণ; বার; ত্যাগ; (ব্যাকরণে) স্বরের পরিবৃত্তি বিঃ যথা—ই ও ঈ স্থানে এ, উ ও ঊ স্থানে ও ইত্যাদি। গুণ্+ক ভাব। বি; পু। ৪। চট কাপড়ের থলি, মোটা বোরা বা থলে; নৌকা টানিয়া লইয়া যাইবার দড়ি। ৫। জাদু, তুক্। বাংপ্র। বি। **গুণ করা**—বশীকরণ ঔষধ খাওয়াইয়া বশ করা। **গুণ টানা** নৌকার মাস্তলে দড়ি বাঁধিয়া নদী প্রভৃতির ধার দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া।

গুণক—১। গুণকারী। বিণ। ২। যে অঙ্ক দ্বারা গুণ করা যায়, multiplier. গুণ্+ণক কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**গুণিকা**।

গুণকথন—গুণকীর্তন; প্রশংসা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুণকর্ম, গুণক্রিয়া—১। সদ্গুণজন্য অনুষ্ঠিত কার্য। গুণজনিত যে কর্ম বা ক্রিয়া, মধ্যপ। ২। গুণনপ্রক্রিয়া। গুণই যে কর্ম বা ক্রিয়া, কর্মধা। বি; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

গুণকারক-উপকারক; আরোগ্যপ্রদ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিকা**।

গুণকারী (-কারিন্)—গুণকারক, উপ-কারক, হিতকর; আরোগ্যজনক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

গুণকীর্তন গুণবর্ণন, গুণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুণগৃহ্য গুণের পক্ষপাতী। গুণ-গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

গুণগ্রহণ—অন্যের সদ্গুণ লওয়া; অপরের যে কি কি সদ্গুণ আছে তাহা বুঝা এবং তদনুসারে কার্য করা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুণগ্রাম-গুণসমূহ, সদ্গুণসকল। ৬তৎ। বি; পু।

গুণগ্রাহিতা—অন্যের গুণ গ্রহণের অর্থাৎ বুঝিবার শক্তি বা প্রবৃত্তি, গুণজ্ঞতা। 'গুণগ্রাহী' দ্রঃ। গুণগ্রাহিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

গুণগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—অন্যের গুণ গ্রহণে অর্থাৎ বুঝিতে সমর্থ বা তৎপর; গুণজ্ঞ। গুণ গ্রহণ করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গুণ—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

গুণচট—গোনী বস্ত্র, পাটের বা শণের সুতার মোটা থলির কাপড়। বাংপ্র। বি।

গুণছুঁচ-চট ইত্যাদি সেলাই করিবার বড় ছুঁচ। বাংপ্র। বি।

গুণজনিত—গুণোৎপাদিত, যাহা গুণ হইতে জন্মিয়াছে। ৩তৎ। বিণ।

গুণজ্ঞ—গুণগ্রাহী। উপতৎ; গুণ—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

গুণজ্ঞতা-গুণগ্রাহিতা। গুণজ্ঞ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

গুণতহি—গণনা করে; গণ্য করে; উপমা করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গুণত্রয়—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুণধর—গুণবান্, গুণী; কুক্রিয়াসক্ত, নানা-দোষাধার, দোষী (ব্যঙ্গার্থে)। ৬তৎ। বিণ।

গুণধর্ম-প্রজাপালনাদি রূপ কর্তব্য কর্ম। গুণানুযায়ী যে ধর্ম, মধ্যপ। বি; পু।

গুণধাম (-ধামন্)—বহুগুণসম্পন্ন, গুণের গৃহস্বরূপ। ৬তৎ। বি বা বিণ; ক্লী।

গুণন—আবৃত্তি; বর্ণন; পূরণ, এক অঙ্ক দ্বারা অন্য অঙ্ককে গুণ করা। গুণ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গুণনিকা—১। শূন্যাঙ্ক, ০। গুণন+কণ্+আপ্। ২। পুনঃ পুনঃ অনুশীলন; অভ্যাস; পাঠস্থিরীকরণ; নৃত্য [illegible]; স্ত্রী।

গুণনিধি—১। গুণের আধারস্বরূপ, প্রভূত-গুণসম্পন্ন; গুণধর; বিবিধ দোষাশ্রয় (ব্যঙ্গার্থে)। ৬তৎ। বিণ। ২। কাম্পিল্য নগরবাসী যজ্ঞদত্তের পুত্র। বি; পু।

গুণনীয়—যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণ্য, multiplicand. গুণ+অনীয় কর্ম। বিণ।

গুণনীয়ক—যে রাশি দ্বারা অন্য কোন রাশিকে ভাগ দিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না, অপবর্তক, Measure of Factor; যে রাশি দ্বারা গুণ করিলে কোন নির্দিষ্ট গুণফল উৎপন্ন হয়। গুণনীয়+কণ্। বি; পু।

গুণপক্ষপাতী (-পাতিন্)—গুণানুরাগী, যে গুণবানের দিকে টানে। গুণের পক্ষ-পাতী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-পাতিনী**।

গুণপনা, -পনা—নৈপুণ্য; গুণবত্তা, গুণ-শালিতা। বাংপ্র। বি।

গুণপন্থ—ধর্মপথ-নির্দেশক শাস্ত্র। প্রা কপ্র। বি।

গুণফল—(গণিতে) গুণন দ্বারা লব্ধ ফল, product. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গুণবত্তা—গুণশালিতা। গুণবৎ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

গুণবাচক, -বোধক—যাহা কোন ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ ব্যক্ত করে এরূপ, গুণ-প্রকাশক, বিশেষণ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**গুণবাচিকা**।

গুণবাদ—১। গুণসূচক বাক্য, গুণপ্রকাশক বাক্য। মধ্যপ। ২। গুণকথন, গুণ-কীর্তন। ৬তৎ। বি; পু।

গুণবান্ (-বৎ)—গুণযুক্ত, গুণশালী, গুণী। গুণ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**গুণবতী**। [ক্রি।

গুণবি—গণনা করিবে, গুণিবে। প্রা কপ্র।

গুণবৃক্ষ—নৌকা জাহাজাদির মাস্তুল। গুণ বন্ধনের বৃক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

গুণ-বৈষম্য—বিরুদ্ধগুণের সমাবেশ, গুণের ব্যতিক্রম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গুণভৃৎ—গুণী; গুণধারী। গুণ শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

গুণমণি—নানাগুণবিশিষ্ট বলিয়া রত্নস্বরূপ। গুণপূর্ণ মণি, মধ্যপ। বিণ।

গুণময়—প্রভূত গুণসম্পন্ন, গুণবহুল, গুণ-পরিপূর্ণ। গুণ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**গুণময়ী**।

গুণমুগ্ধ—সদ্গুণ দর্শনে বিমোহিত, গুণলুব্ধ। ৩তৎ। বিণ। [বিণ।

গুণমুগ্ধ[illegible] মুগ্ধ, গুণগ্রাহী। ৭তৎ।

গুণশালি[illegible]—গুণবতী। 'গুণশালী' দ্রঃ। গুণশালিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

গুণশালী (-শালিন্)—গুণযুক্ত, গুণ-বান্। গুণ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। বি—**গুণশালিতা**।

গুণসঙ্গ—গুণের সংসর্গ; গুণের সম্বন্ধ; গুণ-প্রতিবন্ধ; সুখদুঃখাদিতে আসক্তি। ৬তৎ। বি; পু।

গুণসম্পন্ন—গুণযুক্ত, গুণান্বিত। গুণ দ্বারা সম্পন্ন, ৩তৎ, অথবা গুণকে সম্পন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

গুণসাগর—১। সমুদ্রের ন্যায় অপরিমেয় গুণবিশিষ্ট; নানাগুণধর। গুণের সাগর-প্রায়, ৬তৎ। বিণ। ২। ব্রহ্মা; বুদ্ধ বিঃ। বি; পু।

গুণসিন্ধু—গুণসাগর (তাহা দ্রঃ)। গুণের সিন্ধু (সাগর) প্রায়, ৬তৎ। বিণ।

গুণস্তম্ভ—গুণবৃক্ষ (তাহা দ্রঃ)।

গুণহীন—গুণশূন্য, নির্গুণ, যাহার কোন গুণ নাই। ৩তৎ। বিণ।

গুণা—গনা, গণনা করা। বাংপ্র। ক্রি।

গুণাকর—১। আকরে যেমন অসংখ্য অভীষ্ট পদার্থ থাকে, তদ্রূপ যাহাতে অসংখ্য অভীষ্ট গুণ থাকে; গুণাধার। গুণের আকরস্বরূপ, ৬তৎ। বিণ। ২। বুদ্ধ। বি; পু।

গুণাগার—গুণোগার, ক্ষতির জন্য দণ্ড, গচ্চা, ক্ষতিপূরণ। বাংপ্র। বি।

গুণাগুণ—গুণদোষ। গুণ ও অগুণ, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

গুণাতীত—সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণের উপর, গুণত্রয়ের স্পর্শহীন, নির্গুণ। গুণকে অতীত, ২তৎ। বিণ।

গুণাধার—বহুগুণসম্পন্ন। গুণের আধার, ৬তৎ। বিণ।

গুণানুকরণ—অন্যের গুণ দেখিয়া তাহা আয়ত্ত করিবার চেষ্টা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গুণানুকীর্তন—গুণিজনের গুণের পুনঃপুনঃ উল্লেখ; প্রশংসা। গুণের অনুকীর্তন, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গুণানুবাদ—বারংবার গুণকীর্তন, প্রশংসা। গুণের অনুবাদ, ৬তৎ। বি; পু।

গুণানুরাগ—গুণানুরক্তি, গুণদর্শনে গুণীর প্রতি ভালবাসা। গুণে অনুরাগ, ৭তৎ। বি; পু।

গুণানুরাগী (-রাগিন্)—গুণদর্শনে গুণীর প্রতি অনুরাগবিশিষ্ট। গুণে বা গুণ দ্বারা অনুরাগী, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রাগিণী**। বি, **-রাগিতা**।

গুণান্তর—গুণভেদ; অন্য গুণ। অন্য গুণ, নিত্য। বি; স্ত্রী।

গুণান্বিত—গুণযুক্ত, গুণী, গুণবান্। গুণ-দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

গুণাবলী—গুণসমূহ। গুণদিগের আবলী (শ্রেণী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গুণাভাস—গুণসাদৃশ্য, গুণান্বিত বলিয়া ভ্রান্তি। ৬তৎ। বি; পু।

গুণার্ণব বহু গুণের আধার। ৬তৎ। বি; পু।

গুণালংকৃত গুণশোভিত, গুণভূষিত। গুণদ্বারা অলংকৃত, ৩তৎ। বিণ।

গুণিত—যাহাকে গুণ করা হইয়াছে এরূপ, পুরিত, multiplied. গুণ+ক্ত কর্ম। বিণ।

গুণিতক—যে রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা ভাগ করিলে কিছুই ভাগশেষ থাকে না, তাহা দ্বিতীয় রাশির গুণিতক, multiple. গুণিত+কণ্। বি; পু।

গুণিন—মন্ত্রবিত্তাবিৎ, কুহকী; মন্ত্রবৈদ্য, রোজা; গণৎকার। বাংপ্র। বি।

গুণী (গুণিন্)—১। ধনুঃ। গুণ অর্থাৎ ছিলা আছে ইহার এই অর্থে গুণ+ইন্। বি; পু। ২। গুণবান্, গুণশালী; কলাবিৎ; তন্ত্রমন্ত্রজ্ঞ। গুণ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**গুণিনী**।

গুণীভূত—অপ্রধানীভূত, অপ্রধানভাবে অবস্থিত। গুণ শব্দ (অপ্রধান)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=গুণী)—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

গুণোৎকর্ষ ১। গুণের উৎকৃষ্টতা, উৎকৃষ্ট গুণ। গুণের উৎকর্ষ, ৬তৎ। ২। গুণলভ্য শ্রেষ্ঠতা। গুণজনিত উৎকর্ষ, মধ্যপ। ৩। গুণ হেতু প্রাধান্য। ৩তৎ। বি; পু।

গুণোপেত—গুণযুক্ত, গুণশালী, গুণবান্। গুণকে উপেত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

গুণ্ঠন বেষ্টন; আবরণ; ঘোমটা। গুন্‌ঠ্ (বেষ্টন করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

গুণ্ঠিত—বেষ্টিত; আবৃত। গুন্‌ঠ্ (বেষ্টন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গুণ্ড, গুণ্ডক—চূর্ণ, গুঁড়া; কলধ্বনি। গুন্‌ড্ (গুঁড়া করা)+অল্ কর্ম=গুণ্ড; গুণ্ড শব্দ+কণ্ স্বার্থে=গুণ্ডক। বি; পু।

গুণ্ডা—দুর্জন, দুরাচার, দুর্বৃত্ত, বদমাশ, পর-পীড়ক, ঠেঙ্গাড়ে, দস্যু। বাংপ্র। বি।

গুণ্ডামো, গুণ্ডামি, গুণ্ডাগিরি—গুণ্ডার আচরণ বা কার্য, দৌর্জন্য, দুর্বৃত্ততা, পরপীড়ন, দস্যুতা। বাংপ্র। বি।

গুণ্ডি—দোক্তা, পানের সহিত খাইবার মাদক-দ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

গুণ্ডিক—গুঁড়ি, তণ্ডুলাদিচূর্ণ। গুণ্ড (চূর্ণ)+ঠিক কৃতার্থে। বি; পু।

গুণ্ডিচা রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের পত্নী গুণ্ডিচা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মণ্ডপ বিঃ, এইখানে জগন্নাথদেব রথারোহণের পর সাত দিন অবস্থিতি করেন। বি; স্ত্রী।

গুণ্ডিত—১। চূর্ণিত। গুন্ড্ (গুঁড়া করা) +ক্ত কর্ম। ২। চূর্ণবিশিষ্ট। গুণ্ড+ইত জাতার্থে। বিণ।

গুণ্য—যাহাকে গুণ করিতে হইবে এরূপ, গুণনীয়। গুণ্+য কর্ম। বিণ।

গুদ—১। মলদ্বার, গুহ্যদেশ। গু (মলত্যাগ করা)+দ করণ। বি; পু। ২। ভগ, স্ত্রীযোনি। প্রাদে; ইতর ভাষা। বি।

গুদড়, গুদড়ি, গুধড়ি—ছিন্নকন্থা, ছেঁড়া কাঁথা। বাংপ্র। বি।

গুদম, গুদাম—পণ্যভাণ্ডার, মালখানা। <ইং 'godown'. বি।

গুদার, গুদারা—খেয়া; খেয়াঘাট। অসং। বি।

গুন—গুণচট, থলে। বাংপ্র। বি।

গুনগুন—গুঞ্জনধ্বনি; অনুচ্চস্বরে গানের আলাপ। বাংপ্র। অ।

গুনতি—গণতি (তাহা দ্রঃ)।

না—১। পেঁচ বা স্ক্রুর সর্পিল শিরা, screw-thread. বাংপ্র। ২। পাপ, দোষ। <ফা 'গুনহ্'। বি।

গুনাগার, গুনোগার খেসারত ক্রটি-বিচ্যুতির জন্য দেয় দণ্ড। ফা-মূ। বি।

গুনাহ্ পাপ। ফা-মূ। বি।

গুপত—গুপ্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

গুপী, গুপো—১। গোপন; গুপ্ত। বিণ। ২। গুপ্ত আঘাত। বাংপ্র। বি।

গুপো—'গুপী' দ্রঃ।

গুপ্ত—১। রক্ষিত; অপ্রকাশিত; গূঢ়, অদৃশ্য; লুক্কায়িত; অলক্ষিত; সংবৃত। গুপ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জাতিগত বা বংশগত উপাধি বিঃ। বি; পু।

গুপ্তকথা—গোপনীয় কথা; অজ্ঞাত কাহিনী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

গুপ্তগতি—চর, অপসর্প। গুপ্তা গতি যাহার, বহু। বি।

গুপ্তচর—১। গুপ্তভাবে বিচরণকারী; গুপ্ত-সংবাদসংগ্রাহক, গোয়েন্দা। গুপ্ত—চর +টক্ কর্তৃ। বিণ। ২। বলদেব। বি; পু। ৩। পূর্বে গুপ্ত। গুপ্ত শব্দ+চরট্ ভূতপূর্ব অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গুপ্তচরী**।

গুপ্তধন—১। যাহার ধন কেহ জানে না। গুপ্ত হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ। ২। গুপ্ত অর্থ, অপ্রকাশিত অর্থ। গুপ্ত যে ধন, কর্মধা। বি; ক্লী।

গুপ্তমণি—কুমারীদিগের ক্রীড়া বিঃ। বি; পু।

গুপ্তমন্ত্র—১। গোপন পরামর্শ। কর্মধা। বি; পু। ২। যাহার মন্ত্রণা প্রকাশ পায় না এরূপ। গুপ্ত মন্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

গুপ্তযুগ—প্রাচীন ভারতের গুপ্তবংশীয় রাজাদের শাসনকাল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুপ্তরহস্য যে গোপনীয় বিষয় গোপন করিয়া রাখা হইয়াছে। কর্মধা। বি; ক্লী।

গুপ্তসাম্রাজ্য গুপ্তবংশীয় রাজা সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য। ৬তৎ। বি; ক্লী। [স্ত্রী।

গুপ্তহত্যা—গোপনে খুন। কর্মধা। বি;

—১। রক্ষিতা, ইত্যাদি। গুপ্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গুপ্তউপাধিধারী বংশের স্ত্রীলোক; চুয়া; রক্ষা, নিস্তার, উদ্ধার। প্রা কপ্র। বি।

১। শমন, যম। গুপ্+তিক্ কর্তৃ। বি; পু। ২। রক্ষা; গোপন; সংবরণ। গুপ্+ক্তি ভাব। ৩। ভূগর্ভ; কারাগার; অবকরস্থান; নৌকাদির গর্ভ; রন্ধ্রগর্ভ। গুপ্+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী। ৪। যষ্টি প্রভৃতি মধ্যে লুক্কায়িত ছোরা বা তলোয়ার। বাংপ্র। বি। [বি।

গুফা, গুম্ফা গুহা, পর্বতকন্দর। বাংপ্র।

গুবাক, গূবাক—১। সুপারিগাছ। গু (বিষ্ঠা ত্যাগ করা)+আক করণ। বি; পু। ২। সুপারি। গুবাক বা গূবাক+ক্ষ। বি; ক্লী।

গুম ১। গোপন; গুপ্ত। হি-মূ। ২। ভারী বস্তু পড়ার শব্দ। অ। ৩। ক্রোধাদিহেতু নির্বাক্ বা নিশ্চল অবস্থা (' হয়ে থাকা')। বাংপ্র। বি।

গুমখুন—গুপ্তহত্যা। বাংপ্র। বি।

গুমগুম—মুষ্টিপ্রহার, সবলে গোড়ালি ঠুকিয়া পাদক্ষেপ প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

গুমট নির্বাত গ্রীষ্ম বাতাসশূন্য অবস্থা গরম, যেন দম বন্ধ হইয়া আসে, sultriness. বাংপ্র। বি।

গুমটি প্রহরীর আশ্রয়গৃহ; খোপের মত ছোট ঘর। বাংপ্র। বি। [বি।

গুমর অহংকার দেমাক। <ফা 'গুমান'।

গুমরানো—মনে মনে গজরানো; ঈর্ষা দুঃ প্রভৃতির আবেগ রোধ করিয়া কষ্ট ভোগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

গুমসা—গুমট (তাহা দ্রঃ)।

গুমসানো, গুমসনো—নির্বাত উত্তাপে ভাপিয়া বা ভাপসিয়া উঠা; গুমট করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**গুমসানি, -সনি**।

গুমা—অল্প আগুনে ধীরে ধীরে সিদ্ধ বা দগ্ধ হওয়া; ভাপসানো বা গরমে পচিয়া দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া; ছাতা পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

গুমান গুমর, দেমাক। ফা। বি।

গুম্ফ—১। বাহুভূষণ; গোঁপ; গুচ্ছ; সন্দর্ভ। গুন্ফ্+অল্ কর্ম। ২। গ্রন্থন, গাঁথুনি। গুন্ফ্+অল্ ভাব। বি; পু।

গুম্ফন গ্রন্থন, গাঁথা। গুন্ফ্ (গাঁথা)+অনট্ ভাব। বি।

গুম্ফমর্দন—গোঁফে তা দেওয়া, দাড়িতে হাত বুলানো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুম্ফিত—গ্রথিত। গুন্ফ্ (গাঁথা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গুম্বজ মন্দির মসজিদ প্রভৃতির সমতল ছাদের উপরিস্থ ক্ষুদ্রতর গোলাকার ছাদ; বুরুজ, dome. ফা। বি।

গুয়া ১। সুপারি। <গুবাক। ২। গুহ্যদেশ, মলদ্বার। প্রাদে। বি।

গুয়ে বিষ্ঠাসংক্রান্ত। বাংপ্র। বিণ।

গুরু—১। ধর্মোপদেষ্টা; মন্ত্রোপদেষ্টা; আচার্য, অধ্যাপক; বৃহস্পতি; দ্রোণাচার্য; জনক প্রভৃতি পূজ্য ব্যক্তি; দীর্ঘ স্বরবর্ণ। গৃ+কু কর্তৃ। বি; পু। ২। প্রয়োজনীয়; মহৎ, উত্তম; পূজ্য; শ্লাঘ্য; উৎকট; দুর্বহ; দুর্ভর, কঠিন; ভারী; অধিক; দুর্গম; বিষম; গম্ভীর; অনুপেক্ষণীয়। গৃ+কু কর্ম। বিণ। স্ত্রী গুরু বা **গুর্বী**।

গুরুকন্যা, -তনয়া—ধর্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের দুহিতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের বংশ; গুরুর গৃহ বা আশ্রম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুরুগত—ধর্মোপদেষ্টার বা শিক্ষকের অনুগত বা ঘটিত। ২তৎ। বিণ। স্ত্রী—**গুরুগতা**

গুরুগিরি—শিষ্যকে মন্ত্রদান ব্যবসায়; অধ্যাপনা। বাংপ্র। বি।

গুরুগোবিন্দ—শিখদিগের দশম গুরু। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি গুরুপদে বরিত হন। মোগলদের্র দ্বারা ইঁহার পিতা নবম গুরুকে বধ করে। সেই হইতে ইনি সমস্ত শিখকে একতাসূত্রে গ্রথিত করিবার এবং তাহাদিগকে বিপক্ষের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্নশীল হন। এতদভিপ্রায়ে ইনি সমুদায় শিখকে একত্র করেন। জাতিবিচার ত্যাগ করিয়া সকল শিখকে একজাতীয় হইতে বলায় অনেকে ইঁহার শিষ্যত্ব পরিত্যাগ করে। তথাপি প্রায় বিংশতি সহস্র শিষ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। এই সকল লোক প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ করিল যে, তাহারা জাতিবিচার মানিয়া চলিবে না, স্বধর্মাবলম্বীদিগকে প্রাণপণে রক্ষা করিবে, এবং কোনরূপ অস্ত্র সর্বদা সঙ্গে রাখিবে। যাহাতে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার জাতিভেদের কথা না উঠে এই অভিপ্রায়ে সকলেরই উপাধি "সিংহ" করা হইল। অন্যান্য বিষয়ে গোবিন্দ নানকের মতের অনুসরণ করিলেন।

গোবিন্দ যে রাজার রাজ্যে বাস করিতেন, তাঁহার সহিত বিরো[illegible]স্থিত হইলে রাজা শিখদিগের বিরুদ্ধে[illegible] প্রেরণ করিলেন। গোবিন্দ রাজসৈন্য সম্পূর্ণরূপে

পরাস্ত করায়, রাজা দিল্লীর সম্রাটের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ সাহায্য করায় গোবিন্দ পরাভূত হইলেন এবং ইঁহার পরিবারবর্গ শত্রুকর্তৃক নিহত হইল; কিন্তু পরে ইনি শত্রুপক্ষকে পরাস্ত করেন। এই সংবাদে দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেব ইঁহাকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করেন। গোবিন্দ আত্মদোষ ক্ষালনে পারস্য ভাষায় লিখিত কবিতার পত্র লিখিলে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হন। অতঃপর গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত হইলে তথায় ইঁহার জনৈক কর্মচারী ইঁহার প্রাণবধ করে।

গুরুঘ্ন গুরুঘাতক, গুরুহন্তা, গুরুবধকারী। উপতৎ; গুরু—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গুরুঘ্নী**।

গুরুচণ্ডাল—সাধু ও প্রচলিত শব্দের একত্র যোগ যাহা শিষ্টপ্রয়োগ নহে, গুরুলঘু শব্দের যে যোগ শিষ্টপ্রয়োগবিরুদ্ধ (যথা—'শব পোড়ানো', 'ভাত-প্রাশন')। বাংপ্র। বি। বিণ-**গুরুচণ্ডালী**।

গুরুজন - ভক্তিভাজন বা পূজনীয় ব্যক্তি, মাতা পিতা পিতামহ পিতামহী প্রভৃতি। কর্মধা। বি; পু।

গুরুঠাকুর—মন্ত্রদাতা গুরু, গুরুদেব। বাংপ্র। বি; পু।

গুরুতম—অনেকের মধ্যে গুরু, সর্বাপেক্ষা অধিক গুরু। গুরু+তম। বিণ।

গুরুতর - দুইএর মধ্যে অধিক গুরু; বিষম, মহা। গুরু+তর। বিণ।

গুরুতল্প—গুরুর শয্যা; গুরুর ভার্যা। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

গুরুতল্পগ গুরুপত্নীগামী। উপতৎ; গুরুতল্প গম্+ড কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

গুরুত্ব, গুরুতা—মহত্ত্ব; পূজ্যত্ব; অধ্যাপকত্ব; মন্ত্রোপদেষ্টৃত্ব; ধর্মোপদেষ্টৃত্ব; ভারবত্ত্ব; কাঠিন্য; প্রয়োজনীয়তা; আধিক্য, আতিশয্য। গুরু+ত্ব, তা ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

গুরুদক্ষিণা - গুরুকে দেয়া দক্ষিণা; গুরু-বিদায়। মধ্যপ। [পাঠ সমাপ্তির পর গুরুকে কিছু অর্থাদি দান করিয়া গৃহে গমন করিতে হয়। ঐ অর্থাদিকে গুরুদক্ষিণা কহে]। বি; স্ত্রী।

গুরুদত্ত—১। গুরুর দেওয়া। ৩তৎ। ২। গুরুকে প্রদত্ত। ৪তৎ। বিণ।

গুরুদশা—মাতাপিতৃবিয়োগের অবস্থা বৃহস্পতির দশা। বি; স্ত্রী।

গুরুদার—গুরুপত্নী। ৬তৎ। বি; পু।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যার্)—জন্ম ২৬শে জানুয়ারি, ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি হেয়ার স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন এবং সেইখান হইতে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিত-বিভাগে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পর বৎসরেই বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গুরুদাস কিছুদিনের জন্য বহরমপুর কলেজে আইনের অধ্যাপনা করেন। অতঃপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডি. এল. উপাধি লাভ করেন। অতঃপর গুরুদাস দুই বৎসর পরে ঠাকুর-ল লেক্‌চারার কর্মে নিযুক্ত হইয়া "হিন্দুগণের বিবাহ ও স্ত্রীধন সম্বন্ধীয় আইন" বিষয় শিক্ষা দেন। ইনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়ী ও পর বৎসর স্থায়িভাবে কলিকাতা হাই-কোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন এবং এই পদ হইতে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরেই গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে 'নাইট্' উপাধি প্রদান করেন। শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন এবং নিয়মিত দুই বৎসর কাল কার্য করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আবার দুই বৎসরের জন্য ঐ কার্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি কমিশনের অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। ছাত্রমণ্ডলীর উন্নতিকল্পে ইনি অনেক কার্য করিয়াছেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি পাটীগণিত প্রকাশিত করিয়াছেন এবং 'A few thoughts on Education' নামক একটি শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইনি বিলক্ষণ পণ্ডিত এবং সাহিত্যিক ব্যাপারে সর্বথা যোগদান করিতেন। ইনি আড়ম্বরশূন্য নিষ্ঠাবান্ আনুষ্ঠানিক হিন্দু। ইংরাজি-শিক্ষিত ব্রাহ্মণের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পর ইঁহার নাম উল্লেখ-যোগ্য। ইঁহার হৃদয় অতি উচ্চ ও পরদুঃখ-কাতর। ইনি যেমন ধার্মিক, সেইরূপ সৌজন্য ও বিনয়ের আধার, নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইঁহার বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত "কর্ম ও জ্ঞান" নামক পুস্তক বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদৃত ও প্রশংসিত। ইনি ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২রা ডিসেম্বর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গুরুদেব—দেবতুল্য গুরু; ধর্মোপদেষ্টা বা শিক্ষক। গুরুই যে দেব, কর্মধা। বি; পু।

গুরুদৈবত—পুষ্যানক্ষত্র। বি; পু।

গুরুদ্বার শিখদিগের ধর্মমন্দির। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুরুনিতম্বা—স্থূল নিতম্ববিশিষ্টা, পাছা ভারী (স্ত্রীলোক)। গুরু নিতম্ব যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

গুরুপত্নী—দীক্ষাগুরুর ভার্যা; আচার্যপত্নী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গুরুপাক—দুষ্পাচ্য, যাহা সহজে পরিপাক করা যায় না এরূপ। গুরু হইয়াছে পাক যাহার, বহু। বিণ।

গুরুপ্রসন্ন ঘোষ কলিকাতা জোড়া-বাগানের শিবনারায়ণ ঘোষের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুরাগী ছিলেন। ছাত্রগণ ইওরোপে গমন করিয়া শিল্প শিক্ষা করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে ইনি মৃত্যুকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে প্রায় ৪ লক্ষ টাকা দিয়া যান।

গুরুপ্রসাদ সেন—১২৪৯ সালের ৮ই চৈত্র বিক্রমপুরের অন্তর্গত ডোমসার নামক গ্রামে কাশীচন্দ্র সেনের ঔরসে গুরুপ্রসাদের জন্ম হয়। এক বৎসর বয়সে গুরুপ্রসাদ পিতৃহীন হন। সুতরাং ইঁহার মায়ের উপরই ইঁহার শিক্ষার ভার অর্পিত হয়। গুরুপ্রসাদ কিছু ফারসী শিখিয়াছিলেন। গুরুপ্রসাদ বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক হন। অতঃপর বি. এল. পাস করিয়া প্রথম কৃষ্ণনগরে, পরে বাঁকিপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। কিন্তু কিছুকাল পরে চাকুরি ত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি 'বেহার হেরল্ড' সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি সোমপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া যশঃ অর্জন করেন। ইনি শেষ বয়সে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ১৩০৭ সালে আশ্বিন মাসে গুরুপ্রসাদ লোকান্তরিত হন।

গুরুবরণ—গুরুর নিমিত্ত আনীত বস্ত্রযুগ্ম; বস্ত্রালংকার দ্বারা গুরুর পূজন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গুরুবল গুরুর কৃপাবল। বি; ক্লী।

গুরুবার—বৃহস্পতিবার। ৬তৎ। বি; পু।

গুরুবিত্ত- গুরু। প্রা কপ্র। বিণ।

গুরুভক্তি—গুরুর প্রতি ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

গুরুভাই একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য বা শিষ্য-সম্পর্কে ভাই। বাংপ্র। বি।

গুরুভার—১। খুব ভারী বোঝা। গুরু (ভারী) যে ভার, কর্মধা। বি; পু।

২। অত্যন্ত ভারী। গুরু (অধিক) হইয়াছে ভার যাহার, বহু। বিণ।

গুরুমণ্ডল—জলমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত গুর্‌বিঃ, barysphere. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গুরুমর্দল—ডিণ্ডিম বাদ্য। কর্মধা। বি ; পু।

গুরুমশায়, -মহাশয়—পাঠশালার শিক্ষকমহাশয়। বাংপ্র। বি ; পু।

গুরুমা—গুরুপত্নী ; বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

গুরুমারা—গুরুর নিকট হইতে লব্ধ অথচ সেই গুরুরই বিরুদ্ধে প্রযুক্ত ('— বিদ্যা')। বাংপ্র। বিণ।

গুরুমুখী—১। পঞ্জাববাসী শিখদিগের বর্ণমালা বা ভাষা। অসং। বি। ২। যাহার জন্য সম্পূর্ণরূপে গুরুর উপর নির্ভর করিতে হয় এমন ('— বিদ্যা')। বাংপ্র। বিণ।

গুরুয়া—গুরু, ভারী, স্থূল। প্রা কপ্র। বিণ।

গুরুরত্ন—পুষ্পরাগমণি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

গুরুশিষ্য—আচার্য ও ছাত্র ; দীক্ষাদাতা ও দীক্ষাগ্রহীতা। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

গুরুসদয় দত্ত—স্বনামখ্যাত সিভিলিয়ান। শ্রীহট্ট জেলায় কুশিয়ারা নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি ছিলেন গ্রামের সম্ভ্রান্ত প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারের বংশধর। তাঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ দত্ত চৌধুরী। গ্রামেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। গ্রাম্য মাইনর স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিবার পর শহরে আসিয়া তিনি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। তথা হইতে কলিকাতায় আসিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষালাভ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন। সেখান হইতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হন। রাজকার্যে তিনি কর্তৃপক্ষের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন এবং দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও স্বাধীনচিত্ততার পরিচয় দিয়াছিলেন।

গুরুসদয় দত্ত মহাশয় নৃত্য-গীতের অত্যন্ত অনুরাগী। তিনি আমাদের দেশের রাই-বেঁশে নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং এই অনাদৃত কলার পুনরুদ্ধারের জন্য অক্লান্ত-ভাবে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টায় বাঙ্গালার নানাস্থানে বালক-বালিকাদিগের বিদ্যালয়ে লোক-নৃত্য ও লোক-গীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। তিনি পৃথিবীর বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া সেই সকল দেশের লোক-নৃত্য ও লোক-গীতির বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আন্তর্জাতিকভাবে সকল দেশের লোক-নৃত্যের মধ্যে সমন্বয় করিবার সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন।

গুরুসদয় বাবু আদর্শ পল্লীপ্রেমিক। তিনি তাঁহার পরলোকগতা দয়িতা সরোজনলিনী দত্তের অভিপ্রায় অনুযায়ী এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষাকল্পে বাঙ্গালার অসহায়া অনাথা বিধবা এবং অন্যান্য নারীগণের দুর্দশা-মোচনের জন্য ও তাহাদিগকে স্বাবলম্বিনী করিবার জন্য "সরোজনলিনী নারীশিক্ষা-সমিতি" নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গালার অনেক স্থলে এই কেন্দ্রীয় সমিতির শাখাসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাঙ্গালার লোক-নৃত্যের পুনঃ প্রবর্তন প্রয়াস ও এই বিদ্যালয় গুরুসদয় বাবুর এই দুই কীর্তি তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। [স্ত্রী।

গুরুসেবা—গুরুর শুশ্রূষা। ৬তৎ। বি ;

গুরুস্থানীয়—গুরুসদৃশ বা গুরুতুল্য। গুরু+স্থানীয় সাদৃশ্যার্থে। বিণ।

গুরুহন্তা (-হন্তৃ)—গুরুঘাতী, গুরুর প্রাণ-নাশক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

গুরুহা (-হন্)—গুরুহন্তা, গুরুঘাতক। উপতৎ ; গুরু হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

গুরূত্তম—১। গুরুশ্রেষ্ঠ ; পূজ্যতম, পরমারাধ্য। গুরুদিগের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। বিণ। ২। পরমেশ্বর। বি ; পু।

গুরূপদেশ—গুরুদত্ত শিক্ষা। গুরুর উপদেশ ইতি ৬তৎ, বা গুরুদত্ত উপদেশ ইতি মধ্যপ। বি ; পু।

গুরূপাসনা—গুরুর আরাধনা, গুরুপূজা; গুরুসেবা। গুরুর উপাসনা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গুর্জর—দেশ বিঃ, গুজরাট ; গুজরাটের অধিবাসী। বি ; পু।

গুর্জরী—রাগিণী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

গুর্বঙ্গনা—গুরুপত্নী। গুরুর অঙ্গনা (পত্নী), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গুর্বিণী—গর্ভিণী, সসত্ত্বা। গুর্ব+ইনন্ কর্তৃ +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

গুর্বী—১। গুরুত্বযুক্তা, গৌরববতী ইত্যাদি। গুরু+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গুরুপত্নী ; গর্ভিণী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

গুল—১। গুড়। গুড়্+ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। অঙ্গার ; অঙ্গারচূর্ণের গোলক, কয়লার গুঁড়ায় গুলি ; বোঁটা ; ফুল ; গোলাপ ফুল ; সূচিকর্মরচিত ফুল ; মাথা তামাক, কলিকায় পুড়িলে যাহা অবশিষ্ট থাকে। ফা। বি।

গুলগুলে—গুড়গুড়ে, ক্ষুদ্র ও গোলাকার ; পাকিয়া খুব নরম, তলতলে। বাংপ্র। বিণ।

গুলজার—শোভান্বিত, শোভন ; চমকদার, জাঁকাল, জড়কাল ; উজ্জ্বল, দেদীপ্যমান ; শব্দসংকুল, কোলাহলময় ; সুশোভিত, জমজমে। ফা। বিণ।

গুলঞ্চ—গুড়ূচী, ভেষজলতা বিঃ ; তগরাদি বর্গের পুষ্পতরু বিঃ, plumeria acuminata. বাংপ্র। বি।

গুলতান—জটিলতা, কুচক্র, পেঁচ ; বহুজনের আলোচনা ; কচলাকচলি ; জটলা ; ঘোঁট ; গোলযোগ। <ফা 'গলতান'। বি।

গুলতি—ছোট গুলি, বাঁটুল। হি। বি।

গুলদার—ফুলদার, ফুলকাটা ফুলতোলা। ফা। বিণ।

গুলবদন—যাহার মুখ গোলাপের মত সুন্দর। ফা। বিণ। স্ত্রী, **-নী**।

গুলবাহার—১। গুলদার বা ফুলতোলা শাড়ি। বি। ২। ফুলকাটা, বুটিদার। ফা। বিণ।

গুলা—১। জলদুগ্ধাদি তরল দ্রব্যে মিশ্রিত করা। ক্রি। ২। নির্দিষ্ট বহুত্ববোধক প্রত্যয়। বাংপ্র। অ।

গুলানো—ঘোলা করা, হাঁটকানো ; আলোড়িত করা ; গোল পাকানো, বিশৃঙ্খল করা ; এলোমেলো করা ; জটাপটি করা, জটিল করা ; বিকৃত বা বিশৃঙ্খল হওয়া ('মাথা —')। বাংপ্র। ক্রি।

গুলাব—গোলাপ ; গোলাবজল। ফা। বি।

গুলাবী—গোলাপী। ফা-মু। বিণ।

গুলাল—কস্তু, ফাগ, আবীর। হি। বি।

গুলি—১। বটিকা ; গুটিকা ; বর্তুল, বাঁটুল। বি ; স্ত্রী। ২। বন্দুক হইতে নিক্ষিপ্ত ধাতুময় বর্তুল ; ছররা ; হাত-পায়ের পিণ্ডাকার মাংসপেশী ; অহিফেন হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মাদক দ্রব্য, মদত, চণ্ডুর কনিষ্ঠ। বি। ৩। বহুত্ব-বোধক বিভক্তি বা প্রত্যয়। বাংপ্র। অ।

গুলিকা—গুলী, বটিকা, গুটিকা। গুলি+ কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

গুলিখুরী—গুলিখোরের যোগ্য ; আজগবী। বাংপ্র। বিণ।

গুলিখোর—যে গুলি খায়, গুলি নামক নেশার দ্রব্য সেবনকারী, মদত-সেবী। বি বা বিণ।

গুলিডাণ্ডা, গুলিডাং—ডাংগুলি, বালক-দের ক্রীড়া বিঃ (ইহাতে একটি পুলি-পিঠার মত কাঠের টুকরা ও তাহা ছুড়িবার জন্য একটা ডাণ্ডা থাকে)। বাংপ্র। বি।

গুলিবাঁট—গুটিকাপাত (তাহা দ্রঃ)।

গুলেল—ধনুক দ্বারা বাঁটুল নিক্ষেপকারী, বাঁটুল ছুড়িবার ছোট ধনুক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গুল্ফ—পাদগ্রন্থি, গোড়ালি। গল্ (গমন করা)+ফক্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

গুল্ম—স্তম্ব, তৃণাদির ঝাড়; প্লীহা; উদরমধ্যস্থ রোগ বিঃ; ছোট ছোট গাছ, যাহাদের বিস্তৃত শাখা প্রশাখা হয় না, shrub; থানা, ঘাটি; হস্তী ৯, রথ ৯, অশ্ব ২৭, পদাতি .৪৫, এতৎসংখ্যক সৈন্য। গুড় (শব্দ করা ইত্যাদি)+মক্ কর্ত্তৃ। বি; পু। [ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গুল্মিনী—লতা। গুল্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে+

গুল্মী—তাবু; এলালতা। গুল্ম+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

গুষ্টি, গুষ্ঠি—গোত্র, বংশ, কুল। <গোষ্ঠী।

গুহ—১। দ্রুতগামী অশ্ব। গুহ্+ক কর্ম। ২। কার্তিকেয়; জনৈক চণ্ডাল [ইঁহার অপর নাম গুহক]; কায়স্থ জাতির উপাধি বিঃ। গুহ্ (আচ্ছাদন করা)+ক কর্ত্তৃ। বি; পু।

গুহক, গুহ—একজন নিষাদপতি। ইনি রামচন্দ্রের মিত্র ছিলেন। ভাগীরথীতীরে শৃঙ্গবেরপুরে ইঁহার বাসস্থান ছিল। বনবাস গমনকালে রামচন্দ্র ইঁহার রাজ্যে উপস্থিত হইলে, ইনি তাঁহাদের যথোচিত অতিথিসৎকার করেন। রাম ও লক্ষ্মণের জটানির্মাণার্থ বটবৃক্ষের নির্যাস, ভাগীরথীর অপর পারে যাইবার জন্য নৌকা প্রভৃতি প্রদান করিয়া ইনি তাঁহাদের সম্যক্ পরিচর্যা করেন। চতুর্দশবর্ষান্তে রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রতিগমনকালে গুহক তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অতীব সুখী হইয়াছিলেন।

গুহষষ্ঠী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠী [এই ষষ্ঠী কার্তিকের অতি প্রিয় বলিয়া গুহষষ্ঠী নাম প্রাপ্ত হইয়াছে]। গুহপ্রিয়া ষষ্ঠী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গুহা—পর্বতাদির গহ্বর; গর্ত; ভিতর, অভ্যন্তর। গুহ্ (আচ্ছাদন করা)+ক আধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

গুহাচর—১। পর্বতগহ্বরে ভ্রমণকারী। গুহা শব্দ—চর্+টক্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। (গহ্বরবৎ অতি গুহ্য স্থানে চরণশীল বলিয়া) পরমেশ্বর। বি; পু।

গুহাবাসী (-বাসিন্)—গুহাতে বাসকারী লোক, caveman; যে গুহাতে বাস করে এমন। উপতৎ; গুহা-বস্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বি বা বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

গুহাশয়—১। গুহাশায়ী, গুহাস্থিত। গুহাতে শয়ন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গুহা—শী (শয়ন করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। সিংহাদি পশু; পরমাত্মা; জীবাত্মা। বি; পু।

গুহাহিত—১। গুহাতে নিহিত। গুহাতে আহিত, ৭তৎ। বিণ। ২। হৃদয়স্থ আত্মা। বি; পু।

গুহের—১। লৌহকার, কামার। গুহ+কের কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। গোপ্তা, রক্ষক। বিণ।

গুহ্য—১। গোপনীয়, অপ্রকাশ্য; নিভৃত; দুর্বোধ্য। গুহ্ (আচ্ছাদন করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ২। জনশূন্যস্থান; মলদ্বার; উপস্থ। বি; ক্লী।

-ক—কুবেরের অনুচর দেবযোনি; যক্ষ। গুহ্য+কণ্। বি; পু।

গুহ্যকেশ্বর—ধনাধিপ কুবের। গুহ্যকগণের ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। বি; পু।

-শিব। গুহ্যের (তন্ত্রশাস্ত্রের) গুরু, ৬তৎ। বি; পু। [প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, সমস্ত তন্ত্রশাস্ত্রই শিবরচিত।]

গুহ্যদীপক—খদ্যোত, জোনাকি। গুহ্যের দীপক, ৬তৎ; অথবা গুহ্যে দীপ যাহার, বহু। বি; পু।

গুহ্যদেশ—পায়ু, মলদ্বার। ৬তৎ। বি; পু।

গুহ্যনিষ্যন্দ—মূত্র, প্রস্রাব। ৫তৎ। বি; পু।

গুহ্যভাষিত—গুপ্তবাক্য, ইষ্টমন্ত্র। গুহ্য যে ভাষিত (কথা), কর্মধা। বি; ক্লী।

গূ—বিষ্ঠা, পুরীষ। গু (বিষ্ঠাত্যাগ করা)+ক্বিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

গূঢ়—গুপ্ত; প্রচ্ছন্ন, লুক্কায়িত; সংবৃত; গহন; দুর্বোধ; দুষ্প্রবেশ্য; আচ্ছাদিত; নিভৃত। গুহ্ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গূঢ়চারী (-চারিন্)—গুপ্তভাবে বিচরণকারী। গূঢ়—চর্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

গূঢ়জ—গুপ্তভাবে উৎপন্ন পুত্র বিঃ। গূঢ়—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

গূঢ়পথ—১। গুপ্তপথ। কর্মধা। ২। অন্তঃকরণ। গূঢ় পথ যাহার, বহু। বি; পু।

গূঢ়পাৎ (-পাদ্)—গূঢ়পাদ (সকল অর্থে)।

গূঢ়পাদ—গুপ্তপদবিশিষ্ট। গূঢ় পাদ যাহার, বহু। বিণ। [পু।

গূঢ়পুরুষ—প্রণিধি, গুপ্তচর। কর্মধা। বি;

গূঢ়সাক্ষী (-সাক্ষিন্)—প্রচ্ছন্নভাবে শিক্ষিত সাক্ষী। কর্মধা। [নারদ বলেন, অর্থিকর্ত্তৃক স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত প্রত্যর্থীর বাক্য যাহাকে গুপ্তভাবে শোনানো হয়, তাদৃশ সাক্ষীকে গূঢ়সাক্ষী কহে।] বিণ; পু। স্ত্রী—**গূঢ়সাক্ষিণী**।

গূঢ়াঙ্গ কূর্ম, কচ্ছপ। গূঢ় হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

গূঢ়োৎপন্ন—গোপনে জাত পুত্র বিঃ গূঢ়রূপে উৎপন্ন, ২তৎ। বি; পু।

গূবাক—'গুবাক' দ্রঃ।

গৃধিনী—স্ত্রী-গৃধ্র, গৃধ্রজাতীয়া পক্ষিণী, শকুন বা হাড়গিলা পক্ষিণী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

গৃধ্নু—লুব্ধ, লোলুপ ('অর্থ—')। গৃধ্ (লাভেচ্ছা করা)+ক্নু কর্ত্তৃ। বিণ।

গৃধ্র—শকুনি পক্ষী। গৃধ্ (লাভেচ্ছা করা)+রক্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

গৃধ্রকূট—পর্বত বিঃ [ইহার বর্তমান নাম শৈলগিরি। ইহা মগধ দেশের পূর্ব রাজধানী গিরিব্রজ হইতে অনতিদূরে অবস্থিত]। গৃধ্রপূর্ণ কূট যাহার, বহু। বি; পু।

গৃধ্রবট—দেবস্থান বিঃ [এখানে বৃষবাহন শিবের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া সর্বাঙ্গে ভস্ম লেপন করিলে ব্রাহ্মণদিগের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের ফললাভ ও ইতরবর্ণের সর্বপাপ বিনষ্ট হয়]। বি; পু।

গৃধ্ররাজ সম্পাতি; জটায়ু; গরুড়। গৃধ্রদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

গৃহ—ঘর; গৃহস্থাশ্রম; কলত্র, ভার্যা; মেষাদি রাশি। গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

গৃহকচ্ছপ—গন্ধাদি-পেষণ-শিলা। গৃহের কচ্ছপস্বরূপ, ৬তৎ। বি; পু।

গৃহকন্যা—ঘৃতকুমারী। বি; স্ত্রী।

গৃহকপোত—পোষা পায়রা। গৃহবাসী কপোত, মধ্যপ। বি; পু।

গৃহকর্তা (-কর্ত্তৃ)—বাটীর কর্তা, গৃহস্বামী, গৃহস্থ। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

গৃহকর্ত্রী—বাটীর কর্ত্রী, গৃহিণী, গৃহস্বামিনী, গিন্নী। ৬তৎ। বিণ বা বি; স্ত্রী।

গৃহকর্ম (-কর্মন্)—গৃহকার্য, ঘরের কাজ। গৃহসংক্রান্ত কর্ম, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গৃহকলহ—গৃহবিবাদ। বি; পু বা ক্লী।

গৃহকারক—গৃহনির্মাতা, ঘরামি। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী, **-কারিকা**।

গৃহকোণ—ঘরের কোণ, অন্তঃপুর। ৬তৎ। বি; পু।

গৃহগোধা, গৃহগোধিকা জেঠী, টিকটিকি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গৃহচ্ছিদ্র—ঘরের লোকের দোষ। গৃহের ছিদ্র, ৬তৎ। বি; পু। [৫তৎ। বিণ।

গৃহচ্যুত—গৃহভ্রষ্ট, গৃহ হইতে বহির্গত।

গৃহজ, গৃহজাত—গৃহে উৎপন্ন, বাটীতে প্রস্তুত। ৫ বা ৭তৎ। বিণ।

গৃহজন—ঘরের লোক, পরিজন; আত্মীয়-স্বজন। ৬তৎ। বি; পু।

গৃহতটী—রক, দাওয়া, পিঁড়ে, বারান্দা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গৃহতল—ঘরের মেঝে। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গৃহত্যাগ—বাড়ি হইতে চলিয়া যাওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

গৃহত্যাগী (-ত্যাগিন্)- যে গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে এমন। গৃহত্যাগ করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গৃহ—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ ঘিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

গৃহদাহ ঘরপোড়া, ঘরে আগুন লাগা। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহদীপ্তি—পতিব্রতা স্ত্রী। গৃহের দীপ্তি (শোভাস্বরূপা), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহদেবতা—গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বাস্তু-দেবতা, কুলদেবতা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

গৃহদেবী—ষষ্ঠীদেবী ; গৃহিণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহধর্ম গৃহে অবস্থানপূর্বক শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান, গৃহীর কর্তব্য কর্ম। গৃহে করণীয় ধর্ম, মধ্যপ। বি ; পু।

গৃহধুম—রান্নাঘরের ধুঁয়া, ঝুল। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহনায়ক- গঞ্জাধ্যক্ষ ; ধনাধ্যক্ষ ; গৃহস্বামী। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহনাশন—কপোত, ঘুঘু। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহনীড়--চটকপক্ষী। গৃহ হইয়াছে নীড় যাহার, বহু। বি ; পু।

গৃহপতি - গৃহস্বামী ; গৃহস্থাশ্রমী ; মন্ত্রী। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহপাল, গৃহপালক গৃহস্বামী, বাটীর কর্তা। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহপালিত—গৃহে পোষিত, যাহাকে ঘরে রাখিয়া পালন করা হইয়াছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

গৃহপোতক—বাসস্থান, বাস্তুভিটে ; ঘরের পোতা। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহপোষ্য—গৃহে প্রতিপাল্য, যাহাকে ঘরে রাখিয়া পোষণ করা হয় এমন। ৭তৎ। বিণ।

গৃহপ্রতিষ্ঠা—গৃহের ভিত্তি-সংস্থাপন। [৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহপ্রবেশ—নবনির্মিত গৃহে প্রথম যাওয়ার অনুষ্ঠান। ২ বা ৭তৎ। বি ; পু।

গৃহপ্রাঙ্গণ—বাড়ির উঠান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গৃহবলিভুক্ (-ভুজ্)--কাক ; বক ; চটক ; কপোত। গৃহের বলি (খাদ্যাংশ) =গৃহবলি (৬তৎ) ; গৃহবলি—ভুজ্ (খাওয়া)+ ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

গৃহবাটিকা—গৃহসংলগ্ন উদ্যান ; বাগান-বাড়ি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহবাসী (-সিন্)—গৃহস্থ ; সংসারী। গৃহ শব্দ বস্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গৃহবাসিনী**।

গৃহবিচ্ছেদ—আত্মবিবাদ ; আত্মীয়জনের সহিত মনোবাদ ; ঘরাও ঝগড়া ; ঘরভাঙ্গা। গৃহসংক্রান্ত বিচ্ছেদ, মধ্যপ। বি ; পু।

গৃহবিবাদ—ঘরাও বিরোধ ; অন্তর্বিবাদ ; আত্মকলহ। গৃহসংক্রান্ত বিবাদ, মধ্যপ। বি ; পু।

গৃহব্যাপার—সাংসারিক ব্যাপার, গৃহকার্য, গৃহস্থালীর কাজকর্ম। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহভূমি - বাস্তুভিটে, বাস্তুভূমি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহভেদ—সিঁদ চুরি ; গৃহবিচ্ছেদ, ঘর-ভাঙ্গা, পরিবারের লোকজনের পরস্পর মনোভঙ্গকরণ। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহভেদী (ভেদিন্)—গৃহবিচ্ছেদকারী, কুমন্ত্রণা দ্বারা পরিবারের লোকজনের মনোভঙ্গ করিয়া পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয় এরূপ, ঘরভাঙানে। গৃহ ভেদ করে যে, উপতৎ ; গৃহ ভিদ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী - **গৃহভেদিনী**।

গৃহমণি--প্রদীপ। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহমাচিকা- চামচিকা। গৃহের মাচিকা (মক্ষিকা), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহমার্জার—গৃহপালিত বিড়াল। মধ্যপ। বি ; পু।

গৃহমৃগ - কুক্কুর। ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহমেধিনী—গৃহস্থপত্নী ; গৃহিণী ; সাত্ত্বিকী বুদ্ধি। গৃহমেধিন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গৃহমেধী (-মেধিন্)—গৃহস্থ। গৃহ — মেধ (সঙ্গ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

গৃহমেধীয়—গৃহস্থসম্বন্ধীয়। গৃহমেধিন্+ নীয়। বিণ।

গৃহযুদ্ধ- ঘরাও বিবাদ ; রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব। গৃহসংক্রান্ত যুদ্ধ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

গৃহলক্ষ্মী—গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী, সুশীলা সচ্চরিত্রা রমণী ; গৃহিণী ; কুলবধূ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহশিক্ষক যিনি ছাত্রের গৃহে আসিয়া তাহাকে শিক্ষাদান করেন এমন শিক্ষক, private tutor. ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহশূন্য—১। ভবনরহিত, যাহার ঘরবাড়ি নাই। ৩তৎ। বিণ। ২। বিপত্নীক পত্নীহারা, যাহার স্ত্রী মরিয়াছে। বাংপ্র। বিণ।

গৃহসজ্জা—ঘরের সাজ, আসবাবপত্র। গৃহশোভিনী সজ্জা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।'

গৃহস্থ—১। সংসারী, দ্বিতীয়াশ্রমী ; গৃহ স্বামী ; 'গেরস্ত' ; মধ্যবিত্ত অবস্থার লোক ; শাস্ত্রোক্ত দ্বিতীয় আশ্রম। গৃহে স্থিতি করে (থাকে) যে এই বাক্যে উপতৎ ; গৃহ—স্থা (থাকা) +ড কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। গৃহে স্থিত। বিণ।

গৃহস্থলী—গৃহরূপ স্থলী, ঘরকন্না। রূপক। [বি ; স্ত্রী।

গৃহস্থালী, -স্থালি—ঘরকন্না ; সংসারাশ্রম ; গৃহস্থের করণীয় ব্যাপার। বাংপ্র। বি।

গৃহস্থাশ্রম—গার্হস্থ্য, সংসারধর্ম, বিবাহ করিয়া পত্নীপরিজন সহিত গৃহবাস। ইহাই চারি আশ্রমের দ্বিতীয়। গৃহস্থের আশ্রম, ৬তৎ। বি ; পু।

গৃহস্বামী (-স্বামিন্)—বাটীর কর্তা। ৬তৎ। বি ; পু। স্ত্রী—**গৃহস্বামিনী**।

গৃহহারা—গৃহহীন ; যে গৃহ হইতে বাহির হইয়া ঘুরিতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

গৃহহীন গৃহশূন্য, যাহার ঘরবাড়ি নাই। ৩তৎ। বিণ।

গৃহাগত—১। বাটীতে আগত। গৃহকে আগত ইতি ২তৎ, বা গৃহে আগত ইতি ৭তৎ। বিণ। ২। অতিথি, আগন্তুক, অভ্যাগত। বি ; পু।

গৃহাঙ্গনা—গৃহস্বামিনী, গৃহকর্ত্রী ; কুল-কামিনী। গৃহের অঙ্গনা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গৃহান্তর—১। গৃহের মধ্যভাগ, ঘরের ভিতর। গৃহের অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য গৃহ। নিত্য। বি ; ক্লী।

গৃহাবগ্রহণী- চৌকাটের অধঃফলক, গোব-রাট। গৃহ—অব—গ্রহ্+অনট্ করণ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গৃহাম্ল—কাঞ্জিক ; কাঁজি, আমানি। গৃহের অম্ল, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গৃহারাম গৃহসন্নিহিত বাগান। গৃহ সন্নিহিত আরাম (উদ্যান), মধ্যপ। বি ; পু।

গৃহাশ্রম- দ্বিতীয় আশ্রম। গৃহরূপ (গৃহ-বাসরূপ) আশ্রম, কর্মধা। বি ; পু।

গৃহাসক্ত—সংসারাসক্ত, সংসারানুরাগী। গৃহে আসক্ত, ৭তৎ। বিণ।

গৃহিণী ১। গৃহকর্ত্রী গিন্নী ; পত্নী, ভার্যা। গৃহিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। গ্রহণীরোগ। গ্রাম্য। বি।

গৃহিণীপণা- গিন্নীর কাজ বা নৈপুণ্য ; গিন্নীপনা। বাংপ্র। বি।

গৃহী (গৃহিন্)- গৃহস্থাশ্রমী, গৃহস্থ ; বিবা-হিত ; গৃহকর্তা। গৃহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**গৃহিণী**।

গৃহীত গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ; লওয়া হইয়াছে এরূপ ; সাক্ষাৎকৃত ; ধৃত ; আশ্রিত ; আত্মসাৎকৃত ; স্বীকৃত ; প্রাপ্ত, অভ্যস্ত ; জ্ঞাত। গ্রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

গৃহীত-গর্ভা- গর্ভবতী, গর্ভলক্ষণাক্রান্তা। গৃহীত হইয়াছে গর্ভ যৎকর্ত্তৃক ; বহু। বিণ।

গৃহীত-বেতন—১। বেতন গ্রহণ করিয়াছে এরূপ, যে মাহিয়ানা লইয়াছে এমন ; বেতনগ্রাহী। গৃহীত হইয়াছে বেতন যৎকর্ত্তৃক, বহু। বিণ। ২। কর্মচারী, দাস। বি ; পু।

গৃহীতা—গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ স্ত্রী। 'গৃহীত' দ্রঃ। গৃহীত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্।

বিণ ; স্ত্রী। [দলিলপত্রাদিতে "গ্রহণকর্তা" অর্থে গৃহীতা লিখিত হয়, এমন কি কোন কোন অভিধানেও ঐরূপ আছে। কিন্তু উহা নিতান্ত ভ্রান্তিপূর্ণ। গ্রহণকর্তা অর্থে "গ্রহীতা" হইবে, "গৃহীতা" নহে।]

গৃহোৎপন্ন—গৃহে জাত। ৭তৎ। বিণ।

গৃহ্য—১। গুহ্যদেশ ; বৈদিক কর্মকাণ্ডের গ্রন্থ বিঃ ('— সূত্র')। বি ; স্ত্রী। ২। গৃহপালিত পশ্বাদি। বি ; পু। ৩। গ্রহণযোগ্য ; অধীন, আয়ত্ত ; সপক্ষ, দলভুক্ত। গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। ৪। গৃহোৎপন্ন ; গৃহসম্বন্ধীয়। গৃহ+ক্য ভবার্থে। বিণ।

গৃহ্যা—১। আয়ত্তা, ইত্যাদি। গৃহ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গণ্ডগ্রামের প্রান্তস্থ ক্ষুদ্র গ্রাম। বি ; স্ত্রী।

গে—১। স্ত্রীলোকের সম্বোধন, হে, রে, লো, ওলো। বাংপ্র। ২। বাঙ্গালা 'গিয়া' পদের সংক্ষেপ। অ।

গে-আন, গেয়ান—জ্ঞান, বোধ, বুদ্ধি। প্রা কপ্র। বি।

গেও—গেল, গমন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

গেঁজ, গ্যাঁজ—অঙ্কুর, কল ; ওলের গাত্রলগ্ন মুখী ; গোদের উপরিস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্বুদ ; আব। বাংপ্র। বি।

গেঁজলা—গাঁজলা, গাঁজা ; টাটকা দুধ ইত্যাদির উপরকার ফেন, froth. বাংপ্র। বি।

গেঁজা—গাঁজা (তাহা ৩ঃ) ; গেঁজলা। বাংপ্র। বি।

গেঁজে—জালের মত বুনানি কিংবা কাপড়ের লম্বা সরু থলি। বাংপ্র। বি।

গেঁজেল গাঁজাখোর, গঞ্জিকাসেবী। বাংপ্র। বিণ।

গেঁট—১। নিশ্চিন্ত, সন্তুষ্ট। বিণ। ২। টেক, করোচ ; ঠাঁই, নিকট। বাংপ্র। বি।

গেঁটা—বেঁটে মোটা ও বলশালী। বাংপ্র। বিণ।

গেঁটে ১। গাঁইটযুক্ত ; গাঁটের ; গাঁইটসম্বন্ধীয় ('— বাত')। বাংপ্র। বিণ। ২। টেঁকে, বস্ত্রগ্রন্থিতে। বি।

গেঁড় -কন্দ, গ্রন্থিযুক্ত মূল, rhizome. বাংপ্র। বি।

গেঁড়া—১। খর্বাকার, বেঁটে। বিণ। ২। অপহরণ, চুরি, গোপনে সরানো। বাংপ্র। বি।

গেঁড়াকল—ফাঁকি দিয়া আত্মসাৎ করার কৌশল বা উপায় ('— পাতা')। বাংপ্র। বি।

গেঁড়ি -গগুলি বা গুগলি, ছোট শামুক বিঃ। বাংপ্র। বি। [বিণ।

গেঁতো—অলস, দীর্ঘসূত্রী, ঢিমে। বাংপ্র।

গেঁদা—স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ বা পুষ্প বিঃ, গাঁদা। বাংপ্র। বি।

গেঁয়ে, গেঁয়ো—গ্রাম্য, গ্রামসম্বন্ধীয় ; পাড়াগেঁয়ে। বাংপ্র। বিণ।

গেঙানো, গোঙানো- গোঁ গোঁ শব্দে কাতরতা প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

গেঙানি—গোঁ গোঁ শব্দ। বাংপ্র। বি।

গেছো—গাছে চড়িতে দক্ষ, গাছে বাস করে যে ; ধিঙ্গী, দজ্জাল ('— মেয়ে')। বাংপ্র। বিণ।

গেজেট—সংবাদপত্র। < ইং 'gazette'. বি।

গেঞ্জি—জালবোনার মত বুনানির টাইট বা আঁট ছোট জামা বিঃ। < ইং 'guernsey frock'. বি।

গেট—ফটক, বহির্দ্বার। <ইং 'gate'. বি।

গেটে—(Johann Wolfgang Von Goethe)—জার্মানদেশীয় পণ্ডিত। ফ্রাঙ্কফোর্ট অন দি মেন (Frankfort on the Main) শহরে ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে অগস্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জার্মান সাহিত্য-জগতে ইঁহার নাম সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। গদ্যে পদ্যে নাটকে ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার ফাউস্ট (Faust) নামক নাট্যকাব্য জগদ্বিখ্যাত। এই গ্রন্থখানি ৬০ বৎসরের অল্পাধিক চিন্তা ও পরিশ্রমের ফল। শকুন্তলা পাঠ করিয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে গেটে যে কবিতা রচনা করেন, তাহা ইংরেজীতে অনূদিত হইয়া অনেকের কণ্ঠস্থ হইয়া আছে। ইংরেজী অনুবাদটি পশ্চাৎ উদ্ধৃত হইল ;—

"Wouldst thou the young year's blossom
and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed,
enraptured, feasted, fed ?
Wouldst thou the earth and heaven itself
in one soul name combine ?
I name thee, O Sakuntala !
and all at once is said."

শকুন্তলা-প্রশংসাত্মক মূল কবিতা পাঠে জার্মান দেশবাসিগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়নের অনুরাগ বিস্তৃতভাবে বর্ধিত হয়। উইমার (Weimar) নগরে ১৮৩২ খ্রীঃ ২২শে মার্চ গেটে ইহলোক ত্যাগ করেন।

গেন্ডু কন্দুক, ক্রীড়াগোলক, ভাঁটা। <গেণ্ডু। বি।

গেড়ুয়া—গুচ্ছ, স্তবক, থোলো, থোকা, তোড়া। প্রা কপ্র। বি।

গেণ্ডু—গেণ্ডুক, কন্দুক, ভাঁটা, বল। বি ; পু।

গেণ্ডুক, গেণ্ডূক—কন্দুক, ক্রীড়াগোলক, গোলা, ভাঁটা, বল। বি ; পু।

গেণ্ডুয়া—গেণ্ডু, কন্দুক, ভাঁটা। প্রা কপ্র। বি।

গেণ্ডুলীলা—কন্দুকক্রীড়া, ভাঁটাখেলা, বলখেলা। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

গেনু গেলাম, যাইলাম। বাংপ্র। ক্রি।

গেবে—টেবিলের নীচের বাক্স, বাক্স আলমারি দেরাজ প্রভৃতির খোপ বা কক্ষ, drawer. বাংপ্র। বি।

গেয়—১। যাহা গাহিতে হইবে, গান করিবার যোগ্য। গৈ (গান করা)+য কর্ম। বিণ। ২। গীত। বি ; ক্লী।

গেয়ান—জ্ঞান। প্রা কপ্র। বি।

গেরস্ত—গৃহস্থ, (গৃহের) স্বামী বা কর্তা। বাংপ্র। বি।

গেরি—গিরি-গাত্রের লাল মাটি বিঃ, red ochre ; গৈরিক ('—'মাটি')। বাংপ্র। বি ও বিণ।

গেরিলা—গুপ্ত যোদ্ধা। <ইং 'guerilla'. বি। [বি।

গেরিলা-যুদ্ধ—গুপ্তভাবে যুদ্ধ। ইং-মু।

গেরুয়া—১। গৈরিকবর্ণে রঞ্জিত। বিণ। ২। গৈরিক বর্ণ, গিরিমাটি ; গৈরিক বসন। বাংপ্র। বি।

গেরেফতার—গ্রেফতার। < ফা 'গিরিফ্তার'। বি।

গেরেফতারী—ধরিবার। ফা। বিণ।

গেরো—১। কুগ্রহ, কুগ্রহের ফল ; অশুভ ; অশান্তি ; উৎপাত, বালাই। <গ্রহ। ২। গ্রন্থি ; গিরা। বাংপ্র। বি।

গের্দ— চতুঃসীমা ; গোছ ; আটক ; আয়ত্ত। ফা। বি বা বিণ।

গেল, গেলা—১। গত, অতীত। বিণ। ২। গমন করিল, যাইল। বাংপ্র। ক্রি।

গেল গেল—মারা পড়িল ; সর্বনাশ হইল ; নষ্ট হইল ; পলাইয়া গেল।

গেলা—গিলা, গ্রাস করা, খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [ক্রি।

গেলাঙ—গেলাম, যাইলাম। প্রা কপ্র।

গেলানো গিলানো, গ্রাস করানো, খাওয়ানো ; প্রবেশিত করা, বসানো। বাংপ্র। ক্রি।

গেলাস-লম্বা ঢঙ্গের প্রায় চোঙ্গের মত পানপাত্র। <ইং 'glass'. বি।

গেলি—১। [তুই] যাইলি বা গমন করিলি। বাংপ্র। ২। গেল, যাইল। প্রা কপ্র। ক্রি। ৩। ছাপাখানায় সাজান অক্ষর সকল রাখিবার আধার। < ইং 'galley'. বি।

গেহ—গৃহ। গ শব্দ (গণেশ, ইত্যাদি)—

ঈহ্ (ইচ্ছা করা) + অনৃ কর্ম। প্রকৃত-পক্ষে গ্রহ্ ধাতুজাত ও নিপাতনে সিদ্ধ। বি; ক্লী।

গেহা-গেহ, গৃহ। প্রা কপ্র। বি।

গেহিনী—গৃহিণী। কপ্র। বি; স্ত্রী।

গেহী (গেহিন্)—গৃহী, গৃহস্থ। গেহ + ইন্ অস্ত্যর্থে। কপ্র। বি; পু।

গৈবি, গৈবী—গোপন; দাবা খেলার ছক না দেখিয়া অন্তরাল হইতে চাল বলিয়া দিয়া অন্যের দ্বারা খেলা। < আ 'গয়েব'। বিণ বা বি।

গৈরিক—১। গিরিজাত বা খনিজ (দ্রব্য); গেরি-মাটির রং বিশিষ্ট। গিরি + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**গৈরিকী**। ২। গিরিমাটি, red ochre; স্বর্ণ। বি; ক্লী।

গৈরিকবসন—গিরিমাটি দ্বারা রঙ-করা কাপড়। গৈরিকরঞ্জিত বসন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গৈরেয়—১। গিরিসম্বন্ধীয়, গিরিজাত, পার্বত্য। গিরি + ঢেয় ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**গৈরেয়ী**। ২। শিলাজতু। বি; ক্লী।

গো—১। বৃষ, গরু; পশু; স্বর্গ; রশ্মি; বজ্র; চন্দ্র; সূর্য; গোমেধ যজ্ঞ; ঋষভ-নামক ঔষধ; লোম; ঋষি বিঃ। গম্ + ডো কর্তৃ। বি; পু। ২। ধেনু, গাভী; চক্ষু; বাণ; দিক্; বাণী, বাক্য; পৃথিবী; মাতা। বি; স্ত্রী। ৩। লোম; জল। বি; পু বা ক্লী। ৪। বাঙ্গালা সম্বোধন বা জিজ্ঞাসাসূচক পদ। বাংপ্র। অ।

গোআরী—কাতর প্রার্থনা। প্রা কপ্র। বি।

গোই—গোপন করিয়া, আচ্ছাদন করিয়া, ঢাকিয়া; সংকুচিত করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

গোঁ—১। অনুকরণ শব্দ। অ। ২। ঠোক, রোক, জিদ। বাংপ্র। বি।

গোঁগানো—গোঁ গোঁ শব্দকারী। প্রা কপ্র। বিণ।

গোঁ-গোঁ—যন্ত্রণা ও অচেতন অবস্থাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

গোঁজ—১। একমুখ সূক্ষ্মাগ্র খুঁটা। বি। ২। বিরক্তি ক্রোধ ইত্যাদির জন্য গম্ভীর ('—মুখো')। বাংপ্র। বিণ।

গোঁজলা—গবাক্ষরন্ধ্র, প্রাচীরগাত্রে গোলা-কার ছিদ্র। বাংপ্র। বি।

গোঁজলা গুঁই—প্রাচীন কবিওয়ালা। ইহার জন্মকালাদির বিবরণ পাওয়া যায় না, তবে সম্ভবতঃ ইনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন। ইহার কোন কোনও গান অতি সুন্দর। ইহার একটি গান এইরূপ—

এসো এসো চাঁদবদনি,
এ রসে নীরসো কয়ো না ধনি।
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি সে ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি আমার তায় রতনমণি।
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমি লো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমি লো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি।

গোঁজা—১। যাহা কিছু অন্য বস্তুর ভিতরে ঠেলিয়া দেওয়া হয়; ঘরের চালের ফাঁক জায়গায় যে খড় গুঁজিয়া দেওয়া যায়। বি। ২। ঢোকানো; নত করা ('ঘাড় —')। বাংপ্র। ক্রি।

গোঁজা-মিল—হিসাবের মিল না হইলে যেখান সেখান হইতে কিছু আনিয়া গুঁজিয়া দিয়া মিলকরণ; জোড়াতাড়া দিয়া মিল। বাংপ্র। বি।

গোঁড়—উন্নত নাভি। বাংপ্র। বি।

গোঁড়া ১। গোঁড়যুক্ত, উন্নত-নাভিবিশিষ্ট; একপ্রকার অত্যম্ল লেবুর জাতি-পরিচায়ক কঠোর শাস্ত্রবিশ্বাসী, নৈষ্ঠিক, নিষ্ঠাবান্; অযৌক্তিক অন্ধবিশ্বাসী; অত্যধিক পক্ষপাতী; অতি ভক্ত বা অনুরক্ত; অন্ধভক্ত; স্তাবক, চাটুকার। বিণ। বি—**গোঁড়ামো, গোঁড়ামি**। ২। গোঁড়া লেবু। বাংপ্র। বি।

গোঁৎ—১। ডুবের অনুকরণ শব্দ। অ। ২। অধোমস্তকে মজ্জন। বাংপ্র। বি।

গোঁপ, গোঁফ মোচ, পুরুষের ওষ্ঠের উপরিস্থ লোম। < গুম্ফ। বি। **গোঁফে তা দেওয়া**—অঙ্গুলি দ্বারা গোঁফ বিন্যাস করা বা কুঞ্চিত করা; প্রফুল্লতা ও উদ্বেগশূন্যতা প্রকাশ করা।

গোঁপ (গোঁফ)-খেজুরে—একান্ত অলস, গোঁপের উপর পতিত খেজুরটাও হাতে করিয়া মুখের ভিতরে দিতে নারাজ। বাংপ্র। বিণ।

গোঁফ—'গোঁপ' দ্রঃ।

গোঁয়া, গোঙা, গোঙ্গা বাক্‌শক্তিহীন, মূক, বোবা। বাংপ্র। বিণ।

গোঁয়ানো, গোঙানো—গমন করা; অনুগমন করা; যাওয়ানো, যাপন করা, কাটানো। বাংপ্র। ক্রি।

গোঁয়ার, গোঙার—অবিবেকী, উদ্ধত, অশিক্ষিত, কাণ্ডজ্ঞানহীন, হঠকারী, দুর্ধর্ষ; একরোখা, একগুঁয়ে। বাংপ্র। বিণ। বি—**গোঁয়ারতুমি, -তুমি**।

গোঁয়ারগোবিন্দ—অবিবেকী, কাণ্ড-জ্ঞানহীন, অতি দুঃসাহসিক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গোঁসা, গোসা—ক্রোধ, রাগ, অভিমান। আ-মু। বি।

গোঁসাই, গোসাঞী—প্রভু, ঠাকুর; সম্প্রদায়গত বা বংশগত পদবী; বৈষ্ণব উপাধি বিঃ। < গোস্বামী। বি।

গোঁসাঘর—ক্রোধাগার (সাধারণতঃ হিন্দু রাণীদিগের)। আ-মু। বি।

গোকর্ণ—১। বিতস্তিপরিমাণ, বিঘৎ। গোর কর্ণপরিমাণ, ৬তৎ। ২। অশ্বতর; মৃগ বিঃ; সর্প; তীর্থ বিঃ, ইহা পরশুরাম তীর্থ নামেও খ্যাত এবং মালবদেশের প্রান্ত-সীমায় অবস্থিত [কাহারও কাহারও মতে এই তীর্থ হিমালয়স্থিত], সূর্যবংশীয় ভগীরথ এই স্থানে তপস্যা করেন। গোর কর্ণের ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। বি; পু।

গোকল—গোগ্রাস; ব্রতবিশেষে গরুকে যে ঘাস খাইতে দেওয়া হয়। < গোকবল। বি।

গোকবল গোকল (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। বি; পু।

গোকুল—১। গোসমূহ; গোষ্ঠ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। উত্তরপ্রদেশস্থ মথুরা জেলায় অবস্থিত পুরাণ-প্রসিদ্ধ নগর, যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। এই গোকুলেই নন্দালয়ে বসুদেব সদ্যোজাত শ্রীকৃষ্ণকে গোপনে রাখিয়া যশোদাপ্রসূত কন্যাকে মথুরায় লইয়া যান। গোকুল শ্রীকৃষ্ণের বাল্য-লীলাস্থল। এইখানেই পুতনা বৎসাসুর প্রভৃতি কতকগুলি কংসচর তৎকর্তৃক নিহত হয়। গোকুলের অপর নাম নন্দী-শ্বর। এখানে নন্দালয়, গর্গমুনি, নন্দ গোপের পিতা পর্জন্য গোপ, উগ্রসেন প্রভৃতি কৃষ্ণলীলার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক লোকের মূর্তি ও নানা দৃশ্য তীর্থযাত্রীরা দর্শন করিয়া থাকেন। এখানে কংস-প্রেরিত চরগণের উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে এবং যথেষ্ট তৃণক্ষেত্রের অভাবে গোগণের খাদ্য সংগ্রহের কষ্ট উপস্থিত হইলে, নন্দ গোপ সপরিবারে এবং স্বজনগণ-পরিবৃত হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস স্থাপনা করেন। গোকুল হিন্দুগণের, বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের একটি দর্শনীয় পুণ্যস্থান। এইখানে বল্লভাচার্য স্বীয় মত প্রথমে প্রচারিত করেন বলিয়া কথিত আছে।

গোকুলদাস তেজপাল জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার পিতা বাল্যকালে বোম্বাই শহরে সামান্য ফেরিওয়ালা ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু-কালে তিনি এবং তাঁহার পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গোকুল দাসকে কিছু সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন। গোকুলদাস ব্যবসায়

বাণিজ্য করিয়া প্রভূত ধন উপার্জন করেন এবং মৃত্যুকালে অনেক টাকা দান করিয়া যান; ইঁহার নামসংশ্লিষ্ট হাসপাতাল বোম্বাই শহরে ইঁহার বদান্যতার সাক্ষ্য দিতেছে। অনেকগুলি বিদ্যালয়ও গোকুলদাসের অর্থে পরিচালিত হইতেছে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গোকুলদাসের মৃত্যু হয়।

গোকুলধাম (-ধামন্) - গোকুল নামক গ্রাম। কর্মধা। বি; ক্লী।

গোকুলনাথ শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

গোকুলেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। গোকুলের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু। [ক্লী।

গোকৃত—গোময়, গোবর। ৬তৎ। বি;

গোক্ষীর—গোদুগ্ধ, গরুর দুধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গোক্ষুর, গোখুর—১। গরুর খুর। ৬তৎ। ২। স্বনামখ্যাত কণ্টকগুল্ম বিঃ; সর্প বিঃ, গোখুরা সাপ, cobra. গোর ক্ষুরের ন্যায় চিহ্ন আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

গোখাদক ১। গোমাংসভোজী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী **গোখাদিকা**। ২। যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি। বি; পু।

গোখুরা—বিষধর সর্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

গোখেল, গোপালকৃষ্ণ (Gopal Krishna Gokhale)—জন্ম কোলাপুরে, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ। ইঁহার পিতা ধনশালী ছিলেন না। কিন্তু তিনি ইঁহাকে সুশিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোখেল ডেকান এডুকেশন সোসাইটি (Deccan Education Society) নামক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। সোসাইটির নিয়ম এই যে, সভ্যগণ ৭৫৲ টাকা বেতনে ২০ বৎসরের জন্য ফার্গুসন (Fergusson) কলেজে অথবা সোসাইটির অধীন অন্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা করিবেন। ২০ বৎসরের শেষে ত্রিশটি টাকা পেনসন স্বরূপ লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। সোসাইটি ইহাদের জন্য ৩০০০৲ টাকা মূল্যের জীবনবীমা করিয়া দিবেন। এবং বীমার সাময়িক দেয় টাকা সোসাইটি হইতে দেওয়া হইবে। গোখেল ১৮ বৎসর এই নিয়মের অধীন হইয়া কার্য করিয়া ছিলেন। দুই বৎসর বাকি ছিল বটে, কিন্তু কার্যকালে কখন অবসর লন নাই বলিয়া এই দুই বৎসর কার্যকালভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল। ইনি কেবল শিক্ষাকার্যে শক্তি ব্যয় করেন নাই। রাজনীতিক্ষেত্রেও এই সময়ে প্রবেশ করেন। ২১ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পুনা সার্বজনিক সভার ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। ইনি এই সভার সম্পাদকতাও করিতেন। পরে ডেকান সভা স্থাপিত হইলে গোখেল তাহার সম্পাদক হন। "সুধাকর" নামক একখানি ইঙ্গ-মারাঠী সাপ্তাহিক পত্র চারি বৎসর ধরিয়া অন্যের সহযোগিতায় পরিচালিত করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন পুনা শহরে জাতীয় মহাসমিতির ১১শ অধিবেশন হয়, তখন গোখেল উহার অন্যতম সম্পাদকের কার্য করেন। ইনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌বি (Welby) কমিশনে সাক্ষ্য দিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ভারত গভর্নমেন্টের ব্যয়সম্বন্ধে আলোচনা করা ঐ কমিশনের উদ্দেশ্য। ইনি সাক্ষ্য এবং বিরুদ্ধবাদীর উত্তর প্রদানে যেরূপ যোগ্যতা ও নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে ইঁহার এবং ইঁহার দেশের সম্মান সমধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯০০ এবং ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গে ব্যবস্থাপক সভার এবং ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হন এবং পরে আও বহুবার হইয়াছিলেন। ইনি বিশেষ মনোযোগের সহিত অর্থনীতিশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বৎসর বড়লাটের সভায় বাৎসরিক আয়ব্যয়ের হিসাবপত্র (budget) আলোচিত হইবার সময়ে গোখেল তাহার তীব্র সমালোচনা করিয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লর্ড কর্জনও ইঁহার ক্ষমতার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইঁহাকে সি. আই. ই. উপাধি প্রদান উপলক্ষে লর্ড কর্জন বলিয়াছিলেন "আমি ইচ্ছা করি, ভারতবর্ষ আপনার ন্যায় আরও সুসন্তান দ্বারা সেবিত হউন।" রাজনীতির উন্নতিকল্পে ইনি ভারতের প্রায় সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সর্বত্রই সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বারাণসীতে জাতীয় সভার অধিবেশনে ইনি সভাপতিরূপে বরিত হন। ঐ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন সারভ্যান্টস্ অব ইণ্ডিয়া (Servants of India) সোসাইটি ইঁহারই উদ্যোগে স্থাপিত হয়। সভার উদ্দেশ্য—বৈধ উপায়ের দ্বারা ভারতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধন। এই সভার উন্নতিকল্পে গোখেল অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে যান ও তথায় অনেক সভা-সমিতিতে ভারতের অভাব ও অভিযোগ বিশদভাবে বিবৃত করেন। ঐ বৎসরের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ইঁহার রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক মত "নরম" দলের ন্যায় হইলেও ইনি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। ইঁহার ভাষা ধীর ও সংযত এবং যুক্তি ও প্রমাণ প্রয়োগাদি-বহুল; সুতরাং যাঁহাদের উদ্দেশ্যে উহা কথিত বা লিখিত হইত, তাঁহাদের মর্ম স্পর্শ করিত। ইনি মারহাট্টা ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত এবং রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রাণাডের শিষ্য ছিলেন। গোখেল দেশহিতৈষিতা, নির্ভীকতা, নিঃস্পৃহতা ও আড়ম্বরশূন্যতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। ভারতীয় সামান্য লোক হইতে ভারতসচিব পর্যন্ত সকলেরই ইনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ভারতের সরকারী সর্বপ্রকার চাকুরি সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে যে "পাবলিক্ সার্ভিস্ কমিশন" প্রতিষ্ঠিত হয়, গোখেল তাহার অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ভারতে উক্ত কমিশনের তদন্ত শেষ হইলে উহার কার্য সমাপনের নিমিত্ত ইনি পুনরায় বিলাতে গমন করেন, কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পুনা নগরীতে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং ঐ স্থানেই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি কলেবর পরিত্যাগ করেন। ভারতমাতার গোখেলের ন্যায় সুসন্তান অতি বিরল।

গোগৃহ—গোশালা, গোয়ালঘর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গো-গোষ্ঠ গরু থাকিবার স্থান; গরু চরিবার মাঠ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গোগ্রন্থি করীষ, শুষ্ক গোময়, ঘুটে; গোষ্ঠ। ৬তৎ। বি; পু।

গোগ্রাস—প্রায়শ্চিত্তানন্তর গোজাতির তৃপ্ত্যর্থক প্রদত্ত ঘাস, গোবৎ বড় বড় গ্রাস; গরুর গ্রাসের ন্যায় গ্রাস, এক একবারে অধিক পরিমাণে তাড়াতাড়ি গিলন। ৬তৎ। বি; পু।

গোঘাতক ১। গোহত্যাকারী, গরুর প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**গোঘাতিকা**। ২। কসাই, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতি। বি; পু।

গোঘৃত গব্যঘৃত, গাওয়া ঘি; বৃষ্টি। গোজাত ঘৃত, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গোঘ্ন ১। গোহত্যাকারী। গো হনন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গো—হন্ (বধ করা) + টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গোঘ্নী**। ২। অতিথি। যাহার জন্য গো হনন করা হয় এই বাক্যে উপতৎ; গো—হন্+টক্ সম্প্র। [পূর্বকালে অতিথি গৃহে উপস্থিত হইলে মধুপর্কের নিমিত্ত গোবধ করা হইত, এই কারণে অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে।] বি; পু।

গোঙা—বোবা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গোঙানো—১। গোঁ গোঁ শব্দ করা, কাতরানো। বাংপ্র। ২। গোঁয়ানো।

যাপন করা, কাটানো ; গমন করা ; অনুগমন করা। প্রা কপ্র। ক্রি। বি—**গোঙানি**।

গোঙার—'গোঁয়ার' দ্রঃ। [বিণ।

গোঙ্গা—গোঙা, বোবা। বাংপ্র। বি বা

গোঙ্গানো গোঁ গোঁ শব্দ করা, কাতরানো। বাংপ্র। ক্রি।

গোচন্দন—গোরোচনা। বি ; ক্লী।

গোচর ১। ইন্দ্রিয়ের বিষয় ; অবগতি ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় ; আশ্রয় ; স্থান ; গোচারণ-স্থান। গো শব্দ - চর+টক্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ; স্থিত, আশ্রিত ; প্রত্যক্ষ ; উপলব্ধ। বিণ। স্ত্রী—**গোচরী**।

গোচর্ম (-চর্মন্) ১। গরুর চামড়া। ৬তৎ। ২। ভূমির পরিমাণ বিঃ। বি ; ক্লী।

গোচা, গোছা—গুচ্ছ, স্তবক, আঁটি, তাড়া, তল্লা, বাণ্ডিল। বাংপ্র। বি।

গোচারক—গোপালক, গোরক্ষক, রাখাল। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী- **গোচারিকা**।

গোচারণ—গরুকে ঘাস খাওয়ান, গরু চরানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গোচিকিৎসক—গোবৈদ্য, গরুর বোজা। ৬তৎ। বি ; পু।

গোছ—১। গুচ্ছ, আঁটি, তাড়া ; পানের নির্দিষ্ট সংখ্যা ; পায়ের গোড়ালির উপরের অংশ, ankle ; অবস্থা ; প্রকার ('বোকা ') ; শৃঙ্খলা ('কাজের - ')। বি। ২। সুবিন্যস্ত, সিজিল, সজ্জিত। বাংপ্র। বিণ।

গোছগাছ—শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা। বাংপ্র। বি।

গোছা—'গোচা' দ্রঃ।

গোছানো—গোছ করা, সাজানো, জিনিস-পত্র যথাস্থানে সাজাইয়া রাখা ; শৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থা করা। বাংপ্র। ক্রি।

গোছাল, গোছালো—সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল, সিজিল ; বিন্যাসপটু ; চতুর, নিপুণ ; সঞ্চয়ী, মিতব্যয়ী ; হিসাবী ; সংগতিশালী। বাংপ্র। বিণ।

গোজাত—গব্য (ঘৃতাদি) ; স্বর্গোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ।

গোটা—১। সমগ্র, অভগ্ন, অখণ্ড, আস্ত, আদত ; মাত্র ('— কতক')। বিণ। ২। কাপড়ে লাগাইবার জরি বা হাঁসিয়া বা ঝালর। বাংপ্র। বি। ৩। বাঙ্গালা সংখ্যাবাচক শব্দ। ৪। মুড়ি প্রভৃতির সহিত মাখিয়া খাইবার জন্য বা ব্যঞ্জনের সুতার জন্য প্রযুক্ত বহুবিধ মসলার মিশ্রিত গুঁড়া। (কুণ্ঠিত করা অর্থে) 'কোটা' শব্দজ। বি।

গোটামাল, -লাল—ওল লঙ্কা প্রভৃতির তীব্র রসযোগে বা রোগবিশেষের প্রকোপে মুখ দিয়া ঘোড়ার লালের মত যে লালা-স্রাব হয়, গাঁজলা। সংক্ষেপে 'গোনাল' বা 'গোলাল'। বাংপ্র। বি।

গোটাসিদ্ধ—আ-কাটা তরকারিসহ সিদ্ধ আস্ত মাষকলাই। বাংপ্র। বি।

গোটিক—গুটিক, একজন, একটি। প্রা কপ্র। বিণ।

গোঠ ১। গো-র অবস্থান-স্থান ; গরু চরিবার স্থান। <গোষ্ঠ। ২। মেয়েদের কোমরের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

গোড়—চাল, চলন, ভঙ্গী, ভাব ; অভিপ্রায়, মতলব, মত ; গোড়া ; পা। বাংপ্র। বি।

গোড়ে গোড় দেওয়া—পদাঙ্ক অনুসরণ করা, মতে মত দেওয়া।

গোড়া—মূল, শিকড়, জড় ; আদি ; উদ্ভব ; সূত্রপাত, শুরু, প্রথম। বাংপ্র। বি।

গোড়াগুড়ি—গোড়া হইতে। বাংপ্র। অ।

গোড়ানো—গোড়ায় আসিয়া দাঁড়ানো, পরিণত হওয়া, পরিণামে দাঁড়ানো ; ফলে হওয়া ; নিকটবর্তী হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

গোড়ালি—পাদমূল, গুল্ফ, heel। বাংপ্র। বি।

গোডিম—জন্মকালে পাখির গুহ্যদেশে যে অণ্ডাকার মাংসপিণ্ড থাকে ; ডিম হইতে বাহির হইবার পর পাখির প্রথম অবস্থা। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

গোড়ে মোটা করিয়া গাঁথা ফুলের মালা।

গোণা—১। গণিত, গণতি, নির্দিষ্ট। বিণ। ২। গণনা করা। বাংপ্র। ক্রি।

গোণী—থলিয়া, গুন ; বস্তা ; পরিমাণ বিঃ। গুন্+অল করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

গোণ্ড—১। নীচ জাতি বিঃ। গুন্ড্ (পেষণ করা, ইত্যাদি)+অন কর্ত্তৃ। ২। বর্ধিত নাভি, গোঁড়। গোর ন্যায় অণ্ড, মধ্যপ। বি ; পু।

গোতম ১। গো-শ্রেষ্ঠ। গো শব্দ+তম উৎকর্ষার্থে। ২। ন্যায়শাস্ত্রপ্রণেতা জনৈক মুনি। বি ; পু।

গোতীর্থ তীর্থ বিঃ ; গোচারণ-স্থান, গোষ্ঠ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গোত্তা—ঘুড়ির পাক খাইয়া বেগে পতন। <আ 'গউত্তাহ্'। বি।

গোত্র—১। কুল, বংশ ; কুলপ্রবর্তক ঋষি, যথা ভরদ্বাজ, কশ্যপ ইত্যাদি ; নাম ; বন ; ক্ষেত্র ; পথ ; ছত্র ; গোগৃহ। গো শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী। ২। পর্বত। গো (পৃথিবী)—ত্রৈ+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু। ৩। কুৎসিত। বিণ।

গোত্রজ বংশোদ্ভূত ; বংশীয়। গোত্র হইতে জন্মে যে এই বাক্যে উপপৎ ; গোত্র (বংশ) জন্+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

গোত্রপ্রধান—হিমালয়। গোত্রের (পর্বতের) প্রধান, ৬তৎ। বি ; পু।

গোত্রভিৎ (-ভিদ্)—ইন্দ্র। গোত্র ভেদ করে যে এই বাক্যে উপপৎ ; গোত্র (পর্বত)—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

গোত্রা—১। কুৎসিতা। গোত্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গো-সমূহ। গো (গরু)+ত্র সমূহার্থে+আপ্। ৩। পৃথিবী। গোত্র (পর্বত)+অ অস্ত্যর্থে +আপ্। বি ; স্ত্রী।

গোদ—শ্লীপদ, পাদশোথ, elephantiasis. বাংপ্র। বি।

গোদন্ত—১। গরুর দাঁত। ৬তৎ। বি ; পু। ২। হরিতাল। বি ; ক্লী।

গোদা—১। গোদাবরী নদী। গো (স্বর্গ, জল) দা (দেওয়া)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী। ২। স্থূল, মোটা ; প্রধান ; নেতা ; গোদরোগী। বিণ। ৩। সর্দার, নায়ক, দলপতি ; বানরযূথপতি ('পালের —')। বাংপ্র। বি।

গো-দাগা গরুর গায়ে দাগ দেওয়া ; লোহা পোড়াইয়া দাগ দিয়া গরুর চিকিৎসাকার্য। বাংপ্র। বি।

গোদান—১। গরুপ্রদান। ৬তৎ। ২। কেশান্ত-সংস্কার, কেশচ্ছেদনরূপ সংস্কার। গো (কেশ)—দো (ছেদন করা)+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

গোদারণ—কুদ্দাল ; লাঙ্গল। গো (পৃথিবী)—দারি+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

গোদাবরী ১। দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ নদী। গো শব্দ (স্বর্গ বা জল) দা (দেওয়া)+বনিপ্ কর্ত্তৃ—গোদাবন্ তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ ; যে নদীতে স্নান করিলে স্বর্গলাভ হয়, অথবা যে নদী উৎকৃষ্ট জল দান করে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ। বি ; স্ত্রী।

এই নদীটি পশ্চিমঘাটে আরম্ভ হইয়া পূর্বঘাটে শেষ হইয়াছে। মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৯০০ মাইল। ধনেশ্বর নামক স্থান হইতে গোদাবরী গৌতমী ও বশিষ্ঠা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। গৌতমী হইতে আবার তিনটি শাখা প্রবাহিত হইয়াছে, যথা তুল্যা, আত্রেয়ী ও ভারদ্বাজী। আর বশিষ্ঠা হইতে বৃদ্ধ গৌতমী ও কৌশিকী নামে দুইটি শাখা প্রবাহিত। এই সপ্ত স্রোত যেখানে সম্মিলিত হইয়াছে, সেই সংগমস্থলের নাম সপ্ত গোদাবরী। এই সংগমস্থল দাক্ষিণাত্যে পরম পুণ্য তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গোদাবরীর জন্ম সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান এইরূপ :—সপত্নী গঙ্গাকে স্বামী

মস্তকে ধারণ করেন দেখিয়া ঈর্ষ্যান্বিতা পার্ব্বতী পুত্র গণেশকে মনোবেদনা জানাইয়া প্রতিকার করণে অনুরোধ করেন। গণেশ ভ্রাতা কার্ত্তিকেয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া দাক্ষিণাত্যে গৌতম মুনির আশ্রমে উপনীত হন। গৌতমকে কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া কার্ত্তিকেয় গাভীরূপ ধারণ করিয়া শস্য নষ্ট করিতে থাকেন। একদিন গৌতম তাড়না করায় গাভী ছুটিয়া পলাইবার সময়ে পড়িয়া গিয়া মৃত্যুর ভান করে। তদ্দর্শনে গণেশ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে উপস্থিত হইয়া "গৌতম গোহত্যা করিয়াছে" সর্ব্বসমক্ষে এইরূপ ঘোষণা করেন এবং পাপক্ষালন জন্য মুনিকে মহাদেবের আরাধনা করিয়া গঙ্গাকে আনাইয়া মৃত গাভীর প্রাণদান করিবার পরামর্শ দেন। গৌতম তদনুসারে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া গঙ্গাকে আনয়ন করেন এবং তদ্বারি স্পর্শে গাভীর প্রাণদান করেন। মুনির প্রার্থনায় মহাদেব গঙ্গারূপিণী গোদাবরীর তীরস্থ সকল স্থানকেই পবিত্র বলিয়া ঘোষিত করেন, এবং লিঙ্গরূপে স্থানে স্থানে বিরাজ করিতে প্রতিশ্রুত হন। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গানদীই ভূগর্ভ দিয়া গোদাবরীর সহিত মিলিত আছে।

২। অন্ধ্রের একটি জেলা। এই জেলাটি পূর্ব্বে অন্ধ্র সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এখানে বহুকাল যাবৎ চালুক্য নরপতি, রেড্ডিওয়ার প্রভৃতি নামধেয় সামন্তরাজগণের সহিত আদিম অধিবাসীদিগের যুদ্ধ চলিয়াছিল। ১৪৭১ ৭৭ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানগণ এই প্রদেশ অধিকার করিয়া সেই যুদ্ধের অবসান করে। ১৫১৬ খ্রীঃ অঃ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া কিছুদিনের জন্য হিন্দুরাজত্বের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পর কুতবসাহী রাজগণ প্রদেশটি পুনরধিকার করেন। ১৬৮৭ অব্দে মোগল সম্রাট্ স্থানীয় রাজত্ব বিলুপ্ত করিয়া এখানে স্বীয় প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তিনি এই জেলাটি গোলকুণ্ডার সুবার অন্তর্গত করিয়া রাজমহেন্দ্রীর নবাবের অধীন করিয়া দেন। এই সময় নিজাম আসফজা এই জেলার শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে জেলাটি ফরাসীদিগের এবং পরে মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তে আসে। এই জেলায় অবস্থিত কণ্ডোর নামক স্থানে ইংরাজ ও ফরাসীর মধ্যে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহার ফলে এই জেলা সমেত উত্তর 'সরকার' ইংরাজ-হস্তে আসে ১৮২৩ অব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজ নিজামকে এই 'সরকার' অধিকার জন্য বাৎসরিক কর দিতেন। পরে তাঁহাকে এককালীন অর্থ দানে প্রদেশটি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এই জেলাতেই মসলিপাটাম ও কোকনদা অবস্থিত। মসলিপাটাম নস্যর জন্য প্রসিদ্ধ। কোকনদা একটি বন্দর। কথিত আছে, কোকনদার সন্নিকটস্থ সমুদ্রে শ্রীমন্ত সদাগর "কমলেকামিনী" দর্শন করিয়াছিলেন।

গোদুহ—১। গো-দোহনকারী, দুগ্ধদোহক, দোয়াল। উপতৎ; গো - দুহ্ + ক কর্ত্তৃ। বিণ। ২। ঘোষ, গোপ, গয়লা। বি; পু।

গোদোহ—গোদোহন (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। বি; পু।

গোদোহন—গরুর দুধ দুহিয়া লওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গোদোহনী—গাই দোয়ার ভাঁড় বা কেঁড়ে। গো (গরু) দুহ্ (দোহন করা) + অনট্ অধি + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গোদ্রব—গোমূত্র, চোনা। গোনিঃসৃত যে দ্রব, মধ্যপ। বি; পু।

গোধন—গাভীরূপ সম্পদ। রূপক। বি; ক্লী।

গোধর—ভূধর, পর্ব্বত। গোর (পৃথিবীর) ধর (ধারণকর্ত্তা), ৬তৎ। বি; পু।

গোধা—গোসাপ। গুধ (বেষ্টন করা) + অন্ কর্ত্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

গোধি—১। গোধা, গোসাপ। গুধ্ (বেষ্টন করা) + ইন্ কর্ত্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। ললাট, কপাল। গো (চক্ষু)—ধ (ধারণ করা) + ইন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

গোধিকা—গোধা, গোসাপ। গোধা + কণ্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী। [পু।

গোধূম—গম শস্য। গুধ্ + উম কর্ত্তৃ। বি;

গোধূমচূর্ণ—ময়দা। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী। [পু।

গোধূমসার—গমের পালো। ৬তৎ। বি;

গোধূলি—সায়ংকাল, যে সময়ে গোসকল ধূলি উড়াইয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। ইহা ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন সময়ে ধরা হইয়া থাকে, যথা হেমন্তে ও শিশিরে যে সময় ভাস্কর পিণ্ডীকৃত হইয়া মৃদুতা প্রাপ্ত হন, গ্রীষ্মে সূর্য্য অর্দ্ধাস্তমিত হইলে, বসন্তে ভানু অদৃশ্য হইলে, এবং বর্ষা ও শরৎকালে সূর্য্য অস্তগত হইলে পর গোধূলি হয়; সন্ধ্যার প্রাক্কাল। গোর (গরুর) ধূলি হয় যাহাতে (যে সময়ে), বহু। বি; পু।

গোধূলিলগ্ন—গোধূলিসময়ে বিবাহের জন্য নিরূপিত লগ্ন। গোধূলি নামক লগ্ন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গোধেনু—দুগ্ধবতী গাভী। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

গোনা—গণনা করা, গণা; জ্যোতিষ গণনা করা। বাংপ্র। ক্রি।

গোনাগাঁথা—গণাগাথা, গণিত; পরিমিত আবশ্যক অনুযায়ী। বাংপ্র। বিণ।

গোনাথ—ষণ্ড, বৃষ; গোস্বামী; গোপ; ভূপতি, রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

গোপ—১। গোরক্ষক; গোয়ালাজাতি; ভূপতি। গো (গরু, পৃথিবী) - পা (পালন করা) + ড কর্ত্তৃ। ২। রক্ষাকারী; ভূপ, রাজা। গুপ (রক্ষা করা) + অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

গোপত—গুপ্ত, লুক্কায়িত ('আওত গোপত বেশ উতারিয়া'—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। বিণ।

গোপতি—ভূপতি; গোপ; মহাদেব সূর্য্য; ইন্দ্র; বৃষ; শ্রীপতি। ৬তৎ। বি; পু।

গোপথ—১। যে পথে গরু যায়। ৬তৎ। ২। স্বর্গপথ। গো (স্বর্গ) প্রাপক পথ, মধ্যপ। বি; পু।

গোপন—লুক্কায়িত করা; রক্ষা; অপরকে না জানানো। গুপ্ (রক্ষা করা, ইত্যাদি) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

গোপনারী—গোপের স্ত্রী, গোয়ালিনী বা গয়লানী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গোপনীয়—গুহ্য, অপ্রকাশ্য; রক্ষণীয়; গোপনের যোগ্য। গুপ্ (রক্ষা করা) + অনীয় কর্ম্ম। বিণ।

গোপবধূ—গোপজাতীয়া স্ত্রী; গোপভার্য্যা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গোপবল্লভ—১। গোপগণের প্রিয়। ৬তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। গোপ বল্লভ (প্রিয়) যাঁহার, বহু। বি; পু।

গোপবি—গোপন করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি। [সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

গোপসি—গোপন করিতেছে। প্রা কপ্র।

গোপা—শাক্যসিংহের পত্নী, কলিদেশাধিপতি দণ্ডপাণির তনয়া। ইনি অতি রূপবতী ও গুণবতী রমণী ছিলেন। শাক্যসিংহের বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, তাঁহার পিতা পুত্রের জন্য অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করেন। অন্যান্য রাজপুত্রীর ন্যায় গোপাও অশোকভাণ্ডারের প্রার্থিনী হইয়া কপিলবস্তুতে গমন করেন। রাজকুমারের অশোকভাণ্ড নিঃশেষ হইলে ইনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। এই উপলক্ষে উভয়ে কথোপকথন হইলে উভয়েই পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন শাক্যসিংহ আপন অঙ্গুরীয় ইঁহাকে প্রদান করেন।

অতঃপর উভয়ের মধ্যে বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে, গোপার পিতা বলিলেন যে, শাক্যসিংহ বীরত্বের পরিচয় দিয়া তাঁহার কন্যার পতি হইতে পারেন। তখন শাক্যসিংহ ব্যায়াম, শৌর্য্য, বিদ্যা, রাজ-

নীতি, শিল্প প্রভৃতির সুকৌশল প্রদর্শন করিয়া গোপার পাণিগ্রহণ করিলেন। গোপা অতি বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী ও ধর্মশীলা রমণী ছিলেন।

গোপাঙ্গনা—গোপরমণী, গোপবধূ। গোপের অঙ্গনা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গোপাদিত্য—কাশ্মীরদেশের জনৈক নৃপ। বি; পু।

গোপাধ্যক্ষ—১। গোপ-প্রধান। গোপদিগের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**গোপাধ্যক্ষা**। ২। গোপরাজ, নন্দ। বি; পু।

গোপায়িত—লুক্কায়িত; রক্ষিত; পরিপুষ্ট। গুপ্ (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গোপায়িতা (গোপায়িতৃ)—রক্ষক। গুপ্ (রক্ষা করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-য়িত্রী**।

গোপাল—ভূপতি, রাজা; কৃষ্ণ; গোপ; রাখাল; বালকের আদরের নাম ('আদুরে—'), সোহাগের সন্তান। গো শব্দ (গুরু, পৃথিবী) পিজন্ত পা পালি (পালন করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

গোপাল উড়ে—কটক জেলার জাজপুর গ্রামে গোপালের জন্ম হয়। ১৮।১৯ বৎসর বয়সের সময় গোপাল কলিকাতায় আইসে। গোপাল প্রথমে ফেরি করিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিত। পরে বড়বাজারে রাধামোহন সরকারের শখের যাত্রার দলে যোগ দিয়াছিল। গোপাল অতি সুকণ্ঠ ছিল। সে বিদ্যাসুন্দরে মালিনী সাজিয়া প্রথমে আসরে এমনই সুন্দর অভিনয় করিয়াছিল যে, রাধামোহন বাবু তাহাকে দশ টাকা হইতে একেবারেই পঞ্চাশ টাকা বেতন করিয়া দিয়াছিলেন। রাধামোহনের মৃত্যুর পর গোপাল দলের সমস্ত আসবাব পাইল, এবং নিজে এক দল গঠন করিল। তখন ভৈরব হালদার নামক জনৈক ব্রাহ্মণের দ্বারা সহজ বাঙ্গালা ভাষায় গান রচনা ও স্বর যোজনা করাইয়া গোপাল নূতন দলের সৃষ্টি করিল। 'বাঙ্গালা দেশের এমন স্থান নাই যেখান হইতে গোপাল বায়না না পাইয়াছে'। গোপাল দেখিতে অতি সুন্দর ছিল, স্ত্রীলোক সাজিলে কেহ সহজে তাহাকে পুরুষ বলিয়া ধরিতে পারিত না।

গোপাল ভাঁড়—ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় "ভাঁড়"রূপে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার নামজড়িত যে সকল গল্প মুদ্রিত হইয়াছে বা লোকপরম্পরায় মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে, অল্পশিক্ষিত হইলেও ইনি বেশ সুরসিক ও পল্প-মতি ছিলেন, এবং হাস্যরস উদ্দীপনে ইঁহার সম্যক্ শক্তি ছিল। তবে সকল গল্প যে তাঁহারই উক্তি, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

গোপালক—গোরক্ষক; গোপ; শ্রীকৃষ্ণ; শিব। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী **গোপালিকা**।

গোপালন—গরুকে খাইতে দেওয়া ও যত্ন করা; গরু পোষা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গোপালভোগ—উত্তম কদলী বিঃ; উৎকৃষ্ট আম্র বিঃ; ধান্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

গোপাল লাল মিত্র—ইনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কাশীনাথ প্রসাদ মিত্র। কাশীনাথের মাতামহ রাজা দুর্লভরাম নবাব আলিবর্দী খাঁর রাজস্ব-সচিব ছিলেন। গোপাল লাল পুরাতন হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপন করিয়া সিনিয়র বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ ইনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতা মিউনিসিপালিটির কমিশনার নির্বাচিত হইয়া শেষে উহার ভাইস্ চেয়ারম্যানের পদ লাভ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ঐ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ১৮৯৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

গোপালিকা—১। গরুর পালনকর্ত্রী। গোপালক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোপী, গয়লানী। বি; স্ত্রী।

গোপালী—অপ্সরোবিশেষ, গার্গ্যমুনির ঔরসে ইঁহার গর্ভে কালযবনের জন্ম হয়। ['গার্গ্য' ও 'কালযবন' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

গোপাষ্টমী—কার্তিকমাসের শুক্লাষ্টমী, এই দিনে শ্রীকৃষ্ণ গোপালনে নিযুক্ত হন। এই দিনে সংযত হইয়া গোপূজা, গোগ্রাসদান, গোপ্রদক্ষিণ প্রভৃতি কার্য করিলে অভীষ্ট লাভ হয়। বি; স্ত্রী।

গোপিকা—গোপবালা, গোয়ালিনী। গোপী+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

গোপিকামোদ—রাগিণী বিঃ। বি; পু।

গোপিকামোহন—১। গোপীগণের মুগ্ধতাকারী। ৬তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

গোপিকারমণ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

গোপিত—রক্ষিত; লুক্কায়িত। গোপি+ক্ত কর্ম। বিণ।

গোপিত্ত—গরুর পিত্ত; গোরোচনা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গোপিনী—১। শ্যামালতা। গুপ্+ণিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। গোপী, গোপিকা, গোয়ালিনী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

গোপিনীবল্লভ—১। গোপীগণের প্রিয়। ৬তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু। এই অর্থে গোপিনী শব্দটি বিশুদ্ধ নহে, গোপী হইবে।

গোপী—গোপস্ত্রী, গোয়ালিনী। গোপ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গোপীচন্দন—বৈষ্ণবদিগের ব্যবহার্য তিলক-মাটি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গোপীজনবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। গোপীই যে জন সে গোপীজন (কর্মধা); তাহার বল্লভ, ৬তৎ। বি; পু।

গোপীনাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

গোপীমোহন—১। গোপিকাদিগের মনোমুগ্ধকর। ৬তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

গোপীমোহন ঠাকুর—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ ঠাকুরের মধ্যম পুত্র। গোপীমোহন বহুভাষাবিৎ ছিলেন এবং দয়া, ধর্ম, বিদ্যানুরাগ, দানশীলতা প্রভৃতি বহু গুণে ভূষিত ছিলেন। ইনি সমাজের একজন বিশিষ্ট লোক বলিয়া গণ্য ছিলেন। দুর্গাপূজার সময় ইঁহার বাটীতে অনেক উচ্চতম রাজকর্মচারী আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে জেনারেল ওয়েলেসলি (যিনি উত্তরকালে ডিউক অব ওয়েলিংটন হইয়াছিলেন) অন্যতম। হিন্দু কলেজ সংস্থাপনে গোপীমোহন প্রভূত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া পুরুষানুক্রমে ইঁহার বংশের একজন উক্ত কলেজের গভর্ণর থাকিবেন, এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল। বিখ্যাত পালোয়ান রাধাগোয়ালা ইঁহার অধীনে নিযুক্ত ছিল। লক্ষ্মীকান্ত ও কালী মির্জা নামক প্রসিদ্ধ গায়কদ্বয়ও ইঁহার বৃত্তিভুক্ ছিলেন। ইনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া মুলাজোড় গ্রামে গঙ্গাতীরে দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ ও ব্রহ্মময়ীদেবী মূর্তি স্থাপিত করেন এবং তাঁহাদের যথোপযুক্ত সেবাদি ও অতিথি-সৎকারের জন্য প্রচুর সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার ছয় পুত্র—সূর্যকুমার, চন্দ্রকুমার, নন্দকুমার, কালীকুমার, হরকুমার ও প্রসন্নকুমার। শেষোক্ত দুইজনই সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন।

গোপীযন্ত্র—একতারা বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বি; ক্লী।

গোপীসখী—ললিতা বিশাখাদি শ্রীরাধিকার অষ্ট সখী; অষ্টসিদ্ধি। বাংপ্র। বি।

গোপুচ্ছ—১। গরুর লেজ। ৬তৎ। ২। একটি বানরের নাম; হনুর বিঃ। গোর পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। বি; পু।

গোপুর—১। পুরদ্বার, নগরদ্বার ; দ্বার ; মন্দিরের তোরণ। গুপ্ (রক্ষা করা)+ উর কর্ম। ২। মুস্তক বিঃ। গুপ্+ উর করণ। বি ; ক্লী।

গোপেন্দ্র—শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। গোপদিগের ইন্দ্র, ৬তৎ। বি ; পু।

গোপেশ—১। গোপপ্রধান, নন্দ ঘোষ ; গোপেন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ। গোপদিগের ঈশ, ৬তৎ। ২। শাক্যমুনি, বুদ্ধদেব। গোপার ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

গোপ্তব্য—রক্ষণীয়, গোপনীয়, অপ্রকাশ্য, গুহ্য। গুপ্ (রক্ষা করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

গোপ্তা—উড়ন্ত ঘুড়ির উলটাইয়া অধোমুখে সবেগে কিয়দ্দূর পতন। বাংপ্র। বি।

গোপ্তা (গোপ্তৃ)—আশ্রয়দাতা ; রক্ষক। গুপ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গোপ্ত্রী**।

গোপ্য—১। অপ্রকাশ্য ; রক্ষণীয় ; গুপ্ত ; গোপনীয়। গুপ্+য কর্ম। বিণ। ২। ভৃত্য ; দাসীপুত্র। বি ; পু।

গোপ্রচার—গোচারণস্থান। গো (গরু) প্র—চর (বিচরণ করা)+ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

গোপ্রতর, গোপ্রতার—১। গরুসকলের পার হওয়া। ৬তৎ। ২। তীর্থ বিঃ। গো—প্র—তৃ+অল, ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

গোফা—গর্ত ; নির্জন গহ্বর ; গুহা। প্রা কপ্র। বি।

গোবৎস—গরুর বাছুর। ৬তৎ। বি ; পু।

গোবধ গোহত্যা, গরুমারা। ৬তৎ। বি ; পু।

গোবর গোময়, গোপুরীষ, গরুর বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি।

গোবরগণেশ গোবরনির্মিত গণেশ, অর্থাৎ তাহার ন্যায় অকর্মণ্য ও অপটু, বোকা অকর্মণ্য ভালমানুষ। বাংপ্র। বি।

গোবরভরা- গোময়পূর্ণ ; অসার ; বুদ্ধিহীন ('— মাথা')। ৩তৎ। বাংপ্র। বিণ।

গোবরা—১। গোবরতুল্য, নির্বোধ, হাঁদা, অকর্মা। বিণ। ২। গোবর্ধন। বাংপ্র। বি।

গোবরাট—দ্বারপিণ্ডী, কপাটের ঝনকাঠ, দরজার চৌকাটের নীচের কাঠ। <গর্ভাগার-কাষ্ঠ। বি।

গোবরানো, গোবরনো—গোবরতুল্য করা, বিশ্রী বা নোঙরা করা, আনাড়ীর মত কাজ করা, গোবর মাখান। বাংপ্র। ক্রি।

গোবর্ধন—বৃন্দাবনস্থ একটি পর্বত যাহা কৃষ্ণ ধরিয়াছিলেন। গোর বর্ধন (বৃদ্ধিকারক), ৬তৎ। বি ; পু।

গোবর্ধন—ইনি জয়দেবের পূর্ববর্তী কবি। ইনি "আর্যাসপ্তশতী" নামক কাব্যের প্রণেতা। এই গ্রন্থ আর্যা ছন্দে রচিত এবং উহাতে সাত শত শ্লোক আছে, এই কারণেই উক্ত নাম প্রদত্ত হইয়াছে। গোবর্ধনের রচনা যেমন সারল্যে তেমনই মাধুর্যে বিখ্যাত। জয়দেব ইঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শন করিতেন। তিনি স্বকীয় গ্রন্থে গোবর্ধনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। "আচার্য গোবর্ধনস্পর্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ।" অর্থাৎ আচার্য গোবর্ধনের সহিত স্পর্ধাকারী হইতে পারে, এরূপ কোনও ব্যক্তির বিষয় শ্রুতিগোচর হয় না। যাহা হউক, গোবর্ধন যে অত্যুৎকৃষ্ট কবিগণের অন্তর্গত তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

গোবর্ধনধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি ; পু। [কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রের কোপ হইতে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একাঙ্গুলি দ্বারা গোবর্ধন পর্বত উত্থাপনপূর্বক গোপালগণকে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন।]

গোবর্ধনধারী (-ধারিন্) শ্রীকৃষ্ণ। ['গোবর্ধনধর' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; পু।

গোবলীবর্দ ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

গোবশা বন্ধ্যা গবী, বাঁঝা গাইগরু। গো যে বশা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

গোবাঘ, গোবাঘা গোঘাতক ব্যাঘ্র, গরু মারা বাঘ ; বৃক, তরক্ষু, নেকড়ে ; বড় বা চিতা বাঘ। বাংপ্র। বি।

গোবাট—গোগৃহ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গোবাস—গোসমূহের বাসস্থান, গোষ্ঠ। ৬তৎ। বি ; পু।

গোবিনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (কবিরত্ন, রায় সাহেব) ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে আগস্ট হাওড়া জেলার শাঁখরাল গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি তৎকাল প্রসিদ্ধ পটলডাঙ্গার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশের তারাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌত্র ও হাইকোর্টের এটর্নি যোগেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৮০ সালে পটলডাঙ্গা মধ্যবাঙ্গালা বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হেয়ার স্কুলে প্রবেশ করেন এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত অনার্স লইয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং সংস্কৃতের প্রতি প্রবল অনুরাগবশতঃ ১০ বৎসর যাবৎ চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ কাব্যালংকারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ১৮৯৫ খ্রীঃ কবিরত্ন উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ইনি 'বোর্ড অব্ একজামিনার্স' (ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজ) পরীক্ষা-পরিষদের সংস্কৃত-পরীক্ষক নিযুক্ত হন। তদবধি ইনি উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারিগণের সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার পরীক্ষা কার্য করিয়া আসিতেছেন। ইনি পরে বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের সেন্ট্রাল একজামিনেশন কমিটির অবৈতনিক সভ্য ও হিন্দী, কায়থি ও হিন্দুস্থানীর পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও পরীক্ষাকার্যে বিচক্ষণতার জন্য ভারত-গভর্নমেন্ট ১৯২১ খ্রীঃ ইঁহাকে রায় সাহেব উপাধি প্রদান করেন। ইনি শান্তিসোপান, প্রেম ও পরমার্থ, সুনীতি-সুধানিধি, Aryan Morals প্রভৃতি নীতি ও ধর্মমূলক বহু গ্রন্থ রচনা ও নিজব্যয়ে প্রকাশ করিয়া জনসাধারণকে বিতরণ করিয়াছেন। ইনি একজন ঈশ্বরপ্রেমিক সাধুপুরুষ, সর্বদা ধর্মচর্চাতেই রত থাকেন।

গোবিন্দ ১। বিষ্ণু ; শ্রীকৃষ্ণ ; বৃহস্পতি। গো বিদ্ (জানা ইত্যাদি)+শ কর্তৃ। বি ; পু। ২। গোপালক। বিণ।

গোবিন্দ অধিকারী—প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালা। ইনি অনুমান ১২০৫ সালে হুগলি জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী জাঙ্গিপাড়া গ্রামে বৈরাগীকুলে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ইঁহার সামান্যমাত্র বিদ্যাশিক্ষা হয়। তৎপরে ইনি হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্তী ধুরখালি গ্রামনিবাসী বিখ্যাত কীর্তনগায়ক গোলোক দাস অধিকারীর নিকট কীর্তন গান শিক্ষা করেন, এবং কিছুদিন শিক্ষার পর স্বয়ং একটি 'কালীয়দমন' যাত্রার দল গঠন করেন। এই দলে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিনয় হইত, এবং গোবিন্দ স্বয়ং দূতী সাজিতেন। এই উপলক্ষে স্বীয় দলের জন্য ইনি বহুসংখ্যক সংগীত রচনা করেন। ইঁহার অধিকাংশ গানই অনুপ্রাসবহুল। ইঁহার দূতীগিরি দেখিবার জন্য এবং গান শুনিবার জন্য বহু দূরদেশ হইতেও লোকসকল ছুটিয়া আসিত। এইরূপে যাত্রার গানে ইনি বহু অর্থ উপার্জন করেন ; এমন কি শেষে জমিদারি পর্যন্ত খরিদ করিয়া যান। ভাবপূর্ণ ও অনুপ্রাসবহুল সংগীত-রচনায় ইঁহাকে অদ্বিতীয় বলিলেও চলে। অনুমান ১২৭৭ সালে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। প্রথম প্রথম ইঁহার যাত্রায় কীর্তনাঙ্গের বাহুল্য ছিল। ইনি যাত্রার "ঘটকালীতে" বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইতেন এবং ভক্তিরসাশ্রিত গানে

সকলকে মোহিত করিতেন। ইনি বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে অনেক গানের ভাব সংগ্রহ করিতেন। ইঁহার রচিত "শুক-সারীর পালা" ইহার অন্যতম প্রমাণ। "চূড়ানূপুরের দ্বন্দ্ব"ও এক সময়ে অনেককে আনন্দ প্রদান করিয়াছে। ইনি যাত্রা, কীর্তন এবং কথকতা এই তিন বিষয়েই নিপুণ ছিলেন। অধিকারী অপুত্রক ছিলেন। মৃত্যুর পর ইঁহার শ্যালক কিছুদিন ইঁহার দল চালাইয়াছিলেন।

গোবিন্দ কর্মকার চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের এক বৎসর পূর্ব হইতে ইঁহার নিকট গোবিন্দ ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হন এবং প্রভুর তিরোভাব পর্যন্ত ইঁহার সঙ্গে থাকেন। পরে "করচা" নামে প্রভুর একটি জীবনচরিত রচনা করেন।

গোবিন্দকূট--বিদ্যাধরগণের অধিষ্ঠিত পর্বত বিঃ। বি ; পু।

গোবিন্দচন্দ্র দাস---ইঁহার পূর্বনিবাস ঢাকা ভাওয়াল। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ইনি বিক্রমপুরস্থ ব্রাহ্মণগাঁ গ্রামে বাটী নির্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। গোবিন্দ বাবুর কবিখ্যাতি বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত। এইরূপ স্বভাবকবি বঙ্গভাষায় আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। ইঁহার ছন্দ ও ভাব সম্পূর্ণ নূতন। প্রেম ও ফুল, কুঙ্কুম, চন্দন, ফুলরেণু প্রভৃতি ইঁহার কয়েকখানি কবিতাগ্রন্থ আছে। বঙ্গীয় কবি সমাজে গোবিন্দ বাবুর স্থান অতি উচ্চে।

গোবিন্দচন্দ্র রায় (কবি) বরিশাল জেলার মীরপুর গ্রামে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশে ইঁহার জন্ম। বাল্যে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা অধিক অগ্রসর হয় নাই। ইনি প্রথমে হিন্দুধর্মে আস্থাবান্ ছিলেন. পরে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া প্রচারকের কার্য করিতে থাকেন। এই সময়ে ইঁহাকে নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিতে হয়। অতঃপর ইনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পিতা ইঁহাকে গৃহে স্থান দিতে অসম্মত হন। তখন ইনি সস্ত্রীক কিছুকাল শান্তিপুরে থাকিয়া কাশীধামে গমন করেন। এখানে প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ৺লোকনাথ মৈত্র মহাশয়ের সহায়তায় ইনি উক্ত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর আগ্রায় গিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ডাক্তারী ব্যবসায়ে ইঁহার যথেষ্ট অর্থাগম হইয়াছিল। ইঁহার রচিত গান দুইটি "নির্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী যমুনে ও" এবং "কতকাল পরে বল ভারত রে" বঙ্গভাষায় অমূল্য রত্নস্বরূপ।

গোবিন্দদাস—বৈষ্ণব পদরচয়িতা। ইনি ১৪৫৯ শকে (১৫৩৭ খ্রীঃ) বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন, মাতার নাম সুনন্দা। গোবিন্দদাস পরে পদ্মাতীরে তেলিয়াবুধরি গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইনি চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত শক্তি-উপাসক ছিলেন পরে বৈষ্ণব মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইঁহার রচিত রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক অনেকগুলি পদ আছে। এই সকল পদ ব্যতীত ইনি সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গীতমাধব পদাবলী এবং কর্ণামৃত নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবাদ, ইনি একবার কঠিন গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হইয়া 'রাধাকৃষ্ণ' এই চতুরক্ষর মন্ত্রগ্রহণেই রোগ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ১৫৩৪ শকে (১৬১২ খ্রীঃ) ৭৫ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার পদগুলি বিদ্যাপতির অনুকরণে রচিত ও অতিশয় মধুর। বিদ্যাপতির "প্রেম কি অঙ্কুর" প্রমুখ পদটি ইনি সম্পূর্ণ করিয়া শেষে "গোবিন্দদাস রসপূর" এই ভণিতাটি যোগ করিয়া দেন। ইহার জন্য ইঁহার গুরু ইঁহাকে কবিরাজ উপাধি প্রদান করেন।

গোবিন্দদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসীয় পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বাদশী, ইহাতে উপবাস করিয়া যথাবিধি গোবিন্দের অর্চনা করিলে সবপাপ বিনষ্ট হয়। বি ; স্ত্রী।

গোবিষাণ—গোশৃঙ্গ, গরুর শিঙ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গোবী—গোপিকা, ব্রজবালা। <গোপী। প্রাকপ্র। বি ; স্ত্রী।

গোবেচারা, -রী -নিরীহ ভালমানুষ, নেহাত ঠাণ্ডাপ্রকৃতির। বাংপ্র। বিণ।

গোবেড়ন, গোবেড়েন রাখাল বা গাড়োয়ান গরুকে যেরূপ নির্দয়ভাবে প্রহার করে সেইরূপ গুরুতর প্রহার। বাংপ্র। বি।

গোবৈদ্য—১। গোচিকিৎসক। ৬তৎ। ২। অনভিজ্ঞ বৈদ্য, মূর্খ বা আনাড়ী চিকিৎসক, হাতুড়িয়া (বিদ্রূপে)। গোতুল্য নির্বোধ বৈদ্য, মধ্যপ। বি ; পু।

গোব্রজ গোষ্ঠ। গোর ব্রজ (গতি) হয় যেখানে, বহু। বি ; ক্লী।

গো-ভাগাড় মরা গরু ফেলিবার স্থান। বাংপ্র। বি।

গোভৃৎ—মহীধর, পর্বত। গো (পৃথিবী) - ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

গোমক্ষিকা দংশ, ডাঁশ। গোক্লেশিনী মক্ষিকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

গোমড়া -বিরক্তিহেতু গম্ভীর, ভার-ভার। বাংপ্র। বিণ।

গোমণ্ডল - গোসমূহ, গরুর পাল ; পৃথিবীমণ্ডল, মহীমণ্ডল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গোমতী—১। বহুগোশালিনী। গোমৎ+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুইটি নদীর নাম, যথা—(১) উত্তরপ্রদেশমধ্যস্থ পিলিভিত জেলায় উৎপন্ন ও লক্ষ্ণৌ শহরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গাজিপুর জেলায় গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে।

(২) পশ্চিমবঙ্গের ত্রিপুরা জেলার মধ্যস্থ চাইমা ও রাইমা নাম্নী দুইটি নদীর সংযোগে ইহার সৃষ্টি। দায়ুদপানি নামক স্থানে ইহা মেঘনার সহিত মিলিত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের কুমিল্লা শহরটি ইহারই তীরে অবস্থিত। [ক্লী।

গোময়—গোবর। গো+ময়ট্। বি ; পু বা

গোমসূরিকা, গোমসূরী—গোবসন্ত ; গোবসন্তের বীজ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গোমসূর্যাধান—গোবীজে টিকা দেওয়া, vaccination. গোমসূরীর আধান, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গো-মসূর্যাহিত—যাহার গোবীজে টিকা দেওয়া হইয়াছে। গোমসূরীদ্বারা আহিত ৩তৎ। বিণ।

গোমস্তা প্রতিনিধি কর্মচারী, agent ; জমিদারের করসংগ্রাহক, তহশিলদার ; মহাজনের গদির কর্মচারী। <ফা. 'গুমাশ্‌তহ্'। বি।

গোমাংস গরুর মাংস। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গোমাতা (-মাতৃ)—১। গোসমূহের মাতা, সুরভি। ৬তৎ। ২। গর্ব রূপা জননী, মাতৃসমা গাই গরু। কর্মধা। ৩। কশ্যপমুনির অন্যতমা পত্নী। বি ; স্ত্রী।

গোমান্ (-মৎ) বহুগোশালী ; ভূসম্পত্তিশালী ; কিরণশালী ; জ্যোতিষ্মান্ ; নেত্রশালী ; চক্ষুষ্মান্। গো+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গোমতী**।

গোমায়ু শৃগাল ; গন্ধর্ব বিঃ। গো--মা (পরিমাণ করা)+উণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

গোমুখী হিমালয়ের গোমুখাকার গঙ্গাপাতগুহা ; নদী বিঃ ; জপমালার থলি। গোর মুখের ন্যায় মুখ যে স্ত্রীর, বহু। বি ; স্ত্রী।

গোমূত্র—গরুর চোনা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গোমূর্খ—গরুর মত মূর্খ, গণ্ডমূর্খ, নিতান্ত নির্বোধ বা জ্ঞানহীন। গোতুল্য যে মূর্খ, মধ্যপ। বিণ।

গোমেদ—দ্বীপ বিঃ ; ঘোর পীতবর্ণ মণিবিশেষ, jacinth. গো---মিদ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

গোমেধ—যজ্ঞ বিঃ, যাহাতে গোবধ হইত। গো দ্বারা মেধ (যজ্ঞ), ৬তৎ। বি; পু।

গোয়—গত করে, কাটায়, যাপন করে; গোপন করে, ঢাকে। প্রা কপ্র। ক্রি।

গোয়া—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অঞ্চল। গোয়াতেই পর্তুগীজগণ এসিয়া খণ্ডে সর্বপ্রথমে আগমন করে। গোয়াতে যে তিনটি জেলা খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ অধিকার করে তাহাদের নাম ইলহাস (Ilhas), বারদেজ (Bardez) এবং সালসেট (Salsette)। এই তিনটি জেলার সমষ্টিকে Velhas Conquistas বা পুরাতন বিজিত স্থান বলা হইত। উত্তরকালে যে সাতটি জেলা অধিকৃত হয়, তাহাদের সমষ্টিকে Novas Conquistas বা নববিজিত স্থান বলা হইত। গোয়ার অধিবাসিগণ তিন জাতিতে বিভক্ত—খাঁটী ইওরোপীয়, ইউরেসিয়ান (ফিরিঙ্গী) এবং দেশীয়। ইওরোপীয়গণ ব্যতীত সকলেই কঙ্কণী ভাষা ব্যবহার করে।

মালিক কফুর কর্তৃক ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে গোয়া অধিকৃত হয়। ১৩৭০ অব্দে বিজয়নগররাজ হরিহরের প্রধান মন্ত্রী বিদ্যারণ্য মাধব গোয়া অধিকার করেন। ১৪৪৯ অব্দে ইহা বাহমনী রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এই রাজ্যের পতনের পর বিজাপুরের আদিলসাহী বংশ গোয়ায় প্রভুত্ব বিস্তার করে। ১৫১০ অব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি পর্তুগালের সুবিখ্যাত আবু কার্ক গোয়া আক্রমণ করিয়া করায়ত্ত করেন। এই বৎসরের ১৫ই অগস্ট আদিলসাহী বংশের রাজা স্থানটি পুনরধিকৃত করেন। ঠিক তিন মাস পরেই আবু কার্ক মুসলমান সৈন্য পরাজিত করিয়া গোয়ায় পর্তুগাল-প্রভুতা সুদৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজশ্রীতে গোয়া ১৬শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে পর্তুগালের রাজধানী লিসবনের সমকক্ষ হইয়া উঠে। ১৬০৩ এবং পুনরায় ১৬৩৯ অব্দে ওলন্দাজগণ গোয়া আক্রমণ করে। উভয় বারেই উহারা বিতাড়িত হয়, এবং অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধফলে গোয়ার সমূহ বলক্ষয় ঘটে। পরবর্তী শতাব্দীতে মহারাষ্ট্রীয়গণও গোয়াকে আবার বিপর্যস্ত করিয়া তুলে। ১৮১ অব্দে ওয়াটারলুর যুদ্ধের পর, ইওরোপে শান্তি স্থাপিত হইলে পর্তুগালরাজ গোয়ার উন্নতিকল্পে পুনর্বার মনঃসংযোগ করেন। বর্তমানে গোয়া পর্তুগীজ কবলমুক্ত এবং কেন্দ্র-শাসিত ভারতীয় অঞ্চল।

গোযান—গো-শকট, গরুর গাড়ি। গো দ্বারা আকৃষ্ট যান, মধ্যপ। বি; ক্লী।

গোয়ারী গোপিকা, গোয়ালিনী বা গয়লানী। প্রা কপ্র। বি।

গোয়াল, গোহাল—গোগৃহ, গরুর ঘর; গোপালক। <গোশালা। বি।

গোয়ালা—গোপ, গয়লা। <গোপালিকা। বি; পু। স্ত্রী—**গোয়ালানী, গোয়ালিনী; গয়লানী**।

গোয়ালিয়র—মধ্যভারতস্থ স্থান বিঃ। পূর্বে ইহা করদ রাজ্য ছিল। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রণজী সিন্ধিয়া নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয়। কথিত আছে, ইনি বালাজী, পেশোয়ার পাদুকাবাহক ছিলেন। পাণিপথ যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) তদানীন্তন গোয়ালিয়র-পতি প্রাণবিসর্জন করিলে রণজীর দ্বিতীয় পুত্র মাহদাজী রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। নামে পেশোয়ার অধীন হইলেও ইনি স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেন। ১৭৮৫ অব্দে দিল্লীর ইংরাজকর্তা ইঁহাকে স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন এবং ইঁহার রাজধানীতে জনৈক রেসিডেন্ট থাকিবার ব্যবস্থা করেন। ১৭৯৪ অব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটিলে, ইঁহার ভ্রাতৃ পৌত্র দৌলতরাও রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৯৫ অব্দে পেশোয়া মধু রাও নারায়ণের লোকান্তর গমনের পরে, মহারাষ্ট্রে অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে; সেই অবসরে দৌলতরাও বালাজীকে পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরে প্রভুত্ব লইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। ভীত পেশোয়া (বালাজী) ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহা দেখিয়া দৌলতরাও, বেরারের রাজা রঘুজী ভোঁসলার সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হন। ১৮০৩ অব্দে সরজী আনজনগাঁও নামক স্থানে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তানুসারে, অন্যান্য সম্পত্তির সহিত গোয়ালিয়র ও গোহাদ দুর্গ ইংরাজের অধিকারে আসে। এই দুইটি দুর্গ লর্ড কর্নওয়ালিস ভারতে আসিয়া, ১৮০৫ অব্দের সন্ধির শর্তানুসারে দৌলতরাওকে প্রত্যর্পণ করেন। গোয়ালিয়র দুর্গের পাদমূলে দৌলতরাও রাজধানী স্থাপন করেন। বর্তমানে গোয়ালিয়র করদ রাজ্য নহে। ইহা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি স্থান।

গোয়ালে—অপুষ্পক লতা বিঃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

গোয়েন্দা—গুপ্তচর, পুলিসকে গোপনে অপরাধের ও অপরাধীর সংবাদদাতা। <ফা 'গোইন্দহ্'। বি।

গোর—১। কবর, শব-সমাধি। ফা। বি। ২। গোরা, গৌর, শ্বেত, সাদা; ফ্যাকাশে আভা; হরিদ্রাবর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

গোরক্ষক—১। গোপালনকারী। ৬তৎ। বিণ। ২। ভূপ, রাজা; গোপালক, রাখাল। বি; পু।

গোরক্ষনাথ, গোরখনাথ—জনৈক প্রসিদ্ধ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী জনৈক ধর্মশীল গোপের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রামস্থ অন্যান্য বালকগণের ন্যায় ইনিও বাল্যকালে গোচারণে নিযুক্ত হন।

একদিন গোরখনাথ বনে গরু চরাইতেছেন, এমন সময়ে একজন তেজঃপুঞ্জ সন্ন্যাসী ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গোরখনাথ প্রণাম করিলে তিনি কিঞ্চিৎ আহারীয় চাহিলেন। বালক তাঁহাকে দুগ্ধ দান করিয়াছিল। তাহাতে তুষ্ট হইয়া তিনি কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। বালক তাঁহার উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিলে তিনি বলিলেন, "তুমি উৎকৃষ্ট দ্রব্যই পাইবে, কিন্তু এক সপ্তাহ ইচ্ছানুরূপ কার্য হইতে বিরত থাকিতে হইবে।"

অনেক কষ্টে সাধুর আদেশ পালন করিলে সকলে বালককে উন্মাদগ্রস্ত মনে করিল। পরে তাহার আত্মীয়স্বজনগণ পুনরায় সন্ন্যাসী আসিলে আরোগ্যের জন্য অনুরোধ করেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, "আরোগ্য হইবে, কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" অতঃপর গোরখনাথ সন্ন্যাসীর শিষ্য হন, এবং তপশ্চরণপূর্বক কিছুকাল পরে একজন সাধুপুরুষ বলিয়া পরিগণিত হন।

গোরক্ষপুর (বা **গোরখপুর**)—উত্তর প্রদেশস্থ বিভাগ, জেলা ও শহর। পুরাকালে এই দেশটি কোশলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। রামচন্দ্র এই জেলায় আগমন করিয়াছিলেন। এই জেলার সীমার অব্যবহিত বহির্ভাগে কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। এই জেলার মধ্যস্থ কাশিয়া গ্রামে তাঁহার তিরোভাব ঘটে, তথায় তাঁহার একটি বৃহদাকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে এই জেলায় রাঠোরগণের সহিত ভার নামক আদিম জাতির সংঘর্ষ চলিতে থাকে। আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ডোম হাতর নামক বৃদ্ধ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণগণ রাঠোরগণকে গোরক্ষপুর শহর হইতে বিতাড়িত করেন। উত্তরকালে

অন্যান্য আক্রমণকারিগণ ইহাদিগকেও বিতাড়িত করে। ১৫শ এবং ১৬শ শতাব্দীতে বিজেতৃগণের বংশধরেরা এই দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া পৃথক্‌ভাবে রাজ্য করিতে থাকে। ১৫৭৬ খ্রীঃ অঃ মোগল সম্রাট্ আকবর গোরক্ষপুর অধিকার করেন। কিন্তু লক্ষ্ণৌ শহরে অযোধ্যার নবাবগণ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে গোরক্ষপুরের রাজগণের স্বাধীনতা কেহই অপহরণ করে নাই। ১৮০১ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত অযোধ্যার নবাব যে সন্ধি স্থাপনা করেন, তাহার শর্তানুসারে গোরক্ষপুর ইংরাজের অধিকারে আসে। গোরক্ষপুর শহরটি আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। শহরটি রাপ্তী নদীর বামতীরে অবস্থিত।

গোরখনাথ 'গোরক্ষনাথ' দ্রঃ।

গোরখপুর 'গোরক্ষপুর' দ্রঃ।

গোরস—গরুর শরীর হইতে নির্গত রস, গব্য, দুগ্ধাদি। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

গোরসজ—১। দুগ্ধোৎপন্ন। গোরস শব্দ—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ। ২। তক্র, ঘোল। বি ; ক্লী।

গোরস্থান—কবর দিবার জায়গা, সমাধিক্ষেত্র। মিশ্র। বি।

গোরা ১। শুক্ল, শ্বেত, সাদা। বিণ। ২। গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব ; (সাদা বলিয়া) ইংরাজ বা ইওরোপীয় লোক, সাহেব ; ইওরোপীয় সৈনিক। <গৌর। বি।

গোরাচাঁদ গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব ; মুসলমান পীর বিঃ। < গৌরচন্দ্র। বি।

গোরি, গোরী—গৌরবর্ণা, গৌরাঙ্গী ; সুন্দরী। প্রা কপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

গোরু—গাভী ; বৃষ। < গোরূপ। বি।

গোরো গোরা, গৌর, ফরসা। গ্রাম্য। বিণ।

গোরোচনা—গরুর মস্তকজাত পীতবর্ণ দ্রব্য ; হলদে রং বিঃ। গো হইতে জাতা যে রোচনা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

গোল—১। গোলাকার বস্তু। গুড়্ (বেষ্টন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। মণ্ডল, circle. বি ; ক্লী। ৩। বর্তুলাকার। বিণ। ৪। কোলাহল, জটিলতা ; ফেসাদ। ফা। বি। ৫। গোলমেলে, বিশৃঙ্খল। বাংপ্র। বিণ। ৬। ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলার বলপ্রেরণের নির্দিষ্ট স্থান। < ইং 'goal'. বি। **গোল তোলা**—আপত্তি করা। **গোল দেওয়া**—পথে বাধায় সৃষ্টি করা ; ফুটবল হকি প্রভৃতি খেলার নির্দিষ্ট স্থানে বল পাঠানো। **গোল পাকানো, গোল বাধানো**—বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা, গোলমাল বাধানো।

গোলক—১। মণ্ডল ; ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপক দারুময় বর্তুল ; গোলক, বৈকুণ্ঠ। গোল+কন্। বি ; ক্লী। ২। স্বামীর মৃত্যুর পর উপপতি হইতে জাত পুত্র। বি ; পু।

গোলক-ধাঁধা—গোলোকধাঁধা (তাহা দ্রঃ)।

গোলকুণ্ডা—হায়দ্রাবাদ নগরের সাত মাইল পশ্চিমে অবস্থিত শহর। গোলকুণ্ডা দুর্গ প্রথমে ক্ষুদ্র আয়তনে ওয়ারাঙ্গলের জনৈক নরপতি কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই দুর্গ এবং তৎসম্পর্কিত স্থানগুলি গুলবর্গের জনৈক বামনীবংশের রাজাকে প্রদান করেন। ১৫১২ খ্রীঃ কুতবসাহী বংশের রাজা এই স্থানগুলি অধিকার করেন। প্রথম কুতবসাহী রাজা তৎপুত্রের প্ররোচনায় দুর্গাধিপতি কর্তৃক নিহত হন। পরবর্তী রাজা ১৬১১ খ্রীঃ প্রাণত্যাগ করেন। ১৬৫৭ অব্দে সাজাহান পুত্র আওরঙ্গজেবকে স্বীয় প্রতিনিধিস্বরূপ দক্ষিণদেশে প্রেরণ করেন। সেই সময়ে গোলকুণ্ডার রাজমন্ত্রী মীরজুমলা প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া আওরঙ্গজেবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। আওরঙ্গজেব হায়দ্রাবাদ আক্রমণ করিয়া গোলকুণ্ডা লুণ্ঠন করেন। ১৬৮৭ খ্রীঃ সাত মাস যুদ্ধের পর সম্রাট্ আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। সেই অবধি গোলকুণ্ডা শ্রীভ্রষ্ট হইয়া একপ্রকার পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। গোলকুণ্ডার দুর্গ পরে নিজামের অধিকারে আসে।

গোলকুণ্ডা হীরকের জন্য এক সময়ে জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পারতিয়াল্, কানাত্ প্রভৃতি নিজামরাজ্যের অন্তর্গত কতকগুলি স্থানে হীরক পাওয়া যাইত। ইব্রাহিম সাহীর রাজত্বকালে হীরকখনি আবিষ্কৃত হয়।

গোলগাল—সুগোল ; সুপুষ্ট, নধর ('গড়ন')। বাংপ্র। বিণ।

গোলদার, গোলাদার গোলাস্বামী, বহু গোলার অধিকারী ; খুচরা ও পাইকারী ব্যবসাদার, আড়তদার। বাংপ্র। বি।

গোলদারি গোলদারের কর্ম, খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়, আড়তদারি। বাংপ্র। বি।

গোলদারী গোলদারসম্বন্ধীয় ; খুচরা ও পাইকারী ব্যবসায়ে নিযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

গোলন্দাজ—গোলা নিক্ষেপক, কামান চালক। <ফা 'গোলহ্-আন্দাজ'। বি।

গোলপাতা সুন্দরবনের নারিকেল-পাতার মত একরকম লম্বা পাতা (ইহা দিয়া ঘর ছাওয়া যায়)। বাংপ্র। বি।

গোলমরিচ—রাঁধিবার মসলা বিঃ, কালমরিচ। বাংপ্র। বি।

গোলমাল—গণ্ডগোল, কোলাহল, তুমুল শব্দ, হট্টগোল ; বিশৃঙ্খলা, এলোমেলো। বাংপ্র। বি। **আকাশের গোলমাল** - ঝড়বৃষ্টির ভয়। **পেটের গোলমাল** - অজীর্ণতা, বদহজম।

গোলমেলে গণ্ডগোলপ্রিয় ; বিশৃঙ্খল, এলোমেলো। বাংপ্র। বিণ।

গোলযন্ত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপ গোলক। বি ; ক্লী। [সূর্যসিদ্ধান্ত ও ভাস্করাচার্য ইহার প্রকাশক।]

গোলযোগ - গণ্ডগোল ; বিশৃঙ্খলা, জটিলতা ; ফেসাদ, বিঘ্ন। বি।

গোলা ১। গোদাবরী নদী ; দুর্গা। গো শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বালকের বর্তুলাকার ক্রীড়নক ; সীসকের বা লৌহের বর্তুলাকার পিণ্ড ; গোলক ; শস্যাদির আগার। বাংপ্র। বি। ৩। ভাস্করাচার্যরচিত "গোলাধ্যায়"। বি। ৪। জলাদির সহিত মিশ্রিত করা। ক্রি। ৫ তরলীকৃত ; তরলীকৃত দ্রব্য। বাংপ্র। বিণ বা বি।

গোলাগ্নিচূর্ণ—যে অগ্নিচূর্ণদ্বারা গোল (বা গোলা) নিক্ষিপ্ত হয়, বারুদ। বি ; পু।

গোলাঙ্গুল—১। গরুর লেজ। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। কৃষ্ণমুখ কপি বিঃ। গোর লাঙ্গুলের ন্যায় লাঙ্গুল যাহার, বহু। ৩। ন্যায়বিশেষ। বি ; পু।

গোলাজাত—গোলাতে সঞ্চিত বা রক্ষিত ; বাংপ্র। বিণ।

গোলানো গোলাকার করা, গুলান (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। ক্রি।

গোলাপ, গোলাব স্বনামখ্যাত সুগন্ধি পুষ্প বিঃ, rose. < ফা 'গুলাব'। বি।

গোলাপচন্দ্র সরকার শাস্ত্রী, এম. এ., বি. এল. - কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল, হিন্দু আইনে বিশেষজ্ঞ, Dean of the Faculty of the Law (Calcutta University)। ইনি ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে জুলাই বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শম্ভুচন্দ্র সরকার। গোলাপচন্দ্র কলিকাতায় আগমন করতঃ স্বীয় জ্যেষ্ঠতাত মহেন্দ্রনাথের নিকট থাকিয়া সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। বাল্যকাল হইতে সংস্কৃতের উপর ইঁহার প্রগাঢ়

অনুরাগ ছিল। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেব এবং প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী ইঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন। ইনি সংস্কৃত এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ইঁহার সহপাঠী।

১৮৭৩ খ্রীঃ ২রা এপ্রিল ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল হন। সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান থাকা বশতঃ অল্প সময়ের মধ্যেই ইনি হিন্দু আইন সম্যকরূপে আয়ত্ত করেন। আইনে বিশেষ জ্ঞান থাকার জন্য ইনি সমগ্র ভারতের মধ্যে খ্যাতনামা উকিল হইয়া উঠেন। ইওরোপীয় বিচারকগণও ইঁহার আইনজ্ঞানে চমৎকৃত হইতেন।

কলেজ হ'তে বাহির হইবার কিছুদিন পরেই ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ল-কলেজের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন এবং বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে কার্য করেন। কলিকাতায় ইউনিভার্সিটি ল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি বিশেষ অনুরুদ্ধ হইয়া ঐ কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

গোলাপচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত নানারূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঠাকুর ল অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দত্তক পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা প্রকাশ করিয়া সাধারণকে চমৎকৃত করেন। বর্ধমানরাজের দত্তক পুত্র গ্রহণ সম্বন্ধে গোলযোগ উপস্থিত হইলে ইঁহার অনুমোদনক্রমে উহার নিষ্পত্তি হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৪শে অগস্ট ইনি দেহত্যাগ করেন।

গোলাপ-পাশ, গোলাব-পাশ—গোলাপজল ছিটাইবার সচ্ছিদ্র পাত্র বা পিচকারি। ফা-মূ। বি।

গোলাপী, গোলাবী -গোলাপতুল্য; গোলাপ ফুলের বর্ণ বা গন্ধবিশিষ্ট। ফা-মূ। বিণ।

গোলাবাড়ি যে বাড়িতে গোলাসকল সাজান থাকে; খামার বাড়ি। বাংপ্র। বি।

গোলাম—ক্রীতদাস, চিরদাস, বান্দা; দাস, ভৃত্য বা চাকর; ছবিযুক্ত তাস বিঃ, knave. আ। বি।

গোলামখানা গোলামদিগের যেখানে গোলাম তৈয়ার হয়। আ-ফা। বি

গোলামি—গোলামের কর্ম, বান্দার কার্য; দাসত্ব, পরসেবা, চাকুরি। আ-মূ। বি।

গোলার্ধ—কোন গোলাকার বস্তুর বিশেষতঃ পৃথিবীর অর্ধভাগ, hemisphere. গোলের অর্ধ, ৬তৎ। বি; পু।

গোলালু—কন্দ বিঃ, potato. বাংপ্র। বি।

গোলালো—গোলগাল, প্রায় গোলাকার। বাংপ্র। বিণ।

গোলোক—পরমধাম, স্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, বিষ্ণুর আলয়। গোই (স্বর্গই) যে লোক, কর্মধা। বি; পু।

গোলোকধাঁধা-এমন এক ভাবাপন্ন আঁকাবাঁকা পথবিশিষ্ট বাগান যে একবার তন্মধ্যে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইবার পথ পাওয়া যায় না; জটিল পথ; বিষম জটিল সমস্যা, puzzle. বাংপ্র। বি।

গোলোকধাম (-ধামন্)—১। বৈকুণ্ঠ; স্বর্গ। গোলোক নামক ধাম, মধ্যপ। ২। ক্রীড়া বিঃ। এই ক্রীড়ায় প্রদর্শিত হয় যে, অত্যুন্নত ব্যক্তিরও পতন হয়। বাংপ্র। বি।

গোলোকনাথ—বৈকুণ্ঠপতি, বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

গোলোকপতি -বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

গোলোকপ্রাপ্ত -স্বর্গগত, স্বর্গারূঢ়; মৃত। ২তৎ। বিণ।

গোলোকপ্রাপ্তি -১। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি; স্বর্গলাভ। ৬তৎ। ২। পুণ্যাত্মার দেহত্যাগ। বি; স্ত্রী।

গোলোকবিহারী (-বিহারিন্)—১। বিষ্ণু। বি; পু। ২। গোলোকে বিহরণশীল। গোলোকে বিহার করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গোলোক—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বিহারিণী**।

গোল্ডস্টুকার, থিয়োডোর (Theodore Goldstucker)—জার্মান দেশে কনিগ্‌স্‌বর্গ (Konigsberg) নগরে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সেগেল ও লাসেনের নিকট সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রাচ্যভাষায় মনোযোগী হন। ইনি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাণিনি বিষয়ক এক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ভারতীয় পুরাণ ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লণ্ডনে Society for the Publication of Sanskrit Texts নামক সমিতি স্থাপন করেন। হিন্দুর দায় ব্যবহার সম্বন্ধে গভর্নমেণ্ট ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ইনি ইংরেজী-সংস্কৃত একখানি অভিধান লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মার্চ ইনি দেহত্যাগ করেন।

গোল্ডস্মিথ, অলিভার (Goldsmith, Oliver)—(১৭২৮—১৭৭৪ খ্রীঃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক। ইঁহার রচনা—'দি ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড', 'দি ডেজার্টেড ভিলেজ' ইত্যাদি।

গোল্লা—ছানা ও শর্করার সংযোগে প্রস্তুত গোলাকার সন্দেশ (ইহা দুইপ্রকার—কাঁচাগোল্লা ও রসগোল্লা); শূন্য, nought; রসাতল, অধঃপাত, নিরয়, জাহান্নম, উচ্ছন্ন। বাংপ্র। বি।

গোশাল, গোশালা—গোগৃহ, গোয়াল। ৬তৎ। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

গোশীর্ষ—গরুর মস্তক; চন্দন বিঃ, হরিচন্দন। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

গোশৃঙ্গ—১। গরুর শিঙ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। জনৈক মুনি; পর্বত বিঃ। গোর শৃঙ্গের ন্যায় শৃঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

গোষ্ঠ—গোস্থান, মাঠ, গরু চরাইবার মাঠ; মিলনস্থান, সভা। গো—স্থা (থাকা)+ড অধি। বি; পু বা ক্লী।

গোষ্ঠলীলা—গোপ্রচার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকৃত লীলা বিঃ, শ্রীকৃষ্ণের গোচারণাদি কার্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠাগার—১। গোষ্ঠ, গোপ্রচার স্থান। গোষ্ঠই আগার, কর্মধা। ২। বহুজনের নিবাসস্থান; সভাগৃহ। গোষ্ঠের আগার, ৬তৎ। বি; ক্লী।

গোষ্ঠাধ্যক্ষ—সভানেতা, সভাপতি। গোষ্ঠের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

গোষ্ঠাষ্টমী -'গোপাষ্টমী' দ্রঃ। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠী—যেখানে অনেক লোক সমবেত হয়, সভা; পরিবার; 'গুষ্টি'; বংশ, কুল; দল; আড্ডা, club; সংলাপ; জ্ঞাতি; দৃশ্যকাব্য বিঃ। গোষ্ঠ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

গোষ্ঠীন, গৌষ্ঠীন—ভূতপূর্ব গোষ্ঠ। গোষ্ঠ+ঈন ভূতপূর্বার্থে। বি; ক্লী।

গোষ্ঠীপতি -পরিবার বা বংশের প্রধান ব্যক্তি; কুলপতি; সমবেত লোকসমূহের প্রধান ব্যক্তি, সভাপতি। ৬তৎ। বি; পু।

গোষ্ঠীবর্গ—পরিজন ও জ্ঞাতিগণ; বংশাবলী। বি; পু।

গোষ্ঠেশয় -গোত্রতার্থে যে গোষ্ঠে শয়ন করিয়া থাকে এমন। গোষ্ঠে—শী+অন্ কর্তৃ। বিণ।

গোষ্পদ—১। গরুর খুর দ্বারা খনিত গর্ত, গরুর পদচিহ্ন; অতি ক্ষুদ্র আধার। গোর পদ আছে যাহাতে, বহু। ২। গরুর পদ। গোর পদ, ৬তৎ। বি; ক্লী। [পু।

গোস্ন প্রভাত। গো—সো+ড কর্তৃ। বি;

গোসন্ধ—প্রভাত, সকালবেলা। গোর সঙ্গ হয় যে সময়, বহু। বি ; পু।
গোসর্প—গোধা, গোসাপ। গো—সৃপ্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।
গোসর্পিকা—স্ত্রী-গোসাপ ; বারনারী। গো শব্দ—সৃপ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বি।
গোসল—স্নান, অবগাহন। <আ 'গুস্‌ল্'।
গোসা—ক্রোধ, রাগ ; অভিমান। <আ 'গুস্‌সহ্'। বি।
গোসা-ঘর ক্রোধাগার ; অভিমানগৃহ। আ-মৃ। বি।
গোসাঞী, গোসাঁই—'গোঁসাই' দ্রঃ।
গোসাপ গোধা, গোধিকা। <গোসর্প। বি। [বি।
গোস্ত—মাংস ; গোমাংস। <ফা 'গোশ্‌ৎ'।
গোস্তন-১। চারি নর হার। গোর স্তনের ন্যায় আকার যাহার, বহু। ২। গরুর স্তন। ৬তৎ। বি ; পু।
গোস্তনা, গোস্তনী—দ্রাক্ষা, আঙ্গুর। গোর স্তনের ন্যায় আকার যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।
গোস্তাকি, গোস্তাগি—দেমাক, গর্ব, অবিনয়, অশিষ্টতা, ঔদ্ধত্য ; অবজ্ঞাপ্রকাশ, ধৃষ্টতা ; বেয়াদবি। <ফা 'গুস্তাখী'। বি।
গোস্বামী (গোস্বামিন্) ১। বাচস্পতি, উপাধি বিঃ। গোর (বাক্যের) স্বামী, ৬তৎ। ২। গরুর অধিকারী বা মালিক ; প্রভু, ভগবান্। ৬তৎ। বি ; পু।
গোহত্যা গোবধ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
গোহরি, গোহারি—কাতর প্রার্থনা, অনুনয়, মিনতি, সাক্ষাৎ নিবেদন, নমস্কার। প্রা কপ্র। বি।
গোহাল—'গোয়াল' দ্রঃ।
গোহ্য-১। আচ্ছাদ্য, আবরণীয়। গুহ+ ঘ্যণ্, কর্ম। বিণ। ২। গুহ্যদেশ। বি ; ক্লী।
গৌ গরু। <গো। বি।
গৌড়—১। দেশ বিঃ, বাঙ্গালা দেশ ; উত্তরবঙ্গ। পুরাকালে সূর্যবংশীয় মহারাজ মান্ধাতার গৌড় নামক দৌহিত্র এই দেশে রাজত্ব করায় তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম গৌড় হয় ; তদ্দেশীয় লোক। গুড় শব্দ +ষ্ণ। বি ; পু।

২। বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী, অধুনা মালদহ জেলায় অবস্থিত। ইহার অপর নাম লক্ষ্মণাবতী। প্রকৃতপক্ষে, গৌড় নাম গৌড়ীয় বাঙ্গালা রাজ্য সম্বন্ধে ব্যবহার্য। আদিশূর, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি বঙ্গনরপতিগণের সহিত গৌড় নাম বিশিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া সুকঠিন। আধুনিক ইতিহাসে গৌড়ের নাম ১২০৪ খ্রীঃ অঃ প্রথম দৃষ্ট হয়। উক্ত অব্দে ইহা পাঠানগণের অধিকারে আসে। প্রায় তিন শতাব্দী এইখানে রাজত্ব করিবার পর ইঁহারা মালদহজেলাস্থ পাণ্ডুয়া শহরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান (১৩৫০ খ্রীঃ)। গৌড়ের অট্টালিকা-সমূহের ভগ্নাবশেষের সাহায্যে নূতন রাজধানী নির্মিত হয়। কিছুকাল পরে পাণ্ডুয়া পরিত্যক্ত এবং গৌড়েই রাজধানীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হয় (১৪৫৩ খ্রীঃ)। এবারে রাজধানীর নাম হইল জন্নতাবাদ। গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় এই স্থান হইতে আবার তাণ্ডা নামক স্থানে রাজধানী লইয়া যাওয়া হয়। ১৫৩৯ খ্রীঃ অঃ সেরশাহ রাজধানী আক্রমণ করিয়া কিয়দংশে রাজ্যের দৌর্বল্য সংঘটন করিয়াছিলেন। বঙ্গের শেষ পাঠান রাজা দায়ূদ খাঁ রাজকর দিতে অস্বীকার করায় মোগল সৈন্য তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া গৌড় অধিকার করে (১৫৭৫ খ্রীঃ)। এই সময়ে রাজ্যমধ্যে ভীষণ মহামারির আবির্ভাব হয়, এবং অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মোগল সেনাপতিও সেই সঙ্গে গতাসু হন। এই সময় হইতেই গৌড়ের নাম মুসলমান ইতিহাস হইতে অন্তর্হিত হয় ; গৌড়ও একেবারে পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু ডাক্তার বুকানন হামিলটন সাহেব বলেন, ইহার পরেও মোগলরাজপ্রতিনিধিগণ মধ্যে মধ্যে গৌড়ে আসিয়া বাস করিতেন। ১৬৩৯ খ্রীঃ সাসুজা রাজমহলে রাজধানী লইয়া যাইবার পর গৌড় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হয়। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচনার বিষয়। এখানে অধুনা যে সকল প্রাসাদ, দুর্গ-প্রাকার, খাত, পুষ্করিণী প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাতে গৌড়ের পূর্ব গৌরবের অনেক আভাস পাওয়া যায়। এখানে যে কয়েকটি মসজিদ ও সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহা স্থাপত্য শিল্পের সম্যক্ পরিচয় প্রদান করে। সাগরদীঘি নামক পুষ্করিণীটি দৈর্ঘ্যে ৩২০০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ১৬০০ হাত। এতাদৃশ বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় বঙ্গে আর নাই। গৌড়ের অধিকাংশ ভূমি অধুনা জঙ্গলাবৃত, স্থানে স্থানে চাষ আরম্ভ হইয়াছে। ধ্বংসপ্রাপ্ত অট্টালিকার ইষ্টক লইয়া তদ্দারা নিকটবর্তী স্থানে অট্টালিকা নির্মিত হইতেছিল। ১৯০০ খ্রীঃ হইতে ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ইষ্টক স্থানান্তরিত করা রহিত করিয়া দেন।
গৌড়জন—বঙ্গদেশবাসী। ৷ মধ্যপ। বি ; পু।
গৌড়িয়া—গৌড়সম্বন্ধীয় ; গৌড়বাসী। <গৌড়ীয়। বিণ।
গৌড়ী—গুড়জাত প্রস্তুত সুরা ; সংগীতের রীতি বিঃ ; কাব্যের রীতি বিঃ ; রাগিণী বিঃ। গুড় শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে+ স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
গৌড়ীয় গৌড়সম্বন্ধীয়, গৌড় দেশের, বাঙ্গালা ; গৌড়বাসী, বাঙ্গালী। গৌড়+ ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।
গৌণ—১। গুণসম্বন্ধীয় ; অপ্রধান। গুণ শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**গৌণী**। ২। বিলম্ব ; দেরি ; অপেক্ষা। বাংপ্র। বি।
গৌণ চান্দ্র মাস—কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত কাল।
গৌণিক—গুণজ্ঞ। গুণ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**গৌণিকী**।
গৌণী—১। গুণসম্বন্ধীয়া। 'গৌণ' দ্রঃ। গৌণ +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শব্দের বৃত্তি বিঃ। বি ; স্ত্রী।
গৌতম ১। গোতমবংশীয়। গোতম+ ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী-**গৌতমী**। ২। শতানন্দ ঋষি ['শতানন্দ' দ্রঃ] ; বুদ্ধদেব। বি ; পু। ৩। ধর্মশাস্ত্রপ্রযোক্তা জনৈক ঋষি, গোতম মুনির পুত্র এবং শতানন্দের পিতা। ইঁহার প্রণীত সংহিতায় মানবের আচার-ব্যবহারের রীতিনীতি প্রকটিত আছে। রাজর্ষি বৈণ্যের যজ্ঞস্থলে অত্রি ঋষির সহিত ইঁহার ঘোর বিতণ্ডা উপস্থিত হয়। সে সময়ে সনৎকুমার মধ্যস্থ হইয়া তাহা মীমাংসা করিয়া দেন। শরস্তম্বে জাত ইঁহার সন্তান কৃপ ও কৃপী।

ব্রহ্মা অহল্যাকে সৃষ্টি করিয়া ন্যাসস্বরূপ ইঁহার নিকট রাখিয়া দেন। দীর্ঘকাল পরে ইনি অহল্যাকে প্রত্যর্পণ করিলে ব্রহ্মা ইঁহার জিতেন্দ্রিয়ত্ব ও তপস্যার সম্যক্ পরিচয় পাইয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হন, এবং ইঁহাকেই সেই কন্যারত্ন ভার্যার্থ প্রদান করেন। অহল্যার গর্ভে ইঁহার খ্যাতনামা পুত্র শতানন্দের জন্ম হয়। অনন্তর একদা ইন্দ্র ইঁহার রূপ ধরিয়া অহল্যার সতীত্ব নষ্ট করিলে, ইনি উভয়কেই অভিসম্পাত করেন ['অহল্যা' ও 'ইন্দ্র' দ্রঃ]। অতঃপর গৌতম হিমালয়ে গমন করিয়া অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। বহু বর্ষ পরে ইঁহার আশ্রমে বিশ্বামিত্রসহ রামলক্ষ্মণের আগমনে অহল্যা শাপমুক্ত হইলে, গৌতম তথায় উপস্থিত হইয়া ভার্যার সহিত পুনর্মিলিত হন।
গৌতমী—১। গোতমবংশীয়া। গৌতম+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গোতমবংশীয়া স্ত্রী, দ্রোণভার্যা কৃপী ; গোদাবরী নদী ; জনৈক রাক্ষসী ; দুর্গা। বি ; স্ত্রী।

গৌর—১। পরিষ্কৃত; বিশুদ্ধ; পীত; শ্বেত; লোহিত, ফরসা, স্বর্ণকান্তি। গুড় (বেষ্টন করা)+ঘঞ্‌ অধি। অথবা, গু (শব্দ করা)+রণ্‌ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**গৌরা**, **গৌরী**। ২। শ্বেত সর্ষপ; চন্দ্র; চৈতন্যদেব। বি; পুং।

গৌরচন্দ্র—গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব। গৌর চন্দ্রপ্রায়, উপমিত। বি; পুং।

গৌরচন্দ্রিকা—মূল গানের পূর্বে মঙ্গলাচরণ-স্বরূপ চৈতন্যদেবের বন্দনা; ভূমিকা; মুখবন্ধ। বি; স্ত্রী।

গৌরব—মহিমা; গরিমা; সম্মান; মর্যাদা; আদর; গুরুত্ব, ভার; মহত্ব; উৎকর্ষ; আবশ্যকতা। গুরু+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

গৌরবমণ্ডিত সম্মানভূষিত, গরিমালংকৃত, গৌরবান্বিত। ৩তৎ। বিণ।

গৌরবরবি সম্মানরূপ সূর্য। রূপক। বি; পুং।

গৌরব-লাঘব—১। গুরুত্ব ও লঘুত্ব। গৌরব ও লাঘব, দ্বন্দ্ব। ২। সম্মানহ্রাস। গৌরবের লাঘব, ৬তৎ। বি; ক্লী।

গৌরবশালী (-শালিন্‌)—সম্মানবিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত। গৌরব+শালিন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং।

গৌরবান্বিত—গৌরববিশিষ্ট, সম্মানিত। গৌরব দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

গৌরবিণী—গর্বিণী, গর্বিতা, গরবিণী। কপ্র। বিণ; স্ত্রী।

গৌরবিত—গৌরবযুক্ত, আদরযুক্ত; সম্মানিত। গৌরব+ইত জাতার্থে। বিণ।

গৌরমুখ—১। শ্বেতবদনবিশিষ্ট; সুন্দরানন। গৌর মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**। ২। চন্দ্র। বি; পুং। ৩। শ্বেতবর্ণ বদন। কর্মধা। বি; ক্লী।

গৌরমোহন আঢ্য—ওরিয়েন্টাল সেমিনারী নামক বিখ্যাত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সপ্তবিংশ বর্ষ বয়সে (ইংরাজী ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে) উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার অনন্যসাধারণ উদ্যোগের ফলে অত্যল্পকালমধ্যেই অন্যূন দ্বিশত ছাত্র ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে প্রবেশলাভ করে। এই সময়ে ইনি হারম্যান্ জফ্রে (Herman Geoffercy) নামক এক সাহেবকে আপনার বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষকতাগুণে এই বিদ্যালয়ের নাম বিখ্যাত হইয়া উঠে। বাঙ্গালা দেশের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া সমাজে গণ্যমান্য হইয়াছেন।

গৌরসর্ষপ—শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিষা। কর্মধা। বি; পুং।

গৌরাংগ—চৈতন্যদেব। <গৌরাঙ্গ। বি।

গৌরাঙ্গ—১। গৌরবর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট, যাহার রং ফরসা। গৌর অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**গৌরাঙ্গী**। ২। চৈতন্যদেব। বি; পুং।

গৌরিকা—গৌরী; অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা। গৌরী+কণ্‌+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

গৌরী—১। পরিষ্কৃতা, ইত্যাদি। গৌর+ঈপ্‌। ২। অষ্টমবর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা; পার্বতী; পৃথিবী; হরিদ্রা; গৌরবর্ণা স্ত্রী; গোরোচনা; বরুণপত্নী; নদী বিঃ; রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী। ৩। গৌরবর্ণা, গৌরাঙ্গী; সুন্দরী। বাংপ্র। বিণ।

গৌরীকাজল—ধান্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

গৌরীকান্ত—হর, শিব। ৬তৎ। বি; পুং।

গৌরীকাল—স্ত্রীলোকের অষ্টমবর্ষ সময়। ৬তৎ। বি; পুং।

গৌরীগুরু—হিমালয়। গৌরীর (ভগবতীর) গুরু (পিতা), ৬তৎ। বি; পুং।

গৌরীদান—আট বছর বয়সে কন্যার বিবাহ দেওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

গৌরীপট্ট—শিবলিঙ্গের নিম্নস্থ পট্ট (পটি)। ৬তৎ। বি; পুং।

গৌরীপুত্র—কার্তিকেয়। ৬তৎ। বি; পুং।

গৌরীশংকর ১। পার্বতী ও মহাদেব। দ্বন্দ্ব। ২। হিমালয়ের এক শৃঙ্গের নাম। গৌরীযুক্ত শংকর থাকেন যে স্থানে, বহু। বি; পুং।

গৌরীশংকর দে—জন্মস্থান ও নিবাস কলিকাতা; জন্ম ১১ই ফেব্রুয়ারি ১৮৪৫ খ্রীঃ, মৃত্যু ৪ঠা এপ্রিল ১৯১৪ খ্রীঃ। ইঁহার পিতা ৺মধুসূদন দে, সিলেটের জজ আদালতের বিখ্যাত দেওয়ান ৺রামসুন্দর দে মহাশয়ের পুত্র। গৌরীশংকর বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন, এবং ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৬৩ খ্রীঃ অব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন; তদনন্তর গণিত শাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর সম্মান (Honours) লইয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৭ সালে গণিতের এম. এ. পরীক্ষায় সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া সুবর্ণ পদক লাভ করেন। এম. এ. পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই ইনি জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউসনে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তৎপরে বি. এল. পাস করেন ও প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ৪৭ বৎসর ধরিয়া উক্ত কলেজেই গণিতের অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই কালগ্রাসে পতিত হন। ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের পরীক্ষক নিযুক্ত হন এবং তিন বৎসর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্বাচিত হন।

গৌরীশংকর অগাধ পণ্ডিত ও সুদক্ষ অধ্যাপক ছিলেন। পরিশ্রমশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, দানশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণে ইনি বিভূষিত ছিলেন। ইঁহার মধুর ব্যবহারে ও অহংকারশূন্য সরলভাব দর্শনে সকলের মনে ভক্তির উদ্রেক হইত। ইঁহার ধর্মজীবনও অত্যন্ত উজ্জ্বল ছিল।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য (তর্কবাগীশ)—বাঙ্গালা ১২০৭ সালে শ্রীহট্টদেশে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে ইনি সংস্কৃত শিক্ষার জন্য চতুষ্পাঠীতে প্রেরিত হন। কিন্তু দেশের টোলে ইঁহার জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ না হওয়ায় ইনি শিক্ষার্থ পদব্রজে নবদ্বীপে আগমন করেন। এখানে আসিয়া ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তর্কযুদ্ধে ইনি অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হইলেও ইনি একদেশদর্শী বা গোঁড়া পণ্ডিত ছিলেন না। রামমোহন রায়ের মতের অনুবর্তন করিলেও ইনি ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নাই। সাধারণতঃ ইনি গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য নামে খ্যাত।

মুর্শিদাবাদ হইতে রসরাজ নামক যে পত্র প্রকাশিত হইত, ইনি তাহার সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাকর পত্রের সহিত এই পত্রের কবিতাযুদ্ধ হইত। কিছুদিন পরে ইনি সংবাদভাস্কর নামক আর একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। এই ভাস্করই সর্বপ্রথম সংবাদপত্র কি বস্তু তাহা দেশবাসিগণের সমক্ষে প্রদর্শন করে। গৌরীশংকর ভূগোল, জ্ঞান-প্রদীপ ১ম ও ২য় ভাগ এই তিনখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ইনি একজন যথার্থ কর্মযোগী ছিলেন। বিপন্নের দুঃখ দূরীকরণার্থ বিঘ্নবিপদকে তৃণজ্ঞান করিতেন, এবং তজ্জন্য রাজদ্বারে ও শত্রুর নিকট উৎপীড়িত হইয়াও ক্ষান্ত হন নাই। ইঁহাকে জজ পণ্ডিতের পদগ্রহণ করিবার জন্য অনেকবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, কিন্তু ইনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, 'ভাস্কর' ভিন্ন অন্য কিছুর জন্য আমার অর্থের আবশ্যকতা নাই।"

ঈশ্বরগুপ্তের সহিত কবিতাযুদ্ধ চলিলেও ইঁহারা পরস্পর বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশংকর রোগশয্যায় শয়ন করিলে ঈশ্বরচন্দ্র ইঁহাকে দেখিতে আসেন। তাহার কয়েকদিন পরেই

ঈশ্বরচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর এক পক্ষ পরে বাঙ্গালা ১২৬৫ সালের ২৫শে মাঘ, গৌরীশংকর দেহত্যাগ করেন।

গৌরীশিখর—হিমালয়ের শৃঙ্গ (এইখানে গৌরী মহাদেবকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত তপস্যা করেন)। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গৌরী সেন অনুমান আড়াই শত বৎসর পূর্বে হুগলী নগরের বালি নামক পল্লীতে গৌরী সেন সুবর্ণবণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ মুরলীধর সেন। পিতার আর্থিক অবস্থা তেমন ভাল না থাকায় যৌবনে গৌরী সেন সামান্য মূলধনে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ব্যবসায়বুদ্ধি ও সাধুতাই তাঁহার প্রধান মূলধন ছিল। কিছুদিন পরে তিনি কলিকাতা বড়বাজারে বাস স্থাপন করিয়া বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী বৈষ্ণবচরণ শেঠের কারবারের অংশীদার হইয়া আমদানী রপ্তানীর কার্য করিতে থাকেন। হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে পণ্য সংগ্রহ করিয়া তিনি মেদিনীপুর অঞ্চলে চালান দিতেন। মেদিনীপুরে ভৈরবচন্দ্র দত্ত নামক এক কায়স্থ ভদ্রলোক তাঁহার এজেন্ট ছিলেন। গৌরী সেন নানাবিধ মাল চালান দিতেন। তন্মধ্যে শস্য, ধাতুময় দ্রব্য ইত্যাদি প্রধান ছিল। কথিত আছে, একবার তিনি সাতখানি নৌকা বোঝাই করিয়া রাং ধাতু মেদিনীপুরে চালান দেন। নৌকা মেদিনীপুরে পৌছিলে ভৈরবচন্দ্র চালানের সহিত মাল মিলাইয়া লইতে আসিয়া দেখেন, নৌকায় রাংএর পরিবর্তে রূপা রহিয়াছে। সাধুতায় ভৈরবচন্দ্রও কম ছিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ নৌকাগুলি গৌরী সেনের নিকট ফেরত পাঠাইয়া দেন। এদিকে নৌকা হুগলীতে পৌছিবার পূর্বে গৌরী সেন স্বপ্ন দেখিলেন যে, দেবতার কৃপায় রাং রূপা হইয়া গিয়া তাঁহার নিকট ফেরত আসিতেছে। নৌকা ফিরিয়া আসিলে স্বপ্নবৃত্তান্ত আশ্চর্যরূপে ফলিতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। পরে তিনি ঐ রৌপ্য বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন লাভ করেন, এবং প্রত্যাদেশ অনুসারে নিজগৃহে শিবমন্দির নির্মাণপূর্বক শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার যথোচিত সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। সাধুতার সহায়তায় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করাতেই বোধ হয় এরূপ প্রবাদের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

অপরিমিত ধন উপার্জন করিয়াও গৌরী সেন কিছুমাত্র গর্বিত হন নাই; তিনি সর্বদা বিনয়নম্র আচরণ করিতেন, এবং দান-ধ্যানাদির দ্বারা ধনের সদ্ব্যবহারের চেষ্টা করিতেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে দায়গ্রস্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার নিকট দায় জানাইবামাত্র সাহায্য প্রাপ্ত হইত। এমন কি, অসাধু ব্যক্তিরা মিথ্যা দায় জানাইয়াও তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। আর তাঁহার মুক্তহস্ততার সুযোগ পাইয়া লোকে বিচার বিবেচনা না করিয়া নিজ সাধ্যাতীত বহু ব্যয়সাপেক্ষ কর্মে প্রবৃত্ত হইত; তাহাদের মনে মনে এই ভরসা থাকিত যে, অর্থাভাবে আরব্ধ কার্যসম্পাদনে অসমর্থ হইলে গৌরী সেনের কাছে হাত পাতিলেই অবশিষ্ট টাকা প্রদান করিবেন। এই হইতেই "লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন" প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

গৌরী সেনের বর্তমান বংশধর ঈশ্বরচন্দ্র সেন তাঁহার অধস্তন অষ্টম পুরুষ। গৌরী সেনের বাসভূমির সান্নিধ্যে তৎপ্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গের এখনও নিত্যপূজা ও নিয়মিত সেবাকার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

গৌহাটী—আসাম রাজ্যস্থ কামরূপ জেলার প্রধান শহর। গৌহাটী প্রাচীন কালে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর নামে অভিহিত হইত। এইখানে মহাভারতবর্ণিত নরক রাজা ও তাঁহার পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করিতেন। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ৫০ বৎসর ধরিয়া মুসলমান ও আহমগণ পর্যায়ক্রমে আটবার এই স্থান অধিকার করে। শেষে আহমগণেরই জয় হয়। ১৬৮১ খ্রীঃ ফুকান অর্থাৎ আহম শাসনকর্তা এইখানে বাস স্থাপনা করেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ এইখানে আহমরাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৬ খ্রীঃ আসাম প্রদেশ ব্রহ্মরাজের হস্ত হইতে ইংরাজের অধিকারে আসিলে, ইংরাজ এইখানেই আসামের প্রধান নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ আসামের জন্য চীফ্-কমিশনার নিযুক্ত হইলে প্রধান শহর গৌহাটী হইতে শিলং নামক স্থানে উঠাইয়া লওয়া হয়। গৌহাটী হইতে শিলং ৬৭ মাইল ব্যবহিত, এবং পাকা রাস্তা দ্বারা উভয় স্থান সংযুক্ত। গৌহাটী আসামের নদী-বাহিত বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। গৌহাটীর দুই মাইল পশ্চিমে একটি পাহাড়ের শিখরদেশে সুপ্রসিদ্ধ কামাখ্যাদেবীর মন্দির অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গৌহাটী শহর। শহরের সম্মুখভাগে নদের গর্ভে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে; সেই দ্বীপে উমানন্দ নামধেয় শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

গ্যালি—যে কাষ্ঠফলকে ছাপার অক্ষর সাজাইয়া রাখা হয়। ইং। বি।

গ্যালিপ্রুফ—গ্যালি হইতে যে প্রুফ তোলা হয়। ইং। বি।

গ্যাস—জ্বলিবার উপযোগী কয়লা ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন বায়বীয় পদার্থ। <ইং 'gas'. বি।

গ্যাসীয়—গ্যাসজাত বা গ্যাসাকার ইং-য়। বিণ।

গ্রথিত—গাঁথা হইয়াছে এরূপ; প্রোত; নির্মিত; রচিত; আক্রান্ত; গুম্ফিত; খচিত; বিদ্ধ। গ্রন্থ্ (গাঁথা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গ্রথী (গ্রথিন্) —মিথ্যা জল্পনাকারী। গ্রন্থ্ (গ্রন্থন করা)+কিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী- **গ্রথিনী**।

গ্রন্থ—১। গাঁথনি; সম্পর্ক। গ্রন্থ্ (গাঁথা) +অল্ ভাব। ২। সন্দর্ভ; পুস্তক; শাস্ত্র; পুঁথি; সম্পত্তি। গ্রন্থ্+অল্ কর্ম। বি; পু।

গ্রন্থকর্তা (-কর্তৃ)—গ্রন্থকার, পুস্তকরচয়িতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

গ্রন্থকার—গ্রন্থকর্তা, পুস্তকপ্রণেতা। গ্র... করে যে, উপতৎ; গ্রন্থ—কৃ (করা)+ট... কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **গ্রন্থকারী**।

গ্রন্থকীট—পুস্তকের পোকা; বহিতে যে পোকা থাকে; সর্বদা গ্রন্থপাঠে নিবিষ্টচিত্ত, যে কেবল পুস্তক লইয়া থাকে, book-worm. ৬তৎ। বি; পু।

গ্রন্থন—গাঁথনি; রচনা; গাঁথা। গ্রন্থ্ (গাঁথা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থনা—গ্রন্থন। গ্রন্থ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থবদ্ধ—পুস্তকে লিখিত। ৭তৎ। বিণ।

গ্রন্থবিহারী (-বিহারিন্)—যে কেবল পুস্তক লইয়াই থাকে উহার উপদেশ অনুসারে কার্য করে না এমন। গ্রন্থে বিহারী, ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বিহারিণী**।

গ্রন্থস্বত্ব—পুস্তকের স্বত্ব; কোন পুস্তক প্রকাশ করিবার একাধিকার, copyright. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থাগার—পুস্তকালয়, লাইব্রেরী। গ্রন্থের আগার, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থাগারিক—গ্রন্থাগারের রক্ষক, librarian. বি; পু।

গ্রন্থানুরাগ—পুস্তকের প্রতি আসক্তি, পুস্তকপ্রিয়তা। গ্রন্থে অনুরাগ, ৭তৎ। বি; পু।

গ্রন্থাবলী—পুস্তকসমূহ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রন্থি—বন্ধ; বংশ প্রভৃতির সন্ধি; দেহসন্ধি;

গণ্ড, gland ; গিরা, গাঁইট। গ্রন্থ্ (গাঁথা)+ই ভাব। বি ; পু।

গ্রন্থিক—দৈবজ্ঞ, গণক ; কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেব [অজ্ঞাতবাসকালে ইনি এই আখ্যায় বিরাটরাজভবনে বাস করেন]। গ্রন্থ+ফিক। বি ; পু।

গ্রন্থিচ্ছেদক—গাঁইটকাটা (চোর)। গ্রন্থির ছেদক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দিকা**।

গ্রন্থিত—রচিত, যাহা গাঁথা হইয়াছে। গ্রন্থ্ (গাঁথা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

গ্রন্থিদূর্বা—মালা-দূর্বা। গ্রন্থিযুক্তা দূর্বা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

গ্রন্থিপর্ণ—বৃক্ষ বিঃ, গাঁঠিয়ালা। গ্রন্থি আছে পর্ণে (পত্রে) যাহার, বহু। বি ; পু।

গ্রন্থিবন্ধ—গাঁইট বাঁধা, গিরা দিয়া কসা ; গাঁইট ছোলা-বাঁধা। ৬তৎ। বিণ।

গ্রন্থিবন্ধন—গাঁইট কসা, গিরা দেওয়া ; বিবাহকালে বর-কন্যার বস্ত্রে বস্ত্রে বন্ধন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গ্রন্থিভেদ—গাঁইট-কাটা, cut-purse ; মনু ঈদৃশ অপরাধীর প্রথমবার কৃতাপরাধে অঙ্গুলিচ্ছেদন, দ্বিতীয়বারে হস্তপদ কর্তন, ও তৃতীয়বারে প্রাণবধের বিধি নিরূপিত করিয়াছেন। গ্রন্থি ভেদ করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; গ্রন্থি—ভিদ্ (ভেদ করা) +ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

গ্রন্থিমান্ (-মৎ)—১। গ্রন্থিযুক্ত। গ্রন্থি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গ্রন্থিমতী**। ২। হাড়জোড়া গাছ। বি ; পু।

গ্রন্থিল—সন্ধিবিশিষ্ট ; বহু গ্রন্থিযুক্ত। গ্রন্থি +ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

গ্রন্থিহর—সচিব, অমাত্য, মন্ত্রী। [বিষয়-কর্মের] গ্রন্থি হরণ করে যে ইতি উপতৎ ; গ্রন্থি-হৃ (হরণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

গ্রন্থী (গ্রন্থিন্)—বহু গ্রন্থবিশিষ্ট। গ্রন্থ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গ্রন্থিনী**।

গ্রসন—১। গ্রাসকরণ, গিলন, ভক্ষণ। গ্রস্ (গ্রাস করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। জনৈক অসুর। বি ; পু।

গ্রসমান—গ্রাস করিতেছে এরূপ। গ্রস্ (গ্রাস করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

গ্রস্ত—১। কবলিত, গিলিত, ভক্ষিত ; আচ্ছাদিত ; অভিভূত ; আক্রান্ত। গ্রস্ (গ্রাস করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। লুপ্তবর্ণপদ বাক্য। বি ; ক্লী। **গ্রস্ত উপত্যকা**—গভীর উপত্যকা, rift-valley.

গ্রস্তাস্ত—গ্রহণকালে চন্দ্র-সূর্যের তিরোধান। গ্রস্তের অস্ত, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গ্রস্তোদয়—গ্রহণান্তে বা গ্রহণকালে চন্দ্র-সূর্যের আবির্ভাব। গ্রস্তের উদয়, ৬তৎ। বি ; পু।

গ্রহ—১। সূর্যাদি নয়টি [ভারতীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু এই নয়টি গ্রহ (planet) ; আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য স্বয়ং গ্রহ নহে ; উহার চতুর্দিকে যে সকল জ্যোতিষ্ক ভ্রমণ করে তাহারা গ্রহ, এবং গ্রহের চতুর্দিকে যাহারা ভ্রমণ করে তাহারা উপগ্রহ ; অতএব মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন গ্রহ, চন্দ্র উপগ্রহ, এবং রাহু ও কেতু পৃথিবীর ছায়া মাত্র] ; পুতনাদি। গ্রহ্+অন্ কর্তৃ। ২। অনুগ্রহ ; সূর্যাদির গ্রাস ; গ্রহদোষ, 'গেরো' ; স্বীকার, গ্রহণ ; ধারণ ; উপরাগ ; নির্বন্ধ ; অধ্যবসায় ; আগ্রহ ; রণোদ্যম ; জ্ঞান ('অর্থ—') ; সন্নিকর্ষ। গ্রহ+অল্ ভাব। বি ; পু।

গ্রহকল্লোল—রাহু। ৬তৎ। বি ; পু।

গ্রহকণিকা—মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহদ্বয়ের অন্তর্বর্তী স্থানে বর্তমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ খণ্ড, asteroids. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রহকোপ—গ্রহদুষ্ট হওয়া। ৬তৎ। বি ; পু। (গ্রহকোপে লোকের অমঙ্গল হয়।)

গ্রহগোচর—গ্রহদিগের শুভাশুভ জ্ঞাপক গতি বিঃ। বি ; পু বা ক্লী।

গ্রহচিন্তক—দৈবজ্ঞ। ৬তৎ। বি ; পু।

গ্রহজগৎ—গ্রহমণ্ডল, গ্রহ-উপগ্রহাদির অবস্থিতি স্থল বা সমষ্টি, planetary world. গ্রহদিগের জগৎ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গ্রহণ—১। লওয়া ; স্বীকার ; ধারণ ; ধৃত-করণ ; অবলম্বন, আশ্রয় ('সন্ন্যাস—') ; বরণ ('দত্তকপুত্র—') ; জ্ঞান ; আদর ; বশীকরণ ; বন্ধন ; সূর্যাদির গ্রাস*। গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনট্ ভাব। ২। ইন্দ্রিয় ; কর। গ্রহ+অনট্ করণ। ৩। বন্দী। গ্রহ+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

*যখন কোন অস্বচ্ছ পদার্থ একটি উজ্জ্বল বস্তু এবং যে বস্তু উহার দ্বারা আলোকিত হইতেছিল এতদুভয়ের মধ্যবর্তী হয়, তখন আলোকপ্রাপ্ত বস্তুটি ছায়াবৃত হয়, আর উজ্জ্বল বস্তুটির "গ্রহণ" হইয়াছে বলা যায়।

চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় অন্যান্য জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীরও "গ্রহণ" হইয়া থাকে।

পৃথিবী ও চন্দ্র উভয়েই সূর্য হইতে আলোক প্রাপ্ত হয়। পৃথিবী সূর্যকে ৩৬৫ দিনে, আর চন্দ্র পৃথিবীকে ২৮ দিনে বেষ্টন করিয়া একবার ঘুরিয়া আইসে। ঘুরিতে ঘুরিতে চন্দ্র যখন সমান্তরালভাবে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন সূর্য হইতে পৃথিবী যে আলোক পাইতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার উপরে একটি ছায়ার আবরণ পড়ে, ইহাই সূর্য-গ্রহণ। সূর্যগ্রহণ কেবল অমাবস্যার দিনই ঘটিতে পারে। আবার পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে যখন সমান্তরালভাবে চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তখন পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপরে পতিত হয়। ইহাই চন্দ্রগ্রহণ। চন্দ্রগ্রহণ কেবল পূর্ণিমার রাত্রিতেই ঘটিতে পারে।

সাধারণ হিন্দুদিগের ধারণা এইরূপ—ব্রাহ্মণজাতীয় চন্দ্র ও সূর্য চণ্ডালজাতীয় রাহু ও কেতুর দ্বারা স্পৃষ্ট ও ভক্ষিত হয়। এই পাপ-প্রক্ষালনের জন্য হিন্দুগণ গঙ্গাস্নান, শ্রাদ্ধ, হরিনামসংকীর্তন দ্বারা অমঙ্গল দূর করিতে চেষ্টা করেন।

পুরাণে লিখিত আছে, সমুদ্রমন্থনকালে রাহু ও কেতু নামক গ্রহদ্বয় উপস্থিত না থাকায় ইহারা সমুদ্রোত্থিত সুধার অংশ পায় নাই। যখন ইহারা উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত সুধা দেবগণের মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা রাগান্ধ হইয়া মধ্যে মধ্যে চন্দ্র ও সূর্যকে কখন আংশিকভাবে কখন বা পূর্ণভাবে গ্রাস করিয়া থাকে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আবার ইহাদিগকে উদ্গিরণ করিয়া দেয়।

হিন্দু জ্যোতির্বিদ্গণ কিন্তু গ্রহণের প্রকৃত তথ্য অবগত ছিলেন। তাহা না হইলে ইঁহারা গ্রহণের দিন, সময় ও কাল প্রভৃতি এরূপ নিশ্চয়তার সহিত গণনা করিতে পারিতেন না।

গ্রহণক্ষম—লইতে পারক, যে লইতে পারে ; ধারণসমর্থ, ধারক। গ্রহণে ক্ষম, ৭তৎ। বিণ।

গ্রহণি, গ্রহণী—ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশ, duodenum ; উদরভঙ্গরোগ। গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনি কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

গ্রহণী-নাড়ী—নাড়ী বিঃ [আমাশয় ও পক্বাশয়ের মধ্যস্থলে পিত্তধরা নামক যে ষষ্ঠীকলা আছে, তাহাকেই গ্রহণী-নাড়ী কহে। এই নাড়ী অগ্নির আধার স্বরূপ পাচক নামক পিত্তকে ধারণ করে। এই গ্রহণী-নাড়ীস্থিত এবং আমাশয় ও পক্বা-শয়ের মধ্যবর্তী পিত্তাধিষ্ঠিত পাচক নামক অগ্নি দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া কটুরসাত্মক হয়]। বি ; স্ত্রী।

গ্রহণীয়—গ্রহণযোগ্য, গ্রাহ্য। গ্রহ (গ্রহণ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

গ্রহতত্ত্ব—গ্রহগণের যথাযথ বৃত্তান্ত, কোন্ গ্রহ কোন্ স্থানে আছে তাহার বিবরণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গ্রহতত্ত্ববিদ্যা—জ্যোতিঃশাস্ত্র। গ্রহতত্ত্ব সংক্রান্তা বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

গ্রহদেবতা—সূর্যাদি গ্রহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রহদোষ-গ্রহগণের দুষ্টতা (মন্দফলদায়কত্ব); গ্রহের প্রতিকূল প্রভাব, গ্রহের ফের। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহনায়ক শনি; সূর্য। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহনীহারিকা—যে-সকল নীহারিকা গ্রহের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, planetary nebula. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গ্রহনেমি চন্দ্র। গ্রহ নেমি (চাকার প্রান্ত) সদৃশ, উপমিত। বি; পু।

গ্রহপতি—সূর্য; চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহপীড়া—গ্রহবৈগুণ্য-জন্য মানবের আধি-ব্যাধি। গ্রহজনিত পীড়া, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

গ্রহপূজা—নবগ্রহের বৈগুণ্যশান্তির নিমিত্ত তাহাদের আরাধনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রহবহ্নি—সূর্য প্রভৃতি গ্রহের বহ্নি। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহবিপাক—গ্রহের বিপরিণাম বা অপ্রসন্নতা, গ্রহবৈগুণ্য। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহবিপ্র-দৈবজ্ঞ, গ্রহাচার্য, জ্যোতিষিক ব্রাহ্মণ। গ্রহ-পূজক বিপ্র, মধ্যপ। বি; পু।

গ্রহবৈগুণ্য-গ্রহের অপ্রসন্নতা; গ্রহের প্রতিকূলতা বা অশুভফলদায়কত্ব। [জ্যোতিঃশাস্ত্র মতে, আদিত্যাদি নবগ্রহের স্থিতি ও সঞ্চারের আনুকূল্য ও প্রাতিকূল্য অনুসারে মানবের যথাক্রমে শুভাশুভ ঘটিয়া থাকে। সেই মতানুসারে, মনুষ্যের যখন সুখসমৃদ্ধি ঘটে, তখন গ্রহ সুপ্রসন্ন, আর যখন দুঃখ-দুর্দশা উপস্থিত হয়, তখন গ্রহ বিগুণ বলা হইয়া থাকে।] ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রহমণ্ডল—গ্রহজগৎ, গ্রহ-উপগ্রহাদির সমষ্টি, planetary system. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রহযাগ—গ্রহগণের বৈগুণ্যশান্তির নিমিত্ত কৃত হোম। মধ্যপ। বি; পু।

গ্রহরাজ—সূর্য; চন্দ্র; বৃহস্পতি। গ্রহদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহাচার্য—দৈবজ্ঞ। গ্রহজ্ঞ আচার্য, মধ্যপ। বি; পু।

গ্রহাণুপুঞ্জ—গ্রহকণিকা (তাহা দ্রঃ)।

গ্রহাধার—ধ্রুবতারা। গ্রহের আধার, ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহাধীশ—সূর্য। গ্রহদিগের অধীশ, ৬তৎ। বি; পু।

গ্রহাবমর্দন—রাহু। গ্রহকে অবমর্দন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গ্রহ-অব মৃদ্ (মর্দন করা)+অন কর্তৃ। বি; পু।

গ্রহাবিষ্ট—গ্রহদশাগ্রস্ত, গ্রহদোষে বিপন্ন। গ্রহদ্বারা আবিষ্ট, ৩তৎ। বিণ।

গ্রহিল—আগ্রহযুক্ত; নির্বন্ধযুক্ত। গ্রহ (আগ্রহ)+ইল অস্ত্যর্থে। বিণ।

গ্রহীতা (গ্রহীতৃ)—গ্রহণকর্তা, গ্রাহক। গ্রহ (গ্রহণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**গ্রহীত্রী**।

গ্রাউস, ফ্রেডেরিক সামন (Frederic Salm n Grouse)—জন্ম ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিবিলিয়ান হইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন। এখানে আসিয়া মথুরার একখানি বিস্তৃত বিবরণ লেখেন। অতঃপর তুলসীদাসের রামায়ণের একখানি ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন (১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ইনি হিন্দীভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার পক্ষে বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। এই সমস্ত কার্যের জন্য ইনি গভর্নমেন্টের নিকট সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মে গ্রাউস সাহেবের মৃত্যু হয়।

গ্রাফাইট-খনিজ দ্রব্য বিঃ (ইহা দ্বারা পেনসিলের শীষ তৈয়ারী হয়)। <ইং 'graphite'. বি।

গ্রাবু—দুই দুই জন এক পক্ষ হইয়া চারি জনের এক প্রকার তাসখেলা। বাংপ্র। বি।

গ্রাম-বহুলোকের বাসস্থান, গাঁ; সমূহ; ষড়্জ মধ্যম গান্ধার এই তিন স্বরসংঘাত; স্বরাবয়ব বিঃ। গ্রস্ (গ্রাস করা)+ম কর্তৃ; অথবা, গম্ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি, নিপাতনে সিদ্ধ। বি; পু।

গ্রামকূট—শূদ্র। গ্রামে কূট (তুচ্ছ), ৭তৎ। বি; পু।

গ্রামগৃহ্য—গ্রামবহির্ভূত। গ্রাম শব্দ—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

গ্রামচর্যা—গ্রাম্যধর্ম; স্ত্রীসঙ্গ, দাম্পত্যধর্ম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রামজ—গ্রামজাত, গ্রামে উৎপন্ন। উপতৎ; গ্রাম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

গ্রামটি, গ্রামটিকা, গ্রামটী—ক্ষুদ্র গ্রাম। বি; স্ত্রী।

গ্রামণী—১। গ্রামের নায়ক (অর্থাৎ প্রধান লোক), মণ্ডল; অধিপতি। গ্রাম—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্বিপ্ কর্ম। বিণ। ২। নাপিত; বিষ্ণু; যক্ষ। বি; পু। ৩। বেশ্যা। বি; স্ত্রী।

গ্রামতক্ষ—গ্রাম্য সূত্রধর, গ্রামের ছুতোর ৬তৎ। বি; পু।

গ্রামতা—গ্রামসমূহ। গ্রাম+তা সমূহার্থে। বি; স্ত্রী।

গ্রামদেবতা—গ্রামবাসিগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দেবতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রামধর্ম—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রামবাসী (-বাসিন্)—গ্রামে বাস করে এরূপ, অ-নাগরিক, গ্রাম্য। গ্রামে বাস করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গ্রাম—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**গ্রামবাসিনী**।

গ্রামভাটি—গ্রামবৃত্তি, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে সংগৃহীত অর্থ যাহা বারোয়ারি ইত্যাদিতে খরচ হয়। বাংপ্র। বি। [স্ত্রী।

গ্রামমুখ—হট্ট, হাট; বাজার। ৬তৎ। বি;

গ্রামমৃগ--কুকুর। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রামযাজক—গ্রামবাসীদিগের পুরোহিত; গ্রাম্যদেবতা-পূজক। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

গ্রামযাজী (-যাজিন্) গ্রামযাজক, দেবল, পূজারি ব্রাহ্মণ। গ্রাম যাজন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; গ্রাম-যজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

গ্রামলক্ষ্মী—গ্রামের লক্ষ্মীস্বরূপা, যে রমণী গ্রামে থাকায় গ্রামের লোকের সুখসমৃদ্ধির বৃদ্ধি হয়। ৬ বা ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

গ্রামসম্পর্ক—এক গ্রামে বাস করার জন্য পাতানো সম্পর্ক। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রামসিংহ—কুকুর। ৬তৎ। বি; পু।

গ্রামস্থ--গ্রামে স্থিত। গ্রাম-স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ। [পু।

গ্রামহাসক—ভগিনীপতি। ৬তৎ। বি;

গ্রামান্তর—১। গ্রামের মধ্যভাগ, গাঁয়ের ভিতর। গ্রামের অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য গ্রাম। নিত্য। বি; স্ত্রী।

গ্রামিক—গ্রাম-রক্ষায় নিযুক্ত; গ্রামের প্রধান, অধিকারী বা অধ্যক্ষ। গ্রাম+ঠিক। বিণ। স্ত্রী-**গ্রামিকী, গ্রামিকা**।

গ্রামী (গ্রামিন্)—গ্রামবিশিষ্ট, গাঁই; গ্রামস্বামী; গ্রামের অধিকারী; গ্রাম-বাসী; গ্রাম্যধর্মবিশিষ্ট, স্ত্রীসংগম-রত। গ্রাম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**গ্রামিণী**।

গ্রামীণ—১। গ্রামে উৎপন্ন; গ্রাম্য; গ্রামনিবাসী। গ্রাম+খীন। বিণ। ২। কুকুর; কাক। বি; পু।

গ্রামোফোন—কলের গান। <ইং 'gramophone'. বি।

গ্রাম্য-গ্রামোদ্ভূত; গ্রামজাত; প্রাকৃত; গেঁয়ো; অমার্জিত; গ্রামসম্বন্ধীয়; অশ্লীল; নীচ, জঘন্য। গ্রাম+য্য ভবার্থে। বিণ।

গ্রাম্যতা-জঘন্যতা; প্রাকৃততা; অশিষ্টতা; অশ্লীলতা। গ্রাম্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

গ্রাম্যধর্ম—মৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ। কর্মধা। বি; পু।

গ্রাম্যপথ—গ্রামস্থিত পথ, কাঁচা রাস্তা, জঙ্গলা পথ। কর্মধা। বি ; পু।

গ্রাম্যপশু—গো মেষ অজ মনুষ্য অশ্ব অশ্বতর গর্দভ এই সাত। কর্মধা। বি ; পু।

গ্রাম্যমৃগ—কুকুর। কর্মধা। বি ; পু।

গ্রাম্যসিংহ—কুকুর। কর্মধা। বি ; পু।

গ্রাম্যাশ্ব—গর্দভ। গ্রাম্য যে অশ্ব, কর্মধা। বি ; পু।

গ্রাস—১। গিলন, ভক্ষণ। গ্রস্ + ঘঞ্ ভাব। ২। একবারে যত অন্নাদি মুখে দিয়া গিলিতে পারা যায়, কবল ; গ্রহণকালে চন্দ্র-সূর্যের আবরণ। গ্রস্ (গ্রাস করা) + ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

গ্রাসকারী (-কারিন্) ভক্ষণকর্তা, ভক্ষক, খাদক। গ্রাস করে যে এই বাক্যে উপপদ, গ্রাস—কৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

গ্রাসাচ্ছাদন—অন্নবস্ত্র, অশন ও বসন, খাওয়া পরা। গ্রাস ও আচ্ছাদন, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

গ্রাহ—১। গ্রহণ ; জ্ঞান ; আগ্রহ ; নির্বন্ধ। গ্রহ্ + ঘঞ্ ভাব। ২। হাঙ্গর ; কুম্ভীর। গ্রহ্ + ণ কর্তৃ। বি ; পু। ৩। গ্রাহক, গ্রহীতা, গ্রহণকর্তা। বিণ।

গ্রাহক—১। শ্যেনপক্ষী, বাজপক্ষী ; বিষবৈদ্য ; রক্ষী। বি ; পু। ২। গ্রহণকর্তা, গ্রহীতা ; ক্রেতা, খরিদ্দার। গ্রহ্ (গ্রহণ করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**গ্রাহিকা**।

গ্রাহিত—যাহা গ্রহণ করান হইয়াছে এরূপ ; স্বীকারিত। ণিজন্ত গ্রহ্ (= গ্রাহি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

গ্রাহী (গ্রাহিন্)—যে গ্রহণ করে, গ্রহণকারী, গ্রাহক, গ্রহীতা ; আকর্ষক ; নির্বন্ধপরায়ণ। গ্রহ্ (গ্রহণ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**গ্রাহিণী**।

গ্রাহ্য—১। জ্ঞেয় ; উপাদেয় ; গণ্য ; গ্রহণীয়, স্বীকার্য ; গ্রহণযোগ্য ; আদরণীয় ; বোধগম্য ('ইন্দ্রিয় -') ; মান্য ; গণনীয় ; বিবেচ্য। গ্রহ্ (গ্রহণ করা) + ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। গণনীয় বলিয়া বোধ ('হুকুম - করা')। বাংপ্র। বি।

গ্রিফিথ, রাল্ফ টমাস্ হচ্‌কিন্ (Ralph Thomas Hotchkin Griffith)—জন্ম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে। ইংলণ্ডে ইনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৫৪ হইতে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি বেনারস কলেজে ইংরেজী অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন (১৮৬৩ – ১৮৭৮ খ্রীঃ)। গভর্নমেন্ট ইহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপদে নিযুক্ত করেন (১৮৭৮-১৮৮৫ খ্রীঃ)। ইনি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন ও এই সময়েই সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ গ্রিফিথ সাহেবের দ্বারা সম্পাদিত হয়, তন্মধ্যে বাল্মীকির রামায়ণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহার রচিত অপর কয়েকখানি গ্রন্থের নাম বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নে প্রদত্ত হইল—প্রাচীন সংস্কৃত কাব্যের উদাহরণ, কুমারসম্ভব, রামায়ণ, কথাবলী ; ঋগ্বেদের স্তোত্র, অথর্ববেদের স্তোত্র ; শ্বেত যজুর্বেদ। 'পণ্ডিত' নামধেয় একখানি সংস্কৃত পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করিয়া গ্রিফিথ আট বৎসর উহার সম্পাদকতা করেন।

গ্রীক—১। গ্রীসীয়, গ্রীক দেশীয় ; গ্রীসবাসী। বিণ। ২। গ্রীসদেশের লোক বা ভাষা। <ইং 'Greek'. বি।

গ্রীবা—কন্ধরা, ঘাড়, গলা। গৃ + ব করণ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

গ্রীবাদেশ স্কন্ধদেশ। গ্রীবার দেশ ইতি ৬তৎ, বা গ্রীবাই যে দেশ ইতি কর্মধা। বি ; পু।

গ্রীবাভঙ্গ—ঘাড় ভাঙ্গা ; স্কন্ধদেশের বক্রভাবে স্থাপন, ঘাড় নাড়া। ৬তৎ। বি ; পু।

গ্রীবাভঙ্গি, গ্রীবাভঙ্গী—গ্রীবাভঙ্গ, ঘাড় নাড়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

গ্রীবী (গ্রীবিন্)—১। সুন্দর গ্রীবাবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—**গ্রীবিণী**। ২। উষ্ট্রজাতীয় জন্তু। গ্রীবা + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

গ্রীভ্‌স্, স্যার এওয়ার্ট (Sir Ewart Greaves)—কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম বিখ্যাত জজ। ইনি ইং ১৯১৪ সালে জজ নিযুক্ত হন এবং ১৯২৭ অব্দে ঐ কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি সুবিচারক বলিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। প্রত্যহ ১০টা হইতে ৪।০টা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে বিচারকার্য করিতেন, কদাপি বিচারাসনে বসিয়া আলস্যবশতঃ তন্দ্রাভোগ করিতেন না। ভারতবাসীর সহিত ব্যবহারে ইনি সকল সময়েই ভদ্রতার পরিচয় দিতেন। ইনি কয়েক বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থরক্ষা ও শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক কাজ করিয়াছেন। ইনি এদেশের সামাজিক হিতানুষ্ঠানেও প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। ইঁহারই ঐকান্তিক যত্নে গণিকালয় হইতে উদ্ধৃত অসহায় বালিকাদিগের নিমিত্ত কলিকাতায় একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

গ্রীষ্ম—১। উষ্ণ ঋতু, বঙ্গদেশে সাধারণতঃ বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস ; উষ্মা। গ্রস্ (ভক্ষণ করা) + মক্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। উত্তপ্ত, উষ্ণ। বিণ। [পু।

গ্রীষ্মকাল—উষ্ণঋতু, নিদাঘ। কর্মধা। বি ;

গ্রীষ্মকালীন—উষ্ণঋতুজাত, নৈদাঘ। গ্রীষ্মকাল + ঈন ভবার্থে। বিণ।

গ্রীষ্মনিবাস—অপেক্ষাকৃত শৈত্যপ্রধান স্থানে গরমের সময় বসতি বা বাসভবন। মধ্যপ। বি ; পু।

গ্রীষ্মপীড়িত—নিদাঘ-তাপিত ; প্রখর রৌদ্রে ক্লেশিত। ৩তৎ। বিণ।

গ্রীষ্মপ্রধান—যেস্থানে গ্রীষ্ম ঋতুই অধিক কাল স্থায়ী। গ্রীষ্ম প্রধান যেখানে, বহু। বিণ।

গ্রীষ্মমণ্ডল কর্কট-ক্রান্তি ও মকর-ক্রান্তির অন্তর্বর্তী ভূভাগ (Torrid Zone). এই ভূভাগে সূর্যরশ্মি সরলভাবে পতিত হওয়ায় গ্রীষ্মের প্রকোপ অপেক্ষাকৃত অধিক। গ্রীষ্মের মণ্ডল, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

গ্রীষ্মাতিশয্য—প্রচণ্ড গরম। ৬তৎ। বি ; ক্লী

গ্রীষ্মাবকাশ—বিদ্যালয়ের গরমের ছুটি। গ্রীষ্মহেতুক অবকাশ, মধ্যপ। বি ; পু।

গ্রীস—ইওরোপের দক্ষিণভাগস্থ দেশ বিঃ। রাজধানী এথেন্স।

গ্রীসীয়—১। গ্রীসদেশীয়, গ্রীসের। গ্রীস + ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। ২। গ্রীসবাসী, গ্রীক। বি।

গ্রে, স্যার উইলিয়ম, কে. সি. এস. আই.—বঙ্গের ছোটলাট (১৮৬৭—১৮৭১)। ইনি ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রাইট রেভারেণ্ড এড্‌ওয়ার্ড গ্রে। স্যার উইলিয়ম ১৮৩৬ খ্রীঃ অক্সফোর্ডের Christ Church হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ইনি War Office-এ কেরানী পদে কিছুদিন কার্য করিয়া বঙ্গদেশীয় সিভিল সার্ভিসে একটি writer-এর পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪০ খ্রীঃ ২৭শে ডিসেম্বর ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৮৪২ খ্রীঃ ইনি রাজসাহীর অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর হন। অতঃপর ইনি মফস্বলে নানা কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া ১৮৪৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৪৭ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গের ডেপুটি গভর্নরের প্রাইভেট সেক্রেটারী পদে কার্য করেন। তদনন্তর ইনি বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের সেরেস্তায় এবং ভারত গভর্নমেন্টের সংসার (Home) ও পররাষ্ট্র (Foreign) বিভাগের সেরেস্তায় কার্য করেন। ইহার পর ইনি বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের নানা বিভাগে

কার্য করিয়া অবশেষে বাঙ্গালার ছোট-লাটের পদ লাভ করেন।

স্যার উইলিয়ম প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট-গুলির শক্তিবৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিলেন, আয় করের বিরোধী ছিলেন এবং কাউন্সিলের সদস্যরূপে দুর্ভিক্ষঘটিত নানা কার্যে ও উড়িষ্যার রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যাপারের আলোচনায় প্রভূত দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের ছোট-লাটের পদ তুলিয়া দিয়া ইহাকে বড়লাটের শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব হইলে ইনি উহার বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন করিয়া-ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য জমির উপর কর ধার্য করিবার প্রস্তাব হইলে ইনি উহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু রাজবর্ত্ম বা দেশীয় অন্যান্য হিতকর কার্যের জন্য করগ্রহণের অনুমোদন করিয়াছিলেন। ইহারই উপদেশানুসারে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় চা-বাগান-সম্বন্ধীয় কুলি-আইন পরিবর্তিত হয়।

ইহার শাসনকালে বাঙ্গালা দেশের স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির জন্য একটি স্বাস্থ্য-বিভাগের সৃষ্টি হয়। মালদহ, রাজমহল প্রভৃতি স্থানে এবং সীমান্ত প্রদেশে ওহাবী-নামক মুসলমান সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইলে ইনি তাহাদিগকে দণ্ডিত করেন। স্যার উইলিয়ম সিভিলিয়ানদিগকে বিচারসম্বন্ধে পৃথকরূপে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন।

স্যার উইলিয়ম গ্রের শাসনসময়ে (১৮৬৭ খ্রীঃ) গণ্ডক, গোগরা, শোণ এবং গঙ্গার বন্যায় নিকটবর্তী স্থানগুলি ডুবিয়া যায়, নিম্ন বাঙ্গালাও এই জলপ্লাবনে বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। এই বৎসরই কলিকাতায় ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলিতে ভীষণ ঝড় হয়। ইহাই বঙ্গদেশে কার্তিকের ঝড় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্যার উইলিয়ম পুলিসের সংখ্যা কমাইয়া দেন, ১৮৭১ খ্রীঃ আদমশুমারির জন্য বন্দোবস্ত করেন, খাজনার মামলা দেওয়ানী আদালতে মীমাংসিত হইবার ব্যবস্থা করেন। ইহার সময়ে কলিকাতার ১৬ মাইল উত্তরে পলতা নামক স্থানে গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া কলিকাতায় কলের জল সরবরাহ করা হয় এবং হাওড়া পোল নির্মাণের ব্যবস্থাও এই সময়ে হয়।

১৮৭১ খ্রীঃ স্যার উইলিয়ম K. C. I. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ঐ বৎসরই ১লা মে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ অব্দে ইনি জ্যামেকার গভর্নর হন। ইনি দুইবার বিবাহ করেন। ইহার পাঁচ পুত্র ও চারি কন্যা। ১৮৭৯ খ্রীঃ ১৫ই মে ইনি দেহত্যাগ করেন।

গ্রেন—ইংরেজী পরিমাণ। <ইং 'grain'. বি।

গ্রেপ্তার, গ্রেফতার—পুলিস কর্তৃক ধরা; অপরাধাদি জন্য বন্দীকৃত। < ফা 'গিরিফ্-তার'। বি ও বিণ।

গ্রেপতারী, গ্রেফতারী-গ্রেপতার সম্বন্ধীয়। ফা-মূ। বিণ।

গ্রৈব, গ্রৈবেয়—১। গ্রীবাভরণ, কণ্ঠহার, চিক; কণ্ঠবন্ধন। গ্রীবা+ক, ঢেয় ইদমর্থে। বি; ক্লী। ২। গ্রীবাসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী- **গ্রৈবী, গ্রৈবেয়ী**।

গ্রৈবেয়ক—গ্রীবাভরণ, কণ্ঠহার চিক; কণ্ঠ-বন্ধন। গ্রৈবেয়+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

গ্রৈষ্মিক—গ্রীষ্ম-সংক্রান্ত। গ্রীষ্ম+ইক। বিণ।

গ্লপন—১। গ্লানিযুক্তকরণ; নিন্দা। গ্লপি+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। গ্লানিদায়ক। গ্লপি+অন কর্তৃ। বিণ। [বিণ।

গ্লপিত—ম্লানীকৃত; দগ্ধ। গ্লপি+ক্ত কর্ম।

গ্লস্ত-গাদিত; ভক্ষিত। গ্লস (ভক্ষণ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

গ্লহ—১। দ্যূত। গ্লহ+অল্ ভাব। ২। দ্যূতক্রীড়াদির পণ। গ্লহ+অল্ কর্ম। বি; পু।

গ্লাডস্টোন্ (উইলিয়ম্ ইওয়ার্ট) —১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯এ ডিসেম্বর ল্যাঙ্ক-শায়ারের অন্তর্গত লিভারপুল নগরে ইহার জন্ম। ২০ বৎসর বয়সে গ্লাডস্টোন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রাইস্ট চার্চ-নামক কলেজে প্রবিষ্ট হন। দুই বৎসর পরে কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইটালী ও ইওরোপের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। গ্লাডস্টোন রক্ষণশীল দলের (Conservatives) প্রতিনিধিস্বরূপে পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ২১এ ফেব্রুয়ারী ইনি এখানে প্রথম বক্তৃতা দেন। নবীন যুবকের সে বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই চমকিত ও মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেলবোর্নের মন্ত্রিত্বের অবসান হইলে স্যার রবার্ট পিল নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত করেন। গ্লাডস্টোন ইহাতেও প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর ইনি মন্ত্রিসভার মেম্বর হইয়া উপনিবেশসমূহের সরকারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হইলেন, এবং রাজস্বসচিব, ভারত সেক্রেটারী প্রভৃতির দায়িত্বপূর্ণ কার্যসকল সুচারুরূপে সম্পাদিত করিতে লাগিলেন। পূর্বে তিনি রক্ষণশীল দল-ভুক্ত ছিলেন; কিন্তু পরে উদারনৈতিক দলের (Liberals) অগ্রণী হন। ইনি ইংলণ্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে ৬০ বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অনেকবার উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। রাজনীতিক্ষেত্রে এক ডিজ্‌রেলি ব্যতীত ইহার আর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রোজবেরীর হস্তে মন্ত্রিত্ব প্রদান করিয়া ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ খ্রীঃ ৮৯ বৎসর বয়সে ইহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হয়।

গ্লাডস্টোন গ্রীক, লাটিন, ফরাসী প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। ইনি সত্য-পরায়ণ, ঈশ্বরনিষ্ঠ, সরলপ্রকৃতির লোক ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গগনের ইনি এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন।

গ্লান, গ্লাস্নু-গ্লানিযুক্ত, শ্রান্ত, ক্লান্ত; অবসন্ন। গ্লৈ (ম্লান হওয়া)+ক্ত, স্নু কর্তৃ। বিণ।

গ্লানি—শ্রান্তি, ক্লান্তি; অবসন্নতা; অস্বাস্থ্য; নিন্দা, অপবাদ। গ্লৈ (ম্লান হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

গ্লাস, গেলাস—পানপাত্র বিঃ। <ইং 'glass'. বি।

গ্লাস্নু-'গ্লান' দ্রঃ।

গ্লিসারিন—তৈলবৎ পদার্থ বিঃ। <ইং 'glycerine'. বি।

গ্লৌ-চন্দ্র; কর্পূর। গ্লৈ (ক্ষয় পাওয়া)+ ডৌ কর্তৃ। বি; পু।

ঘ

ঘ—চতুর্থ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ; ঘণ্টা; ঘুঙুর; ঘর্ঘরধ্বনি; বৎসর। হন (বধ করা)+ড কর্ম। বি; পু।

ঘগরি—ঘাগরা। প্রা কপ্র। বি।

ঘচঘচ, ঘচাঘচ নরম জিনিস ক্রমাগত কাটিবার অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঘট—১। কুম্ভ, কলস; ভাণ্ড; গজকুম্ভ; কুম্ভক, শ্বাসরোধ; কুম্ভরাশি; পরিমাণ বিঃ। ঘট+অল্ কর্ম। বি; পু। ২। মন, মস্তিষ্ক, বুদ্ধির আধার; দেহ; মূর্তি ('সর্বঘটে নারায়ণ'); (ব্যঙ্গার্থে) মাথা ('ঘটে বুদ্ধি নাই')। বাংপ্র। বি।

ঘটক—দূত; যোজক; যে ব্যক্তি মধ্যবর্তী হইয়া বিবাহ সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেয়; যে জাতি বল্লাল সেন-প্রতিষ্ঠিত কুলমর্যাদার বিষয় সমস্ত অবগত আছে; ব্রাহ্মণ জাতি-বিঃ। ঘটি (ঘটান)+ণক কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**ঘটিকা, ঘটকী**।

ঘটকর্পর—১। জনৈক কবি, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন ('নবরত্ন' দ্রঃ)। বি; পু। ২। কলসীর টুকরা; ঘটকার, কুম্ভকার, কুমার জাতি। বাংপ্র। বি।

ঘটকার—কুম্ভকার। ঘট—কৃ+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘটকালি—ঘটকের কাজ, বিবাহের সম্বন্ধ ; বিবাহ সঙ্ঘটনের বেতন বা বিদায় ; উত্তর-সাধকতা। বাংপ্র। বি।

ঘটকী—বিবাহ-সম্বন্ধ-যোজিকা ; দূতী ; কুটনী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ঘটঘট—অনুকার শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঘটজ—কুম্ভসম্ভব, অগস্ত্য। ঘট জন্ (উৎপন্ন হওয়া)+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘটদাসী—দূতী, কুটনী। ঘট্ (মিলন) কারিকা দাসী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ঘটন—যোজনা ; সংঘটন ; মেলন। ঘট্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ঘটনা—যোজনা ; সংঘটন, মেলন ; ব্যাপার ; আকস্মিক ব্যাপার। ণিজন্ত ঘট্ (=ঘটি) +অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘটনাক্রমে—ব্যাপারবশতঃ ; দৈবাৎ, হঠাৎ। ঘটনার ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ঘটনাচক্র—ঘটনাবলী, ব্যাপারসমূহ ; আকস্মিক ব্যাপার-পরম্পরা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঘটনাধীন—আকস্মিক ব্যাপারাধীন, দৈবাধীন। ঘটনার অধীন, ৬তৎ। বিণ।

ঘটনাবলী—ব্যাপারসমূহ, ঘটনাসংকুল। ঘটনাসকলের আবলী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘটনাবহ—ঘটনাকারক। ঘটনার আবহ (বহনকারী), ৬তৎ। বিণ।

ঘটনাস্থল—যে স্থানে কোন ব্যাপার ঘটে, অকুস্থল, ঘটনার জায়গা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঘটনাস্রোতঃ (-স্রোতস্)—ধারাবাহিক ঘটনা। ঘটনার স্রোতঃ-স্বরূপ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঘটনীয়—যাহা ঘটিতে পারে এমন, সম্ভাব্য ; যোজনীয়। ঘট্+ণিচ্+অনীয় কর্তৃ। বিণ।

ঘটপট—ঘট ও বস্ত্র, কলস ও কাপড়। ঘট ও পট, দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

ঘটযোনি—কুম্ভযোনি, অগস্ত্য ঋষি। ঘট হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার, বহু। বি ; পুং।

ঘটস্থাপন—কোন দেবতার পূজারম্ভের পূর্বে প্রতিমার সমক্ষে ঘট বসান ; কোন দেবতার প্রতিমা না করিয়া তাহার স্থলে ঘট বসাইয়া তাহাতে সেই দেবতার আবাহন ও পূজন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঘটা—১। সংঘটন ; সভা ; সমূহ ; আড়ম্বর। ঘট্+অ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। ঘটনা হওয়া, হইয়া পড়া ; পরিণাম হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘটাঘট—জিনিসপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ ; যোগাযোগ। বাংপ্র। বি।

ঘটাটোপ—আড়ম্বর, জাঁক, ঘটা ; জিনিসপত্রের ঢাকন, ঘেরাটোপ। ঘটের আটোপ, ৬তৎ। বি ; পুং।

ঘটানো—সংঘটিত করানো, হওয়ানো, জন্মানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঘটিক—নিতম্ব। ঘট+ষ্কিক সদৃশার্থে। বি ; ক্লী।

ঘটিকা—১। কলসী ; ঘটী ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত ; দিবাভাগের বা রাত্রির দ্বাদশ ভাগ, আড়াই দণ্ড, এক ঘণ্টা ; গুল্ফ পাদগ্রন্থি ; ক্ষুদ্র ঘট ; ঘড়ি। ঘটী+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দূতী ; যোজনকারিণী। ণিজন্ত ঘট্ (=ঘটি)+ণক কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

ঘটিকাযন্ত্র—ঘড়ি। ঘটিকা-নির্ণায়ক যন্ত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ঘটিত—সংঘটিত ; যোজিত ; রচিত ('পারদ —') ; সংক্রান্ত ('প্রণয়—')। ঘট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘটী—ক্ষুদ্র জলপাত্র ; ঘড়ি ; দণ্ডাত্মক কাল ; মুহূর্ত। ঘট+ঈ অল্পার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘটীযন্ত্র—কূপ পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে জল তুলিবার যন্ত্র, অরঘট্ট ; কালনিরূপক যন্ত্র, যথা, আধুনিক ঘড়ি। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ঘটোৎকচ—একজন রাক্ষস। মধ্যম পাণ্ডব ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জন্মকালে ইঁহার মস্তক ঘটের (করিকুম্ভের) ন্যায় উৎকচ (অর্থাৎ কেশহীন) থাকায় ইঁহার নাম ঘটোৎকচ রাখা হয়। মতান্তরে, বালক একদিন মাতাপিতার নিকট উপস্থিত হইলে হিড়িম্বা "ঘটোহস্যোৎকচঃ" এই শব্দ করিয়া ডাকে, তাহাতেই বালকের নাম ঘটোৎকচ হয়। ইনি মাতামহের রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। বনবাসকালে পাণ্ডবগণ বদরিকাশ্রমে গমন করিবার সময়ে ঝঞ্ঝাবাত ও বৃষ্টিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন। তখন ভীমের স্মরণমাত্রে ঘটোৎকচ সানুচর তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বহন করিয়া অভীষ্ট স্থানে লইয়া যান।

কুরুক্ষেত্রসমরে ঘটোৎকচ পাণ্ডবদিগের সাহায্যার্থে সদলবলে উপস্থিত হন এবং অতিশয় বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করিয়া বহু কুরুসৈন্য বিনাশ করেন। চতুর্দশ দিবসের নিশাযুদ্ধে ঘটোৎকচ কৌরবদলের রাক্ষস-সেনা বধ করিয়া ঘোরতর যুদ্ধ করেন। মহাবীর কর্ণ ইঁহার সহিত যুদ্ধে আপনার প্রাণনাশের সম্ভাবনা এবং কুরুসৈন্যের ত্রাস দেখিয়া কৌরবগণের বিশেষ অনুরোধে অর্জুনবধের নিমিত্ত রক্ষিত ইন্দ্রদত্ত শক্তির প্রয়োগে ইঁহার বিনাশ সাধন করেন। মৃত্যুকালে ঘটোৎকচ স্বীয় কলেবর বর্ধিত করিয়া কুরুসৈন্যের উপর পতিত হইয়া অনেকের জীবনান্ত করেন।

ঘটোদ্ভব—কুম্ভযোনি, অগস্ত্য ঋষি। ঘট হইতে (বা ঘটই) উদ্ভব যাহার, বহু। বি ; পুং।

ঘট্ট—১। জলাবতরণিকা, ঘাট, তীর্থ। ঘট্+অল্ অধি=চালন। ঘট্ট্ (চালিত করা)+অল্ ভাব। বি ; পুং।

ঘট্টজীবী (-জীবিন্)—পাটুনিজাতি, ইহারা ঘাটে পার করে, বৈশ্যার গর্ভে রজকের ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি। উপতৎ ; ঘট্ট—জীব (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

ঘট্টন—ঘোঁটন ; ঘাঁটা, নাড়া ; সঙ্ঘটন ; গঠন ; আঘাত ; ঘর্ষণ ; বাটা। ঘট্ট+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ঘট্টনা—ঘট্টন (সকল অর্থে)। ঘট্ট+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টা—ঘাট, তীর্থ। ঘট্ট+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘট্টিত—সঙ্ঘটিত ; নির্মিত। ঘট্ট (চালিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। [বি।

ঘড়ঘড়—শ্লেষ্মাজনিত গলার শব্দ। বাংপ্র।

ঘড়া—তৈজস কুম্ভ, পিতলের কলসী। বাংপ্র। বি।

ঘড়াঞ্চি—সিঁড়িযুক্ত উঁচু টুল। বাংপ্র। বি।

ঘড়ি, ঘড়ী—ছোট ঘড়া, ক্ষুদ্রাকার পিত্তল-কলস ; চক্রাকার কাংসময় বাদ্যযন্ত্র ; ঘটিকাযন্ত্র, ঘণ্টাদি সময়নিরূপক যন্ত্র। বাংপ্র। বি। **ঘড়ি ঘড়ি**—ঘন ঘন, ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

ঘড়িয়াল, ঘড়েল—ঘড়িবাদক, ঘণ্টাবাদক ; একজাতীয় কুম্ভীর, মেছো কুমীর, gavial. বাংপ্র। বি।

ঘণ্ট—মৎস্যাদির ব্যঞ্জন বিং। হন্ (বধ করা ইত্যাদি)+ট কর্ম। বি ; পুং।

ঘণ্টা—১। একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ণিজন্ত ঘট বা ঘটি (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে [ঘণ্টাবাদ্যসম্বন্ধে পুরাণে অনেক প্রশংসা আছে। ঘণ্টাবাদ্য অতীব শুভকর। ঘণ্টা সর্ববাদ্যময়ী, সুতরাং অন্য বাদ্যের অভাবে ঘণ্টাবাদ্যই বিধেয়। লক্ষ্মীর নিকট ঘণ্টাবাদন নিষিদ্ধ]। ২। হোরা, আড়াই দণ্ড পরিমিত কাল। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী। **ঘণ্টা করা**—কিছু করিতে না পারা। **ঘণ্টায় ঘণ্টায়**—ঘড়ি ঘড়ি, ঘন ঘন।

ঘণ্টাকর্ণ—১। জনৈক শিবানুচর, ঘেঁটু ; একজন পণ্ডিতের নাম, জনৈক পণ্ডিত। ঘণ্টার ন্যায় কর্ণ যাহার, বহু। বি ; পুং। ২। জনৈক পিশাচ। এই পিশাচ

প্রথমে বিষ্ণুদ্বেষী ছিল, এবং বিষ্ণুর নাম কোনক্রমে কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে আপনার কর্ণে ঘণ্টা বন্ধন করিয়া রাখিত। তাহাতেই ইহার নাম 'ঘণ্টাকর্ণ' হয়। এই পিশাচ মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। মহাদেব ইহাকে বিষ্ণুর আরাধনা করিতে উপদেশ দেন। শ্রীকৃষ্ণ সৎকালে মহাদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে কৈলাসাভিমুখে গমন করেন, সেই সময়ে ঘণ্টাকর্ণ বদরিকাশ্রমে তাঁহার দেখা পায়, এবং স্তবে তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট মুক্তি প্রার্থনা করে। ইহার ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তির বিষয় অবগত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে মুক্তি প্রদান করেন। অনন্তর ঘণ্টাকর্ণ স্বর্গে গমন করে।

ঘণ্টানাদ—ঘণ্টাধ্বনি। ৬তৎ। বি ; পু।

ঘণ্টাপথ—ঘণ্টাধারণকারী হস্তিপ্রভৃতির গমনযোগ্য প্রশস্ত পথ। ঘণ্টাধ্বনিত পথ, মধ্যপ। বি ; পু।

ঘণ্টাবীজ—জয়পাল। ঘণ্টার ন্যায় শব্দযুক্ত বীজ যাহার, বহু। বি ; পু।

ঘণ্টাশব্দ—১। ঘণ্টার ধ্বনি। ৬তৎ। বি ; পু। ২। কাংস্য, কাঁসা। ঘণ্টার শব্দের ন্যায় শব্দ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

ঘণ্টিকা, ঘণ্টী—ক্ষুদ্র ঘণ্টা ; আলজিভ্‌। ঘণ্ট+স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ্‌=ঘণ্টী। ঘণ্টিকা=ঘণ্টী+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

ঘণ্ট—প্রতাপ ; উগ্রতা, আত্মম্ভরিতা ; হস্তীর গলদেশে লম্বমান ঘণ্টা। ঘণ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+টু কর্তৃ। বি ; পু।

ঘণ্টেশ্বর—মঙ্গলগ্রহের পুত্র, ইনি ব্রণদাতা, সুতরাং অস্মদ্দেশীয় ঘেঁটু ঠাকুর ; শিব। ঘণ্টার ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। বি ; পু।

ঘন—১। নিবিড় ; কঠিন ; দুর্ভেদ্য ; পুষ্ট ; স্থায়ী ; অধিক ; পুরু ; ঘোর, গভীর ('— বরষা')। বিণ। ২। ওঘ ; কাঠিন্য ; জমাট ; মেঘ ; মুস্তা ; সমান তিন অঙ্কের গুণ, cube ; বিস্তার। হন+অল্‌ কর্ম। বি ; পু। ৩। কাংস্যতালাদি বাদ্যযন্ত্র,—যথা করতাল, মন্দিরা, ঘণ্টা প্রভৃতি ; মধ্যম নৃত্য ; লৌহ। বি ; স্ত্রী।

ঘনকফ—করকা, শিল। ঘনের (মেঘের) কফ (শ্লেষ্মার ন্যায়), ৬তৎ। বি ; পু।

ঘনকাল—বর্ষাঋতু। ৬তৎ। বি ; পু।

ঘনকৃষ্ণ—মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যপ। বিণ।

ঘনক্ষেত্র—যে ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ তিনই পরস্পর সমান। বি ; স্ত্রী।

ঘনগোলক—সুবর্ণ ও রৌপ্য। বি ; পু।

ঘনঘটা—মেঘাড়ম্বর। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘনঘন—পুনঃ পুনঃ, অল্প সময়ে, বার বার, একশবার, একজাই ; ঘেঁষাঘেঁষি, কাছাকাছি ; বেশ একটু ঘন বা গাঢ়। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

ঘনঘোর—মেঘবৎ ভীষণ ; মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যপ। বিণ।

ঘনচতুষ্কোণ—যে পদার্থের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধ আছে তাহা [যে ঘনক্ষেত্রের প্রত্যেক তল চতুষ্কোণ তাহাকে ঘনচতুষ্কোণ বলা যায়]। মধ্যপ। বি ; পু।

ঘনজ্বালা—বিদ্যুৎ ; বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘনত্ব, -তা—গাঢ়তা ; কাঠিন্য ; নিবিড়ত্ব ; দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধের ভাব, volume. ঘন+ত্ব, তা ভাবার্থে। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

ঘননাভি—ধূম্র, ধোঁয়া। ঘনের নাভি অর্থাৎ প্রধান অঙ্গ, ৬তৎ। বি ; পু।

ঘননীল—গাঢ় নীলবর্ণ, indigo. সুপ্‌ সুপা। বিণ।

ঘনপল্লব—নিবিড় পল্লব, ঘনসন্নিবিষ্ট নূতন পত্র বা ছোট ডাল। কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

ঘনফল—দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ এই তিনের গুণনলব্ধ পরিমাণ ফল বা কালি, cubic measure. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ঘনবর্ণ—মেঘবৎ বর্ণবিশিষ্ট। ঘনের (মেঘের) বর্ণের ন্যায় বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

ঘনবর্ত্ম—আকাশ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঘনবল্লী—ঘনজ্বালা, বিদ্যুৎ ; লতাকার মেঘ, মেঘমালা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘনবসতি—বহু লোকের অল্পপরিসর স্থানে অবস্থান বা বসবাস। বাংপ্র। বি।

ঘনবস্তু—যাহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও বেধ—এই তিনটিই আছে এরূপ দ্রব্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ঘনবাত—নরক বিঃ। ঘন (অত্যধিক) হইয়াছে বাত যেখানে, বহু। বি ; পু।

ঘনবাস—১। যে বহুদিন থাকে ; কুষ্মাণ্ড। ঘন (দীর্ঘকাল) বাস (অবস্থান) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। ঘন বসতিপূর্ণ (স্থান)। বিণ।

ঘনবাহন—মেঘবাহন ; ইন্দ্র। ঘন (মেঘ) হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। বি ; পু।

ঘনবিন্যস্ত—অবিরল সন্নিবিষ্ট, ঘেঁষাঘেঁষিভাবে স্থাপিত। ঘন যথা তথা বিন্যস্ত, ২তৎ। বিণ।

ঘনবিন্যাস—১। অবিরল সন্নিবেশ। কর্মধা। বি ; পু। ২। অবিরল সন্নিবিষ্ট। ঘন বিন্যাস যাহার, বহু। বিণ।

ঘনবীথি—আকাশ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ঘনমূল—যে সমান তিনটি রাশি পরস্পর গুণ করিলে একটি গুণফল পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটি (যেমন ২, ৮এর ঘনমূল), cube-root. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঘনরস—১। ঘন আঠা। কর্মধা। ২। জল। ঘনের (মেঘের) রস, ৬তৎ। ৩। কর্পূর। ঘন হইয়াছে রস যাহার বা যাহাতে, বহু। বি ; পু।

ঘনরাম—বঙ্গভাষার একজন উচ্চশ্রেণীর প্রাচীন কবি। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে গৌরীকান্ত চক্রবর্তীর ঔরসে তৎপত্নী সীতাদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালেই ইঁহার কবিত্বশক্তি প্রকাশ পায়। ইঁহার গুরু ইঁহার অদ্বিতীয় কবিত্বশক্তি দেখিয়া ইঁহাকে একখানি মহাকাব্য রচনা করিতে বলেন। গুরুর আদেশে ইনি "শ্রীধর্মমঙ্গল" নামক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। গুরু সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কবিরত্ন উপাধি প্রদান করেন। ইঁহার রচনার মধ্যে এক্ষণে কেবল শ্রীধর্মমঙ্গলই দেখিতে পাওয়া যায় ; ইঁহার ভাষা অতি সরল ও অনেকাংশে গ্রাম্যতাদোষবর্জিত। কবি স্বয়ং বলিয়াছেন, "শ্রীধর্মমঙ্গল রচনার আরম্ভকাল স্মরণ নাই, তবে ১৬৩৩ শকের অগ্রহায়ণ মাসে ইহা সমাপ্ত হইল।"

ঘনশ্যাম—১। মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ। কর্মধা। বিণ। ২। রামচন্দ্র। বি ; পু।

ঘনশ্রেণীবদ্ধ—১। মেঘসমূহে আবদ্ধ। ঘনের (মেঘের) শ্রেণী=ঘনশ্রেণী, ৬তৎ ; তাহাতে বদ্ধ, ৭তৎ। ২। অবিরল সারি সারি সাজান। ঘনা যে শ্রেণী সে ঘনশ্রেণী, কর্মধা ; তদ্দ্বারা বদ্ধ, ৩তৎ। বিণ।

ঘনসন্নিবিষ্ট—মধ্যে প্রায় ফাঁকশূন্য। সুপ্‌সুপা। বিণ।

ঘনসার—১। কর্পূর ; পারদ ; চন্দন। ঘন (নিবিড়) হইয়াছে সার যাহার, বহু। ২। জল। ঘনের (মেঘের) সার, ৬তৎ। বি ; পু।

ঘনস্বন—১। মেঘের শব্দ ; মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দ। ৬তৎ। বি ; পু। ২। মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দবিশিষ্ট বা স্বরযুক্ত। ঘনের (মেঘের) স্বনের (শব্দের) ন্যায় স্বন যাহার, বহু। বিণ।

ঘনাকর—১। বৃষ্টি। ঘন আকর (আশ্রয়স্থান) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। বর্ষাকাল, ঘনাগম। ঘন—আ—কৃ+অন্‌ কর্তৃ। ৩। আকাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

ঘনাগম—বর্ষাকাল ; জলদাগম। ঘনের (মেঘের) আগম (আগমন) হয় যে কালে, বহু। বি ; পু।

ঘনাঘন—১। বর্ষণকারী মেঘ ; অপকারী হস্তী ; মত্ত হস্তী ; ইন্দ্র ; পরস্পর সংঘর্ষণ। হন (বধ করা)+অন্ কর্তৃ—ঘন, তাহার দ্বিত্ব, নিপাতনে। বি ; পু। ২। নিষ্ঠুর ; নিরন্তর ; সতত ঘাতুক। বিণ।

ঘনাত্যয়, ঘনান্ত—শরৎকাল ; মেঘাপগম। ঘনের অত্যয় বা অন্ত হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

ঘনানো—ঘন হইয়া আসা, নিকটবর্তী হওয়া, কাছানো ; গাঢ় করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘনান্ধকার—১। মেঘহেতু অন্ধকার। মধ্যপ। ২। ঘোর অন্ধকার। ঘন যে অন্ধকার, কর্মধা। বি ; পু।

ঘনায়মান—যাহা ঘন হইতেছে এমন ; যাহা আসন্ন। ঘন+ক্যঙ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ঘনাশ্রয়—১। মেঘ। ঘনই আশ্রয়, কর্মধা। ২। আকাশ। ঘনের (মেঘের) আশ্রয় (আধার), ৬তৎ। বি ; পু।

ঘনিষ্ঠ—১। অতিশয় ঘন। ঘন+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। ২। অতি নিকট, আসন্ন ; বিশেষ আত্মীয় ; অন্তরঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

ঘনিষ্ঠতা—নিকট সম্বন্ধ ; সতত আনুগত্য। ঘনিষ্ঠ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ঘনীভূত—পূর্বে ঘন ছিল না এক্ষণে ঘন হইয়াছে এরূপ, সান্দ্রীভূত, নিবিড়ীভূত। ঘন শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=ঘনী) – ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ঘনোপল - করকা, শিল। ঘনের (মেঘের) উপল (প্রস্তর), ৬তৎ। বি ; পু।

ঘর—গৃহ, ভবন, আলয়, আবাস, নিবাস, দেশ ; সংসার ; পরিবার ; স্থান, বিষয় (টাকার ঘরে শূন্য) ; বংশ ; খোপ। <গৃহ। বি। **ঘর করা**—গৃহিণী হইয়া বাস করা। **ঘর খোঁজা**—বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের উপযোগী কুল অন্বেষণ করা। **ঘর বাঁধা** - কুটীর নির্মাণ করা। **ঘর ভাঙানো** —কুমন্ত্রণা দ্বারা গৃহবিচ্ছেদ করা। **ঘর মজানো**—বংশকে কলঙ্কিত করা। **ঘরে পরে**—গৃহে ও বাহিরে ; শত্রুমিত্রে।

ঘরকন্না, -করণা—গৃহস্থলী বা গৃহস্থালী ; সংসারাশ্রম, গৃহকর্ম। বাংপ্র। বি।

ঘরজামাই—যে জামাই শ্বশুরের আশ্রয়ে বাস করে। বাংপ্র। বি।

ঘরজোড়া - যদ্দারা গৃহ পূর্ণ বা শোভিত হয়। বাংপ্র। বিণ।

ঘরট্ট—পেষণযন্ত্র, জাঁতা। ঘৃ+অন্ কর্তৃ (=ঘর) - অট্ট (অতিক্রম)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

ঘরণী—গিন্নী, পত্নী, ভার্যা। <গৃহিণী। বি ; স্ত্রী।

ঘরপোড়া—যাহার ঘর পুড়িয়া গিয়াছে ('— গরু') ; লঙ্কাদহনকারী হনুমান। বাংপ্র। বিণ ও বি।

ঘরপোষা—গৃহপালিত। বাংপ্র। বিণ।

ঘরমু—ঘরের দিকে, গৃহাভিমুখে। প্রা কপ্র। বি। [বিণ।

ঘরমুখো—গৃহাভিমুখ, গৃহগামী। বাংপ্র।

ঘরসংসার—সংসারযাত্রা, বাড়ি ও তৎসহিত অন্যান্য বিষয়, গৃহস্থালী। বাংপ্র। বি।

ঘরসন্ধান— ঘরের কোথায় কি আছে তাহার তত্ত্ব ; ঘরের দোষগুণ প্রভৃতি জানা, গৃহের ছিদ্র বা দোষ সন্ধান। বাংপ্র। বি।

ঘরসন্ধানী—ঘরের কোথায় কি আছে তাহার তত্ত্বাভিজ্ঞ ; যে ঘরের দোষগুণ প্রভৃতি জানে, গৃহচ্ছিদ্রজ্ঞ। বাংপ্র। বিণ।

ঘরহি—ঘরে, গৃহে। প্রা কপ্র। বি।

ঘরা - ঘর, খোপ, অবকাশ, ছিদ্র ; আধার। বাংপ্র। বি।

ঘরাও—ঘরসম্বন্ধীয়, গৃহসংক্রান্ত ; পারিবারিক ; ঘরপোষা। বাংপ্র। বিণ।

ঘরানা—পারিবারিক ; বংশগত ; সদ্বংশজাত ; উচ্চবংশীয়। বাংপ্র। বিণ।

ঘরামি, ঘরামী—গৃহকারক, কুটীরনির্মাতা। বাংপ্র। বি।

ঘরোয়া - গৃহসংক্রান্ত, পারিবারিক ; স্বকীয় ; ঘনিষ্ঠ। বাংপ্র। বিণ।

ঘর্ঘর—১। ঘরঘর শব্দ ; পেচক ; নদ বিঃ ; পর্বত বিঃ ; স্বর বিঃ। যঙ্লুগন্ত ঘৃ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। ঘর্ঘরশব্দবিশিষ্ট। বিণ।

ঘর্ঘরা—১। ঘর্ঘরশব্দবিশিষ্টা। ঘর্ঘর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ; বীণা বিঃ ; নদী বিঃ, Gogra.* বি ; স্ত্রী।

* এই নদী তিব্বতে মানস সরোবরের নিকটবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া নেপালের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভারতে পড়িয়াছে। নেপালে ইহার নাম কৌরিয়ালা (Kauriala)। তরাই দেশে আসিয়া ইহা দুই ভাগে বিভক্ত হয়—একটির নাম কৌরিয়ালা, অপরটির নাম গিরিওয়া। ভরতপুরে আসিয়া নদী দুইটি মিলিত হয় ; কিয়দ্দূর নিম্নে আসিয়া সুহেলী নদীর সহিত মিলিত হয়। তাহার পর ৪৭ মাইল নিম্নে আসিয়া সরযুর সহিত মিলিত হয়। ইহার কিঞ্চিৎ নিম্নে আরও দুইটি নদীর সহিত যুক্ত হইয়া ঘর্ঘরা নাম ধারণ করে। বাণিজ্যের হিসাবে ঘর্ঘরা উত্তরপ্রদেশের একটি প্রধান নদী। নদীটির মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৬০০ মাইল।

ঘর্ঘরিকা, ঘর্ঘরী - ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ; নদী বিঃ, ঘর্ঘরা ; বীণা বিঃ। ঘর্ঘরী=ঘর্ঘর+ঈপ্। ঘর্ঘরিকা=ঘর্ঘরী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘর্ঘরিত—১। ঘর্ঘর শব্দযুক্ত, ঘর্ঘর বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দকারী। ঘর্ঘর+ইত যুক্তার্থে। বিণ। ২। ঘর্ঘর বা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ। বি ; ক্লী।

ঘর্ঘরী—'ঘর্ঘরিকা' দ্রঃ।

ঘর্ম—১। স্বেদ, ঘাম ; গ্রীষ্ম ; রৌদ্র। ঘৃ (সেক করা)+ম কর্তৃ। বি ; পু। ২। গ্রীষ্ম, উষ্ণ। বিণ।

ঘর্মকর - ঘর্মজনক (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ঘর্মকরী**।

ঘর্মচর্চিকা, ঘর্মবিচর্চিকা—ঘামাচি। ঘর্ম দ্বারা কৃত যে চর্চিকা বা বিচর্চিকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ঘর্মজনক—স্বেদকর, স্বেদোৎপাদক, যাহাতে ঘাম জন্মে এরূপ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ঘর্মজনিকা**।

ঘর্মদীধিতি, ঘর্মদ্যুতি, ঘর্মভানু—সূর্য। ঘর্ম (উষ্ণ) হইয়াছে দীধিতি, দ্যুতি, ভানু যাহার, বহু। বি ; পু।

ঘর্মাক্ত - স্বেদজলে সিক্ত, স্বেদার্দ্র। ঘর্ম দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ।

ঘর্মাক্তকলেবর—১। স্বেদজলে সিক্ত শরীর। ঘর্মাক্ত যে কলেবর, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। স্বেদার্দ্র দেহবিশিষ্ট। ঘর্মাক্ত হইয়াছে কলেবর যাহার, বহু। বিণ।

ঘর্মান্ত—প্রাবৃট্, বর্ষাকাল। ঘর্মের অন্ত হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

ঘর্ষকপদী—যে সকল প্রাণী নখ দিয়া মাটি আঁচড়ায়, rasorial. বি ; পু।

ঘর্ষণ—ঘষা ; মার্জন ; ঘষ্টানি, friction. ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ঘর্ষণী—হরিদ্রা। ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+অনট্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘর্ষবিদ্যুৎ - দুই পদার্থের ঘর্ষণ দ্বারা উৎপাদিত বিদ্যুৎ, frictional electricity. মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ঘর্ষিত—যাহা ঘর্ষণ করা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ঘৃষ্ (=ঘর্ষি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘলঘসা—তুলস্যাদি বর্গের বর্ষায়ু ছোট বন্য শাক বা ক্ষুপ বিঃ loucas. [ফুলের আকার দ্রোণের (ডোঙ্গার) মতন বলিয়া সংস্কৃত নাম দ্রোণপুষ্পী।] বাংপ্র। বি।

ঘষটানো, ঘষড়ানো—রগড়ানো ; আনাড়ী লোকের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করা (যথা—ঘষটে ঘষটে পাস করা)। বাংপ্র। ক্রি। বি, **-টানি, -ড়ানি**।

ঘষা—১। ঘর্ষণ করা, ঘর্ষণ দ্বারা ক্ষয় করা, রগড়ানো, মাজা, মার্জিত করা। ক্রি।

২। ক্ষয়প্রাপ্ত ('—পয়সা')। বিণ। ৩। ঘষিবার উপকরণ। বাংপ্র। বি।

ঘষাঘষি—পরস্পর ঘর্ষণ ; ঘনিষ্ঠভাবে মেশা। বাংপ্র। বি।

ঘষানো—কাহারও দ্বারা ঘষা কাজ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঘষামাজা· পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, চকচকে। বাংপ্র। বিণ।

ঘস ভক্ষণ, ভোজন। ঘস্ (ভোজন করা) +অল্ ভাব। বি ; পু।

ঘসি—১। অন্ন। ঘস্+ই কর্ম। ২। ভক্ষণ, ভোজন। ঘস্+ই ভাব। বি ; পু। ৩। ঘুঁটে। প্রাদে। বি।

ঘা—১। কাঞ্চী, মেখলা। ঘট+ড কর্তৃ+আপ্। ২। আঘাত, চোট। ঘট (বধ করা)+ড ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। ক্ষত ; ধাক্কা ; দুঃখ ; ক্ষতি। বাংপ্র। বি। **ঘা খাওয়া**—দুঃখ পাওয়া। **ঘা দেওয়া, ঘা মারা**—আঘাত করা ; দুঃখ দেওয়া ; ক্ষতিগ্রস্ত করা।

ঘাই· ভাসা মৎস্যের ডুবিয়া গভীর জলে প্রবেশ ; ধাপ্পা ; বাঁধের কাটা জায়গা। বাংপ্র। বি। **ঘাই বসানো**—ভীষণ মার দেওয়া ; খুব ঠকানো ; অত্যন্ত অপমানিত করা।

ঘাঁট—১। ঘাঁটা তরকারি, মিশ্রিত ব্যঞ্জন ; বহু দ্রব্যের বিশৃঙ্খল মিশ্রণ, জগা-খিচুড়ি। <ঘণ্ট। ২। ঘেঁটু ঠাকুর। প্রাদে। বি।

ঘাঁটা—১। আবর্তন করা, আলোড়িত করা, খুব বেশী রকম বা ঘনঘন নাড়া ; চালনা করা ; হাঁটকানো, নাড়াচাড়া করা। ক্রি। ২। পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত চর্মের কাঠিন্য, কড়া, কিণাঙ্ক। বাংপ্র। বি।

ঘাঁটাঘাঁটি—বারংবার হাত দিয়া নাড়াচাড়া ; আন্দোলন। বাংপ্র। বি।

ঘাঁটানো—নাড়ানো ; বিরক্ত বা উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘাঁটি—চৌকি, থানা, আড্ডা। বাংপ্র। বি।

ঘাঁত—বাগ ; কায়দা ; সুযোগ ; কৌশল ; আত্মসাৎকরণ ; মৃদঙ্গের বড় বোল। বাংপ্র। বি।

ঘাগরা, ঘাগরি—পশ্চিমা ও মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের কুঞ্চিত কটিবসন, skirt. হি। বি।

ঘাগী—ভুক্তভোগী ; বারংবার ঘা খাইয়া অভিজ্ঞ ; ফন্দিবাজ, চতুর, ধূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঘাঘর—ঝাঁঝবাদ্য। প্রা কপ্র। বি।

ঘা-ঘো—ক্ষতাদি ; আঘাতাদি, ঠোকাঠুকি। বাংপ্র। বি।

ঘাট—১। গ্রীবা, ঘাড়। ণিজন্ত ঘট (বধ করা)+অল্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। জলাবতরণিকা, তীর্থ, নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতিতে নামিবার স্থান ; গিরিসংকট। <ঘট্ট। ৩। অপরাধ, দোষ, ত্রুটি, কসুর ; খাঁজ ; ন্যূন, কম ; অশৌচান্ত বা অশৌচান্তীয় ক্ষৌরকর্ম ; এসরাজ, সেতার প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন সুর উৎপাদক স্থান। বাংপ্র। বি।

ঘাটগিরি, ঘাটপর্বত—ভারতের দক্ষিণাংশে সমুদ্রের উভয় কূলে যে সুবিস্তৃত ও সু-উচ্চ দুইটি পর্বতমালা প্রাচীররূপে অবস্থান করিতেছে। এই পূর্বদিকের পূর্বঘাট এবং পশ্চিমদিকের পশ্চিম-ঘাট কুমারিকা অন্তরীপে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ঘাট অর্থে পর্বতমধ্যস্থ স্বল্পপরিসর পথ বা জল হইতে উঠিবার সিঁড়ি। সমুদ্রকূল হইতে সমভূমিতে আসিতে গেলে, এই পর্বতমালা অতিক্রম করিতে হয়, সেই জন্যই "ঘাট" নামের সার্থকতা।

পূর্বঘাট - উড়িশা (ওড়িষ্যা) রাজ্যে বালেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা বিচ্ছিন্নভাবে তিন্নেবলী পর্যন্ত বিস্তৃত। বঙ্গোপসাগর হইতে এই ঘাটের ব্যবধান ৫০ হইতে ১৫০ মাইল। কেবল ভিজাগাপাটাম ও গাঞ্জাম জেলায় ঘাটটি একেবারে উপসাগরকূলের অত্যন্ত নিকট দিয়া গিয়াছে। পর্বতমালার উচ্চতা গড়ে ১৫০০ ফুট। গাঞ্জাম জেলার কোন কোন স্থানে পর্বতের উচ্চতা ৪০০০ হইতে ৫০০০ ফুট।

পশ্চিমঘাট—তাপ্তীনদীর উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া পালঘাট পর্যন্ত ৮০০ মাইল অবিচ্ছিন্নভাবে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই স্থানে ২৫ মাইল ব্যবধান রাখিয়া পুনর্বার পর্বতমালা ২০০ মাইল পর্যন্ত দক্ষিণে গিয়া ত্রিবাঙ্কুরে শেষ হইয়াছে। পর্বতমালার উচ্চতা গড়ে ৩০০০ ফুট। মহাবালেশ্বর নামক স্থানের উচ্চতা সর্বাপেক্ষা অধিক (৪৭০০ ফুট)। পশ্চিমঘাট এবং সমুদ্রের মধ্যে ব্যবধান সাতিশয় অল্প। এই ঘাটের পশ্চিমদিক্স্থ গাত্র অত্যন্ত ঢালু ; পূর্বদিক্স্থ গাত্র ততটা নয়। পশ্চিমঘাটের সংস্কৃত নাম সহ্যাদ্রি বা সহ্য পর্বত।

ঘাটতি—ন্যূনতা, অল্পতা, কমতা বা কমতি। বাংপ্র। বি।

ঘাটলি, ঘাটুলি—ঘাটোয়াল। বাংপ্র। বি।

ঘাটা—১। গ্রীবা, ঘাড়। ঘাট+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ঘাট, তীর্থ, অবতরণিকা ; হাট, গঞ্জ। বি। ৩। ঘাটতি হওয়া, কমা, কমিয়া যাওয়া ; ঘাট মানা, ত্রুটি স্বীকার করা, হার মানা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘাটাল—বন্ধুর, আবড়ো খাবড়ো ; নতাদির ঘাটের ন্যায় উচ্চ। বাংপ্র। বিণ।

ঘাটি—১। দোষ, ত্রুটি, অপরাধ ; চৌকি, পথের মুখ বা মোড়। ২। অভাব ; ঘাটতি, ন্যূনতা, কমতি। বি। ৩। ন্যূন হই, কম হই। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘাটিকা—গ্রীবা, ঘাড়। ঘাট+কণ্ স্বার্থে +আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘাটিলু, ঘাটিলুঁ—ঘাট বা হার মানিলাম, ত্রুটি স্বীকার করিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘাটু, ঘাটুকাল—ঘেঁটু গাছ বা ভাঁট গাছ। প্রা কপ্র। বি।

ঘাটোয়াল—ঘাটরক্ষক। বাংপ্র। বি।

ঘাটোয়ালি—ঘাটরক্ষকের কাজ, খেয়া পারাপার। বাংপ্র। বি।

ঘাড়—গ্রীবা, গর্দান, গলা, স্কন্ধ। বাংপ্র। বি। **ঘাড় ধরে করানো**—করিতে বাধ্য করা। **ঘাড় নাড়া**—হাঁ বা না সূচক ইঙ্গিত করা। **ঘাড়ে করা**—কাঁধে লওয়া ; ভার বা দায়িত্ব লওয়া।

ঘাড়ধাক্কা—গলাধাক্কা ; বহিষ্করণার্থ ঘাড়ে হাত দিয়া বলপ্রয়োগ। বাংপ্র। বি।

ঘাড়ানো—ঘাড়ে লওয়া, বহন করা ; দায়িত্ব গ্রহণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘাড়ে-গর্দানে—গজস্কন্ধ, স্কন্ধ হইতে মস্তক পৃথক্ বলিয়া বোধ হয় না এরূপ স্থূল। বাংপ্র। বিণ।

ঘাণ্টিক· ঘণ্টাবাদক ; স্তুতিপাঠক। ঘণ্টা+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ঘাণ্টিকী**।

ঘাত—১। অঙ্কগুণন ; কোন রাশি সেই রাশি দ্বারা ধারাবাহিকরূপে বারংবার গুণিত হইলে যে গুণফল লব্ধ হয়, power ; প্রহার ; বধ। হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। ফন্দি, কৌশল ; সুবিধা, সুযোগ। বাংপ্র। বি।

ঘাতক—হননকর্তা, বধকারক ; জল্লাদ। হন (বধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ঘাতিকা**।

ঘাতঘোত, ঘাঁতঘোঁত· খোঁজখবর, কৌশলাদির সন্ধান সুলুক, সুযোগ। বাংপ্র। বি।

ঘাতন—১। প্রহারসাধন অস্ত্র। ণিজন্ত হন (=ঘাতি)+অনট্ করণ। ২। প্রহার ; বধ ; অঙ্কগুণন। ণিজন্ত হন্ (=ঘাতি) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ঘাতপ্রতিঘাত—আঘাত প্রতিঘাত ; ক্রিয়া ও তাহার প্রতিক্রিয়া। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

ঘাতসহ—আঘাতসহনক্ষম, আঘাত পাইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে প্রসারিত হয় এরূপ গুণসম্পন্ন, malleable. ঘাত (আঘাত) সহে যে এই বাক্যে উপজৎ ;

ঘাত—সহ্ (সহ্য করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

ঘাতসহত্ব—যে গুণ থাকাতে কতকগুলি কঠিন জড়বস্তু আঘাত প্রাপ্ত হইলে না ভাঙ্গিয়া পার্শ্বের দিকে বিস্তৃত হয়, malleability. ঘাতসহ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ঘাতস্থান—সংহারস্থল, মশান ; বলিদানের স্থল ; শ্মশান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ঘাতাঙ্ক—কোন রাশির ঘাতচিহ্ন, exponent, index. [যেমন ৫৩ এখানে ৩ ঘাতাঙ্ক]। মধ্যপ। বি ; পু।

ঘাতাবেশ—যে প্রক্রিয়ায় কোন রাশিকে সেই রাশিদ্বারা ধারাবাহিকরূপে বারংবার গুণ করিলে অন্য একটি রাশি উৎপন্ন হয়, involution. ঘাতের আবেশ, ৬তৎ। বি ; পু।

ঘাতী (ঘাতিন্)—বধকারী। হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঘাতিনী**।

ঘাতুক—ক্রূর, হিংস্র ; নিষ্ঠুর ; নাশক ; জল্লাদ। হন্ (বধ করা)+উকঞ্ কর্তৃ। বিণ।

ঘাত্য—হননীয়, বধার্হ, বধ্য ; ঘাতসহ। হন্ (বধ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

ঘানি, ঘানি-গাছ—তৈলকারের তৈল-নিষ্কাশনযন্ত্র ; তাহার ন্যায় যে পাক মারে, কপটী, কুচক্রী। বাংপ্র। বি। **শক্ত ঘানি**—কঠিন কাজ। [বি।

ঘানি-ঘর—তৈলনিষ্কাশনশালা। বাংপ্র।

ঘাপটি, ঘুপটি—গোপনে গোপনে স্থিতি ('— মারা') ; অন্ধকার। বাংপ্র। বি।

ঘাবড়ানো—বিহ্বল বা বিভ্রান্ত হওয়া, ভেবাচেকা খাওয়া, থতমত খাওয়া, সন্ত্রস্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘাম—স্বেদবারি। <ঘর্ম। বি।

ঘামকিরণ—সূর্য। প্রা কপ্র। বি।

ঘামতেল—প্রতিমাকে চকচকে করিবার জন্য ব্যবহৃত তেল ; বার্নিস করার জন্য ব্যবহৃত তেল। বাংপ্র। বি।

ঘামা—ঘর্ম বা স্বেদনিঃসরণ করা, ঘর্মাক্ত-কলেবর হওয়া ; বায়ু হইতে জলকণা আকর্ষণ করিয়া আর্দ্র হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘামাচি—ঘর্ম জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ, prickly-heat. <ঘর্মচর্চিকা। বি।

ঘামানো—ঘর্মনিঃসরণ করানো, ঘর্মাক্ত করা ; খাটানো, চালনা করা ('মাথা —')। বাংপ্র। ক্রি।

ঘায়েল—জখম ; আহত ; জখম ; বিনষ্ট বাংপ্র। বিণ।

ঘাস—দূর্বাদি তৃণ। ঘস্ বা অদ্ (ভোজন করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

ঘাসী—ঘাসব্যবসায়ী ; ঘাসকর্তনকারী। বাংপ্র। বি।

ঘাসুড়িয়া, ঘাসুড়ে ঘাসকর্তনকারী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঘি—ঘৃত, আজ্য। <ঘৃত। বি।

ঘিওর, ঘিয়োর—ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘিঁচি, ঘিচি গ্রন্থিল, গিঁঠা ('— কড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

ঘিঞ্জি, গিঞ্জি সংকীর্ণ ; ঘেঁষাঘেঁষি, নিবিড় ; এঁদো। বাংপ্র। বিণ।

ঘিনঘিন—ঘৃণাপ্রকাশ ; ঘৃণার জন্য অস্বস্তি-বোধ ('গা — করা')। বাংপ্র। অ।

ঘিনঘিনে ঘৃণাকারী, যাহার কিছুই রুচিকর হয় না ; প্রসবের সামান্য চেষ্টাবিশিষ্ট ('— ব্যথা')। বাংপ্র। বিণ।

ঘিয়োর—'ঘিওর' দ্রঃ।

ঘিরা, ঘেরা—১। বেষ্টন করা, বেড়া দেওয়া। ক্রি। ২। বেষ্টিত। বিণ। ৩ বেষ্টিত স্থান। বাংপ্র। বি।

ঘিলু—মাথার ঘি ; মগজ, মস্তিষ্ক। বাংপ্র। বি।

ঘিস্কাপ ছুতার মিস্ত্রীর রেঁদাযন্ত্র, plane. বাংপ্র। বি।

ঘীর—ঘি, ঘৃত। প্রা কপ্র। বি।

ঘুংড়িকাশি শিশুদিগের উৎকাশ, hooping cough. বাংপ্র। বি।

ঘুংনিদানা, ঘুগুনিদানা, ঘুগনিদানা, ঘুঙ্গনিদানা লবণ-মসলাদি সংযোগে সিদ্ধ ছোলা বা মটর। বাংপ্র। বি।

ঘুঁজি—সংকীর্ণ অবকাশ, সরু গলি ; রন্ধ্র, ফাঁক ; ত্রুটি। বাংপ্র। বি।

ঘুঁটা, ঘোঁটা আলোড়ন করা, সঞ্চালন করা ; অন্বেষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘুঁটি ইষ্টকাদির ক্ষুদ্রখণ্ড ; পাশা প্রভৃতি খেলার বল বা গুটিকা। বাংপ্র। বি।

ঘুঁটিয়া, ঘুঁটে—ইন্ধনরূপে ব্যবহৃত শুষ্ক গোময়। বাংপ্র। বি।

ঘুঘু—বনকপোত [ইহা 'ঘু ঘু' শব্দ করে বলিয়া এই নাম] ; ফন্দিবাজ লোক। বাংপ্র। বি।

ঘুঙুর, ঘুঙ্গুর, ঘুমুর—ছোট ছোট ঘুন্টি-লাগান পাদাভরণ বিঃ—ইহা ঝুমঝুম করিয়া বাজে ; কিঙ্কিণী ; শিঞ্জিনী ; নূপুর। বাংপ্র। বি।

ঘুঙ্গনিদানা—'ঘুংনিদানা' দ্রঃ।

ঘুঙ্গুর—'ঘুঙুর' দ্রঃ।

ঘুচ—সরিয়া যাও। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘুচব—ঘুচিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘুচা—দূর হওয়া, অপনীত হওয়া, নষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘুচানো, ঘোচানো, ঘুচনো—দূর করা, অপনয়ন করা ; নাশ করা ; উচ্ছিষ্ট বা ময়লা সাফ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘুটঘুটে—মিশমিশে ; ঘনান্ধকার ; ঘোর ('— কাল')। বাংপ্র। বিণ।

ঘুটি, ঘুটী—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুট্ (প্রতিঘাত করা)+ই কর্তৃ বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘুটিং, ঘুটিঙ ক্ষুদ্র চূর্ণ প্রস্তরখণ্ড,—ইহা পুড়াইলে চুন হয়। বাংপ্র। বি।

ঘুটিকা—গুল্ফ, গোড়ালি। ঘুটা শব্দ+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঘুড়ি—আকাশে উড়াইবার কাগজের তৈয়ারী খেলনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘুড়ী ঘোটকী। বাংপ্র। বি।

ঘুণ ১। একপ্রকার কাষ্ঠকীট। ঘুণ্ (ভ্রমণ করা)+ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। অভিজ্ঞ, পাকা (অশিষ্টপ্রয়োগে)। বাংপ্র। বিণ।

ঘুণাক্ষর—ঘুণকৃত অক্ষর, ইঙ্গিতমাত্র [ঘুণ কাঠ কাটিতে থাকে, দৈবাৎ কোন কোন কাটা অক্ষরের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট হইয়া পড়ে ; সেই অক্ষরাকৃতি কাটা ঘুণাক্ষর নামে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। ঘুণ, অক্ষর কাহাকে বলে জানে না- অক্ষর কাটিবার জন্য যত্ন চেষ্টাও করে না, তথাপি সময়ে সময়ে স্থান বিশেষে হঠাৎ অক্ষরের ন্যায় হইয়া উঠে ; সেইরূপ, যাহা করিব বলিয়া মনস্থ করা না যায়, তাহা যদি দৈবাৎ কোনরূপে ঘটিয়া উঠে, তবে তাহা ঘুণাক্ষর বলিয়া কথিত হয়] ; সুরতি খেলা ; অদ্ভুত ব্যাপার। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ঘুণাক্ষরে—অতি সামান্যরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। [বি।

'—ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা ; গোল বোতাম। বাংপ্র।

ঘুনসি—সূত্রময় কটিবেষ্টনী, কোমরের সুতা। বাংপ্র। বি।

ঘুনি—সরু বাঁশের শলা দিয়া তৈয়ারী মাছ ধরিবার খাঁচা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘুপসি—১। জড়সড় হইয়া লুক্কায়িত-ভাবে অবস্থিতি ; অন্ধকারময় বায়ুহীন সংকীর্ণ স্থান। বি। ২। ছোট খোপের মত ; তিমিরাচ্ছন্ন। বাংপ্র। বিণ।

ঘুম—নিদ্রা। বাংপ্র। বি। **ঘুম পাড়ানো** —নিদ্রায় প্রবৃত্ত করা।

ঘুমকাতুরে—ঘুম না হইলে যাহার খুব কষ্ট হয় এমন ; যে খুব ঘুমাইতে চায় এমন। বাংপ্র। বিণ।

ঘুমনো, ঘুমানো ১। নিদ্রাগমন, নিদ্রা। বি। ২। নিদ্রা যাওয়া, নিদ্রিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘুমন্ত—ঘুমাইতেছে এরূপ, নিদ্রিত, নিদ্রাগত। বাংপ্র। বিণ।

ঘুমানো—'ঘুমনো' দ্র'।
ঘুমুর 'ঘুঙুর' দ্রঃ।
ঘুর, ঘুরণ—ভ্রমি, আবর্তন, পাক ; গা মাথা ঘোরা। বাংপ্র। বি।
ঘুরকি—পেঁচ, ঘোর, ফন্দি, কূটকৌশল, ধাপ্পা। বাংপ্র। বি।
ঘুরঘুট—ঘন অন্ধকার। বাংপ্র। বি। বিণ—**ঘুরঘুটে**।
ঘুরঘুর—চঞ্চলভাবে ভ্রমণ ; ঘুর্ঘুর (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।
ঘুরঘুরিয়া, -ঘুরে একপ্রকার পতঙ্গ। বাংপ্র। বি।
ঘুর-পথ—যে পথে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হয়। বাংপ্র। বি।
ঘুরপাক—চক্রবৎ পরিভ্রমণ। বাংপ্র। বি।
ঘুরা—আবর্তিত হওয়া, চক্রাকারে চলিতে থাকা, ভ্রমণ করা, মুখ ফিরানো, অন্যদিকে চলা ; প্রত্যাগত বা প্রতিনিবৃত্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
ঘুরানো—ঘুরা ক্রিয়া করানো ; পাক দেওয়া ; বেড়াইয়া আসা ; ফিরানো ('লোককে অনর্থক —')। বাংপ্র। ক্রি।
ঘুরুনি মস্তকঘূর্ণন রোগ ; জলাবর্ত, পাক-জল ; বাতাবর্ত, ঘূর্ণিবাতাস ; ঘুরাইবার যন্ত্র। বি।
ঘুর্ঘুর—শব্দ বিঃ ; ঘুরঘুরিয়া পোকা। ঘুর (অনুকরণ শব্দ)+ঘুর্ (শব্দ করা)+ক কর্তৃ। বি ; পু।
ঘুলানো—মিশ্রিত করা, আবিল করা ; গুলাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
ঘুষ—উৎকোচ, অবৈধ পারিতোষিক, অনুচিত লাভ। বাংপ্র। বি। [বি।
ঘুষকী গুপ্ত বেশ্যা ; গৃহস্থ কুলটা। বাংপ্র।
ঘুষখোর—যে ঘুষ খায়, উৎকোচগ্রাহী, উৎকোচপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ।
ঘুষঘুষে—চাপা, অস্পষ্ট ; অল্প অথচ প্রত্যহ ঘটিত ('— জ্বর')। বাংপ্র। বিণ।
ঘুষা—১। মুষ্টি, কিল। বি। ২। ঘোষণা করা, রটনা করা ; আবৃত্তি করা, অভ্যাসের জন্য পুনঃপুনঃ আবৃত্তি করা। বাংপ্র। ক্রি।
ঘুষাঘুষি, ঘুষোঘুষি—মুষ্টামুষ্টি, পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, মুষ্টিযুদ্ধ, কিলাকিলি। বাংপ্র। বি।
ঘুষানো—আবৃত্তি করানো ; ঘোষণা করানো ; মুষ্টিপ্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি।
ঘুষি—মুষ্টি, কিল। বাংপ্র। বি। **ঘুষি লড়া** মুষ্টিযুদ্ধ করা।
ঘুষিত, ঘুষ্ট—১। শব্দিত, ধ্বনিত। ঘুষ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। প্রচার, ঘোষণা। ঘুষ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।
ঘুৎকার—ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ ; পেচকের রব। বাংপ্র। বি।

ঘুর্র ঘুরপাক, ঘোর। বাংপ্র। বি।
ঘূরন্ত—ঘুরিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।
ঘূর্ণ—ভ্রমি, ঘূর্ণিপাক, ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+অল্ ভাব। বি ; পু।
ঘূর্ণন ঘুরন, ভ্রমণ, ঘোরা। ঘূর্ণ (ঘোরা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
ঘূর্ণাবর্ত ঘূর্ণিজল, ভ্রমি। কর্মধা। বি ; পু।
ঘূর্ণায়মান—মণ্ডলাকার পথে ভ্রমণ করিতেছে এরূপ, ঘুরিতেছে এরূপ। ঘূর্ণ শব্দ+কাঙ্ (=ঘূর্ণায় নামধাতু)+শান কর্তৃ। বিণ।
ঘূর্ণি—ঘুরন ; ঘোরা ; ঘূর্ণাবর্ত। ঘূর্ণ্ (ঘোরা)+ই ভাব। বি ; স্ত্রী।
ঘূর্ণিকা—শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সখী। বি ; স্ত্রী।
ঘূর্ণিজল—পাকজল, জলাবর্ত। ঘূর্ণিযুক্ত যে জল, মধ্যপ। বি ; ক্লী।
ঘূর্ণিঝড়—জলের পাক, জলাবর্ত, whirlpool. মধ্যপ। বি ; ক্লী।
ঘূর্ণিত—ভ্রমিত, যাহা ঘোরানো হইয়াছে এরূপ। ঘূর্ণ (ঘোরানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।
ঘূর্ণিত-নয়নে, -লোচনে—চক্ষু ঘুরাইয়া, চোখ পাকাইয়া, ক্রুদ্ধনেত্রে। ঘূর্ণিত হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
ঘূর্ণিবায়ু—প্রচণ্ড ঝটিকাবর্ত। ঘূর্ণিযুক্ত বায়ু, মধ্যপ। বি ; পু।
ঘূর্ণী (ঘূর্ণিন্) ঘূর্ণিযুক্ত, পাকবিশিষ্ট ; আবর্তনশীল, ঘূর্ণ্যমান। ঘূর্ণ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু।
ঘূর্ণ্যমান—ভ্রাম্যমাণ, যাহা ঘুরানো হইতেছে এরূপ। ঘূর্ণ (ঘোরান)+শান কর্ম। বিণ।
ঘৃণা—দয়া, করুণা (ক্বমাঘেন্না) ; জুগুপ্সা ; অশ্রদ্ধা ; অতিশয় বিতৃষ্ণা ; অপমানজ্ঞান ; লজ্জাবোধ। ঘৃ (সেচন করা)+নক্ কর্তৃ, অথবা ঘৃণ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।
ঘৃণাকর, ঘৃণাজনক—অশ্রদ্ধা-উৎপাদক, ধিক্কারজনক। উপতৎ ; ঘৃণা—কৃ+টক্ কর্তৃ। বিণ।
ঘৃণার্হ—ঘৃণার যোগ্য ; দয়ার যোগ্য। ঘৃণার অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ।
ঘৃণাস্পদ—ঘৃণাভাজন। ঘৃণার আস্পদ, ৬তৎ। বিণ বা বি।
ঘৃণিত—জুগুপ্সিত ; অবজ্ঞাত ; জঘন্য ; কুৎসিত ; দয়ার্হ। ঘৃণ্+ক্ত কর্ম, অথবা ঘৃণা+ইত। বিণ।
ঘৃণী (ঘৃণিন্)—দয়াবান্ ; জুগুপ্সাকারী ; ঘৃণাকারী। ঘৃণা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঘৃণিনী**।

ঘৃণ্য—ঘৃণার যোগ্য। ঘৃণ+য্যণ্ কর্ম। বিণ।
ঘৃত হবিঃ, ঘি, আজ্য, জল ; সপ্তসমুদ্রের মধ্যে সমুদ্র বিঃ ['সপ্তসমুদ্র' দ্রঃ]। ঘৃ (সেচন করা)+ক্ত কর্ম।
ঘৃতকুমারী—স্বনামখ্যাতা গুল্ম বা ওষধি বিঃ। বি ; স্ত্রী।
ঘৃতকেশ—অগ্নি। ঘৃতই কেশ যাহার, বহু। বি ; পু।
ঘৃতকৌশিক—গোত্রপ্রবর্তক মুনি বিঃ। বি ; পু।
ঘৃতপ—১। ঘৃতপানকারী। ঘৃত শব্দ—পা (পান করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। আজ্যপ নামক পিতৃগণ। বি ; পু।
ঘৃতপুর—খাদ্যদ্রব্য বিঃ, ঘিওর। ঘৃত—পুর্ (পূরণ করা)+ক কর্তৃ। বি ; পু।
ঘৃতবতী—১। ঘৃতবিশিষ্টা, ঘৃতাক্তা। ঘৃত+বতু যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মেদিনী, পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।
ঘৃতভোজী (-ভোজিন্)—ঘৃতভোজনকারী। ঘৃত ভোজন করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; ঘৃত—ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঘৃতভোজিনী**।
ঘৃতাক্ত—ঘৃতদ্বারা লেপিত, ঘি-মাখা। ঘৃতদ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ।
ঘৃতাচী—একজন অপ্সরা। ইঁহার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের শত কন্যার জন্ম হয়। চ্যবনতনয় প্রমতি ইঁহার গর্ভে রুরু নামক পুত্র উৎপাদন করেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, ইঁহাকে দেখিয়া ব্যাসদেবের মনে কামভাবের উদয় হওয়ায় তাঁহার রেতঃ স্খলিত হইয়া অরণীমধ্যে পতিত হয়, এবং তাহাতেই শুকদেবের জন্ম হয়। বি ; স্ত্রী।
ঘৃতান্ন—১। ঘৃতমিশ্রিত অন্ন, ঘি-ভাত। মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। অগ্নি। ঘৃত হইয়াছে অন্ন যাহার, বহু। বি ; পু।
ঘৃতার্চিঃ (ঘৃতার্চিস্)—অগ্নি। ঘৃত হইয়াছে অর্চিঃ যাহার, বহু। বি ; পু।
ঘৃতাহুতি—অগ্নিতে মন্ত্রপূত ঘৃতপ্রদান। ঘৃত দ্বারা আহুতি, ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।
ঘৃতোদ—ঘৃতসমুদ্র। ঘৃত হইয়াছে উদ (জল) যাহার, বহু। বি ; পু।
ঘৃষ্ট—মর্দিত, যাহা ঘষা হইয়াছে এরূপ ; মার্জিত। ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
ঘৃষ্টতাড়িত—ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তি। কর্মধা। বি ; ক্লী।
ঘৃষ্টি—ঘর্ষণ ; স্পর্ধা। ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।
ঘেউ, ঘেউঘেউ—কুকুরের ডাক। বাংপ্র। বি।

ঘেঁচড়া—পুনঃপুনঃ আঘাতপ্রাপ্তিতে গাত্রের অসাড় স্থান; দগড়া, ঘট্টানির স্থান; জামড়ো, শক্ত, কঠিন; অবশ, অবাধ্য, ঠেঁটা। বাংপ্র। বি ও বিণ।

ঘেঁচু—ক্ষুদ্রাবয়ব কচু; কিছুই নয় (অশিষ্ট প্রয়োগে)। বাংপ্র। বি।

ঘেঁটা—পিণ্ডাকার শুষ্ক গোময়; শরীরের কড়া, জামড়ো। বাংপ্র। বি।

ঘেঁটু—ঘণ্টাকর্ণ ঠাকুর, চর্মরোগের দেবতা; ঐ ঠাকুরের পূজার পুষ্প বিঃ ও তাহার গাছ, ভাঁট। বাংপ্র। বি।

ঘেঁষ—ঈষৎ ঘর্ষণ, ধাক্কা, টক্কর; ঘর্ষণধ্বনি; ঐক্য; সামীপ্য; আসন্নতা; স্পর্শ, ছোঁয়া, ধরা; সংস্রব; প্রশ্রয়, ঘনিষ্ঠতা; সুরকির পরিবর্তে ব্যবহৃত পাথুরে কয়লার ছাই। বাংপ্র। বি।

ঘেঁষড়া—ঘর্ষণ, ঘেঁষ। বাংপ্র। বি।

ঘেঁষড়ানো—ঘেঁষিয়া বা ঘর্ষণ করিয়া যাওয়া বা লইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘেঁষা—ঈষৎ ঘৃষ্ট হওয়া, সামান্য ঘর্ষণ করা; নিকটবর্তী হওয়া, কাছে যাওয়া, কাছানো; যাওয়া বা আসা; সংস্রবে থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘেঁষাঘেঁষি—পরস্পরের গাত্রে সংস্পর্শ, গায়ে গায়ে লাগা, ঘন, ঠাস ('— বুনানি'); গাদাগাদি, ঠেসাঠেসি; খুব কাছাকাছি বা গাত্রস্পর্শ করিয়া অবস্থান। বাংপ্র। অ বা বি।

ঘেজ্ঞা—জোর তাগাদা; লেঠা, দায়, ঝঞ্ঝাট, বালাই। বাংপ্র। বি।

ঘেটেল—ঘাটরক্ষক, প্রবেশ ও নির্গম পথের প্রহরী; নদীর পারঘাটে যে লোক পারাপার করে। বাংপ্র। বি।

ঘেটেলি—ঘাটিয়ালের বৃত্তি। বাংপ্র। বি।

ঘেটো—নদী পুষ্করিণীর ঘাটসম্বন্ধীয়; এক ঘাটে স্নান করিয়া যাহাদের অশৌচান্ত হয় এমন ('— কুটুম'); যাহা ঘাটে আসিয়া চরে এমন ('— মাছ')। বাংপ্র। বিণ।

ঘেন্না—নিন্দা; অভক্তি; দয়া ('ক্ষমাঘেন্না')। <ঘৃণা। বি।

ঘের—বেষ্টন বা বেষ্টনী, বৃতি, বেড়া; বেড়, পরিধি; বেষ্টিত স্থল। বাংপ্র। বি।

ঘেরা—১। বেষ্টন, বেড়া; আচ্ছাদন। বি। ২। ঘিরিয়া দেওয়া; আচ্ছন্ন করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘেরাও—১। বেষ্টন বা বেষ্টনী। বি। ২। বেষ্টিত, অবরুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

ঘেরাটোপ—সম্যক্ আচ্ছাদন, চারিদিক্ বেড়িয়া ঢাকন বা ঢাকা। বাংপ্র। বি।

ঘেসেড়া—ঘাসুড়িয়া, যে ঘোড়ার ঘাস কাটে। বাংপ্র। বি।

ঘেসো—১। ঘাসময়, ঘাসে ঢাকা; ঘাসের গন্ধযুক্ত। বিণ। ২। পশুদিগের অন্নের ঘাসের স্থলী, ঘাসি। বাংপ্র। বি।

ঘোঁজ—ঘুঁজি; জমির বাঁক; কোণ। বাংপ্র। বি।

ঘোঁট—সামাজিক ব্যাপার ইত্যাদির দশ জনের মিলিত আলোচনা; তরলদ্রব্য আলোড়ন। বাংপ্র। বি।

ঘোঁটনা—আলোড়ন-দণ্ড, আবর্তন-দণ্ড, ঘুঁটিবার কাঠি। বাংপ্র। বি।

ঘোঁটা—১। আলোড়ন করা; তরল দ্রব্যের সহিত মিশান; মাড়া ('সিদ্ধি —')। ২। আলোড়িত, আন্দোলিত। বিণ। ৩। শরীরের কড়া, জামড়ো। বাংপ্র। বি।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ—শূকরের ডাকের মত শব্দ; ঘূৎকার। বাংপ্র। বি।

ঘোগ—এক রকম ছোট বাঘ, বৃক; তরক্ষু, নেকড়ে; কুকুরজাতীয় বন্য জন্তু; (উপকথায়) বাঘের শত্রু। বাংপ্র। বি।

ঘোট—ঘোটক, অশ্ব। ঘুট্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

ঘোটক—অশ্ব, ঘোড়া। ঘুট্+ণক কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**ঘোটকী**।

ঘোটকারূঢ়—অশ্বারূঢ়, ঘোড়সওয়ার। ঘোটককে আরূঢ় ইতি ২তৎ, বা ঘোটকে আরূঢ় ইতি ৭তৎ। বিণ।

ঘোড়, ঘোড়া—ঘোটক। বাংপ্র। বি।

ঘোড়গাড়ি—ঘোড়ার গাড়ি। বাংপ্র। বি

ঘোড়তোলা—উঁচু গোড়ালিওয়ালা। ('— জুতা')। বাংপ্র। বিণ।

ঘোড়দৌড়—জুয়াখেলার জন্য ঘোড়ার দৌড়ের প্রতিযোগিতা। বাংপ্র। বি।

ঘোড়সওয়ার—অশ্বারোহী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঘোড়া—ঘোটক, অশ্ব। বাংপ্র। বি। স্ত্রী—**ঘোড়ী, ঘুড়ী**। **ঘোড়ার ডিম**—অলীক বস্তু, কিছুই নয়।

ঘোড়া-রোগ—অবস্থায় না কুলাইলেও ঘোড়া রাখিবার বাতিক; [তাহা হইতে] অবস্থার অতিরিক্ত বাবুগিরি করিবার প্রবৃত্তি; উপদংশ। বাংপ্র। বি।

ঘোড়াশাল—আস্তাবল, ঘোড়ার ঘর। বাংপ্র। বি।

ঘোণা—নাসিকা; অশ্ব-নাসিকা। ঘুণ্ (ভ্রমণ করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঘোমটা—স্ত্রীলোকের পরিহিত বস্ত্রের কিয়দংশ দ্বারা মুখাবরণ, অবগুণ্ঠন। বাংপ্র। বি।

ঘোর—১। দারুণ, ভয়ংকর; সংকটময়; অন্ধকারময়। বিণ। ২। শিব; জনৈক ঋষি। ঘুর্ (ভীষণ হওয়া) অথবা হন্ (বধ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। বিষ। বি; ক্লী। ৪। ঘুর্, ঘূর্ণন, পাক, ভ্রমি; অর্ধসংজ্ঞাহীনতা, অজ্ঞানপ্রায় অবস্থা; উন্মাদাবস্থা, নেশা; অন্ধকার ('আকাশের —'); জড়তা ('ঘুমের —')। বি। ৫। গাঢ়; গভীর; অতিশয়, অত্যন্ত; কুটিল, বক্র, ঘুরাফেরা। বাংপ্র। বিণ। [বা অ।

ঘোর-ঘোর—অল্প অন্ধকার। বাংপ্র। বি।

ঘোরতর—ভীষণতর, অত্যন্ত ভীষণ। ঘোর শব্দ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ।

ঘোরদংষ্ট্রা—১। ভয়ানক দন্ত। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। ভয়ানক দন্তবিশিষ্টা। ঘোরা দংষ্ট্রা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরদর্শন—যাহাকে দেখিলে ভয় হয় এরূপ, বিকটাকার। ঘোর হইয়াছে দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

ঘোররূপা—ভীষণাকারা। ঘোর হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

ঘোরা—১। দারুণা; ভয়ংকরী। ঘোর +আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভয়ানক রাত্রি। বি; স্ত্রী। ৩। ঘুরিয়া বেড়ানো; ঘূর্ণিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঘোরাল, -লো—গাঢ়, গাঢ়তর; ঘনঘটাচ্ছন্ন, মেঘাল, অন্ধকারময়; আরক্ত, ক্রোধান্বিত। বাংপ্র। বিণ।

ঘোরি—গুলিয়া, মিলাইয়া, মিশ্রিত করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঘোল—মথিত দধি, তক্র। ঘুর্ (ভীষণ করা) +অল্ কর্ম। বি; পু বা ক্লী। **ঘোল খাওয়া** নানা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া ব্যতিব্যস্ত হওয়া। **ঘোল মওয়া**—ঘোল মন্থন করা, মাখন তোলা।

ঘোলমউনি—ঘোল মন্থন করিবার দণ্ড; ক্ষুদ্র গুল্ম বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘোলা—আবিল, পঙ্কিল, কাদাটে; অস্পষ্ট, ঝাপসা। বাংপ্র। বিণ।

ঘোলাটিয়া, ঘোলাটে—ঈষৎ ঘোলা। বাংপ্র। বিণ।

ঘোলানো—নাড়িয়া ঘোলা করা, চঞ্চল বা বিশৃঙ্খল করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঘোলামোলা—বিশৃঙ্খল, এলোমেলো, জড়াপটি; দুর্বোধ্য। বাংপ্র। বিণ।

ঘোষ—১। জাতিগত উপাধি বিঃ। ঘুষ্+অল্ করণ। ২। আভীরপল্লী, গোয়ালাপাড়া। ঘুষ্+অল্ অধি। ৩। ধ্বনি, শব্দ; কাংস্য, কাঁসা। ঘুষ্+অল্ কর্ম। ৪। গোপাল, গোয়ালা। ঘুষ্ +অন্ কর্তৃ। বি; পু।

ঘোষক—ঘোষণাকারক, প্রচারক। ঘোষি +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ঘোষিকা**।

ঘোষণ—উচ্চৈঃকথন, উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন। ঘুষ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ঘোষণা—উচ্চৈঃকথন; উচ্চৈঃস্বরে প্রখ্যাপন; সাধারণ্যে প্রচার, proclamation. ঘুষ+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঘোষণাপত্র—প্রখ্যাপন-লিপি, ইস্তাহার। ঘোষণা-সংবলিত যে পত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ঘোষপত্র—সরকারী সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র, gazette. ৬তৎ। বি; ক্লী।

ঘোষযাত্রা—আভীরপল্লীতে গমন [পূর্বে রাজারা আপনাদের অধিকারস্থ ঘোষ-পল্লীতে গমন করিয়া গোসমূহের তত্ত্বা-বধান করিতেন। এইরূপ ঘোষযাত্রার ছলে দুর্যোধনাদি পাণ্ডবগণকে নির্যাতন করেন]। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

ঘোষবতী—১। শব্দশালিনী ইত্যাদি। ঘোষবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মহারাজ উদয়নের বীণা। বি; স্ত্রী।

ঘোষবান্ (-বৎ)—শব্দশালী, শব্দায়মান; গম্ভীরধ্বনিযুক্ত, গম্ভীরনাদী। ঘোষ+বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু।

ঘোষা—১। জনৈক নারী [ইনি স্বীয় পিত্রা-লয়ে একবার বৃদ্ধাত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে যৌবন ও পতি লাভ করেন]। বি; স্ত্রী। ২। ঘুষা (তাহা দ্রঃ)।

ঘোষানো—আবৃত্তি করানো ('নামতা—'); ঘোষিত করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঘোষাল—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণদিগের পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঘোষিত—প্রচারিত, বিজ্ঞাপিত। ঘুষ্ (ঘোষণা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘ্যানঘ্যান—নাকী সুরে কান্না বা অনুনয়। বাংপ্র। বি। বিণ—**ঘ্যানঘেনে**।

ঘ্যানর-ঘ্যানর—বিরক্তিকর একঘেয়ে কথা; চরকা প্রভৃতির শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঘ্রাণ—১। গন্ধগ্রহণ; গন্ধ। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া) +অনট্ ভাব। ২। নাসিকা, নাক। ঘ্রা+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ঘ্রাণজ—ঘ্রাণেন্দ্রিয়োৎপন্ন, নাসিকাজাত। ঘ্রাণ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ঘ্রাণতর্পণ—সুরভি, সুগন্ধি। ৬তৎ। বিণ।

ঘ্রাণশক্তি—গন্ধগ্রহণক্ষমতা। ঘ্রাণের শক্তি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ লওয়া যায়, নাসিকা। ঘ্রাণসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ঘ্রাত—যাহার ঘ্রাণ লওয়া হইয়াছে এরূপ, যাহা শুঁকা হইয়াছে। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া) +ক্ত কর্ম। বিণ।

ঘ্রাতব্য—ঘ্রাণের যোগ্য, ঘ্রাণার্হ। ঘ্রা+তব্য কর্ম। বিণ।

ঘ্রাতা (ঘ্রাতৃ)—ঘ্রাণকারী, গন্ধগ্রাহক। ঘ্রা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ঘ্রাত্রী**।

ঘ্রেয়—ঘ্রাণার্হ, যাহাকে আঘ্রাণ করা যায়। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া)+য কর্ম। বিণ।

ঙ

ঙ—১। পঞ্চম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ; ইহাকে অনুনাসিক বর্ণও বলা যায়। ২। বিষয়; ভৈরব। ঙু (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। ৩। বিষয়লালসা। ঙু+ড ভাব। বি; পু। তন্ত্রশাস্ত্রে ঙ-কারের নিম্ন-লিখিত নামসকল দৃষ্ট হয়; যথা—শঙ্খী, ভৈরব, চণ্ড, বিন্দুত্তংস, শিশুপ্রিয়, একরুদ্র, দক্ষনখ, খর্পর, বিষয়স্পৃহা, কান্তি, শ্বেতাহ্বয়, ধীর, দ্বিজাত্মা, জ্বলিনী, বিয়ৎ, মন্ত্রশক্তি, মদন, বিঘ্নেশী, আত্মনায়ক, একনেত্র, মহানন্দ, দুর্ধর, চন্দ্রমা, যতি, শিবঘোষা, নীলকণ্ঠ, কামেশী, ময়, অংশুক।

চ—১। ষষ্ঠ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। সমুচ্চয়; আরও, এবং; অবধারণ; পাদপূরণ; ইতরেতর যোগ; সমাহার; পক্ষান্তর। চি (একত্র করা)+ড কর্তৃ। অ। ৩। চৌর; চন্দ্র; চণ্ডেশ্বর; কূর্ম। চর্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ৪। চলিয়া যা, হাঁটিয়া চল। বাংপ্র। ক্রি।

চই, চৈ—১। একপ্রকার খুব ঝাল মূল, গজপিপ্পলী; পিপুলজাতীয় লতা বিঃ; < চবি। ২। হংসাদিকে আহ্বান করিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

চউহাবী—সতক। প্রা কপ্র। বিণ।

চওড়া—১। বিস্তারবিশিষ্ট, বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ, প্রশস্ত, ফলাও, ওসারাল। বিণ। ২। ওসার, প্রস্থ। বাংপ্র। বি।

চক—১। খল; সাধু। চক্ (প্রতিঘাত করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে গৃহ ('চক-মিলান বাড়ি'); চতুষ্কোণ ভূমি; চত্বর; চতুঃশালার মধ্যস্থান; বাজার; ভূমির বিভাগ; জমিদারির অন্তর্গত কতিপয় মৌজার সমষ্টি। বাংপ্র। বি। ৩। কুলখড়ি, খটী। < ইং 'chalk'. বি।

চকচক—১। ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি। বি। ২। কুকুর বিড়ালাদির চাটিয়া খাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। অ। **চকচক করা**—দীপ্তি পাওয়া।

চকচকানি—প্রখর দীপ্তি; অতিশয় । বাংপ্র। বি। ক্রি—**চক-চকানো**।

চকচকে, চুকচুকে—উজ্জ্বল, দীপ্তিমান্। বাংপ্র। বিণ।

চকবন্দি—জমির সীমানির্ধারণ; জমির ভাগ, লাট। বাংপ্র। বি।

চকবন্দী—চতুঃশাল, চতুর্দিকে গৃহবেষ্টিত, চকমিলানো। বাংপ্র। বিণ।

চকমক—চমক, চকচক, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, আলোকচ্ছটা, ঝকমক। বাংপ্র। অ। বিণ—**চকমকে**।

চকমকানো—চকমক করা, চমক দেওয়া, বিভা বিকাশ করা; চমকিয়া উঠা; চমকিত বা চকিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চকমকি—দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, চমক; অনল-প্রস্তর ও ইস্পাতখণ্ড যাহাদের সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়; আগুন জ্বালিবার পাথর, flint. বাংপ্র। বি।

চকমিলানো—চকবন্দী (তাহা দ্রঃ)।

চকসা—ফরসা, মেঘ বা কুয়াশা কাটিয়া গিয়া আলোক প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

চকা—চক্রবাক। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**চকী**।

চকাচকি—চক্রবাকমিথুন; হংসজাতীয় পক্ষিবিশেষ। বাংপ্র। বি।

চকাসিত—শোভিত, দীপ্ত, উজ্জ্বল; প্রকাশিত। চকাস+ক্ত কর্ম। বিণ।

চকিত—১। ভীত, ত্রস্ত; চমকিত; কম্পিত; তৃপ্ত। চক্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ভয়। চক্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। ক্ষণমাত্র। বাংপ্র। বি।

চকিতা—১। ভীতা; চমকিতা; কম্পিতা; তৃপ্তা। চকিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ষোড়শাক্ষর ছন্দোবিশেষ। বি; স্ত্রী।

চকিতে—নিমেষমাত্রে, দেখিতে দেখিতে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

চকেবা—চক্রবাক, চকা পাখি। প্রা কপ্র। বি।

চকোর—স্বনামখ্যাত তিতিরজাতীয় প্রসিদ্ধ পক্ষী,—ইহারা জ্যোৎস্না পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, এইরূপ কবিসময়প্রসিদ্ধি আছে ('কবিসময়প্রসিদ্ধি' দ্রঃ)। চক্ (তৃপ্ত হওয়া)+ওরন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**চকোরী**।

চক্কর—চক্রভ্রমণ; আবর্ত; চক্রাকার স্থান বা পথ, ভ্রমণ, round; সাপের ফণা বা তদুপরি চক্রাকার চিহ্ন। <চক্র। বি।

চক্র—১। হস্তস্থিত রেখা বিঃ; সমূহ; মণ্ডল ('রাশি—'); চাকা; সৈন্য; ব্যূহ বিঃ; দ্বাদশবিধ বা বৃহৎ রাজ্য (চক্রবর্তী শব্দে); গ্রামসমূহ, চাকলা; কুলাল-যন্ত্র বিঃ, কুমারের চাক; চক্রা-

কৃতি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ; জলাবর্ত্ত ; ললাটস্থ রেখা বিঃ ; (ফলিত জ্যোতিষে) শতাকী-চক্র ইত্যাদি চিত্র ; ঘানি ; ইন্দ্রজাল ; দল বিঃ ; কাব্যবন্ধ বিঃ ; রাজ্য, দেশ, প্রদেশ ; সর্ব্বতোভদ্রাদি মণ্ডল ; দেহস্থ ষট্পদ্ম ; (তন্ত্রে) ষট্চক্র ; ভৈরবীচক্র ইত্যাদি ; বীরাদি চক্র ; চক্রাকার চিহ্ন বিঃ ('সাপের —') । চক্+রক্ কর্ম । বি ; ক্লী । ২ । চক্রবাক, চকাপাখি । কৃ (করা) + ক কর্ত্তৃ, তাহার দ্বিত্ব । বি ; পু । ৩ । ঘুরপাক, ভ্রমণ ; চক্রান্ত, কুটমন্ত্রণা, কুপরামর্শ ; সাপের ফণা । বাংপ্র । বি ।

চক্রকুল্যা - চাকুলিয়া গাছ । বি ; স্ত্রী ।

চক্রকোর – (অস্থিবিদ্যায় trochoid শব্দের পরিভাষা) চক্রাকার অস্থিসন্ধি ; চলসন্ধি-শ্রেণীর চক্রবৎ অস্থি । বি ; পু ।

চক্রগণ্ডু - গোলবালিশ । চক্রাকার যে গণ্ডু, মধ্যপ । বি ; পু ।

চক্রগতি—চক্রপথে গমন, মণ্ডলাকারে ভ্রমণ, ঘূর্ণন, আবর্ত্তন, ঘুরপাক । চক্রাকারা যে গতি, মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

চক্রগোপ্তা (-গোপ্তৃ)—যোদ্ধৃবিশেষ ; সৈন্যরক্ষক, সেনাপতি ; গ্রামসমূহের রক্ষা-কর্ত্তা, পল্লীরক্ষক ; রাজ্যরক্ষক ; রথচক্র-রক্ষক । ৬তৎ । বি ; পু ।

চক্রজীবক—কুম্ভকার, কুমার । চক্রদ্বারা জীবে (বাঁচে) যে এই বাক্যে উপতৎ ; চক্র -জীব (বাঁচা) + ণক কর্ত্তৃ । বি ; পু ।

চক্রতীর্থ—সুদর্শন চক্রদ্বারা কৃত প্রভাসস্থিত একটি বৈষ্ণবতীর্থ [কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশীতে কৃতোপবাস ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া এই তীর্থে স্নান করিয়া বিপ্রকে কাঞ্চন দান করিলে মানব সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়] । গোবর্ধন পর্বতের নিকটস্থ তীর্থ (এখানে চক্রেশ্বরনামক শিব আছেন) । চক্রনামক যে তীর্থ, মধ্যপ । বি ; ক্লী ।

চক্রদংষ্ট্র—শূকর । চক্রবৎ দংষ্ট্রা যাহার, বহু । বি ; পু । [গ্রন্থ । বি ; ক্লী ।

চক্রদত্ত—চক্রপাণিদত্ত-কৃত একখানি বৈদ্যক

চক্রধর—বিষ্ণু ; কৃষ্ণ ; সর্প ; দেশাধিপতি, গ্রামাধিপতি । চক্র ধরে যে এই বাক্যে উপতৎ ; চক্র—ধৃ (ধারণ করা) + অন্ কর্ত্তৃ ; অথবা ধরে যে সে ধর, ধৃ + অন্ কর্ত্তৃ । চক্রের ধর, ৬তৎ । বি ; পু ।

চক্রনদী—গণ্ডকী । মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

চক্রনাভি—চাকার নাই, hub. ৬তৎ । বি ; পু বা স্ত্রী ।

চক্রনায়ক—১ । ব্যাঘ্রনখ । চক্র—নী + ণক কর্ত্তৃ । ২ । সেনাপতি । ৬তৎ । বি ; পু ।

চক্রনেমি—চক্রের পরিধি, চাকার বেড় । ৬তৎ । বি ; স্ত্রী ।

চক্রপাণি—বিষ্ণু ; কৃষ্ণ । চক্র পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু । বি ; পু ।

চক্রপাণিদত্ত—জনৈক খ্যাতনামা পণ্ডিত, চক্রদত্তনামক বিখ্যাত বৈদ্যক গ্রন্থের রচয়িতা । ইনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা নয়পালের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন ।

চক্রপাদ—রথ ; শকট ; হস্তী । চক্র পাদে যাহার, অথবা চক্রবৎ পাদ যাহার, বহু । বি ; পু ।

চক্রপাল—দেশের অধিপতি ; সেনাপতি । চক্রের (রাজ্যের বা সৈন্যের) পাল (পালক), ৬তৎ । বি ; পু ।

চক্রবন্ধু, চক্রবান্ধব—সূর্য । চক্রের (চক্রবাক পক্ষীর) বন্ধু বা বান্ধব, ৬তৎ । বি ; পু ।

চক্রবর্ত্তী (-বর্তিন্)—১ । বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি, আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট্ । চক্রে (দেশসমূহে) বর্ত্তেন (প্রভুরূপে থাকেন) যিনি, উপতৎ ; চক্র—বৃত্ (থাকা) + ণিন্ কর্ত্তৃ । বি ; পু । [ভরত, অর্জুন (কার্ত্তবীর্য), মান্ধাতা, ভগীরথ, যুধিষ্ঠির, সগর ও নহুষ, এই সাতজন চক্রবর্ত্তী] । ২ । বাঙালী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ । বাংপ্র । বি ।

চক্রবাক—পক্ষিবিশেষ, চকা । চক্র—বচ্ (বলা) + ঘঞ্ কর্ম । বি ; পু । [প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, চক্রবাকমিথুন দিবাভাগে মিলিত ও নিশাকালে বিচ্ছিন্ন হয় ।] স্ত্রী- **চক্রবাকী** ।

চক্রবাড়, চক্রবাল ১ । মণ্ডল ; মণ্ডলাকার দিক্সমূহ ; কোন উন্মুক্ত স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিলে যে স্থলে ভূতল ও নভোমণ্ডল পরস্পর মিলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, দৃষ্টি-পরিচ্ছেদসীমা, horizon. বি ; ক্লী । ২ । লোকালোকপর্বত । চক্র (দেশ-সমূহ)—বাড়্ + ষণ্ কর্ত্তৃ । বি ; পু ।

চক্রবাত—ঘূর্ণি-বায়ু, ঝড়, cyclone. চক্রবৎ ঘূর্ণ্যমান বাত, মধ্যপ । বি ; পু ।

চক্রবান্ (-বৎ)—১ । চক্রযুক্ত, চক্রবিশিষ্ট, চাকাওয়ালা ; চক্রধারী ; ঘানিচালক ; মণ্ডলাকার । চক্র + বতু আছে অর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী—**চক্রবতী** । ২ । বিষ্ণু ; কুম্ভকার ; তৈলকার, কলু ; রাজ-চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্ । বি ; পু ।

চক্রবাল—'চক্রবাড়' দ্রঃ ।

চক্রবৃদ্ধি—সুদের সুদ, compound interest. চক্রদ্বারা (অর্থাৎ চক্রক্রমে) বৃদ্ধি, ৩তৎ । বি ; স্ত্রী ।

চক্রব্যূহ—মণ্ডলাকারে সেনাসন্নিবেশ [কুরু-ক্ষেত্র সমরে দ্রোণাচার্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করিলে, অভিমন্যু তাহা ভেদ করিয়া প্রবেশ করিয়া অন্যায় যুদ্ধে হত হন] । চক্রাকার ব্যূহ, মধ্যপ । বি ; পু ।

চক্রভৃৎ—১ । চক্রধারী । উপতৎ ; চক্র—ভৃ + ক্বিপ্ কর্ত্তৃ । বিণ । ২ । বিষ্ণু । বি ; পু ।

চক্রভ্রম—কুন্দযন্ত্র, কুঁদ ; শাণাদি যন্ত্র । চক্রের ন্যায় ভ্রম (ভ্রমণ) যাহার, বহু । বি ; পু ।

চক্রমুদ্রা—মুদ্রা বিঃ (এই মুদ্রা দেবার্চনার অঙ্গস্বরূপ) । চক্রতুল্যা মুদ্রা, মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

চক্রযান—চক্রবিশিষ্ট গমনসাধন, রথ, শকট, গাড়ি । মধ্যপ । বি ; ক্লী ।

চক্ররক্ষক—সৈন্যরক্ষাকর্ত্তা, ব্যূহরক্ষাকারী । ৬তৎ । বি ; পু ।

চক্রশক্তি—হিটলার-শাসিত জার্মানি এবং মুসোলিনী-শাসিত ইটালি ; (বিস্তারে) তৎসহ তোজো-শাসিত জাপান, Axis Powers. বি ; পু ।

চক্রহস্ত—বিষ্ণু । চক্র হস্তে যাঁহার, বহু । বি ; পু ।

চক্রাকার—চক্রের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ; গোল । চক্রের ন্যায় আকার যাহার, বহু । বিণ ।

চক্রাঙ্গ—রথ ; গাড়ি ; বাগান ; হংস । চক্র হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু । বি ; পু ।

চক্রাঙ্গী—হংসী । বহু । চক্রাঙ্গ + ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

চক্রান্ত—কতকগুলি গুপ্ত মন্ত্ররক্ষক লোক একত্র মিলিত হইয়া যে মন্ত্রণা করে, ষড়্যন্ত্র । চক্রের (সমূহের) অন্ত (নৈকট্য, মেলন) হয় যাহাতে, বহু । বি ; পু ।

চক্রান্তকারী (-কারিন্)—চক্রান্ত করে এরূপ । ৬তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী, **-কারিণী** ।

চক্রাবর্ত্ত—ঘুরপাক, চক্রবৎ ঘূর্ণন । বি ; পু ।

চক্রায়ুধ—বিষ্ণু । চক্র হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাঁহার, বহু । বি ; পু ।

চক্রিকা—হাঁটুর চক্রাকার হাড়, মালাইচাকি, কূর্পর ; জানু, হাঁটু ; চাকতি ; গোল চেপটা ঔষধের বড়ি, pill. বি ; স্ত্রী ।

চক্রী (চক্রিন্)—১ । চক্রযুক্ত, চক্রবিশিষ্ট ; চাকাওয়ালা । চক্র আছে ইহার এই অর্থে চক্র + ইন্ । বিণ ; পু । স্ত্রী—**চক্রিণী** । ২ । বিষ্ণু ; কুম্ভকার ; সর্প ; তৈলিক, কলু ; রথারূঢ় ব্যক্তি ; চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্ ; দেশাধিপ ; গ্রামাধিপ ; চক্রবাক ; গর্দভ ; সূচক । বি ; পু । ৩ । অন্যকে লইয়া কুমন্ত্রণাকারী, খল, কুটিল । বাংপ্র । বিণ ।

চক্রেশ্বর—সম্রাট্ ; তান্ত্রিকমতাবলম্বী

সাধকদিগের নায়ক, ভৈরবীচক্রের নেতা। চক্রের ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। বি ; পু।

চক্রেশ্বরী দেবী বিঃ। চক্রের ঈশ্বরী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চক্ষ চোখ, চক্ষু। চক্ষুস্ শব্দজ (কেবল 'চক্ষে'—এইরূপ বিভক্তিযুক্ত প্রয়োগ হয়)। বি।

চক্ষণ ১। কথন। চক্ষ্ + অনট্ ভাব। ২ চাটনি, চাট। চক্ষ্ + অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী

চক্ষুঃ (চক্ষুস্) নয়ন, নেত্র, দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষ্ (দেখা) + উস্ করণ। বি ; ক্লী।

চক্ষুঃশূল—যাহার দর্শনে মনের কষ্ট হয়, যাহাকে দেখিলে বিরক্তি জন্মে, যে ব্যক্তি নানারূপ কষ্ট দিয়াছে। চক্ষুর শূলস্বরূপ ৬তৎ, অথবা চক্ষুর শূল (ব্যথা) হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু বা ক্লী।

চক্ষুঃশ্রবাঃ (-শ্রবস্) - চক্ষুই যাহাদের শ্রবণেন্দ্রিয় ; সর্প। চক্ষুঃ হইয়াছে শ্রবঃ (কর্ণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

চক্ষুঃস্থির—১। বিস্মিত, চমৎকৃত ; স্তম্ভিত, হতবুদ্ধি। চক্ষুঃ স্থির যাহার, বহু। বিণ। ২। হতবুদ্ধিতা। বাংপ্র। বি।

চক্ষু—নয়ন। <চক্ষুঃ। বি।

চক্ষুগোচর – চক্ষুর্গোচর শব্দের অপভ্রংশ।

চক্ষুদান– চক্ষুর্দান শব্দের অপভ্রংশ।

চক্ষুরুন্মীলন—চোখ মেলা। চক্ষুর উন্মীলন (চক্ষুঃ + উন্মীলন), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চক্ষুর্গোচর—নেত্রগোচর, চক্ষুর বিষয়ীভূত, দৃশ্য। চক্ষুর গোচর (চক্ষুঃ + গোচর), ৬তৎ। বিণ।

চক্ষুর্দান দেবপ্রতিমার চক্ষু অঙ্কন বা তাহার দর্শনশক্তি বিধান ; দৃষ্টিশক্তিদান ; অজ্ঞ ব্যক্তিকে জ্ঞানদান ; কাহারও জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া ; চুরি প্রভৃতির দ্বারা অসতর্ক ব্যক্তিকে সতর্ককরণ। ৬তৎ (চক্ষুঃ + দান)। বি ; ক্লী।

চক্ষুর্লজ্জা—অপকারক অপকৃতকে দেখিয়া যে লজ্জা বোধ করে, সম্মুখে কিছু বলিতে বাধ বাধ ভাব, অন্যের সমক্ষে কিছু করিতে বা বলিতে লজ্জাবোধ। চক্ষুর্লজ্জা লজ্জা, মধ্যপ (চক্ষুঃ + লজ্জা)। বি ; স্ত্রী।

চক্ষুলজ্জা—চক্ষুর্লজ্জা শব্দের অপভ্রংশ।

চক্ষুষ্মতী - প্রখরদৃষ্টিসম্পন্না। চক্ষুস্ শব্দ + মতু অস্ত্যর্থে + স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চক্ষুষ্মত্তা—তীক্ষ্ণদৃষ্টি। চক্ষুষ্মৎ শব্দ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

চক্ষুষ্মান্ (চক্ষুষ্মৎ)—দৃষ্টিশক্তিশালী ; তীক্ষ্ণদর্শন, প্রখরদৃষ্টিসম্পন্ন ; সত্যদ্রষ্টা। চক্ষুস্ + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—

চক্ষুষ্য—চক্ষুর হিতকর ; প্রিয়দর্শন, সুন্দর। চক্ষুস্ শব্দ + য। বিণ।

চক্ষূরাগ—চোখের রক্তিমা। চক্ষুর রাগ, ৬তৎ। (চক্ষুঃ + রাগ = সন্ধির নিয়মানুসারে বিসর্গ স্থানে র, এবং র পরে রকারের লোপ ও পূর্ব স্বরের দীর্ঘতা হইয়াছে)। বি ; পু।

চক্ষূরোগ—নেত্রপীড়া, চোখের ব্যারাম। চক্ষুর রোগ, ৬তৎ (চক্ষুঃ + রোগ ; চক্ষূরাগবৎ সন্ধি)। বি ; পু।

চখাচখী—চক্রবাক-চক্রবাকী। বাংপ্র। বি।

চঙ্ক্রমণ—পুনঃ পুনঃ চলন, পাদচারণ। যঙ্-লুগন্ত ক্রম্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চঙ্গ ১। শোভন, সুন্দর ; নিপুণ, কর্মঠ, পটু ; সুস্থ, নীরোগ। চম্—গম্ + ড কর্তৃ। বিণ। ২। যোদ্ধা, সৈনিক। প্রা কপ্র। ৩। মই, সিঁড়ি। প্রাদে। বি।

চঙ্গিম—শোভা। প্রা কপ্র। বি।

চঞ্চরিকা, চঞ্চরী—ভ্রমরী। যঙ্লুগন্ত চর্ + টক কর্তৃ + ঈপ্ = চঞ্চরী। চঞ্চরী + কণ্ স্বার্থে + আপ্ = চঞ্চরিকা। বি ; স্ত্রী।

চঞ্চরীক– ভ্রমর। চঞ্চরী + কণ্। বি ; পু।

চঞ্চল—১। অস্থির ; ছটফটে ; ব্যাকুল ; চপল ; অব্যবস্থিত ; কম্পিত ; বিচলিত ; লোলুপ। যঙ্লুগন্ত চল (পুনঃ পুনঃ চলা) + অন্ কর্তৃ। বিণ। বি - **চঞ্চলতা, -ত্ব**। ২। বায়ু ; লম্পট। বি ; পু।

চঞ্চলা—১। অস্থিরা, ইত্যাদি। চঞ্চল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ ; চপলা স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

চঞ্চলিত - বিচলিত, অস্থিরীকৃত, চাঞ্চল্যযুক্ত ; চঞ্চল। বিণ।

চঞ্চা – চাঁচ, দরমা ; তৃণনির্মিত মনুষ্যমূর্তি। চন্চ্ + অন্ কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

চঞ্চু পাখির ঠোঁট। চন্চ্ + উ করণ। বি ; স্ত্রী।

চঞ্চুপুট—চঞ্চুদ্বারা কৃত পাত্র, চঞ্চুরূপ পাত্র, চঞ্চুরূপ আধার ; দুই ঠোঁটের মধ্য। কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

চঞ্চূ – পাখির ঠোঁট। চন্চ্ (গমন করা ইত্যাদি) + উ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

চট্—শীঘ্র, ঝট্। বাংপ্র। অ।

চট – পাটের সুতায় মোটা কাপড় ; গোণী, গুণ, থলিয়া, বোরা, gunny, hessian ; ত্বরা, ক্ষিপ্রতা, ঝটিতি। বাংপ্র। বি।

চটক—১। চড়ুই বা চড়াই পাখি। চট্ (ভেদ করা) + অক কর্তৃ। বি ; পু। ২ নিদ্রাবেশ, তন্দ্রা ; অন্যমনস্ক ভাব ; ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ; আড়ম্বর ; জাঁক, ভড়ং, বাহার ('চেহারার বা কথার —')। বাংপ্র। বি।

চটকদার- উজ্জ্বল ; ভড়কাল, জাঁকাল, ভড়ংদার। বাংপ্র। বিণ।

চটকল– যে কলে চট তৈয়ার হয়, পাটকল, Jute-mill. বাংপ্র। বি।

চটকা—তন্দ্রা ; অন্যমনস্কতা। বাংপ্র। বি।

চটকা ভাঙ্গা—তন্দ্রা কাটিয়া যাওয়া, সতর্ক হওয়া।

চটকানো—মর্দিত করা, নরম জিনিস হাত দিয়া মাখা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**চটকানি**।

চটচট—শীঘ্র শীঘ্র ; তাড়াতাড়ি ; আঠাল বস্তু নাড়িলে যে ভাব পাওয়া যায় ; করতল-প্রহারের বা চাপড়ের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

চটচটে—আঠাল, sticky. বাংপ্র। বিণ।

চটপট– দ্রুত, শীঘ্র, ঝটিতি ; করতালি ইত্যাদির শব্দ। বাংপ্র। অ।

চটপটে শীঘ্রকারী, ক্ষিপ্রকর্মা, তৎপর, চালাক। বাংপ্র। বিণ।

চটা—১। উপরের চাকলা বা স্তর ; পাতলা বাকারি বা কাবারি ; ছোট দরমা। বি। ২। ক্রোধশীল, কোপন, সহজরাগী। বিণ। ৩। চটা উঠা, চিরিয়া বা ফাটিয়া যাওয়া ; রাগিয়া উঠা, রাগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চটাচট, চটাপট—চটপট, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি ; চটচট শব্দ সহকারে। বাংপ্র। অ।

চটাচটি – পরস্পর প্রণয়ভঙ্গ, বিদ্বেষ, অপ্রণয়, রাগারাগি। বাংপ্র। বি।

চটানো—রাগানো ; ফাড়ানো, উপরের স্তর উঠানো। ক্রি।

চটালো—বিস্তৃত, চওড়া। বাংপ্র। বিণ।

চটি – পাতলা বহি, পুস্তিকা ; ছোট দরমা ; পথিক-নিবাস, সরাই ; শিথিল চর্মপাদুকা। বাংপ্র। বি। [বি।

চটি-জুতা—শিথিল চর্মপাদুকা। বাংপ্র।

চটু—উদর ; চাটু, প্রিয়বাক্য, তোষামোদ ; ব্রতিগণের আসন বিঃ। চট (ভেদ করা) + উ করণ। বি ; পু বা ক্লী।

চটুকে—চটকদার, জমকাল। বাংপ্র। বিণ।

চটুল—প্রিয়ংবদ ; মিষ্টভাষী ; চঞ্চল ; লঘু ('— চরণ') ; শীঘ্র ; সুন্দর ; মনোহর ভঙ্গীযুক্ত ('— নৃত্য')। চট্ + উল কর্তৃ। বিণ।

চটুলা ১। প্রিয়ংবদা ; চঞ্চলা ; মনোহারিণী ; সুন্দরী। চটুল + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চপলা, বিদ্যুৎ। বি ; স্ত্রী।

চট্টগ্রাম—বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের বিভাগ, জেলা ও শহর ; চাটিগাঁ, ইংরাজী নাম চিটাগং (Chittagong)। চট্টগ্রাম জেলা ত্রিপুরার হিন্দুরাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহাদিগের সহিত বৌদ্ধ আরাকান রাজগণের সর্বদাই বিবাদ ঘটিত। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে প্রাধান্য লইয়া যখন মোগল ও পাঠানে বিবাদ চলিতে

থাকে তখন আরাকানরাজ চট্টগ্রাম স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লন। তাঁহার হস্তে থাকা সত্ত্বেও, তোডর মল্ল ইহার আয় সরকারী তালিকাভুক্ত করিয়াছিলেন।

১৬৩৮ খ্রীঃ মটক রায় নামক জনৈক মগ আরাকান-রাজের প্রতিনিধিরূপে চট্টগ্রাম শাসন করিতেন। কোন কারণে প্রভুর বিরাগভাজন হইয়া ইনি বঙ্গাধিপের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রাজ্যভার তাঁহারই হস্তে অর্পণ করেন। ১৬৬৫ খ্রীঃ বঙ্গের শাসন-কর্তা সায়েস্তা খাঁ মগদিগকে সম্পূর্ণভাবে দমন করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করেন এবং ইহার নাম রাখেন ইস্‌লামাবাদ। ১৭৬০ খ্রীঃ মীরকাসিম বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার সহিত এই জেলাটিও ইংরাজকে প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম জেলায় চন্দ্রনাথ পাহাড় একটি প্রধান হিন্দুতীর্থ। ইহার সন্নিকটে সীতাকুণ্ড-নামক একটি উষ্ণ-প্রস্রবণ আছে, সীতাকুণ্ডের তিন মাইল উত্তরে লবণাখ্য নামে আর একটি কুণ্ড আছে; সে কুণ্ডের জল লবণাক্ত। চট্টগ্রামের মুসলমান অধিবাসীরা প্রায় সকলেই জাহাজে লশকরের কাজ করে। এখানে অনেক ফিরিঙ্গীর বাস। ইহাদের পূর্বপুরুষেরা পর্তুগীজগণের ঔরসে দেশী রমণীর গর্ভে উৎপন্ন। চট্টগ্রাম শহরটি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। শহরটি একটি বন্দর এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বন্দরে বড় বড় জাহাজ আসিতে পারে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি স্বতন্ত্র জেলা। ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে মূল চট্টগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই জেলাটি সৃষ্ট হয়। ১৮৯১ খ্রীঃ পর্যন্ত এই ব্যবস্থা অটুট থাকে। পরে ইহা একটি মহকুমায় পরিণত হয়। ১৯০০ খ্রীঃ হইতে আবার ইহা স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। এই জেলায় কতকগুলি অর্ধসভ্য জাতি বাস করে। ইহারা অধিকাংশই বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। অধিবাসিগণ মধ্যে কতকগুলি আরাকান (বা মগ) জাতীয়; কতকগুলি আদিম বন্য জাতীয়; অপর কতকগুলি মিশ্র জাতি। এই জেলার সরকারী কার্যস্থল রঙ্গমতী (Rangamati) কর্ণফুলী নদীতীরে অবস্থিত। [বি।

চট্টরাজ—বংশগত পদবী বিঃ। বাংপ্র।

চট্টল, চট্টলা- চাটিগাঁ, চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম। বাংপ্র। বি।

চট্টোপাধ্যায়—ছাত্রোপাধ্যায়; রাঢ়ী ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ, চাটুজ্যা, চাটুয্যে, Chatterjee. মধ্যপ। বি; পু।

চড়—চাপট, চপেট, থাপ্পর, থাবড়া, চাপড়, করতলপ্রহার। বাংপ্র। বি।

চড়ক—চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠেয় শৈব পর্ব বিঃ, গাজন। প্রবল পরাক্রান্ত অসুররাজ বাণ ঐ দিনে মহাদেবের প্রীতি-সাধনোদ্দেশে বন্ধুজনসহ শিবভক্তিসূচক নৃত্যগীতাদিতে মত্ত হইয়া স্বীয় গাত্ররুধির প্রদানে তাঁহার তুষ্টি বিধান করেন। তদনুকরণে হিন্দুরা ঐ দিনে এই উৎসব করিয়া থাকেন। চড়কের কয়দিন পূর্বে "সন্ন্যাসীরা" সংযম ব্রত ধারণ করিয়া পর্বের জন্য প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ ইতর লোকেই "সন্ন্যাসী" হইয়া থাকে; কোন কোন ভদ্রলোকেও "মানত" রাখিবার অভিপ্রায়ে এই পর্বে যোগদান করে। চড়কের দুই দিন পূর্বে "কাঁটা-ঝাঁপ" বা "আগুন-ঝাঁপ" হইয়া থাকে। চড়কের অব্যবহিত পূর্ব দিবসে উপবাস করিয়া সন্ন্যাসীরা "নীল" (মহা-দেবের সহিত লীলাবতীর বিবাহ-উৎসব) সম্পন্ন করে। সন্তানবতী বাঙ্গালী রমণীরা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া সন্ধ্যাকালে শিব-মন্দিরে পূজা পাঠাইয়া পূজান্তে জল-গ্রহণ করে। চড়ক পর্ব উপলক্ষে, বিশেষতঃ চড়কের দিবস তারকেশ্বরে বিস্তর যাত্রীর সমাগম হয়। পূর্বে চড়ক উপলক্ষে "বাণ" ফোঁড়া হইত; অর্থাৎ ভক্ত সন্ন্যাসী স্বীয় গণ্ডদেশ বা জিহ্বা লৌহশলাকা দ্বারা বিদ্ধ করিয়া মহাদেবের প্রীত্যর্থে আপন শরীর নিগ্রহ করিত। পৃষ্ঠদেশ লৌহ বঁড়শি দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাহাতে রজ্জু বদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীরা চড়কগাছে পাক খাইত। ১৮৬৩ খ্রীঃ অঃ ইংরাজ গভর্নমেণ্ট লৌহশলাকা বা হুকের ব্যবহার বন্ধ করিয়াছেন। অধুনা পৃষ্ঠে দড়ি বাঁধিয়া পাক খাইতে বাধা নাই।

চড়কগাছ খুঁটির উপর আড়ভাবে বাঁধা বাঁশ যাহাতে চড়কের সময় গাজনের সন্ন্যাসীরা ঘুরপাক খায়। বাংপ্র। বি।

চড়ক-সংক্রান্তি—চৈত্র-সংক্রান্তি। বাংপ্র। বি।

চড়চড়, চড়্চড়—ছিঁড়িবার বা ফাটিয়া যাইবার শব্দ বা যাতনা। বাংপ্র। অ।

চড়চড়ি, চড়্চড়ি—শুষ্ক ব্যঞ্জন বিঃ; চড়চড়, যাতনা, ক্লেশ; ঈর্ষা, মনঃকষ্ট। বাংপ্র। বি।

চড়তি—১। উঠতি, আরোহণ, উন্নতি, বৃদ্ধি; মূল্যবৃদ্ধি, তেজি। বি। ২। বৃদ্ধিশীল ('— দর')। বাংপ্র। বিণ।

চড়ন—চড়া, উপরে উঠা, আরোহণ। বাংপ্র। বি।

চড়নদার—যে চড়িয়া যায়, আরোহণকারী বাংপ্র। বি বা বিণ।

চড়বড় বিদারণশব্দ (বৃষ্টি পড়া, খই ফোটা প্রভৃতির শব্দ)। বাংপ্র। অ।

চড়বি চড়িবে, আরোহণ করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চড়া—১। চড়ন, আরোহণ; চটকপক্ষী; চর, নদ্যাদিতে ক্ষুদ্র দ্বীপ; ধনুকের ছিলা। বি। ২। উচ্চ, অধিক; কটু; উগ্র; ক্রোধান্বিত ('— মেজাজ'); আরূঢ়। বিণ। ৩। চড়াও বা আক্রমণ করা; আরোহণ করা, উপরে উঠা, চাপা; বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া। বাংপ্র। ক্রি।

চড়াই চটকপক্ষী; খাড়াই, উচ্চতা, উন্নতি। **চড়াই উতরাই**—পার্বত্যদেশ ভ্রমণে উপরে উঠিবার ও নীচে নামিবার পথ। চড়াইল, আরোহণ করাইল। প্রা. কপ্র। ক্রি।

চড়াও—১। ক্রুদ্ধ। বিণ। ২। আক্রমণ। বাংপ্র। বি।

চড়াচড়ি—পরস্পর চপেটাঘাত; পরস্পর আরোহণ। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি।

চড়াৎ—সহসা ফাটিয়া যাওয়া বা মেঘ ডাকার শব্দ। বাংপ্র। বি।

চড়ানো চড় মারা, চপেটাঘাত করা; আরোহণ করানো, উপরে উঠানো, চাপানো তুলা বা তোলা; চাপিতে প্রবর্তিত করা; খাড়া করা; বর্ধিত করা, বাড়ানো ('দর —')। বাংপ্র। ক্রি।

চড়ুই—চটকপক্ষী। বাংপ্র। বি।

চড়ুইভাতি, চড়িভাতি—বনভোজন, পৌষউল্লাস। বাংপ্র। বি।

চড়ুকে—১। যে ব্যক্তি চড়কগাছে পাক খায়। বি। ২। হুজুকে; মনে দুঃখ কিন্তু বাহিরে আহ্লাদসূচক, কপট, কৃত্রিম। বাংপ্র। বিণ।

চণক—ছোলা, বুট, চানা; মুনি বিঃ। চণ্ (দান করা) + অল্ কর্ম + কণ্। বি; পু।

চণ্ড—১। তীক্ষ্ণ; অতি কোপন; উগ্র, তীব্র; ভয়ানক; উষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**চণ্ডা, চণ্ডী**। ২। তেঁতুল গাছ; যমদূত; ভূত বি; একজন দৈত্য [দৈত্য রাজ শুম্ভের অন্যতম অনুচর; দেবীযুদ্ধে এই দৈত্য উপস্থিত হইলে ভগবতী ইহাকে কৌষিকীরূপে বধ করেন]। চন্ড্ (রোষ করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। তীক্ষ্ণতা; ক্রোধ। বি; ক্লী।

চণ্ডকৌশিক—জনৈক ঋষি, কাক্ষীবানের পুত্র (ইনি মহাতপস্বী ও উদারচরিত ছিলেন)। বি; পু।

চণ্ডনায়িকা—দুর্গা; অষ্টনায়িকান্তর্গত নায়িকা বিঃ। চণ্ডের (চণ্ডনামক দৈত্যের) নায়িকা (যমালয়-প্রাপিকা),

অথবা চণ্ডের (উগ্রপ্রকৃতি রুদ্রের) নায়িকা (শক্তি বিঃ), ৬তৎ, কিংবা চণ্ডী (কোপনা) যে নায়িকা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চণ্ডবতী—দুর্গা; অষ্টনায়িকার অন্যতমা নায়িকা। চণ্ড শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চণ্ডবিক্রম—প্রচণ্ড বিক্রমশালী, অতি প্রবল পরাক্রান্ত। চণ্ড বিক্রম যাহার, বহু। বিণ।

চণ্ডভার্গব—চ্যবনবংশীয় জনৈক মুনি। বি; পু।

চণ্ডরশ্মি—সূর্য। চণ্ড (তীক্ষ্ণ) রশ্মি যাহার, বহু। বি; পু।

চণ্ডা—১। তীক্ষ্ণা; অতিকোপনা। 'চণ্ড' দ্রঃ। চণ্ড+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অতিকোপনা স্ত্রী; অষ্টনায়িকার অন্তর্গত নায়িকা বিঃ। বি; স্ত্রী।

চণ্ডাংশু—সূর্য। চণ্ড অংশু যাহার, বহু। বি; পু।

চণ্ডাল—নিষাদ, চাড়াল, শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত অতি হীন বর্ণসংকর জাতি; নিষ্ঠুর। চন্ড্+আলঞ্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী **চণ্ডালী**।

চণ্ডিকা, চণ্ডী—১। দুর্গা; মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী যোগিনী-প্রধানা দেবী; অতিকোপনা স্ত্রী; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চণ্ড শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্=চণ্ডী। চণ্ডিকা=চণ্ডী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। গ্রন্থ বিঃ, উহাতে দেবীমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

চণ্ডিমা (চণ্ডিমন্) কোপনতা; উগ্রতা। চণ্ড+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

চণ্ডী—'চণ্ডিকা' দ্রঃ।

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী প্রণয়ন করিয়া ইনি খ্যাতি লাভ করেন। চণ্ডীচরণ প্রাণের টানে সাহিত্য সেবা করিতেন বলিয়া অকৃত্রিম সাহিত্যিক পদবাচ্য। তাঁহার "দুখানি ছবি", "কমলকুমার" ও "মনোরমার গৃহ" প্রভৃতি গার্হস্থ্য উপন্যাস পাঠ করিলে মন পবিত্র হয়। "পাপীর নবজীবন লাভ" নামক তাঁহার অপর একখানি গ্রন্থ তাঁহার আত্মজীবনী বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার উপযুক্ত পুত্র উদীয়মান সাহিত্যিক ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় "লুসিটানিয়া" জাহাজের সহিত সমুদ্র-সমাধি লাভ করেন। চণ্ডীবাবুর নিজের মৃত্যুঘটনাও শোচনীয়। স্বর্গীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ হইতে ফিরিবার সময় ট্রাম হইতে পড়িয়া গিয়া আহত হন। সেই দিনই (৭ই পৌষ ১৩২৩) সন্ধ্যাকালে তাঁহার মৃত্যু হয়।

চণ্ডীচরণ সেন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। বাং ১২৫১ সালের মাঘী সপ্তমী তিথিতে (১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের শেষ ভাগে) বাখরগঞ্জ জেলার বাসণ্ডা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা বৈদ্যজাতীয়। ইঁহার পিতার নাম নিমচাঁদ সেন, মাতার নাম গৌরী দেবী। ইনি নিষ্ঠাবান্ ধর্মশীল পিতামাতার শেষ বয়সের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান। ইঁহার অনেকগুলি অগ্রজ ভ্রাতাভগিনীর অকালমৃত্যু ঘটায় দুই বৎসরব্যাপী চণ্ডীপাঠের ফলে ইঁহার জন্ম হয়, এবং সেই জন্যই ইঁহার নাম চণ্ডীচরণ রাখা হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চণ্ডীচরণ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর ফ্রি চার্চ কলেজে প্রবেশ করেন। পরে ১৮৬৮ খ্রীঃ নিম্ন-শ্রেণীর ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৭০ খ্রীঃ ইনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার ৪ বৎসর পরে মুন্সেফ নিযুক্ত হইয়া সরকারী চাকুরি করেন। ইনি অতিশয় তেজস্বী ছিলেন, কোনরূপ অন্যায় আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না, দৃঢ়কণ্ঠে তাহার প্রতিবাদ করিতেন, এবং সেজন্য সময়ে সময়ে বিপন্নও হইতেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ইনি সব্‌জজের পদে উন্নীত হন। ইনি একাধারে দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও ঔপন্যাসিক। "জীবনগতি নির্ণয়" নামক দার্শনিক গ্রন্থ ইঁহার প্রথম রচনা। "লঙ্কাকাণ্ড" নামক একখানি অভিনব ধরনের বিদ্রূপাত্মক কাব্যও ইনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে ইঁহার প্রতিষ্ঠা হয় "টম কাকার কুটীর" নামক পুস্তক রচনায়। উহা Uncle Tom's Cabin নামক ইংরাজী পুস্তক অবলম্বনে ১৮৮১ খ্রীঃ বিরচিত হয়। তাহার পরই ইনি ক্রমান্বয়ে "মহারাজ নন্দকুমার", "দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ", "ঝান্সীর রাণী", "অযোধ্যার বেগম", "এই কি রামের অযোধ্যা?" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন। উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রথমোক্তখানি প্রকাশের জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক দণ্ডিত হন। তদ্ব্যতীত "লর্ড মেটকাফের জীবনী" নামক একখানি গ্রন্থও প্রচার করিয়াছিলেন। মৃত্যুর ৩ বৎসর পূর্বে ইনি টলস্টয় প্রণীত "চল্লিশ বৎসর নামক পুস্তকখানি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ চণ্ডীচরণ বাবুর লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটে। ইঁহার সন্তানগণের মধ্যে মহিলাকবি কামিনী রায় বি. এ. বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

চণ্ডীদাস—বাঙ্গালা ভাষার একজন বিখ্যাত প্রাচীন কবি। ইনি সুপ্রসিদ্ধ কবি বিদ্যাপতির সমসাময়িক, এবং চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে ১৩০৯ শকে বা ১৪১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস বাগচি। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। চণ্ডীদাস বিবাহ করেন নাই। পিতার মৃত্যুর পর ইনি বাশুলী (বিশালাক্ষী) দেবীর পূজক নিযুক্ত হন। এই বাশুলী দেবী এখনও বর্তমান আছেন। রামতারা বা রামী নামে রজককন্যা এই মন্দিরের সেবিকা ছিল। ইঁহার সহিত চণ্ডীদাসের প্রসক্তি হয়, এবং তিনি ইহাকে সাধনমার্গের সঙ্গিনী করিয়া লন। তাঁহার অনেক গানেই এই "রজকিনী রামী"র উল্লেখ দেখা যায়। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির গুণ শুনিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষী হন। পরে ঘটনাক্রমে ভাগীরথীতীরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে, পরস্পরের কবিত্ব ও রসিকতায় মুগ্ধ হইয়া উঁহারা পরস্পর মিত্রতাপাশে বদ্ধ হন। চণ্ডীদাসের সময় বাঙ্গালা রচনার আদিকাল বলা যাইতে পারে। ইনি বঙ্গের আদি কবি না হইলেও ইঁহার বৈষ্ণব পদাবলীতে বঙ্গভাষার সেই শৈশব অবস্থায় ইনি যেরূপ রচনা-পারিপাট্য রস-মাধুর্য ও সুললিত ছন্দোবন্ধের পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতেই ইনি বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে প্রধান আসন পাইবার যোগ্য। চণ্ডীদাস অতি সরল ভাষায় যেরূপ মনের ভাব, হৃদয়ের নিখুঁত ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন, তৎকালীন অন্য কোন কবির লেখায় সেরূপ দেখা যায় না। ফলতঃ চণ্ডীদাস আমাদের দেশের একজন খাঁটি বাঙ্গালা কবি। ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহার রচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে একখানি কাব্য সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

চণ্ডীপাঠ—মার্কণ্ডেয় পুরাণে বর্ণিত দেবী-মাহাত্ম্য পাঠ। ৬তৎ। বি; পু।

চণ্ডীমণ্ডপ—দুর্গাদি দেবতার পূজার গৃহ, ঠাকুরদালান। ৬তৎ। বি; পু।

চণ্ডু—অহিফেন হইতে প্রস্তুত একপ্রকার মাদকদ্রব্য, ইহার ধূম শয়নপূর্বক পান করিতে হয়, সুতরাং গুলির জ্যেষ্ঠ। হি। বি।

চণ্ডুখোর—চণ্ডুনামক মাদকসেবী। বাংপ্র। বিণ।

চণ্ডেশ্বর—শিবমূর্তি বিঃ। চণ্ড যে ঈশ্বর, কর্মধা। বি; পু।

চণ্ডেশ্বর ঠক্কুর—প্রসিদ্ধ স্মৃতি-গ্রন্থকার। ইনি "রত্নাকর" নামে বহুতর স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর

প্রারম্ভে ইনি মিথিলায় আবির্ভূত হন। মিথিলাধিপ হরিসিংহদেবের সভায় ইনি অমাত্য-পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত "বিবাদ রত্নাকর" গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ইনি বাঘমতী নদীর তীরে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে তুলাপুরুষ নামে দানব্যাপার সম্পাদন করেন। "বিবাদ-রত্নাকর" বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটী কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে।

চতুঃ (চতুর্)—চারি বা চারির পর। অ।

চতুঃপঞ্চাশ ৫৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুঃপঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চতুঃপঞ্চাশী**।

চতুঃপঞ্চাশৎ-চুয়ান্ন, ৫৪। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিক যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপ। বি বা বিণ।

চতুঃপঞ্চাশত্তম—৫৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুঃপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চতুঃপঞ্চাশত্তমী**।

চতুঃপার্শ্ব—চারিপাশ, চারিধার, চারিদিক। কর্মধা। বি; পু বা ক্লী।

চতুঃশাখ ১। চারিশাখাযুক্ত। চতুর্ (চারি) শাখা যাহার, বহু। বিণ। ২। বেদ। বি; পু।

চতুঃশাখা—১। চারি শাখাবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চারি শাখা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুঃশাল, চতুঃশালা- চকমিলান বাড়ি; চারি গৃহযুক্ত গৃহ, যে গৃহের মধ্যে চারি গৃহ আছে। চতুর্ (চারি) শালা যাহার বা যাহাতে, বহু। বি; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

চতুঃষষ্ট—৬৪ এই সংখ্যার পূরক। চতুঃষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ষষ্টী**।

চতুঃষষ্টি—চৌষট্টি, ৬৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুঃষষ্টিতম—৬৪ সংখ্যার পূরক। চতুঃষষ্টি শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চতুঃষষ্টিতমী**।

চতুঃসপ্তত—৭৪ এই সংখ্যার পূরক। চতুঃসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, ----

চতুঃসপ্ততি—চুয়াত্তর, ৭৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুঃসপ্ততিতম—৭৪ সংখ্যার পূরক। চতুঃসপ্ততি+তমট্। বিণ। স্ত্রী, -**তমী**।

চতুঃসীমা—চারিদিকের সীমা। বি; স্ত্রী।

চতুর—১। কার্যদক্ষ, নিপুণ; বুদ্ধিজীবী; চালাক; নেত্রগোচর। চত্ (যাচ্ঞা করা) +উর কর্তৃ। ২। শঠ, ধূর্ত। বাংপ্র। বিণ

চতুরংশ—১। চারি ভাগ। চতুর্ (চারি) যে অংশ, কর্মধা। বি; পু। চতুর্ভাগাত্মক; চারি ভাগে বিভক্ত। চতুর্ (চারি) অংশ যাহার, বহু। বিণ।

চতুরংশিত চারি অংশযুক্ত; চারি পৃষ্ঠায় বিভক্ত, চারিপেজী। চতুর্ (চারি) যথা তথা অংশিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

চতুরঙ্গ ১। চারি অঙ্গযুক্ত। চতুর্ (চারি) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**চতুরঙ্গী**। ২। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, এই চারি অঙ্গবিশিষ্ট সৈন্য; শতরঞ্চ বা দাবা খেলা; গান বিঃ। বি; ক্লী।

চতুরচূড়ামণি- অত্যন্ত চালাক। চতুরদিগের চূড়ামণি (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বিণ।

চতুরতা-১। কার্যদক্ষতা নৈপুণ্য; চাতুর্য, বুদ্ধিজীবিতা। চতুর+তা ভাবার্থে। ২। চালাকি, ধূর্ততা, শঠতা। বি; স্ত্রী।

চতুরপনা—চতুরতা, চাতুরী, শঠতা, ধূর্ততা। বাংপ্র। বি।

চতুরশীতি—চুরাশী, ৮৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে অশীতি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুরশীতিতম—৮৪ সংখ্যার পূরক। চতুরশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী -**তমী**।

চতুরস্র—১। চতুষ্কোণ, চারিকোণা; রম্য সুন্দর; নির্দোষ। চতুর্ (চারি) অস্র (কোণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। চতুষ্কোণ ক্ষেত্র, চারি সরল রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ স্থান চতুর্ভুজ; চৌকি। ৩। চারি কোণ। চতুর্ যে অস্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুরা—কার্যদক্ষা, নিপুণা; অতি বুদ্ধিমতী। চতুর+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

চতুরাই—চতুরালি, চতুরতা, চাতুরী। প্রা কপ্র। বি।

চতুরাত্মা (চতুরাত্মন্)—পরমেশ্বর। চতুর্ (চারি) আত্মা যাঁহার, বহু। বি; পু।

চতুরানন—চতুর্মুখ, ব্রহ্মা। চতুর্ (চারি) আনন (মুখ) যাঁহার, বহু। বি; পু।

চতুরালি—চতুরতা, চালাকি; ছল। বাংপ্র। বি।

চতুরাশ্রম—ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এই (চারি) আশ্রম ['আশ্রম' দ্রঃ]। চতুর্ (চারি) আশ্রম, কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুরিম চতুরতাপূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

চতুর্গুণ—চারিগুণ। চতুর্ (চারি) গুণ যাহার, বহু। বিণ।

চতুর্গুণিত—চারি গুণ করা হইয়াছে এরূপ। চতুর্ (চারি) যথা তথা গুণিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

চতুর্থ চারি (৪) সংখ্যার পূরক। চতুর্ (চারি)+থট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—

চতুর্থাংশ—চারি ভাগের এক ভাগ। চতুর্থ যে অংশ, কর্মধা। বি; পু।

১। 'চতুর্থ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ; (ব্যাকরণে) বিভক্তি বিঃ। ৩। মাতাপিতৃবিয়োগের পর চতুর্থ দিবসে বিবাহিতা কন্যাকর্তৃক করণীয় শ্রাদ্ধ। বাংপ্র। বি।

চতুর্থীকর্ম—চতুর্থী তিথিতে কর্তব্য কর্ম; বিবাহের পর চতুর্থ দিবসে করণীয় কার্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

চতুর্থীতৎপুরুষ—সমাস বিঃ। চতুর্থী ঘটিত তৎপুরুষ, মধ্যপ। বি; পু।

চতুর্দশ—১৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুর্দশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চতুর্দশী**।

চতুর্দশ চতুর্দশন্) চৌদ্দ, ১৪; তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপ। বি বা বিণ।

চতুর্দশপুরুষ—পিতা পিতামহাদি ক্রমে গণিত চৌদ্দপুরুষ; চতুর্দশ পুরুষ পুরুষ। কর্মধা। বি; পু।

চতুর্দশ-বিদ্যা—৬ বেদাঙ্গ, ৪ বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ইতিহাস ও পুরাণ, এই ১৪ প্রকার বিদ্যা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্দশ-ভুবন—সপ্ত স্বর্গ ও সপ্ত পাতাল; সপ্ত স্বর্গ, যথা—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপ ও সত্য; সপ্ত পাতাল, যথা—অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল। কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুর্দশী—১। 'চতুর্দশ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ, অমাবস্যার বা পূর্ণিমার পূর্বে চতুর্দশ তিথি। বি; স্ত্রী।

চতুর্দিক্ (চতুর্দিশ্)—চারিদিক, যথা—উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম; সকল দিক্। চতুর্ (চারি) দিক্, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চতুর্দোল, -লা- চারিজনে বহনীয় শোভাযাত্রার শিবিকা বা যান বিঃ। চতুর্ (চারিজন) বাহিত যে দোল, মধ্যপ। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

চতুর্দ্বার—চারি দ্বারবিশিষ্ট গৃহ। চতুর্ (চারি) দ্বার যাহার, বহু। বি, ক্লী।

চতুর্ধা- চার ধারে; চার রকমে; চার খণ্ডে। চতুর্+ধা প্রকারার্থে। অ, ক্রি-বিণ।

চতুর্ধাম - মথুরামণ্ডলস্থ চারিটি ধাম (যথা—রামনাথ, বৈদ্যনাথ, জগন্নাথ ও দ্বারকানাথ)। কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুর্নবত- ৯৪ এই সংখ্যার পূরক। চতুর্নবতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তী**।

চতুর্নবতি—৯৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে নবতি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

চতুর্নবতিতম -৯৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুর্নবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তমী**।

চতুর্বক্ত্র- 'চতুর্মুখ' দ্রঃ।

চতুর্বর্গ—ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ - এই চারি পুরুষার্থ। চতুর্ (চারি) বর্গের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; পু।

চতুর্বর্ণ—১। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র—এই জাতি-চতুষ্টয়। চতুর্ (চারি) বর্ণ, কর্মধা। বি; পু। [প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণের ধর্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ। দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ। তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের ধর্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও কৃষি-বাণিজ্যাদি। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের ধর্ম - উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা; তাহাতে জীবিকানির্বাহ না হইলে বাণিজ্য।] ২। চারিবর্ণ-বিশিষ্ট, চারিরঙ্গা। চতুর্ (চারি) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

চতুর্বাহু—১। চতুর্ভুজ, নারায়ণ, বিষ্ণু। চতুর্ (চারি) বাহু যাঁহার, বহু। ২। চারি বাহু বা ভুজ। কর্মধা। বি; পু।

চতুর্বিংশ - চব্বিশ (২৪) সংখ্যার পূরণ, চতুর্বিংশতিতম। চতুর্বিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চতুর্বিংশী**।

চতুর্বিংশতি - চব্বিশ, ২৪। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে বিংশতি, মধাপ। বিণ বা বি; স্ত্রী।

চতুর্বিংশতিতম চব্বিশ (২৪) সংখ্যার পূরণ, চতুর্বিংশ। চতুর্বিংশতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তমী**।

চতুর্বিদ্য—চারিবেদজ্ঞ। চতুর্ (চারি) বিদ্যা যাহার, বহু। বিণ।

চতুর্বিধ চারি প্রকার। চতুর্ (চারি) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

চতুর্বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব, এই চারি বেদ। চতুর্ (চারি) বেদ, কর্মধা। বি; পু।

চতুর্বেদী (চতুর্বেদিন্) - চারিবেদবেত্তা। ইহারই অপভ্রংশ চৌবে। চতুর্বেদ+ইন্। বিণ বা বি; পু।

চতুর্ব্যূহ—১। চারিব্যূহবিশিষ্ট। চতুর্ (চারি) ব্যূহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। কৃষ্ণ, বলরাম, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, এই চতুরাত্মক বিষ্ণু। বি; পু।

চতুর্ভুজ—১। চারিহস্তবিশিষ্ট; চারি-সীমা-রেখাযুক্ত। চতুর্ (চারি) ভুজ যাহার, বহু। বিণ। ২। নারায়ণ, বিষ্ণু; চারি রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র, চতুরস্র, quadrilateral. বি; পু।

৩। জনৈক রাজা। ইনি করুরি নামক স্থানের অধিপতি ছিলেন। ইনি বৈষ্ণবের প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন, এবং যে কোন বৈষ্ণব ইঁহার নিকট আসিত তাহাকেই ভক্তির সহিত সেবা করিতেন। একদা ইঁহার জনৈক বিপক্ষ রাজা এক ডোমকে ছদ্মবেশে বৈষ্ণব সাজাইয়া ইঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ইনি তাহাকে ডোম জানিতে পারিয়াও যথোচিত ভক্তি-সম্মান প্রদর্শন করেন। পরিশেষে এক-খানি বহুমূল্য জরির বস্ত্রে একটি কাণাকড়ি বাঁধিয়া ঐ ডোমকে দেন, এবং উহা তাঁহার প্রেরক রাজাকে উপহার দিতে বলেন। বিপক্ষ রাজা এই উপহার পাইয়া আশ্চর্যা-ন্বিত হইলেন, এবং সভাসদ্ পণ্ডিতবর্গকে এরূপ রহস্যের তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন জনৈক সভ্য উত্তর করিল, "মহারাজ! এই ডোম কাণাকড়ি, এবং উহার বৈষ্ণব-বেশ জরির কাপড়। সুতরাং বৈষ্ণববেশে আবৃত হওয়ায় ডোমও বৈষ্ণবের ন্যায় পূজা পাইবার পাত্র। ভক্তিমান্ রাজা আপনার ভ্রম নিরসনার্থ আপনাকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছেন।" সভ্যের কথায় রাজার জ্ঞানোদয় হইল, এবং তিনি মহা-রাজ চতুর্ভুজের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মিত্রতা স্থাপন করিলেন।

চতুর্ভুজ হওয়া—হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাওয়া, অতিশয় আনন্দিত হওয়া; অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন হওয়া।

চতুর্মুখ, চতুর্বক্ত্র– ১। চতুরানন, ব্রহ্মা; ঔষধ বিঃ। চতুর্ (চারি) মুখ বা বক্ত্র যাহার, বহু। ২। চারি বদন। চতুর্ (চারি) যে মুখ বা বক্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

চতুর্মূর্তি—১। চারি মূর্তি বা আকার। চতুর্ (চারি) মূর্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। পরমেশ্বর। চতুর্ (চারি) মূর্তি যাঁহার, বহু। বি; পু।

চতুর্যুগ - সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি—এই চারি যুগ। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ার রবি-বারে সত্যযুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ১৭, ২৮, ০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ এই চারি অব-তার। সত্যে বৈবস্বত মনু, ইক্ষ্বাকু, বলি, পৃথু, মান্ধাতা, পুরুরবা প্রভৃতি রাজা ছিলেন। মানবগণের লক্ষবর্ষ পরিমিত পরমায়ুঃ ছিল। এই সময়ে মনুষ্যশরীর এক-বিংশতি হস্ত পরিমিত ও মজ্জাগত প্রাণ ছিল। লোকে সুবর্ণপাত্রে ভোজন করিত। এই কালে সামবেদের অধিকার এবং পুষ্কর প্রধান তীর্থ ছিল। লোকসকল নিরন্তর ধর্মরত ছিল। এই সময়ে পাপ ছিল না, ধর্ম চতুষ্পাদ অর্থাৎ পূর্ণভাবে ছিল।

কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম ও শ্রীরাম এই তিন অব-তার। সূর্যবংশীয় ককুৎস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরি-শ্চন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান্, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময়ে লোকের দশ সহস্র বর্ষ পরমায়ুঃ ছিল। মানবদেহ চতুর্দশ হস্তপরিমিত এবং অস্থিগত প্রাণ ছিল। লোকে রৌপ্যপাত্রে আহার করিত। এই যুগে ঋগ্বেদের অধিকার ও নৈমিষারণ্য প্রধান তীর্থ ছিল। লোকে দানধর্মাদিতে এবং তপস্যায় রত ছিল। ত্রেতায় পাপ একপাদ এবং পুণ্য ত্রিপাদ ছিল।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহ-স্পতিবারে দ্বাপরযুগ উৎপন্ন হয়। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ এই দুই অবতার। শাল্ব, বিরাট্, ময়ূরধ্বজ, শান্তনু, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ প্রভৃতি এই যুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই কালে মানবের পরমায়ুঃ সহস্রবর্ষ ছিল। মানবদেহ সপ্ত-হস্ত পরিমিত এবং রুধিরগত প্রাণ ছিল। লোকে তাম্রপাত্রে ভোজন করিত। এই যুগে যজুর্বেদের অধিকার এবং কুরুক্ষেত্র প্রধান তীর্থ ছিল। মানবগণ ধর্মাধর্মরত থাকায় পাপ দ্বিপাদ ও পুণ্য দ্বিপাদ ছিল।

মাঘীপূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎ-পত্তি হয়। ইহার পরিমাণ - ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের শেষভাগে কল্কি অবতার হইবেন। এই সময়ে মনুষ্যের আয়ুঃ ১২০ বৎসর। মানবদেহ সার্ধত্রিহস্ত (৩।০ হাত)-পরিমিত, এবং অন্নগত প্রাণ। কলিতে যুধিষ্ঠির, পরীক্ষিত, জনমেজয়, বিক্রমাদিত্য প্রভৃতি ১২০ জন চন্দ্রবংশীয় রাজা রাজত্ব করিয়া স্বর্গারূঢ় হন। অতঃপর সাহা সোল-তান প্রভৃতি উপাধিধারী একষট্টি জন মুসল-মান বংশীয় রাজা ১২৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ইংলণ্ডবাসীর অধিকার হয়। কলিতে পুণ্য একপাদ ও পাপ ত্রিপাদ। গঙ্গা প্রধান তীর্থ, ভোজনপাত্রের নিয়ম নাই। এই কালে ধর্ম, তপস্যা, সত্য প্রভৃতি প্রায় তিরোহিত। কলিতে পৃথিবী অল্পশস্য-শালিনী, রাজগণ কুটিল, ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রা-চার-পরাঙ্মুখ, মানবগণ স্ত্রীবশীভূত, স্ত্রীগণ অতি চঞ্চলস্বভাব, এবং লোকসকল সর্বদা পাপানুরক্ত। এই সময়ে সাধুগণ অবসন্ন ও দুর্জনগণ প্রভাবান্বিত। কলির প্রাবল্য সময়ে বেদমার্গানুসারে সাধুদিগের ক্লেশ হইবে, ম্লেচ্ছজাতীয় রাজগণ ধনলোলুপ হইবেন। রমণীগণ অতিদুর্দান্ত, কলহরত,

এবং স্বামিনিন্দাপরায়ণ হইবে। অর্থ-লালসায় ভ্রাতা ভ্রাতাকে সংহার করিবে। বৈদিকী বা পৌরাণিকী দীক্ষা থাকিবে না। গঙ্গার স্রোত ছিন্নভিন্ন হইবে। ১৮৫৭ শকাব্দাঃ পর্যন্ত এই যুগের ৫০৩৬ বৎসর গত হইয়াছে ; কলির ত্রাণকারক ব্রহ্মনাম—
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে।

চতুশ্চত্বারিংশ—৪৪ এই সংখ্যার পূরণ। চতুশ্চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চতুশ্চত্বারিংশী**।

চতুশ্চত্বারিংশৎ—চুয়াল্লিশ, ৪৪। চতুর্ (চারি) দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ (চতুঃ+চত্বারিংশৎ), মধ্যপ। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম চুয়াল্লিশ (৪৪) সংখ্যার পূরক। চতুশ্চত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী- **চতুশ্চত্বারিংশত্তমী**।

চতুষ্ক চতুঃস্তম্ভযুক্ত মণ্ডপ ; চত্বর ; চারি-কোণা উঠান। চতুর্ (চারি)—কৈ (শব্দ করা ইত্যাদি)+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

চতুষ্কর—১। চারিহস্তবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ ; বানর ইত্যাদি যাহাদের পা হাতের মত, quadrumanous. চতুঃ (চারি) কর যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু ; শিব। বি ; পু।

চতুষ্কী--চারিকোণযুক্তা পুষ্করিণী ; চারিনর ভার ; মশারি ; চৌকি। চতুষ্ক+স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চতুষ্কোণ ১। চারি কোণ। চতুর্ (চারি) কোণ (চতুঃ+কোণ), কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। চারিকোণবিশিষ্ট, চৌকোণা ; চৌকা। চতুর্ (চারি) কোণ যাহার, বহু। বিণ।

চতুষ্টয় ১। চতুর্বিধ, চারিপ্রকার ; চারি। চতুর্ (চারি)+তয়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী--**চতুষ্টয়ী**। ২। চারিসংখ্যার সমষ্টি। বি ; ক্লী।

চতুষ্পথ—১। ব্রাহ্মণ। চতুর্ (চারি) পথ (আশ্রম) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। চৌরাস্তা, চৌমাথা। চতুর্ (চারি) পথের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী। ৩। চারি পথ বা উপায়। চতুর্ (চারি) পথ (চতুঃ+পথ), কর্মধা। বি ; পু।

চতুষ্পদ—১। চারিপদবিশিষ্ট, চারপেয়ে ; চারি চরণযুক্ত, quadruped. চতুর্ (চারি) পদ যাহার (চতুঃ+পদ), বহু। বিণ। স্ত্রী--**চতুষ্পদা, চতুষ্পদী**। ২। পশু। বি ; পু। ৩। চৌপদী কবিতা ; (জ্যোতিষে) করণ বিঃ, ইহাতে জন্মিলে মানব সদাচারবিবর্জিত, স্বল্পবিত্ত, ক্ষীণদেহ ও নির্ধন হয়। বি ; ক্লী।

চতুষ্পদী—চৌপদী কবিতা ; চার চরণবিশিষ্ট পদ্য ; ছন্দোবিশেষ ('ছন্দঃ' দ্রঃ)। চতুষ্পদ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চতুষ্পাঠী চারি বেদ অধ্যয়নের পাঠশালা, অধুনা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যয়নালয়মাত্রেই চতুষ্পাঠী বা টোল নামে অভিহিত হইয়া থাকে। চতুর্ (চারি অর্থাৎ চারি বেদের) পাঠ হয় যেখানে, বহু। বি ; স্ত্রী।

চতুষ্পাণি ১। চতুর্ভুজ। চতুর্ (চারি) পাণি (হস্ত) যাহার (চতুঃ+পাণি), বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি ; পু।

চতুষ্পাৎ (চতুষ্পাদ্)—১। চারি চরণবিশিষ্ট, চতুষ্পদ (পশু) ; চারি ভাগযুক্ত (ধন)। চতুর্ (চারি) পাদ্ (পা) যাহার (চতুঃ+পাদ্), বহু। বিণ। ২। পশু ; ব্যবহারাঙ্গ বিঃ। বি ; পু।

চতুষ্পাদ চারি চরণবিশিষ্ট ; সর্বাবয়বে সম্পূর্ণ, সমগ্র, অখণ্ড ; সম্পূর্ণ ; চারপোয়া ('সত্যযুগে ধর্ম —')। চতুর্ (চারি) পাদ যাহার (চতুঃ+পাদ), বহু। বিণ।

চতুষ্পার্শ্ব—চারিপাশ, চারিধার। চতুর্ (চারি) পার্শ্ব, কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

চতুষ্পার্শ্বস্থ চারিধারে অবস্থিত, চারি পাশের। উপতৎ ; চতুষ্পার্শ্ব—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

চতুস্তল--১। চারিতলবিশিষ্ট, চারি-তলা, চৌতলা। চতুর্ (চারি) তল যাহার (চতুঃ+তল), বহু। বিণ। ২। চারি তল বা তলা। চতুর্ (চারি) তল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

চতুস্ত্রিংশ—চৌত্রিশ (৩৪) সংখ্যার পূরক। চতুস্ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী--**চতুস্ত্রিংশী**।

চতুস্ত্রিংশৎ- চৌত্রিশ, ৩৪। (চতুর্) চারি দ্বারা অধিকা যে ত্রিংশৎ (চতুঃ+ত্রিংশৎ), মধ্যপ। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

চতুস্ত্রিংশত্তম- ৩৪ এই সংখ্যার পূরণ, চতুস্ত্রিংশ। চতুস্ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চতুস্ত্রিংশত্তমী**।

চত্বর—অঙ্গন, উঠান ; চবুতর, চাতাল ; রঙ্গস্থান ; যজ্ঞস্থান ; স্থণ্ডিল, হোমার্থ পরিষ্কৃত ভূমি। চত্ (যাচ্ঞা করা)+বরচ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

চত্বারিংশ চল্লিশ (৪০) সংখ্যার পূরক। চত্বারিংশৎ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চত্বারিংশী**।

চত্বারিংশৎ - চল্লিশ, ৪০। চতুর্ (চারি) দ্বারা গুণিত যে দশ, মধ্যপ, নিপাতনে। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

চত্বারিংশত্তম চল্লিশ (৪০) সংখ্যার পূরক, চত্বারিংশ। চত্বারিংশৎ শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চত্বারিংশত্তমী**।

চত্বাল—গর্ত ; চাতাল ; হোমকুণ্ড ; কুশ। চত্ (যাচ্ঞা করা)+বালন্ কর্ম। বি ; পু।

চনচন বেগ বা প্রখরতাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। বিণ—**চনচনে** ('— রোদ')।

চনমন—চঞ্চল ('মন —')। বাংপ্র। বিণ।

চনমনে স্ফূর্তিযুক্ত ; সজাগ। বাংপ্র। বিণ।

চন্দ—১। চন্দ্র, চাঁদ। চন্দ্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। আনন্দজনক। বিণ।

চন্দক—চাঁদামাছ। চন্দ+কণ্। বি ; পু।

চন্দন ১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ ; একটি বানর। চন্দ (আহ্লাদিত করা)+অন কর্তৃ। বি ; পু। ২। চন্দনকাষ্ঠ, শ্বেতচন্দন। চন্দন+ক্ব ভবার্থে। বি ; ক্লী।

চন্দনচর্চিত—চন্দনদ্বারা বিলেপিত। ৩তৎ। বিণ।

চন্দনধেনু—পতিপুত্রবতী মৃতা নারীর উদ্দেশে প্রদত্তা চন্দনাঙ্কিতা গবী। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

চন্দননগর —'চন্দ্রনগর' দ্রঃ।

চন্দনপিঁড়ি, চন্দনপাটা—যে পাথরের চাকতিতে চন্দন ঘষা হয়। বাংপ্র। বি।

চন্দনপুষ্প—লবঙ্গ। বি ; ক্লী।

চন্দনা—১। শারিবা বিঃ ; নদী বিঃ। চন্দ্ (আনন্দিত করা)+অন কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। গলায় লাল রেখা-যুক্ত একপ্রকার শুকপক্ষী বা টিয়াপাখি। বাংপ্র। বি।

চন্দনাচল, চন্দনাদ্রি মলয়পর্বত। চন্দনযুক্ত যে অচল বা অদ্রি (পর্বত), মধ্যপ। বি ; পু।

চন্দনী ১। নদী বিঃ। চন্দন+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। চন্দন-নির্যাস বিঃ, চন্দন-গন্ধ আতর। বাংপ্র। বি।

চন্দা ১। আনন্দজনিকা। চন্দ্+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চন্দ্র, চাঁদ। কপ্র। বি।

চন্দ্রিম—দীপ্তি, প্রভা। কপ্র। বি।

চন্দ্র ১। নিশাকর, চাঁদ ; তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা* ; জল ; কর্পূর ; ময়ূরচন্দ্রক ; হীরক ; স্বর্ণ ; মুক্তা ; দ্বীপ বিঃ ; (শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। চন্দ্+রক্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। আহ্লাদজনক। বিণ।

* চন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যানের প্রচার আছে :-

ইনি অত্রি ঋষির পুত্র। মতান্তরে, সমুদ্রমন্থনে ইঁহার উদ্ভব হয়। ইঁহার রথ ত্রিচক্র ও দশটি কুন্দধবল অশ্বদ্বারা বাহিত। ইনি দক্ষের সপ্তবিংশতি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা ইনি রোহিণীর প্রতি অধিকতর অনুরাগী ছিলেন। সেই হেতু ইঁহার অন্য ভার্যারা

দক্ষের নিকট ইঁহার অসমদর্শিতার বিষয়ে অনুযোগ করায় তিনি ইঁহাকে সকল স্ত্রীর প্রতি সমান অনুরাগ প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করেন। চন্দ্র সে কথায় কর্ণপাত না করায় দক্ষ ইঁহাকে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করেন। চন্দ্র সেই রোগ আক্রান্ত হইয়া পরিশেষে প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া শ্বশুরের আদেশ পালন করিলে, ইঁহার রোগের উপশম হয়। অনন্তর ইনি রাজসূয় যজ্ঞ করেন। কথিত আছে যে, ইনি বৃহস্পতির ভার্যা তারাকে হরণ করেন, এবং তাঁহার গর্ভে বুধ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। দেবগুরুর অপমানে দেবগণ ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে ইনি শুক্রাচার্য ও অসুরগণের শরণাপন্ন হন। তখন দেবাসুরে যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। অতঃপর ব্রহ্মার আদেশে চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করিলে দেবাসুর-যুদ্ধ রহিত হয়।

চন্দ্রক ১। চন্দ্র ; চন্দ্রমণ্ডল। চন্দ্র+কণ্। ২। ময়ূরপুচ্ছস্থ চন্দ্রাকার চিহ্ন ; চাঁদামাছ ; হস্তনখ। উপতৎ ; চন্দ্—কৈ+ড কর্তৃ। বি ; পু। [৬তৎ। বি ; পু।

চন্দ্রকর—জ্যোৎস্না। চন্দ্রের কর (কিরণ).

চন্দ্রকলা—চন্দ্রমণ্ডলের ষোড়শ ভাগ, বিভিন্ন তিথিতে দৃষ্ট চন্দ্রের অংশ, crescent. ৬তৎ। বি, স্ত্রী।

চন্দ্রকান্ত—১। কবিকল্পিত মণি বিং, moonstone [প্রসিদ্ধি আছে যে, চন্দ্র উদিত হইলে তদীয় কিরণস্পর্শে এই মণি দ্রবীভূত হয়]। চন্দ্র হইয়াছে কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। ২। চন্দন ; কুমুদ। বি ; পু বা ক্লী। ৩। চন্দ্রবৎ সুন্দর। মধ্যপ। বিণ।

চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার (মহামহোপাধ্যায়)—১৭৫৮ শকে কার্তিক মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা রাধাকান্ত তর্কবাগীশ ময়মনসিংহ জেলার একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। চন্দ্রকান্তের প্রথম শিক্ষা পিতার নিকট হইয়াছিল। অনন্তর পিতার মৃত্যুর পর ইনি নবদ্বীপনিবাসী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন ও হরিদাস শিরোমণির নিকট স্মৃতি, শ্রীনন্দন তর্কবাগীশের নিকট ন্যায় এবং কাশীনাথ শাস্ত্রীর নিকট বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ ইঁহাকে 'তর্কালংকার' উপাধি প্রদান করেন। অতঃপর ইনি দেশে প্রত্যাগমন করিয়া চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্বক বহুসংখ্যক ছাত্রকে অন্নদান ও বিদ্যাদান করেন। ইঁহার "সভাষ্য গোভিল গৃহ্যসূত্র" প্রকাশিত হইলে এশিয়াটিক সোসাইটীর কর্তৃপক্ষগণ তর্কাল পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। অনন্তর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলংকার ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ইনি কলিকাতায় আসেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহার কার্য দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক মহাশয় বেদান্তশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করেন। তদনুসারে কর্তৃপক্ষগণ বেদান্ত সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রণয়ন ও বক্তৃতা করিবার জন্য পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করেন। প্রার্থীদিগের মধ্যে তর্কালংকার মহাশয় সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইলে ইনি ঐ পদ পান। ঐ পদে থাকিয়া ইনি ন্যূনাধিক পঁচিশ হাজার টাকা উপার্জন করেন। পাঁচ বৎসরের লেক্‌চার বাঙ্গালা ভাষায় বাঙ্গালা অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বেদান্তবিষয়ক বক্তৃতা বাঙ্গালা ভাষার অক্ষয় সম্পদ্।

বঙ্গাব্দ ১৩১৬ সালের মাঘ মাসে বঙ্গের এই অমূল্যরত্ন ৺বারাণসীধামে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তর্কালংকার মহাশয়ের নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় ; প্রবোধষট্‌ক, যুবরাজপ্রশস্তি, সতীপরিণয়, কৌমুদী-সুধাকর, আনন্দ-তরঙ্গিণী, ভাব-পুষ্পাঞ্জলি, গোভিল গৃহ্যসূত্রের ভাষ্য, শ্রাদ্ধকল্প-ভাষ্য, গৃহ্য-সংগ্রহ-ভাষ্য, শিক্ষা (বাঙ্গালা), সভাবর্তা চম্পূ (বাঙ্গালা), মহর্ষি কণাদ কৃত বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, কুসুমাঞ্জলি টীকা, তত্ত্বাবলী সটীক।

চন্দ্রকান্তা—১। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরী। চন্দ্রকান্ত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তারকা ; চন্দ্রপত্নী ; ওষধি ; রাত্রি ; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। চন্দ্র হইয়াছে কান্ত (স্বামী) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

চন্দ্রকান্তি ১। চন্দ্রের রূপ বা সৌন্দর্য। ৬তৎ। ২। রজত, রূপা। চন্দ্রের ন্যায় কান্তি যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

চন্দ্রকিরণ—জ্যোৎস্না। ৬তৎ। বি ; পু।

চন্দ্রকী (চন্দ্রকিন্)—ময়ূর। চন্দ্রক+ইন্ যুক্তার্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**চন্দ্রকিণী**।

চন্দ্রকীর্তি—জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক ও গ্রন্থকার, ইনি বাঙ্গালার অধিবাসী ছিলেন। বি ; পু।

চন্দ্রকুণ্ড কামরূপস্থ সরোবর ; প্রবাদ এইরূপ যে, চন্দ্ররশ্মিতে ইহার উদ্ভব। ৬তৎ। বি ; পু।

চন্দ্রকূট—কামরূপস্থ পর্বত। বি ; পু।

চন্দ্রকেতু—রামানুজ লক্ষ্মণের পুত্র। রামচন্দ্র ইঁহাকে চন্দ্রকান্ত নামক দেশের রাজা করিয়া দেন। চন্দ্র কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি ; পু।

চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্যের স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ নরপতি। মগধরাজ নন্দবংশীয় মহানন্দের ঔরসে তদীয় মুরা নাম্নী এক শূদ্রজাতীয়া দাসীপত্নীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। উত্তরকালে ইনি মগধে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা ইঁহার মাতার নামানুসারে মৌর্যবংশ নামে খ্যাত হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত বিশিষ্ট বুদ্ধিশক্তির পরিচয় দেওয়াতে ইনি মহানন্দের অপরাপর পুত্রগণের বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়েন এবং প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া পঞ্জাবে অবস্থিত মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সেখান হইতে পলায়ন করেন।

অতঃপর চন্দ্রগুপ্ত বিখ্যাত কূটরাজনীতিবিশারদ চাণক্যপণ্ডিতের সাহায্যপ্রার্থী হন। চাণক্য বুদ্ধিকৌশলে নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (৩১৮ খ্রীঃ পূঃ)। চন্দ্রগুপ্ত এরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপর স্বীয় রাজ্য স্থাপন করেন যে, বহুশতাব্দী পর্যন্ত তাহা অক্ষুণ্ণ ছিল।

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইলে প্রধান সেনাপতি সেলুকাস্ পূর্বাঞ্চল প্রাপ্ত হইয়া ভারত-বিজয়ে অগ্রসর হন ; কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হন। তখন উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হয় ; চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের এক কন্যাকে বিবাহ করেন, এবং গ্রীকগণ ভারতবর্ষের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল, তাহা প্রাপ্ত হন। প্রায় ২৫ বৎসর কাল অপ্রতিহত প্রভাবে রাজত্ব করিবার পর চন্দ্রগুপ্ত লোকান্তরিত হন। তৎপরে ইঁহার পুত্র বিন্দুসার ও পৌত্র অশোক ক্রমান্বয়ে মগধের রাজা হন।

চন্দ্রগুপ্ত (২য়)—গুপ্তরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম ঘটোৎকচ গুপ্ত। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশের এক কন্যাকে বিবাহ করেন। উত্তরাপথব্যাপী বিশাল গুপ্তরাজ্য প্রতিষ্ঠার ইহা অন্যতম কারণ। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমে রাজা ছিলেন। ইঁহার সিংহাসনারোহণ হইতেই প্রসিদ্ধ গুপ্তাব্দ গণিত হইয়া থাকে। খ্রীষ্টীয় ৩১৯—২০ অব্দে ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

চন্দ্রগোলিকা—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। চন্দ্রগোল হইতে উৎপন্না এই অর্থে চন্দ্রগোল+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রগ্রহণ—চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়াপতন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

চন্দ্রচঞ্চলা—চন্দ্রকমৎস্য, চাঁদা মাছ। চন্দ্রে (চন্দ্রোদয়ে) চঞ্চলা, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রচূড়—মহাদেব, শিব। চন্দ্র হইয়াছে চূড়া (শিরোভূষণ) যাঁহার, কিংবা চন্দ্র চূড়াতে (মস্তকে) যাঁহার, বহু। বি; পু।

চন্দ্রজ—চন্দ্রতনয়, বুধ। চন্দ্র হইতে জন্মিয়াছে যে, উপতৎ; চন্দ্র—জন্+ড কর্তৃ। বি; পু।

চন্দ্রতারা—অশ্বিনী ভরণী প্রভৃতি চন্দ্রের সাতাইশ পত্নী। ৬তৎ। বি; পু। [সংস্কৃতমতে বহুবচনান্ত চন্দ্রদারাঃ এইরূপ বিসর্গযুক্ত পদ।]

চন্দ্রদ্বীপ—দেশ বিঃ। আধুনিক বরিশাল, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার অংশবিশেষ লইয়া প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য গঠিত ছিল। "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা" গ্রন্থে দেখা যায়, চন্দ্রদ্বীপ খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতেও একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে এখানে দনুজমর্দন ও মহেন্দ্রদেব নামে দুইজন প্রতাপশালী নরপতি রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য।

চন্দ্রনগর (চন্দরনগর) বা **চন্দননগর**—ইংরাজীতে "Chandernagore" এইরূপ লিখিত হয়; এবং ফরাসী রীত্যনুযায়ী "সর্নগর" এইরূপ উচ্চারিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলায় এই ৩ বর্গ মাইল পরিমিত শহরটি ভারতে ফরাসীদিগের অন্যতম উপনিবেশ ছিল। শহরটি হুগলী নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ১৬৭৩ খ্রীঃ অঃ ফরাসীরা এই স্থানে বাণিজ্যার্থে বাস স্থাপন করে; ১৬৮৮ খ্রীঃ উহারা স্থানটির অধিকার পায়। ডুপ্লে (Dupleix) যখন ইহার শাসনকর্তা ছিলেন (১৭৩১-৪১) তখন শহরটি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। তাঁহার শাসনকালে এখানে ২০০০ ইষ্টকনির্মিত বাটী নির্মিত হয়, এবং নদীবাহিত বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয়। ১৭৫৭ খ্রীঃ ইংরাজ নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সন শহরটি আক্রমণ করিয়া দুর্গ এবং অট্টালিকাসমূহ ভূমিসাৎ করেন। সন্ধিস্থাপন হইলে শহরটি ফরাসীগণকে পুনরর্পিত হয় (১৭৬৩)। ১৭৯৪ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত ফরাসীর পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরাজ আবার শহরটি নিজাধিকারে আনেন। দ্বিতীয়বার সন্ধিস্থাপন হইলে উহা ফরাসীকে প্রত্যর্পণ করা হয় (১৮০২)। এই বৎসরে ইংরাজ পুনর্বার শহরটি অধিকার করেন। ১৮১৫ অব্দে সন্ধিস্থাপনানন্তর পুনরায় উহা পরবর্তী বৎসরের ৪ঠা ডিসেম্বর ফরাসীগণকে প্রদান করা হয়। ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চন্দননগর ফরাসীদিগের অধিকারে ছিল। ফরাসী রাষ্ট্রনীতি অনুসারে শহরটির শাসনকার্য পরিচালিত হইত। শাসনকর্তা পণ্ডিচেরী শহরে অবস্থিত ফরাসী গভর্নর-জেনারেলের অধীন ছিলেন। ইংরাজপ্রজা দেনা করিয়া চন্দননগরে আশ্রয়গ্রহণ করিলে, সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজ আদালতের পরওয়ানা দ্বারা তাহাকে সেখানে গ্রেপ্তার করা যাইত না। পলায়িত ইংরাজরাজ্যে ফরাসীদেনাদার সম্বন্ধেও এই নিয়ম ছিল। কিন্তু পলায়িত ফৌজদারী আসামীকে ফরাসীকর্তা ধরাইয়া দিতে বাধ্য ছিলেন। ইংরাজরাজ্যে পলায়িত ফরাসী অপরাধীকে ইংরাজও ধরাইয়া দিতে বাধ্য ছিলেন।

চন্দ্রনাথ পাহাড়—অপর নাম সীতাকুণ্ড পাহাড়। ইহা চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ১১৫৫ ফুট। চন্দ্রনাথ হিন্দুগণের তীর্থস্থান। এখানে শিবচতুর্দশীর সময় ১০ দিন ব্যাপী একটি মেলা হয়; তাহাতে বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। কথিত আছে, রামচন্দ্র ও মহাদেব এই স্থানে আসিয়াছিলেন। সীতাকুণ্ড পাহাড়ের শিখরদেশে আরোহণ করিলে, আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না—হিন্দুদিগের এইরূপ বিশ্বাস। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এই পাহাড়ের স্থানান্তরে বৌদ্ধগণ সম্মিলিত হন। স্থানীয় কিংবদন্তী এইরূপ, এই স্থানে গৌতম বুদ্ধের মৃতদেহের সৎকার করা হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা মৃত আত্মীয়গণের অস্থি আনিয়া বুদ্ধ নামে পূত একটি গর্তে স্থাপিত করেন। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের অংশবিশেষে একটি প্রস্রবণ আছে। ইহার জল শীতল। ইহার গহ্বর হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, তাহা অগ্নিসংযোগে প্রজ্বলিত হয়।

চন্দ্রনাথ বসু—১২৫১ সালে ১৭ই ভাদ্র হুগলি জেলার অন্তর্গত কৈকালা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রামের পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া চন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসেন, এখানে কিছুদিন জেনারেল এসেম্ব্লিতে পাঠ করিবার পর ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে যান এবং সেইখান হইতেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন (১৮৬০ খ্রীঃ)। অনন্তর প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন। বি. এ. পরীক্ষায় ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রনাথ এম. এ. পরীক্ষা এবং ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষা দেন। শেষোক্ত পরীক্ষায় ইনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে যান, কিন্তু এ কার্য ইঁহার ভাল না লাগায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য গ্রহণ করেন (১৮৭৮ খ্রীঃ)। কিন্তু ডেপুটিগিরি চাকুরিও চন্দ্রনাথের প্রীতিকর হইল না। ছয় মাস পরে ইনি জয়পুর কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেন। জয়পুর ইঁহার পক্ষে স্বাস্থ্যকর না হওয়ায় কিছুদিন পরে এ কার্যও পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসেন। এই সময়ে বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদ শূন্য ছিল। তদানীন্তন ডিরেক্টর স্যার আলফ্রেড ক্রফট্ চন্দ্রনাথের যোগ্যতা ও বিদ্যাবত্তার বিষয় অবগত হইয়া ইঁহাকে লাইব্রেরীয়ান্ করেন (১৮৭৯ খ্রীঃ, ৭ই অক্টোবর)। এই কার্যে চন্দ্রনাথ বিলক্ষণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কর্তৃপক্ষ ইঁহার কার্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইঁহাকেই গভর্নমেণ্টের অনুবাদকের পদ প্রদান করেন।

চন্দ্রনাথ যৌবনকালে ইংরেজী ভাষার যথেষ্ট চর্চা করিতেন। পরে ইঁহার মাতৃভাষার উপর অনুরাগ হয়। বঙ্গদর্শন, প্রচার, নবজীবন, নব্যভারত, ভারতী, সাহিত্য এ সকল পত্রিকাই চন্দ্রনাথের প্রবন্ধ দ্বারা অলংকৃত হইয়াছে। ইঁহার প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। ইঁহার সকল প্রবন্ধেই মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয়। ফলতঃ চন্দ্রনাথের দ্বারা বঙ্গভাষার বিলক্ষণ পুষ্টি সাধিত হইয়াছে। চিন্তাশীল চন্দ্রনাথ নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন:—শকুন্তলা-তত্ত্ব, ত্রিধারা, পশুপতি সংবাদ, বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি, সাবিত্রী-তত্ত্ব, ফুল ও ফল, বেতালে বহু রহস্য ও হিন্দুত্ব। এতদ্ভিন্ন ইনি স্কুলপাঠ্য দুই একখানি পুস্তকও লিখিয়াছিলেন। ১৩১৭ সালের ৬ই আষাঢ় ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

চন্দ্রপুত্র—বুধ। ৬তৎ। বি; পু।

চন্দ্রপুলি—নারিকেল-কোরা ক্ষীর ও চিনি সহযোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

চন্দ্রপ্রভ—চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, সৌম্যদর্শন, সুন্দর; কমনীয়। চন্দ্রের ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

চন্দ্রপ্রভা ১। চন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্না,

সুন্দর। বহু। 'চন্দ্রপ্রভ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। ওষধি বিঃ। ৩। চন্দ্রের দীপ্তি বা কিরণ, চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রবংশ—চন্দ্র হইতে জাত পুরুষপরম্পরা; জনক কুরু যদু প্রভৃতির বংশ। ৬তৎ। বি; পু।

চন্দ্রবদন—১। চাঁদমুখ। চন্দ্র সদৃশ (মনোহর) বদন, মধ্যপ। বি; ক্লী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ। স্ত্রী—**চন্দ্রবদনা, চন্দ্রবদনী**।

চন্দ্রবিন্দু—অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখার উপরিস্থ বিন্দু ँ। বি; পু। [বি।

চন্দ্রবোড়া—বিষধর সাপ বিঃ। বাংপ্র।

চন্দ্রব্রত—চন্দ্রলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত কৃত ব্রত বিঃ, চান্দ্রায়ণ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

চন্দ্রভস্ম—কর্পূর। বি; ক্লী।

চন্দ্রভাগ—পর্বত বিঃ। চন্দ্রের ভাগ হইয়াছে যেখানে, বহু [জগতের হিতার্থ ব্রহ্মা আলোকাকাঙ্ক্ষকারের হ্রাসবৃদ্ধি জন্য এই পর্বতে চন্দ্র ভাগ করেন বলিয়া ইহার নাম চন্দ্রভাগ হইয়াছে]। বি; পু।

চন্দ্রভাগা—কাশ্মীরের স্বনামখ্যাত নদী, সিন্ধুনদের অন্যতমা উপনদী; আর্যমতে চন্দ্রভাগ পর্বত হইতে ইহার উদ্ভব, এবং চন্দ্র এই নদীতে স্নান করিয়া দক্ষশাপ হইতে মুক্ত হন। ইহার আধুনিক ইংরেজী নাম চেনাব, Chenab. বি; স্ত্রী।

চন্দ্রভানু—গোপ বিঃ, চন্দ্রাবলীর পিতা। বি; পু।

চন্দ্রভূতি—রৌপ্য। চন্দ্রের ন্যায় ভূতি (দীপ্তি) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

চন্দ্রমণি—চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্রপ্রিয় মণি, মধ্যপ। বি; পু।

চন্দ্রমণ্ডল—চন্দ্রের বেষ্টনী, চন্দ্রের গোলাকার কলেবর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

চন্দ্রমল্লিকা—একপ্রকার ফুল, chrysanthemum. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রমা—সংস্কৃত চন্দ্রমাঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গলোপ। ('চন্দ্রমাঃ' দ্রঃ।)

চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রমস্)—চন্দ্র। চন্দ্র (জল)—মা (পরিমাণ করা)+অস্ কর্তৃ [যে জলের পরিমাণ করে, অর্থাৎ যাহার উদয় বিশেষে জলের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়]। বি; পু।

চন্দ্রমাধব ঘোষ (স্যার)—জন্ম বিক্রমপুরে ১৮৩৮ খ্রীঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারি। ইঁহার পিতা রায় দুর্গাপ্রসাদ ঘোষ বাহাদুর ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। কলিকাতায় অধ্যয়ন করিয়া ১৮৫৯ খ্রীঃ চন্দ্রমাধব প্লিডারশিপ্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি আইন-অধ্যাপক মনট্রিও (Montriou) সাহেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তখনকার লিগেল রিমেমব্রান্সার (Legal Remembrancer) বোফোর্ট (Beaufort) সাহেব চন্দ্রমাধবকে বর্ধমান জেলার সরকারি উকিলের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কলেক্টর সাহেবের সহিত মতের মিল না হওয়ায় কিছুদিন পরে চন্দ্রমাধব ঐ পদ পরিত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি অল্পকালের জন্য ডেপুটি কলেক্টরের পদ গ্রহণ করেন। পরে কলিকাতা হাইকোর্টে আসিয়া ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রসিদ্ধ রেন্ট কেসের (Rent case) সময় চন্দ্রমাধব দ্বারকানাথ মিত্রের জুনিয়ার (সহকারী) হইয়া সাহায্য করেন। ক্রমে ইনি উকিল-শ্রেণীর শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রমাধব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্যরূপে মনোনীত হন। অনন্তর কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে অধিষ্ঠিত হন (১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, ১২ই জানুয়ারি) এবং ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করিবার কয় মাস পূর্ব হইতে অস্থায়িরূপে হাইকোর্টের চিফ জাস্টিসের পদে কার্য করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরের ২৯শে জুন ইনি নাইট্ উপাধি লাভ করেন। বিচারকার্যে ইঁহার বিলক্ষণ তেজস্বিতা দৃষ্ট হইত। ইনি কয়েকবার বঙ্গীয় কায়স্থ সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। কায়স্থগণের মধ্যে বিবাহ-ব্যয়-বাহুল্য রহিত করিতে এবং কায়স্থগণের চারি শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে বিবাহ প্রচলন করিতে ইনি বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি কলিকাতায় (ভবানীপুরে) ইঁহার মৃত্যু হয়।

চন্দ্রমুখী—চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্টা স্ত্রী, 'চাঁদবদনী'। বহু। বিণ; স্ত্রী।

চন্দ্রমৌলি—শিব। চন্দ্র আছেন মৌলিতে (মস্তকে) যাঁহার, বহু। বি; পু।

চন্দ্ররশ্মি—চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। ৬তৎ বি; পু।

চন্দ্ররেণু—গ্রন্থতস্কর; কাব্যচৌর, plagiarist. বি; পু।

চন্দ্রলেখা—অসুররাজ বাণের তনয়া উষার সহচরী, ইঁহার নাম চন্দ্ররেখাও লিখিত হয়, ইনি কুষ্মাণ্ড নামক মন্ত্রীর কন্যা; নদী বিঃ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রলোক—চন্দ্রের ভুবন বা জগৎ, স্বর্গ বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

চন্দ্রশালা—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; প্রাসাদ বা রথের শিরোভাগস্থ গৃহ, চিলেকোঠা। চন্দ্র শব্দ—শাল্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রশেখর—শিব; তীর্থ বিঃ। চন্দ্র হইয়াছে শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। বি; পু।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়—(১৮৪৯—১৯২২ খ্রীঃ)। খ্যাতনামা সাহিত্যিক। পিতা বিশ্বেশ্বর। চন্দ্রশেখর সাহিত্য-সেবায় বঙ্কিমচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। সুবিখ্যাত গদ্যকাব্য 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' ইঁহার রচনা।

চন্দ্রশেখর সেন—ইনি ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট মালদহে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিমোহন সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। চন্দ্রশেখর বাবু কিছুকাল মালদহ স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে ডাক্তারি কার্যে রত হন। শেষে ইনি ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ইনি ভূপর্যটক বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। ১৮৮৯ সালে ইঁহার ভ্রমণ আরম্ভ হয়। ইনি এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিয়াছেন। "ভূ-প্রদক্ষিণ" নামক বিরাট গ্রন্থে ইনি নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

চন্দ্রসম্ভব—চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্র হইতে সম্ভব (উৎপত্তি) যাঁহার, বহু। বি; পু।

চন্দ্রসরোবর—বৃন্দাবনের মধ্যস্থ সংকর্ষণ কুণ্ডের সন্নিহিত জলাশয় বিঃ। বি; পু।

চন্দ্রসুধা—চন্দ্রমণ্ডলে স্থিত অমৃত; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রহার—কটিভূষণ, কাঞ্চী, মেখলা; কণ্ঠহার বিঃ। বি; পু।

চন্দ্রহাস—১। রৌপ্য। চন্দ্রের ন্যায় হাস (হাস্য, দীপ্তি) যাহার, বহু। বি; ক্লী। ২। রাবণের খড়্গ; খড়্গ। বি; ক্লী। ৩। জনৈক নরপতি। ইনি অতিশয় রূপবান্ ছিলেন বলিয়া ইঁহার নাম চন্দ্রহাস হয়। কথিত আছে যে, এই রাজপুত্র শৈশবে পিতার বিপৎকালে অন্য রাজ্যে রক্ষিত হন। সেই রাজ্যের মন্ত্রী ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া রাজার নিকট ইঁহাকে উপস্থিত করেন। ইনি রাজভবনে গৃহীত হইয়া দাসীপুত্ররূপে পালিত হইতে লাগিলেন।

একদা সেই রাজভবনে ব্রাহ্মণ-ভোজন হইতেছিল। আগন্তুক ব্রাহ্মণগণ চন্দ্রহাসের রূপ দর্শনে রাজ-জামাতা বিবেচনায় ইঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। রাজা এই ব্যাপার অবগত হইয়া অতিশয় রোষাবিষ্ট হইলেন, এবং ইঁহাকে বধ করিবার নিমিত্ত ঘাতকদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলে তাহারা ইঁহার অভিপ্রায়ানুসারে কিয়ৎক্ষণ চক্ষুঃ মুদ্রিত

করিয়া থাকিয়া ইঙ্গিত দ্বারা শিরশ্ছেদের সময় জানাইবার প্রার্থনায় সম্মত হইল। ভগবৎকৃপায় ইতোমধ্যে তাহাদের হৃদয় দ্রবীভূত হইলে তাহারা ইঁহার প্রাণবধ না করিয়া ইঁহার অতিরিক্ত একটি অঙ্গুলি ছেদন করিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। চন্দ্রহাস তখন বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অতঃপর অন্য এক রাজা মৃগয়ার্থ সেই বনে আসিয়া সুরূপ যুবক চন্দ্রহাসকে দেখিতে পাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

কিছুদিন পরে সেই রাজা অন্যান্য উপহারদ্রব্যসম্ভারের সহিত চন্দ্রহাসকে পূর্বোক্ত রাজার নিকট প্রেরণ করেন। ইঁহাকে দর্শনমাত্র রাজার পূর্বহিংসানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি একখানি পত্রসহ চন্দ্রহাসকে উদ্যানস্থিত স্বীয় পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন। পত্রে বিষ প্রদানে ইঁহার প্রাণবধের আদেশ ছিল। রাজপুত্র পত্রের অন্যরূপ অর্থ বুঝিয়া বিষের পরিবর্তে ইঁহাকে রাজতনয়া স্বীয় ভগিনীকে ভার্যার্থে প্রদান করিলেন।

অতঃপর তিনজনে রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া মনে মনে অতিশয় দুঃখিত হইলেন; তাঁহার ক্রোধানল অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি চন্দ্রহাসের জীবননাশে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। পুত্রের প্রতিশ্রুতি অনুসারে রাজা চন্দ্রহাসের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া বিবাহান্তে সকলকে কালীবাড়ীতে দেবীকে প্রণাম করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন বিশ্বস্ত ঘাতককে নবজামাতার বধার্থে গোপনে উপদেশ দিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, মহামায়ার মায়ায় কালীবাড়ীতে রাজপরিবারস্থ সকলেই নিধন প্রাপ্ত হইলেন। তাহা শুনিয়া রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইলেন এবং আত্মহত্যা করিয়া সকল জ্বালা হইতে মুক্ত হইলেন। অতঃপর চন্দ্রহাস নির্বিবাদে শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পরমসুখে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রা চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া; নাটমন্দির; আটচালা। চন্দ্র + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রাংশু—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের অংশু (কিরণ), ৬তৎ। ২। পরমেশ্বর। চন্দ্র হইয়াছে অংশু যাঁহার, বহু। বি; পু।

চন্দ্রাতপ—১। চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। চন্দ্রের আতপ, ৬তৎ। ২। চাঁদোয়া। চন্দ্র—আ-তপ + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

চন্দ্রাত্মজ—চন্দ্রপুত্র, বুধ। চন্দ্রের আত্মজ, ৬তৎ। বি; পু।

চন্দ্রানন—১। চাঁদমুখ। চন্দ্রসদৃশ আনন (মুখ), মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। চন্দ্রতুল্য মনোহর মুখবিশিষ্ট। চন্দ্রের ন্যায় আনন যাহার, বহু। বিণ।

চন্দ্রাপীড়—১। শংকর, শিব। চন্দ্র আপীড় (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। বি; পু। ২। কাশ্মীরদেশের জনৈক নরপতি। ইঁহার পিতার নাম প্রতাপাদিত্য।

এস্থলে প্রতাপাদিত্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কেহ কেহ বলেন, কাশ্মীররাজ বালাদিত্যের পুত্রসন্তান ছিল না, অনঙ্গ-লেখা নামে এক কন্যা ছিল। বালাদিত্য তাঁহাকে অশ্বত্থামবংশীয় দুর্লভবর্ধন-নামক এক সুপুরুষ কায়স্থ যুবার হস্তে সম্প্রদান করেন। কিন্তু কহ্লন পণ্ডিত দুর্লভবর্ধন ও তাঁহার উত্তরপুরুষবর্গকে কর্কোটনাগবংশীয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বালাদিত্যের মৃত্যুতে রাজবংশের লোপ হইলে, কায়স্থ দুর্লভবর্ধনই কাশ্মীর রাজ্যে অভিষিক্ত হন। দুর্লভবর্ধন লোকান্তর গমন করিলে তৎপুত্র দুর্লভক কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মাতামহের নামানুসারে প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। প্রতাপাদিত্য নরেন্দ্রপ্রভা-নাম্নী এক নর্তকীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করেন। এই নর্তকীর গর্ভে প্রতাপাদিত্যের চন্দ্রাপীড়, তারাপীড় ও অবিমুক্তাপীড় নামে তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা পিতৃমাতামহের রীত্যনুসারে যথাক্রমে বজ্রাদিত্য, উদয়াদিত্য ও ললিতাদিত্য নামে খ্যাত হন।

৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হইলে চন্দ্রাপীড় পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ইঁহার মহিষীর নাম প্রকাশা। ইনি বড়ই প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন। ইনি বিবিধ সুনিয়ম প্রচলিত করিয়া ন্যায়সংগত শাসনে সকলেরই শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করেন। পরন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইনি নয় বৎসরের অধিক রাজ্যশাসন করিতে পান নাই। রাজ্যলোলুপ স্বীয় ভ্রাতা তারাপীড়ের নিয়োজিত জনৈক ব্রাহ্মণের অভিচারকার্য দ্বারা ইনি ৬৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নিধনপ্রাপ্ত হন।

চন্দ্রাবতী—(১৫৫০ খ্রীঃ)। ময়মনসিংহের মহিলা কবি। জন্ম কিশোরগঞ্জ মহকুমার পাটবাড়ী। পিতা 'মনসাভাসান' রচয়িতা বংশীদাস। 'রামায়ণ গীত', 'দস্যু কেনারাম' ইত্যাদি চন্দ্রাবতীর রচনা।

চন্দ্রাবলী—ব্রজবাসিনী জনৈক গোপীর নাম। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার অতি প্রিয়সখী। রাধার খুল্লতাত চন্দ্রভানুর ঔরসে তৎপত্নী বিন্দুমতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। গোবর্ধন মল্লের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অন্যান্য ব্রজবাসীর ন্যায় ইনিও শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন।

চন্দ্রিকা—জ্যোৎস্না; নেত্রতারকা; চন্দ্রভাগা নদী; ছন্দোবিশেষ; চাঁদা মাছ; তীর্থ বিঃ। চন্দ্র + কণ্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

চন্দ্রিকাপায়ী (-পায়িন্)—চকোর। চন্দ্রিকা পান করে যে এই বাক্যে উপতৎ; চন্দ্রিকা—পা + ণিন্ কর্তৃ। [চকোর জ্যোৎস্না পান করিয়া থাকে, এইরূপ কবিসময়-প্রসিদ্ধি আছে।] বি; পু।

চন্দ্রিল—শিব। চন্দ্র শব্দ + ইল অস্ত্যর্থে। বি; পু।

চন্দ্রেশ্বর চন্দ্রসেবিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। চন্দ্রের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

চন্দ্রোদয় চাঁদের প্রকাশ। চন্দ্রের উদয়, ৬তৎ। বি; পু।

চন্দ্রোপল—চন্দ্রকান্তমণি। চন্দ্রপ্রিয় যে উপল, মধ্যপ। বি; পু।

চপ—১। কোন কিছু কাটার অনুকরণশব্দ; অস্ত্রাঘাতের অনুকরণশব্দ। বাংপ্র। অ। ২। পোড়া মাংসের পিষ্টক বিঃ। <ইং 'chop'. বি।

চপচপ আর্দ্রতা ও লিপ্ততার লক্ষণ প্রকাশ; চুয়াইয়া পড়ার শব্দ; চর্বণশব্দ। বাংপ্র। অ। [সংজ্ঞার্থে। বি; পু।

চপট—চপেট, চড়, চাপড়। চপ্ + অট

চপল—তরল; চঞ্চল; অস্থির; ক্ষণিক; শীঘ্র; প্রগল্‌ভ; অনবস্থিত; দুর্বিনীত; বিকল। চপ্ + অল কর্তৃ; অথবা চুপ্ + কল কর্তৃ। বিণ।

চপলতা—তরলতা, চাপল্য; চঞ্চলতা, অস্থিরতা, অনবস্থিতি; অবিমৃষ্যকারিতা; ঔদ্ধত্য। চপল + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

চপলা—১। চঞ্চলা; অনবস্থিতা; প্রগল্‌ভা। চপল + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী; বিদ্যুৎ; ছন্দোবিশেষ; কুলটা; সুরা; জিহ্বা। বি; স্ত্রী।

চপলাঙ্গ—শিশুমার, শুশুক। চপল অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

চপেট—চাপড়, চড়। চপ্ + অন্ কর্তৃ, তদুত্তরে ইট্ (গমন করা) + ক কর্তৃ। বি; পু।

চপেটা, চপেটিকা, চপেটী—চাপড়, চড়। চপেট + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ = চপেটা। চপেটী = চপেট + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। চপেটিকা = চপেটী + কণ্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

চপেটাঘাত—চাপড় মারা, চড় মারা। চপেট বা চপেটা দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। বি ; পু।
চপেটিকা, চপেটী—'চপেটা' দ্রঃ।
চপ্পল—চটি জুতা বিঃ, sandle. বাংপ্র। বি।
চবচব—অনুকার শব্দ ; চর্বণ শব্দ ; চাবুক মারিবার শব্দ ; চুয়াইয়া পড়িবার ভাব। বাংপ্র। অ।
চবর্গ স্পর্শবর্ণসমূহের দ্বিতীয় বর্গ, চ ছ জ ঝ ঞ এই পাঁচটি বর্ণ। বি ; পু।
চবাৎ—জলে পড়ার শব্দ ; জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।
চবি, চবিকা, চবী—চই। বি ; স্ত্রী।
চবুতর, চবুতরা—চাতাল, দালান। <চত্বর। বি।
চব্বিশ—চতুর্বিংশতি শব্দের অপভ্রংশ, ২৪। বাংপ্র। বিণ বা বি।
চব্বিশ পরগনা—পশ্চিমবঙ্গে প্রেসিডেন্সি বিভাগের অধীন জেলা। ভৌগোলিক হিসাবে কলিকাতা শহর এই জেলায় অবস্থিত হইলেও শাসনকার্য হিসাবে উহা এই জেলার অধীন নহে। এই জেলায় কাশীপুর, চিৎপুর, ভবানীপুর, আলিপুর প্রভৃতি স্থানগুলি কলিকাতা শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। সাতক্ষীরা পূর্বে এই জেলার অন্তর্গত ছিল। খুলনা জেলার সৃষ্টি হওয়ায় উহা ঐ জেলাভুক্ত হইয়া যায়। সাগর দ্বীপ এবং সুন্দরবনের বহুলাংশ চব্বিশ পরগনার অন্তর্ভুক্ত। কলিকাতার দক্ষিণাংশে ১১৭৬ খ্রীঃ মেজর টলী (Tolly) যে খাল খনন করেন, তাহা টলীর নালা (Tolly's Nalla) বলিয়া অভিহিত। আলিপুর এই জেলার প্রধান কার্যস্থল। চব্বিশ পরগনা পূর্বে মোগল রাজ্যের সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) "সরকার" ভুক্ত ছিল। খ্রীঃ ১৬৬০ অব্দে যে ম্যাপ (মানচিত্র) প্রস্তুত হয়, তাহাতে এই জেলা জলাভূমি স্বরূপে দর্শিত হয়। ১৭৫৭ খ্রীঃ ২০শে ডিসেম্বরের সন্ধির শর্তানুসারে বঙ্গের নবাবনাজীম মীরজাফর ইংরাজকে এই জেলা অর্পণ করেন। তখন ইহার নাম ছিল "কলিকাতার জমিদারি" বা "চব্বিশ পরগনার জমিদারি"। এই সময়ে ইংরাজ ইহার কেবল জমিদারি স্বত্ব প্রাপ্ত হন। ১৭৫৯ খ্রীঃ দিল্লীর সম্রাট লর্ড ক্লাইভকে ব্যক্তিগতভাবে ইহার মালিকী স্বত্ব প্রদান করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চিরস্থায়িভাবে ইহার স্বত্বাধিকারী হইবে এই শর্তে জায়গীর সনন্দ দান করেন। সুন্দরবন পূর্বে পোর্ট ক্যানিং কোম্পানিকে ইজারা দেওয়া হয়। ১৮৬৯ খ্রীঃ গভর্নমেন্ট ঐ ইজারা প্রত্যাহার করেন। বনের অনেকাংশ এক্ষণে কৃষির উপযুক্ত হইয়াছে।
চব্বিশ-পহর—২৪ প্রহর অর্থাৎ তিন অহোরাত্রব্যাপী হরিনাম-কীর্তন। বাংপ্র। বি।
চব্বিশা, চব্বিশে—২৪ সংখ্যার পূরক ; মাসের চতুর্বিংশ দিবস। বাংপ্র। বিণ।
চব্য, চব্যক চবিকা, চই। বি ; স্ত্রী।
চব্যা চবিকা, চই ; বচ ; কার্পাসী। বি ; স্ত্রী।
চমক—উজ্জ্বল প্রভা, বিদ্যুতের স্থায় ক্ষণিক দীপ্তি ; আশ্চর্যভাব, বিস্ময় ; আতঙ্ক, ত্রাস ; সংজ্ঞা, জ্ঞান, চেতনা, হুঁশ ; নিদ্রা, তন্দ্রা ; আচ্ছন্নভাব, মোহ। বাংপ্র। বি।
চমক ভাঙ্গা—হঠাৎ চৈতন্যলাভ করা।
চমক লাগা—বিস্ময় বোধ হওয়া।
চমকানো—চমক দেওয়া, ক্ষণপ্রভা বিকাশ করা, সহসা দীপ্তি পাওয়া ; চমকিত হওয়া বা করা ; আতঙ্কিত হওয়া ; আঁতকিয়া উঠা বা উঠানো ; অল্প ভাজা, চানকানো। বাংপ্র। ক্রি। বি—**চমকানি**।
চমকিত—চমৎকৃত ; সহসা আতঙ্কিত, শিহরিত। বাংপ্র। বিণ।
চমচম—রসে পাক করা ছানার মিষ্টান্ন। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।
চমচমে—তেজাল ; রাগজনক ; গরম গরম।
চমৎ—চমকানো। চম্+অৎ কর্তৃ। অ।
চমৎকরণ—১। আশ্চর্যান্বিত করা। চমৎ—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। ২। যদ্দ্বারা চমৎকৃত হয়। চমৎ—কৃ+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।
চমৎকার—১। আশ্চর্য, বিস্ময় ; অকথনীয় আনন্দ। চমৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর, অদ্ভুত, অপরূপ ; পরম সুন্দর। বাংপ্র। বিণ।
চমৎকারক—আশ্চর্যজনক, বিস্ময়কর। চমৎ—কৃ (করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চমৎকারিকা**।
চমৎকারিতা, -ত্ব—বিস্ময়করত্ব, আশ্চর্যজননশক্তি। চমৎকারীর ভাব এই অর্থে চমৎকারিন্+তা, ত্ব। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
চমৎকারী (-কারিন্)—চমৎকারক, আশ্চর্যজনক, বিস্ময়োৎপাদক। চমৎ—কৃ (করা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**চমৎকারিণী**।
চমৎকৃত—বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত। চমৎ—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
চমর—১। চামর। চমর+ক ইদমর্থে। বি ; ক্লী। ২। মৃগ বিঃ ; তিব্বতীয় গরু বিঃ, yak. চম্+অরন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**চমরী**।
চমরপুচ্ছ—১। চমরমৃগের লেজ ; চামর। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। পশু বিঃ। চমরের পুচ্ছের ন্যায় পুচ্ছ যাহার, বহু। বি ; পু।
চমস—যজ্ঞপাত্র বিঃ, চামচ, চামচে, হাতা। চম্ (ভক্ষণ করা)+অসচ্ করণ। বি ; পু বা ক্লী।
চমসী—পিষ্টক ; মিষ্টান্ন বিঃ। চম্ (ভক্ষণ করা)+অসচ্ কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
চমূ গজ ৭২৯, রথ ৭২৯, অশ্ব ২১৮৭, পদাতি ৩৬৪৫, এতৎসংখ্যক সৈন্য ; সেনাদল। চম (ভক্ষণ করা)+উ কর্তৃ [শত্রুকে ভক্ষণ অর্থাৎ বিনাশ করে যে, ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ]। বি ; স্ত্রী।
চমূচর—সৈনিকপুরুষ ; সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। চমূ—চর্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।
চমূনাথ, -পতি—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। ৬তৎ। বি ; পু।
চমূরু—মৃগ বিঃ। চম (ভক্ষণ করা)+ উরুচ্ কর্ম। বি ; পু। স্ত্রী—**চমূরু**।
চম্পক—১। চাঁপা গাছ ; নগর বিঃ। চম্প +অক কর্তৃ। বি ; পু। ২। চাঁপা ফুল ; চাঁপা কলা ; (ন্যায়দর্শনে) সিদ্ধিভেদ ; ছন্দোবিশেষ। বি ; ক্লী।
চম্পকচতুর্দশী—জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লা চতুর্দশী, এই দিনে চম্পকপুষ্প দ্বারা শিবপূজা করিতে হয়। বি ; স্ত্রী।
চম্পকদাম (-দামন্)—চাঁপা ফুলের মালা। চম্পক-রচিত দাম, মধ্যপ। বি ; ক্লী।
চম্পকমালা—কণ্ঠাভরণ বিঃ ; ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চম্পকের মালা প্রায়, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
চম্পকরম্ভা—চাঁপা কলা। চম্পকাখ্যা রম্ভা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।
চম্পকাবলী—'ছন্দঃ' দ্রঃ।
চম্পকারণ্য—১। চাঁপাফুলের বন। চম্পকপ্রধান অরণ্য, মধ্যপ। ২। তীর্থ বিঃ। বি ; ক্লী।
চম্পট—পলায়ন, প্রস্থান, পিটটান। বাংপ্র। বি। **চম্পট দেওয়া**—পলায়ন করা।
চম্পতি—চমূপতি। প্রা কপ্র। বি।
চম্পা—১। অঙ্গরাজ মহাবীর কর্ণের রাজধানী ; আধুনিক ভাগলপুরের নিকটস্থ, চম্পারাজ কর্তৃক স্থাপিত বলিয়াই ইহার নাম 'চম্পা' হয় ; কর্ণের পত্নী ; নদী বিঃ। চম্প্+অল্ অধি+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। চাঁপা ফুল। [**সাত ভাই-চম্পা**—সপ্ত তারা সংবলিত কৃত্তিকা নক্ষত্র (Pleiades)।] বাংপ্র। বি।
চম্পাধিপ—মহাবীর কর্ণ। চম্পার অধিপ (রাজা), ৬তৎ। বি ; পু।

চম্পাবতী—অঙ্গাধিপ কর্ণের রাজধানী। চম্পা+বতু+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চম্পারণ—বিহার রাজ্যে পাটনা বিভাগের অধীন জেলা। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ইহা সারণ জেলার অন্তর্গত ছিল। চম্পারণ (চম্পারণ্য নামে) প্রাচীন মগধ রাজ্যের অংশবিশেষ বলিয়া বিদিত। এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের অনুসন্ধানে অনেক বস্তু বিদ্যমান। লৌরিয়া নবনগর-নামক গ্রামে একটি ক্ষুদ্র মুদ্রা পাওয়া যায়; সেটি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের ভারত-বিজয়ের পূর্বকালীন। কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা-নির্মিত একটি সীলও পাওয়া যায়; সেটি গুপ্ত অক্ষরে উৎকীর্ণ। এই সকল এবং অন্যান্য চিহ্ন দেখিয়া জেনারেল কানিংহাম অনুমান করেন যে, এই গ্রামে যে সারি সারি অবস্থিত তিনটি প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দৃষ্ট হয়, সেগুলি প্রাচীন রাজগণের সমাধি-মন্দির ছিল। এই রাজগণ খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ হইতে ৬০০ অব্দ পর্যন্ত এই প্রদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সমাধিস্তূপের সন্নিকট একটি সু-উচ্চ স্তম্ভ বিরাজিত; উহাতে অনেক অনুজ্ঞা-লিপি খোদিত আছে। স্তম্ভের শিরোদেশে একটি সিংহমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভটি ভীমসেনের গদা বলিয়া অধুনা সাধারণের পূজা পাইয়া থাকে। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইয়া চম্পারণ জেলায় অধিকাংশ ভূমি বেথিয়ার রাজা যুগলকিশোর সিংহকে বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বেথিয়া এই জেলায় অবস্থিত এবং এখনও পর্যন্ত বেথিয়ারাজের অধিকাংশ ভূসম্পত্তি এইখানেই আছে। বেথিয়ারাজ জাতিতে বাভন বা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ। মতিহারী নামক শহর জেলার প্রধান কার্যস্থান।

চম্পালু—কাঁটাল গাছ। চম্প+আলু অস্ত্যর্থে। বি; পু।

চম্পূ—গদ্যপদ্যময় কাব্যগ্রন্থ। চম (ভক্ষণ করা)+উ কর্ম। বি; স্ত্রী।

চয়—১। চয়ন; আহরণ; সঞ্চয়। চি+অল্ ভাব। ২। সমূহ, রাশি; প্রাকার; পোস্তা, ভেড়ি। চি+অল্ কর্ম। বি; পু।

চয়ন—সংগ্রহ, সংকলন; আহরণ; পুষ্পাদি তোলা; ইষ্টকাদি দ্বারা নির্মাণ। চি (চয়ন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চয়নীয়—চয়নযোগ্য, যাহা চয়ন করা উচিত বা আবশ্যক এরূপ। চি+অনীয় কর্ম। বিণ। [<চিত। বিণ।

চয়িত—সংগৃহীত, সঞ্চিত, অর্জিত।

চয়েন—শিক্ষিত, শিষ্টাচারী (প্রায়ই শ্লেষে ব্যবহৃত)। বাংপ্র। বিণ।

চর—১। গুপ্ত দূত, প্রণিধি, যে ব্যক্তি রাজা বা অন্য কাহারও দ্বারা নিয়োজিত হইয়া গুপ্তভাবে লোকের ভাব পরীক্ষা বা অভিপ্রায়ের অনুসন্ধান করিয়া নিয়োগ-কারীর নিকট তাহার সংবাদ প্রদান করে; মঙ্গলগ্রহ; নদীর চড়া, নদীগর্ভে পলি পড়িয়া উৎপন্ন দ্বীপ। চর (ভ্রমণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। জঙ্গম, অস্থাবর, প্রাণী। বিণ।

চঃ, ই—চরে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চরক—দূত, প্রণিধি; ভিক্ষু। চর্+কণ্ স্বার্থে; অথবা চর্+ণক কর্তৃ। বি; পু।

জনৈক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক গ্রন্থকার, ইনি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া উক্ত শাস্ত্রের আশানুরূপ উন্নতি সাধন করিয়া-ছিলেন। ইঁহার প্রণীত "চরক-সংহিতা" চিকিৎসাজগতে অতি অপূর্ব গ্রন্থ। ইহাতে চিকিৎসাসংক্রান্ত অনেক প্রকার উপদেশ এবং সৃষ্টিপ্রকরণাবধি বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইওরোপীয় পণ্ডিতেরা চরকের অনুবাদ দর্শন করিয়া বলিয়াছেন যে, "এতাদৃশ গ্রন্থ জগতে আছে, ইহা আমরা জানিতে পারিলে বিগত এক শতাব্দী ব্যাপিয়া যে পরিশ্রম করা হইয়াছে, তাহা হইতে নিস্তার পাইতাম।" চরক ঋষি ঘোরতর মদ্যপায়ী ছিলেন। ইনি পদে পদে মদ্যের প্রশংসা করিয়াছেন। চিকিৎসার্থে মদ্য প্রয়োজনীয় বলিয়াই নির্দেশ করিয়া-ছেন। তদ্ভিন্ন যাগ যজ্ঞ, ধ্যান ধারণা সর্ব বিষয়েই মদ্যের আবশ্যকতার উল্লেখ করিয়াছেন। এমন কি যদি পানযোগ্য মদ্য না পাওয়া যায়, তবে উহা দর্শন বা স্পর্শন করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। একান্ত পক্ষে যদি তাহারও সম্ভাবনা না হয়, তবে "পান করিতেছি" বলিয়া চিন্তা করিবে এবং তৎপরে কার্যারম্ভ করিবে।

কথিত আছে যে, চরক ঋষি ব্রহ্মা, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ধন্বন্তরি, ইন্দ্র, ভরদ্বাজ, আত্রেয় ও অগ্নিবেশ্য প্রভৃতির নিকট অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসাকার্যে প্রবৃত্ত হইয়া-ছিলেন। মূল কথা, চরকের পূর্ববর্তী মুনি প্রভৃতি যে যে চিকিৎসাগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন, তন্মধ্যে একখানিও তাঁহার জ্ঞান-পথের বহির্ভূত ছিল না। চরক-সংহিতা অতি অমূল্য চিকিৎসাগ্রন্থ।

চরকা—সুতা কাটিবার চক্র যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

চরকি, চরখি—সুতা জড়াইবার নাটাই; আক মাড়িবার সাবেক চক্রাকার কল; পাক খাইবার যন্ত্র; চক্রাকার আতশ বাজি। বাংপ্র। বি।

চরচর—(শব্দাত্মক) অনুকার শব্দ; বিদারণ শব্দ; খাকের বা হাঁসের পালকের কলমে লিখিবার শব্দ, (ইহা হইতে) জোর কলমে তাড়াতাড়ি লেখা। বাংপ্র। বি।

চরণ—১। ভ্রমণ, চলা; আচরণ; শীল। চর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পাদ, পা; বেদের বহ্‌বৃচাদি শাখা; শ্লোকের চতুর্থাংশ; গোত্র; মূল। চর্+অনট্ করণ, অধি। বি; পু বা ক্লী।

চরণকমল—পাদপদ্ম। চরণরূপ কমল বা চরণ কমলসদৃশ, রূপক বা উপমিত। বি; ক্লী। [পু।

চরণগ্রন্থি—গুল্ফ, গোড়ালি। ৬তৎ। বি;

চরণচাপ—পায়ের ঘুমুর; নূপুর। কপ্র। বি। [বি; ক্লী।

চরণচারণ পাদচারণা, পায়চারি। ৬তৎ।

চরণচারী (-চারিন্)—পাদচারী, যে পায়ে হাঁটিয়া যায় এমন। উপতৎ; চরণ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

চরণতরি, চরণতরী—পদরূপ নৌকা। রূপক। বি; স্ত্রী।

চরণতল—পদতল, পায়ের তলা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

চরণদাসী—পদসেবিকা, ভার্যা, পত্নী; আধুনিক বৈষ্ণবী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

চরণপদ্ম—পদ্মের মত সুন্দর ও পবিত্র পা (দেবতা, গুরুজন ও মহাপুরুষের)। উপমিত। বি; ক্লী।

চরণপূজা—পাদবন্দনা, পাদদ্বয়ের আরাধনা; পদসেবা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

চরণপ্রান্ত—পদের শেষভাগ, পদতল। ৬তৎ। বি; পু।

চরণবন্দনা—পাদপূজা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

চরণভূষণ—পদাভরণ, পায়ের গহনা, মল প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

চরণরজঃ (-রজস্)—পদধূলি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

চরণরেণু—পদধূলি। ৬তৎ, অথবা চরণলগ্ন রেণু, মধ্যপ। বি; পু বা স্ত্রী।

চরণসেবক—১। পদসেবাকারী; স্তাবক, তোষামোদকারী। ৬তৎ। বিণ। ২। কিঙ্কর, ভৃত্য, চাকর; চাটুকার; অনুগত জন। বি; পু। স্ত্রী, **-সেবিকা**।

চরণসেবা—পদসেবা, পা টেপা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

চরণামৃত—পাদোদক, গুরুজন বা দেব-বিগ্রহের পদধৌত জল। চরণের অমৃত, ৬তৎ। বি; ক্লী।

চরণাম্বুজ, চরণারবিন্দ—চরণকমল, পাদপদ্ম। চরণরূপ অম্বুজ (পদ্ম), রূপক। বি; ক্লী।

চরণায়ুধ—কুক্কুট। চরণ হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। বি; পু।

চরণাবরণ—পাদাচ্ছাদন, যাহা দিয়া পা ঢাকা যায়, মোজা, ষ্টকিং। চরণের আবরণ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চরম পশ্চিম ; পশ্চাৎ ; শেষ ; অন্তিম ; পরম ; চূড়ান্ত। চর্ + অম কর্ম। বিণ।

চরমপত্র, চরমলেখ্য—উইলপত্র, বিষয়ের বন্দোবস্তজ্ঞাপক অন্তিম লেখা। চরম (অন্তিম) যে পত্র বা লেখ্য, কর্মধা। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

চরমাচল, চরমাদ্রি—অস্তপর্বত। চরম (পশ্চিম) যে অচল বা অদ্রি, কর্মধা। বি ; পু।

চরমোৎকর্ষ—উন্নতির পরাকাষ্ঠা, যতদূর হইতে পারে ততদূর উন্নতি। চরম (অন্তিম) যে উৎকর্ষ কর্মধা। বি ; পু।

চরস—গাঁজার আঠা, বা তাহা হইতে প্রস্তুত মাদক বিঃ। হি। বি।

চরা—চলা, চলিয়া বেড়ানো ; মাঠে ঘাস খাইয়া বেড়ানো। বাংপ্র। ক্রি। **চরিয়া খাওয়া**—নিজের ভরণ-পোষণের জন্য নিজে চেষ্টা করা।

চরাচর—১। জঙ্গম ও স্থাবর, স্থাবরজঙ্গম। চর ও অচর, দ্বন্দ্ব। বিণ। ২। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, জগৎ, বিশ্ব। চর্ + অন্ কর্তৃ নিপাতনে। বি ; ক্লী।

চরাচরগুরু—পরমেশ্বর ; সৃষ্টিকর্তা ; ব্রহ্মা, বিষ্ণু ; শিব। চর ও অচর, দ্বন্দ্ব ; তাহাদের গুরু, ৬তৎ। বি ; পু।

চরাট—কোণাকৃতি সংকীর্ণ স্থান ; নৌকার সম্মুখ ও পশ্চাতে গলুইয়ের সন্নিহিত স্থান। বাংপ্র। বি।

চরানি—চারণভূমি, পশু চরাইবার মাঠ, গোষ্ঠ ; পশু চরাইবার বেতন, রাখালি। বাংপ্র। বি।

চরানো—মাঠে ঘাস খাওয়াইয়া লইয়া বেড়ানো ; পশুদের চরিবার সময় তত্ত্বাবধান করা। বাংপ্র। ক্রি।

চরিত—১। কৃত, অনুষ্ঠিত ; ফলিত, সিদ্ধ, সফল ; আশ্রিত ; ভক্ষিত। চর্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আচরণ, চরিত্র, সঞ্চার ; কার্য। চর্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

চরিতব্রত—অনুষ্ঠিতব্রত, ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছে এরূপ। চরিত হইয়াছে ব্রত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

চরিতাখ্যান—চরিত্রকীর্তন, জীবনচরিত-বর্ণন। চরিতের আখ্যান, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চরিতাখ্যায়ক—জীবনবৃত্তান্ত-লেখক। চরিতের আখ্যায়ক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-য়িকা**।

চরিতার্থ—কৃতকার্য, সফলকার্য, সিদ্ধমনোরথ, কৃতার্থ ; অন্বর্থ। চরিত হইয়াছে অর্থ যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

চরিতার্থতা—কৃতকার্যতা, কৃতার্থতা। চরিতার্থ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

চরিতি—চরিত, চরিত্র। প্রা কপ্র। বি।

চরিত্তির—চরিত্র। বাংপ্র। বি।

চরিত্র—আচরণ, চরিত ; স্বভাব ; নীতি, ধর্ম ; গল্পনাটকাদির পাত্র। চর্ (আচরণ করা) + ইত্র করণ। বি ; ক্লী।

চরিত্রগুণ আচরণের উৎকর্ষ। ৬তৎ বি ; পু।

চরিত্রদোষ—দূষিতচরিত্র হওয়া ; লাম্পট্য, সুরাসক্তি প্রভৃতি। ৬তৎ। বি ; পু।

চরিত্রবান্ (-বৎ)—দৃঢ়চরিত্র ; সচ্চরিত্র ; সদাচারসম্পন্ন। চরিত্র আছে ইহার এই অর্থে চরিত্র + বতু অস্ত্যার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

চরিত্রহীন—অসচ্চরিত্র। চরিত্রদ্বারা হীন, ৩তৎ ; বা চরিত্র হীন যাহার, বহু। বিণ।

চরিত্রাঙ্কন—নাট্যকার বা উপন্যাসকার কর্তৃক পাত্র-পাত্রী ইত্যাদির চরিত্র ফুটাইয়া তোলা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চরিষ্ণু—সঞ্চরণশীল, গমনশীল। চর্ (গমন করা) + ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ ; পু।

চরু—যজ্ঞীয় পায়সান্ন। চর্ (ভক্ষণ করা) + উ কর্ম। বি ; পু।

চরুস্থালী—চরুপাকের পাত্র। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চরুহোম—দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত মাংস, মাংসবলি। বি ; পু।

চর্চরী—চাঁচর উৎসব ; উৎসব ; বাদ্য বিঃ ; গীত বিঃ। চর্চ্ (বলা) + অরন্ কর্ম + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চর্চা—১। বিচার ; অনুশীলন ; আলোচনা ; অভ্যাস ; শিক্ষা ; জল্পনা ; চিন্তা ; জপ ; লেপন। চর্চ্ (বলা ইত্যাদি) + ঙ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। চর্চা বা আলোচনা করা ; বিলেপন করা। কপ্র। ক্রি।

চর্চানো—চর্চা বা আলোচনা করা ; যাচাই করা ; মিলানো, মোকাবিলা করা ; রটানো ; ঘোঁট করা। বাংপ্র। ক্রি।

চর্চিত অনুশীলিত ; আলোচিত ; বিলেপিত। চর্চ্ (বলা ইত্যাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ। [ও ভাব। বি ; পু।

চর্পট—চাপড় ; বিস্তার। চপ্ + অটন্ করণ

চর্পটী—চাপড়া ষষ্ঠী [ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে চর্পটার পূজা হইয়া থাকে]। বি ; স্ত্রী।

চর্বণ—দন্ত দ্বারা পেষণ, চিবানো ; স্বাদগ্রহণ। চর্ব্ (চিবানো) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চর্বণা—চিবানো ; আস্বাদন লওয়া। চর্ব্ + অন ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

চর্বণীয় যাহা চর্বণ করিতে হয় বা হইবে, চর্বণযোগ্য, চর্ব্য। চর্ব্ (চিবানো) + অনীয় কর্ম। বিণ।

চর্বি—জন্তুদেহের তৈলাংশ, বসা, মেদ। ফা। বি।

চর্বিত—যাহা চর্বণ করা হইয়াছে এমন, চিবানো ; ভক্ষিত ; আস্বাদিত। চর্ব্ (চিবানো) + ক্ত কর্ম। বিণ।

চর্বিতচর্বণ যাহা একবার চিবানো হইয়াছে তাহাকে আবার চিবানো, রোমন্থন, জাবর কাটা ; (ভাবার্থ) এক কথা বার বার বলা, বহুবার আলোচিত বিষয়ের পুনরালোচনা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চর্ব্য—চর্বণীয়, যাহা চর্বণ করিতে হয় বা হইবে এরূপ। চর্ব্ (চিবানো) + য কর্ম। বিণ।

চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয়—চর্বণ করিয়া চুষিয়া চাটিয়া এবং পান করিয়া খাইবার যোগ্য বিভিন্ন খাদ্য বস্তু। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

চর্ভক—কাঁকুড়। বি ; পু।

চর্ম ফলক, ঢাল। চর্ + মক্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

চর্ম (চর্মন্)—চাম, চামড়া, ছাল, ত্বক্ ; ঢাল। চর্ + মন্ করণ। বি ; ক্লী।

চর্মকার, চর্মকৃৎ—চামার, মুচি। চর্মন্—কৃ (করা) + ষণ্, ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

চর্মচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—চর্মনির্মিত চক্ষুঃ, স্থূল-চক্ষুঃ (জ্ঞানচক্ষুঃ নহে)। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

চর্মচটক—বাদুড়। বি ; পু।

চর্মচটকা, চর্মচটিকা—চামচিকা। বি ; স্ত্রী।

চর্মচটী—চামচিকা ; বাদুড়। বি ; স্ত্রী।

চর্মচিত্র, -চিত্রক—শ্বেতকুষ্ঠ, ধবলরোগ ; চিত্রমৃগ। বি ; ক্লী।

চর্মজ—১। চর্মের উপরে বা চর্ম হইতে উৎপন্ন। চর্মন্—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ। ২। লোম ; রক্ত। বি ; ক্লী।

চর্মণ্বতী—নদী বিঃ, ইহার আধুনিক নাম চম্বল। চর্মন্ শব্দ (চর্ম) + বতু অস্ত্যর্থে, স্ত্রী লিঙ্গে ঈপ্। [এইরূপ কথিত আছে যে, মহারাজ রন্তিদেব সহস্র সহস্র বৃষ হত্যা করিয়া অতিথিব্রাহ্মণাদিগকে আহার করিতে দিতেন ; সেই সকল বৃষের চর্ম-নিঃসৃত শোণিতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম 'চর্মণ্বতী' হয়।] বি ; স্ত্রী।

চর্মতরঙ্গ—চর্মের সংকোচ, শিথিলীভূত চর্ম, বলি। ৬তৎ। বি ; পু।

চর্মদণ্ড—চাবুক, কোড়া। চর্মনির্মিত দণ্ড, মধ্যপ। বি ; পু।

চর্মদল—ক্ষুদ্র কুষ্ঠ বিঃ, impetigo. বি ; পু।

চর্মদূষিকা—যে চর্মের দোষ জন্মায়, চর্মরোগ, দক্র চুলকনা প্রভৃতি। চর্ম দূষ্+ণক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চর্মধারী (-ধারিন্)—ফলকধারণকারী, ঢালী। চর্ম (ঢাল) ধরে যে এই বাক্যে উপতৎ ; চর্ম—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

চর্মপত্রা - বাদুড়, চামচিকা। চর্ম হইয়াছে পত্র (পক্ষ) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

চর্মপাদুকা—চর্মনির্মিত পাদুকা ; উপানৎ, জুতা। মধ্যপ। বি।

চর্মপ্রভেদিকা—চর্ম বেধন করিবার অস্ত্র। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চর্মপ্রসেবক—চর্মস্থালী ; ভস্ত্রা, কর্মকারাদির হাপরের জাঁতা। চর্ম—প্র—সিব্ (সেলাই করা)+ণক কর্ম। বি ; পু। স্ত্রী, **-প্রসেবিকা**।

চর্মব্যবসায়—চামড়ার ক্রয়বিক্রয়রূপ কার্য। ৬তৎ। বি ; পু।

চর্মময়—চর্মনির্মিত। চর্মন্+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চর্মময়ী**।

চর্মকৃৎ—চর্মার, চামার, চর্মকার। চর্মন্—কৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

চর্মস্থলী—১। চামড়া রাখিবার স্থান। চর্মের স্থলী, ৬তৎ। ২। চামড়ার থলে, ব্যাগ। চর্মনির্মিতা স্থলী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

চর্মানুরঞ্জন—চামড়া রঙ্গানো। চর্মের অনুরঞ্জন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চর্মার—চামার, মুচি। চর্মন্—ঋ (গমন করা, পাওয়া)+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

চর্মাসন—১। চামড়ার আসন। চর্মময় যে আসন, মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। শিব। চর্ম হইয়াছে আসন যাঁহার, বহু। বি ; পু।

চর্মিক—ঢালী, চর্মধারী। চর্ম+ঞিক। বি ; পু।

চর্মিকা—ভূর্জপত্র ; চামড়ার কাগজ ; পার্চমেণ্ট। চর্ম+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চর্মী (চর্মিন্)—চর্মধারী, ঢালী ; কলাগাছ ; ভূর্জবৃক্ষ ; ভূর্জপত্র। চর্ম আছে ইহার এই অর্থে চর্ম বা চর্মন্+ইন্। বি ; পু।

চর্য—ব্যবহরণীয় ; আচরণীয়। চর্ (আচরণ করা)+য কর্ম। বিণ।

চর্যা—১। আচরণীয়া, ব্যবহরণীয়া। চর্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আচরণ ; গতি, গমন ; ভোজন ; অনুষ্ঠান ; পালন ; সেবা। চর্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চর্যাশীল—শিকারত। বহু। বিণ।

চল—১। চঞ্চল, অস্থির ; চলন্ত। চল্ (চলা) +অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। অস্থিরতা ; চাঞ্চল্য, চলন। চল্+অল্ ভাব। বি ; পু। ৩। প্রচলন, রীতি। বাংপ্র। বি। ৪। গমন কর, অগ্রসর হও ; (কোন কর্মে) প্রবৃত্ত হও। বাংপ্র। ক্রি।

চলই, চলইতে—চলিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলকানো নাড়া পাইয়া উপচাইয়া পড়া। [বাংপ্র। ক্রি।

চলচিত্ত—চঞ্চলহৃদয় ; অস্থিরমতি ; অব্যবস্থিতচিত্ত। চল (চঞ্চল) চিত্ত যাহার, বহু। বিণ। বি, **-চিত্ততা**।

চলচ্চিত্র—সিনেমা বা বায়স্কোপের ছবি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

চলচ্ছক্তি - গমনক্ষমতা। চলতের শক্তি (চলৎ+শক্তি), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চলত, চলতহি - চলিল ; চলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলতি—প্র লিত ; চলিত ; যাহা উত্তম চলিতেছে ; যাহার চলন আছে, যাহার সহিত সামাজিক ক্রিয়াকর্ম চলে। বাংপ্র। বিণ।

চলতি-বলতি- নির্বাহ ; বৃদ্ধি, উন্নতি। বাংপ্র। বি।

চলদল, চলপত্র—অশ্বত্থগাছ। চল (চঞ্চল) দল বা পত্র যাহার, বহু। বি ; পু।

চলন্ (চলৎ)—গমনশীল, চলন্ত ; চলতি ; অস্থির, চঞ্চল ; কম্পমান। চল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**চলন্তী**।

চলন—১। গমন ; প্রস্থান ; কম্পন ; আচার, অনুষ্ঠান ; রীতি ; রেওয়াজ। চল্ (চলা)+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। চলনশীল। চল্+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। চরণ, পাদ। চল্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

চলনশীল—গতিশীল, চলন্ত, সচল। চলন শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

চলনশীলা—১। গতিশীলা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। বৃন্দাবনধামস্থ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বিঃ। বি ; স্ত্রী।

চলনসই—মাঝারিগোছের, খুব ভালও নয় মন্দও নয় ; কাজ চালাইবার মত। বাংপ্র। বিণ।

চলন্থু—চলিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলন্ত—যাহা চলিতেছে, গতিশীল। বাংপ্র। বিণ।

চলপত্র—'চলদল' দ্রঃ।

চলব—চলিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলবিচল—এদিক ওদিক, নির্ধারিত মাত্রার ন্যূনাধিক্য ; মাত্রাতিক্রম। বাংপ্র। বি।

চলয়ে—চলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলল, চললা, চললি—চলিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলা—১। চঞ্চলা, অস্থিরা। চল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; বিদ্যুৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। চরা, বিচরণ করা, যাওয়া, হাঁটা ; কোন ভাবে যাওয়া বা কাটা, নির্বাহ হওয়া ; প্রসারিত হওয়া, পৌঁছানো ; আচরণ করা ; কোন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়া ; গতিশীল হওয়া বা থাকা ; প্রচলিত থাকা বা হওয়া ; উপযুক্ত হওয়া, কুলানো ; কর্মশীল থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

চলাচল—১। স্থির এবং অস্থির, চরাচর, স্থাবরজঙ্গম। চল ও অচল, দ্বন্দ্ব। ২। অতিশয় অস্থির বা চঞ্চল। চল্ (চলা) +অন্ কর্তৃ, দ্বিত্ব। বিণ। ৩। গমনাগমন ; ব্যবহার। বাংপ্র। বি।

চলাতঙ্ক—বাতরোগ। চলে (চলনে) আতঙ্ক জন্মে যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

চলানো চলা ক্রিয়া করানো ; চালানো। বাংপ্র। ক্রি।

চলা-ফেরা—আনাগোনা, উঠা হাঁটা। বাংপ্র। বি। [বি।

চলাবুলা, -বোলা চলন ও ভ্রমণ। বাংপ্র।

চলিত—১। গত ; প্রস্থিত ; কম্পিত, বিচলিত ; চলিতেছে এরূপ, চলন্ত ; প্রচলিত। চল্ (চলা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। চলন ; গতি। চল্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

চলিয়ে - ১। চলে। প্রা কপ্র। ২। চলুন। হি। ক্রি।

চলিষ্ণু- চলিতেছে এরূপ, গমনশীল। চল্ (চলা)+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

চলু চলে ; চলিল ; চল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলুঁ- চলি ; চলিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

চলুক চলিতে থাকুক, যাউক, যাইতে থাকুক। বাংপ্র। ক্রি।

চলেন্দ্রিয়-- চঞ্চলমনাঃ, অস্থিরচিত্ত। চল (চঞ্চল) ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

চলোর্মি --ক্রীড়াশীল তরঙ্গ। চল (চঞ্চল) যে ঊর্মি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চল্লিশ -- ৪০ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চশম—নেত্র, চক্ষু ; চক্ষুলজ্জা। ফা। বি।

চশমখোর চক্ষুলজ্জাহীন। ফা-মু। বিণ।

চশমা উপনেত্র। < ফা 'চশ্‌মহ্'। বি।

চষক - ১। মদ্য বিঃ। চষ্+অক কর্ম। বি ; ক্লী। ২। মদ্যপানপাত্র। চষ্ (ভক্ষণ করা)+অক করণ। বি ; পু বা ক্লী।

চষা ১। কৃষ্ট, কর্ষিত। বিণ। ২। চাষ করা বা দেওয়া, কর্ষণ করা, লাঙ্গল দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি। **উঠান চষা**—কোন প্রজা বা প্রতিবাসীকে উঠাইয়া দিবার জন্য নির্যাতন করা।

চষানো—চাষ করানো বা দেওয়ানো, কর্ষণ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

চষাল- যূপকটক, সাঁপি ; যজ্ঞীয় পশু বন্ধন করিবার জন্য কাষ্ঠ বিঃ। চষ্ (বধ করা) +আলচ্ কর্ম। বি ; পু।

চষিত - কৃতচাষ, কর্ষিত, কৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ।
চষিপোকা—একপ্রকার চর্মকীট, মাওড়া পোকা। বাংপ্র। বি।
চসার, জিওফ্রে—(Chaucer, Geoffrey)—(১৩৪০ -১৪০০ খ্রীঃ)। প্রথম ইংরাজ কবি। ইনি রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের সমসাময়িক ছিলেন। ইঁহার বিখ্যাত কাব্য 'ক্যাণ্টারবেরি টেলস' (Canterbury Tales).
চ.ল, -লা—নরম মাটি, কাদা, দলদলে মাটি। বাংপ্র। বি।
চা—গুল্ম বিঃ; তাহার শুষ্ক পত্র; ঐ পত্র হইতে প্রস্তুত পানীয়, tea. চীনা। বি।
চাই—১। চাহি, তাকাই, দৃষ্টিপাত করি; প্রার্থনা করি, যাচি, মাগি; দাবি করি; লইবে কি? ক্রি। ২। দরকার, আবশ্যক। বাংপ্র। বিণ। ৩। চাহিয়া, দেখিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।
চাইতে—১। চাহিতে। ক্রি। ২। চেয়ে, অপেক্ষা। বাংপ্র। অ।
চাউনি—চাহনি, তাকানো, দৃষ্টিপাত; নেত্রনিক্ষেপ। বাংপ্র। বি।
চাউর - প্রচারিত; বিখ্যাত। বাংপ্র। বিণ।
চাউল, চা'ল - নিস্তুষীকৃত ধান্য, তণ্ডুল। বাংপ্র। বি।
চাউল-পড়া—মন্ত্রপূত তণ্ডুল, যে তণ্ডুলে তন্ত্রমন্ত্র পাঠ করা হইয়াছে। বাংপ্র। বি।
চাউল-মুগরা একপ্রকার ঔষধতরু (ইঁহার বীজ হইতে চর্মরোগের তৈল প্রস্তুত হয়)। বাংপ্র। বি।
চাওয়া -১। চাহা, যাচা, মাগা, প্রার্থনা করা; দাবি করা; তাগাদা করা; তাকানো, দৃষ্টিপাত করা। ক্রি। ২। প্রার্থিত, যাচিত। বাংপ্র। বিণ। **ফিরে চাওয়া**—পিছন ফিরিয়া দেখা; পুনরায় দেখা; প্রসন্ন হওয়া। **মুখ তুলে চাওয়া** ঘাড় তুলিয়া দেখা; প্রসন্ন হওয়া।
চাঁই প্রধান, সর্দার, নেতা, অগ্রণী; বড় চাপ বা খণ্ড, চাঙ্গড়। বাংপ্র। বি।
চাঁওড় চাড়, আগ্রহ, গরজ। বাংপ্র। বি।
চাঁচ—দরমা; গালা। বাংপ্র। বি।
চাঁচনি, চাঁচুনি -চাঁচিয়া যাহা বাহির করা হয়; দুধ জ্বাল দিবার পর তাহার পাত্র চাঁচা বস্তু; সোনারূপার চাঁচা নমুনা। বাংপ্র। বি।
চাঁচর - ১। দোলপর্বের পূর্ব রাত্রির বহ্ন্যুৎসব। < চর্চরী। বি। ২। কুঞ্চিত, কোঁকড়া। কপ্র। বিণ।
চাঁচা - ১। অস্ত্রাদি দ্বারা রগড়াইয়া উপরের কিয়দংশ তুলিয়া ফেলা, ছুলা; ঘর্ষণ করা; ছাল বা ছিলকা উন্মোচন করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। মার্জিত, যাহার উপরের স্তর তুলিয়া ফেলা হইয়াছে। বাংপ্র। বিণ।
চাঁচি—দুধ জ্বাল দিবার পর উহার পাত্রের গাত্র হইতে চাঁচা বস্তু, চাঁচুনি। বাংপ্র। বি।
চাঁচুনি—'চাঁচনি' দ্রঃ।
চাঁটি - মস্তকাদিতে চপেটাঘাত; আনদ্ধ যন্ত্রে সবলে করাঘাত। বাংপ্র। বি।
চাঁড়াল - মৎস্যজীবী জাতি বিঃ; নমঃশূদ্র। < চণ্ডাল। বি।
চাঁদ - চন্দ্র, শশধর। < চন্দ্র। বি।
চাঁদকবি—সুপ্রসিদ্ধ হিন্দী কবি। ইনি দিল্লীর শেষ হিন্দুনরপতি পৃথ্বীরাজের সমসাময়িক। তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে ইনি "পৃথ্বী রায় রাসো" নামক পুস্তক হিন্দী কবিতায় তিন খণ্ডে প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থ হইতে ভারতবর্ষের তাৎকালিক অবস্থা অনেক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।
চাঁদনি—চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; চাঁদোয়া, শামিয়ানা; সিংহদ্বারের উপরের ঘর। বাংপ্র। বি।
চাঁদনী—জ্যোৎস্নাময়ী। বাংপ্র। বিণ।
চাঁদবদন -১। চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখ। বি। ২। চন্দ্রানন, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ; পু।
চাঁদবদনী—চন্দ্রাননা, চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর মুখবিশিষ্টা। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।
চাঁদবিবি—দাক্ষিণাত্যের সুপ্রসিদ্ধা মুসলমান-বীরবালা; ইঁহার অপর নাম চাঁদ সুলতানা। ইনি আহম্মদনগররাজ হুসেন নিজাম শাহ্এর কন্যা ও মুর্তজা নিজাম শাহ্এর ভগিনী। ইঁহার অনুপম রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া বিজাপুররাজ আলি আদিল শাহ্ ইঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সময় রাজবালা শোলাপুর রাজ্য যৌতুকস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইঁহার ভাগ্যে অধিক দিন পতিসহবাস সুখ স্থায়ী হয় নাই। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পতিহীনা হইলেন। অতঃপর পতির সম্মানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ইনি পতির ভ্রাতুষ্পুত্র নবমবর্ষীয় শিশু ইব্রাহিমকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহার অভিভাবিকা হইয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদরের রাজারা মিলিত হইয়া বিজাপুর অবরোধ করিলেন। তখন চাঁদবিবির উত্তেজনায় বিজাপুরের সর্দারগণ গৃহবিবাদ ভুলিয়া সকলে একতাসূত্রে আবদ্ধ হইলেন, এবং অবরোধকারীদিগের চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। বিজাপুরে আবার অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। ইব্রাহিম তখন প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নিজেই সকল বিষয় দেখিতে লাগিলেন। চাঁদবিবি বিরক্ত হইয়া পিতৃরাজ্য আহম্মদনগরে চলিয়া গেলেন। আহম্মদনগরে যাইয়াও শান্তি পাইলেন না। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতা মুর্তজা আহম্মদনগরে রাজত্ব করিতেছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার পুত্র মীরণ তাঁহার প্রাণবধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইলেন। পরন্তু পিতৃঘাতক মীরণও অল্পকালমধ্যে জনৈক সর্দারের হস্তে প্রাণ দিলেন। আহম্মদনগর অরাজক হইয়া পড়িল। এই সময়ে চাঁদবিবির আর এক ভ্রাতা বুর্হান নিজাম মোগল-সৈন্যের সাহায্যে আহম্মদনগর অধিকার করিলেন। ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে বুর্হানের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র ইব্রাহিম রাজা হইলেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিজাপুর-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে হত হইলেন। এই সময় আহম্মদনগরে পুনরায় ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হইল। চাঁদবিবির ইচ্ছা ইব্রাহিমের শিশুপুত্র বাহাদুরই রাজা হয়। এই সময়ে কতকগুলি লোক চাঁদবিবির পক্ষাবলম্বী ও আর কতকগুলি লোক ইঁহার বিরোধী হইলেন। বিরোধী পক্ষ আকবরের পুত্র মুরাদের সাহায্যপ্রার্থী হইল। মুরাদ আহম্মদনগর সসৈন্যে অবরোধ করিলেন। দুর্গের বড় বড় সেনাপতিরা ভয়ে যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইলে বীরবালা স্বয়ং অসিহস্তে দুর্গের ভগ্নস্থানে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কোমলকায়া রমণীর বীরত্ব দর্শনে লজ্জিত হইয়া সকল সেনাপতিই আসিয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। মোগল-সৈন্য পর্যুদস্ত হইল। মুরাদ বেগতিক দেখিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি বেরার প্রদেশ পাইলেই আহম্মদনগর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে পারেন। চাঁদবিবিও শেষ ফলের অনিশ্চয়তাহেতু তাহাতে সম্মত হইয়া সন্ধি করিলেন। কিছুদিন পরে মোগল-সৈন্য পুনরায় আহম্মদনগর অবরোধ করিল। চাঁদবিবি আবার রণরঙ্গিণী মূর্তি ধারণ করিয়া মোগলবাহিনীর গতিরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু এবারে আহম্মদনগরের যোদ্ধারা সমরে পরাঙ্মুখ হইল। সুতরাং চাঁদবিবি শত্রুহস্তে দুর্গ অর্পণ করিয়া সন্ধিদ্বারা মানসম্ভ্রম রক্ষা করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষীয় হামিদ খাঁ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সৈন্যগণমধ্যে সেই কথা প্রচার করিয়া দিলেন। উত্তেজিত সৈন্যগণ হামিদ খাঁর সহিত চাঁদবিবির গৃহে প্রবেশ

করিয়া অতর্কিতভাবে তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। বীরবালার জীবলীলা এইরূপে শেষ হইল।

চাঁদমারি—গুলিনিক্ষেপ অভ্যাসার্থ লক্ষ্য বস্তু, শরব্য। বাংপ্র। বি।

চাঁদমালা—পূজাদিতে ব্যবহার্য শোলার তৈয়ারী একপ্রকার মালা। বাংপ্র। বি।

চাঁদ রায়—(১) রাজমহলবাসী একজন বহু সম্পত্তিশালী জমিদার। ইনি ধনাঢ্য অসচ্চরিত্র ও দস্যুদলপতি ছিলেন। প্রজাপীড়ন ও পরধনহরণই ইঁহার প্রধান ব্যবসায় ছিল। সতীর সতীত্বনাশ, সাধুর অপমান প্রভৃতি দুষ্কার্য ইঁহার নিত্য কর্ম ছিল। ক্রমে ইনি এতদূর স্পর্ধান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, নবাব সরকারের রাজকর প্রেরণ রহিত করিয়া এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিলেন। নবাব সৈন্য প্রেরণ করিয়াও ইঁহার কিছুই করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে পাপের ফল ফলিল,—দস্যুপতি চাঁদ রায় উন্মাদগ্রস্ত হইলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ সন্তোষ রায় অনেক বৈদ্য আনাইয়া চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু রোগের প্রতিকার হওয়া দূরে থাকুক, পাপের ফল দিন দিন প্রত্যক্ষীভূত হইতে লাগিল। অবশেষে সন্তোষ রায় গড়ের হাটনিবাসী নরোত্তম ঠাকুরকে আনাইয়া জ্যেষ্ঠকে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত করাইলেন। কিছুদিন পরেই চাঁদ রায় আরোগ্য লাভ করিলেন। তদবধি ইঁহার মতিগতি ফিরিয়া গেল। সর্বপ্রকার গর্হিতাচরণ পরিত্যাগ করিয়া ইনি সাধুশীল পরম বৈষ্ণব হইলেন।

(২) বিখ্যাত বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইনি বিক্রমপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, শ্রীপুর ইঁহার রাজধানী ছিল। ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ। ইঁহার পূর্বপুরুষ নিম রায় কর্ণাট প্রদেশ হইতে আসিয়া বঙ্গদেশে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। চাঁদ রায় একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ও নৌ-যুদ্ধে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি নিজের অধিকার মধ্যে নানাস্থানে ব্রহ্মোত্তর দান ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তৎকালে ঈশা খাঁ সুবর্ণগ্রামের শাসনকর্তা ছিলেন। ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ রায়ের যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল। একদা ঈশা খাঁ বন্ধুর গৃহে আসিয়া বন্ধুর বিধবা কন্যা স্বর্ণময়ীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন, এবং চাঁদ রায়ের জনৈক বিশ্বাসঘাতক কর্মচারীর সাহায্যে তাহাকে হস্তগত করেন। পরে তাহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করিয়া সোনাবাই নাম দেন। চাঁদ রায় নিদারুণ অপমানে ও লজ্জায় মর্মপীড়িত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র (মতান্তরে ভ্রাতা) কেদার রায় শ্রীপুরের রাজা হন।

ইঁহার মাতার স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ নির্মিত মঠ কালের বিধ্বংসী প্রভাব আজিও উপেক্ষা করিতেছে। ইঁহার খনিত দীঘি আজিও বিদ্যমান। ঐ দীঘির নামে পারবর্তী গ্রাম দীঘিরপাড় নামে খ্যাত ও বিক্রমপুরের একটি প্রশস্ত বাণিজ্যস্থান। উক্ত স্মৃতি-মঠ উহারই নিকটে স্থাপিত।

চাঁদসদাগর—জনৈক স্বনামখ্যাত বণিক্। ইঁহার পুত্রের নাম নখিন্দর (লক্ষ্মীন্দ্র)। চম্পাই নগরে ইঁহার বাস ছিল। ইনি মনসাদেবীর অত্যন্ত বিদ্বেষ্টা ছিলেন, এবং সর্বদা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিতেন। ইহাতে মনসা অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হওয়ায়, নখিন্দর বিবাহ-রাত্রিতে বাসরঘরে সর্পদষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পতিপ্রাণা বেহুলা পতিশোকে ম্রিয়মাণা হইয়া নানাবিধ স্তবস্তুতিতে মনসাদেবীকে তুষ্ট করিলে, তিনি প্রসন্না হইয়া নখিন্দরকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন। তদবধি চাঁদসদাগর মনসাবিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার একান্ত ভক্ত হইয়া পড়েন।

চাঁদা—কণ্টকাকীর্ণ ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ; সাধারণের কার্যের বা কাহারও সাহায্যের নিমিত্ত সংগৃহীত অর্থ; নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রদেয় অর্থসাহায্য বা মূল্য। বাংপ্র। বি।

চাঁদাড়—গৃহের পশ্চাৎ বা পার্শ্বভাগ। বাংপ্র। বি।

চাঁদি—রূপা; খাঁটিরূপা; মাথার খুলি বাঃ তাহার উপরিভাগ; ব্রহ্মতালু। বাংপ্র। বি।

চাঁদিনী—জ্যোৎস্নাময়ী, চন্দ্রমাশালিনী। বাংপ্র। বিণ। [বি।

চাঁদোয়া—চন্দ্রাতপ, শামিয়ানা। বাংপ্র।

চাঁন—চাঁদ, চন্দ্র। প্রা কপ্র। বি।

চাঁপকলি—চম্পক-কলিকা, চাঁপা ফুলের কুঁড়ি; রমণীর কণ্ঠহার বিঃ। বাংপ্র। বি।

চাঁপ-দাড়ি—অর্ধগোলাকার গলশ্মশ্রু। বাংপ্র। বি।

চাঁপা চম্পক (পুষ্প বা কদলী); কর্ণভূষণ বিঃ; চাক বা চাকতি। বাংপ্র। বি।

চাক চক্র; চাকতি; কুমার নাঁদ; মধু-চক্র; কুমারের হাঁড়িগড়া চাক। বাংপ্র। বি।

চাকচক্য—উজ্জ্বলতা, দীপ্তি; পালিশ। চক্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ, দ্বিত্ব; তদুত্তরে ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

চাকচিক্য চাকচক্য। বাংপ্র। বি।

চাকতি—চাক, চক্র; রুটি প্রভৃতি বেলিবার গোলাকার পাত্র; চক্রাকার ধাতুখণ্ড বা যে কোন গোলাকার বস্তু। বাংপ্র। বি।

চাকন—আস্বাদন; স্বাদ পরীক্ষাকরণ। বাংপ্র। বি।

চাকনচিকন—১। চিক্কণ; উজ্জ্বল ও মসৃণ। বিণ। ২। চাকচক্য; পারিপাট্য। বাংপ্র। বি।

চাকনদার—স্বাদ পরীক্ষায় নিপুণ ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

চাকর—কিঙ্কর, পরিচারক, ভৃত্য, servant; চা-কৃষক, যে চা আবাদ করে, tea-planter. বাংপ্র। বি।

চাকরবাকর—পরিচারকবর্গ, দাসদাসীগণ। বাংপ্র। বি।

চাকরাণী, চাকরানী—কিঙ্করী, পরিচারিকা, দাসী, maid-servant. বাংপ্র। বি।

চাকরান—চাকরকে বেতনস্বরূপে প্রদত্ত ভূমি। ফা। বি।

চাকরি, চাকুরি—কিঙ্করত্ব, দাসত্ব, গোলামি; বৈতনিক কর্ম, পদ। ফা-মু। বি।

চাকরিয়া, চাকরে, চাকুরিয়া, চাকুরে—চাকুরিজীবী, যে পরের চাকরি করে; বৈতনিক কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি; পদধারী। ফা-মু। বিণ বা বি।

চাকলা—১। আম্রফলাদির গোলাকার ফালা চাকা, চাকতি; চোকলা। বাংপ্র। ২। কতিপয় পরগনার সমষ্টি। < চক্র। বি।

চাকলাদার—চাকলা ভোগকারী; অর্থাৎ তাহার ইজারদার বা জমিদার। বাংপ্র। বি।

চাকা—১। চাক, চক্র, চাকতি, চাকলা, চাকি। বি। ২। আস্বাদন করা, স্বাদ গ্রহণ করা, তার বুঝা। ক্রি। ৩। চক্রাকার, গোল। বাংপ্র। বিণ।

চাকি—চাক, চাকতি; চক্রাকার বস্তু; রুটি প্রভৃতি বেলিবার গোলাকার পাত্র; জাতীয় বা বংশীয় পদবী। বাংপ্র। বি।

চাকু—ছোট ছুরি, কলমতরাস। বাংপ্র। বি।

চাকুনে—স্বাদপরীক্ষক, স্বাদগ্রাহী। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**চাকুনী**। [বি।

চাকুন্দা—স্বনামখ্যাত গুল্ম বিঃ। বাংপ্র।

চাকুরি—'চাকরি' দ্রঃ।

চাকুরিয়া, চাকুরে—'চাকরিয়া' দ্রঃ।

চাকুলিয়া, চাকুলে, চাকুল্যা—ওষধিগুল্ম বিঃ, পৃশ্নিপর্ণী। <চক্রকুল্যা। বি।

চাক্রিক—তৈলকার, কলু; দলবদ্ধ হইয়া স্তুতিপাঠক। চক্র+ষ্ণিক। বি বা বিণ। স্ত্রী—**চাক্রিকী**।

চাক্ষুষ—১। চক্ষুর্দ্বারা নিষ্পন্ন; চক্ষুর্গোচর,

প্রত্যক্ষ, চোখে দেখা। চক্ষুস্ শব্দ+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—চাক্ষুষী। ২। চক্ষুর্জন্য জ্ঞান। বি; স্ত্রী। ৩। ষষ্ঠ মনু। বি; পু।

চা-খড়ি—ফুলখড়ি, সাদা খড়িমাটি, chalk. বাংপ্র। বি।

চাখনদার—স্বাদপরীক্ষক। বাংপ্র। বি।

চাখা—চাকা, আস্বাদন করা, তার বুঝা। বাংপ্র। ক্রি।

চাগা—[দৃঢ়প্রোথিত বস্তু] শিথিল হওয়া; উদ্বুদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চাগানো—[দৃঢ়প্রোথিত বস্তু] শিথিল করা; ভূমি হইতে কিছু উঁচু করিয়া তুলা; উদ্বুদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চাঙ, চাঙ্গ- বড় বা উঁচু মাচা বা মাচান, সাঙ্গা। বাংপ্র। বি।

চাঙারি, চাঙ্গারি, চেঙারি, চেঙ্গারি – ডালা, বংশশলাকানির্মিত টুকরি। বাংপ্র। বি।

চাঙড়, চেঙড়—১। অনতিবৃহৎ মৃৎখণ্ড, মাটির চাপ, ডেলা, ঢিল। বাংপ্র। ২। ডাব; তাল। প্রা কপ্র। বি।

চাঙড়া, চেঙড়া—ঝোড়া, ঝুড়ি, বড় টুকরি; ছোকরা, বালক, অল্পবয়স্ক পুরুষ। বাংপ্র। বি।.

চাঙ্গা—সতেজ; সজ্ঞান, চেতন; রোগমুক্ত; দৃঢ়, শক্ত, মজবুত; সমর্থ। বাংপ্র। বিণ।

চাঙ্গারি—'চাঙারি' দ্রঃ।

চাচল—অতিশয় চঞ্চল; বক্রগামী। যঙ্লুগন্ত চল্ (পুনঃ পুনঃ চলা)+কি কর্তৃ। বিণ।

চাচা—পিতৃব্য, খুড়া (কাকা) বা জ্যেঠা। হি। বি; পু। স্ত্রী—**চাচী**।

চাঞা—চাহিয়া, যাচিয়া, মাগিয়া; তাকাইয়া, দৃষ্টিপাত করিয়া; অপেক্ষা করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

চাঞাছিল—চাহিয়াছিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চাঞ্চল্য—চপলতা; অস্থিরতা। চঞ্চল+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

চাট—মাদক সেবনের পর মুখরোচক খাদ্য বা পানীয়; পদাঘাত, লাথি। বাংপ্র। বি।

চাটনি—লেহনীয় বস্তু; অম্লরসাক্ত মুখরোচক দ্রব্য, sauce, আচার। বাংপ্র। বি।

চাটা—১। জিহ্বাদ্বারা গৃহীত, লীঢ়। বিণ। ২। লেহন, জিহ্বাদ্বারা গ্রহণ; দরমা। বি। ৩। লেহন করা। বাংপ্র। ক্রি।

চাটাই—দরমা; বাঁতলা মাদুর। বাংপ্র। বি। [চাটা। বাংপ্র। বি।

চাটাচাটি—পরস্পরকে চাটা; বারংবার

চাটানো—লেহন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

চাটাল, চেটাল—চওড়া, প্রশস্ত; চেপটা। বাংপ্র। বিণ।

চাটিম—মর্তমানজাতীয় কলা। বাংপ্র। বি

চাটু—১। মিথ্যা প্রিয়বাক্য, খোশামোদ; স্তুতিবাক্য, প্রিয়বাক্য। চট (ভেদ করা) +ঞুণ্ করণ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। লৌহময় তাওয়া। বাংপ্র। বি।

চাটুকার—অনুচিত প্রিয়ভাষী, খোশামুদে; স্তুতিবাদক; প্রিয়বাক্যবাদী। চাটু করে যে এই বাক্যে উপপদ; চাটু শব্দ–কৃ (করা) +ষণ্ কর্তৃ। বি বা বিণ। স্ত্রী— **চাটুকারী**।

চাটুপটু, চাটুবটু- ভাঁড়, মস্করা; খোশামোদে দক্ষ। ৭তৎ। বি বা বিণ।

চাটুবাদ—প্রিয়বাক্য; খোশামুদে কথা, তোষামোদপূর্ণ বচন। চাটুপূর্ণ যে বাদ (বাক্য), মধ্যপ। বি; পু।

চাটুবাদী (-বাদিন্)– চাটুভাষী, অতিপ্রিয়বাদী, চাটুকার, খোশামুদে। চাটু বদে (বলে) যে এই বাক্যে উপপদ; চাটু—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী— **চাটুবাদিনী**।

চাটুভাষী (-ভাষিন্)– চাটুকার (তাহা দ্রঃ)। চাটু ভাষে (বলে) যে, উপপদ; চাটু—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ষিণী**। [বাংপ্র। বি।

চাটুয্যে—চট্টোপাধ্যায় (তাহা দ্রঃ)।

চাটূক্তি—চাটুবাদ, প্রিয়বাক্য; মিথ্যা স্তুতিবাক্য, মন যোগানো কথা, খোশামুদে কথা। চাটুপূর্ণা যে উক্তি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

চাড়—চাওড়, আগ্রহ, গরজ, চেষ্টা, যত্ন; উত্তোলনার্থে নিম্নে বলপ্রয়োগ, চাড়া, ঠেকনা। বাংপ্র। বি।

চাড়া—উত্তোলনার্থে বলপ্রয়োগ, চাড়; উপর দিকে ঠেলা, উত্তোলন; অবলম্বন, ঠেকনো, খুঁটি। বাংপ্র। বি।

চাণক্য - কূট-রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত। কৌটিল্য, বিষ্ণুশর্মা, বিষ্ণুগুপ্ত নামেও ইনি পরিচিত। ইনি তক্ষশীলায় জন্মগ্রহণ করেন। মহাবংশ পাঠে জানা যায়, চাণক্য বাল্যাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া জননীকর্তৃক পালিত হন। ইনি দেখিতে অতি কদাকার ও দন্তুর ছিলেন। দন্তুর সন্তান কদাচিৎ মাতৃভক্ত হয়, এই আশঙ্কায় চাণক্য আপনার সম্মুখের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলেন। তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে তক্ষশীলাই বিদ্যালোচনার প্রধান কেন্দ্র ছিল। চাণক্য অল্পবয়সেই স্বীয় প্রতিভাবলে সর্বশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিলাভ করেন। তাঁহার সাংসারিক অবস্থা কখনও সচ্ছল ছিল না। মাতৃবিয়োগের পর ইনি ধনোপার্জনের নিমিত্ত রাজধানী পাটলীপুত্র নগরে আগমন করেন। তখন শিশুনাগবংশীয় ধনানন্দ ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট্। প্রতি বৎসর পাটলীপুত্রের পণ্ডিতবর্গ রাজাজ্ঞায় রাজনীতি ও বিদ্যালোচনার জন্য রাজধানীতে সমবেত হইতেন। চাণক্য এই সভায় গিয়া বিনা আহ্বানেই এবং প্রতিবাদসত্ত্বেও প্রধান পণ্ডিতের আসন অধিকার করিয়া বসিলেন। রাজা ও পণ্ডিতগণ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কোন্ সাহসে প্রধান পণ্ডিতের আসন অধিকার করিয়াছ?" দাম্ভিক চাণক্য উত্তর করিলেন, "আমা অপেক্ষা প্রধান পণ্ডিত এ সভায় কে আছে? যদি কেহ আপনাকে আমা অপেক্ষা বিদ্বান্ মনে করেন, তবে তিনি আমাকে তর্কে পরাস্ত করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হউন।"

কদাকার ও মলিন বেশ দেখিয়া সভাস্থ সকলেই ইহাকে বাতুল বলিয়া মনে করিলেন। রাজাও সেই ধারণার বশবর্তী হইয়া চাণক্যকে সভা হইতে বহিষ্কৃত করিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ চাণক্য যজ্ঞোপবীত ছিন্ন করিয়া সর্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যদি আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ-সন্তান হই, তাহা হইলে এই অবমাননার প্রতিশোধ গ্রহণ করিব— আমি নন্দবংশ ধ্বংস করিব।"

অতঃপর কি উপায়ে প্রতিজ্ঞা কার্যে পরিণত করা যায়, চাণক্য তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। তিনি অবস্থাহীন ক্ষত্রিয় রাজবংশসম্ভূত একটি বালককে প্রতিপালন করিয়া স্বীয় কূটনীতিতে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এই বালক সেরূপ প্রতিভাবান্ নহে দেখিয়া মনোমত অপর বালকের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সুযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রগুপ্তের সহিত দেখা হইল; তাঁহাকে নিজের কূট রাজনীতিতে দীক্ষিত করিয়া উপযুক্ত করিলেন। অতঃপর চন্দ্রগুপ্তের সাহায্যে চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন দান করেন।

চাণক্য যে মহাপণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ছিলেন, তাহা তাঁহার সংকলিত "চাণক্যশ্লোক" নামক শ্লোকগুলিতেই বুঝিতে পারা যায়।

চাণক্যের প্রণীত গ্রন্থাদি পাঠে জানা যায় যে, যুগধর্মানুসারে ইনি সম্পূর্ণ নাস্তিক ছিলেন। ইঁহার কোন রচনাতেই ঈশ্বরবাদের উল্লেখ নাই।

চণক শব্দ (মুনি বিঃ)+ষ্য অপত্যার্থে। বি; পু (ইহাতে বোধ হয়, চাণক্য চণকমুনির পুত্র বা বংশীয় ছিলেন)।

চাণক্যশ্লোক– চাণক্য প্রণীত বা সংগৃহীত

অষ্টোত্তর শত শ্লোক। এই শ্লোকগুলি সুগভীর নীতিপূর্ণ। মধ্যপ। বি ; পু।

চাণূর, চানুর—জনৈক দৈত্য, মথুরেশ কংসাসুরের মল্ল ; কংসের ধনুর্যজ্ঞ সময়ে এই দৈত্য শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিহত হয়। চণ্ বা চন্+উরণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

চাণ্ডাল-নিষাদ, চাঁড়াল। চণ্ডাল+ষ্ণ স্বার্থে। বি ; পু। স্ত্রী- **চাণ্ডালী**।

চাতক—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী। চত (যাচ্ঞা করা)+ণক কর্তৃ, যে (মেঘের নিকট জল) যাচ্ঞা করে ; এইরূপ কবিসময়প্রসিদ্ধি আছে যে, চাতকেরা মেঘাম্বু পান করে, কদাচ অন্য বারি পান করে না, সুতরাং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া জলের প্রত্যাশায় মেঘের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকে ['কবিসময়প্রসিদ্ধি' দ্রঃ]। বি ; পু।

চাতর—১। চত্বর ; প্রসর, পরিসর, আয়তন ; তড়াগাদির জলায়তন। <চত্বর। ২। চাতুরী, কৌশল, ফন্দি, ফাঁদ ; মায়া, কুহক। <চতুর। ৩। হট্ট, হাট, বাজার ; হাটবাজারের জনাকীর্ণ স্থান চক। প্রা কপ্র। বি।

চাতাল—গৃহের সম্মুখস্থ বা সমীপস্থ অবেষ্টিত বা অনাবৃত স্থান ; উঠান ; দালান, দরদালান ; বৈঠকখানা ; বারান্দা, দাওয়া, পিঁড়ে ; সোপানাবলীর উপরিস্থ চত্বর ; পাকা শান। বাংপ্র। বি।

চাতুর-১। চতুর্জনবাহী শকট। চতুর্ (চারি)+ষ্ণ। ২। চাতুর্য, চতুরতা। চতুর+ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

চাতুরাশ্রম্য-ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের ধর্ম। চতুরাশ্রম+ষ্ণ্য। বি ; ক্লী।

চাতুরিক রথচালক, সারথি। চতুর্ (রথ) +ষ্ণিক ইদমর্থে। বি ; পু।

চাতুরিকা—চতুরতা, চাতুর্য। চাতুরী+কণ্ স্বার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

চাতুরী—চতুরতা ; চাতুর্য ; নৈপুণ্য ; দুষ্ট কৌশল। চতুর+ষ্ণ ভাবার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চাতুর্দশ—চতুর্দশীভব, চতুর্দশীসম্ভূত। চতুর্দশী +ষ্ণ ভবার্থে। বিণ।

চাতুর্বর্ণ্য—১। ব্রাহ্মণাদি জাতিচতুষ্টয়। চতুর্বর্ণ+ষ্ণ্য স্বার্থে। ২। ব্রাহ্মণাদি চারি জাতির ধর্ম। চতুর্বর্ণ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বি ; ক্লী। ৩। ব্রাহ্মণাদি চারিজাতি-সম্বন্ধীয়। বিণ।

চাতুর্বিদ্য—বেদচতুষ্টয়াভিজ্ঞ। চতুর্বিদ্যা+ষ্ণ জ্ঞাতার্থে বা অধ্যয়নার্থে। বিণ।

চাতুর্ভৌতিক—চতুর্ভূত (আকাশেতর চারি ভূত) হইতে উৎপন্ন। চতুর্ (চারি) যে ভূত সে চতুর্ভূত, কর্মধা ; চতুর্ভূত+ষ্ণিক ভবার্থে। [ন্যায়, চার্বাক ও বৃহস্পতি মতে আকাশরূপ উপাদানের অনাবশ্যকতা হেতু দেহাদি চাতুর্ভৌতিক।] বিণ।

চাতুর্মাস—চারি মাসে জাত। চতুর্ (চারি) যে মাস সে চতুর্মাস, কর্মধা। চতুর্মাস+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী— **চাতুর্মাসী**।

চাতুর্মাসিক—চারিমাস ব্যাপী (ব্রহ্ম-চর্যাদি)। চতুর্ (চারি) যে মাস সে চতুর্মাস, কর্মধা ; চতুর্মাস+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

চাতুর্মাস্য—চারিমাস-সাধ্য ব্রত বিঃ। এই ব্রত আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বাদশী বা পূর্ণিমাতে আরম্ভ করিয়া কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে সমাপ্ত করিতে হয়। চতুর্ (চারি) যে মাস সে চতুর্মাস, কর্মধা ; তদুত্তরে ষ্ণ্য। বি ; ক্লী।

চাতুর্য--দুষ্ট কৌশল ; চতুরতা, চাতুরী ; নিপুণতা। চতুর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

চাতুর্যপ্রিয় যে চতুরতা ভালবাসে। চাতুর্য প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

চাত্বাল—চত্বাল। চত্বাল+ষ্ণ স্বার্থে। বি ; পু।

চাদর—উত্তরীয়, দোছুট, উড়ানি, ফোতা ; আচ্ছাদন বস্ত্র ; তদাকার যে কোন চেটাল বস্তু ; ধাতুময় পাত। বাংপ্র। বি।

চান--১। চাহেন। বাংপ্র। ক্রি। ২। স্নান, নাওয়া, অবগাহন। <স্নান। বি।

চানক—চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া। <চন্দ্রক। বি।

চানকানো- সামান্য ভাজিয়া লওয়া ; গরম করা ; উত্তেজিত করা ; রঙ্গ মাখাইয়া উজ্জ্বল করা, বার্ণিশ করা ; প্রতিমার চক্ষু-দান দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চানা—ছোলাশস্য, বুট। হিন্দি। বি।

চানাচুর—মসলাসহযোগে প্রস্তুত ডাল ইত্যাদি ভাজা। বাংপ্র। বি।

চানূর—'চাণূর' দ্রঃ।

চান্দ—চাঁদ, চন্দ্র। প্রা কপ্র। বি।

চান্দ-উপোরি—চন্দ্রসমুজ্জ্বল, চন্দ্রশোভিত। প্রা কপ্র। বিণ।

চান্দড়—সর্পবিষঘ্ন দ্রব্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

চান্দনিক—চন্দননির্মিত ; চন্দনচর্চিত। চন্দন +ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**চান্দনিকী**।

চান্দনিয়া—চন্দ্রিকাযুক্ত, জ্যোৎস্নাময়। কপ্র। বিণ।

চান্দনী—চাঁদনী, চন্দ্রিকাযুক্তা, জ্যোৎস্না-ময়ী। প্রা কপ্র। বিণ।

চান্দা--১। সংগৃহীত চাঁদা ; চাঁদা মাছ। বাংপ্র। ২। চাঁদ, চন্দ্র। প্রা কপ্র। ৩। চন্দ্রক ; চুমকি, চাঁদোয়া। <চন্দ্রক। বি।

চান্দ্র—১। চন্দ্রকান্তমণি ; ত্রিংশৎ তিথি-ঘটিত মাস। বি ; পু। ২। চান্দ্রায়ণ ব্রত ; ব্যাকরণ বিঃ। বি ; ক্লী। ৩। চন্দ্র-সম্বন্ধীয় ; চন্দ্রঘটিত ; চান্দ্রব্যাকরণাধ্যায়ী। চন্দ্র+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**চান্দ্রী**।

চান্দ্রবৎসর—দ্বাদশ চান্দ্রমাসযুক্ত বৎসর। কর্মধা। বি ; পু।

চান্দ্রমস—১। মৃগশিরা নক্ষত্র। বি ; ক্লী। ২। চন্দ্রসম্বন্ধীয়। চন্দ্রমস্ শব্দ (চন্দ্র)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**চান্দ্রমসী**।

চান্দ্রমাস—ত্রিংশৎ তিথিঘটিত মাস। কর্মধা। বি ; পু। [চান্দ্রমাস দ্বিবিধ—মুখ্য চান্দ্র ও গৌণ চান্দ্র। অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্ত অমাবস্যা পর্যন্ত যে মাস গণিত হয় উহা মুখ্য চান্দ্রমাস ; আর কৃষ্ণ প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত যে মাস গণিত হয় উহা গৌণ চান্দ্রমাস।]

চান্দ্রায়ণ-চন্দ্রব্রত, শুক্ল প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত প্রত্যহ ভোজননিয়মরূপ ব্রত ; প্রায়শ্চিত্ত বিঃ। চন্দ্র+ষ্ণায়ন। বি ; পু বা ক্লী। [চান্দ্রায়ণ চারি প্রকার ; যথা—পিপীলিকামধ্য, যবমধ্য, যতিচান্দ্রায়ণ এবং শিশুচান্দ্রায়ণ। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত প্রত্যহ এক এক গ্রাস অন্ন কমাইয়া অমাবস্যার দিন উপবাস করিবে, এবং শুক্লপক্ষে প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে এক এক গ্রাস অন্ন বাড়াইয়া ভক্ষণ করিবে, এবং ত্রিকালস্নায়ী হইবে। ইহাই পিপীলিকামধ্য। শুক্লপক্ষ হইতে পূর্বোক্ত প্রকারে আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণপক্ষে ব্রত শেষ করিলে তাহাকে যবমধ্য বলা যায়। সংযতভাবে মধ্যাহ্নকালে ৮ গ্রাস করিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে তাহাকে যতিচান্দ্রায়ণ বলে। আর শিশুচান্দ্রায়ণে প্রাতঃকালে চারি গ্রাস, এবং সূর্যাস্তকালে চারি গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়। অধুনা চান্দ্রায়ণ ব্রতে অসমর্থ ব্যক্তি ৭॥০ ধেনুমূল্য ২২॥০ কাহন কড়ি বা তন্মূল্য দান করিয়া থাকে।]

চান্দ্রায়ণিক—চান্দ্রায়ণব্রত-বিষয়ক ; চান্দ্রা-য়ণব্রতকারী ; চান্দ্রায়ণব্রতে দীক্ষিত। চান্দ্রায়ণ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**চান্দ্রায়-ণিকী**। [বিণ।

চান্দ্রিক্—চন্দ্রসম্বন্ধীয়। চন্দ্র+ইক সম্বন্ধার্থে।

চান্দ্রী—১। চন্দ্রসম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। চান্দ্র +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জ্যোৎস্না ; চন্দ্রপত্নী। বি ; স্ত্রী।

চাপ—১। ধনুক ; বৃত্তপরিধির যে কোন অংশকে চাপ বা ধনু বলে। চপ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পু বা ক্লী। ২। ভার, চাপিয়া ধরা, pressure ; পীড়াপীড়ি ; চাপড় ; জমাট দ্রব্য ; ডেলা ; খণ্ড। বি। ৩। ঠাস, ঘন, জমাট। বাংপ্র। বিণ।

চাপকান—আজানুলম্বিত ঢিলা জামা বিঃ। হি। বি।

চাপগার—ধনুর্ধর, ধনুকের ব্যবহারবিৎ। প্রা কপ্র। বি।

চাপগারি—ধনুর্বিদ্যা, ধনুকের ব্যবহার। প্রা কপ্র। বি।

চাপ-চাপ—ডেলা-ডেলা, আঁট-সাঁট। বাংপ্র। বিণ।

চাপট—চাপ, থাপট। বাংপ্র। বি।

চাপটি—হাঁটু গুটাইয়া পাছায় ভর। বাংপ্র। বি।

চাপড়—চড়, তলপ্রহার, থাবড়া। বাংপ্র। বি।

চাপড়া, চাবড়া—মৃত্তিকাদির মোটা চাকলা। বাংপ্র। বি।

চাপড়ানো—ধীরে ধীরে চাপড় মারা, চড়ানো, থাবড়ানো। বাংপ্র। ক্রি। বি—**চাপড়ানি**।

চাপদণ্ড—পিচকারির ন্যায় জলের ঊর্ধ্বগমন ও অধোগমন সম্পাদক দণ্ড। বাংপ্র। বি।

চাপদাড়ি—গালজোড়া ঘন দাড়ি। বাংপ্র। বি।

চাপন—চাপপ্রয়োগ, চাপ, ঠেল, ঠাস; পীড়ন; আরোহণ; আক্রমণ। বাংপ্র। বি।

চাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্রের দ্বারা বায়ুর চাপ পরিমিত করা যায়, barometer. বাংপ্র। বি।

চাপরাস—পদপরিচায়ক চিহ্ন দ্রব্য, তকমা। < ফা 'চপ্-রাস্ত্'। বি।

চাপরাসী—চাপরাসধারী, আরদালি, পেয়াদা। ফা-মু। বি।

চাপল, চাপল্য—চপলতা, চাঞ্চল্য, অস্থিরতা; অনবস্থিতি; অবিমৃষ্যকারিতা; প্রগল্‌ভতা; ঔদ্ধত্য। চপল+ষ্ণ, ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

চাপা—১। চাপন, চাপপ্রয়োগ; ঠাসন, ঠেলন; চাপপ্রয়োগের বস্তু, যাহা দিয়া চাপিয়া রাখা যায়, ভারী দ্রব্য; আচ্ছাদন, ঢাকা, গোপন, লুকায়ন। বি। ২। চাপ-যুক্ত; ঠাস, গাদা; আচ্ছাদিত, ঢাকা, লুক্কায়িত; অনুচ্চ; নিবর্তিত; টোল খাওয়া, বসা; ভারের নিম্নে পতিত; অসরলভাষী, সংযতবাক্, যে সব কথা খুলিয়া বলে না; আংশিকভাবে রুদ্ধ বা সংযত। বিণ। ৩। চাপ দেওয়া, ঠাসা, গাদা; আচ্ছাদন করা, ঢাকা, গোপন করা, সব কথা না বলা; চড়া; টেপা। বাংপ্র। ক্রি।

চাপাচাপি—উপরি উপরি স্থাপন, ঠাসা-ঠাসি, গাদাগাদি; পীড়াপীড়ি, পীড়ন; অতিরিক্ত; ঢাকাঢাকি। বাংপ্র। বি।

চাপাচুপি—ঢাকাঢুকি; গোপনের বিবিধ চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

চাপাটি—হাতে চাপড়ান মোটা রুটি। বাংপ্র। বি।

চাপাদার—যে বেপারীর মাল পাল্লায় চাপাইয়া ওজন করিয়া অন্য বেপারীকে দেয়। বাংপ্র। বি।

চাপান—আরোপ বা আরোপণ; আরোপিত বস্তু বা বিষয়; উত্তরদানের নিমিত্ত প্রতিপক্ষের উপর আরোপিত প্রশ্ন। বাংপ্র। বি।

চাপানো—চাপ দেওয়া; চাপপ্রয়োগ করা; ভার তুলিয়া দেওয়া; দায়িত্ব অর্পণ করা; আরোহণ করানো, আরোপিত করা বাংপ্র। ক্রি।

চাবকানো—চাবুক মারা, কশাঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি।

চাবড়া—'চাপড়া দ্রঃ।

চাবি—তালা খুলিবার যন্ত্র, কুঞ্চিকা, ছোড়ান, key; কলপ্রভৃতি ঘুরাইবার হাতল। বাংপ্র। বি।

চাবুক—কশা, প্রতোদ, বেত; কশাঘাত। ফা। বি।

চাম—চামড়া, ত্বক্, ছাল, খাল। <চর্ম। বি।

চামচ, চামচে ছোট হাতা, দর্বী। <চমস। বি।

চামচিকা, -চিকে—বাদুড়-জাতীয় ক্ষুদ্র জন্তু বিঃ। < চর্মচটিকা। বি।

চামড়া—চাম, ত্বক্, ছাল, খাল। বাংপ্র। বি।

চামর—১। বালব্যজন, চমরীপুচ্ছনির্মিত একপ্রকার ব্যজন। চমর+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। ছন্দোবিশেষ। বি; ক্লী।

চামরী (চামরিন্)—১। চামরবিশিষ্ট। চামর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**চামরিণী**। ২। ঘোটক, অশ্ব। বি; পু।

চামরী—বালব্যজন, চামর। চামর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চামলী—চামেলী ফুল। প্রা কপ্র। বি।

চামসা, চামসে—কাঁচা চামের মত ('—দুর্গন্ধ')। বাংপ্র। বিণ।

চামাটি, চামাতি—চর্মফলক, ক্ষুর শাণ দিবার চর্মখণ্ড; চর্মরজ্জু, চর্মময় হস্তপদ-বন্ধনী। বাংপ্র। বি।

চামার—চর্মকার, মুচি; [তত্তুল্য] হৃদয়-হীন, নৃশংস; নীচাশয়; অতি কৃপণ। <চর্মার। স্ত্রী—**চামারনী**।

চামীকর—স্বর্ণ। চমীকর (স্বর্ণখনি)+ষ্ণ ভবার্থে। বি; পু।

চামুণ্ডা—দুর্গা। চণ্ড (অসুর বিঃ) ও মুণ্ড (অসুর বিঃ), তদুত্তরে আপ্, [দেবী-মাহাত্ম্যে কথিত আছে যে, ভগবতী চণ্ড ও মুণ্ড নামক অসুরদ্বয়কে আক্রমণ করিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া লোকে 'চামুণ্ডা' নামে খ্যাতা হন]। বি; স্ত্রী।

চামেলি—অতি সুগন্ধি ক্ষুদ্র পুষ্প বিঃ। <হি 'চমেলী'। বি।

চায়—চাহে, প্রার্থনা করে, আকাঙ্ক্ষা রাখে। বাংপ্র। ক্রি।

চার—১। কৃত্রিম বিষ। চর্ (বধ করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। গতি; বন্ধন। চর্ (গমন করা ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভাব। ৩। জেলখানা; বন্ধনালয়। চর্+ঘঞ্ অধি। ৪। চর, গুপ্তদূত, প্রণিধি। চর শব্দ (গুপ্ত-দূত)+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু। ৫। ছিপে মাছ ধরিবার সময়ে জলে নিক্ষিপ্ত তদাকর্ষক বস্তু; মাছের বিচরণস্থান। বি। ৬। চারি (৪)। বাংপ্র। বি বা বিণ। **চার ফেলা**—যেখানে ছিপ ফেলা হয় সেখানে মাছের লোভনীয় বস্তু ফেলা; প্রলোভন দেখানো। **চার হাত এক করে দেওয়া**—বিবাহ দেওয়া।

চারক—১। যে চরায় বা চালায় এমন, চালক; পশুচালক, রাখাল। চারি (গমন করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চারিকা**। ২। গতি; বন্ধনালয়, জেলখানা; বন্ধ; পিয়াল গাছ। চার্+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

চারকোণা—চতুষ্কোণ। বাংপ্র। বিণ।

চারচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—রাজা। চার (চর) হইয়াছে চক্ষুঃ যাহার, বহু। বি; পু।

চারচৌকা, -চৌকো—সমচতুষ্ক, বর্গ-ক্ষেত্র, square. বাংপ্র। বি বা বিণ।

চারচৌকস—সব দিকে পটু, সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ বা পারদর্শী। বাংপ্র। বিণ।

চারটি—চারি সংখ্যক; ছোট্ট; অল্প, একটু। বাংপ্র। বিণ।

চারণ—১। নট, ভাট, বন্দী প্রভৃতির কর্ম। চরণ+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। চালনা; লইয়া যাওয়া, মাঠে লইয়া আহার করানো, চরান; চরাইবার স্থান। ণিজন্ত চর্ (=চারি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। নট; ধূর্ত; ধর্মশাস্ত্রপাঠক; স্তুতিপাঠক, বন্দী; ভাট; দেবযোনি বিঃ।… +অন কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**চারণী**।

চারণা—চালনা, চঙ্ক্রমণ। চারি+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

চারপথ—রাজপথ। চারার্থ যে পথ, মধ্যপ। বি; পু।

চারপেয়ে—চতুষ্পদ খট্বা, খাটিয়া, খাট; চতুষ্পদ জন্তু। বাংপ্র। বি।

চারবায়ু—গ্রীষ্মকালের বাতাস। চারসাধক (গমন-সম্পাদক) যে বায়ু, মধ্যপ। বি; পু।

চারা—১। খাদ্য, খোরাক, দানা; পশু-

খাত। হি। ২। বৃক্ষশিশু, ছোটগাছ; মৎস্তশিশু, ছানামাছ। বাংপ্র। ৩। উপায়, প্রতীকার। <ফা 'চয়হ্‌'। বি। ৪। অল্প বয়স্ক, শিশু, ছোট। বাংপ্র। বিণ।

চারানো—সঞ্চারিত করা, নাড়ানো, স্থানান্তরিত করা; ছড়ানো, বিক্ষিপ্ত করা; অনেকের উপর ফেলা বা ধরা, বণ্টন করা; বপন করা, রোপণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চারি—৪-সংখ্যা; ৪-সংখ্যক। < চতুর্‌। বি বা বিণ।

চারিত—যাহাকে চরানো হইয়াছে এমন, চালিত; সঞ্চারিত; যাহা চারাইয়া বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। ণিজন্ত চর্‌=চারি (গমন করান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

চারিত্র-স্বভাব, চরিত্র; প্রথা; দুষ্টচরিত্র বা আচার। চরিত্র শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে; অথবা চর্‌ (আচরণ করা)+ণিত্রন্‌ ভাব। বি; ক্লী।

চারিত্রিক—স্বভাব বা চরিত্রসম্বন্ধীয়। চরিত্র +ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ।

চারিভিত—চতুষ্পার্শ্ব, চারিধার, চতুর্দিক্‌। বাংপ্র। বি।

চারিমা (চারিমন্‌)—চারুতা, মনোহারিত্ব, সৌন্দর্য। চারুর ভাব এই অর্থে চারু (সুন্দর)+ইমন্‌। বি; পু।

চারী (চারিন্‌)—বিচরণকারী, সঞ্চরণকারী। চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী -**চারিণী**।

চারী—নৃত্যাঙ্গ বিঃ। বি; স্ত্রী।

চারু অসামান্য; অসাধারণ; সুদৃশ্য; সুন্দর; ললিত, সুকুমার ('— কলা'); মনোহর; সম্যক্‌। চর+ঞুণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চারু, চার্বী**।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালা সাহিত্যিক। বাং ১২৮৫ সালের ২৫শে আশ্বিন (ইং ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসে) মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচল গ্রামের রাজবাটীতে চারুচন্দ্রের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম মুক্তকেশী দেবী। মুক্তকেশী চাঁচলের রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় চৌধুরীর ভাগিনেয়ী।

চারুচন্দ্র ইং ১৮৯৯ সালে বি. এ. পাস করেন। ইঁহার প্রথম বাঙ্গালা রচনা "বঙ্কিম প্রসঙ্গ" এবং "মেঘদূত", "মাঘ" প্রভৃতি সংস্কৃতকাব্যের সমালোচনা তদানীন্তন "আলো" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়, এবং "সাহিত্যের" ন্যায় কঠোর সমালোচন-পত্রেও বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। ইহার পর রবীন্দ্রনাথের নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে চারুবাবুর গদ্য পদ্য রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে।

বাং ১৩০৮ সালে "ভারতী" পত্রিকায় ইঁহার লিখিত লিখনসৃষ্টির ইতিহাস প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। এই প্রবন্ধ দেখিয়া ভারতীর তদানীন্তনী সম্পাদিকা সরলা দেবী চারুবাবুকে ডাকিয়া ভারতী সম্পাদনে সহকারিতা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিছুদিন পরেই চারুবাবুর হস্তে সম্পূর্ণ সম্পাদন ভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। চারুবাবু এত দিন সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। সহসা একদিন "সরমের কথা" নামক গল্প লিখিয়া গল্প-সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই গল্প বাং ১৩০৯ সালে "প্রবাসী" পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়।

ইনি এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসে মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে এক কর্ম গ্রহণ করেন। উক্ত প্রেসের মালিক চারুবাবুর কর্মপটুতায় এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিন বৎসরেই ইঁহার বেতন ১০০৲ টাকা করিয়া দেন। এই সময়ে ইঁহার সম্পাদিত "কাদম্বরী" মুদ্রিত হয় এবং পরে ছোট গল্পের বহি "পুষ্পপাত্র" ও "সওগাত" ছাপা হয়। আবার ইণ্ডিয়ান প্রেস হইতেও ক্রমান্বয়ে ইঁহার "মহাভারত", "রবিন্সন ক্রুশো", "ঈশপের গল্প", "পারস্য উপন্যাস", "বিষ্ণু পুরাণ", "ভাতের জন্ম-কথা" প্রভৃতি প্রকাশিত হয়।

বাং ১৩১৬ সালে রামানন্দবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলে চারুবাবুকে মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীপত্রের সহকারী সম্পাদকরূপে মনোনীত করেন। চারুবাবু ইণ্ডিয়ান প্রেসের মালিকের সম্মতি লইয়া ঐ কর্ম গ্রহণকরতঃ কলিকাতায় আসেন, এবং তদবধি ইং ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ঐ কর্মেই প্রবৃত্ত ছিলেন। অতঃপর গুণগ্রাহী স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চারুবাবুকে ডাকিয়া নবপ্রবর্তিত বাঙ্গালা এম. এ.-র অধ্যাপনার ভার প্রদান করেন। চারুবাবু রামানন্দ বাবুর সম্মতিক্রমে তাঁহার কার্য ব্যতিরিক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কার্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। পরে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক হন।

কবিকঙ্কণ ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য চারুবাবু আবিষ্কার করিয়াছেন। বহু প্রাচীন বাঙ্গালা পুস্তকের টীকাও ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। এবিষয়ে ইনি একপ্রকার অগ্রণী। ইঁহার কয়েক-খানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও আছে। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

চারুতা—সুদৃশ্যতা; সৌন্দর্য; মনোহারিত্ব। চারু+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

চারুতানিদান-মনোহরত্বের আদিকারণ, সৌন্দর্যের মূল হেতু। ৬তৎ। বি; ক্লী।

চারুধারা—ইন্দ্রপত্নী শচী। বি; স্ত্রী।

চারুনেত্রা—১। সুলোচনা, মনোহর নয়ন-বিশিষ্টা, মৃগনয়না। চারু নেত্র যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরা বিঃ। বি; স্ত্রী।

চারুবক্ত্র—১। সুন্দর-বদনবিশিষ্ট, সুমুখ। চারু বক্ত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। কুমারের অনুচর। বি; পু। ৩। সুন্দর বদন। কর্মধা। বি; ক্লী।

চারুব্রত—১। সুন্দর নিয়ম। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। উৎকৃষ্ট নিয়মধারক। চারু হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

চারুশিলা—সুন্দর প্রস্তর; মণি প্রভৃতি। চার্বী যে শিলা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

চারুশীল—সচ্চরিত্র; সুশীল, সৎস্বভাব। চারু হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

চারুহাসী (-হাসিন্‌)—মনোহর হাস্য-কারী। চারু—হস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-সিনী**।

চার্চিক্য -শরীরে চন্দনাদি বিলেপন। চর্চ্‌ (বলা ইত্যাদি)+ণক কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌, তদুত্তরে ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

চার্জ—নিয়োগ; অভিযোগ; অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি অপরাধের আরোপ, আক্রমণ; খরচা; মূল্য; দাবি; হিসাব-নিকাশ। < ইং 'charge'. বি।

চার্বাক্‌ ১। জনৈক নাস্তিক-মতাবলম্বী দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার মতে, "সচেতন দেহ ভিন্ন আত্মা নাই; পরলোক নাই; সুখই পরম পুরুষার্থ, প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নি হইতে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে, ইত্যাদি"। কথিত আছে যে, বৃহস্পতি এই মতের প্রথম প্রবর্তক; চার্বাক্‌ বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট এই মত প্রাপ্ত হন। চারু (সুন্দর) হইয়াছে বাক্‌ (বাক্য) যাহার, বহু। বি; পু। গ্রীক Epicure.

২। জনৈক রাক্ষস। এই রাক্ষস কৌরব-গণের পক্ষাবলম্বী ও পাণ্ডবদিগের বিপক্ষ ছিল। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরাদি যৎকালে ব্রাহ্মণগণসহ হস্তিনাপুরে প্রবেশ করেন, তৎকালে চার্বাক্‌ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহা-দিগকে তিরস্কার করে। পরে ব্রাহ্মণেরা ইঁহার প্রকৃত বৃত্তান্ত পাইয়া ইঁহাকে ভস্মী-ভূত করেন।

চার্বাক্‌-দর্শন-চার্বাক্‌ প্রণীত দর্শনশাস্ত্র। এই শাস্ত্রের স্থূল মর্ম এই যে,—যতদিন

জীবন ধারণ করা যায়, ততদিন আপনার সুখের চেষ্টা করা বিধেয়। কারণ সকলকেই একদিন কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এবং মৃত্যুর পর এই দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং পারলৌকিক সুখলাভের প্রত্যাশায় ধর্মোপার্জনের উদ্দেশ্যে আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য। যে দেহ একবার ভস্মীভূত হয়, তাহার পুনর্জন্ম অসম্ভব। এই স্থূল দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত অন্য কোন আত্মা নাই। ক্ষিতি, জল, বহ্নি ও বায়ু এই চারি ভূতের সম্মিলনে দেহের উৎপত্তি। যেমন পীতবর্ণ হরিদ্রা ও শুভ্রবর্ণ চূর্ণের সংমিশ্রণে রক্তিমার উদ্ভব হয় অথবা যেমন মাদকতাশূন্য গুড় তণ্ডুলাদি হইতে সুরা প্রস্তুত হইলে উহা মাদকগুণযুক্ত হয়, সেইরূপ দেহের উৎপত্তি হইলেই তাহাতে স্বভাবতঃ চৈতন্যের বিকাশ হয়। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। উপাদেয় খাদ্য ভোজন, উত্তম বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। এই সকল সুখের সহিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু সে দুঃখে আস্থা প্রদর্শন না করিয়া তন্মধ্যস্থ সুখই উপভোগ করা কর্তব্য, দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা অনুচিত। কণ্টক-শল্কাদিপূর্ণ বলিয়া কে মৎস্যভক্ষণে পরাঙ্মুখ হয়? তুষদ্বারা আবৃত বলিয়া কি কেহ ধান্যকে পরিত্যাগ করে?

প্রতারক ধূর্ত পণ্ডিতগণ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে পরলোক ও স্বর্গ-নরকাদির কল্পনা করিয়া জনসমাজকে বৃথা ভীত এবং অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বেদাধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, দণ্ডধারণ, ভস্মলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পুরুষকারশূন্য ব্যক্তিবৃন্দের উপজীবিকামাত্র। প্রতারক শাস্ত্রকারেরা বলে, যজ্ঞে যে জীবকে বলি প্রদান করা যায়, সেই জীবের স্বর্গ লাভ হইয়া থাকে। উত্তম, কিন্তু তবে তাহারা আপন আপন মাতাপিতাকে বলি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গলাভের অধিকারী করে না কেন? তাহা না করিয়া আপনাদের রসনা-তৃপ্তির জন্য ছাগাদি অসহায় পশুকে বলি দেয় কেন? এরূপে মাতাপিতাকে স্বর্গগামী করাইতে পারিলে তজ্জন্য আর শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন হয় না। শ্রাদ্ধও ধূর্তদিগের কল্পনা। শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃতব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোন ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথের না দিয়া তাহার উদ্দেশ্যে বাটীতে কোন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই ত তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। আর প্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ করিলে যখন দ্বিতলোপরিস্থ ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন বহু উচ্চস্থিত স্বর্গবাসীর শ্রাদ্ধদ্বারা কিরূপে তৃপ্ত হইবে? সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রাদ্ধাদি কার্য কেবল অকর্মণ্য ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদ ভণ্ড, ধূর্ত ও রাক্ষস এই ত্রিবিধ লোকের রচিত। "অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে" ইত্যাদি ব্যবস্থা ভণ্ডের রচিত। স্বর্গনরকাদি ধূর্তের কল্পিত আর পশুবধ ও মাংসাদি নিবেদনের বিধি রাক্ষস-প্রণীত। সুতরাং এই বৃথাকল্পিত শাস্ত্রে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না।

এই দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। অতএব

"যাবজ্জীবং সুখং জীবেদ্
ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।"

অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ততদিন সুখে কালহরণ করাই কর্তব্য। এমন কি ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য ভোজনে পশ্চাৎপদ হইবে না। এই শরীর ব্যতীত আর কোন আত্মা নাই। যদি থাকিত, এবং যদি তাহার দেহান্তর গ্রহণের ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বন্ধু স্বজনের স্নেহে বাধা হইয়া পুনর্বার ঐ দেহেই প্রবেশ করে না কি জন্য। অতএব দেখা যাইতেছে, বেদ, শাস্ত্র সকলই অপ্রামাণ্য; পরলোক, স্বর্গ, মুক্তি সকলই অবাস্তব; অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য, শ্রাদ্ধাদি কার্য সমস্তই নিষ্ফল।

চার্বী—১। সুন্দরী। মনোহারিণী। চারু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মনোহারিণী স্ত্রী; জ্যোৎস্না; বুদ্ধি; কুবেরপত্নী। বি; স্ত্রী।

চার্ম—১। চর্মসম্বন্ধীয়; চর্মাচ্ছাদিত। চর্মন্+অ। বিণ। স্ত্রী- **চার্মী**। ২। চর্মাচ্ছাদিত রথ। বি; পু।

চার্মণ—চর্মসমূহ। চর্মন্+অ সমূহার্থে। বি; ক্লী।

চার্মিক—চর্মদ্বারা রচিত, চর্মনির্মিত। চর্মন্+ষ্ণিক "তদ্দ্বারা কৃত" অর্থে। বিণ।

চাল—১। গৃহাচ্ছাদন; ছাদ; প্রতিমার পশ্চাদ্দিকের পট। চল (গমন করা)+ণ কর্তৃ। বি; পু। ২। তণ্ডুল, চাউল; চলন, ধারা, প্রথা, রীতি, রেওয়াজ; দাবা-ক্রীড়াদিতে গুটিকার চালন; [তাহা হইতে] ফন্দি, কৌশল, কারসাজি; চাতুরী, ছল, কপট, কলা; বড়াই, গর্ব। বাংপ্র। বি। **চাল চালা**—কৌশল প্রয়োগ করা। **চাল দেওয়া**—কৌশল প্রকাশ করা; মিথ্যা জাঁক দেখানো; দাবা ইত্যাদি খেলায় এক ঘর হইতে অন্য ঘরে ঘুঁটি সরানো। **চাল বাড়ানো**—জীবন-যাত্রা নির্বাহের ধারাকে ব্যয়সাপেক্ষ করা, চালচলনে বিলাসিতা ও জাঁকজমক বাড়ানো। **চাল বিগড়ানো**—অধঃপাতে যাওয়া। **চাল মারা**—ফাঁকি দেওয়া; মিথ্যা জাঁক দেখানো।

চালক—চালনকর্তা; নেতা। চালি (চালানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চালিকা**।

চালচলন—ভাবভঙ্গী; ধরনধারণ; আচার-ব্যবহার; রীতিনীতি। বাংপ্র। বি।

চালচিত্র—প্রতিমার পশ্চাদ্বর্তী ছটা বা পট যাহাতে বিমানপথ ও স্বর্গলোকের দৃশ্যাবলী চিত্রিত থাকে। বাংপ্র। বি।

চালতা—অম্লরসবিশিষ্ট গোলাকার ফল বিঃ। বাংপ্র। বি।

চালন—১। চালান; স্থানান্তরিতকরণ, একস্থান হইতে অন্যত্র লইয়া যাওয়া; পরিচালনা; অনুশীলন; খাটানো; প্রয়োগ, সঞ্চালন। চালি (চালানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। চালনী। বাংপ্র। বি।

চালনা—চালন; চালনী; আন্দোলন; অনুশীলন, চর্চা। ণিজন্ত চল্=চালি (চালানো)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

চালনী—শস্যাদি চালিবার জন্য বহু ছিদ্র-বিশিষ্ট একপ্রকার পাত্র। চালি (চালানো)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চালনী ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

চালবাজ—ফন্দিবাজ, কূটকৌশলী। বাংপ্র। বিণ।

চালবাজি—ফন্দিবাজি, কূটকৌশল। বাংপ্র। বি।

চালভাজা—ভাজা চাউল, মুড়ি। বাংপ্র। বি।

চালশা, চালশে—৪০ বৎসর বয়স; ঐ বয়সে চক্ষের দৃষ্টিশক্তির হ্রাস। বাংপ্র। বি।

চালা—১। চালন, চালিত করণ; স্থানান্তরিতকরণ; ধরনপূর্বক নাড়া; চালনীতে নাড়া। বি। ২। চালিত করা, স্থানান্তরিত করা; দাবাক্রীড়াদিতে গুটি সরানো; ধরনপূর্বক নাড়াচাড়া করা; চালনীতে নাড়া বা ছাঁকা; সঞ্চালন করা; মন্ত্রবলে গতিশীল করা; প্রয়োগ করা। ক্রি। ৩। ছোট খড়ো ঘর, কুঁড়ে ঘর; তৃণাচ্ছাদিত চাল। বাংপ্র। বি।

চালাক—চতুর, বুদ্ধিমান; কার্যপটু, দক্ষ; ক্ষিপ্রকারী, চটপটে; অথবা অধিক বাক্য-প্রিয়, বাচাল। বাংপ্র। বিণ।

চালাকি—চাতুরী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; ধূর্ততা ; ফন্দি ; ক্ষিপ্রকারিতা। বাংপ্র। বি।

চালাচালি—নাড়ানাড়ি, বারংবার সরানো ; স্থানান্তর করানো। বাংপ্র। বি।

চালানো—১। চালিত বা স্থানান্তরিত করণ, নাড়া ; প্রচলিত করণ, অন্যের দ্বারা গ্রহণ করানো ; স্থানান্তরে প্রেরণ, রপ্তানি ; প্রেরিত মালের জায় বা ফর্দ ; প্রেরিত অর্থের জায় ; অপরাধীকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া। বি। ২। চালিত করা, স্থানান্তরিত করা, স্থানান্তরে প্রেরণ করা ; কাটানো, কাটতি করা ; প্রচলিত করা, গছানো, অন্যের দ্বারা গ্রহণ করানো, প্রয়োগ করা ; পরিচালন করা ; নিয়ন্ত্রিত করা ; (কোন কাজ) করিতে থাকা ; নির্বাহ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চালানী—চালান দেওয়া সংক্রান্ত ; রপ্তানি-ঘটিত ; প্রেরিত। বাংপ্র। বিণ।

চালি—নৌকার বাঁশের পাটাতন ; ছোট মাচান ; ছোট চাল ; নূতন প্রস্তুত গরম গুড় জুড়াইলে তাহার উপর যে সর বা স্তর পড়ে ; প্রতিমাদির চালচিত্র। বাংপ্র। বি।

চালিত—যাহা বা যাহাকে চালান হইয়াছে এরূপ ; স্থানান্তরিত। চালি (চালান)+ ক্ত কর্ম। বিণ।

চালিতা—১। 'চালিত' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। চালদা ফল, চালতা। বাংপ্র। বি।

চালিয়াত—চালবাজ। বাংপ্র। বি।

চালু—বাজারে চলতি। বাংপ্র। বিণ।

চালুতি—চাউল-বিক্রেতা। বাংপ্র। বি।

চালুনী—চালনী (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

চাষ—কৃষি, ভূমিকর্ষণ ; উৎপাদন। চষ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

চাষবাস—কৃষিকার্য, কৃষিকর্ম করিয়া জীবনযাপন। বাংপ্র। বি।

চাষা কৃষক ; কুরুচিপরায়ণ বা অসভ্য লোক। বাংপ্র। বি।

চাষা, চাষী—কৃষিজীবী, কৃষক। বাংপ্র। বিণ বা বি।

চাষাড়ে—চাষার মত, অশিক্ষিত, অসভ্য। বাংপ্র। বিণ।

চাষাভুষা, -ভুষো—চাষা ও ঐ শ্রেণীর লোক, ইতর ব্যক্তিরা। বাংপ্র। বি।

চাহনি, চাউনি—তাকানি, দৃষ্টিপাত, নজর। বাংপ্র। বি।

চাহা—প্রার্থনা বা যাচ্ঞা করা, মাগা ; দাবি করা, তাগাদা করা ; আবশ্যক করা ; তাকান, দৃষ্টিপাত করা ; অন্বেষণ করা ; আশা বা আকাঙ্ক্ষা করা। বাংপ্র। ক্রি।

চাহা—কাদাখোঁচা পাখি। হি। বি।

চাহিদা—দরকার, লোকে খুব চাহে এরূপ অবস্থা, বাজারে মালের কাটতি বা টান, demand. হি। বি। **চাহিদা মিটানো**—প্রয়োজনমত যোগান দেওয়া। [বি।

চিংড়ি, চিঙড়ি—ইচলা মাছ। < চিঙ্গট।

চিঁ—অনুকরণ শব্দ ; পাখির ছানার মত ডাক ; পাখির যন্ত্রণাসূচক শব্দ ; অতি ক্ষীণস্বর ; রুগ্ণ-কণ্ঠরব। বাংপ্র। অ।

চিঁচিঁ—পাখির আর্তনাদ ; পাখির ছানার ডাক। বাংপ্র। অ।

চিঁড়া, চিঁড়ে—ভাপানো ধান ঢেঁকিতে কুটিয়া চেপটা করিয়া প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য বিঃ, চিপিটক। বাংপ্র। বি।

চিঁড়ে-চেপটা—চিঁড়ের মত চেপটা, সম্পূর্ণ পিষ্ট, দলিত ; পর্যুদস্ত। বাংপ্র। বিণ।

চিঁহিঁ, চিঁহি—অশ্বের রব, হ্রেষা। বাংপ্র। অ।

চিক—কণ্ঠাভরণ বিঃ ; বংশনির্মিত পর্দা বা কানাত। বাংপ্র। বি।

চিকচিক—কোন কোন পাখির ডাক ; উজ্জ্বল, মসৃণ ও আভাযুক্ত। বাংপ্র। অ।

চিকণ, চিকন—স্নিগ্ধ, মসৃণ, চকচকে ; সূক্ষ্ম, সরু, মিহি, সুন্দর। <চিক্কণ। বিণ।

চিকণ(ন)কালা—যিনি কাল অথচ বেশ চকচকে, শ্রীকৃষ্ণ। কপ্র। বি।

চিকণ(ন)-চাকন—চাকন-চিকণ (তাহা দ্রঃ)। [বাংপ্র। বি।

চিকণাই, -নাই—চাকচক্য, জলুস।

চিকমিক—ঝিকমিক। বাংপ্র। অ। বিণ—**চিকমিকে**।

চিকা গন্ধমুষিক, ছুঁচা। হি। বি।

চিকারি—সেতারে সংলগ্ন প্রধান পঞ্চতারের অতিরিক্ত তিন চারিটি ক্ষুদ্র তার। হি। বি।

চিকি—সিদ্ধ-করা ('— সুপারি')। বাংপ্র। বিণ বা বি।

চিকিচ্ছা—রোগচিকিৎসা, প্রতিকার। <চিকিৎসা। বি।

চিকিৎসক—রোগাপনয়নকারী, বৈদ্য, ডাক্তার, কবিরাজ। সনন্ত কিত্ (=চিকিৎস) ধাতু+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

চিকিৎসনীয়—চিকিৎস্য (তাহা দ্রঃ)। সনন্ত কিত্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

চিকিৎসা—রোগাপনয়ন, রোগপ্রতিকারকল্পে ঔষধাদি প্রদান। সনন্ত কিত্ (=চিকিৎস) ধাতু+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। [যে ক্রিয়া দ্বারা শারীরিক ধাতুসকলের সমতা হয়, যে ক্রিয়া ব্যাধিনাশিনী, এবং দোষ, ধাতু ও মলের সাম্যকারিণী, যে ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধির বিনাশ হয় এবং অন্য ব্যাধির উৎপত্তি হয় না, সেই ক্রিয়াকেই চিকিৎসা বলা যায়, এবং তাদৃশ চিকিৎসাই চিকিৎসকদিগের অভিমত। এক রোগ প্রশমন করিয়া অন্য রোগের উৎপাদন করিলে তাহাকে চিকিৎসা বলা যায় না।]

চিকিৎসালয়—চিকিৎসাগৃহ, ডাক্তারখানা। চিকিৎসার আলয়, ৬তৎ। বি ; পু।

চিকিৎসাশাস্ত্র—রোগনির্ণয় ও উপযুক্ত ঔষধবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে রোগাপনয়ন করা যায়। ইহা অথর্ব বেদের এক অঙ্গ। এই শাস্ত্র আয়ুর্বেদ নামে অভিহিত। লোকসৃষ্টির পূর্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা লক্ষ শ্লোক ও সহস্র অধ্যায়ে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহা আট ভাগে বিভক্ত ; যথা—(১) শল্যতন্ত্র, (২) শালাক্যতন্ত্র, (৩) কায় চিকিৎসাতন্ত্র, (৪) ভূতবিদ্যা তন্ত্র, (৫) কৌমারভৃত্য তন্ত্র, (৬) অগদ তন্ত্র, (৭) রসায়ন তন্ত্র ও (৮) বাজীকরণ তন্ত্র। চিকিৎসা-বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

চিকিৎসিত—১। যাহার চিকিৎসা করা হইয়াছে। সনন্ত কিত্ (=চিকিৎস) ধাতু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। চিকিৎসা। …+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

চিকিৎস্য প্রতীকার্য ; চিকিৎসার যোগ্য। সনন্ত কিত্ (=চিকিৎস)+য কর্ম। বিণ।

চিকীর্ষা করিবার ইচ্ছা। সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চিকীর্ষিত—অভিপ্রেত, বাঞ্ছিত, যাহা করিতে ইচ্ছা হইয়াছে এমন। সনন্ত কৃ+ ক্ত কর্ম। বিণ।

চিকীর্ষু—করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ)+উ কর্তৃ। বিণ।

চিকুট, চিকুটী, চিক্কুটী অত্যন্ত কাল, কালকিষ্টি, চিমটি কাটিলে ময়লা উঠে এমন মলিন ('— কাপড়')+ বাংপ্র। বিণ।

চিকুর—১। সরীসৃপ ; পক্ষিবিশেষ ; কেশ, চুল ; পর্বত। চি (অব্যক্ত শব্দ)—কুর্ +ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। চপল, চঞ্চল ; অস্থির ; অপরাধী। বিণ। ৩। ঐরাবত-বংশীয় নাগ বিঃ। ইঁহার পিতার নাম আর্যক এবং পুত্রের নাম সুমুখ। মাতলির কন্যা গুণকেশীর সহিত সুমুখের বিবাহ হয়। গরুড় একসময়ে চিকুরকে বিনাশ করিলে মাতলি, বিষ্ণু ও ইন্দ্রের কৃপায় অমৃতদানে ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। তাহাতে গরুড় আপনাকে অবমানিত জানে ইন্দ্রকে ভয় প্রদর্শন করিলে ভগবান্ বিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধদেশে স্বীয় দক্ষিণ বাহু

হাপন করেন। গরুড় বাহুতরে বিকল হইয়া বিষ্ণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে বিষ্ণু পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চিকুরকে গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি গরুড় তাহার সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হন। বি ; পু। [বি ; স্ত্রী।

চিকুরজাল কেশপাশ, কেশসমূহ। ৬তৎ।

চিকুর-পক্ষ, -পাশ, -হস্ত—কেশজাল, কচসমূহ, কেশরাশি। ৬তৎ। বি ; পু।

চিক্ক-চিকা, ছুঁচা। চিক্+ক কর্তৃ। বি ; পু।

চিক্কণ—১। গুবাক বৃক্ষ, গুপারি গাছ। বি ; পু। ২। গুবাক। বি ; স্ত্রী। ৩। স্নিগ্ধ, মসৃণ, চিকণ, চকচকে ; সুন্দর। চিত+কণ কর্ম। বিণ। বি– **চিক্কণতা, -ত্ব**।

চিক্কণী, চিক্কা—গুপারি ফল। বি ; স্ত্রী।

চিক্কস—যবচূর্ণ, যবের ছাতু। বি ; পু।

চিঙ্গট—গলদা চিংড়ি, মোচাচিংড়ি। চিঙ্গ (সুন্দর)—অট্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

চিঙ্গটী—ছোট চিংড়ি, ঘুষাচিংড়ি। চিঙ্গট +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চিঙ্গড়—চিঙ্গট (তাহা দ্রঃ)। চিঙ্গ (সুন্দর) —অড্ (ব্যাপা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

চিঙ্গড়ি—গলদা বা ঘুষাচিংড়ি। < চিঙ্গড়। বি।

চিঙ্গড়ি-পোড়া—তাপদগ্ধ ; অতিশয় ক্লিষ্ট ('রোদে —')। বাংপ্র। বিণ।

চিচিঙ্গা—চোঁপা, তরকারিরূপে ব্যবহার্য সর্পাকৃতি ফল বিঃ, snake-gourd. বাংপ্র। বি।

চিচ্ছক্তি—চৈতন্যশক্তি। চিৎ (চৈতন্য) রূপা যে শক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিজ—১। দ্রব্য, বস্তু, মূল্যবান্ সামগ্রী ; ধূর্ত মন্দ লোক। ফা। ২। পনীর, শক্ত ছানা। < ইং 'cheese'. বি।

চিট—১। তৈলাদি লেপ, আঠা, কাইট ; ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড, চিরকুট। বি। ২। চিটা, চিটে। বাংপ্র। বিণ।

চিটনা, চিটনে—১। ভিতরে শস্যহীন। বিণ। ২। শস্যহীন ধান্য, আগড়া, চিটা। বাংপ্র। বি।

চিটা, চিটে—১। শস্যহীন ধান্য, আগড়া ; তামাকমাখা কোতরা গুড়। বি। ২। চিটযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

চিঠা-জমি জরিপের বিবরণপত্র ; ফর্দ ; হিসাব। হি-মু। বি।

চিঠি—পত্র, লিপি, রোক্কা। হি-মু। বি।

চিড়—বিদার, কাট। <চীর। বি। **খাওয়া**—কাট ধরা, কাটিয়া যাওয়া।

চিড়কানো—চিড় খাওয়া, লম্বাভাবে ফাটিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চিড়বিড়—জ্বালা। বাংপ্র। বি।

চিড়া—চিঁড়া (তাহা দ্রঃ)।

চিড়ানো-চিড় খাওয়া বা খাওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

চিড়িক—দপদপানি ; সূচীবেধবৎ যন্ত্রণা ; বিদ্যুৎচমকান। বাংপ্র। বি।

চিড়িতন, চিড়িয়া—তাসের রঙ্গ বিঃ, ইহার চিত্র বিল্বপত্রের ন্যায় ত্রিপর্ণ পাতা, club. হি-মু। বি।

চিড়িয়া—পক্ষী, পাখি। হি। বি।

চিড়িয়াখানা—পশুশালা, zoological garden. হি-মু। বি।

চিৎ—১। চৈতন্য, জ্ঞান ; মন। চিত্+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। অনিশ্চয়তাবোধক প্রত্যয়। অ। ৩। উত্তান ; ঊর্ধ্বমুখে পতিত। বাংপ্র। বিণ।

চিত—১। কৃতচয়ন, যাহা চয়ন করা হইয়াছে এরূপ ; সঞ্চিত ; অর্জিত ; রচিত। চি (চয়ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। চয়ন। চি+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। চিৎ, উত্তান। বাংপ্র। বিণ। ৪। চিত্ত, হৃদয়, অন্তর, মধ্য ; চিত্র। কপ্র। বি।

চিতপুত্তলি—চিত্রপুত্তলিকা। প্রা কপ্র। বি। [বিঃ। বাংপ্র। বি।

চিতল—সূক্ষ্মশল্ক কণ্টকবহুল বৃহৎ মৎস্য

চিতা—১। কৃতচয়না, ইত্যাদি। চিত্+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শবদাহার্থ চুল্লী। বি ; স্ত্রী। ৩। চিহ্ন, ছাতা-পড়া দাগ। বি। ৪। নির্বিষ সর্প বিঃ ; চিত্রাঙ্গ ব্যাঘ্র বিঃ ; ক্ষুপবিশেষ (ইহা সাদা ও লাল দুই প্রকার)। বাংপ্র। বি। **রাবণের চিতা**—চিরস্থায়ী বা নিরন্তর মানসিক কষ্ট।

চিতাগ্নি—চিতার আগুন। চিতায় প্রজ্বলিত অগ্নি, মধ্যপ। বি ; পু।

চিতানো—চেতন করা, চিয়ানো, সজাগ করা, চিৎ হওয়া ; বুক ফুলানো। বাংপ্র। ক্রি।

চিতাভস্ম (-ভস্মন্)--চিতায় স্থিত ভস্ম, শবদাহের পর চিতায় যে অবশিষ্ট ছাই থাকে। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

চিতারোহণ—চিতায় আরূঢ় হওয়া, চিতার উপর চড়া [পূর্বে সহমৃতা হইতে ইচ্ছুক রমণীরাই চিতায় আরোহণ করিতেন]। চিতাকে আরোহণ ইতি ২তৎ, বা চিতাতে আরোহণ ইতি ৭তৎ। বি ; ক্লী।

চিতাশয্যা—চিতারূপ বিছানা। রূপক। বি ; স্ত্রী।

চিতি—১। চয়ন, সংগ্রহ ; জ্ঞান। চি+ক্তি ভাব। ২। রাশি, চয়, সমূহ ; সংহতি ; ইষ্টকাদি পরিমাণ নির্ধারক অঙ্ক ; ইষ্টকাদি পুঞ্জ ; চিতা। চি (চয়ন করা)+ক্তি

কর্ম। বি ; স্ত্রী। ৩। গৃহবাসী ক্ষুদ্রজাতীয় সর্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

চিতেন গানের যে অংশ খুব চড়া সুরে চিৎকার করিয়া গাহিতে হয়। বাংপ্র। বি।

চিতোর রাজস্থানের অন্তর্গত উদয়পুরের শহর, মিবার দেশের প্রাচীন রাজধানী। যে পাহাড়ের উপরিভাগে সুপ্রসিদ্ধ চিতোর দুর্গ প্রতিষ্ঠিত সেই পাহাড়ের পাদমূলে শহরটি অবস্থিত। চিতোর দুর্গ ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এবং দর্শনীয় স্থান। তিনটি রাস্তা দিয়া দুর্গে উঠিবার পথ। দুর্গের ভিতর ৩২টি কৃত্রিম জলাশয় আছে। দুর্গটি প্রায় ২১০০ বিঘা ভূমি অধিকার করিয়া আছে। সাগরতল হইতে দুর্গটির উচ্চতা প্রায় ১৮০০ ফুট। কথিত আছে, ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাপ্পারাওয়ল তদানীন্তন রাজাকে পরাজিত করিয়া এই স্থান অধিকার করেন। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ১৫৬৮ খ্রীঃ পর্যন্ত এই দুর্গে অবস্থান করিয়া চিতোর-রাজগণ অমিত প্রভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনে রাজপুতগৌরবের প্রতিষ্ঠা জগতের ইতিহাসে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শেষোক্ত অব্দে মোগল সম্রাট্ আকবর দুর্গটি আক্রমণ করিবার পরে এই দুর্গ চিরকালের জন্য পরিত্যক্ত হয়, এবং পরে উদয়পুরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। পাহাড়ের শিরোদেশ অধুনা মন্দির, প্রাসাদ ও জলাশয়ের ধ্বংসাবশেষে পরিপূর্ণ। ইহাদের মধ্যে খাঁরাতকুম্ভ নামক স্তম্ভটি উল্লেখযোগ্য। মালব ও গুজরাটের সম্মিলিত সৈন্য পরাভূত করিয়া বিজয়-চিহ্নস্বরূপে রানা কুম্ভ ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এই স্তম্ভটি নির্মিত করেন। ইহার কারুকার্য প্রশংসনীয়, এবং ইহাতে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। এই দুর্গে আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃশ্য আছে ; সেইটির নাম ঘোয়াসিন স্তম্ভ।

চিৎকার, চীৎকার—উচ্চধ্বনি, চেঁচানো। চিৎ বা চীৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

চিত্ত -মনঃ, অন্তঃকরণ। চিত্ (বোধ করা) +ক্ত করণ। বি ; ক্লী।

চিত্তক্ষোভ-মনঃক্ষোভ, মনোদুঃখ ; চিত্তচাঞ্চল্য। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তগ্রাহী (-হিন্)—মনোযোগ-আকর্ষণ-কারী ; সুন্দর, charming. উপপদ ; চিত্ত—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

চিত্তচমৎকারী (-কারিন্)—হৃদয়ের বিস্ময়জনক, মনোমোহকর, মনোহর। চিত্তের চমৎকারী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

চিত্তচাঞ্চল্য—চিত্তের চঞ্চলতা, মনের অস্থিরতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তজন্মা (-জন্মন্) কন্দর্প ; মনোভব। চিত্ত হইতে জন্ম যাহার, বহু৷ বি ; পু।

চিত্তজ্ঞ—মনের ভাব বুঝিতে পারে এরূপ, ভাবজ্ঞ, অভিপ্রায়বিৎ। চিত্ত জানে যে এই বাক্যে উপতৎ ; চিত্ত—জ্ঞা (জানা)+ ড কর্তৃ। বিণ। বি—**চিত্তজ্ঞতা**।

চিত্তদমন—মনকে নিকৃষ্ট বিষয় হইতে ফিরানো, মনঃসংযম। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তদাহ—মনের জ্বালা, যেন মন পুড়িয়া যাইতেছে এইরূপ বোধ। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তদ্রাবক, -দ্রাবী (-দ্রাবিন্)—হৃদয় দ্রবকারী, অন্তর বিগলনক্ষম, মর্মস্পর্শী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দ্রাবিকা, -দ্রাবিণী**।

চিত্তনিরোধ—মনকে বহির্বিষয় হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখীকরণ, যোগ। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তপ্রসাদ—মনের তৃপ্তি বা সন্তোষ। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তবিকার—মনোবিকার, মনের চাঞ্চল্য, হৃদয়ের অস্থিরতা। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তবিক্ষেপ—যোগাভ্যাসে ব্যাঘাতকারী, মনের চাঞ্চল্য। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তবিৎ (-বিদ্)—মনোভাবজ্ঞ, অভিপ্রায়-বিৎ। চিত্ত—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

চিত্তবিনোদন—মনের আনন্দ সম্পাদন, মনকে প্রফুল্ল করান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তবিপ্লব, চিত্তবিভ্রম—বাতুলতা ; বুদ্ধিভ্রংশ, উন্মাদরোগ। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তবৃত্তি—মানসিক ধর্ম, মনোবৃত্তি ; মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, এই চারিপ্রকার। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তবৈকল্য—মনের অস্থিরতা, অন্তঃকরণের নিস্তেজোভাব, বিকৃতচিত্ততা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তভূমি—মনোরূপা ভূমি। যোগদর্শনমতে চিত্তভূমি পাঁচ প্রকার,—ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র, নিরুদ্ধ। রূপক। বি ; স্ত্রী।

চিত্তভ্রংশ—মনের অস্থিরতা, চিত্ত-চাঞ্চল্য, চিত্তবিভ্রম, dementia. ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তযোনি—কন্দর্প ; মনোভব, মনোভূ। চিত্ত হইয়াছে যোনি যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্তরঙ্গিণী—মনোরূপ রঙ্গভূমিবিশিষ্টা যে রমণীর চিত্তে নাট্যশালার ন্যায় আনন্দ-স্রোতঃ বিদ্যমান ; যে রমণীর চিত্তে প্রতিকূল বিষয়দ্বয়ের তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে এমন। চিত্তরূপ রঙ্গ, রূপক ; চিত্তরঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্তরঞ্জন—১। মনোরঞ্জন, মনের সন্তোষ-সাধন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। মনের তৃপ্তিদায়ক, চিত্তসন্তোষকর। বিণ।

চিত্তরঞ্জন দাশ (দেশবন্ধু)—কলিকাতার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার। ইনি বাং ১২৭৭ সালে (ইং ১৮৭০ অব্দের ৫ই নভেম্বর) জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের আদি নিবাস ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেলির-বাগ গ্রাম। ইঁহার পিতা ৺ভুবনমোহন দাশ একজন প্রসিদ্ধ এটর্ণী ছিলেন। ইঁহারা জাত্যংশে বৈদ্য। ইনি উদারচেতা, তেজস্বী ও মহাপ্রাণ। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে সসম্মানে বি. এ. পাস করিয়া সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন, এবং উক্ত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণও হন। কিন্তু ভারতসম্বন্ধে বিলাতে একটি তীব্র বক্তৃতা করার জন্য ইঁহার নাম শিক্ষানবিসদিগের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর ইনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষা দেন। ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসিয়া প্রথম প্রথম ইনি পসার প্রতিপত্তি করিতে পারেন নাই, কিন্তু বিখ্যাত আলিপুর বোমার মকদ্দমার সময় সুপ্রসিদ্ধ অরবিন্দ ঘোষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যে গভীর আইন-জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করেন ও সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দেন, তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অরবিন্দবাবুর মুক্তির পর হইতে ইঁহারও ধনাগমের পথ মুক্ত হয়। শুনা যায়, পৃথিবীর মধ্যে তদানীন্তন কালে যে কয়জন ব্যারিস্টার অধিক অর্থোপার্জন করিতেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। ইনি দানশৌণ্ড বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহারই দানের উপর অনেক পরিবারের জীবন নির্ভর করিত। অনেক দরিদ্র ছাত্রকে ইনি অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়া শিক্ষিত করিয়াছেন ; ইনি সুসাহিত্যিক ও কবি। ইঁহার 'সাগর-সংগীত' বিশেষ প্রসিদ্ধ। 'নারায়ণ' নামক মাসিক পত্রিকা ইঁহারই দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত হইত। অতঃপর ইনি রাজনীতির চর্চায় প্রবৃত্ত হন। দেশের সমস্ত কার্যের সহিত ওতপ্রোতভাবে ইঁহার নিবিড় সম্বন্ধ ছিল। দেশের উন্নতিবিধায়ক সর্ববিধ কর্মের সহিত ইনি গভীর যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির যে অধিবেশন হয়, ইনি তাহার সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে ইনি চরমপন্থী ছিলেন। পঞ্জাবের জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যে তদন্ত-কমিটী নিযুক্ত হয়, ইনি তাঁহার অন্যতম সদস্য ছিলেন—এবং আপনার বিপুল অর্থাগমকে তুচ্ছ করিয়া বাঙ্গালীর মুখ রাখিয়াছিলেন। পরে মহাত্মা গান্ধীর সহযোগিতাবর্জন নীতি অবলম্বন করিয়া আদালত ত্যাগ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ আহমেদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতির পদে ইনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বহুসম্মানজনকপদ-গ্রহণ ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। যুবরাজের ভারতে আগমনের পর বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট বোম্বাই নগরের অনুরূপ হাঙ্গামা বা অন্য উচ্ছৃঙ্খল আচরণের আশঙ্কায় তন্নিবারণকল্পে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন, ইনি তাহা অমান্য করার অপরাধে ধৃত হন—বিচারে ইঁহার ছয় মাস বিনাশ্রম কারাবাসের আজ্ঞা হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে মুক্তিলাভ করিয়া ইনি নিজের নির্দিষ্ট কার্যের অনুসরণ করিতে থাকেন। অতঃপর গয়া নগরীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ইঁহার মহাপ্রাণতা অতুলনীয়। ইঁহার পিতার চল্লিশ হাজার টাকা ঋণ ছিল,—তিনি ইন্‌সল্‌ভেন্সি লইয়াছিলেন ; সুতরাং সে ঋণ পরিশোধ করিতে ইনি কোনমতেই বাধ্য ছিলেন না। কিন্তু ইঁহার সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা এরূপ যে, সেই পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তির সম্যক্ পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি স্বীয় ভোগলালসা ও বিলাসিতা স্বদেশমাতৃকার যজ্ঞে ত্যাগের বহ্নিতে আহুতি প্রদান করেন। সেই ত্যাগের গরিমায় মুগ্ধ হইয়া দেশবাসী ইঁহাকে 'দেশবন্ধু' এই মহিমময় উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। ইং ১৯২৫ অব্দে ১৬ই জুন মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫টার সময় দার্জিলিঙে এই মহাত্যাগী অনুপম স্বদেশ-সেবক মহাপুরুষ নিয়তির অলক্ষ্য বিধানে মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে স্বোপার্জিত পুণ্য-ধামে মহাপ্রস্থান করেন। ইঁহার শব কলিকাতায় আনীত হয় ও ভবানীপুরের কেওড়াতলা শ্মশানে তাহার সৎকার করা হয়। সেই শবানুগমনে যেরূপ লোক-সমাগম হইয়াছিল এদেশে কখনও কোন নৃপতি, সম্রাট্, সাধু, ধর্মসংস্থাপক, রাষ্ট্রীয় নেতা, লোকহিত-সাধক, সমাজ-সংস্কারক বা অন্য কাহারও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে সেরূপ হয় নাই। কয়েক লক্ষ লোক ঐ শবানুগমন করিয়াছিল। স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী হইতে আরম্ভ করিয়া নিতান্ত দীনহীন পর্যন্ত সর্বশ্রেণীর কলিকাতাবাসী ও কলিকাতাপ্রবাসী সকলেই শবানুগমন করিয়াছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অনেক সাহেবও নগ্নমস্তকে ও নগ্নপদে শবানুগামী হইয়াছিলেন। চিত্তরঞ্জন

পত্নী ও একমাত্র পুত্র চিররঞ্জনকে রাখিয়া যান। চিররঞ্জনও পরে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তি—কান্তবৃত্তি, যে বৃত্তির জন্য সৌন্দর্য ললিতকলাদির উপভোগ করা যায়। বি ; স্ত্রী।

চিত্তরঞ্জী (-রঞ্জিন্)—মনোরঞ্জনকারী, হৃদয়ের আহ্লাদজনক। উপতৎ ; চিত্ত—ণিজন্ত রন্জ্ (=রঞ্জি)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রঞ্জিনী**। [স্ত্রী।

চিত্তশুদ্ধি—মনের পবিত্রতা। ৬তৎ। বি ;

চিত্তসংযম—মনকে সংযত করা, মনকে কুৎসিত বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা। ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তসমুন্নতি—আত্মসমাদর ; অভিমান ; মনের উন্নত অবস্থা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্তস্থৈর্য—মনের স্থিরতা, হৃদয়ের অচাঞ্চল্য ; চিত্তসংযম। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চিত্তহারী (-রিন্)—মনোহারী, মনোরঞ্জক। চিত্ত হরণ করে যে, উপতৎ ; চিত্ত—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

চিত্তাকর্ষক—হৃদয় আকর্ষণকারী, মনোমুগ্ধকর, মনোহর, মোহন। চিত্তের আকর্ষক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-র্ষিকা**।

চিত্তাভোগ—মনোবৃত্তি। চিত্তের আভোগ, ৬তৎ। বি ; পু।

চিত্তোৎকর্ষ—মনের বা মানসিক অবস্থার উন্নতি। ৬তৎ। বি ; পু।

চিৎপটাং—চিৎপাত, চিৎ হইয়া পতিত। বাংপ্র। বিণ।

চিৎপাত—চিৎ হইয়া পড়া, উর্দ্ধমুখে পতন বা পতিত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চিত্যা—১। চয়ন। চি+য্যণ্ ভাব+আপ্। ২। চিতা। চিত্য+আপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্র—১। আশ্চর্যজনক ; বিবিধ বর্ণযুক্ত। ণিজন্ত চিত্র+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। আশ্চর্য, চমৎকার। চিত শব্দ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড কর্তৃ। ৩। আলেখ্য, ছবি ; নকশা ; আকাশ। চিত্র (চিত্রিত করা)+অল্ কর্ম। ৪। যম। চি (চয়ন করা)+ক্ত্র কর্তৃ। বি ; পু।

চিত্রক—১। ব্যাঘ্র ; চিতাবাঘ। চিত্র—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। তিলক ; বৃক্ষ বিঃ, রাংচিতা ; এরণ্ডবৃক্ষ। চিত্র (তিলক)+কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী। ৩। চিত্রকর। চিত্র্ (চিত্রিত করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চিত্রিকা**।

চিত্রকণ্ঠ—পায়রা ; ঘুঘু। চিত্র (বিবিধবর্ণ) কণ্ঠ যাহার, বহু। বি ; পু। স্ত্রী—**চিত্রকণ্ঠী**।

চিত্র-কম্বল—চিত্রিত আসন ; গালিচা। কর্মধা। বি ; পু।

চিত্রকর, চিত্রকার—১। পটোজাতি। বি ; পু। ২। চিত্রকারী, আলেখ্যকারক। চিত্র—কৃ (করা)+ট, অণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চিত্রকরী, চিত্রকারী**।

চিত্রকলা—চিত্রাঙ্কনবিদ্যা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রকাব্য—পদ্মাদিবন্ধঘটিত কাব্য, যে কাব্যের পদসমূহ চিত্রাকারে বিন্যস্ত হয়, acrostic. কর্মধা। বি ; ক্লী

চিত্রকায়—চিতাবাঘ। চিত্র (নানাবর্ণযুক্ত) কায় যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্রকূট—পর্বত বিঃ, রামগিরি [বুন্দেলখণ্ডের প্রসিদ্ধ কামতা পাহাড়, পিসানি (পয়স্বিনী) নদীর তীরে অবস্থিত ; এক্ষণে উহা চিত্রকোট নামে প্রসিদ্ধ ; পিতৃসত্যপালনার্থ রামচন্দ্র বনে গমন করিয়া ভার্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ কিছুকাল এই পর্বতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন]। চিত্র (আশ্চর্যজনক) হইয়াছে কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্রকৃৎ—চিত্রকর। চিত্র শব্দ (আলেখ্য)—কৃ (করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

চিত্রগত—চিত্রাপিত, চিত্ররূপে অঙ্কিত। ২তৎ। বিণ। [ক্লী।

চিত্রগন্ধ—সদ্গন্ধ, সুবাস। কর্মধা। বি ;

চিত্রগুপ্ত—যম বিঃ, চতুর্দশ যমের এক যম ; যমরাজের লেখক কর্মচারী [ব্রহ্মার কায় হইতে ইঁহার উৎপত্তি। পিতার আদেশে ইঁনি চণ্ডিকার প্রীত্যর্থে তপস্যা করিলে, দেবী প্রসন্না হইয়া ইঁহাকে পরোপকারী, স্বাধিকারস্থ ও চিরজীবী হইবার বর প্রদান করেন। ইনি ইরাবতী ও দক্ষিণা নাম্নী দুইটি ব্রাহ্মণতনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহাদের গর্ভে ইঁহার দ্বাদশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। অনেকে বলেন, চিত্রগুপ্তের ঐ সকল পুত্রই কায়স্থগণের আদিপুরুষ]।

চিত্রজল্প—বাক্য বিঃ। [সুহৃদের দর্শনে অতিপ্রিয় ব্যক্তির গূঢ় রোষযুক্ত নানাভাববিশিষ্ট, তীব্র উৎকণ্ঠাপূর্ণ জল্পকে (বাক্যকে) চিত্রজল্প বলে। ইহা জল্প, প্রজল্পাদি ভেদে দশাঙ্গবিশিষ্ট।] কর্মধা। বি ; পু।

চিত্রণ—চিত্রিত করণ, আলেখ্য অঙ্কন। চিত্র্ (চিত্রিত করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চিত্রতারকা—সিনেমার বিখ্যাত অভিনেতা বা অভিনেত্রী, film star. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রত্বক (-ত্বচ্)—ভূর্জবৃক্ষ। চিত্র হইয়াছে ত্বক্ যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্রদণ্ডক—ওলগাছ। চিত্র হইয়াছে দণ্ড যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্রদেবী—শক্তি বিঃ [কলিকাতা মহানগরীর উত্তরভাগে চিত্রাদেবী বা চিত্তেশ্বরী নামে একটি শক্তি-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে ; অনেকে বলেন, এই দেবীর নামানুসারে ঐ নগরাংশের নাম চিত্রপুর ও তৎপরে তাহারই অপভ্রংশে চিৎপুর হইয়াছে]। বি ; স্ত্রী। [ক্লী।

চিত্রনাট্য—চলচ্চিত্রের বই। মধ্যপ। বি ;

চিত্রনেত্রা—বিচিত্রনয়না, অপরূপলোচনা। চিত্র হইয়াছে নেত্র যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্রনৈপুণ্য—চিত্রকার্যদক্ষতা, অঙ্কননিপুণতা। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

চিত্রপক্ষ—বিচিত্র পক্ষবিশিষ্ট। চিত্র হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহু। বিণ।

চিত্রপট—১। আলেখ্যপট, বস্ত্রাদির উপর অঙ্কিত ছবি। চিত্রলিখিত যে পট, মধ্যপ। ২। ছিট কাপড়। চিত্র (বিবিধবর্ণ) যে পট, কর্মধা। বি ; পু।

চিত্রপদা—অষ্টাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চিত্র (আশ্চর্যজনক) পদ (চরণ) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

চিত্রপুত্তলিকা চিত্র করা পুতুল, আশ্চর্য পুতুল ; শালভঞ্জিকা। চিত্রলিখিত পুত্তলিকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রফল—চিতল মাছ। বি ; পু।

চিত্রফলক—১। চিতল মাছ। চিত্রফল+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু। ২। ছবি লিখিবার পট। চিত্রের ফলক, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

চিত্রবিচিত্র বহুরঙে, কর্বুর বর্ণ, নানারঙ্গের নকশাবিশিষ্ট। বিণ।

চিত্রবিদ্যা—চিত্র বিষয়ক বিদ্যা, অঙ্কন বিদ্যা, painting. মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রবৃত্তি—অদ্ভুতব্যাপারশালী। চিত্র (অদ্ভুত) বৃত্তি (ব্যাপার) যাহার, বহু। বিণ।

চিত্রভানু—১। সূর্য ; আকন্দগাছ ; অগ্নি ; ভৈরব। চিত্র হইয়াছে ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। মণিপুরের জনৈক নরপতি। একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে অর্জুন মণিপুরে গমনপূর্বক ইঁহার কন্যা চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করিয়া তথায় এক বৎসরকাল অবস্থিতি করেন।

চিত্রময়—আলেখ্যাত্মক, আলেখ্যরূপে প্রকটিত, চিত্রাকারে অঙ্কিত। চিত্র+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**চিত্রময়ী**।

চিত্ররথ—সূর্য ; জনৈক গন্ধর্ব, (কশ্যপের ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার অপর নাম অঙ্গারপর্ণ। সময়ে সময়ে ইনি ইন্দ্রের সারথ্য করিতেন। তাহা হইতেই ইনি "চিত্ররথ" নাম প্রাপ্ত হন। ইনি একদা মর্ত্যে গঙ্গাতীরে জলবিহার

করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরী হইতে পঞ্চালে গমনকালে তথায় উপস্থিত হন। চিত্ররথ তাঁহাদের প্রতি রোষাবিষ্ট হইয়া ধনুর্বাণ হস্তে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের নিকট পরাস্ত হইয়া তাঁহার হস্তে বন্দী হন। পরে দয়াশীল যুধিষ্ঠিরের কৃপায় ইনি মুক্তিলাভ করেন। অনন্তর চিত্ররথ অর্জুনের সহিত মৈত্রীস্থাপনপূর্বক তাঁহাকে চক্ষুষীবিদ্যা প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করেন)। চিত্র (বিচিত্র) রথ যাঁহার, বহু। বি ; পু।

চিত্ররেখা—১। অদ্ভুত রেখা। কর্মধা। ২। অপ্সরোবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রলেখনী—যাহার দ্বারা চিত্র লেখা যায়, তুলি। চিত্র শব্দ লিখ্ (লেখা) + অনট্ করণ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্রলেখা ১। একজন অপ্সরা ; অষ্টা দশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। চিত্রা (বিচিত্রা) লেখা (লেখনশক্তি) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী। ২। অসুররাজ বাণতনয়া উষার প্রিয়তমা সহচরী, বাণের অন্যতম মন্ত্রী কুষ্মাণ্ডের কন্যা। ইনি চিত্রবিদ্যায় অতিশয় নিপুণা ছিলেন। উষা স্বপ্নে কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্তা হইলে, চিত্রলেখা তাঁহাকে নানাদিগ্দেশীয় রাজকুমারগণের চিত্র প্রদর্শন দ্বারা কৌশলে তাঁহার প্রকৃত প্রণয়পাত্রের কথা জানিয়া লন। অতঃপর ইনি দ্বারকায় গমন করেন, এবং নারদের নিকট শিক্ষিত তামসী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অগোচরে অনিরুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। অনন্তর অনিরুদ্ধকে লইয়া বাণরাজপুরীতে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে গোপনে রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া উষার সহিত মিলন সংঘটন করান।

চিত্রশালা, চিত্রশালিকা—চিত্রবহুল গৃহ, যে গৃহে নানাবিধ আশ্চর্যজনক ও কৌতূহলোদ্দীপক পদার্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখা হয় ; জাদুঘর ; চিত্রকরণগৃহ, ছবি আঁকার ঘর। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রশিখণ্ডী (-খণ্ডিন্)—মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, এই সাতজন ঋষি। চিত্র যে শিখণ্ড সে চিত্রশিখণ্ড, কর্মধা ; চিত্রশিখণ্ড + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

চিত্রশিল্পী (-শিল্পিন্)—চিত্রাঙ্কনকারী, artist. ৬তৎ বা ৭তৎ। বি ; পু।

চিত্রসূচী—ছবির তালিকা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিত্রসেন—১। ধৃতরাষ্ট্রের একটি পুত্র, দুর্যোধনের ভ্রাতা। ২। অঙ্গাধিপ মহাবীর কর্ণের পুত্র। ৩। পাণ্ডবপক্ষীয় জনৈক বীর। ৪। ইন্দ্রের সভাসদ্ জনৈক গন্ধর্ব, গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর পুত্র এবং স্বর্গের নৃত্যগীতাদির অধ্যক্ষ। বনবাসকালে অর্জুন স্বর্গে গমন করিলে চিত্রসেন তাঁহাকে গান্ধর্ববিদ্যা শিক্ষা দেন। একসময়ে দুর্যোধন ঘোষযাত্রায় গমন করিলে, তাঁহার সৈন্যগণ এই গন্ধর্বের বন ভগ্ন করে। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে কর্ণাদি বীরগণকে পরাস্ত করিয়া স্ত্রীগণসহ দুর্যোধনকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইনি অর্জুনের নিকট পরাজিত ও বন্দী হইয়া পরে মুক্তিলাভ করেন। চিত্রা সেনা যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্রা—১। অদ্ভুতা ; বিবিধবর্ণযুক্তা। 'চিত্র' দ্রঃ। চিত্র + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মায়া ; জনৈক অপ্সরাঃ ; ছন্দোবিশেষ ; চিতা গাছ ; সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একটি নক্ষত্র ; একটি নদী ; শ্রীকৃষ্ণের জনৈক সখী। চি + ক্ত কর্ম + আপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্রাক্ষ—১। বিচিত্র নয়নবিশিষ্ট। চিত্র (বিচিত্র) হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**চিত্রাক্ষী**। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। বি ; পু।

চিত্রাক্ষী—বিচিত্র নয়নবিশিষ্টা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

চিত্রাঙ্গ—কর্বুরাঙ্গ, নানাবর্ণযুক্ত দেহবিশিষ্ট। চিত্র হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**চিত্রাঙ্গী**।

চিত্রাঙ্গদ—১। জনৈক গন্ধর্ব। ২। কলিঙ্গদেশের একজন নরপতি। ৩। জনৈক নৃপ, শান্তনুর পুত্র ; সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় ; শান্তনুর মৃত্যু হইলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভীষ্ম স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থ রাজ্যগ্রহণ না করায় ইনি পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং নানা দেশ জয় করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন। একদা ইনি মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সরস্বতী-তীরে এক গন্ধর্বের সহিত যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হন। চিত্র (অদ্ভুত) হইয়াছে অঙ্গদ (বাহুভূষণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্রাঙ্গদা—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের ভার্যা। ২। মণিপুররাজ চিত্রভানুর কন্যা। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের একাকী দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে তিনি মণিপুরে উপস্থিত হইয়া চিত্রাঙ্গদাকে দেখিয়া ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হন। চিত্রভানু অর্জুনের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু এই নিয়ম করিলেন যে, চিত্রাঙ্গদার গর্ভে পুত্রসন্তান হইলে, তিনিই মণিপুরের রাজা হইবেন। অনন্তর অর্জুন এক বৎসর কাল মণিপুরে অবস্থান করিলেন, এবং তাঁহার ঔরসে চিত্রাঙ্গদার বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। অতঃপর অর্জুন স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন, চিত্রাঙ্গদা মণিপুরেই রহিলেন। কিছুকাল পরে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মণিপুরে উপস্থিত হইলে অশ্ব লইয়া পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অর্জুন হতচেতন হইলে, তাঁহার অন্যতমা পত্নী উলূপীর সহায়তায় তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করা হয়। তখন চিত্রাঙ্গদা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনন্তর যজ্ঞকালে ইনি হস্তিনায় গিয়া পতিসহ বাস করিতে লাগিলেন। চিত্র হইয়াছে অঙ্গদ (বাহুভূষণ) যে স্ত্রীর, বহু। বি ; স্ত্রী।

চিত্রার্পিত—চিত্রে স্থাপিত, চিত্রপটে লিখিত। চিত্রে অর্পিত, ৭তৎ। বিণ।

চিত্রাশ্ব—১। চিত্রবিচিত্র ঘোটক, আশ্চর্য ঘোড়া। চিত্র যে অশ্ব, কর্মধা। ২। সত্যবানের নামান্তর। চিত্র অশ্ব যাহার, বহু। বি ; পু।

চিত্রিক—চৈত্রমাস। চিত্রা + ইক যুক্তার্থে। বি ; পু।

চিত্রিণী—স্ত্রী বিঃ ; ষট্চক্র মতে বজ্রানাড়ীর অন্তর্গত নাড়ী বিঃ (সুষুম্নার মধ্যে বজ্রা, তন্মধ্যে চিত্রিণী)। চিত্র + ইন্ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চিত্রিত—১। চিত্রপটে অঙ্কিত, লিখিত। চিত্র্ ধাতু + ক্ত কর্ম। ২। চিত্রযুক্ত ; চিহ্নযুক্ত ; নকশাকাটা ; নানাবর্ণবিশিষ্ট। চিত্র্ + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

চিত্রীয়মাণ—যাহা চিত্রিত হইতেছে ; আশ্চর্যজনক। চিত্র শব্দ + ক্যঙ্ + শান কর্ম। বিণ। [বি ; পু।

চিত্রেশ্বর—প্রভাসস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ।

চিত্রোক্তি—আশ্চর্যবাক্য ; আকাশবাণী। চিত্রা যে উক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

চিথল—চিতল মাছ। কপ্র। বি।

চিদাকাশ—জ্ঞানময় এবং আকাশবৎ সর্বব্যাপী, পরব্রহ্ম। চিৎ অথচ আকাশপ্রায়, উপমিত। বি ; পু বা ক্লী।

চিদাত্মা (চিদাত্মন্)—চৈতন্যস্বরূপ পরব্রহ্ম। চিৎ আত্মা যাহার, বহু। বি ; পু।

চিদানন্দ—যিনি চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ; পরব্রহ্ম। যিনি চিৎ তিনিই আনন্দ, কর্মধা। বি ; পু।

চিদাভাস—জ্ঞানের বিকাশ, জ্ঞানাভ্যাস ; জীবাত্মা। চিতের আভাস (চিৎ+আভাস), ৬তৎ। বি ; পু।

চিদ্রূপ—১। জ্ঞানময়, ব্রহ্ম। চিৎ (জ্ঞান) হইয়াছে রূপ যাঁহার, বহু। বি ; স্ত্রী। ২। হৃদয়ালু ; স্ফূর্তিমান্। বিণ।

চিন—১। চিহ্ন, অঙ্ক, দাগ, নিদর্শন ; পদাঙ্ক। < চিহ্ন। বি। ২। জান, পরিচিত আছ। বাংপ্র। ক্রি।

চিন-চিন-১। সামান্য ঝনঝনে ব্যথাবোধ। অ। ২। জানাশুনার মত, পরিচিতপ্রায়। বাংপ্র। বিণ।

চিনা—১। পরিজ্ঞাত, পরিচিত। বিণ। ২। কে বা কি বলিয়া জানিতে পারা, পরিজ্ঞান করা ; পরীক্ষা করা। বাংপ্র। ক্রি।

চিনানো—চেনানো। বাংপ্র। ক্রি।

চিনি—১। শর্করা। বি। ২। জানি, পরিজ্ঞাত আছি। বাংপ্র। ক্রি। **চিনির বলদ**—যে বলদ চিনির বস্তা বহন করে অথচ নিজের পিঠে থাকিতে চিনি খাইতে পায় না ; (তাহা হইতে) যে ব্যক্তি পরের জন্য কোন কিছুর ভার লইয়া থাটে অথচ নিজে তাহা ভোগ করিতে পায় না।

চিনি-চাঁপা সুমিষ্ট রম্ভা বিঃ। বাংপ্র। বি।

চিনি-পাতা—চিনি দিয়া প্রস্তুত ('— দই')। বাংপ্র। বিণ।

চিন্তক—চিন্তাকারী। চিন্ত্ (ভাবনা করা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চিন্তিকা**।

চিন্তন—চিন্তাকরণ, ভাবা, মনন ; একাগ্রমনে ধ্যান ; অনুধ্যান। চিন্ত্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

চিন্তনীয়—চিন্ত্য, ভাব্য ; বিবেচ্য। চিন্ত্ (ভাবা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

চিন্তয়ে—চিন্তা করে, ভাবে, মনে করে। ক্রি।

চিন্তা—১। ধ্যান, ভাবনা ; বিবেচনা ; শঙ্কা, উদ্বেগের কারণ ; আলোচনা ; স্মরণ। চিন্ত্ (চিন্তা করা)+ণ ভাব+আপ্। ২। শ্রীবৎস রাজার মহিষী ; দময়ন্তীর ন্যায় ইনিও পতিসহ অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন। বি ; স্ত্রী।

চিন্তাকুল, চিন্তাকুলিত—চিন্তাহেতু অস্থির, ভাবনায় ব্যাকুল, উৎকণ্ঠিত। চিন্তা দ্বারা আকুল, আকুলিত, ৩তৎ। বিণ।

চিন্তাজনক—ভাবনাজনক, উদ্বেগজনক। ৬তৎ। বিণ ; পু।

চিন্তান্বিত—চিন্তাযুক্ত, চিন্তিত, উদ্বিগ্ন। চিন্তাদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

চিন্তাবিকৃতি—১। ভাবনারূপ বিকার। রূপক। ২। চিন্তাজনিত বিকার। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

চিন্তামগ্ন—ভাবনাসাগরে ডুবিয়া আছে এরূপ, চিন্তায় নিবিষ্টচিত্ত ; অত্যন্ত ভাবনাগ্রস্ত ; ধ্যাননিবিষ্ট। ৭তৎ। বিণ।

চিন্তামণি—বাঞ্ছিত ফলপ্রদ মণি [কথিত আছে যে, এই মণি যাঁহার নিকট থাকে, তিনি যাহা অভিলাষ করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন] ; স্পর্শমণি ; ব্রহ্মা ; ভগবান্। চিন্তাতে সর্বকামদ মণিস্বরূপ ; অথবা, চিন্তা শব্দ—মন্ (পূজা করা)+ইন্ কর্ম। বি ; পু।

চিন্তাশীল—ভাবনাপরায়ণ ; চিন্তাদ্বারা সমাধান করিতে পটু। বহু। বিণ।

চিন্তাসখী—চিন্তারূপা সহচরী, ভাবনাসঙ্গিনী। রূপক। বি ; স্ত্রী।

চিন্তাহরণ—১। চিন্তা-নাশন, ভাবনার অপগম ; নিদ্রা। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। চিন্তানাশক, যিনি ভাবনা দূর করেন। বিণ। ৩। বিষ্ণু ; পরমেশ্বর। বি ; পু

চিন্তিত—১। ভাবিত ; উদ্বিগ্ন ; বিবেচিত, আলোচিত ; স্মৃত। চিন্ত+ক্ত কর্ম। ২। ভাবনাকারক ; ভাবনাযুক্ত। চিন্ত+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। চিন্তা, ভাবনা। চিন্ত+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

চিন্তিতি চিন্তা, ভাবনা। চিন্ত্ (ভাবা) +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

চিন্তে—চিনিতে, জানিতে, বুঝিতে ; চিন্তয়ে, চিন্তা করে। কপ্র। ক্রি।

চিন্ত্য—চিন্তনীয়, ভাব্য ; বিবেচ্য। চিন্ত+য কর্ম। বিণ।

চিন্ত্যমান—যাহা চিন্তা করা হইতেছে এরূপ, অনুধ্যায়মান। চিন্ত (ভাবা)+শান কর্ম। বিণ।

চিন্ময় জ্ঞানময় ('— ব্রহ্ম')। চিৎ (জ্ঞান) +ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**চিন্ময়ী**।

চিপটানো, চিপটনো—চেপটানো, চেপটা করা বা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চিপা—১। চাপা ; সংকীর্ণ ; সরু। বিণ। ২। চাপা, আঁটা, কসা, নিঙড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

চিপিট ১। চিঁড়া। বি ; পু। ২। বিস্তৃতনাসিক ; বিস্তৃত, চেপটা। চি পিট্ ধাতু +ক কর্তৃ। বিণ। [পু।

চিপিটক—চিঁড়া। চিপিট+কণ্। বি ;

চিবনো—দন্তদ্বারা পেষণ। বাংপ্র। বি।

চিবা, চিবে—ইক্ষু ডাঁটা প্রভৃতি চর্বণের পর অবশিষ্ট ছিবড়া। প্রাদে। বি।

চিবানো—১। চর্বণ করা। ক্রি। ২। চর্বিত। বিণ। ৩। চর্বণ। বাংপ্র। বি।

চিবি—চিবুক, খুতনি, দাড়ি। চিব+ই কর্ম। বি ; পু।

চিবিট—চিপিট, চিঁড়া। বি ; পু।

চিবু—চিবুক, দাড়ি, থুতনি। চিব+কু কর্ম। বি ; ক্লী।

চিবুক—দাড়ি, থুতনি। চিবু+কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

চিমটা—আগুন তুলিবার লৌহযন্ত্র ; সন্না ; মোচনা। বাংপ্র। বি।

চিমটানো, চিমটনো—চিমটি কাটা, দুই অঙ্গুলির দ্বারা টিপিয়া ধরা, নিপীড়িত করা। বাংপ্র। ক্রি।

চিমটি—অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর অগ্রভাগদ্বারা নিপীড়ন ; দুই অঙ্গুলে টিপিয়া ধরিয়া তোলা জিনিস। বাংপ্র। বি।

চিমড়া, চিমড়ে—চর্মবৎ শক্ত, টানিয়া ছিঁড়িতে পারা যায় না এরূপ, চিমসা, শক্ত ; অস্থিচর্মসার, রোগা। বাংপ্র। বিণ।

চিমনি ধূমনির্গমনালী ; দীপের ধূমনির্গম নালী বা কাচের চোঙ্গ ; ধূমনির্গমনের জন্য ইষ্টক বা লৌহনির্মিত উচ্চ চোঙ্গ বিঃ। <ইং 'chimney'. বি।

চিমসা, চিমসে—চিমড়া, শক্ত, শুষ্ক, কাঁচা চামের মত দুর্গন্ধ, চামসা। বাংপ্র। বিণ।

চিয়াইল—জাগাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চিয়াড়ি, চেয়াড়ি শুষ্কবংশবল্কল, শুকন, বাঁশের ছাল (ইহা দ্বারা সদ্যোজাত শিশুর নাড়ী কাটা হয়) ; বাঁশের পাতলা চটা। বাংপ্র। বি।

চিয়ার—বিন্যাস। প্রা কপ্র। বি।

চির—লম্বা ফালি ; টুকরা। বাংপ্র। বি।

চির—১। দীর্ঘকালস্থায়ী ; নিত্য, অনন্ত। বিণ। ২। দীর্ঘকাল। চি+রক্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

চিরঋণী (-ণিন্)—চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

চিরকর্মা (-কর্মন্)—চিরক্রিয়, দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্যকারী। চির কর্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

চিরকারিতা—দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্যকারিতা। চিরকারিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

চিরকারী (-কারিন্)—১। চিরক্রিয়, দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্যকারী। চির—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**চিরকারিণী**। ২। মহর্ষি গৌতমের পুত্র। ইনি সাতিশয় মেধাবী ও কার্যকুশল ছিলেন। ইনি সুদীর্ঘকাল চিন্তা করিয়া কার্য সম্পাদন করিতেন। দীর্ঘকাল বিবেচনার পর ইঁহার কর্তব্যাকর্তব্য বোধ হইত বলিয়া লোকে ইঁহাকে চিরকারী নামে অভিহিত করিত, এবং মূঢ় ব্যক্তিরা ইঁহাকে অলস, অপিচ নির্বোধ বলিত। এই চিরকারীই শতানন্দ নামে পরিচিত।

চিরকাঙ্ক্ষিত—অনেক দিনের অভিলষিত, অনেক কালের আকাঙ্ক্ষিত। ২তৎ। বিণ।

চিরকাল—বহুকাল, দীর্ঘসময় ; অনন্তকাল ; বরাবর। কর্মধা। বি ; পু।

চিরকালার্জিত—দীর্ঘকালের পরিশ্রমে বা সাধনায় উপার্জিত বা লব্ধ ; আবাল্য অভ্যস্ত ; আজীবন সঞ্চিত। চিরকাল ব্যাপিয়া অর্জিত, ২তৎ। বিণ।

চিরকালীন—চিরন্তন ; চিরকালব্যাপী। চিরকাল+ঈন। বিণ।

চিরকীর্তি—১। দীর্ঘকালব্যাপিনী সুখ্যাতি। চির ব্যাপিয়া যে কীর্তি, ২তৎ। বি ; ২। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া যশস্বী। চির ব্যাপিয়া কীর্তি যাহার, বহু। বিণ।

চিরকুট- ক্ষুদ্র কাগজখণ্ড ; ক্ষুদ্রলিপি, ছোট জায়। বাংপ্র। বি।

চিরকুমার—চিরকাল অবিবাহিত। চির ব্যাপিয়া কুমার, ২তৎ। বিণ। স্ত্রী—**চিরকুমারী**। বি **চিরকৌমার্য**।

চিরক্রিয়—দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্যকারী। চিরা ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

চিরক্রিয়তা—চিরকারিতা ; দীর্ঘসূত্রতা, বিলম্বে কার্যকারিতা। চিরক্রিয় শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

চিরক্রীত—চিরকালের জন্য অর্থ দ্বারা লব্ধ, চিরদিনের মত কেনা। ৪তৎ। বিণ।

চিরজীবক—চিরজীবী। চির-জীব্+ণক কর্তৃ। বিণ।

চিরজীবন—আজীবনকাল, মরণকাল পর্যন্ত। কর্মধা। বি ; ক্লী।

চিরজীবী (-বিন্) -১। দীর্ঘকাল জীবনধারণকারী ; অমর, অবিনশ্বর ; বহুকাল-স্থায়ী। চির শব্দ—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**চিরজীবিনী**। ২। বিষ্ণু ; শাল্মলী বৃক্ষ ; মার্কণ্ডেয় ; অশ্বত্থামা, বলি, ব্যাস, হনুমান্, বিভীষণ, কৃপ, পরশুরাম, এই সাতজন চিরজীবী। বি ; পু।

চিরজীবেষু—চিরজীবিষু। চির (দীর্ঘ-কালস্থায়ী) জীব (জীবন) যাহার এই বাক্যে বহুব্রীহি সমাসে চিরজীব, তদুত্তরে সংস্কৃত ৭মীর বহুবচন। (পত্রাদির শিরোনামায় ঐরূপ লেখে ; যথা—পরম কল্যাণীয় শ্রীমৎ নবকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় চির-জীবেষু।—এইরূপ 'চিরজীবিষু' পদও লিখিত হয়।)

চিরঞ্জীব শর্মা—ইঁহার প্রকৃত নাম ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল। ইনি "গীতরত্না-বলী", "অমৃতে গরল", "ভক্তি চৈতন্য-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ভক্তি-রসাত্মক সংগীতেই ইনি বিশেষভাবে পরিচিত। রামকৃষ্ণ পরমহংস ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। শুনা যায়, চিরঞ্জীব শর্মা মহাশয়ের মুখে স্বরচিত মধুর সংগীত শ্রবণ করিয়া রামকৃষ্ণদেব মুহুর্মুহুঃ সমাধি-মগ্ন হইতেন। ইনি নববিধান সমাজ-ভুক্ত ছিলেন।

চিরঞ্জীবী (চিরঞ্জীবিন্)—চিরজীবী (সকল অর্থে)। চিরম্—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বি বা বিণ ; পু। স্ত্রী—**চিরঞ্জীবিনী**।

চিরনি, চিরুনি—চুল আঁচড়াইবার যন্ত্র, কঙ্কত, কাঁকই। বাংপ্র। বি।

চিরণ্টী—চিরকাল পিতৃগৃহবাসিনী। চিরম্ (চিরকাল)—অট্+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

চিরতা- ভূনিম্ব, একপ্রকার তিক্ত ওষধিবৃক্ষ। <চিরাতিক্ত। বি।

চিরতিক্ত- ভূনিম্ব, চিরতা। চির ব্যাপিয়া তিক্ত, ২তৎ। বি ; পু।

চিরতুষার, -নীহার—যে তুষার (বরফ) কখনও গলে না, একই ভাবে থাকে। ২তৎ। বি ; পু।

চিরতুষারসীমা, -রেখা—অত্যুচ্চ পর্বতের যে সীমার উপরে তুষার (বরফ) চিরকাল জমিয়াই থাকে, কখনও গলে না, snow-line. বি ; স্ত্রী।

চিরত্ন—চিরন্তন (সকল অর্থে)। চির শব্দ। ত্ন। বিণ। স্ত্রী—**চিরত্নী**।

চিরথাই—চিরস্থায়ী। প্রা কপ্র। বিণ।

চিরদরিদ্র—আবহমান নিঃস্ব বা দীন, আজীবন নির্ধন বা গরিব। ২তৎ। বিণ।

চিরদারিদ্র্য—চিরনির্ধনতা, আজীবন ধনাভাব। চির ব্যাপিয়া দারিদ্র্য, ২তৎ। বি ; ক্লী।

চিরদাস- চিরকাল ব্যাপিয়া ভৃত্য, ক্রীতদাস গোলাম, বান্দা। ২তৎ। বি বা বিণ। স্ত্রী—**চিরদাসী**।

চিরদিন—আবহমানকাল, চিরকাল আজীবনকাল। কর্মধা। বি বা ক্রি বিণ।

চিরদীন—চিরদরিদ্র (তাহা দ্রঃ)। বিণ।

চিরদুঃখী (-দুঃখিন্)—চিরকাল অসুখী আজীবন দুঃখী। ২তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**চিরদুঃখিনী**।

চিরনদাঁতী—যাহার দাঁত চিরুনির দাঁড়ার মত সুচাল ও সরু এমন। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

চিরনি, চিরুনি—চিরণি (তাহা দ্রঃ)।

চিরনিদ্রা—চিরকালব্যাপিনী নিদ্রা ; রোগ বিঃ ; মহানিদ্রা, মৃত্যু। চির ব্যাপিয়া নিদ্রা ২তৎ। বি ; স্ত্রী।

চিরনিদ্রিত—মহানিদ্রাভিভূত, মৃত। চির ব্যাপিয়া নিদ্রিত, ২তৎ। বিণ।

চিরনিবৃত্তি—চিরদিনের জন্য বিরতি চিরশান্তি। ২তৎ। বি ; স্ত্রী।

চির-নির্দিষ্ট—চিরদিনের জন্য বা আবহ-মানকাল হইতে নির্ধারিত ; চিরকাল স্থিরীকৃত, চিরনিরূপিত। ২তৎ। বিণ।

চির-নির্ভর - চিরকালের অবলম্বন, বরাবরের আশ্রয়, চিরসহায় ; চিরদিনই ভর করা। ২তৎ। বি ; পু।

চিরনির্মল ১। চিরদিনই মলহীন বা পরিষ্কৃত, চিরবিমল ; চিরনিষ্পাপ। ২তৎ। বিণ। ২। পরমেশ্বর। বি ; পু।

চিরনির্বাসন—চিরকালের জন্য স্বদেশ হইতে দূরীকরণ, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ। ২তৎ। বি ; ক্লী।

চিরনির্বাসিত—চিরদিনের জন্য নিবাসিত বা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত ; চিরপ্রোষিত ; যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত। ২তৎ। বিণ।

চিরনিষ্পাপ চিরদিন পাতকশূন্য, আবহ-মানকাল বা আজীবন পবিত্র। ২তৎ। বিণ।

চিরনীহার চিরহিমানী, চিরস্থায়ী তুষার, যে বরফ সব সময়ে থাকে। বি ; পু।

চিরনীহারসীমা পর্বতের যে ভাগ সকল সময়ে তুষারাচ্ছন্ন থাকে, তাহার নিম্নস্থ সীমাসূচক রেখা, snow-line. বি ; স্ত্রী।

চিরনূতন—নিত্য নবীন, সকল সময়েই নূতন। ২তৎ। বিণ।

চিরন্তন—চিরকালীন ; বহুকাল হইতে যাহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এরূপ ; পুরাতন। চিরম্ শব্দ+টন। বিণ। স্ত্রী **চিরন্তনী**।

চিরপদ—চিরস্থায়ী বস্তু ("ধনজন সুসম্পদ নহে চিরপদ"—কৃত্তিবাস)। কর্মধা। বি ; ক্লী।

চিরপরিচিত বহুকালের চিনা বা জানা-শুনা, অনেক দিনের আলাপী ; দীর্ঘকালের পরিজ্ঞাত। ২তৎ। বিণ।

চিরপূজ্য—যিনি চিরদিন বা বরাবর পূজিত হন বা আরাধনার যোগ্য। ২তৎ। বিণ।

চিরপোষিত- বহুকাল হইতে পালিত ; সদাকাল অন্তরমধ্যে সমাদৃত বা সযত্নে রক্ষিত ; চিরাভিলষিত। ২তৎ। বিণ।

চিরপ্রচলিত -চিরদিন যাহা চলিয়া আসিতেছে, স্মরণাতীত কাল হইতে প্রচলনপ্রাপ্ত। চির ব্যাপিয়া প্রচলিত, ২তৎ। বিণ।

চিরপ্রবাসী (-বাসিন্) বার মাস বিদেশে বাসকারী ; দীর্ঘকাল বিদেশবাসী। ২তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**চিরপ্রবাসিনী**।

চিরপ্রবাহিত—চিরকাল স্রোতস্বান্, চির-দিন বহমান, যাহার প্রবাহ চিরকালই থাকে। ২তৎ। বিণ।

চিরপ্রসিদ্ধ—চিরকাল বিখ্যাত। চির ব্যাপিয়া প্রসিদ্ধ, ২তৎ। বিণ।

চিরপ্রাপ্ত—অনেক দিন আগে পাওয়া গিয়াছে এরূপ, বহুকাললব্ধ। সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

চিরপ্রার্থিত-বহুকালের যাচিত; দীর্ঘকালের বাঞ্ছিত। সুপ্‌সুপেতি। ২তৎ। বিণ।

চিরপ্রোষিত—বহুকাল যাবৎ প্রবাসী, অনেক দিন পর্যন্ত বিদেশে স্থিত। ২তৎ। বিণ। | ২তৎ। বিণ।

চিরবাঞ্ছিত-বহুদিনাবধি অভিলষিত।

চিরবিচ্ছেদ চিরকালের নিমিত্ত বিরহ, যাহাতে পুনর্দর্শন না হয় এরূপ অদর্শন; দীর্ঘকালস্থায়ী মনোমালিন্য। ২তৎ। বি; পু।

চিরবিদায়—চিরদিনের মত বিদায়; অনন্তকালের জন্য প্রয়াণ, মহাপ্রস্থান, মরণ। ৪তৎ। বি; পু।

চিরবৈরী (-বৈরিন্)—চিরশত্রু, যাহার সহিত আজীবন শত্রুতা আছে। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**চিরবৈরিণী**।

চিরম্—দীর্ঘকাল, চিরকাল। চি (চয়ন করা) +রমুক্ কর্ত্তৃ। অ।

চিরমিত্র—বহুকালের সুহৃৎ, অনেকদিনের বন্ধু। চির ব্যাপিয়া মিত্র, ২তৎ। বি; ক্লী।

চিররহস্য—যে রহস্যের সমাধান কোনকালেই হয় না। ২তৎ। বি; ক্লী।

চিররুগ্‌ণ—চিরকাল পীড়িত, আবাল্য রোগাক্রান্ত। ২তৎ। বিণ।

চিররুদ্ধ-চিরকাল আবদ্ধ। ২তৎ। বিণ।

চিররোগী (-রোগিন্)—সদাকাল রোগগ্রস্ত, সর্বদা পীড়িত, চিররুগ্‌ণ। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**রোগিণী**।

চিরলোক—চিরস্থায়ী। চির—লোক্ (দেখা)+অল্ কর্ম। বিণ।

চিরশত্রু—চিরবৈরী। ২তৎ। বি বা বিণ।

চিরশান্তি—দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি; মৃত্যু। ২তৎ। বি; স্ত্রী।

চিরশ্যামল—চিরসবুজ, evergreen. ২তৎ। বিণ।

চিরসঙ্গী (-সঙ্গিন্)—চিরকাল ব্যাপিয়া সহচর, যে চিরকাল সঙ্গে থাকে। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**চিরসঙ্গিনী**।

চিরসহায়—চিরদিন সাহায্যকারী, সদা অনুকূল, চিরমিত্র। ২তৎ। বিণ।

চিরসুহৃৎ (-হৃদ্)-চিরমিত্র (তাহা দ্রঃ)।

চিরসূতা-বহুকাল প্রসবিনী গাভী, কেলেন গাই। ২তৎ। বি; স্ত্রী।

চিরসেবিত—চিরকাল ব্যাপিয়া সেবিত, যাহা বহুকাল মানিয়া আসিতেছে। ২তৎ। বিণ।

চিরস্থায়িতা, -ত্ব—বহুকাল বাঁচিয়া বা টিকিয়া থাকা; অবিনশ্বরত্ব। চিরস্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

চিরস্থায়ী (-স্থায়িন্)—যে বা যাহা বহুকাল থাকে এরূপ, অল্প সময়ে যাহার নাশ, লোপ, পরিবর্ত্তনাদি ঘটে না এরূপ; অবিনশ্বর। ২তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**চিরস্থায়িনী**।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—বাঙ্গালার জমিদারগণের সহিত ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ১৭৯৩ খ্রীঃ যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন, যাহার ফলে জমিদারগণের দেয় খাজনার হার বৃদ্ধি পায় না, Permanent Settlement.

চিরস্মরণীয়-চিরকাল মনে রাখিবার যোগ্য। সুপ্‌সুপেতি বা ২তৎ। বিণ।

চিরস্য-বহুকাল, দীর্ঘকাল। চির শব্দ—অস্ (থাকা)+ঘ্যণ্ কর্ম। অ।

চিরহরিৎ—সদাশ্যামল, সকল ঋতুতেই শ্যামবর্ণ বা সবুজ, ever-green; সব সময়েই সতেজ। ২তৎ। বিণ।

চিরা—১। ছিন্নবস্ত্র, কানি, নেকড়া। চীর শব্দের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। বি। ২। বিদীর্ণ, ফাটা বা ফাটানো; ছিন্ন, ছেঁড়া। বিণ। ৩। বিদীর্ণ করা বা হওয়া, ফাটানো বা ফাটিয়া যাওয়া; ছিন্ন করা বা হওয়া, কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা; ফাঁক করা বা হওয়া; ভাগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চিরাই—চিরজীবী, দীর্ঘজীবী। < চিরায়ুঃ। বিণ।

চিরাগ—দীপ, বাতি, আলো। ফা। বি।

চিরাগত—যাহা বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এরূপ, অনেক দিন হইতে প্রচলিত। চির ব্যাপিয়া আগত, ২তৎ। বিণ।

চিরাচরিত—বহুকাল যাবৎ অনুষ্ঠিত; চির প্রচলিত। চির ব্যাপিয়া আচরিত, ২তৎ। বিণ।

চিরাৎ—দীর্ঘকাল। চির-অত্ (গমন করা)+ক্বিপ্, কর্ত্তৃ। অ।

চিরানো—চিরা ক্রিয়া করানো, অন্যের দ্বারা ফাটানো বা চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করানো; চির খাওয়া, লম্বা সরু ফাট ফাটা। বাংপ্র। ক্রি।

চিরান্ধ—চিরদিন অন্ধ, আজন্ম দৃষ্টিহীন। চির ব্যাপিয়া অন্ধ, ২তৎ। বিণ।

চিরাভ্যস্ত সদাকালের অভ্যাসগত। চির ব্যাপিয়া অন্ধ, ২তৎ। বিণ।

চিরায়—দীর্ঘকাল। চির শব্দ—অয়্ (গমন করা)+ণ্, কর্ত্তৃ। অ।

চিরায়ত—গুণের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত, যাহার বহুকাল টিকিয়া থাকিবার সম্ভাবনা এরূপ, classical. ২তৎ। বিণ।

চিরায়ুঃ (চিরায়ুস্)—১। চিরজীবী; অমর। চির আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ। ২। দেবতা। বি; পু। ৩। দীর্ঘ জীবন। চির যে আয়ুঃ, কর্মধা। বি; ক্লী।

চিরায়ুষ্মতী-চিরজীবিনী, চিরদিন সধবা থাকিয়া জীবনধারিণী। চির ব্যাপিয়া আয়ুষ্মতী ইতি ২তৎ, অথবা চিরায়ুঃ আছে এই স্ত্রীর এই অর্থে চিরায়ুস্+মতু+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

চিরায়ুষ্মত্তা-দীর্ঘজীবিত্তা, চিরজীবিত্ব। চিরায়ুষ্মৎ+তা ভাবার্থে। বি।

চিরায়ুষ্মান্ (-ষ্মৎ)-চিরজীবী, দীর্ঘজীবী। চির ব্যাপিয়া আয়ুষ্মান্ ইতি ২তৎ; অথবা চিরায়ুঃ আছে ইহার এই অর্থে চিরায়ুস্+মতু। বিণ; পু। স্ত্রী—**চিরায়ুষ্মতী**।

চিরাশ্রিত—চিরদিন শরণাগত, সদা অনুগত। চির ব্যাপিয়া আশ্রিত, ২তৎ। বিণ।

চিরিণ্টী—চিরণ্টী (তাহা দ্রঃ)। বি; স্ত্রী।

চিরু—বাহুসন্ধি। চিরি (হিংসা করা) +উক্ কর্ম। বি; পু। [বি।

চিরুণি, চিরুনি- কঙ্কত, কাঁকুই। বাংপ্র।

চির্ভটী—কর্কটী, কাঁকুড়; ফুটি। বি; স্ত্রী।

চিল—পক্ষিবিশেষ। <চিল্ল। বি।

চিলমীলিকা—বিদ্যুৎ; খদ্যোত; কণ্ঠভূষণ। চির—মীল্ (উন্মেষ করা)+কণ্ কর্ত্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

চিলা, চিলে—উপরের ঘর; সব উপরের সিঁড়ির মাথায় ছোট ঘর। বাংপ্র। বি।

চিলিয়ানওয়ালা—পঞ্জাবের অন্তর্গত একটি জনপদের নাম। এই স্থানে ১৮৪৯ অব্দে শিখদিগের সহিত (দ্বিতীয় পঞ্জাব যুদ্ধ) এক ভীষণ সমর হয়। শিখদিগের পক্ষে সেরসিংহ এবং ইংরাজ পক্ষে লর্ড গফ প্রধান সেনানায়ক ছিলেন। শিখগণ পরাস্ত ও বিষম ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

চিল্ল—১। চিল পক্ষী। চিল্ল ধাতু+অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**চিল্লী**। ২। ক্লিন্ন নেত্র। বিণ।

চিল্লাচিল্লি—চেঁচাচেঁচি বা চেঁচামেচি, পরস্পর চিৎকার। হি-মূ। বি। [ক্রি।

চিল্লানো—চিৎকার করা, চেঁচানো। হি-মূ।

চিল্লী-স্ত্রী চিল; ঝিল্লিকা; লোধ্র; ভ্রূ; চক্ষুঃ; হাবপ্রকাশ। বি; স্ত্রী।

চিহিঁ—ঘোড়ার শব্দ, হ্রেষা। বাংপ্র। অ।

চিহ্ন-কলঙ্ক; অঙ্ক, দাগ; নিদর্শন; লক্ষণ; অভিজ্ঞান, স্মারক; ইশারা, সংকেত; ধ্বজ, পতাকা। চিহ্ন্ নামধাতু+অল্ কর্ত্তৃ, করণ। বি; ক্লী।

চিহ্নকারী (-কারিন্)—যে চিহ্ন করে বা দাগ দেয়; নির্দেশকর্ত্তা; ঘোরদর্শন; বিঘাতী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**চিহ্নকারিণী**।

চিহ্নত—১। চিহ্ন। বি। ২। চিহ্নিত। বাংপ্র। বিণ।

চিহ্নতনামা—চিহ্নিতকরণ-লিপি, নির্দেশ-পত্র। বাংপ্র। বি।

চিহ্নিত—যাহাতে চিহ্ন করা হইয়াছে, চিহ্ন-যুক্ত, দাগ দেওয়া, চেনা; নির্দেশিত; অঙ্কিত; লক্ষিত; বিশেষ নিদর্শনপত্রধারী, covenanted. চিহ্ন ধাতু + ক্ত কর্ম। বিণ।

চিহ্নিতনামা—স্বতন্ত্ররূপে নির্দেশ পত্র। বাংপ্র। বি।

চিহ্নিনু—চিনিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

চীৎকার—'চিৎকার' দ্রঃ।

চীন—১। এশিয়ার অন্তর্গত দেশ বিঃ [এই মহাদেশে ৭০ কোটির অধিক লোক বাস করে। রাজধানী পিকিং]; মৃগ বিঃ; ধান্য বিঃ, চীনা ধান; চীনদেশীয় লোক। চি (চয়ন করা) + নক্ কর্ম। বি; পু। ২। চীনদেশীয় বস্ত্র; পতাকা; সীস। বি; ক্লী। [পু।

চীনক—চীনাধান। চীন + কণ্ স্বার্থে। বি;

চীনজ—চীনদেশজাত। চীনে যে জন্মায়। উপতৎ; চীন—জন্ + ড কর্তৃ। বিণ।

চীনপিষ্ট—চীনা সিন্দূর; সীস। চীনজাত পিষ্ট, মধ্যপ। বি; ক্লী।

চীনবাস—চীনে কাপড়, পট্টবস্ত্র বিঃ। চীনভব বাস, মধ্যপ। বি; পু।

চীনা ১। চীনদেশীয়; চীনবাসী। বিণ। ২। চীন দেশের লোক; একপ্রকার খাদ্য-শস্য। বাংপ্র। বি।

চীনাংশুক—একপ্রকার পট্টবস্ত্র। চীনজাত অংশুক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

চীনা-বাদাম—মাটকড়াই। বাংপ্র। বি।

চীনা-বাসন—চীনা-মাটির পাত্র। বাংপ্র। বি।

চীনা-মাটি—একপ্রকার চিক্কণ শ্বেত মৃত্তিকা। বাংপ্র। বি।

চীবর—চীর, ছিন্নবস্ত্র; কৌপীন বল্কল প্রভৃতি। চি (চয়ন করা) + বরচ্ কর্ম। বি; ক্লী।

চীবরী (চীবরিন্) বৌদ্ধসন্ন্যাসী। চীবর + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

চীর—ছিন্নবস্ত্রখণ্ড, নেকড়া, কানি; চীরকুট; বল্কল, গাছের ছাল। চি (চয়ন করা) + রক্ কর্ম। বি; ক্লী।

চীরধারী (-ধারিন্)—চিরধারণকারী, ছিন্নবস্ত্রপরিধারী; বল্কলবাসাঃ। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**চীরধারিণী**।

চীরভৃৎ—চীরী (সকল অর্থে)। চীর—ভৃ + কিপ্ কর্তৃ। বি বা বিণ; পু।

চীরী (চীরিন্)—চীরধারী; তাপস। চীর + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**চীরিণী**।

চীর্ণ—বিভক্ত, খণ্ডিত; কৃত; সঞ্চিত; সম্পাদিত; বিদীর্ণ; অনুশীলিত। চর্ (আচরণ করা) + ণক্ কর্ম। বিণ।

চুঁ—অনুকার-শব্দ, জলশোষণ-শব্দ; মৃদুশব্দ। বাংপ্র। অ। **চুঁ শব্দ**—সামান্য প্রতি-বাদ; অস্পষ্ট আওয়াজ।

চুঁচড়া বা চুঁচুড়া—পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলায় ভাগীরথী-তীরে অবস্থিত শহর। ইংরেজী বানান Chinsura (চিন্সুরা)। ১৬৫৬ খ্রীঃ অঃ ওলন্দাজগণ এই স্থানে একটি কুঠি প্রতিষ্ঠা করিয়া ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭৫৯ খ্রীঃ অঃ ইংরাজ সৈন্য চন্দননগর আক্রমণার্থ গমন করিলে পথি-মধ্যে ওলন্দাজ সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করে; কিন্তু অর্ধঘণ্টা সময় যাইতে না যাইতে ইংরাজ সৈন্য আক্রমণকারীদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে। ১৭৯৫ খ্রীঃ অঃ যখন ইওরোপে নেপোলিয়ান প্রবর্তিত ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময়ে একদল ইংরাজ সৈন্য চুঁচড়া অধিকার করে। ১৮১৪ খ্রীঃ অঃ ইওরোপে সন্ধিস্থাপন হইলে স্থানটি ওলন্দাজগণকে প্রত্যর্পণ করা হয়। পর বৎসরে ওলন্দাজরাজ সুমাত্রার বিনিময়ে ইংরাজকে চুঁচড়া শহর প্রদান করেন। চুঁচড়া হুগলী জেলার সরকারী কার্যস্থল।

চুঁচি—যুবতীর কুচ বা স্তন। < চুচুক। বি।

চুঁয়া—১। পোড়াপোড়া, আধপোড়া। বিণ। ২। পোড়াপোড়া বা আধপোড়া হওয়া, ধরিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চুঁয়ানো—পোড়াপোড়া বা আধপোড়া করা, ধরাইয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি।

চুক—১। টক, অম্ল। বিণ। ২। ভ্রম, ভুল; শক্তপোড়। বাংপ্র। বি।

চুকচুক—পাত্র হইতে চুষিয়া পান করিবার শব্দ; অনুকার শব্দ; মসৃণ ও উজ্জ্বল, চিক্কণ। বাংপ্র। অ।

চুকচুকে—চিকণ; চুকচুককারী; কাঁধ করিবার জন্য অধীর। বাংপ্র। বিণ।

চুকলি—কুৎসা, অপবাদ, পরোক্ষে নিন্দা। আ-মু। বি বা বিণ।

চুকলিখোর—পরোক্ষে নিন্দাকারী। আ-মু। বি।

চুকা—১। টক, অম্ল। বিণ। ২। ভুল করা; নিষ্পত্তি বা অবসান হওয়া; নিষ্কৃতি পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চুকানো নিষ্পত্তি করা, মিটানো; শেষ করা; চুক্তি করা। বাংপ্র। ক্রি।

চুকাপালঙ্ক—টকপালঙ্গ শাক। বাংপ্র। বি।

চুক্তি—নিয়ম, অঙ্গীকার, করার, শর্ত; নিষ্পত্তি, অবসান। বাংপ্র। বি।

চুক্তিনামা, চুক্তিপত্র—নিয়ম-লেখা, যে দলিলে কোন বিষয়ের শর্ত লিখিত হয়। বাংপ্র। বি।

চুঙ্গি, চুঙ্গি—চোঙ্গ, নল; আমদানি রপ্তানি পণ্যশুল্ক; আবগারি মাসুল। বাংপ্র। বি।

চুচুক, চুচুক—কুচাগ্র, স্তনের বোঁটা। চুচু (অনুকরণ শব্দ)—কৈ (শব্দ করা) + ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

চুচুক্কৃতি ১। চুচু শব্দকরণ; চুম্বনধ্বনি। চুচু—কৃ + ক্তি ভাব। ২। কুচাগ্র, স্তনবৃন্ত। ... + ক্তি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

চুঞ্চু—১। ছুঁচা। বি; পু। ২। (ব্যাকরণে) প্রত্যয় বিঃ। (অর্থ—অভিজ্ঞ)।

চুটকি—১। ক্ষুদ্র, ছোট; সামান্য, নগণ্য, তুচ্ছ; লঘুসুরের বা হালকা তালের। বিণ। ২। চুক্তি; চুক্তি হিসাবে শুদ; পদাঙ্গুলির অঙ্গুরী; তুড়ি; চিমটি; কয়ালের প্রাপ্য; মস্তকের শিখা। বাংপ্র। বি।

চুটানো—পুনঃ পুনঃ চোট লাগানো, কোপানো; সম্যক্ ছেদন করা; চূড়ান্ত করা; শক্তি নিয়োগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চুড়ি—কাচবলয়; মণিবন্ধের আভরণ (চওড়া হইলে 'চুড়' বা 'চুড়' বলে); কুঞ্চন, চুনট। বাংপ্র। বি।

চুড়িদার—মিহি ও কুঞ্চিত, চুনটযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

চুণ, চূণ ১। পানে খাইবার বা দেয়ালে লাগাইবার শুভ্র বস্তু বিঃ। বি। ২। চূর্ণবৎ শ্বেতবর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

চুণকাম, চূণকাম—প্রাচীরাদিতে চূর্ণ-লেপন। বাংপ্র। বি।

চুণা—চুণ, চূর্ণ। হি। বি।

চুণারি, চুণুরি, চুনারি, চুন্নুরি—চুন-ব্যবসায়ী। বাংপ্র। বি।

চুন, চূন—চুণ, চূর্ণ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুনট, চুনাট—কুঞ্চন; জামা প্রভৃতির কুঞ্চিত অংশ। বাংপ্র। বি।

চুনন—বাছন, নির্বাচন। হি-মু। বি।

চুনা ১। ক্ষুদ্র, ছোট। বিণ। ২। ছোট মাছ; চূর্ণ, চুণ। বাংপ্র। বি। ৩। বাছাই করা, বাছা; কুড়ান। কপ্র। ক্রি।

চুনার—উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর জেলায় অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ ও শহর। দুর্গটি গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বিন্ধ্যগিরির একটি নিম্নমুখস্তরে প্রতিষ্ঠিত। উত্তরকালে দুর্গটি মুসলমানের অধিকারে আসে। হিন্দু-রাজগণ যে সকল প্রস্তর লইয়া দুর্গটি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার সম্মুখভাগে অনেক দেবদেবীর মূর্তি ক্ষোদিত ছিল। মুসলমানগণ সেই সকল প্রস্তর লইয়াই দুর্গটির সংস্কার করেন, কেবল ক্ষোদিত

দিকটা উলটাইয়া ভূপ্রোথিত বা অপরভাবে দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া দেন। বৌদ্ধশিল্পের অনেক প্রমাণও প্রস্তরাদিতে দেখা যায়। মৎস্য, তরবারি, ত্রিশূল এবং নাগরী বা পালি ভাষায় লিখিত স্থপতি চিহ্নও দৃষ্ট হইয়া থাকে। পাঠান নরপতি সের খাঁ এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন; পরে ইহা আকবর সাহের হস্তে আসে। আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ অঃ বারাণসীর রাজা বলবন্ত সিংহ এই দুর্গটি অধিকার করিয়াছিলেন। বকসার যুদ্ধের পরে দুর্গটি ইংরাজ হস্তে আসে (১৭৬৪ খ্রীঃ)। চুনার দুর্গ হেষ্টিংসের বড় প্রিয় ছিল। তাঁহার বাসভবন অধুনা সৈন্যের বারিকরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। দুর্গের অনতিদূরে জনৈক মুসলমান ফকিরের সমাধিস্থান আছে। তদ্দর্শনার্থে অনেক হিন্দু ও মুসলমান যাত্রী গমন করে। চুনারকে ইংরেজীতে চানারও (Chanar) বলে।

চুনারি, চুনুরি- 'চুণারি' দ্রঃ।

চুনি—১। চুণি, লোহিতকমণি। বাংপ্র। বি। ২। কুড়াই; কুড়াইয়া। কপ্র। ক্রি।

চুনুরি—১। রঙ্গিন শাড়ি; চুনব্যবসায়ী। হি। বি। ২। রাঙ্গন। বাংপ্র। বিণ।

চুনো-পুঁটি- ছোট ছোট মাছ; (লক্ষণায়) সামান্যদরের লোক, গরিবগুরবা; অল্প পুঁজি বা ক্ষমতার লোক। বাংপ্র। বি।

চুন্নী- চোর স্ত্রীলোক; গোপনকারিণী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

চুপ—১। মৌন, তূষ্ণীম্ভাব, নিস্তব্ধতা; গোপন। বি। ২। নীরব। বাংপ্র। বিণ।

চুপ, চোপ- গোল করিও না; চুপ করিয়া থাক। বাংপ্র। অ। [বিণ।

চুপচাপ- সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ, নির্বাক্। বাংপ্র।

চুপড়ি, চুবড়ি—বংশনির্মিত পাত্রবিশেষ, ছোট টুকরি, পেথে বা পেতে; আধার। বাংপ্র। বি।

চুপসা—বায়ু রস প্রভৃতি কমিয়া বা সরিয়া যাওয়াতে তোবড়ানো; বসা; সংকুচিত। বাংপ্র। বিণ।

চুপসানো—শোষণ করা, শুষিয়া লওয়া, শুষ্ক করা, তোবড়ানো; কালির দাগ বিস্তৃত হইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি। বি—**চুপসানি**।

চুপানো - চুপ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

চুপিচুপি, চুপেচুপে—নিঃশব্দে; অতি মৃদু স্বরে, কানেকানে; আস্তে আস্তে; গোপনে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

চুবক—চুয়া নামক গন্ধদ্রব্য। প্রা কপ্র। বি।

চুবড়ি—'চুপড়ি' দ্রঃ।

চুবন, চুবনি, চুবানি, চোবানি—মজ্জন, ডুব, ডুবন। বাংপ্র। বি।

চুবানো, চোবানো—মজ্জিত করা, ডুবানো। বাংপ্র। ক্রি।

চুম, চুমা, চুমু, চুমো—চুম্বন, ওষ্ঠাধর দ্বারা স্পর্শ। < চুম্ব। বি।

চুমকি জল খাইবার ছোট ঘটি, কেরো; খচিত উজ্জ্বল বস্তু, spangle; সোনালী রূপালী ক্ষুদ্র চাক্তি। বাংপ্র। বি।

চুমকুড়ি চুম্বন; চুম্বনধ্বনি; চুম্বনের ন্যায় শব্দ করণ। বাংপ্র। বি।

চুমরানো, চুমরনো—চুম্বন করিয়া শান্ত করা; মিষ্ট কথায় ভুলানো, সোহাগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চুমরি, চুমুরি বায়ব্য মূল; বটগাছের নামনা; শাখামূল; নারিকেল ফুল ও মুচির আধার; মঞ্জরীচ্ছদ; কচু প্রভৃতির উপরের শিকড়। বাংপ্র। বি।

চুমা—'চুম' দ্রঃ।

চুমাচুমি—পরস্পর চুম্বন। বাংপ্র। বি।

চুমুক—পানপাত্রে মুখ লাগাইয়া শোষণ; ঐরূপে একেবারে যতটা পান করা যায়। বাংপ্র। বি।

চুমু—'চুম' দ্রঃ।

চুমো 'চুম' দ্রঃ।

চুম্ব—ওষ্ঠাধরদ্বারা স্পর্শ, চুম্বন; চুমা। চুম্ব্ (চুম্বন করা) + অল্ ভাব। বি; পু।

চুম্বই—চুম্বন করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

চুম্বক- ১। অয়স্কান্তমণি, লৌহাকর্ষক প্রস্তর; বিস্তৃত বহুগ্রন্থের সারসংগ্রহ। চুম্ব্ (চুম্বন করা) + ণক কর্তৃ। বি; পু। ২। চুম্বনকারী; সারসংগ্রহকারী; গ্রন্থের একদেশাভিজ্ঞ। বিণ। স্ত্রী **চুম্বিকা**। ৩। সারসংগ্রহ; সংক্ষিপ্তসার। বাংপ্র। বি।

চুম্বকশলাকা, চুম্বকসূচি, -চী চুম্বক-লৌহনির্মিত শলাকা। মধাপ। [এই শলাকার এক প্রান্ত সর্বদা উত্তরাভিমুখ হইয়া থাকে, এ কারণ ইহার সাহায্যে দিগ্দর্শন যন্ত্র নির্মিত হইয়াছে।] বি; স্ত্রী।

চুম্বন—মুখে মুখস্পর্শ, চুম্ব, চুমা খাওয়া। চুম্ব্ (চুম্বন করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চুম্বিত—যাহাকে চুম্বন করা হইয়াছে এরূপ, কৃতচুম্বন; স্পৃষ্ট, সংলগ্ন, সম্মিলিত। চুম্ব্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

চুম্বী (চুম্বিন্) চুম্বনকারী; স্পর্শকারী, স্পর্শী। চুম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**চুম্বিনী**।

চুয়া—১। মূষিক, ইন্দুর। হি। ২। স্বনামখ্যাত সরল গন্ধদ্রব্য। বি। ৩। পরিস্রুত হওয়া, ক্ষরণ করা, গলিত হওয়া, ঝরা। বাংপ্র। ক্রি। [বিণ।

চুয়াড়—অসভ্য; নিষ্ঠুর; গোঁয়ার। বাংপ্র।

চুয়াত্তর—৭৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুয়ানি—গলন, স্রবণ; ক্ষরণ; পরিস্রুত বা ক্ষরিত তরল পদার্থ। বাংপ্র। বি।

চুয়ানো—১। পরিস্রুত করা বা হওয়া, ক্ষরিত করা বা হওয়া; গলা, ঝরা, চোলাই করা। ক্রি। ২। চোলাই করিয়া প্রস্তুত; ক্ষরিত। বাংপ্র। বিণ।

চুয়ান্ন- ৫৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুয়াল, চোয়াল—চিবুকাস্থি; হনু। বাংপ্র। বি।

চুয়াল্লিশ—৪৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুর, চূর—১। চূর্ণ, গুঁড়া; মন্দিরাকৃতি রাশি, স্তূপ, ঢেরি। বি। ২। বিভোর, বিভ্রান্ত, বিহ্বল। বাংপ্র। বিণ।

চুরট, চুরুট—ধূমপানার্থে তামাকপাতা জড়ান চোঙ্গ বা বাতি, ধূমপত্র। < ইং 'cheroot'. বি।

চুরনী—চোর স্ত্রীলোক, গোপনকারিণী। বাংপ্র। বি।

চুরমার- চূর্ণ-বিচূর্ণ; বিধ্বস্ত। বাংপ্র। বিণ।

চুরানই, -নব্বই--৯৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুরাশি, চুরাশী ৮৪ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুরি—চৌর্য, অপহরণ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুরি-চামারি—চুরি জুয়াচুরি প্রভৃতি অপকর্ম, নীচকর্ম, গর্হিত কাজ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চুরিণী— চোর রমণী। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

চুল—কেশ, লোম। বাংপ্র। বি। **চুল বাঁধা** - খোঁপা বাঁধা।

চুলকনা, -কনি, -কুনি—কণ্ডূ, কণ্ডূতি; খস। বাংপ্র। বি।

চুলকানো - কণ্ডূয়ন করা; কণ্ডূয়ন প্রবৃত্তি বোধ করা বা করানো। বাংপ্র। ক্রি।

চুল-চেরা—অতি সূক্ষ্ম, ন্যায্য। বাংপ্র। বিণ।

চুলবুল—চাঞ্চল্য প্রদর্শন। বাংপ্র। বি।

চুলবুলে—অস্থির, চঞ্চল, ছটফটে। বাংপ্র। বিণ। বি—**চুলবুলানি, -বুলুনি**।

চুলা—উনান, আখা; গোল্লা, সর্বনাশ; জাহান্নম, নরক। বি।

চুলাচুলি, চুলোচুলি- পরস্পর চুল টানিয়া মারামারি, কেশাকর্ষণ। বাংপ্র। বি।

চুলি—১। চুল্লি, উনান, আখা। বাংপ্র। ২। চুল, কেশ। প্রা কপ্র। বি।

চুল্লা—চুল্লী, উনান; চিতা। চুল্ল্ (হাব করা) + অন্ কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

চুল্লি, চুল্লী—অগ্নিস্থান, চুলা, উনান; চিতা। চুল্ল (হাব করা) + ই কর্তৃ স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চুষা—ওষ্ঠদ্বারা শোষণ করা, মুখ দিয়া টানিয়া লওয়া বা খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চুষানো—ওষ্ঠাদিদ্বারা শোষণ করানো, শুষিয়া লওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

চুষি—শিশুদের চুষিবার ছোট লাঠি; একরকম পিঠা, ইহা চুষিয়া খাইতে হয়; রবারের চুচুক। বাংপ্র। বি।

চূড়া, চূলা—শিরোভূষণ; মুকুট; বাহুভূষণ, চুড়ি; দশটি সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কার বিঃ; শিখা; টিকি; শেখর, শৃঙ্গ; ঝুঁটি; কেশ; চাল বা ছাদের পাড়; ভূষণ। চুল (উন্নত করা)+ড কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

চূড়াকরণ-ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির দশ সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কার বিঃ। চূড়া—কৃ (করা) অনট্ ভাব। বি; ক্লী [প্রথম বা তৃতীয় বর্ষে, অথবা কুলাচার অনুসারে উত্তরায়ণে, চৈত্র ব্যতীত মাসে, শুক্লপক্ষে, রবি, চন্দ্র ও তারাশুদ্ধিতে, রবি, মঙ্গল ও শনি ভিন্ন বারে, রিক্তা, প্রতিপদ, ষষ্ঠী, অষ্টমী ও পূর্ণিমা ভিন্ন তিথিতে, রেবতী, রোহিণী, অশ্বিনী, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, শতভিষা, পুনর্বসু ও চিত্রা নক্ষত্রে, কন্যা, ধনু, মীন, বৃষ, কর্কট, বা মিথুন লগ্নে, দশ-যোগভঙ্গ-দোষ-যুক্ত যামিত্রাদি বেধ না থাকিলে, জন্ম চন্দ্র, মাস ও তারা বর্জনপূর্বক চূড়াকরণ বিধেয়। জ্যেষ্ঠ সন্তান হইলে জ্যৈষ্ঠের দশ দিন, অগ্রহায়ণ সমগ্র, এবং দক্ষিণায়নে পৌষ বাদ দেওয়া কর্তব্য]।

চূড়াকর্ম (-কর্মন্)—চূড়াকরণ (তাহা দ্রঃ)।

চূড়ান্ত—১। চূড়ার শেষ। চূড়ার অন্ত, ৬তৎ। ২। শেষ সীমা, পরাকাষ্ঠা; সিদ্ধান্ত, শেষ নিষ্পত্তি। চূড়ার অন্ত হয় যাহাতে, বহ। বি; পু।

চূড়ামণি—১। শিরোরত্ন, মুকুটমণি; শিরোভূষণ; উপাধি বিঃ। ৬তৎ। বি; পু। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ।

চূড়ামণিযোগ—যোগ বিঃ।
["সূর্যগ্রহঃ সূর্যবারে সোমে সোমগ্রহস্তথা চূড়ামণিরয়ং যোগস্তত্রানন্তং ফলং স্মৃতম্।" অর্থাৎ রবিবারে সূর্যগ্রহণ কিংবা সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হইলে চূড়ামণিযোগ হয়। এই যোগে স্নানদানাদি অনন্তফলদায়ক।] কর্মধা। বি; পু।

চূড়াবান্ (-বৎ)—চূড়াল, শিখাযুক্ত, শেখরবিশিষ্ট। চূড়া+বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**চূড়াবতী**।

চূড়াল—চূড়াযুক্ত, শিখাবিশিষ্ট। চূড়া (শিখা)+ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

চূণ—'চুণ' দ্রঃ।

চূণকাম—চুণকাম (তাহা দ্রঃ)।

চূণা—চূর্ণ, চূণ। হি। বি।

চূত—১। গুহ্যদ্বার; প্রসবদ্বার। চুত+ক অপা, নিপাতনে। ২। আম্রফল, আম। চূত+ক ভবার্থে। বি; ক্লী। ৩। আম্রবৃক্ষ। চুষ্ (চোষা)+ক্ত কর্ম। বি; পু।

চূতমুকুল—আমের বোল। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

চূতলতা—আম্রলতা; লতানে গাছ। চূততুল্যা লতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

চূর—'চুর' দ্রঃ।

চূরমার—চূর্ণবিচূর্ণ, খণ্ডবিখণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

চূর্ণ—১। কঠিন দ্রব্যের সূক্ষ্মতম আকার, গুঁড়া; খড়ি; ধূলি; আবীর; চূণ; ছাতু। চূর্ণ্ (গুঁড়া করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ২। গুণ্ডিত, গুঁড়ানো; কুঞ্চিত, কোঁকড়ানো। বিণ। বি—**চূর্ণতা, চূর্ণত্ব**। [বি; পু।

চূর্ণক—গুঁড়া, ধূলি। চূর্ণ শব্দ+কণ্ স্বার্থে।

চূর্ণকার—চূণারি জাতি। চূর্ণ (চূণ)-কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

চূর্ণকুন্তল—অলক, চুলের ঝাপটা। চূর্ণ (কুঞ্চিত) যে কুন্তল, কর্মধা। বি; ক্লী।

চূর্ণন—চূর্ণকরণ, গুণ্ডন, গুঁড়া করা। চূর্ণ্ (গুঁড়া করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
'**ণীয়**—গুঁড়া করিবার উপযোগী। চূর্ণ+অনীয় কর্ম। বিণ।

চূর্ণপদ—এক প্রকার নৃত্য (এই নৃত্যকালে সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে যাইতে হয়)। বি; ক্লী।

চূর্ণি, চূর্ণী—পতঞ্জলি কৃত ভাষ্য; কপর্দকশত; নদী বিঃ; ভাগীরথীর উপনদী বিঃ, ইহা নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমার নিম্ন দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। চূর্ণ্ (গুঁড়া করা)+কি কর্তৃ; অথবা চর্ (গমন করা)+ণি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

চূর্ণিকা শক্তু, ছাতু। চূর্ণ+কণ্ তুল্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

চূর্ণিত—চূর্ণীকৃত, গুণ্ডিত, যাহাকে গুঁড়া করা হইয়াছে এরূপ; পিষ্ট। চূর্ণ্ (গুঁড়া করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
—চূর্ণিত, গুণ্ডিত, গুঁড়ানো। চূর্ণ+চ্বি (=চূর্ণী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
যাহা চূর্ণ ছিল না এক্ষণে চূর্ণ হইয়াছে। চূর্ণ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=চূর্ণী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

চূষণ—চোষা, শোষণ। চুষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

চূষা—ওষ্ঠদ্বারা শোষণ করা, শুষিয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চূষ্য—চোষণীয়, যাহা চুষিয়া খাইতে হয় এরূপ। চুষ্ (চোষা)+য কর্ম। বিণ।

চেও—চাহিও; তাকাইও, দেখিও। বাংপ্র। ক্রি।

চেং, চেঙ, চেঙ্গ—লেঠা মাছের মত একরকম ছোট মাছ। বাংপ্র। বি।

চেংড়া, চেঙড়া, চেঙ্গড়া—১। ভাঙা ঝুড়ি বা টুকরি; ছোকরা, বালক, ছেলে; ছেপলা যুবক, ডাংপিটে ছেলে। বি। ২। ছেপলা, ডাংপিটে। বাংপ্র। বিণ।

চেংদোলা, চেঙ্গদোলা—হাত পা ধরিয়া ঝুলাইয়া এবং প্রায় দুলাইতে দুলাইতে বহন। বাংপ্র। বি।

চেঁচড়া—জলজঘাস বিঃ। বাংপ্র। বি।

চেঁচাচেঁচি, চেঁচামেচি—পরস্পর চেঁচান বা তুমুল শব্দ, বহু লোকের চিৎকার; কোলাহল, গণ্ডগোল। বাংপ্র। বি।

চেঁচাড়ি-চাঁচা বাখারি। বাংপ্র। বি।

চেঁচানো উচ্চ চিৎকার করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**চেঁচানি**।

চেক—বস্ত্রাদিতে বোনা রঙ্গিল ঘর বা ছক, check; ব্যাঙ্ক প্রভৃতির নামে টাকা দিবার আদেশপত্র; যাহার অবিকল প্রতিরূপ দাতার নিকট থাকে এরূপ রসিদ। <ইং 'cheque'। বি।

চেক-দাখিলা—যে দাখিলার অবিকল প্রতিরূপ মূলবহিতে গাঁথা থাকে। বাংপ্র। বি।

চেকমুড়ি—চেককাটা রসিদের যে প্রতিরূপ মূলবহিতে গাঁথা থাকে। বাংপ্র। বি।

চেকিতান—১। অত্যন্ত জ্ঞানযুক্ত। যঙ্লুগন্ত কিত+চানশ্ তাচ্ছীল্যার্থে। বিণ। ২। মহাদেব। বি; পু।

চেগরা, চেঙরা-প্রগল্ভ, বাচাল, ছেপলা, ডেকরা। প্রা কপ্র। বিণ।

চেঙারি, চেঙ্গারি—অল্প গভীর ঝুড়ি, ডালা। বাংপ্র। বি।

চেঞা—চাহিয়া, দেখিয়া; চাহিল, দেখিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চেট, চেড়—যে নায়ক কুপিতা নায়িকাকে কোপ হইতে শান্ত করে, উপনায়ক; দাস। চিট্ (প্রেরণ করা)+অল্ কর্ম। বি।

চেটা-খেজুর পাতার বা তাল পাতার মাদুর। বাংপ্র। বি।

চেটাই, চাটাই—খেজুরপাতা বা তালপাতার মাদুর বা আস্তরণ, দরমা। বাংপ্র। বি।

চেটাল—'চাটাল' দ্রঃ।

চেটী, চেড়ী—উপনায়িকা; দাসী। চেট বা চেড়+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

চেটো-১। হস্ত ও পদের তলভাগ। বি। ২। কিশোরী, যৌবনোন্মুখী, নবযুবতী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

চেৎ—যদি। অ।

চেত—চিত্ত। <চেতস্। বি। ২। জাগরিত হও। কপ্র। ক্রি।

চেতঃ (চেতস্)—মনঃ, চিত্ত, অন্তঃকরণ। চিত্ (বোধ করা)+অস্ করণ। বি; ক্লী।

চেতক—চৈতন্যকারক, উদ্বোধক, স্মারক। চিৎ (জানা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

চেতন—১। আত্মা, জীব। চিত্ (জ্ঞান করা)+অন কর্তৃ। বি; পু। ২ মনঃ; সংজ্ঞা, চৈতন্য। বি; ক্লী। ৩। চৈতন্যযুক্ত, সংজ্ঞাবিশিষ্ট। বিণ। ৪। চতুর। প্রা কপ্র। বিণ।

চেতনা—১। চৈতন্যযুক্তা, সংজ্ঞাবিশিষ্টা। চেতন+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সংজ্ঞা, চৈতন্য; বুদ্ধি; সজ্ঞান অবস্থা। বি; স্ত্রী।

চেতনাবিধান—চৈতন্যসম্পাদন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

চেতনা-বিহীন, -রহিত, -শূন্য, -হীন—চৈতন্যরহিত, সংজ্ঞাহীন, অচেতন। ৩তৎ। বিণ।

চেতা—জ্ঞান পাওয়া; সতর্ক হওয়া, জাগরিত হওয়া; সংজ্ঞালাভ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চেতানো—চেতন করা, জ্ঞান দেওয়া; সতর্ক করা; জাগানো; চেতনাবান্ করা। বাংপ্র। ক্রি।

চেতায়ল—চেতন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চেতিত জ্ঞাপিত। ণিজন্ত চিত্ বা চেতি (বোধ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

চেদি—দেশ বিঃ, [শিশুপাল এই দেশের রাজা ছিলেন]; বংশ বিঃ; চেদিদেশীয় লোক। বি; পু।

চেদিপতি, চেদিরাজ—চেদিদেশাধিপতি শিশুপাল; নান্দীমুখে পূজা বসু বিঃ। চেদির পতি বা রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

চেন—শৃঙ্খল; মাপের শিকল (৬৬ ফুট দীর্ঘ); শৃঙ্খলাকার ভূষণ। < ইং 'chain'. বি।

চেনা—১। অভিজ্ঞান। বি। ২। পরিচিত বলিয়া জানা; দোষগুণ বুঝা; পরিচয় করা। ক্রি। ৩। পরিচিত, জানা। বাংপ্র। বিণ।

চেনানো—পরিচিত করানো, জানানো, শিখানো। বাংপ্র। ক্রি।

চেন্না—চিহ্ন, 'মার্কা'। বাংপ্র। বি।

চেপটা—প্রশস্ত, চেটাল; পিষ্ট; দমিত। বাংপ্র। বিণ।

চেপটানো—পিষ্ট বা মর্দিত করা, চাপ দিয়া প্রসারিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

চেয়—চয়নীয়, যাহা চয়ন করিতে হইবে বা করা আবশ্যক এইরূপ, চয়নযোগ্য। চি (চয়ন করা)+য কর্ম। বিণ।

চেয়াড়ি—বংশত্বক্, চাঁচাড়ি। বাংপ্র। বি।

চেয়ার—পিঠ-দেওয়া কাষ্ঠাসন, কেদারা; রাজকীয় আসন। <ইং 'chair'. বি।

চেয়ারম্যান—সভাপতি। <ইং 'chairman'. বি।

চেয়ে—১। চাহিয়া, তাকাইয়া, দেখিয়া; যাচিয়া, মাগিয়া। ক্রি। ২। চাইতে, অপেক্ষা। বাংপ্র। অ।

চের—দেশ বিঃ, ইহার অপর নাম কেরল। মহীশূরস্থ তালকাদ (Talkad) নামক স্থান চের রাজ্যের রাজধানী ছিল। তালকাদ অধুনা কাবেরীর সৈকতগর্ভে প্রোথিত।

চেরা—ফাড়া, বিদারণ করা; লম্বালম্বি কাটিয়া ফেলা; ছিন্ন বা ফাঁক করা। বাংপ্র। ক্রি।

চেরাই—বিদারণ, ফাটন, চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করণ; চিরিবার দাম। বাংপ্র। বি।

চেরানো—ফাড়ানো, বিদারণ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

চেল—বস্ত্র; পরিচ্ছদ। চিল (পরিধান করা) +অল্ কর্ম। বি; ক্লী।

চেলা—শিষ্য; শাগরেদ; সঙ্গী; চেরা কাঠ; একরকম ছোট মাছ। বাংপ্র। বি।

চেলানি, চেলুনি, চেলেনি—চাউল ধোয়া জল। গ্রাম্য। বি।

চেলানো—কুড়ুল দিয়া চিরিয়া খণ্ড খণ্ড করা, চেরাই করা। বাংপ্র। ক্রি।

চেলী—বস্ত্র; পট্টবস্ত্র; পরিচ্ছদ। চেল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

চেষ্টক—১। চেষ্টাকারী, উদ্যোগী। চেষ্ট্ (চেষ্টা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**চেষ্টিকা**। ২। রতিবন্ধ বিঃ। বি; পু।

চেষ্টন—১। চেষ্টাকরণ, যত্নকরণ। চেষ্ট্ (চেষ্টা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। চেষ্টাকারী, চেষ্টক, উদ্যোক্তা। চেষ্ট্+অন কর্তৃ। বিণ।

চেষ্টমান—চেষ্টা করিতেছে এরূপ, যত্নশীল, উদ্যোগী; চলৎ। চেষ্ট্+শান কর্তৃ। বিণ।

চেষ্টা—কায়িক ব্যাপার, অভীষ্টসাধনার্থ ক্রিয়া; যত্ন; উদ্যোগ; কার্য; গতি। চেষ্ট্ (চেষ্টা করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

চেষ্টা-চরিত্র—উদ্যোগ-আয়োজন, যোগাড়-যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

চেষ্টান্বিত—চেষ্টাযুক্ত, চেষ্টিত। চেষ্টার দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

চেষ্টাশূন্য, চেষ্টাহীন—নিশ্চেষ্ট, উদ্যম-হীন। ৩তৎ। বিণ।

চেষ্টিত—১। চেষ্টান্বিত; যে বিষয়ে চেষ্টা করা গিয়াছে বা যাইতেছে, এমন। চেষ্ট্ (চেষ্টা করা) +ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। চেষ্টা। চেষ্ট্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

চেষ্টিতব্য—চেষ্টা করার যোগ্য। চেষ্ট্+তব্য কর্ম। বিণ।

চেহারা—মূর্তি, অবয়ব, মুখভাব, আকৃতি। <ফা 'চিহ্‌রহ্'। বি।

চৈ-চৈ—হাঁস কামি প্রভৃতিকে আহার দিবার কালে ডাকিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

চৈত—চৈত্রমাস। প্রা কপ্র। বি।

চৈতন—মস্তকের শিখা, টিকি। বাংপ্র। বি।

চৈতনচুটকি—টিকি, শিখা। বাংপ্র। বি।

চৈতন্য—১। চেতনা, সংজ্ঞা; জীবনের লক্ষণ; হুঁশ, জ্ঞান; প্রাণ; জাগরণ; ব্রহ্ম; প্রকৃতি। চেতন+ষ্ণ্য ভাবাদি অর্থে। বি; ক্লী। ২। টিকি, চৈতন। বাংপ্র। বি।

চৈতন্যদেব—আধুনিক বৈষ্ণব মতের প্রধান প্রবর্তক। বৈষ্ণবেরা ইঁহাকে পূর্ণব্রহ্ম ও শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া থাকেন। অন্য অনেকের মতেও ইনি ভগবানের অংশাবতার। এই মহাপুরুষ ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শেষ রাজধানী পবিত্র নবদ্বীপ-ধামে পণ্ডিত জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ও তৎপত্নী শচীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার অনেকগুলি নাম ছিল। মৃতবৎসা জননীর পুত্র বলিয়া ইনি প্রথমতঃ নিমাই নামে অভিহিত হন; পরে অন্নপ্রাশনের সময়ে ইঁহার নামকরণ হয় বিশ্বম্ভর; উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিলেন বলিয়া অনেকে ইঁহাকে গৌরাঙ্গ বলিত; এবং উত্তরকালে সন্ন্যাস গ্রহণের সময়ে ইনি চৈতন্য নাম প্রাপ্ত হন। এই শেষ নামেই ইনি জগদ্বিখ্যাত।

বাল্যকালেই চৈতন্য অসামান্য মেধা ও অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করেন। অতি অল্প বয়সেই ইনি ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, পুরাণ, স্মৃতি, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর চতুষ্পাঠী ত্যাগ করিয়াও ইনি সতত অধ্যয়নে রত থাকিতেন। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়ায়, চৈতন্য অন্তরে দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, চৈতন্য শোকাতুরা জননীর একমাত্র অবলম্বন ও ভরসাস্থল হইলেন। অতঃপর শচীদেবীর চেষ্টায় বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে লক্ষ্মীর মৃত্যু হইলে, বিষ্ণুপ্রিয়ানাম্নী আর একটি সুশীলা কন্যার সহিত ইঁহার পরিণয় হইল।

একবিংশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে চৈতন্য স্বয়ং চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্বক অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত

হইলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভার খ্যাতি দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। খ্যাত-নামা পণ্ডিতসকল বিচারে ইঁহার নিকট পরাস্ত হইতে লাগিলেন; কিন্তু ইঁহার সৌজন্যে এবং সরল ও সাধু ব্যবহারে কেহই ইঁহার উপর রাগ করিতে পারিতেন না। ক্রমশঃ ইনি একজন দেশবিখ্যাত পণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। একদিন রজত-শুভ্র চন্দ্রিকাময়ী রজনীতে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী তীরে ইনি শিষ্যগণসহ বসিয়া শাস্ত্রালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত সমাগত হইয়া বলিলেন, "ওহে নিমাই, তুমি নাকি বড় পণ্ডিত?" নিমাই (চৈতন্য) অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "আমি কি জানি, আপনি বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি। অনুগ্রহপূর্বক গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন আমরা শুনিয়া সুখী হই।" আগন্তুক পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া আবৃত্তি করিলেন। শ্লোকগুলির দোষাদোষ প্রদর্শনার্থ অনুরুদ্ধ হইয়া নিমাই শ্লোকগুলির অর্থ ও অলংকারের দোষ দেখাইয়া দিলেন। তখন আত্মাভিমানী পণ্ডিতপ্রবর অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া চৈতন্যকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

চৈতন্য অতি উদারস্বভাব ছিলেন। একদিন ইনি অপর একটি পণ্ডিতের সহিত এক নৌকায় ভাগীরথী পার হইতে-ছিলেন। পণ্ডিত চৈতন্যের হস্তে ন্যায়ের টীকা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ইনি তাঁহার দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত বলিলেন, "আমিও এক-খানি ন্যায়ের টীকা লিখিয়াছি, কিন্তু নিমাই পণ্ডিতের টীকা থাকিতে আমার টীকা কে পড়িবে?" এই কথা শুনিবামাত্র চৈতন্য নিজের কৃত টীকাখানি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে নিমাই পিতৃক্রিয়ার্থ গয়াক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। তথায় বিষ্ণুপাদমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণগণের স্তব, স্তুতি, পূজা প্রভৃতি দর্শনে ও শ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে ভক্তির স্রোত প্রবাহিত হইল। এই স্থানে ঈশ্বরপুরী নামক এক বৈষ্ণব ব্রহ্মচারীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। সাধুর সহিত আলাপে ইঁহার ভক্তিস্রোতে প্রবল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কয়েকদিন পরেই নিমাই ব্রহ্মচারীর নিকট বৈষ্ণব-ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ভক্তিরসে প্লাবিত হওয়ায় এখন হইতে ইঁহার কেবল হরিনাম জপ, হরিধ্যান, হরিজ্ঞান সার হইল।

নবজীবন লাভ করিয়া নিমাই নবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। হরিধ্যান ভিন্ন অন্য কিছু এখন আর ইঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। নিমাই ভক্তিপ্রেমে একেবারে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। সংসারের কাজকর্ম আর ইঁহার ভাল লাগিত না, তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। অতঃপর ইনি অধ্যাপনা কার্যও বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ ছাত্রদিগকে পড়াইবার সময়ে হরিনাম ভিন্ন আর কিছুই ইঁহার মুখে আসিত না। এক্ষণে নিমাই সর্বকর্ম পরি-ত্যাগ করিয়া কেবল হরিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া অপার আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্ত বৈষ্ণবগণ ইঁহার ভক্তি ও প্রেমে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত মিলিত হইলেন। যবন হরিদাস হরিনামরসে আর্দ্র হইয়া যৎ-পরোনাস্তি ক্লেশ ও নির্যাতন সহ্য করিয়াও হরিনাম ত্যাগ না করিয়া ইঁহাদের সহিত যোগ দিলেন [হরিদাস দ্রঃ]। ভক্ত বৈষ্ণবসকল এক জাতীয়; তাঁহাদিগের মধ্যে জাতিবিচার নাই। তাঁহারা জানিতেন—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ।"
"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে।
শুচি হ'য়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।"

এক্ষণে সাধনভজন ভিন্ন ইঁহার আর অন্য কার্য রহিল না। সংসারে থাকিয়াও ইনি কেবল ধর্মজগতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও চৈতন্যের মনের আশা মিটিল না। ইনি সর্বত্যাগী হইয়া ধর্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। অবশেষে সংসারের বন্ধন, আত্মীয়-স্বজনের মায়া মমতা ছিন্ন করিয়া একদিন নিশাকালে গৌতম বুদ্ধের ন্যায় বৃদ্ধা জননী, যুবতী ভার্যা ও প্রিয় সহচর-বর্গকে পরিত্যাগপূর্বক নিমাই পঁচিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিলেন, এবং কাটোয়ায় উপস্থিত হইয়া দণ্ডী কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসী হইয়া চৈতন্য শান্তিপুরে ভক্ত অদ্বৈতের গৃহে গমন করিলেন, সেখানে শচী দেবী ও ভক্তবৃন্দ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর ইনি মধুর সম্ভাষণে সকলকে আপ্যায়িত করতঃ বিদায় দিয়া নীলাচলে যাত্রা করিলেন। নিত্যানন্দ, মুকুন্দরাম প্রভৃতি কয়েকজন ধর্মবন্ধু ইঁহার সহিত গমন করিলেন। পুরীর নিকটবর্তী হইলে, জগন্নাথদেবের মূর্তি দর্শন করিবার নিমিত্ত ইঁহার আগ্রহ এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, ইনি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। মন্দিরে উপস্থিত হইয়া বিগ্রহমূর্তি দর্শন করিয়া ইনি অনুরাগের আবেগে তাহা ক্রোড়ে লইবার নিমিত্ত ধাবিত হইলেন, এবং কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ভাবাবেশে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎপরে সঙ্গিগণ ক্রন্তপদে আসিয়া হরিনামের ধ্বনিতে ইঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

নীলাচলে পুরীরাজের সভাপণ্ডিত সার্ব-ভৌমের সহিত ইঁহার হৃদ্যতা জন্মে। তিনি একজন তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে চৈতন্য বড় বেশী কিছু জানেন না, তিনি চৈতন্য-ভাগবত শুনাইতে শুনাইতে একদিন—

"আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থংভূতগুণো হরিঃ॥"

শ্লোকের নয় রকম ব্যাখ্যা করিলেন। চৈতন্য উক্ত শ্লোকের অষ্টাদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইলেন। তখন সার্বভৌম পরাজয় স্বীকার করিয়া চৈতন্যের মতের অনুবর্তী হইলেন।

অতঃপর ইনি নীলাচলেই আপনার আবাস স্থির করিলেন। ভাগবত হরিদাস প্রভৃতি দুই একজন ধর্মবন্ধু ইঁহার নিকটে রহিলেন। অনন্তর ইনি নিত্যানন্দকে দেশে যাইয়া ধর্মপ্রচার করিতে বলিলেন। ইহার পর চৈতন্য কাশী, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিলেন। তথায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মধ্যে একবার দেশে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি ভক্তগণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তৎপরে আবার নীলাচলে গমন করিলেন। এই স্থানে ইনি কিছুকাল অবস্থান করেন। একসময়ে সাগরের নীল সলিলরাশি দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে শ্রীকৃষ্ণের রূপরাশি জ্ঞানে আলিঙ্গন করিতে ছুটিয়া যান, এবং অনন্ত সাগরগর্ভে আটচল্লিশ বৎসর বয়সে তিরোহিত হন (১৫৩৩ খ্রীঃ)।

চৈতন্যময়—জ্ঞানময়, জ্ঞানস্বরূপ। চৈতন্য+ময়ট্ স্বরূপার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী।

চৈতন্যরূপী (-রূপিন্)—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান-ময়। চৈতন্যরূপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -রূপিণী।

চৈতন্যোদয়—চেতনাসঞ্চার, জ্ঞানোদয়, জ্ঞানের আবির্ভাব। চৈতন্যের উদয়, ৬তৎ। বি; পু।

চৈতালি—চৈত্রমাসে জাত শস্য; চৈত্র-মাসে দেয় খাজনা; চৈতী হাওয়া। বাংপ্র। বি।

চৈতালী—চৈত্রমাসে উৎপন্ন বা সংগৃহীত; চৈত্রমাস সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

চৈতী—চৈত্রমাসের। বাংপ্র। বিণ।

চৈত্ত—১। (বৌদ্ধমতে) বিজ্ঞান ভিন্ন স্কন্ধ। চিত্ত (মনঃ)+ষ্ণ। বি; স্ত্রী। ২। চিত্ত-সম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**চৈত্তী**।

চৈত্য—১। উপাসনাস্থল; পূজাস্থান; বৌদ্ধদিগের মঠ; মৃত ব্যক্তির স্মৃতিমন্দির। চিত (বোধ করা)+য কর্ম তদ্ধুত্তরে ষ্ণ। বি; স্ত্রী। ২। রথ্যা বা শ্মশানপার্শ্বস্থ বৌদ্ধদিগের পূজনীয় বৃক্ষ। চিতা+ষ্ণ্য। বি; পু। ৩। চিতাসম্বন্ধীয়। বিণ।

চৈত্র—১। চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমাবিশিষ্ট মাস, মধুমাস। চৈত্রী+ষ্ণ। ২। বৌদ্ধ ভিক্ষু; বর্ষপর্বত বিঃ; চিত্রাগর্ভজ পুত্র; ইনি সপ্তদ্বীপাধিপতি সুরথরাজার পিতামহ। বি; পু।

চৈত্রক—চৈত্রমাস। চৈত্র+কণ্‌ স্বার্থে। বি; পু।

চৈত্রমখ—চৈত্রমাসের উৎসব। ৬তৎ; অথবা চৈত্রে কৃত মখ (উৎসব), মধ্যপ। বি; পু।

চৈত্ররথ—কুবেরের উদ্যান, ইহা চিত্ররথ নামক গন্ধর্ব দ্বারা রক্ষিত বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। চিত্ররথ+ষ্ণ। বি; স্ত্রী।

চৈত্রাবলী—চৈত্রী পূর্ণিমা। বি; স্ত্রী।

চৈত্রিক—চৈত্রমাস। চৈত্রী+ষ্ণিক। বি; পু।

চৈত্রী—চিত্রানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা; চৈত্রমাসের পূর্ণিমা। চিত্রা (নক্ষত্র বিঃ)+ষ্ণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

চৈৎসিং (রাজা)- বেনারসের রাজা বলবন্ত সিংহের ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অগষ্ট মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র চৈৎসিং বেনারসের রাজা বলিয়া ঘোষিত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি অযোধ্যার নবাবের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া বার্ষিক কর দিতে অঙ্গীকার করিয়া ইংরাজ গভর্নমেন্টের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস নিয়মিত দেয় কর ব্যতীত ৫ লক্ষ টাকা দাবি করেন, এবং সিপাহীর সাহায্যে ঐ টাকা আদায় করেন। পর বৎসরও ঐরূপ দাবি করা হয় এবং দ্বিতীয় বৎসরে কোম্পানির কার্যের নিমিত্ত সৈন্য-দল দিবার জন্যও দাবি করা হয়। চৈৎসিং সৈন্য দ্বারা সাহায্য না করাতে তাঁহাকে ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিতে বলা হয়। এই টাকা আদায় করিবার জন্য হেস্টিংস স্বয়ং বেনারসে গমন করেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অগষ্ট স্বীয় প্রাসাদেই চৈৎসিং বন্দী হইয়া থাকেন। তাঁহার অনুচরগণ রক্ষিগণকে আক্রমণ ও নিহত করে। এই গোলযোগের সময় চৈৎসিং পলায়ন করেন। হেস্টিংস চুনার দুর্গে প্রস্থান করিলে মেজর পপহাম (Major Popham) সসৈন্যে আসিয়া বেনারসে লতিফপুর ও বিজয়গড়ে চৈৎসিংহের যে সকল সেনা ছিল, তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দেয় রাজস্ব দ্বিগুণীকৃত করা হইল এবং চৈৎসিংহের একমাত্র ভগিনীর পুত্র মহীপ নারায়ণকে রাজা করা হইল। চৈৎসিং সামান্য মাত্র অনুচর লইয়া গোয়ালিয়রে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তথায় ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ দেহত্যাগ করেন। বেনারসের বর্তমান রাজগণ চৈৎসিংহের বংশসম্পর্কিত ভূমিহার ব্রাহ্মণ। মহীপ নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র উদিত নারায়ণ, এবং ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে উদিত নারায়ণের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ কাশীর রাজা হন। রাজা স্যার প্রভু নারায়ণ ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তকপুত্র। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুন ইনি কাশীরাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। হেস্টিংসের সঙ্গে কান্তবাবু বেনারসে যান এবং চৈৎসিংহের সুন্দর কারুকার্যখচিত প্রস্তরের দালান, স্তম্ভ ও কার্নিশ প্রভৃতি উঠাইয়া আনিয়া কাশিমবাজার রাজবাটীর কিয়দংশ পরিশোভিত করেন। এই রাজবাটীতে যে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে, শুনা যায়, উহাও কান্তবাবুর আনীত চৈৎসিংহের সম্পত্তি।

চৈন, চৈনিক- চীনালোক; চীনদেশ সম্বন্ধীয় বা জাত; চীনদেশীয়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চোঁ- বেগসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

চোঁচ—চঞ্চু; বংশাদির সূচিবৎ সূক্ষ্ম শলাকা; আঁশ, ছিবড়া। বাংপ্র। বি।

চোঁচা—একটানা; রুদ্ধশ্বাসে সম্পাদিত। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ। [বিণ।

চোঁচাল, চোঁচালো—চোঁচযুক্ত। বাংপ্র।

চোঁয়া—ঈষৎ দগ্ধ। বাংপ্র। বিণ। **চোঁয়া ঢেকুর**—অম্ল উদ্গার, খই ঢেকুর।

চোক—চক্ষু; চৌক, ৪ পণ বা ১ কাহনের ৪ ভাগের ১ ভাগ। বাংপ্র। বি।

চোকর, চোকল, চোকলা—শস্যত্বক্‌, তুষ, ভুষি। হি-মু। বি।

চোখ—চক্ষু; দৃষ্টি, নজর; ইক্ষুকাণ্ডের গ্রন্থিস্থ অঙ্কুর-মূল; চন্দ্রক। বাংপ্র। বি। **চোখ টেপা** বা **ঠারা**—চোখ নাড়িয়া ইঙ্গিত করা। **চোখ ফোটা**—(পশু পক্ষ্যাদির শাবকের) চক্ষু উন্মাত হওয়া; প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারা। **চোখ বুলানো**—উপর উপর দেখা। **চোখ রাখা**—সাবধান হওয়া; মনোযোগী হওয়া; দেখাশুনা করা। **চোখ রাঙানো**—রাগে চোখ লাল করা; তীব্র দৃষ্টিতে ভয় দেখানো।

চোখ-খাকী—যে নারী অন্ধ হইয়াছে; যে ন্যায়-অন্যায় বুঝিতে অক্ষম। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী। পু—**চোখখেগো**।

চোখ-গেল—বৃক্ষচারী পাংশুবর্ণ পক্ষি-বিশেষ,—উড়িবার সময় 'চোখ গেল' রব করে। (ডাক হইতে এই নাম।) বাংপ্র। বি। [বি।

চোখ-রাঙানি- ক্রোধ-প্রদর্শন। বাংপ্র।

চোখা—১। অগ্নিদগ্ধ ব্যঞ্জন। বি। ২। তীক্ষ্ণ, তীব্র, ধারাল; উত্তম। হি। বিণ।

চোখাল, -লো—তীক্ষ্ণ ধারবিশিষ্ট; চালক, তুখড়, প্রগলভ। বাংপ্র। বিণ।

চোখো—দৃষ্টিবিশিষ্ট (যেমন, 'এক চোখো')। বাংপ্র। বিণ।

চোগা - সব উপরে গায়ে দিবার একপ্রকার সম্মুখ-খোলা লম্বা জামা। < তু 'চুগহ্‌'। বি।

চোঙ, চোঙ্গ—বড় নল; তদাকার বস্তু। বাংপ্র। বি।

চোঙা, চোঙ্গা—ছোট নল। বাংপ্র। বি।

চোট—আঘাত, ঘা; কোপ; বেগ, ধমক; ঝাঁজ, তেজ; জাঁক, জারি, বড়মানুষি; দফা, বার। হি। বি।

চোটপাট—তীক্ষ্ণ, কড়া; জোরজুলুম। বাংপ্র। বি।

চোটা—১। দিন হিসাবে মোটা সুদ। বাংপ্র। ২। চিটা গুড়, কোতরা। প্রা কপ্র। বি।

চোটানো—চোট মারা বা লাগানো, কোপানো। বাংপ্র। ক্রি।

চোট্টা—চোর। হি। বি।

চোতা—অকর্মণ্য, বাতিল, বাজে; ওঁচা; অপরিষ্কার, তাড়াতাড়ি লিখিত, খসড়া। বাংপ্র। বিণ।

চোদনা—প্রেরণা; প্রবর্তনা; তর্জনা। চুদ্‌ (প্রেরণে)+অন ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

চোদয়িতা—প্রবর্তক; প্রেরক। ণিজন্ত চুদ্‌ বা (=চোদি)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**চোদয়িত্রী**।

চোদিত—প্রেরিত; প্রবর্তিত, নিয়োজিত। ণিজন্ত চুদ্‌ (=চোদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

চোদ্দ—চৌদ্দ (১৪)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চোনা—গোমূত্র; পশুমূত্র। বাংপ্র। বি।

চোপ—১। চোট, কোপ, আঘাত। বাংপ্র। বি। ২। চুপ রহ, কথা কহিও না। হি। অ।

চোপড়—আনুষঙ্গিক বস্তু। বাংপ্র। বি।

চোপদার, চোবদার—আসাসোঁটা-বাহক। ফা-মু। বি।

চোপসন—চুপে চুপে যাওয়া; মৌন, চুপ করিয়া থাকা। চুপ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

চোপরা, চোপা—মুখ, কবল, গ্রাস ; মুখের জোর, মুখরতা, বাচালতা, কড়া জবাব, অধিক কথা বলিবার শক্তি, ত্বক্‌, খোসা। বাংপ্র। বি।

চোপসা—শুষ্ক, সংকুচিত। বাংপ্র। বিণ।

চোপা—যাহার মুখ ফলের ত্বকের ন্যায় মসৃণ —সুতরাং শ্মশ্রুহীন। বাংপ্র। বি।

চোপানো—চুটানো, কোপানো, খোড়া। বাংপ্র। ক্রি।

চোবল—কামড়, দংশন। বাংপ্র। বি।

চোবে, চৌবে—ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ ; মথুরার ব্রাহ্মণশ্রেণী বিঃ। হি-মু। বি।

চোমর—পক্ষগুচ্ছ ; চক্রাদির পক্ষভূষণ। বাংপ্র। বি।

চোয়া—ক্ষরিত হওয়া, বিন্দু বিন্দু করিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

চোয়াড়, চোহাড়—১। শবর, কিরাত, শিকারী। প্রা কপ্র। ২। অভদ্র ব্যক্তি, ইতর-সম্প্রদায়, নিম্নশ্রেণীর ছোট লোক, riffraff. বাংপ্র। বি।

চোয়াল—চুয়াল (তাহা দ্রঃ)।

চোর—১। তস্কর, পরদ্রব্যাপহারক ; গন্ধদ্রব্য বিঃ ; জনৈক কবি। চুর্ (চুরি করা)+অন্‌ কর্তৃ। বি ; পু। ২। চুরি। প্রা কপ্র। বি।

চোর কবি—১। প্রসিদ্ধ কবি। ইনি কাঞ্চীপুরের রাজা গুণসিন্ধুর পুত্র এবং বর্ধমানরাজ বীরসিংহের জামাতা। ইঁহার প্রকৃত নাম সুন্দর। ইনি রাজকুমারী বিদ্যাকে বিবাহ করেন। চৌরপঞ্চাশিকা কাব্য ইঁহার রচিত। ২। প্রকৃত নাম বিহ্লন। ইনি বিহ্লন রাজকুমারীকে বিবাহ করেন।

চোরকাঁটকি, চোরকাঁটা—ভাঁটুই (ইহার ফল কাপড়ে বিঁধিয়া যায় ও লোমে জড়াইয়া যায়)। বাংপ্র। বি।

চোর-কুঠারি—গুপ্তগৃহ ; সিঁড়ির নীচের খোপ। বাংপ্র। বি।

চোরফুটি—চৌফুটি (তাহা দ্রঃ)।

চোরা—১। চোরিত, চুরি করা ; চৌর-স্বভাব ; চৌর্যব্যবসায়ী। বিণ। ২। চোর। বাংপ্র। বি।

চোরা, চুরা চূর্ণীকৃত, ভাঙ্গা। বাংপ্র। বিণ।

চোরাই—১। চোরিত, অপহৃত, যাহা চুরি করা হইয়াছে। বাংপ্র। বিণ। ২। চুরি করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

চোরানো—চুরি করা। কপ্র। ক্রি।

চোরাবালি—নদীতীরস্থ যে বালিতে নৌকা জন্তু প্রভৃতি ডুবিয়া যায়, quicksand. বাংপ্র। বি।

চোরায়ল—চুরি করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

চোরি—১। চুরি, চৌর্য। বি। ২। চুরি করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

চোরিত—চুরি করা হইয়াছে এরূপ, অপহৃত। চোরি+ক্ত কর্ম। বিণ।

চোল, চোলক—১। কাঁচুলি ; ঘাঘরা। চোল=চুল+অন্‌ কর্তৃ। চোলক=চোল+কণ্‌ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। দেশ বিঃ। ৩। তাঞ্জোর ; পাণ্ড্যমণ্ডপ। বি ; পু। [দ্রাবিড় রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ; চোল তাহাদের অন্যতম। অপর দুইটি বিভাগের নাম চের (বা কেরল) এবং পাণ্ড্য। তিনটি রাজ্যেরই লোকের ভাষা দ্রাবিড় বা তামিল। "করমণ্ডল" নামটি "চোলমণ্ডলম্‌" নামের অপভ্রংশ—কোন কোন লেখকের বিশ্বাস এইরূপ। মোটা-মুটি বলিতে গেলে, কাবেরী নদীর উত্তরাংশস্থিত তামিল দেশই চোল রাজ্য নামে প্রসিদ্ধ ছিল। বর্তমান ত্রিচীনপল্লীর সন্নিকটে চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। খ্রীঃ ১১শ শতাব্দীতে চোলগণ পাণ্ড্যরাজ্য আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিল, এবং কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণ দেশ শাসনাধীনে আনিয়াছিল। চোলগণ কুরুদেশ (বা পূর্ব চোর দেশ)ও অধিকার করিয়াছিল। মুসলমানগণ কর্তৃক ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে চোল রাজ্যের উচ্ছেদ সাধিত হয়।]

চোলাই—১। পরিস্রুত করণ, বকযন্ত্রে চুয়ানো। বি। ২। পরিস্রুত, চুয়ানো। বাংপ্র। বিণ।

চোলিকা, চোলী—ঘাঘরা। চোলিকা=চোলক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। চোলী=চোল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

চোষ, চোষণ—শোষণ। বাংপ্র। বি।

চোষক—শোষক, যে বা যাহা চুষিয়া লয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

চোষক-কাগজ—কাঁচা কালি শোষণের কাগজ, ব্লটিং কাগজ। বাংপ্র। বি।

চোষা—মুখ দিয়া রস টানিয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

চোষ্য—চুষিয়া খাইবার উপযুক্ত (আম্রাদি)। < চুষ্য। বিণ।

চোস্ত—চৌরস, সমান, মসৃণ, সমতল ; দুরস্ত, ঠিক ; আঁট, কষা ; চালাক। <ফা 'চুস্ত'। বিণ।

চোহাড়—'চোয়াড়' দ্রঃ।

চোহেল—কর্দম, পঙ্ক ; (লক্ষণায়) মাতা-মাতি, আমোদপ্রমোদ। হি-মু। বি।

চৌ—চারি (৪)। বাংপ্র। বিণ।

চৌক—চোখ, চক্ষু ; ৪ পণ, ১ কাহনের ৪ ভাগের ১ ভাগ। <চতুষ্ক। বিণ।

চৌকস, চৌকশ—চতুর্দিকে দৃষ্টিসম্পন্ন, চতুর, চালাক, সতর্ক, হুঁশিয়ার। < চতুষ্ক। বিণ।

চৌকা—১। চতুষ্কোণ ; সমচতুর্ভুজ। <চতুষ্কোণ। বিণ। ২। চারি ফোঁটা চিহ্নিত তাস। বাংপ্র। বি।

চৌকাঠ—কপাট জানালার চারিপাশের কাঠ। বাংপ্র। বি।

চৌকি—১। চতুষ্কোণ উন্নত কাষ্ঠাসন ; বসিবার টুল, চেয়ার ; তক্তাপোশ। <চতুষ্কী। ২। থানা, ফাঁড়ি ; মুনসেফের এলাকা, মহকুমা ; প্রহরীর কার্য, প্রহরা ; পাহারা। <চতুষ্ক। ৩। প্রহরী। প্রা কপ্র। বি।

চৌকিদার—পাহারাদার, পাহারাওয়ালা ; প্রহরী। বাংপ্র। বি।

চৌকিদারি—চৌকিদারের কর্ম, প্রহরিত্ব, পাহারা। বাংপ্র। বি।

চৌকিদারী—চৌকিদার নিমিত্তক ; চৌকিদারের বেতনার্থে দেয়। বাংপ্র। বিণ। [কোণ। বিণ।

চৌকোণা—চারিকোণ-বিশিষ্ট। < চতু-

চৌকোশ—চারি ক্রোশ পথ। বাংপ্র। বি।

চৌখণ্ডিকা, চৌখণ্ডী—চারি খণ্ডে বিভক্ত ; চতুষ্পদ, চারি পায়াযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

চৌখুপী—চারি খোপ বা খুবরি-বিশিষ্ট ; চতুষ্কোণ ঘর আঁকা। বাংপ্র। বিণ।

চৌখুরী—১। চারি খুরা বা পায়াবিশিষ্ট। বিণ। ২। চৌকি। বাংপ্র। বি।

চৌগুণ, -গুণা—চতুর্গুণ। বাংপ্র। বিণ।

চৌগোঁপ্পা—লম্বিত শ্মশ্রু দুই ভাগ করিয়া ও উপর দিকে তুলিয়া দুই পাশের গোঁপের সহিত মিলানো হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ। [বি।

চৌঘুড়ী—চারি ঘোড়ার গাড়ি। বাংপ্র।

চৌচকি—চমকিয়া, চমকিত হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

চৌচাকলা, চৌচেলা—চারিফাঁক, নানাখণ্ডে বিদীর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

চৌচাকা—১। চতুশ্চক্র ; চৌচাকলা (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বিণ। ২। চতুশ্চক্র শকট। হি-মু। বি।

চৌচাপট—চারিদিকের বিস্তার ; সমচতু-র্ভুজ। বাংপ্র। বি।

চৌচাপটে—পূর্ণমাত্রায়, চুটিয়ে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। [বি।

চৌচালা—চারি চালবিশিষ্ট ঘর। বাংপ্র।

চৌচির—চারিখণ্ড ; বহুখণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

চৌঠ—১। চতুর্থ। প্রা কপ্র। বিণ। ২। চতুর্থ ভাগ, চৌথ ; মাসের চতুর্থ দিবস। হি-মু। বি।

চৌঠা, চৌঠো—মাসের চতুর্থ দিবস। বাংপ্র। বি।

চৌতলা, চৌতালা—উপরে উপরে চারি থাকবিশিষ্ট, চার-তালা ('— বাড়ি')। < চতুস্তল। বিণ।

চৌতারা—১। চারি তারবিশিষ্ট একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। < চতুস্তার। ২। অঙ্গন, উঠান, হাতা। <চত্বর। প্রা কপ্র। বি।

চৌতাল—একপ্রকার বাদ্যতাল। বাংপ্র। বি।

চৌতালা—'চৌতলা' দ্রঃ।

চৌত্রিশ—৩৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <চতুস্ত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

চৌথ—রাজস্বের চতুর্থাংশ, মারাঠীরা বিজিত রাজ্যসমূহ হইতে এই কর আদায় করিতেন; প্রজার উপস্বত্বের চতুর্থাংশ; প্রজারা আপনাদের অধিকৃত ভূমিস্থিত গাছ কাটিলে তাহার মূল্যের যে চতুর্থাংশ জমিদারকে দিয়া থাকে তাহা। < চতুর্থ। বি।

চৌদশী—চতুর্দশী। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

চৌদানি—কর্ণাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

চৌদিক্—চারিদিক্। < চতুর্দিক্। বি।

চৌদিগ—চারিদিক্। প্রা কপ্র। বি।

চৌদিশ—চারিদিক্। <চতুর্দিশ্। বি।

চৌদুলি—ডুলে বা দুলে জাতি। প্রা কপ্র। বি।

চৌদোলা—চতুর্দোলা। বাংপ্র। বি।

চৌদ্দ—১৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চৌদ্দই—মাসের চতুর্দশ দিবস। বাংপ্র। বি।

চৌধুরী—যিনি যুদ্ধার্থ নৌ হস্তী অশ্ব ও পদাতিরূপ চারিবলের অধিকারী; গ্রামের মণ্ডল বা প্রধান; নগরের সর্বপ্রধান ব্যবসায়ী; রাজার সর্দার; উপাধি বিঃ। < চতুর্ধুরীণ। বি।

চৌপট—সমতল। বাংপ্র। বিণ।

চৌপথ—চারিপথের মিলনস্থল, চৌমাথা। <চতুষ্পথ। বি।

চৌপদী—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। <চতুষ্পদী। বি।

চৌপর—চারিপ্রহর। বাংপ্র। বি বা বিণ।

চৌপল—চারিপলবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

চৌপাড়ী, চৌবাড়ী—পাঠশালা, টোল < চতুষ্পাঠী। বি। [বিণ।

চৌপায়া—চারিপায়াবিশিষ্ট। বাংপ্র।

চৌপালা—একপ্রকার চতুর্দোলা। বাংপ্র। বি। [বি।

চৌপাশ—চারি পাশ। < চতুষ্পার্শ্ব।

চৌফুর্তি—উৎসাহ, স্ফূর্তি, বাহাদুরি, চালাকি। বাংপ্র। বি।

চৌবাচ্চা—চবুতরা; বাটীর জলকুণ্ড। বাংপ্র। বি।

চৌবাড়ী—'চৌপাড়ী' দ্রঃ।

চৌমাথা—চারিপথের মিলনস্থল, চতুষ্পথ। বাংপ্র। বি।

চৌম্বক—চুম্বকসম্বন্ধীয়; আকর্ষক। চুম্বক + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**চৌম্বকী**।

চৌম্বক শক্তি—চুম্বকের আকর্ষণ করিবার গুণ, magnetic energy.

চৌর—চোর, তস্কর; গন্ধদ্রব্য বিঃ; কবি বিঃ। চোর + ষ্ণ স্বার্থে। বি; পুং।

চৌরস—সমতল, সমান, মসৃণ, চোস্ত; চার-কোণা; প্রশস্ত। বাংপ্র। বিণ।

চৌরাশি, চৌরাশী—চুরাশী (৮৪)। <চতুরশীতি। বি বা বিণ।

চৌরাস্তা—চারিপথের মিলনস্থল, চৌমাথা। বাংপ্র। বি।

চৌরি—১। চৌর্য, চুরি। বি; স্ত্রী। ২। চারিচালবিশিষ্ট, চারিচালা। বিণ। ৩। চারিচালা ঘর। বাংপ্র। বি। ৪। চোরাই, লুকানো। প্রা কপ্র। বিণ।

চৌর্য—তস্করতা, চুরি। চোর + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী। [স্ত্রী।

চৌর্যবৃত্তি—চুরি ব্যবসায়। কর্মধা। বি;

চৌর্যোন্মাদ—চুরি করিবার ভীষণ বাতিক, clyptomania. ৭তৎ। বি; পুং।

—৬৪ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <চতুঃষষ্টি। বি বা বিণ।

চৌহদ্দি—চতুঃসীমা, চারিদিকের সীমানা হি-মু। বি।

চ্যবন—১। ক্ষরণ। চ্যু (পতিত হওয়া) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। জনৈক ঋষি [মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে পুলোমার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে এক রাক্ষস পুলোমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, এমন সময়ে গর্ভস্থ বালক ক্রোধাবিষ্ট হইয়া মাতৃগর্ভ হইতে বিনির্গত হন, তাহাতেই ইঁহার নাম চ্যবন হয়। দুরাত্মা রাক্ষস ইঁহার তেজে ভস্মীভূত হয়।

উপযুক্ত বয়সে চ্যবন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল একস্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তপস্যা করায় ইঁহার শরীর বল্মীক দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইল। একদিন রাজ শর্য্যাতি সপরিবারে সসৈন্যে তথায় উপস্থিত হইলে রাজার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা কণ্টক দ্বারা বল্মীকমধ্যস্থ ঋষিবরের উজ্জ্বল নয়নদ্বয় বিদ্ধ করেন। চ্যবন রাজসৈন্যের মলমূত্রত্যাগ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন রাজা ইঁহাকে স্বীয় দুহিতা ভার্যার্থে প্রদান করিয়া ইঁহার তুষ্টি বিধান করেন।

অতঃপর চ্যবন গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া ভার্যা সুকন্যাসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। দেব অ[illegible] প্রসাদে ইনি নবযৌবনলাভ করিলেন। সুকন্যার গর্ভে ইঁহার প্রমতি নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। স্বীয় শ্বশুরের যজ্ঞে ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সোমরস পান করিতে দেন। তাহাতে ইন্দ্র কুপিত হইয়া ইঁহার বিনাশার্থে বজ্র নিক্ষেপে উদ্যত হইলে, ইনি তাঁহার হস্ত স্তম্ভিত করেন। অনন্তর তপোবলে এক অসুর সৃজন করিয়া তাহাকে ইন্দ্রের প্রাণনাশার্থ আদেশ করেন। তখন দেবরাজ চ্যবনের শরণাপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন]। চ্যু + অন কর্তৃ। বি; পুং।

চ্যবনপ্রাশ—রসায়ন অধিকারোক্ত ঔষধ বিঃ [এই ঔষধে কাশ ও শ্বাসাদি রোগের উপশম এবং বলবৃদ্ধি হয়। কথিত আছে যে, চ্যবন মুনি এই ঔষধ সেবনে বৃদ্ধকালে পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছিলেন]। চ্যবন (মুনি বিঃ)—প্র—অশ্ (ভোজন করা) + ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

চ্যাংড়া—'চেংড়া' দ্রঃ।

চ্যাপটা—'চেপটা' দ্রঃ।

চ্যুত—পতিত; নষ্ট; ভ্রষ্ট; ক্ষরিত; মৃষ্ট; চঞ্চল। চ্যু (পতিত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

চ্যুতি—পতন; ভ্রংশ; ক্ষরণ; নাশ; হানি। চ্যু (পতিত হওয়া) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ছ

ছ—১। সপ্তম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। নির্মল; তরল; ছেদক। ছো (ছেদন করা) + ড কর্তৃ। বিণ।

ছই, ছৈ—নৌকার চাল, ছতরি; গরুর গাড়ির আচ্ছাদন বা টোপর, ঘেরাটোপ। বাংপ্র। বি।

ছউই—মাসের ষষ্ঠ দিবস, মাসের ছ তারিখ। বাংপ্র। বি।

ছক—নকশা, দাবা-পাশা খেলার ঘর। বাংপ্র। বি। **ছক কাটা**—দাবা প্রভৃতি খেলার জন্য রেখা দ্বারা চারকোনা ঘর চিহ্নিত করা।

ছক-কাটা—রেখাদ্বারা চারিকোনা ঘরে বিভক্ত করা। বাংপ্র। বিণ।

ছকড়া—ছটা কড়ি, দেড়গণ্ডা। বাংপ্র। বি।

ছকড়া-নকড়া—বিশৃঙ্খল, গোলমেলে; তুচ্ছতাচ্ছিল্য। বাংপ্র। বি।

ছকা—ছক কাটা, নকশা আঁকা। বাংপ্র। ক্রি।

ছকার—ছ এই বর্ণমাত্র। ছ+কার স্বার্থে। বি; পুং।

ছকি—মেয়ে। প্রা কপ্র। বি।

ছক্কড়—নিকৃষ্ট ঘোড়ার গাড়ি, ছেঁকড়া গাড়ি। বাংপ্র। বি।

ছক্কা—লুচির সঙ্গে খাইবার নিরামিষ ব্যঞ্জন; ছয়বিন্দু-চিহ্নিত তাস; তাস খেলায় সমস্ত পিট এক পক্ষ পাইলে বিপক্ষের বিরুদ্ধে যে তাস ধরা হয়। বাংপ্র। বি।

ছগ—ছাগ, ছাগল। ছো (ছেদন করা)+অগক্ কর্ম নিপা। বি; পুং।

ছগণ—ঘুঁটে, শুষ্ক গোময়। বি; ক্লী।

ছগল—১। ছাগ, ছাগল; অত্রিমুনি। ছো (ছেদন করা)+কল কর্ম নিপা। বি; পুং। ২। নীলাম্বর, নীলবস্ত্র। বি; ক্লী।

ছগলক—ছাগল। ছগল+কণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ছগলী—স্ত্রীছাগল, ছাগী। ছগল+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

ছগী—ছাগী, স্ত্রীছাগল। ছগ+ঈপ্। বি;

ছঙ—ছয়। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

ছত্রিশ—৩৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছটকানো—ছড়াইয়া পড়া; ছিটকাইয়া যাওয়া; সরিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

ছটফট—অস্থিরতাপ্রকাশ; আছাড়বিছাড়। বাংপ্র। অ।

ছটফটানো—ছটফট করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**ছটফটানি**।

ছটরা, ছররা—বন্দুকের ছিটাগুলি। বাংপ্র। বি।

ছটা—উজ্জ্বলতা; শোভা; সুন্দরতা; দীপ্তি। রেখা; সমূহ; পরম্পরা। ছো (ছেদন করা) +অটন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছটাক—১ সেরের বা ১ কাঠার ১৬ ভাগের ১ ভাগ। বাংপ্র। বি।

ছটাছটি—কান্তিযুক্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ছটামণ্ডল—সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের বর্ণমণ্ডলের চতুর্দিকে যে তীব্র আলোকচ্ছটা দেখা যায় তাহা, corona. ৬তৎ। বি; ক্লী।

ছটি—কান্তি; কীর্তি। প্রা কপ্র। বি।

ছড়—১। আঁচড়; বেহালা-বাদন-যষ্টি। বাংপ্র। ২। ছাল, চামড়া, চর্ম; বল্কল। প্রা কপ্র। বি।

ছড়া—১। গুচ্ছ, স্তবক, থোলো; মালা, হার, নর; বরকন্যার বস্ত্রে গ্রন্থি; গোবর-জলের ছিটা; বিক্ষেপ; কবিতার শ্লোক। বি। ২। যাহার চামড়া বা খোলা ছাড়ানো হইয়াছে এরূপ। বিণ। ৩। আঁচড়ানো; ত্বক্ উন্মোচন করা, চামড়া বা খোলা ছড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছড়াছড়ি—ইতস্ততঃ নিক্ষেপ বা বিক্ষেপ; বাহুল্য, আধিক্য। বাংপ্র। বি।

ছড়াদার—কবি বা তরজাওয়ালা। বাংপ্র। বি।

ছড়ানো—নিক্ষেপ করা, বিক্ষিপ্ত করা, ছিটানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছড়াহাঁড়ি—যে হাঁড়িতে গোবর-জল লইয়া রোজ সকালবেলা উঠানে ও পথে ছড়ানো হয়। বাংপ্র। বি।

ছড়ি—১। যষ্টি, সরু লাঠি, বেত; বেহালা বাজাইবার কেশযষ্টি। বাংপ্র। বি। ২। অসহায় হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছড়িদার ফুলছড়ি-বাহক; বেত্রধারী; পুরীর পাণ্ডাদের বেত্রধারী, পাণ্ডার অনুচর। বাংপ্র। বি।

ছতরি—গাড়ি বা নৌকার ছই; মশারি খাটাইবার ঠাট বা ফ্রেম। বাংপ্র। বি।

ছতিচ্ছন্ন—আশ্রয়হীন; নষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ছত্তর—১। পঙ্‌ক্তি, লাইন। <ছত্র। ২। সত্র। বাংপ্র। বি।

ছত্র—১। আতপত্র, ছাতা [পুরাণে কথিত আছে যে, একসময় মহর্ষি জমদগ্নি বাণক্রীড়া করিতেছিলেন, এবং তৎপত্নী রেণুকা নিক্ষিপ্ত বাণসকল কুড়াইয়া আনিতেছিলেন। রেণুকা প্রখর সূর্যতাপে তাপিতা হইয়া স্বামীকে নিবেদন করিলে জমদগ্নি সূর্যকে তাপ সংবরণ করিতে বলেন। সূর্য তাহাতে জগতের ক্ষতি হইবে জানাইয়া তাপ নিবারণার্থ মহর্ষিকে ছত্র ও পাদুকা প্রদান করেন]। ণিজন্ত ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ত্র করণ। ২। আচ্ছাদন; আবরণ। ণিজন্ত ছদ্+ত্র ভাব। বি; ক্লী।

ছত্র—পঙ্‌ক্তি, অক্ষর-পঙ্‌ক্তি, 'লাইন', সারি। বাংপ্র। বি।

ছত্র- সদাদান, যেখানে সর্বদা অন্নদান হইয়া থাকে। <সত্র। বি।

ছত্রক—ছত্র, ছাতা; ভেকচ্ছত্র, বেঙের ছাতা; বর্ষাকালে জুতা প্রভৃতিতে যে ছাতা ধরে; মাছরাঙ্গা পাখি; ঈশ্বরগৃহ বিঃ। ছত্র শব্দ+কণ্। বি; ক্লী।

ছত্রদণ্ড—১। ছত্র ও দণ্ড। দ্বন্দ্ব। ২। রাজচ্ছত্র। ছত্র রূপ দণ্ড, রূপক। ৩। ছাতার বাঁট। ৬তৎ। বি; পুং।

ছত্রধর—ছত্রধারী, যে ছাতি ধরে। ছত্রের ধর, ৬তৎ। বিণ।

ছত্রধারী (-ধারিন্)—যে ছাতি ধরে; ছত্রবাহক। ছত্র শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী - **ছত্রধারিণী**।

ছত্রপতি—একাধিপতি, মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্তী, মহারাজ। ৬তৎ। বি; পুং।

ছত্রপত্র- স্থলপদ্ম; ভূর্জপত্র; ছত্রাকার পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষ। ছত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি; ক্লী।

ছত্রভঙ্গ—১। ছাতা ভাঙ্গা; স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য; নৃপনাশ, অরাজকতা, বৈধব্য। ৬তৎ। বি; পুং। ২। বিশৃঙ্খল; বিক্ষিপ্ত; দলভ্রষ্ট। বহু। বিণ। ৩। দলভঙ্গ, দল ছড়াইয়া পড়া। বাংপ্র। বি।

ছত্রাক—শিলীন্ধ্র, কোঁড়ক, ছাতা। ছত্র—অক (বক্রগমন করা)+বণ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ছত্রাকার- ছত্রের ন্যায়; বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো, ছত্রভঙ্গ, বিশৃঙ্খল। বহু। বিণ।

ছত্রী (ছত্রিন্) ১। ছত্রধারী। ছত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ছত্রিণী**। ২। ক্ষত্রিয়, ক্ষৌরকার, নাপিত। বি; পুং। ৩। গরুর গাড়ির ছই। বাংপ্র। বি। [পুং।

ছত্বর—গৃহ; কুঞ্জ। ছদ্+বর কর্তৃ। বি;

ছদ—আম্রবৃক্ষ; পত্র; আচ্ছাদন; পক্ষ। ণিজন্ত ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ঘ করণ। বি; পুং।

ছদন—১। আচ্ছাদন। ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+অনট্ ভাব। ২। পত্র; পক্ষ। ছদ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ছদি—১। চাল, ছাদ। ণিজন্ত ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ই করণ। ২। আচ্ছাদন, আবরণ। ণিজন্ত ছদ্+ই ভাব। বি; পুং।

ছদ্ম (ছদ্মন্)—কৃত্রিম; ছল, কপট। ণিজন্ত ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+মন্ করণ। বি; ক্লী।

ছদ্মবেশ কপটবেশ, লোককে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায়ে আত্মস্বরূপ গোপন করিয়া অন্য যে বেশ বা ভাব ধারণ করা যায়। ছদ্মযুক্ত যে বেশ, মধ্যপ। বি; পুং।

ছদ্মবেশী (-বেশিন্)—ছদ্মবেশধারী, কপট-বেশধারণকারী। ছদ্মবেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ছদ্মবেশিনী**।

ছদ্মী (ছদ্মিন্)—কপটী; ছদ্মবেশধারী। ছদ্মন্+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ছদ্মিনী**।

ছনছন—অস্থির ভাব; অল্প অল্প জ্বালা বা বেদনা করা; মূত্রনিঃসরণ ও পতন শব্দ। বাংপ্র। অ।

ছন্দ—অভিপ্রায়; ইচ্ছা; অভিলাষ; বশতা। চন্দ্ (আচ্ছাদন করা) বা চন্দ্ (আহ্লাদিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পুং।

ছন্দঃ (ছন্দস্)—১। বেদ। চন্দ্ (আচ্ছাদন করা) বা চন্দ্ (আহ্লাদিত করা)+অস্ কর্ম। ২। ইচ্ছা; স্বৈরাচার; পদ্যবন্ধ [নিম্নে বিস্তৃত বিবরণ দ্রঃ]। চন্দ্+অস্ ভাব। বি; ক্লী। পরিমিত অক্ষরে বদ্ধ

এবং শ্রবণ-মনের প্রীতিপ্রদ পদাবলির নাম ছন্দঃ। ছন্দঃ দুই প্রকার,—অমিত্রাক্ষর ও মিত্রাক্ষর।

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণের মিল থাকে না, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। যথা,—

তোটক। নম নিত্য নিরাময় বিশ্বপতে,
নম চিন্ময় সত্য সনাতন হে।
তুমি পালক বিশ্বনিয়ন্তৃ, বিভো!
ভব-ভাবন-নাশ-নিদান তুমি,
তুমি তাপ-নিবারণ পাপহর।
তুমি ভীম-ভবার্ণব-ভেলক হে।

পয়ার। কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্দ্ধর, চল, ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি',
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি' রাক্ষসে।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

যে ছন্দে চরণদ্বয়ের অন্ত্যবর্ণে মিল থাকে, তাহাকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ বলে। যথা,—

তোটক। বল নাথ কি কারণ মূঢ় মন,
বিষয়ের সুখে হয়েছে মগন।
ত্যজি' অমৃত-সাগর যত্নভরে
পড়িছে জ্বলপাবক কুণ্ড 'পরে।

পয়ার। শুন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কহেন বেদব্যাস।
তপস্যার নানা ধর্ম প্রধান সন্ন্যাস।
সর্বজীবে সমভাব জয়াজয় তুল্য।
স্তুতি নিন্দা মৃত্তিকা মাণিক্য তুল্যমূল্য॥

ছন্দঃপ্রকরণ

দশাক্ষরা বৃত্তি।

দিগক্ষরা।

যাহার চরণে দশটি অক্ষর থাকে, তাহাকে দিগক্ষরা ছন্দঃ কহে। যথা,—

শুন বাছা রাম মনোগত,
এ মায়ের আশা ছিল যত;
রেণুকা-তনয়তুল্য হবে,
সকলে তোমারে বীর কবে,
এই আশে রাম নাম তব,
রেখেছিনু হয়েছিল সব;
কে জানে সে পিতার আদেশে,
জননীরে বধে'ছিল শেষে।

একাদশাক্ষরা বৃত্তি।

একাবলি।

যাহার চরণে এগারটি করিয়া অক্ষর থাকে, এবং ষষ্ঠ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে একাবলিচ্ছন্দঃ বলে। কখন কখন ৮ম বর্ণেও যতি থাকে। যথা,—

(১) অধম বচনে অনেক বলে,
কাজে কিছু তার নাহিক ফলে।
সুজন বচনে কিছু না কয়;
কাজে তার গুণ প্রকাশ হয়।

(২) যখন দহন দহে গহন,
পবন সহায় হয় তখন;
সেই বায়ু হরে দীপশিখায়;
ক্ষীণের গৌরব বল কোথায়?

(৩) ভো নভোমণ্ডল! বল স্বরূপ,
কে দিল তোমারে এরূপ রূপ।
অসংখ্য তারকাজালে মণ্ডিত;
বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত;
যখন বিশ্বের যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই।

দ্বাদশাক্ষরা বৃত্তি।

দীর্ঘ একাবলী।

যে ছন্দের চরণে বারটি অক্ষর থাকে এবং একাবলির ন্যায় ৬ষ্ঠ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে দীর্ঘ একাবলিচ্ছন্দঃ বলে। যথা,—

দিবানিশি পোড়া পেটের লাগিয়া
কি না করিতেছি ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
বাণীরে বানরী করিয়া যতনে,
নাচাইয়া ফিরি ভবনে ভবনে।
এই দুখে দেহ দহিছে সতত,
দশা দুখে দুখ নাহি ভাবি তত।

তোটক।

১ ১ ২ ১১২১ ১২ ১১ ২
প্রথমে লঘুবর্ণ দুটি হইবে
গুরু অক্ষর এক পরে লিখিবে;
ধর বারটি অক্ষর এই মতে,
হয় তোটক সংস্কৃত শাস্ত্র মতে।

তোটক ছন্দঃ সংস্কৃতানুযায়ী মাত্রায় গ্রথিত; ইহার প্রত্যেক চরণে বারটি অক্ষর থাকে; প্রথমে দুইটি হ্রস্ব, তারপর একটি দীর্ঘ, এইরূপ ক্রমানুসারে সেই বারটি অক্ষর স্থাপিত হয়; অর্থাৎ বারটি অক্ষরের ৩য়, ৬ষ্ঠ, ৯ম ও ১২শ বর্ণ গুরু এবং অবশিষ্ট ৮টি বর্ণ লঘু, যথা;—

(১) ১১ ২ ১১২ ১১ ২ ১ ১ ২
পরকিঙ্করতা কভু না করিবে।
নিজভার পরোপরি নাহি দিবে॥
কভু দৈব বলে ভর না থুইবে।
নিজ পৌরুষ সাধ্য মতে করিবে।

ভুজঙ্গ-প্রয়াত।

য চারি প্রয়োগে ভুজঙ্গ-প্রয়াত।

প্রথম বর্ণ লঘু এবং পরবর্তী দুইটি বর্ণ গুরু, এইরূপ তিনটি বর্ণে 'য' হয়। যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে চারিটি 'য' থাকে, তাহাকে ভুজঙ্গ-প্রয়াতচ্ছন্দঃ বলে। যথা,—

১২ ২ ১ ২ ২ ১২ ২১ ২২
মহারুদ্র রূপে মহাদেব সাজে
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে।

ত্রয়োদশাক্ষরা বৃত্তি।

চণ্ডী।

ন-যুগল স-যুগল গ ক্রম ভাবে,
যদি র-র পদ গত সে হয় চণ্ডী।

যে ছন্দের প্রত্যেক চরণে তেরটি অক্ষর থাকে এবং তন্মধ্যে কেবল ৯ম, ১২শ ও ১৩শ বর্ণ গুরু আর অবশিষ্ট সমস্ত লঘু হয়, তাহাকে চণ্ডী বলে, যথা,—

(১) ১১ ১১ ১১ ১১ ২ ১১ ২ ২
জয় জয় ভব-ভয়-বারণ ধাতা।
তুমি বিভু সমুদয় জীবন-পাতা॥
অঘময় ভগবত এ গতিহীনে।
অঘহর কুরু করুণা মরি দীনে॥

চতুর্দশাক্ষরা বৃত্তি।

পয়ার।

চতুর্দশ বর্ণে হয় সকল পয়ার;
অষ্টম অক্ষরে যতি প্রশস্ত তাহার।

পয়ার ছন্দের প্রত্যেক চরণে চৌদ্দটি অক্ষর থাকে, এবং সাধারণতঃ ৮ম অক্ষরে যতি থাকে; কিন্তু যতি স্থাপনের নির্দিষ্ট নিয়ম নাই; অর্থানুসারেই যতিস্থাপন করা হইয়া থাকে। যথা,—

(১) ধন জন যৌবনের গর্ব কর মন;
জাননা নিমেষে হরে সকলই শমন।

(২) স্মরহর বর, বরপিতা পুরহর।
পিতামহ সংহর, প্রপিতামহ হর॥

(৩) আমি জানি, আমার ভাগ্যের সীমা নাই।
সতী মোর কন্যা, তুমি আমার জামাই॥

পর্যায়সম।

পূর্বে দুই চরণেই পয়ার ছন্দঃ শেষ হইত; এক্ষণে চারি চরণে পয়ার শেষ করিবার জন্য প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল করা হয়; অথবা প্রথম ও চতুর্থ এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল করা হয়। যথা,—

(১) দূর্বাদলে অবিরল খদ্যোতের দলে,
সহসা হেরিলে, হেন জ্ঞান হয় মনে,
স্বভাব-বণিক শ্যাম-নিকষ-উপলে,
পরীক্ষা করিছে যেন কষিয়া কাঞ্চনে।

(২) পান্থশালা এ সংসার, কেহ নহে কার।
একদল আসে আর একদল যায়;
আজি যার সঙ্গে দেখা কালি সে কোথায়?
ইহারে উহারে বলি আমার আমার,
মিছা বৃদ্ধি করে লোকে জীবনের ভার।
মায়ার বিকারে ঘটে এরূপ বিচার।

মালঝাঁপ ও তরলপয়ার।

সদাকাল সুরসাল হয় মালঝাঁপ।
রীতি এর মিলনের সোপানের ধাপ॥

চতুর্থেতে অষ্টমেতে দ্বাদশেতে তার।
মিত্রাক্ষর পরস্পর দ্বি অক্ষর আর॥
চতুর্থেতে অষ্টমেতে থাকে মিল যার।
ভিন্নাকারে বলে তারে তরল পয়ার॥

মালঝাঁপ।

(১) গুণহীন চিরদিন পরাধীন রয়।
নাহি সুখ ম্লানমুখ চিরদুখ সয়।
গুণবান্ মতিমান্ ধনবান্ হয়।
নাহি দুখ হাস্যমুখ সদা সুখময়॥
(২) কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল
ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরসান হান হান হাঁকে॥

তরল পয়ার।

(১) কষ্ট পাও নাহি খাও বরঞ্চ সে ভাল,
ভিক্ষা কর প্রাণে মর ঘুচিল জঞ্জাল।
যে বান্ধব স্ব-বিভব গর্বিত হৃদয়,
তবু সবে নাহি লবে তাহার আশ্রয়।
(২) দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি,
পদ্মপত্র যুগ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি।
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা,
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা।

পঞ্চদশাক্ষরা বৃত্তি।

মালতী।

পয়ারের পরে যদি এক বর্ণ হয় হে,
তাহারে মালতীচ্ছন্দঃ কবিগণ কয় হে।
যথা,—
(১) তেজস্বীর তেজ সয় তত দুঃখ হয় না,
তার তেজে যার তেজ তার তেজ সয় না।
প্রখর রবির কর শিরে সহ্য হয় হে,
তার তেজে বালি তাতে পদে নাহি
সয় হে।
(২) প্রভুকেও চাটু বাক্য কখন না কহিবে,
শত্রুকেও কটু বাক্য কভু নাহি বলিবে।
গল্পেতেও মিথ্যা কথা মুখে নাহি বলিবে,
পরনিন্দা পরদ্বেষ কভু নাহি করিবে।

তূণক।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
আদ্য দীর্ঘ অন্ত হ্রস্ব এই রূপ বন্ধনে,
রাখিবে পনের বর্ণ তূণকের যোজনে।
যথা,—
২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
ভূতনাথ ভূতসাথ দক্ষযজ্ঞ নাশিছে,
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ অট্ট অট্ট হাসিছে।
প্রেতভাগ সানুরাগ ঝম্প ঝম্প ঝাঁপিছে,
ঘোর রোল গণ্ডগোল চৌদ্দলোক
কাঁপিছে।

চামর।

২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
আদ্যগুরু এক লঘু বর্ণ তিন তৎপরে
দ্বাদশটি বর্ণ লিখ এই মত অক্ষরে
তারপর বর্ণ তিন মধ্যলঘু অক্ষরে
পঞ্চদশ বর্ণগত পাদ ধর চামরে। যথা,—
না পড়িছ না শিখিছ তায় মন না দিবে,
জ্ঞান-ধন-হীন যদি শেষ দুঃখ পাইবে।
শৈশব ত দেখি গত আর কত খেলিবে,
বালক কি ভাব দিন এইমত যাইবে?

ষোড়শাক্ষরা বৃত্তি।

কুসুম-মালিকা।

যদি পয়ারের আগে থাকে দুইটি অক্ষর,
তারে কুসুম-মালিকা ছন্দঃ কহে
কবিবর। যথা,—
যথা চাতকিনী কুতুকিনী ঘন-দরশনে;
যথা কুমুদিনী প্রমুদিনী হিমাংশু-মিলনে;
যথা কমলিনী মলিনী যামিনীযোগে
থেকে,
শেষে দিবসে বিকাশে পাশে দিবাকরে
দেখে,
হ'ল তেমতি সুমতি নরপতি মহাশয়,
পরে পেয়ে সেই পুরী পরিতুষ্ট অতিশয়।

সপ্তদশাক্ষরা বৃত্তি।

মালতী-লতা।

যদি মালতীর অগ্রভাগে দুই বর্ণ রয় হে,
তারে কহেন মালতী-লতা কবি
সমুদয় হে। যথা,—
(১) তুমি, আপনার দোষ কভু দেখিতে
না পাও হে,
দেখি, পাইলে পরের দোষ শতমুখে
গাও হে।
সদা, জীবের জীবন হরি সুখে মাংস
খাও হে,
তবু, জীবহত্যাকারী ব'লে ব্যাঘ্রে দোষ
দাও হে।

অষ্টাদশাক্ষরা বৃত্তি।

চম্পকাবলি।

এই ছন্দে অষ্টাদশ অক্ষর থাকে, তাহার পঞ্চম, দশম ও পঞ্চদশ বর্ণে মিল থাকে এবং তাহার প্রথম, তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম, একাদশ, ত্রয়োদশ ও ষোড়শ অক্ষর গুরু এবং অবশিষ্ট সমস্ত লঘু হয়। যথা,—

২ ১ ২ ১ ১ ২ ১ ২ ১১ ২১ ২ ১১ ২১১
বিশ্ব-পাবন বিশ্বজীবন ভূতভাবন শঙ্কর
সৃষ্টিকারক সৃষ্টিধারক সৃষ্টিনাশক ঈশ্বর।
লোককারণ লোকতারণ পাপবারণ-বারক
পাহি পালক রক্ষ রক্ষক নাথ যাচক সেবক।

দীর্ঘচম্পকাবলি।

চম্পকাবলির অগ্রে দুইটি লঘুবর্ণ সংযুক্ত হইলে দীর্ঘচম্পকাবলি হয়। যথা,—

জয় কৃষ্ণ কেশব রামরাঘব কংসদানব-ঘাতন,
জয় পদ্মলোচন নন্দনন্দন কুঞ্জকানন-রঞ্জন।
জয় কেশিমর্দন কৈটভার্দন গোপিকাগণমোহন,
জয় গোপ-বালক বৎসপালক পূতনা-বক-
নাশন।

বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

লঘু ত্রিপদী।

বার বর্ণ আগে লিখ দুই ভাগে,
দুয়ে দুয়ে মিল হবে।
আটটি অক্ষর, লিখ তার পর,
অষ্টাদশে যতি রবে। যথা,—
(১) তৃণ পত্র জল, আহারে কেবল
যদি লোক যোগী হয়;
যতেক কুরঙ্গ, মাতঙ্গ তুরঙ্গ
তারা কেন যোগী নয়?
(২) যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি;
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর,
নিশীথে প্রদীপ-ভাতি।

একবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

তরল ত্রিপদী।

তরল ত্রিপদী লিখিবারে যদি,
বালকসকল চাও হে;
লঘু ত্রিপদীর, পরিশেষে ধীর,
এক বর্ণ তবে দাও হে। যথা,—
(১) সকল পীড়ার, ঔষধের সার,
সুরা, সুরপায়ী কয় রে।
যে যাহার বশ, গায় তার যশ,
শুনে মূঢ় বশ হয় রে।
(২) যদি দীন সহ, অহরহ রহ,
মতি তব হীন হইবে;
সমানের সনে, থাক একমনে,
মতি সমভাবে রহিবে।

বিশাখ পয়ার।

পঞ্চদশ বর্ণে হয় মালতীর শেষ হে
মালতীর শেষ।
তার পরে ছয় বর্ণ কর সমাবেশ হে
কর সমাবেশ। যথা,—
(১) যদি কোন ছোট লোক বড় কথা কয় হে
বড় কথা কয়।
মহতের ক্রোধ করা কভু ভাল নয় হে
কভু ভাল নয়।
মৃগেন্দ্র মেঘের নাদে প্রতিনাদ করে হে
প্রতিনাদ করে।
লজ্জা নাহি করে যদি ফেরু ডেকে মরে হে
ফেরু ডেকে মরে।
(২) স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে
মানসে উদয়।
যবনের দাস হবে ক্ষত্রিয় তনয় হে
ক্ষত্রিয়-তনয়।

তপনই জলিয়া উঠে হৃদয়-নিলয় হে
হৃদয়-নিলয়।
নিবাইতে সে অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়।

দ্বাবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

চম্পক।

মালতীর শেষে যদি সাত বর্ণ রয় হে
সাত বর্ণ রয় হে।
তাহারে চম্পকছন্দঃ কবিগণ কয় হে
কবিগণ কয় হে। যথা,—
(১) পিতামাতা সম বন্ধু আর কেহ নাই রে
আর কেহ নাই রে।
সুখের সময়ে হয় সুহৃদ্ সবাই রে
সুহৃদ্ সবাই রে।
শরীরার্ধ বল যারে সেই বনিতাই রে
সেই বনিতাই রে।
নাগিনী বাঘিনী হয় যদি ধন নাই রে
যদি ধন নাই রে।
(২) দয়াময় তোমা বিনে আর কিছু চাইনে
আর কিছু চাইনে।
তব নাম সুধা বিনে আর কিছু খাইনে।
আর কিছু খাইনে।

লঘু ললিত চতুষ্পদী।

আঠার অক্ষর তিন ভাগে ধর
আদি দুই ভাগে মিলিবে হে।
অষ্টাদশে যতি রাখিবে সুমতি
পরে চারি বর্ণ লিখিবে হে। যথা,—
সুশীলা হইয়া শিলায় জন্মিয়া
শিলাময় হিয়া হইও না।
এবার পাথারে ফেলিয়া আমারে
দোষ বারে বারে লইও না।

ত্রয়োবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

ললিত।

তিন ভাগে ধর আঠার অক্ষর
প্রতি ষষ্ঠে কর মিলন আর।
পাঁচ বর্ণ পরে এইরূপে ধ'রে
তেইশ অক্ষরে চরণ তার। যথা,—
(১) চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন
ব্যথিত-বেদন বুঝিতে পারে?
কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে?

ভঙ্গ ললিত।

ললিতচ্ছন্দের অষ্টাদশ বর্ণ যদি ষষ্ঠ ও দ্বাদশের সহিত না মিলে, তবে ভঙ্গ ললিতচ্ছন্দঃ হয়। যথা,—
(২) যতদিন ভবে না হবে না হবে
তোমার অবস্থা আমার মত।
শুনে না শুঝিবে বুঝে না বুঝিবে
জানাইব আমি যাতনা যত।

(৩) অতি মনোহর সোনার
বাস করি তায় দিন রজনী।
কনকপত্র দিয়া যতন করিয়া
মম সেবা করে নৃপ আপনি।
সুমধুর পয়ঃ সুধাসম পয়ঃ
রসাল দাড়িম মম আহার।
নৃপতি সভায় আমারে পড়ায়
পড়ি রামনাম সুখ অপার।
নিজে শুক জাতি ধীর নাম খ্যাতি
সবে যশ গায় কত আদরে।
হায় একি দায় তবু মন ধায়
সে সুখ জনম তরু-কোটরে।

মিশ্রললিত।

(৪) নয়ন কেবল, নীল উৎপল,
মুখ শতদল দিয়া গঠিল।
কুন্দে দন্তপাঁতি রাখিয়াছে গাঁথি'
অধরে নবীন পল্লব দিল।
শরীর সকল চম্পকের দল
দিয়া অবিকল বিধি রচিল।
তাই ভাবি মনে, তবে কি কারণে
পাষাণেতে তব মন গঠিল।

নর্ত্তক ত্রিপদী।

একুশ বর্ণ আগে, লিখিবে তিন ভাগে,
সপ্তমে চতুর্দশে তার
মিলন পরস্পর দ্ব্যক্ষর শেষে ধর,
নর্ত্তক ত্রিপদীতে আর। যথা,—
অভেদ ভাবে যেই, পরম জ্ঞানী সেই,
তারে না লাগে পাপ-ক্লেদ।
যে দেহে হরিহরে অভেদরূপে চরে
সে দেহে নাহি তাপ খেদ।
একই কলেবর হইলা হরিহর
বুঝিতে প্রেম পরিচ্ছেদ।
যে জানে দুই রূপে সে মজে মোহকূপে
ভারতে নাহি এই খেদ।

ষড়্বিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

দীর্ঘত্রিপদী।

ছাব্বিশ অক্ষরময় এ দীর্ঘ ত্রিপদী হয়
অষ্টমে ষোড়শে মিল কর।
প্রথম দ্বিতীয় ভাগে ষোল বর্ণ লিখ আগে
শেষে রাখ দশটি অক্ষর। যথা,—
যদি তুমি ওহে ধীর দুঃখিতের অশ্রুনীর
নিজ করে না কর মোচন।
তব অশ্রু নিরখিয়া দুখী হবে কার হিয়া
কে তাহা করিবে নিবারণ?

সপ্তবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি।

ললিত ত্রিপদী।

দীর্ঘ ত্রিপদীর শেষে এক বর্ণ বিনিবেশে
ললিত ত্রিপদী ছন্দ হয় হে।
চব্বিশ বর্ণের সনে রাখ যদি ত্রিমিলনে
হয় অতি মধুরতাময় হে। যথা,—
শিবনাম লয়ে মুখে তরিব সকল দুখে,
দমন করিব সুখে শমনে।
শিবগুণ কি কহিব, কোথায় তুলনা দিব,
জীব শিব হয় শিব-সেবনে।

ঊনত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

লঘু চতুষ্পদী।

এই লঘু চতুষ্পদী লিখিতে বাসনা যদি
ঊনত্রিশ বর্ণ দিবে, এক চরণে,
চব্বিশ অক্ষর আগে, বিরচিবে তিন ভাগে,
তার পরে পাঁচবর্ণ লিখ যতনে। যথা,—
তরিবারে পরিণাম, হর জপে হরিনাম,
হরি ভজি পূর্ণকাম, কমলজ রে,
ভব ঘোর পারাবার হরিনাম তরিবার
হরিনাম ল'য়ে পার হৈল গজ রে।

ত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি।

ভঙ্গ পয়ার।

আগে আট বর্ণ ধর, আগে আট বর্ণ ধর,
দ্বিতীয় অক্ষরে তার যতিচ্ছেদ কর।
সেই আটটি অক্ষর, সেই আটটি অক্ষর,
পুনর্বার অবিকল লিখ তারপর।
পরে পয়ার যেমন পরে পয়ার যেমন
ভঙ্গ পয়ারের তাহা দ্বিতীয় চরণ।
ইথে তিন মিল ধরে ইথে তিন মিল ধরে,
অষ্টমে ষোড়শে আর ত্রিংশৎ অক্ষরে। যথা,—
ওরে মানস বিহঙ্গ ওরে মানস বিহঙ্গ
বিষম বিষয়বনে কর কত রঙ্গ।
তায় ফলেরে কেবল তায় ফলেরে কেবল
বিষময় বিষম ইন্দ্রিয়-সুখ ফল।

একত্রিংশদক্ষরা বৃত্তি

ললিত চতুষ্পদী।

এ ললিত চৌপদীর আগে তিন ভাগে ধীর
চব্বিশ অক্ষর স্থির, প্রতি আটে মিলিবে,
পরে সাত বর্ণ হবে, তুর্যে তার যতি রবে,
একত্রিশ বর্ণ হবে, এক পাদ জানিবে।
যথা,—
(১) ধরাধামে ধেনুচয় যেন দুগ্ধবতী রয়,
ভূমি সর্বশস্যময় হয় যেন হয় হে।
বর্ষাকালে বর্ষে বর্ষে বারিধর যেন বর্ষে,
তার গুণে এই বর্ষে, সব সুখময় হে।

ভঙ্গ ললিত চতুষ্পদী।

(২) শ্বেত হ'লো শ্যাম কেশ, নিশ্বাস হ'তেছে শেষ,
মনের বাসনা মোর অদ্যাপি না পূরিল।
যতনে দুরাশাভরে ডুবিলাম রত্নাকরে,
যাতনা হইল সার রতন না মিলিল।

অধুনা উল্লিখিত ছন্দঃসমূহের নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন করিয়া পদ্য লিখিত হইতেছে। ফলতঃ ইদানীং ভাবের দিকে যত দৃষ্টি, ছন্দ বা

শব্দালংকারের প্রতি তত দৃষ্টি নাই। আধুনিক ছন্দঃসকল লঘু, দীর্ঘ, ভঙ্গ ও মিশ্র নামে অভিহিত হইবে। একটি উদাহরণ দেওয়া হইল ;—

দীর্ঘ পয়ার বা পয়ারাঙ্গ।

প্রভাত অধরে হাসি সন্ধ্যায় মলিন মুখ,
উভয় ফুরায়ে যায়, ভাঙে আশা ঘুচে সুখ।
ইত্যাদি।

ছন্দঃপতন, ছন্দঃপাত—ছন্দোভ্রংশ ; কবিতার ছন্দের নিয়ম-লঙ্ঘন। ৬তৎ। বি ; ক্লী ও পু।

ছন্দঃস্পন্দ—ছন্দের ঝংকার। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

ছন্দক—রক্ষক ; বাসুদেব। ছন্দ্+ণক কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ছন্দজ—বসু প্রভৃতি দেবগণ। ছন্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ছন্দবন্ধ—১। ছাঁদন-বাঁধন, কথার ছাঁদুনি, বাক্ছল ; কৌশল, ফন্দি, ফিকির, উপায়। বাংপ্র। ২। চেষ্টাচরিত্র। কপ্র। বি।

ছন্দরূপী (রূপিন্)—কামরূপী, ইচ্ছামত রূপধারণকারী। ছন্দানুরূপ রূপ ছন্দরূপ, মধ্যপ ; ছন্দরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ছন্দরূপিণী**।

ছন্দানুগমন, ছন্দানুসরণ—অভিপ্রায়ানুরূপ কার্যকরণ, আপনার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলা, স্বেচ্ছাচারিতা। ছন্দের অনুগমন বা অনুসরণ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ছন্দানুবর্ত্তন—ছন্দানুবৃত্তি (তাহা দ্রঃ)। ছন্দের অনুবর্ত্তন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ছন্দানুবৃত্তি—অন্যের অভিপ্রায়ানুসারে কার্যকরণ, অপরের ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি অনুসারে চলা, পরের মন যোগানো। ছন্দের অনুবৃত্তি, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ছন্দোগ—সামবেদগায়ক। ছন্দস্ (ছন্দঃ)+গৈ (গান করা)+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ছন্দোবদ্ধ—ছন্দোরূপে বদ্ধ, ছন্দের আকারে গ্রথিত, পদ্যে রচিত। ছন্দঃ দ্বারা বদ্ধ, ৩তৎ। বিণ।

ছন্দোবন্ধ—ছন্দের গ্রন্থন, ছন্দঃ দ্বারা গ্রন্থন পদ্যে লেখা। ৬ বা ৩তৎ। বি ; পু।

ছন্ন—১। আচ্ছন্ন, আচ্ছাদিত ; গুপ্ত, লুপ্ত নষ্ট, উচ্ছিন্ন, উৎসন্ন। ছদ্+ক্ত কর্ম। বিণ ২। রহঃ, নিভৃত স্থল। ছদি+ক্ত কর্ত্তৃ বি ; ক্লী।

ছন্ন-ছাড়া—লক্ষ্মীছাড়া ; বাসস্থানভ্রষ্ট, দুরবস্থায় নানাস্থানী ; উৎসন্ন। বাংপ্র। বিণ

ছন্নমতি—মতিচ্ছন্ন, নষ্টবুদ্ধি, হতবুদ্ধি দুর্মতি, দুর্বুদ্ধি। বহু বা কর্মধা। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

ছপছপ—জলের উপর কিছু আঘাতের শব্দ ; ভিজা ঝাঁটা দ্বারা আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। অ।

ছপ্পর, ছাপ্পর—আচ্ছাদন, ছাদ, চাল। হি-মু। বি।

ছবি-১। দীপ্তি ; ঔজ্জ্বল্য ; শোভা। ছো (ছেদন করা)+অবিক্ করণ। বি ; স্ত্রী। ২। চিত্রিত প্রতিরূপ, আলেখ্য চিত্র। বাংপ্র। বি।

ছব্বা, ছবির—বেশবিন্যাস দ্বারা শোভা-সম্পাদন ; গঠনসৌন্দর্য ; চেহারা ; মুখশ্রী (মেয়েলী বিদ্রূপার্থে)। বাংপ্র। বি।

ছমছম—ভূতাদির আতঙ্কে ভয়ভয় ভাব বা শরীরের শিহরন। বাংপ্র। অ।

ছমণ্ড—মা-বাপ-মরা ছেলে, অনাথ শিশু, মৃতপিতৃক। বি ; পু।

ছয়—৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছয়লপন—রসিকপনা। প্রা কপ্র। বি।

ছয়লাপ—আপ্লুত, প্লাবিত ; ছড়াছড়ি। বাংপ্র। বিণ।

ছরকোট—বিশৃঙ্খলা, গণ্ডগোল, অব্যবস্থা ; আপদ্, বালাই। বাংপ্র। বি।

ছরছর—ছাদ প্রভৃতি হইতে জলধারা পতনের শব্দ ; মূত্রপতনের শব্দ। বাংপ্র। বি।

ছররা—'ছটরা' দ্রঃ।

ছরাদ—শ্রাদ্ধ। বাংপ্র। বি।

ছরিকা—ছড়ি, যষ্টি। প্রা কপ্র। বি।

ছল—কপট ; শঠতা ; প্রতারণা ; ব্যপদেশ ; উপলক্ষ ; ওজর ; স্খলন, ত্রুটি ; বাক্যদূষণ বিঃ, বক্তা যে অর্থে যে শব্দের প্রয়োগ করেন, সে শব্দের সে অর্থ গ্রহণ না করিয়া ভিন্নরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া প্রতিবাদী যে মিথ্যা দোষারোপ করে। ছো+কল ভাব বি ; ক্লী।

ছলগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—ছিদ্রান্বেষী বাক্যের দোষদর্শী। ছল—গ্রহ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

ছলচ্ছল—উচ্ছলিত ; তরঙ্গের শব্দ। এ কপ্র। বিণ।

ছলছল—উচ্ছলিতপ্রায় ; অশ্রুপূর্ণ, জলে ভরা ; কাঁদ কাঁদ। বাংপ্র। বিণ।

ছলন—কপটকরণ, প্রতারণ, বঞ্চন। ণিজন্ত ছল—ছলি (প্রতারণা করা)+অনট্ ভাব বি ; ক্লী।

ছলনা—বঞ্চনা, প্রতারণা। ণিজন্ত ছল্ (প্রতারণা করা)+অন ভাব+আপ্ বি ; স্ত্রী।

ছলা—১। ছলনা, কপট, প্রতারণা ; ব্যপদেশ, ওজর। বি। ২। কপট করা, প্রতারণা করা। বাংপ্র। ক্রিয়া।

ছলাৎ—উথলিয়া উঠিবার শব্দ, চলকানোর শব্দ। বাংপ্র। অ।

ছলিত—১। প্রতারিত, বিড়ম্বিত। ছল্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ছলনা, প্রতারণা। ছল্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ছল্লি, ছল্লী—ছাল, ত্বক্। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্বিপ্ ভাব—ছদ্, তদুত্তরে লা (দান করা)+কি কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ছষট্টি—ষট্‌ষষ্টি, ছয় অধিক ষাট সংখ্যা, ৬৬। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছা—১। আচ্ছাদন। ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ড ভাব+আপ্। ২। ছানা, শাবক, শিশু। ছদ্+ড কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ছাআল—ছাওয়াল, ছেলে, বালক। প্রা কপ্র। বি।

ছাই—ভস্ম ; অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

ছাউনি—তৃণাচ্ছাদন ; আচ্ছাদনী, পাইল, শামিয়ানা ; সেনানিবাস, সৈন্যের শিবির। বাংপ্র। বি।

ছাও—ছা, ছানা, বাচ্চা, শিশু, বালক। প্রাদে। বি।

ছাওয়া—১। তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করা। ক্রি। ২। ছায়া। বাংপ্র। বি।

ছাওয়ানো—তৃণাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করানো, ছাওয়া ক্রিয়া করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছাওয়াল, ছাবাল—ছেলে, শিশু, বালক ; শাবক। প্রাদে। বি।

ছাঁই—পিষ্টকাদির ভিতরে দিবার জন্য প্রস্তুত পুরদ্রব্য ; শুষ্ক ক্ষীর। বাংপ্র। বি।

ছাঁক—তপ্তস্পর্শ ; ত্রাসে হৃৎপীড়ন ; অবসর, ফুরসত। বাংপ্র। অ।

ছাঁকন, ছাঁকনা, ছাঁকনি—ছাঁকিবার সাধন, যাহা দিয়া ছাঁকা যায় ; ঝাঁজরা হাতা। বাংপ্র। বি।

ছাঁকা—১। বস্ত্রের বা অন্য বস্তুর ছিদ্রের মধ্য দিয়া চালিত করিয়া পরিষ্কার করা ; চালা, গুঁড়া পৃথক্ করা ; ডুবন তৈলঘৃতাদি হইতে ভাজা জিনিস ঝাঁজরা হাতা দিয়া তোলা ; নদ্যাদির জলে ছাঁকন জাল ডুবাইয়া তুলিয়া ছোট ছোট মাছ ধরা। ক্রি। ২। যাহা ছাঁকিয়া লওয়া হইয়াছে ; বাছাই, উৎকৃষ্ট, সরেশ ; খাঁটা, নিছক, যথার্থ, বিশুদ্ধ, পাকা। বাংপ্র। বিণ।

ছাঁচ—প্রতিকৃতি গ্রহণের সাধন, যাহার মধ্যে ফেলিয়া অন্য বস্তুর প্রতিরূপ প্রস্তুত করা যায় ; ছাঁচ দিয়া গড়া জিনিস (চিনির মঠ প্রভৃতি), প্রতিকৃতি ; সাদৃশ্য ; আদর্শ ; মূর্ত্তি, আকৃতি, ভাব, ধরন ; ছাঁইচ (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

ছাঁচতলা—যে-স্থানে ছাঁচের জল পড়ে তাহা। বাংপ্র। বি।

ছাঁচি—বিশুদ্ধ, খাঁটী; স্বদেশী; সরু; সুগন্ধি। বাংপ্র। বিণ। **ছাঁচি কুমড়া**—দেশী কুমড়া, চাল-কুমড়া। **ছাঁচি তেল**—সরিষার তৈল। **ছাঁচি পান**—একপ্রকার সুগন্ধি পান।

ছাঁট—ছাঁটিয়া যাহা বাদ দেওয়া হয়; টুকরা; জামা প্রভৃতি কাটিবার ধরন; ছিটা, বৃষ্টির ঝাপটা। বাংপ্র। বি।

ছাঁটা—চুলের অগ্রভাগ বা বস্ত্র বৃক্ষাদির কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা; তণ্ডুলাদি ঢেঁকিতে শেষ পরিষ্কার করা। বাংপ্র। ক্রি।

ছাঁটাই—ছাঁটা কার্যের সম্পাদন, বা তাহার বেতন। বাংপ্র। বি।

ছাঁটানো—অন্যের দ্বারা ছাঁটা ক্রিয়া করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছাঁদ—ছন্দ, ধরন, ভঙ্গী, ভাব, গড়ন; স্ত্রী-লোকের করাভরণ বিঃ; দোহনকালে গরুর পশ্চাৎ-পদবন্ধন রজ্জু। বাংপ্র। বি।

ছাঁদন—দোহনকালে গরুর পদবন্ধন বা পদ-বন্ধনরজ্জু; কথার বাঁধন বা বাঁধনি। বাংপ্র। বি।

ছাঁদনা, ছাঁদলা, ছানলা—যে ছায়ামণ্ডপে বিবাহ হয়। বাংপ্র। বি।

ছাঁদা—১। ছন্দ করা, কথার বাঁধনি করা; দোহনকালে গরুর পশ্চাৎপদদ্বয় বন্ধন করা; বাঁধা। ক্রি। ২। নিমন্ত্রিত ব্যক্তির গৃহে বাঁধিয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রদত্ত (লুচি সন্দেশাদি) খাদ্যসামগ্রী। বি। ৩। অভিসন্ধিযুক্ত ('— কথা')। বাংপ্র। বিণ।

ছাগ—অজ, ছাগল। ছগ (ছাগল)+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**ছাগী**।

ছাগণ—ঘুঁটের আগুন। ছগণ+ষণ্ সম্বন্ধার্থে। বি; পু।

ছাগমুখ, ছাগবদন—১। ছাগলের মুখ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। ছাগলের মুখের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ছাগের মুখের (বা বদনের) ন্যায় মুখ (বা বদন) যাহার, বহু। বিণ। ৩। দক্ষ প্রজাপতি; কার্তিকেয়। বি; পু।

ছাগরথ, ছাগবাহন—অগ্নিদেব। ছাগ হইয়াছে রথ বা বাহন যাহার, বহু। বি; পু।

ছাগল—অজ, ছাগ। ছগল (ছাগ)+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**ছাগলী**।

ছাগলাদ্য-ঘৃত—আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিঃ, যে ঘৃতে খাসী বা নপুংসক ছাগলের চর্বি প্রধান উপকরণস্বরূপ মিশ্রিত হয়। বি; ক্লী।

ছাগশিশু—ছাগলছানা। ৬তৎ। বি; পু।

ছাগী—ছাগ-স্ত্রী; ছাগলী। ছাগ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ছাও—ছায়া। প্রা কপ্র। বি।

ছাট—বৃষ্টি প্রভৃতির ঝাপটা; বেত, ছড়ি, কোড়া, চাবুক। বাংপ্র। বি।

ছাটনি—ঘরের চালের উপর যে সরু সরু বাখারি বিছাইয়া দেওয়া যায়, ছিটেবেড়া, (ইহাকে ছিটুনিও বলে)। বাংপ্র। বি।

ছাড়—ত্যাগ, বর্জন; মুক্তি, নিষ্কৃতি, অব্যাহতি, খালাস; ক্ষমা, মার্জনা। বাংপ্র। বি।

ছাড়চিঠি—মাল বা যাত্রী ছাড়িয়া দিবার অনুমতিপত্র। বাংপ্র। বি।

ছাড়পত্র—নিষ্কৃতিপত্র, মুক্তিনামা; ছাড়চিঠি, passport. বাংপ্র। বি।

ছাড়য়ে—ছাড়ে, ত্যাগ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছাড়ল—ছাড়িল, ত্যাগ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছাড়া—১। ত্যাগ করা, বর্জন করা, মোচন করা; নিক্ষেপ করা; বদলানো; যাত্রা আরম্ভ করা; দূর হওয়া; মুক্ত করা; বাদ দেওয়া; খুলিয়া বা খসিয়া যাওয়া। ক্রি। ২। ব্যতীত, ভিন্ন, ব্যতিরেকে, ত্যাগী, মুক্তি। বাংপ্র। অ। **নাড়ী ছাড়া**—নাড়ীর গতি বন্ধ হইয়া আসা, মরণ ঘনাইয়া আসা। **পেট ছাড়া**—বেশী বাহ্য হওয়া। **হাল ছাড়া**—নিরাশ হওয়া।

ছাড়াছাড়ি—পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ, সঙ্গ-ত্যাগ। বাংপ্র। বি।

ছাড়াছাড়া—পৃথক্ পৃথক্, অসংলগ্ন। বাংপ্র। বিণ।

ছাড়ানো—১। ত্যাগ করানো; মুক্ত করানো, খালাস করা; উন্মোচন করা; তাড়ানো; আঁইশ ছাল প্রভৃতি খুলিয়া লওয়া। ক্রি। ২। খালাস, মুক্তি, বর্জন। বাংপ্র। বি।

ছাড়ি—ছাড়িয়া, ত্যাগ করিয়া; ছাড়ে, ত্যাগ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছাত—গৃহাদির উপরিভাগের আচ্ছাদন, ছাদ। <ছাদ। বি।

ছাতলা, ছাৎলা, ছেৎলা—ছাতা, শেওলা। বাংপ্র। বি।

ছাতা—ছত্র, মাথার দিবার ছাতি; বর্ষাকালে শস্যাদিতে যে শ্বেতবর্ণ রোগ ধরে; বেঙের ছাতা; ছাৎলা, ময়লা। বাংপ্র। বি।

ছাতারে—চটকজাতীয় চঞ্চলপ্রকৃতি পক্ষি-বিশেষ (ইহারা সর্বদা কিচিরমিচির শব্দ ও লাফালাফি করে); [তৎপ্রকৃতি-সাদৃশ্যে] যাহারা সর্বদা ঝগড়াঝাঁটি ও বকাবকি করে। বাংপ্র। বি।

ছাতি—ছত্র, মাথায় দিবার ছাতা; বক্ষঃ, বুক; বুকের পাটা; সাহস, উৎসাহ। বাংপ্র। বি।

ছাতিয়া—ছাতি, বুক। প্রা কপ্র। বি।

ছাতু—যবাদি শস্যচূর্ণ, meal. < শক্তু। বি।

ছাতুখোর—যে খুব ছাতু খায়, ছাতুর ভক্ত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছাত্র—অন্তেবাসী, শিষ্য; স্কুল কলেজ পাঠ-শালাদিতে যে পড়ে। ছত্র (ছাতা)+ ঞ্চ অস্ত্যার্থে; অথবা, ছত্র (গুরুর দোষাবরণ) +ণ শীলার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**ছাত্রী**।

ছাত্রজীবন—পাঠাবস্থা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ছাত্রনিবাস, ছাত্রাবাস—যেখানে ছাত্র-গণ অবস্থিতি করে, মঠ, বোর্ডিং। ৬তৎ। বি; পু।

ছাত্রবৃত্তি—যোগ্য ছাত্রকে প্রদেয় অর্থসাহায্য; জলপানি, scholarship. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ছাত্রী—শিষ্যা; বিদ্যাশিক্ষার্থিনী, অধ্যয়ন-কারিণী। ছাত্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ছাদ—১। ছাল; গৃহের আচ্ছাদন, চাল, ছাত। ণিজন্ত ছদ+ঘঞ্ ভাব। ২। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ছাদক—১। আচ্ছাদনকারী। ছাদি+ণক কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ছাদিকা**। ২। যে ঘর ছায়, ঘরামি। বি; পু।

ছাদন—১। আচ্ছাদন। ণিজন্ত ছদ+অনট্ ভাব। ২। ছাল; গৃহের আচ্ছাদন, চাল, ছাত। ণিজন্ত ছদ+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ছাদিত—আবৃত; আচ্ছাদিত। ণিজন্ত ছদ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ছানতা—সচ্ছিদ্র হাতা, ঝাঁজরি। বাংপ্র। বি।

ছানলাতলা—ছান্দলা-তলা (তাহা দ্রঃ)।

ছানা—১। আমিক্ষা, দুগ্ধবিকার; ছা, বাচ্চা, শাবক, শিশু। বি। ২। মর্দন করা, ঠাসা, কচলানো, মাখা। বাংপ্র। ক্রি।

ছানাছানি—কচলাকচলি, ঠাসাঠাসি, মাখামাখি। বাংপ্র। বি।

ছানি—১। চক্ষের জালাবরণ; তজ্জন্য দৃষ্টিহীনতা; ইঙ্গিত, ইশারা, সংকেত; গবাদির খাদ্য খড় কুচানো। বাংপ্র। ২। পুনর্বিচার, পুনরালোচনা; পুনর্বিচারের প্রার্থনা। <আ 'সানী'। বি।

ছান্দ—১। ছাঁদ, ধরন, রকম, ভাব; বন্ধন; বেষ্টন। বাংপ্র। বি। ২। সদৃশ, তুল্য। প্রা কপ্র। বিণ।

ছান্দলা—বিবাহকালে স্ত্রী-আচারের অনুষ্ঠান; ছান্দলা-তলা (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

ছান্দলা-তলা—বিবাহকালে স্ত্রী-আচারের স্থান (যেখানে বরকে ছাঁদা অর্থাৎ বাঁধা হয়), ছায়ামণ্ডপ। বাংপ্র। বি।

ছান্দস—১। ছন্দঃসম্বন্ধীয় ; বেদজাত। ছন্দস্+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ছান্দসী**। ২। বেদাধ্যায়ী ; বেদাধ্যাপক ; শ্রোত্রিয়। বি ; পু।

ছান্দুয়া—১। ছেঁদো, বাঁধা। বিণ। ২। ছাঁদ, গঠন। প্রা কপ্র। বি।

ছান্দোগ্য—সামবেদের উপনিষদ্ বিশেষ। ছন্দোগ+ষ্ণ ইদমর্থে। বি ; ক্লী।

ছাপ, ছাব—চাপপ্রয়োগ ; মুদ্রণ, মুদ্রাঙ্কন ; অঙ্ক, চিহ্ন, দাগ। বাংপ্র। বি। [বি।

ছাপর-খাট—পর্যঙ্ক, পালঙপোষ। বাংপ্র।

ছাপরা—পাপরা, চালের খোলা। < খর্পর। বি।

ছাপল—ঢাকিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছাপা—১। ঢাকা, গুপ্ত বা গোপন, লুকান ; মুদ্রিত বা মুদ্রণ ; পূর্ণ, উচ্ছ্বসিতপ্রায়, উচ্ছ্বসন। বিণ বা বি। ২। ঢাকা, লুকানো, গোপন করা ; পূর্ণ করা বা হওয়া ; উচ্ছ্বসিত হওয়া ; মুদ্রিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ছাপাই—১। সাফাই, নির্দোষতার প্রমাণ ; মুদ্রণ। বাংপ্র। বি। ২। ছাপাইয়া, ঢাকিয়া, লুকাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছাপাখানা—মুদ্রাযন্ত্র বা মুদ্রাযন্ত্রালয়, press. বাংপ্র। বি।

ছাপাছাপি সীমা অতিক্রমণ, আতিশয্য ; ঢাকাঢাকি, গোপন ; আধারপূর্ণ বা অতিক্রান্ত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছাপানো—মুদ্রাঙ্কিত করানো ; ঢাকা, লুকানো, গোপন করা ; কানায় কানায় পূর্ণ হওয়া, উপছানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছাপিত—গোপিত, লুক্কায়িত। প্রা কপ্র। বিণ।

ছা-পোষা—অল্প রোজগারে যাহার অনেক পোষ্য এমন। বাংপ্র। বিণ।

ছাপ্পর—খড় বা খোলার চাল। বাংপ্র। বি।

ছাপ্পান্ন—৫৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছাব—'ছাপ' দ্রঃ।

ছাবলা—ছেলে বা শিশুর ভাবযুক্ত ; চপল-স্বভাব, লঘুপ্রকৃতি, হালকা। বাংপ্র। বিণ।

ছাবলামি—ছেলেমি, বালচাপল্য। বাংপ্র। বি

ছাবা—১। ছাপ দেওয়া ; অঙ্কিত করা ; মোহর করা। ক্রি। ২। অঙ্কিত, চিহ্নিত। বিণ। ৩। ছাপ ; তিলক বা ইষ্টদেবতার নাম অঙ্কন ; ফুল পাতার চিহ্ন ; চক্রাকার মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছাবাল—'ছাওয়াল' দ্রঃ।

ছাব্বিশ—২৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছাব্বিশা, ছাব্বিশে—মাসের ষড়্‌বিংশ দিবস। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছামনি—১। আচ্ছাদন, আচ্ছাদনী, আচ্ছাদনবস্ত্র ; বিবাহে ব্যবহার্য ক্ষুদ্র বস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। ২। বিবাহকালে বর-কন্যার শুভদৃষ্টি ; বরণ। প্রা কপ্র। বি।

ছায়নি বিবাহকালে বর-কন্যার শুভদৃষ্টি ; বরণ। প্রা কপ্র। বি।

ছায়া অনাতপ, রৌদ্রাভাব, আলোকের বিপরীত দিক্ ; প্রতিবিম্ব ; সাদৃশ্য ; আভাস ; নশ্বর রূপ ; কান্তি ; দীপ্তি ; পালন ; উৎকোচ ; শ্রেণী ; দুর্গা ; উনবিংশত্যক্ষর ছন্দোবিশেষ ; সূর্যপ্রিয়া। [সূর্যের প্রথমা পত্নী সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বীয় দেহ হইতে আপনার অনুরূপ ছায়াকে সৃজন করেন। অতঃপর তিনি ছায়াকে পত্নীভাবে পতির নিকট রাখিয়া এবং স্বীয় সন্তানদিগকে ইঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া, স্বামীকে না বলিয়া পিত্রালয়ে গমন করেন। ছায়া সূর্যের সহিত বাস করিতে লাগিলেন। সূর্যের ঔরসে ইঁহার গর্ভে শনির জন্ম হয়। সপত্নীর সন্তানদিগকে অযত্ন করায় তাঁহারা ইঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন। যম ইঁহাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হওয়ায় ইনি অভিশাপ প্রদানে তাহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ করিয়া দেন]। ছো+যক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী। **ছায়া মাড়ানো** কাছে যাওয়া, ঘনিষ্ঠতা করা, সংস্রবে আসা।

ছায়াকর ছত্রধর, ছাতা-বরদার ; অনাতপ-জনক। ছায়া—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **ছায়াকরী**।

ছায়াঙ্ক চন্দ্র। ছায়া অঙ্কে যাহার, বহু। বি ; পু।

ছায়াচিত্র—আলোকচিত্র ; ম্যাজিক-লণ্ঠনের ছবি ; বায়োস্কোপের ছবি। মধ্যপ। বি ; পু।

ছায়াতনয়, ছায়াত্মজ, ছায়াসুত—শনৈশ্চর। ছায়ার তনয়, আত্মজ, সুত, ৬তৎ। বি ; পু।

ছায়াতরু—ছায়াপ্রদ বৃক্ষ ; বটগাছ। মধ্যপ। বি ; পু।

ছায়াত্মজ—'ছায়াতনয়' দ্রঃ।

ছায়াদেহ—রক্তমাংসবিহীন ছায়াসদৃশ মূর্তি। ছায়াময় যে দেহ, মধ্যপ। বি ; পু।

ছায়ানট—রাগিণী বিঃ। বি ; পু।

ছায়াপথ—জ্যোতিশ্চক্র-মধ্যবর্তী মণ্ডলাকার নক্ষত্রশ্রেণী [সময়ে সময়ে, বিশেষতঃ শরৎ-কালে, আকাশে যে অস্ফুট আলোক-বিশিষ্ট ঈষৎ শুভ্রবর্ণ মণ্ডলাকার পথ দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ছায়াপথ বলে ; দূরবর্তী অসংখ্য অদৃশ্য নক্ষত্রপুঞ্জের অস্ফুট আলোকে ঐরূপ দৃশ্য দেখা যায় ; ইংরেজীতে ইহাকে milky way বলে]। ছায়াবিশিষ্ট (দীপ্তিবিশিষ্ট) যে পথ, মধ্যপ। বি ; পু।

ছায়াপুরুষ—আকাশে দৃষ্ট স্বীয় ছায়ানুরূপ পুরুষমূর্তি। ছায়াপুরুষ দর্শনে পাপক্ষয় হয়। ছায়ানুরূপ যে পুরুষ, মধ্যপ। বি ; পু।

ছায়ামণ্ডপ—চন্দ্রাতপ-তলস্থ বিবাহের স্থল বা স্ত্রী-আচারের স্থান, ছাঁদলাতলা। ছায়াস্থিত মণ্ডপ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ছায়ামণ্ডপী—ছায়ামণ্ডপে আবশ্যক ব্যয়। বাংপ্র। বি।

ছায়ামান—চন্দ্র। ছায়া—মা+অন কর্তৃ। বি ; পু।

ছায়ামূর্তি—বায়বীয় দেহ, প্রেতমূর্তি, স্থূল দেহহীন মূর্তি। ছায়াকারা মূর্তি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ছায়ারূপ—ছায়াদেহ (তাহা দ্রঃ)।

ছায়ালোক—১। জ্যোতিশ্চক্র-মধ্যস্থ ছায়া-বৎ দৃষ্ট নক্ষত্রশ্রেণী। ছায়াবিশিষ্ট লোক, মধ্যপ। ২। ছায়াস্থিত আলোক ; কান্তিজন্য আলোক ; ছায়ার দর্শন। ৬তৎ। বি ; পু।

ছায়াসুত—'ছায়াতনয়' দ্রঃ।

ছার—১। ভস্ম ; অসার বস্তু ; ছারপোকা। বি। ২। দগ্ধ, পোড়া ; দুঃখময় ; তুচ্ছ, অধম, নিকৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ছারকপালে—হতভাগা ; যাহার ললাট ভস্মীভূত হইয়াছে। বাংপ্র। বিণ।

ছারখার—সর্বনাশ, সম্যক্ ধ্বংস ; উৎসন্ন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছারপোকা—শয্যাকীট। বাংপ্র। বি।

ছাল—বল্কল, ত্বক্, খোলা ; চর্ম, চামড়া। বাংপ্র। বি। [বি।

ছালট—বাকল, বৃক্ষত্বকের খণ্ড। বাংপ্র।

ছালটি—ছাল, ত্বক্ ; ছালের সুতার কাপড়। বাংপ্র। বি।

ছালা গুণ ; বড় থলে। <স্থালী। বি।

ছাহ—ছায়া। প্রা কপ্র। বি।

ছি, ছ্যা—ধিক্কারবোধক বা নিন্দাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ছিঁচকা, ছিঁচকে—হুঁকার নল পরিষ্কার করিবার শলা বা শিক। বাংপ্র। বি।

ছিঁচকা-চোর, ছিঁচকে-চোর—যে চোর ছিঁচকা বা তত্তুল্য সামান্য বস্তু চুরি করে। বাংপ্র। বি।

ছিঁচকাঁদুনে—যাকে ছুঁইলে কাঁদিয়া উঠে, যে অল্প ত্রুটিতেই কাঁদে। বাংপ্র। বিণ।

ছিঁড়া, ছেঁড়া—১। ছিন্ন। বিণ। ২। ছেদ, ছেদন ; ছিন্ন অংশ। বি। ৩। ছিন্ন করা। বাংপ্র। ক্রি।

ছিট—১। চিত্রবিচিত্র । < ইং 'chintz'. ২। অবশিষ্টাংশ; কণিকা, লেশ, অল্পাংশ; বাতিক, পাগলপনা। বাংপ্র। বি।

ছিটকানো - প্রতিক্ষিপ্ত হওয়া, ঠিকরানো; বিক্ষিপ্ত করা বা হওয়া, ছড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছিটকানি, ছিটকিনি—কপাট বন্ধ করিবার কীলক, জানালা দরজার ছোট হুড়কা বা খিল। বাংপ্র। বি।

ছিটনি, ছিটুনি—চালের উপর ছটার আকারে কঞ্চি বাখারি বা সরু সরু কাঠি, শরকাঠি প্রভৃতি পাশাপাশি সাজাইয়া বাঁধন। বাংপ্র। বি।

ছিটা, ছিটে ফোঁটা, কণিকা, লেশ, বিন্দু; বন্দুকের ছররা। বাংপ্র। বি।

ছিটানো—বিক্ষিপ্তভাবে ফেলা, ছড়ানো; ঝাপটা দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ছিটাফোঁটা—দুই এক ফোঁটা, অল্প পরিমাণ; বশীকরণের জন্য তিলক প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

ছিণ্ডা—ছিঁড়া, ছিন্ন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছিৎ (ছিদ্)- ছেদন; অপহরণ। ছিদ্+ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ছিত্তি—ছেদ, ছেদন। ছিদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ছিত্বর - ছেদক; চতুর, ধূর্ত; বিপক্ষ। ছিদ্ (ছেদন করা)+বরচ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ছিত্বরী**।

ছিদা—ছেদন, অপহরণ। ছিদ্ (ছেদন করা) +ঙ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছিদাম—১। শ্রীদাম। বাংপ্র। ২। সিকিপয়সা। হি। বি।

ছিদ্র - রন্ধ্র, ছেঁদা; সুযোগ; অবকাশ; দোষ, ত্রুটি। ছিদ্ (ছেদন করা)+রক্ কর্ম। বি; ক্লী।

ছিদ্রদর্শী (-দর্শিন্)—দোষদর্শী, ছলান্বেষী; সুযোগাপেক্ষী। ছিদ্র—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ছিদ্রদর্শিনী**।

ছিদ্রানুসন্ধান, ছিদ্রান্বেষণ—ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়ান, পরের দোষ বাহির করিবার চেষ্টায় থাকা। ছিদ্রের অনুসন্ধান বা অন্বেষণ. ৬তৎ। বি; ক্লী।

ছিদ্রান্বেষী (-ষিন্)—পরের দোষ অনুসন্ধানকারী। ছিদ্র অন্বেষণ করে যে এই বাক্যে উপতৎ; ছিদ্র—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী- **ছিদ্রান্বেষিণী**।

ছিদ্রিত বিদ্ধ, নির্ভিন্ন, ছিদ্রযুক্ত। ছিদ্র (ভেদ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ছিন, ছীন—ছিন্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

ছিনমিন—ঘৃণা, অবজ্ঞা, অনাদর, তাচ্ছিল্য। বাংপ্র। বিণ।

ছিনা, ছিনে- শীর্ণ, সরু; সুতার মত পাকানো; নাছোড়বান্দা। বাংপ্র। বিণ।

ছিনাজোঁক, ছিনেজোঁক—সরু সরু ছোট জোঁক; নাছোড়বান্দা। বাংপ্র। বি।

ছিনানো—কাড়িয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ছিনাল—অসতী, কুলটা, ভ্রষ্টা; কামুকী; হাবভাব-প্রদর্শিকা; যে স্ত্রীলোক পরপুরুষকে আপনার প্রণয়ানুরাগী করিতে চেষ্টা করে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছিনালি অসতী নারীর চাতুরীজাল; বেশ্যাবৃত্তি। বাংপ্র। বি।

ছিনিমিনি—এক রকম ছেলেখেলা [ইহাতে খোলামকুচি জলে এমনভাবে ছোড়া হয় যে, তাহা ক্রমান্বয়ে ডুবিয়া ও ভাসিয়া চলিতে থাকে; ইংরেজীতে ইহাকে Play at drakes and ducks বলে]। বাংপ্র। বি।

ছিন্ন—খণ্ডিত, ছেঁড়া; দূরীকৃত; কর্তিত। ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ছিন্নবিচ্ছিন্ন—ছিন্নভিন্ন, ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। বিণ।

ছিন্নভিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; উচ্ছিন্ন, বিনষ্ট। দ্বন্দ্ব। বিণ।

ছিন্নমস্তক—১। কাটা মুণ্ড। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার মাথা কাটা হইয়াছে, ছেদিত-শীর্ষ। ছিন্ন মস্তক যাহার, বহু। বিণ।

ছিন্নমস্তা—দশমহাবিদ্যার মধ্যে এক মহাবিদ্যা, এই মূর্তি মস্তকহীনা, দেবী স্বহস্তে আপনার মস্তক ছেদন করিয়া বাম করতলে ধারণ করিয়া আছেন। ছিন্ন হইয়াছে মস্ত (মস্তক) যাহার বা যৎকর্ত্তৃক, বহু। বি; স্ত্রী।

ছিপ—মাছ ধরিবার দীর্ঘ দণ্ড বা দাঁড়; দ্রুতগামী সরু লম্বা নৌকা। বাংপ্র। বি।

ছিপছিপা, ছিপছিপে—ছিপের মত সরু ও লম্বা, ডিগডিগে। বাংপ্র। বিণ।

ছিপনো, ছিপানো—ঢাকা দেওয়া, লুকানো। হি। ক্রি।

ছিপি—শিশি বোতল প্রভৃতির মুখ আঁটিবার গুঁজি, 'কাক', cork. বাংপ্র। বি।

ছিবড়া, ছিবড়ে—মোটা আঁশ; চিবা বা চিবে, শিটা; খোসা। বাংপ্র। বি।

ছিমছাম—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; পরিপাটী; সুগঠন। বাংপ্র। বিণ।

ছিয়াত্তর- ৭৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছিয়ানব্বই—৯৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছিয়াশি, ছিয়াশী—৮৬ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ছিয়ে—ছ্যা, ছি। প্রা কপ্র। অ।

ছিরা—১। শ্রীমন্ত, শ্রীমান্। বিণ। ২। শ্রীমন্ত সদাগর। প্রা কপ্র। বি; পু।

ছিরি ১। শ্রীমূর্তি, কান্তি। 'শ্রী' শব্দের অপভ্রংশ। ২। (বিবাহাদি শুভ কার্যে) রঙিন পিঠালিতে গড়া চূড়ার মত মাঙ্গলিক দ্রব্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

ছিরিছাঁদ—শ্রীসৌষ্ঠব। বাংপ্র। বি।

ছিলকা, ছিলকে—ছাল, বল্কল, ত্বক্, খোসা। বাংপ্র। বি।

ছিলা—১। কাপড়ের দশী; ধনুকের গুণ বা জ্যা। বাংপ্র। বি। ২। ছাল বা খোসা ছাড়ানো; চাঁচা। হি। বিণ।

ছিলিম—তামাক খাইবার কলিকা; এক-কলিকা পরিমাণ; হুঁকা। বাংপ্র। বি।

ছিলিমচি হুঁকার যে অংশে কলকে বসাইতে হয়; হাত ধুইবার ঢাকনিদার ধাতুপাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছিলে - ধনুকের গুণ, জ্যা; কাপড়ের প্রান্তভাগের ঈষৎ মোটা সুতা। বাংপ্র। বি।

সৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

ছিষ্টিছাড়া—সৃষ্টির বহির্ভূত, অপ্রাকৃত, অসাধারণ, অদ্ভুত; হতশ্রী, লক্ষ্মীছাড়া। বাংপ্র। বিণ।

ছুঁচ—সূচি, বেধনিকা। বাংপ্র। বি।

ছুঁচা, ছুঁচো গন্ধমূষিক। ছুছুন্দরী শব্দের অপভ্রংশ। বি; পু। স্ত্রী- **ছুঁচী**।

ছুঁচল, ছুঁচাল, ছুঁচোলো—সূচির মত, কাঁটা-কাঁটা; সূচের মত তীক্ষ্ণাগ্র। বাংপ্র। বিণ।

ছুঁচানো, ছোঁচানো—মলত্যাগান্তে মলদ্বার ধুইয়া শুচি হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ছুঁচিবাই—অশৌচাতঙ্ক, স্পর্শ দ্বারা সর্বদা অশুচি হইলাম এইরূপ বাতিক, যে শুচি-শুচি করিয়া এবং অঙ্গশুদ্ধি লইয়া বায়ুরোগগ্রস্ত, যে সর্বদা ছুঁই ছুঁই করে। বাংপ্র। বি। বিণ—**ছুঁচিবেয়ে**।

ছুকরী, বালিকা, কিশোরী। বাংপ্র। বি।

ছুঁৎ, ছুঁত—অশুচি বা অশৌচ; অস্পৃশ্যতা; স্পর্শদোষ। বাংপ্র। বি।

ছুঁৎমার্গ, ছুঁতমার্গ—স্পর্শদোষ, অস্পৃশ্য-স্পর্শন-জনিত অশৌচ পরিহার করিয়া চলাই শ্রেষ্ঠধর্ম—এই বিশ্বাস বা ধারণা। বাংপ্র। বি।

ছুকরী—বালিকা; কিশোরী, নবযুবতী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ছুছুন্দরী—গন্ধমূষিক, ছুঁচা। ছুছু (অব্যক্ত শব্দ)—দৄ+খ কর্ত্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ছুট—১। কু, অশ্লীল; আলগা, অসংলগ্ন। বিণ। ২। দৌড়; দৌড়ানো; ছাঁট, কর্তন; অতিরিক্ত অংশ; চুল বাঁধিবার

দড়ি ; পরিধেয় বস্ত্র, উড়ানি ; ছাড়, মুক্তি ; ছাপার ছাড়রূপ দোষ বিঃ ; বাক্যের মধ্যে পৃষ্ঠার মধ্যে বা ছাপার কাগজের এক পৃষ্ঠার সঙ্গে অপর পৃষ্ঠার মিল না থাকা। বাংপ্র। বি।

ছুটকা, ছুটকো—উটকা, বাহিরের ; দল-ছাড়া ; পথভ্রষ্ট ও কচিৎ আগত ; পলাতক। বাংপ্র। বিণ।

ছুটকা-ছাটকা—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, যাহা গণনার মধ্যে না আসিয়া ছটকিয়া পড়িয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ছুটকী—ছোট-বৌ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ছুটন—দৌড়ন ; পলায়ন ; মুক্তি। বাংপ্র। বি।

ছুটা—১। দৌড়ানো। ক্রি। ২। আলগা, অনাবদ্ধ ; স্বাধীন ; নিয়মিত বেতনভোগী নহে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

ছুটানো—দৌড় করানো ; ছাড়ানো ; তাগানো, তাড়ানো ; ছুড়া। বাংপ্র। ক্রি।

ছুটি—কর্ম হইতে অবকাশ বা বিদায়। বাংপ্র। বি।

ছুৎ, ছুত—অশৌচ ; স্পর্শদোষ ; ছুতা। বাংপ্র। বি।

ছুৎমার্গ, ছুতমার্গ—ছুঁৎমার্গ (তাহা দ্রঃ)।

ছুতহাঁড়ি—যে হাঁড়িতে ছড়া দিবার গোবর-গোলা জল থাকে ; অশুচি হাঁড়ি। বাংপ্র। বি।

ছুতা, ছুতো—১। অশুচি, অপবিত্র। বিণ। ২। ওজর, ছল ; ত্রুটি। বাংপ্র। বি।

ছুতা-নাতা—কোন একটা অছিলা, সামান্য কারণ। বাংপ্র। বি।

ছুতার, ছুতোর—সূত্রধর। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রী—**ছুতারনী, ছুতোরনী**।

ছুপ স্পর্শ ; যুদ্ধ ; চাপল্য ; ক্ষুপ, গুল্ম। ছুপ্ (স্পর্শ করা) + অল্ ভাব। বি ; পু।

ছুবানো—রঙ্গজলে ডুবানো, রঙ্গ মাখানো, রঞ্জিত করা বা করানো ; লেলাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ছুরি চাকু, অসিপুত্রী। ছুর (ভেদ করা) + ই কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। **গলায় ছুরি দেওয়া**—হত্যা করা ; প্রবঞ্চিত করা ; অত্যধিক মূল্য লওয়া। **মিছরির ছুরি, হীরের ছুরি**—মুখে মধু, অন্তরে বিষ।

ছুরিকা—ছুরি ; ছোরা। ছুরী + কণ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

ছুরিত—ব্যাপ্ত ; ছিন্ন ; লিপ্ত। ছুর্ (লেপা, ইত্যাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

ছুরী ছুরি, চাকু। ছুর্ + ক কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ছুলা, ছোলা—কিঞ্চিৎ গভীর করিয়া চাঁচা, ছিলা। বাংপ্র। ক্রি।

ছুলি—ধবলাকার চর্মরোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

ছুবলানো, ছোবলানো ছোবল মারা, খাবলানো ; দংশন করা, কামড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছে—খণ্ড ; ছেদ ; ছেদিত বা ছেদনযোগ্য খণ্ড। বাংপ্র। বি।

ছেওট মুক্ত, ছাড়া ; অবদ্ধ, আলগা। প্রাদে। বিণ।

ছেঁক, ছ্যাঁক—১। বিশ্রাম, বিরাম, অবকাশ, অবসর, ফাঁক ; তপ্ত দ্রব্য জলে দিলে বা তপ্ত তৈলে কাঁচা তরকারি আদি ফেলিলে যে শব্দ হয়। বি। ২। অতি তাপের বা অতি শৈত্যের আকস্মিক অনুভূতি। বাংপ্র। অ।

ছেঁকা—অগ্নিতপ্ত লৌহাদির দ্বারা গাত্রচর্মের দাহ। বাংপ্র। বি।

ছেঁচ—১। জমিতে জল সেচন। <সেচ। ২। ছাঁইচ, পটলপ্রান্ত। প্রা কপ্র। বি।

ছেঁচকি—অতি অল্প তেলে ভাজা একপ্রকার ব্যঞ্জন। বাংপ্র। বি।

ছেঁচড়—দুষ্ট প্রতারক। বাংপ্র। বি।

ছেঁচড়া—১। শাক মাছের কাঁটা তেল প্রভৃতি বিবিধ তুচ্ছবস্তুর মিশ্রিত ব্যঞ্জন বিশেষ। বি। ২। চৌর্যস্বভাব, বঞ্চক, শঠ, অসাধু ; নির্লজ্জ ; কৃপণ। বাংপ্র। বিণ।

ছেঁচড়ানো—মাটি ঘেঁষিয়া বা জোর করিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া, drag. বাংপ্র। ক্রি।

ছেঁচড়াপনা, ছেঁচড়ামো, -মি—নীচবৃত্তি, শঠতা। বাংপ্র। বি।

ছেঁচা—১। সেচন করা ; থেঁতো করা, থেঁতলানো। ক্রি। ২। থেঁতলানো। বিণ। ৩। ছেঁচা-বেড়া (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

ছেঁচানো—সেচন করানো ; থেঁতো করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছেঁচা-বেড়া—থেঁতলানো বাঁশের ঘের বা বেড়। বাংপ্র। বি।

ছেঁড়া ১। ছিন্ন ; ছিন্নবসনধারী ; তুচ্ছ-কার্যে নিযুক্ত ; বিকৃত ; হীন ব্যাপারদ্বারা অর্থ উপার্জনকারী। বাংপ্র। বিণ। ২। ছিন্ন বা বিদীর্ণ করা, ফাড়া ; বিচ্ছিন্ন করা, উপড়ান ; ছানা কাটা। বাংপ্র। ক্রি।

ছেঁড়াছিঁড়ি—বারংবার ছেঁড়া। বাংপ্র। বি।

ছেঁদা—ছিদ্র। বাংপ্র। বি।

ছেঁদো—বাঁধুনী-করা, বাঁধা ; বাক্‌চাতুর্যময়। বাংপ্র। বিণ।

ছেকড়া—ভাড়াটিয়া ('—গাড়ি')। <শকট। বিণ। [বিণ।

ছেতো—ছত্রাকবিশিষ্ট, ছাতাপড়া। বাংপ্র।

ছেত্তা (ছেতৃ)—ছেদনকর্তা, কর্তনকারী। ছিদ্ (ছেদন করা) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ছেত্রী**।

ছেৎলা—'ছাতলা' দ্রঃ।

ছেদ—১। ছেদন ; বিরাম। ছিদ্ (ছেদন করা) + অল্ ভাব। ২। খণ্ড ; পরিচ্ছেদ। ছিদ + অল্ কর্ম। বি ; পু।

ছেদক ছেত্তা, ছেদনকর্তা, কর্তনকারী ; ছেদকারক, যে ছিঁড়ে এমন। ছিদ্ (ছেদন করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ছেদিকা। ছেদক দন্ত**—'কুকুরে' দাঁত, যে দাঁত দ্বারা খাদ্য ছিঁড়িয়া লওয়া যায়, canine teeth.

ছেদন—কর্তন, কাটা ; খণ্ডন, ছিঁড়া। ছিদ্ (ছেদন করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ছেদনী—ছেদনযন্ত্র, কর্তনাস্ত্র। ছিদ্ + অনট্ করণ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ছেদনীয়, ছেদ্য—ছেদনযোগ্য, ছেদনসাধ্য, যাহা কর্তন বা খণ্ডন করিতে হইবে বা করা উচিত, খণ্ডনীয়। ছিদ্ + অনীয়, য কর্ম। বিণ। [বিণ।

ছেদিত—কর্তিত, খণ্ডিত। ছেদি + ক্ত কর্ম।

ছেনাল—ছিনাল (তাহা দ্রঃ)।

ছেনালি—ছিনালি (তাহা দ্রঃ)।

ছেনি—লোহার কাজলা, ধাতু ইত্যাদি কাটার বাটালি। < ছেদনী। বি।

ছেপ—নিষ্ঠীবন, থুথু, পিক। বাংপ্র। বি।

ছেপত্তনী—দরপত্তনীদারের অধীনে পত্তনী-দার। বাংপ্র। বি।

ছেপায়া—তেপায়া, ত্রিপদ, tripod. বাংপ্র। বি।

ছেবলা—তরলমতি, চঞ্চলবুদ্ধি, বালকস্বভাব, বোকাটে। বাংপ্র। বিণ। বি—**ছেবলামো, ছেবলামি**।

ছেমড়া—ছোঁড়া, ছোকরা ; মাতাপিতৃহীন বালক, অনাথ বা অসহায় শিশু ; দুর্জন। প্রাদে। বি ; পু। স্ত্রী—**ছেমড়ী**।

ছেমোচাপা—খিটখিটে, খেঁকো ; ভূতে-পাওয়া। বাংপ্র। বিণ।

ছেয়া—উদূখল ; ছেদ, খণ্ড। বাংপ্র। বি।

ছেয়ানি—১। ছেঁক, ধমন, বিরাম। বাংপ্র। ২। ছেনি। প্রা কপ্র। বি।

ছেয়ানো—ছেদন করা, ছে দেওয়া, খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা। বাংপ্র। ক্রি।

ছেলি—ছাগল। প্রা কপ্র। বি।

ছেলে—পুত্র, কুমার ; বালক ; শিশু। বাংপ্র। বি।

ছেলেখেলা—শিশুর মত খেলা ; বৃথা কার্য। বাংপ্র। বি।

ছেলেধরা—শিশুকে ভয় দেখাইবার জুজু বিঃ ; যে ছেলে চুরি করে। বাংপ্র। বি।

ছেলেপিলে, ছেলেপুলে—সন্তান-সন্ততি। বাংপ্র। বি।

ছেলেমানুষ—অল্পবয়স্ক, অনভিজ্ঞ। বাংপ্র। বিণ।

ছেলেমানুষি-শিশুর মত আচরণ বা বুদ্ধি, ছেলেমো। বাংপ্র। বি।

ছেলেমি, ছেলেমো—বালকত্ব, শিশুর ন্যায় আচরণ, বালব্যবহার। বাংপ্র। বি।

ছেলেমেয়ে—পুত্রকন্যা, বালকবালিকা। বাংপ্র। বি। [বি বা বিণ।

ছেষট্টি- ৬৬-সংখ্যা; ৬৬-সংখ্যক। বাংপ্র।

ছৈ—'ছই' দ্রঃ।

ছৈয়র—নৌকার ছই বা চাল। বাংপ্র। বি।

ছোঁ- উড়িয়া আপতন, নখরাদি দ্বারা গ্রহণার্থ সহসা উপরে পতন; ছোবল। বাংপ্র। বি।

ছোঁক—তপ্তখোলায় কাঁচা তরকারি নিক্ষেপণ শব্দ; সন্তলন, সন্তার, ফোড়ন। বাংপ্র। বি।

ছোঁক-ছোঁক—শুঁকিবার সময় নাসিকার শব্দ; আঘ্রাণ; অতিশয় লোভ। বাংপ্র। বি।

ছোঁকা, ছোকা-অল্প তৈল ঘৃতাদিতে সামান্য ভাজা; সম্বরা-দেওয়া, সাঁতলানো। বাংপ্র। বিণ।

ছোঁচা- ছুঁচার ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট; অভিহীন লোভী। বাংপ্র। বিণ।

ছোঁচানো—মলত্যাগান্তে জলশৌচ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ছোঁড়া-[অবজ্ঞার্থে] ছোকরা, বালক, কিশোর। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী—**ছুঁড়ী**।

ছোঁয়া—১। স্পর্শ করা। ক্রি। ২। স্পৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ছোঁয়াচ—অশুচি দ্রব্যের সংস্পর্শ জন্য অশুচিত্ব প্রাপ্তি। বাংপ্র। বি।

ছোঁয়াছুয়ি—বারংবার স্পর্শ; পরস্পর ছোঁয়া। বাংপ্র। বি।

ছোঁয়ালেপা- মাখামাখি, অস্পৃশ্য ব্যক্তি বা বস্তুর সংস্রব। বাংপ্র। বি। [পুং।

ছোকরা—বালক, কিশোর। বাংপ্র। বি;

ছোট—ক্ষুদ্র, অল্প; কনিষ্ঠ; ইতর, হীন, নীচ, অধম; খাটো; বেঁটে; হ্রাস; ক্ষমতায় বা মানে নিম্ন। বাংপ্র। বিণ। **ছোট করা**—হীন প্রতিপন্ন করা; সম্মান নাশ করা। **ছোট হাজরি**—ইওরোপীয় প্রথায় প্রাতরাশ।

ছোট্—বন্ধনরজ্জু, [বিশেষতঃ] খড় পাকানো দড়ি বাংপ্র। বি।

ছোটখাট, -খাটো ক্ষুদ্রায়তন; সংক্ষিপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

ছোটনাগপুর—বিহারের অন্তর্গত স্থান। হাজারীবাগ, রাঁচী, পালামৌ, মানভূম ও সিংহভূম, এই পাঁচটি জেলা লইয়া ছোটনাগপুর বিভাগ গঠিত। এই বিভাগটি বিন্ধ্যগিরির অন্যতম শাখার উপত্যকায় অবস্থিত। এই বিভাগেই দামোদর, কাঁসাই, সুবর্ণরেখা, বৈতরণী প্রভৃতি নদনদীর উৎপত্তি। দেশটি স্বাস্থ্যকর বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে প্রচুর কয়লা ও লৌহসংযুক্ত প্রস্তর পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখার বালুকা ধুইয়া পূর্বে সুবর্ণ সংগ্রহ করা হইত; অধুনা এ কার্য রহিত হইয়া গিয়াছে। লাক্ষা, শাল কাষ্ঠ ও মহুয়া ফুল এখানে বহুলপরিমাণে সংগৃহীত হয়। অনার্যজাতিরা এখানকার আদিম অধিবাসী—যথা, কোল, সাঁওতাল, ওরাওন, মুণ্ডা, ধাঙ্গড় ও ভূমিজ। কথিত আছে, সর্বপ্রথমে কোলগণ এখানে আসিয়া বাস করে; তাহার পরে দ্রাবিড় হইতে গোঁড়েরা আসিয়া উহাদিগকে বিতাড়িত করে। এখানে অনেক মন্দির, জলাশয় প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, এ সমুদায় গোঁড়েরাই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, অপর কেহ কেহ বলেন যে, এগুলি প্রাচীন আর্যউপনিবেশীদিগের কীর্তি।

ছোটনাগপুরের পূর্বতন ক্ষুদ্র করদ রাজ্যের সংখ্যা ছিল নয়টি—নাম যথা, গংবাকর, কোরিয়া, সরগুজা, উদয়পুর, জাস্‌পুর, গাঙ্গপুর, বোনাই, খারসোয়ান ও সরাইকাল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে দেবগাঁও নামক স্থানে নাগপুরের রাজা দ্বিতীয় রঘুজী ভোঁসলা ইংরাজের সহিত যে সন্ধি স্থাপনা করেন, তাহার শর্ত অনুসারে গাঙ্গপুর ও বোনাই ইংরাজের হস্তে আসে। ১৮০৬ খ্রীঃ ইংরাজ এ দুইটি স্থান রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। ১৮১৭ খ্রীঃ অঃ মাধুজী ভোঁসলা (আপা সাহেব) নাগপুরের রেসিডেন্সী আক্রমণ করায় এই দুইটি স্থান এবং তৎসঙ্গে অবশিষ্ট স্থানগুলি ইংরাজের অধিকারে আসিয়াছিল।

ছোটলোক--নীচলোক, সংকীর্ণচেতা। বাংপ্র। বি।

ছোটা—১। দড়ির বদলে ব্যবহৃত কলার বাসনা। বি। ২। ছুটা, দৌড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছোটি—ছোট, ক্ষুদ্র, কনিষ্ঠ। প্রা কপ্র। বিণ।

ছোটিকা—অঙ্গুলিতে অঙ্গুলিতে শব্দ, তুড়ি। ছুট্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ছোট্ট—খুব ছোট, অতি ক্ষুদ্র। বাংপ্র। বিণ।

ছোড়- ১। জোড়, দল, গুচ্ছ। বাংপ্র। বি। ২। ছাড়, ত্যাগ কর। হি। ক্রি। ৩। বিজোড়, ছত্রভঙ্গ, ছাড়াছাড়ি, পৃথক্। প্রা কপ্র। বিণ। [ক্রি।

ছোড়ই ছাড়ে, ত্যাগ করে। প্রা কপ্র।

ছোড়ন্সা—প্রচ্ছদ-পট; শামিয়ানা; চাঁদোয়া। প্রা কপ্র। বি।

ছোড়ব, ছোড়বি—ছাড়িবে, ত্যাগ করিবে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোড়ভঙ্গ—জোড়ভাঙ্গা, দলছাড়া, ছাড়াছাড়ি; ছত্রভঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

ছোড়ল—ছাড়িল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোড়লা—চাঁদলাতলা। প্রা কপ্র। বি।

ছোড়া—ছাড়া, ত্যাগ করা; নিক্ষেপ করা; দাগা ('বন্দুক —')। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোড়ানো—ছাড়ানো, ত্যাগ করানো; ছাড়াইয়া দেওয়া। হি। ক্রি।

ছোড়ি—ছাড়িয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোপ—অন্য বস্তুর রঙ্গের ছাপ; ছাপ; চিহ্ন; দাগ। বাংপ্র। বি।

ছোপানো, ছোবানো—১। রঞ্জিত করা, রঙ্গ করাইয়া দেওয়া। ক্রি। ২। রঞ্জিন। বাংপ্র। বিণ।

ছোবড়া- মোটা আঁশ, ছিবড়া; অংশুময়, ত্বগাবরণ। বাংপ্র। বি।

ছোবল—দংশন; খাবল। বাংপ্র। বি।

ছোবলানো—ছোবল মারা, দংশন করা। বাংপ্র। ক্রি।

ছোয়ত- ছোঁয়, স্পর্শ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ছোরা—বড় ছুরি। বাংপ্র। বি।

ছোলঙ্গ, ছোলম—বাতাবি লেবু। প্রাদে। বি।

ছোলা—১। বুট, চানা। বি। ২। ছুলা (তাহা দ্রঃ); ছাল ছাড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

ছ্যা—'ছি' দ্রঃ।

ছ্যাঁক্—অনুকার শব্দ, ছেঁক। বাংপ্র। অ।

ছ্যাঁচড়, ছ্যাঁচড়া—ছেঁচড়, ছেঁচড়া (তাহা দ্রঃ)।

ছ্যাবলা—ছেবলা (তাহা দ্রঃ)।

ছ্যাবলামি—প্রগল্‌ভতা, ছেলেমানুষি। বাংপ্র। বি। [বিণ।

ছ্যাত অপবিত্র (যেমন ছ্যাতহাঁড়ি)। বাংপ্র।

জ

জ—১। অষ্টম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। শিব; বিষ্ণু। জি (জয় করা) +ড কর্তৃ। ৩। জনক, জন্মদাতা। জন্ (জন্মা) +ড অপা। ৪। উৎপত্তি। জন্ +ড ভাব। বি; পুং। ৫। জাত। জন্+ ড কর্তৃ। ৬। জয়যুক্ত। জি (জয় করা) +ড কর্তৃ। বিণ। ৭। পরিমাণ বিঃ, সিকি ইঞ্চি। < যব। বি।

জঅ- জয়। প্রা কপ্র। বি।

জঅন—জন, লোক। প্রা কপ্র। বি।

জই—১। বই, যবতুল্য শস্য বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। যদি। প্রা কপ্র। অ।

জউ—লাক্ষা। < জতু। বি।

জওজ—স্বামী। আ। বি। স্ত্রী—**জওজে** (স্ত্রী, পত্নী)।

জওহরলাল নেহেরু—(১৮৮৯ - ১৯৬৪ খ্রীঃ)। ভারতের বিশিষ্ট দেশসেবক ও জননায়ক। জন্মস্থান এলাহাবাদ। পিতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। ইঁহারা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। জওহরলালের পত্নী কমলা দেবী ও কন্যা ইন্দিরা গান্ধী। ইনি মোট নয়বার জেল ভোগ করেন। ইনি বহুবার কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছেন। ইনি স্বাধীনতার সূচনা হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

জং, জঙ্, জঙ্ক—ধাতুর মরিচা। ফা। বি।

জং বাহাদুর, মহারাজা স্যার্ (Maharaja Sir Jung Bahadur) ---১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নেপালের প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। যাহারা তখনকার প্রধানমন্ত্রীকে নিহত করিয়াছিল, তাহাদের অধিনায়কগণকে ধৃত ও নিহত করিয়া ইনি ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর পদ অধিকার করেন। তৎপরে রাজমাতা ও দুর্বলমস্তিষ্ক রাজাকে বহিষ্কৃত ও ভাবী রাজাকে সিংহাসনে বসাইয়া আপনার আধিপত্য অবাধ বিস্তার করেন। ইনি নৃশংসতা ও রক্তপাতের সাহায্যে সর্বোচ্চ পদ লাভ করিয়া নেপাল রাজ্য অতি দক্ষতার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। ইংরাজ গভর্নমেন্টের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলাই ইঁহার রাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ইনি ইংলণ্ডে গিয়া প্রভূত সম্মান লাভ করেন। ইনি নাইট ও জি. সি. বি. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় একদল গুর্খা সৈন্য লইয়া ইনি ইংরাজের সাহায্যার্থে নেপাল হইতে আগমন করেন এবং অযোধ্যাতে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে জি. সি. এস্. আই. উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ইঁহার মৃত্যু হয়।

জংলা, জঙলা, -লী—জঙ্গলে জাত, বুনো; অসভ্য; অশিক্ষিত। বাংপ্র। বিণ।

জক—১। জলপাত্র বিঃ। < ইং 'jug'. ২। রক্ষকস্বরূপে জীবিত বালক সহিত প্রোথিত ধনরাশি। < যক্ষ। বি।

জকার—জ এই বর্ণমাত্র। জ+কার স্বার্থে বি; পু।

জক্ষণ—ভক্ষণ, ভোজন। জক্ষ্ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জক্ষ্মা (জক্ষ্মন্)—ক্ষয় রোগ, যক্ষ্মা রোগ। জক্ষ্+মন্ কর্তৃ। বি; পু।

জখম—১। কঠিন আঘাত, চোট। বি। ২। চোটপ্রাপ্ত, আহত। <ফা 'জখ্ম্'। বিণ।

জখমী—আহত, কঠিন আঘাতপ্রাপ্ত। ফা-মূ। বিণ।

জখিয়া—জুঁকিয়া, তৌল করিয়া, মাপিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

জগ—জগৎ। কপ্র। বি।

জগচ্চক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—সূর্য। জগতের চক্ষুঃ স্বরূপ (জগৎ+চক্ষু), ৬তৎ। বি; পু।

জগজগা—রাংতার পাত; পিত্তলের মিহি পাত। বাংপ্র। বি।

জগজন—জগতের লোক। <জগজ্জন। কপ্র। বি।

জগজ্জন—জগতের লোক। জগতের জন, ৬তৎ। জগৎ+জন। বি; পু।

জগজ্জননী—জগন্মাতা; আদ্যাশক্তি, ভগবতী। জগতের জননী (জগৎ+জননী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

(-য়িন্)—ত্রিভুবনজয়কারী। জগতের জয়ী (জগৎ+জয়ী), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**জগজ্জয়িনী**।

জগজ্জীবন—জগৎপ্রাণ, বায়ু। জগতের জীবন (জগৎ+জীবন), ৬তৎ। বি; পু।

জগঝম্প—ডিণ্ডিম বিঃ, একপ্রকার বাদ্য- । বাংপ্র। বি।

জগৎ ১। বিশ্ব, ব্রহ্মাণ্ড; লোক, ভুবন। গম্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ, নিপাতনে; অথবা গম্+অতি কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। বায়ু। বি; পু। ৩। জঙ্গম; অস্থায়ী। বিণ।

জগতি ১। জগতে, ভুবনে। অ। সংস্কৃতপদ। ২। সিংহাসন। প্রা কপ্র। বি।

জগতিতলে—ভূতলে, ধরাতলে, জগতে, পৃথিবীতে। কপ্র। বি।

জগতী—পৃথিবী; ভুবন; দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। জগৎ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

জগৎকর্তা—বিশ্বের সৃষ্টিকারক, পরমেশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

জগৎকারণ—সৃষ্টিকর্তা, পরমেশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

জগৎপতি—পরমেশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

জগৎপাতা, জগৎপিতা—বিশ্বের পালনকর্তা, ঈশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

জগৎপালক—১। বিশ্বের পালনকর্তা ৬তৎ। বিণ। ২। পরমেশ্বর। বি; পু।

জগৎপ্রাণ—বায়ু। ৬তৎ। বি; পু।

জগৎশেঠ—মুর্শিদাবাদস্থ প্রসিদ্ধ বণিক-বংশ ইহা কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে,—রাজদত্ত উপাধিমাত্র। শেঠ কথাটি শ্রেষ্ঠ শব্দের অপভ্রংশ। যাঁহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হয়, তাঁহার পূর্ব নাম মহতাব রায় জগৎশেঠ। তাঁহার কথা পরে বলা হইবে।

রাজপুতানার মধ্যস্থ যোধপুররাজ্যান্তর্গত নাগর নামক নগরে এই বংশের পূর্বপুরুষগণের বাসস্থান ছিল। প্রায় তিন শত বৎসর অতীত হইল, ইঁহারা তথা হইতে অন্যান্য মাড়ওয়ারী বণিক্দিগের সহিত গৌড়রাজ্যে আগমন করেন। ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশীয় হীরানন্দ সা প্রথমে পাটনা নগরে আসিয়া বাস করেন। সে সময়ে পাটনায় ইওরোপীয় বিভিন্ন জাতির কুঠি ছিল। হীরানন্দের সাত পুত্র। এই সাত জনই পিতার ন্যায় ভারতের নানাস্থানে মহাজনী ও হুণ্ডির কাজ করিতেন; জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিকচাঁদ ঢাকায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। ঢাকা তখন বাঙ্গালার রাজধানী। এইখানে থাকিয়াই মুর্শিদ কুলি খাঁ দেওয়ানি করিতেন। মানিকচাঁদ নবাবের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলি রাজধানী পরিবর্তন করিয়া মুকসদাবাদে উঠিয়া আসিলেন; তাঁহার নামানুসারে নবরাজধানীরও নাম হইল মুর্শিদাবাদ। মানিকচাঁদও নবাবের সহিত উঠিয়া আসিয়া মুর্শিদাবাদে বাস করিলেন; এখানে নূতন টাকশাল স্থাপিত হইল; মানিকচাঁদ তাহার কর্তৃত্ব পাইলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁর আবেদনানুসারে সম্রাট্ ফরুখ্শিয়ার মানিকচাঁদকে "শেঠ" উপাধি প্রদান করেন (১৭১৫ খ্রীঃ)। পুত্রহীন মানিকচাঁদ ভাগিনের ফতেচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন।

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মানিকচাঁদের মৃত্যু হইলে ফতেচাঁদ উত্তরাধিকারী হইয়া অল্পদিনের মধ্যে একজন ধনকুবের হইয়া পড়িলেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট্ মহম্মদ শাহের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, সম্রাট্ তাঁহাকে "জগৎশেঠ" উপাধি প্রদান করিলেন। কথিত আছে যে, একসময়ে সম্রাট্ মুর্শিদ কুলির উপর বিরক্ত হইয়া ফতেচাঁদকেই বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু উদারহৃদয় ফতেচাঁদ যাহাতে মুর্শিদই সিংহাসনে থাকিতে পান, তজ্জন্য আবেদন করেন। ইহাতে সম্রাট্ সন্তুষ্ট হইয়া ফতেচাঁদকে একটি বহুমূল্য সমুজ্জ্বল মরকতমণি প্রদান করেন; তাহাতে "জগৎশেঠ" নাম ক্ষোদিত ছিল। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদ কুলির মৃত্যু

হইলে, সুজা উদ্দিন নবাব হইয়া চতুর্দশ বর্ষ নির্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করেন। এই সময়ে ফতেচাঁদ তাঁহার প্রধান সচিব ছিলেন। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সরফরাজ খাঁ বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সরফরাজের চরিত্রদোষ ছিল। এই দোষেই তাঁহার সহিত ফতেচাঁদের বিবাদ হয়। ফতেচাঁদের পুত্রবধু অলোকসামান্য-রূপলাবণ্যবতী ছিলেন। কথাটা সরফরাজের কানে গেল। নবাব সুন্দরীকে একবার দেখিতে চাহিলেন। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ প্রথমে স্বীকৃত হন নাই ; কিন্তু পরে অত্যাচারের ভয়ে একদিন সন্ধ্যাকালে ক্ষণকালের নিমিত্ত পুত্রবধূকে নবাবের প্রাসাদে পাঠাইতে বাধ্য হইলেন। নবাব সুন্দরীর ধর্মনষ্ট করেন নাই বটে, কিন্তু ধনকুবের জগৎশেঠ আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ফতেচাঁদ আলিবর্দি খাঁর সহিত মিলিত হইয়া সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আলিবর্দিকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরের মারাঠী রাজা রঘুজী ভোঁসলার দেওয়ান ভাস্কর পণ্ডিত মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিয়া জগৎশেঠের আড়াই কোটি টাকা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান।

১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফতেচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই পুত্র—দয়াচাঁদ ও আনন্দচাঁদ। দয়াচাঁদের ঔরসে স্বরূপচাঁদ ও আনন্দচাঁদের ঔরসে মহতাব রায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বরূপচাঁদ "মহারাজ" এবং মহতাব "রায় জগৎশেঠ" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁ ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠি আক্রমণ করিলে, ইংরেজ বণিক্‌গণ জগৎশেঠের নিকট হইতে ১২ লক্ষ টাকা লইয়া নবাবকে প্রদান করিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। তদবধি ইংরেজেরা সময়ে সময়ে জগৎশেঠের নিকট অনেক উপকার প্রাপ্ত হন। এই মহতাব রায়ই ইংরেজদিগের ভারতসাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাত করিয়া দেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় দৌহিত্র তরুণবয়স্ক সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। এই সময় হইতেই জগৎশেঠের সহিত ইংরজদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ইহার কিছুদিন পরেই সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর সিরাজের উপর ক্রুদ্ধ হন। পুর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। সেনাপতি মিরজাফর ইঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত হইলেন। এই দুঃসময়ে সিরাজ জগৎশেঠ মহতাব রায়ের নিকট তিন কোটি টাকা চাহিয়া বসিলেন। জগৎশেঠ তাহাতে আপত্তি করায় সিরাজ জগৎশেঠের গণ্ডদেশে এক চপেটাঘাত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। (কিন্তু আধুনিক ইতিহাসে দেখা যায় যে, জগৎশেঠ বংশীয়েরাই দিল্লীর সম্রাটের নকট হইতে নবাবীর সনন্দ আনাইয়া দিতেন। কিন্তু মহতাব রায় সিরাজের নবাবী সনন্দ আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন নাই, অধিকন্তু তিনি পুর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা শওকতজঙ্গের নামে সনন্দ আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই জন্যই সিরাজ ক্রোধবশতঃ তাঁহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করেন।) ধনকুবের জগৎশেঠের এই অবমাননাই সিরাজের অধঃপতনের মূল কারণ। অতঃপর অতিকষ্টে জগৎশেঠ মুক্তিলাভ করিয়া, সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার সুযোগ দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে আর এক ঘটনায় লক্ষীশ্বর মহতাব রায় সিরাজের উপর আরও চটিয়া গেলেন। কথিত আছে যে, অসামান্যা নামে জগৎশেঠের এক অনুপম রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন ; তেমন সুন্দরী নাকি বাঙ্গালায় আর ছিল না। তাঁহার উপর বিলাসব্যসনাসক্ত সিরাজের কুদৃষ্টি পড়িল। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ ধনকুবের জগৎশেঠের দুহিতাকে আয়ত্ত করা সহজসাধ্য নয় দেখিয়া নবাব কৌশলজাল বিস্তার করিলেন। একদিন সন্ধ্যার পর সিরাজ রূপতৃষ্ণার মোহে অসামান্যাকে দেখিয় নয়নের সার্থকতা সম্পাদনমানসে বেগমের বেশে শেঠভবনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর কৌশলে শেঠতনয়াকে এক নিভৃত কক্ষে আনাইলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। তিনি হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া ফলাফলের বিষয় চিন্তা না করিয়া আলিঙ্গনমানসে সুন্দরীর অঙ্গস্পর্শ করিলেন। শেঠদুহিতার তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি ত্রস্ত হইয়া দ্রুতপদে তথা হইতে পলায়নপূর্বক সাশ্রুনয়নে স্বামীর নিকট সকল কথা ব্যক্ত করিলেন। শ্রবণমাত্র শেঠজামাতা শার্দূলবৎ গর্জন করিতে করিতে এক লম্ফে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সিরাজ সেই সপ্তমহলবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠি-প্রাসাদ অতিক্রম করিয়া প্রস্থান করিবার পূর্বেই তাঁহাকে ধরিয়া শতাধিকবার চর্মপাদুকা-প্রহারে ও ঘন ঘন মুষ্টি এবং চপেটাঘাতে কোমলকায় নবাবের প্রাণমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া ছাড়িয়া দিলেন। এই মর্মস্পর্শী দুঃসহ যাতনা ও নিদারুণ অবমাননার কথা সিরাজের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ শেলবৎ আমূল বিদ্ধ হইয়া রহিল। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে শেঠজামাতা রাজপথ দিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন যবনসেনানী হঠাৎ আসিয়া প্রকাশ্য দিবালোকে সকলের সম্মুখে তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত করিয়া ফেলিলেন। ভয়ে সকল লোক পলায়ন করিল। অতঃপর সেই মস্তক রৌপ্যথালে রক্ষিত ও বহুমূল্য রুমালে আচ্ছাদিত হইয়া শেঠদুহিতার নিকট উপঢৌকনস্বরূপ প্রেরিত হইল। জগৎশেঠ মহতাব রায় আর ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না।

ক্লাইভ কর্তৃক চন্দননগর অধিকারের পর সিরাজের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। জগৎশেঠই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রথমে প্রস্তাব করিলেন। মিরজাফর তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর পলাসীর রণক্ষেত্রে সিরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, মিরজাফর বাঙ্গালার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন (১৭৫৭ খ্রীঃ)। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মিরজাফর রাজ্যচ্যুত এবং তাঁহার জামাতা মিরকাশিম নবাবী পদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যখন ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল, তখন তিনি শুনিলেন, শেঠেরা ইংরেজের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সপরিবারে শেঠদিগকে বন্দী করিবার আদেশ দিলেন (১৭৬৩ খ্রীঃ)। জগৎশেঠের পুরমহিলাগণ যখন এই কথা জানিতে পারিলেন, তখন শত্রুহস্তে নিগৃহীত হইতে হইবে ভাবিয়া তাঁহারা আগুন হাতে করিয়া বারুদের উপর বসিয়া রহিলেন। এই নিদারুণ সংকটকালে ক্লাইভ গিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহতাব রায় নবাবের বন্দী হইলেন। ইংরেজগণ ইঁহাদের মুক্তির নিমিত্ত বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেও নবাব সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। উধুয়ানালার যুদ্ধে পরাজিত হইলে মিরকাশিম ভ্রাতৃদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া মুঙ্গেরে আসিলেন, এবং সেখানেও রাজ্যরক্ষার কোনও উপায় না দেখিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া মহারাজ স্বরূপচাঁদ ও জগৎশেঠ মহতাব রায়ের প্রাণবিনাশ করিলেন। দুই ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্রদ্বয় স্ব স্ব পিতৃপদ প্রাপ্ত হইলেন।

জগৎসংসার—বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, নিখিল ভুবন, সমুদায় জগৎ। জগৎও যে সংসারও সে, কর্মধা। বি ; পু।

জগৎসাক্ষী (-সাক্ষিন্)—সূর্য কারণ তিনি

জগতের যাবতীয় ব্যাপার অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ৬তৎ। বি; পু।

জগৎসেতু—বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর পারহেতু বা ত্রাণকর্তা, পরমেশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

জগৎস্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—জগদীশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

জগদম্বা, জগদম্বিকা—বিশ্বজননী, দুর্গা। জগতের অম্বা, অম্বিকা (মাতা), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জগদল—জগদ্দল (তাহা দ্রঃ)।

জগদাত্মা (জগদাত্মন্), **জগদাধার**—কাল; বায়ু; ঈশ্বর। জগতের আত্মা বা আধার, ৬তৎ। বি; পু।

জগদানন্দ রায়—বাঙ্গালা ১২৯৬ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার নিবাস কৃষ্ণনগর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ভাগিনেয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় ইঁহার পূর্বপুরুষ। ইঁহারা কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত জমিদার। জগদানন্দ বাবু পাঠ্যাবস্থা হইতে সাহিত্যামোদী ও বিজ্ঞানানুশীলনপর ছিলেন। কবিবর ডাক্তার রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে থাকিয়া ইনি সাহিত্যচর্চার অশেষ সুবিধা পাইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে 'প্রকৃতিপরিচয়', 'আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কার', 'বৈজ্ঞানিকী', 'প্রাকৃতিকী', 'গ্রহনক্ষত্র' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানসোপান, সাহিত্য সন্দর্ভ প্রভৃতি আরও অনেক পুস্তক ইনি রচনা করেন। ইনি ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে পরলোকগমন করেন।

জগদিন্দ্রনাথ রায় (মহারাজা)—ইনি নাটোরের (বড় তরফ) মহারাজা ছিলেন। সন ১২৭৫ সালের ৪ঠা কার্তিক (২৩শে অক্টোবর, ১৮৬৮ খ্রীঃ) নাটোরের এক ক্রোশ দূরবর্তী হরিশপুর—সংক্ষেপে হরিপুর গ্রামের শ্রীনাথ রায় নামক এক সৎকুলজাত দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি নবকুমার জন্মগ্রহণ করে। শিশুর নাম রাখা হয় ব্রজনাথ। নাটোর বড় তরফের রাজা গোবিন্দনাথ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমনকালে পত্নী ব্রজসুন্দরীকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি দিয়া যান। ব্রজনাথের বয়স যখন দেড় বৎসর, রানী ব্রজসুন্দরী তখন তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। সেই সময় হইতে তাঁহার নাম হয় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ।

নাটোর রাজবংশের রাজোপাধি মোগল বাদশাহের প্রদত্ত। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম দিল্লী দরবারে ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন জগদিন্দ্রনাথের মহারাজা উপাধির অনুমোদন করেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নাটোরের নিকটবর্তী জঙ্গলী নামক স্থানে ক্যাম্পে একটি দরবার করিয়া মহারাজা জগদিন্দ্রনাথকে উপাধির সনন্দ ও খেলাৎ প্রদান করা হয়।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথ রাজসাহী কলিজিয়েট স্কুলে ভরতি হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জগদিন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। বিবাহের দুই একদিন পূর্বে ভূমিকম্পে উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং নাটোর রাজধানীর প্রাচীন কীর্তিগুলি ভূমিসাৎ হয়। বিবাহের পর বৎসর জগদিন্দ্রনাথ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বঙ্গদেশে স্বায়ত্তশাসন আইন প্রবর্তনের জন্য আন্দোলনের উপলক্ষে এই সময়ে নাটোরের রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে একটি আন্দোলনসভা হয়। স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে জগদিন্দ্রনাথ এই সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধান বক্তা।

কিছুদিন এফ. এ. পড়িবার পর জগদিন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলেজ ত্যাগ করিয়া রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরই তিনি আইনানুযায়ী সাবালক বলিয়া ঘোষিত হইলেন।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহী বিভাগের মিউনিসিপ্যালিটিসমূহের পক্ষ হইতে নাটোরের মহারাজা বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহী বিভাগের জেলাবোর্ডসমূহের প্রতিনিধিস্বরূপ মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই বৎসর দিঘাপতিয়ার স্বর্গীয় রাজা প্রমদানাথ রায় বাহাদুর ও মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের আহ্বানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের বার্ষিক অধিবেশন হয়। জগদিন্দ্রনাথ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। উভয় রাজা ও মহারাজার যত্ন ও অর্থব্যয়ে অধিবেশন সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। জগদিন্দ্রনাথ এই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই অধিবেশনের যাবতীয় কার্য বাঙ্গালা ভাষায় সম্পন্ন হইয়াছিল।

কনফারেন্সের শেষ দিন বঙ্গব্যাপী ভীষণ ভূমিকম্প হয়। এই ভূমিকম্পের দরুন মহারাজার শিরোঘূর্ণন রোগ জন্মে। এক বৎসর সিমলায় বাস করিয়া তিনি স্বাস্থ্যলাভ করেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ ময়মনসিংহের মহারাজ সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, স্যার আশুতোষ চৌধুরী এবং দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমদানাথ রায়ের সহযোগে "বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েসন" স্থাপন করেন। এই বৎসরই কলিকাতায় বিডন উদ্যানে জাতীয় মহাসমিতির ষোড়শ অধিবেশন ও শিল্পপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে নাটোরের মহারাজা যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞতার নিদর্শন পরিস্ফুট হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বহরমপুরে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদকল্পে একটি বিরাট সভা আহূত হয়। টাউন হলের উপর তলার সভায় রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এবং নিম্নতলে over-flow meetingএ মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সভাপতি হইয়াছিলেন। তদুপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহাতে তিনি লর্ড কার্জনের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অনুকূল সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড স্কীম অনুসারে ব্যবস্থাপিত নূতন কাউন্সিলে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা পাবনা সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতির কার্য করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ইস্টার পর্বের অবকাশে মহারাজা বিক্রমপুর মুন্সীগঞ্জে সাহিত্য-সম্মেলনে মূল সভাপতির কার্য করেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী দেশবন্ধু সি. আর. দাশ মহাশয় এই সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বলব্যঞ্জক খেলাধূলার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি একটি ক্রিকেট খেলোয়াড়ের দল তৈয়ারি করিয়া সাহেবদিগের দলের সঙ্গে প্রায়ই ম্যাচ খেলিতেন। এই দল Natore Eleven নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। ক্রিকেট খেলা অভ্যাস করিবার জন্য তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ে একটি খেলার মাঠ তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। ডন, কুস্তি, মুগুর ভাঁজা, অশ্বারোহণ, সন্তরণ, লাঠিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি প্রায় সকল রকম ব্যায়ামই তিনি রীতিমত অভ্যাস করিয়াছিলেন।

এদিকে বাণীর সেবাতেও তাঁহার আগ্রহ অল্প ছিল না। তাঁহার রচিত "সন্ধ্যাতারা" নামে একখানি খণ্ডকাব্য বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত। তাঁহার "শ্রুতিস্মৃতি", "দারার অদৃষ্ট" ও "নূরজাহান" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার হৃদয়বত্তা ও অনুসন্ধিৎসার

পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। বহু বৎসর তিনি "মানসী ও মর্মবাণী" নামে একখানি মাসিকপত্র সুসম্পাদন করিয়াছিলেন।

তাঁহার দানশক্তি অসাধারণ,—রানী ভবানীর বংশধরের উপযুক্ত। অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ দানের কথা ছাড়িয়া দিলেও, কেবল কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিগণের দায়-মুক্তির জন্য তিনি যে দান করিয়াছিলেন, তাহার পরিমাণ দুই লক্ষ টাকা।

১৩৩২ সালের ২১শে পৌষ (৫ই জানুয়ারী, ১৯২৬ খ্রীঃ) মহারাজা লোকান্তরে প্রস্থান করেন। একখানি মোটরের ধাক্কা লাগিয়া তিনি পড়িয়া যান। তাহারই ফলে কয়েক দিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

জগদীশ, জগদীশ্বর -বিশ্বপতি, ঈশ্বর; বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী—১২৬৫ সালের ২৩শে কার্তিক তারিখে জগদীশের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম উমাচরণ। জগদীশ ভ্রাতাদিগের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভকালে হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার প্রতি জগদীশের অনুরাগ জন্মে। কালক্রমে ইনি ঐ অনুরাগের ফলস্বরূপ উক্ত চিকিৎসার প্রসারার্থে বহু যত্ন করিয়াছিলেন। ইনি প্রবেশিকা ও এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং যথাসময়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ইনি হোমিওপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতেন এবং ঐ চিকিৎসা যাহাতে সাধারণে শিখিতে পারে, তজ্জন্য নিম্ন-লিখিত গ্রন্থাষ্টক রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। যথা -

(১) হোমিওপ্যাথিক মতে গৃহচিকিৎসা, (২) হোমিওপ্যাথির বিরুদ্ধে আপত্তি-খণ্ডন, (৩) ওলাউঠা-চিকিৎসা, (৪) নরশরীর-তত্ত্ব, (৫) জ্বর-চিকিৎসা, (৬) চিকিৎসা-তত্ত্ব, (৭) ভৈষজ্য-তত্ত্ব, (৮) সদৃশ-চিকিৎসা বা "প্রাক্‌টিস অব্ মেডিসিন্"। এতদ্ভিন্ন ইনি একখানি বাঙ্গালা ও একখানি ইংরাজী মাসিক পত্র চালাইতেন। উক্ত মাসিক পত্রদ্বয়ের নাম যথাক্রমে "হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক" ও "ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল রেকর্ড"। এতদ্ব্য-তিরেকে ইনি একটি হোমিওপ্যাথিক স্কুল এবং বিশুদ্ধ ঔষধ প্রাপ্তির নিমিত্ত "লাহিড়ী অ্যাণ্ড কোম্পানি" নামে একটি হোমিও-প্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। বঙ্গদেশে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-প্রচলনার্থে জগদীশ অত্যন্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জগদীশচন্দ্র ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হন।

জগদীশচন্দ্র বসু (ডাক্তার, সার)—(১৮৫৮—১৯৩৭ খ্রীঃ)। পৃথিবী-প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী। ইনি ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন বংশসম্ভূত। কলিকাতায় বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ইংলণ্ডে যান। সেখানে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে B. Sc. উপাধি লাভ করেন। ইনি ভারতে প্রত্যা-গমন করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। ইনি তড়িৎ বিষয়ে যে সকল তথ্য আবিষ্কার করেন, তাহার সম্বন্ধে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ধারাবাহিক ক্রমে প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। তাহার পর আবার ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীতে বিশেষ সম্মান লাভ করেন। ইনিই বেতারযন্ত্রের প্রকৃত উদ্ভাবক। বিজ্ঞান আলোচনায় এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদি কার্যে ইনি যেরূপ প্রতিষ্ঠাবান্ হইয়াছেন, আজ পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালী বা ভারতবাসী সেরূপ হইতে পারেন নাই। ইনি অনেক অনুসন্ধান ও পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবের ন্যায় উদ্ভিদ্, এমন কি ধাতব পদার্থেরও প্রাণ আছে। ইঁহার আবিষ্কারে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের বৈজ্ঞানিকগণ সকলেই ইঁহার উপর শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছেন। ইনি কেবল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানে পণ্ডিত ছিলেন না, মাতৃভাষারও বিলক্ষণ অনুরাগী ছিলেন। বঙ্গীয় বালকগণের শিক্ষার্থে 'মুকুল' নামে যে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভূতপূর্ব সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মুকুট ধারণ উৎসব (Coronation Durbar) উপলক্ষে ইনি সি. আই. ই. এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের করোনেশন দরবারে সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্" ইঁহাকে সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে 'সার' উপাধি দান করিয়া গুণের মর্যাদা রক্ষা করেন। বাংলায় 'অব্যক্ত' নামে ইঁহার একখানি মূল্যবান্ পুস্তক আছে।

জগদীশ তর্কালংকার—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও দীধিতি গ্রন্থের অন্যতম টীকাকার। অনুমান খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। যাদবচন্দ্র নবদ্বীপের মধ্যে একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। ইঁহারা পাশ্চাত্ত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। জগদীশ বালককালে অতিশয় দুর্বৃত্ত ছিলেন। তদুপরি শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইঁহার দুর্বৃত্ততা আরও বাড়িয়া উঠে। দুর্বৃত্ততার মধ্যে পক্ষিশাবক ধরা একটা প্রধান রোগ ছিল। একদিন পক্ষিশাবক গ্রহণমানসে এক প্রকাণ্ড তালবৃক্ষে আরোহণ করিয়া পক্ষীর কুলায়-মধ্যে হস্ত প্রবেশ করিয়া দিলে এক বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া ইঁহাকে দংশন করিতে উদ্যত হইল। এই আকস্মিক বিপদে জগদীশ বিচলিত হইলেন না। আর কোন উপায় না দেখিয়া দৃঢ় মুষ্টিতে সর্পের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। তখন সর্পও লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু তাহাতেও ইনি ভীত হইয়া দিশাহারা হইলেন না। প্রভূত প্রত্যুৎপন্নমতিবলে তালশাখার করপত্রবৎ ধারাল প্রান্তে ঘর্ষণ করি সর্পের মস্তক কাটিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তদবধি প্রতিজ্ঞা করিলেন, এরূপ কার্য আর কখনও করিবেন না।

একজন সন্ন্যাসী জগদীশের অসাধারণ সাহসিকতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে অনেক সদুপদেশ দিলেন। সন্ন্যাসীর কথায় জগদীশ তাঁহার নিকট অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বৎসর,—অথচ অক্ষর পরিচয় পর্যন্ত হয় নাই। জগদীশ প্রগাঢ় পরিশ্রমে দিবারাত্র অধ্যয়ন করিয়া অত্যল্পকাল মধ্যেই ব্যাকরণ কাব্যাদির পাঠ সমাপ্ত করিলেন। এই সময়ে ইঁহার দুঃখের সীমা ছিল না। তৈলাভাবে রাত্রিতে রীতিমত পাঠ হইত না বলিয়া বাঁশের পাতা জ্বালাইয়া তাহার আলোকে অধ্যয়ন করিতেন। কাব্যাদির পাঠ শেষ হইলে জগদীশ সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ন্যায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে অল্প সময়ে ন্যায়শাস্ত্রে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়া অধ্যা-পকের নিকট তর্কালংকার উপাধি লাভ করিলেন। অতঃপর ইনি নবদ্বীপে টোল খুলিবার ইচ্ছা করেন, কিন্তু অর্থাভাবে ইচ্ছামত কার্য করিতে পারেন নাই। অবশেষে গ্রামস্থ লোকের সহায়তায় জগদীশ

চতুষ্পাঠী স্থাপন করিলে, অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার যশঃ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দূরদূরান্তর হইতে বহু ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোল পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাঁহার পূর্বে দীধিতি গ্রন্থ অনেক স্থলে অনেকে হৃদয়ংগম করিতে পারিতেন না একারণে উহার অধ্যয়নে ব্যাঘাত হইত। সেই অভাব-পূরণের নিমিত্ত দীধিতির টীকা রচনা করিয়া ইনি ন্যায়জগতে অক্ষয়কীর্তি অর্জন করিলেন। ইহা ভিন্ন ইনি আরও অনেক গ্রন্থ রচনা করেন; তন্মধ্যে তর্কামৃত ও রহস্যপ্রকাশ নামক কাব্যপ্রকাশের একখানি টীকা পাওয়া যায়। জগদীশের দুই পুত্র, রঘুনাথ ও রুদ্রেশ্বর। উভয়েই পরম পণ্ডিত ছিলেন।

জগদীশ্বর গুপ্ত—১২৫২ সালে ভাদ্রমাসে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মেহেরপুরে জগদীশ্বর গুপ্তের জন্ম হয়। জগদীশ্বর বাল্যকালীন শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কৃষ্ণনগরে গমন করেন। তথায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৪৲ টাকা ও এফ. এ. পরীক্ষায় ২৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনাজপুরে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই ইনি মুন্সেফির জন্য প্রার্থী হন এবং কিয়দ্দিবস পরে মুন্সেফি প্রাপ্ত হইয়া মেদিনীপুর, নীলফামারী, রাঁচি, বাঁকুড়া, জাজপুর, কাটোয়া, যশোহর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে কার্য করেন।

ইনি সটীক "চৈতন্য চরিতামৃত", "গৌর-স্তবক" এবং "চৈতন্য লীলামৃত" গ্রন্থ সংকলন করেন এবং সংবাদপত্রাদিতে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধও লিখিতেন। ঐ সকল প্রবন্ধে ইঁহার চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি অত্যল্প বয়সের মধ্যে তীর্থপর্যটনাদি প্রসঙ্গে ভারতের প্রায় প্রধান প্রধান স্থানগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ৮ই জুলাই তারিখে যকৃৎসংক্রান্ত রোগে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

জগদেব পন্মার—জনৈক বিষ্ণুভক্ত সাধু। ইনি অতিশয় হরিভক্তিপরায়ণ ছিলেন, সর্বদা অনন্যমনে হরিনাম সাধন করিতেন। পরম ধার্মিক বলিয়া সকলেই ইঁহাকে অকপটে শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। ইনি যে দেশে বাস করিতেন, সেই দেশের রাজতনয়ার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে রাজা ইঁহাকেই কন্যারত্ন সম্প্রদানের অভিপ্রায় করিয়া ইঁহার নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু দারপরিগ্রহ করিয়া সংসারী হইলে হরিসাধনে ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কা করিয়া ইনি সে প্রস্তাবে হইলেন। অতঃপর কীর্তন শ্রবণার্থ একদিন সাধু জগদেব রাজবাটীতে গমন করিলেন। সুযোগ পাইয়া রাজকন্যা ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমাকে গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইতেছেন কেন? আমি আপনার ধর্মসাধনের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিব না। আমার অন্য আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার একমাত্র ইচ্ছা, আপনার সেবা করিয়া দেহ পবিত্র করি, এবং সর্বদা হরিগুণানুকীর্তন শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করি।" তখন জগদেব রাজবালাকে হরির অনুরাগিণী জানিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিলেন, এবং পরমানন্দে সস্ত্রীক হরিসাধন করিতে লাগিলেন।

জগদ্গুরু—পরমেশ্বর। জগতের গুরু (জগৎ+গুরু), ৬তৎ। বি; পু।

জগদ্গৌরী—মনসাদেবী। জগতের গৌরী (জগৎ+গৌরী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জগদ্দল—১। জগতের দলনকর্তা; বিশ্ব দলনক্ষম গুরুভার পাষাণ। উপতৎ, জগৎ-দল্+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও বেণ্ডাল সাহেব নেপাল হইতে যে সকল বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করেন তাহার মধ্যে এই মহাবিহারের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিভূতিচন্দ্র নামে একজন মহাপণ্ডিত এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। পূর্ব ভারতে এত বড় বৌদ্ধবিহার আর ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীনকালে এই বিহার বৌদ্ধ শাস্ত্রশিক্ষার এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। বাঙ্গালীর উদ্যোগেই উক্ত বিদ্যামন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানেই উহার গৌরব বর্ধিত হইয়াছিল। অন্ততঃ খ্রীষ্টীয় দশম ও একাদশ শতাব্দীতে এই বিহার বর্তমান ছিল।

জগদ্দীপ—ঈশ্বর। জগতের দীপস্বরূপ (প্রকাশক), জগৎ+দীপ, ৬তৎ। বি; পু।

জগদ্ধর ঠাকুর—একজন বিখ্যাত টীকাকার। ইনি চণ্ডেশ্বর ঠকুরের বংশধর। ইঁহার পিতার নাম রত্নধর ও মাতার নাম দময়ন্তী। সম্ভবতঃ মিথিলায় জগদ্ধরের জন্ম হয়। ইনি মিথিলারাজের বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জগদ্ধর "তত্ত্বদীপনী" নামে বাসবদত্তার টীকা ও "রসদীপিকা" নামে মেঘদূতের টীকা রচনা করেন। ভবভূতির মালতী-মাধব নাটকের ইনিই সর্বোৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। ইঁহার লিখিত "গীতাপ্রদীপ" নামে ভগবদ্গীতার টীকাগ্রন্থ বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন ইঁহার মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত "দেবীমাহাত্ম্যের" "দুর্গাটীকা" নামে এক টীকাগ্রন্থ প্রকাশিত আছে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে জগদ্ধর আবির্ভূত হন।

জগদ্ধাত্রী—১। দুর্গা। জগতের ধাত্রী (ধারণকর্ত্রী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। চতুর্হস্ত-সমন্বিতা সিংহবাহিনী দেবী। ইনি ত্রিনয়না; ইঁহার পরিধানে রক্তবস্ত্র এবং সর্বাবয়ব অলংকারে বিভূষিত। একদা দেবগণের মধ্যে কয়েকজন মিলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, তাঁহাদের উপরে আর দেবতা নাই; তাঁহারাই ঈশ্বর। ভগবতী দুর্গা এই উদ্ধত দেবতাগণের মনোভাব অবগত হইয়া কোটি সূর্যসমপ্রভা উগ্রা জ্যোতির্ময়ী মূর্তিরূপে তাঁহাদের সমক্ষে আবির্ভূতা হইলেন। অতঃপর এই উদ্ধত দেবতাগণ জ্যোতির্ময়ী দেবীকে পরমেশ্বরী বলিয়া আরাধনা করিতে লাগিলেন।

জগদ্বন্ধু—১। জগতের হিতকারী। জগতের বন্ধু (জগৎ+বন্ধু), ৬তৎ। বিণ। ২। জগন্নাথদেব; ঈশ্বর। বি, পু।

জগদ্বন্ধু ভদ্র—১২৪৮ সালের ১৫ই চৈত্র ইনি ঢাকা জেলায় পানকুণ্ড গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকৃষ্ণ ভদ্র। অতি অল্প বয়সেই জগদ্বন্ধু বাঙ্গালা ও পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বন্ধু প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে এফ্. এ. পরীক্ষায় পাস হন। এই সময়েই ইনি কলেজ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং যশোহর জেলা-স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। শেষে এই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ পর্যন্ত পাইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাবনা জেলা স্কুলের ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষকতা করিয়া ইনি যে সুখ্যাতি অর্জন করেন তাহা অনেক শিক্ষকের ভাগ্যেই ঘটে না। জগদ্বন্ধু বাবু একজন সুসাহিত্যিক ছিলেন। সেকালের অনেক পত্রে ইঁহার নানাবিধ রচনা বাহির হইত। "মেঘনাদ বধের" অনুকরণে ইঁহার লিখিত "ছুছুন্দরীবধ" কাব্য বাঙ্গালী পাঠকের নিকট বিশেষ পরিচিত। পরিণত বয়সে "বান্ধব" ও "অনুসন্ধান" পত্রিকায় ইনি অনেক রচনা প্রকাশ করেন। এফ. এ. ক্লাসে পড়িবার সময় ইঁহার "তপতী-উদ্বাহ" কাব্য প্রকাশিত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার দ্বিতীয় কাব্য 'ভারতের হীনাবস্থা' বাহির হয়। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী

এবং "গৌরপদতরঙ্গিণী" নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ইনি বিখ্যাত হইয়াছেন।

জগদ্বন্ধু বসু (ডাক্তার) প্রসিদ্ধ চিকিৎসক। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে দর্জীরহাটের সুপ্রসিদ্ধ বসুবংশে রাধামাধব বসুর ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিক্ষা শেষ করিয়া, ইনি ঢাকা কলেজে প্রবিষ্ট হন। ইঁহার স্মরণশক্তি এত তীক্ষ্ণ ছিল যে, যে পুস্তক একবার পাঠ করিতেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইতেন না। ইং ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজ হইতে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি বৃত্তি পান এবং ঐ বৎসরেই কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। প্রথম সাংবৎসরিক পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া, ইনি তৎকালীন অ্যানাটমির ডেমনস্ট্রেটর ডাক্তার অ্যালান ওয়েবের সহকারিরূপে নিযুক্ত হন এবং চৌদ্দ টাকা করিয়া বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তিন বৎসরের মধ্যে midwifery পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়া স্বর্ণপদক ও প্রথম শ্রেণীর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইনি G. M. C. B. পরীক্ষায় গুণানুসারে সর্বপ্রথম হন। এইটিই মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন শেষ পরীক্ষা ছিল। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ইনি একাদিক্রমে Seamen's Hospital-এর চিকিৎসার ভার প্রাপ্ত হন, পরে মেডিক্যাল কলেজের অ্যানাটমির ডেমনস্ট্রেটর ও কিছুদিন পরে ক্যাম্প্‌বেল মেডিক্যাল স্কুলের materia medica-র প্রফেসর নিযুক্ত হন। কিন্তু সেখানে কিছুকাল চাকরির পর অসুস্থতানিবন্ধন পেন্সন লইয়া কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এম. ডি. পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ফেলোরূপে নির্বাচিত হন, এবং ঐ বৎসরেই Faculty of Medicine-এর প্রেসিডেন্ট হন। ১৮৮৯ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এম্. বি. ও এম্. ডি. পরীক্ষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা মেডিক্যাল স্কুল সংস্থাপন করিবার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ইঁহারই ঐকান্তিক যত্ন ও আগ্রহে উক্ত বিদ্যালয় ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ঐ স্কুল এক্ষণে বেলগেছিয়ায় উঠিয়া গিয়াছে এবং গভর্নমেন্ট ঐ স্কুলকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের সহিত এক পর্যায়ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি Medical Union-এর Vice-President নির্বাচিত হন।

জগদ্বন্ধুবাবু তৎকালীন সংবাদপত্রে ও চিকিৎসাসম্বন্ধীয় মাসিকপত্রে নানাবিধ উৎকৃষ্ট ও শাস্ত্রগ্রাহ্য ডাক্তারি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইঁহার চিকিৎসানৈপুণ্য এতই অধিক ছিল যে আপামর-সাধারণের নিকট ইঁহার হাত-যশের কথা প্রবচনের মত হইয়া আছে।

অসাধারণ চিকিৎসানৈপুণ্য ব্যতীত ইঁহার আরও অনেক অনন্যসাধারণ গুণ ছিল। ইনি সংগীতবিশারদ ছিলেন এবং দেশী ও বিলাতী উভয় নৃত্যকলাতেই অসাধারণ পটু ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে কোন সংগীতজ্ঞ আসিলে, কিংবা কোন নৃত্যকুশলা বাইজি আসিলে, তাঁহাদের বিদ্যার পরীক্ষার ভার ডাক্তার জগদ্বন্ধুর উপরেই অনেক সময় অর্পিত হইত। চিত্রাঙ্কনকার্যে ও সূচিবিদ্যায়ও ইঁহার অসামান্য অনুরাগ ও দখল ছিল। ইনি উৎকৃষ্ট কার্পেট বুনিতে পারিতেন, এবং অতি উৎকৃষ্ট রত্নপরীক্ষক (জহুরি) ছিলেন। তৎকালীন সমস্ত রত্ন-বণিকেরা ইঁহার ঐ গুণের সমুচিত সমাদর করিতেন। প্রতিভার নানামুখী স্ফূর্তি ইঁহাতে পরিলক্ষিত হইত।

ডাক্তার জগদ্বন্ধু অতিশয় মাতৃভক্ত ও দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন। কৃপণ বলিয়া তাঁহার অখ্যাতি থাকিলেও গোপনদানে ইনি মুক্তহস্ত ছিলেন। খ্যাতনামা স্বর্গীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় যখন "সায়েন্স এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠা করেন, তখন ডাক্তার জগদ্বন্ধু চিকিৎসাশাস্ত্রে ভিন্নমতাবলম্বী হইয়াও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উক্ত প্রতিষ্ঠাকার্যে বহু উৎসাহ এবং সহস্র মুদ্রা সাহায্য দান করেন। ইনি স্বগ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ইহার সমস্ত ভার নিজে লইয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রকুমার ঐ চিকিৎসালয়ের ব্যয়ভার বহন করেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রমবশতঃ ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৫১ বৎসর বয়সে ইনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন। প্রথম আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইলেন বটে, কিন্তু উক্ত রোগের দ্বিতীয় আক্রমণে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী ৬৭ বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনিই বলিয়াছিলেন "লক্ষ মুদ্রা উপার্জন না করিয়া সন্দেশ খাইব না" এবং কার্যেও তাহাই করিয়াছিলেন।

জগদ্বল—বায়ু। জগতের বল (জগৎ+বল), ৬তৎ। বি; পু।

জগদ্যোনি-১। পৃথিবী। জগৎ হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিস্থান) যাহার (জগৎ+যোনি), বহু। বি; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। জগতের যোনি (উৎপত্তিহেতু), (জগৎ+যোনি), ৬তৎ। বি; পু।

জগন্নাথ—১। বিশ্বপতি, নারায়ণ, বিষ্ণু; পরমেশ্বর; জনৈক ভৈরব; পুরুষোত্তম*। জগতের নাথ (জগৎ+নাথ), ৬তৎ। ২। শ্রীক্ষেত্র, পুরীর যে অংশে এই তীর্থ। বি; পু।

*এই মূর্তি পুরীক্ষেত্রে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক স্থাপিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জরাব্যাধের শরাঘাতে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শবদেহ সেই বৃক্ষমূলে পতিত থাকে। পরে কোন মহাপুরুষ সেই দেহাস্থি সংগ্রহ করেন; অনন্তর তাহা ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তগত হইলে তিনি তাহাতে জগন্নাথদেবের মূর্তি নির্মাণার্থ বিশ্বকর্মাকে নিযুক্ত করেন। বিশ্বকর্মা রাজাকে এই নিয়মে আবদ্ধ করিয়া মূর্তি নির্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন যে "আমার মূর্তি নির্মাণ সময়ে যদি কেহ তাহা দর্শন করে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমি কার্য ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিব।" বিশ্বকর্মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া মূর্তি নির্মাণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ দিবস অতীত হইলে ইন্দ্রদ্যুম্ন মূর্তিদর্শনার্থ একান্ত ঔৎসুক্যবশতঃ অধীর হইয়া যেমন দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন, অমনি বিশ্বকর্মা অন্তর্হিত হইলেন। তখনও মূর্তির হস্তপদাদি নির্মিত হয় নাই। অগত্যা মূর্তি সেই অবস্থাতেই রহিল। পরে ব্রহ্মার আদেশে তদবস্থ মূর্তিই জগন্নাথদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন হুগলি জেলার অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ ত্রিবেণী গ্রামে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রুদ্রদেব তর্কবাগীশ। জগন্নাথের জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়ঃক্রম ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। রুদ্রদেব শাস্ত্রব্যবসায়ী ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তিনি কয়েকখানি শাস্ত্রগ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল।

পুত্রের নামকরণের সময়ে রুদ্রদেব স্বীয় শ্বশুরের অভিপ্রায়ানুসারে বালকের নাম রাখিলেন জগন্নাথ। কথিত আছে যে, 'বৃদ্ধবয়সে রুদ্রদেবের এক অলৌকিক গুণসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে' এই কথা কোন বিখ্যাত জ্যোতিষীর নিকট শ্রবণ করিয়া বাসুদেব ব্রহ্মচারী সেই জরাজীর্ণ রুদ্রদেবকে আপনার বালিকা কন্যা সম্প্রদান করেন।

---

*পুরুষোত্তম জগন্নাথ সম্বন্ধে এইরূপ কথার প্রসিদ্ধি আছে।

পরে সেই কন্থার পুত্রকামনায় বাস্থদেব পুরুষোত্তম গমনপূর্বক পুরশ্চরণাদি নানা দৈবকর্মের অনুষ্ঠান করিলে, তাঁহার প্রতি এই প্রত্যাদেশ হয় যে, "তোমার কন্থার গর্ভে এক অমূল্যরত্ন জন্মগ্রহণ করিবে; তুমি গৃহে গমন কর, শিশুর নাম জগন্নাথ রাখিও।" তদনুসারে তিনি দৌহিত্রের জগন্নাথ নাম রাখেন।

পাঁচ বৎসর বয়সের সময় জগন্নাথের বিস্তারম্ভ হয়। রুদ্রদেব তাঁহাকে মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখাইতে লাগিলেন। পরে দুই চারিথানি সাহিত্য গ্রন্থও পড়াইলেন। জগন্নাথ আপনার অসাধারণ মেধা, অসামান্ত স্মৃতিশক্তি ও অলৌকিক প্রতিভা বলে অনায়াসে ঐ সকল দুরূহ গ্রন্থ আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অতি অল্পকাল মধ্যে পিতার নিকট ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রথম পাঠ্যগুলি সমাপ্ত করিয়া জগন্নাথ, জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালংকারের বাঁশবেড়িয়া গ্রামস্থিত টোলে স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং কিছুদিনের মধ্যে তাহাতেও বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিলেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র।

ইতোমধ্যে পুত্রবৎসল বৃদ্ধ রুদ্রদেব পুত্রের বিবাহের জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং জগন্নাথের চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে এক সুলক্ষণা কন্থার সহিত ইঁহার পরিণয়কার্য সম্পাদন করিয়া দিলেন। অতঃপর জগন্নাথ ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিলেন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে সেই অতীব দুরূহ শাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তথাপি ইনি আরও সাত আট বৎসর ন্যায় ও অন্যান্য শাস্ত্রালোচনায় নিযুক্ত থাকিয়া এককালে নানাশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র।

অতঃপর কায়ক্লেশে একখানি টোল বাঁধিয়া কয়েকটি ছাত্র লইয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। ইতঃপূর্বেই ইনি "তর্কপঞ্চানন" উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার অধ্যাপনাকৌশলে ক্রমে ইঁহার বিস্তা, বুদ্ধি ও প্রতিভার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। সৌভাগ্যলক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। উত্তরোত্তর ইঁহার প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠিল। চতুর্দিক্ হইতে নিমন্ত্রণপত্র আসিতে লাগিল। এইরূপে ক্রমশঃ তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে পিত্তলের "অমৃতি" জলপাত্র, অনধিক দশ বিঘা নিষ্কর ভূমি ও তৃণাচ্ছাদিত নিতান্ত ভগ্ন একখানি ঘর ছিল। কিন্তু জগন্নাথ মৃত্যুকালে অন্যূন এক লক্ষ টাকা নগদ ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা লাভের নিষ্কর ভূমি রাখিয়া যান।

ক্রমে দেশের তৎকালীন প্রধান প্রধান সাহেব ও দেশীয়ের সহিত তর্কপঞ্চাননের বিশেষ হৃদ্যতা জন্মে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুর ও নবাবের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস, স্যার জন শোর প্রভৃতি বড় বড় লোক তাঁহাকে যথেষ্ট মান্ত করিতেন, এবং অনেক বিষয়ে তাঁহার সাহায্য ও পরামর্শ লইতেন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হ্যারিংটন সাহেব তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অগাধবিদ্য স্যার উইলিয়ম জোন্স্ তাঁহাকে এতই ভক্তি করিতেন ও ভালবাসিতেন যে, মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ত্রিবেণীতে তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। দেশে সে সময় ডাকাতির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জগন্নাথ সেই ভয়ে সর্বদাই শঙ্কিত থাকিতেন। এই ব্যাপার অবগত হইয়া স্যার উইলিয়ম জোন্স্ নিজ ব্যয়ে কয়েকজন বন্দুকধারী প্রহরী জগন্নাথের বাটীতে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ, তর্কপঞ্চাননকে ইষ্টকালয় নির্মাণ করিয়া দেন, এবং 'দেহে পোতা' নামক একখানি তালুক প্রদান করেন। বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র জগন্নাথকে অনেক নিষ্কর ভূমি এবং ত্রিবেণীতে একটি বৃহৎ পুষ্করিণী দান করেন। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহাকে উখুড়া পরগনায় সাতশত বিঘা ভূমি প্রদান করেন। জগন্নাথের বংশাবলী সেই জমির আয় হইতে অস্তাপি সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন। কথিত আছে যে, সে সময় গভর্নমেন্ট তর্কপঞ্চাননের দ্বারা দুরূহ ধর্মশাস্ত্রের অনেক ব্যবস্থা অনুবাদ করাইয়া লইতেন। স্যার উইলিয়ম জোন্স প্রভৃতির অনুরোধে জগন্নাথ "অষ্টাদশ বিবাদের বিচারগ্রন্থ" ও "বিবাদ-ভঙ্গার্ণব" নামক দুইখানি দায়-সংক্রান্ত বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করেন। সংকলন সময়ে ইনি গবর্নমেন্ট হইতে মাসিক ১০০৲ টাকা এবং গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে মাসিক ৩০০৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেন। তদ্ভিন্ন ইনি রামচরিত বর্ণনাদি দুই একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা এবং ন্যায়শাস্ত্রের কয়েকখানি সংগ্রহ পুস্তক প্রণয়ন করেন।

জগন্নাথের বুদ্ধি ও মেধা অতি প্রবল ছিল, এমন কি, ইনি শ্রুতিধর ছিলেন। ইঁহার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুত প্রসিদ্ধি আছে। একদিন ইনি ত্রিবেণীর বাঁধাঘাটে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন, এমন সময়ে সেখানে একখানি বজরা আসিয়া উপস্থিত হইল। বজরা হইতে দুইজন গোরা তীরে অবতীর্ণ হইয়া ঝগড়া বাধাইয়া দিল। কথান্তর হইতে হইতে দুইজনে শেষে হাতাহাতি পর্যন্ত হইয়া গেল। জগন্নাথ আহ্নিক করিতে করিতে তাহাদিগের ঝগড়া আদ্যোপান্ত শুনিলেন। অতঃপর সাহেবদ্বয় পরস্পরের নামে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করিল। বিচারপতি, তাহাদের কেহ সাক্ষী আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিল, "আমাদের সাক্ষী কেহই নাই, তবে আমরা যখন ঝগড়া করি, সেই সময়ে এক বৃদ্ধ বাঙ্গালী সর্বাঙ্গে মৃত্তিকা লেপন করিয়া জলের ধারে হাত-পা নাড়িয়া কি করিতেছিল।" অনুসন্ধানে বিচারপতি জানিতে পারিলেন, সে সময়ে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ঘাটে আহ্নিক করিতেছিলেন। বিচারপতি কর্তৃক আহূত ও সাহেবদ্বয়ের বিবাদের বিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়া তর্কপঞ্চানন বলিলেন, "উহারা মারামারি করিয়াছে দেখিয়াছি, দুইজনের বচসাও শুনিয়াছি, কিন্তু ইংরেজী জানি না বলিয়া উহাদের কথার অর্থ বুঝিতে পারি নাই, তবে কে কি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিল, অবিকল বলিতে পারি।" এই বলিয়া যে যাহাকে যাহা বলিয়াছিল, যথাক্রমে সমুদায় অবিকল বলিলেন। বিচারপতি শুনিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন। ইঁহার এতাদৃশী স্মৃতিশক্তি অতি প্রাচীনকাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কালিদাসের সংস্কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তল ইঁহার আদ্যোপান্ত কণ্ঠস্থ ছিল।

জগন্নাথ যেমন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও অত্যুৎকৃষ্ট অধ্যাপক ছিলেন, তেমনি অতি দীর্ঘজীবনও ভোগ করিয়া গিয়াছেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে। এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ১১১ বৎসর হইয়াছিল। তত বয়সেও তাঁহার দর্শন বা শ্রবণশক্তির কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

জগন্নাথ বড়ুয়া (রায় বাহাদুর)—এই মহাত্মা আসামের যোড়হাটে ইং ১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উপর আসামে প্রথম গ্রাজুয়েট। ইনি আসামকে বর্তমান আসামে পরিণত করিয়াছেন এবং স্বদেশের উন্নতিকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি বৃহৎ চা-বাগানের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

জগন্নিবাস—বিশ্বের আশ্রয়স্থল; বিষ্ণু; ঈশ্বর। জগতের নিবাস (জগৎ+নিবাস), ৬তৎ। বি; পু।

জগন্ময়ী—১। বিশ্বব্যাপিনী। জগৎ+ময়ট্ +ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জগন্মাতা, আদ্যাশক্তি, ভগবতী। বি ; স্ত্রী।

জগন্মাতা (-তৃ)—জগজ্জননী, বিশ্বের মাতা ; পরমেশ্বরী। জগতের মাতা (জগৎ+মাতা), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জগন্মোহন—১। ভুবনমোহন, বিশ্ববিমোহন, সংসারবিমুগ্ধকারী ; অতীব সুরূপ, পরম সুন্দর। জগতের মোহন, ৬তৎ। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পু।

জগপতি—জগৎপতি, জগদীশ্বর। কপ্র। বি।

জগবন্ধু—জগদ্বন্ধু। বাংপ্র। বি।

জগভরা—জগৎভরা, পরিপূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

জগমোহন—জগন্মোহন ; উড়িষ্যার বড় বড় মন্দিরের যে ভাগে দর্শকেরা দাঁড়াইয়া ঠাকুর দর্শন করে তাহা। বাংপ্র। বি।

জগর—কবচ, বর্ম, সাঁজোয়া। জাগৃ+অন কর্তৃ। বি ; পু।

জগা-খিচুড়ি—বহু বিসদৃশ বস্তুর সমবায় ; বিবিধ শাকসবজি দিয়া রান্না খিচুড়ি। বাংপ্র। বি। [কপ্র। বি।

জগাতি—আদায়কারী কর্মচারী। প্রা

জগাছি—জাগাইবি। প্রা কপ্র। বি।

জগ্ধ—ভুক্ত, ভক্ষিত। অদ্ (ভক্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

জগ্ধি—ভোজন, ভক্ষণ। অদ্ (ভক্ষণ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

জঘন—স্ত্রীলোকের নিতম্বের সম্মুখভাগ, কটিদেশ ; ভগপ্রদেশ। যঙ্লুগন্ত হন্ (পুনঃ পুনঃ আঘাত করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

জঘন্য—১। নীচ, ঘৃণ্য, গর্হিত ; কদর্য, নোংরা। জঘন+য্য। বিণ। ২। মেঢ্র, শিশ্ন। বি ; ক্লী।

জঘ্নু—হন্তা, বধকারী। হন্ (বধ করা)+উ কর্তৃ। বিণ।

জঙ, জঙ্গ—১। জং, মরিচা। বাংপ্র। ২। দ্বন্দ্ব, কলহ ; বিরোধ ; যুদ্ধ, লড়াই। প্রা কপ্র। বি।

জঙ্গম—গমনশীল ; অস্থায়ী ; অস্থাবর। যঙ্লুগন্ত গম্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

জঙ্গমগুল্ম—পদাতি সৈন্য। কর্মধা। বি ; পু।

জঙ্গল—বন, অরণ্য ; আগাছা, নির্জন স্থান। জঙ্গম—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

জঙ্গলবাড়ি, -ঝুড়ি—জঙ্গল পরিষ্কার করণ। বাংপ্র। বি।

জঙ্গলা, জংলা—বনজ ; বন্য, বুনো ; বর্বর, অসভ্য ; রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বিণ বা বি।

জঙ্গলী—জঙ্গলময় ; বন্য ; অসভ্য, বুনো। বাংপ্র। বিণ।

জঙ্গাল—জাঙ্গাল, বাঁধ। জঙ্গ—আ লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

জঙ্গী সামরিক ; যোদ্ধা, বীর। ফা-মু। বিণ। **জঙ্গী বিমান**—সামরিক উড়োজাহাজ, যে বিমানে চড়িয়া যুদ্ধ করা হয়।

জঙ্গীলাট—ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের প্রধান সেনাপতি। ফা-মু। বি।

জঙ্গুলে—বন্য। বাংপ্র। বিণ।

জঙ্ঘা গুল্ফ হইতে জানু পর্যন্ত অংশ। জন্ (জন্মা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জঙ্ঘাল—ধাবক, শীঘ্রগামী। জঙ্ঘা+ল কুশলার্থে। বি ; পু।

জজ বিচারপতি, বিচারক। < ইং 'judge'. বি।

জজগিরি—জজিয়তি। বাংপ্র। বি।

জজপণ্ডিত স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ বিচারপতি, সবজজ ; জজের সাহায্যকারী পণ্ডিত (পূর্বে সাহেব জজদিগের সাহায্যার্থ এক একজন স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত নিযুক্ত থাকিতেন, উঁহাদিগকে জজপণ্ডিত বলা হইত)। বাংপ্র। বি।

জজানো—একাকার করা ; চতুর্দিকের জিনিসপত্র স্পর্শদ্বারা অশুচি করা। বাংপ্র। ক্রি। [বি।

জজিয়তি—জজের পদ বা কার্য। বাংপ্র।

জঞ্জাল—আবর্জনা ; ঝঞ্ঝাট, কণ্টক, উৎপাত, বালাই। বাংপ্র। বি।

জট—জটা ; গাঁট, জড়ানোভাব। জট্+অচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

জটলা—বন্ধুসমবায়, ইয়ারসম্মিলন ; বহু লোকের সমাবেশ, ভিড় ; জোট। বাংপ্র। বি।

জটা, জটি—কেশর, সিংহাদির ঘাড়ের ঝুঁটি ; সংহত কেশ, জট ; বৃক্ষের ঝুরি। জটা=জট্ (সংহত হওয়া)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। জটি=জট্+ই কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

জটাচীর—১। জটবদ্ধচুল ও ছিন্নবস্ত্র। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। ২। মহাদেব, শিব। জটাচীর আছে ইহার এই অর্থে জটাচীর+অ। বি ; পু। [ক্লী।

জটাজাল—চুলের জটসকল। ৬তৎ। বি ;

জটাজুট—জটাসমূহ, চুলের জটসকল। ৬তৎ। বি ; পু।

জটাটঙ্ক—শিব। জটা—টন্ক্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

জটাধর—১। জটাধারী, জটা ধারণ করিয়াছে এরূপ। জটার ধর, ৬তৎ, অথবা জটা শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। জনৈক অভিধানকার ; শিব। বি ; পু।

জটামাংসী—এক প্রকার গন্ধদ্রব্য। বি ; স্ত্রী।

জটায়ু—প্রসিদ্ধ পক্ষী। অরুণের ঔরসে শ্যেনীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম সম্পাতি। জ্যেষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে জয় করেন। পরে সূর্যকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইলে, প্রচণ্ড রবিতেজে পীড়িত ও হতচৈতন্য হইয়া ধরাতলে পতিত হন। তখন সম্পাতি স্বীয় পক্ষ বিস্তার করিয়া ইঁহার প্রাণরক্ষা করেন, কিন্তু নিজে দগ্ধপক্ষ হইয়া ভূপতিত হন। অযোধ্যাপতি দশরথের সহিত জটায়ুর মৈত্রী ছিল। যখন রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়, তখন জটায়ু সীতামুখনিঃসৃত রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া রাবণের গতিরোধের চেষ্টা করেন। রাবণের সহিত যুদ্ধে ইনি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলে, রাবণ সীতাকে লইয়া প্রস্থান করে। অতঃপর রামচন্দ্র ভার্যার অন্বেষণ করিতে করিতে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, জটায়ু তাঁহাকে রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণবার্তা বিজ্ঞাপন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

জটায়ুঃ (-য়ুস্)—প্রসিদ্ধ পক্ষী, জটায়ু। জট্ (সংহত হওয়া)+অন্ কর্তৃ=জট (সংহত অর্থাৎ দীর্ঘ) ; জট হইয়াছে আয়ুঃ যাহার, বহু। বি ; পু।

জটাল, জটিল—১। জটাযুক্ত। জটাল =জটা শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। জটিল=জটা +ইল অস্ত্যর্থে। বিণ। ২। জটাধারী পুরুষ ; ব্রহ্মচারী ; বটবৃক্ষ ; সিংহ। বি ; পু।

জটাসুর—জনৈক রাক্ষস। পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসকালে এই রাক্ষস ব্রাহ্মণবেশে তাঁহাদিগের কুটীরে উপস্থিত হয়। সে সময়ে অর্জুন অস্ত্রশিক্ষার্থ স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। ছদ্মবেশী রাক্ষস পাণ্ডবদিগের সহিত কিছুকাল থাকিয়া ভীমের অনুপস্থিতি সময়ে দ্রৌপদীসহ অবশিষ্ট পাণ্ডবত্রয়কে হরণ করিবার সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে থাকে। ইতোমধ্যে একদিন ভীম মৃগয়ার্থ গমন করিলে, দুষ্ট রাক্ষস অগ্রে তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্র গোপন করিয়া যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদীকে হরণ করে। ভীম কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া তাঁহাদিগের অদর্শনে আকুল হন এবং দুর্বৃত্তের অনুসরণে ধাবিত হইয়া অবশেষে ইহার প্রাণবধ করেন। এই জটাসুরের পুত্র অলম্বুষ।

জটি—'জটা' দ্রঃ।

জটিল—১। 'জটাল' দ্রঃ। বিণ। ২। বটবৃক্ষ ; ব্রহ্মচারী ; জটাধারী ; সিংহ।

বি ; পু। ৩। নানারূপ গোলযোগে জড়িত, দুর্বোধ, দুরূহ, ক্রূর। বাংপ্র। বিণ। ৪। জনৈক ভক্ত সাধুপুরুষ। কথিত আছে যে, জটিল এক দুঃখিনী বিধবার একমাত্র পুত্র। তাঁহাদের সংসারে আর কেহ ছিল না। একদিন পাঠশালায় যাইবার সময়ে বালক জটিল পথে ভয় পান। বাটী আসিয়া জননীকে ভয়ের কথা বলায়, ধর্মশীলা মাতা পুত্রকে "গোবিন্দ" নাম স্মরণ করিতে বলিয়া দিলেন। গোবিন্দ কে, জিজ্ঞাসা করায়, মাতা বলিলেন, "গোবিন্দ বালকদিগকে বড় ভালবাসেন; তিনি সর্বদা সর্বত্র থাকেন, এবং বালকদিগের সহিত খেলাও করেন।" এই কথা শুনিয়া জটিলের আনন্দের সীমা রহিল না।

অতঃপর একদিন পাঠশালায় যাইবার সময় পথে ভয় পাইয়া জটিল "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া অতি ব্যাকুলভাবে সর্বান্তঃকরণে ডাকিতে লাগিলেন। সরলচিত্ত ভক্তের ব্যাকুলতায় ভয়ত্রাতা, বিপদ্‌ভঞ্জন, ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু, দয়াময় হরি বালকবেশে উপস্থিত হইয়া জটিলের ভয় মোচন করিলেন। অনন্তর দুইজনে সেখানে খানিক খেলা হইল। ইহার পর জটিল প্রায়ই পথে সখা গোবিন্দের সহিত খেলা করিতেন।

ইহার কিছুদিন পরে, একদা জটিলের গুরুমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে গুরুমহাশয় ছাত্রবৃন্দের কে কোন্ দ্রব্য সরবরাহের ভার লইবে, তাহা বাটীতে জানিয়া আসিতে বলায়, জটিল সখার উপদেশানুসারে আবশ্যক দধি সরবরাহের ভার লইলেন। অনন্তর নির্দিষ্ট দিবসে ইনি ক্ষুদ্র এক ভাণ্ড দধি লইয়া গুরুগৃহে উপস্থিত হইলেন। দেখিয়াই গুরুর আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। তিনি অতি রুক্ষস্বরে বলিলেন, "তুমি এ কি করিয়াছ, এই এক ভাণ্ড দধিতে কি হইবে?" জটিল উত্তর করিলেন, "আমার সখা বলিয়াছেন যে, এই এক ভাণ্ড দধিতেই সকল লোকের পর্যাপ্ত আহার হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকিবে।" কার্যতঃ তাহাই হইল। গুরুমহাশয় দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জটিলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার সখা কোথায় থাকেন?" জটিল বলিলেন, "আমাদের বাড়ি যাইবার পথে তেঁতুল গাছের নিকট বনে তাঁহাকে আমি দেখিতে পাই। আপনি তাঁহাকে দেখিবেন তো আসুন।" গুরু শিষ্যের অনুগামী হইলেন। নির্দিষ্ট তেঁতুলতলায় গুরুকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া জটিল বনমধ্যে "সখে গোবিন্দ, সখে গোবিন্দ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গুরুকে বলিলেন, "সখা বলিয়াছেন যে, তিনি আপনাকে দেখা দিবেন, কিন্তু আপনাকে এই স্থানে বসিয়া তেঁতুল গাছে যত পাতা আছে, তত বৎসর তপস্যা করিতে হইবে।" শ্রীহরির দর্শনাশায় গুরু তাহাই করিতে বসিয়া গেলেন।

জটিলা—১। জটাযুক্তা। জটিল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একজন গোপীর নাম। গোল নামক গোপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভে আয়ান ও দুর্মদ নামে দুই পুত্র এবং কুটিলা নামে এক কন্যা জন্মে। এই আয়ান কৃষ্ণবিলাসিনী রাধার লৌকিক স্বামী। বি; স্ত্রী।

জটী (জটিন্)—১। জটাযুক্ত, জটাধারী। জটা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **জটিনী**। ২। জটাধারী পুরুষ; ব্রহ্মচারী; অশ্বত্থবৃক্ষ; সিংহ। বি; পু।

জটুল—শরীরস্থ এক প্রকার চিহ্ন, জড়ুল। জট (সংহত হওয়া)+উল কর্তৃ। বি; পু।

জটে যাহার জট আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

জটেবুড়ী—ছেলেদের ভয় দেখাইবার জন্য কল্পিত ভয়ের মূর্তি; ছেলে-ধরা। বাংপ্র। বি।

জঠর—১। কর্কশ; কঠিন; বদ্ধ। জন্+অরন্ কর্তৃ। বিণ। ২। কুক্ষি, কোঁক; পেট; গর্ভ। জন্+অরন্ অধি। বি; পু বা ক্লী।

জঠরজ্বালা—উদরের দাহ, পেটের জ্বালা, ক্ষুধার তাড়না, বুভুক্ষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জঠরযন্ত্রণা—গর্ভবাস-ক্লেশ; গর্ভধারণক্লেশ ও প্রসববেদনা। জঠরে প্রাপ্ত যন্ত্রণা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জঠরাগ্নি, জঠরানল—উদরের মধ্যস্থিত অগ্নি [উদরমধ্যস্থ যে রসের গুণে ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক হয়, তাহাকে সাধারণতঃ লোকে অগ্নি বলিয়া থাকে, কারণ অগ্নিতে যেরূপ খাদ্যদ্রব্য পাক করা হয়, সেইরূপ উক্ত রসেও ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক করিয়া থাকে]। জঠরের অগ্নি বা অনল, ৬তৎ; অথবা জঠরস্থিত যে অগ্নি বা অনল, মধ্যপ। বি; পু।

জঠরাময়—উদররোগ; উদরী। জঠরের আময়, ৬তৎ। বি; পু।

জড়—১। নির্বোধ; স্ফূর্তিহীন; অজ্ঞ; শীতল; নিস্তেজ; অচেতন; মোহপ্রাপ্ত; মূক; অপটু; নিস্পন্দ। জল্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। জল; সীসা। বি; ক্লী। ৩। আজন্ম নির্বোধ পুরুষ, idiot; বাতুল। বি; পু। ৪। শিকড়, মূল; কারণ। বাংপ্র। বি।

জড়, জড়ো—একত্র, মিলিত; স্তূপীকৃত। বাংপ্র। বিণ।

জড়ক্রিয়—চিরকারী, দীর্ঘসূত্র, বিলম্বে কার্যকারী। জড়া ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

জড়চেতনা—ভূতপ্রেত, পিশাচ; তুকতাক বা মন্ত্রতন্ত্র। বি; স্ত্রী।

জড়চেতনাবাদ, জড়চৈতন্যবাদ—তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাস; ভূতপ্রেত পূজা; চৈত্যপূজা। বি; পু।

জড়জগৎ—জড়পদার্থসমূহ। জড়=চৈতন্যশূন্য পদার্থ। জড়ের জগৎ, ৬তৎ; বা জড়রূপ জগৎ, রূপক। বি; ক্লী।

জড়তা—মূর্খতা, নির্বুদ্ধিতা; স্ফূর্তিহীনতা; জাড্য; অচৈতন্য; শৈত্য; শৈথিল্য; [জিভের] আড়; অপটুতা। জড়+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

জড়ত্ব—জড়ের ভাব, জড়তা; চৈতন্যশূন্যতা ও নিশ্চেষ্টত্ব। জড়+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

জড়পদার্থ—চৈতন্যশূন্য পদার্থ, অন্যের বলপ্রয়োগ ব্যতিরেকে যাহা চলিতে বা থামিতে পারে না, মৃৎপ্রস্তরাদি। কর্মধা। বি; পু।

জড়পিণ্ড—স্থূলভাবাপন্ন জড়পদার্থ। জড় পিণ্ডসদৃশ, উপমিত। বি; পু বা ক্লী।

জড়প্রকৃতি—১। জড় স্বভাব। জড়ের প্রকৃতি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। জড়ের প্রকৃতির ন্যায় প্রকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

জড়প্রায়—জড়সদৃশ, জড়ের মত। ৬তৎ। বিণ।

জড়বাদ—আত্মার চৈতন্যময়ত্বে অবিশ্বাস, আত্মা জড় এইরূপ বলা, materialism. ৬তৎ। বি; পু।

জড়বাদী (-বাদিন্)—আত্মচৈতন্যে অবিশ্বাসী, যাঁহারা আত্মার চৈতন্যময়ত্ব স্বীকার করেন না, নৈয়ায়িক বৈশেষিক বৌদ্ধ প্রভৃতি মতাবলম্বী। জড়বাদ শব্দ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **জড়বাদিনী**।

জড়ভরত—জনৈক ব্রাহ্মণ, জন্মান্তরে ইনি রাজর্ষি ভরত ছিলেন। মৃত্যুকালে মৃগের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করায় পরজন্মে কালঞ্জর পর্বতে জাতিস্মর মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্মেও ইনি জাতিস্মর ছিলেন বলিয়া পূর্ব পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত ইঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত। সে কারণ ইনি সঙ্গপরিহার-বাসনায় সর্বদা জড়বৎ অবস্থান করিতেন। তাহাতেই ইনি জড়ভরত নামে খ্যাত হন। এই হেতু কাহাকেও নিষ্ক্রিয়, নিরুদ্যম দেখিলে লোকে তাহাকে জড়ভরত বলিয়া থাকে। কর্মধা। বি; পু।

জড়সড়—সংকুচিত, আড়ষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

জড়াও—১। মণিজড়িত, রত্নখচিত। বিণ। ২। রত্নালংকার। হি-মু। বি।

জড়াজড়ি—আলিঙ্গন, পরস্পর বেষ্টন। বাংপ্র। বি।

জড়ানো—১। বিজড়িত করা, পেঁচানো, লপটানো, বেষ্টন করা। ক্রি। ২। বেষ্টিত; গুটানো; অস্পষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

জড়ামড়ি—জড়াজড়ি ও মারামারি, ঘুরপাক। বাংপ্র। বি।

জড়িত—জড়ীভূত, জড়ানো; বেষ্টিত; খচিত। বাংপ্র। বিণ।

জড়িবুটি-শিকড়মাকড়, টোটকা ঔষধ। বাংপ্র। বি।

জড়িম—জড়ানো জড়ানো, যেমন মাতালদের অস্পষ্ট বাক্য। বাংপ্র। বিণ।

জড়িমা (-মন্)—জড়তা, জাড্য, অস্পষ্টতা। জড়+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

জড়ীভূত—১। জড়সদৃশ অবস্থাপন্ন, হতবুদ্ধি; নিতান্ত স্ফূর্তিরহিত; ভয়াদি হেতু স্পন্দরহিত। জড়শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=জড়ী) ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। জড়িত, জড়ানো। বাংপ্র। বিণ।

জড়ুল—জটুল, দেহস্থ তিলক, চর্মবিকার। বি; পু।

জড়োপাসক যাহারা জড়পদার্থকে ঈশ্বরজ্ঞানে উপাসনা করে এমন, মৃৎপ্রস্তরাদি বা অগ্নি জল পভৃতির উপাসনাকারী; জড়ের উপাসক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**সিকা**।

জড়োয়া—জড়াও (তাহা দ্রঃ)।

জতু—লাক্ষা, লা, গালা; অলক্ত; আলতা। জন্ (জন্মা)+উ কর্তৃ। বি; ক্লী।

জতুক—হিঙ্গু, হিঙ্; লাক্ষা। জতু+কণ্। বি; ক্লী।

জতুগৃহ—লাক্ষানির্মিত গৃহ [পাণ্ডবদিগের বিনাশার্থ দুর্যোধন এই গৃহ নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কেবল বিদুরের পরামর্শেই পাণ্ডবেরা এই ঘোর বিপদে পরিত্রাণ লাভ করেন]। বি; ক্লী।

জতুগৃহদাহ- লাক্ষানির্মিত ভবনের ভস্মীকরণ [দুর্যোধন পাণ্ডবদিগকে পুড়াইয়া মারিবার অভিপ্রায়ে বারণাবতে জতুগৃহ নির্মাণ করাইয়া তথায় পাণ্ডবদিগকে প্রেরণ করেন। পাণ্ডবেরা ধর্মাত্মা বিদুরের পরামর্শে দুর্যোধনের অভিপ্রায় পরিজ্ঞাত হইয়া ভবন হইতে নদীতীর পর্যন্ত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করেন, এবং গভীর রজনীতে ঐ গৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্বক সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন]। ৬তৎ। বি; পু।

জতুরস- আলতা। ৬তৎ। বি; পু।

জন—১। লোক, ব্যক্তি; যে দৈনিক বেতনে অন্য ব্যক্তির কর্ম করে, মজুর; জনলোক, মহঃপরবর্তী লোক। জন (জন্মা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। লোক সংখ্যানির্দেশে (যেমন 'পাঁচজন স্ত্রীলোক') বিণ।

জন অন্সট্রুদার, স্যার ব্যারনেট-কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সার জন অন্সট্রুদার। পুত্র অন্সট্রুদার গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন এবং ১৭৭৯ খ্রীঃ লিন্‌কন ইনের ব্যারিস্টার হন। ইনি ককারমাউথ হইতে পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্য নির্বাচিত হন, এবং সি. জে. ফকসকে সমর্থন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের অভিযোগ মামলায় দুইজন অ্যাসেসারের মধ্যে সার জন একজন। ইনি গভর্নর-জেনারেল সম্বন্ধে কয়েকটি অভিযোগের বিষয় বলিয়াছিলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গ্রেট ব্রিটেনের ব্যারনেট হন এবং ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রাতার মৃত্যুর পর ইতোমধ্যে তৎপরিবারভুক্ত নোভা স্কোশিয়া-ব্যারনেটশিপ প্রাপ্ত হন। চিফ জাস্টিসের অবসর গ্রহণকালে তাঁহার নিরপেক্ষ ন্যায়-বিচারের জন্য গ্র্যাণ্ড জুরি তাঁহাকে এক অভিনন্দনপত্র দেন এবং তাঁহার একখানি প্রতিমূর্তি টাউনহলে রাখিবার নিমিত্ত অনুমতি চাহেন। সে প্রতিমূর্তিটি এখন কলিকাতা হাইকোর্টে বিরাজ করিতেছে।

জনক ১। উৎপাদক; জন্মদাতা। ণিজন্ত জন বা জান (জন্মানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জনিকা**। ২। জন্মদাতা পিতা। বি; পু। ৩। মিথিলারাজ। জনক কোন একজন রাজার নাম নহে, ইহা মিথিলাধিপতিগণের এক প্রকার সাধারণ উপাধি। যেমন রঘু নামক সূর্য বংশীয় রাজার উত্তরবংশীয়েরা রঘু নামে পরিচিত, তদ্রূপ জনক নামক চন্দ্রবংশীয় রাজার বংশধরেরা জনক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রথম জনক মিথি-নামক রাজা। ইনি নিমির পুত্র। মিথি স্বনামে মিথিলা নগর নির্মাণ করেন। পরে নগরের জননসামর্থ্য প্রযুক্ত তাঁহার নাম জনক হয়। ইহার পর যখন যিনি মিথিলার রাজা হইতেন, তখনই তিনি জনক নামে খ্যাত হইতেন।

পরন্তু অধুনা জনক বলিলে অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের শ্বশুর রাজর্ষি জনককেই বুঝায়। ইহার প্রকৃত নাম সীরধ্বজ। ক্ষত্রিয় হইয়াও ইনি জ্ঞানে ব্রাহ্মণদিগের সমান ছিলেন এবং রাজা হইয়াও সর্বদা ঋষিতুল্য আচরণ করিতেন বলিয়াই রাজর্ষি জনক নামে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠেন। কথিত আছে যে, সীরধ্বজ জনক একদা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে লাঙ্গলপদ্ধতিতে একটি অলোকসামান্যা রূপবতী কন্যা প্রাপ্ত হন, এবং সীতামধ্য হইতে উত্থাপিত হওয়ায় কন্যার 'সীতা' নাম রাখেন। সীতা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সুধন্বা নামক এক রাজা ইঁহার নিকট প্রার্থনা করেন, কিন্তু ইনি তাহাতে অসম্মত হওয়ায় সুধন্বা মিথিলা অবরোধ করেন। সীরধ্বজ যুদ্ধে সুধন্বাকে নিহত করিয়া তদীয় রাজ্যে স্বীয় ভ্রাতা কুশধ্বজকে রাজা করিয়া দেন।

অতঃপর সীরধ্বজ সীতার বিবাহের জন্য এই স্থির করিলেন যে,—যিনি সুবৃহৎ হরধনু ভগ্ন করিতে পারিবেন, তিনিই সীতার ভর্তা হইবেন। পরে রামচন্দ্র হরধনু ভগ্ন করিলে সীরধ্বজ রামের সহিত সীতার, ভরতের সহিত মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণের সহিত উর্মিলার এবং শত্রুঘ্নের সহিত শ্রুতকীর্তির পরিণয় কার্য সম্পাদন করেন।

জনককূপ তীর্থ বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

জনক-ঝিয়ারী— জনকনন্দিনী, জানকী, সীতা। ৬তৎ। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

জনক-তনয়া, -নন্দিনী, -সুতা— সীতা। ৬তৎ। বি, স্ত্রী।

জনকতা, জনকত্ব—পিতৃত্ব; উৎপাদকত্ব, জননশক্তি, উৎপাদনক্ষমতা। জনক+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

জনক্ষয় লোকনাশ, মারী, মড়ক। ৬তৎ। বি; পু।

জনগণনা—দেশের লোকগণনা, census ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জনচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—লোকচক্ষুঃ, সূর্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জনতা—জনসমূহ, ভিড়। জন+তা। বি; স্ত্রী।

জনদেব রাজা; মিথিলার নৃপতি বিঃ। জনদিগের মধ্যে দেব, ৭তৎ। বি; পু।

জনন—১। বংশ। জন্+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ২। পিতা; উৎপাদক; ঈশ্বর। ণিজন্ত জন্ (জনি)+অন কর্তৃ। বি; পু। ৩। উৎপাদন, জন্মানো। ···+অনট্ ভাব। ৪। উৎপত্তি, জন্ম। জন্ (জন্মা) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জননকোষ—জীবদেহের যে-সকল কোষমধ্যে অতি সূক্ষ্ম প্রাণপদার্থের উৎপত্তি হয়, germcell. ৬তৎ। বি; পু।

জননাশৌচ—সন্তানের জন্মজন্য অশৌচ, সূতিকাশৌচ। জনন-নিমিত্তক অশৌচ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

জননি—১। বংশ। জন্+অনি অধি। ২। উৎপত্তি। জন্ (জন্মা)+অনি ভাব। ৩। গন্ধদ্রব্য বিঃ। ণিজন্ত জন্ (=জনি)+ অনি কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৪। মাতঃ, মাগো। জননী শব্দের সম্বোধনপদ।

জননী—উৎপাদিকা; প্রসূতি; গর্ভধারিণী, মাতা। জন্ (জন্মা)+অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জননীয়—উৎপাদনযোগ্য। জন+অনীয় কর্ম। বিণ।

জননেন্দ্রিয়—উপস্থ, শিশ্ন, যোনি (জননেন্দ্রিয় পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত)। জননের (সন্তান উৎপাদনের) ইন্দ্রিয়, ৬তৎ। বি; ক্লী।

জনপদ লোকালয়, লোকের বসতিস্থান, দেশ, নগর, গ্রাম; লোক। জনের পদ (স্থান), ৬তৎ। বি; পু।

জনপ্রবাদ—জনশ্রুতি, জনরব; লোকাপবাদ। ৬তৎ। বি; পু।

জনপ্রাণী—কোনও লোক, কোন জীবজন্তু। বি; পু।

জনপ্রিয়—সাধারণের প্রিয়, popular. ৬তৎ। বিণ; পু।

জনম—জন্ম। বাংপ্র। বি।

জনমজুর- শ্রমিক। বাংপ্র। বি।

জনমত—সর্বসাধারণের অভিমত, জনসাধারণের অভিমত, public opinion. ৬তৎ। বি; ক্লী।

জনমানব—মনুষ্য [জন ও মানব উভয় শব্দই মনুষ্যবাচক। বঙ্গভাষার রীত্যানুসারে একার্থক বা প্রায় একার্থক শব্দের ঐরূপ যুগপৎ প্রয়োগ হইয়া থাকে]। বি; পু।

জনমানব-শূন্য, -হীন—সর্বপ্রকারের মনুষ্যরহিত, লোকশূন্য, নির্জন। ৩তৎ। বিণ।

জনমিয়ে—জন্মিয়া, জন্মগ্রহণ করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

জনমেজয়, জন্মেজয়—মহারাজ পরীক্ষিতের পুত্র; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের প্রপৌত্র। কলিযুগের প্রথমাবির্ভাবকালে ইনি রাজত্ব করিতেন। পিতার মৃত্যুকালে ইনি অতি অল্পবয়স্ক ছিলেন। ইনি বৃদ্ধ মন্ত্রিগণের উপদেশানুসারে রাজ্যশাসন করিতেন। কালক্রমে ইনি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠিলেন। তক্ষশীলা হইতে দক্ষিণাপথ পর্যন্ত সমগ্র ভূভাগ ইহার পদানত হইয়া পড়িল। ইনি কাশীরাজ-দুহিতা বপুষ্টমার পাণিপীড়ন করেন।

জনমেজয় প্রাচীন অমাত্যগণের নিকট স্বীয় প্রপিতামহের বিবরণ শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। তক্ষকদংশনে পিতার মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া ইনি তক্ষকপ্রমুখ সর্পকুল নির্মূল করিবার সংকল্প করিলেন। এই সময়ে উতঙ্ক মুনি উপস্থিত হইয়া তক্ষকের বিরুদ্ধে ইঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। অতঃপর জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে শত শত সর্প যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জন করিল। যজ্ঞে দেবগণ নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার উত্তরীয়-মধ্যে লুক্কায়িত রহিলেন। তখন যজ্ঞে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণ আশ্রয়সহ তক্ষকের নাম উচ্চারণ করিয়া আহুতি প্রদান করিলেন। ইন্দ্র ভয়ে তক্ষককে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। তক্ষক হতজ্ঞান হইয়া যজ্ঞকুণ্ডে পতিত হইতেছিলেন, এমন সময়ে বাসুকিপ্রেরিত আস্তিকমুনি যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া নানারূপ প্রবোধবচনে রাজাকে সন্তুষ্ট করিয়া যজ্ঞ রহিত করিয়া দিলেন। তখন তক্ষক অব্যাহতি পাইলেন। ইহার পর জনমেজয় অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ইনি বৈশম্পায়নের নিকট মহাভারত শ্রবণ করেন। জনমেজয় =জন শব্দের দ্বিতীয়ার ১বচনে জনম্ (জনকে), তদুত্তরে ণিজন্ত এজ্ বা এজি (কম্পিত করা)+খশ্ কর্তৃ। জন্মেজয়—জন্ম ণিজন্ত এজ+শ কর্তৃ। বি; পু।

জনয়িতা (জনয়িতৃ)—১। উৎপাদক, জন্মদাতা। ণিজন্ত জন্ (=জনি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **জনয়িত্রী**। ২। জনক, পিতা। বি; পু।

জনযুদ্ধ—দেশের জনসাধারণ যে যুদ্ধ সমর্থন করে ও যাহাতে অংশগ্রহণ করে, people's war. ৬তৎ। বি; ক্লী।

জনরঞ্জন লোকদিগের বা প্রজাগণের সন্তোষসাধন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জনরব—গুজব, লোকপ্রবাদ, যে কথা লোকপরম্পরায় রটে বা শুনা যায়। ৬তৎ। বি; পু।

জনলোক--মহঃপরবর্তী লোক, এই স্থানে ব্রহ্মার মানসপুত্রগণ ও ঊর্ধ্বরেতাঃ ঋষিগণ বাস করেন। জন নামক লোক, মধ্যপ। বি; পু।

জনশূন্য—মনুষ্যরহিত, নির্জন। ৩তৎ। বিণ।

জনশ্রুত- লোকবিশ্রুত, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

জনশ্রুতি—লোকপ্রবাদ; জনরব, কিংবদন্তী। জন্ হইতে শ্রুতি, ৫তৎ। বি; স্ত্রী।

জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)—১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জেমস মিল ভারতবর্ষের একখানি উৎকৃষ্ট ইতিহাস রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিলকে তিন বৎসর বয়স হইতেই গ্রীক ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। আট বৎসর বয়সেই জন গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপরে তিনি লাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। ইতিহাস, গণিত, ন্যায়শাস্ত্র, কাব্য প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাও সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়াছিল। এইরূপে মিল চতুর্দশ বর্ষ বয়সেই প্রায় সর্ববিদ্যাবিশারদ হইয়া উঠেন। তিনি কখনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন নাই; এবং এই বাল্যাবস্থাতেই তিনি ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় পাণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে জন স্টুয়ার্ট মিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভারতবর্ষীয় করেস্পন্ডেন্স বিভাগে কেরানীর পদে নিযুক্ত হন। ভারতবর্ষীয় স্বাধীন ও করদ রাজন্যবৃন্দের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সকল পত্র ব্যবহার হইত, মিলকে তাহার খসড়া রচনা করিতে হইত। অতঃপর ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অপ্রত্যক্ষভাবে লণ্ডন অ্যাণ্ড ওয়েস্ট মিনস্টার রিভিউ পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করিয়া ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই পত্র পরিচালন করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে মিলের ন্যায়-দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে মিলের স্বাধীন চিন্তাশীলতার জন্য উহা জনাদর লাভ করিয়াছিল। মিলের পলিটিক্যাল ইকনমি বিষয়ক গ্রন্থও জনসাধারণের প্রীতি অর্জন করিয়াছিল।

ইতোমধ্যে ইণ্ডিয়া হাউসে করেস্পন্ডেন্স বিভাগে মিল পুনরায় কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই বিভাগের সর্বোচ্চ পদে উন্নীত হন। তিনি ৩৩ বৎসর এই পদে কার্য করিয়াছিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ করিয়া ভারত-শাসন-ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলে মিল অবসর গ্রহণ করেন। বিদায় গ্রহণকালে তিনি প্রচুর অর্থ পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হন। মিল জীবনের অবশিষ্ট ভাগ তাঁহার পত্নীর সহিত রাজনীতিক সাহিত্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমজীবী সম্প্রদায় কর্তৃক মিল পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই মে দক্ষিণ ফ্রান্সের অন্তর্গত আভিন নগরে জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু হয়।

জনসংঘ—জনসমূহ, জনতা, মানববৃন্দ, বহুলোক। ৬তৎ। বি; পু।

জনসমাজ—মানবসমাজ, একত্র দলবদ্ধ বহুলোক। ৬তৎ। বি; পু।

জনসমুদ্র—বিশাল জনতা। উপমিত। বি ; পু।

জনসাধারণ—সকললোক, ইতরভদ্র সর্বশ্রেণীর লোক, সাধারণতঃ যাবতীয় মনুষ্য। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জনস্থান—লোকের বসতিস্থান, লোকালয় ; দণ্ডকারণ্যমধ্যস্থ স্থান বিঃ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জনস্রোতঃ (-স্রোতস্)—ক্রমাগত গমনশীল বহুলোক, জনপ্রবাহ। জন স্রোতঃসদৃশ, উপমিত। বি ; ক্লী।

জনহিত—সর্বসাধারণের মঙ্গল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জনহিতকর-জনসাধারণের উপকারক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

জনহীন—লোকশূন্য, মনুষ্যরহিত, বিজন। ৩তৎ। বিণ।

জনা—মাহিষ্মতীর রাজা নীলধ্বজের মহিষী। ইহার পুত্রের নাম প্রবীর ও কন্যার নাম স্বাহা। অগ্নিদেব স্বাহাকে বিবাহ করেন। জনার পরামর্শে প্রবীর পাণ্ডবগণের অশ্বমেধযজ্ঞের অশ্ব বন্ধন করেন। শ্রীকৃষ্ণের সাহায্যে বহু কষ্টের পর প্রবীর যুদ্ধে নিহত হন। জনা পুত্রশোকে জাহ্নবীতে দেহত্যাগ করেন।

জনাকীর্ণ-লোকাকীর্ণ, বহুলোকে ব্যাপ্ত। জনদিগের দ্বারা আকীর্ণ, ৩তৎ। বিণ।

জনা-জনা প্রত্যেক ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

জনাজাত, -জুটি, -জুতি—প্রতি জন হিসাবে ; একে একে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

জনাতিগ—লোকাতীত, অলৌকিক। জন—অতি—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

জনান্ত—প্রদেশ, জেলা। জনের (অধিবাসীদিগের) অন্ত (সীমা), ৬তৎ। বি ; পু।

জনান্তিক—জনসমীপ ; অন্য জনসমক্ষেও গোপনে, অন্য লোক উপস্থিত থাকিলেও তাহার অন্তরালে পরস্পর। জনের অন্তিক (সমীপ), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জনাপবাদ—লোকাপবাদ ; লোকনিন্দা। জনকৃত অপবাদ, মধ্যপ। বি ; পু।

জনাব-আশ্রয়দাতা ; লোকপালক ; মহাশয়। জন শব্দ (লোক)—অব্ (রক্ষা করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু। অথবা আরবী শব্দ।

জনার—কাই, ভুট্টা, জাবনাল, maize. বাংপ্র। বি।

জনার্দন—বিষ্ণু, গয়াক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তির উদ্দেশে ইঁহারই হস্তে পিণ্ড অর্পিত হয় [যাহার উদ্দেশে এই পিণ্ড প্রদত্ত হয় তাহার মৃত্যুর পর স্বয়ং ভগবান্ সেই পিণ্ড পরাশিরে অর্পণ করেন]। জন (লোক)—অর্দ্ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ কর্ম ; জনগণ যাঁহাকে যাচ্ঞা করে ; অথবা জন (অসুর বিঃ)—ণিজন্ত অর্দ বা অর্দি (পীড়িত করা)+অন কর্তৃ [যিনি জন নামক অসুরকে পীড়ন করিয়াছেন। মহাভারতে কথিত আছে যে, তিনি দস্যুগণকে (অসুরদিগকে) বিত্রাসিত করেন বলিয়া জনার্দন নামে খ্যাত হইয়াছেন]। বি ; পু।

জনাশ্রয়-জনস্থান, লোকালয় ; মণ্ডপ, সাময়িক কার্যের জন্য নির্মিত গৃহ ; লোকালয়। জনের আশ্রয়, ৬তৎ। বি ; পু। [কপ্র। অ।

জনি—যেন ; পাছে ; যেন না ; যদি। প্রা

জনি, জনী-১। জন্ম, উৎপত্তি। জন্ (জন্মা)+ই ভাব, স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঈপ্। ২। মাতা ; জায়া ; নারী ; পুত্রবধূ ; বধূ। জন+ই অধি। বি ; স্ত্রী।

জনিকা—জননকর্ত্রী, উৎপাদিকা। জনক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

জনিত যাহা উৎপন্ন করা হইয়াছে এরূপ, উৎপাদিত। ণিজন্ত জন্ বা জনি (জন্মানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

জনিতা (জনিতৃ)-জনক, পিতা। জন্ (জন্মা)+তৃন্ অপা। বি ; পু। স্ত্রী -**জনিত্রী**।

জনিত্র—শিল্পীয় যন্ত্রসংঘাত বা কল, plant. জন্+ইত্র অপা। বি ; ক্লী।

জনিত্রী জননী, মাতা। জনিতৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জনী—'জনি' দ্রঃ।

জনীন লোকহিত ; লোকহিতকর। জন শব্দ+ঈন হিতার্থে। বিণ।

জনু—যেন। প্রা কপ্র। অ।

জনু, জনূ—উৎপত্তি, জন্ম। জন্ (জন্মা)+উ ভাব, বিকল্পে উপ্। বি ; স্ত্রী।

জনুঃ (জনুস্)—উৎপত্তি, জন্ম। জন্ (জন্মা)+উস্ ভাব। বি ; ক্লী।

জনৈক—একজন। কর্মধা। বিণ।

জন্তু—প্রাণী, জীব। জন্ (জন্মা)+তুন্ কর্তৃ। বি ; পু।

জন্তুফল—যজ্ঞডুমুরের গাছ ; যজ্ঞডুমুর। জন্তু ফলে যাহার, বহু। বি ; পু বা ক্লী।

জন্ম—উদ্ভব, উৎপত্তি। জন্ (জন্মা)+ম ভাব। বি ; ক্লী।

জন্ম (জন্মন্)—১। উদ্ভব, উৎপত্তি। জন্ (জন্মা)+মন্ ভাব। ২। সংসার, লোক। জন+মন্ অধি। বি ; ক্লী।

জন্ম-এয়োতী, জন্ম-এয়োস্ত্রী—যাবজ্জীবন সধবা। বাংপ্র। বি।

জন্মকর্ম (-কর্মন্)—জন্মের নিমিত্ত কর্ম, জাতকর্ম ; পুত্রেষ্টিযাগ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

জন্মগত—জন্মহেতু লব্ধ, বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য। ৩তৎ। বিণ।

জন্মগ্রহ, -গ্রহণ—জন্মলাভ, উৎপত্তি ; অবতারণ। ৬তৎ। বি ; পু ও ক্লী।

জন্ম-ঘটিত জন্মসংক্রান্ত। ২তৎ। বিণ।

জন্ম-জন্ম সকল জন্মে, প্রতিজন্ম। বাংপ্র। অ।

জন্মজন্মান্তর—এই জন্ম ও অন্য জন্ম বা পরজন্ম। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

জন্মজরামরণ- উৎপত্তি বার্ধক্য ও মৃত্যু। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

জন্মতারা—জন্ম সম্পৎ প্রভৃতি নব তারার অন্তর্গত প্রথম তারা। বি ; স্ত্রী।

জন্মতিথি—যে তিথিতে জন্ম হয়। ৬তৎ। বি ; পু বা স্ত্রী।

জন্মদ—১। জন্মদাতা, জনক। উপতৎ ; জন্মন্—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। পিতা। বি ; পু।

জন্মদাতা (-দাতৃ)—যে জন্ম দেয় এমন, জনক, উৎপাদক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**। [বি ; ক্লী।

জন্মদান—উৎপাদন, জনন। ৬তৎ।

জন্মদিন, -দিবস জন্মবাসর, জন্মবার ; জন্মের তারিখ ; জন্মতিথি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জন্মনক্ষত্র—ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ের নক্ষত্র। জন্ম-কালীন নক্ষত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

জন্মপত্র, -পত্রিকা—কোষ্ঠী, ঠিকুজি। ৬তৎ। বি ; ক্লী ; স্ত্রী।

জন্মপরিগ্রহ জন্মগ্রহণ। ৬তৎ। বি ; পু।

জন্মবাদ—জীবের উৎপত্তি বিষয়ক মতবাদ। ৬তৎ। বি ; পু।

জন্মবান্ (-বৎ)-প্রাণী। জন্ম+বতুন্। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

জন্মবার, -বাসর—যে বারে জন্ম হয়। ৬তৎ। বি ; পু।

জন্মবৃত্তান্ত-জন্মকথা, উৎপত্তির বিবরণ। ৬তৎ। বি ; পু।

জন্মভূমি-মাতৃভূমি, জন্মস্থান, যে দেশে জন্ম হয়। জন্মের ভূমি, ৬তৎ ; অথবা জন্ম-সংঘটনী যে ভূমি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

জন্মমৃত্যু- উৎপত্তি ও মরণ। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী।

জন্মরহস্য—উৎপত্তি বিষয়ক গূঢ়তত্ত্ব। ৬তৎ।

জন্মরাশি—যে রাশিতে জন্ম হয়। ৬তৎ। বি ; পু।

জন্মশোধ—জীবনে শেষবার, চিরজীবনের মত। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

জন্মস্থান—যে জায়গায় জন্ম হয়, জন্মভূমি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জন্মা-জন্ম লওয়া, উৎপন্ন হওয়া, গজানো। বাংপ্র। ক্রি।

জন্মানো—জন্ম দেওয়া, উৎপাদন করা ; জন্ম লওয়া, জন্মা। বাংপ্র। ক্রি।

জন্মান্তর—অন্য জন্ম, পূর্ব বা পর জন্ম ; লোকান্তর, পরলোক। অন্য যে জন্ম, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

জন্মান্তরবাদ—মৃত্যুর পরে আত্মার আবার জন্ম হইবে এই মত। মধ্যপ। বি ; পু।

জন্মান্তরীণ—অন্য জন্মসম্বন্ধীয়, যাহা পূর্ব-জন্মে ঘটিয়াছে বা পরজন্মে ঘটিবে এরূপ। 'জন্মান্তর' দ্রঃ ; জন্মান্তর শব্দ+ঈন। বিণ।

জন্মান্ধ—জন্মকালাবধি দৃষ্টিহীন, born-blind. জন্ম হইতে অন্ধ, ৫তৎ। বিণ।

জন্মাবচ্ছিন্ন—১। জন্ম দ্বারা সীমাবদ্ধ, যাবজ্জীবন। জন্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধ); ৩তৎ। বিণ। ২। সমস্ত জীবন, যাবজ্জীবন কাল। জন্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন (সীমাবদ্ধকাল), ৩তৎ। বি ; পু।

জন্মাবচ্ছিন্নে—জন্মের শেষসীমা পর্যন্ত, মরণকাল পর্যন্ত, আজীবন। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

জন্মাবধি—জন্মকাল হইতে, আজন্ম। জন্ম অবধি যাহার, বহু। বাংপ্র। অ।

জন্মায়তী—জন্ম-এয়োস্ত্রী, যাবজ্জীবন সধবা। কপ্র। বি বা বিণ।

জন্মাষ্টমী—ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথি, শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই দিনে সমর্থ পুরুষ ও নারী উপবাস না করিলে যথাক্রমে রাক্ষস ও সর্পী হইয়া পরজন্মে অরণ্যে বাস করে]। জন্মের (কৃষ্ণজন্মের) অষ্টমী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জন্মিত—জাত, ঔরসজাত। বাংপ্র। বিণ।

জন্মী (জন্মিন্)—প্রাণী। জন্মন্ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী -**জন্মিনী**।

জন্মেজয়—'জনমেজয়' দ্রঃ।

জন্য—১। জায়মান। জন (জন্মা)+ধ্যণ্ কর্তৃ। ২। উৎপাদ্য। ণিজন্ত জন বা জনি (জন্মানো)+য কর্ম। বিণ। ৩। নবোঢ়ার ভৃত্য, বা জ্ঞাতি। জনী+ক্য। ৪। বরের বয়স্য, বরযাত্রী। জন+ক্য। বি ; পু। ৫। লোকহিতকর। বিণ। ৬। নিমিত্তে, হেতুতে, কারণে। বাংপ্র। অ।

জন্যা—১। জায়মানা ; উৎপাদ্যা ; লোকহিত-করী। জন্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মাতৃসখী। জনী (মাতা)+য+আপ্। ৩। বরযাত্রিসমূহ। জন+য+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জন্যু—১। প্রাণী, জীব। জন্ (জন্মা)+যু কর্তৃ। ২। ব্রহ্মা, বিধাতা ; অগ্নি। জন+যু অপা। বি ; পু।

জন্যে—জন্য, নিমিত্তে, কারণে, হেতুতে। বাংপ্র। অ।

জপ—(ইষ্টমন্ত্রের) পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ। জপ্ (হৃদয়ে উচ্চারণ)+অল্ ভাব। বি ; পু।

জপগুটিকা—জপের বটিকা, জপ সংখ্যা ঠিক রাখিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকার ন্যায় দ্রব্য বিঃ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জপতপ—ইষ্টমন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ এবং তপস্যা ; ঈশ্বরারাধনা। বাংপ্র। বি।

জপতেছি—জপে বা জপিতেছে, জপ করে বা করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

জপন—১। জপকারক। জপ্+অন কর্তৃ। বিণ। ২। জপ করা। জপ+অনট্ ভাব। ৩। স্বাধ্যায়, বেদ। জপ্+অনট্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

জপমালা—যে মালা হাতে করিয়া জপ করে, মুক্তা, স্ফটিক, রুদ্রাক্ষ প্রভৃতি নির্মিত মালা। জপ-সম্পাদিকা মালা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

জপা—১। জবাফুল ; জবাফুলের গাছ। জপ্ (জপ করা)+অল্ করণ+ আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। জপ করা। বাংপ্র। ক্রি।

জপানো—জপ করানো ; মুখস্থ করানো ; ভজানো, প্রবর্তিত করা, লওয়া, ফুসলানো। বাংপ্র। ক্রি।

জপিত—যাহা জপ করা হইয়াছে এমন। জপ+ক্ত কর্ম। বিণ।

জপ্য—১। জপনীয়, যাহা জপ করা আবশ্যক বা উচিত এরূপ। জপ্+য কর্ম। বিণ। ২। জপ। জপ্+য ভাব। বি ; স্ত্রী।

জব—১। বেগবান্ ; দ্রুতগামী। জু+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। বেগ। জু (বেগে চলা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

জব চার্নক—কলিকাতা মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা। ইনি ১৬৫৫—৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কাশিমবাজারের কুঠির অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া বিলাত হইতে এদেশে আসেন। সে সময়ে হুগলীতেও কোম্পানির কুঠি ছিল। বাঙ্গালার নবাবের সহিত কোম্পানির বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে চার্নক হুগলী লুণ্ঠন করেন ; কিন্তু দুই মাস পরে ইংরাজরা হুগলী ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। চার্নক সমুদায় মালপত্র জাহাজে বোঝাই দিয়া ভাগীরথী (হুগলী নদী) ভাটাইয়া সুতানুটিতে নোঙ্গর ফেলেন, এবং কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি এই তিনখানি গ্রাম লইয়া কলিকাতার সূত্রপাত করেন। গ্রাম তিনখানি তৎকালে জলা ও জঙ্গলময় ছিল। চার্নক এখানে থাকিয়া নবাবের নিকট দ্বাদশটি প্রস্তাব প্রেরণ করেন। তন্মধ্যে কলিকাতায় দুর্গ নির্মাণের ভূমি, একটি টাঁকশাল নির্মাণের অনুমতি এবং মুসলমান কর্তৃক কোম্পানির লুণ্ঠিত ধন পুনঃপ্রাপ্তির দাবি ছিল। তদুত্তরে নবাব ইংরাজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। প্রত্যুত্তরে চার্নক সম্রাটের লবণ-গোলা ধ্বংস করেন, সপ্তগ্রামের নিকটস্থ টানা গ্রাম বিধ্বস্ত করেন, এবং বালেশ্বর লুণ্ঠন করিয়া হিজলী অধিকার করেন। ইহার তিন মাস পরে ইংরাজরা উলুবেড়িয়ায় উপনিবেশ স্থাপন এবং হুগলীতে পুনর্বার বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু চার্নক ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার পূর্ব দাবিগুলি পূরণের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। তাহাতে বিফলচেষ্ট হইয়া ইনি কোম্পানির লোকজনদিগকে লইয়া মান্দ্রাজে প্রস্থান করেন। পরবর্তী নবাব ইব্রাহিম খাঁর অনুগ্রহে চার্নক-চালিত ইংরাজরা ১৬৯০ অব্দের ২৪শে আগস্ট সুতানুটিতে ফিরিয়া আসেন। এখানে চার্নক একটি হিন্দু-মহিলার পাণিগ্রহণপূর্বক গৃহস্থালী পাতিয়া সংসারধর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন। মহিলাটি ১৫ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়া পতির সহিত সহমরণে যাইতেছিলেন। চার্নক তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উদ্ধারপূর্বক বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার কয়েকটি পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। ১৬৯০ অব্দে এই রমণীর মৃত্যু হয়। শেষ বয়সে চার্নককে অতিশয় অশান্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল।

জবজব—সিক্তাধিক্য প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ—**জবজবে**।

জবড়জঙ্গ—অনাবশ্যক বেশভূষায় পূর্ণ ; অপরিপাটী, বেমানান, বেঢপ। বাংপ্র। বিণ।

জবন—১। বেগবান্ অশ্ব ; মৃগ বিঃ ; দেশ বিঃ, আরবদেশ ; ম্লেচ্ছজাতি বিঃ। বি ; পু। ২। বেগ। জু (বেগে চলা)+ অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। বেগবান্, দ্রুতগামী। জু+অন কর্তৃ। বিণ।

জবনিকা, জবনী—জবনজাতীয়া স্ত্রী ; পর্দা। জবনী—জবন+ঈপ্ ; জবনিকা— জবনী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জবর—১। বলবান্, প্রবল ; উত্তম, উৎকৃষ্ট। বিণ। ২। বল, শক্তি, ক্ষমতা। ফা। বি।

জবরজুলুম—জবরদস্তি ; জোর করিয়া কিছু করা। ফা-মু। বি।

জবরদখল—জোর করিয়া দখল বা অধিকার। ফা-মু। বি।

জবরদস্ত—শক্ত, বলবান্, দুর্দান্ত ; জোয়াল। ফা-মু। বিণ।

জবরদস্তি—১। বলপূর্বক। ক্রি-বিণ। ২। বলপ্রয়োগ, অবৈধ বল-প্রকাশ, অত্যাচার। ফা-মূ। বি।

জবহর বাই—মেবারের সুপবিত্র রাঠোর বংশে এই বীররমণী জন্মগ্রহণ করেন। শিশোদীয় বংশীয় মেবাররাজ বিক্রমজিতের সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি বীরত্বের প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। সর্বদা বীরপুরুষদিগের মহিমময় গাথা শ্রবণ করিতে করিতে ইঁহার হৃদয় বীররসে পূর্ণ হইয়া উঠিত। মেবাররাজ বিক্রমজিৎ নানা কারণে সর্দারগণের অপ্রীতিভাজন হইলে ছিদ্রান্বেষী গুর্জররাজ বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণের সুযোগ প্রাপ্ত হন। রানা বিক্রমজিৎ যখন বুন্দি-প্রদেশে লৈবা নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন বাহাদুর শাহ গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রানার পরাজয় হয়। এদিকে বাহাদুর শাহের সেনাপতি লাগ্রি খাঁ আসিয়া চিতোর আক্রমণ করেন, এবং বারুদের সাহায্যে চিতোর দুর্গের একাংশ ভগ্ন করিয়া দেন। উহাতে বহু রাজপুত-সৈন্য হত হওয়ায় দুর্গ একপ্রকার অসহায় হইয়া পড়ে, এবং মুসলমানগণ দুর্গপ্রবেশে উদ্যত হয়। তখন রানী জবহর বাই স্বয়ং বীরবেশে সজ্জিত হইয়া অসি ধারণপূর্বক শত্রুসৈন্যের গতি-রোধার্থ অগ্রসর হন, এবং অতুল সাহস ও পরাক্রমসহকারে শত্রুনিপাত করেন। তাঁহার পরাক্রমে শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নোদ্যত হয়। পরিশেষে সহসা শত্রুনিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন করিয়া ইনি অমরধামে প্রস্থান করেন। ইহা খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর ঘটনা।

জবা—১। বেগবতী, দ্রুতগামিনী। জব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বা পুষ্প। জপ্ (জপ করা)+অল্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

জবাই—মুসলমান ধর্মমতে পশুবধ; বধ; হত্যা। <আ 'জবহ্'। বি।

জবান—রসনা, জিহ্বা; বাক্য, কথা; ভাষা। ফা। বি।

জবানবন্দি—বিচারকের নিকট কথিত বাক্য, এজাহার; বিবরণ। ফা-মূ। বি।

জবানি—১। উক্তি, কথা। বি। ২। বাচনিক, মৌখিক। ফা-মূ। বিণ।

জবাব—উত্তর, প্রতিবচন; কৈফিয়ত; অন্যের সহিত ঐক্য, সমকক্ষতা। আ। বি।

জবাব-দিহি—১। কৈফিয়ত; দায়িত্ব। বি। ২। দায়ী। <আ 'জবাবদিহ্'। বিণ।

জবাবী—প্রত্যুত্তরদায়ক ('—পোস্টকার্ড')। আ-মূ। বিণ।

জবী (জবিন্)—দ্রুতগামী, বেগবান্। জব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**জবিনী**।

জবুথবু—জড়বৎ; নিশ্চেষ্ট, আড়ষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

জব্দ—শাসিত, আক্কেলপ্রাপ্ত, নাকাল, হত-দর্প, পরাভূত, অপমানিত। <আ 'জব্ত্'। বিণ।

জব্বলপুর—ভারতের মধ্যপ্রদেশস্থ বিভাগ, জেলা ও শহর। জব্বলপুর জেলার মধ্য দিয়া নর্মদা নদী প্রবাহিতা। শহরের ৪।৫ মাইল দূরে সুবিখ্যাত "মার্বেল রক্স" অবস্থিত। এইখানে নর্মদা "ধুঁয়া-ধার" নামক পাহাড়ের ৩০ ফুট উচ্চস্থান হইতে নিম্নে পড়িয়া দুই ধারে অবস্থিত শ্বেতপ্রস্তর-শ্রেণীর মধ্যগত সংকীর্ণ পথ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। "ধুঁয়া-ধার" অর্থে ধুঁয়ার ন্যায় ধারা। জব্বলপুর আধুনিক শহর। জি. আই. পি. এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে এই শহরেই মিলিত হইয়াছে। খ্রীঃ ১০ম ও ১১শ শতাব্দীতে এই প্রদেশে চৈদ্য বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। ১৬শ শতাব্দীতে সংগ্রাম সা নামক গড়মণ্ডলের গোঁড় রাজা অপর ৫২টি জেলার সহিত এই জেলাটি স্বাধিকারে আনেন। তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পৌত্র প্রেমনারায়ণের রাজত্ব-কালে সুপ্রসিদ্ধা গোঁড়রাজ্ঞী দুর্গাবতী শাসনভার গ্রহণ করেন। সেই সময়ে কড়া মানিকের মোগলরাজ-প্রতিনিধি আসফ খাঁ গড়মণ্ডল আক্রমণ করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রানী অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করেন; শেষে পরাজিত হইয়া আত্মহত্যা করেন। আসফ খাঁ কিছুকাল স্বাধীনভাবে গড়মণ্ডল শাসন করিয়া পরিশেষে স্বীয় প্রভু আকবরকে দেশটি প্রদান করেন। আকবরের সময়ে গড়মণ্ডলের রাজবংশধরগণ নির্বিবাদে ও স্বাধীনভাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৮১৮ খ্রীঃ জব্বলপুরসহ এই দেশগুলি ইংরাজ হস্তগত করেন। পূর্বে এই স্থানগুলি নাগপুরের রেসিডেন্টের অধীন জনৈক কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইত। ১৮৬১ খ্রীঃ জব্বলপুর একটি স্বতন্ত্র জেলারূপে সৃষ্ট হয়।

জমক—মরা সোনার রং ভাল সোনার মতন করিবার উপকরণ; জেল্লা, চমক, দীপ্তি, প্রভাব; আড়ম্বরযুক্ত শোভা, সমারোহ। হি। বি।

জমকানো—জাঁকানো, শোভিত হওয়া বা করা, সৌষ্ঠবযুক্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

জমকালো—দীপ্তিযুক্ত, দৃষ্টি আকর্ষণকারী, আড়ম্বর ও শোভাসম্পন্ন, জাঁকালো। বাংপ্র। বিণ।

জমজ—যমজাত; যুগপৎ সঞ্জাত। যম—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

জমজমা—১। চমৎকৃত; জমকালো। বিণ। ২। সম্ভ্রম; মর্যাদা; ভিড়। বাংপ্র। বি।

জমজমাট—জমায়েত, ভিড়; জমাট, সংহতির ভাব। বাংপ্র। বি।

জমদগ্নি জনৈক ঋষি, পরশুরামের পিতা। ঋচিক মুনির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। জমদগ্নি বেদ ও অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। রাজতনয়া রেণুকার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার পাঁচটি পুত্র হয়, তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ পরশুরাম সর্ব-কনিষ্ঠ।

একদা রেণুকা স্নানার্থে নদীতে গমন করিয়া তথায় গন্ধর্বদিগের ক্রীড়াদর্শনে কলুষিতচিত্তে আশ্রমে প্রত্যাগমন করেন। জমদগ্নি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া সহধর্মিণীর বধার্থ জ্যেষ্ঠপুত্রকে আদেশ করিলেন। তিনি মাতৃহত্যায় অসম্মত হওয়ায় পিতৃশাপে জড়ত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ তিন সহোদরও ঐরূপ পিতৃ-নির্দেশ পালনে অস্বীকৃত হইয়া সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন। তখন পরশুরাম আশ্রমে ছিলেন না। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র জমদগ্নি তাঁহাকে কলুষিতা জননীর জীবন-নাশের আজ্ঞা করিলেন। আজ্ঞামাত্র পরশুরাম স্বীয় কুঠারাস্ত্রে রেণুকার শিরশ্ছেদন করিলেন। তখন জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন, তিনি কাতরকণ্ঠে জননীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। ঋষিবরের প্রসাদে রেণুকা পুনর্জীবিতা ও তাঁহার পুত্রচতুষ্টয় জড়ত্ব-মুক্ত হইলেন।

অতঃপর একদিন রাজা কার্তবীর্যার্জুন সসৈন্যে জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিবর কামধেনু নন্দার সাহায্যে তাঁহাদের সকলেরই যথোচিত অতিথিসৎকার করিলেন। রাজা কামধেনুর এতাদৃশ গুণ দেখিয়া ঋষির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হইলে উভয়ের মধ্যে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হইল। কামধেনুর সহায়তায় সৈন্য সৃষ্টি করিয়া জমদগ্নি রাজার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহার শরে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ইহাতেই পরশুরাম ক্ষত্রিয়ের প্রতি জাতক্রোধ হন। জম্ (ভক্ষণ করা)+শতৃ কর্তৃ—জমৎ (ভক্ষণকারী); অগ্নির জমৎ, ৬তৎ, পূর্ব পদের পররূপপাত। বি; পুং।

জমন—ভক্ষণ, ভোজন। জম্ (ভক্ষণ করা) +অনট্ ভাব। বি ; পু।

জমা—১। মোট সংখ্যা ; আয়, বৃদ্ধি ; পুঁজি ; নির্দিষ্ট খাজনা। আ। বি। ২। জমাট বাঁধা, ঘনীভূত হওয়া ; সঞ্চিত হওয়া, একস্থানে সমবেত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

জমা-ওয়াশীল-বাকী দেয়, প্রদত্ত ও অনাদায়ী টাকার হিসাব ; নির্দিষ্ট খাজানার কত আদায় ও কত বাকী তাহার হিসাব। আ-মু। বি।

জমাখরচ—আয়ব্যয় ; তাহার হিসাব বা তালিকা। <জমা (আ)+খর্চ (ফা)। বি।

জমাট—ঘনীভূত ; একত্রিত ; চিত্তাকর্ষক, মনোহারী। আ-মু। বিণ।

জমাদার—কতিপয় সৈনিকের নেতা ; সেনাবিভাগে সুবাদারের নিম্নস্থ কর্মচারী ; পুলিসে দারোগার নিম্নস্থ কর্মচারী ; ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কন কার্যে প্রধান ব্যক্তি। আ-ফা-মু। বি।

জমানো—সঞ্চয় বা সংগ্রহ করা, গাদা করা, সমাবেশিত করা ; জমাট করা, to freeze ; সমবেত লোকের চিত্ত বিনোদন করা। বাংপ্র। ক্রি।

জমানত—জামিন, প্রতিভূ। আ। বি।

জমানবিস—জমালেখক, জমিদারি সেরেস্তায় জমিজমার হিসাবরক্ষক কর্মচারী। আ-মু। বি।

জমাবন্দি—প্রজার জমির জমার হিসাব, খাজানা আদায়ের কাগজ, হস্তবুদ, rent-roll ; জমাধার্য। আ-মু। বি বা বিণ।

জমায়ত, জমায়েত—১। মিলন, সভা, দল ; ভিড়। বি। ২। একত্র সমবেত, সম্মিলিত। আ-মু। বিণ।

জমি—ভূমি, ক্ষেত্র, ক্ষেত ; বস্ত্রাদির পুনানি বা পৃষ্ঠ। <ফা 'জমীন'। বি।

জমি-জমা নিজের জমি ও জমার জমি ; জমির জমা বা খাজানা ; ভূসম্পত্তি। ফা। বি।

জমি-জিরাত, -জেরাত—চাষযোগ্য জমি, জোত। ফা-মু। বি।

জমিদার—ভূস্বামী, ভূমির অধিকারী, গৃহস্বামী, বাড়িওয়ালা। আ-ফা। বি ; পু। স্ত্রী, **-দারনী**।

জমিদারি—জমিদারের পদ বা এলাকা, ভূস্বামিত্ব ; ভূসম্পত্তি, তালুক। আ-ফা-মু। বি।

জমিদারী—জমিদার বা জমিদারি-সংক্রান্ত ; জমিদারের মত ; বড়লোকী। আ-ফা-মু। বিণ।

জম্পতী (জম্পতি)—দম্পতী, স্ত্রীপুরুষ, পতিপত্নী। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

জম্বীর—১। লেবুগাছ। বি ; পু। ২। লেবু। বি ; ক্লী।

জম্বু, জম্বূ—১। জম্বুদ্বীপ ; জামগাছ। জম্ (ভক্ষণ করা)+কু, কূ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। ২। জম্বুফল, জাম। বি ; স্ত্রী বা ক্লী।

জম্বুক, জম্বূক—শৃগাল ; কুমারের অনুচর ; বরুণ ; নীচব্যক্তি। জম্ (ভক্ষণ করা)+ উক, ঊক কর্তৃ। বি ; পু।

জম্বুকী, জম্বূকী—শৃগালী। জম্বুক বা জম্বূক+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

জম্বুখণ্ড—জম্বুদ্বীপ। জম্বু নামক যে খণ্ড, মধ্যপ। বি ; পু।

জম্বুদ্বীপ—সপ্তদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপ বিঃ, সম্ভবতঃ এশিয়া মহাদেশ (নীল পর্বতের দক্ষিণে ও নিষধের উত্তরে অবস্থিত সুদর্শন নামে এক সনাতন মহান্ জম্বুর নামানুসারে ইহার নাম জম্বু হইয়াছে)। জম্বু নামক যে দ্বীপ, মধ্যপ। বি ; পু।

জম্বূ—'জম্বু' দ্রঃ।

জম্ভ—১। জনৈক দৈত্য ; জম্বীর। জন্ভ্ (নষ্ট করা)+অন্ কর্তৃ। ২। ভক্ষণ ; জৃম্ভণ, হাই তোলা। জন্ভ্+অল্ ভাব। ৩। হনু। জন্ভ্+অন্ করণ। বি ; পু।

জম্ভন—রমণ, মৈথুন। জন্ভ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

জম্ভভেদন, জম্ভভেদী (-ভেদিন্)—জম্ভাসুরঘাতক, ইন্দ্র। জম্ভ-ভিদ্+অন, ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

জম্ভলা—জনৈক রাক্ষস [কথিত আছে যে, ইহার স্মরণে গর্ভিণীর প্রসবকালীন যন্ত্রণা নিবারিত হয়]। জন্ভ্ (নাশ করা)+ কল কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

জম্ভারি—১। জম্ভরিপু, ইন্দ্র। জম্ভের অরি, ৬তৎ। বি ; পু। ২। অনল, অগ্নি। প্রা কপ্র। বি।

জম্ম—জন্ম। বাংপ্র। বি।

জম্মিত—উৎপাদিত, জন্ম দেওয়া (সন্তান)। গ্রাম্য। বিণ।

জম্মু—জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। রাজপ্রাসাদ ও শহর তাওয়ী নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ; দুর্গটি বাম তীরে বিরাজিত। নিকটবর্তী স্থান হইতে প্রাসাদের দৃশ্য বড়ই মনোরম। শহরের উপকণ্ঠে অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষগুলি অতীতকালের প্রবল রাজপুতরাজত্বের সাক্ষ্য প্রদান করে। পরে জম্মু রণজিৎ সিংহের অধিকারে আসে। তাঁহার মৃত্যুর পরে গোলাপ সিং ইহাকে হস্তগত করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ইংরাজ তাঁহাকে কাশ্মীর দেশ প্রদান করেন। জম্মু এবং কাশ্মীর ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত।

জয়—১। শত্রুপরাভব, বিপক্ষকে হারাইয়া দেওয়া ; বশীভূতকরণ ; কৃতকার্যতা ; স্তুতি শুভেচ্ছা প্রভৃতি জ্ঞাপক উক্তি (যেমন 'জয় মা কালী' ; 'মহারাজের জয়')। জি (জয় করা)+অল্ ভাব। ২। বিরাটভবনস্থ ছদ্মবেশী যুধিষ্ঠির ; জয়ন্ত। জি+অল্ কর্তৃ। বি ; পু। ৩। বিষ্ণুর পার্ষদ বিঃ। এই জয় ও ইহার ভ্রাতা বিজয় বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর দ্বাররক্ষক। একদা সনকাদি ঋষিগণ বিষ্ণুদর্শনমানসে বৈকুণ্ঠের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে, জয় ও বিজয় তাঁহাদিগের গমনে বাধা দেন। তাহাতে ঋষিগণ কোপাবিষ্ট হইয়া ইঁহাদিগকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইঁহাদিগকে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মর্তে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তখন ভ্রাতৃদ্বয় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীহরি বলিলেন, "ঋষিবাক্য অন্যথা হইবার নহে ; তোমাদিগকে ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতেই হইবে ; তবে আমি এই মাত্র করিতে পারি, যদি তোমরা আমার মিত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর, তাহা হইলে সাত জন্ম, আর শত্রুরূপে জন্মিলে তিন জন্ম পরে তোমরা পুনরায় স্বস্থানে আসিতে পারিবে ; এতদুভয়ের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার।" বি ; পু।

জয়গোপাল তর্কালংকার—যশোহর জেলার অন্তর্গত বজরাপুর গ্রামে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা কেবলরাম তর্কপঞ্চানন নাটোররাজের সভাপণ্ডিত ছিলেন। কেবলরামের পাঁচ পুত্র, জয়গোপাল সর্বকনিষ্ঠ। কেবলরাম বৃদ্ধবয়সে ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ পুত্র জয়গোপালকে সঙ্গে লইয়া কাশীবাসী হন। জয়গোপাল কাশীতে শিক্ষালাভ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শ্রীরামপুরের পাদরি কেরি সাহেবের অধীনে কর্ম স্বীকার করেন।

জয়গোপাল স্বীয় প্রতিভাবলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য-অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ১৬ বৎসর তথায় কার্য করেন। বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, শ্রীশচন্দ্র প্রভৃতি বঙ্গরত্নগণ সকলেই ইঁহার ছাত্র। ইনি তখনকার সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম জজ-পণ্ডিতও ছিলেন। বিখ্যাত পাদরি কেরি ও মার্শম্যান শ্রীরামপুরে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিলে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত জয়গোপাল কর্তৃক পরিশোধিত হইয়া প্রথম প্রকাশিত হয়। জয়গোপাল মিশনারীদের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। একপক্ষে রামায়ণাদি প্রকাশ করিয়া ইনি যেমন বঙ্গবাসীর অশেষ

উপকার করিয়াছেন, পক্ষান্তরে সেইরূপ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের প্রভূত অপকারও করিয়াছেন। আসল কৃত্তিবাসী রামায়ণ বা কাশীদাসী মহাভারত আর পাইবার উপায় নাই। প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা কিরূপ ছিল তাহা জানিতে হইলে প্রাচীন গ্রন্থ অবিকল মুদ্রিত হওয়া আবশ্যক। জয়গোপাল তাহা না করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংশোধন ও তাহাতে নিজের রচনা সংযোজিত করিয়া তাহা বিকৃত করিয়াছেন। জয়গোপাল সুকবি ছিলেন। ইনি কবি বিল্বমঙ্গলকৃত হরি-ভক্তিমূলক সংস্কৃত কবিতাগুলির বঙ্গানুবাদ এবং ষড়্‌ঋতু বর্ণনা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন। ইনি পারসী অভিধান নামে একখানি কোষগ্রন্থও সংকলন করিয়াছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে জয়গোপাল ইহলোক ত্যাগ করেন।

জয়চন্দ্র—কান্যকুব্জের শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। ইনি দিল্লীশ্বর পুত্রহীন শেষ অনঙ্গপালের দৌহিত্র। তিনি জয়চন্দ্রকে উপেক্ষা করিয়া অপর দৌহিত্র পৃথ্বীরায়কে আপনার সিংহাসন দান করিয়া যান। ইহাতেই পৃথ্বীরায়ের উপর জয়চন্দ্রের বিষম বিদ্বেষ জন্মে। তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য জয়চন্দ্র নানা চক্রান্ত করেন, কিন্তু তাঁহার অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিবলে ইনি কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশেষে তাঁহাকে অপমান করিবার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্তরাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্যে নিযুক্ত হইতে হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়কে দ্বারী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। পৃথ্বীরায় সে অপমানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্তি গড়িয়া তাহাকেই দ্বাররূপে স্থাপন করিলেন।

জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোক-সামান্য রূপবতী কন্যা ছিল। এই যজ্ঞে তাঁহারও স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ের অসাধারণ বীরত্বাদির পরিচয় অবগত হইয়া সংযুক্তা ইতঃপূর্বেই তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরায়ও তাঁহার রূপগুণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সংযুক্তা যে তাঁহার অনুরাগিণী তাহা জানিতে পারিয়া সসৈন্যে কান্যকুব্জে উপস্থিত হইলেন, এবং সৈন্যদিগকে কিছু দূরে রাখিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির নিকট লুকাইয়া রহিলেন। সংযুক্তা সমাগত রাজগণ মধ্যে পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া দ্বারস্থিত পৃথ্বীরায়ের প্রতিমূর্তির গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলেন। জয়চন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। এদিকে পৃথ্বীরায় গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে আপনার পার্শ্বদেশে বসাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। জয়চন্দ্র অপমানে ও ক্রোধে জিঘাংসু ও কাণ্ডজ্ঞান-শূন্য হইয়া সবন্ধুবান্ধবে সসৈন্যে পৃথ্বীরায়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরায় সকলকে পরাজিত করিয়া আপনার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।

স্বয়ং শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া স্বজাতি-দ্রোহী জয়চন্দ্র মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। ঘোরী মহানন্দে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রথম যুদ্ধে মহম্মদ পরাস্ত হইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় আগমন করিলেন। এবার জয়চন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। পৃথ্বীরায় অসীম পরাক্রমে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন, এবং যুদ্ধ করিতে করিতে বীর-শয্যায় শয়ন করিলেন। দিল্লী ও আজমীর মুসলমানের করতলগত হইল (১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

রাজ্যলোলুপ মহম্মদ পর বৎসর কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। ঐ শত্রুর গতিরোধ করিতে পারে, তৎকালে এরূপ বীর কেহ ছিল না। স্বার্থান্ধ জয়চন্দ্র নিতান্ত অনুতপ্ত চিত্তে শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিবার সময় গঙ্গার অতলতলে চিরনিমগ্ন হইলেন।

জয়জয়কার—জয় জয় শব্দ উচ্চারণ, সাধু-বাদ; সর্বত্র সকল বিষয়ে জয় বা সিদ্ধি-লাভ। জয়জয়—কৃ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

জয়জয়ন্তী—রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

জয়ঢক্কা—জয়সূচিকা ঢক্কা, জয়ঢাক। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জয়ঢাক—বড় ঢাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

জয়তু—জয়লাভ করুন। সং ক্রি।

জয়তুর—জয়তুরী, বিজয়-দুন্দুভি। প্রা কপ্র। বি।

জয়ত্রী, জয়িত্রী—জায়ফলের ছাল, জাতিপত্র। <জাতিপত্রী। বি; স্ত্রী।

জয়ৎসেন—বিরাটরাজভবনস্থ ছদ্মবেশী চতুর্থ পাণ্ডব নকুল। জয়ন্তী সেনা যাহার, বহু। বি; পু।

জয়দাতা (-দাতৃ)—বিজয়দায়ক, যাঁহার অনুগ্রহে জয়লাভ হয়। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**জয়দাত্রী**।

জয়দুর্গা—দুর্গাদেবীর মূর্তিভেদ। জয়কারিকা দুর্গা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জয়দেব—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইঁহার রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের ন্যায় সুললিত মধুর গীতিকাব্য সংস্কৃত ভাষায় আর নাই। অনুমান খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইনি বর্তমান ছিলেন। বঙ্গদেশান্তর্গত বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ভোজদেব ও মাতার নাম বামাদেবী। ইনি অতি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। পরে পদ্মাবতী নাম্নী এক গুণবতী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া সংসারী হন। এই বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, জগন্নাথদেবের আদেশে পদ্মাবতীর পিতা তনয়াকে উদাসীন জয়দেবের নিকট উপস্থিত করিয়া, তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু জয়দেব তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন পদ্মাবতীর পিতা অনন্যোপায় হইয়া কন্যাকে জয়দেবের নিকট রাখিয়া প্রস্থান করিলেন। জয়দেব তথাপি পদ্মাবতীকে যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে বলিলেন। পদ্মাবতী অতি বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় পিতা আমাকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, আমিও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আপনাকেই আমি পতিত্বে বরণ করিব, সুতরাং অন্য কাহাকেও স্বামিরূপে গ্রহণ করিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারিব না; এক্ষণে আপনি আমাকে ছাড়িলেও আমি আপনাকে ছাড়িব না। সর্বদা নিকটে থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আপনার চরণ সেবা করিব।" অতঃপর জয়দেব পদ্মাবতীর হাত এড়াইতে না পারিয়া তাঁহাকে ভার্যারূপে গ্রহণ করিলেন। এই বিবাহের পর গৃহী হইয়া জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনা করেন। কথিত আছে, "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" প্রমুখ গীত রচনা কালে "স্মরগরল-খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং" এই পর্যন্ত লিখিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারং" এই কথাগুলি লিখিতে যাইয়া জয়দেব ভাবিলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের মাথায় রাধা পা রাখিলেন, এই ভাবটি সংগত নয়। এই ভাবিয়া লেখা অসম্পূর্ণ রাখিয়া স্নানার্থ বাহিরে যাইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে পদ্মাবতী দেখিলেন যে জয়দেব স্নানান্তে গৃহে ফিরিয়া রচিত গ্রন্থে কি লিখিলেন এবং তাহার পর অন্নাহার করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পদ্মাবতী স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট আহার করিতেছেন, এমন সময়ে জয়দেব ফিরিয়া আসিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার আগে যে আজ আহার করিতেছ?" পদ্মাবতী উত্তর করিলেন, "সে কি? তুমি

স্নানান্তে আহার করিয়া বাহিরে যাইলে পর আমি তো তোমার প্রসাদ খাইতেছি। আহার করিবার আগে তুমি যে পুঁথিতে কি লিখিলে।" জয়দেব অধিকতর আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাড়াতাড়ি পুঁথি খুলিলেন ও দেখিলেন যে "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই কথাগুলি নিজের হস্তাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি বুঝিলেন যে, রসিকশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এই কথাগুলি লিখিয়া গীতাংশ পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন। অনন্তর ভক্তিগদগদস্বরে পদ্মাবতীকে বলিলেন, "তুমি অতি ভাগ্যবতী, তাই শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়াছ ও তাঁহার প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছ। আমিও তোমার প্রসাদ ভক্ষণ করিব।" এই বলিয়া ইনি পদ্মাবতীর ভুক্তাবশিষ্ট ভক্ষণ করিলেন। শোনা যায়, জয়দেব স্বপ্রতিষ্ঠিত এক বিগ্রহের জন্য অর্থসংগ্রহার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। এই সময়ে একদিন পথে দস্যুরা ইঁহার যথাসর্বস্ব লুণ্ঠনপূর্বক হাত পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া রাখিয়া যায়। অতঃপর বহুকষ্টে আরোগ্যলাভ করিয়া জয়দেব সস্ত্রীক দেশে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার সম্মানার্থ অদ্যাপি কেঁদুলিতে প্রতিবৎসর জয়দেবের মেলা নামে প্রসিদ্ধ মেলা হইয়া থাকে। বি ; পু।

জয়বল—বিরাটভবনস্থ ছদ্মবেশী পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব। জয়ৎ বল যাহার, বহু। বি ; পু।

জয়দ্রথ—সিন্ধুদেশের রাজা, দুর্যোধনের ভগিনীপতি। ধৃতরাষ্ট্রের তনয়া দুঃশলার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। পাণ্ডবগণের বনবাস সময়ে ইনি দ্রৌপদীহরণমানসে তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং কুটীরে অন্য কেহ না থাকায় দ্রৌপদীকে একাকিনী পাইয়া তাঁহাকে রথে আরোহণ করাইয়া পলায়নপর হন। এমন সময়ে পাণ্ডবগণ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া দ্রৌপদীকে দেখিতে না পাইয়া জয়দ্রথের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন, এবং ইঁহার রক্ষিগণের প্রাণবধ করিলেন। তখন জয়দ্রথ নিরুপায় হইয়া দ্রৌপদীকে রথ হইতে নামাইয়া দিলেন এবং অতি দ্রুতবেগে রথ চালাইয়া দিলেন। তদ্দর্শনে অর্জুন ক্রোশান্তর হইতে শরক্ষেপ করিয়া ইঁহার রথের অশ্বদ্বয় বধ করিলেন। অশ্ব হত হইলে, জয়দ্রথ রথ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া দ্রুতপদে পলাইতে লাগিলেন। তখন ভীম ইঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া ইঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। অবশেষে অনেক লাঞ্ছনা করিয়া পাণ্ডবগণ ইঁহাকে ছাড়িয়া দেন।

এইরূপে অপমানিত হইয়া জয়দ্রথ প্রতিশোধ গ্রহণাভিপ্রায়ে মহাদেবের তপস্যা আরম্ভ করিলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব ইঁহাকে বর দেন যে, অর্জুন ভিন্ন অপর পাণ্ডবচতুষ্টয়কে ইনি পরাভূত করিতে পারিবেন। অতঃপর কুরুক্ষেত্রসমরে অভিমন্যুবধের দিন জয়দ্রথ কৌরবপক্ষের ব্যূহদ্বার রক্ষা করায় পাণ্ডবেরা কেহই ব্যূহভেদ করিয়া অভিমন্যুর সাহায্য করিতে পারিলেন না। কারণ অর্জুন সে সময়ে অন্যত্র নারায়ণী সেনার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। অনন্তর অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া চতুর্দশদিবসীয় যুদ্ধে জয়দ্রথের প্রাণবধ করেন। জয়ৎ রথ যাহার, বহু। বি ; পু।

জয়ধ্বজ—জয়পতাকা। জয়সূচক ধ্বজ, মধ্যপ। বি ; পু বা স্ত্রী।

জয়ধ্বনি—১। জয়সূচক শব্দ, বিজয়হেতু আনন্দকোলাহল ; 'জয় হউক' এইরূপ আশীর্বচন। মধ্যপ। ২। জয় জয় এইরূপ উচ্চারিত শব্দ। ৬তৎ। বি ; পু।

জয়ন্ (জয়ৎ) — যে জয় করিতেছে, জয়কারী, জয়ী, বশীভূতকারী ; জয় করিতে করিতে। জি + শতৃ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**জয়ন্তী**।

জয়ন ১। জয়। জি + অনট্ ভাব। ২। সৈনিক সজ্জা। জি + অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

জয়নাদ—জয়ধ্বনি, জয় জয় শব্দ, সিংহনাদ। জয়সূচক নাদ, মধ্যপ। বি ; পু।

জয়নারায়ণ ঘোষাল (মহারাজ বাহাদুর)—জন্ম ১১৫৯ সালের ৩রা আশ্বিন (ইংরাজী সেপ্টেম্বর ১৭৫১)। ইঁহার পিতার নাম কৃষ্ণচন্দ্র ও পিতামহের নাম কন্দর্প। এখন যেস্থানে কলিকাতার কেল্লা হইয়াছে, সেই স্থানে (গোবিন্দপুরে) কন্দর্প বাস করিতেন এবং সেই স্থানেই জয়নারায়ণের জন্ম। ১১৬১ সালে কন্দর্প খিদিরপুরে বাসস্থান নির্মাণ করেন। জয়নারায়ণ ১৫ বৎসর বয়সে ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ফারস ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন ; এবং ১১৭২ সালে মুরশিদাবাদে নবাবের অধীনে কর্ম করেন। ১১৭৫ সালে সে কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। পরে যশোহরের রাজস্বসংক্রান্ত গোলযোগ মিটাইতে যখন কলিকাতার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্নেল সেক্স্‌পিয়ার কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত হন, সেই সময়ে তিনি জয়নারায়ণকে সহকারিরূপে সঙ্গে লইয়া যান। ১১৮৬ সালে জয়নারায়ণ পীড়িত হইয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসেন। ইঁহার কার্যে কোম্পানি এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, ওয়ারেন হেস্টিংস দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ জেহান্দার সার নিকট হইতে জয়নারায়ণের জন্য একটি সনন্দ আনাইয়া দেন। সেই সনন্দ দ্বারা বাদশাহ ইঁহাকে মহারাজ বাহাদুর উপাধি দেন ও তিন হাজারী মনসবদারী পদে নিযুক্ত করেন। সেই সনন্দ ১১৮৮ সালে প্রদত্ত হয়। ইহার পরে অনেকবার জয়নারায়ণ কোম্পানির সাহায্যে, পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া, নিজের বুদ্ধি এবং কায়িক পরিশ্রম প্রযুক্ত করেন। তিনি ব্যবসায় বাণিজ্যে বিস্তর ধনসম্পত্তি অর্জন করিয়া নানা সৎকার্যে তাহা ব্যয়ও করিয়াছিলেন। তিনি কালীঘাটের কালীর চারিখানি রৌপ্যনির্মিত হাত প্রস্তুত করাইয়া দেন। ভূকৈলাসের প্রাসাদ তিনিই নির্মাণ করেন ; সেখানে পতিতপাবনী মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি স্থাপিত করেন। ১২০০ সালে বারাণসীতে "করুণা-নিধান" নামক রাধাকৃষ্ণ মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিদ্যাশিক্ষার্থ বৃহৎ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহা জয়নারায়ণ কলেজ বলিয়া বিখ্যাত। এই বিদ্যালয় পরিচালনা জন্য খ্রীষ্টীয় মিশনারীগণের হস্তে যথেষ্ট মূলধন ন্যস্ত হয়। এই বিদ্যালয় ১২২৪ সালে (১৮১৭ খ্রীঃ) স্থাপিত হয় এবং এইখানে নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষক বিনা ব্যয়ে আহার করিতে ও থাকিতে পারিবে, তাহার ব্যবস্থাও করিয়া গিয়াছেন। বারাণসীর দুর্গাকুণ্ডের নিকট ধাতুময় গুরুপ্রতিমা স্থাপন এবং তাহার সন্নিহিত স্থানে গুরুকুণ্ড পুষ্করিণী খনন তাঁহারই কীর্তি। উক্ত স্থানে বাসকালে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শংকরী সংগীত (সংস্কৃত), ব্রাহ্মণার্চন চন্দ্রিকা (সংস্কৃত), জয়নারায়ণকল্পদ্রুম (সংস্কৃত), কাশীখণ্ড অনুবাদ (বাঙ্গালা) ও করুণানিধানবিলাস (বাঙ্গালা)। কেহ কেহ বলেন যে, কাশীখণ্ডের অনুবাদ তাঁহার নিজের নহে। কিন্তু তিনি যে ইহার পরিশিষ্ট অংশে তদানীন্তন কাশীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ১২২৮ সালে ২৫শে কার্তিক পূর্ণিমার দ্বিপ্রহরে ৬৯ বৎসর বয়সে এই পুণ্যাত্মা দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সাত দিন পূর্বে কাশীবাসী আত্মীয়গণকে পৃথক্ পৃথক্ পত্র লিখিয়া শেষ বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণই ভূকৈলাসের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা।

জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—বিখ্যাত আলংকারিক ও নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি ২৪ পরগনার অন্তর্গত মুচাদি গ্রামে ১২১১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪০ খ্রীঃ নিমচাঁদ শিরোমণির পদে ন্যায়ের অধ্যাপক হইয়া কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত

হন। ইনি এই সময়ে শালিখা গ্রামে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া তথায় অধ্যাপনা করিতেন। সেখানে স্থানের সংকীর্ণতার জন্য নারিকেলডাঙ্গায় একটি বাড়ি কিনিয়া এইখানেই চতুষ্পাঠী উঠাইয়া আনেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন প্রভৃতি অনেকেই উত্তরকালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। চতুষ্পাঠীর ছাত্রের মধ্যে মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলেজের কার্য হইতে অবসর লইয়া জয়নারায়ণ ১২৭৬ সালে কাশীধামে বাস করেন এবং ১২৮০ সালে সেইখানে দেহত্যাগ করেন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় দর্শনবিষয়ক ১১ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি সর্বদর্শনসংগ্রহের বাঙ্গালা ভাষায় এক অনুবাদ করেন। কাশীবাসকালে ইনি ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কাশী মহারাজকে উপহার দেন। জয়নারায়ণ অতিশয় সরলচিত্ত ছিলেন এবং ইঁহার ছাত্রগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল।

জয়ন্তী—স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের কন্যা। জি + অন্ত কর্তৃ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জয়ন্ত—১। শিব ; চন্দ্র ; অযোধ্যাধিপতি দশরথের মন্ত্রী ; বিরাটরাজভবনস্থ ছদ্মবেশী মধ্যম পাণ্ডব ভীম। জি (জয় করা) + অন্ত কর্তৃ। বি, পু। ২। দেবরাজ ইন্দ্রের পুত্র। ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাক্ষসরাজ রাবণ সসৈন্যে স্বর্গজয় করিতে গমন করিলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনি ভীমবিক্রমে যথাসাধ্য দেবসেনা রক্ষা করেন। অবশেষে রাবণতনয় মেঘনাদ মায়াবলে দশদিক্ তমসাচ্ছন্ন করিয়া অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেবসেনা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। তখন ইঁহার মাতামহ দৈত্যপতি পুলোমা ইঁহাকে পাতালে লইয়া গিয়া রক্ষা করেন।

জয়ন্তিকা—হরিদ্রা, হলুদ। জয়ন্তী শব্দ + ক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

জয়ন্তী—১। জয়কারিণী, জয় করিতেছে এরূপ (স্ত্রী)। জয়ৎ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা ; পতাকা ; স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ ; অষ্টমী তিথিঘটিত যোগ বিঃ। বি ; স্ত্রী। ৩। জন্মতিথি বা শুভদিবসে অনুষ্ঠেয় উৎসবাদি। বাংপ্র। বি।

জয়পতাকা—জয়সূচিকা পতাকা, বিজয়লাভের চিহ্নস্বরূপ যে পতাকা উড্ডীন করা হয়। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

জয়পত্র—জয়সূচক পত্র ; মোকদ্দমার বিচার শেষ করিয়া বিচারপতি বিজয়ী পক্ষকে যে চূড়ান্ত আদেশপত্র প্রদান করেন, ডিক্রীপত্র ; সন্দেহভঞ্জন পত্র ; কলহে নিমন্ত্রণপত্র। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

জয়পরাজয়—হারজিত ; জয়ী বা বিজিত হওয়া। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

জয়পাল—১। বিষ্ণু ; রাজা ; ঔষধ-বৃক্ষ বিঃ। (এই ঔষধ অতিশয় রেচক, পরিমাণে অধিক হইলে বিষের কার্য করে।) ৬তৎ। বি ; পু।

২। পঞ্জাব অঞ্চলের একজন রাজা। ইনি অতিশয় প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। সিন্ধুনদের পরপারস্থ পেশাওর পর্যন্ত ইঁহার অধিকারভুক্ত এবং লাহোর ইঁহার রাজধানী ছিল। আলপ্তিগিন গজনি রাজ্য স্থাপন করিলে, উভয় রাজ্যের প্রান্তসীমা লইয়া আলপ্তিগিনের পুত্র সবুক্তিগিনের সহিত ইঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। ইনি প্রথমবারে পরাজিত হইয়া আড়াই লক্ষ টাকা প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন, কিন্তু লাহোরে গিয়া প্রতিশ্রুতি পালন না করায় পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। সেবারেও জয়পাল পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন।

৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সবুক্তিগিনের মৃত্যু হইলে তৎপুত্র সুলতান মাহমুদ গজনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিছুদিন পরে তিনি ভারত আক্রমণাভিপ্রায়ে ১০,০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যসহ যাত্রা করিলে, জয়পাল তাঁহার গতিরোধার্থে পেশাওয়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধের পর হিন্দু-সৈন্যগণ পরাজিত হইলেন, মামুদ তাঁহাদিগকে শতদ্রু পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া আসিলেন, এবং জয়পালকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। অতঃপর জয়পাল অর্থপ্রদানে মুক্তিলাভ করিয়া লাহোর নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এইরূপে বারংবার মুসলমানহস্তে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হওয়ায় ইনি আপনাকে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া আত্মজীবন বিনাশে স্থিরসংকল্প হইলেন। অনন্তর পুত্র আনন্দপালকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া জলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জনপূর্বক সকল যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন।

জয়পুর—রাজস্থানের অন্তর্গত পূর্বতন করদ রাজ্য। এখানে সাম্ভর হ্রদ অবস্থিত। জয়পুর ও যোধপুর রাজ্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ইংরাজ এই হ্রদ হইতে লবণ প্রস্তুত করেন। এই হ্রদের সন্নিকটে ধর্মপ্রচারক দাদু তিরোহিত হন। তাঁহার নামযুক্ত একটি মন্দির ও মঠ এইখানে অবস্থিত। জয়পুর খোদিত প্রস্তর মূর্তি ও মিনার কারুকার্যের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। রাজ্যমধ্যে শ্বেত ও রক্ত প্রস্তর বিস্তর পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৯৬৭ (কাহারও মতে ১১২৮) অব্দে ধুলারাও নামক জনৈক কাছুয়া রাজপুত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজপুত ও মিনা সামন্ত রাজগণকে বিতাড়িত করিয়া এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। সে সময়ে রাজ্যটির নাম ছিল ধুন্দর।

ধুলারাও ভগবান্ রামচন্দ্র হইতে অধস্তন ৩৪ পুরুষ বলিয়া প্রখ্যাত। পঞ্চাশ বৎসর পরে হামাজী নামক কাছুয়ারাজ, মিনাগণের হস্ত হইতে অম্বর (আমের) কাড়িয়া লইয়া সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বহার্মা নামক এই বংশের জনৈক রাজা সর্বপ্রথমে মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহার পুত্র ভগবান দাস যুবরাজ সেলিমকে জামাতারূপে গ্রহণ করেন। ভগবান দাসের দত্তক পুত্র হিন্দুকুলকলঙ্ক মানসিংহ মোগল সম্রাটের সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জয়সিংহ (মির্জা রাজা) আওরঙ্গজেবের অধীনে দাক্ষিণাত্যে সমরকার্যে সাতিশয় দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনিই কৌশলসহকারে শিবাজীকে ধৃত করেন। কথিত আছে ঈর্ষান্বিত হইয়া আওরঙ্গজেব বিষ প্রদানে জয়সিংহের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার অধস্তন চতুর্থ রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ "সওয়াই" জয়সিংহ নামে পরিচিত। ইনি গণিত ও জ্যোতিষ বিদ্যায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। ইনি অনেকগুলি ভিন্নদেশীয় গণিত পুস্তক সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত করাইয়াছিলেন। ইনিই বারাণসী, মথুরা, দিল্লী, উজ্জয়িনী ও স্বীয় রাজ্যে এক একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। অম্বর হইতে রাজধানী উঠাইয়া ইনি স্ব-প্রতিষ্ঠিত নব শহরে উহা স্থাপিত করেন। তাঁহার নামানুসারে নবশহরের এবং রাজ্যের নাম "জয়পুর" বলিয়া আখ্যাত হয়। টডের রাজস্থানে দেখা যায় যে, বিদ্যাধর ভট্টাচার্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণের নক্শা অনুযায়ী বর্তমান জয়পুর শহর নির্মিত হইয়াছিল। উত্তরকালে ভরতপুরের জাঠগণের এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের উৎপীড়নে রাজ্যটি দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত রাজ্যের সখ্য সংস্থাপিত হয়—উদ্দেশ্য মহারাষ্ট্রীয় পরাক্রম-দমন, কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিস এ মৈত্রী উঠাইয়া দেন। উদয়পুরের রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর পাণিগ্রহণ উপলক্ষে যোধপুরের সহিত জয়পুরের বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে জয়পুর নিতান্ত হীনবল হইয়া পড়ে। পিণ্ডারী-

গণের নায়ক আমীর খাঁও রাজ্যটি ছারখার করিয়া দেয়। ১৮১৮ খ্রীঃ ইংরেজের সহিত সখ্য স্থাপিত এবং জয়পুররাজ-দেয় বার্ষিক করের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়। এই অব্দে কৃষ্ণকুমারীর পাণিপ্রার্থী জগৎসিংহ লোকান্তরিত হন। ইহার পরে দুইটি অপ্রাপ্তবয়স্ক রাজা যথাক্রমে সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ রামসিংহ জয়পুর রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার সময়ে জয়পুরের রাজশ্রী আবার ফিরিয়া আসে। ইনি রাজ্যের এবং শহরের বিবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকালে করদ রাজ্যে সর্বপ্রথম বাঙ্গালী মন্ত্রী নিযুক্ত হয়। রামসিংহ-প্রতিষ্ঠিত রামনিবাস নামক উদ্যান এবং রাজপ্রাসাদ শহরের প্রধান দৃশ্য। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত শিল্প বিদ্যালয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮০ খ্রীঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনি দেহত্যাগ করিলে, জগৎসিংহের দ্বিতীয় পুত্রের বংশধর কায়েম সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মাধোসিংহ নাম গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রীঃ ইনি বিলাত যাত্রা করিয়াচিলেন। ভারতীয় দুর্ভিক্ষ প্রশমন কল্পে ইনি বিশ লক্ষ টাকা দান করেন।

জয়পুর শহর ১৭২৮ খ্রীঃ দ্বিতীয় জয়সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল সম্রাট ইহাকে "সওয়াই" উপাধিতে ভূষিত করেন। "সওয়াই" অর্থে ১¼ অর্থাৎ গৌরবে ইনি অপর রাজগণ অপেক্ষা ১¼ গুণ বড়। শহরটি ছয় সমান ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগ চতুষ্কোণাকৃতি। রাস্তাগুলি প্রশস্ত। দুইধারে অবস্থিত অট্টালিকাগুলি রক্তবর্ণ কৃত্রিম প্রস্তরে নির্মিত। সকল বাটীই বহির্ভাগে দেখিতে একরূপ। শহরের দেড় মাইল দূরে গল্‌তা নামক পাহাড়ে সূর্যদেবের একটি মন্দির আছে। এখানে একটি পবিত্র প্রস্রবণ বিদ্যমান। শহরের উত্তর-পূর্বে ৫ মাইল দূরে পুরাতন রাজধানী অম্বর একটি পাহাড়ের শিরোদেশে অবস্থিত। জয়পুরস্থ রাজপ্রাসাদের অন্তর্গত স্থানে একটি মন্দিরে বৃন্দাবনের আদি শ্যামসুন্দর ও রাধা মূর্তি বিরাজিত। বাঙ্গালী পূজারীরা মন্দিরের সেবা-কার্যে নিযুক্ত আছেন।

জয়ভঙ্গ—জয়ের ভ্রংশ বা নাশ, পরাজয়, পরাভব। ৬তৎ। বি ; পু।

জয়মঙ্গল—বিজয়, মঙ্গল ; অভ্যুদয় ; রাজহস্তী ; ঔষধ বিঃ ; ভট্টিকাব্যের টীকাকার। বি ; পু। [ক্লী।

জয়মাল্য—বিজয়সূচক মাল্য। মধ্যপ। বি ;

জয়লক্ষ্মী, জয়শ্রী—জয়কারিণী লক্ষ্মী (দেবী বিঃ)। মধ্যপ ; অথবা জয়-রূপা লক্ষ্মী বা শ্রী, রূপক ; কিংবা জয়ের লক্ষ্মী বা শ্রী (শোভা), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জয়শঙ্খ—বিজয়বার্তা ঘোষণাকারী শাঁখ ; রণশঙ্খ, যুদ্ধের শাঁখ। মধ্যপ। বি ; পু।

জয়শব্দ—'জয় হউক' এই আশীর্বাদ-বাক্য, জয়ধ্বনি। মধ্যপ। বি ; পু।

জয়শীল—বিজয়শালী, যে সকল স্থানে সকল সময়ে জয়লাভ করে এমন। জয় হইয়াছে শীল যাহার, বহ। বিণ।

জয়শৃঙ্গ—রণবিষাণ, যুদ্ধের শিঙ্গা, ভেঁপু, trumpet. মধ্যপ। বি ; পু।

জয়শ্রী—১। 'জয়লক্ষ্মী' দ্রঃ। ২। রাগিণী বিঃ। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

জয়সিংহ—জয়পুরের প্রতিষ্ঠাতা, জয়পুর ও কাশীর মানমন্দিরের সংস্থাপক, জয়সিংহ কল্পদ্রুম ও সম্রাট্‌ নামক গ্রহগতি গ্রন্থের প্রণেতা। বি ; পু।

জয়স্তম্ভ—জয়সূচক স্তম্ভ (পূর্বতন নৃপতিগণ যে দেশ জয় করিতেন, সেই দেশের প্রান্তে স্তম্ভ নির্মাণ করাইতেন উহাকে জয়স্তম্ভ বলে)। মধ্যপ। বি ; পু।

জয়া—হরীতকী, গঙ্গা, ভাঙ্‌ ; পার্বতী, জয়ন্তীবৃক্ষ ; পার্বতীর সহচরী ; তৃতীয়া অষ্টমী ত্রয়োদশী তিথি। জয় + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

জয়ী (জয়িন্) জয়যুক্ত, জয়শীল। জয় শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**জয়িনী**।

জয়োৎসব—বিজয়লাভহেতু আনন্দজনক কার্যের অনুষ্ঠান, শত্রুপরাজয় করিয়া আনন্দ প্রকাশ। মধ্যপ। বি ; পু।

জয়োন্মত্ত বিজয়লাভে উন্মাদগ্রস্ত বা জ্ঞানশূন্য। জয় হেতু উন্মত্ত, ৫তৎ। বিণ।

জয়োল্লাস—বিজয়জনিত আনন্দ, যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় হর্ষ। জয়জনিত উল্লাস, মধ্যপ। বি ; পু।

জয়োহস্তু—জয় হউক। সংস্কৃত বিভক্ত্যন্ত পদদ্বয়—জয়ঃ + অস্তু। আশীর্বাদ বাক্য।

জয্য—যাহাকে জয় করিতে পারা যায় এরূপ। জি + য কর্ম নিপাতনে। বিণ।

জরজর—লোল, শিথিল, বলিত ; জীর্ণ, জর্জরিত। বাংপ্র। বিণ।

জরঠ—পাণ্ডুবর্ণ ; জীর্ণ ; বৃদ্ধ। জৄ (জীর্ণ হওয়া) + অঠ কর্তৃ। বিণ।

জরণ—১। জীর্ণ, শীর্ণ। জৄ (জীর্ণ করা) + অন কর্তৃ। বিণ। ২। জীরক, জীরা। বি ; পু। ৩। হিঙ্গু, হিঙ্‌। বি ; ক্লী।

জরৎকারু—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ মুনি। মুনিবর তপস্যা দ্বারা ধর্মজগতে সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং অধিকতর উন্নতিকাঙ্ক্ষী হইয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করিবার অভিপ্রায়ে বহুকাল দারপরিগ্রহে বিরত থাকেন। অবশেষে বংশরক্ষার্থ পিতৃগণের আদেশে দারপরিগ্রহের অভিলাষী হন। অতঃপর ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী মনসাদেবীকে বিবাহ করেন। পত্নীর গর্ভসঞ্চার হইলে, মুনিবর পুনরায় তপশ্চরণার্থ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। সেই গর্ভে লোকবিশ্রুত আস্তিক মুনির জন্ম হয়। বি ; পু।

২। জরৎকারু মুনির পত্নী, মনসাদেবী। ইনি নাগরাজ বাসুকির ভগিনী। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। জরৎকারু মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে ইঁহার গর্ভে আস্তিক মুনির জন্ম হয়। গর্ভসঞ্চারের পর ইঁহার স্বামী তপস্যার্থ গমন করিলে ইনি ভ্রাতৃগৃহেই রহিলেন। মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া নাগকুল নির্মূল করিতে উদ্যত হইলে, ইনি স্বীয় পুত্র আস্তিককে হস্তিনায় প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ নিবারণ করেন। বি ; স্ত্রী।

জরদ—হরিদ্রাবর্ণ, পীত। <ফা 'জর্দ'। বি।

জরদ্গব—বৃদ্ধ গো। জরন্ (বৃদ্ধ) যে গো, কর্মধা ; গো-স্থানে গব আদেশ। বি ; পু।

জরদ্গবী—বৃদ্ধা গবী (গাই)। জরদ্গব + ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

জরন্ (জরৎ)—জীর্ণ ; বৃদ্ধ ; পুরাতন, প্রাচীন। জৄ + শতৃ বা অতৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**জরতী**।

জরা—১। জরানাম্নী রাক্ষসী। জৄ + অন্ কর্তৃ + আপ্‌। ২। জীর্ণতা ; বার্ধক্য। জৄ + ঙ ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ৩। জীর্ণ হওয়া, জর্জরিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

জরাগ্রস্ত—জরাতে একান্ত অভিভূত, অতিজীর্ণ ; অতিবৃদ্ধ। জরা দ্বারা গ্রস্ত, ৩তৎ। বিণ।

জরাজীর্ণ—বার্ধক্য জন্য জীর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

জরানো—জীর্ণ হওয়ানো, জীর্ণ করা, জর্জরিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

জরাপুষ্ট—রাজা জরাসন্ধ। জরা (জরা রাক্ষসী) দ্বারা পুষ্ট (পালিত), ৩তৎ। বি ; পু।

জরাভীরু বার্ধক্যে ভীত, জরার্থ ভয়প্রাপ্ত। ৪ বা ৫তৎ। বিণ।

জরামৃত্যু—বার্ধক্য ও মরণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

জরায়ু—গর্ভাবরণ-চর্মথলী, গর্ভাশয় ; জটায়ু পক্ষী। জরা—ই + ঞুণ্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

জরায়ুজ—জরায়ু হইতে জাত (মনুষ্য, গো প্রভৃতি)। জরায়ু হইতে জন্মে যে এই

বাক্যে উপপদং ; জরায়ু—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ।

জরাসন্ধ—মগধের বিখ্যাত রাজা, বৃহদ্রথ নৃপতির পুত্র। বৃহদ্রথ পুত্রাভাবে সংসারে বীতরাগ হইয়া তপস্যার্থ পত্নীদ্বয়সমভিব্যাহারে বনে প্রস্থান করেন। একদা গৌতমরাজ চণ্ডকৌশিক ঋষির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তিনি জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীতভাবে স্বীয় দুঃখবৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাপন করেন। মহাতপাঃ ঋষিবর তাঁহাকে একটি আম্রফল প্রদান করিয়া বলিয়া দেন যে, এই ফল ভক্ষণ করিলে তোমার পত্নীর সন্তান হইবে। রাজা মহানন্দে রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক উক্ত ফলটি মহিষীদ্বয়কে সমান দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ভক্ষণ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কার্য করিলে কিছুকাল পরে উভয়েই গর্ভবতী হন এবং নির্দিষ্ট কালাবসানে প্রত্যেকে অর্ধখণ্ড করিয়া সন্তান প্রসব করেন। ইহাতে বৃহদ্রথ দুঃখিত হইয়া খণ্ড দুইটি শ্মশানে ফেলিয়া দিতে আজ্ঞা করেন। জরা নামে এক রাক্ষসী শ্মশানে আসিয়া খণ্ডদ্বয় একত্রিত করায় একটি অপরূপ রূপসম্পন্ন জীবিত বালক হইল দেখিয়া উহা রাজাকে প্রদান করিয়া বলে যে, দুই খণ্ডে পুনর্বিভক্ত না হইলে বালকের মৃত্যু হইবে না। জরা কর্তৃক সংযুক্ত-দেহ হওয়াতেই বালক জরাসন্ধ নামে খ্যাত হইল।

বৃহদ্রথের মৃত্যুর পর ইনি মগধের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ক্রমে ইনি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা হইয়া উঠেন। ইঁহার বিংশতি অক্ষৌহিণী সেনা ছিল, অনেক রাজ্যও ইনি জয় করেন। চিত্রাঙ্গদ-রাজদুহিতার স্বয়ংবরকালে ইনি মহাবীর কর্ণের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, এবং তাঁহাকে মালিনীনাম্নী নগরী প্রদান করেন।

জরাসন্ধ মথুরারাজ কংসের সহিত স্বীয় কন্যা অস্তি ও প্রাপ্তির বিবাহ দেন। কৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হইলে, কৃষ্ণপ্রমুখ যাদবগণের বিনাশার্থ জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা অবরোধ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের অসীম বীরত্বে ও বুদ্ধিকৌশলে প্রত্যেক বারেই পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। অতঃপর ইনি কালযবনের সাহায্য গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ভীষ্মকরাজদুহিতা রুক্মিণীর সহিত চেদিরাজ শিশুপালের বিবাহ দিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং রুক্মিণীকে হরণ করায় ইনি বিফলমনোরথ হন।

জরাসন্ধ রুদ্রদেবের উদ্দেশে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সেই যজ্ঞে নৃপদিগকে বলি দিবার চেষ্টা করেন। এই অভিপ্রায়ে অনেক রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দ করিয়া আপনার পুরীতে রাখিয়া দেন। কৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া সেই সকল রাজাকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত ভীমার্জুনসহ ইঁহার পুরীতে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তখন ইঁহাকে রাজগণের মুক্তিবিধান অথবা যুদ্ধদান করিতে বলেন। ইনি যুদ্ধই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া ভীমের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। মহাবল ভীম ইঁহাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ইঁহার প্রাণবিনাশ করেন। অতঃপর জরাসন্ধের পুত্র সহদেব মগধের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। জরা (রাক্ষসী বিঃ) কর্তৃক কৃত। সন্ধা (মিলন) যাহার, বহু। বি ; পু।

জরি—সোনালি বা রূপালি সূতা বা ফিতা, গোটা ; লেস্, lace. < ফা 'জরূরীন'। বি।

জরিজরি—জর্জরিত হইয়া। গ্রা কপ্র। ক্রি।

জরিদার—জরি বা গোটা লাগানো। ফা-মু। বিণ।

জরিপ জমির পরিমাণ স্থিরকরণ ; survey. < আ 'জরীব'। বি।

জরিমানা—অপরাধের দণ্ড ; অর্থদণ্ড। আ ফা-মু। বি।

জরী (জরিন্) - জরাযুক্ত, জরাজীর্ণ, বৃদ্ধ। জরা + ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**জরিণী**।

জরু—পত্নী, ভার্যা, স্ত্রী। হি। বি।

জরুড়—গাত্র চর্ম বিঃ, জড়ুল। < জটুল। বি।

জরুর—অবশ্য, নিশ্চিত। আ। অ।

জরুরত—প্রয়োজন, আবশ্যকতা। আ-মু। বি।

জরুরী—যাহাতে দেরি করা চলে না এমন, বিশেষ প্রয়োজনীয়। আ মু। বিণ।

জর্জ (সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ)—সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ডের ঔরসে এবং রানী আলেকজান্দ্রার গর্ভে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুন লণ্ডনের মার্লবরা রাজপ্রাসাদে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার সূতিকাগারে অবস্থানকালে একটি দৈবঘটনা ঘটে, হঠাৎ প্রাসাদে আগুন লাগিয়া যায়। সম্রাট্ স্বয়ং প্রজ্বলিত বহ্নিরাশি হইতে পত্নী ও পুত্রকে উদ্ধার করেন। নামকরণকালে ইঁহার নাম হইয়াছিল প্রিন্স জর্জ। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এলবার্ট ভিক্টর ইঁহার অপেক্ষা দেড় বৎসরের বড় ছিলেন। সুতরাং উভয়ে একই ধাত্রীর ক্রোড়ে প্রতিপালিত হন। উভয় ভ্রাতার প্রকৃতি বিভিন্ন হইলেও দুই জনে সর্বদা একত্র থাকিতে ভালবাসিতেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ধর্মযাজক ড্যালটন রাজপুত্রদ্বয়ের শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন। পুত্রদিগের শিক্ষার উপর মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বাল্যকাল হইতে যাহাতে তাঁহারা বিলাসী ও দাম্ভিক না হন তদ্বিষয়ে তিনি সবিশেষ চেষ্টা করিতেন, এবং সাধারণ লোকদিগের সহিত মিশিয়া সদয় ও উদার ব্যবহার করিতে পরামর্শ দিতেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে জর্জ নৌবিদ্যা শিখিবার জন্য নৌবিভাগে প্রেরিত হইলেন। ইনি 'ব্রিটানিয়া' নামক যুদ্ধপোতে অবস্থান করিয়া শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর পরে ১৮৭৯ খ্রীঃ ব্যাসান্টি (Bacchante) নামক জাহাজে প্রেরিত হন। এই সময় ইনি মনোযোগ সহকারে নাবিকের কার্য শিক্ষা করিতেন, এবং সামান্য নাবিকের ন্যায় জাহাজের ডেক, কেবিন পর্যন্ত স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন। অন্যান্য নাবিকেরা ইঁহার সহিত রাজমর্যাদাসূচক ব্যবহার করিলে ইনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন, এবং তাহাদিগের সহিত সমভাবে মিলিয়া মিশিয়া কার্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিতেন না।

গ্রীনউইচের রয়েল নেভেল কলেজে এবং অন্যান্য নৌ-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া ইনি নৌবিদ্যায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইলেন, এবং সকল বিদ্যালয় হইতেই উৎকৃষ্ট প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইলেন। উনিশ বৎসর বয়সে ইনি সাব লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত হন, এবং এক বৎসর পরেই লেফটেনাণ্টের পদ প্রাপ্ত হন। ২৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি 'থ্রাস' (Thrush) নামক জাহাজের অধ্যক্ষ হন। এই সময়ে ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরলোকগত হওয়ায় ইনি নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনিই ইংলণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষিত হন। ইনি ডিউক অব ইয়র্ক ও কর্ণওয়াল' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া লণ্ডনে আগমন করিলেন।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুলাই সেণ্ট জেমস্ গির্জায় ক্যাণ্টরবারীর আর্চবিশপের পৌরোহিত্যে কুমারী প্রিন্সেস মেরীর সহিত ইঁহার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রানী মেরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠতাত ভগিনী ডাচেস্ অব টেকের কন্যা, সুতরাং ইনিও রাজবংশীয়া। বিবাহান্তে নবদম্পতী ইয়র্ককটেজে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ইঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স এডওয়ার্ড জন্মগ্রহণ করেন।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হইলে যুবরাজ এডওয়ার্ড সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হন, এবং জর্জ যুবরাজ বলিয়া

ঘোষিত হন। বৃটিশরাজ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়া সেই সকল দেশের ও দেশ-বাসীদিগের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সম্রাট্ পুত্রকে নানাস্থানে প্রেরণ করিতেন। অস্ট্রেলিয়ায় নূতন পার্লামেণ্ট স্থাপিত হইবার সময় পিতার আদেশে যুবরাজ জর্জই তথায় গমন করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ইনি পত্নী মেরীর সহিত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মে সম্রাট্ ৭ম এডওয়ার্ড দেহত্যাগ করিলে ইনি সম্রাট্ বলিয়া ঘোষিত হন। যথাসময়ে কাণ্টরবারীর আর্চবিশপ দ্বারা ইঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতঃপর ইনি মহিষী সহ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর রাজপ্রতিনিধি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে দিল্লীতে ইঁহার অভিষেকোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই সময়ে ইনি এক ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। তাহাতে লর্ড কর্জন কৃত বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত হয়; এবং বিভক্ত পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ যুক্ত হইয়া বঙ্গপ্রেসিডেন্সি গঠিত হয় ও কলিকাতার পরিবর্তে দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হয়। অতঃপর ইনি নেপাল পরিদর্শন করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। কিন্তু গুরুতর রাজ-কার্যের অনুরোধে শীঘ্রই ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। ইংলণ্ডীয় রাজাদিগের মধ্যে ভারতের সম্রাট্ রূপে অভিষিক্ত হইতে ইনিই প্রথম এদেশে আগমন করেন।

১৯৩৫ খ্রীঃ ৮ই মে ইঁহার পঁচিশ বৎসর রাজত্ব উপলক্ষে রজত জুবিলী উৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। ১৯৩৬ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জর্জ **৬ষ্ঠ** (George VI)—(১৯১৫—১৯৫২ খ্রীঃ)। পঞ্চম জর্জের দ্বিতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা Duke of Windsor (অষ্টম এড্ওয়ার্ড) সিংহাসন ত্যাগ করিলে ইনি ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। ১৯৫২ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

জর্জর—জীর্ণ; শীর্ণ; শিথিলাবয়ব; বিশীর্ণ। জর্জ+অরন্ কর্তৃ। বিণ।

জর্জরিত—যাহাকে জর্জর করা হইয়াছে এরূপ; জীর্ণ, শীর্ণ। জর্জরি+ক্ত কর্ম। বিণ।

জর্জরীভূত—পূর্বে জর্জর ছিল না একণে জর্জর হইয়াছে এরূপ, জীর্ণ, শীর্ণ। 'জর্জর' দ্রঃ। জর্জর+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

জর্দা, জরদা—১। হরিদ্রাবর্ণ। বিণ। ২। পানের সঙ্গে খাইবার একপ্রকার সুগন্ধ মসলাযুক্ত তামাক। <ফা 'জর্দ'। বি।

জল—১। শীতল; প্রাঞ্জল; জলবৎ, তরল; ঠাণ্ডা; শান্ত। বিণ। ২। সলিল, বারি, পয়ঃ; বৃষ্টি; জলখাবার (যেমন 'জল খেয়েছ'?)। জল্+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। **জল ভাঙ্গা**—জলস্রাব হওয়া; জলের ভিতর দিয়া হাঁটা। **জল সরা**—নিত্য ব্যবহার করা; জল নির্গত হওয়া। **জল হওয়া**—বৃষ্টি হওয়া। **জলে ফেলা**—অপাত্রে দেওয়া; নষ্ট করা। **জলে যাওয়া**—বৃথা নষ্ট হওয়া।

জলকণ্টক—পানিফল। জলজাত যে কণ্টক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

জলকপি—শিশুমার, শুশুক। ৬তৎ। বি; পু।

জলকর—১। জলোৎপাদক। জল—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জলকরী**। ২। যে জমির অন্তর্গত নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি থাকে, সেই জমিকে এবং তৎসংক্রান্ত রাজস্বকে জলকর কহে। বাংপ্র। বি।

জলকল্লোল—জলের মহাতরঙ্গ, জলের কল কল শব্দ। ৬তৎ। বি; পু।

জলকষ্ট—জলাভাবজন্য ক্লেশ, জলাভাব। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জলকাচা—বিনা ক্ষারে কেবল জলে ধৌত। বাংপ্র। বিণ।

জলকান্ত—জলাধিষ্ঠাতা বরুণ; সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

জলকুন্তল—শৈবাল, শেওলা। ৬তৎ। বি; পু।

জলকূর্ম—শিশুমার, শুশুক। ৬তৎ। বি; [পু।

জলকেলি, জলক্রীড়া—জলে নামিয়া অনেকে মিলিয়া খেলা করা, জল লইয়া খেলা করা। জলে ক্রীড়া, ৭তৎ: অথবা জল দ্বারা ক্রীড়া, ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

জলখাবার—জলযোগের খাদ্যদ্রব্য; জলপান, মুড়ি মুড়কি বা কচুরি মিষ্টান্ন ফল প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

জলগ—জলগত; জলমগ্ন। জল—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

জলগণ্ড—জলময় ভূমি, বিল, জলা। বাংপ্র। বি।

জলগণ্ডূষ—এক হাতে যতটা জল ধরে, এক আঁজলা জল। জলপূর্ণ গণ্ডূষ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

জলগর্ভ—অভ্যন্তরে জলবিশিষ্ট, জলপূর্ণ। জল গর্ভে যাহার, বহু। বিণ

জলগৃহ—সরোবর প্রভৃতির মধ্যস্থিত গৃহ; গ্রীষ্মকালে রাজাদের বিশ্রামগৃহ; জলটুঙ্গি। জলস্থিত গৃহ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

জলচত্বর—স্বল্পজলবিশিষ্ট দেশ। জলার্থ চত্বর (যজ্ঞস্থান) হয় যেখানে, বহু। [পশ্চিমবঙ্গের বহু স্থানেই জলকষ্ট আছে, এজন্য ঐ স্থানকে জলচত্বর বলা যায়।] বি; ক্লী।

জলচর—১। জলজন্তু। বি; পু। ২। জলবিহারী। উপতৎ; জল—চর্ (গমন করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জলচরী**।

জলচল—যে জাতির ছোঁয়া জল ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের লোকদের ব্যবহারযোগ্য, জলাচরণীয়। বাংপ্র। বিণ।

জলচারী (-চারিন্)—জলে বিচরণকারী, জলবিহারী (হংস সারসাদি)। জলে চরে যে এই বাক্যে উপতৎ; জল—চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**জলচারিণী**।

জলচৌকি—বসিয়া স্নানাদির জন্য বা বাসনকোসন ধুইয়া রাখিবার জন্য ছোট নীচু চৌকি। বাংপ্র। বি।

জলচ্ছত্র, জলছত্র—যেখানে তৃষ্ণার্ত পথিকদিগকে জলদানার্থ জলরক্ষা করা হয় (ইহাকে সংস্কৃত ভাষায় প্রপা ও প্রপান বলে)। <জলসত্র। বাংপ্র। বি।

জলছড়া—জলের ছিটা। বাংপ্র। বি।

জলছবি—জলদ্বারা যে চিত্র কাগজে বসাইতে পারা যায়, যে ছবি জলে ভিজাইয়া অন্য কাগজে চাপিয়া তোলা যায়, transfer picture. বাংপ্র। বি।

জলজ—১। জলজাত। জলে জন্মে যে এই বাক্যে উপতৎ; জল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। পদ্ম। বি; ক্লী। ৩। শঙ্খ। বি; পু, বা ক্লী।

জলজন্তু—যে সকল জন্তু জলে জন্মে ও তাহাতে বাস করে। জলজাত বা জলবাসী যে জন্তু, মধ্যপ। বি; পু।

জলজন্ম (-জন্মন্)—পদ্ম। জলে জন্ম যাহার, বহু। বি; ক্লী।

জলজমি—ধানের জমি; নীচু জমি। বাংপ্র। বি।

জলজান—উদজান। ইংরাজী hydrogen শব্দের অনুকরণ। বি।

জলজীয়ন্ত, -জ্যান্ত—জলে যেমন মাছ জীয়ন্ত থাকে তেমন সত্য, বর্তমান, স্পষ্ট, ডাহা, নিছক; পূর্ণমাত্রায় সজীব। বাংপ্র। বিণ।

জলঝড়—বৃষ্টি ও ঝড়। বাংপ্র। বি।

জলটুঙ্গি—জলগৃহ, জলবেষ্টিত ঘর। বাংপ্র। বি।

জলডিম্ব—শম্বুক, শামুক। জলে ডিম্ব যাহার, বহু। বি; পু।

জলতরঙ্গ—১। জলের ঢেউ বা খেলা। ৬তৎ। বি; পু। ২। বাদ্য বিঃ,

কয়েকটি জলপূর্ণ বাটি সাজাইয়া রাখিয়া আঘাতদ্বারা মধুর সংগীতধ্বনি উৎপাদনের কৌশল ; ঢেউখেলান মল বা চুড়ি। বাংপ্র। বি।

জলতহি—প্রজ্বলিত হয় বা হইতেছে ; জ্বলে বা জ্বলিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

জলত্রা—ছত্র, ছাতা। জল হইতে ত্রাণ করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; জল—ত্রৈ (ত্রাণ করা) + ড কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

জলদ—১। জলদাতা। জল দেয় যে এই বাক্যে উপতৎ ; জল—দা + ক্ কর্তৃ। বিণ। ২। মেঘ। বি ; পু। ৩। দ্রুত, শীঘ্র, ক্ষিপ্র। <আ 'জল্দ্'। বিণ বা ক্রি-বিণ।

জলদকাল—বর্ষাকাল। কর্মধা। বি ; পু।

জলদক্ষয়—শরৎকাল। জলদের (মেঘের) ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

জলদস্যু—যাহারা জলপথে দস্যুবৃত্তি (ডাকাতি) করে, বোম্বেটে। জলবিহারী দস্যু, মধ্যপ। বি ; পু।

জলদাগম—মেঘাগম, বর্ষাকাল। জলদের আগম যাহাতে, বহু। বি ; পু।

জলদি—দ্রুত, শীঘ্র। <আ 'জল্দ্'। ক্রি বিণ।

জলদুর্গ—জলবেষ্টিত দুর্গ, পরিখা দ্বারা আবৃত দুর্গ ; গড়। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

জলদেবতা—বরুণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জলদ্বীপ—যে দ্বীপের বহুস্থানেই জল। মধ্যপ। বি ; পু বা স্ত্রী।

জলদ্রোণী—জল সেচিবার পাত্র, ডোঙ্গা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

জলধর—১। পয়োধর, মেঘ ; সমুদ্র। জল ধারণ করে যে, উপতৎ ; জল—ধৃ (ধারণ করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। জল ধারণকারী। বিণ।

জলধরমালা—জলদশ্রেণী, মেঘসমূহ ; দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জলধর সেন—জন্ম ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ। পিতার নাম হলধর সেন। জাতি কায়স্থ। ১৮৭৮ খ্রীঃ জন্মগ্রাম কুমারখালির বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলধর এফ. এ. পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলেন না। অল্পবয়স হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যে জলধরের অনুরাগ দৃষ্ট হইত। সোমপ্রকাশ ও গ্রামবার্তায় ইনি নিয়মিতরূপে লিখিতেন। শেষোক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক ইঁহার গুরুস্থানীয় স্বর্গীয় হরিনাথ মজুমদার যখন অসুস্থতা-নিবন্ধন পত্রিকা পরিচালনে অসমর্থ হইলেন, তখন কিছুদিনের জন্য জলধর উক্ত পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার পর লোটা কম্বল সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে বহু তীর্থ পর্যটন করেন। সংসারে ফিরিয়া ইনি কিছুদিন মহিষাদল রাজার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি বাঙ্গালা মাসিক পত্রিকায় জলধর নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠকের আনন্দবর্ধন করিয়াছিলেন। অতঃপর কয়েক বৎসর প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "বসুমতী"র সম্পাদন করেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের মৃত্যুর পর ইনি "হিতবাদী" পত্রেরও সম্পাদক নিযুক্ত হন। তৎপরে কিছুদিন "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে ইনি "ভারতবর্ষ" নামক মাসিকপত্রের সম্পাদকতা করেন। ইনি হিমালয়, পথিক, বিশুদাদা, অভাগী প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৯২২ খ্রীঃ ইনি 'রায়বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ ইঁহার মৃত্যু হয়।

জলধারা—জলের ধারা, জলের ক্রমিক পতন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জলধি—পয়োধি, সমুদ্র ; সংখ্যা বিং, সাগর, শতসহস্রকোটি। উপতৎ ; জল—ধা + কি অধি। বি ; পু।

জলধিকুমারী—লক্ষ্মীদেবী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জলধিজ—১। চন্দ্র। জলধি হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে উপতৎ ; জলধি—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। [প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছিল।] বি ; পু। ২। সমুদ্রজাত। বিণ।

জলধিজা—১। লক্ষ্মী। জলধি হইতে জন্মিয়াছেন যে স্ত্রী এই বাক্যে উপতৎ ; জলধি—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ + আপ্। [প্রসিদ্ধি আছে যে, সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর জন্ম হয়।] বি ; স্ত্রী। ২। সমুদ্রজাতা। বিণ ; স্ত্রী।

জলধেনু—দানার্থ কৃত্রিম ধেনু। বি ; স্ত্রী।

জলনকুল—উদবিড়াল, ধেড়ে। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; স্ত্রী।

জলনালী—পয়ঃপ্রণালী, নরদমা। মধ্যপ।

জলনিকাশ—জলের নির্গমন। বাংপ্র। বি।

জলনিধি—সমুদ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

জলনির্গম—১। জলের নিঃসরণ। জলের নির্গম (নির্গমন), ৬তৎ। ২। জলের নিঃসরণপথ, নরদমা, নালা। জলের নির্গম (নির্গমনপথ), ৬তৎ। বি ; পু।

জলনির্গমনী—জলনিকাশের পথ, জলনালী, নরদমা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জলনীলিকা—শৈবাল, শেওলা। জলনীলী + কণ্ স্বার্থে + আপ্। বি ; স্ত্রী।

জলনীলী—শৈবাল, শেওলা। জল—নীল্ + অন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

জলন্ধর—শিবানুচর জনৈক অসুর। জল—ধৃ + খ কর্তৃ। বি ; পু। [এই অসুর সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে এইরূপ বৃত্তান্ত লিখিত আছে ;—একদা দেবরাজ ইন্দ্র শিবলোকে এক ভয়ংকর পুরুষকে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা করেন। তিনি উত্তর না করায় ইন্দ্র কুপিত হইয়া বজ্রদ্বারা তাঁহার দেহে আঘাত করেন। তখন সেই পুরুষের ললাটদেশ হইতে বহ্নি নির্গত হইয়া দেবরাজকে দগ্ধ করিতে থাকায় ইন্দ্র তাঁহাকে রুদ্র বলিয়া জানিতে পারেন। তখন দেবরাজ তাঁহাকে স্তব-স্তুতিতে তুষ্ট করিলে রুদ্র সেই অনল সাগরসংগমে নিক্ষেপ করেন। তৎক্ষণাৎ তাহা হইতে এক বালক উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে লাগিল। অতঃপর সমুদ্র সেই বালককে আপনার পুত্র বলিয়া পরিচয় প্রদানপূর্বক ব্রহ্মাকে তাহার জাতকর্মাদি নির্বাহার্থে অনুরোধ করেন। ব্রহ্মা বালককে ক্রোড়ে লইবামাত্র সে ব্রহ্মার দাড়ি ধরিয়া টানাতে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে জলধারা নির্গত হইল। তাহাতেই তিনি শিশুর নাম রাখিলেন জলন্ধর। পরে ব্রহ্মা জলন্ধরকে অসুরগণের অধীশ্বর ও শিব ভিন্ন অন্যের অবধ্য হইবার বর প্রদান করেন।

ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া জলন্ধর অসুর-রাজ্যে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কালনেমিতনয়া বৃন্দার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর এই অসুর ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণকে পরাভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র শিবের শরণাপন্ন হইলে তিনি দুর্বৃত্ত অসুরের প্রাণবধে কৃতসংকল্প হইলেন। দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল। পতিপ্রাণা সাধ্বী অসুররমণী বৃন্দা পতির মঙ্গলকামনায় একাগ্রচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় বিষ্ণুর প্রসাদে জলন্ধর শিবেরও অবধ্য হইয়া উঠিলেন। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হইলে, দেবতাদিগের হিতার্থে বিষ্ণু জলন্ধরের বেশ ধারণ করিয়া বৃন্দার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার তপোভঙ্গ হইল। সেই সময়ে জলন্ধরও শিবের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন।

বিষ্ণুর এইরূপ অন্যায়াচরণের নিমিত্ত সতী বৃন্দা বিষ্ণুকে শাপ দিতে উদ্যত হইলে, বিষ্ণু তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "তুমি পতির অনুমৃতা হও,

তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে, ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে।" অতঃপর বৃন্দা বিষ্ণুর উপদেশমত কার্য করিলে তদীয় ভস্ম হইতে তুলসী, ধাত্রী, পলাশ ও অশ্বত্থ এই চারি বৃক্ষ উৎপন্ন হইল।]

জল-পড়া—অভিমন্ত্রিত জল, মন্ত্রপূত বারি; যে জল মন্ত্র পড়িয়া রোগ নিবারণের জন্য খাওয়ান হয়। বাংপ্র। বি।

জলপতি—বরুণ, সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

জলপথ—১। জল যাইবার পথ। ৬তৎ। ২। নদী, সমুদ্র প্রভৃতির উপর দিয়া গমনাগমনের রাস্তা। বি; পু। [বি।

জলপাই—একজাতীয় অম্ল ফল। বাংপ্র।

জলপাইগুড়ি—পশ্চিমবঙ্গের বিভাগ, জেলা ও শহর। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদূত ইডেন সাহেব (যিনি উত্তরকালে বঙ্গের ছোটলাটের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন) ভুটান রাজকর্মচারীদিগের নিকট অবমানিত হন। ভুটানরাজ ক্ষমা প্রার্থনা না করায়, ইংরাজ তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন (১৮৬৪-৬৫ খ্রীঃ)। শেষোক্ত অব্দে ইংরাজের সহিত ভুটানরাজ যে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন, তাহার শর্ত অনুসারে "দুয়ার" নামক ভূমিখণ্ড ইংরাজের অধিকারে আসে। দুয়ারের পূর্বাংশ, আসাম প্রদেশস্থ গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত করা হয়। পশ্চিম দুয়ারের কিয়দংশ ১৮৬৭ খ্রীঃ দার্জিলিঙের সহিত সংযুক্ত করা হয়। অবশিষ্টাংশ এবং রঙ্গপুর জেলা হইতে কিয়দংশ লইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ জলপাইগুড়ি জেলা গঠিত হয়।

জলপাত্র—১। জল রাখিবার বা খাইবার পাত্র। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। উপপত্নী, রক্ষিতা বেশ্যা। বাংপ্র। বি।

জলপান—১। জল খাওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। জলযোগের খাদ্যদ্রব্য, (বিশেষতঃ) চিড়া মুড়িমুড়কি প্রভৃতি জলখাবার। বাংপ্র। বি।

জলপানি—জলযোগের ব্যয়; ছাত্রবৃত্তি। বাংপ্র। বি।

জলপিত্ত—অগ্নি। ৬তৎ। বি; পু।

জলপিঁপিঁ—কুলেচর বর্গের ১৫।১৬ আঙ্গুল দীর্ঘ বকজাতীয় পক্ষি বিঃ (পিঁপি শব্দ করে বলিয়া ঐরূপ নাম)। বাংপ্র। বি।

জলপীঁড়ি—পাদপ্রক্ষালনার্থে জল তদনন্তর উপবেশনার্থে আসন, পাদ্য ও আসন। বাংপ্র। বি।

জলপুষ্প—জলজাত পুষ্প, পদ্মাদি। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জলপ্রণালী—নর্দমা, জলনালী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জলপ্রদান জলদান; প্রেতের উদ্দেশ্যে তর্পণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জলপ্রপাত—পর্বতাদি উচ্চ স্থান হইতে জলের সবেগে পতন, নির্ঝর, ঝরনা। জলের প্রপাত (পতন), ৬তৎ। বি; পু।

জলপ্রবাহ- জলস্রোত, জল বহিয়া যাওয়া, জলের টান। ৬তৎ। বি; পু।

জলপ্রায়—১। জলময় দেশ। জলের প্রায় (আধিক্য) যেখানে, বহু। বি; স্ত্রী। ২। সলিলতুল্য, জলের মত। ৬তৎ। বিণ।

জলপ্রেত—জলের ভূত। ৬তৎ। বি; পু।

জলপ্লাবন—জলে দেশ ডুবিয়া যাওয়া, অতিরিক্ত বন্যা। ৬তৎ বা ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

জলপ্লাবিত- জলাপ্লুত, সলিলাচ্ছন্ন, জলময়, জলমগ্ন। ৩তৎ। বিণ।

জলবন্ধ, জলবন্ধক—বাঁধ, জলের গতি-নিবারক সেতু। ৬তৎ। বি; পু।

জলবায়ু দেশের জল ও বাতাস; আব হাওয়া। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

জলবাহ ১। জলবহনকারী। জল বহন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; জল- বহ্‌+ ণণ্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **জলবাহী**। ২। জলধর, মেঘ। বি; পু।

জলবাহক—১। সলিলবহনকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**জলবাহিকা**। ২। জলের ভারী। বি; পু।

জলবাহিত যাহা জলের সাহায্যে বাহিত বা সংক্রমিত হয় এমন, water-borne. ৩তৎ। বিণ।

জলবিছুটি--জলে ভিজামো বিছুটি গাছ (এই গাছ গায়ে মারিলে অত্যন্ত জ্বালা করে)। বাংপ্র। বি।

জলবিজ্ঞান—জল সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান বা বিদ্যা, বারিবিজ্ঞান। ৬তৎ। বি। [দিব্য ও ভৌম ভেদে জল দুই প্রকার। আকাশ-পতিত জল দিব্য, এবং পৃথিবীস্থিত জল ভৌম। দিব্য জল আবার চারি প্রকার —ধারাভব, করকাজাত, তৌষার ও হৈম। ধারারূপে পতিত বৃষ্টির জল স্ফীত বস্ত্রে বা ধৌত প্রস্তরে পতিত হইলে তাহাকে ধারাজল বলে। করকা (শিলা) জাত জলকে করকাজল বলে; নদ্যাদি জলাশয়ের অন্তর্বর্তী তেজঃসংযোগে বাষ্পাকারে ঊর্ধ্বে উত্থিত হইয়া নীচে পড়িলে তাহাকে তৌষার জল বলে। আর হিমালয়াদি হইতে হিম গলিয়া যে জল পতিত হয়, তাহাকে হৈম জল বলে। ভৌম জলের আবার জাঙ্গল, আনুপাদি ভেদ আছে। ভৌম জল বর্ষাকালে গুরুপাক, মধুর ও সারক। শরৎকালে লঘুপাক। হেমন্তকালে স্নিগ্ধ, বলকর, ধাতুপোষক এবং গুরুপাক। শিশিরকালে কফ ও বায়ু-নাশক এবং অপেক্ষাকৃত লঘুপাক। বসন্তে কষায়, মধুর ও রুক্ষ। গ্রীষ্মে পাচক। হেমন্তকালে সরোবর ও পুষ্করিণীর জল, বসন্ত ও গ্রীষ্মে কূপোদক ও প্রস্রবণের জল, বর্ষায় ঔদ্ভিদ ও আন্তরীক্ষ জল পান করা বিধেয়। শরৎকালে সকল জলই পান করা যায়। সুশ্রুতের মতে - পৌষে সরোবরের, মাঘে তড়াগের, ফাল্গুনে কূপের জল, চৈত্রে চৌণ্ড্য (চারিদিকে প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ ও লতাচ্ছাদিত স্বয়ংজাত স্বচ্ছজলাশয়ের জল), বৈশাখে ঝরনার জল, জ্যৈষ্ঠে ঔদ্ভিদ জল (উৎসের জল), আষাঢ়ে কূপের জল, শ্রাবণে আন্তরীক্ষ জল, ভাদ্রে কৌপ জল, আশ্বিনে চৌণ্ড্য এবং কার্তিকে সর্ববিধ জল পান করা উচিত।

পশ্চিমবাহিনী নদীর জল লঘু। পূর্ববাহিনী নদীর জল গুরু। দক্ষিণবাহিনী নদীর জল সমগুণযুক্ত। সহ্যাদ্রিজাত নদীর জল কুষ্ঠরোগজনক, বিন্ধ্যজাত নদীর জল পাণ্ডুকুষ্ঠকর, মলয়জাত নদীর জল ক্রিমিকর, মহেন্দ্র পর্বতজাত নদীর জল শ্লীপদ ও উদরাময় রোগজনক, হিমবৎ পর্বতের সন্নিহিত নদীর জল হৃদ্রোগ, শিরোরোগ, শ্লীপদ ও গলগণ্ড উৎপাদক। বেগবতী নদীর জল লঘুপাক, এবং মন্দগামিনী নদীর জল গুরুপাক। বৃষ্টির জল ত্রিদোষ-শান্তিকারক, বলদায়ক, মেধাজনক, কফঘ্ন, শীতল, প্রফুল্লতাজনক, জ্বরদাহ এবং বিষরোগের শান্তিকর। নদীর জল বায়ুবর্ধক, রুক্ষ, অগ্নিকর ও লঘু। সরোবরের জল পিপাসানাশক, বলকর, কষায়, মধুর ও লঘু। বাপীজল বাতশ্লেষ্মহর, কষায়, কটুপাক। তড়াগের জল বায়ুবর্ধক, কষায়, কটুপাক ও স্বাদু। কূপের জল পিত্তবর্ধক, কফঘ্ন, ক্ষারযুক্ত, অগ্নিবর্ধক ও লঘু। ক্ষুদ্র কূপের জল অগ্নিবর্ধক, রুক্ষ, মধুর। প্রস্রবণের জল অগ্নিকর, কফঘ্ন, দীপক, হৃদ্য ও লঘু। ঔদ্ভিদ জল (ফোয়ারার জল) পিত্তঘ্ন, অবিদাহী, মধুর। কেদারজল মধুর, গুরু ও দোষবর্ধক। জলার জল বহু দোষজনক। ক্ষুদ্র পুষ্করিণীর জল মধুর, গুরু ও দোষবর্ধক। সমুদ্রের জল লবণরসযুক্ত, আমিষগন্ধী এবং সর্ববিধ দোষবর্ধক। জঙ্গলপ্রদেশের জল মধ্যমগুণযুক্ত, প্রীতিকর, দীপক, বিদাহী, স্বাদু, শীতল ও লঘু। সর্ববিধ ভৌম জল প্রাতেই সংগ্রহ করা উচিত।]

জলবিম্ব- জলের বুদ্বুদ, জলের ভুড়ভুড়ি। ৬তৎ। বি; পু বা স্ত্রী।

জলবিষুব—কার্তিক মাসের সংক্রান্তি। জলপ্রধান যে বিষুব, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জলবিহার—জলকেলি, জলক্রীড়া। জলে বিহার, ৭তৎ, কিংবা জল দ্বারা বিহার, ৩তৎ। বি ; পু।

জলবুদ্বুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জলবোমা—শত্রুর ডুবোজাহাজকে ঘায়েল করিবার জন্য জাহাজ হইতে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত বিস্ফোরক পদার্থ, depth charge. বাংপ্র। বি।

জলভলকা—জলপূর্ণ ; পানসে। বাংপ্র। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

জলভীতি—জলাতঙ্ক রোগ। ৫তৎ।

জলভূত—জলের প্রেত বা পিশাচ। ৬তৎ। বি ; পু।

জলভূমি—জলপ্রধান ভূমি, জলাভূমি। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

জলমগ্ন—জলমধ্যে মজ্জনপ্রাপ্ত, জলে ডুবিয়াছে এরূপ, জলপ্লাবিত। ৭তৎ। বিণ।

জলমজ্জন—জলে ডোবা। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

জলময়—জলপূর্ণ, জলস্বরূপ, জলাকীর্ণ, সলিলবহুল, জলে ব্যাপ্ত। জল+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**জলময়ী**।

জলমার্গ—জলপথ। বি, পু।

জলমার্জার—উদ্‌বিড়াল, ধেড়ে। ৬তৎ। বি ; পু।

জলমুক্ (-মুচ্)—জলধর, মেঘ। জল মোচন করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; জল—মুচ্ (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

জলমূর্তি—১। শিব। জল হইয়াছে মূর্তি (অষ্টমূর্তির অন্যতমা মূর্তি) যাহার, বহু। বি ; পু। ২। জলের আকৃতি বা অবয়ব। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

জলযন্ত্র—ধারাযন্ত্র, কৃত্রিম ফোয়ারা ; জল তুলিবার কল ; জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত যন্ত্র (সিদ্ধান্ত শিরোমণি-উক্ত যন্ত্র বিঃ)। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জলযাত্রা—১। জল আনয়নার্থ গমন। জলের নিমিত্ত যাত্রা (গমন), ৪তৎ। ২। জলের উপর দিয়া গমন। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

জলযান—পোত নৌকা জাহাজাদি। জলের যান, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জলযুদ্ধ—জলমধ্যে পোতাদিতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ। ৭তৎ। বিণ।

জলযোগ—জলপান, জলখাবার খাওয়া। বাংপ্র। বি।

জলশায়ী (-শায়িন্)—১। নারায়ণ, বিষ্ণু। জলে শয়ন করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; জল—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। জলস্থিত। বিণ ; পু। স্ত্রী—**জলশায়িনী**।

জলশূকর—কুম্ভীর। ৬তৎ। বি ; পু।

জলশৌচ—মলত্যাগান্তে গুহ্যদ্বারাদি জলদ্বারা ধৌতকরণ, ছোঁচানো। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

জলসত্র—জলদানরূপ যজ্ঞ, তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদিগকে জল প্রদান বা তাহার স্থান, প্রপা, জলছত্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

জলসম—জলের উপরিভাগের তুল্য সমতল, level. বিণ।

জল-সরা—যাহাতে জল নিঃসৃত হইয়াছে, যাহা হইতে জল পৃথক্ হইয়াছে (' কালি,' ' — দই')। বাংপ্র। বিণ।

জলসা—নাচ গান প্রভৃতি মজলিস ; আনন্দ-সম্মিলন। <আ 'জল্‌সত্' । বি।

জলসাৎ—জলে দেয়। জল+সাৎ দেয় অর্থে। অ।

জলসার—জলের আসার বা ধারা, কলসী কলসী জল ঢালিয়া জলধারা ; সর্পদষ্ট ব্যক্তির অন্তিম অবস্থায় জলসার—নিদানকালের ব্যবস্থা। বাংপ্র। বি।

জলসেক—জলসেচন। ৩তৎ। বি ; পু।

জলসেচন—জল ছেঁচা, জল দিয়া ভিজানো। ৩তৎ। বি ; ক্লী।

জলসো—পানসে, জলো। বাংপ্র। বিণ।

জলস্তম্ভ—স্তম্ভের ন্যায় দৃশ্যমান উৎক্ষিপ্ত জলরাশি (কখন কখন বায়ুপ্রবাহ বা অন্যান্য নৈসর্গিক কারণে নদ্যাদি জলাশয়ের জলীয় বাষ্পসমূহ ঘনীভূত হইয়া থামের আকারে উপরদিকে উত্থিত হয় ; ইহাকেই জলস্তম্ভ কহে)। জলজাত যে স্তম্ভ, মধ্যপ। বি ; পু।

জলস্থল—১। জলকুণ্ড, জলাশয়, জলাধার। ৬তৎ। ২। সলিল ও ভূমি। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

জলহস্তী (-হস্তিন্)—হস্তীর ন্যায় জলজন্তু বিঃ। মধ্যপ। বি ; পু।

জলহাওয়া—আবহাওয়া, জলবায়ু। বাংপ্র। বি।

জলহারা—জলশূন্য ; শুষ্ক। বাংপ্র। বিণ।

জলা—১। জলাচ্ছন্ন ভূমি, বিল। বি। ২। জলময় ; জলবিশিষ্ট, জলজাত। বাংপ্র। বিণ।

জলাচরণীয়—যে জাতির স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণাদির ব্যবহারযোগ্য, জলচল। বিণ।

জলাঞ্জলি—১। এক অঞ্জলি জল ; দাহের পর প্রেতের প্রীত্যর্থে প্রদত্ত অঞ্জলিবদ্ধ জল (সাধারণতঃ একেবারে ত্যাগ করা বুঝাইতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়)। জলপূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপ। বি ; পু। ২। বিসর্জন ; অপব্যয়। বাংপ্র। বি।

জলাতঙ্ক—জলভীতি রোগ, এই রোগে জল দেখিলেই ভয় হয় ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুকুরের দংশনে এই রোগ জন্মে। ৫তৎ। বি ; পু।

জলাত্মক—জলময়। জল হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী- **জলাত্মিকা**।

জলাত্যয়—১। জলের নাশ। জলের অত্যয়, ৬তৎ। ২। শরৎকাল। জলের অত্যয় হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

জলাধার—১। জলস্থিত। জল হইয়াছে আধার যাহার, বহু। বিণ। ২। জলাশয় ; সাগর ; জলপাত্র। জলের আধার, ৬তৎ। বি, পু।

জলাধিপ, জলাধিপতি—বরুণ। জলের অধিপ, অধিপতি, ৬তৎ। বি ; পু।

জলাবর্ত—জলভ্রম, জলের পাক, ঘূর্ণিজল। জলের আবর্ত্ত, ৬তৎ। বি ; পু।

জলার্থী (-র্থিন্)—জলপ্রার্থী, জলবার্থী, তৃষ্ণাতুর। জলের অর্থী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**জলার্থিনী**।

জলাশয়—১। জলাধার, সমুদ্রনদতড়াগাদি। জলের আশয়, ৬তৎ। বি ; পু। ২। জড়াত্মা। জল (জড়) হইয়াছে আশয় (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ।

জলি, জুলিয়স ই.—(Julius E. Jolly) —জার্মান পণ্ডিত। জন্ম ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর, হাইডেলবর্গ (Heidelberg) নগরে। ভাষাতত্ত্ব, প্রাচ্যভাষা ও ব্যবহারশাস্ত্র এই তিনটিই ইনি মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃত হস্তলিপি পাঠ করিবার জন্য ইনি মধ্যে মধ্যে ইংলণ্ডে গমন করিতেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতবর্ষে আসেন এবং ঠাকুর ল-লেকচারার পদে দুই বৎসরের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। হিন্দু-স্মৃতিশাস্ত্রে ইনি বিশেষ পণ্ডিত। মানবধর্মশাস্ত্র, নারদ-সংহিতা, বিষ্ণুসংহিতা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি অনূদিত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

জলুস—দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য, চমক, জেল্লা। <আ 'জুলুস্'। বি।

জলেচর—জলচর (তাহা দ্রঃ)। অলুক্ সমাস। বি ; পু। স্ত্রী, **-চরী**।

জলেশ—জলাধিপতি বরুণ ; সমুদ্র। জলের ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

জলেশয়—১। বিষ্ণু ; মৎস্য। অলুক্ উপতৎ ; জলে—শী+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। জলস্থিত। বিণ।

জলেশ্বর—সমুদ্র ; শিব বিঃ ; জলাধিপতি বরুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

জ'লো—জল-মিশানো ; জলের মত পাতলা ; ভিজা। বাংপ্র। বিণ।

জলোকা—জোঁক। জল হইয়াছে ওক (আশ্রয়স্থান) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

জলোচ্ছ্বাস—জলের স্ফীতি, জল ফুলিয়া ওঠা; পরীবাহ; জলপ্লাবন। জলের উচ্ছ্বাস, ৬তৎ। বি; পু।

জলোদর—উদররোগ বিঃ, উদরী। জল হয় উদরে যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

জলোদরী—উদরস্ফীততা রোগ বিঃ। বি; স্ত্রী।

জলোদ্ভব জলজাত, জলজ। জল হইতে বা জলে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ।

জলৌকা—জোঁক। জল ওক (আশ্রয়স্থান) যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

জলৌকাঃ (জলৌকস্)—জলৌকা, জোঁক। জল ওকঃ (বাসস্থান) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

জলৌষধি-জলে উৎপন্ন ঔষধ বিঃ, ব্রাহ্মীশাক প্রভৃতি। জলজাতা ওষধি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জল্প—জল্পনা। জল্ + অল্ ভাব। বি; পু।

জল্পক, জল্পাক-অতিরিক্ত কথক, বাচাল। জল্ + ণক, যাক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী-**জল্পিকা**।

জল্পনা—কথন, বলা; বাচালতা। জল্ (কথা বলা) + অন ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জল্পিত-১। কথিত; প্রস্তাবিত। জল্ (কথা বলা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জল্পন, কথন। জল্ + ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

জল্লাদ—ঘাতক, শিরশ্ছেদক। আ।।ব।

জশম সোনার বাহুভূষণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

জহ্নুস্বামী—জনৈক সাধুপুরুষ। অন্তর্বেদ (বোধ হয় বর্তমান দোয়াব) ইঁহার জন্মস্থান ছিল। ইনি অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। ইনি স্বয়ং কৃষিকার্য করিতেন, এবং তদ্দ্বারা যাহা পাইতেন, তাহা সাধু-সেবায় ব্যয় করিতেন। ইঁহার একখানি লাঙ্গল ও দুইটি বলদ ছিল। একবার এক চোর ক্ষেত্র হইতে ইঁহার বলদ দুইটি চুরি করিয়া লইয়া যায়। উক্ত চোর বলদ দুইটিকে নিজ বাটীতে রাখিয়া আসিয়া দেখে যে, জহ্নুস্বামীর ক্ষেত্রে অবিকল সেইরূপ দুইটি বলদ বাঁধা আছে। চোর আশ্চর্যান্বিত হইয়া ঘরে গিয়া দেখিল, সে বলদ দুইটিকে যেমন রাখিয়া গিয়াছিল তেমনই আছে। আবার ফিরিয়া আসিয়া ক্ষেত্রে বলদ দুইটি দেখিতে পাইল। তখন সে জহ্নুস্বামীর অসাধারণ মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া সাধুর নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। সাধুপুরুষ তাহাকে ক্ষমা করিয়া শিষ্য করিলেন। সাধুসঙ্গে এই চোরও একজন পরম সাধু হইয়া উঠিয়াছিল। ভক্তমাল গ্রন্থে এই সাধুপুরুষের বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

জহৎস্বার্থা—স্বার্থত্যাগবিশিষ্টা লক্ষণা, যে লক্ষণা স্বীয় অর্থ ত্যাগ করিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করে। জহৎ স্বার্থ যৎকর্তৃক, বহু। বি; স্ত্রী।

জহর-১। মণি। আ-মূ। ২। বিষ, গরল; রাজপুত নারীদের অগ্নিতে স্বেচ্ছায় জীবন বিসর্জন। ফা। বি। [বি।

জহরত মণিমুক্তা। < আ 'জবাহিরাৎ'।

জহরব্রত রাজপুত রমণীদের সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত প্রজ্বলন্ত হুতাশনে দেহ সমর্পণ করিয়া জীবন বিসর্জন। ফা-মূ। বি।

জহরী, জহুরী মণিমুক্তাবিক্রেতা বা তাহার ব্যাপারী। আ-মূ। বি।

জহ্নু—গঙ্গাপায়ী রাজর্ষি বিঃ [ইঁহার পিতার নাম সুহোত্র। জহ্নু অতিশয় তপঃপরায়ণ রাজা ছিলেন, এবং সর্বদা যজ্ঞাদি কার্যে রত থাকিতেন। সগরবংশের উদ্ধারার্থে যে সময় ভগীরথ গঙ্গাকে লইয়া আসেন, সেই সময়ে গঙ্গার জলপ্রবাহে ইঁহার যজ্ঞদ্রব্যাদি ভাসিয়া যায়। তাহাতে জহ্নু রোষাবিষ্ট হইয়া তপোবলে গঙ্গাকে পান করেন। পরে ভগীরথের স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ণপথে (মতান্তরে জানু বিদীর্ণ করিয়া) গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। তাহাতেই গঙ্গার নাম হয় 'জাহ্নবী']। হা (ত্যাগ করা) + নু কর্তৃ। বি; পু।

জহ্নুকন্যা, -তনয়া, -সুতা গঙ্গা, জাহ্নবী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জহ্নুসপ্তমী—বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি। বি; স্ত্রী।

জা—পতির ভ্রাতৃজায়া। বি; স্ত্র।

জাং উরু, জঙ্ঘা। < জঙ্ঘা। বি।

জাই—জাতিপুষ্প, চামেলী ফুল। প্রা কপ্র। বি।

জাইগির—রাজদত্ত নিষ্কর বা স্বল্পকর ভূমি। ফা-মূ। বি।

জাইগিরদার—জাইগির-ভোগী ব্যক্তি। ফা-মূ। বি।

জাউ—ক্ষুদ সিদ্ধ; মণ্ড, মণ্ড, মাড়। বাংপ্র। বি।

জাওয়ানো—বাঁচানো, বাঁচাইয়া রাখা। বাংপ্র। ক্রি।

জাওলা—মাছ ধরিবার একপ্রকার টাঙ্গা; যে মাছ গৃহে কলসাদি জলপাত্র অর্থাৎ তোলা জলে বাঁচাইয়া রাখা যায়। বাংপ্র। বি।

জাঁওয়াতি—জন্মপত্রিকা। প্রা কপ্র। বি।

জাঁক—আড়ম্বর, ঘটা, সমারোহ; বড়াই, গর্ব, দেমাক। বাংপ্র। বি। **জাঁক দেওয়া**-পাকাইবার জন্য পাতা প্রভৃতি দিয়া ফল ঢাকিয়া রাখা।

জাঁকজমক—আড়ম্বর ও উদ্যমের সহিত কার্য। বাংপ্র। বি।

জাঁকড়—ক্রীত দ্রব্য অপছন্দ হইলে ফেরত দিবার শর্ত; ভূসম্পত্তি বাঁধা রাখা যাহাতে তাহার আয় হইতে কর্জ টাকার সুদ পাওয়া যাইতে পারে। বাংপ্র। বি।

জাঁকড়ী—জাঁকড়ে রক্ষিত। বাংপ্র। বিণ।

জাঁকা—জমকালো হওয়া; চাপিয়া বসা; জমকিয়া বসা; আঁটিয়া ধরা। বাংপ্র। ক্রি।

জাঁকানো শোভিত বা জমজমাট করা; জাঁক দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

জাঁকালো—জাঁকজমকযুক্ত, জমকাল, জমকদার, আড়ম্বরময়, ঘটাপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

জাঁত—জলসেচনার্থ দ্রোণীযন্ত্রে ব্যবহৃত দীর্ঘ বংশ বা কাষ্ঠদণ্ড; চাপ, কমুনি। বাংপ্র। বি।

জাঁতা পেষণযন্ত্র; অগ্নি উদ্দীপনার্থ বায়ু-যন্ত্র, ভস্ত্রা। <যন্ত্র। বি।

জাঁতি—সুপারি কাটিবার অস্ত্র বিঃ। <যন্ত্রী। বি।

জাঁতিকল—ইন্দুর মারিবার যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

জাঁদরেল—সেনাপতি; জমকাল ভঙ্গী-বিশিষ্ট লোক; অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। <ইং 'general'. বি।

জাঁদরেল কালু 'কালীচরণ ঘোষ' দ্রঃ।

জাঁহাপনা—জগৎপতি, রাজাধিরাজ, মহা-রাজ। ফা-মূ। বি।

জাঁহাবাজ—দুনিয়াদার, দুর্দান্ত; অসম-সাহসিক। ফা-মূ। বিণ।

জাগ—পাট প্রভৃতি জলমধ্যে ডুবাইয়া রাখা; পত্রাদির মাঝে রাখিয়া ফল পাকানো। বাংপ্র। বি।

জাগগান—উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

জাগন—জাগরণ। বাংপ্র। বি।

জাগন্ত—জাগ্রৎ, সজাগ, বিনিদ্র, যে জাগিয়াছে বা জাগিয়া আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

জাগর—জাগরণ, জাগা। জাগৃ + অল্ ভাব। বি; পু।

জাগরণ অনিদ্রা, নিদ্রারাহিত্য, জাগিয়া থাকা; অপ্রমাদ, সাবধানতা। জাগৃ (জাগা) + অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

জাগর-স্বপ্ন -অন্যমনস্কভাবে কোন সুখকর বিষয়ের কল্পনা করণ, daydream. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জাগরা—নিদ্রারাহিত্য, জাগরণ; সাবধানতা, অপ্রমাদ। জাগৃ (জাগা) + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জাগরিত—বিনিদ্র, নিদ্রা হইতে উত্থিত। জাগৃ (জাগা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
জাগরিতা (-রিতৃ)—জাগরণশীল, বিনিদ্র। জাগৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**জাগরিত্রী**।
জাগরী (-রিন্)-নিদ্রারহিত। জাগর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**জাগরিণী**।
জাগরূক—জাগরণশীল; অপ্রমত্ত, অবহিত; সাবধান। জাগৃ+উক কর্তৃ। বিণ।
জাগল—জাগিল, জাগিয়া উঠিল। প্রা কপ্র। ক্রি।
জাগা—১। জাগরণ, জাগিয়া থাকা। বি। ২। জাগরিত, জাগৎ, সজাগ। বিণ। ৩। জাগ্রৎ বা জাগরিত হওয়া; জাগন্ত থাকা, না ঘুমানো; প্রবুদ্ধ হওয়া; সতর্ক হওয়া; বিরাজিত থাকা। বাংপ্র। ক্রি।
জাগাত, জাগাতি-শুল্ক আদায়কারী। প্রা কপ্র। বি।
জাগানে—যে জাগায় এমন। বাংপ্র। বিণ।
জাগানো—জাগরিত করা, ঘুম ভাঙ্গানো, জাগন্ত করা, প্রবুদ্ধ সচেতন বা সতর্ক করা; জাগ দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
জাগ্রৎ—জাগরণশীল, বিনিদ্র, সজাগ; ঐশশক্তি প্রদর্শক। জাগৃ+শতৃ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**জাগ্রতী**।
জাগ্রত—জাগ্রৎ। বাংপ্র। বিণ।
জাগ্রৎস্বপ্ন জাগ্রৎ অবস্থায় যে স্বপ্ন দেখা যায়; অসম্ভব কল্পনা; আকাশকুসুম। বি; পুং।
জাঙ, জাঙ্গ--উরু, উরত। <জঙ্ঘা। বি।
জাঙ্গল-জঙ্গলসম্বন্ধীয়; বন্য; অসভ্য। বিণ। স্ত্রী—**জাঙ্গলী**।
জাঙ্গলি, জাঙ্গলিক-জঙ্গলবাসী। জঙ্গল+ঞি, ঞিক। বিণ।
জাঙ্গাল—আলি, সেতু, বাঁধ। বাংপ্র। বি।
জাঙ্গিয়া—জঙ্ঘামাত্র আচ্ছাদক অন্তর্বাস; ল্যাঙ্গোট। হি। বি।
জাজলি—তপোনিরত জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি অথর্ববেদজ্ঞ পথ্যের শিষ্য ছিলেন। কঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেন, এবং যোগীর বিভূতিস্বরূপ সর্বত্র গতায়াত ও সর্ববিষয় দর্শন করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন। জাজলি মনে করিলেন, আমি একজন অদ্বিতীয় লোক হইয়া পড়িয়াছি। সেই সময়ে আকাশে দৈববাণী হইল যে, সেরূপ মনে করা তাঁহার উচিত নয়, এমন কি কাশীর তুলাধারও সেরূপ মনে করিতে পারেন না। অতঃপর জাজলি কাশীধামে গমনপূর্বক তুলাধারের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন।
জাজিম—সূচিকর্ম-শোভিত বা ফুলদার বিছানার চাদর। ফা-মু। বি।
জাজ্বল্যমান—দেদীপ্যমান; অত্যুজ্জ্বল, প্রকৃষ্ট। যঙন্ত জ্বল্+শান কর্তৃ। বিণ।
জাট, জাঠ—যানিগাছের মধ্যস্থ নাতিদীর্ঘ স্থূল কাষ্ঠখণ্ড; হুঁকার নলিচা; পশ্চিম দেশীয় হিন্দু জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।
জাঠর—১। উদরসম্বন্ধীয়। জঠর শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জাঠরী**। ২। জঠরাগ্নি। বি; পুং।
জাঠা—১। অস্ত্র বিঃ, লৌহদণ্ড। প্রা কপ্র। ২। তীর্থযাত্রীর দল। হি-মু। বি।
জাড়—শীত, হিম। বাংপ্র। বি।
জাড়া—জাড়, শীত। বাংপ্র। বি।
জাড়ি, জাড়ী-জাড়, শীত; রোগাদি কারণে গাত্রময় ক্ষুদ্র ব্রণোদ্গম। বাংপ্র। বি।
জাড্য-জড়তা; দীর্ঘসূত্রতা; আলস্য; মূর্খতা; স্তব্ধীভাব। জড়+ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।
জাৎ—আসল; আনীত, রক্ষিত। বাংপ্র। বিণ।
জাত-১। উৎপন্ন, উদ্ভূত; শিশু; ব্যক্ত, প্রকাশিত; প্রশংসিত, প্রশস্ত, শ্রেষ্ঠ। জন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। উৎপত্তি; শ্রেণী; জাতি, প্রকার; সমূহ; ব্যক্তি; মেলা, উৎসব। জন্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। **জাত তোলা**—গালাগালিতে জাতির উল্লেখ করা। **জাত যাওয়া**—শাস্ত্রনিষিদ্ধ খাদ্যাদি গ্রহণ জন্য জাতিনাশ হওয়া। **জাতে তোলা**—জাতিচ্যুত ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্তাদি করাইয়া পুনরায় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা।
জাতক—১। জাত, উৎপন্ন। বিণ। স্ত্রী—**জাতকা, জাতিকা**। ২। ভূমিষ্ঠ সন্তানের শুভাশুভনির্ধারক পুস্তক; জাতকর্ম। জাত+কণ্। বি; ক্লী।
জাতকর্ম (-কর্মন্)—সংস্কার বিঃ; সন্তানের জন্মকালে কর্তব্য কর্ম বিঃ। [সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে নাড়ীচ্ছেদ এবং স্তনদানের পূর্বে পিতা কৃতস্নান হইয়া বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিবেন। পরে প্রক্ষালিত শিলায় ব্রহ্মচারী, কুমারী, গর্ভবতী, বা শ্রুতস্বাধ্যায়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ব্রীহিযব গ্রহণপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ-সহকারে শিশুর জিহ্বায় স্পর্শ করাইবেন, এবং সুবর্ণদ্বারা ঘৃত লইয়া বালকের জিহ্বায় দিবেন।] জাতের (জাত শিশুর) কর্ম, ৬তৎ। বি; ক্লী।
জাতক্রিয়া-জাতকর্ম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
জাতক্রোধ, -কোপ --১। উৎপন্ন ক্রোধ বা কোপ। কর্মধা। বি; পুং। ২। ক্রুদ্ধ, যাহার ক্রোধ জন্মিয়াছে। জাত হইয়াছে ক্রোধ বা কোপ যাহার, বহু। বিণ।
জাতচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)-যাহার চোখ ফুটিয়াছে এরূপ। জাত চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ।
জাতপক্ষ—যাহার পাখা বা পালক উঠিয়াছে এরূপ। জাত পক্ষ যাহার, বহু। বিণ।
জাতপত্র-১। উদ্গাত-পর্ণ, যাহার পাতা গজাইয়াছে এরূপ। জাত পত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। জন্মপত্র, কোষ্ঠি। প্রা কপ্র। বি।
জাতপ্রত্যয়—যাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে এমন। বহু। বিণ।
জাতবোষ্টম—পুরুষানুক্রমে বোষ্টম। বাংপ্র। বি।
জাতব্যবহার-প্রাপ্ত-ব্যবহার, প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। জাত হইয়াছে ব্যবহার যাহার, বহু। বিণ।
জাতভাই, জাতিভাই-একজাতীয় ব্যক্তি, সজাতীয় লোক। বাংপ্র। বি।
জাতমাত্র—জন্মমাত্রেই, জন্মিয়াই, ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র। জাত+মাত্র। অ।
জাতশত্রু-শত্রুমান্। জাত (উৎপন্ন) শত্রু যাহার, বহু। বিণ।
জাতসাপ—বিষধর সর্প। বাংপ্র। বি।
জাতাঙ্কুর--১। যাহার অঁকুর জন্মিয়াছে এরূপ, যাহা কলাইয়াছে, অঙ্কুরিত। জাত অঙ্কুর যাহার, বহু। বিণ। ২। নবোদ্গত অঙ্কুর, গজানো অঁাকুর, নূতন কল। জাত যে অঙ্কুর, কর্মধা। বি; পুং।
জাতাপত্যা—সন্তান-প্রসবিনী, সন্তান প্রসব করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। জাত হইয়াছে অপত্য (সন্তান) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।
জাতাশৌচ-জননাশৌচ, সন্তানের জন্মজন্য অশুচি অবস্থা। জাতজন্য যে অশৌচ, মধ্যপ। বি; ক্লী।
জাতি—১। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; একশ্রেণীস্থ যাবতীয় পদার্থের অসাধারণ ধর্ম, গোত্ব মনুষ্যত্ব প্রভৃতি নিত্য এবং অনেক-সমবেত ধর্ম, ঘটত্বাদি [জাতির লক্ষণ এই-- যাহার আকৃতি (সংস্থান) দ্বারা জ্ঞান হয়, যে সকল লিঙ্গ ভজনা না করে, যাহা একবার উপদেশ দ্বারা গৃহীত হইতে পারে, তাহাকে জাতি কহে; গোত্র এবং চরণও জাতি]; সমলক্ষণ অনুযায়ী বিভাগ; এক আদিম বংশসম্ভূত মানবসমষ্টি; এক ধর্ম এক রাষ্ট্র বা এক দেশের অন্তর্গত মানবসমষ্টি; মালতীপুষ্প; অলংকার বিঃ; ষড়্জাদি সপ্তস্বর। জন+ক্তিচ্ কর্তৃ। ২। জন্ম, উৎপত্তি; সমূহ; প্রকার, শ্রেণী; বংশ।

জন্ (জন্মা)+ক্তি ভাব। ৩। চুল্লী। জন্+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

জাতিকুল—জাতজন্ম। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

জাতি-কোশ, -কোষ জায়ফল। বি; স্ত্রী।

জাতিগত—জাতিসংক্রান্ত, জাতিসম্বন্ধীয়। ২তৎ। বিণ।

জাতিচ্যুত—জাতিভ্রষ্ট, কোন অশাস্ত্রীয় বা অসামাজিক কার্য জন্য যাহার জাতি গিয়াছে। ৫তৎ। বিণ।

জাতিতত্ত্ব—জাতিসমূহের বিভাগ ও পরস্পর সম্বন্ধবিষয়ে অনুসন্ধানবিদ্যা, ethnology. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জাতিধর্ম—১। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের স্ব স্ব নির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম; অসাধারণ ধর্ম, বিশিষ্ট গুণ। জাতির ধর্ম, ৬তৎ। ২। হিন্দু মুসলমানাদি কিংবা ইউরোপীয় ভারতবর্ষীয় প্রভৃতির জাতিগত আচার ব্যবহার এবং পারলৌকিক বিশ্বাসাদি। জাতি এবং ধর্ম, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

জাতিধ্বংস জাতিনাশ, কোন জাতির সম্পূর্ণ বিলোপ। ৬তৎ। বি; পু।

জাতিনাশ—জাতিধ্বংস; জাতিভ্রংশ, জাতিচ্যুতি, জাতিপাত। ৬তৎ। বি; পু।

জাতিপত্র—জয়ত্রী। বি; স্ত্রী।

জাতিপাত জাতিভ্রংশ, জাতিনাশ। ৬তৎ। বি; পু।

জাতিপুঞ্জ—জাতিসমূহ। ৬তৎ। বি; পু। **সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ**—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে পৃথিবীর শান্তিরক্ষার নিমিত্ত গঠিত বিভিন্ন জাতির সংঘ, United Nations Organisations.

জাতিফল—জায়ফল। জাতিনামক যে ফল, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জাতিবর্ণ—আর্য ম্লেচ্ছাদি জাতি ও ব্রাহ্মণাদি বর্ণ; হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি জাতি এবং গায়ের রঙ্গ। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

জাতিবর্ণনির্বিশেষে—জাতি এবং বর্ণের ভেদ বিচার না করিয়া; সকল জাতি এবং বর্ণের প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে। জাতি বর্ণের বিশেষ নাই যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

জাতিবাচক যাহা দ্বারা জাতি জানা যায়; জাতিবোধক। ৬তৎ। বিণ; পু।

জাতিবিদ্বেষ—এক জাতির অপর জাতির প্রতি হিংসা বা ঘৃণা। বি; পু।

জাতিবৈর—স্বাভাবিক শত্রুতা। ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

জাতিব্রাহ্মণ—তপঃ ও শ্রুতিহীন ব্রাহ্মণ, যে ব্যক্তি কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ—তপজপ কিছুই করে না। ৩তৎ। বি; পু।

জাতিভেদ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির পৃথক্ জ্ঞান। ৬তৎ। বি; পু।

জাতিভ্রংশ জাতিনাশ। ৫তৎ। বি; পু।

জাতিভ্রষ্ট—জাতিচ্যুত। ৫তৎ। বিণ।

জাতিসংকর বর্ণসংকর (তাহা দ্রঃ)।

জাতিসংঘ—বহু জাতির একত্র মিলন বা মিলিত দল, League of Nations. ৬তৎ। বি; পু।

জাতিস্মর—পূর্বজন্মবৃত্তান্তজ্ঞ, পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে পারে যে এরূপ। জাতির (পূর্বজন্মের) স্মর (স্মরণকর্তা), ৬তৎ। বিণ।

জাতী—মালতীপুষ্প; চামেলাফুল। জাতি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জাতীপত্রী জৈত্রী। বি; স্ত্রী।

জাতীফল জায়ফল। বি; স্ত্রী।

জাতীয়—জাতিসম্বন্ধীয়; তৎপ্রকার। জাতি+ণীয়। বিণ। **জাতীয় সংগীত**—জাতীয় ভাবে পূর্ণ রাষ্ট্রের সংগীত, National anthem.

জাতীশ্বর—বর্ণশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ। জাতিদিগের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

জাতুকর্ণ জনৈক মুনি। বি; পু।

জাতুকর্ণী বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ভবভূতির জননী। বি; স্ত্রী।

জাতেষ্টি—জাতকর্মসংস্কার। জাতের ইষ্টি, ৬তৎ; অথবা জাতে (পুত্রজননে) ইষ্টি, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

জাত্য—কান্ত, কমনীয়; কুলীন; সুজাত, সদ্বংশীয়; শ্রেষ্ঠ। জাতি+ক্য সাধু অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জাত্যা, জাতী**।

জাত্যংশ—জাতির অংশ বা বিভাগ। বি; পু।

জাত্যন্ধ—জন্মান্ধ, আজন্মদৃষ্টিশক্তিহীন। জাতি (জন্ম) দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ।

জাত্যভিমান—জাতির গর্ব, "আমি ব্রাহ্মণ, আমি বর্ণশ্রেষ্ঠ" ইত্যাকার গর্বপূর্ণ ভাব। জাতির অভিমান, ৬তৎ। বি; পু।

জাত্যভিমানী (-মানিন্)—জাত্যভিমানযুক্ত, শ্রেষ্ঠ জাতিভুক্ত বলিয়া গর্বিত, উচ্চ কুলে জন্মহেতু অহংকৃত। জাত্যভিমান+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,-**মানিনী**।

জাদু—১। মায়া, ভেলকি, কুহক; বশীকরণ, তুক। ফা। ২। শিশুর প্রতি আদরের সম্বোধন। < প্রাকৃত 'জাদ'। বি।

জাদুকর—যাদুকর (তাহা দ্রঃ)।

জাদুঘর—প্রাকৃতিক ও শিল্প-বিজ্ঞানজাত পদার্থ সংগ্রহালয়, পুরাদ্রব্যাগার; কৌতুকাগার। ফা-মু। বি।

জাদুমণি—আদরে বাৎসল্যে শিশুকে সম্বোধন। বাংপ্র। বি।

জান—১। প্রাণ; সারাংশ; স্ত্রী। জন্+ঘঞ্ করণ। ২। জ্ঞাতা। জ্ঞা+শ কর্তৃ। বি; পু। ৩। গণক, গণৎকার। প্রাদে। ৪। পরলোকগত আত্মা এবং যিনি তাহাদের কথা শুনিতে পান তাদৃশ ব্যক্তি; দৈবজ্ঞ; (সংগীত শাস্ত্রে) যে সুরটি যে রাগের প্রধান। ফা। বি।

জানকী—জনকনন্দিনী, সীতা। জনক+ঞ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জানকীনাথ বসু—১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে মে চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে গ্রামস্থ Higher Anglo Sanskrit School নামক বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, পরে কলিকাতায় Calcutta Schoolএ প্রবিষ্ট হইয়া ১৮৭৭ খ্রীঃ ঐ বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কটকে ইঁহার ভ্রাতা কর্মসূত্রে অবস্থান করায় ইনিও তথায় থাকিয়া Ravenshaw College হইতে এফ. এ. পাস করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ ইনি বি. এ. পাস করিয়া কিছুদিন Albert Collegeএ অধ্যাপনা করেন। অনন্তর ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জয়নগর স্কুলে কিছু দিন প্রধান শিক্ষকের কার্য করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইনি কটক ডিস্ট্রিক্ট কোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করিয়া ঐ ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ইনি কটকের সরকারী উকীল এবং Public Prosecutor নিযুক্ত হন। ইনি প্রথমে কটক মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান ও পরে চেয়ারম্যান হন। বঙ্গদেশীয় শাসন পরিষদের সভ্যরূপে কার্য করিবার কালে ইঁহার দক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্নমেন্ট ইঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। উড়িষ্যাপ্রবাসী বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের এবং উড়িষ্যাবাসিগণের হিতার্থে ইনি অনেক কার্য করিয়াছেন। ভুবনবিখ্যাত শরৎচন্দ্র বসু ও সুভাষচন্দ্র বসু ইঁহারই অন্যতম পুত্রদ্বয়। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইনি দেহত্যাগ করেন।

জানকীরাম (রাজা)—আলিবর্দি খাঁর নায়েবী আমলে রাজা জানকীরাম দেওয়ান হইয়া বাঙ্গালা হইতে পাটনায় যান। আলিবর্দি নাজিমের পদ প্রাপ্ত হইয়া জানকীরামকে প্রথমে দেওয়ান-ই-তন্, পরে যুদ্ধবিভাগের প্রধান মন্ত্রী করেন। আলিবর্দি মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া যখন পলায়ন করেন, তখন জানকীরাম তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। নবাবের পূর্বোক্ত দুরবস্থা দর্শনে প্রভুভক্ত জানকীরাম পূর্বসঞ্চিত স্বকীয় ধন দ্বারা সৈন্যসংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইনিই প্রকৃতপক্ষে

আলিবর্দির প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। নবাব ইহাকে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণবধের কল্পনা কেবল ইহার নিকট ও প্রধান সেনাপতি মুস্তফা খাঁর কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কালক্রমে রাজা জানকীরামের প্রভুত্ব এরূপ হয় যে, নবাবের নিকট হইতে কাহারও কোনও অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইলে জানকীরামের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইত। সিরাজউদ্দৌলার পিতা জৈনউদ্দীন পাটনার ডেপুটী সুবাদার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সিরাজ ঐ পদ প্রাপ্ত হন এবং জানকীরাম প্রতিনিধি-শাসনকর্তা হন। সিরাজের তখন অল্পবয়স, সুতরাং প্রকৃতপ্রস্তাবে রাজা জানকীরামই পাটনার ডেপুটী সুবাদার হইলেন। ইনি আজীবন এই পদে সসম্মানে নিযুক্ত ছিলেন।

১১৬৫ সালে ইং ১৭৫২ খ্রীঃ জানকীরামের মৃত্যু হয়। ইঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্লভ সৈন্যবিভাগের প্রতিনিধি দেওয়ান হইয়াছিলেন।

জানত—১। জ্ঞাত। বিণ। < জানৎ। ২। জ্ঞানতঃ, জ্ঞাতসারে, জ্ঞানপূর্বক, জানিয়া। বাংপ্র। অ।

জানপদ—১। জনপদসম্বন্ধীয়; জনপদবাসী, গ্রামনিবাসী; দেশস্থ; দেশান্তরাগত। জনপদ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**জানপদী**। ২। দেশ। বি; পু।

জানপদী—১। জনপদসম্বন্ধীয়া, ইত্যাদি। জানপদ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরা বিঃ। গৌতম শরদ্বানের কঠোর তপশ্চরণে ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তপোভঙ্গার্থ এই অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। ইহাকে দর্শন করিয়া মুনির চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। তাহাতে তাঁহার রেতঃস্খলিত হওয়ায় কৃপ ও কৃপীর জন্ম হয়। বি; স্ত্রী।

জানবাচ্চা—স্ত্রী পুত্র। জান (ফা)+বাচ্চা (হি)। বি।

জানসি—জান, জ্ঞাত আছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

জানা—১। বিদিত হওয়া, জ্ঞাত থাকা; দক্ষ হওয়া। ক্রি। ২। জ্ঞাত, পরিচিত। বিণ। ৩। জাতিগত উপাধি বি বাংপ্র। বি।

জানাজানি—অনেক ব্যক্তির গোচর, সাধারণ্যে প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

জানান—জ্ঞাপন; পরিজ্ঞাপন। বাংপ্র। বি

জানানা—১। অবরোধবাসিনী, পর্দানশিন; নারীর যোগ্য। বিণ। ২। স্ত্রীলোক; অন্তঃপুর। < ফা 'জনানহ্'। বি।

জানানো—অবগত করানো, জ্ঞাপন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

জানালা, জানলা—বাতায়ন, গবাক্ষ; ঝরোকা, আলো বাতাস প্রবেশের দরজা। পো-মু। বি।

জানু—ঊরুদেশের সন্ধি, হাঁটু। জন্ (জন্মা) +ঞুণ্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

জানুগতি—১। হাঁটুভরে গমন বা চলন, হামাগুড়ি। তৎপ। বি; স্ত্রী। ২। জানুগমনে, হামাগুড়ি দিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

জানুয়ারি—ইংরাজী বৎসরের প্রথম মাস। < ইং 'January'. বি।

জানোয়ার—১। জন্তু, পশু। < ফা 'জানবর'। বি। ২। পশুর মত মূর্খ, অজ্ঞ। বাংপ্র। বিণ।

জান্তব—প্রাণিজাত; জন্তু-সম্বন্ধীয়। জন্তু +অণ্ জাতার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-বী**।

জাপ—১। জপ্। জপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। জাপানবাসী; জাপানদেশীয়। বৈদে। বিণ।

জাপক ইষ্টমন্ত্রের আরাধনাকারী; জপকারী। জপ্ (জপ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জাপিকা**।

জাপটাজাপটি—পরস্পর জাপটানো, জড়াজড়ি। বাংপ্র। বি।

জাপটানো—জড়াইয়া ধরা। বাংপ্র। ক্রি।

জাপন—১। জপ করানো। ণিজন্ত জপ্ (=জাপি)+অনট্ ভাব। ২। জয় করানো। ণিজন্ত জি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জাফরান—কুঙ্কুম, কাশ্মীরাদি দেশজাত পুষ্প বিঃর কেশর। আ। বি।

জাফরি—বংশ-শলাকারচিত রন্ধ্রপূর্ণ চাঁচ, সচ্ছিদ্র বেড়া বা জাল। আ। বি।

জাব—১। গরুর খাবার নিমিত্ত কাটা খড় ভূষি প্রভৃতি। বি। ২। সম্পূর্ণ ভিজা। বাংপ্র। বিণ।

জাবড়া খেবড়া, অপরিষ্কার, সৌষ্ঠবহীন। বাংপ্র। বিণ।

জাবড়ীবুড়ী—সূতিকাগৃহের পশ্চাতে যে গোমুণ্ড হাড় সিন্দুর গোবর কড়ি দিয়া রাখা হয়। প্রাদে। বি।

জাবনা—গরুর খাইবার জন্য কাটা খড় ভূষি ইত্যাদি। বাংপ্র। বি।

জাবর—গবাদি পশুর চর্বিত-চর্বণ বা রোমন্থন। বাংপ্র। বি।

জাবাল—জনৈক মুনি। জপ্+অল্ কর্তৃ, তদুত্তরে ষ্ণ; অথবা জবালা শব্দ (স্ত্রী বিঃ)+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

জাবালি—জনৈক মুনি। জপ্ (জপ করা) +অল কর্তৃ, তদুত্তরে ষ্ণি, অথবা, জবালা (স্ত্রী বিঃ)+ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু।

জাবেদা—বাংলা হিসাবের পাকা খাতা। < আ 'জাবিতাহ্'। বি।

জাম—১। স্বনামখ্যাত ফল বিঃ। < জম্বু। বি। ২। গাদাগাদি, বদ্ধ, রুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ। ৩। মরিচা, জং। ফা-মু। বি।

জামড়া—ঘেঁচড়া; দরকচা। বাংপ্র। বি।

জামদগ্নেয়, জামদগ্ন্য—জমদগ্নিসুত পরশুরাম। জমদগ্নি (মুনি বিঃ) +ঢেয় বা ষ্য অপত্যার্থে। বি; পু।

জামদানি—তাঁতে বোনা ফুলতোলা কাপড়। ফা। বি।

জামবাটি—কাঁসার বড় বাটি। বাংপ্র। বি।

জামরুল—একপ্রকার ফল ও ইহার বৃক্ষ। বাংপ্র। বি।

জামসেটজি জিজিভাই (ব্যারনেট) —ইনি বরোদার নওসরি গ্রামে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতা-পিতা দারিদ্র্যহেতু পুত্রকে যথাযোগ্য শিক্ষা দান করিতে পারেন নাই। অতি অল্পবয়সেই ইঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তখন ইনি নিরাশ্রয় হইয়া বোম্বাই নগরে শ্বশুরালয়ে আসিয়া উপস্থিত হন। ইঁহার শ্বশুর ধনী বণিক্ ছিলেন, এবং জামাতার ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ মনোযোগ দেখিয়া ইঁহাকে নিজের ব্যবসায়ের অংশী করিয়া লন। কিছুদিন পরেই জিজিভাই বুঝিতে পারেন যে, কার্যে উন্নতি করিতে গেলে, বিদেশের সহিত ব্যবসায় চালান আবশ্যক। এই অভিপ্রায়ে ইনি যৎসামান্য মূলধন লইয়া চীন দেশে গমন করেন এবং তথায় অধ্যবসায়, সৎসাহস ও সাধুতার বলে অগাধ ধনরত্ন অর্জন করেন। ইনি সচ্চরিত্র, দানশীল ও উদারস্বভাব ছিলেন। ইনি দেশবাসী ব্যতীত অপর বাহিরের অনেক লোককে জাতিধর্মনির্বিশেষে অর্থ-সাহায্য করিতেন। বোম্বাই নগরে তৎকর্তৃক অনেকগুলি দাতব্য চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থাপিত ও নির্মিত হইয়াছে। ইঁহার গুণাবলি ও পরোপকারিতার পুরস্কারস্বরূপ গভর্ণমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে "নাইট্" এবং ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে "ব্যারনেট" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই-বাসিগণ নিজ ব্যয়ে দেশে এই স্বদেশবৎসল ব্যক্তির এক প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি স্থাপিত করিয়াছেন।

জামা—পিরান কোর্তা কামিজ কোট ফতুয়া চাপকান প্রভৃতি আঙরাখা। < ফা 'জামহ্'। বি।

জামাই কন্যার পতি, দামাদ। <জামাতৃ। বি।

জামাই-ষষ্ঠী- অরণ্যষষ্ঠী, বাঁটাষষ্ঠী, মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথি, এই তিথিতে দেশাচারমতে জামাতার অর্চনা করা হয়। বাংপ্র। বি।

জামাতা (জামাতৃ)—কন্যার পতি, জামাই ; স্বামী। জায়া (ভার্যা) মা (পরিমাণ করা)+তৃচ্, কর্তৃ, অথবা জায়া হইয়াছে মাতৃস্বরূপা যাহার, বহু। বি ; পু।

জামি—ভগিনী ; দুহিতা ; স্নুষা, পুত্রবধূ ; কুলস্ত্রী ; পতিব্রতা রমণী। জৈ (ক্ষয় হওয়া)+মি কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

জামিত্র—বিবাহকালীন লগ্নের সপ্তম লগ্ন। জামি—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

জামিত্রবেধ- বিবাহে গ্রহ ও নক্ষত্র দোষ বিঃ। বি ; পু।

জামিন- প্রতিভূ, প্রতিনিধি-স্থানীয় ; গচ্ছিত টাকা যাহা অঙ্গীকার পালন না করিলে বাজেয়াপ্ত হয়। আ। বি।

জামিনদার প্রতিভূ, যে অপরের জন্য জামিন হয় বা জামিন দেয়। আ-মু। বি।

জামিনদারি—জামিন বা মুচলেকা দান। আ-মু। বি।

জামিন-নামা—প্রতিভূর নিবন্ধপত্র, মুচলেকা। আ-মু। বি।

জামিয়ার, জামেয়ার—ফুলতোলা শাল বিঃ। ফা-মু। বি।

জামির—লেবু বিঃ। <জম্বীর। বি।

জামেয়—ভগিনীপুত্র, ভাগিনেয়। জামি (ভগিনী)+ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু। স্ত্রী- **জামেয়ী**।

জাম্ববতী—শ্রীকৃষ্ণের ভার্যা, ভল্লুকরাজ জাম্ববানের কন্যা। কৃষ্ণ স্যমন্তকমণির জন্য যুদ্ধে জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া মণিসহ জাম্ববতীকে ভার্যার্থে প্রাপ্ত হন। জাম্ববতীর গর্ভে কৃষ্ণের শাম্ব প্রভৃতি দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পতির মৃত্যুর পর অর্জুন কর্তৃক হস্তিনায় নীত হইলে ইনি কৃষ্ণের উদ্দেশে জ্বলন্ত হুতাশনে জীবন বিসর্জন করেন। জাম্ববৎ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

জাম্ববান্ (-বৎ)—ভল্লুকরাজ। ইনি ব্রহ্মার পুত্র ও কপিরাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত থাকিয়া রামের বিস্তর সাহায্য করেন। কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা রাজা সত্রাজিৎ স্বীয় ভ্রাতা প্রসেনকে স্যমন্তকমণি প্রদান করেন। পরে প্রসেন মৃগয়ার্থ গমন করিয়া সিংহ কর্তৃক নিহত হইলে, জাম্ববান্ সেই সিংহকে বধ করিয়া স্যমন্তকমণি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ সেই মণির জন্য জাম্ববানের সহিত যুদ্ধ করেন। জাম্ববান্ পরাজিত হইয়া মণিসহ আপনার কন্যা জাম্ববতীকে ভার্যার্থে অর্পণ করিয়া সন্ধি করেন। জাম্ব+বতু। বি ; পু।

জাম্বীর--জম্বীরঘটিত ; জম্বীরজাত। জম্বীর+ষ্ণ। বিণ।

জাম্বুবান্ (-বৎ)—জাম্ববান্ (তাহা দ্রঃ)। বি ; পু।

জায়—তালিকা, ফর্দ, হিসাব, বিবরণ। হি-মু। বি।

জায়গা স্থান, ঠাঁই, অবকাশ ; পাত্র ; জমি, ক্ষেত্র, অবস্থা ; বদল ; আধার। ফা। বি।

জায়গীর, জায়গির- পুরস্কারপ্রাপ্ত ভূসম্পত্তি। <ফা 'জাগীর'। বি।

জায়গীরদার, জায়গিরদার—জায়গীরের মালিক। ফা-মু। বি।

জায়দা--উদ্বৃত্ত ; অধিক ; অতিরিক্ত। আ। বিণ। [বি।

জায়দাদ—আওলাৎ, সম্পত্তি, ধন। ফা।

জায়ফল—পঞ্চকষায়ের মধ্যে ফল বিঃ, জাতিফল। বি ; ক্লী।

জায়মান উৎপদ্যমান, জন্মিতেছে যে এরূপ। জন্ (জন্মা)+শান কর্তৃ। বিণ।

জায়া—ভার্যা, পত্নী। জন্ (জন্মা)+য অধি+আপ্ (যাহাতে মনুষ্য সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করে)। বি ; স্ত্রী।

জায়াজীব- বেশ্যাপতি ; নট। জায়া হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার বহু। বি ; পু।

জায়ানুজীবী (-জীবিন্) কুলটাপতি ; নট ; দুঃস্থব্যক্তি, কাঙ্গাল ; বকপক্ষী। জায়াদ্বারা অনুজীবী, ৩তৎ। বি ; পু।

জায়াপতি- জম্পতি দম্পতি, স্ত্রীপুরুষ। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

জার—উপপতি। জৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু

জারক—পাচক। ণিজন্ত জৃ+ণক কর্তৃ বিণ। স্ত্রী- **জারিকা**।

জারকসস (Xerxes)—(খ্রীঃ পূঃ ৫১৯—৪৫৬?) পারস্যের দিগ্বিজয়ী রাজ ও সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি। পিতা দরায়ুস ইনি থার্মপিলি গিরিসংকটে গ্রীকদিগকে পরাজিত করেন।

জারজ—উপপতি হইতে জাত (সন্তান) জার—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

জারজাত—জারজ, উপপতি হইতে উৎপন্ন ৫তৎ। বিণ।

জারণ—১। জীর্ণকরণ, হজম করা ণিজন্ত জৃ (=জারি)+অনট্ ভাব ২। ঔষধ বিঃ—লৌহ, অভ্র প্রভৃতি বি ; ক্লী।

জারা—১। জীর্ণ করা, জর্জরিত করা ; পরিপাক করা ; দগ্ধ করা। বাংপ্র। ২। প্রজ্বলিত করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

জারি—১। জাঁক, বড়াই, দম্ভ, দর্প ; প্রচার ; প্রকাশ ; কার্যে পরিণতি ; প্রচলন, প্রবর্তন। বি। ২। প্রচারিত, কার্যে পরিণত, তামিল। আ। বিণ। ৩। বাংলার মুসলমানী পল্লীসংগীত বিঃ। <ফা 'যারী'। বি।

জারিজুরি, -জোরি—প্রতাপ ; দম্ভ ; বড়াই ; প্রকাশ। আ-মু। বি।

জারিত—জীর্ণীকৃত ; জর্জরিত ; জরানো। জারি+ক্ত কর্ম। বিণ।

জারুল- প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বিঃ ও তাহার কাঠ। বাংপ্র। বি।

জাল ১। মৎস্য পশুপক্ষ্যাদি বন্ধন নিমিত্ত সূত্রাদি-নির্মিত যন্ত্র বিঃ, ফাঁদ ; গবাক্ষ, জানালা ; গবাক্ষচ্ছিদ্র ; কপট, প্রতারণা ; দম্ভ ; কোরক ; সমূহ ; ইন্দ্রজাল। জল্ (আচ্ছাদন করা)+ণ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। মিথ্যা ; কৃত্রিম ; ভণ্ড ; নকল। আ। বিণ।

জালক- জানালা ; জাল ; কোরক ; কুমড়া, শসা প্রভৃতির জালি ; সমূহ ; কুলায় ; দম্ভ। জাল+কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

জালকারক—১। জালকারী, জালিয়াত। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**জালকারিকা**। ২। মাকড়সা ; জেলে ; কৈবর্ত। বি ; পু।

জালকাঁঠি—জাল ভারি করিবার জন্য জালের প্রান্তভাগস্থ ধাতুগোলক ; দীর্ঘাকার ঘাস বিঃ। বাংপ্র। বি।

জালজীবী (-জীবিন্)- ধীবর, জেলে। জাল-দ্বারা জীবে (বাঁচে) যে এই বাক্যে উপতৎ ; জাল—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

জালতি- গরুর মুখের জাল ; ফল পাড়িবার জালপাত্র ; ছোট জাল ; তারের জাল, netting. বাংপ্র। বি।

জালন্ধর- যোগশাস্ত্রোক্ত আসন ও মুদ্রা বিঃ। বি ; পু।

জালপাৎ (-পাদ্)- হংস। জালবৎ পাদ যাহার, বহু। বি ; পু।

জালপাদ—১। লিপ্তপাদ, web-footed. বিণ। ২। হংস। জালবৎ পাদ যাহার, বহু। বি ; পু।

জালবাজ—জালিয়াত। আ-মু। বি বা বিণ।

জালবাজি—জালিয়াতি ; প্রবঞ্চনা ; জাল-কর্ম। আ-মু। বি।

জালা—বৃহৎ কুম্ভ, বড় কলসী, নাদা অলিঞ্জর। বাংপ্র। বি।

জালালউদ্দীন খিলজী—(রাজত্বকাল

১২৯০—১২৯৬ খ্রীঃ)। দিল্লীর খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন খিলজী ইঁহাকে হত্যা করিয়া রাজা হন বলিয়া কিংবদন্তী আছে।

জালি—কচি, অপরিপুষ্ট (ফলাদি)। বাংপ্র। বিণ।

জালিক—১। জালজীবী; কপটকারক, প্রতারক; জালকারী, জালিয়াত। জাল + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**জালিকী**। ২। ধীবর, জেলে; ব্যাধ; মাকড়সা। বি; পু।

জালিয়াত—অন্যের লিখিত খত, দলিল বা স্বাক্ষর অবিকল নকলকারী। আ-মু। বি।

জালিয়াতি—জালিয়াতের বৃত্তি, জাল করা। আ-মু। বি।

জালী—১। ঝিঙ্গা; জাড়ী ঔষধ। জাল + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। জাল-কাটা; ঝাঝরি-কাটা, latticed. বাংপ্র। বিণ।

জাসু—গুপ্তচর, প্রবঞ্চক; ধূর্ত, ধড়িবাজ; অগ্রগণ্য; সর্দার। বাংপ্র। বি বা বিণ।

জাস্তি—জায়দা, বেশী, অধিক। <আ 'জিয়াদৎ'। বিণ।

জাহাঙ্গীর-দিল্লীর চতুর্থ মোগল সম্রাট্। ইনি দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পূর্বনাম সলিম। সলিম পিতার অবাধ্য ছিলেন, এবং নানাপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ ও অপ্রীতিকর কার্য করিতেন। ইনি একবার প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া এলাহাবাদে গমনপূর্বক আপনাকে সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু তাহাতেও ইঁহার প্রতি আকবরের স্নেহ অণুমাত্র বিচলিত হয় নাই। সলিমের বিশ্বাস ছিল যে আবুলফজলের কুমন্ত্রণাতেই রাজসভায় তাঁহার প্রতিপত্তির হ্রাস হইয়াছে। এই বিশ্বাসে তিনি লোক নিযুক্ত করিয়া গুপ্তভাবে আকবরের মন্ত্রী আবুলফজলের হত্যাসাধন করেন। প্রিয় সুহৃদের এইরূপ মৃত্যুসংবাদে আকবর অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। এই সকল কারণে অনেকেই সলিমের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ইচ্ছা ছিল যে, সলিম পিতৃসিংহাসনের অধিকারী না হইয়া তাঁহার পুত্র, রাজা মানসিংহের ভাগিনেয় খসরু আকবরের উত্তরাধিকারী হন। ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। কিন্তু সলিম পিতৃসিংহাসন প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া তাঁহাকে দেখিতে গেলেন না। তথাপি পুত্রস্নেহপ্রযুক্ত আকবর সলিমকে ডাকাইয়া তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

পিতার মৃত্যুর পর সলিম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া জাহাঙ্গীর (ভুবনবিজয়ী) নাম ধারণ করিলেন (১৬০৫ খ্রীঃ)। ইঁহার রাজত্বের অধিকাংশ সময়ই পুত্রদিগের বিদ্রোহদমনে, পত্নীর প্রভুত্ববর্দ্ধন ও নিজের ভোগবিলাসে অতিবাহিত হয়। সর্বপ্রথম ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু বিদ্রোহী হন। পিতা সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন শুনিয়া খসরু পঞ্জাবে পলায়ন করেন, এবং বিদ্রোহী হইয়া অনুচরগণের সাহায্যে লাহোর অধিকার করেন। সংবাদ পাইয়া জাহাঙ্গীর লাহোরে উপস্থিত হইয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। খসরু ধৃত হইয়া বন্দিভাবে কাবুলে প্রেরিত হইলেন। আজীবনকাল তাঁহাকে সেই অবস্থায় কাবুলেই থাকিতে হইল।

জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসা নাম্নী এক বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া তাঁহার নাম নূরজহাঁ অর্থাৎ ভুবনালোক রাখেন (১৬১১ খ্রীঃ)।

এখন হইতে নূরজহাঁর আত্মীয়স্বজন রাজসভায় ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা একরূপ সর্বময়কর্তা হইয়া পড়িলেন। ক্রমে নূরজহাঁ সম্রাটের উপর এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিলেন যে, মুদ্রাতে জাহাঙ্গীরের নামের পার্শ্বে নূরজহাঁর নামও অঙ্কিত হইতে লাগিল। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ওমরাহ ও মোগলসেনাপতিগণ নানারূপে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সম্রাটের পুত্রগণও বিদ্রোহ উপস্থিত করিলেন। নূরজহাঁর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত এক কন্যা ছিল। ঐ কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শেহরিয়ারের বিবাহ হয়। যাহাতে শেহরিয়ার উত্তরকালে সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে নূরজহাঁ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম যোধাবাই নাম্নী এক রাজপুত-কন্যার গর্ভজাত; সুতরাং রাজপুতেরা তাঁহার সপক্ষ ছিলেন। তিনি নূরজহাঁর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বিদ্রোহী হন। কিন্তু সুচতুরা নূরজহাঁ সেবার তাঁহাকে কয়েকটি স্থানের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করেন।

১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের সুদক্ষ সেনাপতি মহাবৎ খাঁ নূরজহাঁর আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, এবং জাহাঙ্গীর ও নূরজহাঁকে ছয় মাস বন্দিভাবে রাখেন। কেবল বুদ্ধিমতী নূরজহাঁর বুদ্ধিকৌশলেই সম্রাট্ সে যাত্রা পরিত্রাণ লাভ করেন। পর বৎসর খুরম ও মহাবৎ পুনরায় বিদ্রোহ উপস্থিত করেন। ঐ বিদ্রোহ প্রশমিত হইবার পূর্বেই জাহাঙ্গীর কালগ্রাসে পতিত হন।

১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ টমাস রো নামক একজন ইংরেজ ইংলণ্ডরাজ প্রথম জেমসের দূত হইয়া জাহাঙ্গীরের সভায় আগমন করেন। তাঁহার চিঠিপত্র হইতে দেশের তাৎকালিক অবস্থা ও জাহাঙ্গীরের চরিত্র-সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়; আগরা নগরী রাজধানী ছিল বটে, কিন্তু যুদ্ধযাত্রাকালে সেনাকটকসমূহও এক এক রাজধানীতে পরিণত হইত। জাহাঙ্গীর প্রজাদিগকে সুরাপান করিতে নিষেধ করিয়া আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন, অথচ নিজে সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নিশা যাপন করিতেন। সহজ অবস্থায় তিনি সাম্রাজ্যের মঙ্গলের চেষ্টা করিতেন। নগরমধ্যস্থ দুর্গ হইতে একটি শৃঙ্খল ভূতল পর্যন্ত লম্বমান থাকিত। সেই শৃঙ্খলের সহিত তাঁহার কক্ষস্থিত কতকগুলি স্বর্ণময় ঘণ্টা সংযোজিত ছিল। উহা আকর্ষণ করিয়া বিচারপ্রার্থীরা আপনাদের প্রার্থনা স্বয়ং সম্রাটের গোচর করিতে পারিত। তৎকালে এদেশে চিত্রাবদ্যা ও অন্যান্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। পূর্বোক্ত স্যার্ টমাস রো উপঢৌকনস্বরূপ ইংলণ্ড-রাজদত্ত একখানি উৎকৃষ্ট চিত্র ও একখানি গাড়ি সম্রাট্কে প্রদান করেন। আগ্রার শিল্পীরা ঐ চিত্র ও গাড়ির অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল; আসলের সহিত নকলের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য ছিল না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পর্তুগিজ বণিকেরাই সর্বপ্রথমে আমেরিকা হইতে ভারতবর্ষে তামাকের আমদানি করেন।

জাহাজ—অর্ণব-পোত, সমুদ্রগামী বৃহৎ জলযান, বড় নৌকা। <আ 'জহাজ'। বি।

জাহাজী—১। জাহাজসম্বন্ধীয়; যাহা জাহাজে চালান আসে এমন। বিণ। ২। জাহাজের লোক; জাহাজের শ্রমিক কর্মচারী প্রভৃতি; জাহাজের জিনিস। আ-মু। বি।

জাহান্নম—নিরয়, নরক; গোল্লার দুয়ার, সর্বনাশের অবস্থা। আ-মু। বি।

জাহাঁপনা—জাঁহাপনা (তাহা দ্রঃ)।

জাহাঁবাজ—জাঁহাবাজ (তাহা দ্রঃ)।

জাহির-১। প্রকট, প্রকাশিত, ব্যক্ত; খ্যাত, প্রসিদ্ধ; উপস্থিত; অবতীর্ণ। বিণ। ২। প্রকাশ; প্রচার। আ। বি।

জাহ্নবী--জহ্নুকন্যা, গঙ্গানদী। জহ্নু (মুনি বিঃ) + ষ্ণ অপত্যার্থে + ঈপ্। [বিশেষ বিবরণ জহ্নু শব্দে দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

জি—১। জয়কারী, জেতা, বিজয়ী। জি+ ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। রসনা, জিভ; স্পৃহা, লালসা, আকাঙ্ক্ষা। <জিহ্বা। বি। ৩। জীবিত থাকি, জীবনধারণ করি, বাঁচি। প্রা কপ্র। ক্রি। ৪। মহাশয়, হুজুর; আজ্ঞে। হি। অ।

জিউ, জীউ—জীবন, প্রাণ; ঠাকুর। <জীব। বি।

জিউজিৎসু—জাপানী ব্যায়ামকৌশল বা কুস্তির প্যাঁচ বিঃ। জাপানী। বি।

জিউলি—একধরনের বেড়ার গাছ। বাংপ্র। বি।

জিওল—বৃক্ষ বিঃ। বাংপ্র। বি।

জিগমিষা—গমনেচ্ছা। সনন্ত গম্ (যাইতে ইচ্ছা করা) + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জিগমিষু—গমনোৎসুক, গমনেচ্ছু। সনন্ত গম্ (যাইতে ইচ্ছা করা) + উ কর্তৃ। বিণ।

জিগানো—জিজ্ঞাসা করা। প্রাদে। ক্রি।

জিগির—পারমার্থিক গীত; সাহস; জোর; আগ্রহাতিশয্য; সমবেত কণ্ঠে প্রচার বা আন্দোলন। <ফা 'জিগ্‌র্'। বি।

জিগীষা—জয়েচ্ছা, জয় করিবার ইচ্ছা। সনন্ত জি + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

[illegible]—জয়েচ্ছু, জয়াভিলাষী। সনন্ত জি + উ কর্তৃ। বিণ।

জিঘৎসা—ভোজনেচ্ছা, বুভুক্ষা, ক্ষুধা। সনন্ত অদ্ + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জিঘৎসু—ভোজনেচ্ছু, বুভুক্ষু, ক্ষুধিত। সনন্ত অদ্ + উ কর্তৃ। বিণ।

জিঘাংসক—হননেচ্ছু, বধ করিবার ইচ্ছাযুক্ত; অনিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তিবিশিষ্ট। সনন্ত হন্ (= জিঘাংস) + ণক কর্তৃ। বিণ।

জিঘাংসা—হননেচ্ছা, বধ করিবার ইচ্ছা; হিংসা; অনিষ্টসাধনেচ্ছা। সনন্ত হন্ (বধ করিতে ইচ্ছা করা) + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জিঘাংসু—হননেচ্ছু, বধ করিতে ইচ্ছুক; অনিষ্টসাধনেচ্ছু। সনন্ত হন্ (বধ করিতে ইচ্ছা করা) + উ কর্তৃ। বিণ।

জিঘৃক্ষা—গ্রহণেচ্ছা, লোভ, লিপ্সা। সনন্ত গ্রহ্ + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জিঘৃক্ষু—গ্রহণেচ্ছু, লিপ্সু, লোভী। সনন্ত গ্রহ্ + উ কর্তৃ। বিণ।

জিঘ্র—ঘ্রাণকারী, গন্ধগ্রহণকারী। ঘ্রা (গন্ধ লওয়া) + শ কর্তৃ। বিণ।

জিজীবিষা—জীবনেচ্ছা, বাঁচিবার ইচ্ছা। সনন্ত জীব্ + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জিজীবিষু—জীবনেচ্ছু, বাঁচিতে ইচ্ছুক। সনন্ত জীব + উ কর্তৃ। বিণ।

জিজিয়া—এক প্রকার শুল্ক [পূর্বকালে ভারতীয় মুসলমান ভূপতিরা মুসলমান ভিন্ন অন্তধর্মাবলম্বী প্রজাদিগের নিকট হইতে জনপ্রতি একটা নির্দিষ্ট হারে শুল্ক গ্রহণ করিতেন, তাহাই জিজিয়া নামে প্রসিদ্ধ। আকবর এই শুল্ক উঠাইয়া দেন। ১৬৭১ খ্রীঃ অব্দে আওরঙ্গজেব এই কর পুনঃ প্রবর্তিত করেন]। < আ 'জিজিঅহ্'। বি।

জিজ্ঞাসক—যে জিজ্ঞাসা করে। সনন্ত জ্ঞা + ণক কর্তৃ। বিণ; পু।

জিজ্ঞাসনীয়—জিজ্ঞাস্য, প্রষ্টব্য; অনুসন্ধেয়। সনন্ত জ্ঞা + অনীয় কর্ম। বিণ।

জিজ্ঞাসমান—জিজ্ঞাসু, জানিতে ইচ্ছু, জিজ্ঞাসা করিতেছে যে এরূপ। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা) + শান কর্তৃ। বিণ।

জিজ্ঞাসা—জানিতে ইচ্ছা, প্রশ্ন। সনন্ত জ্ঞা + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

জিজ্ঞাসাবাদ—জিজ্ঞাসাপূর্ণ কথা, জিজ্ঞাসাপ্রধান আলাপ; জিজ্ঞাসাসূচক কথন। মধ্যপ। বি; পু।

জিজ্ঞাসিত—যাহাকে বা যে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে এমন, পৃষ্ট। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

জিজ্ঞাসু—জানিতে ইচ্ছুক; মুমুক্ষু। সনন্ত জ্ঞা + উ কর্তৃ। বিণ।

জিজ্ঞাস্য—যাহা জিজ্ঞাসা করিতে হইবে এরূপ, জিজ্ঞাসার যোগ্য, প্রষ্টব্য; জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূত; অনুসন্ধেয়। সনন্ত জ্ঞা (জানিতে ইচ্ছা করা) + য কর্ম। বিণ।

জিঞ্জির—শৃঙ্খল, শিকলি। <ফা 'জন্‌জীর্'। বি।

জিৎ—জয়কারী, জেতা। জি (জয় করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। [সাধারণতঃ এই শব্দটি অন্য শব্দের পরে প্রযুক্ত হয়; যথা। রণজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, ইত্যাদি]।

জিত—১। যাহা জয় করা হইয়াছে; জয়লব্ধ; পরাভূত; বশীকৃত। জি (জয় করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জয়। জি + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

জিতক্রোধ—যে ক্রোধকে জয় করিয়াছে, জিতকোপ, শান্তপ্রকৃতি। জিত হইয়াছে ক্রোধ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতশত্রু—শত্রুকে জয় করিয়াছে এরূপ, অরিবিজেতা, দুশমন জয়কারী; পরন্তপ। জিত শত্রু যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতা—১। পরাভূতা, বশীকৃতা। জিত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জয় করা, জয়ী হওয়া; জয় করিয়া পাওয়া; লাভবান্ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

জিতাক্ষর—উত্তম, পাঠে সমর্থ, যে কোন প্রকার হস্তাক্ষর পাঠে পটু। জিত হইয়াছে অক্ষর যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতাত্মা (জিতাত্মন্)—কামক্রোধাদির দমনকারী; জিতেন্দ্রিয়। জিত হইয়াছে আত্মা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

জিতানো—জয় করানো, জয়ী করা, লাভবান্ করা। বাংপ্র। ক্রি।

জিতারি—১। শত্রুজয়ী, জিতশত্রু (তাহা দ্রঃ)। জিত অরি (শত্রু) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। বুদ্ধ। বি; পু।

জিতাষ্টমী—গৌণ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী [রমণীগণ পুত্রকামনায় প্রাঙ্গণে পুষ্করিণী কাটিয়া প্রদোষ সময়ে শালিবাহন-পুত্র জীমূতবাহনের পূজা করেন। প্রদোষ-ব্যাপিনী অষ্টমীতেই ব্রত কর্তব্য। উভয় দিনে প্রদোষ প্রাপ্ত হইলে শেষ দিনে এবং কোন দিনই প্রদোষ না পাইলে উদয়-ব্যাপিনী অষ্টমীতে ব্রত কর্তব্য। এই দিবস রমণীগণের উপবাস করা আবশ্যক]। বি, স্ত্রী।

জিতেন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয় বশ করিয়াছে যে এরূপ, কামক্রোধাদির পরাভবকারী, বশী। জিত হইয়াছে ইন্দ্রিয় যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

জিতেন্দ্রিয়তা, -ত্ব—ইন্দ্রিয়জয়কারী ভাব, ইন্দ্রিয়দমন, ইন্দ্রিয়সংযম। জিতেন্দ্রিয় + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

জিত্বর—জয়ী, জয়যুক্ত, জয়শীল। জি (জয় করা) + ক্বরপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জিত্বরী**।

জিত্য—জেয়, জয়যোগ্য, যাহাকে জয় করিতে হইবে এরূপ। জি (জয় করা) + ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

জিদ, জেদ—নিবন্ধাতিশয়; রোখ, গোঁ, ঝোঁক। <আ 'জিদ্'। বি।

জিদি, জেদী—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, একগুঁয়ে। আ-মূ। বিণ।

জিন—১। বুদ্ধদেব; বিষ্ণু। জি (জয় করা) + নক্ কর্তৃ। ২। মহাবীর জিনদেব [ইঁহার দ্বারা জৈনধর্ম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। চতুর্বিংশতি তীর্থংকরের মধ্যে একজন]। বি; পু। ৩। দৈত্য, অসুর, genius; ঘোটকপল্যয়ন, ঘোড়ার পিঠের চামড়ার পালান। <ফা 'জীন'। বি। ৪। মোটা সুতার ঠাসবুনানি কাপড় বিঃ। <ইং 'jean'. বি।

জিনচন্দ্রসুরি—সুপ্রসিদ্ধ জৈনাচার্য। সম্রাট্ আকবর ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া কাম্বে উপসাগরে মৎস্য শিকার ও আষাঢ় মাসে ৮ দিন জীবহত্যা নিষেধ করেন। বি; পু।

জিনা—জিতা, জয়ী হওয়া, জয় করা, পরাস্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

জিনি, জিনিয়া—জিতিয়া, জয়ী হইয়া; জয় করিয়া, পরাস্ত করিয়া। কপ্র। ক্রি।

জিনিষ, জিনিস—বস্তু, পদার্থ; সারবস্তু;

সোনা রূপায় অলংকার। < আ 'জিন্‌স্'। বি।

জিম্মিখ(দে)-পত্র, -পাতি—দ্রব্যসমূহ। আ-মু। বি।

জিন্দা—জীবিত, জীয়ন্ত। ফা। বিণ।

জিন্দাবাদ—দীর্ঘজীবী হউক। ফা-মু। অ। **ইনক্লাব জিন্দাবাদ**—বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

জিন্দিগি—জীবন, প্রাণ; জীবিতকাল, পরমায়ু। ফা-মু। বি।

জিন্না, মহম্মদ আলি 'মহম্মদ আলি জিন্না' দ্রঃ।

জিব, জিভ—জিহ্বা। < জিহ্বা। বি।

জিবছোলা—জিব চাঁচিয়া পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত পাতলা পাত। বাংপ্র। বি।

জিবা, জিবে—জিহ্বাকার। বাংপ্র। বি বা বিণ।

জিবে-গজা—জিবের মত আকৃতিবিশিষ্ট গজা নামক মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

জিব্রা—অশ্বজাতীয় পশু বিঃ, zebra [ইহার সর্বাঙ্গ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখায় চিত্রিত এবং দেখিতে অতি সুন্দর]। বাংপ্র। বি।

জিম্‌নাস্টিক্—ব্যায়াম। < ইং 'gymnastic'. বি।

জিমু—বাঁচিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

জিম্মা—ন্যাস, রক্ষণ, দায়িত্ব; হেপাজৎ, তত্ত্বাবধান। আ। বি।

জিম্মাদার—ন্যাসধারী। আ-মু। বি।

জিয়ন্ত, জীয়ন্ত—জীবন্ত, জীবিত; সজীব; জ্যান্ত। বাংপ্র। বিণ।

জিয়ল—১। যাহা দীর্ঘকাল জিয়াইয়া রাখা যায় এমন ('— মাছ')। বিণ। ২। দীর্ঘকাল জিয়াইয়া রাখা যায় এমন মাছ; একধরনের গাছ। বাংপ্র। বি।

জিয়াদা—অধিক; অতিরিক্ত। আ। বিণ।

জিয়ানো, জীয়ানো—জীবিত করা, বাঁচানো; জীবিত রাখা, বাঁচাইয়া রাখা। বাংপ্র। ক্রি।

জিরা, জিরে—জীরক (তাহা দ্রঃ)।

জিরান—বিশ্রাম, অবকাশ। আ-মু। বি।

জিরান-কাট—রস বাহির হওয়ার জন্য খেজুর গাছ একবার কাটিবার পর দুই চারি দিন বন্ধ দিয়া পুনরায় কাটা। বাংপ্র। বি।

জিরানো, জিরনো—পরিশ্রমের পর শ্রান্তি দূর করা, বিশ্রাম করা। আ-মু। ক্রি।

জিরাফ—আফ্রিকাদেশীয় অতি দীর্ঘ পদ ও গ্রীবাবিশিষ্ট চতুষ্পদ জন্তু বিঃ, giraffe [ইহার সম্মুখের পদদ্বয় পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘ, এজন্য পৃষ্ঠদেশ পশ্চাদ্ভাগে ক্রমনিম্ন]। ইং। বি।

জিরেন—জিরান, বিশ্রাম। বাংপ্র। বি।

জিল—চাকচক্য, ঔজ্জ্বল্য; পুস্তকের প্রান্ত; উচ্চস্বর; বেহালার তন্ত্রী বিঃ, গুণ। আ-মু। বি।

জিলা, জেলা—প্রদেশখণ্ড, প্রদেশের অংশ। আ-মু। বি।

জিলাপি, জিলিপি, জিলেপি—কুণ্ডলাকারে রচিত মিষ্টান্ন বিঃ। হি-মু। বি। **জিলাপির প্যাঁচ**—কুটিলতা; অসরল ভাব।

জিষ্ণু—১। জয়কারী, জয়ী, জয়শীল। জি (জয় করা)+স্নুক্ কর্তৃ। বিণ। ২। বিষ্ণু; সূর্য; বসু; অর্জুন; ইন্দ্র। বি; পুং।

জিহাদ, জেহাদ—মুসলমানগণের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে একযোগে ধর্মযুদ্ধ। আ। বি।

জিহীর্ষা—হরণেচ্ছা, হরণ করিবার ইচ্ছা। সনন্ত হৃ+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

জিহীর্ষু—হরণেচ্ছু, হরণ করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত হৃ+উ কর্তৃ। বিণ।

জিহ্বল—লোভী, পেটুক। জিহ্বা—লা+ড কর্তৃ। বিণ।

জিহ্বা—রসনা, জিভ্। লিহ্ (লেহন করা) +বণ্ করণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

জিহ্বানির্লেখন—জিভ্‌ছোলা, যাহা দ্বারা জিভ্ আঁচড়ানো যায়, চেয়াড়ি চেঁচাড়ি প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জিহ্বামূল—জিভের গোড়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জিহ্বামূলীয়—১। জিহ্বামূলসম্বন্ধীয়; জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য। জিহ্বামূল +ঈয়। বিণ। ২। জিহ্বামূল হইতে উচ্চার্য বর্ণ; যু, বজ্রাকৃতি বর্ণ, ×। বি; পু।

জিহ্বাস্তম্ভ—জিভের জড়তা বা অসাড়ত্ব, জিহ্বার পক্ষাঘাত। ৬তৎ। বি; পু।

জিহ্বাস্বাদ—রসনাদ্বারা আস্বাদন, লেহন, চাটা। জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ, ৩তৎ। বি; পু।

জিহ্ম—অপ্রসন্ন; দীন; বক্র, সংকুচিত; কুটিল; কপটী; খল; মন্দ। হা (ত্যাগ করা)+ম কর্তৃ। বিণ।

জিহ্মগ—বক্রগামী; ধীরগামী; মন্দগতি। জিহ্ম—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

জিহ্মিত—বক্রীকৃত; নমিত; কুটিল, ঘূর্ণিত। জিহ্মি নামধাতু+ক্ত কর্ম। বিণ।

জী—১। জীবন; ঠাকুর। < জীব। ২। হুজুর, মহাশয়, আজ্ঞে। হি। অ।

জীউ—'জিউ' দ্রঃ।

জীব—১। জীবিকা; জীবন। জীব+অল্ ভাব। ২। দেহাবচ্ছিন্ন আত্মা; প্রাণ; প্রাণী। জীব্ (বাঁচা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

জীবক—১। আশীর্বাদক; সাপুড়ে। ণিজন্ত জীব্ (বাঁচান)+ণক কর্তৃ। ২। সেবক; বৃদ্ধিজীবী, সুদখোর। জীব্ (বাঁচা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—জীবিকা।

জীবগতি—জীবের দশা; সাংসারিক কর্মক্ষেত্রে বিচরণ, ইহা দুই প্রকার—ঐহিক ও পারত্রিক। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জীবগোস্বামী—বৈষ্ণব কবি। বাকলা চন্দ্রদ্বীপে রূপসনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বল্লভ গোস্বামীর ঔরসে ইঁহার জন্ম। ২০ বৎসর বয়সে ইনি বৃন্দাবনে আগমন করিয়া জ্যেষ্ঠতাত শ্রীরূপের নিকট অবস্থান করেন। শ্রীরূপ তৎকালে 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' প্রণয়ন করিতেছিলেন। জীবগোস্বামী তাঁহার এই কার্যে সহায়তা করিতেন। অল্প বয়সেই ইনি পাণ্ডিত্যে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইঁহার নাম অনুপম ছিল। ইনি পরম তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন, এবং ষট্‌সন্দর্ভ, ক্রমসন্দর্ভ, কৃষ্ণার্চনদীপিকা, মাধব মহোৎসব প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি নানাশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত দার্শনিক বন্ধনে সুদৃঢ় হইয়াছে। রূপসনাতনের অবর্তমান সময়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণববৃন্দ ইঁহাকেই বৃন্দাবনের অভিভাবক এবং আচার্যপদে স্থাপন করেন।

জীবজগৎ—প্রাণিলোক। জীবময় বা জীবপূর্ণ জগৎ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

জীবজন্তু—যাবতীয় প্রাণী, প্রাণিমাত্র; মনুষ্য ও ইতর প্রাণী। কর্মধা। বি; পু।

জীবৎ—জীবন্ত, যে জীবিত আছে, যে বেঁচে থাকে; জীবিত, জীবনবিশিষ্ট। জীব্+শতৃ কর্তৃ। বিণ।

জীবতত্ত্ব—প্রাণিবিদ্যা, যে শাস্ত্র দ্বারা প্রাণিসমূহের জাতি, স্বভাব, ক্রিয়া, চরিত্র প্রভৃতি অবগত হওয়া যায়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জীবতত্ত্বজ্ঞ—জীবতত্ত্বে জ্ঞানবান্, প্রাণিবিদ্যায় অভিজ্ঞ। জীবতত্ত্ব জানে যে, উপতৎ; জীবতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

জীবতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রাণিবিদ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ। জীবতত্ত্ব জানে যে এই বাক্যে উপতৎ; জীবতত্ত্ব—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি বা বিণ; পু।

জীবতত্ত্ববিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে জীববিষয়ক জ্ঞান জন্মে [অর্থাৎ কোন্ জীবের কিরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি, কোন্ জীব কত দিন বাঁচে, কিরূপে সন্তান প্রসব

করে, এবং কাহারা কিরূপ মণ্ডলে অবস্থিত করে, ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান জন্মে]। জীবতত্ত্ববিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জীবতারা--জীবনরূপ তারকা, জীবন। রূপক। বি; স্ত্রী।

জীবৎকাল—আয়ুকাল। ৬তৎ। বি; পু।

জীবৎপতি—যাহার পতি জীবিত আছে এরূপ (স্ত্রী), সধবা। জীবন্ (জীবিত) পতি যাহার, বহ। বিণ; স্ত্রী।

জীবদ—১। জীবনদাতা। জীব (জীবন) দেয় যে এই বাক্যে উপতৎ; জীব- দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক, ডাক্তার। বি; পু।

জীবদ্দশা—জীবিতকাল, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। জীবৎ-এর দশা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জীবদ্ভর্তৃকা—জীবৎপতি (তাহা দ্রঃ), সধবা। জীবন্ (জীবিত) ভর্তা (পতি) যে স্ত্রীর, বহ (জীবৎ+ভর্তৃকা)। বিণ; স্ত্রী।

জীবধন—গবাদি গৃহপালিত পশুরূপ বিত্ত, live stock. কর্মধা। বি; ক্লী।

জীবন—১। জল; মজ্জা। জীব্ (বাঁচা) +অনট্ করণ। বি; ক্লী। ২। প্রাণধারণ, বাঁচিয়া থাকা; প্রাণ; জীবিকা। জীব্+অনট্ ভাব। ৩। বায়ু। জীবি+অন কর্তৃ। বি; পু।

জীবনচরিত যে গ্রন্থে ব্যক্তিবিশেষের জন্মাবধি মরণ পর্যন্ত যাবতীয় ঘটনা সবিশেষ বর্ণিত থাকে। জীবনের চরিত (আচরণ) আছে যাহাতে, বহ। বি; ক্লী।

জীবনবল্লভ--প্রাণপ্রিয়, প্রাণাপেক্ষা অধিক ভালবাসার পাত্র। ৬তৎ। বি; পু বা বিণ।

জীবনবিমা, -বীমা--নির্দিষ্টকাল অন্তে অথবা মৃত্যুর পর এককালীন কিছু টাকা পাইবার জন্য কোন বিমা কোম্পানির নিকট কিস্তিমত কিছু কিছু জমা রাখা, life insurance. বাংপ্র। বি।

জীবনবৃত্তান্ত—জীবনচরিত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জীবনসঙ্গিনী—সমগ্র জীবিত কালের সহচরী, যে রমণী যাবজ্জীবন সঙ্গে থাকে; সহধর্মিণী; ভার্যা। ৭তৎ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

জীবনসহচর—চিরসঙ্গী, আজীবন সহগামী; বন্ধু, ভার্যা, ধর্ম, অধর্ম প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; পু।

জীবনসাধন--শস্ত; জীবনধারণের উপায়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জীবনহেতু—বিদ্যা শিল্প ভৃতি সেবা গোরক্ষা বিপণি কৃষি বৃত্তি ভিক্ষা কুসীদ—এই দশবিধ জীবনোপায়। ৬তৎ। বি; পু।

জীবনান্ত--প্রাণের অবসান, প্রাণত্যাগ, মরণ, মৃত্যু। জীবনের অন্ত, ৬তৎ। বি; পু।

জীবনাশ--১। প্রাণসংহার; প্রাণিধ্বংস। জীবের নাশ, ৬তৎ। বি; পু। ২। প্রাণ-সংহারক, ঘাতক, সাংঘাতিক। উপতৎ; জীব- নশ্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বিণ। ৩। জীবনাশাসম্পন্ন, যাহার বাঁচিবার আশা আছে এরূপ। জীবনে আশা যাহার, বহ। বিণ।

জীবনী—১। জীবনদায়িনী, প্রাণরক্ষয়িত্রী। ণিজন্ত জীব্=জীবি (বাঁচান)+অন কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জীবনকাহিনী, জীবনবৃত্তান্ত, জীবনচরিতাখ্যান। বাংপ্র। বি।

জীবনীয়—জীবনধারণের উপায়। জীবন +ঈয় হিতার্থে। বিণ।

জীবনীশক্তি—যে শক্তি জীবগণকে জীবিত রাখে, vital power. বি; স্ত্রী।

জীবনোচ্ছ্বাস—প্রাণশক্তির উদ্বেল অবস্থা। ৬তৎ। বি; পু।

জীবনোপায়—জীবনরক্ষার উপায়, জীবিকা। জীবনের উপায়, ৬তৎ। বি; পু।

জীবন্ত—জীবৎ, জীবনবিশিষ্ট, সজীব। জীব্ (বাঁচা)+অন্ত কর্তৃ। বিণ।

জীবন্মুক্ত -জীবদ্দশাতে মুক্ত অর্থাৎ সংসার-মায়াদি হইতে বিমুক্ত, মহাপুরুষ, তত্ত্বজ্ঞানী। জীবৎ অথচ মুক্ত, কর্মধা। বিণ।

জীবন্মুক্তি জীবদ্দশাতে মুক্তি, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হওয়ায় সংসারে থাকিয়াও সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ। জীবৎ অবস্থাতে মুক্তি, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

জীবন্মৃত--জীবদ্দশায় মৃতকল্প, জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ অর্থাৎ নিতান্ত অবসন্ন ও নিশ্চেষ্ট; নিরুপায়। জীবৎ অথচ মৃত, কর্মধা। বিণ।

জীবপতি—সধবা, যে স্ত্রীর পতি জীবিত এমন। জীব (জীবিত) পতি যাহার (যে স্ত্রীর), বহ। বিণ বা বি; স্ত্রী।

জীবপ্রাণ--প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ; বায়ু। ৬তৎ। বি; পু।

জীববলি—প্রাণিরূপ পূজোপহার, দেবতার উদ্দেশে ছাগাদি পশুবধ। জীবই যে বলি, কর্মধা। বি; পু।

জীববাদ—দার্শনিক মত বিঃ—কেহ কেহ প্রথমে প্রাণীর, কেহ বা জড়ের, সৃষ্টি স্বীকার করেন। জীব-বিষয়ক যে বাদ (কথা), মধ্যপ। বি; পু।

জীববিন্দু—জীবাত্মা, ক্ষুদ্রতম জীব। উপমিত। বি; পু।

জীববৃত্তি—প্রাণিসমূহের নিজ নিজ জীবনোপায় বা পেশা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জীবমন্দির-শরীর, দেহ। জীবের (জীবাত্মার) মন্দির (আলয়), ৬তৎ। বি; ক্লী।

জীবমাতৃকা—কুমারী ধনদা নন্দা বিমলা মঙ্গলা বলা পদ্মা এই সপ্ত জীবমাতৃকা। বি; স্ত্রী।

জীবরহস্য--প্রাণিসংক্রান্ত গোপনীয় তত্ত্ব। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জীবলোক—প্রাণিগণের আবাসস্থল, মর্ত্যলোক, সংসার। ৬তৎ। বি; পু।

জীবশূন্য প্রাণিরহিত; প্রাণহীন, নির্জীব। ৩তৎ। বিণ।

জীবস্থান - প্রাণিসমূহের বসতিস্থল, পৃথিবী, মর্মস্থল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জীবহত্যা--জীবের প্রাণনাশ, জীবহিংসা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জীবহিংসা--১। প্রাণিবধ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। অপর প্রাণীর অনিষ্ট-চেষ্টা; পরশ্রীকাতরতা। বাংপ্র। বি।

জীবাণু—অণুবীক্ষণে দৃশ্য অতি সূক্ষ্ম প্রাণী বা উদ্ভিদ্, microbe. ৬তৎ। বি; পু।

জীবাত্মা (জীবাত্মন্)—দেহস্থ আত্মা, জীব-পুরুষ, সুখদুঃখভোক্তা। [বেদান্ত মতে, আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা; ব্রহ্ম পরমাত্মা, আর শরীরের অভ্যন্তরে যে এক স্বচ্ছ চৈতন্য অংশ আছে, তাহাতে ঈশ্বরের যে প্রতিবিম্ব পড়ে তাহাই জীবাত্মা; শরীর স্বভাবতঃ অচেতন জড় পদার্থ; উক্ত প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানবলে শরীরে চেতনাসঞ্চারাদি হইয়া থাকে। মৃত্যুকালে ইনি জীবের পদ দ্বারা দেহ হইতে বিনির্গত হইলে বিষ্ণুলোক লাভ হয়। জঙ্ঘা দ্বারা বাহির হইলে বায়ুলোক, জানু দ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে সাধ্যলোক, পায়ুদ্বারা নিষ্ক্রান্ত হইলে মৈত্রলোক, জঘন দ্বারা নির্গত হইলে মনুষ্যলোক, উরু দ্বারা প্রজাপতি লোক, পার্শ্ব দ্বারা মরুল্লোক, নাসাপথে চন্দ্রলোক, বাহুতে ইন্দ্রলোক, বক্ষে রুদ্রলোক, গ্রীবায় মহর্ষিলোক, মুখে বিশ্বদেবলোক, শ্রোত্রে দিগ্দেবলোক, ঘ্রাণে বায়ুলোক, নেত্রপথে সূর্যলোক, ভ্রূতে অশ্বিনের লোক, ললাটে পিতৃলোক, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র পথে বাহির হইলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।] জীবের আত্মা (অধিষ্ঠাতা), ৬তৎ; অথবা জীবও যে আত্মাও সে, কর্মধা। বি; পু।

জীবাধার—১। শরীর, দেহ; হৃদয়। জীবের (জীবনের) আধার (আশ্রয়), ৬তৎ। ২। জগৎ। জীবগণের (প্রাণিসমূহের) আধার, ৬তৎ। বি; পু।

জীবান্তক—১। জীবননাশক। জীবের অন্তক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**জীবান্তিকা**। ২। ব্যাধি; বিষ; যম। বি; পু।

জীবাশ্ম (-শ্মন্)—যে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ পাথরে পরিণত হইয়াছে এমন, fossil. জীবজাত অশ্ম, মধ্যপ। বি; পু।

জীবিকা—১। সেবিকা; বৃত্তিজীবিনী। জীবক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জীবনোপায়, আজীব, ব্যবসায়, বৃত্তি। জীব (জীবিকা)+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

জীবিকানির্বাহ—জীবনযাত্রাসম্পাদন। ৬তৎ। বি; পু।

জীবিকার্জন—জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অর্থ উপার্জন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জীবিত—১। জীবনবিশিষ্ট, সজীব, জীবন্ত। জীব্ (বাঁচা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। জীবন; প্রাণ। জীব্+ক্ত ভাব। ৩। জীবিতকাল। জীব্+ক্ত অধি। বি; ক্লী।

জীবিতকাল-আয়ুঃ, যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়। ৬তৎ। বি; পু।

জীবিতনাথ—প্রাণেশ্বর, প্রাণপতি, দয়িত, স্বামী। ৬তৎ। বি; পু।

জীবিতহারী (-হারিন্)—প্রাণনাশক, মারাত্মক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

জীবিতাবস্থা—জীবদ্দশা। জীবিতের অবস্থা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জীবিতেশ—১। প্রাণনাথ; যম; চন্দ্র; সূর্য; জীবনৌষধি। জীবিতের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু। ২। প্রাণেশ্বর। বিণ।

জীবী (জীবিন্)—জীবনবিশিষ্ট, প্রাণী; বৃত্তিধারী। জীব (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**জীবিনী**।

জীবোপাধি—প্রাণিগণের স্বপ্ন-সুষুপ্তি-জাগরণ রূপ অবস্থাত্রয়। জীবের উপাধি, ৬তৎ। বি; পু।

[illegible]—মেঘ; পর্বত; ইন্দ্র। আকাশকে জয় করে যে এই অর্থে জি+ক্ত; অথবা জীবন (উদক) হয় মূত (বদ্ধ) যাহাতে, বহু। বি; পু।

জীমূতবাহন—ইন্দ্র; দায়ভাগ নিবন্ধকার, স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকর্তা। জীমূত (মেঘ) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। বি; পু।

জীমূতবাহী (-বাহিন্)—ধূম; ইন্দ্র। উপতৎ; জীমূত—বহ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

জীমূতমন্দ্র—মেঘধ্বনি, মেঘের ডাক। জীমূতের (মেঘের) মন্দ্র (ধ্বনি), ৬তৎ। বি; পু।

জীমূতরাবী (-রাবিন্)—বজ্রনাদী, বজ্রধ্বনিবৎ শব্দকারী। জীমূত—রু+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রাবিণী**।

জীয়ন্ত—'জিয়ন্ত' দ্রঃ।

জীয়ল—১। বাঁচিল; বাঁচাইল। ক্রি। ২। জীয়ন্ত, জীবন্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

জীয়ে—জীবনধারণ করে, বাঁচে। প্রা কপ্র। ক্রি।

জীরক—জিরা। জীর্+কন্ স্বার্থে। বি; পু।

জীরণ—জীর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

জীর্ণ—১। বৃদ্ধ, প্রাচীন; পুরাতন; জর্জরিত; ক্ষয়প্রাপ্ত। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। যাহা পরিপাক করা হইয়াছে এরূপ, পরিপক্ক। জৄ (জীর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। জীরক, জীরা। জৄ (জীর্ণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বি; পু।

—পুরাতন জ্বর। কর্মধা। বি; পু।

জীর্ণতা, জীর্ণত্ব—জীর্ণের ভাব; বৃদ্ধত্ব, জরা, ক্ষীণতা। জীর্ণ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

—১। জরাগ্রস্ত কলেবর, শীর্ণ শরীর, ক্ষীণকায়। কর্মধা। বি; ক্লী বা পু। ২। জরাগ্রস্ত কলেবরধারী, শীর্ণ শরীরবিশিষ্ট, ক্ষীণাঙ্গ, কৃশকায়। জীর্ণ দেহ যাহার, বহু। বিণ।

জীর্ণপত্র-১। জীর্ণ পাতা। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। জীর্ণ পত্রবিশিষ্ট। জীর্ণ হইয়াছে পত্র যাহার, বহু। বিণ।

জীর্ণপর্ণ—জীর্ণপত্র (সকল অর্থে)।

জীর্ণসংস্কার-জীর্ণোদ্ধার, ভাঙ্গাচোরা সারা, মেরামত। ৬তৎ। বি; পু।

জীর্ণি জরা, বার্ধক্য; ক্ষীণতা; পরিপাক। জৄ (জীর্ণ হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

জীর্ণোদ্ধার—জীর্ণসংস্কার, মেরামত। জীর্ণের উদ্ধার, ৬তৎ। বি; পু।

জুই, জুঁই-যূথী, যূথিকা পুষ্প। বাংপ্র। বি।

জুঁখা, জুখা, জোঁখা, জোখা—তৌল করা; উভয়ের মধ্যে উচ্চতার তুলনা করা; মাপ; উচ্চতার তুলনা। বাংপ্র। ক্রি।

জুগ—যুগ; জগৎ; জগদীশ্বর। প্রা কপ্র। বি।

জুগুপ্সক-নিন্দাকারী। সনন্ত গুপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জুগুপ্সিকা**।

জুগুপ্সা—নিন্দা, কুৎসা; ঘৃণা। সনন্ত গুপ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

জুগুপ্সিত—নিন্দিত, কুৎসিত; ঘৃণিত। সনন্ত গুপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

জুগোপিষা—গোপনেচ্ছা; রক্ষণেচ্ছা। গুপ্+ণি স্বার্থে+সন্ (=জুগোপিষ)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

জুজ—পুস্তকের খণ্ড (দপ্তরীর ভাষায়)। আ-মু। বি।

—বহি বাঁধামোর কাজ; ফর্মা ফর্মা সেলাই করিয়া বাঁধানো। আ-মু। বি।

জুজুবুড়ী-শিশুদিগের ভীতিজনক কল্পিত প্রাণী, ভূত, পিশাচ, ছেলেধরা। বাংপ্র। বি।

জুজুৎসু—জাপানী মল্ল-বিদ্যা বিঃ। জাপানী। বি।

জুটক—জটা। জট্+ণক কর্তৃ। বি; পু।

জুটা, জোটা—সংগৃহীত হওয়া, স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হওয়া, মিলা; একত্র মিলিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

জুটানো, জোটানো—সংগ্রহ করা। বাংপ্র। ক্রি।

জুড়ন শীতল করণ বা হওন; তর্পণ; তৃপ্তি; যোজন, মিলন। বাংপ্র। বি।

জুড়ানো ১। শীতল করা বা হওয়া, তৃপ্ত করা বা হওয়া। ক্রি। ২। যাহা ঠাণ্ডা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

জুড়ি-যাত্রাগানের যে বয়স্ক গায়কেরা জোড় বাঁধিয়া গান করে; যে দুইজন মন্দিরা বাজায়; দুই ঘোড়ার গাড়ি; দুই ঘোড়া; সমান দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

জুড়িদার—জোট, সঙ্গী। বাংপ্র। বি।

জুত—স্বাস্থ্য; সুবিধা; কায়দা; স্বাচ্ছন্দ্য। হি-মু। বি।

জুত-আলা স্বাস্থ্যবান্; সুন্দর; সুবিধাজনক। বাংপ্র। বিণ। [বি।

জুতজাত, জুতবরাত—সুবিধা। বাংপ্র।

জুতমাফিক, জুতসৈ—পরিমাণ বা সুবিধামতন। বাংপ্র। বিণ।

জুতা, জুতো—চর্মপাদুকা, উপানৎ। হি-মু। বি। **জুতা খাওয়া**—অপমানিত হওয়া। **জুতা মারা**—অপমানিত করা।

জুতানো, জুতমো-জুতা মারা, জুতা পিটা করা। বাংপ্র। ক্রি।

জুদা—আলাহিদা, পৃথক্, ভিন্ন, স্বতন্ত্র; ভেদ; শীঘ্র। ফা-মু। বিণ।

জুন—ইংরাজি বৎসরের ষষ্ঠ মাস। <ইং 'June'. বি। [বি।

জুনিপোকা—জোনাকি পোকা। প্রাদে।

জুবড়ানো, জোবড়ানো-বেশী ভিজানো; ধেবড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

জোব্বা—একপ্রকার বুক-খোলা আলখাল্লা বা চোগা। আ। বি।

—১। জুলুম, জবরদস্তি, অত্যাচার; আস্পর্ধা। < আ 'জুলুম্'। ২। এক ধরনের চাষ। বাংপ্র। বি।

জুম্মা—শুক্রবার। <আ 'জুম্‌হ্‌'। বি।

জুম্মা মসজিদ—দিল্লী নগরীস্থ সুপ্রসিদ্ধ মুসলমানী ভজনালয়। তাজমহল যেরূপ সুক্ষ্ম-কারুকার্য জন্য বিস্ময়কর, জুম্মা মসজিদ তদ্রূপ বিশালতা জন্য চিত্তাকর্ষক। এরূপ বৃহদায়তন মসজিদ ভারতের অন্য কোন স্থানে দৃষ্ট হয় না। বাদশাহ শাহজাহান সিংহাসনে আরোহণের চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করান এবং ১৬৩৭ অব্দে তাহার সমাপ্তি হয়। মসজিদটির বহুলাংশ রক্তপ্রস্তরে রচিত; গুম্বজগুলি শ্বেতপ্রস্তরমণ্ডিত। বাদশাহ প্রতি শুক্রবারে স্বগণসহ প্রাসাদ হইতে আসিয়া এই মসজিদে জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া উপাসনা করিতেন।

জুয়া দ্যূত, পণ ধরিয়া বা বাজি রাখিয়া খেলা। বাংপ্র। বি।

জুয়াচুরি—জুয়াখেলায় চুরি বা অসাধুতা; বঞ্চনা, প্রতারণা, লোকঠকানো। বাংপ্র। বি।

জুয়াচোর—জুয়াখেলায় যে চুরি বা অসাধুতা করে; বঞ্চক, প্রতারক, ঠক। বাংপ্র। বি।

জুয়াড়ী, -ড়ি—যে জুয়া খেলে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

জুয়ান—জোয়ান (তাহা দ্রঃ)।

জুয়ানো—যোগানো, জুটা; যোগা হওয়া, সংগত বা উচিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

জুয়ায়—যোগায়, জুটে; যোগা হয়, উচিত হয়। বাংপ্র। ক্রি।

জুয়াল, জোয়াল—রথ গাড়ি লাঙ্গল প্রভৃতির যে কাঠ বা বাঁশ পশুর কাঁধে বাঁধা থাকে। <যুগ। বি।

জুরি, জুরী—দায়রা জজের বিচারকার্যে সাহায্যকারী বাহিরের লোক। < ইং 'jury'. বি।

জুলপি, জুলফি—কুন্তল, কানঝাপটা, কর্ণমূলের নিকটের কেশ, কাকপক্ষ। <ফা 'জুল্‌ফ্‌'। বি।

জুলাই—ইংরেজী সপ্তম মাস, July. ইং। বি।

জুলি সরু লম্বা খাত; জল-নালী। বাংপ্র। বি।

জুলিয়স সীজার—'সীজার, জুলিয়স' দ্রঃ।

জুলুম—অত্যাচার, জবরদস্তি। < আ 'জুলুম্‌'। বি।

জুষ্ট—সেবিত, উপাসিত; অনুষ্ঠিত। জুষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

জুষ্য—সেব্য, উপাস্য। জুষ্‌+য কর্ম। বিণ।

জুট—ঝুঁটি; বন্ধন; সমূহ; জটা। জট (সংহত হওয়া)+ক কর্তৃ। বি; পু।

জুটিকা, জুটী—জুট (সকল অর্থে)। জুটী=জুট+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। জুটিকা=জুটী+কণ্‌+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

জুতি—বেগ, গতি। জু (বেগে চলা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

জুষ—ঝোল; কাথ। জুষ্‌ (বধ করা)+অল্‌ করণ। বি; পু বা ক্লী।

জৃম্ভ, জৃম্ভণ—মুখবিকাশ; হাইতোলা। জৃন্‌ভ (হাই তোলা)+অল্‌, অনট্‌ ভাব। বি; প্রথমটি পু ও দ্বিতীয়টি ক্লী।

জৃম্ভক—১। জৃম্ভাকারী, হাই তোলে যে এরূপ। জৃন্‌ভ (হাই তোলা)+ণক কর্তৃ। ২। নিদ্রাকারক। ণিজন্ত জৃন্‌ভ (=জৃম্ভি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জৃম্ভিকা**।

জৃম্ভকাস্ত্র—শত্রুর নিদ্রাকারক অস্ত্র (অর্থাৎ যে অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইলে আহত শত্রু মোহপ্রাপ্ত হইত, কিন্তু প্রাণে মরিত না)। জৃম্ভক (নিদ্রাকারক) অস্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

জৃম্ভণ—'জৃম্ভ' দ্রঃ।

জৃম্ভা—হাইতোলা, মুখবিকাশ; স্ফুটন। জৃম্ভ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বি; স্ত্রী।

জেঁকো জাঁককারী, বড়াইকারী, আস্ফালনকারী; দর্পী, দাম্ভিক। বাংপ্র। বিণ।

জেঠতুতো, জেঠাত—জেঠার পুত্র বা কন্যা হিসাবে যাহার সহিত সম্পর্ক হইয়াছে এমন ('—ভাই')। বাংপ্র। বিণ।

জেঠা—১। পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বি; পু। স্ত্রী—**জেঠী**। ২। অকালপক্ব, ফাজিল, বাচাল। বাংপ্র। বিণ।

জেঠাই, জেঠাইমা—জ্যেষ্ঠতাতপত্নী, জেঠী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

জেঠামো, জেঠামি—ফাজলামো, বাচালতা, পাকামো, অকালপক্বতা। বাংপ্র। বি।

জেঠী—১। জ্যেষ্ঠতাতপত্নী, জেঠাই। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। ২। টিকটিকি। <জ্যেষ্ঠী। বি।

জেতব্য—জয়দ্বারা লভ্য, জেয়, জয়সাধ্য বা জয়যোগ্য। জি+তব্য কর্ম। বিণ।

জেতা (জেতৃ)—জয়কর্তা, জয়ী। জি (জয় করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**জেত্রী**।

জেতানো—জয়লাভ করানো; জয় করানো। বাংপ্র। ক্রি।

জেদ—'জিদ' দ্রঃ। বি। বিণ—**জেদী**।

জেনানা—'জানানা' দ্রঃ।

জেনার, এডওয়ার্ড (Jenner, Edward)—(১৭৪৯—১৮২৩ খ্রীঃ)। ইংরেজ ডাক্তার। বসন্তের টিকার প্রবর্তক।

জেনারেল—প্রধান সেনাপতি। ইং। বি।

জেনারেল কালু ঘোষ—'কালীচরণ ঘোষ' দ্রঃ।

জেব—জামার পকেট বা থলি। ফা। বি।

জেমস্‌, জন টমাস—কলিকাতার বিশপ। ইনি ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডাক্তার টমাস জেমস্‌। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি অক্সফোর্ড ক্রাইস্ট চার্চে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র (Commoner) রূপে ভরতি হন এবং তথায় বৃত্তি লাভ করিয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এম. এ. ডিগ্রী গ্রহণ করেন। ইনি পর্যটনে বাহির হইয়া বার্লিন, স্টকহোলম্‌, পিটারস্‌বার্গ, মস্কো, বোরোডিনো, স্মোলেনস্ক, কিভ, লেম্বার্গ, ক্র্যাকো এবং ভিয়েনা শহর পরিদর্শন করেন। চিত্রবিদ্যায় ইঁহার অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। ১৮১৬ খ্রীঃ ইনি ইতালি ভ্রমণ করেন ও তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ক্রাইস্ট চার্চের বৃত্তি (Studentship) পরিত্যাগ করেন। এই সময় জেমস্‌ বেডফোর্ডসায়ারের পাদরীর (Vicar) পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বোম্বাইয়ের এক. রিভসের কন্যা মেরিয়েন জেনের পাণিগ্রহণ করেন। বিশপ হিবারের মৃত্যুর পর ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা জুন লণ্ডন, ডারহাম্‌ ও সেন্টডেভিস্‌ গির্জার বিশপদিগের সাহায্যে, ক্যান্টারবারির আর্চবিশপের দ্বারা কলিকাতার বিশপ পদে অভিষিক্ত (consecrated) হন। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই ইনি পোর্টস্‌মাউথ হইতে ভারতবর্ষ উদ্দেশে যাত্রা করেন। পর বৎসর ১৮ই জানুয়ারী কলিকাতায় অবতরণ করেন। ইঁহার সম্মানের জন্য ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে তোপধ্বনি করা হইয়াছিল। ১৯শে তারিখে সেন্ট জন ক্যাথিড্রেলে কলিকাতার বিশপরূপে ইঁহার অভিষেক কার্য সম্পন্ন হয়। ইনি ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অগস্ট ইহলীলা সংবরণ করেন।

জেম্মা—'জিম্মা' দ্রঃ।

জেয়—জেতব্য, যাহা জয় করিতে হইবে বা করা উচিত এরূপ। জি+য কর্ম। বিণ।

জেয়াদা—বেশী, অধিক। <আ 'জিয়াদৎ'। বিণ।

জের—অনুবৃত্তি, অবশেষ, অসম্পূর্ণপূর্ব। ফা। বিণ বা বি।

জেরবার—পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত; মন ও দেহ উভয় বিষয়েই জর্জরিত; উৎপীড়নাদিতে

বলহীন বা নিঃস্ব; দুর্দশাগ্রস্ত। ফা। বিণ।

জেরা—আদালতে আসামী ও সাক্ষীকে কূটপ্রশ্ন, সওয়াল। <আ 'জিরহ্'। বি।

জেল—কারা, ফাটক, কয়েদখানা; কারাদণ্ড। <ইং 'jail', 'gaol'। বি।

জেলখানা—কারাগার। ইং-মু। বি।

জেলখালাসী—কারামুক্ত। ইং-মু। বিণ।

জেলদারোগা জেলের শান্তিরক্ষক কর্মচারী, জেলের অধ্যক্ষ, jailor. ৬তৎ। ইং-মু। বি।

জেলা—'জিলা' দ্রঃ।

জেলিয়া, জেলে জালজীবী, ধীবর। বাংপ্র। বি।

জেলেডিঙ্গি—জেলেদের মাছ ধরিবার ছোট নৌকা। বাংপ্র। বি।

জেল্লা—দীপ্তি, জলুস; চটক। <আ 'জিল্লা'। বি।

জেহাদ—'জিহাদ' দ্রঃ।

জৈগীষব্য—জনৈক সিদ্ধপুরুষ। ইনি আদিত্য তীর্থস্থ অসিত দেবলের আশ্রমে তপশ্চরণ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহর্ষি দেবল ইঁহাকে সিদ্ধ হইতে দেখিলেন, কিন্তু স্বয়ং সিদ্ধ হইতে পারিলেন না। একদা দেবল হোমকালে ইঁহাকে আশ্রমে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে ইনি ভিক্ষুকরূপে আশ্রমে উপস্থিত হইলে দেবল যথাশক্তি ইঁহার সৎকার করিলেন। এইরূপে কিছুকাল অতীত হইল। দেবল ভাবিলেন, ইনি কি অলস! আমি এতাবৎকাল ইঁহার সেবা করিতেছি, কিন্তু ইনি আমার সহিত বাক্যালাপও করিলেন না। পরে দেবল স্নানার্থে সাগরে গমন করিয়া দেখিলেন, তথায় ইনি স্নান করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবল সাতিশয় বিস্মিত হইয়া স্নানাহ্নিক সমাপনপূর্বক আশ্রমে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, ইনি তথায় স্থাণুবৎ বসিয়া রহিয়াছেন। তখন দেবল ইঁহার স্বরূপ অবগত হইবার আশায় অন্তরীক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, অন্তরীক্ষবাসী সিদ্ধচারণগণ ইঁহার পূজা করিতেছেন। তদ্দর্শনে দেবলের ক্রোধ উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণ পরে জৈগীষব্য পিতৃলোকে গমন করিলেন। দেবলও ইঁহার পশ্চাৎ চলিলেন। ক্রমে ইনি যমলোক, সোমলোক, অগ্নিহোত্র, চাতুর্মাস্য, অগ্নিষ্টোম, বাজপেয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাজ্ঞিকলোকে এবং রুদ্রস্থান, বসুস্থান, গোলোক প্রভৃতি পরিভ্রমণ করিয়া অন্তর্হিত হইলেন। ইহাতে দেবল বিস্মিত হইয়া তত্রত্য সিদ্ধগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"জৈগীষব্য ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন, তথায় তোমার গমনের শক্তি নাই।" তখন দেবল পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, জৈগীষব্য তথায় পূর্ববৎ উপবিষ্ট। তদ্দর্শনে দেবল ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক মোক্ষধর্ম গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন।

জৈত্র—১। পারদ, পারা। বি; পু। ২। জয়যুক্ত, জয়শীল। জি (জয় করা)+ত্রন্ কর্তৃ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**জৈত্রী**।

জৈত্রপাল—দেবগিরির রাজা। শ্রীকৃষ্ণরাজের পিতা। হেমাদ্রিকৃত চতুর্বর্গ চিন্তামণিতে ইঁহার বিবরণ আছে। বি; পু।

জৈত্রী—১। জয়যুক্তা, জয়শীলা। জৈত্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জয়ন্তী বৃক্ষ। বি; স্ত্রী। ৩। জায়ফলের ফুল। বাংপ্র। বি।

জৈন ১। বৌদ্ধ। জিন (বুদ্ধদেব)+ষ্ণ। ২। জিনপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম ও তদ্ধর্মাবলম্বী জাতি বিঃ। ঋষভদেব কর্তৃক এই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন কোন মতে বৌদ্ধ ধর্মের পূর্বে এই ধর্ম প্রকাশিত। ইহাতে হিন্দুধর্মেরও অনেক অংশ দৃষ্ট হয়। খ্রীষ্টীয় ৮ম-৯ম শতাব্দীতে এই ধর্ম সাতিশয় উন্নতি লাভ করিয়াছিল। এই ধর্মাবলম্বীরা দুই ভাগে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। দিগম্বরেরা এক্ষণে ভোজনকাল ব্যতীত অন্য সময়ে রঞ্জিত বস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মমতের অধিক পার্থক্য নাই। ইঁহাদের ধর্মশাস্ত্র প্রথমতঃ কল্পসূত্র ও আগম এই দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়তঃ ইহার একাদশ উপাঙ্গ, দ্বাদশ উপাঙ্গ, নন্দীসূত্র, দশ পয়ন্ন প্রভৃতি কতকগুলি ভাগ আছে। এই সকল গ্রন্থ সংস্কৃত, মাগধী ও প্রাকৃত ভাষায় রচিত। ইঁহাদের মতে দুই যুগ—উৎসর্পিণী ও অবসর্পিণী। অবসর্পিণীতে উত্তম হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমে কালের অবস্থা অধম হয়, পরে উৎসর্পিণী যুগের আরম্ভ হইয়া কালের উন্নতি হয়। ইঁহাদের প্রত্যেক ভাগে ২৪ জন করিয়া জিন, দ্বাদশ চক্রবর্তী, ৯ বলদেব, এবং ৯ বাসুদেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন। এই মতে জগতের লয় নাই। মানবগণ নিত্যসিদ্ধ, মুক্তাত্মা ও বদ্ধাত্মা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ইঁহাদের পঞ্চ প্রতিজ্ঞা ও কর্তব্য আছে। তাহা এই—(১) চুরি করিও না; (২) মিথ্যা বলিও না; (৩) বধ করিও না বা ক্লেশ দিও না; (৪) চিন্তা, বাক্য ও কার্যে ন্যায়পরায়ণ হইবে; (৫) অনুপযুক্ত আশা করিও না।

জৈব—জীবনসম্বন্ধীয়; প্রাণিজ; জান্তব বা উদ্ভিজ্জ, organic. জীব+ষ্ণ। বিণ।

জৈবাতৃক—দীর্ঘজীবী; কৃশ। জীব্ (বাঁচা)+আতৃকণ্ কর্তৃ। বিণ।

জৈমিনি—পূর্ব-মীমাংসাদর্শন-প্রণেতা মুনি। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, এবং তাঁহার নিকট সামবেদ ও মহাভারতে শিক্ষিত হন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার প্রণীত জৈমিনীয়-দর্শন বা পূর্ব-মীমাংসা ও জৈমিনি-ভারত ভারতবিখ্যাত। ইঁহার রচিত মহাভারতের কেবল অশ্বমেধ পর্বই এখন দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি এবং বৈশম্পায়নাদি অপর পাঁচজন বজ্রবারক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহাতে বোধ হয়, ইনি তাড়িত-বিদ্যাতেও সবিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন।

জৈমূত—জীমূত মুনি-সম্বন্ধীয়। জীমূত+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জৈমূতী**।

জো—বৃষ্টির পর ক্ষেতের কর্ষণযোগ্য অবস্থা; [তাহা হইতে] সুযোগ, বাগ, সুবিধা, কায়দা; যোগাড়; প্রতীকার, উপায়। বাংপ্র। বি।

জোঁক—রক্তপা। < জলৌকা। বি।

জোঁদা খুব বেশী; খুব টক। বাংপ্র। বিণ।

জোখা—১। পরিমাণ করা। ক্রি। ২। যাহার পরিমাণ করা হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

জোগাড়—আয়োজন, উপায়, উপকরণ-সংগ্রহ। বাংপ্র। বি।

জোগাড়-যন্ত্র—জোটপাট; আয়োজন। বাংপ্র। বি।

জোগাড়ে—আয়োজনকারী, উপায়কারক; উদ্যোগী। বাংপ্র। বিণ।

জোচ্ছনা, জোছনা—চন্দ্রিকা, চন্দ্রালোক, চাঁদনী। < জ্যোৎস্না। বি।

জোট—দল, সঙ্ঘ, সঙ্গ; মিলন; জট। বাংপ্র। বি। **জোট পাকানো, জোট বাঁধা**—দল বাঁধা, ষড়যন্ত্র করা।

জোটপাট—জটলা, মেলামেশা; যোগাড়-যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

জোটা—জুটা (তাহা দ্রঃ)। ক্রি।

জোড়—যুগ্ম, যুগল, দ্বয়; সংযোগ, মিলন; সংযোগস্থল; বিবাহাদি শুভ কর্মে পরিধেয় ধুতি চাদর। বাংপ্র। বি।

জোড়খাঁই—যুদ্ধে ব্যবহার্য বাদ্য; আনদ্ধ যন্ত্র বিঃ (পূর্ববঙ্গ ও আসামে এই বাদ্যের প্রচলন দেখা যায়)। বাংপ্র। বি।

জোড়পানি, জোড়হাত—একত্র বদ্ধ হস্তদ্বয়। বাংপ্র। বি।

জোড়া—১। যুগ্ম, যুগল, দ্বয়; জুড়ি, সমান দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি; মিলন; সংযোগ-স্থলন। বি। ২। জুড়া, সংযুক্ত করা; আঁটা। ক্রি। ৩। দুই, যুগল; যুক্ত, আঁটা; ব্যাপ্ত, পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

জোড়াতাড়া—কোন রকমে জোড়, তালি। বাংপ্র। বি।

জোত—প্রজাদের অধিকারস্থ এক এক জমার অন্তর্গত তাবৎ জমি; বড় প্রজার নিকট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে কৃষকেরা দুই তিন বৎসরের নিমিত্ত যে জমি আবাদের জন্য লয় তাহাকে জোত বলে। <যোত্র। বি।

জোতদার—গাঁতিদার, যে প্রজা জমিদারের অধীনে জমা রাখে, farmer. বাংপ্র। বি।

জোতা—সংযোজিত করা, জোড়া। বাংপ্র। ক্রি।

জোনাকি—জ্যোতির্ময় ক্ষুদ্র পোকা, খদ্যোত, জ্যোতিরিঙ্গণ। বাংপ্র। বি।

জোন্স, স্যার্ উইলিয়ম (Sir William Jones)—জন্ম ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৭৪৬ খ্রীঃ। ইনি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রীমকোর্টের জজ পদে নিযুক্ত হন; পর বৎসর কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন ও আমরণ উহার সভাপতি ছিলেন। ইংরাজদের মধ্যে ইনিই প্রথমে প্রাচ্য সাহিত্যাদি অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ করেন। কথিত আছে, কোনও ব্রাহ্মণ ইঁহাকে শিক্ষা দিতে সম্মত হন নাই। একজন বৈদ্য পণ্ডিত পৃথক্ আসনে বসিয়া শিক্ষা দিতেন ও শিক্ষা দিয়া স্নানার্থে নিজ গৃহে প্রবেশ করিতেন। এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক ধারাবাহিক গ্রন্থে ইনি প্রাচ্যদেশ বিষয়ক নানা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় ইনি বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার অনূদিত শকুন্তলা or the Fatal Ring পাঠে সংস্কৃত ভাষার উপর জার্মানীর প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ইনি গীতগোবিন্দ ও হিতোপদেশের এবং মুসলমান আইনের অনুবাদ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহার কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ অদ্যাপি বিরাজমান। পাশ্চাত্ত্যদেশে প্রাচ্য বিদ্যার অনুশীলনই ইঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ছিল। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে ইঁহার শরীর ভগ্ন হয়। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল ৪৮ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার জীবনের কার্য ইঁহার রচিত নিম্নলিখিত পদ্যে সুন্দররূপে সূচিত হইয়াছে—

Seven hours to law, to soothing slumber seven
Ten to the world allot, and all to Heaven.

জোবড়া, জাবড়া—ধেবড়া; বেশী ভিজা। বাংপ্র। বিণ।

জোবড়ানো—'জুবড়ানো' দ্রঃ।

জোব্বা—'জুব্বা' দ্রঃ।

জোয়—ঔৎসুক্যসহকারে অবলোকন করে, অনুসন্ধান করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

জোয়ান ১। যুবক, যুবা; বলবান্। ফা মু। বি বা বিণ। ২। যমানী। বাংপ্র। বি।

জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc)—(১৪১২ - ১৪৩১ খ্রীঃ)। প্রকৃত নাম জীন ডার্ক। প্রসিদ্ধ ফরাসী বীর বালিকা। ইঁহার শৌর্যে ও উদ্দীপনায় ফরাসীরা ইংরেজদের অর্লিয়েন্স হইতে দূর করিয়া দেয়। ইংরেজরা ইঁহাকে নৃশংসভাবে পুড়াইয়া মারে।

জোয়ানমর্দ বলিষ্ঠ যুবা। বাংপ্র। বি।

জোয়ার—১। বেলাবৃদ্ধি, সমুদ্র-জলের স্ফীতি। বাংপ্র। বি। ২। যাবনাল, দেধান, ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান খাদ্য শস্য বিঃ, the Indian or great millet. হি-মু। বি।

জোয়াল—'জুয়াল' দ্রঃ।

জোর—১। বল, শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা, প্রাবল্য; জিগির। বি। ২। অধিক, চড়া, উচ্চ, কড়া। ফা। বিণ।

জোরজবর, জোরজবরদস্তি, জোর-জুলুম—বলপ্রয়োগ, উৎপীড়ন। ফা-মু। বি।

জোরালো—শক্তিশালী, বলবান্; প্রবল। বাংপ্র। বিণ।

জোরোয়াস্তার, জরথুষ্ট্র—পারসীকদিগের ধর্মপ্রবর্তক। ইনি প্রথমে 'আবেস্তা' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাহা কেহ বুঝিতে না পারায় পুনরায় 'জেন্দ' নামে আর একখানি পুস্তক রচনা করেন।

জোল—অল্প পরিসর খানা; জুলী, সরু নালা; দীর্ঘ নিম্নভূমি; প্রকাণ্ড চুল্লী বা উনান (ইহাতে একসঙ্গে অনেক স্থালী চড়াইয়া পাক করা হয়)। বাংপ্র। বি।

জোলা—১। মুসলমান তাঁতী। ফা-মু। বি; পু। স্ত্রী—**জোলানী**।

জোলাপ—বিরেচক ঔষধ। আ-মু। বি।

জোষ—তৃপ্তি; সন্তোষ। জুষ্ (প্রীত হওয়া) + অল্ ভাব। বি; পু।

জোষণ—সেবা; প্রীতি। জুষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জোষিৎ, জোষিতা—স্ত্রী, যোষিৎ, নারী। জোষিৎ = জুষ্ + ইৎ কর্তৃ। জোষিতা = জোষিৎ + আপ্। বি; স্ত্রী।

জো-সো—যে-সে উপায়, অসুবিধা। বাংপ্র। বি।

জোস্‌াঁপোকা—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। গ্রাম্য। বি।

জোহা, জোয়া—আকাঙ্ক্ষা করা; প্রতীক্ষা করা; অবলোকন করা; অনুসন্ধান করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

জোহার—অভিবাদন, নমস্কার। হি-মু। বি।

জৌ—গালা। <জতু। বি।

জ্ঞ ১। অভিজ্ঞ, বেত্তা, যে জানে, জ্ঞানবান্। জ্ঞা (জানা) + ড কর্তৃ। বিণ। ২। জ্ঞানী ব্যক্তি, পণ্ডিত; ব্রহ্মা; বুধ; মঙ্গল। বি; পু।

জ্ঞপিত, জ্ঞপ্ত—বিজ্ঞাপিত, নিবেদিত; তোষিত; শাণিত; নিশাদিত; মারিত। জ্ঞপ্ (জানান ইত্যাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

জ্ঞপ্তি—জ্ঞাপন, জানান; জ্ঞান, জানা; বুদ্ধি। জ্ঞপ্ (জানানো) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

জ্ঞা ১। অভিজ্ঞা ইত্যাদি। জ্ঞ + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জ্ঞান। জ্ঞা (জানা) + ক্বিপ্ ভাব বা করণ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞাত -১। বিদিত, যাহা জানা গিয়াছে এরূপ। জ্ঞা (জানা) + ক্ত কর্ম। ২। যে জানিয়াছে এরূপ। জ্ঞা + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

জ্ঞাতব্য জ্ঞেয়, যাহা জানা উচিত বা আবশ্যক একপ। জ্ঞা (জানা) + তব্য কর্ম। বিণ।

জ্ঞাতসারে—জ্ঞানগোচরে, বিদিতরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

জ্ঞাতি—দায়াদ; সপিণ্ড; সগোত্র, এক গোত্রে অর্থাৎ বংশে জাত ব্যক্তি। জ্ঞা (জানা) + ক্তিন্ কর্তৃ। বি; পু।

জ্ঞাতিকুটুম্ব, জ্ঞাতিগোষ্ঠী—জ্ঞাতি ও পোষ্য বা পরিবার। দ্বন্দ্ব। বি; পু বা ক্লী, স্ত্রী।

জ্ঞাতিত্ব—সগোত্রত্ব; জ্ঞাতির ভাব বা ধর্ম; জ্ঞাতি-হিংসা। জ্ঞাতি + ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

জ্ঞান—বোধ, জানা; [মোক্ষ-বিষয়া ধীকে জ্ঞান এবং শিল্পশাস্ত্রাদি-বিষয়া ধীকে বিজ্ঞান কহে। যোগমতে বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয় সমুদায় ও আত্মার একত্বকে জ্ঞান কহে। ন্যায়মতে প্রমা ও অপ্রমা এই দুই প্রকার জ্ঞান]; সংজ্ঞা, চেতনা; বিবেচনা; অবগতি; বুদ্ধি; অভিজ্ঞতা; শিক্ষা, পাণ্ডিত্য। জ্ঞা (জানা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জ্ঞানকৃত—জানিয়া শুনিয়া করা হইয়াছে এরূপ, জ্ঞানপূর্বক অনুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ।

জ্ঞানগম্য—বোধগম্য। জ্ঞান দ্বারা গম্য (জ্ঞেয়), ৩তৎ। বিণ।

জ্ঞানগর্ভ—জ্ঞানময়; উপদেশপূর্ণ। জ্ঞান গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

জ্ঞানগোচর—জ্ঞানের বিষয়; জ্ঞেয়। ৬তৎ। বিণ।

জ্ঞানচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—১। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ নয়ন, অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে গভীর জ্ঞান। জ্ঞানরূপ যে চক্ষুঃ, রূপক। বি; ক্লী। ২। শাস্ত্রাদিতে জ্ঞানরূপ নয়নবিশিষ্ট। জ্ঞানই চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ।

জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৮৯৪ -১৯৫৮ খ্রীঃ)। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ও অধ্যাপক। রাসায়নিক হিসাবে ইনি বিশেষ নাম করেন। ইনি বাঙ্গালোরে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টর হন।

জ্ঞানতঃ (জ্ঞানতস্) জ্ঞানপূর্বক, জানিয়া শুনিয়া। জ্ঞান+তস্। অ।

জ্ঞান-তৃষা, -তৃষ্ণা জ্ঞান-পিপাসা (তাহা দ্রঃ)।

জ্ঞানদ—জ্ঞানদানকারী, জ্ঞানদায়ক। জ্ঞান – দা+ড কর্তৃ। বিণ।

জ্ঞানদগ্ধদেহ—সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, চতুর্থাশ্রমী। জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ=জ্ঞানদগ্ধ, ৩তৎ; জ্ঞানদগ্ধ দেহ যাহার, বহু। বি; পু। [সন্ন্যাসীর দেহ জীবদ্দশাতেই জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হয় বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে, এবং সেই কারণেই সন্ন্যাসীর শবদাহ নিষিদ্ধ।]

জ্ঞানদাতা (-দাতৃ)—যিনি জ্ঞান দান করেন, শিক্ষক; গুরু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**জ্ঞানদাত্রী**।

জ্ঞানদায়ক—জ্ঞানদানকারী, জ্ঞানদ, উপদেশপ্রদ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

জ্ঞানদাস—বীরভূম জেলার একচক্রা গ্রামের দুই ক্রোশ পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাস ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে "মঙ্গল" ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য ইঁহাকে কেহ মঙ্গলঠাকুর, কেহ শ্রীমঙ্গল ও কেহ কেহ মদন-মঙ্গল নামে অভিহিত করিতেন।

"রাঢ়দেশে কাঁদড়া নামেতে গ্রাম হয়।
তথায় বসতি জ্ঞানদাসের আলয়॥'
ভক্তিরত্নাকর।

এই কাঁদড়া গ্রামে এখনও জ্ঞানদাসের মঠ বিদ্যমান আছে এবং প্রতি বৎসর পৌষ পূর্ণিমায় মহোৎসবে মেলা হইয়া থাকে। জ্ঞানদাস নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী দেবীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইনি প্রসিদ্ধ পদকর্তা ছিলেন। ইঁহার রচিত মাথুর ও মুরলীশিক্ষা বৈষ্ণবগীতিকাব্যের মহামূল্য রত্ন। ইঁহার ভাষা ও রচনাপ্রণালী চণ্ডীদাসের অনুকৃত। জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস ও বলরাম দাসের সমসাময়িক ছিলেন।

জ্ঞানধন—১। জ্ঞানরূপ ধন। রূপক। বি; ক্লী। ২। জ্ঞানী। জ্ঞান হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ।

জ্ঞাননিষ্ঠ—পরমার্থ চিন্তায় মগ্ন। জ্ঞানে নিষ্ঠ, ৭তৎ; অথবা জ্ঞানে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

জ্ঞানপতি—পরমেশ্বর; গুরু। ৬তৎ। বি; পু।

জ্ঞানপাপী (-পাপিন্)—জ্ঞানপূর্বক যে পাপ করে। ৩তৎ। বি; পু।

জ্ঞান-পিপাসা—জ্ঞান-তৃষ্ণা, জ্ঞানলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞানপিপাসু—জ্ঞান-লাভের আকাঙ্ক্ষী, জ্ঞানার্থী। ২তৎ। বিণ।

জ্ঞানবাদ—ভক্তি ও কর্মকে প্রধান না বলিয়া জ্ঞানকেই প্রধান বলা; জ্ঞানের কথন। ৬তৎ। বি; পু।

জ্ঞানবাদী (-বাদিন্)—পরমার্থ বিষয়ে জ্ঞানই প্রধান (ভক্তি বা কর্ম নহে) এইরূপ মতাবলম্বী। জ্ঞানবাদ+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**জ্ঞানবাদিনী**।

জ্ঞানবান্ (-বৎ)—জ্ঞানী, বোধবিশিষ্ট, অভিজ্ঞ। জ্ঞান+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-তী**।

জ্ঞানবাপী—কাশীস্থ তীর্থকূপ বিঃ। জ্ঞানদায়িনী বাপী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞানবিজ্ঞান—বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয়, দর্শন সাহিত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

জ্ঞানবৃদ্ধ—মহাজ্ঞানী। ৩তৎ। বিণ।

জ্ঞানময়—জ্ঞানস্বরূপ; ব্রহ্ম। বি; পু।

জ্ঞানমান্—জ্ঞানী, অভিজ্ঞ। <জ্ঞানবান্। বিণ।

জ্ঞানযোগ—ব্রহ্মলাভজনক নিষ্ঠা বিঃ, ব্রহ্মপ্রাপক জ্ঞানের আলোচনা। জ্ঞানরূপ যে যোগ, রূপক। বি; পু।

জ্ঞানলাভ—জ্ঞানার্জন। ৬তৎ। বি; পু।

জ্ঞানলিপ্সা—জ্ঞানলাভের ইচ্ছা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

জ্ঞানলিপ্সু—জ্ঞানলাভের অভিলাষী। ৬তৎ। বিণ।

জ্ঞানশালী (-শালিন্)—জ্ঞানী, জ্ঞানবান্। জ্ঞান+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-নী**।

জ্ঞানশূন্য, -হীন—অজ্ঞান, অবোধ, মূঢ়; সংজ্ঞারহিত, অচেতন। ৩তৎ। বিণ।

জ্ঞানসঞ্চার—জ্ঞানের উদ্রেক; সংজ্ঞা-লাভ; চৈতন্যসঞ্চার। ৬তৎ। বি; পু।

জ্ঞানসাধন—জ্ঞানলাভের উপায়, ইন্দ্রিয়; তত্ত্বজ্ঞান-লাভের চেষ্টা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জ্ঞানহারা—বিবেচনাহীন; যাহার কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

জ্ঞানাঙ্কুর—সামান্য জ্ঞান, প্রথম জ্ঞান। জ্ঞানের অঙ্কুর, ৬তৎ। বি; পু।

জ্ঞানাঙ্কুশ—অঙ্কুশের ন্যায় জ্ঞান। অঙ্কুশ দ্বারা যেরূপ হস্তী প্রভৃতিকে বশীভূত করা হয়, তদ্রূপ জ্ঞানের দ্বারা প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা যায়। জ্ঞান রূপ অঙ্কুশ, রূপক। বি; পু।

জ্ঞানাঞ্জন—তত্ত্বজ্ঞানরূপ কাজল যাহা দ্বারা সত্যের প্রকাশ হয়। রূপক। বি; ক্লী।

জ্ঞানাভ্যাস—জ্ঞানের আলোচনা, বিদ্যা-চর্চা। জ্ঞানের অভ্যাস, ৬তৎ। বি; পু।

জ্ঞানী (জ্ঞানিন্)—জ্ঞানবান্, যাহার জ্ঞান আছে। জ্ঞান+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**জ্ঞানিনী**।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস ইনি ১২৬০ সালে ভাদ্র মাসে কলিকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের পূর্ব নিবাস যশোহর জিলায়। কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উকীল স্বর্গীয় শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের ইনি দ্বিতীয় পুত্র।

বাল্যকাল হইতেই জ্ঞানবাবু অতিশয় মেধাবী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায়ই ইনি বিশেষ কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। বি. এ. পরীক্ষাতে সংস্কৃত, অঙ্ক ও ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম হন এবং এম. এ. পরীক্ষাতেও প্রথম স্থান অধিকার করেন। তৎপরে বি. এল. পরীক্ষা দেন। ওকালতি করিবার ইঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। কেবল উকীল পিতার অনুরোধে ইনি কিছুকাল হাইকোর্টে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে জ্ঞানবাবু 'সময়' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার দ্বারা তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশের একটি বিশেষ অভাব দূর করিয়াছিলেন। কারণ তৎকালে যে অল্প কয়েকটি পত্রিকা ছিল সেগুলি প্রায় সমস্তই সংরক্ষণশীল। কিন্তু জ্ঞানবাবু ছিলেন পূর্ণ উদারমতাবলম্বী। তাঁহার পত্রিকা এই পূর্ণ উদার মতের সহিতই পরিচালিত হইত। তাঁহার এই মতের কখনও পরিবর্তন হয় নাই। 'সময়' আশুবাবুর কন্যার দ্বিতীয়বার বিবাহ পূর্ণভাবে সমর্থন করিয়াছিল। জ্ঞানবাবু স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি চিরদিনই আন্তরিকভাবে সমর্থন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দাস কংগ্রেসের প্রথম মহিলা সদস্য ছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় ছিলেন একজন একনিষ্ঠ কর্মী; আজীবন তিনি কর্মই করিয়া গিয়াছেন। অন্য কোন ধর্ম তিনি মানিতেন না, এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্বেও তিনি বিশ্বাস করিতেন না। একমাত্র কর্মই ছিল তাঁহার ধর্ম। পিতার অতুল বিত্ত ও আপনার অনন্যসাধারণ

প্রতিভার অধিকারী হইয়াও তিনি একজন সাধারণ কর্মীর জীবনই অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষাগুলিতে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইলে পর নানাস্থান হইতে সম্মানপূর্ণ কার্য গ্রহণ করিবার বহু আহ্বান আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি সকলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় জ্ঞানবাবু প্রথম হন এবং স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বিতীয় স্থান পান। কিন্তু বিদ্যারত্ন মহাশয় পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন আর জ্ঞানবাবু সাধারণ কর্মীই থাকিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই কর্মশক্তি বাস্তবিকই অনন্যসাধারণ।

জীবনের শেষ সময়ে জ্ঞানবাবু কাশীধামে বাস করিতেছিলেন। তথায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৭ই পৌষ ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার জীবন-বায়ু বহির্গত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—(১৮৭২—১৯৩৯ খ্রীঃ)। সাহিত্যসেবক ও বিখ্যাত অভিধানকার। কলিকাতার শিকদারবাগানে জন্ম। 'বাংলা ভাষার অভিধান', 'বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী', 'প্রাণীদের অন্তরের কথা' ইত্যাদি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়—যে ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানলাভ করা যায়; চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মনঃ, এইগুলি জ্ঞানেন্দ্রিয়। জ্ঞান সাধন ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি; ক্লী।

জ্ঞাপক—জ্ঞাপনকর্তা, নিবেদক; সূচক। ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানানো)+ণক কর্তৃ। বিণ।

জ্ঞাপন—জানানো, নিবেদন, বিজ্ঞাপন। ণিজন্ত জ্ঞা—জ্ঞাপি (জানান)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জ্ঞাপনীয়—জানাইবার যোগ্য। জ্ঞাপি+অনীয় কর্ম। বিণ।

জ্ঞাপয়িতা (জ্ঞাপয়িতৃ)—নিবেদক, যে জানায় এমন। ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানানো)+তৃন্। বিণ, পু। স্ত্রী—**জ্ঞাপয়িত্রী**।

জ্ঞাপিত—নিবেদিত, যাহাকে বা যাহা জানানো হইয়াছে। জ্ঞাপি+ক্ত কর্ম। বিণ।

জ্ঞেয়—জ্ঞানবিষয়, যাহা জানা উচিত বা আবশ্যক এরূপ, জানিবার যোগ্য, জ্ঞান দ্বারা অনুভূত হওয়া, সম্ভব। জ্ঞা (জানা)+য কর্ম। বিণ।

জ্বর—গাত্রতাপ, স্বনামখ্যাত রোগ বিঃ; সন্তাপ। জ্বর+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

জ্বরঘ্ন—জ্বরান্তক, জ্বরনাশক। 'জ্বর' দ্রঃ। জ্বর—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**জ্বরঘ্নী**।

জ্বরজাড়ি, জ্বরজ্বালা—জ্বরাদি রোগ। বাংপ্র। বি।

জ্বরঠুঁটা, -ঠুঁটো—ঠোঁটের পাশে জ্বরহেতু ঘা। বাংপ্র। বি।

জ্বরনাশক—জ্বরান্তক, যাহাতে জ্বর ভাল হয় এমন। ৬তৎ। বিণ।

জ্বরা—জ্বরাক্রান্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

জ্বরাতিসার—জ্বরযুক্ত অতিসার রোগ। মধ্যপ। বি; পু।

জ্বরান্তক—জ্বরঘ্ন, জ্বরনাশক। জ্বরের অন্তক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**জ্বরান্তিকা**।

জ্বরিত—জ্বরবিশিষ্ট, জ্বরগ্রস্ত। জ্বর+ইত জাতার্থে। বিণ।

জ্বলজ্বল—দীপ্তিপ্রকাশ; স্পষ্টভাবে স্থিত। বাংপ্র। অ। বিণ, **-জ্বলে**।

জ্বলৎ 'জ্বলন' দ্রঃ।

জ্বলদগ্নি, জ্বলদনল—জ্বলন্ত আগুন। জ্বলন্ যে অগ্নি বা অনল (জ্বলৎ+অগ্নি বা অনল), কর্মধা। বি; পু।

জ্বলন্ (জ্বলৎ) জ্বলিতেছে এরূপ, জ্বলন্ত, দীপ্যমান, দীপ্তিশালী। জ্বল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **জ্বলন্তী**।

জ্বলন—১। অগ্নি, অনল। জ্বল্+অন কর্তৃ। বি; পু। ২। দহন, দীপন; জ্বালা। জ্বল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

জ্বলনাঙ্ক—যে তাপমাত্রায় পেট্রল প্রভৃতি জ্বলিয়া উঠে, flash-point. ৬তৎ। বি; পু।

জ্বলন্ত—জ্বলন্; প্রজ্বলিত। জ্বল্+অন্ত কর্তৃ। বিণ।

জ্বলা—প্রজ্বলিত বা প্রদীপ্ত হওয়া; উজ্জ্বল হওয়া; দাহ বোধ করা, জ্বালা করা। বাংপ্র। ক্রি।

জ্বলানো—আগুন ধরানো, পোড়ানো; দীপ্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

জ্বলিত—১। জ্বলিতেছে এরূপ; দগ্ধ, দীপ্ত, প্রকাশিত; প্রজ্বলিত। জ্বল্ (দীপ্ত হওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। জ্বলন। জ্বল্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

জ্বলুনি—জ্বলন, দহন; জ্বালাবোধ। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

জ্বালুত—জ্বালে, প্রজ্বলিত করে। প্রা কপ্র।

জ্বাল—অগ্নিশিখা; আগুনের ঝলকা। জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+ণ কর্তৃ। বি; পু।

জ্বালা—১। অগ্নিশিখা; জ্বলন, দাহ। জ্বাল +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী। ২। দাহবোধ; আগুনে পোড়ার মত যাতনা; বিরক্তিকর বিষয়। বি। ৩। প্রজ্বলিত বা প্রদীপ্ত করা; আগুন ধরানো। বাংপ্র। ক্রি।

জ্বালাতন—দাহপ্রাপ্ত; ক্লেশান্বিত, ত্যক্তবিরক্ত। জ্বালা+তনঘ্। বিণ।

জ্বালানি—ইন্ধন, যাহা দিয়া জ্বাল দেওয়া হয়, কাঠ কয়লা ঘুঁটে প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

জ্বালানী—জ্বালাইবার উপযুক্ত, জ্বাল দিবার যোগ্য (কাষ্ঠাদি)। বাংপ্র। বিণ।

জ্বালানে—যে জ্বালাতন করে এমন, যন্ত্রণাদাতা; গৃহে অগ্নিদাতা। বাংপ্র। পু। স্ত্রী—**জ্বালানী**।

জ্বালানো—প্রজ্বলিত বা প্রদীপ্ত করা, দগ্ধ করা, পুড়াইয়া দেওয়া; জ্বালাতন করা, বিরক্ত করা; হয়রান করা। বাংপ্র। ক্রি।

জ্বালামালিনী—দেবী বিঃ। জ্বালার মালা=জ্বালামালা (৬তৎ), তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্বালামুখ—আগ্নেয়গিরির মুখ, crater. মধ্যপ। বি; ক্লী।

জ্বালামুখী—তীর্থ বিঃ (ভারতের উত্তর প্রদেশান্তর্গত কাঙ্গড়া জেলায় অবস্থিত)। জ্বালা মুখে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী। [আর্যমতে, দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে, শিব যখন সেই শবদেহ ত্রিশূলোপরি ঘূর্ণিত করেন, তখন সতীর দেহ ছিন্ন হইয়া এই স্থানে পতিত হয়। এই স্থানে ভূগর্ভস্থ এক প্রকার বাষ্প বায়ু-সংযোগে জ্বলিয়া থাকে, সেইজন্যই ইহার নাম জ্বালামুখী।]

জ্বালামুখী অতি প্রাচীন শহর। অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষগুলি শহরের পূর্ব সমৃদ্ধির সাক্ষিস্বরূপে বিরাজিত। শহরে প্রতিষ্ঠিত দেবীমন্দির হিন্দু তীর্থযাত্রীর দর্শনীয় মহাপীঠস্থান। এই মন্দিরটি ভূগর্ভ হইতে উত্থিত কয়েকটি অগ্নিশিখার উপরে নির্মিত। শিখাগুলি দিবারাত্র সমভাবেই আলোক প্রদান করে। কথিত আছে, আনুমানিক আটশত বৎসর পূর্বে দেবী দক্ষিণদেশবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এই স্থানে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে তাহাকে আদেশ করেন। মন্দিরটি সেই ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীনতর কিংবদন্তী অনুসারে এই অগ্নিশিখা জালন্ধর নামক দৈত্যের মুখ-নিঃসৃত। মহাদেব এই দৈত্যকে গুরু পাষাণভারে নিপীড়িত করিয়াছিলেন। ১৮১৫ খ্রীঃ রণজিৎ সিংহ এই মন্দিরের ছাদটি স্বর্ণমণ্ডিত করিয়া দেন। মন্দিরের সন্নিকটে ছয়টি উষ্ণ প্রস্রবণ বিদ্যমান। এই পীঠস্থানে বহু সাধক, সাধু সন্ন্যাসী প্রভৃতি যাত্রীর সমাগম হয়।

জ্বালিত—দীপিত, জ্বালানো; ক্লেশিত, ভস্মীকৃত। ণিজন্ত জ্বল্ (=জ্বালি)+ক্ত কর্ম। (জ্বলিতও হয়, কারণ উপসর্গ পূর্বে না থাকিলে জ্বলাদি ধাতুর বিকল্পে হ্রস্ব হয়,

এবং উপসর্গ পূর্বে থাকিলে জ্বল্ ধাতুর নিত্য হ্রস্ব হয়)। বিণ।

জ্বালী (জ্বালিন্) -১। দীপ্তিমান্। জ্বল্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। শিব। বি; পু।

জ্বালেশ্বর—তীর্থ বিঃ। জ্বালার ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

জ্যা—পৃথিবী; মাতা; ধনুকের ছিলা, গুণ, মৌর্বী; বৃত্তপরিধি-খণ্ডের প্রান্তদ্বয়যোজক সরল রেখা। জ্যা (জীর্ণ হওয়া বা করা) +ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। ব; স্ত্রী।

জ্যাক্‌সন, সার ষ্টানলি (Sir Stanley Jackson) -বঙ্গ প্রেসিডেন্সির ৪র্থ গভর্নর বা শাসনকর্তা। ইনি পূর্বে সৈন্যবিভাগে কর্ণেল ছিলেন, এবং পরে বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টে (মহাসভায়) অন্যতম সদস্য হইয়া রাজনীতির চর্চায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ববর্তী শাসনকর্তা লর্ড লিটনের শাসনকাল শেষ হইলে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে জ্যাক্‌সন সাহেব তৎপদে নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। লর্ড লিটন বহু সম্ভ্রান্তবংশীয় ও সুশিক্ষিত হিন্দু ভদ্রসন্তানকে রাজদ্রোহী সন্দেহে বিনা বিচারে ইং ১৯২৪ অব্দে অক্টোবর মাসে - কাহাকেও জেলে, কাহাকেও অন্তরীণে --আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহাতে ভারতীয়দিগের মধ্যে দারুণ ক্ষোভ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সার ষ্টানলি বঙ্গে পদার্পণ করিবার কিছুদিন পরেই ঐ সকল রাজবন্দীকে একে একে মুক্তি দিতে আরম্ভ করিয়া প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করেন। কলিকাতা শহরের দক্ষিণাংশে ময়দানের দক্ষিণপূর্ব কোণে ত্রিজিতলায় বৈজনাথ (বৈদ্যনাথ) নামক শিবের একটি ছোট মন্দির ও তন্মধ্যে লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং ত্রিজিতলা ফাঁড়ির পশ্চিমা হিন্দু কনষ্টেবলগণ নিত্য তাঁহার পূজা দিত। ইংরাজ সরকারের পূর্তবিভাগ ময়দান উন্মুক্ত রাখিবার অছিলায় ১৯২৭ অব্দের অগষ্ট মাসে একদা নিশীথ রাত্রিতে পুলিসের সহায়তায় উক্ত মন্দির ভূমিসাৎ এবং দেববিগ্রহ স্থানান্তরিত করে। ইহাতে হিন্দুসমাজে ঘোরতর বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়, এবং হিন্দুরা সর্বপ্রকার বাধাবিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া মন্দির পুনর্নির্মাণে কৃতসংকল্প হন। গভর্নর জ্যাক্‌সন সাহেব এই সময়ে পূর্ববঙ্গে সফর করিতেছিলেন। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া লাটসাহেব এই সফর ভাঙ্গিয়া দ্রুতপদে কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং স্বয়ং মন্দিরস্থল পরিদর্শন করিয়া ও সকল পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া এ বিষয়ে গভর্নমেণ্টের ত্রুটি-স্বীকার-পূর্বক পূর্ব স্থানেই মন্দির পুনর্নির্মাণের আদেশ প্রদান করেন। এই কার্যেও জ্যাক্‌সন সাহেবের রাজনীতিজ্ঞতার ও প্রজানুরঞ্জন-প্রবৃত্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রকট।

জ্যাকেট—একপ্রকার আঁট জামা; পুস্তকের মলাটের আবরণ। <ইং 'jacket'. বি।

জ্যাঘাত ধনুকের ছিলার প্রহার বা চোট। জ্যা দ্বারা বা জ্যার আঘাত, ৩ বা ৬তৎ। বি; পু।

জ্যাঘাত-নিবারণ—ধনুর্ধরদিগের হস্তবন্ধ চর্ম বিঃ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

জ্যাঠা- জেঠা (তাহা দ্রঃ)।

জ্যা-নির্ঘোষ—ধনুকের টঙ্কার, ধনুকের ছিলা টানিয়া ছাড়িয়া দিলে যে শব্দ হয়। ৬তৎ। বি; পু।

জ্যামিতি--জ্যোতিষের সিদ্ধান্ত শাস্ত্র ও ভূগোলমিতি; ভূমির পরিমাণবিষয়ক শাস্ত্র, ক্ষেত্রতত্ত্ব geometry. জ্যার মিতি (পরিমাণ) হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

জ্যামিতিক—জ্যামিতি শাস্ত্রসংক্রান্ত। জ্যামিতি+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

জ্যায়ান্ (জ্যায়স্)—জ্যেষ্ঠ; বৃদ্ধ; শ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী—**জ্যায়সী**।

জ্যারোপ, জ্যারোপণ- গুণস্থাপন ধনুকে ছিলা পরানো। জ্যার আরোপ, আরোপণ, ৬তৎ। বি; পু ও ক্লী।

জ্যেষ্ঠ অগ্রজ; শ্রেষ্ঠ; প্রবীণ; বড়ভাই। বৃদ্ধ+ইষ্ঠ। বিণ।

জ্যেষ্ঠতাত পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জেঠা। তাতের (পিতার) জ্যেষ্ঠ (অগ্রজ), ৬তৎ। সি; পু।

জ্যেষ্ঠশ্বশুর জেঠশ্বশুর, শ্বশুরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কর্মধা। বি; পু।

জ্যেষ্ঠশ্বশ্রূ জেঠশাশুড়ী, পতি বা পত্নীর জ্যেষ্ঠতাতপত্নী; জ্যেষ্ঠা শ্যালিকা, পত্নীর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী, বড় শালী। কর্মধা। বি; পু।

জ্যেষ্ঠা—১। অগ্রজা, শ্রেষ্ঠা। জ্যেষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে অষ্টাদশ নক্ষত্র; মধ্যমাঙ্গুলি; টিকটিকি। বি; স্ত্রী।

জ্যেষ্ঠাধিকার—পৈতৃক সম্পত্তিতে প্রথম পুত্রের অধিকার। ৬তৎ। বি; পু।

জ্যেষ্ঠাশ্রম গার্হস্থ্য, গৃহস্থাশ্রম। জ্যেষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) যে আশ্রম, কর্মধা। বি; পু।

জ্যেষ্ঠাশ্রমী (-শ্রমিন্)—গার্হস্থ্যাবলম্বী, গৃহস্থাশ্রমী, গৃহস্থ। জ্যেষ্ঠাশ্রম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

জ্যেষ্ঠী—টিকটিকি। জ্যেষ্ঠ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যৈষ্ঠ—বাঙ্গালা বৎসরের দ্বিতীয় মাস। জ্যেষ্ঠার ইহা এই অর্থে জ্যেষ্ঠা+ষ্ণ। বি; পু।

জ্যৈষ্ঠী—জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা। জ্যেষ্ঠ+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যৈষ্ঠ্য জ্যেষ্ঠত্ব; শ্রেষ্ঠতা; উৎকর্ষ। জ্যেষ্ঠ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

জ্যোতিঃ (জ্যোতিস্)- ১। তেজঃ; চৈতন্য; চক্ষু; শাস্ত্র বিঃ, জ্যোতিঃশাস্ত্র। দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+ইস্ কর্ত্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। সূর্য; অগ্নি। বি; পু। ৩। দীপ্তি; প্রকাশ; জ্বালা। দ্যুত্+ইস্ ভাব। বি; স্ত্রী।

জ্যোতিঃশাস্ত্র—গ্রহনক্ষত্রাদির গতিস্থিতি সঞ্চারাদি অনুসারে শুভাশুভনিরূপণবিষয়ক শাস্ত্র; গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র ধূমকেতু প্রভৃতির স্বরূপ সঞ্চার পরিভ্রমণকাল গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপার নিরূপণবিষয়ক বিদ্যা। জ্যোতিঃ বিষয়ক শাস্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

জ্যোতিরাত্মা (-আত্মন্)- সূর্য, অগ্নি প্রভৃতি। জ্যোতিঃ আত্মা যাহার, বহু। বিণ বা সি; পু বা স্ত্রী।

জ্যোতিরিঙ্গ, জ্যোতিরিঙ্গণ খদ্যোত, জোনাকি পোকা। জ্যোতিস্ ইন্গ (গমন করা, ইত্যাদি)+অন্, অন কর্তৃ। বি; পু।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি জোড়াসাঁকো-নিবাসী স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চতুর্থ পুত্র। ১২৫৫ সালের ২২শে বৈশাখ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জন্ম হয়। ইহার যে বংশে জন্ম, সে বংশের সকলেই লেখক, সকলেই কবি। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহার অন্যতম ভ্রাতা। জ্যোতিরিন্দ্র যৌবনকাল হইতেই মাতৃভাষার চর্চা করিতেন। ইহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধ সকল লোকে অতি আদর করিয়া পড়িত। ইনি একজন উৎকৃষ্ট সমালোচক বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক-সময়ে ইহার অশ্রুমতী, পুরুষবিক্রম ও সরোজিনী নাটক বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চ সকলে অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়াছিল। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত ও ফরাসী ভ্রমণবৃত্তান্ত ও নাটকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। অনুবাদে ইনি সিদ্ধহস্ত। এমন সুন্দর অনুবাদ খুব কম লোকেই করিতে পারেন। সংগীতরচনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুনিপুণ। বহুসংখ্যক জাতীয় সংগীত, প্রণয়-সংগীত ও ব্রহ্ম-সংগীত রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। একসময়ে সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদন ভার ইহার উপর ন্যস্ত ছিল। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি সংগীত-প্রকাশিকা নামক মাসিক পত্রের সম্পাদন করেন। ইনি Phonological বিদ্যায়

বিশেষ পারদর্শী। রাঁচিতে সুন্দর প্রাসাদ-তুল্য গৃহ ও মন্দির নির্মাণ করাইয়া ইনি তথায় অধিষ্ঠিত হইয়া নীরবে সাহিত্য-সাধনা করিতেন। ১৩৩১ সালে ২০শে ফাল্গুন বুধবার ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

জ্যোতির্বিৎ (-বিদ্)–জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জ্যোতিস্ (জ্যোতিঃশাস্ত্র)—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্, কর্তৃ। বি বা বিণ; পু।

জ্যোতির্বিদ্যা–জ্যোতিঃশাস্ত্র। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত: ফলিত ও গণিত। ফলিত —বৃহৎ পরাশরীয় এবং ভৃগুসংহিতা, জৈমিনি সূত্রাদি। গণিত—সূর্যসিদ্ধান্ত, পদ্মসিদ্ধান্ত, গর্গসিদ্ধান্ত, আর্যভট্ট, ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি। গণিত–প্রথম ব্যক্ত বা স্ফুট। দ্বিতীয় অব্যক্ত বা অস্ফুট। জ্যোতিঃ-বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্য প। বি; স্ত্রী।

জ্যোতির্বিন্দু—কণামাত্র জ্যোতিঃ। জ্যোতির বিন্দু (জ্যোতিঃ+বিন্দু), ৬তৎ। বি; পু।

জ্যোতির্বেত্তা (-বেতৃ)–জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। জ্যোতিস্ (জ্যোতিঃশাস্ত্র)—বিদ্ (জানা)+তৃন্ কর্তৃ। বি বা বিণ; পু।

জ্যোতির্মণ্ডল—মণ্ডলাকার জ্যোতিঃ, সূর্য-মণ্ডল, গ্রহনক্ষত্রাদি। উপমিত। বি; ক্লী।

জ্যোতির্ময়—জ্যোতিঃপরিপূর্ণ; দীপ্তি-শালী। জ্যোতিস্+ময়ট্ (জ্যোতিঃ+ময়)। বিণ। স্ত্রী—**জ্যোতির্ময়ী**।

জ্যোতিশ্চক্র—রাশিচক্র; ভচক্র; কুণ্ডলী। জ্যোতির চক্র (জ্যোতিঃ+চক্র), ৬তৎ। বি; ক্লী।

জ্যোতিষ, জ্যৌতিষ–জ্যোতিঃশাস্ত্র। জ্যোতিস্+অ। বি; ক্লী।

জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অসাধারণ ইংরাজী ভাষাবিদ্ ও সাহিত্যিক। পূর্বে মণিরামপুর (ব্যারাকপুর) এবং পরবর্তী কালে কলিকাতা নিবাসী তেজস্বী ও মনস্বী পুরুষ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনি দ্বিতীয় পুত্র। ১২৭৪ সনের ২৭শে আষাঢ় ইঁহার জন্ম হয়।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের Metropolitan College হইতে জ্যোতিষবাবুই প্রথম ছাত্র যিনি কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে ইংরাজী সাহিত্যে M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও তজ্জন্য মাসিক ৩০৲ বৃত্তি ও ন্যূনাধিক ২৷৩ হাজার টাকার পুস্তক পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ইঁহার ইংরাজী সাহিত্যানুরাগ ও ভাবাজ্ঞান লক্ষিত হয়। অল্প বয়সে M. A. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার কিছুকাল পরেই ইনি কলিকাতার মেট্রোপলিটন, রিপন, সিটি, বঙ্গবাসী কলেজগুলিতে প্রভূত যশের সহিত ইংরাজী অধ্যাপকের কার্য করেন। এতদ্ব্যতীত বরিশাল (তৎকালীন) রাজচন্দ্র কলেজের Principalও ছিলেন। তৎকালিক যশস্বী অধ্যাপকদিগের মধ্যে ইনি অগ্রগণ্য ও শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। ইঁহার ইংরাজী ভাষায় অসামান্য অভিজ্ঞতা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অনুপম স্মরণশক্তি ছিল। ইঁহার অনুপম স্মরণশক্তির জন্য একসময় কেহ কেহ ইঁহাকে "The Memory" বলিত।

এন্. ঘোষ মহাশয় পরিচালিত "Indian Nation" ও শম্ভুবাবু পরিচালিত Reis & Rayyat সাপ্তাহিক দ্বয়ের তিনি একজন দক্ষ লেখক ছিলেন। বিশুদ্ধ ইংরাজী লেখা ইঁহার ইংরাজী ভাষার বিশেষত্ব ছিল। "Indian Nation"এ প্রকাশিত 'The English of our Boys' শীর্ষক এবং 'Jay Ce Be' স্বাক্ষরিত ধারাবাহিক প্রবন্ধে ইনি খ্যাতনামা ইংরাজী লেখক ও সাহিত্যিকদিগের ইংরাজী ভাষায় ত্রুটি দেখাইয়া নিজের অতুল ইংরাজী ভাষা-জ্ঞানের পরিচয় অল্পবয়সেই দিয়াছিলেন।

ইং ১৮৯৯ অব্দে হুগলী সরকারী কলেজে ইনি ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, পরে অল্প সময়ের জন্য ঢাকা কলেজে থাকিয়া পুনরায় হুগলী কলেজে যোগ দেন। অতঃপর ইং ১৯০৪—২৬ পাটনা কলেজে প্রভূত যশের ও কৃতিত্বের সহিত অধ্যাপনা করেন। কয় বৎসর পূর্বে Calcutta Review মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত (১৯২৩ খ্রীঃ জানুয়ারি সংখ্যায় ১৭৩–১৯২ পৃঃ) "A mind well skill'd to find or forge a fault"-শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে ইনি Deighton, Perceival, Dunn, Walla c, Egerton Smith প্রভৃতি যশস্বী ইংরাজ লেখকদিগের ইংরাজী ভাষায় ভূরি ভূরি ভ্রম দেখাইয়া জাতীয় মনীষার পরিচয় দিয়াছিলেন। Lieut. Col. Irving নামক সাহেব ভারতবাসী-দিগের ইংরাজী ভাষাজ্ঞানের উপর কটাক্ষ করায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐ ওজস্বিতা-পূর্ণ প্রবন্ধটি জাতীয় গৌরব-রক্ষার্থে লেখেন। "Baboo English vs. English English" নামক একখানি পুস্তক ইঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। এই পুস্তকে স্বনামধন্য Lord Morley, Frederick Harrison, Sir Arthur Quillor-Couch, Dean Alfred, Hazlitt, Professor Blackie প্রভৃতি প্রতিভাশালী ও খ্যাত্যা-পন্ন ইংরাজ লেখকদিগের ইংরাজীর বা তাঁহাদের মাতৃভাষার ভ্রম দেখানো হইয়াছে।

জ্যোতিষবাবু লিখিত 'Poems Lay & Devotional' (ইং ১৯১৬ খ্রীঃ প্রকাশিত) পুস্তকে বর্ধমানাধিপ বিজয়চাঁদ মহাতাবের কতকগুলি গ্রন্থের বহু কবিতার ইংরাজী পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের সুদীর্ঘ ভূমিকায় চণ্ডীদাস, রাম-প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমবাবুর এবং স্বনামধন্য বাঙ্গালী লেখক ও কবিদের সংগীতের ও কবিতার ইংরাজী পদ্যানুবাদ দিয়া বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ ও ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে বাঙ্গালা সাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্নের সন্ধান জানাইয়া জ্যোতিষ-বাবু বহুজনের ধন্যবাদার্হ হইয়া রহিয়াছেন। এই পুস্তক ও "মানস লীলা" ইঁহার ইংরাজী কবিতা লিখিবার শক্তির পরিচায়ক।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের Senate, Syndicate ও বিভিন্ন Boardএর সদস্য থাকা-কালীন ইনি ছাত্রদিগের বহু হিতকর কার্য করিয়াছিলেন।

মানুষ হিসাবে ইনি উচ্চ দরের লোক। আজীবন ইংরাজী সাহিত্যানুশীলন করিয়া বেশভূষায়, আহার-বিহারে ইনি যেরূপ খাঁটি বাঙ্গালী সেরূপ অতি বিরল। সময়নিষ্ঠ, কর্তব্যপরায়ণ, স্বদেশপ্রেমিক হইয়া ইনি গুণবিষয়ে ইংরাজদিগকে অনুসরণ করিয়াছিলেন। দয়া, ক্ষমা, ঔদার্য, সরলতা, বদান্যতা, সাধুতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বহুবিধ গুণে ভূষিত হওয়ায় ইনি বহুজনাদৃত হইয়াছেন। ইংরাজী লেখক হিসাবে ইনি যেরূপ উপমাস্থানীয়, বাঙ্গালী হিসাবে ইনি সেইরূপ আদর্শস্থানীয়।

জ্যোতিষিক, জ্যৌতিষিক—১। জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, জ্যোতির্বেত্তা। জ্যোতিষ +ষ্ণিক। বি; পু। ২। জ্যোতিঃ-শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী, **-ষিকী**।

জ্যোতিষী (জ্যোতিষিন্)—জ্যোতির্বেত্তা, জ্যোতিঃশাস্ত্রজ্ঞ, গণক। জ্যোতিষ+ইন্। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**জ্যোতিষিণী**।

জ্যোতিষ্ক—নভোমণ্ডলস্থ গ্রহনক্ষত্রাদি জ্যোতির্ময় পদার্থ। জ্যোতিস্—কৃ (করা) +ড কর্তৃ; অথবা জ্যোতিস্+কন্ অন্ত্যর্থে। বি; পু।

জ্যোতিষ্কমণ্ডল-মণ্ডলাকার জ্যোতির্ময় গ্রহনক্ষত্রাদি; নভোমণ্ডলস্থিত মেষাদি দ্বাদশ রাশি ও নক্ষত্রসমন্বিত স্থান বিঃ। জ্যোতিষ্কের মণ্ডল, ৬তৎ; অথবা জ্যোতিষ্ক মণ্ডলসদৃশ, উপমিত। বি; ক্লী। বিণ, **-লীয়**।

জ্যোতিষ্টোম—যজ্ঞ বিঃ। বি; পু।

জ্যোতিষ্পথ—আকাশ। জ্যোতির্গণের পথ (জ্যোতিস্+পথ), ৬তৎ। বি; পু।

জ্যোতিষ্মতী—১। জ্যোতির্ময়ী, দীপ্তিবিশিষ্টা। জ্যোতিস্+মৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লতা বিঃ, লতাফটকি বা নয়া ফটকি; জ্যোৎস্নালোকিতা রাত্রি; সত্ত্বগুণময় চিত্তবৃত্তি। বি; স্ত্রী।

জ্যোতিষ্মান্ (-ষ্মৎ)—১। জ্যোতির্ময়, দীপ্তিবিশিষ্ট। জ্যোতিস্ (দীপ্তি)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। সূর্য; কুশদ্বীপাধিপতি। ইঁহার পিতার নাম প্রিয়ব্রত; জ্যোতির্ময় চন্দ্রশেখর পর্বতস্থ তীর্থ বিঃ; সমুজ্জ্বল মণি; স্ফটিক। বি; পু।

জ্যোতিস্তত্ত্ব—রঘুনন্দন ভট্টাচার্যকৃত জ্যোতিঃশাস্ত্রগ্রন্থ। জ্যোতির তত্ত্ব (জ্যোতিঃ+তত্ত্ব), ৬তৎ। বি; ক্লী।

জ্যোৎস্না—চন্দ্রকিরণ, চন্দ্রিকা, কৌমুদী; কান্তি, শোভা। জ্যোতিস্+ন+আপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যোৎস্নী, জ্যোৎস্নী—চন্দ্রিকাময়ী রাত্রি। জ্যোৎস্না+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

জ্যৌতিষ—১। জ্যোতিঃসম্বন্ধীয়। জ্যোতিষ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**জ্যৌতিষী**। ২। 'জ্যোতিঃশাস্ত্র'। বি; ক্লী।

জ্যৌতিষিক 'জ্যোতিষিক' দ্রঃ।

জ্যৌৎস্নী—'জ্যোৎস্নী' দ্রঃ।

ঝ

ঝ—১। নবম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। ঝঞ্ঝাবাত; ধ্বনি; বৃহস্পতি; দৈত্যরাজ। ঝট্ (সংহত হওয়া বা করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ৩। নিদ্রিত। বিণ।

ঝংকার, ঝংকৃতি ঝঙ্কার, ঝঙ্কৃতি (তাহা দ্রঃ)।

ঝক্‌ঝক্, -ঝক্- চকচক বা চকমক, দীপ্তিপ্রকাশ, উজ্জ্বলতা প্রদর্শন। বাংপ্র। অ। বিণ—**ঝকঝকে, -মকে**।

ঝকঝকি—বচসা, বকাবকি; ঝঞ্ঝাট, লেঠা। বাংপ্র। বি।

ঝকমকানো—ঝকমক করা, ঝলমল করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**ঝকমকানি**।

ঝকমকি—ঔজ্জ্বল্য। বাংপ্র। বি।

ঝকমারি—গুনাহ্, দোষ, ত্রুটি, অন্যায়; আহাম্মুকি; হয়রানি। বাংপ্র। বি।

ঝকাঝকি—ঝগড়াঝগড়ি, বকাবকি। বাংপ্র। বি।

ঝকার—ঝ এই বর্ণমাত্র। ঝ+কার স্বার্থে। বি; পু।

ঝক্কি—দায়িত্ব; ধকল; ঝঞ্ঝাট; হাঙ্গামা। বাংপ্র। বি। **ঝক্কি পোহানো**—ঝঞ্ঝাট সহ্য করা, উপদ্রব সহা।

ঝগড়াঝাঁটি—কোন্দল, বাগবিতণ্ডা। বাংপ্র। বি।

ঝগড়াটে—কলহপ্রিয়, যে সর্বদা কোন্দল করে বা করিতে ভালবাসে এমন, গণ্ডগুলে, খিটখিটে। বাংপ্র। বিণ।

ঝঙ্কাট—চৌকাটের মাথার কাঠ, কপালি (যাহাতে শিকলের সুর্ণো বসানো থাকে)। বাংপ্র। বি।

ঝঙ্কার, ঝঙ্কৃতি—ভ্রমরাদির গুঞ্জন; মধুর অস্ফুট ধ্বনি; ঝন্‌ঝন্ শব্দ; ধমক, তর্জন। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্তি ভাব। বি; পু ও স্ত্রী।

ঝঙ্কারা—ঝঙ্কার করা, গুঞ্জন করা, গুনগুন রবে ডাকা। কপ্র। ক্রি।

ঝঙ্কৃত—১। শিঞ্জিত, গুঞ্জিত। ঝন্—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গুনগুন ধ্বনি। ঝন্—কৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ঝঙ্কৃতি—'ঝঙ্কার' দ্রঃ।

ঝঞ্ঝন, ঝঞ্ঝনা—ঝনঝন বা ঝমঝম শব্দ। অনুকার শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঝঞ্ঝনায়মান—ঝনঝন বা ঝমঝম শব্দ করিতেছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

ঝঞ্ঝনে—ঝনঝন বা ঝমঝম শব্দকারী; সম্পূর্ণ নীরস, অতি শুষ্ক। বাংপ্র। বিণ।

ঝঞ্ঝা—প্রবল বাত্যা, ঝড়; বৃষ্টি; ধ্বনি বিঃ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—ঝট্ (সংহত হওয়া বা করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ—ঝড়ে উত্তাল, বাত্যাবিক্ষুব্ধ। ৩তৎ। বিণ।

ঝঞ্ঝাট—হুড়াহুড়ি, চাপ, লেঠা, দায়, মুশকিল, অশান্তি, জ্বালা। বাংপ্র। বি। **ঝঞ্ঝাট পোহানো**—কষ্ট সহ্য করা; বিরক্তিজনক অবস্থায় সময় কাটানো।

ঝঞ্ঝাটে—ঝঞ্ঝাটবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ঝঞ্ঝানিল, ঝঞ্ঝামারুত, ঝঞ্ঝাবাত—প্রচণ্ড বায়ু, প্রবল ঝড়; ঝড় বৃষ্টি। ঝঞ্ঝা যুক্ত যে অনিল, মারুত, বা বাত, মধ্যপ। বি; পু।

ঝঞ্ঝাবর্ত—ঝটিকাবর্ত, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু, অতি প্রবল ঝড়। ঝঞ্ঝার আবর্ত, ৬তৎ। বি; পু।

ঝঞ্ঝাবাত—'ঝঞ্ঝানিল' দ্রঃ। [বিণ।

ঝট—ঝটিতি, চটপট, শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। ক্রি-

ঝটকা—সহসা বাত্যা, ঝাট বা ঝাপটা; হঠাৎ সবলে টান মারা; আনারস প্রভৃতি গাছের কোমল পাতা গাছ হইতে টানিয়া লইলে গোড়ায় যে কোমল অংশ থাকে তাহা; কেশাদির সহসা আঘাত ('লেজের — মারা')। বাংপ্র। বি।

ঝটকানি—সহসা জোরে টান। বাংপ্র। বি।

ঝটপট—১। তাড়াতাড়ি। ক্রি-বিণ। ২। অস্থিরতা প্রকাশ; ডানা নাড়ার শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঝটাপটি—পরস্পর ধারণ ও পতন, ঝাপটাঝাপটি। বাংপ্র। বি।

ঝটিকা—ঝড়। বাংপ্র। বি।

ঝটিকাবর্ত—একপ্রকার ঘূর্ণিবায়ু। ৬তৎ। বি; পু।

ঝটিত—ঝটিতি, শীঘ্র। কপ্র। অ।

ঝটিতি—শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। ঝট্ (সংহত হওয়া বা করা)+কিতিচ্ কর্তৃ। অ।

ঝড়—ঝটিকা, বাত্যা। বাংপ্র। বি।

ঝড়ঝাপটা—ঝড় ও তাহার আঘাত; আপদ্ বিপদ্; বাধাবিঘ্ন; সংসারের দুঃখ। বাংপ্র। বি।

ঝড়তি, ঝড়তি-পড়তি—যাহা ঝরিয়া পড়ে, অপব্যয়। বি।

ঝড়ো, ঝোড়ো—ঝড়ে জাত; ঝড়ে আহত বা পতিত; ঝড়ের মত। বাংপ্র। বিণ।

ঝনকাঠ—দ্বারের মাথার কাঠ, কপালি। বাংপ্র। বি।

ঝনঝন - ঝঞ্ঝন (তাহা দ্রঃ)।

ঝনৎকার—ঝনঝন ইত্যাকার শব্দ। ঝনৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ঝনাৎ—হঠাৎ জোরে ঝন্ শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঝপ, ঝপঝপ—দ্রুত, শীঘ্র, থপ; অনুকার শব্দ ('ঝপঝপ করে বৃষ্টি হচ্ছে')।

ঝপাঝপ—১। বারবার ঝপঝপ শব্দ। অ। ২। তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঝমঝম, ঝমাঝম—বৃষ্টি নূপুর মল প্রভৃতির শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঝম্প—লম্ফ, লাফ, ঝাঁপ। ঝম্ (অনুকরণ শব্দ)—পত্ (পড়া)+ড ভাব। বি; পু।

ঝর- নির্ঝর, ঝরনা; সমূহ। ঝৄ (জীর্ণ হওয়া)+অল্ করণ। বি; পু।

ঝরঝর—জলাদি পতনের শব্দ বা তদ্রূপ ভাব। বাংপ্র। অ।

ঝরঝরে—পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, তকতকে; দানাদানা; স্পষ্ট; হালকা; সুস্থ; ঝাঁঝরা, নষ্ট ('পরকাল — হওয়া')। বাংপ্র। বিণ।

ঝরণা, ঝরনা—নির্ঝর, পর্বতাদি হইতে ক্ষরিত জল। বাংপ্র। বি।

ঝরা—১। নির্ঝর, ঝরনা; সমূহ। ঝর+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অশ্বত্থাদিবৃক্ষমূলে জলদানের নিমিত্ত শাখাবিলম্বিত সচ্ছিদ্র ভাণ্ড। বি। ৩। ক্ষরিত

হওয়া; নিঃসৃত হওয়া, গলিত হওয়া, গলা, ফোঁটা ফোঁটা করিয়া পড়া বা বাহির হওয়া; খসিয়া পড়া, চ্যুত হওয়া; স্রাব-বিশিষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঝরানো—ঝরিত করা; নাড়া দিয়া পাতিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঝরিত—ক্ষরিত, যাহা ঝরিয়া পড়িয়াছে এমন, চ্যুত। বাংপ্র। বিণ।

ঝরী—নির্ঝর, ঝরনা; সমূহ। ঝর+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝরে—ঝরিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝর্ঝর—বাদ্যভাণ্ড বিঃ; ডিণ্ডিম; পটহ; শব্দ বিঃ। ঝর্ঝ্‌ (রব করা)+অরন্ কর্তৃ। বি; পু।

ঝর্ঝরা—বারনারী, বেশ্যা। ঝর্ঝ্‌ (নিন্দা করা)+অরন্ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝর্ঝরে—ঝরঝরে (তাহা দ্রঃ)।

ঝলক—জ্বালা, শিখা; দমকা; প্রভা, দীপ্তি, চমক; মুখ হইতে উদ্গীর্ণ জলাদির এক এক মাত্রা। বাংপ্র। বি।

ঝলকানো—ঝলক দেওয়া; ঝলকিত বা ঝলসিত হওয়া; দীপ্তিবিকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি। [বিণ।

ঝলকিত—ঝলসিত, দীপ্তোজ্জ্বল। বাংপ্র।

ঝলঝলে—দোলায়মান, দোদুল্যমান। বাংপ্র। বিণ।

ঝলমল—শিথিলভাবে ঝুলন; ঝোলা ও দোলার ভাব; ঝকমক। বাংপ্র। বি। বিণ - **ঝলমলে**।

ঝলস—ঝলক, দীপ্তি, চমক; জ্বালা, আঁচ, তেজ। প্রাদে। বি। [বাংপ্র। ক্রি।

ঝলসানো—আধপোড়া করা বা হওয়া।

ঝলসিত—ঝলকিত (তাহা দ্রঃ)।

ঝলা—১। জ্বালা, দীপ্তি, চমক, জলুস। বাংপ্র। বি। ২। জ্বলা, দীপ্তি বিকাশ করা, ঝক্ দেওয়া; ঝুলিতে থাকা, ঝলমল করিয়া ঝুলা। কপ্র। ক্রি।

ঝলি—ঝকমক করিয়া; ঝলমল করিয়া। কপ্র। ক্রি।

ঝল্লক—কাংস্যবাদ্য। ঝল্ল—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ী—বাদ্য বিঃ। ঝল্ল—রা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ঝাউ—ঝাবুক বৃক্ষ, বল্মকুপ বিঃ, তারের মত পাতাওয়ালা গাছ। বাংপ্র। বি।

ঝাঁ—শীঘ্র, চট্‌, ঝটিতি; অনুকরণ শব্দ। বাং-প্র। অ।

ঝাঁই—অতি শীঘ্র, ঝাঁঝাল। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

ঝাঁক—পক্ষিমৎস্যাদির সমূহ, গণ, দল। বাং-প্র। বি।

ঝাঁকড়মাকড়, ঝাঁকড়া—ঝোপঝুলা; গোছাগোছা লম্বা, এলোথেলো। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঝাঁকনি, ঝাঁকানি, ঝাঁকাড়ি, ঝাঁকি—বেগে সঞ্চালন, ধাক্কা। বাংপ্র। বি।

ঝাঁকরানো—নাড়া দেওয়া, জোরে নাড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঝাঁকা—১। বড় চেঙ্গারি; মুটেদিগের ভারবহনপাত্র। বি। ২। আলোড়িত করা; কম্পিত করা; (গবাদি পশুর) মুখপদক্ষতরোগে আক্রান্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঝাঁজ, ঝাঁঝ—জ্বালা, হল্কা, আঁচ, তেজ, উগ্রতা; ক্রোধ; উগ্রগন্ধ; কাংস্যবাদ্য বিঃ, একপ্রকার নূপুর। বাংপ্র। বি।

ঝাঁজর—কাঁসর; নূপুর বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঝাঁজরা—ফোঁপরা, সচ্ছিদ্র। বাংপ্র। বিণ।

ঝাঁজালো—ঝাঁজবিশিষ্ট, তেজাল। বাংপ্র। বিণ।

ঝাঁঝরা—বহুছিদ্রযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঝাঁঝরি, ঝাঁজরি—বহু ছিদ্রবিশিষ্ট বড় হাতা, ছানতা; কয়লার উনানের লৌহময় অঙ্গারাধার; নরদমার মুখের গরাদে; গাছে জল দিবার ঝারি। বাংপ্র। বি।

ঝাঁঝাঁ—সূর্যকিরণের তীব্রতা; দ্রুততা-সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঝাঁট—১। ঝাঁটাদ্বারা সম্মার্জন। বাংপ্র। বি। ২। ঝটিতি। প্রা কপ্র। অ।

ঝাঁটা—খাঙ্গরা, সম্মার্জনী। বাংপ্র। বি।

ঝাঁটাতারা—ধূমকেতু। বাংপ্র। বি।

ঝাঁটানো—ঝাঁট দেওয়া, সম্মার্জনীদ্বারা পরিষ্কার করা; ঝাঁটা মারা, ঝাঁটাপিটা করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঝাঁপ—১। ঝম্প, লম্ফ, লাফ; গাজনের সময় উচ্চমঞ্চ হইতে নিম্নে লম্ফ প্রদান; দরমার কপাট, আগোড়, বেড়া; তাঁত বুনিবার সময় টানাসুতার মধ্যবর্তী ফাঁক যাহার ভিতর দিয়া মাকু চলাচল করে; আচ্ছাদন; আক্রমণ। বি।

২। আচ্ছাদন কর, ঢাক; আচ্ছাদিত করি। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝাঁপতাল—সংগীতের তাল বিঃ। < ঝম্পাতাল। বি।

ঝাঁপন—ঢাকা, লুকানো। প্রা কপ্র। বি।

ঝাঁপা—পড়া, পতিত হওয়া; চাপা দেওয়া; ঢাকা, আচ্ছাদিত করা, লুকানো; ক্ষেপণ করা; মনে উদয় হওয়া, মনে পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঝাঁপাই—১। ঝম্প, লাফালাফি; সন্তরণে লম্ফ বা আছড়াআছড়ি। বাংপ্র। বি। ২। ঢাকিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝাঁপান—১। গাজনের সময় লম্ফপ্রদান অনুষ্ঠান; মনসার গান ও তৎপূজার উৎসব; পাহাড়ে উঠিবার ডুলি বিঃ। বি। ২। লম্ফপ্রদান করা, লাফাইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঝাঁপি—১। ক্ষুদ্রপেটিকা, ঢাকনিযুক্ত ছোট পেতে বা চুবড়ি। বাংপ্র। বি। ২। ঝাঁপ দিয়া; ঢাকিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঝাঁসি—উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদ বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও শহর। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে চান্দেল রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। পরে তাঁহাদের অনুচর খাঙ্গারগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। ইঁহারাই "কড়ার" দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করেন। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীতে বুন্দেলাগণ ইঁহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া মাউ নামক স্থানে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করে। ইহারা কড়ার দুর্গ অধিকার করে এবং চতুর্দিকস্থ স্থানগুলি নিজাধিকারে আনে। সেই স্থানগুলির সমষ্টি তাহাদের নামানুসারে বুন্দেলখণ্ড নামে আখ্যাত হয়। ইহাদের নায়ক রুদ্রপ্রতাপ অর্চানগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রীঃ ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অর্চার অধিপতি বীরসিংহদেও ঝাঁসির দুর্গ নির্মাণ করেন। যুবরাজ সেলিমের প্ররোচনায় ইঁনি আকবরের প্রিয় মন্ত্রী ও ঐতিহাসিক আবুল ফজলকে হত্যা করায়, সম্রাটের বিরাগভাজন হন। মোগলসৈন্য ইঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে, ইনি পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। যুবরাজ সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর, ইনি আবার সম্রাট্ দরবারে গৌরব লাভ করেন। ইহার পর বুন্দেলা-নায়ক ছত্রশাল, বাহাদুরসাহের নিকট হইতে ঝাঁসি জেলা প্রাপ্ত হন। মুসলমান-গণ কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ছত্রশাল মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৩৪ খ্রীঃ মৃত্যুকালে ইনি মহারাষ্ট্রীয়গণকে পুরস্কারস্বরূপে ইঁহার রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ দান করিয়া যান। বর্তমান ঝাঁসি-বিভাগের কিয়দংশ উহার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু বর্তমান ঝাঁসি জেলা তাহার বহির্ভূত ছিল। ১৭৪২ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ অর্চা রাজ্য অধিকার করে। তাহাদের সেনাপতি ঝাঁসি শহর প্রতিষ্ঠিত করে। ত্রিশ বৎসরকাল জেলাটি পেশোয়ার প্রভুত্বার অধীনে থাকে। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয় রাজপ্রতিনিধিগণ একপ্রকার স্বাধীনভাবে এ জেলার শাসনকার্য সম্পাদন করিতেন। ১৮০৪ খ্রীঃ জেলার তদানীন্তন শাসনকর্তা সিউরাও ভাও ইংরাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু

ঘটিলে তাঁহার পৌত্র রামচাঁদ রাও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮১৭ খ্রীঃ পেশোয়া ইংরাজকে বুন্দেলখণ্ডের সমস্ত স্বত্ব অর্পণ করিলে ইংরাজ রামচাঁদকে রাজা উপাধি প্রদান করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ রামচাঁদ অপুত্রক অবস্থায় গতাসু হইলে, ইংরাজ তাঁহার খুল্ল-পিতামহ রঘুনাথ রাওকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি ঋণভারাক্রান্ত হইয়া অপুত্রক অবস্থায় ১৮৩৫ খ্রীঃ দেহত্যাগ করিলে, ইহার ভ্রাতা গঙ্গাধর রাওকে ইংরাজ তৎপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অপুত্রক অবস্থায় গঙ্গাধর রাও লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার সমস্ত অধিকার ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। তাঁহার রানীকে বৃত্তিদান করিবার ব্যবস্থা হয়। রানীকে দত্তক গ্রহণ করিবার অনুমতি দান না করায় তিনি অসন্তুষ্ট হন। অসন্তোষের দ্বিতীয় কারণ এই যে, খাদ্যের জন্য রাজ্যমধ্যে গোহত্যা করা হইত। হিন্দু প্রজাগণও এই ব্যাপারে উত্তেজিত হইয়া উঠে। সুতরাং ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে রানীপ্রমুখ ঝাঁসির প্রজাগণ বিদ্রোহে সোৎসাহে যোগদান করে এবং ইংরাজ-কর্মচারীর হত্যা ও ধনাগার অধিকার করে। ১৮৫৮ খ্রীঃ ৫ই এপ্রিল স্যার্ হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) দুর্গ ও শহর বিদ্রোহিগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন। তাঁতিয়া তোপীর সঙ্গে রানী পলায়ন করেন। পরিশেষে গোয়ালিয়র দুর্গের পাদমূলে অশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রানী রণশয্যায় শয়ন করেন। এই বৎসরের নভেম্বর মাসে জেলায় শান্তি স্থাপিত হয়, এবং শাসন কার্যের সুব্যবস্থা সম্পাদিত হয়। পেশোয়া কর্তৃক ঝাঁসি জেলা ইংরাজকে প্রদত্ত হইলে, ইংরাজ ঝাঁসি শহরটি গোয়ালিয়র-রাজকে দান করিয়াছিলেন। উত্তরকালে অন্য স্থানের বিনিময়ে শহরটি ইংরাজের অধিকারে আসে।

ঝাঝর—জীর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

ঝাট—১। নিকুঞ্জ; কান্তার। ঝট+ঘঞ্ করণ। বি; পু। ২। শীঘ্র, ঝট্। প্রা কপ্র। অ। [কপ্র। বি।

ঝাটহি—ঝাটে, নিকুঞ্জে, কান্তারে। প্রা।

ঝাটি—ঝাঁটিগাছ, ঝাঁটিফুল। প্রা কপ্র। বি।

ঝাট্যাভি—ঝাঁটা ব্যবহারকারী, যে ঝাঁট দেয়, ঝাড়ুদার। প্রা কপ্র। বি।

ঝাড়—গুচ্ছ, স্তবক; আলোকাধার; মন্ত্রদ্বারা রোগ ভূত প্রভৃতি দূরীকরণ। বাংপ্র। বি।

ঝাড়ন—ঝাড়া কার্য; ধূলা দূরীকরণ; ঝাড়-ফুঁক; যাহা দ্বারা ঝাড়া যায়, সম্মার্জনী, ধূলা ঝাড়িবার বস্ত্রখণ্ড। বাংপ্র। বি।

ঝাড়পোঁছ—ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পরিষ্কার করণ। বাংপ্র। বি।

ঝাড়ফুঁক—ভূত তাড়াইবার বা রোগ সারাইবার জন্য ফুৎকার সমেত মন্ত্র। বাংপ্র। বি।

ঝাড়া—১। সংহত; নির্মলীকৃত; স্পষ্ট; একটানা, অবিরাম। বিণ। ২। পরিষ্কার করা, বস্ত্র বা ঝাঁটা বুরুশাদি দ্বারা ধূলা দূর করা; খালি বা উজাড় করা; মন্ত্রদ্বারা রোগ বিষ ভূত প্রভৃতি দূরীভূত করা; বাহির করা; নিক্ষেপ করা। বাংপ্র। ক্রি। **গা ঝাড়া**—আলস্য ত্যাগ করা। **বিষ ঝাড়া**—বিষ বাহির করা; জব্দ করা। **ভূত ঝাড়া**—লোকের ভূতাবেশ দূর করা; রীতিমত মারধর বা তিরস্কার করিয়া শায়েস্তা করা।

ঝাড়াই—ঝাড়ার কাজ, সাফকরণ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঝাড়ানো—ধূলা দূর করানো; বহিষ্কৃত করানো, ছাড়ানো; ঝাড়ফুঁক করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঝাড়ালো ঝাড়বিশিষ্ট; লম্বাচৌরস। বাংপ্র। বিণ।

ঝাড়ু—১। সম্মার্জনী, ঝাঁটা, কোঁস্তা। হি। ২। চামর। প্রা কপ্র। বি।

ঝাড়ুদার—যে ঝাঁট দেয়; মেথর। হি-মু। বি বা বিণ।

ঝাণ্ডা—ধ্বজদণ্ড, নিশান। হি। বি।

ঝানু—পাকা, ঝুনা, চতুর। বাংপ্র। বিণ।

ঝাপট, ঝাপটা—বৃষ্টির ছাঁট; দমকা বাতাস; হঠাৎ জোরে আঘাত; একরকম গহনা। বাংপ্র। বি।

ঝাপসা—চোখের রোগ বিঃ (যাহাতে চোখে কুয়াশার মতন দেখায়); অস্পষ্ট, ক্ষীণ। হি-মু। বি বা বিণ।

ঝাবু, ঝাবুক—ঝাউগাছ। ঝা—বা (গমন করা)+ডু কর্তৃ=ঝাবু। ঝাবু+কণ্=ঝাবুক। বি; পু।

ঝামক—ঝামা, অতিরিক্ত পোড়া ইট। ঝম্ (ভক্ষণ করা)+ণক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ঝামটা—দমকা, ঝাপটা; কোপ, ক্রোধ-প্রকাশ; তিরস্কার। বাংপ্র। বি।

ঝামর, ঝামরু—কৃষ্ণবর্ণ, মলিন, ম্লান, শুষ্ক। প্রা কপ্র। বিণ।

ঝামরানো—রসাধিক্যে ভারী হওয়া; বর্ষণোন্মুখ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [বি।

ঝামা—অত্যন্ত পোড়া ইট। <ঝামক।

ঝারা—ধারা; সচ্ছিদ্র জলপাত্র দিয়া ক্ষরিত জলধারা বা সেই পাত্র। বাংপ্র। বি।

ঝারি—জলপাত্র বিঃ, গাড়ু; গাছে জল দিবার সচ্ছিদ্র পাত্র। বাংপ্র। বি।

ঝাল—১। জ্বালাকর কটুতা, কটুরস; লঙ্কা, মরিচ প্রভৃতি ঝাল স্বাদযুক্ত মসলা; ঝাল ব্যঞ্জন; প্রসূতির জন্য ঔষধ বিঃ; ক্রোধ, গায়ের জ্বালা; ধাতু জুড়িবার পান। বি। ২। কটু, লঙ্কার মত স্বাদবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ঝালর—দীপ্তিমান্ শ্রেণীবদ্ধ লম্বিত অলংকার; তরঙ্গের আকারে যে বস্ত্র মশারি চাঁদোয়া প্রভৃতির প্রান্ত হইতে ঝুলিয়া থাকে। বাংপ্র। বি।

ঝালা—পান দিয়া জোড়া; পাঁক দাম প্রভৃতি তুলিয়া পরিষ্কার করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঝালানো—পান দিয়া জোড়ানো; পঙ্কোদ্ধার করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঝালাপালা ১। জ্বালাপোড়া; পীড়ন; বিরক্তিকর উচ্চ শব্দ। ২। উচ্চশব্দে বধিরপ্রায়; উত্ত্যক্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঝালি—সেচনীদ্বারা জল-সেচন নিমিত্ত জলভাণ্ডার; সেচনীর জল যে গর্তে পড়ে তাহা; পেটিকা, পেঁড়া। বাংপ্র। বি।

ঝি—দুহিতা, কন্যা, মেয়ে; কন্যাস্থানীয়া দাসী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঝিউড়ী—কন্যা, দুহিতা; কুমারী কন্যা। বাংপ্র। বি।

ঝিঁক—উনানের ভিতরের আগুন বাহির হইবার নিমিত্ত উনানের পরিধিতে প অগ্নিধূম-নির্গমপথ; উনানের পরিধির উপরকার উঁচু অংশ যাহার উপর হাঁড়ি বসানো হয়। বাংপ্র। বি।

ঝিঁকুট, ঝিকুট—অকালপক; শুষ্ক ও চিমড়ে। বাংপ্র। বিণ।

ঝিঁঝিঁ—পতঙ্গ বিঃ, ঝিল্লী। বাংপ্র। বি।

ঝিঁঝিঁট—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঝিক—উৎক্ষেপ; বেগে বহির্গমন। প্রাদে। বি।

ঝিকমিক, ঝিকিমিকি—দীপ্তিবিকাশ, চকচক করা। বাংপ্র। অ, বি। **ঝিকিমিকি বেলা**—সন্ধ্যার প্রাক্কাল, সূর্যাস্ত কাল।

ঝিকুর—মস্তিষ্ক। বাংপ্র। বি।

ঝিঙ্গা, ঝিঙা—তরকারি ফল বিঃ। <ঝিঙ্গী। বি।

ঝিঙ্গী—ঝিঙা। ঝিন্গ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঝিল্লী—ঝিঁঝিঁ পোকা। ঝিল্লা+অচ্ বিশিষ্টার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ঝিণ্টিকা, ঝিণ্টী—ঝাঁটিগাছ। ঝিণ্টী=ঝিম্ (অনুকরণ শব্দ)—রট্ (রব করা)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। ঝিণ্টিকা=ঝিণ্টী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

ঝিমঝিম, ঝিমঝিমি—অঙ্গসুপ্তি, চাপ পাইয়া পদাদি অঙ্গের অসাড়তা ও তাহাতে কম্পনতুল্য অনুভূতি। বাংপ্র। বি।

ঝিঝিকিঝিঝি—নূপুরের শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঝিনুক—জলচর দ্বিখোলকী প্রাণি বিঃ, শুক্তি, mussel; শিশুকে দুধ খাওয়াইবার ঝিনুকখোলার আকারের রূপা বা পিতলের চমস। বাংপ্র। বি।

ঝিন্দনকুমারী—পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎসিংহের পত্নী এবং মহারাজ দলিপসিংহের জননী। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারানী ঝিন্দন দলিপসিংহকে প্রসব করেন। সেই সময়ে ১০১টি শিখ-তোপ গভীর নির্ঘোষে এই সুসংবাদ দিগ্‌দিগন্তে প্রচার করিয়াছিল। রণজিৎসিংহের মৃত্যুর পর খড়্গসিংহ, নেওনেহাল সিংহ ও সেরসিংহ পর পর পঞ্জাবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কেহই দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ করিতে পান নাই। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সেরসিংহ নিহত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় দলিপসিংহ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার মাতা ঝিন্দন অভিভাবিকারূপে রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ধ্যানসিংহের পুত্র হীরাসিংহ উজীর পদ প্রাপ্ত হইলেন।

মহারানী ঝিন্দনের চরিত্র অতি বিচিত্র। ইনি পুরুষোচিত ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, নির্ভীকতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে ভূষিতা ছিলেন। ইঁহার ন্যায় তেজস্বিনী রমণী জগতের ইতিহাসে নিতান্ত বিরল। অনেকে ইঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরী রানী এলিজাবেথের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এত সদ্‌গুণ সত্ত্বেও একমাত্র দোষেই ইনি রাজদণ্ড পরিচালনের সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইনি নিজের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে পারেন নাই। লালসিংহ নামক একজন শিখসর্দার ইঁহার অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। লালসিংহের প্রতি ঝিন্দন এতদূর অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, লালসিংহ মহারানীর প্রাসাদেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিষয়ে ঝিন্দনকে তিরস্কার করায় হীরাসিংহ প্রভৃতি মহারানীর কোপে পড়িয়া লাহোর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং পলায়নকালে খালসা-সৈন্য কর্তৃক নিহত হইলেন।

পরে রানীর ভ্রাতা জবাহিরসিংহ ও লালসিংহ রাজ্যের সর্বোচ্চ পদে আসীন হইলেন। এই দুই ব্যক্তিই বিলাসপ্রিয়, কাপুরুষ এবং বীরপ্রকৃতি খালসা-সৈন্যগণকে সুশাসনে রাখিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই খালসা-সৈন্য জবাহিরসিংহের প্রাণবধ করিল। অতঃপর তেজসিংহ প্রধান সেনাপতি হইলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের পর লালসিংহ প্রধান সচিবপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইহার পর ঝিন্দন ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত হন। ভৈরওয়ালার সন্ধি অনুসারে দলিপসিংহের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত ইংরেজ গভর্নমেণ্ট স্বহস্তে পঞ্জাবের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। মহারানীকে বার্ষিক দেড়লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাজকার্য হইতে অপসারিত করা হইল। ইতঃপূর্বে লালসিংহ ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করায় মাসিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তিসহ বারাণসীতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন।

মহারানী ঝিন্দন রাজকার্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় অতিশয় দুঃখিতা হইলেন এবং গোপনে শিখসর্দারগণের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। রাজ্যের অশান্ত ব্যক্তিগণ ইঁহার নিকট আশ্রয় লইল। রেসিডেণ্ট এই সকল কথা গভর্নর-জেনারেলকে বিজ্ঞাপিত করায়, তিনি শিশু দলিপসিংহকে জননীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার আদেশ দিলেন। সেই আদেশ পাইয়া রেসিডেণ্ট রাজ্যের প্রধান সর্দারগণের মত লইয়া রানীকে তাঁহার নিজ অলংকারপত্রাদিসহ সেখপুরার দুর্গে প্রেরণ করিলেন। দুর্গে অবস্থানকালে রানীর বৃত্তি হ্রাস করিয়া মাসিক চারি সহস্র টাকা ধার্য করা হয়। অতঃপর পুনরায় ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে রানীকে উক্ত দুর্গ হইতে মণিরত্ন অলংকারাদিসহ বারাণসীতে প্রেরণপূর্বক তাঁহার বৃত্তি আরও কমাইয়া মাসিক এক সহস্র টাকা করা হয়। কিছুদিন পরে ঝিন্দনকে পুনরায় বিদ্রোহে ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ভাবিয়া গভর্নমেণ্ট তাঁহার মণিরত্ন অলংকারাদি বাজেয়াপ্ত করিলেন।

রণজিৎ-মহিষীর নির্বাসনে খালসা-সৈন্য নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অনেক ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন, ঝিন্দনের নির্বাসনই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ। ইহার পর চিলিয়ানওয়ালার ক্ষেত্রে ইংরেজ-সৈন্য শিখ-সৈন্যের নিকট পরাভূত হইলে ঝিন্দন গভর্নর-জেনারেলের নিকট প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, 'আমাকে কারাবাস হইতে মুক্ত করিয়া পঞ্জাবে প্রেরণ করা হউক; আমি সহজেই বিদ্রোহ দমন করিতে পারিব।' কিন্তু গভর্নর-জেনারেল সে কথায় বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। গুজরাটের যুদ্ধে শিখ-সৈন্য সম্পূর্ণ পরাজিত হইলে, শিখ-সর্দারগণ ইংরেজের আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অতঃপর পঞ্জাবরাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। শিশু মহারাজ দলিপসিংহ বৃত্তিসহ ফতেহপুরে প্রেরিত হইলেন। মহারানী ঝিন্দন বারাণসী হইতে চুনারে নীতা হইলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কৌশলে চুনারের কারাবাস হইতে পলায়ন করিয়া অতি কষ্টে নেপালের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হইয়া নেপালরাজের শরণার্থিনী হইলেন। নেপালের মন্ত্রী জঙ্গবাহাদুর তৎক্ষণাৎ ঝিন্দনকে নেপালস্থ ইংরেজ রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করিলেন।

ইহার কিছুদিন পরেই দলিপসিংহ ইংলণ্ডে গমন করিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দলিপসিংহ আপনার সম্পত্তির মীমাংসা এবং জননীর একটা বন্দোবস্ত করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিলেন। গভর্নর-জেনারেল ঝিন্দনকে নেপাল হইতে ভারতবর্ষে আসিবার অনুমতি দিলেন। মহারানী দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখসন্দর্শনে অতিশয় পুলকিত হইয়া বলিলেন, 'আর আমি পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না।' মহারানী ইতঃপূর্বে চুনারে যে সকল অলংকারপত্র ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে প্রত্যর্পণ করা হইল। অল্প দিন মধ্যেই দলিপ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলে, মহারানী ঝিন্দন বহু অনুচরীসহ পুত্রের সহিত ইংলণ্ডে গমন করিলেন। লণ্ডন নগরে ল্যাঙ্কেস্টার গেটের নিকট একটি বৃহৎ বাটী তাঁহাদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট হইল।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে অগস্ট মাসে মহারানী ঝিন্দন লণ্ডন নগরে প্রাণত্যাগ করিলেন। যতদিন ঐ শবদেহ সংকারার্থ ভারতবর্ষে নীত না হইয়াছে, ততদিন উহা কেনশালের সমাধিক্ষেত্রে রক্ষিত হইয়াছিল। বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ইংরেজ সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণজিৎ-মহিষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দলিপসিংহ জননীর মৃতদেহ লইয়া বোম্বাই নগরে উপনীত হন, এবং নর্মদা-তীরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন।

ঝিম—অবসন্ন, তন্দ্রালস; নেশায় জড়ীভূত। বাংপ্র। বিণ।

ঝিমকিনি—তন্দ্রাভাব; গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। বাংপ্র। বি।

ঝিমঝিম—(গা-মাথায়) অবশতা বোধ। বাংপ্র। অ।

ঝিমনো, ঝিমানো—নিদ্রাতুর বা নেশায় জড়ীভূত হইয়া দোলিত হওয়া, ঢুলা। বাংপ্র। ক্রি।

ঝিয়ারী—ঝি, কন্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঝিয়ে—হে ঝি, ও মেয়ে, কন্যে, তনয়ে। সম্বোধন পদ। প্রা কপ্র। বি।

ঝিরঝির—মৃদুমন্দভাবে (বাতাস বহা);

পাতলা জ্যালজেলে বা ছেঁড়া। বাংপ্র। অ। বিণ -ঝিরঝিরে।
ঝিল—লম্বা ধরনের বড় জলাশয়। বাংপ্র। বি।
ঝিলমিল—ঝলমল, ঝিকমিক। বাংপ্র। অ।
ঝিলমিলি—জানালা প্রভৃতির খড়খড়ি; পালকির কপাট। বাংপ্র। বি।
ঝিলিক—ঝলক বা ক্ষণস্থায়ী আলোক (দেওয়া)। বাংপ্র। বি। **ঝিলিক দেওয়া, ঝিলিক মারা**—বিদ্যুৎ চমকানো।
ঝিলিমিলি—ঝলমলে; ঝকমকে ও ঢেউ-খেলানো। বাংপ্র। বিণ।
ঝিল্লিকা, ঝিল্লী—ঝিঁঝিঁ পোকা; স্তেজঃ, ঝাঁ ঝাঁ; পাতলা চামড়া, membrane. ঝিল্লী=চিল্ল (শিথিল হওয়া, ইত্যাদি)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। ঝিল্লিকা=ঝিল্লী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী
ঝিল্লীকণ্ঠ—পারাবত, পায়রা। বহু। বি; পুং।
ঝিল্লীধ্বনি ঝিল্লীর শব্দ, ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। ৬তৎ। বি; পুং।
ঝিল্লীরব ঝিল্লীধ্বনি। ৬তৎ। বি; পুং।
ঝী—'ঝি' দ্রঃ।
ঝুঁকা, ঝোঁকা—নত হওয়া; পক্ষপাতিত্ব দেখানো; আকৃষ্ট হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
ঝুঁকি—ঝোঁক, দায়িত্ব, ভার। বাংপ্র। বি। **ঝুঁকি সামলানো**—দায়িত্ব লইয়া যোগ্যতার সহিত কার্যসাধন করা।
ঝুঁকী—জেদী। বাংপ্র। বিণ।
ঝুঁজকিবেলা—সূর্যোদয়ের আগে ভোর-বেলা। বাংপ্র। বি।
ঝুঁজানো—রক্তক্ষরণ হওয়া; তরলপদার্থ ঝরা। বাংপ্র। ক্রি।
ঝুঁটা—শিখা; খোঁপা। প্রা কপ্র। বি।
ঝুঁটি—মাথার উপর বাঁধা চুলের গোছা; কবরী, খোঁপা; শিখা, টিকি; গরুর ককুদ। বাংপ্র। বি।
ঝুট—১। মিথ্যা, অসত্য; অনর্থক। বাংপ্র। বিণ। ২। উচ্ছিষ্ট; অপবিত্র দ্রব্য। প্রা কপ্র। বি।
ঝুটক—মিথ্যা, অনর্থক। প্রা কপ্র। বিণ।
ঝুটমুট—মিছামিছি, অকারণে। হি। অ।
ঝুটা, ঝুটো মিথ্যা, অসত্য; নকল ('— মুক্তা'); উচ্ছিষ্ট। হি। বিণ।
ঝুটাপটি, ঝুটোপটি, ঝটাপটি—জাপটাজাপটি, হুড়োমুড়ি। বাংপ্র। বি।
ঝুড়ি—ছোট ঝোড়া, পেতে বা টুকরি। বাংপ্র। বি।
ঝুড়িঝুড়ি—বহু, ভূরি ভূরি। বাংপ্র। বিণ।
ঝুনা—পাকা, শুষ্ক; পাকিয়া শুকাইয়া কঠিন ('— নারিকেল'); ধূর্ত, অভিজ্ঞ, ঝানু বাংপ্র। বিণ।
ঝুপ্, ঝপ্—ক্ষিপ্র; লম্ফ ইত্যাদির শব্দ। বাংপ্র। অ।
ঝুপড়ি—ঝোপের মত আকারের; ছোট ('— ঘর')। বাংপ্র। বিণ।
ঝুমকা, ঝুমকো—দোদুল্যমান পুং বিঃ; কর্ণভূষণ বিঃ। বাংপ্র। বি।
ঝুমঝুমি—ছোট ছেলেদের খেলনা বিঃ। বাংপ্র। বি।
ঝুমুর (ঝুমরি)—একপ্রকার কবি গান; একপ্রকার গহনা। বাংপ্র। বি।
ঝুরঝুর—ঝরঝর, আস্তে আস্তে বালি প্রভৃতি খসিয়া পড়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।
ঝুরা—ঝরা, ঝরিয়া পড়া; অশ্রুমোচন করা, কাঁদা। কপ্র। ক্রি।
ঝুরি—১। বটগাছ প্রভৃতির শাখালম্বিত মূল, বায়ব্য শিকড়, নামনা; বেসনের তৈরী খাদ্যদ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। ২। ক্ষুদ্র খণ্ড। প্রা কপ্র। বি।
ঝুরিভাজা—উত্তমরূপে ভাজা কোন বস্তুর গুঁড়া; বেসন দ্বারা প্রস্তুত খাবার জিনিস বিঃ। বাংপ্র। বি।
ঝুল—বিলম্বন, ঝুলন, ঝুলিতে থাকা; দোলন; দেহের উচ্চ দিক্ হইতে নিম্ন দিকের মাপ; ঘনীভূত ধূম, প্রদীপাদির কালী; মাকড়সার জালে বদ্ধ ধূলি ধূমাদি। বাংপ্র। বি।
ঝুলন—ঝুল, দুল, দোলন; শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রোক্ত উৎসব বিঃ (ইহা শ্রাবণ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পৌর্ণমাসী পর্যন্ত হয়)। বাংপ্র। বি।
ঝুলা—লম্বিত হওয়া, দোদুল্যমান হওয়া, দুলা, দোল খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
ঝুলাঝুলি, ঝুলোঝুলি—পীড়াপীড়ি, জেদাজেদি। বাংপ্র। বি।
ঝুলানো—লম্বিত করা, দুলানো, টাঙ্গানো। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। বি।
ঝুলি—বস্ত্রাদিনির্মিত আধার, থলি; পকেট।
ঝেঁতলা—ধান শুকাইবার মাদুর বিঃ, 'তলাই'। বাংপ্র। বি।
ঝোঁক—ঝুঁকি, আনতি, ভর; দায়িত্ব; রোক, ঠোক, জেদ; প্রবৃত্তি; আগ্রহ; শখ; আকর্ষণ; পক্ষপাতিত্ব; প্রভাব ('নেশার —')। বাংপ্র। বি।
ঝোঁটন—ঝুঁটি (আদরে)। বাংপ্র। বি।
ঝোঁটা—ঝুঁটি (অবজ্ঞায়)। বাংপ্র। বি।
ঝোড়, ঝোপ—ক্ষুদ্র বন; গুল্ম। বাংপ্র। বি।
ঝোড়া—১। চাঁচা ছোলা। বিণ। ২। ঝোড়া বাঁশ কঞ্চিদ্বারা নির্মিত পাত্র, পেতে। বাংপ্র। বি।
ঝোরা—স্বাভাবিক সামান্য জলস্রোত, সোঁতা। বাংপ্র। বি।
ঝোল—জুষ, ব্যঞ্জনের রস। বাংপ্র। বি।
ঝোলা—১। বস্ত্রাদি নির্মিত বড় থলি। বি। ২। ঝুলা (তাহা দ্রঃ)। ক্রি। ৩। ঝুল-বিশিষ্ট (আস্তিন প্রভৃতি); ঝোলের মত পাতলা ('— গুড়')। বাংপ্র। বিণ।

ঞ

ঞ—১। দশম ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। বৃষ; শুক্রাচার্য; ক্রূরজন; স্বধর্মভ্রষ্ট ব্যক্তি। বি; পুং। তন্ত্রে ঞকারের নিম্নলিখিত নাম দৃষ্ট হয়; যথা—বোধনী, বিশ্বা, কুণ্ডলী, মথদ, বিয়ৎ, কৌমারী, নাগবিজ্ঞানী, সব্যাঙ্গুল, নখ, বক, শর্বেশ, চূর্ণিতা, বুদ্ধি, স্বর্ণাঙ্কা, ঘর্ঘরধ্বনি, ধর্মৈকপাদ, সুমুখ, বিরজা, চন্দনেশ্বরী, গায়ন, পুষ্পধন্বা, রাগাত্মা, বরাঙ্গিণী।
ণিঞ—প্রত্যয় বিঃ,—প্রেরণার্থে ধাতুর উত্তর এই প্রত্যয় হইয়া থাকে, ইহার অপর নাম ণিচ্। বি; পুং।
ঞ্যন্ত—ণিঞ-প্রত্যয়ান্ত, ণিজন্ত। ণিঞ অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ট

ট—১। একাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান মূর্ধা। ২। পাদ; বামন; টংকার-ধ্বনি; করঙ্ক; শিব; ত্রিলোকবিখ্যাত ব্যক্তি। টক+ড কর্তৃ। বি; পুং।
টই—ঘরের চালের মটকা; টোকা; গরুর পিঠে ঘা হইলে তাহার লেজে বাঁধা উচ্চ ধ্বজাকার দণ্ড। বাংপ্র। বি।
টই-টম্বুর, -টুম্বুর—তীর পর্যন্ত জলপূর্ণ, কানায় কানায় ভরা, ছাপাছাপি, জলে স্ফীত। বাংপ্র। বিণ।
টং, টঙ্—১। ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ; অস্থায়ী চালা বা উঁচু মাচান, টঙ্গ। বি। ২। অতি ক্রুদ্ধ, রেগে খুন। বাংপ্র। বিণ।
টংকার—টঙ্কার (তাহা দ্রঃ)।
টংটং, টঙ্টঙ্—টং টং শব্দ; অকারণ টহল দিয়া ফেরা, টো টো করে বেড়ানো। বাংপ্র। অ।
টক—১। অম্ল, চুকা। বিণ। ২। অম্বল, অম্লব্যঞ্জন। বি। ৩। শীঘ্র। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।
টক-টক—ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।
টকটক্—১। টিকটিক, অনুকার শব্দ। বি। ২। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ, ঘোর লাল, টুকটুকে,

টকটকে। বিণ। ৩। টকাটক ('— কুড়ানো')। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

টকপালঙ্ক—এক প্রকার অম্ল শাক, চুকা পালঙ্গ। বাংপ্র। বি।

টকা—টক হইয়া যাওয়া, অম্ল হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

টকানো—টক করিয়া ফেলা, অম্লরস করা। বাংপ্র। ক্রি।

টকুই—চাউল ধোয়া খুচুনি। প্রাদে। বি।

ট'কো, টোকো—অম্লাস্বাদ, অম্বল। বাংপ্র। বিণ।

টক্কর—ঠোক্কর, পরস্পর ধাক্কা, সংঘর্ষ, হুঁচোট; প্রতিদ্বন্দ্বিতা; অত্যোচ্চ বাধা, বন্ধুরতা। হি। বি।

টক্করা-টক্করি—পাল্লা (দেওয়া), প্রতিযোগিতা; ধাকাধাকি। বাংপ্র। বি।

টগবগ্—ফুটন্ত জল বা ঘোড়দৌড় প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

টগর—একধরনের ফুলের গাছ বা ফুল। <তগর। বি।

টগরা—চতুর, চালাক, সেয়ানা; প্রগল্‌ভ, ধূর্ত্ত। বাংপ্র। বিণ।

টগেটগে—সাবধানতার সহিত; সন্ধান করিয়া; খোঁজ রাখিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

টঙ্ক—১। প্রস্তর-বিদারক। টনক্+অল্ কর্ম। ২। খড়্গাবরণ, খড়্গাকোষ। টনক্ +অল্ অধি। ৩। প্রস্তর ভেদ করিবার অস্ত্র; খড়্গ; কোপ। টনক্+অল্ করণ। বি; পু। ৪। খনিত্র, খননাস্ত্র; টাকা। টনক্+ণিচ্+অল্ কর্ত্তৃ। ৫। টঙ্কন, টাঁকা। টনক্+অল্ ভাব। বি; পু বা স্ত্রী। ৬। রাজপুতানার (বর্ত্তমানে রাজস্থানের) অন্তর্গত একটি পূর্ব্বতন মিত্ররাজ্য। টঙ্কের নবাবগণ "বনের" (Boner) বংশীয় পাঠান। মোগল বাদশাহ মহম্মদ সা গাজীর রাজত্বকালে তাল খাঁ নামক জনৈক পাঠান বনের দেশ পরিত্যাগ করিয়া আলী মহম্মদ খাঁ নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত রোহিলার নিকট কর্ম গ্রহণ করে। তাল খাঁর পুত্র হাইয়াৎ খাঁ মোরাদাবাদে কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি অর্জন করে। তৎপুত্র আমীর খাঁই টঙ্কের নবাব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম বয়সে আমীর খাঁ সামান্য সৈনিকের কার্য করিয়া ১৭৯৮ খ্রীঃ যশোবন্ত রাও হোলকারের অধীনে বিপুল বাহিনীর অধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং সিন্ধিয়া, পেশোয়া ও ইংরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ আমীর খাঁকে হোলকার টঙ্ক দেশ প্রদান করেন। এই বৎসরেই আমীর খাঁ জয়পুররাজের সহিত সসৈন্যে মিলিত হইয়া যোধপুররাজকে বিধ্বস্ত করেন; পরে আবার যোধপুররাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়পুররাজকে পরাজিত করেন। এইরূপে উভয় রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া আমীর খাঁ ১৮০৯ খ্রীঃ ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া নাগপুররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পথিমধ্যে ২৫,০০০ পিণ্ডারী ইঁহার সহিত মিলিত হয়। ইংরাজ ইঁহাকে ভয় প্রদর্শন করায়, ইনি রাজপুতানায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লুণ্ঠন ব্যাপারে স্বীয় সৈন্যকে নিযুক্ত করেন। ভারতের গভর্নর-জেনারেল মার্কুইস অভ হেস্টিংস, রাজপুতানায় এবং মধ্য ভারতে শান্তি স্থাপন অভিপ্রায়ে ১৮১৭ খ্রীঃ আমীর খাঁকে বলেন যে, তুমি যদি তোমার সমস্ত পদাতি অশ্বারোহী এবং গোলন্দাজ পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি টঙ্ক এবং হোলকার প্রদত্ত অন্যান্য দেশের অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিব। এ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা নিষ্ফল ভাবিয়া আমীর খাঁ তাহাতে সম্মত হন। ইংরাজ আমীর খাঁকে রামপুরা দুর্গ এবং আলীগড়-রামপুরা বিভাগ প্রদান করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ আমীর খাঁর মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র উজীর মহম্মদ খাঁ নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ উজীর মহম্মদ খাঁ লোকান্তরিত হইলে, তৎপুত্র মহম্মদ আলী খাঁ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি জনৈক সামন্তরাজের প্রতি বিশ্বাসহনন কার্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ইংরাজ ইঁহাকে ১৮৬৭ খ্রীঃ সিংহাসনচ্যুত করিয়া ইঁহার পুত্র মহম্মদ ইব্রাহিম খাঁকে তৎপদে অধিষ্ঠিত করেন। টঙ্কের নবাব ইংরাজকে কর প্রদানের দায় হইতে মুক্ত হইলেন।

টঙ্কক—টাকা। টঙ্ক+ক স্বার্থে। বি; পু।

টঙ্কণ, টঙ্কন—১। অশ্ব বিঃ, টাঙ্গন। টনক্+অন কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। সোহাগা। বি; ক্লী ও পু।

টঙ্কপতি—টাঁকশালের কর্ত্তা। ৬তৎ। বি; পু।

টঙ্কবিজ্ঞান—বহুদেশ ও বহুকাল প্রচলিত মুদ্রাপরিজ্ঞান বিষয়ক বিদ্যা মুদ্রা খাঁটি কিংবা মেকী ইহা জানিবার বিদ্যা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

টঙ্কশালা—টাকশাল, যেখানে টাকা প্রস্তুত হয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

টঙ্ক-শোধন—খাদমিশ্রিত মেকী টাকা খাঁটি করা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

টঙ্কা—১। জঙ্ঘা। টনক্+অন্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। টাকা, মুদ্রা। বাংপ্র। বি।

টঙ্কার—ধনুকের জ্যার শব্দ; প্রসিদ্ধি; খ্যাতি। টঙ্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। ব; পু।

টঙ্কিত বদ্ধ; উল্লিখিত। টনক্ (বদ্ধ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

টঙ্গ—১। টাঙ্গী; খনিত্র, খননাস্ত্র। টনক্ (বদ্ধ করা)+অল্ করণ। বি; পু বা ক্লী। ২। সর্বোচ্চ; উন্নত, স্ফীত। বিণ। ৩। উঁচু মাচান। বাংপ্র। বি।

টঙ্গস-টঙ্গস—অতিরিক্ত ভ্রমণহেতু ক্লান্তভাব। বাংপ্র। অ।

টঙ্গা—দুই চাকার ঘোড়ার গাড়ি বিঃ। বাংপ্র। বি।

টট্টরে—মুখর, যে মুখে মুখে জবাব দেয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

টড্ (Col. James Tod)—ইনি বহুকাল ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের রাজপুতানার রেসিডেণ্ট রূপে উদয়পুরে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ইনি রাজপুতজাতির বীরত্বে ও মহত্ত্বে বিমোহিত হইয়া ঐ জাতির ইতিবৃত্তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন এবং বহু পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া রাজস্থানের ইতিহাস নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রাজপুতানায় অনেক দিন থাকায় টড্ সাহেব রাজপুতদিগের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, সভ্যতা, সৌজন্য প্রভৃতি সমস্তই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাজস্থানের রাজারা ইঁহাকে পরমহিতৈষী বন্ধু বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং ভালবাসিতেন। (জন্ম ১৭৮২—২০শে মার্চ। মৃত্যু ১৮৩৫ —১৭ই নভেম্বর)।

টন—ইংরাজী ওজন বিঃ, ২০ হন্দর, ওজনে প্রায় ২৭।০ মণ। <ইং 'ton'. বি।

টনক—স্মরণ চেষ্টায় ললাটের শিরার হঠাৎ কুঞ্চন; খেয়াল, হুঁশ। বাংপ্র। বি। **টনক নড়া** মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া, হঠাৎ মনে পড়া।

টনটন, টনটনানি বেদনার ভাব, যন্ত্রণার ভাব। বাংপ্র। অ। বি—**টনটনানি**।

টনটনে—মজবুত; সম্পূর্ণ; দূরবিসারী; পাকা। বাংপ্র। বিণ। **টনটনে বরাত**—সৌভাগ্য, জোর কপাল; মন্দ বরাত।

টনি, চার্লস (Charles Tawney)—জন্ম ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ডের রগ্বী ও কেম্ব্রিজের ত্রিনিটি কলেজে শিক্ষিত। ইনি বহুদিন যাবৎ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক থাকিয়া পরে উহার অধ্যক্ষ হন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদেও কিছু দিন আসীন ছিলেন এবং বঙ্গীয় শিক্ষা-

বিভাগের কর্তৃত্বভার তিনবার অস্থায়িভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এদেশীয় ছাত্রগণ যাহাতে ইংরেজী ভাষা বিশুদ্ধভাবে লিখিতে বা বলিতে পারে, সে বিষয়ে ইঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ইনি উত্তর-রামচরিত ও আরও কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছেন। সি. আই. ই. উপাধি লাভ করিয়া ইনি লণ্ডনে ভারতসচিবের অধীনে ইণ্ডিয়া লাইব্রেরীর অধ্যক্ষস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯২২ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইনি পরলোক-গমন করেন।

টনিক- বলকারক ঔষধ। <ইং 'tonic'। বি।

টপ্—১। শীঘ্রতায়; খপ্, গপ্, হঠাৎ এক গালে (খাওয়া)। অ। ২। কোঁটা পড়ার স্থায় শব্দ। বাংপ্র। বি।

টপকানো—উল্লম্ফন করা, লাফাইয়া পার হওয়া, ডিঙ্গানো। বাংপ্র। ক্রি।

টপ্‌টপ্—বড় বড় কোঁটায়। বাংপ্র। অ।

টপাটপ- না থামিয়া, অবিরাম, উপর্যুপরি। বাংপ্র। অ।

টপ্পা—সংক্ষিপ্ত লঘুপ্রকৃতি গীত। বাংপ্র। বি। **টপ্পা মারা** গল্প-গুজব ও আমোদ করিয়া সময় কাটানো।

টপ্পাদার- যে টপ্পা গায়। বাংপ্র। বি।

টপ্পাবাজ—টপ্পাগানে পটু। বাংপ্র। বিণ।

টব—মাটি কাঠ প্রভৃতির বড় গামলা (যাহাতে জল রাখা বা ফুলগাছ প্রভৃতি রোপণ করা হয়)। <ইং 'tub'. বি।

টমটম—একঘোড়ায় টানা দুইচাকার গাড়ি। <ইং 'tandem'। বি।

টমসন, স্যর অগস্টাস্ রিভার্স, K. C. S. I., C. I. E.—(১৮৪২—১৮৮৭)। বাঙ্গালার অষ্টম ছোটলাট। ইনি বাঙ্গালা সিভিল সার্ভিসের জি. পাউনি টমসনের পুত্র। ১৮৫০ খ্রীঃ হ্যালিবারি হইতে ইনি বাঙ্গালা সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন ও সেই বৎসরই ডিসেম্বর মাসের শেষে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। শাসন ও বিচার বিভাগের নানা পদে নিযুক্ত থাকিবার পর ইনি ১৮৬৯ খ্রীঃ রাজস্ব ও সাধারণ (Revenue and General) বিভাগের সেক্রেটারীর পদে আসীন হন, তদনন্তর বিচারসম্বন্ধীয় ও রাজনৈতিক (Judicial and Political) বিভাগের সেক্রেটারী ও ১৮৭৩ খ্রীঃ বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের সেক্রেটারী হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি হাইকোর্টের জজের পদ লইতে অস্বীকার করেন ও অচিরে ব্রিটিশ অধিকৃত ব্রহ্মদেশের চিফ্ কমিশনার হন। ১৮৭৮ খ্রীঃ বড়লাটের কাউন্সিলের সভ্য ও ১৮৮২ খ্রীঃ ২৪শে এপ্রিল বঙ্গের ছোটলাটের আসন গ্রহণ করেন।

স্যার রিভার্স টমসনের সময় ইলবার্ট বিল একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

ইঁহার সময়ে প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা সাবর্ডিনেট একজিকিউটিভ সার্ভিসে (Subordinate Executive Service) ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হয়। ১৮৮৪-৮৫ খ্রীঃ মনোনীত চাকুরিপ্রার্থীদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ প্রতিযোগী পরীক্ষা দ্বারা Statutory Civil Serviceএ দুইজনকে নিযুক্ত করা হয়। অহিফেন বিভাগেও চারিটির ভিতর তিনটি পদ এরূপ পরীক্ষা দ্বারা পূর্ণ করা হইয়াছিল, চতুর্থ পদটিতে জনৈক দেশীয়কে লওয়া হইয়াছিল। ১৮৮৬-৮৭ খ্রীঃ অহিফেন বিভাগের উচ্চ-শ্রেণীতে নিয়োগের নিয়মাদি মুদ্রিত হইয়াছিল। বার্ষিক এক লক্ষ মুদ্রা অধিক দিয়া Subordinate Divisional Serviceএর সংস্কার হইয়াছিল (১৮৮২ খ্রীঃ)। ১৮৮৫ খ্রীঃ সেরেস্তার আমলাদিগের বেতন-সংস্কারের জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়।

স্যার রিভার্স মেডিকেল কলেজে মহিলা ছাত্রী গ্রহণ করিবার হুকুম দেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ সাতটি জেলা ব্যতীত অন্য জেলাগুলিতে জুরী-প্রথার প্রবর্তন সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

স্যার রিভার্সের সময় বাঙ্গালা ট্রামওয়ে অ্যাক্ট (Bengal Tramways Act) পাস হয় ও আর একটি আইন দ্বারা পোর্ট কমিশনারদিগকে খিদিরপুর ডক নির্মাণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ইঁহার সময় বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self-Govt.) এবং মিউনিসিপাল বিল নামক দুইটি বিল পাস হয়। প্রথমোক্তটির দ্বারা স্থানীয় বোর্ড ও জেলা বোর্ড সৃষ্ট হইয়াছিল। শিক্ষা-বিস্তার, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, স্বাস্থ্য পরিদর্শন, টিকা দিবার ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষে সাহায্য, আদমসুমারি, ট্রাম, রেল, জলের কলের প্রবর্তন প্রভৃতি সাধারণের উপকারী নানা কার্যের ভার বোর্ডের হস্তে দেওয়া হইয়াছিল।

ইঁহার সময়ে বেঙ্গল টেনেন্সি আইন পাস হয়। ১৮৮৫ খ্রীঃ ১লা নভেম্বর ইঁহার কার্য আরম্ভ হয়।

১৮৮৩-৮৪ খ্রীঃ কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী (Calcutta International Exhibition) খোলা হয়। ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের পেশা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। স্যার রিভার্স পুরাতন কীর্তিস্তম্ভ, দেবালয়াদির রক্ষা ও সংস্কার-কল্পে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করেন। লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কার করা হয়, অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রা ব্যয়ে সসারামে সের সার কবর রক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত রোটাসগড়, পুরী, পাণ্ডুয়া প্রভৃতি স্থানে সংস্কার, রক্ষা ও উদ্ধার করিবার জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। ইঁহার সময় বাঙ্গালায় রেলপথেরও বিস্তার হইয়াছিল।

১৮৮৭ খ্রীঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারি মহারানী ভিক্টোরিয়ার পঞ্চাশৎ সাংবৎসরিক রাজত্ব উপলক্ষে জুবিলি হয়। সে দিন ১০১টি তোপধ্বনি করা হয়, সম্রাট্ প্রতিনিধি (Viceroy) সৈন্য-প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন ও মহারানীর নিকট প্রেরণ করিবার জন্য সাধারণ সভা-সমিতি হইতে অভিনন্দন গ্রহণ করেন। ইঁহার সময় হুগলী ও নৈহাটীর মধ্যস্থিত জুবিলি সেতু নির্মিত হয়, মহিলাদিগের চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানদিগের শিক্ষা বিস্তারের জন্য গভর্নমেন্টের চাকুরিতে মুসলমান লইবার জন্য চেষ্টা হয়। সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয় ও পশুচিকিৎসা-বিদ্যালয় (Veterinary School) করিবার প্রস্তাব হয়।

ভারতবর্ষ হইতে গিয়া ইঁহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। Algiersএ বায়ু-পরিবর্তনে যাইবার সময় ইঁহার শারীরিক অবস্থা এত খারাপ হয় যে, ইঁহাকে Gibralterএ নামানো হয় এবং তথায় ১৮৯০ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

টমাস মান (Thomas Mann)—(১৮৭৫-১৯৫৫ খ্রীঃ)। বিখ্যাত জার্মান ঔপন্যাসিক। 'Buddenbrooks'-নামক পুস্তকখানি লিখিয়া ইনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল-পুরস্কার লাভ করেন।

টর তীব্রতা হেতু ব্যাকুল; অজ্ঞান। বাংপ্র। বিণ।

টর্চ, টর্চলাইট—একরকমের বিজলী-বাতি। <ইং 'torch', 'torch-light'. বি।

টল, টলন—বিচলন; স্খলন; বিহ্বলতা; বিপ্লব। টল্ (ব্যাকুল হওয়া)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

টলস্টয়, কাউণ্ট লিও (Tolstoi, Count Leo)-(১৮২৮-১৯১০ খ্রীঃ)। রাশিয়ার খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও রাজনীতিক। ইঁহার রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে 'War and Peace', 'Anna Karenina', 'Resurrection' প্রভৃতি অতি জনপ্রিয়।

টলটল—জল নড়ার ভাব বা শব্দ, চলচল। বাংপ্র। অ।

টলটলায়মান—টলটল করিতেছে এরূপ; নড়নড়ে; টলিতেছে এরূপ, কম্পমান; দোলায়মান, অস্থির। বাংপ্র। বিণ।

টলটলে টলটলায়মান, কম্পমান। বাংপ্র। বিণ।

টলবল, টলমল—অস্থির বা পতনোন্মুখ ভাব। বাংপ্র। অ।

টলা নড়া, নড়নড় করা, কম্পিত হওয়া, এদিক ওদিক করিয়া কাঁপিয়া বেড়ানো, কাঁপিতে কাঁপিতে বা অস্থির পদে চলা, অস্থির হওয়া; অন্যথা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। ক্রি।

টলানো নড়ানো, অন্যথা করানো।

টলিত স্খলিত; বিহ্বল; বিচলিত। টল্ (টলা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

টলেমি—বিখ্যাত গ্রীক জ্যোতির্বিৎ, গণিতজ্ঞ ও ভূগোলবেত্তা। ইহার প্রকৃত নাম ক্লডিয়স টলেমিয়স্। ইনি সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মিশরে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার রচিত জ্যোতিষ ও ভূগোলবিষয়ক বহু গ্রন্থ অদ্যাপি বর্তমান আছে। ঐ সকল গ্রন্থ বহুকাল সমগ্র ইউরোপে ও আরব প্রভৃতি দেশে অভ্রান্ত ও সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। টলেমির মতে পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডল-সমন্বিত জ্যোতিষ্কমণ্ডল সমস্ত অহোরাত্রে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই প্রকার নানা ভ্রান্ত মত বহুকাল সমাদৃত হইয়াছিল। অবশেষে কোপার্নিকাস ঐ সমস্ত ভ্রান্ত মতের উচ্ছেদ করিয়া জগৎ-সম্বন্ধীয় অভ্রান্ত মত আবিষ্কার করেন। ফলিত জ্যোতিষসম্বন্ধেও টলেমির গ্রন্থ বহুসমাদরে সর্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছিল। জ্যোতিষের ন্যায় টলেমির ভূগোলশাস্ত্রও খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সর্বোৎকৃষ্ট ভূগোল বলিয়া বিবেচিত ছিল।

টস্—টপটপ করিয়া রস প্রভৃতি পড়ার শব্দ; ফোঁটা ফোঁটা জল, দরদ ('— গড়ানো')। বাংপ্র। বি বা অ।

টসকানো—নষ্ট হওয়া, ঈষৎ বিকৃত হওয়া ('দেহ একটুখানি —')। বাংপ্র। ক্রি।

টসটস, টুসটুস—ফোঁটা পড়ার শব্দ; পাকা রসের লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ—**টসটসে, টুসটুসে**।

টহরম—যে সময়ে আদালত খোলা থাকে। <ইং 'term'.. বি।

টহরম-মহরম—মাখামাখি ভাব, ঘনিষ্ঠতা। বাংপ্র। বি।

টহল—ভ্রমণ, পাদচারণ; বৈষ্ণবদিগের হরিনাম গাহিতে গাহিতে নগর-ভ্রমণ। হি। বি।

টহলদার, টহলিয়া—যে টহল করে বা দেয়; যে ভৃত্যের কর্ম ঘোরাফেরা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

টা সংখ্যা বা পরিমাণসূচক প্রত্যয়। বাংপ্র। অ।

টাই—১। প্রলোভন; উত্তেজনা, উৎসাহ। বাংপ্র। ২। বন্ধন বা বন্ধনী। <ইং 'tie'. বি।

টাইপ—ছাপিবার অক্ষর; প্রকার, পদ্ধতি। <ইং 'type'. বি।

টাইফয়েড—সান্নিপাতিক, ত্রিদোষজ। <ইং 'typho d'. বিণ।

টাইম—সময়। <ইং 'time'. বি।

টাউন—নগর। <ইং 'town'. বি।

টাউনহল—যে অট্টালিকায় নগরবাসিগণের সভা বসে। < ইং 'townhall'. বি।

টাঁকশাল, টাকশাল—টঙ্কশালা (তাহা দ্রঃ)।

টাঁকা—টাঁক করা, প্রতীক্ষায় থাকা; সেলাই করিয়া জোড়া। বাংপ্র। ক্রি।

টাঁশা—মারা যাওয়া; পটল তোলা। বাংপ্র। ক্রি।

টাক—তাক; লুব্ধদৃষ্টি, প্রতীক্ষা (যেমন—টাক করে থাকা)। বাংপ্র। বি।

টাক ১। কেশহীনতা, খলতি। বি। ২। প্রায়, আন্দাজ। বাংপ্র। অ।

টাকনা খাদ্য গলাধঃকরণ করিবার জন্য যে উপকরণ অল্প খাওয়া যায় (যেমন নুন, লঙ্কা); চাখন। বাংপ্র। বি।

টাকরা—তালু, জিহ্বার ঊর্ধ্বদেশ। বাংপ্র। বি।

টাকা—মুদ্রা, রজতমুদ্রা, রূপিয়া, rupee. < টঙ্ক। বি। **টাকা উড়ানো**—দুই হাতে অর্থের অপব্যয় করা। **টাকার মানুষ**—ধনী ব্যক্তি। **টাকার শ্রাদ্ধ**—যথেষ্ট টাকাপয়সা খরচ, অর্থের প্রচুর অপব্যয়।

টাকাকড়ি ধনদৌলত, বিষয়সম্পত্তি। বাংপ্র। বি।

টাকু, টাকুয়া, টেকো—১। টাকযুক্ত, খলিত। বিণ। ২। সুতা কাটিবার শলাকা, তকু। বাংপ্র। বি।

টাং জঙ্ঘা; চরণ, পদ। প্রা কপ্র। বি।

টাঙ্গা—একধরনের দুই চাকাওয়ালা ঘোড়ার গাড়ি। হি। বি। [ক্রি।

টাঙ্গানো—লটকানো, ঝুলানো। বাংপ্র।

টাঙ্গি, টাঙ্গী—কুঠার, পরশু; ঝুলাইয়া রাখিবার দ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

টাট—খালানের উপরের আস্তরণ, চট ব্যবসাদারের গদি; তালপাতা বাখারি ও দড়ি দিয়া বাঁধা আচ্ছাদন; পূজার উপকরণ রক্ষার্থ তামার থালা। বাংপ্র। বি।

টাটকা তৎকালজ, সদ্য, তাজা, নূতন। বাংপ্র। বিণ।

টা-টা—শুকাইয়া টান ধরা; কাতরভাবে প্রার্থনা। বাংপ্র। অ।

টাটা জেমসেদজী (সার্)—বরোদা রাজ্যের নাভসারি নগরে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমসেদজী টাটার জন্ম হয়। কিছুদিন গৃহে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে টাটা বোম্বাই নগরে আসিয়া এলফিনস্টোন স্কুলে ভর্তি হন। এখানে ছয় বৎসর শিক্ষালাভের পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজ পিতার আফিসে বাণিজ্যকার্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন।

জেমসেদজী টাটার পিতা চীনের সহিত বাণিজ্য করিতেন। টাটা কিছুদিন পিতার আফিসে কাজকর্ম শিখিবার পর হংকং নগরে গমন করেন। ইতোমধ্যে আমেরিকায় গৃহ-যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায় আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তুলার রপ্তানি বন্ধ হইয়া গেল; এবং ভারতবর্ষ ইংলণ্ডে তুলা সরবরাহের ভার গ্রহণ করিল। অবিলম্বে বোম্বাই, করাচী প্রভৃতি বন্দর তুলা রপ্তানির কেন্দ্র হইয়া উঠিল। টাটা কোম্পানি, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের সহযোগে তুলা রপ্তানির ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের নিবৃত্তি হইলে, আবার আমেরিকা হইতে তুলা রপ্তানি আরম্ভ হইল। ফলে ভারতীয় অনেক তুলা-ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন। টাটা কোম্পানি তাঁহাদের অন্যতম। অল্প দিন পরে কটন মিল পরিচালনে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য জেমসেদজী ম্যাঞ্চেস্টারে গমন করেন। সেখান হইতে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আসিয়া টাটা নাগপুরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী এম্প্রেস কটন মিল নামে একটি কাপড়ের কল খোলেন। ইহার দশ বৎসর পরে টাটা নিলামে সাড়ে বারো লক্ষ টাকা মূল্যে ধরমসী মিল নামে একটি বড় কিন্তু পুরাতন ও অব্যবহার্য মিল ক্রয় করিয়া বহুযত্নে ও প্রচুর অর্থব্যয়ে তাহাকেও লাভের ব্যবসায়ে পরিণত করেন। এই মিল স্বদেশী মিল নামে সুপরিচিত। বোম্বাইয়ের তুলার কলজাত পণ্য বিক্রয়ের বাজার ছিল রেঙ্গুন, হংকং ও জাপান। বিলাতী কোম্পানির জাহাজে এই সকল মাল চালান যাইত। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা উচ্চ ভাড়া আদায় করিয়া লইত। জেমসেদজী টাটা এই অসুবিধা নিবারণার্থ জাপানে গিয়া জাপানী জাহাজে মাল রপ্তা-

নির বন্দোবস্ত করিয়া আসিলেন। ফলে বিলাতী ও জাপানী কোম্পানিগুলির মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা উপস্থিত হইল। অবশেষে কিন্তু একটা রফা হইয়া যায়।

ইনি ভারতীয়গণকে বিদেশ হইতে নানা-বিষয়ে জ্ঞান আহরণের সুযোগ দিবার জন্য দুইটি স্থায়ী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই বৃত্তির সাহায্যে এযাবৎ ৩৮ জন ভারতবাসী বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

টাটার সর্বপ্রধান কীর্তি—বাঙ্গালোরের রিসার্চ ইনস্টিটিউট। বহুবৎসরব্যাপী অনুসন্ধান, বিচার, বিতর্ক ও পরামর্শের ফলে টাটা স্থির করিলেন, ৩০ লক্ষ টাকা হইলে এইরূপ একটি গবেষণাগার স্থাপন করা যাইতে পারে। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিলে তাঁহাকে এই সংকল্পের কথা জানানো হয়। মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত বাঙ্গালোরে গবেষণাগার স্থাপনের স্থান নির্ধারিত হইল। টাটা ত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিলেন। মহীশূররাজ এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিলেন। ভারত-গভর্নমেন্ট ইহার জন্য চারি লক্ষ টাকা দিলেন। এতদ্ব্যতীত অসময়ের সম্বলস্বরূপ জেমসেদজী টাটা মহোদয় বার্ষিক আট হাজার টাকা আয়ের আরও একটি সম্পত্তি স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়া দিলেন।

টাটার মৃত্যুর পর বাঙ্গালোরে গবেষণা-গার স্থাপিত হইয়া ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে তাহার কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে। এই ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ সমগ্র ভারতের গৌরব।

জেমসেদজী টাটা আর একটি বিরাট ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। সেটি জগদ্বিখ্যাত সাকচীর লোহার কারখানা। নানা স্থান পরীক্ষা করিয়া মহানুভব টাটা সাকচী ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের কাছা-কাছি লোহা ও কয়লার খনির সন্ধান পাইয়া এইখানেই লোহার কারখানা স্থাপন করা স্থির করেন। টাটা মহোদয় কারখানার পত্তন করেন; কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কারখানার ভিত্তি স্থাপন ও ১৯০৭ অব্দে কার্যারম্ভ হয়। হাবড়া হইতে দেড় শত মাইল দূরে কালীমাটী বা বর্তমান টাটানগর ষ্টেসনে নামিয়া কারখানায় যাইতে হয়। এই কারখানা উপলক্ষ করিয়া জেমসেদপুর নামে একটি প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং ভারতবর্ষ ও বিদেশ হইতে সহস্র সহস্র লোক এখানে আসিয়া নানা কার্যে নিযুক্ত হইয়া বসবাস করিতেছে। কালীমাটী টাটানগরে এবং সাকচী জেমসেদপুরে পরিণত হইয়া মহাপুরুষের নাম ধারণ করিয়া ধন্য হইয়াছে।

জেমসেদজী টাটার সর্বশেষ কীর্তির নাম হাইড্রো-ইলেক্‌ট্রিক স্কীম। পশ্চিমঘাট পর্বতশ্রেণীর অন্তর্গত লোনাভ্‌লা নামক স্থানে এই বৈদ্যুতিক কারখানা স্থাপিত। এই কারখানায় এক লক্ষ অশ্বশক্তি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মে তারিখে জার্মানীর অন্তর্গত নাহিম নগরে ৬৫ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়।

টাটানো টনটন করা, বেদনাযুক্ত হওয়া, আওরান। বাংপ্র। ক্রি। **চোখ টাটানো**—ঈর্ষান্বিত হওয়া।

টাটি মাটির বাটি বা খুরি। বাংপ্র। বি।

টাটু, টাট্টু—ছোট আকারের ঘোড়া, pony. হি। বি।

টাড়বালা—প্রাচীন কালের হাতের বলয় বিঃ। বাংপ্র। বি।

টাড়স, ডাড়স—বেদনা বা ফোড়ার প্রভাব অথবা টাটানি। বাংপ্র। বি।

টান—১। আকর্ষণ ('রক্তের —'); প্রলোভন; নদীর বেগ; মনোযোগ; আঁট; আসক্তি; চাহিদার বৃদ্ধি; নেশার দ্রব্য জোরে পান ('কলিকায় —'); হাঁপ; অঙ্গভঙ্গী। বি। ২। আকৃষ্ট; সংহত অশিথিল, গাঢ়। বাংপ্র। বিণ। **টান ধরা** শুকাইতে আরম্ভ করা; কম পড়া; হাঁপ ধরা। **টান হওয়া** হাঁপানি রোগে শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়া।

টানা—১। লম্বা, দীর্ঘ; চালিত ('গরুতে —'); একটানা ('— গাড়ি'); সোজা ('— পথ')। বিণ। ২। তাঁতের লম্বা দিকের সুতা, warp; আকর্ষণ; টানটান রাখিবার জন্য দড়ি ইত্যাদি, guy. বি। ৩। আকর্ষণ করা, টেঁচা, ঘিঁচা; আঁকা ('রুল —'); খরচ কমানো; পক্ষপাতী হওয়া ('টেনে বলা'); পান করা ('গাঁজা —')। বাংপ্র। ক্রি।

টানাটানি—অভাব; বারংবার টানা। বাংপ্র। বি

টানাপাখা—দড়ি-টানা পাখা, punkha. বাংপ্র। বি।

টানা-পড়েন—তাঁতের লম্বা দিকের ও আড়দিকের সুতা; আনাগোনা গমনাগমন, যাতায়াত। বাংপ্র। বি।

টানাহেঁচড়া—জোর করিয়া নাড়ানাড়ি বা কাজ করাইবার চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

টাপুর-টুপুর—বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাংপ্র। বি।

টাবা—লেবু বিঃ, বড় কাগজি বিঃ। বাংপ্র। বি।

টাভার্নিয়ার (Jeane Baptiste Tavernier)—জন্ম ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে—পারিস নগরে। ইনি ফরাসীদেশীয় বণিক্‌। ইনি ছয়বার প্রাচ্যদেশে ভ্রমণ করিয়া বহুল পরিমাণে ধন ও যশ অর্জন করেন। প্রথম বারের ভ্রমণ—১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া আলেপ্পো, আলেক-জান্ড্রিয়া, মাল্টা, পারসিয়া ও এসিয়াটিক তুরস্কের কিয়দংশ পর্যটন করেন। দ্বিতীয়বার—১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই সেপ্টেম্বর বহির্গত হইয়া মেসেদ, বসোরা ও সিরাজের মধ্য দিয়া ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্পাহানে আসেন। তথা হইতে ভারতে আসিয়া সুরাট, আগ্রা, গোয়া, গোলকুণ্ডা, ঢাকা ও অন্যান্য প্রধান শহর দর্শন করেন। তৃতীয় বার—১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে বহির্গত হইয়া পশ্চিম বাঙ্গালায় লোহারগা পর্যন্ত আসেন। এইবার সিংহল ও জাভা দর্শন করেন। চতুর্থবার—১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে বন্দর আব্বাসে ওলন্দাজ রাজার জাহাজে চড়িয়া ভারতের পূর্ব উপকূলে আগমন করেন। এইবার গুজরাট, আরঙ্গাবাদ গোলকুণ্ডা ও সুরাটে ভ্রমণ করেন। পঞ্চমবার—১৬৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। এবারে ইস্পাহান হইতে একেবারে মছলিপত্তনে আসেন। পরে বুরহানপুর ও মধ্য ভারত দর্শন করেন। ষষ্ঠবার—১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে পারিস নগরের জনৈক জহুরীর কন্যা গইসের (Goisse) সহিত বিবাহের কিছুদিন পরে বহির্গত হইয়া পারস্য ও ভারতের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়া আপনার প্রতিনিধিগণের সঙ্গে বাণিজ্য বিষয়ে সমুদায় বন্দোবস্ত করেন। এবার ৫ বৎসর পরে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইনি দেশের রাজা চতুর্দশ লুইর সহিত সাক্ষাৎরূপ সম্মান লাভ করেন। ইনি ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মস্কো নগরে দেহত্যাগ করেন। ইহার ছয়বারের ভ্রমণবৃত্তান্ত ফরাসী ভাষায় ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে প্রকাশিত হয়। উত্তরকালে ইউরোপের বহু ভাষায় ইহা অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হয়। টাভার্নিয়ার ভারতে অবস্থানকালে এদেশের অবস্থা—বিশেষতঃ মোগলসম্রাটের অপূর্ব ঐশ্বর্য ও কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিখ্যাত ডাক্তার বার্নিয়ার ইহারই সমসাময়িক। টাভার্নিয়ার বণিকের চক্ষে ভারতবর্ষ দেখিয়াছিলেন, সুতরাং ব্যবসায় বাণিজ্য, হীরা-জহরতঘটিত বৃত্তান্তই বিস্তৃতভাবে ইহার গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রাসঙ্গিকভাবে দেশীয়গণের আচার-ব্যবহার, মোগল-দরবারের আড়ম্বর ও অন্যান্য সুখপাঠ্য বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। এই বর্ণনায় স্থানে স্থানে ভ্রম লক্ষিত হয়।

টায়-টায়, টায়ে-টোয়ে যত আবশ্যক ঠিক তত, উদ্বৃত্ত নহে; কায়ক্লেশে। বাংপ্র। অ।

টায়রা—একধরনের মাথার গহনা। <ইং 'tiara'. বি। [ক্রি।

টায়ল—কাটাইল, যাপন করিল। প্রা কপ্র।

টায়া—কাটানো, যাপন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

টারনার (Bishop Turner, D. D.) —কলিকাতার বিশপ। ইনি অক্সফোর্ডে জন্মগ্রহণ করেন ও ক্রাইস্ট চার্চে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অধ্যবসায় ও ধীশক্তির বলে ইনি অল্পবয়সে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮০৭ খ্রীঃ ইনি এম্. এ. ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে টারনার বিশপ পদে অভিষিক্ত (consecrated) হন ও জুলাই মাসে ইনি ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। ইনি ইঁহার পদের মর্যাদা ও দায়িত্ব আজীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর ইনি কলিকাতায় ইঁহার প্রথম উপদেশবাণী (sermon) প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন। ইহাতে সকলেই মুগ্ধ হন।

ইঁহারই চেষ্টায়, ইংরাজগণের প্রতিবাদ-সত্ত্বেও ভারতে রবিবার খ্রীষ্টধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী বিশ্রামদিনে পরিণত হয়। ইঁহার সহিত হিন্দুসমাজের বিশেষ সম্প্রীতি ছিল এবং তাহাদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতির জন্য ইনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জুলাই কলিকাতা শহরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

টাল—একপাশে টলিবার বা হেলিবার ভাব, wobble; বাঁকাভাব; ভাল, বিপদের ধাক্কা, মুমূর্ষুর সংকটজনক অবস্থা ('—সামলান'); রাশি, স্তূপ ('—লাগানো'); দীর্ঘসূত্রতা, টালবাহানা। বাংপ্র। বি। **টাল খাওয়া**—টলিতে টলিতে চলা। **টাল যাওয়া**—রুগ্ণ ব্যক্তির মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়া। **টাল সামলানো**—ধাক্কা কাটানো; পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া যাওয়া, কোনমতে বিপদ্ এড়ানো।

টালবাহানা—দীর্ঘসূত্রতা, করছি করব এই ভাব। বাংপ্র। বি।

টালমাটাল—বকনা, নড়চড়; অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা; সংশয়াপন্ন অবস্থা। বাংপ্র। বি।

টালা—টলানো, নড়ানো; চালানো, চালাইয়া দেওয়া; কাটানো, যাপন করা; হেলিয়া পড়া; ভরা, পূর্ণ করা ('পেট —'); ওজর বাজর করিয়া বা আশা দিয়া রাখা। বাংপ্র। ক্রি।

টালি—চেপটা চওড়া ইট। <ইং 'tile'. বি।

টিউটর—শিক্ষক। <ইং 'tutor'. বি।

টিউনন্ (William Tounon, I. C. S.) ইনি এবার্ডেন ইউনিভার্সিটি ও কেম্ব্রিজের কিংস্ কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৮৮১ খ্রীঃ I. C. S. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি ১৮৮৩ খ্রীঃ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টরের কার্য নির্বাহ করেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ আসামে বদলী হন এবং ১৮৯২ খ্রীঃ তথাকার ডেপুটী কমিশনার ও ১৮৯৫ খ্রীঃ ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজের কার্য করেন। তৎপরে ১৯০৫ খ্রীঃ বাঙ্গালা হইতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম পৃথক্ হইলে ১৯০৬ খ্রীঃ হইতে ১৯০৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তথাকার বিচারপতি, Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs এবং Legislative Councilএর সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়া আসেন এবং আদালতের Additional Judge-এর পদে নিযুক্ত হন। পরে ১৯১৩ খ্রীঃ স্থায়ী বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

টিউসনি—শিক্ষকতা। <ইং 'tuition'. বি।

টিক—তাক বা লক্ষ্য; ঘড়ির টিকটিক শব্দ। বাংপ্র। বি।

টিকটিক ঘড়ির শব্দ; টিকটিকির রব; বিরক্তভাবে খিটখিট ('—করা')। বাংপ্র। বি।

টিকটিকি—গৃহ-সরীসৃপ বিঃ, জেঠী, বর্মী; অপরাধীকে বাঁধিয়া বেত মারিবার জন্য ত্রিপাদ কাষ্ঠ বিঃ; ছেলেদের খেলার দ্বিতীয় অঙ্গুলির উপর তৃতীয় অঙ্গুলি স্থাপন করিলে যে আকার হয়; (বিদ্রূপে) গোয়েন্দা পুলিস। বাংপ্র। বি।

টিকল, টিকালো—তীক্ষ্ণ, শুকপক্ষীর নাসিকার ন্যায় বক্রোন্নত ('নাক')। বাংপ্র। বিণ।

টিকলি—চক্রাকার ক্ষুদ্র খণ্ড ('আকের'); কপালে পরিবার টিপ। হি। বি।

টিকসই, -সহি, টেকসই—স্থায়ী, দৃঢ়, মজবুত। বাংপ্র। বিণ।

টিকা—কপালে গোরোচনা-চন্দনাদির ফোঁটা বা তিলক; রাজা ও রাজপুত্রের কপালের তিলক; বসন্তরোগ প্রতিষেধ নিমিত্ত মানুষ কিংবা গরুর বসন্তের রস বা বীজ প্রয়োগ; তামাক খাইতে আগুন করিবার জন্য অঙ্গারচূর্ণের পাতলা বড়া। বাংপ্র। বি।

টিকা, টেকা স্থায়ী হওয়া, বজায় থাকা; তিষ্ঠানো; বাঁচা। বাংপ্র। ক্রি।

টিকাদার—যে বসন্তের টিকা দেয়। বাংপ্র। বি।

টিকানো, টিকনো, টেকানো—রাখা, স্থায়ী করা, বাঁচানো। বাংপ্র। ক্রি।

টিকারা—ছোট বড় দুইটা করতাল বিঃ; নাকারাজাতীয় বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

টিকি—মস্তকের কেশচূড়া, শিখা, pigtail. বাংপ্র। বি। **চুলের টিকি দেখা যায় না**—(কাহাকে) কচিৎ দেখা যায় বা আদৌ দেখা যায় না।

টিকিং—গদি তোশক বালিশের খোল করিবার মোটা ডোরাল কাপড় বিঃ। <ইং 'ticking'. বাংপ্র। বি।

টিকিট—প্রবেশানুমতি পত্র; মূল্য কিংবা অঙ্ক লেখা পত্র। <ইং 'ticket'. বি।

টিকিটবাবু—টিকিটবিক্রয়কারী কর্মচারী। বাংপ্র। বি।

টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ—মণিপুরের সেনা-পতি। ইনি মণিপুররাজ কীর্তিচন্দ্রের পুত্র। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবকাল হইতেই অস্ত্রশস্ত্রের প্রতি ইঁহার লক্ষ্য ছিল। ইঁহার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর হইলে মহারাজ কীর্তিচন্দ্র পুত্রকে অশ্বারোহণ ও অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করেন। টিকেন্দ্রজিৎ এই দুই বিদ্যায় দক্ষ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু টিকেন্দ্রজিৎকে লেখাপড়া শিখাইবার চেষ্টা সফল হয় নাই। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে একাদশ বর্ষ বয়সে টিকেন্দ্রজিতের উপনয়ন সংস্কার হয়। টিকেন্দ্রজিৎ অতঃপর জঙ্গলে জঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতে থাকেন। শিকার তাঁহার এমন প্রিয় ছিল যে, একদা তিনি একাদিক্রমে একশত ব্যাঘ্র বধ করিয়া আনিয়া একটা প্রকাণ্ড খাদে তাহাদের মৃতদেহ সমাহিত করেন। ব্যাঘ্র-শিকারের সময়ে তিনি দূর হইতে গুলি করিয়া ব্যাঘ্র বধ করিতেন না। অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া অসিহস্তে ব্যাঘ্রকে খোঁচা দিয়া উত্তেজিত করিয়া আক্রমণ করাইতেন; তাহার পর তাহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিতেন।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত নাগাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে টিকেন্দ্রজিৎ ঐ যুদ্ধে ইংরাজকে সাহায্য করেন।

টিকেন্দ্রের বয়স তখন মাত্র একবিংশবর্ষ। দেড় মাসকাল যুদ্ধের পর টিকেন্দ্রজিৎ নাগাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। এজন্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট টিকেন্দ্রজিতের বহু প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক প্রদান করেন।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কীর্তিচন্দ্র পরলোক গমন করিলে জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরচন্দ্র সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কুলচন্দ্র যুবরাজ এবং টিকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইলেন। টিকেন্দ্রজিৎ রাজা না হইয়াও বাহুবল, বীর্য, সাহস প্রভৃতি বিবিধ গুণে প্রজাপুঞ্জের বড় প্রিয় ছিলেন। প্রজারা মহারাজ সুরচন্দ্র অপেক্ষা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎকে অধিকতর রাজসম্মান প্রদান করিত, সম্ভবতঃ এই কারণে, এবং আরও সম্ভবতঃ টিকেন্দ্রজিৎ তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বলিয়া তাঁহার প্রতি সবিশেষ প্রসন্ন ছিলেন না। বিশেষতঃ ভ্রাতৃগণের মধ্যে কোন গোলযোগ ঘটিলে তিনি প্রায়শঃ সহোদর ভ্রাতৃগণেরই পক্ষাবলম্বন করিতেন। তাঁহার এই প্রকার পক্ষপাতমূলক ব্যবহারে বৈমাত্রেয় ভ্রাতারা এবং প্রজাপুঞ্জ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিল না।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে মণিপুরে রাষ্ট্র-বিপ্লব উপস্থিত হয়। ইহাতে মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহাসনচ্যুত হন। যুবরাজ কুলচন্দ্র রাজা হন এবং টিকেন্দ্রজিৎ যুবরাজ হন।

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী আসামের চীফ কমিশনার কুইণ্টন সাহেব বড়লাটের আদেশে মণিপুরে যাত্রা করেন। গভর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে সুরচন্দ্রকে মণিপুরের সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন করা যাইতে পারে না। কুইণ্টন সাহেব মণিপুরে গিয়া কুলচন্দ্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবেন, এবং বিদ্রোহী টিকেন্দ্রজিৎকে মণিপুর হইতে নির্বাসিত করিবেন; এইরূপ উপদেশ পাইয়া কুইণ্টন সাহেব ৫০০ গুর্খা সৈন্য সহ মণিপুরে গমন করিলেন।

টিকেন্দ্রজিৎ অতি সুচতুর, বুদ্ধিমান্ ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। কুইণ্টনের মণিপুরে আগমনের উদ্দেশ্য তিনি সহজেই অনুমান করিতে পারিলেন।

২২শে মার্চ প্রাতঃকালে টিকেন্দ্রজিৎ ইংরেজ কর্মচারীদের অভ্যর্থনা করিবার জন্য কিছু দূর অগ্রসর হইয়া গেলেন। কুইণ্টন প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে উভয় পক্ষ পরস্পরকে মিত্র ভাবে অভিবাদন করেন। অতঃপর কুইণ্টন রেসিডেন্সিতে গমন করিলেন। যাইবার সময় জানাইয়া গেলেন যে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় রেসিডেন্সিতে দরবার হইবে, এবং কুলচন্দ্র ও টিকেন্দ্রজিৎকে দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইবে। সেনাপতি বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় দরবারে যাইতে পারিলেন না। এই দরবারে টিকেন্দ্রজিৎকে বিনা অস্ত্রে বিনা সৈন্যে গমন করিতে হইত। তাহা হইলে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা কঠিন হইত না। পর দিবস বেলা নয়টার সময় পুনরায় দরবারের বন্দোবস্ত হইল। এ দিন কি কুলচন্দ্র, কি টিকেন্দ্রজিৎ কেহই দরবারে গমন করিলেন না। কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিয়া কুইণ্টন মহারাজকে প্রকাশ্যভাবে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে সেনাপতি আত্মসমর্পণ না করিলে গ্রেপ্তার হইবেন; এবং কুলচন্দ্র টিকেন্দ্রজিৎকে কুইণ্টনের হস্তে অর্পণ না করিলে সিংহাসন পাইবেন না। কুলচন্দ্র তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন ইংরাজপক্ষ স্থির করিলেন রাত্রিকালে সেনাপতি যখন নিদ্রিত থাকিবেন, তখন তাঁহার গৃহ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে আড়াই শত ব্রিটিশ সৈন্য নিয়োজিত হইল। এই নৈশ যুদ্ধে মণিপুরী সেনারা প্রথমে পরাজিত হয়। ইংরেজ সেনা টিকেন্দ্রজিতের বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পায়, গৃহ শূন্য, তথায় সেনাপতি বা তাঁহার পরিবারের কেহই নাই।

পরদিন উভয়পক্ষ প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। কেল্লা হইতে রেসিডেন্সির উপর অবিশ্রান্ত ভাবে গুলি বর্ষিত হইতে লাগিল। স্বয়ং টিকেন্দ্রজিতের নেতৃত্বে একদল মণিপুরী নাগাসৈন্য রেসিডেন্সি আক্রমণ করিল। সমস্ত দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। সন্ধ্যা ৭টার সময় চীফ কমিশনার রাজাকে এক পত্র লিখিয়া খুব সম্ভব সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রত্যুত্তরে রাজা জানাইলেন, ইংরেজ সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করিলেই যুদ্ধ বন্ধ হইবে। ইতোমধ্যে একজন দূত আসিয়া চীফ কমিশনারকে জানাইল যে, সন্ধির কথাবার্তা কহিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতি চীফ কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অর্ধপথে আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চীফ কমিশনার বিনা অস্ত্রে ও বিনা সৈন্যে তথায় গমন করিলে সন্ধির কথাবার্তা হইতে পারে। অনেক ইতস্ততঃ ও পরামর্শের পর কুইণ্টন স্কেন, গ্রিমউড, কসিন্স্ ও সিমসনকে সঙ্গে করিয়া সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎ ও কিছু কথাবার্তার পর সকলে কেল্লায় গমন করিলেন। এখানে সেনাপতি ইংরেজদের অস্ত্র ত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই মণিপুর হইতে প্রস্থান করিতে কহিলেন। ইংরেজরা তাহাতে সম্মত হইলেন না। দুই ঘণ্টাতেও যখন কোন মীমাংসা হইল না, তখন মণিপুরী সৈন্যরা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সেনাপতি তাহাদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার কথায় কর্ণপাতও করিল না; বরং উদ্ধতভাবে কহিল, তাহাদিগকে বাধা দিলে সেনাপতিরও তাহারা প্রাণবধ করিবে। সৈন্যগণের এই প্রকার ঔদ্ধত্য দেখিয়া সেনাপতি কুইণ্টন প্রভৃতিকে তখন বাহির হইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে কথা না শুনিয়া তখনই বাহির হইয়া গেলেন। বাহির হইবামাত্র তাঁহারা মণিপুরী সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হইলেন। তখন আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর ইংরেজ সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইল। মণিপুরীরা রেসিডেন্সি লুণ্ঠন করিয়া তাহা পোড়াইয়া দিল।

এই সংবাদ সিমলায় পৌঁছিলে বড়লাটের আদেশে বিরাট একদল ইংরেজ সৈন্য জেনারেল গ্রেহাম কর্তৃক পরিচালিত হইয়া মণিপুরে অভিযান করিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মহারাজ কুলচন্দ্র, সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি পলায়ন করিলেন। কিন্তু কয়েক দিন পরে উভয়েই ধৃত হইলেন। ২৫শে মে তারিখে টিকেন্দ্রজিৎ ধরা পড়েন। ১লা জুন তাঁহার বিচার আরম্ভ হইয়া ১৩ই জুন শেষ হয়। বিদ্রোহ, নরহত্যা প্রভৃতি অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ায় টিকেন্দ্রের প্রতি ফাঁসির হুকুম হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে টিকেন্দ্রজিৎ দয়া ভিক্ষা করিয়া বড়লাট লর্ড ল্যান্সডাউনের কাছে আবেদন করিলেন; এবং তাঁহার পক্ষ সমর্থনের জন্য ব্যারিস্টার মিঃ মনোমোহন ঘোষকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। ১৮৯১ অব্দের ১৩ই আগস্ট অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় মণিপুরের পোলো খেলিবার মাঠে টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসি হয়।

টিটকারি—নিন্দা, গ্লানি; ধিক্কার; বিদ্রূপ। বাংপ্র। বি।

টিটিভ, টিট্টিভ—তিতির পক্ষী। বি; পু।

টিন—রাং; উপরে রাঙের কলাই করা লোহার পাত; ক্যানেস্তারা; করগেট লোহা। <ইং 'tin'. ব।

টিমটিম—মিটমিট, টিমটিম ; কৃশতা-প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ, -**টিমে**।

টিমটিমে—মিটমিটে, টিমটিমে ; কৃশ। বাংপ্র। বিণ।

টিপ -বিন্দু ; তদাকার ললাটের চিহ্ন বা ফোঁটা ; অঙ্গুলির অগ্রভাগের ছাপ ; চাকতি ; আঙুলের ডগা ; লক্ষ্য ; চিমটি ('নস্যের —')। বাংপ্র। বি।

টিপকল—যাহা টিপিয়া বন্ধ করা বা খোলা যায় এরূপ কল ; সংকেত। বাংপ্র। বি।

টিপটিপ—ব্যথা ('মাথা —') ; গুঁড়ি গুঁড়ি ('— বৃষ্টি')। বাংপ্র। অ।

টিপটিপিনি ফোঁটা ফোঁটা জল পড়া। বাংপ্র। বি।

টিপসহি, টিপসই- বুড়া আঙুলের ডগায় কালি মাখাইয়া ছাপ, thumb impression. বাংপ্র। বি।

টিপা, টেপা—১। হাত দিয়া চাপা ('কল —') ; চাপা ('হাসি —') ; ইশারা করা ('চোখ —') ; ডলা ('পা —')। ক্রি। ২। চাপা, টোল-খাওয়া। বাংপ্র। বিণ।

টিপানো, টেপানো, টিপনো—ডলানো ('গা —')। বাংপ্র। ক্রি।

টিপিটিপি—চুপি চুপি, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ; ঠোঁট টিপিয়া ('— হাসা')। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

টিপুনি, টেপন—টেপার কাজ ('অন্তর —') ; গুপ্ত সংকেত। বাংপ্র। বি।

টিপুসুলতান মহীশূররাজ হয়দর আলির পুত্র। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয় ; নয় বৎসর বয়সের সময়ে টিপু পিতার সহিত মারহাট্টাদিগের হস্তে বন্দী হন। পরে সন্ধি হইলে আবার পিতার সহিত মুক্তিলাভ করেন। বাল্যকাল হইতেই টিপু বীরপ্রকৃতি ও সাহসী ছিলেন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে হয়দর আলি প্রাণত্যাগ করিলে, টিপু 'সুলতান' উপাধি ধারণ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে ফরাসী সেনাপতি বুসী ভারতে আসিয়া টিপুর অধীনে সৈনাপত্য পদ গ্রহণ করেন ; কিন্তু ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে সন্ধি স্থাপিত হওয়ায় বুসী টিপুর সৈনাপত্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

টিপুর নানারূপ অত্যাচারে গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস টিপুকে দমন করিবার জন্ত বিশিষ্টরূপে চেষ্টিত হইলেন। বোম্বাই হইতে জেনারেল ম্যাথু একদল সৈন্যসহ আসিয়া মহীশূরের অধিত্যকাস্থিত বেদনুর অধিকার করেন। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল তারিখে টিপু আসিয়া এই স্থান অবরোধ করেন। ইংরেজেরা পাঁচ মাস কাল অবরোধ সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে সন্ধি করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর সন্ধি দ্বারা স্থির হয় যে, উভয় পক্ষ আর যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইবেন না এবং পরস্পরে বিজিত প্রদেশ পরস্পরকে ফিরাইয়া দিবেন। ইতিহাসে ইহাই মঙ্গলোড় সন্ধি নামে প্রসিদ্ধ (১৭৮৩ খ্রীঃ)।

মঙ্গলোড়ের সন্ধির পর টিপু আপনার বলবৃদ্ধি করিবার মানসে মহীশূরের চতুপার্শ্বস্থ রাজ্যসমূহ আক্রমণ করিতে ও হিন্দুদিগের উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। তজ্জন্য মার্হাট্টা পেশওয়ার সুদক্ষ মন্ত্রী ও সেনাপতি নানা-ফর্নবিশ নিজামের সহিত মিলিত হইয়া টিপুর রাজ্য আক্রমণ করিলেন। কিছুদিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে টিপু মার্হাট্টাদিগকে কতকগুলি প্রদেশ ও আদনি ছাড়িয়া দিয়া এবং নগদ ৩০ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া ও ১৫ লক্ষ টাকা পরে দিবার অঙ্গীকার করিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন (১৭৮৭ খ্রীঃ)।

মঙ্গলোড়ের সন্ধি অনুসারে ত্রিবাঙ্কোড় রাজ্য ইংরেজের আশ্রিত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিলে ইংরাজেরা ত্রিবাঙ্কোড়রাজের সাহায্যার্থ টিপুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পূর্বে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস নিজাম ও মার্হাট্টাদিগকে হস্তগত করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে কর্নওয়ালিস অরিকেরা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুকে পরাজিত করিলেন,॰ ওদিকে মার্হাট্টারা সিমোগা নামক স্থানের যুদ্ধে টিপুর সৈন্যগণকে পর্যুদস্ত করিল। যুদ্ধের তৃতীয় বৎসরে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন চতুর্দিক্ হইতে আক্রান্ত হওয়ায় টিপু অনন্যোপায় হইয়া আপনার দুই পুত্রকে ইংরেজ-শিবিরে প্রেরণপূর্বক সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কোড়গের রাজার অনুরোধে ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে মার্চ সন্ধিপত্রে উভয় পক্ষের স্বাক্ষর হইল। এই সন্ধি অনুসারে টিপুর দুই পুত্র প্রতিভূস্বরূপ ইংরেজ-শিবিরে রহিয়া গেলেন। টিপু নগদ তিন কোটি টাকা এবং তাঁহার রাজ্যের অর্ধাংশ ছাড়িয়া দিলেন। এই বিজিত রাজ্য নিজাম, ইংরেজ ও মার্হাট্টারা ভাগ করিয়া লইলেন।

১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মর্নিংটন দেখিলেন যে, টিপু ইংরেজদিগকে ভারতবর্ষ হইতে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে নিজাম আলি, নানাফর্নবিশ ও আফগানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং ফরাসী গভর্নমেন্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। নিজামের অধীনে রেমণ্ড নামক একজন ফরাসী সেনাপতি দ্বারা শিক্ষিত ১৫ হাজার সৈন্য ছিল ; সিন্ধিয়ার সৈন্যগণও ফরাসী সেনানায়কগণ কর্তৃক সুশিক্ষিত হইয়াছিল। ওদিকে মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্টি ইজিপ্টে উপস্থিত ; কখন আসিয়া ভারতে পদার্পণ করেন, তাহার স্থিরতা নাই। গভর্নর-জেনারেল কাবুলের সুলতান জেমান শাহ্-এর নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন যে, তিনি হিন্দুস্থান আক্রমণ করিবার উদ্দেশ্যে লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই জন্য তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মান্দ্রাজস্থ প্রধান সেনাপতি লর্ড হারিসকে অবিলম্বে টিপুর রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। যুদ্ধে টিপুর একদল সেনা সেদাশির নামক স্থানে এবং স্বয়ং টিপু মালবেল্লি নামক স্থানে পরাজিত হইলেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)। অতঃপর টিপু রাজধানীরক্ষার্থ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্রুতগতিতে শ্রীরঙ্গপত্তনে উপস্থিত হইলেন। লর্ড হারিসও কালবিলম্ব ব্যতিরেকে নগর অবরোধ করিলেন, এবং অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ করিয়া দুর্গপ্রাকারের একস্থান ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। টিপু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সেনা ও সেনাপতিদিগকে উৎসাহিত করিয়া ভগ্নস্থানে শত্রুর গতিরোধার্থে বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। অপর পক্ষ দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, টিপু রণশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লর্ড মর্নিংটন পুরস্কারস্বরূপ "মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেসলি" উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। মহীশূরে মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্ত হইল। মহীশূরের পূর্ব হিন্দুরাজবংশীয় পঞ্চমবর্ষীয় একটি শিশুকে মহীশূরের রাজা করা হইল। টিপুর বংশধরেরা বৃত্তি সহ বেলোড়ে স্থানান্তরিত হইলেন।

টিপ্পনী—১। টীকা, গ্রন্থের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা। টিপ্ (প্রেরণ করা) + কিপ্, কর্তৃ = টিপ্, তদুত্তরে পন + অন কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মন্তব্য প্রকাশ ('— কাটা')। বাংপ্র। বি।

টিফিন—অপরাহ্ণের জলযোগ। < ইং ['tiffin'. বি।

টিমটিম—মিটমিট, ক্ষীণ আলোক দান। বাংপ্র। বি। বিণ—**টিমটিমে**।

টিয়া—শুক বিঃ, একপ্রকার তোতাপাখি। বাংপ্র। বি।

টিলা—ডাঙ্গা ; ছোট পাহাড়। হি। বি।
টীকা—১। সবিস্তর ব্যাখ্যা ; বিবৃতি, ব্যাখ্যান। টীক্ (গমন করা)+অ ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বসন্তাদি রোগ প্রতিষেধকল্পে শরীরমধ্যে রোগের বীজ প্রবেশিত করণ ; তামাক খাইবার জন্য অঙ্গারচূর্ণ দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি।
টীকাকার—ব্যাখ্যাকার। বি ; পু।
টীট—ঠেটা, বেহায়া ; চতুর। প্রা কপ্র। বিণ।
টুংটাং জলতরঙ্গের শব্দ, বড় ঘড়ির শব্দ। বাংপ্র। বি।
টুঁ, টু—খেলার ডাক বিঃ ; সাড়া, রা ('— শব্দটি নাই')। বাংপ্র। বি।
টুঁটি কণ্ঠ, গলা। হি। বি।
টুইল একরূপভাবে বোনা কাপড় যে সুতার কোণাকোণি বা টেরচা রেখা দেখায়। < ইং 'twill'. বি। [বিণ।
টুকটাক—অল্পস্বল্প ; ছোটখাটো। বাংপ্র
টুক—টকটক শব্দ ; রাঙ্গা, টুকটুকে ; ঘোরাল ('লাল ')। বাংপ্র। বি বা বিণ।
টুকটুকে লাবণ্যবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।
টুকনি—ছোট ঘটি ; টুকরি ; ভিক্ষাপাত্র। বাংপ্র। বি। [বি।
টুকরা, -রো—ক্ষুদ্র অংশ। বাংপ্র।
টুকরা-টাকরা—কাটা ছেঁড়া ছোট খণ্ড। বাংপ্র। বি।
টুকরি বংশত্বক্ নির্মিত ছোট পাত্র বা ঝুড়ি, পেতে। বাংপ্র। বি।
টুকা, টোকা—স্মরণার্থ লিখিয়া রাখা ; ত্রুটি উল্লেখ করা। বাংপ্র। ক্রি।
টুকিটাকি- ছোটখাটো ব্যাপার ; ছোটখাটো জিনিস। বাংপ্র। বি।
টুঙ্গী, টুঙি- উচ্চ ও অন্য গৃহ হইতে পৃথক্ গৃহ ; পায়রা বসিবার উচ্চ মাচা ; মাচার উপর কুঠুরি, টং ('জল —')। < তুঙ্গ। বি।
টুটা—১। ভগ্ন, খণ্ডিত, ছিন্ন। বিণ। ২। ভাঙ্গা, ছিঁড়া, খণ্ডিত হওয়া ; ঘুচা ; দূর হওয়া ('অভিমান —') ; খসা ; ত্রুটি হওয়া। হি। ক্রি। [প্র। অ।
টুনটুন—ঘণ্টা বা জলতরঙ্গাদির শব্দ। বা -
টুনটুনি—ছোট পাখি বিঃ। বাংপ্র। বি।
টুপ - টপ্, হঠাৎ ডুব দেওয়ার বা বৃষ্টি পড়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।
টুপটাপ, টুপটুপ—ক্রমাগত জলের ফোঁটা বা ফল পড়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।
টুপি মস্তকাবরণ, cap, hat. বাংপ্র। বি।
টুমটাম—নগণ্য তুচ্ছ কার্য। বাংপ্র। বি।
টুয়ানো—লেলিয়ে দেওয়া, উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

টুর্গেনিভ, আইভান সার্ভেভিচ (Turgenev, Ivan Serveyvich) —(১৮১৮-১৮৮৩ খ্রীঃ)। বিখ্যাত রুশ লেখক। ইনি গোগোল ও টলস্টয়ের বন্ধু ছিলেন। 'Nihilist' কথাটির ইনিই উদ্ভাবক। 'Virgin Soil', 'Smoke', 'Fathers & Sons' প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য বই।
টুল—পৃষ্ঠহীন কাষ্ঠাসন, চৌকি। <ইং 'stool'. বি। [বি।
টুলি- পল্লী, পাড়া ('পটুয়া —')। বাংপ্র।
টুলো টোলসম্বন্ধীয়, টোলে শিক্ষিত। বাংপ্র। বিণ।
টুসকি, টুসি অঙ্গুলি স্ফোটনধ্বনি, টোকা ('— মারা')। বাংপ্র। বি।
টুসটুস টস্টসে. পাকিয়া রসাল ('পেকে —')। বাংপ্র। বিণ।
টে টা, নির্দিষ্ট বস্তুর পরিচায়ক শব্দ। বাংপ্র। অ।
টেংরা, টেঙ্গরা—ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।
টেক, ট্যাক—কটিবস্ত্রে কোষ, কোমরের কাপড় ; ক্যারচা নদীর বাঁকের মধ্যভাগ। বাংপ্র। বি।
টেঁক-খর ক্রোধে কর্কশ ; টাকা প্রাপ্তিবিষয়ে কর্কশ, যে চাহিবামাত্র টাকা পাইতে ইচ্ছা করে এমন। বাংপ্র। বিণ।
টেক-ঘড়ি—যে ছোট ঘড়ি টেঁকে রাখা যায়। বাংপ্র। বি।
টেকশাল সরকারী মুদ্রা প্রস্তুতের কারখানা, mint. বাংপ্র। বি।
টেঁকসই, টেকসই—মজবুত. স্থায়ী। বাংপ্র। বিণ।
টেঁটা, টেটা, ট্যাটা—কোঁচ, মাছ ধরিবার চৌকি বা অস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।
টেঁপারি, টেপারি—টম্যাটোসদৃশ ক্ষুদ্র ফল বিঃ। বাংপ্র। বি।
টেঁস, ট্যাঁস মিশ্র, বর্ণসংকর, দেশীয় খ্রীষ্টানজাতীয় ; ফিরিঙ্গী। বাংপ্র। বিণ বা বি।
টেঁসটেঁস—কড়্কড়্ শব্দ, বিরক্তিসূচক শব্দ, বেসুরা আওয়াজ ('বাঁশ করে —')। বাংপ্র। অ।
টেঁসটেঁসে—খিটখিটে, কটুভাষী ; তিক্ত, বিস্বাদ (—ফলাদি)। বাংপ্র। বিণ।
টেঁসফিরিঙ্গি—দেশীয় খ্রীষ্টান বিঃ, Eurasian. বাংপ্র। বি।
টেকচাঁদ ঠাকুর 'প্যারিচাঁদ মিত্র' দ্রঃ।
টেকটেকে—খিটখিটে, ক্রোধশীল, কর্কশ ('— কথা')। বাংপ্র। বিণ।
টেকা, টিকা—স্থিতি, থাকা। বাংপ্র। বি বা ক্রি।

টেকো, টেকুয়া—১। চরকার লৌহশলা। বি। ২। যাহার মাথায় টাক আছে এমন, টাকযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।
টেক্কা ১। প্রথম, অদ্বিতীয়। বিণ। ২। উৎকর্ষ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, টক্কর বা পাল্লা দেওয়া ; প্রথম তাস, এক ফোঁটাবিশিষ্ট তাস, ace. বাংপ্র। বি। **টেক্কা মারা**- প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করা।
টেক্স, ট্যাক্স—কর। <ইং 'tax'. বি।
টেটন ধূর্ত, শঠ। প্রা কপ্র। বিণ।
টেড়া—বাঁকা, টেরচা। বাংপ্র। বিণ।
টেড়ি, টেরি, তেড়ি- বাঁকা সিঁথি। বাংপ্র। বি। [বি।
টেনা—ছিন্নবস্ত্র, কানি, নেকড়া। প্রাদে।
টেনাপরা টেনাপোঁদা ছিন্নবস্ত্রপরিহিত, দীনহীন। বাংপ্র। বিণ।
টেনিসন, অ্যালফ্রেড, লর্ড (Tennyson, Alfred, Lord)—(১৮০৯—১৮৯২ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। ইনি 'Maud', 'The Idylls of the King', 'The May Queen' প্রভৃতি ইহার রচিত পুস্তক।
টেপা ১। টিপিয়া দেওয়া, চাপ দেওয়া ; চাপা ; ইশারা করা ; ডলা। ক্রি। ২। টোল-খাওয়া, চাপা। বাংপ্র। বিণ।
টেপানো—টিপানো, ডলানো। বাংপ্র। ক্রি।
টেবিল—মেজ, পাদবিশিষ্ট কাষ্ঠপ্রস্তরাদির পট্ট। <ইং 'table'. বি।
টেবো—ফুলো ('— গাল')। বাংপ্র। বিণ।
টের- প্রান্ত, ধার, কোণ ('এক টেরে বসা') ; ইঙ্গিত, সন্ধান ; জানা। বাংপ্র। বি।
টেরক—বক্রনেত্র, টেরা। টির+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**টেরিকা**।
টেরচা, তেরচা- বাঁকা, তির্যক্, আড় ('— চাহনি')। বাংপ্র। বিণ।
টেরা—বক্রচক্ষু। বাংপ্র। বিণ।
টেরি—১। বাঁকা সিঁথি, পানা সিঁথি। বাংপ্র। বি। ২। বক্রভাবে ; কুপিতভাবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।
টেলিগ্রাফ—তার ; তাড়িতবার্তা প্রেরণ বা তার করা, telegraph. ইং। বি।
টেলিগ্রাম সাংকেতিক তাড়িতবার্তা, তারের সাংকেতিক খবর। <ইং 'telegram'. বি।
টেলিফোন -দূরশ্রবণযন্ত্র ; তাড়িতপ্রয়োগে কথোপকথন। <ইং 'telephone'. বি।
টৌকর—ঠোকর ; (দরজায়) ঘা দেওয়া। বাংপ্র। বি।

টোকা—বৃষ্টিনিবারক গোলাকার ছোট আচ্ছাদন, ঝাঁপি, মাথালি ; অঙ্গুলি দ্বারা আঘাত। বাংপ্র। বি।

টোটকা—তৎকাল বা সদ্যঃ ফল পাইবার ঔষধ বা মন্ত্র, মুষ্টিযোগ। বাংপ্র। বি।

টোটা—বন্দুকের কার্তুজ। বাংপ্র। বি।

টো-টো—এখানে সেখানে অকারণ বা অত্যধিক ভ্রমণ বা আড্ডা দিয়া বেড়ানো। বাংপ্র। অ।

টোডরমল্ল—'তোড়রমল্ল' দ্রঃ।

টোড়ি, তোড়ী—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

টোনা—ইন্দ্রজালবিদ্যা। প্রা কপ্র। বি।

টোপ—গুটির মত উঁচু নকশা ('—তোলা') ; বঁড়শিতে গাঁথা মাছের খাদ্য ; প্রলোভনের জিনিস ('—গেলা বা ফেলা') ; ডোবল বা টোল ('—খাওয়া')। বাংপ্র। বি।

টোপর—বরের মাথার মুকুট ; বড় টুপি। বাংপ্র। বি।

টোপাকুল—ভালরূপ পাকা বড় দেশী কুল। বাংপ্র। বি।

টোল—চতুষ্পাঠী, সংস্কৃত পাঠশালা ; ধাতু-পাত্রাদিতে আঘাতজনিত গর্ত, সামান্য গহ্বর, চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান অপেক্ষা নিম্নতা। বাংপ্র। বি।

টোলা—পল্লী, পাড়া ; মহল্লা ; ('আহীরী ')। হি। বি।

টোসা—১। ফোঁটা, বিন্দু। বি। ২। টসটস করিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

ট্যাঁ—কচি ছেলের কান্নার শব্দ। বাংপ্র। বি।

ট্যাঁ-ফোঁ—টুঁশব্দ, 'উচ্চবাচ্য' ; জারিজুরি। বাংপ্র। বি।

ট্যাণ্ডাই, ট্যাণ্ডাই-ম্যাণ্ডাই—ঝগড়া, কোঁদল ; চালাকি ; জারিজুরি। বাংপ্র। বি।

ট্যামটেমি—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, tambourine. বাংপ্র। বি।

ট্রট্স্কি, লিও (Trotsky, Leon)—(১৮৭৯—১৯৪০ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ কম্যুনিস্ট নেতা। প্রকৃত নাম Lev Davidovich Bronstein. ইনি লেনিনের মতবাদের দৃঢ় সমর্থক। মেক্সিকোতে নির্বাসনে থাকার সময়ে ইনি নিহত হন।

ট্রাম, ট্র্যাম—বিদ্যুৎচালিত যান বিঃ। <ইং 'tram'. বি।

ট্রেজারি—সরকারী কোষ, খাজাঞ্চীখানা। <ইং 'treasury'. বি।

ট্রেন—রেলগাড়ির শ্রেণী, রেলগাড়ি। <ইং 'train'. বি।

ঠ

ঠ—১। দ্বাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ২। মণ্ডল ; চন্দ্রবিম্ব ; শূন্য ; উচ্চ-ধ্বনি ; শিব ; ইন্দ্রিয়গোচর। বি ; পু।

ঠং—ঘণ্টা ইত্যাদির শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঠক্, ঠক্ঠক্—কাঠের ন্যায় কঠিন জিনিস ঠুকিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঠক—(দেশজ) প্রতারক, শঠ ; ধূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঠকঠকানো—ঠক ঠক শব্দ করা ; শূন্যতা প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঠকা—বঞ্চিত হওয়া ; অকৃতকার্য হওয়া ; অপ্রস্তুত হওয়া ; (বিচারে) বেয়াকুব হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঠকানে—অপ্রতিভ করার মত ('জামাই —')। বাংপ্র। বিণ।

ঠকানো—প্রতারণা করা ; অপ্রস্তুত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঠকামি, -মো—চুকলি ; প্রতারণা। বাংপ্র। বি।

ঠক্কর—হোঁচট, আঘাত ('—খাওয়া')। বাংপ্র। বি।

ঠক্কুর—দেবতার প্রতিমা, ঠাকুর ; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি ; পু।

ঠগ—প্রতারক, বঞ্চক, ঠক, প্রাণঘাতী দস্যু, রাহাজান, ডাকাত। <স্থগ। বি।

ঠগী—ঠগের কার্য, দস্যুতা, হননপূর্বক ধনাপহরণ। বি। [পূর্বে ঠগেরা দলে দলে বণিক্ বা পথিকের বেশ ধারণপূর্বক সর্বত্র বিশেষতঃ রাজপুতানা দেশে ভ্রমণ করিত। ইহারা অতর্কিত পান্থগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের বিশ্বাস ভাজন হইত ; পরে অবসরমত তাহাদের গলে রুমাল বা অন্য প্রকার ফাঁস লাগাইয়া তাহাদের নিশ্বাসরোধ করিয়া প্রাণ হরণ করিত এবং তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়া শবগুলি ভূপ্রোথিত করিত। ঠগেরা পুরুষানুক্রমে এই হনন ও চৌর্যকার্যে নিযুক্ত থাকিত। এই কার্য ধর্মকর্ম বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। ঠগের দল সাতটি মুসলমানবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত। কিন্তু ইহাদের দলে বহু হিন্দু-নামধারীও থাকিত। ইহারা কালীপূজা করিয়া কার্যে বহির্গত হইত এবং কার্য সফল হইলে সমারোহের সহিত দেবীর পূজা দিত। ইহাদের মধ্যে "রামার্সী" নামক একটি অপভাষা প্রচলিত ছিল, এবং ইহারা সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা পরস্পরকে সমব্যবসায়ী বলিয়া চিনিয়া লইত। ঠগ-গণের অপর নাম "ফাঁসিগর", কারণ ইহারা ফাঁস লাগাইয়া প্রাণনাশ করিত। বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে কর্নেল (পরে স্যার) উইলিয়ম শ্লীমান (William Sleeman) ঠগী দলকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অক্টোবর মাস পর্যন্ত, সর্বসুদ্ধ ১৫৬২ জন ঠগ ধৃত হয়, তাহাদের মধ্যে ৩৮২ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট-গণকে দ্বীপান্তরিত বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। অধুনা এই দল প্রায়ই নির্মূল হইয়াছে। ১৯০৪ খ্রীঃ Thuggee and Dacoity Department-এর পরিবর্তে "Central Criminal Intelligence Department" স্থাপিত হয়। কর্নেল মেডোজ টেলার (Meadows Talyor) রচিত "Confessions of a Thug" নামক পুস্তকে ঠগদিগের বিবরণ অতি বিশদ ও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ঠন্, ঠন্ ঠন্—ধাতুপাত্র ইত্যাদির শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঠমক, ঠসক—তালে তালে নৃত্য, চলন ; ঠাট, ছলাকলা ; হাবভাব-সহ গতিভঙ্গি। বাংপ্র। বি।

ঠা—স্থির বা ধীরভাবে, মন্দ মন্দ। বাংপ্র। অ।

ঠাওর, ঠাহর—দৃষ্টি, উপলব্ধি ; মনোযোগ, নির্ধারণ। বাংপ্র। বি।

ঠাওরানো, ঠাহরানো—বোঝা ; স্থির করা ('বোকা —')। বাংপ্র। ক্রি।

ঠাঁই, ঠাঞি—১। স্থান বা স্থানে, নিকট বা নিকটে। কপ্র। ২। ভোজনের জন্য আসন। বাংপ্র। বি। **ঠাঁই ঠাঁই**—পৃথক্ পৃথক্ ('ভাই-ভাই ')।

ঠাঁইনাড়া—স্থানপরিবর্তিত ; এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অস্থায়ী বাস। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ঠাকরুন, ঠাকরুন—ঠাকুরানী। বাংপ্র। বি। **ঠাকরুন দিদি**—পিতামাতার মাসী পিসী ; ভগ্নীতুল্যা ব্রাহ্মণকন্যা।

ঠাকুর—দেববিগ্রহ ; ব্রাহ্মণ ; আর্য ; প্রভু ; কর্তা ; পিতা ; শ্বশুর ; পাচক ব্রাহ্মণ ; উপাধি বিঃ। <ঠক্কুর। বি।

ঠাকুরঘর—দেবমন্দির। বাংপ্র। বি।

ঠাকুরজামাই—শ্বশুরের জামাই, ননদের স্বামী, নন্দাই। বাংপ্র। বি ; পু।

ঠাকুর-ঝি—শ্বশুরের ঝি, ননন্দা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ঠাকুর-দাদা, ঠাকুরদা—ঠাকুর-তাত, মান্য তাত, পিতামহ, মাতামহ (সম্বোধনে প্রায়ই দাদামশায়)। বাংপ্র। বি ; পু।

ঠাকুরদালান—চণ্ডীমণ্ডপ, ঠাকুর পূজার জন্য নির্দিষ্ট দালান। বাংপ্র। বি।

ঠাকুরদাস চক্রবর্ত্তী—আনুমানিক ১২০৯ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা জমিদারি সেরেস্তায় সামান্য কার্য করিয়া কষ্টে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। ঠাকুরদাস গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া উক্ত জমিদারি সেরেস্তায় মুহুরীদিগের কার্যে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু এ কাজ তাঁহার ভাল লাগিত না। অবসর পাইলেই তিনি সংগীতরচনায় মনোনিবেশ করিতেন। এই সময় ভোলা ময়রা, আণ্টুনি ফিরিঙ্গি প্রভৃতির কবির গান চারিদিকে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঠাকুরদাস গোপনে আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত পরিচিত হইলেন এবং কবির পালার গান রচনা করিয়া বিভিন্ন দলে দিতে লাগিলেন। এই সময় ইঁহার বয়স ২৭।২৮ বৎসর। প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে ঠাকুরদাসের পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

ঠাকুরদাস দত্ত—আনুমানিক ১২০৬ সালে হাবড়ার নিকটবর্তী বাঁটরা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামমোহন দত্ত। রামমোহন ফোর্ট উইলিয়মে চাকরি করিয়া সংগতিপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি পুত্রের শিক্ষার নিমিত্ত একজন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। তাঁহার নিকট ঠাকুরদাস কিঞ্চিৎ ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। শিক্ষালাভের সময় হইতেই ঠাকুরদাস সংগীতচর্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

ঠাকুরদাস নিজে কখন কবির দল করেন নাই, বা কবির দলে গাওনা করেন নাই। তিনি গান রচনা করিয়া দিতেন, কবি-ওয়ালারা তাহা আগ্রহের সহিত লইয়া গিয়া গান করিত। ঠাকুরদাস এক পাঁচালীর দল করিয়াছিলেন, এবং তাহাতেই গাওনা করিতেন। ইঁহার কবিপ্রতিভায় তৎকালীন শিক্ষিত-সমাজ বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মূলাজোড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণ ইঁহাকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

"মালঞ্চ", "সাহিত্য মঙ্গল", "সাতনরী", "উদ্ভটকাব্য", "শারদীয় সাহিত্য", "বিজনবালা" প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বহু প্রসিদ্ধ পত্রিকার সম্পর্ক লিখিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন।

ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পিতা। পত্নী ভগবতী দেবী। মেদিনীপুরের অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে এক নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ-পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়।

ঠাকুর-পুত্র—দীক্ষাগুরুর পুত্র। ৬তৎ। বাংপ্র। বি; পুং।

ঠাকুর-পো—শ্বশুরের পুত্র, দেবর। বাংপ্র। বি; পুং।

ঠাকুর-বাড়ি দেবগৃহ, যে বাড়িতে দেবপ্রতিমা আছে; জগন্নাথধাম; গুরুগৃহ। বাংপ্র। বি। [পুং।

ঠাকুর-মণ্ডপ দেবমন্দির। বাংপ্র। বি;

ঠাকুর-মা, ঠাকুমা—পিতামহী (সম্বোধনে প্রায়ই দিদি কিংবা দিদি-মা)। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঠাকুর-সেবা—দেবপূজাদি। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঠাকুরাণী, ঠাকুরন মান্যা নারী; ব্রাহ্মণী; গুরুপত্নী; দেবী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঠাকুরাল, ঠাকুরালি-ঠাকুরের যোগ্য ব্যবহার; প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; ঠাট্টা তামাশা। বাংপ্র। বি।

ঠাঞি 'ঠাঁই' দ্রঃ।

ঠাট—১। বাহিরের চা'ল ('—বজায় রাখা'); কাঠাম, অবয়ব; সেতার ইত্যাদির পর্দা বাঁধার প্রণালী; ভঙ্গী; ধরন; রকম; হাবভাব, ছেনালি। বাংপ্র। ২। সঙ্গী; অনুচর; সমূহ, দল; সমাবেশ-শোভা; সেনাকটক, সৈন্যদল। প্রা কপ্র। বি।

ঠাটঠমক—হাবভাব, ভাবভঙ্গী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ঠাট্টা—পরিহাস, কৌতুক, রহস্য, মজা, তামাশা। বাংপ্র। বি।

ঠাড় স্থির, খাড়া। কপ্র। বিণ।

ঠাড়ি ১। বন্ধ্যা, বৎসহীনা, দীর্ঘকাল অপ্রসূতা (গবী)। প্রাদে। বিণ; স্ত্রী। ২। দণ্ডায়মান। বিণ। ৩। দাঁড়াইয়া, স্থির হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঠাণ্ডা—১। হিম, শীতল; শান্ত, স্থির; শাসিত, দুরন্ত। বিণ। ২। শৈত্য, গ্রীষ্মাভাব। বাংপ্র। বি।

ঠাণ্ডাই—শীতলতা, যে পানীয় দ্বারা দেহ শীতল হয়। বাংপ্র। বি।

ঠাম—ঠাঁই, স্থান, নিকট। প্রা কপ্র। বি।

ঠামদিদি, ঠাকুরমাদিদি—ঠাকুরমা। বাংপ্র। বি।

ঠানি—অনুমান করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঠাম—ঠাঁই, স্থান, নিকট; গৃহ; গঠন; মূর্তি; অঙ্গের কাজ। প্রা কপ্র। বি।

ঠায়--একভাবে স্থির হইয়া ('—দাঁড়াইয়া থাকা'); একটানা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ঠার—সংকেত, ইঙ্গিত; ইশারা। বাংপ্র। বি।

ঠারা—১। ইঙ্গিত বা ইশারা করা ('চোখ —')। বাংপ্র। ২। বক্র হওয়া; দাঁড়ানো, স্থির হওয়া; অপেক্ষা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঠারাঠারি—পরস্পর ইশারা। বাংপ্র। বি।

ঠারেঠোরে—আকারে ইঙ্গিতে, ইশারায়। বাংপ্র। বি।

ঠাস, ঠাসা—১। নিবিড়, ঘন ('— বুনন')। বিণ। ২। চাপ, ঠাসাঠাসি; চড় মারার শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঠাসা—১। লোহা কিংবা কাঁসার ছাঁচ বা নকশা, যাহার উপরে সোনা রূপার পাত রাখিয়া পিটিয়া সেকরা পাতের আকার ঠাসার অনুরূপ করে, die. বি। ২। গাদা বা ভরা; চাপা, থাসা ('ময়দা -')। বাংপ্র। ক্রি।

ঠাসাঠাসি, ঠেসাঠেসি--নিবিড়, পরস্পর গাত্রঘর্ষণ, গাদাগাদি। বাংপ্র। বি; ক্রি-বিণ।

ঠাহর—'ঠাওর' দ্রঃ।

ঠিক—১। প্রকৃত, যথার্থ, সত্য; বিশুদ্ধ, নির্ভুল; দুরন্ত, শাসিত; প্রস্তুত, ready; নির্ধারিত; উপযুক্ত; যথাযথ। বিণ। ২। যোগ, তেরিজ, সমষ্টি; সত্যতা ('কথার —'); স্থিরতা ('মাথার —'); সন্ধান বা ঠিকানা। বাংপ্র। বি।

ঠিকঠাক—নির্দিষ্ট, নিরূপিত, ঠিক; পরিপাটী; যথাযথ। বাংপ্র। বিণ।

ঠিকঠিকানা—কূল কিনারা; নিদর্শন, চিহ্ন; নির্ধারণ; সুবন্দোবস্ত। বাংপ্র। বি।

ঠিকরা, ঠিকরে—যে মৃৎ বা কঙ্কর খণ্ড কলিকার ছিদ্রপথে দেওয়া হয়। বি।

ঠিকরানো, ঠিকরনো ঠিকরাইয়া বা ছটকাইয়া যাওয়া; বিচ্ছুরিত হওয়া ('জ্যোতি —'); প্রখর কিরণাদিহেতু চোখে ধাঁধাঁ লাগা ('চোখ —')। বাংপ্র। ক্রি।

ঠিকরি-কড়াই, ঠিকরে-কড়াই—মাষকলাইজাতীয় দানা। বাংপ্র। বি।

ঠিকা--১। স্থিরীকৃত; নির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত নিযুক্ত খুচরা হিসাব ('— কাজ')। বিণ। ২। কাজ করিবার চুক্তি; ভাড়া ('-- দেওয়া')। বাংপ্র। বি।

ঠিকাদার—যে ঠিকায় কাজ লয়, contractor. বাংপ্র। বি।

ঠিকাদারি—ঠিকাদারের কাজ। বাংপ্র। বি। বিণ-**ঠিকাদারী**।

ঠিকানা—নির্দিষ্ট স্থান, বাসস্থান; বসতির নিদর্শন; সীমা; খোঁজ, পাত্তা; স্থিরতা ('সংখ্যার — নাই')। বাংপ্র। বি।

ঠিকী—ক্ষুদ্র পরিমাণ পাত্র, কুনকে। প্রাদে। বি।

ঠিকুজি—সংক্ষিপ্ত জাতকপত্র বা কোষ্ঠী, যে পত্রে জন্মকাল ঠিক করিয়া লেখা থাকে, horoscope. বাংপ্র। বি।

ঠুং—ঘণ্টা ইত্যাদির মৃদুশব্দ। বাংপ্র। অ।

ঠুংরি সংগীত বিঃ; আটমাত্রার তাল বিঃ। হি-মূ। বি।

ঠুঁটা, ঠেঁটো—শাখাপ্রশাখাহীন; অঙ্গুলি-হীন, কুষ্ঠরোগে অঙ্গুলিহীন, নুলো। বাংপ্র। বিণ।

ঠুক্—কঠিন জিনিস ঠুকিবার মৃদু শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঠকরানো—ঠোঁট দিয়া আঘাত বা দংশন করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঠুকা, ঠোকা—ঘা মারা; আঘাত করা, প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঠুকা-ঠাকা—সামান্য মুষ্টিযোগ, টোটকা-টাটকি। বাংপ্র। বি।

ঠুঙ্গি, ঠুঙি—ছোট ঠোঙা বা ঠোঙ্গা। বাংপ্র। বি।

ঠুন্—ধাতুপাত্র ইত্যাদির মৃদু শব্দ। বাংপ্র। বি।

ঠুনকা, ঠুনকো—১। ক্ষণভঙ্গুর, ক্ষীণ জীবী। বিণ। ২। নবপ্রসূতা প্রভৃতির স্তন আওড়াইয়া জ্বর। বাংপ্র। বি।

ঠুমকি নাচের ভঙ্গী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঠুলি—হাব, অঙ্গভঙ্গি, ছল; আবরণ, গবাদি পশুর চোখের আবরণ। বাংপ্র। বি।

ঠুসা, ঠোসা—ঠাসা, গাদিয়া খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঠেং, ঠ্যাং, ঠেঙ্গ পদ; শীর্ণপদ। বাংপ্র। বি।

ঠেঁটা, ঠ্যাঁটা—ধূর্ত, শঠ; পাজি, বেহায়া; কর্কশভাষী। বাংপ্র। বিণ।

ঠেক—আটক, প্রতিবন্ধক; বাধাঘাত, অবলম্বন; চাউল প্রভৃতির পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঠেকনা—যদ্দ্বারা আশ্রয় দেওয়া যাইতে পারে, ঠেস, prop; আটকাইবার উপায় ('কপাটের —')। বাংপ্র। বি।

ঠেকা—১। বিঘ্ন, দায়, সংকট, বিপত্তি, লেঠা, ঠেলা; স্পর্শ। প্রাদে। ২। [সংগীতে] তাল ও মাত্রা। বি। ৩। স্পৃষ্ট হওয়া, লাগা; পড়া, পতিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঠেকাঠেকি—পরস্পর স্পর্শ বা ছোঁয়াছুঁয়ি। বাংপ্র। বি।

ঠেকানো—স্পর্শ করা বা করানো, লাগানো; পাতিত করা, ফেলানো; সামলানো ('তাল —')। বাংপ্র। ক্রি।

ঠেকার, ঠ্যাকার—দেমাক, গর্ব, অহং-কার। বাংপ্র। বি। বিণ—**ঠেকারে**।

ঠেকো—১। সজাতি হইতে পৃথক্‌কৃত, একঘরে। বিণ। ২। ঠেকা, ঠেকনা কাঠি। বাংপ্র। বি।

ঠেঙা, ঠেঙা—লম্বা সরু লাঠি; যষ্টি। বাংপ্র। বি।

ঠেঙাজ্বর—জ্বর বিঃ (যাহাতে হাতে পায়ে এত ব্যথা হয় যেন কেহ ঠেঙ্গাইয়াছে)। <ইং 'dengue fever'. বি।

ঠেঙ্গাঠেঙ্গি—লাঠালাঠি, লাঠি লইয়া পরস্পর মারামারি। বাংপ্র। বি।

ঠেঙ্গাড়িয়া, ঠেঙ্গাড়ে যে দস্যু পথিককে ঠেঙ্গাইয়া মারে, রাহাজান। বাংপ্র। বি।

ঠেঙ্গানো, ঠেঙানো লগুড়াঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**ঠেঙ্গানি, ঠেঙানি**।

ঠেল ঠেলা, ধাক্কা; চাপ। বাংপ্র। বি।

ঠেলা ১। লেঠা, দায়, ঠেকা; সংকট; রাশি, আধিক্য ('কাজের —')। বি। ২। বিস্তর; অধিক। বিণ। ৩। ধাক্কা দেওয়া, ধাক্কানো; মাড়াইয়া সরানো। ক্রি। ৪। ঠেলা দিয়া চালিত ('— গাড়ি')। বাংপ্র। বিণ। **কথা ঠেলা**—কথা অগ্রাহ্য করা। **জাতে বা সমাজে ঠেলা**—একঘরে করা। **পায়ে ঠেলা**—তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা; অনুরোধ উপেক্ষা করা। **বেগার ঠেলা**—অনিচ্ছার সহিত যা'-তা' করিয়া কোন কাজ সমাধা করা।

ঠেলাঠেলি—পরস্পরকে ঠেলা, ভিড়ে ধাক্কা-ধাক্কি বা হুড়াহুড়ি। বাংপ্র। বি।

ঠেস—ঠেসান, হেলান; ঠেকনা; বাঁকা কথা, শ্লেষাত্মক বাক্য ('— দিয়া বলা')। বাংপ্র। বি।

ঠেসা—ঠেস দেওয়া; গোঁজা। বাংপ্র। ক্রি।

ঠেসাঠেসি—বেজায় ভিড়; গাদাগাদি। বাংপ্র। বি।

ঠেসান—১। ঠেস, হেলান। বি। ২। ঠেস দেওয়ানো, হেলানো; ভেজানো। বাংপ্র। বিণ।

ঠেসানো ঠেস দেওয়ানো, হেলানো; ভেজানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঠোঁট—ওষ্ঠ বা অধর; চঞ্চু, সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। বাংপ্র। বি। **ঠোঁট ফুলানো** অভিমান আবদার ইত্যাদির ছলে কান্নার উপক্রম করা।

ঠোঁট-কাটা—যাহার ঠোঁট কাটা বা ছিন্ন; নির্লজ্জ, স্পষ্টবক্তা। বাংপ্র। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ঠোঁট-কাটী**।

ঠোক রোক, গোঁ, জেদ। বাংপ্র। বি। **ঠোক খাওয়া**—বাধা পাওয়া; বাধা পাইয়া কিছুক্ষণের জন্য থামা।

ঠোকন, ঠোকনা—অঙ্গুলি প্রভৃতি দ্বারা গণ্ডদেশাদিতে সামান্য আঘাত; ঠুকুনি। বাংপ্র। বি।

ঠোকর—পাখির ঠোঁট বা অস্ত্রাদির আঘাত; অযাচিত মন্তব্যপ্রকাশ বা ফোড়ন ('— দেওয়া'); একটু আধটু চর্চা ('সব বিদ্যায় — মারা')। বাংপ্র। বি।

ঠোকরানো—ঠোকর দেওয়া; সরুমুখ শস্ত্রাদি দ্বারা গর্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঠোকা ঠুকা (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। ক্রি।

ঠোকাঠুকি পরস্পর ঠোকা লাগা; মারামারি। বাংপ্র। বি।

ঠোঙ্গা, ঠোঙা—পত্রাদি নির্মিত আধার বা পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঠোনা—মুষ্টিবদ্ধ তর্জনীর পর্ব; ঠোকনা ('— মারা')। বাংপ্র। বি।

ঠোলা—বড় ঠুলি, ঠোঙ্গা বাংপ্র। বি।

ঠোস—স্ফীতি, ঠাস ('পেট — মারা')। বাংপ্র। বি।

ঠ্যাঁটা—'ঠেঁটা' দ্রঃ।

ড

ড—১। ত্রয়োদশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ২। বাড়বানল; শব্দ; শিব। বি; পুং।

ডক—জাহাজ নির্মাণশালা। <ইং 'dock'. বি।

ডগ, ডগা—অগ্রভাগ, বৃক্ষশাখাগ্র। বাংপ্র। বি।

ডগডগে—রক্তবর্ণ; উজ্জ্বল। বাংপ্র। বিণ।

ডগমগ—উদ্বেল, ডুবুডুবু, উদ্‌ভ্রান্ত, আট-খানা, বিভোর; পরিপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

ডগলা, ডগালি—বৃক্ষের সরু অগ্র-প্রদেশ, বৃক্ষের কর্তিত সরু শাখা। বাংপ্র। বি।

ডগি—গাছের সরু ডাল; বাঁশের আগা। বাংপ্র। বি।

ডঙ্কা—দুন্দুভিধ্বনি; টিকারা; জয়ঢাক; ঢেঁটরা। ডম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৈ+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। **ডঙ্কা মারা**—সগৌরবে জাহির বা ঘোষিত করা।

ডজন—দ্বাদশ সংখ্যা। <ইং 'dozen'. বি।

ডন—ব্যায়াম বিঃ, দণ্ডবৎ ভূপতিত অবস্থায় অগ্র পশ্চাৎ করিয়া কসরত। < দণ্ড। বি।

ডফ, রেঃ ডাঃ আলেকজাণ্ডার (Rev. Dr. Alexander Duff)—জন্ম ২৫শে এপ্রিল ১৮০৬ খ্রীঃ। ইনি মিশনারী হইয়া স্কটলণ্ড হইতে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করেন। ইংরেজী শিক্ষা দ্বারা ভারতবাসীকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করা ইঁহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যে ইনি ফ্রি চার্চ ইন্‌স্টিটিউসন (Free Church Institution) নামক

বিত্যালয় স্থাপন করেন। ডফ সাহেব ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে আবার দেশে যাইয়া ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য করিয়া ডফ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতার বিশ্ব-বিত্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন এবং উহাতে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত খ্রীষ্টান ধর্মসম্বন্ধেও ইনি অনেক গ্রন্থ ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি ইনি পরলোকগমন করেন। কলিকাতা নিমতলা স্ট্রীটে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন (যাহার সহিত পরে ডফ কলেজ যুক্ত হইয়াছিল) এক্ষণে আজাদ হিন্দ্ বাগের (হেদুয়া পুষ্করিণীর) পূর্বদিকে স্থাপিত জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন (General Assembly's Institution) সঙ্গে মিলিত হইয়া স্কটীস চার্চেস কলেজে (Scottish Churches College) পরিণত হইয়াছে। ডফ সাহেব যখন কলিকাতায় ছিলেন, সে সময় অনেকগুলি হিন্দু যুবককে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করাতে হিন্দুসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় ইঁহার বিরোধিগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিল।

ডফরিন, লর্ড (Frederic-Temple Hamilton Temple Blackwood, first Marquess of Dufferin)—জন্ম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে জুন। ইনি কানাডার গভর্নর-জেনারেল এবং অন্যান্য উচ্চ কার্য করিয়া ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ভারতের ভাইসরয় পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাওলপিণ্ডিতে দরবার করিয়া আফগানিস্থানের আমীর আবদার রহমানকে অভ্যর্থনা করেন। ব্রহ্মদেশের রাজা থিব ইংরেজ ব্যবসায়িগণকে নানারকম উৎপীড়ন করাতে ইংরেজ সৈন্য উক্ত দেশ আক্রমণ করে। থিবকে ধৃত করিয়া ভারতে লইয়া আসা হয় এবং রত্নগিরি নামক স্থানে নির্বাসিতভাবে রাখিয়া দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি থিবরাজ্য ব্রিটিশ-রাজ্যভুক্ত এবং একজন চিফ কমিশনারের শাসনাধীন করা হয়। ঐ বৎসরেই ডফরিন গোয়ালিয়রের রাজাকে গোয়ালিয়র দুর্গ প্রত্যর্পণ করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং ইংরেজ গভর্নমেন্টের উপর তাঁহাদের বিশ্বাস বর্ধন করিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতেশ্বরীর রাজ্যশাসনের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসব লর্ড ডফরিন অতি সমারোহে সম্পন্ন করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর ইনি কর্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ঐ বৎসরই Marquis of Dufferin and Ava এই উপাধি-ভূষিত হন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম নগরে এবং ১৮৯১ হইতে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্যারিস নগরে ইনি ব্রিটিশ-দূত-স্বরূপে অবস্থান করেন। জীবনের শেষভাগে ইনি অসাবধানতার ফলে আর্থিক কষ্ট ভোগ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ইনি পরলোকগমন করেন। ইনি বিত্যাবুদ্ধিতে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠাবান্ ছিলেন। বিখ্যাত বাগ্মী সেরিডেনের পুত্র টমাস সেরিডেন ইঁহার মাতামহ ছিলেন। ইঁহার মাতাও বিদুষী ছিলেন। ইঁহার পত্নী হ্যারিয়েট ডফরিন ভারত-মহিলাগণের সুচিকিৎসাকল্পে Countess of Dufferin's Fund নামক একটি অর্থভাণ্ডার স্থাপিত করেন। সেই ভাণ্ডার হইতে ভারতের নানাস্থানে স্ত্রীলোকের জন্য হাসপাতাল খোলা হইয়াছে এবং পরিচালিত হইতেছে।

ডবকা নব-যৌ নগর্বিতা ('—ছুঁড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

ডবডব রসপূর্ণ, বিস্ফারিত বা অশ্রুসজল ভাব। বাংপ্র। অ। বিণ—**ডবডবে** ('— চোখ')। [বি।

ডবডবানি—বড়াই, আস্ফালন। বাংপ্র।

ডবল—দ্বিগুণ। <ইং 'double'. বি।

ডবলিউ. সি. ব্যানার্জি—'উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়' দ্রঃ।

ডমর—আক্রমণ; বিপ্লব। ডম্ (অনুকরণ শব্দ) ঋ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

ডমরু, ডম্বরু, ডম্বুরু—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, ডুগডুগি [ইহার আকার ক্ষুদ্র, মধ্যভাগ সংকীর্ণ, এবং তাহার উভয় দিক্ ক্রমশঃ অধিকতর প্রশস্ত, এই জন্য কোন কোন কবি ইহার সহিত স্ত্রীলোকের কটিদেশের উপমা দিয়া থাকেন]; চমৎকার। ডম্ (অনুকরণ শব্দ)—ঋ (গমন করা)+উ কর্তৃ। বি; পু।

ডমরুমধ্য—১। ডমরু বাদ্যযন্ত্রের মধ্যভাগ। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী। ২। যে সংকীর্ণ ভূখণ্ড মধ্যে থাকিয়া দুই বৃহৎ-ভূখণ্ডকে সংযুক্ত করে, যোজক, isthmus. ৩। ডমরুর ন্যায় ক্ষীণ কটিবিশিষ্ট। বিণ।

ডম্বর—১। উদ্ধত; বিখ্যাত। ডম্ব (প্রেরণ করা)+অর কর্তৃ। বিণ। ২। বিলাস; সমূহ; উৎকর্ষ। বি; পু।

ডম্বরু—'ডমরু' দ্রঃ।

ডম্বল—ব্যায়ামার্থ মুদ্গরাকার লৌহপিণ্ড বিঃ। <ইং 'dumb-bell'. বি।

ডয়ন নভোগতি, উড়া। ডী (উড়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ডয়েল, কোনান (Doyle, Sir A. Conan)—(১৮৫৯—১৯৩০ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। ইনি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার প্রত্যেক ডিটেকটিভ উপন্যাসে শার্লক হোম্‌স প্রধান চরিত্র।

ডর—ভয়, শঙ্কা, ত্রাস। <দর। বি।

ডরা, ডরানো—ভয় করা। বাংপ্র। ক্রি।

ডরাসি—ভয় করিতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

ডরি—১। ডরিয়া, ভয় করিয়া; ভয় করি। কপ্র। ক্রি। ২। দড়ি, রজ্জু। প্রা কপ্র। বি।

ডলা—মর্দন করা, মলা, টেপা, ঘাসা ('ময়দা —')। বাংপ্র। ক্রি।

ডলানো—মর্দন করানো, টেপানো। বাংপ্র। ক্রি।

ডল্লক—বংশাদি নির্মিত পাত্র বিঃ, ডালা; অনার্য ভাষা। বি; ক্লী।

ডস্টয়েভ্স্কি (Dostoievsky, Feodor Mikhailovitch)—(১৮২১—১৮৮১ খ্রীঃ)। বিখ্যাত রুশ ঔপন্যাসিক। জন্মস্থান মস্কো। 'Crime and Punishment', 'The Idiot' প্রভৃতি ইঁহার লিখিত পুস্তক।

ডহর—১। নিম্নস্থান; গর্ত; দহ; নৌকার খোল; পতিত ভূমির উপর দিয়া গোমনুষ্যাদির চলিবার রাস্তা। বি। ২। গভীর ('— পানি')। বাংপ্র। বিণ।

ডহরা—১। গভীর। বিণ। ২। খালা জমি (যেমন ধান জমি; ইহার বিপরীত 'ডাঙ্গা' জমি)। বাংপ্র। বি।

ডহু, ডহুয়া—ডেহুয়া, মাদার। দহ+উ কর্তৃ। বি; পু।

ডা—ডাকিনী। ডী (উড়া)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ডাইন, ডান—১। মায়াবী, কুহকী। বি। ২। দক্ষিণ হস্তের দিক্। বাংপ্র। বিণ। **ডান হাতের ব্যাপার**—খোরাক, রুটি ('— বন্ধ করা')।

ডাইনী, ডাইন, ডান—ডাকিনী। বাংপ্র। বি।

ডাইল, ডাউল, ডাল—রন্ধনার্থ কলায়-চূর্ণ; রন্ধিত উক্ত বস্তু। বাংপ্র। বি।

ডাইস—লৌহাদি ধাতুর ইস্ক্রুরূপ কাটিবার যন্ত্র ; ছাঁচের ঠাসা ; জুয়া খেলার ঘুঁটি বিঃ। <ইং 'dies' ও 'dice'. বি।

ডাং, ডাঙ্—দণ্ড ; ডাণ্ডাগুলি খেলিবার ডাণ্ডা। বাংপ্র। বি। **ডাং করা**—কাড়ি করা ; অনাহারে ফেলিয়া রাখা।

ডাংপিটা, -পিটে, ডানপিটে—গোঁয়ার, অসমসাহসী। বাংপ্র। বিণ।

ডাঁই—স্তূপ, রাশি, কাঁড়ি। বাংপ্র। বি।

ডাঁট—১। বাঁট, হাতল, handle. বাংপ্র। ২। দেমাগ, তেজ। < দৃঢ়। বি।

ডাঁটা—গাছের সরু ডাল ; থাড়া ; সরু গাছ ; লম্বা ফল ; শাকথাড়া বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডাঁটি, -টী—ছোট ডাঁটা ; হাতল বা মুষল ('হামানদিস্তার —') ; ছাতা প্রভৃতি ধরিবার দণ্ড। বাংপ্র। বি।

ডাঁটো—দৃঢ়, শক্ত ; ডাঁশা ; অসিদ্ধ ; যুবা, বলিষ্ঠ ; সমর্থ ('— লোক')। বাংপ্র। বিণ।

ডাঁড়, দাঁড়—নৌকা চালাইবার ষষ্ঠিত্র ; পোষা পাখি বসিবার দণ্ড ; ঝোড়া প্রভৃতি তুলিবার কাঠি বা ডাঙ্গ। বাংপ্র। বি।

ডাঁড়কাক—দাঁড়কাক। বাংপ্র। বি।

ডাঁড়া—পিঠের শিরদাঁড়া, জমির সরু আইল ; জলনালী ; রীতি, ধারা। বাংপ্র। বি।

ডাঁশ—দংশ, মক্ষিকা বিঃ (প্রায়ই চতুষ্পদ জন্তুকে দংশন করে)। বাংপ্র। বি।

ডাঁসা, -শা—১। গৃহ-প্রাচীরে প্রোথিত মূল ক্ষুদ্র দণ্ড। বি। ২। অর্ধপক্ক। বাংপ্র। বিণ।

ডাক—পিশাচ বিঃ ; আহ্বান ; উচ্চ শব্দ ; পশুপক্ষীর স্বাভাবিক রব ; পক্ষি বিঃ ; ডাহক ; লোকপ্রবাদ ; চিঠি বিলি সম্বন্ধীয় সরকারী ব্যবস্থা, post ; চিঠিপত্র ; খ্যাতি ('নাম —')। বাংপ্র। বি।

ডাক, ডাকসাজ—রাংতার যে সজ্জা বা ভূষণ প্রতিমায় আঁটা হয়। বাংপ্র। বি।

ডাকঘর—যে ঘরে প্রেরণযোগ্য পত্রাদি দেওয়া হয়, পোস্ট আফিস। বাংপ্র। বি।

ডাকডোক—আহ্বান ; গর্জন। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

ডাকতুরুপ—তাসের খেলা বিঃ।

ডাকনাম—যে নামে মানুষকে আহ্বান করা হয় (রাশি নাম নহে)। বাংপ্র। বি।

ডাকপুরুষ—কিংবদন্তী, জনশ্রুতি। বাংপ্র। বি।

ডাকবাংলা—সরকারী লোকদিগের জন্য মফঃস্বলের পান্থশালা, bungalow. বাংপ্র। বি।

ডাকমাশুল—পত্রাদি বহনজন্য পোস্ট অফিসে দেয় শুল্ক, ডাক খরচা। বাংপ্র। বি।

ডাকমুন্সি—ডাকঘরের প্রধান কর্মকর্তা, পোস্টমাস্টার। বাংপ্র। বি।

ডাকর—ডাগর, বড়, বৃহৎ। প্রা কপ্র। বিণ।

ডাকসাইটে—কুখ্যাত ; সুপ্রসিদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

ডাক-হরকরা—যে পত্র বহন করে বা বিলি করে, ডাক-পেয়াদা, runner বা post-peon. বাংপ্র। বি।

ডাকহাঁক—আহ্বান। বাংপ্র। বি।

ডাকা—১। আহ্বান করা ; শব্দ করা ; গর্জন করা ; নাম লওয়া ('ঈশ্বরকে —')। ক্রি। ২। ডাকাইত বা ডাকাত। দেশজ। ৩। ডাকাতি। প্রা কপ্র। বি।

ডাকাইত, ডাকাত—দস্যু, দুঃসাহসী বা প্রাণঘাতী চোর। বাংপ্র। বি।

ডাকাডাকি—বারংবার ডাকা, শোরগোল করিয়া ডাক। বাংপ্র। বি।

ডাকাতি, ডাকাইতি—লুঠতরাজ, দস্যুবৃত্তি। বাংপ্র। বি। বিণ—**ডাকাতী** ('— মামলা')।

ডাকানো—ডাক করানো ('নীলাম —') ; ডাকিয়া আনানো। বাংপ্র। ক্রি।

ডাকাবুকা—বেহায়া, নির্ভয় ('— মেয়ে-মানুষ')। বাংপ্র। বিণ।

ডাকিনী—পিশাচী বিঃ [কথিত আছে যে, ইহারা হরপার্বতীর অনুচরী] ; ডাইনী। ডাক+ইন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ডাকু দস্যু, ডাকাত। হি। বি।

ডাক্তার—১। অভিজ্ঞ, বিদ্বান্। বিণ। ২। এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি প্রথায় রোগচিকিৎসক ; দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য প্রভৃতিতে পাণ্ডিত্যসূচক উপাধি বিঃ, আচার্য। ইং 'doctor'. বি।

ডাক্তারখানা—ডাক্তারের বসিবার স্থান ; বিলাতী ঔষধ পাইবার স্থান। ইং-মু। বি। [বৃত্তি। ইং-মু। বি।

ডাক্তারি—রোগচিকিৎসা বা ডাক্তারের

ডাক্তারী—ডাক্তারসংক্রান্ত। ইং-মু। বিণ।

ডাগর—বৃহৎ, বড় ('— মেয়ে', '— চোখ')। বাংপ্র। বিণ।

ডাঙ্গ, ডাং—১। দণ্ড, ছোট বংশ-খণ্ড। বি। ২। দুরন্ত, দুঃসাহসিক। বাংপ্র। বিণ।

ডাঙ্গ (ডাং)-গুলি—দণ্ড দিয়া গুলি (প্রায়ই ক্ষুদ্র কাঠি) নিক্ষেপরূপ খেলা বিঃ, গুলি ডাণ্ডা। বাংপ্র। বি।

ডাঙ্গ (ডাং) -পিটা—দণ্ড দ্বারা পিটিয়া বেড়ায় যে, দুর্দান্ত, নির্ভীক। বাংপ্র। বিণ।

ডাঙ্গশ—গজাদি পশু চালনের অঙ্কুশ। বাংপ্র। বি।

ডাঙ্গা, ডাঙা—স্থলদেশ ; বাংপ্র। বি।

ডাণ্ডা—বড় লাঠি। <দণ্ড। বি।

ডান—'ডাইন' দ্রঃ।

ডানকুনি—শাক বিঃ ; ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডানপিটে—ডাংপিটা (তাহা দ্রঃ)।

ডানলা—ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডানা—পাখির পক্ষ। বাংপ্র। বি।

ডানাকাটা—পক্ষবিহীন। বাংপ্র। বিণ। **ডানাকাটা পরী**—অনিন্দ্যসুন্দরী (ব্যঙ্গচ্ছলে)।

ডাব—অপক্ক নারিকেল। বাংপ্র। বি।

ডাবর—পান রাখিবার আধার ; গামলা। বাংপ্র। বি।

ডাবা—১। গরুর জাব রাখিবার আধার বিঃ, ডাবর ; টব। ২। থেলো, বড় খোলযুক্ত ('— হুঁকা')। বাংপ্র। বিণ।

ডামর—১। তন্ত্রশাস্ত্র বিঃ। বি ; পু। ২। অবিনয়, উদ্ধত। ডমর (উদ্ধত)+ ক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ডামরী, ডামরা**।

ডামাডোল—ধামা ও ঢোল, ঢোলের মতন স্ফীত বা বৃহৎ, বাড়াবাড়ি ; গণ্ডগোল ; মড়কাদিহেতু দারুণ আতঙ্কজনিত দেশ তোলপাড় বা বিশৃঙ্খল হওয়ার ভাব। বাংপ্র। বি।

ডায়মন—হীরার মতন পল তোলা নকশা। <ইং 'diamond'. বি।

ডায়মন-কাটা—পল-তোলা। ইং-মু। বিণ।

ডারা—নিক্ষেপ করা, ফেলা ; অর্পণ করা। হি। কপ্র। ক্রি।

ডারুইন (Charles Darwin)—সুবিখ্যাত প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিত। ১৮০৯ খ্রীঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি ইংলণ্ডের অন্তর্গত শ্রুজবারি নামক স্থানে ইহার জন্ম। ইহার পিতার নাম রবার্ট উইলিয়ম ডারুইন। ডারুইন বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ মানসে ১৮৩১ খ্রীঃ ২৭এ ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাজকীয় পোতে আরোহণপূর্বক যাত্রা করেন, এবং ১৮৩৬ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর ইংলণ্ডে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ-কালে তিনি নানা দেশের নানাবিধ জীবজন্তু-সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন, তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। "The Descent of Man and Selection in Relation to Sex" (মানবের বিবর্ত ও যৌননির্বাচন), "The Variation of Animals and Plant under Domestication" (মানব-সাহায্যে উদ্ভিদ্ ও ইতর জন্তুর পরিবর্তন) প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক দর্শনজগতে

এক নবযুগ প্রবর্তিত করিয়াছে। ইঁহার মতে পৃথিবীতে কয়েকটি জাতি হইতে আধুনিক অসংখ্য জাতি, জীব ও উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে। ইনি বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে; বানর বা তৎসদৃশ অন্য কোন জীব হইতে মানবের উৎপত্তি। ডারুইনের এই মতের বহুসহস্র বৎসর পূর্বে আর্যঋষিগণ তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন। পাতঞ্জল দর্শনের কৈবল্যপাদের দ্বিতীয় সূত্রে উক্ত জীবতত্ত্ববাদ বা জীবক্রমোন্নতিবাদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ১৮৮২ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। [বি।

ডাল—ডাইল (তাহা দ্রঃ); শাখা। বাংপ্র।

ডালকুত্তা—দীর্ঘাকার শিকারী কুকুর। বাংপ্র। বি।

ডালচিনি—দারুচিনি, cinnamon. বাংপ্র। বি।

ডালনা—ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডালপালা—শাখা ও পত্র। বাংপ্র। বি।

ডালহৌসী (লর্ড)—ভারতবর্ষের একজন গভর্নর-জেনারেল। ইঁহার পূর্ণ নাম জেম্‌স্ আণ্ড্রু ব্রোণ রামজে, দশম আর্ল্ এবং প্রথম মার্কুইস্ অব্ ডালহৌসী (James Andrew Brown Ramsay, Tenth Earl and Marquis of Dalhousie)। ইনি হার্ডিংটন সায়ারে কলস্টাউনের ব্রোণের উত্তরাধিকারিণীর তৃতীয় পুত্র। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে এপ্রিল তারিখে ইঁহার জন্ম হয়। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। ডালহৌসির সময়ে মুলতান ইংরেজদের অধিকারে আসে। ভরতপুরের ন্যায় মুলতানের দুর্গও দুর্ভেদ্য ছিল। কিন্তু তাহাও ইংরেজের হস্তগত হইল (২রা জানুয়ারী, ১৮৪৯ খ্রীঃ)। মুলতানের শাসনকর্তা মুলরাজ বন্দী হইলেন, এবং কিছুদিন পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ডালহৌসীর সময়ে প্রথম শিখযুদ্ধে ইংরাজগণ পরাজিত হন। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে ইংরাজগণ জয়ী হন। এই যুদ্ধের পর ডালহৌসী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া সমগ্র পাঞ্জাব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। দলিপকে ৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দিলেন। একাদশ-বর্ষীয় বালক দলিপ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া ইংলণ্ড গমন করিলেন।

চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধের নিদারুণ সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছিলে, ডিরেক্টরেরা স্যার্ নেপিয়ারকে ভারতের প্রধান সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু ডালহৌসী সাহেবের সহিত নেপিয়ারের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। সিপাহিদিগের বেতন ও ভাতা উপলক্ষে ডালহৌসি নেপিয়ারকে তিরস্কার করায়, নেপিয়ার পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন (১৮৫১ খ্রীঃ)।

এই সময়ে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ উপস্থিত হইল। ইহাতে ইংরাজেরা জয়ী হন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সতারার দেশীয় রাজার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রসন্তান ছিল না। তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ডালহৌসী সতারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। হায়দরাবাদের নিজামের নিকট ইংরাজদিগের ৮ লক্ষ টাকা বাকি পড়ে। এই টাকা না দিতে পারায় নিজামের রাজ্যের অন্তর্গত বেরার, নলদুর্গ ও রইচর দোয়াব ইংরেজেরা গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ভূতপূর্ব পেশওয়া বাজীরাওএর মৃত্যু হইলে ডালহৌসী তাঁহার পোষ্যপুত্র নানা সাহেবের বৃত্তি রহিত করিলেন। এই সময়ে কর্ণাটিকের নবাবের মৃত্যু হওয়ায় ডালহৌসী সেই পদ ও বৃত্তি উভয়ই রহিত করিয়া দিলেন। ঝাঁসি ও নাগপুরের রাজদ্বয় অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন; কিন্তু উভয়েই পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। ডালহৌসী ঝাঁসি ও নাগপুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। অযোধ্যা প্রদেশে শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হওয়ায় পূর্ব গভর্নর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ নবাবকে সাবধান হইবার জন্য পত্র লিখিয়া দুই বৎসর সময় দিয়াছিলেন। অতঃপর নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে নবাবী হইতে বিচ্যুত করিয়া এবং বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া তাঁহাকে কলিকাতায় আনা হইল (১৮৫৬ খ্রীঃ)। তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি মুচিখোলায় অবস্থিতি করিতেছেন।

ডালহৌসীর সাত বৎসর শাসনকালের অধিকাংশ সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। তথাপি তাঁহার সময়ে দেশ-হিতকর অনেক কার্যের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। তাঁহারই সময়ে এদেশে রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের সূত্রপাত হয়; দুই পয়সায় ভারতের সর্বত্র ডাকে পত্র যাতায়াতের নিয়ম প্রবর্তিত হয়; অনেকগুলি দীর্ঘ রাজপথ ও কৃষিখাল প্রস্তুত করা হয়। তাঁহারই সময়ে মহাত্মা সার চার্লস্ উড্ সাহেবের যত্নে এদেশে শিক্ষা-বিস্তারের সূচনা হয়; কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরে তিনটি প্রেসিডেন্সি কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি আর ২০ বৎসরের জন্য এক নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। তদনুসারে বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নরের পদ সৃষ্ট হইয়া সার ফ্রেডারিক হালিডে প্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। ডালহৌসীর সময়ে বিধবা-বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হয়। ইনি ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দে পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন ও ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন।

ডালা—ছোট চেঙ্গারি। <ডল্লক। ২। পেঁড়া বাক্স প্রভৃতির উপরিভাগ বা ঢাকনি; দেবস্থানে পূজার উপকরণ সহিত শরা। বাংপ্র। বি। ৩। নিক্ষেপ করা, ফেলা, অর্পণ করা। হি। ক্রি।

ডালি—ছোট ডালা; পূজোপহার; আধার ('রূপের —'); উপঢৌকন, নজর। বাংপ্র। বি।

ডালিম—দাড়িম্ব। দল (বিকসিত হওয়া) + ঘঞ্ ভাব=দাল, তদুত্তরে ইম প্রত্যয়। বি; পু। স্ত্রী—**ডালিমী**।

ডাহা—অবিকল; পুরা (' মিথ্যা')। বাংপ্র। বিণ।

ডাহিন—ডাইন, দক্ষিণ। বাংপ্র। বিণ।

ডাহুক—দাত্যূহ, ডাকপাখি। দহ্ (দগ্ধ করা) + উকণ্ কর্তৃ। বি; পু।

ডিউসেন, পল (Paul Deussen)—জার্মান পণ্ডিত। জন্ম ৭ই জানুয়ারি, ১৮৪৫ খ্রীঃ। ইনি সুপ্রসিদ্ধ লাসেনের নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। পরে জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ভাষায় অধ্যাপনা করেন। ইনি ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জেনেভাতে অবস্থানকালে হিন্দু-দর্শন শিক্ষায় জীবন অতিবাহিত করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। ১৮৮১ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই প্রতিজ্ঞানুসারে কার্য করেন। ইনি পৃথিবীর বহুদেশ পর্যটন করিয়াছেন। ১৮৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-বর্ষের অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বেদান্ত, বেদান্তসূত্র, বেদান্তের সহিত পাশ্চাত্য দর্শনের কি সম্বন্ধ, উপনিষদ, বৈদিক স্তোত্রবিষয়ক অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছেন।

ডি কুইন্সি (De Quincey, Thomas) —(১৭৮৫-১৮৫৯ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ প্রবন্ধলেখক ও সমালোচক। 'Confessions of an Opium-eater' নামক বইটি ইঁহার রচিত।

ডিকেন্স, চার্লস্ (Dickens Charles) —(১৮১২-১৮৭০ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ উপন্যাস-রচয়িতা। ইনি 'Pickwick Papers', 'A Tale of Two Cities', 'David

Copperfield' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

ডিক্রি, ডিক্রী—আদালতের হুকুম বা রায়। < ইং 'decree'. বি।

ডিক্রিদার—যাহার অনুকূলে ডিক্রি হইয়াছে। দেশজ। বি।

ডিক্রিজারি—আদালতের সাহায্যে ডিক্রি-মত কাজ হাসিল করা। বাংপ্র। বি।

ডিগডিগে—ছিপছিপে, রোগা ('—গড়ন')। বাংপ্র। বিণ।

ডিগবাজি—উল্লম্ফন ক্রীড়া, হেঁটমুণ্ডে দেহ উলটানো, somersault. বাংপ্র। বি। **ডিগবাজি খাওয়া**—মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলা, সম্পূর্ণ উলটা সিদ্ধান্ত করা।

ডিগ্রি, ডিগ্রী—তাপমান-যন্ত্রে নির্দিষ্ট তাপের পরিমাণজ্ঞাপক সংজ্ঞা; কোণের পরিমাণ; বৃত্তপরিধির সমান ৩৬০ ভাগের এক ভাগ; পরীক্ষার প্রাপ্ত উপাধি; বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত উপাধি। < ইং 'degree'. বি।

ডিঙ্গা, -ঙা, ডিঙ্গি, -ঙি—ক্ষুদ্র নৌকা, দ্রোণী; অথবা সমুদ্রগামী প্রাচীন পোত। বাংপ্র। বি।

ডিঙ্গানো, ডিঙ্গনো, ডিঙনো—উল্লম্ফন করা; উল্লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা। বাংপ্র। ক্রি।

ডিণ্ডিম—ঢোলজাতীয় একপ্রকার প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র। ডিণ্ডি (অনুকরণ শব্দ)—মি (ক্ষেপণ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ডিণ্ডিমেশ্বর—তীর্থ বিঃ। বি; পু।

ডিপজিট—অন্যের নিকট গচ্ছিত রাখা বা ন্যাস। < ইং 'deposit'. বি।

ডিপজিটর—আমানতকারী, ন্যাসকারী। < ইং 'depositor'. বি।

ডিপুটি, ডেপুটি—প্রতিনিধি; ফৌজদারী হাকিম। < ইং 'deputy'. বি।

ডিপো—যেখানে মাল সঞ্চিত হয়। < ইং 'depot'. বি।

ডিফো, ড্যানিয়েল (Defoe, Daniel)· (১৬৬০—১৭৩১ খ্রীঃ) বিখ্যাত ইংরেজ লেখক। রবিনসন ক্রুশো এবং অন্যান্য প্রায় ২৫০ খানা বই ইনি লেখেন।

ডিবা, ডিবে—সাজা পান প্রভৃতি রাখিবার ধাতুনির্মিত কৌটা বা বাটা বিঃ, খিলিদানি; কেরোসিনের ছোট ল্যাম্প। বাংপ্র। বি।

ডি ভ্যালেরা, ইমানন—(D Valera, Eamon)—(জন্ম ১৮৮২ খ্রীঃ)। আয়ার্ল্যাণ্ডের বিখ্যাত নেতা।

ডিম—অণ্ড; হাঁটুর নীচে পশ্চাতের ডিম্বাকার মাংসল অংশ বা পেশী। বাংপ্র। বি। **ঘোড়ার ডিম**—কিছুই না, 'কাঁচকলাটি' (ব্যঙ্গার্থে)।

ডিমডিমি—ডমরু। বাংপ্র। বি।

ডিমস্থিনিস্—ইউরোপের অন্তঃপাতী গ্রীস দেশের প্রসিদ্ধ বাগ্মী। খ্রীঃ পূঃ ৩৮৫ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। অতি অল্প বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় বাল্যকালে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষার ত্রুটি হয়। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সহিত ইনি অতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সে ত্রুটির অপনোদন করেন। অতঃপর দেশমধ্যে একজন বিখ্যাত বক্তা হইবার অভিপ্রায়ে ইনি সাগরতীরে গমন করিয়া নির্জনে উচ্চৈঃস্বরে বক্তৃতা করিতেন। ইনি অতিশয় অধ্যয়নশীল ছিলেন। পাছে অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয়, এই আশঙ্কায় ইনি মস্তকের অর্ধাংশ মুণ্ডিত করিয়া ভূগর্ভস্থ একটি প্রকোষ্ঠে নিবিষ্টমনে গ্রন্থ পাঠ করিতেন। নিজের ভাষা বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে ইনি একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আট দশ বার নকল করিয়াছিলেন। ক্রমে ইনি দেশের মধ্যে সর্বপ্রধান বক্তা হইয়া উঠিলেন। ইঁহার উদ্দীপনাময়ী বাগ্মিতায় উত্তেজিত হইয়া গ্রীকগণ ম্যাসিডনপতি প্রথিতনামা ফিলিপের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে; আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর আণ্টিপিটার ইঁহার জীবননাশের চেষ্টা করেন। ডিমস্থিনিস্ পলায়ন করিয়া এক দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তৎপরে বিষপান করিয়া আত্মজীবনের অবসান করেন। (খ্রীঃ পূঃ ৩২২)।

ডিমাই—কাগজের আকার বিঃ। < ইং 'demy'. বি।

ডিম্ব—১। অণ্ড, ডিম; কালখণ্ড, যকৃৎ; প্লীহা; শিশু; ফুসফুস। ডিম্ব্ (প্রেরণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। ভয়ধ্বনি; বিপ্লব; কলহ। ডিম্ব্+অ করণ। বি; পু।

ডিম্বক—রাজা ব্রহ্মদত্তের কনিষ্ঠ পুত্র। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হংসের সহিত মহাদেবের আরাধনায় প্রবৃত্ত হন, এবং তপস্যায় তাঁহাকে তুষ্ট করিয়া অস্ত্রের অবধ্য হইবার বর লাভ করেন। এইরূপ বরদৃপ্ত হইয়া ভ্রাতৃদ্বয় সকলের প্রতি অযথা অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। একদা দুর্বাসা ঋষিকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে লাঞ্ছিত করেন। ঋষিবর এই সকল কথা শ্রীকৃষ্ণের নিকট জ্ঞাপন করেন। অনন্তর ব্রহ্মদত্ত এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, তদীয় পুত্রদ্বয় কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিয়া করদ রাজা বিবেচনায় তাঁহার নিকট কর চাহিয়া পাঠান। ইহাতে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে হংস তাঁহার পরাক্রম সহ্য করিতে না পারিয়া কালিন্দীতে ঝম্প প্রদান করেন, এবং হংসকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া ডিম্বকও যমুনাজলে জীবন বিসর্জন করেন।

ডিম্বকোষ—পুষ্পযোনি। মধ্যপ। বি; পু।

ডিম্বাকার, ডিম্বাকৃতি—ডিমের আকারবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

ডিম্বাণু—ক্ষুদ্র ডিম্ব, ovum. ৬তৎ। বি; পু।

ডিম্বাশয় স্ত্রী-জনন-গ্রন্থি; পরাগকেশরের বীজাধার। ৬তৎ। বি; পু।

ডিরোজিও, হেনরি লুই ভিভিয়ান (Henry Louis Vivian Derozio)—বিখ্যাত ফিরিঙ্গি কবি ও দার্শনিক। ইনি ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল কলিকাতার ইটালী নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ফ্রান্সিস ডিরোজিও কলিকাতায় থাকিয়া বাণিজ্য করিতেন। ধর্মতলায় ড্রমণ্ডস্ একাডেমিতে হেনরি ডিরোজিও শিক্ষিত হন। ইনি ১৪ বৎসর বয়সে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পিতৃব্যের সহিত ব্যবসায়কার্যে ভাগলপুরে গমন করেন। ১৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি স্বরচিত কতকগুলি কবিতা প্রকাশিত করেন এবং ঐ বৎসর কলিকাতা হিন্দু কলেজে ৪র্থ শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ইঁহার শিক্ষায় হিন্দু-ছাত্রগণ নাস্তিক এবং অনাচারী হইয়া উঠিতেছে, এই হেতুবাদে ইঁহার বিরুদ্ধে কলেজের কর্তৃপক্ষগণের নিকট এক আবেদন উপস্থিত হয়। অনুসন্ধানের ফলে যদিও ডিরোজিওর দোষ সপ্রমাণ হয় নাই, তথাচ কর্তৃপক্ষগণ ইঁহাকে কর্মত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন। সুতরাং তিন বৎসর মাত্র কার্য করিয়া ইনি হিন্দু-কলেজের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিন্তু ইঁহার অনুরক্ত ছাত্রগণ ইঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই। ইঁহার ছাত্র এবং অনুরক্তগণের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র দেব প্রভৃতি তখনকার শিক্ষিত অনেকেই ছিলেন। কলেজের কার্যত্যাগের পর ইনি সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন এবং 'ইস্ট ইণ্ডিয়ান' নামক একখানি পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ফকির অব জংঘিরা (Fakir of Jungheera) ও অন্যান্য অনেক কবিতা ইঁহার লেখনীপ্রসূত। ইনি ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। ইনি ছাত্রগণকে স্বাধীনভাবে

চিন্তাশক্তির প্রয়োগ করিতে উপদেশ দিতেন এবং সেই উপদেশ ফলে ছাত্রসমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধর্মবিদ্বেষ প্রবেশ করিয়াছিল। ফল যাহাই হউক, ইঁহার পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ ধীশক্তি ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

ডিশ—চীনামাটি বা ধাতুনির্মিত রেকাবি। <ইং 'dish'. বি।

ডিসনে, ওয়াল্ট (Disney, Walt) – (১৯০১—১৯৬৭ খ্রীঃ)। 'মিকি মাউস' (Mickey Mouse)-নামক কার্টুন ফিল্মের আবিষ্কর্তা। ইঁহার নির্মিত ডিসনে ওয়ার্ল্ড এক বিস্ময়কর দর্শনীয় স্থান।

ডিসমিস—বর্জন, পরিত্যাগ; বাতিল ('মামলা —'); কাজে বরখাস্ত ('— করা'); অগ্রাহ্যকরণ। <ইং 'dismiss'. বি।

ডিসেম্বর—ইংরেজী শেষ বা দ্বাদশ মাস। <ইং 'December'. বি।

ডিহি—কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি, চাকলা; জমিদারের সদর কাছারি। ফা-মু। বি।

ডীন—১। উড্ডীয়মান, উড়ন্ত। ডী (উড়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বক্রোগতি, ডয়ন, উড়া। ডী+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ডুকরানো, ডুকরনো—উচ্চস্বরে বা ফোঁপাইয়া কাঁদা। বাংপ্র। ক্রি।

ডুগডুগ—অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ডুগডুগি—ডমরুবাদ্য। বাংপ্র। বি।

ডুগি—বাঁয়া নামক বাদ্যযন্ত্র। বাংপ্র। বি।

ডুণ্ডুভ (ডুণ্ডু)—ঢোঁড়া সাপ। ডুণ্ডু—ভা (দীপ্তি পাওয়া) + ড কর্তৃ। বি ; পু।

ডুপ্লে (Dupleix, Joseph Francois) —(১৬৯৭—১৭৬৩ খ্রীঃ)। ফরাসী ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর। ইনি ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন। ইনি ক্লাইভের সঙ্গে পারিয়া উঠেন নাই।

ডুব—মজ্জন, জলতলে গমন, অবগাহন। বাংপ্র। বি। **ডুব মারা**—অন্তর্হিত হওয়া, কিছুকাল গা-ঢাকা দেওয়া।

ডুবন—১। ডুবিয়া যাইবার উপযুক্ত গভীর। বিণ। ২। নিমজ্জন। বাংপ্র। বি।

ডুবা—ডুব দেওয়া, মগ্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ডুবানো—মজ্জিত করা, চুবানো; মজানো ('মাথায় পা দিয়া —')। বাংপ্র। ক্রি।

ডুবারি, -রী, ডুবুরি, -রী—ডুব দিতে পটু ব্যক্তি, ডুব ব্যবসায়ী, যে ব্যক্তি ডুবিয়া জলতল হইতে দ্রব্যাদি উত্তোলন করে diver. বাংপ্র। বি।

ডুবুডুবু—মগ্নপ্রায় ('সূর্য্য —'); বন্যাপ্লাবিত, হরিনামের বন্যায় প্লাবিত ('শান্তিপুর — নদে ভেসে যায়')। বাংপ্র। বি।

ডুমা, ডুমো—ডেলার মত বস্তুর টুকরা। বাংপ্র। বি।

ডুমা, আলেকজাঁন্ডে (Dumas, Alexandre)—(১৮০২-১৮৭০ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাটকলেখক। 'Count of Monte Cristo' ইঁহারই রচিত।

ডুমুর—বৃক্ষ বিঃ ও ইহার ফল। <উডুম্বর। বি। **ডুমুরের ফুল**—যাহাকে বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না, দুর্লভ (ব্যঙ্গার্থে)।

ডুরি—দড়ি, রজ্জু, সুতা ; বন্ধন ; নির্জনতা। বাংপ্র। বি।

ডুরে—ডোরাকাটা, চেক ('— শাড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

ডুলি—ক্ষুদ্র শিবিকা বিঃ; দোলা। বাংপ্র। বি।

ডুলে—ডুলিবাহক, দুলে জাতি। বাংপ্র। বি।

ডেওঢাকনা—ঢাকনাসমেত মাটির পাত্র; গৃহস্থালীর তুচ্ছ দ্রব্যাদি। বাংপ্র। বি।

ডেঁপো—দম্ভী ; ধৃষ্ট, বকাটে। বাংপ্র। বিণ।

ডেক—১। তামার হাঁড়ি। দেশজ। ২। জাহাজের পাটাতন। <ইং 'deck'. বি।

ডেকচি—ছোট ডেক। বাংপ্র। বি।

ডেকরা, ড্যাকরা—প্রগল্‌ভ, ধূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

ডেঙ্গর—মাথার বড় উকুন। বাংপ্র। বি।

ডেঙ্গু, ডেঙ্গো—বেদনা সহকৃত জ্বর বিঃ। <ইং 'dengue'. বি।

ডেঙ্গো—শাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

ডেপুটি—ডিপুটি (তাহা দ্রঃ)।

ডেবরা, ড্যাবরা, ড্যাবডেবে—বড় বড়, উন্নত ; বিস্ফারিত ('— চোখ')। বাংপ্র। বিণ।

ডেভি, হাম্‌ফ্রি (Davy, Sir Humphry)—(১৭৭৮—১৮২৯ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ রাসায়নিক। ইনি Safety-lamp ও নাইট্রিক অক্‌সাইড্ (Nitric oxide) অথবা লাফিং গ্যাস (Laughing gas)-এর আবিষ্কারক।

ডেভিড হেয়ার—'হেয়ার ডেভিড' দ্রঃ।

ডেভিস্‌, টি, ডবলু, রীস, (T. W. Rhys Davis)—জন্ম ১৮৪৩ খ্রীঃ ১২ই মে। ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইনি সিংহল সিভিল সারভিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ও লাইব্রেরিয়ান এবং ইউনিভার্সিটী কলেজের পালী ভাষা ও বৌদ্ধসাহিত্যের অধ্যাপক হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Buddhism নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে Buddhism, its history and literature নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইঁহার রচিত Buddhist India নামক আর একখানি গ্রন্থ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধসাহিত্যে ইঁহার ন্যায় ব্যুৎপন্ন বর্তমানকালে বড় দেখা যায় না।

ডেমি—বিশেষ প্রমাণের কাগজ বিঃ, আদালতে দরখাস্ত লিখিবার কাগজ বিঃ। <ইং 'demy'. বি।

ডেরা—বাসা; আবাস, বাসস্থান ; আড্ডা ; শহর। হি। বি।

ডেরা ইস্মাইল খাঁ পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশে ডেরাজাঠ বিভাগের অধীন জেলা ও শহর। এই জেলার উত্তর দিকস্থ পর্বতমালার নিম্নদেশে দুইটি বিশাল দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। উভয় দুর্গের নাম "কাফের কোট"। পঞ্জাবের গ্রীক ব্যাক্ট্রীয় রাজত্বের সময়ে সম্ভবতঃ দুর্গ দুইটির এই আখ্যা হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর অন্তিমভাগে মালিক সোরাব নামক জনৈক বেলুচী প্রমুখ একদল বেলুচী এই জেলায় আসিয়া বাস স্থাপন করে। তাঁহারই অন্যতর পুত্র ইস্মাইল খাঁ স্বীয় নামে একটি শহর প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা "হোট" বংশসম্ভূত। হোটগণ স্বাধীনভাবে এই জেলায় প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করে। ১৭৫০ খ্রীঃ অঃ আমেদ সা দুরানী ইহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ দুরানী সিংহাসনস্থিত সাহজমান, মহম্মদ খাঁকে নবাব উপাধির সহিত এই জেলার শাসনভার প্রদান করেন। পরে জেলাটি শিখগণের হস্তে আসে (১৮৩৬ খ্রীঃ অঃ)। পঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইলে জেলাটিও তৎসঙ্গে ইংরেজের শাসনাধীন হয়। ইস্মাইল খাঁ-প্রতিষ্ঠিত শহরটি ১৮২৩ খ্রীঃ অব্দের প্রবল বন্যায় ভাসিয়া যায়। পরে সিন্ধুনদের দক্ষিণ তীরে নূতন শহর নির্মিত হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ নামে একটি নূতন শাসনখণ্ড স্থাপিত হওয়া অবধি জেলাটি তাহারই অন্তর্ভুক্ত হয়।

ডেরাগাজী খাঁ—পাকিস্তানের অন্তর্গত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত ডেরাজাঠ বিভাগের অধীন জেলা, তহসিল ও শহর। জেলাটির উত্তরে ডেরা ইস্মাইল খাঁ, পশ্চিমে সুলেমান পর্বত, দক্ষিণে সিন্ধু সীমান্ত জেলা ও পূর্বে সিন্ধুনদ। প্রাচীনকালে জেলাটি হিন্দুর বাসস্থান ছিল। জেলায় অনেকগুলি শহরের সহিত উপাখ্যান-বর্ণিত রাজা রসুলের নাম জড়িত আছে। ভারতের প্রথম মুসলমান আক্রমণকারী আরববীর মহম্মদ কাসীম ৭১২ খ্রীঃ

অঃ এই জেলা আক্রমণ করিয়া তদুপরি আধিপত্য স্থাপন করেন। ১৪৫০ অব্দে লোদীবংশের শাখাসম্ভূত মাহীরগণ এই অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। পরে বেলুচীগণ আসিয়া তাহাদের প্রভুত্ব লুপ্ত করে। ইহার পরে মহারানী বংশসম্ভূত হাজী খাঁ নামক জনৈক বেলুচী অধিনায়ক এই অঞ্চলে বাস স্থাপন করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র গাজী খাঁ খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে স্বীয় নামে ডেরাগাজী খাঁ শহর প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বংশের অধীশ্বরগণ পর্যায়ক্রমে হাজী ও গাজী নাম ধারণপূর্বক মুলতানের শাসনকর্তার অধীনে স্বাধিকৃত রাজ্যে শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। এই বংশের বিংশ নৃপতির রাজত্ব-কালে রাজ্যটি আমেদ সা তুরানীর হস্তগত হয়। পরে শিখপ্রাধান্যের কালে রাজ্যটি রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয়। দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসানে জেলাটি ইংরেজ অধি কারভুক্ত হয়। বেলুচীগণই এই জেলার প্রধান অধিবাসী। "মুলতানী মাটি" বলিয়া এখানে একপ্রকার মাটি পাওয়া যায়। এই মাটি ঔষধরূপে সেবনার্থ ব্যবহৃত হয়. এবং সাবানরূপেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গাজী খাঁর সময় হইতেই শহরটি জেলার প্রধান কার্যস্থান বলিয়া পরিগণিত।

ডেরা-ডাণ্ডা তল্পিতল্পা; সরঞ্জামসহ তাঁবু প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

ডেরাডুন—উত্তর প্রদেশের মিরাট বিভাগের অধীন জেলা। স্থানটি প্রাচীন। পূর্বকালে ইহা মহাদেবের আবাসভূমি কেদারকুণ্ডের অংশমধ্যে পরিগণিত ছিল। জেলার দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত শিবালিক পর্বত ইহার অন্যতম প্রমাণ। কথিত আছে, রাবণ-বধ-জনিত পাপ খণ্ডন অভিপ্রায়ে লক্ষ্মণসহ শ্রীরামচন্দ্র এই জেলায় তপস্যা করিয়া-ছিলেন। মহাপ্রস্থানকালে পঞ্চপাণ্ডব এই জেলায় কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই দ্রোণাশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৬০,০০০ বালখিল্য মুনি-গণ দেহের ক্ষুদ্রতাবশতঃ একটি গোষ্পদ পার হইতে পারিতেছেন না দেখিয়া ইন্দ্র হাস্য করিয়াছিলেন। ইহাতে মুনিগণ কুপিত হইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রের সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হন। তাঁহাদের স্বেদজলে সুসওয়া নামক নদীর সৃষ্টি হইল দেখিয়া ভীত ইন্দ্র ব্রহ্মার শরণা-পন্ন হন। ব্রহ্মা মুনিগণকে শান্ত করেন। এই নদীটি জেলার পূর্বদিকে প্রবাহিত হইয়া উক্ত জনশ্রুতির সাক্ষ্য প্রদান করি-তেছে। বাসুন নামক জনৈক নাগরাজ নাগসিদ্ধ পাহাড়ের শিরোদেশে রাজত্ব করিতেন, এরূপ প্রবাদও চলিত আছে। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে এই জেলার কোন ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। উক্ত শতাব্দীতে জেলাটি গাড়োয়ালের রাজার অধিকারে ছিল। উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে শিখগুরু রামরায় পঞ্জাব হইতে বিতাড়িত হইয়া এই জেলার উপত্যকা-ভূমিতে বাসস্থাপন করেন। আওরঙ্গজেব বাদশাহের অনুরোধে গাড়োয়ালের রাজা ফতে সা রামরায়কে আশ্রয় দান করেন। রামরায়ের বহু শিষ্য আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হয়। রাজা ফতে সা রামরায়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের ব্যয় নির্বাহার্থে তিন-খানি গ্রামের আয় নির্দিষ্ট করেন। এই মন্দির বেষ্টন করিয়া একটি গ্রাম স্থাপিত হয়; গ্রামটির নাম গুরুদ্বার বা ডেরা। কথিত আছে, রামরায় ইচ্ছা করিলে প্রাণ-ত্যাগ এবং পুনর্জীবন লাভ করিতে পারি-তেন। এই ভাবে একবার প্রাণত্যাগ করিলে পর, দেহে আর প্রাণ সঞ্চার হইল না। যে শয্যায় তিনি শেষবারে প্রাণত্যাগ করেন, সেটি তাঁহার স্মৃতিমন্দিরে যত্নের সহিত রক্ষিত আছে, এবং যাত্রিগণ ভক্তির সহিত সেটি দর্শন করিয়া থাকে। ১৬৯৯ খ্রীঃ অঃ ফতে সাহ পরলোকগমন করিলে পর, তাঁহার পৌত্র প্রতাপ সা বহুবৎসর যাবৎ গাড়োওয়াল রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে সাহারানপুরের শাসনকর্তা রোহিলা সৈন্য লইয়া ১৭৫৭ খ্রীঃ অঃ ডেরা-ডুন অধিকার করেন। তিনি অনেক প্রকারে জেলাটির উন্নতি সাধন করেন। ১৭৭০ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পরে রাজপুতগণ, গুর্জরগণ, শিখগণ ও গুর্খাগণ জেলাটিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ১৮০৩ খ্রীঃ গুর্খারা গাড়োয়াল আক্রমণ করিলে তদানীন্তন রাজা প্রদ্যুম্ন সা সাহারানপুরে পলায়ন করেন। গুর্খারা বিনা আয়াসে রাজ্য অধিকার করিয়া সাতিশয় কঠোরতার সহিত শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। ১৮১৪ খ্রীঃ ইংরেজের সহিত নেপালের যুদ্ধঘোষণা হয়। যুদ্ধের ফলে ডেরাডুন ইংরেজের অধিকারে আসে। জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। জলবায়ু স্বাস্থ্যনিবাসের বিশেষ অনুকূল।

ডেলা—পিণ্ড, দলা, ঢেলা, ঢিল। বাংপ্র। বি।

ডেস্ক—লিখিবার নিমিত্ত আধার বিঃ। <ইং 'desk'. বি।

ডোকরা—প্রগল্‌ভ, . ধূর্ত; ড্যাকরা; দুর্ভাগা। বাংপ্র। বিণ।

ডোকলা—লক্ষ্মীছাড়া, অপব্যয়ী। বাংপ্র। বিণ।

ডোঙ্গা, ডোঙা—সালতি, ডিঙ্গা বিঃ; দ্রোণী; কলাপেটোর নির্মিত দ্রোণ (শ্রাদ্ধাদিতে লাগে)। বাংপ্র। বি।

ডোজ—ঔষধের মাত্রা। <ইং 'dose'. বি।

ডোবা—১। ছোট বা এঁদো পুকুর। বি। ২। ডুব দেওয়া; জলে নিমগ্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ডোম—স্বনামখ্যাত বর্ণসংকর অন্ত্যজ জাতি বিঃ। বি; পু। স্ত্রী—**ডমনী, ডুমুনী**।

ডোর, ডোরক—১। বাহু প্রভৃতিতে বন্ধনসূত্র, যথা সুতার তাগা ঘুনসি কায় প্রভৃতি। ডোর=দোস্—রা (দান করা) +ড কর্তৃ। ডোরক=ডোর শব্দ+কণ্। বি; স্ত্রী। ২। রজ্জু, সরু দড়ি। প্রা কপ্র। বি।

ডোরা—নানা বর্ণের চিহ্ন বা রেখা; দাগ। বাংপ্র। বি।

ডোরা-ডোরা—চিত্রিত, নানাবর্ণের লম্বা দাগবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ডোরি—১। দড়ি, রজ্জু। হি। বি। ২। দৃঢ়ভাবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

ডোল—১। বংশনির্মিত শস্যাধার, ছোট গোলা, ডুলি; কুয়া হইতে জল তুলিবার পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। ঢোল, ঢিলা, শিথিল; কম্পিত, কম্পমান। প্রা কপ্র। বিণ।

ডোলত—দুলিতেছে; দোলে বা দুলে; কম্পিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ডৌল—সৌষ্ঠব, গড়ন। বাংপ্র। বি।

ড্যাকরা—ডেকরা (তাহা দ্রঃ)।

ড্যাবডেবে—'ডেবরা' দ্রঃ।

ড্যাশ—বাক্যের পদসমূহের মধ্যে রেখা, যতি-চিহ্ন বিঃ। < ইং 'dash'. বি।

ড্রয়িং—রেখাচিত্র। <ইং 'drawing'. বি।

ড্রয়িংরুম—বৈঠকখানা। <ইং 'drawing-room'. বি।

ড্রাম—ইংরেজী ওজন বিঃ। < ইং 'dram' or 'drachm'. বি।

ড্রিল—অঙ্গসঞ্চালনাদি কর্ম; ব্যায়াম; কুচ-কাওয়াজ। < ইং 'drill'. বি।

ড্রেন—পয়োনালা, নরদমা। <ইং 'drain'. বি।

ঢ—১। চতুর্দশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ২। ঢকা, ঢাক; কুকুর; কুক্কুর-লাঙ্গুল; ধ্বনি। বি; পু।

ঢং, ঢঙ্গ, ঢঙ—১। আকৃতি, চেহারা, ভাব ; পদ্ধতি, প্রণালী ; কপট ব্যবহার, ছল ; ছদ্মবেশ। বাংপ্র। ২। কথা কহিবার প্রণালী। প্রা কপ্র। বি।

ঢংঢং—বার বার ঘড়ি কাঁসর প্রভৃতি বাজার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঢক—ওজনের বাটপারা ; জল নড়ার বা গেলার শব্দ। বাংপ্র। অ, বি।

ঢক্কা—পটহ, ঢাক। ঢক্ (অনুকরণ শব্দ) কৈ+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ঢক্কানিনাদ—ঢাকের আওয়াজ। ৬তৎ। বি ; পু।

ঢঙ্গ—'ঢং' দ্রঃ।

ঢনঢন—হাঁড়ি কলসী প্রভৃতির শূন্যতাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঢনঢনে—শূন্যগর্ভ। বাংপ্র। বিণ।

ঢপ—এক প্রকার কীর্তন গান ; আকৃতি, চেহারা, ভাব, ভঙ্গী ; ভিজা বা ছেঁড়া ঢোলের ন্যায় শব্দ। বাংপ্র। বি বা অ।

ঢরই—দোলায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢরকি, ঢরি—উচ্ছলিত হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢরঢর—ঢল ঢল। প্রা কপ্র। অ।

ঢরি—'ঢরকি' দ্রঃ।

•**ঢল**—১। বন্যা ; পর্বত প্রভৃতি হইতে বিনির্গত জল ; নিম্নস্থান, ঢালু জায়গা। বাংপ্র। বি। ২। বিহ্বল। প্রা কপ্র। বিণ।

ঢলকে—ঢল ঢল করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢলঢল, ঢলঢলে—টলটলায়মান, টলটল, ঢুলুঢুলু ; লাবণ্যময়। বাংপ্র। বিণ।

ঢলতা—ওজনের অতিরিক্ত ফাউ জিনিস, ঢলিবার ভাব। বাংপ্র। বি।

ঢলা—হেলিয়া বা ঝুঁকিয়া পড়া, টলা, পক্ষপাতী হওয়া ; ঢুলুঢুলু করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঢলাঢলি—কেলেঙ্কারি, লোক হাসাহাসি। বাংপ্র। বি।

ঢলানে—যে কেলেঙ্কারি করে এমন। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ঢলানী**।

ঢলানো—১। ঢলা ক্রিয়া করানো ; কুৎসিত ভাব প্রদর্শন করা, মাতলামো করা, মাতালের মত কার্য করা ; কেলেঙ্কারি করা ; হেলানো। ক্রি। ২। কুৎসিত ভাব প্রদর্শন ; মাতলামো, মাতালের মত কার্য করণ। বাংপ্র। বি।

ঢাঁই—১। একপ্রকার বড় মাছ। বি। ২। পুঞ্জীভূত। বাংপ্র। বিণ।

ঢাক—প্রসিদ্ধ আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র, ঢক্কা। বাংপ্র। বি। **ঢাক পেটা**—সর্বত্র প্রচার বা জাহির করা।

ঢাকন, ঢাকনা—আচ্ছাদন, আবরণ, চাপা। বাংপ্র। বি।

ঢাকা—১। আবৃত করা, আচ্ছাদন করা, চাপা দেওয়া, গোপন করা, লুকানো। ক্রি। ২। ঢাকন বা ঢাকনি, আবরণ, চাপা। বি। ৩। অপ্রকাশিত, চাপা। বাংপ্র। বিণ।

ঢাকা—পূর্বপাকিস্তানের একটি বিভাগ, জেলা ও শহর। শহরটি মুসলমানগণের রাজত্বসময়ে অনেক দিন যাবৎ বঙ্গের প্রধান নগরস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। রাজা বল্লালসেনের নামের সহিত ঢাকা ও বিক্রমপুর ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। ইহা কিছুদিন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পাল রাজগণের অধিকারে ছিল। মুসলমানগণ খ্রীষ্টীয় ১২০৩ অব্দে বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। শতাব্দীপরে পূর্ববঙ্গ ইহাদের অধীনে আসে। ১৩৩৫ খ্রীঃ বর্তমান ঢাকা জেলা পাঠানরাজ মহম্মদ তোগলক গৌড়রাজ্য-ভুক্ত করিয়া লন এবং জেলাটিকে "সোনার গাঁও" আখ্যা প্রদান করেন। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথম হইতেই ঢাকার শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। এই সময়ে আহম, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুগণের অত্যাচারে পূর্ববঙ্গ প্রপীড়িত হওয়ায়, মোগল রাজপ্রতিনিধি ইসলাম খাঁ রাজমহল হইতে রাজধানী উঠাইয়া ঢাকায় স্থাপন করেন। কেবল বিশবৎসরের জন্য মহম্মদ সুজা রাজধানীটি পুনর্বার রাজমহলে লইয়া যান ; তদ্ব্যতীত সমুদয় ১৭শ শতাব্দী ব্যাপিয়া মোগল রাজ-ধানী ঢাকাতেই ছিল। স্থানীয় রাজ-প্রতিনিধিগণের মধ্যে দুই জনের নাম ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। প্রথম, মীরজুমলা ; ইনি আওরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং আসাম আক্রমণে বিফল-মনোরথ হন। দ্বিতীয়, সায়েস্তা খাঁ ; ইনি নুরজাঁহা বেগমের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন, এবং পর্তুগীজদিগের শক্তি খর্ব করিয়া চট্টগ্রাম মোগল অধিকারভুক্ত করেন। উভয়েরই শাসনকালে নানাপ্রকারে ঢাকা সুখসমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠে। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংরাজ, ফরাসী ও ওলন্দাজগণ ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে।

পরবর্তী শতাব্দীর প্রারম্ভেই ঢাকার অধঃপতন আরম্ভ হয় ; কারণ ১৭০৪ খ্রীঃ মুরশিদ কুলী খাঁ ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৭৫৭ খ্রীঃ ইংরাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নবাব নামধারী শাসনকর্তা ঢাকায় অধিষ্ঠিত ছিল। ঢাকা প্রথম হইতেই বঙ্গপ্রদেশভুক্ত ছিল। ১৯০৫ খ্রীঃ ১৬ই অক্টোবর বঙ্গবিভাগ সংঘটিত হইলে, ঢাকা পূর্ববঙ্গের ছোট-লাটের শাসনাধীন করা হয়। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা এপ্রেল, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ পুনর্যুক্ত করা হইলে ঢাকা যুক্তবঙ্গের গভর্নরের অধীনে পুনরানীত হয়। এই জেলার লোকজন খুব কর্মদক্ষ, শিল্পনিপুণ, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি এবং শ্রমশীল। পূর্বে ঢাকা শহর ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কথিত আছে, জাহাঙ্গীর বাদশাহের সময়ে এখানে এমন একখানি বস্ত্র প্রস্তুত হইয়াছিল যে, তাহার দৈর্ঘ্য ১০ হাত ও প্রস্থ ২ হাত হইলেও তাহার ওজন ৫ তোলার অধিক হয় নাই। সেখানির মূল্য ছিল চারিশত টাকা। ক্রমে উৎসাহের অভাবে এই শিল্পের অবনতি ঘটে। "ঢাকেশ্বরী" দেবী হইতে ঢাকা নামের উৎপত্তি। ঢাকা একসময়ে জাহাঙ্গীরাবাদ নামে আখ্যাত ছিল।

ঢাকাই—ঢাকায় প্রস্তুত ('— শাড়ি') ; ঢাকাসংক্রান্ত। বাংপ্র। বিণ।

ঢাকী—ঢাকবাদক। বাংপ্র। বি। **ঢাকী সুদ্ধ বিসর্জন**—সর্বস্ব জলাঞ্জলি।

ঢামালি—অহংকার, দর্প। প্রা কপ্র। বি।

ঢারত—ঢালিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ঢাল—ফলক, চর্ম। বি ; স্ত্রী।

ঢাল—প্রবণতা, ক্রমনিম্নতা। বাংপ্র। বি।

ঢালকী—ঢালধারী যোদ্ধা। বাংপ্র। বি।

ঢালনদার—যে ঢালে, যে পিত্তলাদি আওটাইয়া ছাঁচে ঢালে। বাংপ্র। বি।

ঢালা—১। পাত্র হইতে পাত্রান্তরে প্রবাহিত বা চালিত করা ; অর্পণ করা ; বর্ষণ করা। ক্রি। ২। প্রশস্ত, বিস্তৃত ; অসংকুচিত ; বহুল ; যথেচ্ছ, দেদার ; ঢালাই করা ('— লোহা')। বাংপ্র। বিণ।

ঢালাই—১। ঢালা কর্ম ; ধাতু ছাঁচে ফেলা, casting. বি। ২। ছাঁচে ঢালিয়া প্রস্তুত। বাংপ্র। বিণ।

ঢালাইখানা—যেখানে ঢালাই কাজ হয়, foundry. বাংপ্র। বি।

ঢালাও—ফলাও ; প্রশস্ত ; বিস্তীর্ণ ; বহুল, দেদার। বাংপ্র। বিণ।

ঢালাঢালি—বারংবার ঢালা। বাংপ্র। বি।

ঢালানো—ঢালা ক্রিয়া (অন্যের দ্বারা) করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঢালী (ঢালিন্)—১। ঢালযুক্ত, ফলকধারী, চর্মী। বিণ। ২। ঢালধারী যোদ্ধা। বাংপ্র। বি।

ঢালু—ক্রমনিম্ন, গড়ানে। বাংপ্র। বিণ।

ঢিট—১। দুরস্ত, শায়েস্তা, শাসিত। বাংপ্র। ২। চতুর, শঠ, ধূর্ত ; ধৃষ্ট, নির্লজ্জ। প্রা কপ্র। বিণ।

ঢিটপনা—শঠতা, ধূর্ততা। প্রা কপ্র। বি।

ঢিটামি, ঢিটামি—চাতুরী। প্রা কপ্র। বি।

ঢি-ঢি—১। ধিক্ ধিক্ রব, অপযশ। বি। ২। দশদেশে জানাজানি; সর্বত্র প্রচারিত। বাংপ্র। বিণ।

ঢি-ঢিকার, -ক্কার—ধিক্কার রব; সারা দেশে ছিছিকার শব্দে প্রচার। বাংপ্র। বি।

ঢিপ—১। ঢুপে প্রহার বা আঘাত শব্দ, ধুপ্ শব্দ ('— ক'রে প্রণাম')। অ। ২। স্তূপ, ঢিপি। বাংপ্র। বি।

ঢিপ্‌ঢিপ্—ধড়ধড়, ধড়ফড়ানি ('বুক —')। বাংপ্র। বি।

ঢিপনি, ঢিপুনি—কিল চড় ইত্যাদি দ্বারা বেদম প্রহার। বাংপ্র। বি।

ঢিপি, ঢিবি-উচ্চ ভূমিখণ্ড; স্তূপ। বাংপ্র। বি।

ঢিমা, ঢিমে-মন্থর, মন্দগতি, মৃদু ('— আঁচ বা চাল')। বাংপ্র। বিণ।

ঢিমাতেতালা, ঢিমেতেতালা সংগীতের ষোলমাত্রার তাল বিঃ; কোন কাজে ঢিলামি, দীর্ঘসূত্রতা; দীর্ঘসূত্রী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ঢিল লোষ্ট্র, ঢেলা। বাংপ্র। বি।

ঢিলা, ঢিল—১। শিথিল, আলগা; খাটো; অব্যবস্থিত। বিণ। ২। শৈথিল্য, আলস্য। বাংপ্র। বি।

ঢিলামি—আলস্য, শৈথিল্য। বাংপ্র। বি।

ঢুঁ—শিং বা মাথা দিয়া গুঁতা ('—মারা')। বাংপ্র। বি।

ঢুঁড়া, ঢোঁড়া-অন্বেষণ করা, খোঁজা। বাংপ্র। ক্রি।

ঢুকা, ঢোকা-প্রবেশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঢুকানো, ঢোকানো প্রবেশিত করা, সাঁধ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ঢুঢু—ফক্কিকারি, ফাঁকি ('কাজের নামে —')। বাংপ্র। অ।

ঢুণ্ঢন—অন্বেষণ, খোঁজা, ঢোঁড়া। ঢুন্‌ঢ্ (অন্বেষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ঢুণ্ডি-কাশীস্থ গণেশ বিঃ। ঢুন্ঢ (অন্বেষণ করা)+ই কর্ম। বি; পু।

ঢুল, ঢুলুনি-ঝিমান, তন্দ্রাবেশে ঢুলিয়া পড়া। বাংপ্র। বি।

ঢুলা, ঢোলা—ঝিমানো ঝুঁকিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

ঢুলানো, ঢোলানো—আন্দোলিত করা, সঞ্চালিত করা, বীজন করা ('চামর —')। বাংপ্র। ক্রি।

ঢুলী—ঢোলবাদক, ঢোলী। বাংপ্র। বি।

ঢুলুঢুলু, ঢুলঢুলে—তন্দ্রালস ('— আঁখি')। বাংপ্র। বিণ।

ঢূস-মাথা দিয়া ('—মারা')। বাংপ্র। বি।

ঢু—পশুযুদ্ধে মাথায় মাথায় আঘাত। বাংপ্র। বি।

ঢেউ ঊর্মি, তরঙ্গ, লহরী, চতুর্দিকে ব্যাপ্তি বা সাড়া ('হুজুগের —')। বাংপ্র। বি।

ঢেউ-খেলানো—তরঙ্গিত। বাংপ্র। বিণ।

ঢেঁকলি-কূপাদি হইতে জল তুলিবার ঢেঁকিকল, লাঠা। বাংপ্র। বি।

ঢেঁকি—১। ধান্যাদি কুটিবার পদচালিত স্থূল কাষ্ঠখণ্ড। বি। ২। ধাড়ি; অকর্মণ্য ('বুদ্ধির —') [শ্লেষাত্মক]। বাংপ্র। বিণ। **ঢেঁকির কচকচি**—কলহ; বচসা। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—অতিশয় নির্বোধ।

ঢেঁকিশাল—ঢেঁকি থাকিবার জায়গা বা ঘর। বাংপ্র। বি।

ঢেঁটরা, ঢেঁড়া—আনদ্ধ বাদ্য বিঃ, ভেরি। বাংপ্র। বি। **ঢেঁটরা বা ঢেঁড়া পিটা**-ঢোল বাজাইয়া ঘোষণা করা।

ঢেঁটা—ধৃষ্ট, অবাধ্য। বাংপ্র। বিণ।

ঢেঁড়স, ঢ্যাঁড়স তরকারি ফল বিঃ, ঢেঁড়ি। বাংপ্র। বি।

ঢেঁড়া—পাট বা শণ পাকাইয়া দড়ি করিবার কাষ্ঠযন্ত্র। বাংপ্র। বি।

ঢেঁড়ি—কর্ণাভরণ বিশেষ; ঢেঁড়স ফল। বাংপ্র। বি।

ঢেকা—ধাক্কা। বাংপ্র। বি।

ঢেকুর, ঢেঁকুর—হিক্কা, উদ্গার, হেঁচকি। বাংপ্র। বি।

ঢেঙ্গা, ঢেঙা, ঢ্যাঙা লম্বা, দীর্ঘাকার। বাংপ্র। বিণ।

ঢেপঢেপ—ভিজা ঢোল বাজানোর শব্দ। বাংপ্র। অ।

ঢেপঢেপে—বেজায় বা চূড়ান্তরকম ভিজা ('ভিজে —')। বাংপ্র। বিণ।

ঢেপসা, ঢ্যাপসা-স্তূপসদৃশ, কদাকার; ঢিপির মত, কদর্যরকম মোটা; ঢেপঢেপে। বাংপ্র। বিণ।

ঢেমন—কুচরিত্র; জারজ। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ঢেমনা—নির্বিষ দণ্ডাকার সর্প বিঃ, ঢোঁড়াজাতীয় সাপ; দো-আঁশলা, জারজ; লম্পট। বাংপ্র। বি।

ঢেমনা-বেধো—জারজ (গালিতে। বেধো, বিধবা হইতে)। বাংপ্র। বিণ।

ঢেমনী—উপপত্নী; স্বৈরিণী। বাংপ্র। বি।

ঢের—অধিক, প্রচুর। বাংপ্র। বিণ।

ঢেরা, ঢ্যারা—পাট ও শণের দড়ি কাটিবার কাঠের চতুর্ভুজ যন্ত্রবিশেষ; + এইরূপ চিহ্ন, বজ্রচিহ্ন। বাংপ্র। বি।

ঢেরাসই, ঢেরাসহি দলিলাদিতে নিরক্ষর ব্যক্তির ঢেরাচিহ্ন করিয়া দেওয়া। বাংপ্র। বি।

ঢেরি—রাশি, কাঁড়ি। বাংপ্র। বি।

ঢেলা—ঢিল, লোষ্ট্র। বাংপ্র। বি। **অন্ধকারে ঢেলা মারা**—আন্দাজি চাল চালা।

ঢেলাভাঙ্গানি—ঢেলামারা হইতে রক্ষা পাইতে মিষ্টান্ন কিংবা অর্থদান। প্রাদে। বি।

ঢেলামারা—ঢিলদ্বারা প্রহার; বিবাহের দিন বরযাত্রীকে ঢেলাদ্বারা প্রহার। বাংপ্র। বি। **ঢেলামারা গোছ কাজ করা**—সম্পূর্ণ অবহেলাসহকারে কাজ করা।

ঢোঁড়া—১। ডুণ্ডুভ, নির্বিষ ভীরু সর্পবিশেষ। বি। ২। (শ্লেষাত্মক) অক্ষম, অশক্ত। বিণ। ৩। অন্বেষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ঢোক—গিলন; একেবারে যে পরিমাণ গিলা যায়। বাংপ্র। বি।

ঢোকানো—ঢুকানো (তাহা দ্রঃ)।

ঢোয়া, ঢোয়াই—বহন। বাংপ্র। বি। **ঢোয়াই খরচা**—বহনি খরচা।

ঢোল—১। স্বনামখ্যাত বাদ্যযন্ত্র। ঢুল্ (উৎক্ষেপণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। স্ফীত ('ফুলে —')। বাংপ্র। বিণ।

ঢোলক—ক্ষুদ্র ঢোল, ঢোলের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি বাদ্যযন্ত্র বিঃ। ঢোল+কণ্ অল্পার্থে। বি; পু।

ঢোলসমুদ্র—ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত জলা-ভূমি; ছোট বক্সশাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

ঢোল-শহরত—উচ্চনাদে ঢোল পিটাইয়া ঘোষণা। বাংপ্র। বি।

ঢোলা স্ফীত; শিথিল। বাংপ্র। বিণ।

ঢোসা, ঢোসকা—অযথা মোটা ও অন্তঃসারশূন্য; দুর্বল, গতর-সার ('— দেহ')। বাংপ্র। বিণ।

ঢৌকন—১। উৎকোচ, ঘুষ। ঢৌক্+অনট্ করণ। ২। গমন। ঢৌক্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ঢৌল—১। অপমান। বি। ২। অপমানিত। প্রা কপ্র। বিণ।

ঢ্যাঁটা—ঢেঁটা (তাহা দ্রঃ)।

ঢ্যাঙ-ঢ্যাঙ-বিনা কারণে নাচিতে থাকার ভাবপ্রকাশ, অকারণ চাঞ্চল্যপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

ঢ্যাঙা—'ঢেঙ্গা' দ্রঃ।

ঢ্যাপসা—'ঢেপসা' দ্রঃ।

ণ

ণ ১। পঞ্চদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান মূর্ধা। ২। নির্গুণ। বিণ। ৩। নির্ণয়; জ্ঞান; ভূষণ; জলাশয়। বি;

পু। ণকারের তন্ত্রোক্ত নাম, যথা—নির্গুণ, রতি, জ্ঞান, জম্ভন, পক্ষিবাহন প্রভৃতি।

ণত্ব—(ব্যাকরণে) দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হওয়া। ণ বর্ণ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ণত্ববিধান—(ব্যাকরণে) দন্ত্য ন মূর্ধন্য ণ হইবার নিয়ম। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ণিচ্—প্রত্যয়-বিশেষ ; ধাতুর উত্তর প্রেরণার্থে, কখন কখন স্বার্থে, এই প্রত্যয় হয়, ণ্ চ্ ইৎ, ই থাকে। ইহাকে ণ্রি প্রত্যয়ও বলে।

ণিজন্ত—যাহার উত্তর ণিচ্ প্রত্যয় করা হইয়াছে, ণ্যন্ত। ণিচ্ অন্তে যাহার, বহু। বিণ।

ণিজন্ত-প্রকরণ—ণিজন্ত ধাতুর রূপান্তরের নিয়মাবলী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ণেহ—স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।

ণ্য—ব্রহ্মলোকস্থ সরোবর বিঃ। বি ; পু।

ত

ত—১। ষোড়শ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। অমৃত ; ক্রোড় ; পুচ্ছ ; চৌর ; ম্লেচ্ছ। তক (হাস্য করা, সহ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ৩। পুণ্য। তৃ+ড করণ। ৪। তরণ। তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+ড ভাব। বি। ৫। আশা, অনুমান, অনুরোধ ইত্যাদি সূচক। অ।

তই—হাতলহীন কড়া, তাওয়া। বাংপ্র। বি।

তইও—তবুও, তথাপি ; তেমনি। প্রা কপ্র। অ। [সর্ব বা বি।

তঁহি—তিনি, সে ; তথায়। প্রা কপ্র।

তঁহু—তিনি, সে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তক্—পর্যন্ত, অবধি। হি। অ।

তকতক—নির্মলতার লক্ষণ প্রকাশ ('ঘরদুয়ার — করছে')। বাংপ্র। অ। বিণ—**তকতকে**।

তকমা—চাপরাস ; মেডেল ; প্রশংসাপত্র। <তু 'তমগা'। বি।

তকর—তাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তকরার—বিবাদ, বাদবিতণ্ডা ; বাজি ধরা। আ। বি। বিণ—**তকরারী**।

তকরারী—ঝগড়াটে ; বিচারাধীন ; বিবাদী। আ-মু। বিণ। **তকরারী জমাখরচ**—খরিদবিক্রয় হিসাবের খাতায় মহাজনের গ্রাহকের নামে প্রত্যেক মাল একদফা খরচ লেখা, double entry in book-keeping.

তকলি—টাকু। বাংপ্র। বি।

তকলিফ—দুঃখ, কষ্ট, বেগ, নাকাল ('— দেওয়া')। আ। বি।

তকাবি—সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি-ঋণ। আ-মু। বি।

তক্ক—কাল, মুহূর্ত। বাংপ্র। বি। **তক্কে তক্কে থাকা**—ওত পাতিয়া থাকা, তাক করিয়া থাকা, সুযোগের অন্বেষণে থাকা।

তক্কা, তোয়াক্কা—অপেক্ষা, ভয়, 'কেয়ার' ('— রাখা')। বাংপ্র। বি।

তক্ত—রাজ-সিংহাসন। < ফা 'তখ্‌ৎ'। বি।

তক্তভাউস—ময়ূরসিংহাসন। ফা-আ-মু। বি।

তক্তা—প্রশস্ত কাষ্ঠফলক, চেরা চওড়া কাঠ। বাংপ্র। বি।

তক্তাপোশ, তক্তপোশ—কাষ্ঠময় খট্টা, কাঠের খাট। বাংপ্র। বি।

তক্তি ছোট তক্তা ; চারি কোণবিশিষ্ট ফলক ; ফলার মত গহনা বিঃ। <ফা 'তখ্‌তী'। বি।

তক্র—পাদাম্বুসংযুক্ত দধি ; ঘোল। তন্‌ (সহ্য করা)+রক্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

তক্রকূর্চিকা—আমিক্ষা, দুগ্ধবিকার, ছানা। তক্রযুক্ত যে কূর্চিকা (গাঢ় দুগ্ধ), মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

তক্রপিণ্ড—আমিক্ষা, ছানা। তক্র দুষ্ট পিণ্ড, মধ্যপ। বি ; পু।

তক্রবিজ্ঞান—তক্রবিষয়ে বিশেষ জ্ঞান, তক্রের গুণাগুণ সম্বন্ধে বোধ। [তক্র প্রধানতঃ তিন প্রকার—তক্র, উদশ্বিৎ ও ঘোল। তিন ভাগ দধিতে এক ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে তক্র বলে। অর্ধাংশ জল মিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে উদশ্বিৎ বলে। সরযুক্ত দধিতে জল মিশ্রিত না করিয়া মন্থন করিলে তাহাকে ঘোল বলে। তক্র মধুর ও অম্লরসবিশিষ্ট। ইহা উষ্ণবীর্য, রুক্ষ, অগ্নিবর্ধক। বিষ, শোথ, অতিসার, গ্রহণী, পাণ্ডু, অর্শ, প্লীহা, গুল্ম, অরুচি, বিষম জ্বর, তৃষ্ণা, বমন, শূল, বায়ু প্রভৃতি রোগে হিতকর। ইহা মুখপ্রিয় ও মূত্রকৃচ্ছ্র, অতিপান বা অতিভোজনজনিত রোগে উপকারক। তক্রশুণ্ঠী সৈন্ধবযুক্ত হইলে বায়ু প্রশমনকর, চিনি সংযুক্ত হইলে পিত্তনাশক এবং ত্রিকটুযুক্ত হইলে কফাধিক্য শান্তিকর। হিং, জীরা ও সৈন্ধবলবণযুক্ত হইলে অর্শনাশক, বায়ু-প্রশামক, অতিসার-নিবারক, বস্তি-শূল-নাশক, এবং রুচি, পুষ্টি ও বলকারক হয়। গুড়যুক্ত হইলে মূত্রকৃচ্ছ্র-নিবারক, এবং চিতাযুক্ত হইলে পাণ্ডুরোগ-নাশক। গ্রীষ্ম-কালে, ক্ষতরোগে, মূর্ছা, ভ্রম, দাহ ও রক্ত-পিত্ত রোগে এবং দুর্বল শরীরে তক্র অহিতকর।] তক্র-বিষয়ক বিজ্ঞান, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

তক্রমাংস—ঘোলের সহিত পক্ব মাংস, আখ্‌নি। তক্রপক্ব মাংস, মধ্যপ। বি।

তক্ষ—জনৈক নৃপ, ভরতের পুত্র। তক্ষ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

তক্ষক—১। সূত্রধর ; বিশ্বকর্মা। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পু। ২। গিরগিটি জাতীয় জীব বিঃ ; জনৈক নাগ [মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে ইহার জন্ম। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইহার সখা ছিল। খাণ্ডবারণ্যে ইহার আবাস ছিল। নাগবর একদা স্ত্রী ও পুত্র অশ্বসেনকে আবাসে রাখিয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করেন। সেই সময়ে অগ্নিদেব কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় খাণ্ডববনদাহ করায় তক্ষকের স্ত্রী, পুত্রসহ পলাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অর্জুনের শরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। অশ্বসেন ইন্দ্রের সাহায্যে রক্ষা পান।

শৃঙ্গীনামক ঋষিকুমার মহারাজ পরীক্ষিৎকে তক্ষকদষ্ট হইবার অভিশাপ প্রদান করিলে, সেই শাপ সফল করিবার অভিপ্রায়ে তক্ষক হস্তিনামুখে যাত্রা করেন। পথে কশ্যপ নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রাহ্মণ বিষবিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি সর্পদষ্ট পরীক্ষিৎকে মন্ত্রবলে পুনর্জীবিত করিবার অভিপ্রায়ে হস্তিনাপুরে যাইতেছিলেন। ব্রাহ্মণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তক্ষক তাহার প্রমাণ চাহিলেন। তক্ষক একটি সজীব বৃক্ষকে দংশন করায় বৃক্ষটি বিশুষ্ক হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ মন্ত্রবলে বৃক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন তক্ষক ব্রাহ্মণকে অর্থ-লোভী জানিতে পারিয়া তাঁহাকে প্রভূত অর্থ প্রদানপূর্বক হস্তিনাগমনে প্রতিনিবৃত্ত করেন। অনন্তর তক্ষক অতি সূক্ষ্ম-দেহ ধারণপূর্বক ফলমধ্যে অবস্থিত হইয়া পরীক্ষিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা ফলটি ভক্ষণার্থ ছেদন করিবামাত্র তক্ষক তাঁহাকে দংশন করিয়া শমনভবনে প্রেরণ করিলেন।

অতঃপর পরীক্ষিৎ-তনয় মহারাজ জনমেজয় প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া সতক্ষক নাগকুল নির্মূল করিবার অভিপ্রায়ে সর্প-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে তক্ষক ভয়ে ইন্দ্রের উত্তরীয়মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইন্দ্র আত্মরক্ষার্থে ইঁহাকে পরিত্যাগ করিলে, ইনি ঋত্বিক্‌গণের মন্ত্রবলে অগ্নিতে পতিত হইতে যাইতেছিলেন, এমন সময় নাগরাজ বাসুকিপ্রেরিত আস্তিক মুনির অনুরোধে জনমেজয় সর্পযজ্ঞ রহিত করিলে তক্ষক পরিত্রাণ লাভ করেন।

তক্ষণ—কাষ্ঠাদির উপরিভাগ মসৃণকরণ, চাঁচা, রেঁদা করা, carving ; কৃশ করণ।

তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা) + অনট্ ভাব। বি; পু।

তক্ষণি—তৎক্ষণাৎ। বাংপ্র। অ।

তক্ষণী—সূত্রধরের অস্ত্র বিঃ, রেঁদা, বাইশ। তক্ষ (ত্বগ্মোচন করা) + অনট্ করণ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তক্ষশিলা—নগরী বিশেষ, ভরতপুত্র তক্ষ-রাজের রাজধানী। এই স্থানে মহারাজ জনমেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই তক্ষশিলা একদিন ঋষিগণের জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার প্রধান স্থান ছিল। গোনার্দিতনয় পাণিনি এই স্থানে জন্মপরিগ্রহ করেন। এইখানেই সে সময়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। নীতিশাস্ত্রবিশারদ চাণক্য পণ্ডিতের এই স্থানে জন্ম হয়। কেহ কেহ পাণিনিকে শালাতুরীয় বলেন।

রাওয়ালপিণ্ডি তহসিলের অধীনে ঢেরি সাহান বা সা ডেরি নামে একটি গ্রাম আছে। জেনারেল কানিংহাম বলেন, এই গ্রামই প্রাচীন তক্ষশিলা। গ্রামে যে সকল ভগ্নাবশেষ অধুনা দৃষ্ট হয়, তাহার বিস্তৃতি ছয় মাইল। স্তূপ ও মঠ-গুলির সংখ্যা ও আয়তন প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের বিশেষ আদর ও মনোযোগের বিষয়। তক্ষ বা তক্ষক নামক তুরানী জাতি এই প্রদেশে পুরাকালে বাস করিত বলিয়া অনুমিত হয়। কেহ কেহ বলেন, শালি-বাহন রাজা এই তক্ষ জাতিসম্ভূত। পুরাণের মতে তক্ষ রাজা শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা ভরতের পুত্র। কথা-সরিৎ-সাগরের ও তাহার আদর্শ বৃহৎ কথার জনশ্রুতি অনুসারে জানিতে পারা যায় যে, দক্ষিণা-পথের বরু (ভরু) কচ্চ নামক স্থানে শালি (শাত) বাহন রাজার রাজধানী ছিল। রাজা সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন না, বার্তিক-সিদ্ধ সর্বধর্মাচার্য শালিবাহনকে সংস্কৃত শিখাইবার উদ্দেশ্যে কাতন্ত্র বা কলাপব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই জাতি একসময়ে সিন্ধুসাগর দোয়াবের অধিকারী ছিল। এই জাতির নাম হইতে তক্ষশিলার নাম উৎপন্ন। গ্রীক ঐতিহাসিক আরিয়ান (Arian) তক্ষশিলা সমৃদ্ধিশালী ও বহু জনপূর্ণ নগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। নগরটি মারগলা (Margala)-নামক গিরিসংকটের কয়েক মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত ছিল। এখনও সেই স্থানে প্রধান প্রধান অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। আলেকজাণ্ডার এইখানে তিন দিবস বিশ্রাম করেন এবং তদানীন্তন রাজা কর্তৃক সমারোহের সহিত সমাদৃত হন। খ্রীষ্টীয় ৪০০ অব্দে চৈনে বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান এই স্থানে আগমন করেন। তিনি স্থানটি বিশেষভাবে পবিত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ৬৩০ এবং আবার ৬৪৩ খ্রীঃ অঃ হুয়েন্‌থ্ সাং এইখানে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন; কিন্তু তখন রাজধানী কাশ্মীরে উঠিয়া গিয়াছিল। তক্ষশিলার ধ্বংসাবশেষ ছয়টি পৃথক্‌ভাবে বিভক্ত। (১) "বী স্তূপ"; এইটি ঢেরি সাহান গ্রামের সন্নিকট; এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের অভিলষিত বিস্তর মুদ্রা ও প্রস্তর ইষ্টকাদি পাওয়া যায়। (২) হাতিয়াল; মারগল পর্বতশ্রেণীর একাংশে অবস্থিত প্রাচীন দুর্গ। (৩) শির-কাপ; এটি পূর্বোক্ত দুর্গের সহিত সংযুক্ত অতিরিক্ত দুর্গ বলিয়া অনুমিত। (৪) কাপ-কোট; সম্ভবতঃ এইখানে যুদ্ধের সময়ে হস্তী ও অন্যান্য পশু রক্ষিত হইত। (৫) বাবরখানা; এটি অশোক-নির্মিত স্তূপ বলিয়া কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন; হুয়েন্‌থ্ সাং এই স্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন। (৬) বহুদূরবিস্তৃত মঠ ও বৃহদায়তন অট্টালিকার সমষ্টি। বি; স্ত্রী।

তক্ষা (তক্ষন্)—সূত্রধর; বিশ্বকর্মা; চিত্রা-নক্ষত্র। তক্ষ্ (ত্বগ্মোচন করা) + কনিন্ কর্তৃ। বি; পু।

তখন—তৎকালে, সেই সময়ে; সেই কারণে; তাহা হইলে; তারপর। বাংপ্র। অ।

তখনই, তখনি—তৎক্ষণাৎ, ঠিক তৎকালে বা তদবস্থায়। বাংপ্র। অ।

তখনকার—সে সময়কার, তৎকালীন, তদানীন্তন। বাংপ্র। বিণ।

ত-খরচ—আনুষঙ্গিক বা বাজে খরচ। বাং-প্র। বি।

তগর—১। টগর ফুলের গাছ। ত (ক্রোড়) —গৃ (গ্রাস করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। টগর ফুল। তগর + ষ্ণ ইদমর্থে। বি; ক্লী।

তঙ্ক—১। পাথর কাটা বাটালি। বি; পু। ২। আতঙ্ক। প্রা কপ্র। বি।

তঙ্কন—অতি কষ্টে জীবনধারণ। তন্‌ক্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

তঙ্কা—টাকা। <টঙ্কা। বি।

তচনচ, তছনছ—নষ্ট, লণ্ডভণ্ড। < ফা 'তস্‌নস্'। বিণ।

তছরুপ—ক্ষতি; আত্মসাৎকরণ, embez-zlement ('তহবিল —')। < আ 'তসররুফ'। বি।

তচ্ছু—তাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তজ্জনিত—তাহা দ্বারা উৎপাদিত; তৎ-প্রসূত। তাহা দ্বারা জনিত (তদ্ + জনিত), ৩তৎ। বিণ।

তজ্জন্য—তৎকারণে, সেই নিমিত্ত, তদ্ধেতু। তদ্ + জন্য। অ।

তজ্জাত—তাহা হইতে উদ্ভূত, তৎসম্ভূত। তাহা হইতে জাত (তদ্ + জাত), ৫তৎ। বিণ।

তঞ্চক—বঞ্চক, প্রতারক। বাংপ্র। বিণ।

তঞ্চকতা—বঞ্চনা, প্রতারণা, শঠতা, জুয়াচুরি। বাংপ্র। বি।

তঞ্চকী—প্রতারণাপূর্ণ, শঠতাময়, প্রতারণা-মূলক, জাল ('— দলিল')। বাংপ্র। বিণ।

তট—১। নদ্যাদির কিনারা, কূল, তীর; সানু ('গিরি—')। তট্ + অন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। ক্ষেত্র। বি; ক্লী। ৩। শিব। বি; পু। [স্ত্রী।

তটভূমি—তীরভূমি, বেলা। কর্মধা। বি;

তটরেখা, -সীমা—উপকূলের সীমারেখা, coast-line. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

—১। তীরস্থিত; সমীপস্থ; উদাসীন, নির্লিপ্ত, না শত্রু না মিত্র, অপক্ষপাতী; শাস্ত্রোক্ত লক্ষণা বিঃ। তটে থাকে যে এই বাক্যে উপতৎ; তট—স্থা (থাকা) + ড কর্তৃ। বিণ। ২। অভিভূত; ত্রস্ত; শশব্যস্ত; সংকুচিত, লজ্জিত। বাং-প্র। বিণ।

তটাক, তটাগ—তড়াগ, বৃহৎ পুষ্করিণী। তট (তীর)—অক্ বা অগ্ (বক্রভাবে গমন করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

তটাঘাত—বপ্রক্রীড়া, তটাদিতে হস্তীর শুণ্ডা-ঘাত। তটে আঘাত, ৭তৎ। বি; পু।

তটিনী—নদী। তট আছে ইহার এই অর্থে তট + ইন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তটী—তট, তীর, কূল; সানু অথবা নদ। তট শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তড়কা—আক্ষেপরোগ, মৃগী রোগের ন্যায় লক্ষণবিশিষ্ট রোগ বিশেষ, convulsion. বাংপ্র। বি।

তড়তড়, তড়বড়—ব্যস্ততা বা তাড়াহুড়া প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ—**তড়তড়ে, তড়বড়ে।** [বি।

তড়পা—খড়ের আটি বা বাণ্ডিল। বাংপ্র।

তড়পানো—লাফানো, জাঁকজারি জন্য অস্থির হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

তড়বড়ানো—তাড়াতাড়ি করা; খুব ব্যস্ত হইয়া কিছু করা; খুব তাড়াতাড়ি কিছু বলা। বাংপ্র। ক্রি।

তড়বড়ি—ব্যস্ততা, তড়বড়ানি। বাংপ্র। বি।

তড়াক, তড়াগ—বৃহৎ জলাশয়। তড় (আঘাত করা) + আক, আগ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। [পঞ্চশত ধনু (২০০০ হাত) পরিমিত জলাশয়কে তড়াগ বলে।]

তড়াক—সহসা লম্ফপ্রদানের অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

তড়ি—১। আঘাতকারী। তড় (আঘাত করা)+ই কর্তৃ। ২। আঘাত। তড়+ই ভাব। বি ; পু।

তড়ি-ঘড়ি—তৎক্ষণাৎ, অবিলম্বে, ঝটিতি ; সদ্যঃ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তড়িচ্চুম্বক তড়িৎ-সাহায্যে চুম্বকীভূত লৌহখণ্ড, electromagnet. মধ্যপ। বি ; পু।

তড়িৎ—সৌদামিনী, বিদ্যুৎ। তড় (দীপ্তি পাওয়া)+ইৎ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

তড়িত্বান্ (তড়িত্বৎ)—১। বিদ্যুদ্‌বিশিষ্ট। তড়িৎ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**তড়িত্বতী**। ২। মেঘ। বি ; পু।

তড়িদ্গর্ভ—১। বিদ্যুদ্‌বিশিষ্ট। তড়িৎ আছে গর্ভে (মধ্যে) যাহার, বহু। বিণ। ২। মেঘ। বি ; পু।

তড়িল্লতা—বিদ্যুল্লেখা। বি ; স্ত্রী।

তণ্ডক—১। বহুরূপী। তন্ড্ (তাড়না করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তণ্ডিকা**। ২। খঞ্জন পক্ষী ; ফেন ; তরুস্কন্ধ ; মায়া। বি ; পু। ৩। পরিকার। বি ; পু বা ক্লী।

তণ্ডু—শিবের জনৈক অনুচর। তন্ড্ (তাড়না করা)+উ কর্তৃ। বি ; পু।

তণ্ডুল—চাউল। তন্ড্+উল কর্ম। বি ; পু।

তণ্ডুল-পরীক্ষা—চোর সন্দেহে কর্তব্য পরীক্ষা বিঃ, একরূপ চাউল-পড়া [কাত্যায়ন লিখিয়াছেন, তণ্ডুল উত্তমরূপে ধৌত করিয়া নূতন মৃন্ময় পাত্রমধ্যে দেবতার স্নানজলে শুচিভাবে ভিজাইয়া রাখিবে। পর দিবসে সন্দিগ্ধ ব্যক্তিদিগকে স্নান করাইয়া শুদ্ধাচারে পূর্বমুখে উপবিষ্ট করাইবে। পরে ভূর্জপত্রে, তদভাবে পিপ্পলপত্রে নিম্নলিখিত মন্ত্র লিখিবে।

"আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তম্।"

এই পত্রিকা উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মস্তকে রাখিয়া পূর্বোক্ত তণ্ডুল চর্বণ করিতে দিবে। এই সময় যাহার গাত্রকম্প হইবে ও তালু শুষ্ক হইবে, এবং তণ্ডুল চর্বণানন্তর ভূর্জপত্রে বা পিপ্পলপত্রে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে তাহাতে রক্ত দৃষ্ট হইবে, তাহাকেই দোষী জানিবে। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

তণ্ডুলাম্বু—তণ্ডুলোদক, চাউল-ধোয়া জল, চেলুনি। তণ্ডুলক্ষালিত অম্বু, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

তণ্ডুলীয়—নটেশাক, অল্পমারিষ। তণ্ডুল+ঈয় ভবার্থে [পচাচাউল ও তাহার ধোয়া জলে এই শাকের উৎপত্তি হয়]। বি ; পু।

তণ্ডুলোদক—তণ্ডুলাম্বু (তাহা দ্রঃ)। তণ্ডুলক্ষালিত উদক, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

তত—১। বীণাদি বাদ্য। বি ; ক্লী। ২। বায়ু। তন্+ক্ত কর্তৃ। বি ; পু। ৩। বিস্তৃত ; ব্যাপ্ত ; তন্ত্র বা তারযুক্ত। তন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৪। সেই পরিমাণ, তেমন। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ততযন্ত্র—তারের বাদ্যযন্ত্র। কর্মধা। বি ; ক্লী।

ততি—১। সেই পরিমিত। তদ্+ডতি। বিণ। ২। শ্রেণী ; সমূহ। তন্ (বিস্তৃত করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ততোধিক—তদপেক্ষা বেশী। সুপ্। বিণ।

তৎকাল ১। সেই সময় ; বর্তমান কাল। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। তৎক্ষণাৎ, সদ্যঃ, শীঘ্র। বাংপ্র। বি।

তৎকালধী—প্রত্যুৎপন্নমতি, উপস্থিত-বুদ্ধি। তৎকালে (উপযুক্ত সময়ে) উৎপন্না হয় ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ।

তৎকালীন, তৎকালিক, তাৎকালিক —সেই সময়ের, তখনকার, তদানীন্তন ; সমসাময়িক। তৎকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।

তৎকালোচিত-সেই সময়ের উপযুক্ত। তৎকালে উচিত, ৭তৎ। বিণ।

তৎক্রিয়—তৎকার্যকারক ; তদ্ব্যবসায়ী ; বিনা বেতনে তৎকর্মকারক। সা (সেই) ক্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

তৎক্ষণাৎ—সেই সময়েই, তখনই, অবিলম্বে। সংস্কৃত মতে তৎক্ষণ শব্দের ৫মীর ১ বচন, যবর্থে পঞ্চমী, অর্থাৎ "তৎক্ষণকে পাইয়া" এইরূপ অর্থে। অ।

তত্তুল্য—তাহার সমান, তৎসদৃশ। বিণ।

তত্ত্ব—১। স্বরূপ, প্রকৃতি, অবস্থা ; পদার্থ ; তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান ; বিজ্ঞান ; পারমার্থিক জ্ঞান ; ব্রহ্ম ; মত ; নৃত্য ; যাথার্থ্য ; ধর্ম ; সাধারণ ; (সাংখ্যমতে) মূলা প্রকৃতি, মহৎ, অহংকার, মনঃ, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, এই চতুর্বিংশতি প্রকার। তদ্+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ২। খোঁজ, সন্ধান, খবর, সংবাদ ; আত্মীয়স্বজনালয়ে প্রেরিত উপহার সামগ্রী। বাংপ্র। বি।
তত্ত্ব করা—ভেট পাঠানো, আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়িতে উপঢৌকন পাঠানো।

তত্ত্বজিজ্ঞাসা—যথার্থ জ্ঞানলাভের ইচ্ছা ; ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

তত্ত্বজিজ্ঞাসু—তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু, ব্রহ্মবিষয় জানিতে ইচ্ছুক। ২তৎ। বিণ।

তত্ত্বজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন, ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছে এরূপ ; যাথার্থ্যবিৎ, স্বরূপবেত্তা। তত্ত্ব জানিয়াছে যে, উপতৎ ; তত্ত্ব—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

তত্ত্বজ্ঞান—ব্রহ্মবিষয়ে জ্ঞান ; পারমার্থিক জ্ঞান ; স্বরূপবোধ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

তত্ত্বজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ; যাথার্থ্যবিৎ, স্বরূপজ্ঞ। তত্ত্বজ্ঞান+অস্ত্যর্থে ইন্। বিণ ; পু।

তত্ত্বতাবাস—তত্ত্ব পাঠানো ও খবর লওয়া। বাংপ্র। বি।

তত্ত্ব-তালাস—খোঁজ-খবর। বাংপ্র। বি।

তত্ত্বদর্শিতা—তত্ত্বদর্শীর ভাব বা কার্য ; তত্ত্বজ্ঞতা ; বিচক্ষণতা। তত্ত্বদর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।
(-দর্শিন্)—তত্ত্বজ্ঞ ; যাথার্থ্যবিৎ ; বিচক্ষণ। তত্ত্ব দর্শন করে যে, উপতৎ ; তত্ত্ব-দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

তত্ত্বনিরূপণ—ব্রহ্মনির্ণয়, ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় স্থিরীকরণ ; পদার্থসমূহের যাথার্থ্য-নির্ণয়, স্বরূপনির্ণয়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

তত্ত্বনির্ণয়—১। তত্ত্বনিরূপণ (সকল অর্থে) ; জৈনগ্রন্থ বিঃ। ২। সাংখ্যোক্ত চতুঃ-বিংশতি তত্ত্বের অবধারণ। ৩। সিদ্ধান্ত। ৬তৎ। বি ; পু।

তত্ত্বন্যাস—তন্ত্রে কথিত পূজাঙ্গ ন্যাসবিশেষ। বি ; পু।

তত্ত্ববাদী (-বাদিন্)—তত্ত্বভাষী ; যথার্থ-বাদী ; স্পষ্টবাদী। তত্ত্ব—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**তত্ত্ববাদিনী**।

তত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—তত্ত্বজ্ঞ (সকল অর্থে) ; জ্ঞানী। তত্ত্ব—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

তত্ত্ববিবেক—জ্যোতিঃশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ বিঃ [এই গ্রন্থে কমলাকরকৃত গ্রহাদির স্ফুট ও অস্ফুট এই দুই প্রকার গণিত এবং উভয়ের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি লিখিত আছে]। বি ; পু।

তত্ত্বহীন—তত্ত্বজ্ঞানশূন্য, ঈশ্বরজ্ঞানরহিত। ৩তৎ। বিণ।

তত্ত্বানুসন্ধায়ী (-য়িন্)—স্বরূপ অনুসন্ধান-কারী, আত্মজ্ঞানান্বেষী। তত্ত্ব—অনু—সম্—ধা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**তত্ত্বানুসন্ধায়িনী**।

তত্ত্বাবধান—মনোযোগের সহিত পর্যবেক্ষণ, কর্তৃত্বকরণ, অধ্যক্ষতাকরণ ; পরিচালন, পরিদর্শন। তত্ত্বের অবধান, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

তত্ত্বাবধায়ক—তত্ত্বাবধানকারী, যাহার উপর কোন বিষয় দেখিবার ভার থাকে। তত্ত্বের অবধায়ক, ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**তত্ত্বাবধায়িকা**।

তত্ত্বাবধায়ক—তত্ত্বনিরূপণকর্তা, কার্যপরি-

দর্শক ; স্বরূপনির্ণয়কারী। তত্ত্বের অবধারক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -ধারিকা।
তত্ত্বাবধারণ—স্বরূপনির্ণয়, যাথার্থ্যনিরূপণ। তত্ত্বের অবধারণ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
তৎপর—১। আসক্ত, নিষ্ঠ ; যত্নবান্‌ ; চটপটে ; সতর্ক ; ব্যগ্র ; ত্বরান্বিত, ক্ষিপ্রকারী ; দক্ষ। তাহাতে পর (আসক্ত), ৭তৎ। ২। তৎপ্রধান। তৎ (তাহা) পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ। ৩। তাহার পর। অ।
তৎপরতা—ব্যগ্রতা ; দক্ষতা ; ত্বরা, ক্ষিপ্রকারিতা ; যত্ন ; সতর্কতা। তৎপর+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।
তৎপরায়ণ—তৎপ্রধান ; তদাসক্ত ; তদাশ্রিত ; তন্নিষ্ঠ। তৎ (তাহাই) হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।
তৎপুরুষ সমাস বিঃ। বি ; পু।
তত্র—তথায়, সেখানে ; সেই বিষয়ে। তদ্‌ শব্দ+ত্র ৭মী স্থানে। অ।
তত্রত্য—তৎস্থানস্থ, তৎস্থানজাত, সেখানকার। 'তত্র' দ্রঃ। তত্র+ত্য ভবার্থে। বিণ।
তত্রভবৎ—'তত্রভবান্‌' দ্রঃ।
তত্রভবতী—মান্যা, পূজ্যা। 'তত্রভবান্‌' দ্রঃ। তত্রভবৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।
তত্রভবান্‌ (-ভবৎ) মান্য, পূজ্য। তত্র—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডবতু যুষ্মদর্থে। বিণ ; পু। [অ।
তত্রাচ—তথাচ, তথাপি, তবুও। <তত্রচ।
তত্রাপি—তত্রচ, সেখানেও ; তথাচ, তথাপি, তবুও। তত্র+অপি। অ।
তৎসংক্রান্ত—তদ্বিষয়ক। ৬তৎ। বিণ।
তৎসদৃশ—তাহার তুল্য বা সমান। ৬তৎ। বিণ।
তৎসম—১। তাহার সমান। বিণ। ২। বাঙ্গালায় অপরিবর্তিত আকারে প্রচলিত সংস্কৃত শব্দ। ৬তৎ। বি ; পু।
তৎস্থলাভিষিক্ত—তাহার প্রতিনিধি, তাহার জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। তাহার স্থল, ৬তৎ=তৎস্থল ; তৎস্থলে অভিষিক্ত, ৭তৎ। বিণ।
তথা—সাদৃশ্য ; সেই প্রকার ; সেই হেতু ; তত্র, সেখানে, সেই বিষয়ে ; স্বীকার ; সমুচ্চয় ; এবং ; নিশ্চয় ; তাহাই ; সেইস্থান ; আরও, এমন কি ; দৃষ্টান্তে ('— ভাগবতে')। তদ্‌+থাচ্‌। অ।
তথাকথিত—ঐ নামে প্রচলিত বা ঐ প্রকার উক্ত, so-called. বিণ।
তথাগত—১। তথাভূত। ৩তৎ। ২। সেইরূপে, সেই প্রকারে আগত। তথা (সেই প্রকারে) আগত, ৩তৎ। বিণ। ৩। বুদ্ধদেব। তথা (সত্য) গত (জ্ঞান) যাহার, বহু। [অথবা পূর্ব পূর্ব বুদ্ধের অনুশাসন অনুসারে, গৌতম বুদ্ধ অনুশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "তথাগত" হইয়াছে।] বি ; পু।
তথাচ—তথাপি, তাহা হইলেও, তবুও। তথা+চ। অ।
তথাপি—তত্রাপি, তাহা হইলেও, তবুও। তথা+অপি। অ।
তথাবিধ—সেই প্রকারের, সেই ভাবের, তাদৃশ। তথা হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।
তথাভূত—তথাগত ; তদবস্থ ; সেই প্রকারে উৎপন্ন ; সেই প্রকারে সম্পন্ন। 'তথা' দ্রঃ। তথা—ভূ। ক্ত কর্তৃ। বিণ।
তথায়—সেখানে। বাংপ্র। অ।
তথাস্তু—তাহাই হউক, সেইরূপই ঘটুক। তথা+অস্তু। অ।
তথি—১। অপিচ, আরও। অ। ২। তথায়, সেখানে ; তাহাতে। প্রা কপ্র। সর্ব।
তথৈব—সেই প্রকারই। তথা+এব। অ।
তথৈবচ—সেই প্রকারই, সেইরূপই, বড় সুবিধাজনক নয়, রীতিসম্মত নয়, অমনি এক রকম। তথা+এব+চ। অ।
তথ্য—১। যাথার্থ্য ; প্রকৃত অবস্থা বা ব্যাপার ; তত্ত্ব, রহস্য। তথা+য্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। যথার্থ ; সত্য, অবিসংবাদী। বিণ।
তথ্যবাদী (-বাদিন্‌)-তথ্যভাষী (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; তথ্য—বদ্‌ (বলা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু।
তথ্যভাষী (-ভাষিন্‌)—প্রকৃত বিষয়ের বক্তা, সত্যবাদী। উপতৎ ; তথ্য—ভাষ (বলা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু।
তথ্যানুসন্ধায়ী (-য়িন্‌)-প্রকৃত ব্যাপারের অনুসন্ধানকারী, তত্ত্বনিরূপণ-প্রয়াসী। তথ্যের অনুসন্ধায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -য়িনী।
তদ্‌ (তৎ)—১। তিনি, সে, তাহা, প্রসিদ্ধ। তন্‌+অদ্‌ কর্তৃ। সর্ব। ২। ব্রহ্ম ; সেই ব্যক্তি। বি ; ক্লী।
তদতিরিক্ত—তদ্ব্যতীত, তাহার অধিক, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া। তাহা হইতে অতিরিক্ত, ৫তৎ। বিণ।
তদনন্তর—তৎপরে, তাহার পর। তাহার অনন্তর, ৬তৎ। অ।
তদনুগামী (-গামিন্‌)—তাহার অনুগমনকারী, তদনুযায়ী, তদনুবর্তী। তাহার অনুগামী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী— তদনুগামিনী।
তদনুযায়ী (-যায়িন্‌)—১। তদনুগামী (তাহা দ্রঃ)। তাহার অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -যায়িনী। ২। তদনুসারে, সেই মত। বাংপ্র। অ।
তদনুরূপ—তৎসদৃশ ; সেইমত। তাহার অনুরূপ, ৬তৎ। বিণ।
তদনুবর্তী (-বর্তিন্‌) তদনুগামী। তাহার অনুবর্তী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -বর্তিনী।
তদনুসারে—সেইমত, তদনুযায়ী ; সেই প্রণালীতে। তাহার অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
তদন্ত—১। তাহার শেষ। তাহার অন্ত, ৬তৎ। ২। অনুসন্ধান, তদারক ; স্বরূপনির্ণয়চেষ্টা। তাহার অন্ত হয় যাহাতে বা যদ্দ্বারা, বহু। বি ; ক্লী।
তদন্য—তাহা হইতে পৃথক্‌, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া অপর। তাহা হইতে অন্য, ৫তৎ। বিণ।
তদপি—১। তাহাও। তৎ+অপি। ২। তথাচ, তাহা হইলেও। তদ্‌+অপি। অ।
তদবধি—তদা প্রভৃতি ; সেই হইতে, সেই পর্যন্ত। তৎ (তাহা) অবধি (সীমা) যাহার, বহু। অ।
তদবস্থ—সেই অবস্থাপন্ন, পূর্বোক্ত দশায় অবস্থিত। তদ্‌ (তাহা) অবস্থা যাহার, বহু। বিণ।
তদবির—পরিদর্শন, দেখাশুনা, তদারক ('মকদ্দমার —') ; প্রতিকার। আ। বি।
তদভাব—তাহার অভাব। ৬তৎ। বি ; পু।
তদর্থক—বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে গঠিত, ad hoc. বহু। বিণ।
তদর্থে—তাহার নিমিত্তে, সেই কারণে ; তাহার উদ্দেশ্যে। তাহার অর্থে, ৬তৎ। অ।
তদা—তখন, সেই সময়ে। তদ্‌ শব্দ+দা কালার্থে। অ।
তদাকার—সেই আকৃতিবিশিষ্ট ; সেই ভাবাপন্ন ; তদ্রূপ। তৎ (তাহা) আকার যাহার, বহু। বিণ।
তদাত্মা (তদাত্মন্‌)—তৎস্বরূপ। সেই হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।
তদানীন্তন—তৎকালীন, সেই সময়ের। তদানীম্‌ শব্দ+টন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী— তদানীন্তনী।
তদানীম্‌ (তদানীং)—তখন, সেই সময়। তদ্‌+দানীম্‌ কালার্থে। অ।
তদাপ্রভৃতি—তদবধি, সেই সময় হইতে। অ।
তদারক—তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ; তদন্ত, অনুসন্ধান। <আ 'তদারুক'। বি।
তদিতর—তদন্য, তদ্ভিন্ন, তাহা ছাড়া। তাহা হইতে ইতর (অন্য), ৫তৎ। বিণ।

তদীয়—তৎসম্বন্ধীয়, তদধিকৃত, তাহার। তদ্ +ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

তদুপযোগী, -যুক্ত—তাহার উপযোগী বা উপযুক্ত। ৬তৎ। বিণ।

তদুপরি—তাহার উপর; অধিকন্তু। ৬তৎ। অ।

তদুপলক্ষে সেই সূত্রে। বি; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী।

তদেক—তাহা হইতে ভেদ-রহিত। তাহার সহিত এক, ৩তৎ। বিণ।

তদেকচিত্ত তদেকাত্মা, তাহার সহিত অভিন্নচিত্ত। বহু। বিণ; পু।

তদেকাত্মা (-কাত্মন্)—তাহার সহিত অভিন্নাত্মা, একাত্মা। তাহার সহিত এক হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

তদ্গত—তদাসক্ত, তন্নিষ্ঠ, তাহাতেই নিবিষ্ট, একাগ্র। তাহাকে গত, ২তৎ। বিণ।

তদ্গতচিত্ত—তদাসক্তমনাঃ, তাহাতে একান্ত অভিনিবিষ্ট। তদ্গত হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

তদ্গতচিত্তে—তদাসক্ত হৃদয়ে, একাগ্র মনে, নিবিষ্টচিত্তে। তদ্গত চিত্ত যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তদ্গুণ—১। তাহার গুণ। ৬তৎ। ২। প্রসিদ্ধ গুণ। তৎ (প্রসিদ্ধ) যে গুণ, কর্মধা। ৩। কাব্যালংকার বিঃ। বি; পু।

তদ্দণ্ড—সেই ক্ষণ, সেই মুহূর্ত। কর্মধা। বি; পু।

তদ্দরুন—সেইজন্য। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তদ্দিন—সেই দিন; (বাংপ্র) ততদিন। কর্মধা। বি; ক্লী।

তদ্দ্বারা—তাহাকে দিয়া, তাহার দ্বারা। বাংপ্র। অ।

তদ্ধন—কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ। তৎ (সেই) হইয়াছে ধন যাহার, বহু। বিণ।

তদ্ধিত—১। তাহার মঙ্গল। তাহার নিমিত্ত হিত (মঙ্গল), ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। তাহার যোগ্য, প্রিয় বা মঙ্গলজনক। তাহার হিত (তদ্+হিত), ৬তৎ। বিণ। ৩। শব্দোত্তর জায়মান প্রত্যয়, অর্থাৎ শব্দের উত্তর যে সকল প্রত্যয় হইলে পুনরায় শব্দ উৎপন্ন হয়। তাহাতে (মূল শব্দে) হিত (বিহিত) হয় যাহা, অথবা হিত (প্রাপ্তি) হয় যাহার, বহু। বি; পু।

তদ্বৎ—তত্তুল্য, তাহার ন্যায়, তৎসদৃশ, সেইরূপ, সেই মত। তদ্+বৎ তুল্যার্থে। অ।

তদ্বিধ—সেই প্রকার, সেই রকমের, সেই ভাবের। তদ্ (তাহা) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

তদ্বিধায়—সেকারণ, সেজন্য। বাংপ্র। অ।

তদ্বির—তদ্‌বির (তাহা দ্রঃ)।

তদ্ব্যতিরিক্ত—তদ্ব্যতীত (তাহা দ্রঃ)। তাহা হইতে ব্যতিরিক্ত, ৫তৎ। বিণ।

তদ্ব্যতীত—তদতিরিক্ত, তাহা ছাড়া; তদ্ভিন্ন, তদন্য, তদিতর। তাহাকে ব্যতীত, ২তৎ। বিণ।

তদ্ভাব তাহার স্বভাব ধর্মাদি; তাহার চিন্তা। ৬তৎ। বি; পু।

তদ্ভাবাপন্ন—সেই ভাবপ্রাপ্ত; তাহার ভাবপ্রাপ্ত; তদবস্থ। তদ্ভাবকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

তদ্ভিন্ন—১। তাহা হইতে পৃথক্, তদন্য। তাহা হইতে ভিন্ন, ৫তৎ। বিণ। ২। তদ্ব্যতীত, তাহা ছাড়া। বাংপ্র। অ।

তদ্রূপ—সেই রূপ, সেই প্রকার, তদ্বিধ। তৎ হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ।

তনখা—বেতন, মাহিনা। <ফা 'তন্‌খোয়াহ্'। বি।

তনয়—পুত্র। তন্ (বিস্তার করা)+কয়ন্ কর্তৃ, যে বংশাদি বিস্তার করে। বি; পু।

তনয়বৎসল পুত্রবৎসল, পুত্রের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল। তনয়ে বৎসল, ৭তৎ। বিণ।

তনয়-বৎসলতা, -বাৎসল্য—পুত্রপ্রেম, সন্তানের প্রতি মমতা, অপত্যস্নেহ। ৭তৎ। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

তনয়া—কন্যা, দুহিতা। তনয়+আপ্। বি; স্ত্রী।

তনাদি—ধাতুপাঠোক্ত তনাদিগণ, তন্ হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় ধাতু।

তনিকা—রজ্জু; কাছি। তন্ (বিস্তার করা) +ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

তনিমা (তনিমন্)—কৃশত্ব; সূক্ষ্মতা। তনু (কৃশ)+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

তনু—১। শরীর; মূর্তি। তন্ (বিস্তার করা)+উ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। অল্প; সূক্ষ্ম; কৃশ; কোমল। বিণ। স্ত্রী—**তন্বী, তনু**।

তনুচ্ছদ—বর্ম, সাঁজোয়া। তনু (শরীর) —ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

তনুজ, তনূজ—পুত্র। তনু হইতে জন্মে যে এই বাক্যে উপতৎ; তনু বা তনূ—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

তনুতা, -ত্ব—অল্পতা; ক্ষুদ্রতা; সূক্ষ্মতা; কৃশতা, কার্শ্য; কোমলত্ব। তনু+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

তনুত্যাগ—দেহপরিত্যাগ, মৃত্যু। তনুর (শরীরের) ত্যাগ, ৬তৎ। বি; পু।

তনুত্র, তনুত্রাণ—বর্ম, সাঁজোয়া। তনুকে ত্রাণ করে যে এই বাক্যে উপতৎ; তনু (শরীর)—ত্রৈ (রক্ষা করা)+ড, অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

তনুবার—বর্ম, সাঁজোয়া। তনু শব্দ—বৃ (আবৃত করা)+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

তনুমধ্যা—কৃশমধ্যা স্ত্রী, যে নারীর কটিদেশ ক্ষীণ অর্থাৎ সরু; মধ্যক্ষামা; ষড়ক্ষর ছন্দোবিশেষ। তনু (কৃশ) হইয়াছে মধ্য যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

তনুমান্ (-মৎ)—দেহী, শরীরী। তনু+মতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**তনুমতী**।

তনুয়া—তনু, অঙ্গ, দেহ। প্রা কপ্র। বি।

তনুরস ঘর্ম, ঘাম। ৬তৎ। বি; পু।

তনুরুচি—১। শরীরের দীপ্তি, কান্তি; দেহের শোভা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষীণানুরাগবিশিষ্ট। তনু (ক্ষীণ) হইয়াছে রুচি (অনুরাগ) যাহার, বহু। বিণ।

তনূ—দেহ, শরীর। তন্ (বিস্তৃত করা বা হওয়া)+ঊ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

তনূকরণ—ঘনীভূত বায়বীয় পদার্থকে অধিকতর হালকাকরণ rarefaction. তনু+চ্বি (=তনূ)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ, **-কৃত**।

তনূজ—'তনুজ' দ্রঃ।

তনূজনি—পুত্র। তনূ (শরীর) হইতে জনি (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বি; পু।

তনূনপাৎ—অগ্নি ('তৈল তুলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপন'—কবিকঙ্কণ)। তনূ—নঞ্—পত্+ণিচ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

তনূরুহ—১। লোম; পক্ষীর পালক। তনূ (শরীর)—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। পুত্র। বি; পু।

তন্তু—সূত্র, সুতা; তাঁত; আঁশ, fibre; সন্তান। তন্ (বিস্তৃত হওয়া বা করা)+তুন্ কর্তৃ। বি; পু।

তন্তুকাষ্ঠ—১। তাঁতের কাঠ। ৬তৎ। ২। বুরুষ। তন্তু সংযুক্ত কাষ্ঠ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তন্তুকীট—গুটিপোকা; কোষকার কীট। তন্তুকারক যে কীট, মধ্যপ। বি; পু।

তন্তুনাভ—ঊর্ণনাভ, মাকড়সা। তন্তু (সূত্র) আছে নাভিতে যাহার, বহু। বি; পু।

তন্তুপর্ব (-পর্বন্)—শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। তন্তু (সূত্র, যজ্ঞোপবীত) তাহার পর্ব (উৎসব) হইয়াছিল যে সময়ে, বহু; (ঐ তিথিতে বামনদেবের উপবীত ধারণ হয়)। অথবা তন্তুধারক পর্ব, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তন্তুবাপ, তন্তুবায়—তাঁতী; মাকড়সা। তন্তু (সূত্র)—বপ্ বা বে (বয়ন করা)+ ঘণ্ কর্তৃ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

তন্তুশালা—বয়নগৃহ, তাঁতঘর। ৬তৎ।

তন্ত্র—১। শাস্ত্র বিঃ, শিব ও শক্তির উপাসনাবিষয়ক শাস্ত্র, আগম, নিগম; রাজ্যশাসনপদ্ধতি ('আমলা —'); বেদের শাখা বিঃ; সিদ্ধান্ত; বাদ, cult; ঔষধ; পরিচ্ছেদ; প্রধান; হেতু; রাজ্য; স্বরাজ্য-চিন্তা; ইতিকর্তব্যতা; ক্রিয়া-পদ্ধতি; মন্ত্রবিদ্যা; বস্ত্রবয়নসামগ্রী বা যন্ত্র; তাঁত; জন্তুর অন্ত্র; তন্তু; সমূহ; কুল; কুটুম্বভরণ; উভয় কার্যার্থ সকৃৎ প্রবৃত্তিহেতু। তন্ (বিস্তৃত করা বা হওয়া) +ষ্ট্রন্ কর্ত্তৃ। বি; ক্লী। ২। অধীন ('স্ব—')। বিণ।

তন্ত্রক—নববস্ত্র। তন্ত্র (তাঁতের তাঁত)+কণ্। বি; ক্লী।

তন্ত্রকাষ্ঠ—তন্তুবায়ের তুরি। তন্ত্রযোগ্য কাষ্ঠ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তন্ত্রতা—অধীনতা; অনেককে উদ্দেশ করিয়া একবার প্রবৃত্তি (যেমন অনেক ব্রহ্মহত্যার জন্য একবার ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধ হয়)। তন্ত্র+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

তন্ত্রধারক—যে ব্যক্তি কর্মকাণ্ডের পদ্ধতি-বিষয়ক গ্রন্থ বা পুঁথি দেখিয়া পূজাদি কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিকে মন্ত্র পাঠ করায়। ৬তৎ। বি; পু।

তন্ত্রবাপ, তন্ত্রবায়—তাঁতী; মাকড়সা। তন্ত্র (তন্তু)—বপ্ বা বে (বয়ন করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

তন্ত্রসংস্থিতি—রাজ্যশাসনপ্রণালী। তন্ত্রের (রাজ্যের) সংস্থিতি হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

তন্ত্রাবাপ—স্বরাজ্য ও পররাজ্যবিষয়িণী চিন্তা। তন্ত্রের আবাপ, ৬তৎ। বি; পু।

তন্ত্রিত—অলস, অবসন্ন। তন্ত্র+ইত জাতার্থে। বিণ।

তন্ত্রিপাল—বিরাট রাজ্যে গুপ্তভাবে অবস্থানকালে সহদেব-গৃহীত নাম। বি; পু।

তন্ত্রিপালক—রাজা জয়দ্রথ। বি; পু।

তন্ত্রী—বীণাদির তাঁত; তার; রজ্জু। তন্ত্র (ধারণ করা)+ঈ করণ। বি; স্ত্রী।

তন্দুর—পাউরুটি প্রভৃতি সেঁকিবার উনান। <ফা 'তন্নুর'। বি।

তন্দ্রা—অল্প নিদ্রা, নিদ্রাবেশ, ঝিমান; অবসন্নতা; আলস্য। তন্দ্র+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তন্দ্রালু—নিদ্রালু; অলস। তন্দ্রা+আলু অস্ত্যর্থে। বিণ।

তন্দ্রি, তন্দ্রিকা—অল্প নিদ্রা, নিদ্রাবেশ; আলস্য; মূর্ছা। তন্দ্রি=তন্দ্র+ক্রিন্ ভাব। তন্দ্রিকা=তন্দ্রি+কণ্+আ। বি; স্ত্রী।

তন্দ্রিত—তন্দ্রাযুক্ত; অবসন্ন, অলস। তন্দ্রা+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

তন্দ্রী—তন্দ্রা, অল্প নিদ্রা; আলস্য; মূর্ছা। তন্দ্র+ক্রিন্ ভাব। বি; স্ত্রী।

তন্ন—তাহা নহে। তৎ (তাহা)+ন (না)। অ।

তন্নতন্ন—তাহা নহে তাহা নহে এবম্প্রকার অনুসন্ধানযুক্তভাবে; বিশেষরূপে; সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তন্নিবন্ধন—১। সেই হেতু, সেই কারণ। তৎ (সেই) নিবন্ধন (কারণ), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সেই কারণপ্রযুক্ত, সেই হেতুতে। তৎ (তাহাই) নিবন্ধন যাহার বা যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

তন্নিমিত্ত—তজ্জন্য, সেই হেতু। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তন্বঙ্গী—তন্বী, সুঠাম ও লঘুদেহা। বহু। বিণ। [স্ত্রী।

তন্বী—কৃশাঙ্গী। তনু (কৃশ)+ঈপ্। বিণ;

তন্মন—১। তন্ময়; অনন্যমনস্ক, একাগ্রচিত্ত। বিণ। ২। অবধান, মনোযোগ, যত্ন; গ্রাহ্য। বাংপ্র। বি।

তন্মনস্ক, তন্মনাঃ—তদেকান্তরত-চিত্ত, প্রণিহিতমনা; তদ্গতচিত্ত। তাহাতেই মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

তন্ময়—তদাত্মক; তৎস্বরূপ। তদ্ শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী· **তন্ময়ী**।

তন্ময়তা, তন্ময়ত্ব তদ্ভাবপূর্ণতা, তৎ-স্বরূপতা, তদাত্মকত্ব। তন্ময় শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

তন্মাত্র—১। তদাত্মক; কেবল তাহাই। তদ্ (তাহা বা সেই) মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু; কিংবা তদ্ শব্দ+মাত্র। বিণ। ২। (সাংখ্যমতে) সূক্ষ্মভূত, অমিশ্র ভূতপঞ্চক। তদ্ (তাহাই) মাত্রা যাহার, বহু। বি; ক্লী।

তপ—১। গ্রীষ্মকাল; সূর্য; রৌদ্র; আতপ। তপ্ (দাহ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। তাপদায়ক। বিণ। ৩। তপস্যা। সংস্কৃত তপঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ। বি।

তপঃ (তপস্)—১। আচরণ। তপ+অস্ ভাব। ২। তপস্যা, যোগ, ধর্মসাধনোদ্দেশে ক্লেশময় কর্ম; চান্দ্রায়ণাদি ব্রত [তপঃ তিন প্রকার—শারীর, বাচিক ও মানসিক। দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ, ঋজুতা, ব্রহ্মচর্য ও অহিংসাকে শারীর তপঃ বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিতকর বাক্য কথন এবং বেদাভ্যাসকে বাচিক তপঃ বলে। মনের প্রসন্নতা, সৌম্যত্ব, মৌন, আত্মসংযম ও ভাব-সংশুদ্ধিকে মানস তপঃ বলা যায়]; ধর্ম; অদৃষ্ট; লোক বিঃ। তপ+অস্ করণ। ৩। মাঘমাস; শিশির ঋতু। বি; ক্লী।

তপঃকৃশা—তপস্যাহেতু ক্ষীণদেহা। ৩তৎ। বিণ; স্ত্রী। [বি; ক্লী।

তপঃসাধন—তপশ্চর্যা, তপস্যা। ৬তৎ।

তপতী—সূর্যপত্নী, ছায়া; সূর্যতনয়া, ছায়ার গর্ভসম্ভূতা, সংবরণ রাজার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে ইঁহার গর্ভে কুরুরাজের জন্ম হয়; দক্ষিণ ভারতবর্ষস্থ নদী বিঃ, তাপ্তী নদী। তপৎ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তপন—১। সূর্য; সূর্যকান্তমণি; আকন্দগাছ; গ্রীষ্মকাল; নরক বিঃ। তপ+অন কর্তৃ। বি, পু। ২। তাপজনক। বিণ।

তপনতনয়—সূর্যের পুত্র—যম, শনি, কর্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

তপনতনয়া—সূর্যের কন্যা, যমুনা নদী; শমীলতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তপনতাপন—১। সূর্যকিরণ। ৬তৎ। ২। তাপপ্রদ সূর্য। তপন (তাপদায়ক) যে তাপন (সূর্য), কর্মধা। বি; পু। ৩। সূর্যবৎ তাপদায়ক। মধ্যপ। বিণ।

তপশ্চরণ, তপশ্চারণ—তপঃসাধন, তপস্যার অনুষ্ঠান। তপের চরণ বা চারণ (তপঃ+চরণ, চারণ), ৬তৎ। বি; ক্লী।

তপশ্চর্যা—তপস্যার অনুষ্ঠান, তপঃসাধন, তপস্যা। তপের চর্যা (তপঃ+চর্যা), ৬তৎ। বি, স্ত্রী।

তপসে মৎস্য বিঃ mango-fish. বাংপ্র। বি।

তপস্বী (তপস্বিন্)—তাপস, অরণ্যাদি বিজন স্থানে কঠোর নিয়মে দেবারাধনাকারী; ক্লেশসহিষ্ণু; ধর্মপরায়ণ; যোগী; ব্রতধারী; অনুকম্পা, দীন; নির্দোষ। তপস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**তপস্বিনী**।

তপস্য—১। ফাল্গুন মাস। তপস্+য। বি; পু। ২। তপস্যারত। বিণ।

তপস্যা—তপঃসাধন, তপশ্চরণ, অরণ্যাদি বিজন স্থানে কঠোর নিয়মে দেবারাধনা; ব্রতচর্যা। তপস্ শব্দ+ক্য=তপস্য (নাম-ধাতু), তদুত্তরে অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তপাত্যয়—আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস, বর্ষা-কাল। তপের (আতপের) অত্যয় (নাশ) হয় যাহাতে (যে কালে), বহু। বি; পু।

তপোধন—১। তপস্যারূপ ধন। রূপক। বি; ক্লী। ২। তাপস, তপস্বী। তপঃ (তপস্যা) ধন যাহার, বহু। বি; পু।

তপোনিধি—তাপস, তপস্বী। তপঃ নিধি (রত্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

তপোবন—তপস্যাসাধকের বন ; মুনিঋষি-দিগের আশ্রম। তপের বন (তপঃ+বন), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

তপোবল—তপঃপ্রভাব, তপস্যার শক্তি, তপশ্চরণজনিত ক্ষমতা। তপঃ জনিত বল (তপঃ+বল), মধ্যপ। বি ; ক্লী।

তপোভঙ্গ—তপস্যার ব্যাঘাত। তপের ভঙ্গ (তপঃ+ভঙ্গ), ৬তৎ। বি ; পু।

তপোময়—১। পরমেশ্বর, সিদ্ধপুরুষ। বি ; পু। ২। তপঃপ্রধান। তপস্ শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**তপোময়ী**।

তপোলোক—পৃথিবীর কোটি যোজন ঊর্দ্ধস্থিত ভুবন বিঃ। তপঃ নামক যে লোক, মধ্যপ। বি ; পু।

তপ্ত—তাপযুক্ত ; খেদযুক্ত ; অনুতপ্ত ; শোকার্ত ; উষ্ণ, গরম। তপ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

তপ্তকাঞ্চন—অগ্নিদগ্ধ সুবর্ণ, খাদশূন্য সোনা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তপ্তকুণ্ড—নরক বিঃ (এই স্থানে সর্বদা অগ্নিতাপে দগ্ধ হইতে হয়)। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তপ্তকুম্ভ—নরক বিঃ (এই নরক তপ্তকুম্ভবৎ অসহ্য)। বি ; পু।

তপ্তকৃচ্ছ্র—প্রায়শ্চিত্ত বিঃ ; ব্রত বিঃ (এই ব্রতে প্রতি তিন দিন কেবল বায়ুতপ্ত দুগ্ধ, ঘৃত ও জল খাইতে হয়)। তপ্তদ্বারা কৃচ্ছ্র, ৩তৎ। বি ; পু।

তপ্তবালুক—নরক বিঃ। তপ্ত বালুকা যে স্থানে, বহু। বি ; পু।

তফসিল—তালিকা, বিবরণ। আ। বি।

তফসিলী—তফসিলভুক্ত ; তালিকাবর্ণিত। আ-মূ। বিণ। **তফসিলী জাতি**—তালিকাভুক্ত জাতি ; তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু।

তফাত—১। অন্তর, ব্যবধান ; প্রভেদ। বি। ২। দূরবর্তী ; পৃথক্। <আ 'তফাওউৎ'। বিণ।

তব—১। তোমার ; আপনার। বাংপ্র। সর্ব। ২। তবু, তথাপি ; তখন। প্রা কপ্র। অ।

তবক—১। তোমার, আপনার। তব+কণ্ স্বার্থে। বিণ। ২। স্তর, থাক। <স্তবক। ৩। সোনারূপার মিহি পাত ; তোমর ; বন্দুক। আ। বি।

তবলচী—যে তবলা বাজায়। আ-মূ। বি।

তবলা—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, তালমৃদঙ্গ ; এই যন্ত্রের ডাইনা ও বাঁয়া এই দুই অংশ। আ। বি।

তবল্লক—কারুকার্যশোভিত, বাহারে। প্রা কপ্র। বিণ।

তবহি—তখনই। প্রা কপ্র। অ।

তবহু, তবহুঁ—তখনও ; তবু, তথাপি। প্রা কপ্র। অ।

তবিয়ত—মেজাজ, দেহস্বাস্থ্য। আ। বি।

তবিল, তহবিল—কোষ, মজুত টাকা। <আ 'তহ্‌বিল'। বি।

তবিলদার—কোষাধ্যক্ষ। আ-মূ। বি।

তবিলদারি—কোষাধ্যক্ষের কাজ। আ-মূ। বি।

তবু—তথাপি। বাংপ্র। অ।

তবে—তাহা হইলে ; তখন ; সেই উপায়ে ; অতঃপর ; তৎপরে ; ভর্ৎসনামূলক শব্দ ('—রে') ; কিন্তু। বাংপ্র। অ।

তম—১। অন্ধকার। তম্+অল্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী। ২। রাহু। বি ; পু বা ক্লী। ৩। তমোগুণ। তম্+অল্ করণ। বি ; পু। ৪। ক্লান্ত। বিণ। ৫। (ব্যাকরণে) বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষবোধক তদ্ধিত প্রত্যয় (বৃহত্তম) ; সংখ্যাপূরক (নবতিতম)।

তমঃ (তমস্)—অন্ধকার ; গুণ বিঃ, ইহা প্রকৃতির তৃতীয় গুণ, এই গুণের প্রাধান্য হইলে মানবের কামক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তিসমূহ প্রবল হয় ; মোহ ; শোক ; পাপ ; অজ্ঞান। তম্+অস্ করণ। বি ; ক্লী।

তমলুক—'তাম্রলিপ্ত' দ্রঃ।

তমস—১। অন্ধকার। তম্+অসচ্ করণ। বি ; পু বা ক্লী। ২। কূপ। বি ; পু। ৩। নগর। বি ; ক্লী।

তমসা—নদী বিঃ। এই নদীতীরেই বাল্মীকির মুখ হইতে প্রথম সংস্কৃত শ্লোক নির্গত হয় ; অনন্তর বাল্মীকি ব্রহ্মা হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া রামায়ণ রচনা করেন। বি ; স্ত্রী। [৩তৎ। বিণ।

তমসাচ্ছন্ন, -বৃত অন্ধকারাবৃত। অস্পষ্ট

তমসুক—ঋণলেখ, কর্জের দলিল, খত। আ-মূ। বি।

তমস্বিনী—১। তমোযুক্তা। তমস্বিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি। বি ; স্ত্রী।

তমস্বী (তমস্বিন্)—তমোযুক্ত, অন্ধকারবিশিষ্ট। তমস্ শব্দ+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

তমা রাত্রি, রজনী। তম+অন্ কর্ত্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

তমাম, তামাম—সমস্ত, সমুদায়, বিলকুল। আ-মূ। বিণ।

তমাল—স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ ; কেন্দু (গাব জাতীয়) ; তিলক ; খড়্গ। তম্+কালন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

তমালক—১। তমাল বৃক্ষ ; তেজপাত ; শুশুনি শাক। তমাল শব্দ+কণ্। বি ; পু। ২। তমালপত্র। বি ; ক্লী।

তমালপত্র—১। তমালগাছের পাতা। ৬তৎ। ২। তিলক, ফোঁটা, টিপ। বি ; ক্লী।

তমালিকা, তমালিনী—তমলুক। তমাল শব্দ+ষ্কিক+আপ্। পক্ষান্তরে তমাল+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তমি, তমী—রজনী, রাত্রি। তম+ই করণ। বি ; স্ত্রী।

তমিস্র—১। ঘোর অন্ধকার ; অন্ধতমস ; ক্রোধ ; অজ্ঞান। তমস্ শব্দ+র। বি ; ক্লী। ২। তমোযুক্ত ; অন্ধকারময়। বিণ।

তমিস্রপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। কর্মধা। বি ; পু।

তমিস্রা—১। তমোযুক্তা। বিণ ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি ; অমাবস্যার রাত্রি ; নিবিড় অন্ধকার। বি ; স্ত্রী।

তমু—তবু, তথাপি। প্রা কপ্র। অ।

তমোগুণ—প্রকৃতির তৃতীয় বা নিকৃষ্টতর গুণ। কর্মধা। বি ; পু।

তমোঘ্ন—১। তমোনাশক। তমঃ নাশ করে যে, উপতৎ ; তমস্—হন্ (নাশ করা)+টক্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তমোঘ্নী**। ২। সূর্য ; চন্দ্র ; অগ্নি ; প্রদীপ ; জ্ঞান। বি ; পু।

তমোজ্যোতিঃ (-তিস্)—খদ্যোত, জোনাকি। তমসি (অন্ধকারে) জ্যোতিঃ হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

তমোপহ—অন্ধকারনাশক ; অজ্ঞাননাশক। তমস্—অপ—হন্+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

তমোমণি—খদ্যোত, জোনাকি। তমস্‌এ (অন্ধকারে) মণিসদৃশ (তমঃ+মণি), উপমিত। বি ; পু।

তমোরি—প্রদীপ ; জ্ঞান ; সূর্য ; চন্দ্র, অগ্নি। তমস্‌এর অরি (শত্রু) (তমঃ+অরি), ৬তৎ। বি ; পু।

তমোহর—১। সূর্য ; চন্দ্র। তমঃ হরণ করে যে, এই বাক্যে উপতৎ ; তমস্—হৃ+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। অন্ধকারনাশক ; অজ্ঞাননাশক। বিণ।

তমোহা (-হন্)—অন্ধকারনাশক ; অজ্ঞাননাশক। তমস্—হন্+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

তম্বি—তর্জন, ভর্ৎসনা, তিরস্কার ; জুলুম। <আ 'তনবীহ্'। বি।

তম্বুরা—তানপুরা, তারবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <আ 'তনবুরহ্'। বি।

তয়—ভাঁজ, পাট, ভো ; নিষ্পত্তি। আ। বি।

তয়ের—নির্মিত, প্রস্তুত। বাংপ্র। বিণ।

তর—১। পারগামী ; বিভোর ('নেশায় —')। তৃ+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। পারগমন, নদ্যাদি পার হওয়া ; সন্তরণ ; গতি। তৃ+অল্ ভাব। ৩। পথ ; উড়ুপ, ভেলা ; বৃক্ষ। তৃ+অল্ করণ। বি ;

পু। ৪। দুইএর মধ্যে একের উৎকর্ষবোধক তদ্ধিত প্রত্যয়। ৫। রকম, প্রকার, ভাব। <আ 'তরহ্'। ৬। অপেক্ষা, বিলম্ব ('— সইছে না')। < ত্বরা। বি। ৭। বিভোর, চুর। ফা। বিণ।

তরঃ (তরস্)—১। বল; ভেলা, মাড়। তৃ+অস্ করণ। ২। বেগ। তৃ+অস্ ভাব। ৩। তীর। তৃ+অস্ কর্ম। বি; ক্লী।

তরওয়াল—তলোয়ার, তরবারি, খড়্গ। বাংপ্র। বি।

তরকারি—ব্যঞ্জন, বা তাহার উপকরণ; আনাজ; ব্যঞ্জনের যোগ্য ফলমূলাদি। বি।

তরক্ষু—বৃক, নেকড়ে বাঘ, hyena. তর (পথ)—ক্ষি (ক্ষয় করা)+ডু কর্তৃ। বি; পু।

তরঘাট—খেয়া পারাপারের ঘাট। বাংপ্র। বি।

তরঙ্গ—উর্মি, ঢেউ; ভঙ্গি, চুনাট; কম্পন, vibration. তৃ (পার হওয়া)+অঙ্গচ্ কর্ম। বি; পু।

তরঙ্গ-তাড়ন—তরঙ্গাঘাত, ঢেউ দ্বারা প্রহার। ৩তৎ। বি; ক্লী।

তরঙ্গ-ভঙ্গ—উর্মিরচনা; ঢেউউঠা; উর্মিভেদ। ৬তৎ। বি; পু।

তরঙ্গমালা—লহরীপরম্পরা, ঢেউসকল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তরঙ্গাভিঘাত—তরঙ্গতাড়ন। তরঙ্গ দ্বারা অভিঘাত, ৩তৎ। বি; পু।

তরঙ্গায়িত—উর্মিযুক্ত, তরঙ্গবিশিষ্ট। তরঙ্গায় নামধাতু+ক্ত কর্ম। বিণ।

তরঙ্গিণী নদী। তরঙ্গ শব্দ (ঢেউ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তরঙ্গিত—চঞ্চল; তরঙ্গযুক্ত; ভঙ্গিযুক্ত। তরঙ্গ+ইত জাতার্থে। বিণ।

তরঙ্গোচ্ছ্বাস—উর্মির স্ফীতি, ঢেউ ফুলিয়া উঠা। তরঙ্গের উচ্ছ্বাস, ৬তৎ। বি; পু।

তরজমা—অনুবাদ। <আ 'তরজুমৎ'। বি।

তরজা—কবিগান বিঃ। <আ 'তর্জা'। বি।

তরণ—১। পারগমন, নদ্যাদি পার হওন; প্লবন; গমন। তৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ডোঙ্গা; ভেলা, মাড়। তৃ+অন করণ। বি; পু।

তরণি—১। নৌকা। বি; স্ত্রী। ২। সূর্য; কিরণ। তৃ+অনি কর্তৃ। ৩। ভেলক, ভেলা। তৃ+অনি করণ। বি; পু বা স্ত্রী।

তরণী—নৌকা; ভেলা, মাড়। তৃ+অনি করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তরণ্ড—ভেলক, ভেলা, মাড়; নৌকা; মাছধরা ছিপের ফাতনা। তৃ+অণ্ডচ্ করণ। বি; পু বা ক্লী।

তরতম—ন্যূনাধিক, কমবেশী। দ্বন্দ্ব। বিণ।

তরতর—স্রোতাদির বেগপ্রকাশসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

তরপণ্য—পারগমনের ভাড়া, খেয়ার কড়ি, পারানি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

তরফ—পার্শ্ব, দিক্, ধার, সীমা; পক্ষ; ভূসম্পত্তি, তালুক, মহাল, জমিদারির অংশ ('বড় বা ছোট —')। আ। বি।

তরফদার—পক্ষাবলম্বী, দলের লোক; পক্ষপাতী জন; ভূম্যধিকারী, জমিদার বা তালুকদার; পদবী বিঃ। আ-মূ। বি।

তরফদারি—পক্ষপাত। আ-মূ। বি।

তরফা—মকদ্দমার পক্ষসম্বন্ধীয় ('দো —')। বাংপ্র। বিণ।

তরবার—তরবারি। তর ণিজন্ত বৃ (=বারি)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

তরবারি অসি, খড়্গ, তরওয়াল। তরকে (সমাগত বিপক্ষবলকে) বারণ করে যে, উপতৎ; তর ণিজন্ত বৃ+ইন্ কর্তৃ। বি; পু।

তরবুজ—তরমুজ ফল। ফা। বি।

তর-বে-তর—নানাবিধ, হরেকরকম। বাংপ্র। বিণ।

তরমাণ যে পার হইতেছে এরূপ; পার হওয়া যাহার স্বভাব এমন। তৃ+শতৃ কর্তৃ (তাচ্ছীল্যার্থে শতৃ স্থানে শান)। বিণ।

তরমুজ—ফল বিঃ। <ফা 'তবুবুজ'। বি।

তরল ১। হারমধ্যমণি, গলার ধুক্ধুকি। বি; পু। ২। চঞ্চল; কম্পমান; দ্রব; জলবৎ; লম্পট, কামুক। তৃ+অল্ কর্তৃ। বিণ।

তরলতা, -ত্ব—জলবত্তা, দ্রবত্ব; চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য, কামুকতা, লাম্পট্য। তরল+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

তরলত্রিপদী বাঙ্গালা ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী।

তরলপয়ার—'ছন্দঃ' দ্রঃ।

তরল-প্রকৃতি—১। চঞ্চলস্বভাব। তরলা যে প্রকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চলস্বভাববিশিষ্ট। তরলা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

তরল-মতি—১। চঞ্চল-বুদ্ধি। তরলা যে মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। চঞ্চল-বুদ্ধিবিশিষ্ট। তরলা মতি যাহার, বহু। বিণ।

তরললোচনা—চপলনয়না, বামনয়না; হরিণাক্ষী। তরল লোচন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

তরলিকা—১। চঞ্চলা। বিণ; স্ত্রী। ২। হার বিঃ; কাদম্বরী কথায় জনৈক সখী। বি; স্ত্রী।

তরলিত—দ্রবীভূত, বিগলিত। তরল+ইত জাতার্থে। বিণ।

তরলীকৃত যাহা তরল করা হইয়াছে এমন। তরল+চ্বি (=তরলী)+কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। [অ, বি।

তরশু—পরশ্বঃ বা পরশুর পর দিন। বাংপ্র।

তরসি—বলপূর্বক; সুবেগে। প্রা। কপ্র। ক্রি-বিণ।

তরস্ত—ত্রস্ত, ত্রস্তব্যস্ত। <ত্রস্ত। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তরস্থান—খেয়াঘাট, পারঘাট। ৬তৎ। বি; ক্লী।

তরস্বিনী—বেগবতী; বলশালিনী। তরস্বিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

তরস্বী (তরস্বিন্), **তরস্বান্** (-বৎ)—১। বেগবান্; বলিষ্ঠ। তরস্ শব্দ+বিন্ বা বতুপ্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। বায়ু; গরুড়। বি; পু।

তরা—১। শীঘ্রতা। <ত্বরা। ২। স্থল, ডাঙ্গা, চর বা চড়া; অগভীর জল। প্রাদে। বি। ৩। উত্তীর্ণ হওয়া, পার হওয়া; ত্রাণ পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

তরাই—১। পার করি; ত্রাণ করি। ক্রি। ২। পাহাড়ের নিম্নভাগ। বাংপ্র। বি।

তরানো—পার করা; ত্রাণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

তরাবারে—তরাইতে, পার করিতে, ত্রাণ করিতে। কপ্র। ক্রি।

তরাস—ভয়, ডর। <ত্রাস। বি।

তরাসে—ত্রাসযুক্ত, ভীত, চকিত। বাংপ্র। বিণ।

তরি—১। নৌকা। তৃ (পার হওয়া)+ই করণ। বি; স্ত্রী। ২। উত্তীর্ণ হই, পার পাই, ত্রাণ পাই। কপ্র। ক্রি।

তরিকা—নৌকা, ডিঙ্গি। তরী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

তরিত—যাহাকে তরানো বা পার করা হইয়াছে এমন। তৃ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তরিতরকারি—রন্ধনের উপযোগী ফলমূল প্রভৃতি, আনাজ। ফা-মূ। বি।

তরিত্র—পার হইবার যন্ত্র বা যান, নৌকা, ভেলা ইত্যাদি। তৃ+ণিচ্ (=তরি)+ইত্র করণ। বি; ক্লী।

তরিবত—শিক্ষা, উপদেশ; আদব-কায়দা; শিষ্টতা; পালন। <আ 'তরবিয়ৎ'। বি।

তরী—নৌকা। তৃ (পার হওয়া ইত্যাদি)+ই করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তরু—বৃক্ষ। তৃ (পার হওয়া)+উ কর্তৃ, করণ, বা অপা। বি; পু।

তরুণ ১। নূতন; অপরিণত। বিণ। ২। নব যুবক। তৃ+উনন্ কর্তৃ। বি; পু।

তরুণদধি—সাজা দই, সদ্যোজাত দধি। কর্মধা। বি; ক্লী।

তরুণা—নবযৌবনশালিনী ; নবীনা। কপ্র। বিণ ; স্ত্রী। [বি।

তরুণিম তারুণ্য, যৌবন। < তরুণিমা।

তরুণিমা (-মন্)—নূতনত্ব, নবীনত্ব, যুবকত্ব, যৌবন। তরুণ+ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু।

তরুণী—নবীনা, যুবতী। বিণ ; স্ত্রী।

তরু দত্ত—ইনি কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র দত্তের কনিষ্ঠা কন্যা। জন্ম ১৮৫৬ খ্রীঃ। পিতা, মাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী অরুর সহিত ১৮৬৯ খ্রীঃ বিদ্যা-শিক্ষার্থে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে ইংরেজী ও ফ্রান্সে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। তরু এইখানে আসিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন এবং স্থানীয় সাময়িক পত্রিকায় আপনার রচিত ইংরাজী পদ্যাদি প্রকাশিত করেন। ফরাসী গ্রন্থ হইতে যে সকল গীতিকাব্য ইংরেজী ভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন, সেগুলি A sheaf gleaned from French Fields নাম দিয়া ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেন ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যক্ষ্মারোগে অরুর মৃত্যু হয়। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগষ্ট এই রোগে তরুরও দেহত্যাগ ঘটে। ইঁহারা উভয়েই অবিবাহিতা এবং মাতাপিতার ন্যায় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী ছিলেন। তরু অতি অল্প বয়সেই বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ভারতের বিদ্বজ্জন-সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। De Journal de Midlle. D. Anvers নামক একখানি উপন্যাস ইনি ফরাসী ভাষায় রচনা করিয়াছিলেন।

তরুবর—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ, বৃহৎ বৃক্ষ, বড় গাছ। তরু+বর শ্রেষ্ঠার্থে। বি ; পু।

তরুবল্লী—তরুরুহা, যে লতা তরু অবলম্বনে অবস্থিতি করে। তরুশ্রিতা বল্লী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

তরুবিলাসিনী—নবমল্লিকা। বি ; স্ত্রী।

তরুমৃগ—বানর। তরুতে ভ্রমণকারী মৃগ (পশু), মধ্যপ। বি ; পু।

তরুরাগ—নবপল্লব। তরুতে রাগ (দীপ্তি) হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

তরুরাজ—বৃক্ষশ্রেষ্ঠ ; তালগাছ। তরুদিগের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

তরুরুহ—এক বৃক্ষে জাত অন্য বৃক্ষ, পরগাছা। তরু (বৃক্ষ)—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি ; পু।

তরুলতা—উদ্যানজাত বর্ষায়ু: লতা বিঃ ; বৃক্ষবল্লরী, ঝাড়গাছ ও লতানে গাছ। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

তরুসার—কর্পূর। ৬তৎ। বি ; পু।

তরে—নিমিত্তে, জন্যে। কপ্র। অ।

তরোয়াল—তরবারি, খড়্গ। বাংপ্র। বি।

তর্ক—১। বাক্‌বিতণ্ডা, বাদানুবাদ ; বিচার ; আশঙ্কা ; অনুমান ; সন্দেহ ; উৎপ্রেক্ষা। তর্ক+অল্ ভাব। ২। ন্যায়শাস্ত্র ; হেতু, যুক্তি। তর্ক+অল্ করণ। বি ; পু।

তর্কক—তর্ককারক ; যাচক। তর্ক+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তর্কিকা**।

তর্কজাল—১। তর্কসমূহ। ৬তৎ। ২। কূট তর্করাশি। তর্ক জালসদৃশ, উপমিত। বি ; ক্লী।

তর্কবিতর্ক—বাদানুবাদ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

তর্কশাস্ত্র, -বিদ্যা—ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ—এই খণ্ড চতুষ্টয়াত্মক শাস্ত্র। তর্ক প্রতিপাদক শাস্ত্র বা বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

তর্কাতর্কি—তর্কবিতর্ক, বাদানুবাদ। বাংপ্র। বি।

তর্কাভাস—অকিঞ্চিৎকর তর্ক। তর্কের আভাস (ঈষৎ সত্তা) আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

তর্কিত সম্ভাবিত, বিচারিত ; উৎপ্রেক্ষিত ; অনুমিত। তর্ক+ক্ত কর্ম। বিণ।

তর্কী (তর্কিন্) ১। তর্ককারী, তার্কিক। তর্ক+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**তর্কিণী**। ২। তর্কবিদ্যাবিৎ, নৈয়ায়িক। বি ; পু।

তর্কু—তকলি, টেকো। কৃত (ছেদন)+উ করণ, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

তর্কুলাসক—সূত্রনির্মাণার্থ বা ব্যবহৃত চরকাযন্ত্র। তর্কু—ণিজন্ত লস্+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

তর্ক্য—বিতর্কণীয়, বাদানুবাদযোগ্য, অনিশ্চিত। তর্ক্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

তর্জন—ভর্ৎসন ; ভয়প্রদর্শন ; আস্ফালন ; রোষ, ক্রোধ। তর্জ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

তর্জনগর্জন—রোষ সহকৃত গম্ভীর শব্দ বা চিৎকার। তর্জনযুক্ত গর্জন, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

তর্জনী—অঙ্গুষ্ঠের পরের অঙ্গুলি, fore-finger. তর্জ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তর্জনীমুদ্রা—১। তন্ত্রোক্ত মুদ্রা বিঃ। মধ্যপ। ২। তর্জনী অঙ্গুলিতে ধার্য অঙ্গুরীয়। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

তর্জমা—অনুবাদ, ভাষান্তর। আ। বি।

তর্জানো—তর্জন করা। বাংপ্র। ক্রি।

তর্জিত—তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; বিতাড়িত। তর্জ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

তর্পণ—১। তৃপ্তি, সন্তোষ। তৃপ্ (প্রীত হওয়া)+অনট্ ভাব। ২। প্রীণন, প্রীতকরণ ; রঞ্জন। ণিজন্ত তৃপ অর্থাৎ তর্পি (প্রীত করা)+অনট্ ভাব। ৩। পিতৃযজ্ঞ, পূর্বপুরুষগণের এবং দেব ও দেবকল্পদিগের প্রীত্যর্থে উদকদানব্যাপার [পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থ প্রত্যহ তর্পণ করিতে হয়। সমগ্র তর্পণে অশক্ত বা অবসরাভাব হইলে সংক্ষিপ্ত তর্পণ করা বিধেয়। "আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই মন্ত্রে তিনবার জলাঞ্জলি দানকে সংক্ষিপ্ত তর্পণ বলে। প্রেতপক্ষে (ভাদ্রী কৃষ্ণা প্রতিপদ্ হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্যন্ত) তিলতর্পণ ও শ্রাদ্ধ করা অত্যাবশ্যক। পিতা জীবিত থাকিলে তিলতর্পণ করিতে নাই]। ণিজন্ত তৃপ+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ৪। তৃপ্তিজনক ; সুখকর। ণিজন্ত তৃপ্+অন কর্তৃ। বিণ।

তর্পিত—যাহার উদ্দেশে তর্পণ করা হইয়াছে এমন ; সন্তোষিত। ণিজন্ত তৃপ্ (=তর্পি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

তর্পী (তর্পিন্)—তৃপ্তিকারক ; তর্পণকারী। ণিজন্ত তৃপ্ (=তর্পি)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**তর্পিণী**।

তর্ষ—তৃষ্ণা, পিপাসা ; অভিপ্রায়, ইচ্ছা। তৃষ্ (তৃষ্ণার্ত হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

তর্ষণ—পিপাসা ; অভিলাষ। তৃস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

তর্ষিত তৃষ্ণার্ত, পিপাসিত। ণিজন্ত তৃষ্ বা তর্ষি (তৃষ্ণার্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

তল—১। অধোভাগ, তলা ; স্বরূপ ; পাতাল ; তেলো ; টালি ; উপরিভাগ ; পৃষ্ঠদেশ। তল্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী। ২। করতল, চপেট, চড় ; পলতোলা জিনিসের এক এক পার্শ্ব, facet ; খড়্গাদির মুষ্টি ; তালগাছ। বি ; পু। **তলে তলে**—ভিতরে ভিতরে, পরোক্ষভাবে, অন্তরালে থাকিয়া।

তলতল—তপতপ, খুব নরম ভাবের লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। বি। বিণ—**তলতলে**।

তলত্র—চর্মনির্মিত দস্তানা। তল (করতল) ত্রাণ করে যে, উপতৎ ; তল—ত্রৈ (ত্রাণ করা) +ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

তলদা, তলতা, তল্লা—বাঁশ বিঃ। বাংপ্র। বি।

তলধ্বনি—করতলের শব্দ, হাততালি। ৬তৎ। বি ; পু।

তলপ—শয্যা, বিছানা। <তল্প। প্রা কপ্র। বি।

তলপাই—অস্থির হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

তলপেট—নাভির নিম্নদেশ, উদরের নিম্নাংশ। বাংপ্র। বি।

তলপ্রহার চপেটাঘাত, চড় মারা। ৩তৎ। বি ; পু।

তলব—আমন্ত্রণ, আহ্বান ; আদালতের ডাঁক ; আজ্ঞা, আদেশ ; চাওয়া, তাগাদা ; কিস্তি, দফা ; বেতন, মাহিয়ানা ; বেগ ; ঝাঁজ, উগ্রতা, কড়া ভাব। আ। বি।

তলবানা—তলব দিবার খরচ। আ। বি।

তলবার তলওয়ার, খড়্গ ; চামাটী ; খাপ। তল—ণিজন্ত বৃ+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

তলবারণ—জ্যাঘাতবারণার্থ হস্ততলবদ্ধ বর্ম বিঃ, চামাটী ; তরবারি, তরওয়াল ; খাপ। তল (করতল)—ণিজন্ত বৃ (=বারি) +অন কর্তৃ। বি ; ক্লী।

তলয়ার, তলোয়ার- তরবারি। <তল-বার। বি।

তলযুদ্ধ চপেটাঘাত সহকারে যুদ্ধ ; চড়া-চড়ি। ৩তৎ। বি ; ক্লী।

তলস্থ, তলস্থিত---নিম্নে অবস্থিত (গৃহ ও জমি)। উপতৎ ও ৭তৎ। বিণ।

তলস্পর্শ—১। অগভীর। বহু। বিণ। ২। তলদেশ ছোঁওয়া বা প্রাপ্ত হওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

তলা—নিম্নভাগ ; গৃহতল ; স্থান, পল্লী ('নিম—')। বাংপ্র। বি।

তলাও—পুকুর। <ফা 'তালাব'। বি।

তলা-খাঁকতি- দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

তলা-চোঁয়া—পাত্রের তলা পর্যন্ত পুড়িয়া 'পাক্' ; (রূপকার্থে) একেবারে নিঃসম্বল, কপর্দকহীন। বাংপ্র। বিণ।

তলাট—ত্রিসীমানা ; বহুদূরব্যাপী স্থান। <তল্লাট। বি।

তলাতল পুরাণোক্ত সপ্তপাতালের চতুর্থ পাতাল। বি ; ক্লী।

তলানি—তলের জল, আবিল জল, গাদ, dregs. বাংপ্র। বি।

তলানো তলে গিয়া পড়া ; নীচে নামা ; ভিতরে প্রবেশ করা, ভাল করিয়া বোঝা ('কথা —')। বাংপ্র। ক্রি।

তলাভিঘাত—করতল দ্বারা প্রহার, চপেটা-ঘাত। তলদ্বারা অভিঘাত, ৩তৎ। বি ; পু।

তলা-মলা—সচ্ছল অবস্থাপন্ন, ধনী, যে তলা-চোঁয়া নয়। বাংপ্র। বিণ।

তলি, তলী—অধোদেশ, সংলগ্ন দেশ, উপকণ্ঠ ('শহর—')। বাংপ্র। বি।

তলিত—১। তলবিশিষ্ট। তল শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ। ২। ভাজা মাংস। বি ; ক্লী।

তলিম—কুট্টিম, পাকা মেঝে ; তল্প, শয্যা ; চন্দ্রহাস, খড়্গ ; চাঁদোয়া। তল্+ইম করণ। বি ; ক্লী।

তলোদরী—কৃশোদরী ; ভার্যা। তলের (মধ্যদেশের) ন্যায় উদর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

তল্প—অট্টালিকা ; শয্যা ; ভার্যা। তল্ (উন্নত হওয়া)+প কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

তল্পক—শয্যাসংস্কারক ভৃত্য, ফরাশ। তল্প (শয্যা)—কৃ+ড কর্তৃ। বি ; পু।

তল্পকীট—মৎকুণ, ছারপোকা। তল্প-স্থিত কীট, মধ্যপ। বি ; পু।

তল্পা তড়পা, মোটা আঁটি ; মোট, বোঝা। বাংপ্র। বি।

তল্পা-তল্পি, তল্পি-তল্পা—মোট পুঁটুলি, যাত্রীর সঙ্গীয় জিনিসপত্র, bag and baggage. বাংপ্র। বি।

তল্পি, তল্পী—ঝোলা ; পুঁটুলি ; বিছানাপত্র কাপড়চোপড় প্রভৃতি ; ছোট মোট। বাংপ্র। বি।

তল্পিদার—তল্পিবাহক, যাত্রীর মোটবাহক অনুচর। বাংপ্র। বি।

তল্ল—জলাশয় ; গর্ত। তল্ (প্রতিষ্ঠা, গতি ইত্যাদি)+ল কর্ম। বি ; ক্লী।

তল্লাট- প্রদেশ, নিকটবর্তী স্থান, সীমা। বাংপ্র। বি।

তল্লাশ, তল্লাস অনুসন্ধান, খোঁজ ('খানা—')। < আ 'তলাশ'। বি। বিণ, **-শী, -সী**।

তল্লিকা--তালি ; কুঞ্চিকা। তল্লী+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

তল্লী—বরুণপত্নী ; যুবতী ; নৌকা। তদ্—লস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তষ্ট—কৃশীকৃত, যাহা চাচা হইয়াছে এরূপ। তক্ষ (কৃশ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

তষ্টা (তষ্টৃ)—১। সূত্রধর ; বিশ্বকর্মা ; সূর্য বিঃ। তক্ষ্+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। কর্ণা। বিণ ; স্ত্রী।

তস্থিদার, -রাম—নাছোড়বন্দ লোক ; শ্রাদ্ধে প্রার্থী ঘোষক বিঃ। বাংপ্র। বি।

তসবি—মুসলমানী জপমালা। আ। বি।

তসবির- আলেখ্য, চিত্র, ছবি ; প্রতিমূর্তি। আ। বি।

তসবিরওয়ালা -চিত্রবিক্রেতা। আ-মূ। বি ; পু। স্ত্রী, **-ওয়ালী**।

তসর- একধরনের রেশম ; একপ্রকার রেশমী কাপড়। <ত্রসর। বি।

তসরুপ—১। ক্ষতি। বি। ২। অপহৃত। <আ 'তসরুরুক্'। বি বা বিণ।

তসলা—নালী, ফুকর ; হুড়কা বা খিল ; যূপকাষ্ঠ ; রন্ধনপাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

তসলিম—অভিবাদন, নমস্কার, প্রণাম। আ। বি।

তসলিমাত—বহু তসলিম, নমস্কারসকল। তসলিম শব্দের বহুবচন। বি।

তস্সু—তাহার। সংস্কৃত তস্য পদের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। সর্ব।

তস্কর- চোর। তদ্ (সেই, অর্থাৎ নিন্দিত কর্ম)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি ; পু।

তস্করতা - চৌর্য, স্তেয়কার্য ; অপহরণ। তস্কর +তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

তস্করী—স্ত্রী-চোর ; কোপনা নারী। 'তস্কর' দ্রঃ। তস্কর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তস্থিবান্ (-বস্) স্থিতিমান্, স্থিত। স্থা (থাকা)+শতৃ, স্থানে ক্বসু কর্তৃ। বিণ ; পু। [সর্ব।

তস্য—তাহার। সংস্কৃত তদ্ শব্দের ষষ্ঠ্যন্ত পদ।

তহখরচ - বাজে খরচ। আ-মূ। বি।

তহবিল - তবিল (তাহা দ্রঃ)।

তহবিলদারি—তহবিলদারের কাজ। আ-মূ। বি।

তহসিল - খাজনা আদায় ; সংগৃহীত খাজনা। আ। বি।

তহসিলদার -রাজস্ব-সংগ্রাহক, প্রজাদের নিকট হইতে খাজানা আদায়কারী কর্মচারী আ-মূ। বি।

তহি, তঁহি, তহিঁ—তাহাতে ; তথায়, সেখানে ; তাই, সেইজন্য ; তখন ; তাহার উপর, অধিকন্তু। প্রা কপ্র। অ।

তহিক - তাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তহি—অতএব। প্রা কপ্র। অ।

তা - ১। তাহা, সে ; কথার মাত্রা। দেশজ। সর্ব। ২। তাপ ; অণ্ডের উপর বসিয়া তাপ প্রদান। <তাপ। ৩। পট্টাকার খণ্ড ; আস্ত কাগজ। <ফা 'তহ্'। ৪। (গোঁফে) পাক। < তার। বি। ৫। ভাবার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় বিঃ ('সরসতা')। **তা দেওয়া**—ডিম ফুটাইবার জন্য পাখিদের ডিমের উপর বসিয়া তাপ দেওয়া ; যত্ন লওয়া ; পরিপাটী করা।

তাই—১। তাহাই, সেইটাই ; তাহাকে। সর্ব। ২। শিশুদের হাততালি ('— দেওয়া')। বি। ৩। সেইজন্য ; সুতরাং। বাংপ্র। অ। [অ।

তাইতে—তাহাতে, সেই কারণে। বাংপ্র।

তাইতো তাহাই তো ; সেই কারণেই তো ; বিস্ময়াদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

তাউই—ভাই বা বোনের শ্বশুর, তালুই। বাংপ্র। বি।

তাউস—ময়ূর ('তক্ত ')। আ। বি।

তাওয়া - চাটু, তই ; বড় কলিকায় সাজা তামাকের উপরিস্থ চাকতি। বাংপ্র। বি।

তাওয়ানো--তাপ প্রয়োগ করা ; উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

তাংড়ানো—ধরা; আগলানো, সামলানো; ভবিষ্যতের জন্য সাবধানে সংগ্রহ বা সঞ্চয় করা। বাংপ্র। ক্রি।

তাঁত—১। চামড়ার সুতা। <তন্ত্র। ২। কাপড় বুনিবার যন্ত্র। <তন্ত্র। বি।

তাঁতিয়া তোপী—তান্তিয়া তোপী' দ্রঃ।

তাঁতী—তন্তুবায়জাতি। বাংপ্র। স্ত্রী—**তাঁতিনী**।

তাঁবা—তাম্র; তামা। বাংপ্র। বি।

তাঁবু—পটবাস। <আ 'তমু'। বি।

তাঁবে—অধীনে। আ। বি।

তাঁবেদার অধীন ব্যক্তি; ভৃত্য। আ-মু। বি বা বিণ।

তাঁবেদারি—অধীনতা, আনুগত্য; সেবকত্ব, ভৃত্যত্ব। আ-মু। বি।

তাক—১। ভিত্তিলগ্ন, কাষ্ঠময় দ্রব্যাধার, shelf. আ। বি। ২। নিশানা; লক্ষ্য; তাগ; নজর, দৃষ্টি; অনুমান, আন্দাজ; বিমূঢ়তা ('—লাগা')। বাংপ্র। বি। [আ। বি।

তাকত—শক্তি, বল, জোর, সামর্থ্য, ক্ষমতা।

তাকা—লক্ষ্য করা; অনুমান করা; অপেক্ষা করা; চাহিয়া দেখ্, চা। বাংপ্র। ক্রি।

তাকানো—চাওয়া, চাহিয়া দেখা, দৃষ্টিপাত করা। বাংপ্র। ক্রি।

তাকাবি—কৃষি-প্রজাকে প্রদত্ত সরকারি ঋণ। আ। বি।

তাকিয়া—ঠেস দিবার মোটা বালিশ। ফা। বি।

তাগা ডোর, ঠাকুরের নামে বাহুতে ধৃত সুত্র; স্বর্ণাদি ধাতুর বাহু-বলয়, অনন্ত; রক্ত চলাচল বন্ধ করিবার জন্য বন্ধনী। প্রাকৃত 'তগ্গ'। বি।

তাগাড়—পাকা গাঁথনির চুন শুরকি প্রভৃতি মসলা; যে গর্তে চুন শুরকি মিশানো হয়। <তু 'তাগার'। বি।

তাগাদা—প্রাপ্য অর্থ চাওয়া; চাহিদা; বার বার কিছু করিতে বলা। <আ 'তাকাজাহ্'। বি।

তাগিদ-তাগাদা, প্রাপ্য অর্থাদি চাওয়া; চাহিদা; মনে করাইয়া দেওয়া। আ। বি।

তাঙড়ানো, তাঙ্গড়ানো—তাংড়ানো (তাহা দ্রঃ)।

তাচ্ছল্য, তাচ্ছিল্য—তুচ্ছজ্ঞান, অবহেলা, অনাদর; অবজ্ঞা, অযত্ন, উপেক্ষা। বাংপ্র। বি।

তাচ্ছীল্য—১। তৎস্বভাবত্ব। তচ্ছীল শব্দ +ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী। ২। অশ্রদ্ধা, অনাদর, অবহেলা, উপেক্ষা, অযত্ন। বাংপ্র। বি।

তাজ—শিরস্ক, কিরীট, মুকুট; মস্তকাবরণ, টুপি। ফা। বি।

তাজম্বি—তর্জন, ধমক, ভর্ৎসনা। গ্রাম্য। প্রা কপ্র। বি।

তাজবিবি—ইনি ভারতের মোগলসম্রাট্ শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী। ইঁহার প্রকৃত নাম মমতাজমহল; অন্ততঃ ইতিহাসে এই নামই প্রসিদ্ধ। ইঁহারই সমাধির নিমিত্ত শাহজাহান তাজমহল-নামক ভুবনবিখ্যাত সৌধ নির্মাণ করেন।

তাজমহল—সুপ্রসিদ্ধ আগ্রানগরীস্থিত ভারতের মোগলসম্রাট্ শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহলের সমাধি-মন্দির। শাহজাহান নিজেও তথায় সমাহিত হন। তাজমহলের ন্যায় সুদৃশ্য, মনোরম সৌধ ভূমণ্ডলে আর নাই। শ্বেত প্রস্তরই প্রধানতঃ ইহার নির্মাণের উপাদান। তোরণদ্বার লোহিতবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। তাজসৌধটি উপরের গম্বুজ সহিত ২২০ ফিট উচ্চ।

শাহজাহানের প্রিয়তমা মহিষী মমতাজমহল একদিন রহস্যচ্ছলে সম্রাট্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "আমার মৃত্যুর পরেও কি আপনি আমাকে এইরূপ ভালবাসিবেন?" তদুত্তরে বাদশাহ্ বলিয়াছিলেন, "আমি তোমাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিব।" মহিষীর মৃত্যুর পর বাদশাহের অনুমতিতে এই সৌধ নির্মিত হয়। ১৬৩১ খ্রীঃ আরম্ভ হইয়া ১৬৪৮ খ্রীঃ ইহার নির্মাণকার্য শেষ হয়। ক্রমাগত ১৭ বৎসর ধরিয়া প্রতিদিন ২০,০০০ কারিগর ইহার নির্মাণে নিযুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ ভারতীয় সুনিপুণ শিল্পিগণই এই বিশ্বমনোহর সৌধ নির্মাণ করিয়াছেন। ভারতীয় স্থাপত্য-রীতির বর্ণনা বৃহৎ কাশ্যপীয় শিল্প, বৃহৎ পারাশরীয় শিল্প, বৃহৎ বাস্তুশাস্ত্র, আগস্ত্য শিল্প সারস্বত শাস্ত্র প্রভৃতিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

তাজমহল জগতে একটি অতুলনীয় দৃশ্য। অনেক কবি ইহাকে "মর্মরে রচিত কাব্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অপর একজন ইহাকে "মর্মরে গঠিত স্বপ্নদৃশ্য" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কর্নেল স্লীমানের পত্নী তাজমহল দেখিয়া হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে বলিয়াছিলেন, "যদি এইরূপ সমাধি-সম্মান আমার ঘটে, তাহা হইলে আমি কালই মরিতে প্রস্তুত আছি।"

তাজা—টাটকা, নূতন; সতেজ; স্ফূর্তিযুক্ত। <ফা 'তাজহ্'। বিণ।

তাজিয়া—কারবালা-নামক স্থানে হাসান-হোসেনের যে সমাধিমন্দির আছে, তাহার প্রতিমা, গোঁয়ারা [মহরমের সময় শিয়া মুসলমানগণ তাজিয়া করিয়া থাকে]। < আ 'তাজিয়হ্'। বি।

তাজী—আরবদেশীয় অশ্ব বিঃ। ফা। বি।

তাজ্জব—বিস্ময়; বিস্ময়জনক, অপূর্ব, আশ্চর্য, অদ্ভুত। <আ 'ত-অজ্জুব'। বি বা বিণ।

তাঞ্জাম—মনুষ্যবাহিত একপ্রকার সুসজ্জিত চতুর্দোল বা শিবিকা, sedan chair. <হি 'তামজান'। বি।

তাঞ্জোর—তামিলনাড়ুর (মাদ্রাজের) রাজ্যের একটি জেলা ও শহর। উর্বরতার জন্য জেলাটি "ভারতবর্ষের উদ্যান" বলিয়া আখ্যাত। তাঞ্জোর শহর চোল-রাজগণের শেষ রাজধানী। বিজয়নগরের রাজগণ প্রবল হইলে তাঞ্জোর উহাদের অধিকারে আসে, এবং উহাদের "নায়ক" রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন করা হয়। মদবার "নায়ক" রাজপ্রতিনিধি কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাঞ্জোর শাসনকর্তা স্বীয় প্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ করতঃ সম্মুখযুদ্ধে সপুত্র প্রাণ বিসর্জন করেন (১৬৭৪ খ্রীঃ)। তাঁহার একটি শিশু পুত্র রক্ষা পায় এবং মুসলমানগণের আশ্রয় ভিক্ষা করে। মুসলমানগণ তাহাদের সেনাপতি বেঙ্কজীকে সসৈন্যে প্রেরণ করিয়া শিশুকে পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। এই বেঙ্কজী সুপ্রসিদ্ধ শিবাজীর ভ্রাতা। দুই বৎসর পরে বেঙ্কজী এই শিশুকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণপূর্বক স্বাধীনভাবে তাঞ্জোরে মহারাষ্ট্রীয় রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের শেষ রাজা শরভোজী ১৭৯৯ খ্রীঃ সন্ধিপত্র দ্বারা ইংরাজকে তাঞ্জোর রাজ্য দান করেন এবং তাহার বিনিময়ে রাজস্বের এক-পঞ্চমাংশ, দুর্গটি এবং কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৩২ খ্রীঃ রাজার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র শিবাজী রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৫ খ্রীঃ তিনি অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে, সমস্ত রাজ্যটি ইংরাজের হস্তগত হয়। ১৭৮১ খ্রীঃ ইংরাজ ওলন্দাজগণের হস্ত হইতে নেগাপত্তন কাড়িয়া লন। জেলার অধিবাসিগণ মধ্যে শতকরা ৯১ জন হিন্দু। শহরস্থিত সুবৃহৎ ও সূক্ষ্ম কারুকার্যসমন্বিত বৃহদীশ্বর নামক শিবের মন্দির জগদ্বিখ্যাত। মন্দিরের বিশেষত্ব এই যে ইহার চত্বরে যে সকল খোদিত মূর্তি দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয়ই শিব-সম্বন্ধীয়, এবং গোপুরসমূহে যে সকল মূর্তি খোদিত তৎসমুদয় বিষ্ণুলীলা-বিষয়ক। মন্দিরটি কাঞ্চীরাজ কদুভট্টিয় চোলম কর্তৃক ১৪শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়।

তাটঙ্ক—তাড়ঙ্ক (তাহা দ্রঃ)। তট্ (দীপ্তি পাওয়া) + অঙ্কণ্ কর্তৃ। বি; পু।

তাটস্থ্য—ঔদাসীন্য; নৈকট্য। তটস্থ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

তাড়—১। আঘাত; ধ্বনি। তড়্ (তাড়না

করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। তালগাছ। তড্+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। সেকালের করাভরণ বা বাহুর অলংকার-বিশেষ। প্রা কপ্র। বি।

তাড়ক—তাড়নাকারী। ণিজন্ত তড্=তাড়ি (তাড়না করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তাড়িকা**।

তাড়কা—এক রাক্ষসীর নাম; সুকেতু যক্ষের কন্যা। সুকেতুর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা তাড়কাকে সহস্র মাতঙ্গের বল প্রদান করেন। সুন্দ নামক অসুরের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার গর্ভে মারীচ নামক এক পুত্র জন্মে। অগস্ত্য ঋষির শাপে সুন্দের জীবনান্ত ঘটিলে, তাড়কা ও মারীচ তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হয়। ঋষিবর ক্রুদ্ধ হইয়া ইহাদিগকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। অতঃপর তাড়কা অগস্ত্যের তপোবন প্রাণিশূন্য করিয়া তথায় বাস করিতে এবং রাক্ষসরাজ রাবণের অনুগত থাকিয়া সর্বদা যজ্ঞার্থী ঋষিদিগের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে লাগিল। পরে বিশ্বামিত্র স্বীয় যজ্ঞরক্ষার্থ রামচন্দ্রকে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা ইহার বধকার্য সাধন করেন। বি; স্ত্রী।

তাড়কারি-শ্রীরামচন্দ্র। তাড়কার অরি, ৬তৎ। বি; পু।

তাড়কেয়—তাড়কা রাক্ষসীর পুত্র মারীচ। তাড়কা+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

তাড়ঙ্ক-কর্ণাভরণ বিঃ, কানতড়কা। তড্ (দীপ্তি পাওয়া)+অঙ্কণ্ কর্তৃ। বি; পু।

তাড়ন—প্রহার; তর্জন, ভর্ৎসন। ণিজন্ত তড্ (=তাড়ি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

তাড়না-তাড়ন (সকল অর্থে)। ণিজন্ত তড্ (=তাড়ি)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তাড়নী-তাড়নদণ্ড, কোড়া; কষা, চাবুক। ণিজন্ত তাড়+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তাড়স-বেদনার প্রকোপ, টাটানি, আওরান ('ফোড়ার —')। বাংপ্র। বি। **তাড়সের জ্বর**-টাটানিতে যে জ্বর হয়, sympathetic fever.

তাড়া—১। অনুসরণ, পশ্চাদ্ধাবন; তাড়না, ভর্ৎসনা; ধমক; গুচ্ছ, গোছা; ত্বরা, জরুরী দরকার; শীঘ্র কাজের জন্য পীড়াপীড়ি। বি। ২। আক্রমণ করা। বাংপ্র। ক্রি। **তাড়া খাওয়া**—তাড়িত হওয়া, অনুসৃত হওয়া। **তাড়া দেওয়া**—তাড়াতাড়ি করিবার জন্য পীড়ন করা, তাগিদ দেওয়া; ধমকানো, তিরস্কার করা।

তাড়াতাড়ি—১। ত্বরা; জরুরী দরকার। বি। ২। সত্বর। বাংপ্র। অ।

তাড়ানো—বিতাড়িত করা, দূরীভূত করা; তাড়না করা; আসিতে না দেওয়া, ভাগানো ('মাছি —'); তাড়না দ্বারা চরানো ('গরু —')। বাংপ্র। ক্রি।

তাড়াহুড়া, -হুড়ো—তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার জন্য জুলুম। বাংপ্র। বি।

তাড়ি—১। তালগাছ। তড্+ণিচ্+ই কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। তাল বা খর্জুরের মাদক রস toddy; তাড়া, গোছা। বাংপ্র। বি। ৩। তাড়না করিয়া, তাড়াইয়া। কপ্র। ক্রি।

তাড়িখানা তাড়ি বিক্রয়ের দোকান। বাংপ্র। বি।

তাড়িত—১। আহত; বিদ্ধ; তিরস্কৃত; দণ্ডিত; উৎপীড়িত; প্রহৃত; দূরীকৃত। তাড়ি+ক্ত কর্ম। ২। তড়িৎসম্বন্ধীয়, তড়িৎসম্ভূত, বৈদ্যুতিক। তড়িৎ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**তাড়িতী**। ৩। পাঞ্চভৌতিক সৃষ্টির সর্বত্র যে অতি সূক্ষ্ম তেজোময় পদার্থ বিদ্যমান আছে; পদার্থ-বিশেষের ঘর্ষণ দ্বারা যে আকর্ষণী বা বিকর্ষণী শক্তিজন্মে। তড়িৎ+ষ্ণ স্বার্থে। বি; ক্লী।

তাড়িত-পরিচালক—যাহা বৈদ্যুতিক শক্তি দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে চালিত করে, conductor of electricity. তাড়িতের পরিচালক, ৬তৎ। বি বা বিণ। স্ত্রী, **-চালিকা**।

তাড়িতবার্তা—বৈদ্যুতিক সংবাদ, বিদ্যুৎ-সহযোগে প্রেরিত সমাচার, টেলিগ্রাম, তারের খবর। তাড়িতী বার্তা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তাড়িত-বার্তাবহ-বিদ্যুৎচালিত সংবাদ-বাহকযন্ত্র, টেলিগ্রাফ। বার্তার বহ (বাহক) =বার্তাবহ, ৬তৎ; তাড়িত যে বার্তাবহ, কর্মধা। বি; পু।

তাড়িত-শকট—বিদ্যুৎপ্রভাবে চালিত ট্রাম গাড়ি প্রভৃতি। কর্মধা। বি; পু।

তাড়িতালোক—বৈদ্যুতিক আলোক, "ইলেক্‌ট্রিক-লাইট"। তাড়িত যে আলোক, কর্মধা। বি; পু।

তাড়ু—কাঠের হাতা, ভিয়ানের বড় খুন্তি বিঃ। বাংপ্র। বি।

তাড্যমান—যাহাকে প্রহার বা শাসন করা হইতেছে এরূপ; যাহাতে আঘাত করা হইতেছে এরূপ; বাদ্যমান; আহন্যমান; পীড্যমান। ণিজন্ত তড্+শান কর্ম। বিণ।

তাণ্ডব-উদ্ধত বা উদ্দাম নৃত্য; পুরুষের নৃত্য; শিবের নৃত্য। তণ্ডু দ্বারা (নন্দি দ্বারা) কৃত এই অর্থে তণ্ডু শব্দ+ষ্ণ। বি; পু বা ক্লী।

তাণ্ডবনৃত্য-উদ্দাম নাচ; বিশৃঙ্খল কাণ্ড। কর্মধা। বি; ক্লী।

তাণ্ডবপ্রিয়-১। নৃত্যপ্রিয়। তাণ্ডব হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব। বি; পু।

তাণ্ডবলীলা-নৃত্যলীলা। তাণ্ডবজনিত লীলা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

তাত—১। স্নেহপাত্র; পুত্র; পুত্রতুল্য ব্যক্তিকে স্নেহসম্বোধন; পিতা; পিতৃতুল্য পূজ্য ব্যক্তি ('খুল্ল—')। তন্ (বিস্তৃত করা)+ক্ত কর্তৃ; অথবা তত শব্দ+ষ্ণ। বি; পু। ২। উত্তাপ, উষ্ণতা। < তাপ। বি।

তাতগু—১। পিতৃহিত। তাত (পিতা)—গম্ (যাওয়া)+ডু কর্তৃ। বিণ। ২। খুল্লতাত, পিতৃব্য, খুড়া, কাকা। বি; পু।

তাতল—১। রোগ; পাক; লৌহযষ্টি। বি; পু। ২। উত্তপ্ত ('— সৈকত')। বিণ।

তাতা—১। তপ্ত হওয়া, গরম হওয়া; ঝাঁজিয়া বা রাগিয়া উঠা। ক্রি। ২। উত্তাপিত। বাংপ্র। বিণ।

তাতানো—তপ্ত করা, গরম করা। বাংপ্র। ক্রি।

তাতারস, তাতারসি—গরম খেজুরের রস বা আখের রস; পাতলা খেজুর গুড়। বাংপ্র। বি।

তাতাল রাং-ঝাল লাগাইবার যন্ত্র, soldering iron. বাংপ্র। বি।

তাতি—১। পুত্র। তন্+তিঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। বৃদ্ধি। তন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

তাৎকালিক-তৎকালসম্বন্ধীয়, তৎকালভব। তৎকাল+ঠিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**তাৎকালিকী**।

তাত্ত্বিক-তত্ত্ববিদ্; তত্ত্বসম্বন্ধীয়, theoretical; প্রকৃত, সত্য। তত্ত্ব+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

তাৎপর্য-অভিপ্রায়; মর্ম, purport. তৎপর+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

তাৎপর্যগ্রহণ—মর্মাবধারণ, মর্মগ্রহণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

তাথৈ—নর্তনধ্বনির অনুকরণশব্দ। কপ্র। অ।

তাদর্থ্য-তদর্থতা; তদুদ্দেশ্য; তজ্জন্য; তন্নিমিত্ততা। তদর্থ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

তাদবস্থ্য-তদবস্থতা, তদ্ভাবাপন্নতা। তদবস্থ+ষ্য ভাবার্থে। বি ক্লী।

তাদাত্ম্য-তদাত্মতা, তৎস্বরূপতা, তাহার সহিত একীভাব বা অভেদ; সম্বন্ধ

বিঃ। তদাত্মার ভাব এই অর্থে তদাত্মন +ষ্য। বি; স্ত্রী।

তাদারক—তদারক (তাহা দ্রঃ)।

তাদৃক্ (তাদৃশ্) সেই প্রকার, তদ্রূপ। তদ্—দৃশ্ (দেখা) + কিপ্ কর্ম। বিণ।

তাদৃক্ষ সেই প্রকার, সেই রকম। তদ্— দৃশ্ (দেখা) + সক্ কর্ম। বিণ।

তাদৃশ—সেই প্রকার। তদ্ শব্দ- দৃশ্ (দেখা) + টক্। কর্ম। বিণ। স্ত্রী **তাদৃশী**।

তান—১। বিস্তার। তন্ (বিস্তৃত হওয়া) + ঘঞ্ ভাব। ২। গানের অঙ্গ, স্বর; সুর; সুরের আলাপ। তন্ + ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

তানপুরা বাদ্যযন্ত্র বিঃ, তম্বুরা (ইহা বীণার ন্যায়)। বি; পু।

তানব—তনুতা, কৃশতা, ক্ষীণতা। তনুর ভাব এই অর্থে তনু + ষ্ণ। বি; স্ত্রী।

তানসেন—ভারতবর্ষের একজন অতি প্রসিদ্ধ গায়ক। আকবরের সভাসদ্ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখিয়াছেন, সহস্র বর্ষের মধ্যে এরূপ উচ্চশ্রেণীর গায়ক দেখা যায় নাই। তানসেন প্রথমে একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তিনি পরে বৃন্দাবনে গমন করিয়া হরিদাস স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ভাটের বাঘেলারাজ ইঁহার সংগীতপটুতাগুণে বিমুগ্ধ [illegible]কে অতি সম্মানের সহিত আপনার সভায় রাখেন। কথিত আছে যে, তিনি ইঁহার গানে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে প্রায় কোটি টাকা দান করিয়াছিলেন।

ইঁহার খ্যাতি অতি অল্পদিন মধ্যে সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাট্ ইব্রাহিম শূর অনেক চেষ্টা করিয়াও ইঁহাকে আগ্রায় লইয়া যাইতে পারেন নাই। আকবর তানসেনের জন্য জলালুদ্দিন কুর্চীকে রাজা রামচাঁদের নিকট প্রেরণ করেন। রামচাঁদ আকবরের আদেশ লঙ্ঘন করিতে সাহসী হইলেন না। তিনি সাশ্রুনয়নে তানসেনকে বিদায় দিলেন। তানসেন যে দিন প্রথম সম্রাটের দরবারে উপস্থিত হইয়া গান শুনান, সেই দিনই আকবর তাঁহাকে দুই লক্ষ টাকা পারিতোষিক প্রদান করেন।

প্রবাদ আছে যে, তানসেন প্রথম প্রথম সম্রাটের সহিত দেখা করিতে চাহিতেন না; তাঁহার নিকট দিয়া গেলেও গান গাহিতেন না। সম্রাট্ অনেক সময়ে গোপনে তাঁহার গান শুনিতেন। একদিন আকবর স্বীয় দুহিতাকে তানসেনের নিকট প্রেরণ করেন। বাদশাহতনয়ার রূপে তানসেন বিমুগ্ধ হইলেন; যুবতীও তানসেনের গানে উদ্‌ভ্রান্ত হইলেন। আকবরের মনস্কামনা পূর্ণ হইল; তিনি উভয়ের বিবাহ দিয়া দিলেন। তখন হইতে তানসেন মুসলমান হইলেন এবং আকবরের একজন প্রধান সভাসদ্ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। এই সময়ে তিনি গায়কচূড়ামণি মিঞা তানসেন নামে খ্যাত হন।

তানসেন যে কেবল একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন তাহা নহে, তিনি অনেক নূতন রাগ-রাগিণীরও উদ্ভাবন করিয়াছেন। গায়ক, গায়িকা ও নর্তকীদিগের নিকট তানসেন দেবতাস্বরূপ।

তানা—১। তাঁতের টানা। বাংপ্র। বি। ২। তান ধরা, তান দেওয়া। কপ্র। ক্রি।

তানা-না-না—১। গীতারম্ভে স্বরবিস্তার বা স্বরসাধন; (ব্যঙ্গার্থে) কার্যারম্ভে ইতস্তত: করিয়া সময় অপচয় ('— করা')। বাংপ্র। বি।

তানুর জলভ্রমি, আবর্ত, পাকজল। তন্ (বিস্তার করা) + উরণ্ কর্ম। বি; পু।

তান্ত—ক্লান্ত, শ্রান্ত; গ্লান। তম্ (গ্লান হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তান্তব—১। তন্তু দ্বারা নির্মিত; তন্তু-করণ সাধ্য, যাহাকে টানিয়া তার করিতে পারা যায়, ductile. তন্তু + ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**তান্তবী**। ২। বয়ন, বোনা। বি; স্ত্রী।

তান্তবতা যে গুণ থাকাতে কতকগুলি দ্রব্যকে টানিয়া তন্তু অর্থাৎ তার প্রস্তুত করা যাইতে পারে, ductility. তান্তব + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

তান্তিয়া তোপী—অনুমান ১৮১৯ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ, এবং নানাসাহেবের অধীনে কর্ম করিতেন। সিপাহিবিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন কানপুরে যে হত্যাকাণ্ড ঘটে, ইনিই তাহার উত্তেজক। ঐ বৎসর ১৬ই অগস্ট ইনি বিথুরের যুদ্ধে নেতৃত্ব করেন। কিন্তু হ্যাভলক (Havelock) কর্তৃক ঐ যুদ্ধে পরাজিত হন। কানপুর হইতে ইনি জেনারেল উইন্‌ড্‌হ্যামকে (General Wyndham) বিতাড়িত করিলে স্যার কলিন ক্যাম্বেল (Sir Colin Campbell) ইঁহার গতিরোধ করেন। পরে ঝান্সির রানীর সহিত মিলিত হইলে স্যার হিউ রোজ (Sir Hugh Rose) ঝান্সিতেই ইঁহাকে আক্রমণ করেন। ইনি পলায়ন করিয়া ২০,০০০ সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু রোজ ঐ সৈন্যকে সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত করেন। পরে ইনি যখন গোয়ালিয়রের দুর্গ হস্তগত করেন, তখন রোজ ইঁহার হস্ত হইতে ঐ দুর্গ উদ্ধার করেন। তান্তিয়া অতঃপর মধ্য ভারতবর্ষে পলায়ন করেন, পরে রাজপুতানা ও বুন্দেলখণ্ডের নানা স্থানে লুক্কায়িত থাকেন। অবশেষে ১০ মাস পরে মেজর মীড (Major Meade) কর্তৃক জঙ্গলমধ্যে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল ধৃত হন। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়া ঐ মাসের ১৮ই তারিখে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তান্ত্রিক—তন্ত্রশাস্ত্রের মতাবলম্বী; তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ; সিদ্ধান্তজ্ঞ; তন্ত্র সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। তন্ত্র শব্দ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী— **তান্ত্রিকী**।

তাপ—জ্বর; উষ্ণতা; যাতনা; মনঃপীড়া; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ; [আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান মতে] জড়াত্মক অণুসমূহের কম্পন। তপ্ (দাহ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

তাপক মনস্তাপকারী; তাপদায়ক (দুঃখ, রোগ, অগ্নি প্রভৃতি)। তপ্ (দাহ করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তাপিকা**।

তাপক্লিষ্ট—উষ্ণতায় কাতর; যাতনায় অস্থির; জ্বরাক্রান্ত। তাপ দ্বারা ক্লিষ্ট, ৩তৎ। বিণ।

তাপত্রয় ত্রিবিধ তাপ, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার দুঃখ। তাপের ত্রয়, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তাপন—১। তাপপ্রদ। ণিজন্ত তপ্ = তাপি (তাপিত করা) + অন কর্তৃ। বিণ। ২। সূর্য; কিরণ; শত্রু প্রভৃতি; তাপপ্রয়োগ। বি; পু।

তাপমান—১। তাপের পরিমাণনিরূপণ। তাপের মান, ৬তৎ। ২। তাপের পরিমাণনিরূপক যন্ত্র বিঃ, thermometer. তাপের মান হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

তাপমান-যন্ত্র—যে যন্ত্র দ্বারা তাপের অর্থাৎ উষ্ণতার পরিমাণ করিতে পারা যায়, thermometer. তাপমানসাধক যন্ত্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

তাপশক্তি—উষ্ণতারূপ শক্তি, heat energy. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

তাপস—তপস্বী, সাধক। তপস্ শব্দ + ষ্ণ। বি; পু।

তাপসতরু, তাপসদ্রুম—ইঙ্গুদী বৃক্ষ; মহুয়া ফলের গাছ। ৬তৎ। বি; পু।

তাপসপ্রিয়—তপস্বীদিগের প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ। ২। পিয়ালবৃক্ষ। বি; পু।

তাপসপ্রিয়া—তপস্বীদিগের প্রীতিজনিকা। ৬তৎ। বিণ।

তাপসেক—বেদনাযুক্ত স্থানে উত্তাপ প্রদান; সদ্যঃপ্রসূতা রমণীদিগকে তাপ দেওয়া। বাংপ্র। বি।

তাপস্য—তপস্বীর ধর্ম ; তপস্যাচরণ। তাপস +ষ্য। বি ; ক্লী।

তাপহর—সন্তাপনাশক, সান্ত্বনাদায়ক। উপতৎ ; তাপ শব্দ হৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

তাপহারী (-হারিন্)—উত্তাপনাশক ; মনস্তাপবিনাশী ; দুঃখনাশকারী। তাপ হরণ করে যে এই বাক্যে উপতৎ ; তাপ—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

তাপা—তাপিত হওয়া বা করা ; তপ্ত হওয়া ; তাপ গ্রহণ বা মোচন করা। কপ্র। ক্রি।

তাপাধিক্য—অধিকতর তাপ, অত্যন্ত উত্তাপ। তাপের আধিক্য, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

তাপানো—গরম করা ; দুঃখ দেওয়া ; রাগানো। বাংপ্র। ক্রি।

তাপিত—সন্তাপিত ; ক্লেশিত ; উষ্ণীকৃত। ণিজন্ত তপ্ (=তাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

তাপিনী—১। তাপপ্রদা ; তাপযুক্তা। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

তাপী (তাপিন্)—১। তাপপ্রদ। তপ্ (তাপ দেওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। ২। সন্তাপযুক্ত। তাপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**তাপিনী**। ৩। বুদ্ধ। বি ; পু।

তাপী—নদী বিঃ, তাপিনী ; যমুনা। তাপ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তাপ্তী—পশ্চিম ভারতের অন্যতম প্রধান নদী। এই নদী মধ্যভারতের বিটুল জেলায় উৎপন্ন হইয়া, এবং সাতপুরা পাহাড়ের দুইটি শাখা, খান্দেশ ও সুরঠের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। নদীটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৫০ মাইল। শেষ ৩২ মাইল ব্যাপিয়া ইহাতে জোয়ার ভাটা হয়। পবিত্রতায় নর্মদার সমতুল না হইলেও তাপ্তীর অংশ-বিশেষে অন্যূন ১০৮টি তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে সুরঠের ১৫ মাইল পূর্বে অবস্থিত বোধান নামক তীর্থটি প্রধান। এখানে প্রতি বার বৎসরে একটি মেলা হইয়া থাকে। সুরঠ হইতে দুই মাইল দূরে নদীমুখে অশ্বিনীকুমার ও গুপ্তেশ্বর নামক দুইটি তীর্থ আছে।

তাফতা—একপ্রকার পট্টবস্ত্র বা মিশ্রিত রেশমী ও পশমী বসন। ফা। বি।

তাবকী—তবকী, বন্দুকধারী। প্রা কপ্র। বি। [বিণ।

তা'বড়—বেশ বড় ; নামজাদা। বাংপ্র।

তাবৎ—১। সমুদায়, সাকল্য ; সেই পর্যন্ত ; সীমা ; অবধি ; পরিমাণ ; অবধারণ ; তৎকালে ; তৎক্ষণে ; বাক্যালংকার। তদ্ শব্দ+ডাবৎ। ২। তৎসংখ্যক ; অল্প। তদ্ শব্দ+বতু পরিমাণার্থে। বিণ। পু—**তাবান্**। স্ত্রী—**তাবতী**।

তাবত্ত—তাবৎ, সমস্ত, সকল। বাংপ্র। বিণ।

তাবিজ—স্ত্রীলোকদিগের বাহুভূষণ বিঃ ; কবচ, মাদুলি। আ। বি।

তাম—দুঃখ ; পাপ ; ইচ্ছা। তম্ (ম্লান হওয়া, ইচ্ছা করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

তামরস—দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ ; পদ্ম ; তাম্র ; স্বর্ণ ; ধুতুরা। তামর শব্দ—সস্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

তামলিপ্ত, তামলিপ্তী-দেশ বিঃ, তমলুক। বি ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

তামলী—পান-বিক্রেতা জাতি বিঃ ; তাম্বূলী। বি ; পু। স্ত্রী- **তামলিনী**।

তামস ১। তমোগুণান্বিত ; তামসিক ; অন্ধকারময়। তমস্+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**তামসী**। ২। চতুর্থ মনু ; ভূত-প্রেতাদির উপাসক ; সর্প ; খলজন। বি ; পু।

তামস-তপঃ (-তপস্)-অজ্ঞানিকর্তৃক আত্মপীড়া স্বীকারপূর্বক অথবা পরের অনিষ্টের উদ্দেশে কৃত তপস্যা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তামস-দান—অনুপযুক্ত স্থানে ও অনুপযুক্ত কালে অপাত্রে প্রদত্ত এবং গ্রহীতার সৎকার না করিয়া অজ্ঞানপূর্বক কৃত দান। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তামস-পুরাণ—মাৎস্য কৌর্ম, লৈঙ্গ, শৈব, স্কান্দ ও আগ্নেয় পুরাণ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তামস-প্রকৃতি—১। হীন স্বভাব ; জড়তা, অতি অলসতা। তামসী প্রকৃতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। তমোগুণান্বিত স্বভাব-বিশিষ্ট ; জড় ; অলস ; খল। তামসী প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

তামস-যজ্ঞ—বিধিহীন অন্নদানরহিত মন্ত্রহীন দক্ষিণাশূন্য এবং শ্রদ্ধাবিরহিত যজ্ঞ। কর্মধা। বি ; পু।

তামস-শাস্ত্র—অসুর-মোহনার্থ শিবকৃত পাশুপতাদি, কণাদকৃত নয়নীলপটাদি, এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও জৈমিনিকৃত নিরীশ্বর সাংখ্য শাস্ত্র। কর্মধা। বি ; ক্লী।

তামস-স্মৃতি- গৌতম বার্হস্পত্য সাম্বর্ত্ত যাম সাঙ্খ্য ও ঔশনস স্মৃতি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

তামসিক—তমোগুণবিশিষ্ট ; তমোগুণ-প্রধান, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিমূলক। তমস্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**তামসিকী**।

তামসী—১। অন্ধকারময়ী। তমস্+ষ্ণ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অন্ধকারময়ী রাত্রি ; কালী ; মায়াবিদ্যা বিশেষ [রাবণপুত্র মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া মহাদেব তাঁহাকে এই বিদ্যা প্রদান করেন ; এই বিদ্যার প্রভাবে মেঘনাদ অন্ধকার উৎপাদন করিয়া অন্যের অদৃশ্যভাবে যুদ্ধ করিতে পারিতেন]। বি ; স্ত্রী।

তামা—ধাতু বিঃ। <তাম্র। বি।

তামাক, তামাকু-ধূমপানার্থ উদ্ভিজ্জ-দ্রব্য বিঃ ; ধূমপানের জন্য গুড়-মিশানো তামাক। <তাম্রকূট বা পোর্তু 'tabaco'. বি।

তামাটে—ঈষৎ তাম্রবর্ণ ; তাম্রস্বাদবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

তামাতুলসী—তাম্র ও তুলসীপত্র। বাংপ্র। বি।

তামাদি—কোন স্বত্ব বা দলিল আইনমতে বলবৎ থাকিবার নির্দিষ্ট সময়-গত হওয়া। <আ 'তমাদি'। বি। বিণ—**তামাদী**।

তামাম—সমুদায়, সম্পূর্ণ, সমস্ত। <আ 'তমাম'। বিণ।

তামামি—শেষ ('সাল —')। আ-মু। বি।

তামাশা—কেলি, ক্রীড়া, খেলা ; ক্রীড়া-প্রদর্শনী ; বার্তা ; রঙ্গ, কুহক, পরিহাস, কৌতুক, ঠাট্টা। <আ 'তমাশা'। বি।

তামাশাদার-১। যে তামাশা দেখায়। বি। ২। তামাশাকারী ; পরিহাসের উপযুক্ত সম্বন্ধবিশিষ্ট, রঙ্গযোগ্য, কৌতুকপ্রিয়। আ-মু। বিণ।

তামিল—দ্রাবিড় ভাষা বিঃ। দক্ষিণ ভারত সাধারণতঃ সংস্কৃত ভাষায় দ্রাবিড় বলিয়া পরিচিত। দ্রাবিড়ের ৪টি প্রধান ভাষা—তামিল, তেলেগু, কানারী ও মালায়ালম্। তন্মধ্যে তামিলই সর্বপ্রধান। কিংবদন্তী এই যে, অগস্ত্যমুনি সর্বপ্রথমে এই ভাষার চর্চা করেন। দ্রাবিড়ে তিনি তামির মুনি বলিয়া বিখ্যাত ও পূজিত। তিনি এই ভাষায় ব্যাকরণ ও দর্শনাদি রচনা করেন। টোলকাপ্পিয়ম্ নামক একখানি অতি প্রাচীন ব্যাকরণ এখনও বিদ্যমান আছে ; সেখানি তাঁহার জনৈক শিষ্য কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। বর্তমান তামিল ভাষায় অনেক আরবী, ফারসী ও ইংরেজী শব্দ ঈষৎবিকৃত ভাবে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ইংরেজী ভাষায়ও কয়েকটি তামিল শব্দ স্থায়িভাবে স্থান পাইয়াছে ; যথা—Curry, Mulli-gatawny, Cheroot (Surutta) এবং Pariah (parliyan)।

তামিল—পালন, অনুবর্ত্তন ; জারি ('হুকুম —') <আ 'তা-আমীল'। বি।

তামিস্র—১। অন্ধকারময় নরক। তমিস্রা (অন্ধকার রাত্রি)+ষ্ণ। বি ; ক্লী। ২। নিশাচর। ৩। সাংখ্য-দর্শনোক্ত অষ্টাদশ প্রকার অজ্ঞান বিঃ। তমিস্র+ষ্ণ। বি ; পু।

তাম্রী—১। তাম্রপাত্র। প্রা কপ্র। ২। কাল পরিমাণ-নির্ণায়ক সচ্ছিদ্র কুম্ভ [ইহা জলপূর্ণ করিয়া তলার ছিদ্র খুলিয়া দিলে যতক্ষণে সমস্ত জল নির্গত হইয়া যায় তদ্দ্বারা কাল নিরূপণ করা হয়]। বাংপ্র। বি।

তামুক—তামাকু বা তামাক, তাম্রকূট। বাংপ্র। বি।

তামুকখোর—তামাকে আসক্ত। বাংপ্র। বিণ বা বি।

তামুলি—জাতি বিঃ। <তাম্বুলিক। বি।

তাম্বু, তাঁবু—বস্ত্রগৃহ, শিবির, কানাৎ। হি। বি।

তাম্বূল—পর্ণ, পান, নাগবল্লী [শাস্ত্রমতে সুপারি, খয়ের, চুন সংযুক্ত হইলেই "তাম্বূল" আখ্যা হয় ; অন্যথা ইহা পর্ণ। এই পর্ণ ত্রয়োদশ গুণবিশিষ্ট। পানের মূল ভক্ষণ করিলে ব্যাধি, অগ্রভাগ ভক্ষণ করিলে পাপ এবং পচা পান ভক্ষণ করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়। শিরা দ্বারা বুদ্ধিনাশ হয় ; অতএব উক্ত অংশ সকল পরিত্যাজ্য। সুশ্রুতের মতে পান চিবাইয়া রস গ্রহণ-পূর্ব্বক ইহা ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য]। তম্ +ণ, বুলট্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

তাম্বূলকরঙ্ক—পানের বাটা। ৬তৎ। বি ; পু।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী—পানের বাটা বা ডিবা বহনকারিণী দাসী ; অন্তঃপুরের পরিচারিকা, চেটী ; সখী, সহচরী। উপতৎ ; তাম্বূলকরঙ্ক—বহ্ +ণিন্ কর্ত্তৃ +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তাম্বূলপেটিকা—পানের ডাবর বা ডিবা ; পানের থলি বা বটুয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

তাম্বূলরস—পানের পিক বা ছেপ। ৬তৎ। বি ; পু।

তাম্বূলরাগ—১। পান খাইলে মুখাদিতে যে রক্তিমা হয় ; পানের দাগ। ৬তৎ। ২। মসূর। তাম্বূলের রাগের ন্যায় রাগ যাহার, বহু। বি ; পু।

তাম্বূলবল্লী—পর্ণলতা, পানের গাছ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

তাম্বূলিক—তাম্বূলব্যবসায়ী ; তামুলি (জাতি)। তাম্বূল+ষ্ণিক। বি ; পু।

তাম্বূলী (তাম্বূলিন্)—তাম্বূলব্যবসায়ী ; তামুলী (জাতি)। তাম্বূল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

তাম্বূলী—নাগবল্লী, পর্ণলতা, পানগাছ। তাম্বূল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তাম্র—১। অরুণবর্ণ। তম্ (ইচ্ছা করা) +র কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তাম্রা, তাম্রী**। ২। ধাতু বিঃ, তামা [কার্তিকের শুক্র হইতে (মতান্তরে গুড়াকেশ নামক অসুরের মাংস হইতে) তাম্রের উৎপত্তি বলিয়া কথিত। জবাপুষ্পের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, ঘাতসহ এবং লৌহ-সীসক-বর্জিত তাম্রই উৎকৃষ্ট। কৃষ্ণবর্ণ, রুক্ষ, অতিশয় শুভ্র, শুভ্রবর্ণ, ঘাতসহনাক্ষম এবং লৌহ-সীসকমিশ্রিত তাম্র নিকৃষ্ট। তুঁতে হইতেও তামার উদ্ভব হয়। ইহা কষায়, মধুর, তিক্ত ও অম্লরসবিশিষ্ট, পাকে কটু, সারক, পিত্তনাশক, কফনিবারক, লঘুপাক, পাণ্ডু, উদর, অর্শ, জ্বর, কুষ্ঠ, কাশ, ক্ষয় ও অম্লপিত্তাদি রোগনাশক]। বি ; ক্লী। ৩। কুষ্ঠরোগ বিঃ। তাম্র+ষ্ণ। বি ; পু।

তাম্রক—তাম্র, তামা। তাম্র+কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

তাম্রকার—কাঁসারি। তাম্র—কৃ (করা)+ষণ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

তাম্রকুট্টক—তাম্রকার, কাঁসারি। ৬তৎ। বি ; পু।

তাম্রকুণ্ড—পূজায় ব্যবহার্য তামার পাত্র বিঃ। বি ; পু।

তাম্রকূট—তামাক [ধূমপানের উপযোগী দ্রব্য ; ইহা আমেরিকা হইতে আনীত। তন্ত্রশাস্ত্রে তামাক আট প্রকার মদ্যের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। রাজ্ঞী এলিজাবেথের শাসনকালে ভার্জিনিয়া প্রদেশ হইতে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে আলুর সহিত ইউরোপে ইহার প্রচলন করেন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে এদেশে ইহার আমদানী বলিয়া অনুমিত হয়]। তাম্রের ন্যায় কূট যাহার, বহু। বি ; পু বা ক্লী।

তাম্রগর্ভ—তুথ, তুঁতে। তাম্র গর্ভে যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

তাম্রপট, তাম্রপট্ট, তাম্রপত্র—তাম্র-ফলক, copperplate. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

তাম্রপর্ণী—কর্ণাট দেশান্তর্গত নদী বিঃ ; লঙ্কাদ্বীপ ; শিলা বিঃ ; দীর্ঘিকা বিঃ। বি ; স্ত্রী।

তাম্রপল্লব—১। রক্তপল্লব। কর্মধা। বি ; পু। ২। রক্তপল্লববিশিষ্ট। তাম্র (অরুণবর্ণ) পল্লব যাহার, বহু। বিণ। ৩। অশোকবৃক্ষ। বি ; পু।

তাম্রফলক—তামার কলা বা পাটা যাহাতে প্রাচীনকালে রাজাজ্ঞা প্রভৃতি ক্ষোদিত হইত। মধ্যপ। বি ; পু বা ক্লী।

তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তী, -প্তি—তমলুক। বি।

পূর্বকালে তাম্রলিপ্ত সমুদ্র-বাণিজ্যের একটি প্রধান বন্দর ছিল। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৌদ্ধ পরিব্রাজক ফাহিয়ান এইখান হইতে জলযানে সিংহল যাত্রা করেন। ৬৩৫ খ্রীঃ অঃ অপর বৌদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন্থ্সাং এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধ মঠ ও ২০০ হস্ত পরিমিত উচ্চ একটি অশোকস্তম্ভ দর্শন করিয়াছিলেন। নীল, রেশমকীট, রেশম প্রভৃতি বঙ্গ ও ওড়িশার বহুমূল্য দ্রব্যসকল এই স্থানের বন্দর হইতে বিদেশে প্রেরিত হইত। তখন তাম্রলিপ্ত সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত ছিল। সমুদ্রের গতি পরিবর্তিত হওয়ায় বর্ত্তমান তমলুক রূপনারায়ণ নদের তীরে অবস্থিত হইয়াছে। পূর্বে ময়ূরবংশের রাজপুতগণ তমলুকে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের শেষ রাজা নিশাঙ্কনারায়ণ অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তর গমন করিলে, কালু ভুঁইয়া নামক জনৈক পরাক্রান্ত কৈবর্ত সিংহাসন অধিকার করিয়া কৈবর্ত-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তমলুকের প্রধান দ্রষ্টব্য বর্গভীমা দেবীর মন্দির। তমলুকের রাজবংশের মতে কালু ভুঁইয়াই এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের শিরোভাগে সুদর্শনচক্র ও তদূর্ধ্বে একটি ময়ূর-মূর্তি ; ইহাতেই কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মন্দিরটি ময়ূরবংশের রাজত্বকালেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্গভীমা দেবীর মূর্তি একখানি প্রস্তর হইতে খোদিত। দেবী বড়ই ভীতিপ্রদা বলিয়া প্রসিদ্ধি। বঙ্গদেশ লুণ্ঠন সময়ে বর্গীরা এই মন্দির লুণ্ঠন করিতে সাহস করে নাই ; পরন্তু এখানে মূল্যবান্ উপহার প্রদান করিত। মন্দিরটি রূপনারায়ণ নদের তীরেই অবস্থিত। মন্দিরের চত্বরমধ্যে একটি কেলীকদম্ব বৃক্ষ আছে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, এখানে পূজা দিলে বন্ধ্যা রমণী অপত্য লাভ করে। তমলুকের অপর স্থানে একটি বিষ্ণুমন্দির আছে। মন্দিরটির আকার ও গঠন-প্রণালী বর্গভীমা দেবীর মন্দিরের অনুরূপ। তমলুক পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার একটি মহকুমা ও প্রধান কার্যস্থান।

তাম্রশাসন—তামার পাতে লিখিত রাজ-শাসনসূচক লিপি [পূর্বে কাহাকেও কোন স্থান দান করিতে হইলে রাজারা তাম্রপাত্রে স্বীয় আদেশ ক্ষোদিত করিয়া উহা প্রদান করিতেন। উহাকেই তাম্রশাসন কহে। তাম্র ভিন্ন কার্পাসপট, প্রস্তর প্রভৃতিতেও শ্লোক প্রভৃতি ক্ষোদিত করিয়া দান-বৃত্তান্তাদি লিখিত হইত। এইরূপ বহু দান-ফলক আবিষ্কৃত হইয়া কলিকাতা জাদুঘরে

এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রভৃতির প্রত্ন-তত্ত্বাগারে রক্ষিত আছে]। তাম্রে লিখিত শাসন, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

তাম্রাক্ষ—অরুণনয়ন, রক্তবর্ণ চক্ষুবিশিষ্ট। তাম্র (অরুণবর্ণ) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**তাম্রাক্ষী**।

তাম্রাভ—তাম্রবর্ণ, তামাটে। বহু। বিণ।

তাম্রিক—১। তাম্রনির্মিত। তাম্র+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**তাম্রিকী**। ২। তাম্রকার, কাঁসারি। বি ; পু।

তাম্রিকা, তাম্রী—জলোপরি ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট সময়নিরূপক তাম্র-বাটি। তাম্র+কণ্+আপ্, পক্ষান্তরে তাম্র+ঈপ্। বি।

তায়—১। তাহায়, তাহাকে। সর্ব। ২। তাহাতে আবার। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

তায়দাদ—সংখ্যা ; নির্দিষ্ট টাকা ; জমির সীমানার বিবরণ। <আ 'তাদাদ'। বি।

তার—১। অত্যুচ্চ (শব্দ বা স্বর) ; পরিপ্লুত ; দীপ্ত ; স্থূল ; উৎকৃষ্ট ; বিস্তৃত। বিণ। ২। উত্তরণ ; উদ্ধার। তৃ+ঘঞ্ ভাব। ৩। হারমধ্যমণি ; উচ্চস্বর ; রজ্জু ; ধাতুময় তন্তু বা সূত্র ; প্রণব ; তারকা। তৃ+ঘঞ্ করণ। বি ; পু। ৪। খাদ : টেলিগ্রাফ ('— করা')। বাংপ্র। বি। ৫। তাহার। বাংপ্র। সর্ব।

তারক—১। উদ্ধারকারী, রক্ষক ; যে পার করে। তারি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তারিকা**। ২। ভেলক, ভেলা। বি ; পু বা স্ত্রী। ৩। চক্ষুর তারা ; নক্ষত্র। বি ; স্ত্রী। ৪। কর্ণধার। বি ; পু। ৫। জনৈক অসুর। এই অসুর ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দেবতাদিগের অনেক লাঞ্ছনা করায় তাঁহারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হন। অতঃপর মহাদেবের ঔরসে পার্বতীর গর্ভে কুমার কার্তিকেয় জন্মগ্রহণ করিয়া তারকা-সুরের নিধন সাধন করেন। ইহাই মহাকবি কালিদাসকৃত কুমারসম্ভব নামক কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়।

তারকজিৎ—কার্তিকেয়। উপতৎ ; তারক (অসুর বিঃ)—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(১৮৪৩—১৮৯১ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। 'স্বর্ণলতা' নামে উপন্যাস লিখিয়া ইনি প্রসিদ্ধ হন। 'অদৃষ্ট', 'হরিষে বিষাদ', 'ললিত সৌদামিনী' ইঁহার রচিত অন্যান্য গ্রন্থ।

তারকনাথ ঘোষ—ডেপুটি কলেক্টর। ইনি ১৮১৫ খ্রীঃ কলিকাতা চোরবাগানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে হেয়ার সাহেবের আড়পুলি পাঠশালায় পাঠ আরম্ভ করেন। তারকনাথ মেধাবী এবং পাঠেচ্ছু ছিলেন। ১৮৩২ খ্রীঃ পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রশংসাপত্র লইয়া হিন্দু কলেজ হইতে বহির্গত হন। তারকনাথ হেয়ার সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ সাধারণের সাহায্যে হেয়ার সাহেবের যে তৈলমূর্তি প্রস্তুত হয় তারকনাথও সেই চিত্রে স্থান পাইয়াছিলেন।

হেয়ার সাহেবের বিশেষ অনুগ্রহে ও ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮৩৮ খ্রীঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনি থাক্‌বস্ত'র ডেপুটি কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হন। তারকনাথ প্রথম বাঙ্গালী ডেপুটি কলেক্টরদিগের মধ্যে একজন।

তারকনাথ পালিত (স্যার)—কলিকাতা হাইকোর্টের স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার। স্বাধীন আইন ব্যবসায় দ্বারা প্রভূত ধন ও যশের অধিকারী হইয়া ইনি অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন শেষ দশায় কার্য হইতে অবসর গ্রহণ-পূর্বক বিশ্রাম করিবার কালে ইনি এতদ্দেশে বিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে কলি-কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে পনের লক্ষ টাকা দান করেন, এবং তন্নিবন্ধন গভর্নমেণ্ট ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি ইঁহাকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করেন। পর বৎসরের ৩রা অক্টোবর ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র লোকেন্দ্র-নাথ বিলাতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এতদ্দেশে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ক্রমে সেসন জজ হইয়াছিলেন।

[ত]ারকনাথ প্রামাণিক—কলিকাতার প্রসিদ্ধ দাতা ও প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ। ১২২৩ সালের ৫ই আশ্বিন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে কংসবণিক্। পাঠ-শালায় কিছুদিন বিদ্যাশিক্ষা করিয়া, একাদশ বা দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময়, তারকনাথ ব্যবসায় কার্য শিখিতে আরম্ভ করেন। কলিকাতার চাঁদনীতে ইঁহার পিতৃব্য স্বরূপচন্দ্র প্রামাণিকের একখানি বাসনের দোকান ছিল ; ইনি সেই দোকানে প্রথমে কার্যে প্রবৃত্ত হন। তাহার পর ১২৬৬ সালে ইনি বড়বাজারে একটি বাসনের দোকান স্থাপিত করিয়া প্রভূত ধন উপার্জন করেন। ব্যবসায় কার্যে ইঁহার অসীম অধ্যবসায় ছিল। যৌবনে ইনি বিলক্ষণ বলশালী ও শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। কার্যের অনুরোধে প্রত্যহ প্রায় দশ ক্রোশ হাঁটিতেন।

ইনি বিলাসিতা কাহাকে বলে তাহা জানিতেন না। ২৮ বৎসর বয়সে মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করেন। হাঁটুর উপর ঠেঁটি কাপড় পরিতেন ; একবেলা নিরামিষ ও অপর বেলা ফলমূলাদি ভোজন করিতেন। গাত্রে তৈলের পরিবর্তে গোমূত্র মাখিতেন ও গোমূত্র পান করিতেন। মৃত্যুর সাত আট বৎসর পূর্বে ইনি বিষয় কার্য বড় একটা দেখিতেন না। প্রাতে উঠিয়া, ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া স্বহস্তে গাভীকে ঘাস খাওয়াইতেন ; দুর্গানাম লিখিতেন ; চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন এবং পূজা আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া মালাজপ করিতেন। বৈকালে ভাগবত ব্যাখ্যা শুনিতেন ; ইঁহার পূজা আহ্নিক রোগের সময়ও বন্ধ যাইত না।

কাঙ্গালী ও নিরাশ্রয়দিগের দুঃখমোচন ইঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল। দুর্গা-পূজার সময়ে সহস্র সহস্র কাঙ্গালী ইঁহার বাড়িতে আহার ও পয়সা পাইত। বহু নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আগমন করিতেন। ইঁহার বাড়িতে লক্ষাধিক ব্রাহ্মণের পদধূলি পড়িয়াছিল। স্কুলের ছাত্রের বেতন দিতে মাসে প্রায় ১৫০৲ টাকা ইঁহার ব্যয় হইত। গরীবকে ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা পর্যন্ত করিয়া দিতেন। অনেক ইন্দারা ও পুষ্করিণী খনন করাইয়া, ইনি অনেক লোকের জলকষ্ট নিবারণ করিয়াছেন। হিন্দুধর্মে ধ্রুব বিশ্বাসই ইঁহার সমস্ত সদনুষ্ঠানের মূল।

১২৯১ সালের ৭ই চৈত্র গঙ্গাতীরে এই স্বনামধন্য মহাপুরুষ দেহত্যাগ করেন। ইঁহার শব-সৎকার-কালে চিতা প্রজ্বলিত হইবামাত্র সূর্যমণ্ডল-সমীপে পরিবেশ লক্ষিত হইয়াছিল এবং চিতা নির্বাপিত হইলে ঐ পরিবেশ অদৃশ্য হইয়াছিল। একমাত্র পুত্র কালীকৃষ্ণকে রাখিয়া, তারকনাথ পরলোক-গমন করেন।

তারকনাথ বিশ্বাস ইনি সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট জজ ৺দিগম্বর বিশ্বাসের পুত্র। ইঁহার নিবাস হুগলী জেলার অন্তর্গত বালোড় গ্রামে। তারকবাবু ১২।১৩ বৎসর বয়স হইতেই সংবাদপত্রাদিতে সংবাদ ও ক্ষুদ্র কবিতা লিখিতেন। সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম সময় 'আদরিণী' নাম্নী মাসিক পত্রিকার ও পরে রেজিস্ট্রেসন বিভাগের আইনের তর্ক ও অন্যান্য বিষয় লইয়া Registration Journal নামক ইংরেজী মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের কার্য করিয়া-ছিলেন। ইনি গিরিজা, মহামায়া, রাণা-প্রতাপসিংহ, Reference Book of Registering officers, The Registration Act প্রভৃতি ৬৩ খানি ইংরেজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রণয়ন করেন।

তারকব্রহ্ম—'ওঁ শ্রীরাম রাম' এই ষড়ক্ষর

মন্ত্র [কাশীধামে স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে এই মন্ত্র প্রদান করেন ; এই মন্ত্র প্রাপ্তিমাত্র সে ব্যক্তি নিস্তার লাভ করে]। বি ; ক্লী।

তারকা—১। চক্ষুর তারা ; নক্ষত্র ; সাংকেতিক * চিহ্ন, asterisk. তারক শব্দ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা বা চিত্রাভিনেত্রী, filmstar. < ইং 'star'. বি।

তারকান্বিত—১। নক্ষত্রখচিত, তারায় ভরা ; তারকাচিহ্নিত। তারকা+ণিচ্ (=তারকারি)+ক্ত কর্ম। ২। বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা বা চিত্রাভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত। < ইং 'starred'. বিণ।

তারকারি- কার্তিকেয়। তারকের (অসুর বিশেষের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু।

তারকিণী—১। তারকাযুক্তা, তারা-শোভিতা। তারকা+ইন্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নিশা, রজনী। বি ; স্ত্রী।

তারকিত—নক্ষত্রযুক্ত। তারকা+ইত জাতার্থে। বিণ।

তারকী (-কিন্)—নক্ষত্রভূষিত। তারকা +ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু।

তারকেশ্বর—পশ্চিমবঙ্গে হুগলী জেলায় অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামে অধিষ্ঠিত তারকেশ্বর নামক শিবমূর্তির নাম হইতে গ্রামের নাম উৎপন্ন। তারকেশ্বর অনাদি লিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধি। যে প্রকারে এই লিঙ্গ সাধারণের গোচরী-ভূত হইয়াছে, ভিক্ষাজীবীদিগের নিম্নলিখিত গানে তাহার আভাস পাওয়া যায় :—

বন্দিলে বনের মধ্যে ক্ষেপা পশুপতি।
চারিদিক জলা জঙ্গল থাকড়ার বসতি॥
মধ্যেতে সিংহল দ্বীপ অতি মনোহর।
তার মধ্যে বিরাজ করেন প্রভু তারকেশ্বর॥
কপিলা দুগ্ধ দিত এক চিত্ত হয়ে।
দেখিলেন মুকুন্দ ঘোষ কাননে আসিয়ে॥
কপিলার দুগ্ধে তুষ্ট ভোলা মহেশ্বর।
মুকুন্দ ঘোষেরে বলেন আমি তারকেশ্বর॥
তারকেশ্বরের শিব আমি কাননেতে বসি।
মোরে সেবা কর বাবা হইয়া সন্ন্যাসী॥

অধুনা যেস্থানে তারকেশ্বরের মন্দির, পূর্বে ঐ স্থানটি সিংহল দ্বীপ নামে খ্যাত ছিল। ঐ স্থানের জঙ্গলমধ্যে মহাদেব প্রস্তর মূর্তিতে অবস্থান করিতেন। সামান্য প্রস্তর জ্ঞানে ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপরে গ্রামা-স্ত্রীগণ ধান ভানিত। মূর্তির মস্তকে. যে গর্তটি এখন দৃষ্ট হয়, তাহা ধান ভানিবার ফলে হইয়াছে, এইরূপ লোক-প্রসিদ্ধি। মুকুন্দ ঘোষ নামক জনৈক গোপ একদিন সন্ধান করিয়া দেখে যে, তাহার একটি গাভী জঙ্গলমধ্যে গিয়া ঐ প্রস্তরখণ্ডের উপরি দুগ্ধ দান করিতেছে। পরে মুকুন্দ ঘোষ স্বপ্নযোগে আদেশ পাইয়া তারকেশ্বর মূর্তির আবিষ্কার করে এবং সন্ন্যাসী হইয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হয়। বর্ধমানের রাজাও স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন। মন্দিরপার্শ্বে মুকুন্দ ঘোষের সমাধি বিরাজিত। তারকেশ্বর যাত্রীকে এই সমাধিতেও পূজা দিতে হয়। প্রতিদিন, বিশেষতঃ প্রতি সোমবার, এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শিব-চতুর্দশী ও চড়ক পূজা উপলক্ষে এখানে মহা সমারোহ হইয়া থাকে। মন্দিরসম্মুখে নাট মন্দিরে বিস্তর যাত্রী স্বীয় মানসসিদ্ধি বা রোগমুক্তি অভিলাষে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে।

তারণ—১। রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা, উদ্ধার-কর্তা। ণিজন্ত তৃ (= তারি)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। ভেলক, ভেলা ; বৎসর বিঃ। বি ; পু। পারকরণ ; বিপদ হইতে পরিত্রাণকরণ। ...+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [স্ত্রী।

তারণি—নৌকা। তারি+অনি করণ। বি ;

তারতম্য— তরতমতা, কমবেশী ; ন্যূনাধিক্য ; ইতর বিঃ। তরতম শব্দ+ ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

তারপলিন—আলকাতরা মাখানো মোটা সুতার পাল। <ইং 'tarpaulin'. বি।

তারপিন, তার্পিন সরল-নামক বৃক্ষের তরল নির্যাস, ইহা বার্নিশে লাগে। < ইং 'turpentine'. বি।

তারল—লম্পট, কামুক। তরল শব্দ+ ষ্ণ স্বার্থে। বিণ।

তারল্য—তরলতা, দ্রবত্ব ; চপলতা, চাঞ্চল্য। তরল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

তারা—১। চক্ষুর তারকা ; নক্ষত্র। তৃ+ ঘঞ্ কর্তৃ+আপ্। ২। দুর্গা ; ভগবতী তারিণী ; দশমহাবিদ্যার দ্বিতীয় মহাবিদ্যা ; বৌদ্ধদেবী ; বশিষ্ঠের উপাস্য দেবতা। তারি+ঘঞ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। দেবগুরু বৃহস্পতির ভার্যা। চন্দ্র ইঁহাকে হরণ করায় বৃহস্পতি অন্যান্য দেব-গণের সহায়তায় চন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হন। চন্দ্র দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য ও দৈত্যগণের শরণাপন্ন হওয়ায় দেবাসুর যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেয় ; তখন ব্রহ্মার মধ্যস্থতায় চন্দ্র তারাকে প্রত্যর্পণ করায় যুদ্ধ নিবারিত হয়। চন্দ্রের ঔরসে ইঁহার বুধ নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ৪। কপিরাজ বালীর ভার্যা। বালীর ঔরসে ইঁহার অঙ্গদ নামে মহাবীর পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাম কর্তৃক বালী নিহত হইলে, তারা স্বীয় দেবর সুগ্রীবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন। ৫। তাহারা। বাংপ্র। সর্ব।

তারাকুমার- দুর্গার পুত্র, কার্তিক বা গণেশ। ৬তৎ। বি ; পু।

তারাকুমার কবিরত্ন—২৪ পরগনার অন্তর্গত চাঙড়িপোতায় ১২৫৪ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম কৃষ্ণমোহন শিরোমণি। কবিরত্ন মহাশয় সংস্কৃত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। রাজসাহী কলেজে কিছুকাল ইনি সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকটও ইনি কর্ম করেন। পরে মেট্রো-পলিটান কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক হন। সংস্কৃত শ্লোকের সুন্দর সরল পদ্যানুবাদ করিতে ইনি সিদ্ধহস্ত। "কৃষ্ণভক্তিরসামৃত," "পঞ্চামৃত", "তারা মা", "কবিবচন সুধা", "জীবনমৃগতৃষ্ণা", "শিবশতকম্", "নীতি-মালা" প্রভৃতি গ্রন্থ লিখিয়া কবিরত্ন মহাশয় যশস্বী হইয়াছেন। স্কুলপাঠ্য অনেক গ্রন্থও ইনি প্রকাশ করিয়াছেন।

তারাচক্র - দীক্ষাকালে প্রদেয় মন্ত্রের শুভা-শুভ পরিজ্ঞাপক চক্র বিঃ। বি ; ক্লী।

তারাচাঁদ চক্রবর্তী—ইনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন এবং হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষালাভ করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে ইনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন এবং পরে সদর দেওয়ানী আদালতের ডেপুটি রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হন। অতঃপর ইনি মুন্সেফের পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু অত্যল্পকাল মধ্যে ইনি উক্ত পদ ত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে মনুসংহিতা অনুবাদে প্রবৃত্ত হন এবং একটি ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রকাশিত করেন। ইনি Quill নামক একটি সংবাদপত্রের প্রবর্তন করেন এবং গভর্নমেন্টের নীতির প্রতিকূল সমা-লোচনা করিয়া কর্তৃপক্ষগণের বিরাগভাজন হন। ইনি রামমোহন রায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন। জর্জ টমসনের সাহায্যে ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত করিয়া এদেশে রাজনীতিক আন্দোলন আরম্ভ করেন। রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি এই অনুষ্ঠানে ইঁহার সহযোগী ছিলেন। 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া' সম্পাদক মিস্টার মার্শম্যান ইঁহাদিগকে এইজন্য 'চক্রবর্তী মণ্ডলী' (Chakraburty Faction) নামে অভিহিত করিতেন। শেষ বয়সে ইনি বর্ধমানাধিপতির সচিবের পদ গ্রহণ করেন।

তারাজু—তরাজু, তৌলদণ্ড, দাঁড়িপাল্লা, নিক্তি। প্রা কপ্র। বি।

তারাধিপ—চন্দ্র। তারাদিগের অধিপ, ৬তৎ। বি; পু।

তারানাথ—নিশাপতি, চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

তারানাথ তর্কবাচস্পতি--বিখ্যাত পণ্ডিত এবং বহু গ্রন্থরচয়িতা। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কাশীধামে এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষায় যাবতীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'তর্কবাচস্পতি' উপাধি প্রাপ্ত হন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার চেষ্টায় ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। কাপড়ের কারবার, স্বর্ণালংকারের দোকান, শালের কারবার, কৃষিকার্য প্রভৃতি বহুবিধ ব্যবসায়ে ইনি লিপ্ত ছিলেন। নেপাল হইতে কাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয়, বীরভূমে বিঘাপ্রতি দুই আনা খাজনায় দশ হাজার বিঘা জমি লইয়া চাষ, এবং তথায় পাঁচশত গরু রাখিয়া তাহা হইতে উৎপন্ন ঘৃত কলিকাতায় চালান দেওয়া প্রভৃতি ইঁহার অনেকগুলি ব্যবসায় ছিল; কিন্তু ব্যবসায়কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ইনি শাস্ত্রালোচনা বা সাহিত্য-সেবা পরিত্যাগ করেন নাই। ইনি বার বৎসর পরিশ্রম ও প্রায় ৮০,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া 'বাচস্পত্য বৃহৎ অভিধান' নামক এক সুবৃহৎ অভিধান প্রণয়ন করেন; তদ্ব্যতীত শব্দস্তোম-মহানিধি, বিধবা বিবাহ খণ্ডন, আশুবোধ ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্ন, বহুবিবাহবাদ প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ এবং বেণীসংহার, কাদম্বরী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করেন। ইনি স্ত্রী-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলন বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিকূল ছিলেন। বহুবিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার মতান্তর হওয়ায় ইনি 'লাঠী থাকিলে পড়ে না' নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া বহুবিবাহ প্রথার পক্ষ সমর্থন করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে গয়া-মাহাত্ম্য ও গয়া-শ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি নামক পুস্তক রচনা করিয়া তাহার তিন সহস্র খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ৺কাশীধামে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইঁহার পুত্র জীবানন্দ বিদ্যাসাগর বি. এ. সংস্কৃত ভাষায় রচিত কাব্য নাটকাদি প্রকাশিত করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে অনেক সুবিধা করিয়াছেন। জীবানন্দ বিদ্যাসাগরেরও মৃত্যু হইয়াছে।

তারাপতি—দুর্গাপতি, শিব; নক্ষত্রপতি, চন্দ্র; বৃহস্পতি; কপিরাজ বালী; সুগ্রীব। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

তারাপথ, -পদ্ম—আকাশ। ৬তৎ।

তারাপীঠ—বীরভূম জেলার অধীন রামপুর-হাটের নিকটবর্তী সিদ্ধস্থান বিঃ। এই পীঠে বশিষ্ঠ ঋষি কর্তৃক আরাধিতা তারা-দেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইহার অনতিদূরে নদী প্রবাহিতা। নদীতীরে বৃহৎ শ্মশান। উক্ত পীঠে বামা ক্ষেপা নামক জনৈক সিদ্ধ-পুরুষ ছিলেন। তিনি তারাদেবীর পরম ভক্ত ও সাধক ছিলেন।

তারাপীড়—চন্দ্র; জনৈক নরপতি। তারার আপীড় (ভূষণ), ৬তৎ; অথবা তারা হইয়াছে আপীড় যাহার, বহু। বি; পু।

তারাপুত্র—বুধ; অঙ্গদ। ৬তৎ। বি; পু।

তারাবতী—ইক্ষ্বাকুরাজের ঔরসে তৎপত্নী মনোস্বিনীর গর্ভে পার্বতীর অংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ব্রহ্মাবর্তাধিপতি মহারাজ পৌষ্যের পুত্র চন্দ্রশেখরের সহিত ইঁহার পরিণয় হয়। চন্দ্রশেখর দৃষদ্বতী নদীতীরে করবীরপুর নামক এক সুন্দর নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। তারাবতী তথায় পতিসহ বহুদিন সুখে বাস করেন। ইনি অশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন। ইঁহার গর্ভে বেতাল, ভৈরব, উপরিচর, মদন ও অলর্ক নামক পাঁচটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একদা দৃষদ্বতী নদীতে স্নানকালে মহর্ষি কপোত ইঁহাকে দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হন, এবং ইঁহার নিকট সম্ভোগ প্রার্থনা করেন। ইনি তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মুনিবর শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ইনি স্বীয় ভগিনী-সম্পর্কীয়া ও মুনিশাপে দাসীরূপে অবস্থিতা চিত্রাঙ্গদাকে স্বীয় বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া মুনির নিকট প্রেরণ করেন। মুনিবরের ঔরসে অনূঢ়া চিত্রাঙ্গদার গর্ভে তুম্বুরু ও সুবর্চা নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়।

তারাবাই—প্রসিদ্ধ রাজপুতজাতীয়া বীর-মহিলা। চৌলুক্য বংশীয় রাও শুরতান ইঁহার পিতা। তোড়াটঙ্ক বা তক্ষশীলা ইঁহার রাজধানী। তারাবাই শৈশবকাল হইতেই পিতার নিকট যুদ্ধবিদ্যা, মল্লক্রীড়া, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পুরুষোচিত শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তারার জন্মের পরই পাঠানেরা আসিয়া তোড়াটঙ্ক অধিকার করে। শুরতান রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সামান্য অবস্থায় কালযাপন করিতে বাধ্য হন। তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তোড়াটঙ্ক উদ্ধারার্থ কয়েকবার চেষ্টা করেন; কিন্তু প্রবল ক্ষমতাশালী পাঠানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। এই সকল যুদ্ধে তারাও পিতার সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অপরিসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শুরতান কিছুতেই রাজ্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া শেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যে ব্যক্তি পাঠানহস্ত হইতে তোড়াটঙ্ককে উদ্ধার করিয়া দিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি লোকললামভূতা তারাকে সমর্পণ করিবেন।

তারার রূপ ও গুণের সুখ্যাতি শ্রবণে অনেক রাজপুতই এই রমণীরত্নলাভের জন্য উৎসুক হইল, কিন্তু কেহই শুরতানের প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারিল না। অতঃপর চিতোরের মহারানা রায়মল্লের মধ্যম পুত্র পৃথ্বীরাজ মহরম দিবসে পাঠানেরা যখন উৎসবে প্রমত্ত ছিল, তখন পঞ্চশত সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে তারার হস্তে পাঠান সর্দার লিল্লা খাঁকে নিহত হইতে হইল। অন্যান্য পাঠানগণও পরাজিত ও পর্যুদস্ত হইয়া তোড়াটঙ্ক ত্যাগ করিল। বীররমণী তারা বীরপতি লাভে কৃতার্থ হইলেন।

কিন্তু তারার অদৃষ্টে এ সুখ অধিক দিন স্থায়ী হইল না। পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি পাভুরায় পত্নীকে প্রহার করায় পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে অবমানিত করেন। ইহাতে পাভুরায় ক্ষুব্ধ হইয়া পৃথ্বীরাজের অজ্ঞাতে তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্যের সহিত বিষ মিশ্রিত করিয়া দিলেন। পৃথ্বীরাজ সেই বিষ-মিশ্রিত আহার্য ভক্ষণ করিয়া জীবন ত্যাগ করেন। সাধ্বী সহধর্মিণী তারাবাই পতির সহিত জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্বক পাতিব্রত্য-ধর্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন।

তারামণ্ডল—১। নক্ষত্রমণ্ডল; তারকা-সমূহ। ৬তৎ। ২। প্রকাণ্ড দেবমন্দির। উপতৎ; তারা—মন্‌ড্‌+অলন্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

তারামৃগ—তারকাচিহ্নযুক্ত হরিণ; মায়ামৃগ; মৃগশিরা নক্ষত্র। মধ্যপ। বি; পু।

তারারত্ন—তারকারূপ রত্ন, রত্নের ন্যায় শোভমান নক্ষত্র। রূপক বা উপমিত। বি; ক্লী।

তারি—১। পার করিয়া, ত্রাণ করিয়া। ক্রি। ২। তাহার। কপ্র। সর্ব।

তারিকা—১। ত্রাণকর্ত্রী। তারক+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা, মহেশ্বরী; তালরস। বি; স্ত্রী।

তারিখ—নির্দিষ্ট দিন, সময়; মাসের ১লা, -২রা ইত্যাদি সংখ্যাত দিন, date. আ। বি।

তারিণী—১। ত্রাণকর্ত্রী; উদ্ধারিণী। পিজন্ত তৄ (=তারি)+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। নিস্তারিণী; দুর্গা। বি; স্ত্রী।

তারিফ—পরিচয়; ব্যাখ্যা, সুখ্যাতি, প্রশংসা; বাহাদুরি। আ। বি।

তারুণ্য—তরুণ অবস্থা; নবীনতা; যৌবন। তরুণ শব্দ (যুবা)+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

তার্কিক—তর্কশাস্ত্রজ্ঞ; তর্কশাস্ত্রব্যবসায়ী; তর্কশাস্ত্রাধ্যায়ী; নৈয়ায়িক; তর্কপ্রিয়। তর্ক শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**তার্কিকী**।

তার্ণ—১। তৃণসম্বন্ধীয়; তৃণজাত; তৃণময়, তৃণমণ্ডিত। তৃণ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী **তার্ণী**। ২। তৃণাসন, কুশাসন। বি; ক্লী।

তার্পিন—'তারপিন' দ্রঃ।

তার্য—তরণীয়, তরণযোগ্য। তৃ+ঘ্যণ কর্ম। বিণ।

তাল-১। করতালাঘাত। তড়্ (আঘাত করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। করতাল বাদ্যযন্ত্র; করতল। তড়্+ঘঞ্ করণ। ৩। খড়্গ-মুষ্টি। তল্+ঘঞ্ করণ। বি; পুং। ৪। গীতবাদ্য বিষয়ে কালক্রিয়া-পরিমাণ; ছন্দ; কালপরিমাণ বিঃ; অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমাঙ্গুলিমিত পরিমাণ। তল্+ঘঞ্ ভাব। নিপাতনে। ৫। হরিতাল; লেখ্যপত্র। বি; ক্লী। ৬। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। বি; পুং। ৭। তালফল। ণিজন্ত তালি (=তালি)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৮। ধাক্কা, ঠেলা, হাঙ্গামা; বাহ্বাস্ফোট; টাল, আকস্মিক বিপদ্ ('— সামলানো'); পিশাচ বিঃ; গোলাকার পিণ্ড ('— পাকানো'); রাশি। বাংপ্র। বি। **তাল কাটা**—তাল ভঙ্গ হওয়া। **তাল ঠোকা**—দ্বন্দ্বযুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বীকে আহ্বানার্থ বাহুতে করতলাঘাত করা। **তালে তাল দেওয়া**—মতে মত দেওয়া।

তালক—তালা, কুলুপ; হরিতাল। তল+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

তালকানা—সংগীতের তালজ্ঞানহীন; দৃষ্টিহীন; অন্ধ; আসল বিষয়ে দৃষ্টিহীন; অবোধ, অনভিজ্ঞ; কাণ্ডজ্ঞানহীন। বাংপ্র। বিণ।

তালকী—তালের রস, তাড়ি। তালক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তালক্ষীর—তালশর্করা; তালের গুড় বা চিনি। তাল জাত ক্ষীর, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তালচোঁচ—লালবর্ণ পক্ষিবিশেষ। বাংপ্র। বি।

তালধ্বজ—বলরাম; পর্বত বিঃ। তাল হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। বি; পুং।

তালনবমী—ভাদ্রমাসীয় শুক্লনবমী। বি; স্ত্রী।

তালপত্র—তালগাছের পাতা; কর্ণের অলংকার বিঃ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

তালবন—তালগাছের অরণ্য; বৃন্দাবনস্থ প্রধান দ্বাদশ বনের অন্যতম বন [এই স্থানে ধেনুকাসুর বাস করায় ইহা জীবজন্তুর অগম্য ছিল। বলরাম ঐ অসুরকে বধ করেন। এই সময় হইতে ইহা পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণনীয় হইয়াছে]। বি; ক্লী।

তালবাখড়া, তালবাগড়া—তালগাছের পক্ব পত্রের দীর্ঘ বোঁটা বা ডাঁটা। বাংপ্র। বি।

তালবৃন্ত—তালপত্রনির্মিত ব্যজন, তালপাতার পাখা। তালের বৃন্তের ন্যায় বৃন্ত যাহার, অথবা তালে (করতলে) বৃন্ত যাহার, বহু। বি; ক্লী।

তালবেতাল-তাল ও বেতাল নামক যক্ষদ্বয় [কথিত আছে যে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতা দ্বারা ইহাদিগকে তুষ্ট করিয়া তালবেতাল-সিদ্ধ হন। অতঃপর ইহারা রাজার সম্পূর্ণ বশবর্তী ও আজ্ঞাবহ অনুচর হইয়া পড়িল। বিক্রমাদিত্য ইহাদিগের দ্বারা রাজ্যের সকল স্থানের সংবাদ গ্রহণ করিতেন]। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

তালবোধ-তালজ্ঞান, গীত বাদ্যের কোথায় কোন্ তাল হইবে তদ্বিষয়ক জ্ঞান। ৬তৎ। বি; পুং।

তালব্য—তালু হইতে উচ্চারিত, palatal. তালু শব্দ+ষ্য। বিণ। **তালব্য বর্ণ**—ই, ঈ, চ-বর্গ, য, শ—এই নয়টি বর্ণ।

তালভঙ্গ গানের তাল কাটিয়া যাওয়া, বেতাল। ৬তৎ। বি; পুং।

তালশাঁস-কচি তালের আঁটির শাঁস। বাংপ্র। বি।

তালা—১। কুলুপ। <তালক। ২। আঘাত, বধিরতা ('কানে —')। বাংপ্র। বি।

তালাও—দীঘি, বড় পুকুর। বাংপ্র। বি।

তালাক, তাল্লাক—দিব্য, শপথ, প্রতিজ্ঞা; পতি বা পত্নীর পরস্পরের সহিত সম্বন্ধবর্জনের প্রতিজ্ঞা বা তৎসূচক লিপি, মুসলমানী মতে বিবাহবিচ্ছেদ। <আ 'তলাক্'। বি।

তালাক-নামা—মুসলমানের বিবাহবিচ্ছেদের দলিল। আ-মু। বি।

তালাশ—তল্লাশ। <আ 'তলাশ'। বি। বিণ—**তালাশী**।

তালি—১। বৃক্ষ বিঃ। বি; স্ত্রী। ২। হাততালি; পটি, বস্ত্রাদির ছিন্নস্থানে সংযোজিত অংশ। বাংপ্র। বি।

তালিক—করতালি; করতাল; চপেট, চাপড়; মোহর। তাল+ষ্ণিক। বি; পুং।

তালিকা—১। তালিক (সকল অর্থে)। বি; স্ত্রী। ২। ফর্দ, নির্ঘণ্ট। <আ 'তালিক্'। বি।

তালিম—শিক্ষা, (ধূর্ততা বিষয়ে) ব্যবহারিক জ্ঞান বা আদব-কায়দা ('— দেওয়া')। আ। বি।

তালী (তালিন্)—১। গীতবাদ্যকালে তালপ্রদানকারী। তাল শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী-**তালিনী**। ২। শিব; মুনি বিঃ। বি; পুং।

তালী—তালগাছ। তাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তালু-তেলো, টাকরা, palate. তৃ (গমন করা)+ঞুণ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

তালুই, তাউই—ভাই বা বোনের শ্বশুর। <তাতশু। বি।

তালুক-বিস্তীর্ণ জমিদারির এক এক বিভাগ; অধিকৃত ভূসম্পত্তি; জমিদারি; ভূম্যধিকার। <আ 'তঅলুক'। বি।

তালুকদার-তালুকের অধিকারী; জমিদার। আ-মু। বি।

তালুকদারি—তালুকদারের কার্য বা বৃত্তি; বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকার। আ-মু। বি।

তালুরন্ধ্র—তালুমধ্যস্থিত ছিদ্র বিঃ, ব্রহ্মরন্ধ্র (যোগবিশেষে জিহ্বাগ্র উক্ত ছিদ্রে প্রবিষ্ট করাইতে হয়)। ৬তৎ। বি; ক্লী।

তালেবর-পদস্থ, সংগতিপন্ন, গণ্যমান্য। আ-ফা-মু। বিণ।

তাল্লাক—'তালাক' দ্রঃ।

তাস—খেলিবার চিত্রিত কাগজ (cards); ক্ষুদ্র কাগজ খণ্ড; কাগজে জড়ানো একরকম সুতা। হি। বি।

তাসন—তসর পাট বয়ন করিবার পূর্বে মাড় মাখানো; সুতার পাট। বাংপ্র। বি।

তাসা—১। তাস (সকল অর্থে); তাসের মত কাগজে জড়ানো সুতা। বি। ২। তাস ভাঁজা বা বাঁটা। বাংপ্র। ক্রি।

তাসানো—তাসের গোছা ওলটপালট করা। বাংপ্র। ক্রি।

তাস্কর্য—তস্করতা, চৌর্য। তস্কর+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

তাহ—তা, তাহা, সে; সে বস্তু বা বিষয়। প্রা কপ্র। সর্ব। [সর্ব।

তাহা, তা—সেই বস্তু বা বিষয়। বাংপ্র।

তাহাতে, তাতে—সেই বস্তুতে বা বিষয়ে; তাহার সহিত ('— আমাতে ভেদ নাই'); সেকারণ; তথাপি ('— ক্ষতি নাই'); তাহার উত্তরে ('— সে

জানাইল')। বাংপ্র। সর্ব ও ক্রি-বিণ।

তাহে—তাহাতে; তাহাকে। কপ্র। সর্ব।

তিঁহ, তিঁহি, তিহিঁ—তিনি, সে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তিঁহো, তিহেঁা—তিনি। প্রা কপ্র। সর্ব।

তিঅজ—তৃতীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

তিক্ত—১। তিক্তরসযুক্ত, তেতো; সুগন্ধি। তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। তিত বা তেতো রস। বি; পুং। **তিক্ত অভিজ্ঞতা**—মনঃকষ্ট লাঞ্ছনা প্রতারণা প্রভৃতির অভিজ্ঞতা, bitter experience.

তিক্তক—চিরতা; নিম্ব; পটোল; কৃষ্ণখদির। তিক্ত+কণ্। বি; পুং।

তিক্তপত্র—তেতো পাতা। কর্মধা। বি; ক্লী।

তিক্তসার—খদির। তিক্ত হইয়াছে সার যাহার, বহু। বি; পুং।

তিখনি, তিখিনি, তীখনি—তীক্ষ্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

তিগ্ম—১। তীক্ষ্ণ; উষ্ণ। তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা)+মক্ কর্তৃ বিণ। ২। তীক্ষ্ণতা। তিজ্+মক্ ভাব। বি; ক্লী। [পুং।

তিগ্মরশ্মি, তিগ্মাংশু—সূর্য। বহু। বি;

তিজারত, তেজারত—বাণিজ্য ব্যবসায়; কুসীদবৃত্তি। আ-মু। বি।

তিজারতী, তেজারতী—ব্যবসায় সম্বন্ধীয়; সুদী। আ-মু। বি বা বিণ।

তিজেল তাই অপেক্ষা উচ্চ হাঁড়ি (ইহা চেপটা)। <পোর্তু 'tigela'. বি।

তিড়বিড়ানি, তিড়বিড়িনি চঞ্চলতা, ছটফটানি। বাংপ্র। বি।

তিড়বিড়ে- ছটফটে, চঞ্চল। বাংপ্র। বিণ।

তিড়িং, তিড়িং-তিড়িং—(বাছুরের মত) ছোট ছোট লাফ, লাফালাফি। বাংপ্র। বি।

তিত—তেতো। <তিক্ত। বিণ।

তিতা—১। তিত, তিক্ত। বাংপ্র। বিণ। ২। ভিজিয়া যাওয়া, আর্দ্র হওয়া। কপ্র। ক্রি। [ক্রি।

তিতানো—ভিজানো, আর্দ্র করা। কপ্র।

তিতিক্ষা—ক্ষমা, সহনশীলতা, সহিষ্ণুতা। সনন্ত তিজ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—**তিতিক্ষিত**।

তিতিক্ষু—ক্ষমাশীল, সহিষ্ণু। সনন্ত তিজ্+উ কর্তৃ। বিণ।

তিতিবিরক্ত—ত্যক্তবিরক্ত, জ্বালাতন। বাংপ্র। বিণ।

তিতীর্ষু- পার হইতে ইচ্ছুক, তরণেচ্ছু সনন্ত তৃ+উ কর্তৃ। বিণ।

তিতুমীর—২৪-পরগনা জেলায় বাদুড়িয় থানার অন্তর্গত মুসলমানবহুল হায়দারপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যক্তি কলিকাতায় পালোয়ানী বৃত্তি করিত। কিছুদিন পরে নদীয়ার কয়েকজন জমিদারের নিকট লাঠিয়ালের কর্ম করে। তিতু এই সময় একটা দাঙ্গাহাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া দণ্ডিত হয়। ৩৯ বৎসর বয়সে তিতু মক্কাযাত্রা করে এবং সেইখানে ওয়াহাবী ধর্মের অন্যতম প্রচারক সৈয়দ আহম্মদের শিষ্যত্ব-গ্রহণ করে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিতু মক্কা হইতে ফিরিয়া "তিতু মিঞা" নামধারণ পূর্বক ওয়াহাবী ধর্ম প্রচারে যত্নবান্ হয়। এই সময়ে মিস্কিন নামে এক ফকির আসিয়া ইহার কার্যের সহায়তা করিতে থাকে। তিতু কেবল হিন্দুধর্মদ্বেষী ছিল না—তাহার বিরুদ্ধমতাবলম্বী মুসলমান-গণকেও ঘৃণা এবং তাহাদের উপর অত্যাচার করিত। ক্রমে পুঁড়ের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় এবং গোবরডাঙ্গার জমিদার কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সহিত তিতুর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ইহাতে জমিদারদ্বয় ও হিন্দু প্রজাগণ বিশেষ উৎপীড়িত হন। তিতুকে শাসন করিবার জন্য বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেট আলেকজাণ্ডার সাহেব সসৈন্যে গমন করেন; কিন্তু পরাভূত হইয়া ফিরিয়া আসেন। উপর্যুপরি জয়লাভে স্ফীত হইয়া তিতু আপনাকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষিত করে এবং নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে এক বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করাইয়া তাহার মধ্যে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখে। দিন দিন ইহার দলবৃদ্ধি ও সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ও নীলকুঠির সাহেবদিগের উপর অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সকল ব্যাপার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের কর্ণগোচর হইলে তাঁহার আদেশমত দুইটি কামান, একশত গোরা ও তিন শত সিপাহী তিতুকে দমন করিবার জন্য কলিকাতা হইতে নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে উপস্থিত হইল। সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল সাহেব বাঁশের কেল্লার সম্মুখে আসিয়া তিতুকে সরকার স্বাক্ষরিত গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দেখাইলেন। তিতু গ্রাহ্য করিল না। আরও দুইবার দেখাইলেন। তাহাতেও কোন ফল হইল না দেখিয়া কর্নেল সাহেব কামান দাগিতে অনুমতি দিলেন। কামান গর্জিয়া উঠিল এবং চতুর্দিক্ ধূমাচ্ছন্ন হইল। তিতুর দল ভীত হইল, কিন্তু ফাঁকা আওয়াজ করা হইয়াছিল বলিয়া কেহই আঘাত প্রাপ্ত হইল না। তিতুর সহায় ফকির গর্বমিশ্রিত হাস্য করিয়া বলিলেন, "গোলা ধাঁ ডালা।" ইহাতে তিতুর পক্ষীয়গণ উৎসাহিত হইয়া ধর্মের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিব বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প হইল। প্রকৃত-প্রস্তাবে ইংরাজ সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তিতুর দল বহুলপরিমাণে প্রাণ দিল এবং অবশিষ্ট পলায়ন করিল। বাঁশের কেল্লা কামানের গোলায় ধরাশায়ী হইল। একটা গোলার আঘাতে তিতুর দক্ষিণ উরু ভগ্ন হইল। অনতিবিলম্বে তিতুর প্রাণবায়ুও বহির্গত হইল। এই ঘটনার তারিখ ১৪ই নভেম্বর ১৮৩১ খ্রীঃ। ৩৫০ জন বন্দী বিচারার্থে আলিপুরে প্রেরিত হয়। তাহার মধ্যে ১৪০ জন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আর তিতুর সেনাপতি মাসুমকে নারিকেলবেড়িয়া বাঁশের কেল্লার সম্মুখে ফাঁসি দেওয়া হয়। যুদ্ধ শেষ হইবার কিছু পূর্বেই ফকির অন্তর্হিত হন।

তিত্তির, তিত্তিরি—স্বনামখ্যাত পক্ষী। তিত্তি (অনুকরণ শব্দ)—রা (দান করা)+ড, ডি কর্তৃ। বি; পুং।

তিথি, -থী—চান্দ্রমাসের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ, প্রতিপদ্ আদি [তিথির সংখ্যা ১৬। তন্মধ্যে প্রতিপদ্ হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত চন্দ্রকলার হ্রাসবৃদ্ধিনিবন্ধন প্রতি-মাসে কৃষ্ণা ও শুক্লারূপে দুইবার উদয় হয়। পূর্ণিমার পরবর্তী প্রতিপদ্ হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত তিথি কৃষ্ণা, এবং অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত তিথি শুক্লা]। অত+ইথিন্ কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী।

তিথিকৃত্য—তিথিবিশেষে করণীয় কার্য; বিবাহাদি মাঙ্গলিক সংস্কার। মধ্যপ। বি; ক্লী।

তিথিক্ষয়—১। অমাবস্যা। ২। ত্র্যহস্পর্শ, এক সাবনদিনে দুই তিথির ক্ষয়। তিথির ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। বি; পুং।

তিথিসন্ধি—তিথিদ্বয়ের মিলন। ৬তৎ। বি; পুং।

তিথ্যমৃতযোগ—বারতিথিযোগে শুভকর যোগ বিঃ। [রবি বা সোমবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা বা অমাবস্যা) হইলে, মঙ্গলবারে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী), গুরুবারে জয়া (তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী), বুধ ও শনিবারে নন্দা (প্রতিপদ্, ষষ্ঠী ও একাদশী), শুক্রবারে রিক্তা (চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী) হইলে তিথ্যমৃতযোগ হয়।] বি; পুং।

তিন- ত্রয়, ত্রি, ৩। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তিনকাল—ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; সত্য ত্রেতা ও দ্বাপর; খণ্ড প্রলয় দৈনন্দিন প্রলয় ও মহাপ্রলয়; বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা। বি; পুং।

তিনি—(সম্ভ্রমে) সেই ব্যক্তি। <তদ্। সর্ব।

তিন্তিড়ী, তিন্তিলী—তেঁতুলগাছ; তেঁতুল। তিম্+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তিন্তিড়ীক—১। তেঁতুলগাছ। তিন্তিড়ী+কণ্ স্বার্থে। বি; পু। ২। তেঁতুল। বি; ক্লী।

তিন্দুক—গাব গাছ। তিন্দু+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

তিপান্তর, তেপান্তর—বৃক্ষশূন্য তিনটা মাঠ যেখানে, জনবিরল দিগন্তপ্রসারিত প্রান্তর। বাংপ্র। বিণ।

তিপ্পান্ন—৫৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তিব্বত—দেশ বিঃ। এই দেশ সিন্ধুনদের উৎপত্তি-স্থান হইতে চীন দেশের সীমা পর্যন্ত, হিমালয় হইতে গোরী প্রান্তর পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ। ইহা বর্তমানে চীন সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্গত। বিণ—**তিব্বতীয়, তিব্বতী**।

তিমি—একজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রকাণ্ড সামুদ্রিক মৎস্য [ইহা ৮০০ হইতে ৯০০ বৎসর পর্যন্ত আয়ুঃ প্রাপ্ত হয়। ইহার নাসিকার ছিদ্র অতি বৃহৎ। গায়ে আঁইশ নাই। আট প্রকারের তিমি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। একরূপ তিমি দৈর্ঘ্যে ৬০।৭০ ফিট হয়। ইহার হাড়ে নানাপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। তিম্ (আর্দ্র করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

তিমিংগিল—অতি প্রকাণ্ড একপ্রকার মৎস্য, পৌরাণিক সামুদ্রিক জীব বিঃ। তিমিকেও গিলে যে এই বাক্যে উপতৎ; তিমি—গৃ (গ্রাস করা)+খশ্ কর্তৃ। বি; পু।

তিমিকোষ—সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

তিমিত—১। আর্দ্র, ভিজা; নিশ্চল, স্থির। তিম্ (আর্দ্র করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। স্তিমিত। কপ্র। বিণ।

তিমির—১। অন্ধকার। বি; ক্লী। ২। নেত্ররোগ বিঃ। তম (গ্লান হওয়া) বা তিম্ (আর্দ্র করা)+কির করণ নিপাতনে। বি; পু।

তিমির-রিপু—সূর্য। ৬তৎ। বি; পু।

তিমুর (তৈমুর), তৈমুরলঙ্গ, তাইমুর—খ্যাতনামা ভারতাক্রমণকারী। ১৩৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমরকন্দ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি চেঙ্গিজ খাঁর উত্তরাধিকারীদিগের নিকট হইতে সমরকন্দ নগর জয় করিয়া লইয়া ক্রমে অসংখ্য তাতার সৈনিক সংগ্রহপূর্বক সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আপনার আধিপত্য বিস্তার করেন। অতঃপর তিমুর বিপুল বাহিনীসহ ১৩৯৮ খ্রীঃ ভারতাভিমুখে ধাবিত হইলেন; পথে যে সকল রাজ্য পাইলেন, তাহাদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তথায় উপস্থিত হইয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন। দিল্লীতে ১৫ দিন অবস্থিত করার পর তিমুর স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং পথে মিরাটের অধিবাসীদিগকে নির্দয়ভাবে হত্যা করিয়া হরিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে জম্বু গমনকালে তথাকার পার্বত্য হিন্দুরা তাঁহাকে লাঞ্ছিত করে। অতঃপর তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রতিগমন করিলেন। ১৪০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিমুরের মৃত্যু হয়। বোধ হয় চেঙ্গিজ ও তিমুরের ন্যায় নৃশংস মানববৈরী ভূমণ্ডলে আর জন্মগ্রহণ করে নাই। ভিন্ন ভিন্ন ইতিহাসে তিমুরের নাম তৈমুরলঙ্গ, তাইমুর ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়।

তিয়র—মৎস্যজীবী জাতি বিঃ। <তীবর। বি; পু। স্ত্রী—**তিয়রনী**।

তিয়াজল—ত্যজিল, ত্যাগ করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

তিয়াত্তর—৭৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তিয়াস, তিয়াসা—তৃষ্ণা, পিপাসা। বাংপ্র। বি।

তিরঃ (তিরস্)—অবজ্ঞা; তিরস্কার; অন্তর্ধান; বক্র। তৃ (গমন ইত্যাদি)+অসুক্ কর্তৃ। অ।

তিরপিত—পরিতৃপ্ত, প্রীত, সন্তুষ্ট। <তৃপ্ত। বিণ।

তিরশ্চী—বক্রগামিনী। তির্যচ্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তিরস্করণী, তিরস্করিণী, তিরস্কারিণী—পর্দা, কানাত; অদর্শনবিদ্যা, যে বিদ্যার প্রভাবে আপনাকে অদৃশ্য রাখা যায়। তিরস্ (অন্তর্ধান)—কৃ (করা)+অনট্, ইন্, ণিন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তিরস্কার—ভর্ৎসনা; অবজ্ঞা; নিন্দা। তিরস্—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

তিরস্কারিণী—'তিরস্করণী' দ্রঃ।

তিরস্কৃত—ভর্ৎসিত, অবজ্ঞাত; নিন্দিত। তিরস্—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

তিরস্ক্রিয়া—তিরস্কার। তিরস্—কৃ (করা)+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

তিরানই, তিরানব্বই—৯৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তিরাশি, তিরাশী—৮৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তিরি—১। তিন; ৩ ফোঁটাযুক্ত তাস। <ত্রি। ২। স্ত্রীলোক, নারী। <স্ত্রী। বি।

তিরিক্ষি, -ক্ষি—উগ্র, ক্রোধশীল ('-মেজাজ')। বাংপ্র। বিণ।

তিরিশ—৩০-সংখ্যা; ৩০-সংখ্যক। <ত্রিংশৎ। বি বা বিণ।

তিরিষা—তৃষ্ণা, পিপাসা। প্রা কপ্র। বি।

তিরোধান—১। অন্তর্ধান, লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়া, (সিদ্ধপুরুষের) মৃত্যু। তিরস্ (তিরঃ)—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভাব। ২। আচ্ছাদন বস্ত্রাদি। তিরস্—ধা+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

তিরোভাব—অন্তর্ধান, লোকচক্ষুর অদৃশ্য হওয়া। তিরস্ (তিরঃ)—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

তিরোভূত—অন্তর্হিত। তিরস্—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তিরোহিত—অন্তর্হিত; দৃষ্টির বহির্ভূত। তিরস্ (তিরঃ)—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তির্যক্ (তির্যচ্)—১। বক্রগামী। তিরস্ (বক্র)—অন্চ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তিরশ্চী**। ২। পশু; পক্ষী। বি; পু। ৩। বক্র; কুটিল; নিরুদ্ধ। অ।

তির্যক্পাতন—বক-যন্ত্রদ্বারা চোয়ানো, distillation. বি; ক্লী।

তির্যগ্গতি—১। বক্রগতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। বক্রগামী। তির্যক্ (বক্র) গতি যাহার, বহু। বিণ।

তির্যগ্যোনি—পশুপক্ষীর জাতি; মনুষ্যভিন্ন প্রাণিরূপে জন্ম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তিল—স্বনামখ্যাত তৈলকর শস্য; তদাকার গাত্রস্থ চিহ্ন; অতি সূক্ষ্ম কাল বা পরিমাণ। তিল (স্নেহময় হওয়া)+ক কর্তৃ। বি; পু। **তিলকে তাল করা**—তুচ্ছ বিষয় লইয়া হৈ চৈ করা। **তিলে তিলে**—অল্প অল্প করিয়া।

তিলক—১। তিলযুক্ত; [অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে] শ্রেষ্ঠ। বিণ। ২। ফোঁটা [শাস্ত্রে ইহা নানা ভাবে অনেক আকারের উক্ত হইয়াছে। আর্যগণের ধর্মকর্মানুষ্ঠানের পূর্বে তিলক ধারণ করিতে হয়। আধুনিক বৈষ্ণবদিগের তিন প্রকার তিলক দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলের কলির ন্যায় অগ্রভাগ ও গোড়া সরু যে তিলক, তাহা কলি; উহাই সর্বাঙ্গসুন্দর হইলে রসকলি নামে অভিহিত হয়। হরিণের শৃঙ্গের ন্যায় শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট অর্থাৎ মাথা-চেরা যে তিলক, তাহা মৃগ; হরিণের বর্ণের ন্যায় বিভিন্ন বর্ণের যে তিলক, যাহা হাতের

পাঁচ অঙ্গুলি দ্বারা থাবা মারিয়া দেওয়া হয় তাহার নাম বাঘথাবা তিলক]; গাত্রতিল। তিল+কণ্। বি; পু বা স্ত্রী। ৩। তিলগাছ। বি; পু।

তিলক, বালগঙ্গাধর—ইংরাজী ১৮৫৬ অব্দের ২৩শে জুলাই দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত রত্নগিরি নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গঙ্গাধর রামচন্দ্র তিলক। পুত্রের যখন ষোড়শ বৎসর বয়স, তখন গঙ্গাধর রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। বালগঙ্গাধর এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Deccan Collegeএ প্রবিষ্ট হন এবং এখান হইতে ১৮৭৬ খ্রীঃ বি. এ. পাস করিয়া বাহির হন। তৎপরে ইনি আইন অধ্যয়ন করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ এল. এল. বি, উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার পর বৎসর ইনি কতিপয় বন্ধুর সমবেত চেষ্টায় পুনানগরে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইহার কিছু পরেই তিলক ও তাঁহার বন্ধুগণ মিলিয়া 'মারাঠা' ও 'কেশরী' নামে দুইখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই সময় হইতে ইঁহার রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। কোহ্লাপুরসংক্রান্ত কোন বিষয় লইয়া স্বীয় কাগজে তীব্র সমালোচনা করায় তিলকের বিরুদ্ধে মানহানির অভিযোগ আসে এবং ইহার ফলে তিনি চারি মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিলক ও তাঁহার সুহৃৎ নামজোশির উদ্যোগে ১৮৮৪ খ্রীঃ "দাক্ষিণাত্য শিক্ষাসমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সমিতির চেষ্টায় পরবৎসর সুবিখ্যাত ফার্গুসন কলেজ (Fergusson College) স্থাপিত হয়। দেশে যখন Consent Bill লইয়া তুমুল আন্দোলন উঠে, তিলক তাহাতে বিশেষভাবে যোগদান করেন। তৎকালে তিনি আইনের অধ্যাপক ছিলেন। কিছুদিন পরে তিলক অধ্যাপনা ত্যাগ করিয়া বৈদিক সাহিত্যের অনুশীলনে প্রগাঢ়ভাবে চিত্তনিবেশ করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন শহরে International Congress of Orientals নামে এক মহাসভার অধিবেশনে তাঁহার বেদবিষয়ক গবেষণামূলক একটি প্রবন্ধ পঠিত হয়। ইহা 'The Orion' নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইনি কংগ্রেসের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে আহূত উক্ত সভার অধিবেশনগুলি ইঁহার যত্নেই সফল হইয়াছিল। ১৮৯৬ খ্রীঃ ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় তিলক দুর্ভিক্ষপ্রপীড়িতগণের রক্ষাকল্পে যে শ্রমস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা ও স্বজনপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছিল। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি শিবাজীর স্মৃতিরক্ষার্থ শিবাজী উৎসবের আয়োজন করেন; ইহার কয়েক দিবস পরেই রাজদ্রোহ-অপরাধে তিলক ধৃত হন। অনেকের চেষ্টার ফলেও যখন তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল না, তখন তিলকের ইংলণ্ডস্থ বন্ধুগণ, বিশেষতঃ পণ্ডিতপ্রবর ম্যাক্সমুলার ও হাণ্টার সাহেব ভিক্টোরিয়ার সমীপে এই মর্মে এক আবেদন করেন যে, তিলক একজন মহাপণ্ডিত, তাঁহার প্রতি দয়া প্রকাশ করা হউক এবং তাঁহার মুক্তির আজ্ঞা দেওয়া হউক। ইহার কিছু পরেই তিলক মুক্তি পান। আর্যজাতির আদিমবাসসম্বন্ধে তাঁহার "The Arctic Home in the Vedas" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রচারে আর্য জাতিসম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানা গিয়াছে। তিলকের পাণ্ডিত্যখ্যাতি ইহার প্রকাশে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি রাজনীতির চর্চায় নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহার ন্যায় রাজনীতিবিৎ পণ্ডিতের সংখ্যা ভারতবর্ষে খুব কম। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইঁহার স্বদেশপ্রিয়তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল।

১৯০৭ খ্রীঃ সুরাট কংগ্রেস ভঙ্গ হইলে নরমপন্থী তিলকের উপর দোষ দেন। তাহার পর বৎসর ১৯০৮ খ্রীঃ মজঃফরপুর বোমা বিভ্রাট হইলে 'কেশরীতে' কতকগুলি প্রবন্ধ বাহির হয়, তজ্জন্য তিলক ধৃত হন; হাইকোর্টের বিচারে ইঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। ইঁহাকে মান্দালয়ে প্রেরণ করা হয়, তথায় ইনি 'গীতারহস্য' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি ১৯১৪ খ্রীঃ মুক্তিলাভ করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে দুই দলের মিলন হইলে ইনি অতঃপর কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ মে ও জুন মাসে ইনি বক্তৃতাদি করিতে থাকেন, তজ্জন্য কেন ৪০,০০০ টাকার মুচলেকা দিবেন না গভর্নমেণ্ট তাহার কৈফিয়ত চাহেন। ইনি হাইকোর্টে আপিল করিয়া তাহা রদ করান। কিন্তু তাহার পরই Defence of India Act অনুসারে ইঁহার পঞ্জাব ও দিল্লী প্রবেশ নিষেধ করা হয়। ১৯১৭ খ্রীঃ কংগ্রেসে স্থির হয় যে, তিলক-প্রমুখ রাজনীতিবিশারদগণ ইংলণ্ডে একটি ডেপুটেশনে যাইবেন। তদনুসারে ইনি ১৯১৮ খ্রীঃ বিলাত যাত্রা করেন; কিন্তু কলম্বো পর্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসেন, বিলাত পৌঁছাইবার passport দেওয়া হইল না। ঐ বৎসর জুলাই মাসে মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট্ প্রকাশিত হয়। তাহার পর বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয়, তাহার পূর্বেই Defence of India Actএর পূর্বোক্ত আজ্ঞার প্রত্যাহার করা হয়। অতঃপর অক্টোবর মাসে ইনি Valentine Chirol নামক একজন লেখকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার জন্য বিলাত যান। তাহাতে ইঁহার পরাজয় হয়। ইনি ১৯২০ খ্রীঃ অব্দের ৩১শে জুলাই পরলোকগমন করেন।

তিলকল্ক তিলের খইল। ৬তৎ। বি; পু।

তিলকসেবা—বৈষ্ণবাদির অঙ্গে তিলক মাটির চিহ্নধারণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তিলকা-তিলক, ফোঁটা। বাংপ্র। বি।

তিলকাঞ্চন—তিল ও যৎসামান্য স্বর্ণের দ্বারা মাতাপিতার শ্রাদ্ধ; খুব কম খরচে শ্রাদ্ধ। বহু। বি; স্ত্রী।

তিলকী (তিলকিন্)-তিলকধারী। তিলক +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-নী**।

তিলকুটা, -কুটো-তিলনির্মিত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

তিলতৈল--তিলস্নেহ, তিলের তেল। ৬তৎ; অথবা তিল শব্দ+তৈল প্রত্যয় স্নেহার্থে। বি; ক্লী।

তিলাঞ্জলি—মৃত আত্মার তৃপ্তির জন্য তিলযুক্ত অঞ্জলি; শেষ বিদায়; সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ। তিলযুক্ত অঞ্জলি, মধ্যপ। বি; পু।

তিলার্ধ-তিলপরিমিত কালের অর্ধ, অত্যন্ত অল্প সময়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

তিলী (তিলিন্)—জাতি বিঃ, সৎশূদ্র। এই জাতি তিল বিক্রয়কারী। তিল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

তিলেক-খুব কম সময়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তিলেখাজা—তিলনির্মিত মিঠাই বিঃ। বাংপ্র। বি।

তিলোত্তমা-স্বর্গের বেশ্যা; সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দেবদ্বেষী অসুরদ্বয়ের বিনাশার্থ বিরিঞ্চির আদেশে বিশ্বকর্মা বিশ্বের যাবতীয় উত্তম (সুন্দর) পদার্থের তিল তিল লইয়া ইহাকে নির্মাণ করেন, তাহাতেই ইঁহার নাম হয় তিলোত্তমা ['উপসুন্দ' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

তিলোদক—তিলমিশ্রিত জল। তিল মিশ্রিত উদক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তিষ্ঠানো, তিষ্ঠোনো—থাকা; সহিয়া থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

তিষ্য—১। পুষ্যানক্ষত্র। বি; পু। ২। পৌষমাস। তিষ্যা (পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা) +ষ্ণ। ৩। কলিযুগ। বি; পু।

তিসি—কৃষিজাত তৈলপ্রদ বীজ বিঃ, linseed, মসিনা। <অতসী। বি।

তিহাই, তেহাই—তৃতীয় অংশ; তৃতীয় ব্যক্তি বা মধ্যস্থ; সমে আসিবার পূর্ববর্তী তিনবার আঘাত (তাল)। বাংপ্র। বি।

তীক্ষ্ণ—১। ক্ষিপ্রকারী; আত্মত্যাগী; তীব্র ('— বিষ'), শাণিত, ধারাল; দুরূহ বিষয়ে অনায়াসে প্রবেশ করিতে সমর্থ ('—বুদ্ধি')। তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা)+ ক্ন কর্তৃ। বিণ। ২। লৌহ; সৈন্ধব লবণ। বি; পু।

তীক্ষ্ণদংষ্ট্র—১। ধারাল দন্তবিশিষ্ট। তীক্ষ্ণা দংষ্ট্রা (দন্ত) যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্যাঘ্র। বি; পু।

তীক্ষ্ণলৌহ—ইস্পাত। বি; পু বা ক্লী।

তীক্ষ্ণায়স—ইস্পাত। তীক্ষ্ণ যে অয়ঃ (অয়স্), কর্মধা (সমাসে অ প্রত্যয়)। বি; ক্লী।

তীত্থনি—'তিথনি' দ্রঃ।

তীত—তিক্ত, তেতো। প্রা কপ্র। বিণ।

তীবর—তিয়র জাতি; ব্যাধ; সমুদ্র। তৃ (পার হওয়া)+ষরচ্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**তীবরী**।

তীব্র—অধিক; মহৎ; উষ্ণ; তীক্ষ্ণ; উগ্র, কড়া; দুঃসহ। তীব্ (স্থূল হওয়া)+রক্ কর্তৃ। বিণ।

তীব্রতা—আধিক্য; উষ্ণতা; তীক্ষ্ণতা; উগ্রতা। তীব্র+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

তীব্রদৃষ্টি—১। তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্ভেদে সমর্থ দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। তীক্ষ্ণদৃষ্টি সম্পন্ন, দৃষ্টিদ্বারা মনোগতভাব বুঝিয়া লইতে সমর্থ। তীব্রা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

তীব্রমধুর—অতি মধুর; উগ্র অথচ স্নিগ্ধ। ২তৎ বা কর্মধা। বিণ।

তীব্রস্বর—১। কর্ণভেদী ধ্বনি, কড়া আওয়াজ। কর্মধা। বি; পু। ২। কর্ণভেদী ধ্বনিকারক, কড়া আওয়াজ-বিশিষ্ট। তীব্র হইয়াছে স্বর যাহার, বহু। বিণ।

তীর—১। নদীকূল, তট; গঙ্গাতট। তীর্ (কর্ম সমাপ্ত করা)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। শর, বাণ। ফা। বি।

তীরথ—তীর্থ। কপ্র। বি।

তীরন্দাজ—শরচালক, ধানুষ্ক, ধানুকী, archer. < ফা 'তীর-অন্দাজ'। বি বা বিণ।

তীরবেগে—অতি দ্রুত। বহু। ক্রি-বিণ।

তীরভুক্তি—ত্রিহুত বা তিরহুত দেশ, মিথিলা। বি; পু।

তীরস্থ—তীরবর্তী; অন্তিমকালে গঙ্গাতীরে আনীত, গঙ্গাযাত্রী ('— করা')। বিণ।

তীরিত—কর্মসমাপ্তি, কার্যশেষ। তীর্ +ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

তীর্ণ—উত্তীর্ণ, পারগত; কাতর, অভিভূত; আপ্লুত। তৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

তীর্থ—১। যজ্ঞ; উপায়; দর্শনশাস্ত্র; গুরু ('সতীর্থ'); উপাধ্যায়; উপাধি বিঃ ('কাব্য—'); স্ত্রীরজঃ; অঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠা ও অনামিকার মূলভাগ (প্রজাপতি) কায়তীর্থ, অঙ্গুষ্ঠ তর্জনীর মধ্যভাগ পৈত্রতীর্থ, অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগ ব্রাহ্মতীর্থ; মানস, জংগম ও স্থাবর এই তিন প্রকার তীর্থ, [সত্য, ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, সরলতা, সন্তোষ, ব্রহ্মচর্য, মিষ্টবাক্য, জ্ঞান, ধৈর্য, পুণ্য, মনঃশুদ্ধি, এইগুলি মানসিক তীর্থ। বাক্যদ্বারা চিত্ত-মালিন্য বিনাশী ব্রাহ্মণগণ নির্মল এবং সর্ব-কামপ্রদ জংগম তীর্থ; ভূমির অদ্ভুত প্রভাবে, জলের তেজে ও মুনিগণ কর্তৃক নিষেবিত হওয়ায় পবিত্র কাশী, প্রয়াগাদি স্থান স্থাবর বা ভৌমতীর্থ]। তৃ+থক্ করণ। ২। পুণ্যক্ষেত্র, পাপমুক্তির নিমিত্ত লোকেরা যে স্থানে গমন করে; জলাবতরণিকা, ঘাট। তৃ+থক্ কর্ম। ৩। সৎপাত্র; কূপসমীপস্থ জলাশয়; ঋষি-সেবিত জল। তৃ+থক্ অধি। বি; ক্লী। **তীর্থ করা**—পুণ্যস্থান দর্শন করা।

তীর্থকর, তীর্থংকর—জৈন বা বৌদ্ধ শাস্ত্রকার সিদ্ধপুরুষ; বৌদ্ধধর্মপ্রবর্তক মুনি [বৌদ্ধ পূর্ববর্তী জৈনগণের চতুর্বিংশতি তীর্থংকর]; বিষ্ণু। তীর্থ (দর্শনশাস্ত্র) —কৃ (করা)+অন্, খ কর্তৃ। বি; পু।

তীর্থকাক—তীর্থস্থিত কাক; পরপ্রত্যাশী মোসাহেব; লোলুপ, প্রত্যাশিত ব্যক্তি। ৭তৎ। বি; পু।

তীর্থক্ষেত্র—পুণ্যস্থান। কর্মধা। বি; ক্লী।

তীর্থযাত্রা—তীর্থস্থানের উদ্দেশে গমন। তীর্থে যাত্রা, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

তীর্থযাত্রী (-যাত্রিন্)—তীর্থযাত্রাকারী। তীর্থযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**তীর্থযাত্রিণী**।

তীর্থরাজ—কাশী। তীর্থের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

তীর্থসেবী (-সেবিন্)—তীর্থবাসী। তীর্থ -সেব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**তীর্থসেবিনী**।

তু—১। অবধারণ; পক্ষান্তর; নিগ্রহ; সমুচ্চয়, এবং; প্রভেদ; পাদপূরণ। তুদ্ (পীড়ন করা)+ড কর্তৃ। অ। ২। কুকুরের আহ্বানসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। ৩। তুই শব্দের ইতর সংক্ষেপ। কপ্র। সর্ব।

তুঅ—তোর, তোমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তুই—নিম্নপদস্থ বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তিকে তুচ্ছ সম্বোধনে, তুমি। বাংপ্র। সর্ব।

তুইতোকারি—তুই তোর ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগে অপমান ('— করা')। বাংপ্র। বি।

তুঁ, তুঁহু—তুই; তুমি। প্রা কপ্র। সর্ব।

তুঁত—গাছ বা ফল বিঃ, mulberry. বাংপ্র। বি।

তুঁতপোকা—যে গুটীপোকা তুঁতপাতা খায়। বাংপ্র। বি।

তুঁতিয়া, তুঁতে—তাম্রগন্ধকায় ঘটিত দ্রব্য বিঃ, তুঁথ, blue vitriol, copper sulphate. বাংপ্র। বি।

তুঁষ—ধান্যের খোসা বা ভুষি। বাংপ্র। বি।

তুক—কুহক; জাদু; কুহকমন্ত্র। বাংপ্র। বি।

তুকতাক—জাদুমন্ত্রাদি প্রক্রিয়া। বাংপ্র। বি।

তুকারাম—মহারাষ্ট্রীয় প্রসিদ্ধ কবি ও সাধু। ১৫৮৮ খ্রীঃ অব্দে (অথবা ১৬০৭।৮ খ্রীঃ অব্দে) পুণার নিকটস্থ দেহুগ্রামে বণিগ্-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল না থাকায় ইনি সামান্য শিক্ষিত হইয়া ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সেই কিছু কিছু উপার্জন করিয়া সংসারের আনুকূল্য করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার ভার্যা সক্রেটিস্-পত্নী জ্যান্টিপির ন্যায় অতিশয় কোপনস্বভাবা ছিলেন। কথিত আছে যে, একদা তুকা-রাম কতকগুলি ইক্ষুদণ্ড উপহার পাইয়া সেগুলি প্রার্থী বালকবালিকাদিগকে দান করিয়া একখণ্ড মাত্র লইয়া গৃহে উপস্থিত হন। ইঁহার গুণবতী সহধর্মিণী সমস্ত কথা শুনিয়া সেই ইক্ষুদণ্ড দ্বারা ইঁহার পৃষ্ঠদেশে এমন আঘাত করিলেন যে, তাহাতে ইক্ষুটি দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল। তিতিক্ষু তুকা-রাম সক্রেটিসের ন্যায় কেবল এইমাত্র বলিলেন, "প্রিয়ে, তুমি আমাকে এতই ভালবাস যে, আখগাছটি তোমার একা খাইতে ভাল লাগিবে না বলিয়া দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলে।"

তুকারামের বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জনকজননীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন। এই সকল ঘটনায় তুকারাম নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। অতঃপর ইঁহার মনে ঈশ্বরসাধনপ্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিল। কথিত আছে যে, এই সময়ে ইনি স্বপ্নে চৈতন্যশিষ্য জনৈক বাবাজীর নিকট মন্ত্র প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল ভজন পূজনেই মনোনিবেশ করিলেন। ইনি নিজে শ্লোক রচনা করিয়া কথকতা ও কীর্তন করিতেন,

এবং এই উপায়ে লোককে ধর্মপথের পথিক করিতে চেষ্টা করিতেন। ক্রমে ইঁহার অনেক শিষ্য হইল।

প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ শিবাজী তুকারামের সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহাকে আনয়নার্থ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তুকারাম রাজপুরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। অতঃপর উদারচেতা শিবাজী স্বয়ং ইঁহার কুটীরে আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। মহারাষ্ট্রপতি ইঁহাকে প্রভূত অর্থ উপহার দিলে, নির্লোভ তুকারাম তাহা অনাবশ্যক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। ক্রমে শিবাজী ইঁহার ভক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং ইঁহার ধর্মোপদেশ শ্রবণে সংসারে বীতরাগ হইয়া রাজকার্য পরিত্যাগপূর্বক বনগমন করিয়া ধর্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হন। শিবাজীর মাতা জিজাবাই তুকারামের নিকট উপস্থিত হইয়া পুত্রকে পুনরায় সংসারী করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন। সন্ধ্যার সময় কীর্তনশ্রবণার্থ শিবাজী উপস্থিত হইলে তুকারাম তাঁহাকে সার উপদেশ দিয়া পুনরায় সংসারী করেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের মৃত্যু হয়।

তুখড়, তুখোড়, তোখোড়—পারদর্শী, সুনিপুণ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

তুঙ্গ—১। উগ্র; অত্যুচ্চ; উন্নত; বৃহৎ; শ্রেষ্ঠ। তুন্জ (বলিষ্ঠ হওয়া)+ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ। ২। পর্বত; মেষাদি রাশি বিঃ; অত্রির পুত্র। বি; পু।

তুঙ্গভদ্র মত্তহস্তী। বি; পু।

তুঙ্গভদ্রা—মহীশূরের নদী বিঃ। ইহার স্থানীয় নাম "তুঙ্গুদ্রা"। নদীটি তুঙ্গ ও ভদ্রা এই দুইটির সহযোগেই উৎপন্ন। উভয়েরই উৎপত্তি মহীশূর রাজ্যে। পশ্চিমঘাটের গঙ্গামূল শিখরের নিম্নদেশে কদূর জেলায় তুঙ্গ উৎপন্ন হইয়া শিমোগা জেলায় ভদ্রার সহিত মিলিত হইয়াছে। ভদ্রাও তুঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে উৎপন্ন হইয়া শিমোগা জেলায় তুঙ্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত নদী অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। ইহার দক্ষিণ কূলে বিজয়নগরের রাজধানী অবস্থিত ছিল। নদীটি কৃষ্ণা নদীর একটি প্রধান শাখা বলিয়া পরিগণিত। পুরাণে কথিত আছে যে, বরাহ অবতারের বাম দন্ত হইতে তুঙ্গ এবং দক্ষিণ দন্ত হইতে ভদ্রা উৎপন্ন। বি; স্ত্রী।

তুঙ্গশেখর—পর্বত। তুঙ্গ (উচ্চ) শেখর যাহার, বহু। বি; পু।

তুঙ্গিমা (-মন্)—উচ্চতা। তুঙ্গ+ইমন্ ভাবে। বি; পু।

তুঙ্গী (তুঙ্গিন্)—১। উচ্চস্থানস্থ (গ্রহাদি)। তুঙ্গ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**তুঙ্গিনী**। ২। রাশিবিশেষে কোন কোন গ্রহ অবস্থিত থাকিলে তাহাকে তুঙ্গী বলে, যেমন—মেষে রবি, বৃষে চন্দ্রমা, মকরে মঙ্গল, কন্যায় বুধ, কর্কটে বৃহস্পতি, মীনে শুক্র, তুলাতে শনি থাকিলে তুঙ্গ যোগ হয়। উক্ত উচ্চস্থানস্থিত গ্রহকে তুঙ্গী বলে। বি; পু।

—সামান্য, ক্ষুদ্র, অকিঞ্চিৎকর, অল্প; শূন্য; অসার; হীন; অবজ্ঞার যোগ্য। তুল্ (ওজন করা)+ছ কর্ম। বিণ।

তুচ্ছতাচ্ছল্য, -তাচ্ছিল্য—অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধা। বাংপ্র। বি।

তুড়—অঙ্গুলিধ্বনি; চুটকি। বাংপ্র। বি। **তুড়ি দেওয়া**—হাই তোলার দোষখণ্ডনার্থ অঙ্গুলিস্ফোট করা; গানে তাল দেওয়া; বেপরোয়া ভাব দেখানো, তোয়াক্কা না করা ('তুড়ি দিয়া উড়াইয়া দেওয়া')। **এক তুড়িতে**—মুহূর্তমধ্যে; অনায়াসে।

তুড়িলাফ—অকস্মাৎ সদম্ভে লম্ফ। বাংপ্র। বি।

—রাগিণী বিঃ, বসন্তরাগের স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

তুড়ুম—দণ্ডবিধানার্থ অপরাধীর পাদবন্ধন কাষ্ঠযন্ত্র, stocks; হাজতখানা। বাংপ্র। বি। **তুড়ুম ঠোকা** হাজত দেওয়া, ঠাণ্ডা গারদে পোরা; (ব্যঙ্গার্থে) ভালরূপ সাজা বা শিক্ষা দেওয়া।

তুণ্ড—১। রাক্ষস বিঃ; শিব। বি; পু। ২। আস্য, মুখ; ঠোঁট। তুনড্ (ভেদ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

তুণ্ডি—১। নাভি। বি; স্ত্রী। ২। মুচঞ্চু। তুনড্ (ভেদ করা)+ইন্ কর্তৃ। বি; পু।

তুণ্ডিভ, তুণ্ডিল—বৃহৎ নাভিবিশিষ্ট; স্থূলোদর। তুণ্ডি ভা (দীপ্তি পাওয়া) +ড কর্তৃ, পক্ষে তুণ্ডি+ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

তুতানো—মিষ্ট কথায় ভুলানো, ফুসলানো, শান্ত করা; রাজী করা। বাংপ্র। ক্রি।

তুতি, তুতী—স্তুতি। প্রা কপ্র। বি।

তুতিয়া, তুঁতিয়া—তুঁথ, তাম্রঘটিত নীলবর্ণ উপরস বিঃ, copper sulphate বাংপ্র। বি।

তুতেনখামেন—(জীবৎকাল খ্রীঃ পূঃ ১৩৫০)। মিশরের একজন ফেরো (রাজা)। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে কার্টার সাহেব ইঁহার কবর আবিষ্কার করেন। কবরে এই রাজার দেহ মামির আকারে পাওয়া যায়। ১৮ বৎসর বয়সে ইনি মারা যান।

তুত্থ—তুঁতে। তুদ্+থক্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

তুদ—ক্লেশকর; পীড়াদায়ক (মর্মন্তুদ শব্দে)। তুদ্+থ কর্তৃ। বিণ।

তুন্দ—উদর, ভুঁড়ি। তুদ্+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

তুন্দি—১। নাভি। বি; স্ত্রী। ২। গন্ধর্ব বিঃ। বি; পু। ৩। উদর, পেট, ভুঁড়ি। তুদ্ (পীড়া দেওয়া)+ইন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

তুন্দিভ, তুন্দিল—স্থূলোদর, ভুঁড়িওয়ালা। তুন্দি—ভা+ড কর্তৃ, ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

তুন্নবায়—দরজী, যে রিফু করে। তুন্ন (ছিন্ন)—বে (বয়ন, সেলাই করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

তুফান—জোরবাতাসে নদ্যাদির জলের স্ফীতি, ফাঁপি; বন্যা; ঝড়, hurricane. আ। বি।

তুবড়ানো, তুবড়নো, তোবড়ানো—কুঞ্চিত হওয়া, টোল হওয়া; টোল খাওয়া, চুপসিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি বা বিণ।

তুবড়ি—সাপুড়ের বাঁশী; একপ্রকার আতশবাজি। বাংপ্র। বি। **তুবড়ি ফাটানো**—অনর্গল জোরে জোরে কথা বলিয়া যাওয়া।

তুমি—সম্বোধিত ব্যক্তি। বাংপ্র। সর্ব।

তুমুল, তুমুল—১। সংকুল যুদ্ধ, মিশ্রযুদ্ধ, কলহ, গণ্ডগোল, হুড়োহুড়ি। তু (বধ করা) +মুলক্, মুলক্ অধি। বি; স্ত্রী। ২। ব্যাকুল; বিশৃঙ্খল; ভয়ানক; অতিশয়; ঘোরতর; উৎকট। তু+মুলক্, মুলক্ কর্ম। বিণ।

—অলাবু, লাউ। তুন্ব্ (পীড়া দেওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

তুম্বক—অলাবু। তুন্ব্+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

তুম্বকী (তুম্বকিন্)—ঢক্কার ন্যায় যন্ত্র বিঃ। তুম্বক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

তুম্বি, তুম্বী—অলাবু, লাউ। বি; স্ত্রী।

তুম্বুরু—সংগীতবিদ্যাবিশারদ জনৈক গন্ধর্ব; ঋষি বিঃ। তুন্ব্+উরু কর্তৃ। বি; পু।

তুয়া—তোমার; তোমাকে; তুমি। প্রা কপ্র। সর্ব।

তুর—১। দ্রুতগামী। তুর্ (বেগে চলা)+ক কর্তৃ। বিণ। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ। ৩। বেগ; ত্বরা। বি; স্ত্রী।

তুরকী, তুর্কী—তুরস্ক-দেশজাত। তুর্কী। বিণ।

তুরগ—অশ্ব; চিত্ত, মনঃ। তুর (শীঘ্র)—গম্ (গমন)+ড কর্তৃ। বি; পু।

তুরগী (তুরগিন্)—অশ্বযুক্ত, ঘোটকবিশিষ্ট; অশ্বারোহী, ঘোড়সওয়ার। তুরগ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**তুরগিণী**।

তুরগী—ঘোটকী, ঘুড়ী ; অশ্বগন্ধা। তুরগ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তুরঙ্গ, তুরঙ্গম—অশ্ব ; চিত্ত। তুর বা ত্বরা —গম্+খ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

তুরঙ্গবক্ত্র, তুরঙ্গবদন—কিন্নর। তুরঙ্গের বক্ত্রে র বা বদনের ন্যায় বক্ত্র বা বদন যাহার, বহু। বি ; পু।

তুরঙ্গী (তুরঙ্গিন্)—অশ্বারোহী, ঘোড়-সওয়ার। তুরঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, -ণী।

তুরঙ্গী—ঘোটকী, ঘুড়ী ; অশ্বগন্ধা। তুরঙ্গ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

তুরন্ত—শীঘ্র, সত্বর। হি। ক্রি-বিণ।

তুরপুন, তুরপন-ভোমর, কাষ্ঠাদিতে ছিদ্র করিবার যন্ত্র। <ফা 'তুরফান'। বি।

তুরা—বেগ ; ত্বরা। তুর+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

তুরি, তুরী—তন্তুবায়ের বস্ত্রবয়নের মাকু ; রণশৃঙ্গ বিঃ। তুর্ (বেগে চলা)+ই কর্ত্তৃ, ঈপ্ বিকল্পে। বি ; স্ত্রী।

তুরিত, তুরিতে—ত্বরিত, সত্বর, শীঘ্র। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

তুরীয়—১। পরব্রহ্ম ; সমাধির অবস্থা বিঃ। বি ; ক্লী। ২। চতুর্থ। চতুর্ (চারি)+ঈয় নিপাতনে। ৩। ত্বরান্বিত। বিণ।

তুরীয়ানন্দ—তুরীয়াবস্থার আনন্দ ; (ব্যঙ্গে) আত্মহারা অবস্থা। কর্মধা। বি ; পু।

তুরুপ—তাস খেলায় চারি রঙের মধ্যে নির্বাচিত প্রধান রঙের তাস ; রঙের তাস দিয়া খেলায় পিট লওয়া, trump. <ফরাসী 'triomphe' অথবা ওলন্দাজ 'troef'. বি।

তুর্ক, তুর্কী—তুরস্কদেশজাত, তদ্দেশীয় লোক, ভাষা বা ঘোড়া। তুর্কী। বিণ ও বি।

-রাজা যযাতির পুত্র। ইনি দেবযানীর গর্ভসম্ভূত। এই তুর্বসু হইতেই যবনগণের উৎপত্তি হইয়াছে। যযাতির জরাভার গ্রহণে স্বীকৃত না হওয়ায় ইনি পিতৃশাপে হৃতরাজা হন [যযাতি দ্রঃ]। বি ; পু।

তুর্য—চতুর্থ। চতুর্ (চারি)+য নিপাতনে। বিণ।

তুর্যগোল--সময়নির্ণায়ক যন্ত্র, ঘড়ি। বি ; ক্লী।

তুল—১। তুলাদণ্ড, একপ্রকার একপাল্লার দাঁড়ি ; কার্পাস। বাংপ্র। বি। ২। তুলনীয়, তুল্য, সমান। বিণ। ৩। তুলনা। কপ্র। বি।

তুল-কালাম—দীর্ঘ সমালোচনা ; তুমুল কলহ। <আ 'তুল-ই-কলাম'। বি।

-১। তুলাব্রত দ্রঃ। বি। ২। এক-প্রকার তুলার কাগজ। বাংপ্র। বি।

তুলতুল—তুলার মত নরম অবস্থা। বাংপ্র। অ।

তুলতুলে—তুলার মত নরম, অতি কোমল, সুখস্পর্শ ('— গাল')। বাংপ্র। বিণ।

তুলনা—সাদৃশ্য, উপমা ; পরিমাণ। তুল্ (ওজন করা)+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

তুলনীয়—তুলনার যোগ্য। তুল্+অনীয় কর্ম। বিণ।

'—স্বনামখ্যাত ছোট গাছ বা তাহার পাতা। তুলা (সাদৃশ্য)—সো (নাশ করা)+অন্ কর্ত্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ইহা অরম্য ; পুরাতন জ্বরে কৃষ্ণ-তুলসীর রস অতি হিতকারী। তুলসী দুর্গন্ধনাশক ও ম্যালেরিয়ার বিষম শত্রু। শিশুর জ্বরে মধুসহ ইহার রস সেবন করাইলে শীঘ্র জ্বরের উপশম হয়। ইহা পরিপাকশক্তি-বর্ধক, তাপজনক, মশকনাশক, পবিত্র।

তুলসীবৃক্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে দুই প্রকার পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। (১ম) বিষ্ণুপুরাণমতে, জলন্ধর-পত্নী বৃন্দার দেহভস্ম হইতে তুলসীর জন্ম হয় ['জলন্ধর' দ্রঃ]।

(২য়) ব্রহ্মপুরাণমতে,-- তুলসী পূর্বে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধার সখী ছিলেন। কোন কারণে শ্রীমতী তুলসীর প্রতি রুষ্টা হইয়া অভিশাপ প্রদান করায় ইনি রাজা ধর্ম-ধ্বজের তনয়ারূপে জন্মগ্রহণ করেন। যৌবনের প্রারম্ভকালে তুলসী তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে একদিন ধ্যান-মগ্ন গণেশদেবকে দেখিয়া ইনি তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত হন, এবং তাঁহার তপোভঙ্গ করিয়া তদীয় পত্নী হইবার অভিলাষ করেন। দারপরিগ্রহে ধর্মসাধনের ব্যাঘাত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া গণেশ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তুলসী তাঁহাকে অভিসম্পাত করিলেন যে, "অচিরে তোমাকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে।" তখন গণেশও তুলসীকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, "তুমি যেরূপ কামাতুরা, তাহাতে তুমি দেবভোগ্যা না হইয়া অসুরভোগ্যা হইবে।" অতঃপর শঙ্খ-চূড় নামক অসুরের সহিত তুলসীর বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে শঙ্খচূড়ের সহিত দেব-গণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, পতিপ্রাণা তুলসী বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার ফলে স্বয়ং মহাদেবও শঙ্খচূড়কে বধ করিতে অসমর্থ হইলেন। তখন দেবগণের একান্ত অনুরোধে বিষ্ণু, শঙ্খচূড়ের বেশ ধরিয়া তুলসীর সতীত্ব নষ্ট করিলে, অসুর-রাজ স্বীয় পূর্বপ্রাপ্ত বরের শর্তানুসারে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর পতি-পরায়ণা তুলসী পতিবিরহে শোকাকুলা হইয়া বিষ্ণুর পদে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিলে তাঁহার শরীর হইতে গণ্ডকীশিলার এবং কেশ হইতে তুলসীবৃক্ষের উদ্ভব হইল।

তুলসীদাস-সুবিখ্যাত হিন্দী কবি ও পরম ভক্ত সাধু। ব্রাহ্মণকুলে ইঁহার জন্ম। উপযুক্ত বয়সে বিবাহ করিয়া ইনি সংসারী হন। ইনি পত্নীপ্রেমে এতদূর মুগ্ধ ছিলেন যে, একদণ্ডও তাঁহাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না, এজন্য ভার্যাকে তাঁহার পিত্রালয়ে যাইতে দিতেন না। একদা শ্বশুরের নিতান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া স্ত্রীকে পাঠাইয়া দিলেন বটে, কিন্তু নিজেও বাহকগণের সহিত পদব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। ইহাতে ইঁহার পত্নী অতি দুঃখের সহিত মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "হায়! এতটুকু অনুরাগ যদি তোমার ভগবানের প্রতি হইত, তাহা হইলে আজ ভাগ্যফল অন্যরূপ হইত।" ভার্যার এই কথায় তুলসীদাসের জ্ঞানোদয় হইল। অতঃপর ইনি সেই অনুরাগ ঈশ্বরে অর্পণ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। ইহার পর তুলসীদাস আর পত্নীর সমভিব্যাহারী হইলেন না, গৃহেও ফিরিয়া গেলেন না। সেই দিন হইতে তিনি ঈশ্বরান্বেষণে বহির্গত হইলেন, এবং সাধন ভজন দ্বারা ধর্মমার্গে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, একদা একটি রমণীকে সহমরণে গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া তুলসীদাস তাঁহাকে প্রকৃত ধর্মোপদেশ প্রদানপূর্বক নিবৃত্ত করেন এবং তাঁহার মৃত বা মৃতকল্প পতিকে জীবিত করিয়া দেন। এই সংবাদ শুনিয়া দিল্লীশ্বর আকবর ইঁহাকে কোনরূপ অলৌকিক কার্য দেখাইতে অনুরোধ করেন ; কিন্তু ইনি তাহাতে অস্বীকৃত হওয়াতে আকবর কর্তৃক কারারুদ্ধ হন, এবং পরে মুক্তিলাভ করেন।

তুলসীদাস হিন্দী ভাষায় রামচরিত প্রণয়ন করেন। ইঁহার সেই গ্রন্থ "তুলসী রামায়ণ" নামে খ্যাত। এই রামায়ণ বেদ শাস্ত্রের ন্যায় হিন্দুস্থানবাসীর প্রতি গৃহে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে পঠিত ও সম্মানিত হয়। তুলসীদাসের নীতি ও ধর্মবিষয়ক দোঁহাবলী অমূল্য রত্ন।

তুলা—১। পরিমাণদণ্ড, ওজনের দাঁড়ি, নিক্তি ; ভারের পরিমাণ ; শত পল পরিমাণ (৪০০ তোলা) ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির সপ্তম রাশি, ভাণ্ড। তুল্ (ওজন করা)+অ করণ। ২। তুলনা ; সাদৃশ্য। তুল্+অ ভাব। ৩।

স্তোপরিস্থ কাঠ। তুল+অ কর্ম। বি; স্ত্রী। ৪। কার্পাস। বি। ৫। উত্তোলন করা, উঠানো। বাংপ্র। ক্রি।

তুলাকুট—১। ওজনে কম দেওয়া, ওজন বিষয়ে ছলনা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী। ২। যে ওজনে কম দেয়। তুলাতে কূট (ছল) আছে যাহার, বহু। বিণ।

তুলাকোটি, তুলাকোটী—নূপুর; তুলাদণ্ডের অগ্রভাগ; অর্বুদসংখ্যা। বি; স্ত্রী।

তুলাদণ্ড—পরিমাণদণ্ড; নিক্তি; দাঁড়ি। ৬তৎ। বি; পু।

তুলাদান—আপনার দেহপরিমাণানুরূপ দান। বি; ক্লী। [পু।

তুলাধর—সূর্য। তুলা—ধৃ+অন্ কর্তৃ। বি;

তুলাধার—১। তুলাদণ্ডধারী, বাণিজ্যকারী। তুলা শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ। ২। তুলারাশি; তুলা দণ্ডরজ্জু। বি; পু। ৩। কাশীস্থ জনৈক সাধুপুরুষ। ইনি ধর্মমার্গে সবিশেষ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দৈববাণীর আদেশক্রমে জাজলি ঋষি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তুলাধার তাঁহাকে মোক্ষপদপ্রাপ্তির সার উপদেশ প্রদান করেন।

তুলাধারী (-ধারিন্) যে ওজন করে। তুলা শব্দ-ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**তুলাধারিণী**।

তুলাপুরুষ—মহাদান বিঃ [ইহাতে আপনার ওজনের পরিমাণ স্বর্ণাদি দান করিতে হয়]। মধ্যপ। বি; পু।

তুলাব্রত—আত্মপরিমাণতুল্য কোন ধাতুদানরূপ ব্রত। বি; ক্লী। [অষ্টধাতুর তুলায় মনোবাক্-কায়-সম্ভব সর্ব পাপের বিমুক্তি হয়। সুবর্ণ তুলায় পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দশ পুরুষের উদ্ধার হয় এবং কখনও দারিদ্র্য হয় না। রজত তুলায় স্বর্গলাভ হয়। তাম্র তুলায় কুষ্ঠাদি বহুরোগের মোচন হয়। কাংস্য তুলায় ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি হয়। লৌহ তুলায় যমাধিপ হয়। পিত্তল তুলায় অপ্সরোপরিবৃত বিমানে ও স্বর্গে সুখে বাস করে। সীসকের তুলায় গন্ধর্বত্ব লাভ হয়। রঙ্গের তুলায় চন্দ্রসাযুজ্য প্রাপ্তি হয়।]

তুলামান—তুলাদণ্ডে পরিমাণকরণ। ৩তৎ। বি; ক্লী।

তুলারাম-খেলারাম—উদ্বেগপূর্ণ অস্থিরতার ভাব। বাংপ্র। বি।

তুলিত—উপমিত; যাহা ওজন করা হইয়াছে এমন। বিণ। [বিণ।

তুল্য—সদৃশ, একরূপ, সমান। তুলা+য্য।

তুল্য-মূল্য—সমান মূল্যবান্, সমকক্ষ। বহু। বিণ।

তুল্যযোগিতা—কাব্যালংকার বিঃ। বি; স্ত্রী।

তুল্যাঙ্ক—যাহাদের মান সমান এমন; সমশক্তি, equivalent. বহু। বিণ।

তুষ, তুস—ধান্যত্বক্, ধানের খোসা। তুষ্ (তুষ্ট করা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

তুষ-তুষলি—বালিকাদের ব্রত বিঃ। [পৌষমাসে অনুষ্ঠেয়। স্বামীর ধনধান্য কামনায় নূতন ধান্যের তুষ ও গোময় দূর্বা দিয়া গোলক নির্মাণপূর্বক সরিষা-পুষ্পদ্বারা পূজা করা হয়।] বাংপ্র। বি।

তুষা—১। ধান্যত্বক্, তুষ। তুষ শব্দ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। তুষ্ট করা। কপ্র। ক্রি।

তুষানল—তুষের আগুন; তুষাগ্নিতে জীবিত দেহের দাহরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিঃ; যে শোক নির্বাপিত হয় না। ৬তৎ; বা তুষ-জাত যে অনল, মধ্যপ। বি; পু।

তুষার—১। হিম; নীহার, স্বাভাবিক বরফ; জলকণা, গুঁড়াগুঁড়া বৃষ্টি। তুষ্+আরক্ কর্তৃ। বি; পু। ২। স্নিগ্ধ; শীতল। বিণ।

তুষারকর—১। চন্দ্র। তুষার (শীতল) কর যাহার, বহু। ২। কর্পূর। তুষার (শীতল)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি; পু।

তুষারগিরি—হিমগিরি, হিমালয়। তুষার পূর্ণ গিরি, অথবা তুষার-প্রধান গিরি, মধ্যপ। বি; পু।

তুষারধবল—বরফের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। তুষারের ন্যায় ধবল, মধ্যপ। বিণ।

তুষারমূর্তি, তুষারাংশু—চন্দ্র। তুষার (শীতল) হইয়াছে মূর্তি (আকার) বা অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

তুষিত—৩৬-সংখ্যক গণদেবতা। তুষ্+কিতচ্ কর্তৃ। বি; পু।

তুষিল—তুষ্ট করিল। কপ্র। ক্রি।

তুষ্ট—তৃপ্ত; সন্তুষ্ট; আহ্লাদিত। তুষ্ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্তোষ; আহ্লাদ; হর্ষ; মাতৃকা বিঃ। তুষ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

তুষ্টিমান্ (-মৎ)—১। সন্তোষবিশিষ্ট। তুষ্টি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**তুষ্টিমতী**। ২। কংসের ভ্রাতা। বি; পু। [বি।

তুসলি—তুষ, ধানের খোসা। প্রা কপ্র।

তুহিন—১। শীতল, স্নিগ্ধ। বিণ। ২। হিম, তুষার; জ্যোৎস্না। তুহ্ (পীড়া দেওয়া)+ইন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

তুহিনকর—চন্দ্র; কর্পূর। তুহিন (শীতল) কর যাহার, বহু। বি; পু।

তুহিনদীধিতি, তুহিনাংশু—চন্দ্র, হিমাংশু। তুহিন (শীতল) দীধিতি, অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

তুহিনাদ্রি—হিমাদ্রি, হিমালয়। তুহিন প্রধান যে অদ্রি, মধ্যপ। বি; পু।

তুহু, তুহুঁ—তুমি। প্রা কপ্র। সর্ব।

তূণ, তূণীর—শরধি, বাণাধার। তূণ্ (পূর্ণ করা)+ক, ঈরন্ কর্ম। বি; পু।

তূণক—পঞ্চদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]। বি; ক্লী। [বিণ।

তূণকি—তুঁতের মত, নীলবর্ণ। প্রা কপ্র।

তূণি—সঙ্কোচ। তূণ+ই ভাব। বি; স্ত্রী।

তূণী—১। তূণ, শরধি, বাণাধার। তূণ+ঈপ্। ২। সংকোচ। তূণ্+ই ভাব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তূতক—তুঁথ, তুঁতে। বি; ক্লী।

তূবর—শ্মশ্রুহীন লোক, মাকুন্দ; নপুংসক; শৃঙ্গহীন বৃষ; কষায় রস। তূ (বধ করা ইত্যাদি)+ষ্বরচ্ কর্তৃ। বি; পু।

তূরী—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, trumpet বিঃ। তূর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

১। সত্বর। ত্বর্ (বেগে চলা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

—ত্বরা। ত্বর্+ক্তি (মতান্তরে নি) ভাব। বি; স্ত্রী।

তূর্য—একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। তূরী+য্য, বা চতুর্+য্য। বি; ক্লী।

তূর্যধ্বনি—বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। ৬তৎ। বি; পু।

তূল—১। আকাশ। বি; ক্লী। ২। তুলা, কার্পাস; শিমুলতুলা। তূল্ (পূরণ করা ইত্যাদি)+ক কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

তূলক—কার্পাস। তূল্+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী। [স্ত্রী।

তূলনালী—তুলার পাইজ। ৬তৎ। বি;

তূলা—কার্পাস শিমুল প্রভৃতি ফলের ভিতরকার সাদা আঁশ। তূল্+ক কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী। **তুলা ধোনা**—ধুনুরদিগের দ্বারা তুলার আঁশ ছাড়া-ছাড়া করা; তীব্রভাবে প্রহার করা।

তূলি, তূলী, তূলিকা—বর্তিকা, চিত্রসাধনী, যাহা বা যে মোমাদিযুক্ত লেখনী দ্বারা রঙ লইয়া চিত্র অঙ্কিত করা হয়; তুলময়ী শয্যা। তূল্ (পূরণ করা ইত্যাদি)+ই, ঈ কর্তৃ। পক্ষান্তরে তূলি+কণ্ স্বার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

তূষ্ণীক—তূষ্ণীভূত, নীরব, মৌনী। তূষ্ণীম্ শব্দ+অক। বিণ।

(তূষ্ণী)—নীরব; মৌন। তুষ্ (তুষ্ট করা বা হওয়া)+নীম্ কর্তৃ। অ।

—মৌনাবলম্বন, নীরব থাকা। তূষ্ণীম্—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। বিণ—**তূষ্ণীভূত**।

তৃণ—ঘাস, খড় প্রভৃতি বা ঐ জাতীয়

গ্দ্। তৃণ (ভক্ষণ করা)+ক কর্ম। বি; ক্লী।
তৃণ-কুটী, -কুটীর—খড়ের কুঁড়ে, খ'ড়ো ঘর। মধ্যপ। বি; স্ত্রী, ক্লী।
তৃণকেতু—বংশ, বাঁশ; তালগাছ। তৃণমধ্যে কেতু, ৭তৎ। বি; পু।
তৃণজাতি—উলুখড়। তৃণ হইতে জাতি (জন্ম) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।
তৃণজ্ঞান—তৃণতুল্য বোধ করা, তুচ্ছজ্ঞান। বি; ক্লী।
তৃণদ্রুম—তৃণবৎ শাখাহীন বৃক্ষ; বাঁশ গাছ; নারিকেল গাছ; সুপারি গাছ; তাল গাছ; তালী; খর্জুর; হিন্তাল গাছ। তৃণবৎ (তৃণের ন্যায় অসার) দ্রুম, মধ্যপ। বি; পু।
তৃণধান্য—নীবার, শ্যামাক, উড়িধান (শ্যামা কোদো) প্রভৃতি [এই ধান্যের সূক্ষ্মতণ্ডুল অতি স্বাস্থ্যকর, কুরণ্ড-রোগনাশক, বায়ুপিত্ত উপশমকারী। ইহা যোগিগণের খাদ্য]। তৃণজাত যে ধান্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।
তৃণবৎ—তৃণতুল্য। তৃণ শব্দ+বৎ সাদৃশ্যার্থে। অ। [মধ্যপ। বি; পু।
তৃণবিন্দু—জনৈক মুনি। তৃণস্থিত বিন্দু,
তৃণবিন্দুসরঃ—তৃণবিন্দু মুনির সরোবররূপ তীর্থ [ইহা কাম্যক বনের নিকট মরুভূমির প্রান্তভাগে অবস্থিত]। বি; ক্লী।
তৃণভোজী (-ভোজিন্)—তৃণভক্ষণকারী, তৃণজীবী। তৃণ ভোজন করে যে, উপতৎ; তৃণ—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।
তৃণরাজ—নারিকেল গাছ; তাল গাছ। তৃণদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।
তৃণাদ—তৃণভোজী। উপতৎ; তৃণ—অদ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।
তৃণাবর্ত—১। ঘূর্ণিবায়ু। তৃণের আবর্ত (ঘূর্ণি) হয় যদ্দারা, বহু। ২। কংসানুচর দৈত্য বিঃ, কৃষ্ণবধার্থে প্রেরিত হইয়া কৃষ্ণহস্তে নিহত হয়। বি; পু।
তৃণাসন—তৃণনির্মিত আসন, মাদুর, দরমা; কুশাসন প্রভৃতি। মধ্যপ। বি; ক্লী।
তৃণোদ্ভব—১। তৃণজাত। তৃণ হইতে উদ্ভব যাহার, বহু। বিণ। ২। নীবার, উড়িধান। বি; পু।
তৃণ্যা—তৃণরাশি, তৃণসমূহ। তৃণ+য সমূহার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
তৃতীয়—তিনের পূরণ। ত্রি শব্দ+তীয় পূরণার্থে, নিপাতনে। বিণ।
তৃতীয়ক—ত্র্যাহিক জ্বর। বি; পু।
তৃতীয়প্রকৃতি—নপুংসক, ক্লীব। প্রকৃতি যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।
তৃতীয়া—১। 'তৃতীয়' দ্রঃ। তৃতীয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পরবর্তী তৃতীয়া তিথি। বি; স্ত্রী।
তৃতীয়াকৃত—১। তিনবার কৃষ্ট। তৃতীয় শব্দ+ডাচ্—কৃ+ক্ত কর্ম। ২। তৃতীয়া তিথিতে সম্পাদিত। ৭তৎ। বিণ।
তৃপ্ত—আহ্লাদিত; সন্তুষ্ট; হৃষ্ট। তৃপ্ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
তৃপ্তি—আনন্দ, সন্তোষ, হর্ষ; ক্ষুন্নিবৃত্তি; তৃষ্ণানিবৃত্তি। তৃপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
তৃষা—পিপাসা; আকাঙ্ক্ষা, লিপ্সা; ভোগের স্পৃহা। তৃষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।
তৃষাতুর, তৃষ্ণাতুর—তৃষ্ণায় কাতর। তৃষা বা তৃষ্ণা দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ।
তৃষিত—তৃষ্ণার্ত; পিপাসিত; ইচ্ছু; লুব্ধ। তৃষ্ (তৃষ্ণার্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
তৃষ্ণা—জলপানেচ্ছা, পিপাসা; লিপ্সা; রোগ বিঃ। তৃষ্+নক্ ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।
তৃষ্ণাক্ষয়—তৃষ্ণার নাশ; ভোগলিপ্সার অবসান। ৬তৎ বি; পু।
তৃষ্ণাতুর—পিপাসায় কাতর; তৃষ্ণার্ত। তৃষ্ণা দ্বারা আতুর (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ।
তৃষ্ণার্ত, তৃষার্ত—অত্যন্ত পিপাসিত। তৃষ্ণা বা তৃষা দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ।
তৃষ্ণালু, তৃষালু—তৃষ্ণাযুক্ত, পিপাসিত। তৃষ্ণা বা তৃষা+আলু অস্ত্যর্থে। বিণ।
তৃষ্য—১। লোভনীয়; বাঞ্ছনীয়। তৃষ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ২। লোভ; বাঞ্ছা। তৃষ্+ক্যপ্ ভাব। বি; ক্লী।
তে—১। তিন (সাধারণতঃ কোন শব্দের পূর্বে বসে)। <ত্রি। বিণ। ২। কারকের বিভক্তি বিঃ; দ্বারা দিয়া বা মধ্যে; পাদপূরক শব্দ বা কথার মাত্রা। <তু। অ।
তেই, তেঁই—তাই, সেইজন্য। কপ্র। অ।
তেইশ—ত্রয়োবিংশতি, ২৩। বাংপ্র। বিণ বা বি।
তেইশে—মাসের ত্রয়োবিংশ দিবস। বাংপ্র। বি বা বিণ।
তেউটে—একত্র মিশানো বহুবিধ দাল। বাংপ্র। বিণ।
তেউড়—কলা বাঁশ ইত্যাদির চারা। বাংপ্র। বি।
তেওড়া—বাঁকা বা তোবড়ানো। বাংপ্র। বিণ।
তেওড়ানো—বাঁকিয়া বা তুবড়ে যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
তেওয়ারী—পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। <ত্রিবেদী। বি। [বি।
তেঁতুল—প্রসিদ্ধ অম্লফল, তিন্তিড়ি। বাংপ্র।
তেঁতুলে—১। তেঁতুল সংক্রান্ত বা সদৃশ ('— বিছা')। ২। হিন্দু বাগদী জাতির শ্রেণীনির্দেশক। বাংপ্র। বিণ।
তেঁদড়, ত্যাঁদড়—দুর্বৃত্ত, দুরন্ত, ঢেঁটা; নির্লজ্জ। বাংপ্র। বিণ।
তেঁহ—তিনি, সে, তাহাতে। কপ্র। সর্ব।
তেঁহো—স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।
তেকাঁটা—তেশিরা মনসা গাছ। বহু। বি।
তে-কাঠা—তিনখানা কাষ্ঠে নির্মিত আধার, তে-পায়া। বাংপ্র। বি।
তে-কোণা, -না—ত্রিকোণবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।
তে-চোখো—ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ। ইহার কপালের একটা সাদা মুক্তাচিহ্নকে চোখ বলিয়া ভ্রম হয়। বাংপ্র। বি।
তেগ বাহাদুর—সুবিখ্যাত নবম শিখগুরু। পিতা গুরু হরিকিষণ রায়। পুত্র গুরু-গোবিন্দ। ইনি সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কুদৃষ্টিতে পড়েন। সম্রাট্ ইঁহাকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু ইনি তাহা করেন নাই বলিয়া ইঁহার শিরশ্ছেদ করা হয় (১৬৭৫ খ্রীঃ)। ইঁহার বিখ্যাত উক্তি 'শির দিয়া, সের নাহি দিয়া'।
তেজ—তৃতীয় ('তেজবর', 'তেজপক্ষে')। বাংপ্র। বিণ।
তেজঃ (তেজস্)—১। দীপ্তি; তীক্ষ্ণতা; তাপ; প্রতাপ; ওজঃ; পরাক্রম; পৌরুষ; শক্তি; অপমানাদির অসহন। তিজ্+অস্ ভাব। ২। শুক্র; অগ্নি; সূর্যাদি; স্বর্ণাদি; ঘৃত; মজ্জা; পঞ্চভূতের অন্যতম। তিজ্+অস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।
তেজন—১। তীক্ষ্ণকরণ। তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভাব। ২। বাঁশ। তিজ্+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।
তেজপত্র—দারুচিনিজাতীয় বৃক্ষবিশেষের পত্র, তেজপাত। তিজ্ (তীক্ষ্ণ করা)+অন্ কর্তৃ=তেজ (তীক্ষ্ণকারী); তেজ যে পত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।
তেজপাত, তেজপাতা—দারুচিনিজাতীয় গাছবিশেষের পাতা। বাংপ্র। বি।
তেজবরে—তৃতীয় পক্ষে বিবাহকারী। বাংপ্র। বিণ।
তেজয়ে—ত্যাগ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।
তেজস্—'তেজঃ' দ্রঃ।
তেজসি—ত্যাগ করিতেছ। 'ত্যজসি' এই সংস্কৃত ক্রিয়াপদের অপভ্রংশ। ক্রি।
তেজস্কর—তেজোবৃদ্ধিকারক; উদ্দীপক; বলজনক, শক্তিকারক; দীপ্তিজনক। তেজস্ শব্দ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তেজস্করী**।
তেজস্ক্রিয়—যাহা হইতে একপ্রকার আলোকরাশি আপনা হইতে বাহির হয়, radio-active. বহু। বিণ।
তেজস্বান্ (তেজস্বৎ)—প্রভাবশালী;

বলবান্। তেজঃ আছে ইহার এই অর্থে তেজস্ শব্দ+বতু। বিণ; পু। স্ত্রী—**তেজস্বতী**।

তেজস্বিতা—প্রভাবশালিতা, মানসিক শক্তি; বলবত্তা। তেজস্বীর ভাব এই অর্থে তেজস্বিন্ শব্দ+তা। বি; স্ত্রী।

তেজস্বী (তেজস্বিন্)—তেজোবিশিষ্ট; প্রভাবশালী; মানসিক শক্তিশালী; বলবান্; দীপ্তিমান্; অত্যাচারসহিষ্ণু। তেজঃ আছে ইহার এই অর্থে তেজস্ শব্দ+বিন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**তেজস্বিনী**।

তেজা, ত্যজা-ত্যাগ করা। ত্যজ্ ধাতুজ। কপ্র। ক্রি।

তেজারত—ব্যবসায়; সুদীকারবার, মহাজনি। <আ 'তিজারত'। বি।

তেজারতি—কুসীদ, সুদে টাকা খাটানো। <আ 'তিজারত'। বি। বিণ **তেজারতী**।

তেজালো—তেজস্বী, তেজী, রোকালো, ঝাঁঝালো। বাংপ্র। বিণ।

তেজিত—শাণিত; মার্জিত; উত্তেজিত। তিজ্ (=তেজি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

তেজি-মন্দি—দামের বা বাজারে উঠতি পড়তি। বাংপ্র। বি।

তেজিল—ত্যাগ করিল। কপ্র। ক্রি।

তেজিষ্ঠ—অতি তেজস্বী। তেজস্বিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

তেজী—তেজাল (সকল অর্থে); তেজস্বী; অধিক, উচ্চ, চড়া। বাংপ্র। বিণ।

তেজীয়ান্ (তেজীয়স্)—অতি তেজস্বী। 'তেজস্বী' দ্রঃ। তেজস্+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**তেজীয়সী**।

তেজোগর্ভ—তেজঃপূর্ণ। তেজঃ হইয়াছে গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

তেজোনিধি—১। তেজোবিশিষ্ট, তেজের আকর; তেজঃশালী। তেজের নিধি অর্থাৎ আধার (তেজঃ+নিধি), ৬তৎ। বিণ। ২। সূর্য; অগ্নি; দুর্বাসা। বি; পু।

তেজোময়—তেজঃপূর্ণ; জ্যোতির্ময়, দীপ্তিশীল; ভাস্বর; উজ্জ্বল। তেজস্+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**তেজোময়ী**।

তেজোমূর্তি—১। তেজঃপূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট। তেজোময়ী মূর্তি যাহার (তেজঃ+মূর্তি), বহু। বিণ। ২। সূর্য। বি; পু।

তেজোরূপ—পরব্রহ্ম; তেজঃস্বরূপ। তেজঃ হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বি; ক্লী।

তেঞি—১। সেইজন্য, সে, তিনি। সর্ব। ২। তাহাতে; তাই, সেইজন্য। প্রা কপ্র। অ।

তেড়ি—বাঁকা সিঁথি, তির্যক্ সীমন্ত, টেরি। বাংপ্র। বি।

তেড়ে—তাড়া করিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

তেড়েফুঁড়ে—হঠাৎ তাড়া করিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

তেতলা, তেতালা—ত্রিতল, তিনতলা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তেতাল্লিশ—ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ, ৪৩। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তেতো-তিত, তিক্ত। বাংপ্র। বিণ।

তেত্রিশ-ত্রয়স্ত্রিংশৎ, ৩৩। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তেন-সেইজন্য, তেমন। তদ্ শব্দ+এন। অ।

তেনা—ছিন্নবস্ত্র, চীর, ছেঁড়া কাপড়, কানি, নেকড়া, টেনা। বাংপ্র। বি।

তেপান্তর—তিপান্তর (তাহা দ্রঃ)।

তে-পায়া—তিন পদবিশিষ্ট, ঐরূপ টেবিল, tea-poy. বাংপ্র। বিণ ও বি।

তেমতি—তেমন, সেই প্রকার। কপ্র। বিণ।

তেমন, তেমনি, তেমনই, তেন্নি সেইরূপ, পূর্বকার অনুযায়ী। বাংপ্র। বিণ।

তে-মাথা—তেরাস্তা, যেখানে তিনটি পথ একত্র মিলিয়াছে; তিন মস্তক; ত্রিশিরা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তে-মুহানি—যেখানে নদীর তিন মুখ একত্র মিশিয়াছে। বাংপ্র। বি।

তে-মোহানা—তিনটি নদীর সংযোগস্থান। বাংপ্র। বি।

তেয়াগ—ত্যাগ। কপ্র। বি।

তেয়াগা—ত্যাগ করা। কপ্র। ক্রি।

তের—ত্রয়োদশ, ১৩। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তেরচা, তেরছা—বক্র, কুটিল; আড়ভাবে। <তির্যচ্। বিণ বা ক্রি-বিণ।

তেরছ—তেরচা, বক্র। প্রা কপ্র। বিণ।

তেরপল—তিরপল (তাহা দ্রঃ)।

তেরস্পর্শ—ত্র্যহস্পর্শ শব্দের অপভ্রংশ। বাংপ্র। বি।

তেরি—তোর, তোমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তেরিজ—(গণিতে) যোগ, সংকলন। আ। বি।

তেরিমেরি—তোর মোর বলা; অশ্লীল গালাগালি; চোটপাট, কড়া কথা। হি-মু। বি।

তেরিয়া—রুক্ষমেজাজ, উগ্রস্বভাব; মারমুখো; উদ্ধত। বাংপ্র। বিণ।

তেরোদশী—ত্রয়োদশী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তেরোস্পর্শ—যে দিনে তিনটি তিথির সংস্পর্শ হয়। < ত্র্যহস্পর্শ। বি।

তেল—তিল-সর্ষপাদির স্নেহময় রস; অহংকার; বাড়াবাড়ি। < তৈল। বি।

তেল দেওয়া—তোষামোদ করা।

তেলচিটে—তেল ও ধুলাদি মাখানো। বাংপ্র। বিণ।

তেলা-তৈলাক্ত; ভাবৎ মসৃণ, চিক্কণ; নেড়া। বাংপ্র। বিণ।

তেলাকুচা—বিম্বফল, বিম্বী। বাংপ্র। বি।

তেলামি—অহংকার। বাংপ্র। বি।

তেলানো—তৈলাক্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

তেলাপোকা—তৈলপায়িকা, আরশুলা, cockroach. বাংপ্র। বি।

তেলামাথা টেকো; যাহার সাহায্যের প্রয়োজন নাই অর্থাৎ ধনী। বাংপ্র। বি।

তেলিঙ্গানা—'তেলেঙ্গা' দ্রঃ।

তেলী—হিন্দুজাতি বিঃ, কলু। বাংপ্র। বি। স্ত্রী—**তেলিনী**।

তেলেগু—দক্ষিণভারতে প্রচলিত দ্রাবিড় ভাষা বিঃ; তেলেঙ্গা, অন্ধ্রদেশীয়। <ত্রিকলিঙ্গ। বি বা বিণ।

তেলেঙ্গা, তেলিঙ্গানা—১। তৈলঙ্গদেশবাসী; মাদ্রাজী; হৃষ্টপুষ্ট। বিণ। ২। পিপীলিকা বিঃ; ক্ষুদ্রজাতীয় বিষাক্ত সর্প বিঃ। বি। ৩। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রাচীন রাজ্যের নাম। তেলেঙ্গা মহাদেবের "ত্রিলিঙ্গ" বা ত্রিকলিঙ্গ নামের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত। পূর্বে ইওরোপীয়গণ এদেশকে "জেন্টু" (Gentoo) নামে অভিহিত করিত। এদেশের ভাষা তেলেগু। নিজামের প্রজাগণের কিয়দংশমধ্যে এবং মাদ্রাজ প্রদেশের উত্তরাংশে (বেলারী ও প্রায় উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত) এই ভাষা কথিত হয়। তেলেগুভাষীরা অধ্যবসায়ী এবং কৃষি ও নাবিকের কার্যে সুনিপুণ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মাদ্রাজী সৈন্য এই তেলেঙ্গা জাতি লইয়া গঠিত হইয়াছিল।

তেলেনা—তেরে না তানা না ইত্যাদি অর্থহীন শব্দে রচিত গান। বাংপ্র। বি।

তেলো—তালু; মাছের তালুতে জাত স্নেহপদার্থ বা তেল; করতল; পায়ের চেটো। বাংপ্র। বি।

তেষট্টি—তিষট্টি; ৬৩ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

তেষ্টা—পিপাসা। <তৃষ্ণা। বি।

তে-সনী—তিন বৎসরের নিমিত্ত, ত্রৈবার্ষিক। বাংপ্র। বিণ।

তেসরা—মাসের তৃতীয় দিবস; তৃতীয়। বাংপ্র। বিণ বা বি।

তেহাই—এক-তৃতীয়াংশ, তিন ভাগের এক ভাগ; (সংগীতে) সম বা তাল শেষ করিবার পূর্বে বাদ্যযন্ত্রে তিনবার আঘাত। <ত্রিঘাত। বি।

তেহারা—তিন পাকবিশিষ্ট, তিন খেইযুক্ত (সুতা ইত্যাদি)। বাংপ্র। বিণ।

তৈ—১। একপ্রকার আংটাহীন ছোট কড়াই।

বাংপ্র। বি। ২। তাই, সেইজন্য, তাহাতে। প্রা কপ্র। অ।

তৈক্ষ্ণ্য—তীক্ষ্ণতা। তীক্ষ্ণ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

তৈছন, তৈসন—সে রকম, সেরূপ। প্রা কপ্র। বিণ।

তৈছনে—তখনই, তৎক্ষণাৎ। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

তৈজস—১। তেজোবিকার; ধাতুনির্মিত। তেজস্+ষ্ণ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**তৈজসী**। ২। ধাতুনির্মিত দ্রব্য। বি; ক্লী।

তৈজসাবর্তনী—মুষা, ধাতুদ্রবণ পাত্র, মুচি। তৈজসের আবর্তনী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তৈতিক্ষ—তিতিক্ষাশীল, ক্ষমাপরায়ণ, সহিষ্ণু। তিতিক্ষা+ষ্ণ শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**তৈতিক্ষী**।

তৈত্তির—তিত্তিরি পক্ষী; তিত্তিরি পক্ষিসমূহ। তিত্তির শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে বা সমূহার্থে। বি; পু বা ক্লী।

তৈত্তিরীয়—তিত্তিরসম্বন্ধীয়; তিত্তিরিপ্রোক্ত; যজুর্বেদ শাখাধ্যায়ী। [তৈত্তিরী সংহিতার ভাষ্যের অবতরণিকা প্রভৃতি পাঠে জানা যায় যে, বৈশম্পায়ন মুনি ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া স্বীয় শিষ্যগণকে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে অনুমতি প্রদান করিলে শিষ্যগণ-মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অসম্মত হওয়ায় তাঁহাকে শিষ্যত্ব ত্যাগের কথা বলা হয়। তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য বৈশম্পায়ন ঋষির নিকট শিক্ষিত মন্ত্রগুলি বমন করিলে অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণ তিত্তিরি পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া উহা গ্রহণ করেন; সেই অবধি তাঁহারা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন।] তিত্তিরি+ণীয়। বিণ।

তৈত্তিরীয়া—১। তিত্তির-সম্বন্ধীয়া ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। যজুর্বেদের শাখা বিঃ। বি; স্ত্রী।

তৈনাত, তৈনাতি—কর্মে নিয়োগ বা বাহাল। প্রা কপ্র। বিণ।

তৈমুর লঙ্গ—(১৩৩৫—১৪০৫ খ্রীঃ)। সমরখন্দের কুখ্যাত বীর ও ভারত আক্রমণকারী। ইনি চেঙ্গিস খাঁর বংশধর। পিতা আমীর তুরাঘাই। জন্ম মধ্য এশিয়ার সগদেনিয়ার কুশনগরে। ইনি সমগ্র এশিয়া মাইনর, স্মার্না প্রভৃতি জয় করেন। ইনি সম্রাট মাহমুদ তোগলকের সময় দিল্লী আক্রমণ করিয়া রক্তগঙ্গা বহাইয়া দেন। ইনি খোঁড়া ছিলেন।

তৈয়ার, -রি—১। তৈরি, তয়ের, প্রস্তুত করণ, নির্মাণ। ফা। বি।

তৈয়ারী, তৈরী, তয়েরী—প্রস্তুত; পরিপক; কাজিল; চতুর। ফা। বিণ।

তৈর্থিক—দর্শনশাস্ত্রকার, কপিলকণাদাদি। তীর্থ+ষ্ণিক। বি; পু।

তৈল—তিলাদির স্নেহ, তেল। তিল+ষ্ণ বিকারার্থে। বি; ক্লী।

তৈলকার—তেলী, কলু। তৈল—কৃ (করা) +ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

তৈলকিট্ট, -কল্ক—তেলের কাইট; খইল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

তৈলঙ্গ—দেশ বিঃ, আধুনিক কার্ণাটিক; তত্রত্য লোক। বি; পু।

তৈলঙ্গ স্বামী—কাশীর সুপ্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাপুরুষ। পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর। জাতি ব্রাহ্মণ। জন্ম ১৫২৯ শকাব্দায় দাক্ষিণাত্য প্রদেশে হোলিয়া নামক স্থানে। ৪০ বৎসর বয়সে ইনি পিতৃহীন হন; পরে মাতার নিকট কিছু যোগ শিক্ষা করেন। ৫২ বৎসর বয়সে ইঁহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। এই ঘটনায় সংসারে ইঁহার এমন অনাস্থা জন্মে যে, যেখানে মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সেখান হইতে ইনি আর গৃহে ফিরিলেন না। ইঁহার ভ্রাতা সেইখানেই ইঁহার বাসোপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও আহারাদির ব্যবস্থা করাইয়া দিলেন। এইখানে একাদিক্রমে ইনি ২০ বৎসর যোগ সাধনা করেন। ভগীরথ স্বামী নামক পাতিয়ালা রাজ্যের এক সন্ন্যাসীর সহিত তৈলঙ্গ স্বামীর এইখানেই সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইঁহাকে আরও যোগ শিক্ষা দেন ও গণপতি স্বামী এই আখ্যা প্রদান করেন। তৈলঙ্গ স্বামী অতঃপর সেতুবন্ধ রামেশ্বর, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থান পর্যটন করিয়া নর্মদার তীরে মার্কণ্ডেয় ঋষির আশ্রমে অবস্থান করেন। এইখানে খাকিবাবা নামক জনৈক যোগী একদিন দেখিলেন, নর্মদানদীর জল দুগ্ধে পরিণত হইয়া তৈলঙ্গীর নিকট আসিল এবং স্বামীজীও হৃষ্টচিত্তে সেই দুগ্ধ পান করিলেন। খাকিবাবা নিকটে আগমন করিবামাত্র দুগ্ধ আবার জলাকার ধারণ করিল। খাকিবাবা এই আশ্চর্য ব্যাপার সকলকে জ্ঞাত করাইলে এক আন্দোলন উপস্থিত হইল। স্বামীজী বিরক্ত হইয়া এলাহাবাদ পর্যটনপূর্বক কাশীধামে অসি ঘাটের নিকট তুলসীদাসের উদ্যানে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনেককে দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতে জনতাবৃদ্ধি হইল দেখিয়া দশাশ্বমেধ ঘাট ও কাশীর অন্যান্য স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। ইনি দারুণ শীতে শরীরকে জলমগ্ন করিতেন এবং প্রচণ্ড গ্রীষ্মে উত্তপ্ত বালুকার উপর শয়ন করিতেন। জীবনের অন্তিম ভাগে ইনি একপ্রকার মৌনব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। তবে শাস্ত্রীয় কোন প্রসঙ্গের মীমাংসা করিতে হইলে কখন কখন দুই একটি কথা কহিতেন। একই সময়ে ইনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে একরূপে দৃষ্ট হইতেন। কথিত আছে, জনৈক ভক্ত ধনী ইঁহাকে ২০ ভরি ওজনের স্বর্ণবলয় গড়াইয়া পরাইয়া দিয়াছিলেন। এই বলয় অপহরণ মানসে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ব্যক্তি ইঁহাকে ৭।৮ বোতল সুরা পান করাইয়া দেয়। ইহাতে স্বামীজীর কিছুই জ্ঞানশূন্যতা ঘটিল না। পরে স্বয়ং হস্ত হইতে বলয় দুইগাছি উন্মোচন করিয়া দুষ্টগণকে প্রদান করেন। ইঁহাকে যিনি যাহা দিতেন, জাতি এবং দ্রব্যনির্বিচারে স্বামীজী তাহাই পান বা ভোজন করিতেন। ইনি উলঙ্গ হইয়া বেড়াইতেন বলিয়া একদা কাশীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ধৃত হইয়া আনীত হন। ম্যাজিস্ট্রেট ইঁহাকে বস্ত্র পরিধান করিতে বলিলেন এবং তদন্যথায় খানা খাওয়াইয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখাইলেন। স্বামীজী বলিলেন, "তুমি যদি আমার খানা খাইতে পার, তাহা হইলে আমিও তোমার খানা খাইব।" সাহেব প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি খানা?" উত্তরস্বরূপে স্বামীজী মলত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা ভক্ষণার্থে সাহেবকে দিতে গেলেন। সাহেব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিলে স্বামীজী তখনই উহা ভক্ষণ করিলেন। সাহেব আশ্চর্যান্বিত হইয়া সেই দণ্ডেই স্বামীজীকে ছাড়িয়া দিলেন এবং যথেচ্ছ বিচরণ করিতে আদেশ করিলেন। যখন দয়ানন্দ সরস্বতী কাশীধামে আসিয়া পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করেন, তখন সেখানে একটি হুলস্থুল পড়িয়া যায়। শিষ্যগণ স্বামীজীকে এই সকল ব্যাপার অবগত করিলে তিনি একখণ্ড কাগজে দয়ানন্দকে কি লিখিয়া পাঠান। তাহা পড়িয়া দয়ানন্দ কাশীধাম ত্যাগ করেন। ১৮০৫ শকাব্দায় স্বামীজী কাশীর পঞ্চগঙ্গাগর্ভে "লাট" নামধেয় একটি লিঙ্গস্থাপন করেন। পরে যেখানে তাঁহার আশ্রম ছিল, সেইখানে ত্রৈলিঙ্গেশ্বর নামক আর একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এইখানে স্বামীজীর একটি মূর্তিও স্থাপিত হইয়াছে। মৃত্যুর ১৫ দিন পূর্বে শিষ্যগণকে স্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, ১৫ দিন পরে আমার দেহত্যাগ ঘটিবে। ইঁহার বাসকোঠের সমস্ত দ্বার বন্ধ করিয়া ১৫ দিন ইনি সমাধিস্থ ছিলেন। পঞ্চদশ দিবস আগত হইলে দ্বারসকল উন্মোচন করিতে

আদেশ করেন এবং কোষ্ঠ হইতে বহির্গত হইয়া যোগাসনে উপবেশনপূর্বক প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করেন। ১৮০৯ শকাব্দা পৌষ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে এই মহাপুরুষের জীবাত্মা পরমাত্মায় সম্মিলিত হয়। সংগৃহীত জন্ম-তারিখ যদি নির্ভুল হয়, তাহা হইলে স্বামীজী ২৮০ বৎসর মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করিয়াছিলেন। জীবিতকালে ইনি এত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে, যিনি যখন বারাণসীতে গমন করিতেন, স্বামীজীকে একবার দর্শন করা তাঁহার পক্ষে দেবদর্শনের স্থায় অবশ্য-কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামীজীর শিষ্য ও ভক্তগণ ইঁহাকে দ্বিতীয় বিশ্বেশ্বর বলিয়া অভিহিত করেন। স্বামীজী "মহাবাক্য রত্নাবলী" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

তৈলপ, তৈলপা, তৈলপায়িকা—তেলাপোকা, আরশুলা, আরসোলা। তৈল—পা (পান করা)+ড, পক্ষান্তরে ণক কর্তৃ, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

তৈলপক্ব—তেলে পাক-করা (ঔষধ, ব্যঞ্জন প্রভৃতি)। তৈলে পক্ব, ৭তৎ; কিংবা তৈল দ্বারা পক্ব, ৩তৎ। বিণ।

তৈলবীজ-যে বীজ বা দানা হইতে তেল পাওয়া যায়, তিল সর্ষপাদি, oilseed. তৈলপ্রদ বীজ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তৈলযন্ত্র—তেল বাহির করিবার কল, কলুর ঘানি [এ দেশে করঞ্জা, মৌয়া, রোণা, নিম্ববীজ, পূর্ণাল, ভেরেণ্ডা, তুলাবীজ প্রভৃতির তৈল নিষ্কাশনের বহুবিধ যন্ত্র ছিল, সেগুলি ক্রমেই তিরোহিত হইতেছে]। তৈল-নিষ্পীড়ক যন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তৈলশালা—তৈল প্রস্তুত করিবার ঘর, ঘানিঘর। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তৈলসেক—১। তৈলাক্ততা; তৈলমর্দন। তৈল দ্বারা সেক (সিক্ত করা), ৩তৎ। বি; পু। ২। তোষামোদ। বাংপ্র। বি।

তৈলিক—১। তৈলসম্বন্ধীয়। তৈল+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**তৈলিকী**। ২। তৈলকার, কলু। বি; পু।

তৈলী (তৈলিন্)-তৈলকার, তেলী, কলু। তৈল শব্দ+ইন্। বি; পু। স্ত্রী—**তৈলিনী**।

তৈষী—তিষ্য অর্থাৎ পুষ্যা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা; তিষ্যনক্ষত্রযুক্তা রজনী। তিষ্য+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

তৈহন—'তৈহন' দ্রঃ।

তো—১। তবক, ভাঁজ, পাট। বি। ২। তবে, তাহা হইলে; নিশ্চয়-বোধক শব্দ। বাংপ্র। অ। ৩। তুই, তুমি; তোর, তোমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তোই—তুই, তুমি; তোকে, তোমাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তোকমারি—ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষের বীজ, ইহা জলে ফুলিয়া উঠে ও ফোঁড়ার পুলটিসে ব্যবহৃত হয়। <ফা 'তুখম্-ই-রৈহান'। বি।

তোকে, তোদের—(নিম্ন বয়সের বা স্তরের লোকের প্রতি প্রযোজ্য) তোমাকে, তোমাদের। দেশজ। সর্ব।

তোখোড়—তুখড়, ধড়িবাজ। বাংপ্র। বিণ।

তোজন—ধান্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

তোটক—দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]। বি; ক্লী।

তোড়—জলাদির বেগ; প্রবল স্রোত বা প্রবাহ; প্রাবল্য, প্রচণ্ডতা, চোট। বাংপ্র। বি।

তোড়-জোড়—আবশ্যক উপকরণ, সাজ-সরঞ্জাম, যোগাড়যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

তোড়ন—ভগ্ন কর, ভাঙ্গ, ছিঁড়, ছিঁড়িয়া ফেল। প্রা কপ্র। ক্রি।

তোডরমল্ল দিল্লীশ্বর আকবরের সুপ্রসিদ্ধ রাজস্বসচিব ও একজন প্রধান সেনাপতি। পঞ্জাব প্রদেশে কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে গুজরাট দেশে রাজকার্যে প্রবেশ করেন, এবং আপনার অসাধারণ সদ্গুণের ও সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিয়া ক্রমে আকবরের একজন প্রধান কর্মচারী ও বিখ্যাত লোক হইয়া উঠেন। আকবর নিজে গুণজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে অনেক গুরুতর কার্যের ভার অর্পণ করেন। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ইঁহাকে পাঠানদিগের হস্ত হইতে বঙ্গদেশ জয় করিবার জন্ম নিযুক্ত করেন। অতঃপর ইনি ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলের বিদ্রোহ দমনার্থ রাজা মানসিংহের সহিত প্রেরিত হন। সাম্রাজ্যের সমস্ত ভূমির বন্দোবস্ত ও কর অবধারণের যে প্রথা আকবর প্রবর্তিত করেন, তাহা তোডরমল্লের উদ্ভাবিত; তাহাতেই ইঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ইনি অতিশয় নির্লোভ, অকপট ও অমায়িক লোক ছিলেন।

তোড়া ১। টাকা রাখিবার ছোট থলি, মুদ্রাস্থালী; পুষ্পাদির কৃত্রিম গুচ্ছ বা স্তবক; কটিভূষণ বিঃ; চরণভূষণ বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। ভগ্ন করা, ভাঙ্গা, ছিন্ন করা। হি। ক্রি। ৩। তর্জন, পরুষ উক্তি। প্রা কপ্র। বি।

তোড়ানি—১। ভাঙ্গানি। হি। ২। কাঁজি, আমানি। প্রা কপ্র। বি।

তোড়ানো—ভাঙ্গানো। হি। ক্রি।

তোড়ি—রাগিণী বিঃ, বসন্তরাগের স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

তোতলা—অস্পষ্টভাষী; উচ্চারণকালে যাহার কথা জড়াইয়া যায় এমন। বাংপ্র। বিণ। ক্রি—**তোতলানো**। বি—**তোতলামো, -মি**।

তোতা—একপ্রকার শুকপক্ষী। <ফা 'তূতী'। বি।

তোত্র—প্রাজনদণ্ড, গবাদিপশু-চালন দণ্ড, পাচনবাড়ি; অঙ্কুশ। তুদ (পীড়া দেওয়া)+ষ্ট্রন্ করণ। বি; ক্লী।

তোদ—ব্যথা, পীড়া। তুদ (পীড়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

তোদন—তোত্র (সকল অর্থে)। তুদ+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

তোপ—বৃহৎ আগ্নেয়াস্ত্র, কামান। তু। বি।

তোপখানা—কামানশালা। তু-ফা-মূ। বি।

তোপচিনি—মসলা বিঃ; ওষধি বিঃ, chinaroot. <ফা 'তোবচীনী'। বি।

তোফা—অপূর্ব, উত্তম, খাসা। <আ 'তুহ্‌ফহ্'। বিণ।

তোবড়া—চোপসা, টোল-খাওয়া। বাংপ্র। বিণ।

তোবড়ানো—১। দুমড়ানো; বাঁকানো; টোল খাওয়ানো। ক্রি। ২। টোল-খাওয়া; দুমড়ানো; বাঁকা। বাংপ্র। বিণ।

তোবা—পরিতাপ, অনুশোচনা, আক্ষেপ; অনুতাপপূর্বক ভবিষ্যতে বর্জনের প্রতিজ্ঞা, তালাক; ঘৃণাসূচক (যেমন—রামরাম, ছিছি)। < 'তৌবহ্'। বি।

তোমর—অস্ত্র বিঃ, শাবলাদি। তু (ধ করা)+বিচ্ কর্তৃ=তো, তদুত্তরে মৃ (মরা)+অল্ করণ। বি; পুং বা ক্লী।

তোমরা মধ্যমপুরুষের প্রথমার বহুবচন। বাংপ্র। সর্ব।

তোমা—তোমাকে; তোমায়; তুমি। কপ্র। সর্ব।

তোয়—১। জল। তু+ডোয় কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। তোতে, তোমাতে; তোকে, তোমাকে। প্রা কপ্র। সর্ব।

তোয়কাম—জলার্থী, জলেচ্ছু। তোয় (জল) হইয়াছে কাম (কাম্য) যাহার, বহু। বিণ।

তোয়কৃচ্ছ্র—১। জলকষ্ট। তোয় সংক্রান্ত কৃচ্ছ্র, মধ্যপ। ২। ব্রত বিঃ, এই ব্রতে কেবলমাত্র জলপান করিয়া থাকিতে হয়। বি; ক্লী।

তোয়দ—১। জলদানকারী। তোয় (জল) দেয় যে এই বাক্যে উপতৎ; তোয়—দা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। জলদ, মেঘ; মুস্তক; ঘৃত। বি; পু।

তোয়দাগম—বর্ষা ঋতু। তোয়দের আগম (আগমন) হয় যাহাতে, বহু। বি; পু।

তোয়ধর—জলধর, মেঘ। ৬তৎ। বি; পু।

তোয়ধি, তোয়নিধি—জলনিধি, সমুদ্র। তোয় (জল)—ধা (ধারণ করা), বা নি—ধা+কি কর্তৃ। বি; পু।

তোয়বিম্ব—জলবিম্ব। তোয়ের বিম্ব, ৬তৎ; অথবা তোয়োদ্গত বিম্ব, মধ্যপ। বি; ক্লী।

তোয়সূচক—ভেক। ৬তৎ। বি; পু।

তোয়াক্কা—আশা, ভরসা। < আ 'তবাক্কু'। বি। **তোয়াক্কা না করা**—কাহারও কথা গ্রাহ্য না করা; কাহারও মুখ না চাওয়া।

তোয়াজ—খাতির, যত্ন, মন আকর্ষণ, আদর অভ্যর্থনা; মনরাখা কাজ; উপদেশ। < 'আ তবাজ্জাহ্'। বি।

তোয়াঞ্জলি—জলাঞ্জলি, এক আঁজলা জল। তোয়পূর্ণ অঞ্জলি, মধ্যপ। বি; পু।

তোয়াধার—জলাধার, জলাশয়। তোয়ের (জলের) আধার, ৬তৎ। বি; পু।

তোয়ালে—গামছা, হাত মুখ মুছিবার মোটা রুমাল বিঃ। <ইং 'towel'. বি।

তোর—তোমার (অবজ্ঞাসূচক)। বাংপ্র। সর্ব।

তোরঙ্গ—পেঁটরা, বাক্স বিঃ, trunk. ইং-মূ। বি।

তোরণ—বহির্দ্বার, ফটক, গেট। তুর (বেগে চলা)+অন অধি। বি; পু বা ক্লী।

তোরা—তোমরা (সম্ভ্রমার্থে)। বাংপ্র। সর্ব।

তোরে—তোমাকে, তোকে। বাংপ্র। সর্ব।

তোলক—তোলা ১ ভরি, ১৬ মাষা। তোল+কণ্ স্বার্থে। বি; পু বা ক্লী।

তোলন—ওজন করা; উত্তোলন, উঠানো। ণিজন্ত তুল্ (=তোলি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ **তোলিত**।

তোলপাড়—আলোড়ন, তুমুল আন্দোলন, উলটপালট ('দেশ, ঘর, কাগজপত্র, ব্যাপার লইয়া —')। বাংপ্র। বি।

তোলা—১। ওজন। ণিজন্ত তুল (ওজন করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভরি-পরিমাণ। < তোল বা তোলক। ৩। হাটে বাজারে বিক্রেতাদিগের নিকট করস্বরূপে যাহা লওয়া হয়, দাম, ভাড়া; উত্তোলন, উঠানো। বি। ৪। যাহা উঠানো হইয়াছে ('— জল'); সহজবাহ্য ('— উনান')। বাংপ্র। বিণ।

তোলা—উত্তোলন করা, উঠানো; জাগানো; উৎপাটন করা; উঠাইয়া ফেলা; অঙ্কিত করা ('ফটো —'); উন্নত করা; উত্থাপন করা; রটনা করা; সংগ্রহ করা। বাংপ্র। ক্রি। **কথা তোলা**—কথা পাড়া। **গা তোলা**—গাত্রোত্থান করা; দাঁড়াইয়া উঠা। **গাছে তোলা**—মিথ্যা আশা ভরসা দেওয়া; অতিরিক্ত প্রশংসা করা। **গায়ে হাত তোলা**—প্রহার করা। **চাঁদা তোলা**—চাঁদা সংগ্রহ করা। **জাতে তোলা**—স্ব-সমাজভুক্ত করিয়া লওয়া। **দাদ তোলা**—প্রতিশোধ লওয়া। **দুধ তোলা**—দুধ উদ্গার বা বমি করা। **পটোল তোলা**—মারা যাওয়া। **পিঠের ছাল তোলা**—মারিয়া হাড় গুঁড়া করা, বেদম ঠেঙ্গানো।

তোলাপাড়া—বারংবার চিন্তা বা আলোচনা; বিছানাদি তোলা ও পাতা। বাংপ্র। বি।

তোলো, তোলোহাঁড়ি—ভাত রাঁধা বড় হাঁড়ি। বাংপ্র। বি।

তোল্য—তুলনীয়, ওজন করণীয়। তুল্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

তোশক—বিছানা; পাতলা গদি। ফা। বি।

তোষ—সন্তোষ; আনন্দ, হর্ষ। তুষ্ (তুষ্ট হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

তোষক—সন্তোষ-সাধক, আনন্দ-দায়ক, হর্ষজনক। ণিজন্ত তুষ্=তোষি (তুষ্ট করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**তোষিকা**।

তোষণ—১। সন্তোষ; আহ্লাদ, হর্ষ। তুষ্ (তুষ্ট হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। সন্তুষ্টকরণ। ণিজন্ত তুষ্ বা তোষি (তুষ্ট করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

তোষণ-নীতি—অপরের অন্যায় সহ্য করিয়া তাহাকে খুশী রাখিবার প্রয়াস। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

তোষামোদ—খোশামোদ, মন যোগানো মোসাহেবি, চাটুকারিতা। <ফা 'খুশামদ্'। বি। বিণ—**তোষামুদে**।

তোষিত তুষ্ট; তর্পিত, সন্তোষিত। ণিজন্ত তুষ্ (তুষ্ট করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

তোসদান—বন্দুকের কার্তুজ রাখিবার বাক্স বা থলি। ফা। বি।

তোহার, তোহারা, তোহারি তোর, তোমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

তৌজি—জমিদার বা প্রজার নাম জমি ও খাজনার পরিমাণ প্রভৃতির হিসাবপত্র বা তালিকা। < আ 'তৌজী'। বি।

তৌর্য—তূর্যবাদ্য; মৃদঙ্গাদি ধ্বনি। তূর্য+ষ্ণ। বি; ক্লী।

তৌর্যত্রিক নৃত্যগীতবাদ্য। তৌর্যের ত্রিক, ৬তৎ। বি; ক্লী।

তৌল—পরিমাণক্রিয়া; মাপন; ওজন; তুলাযন্ত্র। তুলা+ষ্ণ। বি; ক্লী।

তৌলিক ১। পরিমাণকারী, যে ব্যক্তি ওজন করে, কয়াল। তুলা+ষ্ণিক। ২। চিত্রকর, পটো। তুলি+ষ্ণিক। বি; পু।

ত্বক্ (ত্বচ্)—বল্কল, গাছের ছাল; খোসা; চর্ম; স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বচ্ (আবরণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [অগ্নিতে দুগ্ধ জ্বাল দিলে তাহার উপর যেমন সর পড়ে, সেইরূপ শুক্র-শোণিত পরিপক্ব হইয়া দেহ-রূপে যখন পরিণত হয়, তখন ইহার উপর উপর্যুপরি সাতটি ত্বক্ উৎপন্ন হয়। সেই সাতটি ত্বকের নাম—(১) অবভাসিনী, (২) লোহিতা, (৩) শ্বেতা, (৪) তাম্রা, (৫) বেদিনী, (৬) রোহিণী এবং (৭) স্থূলা। এই সাতটি ত্বকের একত্র স্থূলতা পরিমাণ পাঁচ যব ও এক যবের কুড়ি ভাগের উনিশ ভাগ।]

ত্বগিন্দ্রিয়—স্পর্শেন্দ্রিয়। ত্বক্ই যে ইন্দ্রিয়, কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্বগ্দোষ—১। কুষ্ঠরোগ। ত্বকের দোষ (ত্বক্+দোষ), ৬তৎ। বি; পু। ২। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত। ত্বকে দোষ যাহার, বহু। বিণ।

ত্বদীয়—ত্বৎসম্বন্ধীয়, তোমার। যুষ্মদ্ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

ত্বদ্বিধ—ত্বৎসদৃশ, তোমার মত। তোমার বিধার ন্যায় বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

ত্বরমাণ—যে ত্বরা করিতেছে এরূপ। ত্বর্+শান কর্তৃ। বিণ।

ত্বরা বেগ, শীঘ্রতা। ত্বর্ (বেগে চলা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্বরাত্বরি অতি শীঘ্র, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ত্বরান্বিত—ক্ষিপ্র, সত্বর। ত্বরা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

ত্বরাপর ত্বরান্বিত, ত্বরাযুক্ত। ত্বরা হইয়াছে পর (প্রধান) যাহার, বহু। বিণ।

ত্বরিত ১। সত্বর; শীঘ্র। ত্বর্ (বেগে চলা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ত্বরা। ত্বর্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ত্বরিতগমন ১। শীঘ্রগামী। ত্বরিত হইয়াছে গমন যাহার, বহু। বিণ। ২। শীঘ্রগমন। কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্বষ্টা (ত্বষ্টৃ) সূত্রধর; বিশ্বকর্মা। ত্বক্ষ্+তৃন্ কর্তৃ। বি; পু।

ত্বাদৃক্ (ত্বাদৃশ্)—ত্বৎসদৃশ, তোমার ন্যায়। যুষ্মদ্ বা ত্বদ্—দৃশ্+ক্বিপ্ কর্ম। বিণ।

ত্বাদৃশ—তোমার সদৃশ। তোমার ন্যায় দেখা যায় যাহাকে, উপতৎ; যুষ্মদ্ বা ত্বদ্ (তুমি)—দৃশ্ (দেখা)+টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**ত্বাদৃশী**।

ত্বাষ্ট্র—১। ত্বষ্টৃসম্বন্ধীয়। ত্বষ্টৃ শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ত্বাষ্ট্রী**। ২। বৃত্রাসুর। বি; পু।

ত্বিষ্, ত্বিষা—তেজঃ, কান্তি, বর্ণ। ত্বিষ্ (দীপ্ত হওয়া)+ক্বিপ্, আ ভাব। বি; স্ত্রী।

ত্বিষাম্পতি—সূর্য। অলুক্ ৬তৎ। বি; পু।

ত্যক্ত—১। বর্জিত, যাহা ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ; বিসৃষ্ট, দত্ত; ক্ষিপ্ত। ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। ২। জ্বালাতন, বিরক্ত। বাংপ্র। বিণ।

ত্যক্তবিরক্ত—জ্বালাতন, বেজার। বাংপ্র। বিণ।

ত্যজ—ত্যাগ কর, ছাড়। কপ্র। ক্রি।

ত্যজন—ত্যাগ, বর্জন। ত্যজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ত্যজা—ত্যাগ করা, ছাড়া। কপ্র। ক্রি।

ত্যজ্যমান—যাহা ত্যক্ত হইয়াছে এমন। ত্যজ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ত্যাঁদড়—পাজী, দুষ্ট; বেহায়া; হেঁচড়া। <ছিত্বর। বিণ।

ত্যাগ—বর্জন; ছাড়া; বিসর্জন; দান; বৈরাগ্য। ত্যজ্ (ছাড়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ত্যাগপত্র—(স্বত্বাদির) বর্জনলিপি; (সম্পত্তি প্রভৃতিতে) আমার কোন অধিকার নাই এইরূপ লিখিয়া দেওয়া। ত্যাগসূচক পত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ত্যাগশীল—বর্জনস্বভাব, বিসর্জনপ্রিয়, ত্যাগী; দানশীল, দাতা, বদান্য। ত্যাগই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ। বি, **-শীলতা**।

ত্যাগস্বীকার—স্বার্থত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, কামনাবর্জন। ৬তৎ। বি; পু।

ত্যাগী (ত্যাগিন্)—ত্যাগশীল; বর্জনকারী; বিরাগী; বীতস্পৃহ; বিবেকী; দাতা; বীর, শূর। ত্যাগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ত্যাগিনী**।

ত্যাজ্য—ত্যাগের যোগ্য, বর্জনীয়। ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

ত্যাজ্যপুত্র—বর্জিত পুত্র, পৈত্রিক ধনাধিকার হইতে বঞ্চিত ছেলে। কর্মধা। বি; পু।

ত্যাড়া—বাঁকা, হেলানো। <তির্যচ্। বিণ।

ত্যোয়া—তৈয়ার করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ত্রপ—লজ্জা। ত্রপ্+অল্ ভাব। বি; পু।

ত্রপমাণ—লজ্জমান, যে লজ্জা পাইতেছে এরূপ। ত্রপ্+শান কর্তৃ। বিণ।

ত্রপা—১। লজ্জা। ত্রপ্ (লজ্জিত হওয়া) +ও ভাব+আপ্। ২। (কুলের লজ্জা-স্বরূপা বলিয়া) কুলটা, ভ্রষ্টা স্ত্রী, বেশ্যা; কুল; কীর্তি। বি; স্ত্রী।

ত্রপিত—লজ্জিত। ত্রপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ত্রপিষ্ঠ—অতি লজ্জাশীল। 'ত্রপী' দ্রঃ। ত্রপিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ত্রপী (ত্রপিন্)—লজ্জাশীল। ত্রপ বা ত্রপা (লজ্জা) আছে ইহার এই অর্থে ত্রপ বা ত্রপা+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**ত্রপিণী**।

ত্রয়—১। ত্রিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—**ত্রয়ী**। ২। তিন সংখ্যা; ভূত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; দক্ষিণ গার্হপত্য ও আবহনীয়—এই তিন অগ্নি; স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল—এই তিন ভুবন; মন্দাকিনী ভাগীরথী ও ভোগবতী—এই তিন গঙ্গামার্গ; চন্দ্র সূর্য ও অগ্নি—এই তিন শিবচক্ষু; সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ; পরশুরাম রামচন্দ্র ও বলরাম—এই তিন রাম। ত্রি+অয়ট্। বি; ক্লী।

ত্রয়ঃপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন, ৫৩। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃপঞ্চাশত্তম—৫৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়ঃ-পঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ—৪৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়-শ্চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ—৪৩ এই সংখ্যা, বা তৎ-সংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়শ্চত্বারিংশত্তম—৪৩ এই সংখ্যার পূরণ, ত্রয়শ্চত্বারিংশ। ত্রয়শ্চত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

ত্রয়ঃষষ্টি—৬৩ সংখ্যা, বা তৎসংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃষষ্টিতম—৬৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়ঃষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

ত্রয়ঃসপ্ততি—৭৩ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়ঃসপ্ততিতম—৭৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়ঃসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ।

ত্রয়স্ত্রিংশ—তেত্রিশের পূরণ। ত্রয়স্ত্রিংশ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ—৩৩ এই সংখ্যা, বা তৎসংখ্যক। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে ত্রিংশৎ, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম—৩৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়স্ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**

ত্রয়ী—১। ত্রিত্বসংখ্যা-বিশিষ্টা। 'ত্রয়' দ্রঃ। ত্রয়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। তিন সংখ্যা ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ ত্রিবর্গবতী স্ত্রী; ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন। বি; স্ত্রী।

ত্রয়ীধর্ম—সাম ঋক্ ও যজু এই বেদত্রয়োক্ত কর্ম। ত্রয়ীর ধর্ম, ৬তৎ; অথবা ত্রয়ী-নির্দিষ্ট ধর্ম, মধ্যপ। বি; পু।

ত্রয়ীমুখ—ব্রাহ্মণ। ত্রয়ী (তিন বেদ) মুখ যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রয়োদশ—১৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়োদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রয়োদশী**।

ত্রয়োদশ (-দশন্)—১৩ সংখ্যা; ১৩ সংখ্যা-বিশিষ্ট। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োদশী—১। 'ত্রয়োদশ' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ। বি; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশ—২৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রয়ো-বিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

ত্রয়োবিংশতি—তেইশ (২৩)। ত্রয় বা ত্রি দ্বারা অধিকা যে বিংশতি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রয়োবিংশতিতম—২৩ এই সংখ্যার পূরণ, ত্রয়োবিংশ। ত্রয়োবিংশতি+তমট্। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

ত্রসন—১। ত্রাস, ভয়; উদ্বেগ। ত্রস্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ত্রস্ত; উদ্বিগ্ন। ত্রস্+অন কর্তৃ। বিণ।

ত্রসর—তুরি, মাকু। ত্রস্+অর কর্তৃ। বি; পু।

ত্রসরেণু—আলোকরশ্মিতে দৃশ্যমান ধূলিকণা, motes; ৬ পরমাণু বা ৩ দ্ব্যণুর সমষ্টি। ত্রস (গমনশীল) যে রেণু, কর্মধা। বি; পু বা স্ত্রী।

ত্রস্ত—ভীত; চকিত; কম্পিত; বিচলিত। ত্রস্ (ভীত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ত্রাণ—১। রক্ষক। ত্রৈ+অন কর্তৃ। ২। রক্ষিত। ত্রৈ+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। রক্ষা; উদ্ধার। ত্রৈ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ত্রাণকর্তা (-কর্তৃ)—রক্ষাকর্তা, রক্ষক, উদ্ধারকারী, পরিত্রাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী- **ত্রাণকর্ত্রী**।

ত্রাত—যাহার ত্রাণ করা হইয়াছে এরূপ, রক্ষিত। ত্রৈ (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ত্রাতা (ত্রাতৃ)—রক্ষক, রক্ষাকর্তা, ত্রাণকর্তা। ত্রৈ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ত্রাত্রী**।

ত্রায়মাণ—১। রক্ষা করিতেছে এরূপ, রক্ষণ-শীল। ত্রৈ (রক্ষা করা)+শান কর্তৃ। ২। রক্ষিত হইতেছে এরূপ, রক্ষ্যমাণ। ত্রৈ+শান কর্ম। বিণ।

ত্রাস—ভীতি, ভয়; মণির দোষ। ত্রস্ (ভীত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ত্রাসকর—ভীতিজনক। উপতৎ; ত্রাস—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

ত্রাসজনক ভয়ানক, ভয়ংকর, ভীষণ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

ত্রাসিত যাহার ত্রাস জন্মানো হইয়াছে এরূপ, ভীষিত। ত্রাসি+ক্ত কর্ম। বিণ।

ত্রাহি—রক্ষা কর। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। **ত্রাহি ত্রাহি ডাক, -রব, -শব্দ**—ভীষণ ভয় পাইয়া 'রক্ষা কর, রক্ষা কর' এইরূপ চিৎকার।

ত্রি—৩ সংখ্যা, তিন। তৃ (গমন করা) +ড্রি কর্তৃ। বিণ।

ত্রিংশ—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রিংশী**।

ত্রিংশৎ—৩০ সংখ্যা, ত্রিশ। ত্রিরাবৃত্ত যে দশন্ (দশ), মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ত্রিংশত্তম—৩০ সংখ্যার পূরণ। ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তমী**।

ত্রিক—ত্রয়, তিন; পৃষ্ঠবংশধর, মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ, pelvis; ত্রিপথ সংস্থান, তেমাথা রাস্তা; ত্রিফলা; ত্রিকটু, ত্রিমদ। ত্রি+কণ্। বি; ক্লী।

ত্রিকটু—শুঁঠ পিপুল মরিচ এই তিনটি কটু দ্রব্য। ত্রি (তিন) কটুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিকর্ম্মা (ত্রিকর্মন্)—দান যজ্ঞ ও অধ্যয়ন-নিষ্ঠ (ব্রাহ্মণ)। ত্রি (দানাদি তিনটি) হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু।

ত্রিকাল—ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান—এই তিন সময়*; প্রাতঃকাল মধ্যাহ্ন সায়াহ্ন এই তিন সময়। ত্রি (তিন) কালের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিকালজ্ঞ—কালত্রয়দর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কালের সমস্ত কথাই যাঁহার জানা আছে। ত্রিকাল জানে যে, উপতৎ; ত্রিকাল—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ত্রিকালদর্শী (-দর্শিন্) ত্রিকালজ্ঞ, অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান-দ্রষ্টা। ত্রিকাল দর্শন করে এই বাক্যে উপতৎ; ত্রিকাল—দৃশ (দেখা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**দর্শিনী**।

ত্রিকাস্থি—মেরুদণ্ডের নিম্নবর্তী ত্রিকোণ অস্থি, sacrum. কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্রিকুল—পিতৃকুল মাতৃকুল ও শ্বশুরকুল। কর্মধা বা সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিকূট—ত্রিশৃঙ্গ পর্বত। ত্রি (তিন) কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রিকোণ—১। তিনকোণা। ত্রি (তিন) কোণ যাহার, বহু। বিণ। ২। যোনি, ভগ; লগ্নের পঞ্চম ও নবম স্থল; ত্রিভুজ ক্ষেত্র, triangle. বি; ক্লী। ৩। তিনকোণ; ত্রিকোণমিতি (গণিত গ্রন্থ)। কর্মধা। বি; পু।

* যে কাল অতীত হইয়াছে তাহাকে ভূতকাল বলে। অতীতকাল অদ্যতন, অনদ্যতন ও পরোক্ষ ভেদে ত্রিবিধ। যে ক্রিয়া হইতেছে তাহাকে বর্তমান ক্রিয়া, এবং বর্তমান ক্রিয়ার কালকে বর্তমান কাল বলে। আরব্ধ ক্রিয়ার অপরিসমাপ্তি কালকে বর্তমান বলে। বর্তমান চতুর্বিধ —প্রবৃত্তোপরত, বৃত্তাবিরত, নিত্যপ্রবৃত্ত ও সামীপ্য। যে ক্রিয়া হয় নাই ও হইতেছে না তাহাকে ভবিষ্যৎ ক্রিয়া, এবং ভবিষ্যৎ ক্রিয়ার কালকে ভবিষ্যৎ কাল বলে। ভবিষ্যৎ দ্বিবিধ—অদ্যতন ও দূরভব্য।

ত্রিকোণমিতি—রেখা ও কোণ সংক্রান্ত গণিত বিজ্ঞান বিঃ। <ইং 'Trigonometry'. বি।

ত্রিগঙ্গ—তিন নদীর সংগম, তীর্থ বিঃ; ত্রিবেণী, প্রয়াগ। ত্রি (তিন) গঙ্গার (নদীর) সমাহার, দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিগণ—ধর্ম অর্থ কাম—এই তিন। ত্রি (তিন) গণের সমাহার, দ্বিগু। বি; পু।

ত্রিগর্ত—পঞ্জাবের জনপদ বিঃ, কাঙ্গড়া; গণিত বিঃ। ত্রি গর্ত যাহাতে, বহু। বি; পু।

ত্রিগুণ—১। তিনগুণবিশিষ্ট, three times. ত্রি (তিন) গুণ যাহার, বহু। বিণ। ২। সত্ত্ব রজঃ তমঃ—এই তিন গুণ। ত্রি (তিন) গুণের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী। [সত্ত্বগুণ দ্বারা মানব-হৃদয় সত্য, ভক্তি, দয়া প্রভৃতির আধার হয়। প্রকাশই ইহার প্রধান ধর্ম। সত্ত্বগুণ-প্রভাবে জগৎ প্রতিপালিত হইতেছে। রজোগুণের প্রধান কার্য চেষ্টা, ইহার প্রভাবেই জগৎ হইয়াছে ও হইতেছে। দ্বেষ, অহংকার, দাম্ভিকতা প্রভৃতি এই গুণে উৎপাদিত হয়। তৃতীয় গুণের নাম তমঃ, ইহার প্রভাবে মনুষ্য অলস ও মোহ-মগ্ন হয়। তমোগুণের প্রধান ধর্ম ধ্বংস।]

ত্রিগুণা—দুর্গা। ত্রি (তিন) গুণ যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্বরজস্তমোগুণময়। ত্রিগুণ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**ত্রিগুণাত্মিকা**।

ত্রিগুণিত—তিনবার গুণিত। ত্রি (তিন-বার) গুণিত, সুপ্। বিণ।

ত্রিচক্র—১। তিন চাকাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) চক্র (চাকা) যাহার, বহু। বিণ। ২। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের রথ। বি; পু।

ত্রিচক্ষুঃ—শিব। ত্রি (তিন) চক্ষুঃ যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রিজগৎ—ত্রিভুবন, ত্রিলোক, স্বর্গমর্ত্য-পাতাল। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিজটা—এক রাক্ষসী। রাবণ ইহাকে অশোককাননে সীতার রক্ষণকার্যে নিযুক্ত করেন। ত্রিজটা রাক্ষসী হইলেও তাহার হৃদয়ে সদ্ভাবের একান্ত অসদ্ভাব ছিল না। রাক্ষসী সীতার রূপগুণের পক্ষপাতিনী হইয়া অশেষপ্রকারে তাঁহাকে সান্ত্বনা ও যত্ন করিত।

ত্রিজাতক—জৈত্রী এলাচ তেজপত্র—এই তিন। বি; ক্লী।

ত্রিণতা—তৃণত্ব, তৃণধর্ম। ত্রিণ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ত্রিণাচিকেত—যাজ্ঞিক বিঃ; যজুর্বেদের অংশ বিঃ। বি; পু।

ত্রিত—দেশ বিঃ; ঋষি বিঃ; ব্রহ্মার মানসপুত্র; মুনি বিঃ [মহর্ষি গৌতমের পুত্র। তপস্যা দ্বারা ইনি ধর্মমার্গে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার ভ্রাতা ইঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিতেন। একদা ইনি একত ও দ্বিত নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত যজ্ঞীয় পশু-আহরণার্থ গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে পশুর লোভে ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয় ইঁহাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করেন। অতঃপর বৃকদর্শনে ভীত হইয়া পলায়ন করিবার সময়ে ত্রিত এক কূপমধ্যে নিপতিত হন। কথিত আছে যে, ইনি সেই স্থানেই সোমযাগ করেন। তখন দেবতারা তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর ত্রিত আশ্রমে গমনপূর্বক ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিশাপ দিয়া বৃকরূপে পরিণত করেন]।

ত্রিতন্ত্রী (ত্রিতন্ত্রিন্)—সেতার, বীণা বিঃ। ত্রি (তিন) তন্ত্র—ত্রিতন্ত্র, কর্মধা; ত্রিতন্ত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। [আমীর খসরু পারস্য ভাষার নিয়মে ত্রিতন্ত্রীর নাম সেতার রাখেন।]

ত্রিতয়—১। ৩ সংখ্যা, তিন। ত্রি+তয়ট্। বি; ক্লী। ২। ত্রিত্ব-সংখ্যান্বিত। বিণ। স্ত্রী—**ত্রিতয়ী**।

ত্রিতল—তেতালা, যাহার উপরে উপরে তিন থাক ঘর আছে। ত্রি (তিন) তল যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিন প্রকার দুঃখ। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিতাপতাপিত, -দগ্ধ—ত্রিবিধ দুঃখে ক্লিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

ত্রিদণ্ড—দণ্ডত্রয়; বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড, কায়দণ্ড —এই তিন প্রকার দণ্ড। ত্রি (তিন) দণ্ডের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিদণ্ডী (ত্রিদণ্ডিন্)—ত্রিদণ্ডধারী যতি; বাঙ্মনঃকায়দণ্ডবিশিষ্ট ('— সন্ন্যাসী')। ত্রিদণ্ড শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি; পু।

ত্রিদশ—১। যাহাদের চিরদিনই তৃতীয় দশা অর্থাৎ যৌবন আছে; অথবা যাহারা তিন অধিক তিন গুণিত দশ অর্থাৎ ৩৩ সংখ্যাবিশিষ্ট; দেবতা; উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ, বা বাল্যযৌবনজরা, এই তিন অবস্থাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) দশা (অবস্থা) যাহার, বহু। বি বা বিণ। ২। ৩৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রিদশন্+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রিদশী**।

ত্রিদশ (ত্রিদশন্)—তেত্রিশ (৩৩),—যথা আদিত্য ১২, রুদ্র ১১, বসু ৮, বিশ্বদেব ২। ত্রির (তিনের) দ্বারা অধিক ত্রিরাবৃত্ত যে দশ, মধ্যপ। বি; পু।

ত্রিদশগুরু—দেবগুরু, বৃহস্পতি। ত্রিদশের (দেবতার) গুরু, ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদশদীর্ঘিকা—স্বর্গঙ্গা, সুরদীর্ঘিকা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ত্রিদশপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদশবধূ, ত্রিদশবনিতা—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ত্রিদশবর্ত্ম (-বর্ত্মন্) স্বর্গপথ। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

ত্রিদশাধ্যক্ষ—বিষ্ণু। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদশারি—দেবশত্রু, অসুর। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদশালয়- স্বর্গ। ত্রিদশের (দেবতার) আলয়, ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদশাবাস—স্বর্গ; সুমেরু পর্বত। ত্রিদশের (দেবতার) আবাস, ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদশেশ্বর- ইন্দ্র। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদশেশ্বরী- ইন্দ্রাণী; ভগবতী, দুর্গা। ত্রিদশদিগের (দেবগণের) ঈশ্বরী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ত্রিদিব—স্বর্গ, আকাশ; সুখ। ত্রি (তিন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর)—দিব্ (ক্রীড়া করা) +ক অধি। বি; পু বা ক্লী।

ত্রিদিবেশ দেবতা; ইন্দ্র। ত্রিদিবের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদোষ- বাত, পিত্ত, কফ, এই তিনের দোষ। ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিদোষঘ্ন—বাত পিত্ত কফ নামক দোষত্রয়-নাশক। ত্রিদোষ—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ত্রিদোষঘ্নী**।

ত্রিদোষজ- তিন দোষে উৎপন্ন, সান্নিপাতিক। ত্রিদোষ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ত্রিধা—ত্রিবিধ, তিনপ্রকার, তিনবার; তিনখণ্ড। ত্রি শব্দ+ধাচ্। অ।

ত্রিধামূর্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এই তিন মূর্তিতে বিদ্যমান পরমেশ্বর। ত্রিধা মূর্তি যাঁহার, বহু। বি; পু।

ত্রিধার- ধারাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) ধার বা ধারা যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিধারা-১। প্রবাহত্রয়-বিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা। ত্রি (তিন) ধারা যাহার, বহু। [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, গঙ্গার এক ধারা স্বর্গে, আর এক ধারা মর্ত্যে, এবং অন্য এক ধারা পাতালে গিয়াছে।] বি; স্ত্রী।

ত্রিনয়ন, ত্রিনেত্র—ত্রিলোচন, শিব ['ত্রিলোচন' দ্রঃ]। ত্রি (তিন) নয়ন বা নেত্র যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রিনয়না, ত্রিনেত্রা—দুর্গা। ত্রি (তিন) নয়ন বা নেত্র যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

ত্রিনবতি—তিরানব্বুই (৯৩)। ত্র্যধিকা নবতি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ত্রিনবতিতম—৯৩ সংখ্যার পুরণ। ত্রিনবতি +তমট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী. -**তমী**।

ত্রিপক্ষ—১। তিন পক্ষ। কর্মধা বা দ্বিগু। ২। তৃতীয় পক্ষ। তিনের পুরণ পক্ষ, মধ্যপ। বি; পু।

ত্রিপঞ্চাশ—৫৩ সংখ্যার পুরণ, ত্রিপঞ্চাশতম। ত্রিপঞ্চাশৎ+ডট্ পুরণার্থে। বিণ। স্ত্রী-**ত্রিপঞ্চাশী**।

ত্রিপঞ্চাশৎ—তিপ্পান্ন (৫৩)। ত্র্যধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিপঞ্চাশত্তম—৫৩ এই সংখ্যার পুরণ, ত্রিপঞ্চাশ। ত্রিপঞ্চাশৎ+তমট্। বিণ।

ত্রিপত্র—১। তিন পাতাবিশিষ্ট। ত্রি (তিন) পত্র (পাতা) যাহার, বহু। বিণ। ২। বেলগাছ; কুশত্রয়নির্মিত পদার্থ বিঃ। বি; পু। ৩। তিনটি পাতা। কর্মধা। ৪। তিন পাতাবিশিষ্ট পত্র; বেলপাতা। ত্রি (তিন) পত্রের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিপথ—তেমাথা পথ; স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল এই তিন। ত্রি (তিন) পথের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিপথগা- ত্রিমার্গগামিনী, গঙ্গা ['ত্রিধারা' দ্রঃ]। ত্রিপথ- গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিপথগামিনী—গঙ্গা ['ত্রিধারা' দ্রঃ]। ত্রিপথ—গম্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিপদিকা—ত্রিপদী (সকল অর্থে)। ত্রিপদী শব্দ+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিপদী—ছন্দোবিশেষ; হস্তীর পাদবন্ধন শৃঙ্খলাদি; তেপায়া। ত্রি (তিন) পদ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

ত্রিপর্ণ—তিন পাতাবিশিষ্ট, ত্রিপত্র। বহু। বিণ।

ত্রিপাদ—১। তিন পাদবিশিষ্ট, চারি ভাগের তিন ভাগ, পৌনে। ত্রি (তিন) পাদ যাহার, বহু। বিণ। ২। জ্বর; বিষ্ণু [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, দৈত্যরাজ বলির নিগ্রহার্থে, ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া বলির যজ্ঞস্থলে গমনপূর্বক ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি প্রার্থনা করেন। দৈত্যরাজ তাহাতে প্রতিশ্রুত হইলে, ভগবান্ এক পাদ দ্বারা স্বর্গ ও অপর পাদ দ্বারা মর্ত্য আক্রমণপূর্বক নাভিপদ্মোদ্ভূত তৃতীয় পাদস্থাপনের স্থান না পাইয়া বলিকে তাহা নির্দেশ করিতে বলেন। অঙ্গীকারপরায়ণ, দানশীল বলি আপনার মস্তক পাতিয়া দিয়া তাহাতেই তৃতীয় পাদ স্থাপন করিতে বলায় বামনদেব তাহাই করিয়া বলিকে পাতালে নীত করেন; তদবধি বিষ্ণুর এক নাম হইল ত্রিপাদ]। বি; পু।

ত্রিপাপ—রাশিচক্রস্থিত দোষ বিঃ; ত্রিপাপ যোগ; তিন পাপ গ্রহের সংস্থান; মহাপাতক; অতিপাতক; উপপাতক। ত্রি (তিন) পাপের সমাহার, দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিপিটক—বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ বিঃ। ইহা সূত্র, ধর্ম ও বিনয় এই তিন কাণ্ডে রচিত। বি; ক্লী।

ত্রিপুট—তট; খেঁসারি কলাই; শর। ত্রি (তিন) হইয়াছে পুট (আচ্ছাদন) যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রিপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রক—ললাটস্থ ভস্মাদি কৃত বক্র রেখাত্রয়বিশিষ্ট তিলক (ফোঁটা)। ত্রিপুণ্ড্র=ত্রি (তিন) পুণ্ড্রের (তিলকের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু; ত্রিপুণ্ড্রক= ত্রিপুণ্ড্র+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

ত্রিপুর—১। জনৈক অসুর। ত্রি (তিন) পুর যাহার, বহু। বি; পু। ২। ময়দানব-রচিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহের পুরত্রয়; এই পুরগুলি অসুরগণের অধিষ্ঠান ছিল; অসুরগণ ঘোর অত্যাচার করিয়া দেবতা-দিগের নিগ্রহ আরম্ভ করিলে মহাদেব অসুরগণের জীবনান্ত করিয়া পুরত্রয়ের উচ্ছেদ সাধন করেন। কর্মধা। বি; ক্লী।

ত্রিপুরদহন---শিব। ত্রিপুর নামক অসুরকে দগ্ধ করিয়াছিলেন যিনি, উপতৎ; ত্রিপুর --দহ (দগ্ধ করা)+অন কর্তৃ। বি; পু।

ত্রিপুরা- দেবী বিঃ; প্রাচীন চেদীরাজ্য; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। বি; স্ত্রী।

ত্রিপুরান্তক, ত্রিপুরারি—মহাদেব। ত্রিপুরের অন্তক (বিনাশক) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিপুরী—নর্মদাতীরস্থ নগর বিঃ [ইহার বর্তমান নাম তেওর]। বি; স্ত্রী।

ত্রিপুরুষ—পিতা হইতে তিন পুরুষ; যজ্ঞ বিঃ (এই যজ্ঞে পিত্রাদি পুরুষত্রয় ভোক্তা হয়); পুরুষত্রয়ের সম্মিলন। বি; পু।

ত্রিপুষ্কর—যোগ বিঃ [এই যোগে জন্মিলে তাহাকে জারজ বলিয়া জানা যায়, এবং এই যোগে মরিলে সর্বনাশ হয়]; ব্রহ্মকৃত তীর্থ বিঃ। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিপান্তর, তেপান্তর—তিনটা বিস্তীর্ণ প্রান্তর বা মাঠ আছে যেখানে। বহু। বাংপ্র। বিণ।

ত্রিফলা—হরীতকী আমলকী বয়ড়া এই

তিন ফল। ত্রি (তিন) ফলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবর্গ—ধর্ম অর্থ কাম এই তিন ; সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন ; আয় ব্যয় বৃদ্ধি এই তিন ; উৎপত্তি স্থিতি ধ্বংস এই তিন ; ত্রিফলা ; ত্রিকটু। সমাহার দ্বিগু। বি ; পু।

ত্রিবর্ণ—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই দ্বিজাতিত্রয়। কর্মধা। বি ; পু।

ত্রিবর্ণক—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য—এই তিন ; ত্রিকটু ; ত্রিফলা। সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবর্ষিকা—তিন বৎসর বয়স্কা গাভী। ত্রি (তিন) বর্ষ বয়ঃক্রম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে কণ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবর্ষীয়—ত্রিবর্ষজাত ; তিনবৎসর বয়স্ক। ত্রিবর্ষ শব্দ + ঈয় ভবার্থে। বিণ।

ত্রিবলি, ত্রিবলী—উদর কণ্ঠ প্রভৃতি স্থানে মাংসের সংকোচজনিত রেখা ; উদরের মধ্যস্থলে লক্ষিত রোমাবলীযুক্ত রেখা। ত্রি (তিন) বলির বা বলীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবাঙ্কুর—দাক্ষিণাত্যের পূর্বতন দেশীয় রাজ্য। বর্তমানে ইহা কেরল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নাম্বুরী ব্রাহ্মণগণ খ্রীঃ পূঃ ৬৮ অব্দ পর্যন্ত এই স্থানে রাজত্ব করেন, এবং তৎপরে, প্রত্যেকে বার বৎসর যাবৎ রাজ্যশাসন করিবে এই ব্যবস্থা করিয়া ক্ষত্রিয়গণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রকারে নির্বাচিত শেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা চেরমন পেরুমল মৃত্যুকালে স্বীয় রাজত্ব সামন্তগণমধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে একজন ত্রিবাঙ্কুর দেশ লাভ করেন। তাঁহা হইতে অধস্তন ২৪ পুরুষ একমা বর্মা পেরুমল খ্রীঃ ১৬৬৪ হইতে ১৭১৭ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজের যে যুদ্ধ হয় তাহাতে ত্রিবাঙ্কুররাজ ইংরাজের সহায়তা করেন। টিপু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে, ইংরাজের সাহায্যে [illegible] টিপুকে দুইবার পরাজিত করেন। এই সময়ে এবং ইহার পরেও ইংরাজের সহিত ত্রিবাঙ্কুররাজ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্তের মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য ; একটি, ত্রিবাঙ্কুররাজ কোন বৈদেশিক রাজার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারিবেন না ; অপরটি এই যে, ইংরাজের সম্মতি ব্যতীত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তিকে রাজকার্যে নিযুক্ত করিতে পারিবেন না, এমন কি রাজ্যমধ্যে বাস করিতে দিতে পারিবেন না। রাজ্যমধ্যে দুইটি জাতি প্রধান, নাম্বুরী ব্রাহ্মণ ও নেয়ার। নেয়ারগণ যুদ্ধব্যবসায়ী। ত্রিবাঙ্কুররাজ ক্ষত্রিয় হইলেও, রাজ্যের উত্তরাধিকার মালাবার দেশের প্রথার অনুযায়ী। সে প্রথামতে সিংহাসন স্ত্রীজাতি-অনুক্রম ; অর্থাৎ রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যের অধিকারী হন না, রাজার ভগিনীপুত্রই হন। ভগিনী বর্তমান না থাকিলে, কোন রমণীকে দত্তক ভগিনীস্বরূপে গ্রহণ করিতে পারা যায়। এই বিধিকে মারুমাক্কতায়ম (Marumakkataym) বিধি বলে। ত্রিবাঙ্কুরের পূর্বতন রাজধানী ত্রিবান্দ্রামে (Trivandrum) অনন্ত পদ্মনাভ স্বামীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

ত্রিবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক—তিন বৎসর ব্যাপী, তিন বৎসর অন্তর সংঘটিত, triennial. ত্রিবর্ষ + ফিক। বিণ।

ত্রিবিক্রম—১। বামনরূপী বিষ্ণু ['ত্রিপাদ' ও 'বামন' দ্রঃ]। ত্রি (তিন) বিক্রম (চরণ, পাদ) যাঁহার, বহু। বি ; পু। ২। ত্রিলোক আক্রমণ। ত্রির (ত্রিলোকের) বিক্রম, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবিদ্যা—বেদত্রয়, তিন বেদ। ত্রিবিধা বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ত্রিবিধ—তিন প্রকার। ত্রি (তিন) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিবৃত্ত—ত্রিগুণিত। ত্রি (তিনবার) বৃত্ত, সুপ্সুপা ; অথবা ত্রি (তিন) হইয়াছে বৃত্ত (বৃত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিবেণী—১। মুক্ত ত্রিবেণী ও যুক্ত ত্রিবেণী [হুগলিতে মুক্ত ত্রিবেণী, এলাহাবাদে যুক্ত ত্রিবেণী। যমুনা সরস্বতীসংগতা গঙ্গা, যে স্থানে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই তিনটি নদীর মিলন হইয়াছে, এই স্থান উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের (প্রয়াগের) সন্নিহিত]। ত্রি (তিন) বেণী (প্রবাহ) সংগত হইয়াছে যেখানে, বহু ; অথবা ত্রি (তিন) বেণীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী। ২। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যের হুগলি জেলাতেও ত্রিবেণী নামে একটি প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম আছে ; এখানেও অপর দুইটি নদী আসিয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেইজন্য ইহার নাম ত্রিবেণী। পূর্বে এই স্থান অতি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্যস্থান ছিল। এখানে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরও বাস ছিল। জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ দেশবিখ্যাত পণ্ডিতগণ এই ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই স্থানের বিখ্যাত ঘাটটি উড়িষ্যার গণপতি বংশীয় শেষ রাজা মুকুন্দদেবের নির্মিত। মুকুন্দদেব খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

ত্রিবেদী (ত্রিবেদিন্)—ঋক্ যজুঃ সাম এই তিন বেদ অধ্যয়নকারী, বেত্তা। ত্রি (তিন) যে বেদ সে ত্রিবেদ, কর্মধা ; ত্রিবেদ শব্দ + ইন্। বি বা বিণ ; পু।

ত্রিভঙ্গ—যাহার তিন স্থান ভাঙা ; স্থানত্রয়ে অর্থাৎ মাথা কোমর ও পায়ে বক্রভাববিশিষ্ট বা হেলানো। ত্রি (তিন স্থানে) ভঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিভঙ্গ-মুরারি—মস্তক, কটি ও পদ এই তিন অঙ্গে বক্রতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ। বি ; পু।

ত্রিভঙ্গিম—ত্রিভঙ্গসদৃশ ('— ঠাম')। ত্রি ভঙ্গিমা যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিভদ্র—সুরত, শৃঙ্গার। ত্রিতে (ত্রিদোষে) ভদ্র (শুভ) যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিভাগ—তৃতীয় ভাগ বা অংশ। কর্মধা। বি ; পু।

ত্রিভুজ—তিন সরল রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র, ত্রিকোণ ক্ষেত্র। ত্রি ভুজ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিভুবন—স্বর্গ মর্ত্য পাতাল এই তিন লোক। সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিমধু—১। ঋগ্বেদের অংশ বিঃ। বি ; পু। ২। ঘৃত চিনি মধু এই তিন দ্রব্য। সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিমার্গগা—ত্রিপথগামিনী, গঙ্গা ['ত্রিধারা' দ্রঃ]। ত্রি (তিন) যে মার্গ (পথ) সে ত্রিমার্গ, কর্মধা ; ত্রিমার্গ শব্দ—গম্ (গমন করা) + ড কর্তৃ + আপ। বি ; স্ত্রী।

ত্রিমার্গী তেমাথা পথ। ত্রি (তিন) মার্গের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিমূর্তি—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। সমাহার দ্বিগু। বি ; পু।

ত্রিযম্বক, ত্র্যম্বক—ত্রিলোচন, শিব। ত্রি (তিন) অম্বক (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

ত্রিযামা—রাত্রি, রজনী। ত্রি যাম (প্রহর) আছে যাহাতে বা যাহার, বহু [কেননা রজনীর আদ্যন্ত যামার্ধদ্বয় দিন মধ্যে গৃহীত]। বি ; স্ত্রী।

ত্রিযুগ—বসন্ত বর্ষা ও শরৎ—এই তিন কাল। সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিরাত্র—মধ্যবর্তী দিবাদ্বয়সংযুক্ত তিন রাত্রি। ত্রি (তিন) রাত্রির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

ত্রিরেখ—১। রেখাত্রয়বিশিষ্ট। ত্রি (তিন) রেখা যাহার, বহু। বিণ। ২। শঙ্খ। বি ; পু।

ত্রিলিঙ্গ—পুংত্ব স্ত্রীত্ব ও ক্লীবত্ববিশিষ্ট শব্দ (যেমন তট, তটি, তটী)। বহু। বিণ।

ত্রিলোক, ত্রিলোকী—স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, এই তিন লোক, ত্রিভুবন। ত্রি (তিন) লোক—ত্রিলোক, উত্তরপদ দ্বিগু। ত্রিলোকী—ত্রি (তিন) লোকের সমাহার,

সমাহার দ্বিগু। বি; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি স্ত্রী।

ত্রিলোকনাথ ঈশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিলোকেশ—বিষ্ণু; শিব; সূর্য। ত্রিলোকের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

ত্রিলোচন—ত্রিনেত্র, শিব। ত্রি (তিন) লোচন (চক্ষু) যাঁহার, বহু। [কথিত আছে যে, একদা গৌরী হরের নেত্রদ্বয় সমাবৃত করায় সমগ্র জগৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; তখন সৃষ্টিরক্ষার্থে তাঁহার ইচ্ছানুসারে তাঁহার ললাট হইতে সমধিক জ্যোতির্ময় একটি তৃতীয় নেত্র উদ্ভূত হয়। অপিচ, ইহাও প্রসিদ্ধি আছে যে দুইটি নেত্র বাহ্যবস্তুপ্রকাশক; এবং তৃতীয় নেত্র জ্ঞান ও আত্মার প্রকাশক, সেটি বাহ্যেন্দ্রিয় নহে, অন্তরিন্দ্রিয়]। বি; পু।

ত্রিশ—৩০ এই সংখ্যা; তিরিশ। বি বা বিণ।

ত্রিশক্তি—কালী তারা ও ত্রিপুরা এই তিন দেবী; তিনটি অত্যন্ত ক্ষমতাপন্ন রাষ্ট্র (three Powers). কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ত্রিশঙ্কু—স্বনামখ্যাত সূর্যবংশীয় প্রসিদ্ধ নৃপ [অযোধ্যায় ইঁহার রাজ্য ছিল, রাজা হরিশ্চন্দ্র ইঁহারই পুত্র। ইনি সশরীরে স্বর্গগমন কামনায় কুলগুরু বশিষ্ঠ ও তদীয় পুত্রগণকে যজ্ঞ করিতে বলেন। তাঁহারা তাঁহাতে অসম্মত হইলে, ত্রিশঙ্কু বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র স্বীয় তপোবলে ইঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু দেবগণ ইঁহাকে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র তপঃপ্রভাবে ত্রিশঙ্কুকে ঊর্ধ্বে অবস্থিত রাখিয়া নূতন নক্ষত্রলোক সৃজনপূর্বক অন্য দেবতা ও স্বর্গের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ত্রিশঙ্কুকে সেই মধ্যপথে নক্ষত্রসমূহে পরিবৃত হইয়া অবস্থিতি করিতে দিলেন]। ত্রি (তিন) শঙ্কু যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রিশঙ্কুযাজী (-যাজিন্)—বিশ্বামিত্র। ত্রিশঙ্কু (নৃপতি বিঃ)—যজ্ (যজ্ঞ করা)+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

ত্রিশিখ—১। শিখাত্রয়যুক্ত। ত্রি (তিন) শিখা যাহার, বহু। বিণ। ২। রাক্ষস বিঃ, রাবণের পুত্র। বি; পু। ৩। ত্রিশূল। বি; ক্লী।

ত্রিশিরাঃ—রাক্ষস বিঃ, খরের সেনাপতি; যক্ষপুরুষ; কুবের। ত্রি (তিন) শিরঃ (শিরস্) যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রিশীর্ষক—তিন ফলকযুক্ত একপ্রকার অস্ত্র, ত্রিশূল। ত্রি (তিন) শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। অথবা ত্রি (তিন) শীর্ষের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিশূল—ত্রিফলকযুক্ত অস্ত্র; শিবের অস্ত্র ত্রি (তিন) শূল (লৌহফলক) যাহার, বহু; অথবা ত্রি (তিন) শূলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; পু।

ত্রিশূলী (ত্রিশূলিন্)—১। ত্রিশূলধারী। ত্রিশূল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। শিব। বি; পু।

ত্রিশৃঙ্গ—ত্রিকূট পর্বত। ত্রি (তিন) শৃঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

ত্রিশোক—১। কণ্বপুত্র মুনি বিঃ। বি; পু। ২। ত্রিতাপযুক্ত। ত্রি (ত্রিবিধ) শোক যাহার, বহু। বিণ।

ত্রিষষ্ট—৬৩ সংখ্যার পূরণ। ত্রিষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রিষষ্টী**।

ত্রিষষ্টি—তেষট্টি; ৬৩। ত্র্যধিকা ষষ্টি, মধ্যপ। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিষষ্টিতম—৬৩ এই সংখ্যার পূরণ, ত্রিষষ্ট। ত্রিষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী,

ত্রিষ্টুভ্—একাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। ত্রি শব্দ—স্তুভ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ত্রিসংসার—ত্রিজগৎ, ত্রিভুবন, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই লোকত্রয়। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

ত্রিসত্য—তিনবার ধর্ম বা দেবতা সাক্ষী করিয়া আন্তরিক ভাবে শপথগ্রহণ। বি; ক্লী।

ত্রিসন্ধ্য, ত্রিসন্ধ্যা—পূর্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ এই তিন কাল। ত্রি (তিন) সন্ধ্যার সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী। [বিণ।

ত্রিসপ্ত—একুশ, ২১। ত্রিগুণিত সপ্ত, মধ্যপ।

ত্রিসপ্তত—৭৩ সংখ্যার পূরণ, ত্রিসপ্ততিতম। ত্রিসপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রিসপ্ততী**।

ত্রিসপ্ততি—তিয়াত্তর, ৭৩। ত্রি (তিন) দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপ। বিণ; স্ত্রী।

ত্রিসপ্ততিতম—৭৩ এই সংখ্যার পূরণ। ত্রিসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তমী**।

ত্রিসর্গ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণে সৃষ্টি। ত্রির দ্বারা সর্গ (সৃষ্টি), ৩তৎ। বি; পু।

ত্রিসীমা—১। সীমাত্রয়বিশিষ্টা। ত্রি (তিন) সীমা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। তিন প্রান্ত। কর্মধা। বি; স্ত্রী। কোনও প্রান্ত ['ত্রিসীমানা'ও হয়]। বাংপ্র। বি।

ত্রিস্পৃশা—একদিনে একাদশী দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী এই তিন তিথির সংযোগ। ত্রি (তিন)—স্পৃশ্+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রিস্রোতাঃ (ত্রিস্রোতস্)—১। ত্রিধারা, ত্রিপথগা, গঙ্গা। ত্রি (তিন) স্রোতঃ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

২। উত্তর বঙ্গের একটি বৃহৎ নদী। আধুনিক নাম তিস্তা। এই নদী তিব্বত দেশের চটাহু হ্রদ (কেহ কেহ বলেন সিকিমের সন্নিকটে কাঞ্চনজঙ্ঘা) হইতে উৎপন্ন হইয়া দার্জিলিঙ্গের উত্তর সীমা জলপাইগুড়ি ও পূর্বপাকিস্তানের রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে পতিত হইয়াছে। দার্জিলিঙ্গ ও সিকিমের মধ্যবর্তী হইয়া নদীটি যতদূর প্রবাহিত, ততদূর বিস্তৃত স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম। দার্জিলিঙ্গে যে রঞ্জিত নদী দৃষ্ট হয়, সেটি এই তিস্তারই একটি শাখা। পুরাণে কথিত আছে যে, একসময়ে কালীদেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অনেক অসুর তৃষ্ণাতুর হইয়া মহাদেবের নিকট জল প্রার্থনা করে। মহাদেব ভক্তের প্রার্থনা পূরণ অভিপ্রায়ে দেবীর বক্ষঃস্থল হইতে ত্রিধারা সমন্বিতা একটি নদী প্রবাহিত করেন। এই নদীর নাম তৃষ্ণা (তিস্তা) বা ত্রিস্রোতা। [স্ত্রী।

ত্রিহায়ণী—ত্রিবর্ষবয়স্কা গাভী। বহু। বি;

ত্রুটি, ত্রুটী—অপরাধ; ন্যূনতা; হানি; সংশয়; অঙ্গহীনতা; টুক্‌রা; সূক্ষ্মকাল বিঃ। ত্রুট্ (ছেদন করা)+কি কর্ম, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ত্রুটিত—১। ছিন্ন। ত্রুট্+ক্ত কর্ম। ২। ভগ্ন; গলিত; স্খলিত। ত্রুট্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ত্রুটিবিচ্যুতি—ভুলভ্রান্তি, ভুলচুক। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

ত্রেতা—দ্বিতীয় যুগ, এই যুগে বামনদেব পরশুরাম ও রাম—এই তিন অবতার ['চতুর্যুগ' দ্রঃ]; দক্ষিণ গার্হপত্য আহবনীয়—এই তিন অগ্নি; দ্যূতক্রীড়ায় পাশকত্রয়ের পতন বিঃ। ত্রিকে (ত্রিত্বকে) ইতা (গতা বা প্রাপ্তা), ২তৎ। বি; স্ত্রী।

ত্রেধা, ত্রৈধা—তিনপ্রকার; তিনবার। ত্রি+ধাচ্ প্রকারার্থে, নিপাতনে। অ।

ত্রৈকালিক—ত্রিকালসংক্রান্ত, প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়ংকালে সংঘটিত। ত্রিকাল শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রৈকালিকী**।

ত্রৈগুণিক—ত্রিগুণ-গ্রাহক, তিনগুণ সুদখোর। ত্রিগুণ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ত্রৈগুণিকী**।

ত্রৈগুণ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণের সমষ্টি। ত্রিগুণ+ষ্ণ্য স্বার্থে। বি; ক্লী।

ত্রৈধাতুক—স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহে (মতান্তরে তাম্রে) রচিত। ত্রিধাতু + কণ্ নিষ্পন্নার্থে। বিণ।

ত্রৈপুরুষ—পুরুষত্রয়ব্যাপী। ত্রিপুরুষ শব্দ + ষ্ণ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রৈপুরুষী**।

ত্রৈবর্গিক, ত্রৈবর্গ্য—ধর্মার্থকামসাধক। ত্রিবর্গ + ষ্ণিক, ষ্ণ্য হিতার্থে। বিণ।

ত্রৈবর্ণিক—ত্রিবর্ণজাত, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যোৎপন্ন। ত্রিবর্ণ + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রৈবর্ণিকী**।

ত্রৈবার্ষিক—তিন বৎসর-ব্যাপী। ত্রিবর্ষ + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ত্রৈবার্ষিকী**।

ত্রৈবিদ্য—ত্রিবেদী, তিন বেদবেত্তা। ত্রিবিদ্যা + ষ্ণ জ্ঞাতার্থে। বি ; পু।

ত্রৈবিধ্য—তিনপ্রকার। ত্রিবিধ + ষ্ণ্য। বি ; ক্লী।

ত্রৈমাতুর—সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ। ত্রিমাতৃ শব্দ + ষ্ণ (ষ্ণ স্থানে ডুর্) অপত্যার্থে [কৌশল্যা ও কৈকেয়ী প্রদত্ত পায়সান্ন-ভোজনে সুমিত্রার গর্ভে জাত বলিয়া কৌশল্যা ও কৈকেয়ীও মাতৃস্বরূপা]। বি ; পু।

ত্রৈমাসিক—মাসত্রয়সম্বন্ধীয় ; তিন মাসে উৎপন্ন। ত্রি (তিন) যে মাস সে ত্রিমাস, কর্মধা ; ত্রিমাস + ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ত্রৈমাসিকী**।

ত্রৈরাশিক—রাশিত্রয়ঘটিত অঙ্কসংস্থান-প্রণালী, (Rule of Three)। ত্রি (তিন) যে রাশি ত্রিরাশি, দ্বিগু। ত্রিরাশি + কণ্। বি ; ক্লী।

ত্রৈলঙ্গস্বামী—তৈলঙ্গ স্বামী (তাহা দ্রঃ)।

ত্রৈলোক্য—ত্রিভুবন, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল। ত্রিলোকী + ষ্ণ্য স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র—হুগলি জেলার অন্তর্গত কোন্নগরে ১২৫১ সালের ২১শে বৈশাখ ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম জয়গোপাল মিত্র, পিতামহের নাম গোকুলচন্দ্র মিত্র। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরবৎসর সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় ইনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইহার পর ইনি প্রশংসার সহিত এল্. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে অঙ্কশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং ঐ বৎসরেই উক্ত কলেজের গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পরবৎসর ইনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গণিতের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত থাকিবার পর হুগলি কলেজের আইনের ও দর্শনের অধ্যাপক হন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ হুগলিতে ওকালতি আরম্ভ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ ডি. এল. উপাধি প্রাপ্ত হন এবং ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ঠাকুর-আইনাধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসরেই বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ফেলো নির্বাচিত করেন। ইনি কিছুকাল শ্রীরামপুর মিউনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের (Faculty of Law) সভাপতি হন। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটিরও ইনি সদস্য ছিলেন। মান্দ্রাজ কংগ্রেসের সহিত ইনি নানাভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইঁহার ন্যায় সচ্চরিত্র, অমায়িক ও সাধু ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। প্রথম জীবনে ইঁহাকে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। নিজের অদম্য অধ্যবসায় বলেই ইনি অবস্থার উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বীয় স্বাভাবিক সরলতায় ইনি সকলেরই প্রিয় ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল ভবানীপুরে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়—১২৫৪ সালে ২৪ পরগনার অন্তর্গত শ্যামনগরের নিকট রাহুতা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। পুলিসের দারোগাগিরি করিবার কালে সুপ্রসিদ্ধ স্যার উইলিয়ম হন্টার সাহেবের সহিত ইঁহার পরিচয় হইলে হন্টার সাহেব ইঁহার কথাবার্তায় এবং পাণ্ডিত্যে সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে কলিকাতায় আপনার অফিসে একটি কার্য দেন। অতঃপর ইনি উত্তর-পশ্চিমে কৃষিবাণিজ্যের অফিসে হেড্ ক্লার্কের কার্যে নিযুক্ত হন। দেশীয় শিল্পবাণিজ্যের যাহাতে উন্নতি হয়, এই সময়ে ইনি এই বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরে এবং বড় বড় রেল স্টেশনে ভারতীয় কারুকার্যের যে সকল দোকান দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার উদ্যোগেই সেগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। গাজরের চাষ করিলে দুর্ভিক্ষের সময়ে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইতে পারে, ত্রৈলোক্যনাথ গভর্নমেন্টকে এই বিষয় জ্ঞাপন করিলে গভর্নমেন্ট অনেক জেলায় গাজরের চাষের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। পরবর্তী দুর্ভিক্ষের সময় গাজর দ্বারা দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিদিগের বহু উপকার হয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেন্টের রাজস্ববিভাগে ইঁহার চাকুরি হইলে ইনি উত্তর-পশ্চিমের শিল্পোন্নতির জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন এবং তাহাতে বিশেষ কৃতকার্যও হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের প্রদর্শনী আরম্ভ হয়। এই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ইংলণ্ড গমন করেন এবং ইউরোপের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। ইঁহার Visit to Europe নামক গ্রন্থে সমুদায় কার্যাবলী ও ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ রাজস্ববিভাগের কর্ম পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মিউজিয়মের চাকুরি গ্রহণ করেন। এই সময়ে ইনি গভর্নমেন্টের অনুমতি অনুসারে Art Manufacturers of India নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পেনশন গ্রহণ করেন। ত্রৈলোক্যনাথ বাঙ্গালা ভাষারও একজন প্রসিদ্ধ লেখক। বঙ্গবাসী অফিস হইতে প্রকাশিত জন্মভূমি মাসিক পত্রিকায় ইনি অনেক সারবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বিশ্বকোষ-নামক অভিধান ইঁহার প্রচেষ্টাতেই আরম্ভ হয়। 'কঙ্কাবতী', 'ভূত না মানুষ', 'ফোকলা দিগম্বর' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

ত্রোটক—১। ছেদনসাধন, যদ্দ্বারা ছেদন করা যায়। ত্রুট্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ত্রোটিকা**। ২। দৃশ্যকাব্যের প্রকার বিঃ। বি ; ক্লী।

ত্রোটকী—রাগিণী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

ত্র্যংশ—তৃতীয়াংশ, ⅓। ত্রি (তৃতীয়) অংশ, কর্মধা। বি ; পু।

ত্র্যক্ষ—১। ত্রিনয়ন, শিব। ত্রি (তিন) অক্ষি যাহার, বহু। বি ; পু। ২। তিন চক্ষু বিশিষ্ট। বিণ।

ত্র্যক্ষর—১। প্রণব, ওম্ (অ + উ + ম = ওম্)। ত্রি (তিন) অক্ষর যাহাতে, বহু। ২। ছন্দোবিশেষ। বি ; ক্লী। ৩। ত্রিবর্ণাত্মক। বিণ।

ত্র্যঙ্গুল—অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত। ত্রি (তিন) অঙ্গুলি (তৎপরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ।

ত্র্যম্বক—শিব। 'ত্রিয়ম্বক' দ্রঃ।

ত্র্যহস্পর্শ—এক দিনে তিন তিথির স্পর্শ ; তিন দিনে এক তিথির স্পর্শ [এক সাবনদিনে তিন তিথি হইলে তাহাকে দিনক্ষয় বা ত্র্যহস্পর্শ বলে। ত্র্যহস্পর্শে দানধ্যানাদি কার্য প্রশস্ত, কিন্তু যাত্রাদি কার্যে ইহা অশুভ]। ত্রি (তিন) অহনের সমাহার—ত্র্যহ, সমাহার দ্বিগু ; ত্র্যহের (তিন তিথির) স্পর্শ, ৬তৎ। বি ; পু।

ত্র্যহস্পৃক্ (-স্পৃশ্)—দিনত্রয়স্পর্শী (তিথি)। ত্র্যহ (তিন দিন) স্পর্শ করে

যে, উপজত ; ত্র্যহ—স্পৃশ্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু বা স্ত্রী।

ত্র্যাহিক—দিনত্রয়ান্তরিত ; তৃতীয়-দিন-ভব। ত্রি (তিন) অহন্‌ (দিন)—ত্র্যহ, দ্বিগু ; ত্র্যহ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ত্র্যাহিকী**।

থ

থ—১। সপ্তদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। পর্বত ; ভয়রক্ষক ; রোগ বিঃ। স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ, নিপা। বি ; পু। ৩। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, বিস্ময়ে বা ভয়ে স্তম্ভিত, অচল, নিশ্চেষ্ট, হতভম্ব। বিণ। ৪। স্থিতি, বিধি, কূলকিনারা। <স্থ। বি।

থই, থৈ—গাধ, তলস্পর্শ ; আশ্রয়, ঠাঁই ; চরণদ্বারা জলতল স্পর্শ ; আপ্লুতি, আচ্ছন্নতা। <স্থল। বি।

থইথই, থৈথৈ—আপ্লুত, পরিব্যাপ্ত, আচ্ছন্ন, পরিপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

থকথক—১। গাঢ়তার লক্ষণ প্রকাশ। অ। ২। আবিল, ঘোলা, ঘন। বাংপ্র। বিণ।

থকথকে—দধির ন্যায় গাঢ় ; কাদার মত ঘন। বাংপ্র। বিণ।

থকা—ক্লান্ত হওয়া ; থামা। বাংপ্র। ক্রি।

থকার—থ এই বর্ণ মাত্র। থ+কার স্বার্থে। বি ; পু।

থকিত, থগিত—স্থগিত, বন্ধ, মুলতবী। <স্থগিত। বিণ।

থতমত—অপ্রতিভ, কি করা উচিত হঠাৎ নির্ণয়ে অশক্ত। বাংপ্র। বিণ। **থতমত খাওয়া**—কিছু বলিতে গিয়া ইতস্ততঃ করা ; হঠাৎ কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া অপ্রস্তুত হওয়া।

থপ্‌—নরম ভারী জিনিসের পতন শব্দ। বাংপ্র। অ।

থপথপে—কোমল অথচ ভারী ('— জিনিস') ; শক্তিহীন অথচ স্থূলকায় ('— লোক')। বাংপ্র। বিণ।

থমক হঠাৎ থামা ; নিশ্চল অবস্থা ; থামিয়া থামিয়া চলা, গজেন্দ্রগমন। বাংপ্র। বি।

থমকানো—হঠাৎ স্তম্ভিত বা স্থির হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

থমথম, থমথমা—স্তম্ভিত ভাব ; নিশ্চেষ্টতা, আচ্ছন্নতা প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ—**থমথমে**

থর—থাক, স্তবক ; বলি ; মাথার চুল কামাইবার থাক। <স্তর। বি। **থর নামা**—দেহে মাংসবৃদ্ধি হওয়ায় পেটে কোমরে থাক রেখা দেখা দেওয়া। **থরে থরে**—থাকে থাকে। [বিণ

থরথর—কম্পনসূচক ; কম্পিত। বাংপ্র

থরথরানো—থরথর করা, কম্পিত হওয়া, থরথর করিয়া কাঁপা। কপ্র। ক্রি। বি—**থরথরানি**।

থরথরি—থরথর করিয়া। কপ্র। ক্রি।

থরহরি—থরথর করিয়া। কপ্র। ক্রি।

থরি—সারি, পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী। প্রা কপ্র। বি।

থল—স্থল, স্থান। বাংপ্র। বি।

থলকুঁড়ি—থানকুনি গাছ। বাংপ্র। বি।

থলথল—কোমলতা মাংসলতার লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

থলথলে—মাংসল, মোটা, কোমল। বাংপ্র। বিণ।

থলপদ্ম—স্থলপদ্ম। বাংপ্র। বি।

থলি, থলিয়া, থলে—গোণী, গুন, বোরা ; বগলি, পকেট। <স্থালী। বি।

থলো—গুচ্ছ, গোছা, কাঁদি। বাংপ্র। বি।

থসথস—আর্দ্রতা ও শিথিলতার ভাব-প্রকাশ। বাংপ্র। অ। [বিণ।

থসথসে—শিথিল, শ্লথ, ঢিলা। বাংপ্র।

থলে—'থলি' দ্রঃ।

থাই—থই (তাহা দ্রঃ)।

থাউকা, থাউকো, থাওকা—আন্দাজী ; থোক হিসাবে ; মোটের উপর, আজেমৌজ। বাংপ্র। বিণ।

থাক—১। স্তর, স্তবক, শ্রেণী। বি। ২। থাকুক। বাংপ্র। ক্রি।

থাক-কাটা—শ্রেণীবিভাগ করা ; থাকে থাকে সাজানো। বাংপ্র। বিণ।

থাকা ১। স্থিতি করা, রহা ; থামা ; অবস্থাযুক্ত হওয়া ; সংশ্লিষ্ট হওয়া ; [তুই] থাক দে, থাকে থাকে সাজা। বাংপ্র। ক্রি। ২। ঠাকুর বিসর্জনকালে যে উন্মুক্ত চতুর্দোলের আকারে গঠিত কৃত্রিম উদ্যানাদিতে সুসজ্জিত আধারে প্রতিমা বহন করা হয়। বাংপ্র। বি। **অন্ধকারে থাকা** অজ্ঞ থাকা, জানিতে না পারা। **কথা থাকা**—কথামত কাজ করা। **কথায় থাকা**—কাহারও ব্যাপারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলা। **টিকে থাকা**—ব্যবসাদি বজায় রাখা ; কোনরকমে বাঁচিয়া থাকা। **পেটে থাকা**—মনে মনে থাকা। **মরে থাকা** জীবন্মৃত অবস্থায় থাকা। **মুখ থাকা**—প্রতিশ্রুতিপালন বিষয়ে মান থাকা সম্ভ্রম বজায় থাকা।

থাকানো—স্থিতি করানো, রহানো ; থাক দেওয়া ; থাকে থাকে সাজানো বাংপ্র। ক্রি।

থাকিয়া থাকিয়া, থেকে থেকে—থামিয়া থামিয়া, মধ্যে মধ্যে, সময়ে সময়ে বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

থাড়ি—দাঁড়াইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

থান—১। পাড়বিহীন সাদা কাপড় ; যে পরিমাণ কাপড় একেবারে বোনা হয়, অখণ্ডিত বস্ত্র ; এক একটি আস্ত খণ্ড। বাংপ্র। ২। ভূমি, জায়গা। <স্থান। বি। ৩। গোটা, আস্ত। <অখণ্ড। বিণ। [বাংপ্র। বি।

থানকুনি—আ ছা বিঃ, থুলকুড়ি।

থানা—পুলিস স্টেশন, কোতয়ালি আড্ডা, চৌকি ; স্থান ; সৈন্যসমাবেশ ; সনাদল। বাংপ্র। বি।

থানাদার—থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। বাংপ্র। বি।

থানেশ্বর—স্থান বিঃ ; প্রকৃত নাম স্থানেশ্বর বা স্থাণ্বীশ্বর। জেনারেল কানিংহাম স্থানের সহিত মহাদেবের নামের সংযোগ স্থাপন করেন, যথা, স্থান+ঈশ্বর, স্থাণু+ঈশ্বর বা স্থাণু+সর। থানেশ্বর সরস্বতী নদীর কূলে অবস্থিত। স্থানটি কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত বলিয়া হিন্দুর চক্ষে সাতিশয় পবিত্র। এখানে ৩৫৪৬ ফুট দীর্ঘ এবং ১৯০০ ফুট বিস্তৃত একটি সরোবর আছে। গ্রহণের সময়ে সকল তীর্থের জল এই সরোবরে আসিয়া মিলিত হয় এই বিশ্বাসে, এখানে উক্ত সময়ে সকল তীর্থে স্নান করিবার ফললাভের আশায়, বহু হিন্দু স্নানার্থে এখানে উপস্থিত হয়। শহর মধ্যে পুরাতন হিন্দুমন্দির দৃষ্ট হয় না। কথিত আছে, গজনীর মামুদ (মতান্তরে আওরঙ্গজেব) সমস্ত মন্দির ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন। শহরের চতুর্দিকে বহুদূর-বিস্তৃত পবিত্র ভূমি। কুরুপাণ্ডব নাম জড়িত আনুমানিক ৩৬০টি তীর্থস্থান চতুর্দিকে বিস্তৃত। বর্তমান শহরটি একটি উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। ইহার সন্নিকটে একটি পুরাতন ও ভগ্ন দুর্গ দৃষ্ট হয়। দুর্গের শিরোদেশ দৈর্ঘ্যে ও বিস্তারে ১২০০ ফুট। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে থানেশ্বর উত্তর ভারতের রাজা হর্ষবর্ধনের রাজধানী ছিল। হুয়েনৎ সাং উক্ত শতাব্দীতে এই স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১০১১ অব্দে গজনীর মামুদ এই স্থানটি আক্রমণ করিয়াছিলেন। শিখ শক্তির উন্মেষ হইলে স্থানটি মিথুসিংহের অধিকারে আসে। তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র-দিগকে দেশটি দান করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ তাহাদের বংশ লুপ্ত হইলে পর শহরটি ইংরাজের হস্তে আসে। থানেশ্বর অধুনা কর্নাল জেলার অন্তর্গত। হিন্দু পুরোহিত-গণ এই স্থানের প্রধান অধিবাসী।

থাপড়, থাপ্পড় চড়, চাপড়। বাংপ্র। বি।

থাপড়া, থাবড়া-চপেট, চড়, চাপড়। বাংপ্র। বি।

থাপড়ানো, থাবড়ানো—থাপড় মারা, চড়ানো, চপেটাঘাত করা, চাপড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

থাপন—১। স্থাপন। প্রা কপ্র। ২। মাটিতে পাছা পাতন। বাংপ্র। বি।

থাবড়ি—ভূমিতে পাছার ভর। বাংপ্র। বি।

থাবর—স্থাবর। প্রা কপ্র। বি।

থাবা—করতল, পশুর সনখর পদতল; পাঞ্জা; পূর্ণমুষ্টি, পুরা মুঠা; থাবড়া, চাপড়, চড়। বাংপ্র। বি।

থাম—খুঁটি। < স্তম্ভ। বি।

থামা—গতিবন্ধ করা, দাঁড়ানো, অপেক্ষা করা, নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

থামানো-গতিহীন করা, দাঁড় করানো, অপেক্ষা করানো, নিবৃত্ত বা নিরস্ত করানো; বন্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি। **মুখ থামানো** -অপরের কথা বলিবার উপায় বন্ধ করা; আহার বন্ধ করা।

থামাল—ঊর্ধ্বদিকে গাঁথনি। বাংপ্র। বি।

থালি—থালি, থাল', আধার, পাত্র। প্রা কপ্র। বি।

থার্মমিটার—তাপমান যন্ত্র। <ইং 'thermometer'. বি।

থাল, থালা—গোলাকার তৈজস ভোজন-পাত্র। বাংপ্র। বি।

থালি --স্থালী; ছোট থালা। বাংপ্র। বি।

থাসা—মর্দন করা, মাড়া; মাড়ামাড়ি করা, ধামসান; গাদা, ঠাসা। বাংপ্র। ক্রি।

থিকথিক—'থুকথুক' দ্রঃ।

থিত—১। স্থির, স্থায়ী। <স্থিত। বিণ। ২। স্থায়ী সম্পত্তি, সঞ্চয়, স'ঞ্চত ধন, সংগতি। বাংপ্র। বি।

থিতনো, থিতানো—ময়লাদি নীচে প'ড়য়া যাওয়ায় নির্মল হওয়া; নীচে জমা। বাংপ্র। ক্রি।

থিবো, জর্জ ফ্রেডারিক উইলিয়াম (George Frederick William Thibaut)—জন্ম ১৮৪৮ খ্রীঃ জার্মানীর অন্তর্গত হিডেলবর্গ (Heidelberg) নগরে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে আসেন ও কিছুদিন অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের অধীনে কার্য করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি বেনারস সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্ত অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭৯ হইতে ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ঐ কলেজের অধ্যক্ষতা করেন। ১৮৮৮ হইতে ১৮৯৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এলাহাবাদের মিয়র সেণ্ট্রাল কলেজের অধ্যাপকতা করেন। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পদে নিযুক্ত হন, এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পদ ত্যাগ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের করোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন বা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত-গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: বৌধায়ন-প্রণীত শুল্বসূত্র (ইংরাজী অনুবাদ সহিত); অর্থ সংগ্রহ (ইংরাজী অনুবাদ সহিত); বরাহমিহির-প্রণীত পঞ্চ সিদ্ধান্তিকা (সানুবাদ)। এই গ্রন্থখানি পণ্ডিত সুধাকর ত্রিবেদীর সহায়তায় প্রকাশিত (১৮৮৯ খ্রীঃ)। শংকরভাষ্য-সহিত বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)। রামানুজভাষ্য-সহিত বেদান্তসূত্র (সানুবাদ)। ভারতীয় জ্যোতিষ (ফলিত ও গণিত) ও গণিত-শাস্ত্র-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ। এতদ্ভিন্ন বেদান্ত সিদ্ধান্তলেশ, আত্মতত্ত্ব-বিবেক, এবং শংকরাচার্যের গ্রন্থাবলীর অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই. এ. ও ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থিগণের উপযুক্ত একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ বহুবল্লভশাস্ত্রীর সহায়তায় প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি গ্রিফিথ সাহেবের সহিত "বেনারস সংস্কৃত সিরিজ" (Benares Sanskrit Series) সম্পাদিত করিয়াছেন। প্রথম মহাসমর আরম্ভের পর স্বদেশে ১৯১৫ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

থিয়েটার—রঙ্গমঞ্চ, অভিনয়, নাট্যশালা। <ইং 'theatre'. বি।

থির-১। স্থির। কপ্র। বিণ। ২। ধৈর্য। প্রা কপ্র। বি।

থু, থুঃ—থুতু ফেলার শব্দ; ঘৃণাবাচক শব্দ; অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

থুকথুক, থিকথিক-ক'টাদির সমূহ বা একত্র সমাবেশ। বাংপ্র। অ।

থুকথুকে—নধর, কমনীয়, থুকথুকশব্দকারী। বাংপ্র। বিণ।

থুড়থুড়ে—বার্ধক্যজনিত কম্পনসূচক, অত্যধিক ('— বুড়ো')। বাংপ্র। বিণ।

কোপ দেওয়া; কুঁচি কুঁচি করিয়া কাটা; প্রহারে জখম করা। বাংপ্র। ক্রি।

-ভুল বা অন্যায়ের প্রত্যাহারসূচক শব্দ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

থুতনি—চিবুক, অধরের অধোদেশ।

থুতু, থুথু—নিষ্ঠীবন। বাংপ্র। বি।

থুৎকার—নিষ্ঠীবনত্যাগ, থুথু ফেলা। থুৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

থুৎকুড়ি - নিষ্ঠীবন, থুথু। বাংপ্র। বি।

থুপ্—ছোট নরম জিনিস পড়িবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

থুপি—ছোট থোপনা, গুচ্ছ। বাংপ্র। বি।

থুবড়া, থুবড়ো—অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত; স্থবির, অতিবৃদ্ধ; চলচ্ছক্তি-রহিত। বাংপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী—

থুবড়নে, থুবড়ানো—নিম্নমুখ হইয়া পড়া; থাবড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

থুম—ঝুম, মূক, চুপ, নিঝুম। বাংপ্র। বিণ।

থুরথুর, থুত্থুর—কম্পন বা বার্ধক্যজনিত কম্পনসূচক। বাংপ্র। বি বা অ। বিণ—**থুরথুরে, থুত্থুরে**।

থুলকুড়ি—থানকুনি, মণ্ডূকপর্ণী। বাংপ্র। বি।

থেই উদ্দাম নৃত্যভঙ্গী। বাংপ্র। বি।

থেঁতলানো—কোটা, পেষণ করা; নিপীড়ন করা। বাংপ্র। ক্রি।

থেঁতো—পিষ্ট, কুট্টিত। বাংপ্র। বিণ।

থেকে—হইতে; অপেক্ষা, চেয়ে। বাংপ্র। অ।

থেবড়া—চেপটা, বসা। বাংপ্র। বিণ।

থেবড়ানো—১। চেপটা করা; থাবড় মারা। ক্রি। ২। থেবড়া, চেপটা। বাংপ্র। বিণ।

থেলো—বড় খোলবিশিষ্ট, ডাবা ('— হুঁকা')। বিণ।

থেহ—স্থৈর্য। প্রা কপ্র। বি।

থৈ—'থই' দ্রঃ।

থৈথৈ—তরল পদার্থ দ্বারা পরিপূর্ণতার ভাব। বাংপ্র। অ।

থোই—থুইয়া, রাখিয়া, স্থাপন করিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

থোঁতা—১। সম্পীড়িত, মর্দিত; বড় ও ভারী। বিণ। ২। স্থূল চিবুক। বাংপ্র। বি।

থোক—সমূহ, রাশি, মোট; থোকা, গুচ্ছ; কেতা, খণ্ড; থাউকা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

থোকা—স্তবক, গুচ্ছ, থোলো; প্রত্যেক প্রজার জমির ও জমার হিসাব বা কড়চা বিঃ। বাংপ্র। বি।

থোড়—ফলন্ত কলাগাছের ভিতরের মজ্জা। বাংপ্র। বি।

থোড়া—১। অল্প, কিছু। হি। বিণ। ২। কুচানো। বাংপ্র। ক্রি।

থোড়াই—অতি তুচ্ছ; নগণ্য। হি-মু। বিণ।

থোপ, থোপনা, থোবনা-থোপা, গুচ্ছ। < স্তবক। বি। [বি।

থোপা, থোবা—গুচ্ছ, থলো। বাংপ্র।

থোয়া—রাখা। বাংপ্র। ক্রি।

থোর—থোড়া, অল্প ; ক্ষণস্থায়ী। প্রা কপ্র। বিণ।

থোরে—ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

থোলো—গোছা, গুচ্ছ। বাংপ্র। বি।

দ—১। অষ্টাদশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। পর্বত। দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। ৩। দান। দা+ড ভাব। বি ; পু। ৪। দাতা। দা+ড কর্তৃ। ৫। শুদ্ধ ; অবদাত। দৈ (শোধন করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ৬। অতলস্পর্শ স্থান, অগাধজল, ঘূর্ণাবর্ত ; সংকট। <দহ। বি।

দই, দহি, দৈ—দধি। বাংপ্র। বি।

দইবড়া—দইয়ে ভিজানো ডালের বড়া। বাংপ্র। বি।

দই—দিয়া, দ্বারা। প্রা কপ্র। অ।

দংশ—১। বনমক্ষিকা, ডাঁশ ; অসুর বিঃ ['অলর্ক' দ্রঃ]। দন্‌শ্ (দংশন করা)+অন্ কর্তৃ। ২। দংশন ; খণ্ডন। দন্‌শ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। দন্ত ; বর্ম। দন্‌শ্+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

দংশক—১। দংশনকারী। দন্‌শ্ (দংশন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দংশিকা**। ২। ডাঁশ ; মশা। বি ; পু।

দংশন—১। দন্তাঘাত, কামড়ানো। দন্‌শ্ (দংশন করা)+অনট্ ভাব। ২। বর্ম। দন্‌শ্+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

দংশভীরু—মহিষ। দংশ (ডাঁশ) হইতে ভীরু, ৫তৎ। বি ; পু ও স্ত্রী।

দংশল—দংশিল, দংশন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

দংশানো—দংশন করা, কামড়ানো। কপ্র। ক্রি।

দংশিত—১। দন্তাহত, দন্তাঘাতপ্রাপ্ত। ণিজন্ত দন্‌শ্ (কামড়ানো)+ক্ত কর্ম। ২। বর্মিত ; বর্মযুক্ত। দংশ শব্দ (বর্ম) +ইত যুক্তার্থে। বিণ।

দংশী—বনমক্ষিকা, ডাঁশ। দন্‌শ্ (কামড়ানো) +অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দংষ্ট্রা—বড় লম্বা দাঁত, দাড়া। দন্‌শ্ (দংশন করা)+ষ্ট্রন্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দংষ্ট্রা-করাল—দীর্ঘ তীক্ষ্ণ দন্তহেতু ভীষণ। ৩তৎ। বিণ।

দংষ্ট্রাল—দাঁতাল, দন্তযুক্ত। দংষ্ট্রা+ল আছে অর্থে। বিণ।

দংষ্ট্রী (দংষ্ট্রিন্)—বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট। দংষ্ট্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দংষ্ট্রিণী**।

দঁক, দক—গভীর পঙ্ক ; নরম কাদা ; পঙ্কিল স্থল। বাংপ্র। বি। **দঁকে পড়া**—কাদায় পড়া ; আকস্মিকভাবে বিপদে পড়া।

দকার—দ এই বর্ণমাত্র। দ+কার স্বার্থে। বি ; পু।

দক্তি—তাঁতের অঙ্গ বিঃ, তাল কাঠের পটি যাহার উপর দিয়া মাকু চালানো যায় এবং যদ্দ্বারা সুতায় ঘা দিয়া বোনা হয়। বাংপ্র। বি।

দক্ষ—১। ক্ষিপ্রকর ; সমর্থ, পটু, নিপুণ। দক্ষ+কন্ কর্তৃ। বিণ। ২। প্রজাপতি বিঃ ; * শিবের বৃষ ; কুক্কুট ; মুনি বিঃ। বি ; পু।

* দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মার পুত্র ; বিধাতার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার ভার্যার নাম প্রসূতি। দক্ষের অনেকগুলি কন্যা হয়, তন্মধ্যে মহর্ষি কশ্যপ বারটি, ধর্মরাজ দশটি, চন্দ্র সাতাইশটি, অরিষ্টনেমী চারিটি ও অঙ্গিরা দুইটি কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ইঁহার সর্বকনিষ্ঠা কন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ হয়।

একদা ভৃগুঋষির যজ্ঞে শিব শ্বশুরকে অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হইয়া জামাতাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করিবার সংকল্প করেন, এবং শিবকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিব ভিন্ন অন্য সকল দেবতাকে নিমন্ত্রণ করেন। সতী বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃযজ্ঞে উপস্থিত হন। কন্যাকে দেখিয়া দক্ষ কটুবাক্যে শিবনিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। পতিনিন্দাশ্রবণে পতিপ্রাণা সতী দেহত্যাগ করেন। শিব এই সংবাদ পাইয়া সানুচর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। শিবের অনুচরেরা যজ্ঞ নষ্ট করিয়া দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া তাহা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন। অতঃপর প্রসূতির অনুরোধে শিব দক্ষকে পুনর্জীবিত করিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তক ভস্মীভূত হওয়ায় একটি ছাগমুণ্ড আনিয়া দক্ষের স্কন্ধে যোজনা করা হইল। শিবনিন্দার ফলে দক্ষ ছাগমুণ্ড হইলেন।

দক্ষকন্যা, দক্ষজা—সতী, দুর্গা ; অশ্বিনী প্রভৃতি নক্ষত্র। দক্ষকন্যা—৬তৎ। দক্ষজা —দক্ষ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দক্ষতা—নৈপুণ্য, পটুতা। দক্ষ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

দক্ষসাবর্ণি—নবম মনু। বি ; পু।

দক্ষা—পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।

দক্ষিণ—১। অনুকূল ; দাক্ষিণ্যযুক্ত ; উদার ; সরল ; সমর্থ ; দক্ষ ; বামেতর, ডাইন ; যাম্য দিক্ বা দেশ সম্বন্ধীয় (উত্তরের বিপরীত) ; পরচ্ছন্দানুবৃত্তি। দক্ষ+ইন কর্তৃ। বিণ। ২। নায়ক বিঃ, সকল নায়িকাতে যে নায়কের সমান অনুরাগ থাকে। বি ; পু।

দক্ষিণকালিকা- দেবী বিঃ, কালীর মূর্তিভেদ। বি ; স্ত্রী।

দক্ষিণতঃ—দক্ষিণ দিকে, স্থানে বা দেশে ; দক্ষিণে, ডাইনে। দক্ষিণ+তস্ ৭মী স্থানে। অ।

দক্ষিণ-পশ্চিম—নৈঋত কোণ। বি ; স্ত্রী।

দক্ষিণ-পূর্ব—অগ্নিকোণ। বি ; স্ত্রী।

দক্ষিণস্থ—দক্ষিণে স্থিত। দক্ষিণ—স্থা (থাকা) +ড কর্তৃ। বিণ।

দক্ষিণহস্ত—ডান হাত, প্রধানসহায়, অবলম্বন। কর্মধা। বি ; পু। **দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপার**- ভোজন।

দক্ষিণা—১। অনুকূলা ইত্যাদি। দক্ষিণ +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দক্ষিণ দিক্ ; যজ্ঞপত্নী, শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণাংশসম্ভূতা দেবী বিঃ ; পুরোহিতের পারিশ্রমিক। বি ; স্ত্রী। ৩। দক্ষিণবর্তী ; দক্ষিণ দিক্ হইতে আগত ; ডাইন দিকে। অ।

দক্ষিণাগ্নি—দক্ষিণদিকে স্থাপনীয় যজ্ঞীয় অগ্নি। দক্ষিণার (দক্ষিণ দিকের) অগ্নি, ৬তৎ। বি ; পু।

দক্ষিণাচল—মলয়পর্বত। দক্ষিণস্থ অচল মধ্যপ। বি ; পু।

দক্ষিণাচার—১। দক্ষিণ দিকে গতি-বিশিষ্ট। দক্ষিণায় (দক্ষিণ দিকে) চার বা আচার অর্থাৎ গতি আছে যাহার, বহু। বিণ। ২। তন্ত্রোক্ত আচার বিঃ। মানব স্বধর্মরত হইয়া পঞ্চতত্ত্ব (মদ্যমাংসাদি) দ্বারা পূজা করিবে, এবং নিজে শিব হইয়া শিবাকে অর্চনা করিবে। ইহাই দক্ষিণাচার নামে অভিহিত। বি ; পু।

দক্ষিণাৎ—দক্ষিণবর্তী ; দক্ষিণে, দক্ষিণ হইতে। দক্ষিণ শব্দ+আৎ। অ।

দক্ষিণান্ত—পুরোহিতদিগকে দক্ষিণা দিয়া যে ক্রিয়াকর্ম শেষ করা হইয়াছে। দক্ষিণা দ্বারা কৃত হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। বি বা বিণ ; পুং।

দক্ষিণাপথ—দক্ষিণ দেশ, ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ, Deccan. ৬তৎ। বি ; পু।

দক্ষিণাবর্ত—১। ডাইনদিকে আবর্ত-বিশিষ্ট। দক্ষিণে আবর্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। শঙ্খ বিঃ ; বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণদেশ। বি ; পু।

দক্ষিণাবহ- দক্ষিণদিক্ হইতে প্রবাহিত বায়ু, মলয়ানিল। দক্ষিণা হইতে আবহ (প্রবাহ) যাহার, বহু। বি ; পু।

দক্ষিণামুখ- দক্ষিণাস্য, দক্ষিণ দিকে মুখ-বিশিষ্ট। দক্ষিণায় (দক্ষিণ দিকে) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**।

দক্ষিণায়ন—১। বিষুব রেখা হইতে সূর্যের দক্ষিণ দিকে গমন। দক্ষিণাতে (দক্ষিণ দিকে) অয়ন (গমন), ৭তৎ। ২। শ্রাবণ হইতে পৌষ পর্যন্ত ছয় মাস। দক্ষিণাতে অয়ন হয় যে সময়ে, বহু। বি ; স্ত্রী।

দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত—সূর্যের দক্ষিণে গমনের শেষ-সীমাসূচক কল্পিত বৃত্তাকার রেখা, উহা বিষুব রেখা হইতে ২৩॥০ অক্ষাংশ দক্ষিণে কল্পিত হইয়া থাকে ; উহার আর এক নাম মকরক্রান্তি। দক্ষিণায়নের অন্ত হয় যাহাতে সে দক্ষিণায়নান্ত (বহু) ; তাহাও যে বৃত্তও সে, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮১৪ খ্রীঃ অক্টোবর। ইনি কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার সূর্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র হিন্দু কলেজের ডিরোজিও (Derozio) সাহেবের প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। যখন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গৃহ হইতে বিতাড়িত হন, তখন দক্ষিণারঞ্জন তাঁহাকে আশ্রয় দেন। আবার যখন তাঁহার অনুপস্থিতিতে কৃষ্ণমোহন বাটী হইতে বহিষ্কৃত হন, তখন দক্ষিণারঞ্জন নিজগৃহ ত্যাগ করিয়া ডিরোজিও সাহেবের বাটীর নিকট বাস করেন। ইনি কিছুদিন কলিকাতা মিউনিসিপালিটির ট্যাক্স্-কলেক্টর ও বাঙ্গালার নবাব নাজিমের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পরে বর্ধমানের ডেপুটি কালেক্টার হন। ইহার পর কিছুদিনের জন্য বিশেষ কারণবশতঃ ইনি লোকনয়নের অন্তরালে থাকেন। ১৮৫১ কি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি লক্ষ্ণৌ শহরে গমন করেন। সিপাহিবিদ্রোহের সময় গভর্নমেন্টের সহায়তা করার জন্য লর্ড ক্যানিং ইঁহাকে রায়বেরিলীর অন্তর্গত শঙ্করপুর তালুক জায়গীরস্বরূপে প্রদান করেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারই যত্নে আউধ তালুকদার এসোসিয়েসন, Oudh Talukdar's Association প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইনিই উহার প্রথম সেক্রেটারির পদ গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ টাইমস্ নামক সংবাদপত্র ইনি ক্রয় করিয়া লইয়া উহাকে তালুকদারদিগের মুখপত্ররূপে পরিণত করেন। কলিকাতা বেথুন বালিকা-বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়।

দক্ষিণী—দক্ষিণ্য (তাহা দ্রঃ)।

দক্ষিণীয়—দক্ষিণাপ্রাপ্তিযোগ্য, দক্ষিণার্হ। দক্ষিণা+ঈয়। বিণ।

দক্ষিণ্য—দক্ষিণাপ্রাপ্তির যোগ্য, দক্ষিণীয়। দক্ষিণা+য্য। বিণ। স্ত্রী—**দক্ষিণী**।

দক্ষেশ্বর—দক্ষ প্রজাপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। বি ; পু।

দখল—অধিকার ; অভিজ্ঞতা ; পাণ্ডিত্য, ব্যুৎপত্তি। <আ 'দখল্'। বি।

দখলকার, দখলিকার—অধিকারী, মালিক। আ-মু। বিণ।

দখলনামা—অধিকার সূচক দলিল। আ-ফা। বি।

দখলী—অধিকৃত, অধিকারভুক্ত ; দখল-সম্বন্ধীয়। আ-মু। বিণ।

দখিন—দক্ষিণ। কপ্র। বিণ—**দখিনা, দখনে**।

দগড়—ছোট নাগরা বিঃ, দামামা, কাড়া। <দ্রগড়। বি।

দগড়া—প্রহারের চিহ্ন, ঘাঁটা, ঘষ্টানির দাগ, কিণ। বাংপ্র। বি।

দগদগ—জ্বলন বা ক্ষতের লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ—**দগদগে**।

দগদগানি, দগদগি—জ্বলন, দারুণ মনঃকষ্ট। বাংপ্র। বি।

দগধ—দগ্ধ। কপ্র। বিণ।

দগ্ধ—১। যাহাকে পোড়ানো হইয়াছে এরূপ, ভস্মীকৃত। দহ্+ক্ত কর্ম। ২। উত্তপ্ত ; সন্তপ্ত ; কাতর। দহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দগ্ধকাক—দাঁড়কাক। কর্মধা। বি ; পু।

দগ্ধশলাকা—উত্তপ্ত শলা ; অগ্নিতে উত্তপ্ত ধাতুষ্টি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দগ্ধা—তিথি বিঃ, ইহা মাঙ্গল্যকার্যে অপ্রশস্ত। বি ; স্ত্রী।

দগ্ধানো—দগ্ধ করা, পুড়ানো, জ্বালানো, জ্বালাতন করা, কষ্ট দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

দগ্ধাবশিষ্ট—পুড়িয়া গিয়া যাহা বাকী থাকে। আদৌ দগ্ধ পশ্চাৎ অবশিষ্ট, কর্মধা। বিণ।

দগ্ধাবশেষ—আংশিকভাবে দগ্ধ পদার্থের অদগ্ধ অংশ। ৬তৎ। বি ; পু।

দগ্ধিকা—দগ্ধ অন্ন, পোড়া বা ধরা ভাত। দগ্ধ+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দগ্ধেষ্টকা—ঝামা ইট। দগ্ধা যে ইষ্টকা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। [বি।

দঙ্গল—দল, সংঘ, ভিড় ; অরণ্য। বাংপ্র।

দজ্জাল—দুষ্ট, দুর্দান্ত, প্রতারক, শঠ, মিথ্যা-বাদী। আ। বিণ।

দড়—দৃঢ়, মজবুত ; পটু, দক্ষ ; পারদর্শী, পণ্ডিত ; শক্ত, ডাঁট ; নিশ্চিত। বাংপ্র। বিণ।

দড়কচা, দড়কাঁচা, দড়পাকা—ঈষৎ পক্ব, অসিদ্ধ, আধকাঁচা, দড়ি দড়ি ভাবের। বাংপ্র। বিণ।

দড়বড়—দ্রুততাপ্রকাশ ; ব্যস্ততাপ্রকাশ। বাংপ্র। অ।

দড়বড়ি—দড়বড় করিয়া, তাড়াতাড়ি। কপ্র। ক্রি-বিণ।

দড়বড়ে—ক্ষিপ্রকর্মা ; অত্যন্ত ব্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

দড়া—মোটা দড়ি, কাছি, রজ্জু। বাংপ্র। বি।

দড়াই—দৃঢ়ভাবে। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

দড়াম—ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ। বাংপ্র। বি।

দড়ি—রজ্জু, সুতা, কাছি। বাংপ্র। বি।

দঢ়—দৃঢ়, শক্ত, মজবুত ; দক্ষ, পটু, পারদর্শী। <দৃঢ়। বিণ।

দণ্ড—১। যষ্টি, লগুড়, লাঠি। দম্+ড করণ। ২। দমন, শাসন, শাস্তি ; খেসারত, গচ্চা। দম্+ড ভাব। ৩। যুদ্ধ ; ব্যূহ বিঃ। দম্+ড অধি। ৪। সৈন্য ; চারিহস্ত-পরিমাণ বিঃ ; কোণ ; ষষ্টিপলাত্মক কাল, ২৪ মিনিট। দম্+ড করণ। বি ; পু। **দণ্ডে দণ্ডে**—প্রতি

দণ্ডক—১। কাম্যকর্ম ; ছন্দঃ বিঃ। দণ্ড শব্দ-কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। জনৈক নৃপ ; জনস্থান, দণ্ডকারণ্য। দণ্ড্+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

দণ্ডকা—জনস্থান, দণ্ডকারণ্য। দণ্ডক+আপ্। [দণ্ডক রাজা ব্রহ্মশাপে সপরিবারে প্রজাগণসহ ভস্মীভূত হইলে, তদীয় রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকা বা দণ্ডকারণ্য নামে খ্যাত হয়।] বি ; স্ত্রী।

দণ্ডকাক—দ্রোণকাক, দাঁড়কাক। বি ; পু।

দণ্ডকারণ্য—জনস্থানস্থিত বন। দণ্ডকা (জনস্থান) স্থিত যে অরণ্য, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডগৌরী—জনৈক অপ্সরাঃ। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডগ্রহণ—শাস্তি লওয়া ; দণ্ডধারণ, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দণ্ডগ্রাহ—যে দণ্ড গ্রহণ করে। দণ্ড—গ্রহ্+ণণ্ কর্তৃ। বিণ।

দণ্ডচক্রাদিন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

দণ্ডঢক্কা—উচ্চশব্দকারী ঢাক, নাগরা, দামামা। দণ্ডসূচিকা ঢক্কা, মধ্যপ। বি। স্ত্রী।

দণ্ডদাতা (-দাতৃ)—দণ্ডদানকারী, শাস্তি-প্রদাতা। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

দণ্ডধর—১। দণ্ডধারী, যষ্টিহস্ত। দণ্ড—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। ২। শমন, যম ; নৃপতি ; কুম্ভকার। বি ; পু।

দণ্ডধারী (-ধারিন্)—১। যষ্টিহস্ত। দণ্ড—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দণ্ড-ধারিণী**। ২। যম ; রাজা ; কুম্ভকার। বি ; পু।

দণ্ডন—শাসন, দণ্ডদান। দন্ড্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দণ্ডনায়ক—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ; বিচার-পূর্বক দণ্ডবিধানকর্তা, জজ। ৬তৎ। বি; পু।

দণ্ডনীতি—রাজনীতিশাস্ত্র, যাহাতে রাজ্য-শাসন-সম্পর্কীয় যাবতীয় নিয়মাদি আছে। দণ্ডের (দমনের) নীতি (নিয়ম) আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

দণ্ডনীয়-দণ্ডদানের যোগ্য, দণ্ডার্হ। দন্ড্+অনীয় কর্ম। বিণ।

দণ্ডপাণি—১। দণ্ডধারণকারী, দণ্ডধারী। দণ্ড পাণিতে যাহার, বহু। বিণ। ২। শমন, যম; শিবানুচর বিঃ। বি; পু।

দণ্ডপাদ—ঊর্ধ্বকৃত পাদ, উপরদিকে পা রাখিয়াছে এরূপ। দণ্ডবৎ পাদ যাহার, বহু। বিণ।

দণ্ডপারুষ্য—অষ্টাদশ প্রকার বিবাদান্তর্গত বিবাদ বিঃ। বি; ক্লী।

দণ্ডপাল—দৌবারিক, দ্বাররক্ষক, দরওয়ান; মৎস্য বিঃ; দাঁড়িকা। দণ্ডদ্বারা পালন (রক্ষা) করে যে এই বাক্যে উপতৎ; দণ্ড-ণিজন্ত পা (= পালি)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

দণ্ডপালক-দৌবারিক, দ্বাররক্ষক। দণ্ডদ্বারা পালক (রক্ষক), ৩তৎ। বি; পু।

দণ্ডবৎ—১। 'দণ্ডবান্' দ্রঃ। বিণ। ২। দণ্ডের ন্যায়; দণ্ডের ন্যায় সরলভাবে ভূপতিত হইয়া। দণ্ড শব্দ+বৎ। অ। ৩। প্রণাম, নমস্কার। বাংপ্র। বি।

দণ্ডবান্ (-বৎ)—দণ্ডধারী, দণ্ডী। দণ্ড শব্দ +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দণ্ডবতী**।

দণ্ডবিধাতা—দণ্ডবিধানকর্তা, রাজা; বিচারপতি, দণ্ডদাতা। দণ্ডের বিধাতা, ৬তৎ। বি বা বিণ; পু। স্ত্রী—**দণ্ডবিধাত্রী**।

দণ্ডবিধান—শাস্তিদানের ব্যবস্থা; দণ্ডদান, শাস্তি দেওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দণ্ডবিধি—দুষ্কৃতদমনার্থ নিয়মাবলী, পেনাল কোড, penal code; দণ্ডবিধান। ৬তৎ। বি; পু।

দণ্ডব্যূহ—অগ্রে প্রধান সেনাপতি, মধ্যে রাজা, পশ্চাৎ সেনাপতি, দুই পার্শ্বে হস্তী ও ঘোটক এবং তৎপশ্চাৎ পদাতিকগণ এই নিয়মে রচিত ব্যূহ। দণ্ডাকারে রচিত ব্যূহ, মধ্যপ। বি; পু।

দণ্ডভৃৎ—১। দণ্ডধারী। দণ্ড—ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্, কর্তৃ। বিণ। ২। রাজা; যম; কুম্ভকার। বি; পু।

দণ্ডমুণ্ড—সাধারণ শাস্তি হইতে মুণ্ডচ্ছেদ পর্যন্ত সকলপ্রকার শাস্তি; তিরস্কার এবং পুরস্কার। বাংপ্র। বি। **দণ্ডমুণ্ডের কর্তা**—যিনি সকল প্রকারেই শাস্তি দিতে পারেন।

দণ্ডযাত্রা—সমরাভিযান, যুদ্ধযাত্রা; বরযাত্রা, বরের সঙ্গে গমন। দণ্ডের নিমিত্ত যাত্রা, ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

দণ্ডসংহিতা—দণ্ডবিধি, ফৌজদারি আইন। দণ্ডবিধায়ক সংহিতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

দণ্ডসহায়-দণ্ডবিষয়ে সাহায্যকারী, দুষ্ট-দমনে রাজার সহায়। ৭তৎ। বিণ।

দণ্ডস্থান—দণ্ডদানের স্থান, যেখানে দণ্ড দেয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দণ্ডাদণ্ডি—দণ্ড দ্বারা পরস্পর যুদ্ধ, লাঠা-লাঠি। দণ্ড+চ্ছি। অ।

দণ্ডাধিকরণ—ফৌজদারী আদালত, criminal court. মধ্যপ। বি; ক্লী।

দণ্ডাধীন—দণ্ডের বশীভূত, দণ্ডপ্রাপ্তির যোগ্য। দণ্ডের অধীন, ৬তৎ। বিণ।

দণ্ডায়মান—দাঁড়াইয়া আছে এরূপ, অনুপবিষ্ট। দণ্ড শব্দ+ক্য=দণ্ডায় (নাম-ধাতু), তদুত্তরে শান কর্তৃ। বিণ।

দণ্ডার্হ—দণ্ডযোগ্য, শাস্তিদানের উপযুক্ত। দণ্ডের অর্হ, ৬তৎ। বিণ।

দণ্ডাহত—১। ঘোল। ৩তৎ। বি; পু। ২। যষ্টি দ্বারা প্রহৃত। বিণ।

দণ্ডিক—দণ্ডধারী। দণ্ড+ঠিক। বিণ।

দণ্ডিকা—হার; দড়ি। দণ্ডিক+আপ্। বি; স্ত্রী।

দণ্ডিত—দমিত, শাসিত। দন্ড্ (শাসন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দণ্ডী (দণ্ডিন্)—১। দণ্ডধারণকারী। দণ্ড+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দণ্ডিনী**। ২। দ্বারপাল, দৌবারিক; যম; রাজা; পণ্ডিত বিঃ; চতুর্থাশ্রমী, সন্ন্যাসী। দণ্ডী তিন প্রকার,—একদণ্ডী, দ্বিদণ্ডী এবং ত্রিদণ্ডী। ১ম বাগ্দণ্ড, ২য় কায়দণ্ড, ৩য় মনোদণ্ড। বি; পু।

৩। জনৈক নৃপ; ইনি ঘোটকীরূপিণী অভিশপ্তা অপ্সরা উর্বশীকে প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণ ইঁহার নিকট ঘোটকী প্রার্থনা করিলে, ইনি তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃত হন। অতঃপর দণ্ডী কৃষ্ণের ভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কেহই ইঁহাকে আশ্রয় দিলেন না। অবশেষে দণ্ডী পাণ্ডবগণের শরণাপন্ন হইলে মহাবল ভীম ভ্রাতৃগণের অমতে ইঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। এই কারণে পাণ্ডবদিগের সহিত কৃষ্ণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধে কৌরবগণ পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং দেবগণ কৃষ্ণের সাহায্যার্থ আগমন করেন। তখন অষ্টবজ্র একত্র হইলে উর্বশী শাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দণ্ডীও স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন।

৪। দণ্ডী সুপ্রসিদ্ধ আলংকারিক। ইঁহার প্রণীত 'কাব্যাদর্শ' সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের একখানি প্রধান গ্রন্থ। এতদ্ভিন্ন ইনি 'দশকুমার চরিত' প্রভৃতি অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কাব্যাদর্শের প্রথম পরিচ্ছেদে দণ্ডী গৌড়ীয় ও বৈদর্ভ এই দুই প্রকার কাব্যরীতির পার্থক্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত বর্ণনা পড়িলে নিঃসন্দেহে ধারণা হইবে, দণ্ডী বিদর্ভ দেশবাসী ছিলেন, যেহেতু তিনি বৈদর্ভ কাব্যরীতিকেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করিয়াছেন। জ্যাকব্প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, কাব্যাদর্শে যে সকল শ্লোক উদাহরণার্থ প্রদত্ত হইয়াছে, সে সকল দণ্ডীর নিজেরই রচনা। তিনি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, ইহা এখন সকলেই স্বীকার করেন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের চেষ্টায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক। বার্ণেট্ দেখাইয়াছেন, শকুন্তলার একটি শ্লোকের অংশ দণ্ড্যাচার্য কর্তৃক প্রমাদগুণের নিদর্শনস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহা হইতে উক্ত পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, দণ্ডীর ষষ্ঠ শতাব্দীতে, অর্থাৎ কালিদাসের পরে, বর্তমান থাকা সর্বপ্রকারে সম্ভব। কাব্যাদর্শের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে [২২৬ ও ৩৬২ শ্লোক দ্রষ্টব্য] মৃচ্ছকটিকের একটি শ্লোক দুইবার উদ্ধৃত হইয়াছে। মৃচ্ছকটিক শূদ্রকের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। অধ্যাপক পিসেল (Pischel) বলেন, উক্ত শ্লোকও দণ্ডীর রচিত এবং মৃচ্ছকটিক নাটকও তাঁহারই লিখিত। বর্তমান সময় পর্যন্ত এবিষয়ে যতদূর আলোচনা হইয়াছে, তাহাতেও দণ্ডীর সম্বন্ধে ইহার অধিক আর কিছু বলা সম্ভব নহে।

দণ্ড্য—দণ্ডার্হ, দণ্ডনীয়। দণ্ড শব্দ+য্য। বিণ।

দত্ত—১। যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ, অর্পিত, উৎসৃষ্ট; বিসৃষ্ট; ত্যক্ত। দা (দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নৃপ বিঃ; ঋষি বিঃ; পুত্র বিঃ; জাতিগত উপাধি বিঃ। বি; পু। ৩। দান, অর্পণ। দা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

দত্তক—পোষ্যপুত্র; দত্তকপুত্র। দত্ত+কণ্। বি; পু।

দত্তকপুত্র—পোষ্যপুত্র, দ্ব্যামুষ্যায়ণ। দত্তক-নামক যে পুত্র, মধ্যপ। বি; পু।

দত্তকপুত্রাশৌচ—পোষ্যপুত্র সংক্রান্ত অশৌচ। মধ্যপ। বি; ক্লী। [সপিণ্ড জ্ঞাতি দত্তকপুত্র হইলে তাহার মরণে দত্তকগ্রহণকারী পিত্রাদি ও সপিণ্ডবর্গের পূর্ণাশৌচ হয়, এবং সপিণ্ড জনন মরণে ঐ

দত্তকেরও পূর্ণাশৌচ হয়। এতদ্ভিন্ন দত্তকের মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের ৩ দিন অশৌচ হয়। সপিণ্ড জনন-মরণেও দত্তকের ঐ প্রকার ত্রিরাত্রাশৌচ হয়। কাহারও কাহারও মতে সপিণ্ড বা অসপিণ্ড দত্তকের মরণে পিত্রাদি সপিণ্ডের তিন দিন অশৌচ, এবং সপিণ্ডের জনন-মরণে দত্তকেরও ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে]।

দত্তহারী (-হারিন্)—অর্পিত বস্তু পুনর্গ্রহণ-কারী, যে (জন) কোন জিনিস দিয়া আবার তাহা ফিরাইয়া লয়। উপতৎ; দত্ত—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দত্তহারিণী**।

দত্তা—অর্পিতা; উৎসৃষ্টা; বিসৃষ্টা; ত্যক্তা; পরিণীতা। বিণ; স্ত্রী।

দত্তাত্মা (-আত্মন্)—স্বয়ংদত্ত পুত্র, অর্থাৎ যে অন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া "আমি তোমার পুত্র হইলাম" এইরূপ বলিয়া কাহারও পুত্রত্ব স্বীকার করে। দত্ত হইয়াছে আত্মাকে (নিজকে) যাহা দ্বারা, বহু। বি; পু।

দত্তাত্রেয়—জনৈক ঋষি, অত্রিমুনির পুত্র; বিষ্ণুর অংশে ইঁহার জন্ম, সুতরাং ইনি ভগবানের অংশাবতার; ইনি প্রহ্লাদাদিকে আত্মবিদ্যা শিক্ষা দেন; ইঁহার পুত্রের নাম নিমি।

দত্তাপহারী (-হারিন্)—দত্তহারী (তাহা দ্রঃ)। দত্তের অপহারী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

দত্তাপ্রদানিক—কোন বস্তু দান করিয়া তাহা ফিরাইয়া লইতে গেলে যে বিবাদ হয়। দত্তের অপ্রদান=দত্তাপ্রদান, ৬তৎ; তদুত্তরে ষ্ণিক ভবার্থে। বি; ক্লী।

দত্তি—বিতরণ; অর্পণ; দান। দা (দেওয়া) +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দদ্রু, দদ্রূ—রোগ বিঃ, দাদ, ছুলি প্রভৃতি। দদ্ (দান করা)+রু কর্ত্তৃ। বি; পু।

দদ্রুঘ্ন—দদ্রুনাশক, যাহাতে দাদ আরাম হয় এমন। দদ্রু শব্দ—হন্+টক্ কর্ত্তৃ বিণ।

দধি—১। দই। ধা (ধারণ করা)+কি কর্ত্তৃ। বি; ক্লী। ২। ধারণকর্তা; ধারক। বিণ। ৩। সপ্তসমুদ্রের অন্যতম সমুদ্র, দধিসাগর। বি; পু।

দধিকাদা—নন্দোৎসবে কাদায় দই মিশাইয়া আনন্দানুষ্ঠান; দুই সখীর পাতানো সম্পর্ক। বাংপ্র। বি।

দধিচার—দধিমন্থন যষ্টি। দধি—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+ষণ্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

দধিপতি, দধিবামন—শালগ্রাম বিঃ [অতি ক্ষুদ্র দুই চক্রবিশিষ্ট শালগ্রাম-শিলাকে দধিবামন কহে। উহা গৃহীদিগের পক্ষে সুখদায়ক]। বি; পু।

দধিমঙ্গল—নন্দোৎসব; বিবাহ প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গস্বরূপ অনুষ্ঠান বিঃ। বাংপ্র। বি।

দধিমণ্ড—দধির মাত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দধিমন্থন—দই মওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দধিমুখ—জনৈক বানর, রামের সেনাপতি। বি; পু।

দধিসার—ননী, মাখন। ৬তৎ। বি; পু।

দধীচ, দধীচি—জনৈক মুনি। অথর্ব মুনির ঔরসে তৎপত্নী শান্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইঁহার তপোভঙ্গের নিমিত্ত অলম্বুষা অপ্সরাকে প্রেরণ করেন। অলম্বুষাদর্শনে ইঁহার চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, তাহাতেই পুত্র সারস্বতের জন্ম হয়। দধীচি অতিশয় শিবভক্ত ছিলেন। ইনি শিষ্য নন্দীকে শিবমন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তদবধি নন্দী শিবের পার্শ্বচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইনি দক্ষ প্রজাপতিকে শিবহীন যজ্ঞ করিতে নিষেধ করেন। দক্ষ সে কথায় কর্ণপাত না করায় ইনি যজ্ঞক্ষেত্র পরিত্যাগ করেন।

বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেবগণ জানিতে পারেন যে, দধীচি মুনির অস্থিনির্মিত অস্ত্র ব্যতীত অন্য অস্ত্রে অসুরের বিনাশ হইবে না। তখন ইন্দ্র সন্দিগ্ধ হৃদয়ে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে মুনিবর অকুণ্ঠিতচিত্তে পরোপকারার্থ আত্মজীবনদানে স্থিরসংকল্প হইয়া বলিলেন যে, নশ্বর অস্থিপঞ্জর লোকহিতার্থে বিশেষতঃ দেবকার্যে নিয়োগ করা অপেক্ষা জীবের পক্ষে অধিকতর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? অতঃপর দধীচি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, ইঁহার পবিত্র অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্মিত হয়, এবং সেই অস্ত্রাঘাতে বৃত্রাসুরের প্রাণসংহার করা হয়। দধ্ (দান করা)+ঈচ্, পক্ষান্তরে ঈচি কর্ত্তৃ। বি; পু।

দধ্যন্ন—দধিমিশ্রিত অন্ন, দইভাত। মধ্যপ। বি; ক্লী।

[বি; ক্লী।

দধ্যম্ল—দম্বল, দই পাতিবার সাঁজা।

দনু—কশ্যপভার্যা, দক্ষরাজের কন্যা [ইঁহার গর্ভে শম্বর, নমুচি, পুলোমা, নিকুম্ভ, নরক প্রভৃতি চল্লিশটি পুত্রের জন্ম হয়; এই সকল পুত্রই দানব নামে খ্যাত]। বি; স্ত্রী।

দনুজ—দানব, দৈত্য, অসুর। দনু—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

দনুজদলনী—অসুরনাশিনী, দুর্গা। দনুজ (অসুর)—দল্ (দলন করা)+অন কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দন্ত—দশন, দাঁত; ৩২ সংখ্যা; কুঞ্জ; সানু। দম্ (দমন করা)+তন্ করণ। বি; পু।

দন্তক—১। দন্ত। দন্ত+কণ্ স্বার্থে। ২। নাগদন্ত, ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত ডাণ্ডা। দন্ত+কণ্ সাদৃশ্যার্থে। বি; পু।

দন্তকাষ্ঠ—দন্ত-ধাবন-কাষ্ঠ, দাঁতন। মধ্যপ। বি; ক্লী।

দন্তচ্ছদ—ওষ্ঠ, ঠোঁট। দন্তের ছদ (আবরণ), ৬তৎ। বি; পু।

দন্তধাবন—১। দন্তমার্জন, দাঁত মাজা। ৬তৎ। ২। দন্তমার্জনী, দন্তকাষ্ঠ, দাঁতন। দন্ত—ধাব্ (মাজা)+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

দন্তপাটি—দন্তপাতি (তাহা দ্রঃ)।

দন্ত-পাতি, -পাঁতি—দশনশ্রেণী। <দন্তপঙ্‌ক্তি। বি।

দন্তপুষ্প—কুন্দকুসুম, কুঁদ ফুল। দন্ত তুল্য যে পুষ্প, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দন্তবক্র—শিশুপালের ভ্রাতা (ইনি কৃষ্ণ-বিদ্বেষী ছিলেন)। বি; পু।

দন্তবিকাশ—দাঁত বাহির করা। ৬তৎ। বি; পু।

দন্তমাংস—দাঁতের মাড়ি বা মেড়ে। দন্ত লগ্ন মাংস, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দন্তমূল—দাঁতের গোড়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দন্তমূলীয়—১। দন্তমূল-সম্বন্ধীয়; দন্তমূল হইতে উচ্চারিত। দন্তমূল+ঈয়। বিণ। ২। দন্তমূল হইতে উচ্চারিত বর্ণ, ত-বর্গ। বি; পু।

দন্তরুচি—দন্তপঙ্‌ক্তির শুভ্রতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দন্তরুচিকৌমুদী—অতি শুভ্র জ্যোৎস্না; হাসিবার সময় সুন্দর সাদা দাঁতের যে শোভা দেখা যায়। রূপক। বি; স্ত্রী।

দন্তশূল—দাঁত কনকনানি, দাঁতকড়া, toothache. ৬তৎ। বি; ক্লী।

দন্তস্ফুট—দাঁত বসানো, কামড়; কঠিন বিষয়ে প্রবেশলাভ। ৬তৎ। বি; পু।

দন্তহীন—দশনশূন্য, নীরদ, অদন্ত, দাঁত রহিত; যাহার দাঁত পড়িয়া গিয়াছে এমন, ফোকলা। ৩তৎ। বিণ।

দন্তাদন্তি—দন্তে দন্তে পরস্পর যুদ্ধ, কামড়া-কামড়ি। দন্ত—দন্ত+ঢ়ি। অ।

দন্তাল—দাঁতাল, দন্তযুক্ত। দন্ত+আল বিশিষ্টার্থে। বিণ।

দন্তী (দন্তিন্)—১। দন্তবিশিষ্ট। দন্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দন্তিনী**। ২। গণেশ; হস্তী; পর্বত। বি; পু।

দন্তুর—উচ্চ-দন্তবিশিষ্ট; উন্নতানত, এবড়ো-খেবড়ো; অসরল। দন্ত+উর অস্ত্যর্থে। বিণ।

দন্তোদ্গম—দাঁত ওঠা। ৬তৎ। বি; পু।

দন্ত্য—দন্তদ্বারা উচ্চার্য ('— বর্ণ'); দন্তের হিতকর। দন্ত+য। বিণ।

দপ্‌, দপ্‌দপ্‌—সহসা প্রজ্বলনসূচক শব্দ [যেমন দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল]; দীপ্তিবাচক শব্দ; বেদনাবোধক; ফোড়ার যাতনা; শিরঃপীড়া। বাংপ্র। অ।

দপদপা, দবদবা—প্রতাপ, দর্প; প্রভুত্ব। বাংপ্র। বি।

দপদপানি—টনটনানি, দপদপ করিয়া বেদনা হওয়া। বাংপ্র। বি।

দপ্তর—বহি, খাতা; হিসাব-পুস্তক; কর-ঘটিত বর্ণনাপত্র; কাপড়ে জড়ানো বহি; কাগজের সমষ্টি; কাছারি। < আ 'দফ্‌তর'। বি।

দপ্তরখানা—যেখানে দপ্তর থাকে, দপ্তরের সেরেস্তা; কাছারি, আফিস, হিসাবপত্রাদি রাখিবার ঘর। আ-মু। বি।

দপ্তরী—দপ্তরের জিম্মাদার; যে বহি, খাতা বাঁধে; আফিসে লিখিবার উপকরণ সর-বরাহকারী। আ-মু। বি।

দফা—তোক্‌, পৃথক্‌ পৃথক্‌ বার, item; বার; সময়; পর্যায়, পালা; খতম, কাবার, শেষ; পৃষ্ঠা, প্রকরণ, পরিচ্ছেদ। <আ 'দফহ্‌'। বি।

দফাদফা বার বার। আ। ক্রি-বিণ।

দফাদার চৌকিদার বা পেয়াদাদিগের উপরওয়ালা; মজুরদিগের সর্দার; অশ্বারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষ। আ-মু। বি।

দফারফা—সর্বনাশ; প্রাণনাশ; মরণ। আ-মু। বি।

দফে—পুনরায়, পুনশ্চ। আ-মু। অ।

দবদবা—'দপদপা' দ্রঃ।

দবাগ্নি—কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ হইলে বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, বনাগ্নি, দাবানল। দবোৎপন্ন যে অগ্নি, মধ্যপ। বি; পু।

দবিষ্ঠ অতিদূরবর্তী। দূর শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দবীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অপেক্ষাকৃত দূরস্থিত দূর শব্দ+ঈয়স্‌, দুয়ের মধ্যে একের আতিশয্য অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দবীয়সী**।

দম—১। দণ্ড; দমন; চিত্তের স্থৈর্য; দুষ্কর্ম হইতে মনের নিবৃত্তি। দম্‌ (দমন করা)+অল্‌ ভাব। ২। কর্দম, কাদা, পাঁক, দক। দম্‌+অল্‌ কর্ম। বি; পু। ৩। নিশ্বাসপ্রশ্বাস; জীবন; ঘড়ির স্প্রিং গুটানো বা জড়ানো; প্রতারণা; ধাপ্পা, ফাঁকি; ব্যঞ্জন বিঃ। ফা। বি। **দম ফাটা**—শ্বাস লইতে কষ্ট হওয়া; হিংসায় জ্বলিয়া মরা। **দম রাখা**—অনেকক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া থাকা **দমে ভারী**—যাহা সিদ্ধ হইতে বেশী সময় লাগে এমন; যথেষ্ট প্রাণশক্তিসম্পন্ন

দমক—১। যে দমন করে, শাসক। দম+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। চাপ. দমন; বেগ, ধাক্কা, ধমক। বাংপ্র। বি।

দমকল—যে যন্ত্রদ্বারা বায়ু আকর্ষণপূর্বক উর্ধ্বে জল তুলিতে পারা যায়; ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি। বাংপ্র। বি।

দমকা—হঠাৎ বেগবান্‌, অতর্কিত। বাংপ্র। বিণ।

দমঘোষ—ইনি চেদিরাজ্যের রাজা ছিলেন। বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, তাঁহার গর্ভে ইঁহার শিশুপাল ও দন্তবক্র নামে দুই পুত্র জন্মে। ইনি মগধরাজ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার শাসনে ইঁহাকে আত্মীয় যাদবগণের বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ করিতে হয়।

দমঘোষজ—দমঘোষপুত্র শিশুপাল। দমঘোষ—জন্‌ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

দমদম—অনুকার শব্দ; প্রহারশব্দ; তোপের ধ্বনি। বাংপ্র। অ।

দমদমা—চাঁদমারির জন্য মাটির উচ্চ স্তূপ; শস্যক্ষেত্রের মাচান বিঃ। <আ 'দমদমহ্‌'। বি।

দমন—১। শাসন, নিগ্রহ, বশ করা, পরাভূত করা। দম্‌ (দমন করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ২। বীর; শত্রু; পুষ্প বিঃ; মুনি বিঃ [বিদর্ভরাজ ভীম অনপত্য ছিলেন, দমন মুনির বরে দম প্রভৃতি পুত্র এবং অসামান্য রূপগুণসম্পন্না দময়ন্তী নাম্নী কন্যা প্রাপ্ত হন; মুনিবরের নামানুসারেই পুত্রকন্যার ঐরূপ নাম রাখা হয়]। দম্‌+অন কর্তৃ। বি; পু।

দমননীতি—দমনকার্য দ্বারা প্রতিবাদকারী-দিগকে সংযত করার নীতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দমনীয়—দমনযোগ্য, শাসনার্হ। দম্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

দমবাজ—প্রতারক, ধূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

দমবাজি প্রতারণা, ধাপ্পা; ধোঁকা। বাংপ্র। বি।

দময়ন্তী—দমনমুনির বরপ্রভাবে সঞ্জাতা বিদর্ভরাজ ভীমের তনয়া, নিষধাধিপতি মহারাজ নলের মহিষী। ণিজন্ত দম্‌ (দমন করা)+শতৃ কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দময়িতা (-য়িতৃ)—যে দমন করে, শাসক। দম্‌+ণিচ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দময়িত্রী**।

দমসম—শ্বাসরোধ, দম ফুলিয়া বুকে পেটে এক হওয়ার ভাব। বাংপ্র। অ।

দমসানো—দমসম হওয়া বা খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

দমা—বসিয়া যাওয়া, নুইয়া পড়া; সংগতিহীন হওয়া; ভগ্নোৎসাহ বা স্ফূর্তিহীন হওয়া, নিস্তেজ হইয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

দমাদম—দমদম, অনুকার শব্দ (দমাদম প্রহার)। বাংপ্র। অ।

দমানো—বসানো, নোয়ানো; ভগ্নোৎসাহ বা স্ফূর্তিহীন করা। বাংপ্র। ক্রি।

দমিত—শাসিত, বশীকৃত; ভারবহনাদি ক্লেশসহিষ্ণু। দম্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

দমী (দমিন্‌)—শাসনকারী; দমনশীল; জিতেন্দ্রিয়, কামক্রোধাদির পরাভবকারী। দম+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দমিনী**।

দম্পতি, দম্পতী—জম্পতি, পতিপত্নী, স্ত্রীপুরুষ। জায়া ও পতি, দ্বন্দ্ব (এই সমাসে জম্পতি পদও হয়)। বি; পু।

দম্বল—দুধ জমাইয়া দধি করিবার অম্ল দ্রব্য, সাঁজা। বাংপ্র। বি।

দম্ভ—অহংকার, দর্প, গর্ব; কল্ক; শঠতা। দন্‌ভ্‌ (গর্ব করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

দম্ভক—প্রতারক; গর্বিত। দম্ভ শব্দ—কৃ+ড কর্তৃ। বিণ।

দম্ভন দম্ভকরণ, দর্পপ্রকাশ, বড়াই। দন্‌ভ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

(দম্ভিন্‌)—গর্বিত, অহংকারী; শঠ। দম্ভ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দম্ভিনী**।

দম্ভোক্তি—দৃপ্তবাক্য, দর্পপ্রকাশ, বড়াই, জাঁকজারি। দম্ভপূর্ণ উক্তি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

দম্ভোল—দম্ভোক্তি, বীরদর্প, হুংকার। প্রাকপ্র। বি।

দম্ভোলি—কুলিশ, অশনি, বজ্র। দন্‌ভ্‌ (গর্ব করা)+ওলি কর্তৃ। বি; পু।

দম্য—দমনীয়, শাসনীয়। দম্‌ (দমন করা)+য কর্ম। বিণ।

দয়—১। দয়া, কৃপা। দয়্‌ (দয়া করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু। ২। গর্ত, খাত। <দহ। বি। **দয়ে মজানো**—নদী প্রভৃতিতে ডুবানো; সর্বনাশ করা।

দয়া—কৃপা, পরদুঃখমোচনপ্রবৃত্তি। দয়্‌+ও ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

দয়ানন্দ সরস্বতী—পূর্বতন কাঠিওয়াড় প্রদেশে (বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত) মোরভি-নামক স্থানে শৈবধর্মা-বলম্বী ব্রাহ্মণবংশে ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে দয়ানন্দের জন্ম হয়। ইনি যৌবনকালে গৃহত্যাগ করিয়া কাশী, এবং নর্মদা নদীতীরে গমন করেন এবং এই সময় সন্ন্যাসী হইয়া "দয়ানন্দ সরস্বতী" এই নাম গ্রহণ করেন। দয়ানন্দ ভারতবর্ষের অনেক সাধারণ সভায় উপস্থিত হইয়া ধর্মবিষয়ক বাদানুবাদ

করেন। প্রথমে ইনি সমস্ত বেদকেই ঈশ্বরবাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে কিন্তু কেবল মন্ত্রাংশকেই ঈশ্বরবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। দয়ানন্দই আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার কলিকাতায় অবস্থানকালে অনেক বাঙ্গালী ও শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ হইত। সকলেই ইঁহার বুদ্ধিমত্তা ও অগাধ পাণ্ডিত্যে বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। ইনি কতকাংশে ধর্মসংস্কারকও ছিলেন। উত্তরকালে বৈদিক ধর্মের যে অপপ্রয়োগ ঘটিয়াছিল তাহার প্রতিকার করিতে ইনি বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর আজমীরে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ইঁহার ঋগ্বেদ-ভাষ্য ও সত্যার্থ-প্রকাশ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। দয়ানন্দ একখানি আত্মজীবনচরিত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

দয়ানিধি—কৃপাসিন্ধু, করুণাসাগর, অত্যন্ত দয়াশীল। দয়ার নিধিপ্রায়, ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু।

দয়াবান্ (-বৎ) দয়াময়, কৃপালু, দয়ালু। দয়া শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দয়াবতী**।

দয়াময়—কৃপাময়, করুণাময়, দয়াবান্। দয়া শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**দয়াময়ী**।

দয়ার্দ্র—দয়াসিক্ত, পরদুঃখ দর্শনে গলিতচিত্ত, অত্যন্ত দয়াযুক্ত। দয়া দ্বারা আর্দ্র, ৩তৎ। বিণ।

দয়াল—কৃপালু, করুণাময়, দয়াবান্। <দয়ালু। বিণ।

দয়ালচন্দ্র সোম—ডাক্তার, ইনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে চুঁচুড়ার প্রসিদ্ধ সোম বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

হুগলি কলেজে পাঠ সমাপনান্তে বৃত্তি-লাভ করিয়া ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দয়ালচন্দ্র কলিকাতার মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। স্বাভাবিক প্রতিভাবলে মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নকালে তিনি বিবিধ পুরস্কার ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এল. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং পর বর্ষে মেডিকেল কলেজ হইতেই এফ. এ. পরীক্ষা দিলে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে এম. বি. উপাধি প্রদান করেন।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার ডাক্তার ম্যাকনামারার অধীনে কার্য করিয়া, ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌএ কিংস্ হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া গমন করেন। তথায় কৃতিত্বের সহিত এক বৎসর কর্ম করিয়া আগ্রা মেডিকেল স্কুলে অস্ত্রবিদ্যার শিক্ষক নিযুক্ত হন। তথায় ছয় বৎসর উক্ত কার্য করিয়াছিলেন। আগ্রায় অবস্থানকালে তিনি Dars-i-Jarahi নামক উর্দু ভাষায় অস্ত্রচিকিৎসা-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বহু বৎসর তাঁহার গ্রন্থ আগ্রা স্কুলে পঠিত হইয়াছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে তিনি পাটনার টেম্পল মেডিকেল স্কুলের অস্ত্রবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। পাটনায় প্রায় ত্রিশ বৎসর কার্য করিয়া, পাটনা-বাসীদের অসীম কৃতজ্ঞতা ও অমিত প্রশংসা অর্জন করিয়া ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতায় তাঁহার পসার প্রতিপত্তির সীমা ছিল না। তাঁহার সময়ে তিনি বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ধাত্রীবিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। তিনিই বঙ্গদেশীয় ধাত্রীগণের প্রথম পরীক্ষক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. বি. ও এল. এম. এস. পরীক্ষায় ধাত্রী-বিদ্যার পরীক্ষক ছিলেন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাফরিন হইতে লর্ড এলগিনের শাসনকাল অবধি তিনি গভর্নর-জেনারেলদিগের অবৈতনিক আসিস্ট্যান্ট সার্জন ছিলেন। ভারতীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে এ সম্মান তিনিই প্রথম প্রাপ্ত হন।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে লেডী ডাফরিন ফণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ইংরাজীতে ধাত্রী-বিদ্যাবিষয়ক একখানি পাঠ্যগ্রন্থের রচনা করেন। এ জন্য গভর্নমেন্ট তাঁহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তাঁহার পুস্তক অনূদিত হইয়া পঠিত হইয়াছিল।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধি দেন। ছোটলাট স্যার চার্লস ইলিয়ট এবং স্যার বেঞ্জামিন সিমসন, চার্লস স্মিথ প্রমুখ বিখ্যাত ইংরাজ-চিকিৎসকগণ তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে পেন্সন লইয়া, ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর, বৃহস্পতিবার তিনি পরলোকে গমন করেন।

তাঁহার নামের রৌপ্যপদক প্রতিবৎসর পাটনা মেডিকেল স্কুলের অস্ত্র-চিকিৎসার পরীক্ষায় প্রথম ছাত্রকে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

দয়াল সিং (সর্দার)—সর্দার দয়াল সিং মাজিথিয়া, পাঞ্জাবের জননেতা—"ট্রিবিউন" সংবাদপত্র ও পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা। এই মাজিথিয়া পাঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ শিখ বংশ। ইঁহার পিতামহ সর্দার দেশাসিং জাঠ সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের আমলে তিনি অমৃতসরের শাসনকর্তা ছিলেন। দয়াল সিংহের পিতা লেনা সিং খালসা সেনার অধিনায়ক ছিলেন। পরে তিনি পিতার স্থলে অমৃতসরের শাসনকর্তা হন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দয়াল সিংহের জন্ম হয়। পাঁচবৎসর বয়সে ইনি পিতৃহীন হন। নাবালক অবস্থায় ইঁহার পিতৃসম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীন থাকে। বাল্যে ইনি ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সাবালক হইয়া ইনি কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে সম্পত্তি ফিরাইয়া লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। দুই বৎসর তথায় অবস্থিতির পর ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনে ইনি বিলক্ষণ উৎসাহী ছিলেন। মাজিথিয়া শিখ পরিবার পুরুষানুক্রমে দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিল। সর্দার দয়াল সিং এ বিষয়ে বংশগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। দয়াল সিং নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় ও হোস্টেলের প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের জ্ঞানার্জনের সুবিধার জন্য ইনি একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার স্থাপনকল্পে একখানি বাড়ি ও পুস্তকাদির জন্য নগদ ষাট হাজার টাকা এবং একটি কলেজ স্থাপনের জন্য পনেরো লক্ষ টাকার সম্পত্তি উইল করিয়া দিয়া যান। ইনি পঞ্চনদ প্রদেশের অন্যতম রাষ্ট্রীয় নেতা ছিলেন,—ইঁহারই চেষ্টায় লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বাংলা ১৩০৫ সালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দয়ালহরি মুখোপাধ্যায়, বিদ্যারত্ন—(১৮৮৬—১৯৫৭ খ্রীঃ)। ইতিহাস, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে অসাধারণ পণ্ডিত। লাটিন, গ্রীক প্রভৃতি বহু ভাষায় ইঁহার অপরিসীম জ্ঞান ছিল। কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র ইঁহার নিকট হইতে বহু গল্পের ভাব ও ভাষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইঁহার রঘুবংশের অনুবাদ, এবং অসংখ্য গান ও কবিতা একসময়ে দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।

দয়ালু—কৃপালু, দয়াবান্, করুণাময়, সদয়; অনুগ্রহপরায়ণ। দয়া আছে ইঁহার এই অর্থে দয়া+আলু। বিণ। বি—**দয়ালুতা**।

দয়াশীল—স্বভাবতঃ দয়ালু; কৃপাপরায়ণ, করুণাময়। দয়াই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ। [৬তৎ। বিণ।

দয়াহীন—নির্দয়, দয়াশূন্য, করুণারহিত।

দয়িত—১। প্রিয়, কমনীয়, ভালবাসার পাত্র। দয় (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পতি, স্বামী। বি; পু।

দয়িতা—১। প্রিয়া, ভালবাসার পাত্রী। দয়িত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পত্নী, ভার্যা, বনিতা, স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

দয়েল, দোয়েল—পক্ষি বিঃ। বাংপ্র। বি।

দর—১। গর্ত। দৃ+অল্ কর্ম। ২। ভয়, কম্প। দৃ+অল্ করণ। বি; পু বা স্ত্রী। [ইহারই অপভ্রংশে হিন্দী 'ডর' শব্দ হইয়াছে]। ৩। অল্প। অ। ৪। মূল্যের হার, মূল্য, দাম। বাংপ্র। বি। ৫। অধীন, দ্বিতীয়। ফা-মূ। বিণ।

দর-ইজারদার—ইজারদারের অধীন; কটকিনাদার। ফা-মূ। বি বা বিণ।

দরওয়াজা—দ্বারের কপাট, দরজা। ফা-মূ। বি।

দরওয়ান—দ্বাররক্ষক। বাংপ্র। বি।

দরকচা—অর্ধপক্ক; অপক্ক ও শক্ত; জামড়া-পড়া। বাংপ্র। বিণ।

দর-কষাকষি—দ্রব্যের মূল্য লইয়া টানা-টানি, bargaining. বাংপ্র। বি।

দরকার—প্রয়োজন, আবশ্যকতা। ফা। বি। [বিণ।

দরকারী—প্রয়োজনীয়, আবশ্যক। ফা-মূ।

দরখাস্ত—আবেদন, আরজি, প্রার্থনা। <ফা 'দর্‌খোয়াস্ত্'। বি।

দরখি—দর্শন করিয়া, দেখিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি। [ফা। বি।

দরগা—পীরের স্থান; মুসলমানি ধর্মভবন।

দরজা, দরোজা—দ্বার, দুয়ার, কপাট। < ফা 'দর্‌বাজহ্'। বি।

দরজী—সূচিব্যবসায়ী, কাপড় জামা সেলাই করা যাহার কাজ। ফা। বি।

দরদ—১। ভয়প্রদ। দর (ভয়)—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যথা, বেদনা; দুঃখ, কাতরতা; সহানুভূতি; মমতা। <ফা 'দর্দ্'। বি।

দরদর—১। অজস্র ধারায় নির্গত। বিণ। ২। ঝরঝর করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

দরদস্তুর—আসল দাম ঠিক করার অথবা দাম কমাইবার চেষ্টা। বাংপ্র। বি।

দরদালান—বহিঃস্থ মণ্ডপ; লম্বা টানা ঘর, হল। ফা। বি।

দরদী—ব্যথার ব্যথী; পরদুঃখকাতর। ফা-মূ। বিণ।

দরনি, দরানি—ধসিয়া পড়ন, গলন; মাংস পচিয়া গলিয়া পড়া, নখাদির ধস্ ভাঙ্গিয়া পড়া। বাংপ্র। বি।

দরপত্তনি—পত্তনিদারের অধীন পত্তনি। ফা-মূ। বি।

দরবার—সভা; রাজসভা; আদালত। ফা। বি।

দরবিগলিত—১। অল্পপরিমাণে গলিত। সুপ সুপা। ২। ভয়বশতঃ পতিত; কম্পহেতু স্খলিত। ৩তৎ। বিণ।

দরবে—দ্রব হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

দরবেশ একশ্রেণীর মুসলমান ফকির; মিষ্টান্ন বিঃ। ফা। বি।

দরমা—বংশাদিরচিত দীর্ঘ আসন, চাঁচ, চাটাই। বাংপ্র। বি।

দরমাহা—মাহিয়ানা, মাসিক বেতন। ফা। বি।

দরশ দর্শন, দেখা। কপ্র। বি।

দরশন—দর্শন; দেখা। কপ্র। বি।

দরা গলিত হওয়া, গলা, গড়ানো। কপ্র। ক্রি।

দরাজ—প্রশস্ত, বিস্তীর্ণ, ফলাও, লম্বাচওড়া, উদার; মুক্ত। ফা-মূ। বিণ।

দরানি—গলিত বস্তুর ধারাপতন, গলন; ঝরানি। বাংপ্র। বি।

দরানো দরদর করিয়া পড়া, গলিত হওয়া, গড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

দরি কন্দর, গুহা। দৃ+ই কর্ম। বি; স্ত্রী।

দরিত—১। দুঃখ, ক্লেশ। দৃ+ক্ত করণ। বি; ক্লী। ২। ভীত; কম্পিত। দর শব্দ+ইত জাতার্থে। ৩। বিদীর্ণ। দৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

দরিদ্র—নির্ধন, গরীব; দীন; নিঃস্ব; ক্ষীণ। দরিদ্রা (গরীব হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

দরিদ্রতা—নির্ধনতা; দৈন্য। বি; স্ত্রী।

দরিদ্রনারায়ণ—দীনহীনের মধ্য দিয়া প্রকাশিত ঈশ্বর। রূপক। বি; পু।

দরিদ্রিত—নির্ধন; দুঃস্থ; দুরবস্থাপন্ন, দুর্গত। দরিদ্রা (গরীব হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দরিয়া—নদী; সমুদ্র; জলময় স্থান। <ফা 'দর্য়া'। বি।

দরী (দরিন্)—ভীত; কম্পনশীল। দর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী- **দরিণী**।

দ.ী—কন্দর, গুহা। দর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দরুন—নিমিত্ত, বাবদ, কারণ, জন্য (সংক্ষেপে দং)। <ফা 'দুরুন'। অ।

দরোজা—'দরজা' দ্রঃ।

দরোয়ান দ্বারী, দ্বারপাল; পিয়ন। <দ্বারবান্। বি।

´—দরজী (তাহা দ্রঃ)।

দর্দুর—ভেক; মেঘ; বাদ্যভাণ্ড। দৃ (বিদীর্ণ হওয়া)+উর কর্তৃ। বি; পু।

দর্দুরা—ভেকী; দুর্গা। দর্দুর শব্দ+আপ্। বি; স্ত্রী।

দর্প—গর্ব, অহংকার; মনের উদ্ধতা; তাপ। দৃপ্ (গর্ব করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

দর্পক—মদন, কন্দর্প; অনঙ্গ। ণিজন্ত দৃপ্ (পীড়া দেওয়া)+ণক কর্তৃ। বি; পু।

দর্পণ—১। আদর্শ, মুকুর, আরশি, আয়না। দৃপ্ (দীপ্ত হওয়া বা করা)+অন কর্তৃ। বি; পু। ২। নয়ন, চক্ষু। বি; ক্লী।

দর্পনারায়ণ রায় (দেওয়ান)—দর্পনারায়ণ বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সন্নিহিত খাজুরডিহী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ইনি খাজুরডিহীর মিত্রবংশীয়, উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ। দর্পনারায়ণ বাদশাহ সরকার হইতে প্রধান কানুনগোর কার্যে নিযুক্ত হইয়া ক্রমান্বয়ে মালদহ ও ঢাকায় বাস করেন। এবং মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপনের পরে দর্পনারায়ণই প্রথমে "ডাহা পাড়ায়" বাসস্থান নির্ধারিত করেন। ডাহা অর্থাৎ ঢাকা, পাড়া অর্থাৎ পল্লী; ঢাকা হইতে যে সকল হিন্দু মুর্শিদাবাদে আগমন করেন, তাঁহারা যে পল্লীতে থাকিতেন তাহারই নাম কালে ঢাকাপল্লী বা ডাহাপাড়া হয়।

দেওয়ান ভূপতিরায়ের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রের উপযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া মুর্শিদকুলি খাঁ কর্মচারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া দর্পনারায়ণকে দেওয়ানীর ভার প্রদান করেন। ইনি কানুনগো ও খালসা দেওয়ানী উভয় পদ প্রাপ্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে বিংশতি লক্ষ টাকা বেশী আয় দেখাইয়া দেন।

দর্পহা (দর্পহন্) ১। দর্পহারী। দর্প—হন্ (নষ্ট করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ; পু বা স্ত্র। ২। বিষ্ণু। বি; পু।

দর্পহারী (-হারিন্)—গর্বনাশক, দম্ভচূর্ণ-কারী। দর্প—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

দর্পিত—দর্পযুক্ত, গর্বিত, অহংকৃত। দর্প শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

দর্পী (দর্পিন্)—দর্পবিশিষ্ট, গর্বিত, অহংকারী। দর্প+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **দর্পিণী**।

দর্বি, দর্বী—হাতা; সর্পফণা। দৃ (বিদারণ করা, ইত্যাদি)+বি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

দর্বীকর—ফণাধর, সর্প। দর্বী (ফণা)—কৃ (করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

দর্ভ—দূর্বা শ্যামাক কুশ কাশ বল্বজ মৌঞ্জ—এই ছয় প্রকার তৃণ। দৃন্ভ (গ্রন্থন করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

দর্ভট—নিভৃতগৃহ। বি; ক্লী।

দর্ভপত্র কাশ। বি; পু।

দর্ভময়—কুশময়, দূর্বাদি ষড়্‌বিধ তৃণের অন্যতম দ্বারা রচিত। দর্ভ শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

দর্ভাসন—কুশাসন, পবিত্রাসন। দর্ভ-নির্মিত আসন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দর্শ—১। অমাবস্যা। দৃশ্+অল্ অধি। ২। দর্শন, দেখা। দৃশ্+অল্ ভাব। বি; পু।

দর্শক—১। দর্শনকারী, দৃষ্টিকর্তা, দেখে যে এরূপ। দৃশ্ (দেখা)+ণক কর্তৃ। ২। দর্শয়িতা, প্রদর্শনকারী, দেখায় যে এরূপ; দ্বারপাল। ণিজন্ত দৃশ্ বা দর্শি (দেখানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দর্শিকা**।

দর্শন—১। অবলোকন, দেখা, জ্ঞান; স্বপ্ন; বুদ্ধি; ধর্ম; উপলব্ধি। দৃশ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। ২। নয়ন, চক্ষু; মুকুর; সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা বেদান্ত—এই ছয় এবং বৌদ্ধশাস্ত্র ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞান-প্রধান শাস্ত্র; জ্ঞানশাস্ত্র। দৃশ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

দর্শনক্ষম—দর্শন করিতে সমর্থ। ৭তৎ। বিণ।

দর্শনডালি, -দারি—বাহ্য আকৃতি, সুরূপ; রূপবিচার। বাংপ্র। বি।

দর্শনপ্রতিভূ—অন্যকে উপস্থিত করিয়া দিবার জামিন, হাজিরজামিন। ৬তৎ। বি; পু।

দর্শনশাস্ত্র—যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে সৃষ্টি স্থিতি লয় এবং আত্মতত্ত্ব পরকালতত্ত্ব ঈশ্বরতত্ত্ব অদৃষ্টতত্ত্ব জগতের কার্য কারণ-ভাব ও তৎসমুদায়ের বিধানকর্তার বিষয়ে জ্ঞান জন্মে; সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বৈশেষিক মীমাংসা ও বেদান্ত—এই ছয় শাস্ত্র; বৌদ্ধ-শাস্ত্র জৈনশাস্ত্র ও অন্যান্য তত্ত্বজ্ঞানপ্রধান শাস্ত্র। দর্শনদায়ক (জ্ঞানপ্রদ) শাস্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দর্শনী—১। দর্শনমূল্য, দেখার জন্য যে অর্থ দিতে হয়; দক্ষিণা। বি। ২। দর্শন জন্য দেয়; দর্শনমাত্র পরিশোধ্য। বাংপ্র। বিণ।

দর্শনীয়—দর্শনযোগ্য, যাহা দেখা যাইতে পারে এরূপ; সুদৃশ্য, সুন্দর। দৃশ্ (দেখা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

দর্শনেন্দ্রিয়-চক্ষুঃ। দর্শনসম্পাদক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দর্শয়িতা (-য়িতৃ)—প্রদর্শক; দেখায় যে এরূপ; দ্বারপাল। ণিজন্ত দৃশ্ বা দর্শি (দেখানো)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দর্শয়িত্রী**।

দর্শা—দর্শন করা, দেখা; ফলা, ঘটা, আবির্ভূত হওয়া, উৎপন্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

দর্শানো—প্রদর্শন করা, দেখানো; উৎপন্ন করা, জন্মানো; ঘটা, ফলা। বাংপ্র। ক্রি।

দর্শিত—যাহা দেখান হইয়াছে এমন, প্রদর্শিত। দর্শি+ক্ত কর্ম। বিণ।

দর্শী (দর্শিন্)—দৃষ্টিকর্তা, দর্শক, দ্রষ্টা; জ্ঞানী। দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দর্শিনী**।

দল—১। দমন; দলন। দল্ (ভেদ করা)+অল্ ভাব। ২। পাপড়ি, পত্র, পাতা; সমূহ; সম্প্রদায়; খণ্ড। দল্+অল্ কর্ম। ৩। অস্ত্রের ফলক। বি; ক্লী। ৪। বেধ; স্থূলতা; জলজ তৃণ বিং, ঝাঁজি। বাংপ্র। বি। **দল পাকানো**—কাহারও সহিত শত্রুতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি করিবার জন্য দলবদ্ধ হওয়া। **দল বাঁধা**—জোট পাকানো। **দলে পুরু**—মোটা ও ভারী; সুস্পষ্ট। **দলে ভারী**—এক একটি দলে বা শ্রেণীতে বহুজনবিশিষ্ট। [বিণ।

দলগত—দলীয়, দল-সম্বন্ধীয়। ২তৎ।

দলছাড়া—দল হইতে আলাদা; স্বতন্ত্র। বাংপ্র। বিণ।

দলদলে—পঙ্কিল, পাতলা কাদাযুক্ত; কাদার মত কোমল। বাংপ্র। বিণ।

দলন—১। মর্দন, নিষ্পীড়ন; শাসন; উৎপীড়ন; ভেদন; স্ফুটন। দল্ (ভেদ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। যে দলন করে, শাসনকারী। দল্+অন কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দলনী**।

দলপতি—দলাধ্যক্ষ, দলের কর্তা। ৬তৎ। বি; পু।

দলবদ্ধ—দলভুক্ত, যাহারা দল বাঁধিয়াছে (একমতাবলম্বী বা একত্রাবস্থিত বহু লোককে দল কহে)। ৭তৎ। বিণ।

দলবল-পক্ষীয় লোকজন, অনুচরবৃন্দ। বাংপ্র। বি।

দলা—১। ডেলা, পিণ্ড, তাল; বিন্দু। বি। ২। দলন করা, মর্দন করা, রগড়ানো; থাসা। বাংপ্র। ক্রি।

দলাই—দলন, মর্দন, থাসন। বাংপ্র। বি।

দলাদলি—উভয় পক্ষের বিবাদ, পরস্পর বিরোধ। বাংপ্র। বি।

দলানো—দলন করানো, মর্দন করানো; থাসানো; পদদলিত করা, মাড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

দলি ১। ডেলা, দলা, ঢিল। দল্+ই কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ২। দলিয়া, দলন করিয়া; মর্দন করিয়া। কপ্র। ক্রি।

দলিত—১। মর্দিত, নিষ্পীড়িত; খণ্ডিত; উদ্‌ঘাটিত; পিষ্ট; শাসিত; উৎপীড়িত। দল্ (ভেদ করা)+ক্ত কর্ম। ২। প্রস্ফুটিত, বিকশিত। দল্+ক্ত কর্তৃ। । বিণ।

দলিল—প্রমাণ-স্বরূপ লেখা, লিপি, দস্তা-বেজ। আ। বি।

দলিল-দস্তাবেজ—স্বত্বাদি সংক্রান্ত কাগজপত্র। আ। বি।

দলীপ সিং (মহারাজ বাহাদুর স্যার্)—জন্ম ১৮৩৭ খ্রীঃ—ফেব্রুয়ারি। ইনি পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহের পুত্র। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতৃসিংহাসন প্রাপ্ত হন। শিখযুদ্ধের অবসানে পাঞ্জাব যখন ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হয়, তখন (১৮৪৯ খ্রীঃ ২৯শে মার্চ) ইনি একখানি সন্ধিপত্র দ্বারা স্বীয় অধিকার কোম্পানির হস্তে দান করেন এবং বাৎসরিক বৃত্তিভোগী হন। ১৮৫০ হইতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি ফতেগড়ে বাস করেন এবং ঐখানেই ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন। পর বৎসর ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে কে. সি. এস. আই. এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জি. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। ব্যয়বাহুল্যবশতঃ ইঁহার অনেক ঋণ হয় এবং সেই ঋণের কারণ অনুসন্ধান করিবার জন্য গভর্নমেণ্ট ব্যবস্থা করেন। ইহাতে দলীপ সিং গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের টাইমস্ প্রভৃতি সাময়িক পত্রে লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিবার অনুমতি পাইয়া শিখজাতিকে একটি ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে পাঞ্জাবপ্রদেশ পাইবার দাবি সূচিত থাকে। পাছে তাঁহার আগমনে শিখজাতি উত্তেজিত হয়, এই মনে করিয়া ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজপ্রতিনিধি লর্ড ডফরিণ দলীপের ভারত আগমন বন্ধ করিয়া দেন। তখন দলীপ এডেন বন্দরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এপ্রিল হইতে জুন মাস পর্যন্ত সেইখানে থাকিয়া অসন্তুষ্টচিত্তে আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং সেই সময় খ্রীষ্টধর্ম ত্যাগ করিয়া আবার শিখধর্মাবলম্বী হন। মহারানী ভিক্টোরিয়া বরাবরই ইঁহাকে স্নেহ করিতেন, এবং ইঁহার অপরাধ মার্জনা করিতেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে অক্টোবর প্যারিসে দলীপের মৃত্যু হয়।

দলীয়—দলগত, দল-সম্পর্কিত ('—স্বার্থ')। দল+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

দ'লো, দোলো—গুড় হইতে মাত ঝরাইয়া লইলে যে পাণ্ডুবর্ণ চিনি প্রস্তুত হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

দশ (দশন্)—১০ এই সংখ্যা; জনসাধারণ। দন্‌শ (দীপ্তি পাওয়া)+কন্। বি বা বিণ।

দশক—১০ সংখ্যা; কতকগুলি অঙ্ক পর পর থাকিলে সর্বশেষ অঙ্ক হইতে বাম দিকে দ্বিতীয় অঙ্ক। দশন্+ক। বি; ক্লী।

দশকণ্ঠ, দশকন্ধর, দশগ্রীব, দশমুখ—লঙ্কেশ্বর রাবণ। দশ কণ্ঠ, কন্ধরা, গ্রীবা, মুখ যাহার, বহু। বি; পু।

দশকর্ম—গর্ভাধানাদি দশবিধ সংস্কারজনক কর্ম। কর্মধা। বি; ক্লী।

দশকর্মান্বিত—দশবিধ সংস্কারকার্যের অনুষ্ঠাতা বা তাহাতে অভিজ্ঞ। ৩তৎ। বিণ।

দশকুমার, দশকুমারচরিত দণ্ডিপ্রণীত দশজন কুমারের জীবনবৃত্তান্তঘটিত উপাখ্যান।

দশকোষী, দশকুষি—কীর্তনগীত বিঃ ; গানের তাল। বাংপ্র। বি।

দশচক্র—দশজনের মন্ত্রণা। দশের কৃত চক্র, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। **দশচক্রে ভগবান্ ভূত**—বহু লোকের চক্রান্তে ভালকেও মন্দ বলিয়া মনে হয়।

দশদশা—দশ প্রকার অবস্থা [ইহা কামজ ও দেহজভেদে দ্বিবিধ]। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দশদিক্—পূর্ব অগ্নি দক্ষিণ নৈর্ঋত পশ্চিম বায়ু উত্তর ঈশান এই আট দিক এবং উর্ধ্ব ও অধঃ এই দুই দিক্ সমুদায়ে দশদিক্ [ইন্দ্র, অগ্নি, যম, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের ও মহাদেব যথাক্রমে পূর্বাদি আট দিকের অধিপতি। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্বভৌম ও সুপ্রতীক এই আটটি দিগ্গজ যথাক্রমে পূর্বাদি আট দিকে আছে]। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দশধা—দশ প্রকার ; দশ খণ্ডে ; দশ বার। দশন্+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

দশন—১। দন্ত, দাঁত ; পর্বতশিখর। দন্শ্+অনট্ করণ। বি ; পু। ২। দংশন, কামড়ানো। দন্শ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দশনচ্ছদ-ওষ্ঠ, ঠোঁট। দশনের (দন্তের) ছদ (আবরণ), ৬তৎ। বি ; পু।

দশনামী—শংকরাচার্যপ্রবর্তিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের দশ শাখা। বাংপ্র। বি।

দশপঁচিশ—কড়িখেলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

দশপুর—মালবের অন্তর্গত নগর বিঃ। বি ; পু।

দশবল—১। বুদ্ধদেব। দশপ্রকার (বুদ্ধি, ক্ষান্তি প্রভৃতি) বল যাহার, বহু। ২। দশবলকারিকা নামক ব্যাকরণের গ্রন্থ বিঃ। বি ; পু।

দশবাইচণ্ডী—দশভুজা দেবী ; কোপনা নারী ; অতি ব্যস্ত রমণী। বাংপ্র। বি।

দশভুজা-দুর্গাদেবী। দশ হইয়াছে ভুজ যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

দশম-১০ সংখ্যার পূরণ। দশন্+মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দশমী**।

দশমস্থান—'স্থান' দ্রঃ।

দশমহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা—এই দশ দেবী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

দশমিক-১। যে ভগ্নাংশের হর দশের শক্তি বিঃ (১০, ১০০, ১০০০, ইত্যাদি) এবং যাহা বিন্দুবিশেষের স্থানবিশেষে সন্নিবেশ নিবন্ধন অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হয়। [দশমিক (দশম+ষ্ণিক) এই নামটি ঠিক হয় নাই, উহার নাম "দশমূল" রাখা উচিত। কারণ দশের শক্তিবিশেষই উহার হর এবং তাহাই উহার মূল। যথা—৫·৩=পাঁচ অখণ্ড তিন দশাংশ, ৫৩·০৮-তিপ্পান্ন অখণ্ড আট শতাংশ, ০·২৪৩=দুই-শত তেতাল্লিশ সহস্রাংশ, ইত্যাদি।] বি। ২। দশগুণোত্তর, দশমাংশ সম্বন্ধীয়, decimal. বিণ।

দশমী (দশমিন্)—জীবনের অন্ত্যাবস্থাপ্রাপ্ত, অতিবৃদ্ধ। দশম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

দশমী-১। 'দশম' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ ; জীবনের অন্ত্যাবস্থা। বি ; স্ত্রী।

দশমুখ—'দশকণ্ঠ' দ্রঃ।

দশমূল—একপ্রকার পাঁচন। দশ মূলের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

দশযোগভঙ্গ—বিবাহাদি সংস্কার কর্মে নক্ষত্রবেধ বিঃ [কর্মকালীন নক্ষত্রাঙ্ক ও রবিযুক্ত নক্ষত্রাঙ্ক যোগ করিলে যদি (২৭ এর অধিক হইলে ২৭ ত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা) ১৫। ৬। ৪। ১। ১০। ১৯। ১১। ১৮। ২০ হয়, তাহা হইলে দশযোগভঙ্গ হয়। ইহাতে বিবাহাদি কার্য অশুভদায়ক। ইহার প্রতিপ্রসব—সূর্য নক্ষত্রের প্রথম পাদে থাকিলে চতুর্থ পাদ, দ্বিতীয় পাদে থাকিলে তৃতীয় পাদ, তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় পাদ, এবং চতুর্থ পাদে থাকিলে প্রথম পাদ দুষ্ট হয়, সুতরাং দুষ্ট পাদ পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট অংশে কার্য করা যায়]। বি ; পু।

দশরথ-অযোধ্যার নৃপ, রামচন্দ্রাদির পিতা। সূর্যবংশীয় প্রথিতনামা মহারাজ রঘুর পুত্র অজের ঔরসে তদীয় মহিষী ইন্দুমতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে ইঁহার তিনটি প্রধানা মহিষী ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক ছিলেন। দশরথ একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া রজনীতে অন্ধকমুনির পুত্রকে মৃগভ্রমে শব্দভেদী বাণ দ্বারা বধ করেন। তাহাতে অন্ধকমুনি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, "আমার ন্যায় তোমাকেও পুত্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে।" এই শাপ দশরথের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। অতঃপর ইনি ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির দ্বারা পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ করাইয়া তাহার ফলে চারিটি পুত্ররত্ন লাভ করেন। কৌশল্যার গর্ভে রামের, কৈকেয়ীর গর্ভে ভরতের, এবং সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক দুই যমজ ভ্রাতার জন্ম হয়। দশরথ যেমন শৌর্যবীর্যসম্পন্ন তেমনই সত্যপরায়ণ ছিলেন। একদা যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষতাঙ্গ হইয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলে, কৈকেয়ী অতি যত্নপূর্বক শুশ্রূষা করিয়া ইঁহাকে সুস্থ করেন। সেই সময়ে ইনি কৈকেয়ীকে দুইটি বর দিবার অঙ্গীকার করেন।

রামচন্দ্রাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহের পর রাম রাজ্যশাসনের উপযুক্ত হইয়াছিলেন দেখিয়া দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভি-ষিক্ত করিবার আয়োজন করেন। এদিকে কৈকেয়ী স্বীয় দুষ্টবুদ্ধি পরিচারিকা মন্থরার পরামর্শে দশরথের পূর্বকৃত অঙ্গীকারানু-সারে এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বন-বাস ও অপর বরে ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রার্থনা করিলেন। সত্যপরায়ণ দশরথ কিছুতেই কৈকেয়ীকে নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পিতৃভক্ত রামচন্দ্র পিতৃ-সত্যপালনার্থ তৎক্ষণাৎ ভার্যা জানকী ও অনুজ লক্ষ্মণ সহ বনে গমন করিলেন। এদিকে মহারাজ পুত্রশোকে হাহাকার করিতে করিতে জীবন বিসর্জন করিলেন। দশ দিকে [অব্যাহতগতি] রথ যাহার, বহু। বি ; পু।

দশ-শত--সহস্র সংখ্যা ; সহস্র সংখ্যক। মধ্যপ। বি বা বিণ ; ক্লী।

দশসালা বন্দোবস্ত—ইহার অপর নাম চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে তাৎকালিক গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিশ এই বন্দোবস্ত করেন। মুসলমান-শাসনকাল হইতে এদেশের জমিদারেরা পুরুষানুক্রমে স্ব স্ব অধিকৃত ভূভাগের কর আদায় করিতেন এবং রাজকোষে নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানপূর্বক উদ্বৃত্তাংশ আপনারা ভোগ করিতেন। ইংরেজরাজও প্রথমে এ প্রথার পরিবর্তন করেন নাই। পরে ওয়ারেন হেস্টিংস নিয়ম করেন যে, প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর জমিদারির নূতন বন্দোবস্ত হইবে। ইহাতে নানাপ্রকার কুফল ফলিতে লাগিল দেখিয়া কর্নওয়ালিশ জমিদারদিগের সহিত রাজস্বের একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করিলেন। নিয়ম হইল যে, অতঃপর তাঁহাদের দেয় কর আর কখনও বর্ধিত হইবে না ; তাঁহারা নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে রাজস্ব জমা দিবেন, না দিলে জমিদারি নীলামে বিক্রীত হইবে। বাঙ্গালা, বিহার ও

বারাণসী বিভাগে এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এই বন্দোবস্ত প্রথমতঃ দশ বৎসরের জন্ত হয় ; সেই জন্তই ইহার নাম দশসালা বন্দোবস্ত। পরে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়গণ ইহার অনুমোদন করিলে ইহা চিরস্থায়ী হয়।

দশানন, লঙ্কেশ্বর রাবণ। দশ স্কন্ধ যাহার, বহু। বি ; পু।

দশহরা—জ্যৈষ্ঠমাসীয় শুক্লাদশমী, গঙ্গার মর্ত্যে আগমন-দিন ; দশবিধ পাপহারিণী গঙ্গা ; বিজয়াদশমী। দশন্ শব্দ (দশ অর্থাৎ দশবিধ পাপ)—হৃ (হরণ করা) + অন্ কর্তৃ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী। [অদত্ত বস্তুর গ্রহণ, অবৈধ হিংসা, পরদার-গমন এই ত্রিবিধ কায়িক পাপ। পরুষ ব্যবহার, মিথ্যা কথন, ক্রূরতা, অসংবদ্ধ প্রলাপ এই চারিপ্রকার বাঙ্ময় পাপ। অপরের বস্তু লাভে অভিলাষ, মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা, মিথ্যা অভিনিবেশ এই তিন প্রকার মানস পাপ। দশহরা দিবসে গঙ্গাস্নানে এই দশ প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম দশহরা।]

দশা—১। বস্ত্রের প্রান্তভাগ ; দশী ; দীপ-বর্তিকা, সলিতা, পলিতা। দন্শ + ও কর্ম + আপ্। ২। অবস্থা, ভাব ; জন্মকালীন গ্রহাদির স্থিতিজনিত ভাব ; বাল্যাদি বয়স, গর্ভবাস জন্ম বাল্য কৌমার পৌগণ্ড যৌবন স্থাবির্য জরা প্রাণরোধ বিনাশ—এই দশ প্রকার দেহজ দশা ; ইচ্ছা চিন্তা স্মৃতি গুণকীর্তন উদ্বেগ বিলাপ উন্মাদ ব্যাধি জড়তা মরণ—এই দশ প্রকার কামদশা ; ভক্তিজনিত ভাবাবেশ, সমাধি। দন্শ + ও ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

দশাংশিক—দশমিক। দশ যে অংশ সে দশাংশ, কর্মধা ; দশাংশ + ইক। বিণ।

দশাক্ষয়—নবগ্রহের দশা শেষ ; দশ দশার বিনাশ ; দশ ভাবের অবসান। ৬তৎ। বি ; পু।

দশানন, দশাস্য—লঙ্কেশ্বর রাবণ। দশ আনন বা আস্য (মুখ) যাহার, বহু (এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, লঙ্কেশ্বর রাবণের দশটি মস্তক ছিল)। বি ; পু।

দশাবতার—১। মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন পরশুরাম রামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ (মতান্তরে বলরাম) বুদ্ধ কল্কি ভগবানের এই দশ অবতার। কর্মধা। ২। নারায়ণ, বিষ্ণু। দশ হইয়াছে অবতার যাঁহার, বহু। বি ; পু। [দশাবতার সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে যে,—প্রলয়-পয়োধি-সলিলে বেদ নিমগ্ন থাকায় ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করেন ; ইহাই মৎস্যাবতার। কূর্মাবতারে ভগবান্ আসমানা পৃথিবীকে পৃষ্ঠদেশে ধারণ করিয়াছিলেন। বরাহ অবতারে ভগবান্ নিমজ্জমানা ধরণীকে দন্ত দ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং মহাবল হিরণ্যাক্ষকে বিনাশ করিয়াছিলেন। নৃসিংহ অবতারে প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ নরসিংহরূপ ধারণ করেন। বামনরূপে ভগবান্ বলিকে ছলনা করেন। পরশুরাম অবতারে ধরণী নিঃক্ষত্রিয়া হয়। রাবণবধার্থ ভগবান্ রামরূপে অবতীর্ণ হন। কংসাদি দুর্বৃত্তগণের বিনাশ দ্বারা পৃথিবীর ভার-মোচনের নিমিত্ত এবং অধর্মপ্লাবিত ভারতে ধর্মসংস্থাপনার্থ কৃষ্ণাবতারের আবির্ভাব। বুদ্ধাবতারে ভগবান্ জীবক্ষয়কারী হিংসার নিরোধ করিয়াছিলেন। কলির শেষে ভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পুনরায় সত্য ধর্মের প্রচার করিবেন।]

দশাবিপর্যয়—অবস্থার পরিবর্তন, দুরবস্থা, দুর্দশা। ৬তৎ। বি ; পু।

দশাশ্ব চন্দ্র। দশ অশ্ব যাহার, বহু। বি ; পু।

দশাশ্বমেধ, দশাশ্বমেধিক বারাণসীস্থ তীর্থ বিঃ। দশ হইয়াছে অশ্বমেধ যাহাতে, বহু। পক্ষান্তরে দশ যে অশ্বমেধ, কর্মধা। দশাশ্বমেধ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বি ; পু। [কথিত আছে যে, ব্রহ্মা এই স্থানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করিলে মহাপুণ্যসঞ্চয় হয়।]

দশাশ্বমেধঘাট—কাশীস্থ গঙ্গার ঘাট বিঃ [এই স্থানে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছিল বলিয়া ইহা দশাশ্বমেধ নামে অভিহিত। এই ঘাটে বিস্তর দেবালয় বিদ্যমান। দুর্গোৎসবের সময় এই ঘাটে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জিত হয়]। বাংপ্র। বি।

দশাসই—লম্বাচওড়া, দীর্ঘকায়, লম্বায় চওড়ায় মানানসই। বাংপ্র। বিণ।

দশাস্য—'দশানন' দ্রঃ।

দশাস্যজিৎ—রামচন্দ্র। দশাস্যকে জয় করিয়াছেন যিনি, উপতৎ ; দশাস্য—জি (জয় করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

দশাহ—দশ দিন, দশদিনব্যাপক কাল। দশ অহনের (দিনের) সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; পু।

দশি, দশী—বস্ত্রপ্রান্তের অ-বোনা আলগা সুতা ; বস্ত্রপ্রান্ত, অঞ্চল, কাপড়ের ছিলা। বাংপ্র। বি।

দশেরা—উত্তর-পশ্চিম প্রদেশবাসী হিন্দুদিগের পর্ব [ইহা বিজয়া দশমীর সময় অনুষ্ঠিত হয়]। বাংপ্র। বি।

দষ্ট—দংশনপ্রাপ্ত, দংশিত, যাহাকে কামড়ানো হইয়াছে এমন। দন্শ + ক্ত কর্ম। বিণ।

দস্তখত—স্বাক্ষর, হাতের সহি। ফা। বি।

দস্তা—যশদ, ধাতু বিঃ, zinc. <যশদ। বি।

দস্তানা—হাতের মোজা, করাঙ্গুলিত্রাণ। ফা। বি।

দস্তাবেজ—লেখ্য, দলিল। বাংপ্র। বি।

দস্তুর—প্রথা, নিয়ম, রীতি, রেওয়াজ। ফা। বি।

দস্তুরমত, দস্তুরমাফিক—রীতিমত। ফা-মু। ক্রি-বিণ।

দস্তুরি—মধ্যবর্তী ক্রেতার প্রাপ্য মূল্যাংশ, দালালি। ফা-মু। বি।

দস্যু—তস্কর, চৌর ; ডাকাইত ; শত্রু ; পরপীড়ক ব্যক্তি ; ধর্মচ্যুত ব্যক্তি। দস, (উৎক্ষেপণ করা) + যু কর্তৃ। বি ; পু।

দস্যুতা—শত্রুতা ; চৌর্য ; অপহরণ ; ডাকাতি। দস্যু + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

দহ, দ—হ্রদ, জলা, বিল ; নদীর মধ্যস্থ অগাধ জলকুণ্ড, ঘূর্ণিপাক ; অতলস্পর্শ স্থান ; নদী-প্রবাহের পরিবর্তনহেতু উৎপন্ন গভীর জলাশয় ; সংকট মুশকিল। বাংপ্র। বি।

দহন—১। দাহ, দগ্ধকরণ, পোড়ানো। + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। অ অনল ; দুষ্ট ব্যক্তি ; চিতাগাছ। দহ্ + অন কর্তৃ। বি ; পু। ৩। দাহকারী। বিণ।

দহনকেতন—ধূম, ধোঁয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

দহন-সারথি বায়ু। ৬তৎ। বি ; পু।

দহনারাতি—জল। দহনের (অগ্নির) অরাতি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু।

দহনীয়—দহনযোগ্য, জ্বলনীয়। দহ্ (দগ্ধ করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

দহরম-মহরম মাখামাখি ভাব, আত্মীয়তা, বাধ্যবাধকতা, ঘনিষ্ঠতা। ফা। বি।

দহলা—দশফোঁটা চিহ্নিত তাস। বাংপ্র। বি।

দহসি—দগ্ধ করিতেছ। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

দহা—দগ্ধ করা, পুড়ানো, জ্বালানো ; দগ্ধ হওয়া, পুড়া, জ্বলা, জ্বালা করা। কপ্র। ক্রি।

দহিয়াল—দয়েল পক্ষী। বাংপ্র। বি।

দহ্যমান যাহা দগ্ধ হইতেছে এরূপ। দহ্ (দগ্ধ করা) + শান কর্ম। বিণ।

দা—১। দাত্রী, দায়িকা, প্রদায়িনী। দা + ড কর্তৃ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রক্ষণ ; পালন। দে (পালন করা) + ক্বিপ্ ভাব। ৩। দান। দা (দেওয়া) + ক্বিপ্ ভাব। ৪। ছেদন ; উপতাপ। দো (ছেদন করা) + ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ৫। ছেদনিকা, কাটারি। বাংপ্র। বি।

দাই, ধাই—সন্তান-প্রসবকারয়িত্রী ; ধাত্রী ; শিশুপালিকা ; দাসী। <ধাত্রী। বি।

দাইল—ডাইল বা ডাউল। বাংপ্র। বি।

দাউ-দাউ—জোরে আগুন জ্বলার ভাব-প্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

দাওয়া—১। দাবি, স্বত্ব, অধিকার ; ঔষধ। আ-মু। ২। ঘরের বারান্দা বা রক। বাংপ্র। বি।

দাওয়াই—ঔষধ। আ-মু। বি।

দাওয়াইখানা—ঔষধালয়, ডাক্তারখানা। আ-মু। বি।

দাঁ—পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

দাঁ, দাঁও—সুবিধা, সুযোগ, বাগ, কাত ; সুযোগে লাভ। বাংপ্র। বি।

দাঁড়—১। ক্ষেপণী, নৌকাচালন-দণ্ড। বি। ২। দণ্ডায়মান, খাড়া। বাংপ্র। বিণ।

দাঁড়কাক—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ কাক বিঃ, দণ্ডকাক। বাংপ্র। বি।

দাঁড়া—রীতি, প্রথা, দস্তুর ; মেরুদণ্ড ; হুল। বাংপ্র। বি।

দাঁড়ানো—দণ্ডায়মান হওয়া বা থাকা ; থামা, সবুর করা ; স্থির হইয়া থাকা, জমা ; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

দাঁড়াশ—সর্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

দাঁড়ি—পূর্ণচ্ছেদসূচক দণ্ডায়মান রেখা ; তুলাদণ্ড। বাংপ্র। বি।

দাঁড়িপাল্লা—তরাজু, ওজন করিবার দণ্ড-পালী যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

দাঁড়ী—দাঁড়চালক, নৌকার মাল্লা। বাংপ্র। বি।

দাঁত—রদন। <দন্ত। বি। **দাঁত ফোটানো**—কোন দুরূহ বিষয় বোধগম্য করা। **দাঁত ভাঙ্গা** দর্প চূর্ণ করা। **দাঁতে কুটো করা** অতিশয় বিনীত হওয়া। **দাঁতে দড়ি দিয়া পড়িয়া থাকা**—অনাহারে শয়ন করিয়া থাকা।

দাঁতকড়া—দন্তশূল। বাংপ্র। বি।

দাঁতন—দাঁত মাজিবার জন্য গাছের শাখা, দাঁতনকাঠি ; দাঁতন কাঠি দিয়া দাঁত মাজা। বাংপ্র। বি।

দাঁতশূল—দাঁত কনকনানি। <দন্তশূল। বি।

দাঁতালো—দন্তযুক্ত, বড় বড় দাঁতওয়ালা, দন্তুর, দেঁতো। বাংপ্র। বিণ।

দাক্ষ—দক্ষসম্বন্ধীয় ; দক্ষজাত। দক্ষ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**দাক্ষী**।

দাক্ষায়ণী—দক্ষপ্রজাপতির সুতা, সতী। দক্ষ (প্রজাপতি বিঃ)+ফায়ন অপত্যার্থে +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দাক্ষিণাত্য—১। ভারতবর্ষের আদিম আর্যগণের দশটি বিভাগ ছিল—পঞ্চগৌড় ও পঞ্চদ্রাবিড়। এই পঞ্চদ্রাবিড়কে দক্ষিণাপথ বলে। (১) কর্ণাট, (২) কেরল, (৩) আন্ধ্র, (৪) দ্রবিড়, (৫) মহারাষ্ট্র। অথবা (১) আন্ধ্র, (২) কর্ণাট, (৩) গুর্জর, (৪) দ্রবিড়, (৫) মহারাষ্ট্র। দক্ষিণ-দিক্‌সম্বন্ধীয় ; দক্ষিণদেশবাসী। 'দক্ষিণা' দ্রঃ ; দক্ষিণা শব্দ (দক্ষিণ দিক্)+ত্যণ্ ভবার্থে। বিণ। ২। ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ, দক্ষিণাপথ, Deccan. স্থানীয় মতে, নর্মদা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী ভূমির নাম "দক্ষিণ" দেশ। বিস্তৃত হিসাবে ধরিলে বিন্ধ্যগিরির দক্ষিণে ভারতের সমস্ত দেশই দক্ষিণ দেশের অন্তর্গত। মোটামুটি হিসাবে, এই দেশের উত্তর সীমা বিন্ধ্য-গিরি, পশ্চিম সীমা পশ্চিমঘাট, দক্ষিণ সীমা কুমারিকা অন্তরীপ, এবং পূর্বসীমা পূর্বঘাট। দাক্ষিণাত্য রামায়ণপ্রসিদ্ধ দেশ। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের মতে খ্রীঃ পূঃ ৭০০ অব্দে আর্যগণ এই দেশ আক্রমণ করেন ; খ্রীঃ পূঃ ২৫০ অব্দে মৌর্যগণ এই দেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ; খ্রীষ্টীয় ১০০ অব্দে শক, পহ্লব, যবন প্রভৃতি সিদিয়গণ (Scythian) এই দেশ আক্রমণ করে। তৎপরে চোল, অন্ধ্র (বা শতবাহন), চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, এবং যাদববংশীয় রাজগণ এই দেশে রাজত্ব করেন। ১২৯৪ খ্রীঃ অঃ দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন খিলিজী দক্ষিণ দেশ আক্রমণ করিয়া দেবগিরি নামক রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, এবং যাদব রাজগণকে করদ রাজশ্রেণীভুক্ত করিয়া আরও দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া তেলিঙ্গানা ও কর্ণাট দেশ আক্রমণ করেন। পরাজিত রাজগণ নির্ধারিত কর প্রদান না করায়, ১৩০৭ খ্রীঃ মালিক কাফুর প্রমুখ মুসলমানগণ নিঃশেষে যাদবশক্তির উচ্ছেদ সাধন করে। ১৩৩৮ খ্রীঃ মহম্মদ বিন তোগলক দক্ষিণ দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লোপ করেন। অল্প-দিন পরেই তেলিঙ্গানা ও কর্ণাট স্ব স্ব শক্তি পুনঃ স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। এই সময়ে মুসলমান শাসনকর্তৃগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহের ফলে, ১৩৪৭ খ্রীঃ বাহ্‌মনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয় এবং দিল্লীর রাজশক্তি নর্মদার দক্ষিণ হইতে অপসৃত হয়। তেলিঙ্গানা বাহ্‌মনী রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়, এবং বাহ্‌মনী রাজশক্তি গোলকুণ্ডা, ওয়াঙ্গল এবং বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। ১৪৮২ খ্রীঃ বাহ্‌মনী রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবার পরে রাজ্যটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ; যথা—গোলকুণ্ডা, বিজাপুর, আহম্মদনগর, বিদর ও বেরার। হিন্দুরাজ্য কর্ণাট (বা বিজয়নগর) এ সময়ে স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছিল ; কিন্তু ১৫৬৫ খ্রীঃ তালিকোটার যুদ্ধে সমবেত মুসলমানশক্তি সে স্বাধীনতা অপহরণ করে। এই পাচটি মুসলমানরাজ্য স্বতন্ত্রভাবে অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। ১৫৭২ খ্রীঃ আমেদনগর বেরার রাজ্যভুক্ত হইয়া যায় ; এবং ১৬০৯ খ্রীঃ বিদর বিজাপুরের সহিত আপনার অস্তিত্ব মিশাইয়া দেয়। আকবর, সাহজাহান ও আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর রাজশক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৯৮ খ্রীঃ আহম্মদনগর, ১৬৮৬ খ্রীঃ বিজাপুর, এবং ১৬৮৮ খ্রীঃ গোলকুণ্ডা, মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৭০৬ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ দাক্ষিণাত্যে কর আদায় করিবার স্বত্ব পায়। তাহাদের প্রধান নেতা পুনার পেশোয়া ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠেন এবং একপ্রকার স্বাধীন ভাব অবলম্বন করেন। কয়েক বৎসর পরে, আহম্মদ-নগরের সম্রাট্-প্রতিনিধি নিজাম-উল-মুলক্ দিল্লীশ্বরের বশ্যতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীন-ভাবে হায়দ্রাবাদে রাজ্য স্থাপন করেন (১৭২৪ খ্রীঃ)। দিল্লীশ্বরের অবশিষ্ট করদরাজগণের মধ্যে কেহ কেহ নিজামেরই বশ্যতা স্বীকার করেন। এই প্রকার বিশৃঙ্খলতার ফলে, হায়দার আলী মহীশূর রাজ্য অধিকার করেন। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের রাজগণ-মধ্যে স্বীয় স্বীয় শক্তি পরীক্ষা উপলক্ষে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহাতে ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তির পক্ষাব-লম্বন করেন। কিছুকাল পরে ফরাসী-শক্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ও ইংরাজ শক্তিই প্রবল হইয়া উঠে এবং ভারতে নব রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায়তা করে। মহীশূর প্রথমেই ইংরাজের হস্তে আসে ; তাহার পরে তাঞ্জোর ও কর্ণাটিক ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৮১৮ খ্রীঃ বাজেয়াপ্ত পেশোয়া-সম্পত্তিগুলি ইংরাজের অধিকার বিস্তারে সহায়তা করে। তাহার পরে অনেক-গুলি রাজ্য জয়, দান বা উত্তরাধিকারীর অভাববশতঃ ইংরাজাধিকারে আসে। দক্ষিণ দেশের ইংরাজী নাম ডেকান (Deccan)।

দাক্ষিণ্য—১। সৌজন্য ; সারল্য, সরলতা ; পরচ্ছন্দানুবৃত্তি ; আনুকূল্য ; নিপুণতা, দক্ষতা। দক্ষিণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। দক্ষিণা পাইবার যোগ্য। দক্ষিণা+ষ্ণ্য। বিণ।

দাক্ষী—১। দক্ষসম্বন্ধীয়া ; দক্ষজাতা। দাক্ষ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পাণিনি মুনির জননী। বি ; স্ত্রী।

দাক্ষীসুত—পাণিনি মুনি। ৬তৎ। বি ; পু।

দাক্ষ্য—দক্ষতা, পটুতা, নৈপুণ্য। দক্ষ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

দাখিল—১। পেশ, উপস্থাপন ('খাজনা —')। বি। ২। শামিল, উপনীত; উপস্থাপিত। আ। বিণ।

দাখিলা—খাজনাপ্রাপ্তি স্বীকারপত্র, চেক। আ-মূ। বি।

দাখিলী—যাহা দাখিল করা হইয়াছে। আ-মূ। বিণ।

দাগ—চিহ্ন, অঙ্ক, কলঙ্ক; ছিন্ন; আঁচড়, রেখা; মার্কা। ফা। বি।

দাগড়া—দেহস্থ আঘাতাদির চিহ্ন; আঁচড়। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

দাগড়া-দাগড়া—আঘাতাদির বড় চিহ্ন।

দাগনী—গবাদি পশুকে দাগ দিবার বক্রাগ্র (লৌহ) শলাকা। বাংপ্র। বি।

দাগরাজি—ছাদ প্রভৃতির ফাট মেরামত। বাংপ্র। বি।

দাগা—১। দাগ, চিহ্ন; আদর্শ; ছেলেদের লিখিবার আদর্শ। বাংপ্র। ২। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা; পীড়ন, ক্লেশপ্রদান; মনঃপীড়া; কলঙ্ক; বিবাদ; বিপদ্; বড় মাছের পিঠের খণ্ড। ফা-মূ। বি। ৩। দাগ কাটা বা দেওয়া, চিহ্নিত করা; কামান প্রভৃতি ছাড়া বা ছুড়া। বাংপ্র। ক্রি।

দাগাদার—যে কলঙ্ক বা দোষ আরোপ করে। ফা-মূ। বিণ। বি, **-দারি**।

দাগানো—দাগ দেওয়া, চিহ্নিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

দাগাবাজ—প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক; দুষ্ট। ফা-মূ। বি

দাগাবাজি—প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা; ধূর্ততা। ফা-মূ। বি।

দাগী—দাগযুক্ত, কলঙ্কিত; চিহ্নিত; মাকামারা; পূর্বপরিচিত; পূর্বে দণ্ডপ্রাপ্ত, পুরাতন পাপী। বাংপ্র। বিণ।

দাঙ্গা—কলহ; বিদ্রোহ; মারামারি। হি। বি।

দাঙ্গাবাজ—যে দাঙ্গা ভালবাসে, কলহপ্রিয়; দাঙ্গাকারী। হি-মূ। বি।

দাড়া—কর্কটাদির দীর্ঘ দংষ্ট্রা; দাঁত; হুল; তেজ কমাইবার শক্তি। <দাঢ়া। বি।

দাড়ি—চিবুক, থুতনি; গণ্ড; গণ্ডলোম, শ্মশ্রু। বাংপ্র। বি।

দাড়িম, দালিম—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। দল্ (বিদারণ করা)+ইমন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। দাড়িম ফল। বি; স্ত্রী।

দাড়িম্ব—১। দালিমগাছ। দা (দান করা)+ডিম্ব কর্তৃ। বি; পু। ২। দালিম ফল। বি; স্ত্রী।

দাঢ়া, দাঢ়ি—দংষ্ট্রা, দীর্ঘদন্ত, লম্বা দাঁত। দো (ছেদন করা)+ঢ, ঢি করণ। বি; স্ত্রী।

দাণ্ডিক—দণ্ডধারণের উপযুক্ত। দণ্ড+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**দাণ্ডিকী**।

দাণ্ডী—নৌদণ্ডচালক, দাঁড়ী; শলাকা। বাংপ্র। বি।

দাতব্য—১। দেয়, দান করিবার যোগ্য। দা (দান করা)+তব্য কর্ম। ২। যাহা বিনা মূল্যে দান করা যায় এমন, খয়রাতী। বাংপ্র। বিণ।

দাতব্য-ঔষধালয়—যে-স্থানে রোগী দেখিয়া বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয় সেই স্থান। কর্মধা। বি; পু।

দাতা (দাতৃ)—দানকর্তা, দানশীল। দা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দাত্রী**।

দাতাকর্ণ—'কর্ণ' দ্রঃ।

দাতৃত্ব—দানশীলতা, বদান্যতা। দাতৃ+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দাত্যূহ—ডাকপাখি; চাতক; জলকাক; মেঘ। দো বা দা+ক্তি ভাব=দাতি (ছেদন বা দান); দাতি—উহ্+ক কর্তৃ। বি; পু।

দাত্র—অস্ত্র বিঃ, দা, কাটারি। দো (ছেদন করা)+ত্র করণ। বি; ক্লী।

দাদ—১। দদ্রু, চর্মরোগ বিঃ। বাংপ্র। ২। প্রতিশোধ। ফা। বি।

দাদখানি—সরু পুরাতন চাউল বিঃ। ফা-মূ। বি।

দাদন—কোন কার্যের জন্য অগ্রিম যে টাকা দেওয়া যায়। ফা। বি।

দাদরা—সংগীতের তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

দাদা—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; বন্ধু, ভাই; মাতামহ; পিতামহ; পৌত্র দৌহিত্রাদিকে স্নেহ-সম্বোধনে। বাংপ্র। বি।

দাদাঠাকুর—শূদ্রাদি কর্তৃক ব্রাহ্মণকে সম্বোধনের শব্দ। বাংপ্র। বি।

দাদাভাই নরোজী (Dadabhai Naoroji)—ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বোম্বে শহরে পার্শী পুরোহিত-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বার বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। মাতার যত্নে নরোজীর সুশিক্ষা হয়। তখনকার বোম্বে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার্ এর্স্কিন পেরি (Sir Erskine Perry) ইঁহাকে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিস্টার হইবার জন্য পরামর্শ দেন, এবং তদ্বিষয়ক ব্যয়ের অর্ধেক ভার বহন করিতে স্বীকার করেন। পাছে নরোজী খ্রীষ্টান হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় পার্শী সমাজ এ প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন না। সুতরাং তখন আর নরোজীর ইংলণ্ডে গমন ঘটিল না। ইনি ১৮৫০ হইতে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বোম্বের এল্‌ফিন্‌স্টন ইন্‌স্টিটিউসনে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। শেষোক্ত খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই কামা কোম্পানির অংশী হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। ইংলণ্ডে যাইবার পূর্বে ইনি শিক্ষাসম্বন্ধে অনেক কার্য করেন। পার্শীজাতির বালিকাগণের শিক্ষার্থ প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন ইঁহারই যত্নে হইয়াছিল। বম্বে এসোসিয়েসন, গ্রামর্জী ইন্‌স্টিটিউট, বিধবাবিবাহ সভা প্রভৃতি অনেকগুলি অনুষ্ঠানে ইনি বিশেষ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাস্ট গোফটার্ (Rast Gofter অর্থাৎ সত্য-বক্তা) নামক গুজরাটী সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং দুই বৎসর ধরিয়া ইহার সম্পাদকতা করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া রাজনীতিক কার্যে ইঁহার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় ও স্বদেশহিতকল্পে বিবিধ ব্যাপারে ইনি নিযুক্ত হন। ডবলিউ. সি. ব্যানার্জির সহযোগে লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি স্থাপন করেন, এবং পরে ইস্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামক বৃহৎ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কামা কোম্পানির সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়া স্বয়ং ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হন, এবং উত্তমর্ণদিগের ভদ্রতায় ও বন্ধুদিগের সাহায্যে ঋণমুক্ত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে শহরে প্রত্যাবর্তন করেন। অল্পদিন পরে ইংলণ্ডে গিয়া ফসেট নামযুক্ত ফিনান্স কমিটিতে (Fawcett Committee) সাক্ষ্য দেন। সাক্ষ্যদানকালে ইনি বলিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের বাৎসরিক আয় গড়ে ২০৲ টাকা মাত্র। তখন এ কথায় অনেকে হাস্য এবং ভারতীয় রাজকর্মচারিগণ ইঁহার উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে ভারতের রাজস্বসচিব মেজর্ বেয়ারিং যখন অনুসন্ধান করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড়ে আয় ২৭৲ টাকা, তখন নরোজীর কথা যে অনেকাংশে সত্য, তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া বরোদারাজ্যের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। দুই বৎসরের কিছু কম সময় এই কার্য করিয়া নরোজী কয়েক বৎসর বোম্বেতে অবস্থান করেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদ গ্রহণ করেন এবং এই বৎসরে জাতীয় সমিতির স্থাপনে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আবার ইংলণ্ডে যাইয়া পার্লামেন্টের সভ্য হইবার জন্য চেষ্টা করেন, কিন্তু সেবারে ইনি সফলকাম হইতে পারেন নাই। ঐ বৎসরের শেষভাগে ইনি ভারতে পুনর্বার আসিয়া

কলিকাতায় জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির পদে আসীন হন। পর বৎসরের প্রারম্ভে পাবলিক সারভিস কমিশনের সমক্ষে মূল্যবান্ সাক্ষ্য প্রদান করিয়া ইংলণ্ডে আবার গমন করেন। পাঁচ বৎসরের অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উন্নতিশীল দলের অন্যতম প্রতিনিধিস্বরূপে ইনি পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার পান। ভারতবর্ষীয়গণের মধ্যে ইনিই প্রথম পার্লামেণ্টের মেম্বর। পর বৎসর ইঁহারই প্ররোচনায় হার্বাট পল (Herbert Paul) সাহেব পার্লামেণ্টে এই প্রস্তাব করেন যে, ইণ্ডিয়ান সিবিল সারভিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ প্রবর্তিত হউক। গভর্নমেণ্ট এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিলেও সভা-সংখ্যা হিসাবে এ প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহা এ পর্যন্ত কার্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে ইনি জাতীয় সমিতির নবম অধিবেশনের সভাপতি পদে বৃত হইয়া লাহোর শহরে আসেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে উন্নতিশীল দলের সহিত ইনি পার্লামেণ্ট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েল্‌বি (Welby) কমিশন নামক ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যয়-তদন্ত উদ্দেশে একটি সমিতি গঠিত হয়। এই কমিশন নরোজীর ঐকান্তিক চেষ্টার ফল। ইনি ঐ সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন এবং উহার সমক্ষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার ভারতবিষয়ক রাজনীতি ও রাজস্ব সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার Poverty and unBritish Rule in India নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। ভারতবিষয়ক সকল আবশ্যক কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে এবং ইহাতে নরোজীর গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও দেশহিতৈষিতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষে কলিকাতা শহরে জাতীয় সমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনবার এই সমিতির সভাপতি হওয়া এ পর্যন্ত আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। কার্যান্তে ইনি আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান এবং সেখানে গিয়া কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। ঈশ্বরপ্রসাদে ইনি আরোগ্য লাভ করিয়া বৎসরান্তে বোম্বে শহরে ফিরিয়া আসেন। স্বর্গীয় গোখেল মহাশয় ইঁহার সম্বন্ধে কোন সাধারণ সভায় বলেন, "ইনি জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক।" মহামতি গ্লাডষ্টোনের মত ইনি এদেশে G. O. M. (Grand old man) of India বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন শনিবার মৃত্যুমুখে পতিত হন।

দাদা-মশায়, -মশাই পিতামহ বা মাতামহ (সম্বোধনে)। বাংপ্র। বি।

দাদা-শ্বশুর—শ্বশুর বা শাশুড়ীর পিতা বা তত্তুল্য ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

দাদী—মাতামহী ; পিতামহী। বাংপ্র। বি।

দাদু—মাতামহ ; পিতামহ। <দাদা। বি।

দাদুপন্থী—দাদু কর্তৃক প্রবর্তিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

দাদুর ভেক, মণ্ডূক, বেঙ। <দর্দুর। বি।

দাদুরী ভেকী, মণ্ডূকী। কপ্র। বি।

দাধিক—দধি দ্বারা সংস্কৃত, দধিযুক্ত। দধি+ ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী- **দাধিকী**।

দান ১। বিতরণ, অর্পণ, দেওয়া, স্বস্বত্ব-নিবৃত্তিপূর্বক পরস্বত্বোৎপত্তি ; ইহা ত্রিবিধ — প্রেরক, অনুমন্তক ও অনিরাকর্তৃক। দা (দেওয়া)+অনট্ ভাব। ২। দত্ত বস্তু, যাহা দেওয়া যায়, gift. দা+অনট্ কর্ম। ৩। হস্তীর মদজল। দা+অনট্ কর্ম। ৪। পালন, রক্ষণ। দে+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৫। খুচরা পণ্যশুল্ক, বাজারের তোলা ; পাশাখেলায় অক্ষক্ষেপণে লব্ধ পাটিত্রয়ের দাগসমষ্টি। বাংপ্র। বি। ৬। (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে তাহার) আধার পাত্র ('ফুল- ')। ফা প্রত্যয়।

দানকুণ্ঠ—দানকাতর ; ব্যয়কুণ্ঠ। বহু। বিণ। [বি ; পু।

দানধর্ম দানরূপ পবিত্র কর্ম। রূপক।

দানধ্যান—দান ও অন্যান্য সৎকার্য। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

দানপতি—সতত দানশীল, অতি দাতা, অক্রূর। ৭তৎ। বিণ ; পু।

দানপত্র—"অমুক বস্তু বা বিষয় অমুককে দান করিলাম" এইরূপ বলিয়া যে পত্র লিখিত হয়, দাতা কর্তৃক সম্পাদিত দান-নিদর্শক দলিল। দানসূচক পত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

দানব—দৈত্য, অসুর। দনু+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পু।

দানবদলনী—দুর্গা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দানবারি—১। দেবতা ; বিষ্ণু। দানবের অরি, ৬তৎ। বি ; পু। ২। হস্তীর মদজল। দানই যে বারি (জল), কর্মধা। বি ; ক্লী।

দানবীর—দানকার্যে সমধিক উৎসাহশীল (ব্যক্তি), অতিশয় দাতা। দানবিষয়ে বীর, ৭তৎ। বিণ বা বি ; পু।

দানশীল অতিশয় দাতা। দানই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

দানশৌণ্ড—অতিশয় দানশীল। দানবিষয়ে শৌণ্ড (অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ।

দানসজ্জা—দানের সাজ, সাজানো দান-সামগ্রীসকল। বাংপ্র। বি।

দানসত্র—যেখানে সকলকেই নির্বিচারে অন্নাদি দান করা হয়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দানসাগর বাঙ্গালার হিন্দুদিগের মধ্যে শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যে (ভূম্যাসনাদি) ষোড়শ দানের ব্যবস্থা ও প্রথা আছে তাহার প্রত্যেক প্রকারের ষোড়শসংখ্যক বস্তু দান ; ১৬ ষোড়শ (ইহাতে নৌকা, অশ্ব, হস্তী, শিবিকা, নবগৃহ, ধেনু, কপিলা, দ্বিজদম্পতি, শালগ্রাম প্রভৃতি দানের ব্যবস্থা আছে) ; বল্লালসেনকৃত গ্রন্থ বিঃ। বি ; পু।

দানা—১। অপদেবতা, পিশাচ ; দানব ; শস্যবীজ ; অন্ন, খাদ্যদ্রব্য ; গুটিকা ; কণিকা। ফা-মূ। বি। ২। দান করা, দেওয়া ; পাশাখেলায় পাটি ফেলা। কপ্র। ক্রি।

দানাপানি—অন্নজল, খাদ্য ও পানীয়। ফা-মূ। বি।

দানী (দানিন্) -১। দানশীল, দাতা, বদান্য। দান+ইন্ শীলার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দানিনী**। ২। বাজারের দান আদায়কারী। বাংপ্র। বি।

দানীয় ১। দানের পাত্র। দা+অনীয় সম্প্র। ২। দানযোগ্য ; দেয়, দাতব্য। দা (দান করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

দানো—দানা, অপদেবতা, পিশাচ, ভূত। <দানব। বি।

দান্ত—১। জিতেন্দ্রিয় ; শান্ত ; তপস্যাজনিত ক্লেশসহনক্ষম ; সৌম্য। দম্+ক্ত কর্তৃ। ২। দমিত ; বশীকৃত ; দণ্ডিত, শাসিত। দম্+ক্ত কর্ম। ৩। যাহার শেষে দ এই অক্ষর আছে। দ অন্তে যাহার, বহু। ৪। দন্তদ্বারা নির্মিত। দন্ত+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**দান্তী**।

দান্তি—ইন্দ্রিয়বিনিগ্রহ ; সংযম, তপস্যার ক্লেশসহন ; দমন ; শাসন ; জিতেন্দ্রিয়তা। দম্ (দমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দান্তে (Dante Alighieri)-- (১২৬৫—১৩২১ খ্রীঃ)। ইটালির সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ইঁহার 'La Divina Comedia'-নামক গ্রন্থ পৃথিবী-বিখ্যাত। ইঁহার প্রণয়িনী 'বিয়াত্রিচ'-এরও নাম জগতে স্মরণীয় হইয়া আছে।

দাপ—দর্প, তেজ, প্রতাপ, প্রভাব। বাংপ্র। বি।

দাপক—দানপ্রবর্তক, যে দেওয়ায় এমন।

দাপি+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। **দাপিকা**।

দাপট—দর্প, জাঁক প্রতাপ; প্রভাব বাংপ্র। বি।

দাপন—দানপ্রবর্ত্তন, দান করানো দেওয়ানো। ণিজন্ত দা (=দাপি)+অনট্, ভাব। বি; ক্লী।

দাপয়িতা (দাপয়িতৃ)—দাপক। ণিজন্ত দাপি+তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। **দাপয়িত্রী**।

দাপাদাপি দম্ভভরে সশব্দে চলাফেরা আস্ফালন। বাংপ্র। বি।

দাপিত—যাহা দেওয়ানো হইয়াছে এরূপ; বশীকৃত; দণ্ডিত; সাধিত। ণিজন্ত দা বা দাপি (দেওয়ানো, ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দাপুনি—১। দর্প, দম্ভ, দাপ, চাপ; তর্জ্জন, চোখ-রাঙ্গানি; প্রতাপ, প্রভাব। বাংপ্র। ২। দর্পণ। প্রা কপ্র। বি।

দাপ্য—যাহা দেওয়ানো যায় এরূপ। ণিজন্ত দা বা দাপি (দেওয়ানো)+য কর্ম। বিণ।

দাব—১। বন; বনাগ্নি, দাবানল; অগ্নি। দু (তপ্ত করা)+ণ কর্ত্তৃ। ২। তাপ। দু+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ৩। দাপ, চাপ, প্রতাপ, প্রভাব, শাসন; কর্ত্তৃত্ব। বাংপ্র। বি।

দাবই—দাবিয়া, চাপিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

দাবড়ানো—দাবড়ি দেওয়া; তাড়া করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**দাবড়ানি**।

দাবড়ি—তর্জ্জন, ধমক। বাংপ্র। বি।

দাবদগ্ধ—বনাগ্নি দ্বারা কৃতদাহ; দাবানল-সন্তপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

দাবদাহ—১। বনাগ্নি দ্বারা দহন। ৩তৎ। ২। দাবানল সন্তাপ। ৬তৎ। বি; পু।

দাবনা উরুদেশ। বাংপ্র। বি।

দাবা—১। শতরঞ্চ খেলা: শতরঞ্চ খেলায় মন্ত্রী বা রানী, queen. বি। ২। চাপ দেওয়া, চাপা; চাপিয়া রাখা, গোপন করা; শাসন বা পীড়ন করা, মর্দন করা; তর্জ্জন করা, কড়কানো, ধমকানো। বাংপ্র। ক্রি।

দাবাগ্নি, দাবানল বনাগ্নি, কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ দ্বারা বনমধ্যে যে অগ্নি উৎপন্ন হইয়া বন দগ্ধ করে। দাবোদ্ভব যে অগ্নি বা অনল, মধ্যপ; অথবা দাবই যে অগ্নি বা অনল, কর্মধা। বি; পু।

দাবানো—চাপা, চাপিয়া ধরা, শাসন করা। বাংপ্র। ক্রি।

দাবাব'ড়ে—শতরঞ্চ খেলার ঘুঁটি। বাংপ্র। বি।

দাবি, দাবী—দাওয়া, স্বত্ব, অধিকার; অভিযোগ, প্রাপ্য বস্তু চাওয়া, তাগাদা, তলব। ফা। বি।

দাবিদাওয়া—স্বত্বপ্রার্থনা; প্রাপ্তিস্বত্ব; অভিযোগ; নালিশ ও প্রার্থনা। ফা-মু। বি।

দাবিদার—যে দাবি করে, প্রার্থনাকারী। ফা-মু। বি বা বিণ।

দাম—জলজ তৃণ বিঃ; মূল্য, দর; গুচ্ছ, গোছা। বাংপ্র। বি।

দাম (দামন্)—অনেকগুলি একসঙ্গে বাঁধিবার দড়ি, দোকা; সূত্র, রজ্জু; গুচ্ছ; মাল্য। দো+মন্ কর্ম। বি; ক্লী।

দামচন্দ্র—রাজা দ্রুপদের এক পুত্রের নাম। বি; পু।

দামড়া—ছিন্নমুষ্ক বৃষ, বলদ; পুংস্ত্ববিহীন; খাসী। বাংপ্র। বি।

দামড়ি—১। পয়সার অষ্টমাংশ, সিকি পয়সার অর্ধেক। বি। ২। অপ্রাপ্তবয়স্কা গাভী, বকনা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

দামনী—পশুবন্ধন-রজ্জু। দামন্+অ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দামা—দাম (সকল অর্থে)। দামন্+ডাপ্। বি; স্ত্রী।

দামামা—বৃহৎ পটহ বিঃ, এক প্রকার নাগরা। বাংপ্র। বি।

দামাল—ছট্‌ফটে, অস্থির, অশান্ত (শিশু) বেশ মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

দামিনী—বিদ্যুৎ। দাম্+ইন্ অস্ত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দামী মূল্যবান্, মহার্ঘ। বাংপ্র। বিণ।

দামোদর—১। শ্রীকৃষ্ণ। দাম (রজ্জু) উদরে যাঁহার, বহু (প্রসিদ্ধি আছে যে, যশোদা কৃষ্ণকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিলে ইনি সে সমস্ত রজ্জু হরণ করিয়াছিলেন)। ২। নদ বিঃ (এই নদ বর্ধমানের নিকট দিয়া প্রবাহিত)। বি; পু।

দামোদর মুখোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ১২৫৯ সালের ২রা ফাল্গুন নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম। প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন ইঁহার মাতুল ছিলেন। মাতুলালয়েই ইনি প্রতিপালিত হন, এবং বহরমপুর কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ইংরাজীতে ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল; বাঙ্গালা ও সংস্কৃতেও ইনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি প্রথমে মৃন্ময়ী নামক উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার উপসংহার। ইহার পর ইনি মা ও মেয়ে, দুই ভগিনী, বিমলা, কর্মক্ষেত্র, শান্তি, সোণার কমল, যোগেশ্বরী, অন্নপূর্ণা, সপত্নী, নবাবনন্দিনী (দুর্গেশনন্দিনীর উপসংহার), ললিতমোহন, অমরাবতী, নবীনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি ৯টি টীকাভাষ্য ও সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা সহ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ প্রায় সাড়ে তিন হাজার পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়। এই গ্রন্থ সংকলনকালে চক্ষুতে হানি হওয়ায় ইঁহার দৃষ্টিশক্তির হ্রাস হয়, এবং ক্রমে অন্ধ হইয়া যান। এইরূপে ৫।৬ বৎসর থাকিয়া ১৩১৩ সালে চক্ষু কাটাইয়া পুনরায় কিঞ্চিৎ দর্শনশক্তি লাভ করেন। জ্ঞানাঙ্কুর, প্রবাহ ও একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রও ইঁহার সম্পাদকত্বে প্রকাশিত হয়। হিন্দুধর্মে ইঁহার সবিশেষ আস্থা ছিল। ১৩১৪ সালের ৩১শে শ্রাবণ ৫৬ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহান্তর হয়।

দাম্পত্য—১। স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধীয়। দম্পতি শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দাম্পতী**। ২। পতিপত্নীর প্রণয়। বি; ক্লী।

দাম্পত্য-কলহ—পতিপত্নীর বিবাদ। কর্মধা। বি; পু।

দাম্পত্যনীতি স্বামিস্ত্রী-সংক্রান্ত প্রণালী, স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর ব্যবহারবিষয়ক রীতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দাম্পত্যপ্রণয় স্বামিস্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা। কর্মধা। বি; পু।

দাম্ভিক—গর্বিত, অহংকারী; ধূর্ত্ত, ভণ্ড, শঠ। দম্ভ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ।

দাম্ভিকতা—দাম্ভিকের ভাব, গর্ব। দাম্ভিক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দায়—১। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধন, পৈতৃক ধন; যৌতুক ধন; বিভাজ্য বস্তু, ধন। দা (দান করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। দান; ক্ষতি। দা+ঘঞ্ ভাব। ৩। ছেদন; লয়; ঠাট্টা; উৎপাত; উপদ্রব; বিপদ্; গরজ; অবশ্য করণীয় নৈমিত্তিক কর্ম, ঝুঁকি। দো (ছেদন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ৪। দাতা। দা+ণ কর্ত্তৃ। বিণ। **দায়ে ঠেকা, দায়ে পড়া**—বিপদে পড়া; বাধ্য হওয়া।

দায়ক—দাতা; দায়ী, ক্ষতিপূরণকারী। দা (দান করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দায়িকা**।

দায়গ্রস্ত—বিপদাপন্ন, বিপন্ন; কর্ত্তব্য-ভারাক্রান্ত। ৩তৎ। বিণ।

দায়বন্ধু ভ্রাতা। দায়ে (পৈতৃক ধন-বিষয়ে) বন্ধু, ৭তৎ। বি; পু।

দায়ভাগ—১। পৈতৃক ধনের বিভাগ। ৬তৎ। ২। জীমূতবাহন-কৃত ধনবিভাগ-বিষয়ক গ্রন্থ বিঃ। দায়ের বিভাগ নিরূপিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

দায়রা—গুরুতর অপরাধের বিচারার্থ উচ্চতর আদালত, সেসন কোর্ট, court of sessions. <আ 'দাইরহ্'। বি।

দায়রা-সোপর্দ—দায়রা-আদালতে বিচারের জন্য প্রেরিত (committed to sessions); দায়রা-আদালতে বিচারের যোগ্য। আ-মু। বিণ।

দায়াদ—১। পুত্র ; উত্তরাধিকারসূত্রে ধন গ্রহণের অধিকারী ; জ্ঞাতি ; সপিণ্ড। দায় (পৈতৃকধন)—আ—দা (গ্রহণ করা)+ ড কর্তৃ। ২। ধনভাগী ; ধনাধিকারী। দায় (ধন)—অদ্ (ভোজন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। [বি ; স্ত্রী।

দায়াদী—পুত্রী, কন্যা। দায়াদ+ঈপ্।

দায়িক—দায়যুক্ত, ঝুঁকিবিশিষ্ট ; ঋণী, অধমর্ণ। <দায়ী। বিণ।

দায়িত্ব—দাতৃত্ব ; ক্ষতিপূরণ ; ঝুঁকি। দায়িন্+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

দায়িত্বজ্ঞান—দায়িত্ববোধ, "আমার প্রতি এই কার্য সম্পাদনের ভার আছে অতএব আমাকে ইহা অবশ্যই সম্পাদন করিতে হইবে" এইরূপ বোধ। ৬তৎ বা মধ্যপ। বি ; ক্লী।

দায়ী (দায়িন্) - দানকর্তা, দাতা ; ক্ষতি-পূরণকারী ; যাহার উপর কোন বিষয়ের ঝুঁকি আছে যাহার জন্য জবাবদিহি করিতে হয় এরূপ। দা (দান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী· **দায়িনী**।

দায়ের—১। আনীত, দাখিল ; বিচারাধীন। বিণ। ২। আনয়ন, দাখিল, রুজু। ফা। বি।

দার—ভার্যা, পত্নী, স্ত্রী ; কাম। দৃ (বিদীর্ণ করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

-দার—প্রত্যয় বিঃ ; ওয়ালা ; যুক্ত, বিশিষ্ট ; মালিক, অধ্যক্ষ ; পাত্র ; বৃত্তিযুক্ত, ব্যবসায়ী ('আড়তদার', 'গোলদার')। ফা।

দারক—১। বিদারণকারী, ভেদক। দৃ (বিদারণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দারিকা**। ২। পুত্র ; শিশু। বি ; পু।

দারকর্ম—বিবাহ। দারনিমিত্তক কর্ম, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

দারগ্রহণ, দারপরিগ্রহ - ভার্যাগ্রহণ, বিবাহ। ৬তৎ। বি ; প্রথমটি ক্লী ও দ্বিতীয়টি পু।

দারণ—১। বিদীর্ণকরণ, বিদারণ, ভেদন। ণিজন্ত দৃ (=দারি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বিদারণকারী, ভেদকারী। ··· +অন কর্তৃ। বিণ।

দারপরিগ্রহ—'দারগ্রহণ' দ্রঃ।

দারব—দারুময়, কাষ্ঠনির্মিত। দারু+অ বিকারার্থে। বিণ।

দারা—ভার্যা, জায়া, পত্নী। (সংস্কৃত মতে দার শব্দ পুংলিঙ্গ ও বহুবচনান্ত, আর তাহার প্রথমার বহুবচনে দারাঃ পদ হয়, তাহারই বিসর্গ লোপ করিয়া বাঙ্গালায় পত্নী অর্থে দারা ব্যবহৃত হয়।) বাংপ্র। বি।

দারা—মোগলসম্রাট্ শাহ্জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শাহ্জাহানের আরও তিনটি পুত্র ছিলেন ; তাঁহাদের নাম যথাক্রমে সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদ। দারা উদারস্বভাব, শিষ্ট ও বিনয়ী ছিলেন ; কিন্তু মহম্মদীয় ধর্মে ইঁহার তাদৃশ আস্থা ছিল না। ইনি আকবরের প্রবর্তিত নূতন ইলাহী মতাবলম্বী ছিলেন। ইনি উপনিষদ্গুলি পারস্য ভাষায় অনুবাদ করাইয়া-ছিলেন। শাহ্জাহান অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা দারাকেই অধিক ভালবাসিতেন, এবং সর্বদা নিকটে রাখিয়া রাজকার্য শিক্ষা দিতেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ শাহ্জাহান পীড়িত হইলে, উত্তরাধিকার লইয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল। দারা রাজধানীতে থাকিয়া রাজ-কার্য দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব প্রলোভন প্রদর্শনে মুরাদকে হস্তগত করিয়া উভয়ে মিলিত হইয়া আগ্রা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাঁহারা দারার সেনাপতি যশোবন্তসিংহকে উজ্জয়িনীর নিকট পরাস্ত করিলেন। এদিকে সুজা বাঙ্গালা হইতে রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু দারার পুত্র সুলেমান ও জয়পুররাজ জয়সিংহ কর্তৃক কাশীর নিকটে পরাজিত হইলেন। পরন্তু দারা নিজে আগ্রার নিকটস্থ সামগড় নামক স্থানে আওরঙ্গজেব কর্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর দারা পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন ; এবং আবার পরাজিত হইয়া সিন্ধুদেশে আশ্রয় লইলেন ; কিন্তু তত্রত্য জনৈক সর্দার কর্তৃক আওরঙ্গজেবের হস্তে অর্পিত হওয়ায় তৎকর্তৃক নিহত হইলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)।

দারাসুত - স্ত্রীপুত্র। <দারসুত। বি।

দারিকা—১। বিদারিকা, দারক শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কন্যা, দুহিতা। বি ; স্ত্রী।

দারিত—বিদারিত, ভেদিত। ণিজন্ত দৃ বা দারি+ক্ত কর্ম। বিণ।

দারিদ—১। দারিদ্র্য, দরিদ্রতা। <দারিদ্র। বি। ২। দরিদ্র। প্রা কপ্র। বিণ।

দারিদ্র, দারিদ্র্য - দরিদ্রতা, নিধনতা, দৈন্য। দরিদ্র শব্দ+অ, য্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

দারিদ্র্য-ব্যঞ্জক, দারিদ্র্য-সূচক—নির্ধনতাপ্রকাশক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ব্যঞ্জিকা, -সূচিকা**।

দারী গণিকা, বেশ্যা, উপস্ত্রী। দারা এই পদ হইতে ক্রমশঃ কদর্থে প্রযুক্ত। বি ; স্ত্রী।

দারু - ১। পিত্তল ; কাষ্ঠ ; দেবদারুবৃক্ষ। দৃ (বিদারণ করা)+ঞুণ্ কর্ম। বি ; পু বা ক্লী। ২। বিদারক, ভেদক ; শিল্পী। দৃ+ঞুণ্ কর্তৃ। ৩। দাতা। দা (দান করা)+রু কর্তৃ। ৪। ছেদক। দো (ছেদন করা)+রু কর্তৃ। ৫। শোধক। দৈ (শোধন করা)+রু কর্তৃ। বিণ। ৬। মদ্য, সুরা। ফা। বি।

দারুক ১। দেবদারু বৃক্ষ। দারু শব্দ+ কণ্ স্বার্থে। বি ; পু। ২। কাষ্ঠ। বি ; ক্লী। ৩। শ্রীকৃষ্ণের সারথি। দারুক যদুনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি সারথ্য কর্মে অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন। সুভদ্রাহরণ সময়ে যদুবংশীয়েরা অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া দেখিলেন যে, অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতেছেন, দারুক বদ্ধাবস্থায় রথের উপরি ভাগে রহিয়াছেন এবং সুভদ্রা অর্জুনের সারথ্য সম্পাদন করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহারা লজ্জিত হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হন। দারুক কৃষ্ণের আদেশে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে কৃষ্ণরথাধিরূঢ় সাত্যকির সারথ্য করিয়াছিলেন এবং জয়দ্রথ-বধের দিন কৃষ্ণার্জুনের সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের রথ লইয়া অসীমপ্রায় কুরুসৈন্যের মধ্যে নির্ভয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যদুকুল বিনষ্ট হইলে যদুনাথের আদেশে ইনি হস্তিনা হইতে অর্জুনকে দ্বারকায় আনয়ন করেন। ভয়াবহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অধিকাংশ রথী ও সারথির মৃত্যু হয়, কিন্তু অসামান্য সারথ্যনিপুণ দারুককে ঐ যুদ্ধে কোনরূপ বিপদে পতিত হইতে হয় নাই। দৃ (বিদারণ করা)+উকঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

দারুকা - কাষ্ঠনির্মিত পুত্তলিকা। দারু (কাষ্ঠ)+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী। [বাংপ্র। বি।

দারুচিনি—একপ্রকার বৃক্ষের সুগন্ধি ছাল।

দারুজ—কাষ্ঠজাত, কাষ্ঠোদ্ভব ; কাষ্ঠময়। দারু হইতে জন্মে যে, উপতৎ ; দারু—জন্ +ড কর্তৃ। বিণ।

দারুণ—ভয়াবহ ; দুঃসহ ; উৎকট ; ঘোর ; নিষ্ঠুর ; ক্লেশকর ; কর্কশ ; উগ্র। ণিজন্ত দৃ (বিদীর্ণ করা)+উনন্ কর্তৃ। বিণ।

দারুদহন—দাবানল, বনাগ্নি। প্রা কপ্র। বি।

দারুপাত্র কাষ্ঠভাজন, কাঠের পাত্র বা আধার। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

দারুপিপীলিকা—কাঠপিপড়া। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দারুপুত্রিকা—কাঠের পুতুল। দারু-নির্মিতা পুত্রিকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দারুব্রহ্ম-পুরুষোত্তমক্ষেত্রস্থ জগন্নাথদেবের এই নাম, দারু (কাষ্ঠ) মূর্তিতে বিরাজিত ব্রহ্ম। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

দারুময়—কাষ্ঠনির্মিত। দারু শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী **দারুময়ী**।

দারুযন্ত্র-কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র; যন্ত্র বিঃ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

দারুসার চন্দন। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

দারুস্ত্রী দারুকা, কাঠের পুতুল। দারু-নির্মিতা স্ত্রী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দারোগা—তত্ত্বাবধায়ক ; পুলিস চৌকিদার ও কনেস্টবলের নায়ক ; পুলিস সাব-ইনস্পেক্টর। তুর্কী। বি।

দারোয়ান-'দরোয়ান' দ্রঃ।

দার্জিলিঙ্গ—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত জেলা ও শহর। দার্জিলিঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত ; (১) সিকিমের দক্ষিণ দিকস্থ হিমালয় পর্বতের পাদদেশ, (২) নিম্নভূমি (তরাই)। দার্জিলিঙ্গের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। এই জেলার প্রধান নদী তিস্তা, বড় রঙ্গিত, ছোট রঙ্গিত, রম্মন, মহানন্দা, বালাসন ও জলঢাক। কার্সিয়ং নামক স্থান এই জেলারই অন্তর্ভূত। জেলাস্থ পর্বতগাত্রে নানা-জাতীয় বৃহদাকার বৃক্ষ দৃষ্ট হয়। নির্মল গগনে তুষারাবৃত কাঞ্চনজঙ্ঘা এই জেলা হইতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়। নেপাল যুদ্ধের অবসানে গুর্খাগণ কর্তৃক বলপূর্বক গৃহীত "তরাই" খণ্ডটি ইংরাজ ইহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া পূর্বাধিকারী সিকিমের রাজাকে ফিরাইয়া দেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ অঃ লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালে ইংরাজ পর্বতবেষ্টিত দার্জিলিঙ্গ বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে সিকিমরাজের নিকটে ক্রয় করিয়া লন। ১৮৫০ খ্রীঃ ডাক্তার হুকার ও দার্জিলিঙ্গ জেলার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডাক্তার ক্যাম্বেল ইংরাজ ও সিকিমরাজের অনুমতি লইয়া সিকিমরাজ্যে গমন করেন। সেখানে রাজার প্রধান মন্ত্রী ইঁহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। ইঁহাদিগের উদ্ধারসাধন ও সিকিমরাজের শাস্তি প্রদান অভিপ্রায়ে ইংরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। যুদ্ধের ফলে তরাই দেশ ইংরাজের অধিকারে আসে। সিকিম-রাজের সহিত ইংরাজের সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারই রাজ্যমধ্য দিয়া তিব্বতের সহিত ইংরাজের বাণিজ্যকার্য সম্পাদন সম্বন্ধে সিকিমরাজ সহায়তা করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ ভুটান যুদ্ধের ফলে কালিমপঙ্গ নামক স্থান ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৮৫৬ খ্রীঃ দার্জিলিঙ্গে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। ১৮৬২ খ্রীঃ গবর্নমেণ্ট এখানে সিঙ্কোনা চাষের পরীক্ষা করেন। পরীক্ষা সফল হওয়ায় এই চাষ ব্যবসায়ীদিগের হস্তে চলিয়া যায়। লেপ্‌চা, মেচ্, কোচ ও ভোটগণ এই স্থানে চাষ ও কুলির কার্য করিয়া থাকে।

দার্জিলিঙ্গ শহর একটি অভিনব স্থান। যে সমতল ভূমির উপরে শহরটি অবস্থিত, তাহার উর্ধ্বে ও নিম্নে অনেকগুলি স্তর আছে এবং সেই স্তরগুলিও আবাসপূর্ণ। পূর্বে সিঞ্চল নামক উচ্চ পাহাড়ে সৈন্যাবাস ছিল ; কিন্তু শৈত্যাধিক্যবশতঃ এই স্থান হইতে সৈন্যাবাস উঠাইয়া লইয়া জলাপাহাড় নামক স্থানে আনা হইয়াছে। ভিক্টোরিয়া ফল্‌স্ নামক জলপ্রপাত ও বোটানিকেল গার্ডেন শহরের নিম্নস্তরে অবস্থিত। স্বাস্থ্যলাভ-মানসে অনেক লোক গ্রীষ্মকালে শহরে আসিয়া থাকেন। দার্জিলিঙ্গে কপি ও কড়াইশুঁটি বারমাসই জন্মে। শীতকালে স্থানীয় কর্মচারীরা ব্যতীত আর কেহ শহরে থাকে না। এখানে বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার মূর্তি, প্রার্থনাচক্র ও খেলানা বিক্রয় হয়। শহরে অবজারভেটরী হিল্‌স্ (Observatory Hills) নামক পাহাড়ের শিরোদেশে একটি গহ্বর দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকেরা বলে যে এই সুড়ঙ্গ দিয়া তিব্বতের প্রধান শহর লাসায় যাওয়া যায় ; অপর কেহ কেহ বলে, এই সুড়ঙ্গ দিয়া মহাদেব কুচনীপাড়ায় আসিতেন। এই গহ্বরমুখে দুর্জয়লিঙ্গ নামক মূর্তি আছে বলিয়া কথিত। কাহারও কাহারও মতে এই নাম হইতে জেলার নাম উৎপন্ন। অপর কেহ কেহ বলেন, তিব্বতীয় ভাষায় দর্জ-লিং শব্দের অর্থ বড় পাহাড়। শহরস্থান সাগরতল হইতে ৭১৬৭ ফুট উচ্চ। জেলার উত্তাপ ৮০ ডিগ্রির উর্ধ্বে উঠে না ও সাধারণতঃ ৩১ ডিগ্রির নিম্নে নামে না।

দার্ঢ্য—দৃঢ়তা ; স্থৈর্য ; কাঠিন্য। দৃঢ় শব্দ+ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

দার্বট—মন্ত্রণাভবন ; চিন্তাগৃহ। দারু—অট্ (গমন করা)+অল্ অধি। বি ; ক্লী।

দার্বী—দারুহরিদ্রা ; হরিদ্রা ; দেবদারু ; গোজিহ্বা। দৃ+ব কর্তৃ+ঈপ্, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

দার্শনিক—১। যিনি দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ দেন ; দর্শনশাস্ত্রবেত্তা। বি ; পু। ২। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ; দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয়। দর্শন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ।

দাল-ডাল, মুগ মসুর কলাই ইত্যাদি। <বিদল। বি।

দালনা-মসলাযোগে সিদ্ধ ব্যঞ্জন বিঃ ; ডালনা। বাংপ্র। বি।

দালপুরি, ডালপুরী—ময়দার গুটিকার মধ্যে ডালবাটা দিয়া প্রস্তুত পুরি। বাংপ্র। বি।

দালান অট্টালিকা, পাকা বাড়ি, ইমারত, কোটা ; দীর্ঘ বা বৃহৎ কক্ষ, হলঘর, hall. ফা। বি।

দালাল—ক্রয়-বিক্রয়ের যোটক ; মধ্যবর্তী ব্যক্তি ; উভয় পক্ষের সংযোজনকর্তা, ঘটক ; ক্রেতৃসংগ্রহকারক। <আ 'দাল্লাল'। বি।

দালালি—দালালের কার্য বা প্রাপ্য, দস্তুরি। আ-মু। বি।

দালিম—'দাড়িম' দ্রঃ।

দাশ ১। ধীবর, জেলে ; ভৃত্য, দাস। দাশ (বধ করা, দান করা)+অন্ কর্তৃ। ২। ব্রাহ্মণ। দাশ (দান করা)+অল্ সম্প্র। বি ; পু।

দাশরথ, দাশরথি—দশরথপুত্র, রাম ; দশরথ+ষ্ণ, ষ্ণি অপত্যার্থে। বি ; পু।

দাশরথি রায়-বঙ্গের বিখ্যাত পাঁচালি-রচয়িতা ও গায়ক। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার নিকটস্থ বাঁদমুড়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যকালে অতি সামান্য বাঙ্গালা ও ইংরেজী লেখাপড়া শিখিয়া এক নীল-কুঠিতে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। পরে ইঁহার মাতুলালয় পীলা গ্রামের অকাবাই অক্ষয়া পাটনী নাম্নী এক রমণীর কবির দলে গান ও ছড়া বাঁধিতে থাকেন। একদা কোন স্থানে কবি গাইতে যাইয়া ইনি অত্যন্ত গালি খান এবং তদবধি কবির দল পরিত্যাগ করেন। অতঃপর দাশরথি গান ও ছড়া বাঁধিয়া কতকগুলি বয়স্কের সহিত একটি পাঁচালির দলের সৃষ্টি করেন। এইবার প্রতিভাবান্ কবি প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র পাইলেন। ক্রমেই ইঁহার যশঃ চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তৎকালে আবাল-বৃদ্ধবনিতা ইঁহার পাঁচালি শুনিয়া মন্ত্রমুগ্ধবৎ বিমোহিত হইত। পাঁচালি গাহিয়া ইনি অনেক অর্থ উপার্জন করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিভাশালী পুরুষের লোকান্তর ঘটে। ইঁহার রচিত পাঁচালির ৬০টি পালা মুদ্রিত হইয়াছে।

দাশী—ধীবরী ; ভৃত্যা, দাসী। দাশ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

দাস—ভৃত্য, গোলাম, চাকর; অধীন; ক্রীতদাস; ধীবর, জেলে; নামান্তে উপাধি; শূদ্রজাতি; দস্যু। দাস্ (দান করা)+অল্ সম্প্র। বি; পুং। স্ত্রী—**দাসী**।

দাসখত-যাবজ্জীবন দাসত্ব করিবার নিবন্ধপত্র। বাংপ্র। বি।

দাসত্ব—দাসের ভাব বা কর্ম, বেতন গ্রহণে অন্যের সেবা, ভৃত্যত্ব, গোলামি। দাস+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দাসত্বপ্রথা—চিরদাসদাসী রাখিবার পদ্ধতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দাসনন্দিনী—ব্যাসজননী সত্যবতী,—কারণ সত্যবতীর পালকপিতা ধীবর ছিলেন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দাসব্যবসায়—দাস-দাসী-ক্রয়বিক্রয়-রূপ বৃত্তি, slave-trade. দাস-সংক্রান্ত ব্যবসায়, মধ্যপ। বি; পুং। [পূর্বে পৃথিবীর বহুস্থানেই দাসব্যবসায় ছিল। ইউরোপের কোন কোন স্থানে অল্পদিন পূর্বেও এই ব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। লোকে সামান্য অর্থলোভে মানুষ বিক্রয় করিত। বিক্রীত মানুষকে আজীবন ক্রেতা প্রভুর ইচ্ছাধীনে চলিতে হইত। ক্রীতদাসের বিবাহ হইলে তাহার যে পুত্রকন্যা জন্মিত, তাহাদিগকে মাতাপিতার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিক্রয় করা হইত। কখন বা স্ত্রীর নিকট হইতে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্রেতা প্রভু গবাদি পশুর ন্যায় তাহাদিগকে বিক্রয় করিতেন। এ সম্বন্ধে মার্কিন লেখিকা মিসেস্ হ্যারিয়েট বীচার ষ্টো'র (Harriet Beecher Stowe) Uncle Tom's Cabin গ্রন্থ সুপরিচিত ও বিখ্যাত। এই প্রসঙ্গে ইংরেজ সংস্কারক Wilberforce, Buxton, Clarkson ও Lord Macaulayর নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৩ খ্রীঃ Earl Greyর মন্ত্রিত্বকালে এই ঘৃণ্য প্রথার উচ্ছেদসাধন হয়।]

দাসব্যবসায়ী—চিরদাসদাসী-ক্রয়বিক্রয়ের বণিক্, slave-trader. ৬তৎ। বি; পুং।

দাসানুদাস—ভৃত্যের ভৃত্য। দাসের অনুদাস, ৬তৎ। বিণ বা বি; পুং।

দাসী—ভৃত্যা, পরিচারিকা, চাকরানী; ধীবরী; শূদ্রা। দাস শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দাসীগিরি—দাসীবৃত্তি। বাংপ্র। বি।

দাসীত্ব—দাসীর কাজ; দাসীর অবস্থা। দাসী+ত্ব ভাবে। বি; ক্লী।

দাসীপনা-দাসীবৃত্তি, দাসীত্ব, চাকরানী-গিরি। বাংপ্র। বি।

দাসেয়—দাসীর গর্ভজাত পুত্র। দাসী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পুং। স্ত্রী—**দাসেয়ী**।

দাসের—১। উষ্ট্র। দাস্ (দান করা)+এরক্ কর্তৃ। ২। দাস; কৈবর্ত। ৩। দাসীপুত্র। দাসী শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে (ঢেয়-স্থানে এর)। বি; পুং।

দাসেরক—উষ্ট্র; দাসীপুত্র। দাসের+কণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

দাস্ত—মলনির্গম, ভেদ, বাহ্যে। < ফা 'দস্ত্'। বি।

দাস্য—দাসত্ব, ভৃত্যত্ব, গোলামি, পরসেবারূপ বৃত্তি; নববিধা ভক্তির মধ্যে অষ্টম প্রকার ভক্তি, সেবকভাবে ভগবদুপাসনা। দাস শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দাস্যবৃত্তি—চাকরি, দাসত্ব। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দাস্যা—বিধবা শূদ্রার উপাধি। অশুদ্ধ। বি।

দাহ—ভস্মীকরণ; জ্বলন; আভ্যন্তরিক যাতনা; সন্তাপ। দহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

দাহক—দাহকারক, দহনকর্তা। দহ্ (দগ্ধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দাহিকা**।

দাহক্রিয়া—ভস্মীকরণ; সৎকাররূপ কার্য, শবদেহ ভস্মীকরণ। দাহই যে ক্রিয়া, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দাহঘ্ন—যাহা জ্বালা বা দেহের তাপ দূর করে, দাহনিবারক ঔষধ বিঃ। দাহ—হন্+টক্ কর্তৃ। বি; পুং।

দাহজ্বর—যে জ্বরে দেহের তাপ ও জ্বালা অধিক হয়। দাহপ্রধান জ্বর, মধ্যপ। বি; পুং।

দাহন—পোড়ানো; সন্তাপন। ণিজন্ত দহ্ বা দাহি (পোড়ানো ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দাহবান্ (-বৎ)-দাহযুক্ত; জ্বলন্ত। দাহ শব্দ+বতু। বিণ; পুং। স্ত্রী—**দাহবতী**।

দাহিকা—দাহকারিণী, দহনকর্ত্রী। 'দাহক' দ্রঃ। দাহক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দাহিত—১। ভস্মীকারিত, যাহাকে ভস্ম করানো হইয়াছে এমন। ণিজন্ত দহ্ বা দাহি (ভস্ম করানো)+ক্ত কর্ম। ২। সন্তাপিত; জাতদাহ। দাহ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

দাহী (দাহিন্)—দাহক, যে দগ্ধ করে এমন। দহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**দাহিনী**।

দাহ্য—দাহ করিবার যোগ্য বা শক্য, যাহা সহজে দগ্ধ করিতে পারা যায় এরূপ, দহনীয়, জ্বলনীয়। দহ্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

দাহ্যপদার্থ—যে সকল পদার্থ অগ্নিসংযোগ-মাত্রেই জ্বলিয়া উঠে, যাহা সহজে দগ্ধ হয়। কর্মধা। বি; পুং।

দি—দিই বা দিয়া থাকি, দান করি বা করিয়া থাকি; দিতেছি। কপ্র। ক্রি।

দিক্ (দিশ্)-উত্তরাদি দশ দিক্ ['দশদিক্' দ্রঃ]; রীতি; দস্তখত বিং; অভিমুখ; পার্শ্ব, সীমা; অংশ, পক্ষ; প্রদেশ। দিশ্+ক্বিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

দিক—বিরক্ত, ক্লিষ্ট, উত্ত্যক্ত, জ্বালাতন। আ। বিণ। [বি।

দিকদারি—বিরক্তি, দৌরাত্ম্য। আ-মু।

দিকাদিক্-দিক্-বিদিক্। বাংপ্র। বি।

দিক্কন্যা-ব্রহ্মার দিগ্‌রূপিণী তনয়া। রূপক। বি; স্ত্রী।

দিক্করী (-করিন্)-দিগ্‌হস্তী, দিগ্‌গজ। ৬তৎ। বি; পুং।

দিক্চক্র—চক্রবাল, মণ্ডলাকার দিক্‌সমূহ। চক্রাকার দিক্, কর্মধা। বি; ক্লী।

দিক্চক্রবাল—দিকের প্রান্তভাগ, দিগন্তরেখা, horizon. ৬তৎ। বি; পুং।

দিক্পতি, দিক্পাল—পূর্বাদি দশ দিকের রক্ষক; ইন্দ্র অগ্নি যম নৈর্ঋত বরুণ বায়ু কুবের মহাদেব ব্রহ্মা অনন্ত পূর্বাদিক্রমে এই দশ; সূর্য শুক্র মঙ্গল রাহু শনি সোম বুধ বৃহস্পতি পূর্বাদিক্রমে এই আট। ৬তৎ। বি; পুং। [বিণ।

দিক্ভোলা—উদাসীন, নিরাসক্ত। বাংপ্র।

দিক্শূল—গ্রহাদির অশুভজনক অবস্থিতি; দিগ্বিশেষে গমনে নিষিদ্ধ বার। বি; ক্লী। দিক্শূলের নিয়ম এই,—

"শুক্রাদিত্যাদিনে ন বারুণদিশং
ন জ্ঞে কুজে চোত্তরাম্,
মন্দেন্দোশ্চ দিনে ন শক্রককুভং
যাম্যাং গুরৌ ন ব্রজেৎ।"

অর্থাৎ শুক্রবারে ও রবিবারে পশ্চিম দিকে, বুধ ও মঙ্গলবারে উত্তর দিকে, শনি ও সোমবারে পূর্ব দিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে গমন করিবে না।

দিগক্ষরা—ছন্দোবিশেষ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]।

দিগঙ্গনা, দিগ্‌বধূ—অষ্টদিকের অধিবাসিনী দিব্যাঙ্গনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দিগন্ত-দিক্‌সমূহের শেষভাগ, চক্রবাল। দিকের অন্ত (দিক্+অন্ত), ৬তৎ। বি; পুং।

দিগন্তপ্রসারী (-রিন্)—বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, দিগন্তব্যাপী। উপতৎ; দিগন্ত—প্র—সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রিণী**।

দিগন্তর-১। দিগবকাশ। দিকের অন্তর (অবকাশ), দিক্+অন্তর, ৬তৎ। ২। অন্য দিক্। নিত্য। বি; ক্লী।

দিগম্বর—১। বিবস্ত্র, নগ্ন, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

স্ত্রী—**দিগম্বরা, দিগম্বরী**। ২। মহাদেব; বৌদ্ধ বিঃ। বি; পু। ৩। তিমির, অন্ধকার। দিক্‌রূপ যে অম্বর, রূপক। বি; ক্লী।

দিগম্বর মিত্র (রাজা)—১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরে ইঁহার জন্ম। বাল্যকালে ইনি কলিকাতা শ্যামপুকুরে পিতা শিবচরণ মিত্রের নিকট থাকিয়া হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। প্রথমে ইনি মুর্শিদাবাদের কালেক্টারের অধীনে আমিনের কার্য করেন, পরে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। রাজা প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইঁহাকে কাশিমবাজারের বিপুল রাজসম্পত্তির ম্যানেজার পদে উন্নীত করেন। তৎকালে কোন সাময়িক পত্রে এই কথাটি প্রচারিত হয় যে, রাজা কৃষ্ণনাথ দিগম্বরকে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। কথাটি বাস্তবিক সত্য নহে, কিন্তু রাজা এই সংবাদ পাঠান্তে সত্য সত্যই দিগম্বরকে লক্ষ টাকা দান করিলেন। এই টাকা মূলধন করিয়া দিগম্বর নীল ও রেশমের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন বটে, কিন্তু স্বীয় বুদ্ধিবলে উত্তরকালে লাভবান্ হইয়া ২৪ পরগনা, যশোহর, বাখরগঞ্জ ও কটক জেলায় জমিদারি ক্রয় করিলেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহকারী সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত হন। পরে এই সভার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে সংক্রামক জ্বরের কারণ অনুসন্ধান উদ্দেশে একটি কমিশন গঠিত হয়। দিগম্বর ইঁহার অন্যতম সদস্য থাকিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, রেলওয়ে দ্বারা মাঠের স্বাভাবিক পয়ঃপ্রণালী অবরুদ্ধ হওয়াতে ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে। মতটি তখন গৃহীত হয় নাই, কিন্তু উত্তরকালে ইহার সত্যতা অনেকেই উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় দিগম্বর গভর্নমেন্টকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে তিনটি বঙ্গের ছোটলাট কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সরিফ পদে অধিষ্ঠিত হন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই প্রথম এই পদ লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি ইনি প্রকাশ্য দরবারে সি. এস. আই. উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে এপ্রিল ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ঠিক ঐ দিনে ইনি রাজা উপাধি লাভ করেন। জমিদারি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে ইঁহার ভূয়োদর্শন ছিল।

দিগম্বরী—১। বিবসনা, নগ্না। বহু। 'দিগম্বর' দ্রঃ। দিগম্বর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী; দুর্গা। বি; স্ত্রী।

দিগর, দীগর—দ্বিতীয়, অন্য, অপরাপর, আর আর, ইত্যাদি, গণ। ফা। সর্ব বা বি।

দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য—ইনি পাবনা জেলার অন্তর্গত কাওয়া কোলা গ্রামে বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে ১২৯১ সালের ১৪ই কার্তিক জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম যাদবচন্দ্র শিরোরত্ন, মাতার নাম বরদা দেবী। পাঠাবস্থায় রচনা লিখিয়া ইনি বহু পুরস্কার লাভ করেন। ইনি একাধারে সমাজক সংস্কারক ও সুসাহিত্যিক। সমাজ বিষয়ে ইনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে জাতিভেদ, শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার এবং জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দিগ্‌গজ—১। ঐরাবত পুণ্ডরীক বামন কুমুদ অঞ্জন পুষ্পদন্ত সার্বভৌম সুপ্রতীক -- এই আট দিক্ হস্তী। ৬তৎ। বি; পু। ২। মস্ত বড়, প্রখ্যাত। বাংপ্র। বিণ।

দিগ্‌জ্ঞান—উত্তরাদি দিক্‌সমূহের বোধ; সামান্য বোধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দিগ্দর্শন—১। চারি দিক্ দেখা, অভিজ্ঞতা। দিকের দর্শন (দিক্+দর্শন), ৬তৎ। ২। দিগ্দর্শনযন্ত্র। দিকের দর্শন হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী।

দিগ্দর্শনযন্ত্র—দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে অকূল সমুদ্রাদিতে দিক্ নির্ণয় করিতে পারা যায় (কারণ ঐ যন্ত্রস্থ চৌম্বকশলাকা নিয়ত উত্তরাভিমুখী থাকে), কম্পাস। দিগ্দর্শনসাধক যন্ত্র কিংবা দিগ্দর্শননামক যন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দিগ্‌দর্শী (-র্শিন্)—যে বা যাহা দিক্ নির্ণয় করিয়া দেয়, দিগ্‌দর্শন যন্ত্র। দিক্—দৃশ্ +ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

দিগ্‌দিগন্ত—দিক্‌সমূহ ও বিদিক্‌সমূহ। দিগ্‌দ্বয়ের অন্ত দিগন্ত, ৬তৎ (দুই দিকের শেষ প্রান্ত অর্থাৎ কোণ); দিক্ (পূর্বাদি) ও দিগন্ত (ঈশানাদি কোণ), দ্বন্দ্ব। বি; পু।

দিগ্‌দিগন্তর—দিগ্বিদিক্; এক দিক্ হইতে অন্য দিক্। অন্য দিক্, নিত্য; দিক্ ও দিগন্তর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

দিগ্ধ—১। লিপ্ত; মিশ্রিত। দিহ্ (লেপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিষাক্ত বাণ। বি; পু। ৩। লেপন। দিহ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

দিগ্‌ধাউড়ি, দিগ্‌ধাবাড়ে—যে দিকে দিকে ধাওয়া করে; চতুর্দিকে বিস্তৃত। বাংপ্র। বিণ।

দিগ্‌ধেড়েঙ্গা—বে-মানানসই লম্বা, দীর্ঘাঙ্গ; ঢেঙ্গা; হটকা। বাংপ্র। বিণ।

দিগ্বলয়—চক্রবাল, দিগন্ত। দিক্‌রূপ বলয়, রূপক। বি; পু।

দিগ্বসন—দিগম্বর, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বসন (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

দিগ্বস্ত্র—১। বিবসন, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব; বৌদ্ধ বিঃ। বি; পু।

দিগ্বাসাঃ (দিগ্বাসস্)—১। দিগম্বর, বিবস্ত্র, উলঙ্গ। দিক্ হইয়াছে বাসঃ (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। জৈন; শিব; বৌদ্ধ বিঃ। বি; পু।

দিগ্বিজয়—সকল দিক্ জয় করা, অর্থাৎ যুদ্ধাদি দ্বারা নানাদিকে আপনার ক্ষমতা ও আধিপত্য সংস্থাপন। ৬তৎ। বি; পু।

দিগ্বিজয়ী (-জয়িন্)-দিগ্বিজয়কারী, যুদ্ধাদি দ্বারা নানাদিকে আধিপত্য-স্থাপক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দিগ্বিজয়িনী**।

দিগ্বিদিক্—দিক্ ও বিদিক্ (দিক্—পূর্ব, উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম এই চারি· বিদিক্-- ঈশান, অগ্নি, নৈঋর্ত, বায়ু এ চ রি); (তাৎপর্যার্থে) হিতাহিত, কাণ্ডাকাণ্ড, ভালমন্দ। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞান—দিক্ ও বিদিকের (কোণের) জ্ঞানের ন্যায় সহজ জ্ঞান বা অনায়াসলভ্য জ্ঞান (গুরুলঘুজ্ঞান হিতাহিতজ্ঞান, ন্যায়ান্যায়জ্ঞান ইত্যাদি)। 'দিগ্বিদিক্' দ্রঃ। দিগ্বিদিকের বা দিগ্বিদিকে জ্ঞান, ৬তৎ বা ৭তৎ। বি; ক্লী।

দিগ্‌ভ্রম, -ভ্রান্তি—দিগ্‌বিষয়ে ভ্রান্তি, একদিকে অন্যদিক্ বোধ করা, দিশাভুল। ৭তৎ। বি; পু; স্ত্রী।

দিগ্‌ভ্রান্ত—দিক্ নির্ণয়ে অক্ষম, দিঙ্মূঢ়। ৭তৎ। বিণ।

দিঙ্‌নাগ—দিগ্‌গজ। ৬তৎ। বি; পু।

দিঙ্‌নির্ণয়—উত্তরাদি দিক্‌সমূহের নিরূপণ। ৬তৎ (দিক্+নির্ণয়)। বি; পু।

দিঙ্মণ্ডল—দিকরূপ চক্র। রূপক। বি; ক্লী।

দিঙ্মাত্র—১। সামান্য, অল্পমাত্র। দিক্ হইয়াছে মাত্রা যাহার, বহু। বিণ। ২। একদেশ। দিক্+মাত্র পরিমাণার্থে। বি; ক্লী।

দিঙ্মূঢ়—দিগ্‌ভ্রান্ত, দিক্‌জ্ঞানবিহীন; যাহার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে। দিক্ বিষয়ে মূঢ়, ৭তৎ। বিণ।

দিঠ, দিঠি—দৃষ্টি; চক্ষু। প্রা কপ্র। বি।

দিত—ছিন্ন। দো (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দিতি—১। দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা, কশ্যপের ভার্যা (ইঁহারই গর্ভে দৈত্যগণের জন্ম হয়)। দো+ক্তিক্ কর্তৃ। ২। ছেদন, খণ্ডন। দো (ছেদন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দিতিজ—দৈত্য, দানব, অসুর। দিতি শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

দিতিসুত—দৈত্য। ৬তৎ। বি ; পু।

দিৎসা—দানেচ্ছা, দান করিবার বাসনা। সনন্ত দা+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দিৎসু—দানেচ্ছু; দান করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত দা+উ কর্তৃ। বিণ।

দিদি—জ্যেষ্ঠা ভগিনী; মাতামহী বা পিতামহী বা তত্তুল্যসম্পর্কীয়া, ঠাকুর-মা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

দিদি-মা—মাতামহী বা পিতামহী বা তত্তুল্য সম্পর্কীয়া, ঠাকুর মা। বাংপ্র। বি।

দিদৃক্ষমাণ—দর্শনলাভেচ্ছু। সনন্ত দৃশ্ (দেখিতে ইচ্ছা করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

দিদৃক্ষা—দর্শনেচ্ছা। সনন্ত দৃশ্ (দেখিতে ইচ্ছা করা)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দিদৃক্ষু—দর্শনেচ্ছু। সনন্ত দৃশ্ (দেখিতে ইচ্ছা করা)+উ কর্তৃ। বিণ।

দিধি—ধীরতা, ধৈর্য। ধা (ধারণ করা) +কি ভাব। বি ; পু।

দিধিষু—১। পুনর্ভূপতি, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রীর স্বামী; দুইবার বিবাহিত পুরুষ। দিধি (ধৈর্য)—সো (নাশ করা) +কু কর্তৃ। বি।

দিধিষূ—পুনর্ভূ, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী; জ্যেষ্ঠা ভগিনী অবিবাহিতা থাকিতে বিবাহিতা কনিষ্ঠা ভগিনী। বি ; স্ত্রী।

"জ্যেষ্ঠায়াং যদ্যনূঢ়ায়াং কন্যায়ামুহ্যতেঽনুজা।
সা চাগ্রেদিধিষুর্জ্ঞেয়া পূর্বা তু দিধিষূঃ স্মৃতা।"

দিধিষূপতি—দ্বিরূঢ়াপতি। ৬তৎ। বি ; পু।

"ভ্রাতুর্মৃতস্য ভার্যায়াং যোঽনুরজ্যেত কামতঃ।
ধর্মেণাপি নিযুক্তায়াং সঃ জ্ঞেয়ো
দিধিষূপতিঃ॥"

দিন—সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাল, দিবাভাগ, দিবস; এক সূর্যোদয় হইতে অব্যবহিত পরবর্তী সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল, অহোরাত্র। দী+ডিন কর্তৃ। বি ; ক্লী। **দিন কেনা**—নিজের কাজ সুযোগমত গুছাইয়া লওয়া। **দিন গোনা**—দুঃখ-দুর্দশার অবসানের জন্য প্রতীক্ষা করা। **দিন ঘনাইয়া আসা**—ঠিক সময় উপস্থিত হওয়া; মৃত্যুকাল আসন্ন হওয়া। **দিন চলা**—কোনরূপে সংসারের খাওয়াপরা নির্বাহ হওয়া। **দিনে ডাকাতি**—অসম সাহস ও জুলুমের কাজ; ভীষণ প্রতারণা।

দিনকর—সূর্য। দিনে কর যাহার ইতি বহু; কিংবা দিন করে যে ইতি উপতৎ; দিন-কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি ; পু।

দিনকর ভট্ট—ন্যায়মুক্তাবলীর টীকাকার, প্রবাদ—সূর্যোদয়ের ক্ষণে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া ইঁহার নাম দিনকর রাখা হইয়াছিল।

দিনকর রাও—রাজা স্যার (Raja Sir Dinkar Rao)। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-বংশসম্ভূত। ইনি ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে ডিসেম্বর রত্নগিরি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ৪০ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইহার পূর্বে ইনি সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিয়াছিলেন। দিনকর গোয়ালিয়র রাজসরকারে প্রথমে সামান্য হিসাব-রক্ষকরূপে প্রবেশ করেন। উত্তরকালে (১৮৫১ খ্রীঃ) ইনি এই প্রধান রাজ্যের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পদ ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে পরিত্যাগ করেন। মন্ত্রিত্ব সময়ে ইনি রাজ্যের বহুবিধ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহের সময় গোয়ালিয়রের মহারাজকে ইংরাজ-পক্ষে রাখিয়া বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সাহায্যের পুরস্কারস্বরূপ ইনি বেনারস জেলায় একটি জমিদারি জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। গোয়ালিয়রের মন্ত্রিত্বত্যাগের কিছুকাল পরে ইনি ঢোলপুর রাজ্যের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হইয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে দিনকর বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য-স্বরূপে মনোনীত হন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার গাইকোবাড়ের বিচার জন্য যে একটি বিচারকসমিতি গঠিত হয়, তাহাতে তিনজন ভারতবাসী স্থান পাইয়াছিলেন—জয়পুরাধিপতি, গোয়ালিয়রাধিপতি এবং দিনকর রাও। ইহা দিনকর রাওয়ের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে রাজা উপাধি দেওয়া হয় এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই উপাধি বংশগত হইল বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি দিনকর দেহত্যাগ করেন।

দিনক্ষয়—সায়ংকাল, সন্ধ্যা; ত্র্যহস্পর্শ। ৬তৎ। বি ; পু।

দিনদগ্ধা—বারতিথির যোগ বিঃ [রবিবারে দ্বাদশী, সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দশমী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া (মতান্তরে অমাবস্যা ও পূর্ণিমা), এবং শনিবারে সপ্তমী তিথি হইলে তাহাকে দিনদগ্ধা কহে। দিনদগ্ধায় যাত্রাদি শুভকার্য নিষিদ্ধ]। বি ; স্ত্রী।

দিনদিন—প্রতিদিন, রোজ রোজ। ক্রি-বিণ।

দিননাথ, -পতি—সূর্য। ৬তৎ। বি ; পু।

দিনপাত—দিনযাপন, দিন কাটানো; সংসারযাত্রানির্বাহ। ৬তৎ। বি ; পু।

দিনবন্ধু—সূর্য। ৬তৎ। বি ; পু।

দিনমজুর—যে মজুর দিনহিসাবে মজুরি লয়। বাংপ্র। বি। কর্মধাচক বি, **-মজুরি**।

দিনমণি—সূর্য। দিনের মণিস্বরূপ, ৬তৎ। বি ; পু।

দিনমান—দিবসের পরিমাণ [সাধারণতঃ ৩০ দণ্ড বা ১২ ঘণ্টা কাল দিনের পরিমাণ-রূপে গৃহীত হয়। কিন্তু বৎসরের মধ্যে দুই দিন মাত্র (১০ই আশ্বিন ও ১০ই চৈত্র) দিনের পরিমাণ এইরূপ থাকে। অন্য সময়ে কখনও হ্রস্ব, কখনও বা দীর্ঘ হইয়া থাকে। ১০ই পৌষ দিনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা হ্রাস এবং ১০ই আষাঢ় সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে]; দিনের বেলা। দিনের মান (পরিমাণ), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দিনমুখ—প্রভাত, প্রাতঃকাল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দিনযামিনী—দিবা ও রাত্রি; সর্বক্ষণ। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী। [ক্লী।

দিনযৌবন—মধ্যাহ্নকাল। ৬তৎ। বি ;

দিনলিপি—রোজ-নামচা, diary. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দিনাত্যয়—দিবাবসান; সায়ংকাল। দিনের অত্যয় (অতিগমন), ৬তৎ; পক্ষে দিনের অত্যয় হয় যে সময়ে, বহু। বি ; পু।

দিনাদি—প্রত্যুষ, প্রাতঃকাল। দিনের আদি, ৬তৎ। বি ; পু।

দিনান্ত—সায়ংকাল, সন্ধ্যা। দিনের অন্ত ইতি ৬তৎ; কিংবা দিনের অন্ত হয় যৎ-কালে ইতি বহু। বি ; পু।

দিনান্তক—অন্ধকার। দিনের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বি ; পু।

দিনিকা—এক দিনের বেতন বা মজুরি। দিন+ইক ইদমর্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৮২—১৯৩৫ খ্রীঃ)। ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ-পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র ও দীপেন্দ্রনাথের পুত্র। ইনি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানে সুর দিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গান ও কবিতা পুস্তকের নাম 'বীণ'।

দিনেমার—ডেনমার্কদেশবাসী। <ফ্রেঞ্চ 'Danemark'. বি।

দিনেশ—দিননাথ, সূর্য। দিনের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

দিব্—স্বর্গ; আকাশ। দিব্+ডিবি অধি।

দিব-১। স্বর্গ। দিব্ (ক্রীড়া করা)+ক অধি। ২। আকাশ। দিব্ (দীপ্তি পাওয়া) +ক কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। দিব্য, শপথ। <দিব্য। প্রা কপ্র। বি।

দিবস—দিবা, দিন। দিব্ (ক্রীড়া করা)+ অসচ্ অধি। বি; পু বা ক্লী।

দিবসমুখ—প্রভাতসময়। দিবসের মুখ (আরম্ভ কাল), ৬তৎ। বি; ক্লী।

দিবসাত্যয়—দিবাবসান, দিনক্ষয়; সায়ংকাল। দিবসের অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। বি; পু।

দিবস্পতি—স্বর্গাধিপতি, ইন্দ্র। দিব্ শব্দ ষষ্ঠীর একবচনে দিবঃ; দিবঃ (স্বর্গের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। বি; পু।

দিবা—দিনে; দিন। দিব্ (ক্রীড়া করা)+ ডা অধি। অ।

দিবাকর—সূর্য। দিবাতে কর যাহার ইতি বহু; অথবা দিবা করে যে ইতি উপতৎ; দিবা (দিন) কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি; পু।

দিবাচর—দিবসে জীবিকার্থে ভ্রমণকারী। দিবাতে চরে (ভ্রমণ করে) যে, উপতৎ; দিবা—চর্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **দিবাচরী**।

দিবাতন—দিনভব, দিবসীয়। দিবা+ট্যন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তনী**।

দিবানিদ্রা—দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া, দিনে ঘুমানো। ৭তৎ। বি; স্ত্রী। [সাধু, উদাসীন, যতি, যোগী, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী-দিগের দিবানিদ্রা নিষেধ।]

দিবানিশ, দিবারাত্র—১। অহোরাত্র, রাতদিন। দিবা ও নিশি বা রাত্রি, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। ২। সর্বদা, অনুক্ষণ। অ। ক্রি-বিণ।

দিবানিশি—১। দিন ও রাত্রিতে, অর্থাৎ সর্বকালে। দিবা ও নিশ্ শব্দে দ্বন্দ্ব, পরে, ৭মীর ১বচন। অথবা অসমস্ত পদদ্বয়। দিবা=দিনে, নিশি=রাত্রিতে। সংস্কৃত ভাষায় নিশ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে নিশি হয়। ২। দিবারাত বাপ্র। বি।

দিবান্ধ—১। দিবসে দৃষ্টিহীন, দিন-কানা। দিবা (দিনে) অন্ধ, ৭তৎ। বিণ। ২। পেচক। বি; পু।

দিবাবসু—সূর্য। দিবা (দিনে) বসু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

দিবাভীত—চোর; পেচক; চন্দ্র। ৭তৎ। বি; পু।

দিবামণি—সূর্য। দিবার মণি (রত্ন) সদৃশ ৬তৎ। বি; পু।

দিবামধ্য—মধ্যাহ্ন, দিনের মধ্যভাগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দিবাশয়—দিবানিদ্রাকারী। দিবা (দিনে) শয় (শয়নকারী), ৭তৎ। বিণ।

দিবাস্বপ্ন—দিবানিদ্রা; দিনে ঘুমানো; আকাশকুসুম রচনা। ৭তৎ। বি; পু।

দিবি—১। চাষপক্ষী। দিব্+কি কর্তৃ। বি; পু। ২। শপথ, দিব্য। প্রা কপ্র। ৩। স্বর্গে। সংস্কৃত পদ।

দিবোদাস—১। কাশীরাজ। ইঁহার পিতার নাম সুদেব। দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে দিবোদাস বারাণসীপুরী নির্মাণ করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করেন। কিছুকাল পরে হৈহয়গণ ঐ পুরী আক্রমণ করিলে, ইনি প্রবলপরাক্রমে যুদ্ধ করিয়াও শেষে পরাজিত হন। অতঃপর ইনি ভরদ্বাজ মুনির শরণাগত হইলে, তিনি ইঁহার একটি মহাবীর্যবান্ পুত্রের নিমিত্ত যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে প্রতর্দনের জন্ম হইলে, তিনি হৈহয়দিগকে পরাভূত করিয়া পিতৃ-রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন। বিশ্বেশ্বর অনেক কৌশলে দিবোদাসের নিকট হইতে বারাণসী গ্রহণ করেন। ২। বিখ্যাত চিকিৎসক। কথিত আছে যে, ইনি ভাস্করের নিকট চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করেন। চিকিৎসাদর্শন নামক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত। দিব্ শব্দের ষষ্ঠীর ১বচনে দিবঃ, দিবঃ (স্বর্গের) দাস, অলুক্ ৬তৎ। বি; পু।

দিব্য—১। স্বর্গীয়; আকাশোৎপন্ন, আকাশীয়; মনোহর, সুন্দর, কমনীয়; উৎকৃষ্ট। দিব্+য্য। বিণ। ২। শপথ; লবঙ্গ; চন্দন। বি; ক্লী।

দিব্যগন্ধ—১। মনোরম গন্ধ বিশিষ্ট, সুরভি। দিব্য গন্ধ যাহার, বহু। বিণ। ২। মনোরম গন্ধ, সুঘ্রাণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

দিব্যচক্ষুঃ (-চক্ষুস্) ১। অতীন্দ্রিয়ার্থ-দর্শী, দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়সমূহও অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে দর্শনক্ষম; সুলোচন, সুন্দরচক্ষুবিশিষ্ট। দিব্য হইয়াছে চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ। ২। কৃষ্ণ; অন্ধজন। বি; পু। ৩। অতি সুন্দর চক্ষু; অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শনশক্তি। কর্মধা। বি; ক্লী।

দিব্যজ্ঞান—উৎকৃষ্ট বোধ; স্বর্গীয় জ্ঞান; তত্ত্বজ্ঞান। কর্মধা। বি; ক্লী।

দিব্যদর্শী (-দর্শিন্)—দিব্যচক্ষুঃ, অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী। দিব্য শব্দ—দৃশ্ (দেখা)+ ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

দিব্যদৃষ্টি—অলৌকিক বোধশক্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যনদী—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। দিব্যা যে নদী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যনারী—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যরত্ন—বাঞ্ছিত ফলদায়ক মণি বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।

দিব্যরথ—বিমান, ব্যোমযান, বেলুন। কর্মধা। বি; ক্লী।

দিব্যাঙ্গনা—সুরকামিনী, স্বর্বেশ্যা, অপ্সরা। দিব্যা যে অঙ্গনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দিব্যাস্ত্র—শ্রেষ্ঠ অস্ত্র, স্বর্গীয় অস্ত্র। দিব্য যে অস্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

দিব্যি, দিব্বি—১। দিব্য, শপথ। বি। ২। দিব্য, মনোরম, সুন্দর। < দিব্য। বিণ।

দিব্যোদক—শিশির; বৃষ্টির জল। দিব্য যে উদক (জল), কর্মধা। বি; ক্লী।

দিব্যোন্মাদ—স্বর্গীয় ভাবের আবেশে বিভোরতা, ঐশ্বরিক ভাবে উন্মত্ততা; শ্রীকৃষ্ণের বিরহে উন্মত্ত অবস্থা এবং অন্তে কৃষ্ণভ্রম। কর্মধা। বি; পু।

দিয়ড়ি—দেউটি, দীপাবলী; উল্কা, মশাল। প্রা কপ্র। বি।

দিয়া—১। প্রদীপ, বাতি, আলো। <দীপ। বি। ২।' দান করিয়া, অর্পণ করিয়া। ক্রি। ৩। দ্বারা, অবলম্বনে, সহায়তায়। বাংপ্র। অ।

দিয়াকাঠি—দিয়াশলাই (তাহা দ্রঃ)।

দিয়ালা—নিদ্রিত শিশুর হাসি খেলা, শিশুস্বপ্ন। বাংপ্র। বি।

দিয়াশলাই—আলো জ্বালিবার জন্য গন্ধকাদি লাগান কাঠি, দিয়াকাঠি। <দীপ-শলাকা। বি।

দিল—হৃদয়, অন্তঃকরণ, চিত্ত। ফা। বি।

দিলখোশ—১। চিত্তের তৃপ্তিদায়ক; হৃষ্টচিত্ত। বিণ। ২। প্রফুল্ল মন। ফা-মু। বি।

দিলদরাজ—উদারচিত্ত। ফা-মু। বিণ।

দিলদরিয়া—উদারহৃদয়; সদাশয়, বদান্য, মুক্তপ্রাণ। ফা-মু। বিণ।

দিলদার—মহানুভাব, সহৃদয়। ফা-মু। বিণ।

দিলীপ—সূর্যবংশীয় জনৈক নৃপ। ইনি সর্বাংশে আদর্শ নরপতি ছিলেন। ইঁহার মহিষী সুদক্ষিণাও ইঁহার অনুরূপ গুণসম্পন্না ছিলেন। দীর্ঘকাল অনপত্য থাকায়, ইঁহারা অতিশয় মনঃক্লেশে ছিলেন। অবশেষে কুলগুরু বশিষ্ঠের উপদেশে কামধেনু নন্দার সেবায় নিযুক্ত হইলে ইঁহাদের রঘু নামক দেশবিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বি; পু।

দিলু—জনৈক নৃপ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্র-

প্রস্থের অতি নিকটে একটি নূতন নগরী নির্মাণ করাইয়া আপনার নামানুসারে তাহার নাম দিল্লী রাখেন, এবং তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। বি; পু।

দিল্লী—ভারতবর্ষের একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও রাজধানী। প্রাচীনকাল হইতে বর্তমান দিল্লীর সন্নিহিত স্থান ভারতের ইতিহাসের সহিত বিজড়িত। বর্তমান দিল্লীর চতুর্দিকস্থ প্রায় ৪৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পুরাতন রাজধানীগুলির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। কানিংহামের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৫শ শতাব্দীতে ইন্দ্রপ্রস্থ নামক রাজধানী স্থাপিত হয়। মহাভারত-পাঠক মাত্রেই জানেন, পঞ্চপাণ্ডব হস্তিনাপুর হইতে রাজধানী উঠাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে স্থাপন করেন। এই স্থানটি অধুনা "পুরানো কিল্লা" বা "ইন্দ্রপথ" নামে অভিহিত। যুধিষ্ঠির হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন ত্রিংশ পুরুষ পর্যন্ত পাণ্ডববংশীয়গণ এইখানে রাজত্ব করেন। রাজ্যটি তাহার পরে শেষ পাণ্ডবরাজের মন্ত্রী বিশারবা অধিকার করেন। তাঁহার বংশধরগণ ৫০০ বৎসর যাবৎ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিবার পরে, গৌতমবংশীয় ১৫ জন রাজা এখানে রাজত্ব করেন। খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগে "দিল্লী" নাম ইতিহাসে সর্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন "দিলু" নামধারী রাজা হইতে এই নাম উৎপন্ন। গৌতম বংশের উচ্ছেদ হইলে, মৌর্যরাজগণ এইখানে রাজত্ব করেন। দিলু মৌর্য বংশের শেষ রাজা বলিয়া অনুমিত। মতান্তরে রাজা প্রথম অনঙ্গপাল—প্রকৃতপ্রস্তাবে ধর রাজাকর্তৃক মথুরা হইতে আনীত ও ইন্দ্রপ্রস্থে প্রোথিত লৌহস্তম্ভ বাসুকির মস্তক স্পর্শ করিয়াছে—এক ব্রাহ্মণের এই উক্তি অবিশ্বাস করিয়া উহা তুলিবার পর পুনঃ প্রোথিত হইলে 'ঢিলা' হইয়া থাকার জন্য স্থানটির নাম "ঢিল্লী" বা "দিল্লী" হইয়াছে। ধর রাজা খ্রীষ্টীয় ৩য় বা ৪র্থ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। প্রথম অনঙ্গপাল খ্রীষ্টীয় ৭৩৬ অব্দে সিংহাসন অধিকার করিয়া নগর সংস্কার করতঃ দিল্লীতেই রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী রাজগণ কনৌজে বাস করেন। ১১শ শতাব্দীতে তাঁহারা রাঠোররাজ চন্দ্রদেব কর্তৃক তথা হইতে বিতাড়িত হন। দ্বিতীয় অনঙ্গপাল দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া দুর্গাদি নির্মাণ করেন। পূর্বকথিত স্তম্ভগাত্রে তিনি একটি লিপি ক্ষোদিত করেন; তাহার মর্ম এই যে, ১১০৯ সম্বতে অনঙ্গপাল দিল্লী লোকপূর্ণ করেন। ১১০৯ ১০৫২ অব্দ। ১১৫৪ খ্রীঃ তৃতীয় অনঙ্গপালের রাজত্বকালে আজমীরের চৌহানরাজ বিশালদেব দিল্লী অধিকার করেন এবং অনঙ্গপালকে করদরাজ বলিয়া স্বীকৃত হইতে বাধ্য করেন। তোমর ও চৌহান বংশের বৈবাহিক সম্মিলনের ফলে পৃথ্বীরাজের জন্ম হয়। তিনি দিল্লী ও আজমীর এই উভয় রাজ্য শাসন করিতেন। দিল্লীতে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন; সেটি অধুনা "রায় পিথোরা" নামে ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান আছে। তিনিই দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা।

১১৯১ খ্রীঃ পৃথ্বীরাজ সাহাবুদ্দিন (বা মহম্মদ ঘোরী)কে যুদ্ধে পরাজিত করেন; কিন্তু দুই বৎসর পরে তাঁহার সহিত আবার যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেন। সাহাবুদ্দিনের প্রতিনিধি কুতবউদ্দিন দিল্লী অধিকার করিয়া তথায় প্রথম মুসলমান রাজধানী স্থাপন করেন। ১২০৬ খ্রীঃ প্রভুর মৃত্যু ঘটিলে, কুতব স্বাধীনভাবে রাজ্য গ্রহণ করিয়া দাস বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি হিন্দুরাজ-নির্মিত সৌধাবলী কিয়দংশে পরিবর্তিত করিয়া একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রথমে চুন লেপন করিয়া হিন্দু শিল্পকার্য আবৃত করা হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা চুন খসিয়া যাওয়ায় স্থানে স্থানে সেই শিল্পকার্য দর্শকের নয়নগোচরীভূত হইয়াছে। এই মসজিদের প্রাঙ্গণে পূর্বকথিত লৌহস্তম্ভটি বিরাজমান। "কুতবমিনার" নির্মাণ কুতবুদ্দিন আরম্ভ করিয়া যান; উত্তরকালে ফিরোজ সা উহার উপরিস্থ প্রথম ও দ্বিতীয় তল পুনর্নির্মাণ করেন। মিনারটি ২৩৮ ফুট উচ্চ। মিনার ও মসজিদের সন্নিকটে যোগমায়া নাম্নী কালীমূর্তির মন্দির বিদ্যমান। মূর্তিটি পৃথ্বীরাজ কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। কেহ কেহ বলেন, মিনারটি ইনিই আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১২৯০ খ্রীঃ দাস বংশের রাজত্ব লুপ্ত হয়, এবং জালাল উদ্দিন "খিলিজি" বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩২১ খ্রীঃ খিলিজি বংশ লোপ পায় এবং গায়স্-উদ্দিন কর্তৃক তোগলক বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত পাঠান রাজগণ হিন্দুস্থাপিত রাজধানীতেই অবস্থান করিতেন; কিন্তু গায়স্-উদ্দিন রাজধানীটি আরও ৪ মাইল পূর্বে স্থাপন করিয়া ইহাকে "তোগলকাবাদ" আখ্যা প্রদান করেন। ১৩৯৮ খ্রীঃ তৈমুর দিল্লী আক্রমণ করিলে পর, তাৎকালিক রাজা মহম্মদ তোগলক গুজরাটে পলায়ন করেন। প্রভূত পরিমাণে হত্যা ও লুণ্ঠন কার্য সম্পন্ন করিয়া তৈমুর দিল্লী পরিত্যাগ করিলে মহম্মদ গুজরাট হইতে প্রত্যাগত হন এবং রাজ্যের কিয়দংশ মাত্র পুনরধিকারে সমর্থ হন। ১৪১২ খ্রীঃ তাঁহার দেহত্যাগ ঘটিলে পরে, সৈয়দবংশীয়গণ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। ১৪৪৪ খ্রীঃ লোদীবংশ সিংহাসন গ্রহণ করেন। ইঁহাদেরই সময়ে রাজধানী আগ্রায় আনীত হয়।

১৫২৬ খ্রীঃ তৈমুর হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বাবর ভারতে আগমন করিয়া পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লী নগরে প্রবেশ ও আপনাকে সম্রাট্‌ বলিয়া বিঘোষিত করেন। এইখানেই পাঠান রাজত্বের সমাপ্তি ও মোগল রাজত্বের প্রারম্ভ। বাবর আগ্রাকেই রাজধানীস্বরূপে ব্যবহার করেন। তৎপুত্র হুমায়ুন দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত করেন। ১৫৪০ খ্রীঃ হুমায়ুন পাঠানবংশীয় সের সাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। সের সাহ রাজ্যবিস্তার ও রাজধানীর পুনঃসংস্কার করেন। ১৫৫৫ খ্রীঃ হুমায়ুন পারস্যরাজের সহায়তায় সিংহাসন পুনরধিকারে সমর্থ হন। হুমায়ুন-পুত্র আকবর ও তৎপুত্র জাহাঙ্গীর কখনও আগ্রা, কখনও আজমীঢ়, কখনও বা লাহোরকে রাজধানীস্বরূপে ব্যবহার করিতেন। জাহাঙ্গীর-পুত্র সাজাহানই বর্তমান দিল্লীর প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৩৮ খ্রীঃ আরম্ভ করিয়া ১৬৫৮ খ্রীঃ মধ্যে তিনিই বর্তমান প্রাসাদাদি নির্মাণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি জুম্মা মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদমধ্যে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস নামক বিচিত্র কারুকার্যময় হর্ম্যদ্বয় সাজাহানের কীর্তি। মোতিমসজিদ তৎপুত্র আওরঙ্গজেব প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারই রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্যের গৌরব চরম সীমায় উপনীত ও তাহার অধঃপতন সূচিত হয়।

১৭৩৬ খ্রীঃ মহম্মদ সাহের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য সর্বপ্রথমে দিল্লীর তোরণে সমবেত হয়। তিন বৎসর পরে পারস্য হইতে নাদির সাহ ভারতে আগমন করিয়া দিল্লী আক্রমণ এবং নররক্তে রাজপথ প্লাবিত ও বহুমূল্য ধনরত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন। সাজাহান কর্তৃক নির্মিত মহামূল্য ময়ূর-সিংহাসনও তৎসঙ্গে পারস্যে নীত হয়। নাদির সাহের প্রস্থানের পরে, মোগলরাজ্যের অধঃপতন দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে চলিতে লাগিল। এক দিকে শিখগণ, অপর দিকে মহারাষ্ট্রীয়গণ সম্রাট্‌দিগকে হীনবল করিয়া ফেলিল। মধ্যে আমেদ সা দুরানী দুইবার

দিল্লী আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খ্রীঃ দিল্লীর শেষ প্রকৃত স্বাধীন মোগল সম্রাট্ দ্বিতীয় আলমগীর দেহত্যাগ করিলে, সাহ আলম নামে মাত্র বাদশাহ উপাধি ধারণ করেন। সিন্ধিয়াপ্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়গণই প্রকৃতপ্রস্তাবে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭৮৮ খ্রীঃ আলম মহারাষ্ট্রীয়গণের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে প্রয়াস পান। প্রয়াস বিফল হয়, এবং সেই সঙ্গে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্য স্থায়িভাবে দিল্লীতে রক্ষিত হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ লর্ড লেক মহারাষ্ট্রীয়গণকে পরাজিত করিয়া সাহ আলমকে ইংরেজের আশ্রয় দান করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরবৎসর হোলকার সৈন্য দিল্লী আক্রমণ করিলে অক্টরলনী ও লর্ড লেক পরিচালিত ইংরাজসৈন্য উহাদিগকে বিতাড়িত করে। এই সময় মোগল শাসনপ্রণালীর পরিবর্তন ঘটে। বাদশাহ নির্দিষ্ট বৃত্তি গ্রহণ করিয়া প্রাসাদমধ্যে স্বীয় আধিপত্য উপভোগ করিতে থাকেন, এবং জনৈক ইংরাজ রেসিডেন্ট ও কমিশনার তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ১৮৩২ খ্রীঃ রেসিডেন্ট কমিশনারের পদ উঠাইয়া দেওয়া হয়, এবং দিল্লী জেলা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোটলাটের অধীনে যায়।

১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে সিপাহিগণ দিল্লী শহর অধিকার করিয়া তদানীন্তন বাহাদুর সাহকে ভারতেশ্বর বলিয়া বিঘোষিত করে এবং নগরের ইংরাজ-অধিবাসিগণকে হত্যা করে। অশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ইংরাজসৈন্য সেপ্টেম্বর মাসে শহরের কাশ্মীরতোরণ ভঙ্গ করিয়া শহরমধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদ্রোহ দমন করে। বাহাদুর সাহ পলায়ন করিয়া শহরের বহির্ভাগে হুমায়ুনের সমাধিমন্দিরে আত্মগোপন করেন। পরে প্রাণ সম্বন্ধে ইংরাজের অভয়বাণী প্রাপ্ত হইয়া বাদশাহ ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন এবং নির্বাসিত হইয়া রেঙ্গুনে প্রেরিত হন। সেখানে ১৮৬২ খ্রীঃ তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। তিনিই দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট্।

১৮৫৮ খ্রীঃ দিল্লী জেলা পঞ্জাব প্রদেশের অধীন করা হয়। শহরের কয়েক মাইল উত্তরে, মহারানী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধিগ্রহণ উপলক্ষে ১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি রাজপ্রতিনিধি লর্ড লিটন একটি দরবার করেন। উহারই নিকটবর্তী স্থানে সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক সংবাদ জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে, লর্ড কর্জন ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি "করোনেশন দরবার" করেন। উক্ত স্থানেই ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ মহিষীসহ মহাসমারোহে একটি দরবার করেন। অতঃপর দিল্লীই ইংরাজের রাজধানী হইবে, এই মর্মে উক্ত দরবারে একটি ঘোষণা প্রচারিত হয়। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা অক্টোবর দিল্লী জেলা পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বাহির করিয়া লইয়া জনৈক চিফ্ কমিশনারের অধীন করা হয়, এবং উক্ত অব্দের ২৩শে ডিসেম্বর রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ সমারোহে নগরে প্রবেশপূর্বক নব রাজধানীতে রাজকার্য আরম্ভ করেন। নূতন রাজধানী সাহজাহান নির্মিত দিল্লী শহরের তিন চারি ক্রোশ উত্তরে স্থাপিত হইয়াছে।

দিল্লীশ্বর—দিল্লীর সম্রাট্, দিল্লীর বাদশাহ্। ৬তৎ। বি ; পু।

দিশ—দিন ; দিক্। কপ্র। বি।

দিশপাশ—দৃষ্টি-সীমা, লেখাজোখা ; কুল-কিনারা। বাংপ্র। বি।

দিশা—উত্তরাদি দিক্ ; রীতি ; প্রণালী ; দন্তক্ষত বিঃ ; সন্ধান। দিশ্+ক্বিপ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দিশাপাল--দিক্‌পাল (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। বি ; পু।

দিশারী পথপ্রদর্শক। বাংপ্র। বি।

দিশাহারা, দিশেহারা—দিগ্‌ভ্রান্ত ; কার্যাকার্য নির্ণয়ে অসমর্থ ; অনবধান ; "কি করিতে কি করে তাহার স্থিরতা নাই" এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

দিশি---১। দিকে। সংস্কৃতপদ। ২। দিক্ ; দিন। কপ্র। বি।

দিষ্ট—১। প্রদর্শিত ; দত্ত ; আদিষ্ট, উপদিষ্ট। দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কাল। বি ; পু। ৩। ভাগ্য, অদৃষ্ট। বি ; ক্লী।

দিষ্টি--১। উপদেশ ; আনন্দ ; পরিমাণ বিঃ। দিশ্+ক্তি ভাব। ২। ভাগ্য ; শুদ ; উৎসব। দিশ্+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী। ৩। নজর। < দৃষ্টি। বি।

দিস্তা, দিস্তে—হামামদিস্তার ডাঁটি, মুষল, (হামাম—উদুখল) ; ২৪ তা (কাগজ)। বাংপ্র। বি।

দিস্তাপড়া—যাহা গাঁটরি বাঁধা থাকায় খারাপ হইয়া গিয়াছে এমন, দাগীধরা, খাম। বাংপ্র। বিণ।

দীক্ষক—১। দীক্ষাদাতা, মন্ত্রদাতা ; উপদেষ্টা। দীক্ষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দীক্ষিকা**। ২। দীক্ষাগুরু। বি ; পু।

দীক্ষণীয়—দীক্ষার যোগ্য। দীক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

দীক্ষা—উপদেশ ; যজ্ঞ ; সংস্কার ; ব্রত বিঃ ; ইষ্টমন্ত্র গ্রহণ ["দীয়তে জ্ঞানমত্যন্তং ক্ষীয়তে পাপসঞ্চয়ঃ। তস্মাদ্ দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ"। অর্থাৎ অত্যন্ত জ্ঞান প্রদত্ত হয়, এবং সঞ্চিত পাপের ক্ষয় হয় বলিয়া তত্ত্বদর্শী মুনিগণ ইহাকে দীক্ষা নামে অভিহিত করিয়াছেন। দীক্ষা গ্রহণ সম্বন্ধে নিয়ম এই যে, পতি সিদ্ধমন্ত্র না হইলে পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারিবে না। পিতা, পুত্র কন্যাকে এবং ভ্রাতা ভগিনীকে মন্ত্র দিবে না। পিতা, মাতামহ, কনিষ্ঠ সহোদর, এবং বৈরিপক্ষীয় মন্ত্রগ্রহণ নিষিদ্ধ। তন্ত্রোক্ত দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত কাল এবং স্থানের নির্দেশ আছে। কিন্তু সিদ্ধ মন্ত্র সকল কালে সকল স্থানেই গ্রহণ করিতে পারা যায়] ; প্রবর্তনা ; কার্যের নিয়ম ; নিয়ম বা সংকল্প করিয়া কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া। দীক্ষ্ (উপদেশ দেওয়া)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দীক্ষাগুরু—ইষ্টদেব ; আচার্য ; মন্ত্রদাতা, মন্ত্রাদির উপদেষ্টা। দীক্ষা দাতা গুরু, মধ্যপ। বি ; পু।

দীক্ষাগ্রহণ—উপদেশপ্রাপ্তি, ইষ্টমন্ত্রবিষয়ে উপদেশলাভ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দীক্ষান্ত—যজ্ঞসমাপ্তি। দীক্ষার (যজ্ঞের) অন্ত (শেষ), ৬তৎ। বি ; পু।

দীক্ষিত গৃহীতমন্ত্র, যাহার মন্ত্র গ্রহণ হইয়াছে এরূপ ; সংস্কৃত ; উপদিষ্ট ; কর্মে সংকল্পপূর্বক কৃতসংযম ; নিয়ম বা সংকল্পপূর্বক কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত। দীক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

দীগর—'দিগর' দ্রঃ।

দীঘ—১। দৈর্ঘ্য। বাংপ্র। বি। ২। দীর্ঘ। প্রা কপ্র। বিণ।

দীঘল—দীর্ঘ। বাংপ্র। বিণ।

দীঘি, দীঘী—দীর্ঘিকা। বাংপ্র। বি।

দীঠ—দৃষ্টি ; বুদ্ধি। প্রা কপ্র। বি।

দীঠি—দৃষ্টি। প্রা কপ্র। বি।

দীধিতি—রশ্মি, কিরণ ; ন্যায় তত্ত্বচিন্তামণির টীকা। দীধী (দীপ্তি পাওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দীধিতিমান্ (-মৎ)—কিরণমালী, সূর্য। দীধিতি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

দীন—১। দরিদ্র, দুঃখী ; দুঃখিত ; হীন ; শোচ্য ; দুঃস্থ ; নিঃস্ব ; দুর্গত ; সন্তপ্ত ; ভীত ; ক্ষুব্ধ ; কাতর। দী+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ধর্ম, ধর্মবিশ্বাস। আ। বি।

দীনতা—দীনের ভাব, দরিদ্রতা, দৈন্য ; কাতরতা। দীন শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

দীন-দরিদ্র—১। সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। ৩তৎ। ২। অর্থহীন, গরিব। কর্মধা। বিণ।

দীনদুঃখী (-খিন্)—দুঃখভোগকারী দরিদ্র, খুব গরিব। কর্মধা। বিণ। স্ত্রী—**দীনদুঃখিনী**।

দীনদুনিয়া—ধর্ম ও জগৎ, ধর্ম ও সংসার। আ। বি। **দীনদুনিয়ার মালিক**—ধর্ম ও জগতের প্রভু, ঈশ্বর।

দীননাথ—দরিদ্রের আশ্রয়; নারায়ণ, ভগবান্, ঈশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

দীনবন্ধু—দরিদ্রের সখা বা সহায়; নারায়ণ, ভগবান্, ঈশ্বর। ৬তৎ। বি; পু।

দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ (C. F. Andrews)—(১৮৭১—১৯৪১ খ্রীঃ)। ভারতহিতৈষী ও সমাজসেবী। ইনি ভারতে আসিয়া বহু জনহিতকর কাজ করেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়াছিলেন। ইনি রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর পরম বন্ধু ছিলেন।

দীনবন্ধু মিত্র—বঙ্গের খ্যাতনামা নাটককার। পিতার নাম কালাচাঁদ মিত্র। নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর জন্ম হয়। ইনি শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিয়া, পরে হুগলি কলেজে ও অবশেষে কলিকাতার হিন্দু কলেজে পাঠ সমাপ্ত করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া ডাকবিভাগের কার্যে প্রবিষ্ট হন, এবং অতি অল্পকাল মধ্যে শ্রমশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া ১৫০৲ টাকা বেতনে ডাকবিভাগের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক (Superintendent) নিযুক্ত হন। এই পদে ইনি ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া প্রথম শ্রেণীর কর্মচারী হইয়াছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ডাকবিভাগের কর্তা হইয়া লুসাই যুদ্ধে গমন করেন। ইঁহার কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট ইঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর বহুমূত্র রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ছাত্রাবস্থা হইতে দীনবন্ধু বাঙ্গালা কবিতা রচনা করিতেন। তাৎকালিক প্রসিদ্ধ প্রভাকরসম্পাদক কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত ইঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। পাঠাবস্থায় ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা লিখিয়া প্রভাকরপত্রে প্রকাশ করিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু "নীলদর্পণ" নাটক রচনা করেন। এই নাটক ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লঙ্ সাহেব ইংরাজীতে অনুবাদ করায় দেশমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। ইহার জন্য লঙ্ সাহেবের কারাদণ্ড পর্যন্ত হয়। যাহা হউক, এই নীলদর্পণের ফলে কর্তৃপক্ষের চক্ষু সমধিক প্রস্ফুটিত হওয়ায় নীলকরদিগের অত্যাচার অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। অতঃপর দীনবন্ধু "নবীন তপস্বিনী", "সধবার একাদশী", "লীলাবতী", "কমলে-কামিনী" প্রভৃতি নাটক, "জামাইবারিক" প্রভৃতি প্রহসন এবং "দ্বাদশ কবিতা" ও "সুরধুনী কাব্য" নামক পদ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। হাস্যরসে দীনবন্ধুর সমকক্ষ বঙ্গভাষায় লেখক খুব অল্প।

দীনভাব—দীনতা, দৈন্য। ৬তৎ। বি; পু।

দীনসত্ত্ব-১। হীন প্রাণী। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। হীনবল। দীন হইয়াছে সত্ত্ব যাহার, বহু। বিণ।

দীনহীন-অতি দরিদ্র, নিতান্ত দুঃখী। দীন হইতে হীন, ৫তৎ। বিণ।

দীনার—স্বর্ণমুদ্রা; মোহর। আ। বি।

দীনেশ দীননাথ, ভগবান্, ঈশ্বর। দীনের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

দীনেশচন্দ্র সেন—১৭৮৮ শকে কার্তিক মাসে ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের অধীন বাজুরী গ্রামে মাতুলালয়ে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র ঢাকা কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া কিছুদিন হবিগঞ্জ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলে হেড্‌মাষ্টারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইনি "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করেন। এই "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" লিখিতে ইঁহাকে বহুবর্ষব্যাপী প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, পুঁথি সংগ্রহ করিবার জন্য বঙ্গদেশে নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। ত্রিপুরাধিপতি মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুরের অর্থানুকূল্যে ইহার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" দীনেশচন্দ্রের অক্ষয়কীর্তি। এই গ্রন্থ রচনার জন্য ইনি গভর্নমেন্টের নিকট হইতে মাসিক ২৫৲ টাকা বৃত্তিলাভ করেন। দীনেশচন্দ্র নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন,—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য তিন বন্ধু; বেহুলা; সতী; ফুল্লরা রামায়ণী কথা। কুমিল্লায় অবস্থানকালে ইঁহার 'রেখা' নামক একখানি প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হয়। গভর্নমেন্ট ইঁহাকে রায় সাহেব উপাধি দান করেন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যুবরাজ আগমন করিলে ইঁহাকে D. Lt. উপাধি দান করা হয়। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

দীপ—প্রদীপ; আলোকপ্রকাশক। দীপ (দীপ্ত হওয়া)+ক কর্তৃ। বি; পু।

দীপক—১। কুঙ্কুম; কাব্যালংকার বিঃ ণিজন্ত দীপ্ বা দীপি (দীপ্ত করান)+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। প্রদীপ; সংগীতের রাগ বিঃ। বি; পু। ৩। প্রকাশক; উত্তেজক, উদ্দীপক; শোভাজনক। বিণ। স্ত্রী—**দীপিকা**।

দীপংকর-৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরে কল্যাণশ্রীর ঔরসে, প্রভাবতীর গর্ভে দীপংকরের জন্ম হয়। ইঁহার প্রথমে নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। শৈশবে জেতারি নামে এক অবধূতের নিকট ইনি অধ্যয়ন করেন। অতি অল্প বয়সেই বৌদ্ধদিগের শাস্ত্রাদিতে ইনি ব্যুৎপন্ন হন। জেতারির নিকট কিছুদিন শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কৃষ্ণগিরিবিহারে গমনপূর্বক রাহুল গুপ্তের ছাত্রত্ব গ্রহণ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে ওদন্তপুরীবিহারের মহাসাঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ইনি দীপংকর শ্রীজ্ঞান আখ্যা প্রাপ্ত হন। মগধের বহুতর প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতের নিকট হইতে দীপংকর বৌদ্ধদর্শনবিষয়ে উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত সুবর্ণদ্বীপে গমন করিয়া দীপংকর আচার্য চন্দ্রকীর্তির ছাত্র হন। এখানে ইনি দ্বাদশ বৎসরকাল অবস্থান করেন। পরে মগধে প্রত্যাগমন করেন। তৎকালে সমগ্র মগধদেশে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত আর কেহ ছিল না। সমসাময়িক মগধাধিপতি, পালবংশীয় নয়পালদেবের অনুরোধে দীপংকর বিক্রমশিলার জগদ্বিখ্যাত মহাবিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই সময়ে চেদীরাজ কর্ণদেবের সহিত নয়নপালের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দীপংকরের চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। এই সময়ে হ্লা লামা নামে এক রাজা তিব্বতের থোলিন নগরে রাজত্ব করিতেন। লাসার নিকটবর্তী নেথান্ নগরে ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন।

দীপংকরের আর এক নাম অতীশ। তিব্বতে ইনি এই নামেই পরিচিত ছিলেন। ফ্রাঙ্ক্ সাহেব তিব্বতে অতীশের নাম-সংবলিত শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। দীপংকর বৌদ্ধধর্মসম্বন্ধে বিস্তর গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতক কতক তিব্বতে পাওয়া যাইতেছে। ফরাসী পণ্ডিত কর্দেয়ার (P. Cordier) যে 'ক্যাটালগ' বাহির করিয়াছেন তাহার পাতায় পাতায় দীপংকরের লিখিত পুঁথির নাম আছে।

দীপধ্বজ—কাজল, দীপশিখাজাত কালিমা। ৬তৎ। বি; পু।

দীপন—১। উদ্দীপন, উত্তেজন;

আলোকিত করণ। ণিজন্ত দীপ্ বা দীপি (দীপ্ত করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রকাশক; উদ্দীপক; উত্তেজক। দীপি+অন কর্তৃ। বিণ।

দীপনীয়—দীপনযোগ্য, যাহাকে জ্বালাইতে বা উদ্দীপ্ত করিতে হইবে এমন। ণিজন্ত দীপি (দীপ্ত করান)+অনীয় কর্ম। বিণ।

দীপবৃক্ষ—দীপাধার, পিলসুজ প্রভৃতি। দীপধারক বৃক্ষ (বৃক্ষবৎ পদার্থ), মধ্যপ। বি; পু।

দীপমালা—দীপসমূহ; ছন্দঃ বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দীপশলাকা—দিয়াশলাই। দীপজ্বালিকা শলাকা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

দীপশিখা—প্রদীপের শীষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দীপাধার—দীপ বা বাতি রাখিবার পাত্র; দীপবৃক্ষ। দীপের আধার, ৬তৎ। বি; পু।

দীপান্বিতা—কার্তিকমাসীয় অমাবস্যা [এই দিনে দিবাভাগে পিতৃলোকের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ এবং রাত্রিকালে দেবগৃহাদি দীপমালায় সুশোভিত করিতে হয়। ইহার অপর নাম দীপালী], দেওয়ালী। দীপের দ্বারা অন্বিতা (যুক্তা), ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

দীপাবলী—প্রদীপসমূহ। দীপের আবলী (শ্রেণী বা সমূহ), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দীপালী—দেওয়ালী। দীপের আলী (শ্রেণী) আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

দীপালোক—প্রদীপের আলো। ৬তৎ। বি; পু।

দীপিকা—১। প্রকাশিকা; উদ্দীপিকা। দীপক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রদীপ; জ্যোৎস্না; গ্রন্থ বিঃ; তর্কসংগ্রহের টীকা; রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

দীপিত—প্রজ্বলিত; প্রকাশিত; উদ্দীপিত। ণিজন্ত দীপ বা দীপি (দীপ্তি করান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দীপ্ত—দীপ্তিযুক্ত; উজ্জ্বল; জ্বলিত; দগ্ধ; প্রকাশিত; তেজোময়। দীপ (দীপ্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দীপ্তক—স্বর্ণ। দীপ্ত+কণ্। বি; ক্লী।

দীপ্তকীর্তি—১। প্রদীপ্তযশাঃ, যাহার খ্যাতি চতুর্দিকে প্রকাশিত হইয়াছে। দীপ্ত হইয়াছে কীর্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। প্রকটিত খ্যাতি, চতুর্দিকে ব্যাপ্ত যশঃ দীপ্তা যে কীর্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দীপ্তকেতু—১। দীপ্তধ্বজযুক্ত। দীপ্ত হইয়াছে কেতু যাহার, বহু। বিণ। ২। নৃপতি বিঃ; দক্ষসাবর্ণি মনুর পুত্র বিঃ। বি; পু।

দীপ্তমূর্তি—১। সমুজ্জ্বল মূর্তিযুক্ত। দীপ্তা মূর্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু। [বিণ।

দীপ্তলোচন উজ্জ্বল নেত্রবিশিষ্ট। বহু।

দীপ্তাগ্নি—১। প্রজ্বলিত হুতাশন। দীপ্ত যে অগ্নি, কর্মধা। বি। ২। তীক্ষ্ণ জঠরানল বিশিষ্ট। দীপ্ত (উত্তেজিত) হইয়াছে অগ্নি (জঠরানল) যাহার, বহু। বি ৩। অগস্ত্য ঋষি। বি; পু।

দীপ্তাঙ্গ ১। উজ্জ্বল অবয়ব। দীপ্ত যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। উজ্জ্বল অবয়ববিশিষ্ট। দীপ্ত অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**দীপ্তাঙ্গী**।

দীপ্তি শোভা, সৌন্দর্য, কান্তি; তেজঃ, প্রভা। দীপ্ (দীপ্ত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দীপ্তিমান (-মৎ) প্রভাশালী, ভাস্বর, উজ্জ্বল; শোভাবিশিষ্ট। দীপ্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দীপ্তিমতি**।

দীপ্য—দীপ্তিযোগ্য, প্রকাশযোগ্য। দীপ্+য কর্ম। বিণ।

দীপ্যমান—যাহা দীপ্তি পাইতেছে এরূপ, ভাস্বৎ, উজ্জ্বল। দীপ্+শান কর্তৃ। বিণ।

দীপ্র—দীপ্তিশালী; তীক্ষ্ণ। দীপ্ (দীপ্ত হওয়া)+র কর্তৃ। বিণ।

দীব্যমান—খেলা করিতেছে এরূপ; ক্রীড়ক; ক্ষেপক। দিব্ (ক্রীড়া করা)+শতৃ, তাচ্ছীল্য অর্থে শতৃ স্থানে শান। বিণ।

দীয়মান—যাহা দেওয়া হইতেছে এরূপ। দা (দেওয়া)+শান কর্ম। বিণ।

দীয়াশলাই—দেকাটি, দীপশলাকা, match stick. বাংপ্র। বি।

দীর্ঘ—১। আয়ত, লম্বা; ব্যাপক; অধিক। দৃ (বিদারণ করা)+ঘক্ কর্তৃ। বিণ। ২। দ্বিমাত্রাবিশিষ্ট স্বরবর্ণ (যথা আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ); সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক—এই চারিটি রাশি। বি; পু।

দীর্ঘ একাবলী—ছন্দঃ বিঃ। 'ছন্দঃ' দ্রঃ।

দীর্ঘকণ্ঠ—১। লম্বকণ্ঠ। দীর্ঘ হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**। ২। লম্বা গলা। কর্মধা। বি; পু বা ক্লী।

দীর্ঘকাল—বহুকাল, অনেক দিন, অধিক সময়। কর্মধা। বি; পু।

দীর্ঘকেশ—যাহার চুল লম্বা এমন। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কেশা, -কেশী**।

—১। দ্রুতগামী; বহুদূর গমনে সমর্থ। দীর্ঘা গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। খুব লম্বা চলন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দীর্ঘগ্রীব—১। লম্বা গ্রীবাবিশিষ্ট। দীর্ঘা গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ। ২। জিরাফ; কঙ্কাল; উষ্ট্র; বক। বি; পু।

দীর্ঘচম্পকাবলি—ছন্দঃ বিঃ। 'ছন্দঃ' দ্রঃ।

দীর্ঘজীবী (-জীবিন্)—দীর্ঘায়ু, অধিক-কাল জীবনধারণকারী। দীর্ঘ (দীর্ঘকাল) জীবে (বাঁচে) যে, উপতৎ; দীর্ঘ—জীব্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দীর্ঘ-জীবিনী**।

দীর্ঘতপাঃ (-তপস্)—১। দীর্ঘকাল তপঃ-সাধক। দীর্ঘ হইয়াছে তপঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। গোতম ঋষি; নৃপ বিঃ। বি; পু।

দীর্ঘতমাঃ (-তমস্)—১। বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উতথ্যের ঔরসে তৎপত্নী মমতার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। খুল্লতাত বৃহস্পতির শাপে ইনি অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহা হইলেও ইনি তপশ্চরণ দ্বারা ধর্মমার্গে বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। অতঃপর প্রদ্বেষী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার গৌতমাদি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গোধর্ম আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রদ্বেষী ইঁহাকে নানাপ্রকারে বিস্তর কষ্ট দিয়া অবশেষে নদীতে নিক্ষেপ করেন। ২। ধন্বন্তরির পিতা, কাশীরাজের পুত্র। বি; পু।

দীর্ঘত্রিপদী—ছন্দঃ বিঃ। 'ছন্দঃ' দ্রঃ।

দীর্ঘদর্শী (-দর্শিন্)—দূরদর্শী; জ্ঞানী, পণ্ডিত। দীর্ঘ (বহুদূর) দর্শন করে যে, উপতৎ; দীর্ঘ—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দীর্ঘদর্শিনী**।

দীর্ঘদৃষ্টি—১। পণ্ডিত; দূরদর্শী; সূক্ষ্ম-দর্শী; পরিণামদর্শী। দীর্ঘা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। দূরবীক্ষণযন্ত্র, দুরবীন। দীর্ঘা দৃষ্টি হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী। ৩। দূরদর্শন; ভবিষ্যদ্দৃষ্টি। দীর্ঘা যে দৃষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দীর্ঘনাদ—১। দীর্ঘশব্দকারী; যাহার কণ্ঠ-স্বর বহুদূর পর্যন্ত যায়। দীর্ঘ নাদ যাহার, বহু। বিণ। ২। অতি উচ্চ শব্দ। কর্মধা। বি; পু।

দীর্ঘনাস—যাহার নাক লম্বা, বড় নাকওয়ালা। দীর্ঘ নাসা যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘনিঃশ্বাস—সবলে পতিত নিঃশ্বাস, দুঃখাদি হেতু জোরে যে নিঃশ্বাস ফেলা যায়। কর্মধা। বি; পু।

দীর্ঘনিদ্রা দীর্ঘসময়ব্যাপিনী নিদ্রা; চির-নিদ্রা, মরণ, মৃত্যু। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দীর্ঘপাদ—যাহার পা লম্বা এমন। বহু। বিণ।

দীর্ঘপুচ্ছ—১। লম্বা কোঁটা। কর্মধা। বি; পু। ২। লম্বা কোঁটাবিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে পুচ্ছ যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘমাত্রা—ব্র্যাকেট চিহ্ন, বন্ধনী। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

দীর্ঘমেয়াদী—বহুদিনব্যাপী। বাংপ্র।

দীর্ঘরাত্র—বড় রাত্রি, লম্বা রাত ; বহুকাল। দীর্ঘা রাত্রি, কর্মধা। বি ; পু।

দীর্ঘরোমা (-রোমন্)—১। লম্বালোম-বিশিষ্ট। দীর্ঘ রোম (রোমন্) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। ভল্লুক ; ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র ; শিবানুচর বিঃ। বি ; পু।

দীর্ঘসত্র—১। বহুকালসাধ্য যজ্ঞ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। বহুকালসাধ্য যজ্ঞকারী। দীর্ঘ হইয়াছে সত্র (যজ্ঞ) যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘসূত্র—চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্যকারী। দীর্ঘ হইয়াছে সূত্র যাহার, বহু। বিণ।

দীর্ঘসূত্রতা—বিলম্বে কার্যকারিতা, চির-ক্রিয়তা, সত্বর কর্মসাধনে অপ্রবৃত্তি বা আলস্য। দীর্ঘসূত্র+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

দীর্ঘসূত্রী (-সূত্রিন্)—চিরক্রিয়, বিলম্বে কার্যকারক, অলস ; কার্যে কালক্ষেপ-কারী। দীর্ঘ যে সূত্র সে দীর্ঘসূত্র, কর্মধা ; দীর্ঘসূত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। [কাহারও কাহারও মতে এই পদটি অশুদ্ধ, কেননা বহুব্রীহি সমাস দ্বারাই যখন অর্থ প্রতীতি হয়, তখন কর্মধারয় সমাস করিয়া তাহার উত্তর ইন্ করিবার আবশ্যকতা কি ? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যায় যে, এখানে লম্বা সূতো বা তদ্বিশিষ্ট বুঝাইতেছে না। এস্থলে নিন্দার্থে ইন্ প্রত্যয় করিতে হইয়াছে।]

দীর্ঘাকার, দীর্ঘাকৃতি—১। দীর্ঘ অবয়ববিশিষ্ট। দীর্ঘ হইয়াছে আকার বা আকৃতি যাহার, বহু। বিণ। ২। দীর্ঘ অবয়ব, লম্বা চেহারা, ঢেঙ্গা শরীর। দীর্ঘ যে আকার বা আকৃতি, কর্মধা। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

দীর্ঘায়ুঃ (-য়ুস্)—১। দীর্ঘজীবী ; বহুকাল জীবনধারণকারী। দীর্ঘ হইয়াছে আয়ুঃ (জীবিতকাল) যাহার, বহু। বিণ। ২। মার্কণ্ডেয় মুনি। বি ; পু। ৩। দীর্ঘ-জীবন। দীর্ঘ যে আয়ুঃ, কর্মধা। বি ; ক্লী। [শরীর ও জীবাত্মার সংযোগকে জীবন এবং তদবচ্ছিন্ন কালকে আয়ুঃ বলা যায়।]

দীর্ঘায়ুরস্তু—"দীর্ঘ আয়ুষ্কাল হউক" বা "আপনি দীর্ঘজীবী হউন", এইরূপ আশীর্বচন। দীর্ঘায়ুঃ+অস্তু (হউক বা হউন) ; অস্তু সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। বাঙ্গালায় সমস্ত পদটি অব্যয় বলিয়া ধরিলেও চলে।

দীর্ঘিকা—তিনশত ধনুপরিমিত জলাশয়, বৃহৎ পুষ্করিণী, দীঘী। দীর্ঘ শব্দ+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

দীর্ণ—১। খণ্ডিত, বিদারিত। দৃ (বিদারণ করা)+ক্ত কর্ম। ২। ভগ্ন ; ভীত। দৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দু—দুই, দ্বি, ২। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দু-আধারী—দুই পার্শ্বস্থ, দুই ধারের। প্রা কপ্র। বিণ।

দু-আনি—দুই আনা মূল্যের মুদ্রা। বাংপ্র। বি।

দুই—২ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <দ্বি। বি বা বিণ।

দুও, দুয়ো—ধিক্কারসূচক উক্তি। বাংপ্র। অ।

দুঃ (দুর্ বা দুস্)—দুষ্ট ; নিন্দিত ; নিষিদ্ধ ; দুঃখ। দো (ছেদন করা)+ডুর্, ডুস্ কর্তৃ। অ।

দুঃখ—১। ক্লেশ, কষ্ট, তাপ ; দুর্দশা ; দৈন্য। দুঃখ্ +অল্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। দুঃখজনক, ক্লেশকর। দুঃখ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

দুঃখ-চাটা, -চেটে—দুঃখভোগে অভ্যস্ত, চিরদুঃখী। বাংপ্র। বিণ।

দুঃখজনক—ক্লেশদায়ক, কষ্টকর। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

দুঃখত্রয়—আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধি-ভৌতিক—এই তিন প্রকার দুঃখ। দুঃখের ত্রয়, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দুঃখদগ্ধ—দুঃখরূপ অগ্নির দ্বারা সন্তপ্ত, অত্যন্ত দুঃখিত। ৩তৎ। বিণ।

দুঃখদায়ক—ক্লেশকর, কষ্টজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দায়িকা**।

দুঃখধান্দা—কষ্টক্লেশ, কষ্টমেহনত। বাংপ্র। বি।

দুঃখবাদ—এই জগৎ কেবল দুঃখময়—এইরূপ মতবাদ, বৈরাগ্যবাদ, pessimism. ৬তৎ। বি ; ক্লী। বিণ, **-বাদী** (-দিন্)।

দুঃখময়—দুঃখপরিপূর্ণ, ক্লেশপূর্ণ। দুঃখ শব্দ +ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দুঃখ-ময়ী**।

দুঃখহর—দুঃখনাশক, ক্লেশনিবারক। দুঃখের হর, ৬তৎ। বিণ।

দুঃখহারী (-হারিন্)—দুঃখহর (তাহা দ্রঃ)। দুঃখ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

দুঃখার্ত—দুঃখে কাতর, ক্লেশপীড়িত, দুঃখিত। দুঃখ দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩তৎ। বিণ।

দুঃখিত—দুঃখী, দুঃখযুক্ত, ক্ষুণ্ণ, অসুখী, ক্লিষ্ট। দুঃখ+ইত জাতার্থে। বিণ।

দুঃখী (দুঃখিন্)—দুঃখিত, দুঃখভোগী ; হীনাবস্থ ; দীন ; দুর্দশাগ্রস্ত। দুঃখ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দুঃখিনী**।

দুঃখী শ্যামদাস—মেদিনীপুরের অন্তর্গত হরিহরপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র লীলা-অবলম্বনে ইনি "গোবিন্দ-মঙ্গল" নামে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করেন। ইনি শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের এক সরল পদ্যানুবাদ করেন। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে ইঁহার আবির্ভাব হয়।

দুঃশল—ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। বি ; পু।

দুঃশলা—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কন্যা। একশত পুত্রের পর গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। সিন্ধুরাজকুমার জয়দ্রথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কুরুক্ষেত্রসমরে জয়দ্রথ হত হইলে, দুঃশলা শিশুপুত্র সুরথকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া স্বয়ং রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে রাজ্যশাসনভার অর্পণ করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর পাণ্ডব-দিগের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন সিন্ধু-রাজ্যে উপস্থিত হইলে তাঁর সুরথ ভয়ে ভূতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তখন দুঃশলা অর্জুনকে সমুদায় জ্ঞাপন করিলে, তিনি সুরথের পুত্রকে সিন্ধুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। বি ; স্ত্রী।

দুঃশাস—দুর্দমনীয়। দুর্—শাস্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুঃশাসন—১। অতি কষ্টে শাসনীয়। দুর্—শাস্+অন কর্ম। বিণ। ২। দুঃখে শাসন।… +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। দুর্যোধনের মধ্যম ভ্রাতা। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে তৎপত্নী গান্ধারীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দুর্যোধনের অতিশয় অনুগত ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠকে নিয়ত পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা দিতেন, এবং সর্বদা তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত থাকিতেন। যুধিষ্ঠির অক্ষক্রীড়ায় পরাস্ত হইলে, ইনি দুর্যোধনের আদেশে দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্বক রাজসভায় আনয়ন করেন, এবং তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার বসন আকর্ষণ করিতে থাকেন, কিন্তু ভগবানের অপার মহিমায় ইনি তাহাতে অকৃতকার্য হন। এইরূপ দুরাচরণহেতু ভীম প্রতিজ্ঞা করেন যে, তিনি যুদ্ধে দুঃশাসনের বক্ষঃ ভেদ করিয়া রুধির পান করিবেন। কুরুক্ষেত্র-সমরের সপ্তদশ দিবসে ইনি ভীমের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, ভীম ইঁহাকে রথ হইতে ভূতলে পাতিত করিয়া ইঁহার

বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্বক রক্ত পান দ্বারা স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন। তাহাতেই দুঃশাসন পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন।

দুঃশীল—দুষ্টস্বভাব, দুশ্চরিত্র। দুর্ (দুষ্ট) শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

দুঃশ্রব—অশ্রাব্য; যাহা শুনিতে পাওয়া শক্ত; যাহা শুনিলে দুঃখ হয়। দুর্—শ্রু (শুনা) + অল্ কর্ম। বিণ।

দুঃসংবাদ—খারাপ খবর। প্রাদি। বি; পু।

দুঃসম—কুৎসিত, নিন্দনীয়। নিত্য। বিণ।

দুঃসময়—দুঃখময় সময়, দুরবস্থার সময়; অকাল, দুর্ভিক্ষ। দুর্ (নিন্দিত) যে সময়, প্রাদি বা নিত্য। বি; পু।

দুঃসহ—অতি কষ্টে সহনীয়, অসহনীয়, অত্যন্ত ক্লেশকর। দুর্—সহ (সহ্য করা) + খল্ কর্ম। বিণ।

দুঃসাধী (দুঃসাধিন্)—দৌবারিক, দ্বারী, দ্বারবান্। দুঃখে সাধন করে যে, উপতৎ; দুর্—সাধ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

দুঃসাধ্য—কষ্টসাধ্য; দুষ্কর; অপ্রতিবিধেয়। দুর্ সাধ্ (সাধন করা) + ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

দুঃসাহস—অনুচিত সাহস। দুর্ (নিন্দিত) যে সাহস, প্রাদি বা নিত্য। বি; ক্লী।

দুঃসাহসিক—অনুচিত সাহসী; অসমসাহসিক; দুঃসাহসসাধ্য। দুঃসাহস + ইক। বিণ।

দুঃস্থ, দুস্থ—দুরবস্থাপন্ন, দুর্দশাগ্রস্ত; দরিদ্র; মূর্খ। দুর্—স্থা (থাকা) + ড কর্তৃ। বিণ।

দুঃস্থিত—দুঃখে অবস্থিত। দুর্—স্থা (থাকা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দুঃস্থিতি—দুঃখে অবস্থান; দুরবস্থা; দুর্দশা; অস্থিরতা। দুর্—স্থা (থাকা) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দুঃস্পর্শ—দুঃখে স্পর্শনীয়। দুর্—স্পৃশ (স্পর্শ করা) + খল্ কর্ম। বিণ।

দুঃস্বপ্ন—অশুভসূচক স্বপ্ন, যে স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল ঘটে বা ঘটিবে বলিয়া শঙ্কা হয়। প্রাদি বা নিত্য। বি; পু।

দুঁদে—দ্বন্দ্বপ্রিয়, সর্বদা কলহকারী, দুর্দান্ত, দুরন্ত, দুঃশীল; জিদবাজ। বাংপ্র। বিণ।

দুঁহু, দোঁহা—দুই, উভয়। কপ্র। বিণ।

দুকথা—দুটি কথা; কঠোর কথা; ঝগড়া। বাংপ্র। বি। [বিণ।

দুকানকাটা—নির্লজ্জ, বেহায়া। বাংপ্র।

দুকুল—দুই কুল বা বংশ, উভয় কুল—মাতৃকুল ও পিতৃকুল। বাংপ্র। বি।

দুকুল—১। ক্ষৌমবস্ত্র; সূক্ষ্মবস্ত্র; উত্তরীয় বাস; শুভ্রবস্ত্র। দুর্—কুল + ক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। দুই কূল বা তীর, উভয় তট। বাংপ্র। বি।

দুকুলধারী (-ধারিন্)—ক্ষৌমবস্ত্র ধারণকারী; সূক্ষ্মবসনপরিহিত; উত্তরীয়যুক্ত। উপতৎ; দুকুল—ধৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -ধারিণী।

দুখ—দুঃখ। বাংপ্র। বি।

দুখচেটে—দুঃখচাটা (তাহা দ্রঃ)।

দুখপশরা—দুঃখের বোঝা, কষ্টের ভার। বাংপ্র। বি।

দুখলি—দুঃখিত। প্রা কপ্র। বিণ।

দুখী—দুঃখী। বাংপ্র। বিণ।

দুগ্ধ—১। কৃতদোহন, যাহাকে দোহা হইয়াছে এমন। বিণ। ২। ক্ষীর, দুধ। দুহ্ + ক্ত কর্ম। ৩। দোহন। দুহ্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

দুগ্ধপাচন—দুধ জ্বাল দিবার পাত্র। দুগ্ধ—ণিজন্ত পচ্ বা পাচি + অনট্ অধি। বি; ক্লী।

দুগ্ধপোষ্য ১। দুগ্ধ দ্বারা প্রতিপাল্য, একমাত্র দুগ্ধ পাইয়া জীবনধারণ করে এরূপ। ৩তৎ। বিণ। ২। অতি শিশু। বি; পু।

দুগ্ধফেননিভ—দুধের ফেনার মত সাদা, সুশুভ্র। ২বার ৬তৎ। বিণ।

দুগ্ধবতী দুগ্ধবিশিষ্টা, দুগ্ধদায়িনী। দুগ্ধ + বতু অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুঘড়ি—দ্বিপ্রহর। বাংপ্র। বি।

দুজা—দ্বিধা; সংশয়, সন্দেহ। প্রা কপ্র। বি।

দুজে—দ্বিতীয়। প্রা কপ্র। বিণ। [বি।

দুটানা—দুইদিকে চিত্তের গতি। বাংপ্র।

দুড়দুড়—দ্রুত পদসঞ্চার, মেঘধ্বনি, হৃৎস্পন্দন প্রভৃতির শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুড়ুম্—বন্দুক মারার শব্দ; ভারী জিনিস পড়ার শব্দ। অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুণ্ডুভ—ঢোঁড়া সাপ। বি; পু।

দুৎ, ধুৎ—দুর্, ধেৎ, লজ্জা বিরক্তি অসম্মতি অবজ্ঞা প্রভৃতি সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুত—পরিতপ্ত; গত। দু (অনুতাপ করা, গমন করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দুত্তোর—বিরক্তিব্যঞ্জক শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুদ্দাড়—বেগবাচক। বাংপ্র। অ।

দুধ—পয়ঃ, ক্ষীর। <দুগ্ধ। বি। **দুধে দাঁত**—শিশুদের প্রথমে ওঠা দাঁত। **দুধে ভাতে থাকা**—ভোগে থাকা, উৎকৃষ্ট খাদ্য খাইয়া জীবন কাটানো। **দুধের মাছি**—সুখের পায়রা, সুসময়ে ভোগ-বিলাসের বন্ধু।

দুধতোলা—শিশুর দুধ বমন করা। বাংপ্র। বি।

দুধারী, দোধারী—দুই পার্শ্বস্থ, উভয় দিকের; দুই দিকে ধারযুক্ত, double-edged. বাংপ্র। বিণ।

দুধালো, দুধলো—দুগ্ধবতী, পয়স্বিনী। বাংপ্র। বিণ।

দুন্—বাদ্যের দ্রুততাল, একমাত্রার কালে দুই মাত্রা বাজানো। বাংপ্র। বি।

দুনি—দ্রোণী, ডোঙ্গা, জলসেচন যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

দুনিয়া—পৃথিবী, জগৎ, সংসার। আ। অ।

দুনু, দুনো—দ্বিগুণ। বাংপ্র। বিণ।

দুনুই—জেদ, নির্বন্ধাতিশয়। প্রাদে। বি।

দুন্দুভি—১। পাশক। দুন্দু (অনুকরণ শব্দ)—ভা + ডি কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। বৃহৎ ঢকা, নাগরা; বরুণ; রাক্ষস বিঃ। বি; পু। ৩। দৈত্য বিঃ। এই অসুর মহাকায় ও প্রভূত বলশালী ছিল। বলদৃপ্ত হইয়া দুন্দুভি একদা যুদ্ধার্থে সমুদ্রের নিকট গমন করে। বরুণ ইহাকে হিমালয়ের নিকট যাইতে বলেন। তদনুসারে অসুর হিমালয়ের নিকট 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া উপস্থিত হইলে, নগরাজ পরাভব স্বীকার করিয়া ইহাকে কিষ্কিন্ধ্যাপতি বালির নিকট গমন করিতে উপদেশ দেন। কপিরাজের সহিত অসুরের ভয়ানক যুদ্ধ হয়। সমরে বালি জয়ী হন, দুন্দুভি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম মায়াবী।

দুপ্—পদশব্দ (বারংবার হইলে 'দুপ্‌দাপ্')। বাংপ্র। অ।

দুপর, দুপুর—দ্বিপ্রহর (বেলা বা রাত), মধ্যাহ্ন কাল বা মধ্যরাত্রি। বাংপ্র। বি।

দুপাটি—দুই পঙ্‌ক্তি, দুই সারি। বাংপ্র। বিণ। [হি। বিণ।

দুবরা, দুবলা—দুর্বল, ক্ষীণ, কৃশ, কাহিল।

দুবরি—দুর্বল। প্রা কপ্র। বিণ।

দুভাষী, দোভাষী—দুই ভাষা ভাষী, যে দুই ভাষায় কথা বলিতে পারে, অনুবাদক, interpreter. বাংপ্র। বি বা বিণ।

দুম্—দুড়ুম্ (তাহা দ্রঃ) (বারংবার হইলে 'দুম্ দুম্', 'দুম্‌দাম্')। বাংপ্র। অ।

দুমড়া, দোমড়া—বক্র, মোচড়া। বাংপ্র। বিণ।

দুমড়ানো, দুমড়নো, দোমড়ানো—বাঁকান, মোচড়ান; ভাঁজ করা, পাট করা। বাংপ্র। ক্রি বা বিণ।

দুমনা, দোমনা—দ্বিমনাঃ, সংশয়ান্বিত, দ্বিধাযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

দুমালা—ভাঙ্গিলে দুইখানা মালা হইতে পারে এরূপ পাকা (নারিকেল)। বাংপ্র। বিণ।

দুমুখো—দুই মুখবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

দুমেটে, দোমেটে—(প্রতিমাগঠনে) দ্বিতীয় বার মাটির প্রলেপ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দুম্বা—মেদল ও স্ফীত পুচ্ছবিশিষ্ট গাড়ল বিঃ। <ফা 'দুন্বহ্'। বি।

দুয়া—১। দুঃখিনী, দুর্ভগা, স্বামীর অপ্রিয়া। বিণ ; স্ত্রী। ২। পাশাখেলায় পাঁটির দুই ফোঁটা দাগ ; তাসের দুরি। বি। ৩। দোহন করা। বাংপ্র। ক্রি।

দুয়ানি, দোয়ানি- দুই আনা মূল্যের মুদ্রা। বাংপ্র। বি।

দুয়ার, দোর—দরজা। <দ্বার। বি। **দুয়ারে কাঁটা দেওয়া**—বাধার সৃষ্টি করা।

দুয়ারী- দ্বারবান্, দরোয়ান। <দ্বারী। বি।

দুয়ো—১। দুঃখিনী, দুর্ভগা, স্বামীর অপ্রিয়া। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধিক্কারবোধক শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুয়োরাণী- যে রানীর প্রতি রাজা বিরূপ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

দুর্—'দুঃ' দ্রঃ।

দুরক্ষ—১। কপট পাশা ; দুষ্ট দ্যূত। দুর্ (নিন্দিত) যে অক্ষ, প্রাদি বা নিত্য। বি ; পু। ২। দুষ্টনেত্রবিশিষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অক্ষি (নেত্র) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**দুরক্ষী**।

দুরক্ষর—কঠোর অক্ষরযুক্ত, অত্যন্ত রূঢ়। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অক্ষর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

দুরজন—দুর্জন। কপ্র। বিণ।

দুরতিক্রম, দুরতিক্রমণীয়—অলঙ্ঘ্য ; দুর্লঙ্ঘ্য ; দুর্জয় ; দুস্তর ; অসাধ্য। দুর্—অতি—ক্রম্ (গমন)+খল্, অনীয় কর্ম। বিণ।

দুরত্যয়—দুর্বিনাশ্য ; দুস্তর ; দুরতিক্রম। দুর্ (দুঃখে) হয় অত্যয় (নাশ) যাহার, বহু। বিণ।

দুরদুর—দ্রুতপদক্ষেপ, মেঘগর্জন হৃৎস্পন্দন প্রভৃতির শব্দ (পত্তে 'দুরু দুরু' হয়। 'দুড় দুড়' এইরূপও হয়)। বাংপ্র। অ।

দুরদৃষ্ট—১। দুর্ভাগ্য, পোড়া কপাল ; পাপ। দুর্ (দুষ্ট) যে অদৃষ্ট (ভাগ্য), কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। হতভাগ্য। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অদৃষ্ট যাহার, বহু। বিণ।

দুরধিগম—যাহা অতি কষ্টে জানা যায় বা পাওয়া যায় ; দুর্গম ; দুষ্প্রাপ্য ; দুর্জ্ঞেয়। দুর্ (দুঃখে) হয় অধিগম (প্রাপ্তি) যাহার, বহু। বিণ।

দুরধিগম্য—দুর্গম ; দুর্জ্ঞেয় ; দুষ্প্রাপ্য। দুর্—অধি—গম+য কর্ম। বিণ।

দুরধ্যয়, দুরধ্যয়ন—দুষ্পাঠ্য। দুর্ (দুঃখে) হয় অধ্যয় বা অধ্যয়ন যাহার, বহু। বিণ।

দুরন্ত—দুষ্টান্ত, দুষ্টাবসান ; পরিশেষে ক্লেশকর ; দুর্দান্ত, দুষ্ট, অবাধ্য ; দুর্জ্ঞেয় ; গভীর। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে অন্ত (শেষ) যাহার, বহু। বিণ।

দুরন্তপনা—দুর্বৃত্ততা, দুষ্টামি, দৌরাত্ম্য। বাংপ্র। বি।

দুরপনেয়—দুর্মোচনীয় ; যাহার অপনয়ন বা অপনোদন করা দুঃসাধ্য। দুর্—অপ—নী (লইয়া যাওয়া)+য কর্ম। বিণ।

দুরবগম্য—দুর্জ্ঞেয়। দুর্—অব—গম্+য কর্ম। বিণ।

দুরবগাহ—দুর্জ্ঞেয় ; দুর্বোধ ; জটিল ; দুষ্প্রবেশ্য ; দুরধিগম্য। দুর্ (দুঃখে) হয় অবগাহ (অন্তঃপ্রবেশ) যাহাতে, বহু। বিণ।

দুরবল—দুর্বল। কপ্র। বিণ।

দুরবস্থ—মন্দ অবস্থাবিশিষ্ট ; দুঃস্থ ; দুর্দশাগ্রস্ত। দুর্ (দুঃখজনক) হইয়াছে অবস্থা যাহার, বহু ; অথবা, দুর্—অব—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

দুরবস্থা—১। দুঃস্থা ইত্যাদি। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্দশা, ক্লেশকর অবস্থা, দৈন্য। দুর্ (নিন্দিতা) যে অবস্থা, প্রাদি বা নিত্য। বি ; স্ত্রী।

দুরবীন—দূরবীক্ষণ যন্ত্র, telescope. <দূরবীক্ষণ। বি।

দুরভিগ্রহ—অতিক্লেশে গ্রহণীয় ; বহু চেষ্টায় জ্ঞেয়। দুর্ (দুষ্কর) হইয়াছে অভিগ্রহ (গ্রহণ বা জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

দুরভিসন্ধি—১। মন্দ অভিপ্রায় ; দুষ্ট অভিসন্ধি। দুর্ (দুষ্ট) যে অভিসন্ধি, প্রাদি বা নিত্য। বি ; পু। ২। মন্দ অভিপ্রায় বিশিষ্ট। দুষ্ট হইয়াছে অভিসন্ধি যাহার, বহু। বিণ।

দুরমতি—দুর্মতি, দুর্বুদ্ধি। কপ্র। বি।

দুরমুশ—ভারী মুগুর ; ভারী মুগুর দ্বারা পেটাই। বাংপ্র। বি।

দুরস্ত, দোরস্ত—শুদ্ধ, ঠিক, খাঁটী, যথাযথ ; শাসিত, দমিত ; চোস্ত ; চৌরস, সমান ; সংস্কৃত, পরিপাটী, সুশৃঙ্খল, সুব্যবস্থ। ফা। বিণ।

দুরাকাঙ্ক্ষ—দুরাশাগ্রস্ত ; অনুচিত উচ্চাভিলাষী, কিছুতেই যাহার আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না এরূপ। দুর্ (নিন্দিত, অনুচিত) হইয়াছে আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

দুরাকাঙ্ক্ষা—১। দুরাশাগ্রস্তা ইত্যাদি। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুরাশা, দুষ্ট আকাঙ্ক্ষা, অনুচিত উচ্চাভিলাষ, দুষ্প্রাপ্য বস্তুলাভের অভিলাষ। দুর্ (নিন্দিতা) যে আকাঙ্ক্ষা, প্রাদি বা নিত্য। বি ; স্ত্রী।

দুরাক্রম্য—কষ্টে আক্রমণীয়, যাহা আক্রমণ করা দুঃসাধ্য। দুর্—আ—ক্রম্ (গমন করা)+য কর্ম। বিণ।

দুরাগ্রহ—১। মন্দ অভিলাষ, দুষ্ট অভিনিবেশ। দুর্ (দুষ্ট) যে আগ্রহ, প্রাদি বা নিত্য। বি ; পু। ২। দুষ্ট-আগ্রহযুক্ত ; দুশ্চেষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আগ্রহ যাহার, বহু। বিণ।

দুরাচার—১। দুষ্ট আচার, দুর্ব্যবহার, দুর্বৃত্ততা। দুর্ (দুষ্ট) যে আচার, প্রাদি বা নিত্য। বি ; পু। ২। দুষ্টাচারী, দুর্ব্যবহারকারী, কদাচারী, দুর্বৃত্ত। দুর্ (দুষ্ট) আচার (আচরণ) যাহার, বহু। বিণ।

দুরাত্মা (দুরাত্মন্)—দুষ্টস্বভাব ; দুর্বৃত্ত ; দুষ্টচিত্ত, পাপাশয় ; উৎপীড়ক ; নির্দয়। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

দুরাধর্ষ—দুর্দম্য, দুর্ধর্ষণীয় ; অক্ষোভ্য। দুর্—আ ণিজন্ত ধৃষ্ বা ধর্ষি (প্রগল্ভ করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরানম—অতি কষ্টে নত করিতে পারা যায় এরূপ। দুর্—আ—নম্ (নম্র করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরাপ—দুর্লভ ; দুষ্প্রাপ্য। দুর্- আপ্ (পাওয়া)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরারোগ্য—যাহা সারানো কঠিন এমন ('— ব্যাধি')। দুঃসাধ্য আরোগ্য যাহার, বহু। বিণ।

দুরারোহ—অতি কষ্টে আরোহণ করা যায় যেখানে এরূপ ; দুর্গম ; অত্যুন্নত। দুর্—আ—রুহ্ (আরোহণ করা)+খল্ কর্ম। বিণ। বি- **দুরারোহতা**।

দুরালভ—অতি কষ্টে লাভযোগ্য ; দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য। দুর্—আ—লভ্ (লাভ করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরালাপ—১। দুষ্টবাক্য, কটুবচন, গালি। দুর্ (দুষ্ট) যে আলাপ, প্রাদি বা নিত্য। বি ; পু। ২। দুষ্টবক্তা, কটুভাষী। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আলাপ যাহার, বহু। বিণ।

দুরাশ—দুষ্ট বা দুষ্প্রাপ্য আশাযুক্ত, দুরাকাঙ্ক্ষ। দুর্ (দুষ্টা) আশা যাহার, বহু। বিণ।

দুরাশয়—১। মন্দ অভিপ্রায়যুক্ত, দুষ্টাভিপ্রায়, পাপাশয়, অসদুদ্দেশ্যযুক্ত ; দুরাকাঙ্ক্ষ। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে আশয় (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্ট অভিপ্রায়। দুর্ (দুষ্ট) যে আশয়, প্রাদি বা নিত্য। বি ; পু।

দুরাশা—দুষ্প্রাপ্য বা দুষ্পূরণীয় প্রত্যাশা ; দুরাকাঙ্ক্ষা ; দুষ্ট বাসনা। দুর্ (নিন্দিতা) যে আশা, প্রাদি বা নিত্য। বি ; স্ত্রী।

দুরাসদ—দুর্ধর্ষ ; দুঃসহ ; দুষ্প্রাপ্য ; দুরধিগম। দুর্—আ—সদ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুরি, দুরী—দুই কোঁটা চিহ্নিত তাস। বাংপ্র। বি।

দুরিত—১। পাপ; অনিষ্ট। দুর্—ই+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ। দুর্—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দুরিতহারিণী—পাপদূরকারিণী। উপতৎ; দুরিত—হৃ+ণিন্ কর্তৃ+স্ত্রী ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দুরুক্ত, দুরুক্তি—দুর্বাক্য, মন্দকথা, গালি। দুর্ (নিন্দিত) যে উক্ত বা উক্তি (বাক্য), প্রাদি বা নিত্য। বি; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

দুরুচ্চার—দুঃখে উচ্চারণসাধ্য, যাহার উচ্চারণ দুষ্কর; মুখে আনিবার অযোগ্য, অকথ্য। দুর্ (দুঃখে) দুর উচ্চার যাহার, বহু। বিণ।

দুরুচ্ছেদ—দুরপনেয়; দুর্নিবার। দুর্ (দুঃখে) দুর উচ্ছেদ যাহার, বহু। বিণ।

দুরুত্তর—১। মন্দ উত্তর, দুষ্ট উত্তর। দুর্ (নিন্দিত) যে উত্তর, প্রাদি বা নিত্য। বি; ক্লী। ২। দুস্তর, যাহা অতি কষ্টে পার হওয়া যায় এরূপ। দুর্—উৎ—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+অল্ কর্ম। বিণ।

দুরুদুরু—দুরদুর, বক্ষঃস্পন্দন দ্রুতগমন মেঘধ্বনি প্রভৃতির শব্দ। বাংপ্র। অ।

দুরূহ—দুস্তর্ক্য; দুর্জ্ঞেয়; দুর্বোধ, কঠিন। দুর্—ঊহ (তর্ক করা)+খল্ কর্ম। বিণ। বি—**দুরূহত্ব**।

দুর্গ—১। অগম্য, দুর্গম। দুর্—গম্ (গমন করা)+ড কর্ম। বিণ। ২। গড়, কেল্লা [দুর্গ ৬ প্রকার; যথা—ধন্বদুর্গ, মহীদুর্গ, গিরিদুর্গ, মনুষ্যদুর্গ, মৃদ্দুর্গ ও বনদুর্গ]। বি; ক্লী। ৩। অসুর বিঃ (এই অসুর দুর্গা কর্তৃক হত হয়); মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ। বি; পু।

দুর্গকারক—দুর্গকর্তা, দুর্গনির্মাতা। ৬তৎ। বিণ।

দুর্গত—দুর্দশাগ্রস্ত; দুঃখী, দরিদ্র। দুর্—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দুর্গতি—দুরবস্থা, দুর্দশা; খোয়ার; দারিদ্র্য; নরক। দুর্ (নিন্দিতা) যে গতি, প্রাদি বা নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্গন্ধ—১। দুষ্টগন্ধ, পুতিগন্ধ, খারাপ গন্ধ। দুর্ (মন্দ) যে গন্ধ, প্রাদি বা নিত্য। বি; পু। ২। পুতিগন্ধবিশিষ্ট। দুর (দুষ্ট) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ।

দুর্গন্ধী (দুর্গন্ধিন্)—পুতিগন্ধবিশিষ্ট, ক্লেশ-জনকগন্ধযুক্ত। দুর্গন্ধ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দুর্গন্ধিনী**।

দুর্গপতি—দুর্গাধ্যক্ষ, দুর্গরক্ষক, দুর্গেশ। ৬তৎ। বি; পু।

দুর্গম—অতি কষ্টে গমন করা যায় যেখানে এরূপ, দুষ্প্রবেশ; দুষ্প্রাপ্য; দুর্লভ; দুর্বোধ। দুর্—গম্ (গমন করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্গসঞ্চর—সেতু, সাঁকো, পুল। দুর্গ—সম্—চর্ (গমন করা)+অল্ করণ। বি; পু।

দুর্গা—১। অগম্যা, দুষ্প্রাপ্যা। দুর্গ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মহাদেবী, পরমা প্রকৃতি, হরমহিষী [সুরথ রাজার সময় হইতে ধরাধামে এই দেবীর পূজা-প্রথা চলিত হইয়াছে। তৎপরে রামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর রাবণের বিনাশার্থে সৌরাশ্বিন মাসে ব্রহ্মার দ্বারা দেবীর বোধন করাইয়া দুর্গার পূজা করিয়াছিলেন। শরৎকালে দেবদেবীগণ নিদ্রিত থাকেন বলিয়া অকালে তাঁহার বোধন করাইতে অর্থাৎ তাঁহাকে জাগাইতে হইয়াছিল। তদবধি এদেশে শারদীয়া পূজার আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, বেদে দুর্গা শব্দের উল্লেখ নাই, কিন্তু নারায়ণ উপনিষদে ও শুক্লযজুঃ সংহিতায় দেবী অর্থে দুর্গি শব্দ এবং অম্বিকা শব্দ (দুর্গাবাচক) দেখিতে পাওয়া যায়]। দুর্—গম্ (গমন করা, পাওয়া)+ড কর্ম+আপ্ [যাঁহাকে অতি দুঃখে পাওয়া যায়, অর্থাৎ সে দেবীকে পাইতে কঠোর সাধনা করিতে হয়। দুর্গাদেবীর ভক্তগণ নানাজনে নানাভাবে দুর্গানামের ব্যুৎপত্তিসাধন ও অর্থ করিয়া থাকেন]। বি; স্ত্রী।

দুর্গাচরণ লাহা (মহারাজা)—ইনি সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিক-বংশ-সম্ভূত। চুঁচুড়া শহরে অনুমান ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতা প্রাণকৃষ্ণ লাহা। কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার অগ্রেই ইহার পিতা বিষয়কার্য শিখাইবার জন্য ইহাকে নিজের আফিসে লইয়া যান। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পিতার মৃত্যু হইলে দুর্গাচরণ আফিসের নেতা হইয়া ব্যবসায়ের সমধিক উন্নতি সাধন করেন। উত্তরকালে ইনি অনেকগুলি সওদাগর আফিসের মুৎসুদ্দি হইয়াছিলেন। ইনি বাণিজ্যে ও পরে জমিদারি ক্রয় করিয়া তাহার আয়ে বিপুল সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন। কি ইংরাজ, কি দেশীয় সমাজে ইনি ধনী এবং তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া সম্মানিত ছিলেন। গভর্নমেন্টও অনেক সময় ইহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ইনি ১৮৭৪ খ্রীঃ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক এবং ১৮৮২ ও ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সি. আই. ই., ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা, এবং ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহারাজ উপাধি লাভ করেন। এদেশীয়-গণের মধ্যে ইনিই প্রথম পোর্ট কমিশনার হইতে পারিয়াছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে ইনি দুইবার সভাপতিরূপে বৃত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ ইনি পরলোকগমন করেন।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ডাক্তার)—কলিকাতার তালতলানিবাসী প্রসিদ্ধ ডাক্তার। ইনি ব্যারাকপুরের নিকট পৈতৃক বাসস্থান মণিরামপুর গ্রামে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইনি সতীর্থগণের অপেক্ষা ইতিহাস ও গণিতে অধিকতর পারদর্শিতা দেখান। তৎপরে বিবাহিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে পিতৃকর্তৃক সল্ট বোর্ডের (Salt Board) অধীনে একটি সামান্য কর্মে নিয়োজিত হন। দুর্গাচরণ একদিন উক্ত বোর্ডের দাওয়ান স্বনামখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিজের পাঠতৃষ্ণার অতৃপ্ততার কথা জ্ঞাপন করেন। দ্বারকানাথ দুর্গাচরণের পিতাকে ডাকাইয়া পুত্রকে আবার হিন্দু কলেজে অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করিতে বলেন। কলেজে প্রেরণ করা হইল বটে, কিন্তু অর্থের অসচ্ছলতা হেতু দুই এক বৎসর থাকিয়া শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়া দুর্গাচরণ কলেজের শিক্ষা বন্ধ করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ পাঠে দুর্গাচরণ অধিকতর মনোনিবেশ করিলেন। দুর্গাচরণ ২১ বৎসর বয়সে হেয়ার সাহেবের ইংরাজী বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিলেন এবং সাহেবের অনুমতি লইয়া প্রত্যহ দুই ঘণ্টা কাল মেডিকেল কলেজে যাইয়া ডাক্তারি বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। জোন্স সাহেব হেয়ার স্কুলের অধ্যক্ষ হইয়া দুর্গাচরণকে যে প্রত্যহ দুই ঘণ্টা সময় অবসর দেওয়া হইত তাহা বন্ধ করিয়া দিলেন। দুর্গাচরণ অতঃপর শিক্ষকতা কার্য ত্যাগ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষায় সমস্ত সময়ই নিযুক্ত করিলেন। ইনি পাঁচ বৎসর কাল মেডিকেল কলেজে শিক্ষা করেন। এই সময়ে বহুবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায় সাংঘাতিকরূপে রোগাক্রান্ত হন। সকল চিকিৎসক রোগীর জীবনাশা ত্যাগ করিলে দুর্গাচরণকে ডাকা হইল। ইনি যে ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন, তাহা নবাগত সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার জ্যাক্‌সনকে দেখান হইল। তিনি ঐ ব্যবস্থার অনু-

মোদন করিলেন। অল্প সময়ে রোগীর অবস্থা ভাল হইয়া আসিল দেখিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন, এবং দুর্গাচরণকে ডাকাইয়া তাঁহার করমর্দন করিয়া বলিলেন, "তুমি নেটিভ জ্যাক্‌সন্।" সেই সময় হইতে দুর্গাচরণের প্রসার প্রতিপত্তি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল। এই সময়ে ইঁহার নামডাক এতই হইয়াছিল যে, যাঁহারা ইঁহার চিকিৎসা-সাহায্য পাইতেন, তাঁহারা মনে করিতেন যে, স্বয়ং ধন্বন্তরিকে পাইলাম। ইনি এ ব্যবসায়ে যে নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন ও সফলতালাভ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালাদেশের চিকিৎসক-ইতিহাসে দুর্লভ। কি ধনী, কি নির্ধন, যে কেহ ইঁহার চিকিৎসাপ্রার্থী হইতেন, ইনি সযত্নে সকল সময়ই তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতেন। আহার ও পরিচ্ছদ বিষয়ে ইঁহার কিছুমাত্র আড়ম্বর ছিল না। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ইনি হঠাৎ নিউমোনিয়াযুক্ত জ্বরাক্রান্ত হন এবং ২২শে তারিখে মানবলীলা সংবরণ করেন। ভারতবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইঁহার অন্যতম পুত্র। দুর্গাচরণের আর এক পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার এবং শারীরিক বলের জন্য বিখ্যাত ছিলেন।

দুর্গাদাস লাহিড়ী—ইঁহার পিতার নাম সুধারাম লাহিড়ী। ১২৬০ সালে ১৫ই বৈশাখ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত চক ব্রাহ্মণগড়িয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। ইনি বাল্যকাল হইতেই অতিশয় প্রতিভাশালী। এক দিনেই ইঁহার বর্ণমালা অধিকৃত হয়। ১২৯৪ সালে ইনি "অনুসন্ধান" পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্র সাতিশয় যোগ্যতার সহিত ১৮ বৎসর কাল পরিচালিত হয়। ইনি বঙ্গবাসী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করিতেন। ইনি একজন সুলেখক। বাঙ্গালীর গান, স্বাধীনতার ইতিহাস, বঙ্গের ইতিহাস, রানী ভবানী, পৃথিবীর ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন দ্বারা ইনি বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে ইনি যথেষ্ট অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। ইনি ১৩৩৯ সালের ২১শে শ্রাবণ পরলোকগমন করেন।

দুর্গাধ্যক্ষ—দুর্গপতি, দুর্গরক্ষক। দুর্গের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

দুর্গানবমী—কার্তিকমাসীয় শুক্লনবমী, জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজার তিথি। ৬তৎ বি; স্ত্রী।

দুর্গাপূজা—দুর্গাদেবীর আরাধনা, শরৎকালীন মহাপূজা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [আশ্বিনের শুক্লা সপ্তমীতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্যন্ত এই পূজা কৃত হয়। প্রজাপতি ব্রহ্মা মধুকৈটভ নামক অসুরের ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে এই পূজা করেন। পরে মহাদেব এই পূজা করিয়া ত্রিপুরাসুরকে নিহত করেন। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীহীন হইয়া দুর্গাপূজা করিয়া পুনরায় স্বাধিকার প্রাপ্ত হন। তৎপরে মহারাজ সুরথ শত্রুকর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া মেধস মুনির উপদেশানুসারে নদীতটে মৃন্ময়ী প্রতিমা নির্মাণপূর্বক পূজা করেন, এবং তাহার ফলে হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত ও জন্মান্তরে সাবর্ণি নামক মনু হন। শ্রীরামচন্দ্র রাবণবধার্থ লঙ্কাধামে দুর্গাপূজা করিয়া দেবীর বরে রাবণকে বিনাশ করেন। ইহা মহাপূজা ও হিন্দুগণের পক্ষে একটি মহোৎসবরূপে পরিগণিত।]

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—নদীয়া জেলার উলাবীরনগর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধ্যায়, মাতার নাম অরুন্ধতী দেবী। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি বর্তমান ছিলেন। ইঁহার স্ত্রী হরিপ্রিয়ার প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায় স্ত্রীর অনুরোধে ইনি গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক 'গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিণী' নামক মহাকাব্য গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে সাটিহাজার সগরসন্তানগণের উদ্ধারার্থ ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গারাধনা, গঙ্গাবতরণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থও পঠিত ও গীত হইয়া থাকে।

দুর্গাভোগ—খাদ্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

দুর্গারাম কর চৌধুরী—রাজপুরের বিখ্যাত জমিদার। সন ১১৬৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৫৬ খ্রীঃ) দুর্গারাম জন্মগ্রহণ করেন। দুর্গারামের পিতা জনার্দনের অবস্থা সচ্ছল না থাকায়, জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্গারাম যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বাঙ্গালা ও সামান্য ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হিসাবে অতিশয় দক্ষ ছিলেন। অল্প বয়সে স্বীয় গ্রামের নিকটবর্তী জগন্নাথপুরে ঘোষেদের বাটীতে দুর্গারামের বিবাহ হয়, কিন্তু বিবাহের পরই আর্থিক অভাব বশতঃ তাঁহাকে দেশান্তরে গমন করিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুরের অন্তর্গত মাজনা মুটার জমিদার যুগরাম রায়ের নিকট তিনি চাকরি গ্রহণ করেন। অধ্যবসায়, কর্তব্যনিষ্ঠা ও বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে তিনি অনতিবিলম্বে জমিদারি সংক্রান্ত সমস্ত কার্যে সুদক্ষ হইয়া উঠেন। তথা হইতে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিমক মহলে কার্য গ্রহণ করিয়া প্রভূত ধনোপার্জন করেন। দুর্গারাম মাজনা মুটায় নূতন বাসস্থান স্থাপনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতামহ রামভদ্র মৃত্যুকালে আদেশ করিয়া যান যে, তাঁহার বংশে যে বড় হইবে সে যেন রাজপুরে বাস করে, পিতার মুখে সেই আদেশ শুনিয়া দুর্গারাম, যুগরামের পুত্র রামচন্দ্রের নিকট হইতে রাজপুরে ভূসম্পত্তি ক্রয় করেন। তৎপরে দুর্গারাম বহু মূল্যের সম্পত্তি মেদনমল্ল ও অন্যান্য পরগনা ক্রয় করিয়া সহোদর রাধাচরণ ও পঞ্চাননকে সঙ্গে লইয়া রাজপুরে ভিটা স্থাপন করেন। দুর্গারাম অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং প্রায় সমস্ত তীর্থস্থানেই বহু দেব-দেবীর মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। রাজপুরের নিকট ফার্তাবাদ মালঞ্চ প্রভৃতি স্থানে ৺কালী ও ৺শিব মন্দিরাদি স্থাপনা, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ৺শারদীয়া পূজায় তিনি স্বর্ণালংকার দিয়া প্রতিমা সজ্জিত করিতেন এবং প্রতি বৎসর সালংকারা প্রতিমা বিসর্জন দিতেন। দুর্গারাম দানে মুক্তহস্ত এবং দরিদ্রের পরম বন্ধু ছিলেন। দুর্গারামের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যা।

দুর্গাবতী (রানী)—জনৈকা বীর্যবতী রমণী। ইনি চন্দেল রাজপুতবংশীয়া মাহোবা রাজের কন্যা। গড়মণ্ডলাধিপতি দলপৎসার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের চারি বৎসর পরেই দলপৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন দুর্গাবতী ৩ বৎসর বয়স্ক শিশুপুত্রের অভিভাবিকা হইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহার সুশাসনে রাজ্যে শান্তি স্থাপিত ও প্রজাগণ সুখী হইল। কিন্তু এ সৌভাগ্য অধিককাল স্থায়ী হইল না। সম্রাট্ আকবর গড়মণ্ডল অধিকারের জন্য ১৮০০০ সৈন্যসহ সেনাপতি আসফ খাঁকে প্রেরণ করিলেন। সেনাপতি রাজধানী সিংহগড় আক্রমণ করিলে রানী স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সেনাপরিচালনপূর্বক শত্রুকে বাধা দিতে লাগিলেন। প্রথম যুদ্ধে তাঁহার জয় হইল। কিন্তু দ্বিতীয় দিবসের যুদ্ধে বিপক্ষপক্ষের দুইটি শর আসিয়া তাঁহার একটি চক্ষুতে ও গণ্ডে বিদ্ধ হইল। ইহা দেখিয়া সৈন্যগণ যুদ্ধে ভঙ্গ দিল। দুর্গাবতী বহু চেষ্টাতেও তাহাদিগকে আর ফিরাইতে বা সংযত করিতে পারিলেন না। তখন আর যুদ্ধজয়ের আশা নাই দেখিয়া তিনি মাহুতের হস্ত

হইতে ছুরিকা গ্রহণ পূর্বক বক্ষে বিদ্ধ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

দুর্গেশ—১। দুর্গাধিপতি। দুর্গের ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। ২। শিব। দুর্গার ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

দুর্গেশ-নন্দিনী—১। দুর্গাধিপতির তনয়া। দুর্গের ঈশ, তাহার নন্দিনী, দুইবার ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় বিরচিত উপন্যাস গ্রন্থ বিঃ। বি; স্ত্রী।

দুর্গোৎসব—দুর্গাদেবীর পূজা জন্য উৎসব ['দুর্গাপূজা' দ্রঃ]। দুর্গার উৎসব, ৬তৎ। বি; পু।

দুর্গ্রহ—১। দুঃখে গ্রহণীয়; কষ্টে জ্ঞাতব্য। দুর্—গ্রহ্ (গ্রহণ ও জ্ঞান)+খল্ কর্ম। বিণ। ২। দুষ্ট গ্রহ। দুর্ (দুষ্ট) যে গ্রহ, নিত্য। বি; পু।

দুর্ঘট—যাহা অতি কষ্টে ঘটে এরূপ, দুঃসাধ্য। দুর্—ঘট্ (সঙ্ঘটন)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্ঘটনা—অশুভ ঘটনা, বিপদ্; আকস্মিক বিপৎপাত। দুর্ (নিন্দিতা) যে ঘটনা, প্রাদি বা নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্জন—দুষ্টলোক; খল; ক্রূর; নিষ্ঠুর ব্যক্তি। দুর্ (দুষ্ট) যে জন, নিত্য। বি; পু।

দুর্জয়—যাহা বা যাহাকে জয় করা দুঃসাধ্য, অজেয়; দুর্দমনীয়। দুর্—জি (জয় করা) +খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্জাত—১। যাহা সম্পূর্ণরূপে জন্মে নাই এরূপ; অসম্পূর্ণজাত, অসম্যক্ জাত। দুর্—জন্ (জন্মা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। ২। দুরদৃষ্ট; দুর্ভাগ্য; ব্যসন। দুর্ (নিন্দিত) যে জাত, প্রাদি বা নিত্য। বি; পু।

দুর্জ্ঞেয়—দুঃখে জ্ঞাতব্য; যাহা জানা বড়ই কঠিন। দুর্ (দুঃখে) জ্ঞেয়, প্রাদি; অথবা দুর্—জ্ঞা (জানা)+য কর্ম। বিণ।

দুর্দম—যাহাকে দমন করা কষ্টসাধ্য, দুর্জয়, দুর্দমনীয়। দুর্ দম্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্দমনীয়, দুর্দম্য—অশাসনীয়; যাহা বা যাহাকে দমন করা দুঃসাধ্য, দুর্বৃত্ত, দুর্জয়; অশান্ত, দুরন্ত। দুর্—দম্ (দমন করা)+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

দুর্দর্শ—অতি কষ্টে দর্শনীয়, দুর্নিরীক্ষ্য। দুর্—দৃশ্ (দেখা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্দশা—দুর্গতি, দুরবস্থা; কষ্ট। দুর্ (নিন্দিতা) যে দশা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্দান্ত—দুর্দমনীয়, অশান্ত, দুরন্ত। দুর্—দম্ (দমন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দুর্দিন—বিপৎপূর্ণ দিন; মেঘাচ্ছন্ন দিন; বর্ষণ, বাদল। দুর্ (দুঃখজনক) যে দিন, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্দৈব—১। দুরদৃষ্ট, দুর্ভাগ্য; দুর্ঘটনা। দুর্ (দুষ্ট) দৈব (অদৃষ্ট), নিত্য। ২। পাপ। দুর্ (দুষ্ট) হয় দৈব যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

দুর্ধর—১। দুর্ধর্ষ; দুর্ধার্য; দুঃসহ। দুর্—ধৃ (ধারণ করা)+খল্ কর্ম। বিণ। ২। জনৈক দৈত্য। বি; পু।

দুর্ধর্ষ—অতি প্রবলপরাক্রান্ত, অধর্ষণীয়, যাহার কোনরূপ অবমাননাদি করিতে পারা যায় না; অক্ষোভ্য। দুর্—ধৃষ্ (প্রগল্‌ভ করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্নয়—অসৎ নীতি; মন্দনীতি, কুনীতি। দুর্ (দুষ্ট) নয়, নিত্য। বি; পু।

দুর্নাম—অখ্যাতি, নিন্দা। দুর্ (নিন্দিত) যে নাম, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্নিবার—অনিবার্য; অনিবারণীয়; যাহা নিবারণ করা দুঃসাধ্য এরূপ। দুর্—নি—ণিজন্ত বৃ (=বারি)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্নিবার্য—অতি কষ্টে নিবারণীয়, যাহার নিবারণ অতি ক্লেশসাধ্য। দুর্—নি—ণিজন্ত বৃ (=বারি)+য কর্ম। বিণ।

দুর্নিমিত্ত—অমঙ্গলসূচক লক্ষণ, অমঙ্গলের চিহ্ন। দুর্ (দুষ্ট) যে নিমিত্ত (চিহ্ন), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দুর্নিরীক্ষ্য—যাহার দিকে দৃষ্টিপাত করা দুঃসাধ্য এরূপ, দুর্দর্শ। দুর্—নির্ ঈক্ষ্ (দেখা)+য কর্ম। বিণ।

দুর্নীত—দুঃশীল, দুর্নীতিপরায়ণ। দুর্ (দুষ্টা) নীতি যাহার, বহু। বিণ।

দুর্নীতি—দুষ্টনীতি, মন্দ আচরণ, কুরীতি। দুর্ (নিন্দিতা) যে নীতি, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্নীতিপরায়ণ—দুষ্টনীতির অনুসরণকারী, দুর্বৃত্ত, দুরাচার, দুশ্চরিত্র, দুরাত্মা। দুর্নীতি হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বচঃ (-চস্)—দুর্বাক্য; মন্দ কথা; নিন্দা বাক্য। দুর্ (নিন্দিত) যে বচঃ, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্বৎসর—মন্দ বৎসর, যে বর্ষে শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে জন্মে না; যে বৎসর নানা প্রকারে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। দুর্ (দুষ্ট) বৎসর, নিত্য। বি; পু।

দুর্বর্ণ—মলিন। দুর্ (নিন্দিত) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বল—শক্তিশূন্য, বলহীন; জীর্ণ; অশক্ত; কৃশ, ক্ষীণ। দুর্ (হীন) হইয়াছে বল (শক্তি) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বলতা—বলহীনতা, অসামর্থ্য, অশক্তি, ক্ষীণতা। দুর্বল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দুর্বহ—অতি কষ্টে বহনযোগ্য, যাহা অতি দুঃখে বহন করা যায় এরূপ, অতি ভার; দুঃসহ। দুর্—বহ্ (বহন করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বাক্য—মন্দ বাক্য, কটু কথা, অপ্রিয় বাক্য; অশ্লীল বাক্য, গালি। দুর্ (নিন্দিত) যে বাক্য, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্বাচ্য—১। অতি কষ্টে কথনীয়; দুরুচ্চার্য, অকথ্য। দুর্ (দুঃখে) বাচ্য, প্রাদি। বিণ। ২। দুর্বাক্য। নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্বার—যাহা অতি দুঃখে নিবারণ করা যায় এরূপ, অনিবারণীয়, অনিবার্য। দুর্—ণিজন্ত বৃ (=বারি)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বাসাঃ (-সস্)—১। কুৎসিত বস্ত্রধারী। দুর্ (নিন্দিত) হইয়াছে বাসঃ (অর্থাৎ বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ। ২। জনৈক মুনি। মহর্ষি অত্রির ঔরসে অনসূয়ার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কামদেবের শিষ্য ছিলেন। তপস্যায় বিলক্ষণ উন্নতি লাভ করিয়া ইনি অতি তেজঃসম্পন্ন যোগী হন। শঙ্করের আদেশে ইনি শ্বেতকীরাজের দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞের যাজনক্রিয়া করেন। ইঁহার অযুতসংখ্যক শিষ্য ছিল। দুর্বাসা ঔর্বতনয়া কন্দলীকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে শ্বশুরের অনুরোধে কন্দলীর শত অপরাধ ক্ষমা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কলহপ্রিয়া কন্দলী অতি অল্পকালের মধ্যে শতসংখ্যক অপরাধের সীমা অতিক্রম করায় ইনি তাঁহাকে শাপ প্রদানে ভস্মীভূত করেন। যাদববংশীয়া একনাংশা নাম্নী আর এক কন্যাকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

দুর্বাসা অতিশয় স্বেচ্ছাপরতন্ত্র ও কোপনস্বভাব ছিলেন। ইঁহার কোনও বিষয়ের নিয়ম ছিল না। ইঁহাকে সন্তুষ্ট করা সহজসাধ্য ছিল না। একদা ইনি কুন্তিভোজ নরপতির গৃহে উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। কুন্তিভোজের পালিতা কন্যা কুন্তী (পাণ্ডবজননী) ইঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হন। মুনিবর তথায় এক বৎসরকাল অবস্থিতি করেন, এবং কুন্তীর সেবায় তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এমন এক মন্ত্র প্রদান করেন যে, সেই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যে দেবতাকে আহ্বান করা যাইবে, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। আর এক সময়ে ইনি দুর্যোধনের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পাণ্ডবনিগ্রহে গমন করেন, কিন্তু কৃষ্ণের কৌশলে ইঁহার প্রয়াস বিফল হয়। একদা মুনিবর দেবরাজকে এক ছড়া মালা প্রদান করেন। দেবেন্দ্র তাহা নিজে ধারণ না করিয়া ঐরাবতের মস্তকে রক্ষা করেন। ইহাতে কুপিত হইয়া ইনি ইন্দ্রকে শ্রীভ্রষ্ট করেন। অন্য এক সময়ে ইনি কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, পতিধ্যানপরায়ণা শকুন্তলা ইঁহার সংবর্ধনা না করায় তাঁহাকে অভিশাপ প্রদানে

দীর্ঘকাল পতিবিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপ কোপনস্বভাবহেতু একবার দুর্বাসাকে মহা বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। একদা ইনি মহারাজ অম্বরীষের নিকট উপস্থিত হইয়া আতিথ্য স্বীকার করেন। ইনি স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে, রাজা ব্রতজন্য তিন দিবস উপবাসের পর পারণার সময় অতীত হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের উপদেশক্রমে জল গ্রহণ করেন। মুনিপুংগব প্রত্যাগত হইয়া এই কথা শ্রবণ করেন, এবং কুপিত হইয়া স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে এক উগ্রমূর্তি উৎপন্ন হইয়া রাজাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়। তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র তাহাকে বিনাশ করিয়া দুর্বাসাকে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইল। মুনিবর প্রাণ-ভয়ে ত্রিভুবন ভ্রমণ করিয়া কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে বিষ্ণুর উপদেশে অম্বরীষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ লাভ করেন।

শ্রীরামচন্দ্র কালপুরুষের সহিত কথোপ-কথনে প্রবৃত্ত হইলে, ইনি অযোধ্যায় উপ-স্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইয়া আপনার আগমনবার্তা বিজ্ঞাপন করিতে বলেন। রামের নিষেধ সত্ত্বেও ইঁহার ভয়ে লক্ষ্মণ তথায় গমন করায় রাম কর্তৃক পরি-ত্যক্ত হন। একদা ইনি দ্বারকায় উপস্থিত হইলে, সুরাপানমত্ত যাদবগণ কৃষ্ণপুত্র শাম্বকে স্ত্রীবেশে সজ্জিত করিয়া এবং তাঁহার কৃত্রিম গর্ভাকার উদরস্ফীতি রচনা করিয়া ইঁহার নিকট আনয়ন করেন এবং তাঁহার প্রসবের কাল গণনা করিয়া দিতে বলেন। মুনিবর যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া উত্তর করেন যে, এই গর্ভে একটি মুষল প্রসূত হইয়া যদুকুল নির্মূল করিবে। কিছুকাল পরে কার্যেও তাহাই হইয়াছিল।

দুর্বিগাহ—দুরবগাহ, দুষ্প্রবেশ। দুর্—বি—গাহ্+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

দুর্বিনীত—উদ্ধত, অবিনয়, মন্দব্যবহারী। নিত্য। বিণ।

দুর্বিনেয়—দুর্দমনীয়। দুর্ বি—নী+য কর্ম। বিণ।

দুর্বিপাক—১। দুর্ঘটনা; মন্দ পরিণাম। দুর্ (নিন্দিত) যে বিপাক, প্রাদি বা নিত্য। বি; পু। ২। মন্দপরিণামযুক্ত। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে বিপাক (পরিণাম) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বিষহ—অতি অসহ্য; দুর্বহ। দুর্—বি—সহ্ (সহ্য করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্বুদ্ধি—১। দুরভিসন্ধি-বিশিষ্ট; দুর্মতি, কুবুদ্ধিশালী। দুর্ (দুষ্টা) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। কুবুদ্ধি; দুষ্ট মতি। দুর্ (দুষ্টা) যে বুদ্ধি, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্বৃত্ত—দুরাত্মা; দুশ্চরিত্র; উদ্ধত; অশিষ্ট; ধূর্ত। দুর্ (নিন্দিত বা দুষ্ট) হইয়াছে বৃত্ত (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্বেদ—দুর্জ্ঞেয়, দুর্বোধ। দুর্ বিদ্+অন্ কর্ম। বিণ।

দুর্বোধ—যাহা সহজে বোধগম্য করা অর্থাৎ বুঝা দুঃসাধ্য এরূপ; কঠিন, দুর্জ্ঞেয়। দুর্ (দুঃখে) হয় বোধ (জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্ব্যবহার—অসৎ বা অভদ্র আচরণ, অসদাচরণ। কর্মধা। বি; পু।

দুর্ভক্ষ্য—যাহা অতি কষ্টে ভক্ষণ করা যায় এরূপ। দুর্ ভক্ষ্ (ভক্ষণ করা)+য কর্ম। বিণ।

দুর্ভগ—দুরদৃষ্ট, ভাগ্যহীন, হতভাগ্য। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্ভগা—দুয়ো, অভাগিনী; বন্ধ্যা নারী। দুঃ ভগ (ভাগ্য) যাহার, বহু+আপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দুর্ভর—দুর্বহ, গুরু, ভারী; দুঃসহ; অসহ-নীয়। দুর্—ভৃ+খল্ কর্ম। বিণ।

দুর্ভাগা অভাগা, মন্দভাগ্য। <দুর্ভাগ্য। বিণ। স্ত্রী, -গিনী।

দুর্ভাগ্য—১। দুরদৃষ্ট, মন্দ কপাল; পাপ। দুর্ (মন্দ) যে ভাগ্য, নিত্য। বি; ক্লী। ২। হতভাগ্য, মন্দভাগ্য, দুরদৃষ্ট। দুর্ (দুষ্ট) হইয়াছে ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

দুর্ভাবনা—দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। দুর্ (দুঃখজনিকা) যে ভাবনা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্ভিক্ষ—ভিক্ষাভাব, দেশে ভিক্ষার অভাব, অকাল, অন্নকষ্ট। ভিক্ষার দুর্ (হীনতা বা অভাব), অব্যয়ী। বি; ক্লী।

দুর্ভেদ্য—অতি কষ্টে ভেদনীয়, অভেদনীয়; অতিশয় কঠিন। দুর্—ভিদ্ (ভেদ করা) +ঘ্যণ্ কর্ম; অথবা দুঃখে ভেদ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্ভোগ—দুর্গতি, লাঞ্ছনা। দুঃ (মন্দ) ভোগ, প্রাদি। বি; পু।

দুর্মতি—১। দুর্বুদ্ধি, কুমতিশালী। দুর্ (দুষ্টা) মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্টা বুদ্ধি। দুর্ (দুষ্টা) যে মতি, নিত্য। বি; স্ত্রী।

দুর্মদ—১। উন্মত্ত; দুর্ধর্ষ। দুর্—মদ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র; রাধিকার দেবর। বি; পু।

দুর্মনাঃ (দুর্মনস্)—দুঃখিতচিত্ত; উদ্বিগ্ন-মনাঃ, চিন্তাযুক্ত। দুর্ (দুঃখিত) হইয়াছে মনঃ (মনস্) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

দুর্মনায়মান- আকুলায়মান-হৃদয়; উদ্বিগ্ন-চিত্ত; দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুর্মনস্ শব্দ+ক্য= দুর্মনায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান কর্তৃ। বিণ।

দুর্মন্ত্রী দুষ্ট মন্ত্রী, কুপরামর্শদাতা। নিত্য। বি; পু।

দুর্মা, দুর্মো নেয়াপাতি ও ঝুনা এই দুইয়ের মধ্যবর্তী নারিকেল, দোমালা নারিকেল; তরকারি বিঃ। ৰাংপ্র। বি।

দুর্মিত্র—দুষ্ট মিত্র, অসৎবন্ধু। নিত্য। বি; ক্লী।

দুর্মুখ—১। অপ্রিয়বাদী; মন্দমুখ, কটুভাষী। দুর্ (মন্দ) হইয়াছে মুখ (মুখনিঃসৃত বাক্য) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—দুর্মুখা, দুর্মুখী। ২। অশিক্ষিত অশ্ব; বানর বিঃ; নাগ বিঃ; দৈত্য বিঃ; অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের গুপ্তচর বিঃ (কৃত্তিবাসী রামায়ণ মতে)। বি; পু।

দুর্মূল্য মহার্ঘ, মহামূল্য; অক্রেয়। দুর্ (অনুচিত, অতিরিক্ত) হইয়াছে মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

দুর্মেধাঃ (-ধস্)—দুর্বুদ্ধি, মন্দধী, যাহার মেধা বা স্মৃতিশক্তি মন্দ। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

দুর্মোচ্য- অতিকষ্টে মোচনসাধ্য, দুরপনেয়। দুর্ (দুঃখে) মোচ্য, প্রাদি। বিণ।

দুর্যোগ দুঃখকর যোগ; দুর্দিন। দুর্ (দুঃখ-জনক) যে যোগ, নিত্য। বি; পু।

দুর্যোধ—অতি কষ্টে যোধনীয়, অযোধ। দুর্—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অল্ কর্ম। বিণ।

দুর্যোধন—১। অতি দুঃখে যোধনীয়, দুর্যোধ। দুর্—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন কর্ম। বিণ। ২। অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসজাত পুত্রগণের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ। ইঁহার জননীর নাম গান্ধারী। ইনি বাল্যে পাণ্ডবদিগের সহিত একত্র লালিত পালিত হইয়া-ছিলেন। ক্রীড়ায় তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে না পারায় ইঁহার মনে বিদ্বেষভাবের সঞ্চার হয়। বিশেষতঃ ভীমের বলবিক্রম হেতু ইনি তাঁহার বিলক্ষণ বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠেন। অতঃপর ইনি ভীমের বিনাশার্থ তাঁহাকে দুইবার বিষ প্রদান করেন, কিন্তু ভাগ্যবলে ভীম দুইবারই তাহাতে রক্ষা পান। অতঃপর সকলেই প্রথমে কৃপাচার্য ও পরে দ্রোণাচার্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গদাযুদ্ধে দুর্যোধন সমধিক দক্ষতা লাভ করিলেন। কিন্তু পাণ্ডবদিগের বল, বীর্য ও শিক্ষার উৎকর্ষের সহিত ইঁহার চিরপোষিত বিদ্বেষানল ক্রমে তীক্ষ্ণতর হইতে লাগিল। অস্ত্রশিক্ষার

পরীক্ষার দিন দুর্যোধন ভীমের সহিত গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে সাংঘাতিক প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইবার উপক্রম হইলে দ্রোণাচার্য মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন।

অতঃপর যুধিষ্ঠির যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে, দুর্যোধন ক্রোধে ও হিংসায় একেবারে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন; কিসে পাণ্ডবদিগের বিনাশসাধন করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবেন, স্বতঃপরতঃ তাহারই উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সহিত মন্ত্রণা করিয়া তাঁহাদিগের আশু বিনাশের নিমিত্ত বারণাবতে এক জতুগৃহ নির্মাণ করাইয়া পাণ্ডবগণকে কৌশলে তথায় প্রেরণ করিলেন। ধর্মাত্মা বিদুরের চেষ্টায় নিরীহ পাণ্ডবগণ আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দুর্যোধন তাঁহাদিগকে মৃত মনে করিয়া মনে মনে অতিশয় সুখী হইলেন।

অনন্তর পাণ্ডবগণ ধৃতরাষ্ট্রের আহ্বানে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপনপূর্বক রাজ্য করিতে লাগিলেন। তাহাতেও কিন্তু দুর্যোধনের হিংসা হইল। তাহার উপর আবার যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ করিলেন। এই যজ্ঞ দর্শনে নিমন্ত্রিত হইয়া দুর্যোধন ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিলেন। তথায় পাণ্ডবগণের ঐশ্বর্য ও সুখ সৌভাগ্য দেখিয়া ইঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। ইতঃপূর্বে দুর্যোধন দ্রৌপদীর স্বয়ংবরস্থলে গমন করিয়া লক্ষ্যভেদের চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হন। অথচ ছদ্মবেশী অর্জুন অনায়াসে সেই লক্ষ্য ভেদ করিয়া দ্রৌপদীরত্ন লাভ করেন। ইহাতে পাপমতি দুর্যোধন পাণ্ডবভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী এই সকলের প্রতিই দারুণ জাতক্রোধ হইয়াছিলেন। এক্ষণে দুর্যোধন সস্ত্রীক পাণ্ডবগণের অনিষ্টসাধনের নূতন উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতঃপর দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রের মত করাইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ার্থে হস্তিনাপুরে আমন্ত্রণ করিলেন। রাজধর্মানুসারে যুধিষ্ঠির আসিয়া উপস্থিত হইলে দুর্যোধনের মাতুল অক্ষক্রীড়াপটু দুষ্ট শকুনি ভাগিনেয়ের প্রতিনিধিরূপে ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপট ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্যাদি সমস্ত হারাইয়া পরে একে একে ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে ও শেষে দ্রৌপদীকে পর্যন্ত পণে হারাইয়া বসিলেন। এইবার দুর্যোধন অনেক দিনের পোষিত প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়া পাঞ্চালীকে সভামধ্যে আনয়ন করিবার আদেশ দিলেন। দুর্মতি দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্বক দ্রৌপদীকে লইয়া আসিলে, দুর্বৃত্ত দুর্যোধন তাঁহাকে নানারূপ পরিহাস করিয়া স্বীয় উরুদেশের বস্ত্র উত্তোলনপূর্বক তাঁহাকে বাম উরু প্রদর্শন করেন। তদ্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যুদ্ধে গদাঘাতে সেই উরু ভঙ্গ করিবেন। অতঃপর অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র দ্রৌপদীকে নানারূপে সন্তুষ্ট করিয়া পাণ্ডবগণকে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করেন। কিছুদিন পরে দুর্বুদ্ধি দুর্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে অক্ষক্রীড়ার্থে আহ্বান করিয়া আনাইলেন। এবার দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিয়া খেলা হইল। ক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির পরাজিত হওয়ায় পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীসহ বনগমন করিলেন। দুর্যোধন নিষ্কণ্টকে উভয় রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অতীব সুখী হইলেন।

দুর্যোধন ভানুমতী নাম্নী এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। তাহার পর সখা কর্ণের সহায়তায় চিত্রাঙ্গদরাজকন্যাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিয়া তাঁহাকেও বিবাহ করেন। ইঁহার লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা হয়। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তিনি তাঁহার স্বয়ংবরের ঘোষণা করেন। কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব তাঁহাকে স্বয়ংবর সভা হইতে হরণ করিলে, ইনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। বলরাম শাম্বকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিলেও ইনি তাহা অগ্রাহ্য করায় বলরাম হস্তিনাপুর ধ্বংস করিতে উদ্যত হন। তখন দুর্যোধন শাম্বকে মুক্ত করিয়া তাঁহার সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ দেন; এবং এইরূপে বলরামের তুষ্টি সাধন করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তাঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিক্ষা করেন।

পাণ্ডবদিগকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও হিংসকের হিংসানল নির্বাপিত হয় নাই। তাঁহাদের বিনাশের নিমিত্ত দুর্যোধন এক নূতন উপায় স্থির করিলেন। একদা মহাতপাঃ দুর্বাসাঃ ঋষিকে কোন প্রকারে তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে দশ সহস্র শিষ্যসহ দ্রৌপদীর ভোজনান্তে যুধিষ্ঠিরের নিকট অতিথি হইবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, কোপনস্বভাব ঋষি ভক্ষ্য দ্রব্য না পাইয়া পাণ্ডবগণকে ভস্মীভূত করিবেন। পরন্তু কৃষ্ণের কৌশলে দুর্যোধনের সে চেষ্টাও বিফল হইল।

অতঃপর দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে আপনার ঐশ্বর্য প্রদর্শনের এবং স্বচক্ষে তাঁহাদের দুর্দশা দর্শন করিয়া সুখী হইবার মানসে ছলপূর্বক ঘোষযাত্রা করিলেন। যুধিষ্ঠিরাদির দৈন্যদর্শনে পরম পুলকিত হইয়া প্রত্যাগমনকালে চিত্রসেন গন্ধর্বের বনে গমন করিলে তাঁহার সহিত কৌরবগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে কর্ণপ্রমুখ বীরগণ পরাস্ত হইলে দুর্যোধন স্বয়ং রণে গমন করেন এবং পরাজিত ও নারীগণসহ বন্দী হইলেন। সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির অর্জুনকে গন্ধর্বের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। অর্জুন চিত্রসেনকে পরাভূত করিয়া দুর্যোধনাদিকে মুক্ত করিলেন। এইরূপে হতমান হইয়া দুর্যোধন অতি দীনচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রভূত অর্থ আনয়নপূর্বক ইঁহাকে প্রদান করিলে, ইনি বৈষ্ণবযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া কতকটা হৃষ্ট হইলেন।

একদা দুর্যোধন ভীষ্মদ্রোণাদি মহাবীরগণের মত করাইয়া বিরাটরাজের গোধনহরণ মানসে যাত্রা করেন। তৎকালে পাণ্ডবগণ ছদ্মবেশে বিরাটরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। বৃহন্নলাবেশী অর্জুন সারথি হইয়া এবং বিরাটতনয় উত্তরকে রথী করিয়া লইয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে উপস্থিত হন। কুরুসেনা দর্শনে উত্তর ভয় পাইলে, অর্জুন নিজে যুদ্ধ করিয়া কৌরবপক্ষীয় ভীষ্মদ্রোণাদি বীরগণকে পরাস্ত করেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হইয়া দুর্যোধন হস্তিনায় প্রতিগমন করেন।

ত্রয়োদশবর্ষান্তে পাণ্ডবগণ হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার আশায় দুর্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলে, দুর্যোধন বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র-পরিমিত ভূমি দিতেও অস্বীকৃত হইলেন। অতঃপর যুদ্ধের আশঙ্কায় দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে বরণ করিতে চাহিলে, কৃষ্ণ স্বয়ং কোনও পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করায় এবং ইঁহাকে এক অক্ষৌহিণী নারায়ণী সেনা প্রদান করায় ইনি সন্তুষ্টচিত্তে হস্তিনায় প্রত্যাগত হইলেন। অতঃপর কৃষ্ণ নিজে সন্ধিস্থাপনার্থ অনুরোধ করিবার নিমিত্ত হস্তিনায় গমন করিলে ইনি তাঁহাকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়া তাহাতে অকৃতকার্য হইলেন।

অতঃপর যুদ্ধের আয়োজন করিয়া দুর্যোধন একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করেন। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ইঁহার সেনাপতি ছিলেন; তথাপি ইঁহাকে পরাস্ত হইতে হইল, কারণ ধর্মের জয় অবশ্যম্ভাবী। চতুর্দশ দিবসীয়

যুদ্ধে ইনি দ্রোণদত্ত উৎকৃষ্ট বর্ম ধারণ করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন, এবং অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি ইহাকে অস্ত্রহীন করেন। পরে অস্ত্রাঘাতে পীড়িত হইয়া দুর্যোধন প্রাণভয়ে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। কৌরবপক্ষীয় সমস্ত সেনা বিনষ্ট হইলে যুদ্ধের ঊনবিংশ দিবসে ইনি পলায়নপূর্বক এক হ্রদে প্রবেশ করেন। পাণ্ডবগণ ইঁহার অনুসরণে তথায় উপস্থিত হইলে, ইনি ভীমের সহিত গদা-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, এবং তাঁহার গদাঘাতে ভগ্নোরু হইয়া ভূতলশায়ী হন। পরে অশ্বত্থামার পৈশাচিক নৈশ হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া অতি হর্ষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। [নিত্য। বি ; ক্লী।

দুর্লক্ষণ--মন্দ লক্ষণ। দুর্ (দুষ্ট) লক্ষণ,

দুর্লক্ষ্য—অতি কষ্টে দর্শনীয়, দুর্নিরীক্ষ্য, অদৃশ্য। দুর্—লক্ষ্ (চিহ্ন করা)+য কর্ম। বিণ।

দুর্লঙ্ঘ্য—অতি কষ্টে লঙ্ঘনীয়, দুরতিক্রম্য, অলঙ্ঘ্য। দুর্-লঙ্ঘ্ (লঙ্ঘন করা)+য কর্ম। বিণ।

দুর্লভ, দুর্লভ্য—দুষ্প্রাপ্য ; বহুমূল্য, দুর্মূল্য, বিরল। দুর্—লভ্ (লাভ করা) +খল্, ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

দুর্ললিত—দুষ্ট চেষ্টাযুক্ত ; অতিরিক্ত প্রশ্রয়-প্রাপ্ত ; আবদারে। দুর্ (দুষ্ট) ললিত (চেষ্টা) যাহার, বহু। বিণ।

দুর্লেখ্য—কুৎসিত পত্র, মন্দ লিপি, দুরক্ষর ; কৃত্রিম দলিল। নিত্য। বি ; ক্লী।

দুর্হৃদয়—দুষ্টান্তঃকরণ, ক্রূরচিত্ত। দুর্ (দুষ্ট) হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

দুল—নিম্নকর্ণের দোদুল্যমান আভরণ ; আলবাল, বাঁধ। বাংপ্র। বি।

দুলকি—ঘোড়ার চাল বিঃ, যে চালে সওয়ারীর সর্বাঙ্গ আন্দোলিত হইতে থাকে, trot. বাংপ্র। বি।

দুলদুল—মোহম্মদের প্রিয় ঘোটকের নাম (ইহা তিনি স্বীয় জামাতা আলীকে দান করেন)। আ। বি।

দুলহ—১। দুর্লভ। বিণ। ২। দুলিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

দুলা, দোলা—আন্দোলিত হওয়া, দোদুল্য-মান হওয়া, ঝুলা। বাংপ্র। ক্রি।

দুলানো, দোলানো—আন্দোলিত করা, দোল দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

দুলারী—দুলালী, আদরিণী ; আদুরী, সোহাগিনী, প্রিয়তমা। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

দুলাল—১। আদুরে ; প্রিয়। বিণ। ২। আদুরে ছেলে, অতি যত্নে প্রতিপালিত পুত্র। ৩। প্রণয়, প্রেম। বাংপ্র। বি।

দুলালী—আদরিণী, সোহাগী, প্রিয়তমা। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

দুলিচা ছোট গালিচা, একরকম আসন। বাংপ্র। বি।

দুলিয়া, দুলে—শিবিকাবাহক জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

দুশমন—শত্রু ; বৈরী, বিপক্ষ। ফা। বি।

দুশমনি—শত্রুতা, অনিষ্টকারিতা। ফা-মু। বি।

দুশ্চর-অতি দুঃখে বা কষ্টে আচরণীয় ; যেখানে যাওয়া বা বিচরণ করা দুরূহ। দুর্—চর্ (আচরণ করা, গমন করা)+ খল্ কর্ম। বিণ।

দুশ্চরিত্র—১। অসচ্চরিত্র, কুস্বভাবাপন্ন, কুব্যবহারী। দুর্ (দুষ্ট) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ। বি—**দুশ্চরিত্রতা**। ২। কুভাব, মন্দ প্রকৃতি। দুর্ (মন্দ) যে চরিত্র, নিত্য। বি ; ক্লী।

দুশ্চিকিৎস্য—দুরারোগ্য, দুর্নিবার, দুরপনেয় ('— রোগ')। দুর্—চিকিৎস+য কর্ম। বিণ।

দুশ্চিন্তা—অশুভ ভাবনা, অমঙ্গল চিন্তা। দুর্ (দুষ্টা) যে চিন্তা, নিত্য (এই সকল সমাস নিত্য নামে অভিহিত, কারণ ইহার বাক্য থাকে না)। বি ; স্ত্রী।

দুশ্চেষ্টা—মন্দচেষ্টা, কুকর্মে চেষ্টা। দুর্ (নিন্দিতা) যে চেষ্টা, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

দুশ্ছেদ্য—দুঃখে ছেদনীয়, যাহা ছেদন করা কঠিন। দুর্—ছিদ্ (ছেদন করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

দুষা—দোষ দেওয়া, অপরাধী করা, নিন্দা করা। বাংপ্র। ক্রি।

দুষ্কর—অতি কষ্টে করণীয়, কষ্টসাধ্য ; কঠোর ; দুঃসাধ্য, কঠিন। দুর্—কৃ (করা) +খল্ কর্ম। বিণ।

দুষ্কর্ম—মন্দ কর্ম, পাপ, দুরাচার। দুর্ (নিন্দিত) যে কর্ম, নিত্য। বি ; ক্লী।

দুষ্কর্মা (দুষ্কর্মন্)—পাপী ; দুষ্ক্রিয়ান্বিত। দুর্ (দুষ্ট) কর্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

দুষ্কার্য—দুষ্কর্ম। নিত্য। বি ; ক্লী।

দুষ্কাল—অকাল, অসময়, দুঃসময়। দুস্ (নিন্দিত) যে কাল, নিত্য। বি ; পু।

দুষ্কুল—অসৎকুল, নীচবংশ। নিত্য। বি ; ক্লী।

দুষ্কুলীন—নীচকুলোৎপন্ন, নীচ বংশে জাত। দুষ্কুল শব্দ+ঈন ভবার্থে। বিণ।

দুষ্কৃত—১। দুষ্কর্ম, অসৎকার্য, দুরাচার, পাপ। দুর্ (নিন্দিত) যে কৃত, নিত্য। বি ; ক্লী। ২। দুঃখে বা অন্যায়ে কৃত। দুর্—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দুষ্কৃতি—দুষ্কর্ম, অসৎকার্য, পাপ ; দুর্ভাগ্য। দুর্ (নিন্দিতা) যে কৃতি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

দুষ্কৃতিবিমর্ষ—প্রকৃত অপরাধী নির্ণয়ার্থ বিশেষ অনুসন্ধান, criminal investigation. ৬তৎ। বি ; পু।

দুষ্কৃতী (-তিন্)—পাপী, কুকর্মী। দুষ্কৃত+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দুষ্কৃতিনী**।

দুষ্কৃৎ—নিন্দিতকর্মা ; অপরাধী, criminal. বহু। বিণ।

দুষ্ক্রিয়া—মন্দকার্য, কুকর্ম। দুর্ (দুষ্টা) ক্রিয়া, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

দুষ্ক্রিয়ান্বিত—অসৎকার্যকারক, দুষ্কৃত-কারী। দুষ্ক্রিয়া দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

দুষ্ক্রীত—অনুচিত বা অতিরিক্ত মূল্যে ক্রীত। দুর্—ক্রী+ক্ত কর্ম। বিণ।

দুষ্ট—দুর্বৃত্ত, দুর্জন ; দোষযুক্ত ; অধার্মিক ; অধম ; অশুভ, অশান্ত, দুরন্ত, 'দুষ্টু'। দুষ্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দুষ্টব্রণ—বিষাক্ত বিস্ফোটক, পৃষ্ঠাদিতে উৎপন্ন দুরারোগ্য ক্ষত, curbuncle. কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

দুষ্টা—নষ্টা, ব্যভিচারিণী। দুষ্ট+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দুষ্টামি, দুষ্টুমি—দুরন্তপনা ; বজ্জাতি ; দুষ্টতা। বাংপ্র। বি।

দুষ্টাশয়--দুরভিপ্রায়, মন্দ অভিসন্ধিসম্পন্ন। দুষ্ট হইয়াছে আশয় যাহার, বহু। বিণ।

দুষ্টি--দোষ, বিকৃতি। দুষ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দুষ্টু—দুরন্ত, দস্যি, দুষ্ট ; যে ভাল মানুষ নয়, মন্দ। <দুষ্ট। বিণ। [বিণ।

দুষ্পচ-দুষ্পাচ্য। দুর্—পচ্+খল্ কর্ম।

দুষ্পরাজেয়—অতিকষ্টে জেয়, দুর্জয় ; দুর্দমনীয়। দুস্ (দুঃখে) পরাজেয়, নিত্য। বিণ।

দুষ্পরিহর—দুস্ত্যজ, যাহার ত্যাগ দুঃসাধ্য। দুর্—পরি—হৃ+খল্ (মতান্তরে অল্) কর্ম। বিণ।

দুষ্পাচ্য—গুরুপাক, যাহা সহজে জীর্ণ হয় না এমন। দুর্—পচ্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

দুষ্প্রধর্ষ--দুর্ধর্ষ, অধর্ষণীয়, অদম্য, অশাসনীয়। দুর্—প্র—ধৃষ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুষ্প্রবৃত্তি—দুষ্টপ্রবৃত্তি, অসৎ বিষয়ে অভিলাষ। দুর্ (নিন্দিতা) যে প্রবৃত্তি, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

দুষ্প্রবেশ—যাহাতে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য এরূপ ; দুর্গম। দুর্ (দুঃখে) প্রবেশ করা যায় যাহাতে, উপতৎ ; দুর্—প্র—বিশ্+ অল্ বা খল্ কর্ম। বিণ।

দুষ্প্রসহ—অত্যন্ত দুঃসহ। দুর্—প্র—সহ্ (সহ্য করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুষ্প্রাপ, দুষ্প্রাপ্য—কষ্টলভ্য, দুর্লভ। দুর্—প্র—আপ্ (পাওয়া)+খল্, ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

দুষ্প্রাপণীয় দুঃখে প্রাপ্য, দুষ্প্রাপ্য, দুর্লভ। দুর্—প্র—আপ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

দুষ্মন্ত, দুষ্যন্ত—চন্দ্রবংশীয় ঐতিরাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। একদা ইনি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, তথায় মুনির পালিতা কন্যা শকুন্তলাকে দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হন। শকুন্তলাও রাজার প্রতি আসক্ত হন। অতঃপর সেই স্থলেই গান্ধর্ববিধানমতে ইঁহাদের বিবাহ হয়। রাজা পরমানন্দে কয়েক দিন তথায় অবস্থিতি করেন, তাহাতেই শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হয়। অনন্তর ইনি অভিজ্ঞানস্বরূপ স্বীয় অঙ্গুরী শকুন্তলাকে প্রদান করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন। রাজকার্যের গুরুভারে দুষ্মন্ত শকুন্তলার কথা একেবারেই বিস্মৃত হন। কতিপয় বর্ষ অতীত হইলে শকুন্তলা দুষ্মন্তের ঔরসে স্বীয় গর্ভজাত ভরত নামক পুত্রকে লইয়া হস্তিনায় স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। রাজা প্রথমে শকুন্তলাকে চিনিতে পারেন নাই। পরে দৈববাণীতে সমস্ত অবগত হইয়া পুত্রসহ ভার্যাকে গ্রহণ করেন। অতঃপর ভরত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া দুষ্মন্ত অবশিষ্ট জীবন ধর্মকর্মে অতিবাহিত করেন।

দুসরা—অন্য, ভিন্ন। হি। বিণ।

দুসুতি, দোসুতি—ডবল সুতা দিয়া বোনা কাপড়, মোটা কাপড়। বাংপ্র। বি।

দুস্তর—যাহা পার হওয়া কঠিন এরূপ, অপার; দুরতিক্রম্য। দুর্—তৃ (পার হওয়া)+খল্ কর্ম। বিণ।

দুস্থ, দুস্থিত—'দুঃস্থ', 'দুঃস্থিত' দ্রঃ।

দুস্পর্শ—যাহাকে স্পর্শ করা দুঃসাধ্য। দুর্—স্পৃশ্+খল্ কর্ম। বিণ।

দুহা—১। দোহন করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। দুই, উভয়। প্রা কপ্র। বিণ।

দুহাকার—দুজনের, উভয়ের। প্রা কপ্র। সর্ব।

দুহি—দুই, উভয়, দুইজন। প্রা কপ্র। সব।

দুহিতা (দুহিতৃ)—কন্যা, পুত্রী, তনয়া। দুহ্ (দোহন করা)+তৃচ্ কর্তৃ। [মাতার স্তনদুগ্ধ অধিক দোহন করে বলিয়া অর্থাৎ পুত্র অপেক্ষা কন্যাসন্তানের উৎপত্তিতে অধিকতর মাতৃস্তন্য জন্মে বলিয়া কন্যাকে দুহিতা বলে। পরন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্য ভাষাতত্ত্ববিৎ (Linguist) পণ্ডিতগণ বলেন যে, পূর্বকালে গৃহপালিত গো-দোহন কন্যাদিগের কার্য ছিল বলিয়া তাহাদিগের 'দুহিতা' এই নাম হইয়াছে।] বি; স্ত্রী।

দুহু, দুহুঁ—দুইজন; উভয়ে। প্রা কপ্র। [সর্ব।

দুহে—১। দোহন করে। বাংপ্র। ক্রি। ২। দুইজনে, উভয়ে। প্রা কপ্র। সর্ব।

দুহ্য—দোহনীয়, দোহনযোগ্য। দুহ্ (দোহন করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

দুহ্যমান—যাহাকে দোহন করা হইতেছে এরূপ। দুহ্+শান কর্ম। বিণ।

দুখিত- দুখিত। প্রা কপ্র। বিণ।

দূত—সংবাদবাহক, বার্তাবহ; চর। দূ+ক্ত কর্তৃ। বি; পু।

দূতাবাস--দূতের বাসস্থান ও কার্যালয়। ৬তৎ। বি; পু।

দূতি, দূতী—বার্তাবাহিনী, কুট্টনী, যে নারী নায়ক ও নায়িকার মধ্যবর্তিনী হইয়া উভয়ের সংযোগ করিয়া দেয়। দূ+তিক্ কর্তৃ, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্র।

দূতিয়ালি—দূতের কাজ। বাংপ্র। বি।

দূত্য- দূত বা দূতীর কার্য বা ধর্ম। দূত বা দূতী শব্দ+ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

দূন—পরিতপ্ত; ক্লিষ্ট; ক্লান্ত, শ্রান্ত। দূ (পরিতাপ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দূর—১। যাহা নিকট নয় এরূপ; অসন্নিকৃষ্ট; অগোচর; অত্যন্ত দীর্ঘ; বহিষ্কৃত, বিতাড়িত; দূরীভূত, অপগত। দুর্—রা (দান বা আদান)+ড কর্তৃ, অথবা দু (দুঃখ)—রা (দান করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। অন্তর, ব্যবধান, দূরত্ব। বি; ক্লী।

দূরগ, -গামী (-মিন্)—যে দূরে যায় এরূপ। উপতৎ; দুর্—গম্+ড, ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গা, -মিনী**।

দূরতঃ—দূর হইতে, দূরে। দূর শব্দ+তস্ ৫মী বা ৭মী স্থানে। অ।

দূরতা, দূরত্ব—অনৈকট্য, ব্যবধান, দূরাবস্থান। দূর+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

দূরদর্শন—১। দূরে থাকিয়া দেখা। দূর হইতে দর্শন, ৫তৎ। ২। দূরবীক্ষণ যন্ত্র। দূর হইতে দর্শন হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী। ৩। পণ্ডিত। দূর শব্দ—দৃশ্ (দেখা, জানা)+অন কর্তৃ। বি; পু।

দূরদর্শিতা—পরিণামদর্শিতা; পাণ্ডিত্য। দূরদর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দূরদর্শী (-দর্শিন্)—পরিণামদর্শী, ভবিষ্যৎ বুঝিয়া কার্যাবধারণে সমর্থ; বিজ্ঞ, পণ্ডিত। দূর—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দূরদর্শিনী**।

দূরদূরান্ত—বহুদূরস্থ সীমা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

দূরদূরান্তর—দূরে দূরে অবস্থিত দেশসমূহ; বহুদূরের ব্যবধান। নিত্য ও দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

দূরদৃষ্টি--পরিণামবিষয়ে সতর্কতা, বিচক্ষণতা; দূরব্যাপী দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দূরবর্তিতা- দূরস্থতা, দূরে অবস্থান। দূরবর্তিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দূরবর্তী (-বর্তিন্)—দূরস্থিত। দূর শব্দ—বৃত্ (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-নী**।

দূরবীক্ষণ—যে যন্ত্র দ্বারা দূরের বস্তু বড় দেখা যায়, দূরবীন যন্ত্র। দূর শব্দ—বি—ঈক্ষ (দেখা)+অনট্ করণ। বি; ক্লী। [এই যন্ত্র দ্বারা দূরদেশস্থ বস্তু অনায়াসে দেখা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বহুসংখ্যক গ্রহনক্ষত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। প্রথমে হল্যাণ্ডদেশীয় জন্সন্ নামক একজন পণ্ডিত এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। পরে গ্যালিলিও ও হর্শেল ইহার বিলক্ষণ উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। আধুনিক যুগেও দিন দিন ইহার উন্নতি সাধিত হইতেছে।]

দূরবীন—দূরস্থিত বস্তু দেখিবার যন্ত্র বিঃ। (দূরবীক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ।) বাংপ্র। বি।

দূরভাষ—টেলিফোন। দূরের ভাষ যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

দূরভাষিণী টেলিফোনে যে সব মেয়ে কাজ করে। দূরভাষ+ইন্+ঈপ্। বি বা বিণ; স্ত্রী।

দূরশ্রবণ-যন্ত্র—টেলিফোন [এই যন্ত্রের সাহায্যে দূরের শব্দ স্পষ্ট শুনা যায় এবং দূরবর্তী স্থানে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন চলে]। দূরশ্রবণ-সাধক যন্ত্র বা দূরশ্রবণ নামক যন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দূরশ্রুত—দূরে আকর্ণিত, যে শব্দ বহুদূরে হইতেছে কিন্তু শোনা যাইতেছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

দূরস্থ, দূরস্থিত—দূরবর্তী। দূর শব্দ—স্থা (থাকা)+ড, ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দূরে। প্রা কপ্র। বি।

দূরাগত—দূরদেশ হইতে উপস্থিত, যাহা দূর হইতে আসিয়াছে এমন। দূর হইতে আগত, ৫তৎ। বিণ।

দূরীকরণ—অপসারণ, দূর করিয়া দেওয়া। দূর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দূরী, তদুত্তরে কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দূরীকৃত—যাহাকে দূর করা হইয়াছে এরূপ। দূর শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দূরী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

দূরীক্রিয়মাণ—যাহাকে দূর করা হইতেছে

এরূপ, বিতাড়্যমান। দূর + চ্বি (= দূরী) —কৃ + শান কর্ম। বিণ।

দূরীভবন—অপসরণ; দূরীভূত হওয়া। দূর শব্দ + চ্বি (= দূরী)—ভূ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দূরীভূত—যে দূর হইয়াছে এরূপ; দূরবর্তী। দূর শব্দ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি = দূরী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দূর্বা—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ তৃণ। দূর্ব্ (বধ করা) + অন্ কর্তৃ বা অল্ কর্ম + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী॥

দূর্বাষ্টমী ভাদ্রমাসীয় শুক্লাষ্টমী। বি; স্ত্রী।

দূষক—দূষয়িতা, দোষ ধরে যে এরূপ, দোষারোপকারী; অপবাদক, নিন্দক। দূষি + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **দূষিকা**।

দূষণ—১। দোষ দেওয়া; দোষ। দূষি (দোষ ধরা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। দূষয়িতা, দূষক। ... + অন কর্তৃ। বিণ। ৩। রাক্ষস বিঃ। এই রাক্ষস সম্পর্কে লঙ্কাপতি রাবণের মাতৃষ্বস্রেয় ছিল, এবং তাঁহার আদেশে দণ্ডকারণ্যবাসী খর নামক রাক্ষসের সহিত মিলিত হইয়া দশাননভগিনী শূর্পনখার রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ কর্তৃক শূর্পনখার নাসাকর্ণ ছেদিত হইলে, দূষণ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। বি।

দূষণীয়- দূষ্য; নিন্দনীয়। ণিজন্ত দুষ্ (দোষ দেওয়া) + অনীয় কর্ম। বিণ।

দূষয়িতা (দূষয়িতৃ)—দূষক (সকল অর্থে)। ণিজন্ত দুষ্ (দোষ দেওয়া) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দূষয়িত্রী**।

দূষিকা - দূষয়িত্রী; অপবাদিকা। দূষক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

দূষিত- উপহত; দোষযুক্ত; দোষপ্রাপ্ত; নিন্দিত। ণিজন্ত দুষ্ (দোষ দেওয়া) + ক্ত কর্ম। বিণ।

দূষ্য —১। দূষণীয়; নিন্দনীয়; ত্যাগযোগ্য। ণিজন্ত দুষ্ (দোষ দেওয়া) + য কর্ম। বিণ। ২। বস্ত্রাবাস, তাঁবু। দূষি + ষ্যণ্ অর্থে। বি; ক্লী।

দৃক্ (দৃশ্)—দর্শন, দৃষ্টি; জ্ঞান। দৃশ্ + ক্বিপ্ ভাব। ২। নেত্র, চক্ষুঃ। দৃশ্ + ক্বিপ্ করণ। বি; স্ত্রী। ৩। দর্শক। দৃশ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

দৃক্পাত—দৃষ্টিক্ষেপ; গ্রাহ্যকরণ, ভ্রূক্ষেপ। ৬তৎ। বি; পু।

দৃক্শক্তি—১। দর্শনশক্তি; জ্ঞানশক্তি, প্রকাশরূপ চৈতন্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। সর্বপ্রকাশক চেতন পুরুষ। দৃকের (জ্ঞানের) শক্তি হয় যাহা হইতে, বহু। বি; পু।

দৃঢ়—সমর্থ; কঠিন; স্থির; গাঢ়; মজবুত; অবিচলিত; অত্যন্ত। দৃহ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দৃঢ়তা, দৃঢ়ত্ব—দার্ঢ্য, কাঠিন্য, কঠোরতা। দৃঢ় + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

দৃঢ়নিশ্চয়—১। অটল বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তযুক্ত। বহু। বিণ। ২। স্থির বিশ্বাস। কর্মধা। বি; পু।

দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—স্থিরপ্রতিজ্ঞ, স্থিরসংকল্প, সর্বাবস্থায় আপনার প্রতিশ্রুতিপালনে অটল। দৃঢ়া হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ। বি—**দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা**।

দৃঢ়বন্ধনী - কঠোর বন্ধনসাধন, শক্ত বাঁধন। দৃঢ়া যে বন্ধনী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দৃঢ়ব্রত ১। ফলোদয় পর্যন্ত কার্যকারী, দৃঢ় অধ্যবসায়শীল। দৃঢ় হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ। ২। স্থিরপণ; অটল অধ্যবসায়। কর্মধা। বি; ক্লী।

দৃঢ়মুষ্টি—১। কৃপণ, ব্যয়কুণ্ঠ; দৃঢ়রূপে বদ্ধমুষ্টি, যে হাত খুব শক্ত মুটো করিয়াছে এরূপ। দৃঢ়া হইয়াছে মুষ্টি যাহার, বহু। বিণ। ২। শক্ত মুটো। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দৃঢ়মূল—বদ্ধমূল, অটল, অচল। দৃঢ় হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ।

দৃঢ়সংকল্প—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সংকল্প রক্ষায় অবিচলিত। বহু। বিণ।

দৃঢ়সন্ধ —১। স্থিরপ্রতিজ্ঞ, অটলপণ; স্থিরসন্ধি, দৃঢ়রূপে মিলিত। দৃঢ়া সন্ধা যাহার, বহু। বিণ। ২। ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্রের নাম। বি; পু।

দৃঢ়স্বরে—স্থিরতাব্যঞ্জক-রবে, অকম্পিতকণ্ঠে। দৃঢ় হইয়াছে স্বর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

দৃঢ়ীকরণ শক্ত করা, সুপ্রতিষ্ঠিত করা; সমর্থন। দৃঢ় + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= দৃঢ়ী) কৃ (করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দৃঢ়ীকৃত—সুপ্রতিষ্ঠিত; সমর্থিত। দৃঢ় + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= দৃঢ়ী)—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

দৃঢ়ীভবন—শক্ত হওয়া; সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া। দৃঢ় + চ্বি (= দৃঢ়ী) -ভূ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

দৃঢ়ীভূত—যাহা পূর্বে দৃঢ় ছিল না এক্ষণে দৃঢ় হইয়াছে। দৃঢ় শব্দ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= দৃঢ়ী)—ভূ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দৃত—১। বিদীর্ণ। দৃ + ক্ত কর্ম। ২। সমাদৃত, সম্মানিত। দৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

দৃপ্ত—উদ্ধত; দুষ্ট; গর্বিত। দৃপ্ (দর্প করা) ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দৃপ্র—দৃপ্ত (তাহা দ্রঃ)। দৃপ্ + র কর্তৃ। বিণ।

দৃশদ্বতী, দৃষদ্বতী—নদী বিঃ; দেবী বিঃ। দৃশদ্ বা দৃষদ্ শব্দ (প্রস্তর) + বতু অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দৃশা—দৃক্ (সকল অর্থে)। দৃশ্ (দেখা) + ক্বিপ্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

দৃশ্য—১। দর্শনীয়; রূপবান্; সুশ্রী। দৃশ্ + ক্যপ্, অথবা দৃশ্ + ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ২। দর্শনীয় বস্তু বা ব্যাপার; পটাদি দ্বারা রঙ্গমঞ্চের সজ্জা; নাটকের গর্ভাঙ্ক। বি; ক্লী।

দৃশ্যকাব্য—নাটক। কর্মধা। বি; ক্লী।

দৃশ্যপট—নাটকাদির অভিনয়কালে দর্শনীয় পট, 'সিন'। কর্মধা। বি; পু।

দৃশ্যমান—যাহা দেখা যাইতেছে। দৃশ্ + শানচ্। বিণ।

দৃশ্যসংগীত—নৃত্য (নৃত্য শোনা যায় না, দেখা যায়, এজন্য উহার নাম দৃশ্যসংগীত)। দৃশ্য যে সংগীত (সংগীতবৎ আনন্দদায়ক), কর্মধা। বি; ক্লী।

দৃষদ্বতী—'দৃশদ্বতী' দ্রঃ।

দৃষ্ট—১। যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ, বীক্ষিত, অবলোকিত; জ্ঞাত; ব্যক্ত; পরীক্ষিত; লৌকিক। দৃশ্ (দেখা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দর্শন, দেখা; জ্ঞান। দৃশ্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

দৃষ্টচর—পূর্বে দৃষ্ট, যাহা অগ্রে দেখা গিয়াছে এরূপ। দৃষ্ট + চরট্ ভূতপূর্বার্থে। বিণ।

দৃষ্টপূর্ব—পূর্বে দৃষ্ট। ৭তৎ। বিণ।

দৃষ্টপৃষ্ঠ—রণস্থল হইতে পলায়নপূর্বক পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী, রণবিমুখ, যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়মান। দৃষ্ট পৃষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

দৃষ্টপ্রত্যয়—যাহাকে দেখিয়াই বিশ্বাস করা যায় এমন। দৃষ্ট (দর্শন) দ্বারা প্রত্যয় হয় যাহাতে, বহু। বিণ।

দৃষ্টরজাঃ (-রজস্)—নবীনা যুবতী, নবযৌবনবিশিষ্টা স্ত্রী। দৃষ্ট হইয়াছে রজঃ (স্ত্রীকুসুম) যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

দৃষ্টাদৃষ্ট—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট, যাহার কোন অংশ দৃষ্ট ও কোন অংশ দৃষ্টির বহির্ভূত; পূর্বে দৃষ্ট পরে অদৃষ্ট; জ্ঞাতাজ্ঞাত; লৌকিক ও অলৌকিক। কর্মধা। বিণ।

দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, নিদর্শন; উপমান; মৃত্যু; কাব্যালংকার বিঃ। দৃষ্ট হয় অন্ত যাহাতে, বহু। বি; পু।

দৃষ্টান্তস্থল—উদাহরণের বিষয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দৃষ্টি—১। দর্শন; জ্ঞান; ইন্দ্রিয়গণদ্বারা বিষয়ানুভব; অবধান; নজর; ঈর্ষা বা লোভসূচক দৃষ্টি; অশুভ দৃষ্টি (যেমন—দৃষ্টি দেওয়া, শনির দৃষ্টি)। দৃশ্ (দেখা) + ক্তি ভাব। ২। নয়ন, নেত্র। দৃশ্ + ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

দৃষ্টিকৃপণ—যে প্রত্যক্ষে পরিমিত ব্যয়ও দেখিতে পারে না কিন্তু পরোক্ষে অপরিমিত ব্যয় হইলেও খেয়াল করে না এমন, penny-wise pound-foolish. ৭তৎ। বিণ।

˜কোণ—যে কোণ অর্থাৎ ভাব বা বিচারের দিক্ হইতে দেখা যায়, angle of vision. ৬তৎ। বি; পু।

দৃষ্টিক্ষেপ—নয়ননিক্ষেপ, নেত্রপাত, দৃক্পাত। ৬তৎ। বি; পু।

দৃষ্টিগোচর—নয়নপথবর্তী; দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত। ৬তৎ। বিণ।

দৃষ্টিপথ—চক্ষুঃপথ, যেদিকে চাওয়া হয়। ৬তৎ। বি; পু।

দৃষ্টিপাত—দর্শন, দৃষ্টিনিক্ষেপ, চাওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

দৃষ্টিবিক্ষেপ—নেত্রের বিকৃতভাবে ক্ষেপণ, কটাক্ষ, আড়দৃষ্টি। ৬তৎ। বি; পু।

দৃষ্টিবিজ্ঞান—আলোক ও দর্শনবিষয়া বিদ্যা। দৃষ্টিসংক্রান্ত বিজ্ঞান, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

দৃষ্টিসুখ—দেখার আনন্দ। দৃষ্টিজনিত সুখ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দৃষ্টে—দৃষ্টিমাত্র; দেখিয়া; সম্মুখে। <দৃষ্টি। ক্রি-বিণ।

দে—১। [তুই]প্রদান কর। বাংপ্র। ক্রি। ২। দেহ। প্রা কপ্র। বি।

দেআ—দেবতা; আকাশ; মেঘ। প্রা কপ্র। বি।

দেইজী—দায়াদ, জ্ঞাতি, ভায়াদ। বাংপ্র। বি।

দেউটি—দীপ, প্রদীপ। বাংপ্র। বি।

দেউড়ি—বহির্দ্বার, ফটক, সদর দরজা। <দেহলী। বি।

দেউল—মন্দির, দেবালয়, মঠ। <দেবকুল। বি।

দেউলিয়া, দেউলে—১। ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, নিঃসম্বল, insolvent. বিণ। ২। দেবতার সেবাইত বা পূজারী, পূজক। বাংপ্র। বি।

দেউল্যা—দেবতার সেবাইত বা পূজারী, পূজক। প্রা কপ্র। বি।

দেওয়া—১। দান করা; ব্যবস্থা করা; পাঠানো; ন্যস্ত করা; উৎপন্ন করা; বলা; যোগানো; মঞ্জুর করা; ক্ষমতা প্রদর্শন করা ('পরীক্ষা বা পাল্লা —'); প্রয়োগ করা; অনুষ্ঠান সম্পাদন বা শেষ করা ('পূজা বা বিবাহ —'); স্থাপন করা, লাগান ('রোদে —'); নিযুক্ত করা, প্রবিষ্ট করা ('স্কুলে বা জেলে —'); লগ্ন বা বদ্ধ করা ('তালা, কপাট —'); স্পর্শ করা ('হাত —'); নিক্ষেপ বা বিসর্জন করা ('জলে —' বা 'প্রাণ —')। ক্রি। ২। দান। বি। ৩। দত্ত। বাংপ্র। বিণ।

দেওয়ান—ভূসম্পত্তি বা কারবার সংক্রান্ত প্রধান কর্মচারী। <ফা 'দীবান'। বি।

দেওয়ানি—দেওয়ানের পদ কর্ম ক্ষমতা বা অধিকার। ফা-মু। বি।

দেওয়ানী—বিষয়সম্বন্ধীয়, বৈষয়িক ('— আদালত')। ফা-মু। বিণ।

দেওয়া-নেওয়া—আদান-প্রদান। বাংপ্র। বি।

দেওয়াল, দেয়াল—ভিত্তি, প্রাচীর। [ফা-মু। বি।

দেওয়ালি—দীপালী, কার্তিক-অমাবস্যা বা কালীপূজার রাত্রে দীপসজ্জা, দীপান্বিতা-কৃত্য। <দীপাবলী। বি।

দেওর—দেবর, স্বামীর অনুজ। বাংপ্র। বি।

দেঁতো—দাঁতাল, দন্তুর; যাহা আন্তরিক নহে এমন ('— হাসি')। বাংপ্র। বিণ।

দেকাঠি—দীপশলাকা, দিয়াশলাই। বাংপ্র। বি।

দেখ—১। মনোযোগ আকর্ষণের জন্য সম্বোধন। অ। ২। দর্শন কর। বাংপ্র। ক্রি।

দেখতা—দৃষ্ট, সমক্ষে ঘটিত; সমসাময়িক। বাংপ্র। বিণ।

দেখন—দর্শন, দেখা। বাংপ্র। বি।

দেখন-হাসি—যাহাকে দেখিলে আনন্দ হয় বা হাসি পায়; সখীর পাতানো নাম। বাংপ্র। বি।

দেখা—১। দৃষ্ট। বিণ। ২। দর্শন, সাক্ষাৎকার। বি। ৩। দর্শন করা; প্রত্যক্ষ করা; অভিজ্ঞতা থাকা; তদারক করা; সেবা-শুশ্রূষা বা চিকিৎসা করা; খুঁজিয়া বাহির করা; পরীক্ষা করা; জব্দ করা; সাবধান হওয়া; বিবেচনা করা। বাংপ্র। ক্রি। **দেখা দেওয়া**—প্রাদুর্ভাব হওয়া; সম্মুখে আসা। **দেখিতে দেখিতে**—অতি অল্পকাল মধ্যে। **হাত দেখা** নাড়ী পরীক্ষা করা; হস্তরেখা দেখিয়া ভাগ্য গণনা করা।

দেখাদেখি—অনুকরণ; পরস্পর দেখা। বাংপ্র। বি।

দেখানো—দর্শন করানো, প্রদর্শন করা; প্রয়োগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

দেখাশুনা, -শোনা—তত্ত্বাবধান; দেখা-সাক্ষাৎ। বাংপ্র। বি।

দেখাসাক্ষাৎ—দেখা করিয়া আলাপ। বাংপ্র। বি।

দেড়—এক ও একার্ধ, সার্ধ। বাংপ্র। বিণ।

দেড়া—দেড়গুণ, সার্ধ। বাংপ্র। বিণ।

দেড়ি—দেড়, সার্ধ; দেড়া, দেড়গুণ; উদ্বৃত্ত, বাড়তি। প্রা কপ্র। বিণ।

দেদার—অপর্যাপ্ত, অনেক, বিস্তর, প্রভূত, প্রচুর, অক্ষয়, অফুরন্ত, অঢেল। ফা-মু। বিণ।

দেদীপ্যমান—দীপ্তিশীল; জাজ্বল্যমান; শোভমান। যঙন্ত দীপ্ + শান কর্তৃ। বিণ।

দেধান—জোয়ার, ভুট্টা। বাংপ্র। বি।

দেনদার—'দেনাদার' দ্রঃ।

দেনমোহর—বিবাহকালে মুসলমান পতি-কর্তৃক পত্নীকে প্রদত্ত যৌতুকধন। আ-মু। বি।

দেনা, দেন—যাহা অন্যকে দিতে হইবে; ঋণ, কর্জ। আ। বি।

দেনাদার, দেনদার—যে ধারে, অধমর্ণ, খাতক। আ-ফা-মু। বি বা বিণ।

দেনা-পাওনা—যাহা দিতে হইবে অর্থাৎ ধার আছে এবং যাহা পাওয়া যাইবে, assets and liabilities. বাংপ্র। বি।

দেনে-ওয়ালা—দাতা; পরমেশ্বর। হি-মু। বিণ বা বি।

দেনো—যাহা ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে দান করা হয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

দেব—১। ঈশ্বর; স্বর্গবাসী, দেবতা, সুর; মেঘ; রাজা; বিজিগীষু ব্যক্তি; ভক্তিসূচক নামান্ত (যেমন, গুরুদেব); ব্রাহ্মণ। দিব্ (ক্রীড়া করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**দেবী**।

দেবক—শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ। দিব্ (ক্রীড়া করা) + ণক কর্তৃ। বি; পু।

দেবকণ্ঠ—১। দেববৎ মধুর কণ্ঠস্বরযুক্ত। দেবের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**দেবকণ্ঠী**। ২। দেবতার কণ্ঠ বা কণ্ঠস্বর। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

দেবকন্যা—১। দেবতনয়া, দেবপুত্রী। ৬তৎ। ২। দেবকন্যাসদৃশী কন্যা। বি; স্ত্রী।

দেবকর্দম—সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ; চন্দন, অগুরু-কর্পূর-কুঙ্কুম মিশ্রিত দ্রব্য। দেবভোগ্য যে কর্দম, মধ্যপ। বি; পু।

দেবকল্প—দেবসদৃশ। দেব শব্দ + কল্প ঈষদ্-নার্থে। বিণ।

দেবকার্য—১। দেবতার প্রীত্যর্থে কৃত কর্ম, পূজা, উপাসনা, যাগ, যজ্ঞ। মধ্যপ। ২। দেবতার কার্য, দেবতাদিগের কৃত কর্ম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দেবকাষ্ঠ—দেবদারু। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দেবকিরী—রাগিণী বিঃ, মেঘরাগের কন্যা। বি; স্ত্রী।

দেবকী, দৈবকী—কৃষ্ণের জননী। দেবক + অ অপত্যার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী। ইনি উগ্রসেনভ্রাতা দেবকের ঔরসজাতা কন্যা। ইঁহার স্বামীর নাম বসুদেব। ইঁহার

বিবাহোৎসবকালে উগ্রসেনতনয় কংস জানিতে পারেন যে দেবকীর অষ্টমগর্ভ-সম্ভূত সন্তান তাঁহার প্রাণবিনাশ করিবে। তখন কংস ভগিনীপতি সহ ভগিনীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং দেবকীর এক একটি সন্তান যেমন জন্মিতে লাগিল, অমনি কংস তাহাকে লইয়া বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অবশেষে অষ্টম গর্ভে রজনীতে কৃষ্ণের জন্ম হইলে বসুদেব গোপনে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া নন্দপত্নী যশোদার সদ্যোজাতা কন্যাকে আনয়ন-পূর্বক দেবকীর নিকট রাখিয়া দিলেন। পরদিন কংস সেই কন্যার প্রাণবধে চেষ্টিত হইলে দৈববাণীতে অবগত হন যে, তাঁহার জীবনহন্তা অন্যত্র বর্ধিত হইতেছে। অতঃপর কংস পতিসহ ভগিনী দেবকীকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। কালক্রমে কৃষ্ণ কর্তৃক কংস নিহত হইলে দেবকী পুত্রমুখ দর্শনে অতি সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যদুবংশ ধ্বংসের পর বসুদেব যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিলে, দেবকী তাঁহার অনুগামিনী হন। কথিত আছে যে, দেবকী ও বসুদেব জন্মান্তরে পৃশ্নি ও সুতপ নামে খ্যাত ছিলেন; ভগবানের বরে অদিতি ও কশ্যপ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া বামনরূপী ভগবান্‌কে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। অদিতি কশ্যপকে বরুণের গবী প্রত্যার্পণ করিতে নিষেধ করায়, ব্রহ্মার শাপে পুনরায় মানুষী হইয়া দেবকী নামে খ্যাত হইয়াছিলেন।

দেবকীনন্দন, -সুনু—কৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

দেবকুণ্ড—দেবখাত। দেবকৃত কুণ্ড, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

দেবকুমার রায় (মিঃ ডি. কে. রায়)—এই প্রসিদ্ধ বৈমানিক ঢাকা মানিকগঞ্জের অধিবাসী। ইঁহার পিতা ৺দীনেশচন্দ্র রায় সবজজ ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল কটক শহরে দেবকুমারের জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এস-সি পরীক্ষায় পাস করিয়া কিছুকাল আইন পড়িবার পর ইনি ১৯২৮ খ্রীঃ অব্দে বিলাত যান ও ব্রিস্টল বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যায় ডিগ্রী লাভ করেন। অতঃপর ইনি ব্রিস্টল এবং ওয়েলেস্ বিমান ক্লাবে এক বৎসর বিমান পরিচালনা শিক্ষা করেন। ১৯৩২ খ্রীঃ ইনি প্রথম ব্রিটিশ 'এ' লাইসেন্স পান। অতঃপর ক্রকল্যাণ্ডে Blind flying course পর্যন্ত শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি 'বি' লাইসেন্স পান ও এয়ার মিনিস্ট্রিতে পরীক্ষায় পাস করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর চালকের সার্টিফিকেট পান। ব্রিস্টল এয়ারপোর্ট, পিটার্স লিমিটেড এবং ব্রিস্টল এরোপ্লেন কোং হইতে ইনি খপোতসংক্রান্ত ইঞ্জিনিয়ারিংএর Practical and Workshop Training সার্টিফিকেট পান। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভারতে বিমান চালাইবার অধিকারলাভের জন্য কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বৃত্তির সাহায্যে ভারতীয় 'বি' লাইসেন্স লাভের যোগ্যতা অর্জন করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর সম্রাটের সিলভার জুবিলির প্রাক্কালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের আহ্বানক্রমে বৈমানিক মিঃ বি. কে. দাসের বিমানখানি লইয়া সোমবারে সিমলায় যাইবার পূর্বে রবিবারে ইনি এক বীমা কোম্পানির সহকারী ম্যানেজার মিঃ পি. গুপ্তকে লইয়া বিমান-চালনায় হাত দুরস্ত করিয়া লইতেছিলেন। ফলে দমদমের সন্নিকটে গৌরীপুর গ্রামে কুমারী ব্রাউনলো সমেত বি. কে. দাসের বিমানের সহিত ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন-কালে ইঁহার বিমানের সংঘর্ষ হওয়ায় দুইখানি বিমানই চূর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে চারিজনেরই শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয় (১৫ই বৈশাখ, ১৩৪২ সাল)। এরূপে বিধবার একমাত্র জীবিত পুত্র ও প্রসিদ্ধ তরুণ বৈমানিকের কর্মময় জীবনের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অকালে কালের কবলে বিসর্জন দিতে হইল।

দেবকুল—১। দেববংশ; দেবসমূহ। ৬তৎ। ২। দেবালয়, দেবার্চনার স্থান। দেব—কুল্ (ভালবাসা)+ক কর্ম। বি; ক্লী।

দেবকুল্যা—গঙ্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দেবখাত—অকৃত্রিম জলাশয়, হ্রদ। দেবকৃত যে খাত, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দেবখাত-বিল—পর্বতের গহ্বর। দেবখাত হইয়াছে বিল যাহার, বহু; অথবা দেবখাত যে বিল, কর্মধা। বি; ক্লী।

দেবগণিকা—স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দেবগান্ধারী—রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

দেবগিরি—পর্বত বিঃ; নগর বিঃ, যাদব-বংশীয় ভিল্লম নামক নরপতি খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এইখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বি; পু।

দেবগুরু—বৃহস্পতি। ৬তৎ। বি; পু।

দেবগৃহ—দেবালয়, দেবমন্দির; স্বর্ণ-মণ্ডলাদি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দেবচর্যা—১। দেবতার অর্চনার্থ চেষ্টা। মধ্যপ। ২। দেবাচরণ; দেবসেবা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দেবচিকিৎসক—অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ৬তৎ। বি; পু।

দেবজন—১। দেবতুল্য লোক। মধ্যপ। ২। রাজা; গন্ধর্ব। বি; পু।

দেবতরু—মন্দার পারিজাত সন্তান কল্পবৃক্ষ হরিচন্দন এই পঞ্চ বৃক্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

দেবতা—১। অমর, সুর, দেব। 'দেব' দ্রঃ। দেব শব্দ+তা স্বার্থে; অথবা, দেব—তন্ (বিস্তার করা)+ড কর্তৃ+আপ্। ২। দেবভাব, দেবত্ব। দেব+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দেবতাড় রাহু; অগ্নি; বৃক্ষ বিঃ। দেবকে তাড়না করে যে, উপতৎ; দেব—তড়্+ণণ্ কর্তৃ। বি; পু।

দেবতাধিপ—দেবরাজ, ইন্দ্র। দেবতা-দিগের অধিপ, ৬তৎ। বি; পু।

দেবতাপ্রতিষ্ঠা—যথাবিধানে দেববিগ্রহ-সংস্থাপন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দেবত্ব—দেবভাব; দেবতার স্বরূপ প্রাপ্তি, দেবতার ন্যায় সম্মান। দেব শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দেবত্র—দেবসেবার্থে নিয়োজিত বা উৎসৃষ্ট (ভূম্যাদি)। দেব শব্দ—ত্রৈ (পালন করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

দেবদত্ত ১। দেবতাকে প্রদত্ত। ৪তৎ। ২। দেবতাকর্তৃক প্রদত্ত। ৩তৎ। বিণ। ৩। এক ব্যক্তির নাম, ইনি বুদ্ধদেবের অনুজ; অর্জুনের শঙ্খ। বি; পু।

দেবদর্শন—দেবতাদিগের সাক্ষাৎকার, দেবগণকে দেখা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দেবদারু—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

দেবদাসী—১। দেবগণের সেবিকা; দেব-মন্দিরের নর্তকী। ৬তৎ। ২। বারাঙ্গনা, বেশ্যা। বি; স্ত্রী।

দেবদুর্লভ ১। যাহা দেবতাতেও পাওয়া যায় না। ৭তৎ। ২। যাহা দেবতারও দুষ্প্রাপ্য। ৬তৎ। বিণ।

দেবদূত দেবতার অনুচর; স্বর্গ হইতে প্রেরিত পুরুষ। ৬তৎ। বি; পু।

দেবদেব—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর। দেব-দিগের দেব, ৬তৎ। বি; পু।

দেবদেবেশ—মহেশ্বর, শিব। দেবদিগের ঈশ=দেবেশ, ৬তৎ; দেবই যে দেবেশ, কর্মধা। বি; পু।

দেবদ্বিজ—দেবতা ও ব্রাহ্মণ। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

দেবদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—১। দেবতার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন, দেবতার হিংসাকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—দেবদ্বেষিণী। ২। অসুর। বি; পু। [বি; ক্লী।

দেবধান্য—দেধান। দেবপ্রিয় ধান্য, মধ্যপ।

দেবধূপ—গুগ্‌গুল। দেবপ্রিয় ধূপ, মধ্যপ। বি ; পু।

দেবন—১। পাশক। দিব্ (ক্রীড়া করা)+অনট্ করণ। বি ; পু। ২। ক্রীড়া ; স্তুতি ; দীপ্তি ; দুঃখ। দিব্+অনট্ ভাব। ৩। ক্রীড়াস্থান। দিব্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

দেবনদী—গঙ্গা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবনা—পশ্চাত্তাপ, দুঃখ ; ক্রীড়া। দিব্+অন ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

দেবনাগর, -নাগরী—অক্ষরের ছাঁদ বা আকার বিঃ, যে অক্ষরে হিন্দী মারাঠা প্রভৃতি ভাষা লিখিত হয়। বাংপ্র। বি।

দেবপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবপথ—আকাশ ; ছায়াপথ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবপশু—দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট পশু। দেবোৎসৃষ্ট পশু, মধ্যপ। বি ; পু।

দেবপাত্র—অগ্নি। দেবের পাত্র, ৬তৎ (কারণ দেবতারা অগ্নিরূপ পাত্র দ্বারা হবিঃ পান করেন)। বি ; ক্লী।

দেবপাল—উত্তরাপথের বিখ্যাত পাল রাজবংশের তৃতীয় নরপতি। ইঁহার পিতার নাম ধর্মপাল ও পিতামহের নাম গোপাল। দেবপালদেব নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজত্ব-কালে রেবা হইতে হিমালয় পর্যন্ত এবং পূর্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্যন্ত ভারতের তাবৎ ভূভাগ পালসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলে ইনি উৎকল, হূণ, দ্রাবিড় এবং গুর্জরগণকে পরাজিত করেন।

দেবপুরী—অমরাবতী, ইন্দ্রের নগর। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবপূজ্য—দেবগুরু বৃহস্পতি। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবপ্রশ্ন—গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার অনুসারে ঘটিত শুভাশুভ প্রশ্ন। মধ্যপ। বি ; পু।

দেবপ্রসাদ—দেবতার অনুগ্রহ ; দেবতার উচ্ছিষ্ট, অর্থাৎ দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্য। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এম. এ., বি. এল.—ইনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক স্বর্গীয় রায় বাহাদুর সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর দ্বিতীয় পুত্র ও স্বর্গীয় প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীর ভ্রাতুষ্পুত্র। হাওড়া জেলায় বামুনপাড়া গ্রামে ইনি ১৮৬২ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে জন্মগ্রহণ করেন। রামেশ্বরপুরের মাইনর স্কুলে ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ডফ্ স্কলারশিপ্, গোবিন্দ প্রসাদ স্কলারশিপ্ ও নানাবিধ সর্বোচ্চ বৃত্তি পাইয়া ১৮৮২ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজে ইঁহার শিক্ষা সমাপ্ত হয়। ঐ বৎসরে ইনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটর্নি অফিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ ইনি এটর্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল সভার এবং ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী কমিটির অন্যতম সদস্যরূপে নির্বাচিত হন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ফেলো" নির্বাচিত হন এবং ক্রমান্বয়ে 'ল-ফ্যাকাল্টি' ও সিণ্ডিকেটের সভ্য নিযুক্ত হন। অতঃপর ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট্, ন্যাশনাল কংগ্রেস, সাহিত্যপরিষৎ প্রভৃতি দেশহিতকর কার্যের সহিত ইনি ঘনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি স্বরূপে ইনি দুইবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকার লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ইনি London Universities of the Empire Congress-এর অন্যতর প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। সপত্নীক সম্রাট পঞ্চম জর্জের কলিকাতা আগমন কালে সম্রাট্ দম্পতির অভ্যর্থনা উপলক্ষে ছাত্র-বৃন্দের শোভাযাত্রার ভার দেবপ্রসাদ গ্রহণ করেন, এবং তদ্বিষয়ে বিলক্ষণ কৃতিত্বপ্রকাশ করায়, রাজসন্তোষের নিদর্শন স্বরূপ সম্রাট্ দম্পতির কলিকাতা অবস্থানকালে তাঁহাদের স্বাক্ষরযুক্ত দুইখানি ফটো প্রাপ্ত হন (৭ই জানুয়ারী, ১৯১২)। পর বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মহামিলন উপলক্ষে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় সেই উপলক্ষে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক এল. এল. ডি. (L. L. D.) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ইনি ভারত গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সি. আই. ই. (C. I. E.) উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন, এবং সেই বৎসর মার্চ মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলর (সহকারী সভাপতি) পদে অধিষ্ঠিত হন। এই সমুচ্চ গৌরবজনক পদ বেসরকারী ব্যক্তিকে এই প্রথম দেওয়া হয়। মধুপুরে ইঁহার পিতৃসমাধির উপর সাধারণের হিতার্থে, এক সুন্দর শ্মশানঘাট ও জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে ইনি বিলক্ষণ পটু। ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের এবং রিপন কলেজের গভর্নিং বডির সভ্য ছিলেন। কংগ্রেস, সাহিত্যপরিষৎ, সাহিত্য সভা, বাল্য-বিবাহ-নিবারণী সভা, সুরাপান-নিবারণী সভা, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসন প্রভৃতি সভার সভ্য ছিলেন। গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে স্যর উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই অগস্ট ইনি পরলোকগত হন।

দেববক্ত্র—অগ্নি ; দেবতার মুখ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেববাক্য—দেববাণী, সংস্কৃত ভাষা ; দৈববাণী। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেববাহন—অগ্নি। দেব—ণিজন্ত বহ্ বা বাহি+অন কর্তৃ। বি ; পু।

দেববিদ্বেষ—দেবতায় শত্রুভাব। ৭তৎ। বি ; পু।

দেববিদ্যা—দেবজ্ঞানবিষয়া বিদ্যা, নিরুক্ত-বিদ্যা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দেববৃক্ষ—মন্দারবৃক্ষ ; সপ্তপর্ণবৃক্ষ ; গুগ্‌গুল। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবব্রত—ভীষ্ম (ভীষ্মদেব বাল্যে দেবব্রত নামে অভিহিত হইতেন)। দেব (ইন্দ্রিয়-সংযম) হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বি ; পু।

দেবব্রতী (-ব্রতিন্)—দেবতার্থে ব্রতকারী। দেবব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দেবব্রতিনী**।

দেবভবন—১। দেবগৃহ, দেবমন্দির। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। স্বর্গ ; অশ্বত্থবৃক্ষ। বি ; পু।

দেবভাব—১। দেবত্ব ; অলৌকিকত্ব। ৬তৎ। ২। শুদ্ধভাব ; সাত্ত্বিক প্রকৃতি। মধ্যপ। বি ; পু।

দেবভাষা—সংস্কৃত ভাষা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবভাষিত—১। দেবোক্ত। ৩তৎ। বিণ। ২। দৈববাণী। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেবভূ—১। স্বর্গ। দেব—ভূ+ক্বিপ্ অধি। বি ; স্ত্রী। ২। দেবতা। ...ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

দেবভূমি—১। স্বর্গ। ৬তৎ। ২। দেবপ্রিয় স্থান। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দেবভূয়—দেবত্ব। দেব শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্যপ্ ভাব। বি ; ক্লী।

দেবভোগ্য—দেবতার ভোগযোগ্য ; স্বর্গীয় ; অত্যুৎকৃষ্ট। ৬তৎ। বিণ।

দেবমণি—কৌস্তুভমণি ; অশ্বের গলদেশস্থ রোমাবর্ত। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবমন্দির—দেবালয়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেবমাতা (-মাতৃ)—অদিতি [তাহা দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবমাতৃক—বৃষ্টিজল দ্বারা উৎপন্ন শস্যে পালিত ('—দেশ')। দেব হইয়াছে মাতা (মাতৃস্বরূপ) যেখানে বা যাহার, বহু। বিণ।

দেবমান—দেবলোকের সময়ের পরিমাণ। ৬তৎ বা মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দেবমায়া অজ্ঞান, অবিদ্যা। দেব-কৃতা মায়া, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দেবমাস—মনুষ্যলোকের ত্রিশ বৎসর ; গর্ভের অষ্টম মাস। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবযাত্রা দেবতার নিকট গমন। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দেবযান—দেবরথ, বিমান, ব্যোমযান ; যে পথে পুণ্যাত্মগণ স্বর্গে গমন করেন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেবযানী—দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা। ইনি পিতার অতিশয় স্নেহপাত্রী ছিলেন। বৃহস্পতিতনয় কচ দেবাদেশে সঞ্জীবনী-মন্ত্র শিক্ষার্থে শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক তদীয় আশ্রমে অবস্থিতিকালে, দেবযানী তাঁহার পরিচর্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ক্রমে তাঁহার অনুরাগিণী হইয়া উঠেন। অসুরগণ কচের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বধ করিলে দেবযানী পিতাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পুনর্জীবিত করেন। অতঃপর কচ শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া স্বর্গে গমনোদ্যত হইলে, দেবযানী তাঁহাকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। কচ গুরু-কন্যা সহোদরাজ্ঞানে তাহাতে অসম্মত হইলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে তাঁহার মন্ত্র নিষ্ফল হইবে। কচও অভিসম্পাত করেন যে, দেবযানী ক্ষত্রিয় ভোগ্যা হইবেন।

দৈত্যরাজ বৃষপর্বের তনয়া শর্মিষ্ঠার সহিত দেবযানীর সখীভাব ছিল। একদা উভয়ে একত্র জলক্রীড়ায় গমন করেন। স্নানান্তে শর্মিষ্ঠা অগ্রে তীরে উঠিয়া ভ্রমক্রমে দেবযানীর বস্ত্র পরিধান করেন। এই বিষয় লইয়া উভয়ের কলহ হইলে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে আঘাত করিয়া এক শুষ্ক কূপে নিক্ষেপ করেন। মহারাজ যযাতি দৈবক্রমে মৃগয়ার্থ সেই বনে গমন করেন, এবং জল অন্বেষণ করিতে করিতে সেই কূপের নিকট উপস্থিত হন। রাজা কূপমধ্যে দেবযানীকে দেখিতে পাইয়া ইঁহাকে তাহা হইতে উদ্ধার করেন। দেবযানী যযাতির সৌজন্যে ও রূপে মুগ্ধ হন। অতঃপর ইনি পিতার নিকট শর্মিষ্ঠার দুর্ব্যবহারের কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি বৃষপর্বরাজের রাজ্য ত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন দৈত্যরাজ শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীরূপে প্রদান করিয়া ইঁহার তুষ্টি বিধান করেন।

অনন্তর আর একদিন দেবযানী ক্রীড়ার্থ সেই বনে গমন করেন। যযাতিও মৃগয়ার্থ তথায় উপস্থিত হন। উভয়ে সাক্ষাৎ হইলে, উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনন্তর শুক্রাচার্যের অনুমতি গ্রহণপূর্বক যযাতি দেবযানীর পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরিচারিকা শর্মিষ্ঠাসহ ইঁহাকে রাজভবনে লইয়া যান। যযাতির ঔরসে ইঁহার যদু ও তুর্বসু নামে দুই পুত্র জন্মে। অতঃপর যযাতি গোপনে শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিলে, তাঁহার গর্ভে তিনটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তখন দেবযানী সমুদায় অবগত হইয়া ক্রোধভরে পিতৃগৃহে গমন করেন।

দেবযুগ—সত্যযুগ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবযোনি- উপদেবতা : বিদ্যাধর অপ্সরা যক্ষ রাক্ষস গন্ধর্ব কিন্নর পিশাচ গুহ্যক সিদ্ধ ভূত—ইহারা সব দেবযোনি। দেব হইয়াছে যোনি যাহার, বহু। বি ; পু।

দেবর—পতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেওর। দিব (ক্রীড়া করা) + অরন্ কর্তৃ। বি ; পু।

দেবরথ- দেবযান, বিমান, ব্যোমযান। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবরহস্য অতি গোপনীয়। দেবের রহস্য, ৬তৎ। বিণ। [বি ; পু।

দেবরাজ—ইন্দ্র। দেবগণের রাজা, ৬তৎ।

দেবরাত—১। মহারাজ পরীক্ষিৎ, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পৌত্র। পরীক্ষিৎ যখন তাঁহার জননী অভিমন্যু-পত্নী উত্তরার গর্ভস্থ, সেই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যোগবলে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন, এইজন্য তিনি দেবরাত নামে খ্যাত হন। বি ; পু। ২। দেবদত্ত। দেব রা (দান করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

দেবর্ষি—দেব অথচ ঋষি, নারদাদি মুনি। কর্মধা। বি ; পু।

দেবল—১। দেবোপজীবী, যে ব্রাহ্মণ গ্রাম্য বা তাদৃশ সাধারণ দেবতার পূজা করিয়া বেড়ায়, পূজারী ব্রাহ্মণ। দেব—লা (গ্রহণ করা) + ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। জনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম অসিত ঋষি ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ধৌম্য। ইনি যখন কঠোর তপশ্চরণ করেন, সে সময়ে জৈগীষব্য ইঁহার আশ্রমে বাস করিতেন। জৈগীষব্য অগ্রে সিদ্ধ হওয়ায় দেবল আশ্চর্যান্বিত হইলেন। অতঃপর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দেবল মোক্ষপদ লাভের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

দেবলোক-স্বর্গ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবশত্রু—অসুর। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবশর্মা (-শর্মন্) ব্রাহ্মণজাতির সাধারণ উপাধি। বি ; পু।

দেবশিল্পী (-শিল্পিন্) বিশ্বকর্মা। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবসভা—দেবলোকাস্থিত সুধর্মা নামক সভা ; রাজসভা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবসাৎ—দেবতাকে দেয়, দেবাধীন। দেব শব্দ + সাৎ। অ।

দেবসাযুজ্য- দেবসাদৃশ্য ; দেবতার সহযোগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেবসৃষ্টা—সুরা। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবসেনা—ইন্দ্রের কন্যা, কার্তিকেয়ের পত্নী [ইঁহাকে ষষ্ঠীদেবী বা মহাষষ্ঠীও বলে। বিবাহের পূর্বে একদা দেবসেনা মানস-শৈলে বিহারার্থ গমন করিয়া কেশী নামক দৈত্য কর্তৃক অপহৃতা হন। অনন্তর দেবরাজ কেশীকে পরাস্ত করিয়া দেবসেনার উদ্ধার সাধন করেন] ; দেবসৈন্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবসেনাপতি—কার্তিকেয়। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবস্ব—দেবসেবার্থে নিয়োজিত ধন বা সম্পত্তি ; যাজ্ঞিক ধন। বি ; ক্লী।

দেবহূতি—স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা, কর্দম প্রজাপতির ভার্যা [খ্যাতনামা কপিল ইঁহারই পুত্র। অরুন্ধতী প্রভৃতি ইঁহার নয়টি কন্যা]। বি ; স্ত্রী।

দেবহূয়—১। দেবগণের আহ্বান। দেব শব্দ—হ্বে + ক্যপ্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। দেবাসুরযুদ্ধ। দেব আহূত যাহাতে, ৬পতৎ ; দেব—হ্বে + ক্যপ্ অধি। বি ; পু।

দেবহেলন—দেবগণের অবজ্ঞা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেবহ্রদ- শ্রীপর্বতস্থ তীর্থ বিঃ। বি ; পু।

দেবা—দেব, পুংদেবতা। বাংপ্র। খি।

দেবা (দেবৃ)—দেবর। দিব্ (ক্রীড়া করা) + ঋ কর্তৃ। বি ; পু।

দেবাক্রীড়- দেবোপবন, ইন্দ্রের উদ্যান। দেব—আ—ক্রীড় + অল্ অধি। বি ; পু।

দেবাগারিক- দেবমন্দিরে নিযুক্ত। দেবাগার + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**দেবাগারিকী**।

দেবাঙ্গনা—দেবরমণী ; অপ্সরাঃ। দেবের অঙ্গনা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দেবাজীব—পূজারী ব্রাহ্মণ। দেব (অর্থাৎ দেবপূজা) আজীব যাহার, বহু। বি ; পু।

দেবাত্মা (-অন্)—১। দেবস্বরূপ। দেব হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ২। অশ্বত্থ বৃক্ষ। বি ; পু।

দেবাদিদেব—শিব ; বিষ্ণু। দেবদিগের আদিদেব, ৬তৎ। বি ; পু।

দেবানুচর—১। দেবানুগামী। দেবের অনুচর, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**দেবানুচরী**। ২। বিদ্যাধরাদি উপদেব। বি ; পু।

দেবান্তক- দৈত্য বিঃ ; রাক্ষস বিঃ। দেবগণের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বি ; পু।

দেবাপি—চন্দ্রবংশীয় রাজা প্রতীপের পুত্র এবং শান্তনুর ভ্রাতা; ইনি স্বীয় তপস্যা-প্রভাবে বিশ্বামিত্র ও সিন্ধু দ্বীপের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বি ; পু।

দেবাবাস-স্বর্গ ; সুমেরুপর্বত ; দেবমন্দির, অশ্বত্থ বৃক্ষ। দেবের আবাস, ৬তৎ। বি ; পু।

দেবায়তন—দেবালয়। দেবের আয়তন (আলয়), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেবায়ুধ—ইন্দ্রধনু, রামধনু ; দেবতার অস্ত্র বজ্রাদি। দেবের আয়ুধ (অস্ত্র), ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

দেবারণ্য—দেবতার বিচরণস্থান ; তীর্থ বিঃ। দেবের অরণ্য, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেবালয়—স্বর্গ ; দেবায়তন। দেবের আলয়, ৬তৎ। বি ; পু।

দেবাহার—অমৃত, সুধা। দেব যোগ্য যে আহার (খাদ্যদ্রব্য), মধ্যপ। বি ; পু।

দেবিক—দেবসম্বন্ধীয়। দেব+ইক। বিণ।

দেবিল—দেবভক্ত, ধর্মশীল। দেব+ইল। বিণ।

দেবী—স্ত্রী-দেবতা ; দুর্গা ; মহিষী ; ব্রাহ্মণী ; দ্বিজা বা ভদ্রমহিলার সাধারণ উপাধি, ভক্তিসূচক নামান্ত (যেমন—'মাতৃদেবী')। দেব+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দেবীকোট—বাণ রাজার নগর, শোণিত-পুর। ৬তৎ। বি ; পু।

দেবীপুরাণ—দেবীমাহাত্ম্যাদি বিবরণযুক্ত উপপুরাণ বিঃ। বি ; ক্লী।

দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী—"নব্যভারত" মাসিকপত্র সম্পাদক ও বহু গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ১২৬০ সালের ২৩শে পৌষ বরিশাল (বর্তমান ফরিদপুর) জেলার অন্তর্গত উলপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র রায় চৌধুরী। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ছাত্রাবস্থা হইতেই ইনি কেশববাবুর ব্রাহ্মমন্দিরে যাতায়াত করিতে থাকেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন। ইতঃপূর্বেই ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়নকালে ইনি সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। কয়েক বৎসর মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করিলেও দেবীপ্রসন্ন পরীক্ষা না দিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়া সাহিত্য-সাধনায় নিরত হন। প্রথমে ইনি জনৈক বন্ধুর সহযোগিতায় "ভারত সুহৃদ" নামে একখানি মাসিকপত্র বাহির করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে তাহা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় হইতে দেবীপ্রসন্ন উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। "শরৎচন্দ্র" ইঁহার প্রথম উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন তাঁহার বিধবা ভগিনী বিরজাকে আত্মীয়স্বজনগণের মতের বিরুদ্ধে কলিকাতায় আনিয়া ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ব্রাহ্মমতে তাঁহার বিবাহ দেন। ফলে ইঁহার আত্মীয়গণ অত্যন্ত বিরক্ত হন। কিন্তু উদারস্বভাব দেবীপ্রসন্নের চেষ্টায় এই বিরোধ অল্পকাল মধ্যে মিটিয়া যায়। কেশববাবুর কন্যার কুচবিহার-বিবাহের ফলে সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপিত হইলে অন্যান্য ব্যক্তিগণের সহিত দেবীপ্রসন্নও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া যোগদান করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইঁহার কয়েকটি বন্ধুর সহায়তায় ফরিদপুর সুহৃদ্-সভা স্থাপন করেন। মৃত্যু-কাল পর্যন্ত ইনি উহার সম্পাদক ছিলেন। এই সভার দ্বারা ফরিদপুরে স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তার, ব্যায়ামানুশীলন, অনাথা বিধবা-গণের সাহায্য, দরিদ্র-নারায়ণের সেবা, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান প্রভৃতি নানা সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইত। ১৩০৯ সালে দেবীপ্রসন্ন স্বীয় জন্মভূমি উলপুর গ্রামে নিজ পিতার নামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি ইহার যাব-তীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

দেবীপ্রসন্ন নয়খানি উপন্যাস, দশখানি সন্দর্ভগ্রন্থ ও একখানি ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ১২৯০ সাল হইতে "নব্যভারত" মাসিকপত্র প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি উহার সম্পাদক ছিলেন। ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে বৈদ্যনাথধামে সন্ন্যাস রোগে ইনি দেহত্যাগ করেন।

দেবীবর ঘটক—দক্ষিণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজের মেলবন্ধন-কর্তা। ইঁহার পিতার নাম সর্বানন্দ ঘটক। পিতামহের নাম লপাই (লক্ষ্মীনাথ), প্রপিতামহের নাম অনন্ত। ইঁহারা বন্দ্যবংশ-অবতংস। জনশ্রুতি এইরূপ যে, দেবীবরের মাসতুত ভ্রাতা যোগেশ্বর পণ্ডিত যদৃচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে মধ্যাহ্নকালে দেবীবরের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন ; কিন্তু কুলমর্যাদাধিক্যের অহমিকার বশবর্তী হইয়া তথায় অন্নগ্রহণ না করিয়াই প্রস্থান করেন। দেবীবর তখন ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। গৃহে প্রত্যাগমনের পর দুঃখিনী মর্মপীড়িতা জননীর মুখে এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইঁহার প্রতিশোধ গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন এবং জননীর উপদেশে কালীর আরাধনা করিয়া বাক্‌সিদ্ধি লাভ করিলেন। তৎপরে ইনি রাঢ় ও বঙ্গের কুলীনদিগের কৌলীন্য মর্যাদার সম্বন্ধে সন্ধান লইতে লাগিলেন। ফলে ইনি স্থির করিলেন যে, কুলীনগণের মধ্যে অধিকাংশই কৌলীন্যগুণ-বর্জিত হইয়াছেন। তখন ইনি কুলীন-সমাজের দোষ-সংস্কারের অভিপ্রায়ে এক সামাজিক সভা আহ্বান করিলেন। এই সভায় দেবীবর কুলীনদিগকে ৩৬টি মেলে আবদ্ধ করেন। এই সুযোগে ইঁহার অবমাননা-কারী যোগেশ্বরকে প্রথমে কুলহীন করিয়া, অবশেষে তাঁহাকে কৌলীন্য দান করেন। আর এই সভায় তাঁহার গুরু শোভাকর চট্টোপাধ্যায় আশা করিয়াছিলেন যে, দেবীবর তাঁহার গুরুকে নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কৌলীন্য মর্যাদা দান করিবেন ; কিন্তু বাক্‌সিদ্ধ দেবীবরের মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল—

"ডাক দিয়ে বলে দেবীবর, নিষ্কুল শোভাকর।"

গুরু ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—

"ডাক দিয়ে বলে শোভাকর, নির্বংশ দেবীবর।"

গুরুর অভিশাপ ফলিয়াছিল।

অনুমান ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেবীবর কর্তৃক মেলবন্ধন হয়।

দেবীভাগবত—দেবীমাহাত্ম্যসূচক ভাগ-বতাখ্য পুরাণ বিঃ। বি ; ক্লী।

দেবীমাহাত্ম্য—মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দেবী-মহিমার প্রকাশক গ্রন্থ বিঃ। বি ; ক্লী।

দেবী সিংহ (মহারাজ বাহাদুর)—মুর্শিদাবাদের নসীপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পূর্বপুরুষেরা পানিপথে বাস করিতেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে দেবী সিং বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ কোম্পানির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে নূতন প্রণালী বিধিবদ্ধ হয়। এই সময় দেবী সিংকে রাজস্ববিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করা হয়। ইঁহার কার্যকালে কোম্পানির প্রাপ্য রাজস্ব বহুলপরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া আদায় হয়। ইতিহাসে লিখিত আছে যে, দেবী সিং নানাপ্রকার অত্যাচারের অনুষ্ঠান করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে ইনি পূর্ণিয়া, এদ্রাকপুর, রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ইজারা গ্রহণ করেন। ইহাতে ইনি প্রভূত ধন সঞ্চয় করেন। ১৭৮৩ খ্রীঃ রংপুরের প্রজাগণ প্রকাশ্যভাবে বিরুদ্ধাচরণ করিলে দেবীকে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয় এবং ইঁহার কৃত কার্যের অনুসন্ধান জন্য একটি কমিশন নিযুক্ত হয়। গভর্নর জেনারেল স্যার্ জন সোর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অন্যান্য গুরুতর অপরাধগুলি দেবীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয় নাই। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল দেবী সিংহের মৃত্যু ঘটে।

ইহার ভ্রাতা বাহাদুর সিং ইহার উত্তরাধিকারী হন।

দেবেন্দ্র—দেবরাজ, ইন্দ্র। দেবদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ; কিংবা দেবও যে ইন্দ্রও সে, কর্মধা। বি; পু।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। ইনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার বিখ্যাত ঠাকুরবংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শৈশবে দেবেন্দ্রনাথ মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অধ্যয়ন করেন, এবং পরে চতুর্দশ বর্ষ বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। শৈশবে ইনি পিতামহী কর্তৃক পালিত হইয়াছিলেন, এজন্য তাঁহার প্রতিই সমধিক অনুরক্ত ছিলেন। ইহার অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতামহীর মৃত্যু হয়। অন্যান্য লোকের সহিত দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার দাহকার্যের জন্য শ্মশানে গমন করেন। এই সময়েই ইঁহার মনোমধ্যে বৈরাগ্যভাবের উদয় হয়, এবং সত্যতত্ত্ব কি তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে সহসা ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্রে একটি শ্লোক পড়িয়াই ইঁহার হৃদয়ে একেশ্বরবাদের উদয় হয়, এবং রামমোহন রায়ের সহিত যোগ দিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে মনোযোগী হন। এজন্য ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দুশাস্ত্রান্তর্গত ব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্ত্বসমূহের বহুল প্রচারার্থ তত্ত্ববোধিনী নামক সভা স্থাপন করেন; এবং পরে তত্ত্ববোধিনী নামক এক মাসিক পত্রিকায় উক্ত ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। প্রথমে অক্ষয়কুমার দত্ত ইহার সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ জন সভ্যের সহিত ইনি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর-পূর্বক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। পূর্বে ব্রাহ্মসভায় কোনরূপ উপাসনাদির পদ্ধতি ছিল না, কেবল তথায় উপনিষদের শ্লোক পাঠ এবং ব্যাখ্যা হইত। দেবেন্দ্রনাথই তথায় উপাসনাপদ্ধতি প্রচলন করেন, এবং উপাসনার জন্য একটি প্রার্থনাও প্রস্তুত করিয়া দেন। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। তাহাতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী-দিগের কর্তব্যাদি বহুবিধ বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়। ইঁহার ধর্মপ্রাণতায় মুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ ইঁহাকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করেন। অতঃপর ইনি মসূরী পর্বতে গমন করিয়া তথায় চারি বৎসরকাল নির্জনে ব্রহ্মসাধনায় নিযুক্ত থাকেন। জীবনের শেষ কয়েক বৎসর একরূপ সংসারত্যাগী হইয়া পারি-বারিক বাটী হইতে দূরে অবস্থান করিতেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করেন: ব্রাহ্মধর্ম—তাৎপর্য সহিত ১ম ও ২য় খণ্ড, ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান, ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস, উপদেশাবলী, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা, বক্তৃতাবলী, জ্ঞান ও ধর্মের উন্নতি, পরলোক ও মুক্তি, উপহার, আত্মজীবনী। এতদ্ব্যতীত ইনি ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ এবং উপনিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় বৃত্তি রচনা করেন। ইঁহার দানশীলতাও যথেষ্ট ছিল। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জানুয়ারি তারিখে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ইঁহার অন্যতম পুত্র।

দেবেন্দ্রনাথ দাস—১২৬৩ সালের ২১শে শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীনাথ দাস। দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২০৲ স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৪ খ্রীঃ দেবেন্দ্রনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ্. এ. পরীক্ষায় সর্বপ্রথম হইয়া গোয়ালিয়র মেডেল ও মাসিক ৪০৲ টাকা স্কলারশিপ পান। ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদানের জন্য বিলাতে গমন করিয়া যথাসময়ে ঐ পরীক্ষা প্রদানপূর্বক সপ্তদশ স্থান অধিকার করেন। কিন্তু তখন বয়ঃসংক্রান্ত নূতন নিয়ম প্রবর্তিত হওয়াতে কার্য লাভে বঞ্চিত হন। অতঃপর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। সেখানে প্রথম বৎসরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রায় দুইশত টাকা মূল্যের কতকগুলি পুস্তক ও দুই বৎসরের জন্য মাসিক ৬০৲ টাকা স্কলারশিপ পান। কিন্তু তৃতীয় বৎসরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াও র‍্যাঙ্গলার হইতে পারেন নাই, কারণ তিনি দ্বিতীয় বিভাগে বি. এ. পাস হইয়াছিলেন।

সিভিল সার্ভিস ও র‍্যাঙ্গলার পরীক্ষা উভয় বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া ১৮৮২ খ্রীঃ অব্দে দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর ৫ মাস পরে আবার সপরিবারে বিলাত চলিয়া যান। বিলাতে গিয়া তিনি নানা ভাষা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগের জন্য বিলাতে যে রেনের স্কুল ছিল, তিনি তাহাতে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক হন।

দেবেন্দ্রনাথ কতকগুলি ইংরেজ বন্ধুর অনুরোধে প্রায় চারি মাস কাল ব্যাপিয়া পরবর্তী ৬টি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ১। বৈদিক কাল, চারি বেদ ও উপনিষদ্। ২। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য—রামায়ণ, মহাভারত, কালিদাসের কাব্যনাটকাদি ও প্রাকৃত ভাষা। ৩। সংহিতা। ৪। প্রাচীন দর্শন—মীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ। ৫। পরবর্তী দর্শনশাস্ত্র—জৈন, চার্বাক, ভগবদ্গীতা, বৌদ্ধশাস্ত্র। ৬। পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণ, অলংকার, অভিধান, অঙ্কশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র, সংগীতবাদ্য প্রভৃতি।

বিলাতে অবস্থানের শেষ দুই বৎসর দেবেন্দ্রনাথ অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় অসুস্থ হইয়া পড়েন। ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ২১৩ বার ব্রঙ্কাইটিস রোগে শয্যাশায়ী হন। এই কারণে ডাক্তারেরা তাঁহাকে দেশে চলিয়া যাইতে পরামর্শ দেন, তিনিও তদনু-সারে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। কলিকাতায় আসিবার পরে সিটি কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের কার্য করিতে থাকেন। এখানে প্রায় এক বৎসর কার্য করিয়া আপন ভবনে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীদিগের জন্য একটি ক্লাস খুলেন। তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সেঞ্চুরী স্কুল ও পরে সেঞ্চুরী কলেজ স্থাপন এবং ৭ বৎসর কাল অতি দক্ষতার সহিত ঐ কলেজের কার্য সম্পাদন করেন। পরে সেঞ্চুরী কলেজটি উঠিয়া যায়।

অনন্তর ইনি বরিশাল ব্রজমোহন ইন্‌স্টিটিউশনে ও কলিকাতা সিটি ও রিপন কলেজে অধ্যাপকের কার্য নির্বাহ করেন। এফ্. এ. ও বি. এ.র পাঠ্য-পুস্তকের নোট প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন, এবং পাঁচ বৎসরে ৩১ খানি ইংরাজী পুস্তকের নোট প্রস্তুত করেন। ১৩১৫ সালে ৫২ বৎসর বয়সে দেবেন্দ্রনাথ লোকান্তরে গমন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন—(১৮৫৮—১৯২০ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ কবি। উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে জন্ম। পিতার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ সেন। আদি নিবাস হুগলী জেলার বলাগড় গ্রাম। 'গোলাপগুচ্ছ', 'অশোক-গুচ্ছ', 'শেফালীগুচ্ছ', 'পারিজাতগুচ্ছ' প্রভৃতি ইঁহার রচিত পুস্তক।

দেবেশ—শিব। দেবগণের ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। বি; পু।

দেবেশী—দুর্গা। দেবেশ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

দেবোচিত—দেবযোগ্য; দেবাত্মক। দেবের উচিত, ৬তৎ। বিণ।

দেবোত্তর—দেবত্র। বাংপ্র। বি।

দেবোপম—দেবতাতুল্য। দেব হইয়াছে উপমা যাহার, বহু। বিণ।

দেমাক, দেমাগ—অহমিকা, অহংকার,

গর্ব, অভিমান ; ধৃষ্টতা ; মস্তিষ্ক। <আ 'দিমাগ'। বি।

দেয়—দানযোগ্য, দাতব্য, যাহা দেওয়া আবশ্যক বা উচিত এরূপ। দা (দেওয়া) +য কর্ম। বিণ।

দেয়র—দেবর, স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বাংপ্র। বি।

দেয়া—দেবতা ; আকাশ ; মেঘ। বাংপ্র। বি।

দেয়ালা, দেয়লা—দিয়ালা, শিশুস্বপ্ন, নিদ্রিত শিশুর হাসি-কান্না ; ফষ্টিনাষ্টি। বাংপ্র। বি।

দেয়ালি—দেওয়ালি। বাংপ্র। বি।

দেয়াসিনী- বিদেশিনী ; দেবকন্যা ; মন্ত্রসিদ্ধা নারী। বাংপ্র। বি।

দেরকো, দেলকো- কাঠের পিলসুজ, দীপগাছা। বাংপ্র। বি।

দেরাজ—কাঠের টেবিল আলমারি প্রভৃতির যে বাক্স টানিয়া বাহির করিতে ও ঢুকাইতে পারা যায়, drawers. বাংপ্র। বি।

দেরি—গৌণ, বিলম্ব। <ফা 'দের্'। বি।

দেলকো—'দেরকো' দ্রঃ।

দেশ—স্থান, ভূমির অংশ বিঃ ; মহাদেশের এক এক বৃহৎ অংশ ; রাষ্ট্র, মুলুক ; স্বগ্রাম ; অংশ, ভাগ, দিক্। দিশ্ (আদেশ করা) +অল্ কর্ম। বি ; পু।

দেশকাল- স্থান ও সময় ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

দেশকালজ্ঞ—স্থান ও সময়ের অবস্থা ভাল রকম বুঝে যে এরূপ। দেশকাল—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

দেশকালপাত্র—স্থান সময় এবং মানুষ। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

দেশকালাতীত—১। দেশ ও সময়ে অনবচ্ছিন্ন। দেশকালকে অতীত, ২তৎ। বিণ। ২। পরমেশ্বর। বি ; পু।

দেশকালোচিত—যেমন স্থান ও যেমন সময় তদ্রূপযুক্ত। দেশকালের উচিত, ৬তৎ ; কিংবা দেশকালে উচিত, ৭তৎ। বিণ।

দেশগৌরব- দেশ যাহাকে লইয়া গৌরব করিতে পারে ; নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পরিচায়ক পদ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেশজ—দেশে প্রচলিত বা উৎপন্ন, অসংস্কৃত। দেশে জন্মে যাহা এই বাক্যে উপতৎ ; দেশ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

দেশত্যাগ—জন্মভূমি বা বসতিস্থান বর্জন। ৬তৎ। বি ; পু।

দেশত্যাগী (-ত্যাগিন্)—জন্মভূমি ত্যাগ করিয়াছে এরূপ। দেশ—ত্যজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

দেশদেশান্তর—একদেশ হইতে অন্যদেশ, নানাদেশ। অন্য দেশ দেশান্তর, নিত্য ; দেশ ও দেশান্তর, দ্বন্দ্ব, বা দেশ হইতে দেশান্তর, ৫তৎ। বি ; ক্লী।

দেশধর্ম - দেশাচার। দেশপ্রচলিত ধর্ম. মধ্যপ। বি ; পু।

দেশপ্রাণ—দেশের প্রাণস্বরূপ ; বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের পরিচায়ক পদ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেশপ্রিয়—১। দেশের লোকের প্রীতিভাজন। বিণ। ২। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের পরিচায়ক পদ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেশবন্ধু—দেশের মিত্র ; চিত্তরঞ্জন দাশের পরিচায়ক পদ। ৬তৎ। বি ; পু।

দেশবিখ্যাত- দেশপ্রসিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ।

দেশবিদেশ- নানা দেশ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

দেশবিধান—দেশীয় নিয়ম, দেশবাসিগণের আচার-ব্যবহার বিষয়ক পদ্ধতি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেশব্যাপী (-ব্যাপিন্)—সমগ্র দেশে ব্যাপ্ত, যাহা দেশ ব্যাপিয়া আছে। দেশে ব্যাপী, ৭তৎ ; অথবা দেশকে ব্যাপিয়াছে যে, উপতৎ ; দেশ শব্দ—বি—আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দেশব্যাপিনী**।

দেশভেদ—দেশ বিঃ, পৃথক্ দেশ ; ভিন্ন ভিন্ন স্থান ; স্থানের ভিন্নতা। ৬তৎ। বি ; পু।

দেশমুখ—দেশের মুখ বা সর্বপ্রধান ব্যক্তি, দেশাধিপতি, রাজা। ৬তৎ। বি ; পু।

দেশরূপ—১। উৎকৃষ্ট দেশ। দেশ শব্দ+রূপ উৎকর্ষার্থে। বি ; পু। ২। ন্যায়, ঔচিত্য। দেশের রূপ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেশলাই - দীপশলাকা, দেকাটি, দীয়াকাঠি, match. বাংপ্র। বি।

দেশহিতকর—দেশের মঙ্গলজনক। দেশহিত—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

দেশহিতব্রত—দেশের মঙ্গলসাধনরূপ নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা। দেশহিতই যে ব্রত, কর্মধা। বি ; ক্লী।

দেশহিতৈষী (-ষিন্)—দেশের মঙ্গলেচ্ছু। দেশহিত- ইষ্ (ইচ্ছা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দেশহিতৈষিণী**।

দেশাচার—দেশব্যবহার, দেশের রীতি। দেশের আচার, ৬তৎ। বি ; পু।

দেশাত্মবোধ—সমস্ত স্বদেশকে বা স্বদেশবাসীকে নিজের ন্যায় জ্ঞান, স্বদেশের স্বার্থই নিজের স্বার্থ এই ধারণা। বি ; পু।

দেশান্তর—অন্য দেশ। নিত্য। বি ; ক্লী।

দেশান্তরী- দেশত্যাগী, স্বদেশ বর্জনপূর্বক ভিন্নদেশে বাসকারী, চিরপ্রবাসী। বাংপ্র। বিণ।

দেশিক—পথিক, পান্থ ; উপদেষ্টা, গুরু। দেশ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**দেশিকা, দেশিকী**।

দেশিনী—১। দেশজাতা। দেশিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তর্জনী অঙ্গুলি। বি ; স্ত্রী।

দেশী (দেশিন্)—দেশজাত, স্বদেশীয়। দেশ+ইন্ ভবার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দেশিনী**।

দেশীয়—দেশ্য ; দেশসম্বন্ধীয় ; দেশজাত। দেশ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

দেশ্য—দেশীয় ; দেশজাত। দেশ+ষ্যঃ ভবাদ্যর্থে। বিণ।

দেষ্ণু—দানশীল। দা (দান করা)+ইষ্ণু কর্তৃ শীলার্থে। ২। দুর্দান্ত। বিণ।

দেহ—১। শরীর, অবয়ব, অঙ্গ। দিহ্ (লেপন করা)+অল্ কর্ম। বি ; পু বা ক্লী। ২। লেপন। দিহ্+অল্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। দাও, প্রদান কর। কপ্র। ক্রি।

দেহকর্তা (-কর্তৃ)—পঞ্চভূত ; ঈশ্বর ; সূর্য। ৬তৎ। বি ; পু।

দেহক্ষয়—১। দেহনাশ। ৬তৎ। ২। রোগ। দেহের ক্ষয় হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

দেহজ—১। পুত্র। দেহ—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। শরীরজাত। বিণ।

দেহতত্ত্ব - শারীরস্থান ; শরীর-সম্বন্ধীয় প্রকৃত ব্যাপার ; দেহ আত্মা ইত্যাদির স্বরূপ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেহত্যাগ—মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; পু।

দেহদান—সম্ভোগার্থ নারীর আত্মদান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেহধারক—১। শরীরধারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিকা**। ২। অস্থি, হাড়। বি ; ক্লী।

দেহধারণ- জীবিত থাকা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেহধারী (-ধারিন্)—শরীরধারণকারী। দেহ—ধৃ (ধারণ)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

দেহপাত—শরীরের পাতন, শরীরনাশ ; মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; পু।

দেহপিঞ্জর—শরীররূপ পিঁজরা। রূপক। বি ; পু।

দেহভার—শরীরের গুরুত্ব। ৬তৎ। বি ; পু।

দেহভার-বহন—কষ্টকর জীবন যাপন ; জীবনধারণরূপ ক্লেশসাধ্য ব্যাপার। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দেহভৃৎ—শরীরী, প্রাণী। দেহ শব্দ—ভৃ (ধারণ করা)+কিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

দেহযষ্টি—শরীররূপ যষ্টি। রূপক। বি; পু।
দেহযাত্রা—জীবনযাপন, সংসারযাত্রা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
দেহরক্ষা—শত্রু প্রভৃতি হইতে প্রাণ বাঁচান বা দেহের অনিষ্টনিবারণ; দেহত্যাগ, প্রাণত্যাগ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
দেহরক্ষী (-রক্ষিন্)—শরীররক্ষক, যে শত্রু প্রভৃতির আকস্মিক আক্রমণ হইতে প্রভুর দেহকে রক্ষা করে, body-guard. ৬তৎ। বি বা বিণ; পু।
দেহলি, দেহলী—চৌকাঠের অধঃস্থিত কাষ্ঠ; ঘরের সম্মুখবর্তী রক, বারান্দা, দাওয়া, দেউড়ি। দেহ শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।
দেহসার—মজ্জা। ৬তৎ। বি; পু।
দেহা—দেহ, শরীর। প্রা কপ্র। বি।
দেহাতী—দূর গ্রামে উৎপন্ন; পাড়াগাঁয়ের। ফা-মূ। বিণ।
দেহাতীত—শরীরাতীত, শরীর ভিন্ন অন্য; দেহাভিমানশূন্য, পণ্ডিত। দেহকে অতীত, ২তৎ। বিণ।
দেহাত্মপ্রত্যয়—দেহই আত্মা এই বিশ্বাস। ৭তৎ। বি; পু।
দেহাত্মবাদী (-বাদিন্)—যাহাদের মতে দেহই আত্মা পৃথক্ আত্মা নাই; চার্বাক; বৌদ্ধ বিঃ। দেহও যে আত্মাও সে= দেহাত্মা, কর্মধা; দেহাত্মন্—বদ্ (বলা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।
দেহান্ত—শরীরের নাশ, মৃত্যু। দেহের অন্ত (নাশ), ৬তৎ। বি; পু।
দেহান্তর—অন্য দেহ, শরীরান্তর; পুনর্জন্ম। অন্য যে দেহ, নিত্য। বি; ক্লী।
দেহাবসান—দেহত্যাগ, মৃত্যু। দেহের অবসান, ৬তৎ। বি; ক্লী।
দেহারা, দেহেরা—দেউল, মঠ, মন্দির, দেবালয়। প্রা কপ্র। বি।
দেহালা—'দেয়ালা' দ্রঃ।
দেহি—দাও। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ। **দেহি দেহি রব**—'দাও, দাও' এইরূপ ধ্বনি; তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও লোভসূচক উক্তি। **দেহি পদপল্লবমুদারম্**—অত্যন্ত বিনীত, একান্ত অনুগত।
দেহী (দেহিন্)—শরীরী, প্রাণী; আত্মা। দেহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**দেহিনী**।
দেহু—দেহ, শরীর। প্রা কপ্র। বি।
দেহুড়ী—দেউড়ি, বহির্দ্বার, সদর দরজা। প্রা কপ্র। বি।
দেহেরা—'দেহারা' দ্রঃ।

দৈ—দই, দধি। বাংপ্র। বি।
দৈতেয়—দৈত্য, অসুর। দিতি+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।
দৈত্য—অসুর (ইহারা দিতির গর্ভজাত)। দিতি শব্দ+ঞ্য অপত্যার্থে। বি; পু।
দৈত্যকুল—অসুরবংশ; অসুরসমূহ। ৬তৎ। বি; ক্লী। **দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ**—কুখ্যাত বংশের গুণবান্ সন্তান।
দৈত্যগুরু—শুক্রাচার্য। ৬তৎ। বি; পু।
দৈত্যনিসূদন, দৈত্যারি—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। দৈত্যের নিসূদন (বিনাশক) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি; পু।
দৈত্যপতি—হিরণ্যকশিপু। ৬তৎ। বি; পু।
দৈত্যপূজ্য—১। অসুরগণের অর্চনীয়। ৩তৎ। বিণ। ২। শুক্রাচার্য। বি; পু।
দৈত্যমাতা (-মাতৃ)—দিতি ['দিতি' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
দৈত্যসেনা—ব্রহ্মার কন্যা [দানব কেশীর প্রতি ইঁহার অনুরাগ ছিল, দানব তাহা জানিতে পারিয়া ইঁহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করে]। বি; স্ত্রী।
দৈন—১। দীনতা। দীন শব্দ+ঞ্চ ভাবার্থে। বি; ক্লী। ২। দিনভব, দৈনিক। দিন+ঞ্চ ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈনী**।
দৈনন্দিন—প্রতিদিন যাহা হয়, প্রাত্যহিক। প্রতিদিবসীয়। দিন—দিন শব্দ+ঞ্চ ভবার্থে, নিপাতনে নকারাগম। বিণ।
দৈনন্দিন-প্রলয়—ব্রহ্মার এক এক দিনের অন্তে নিখিল বস্তুর বিলয়। কর্মধা। বি; পু।
দৈনিক—১। দিনসম্বন্ধীয়; প্রাত্যহিক। দিন শব্দ+ঞ্চিক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈনিকী**। ২। প্রাত্যহিক সংবাদপত্র, যে কাগজ প্রতিদিন বাহির হয়। বি; ক্লী।
দৈন্য—কার্পণ্য, ব্যয়কুণ্ঠতা; দীনতা, অভাব; দারিদ্র্য; শোচনীয়তা। দীন+ঞ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।
দৈন্যদশা—দারিদ্র্যাবস্থা, নির্ধনতা। দৈন্যই যে দশা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
দৈব—১। দেবসম্বন্ধীয়; ভাগ্যজাত। দেব শব্দ+ঞ্চ ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈবী**। ২। অদৃষ্ট, ভাগ্য; অঙ্গুলির অগ্রভাগরূপ দেবতীর্থ। বি; ক্লী। ৩। বিবাহ বিঃ ['বিবাহ' দ্রঃ]। বি; পু। ৪। আকস্মিক ঘটনা, দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা, বিপত্তি, বিপদ্; অশুভ, অমঙ্গল। বাংপ্র। বি।
দৈবকর্ম—দেবোদ্দেশে কৃত কর্ম, যজ্ঞাদি। কর্মধা। বি; ক্লী।
দৈবকী—'দেবকী' দ্রঃ।
দৈবক্রমে—দৈবাৎ, অকস্মাৎ। ক্রি-বিণ।
দৈবগতিকে—দৈবক্রমে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

দৈবঘটনা—অতর্কিত ঘটনা, আকস্মিক ব্যাপার। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
দৈবজ্ঞ—অদৃষ্টফলগণক, ভাগ্যকথয়িতা। দৈব শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বি; পু।
দৈবত—১। দেবতা সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। দেবতা+ঞ্চ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈবতী**। ২। দেবতা। দেবতা+ঞ্চ স্বার্থে। বি; পু বা ক্লী। ৩। দেবতাসমূহ। দেবতা+ঞ্চ সমূহার্থে। বি; ক্লী।
দৈবতন্ত্র—ভাগ্যাধীন। ৬তৎ। বিণ।
দৈবতীর্থ—করাঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ। কর্মধা। বি; ক্লী।
দৈবদীপ—চক্ষুঃ; দেবসম্বন্ধীয় প্রদীপ। কর্মধা। বি; পু।
দৈবদুর্বিপাক—১। অদৃষ্টের মন্দ পরিণাম, ভাগ্যের প্রতিকূলতা, ভাগ্যবিপর্যয়। ৬তৎ। ২। আকস্মিক দুর্ঘটনা। কর্মধা। বি; পু।
দৈবদোষ—অদৃষ্টের দোষ, ভাগ্যদোষ। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; পু।
দৈবধন—১। দৈবলব্ধ ধন, ভাগ্যলব্ধ অর্থ। মধ্যপ। ২। দেবোদ্দেশে প্রদত্ত ধন। কর্মধা। বি; ক্লী।
দৈবপ্রশ্ন—দৈববাণী। কর্মধা। বি; পু।
দৈববশে—ভাগ্যক্রমে, দৈবাৎ। ৬তৎ বা বহু। ক্রি-বিণ।
দৈববাণী—আকাশবাণী, দেবতারা অলক্ষিত-ভাবে থাকিয়া যে আদেশবাণী বা উপদেশ-বাক্য নির্দেশ করেন। দৈবী যে বাণী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
দৈববিড়ম্বনা—অদৃষ্ট কর্তৃক প্রতিকূলতা, দৈবদুর্বিপাক। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
দৈবযুগ—মনুষ্যমানে চারি যুগ, দেবপরিমাণে দ্বাদশ সহস্র বৎসর। বি; ক্লী।
দৈবযোগ—দৈব বা আকস্মিক ঘটনা। দৈবের যোগ ইতি ৬তৎ, বা দৈব যে যোগ ইতি কর্মধা। বি; পু।
দৈবযোগে—দৈবঘটনায়, হঠাৎ। দৈবের যোগ আছে যাহাতে, বহু, তাহাতে। ক্রি-বিণ।
দৈবলব্ধ—অদৃষ্টবশতঃ প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।
দৈবলেখক—দৈবজ্ঞ, গণক। ৬তৎ। বি; পু।
দৈবশক্তি—ঈশ্বরসম্বন্ধিনী ক্ষমতা, ঐশ্বরিক ক্ষমতা, ঐশী শক্তি। দৈবী যে শক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
দৈবাৎ—দৈববশতঃ; অকস্মাৎ, হঠাৎ। দৈব—অত্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।
দৈবাত্যয়—দেবকৃত বা অদৃষ্টকৃত উপদ্রব। দৈব যে অত্যয়, কর্মধা। বি; পু।

দৈবাদেশ—দেবাদেশ, প্রত্যাদেশ। ৬তৎ। বি; পু।

দৈবাধীন, দৈবায়ত্ত—অদৃষ্টানুসারে ঘটিত, পূর্বকর্মানুসারে সংঘটিত, দৈব ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত। দৈবের আয়ত্ত, ৬তৎ। বিণ।

দৈবিক—দেবঘটিত; দেবতাসম্বন্ধীয়। দেব+ফিক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈবিকী**।

দৈবী—দেবসম্বন্ধিনী; অদৃষ্টানুসারে সংঘটিতা। দেব শব্দ+ফ ইদমর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

দৈবী শক্তি—দেবসম্বন্ধিনী ক্ষমতা, ঐশী শক্তি। অসমস্ত পদদ্বয়।

দৈবোপহত—হতভাগ্য, দুরদৃষ্ট। দৈব কর্তৃক উপহত, ৩তৎ। বিণ।

দৈব্য—১। দেবসম্বন্ধীয়। দেব+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ। ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট। বি; ক্লী।

দৈর্ঘ্য—দীর্ঘতা; লম্বা দিকের পরিমাণ। দীর্ঘ শব্দ+ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

দৈশিক—দেশসম্বন্ধীয়। দেশ+ফিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৈশিকী**।

দৈহিক—দেহসম্বন্ধীয়, শারীরিক, কায়িক। দেহ+ফিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

দো—১। দ্বি, দুই, দু ('দোফলা')। <দ্বি। ২। দুঃখী, হতভাগিনী ('দোসতিন')। বাংপ্র। বিণ।

দোঁহা—১। দুইজন, উভয়। কপ্র। সব। ২। হিন্দী নীতিশ্লোক। হি। বি।

দোআব—দুই নদীর মধ্যবর্তী বা দুই নদী-বিশিষ্ট দেশ। বাংপ্র। বি।

দো-আঁশ—যে মাটিতে এঁটেল মাটি ও বেলে মাটি প্রায় সমপরিমাণে আছে। বাংপ্র। বিণ।

দো-আঁশলা—যাহাতে দুই জাতির অংশ আছে এমন, সংকর; উভয়াত্মক; দুই প্রকার পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন; বেলে ও এঁটেল মাটিমিশ্রিত। বাংপ্র। বিণ।

দোকর—পুনরাবৃত্ত, পুনঃকৃত বা পুনঃপ্রাপ্ত, ডবল; পুনরায়, দুইবার। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

দোকলা—দুইজন। বাংপ্র। বিণ।

দোকা—১। অনেক গরু একত্র বাঁধিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ ফাঁসওয়ালা একগাছি মোটা লম্বা দড়ি। প্রাদে। বি। ২। দোকলা, দুইজন; একত্র মিলিত দুইজন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দোকাঠি—কাঠিদ্বয়; কাঠিতে কাঠিতে আঘাত। বাংপ্র। বি।

দোকান—পণ্যশালা, বিপণি, জিনিসপত্র বেচাকেনার স্থান। <ফা 'দুকান'। বি।

দোকানদার, দোকানী—দোকানের অধিস্বামী বা মালিক। ফা-মু। বি।

দোকানদারি—দোকানের কাজ; দোকানদারের মত স্বার্থপর আচরণ। ফা-মু। বি। বিণ—**দোকানদারী**।

দোকান-পাট—দোকানে বেচাকেনা। বাংপ্র। বি।

দোক্তা—শুষ্ক তামাকপত্র। বাংপ্র। বি।

দোখ—দোষ। প্রা কপ্র। বি।

দোগ্ধা (দোগ্ধৃ)—দোহনকর্তা, দোয়াল। দুহ্ (দোহন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দোগ্ধ্রী**।

দোছুট, দোছোট—দ্বিতীয় বস্ত্র; উত্তরীয়, চাদর, একপাটা। বাংপ্র। বি।

দোজবরে—দ্বিতীয় বার বিবাহিত; প্রথম পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহার্থী। বাংপ্র। বিণ।

দোজমি—যে জমির মাটিতে বালি ও মৃত্তিকা দুই আছে; যে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল হয়। বাংপ্র। বি।

দোটানা—১। দুই দিকে মনের আকর্ষণ; দ্বিধা। বি। ২। দুই দিকে আকর্ষণযুক্ত; দুই দিকে প্রবাহিত। বাংপ্র। বিণ। **দোটানায় পড়া**—কোন্ দিকে যাইতে হইবে কি করিতে হইবে তাহা বুঝিতে না পারা।

দোত—দোয়াত (তাহা দ্রঃ)।

দোতরফা-উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বিচারিত ('— মামলা')। বাংপ্র। বিণ।

দোতলা, দোতালা—১। উপরি-উপরি দুইতলবিশিষ্ট ('— অট্টালিকা')। বিণ। ২। দুইতলা বাড়ি। বাংপ্র। বি।

দোতারা—১। দুই তারবিশিষ্ট, দ্বিতার। বিণ। ২। দ্বিতার বাদ্যযন্ত্র। বাংপ্র। বি।

দোতী—দূতী। প্রা কপ্র। বি।

দোথরি—দুই থাক সাজানো, দুই স্তর-বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

দোদুল—যাহা দুলিতেছে এমন, দোলায়মান। বাংপ্র। বিণ।

দোদুল্যমান—পুনঃ পুনঃ দোলনশীল, নিয়ত দুলিতেছে এরূপ। যঙন্ত দুল্ (পুনঃ পুনঃ দোলা)+শান কর্তৃ। বিণ।

দোধ—গোবৎস। দুহ্ (দোহন করা)+অল্ করণ। বি; পু।

দোধারী—দুই ধারের; দুই দিকে ধারযুক্ত ('— তরোয়াল')। বাংপ্র। বিণ।

দোনা—ঠোঙ্গা; সাজা পান সমেত কলা-পাতার ঠোঙ্গা। বাংপ্র। বি।

দোনী, দুনী—জল তুলিবার ছোট ডোঙ্গা বিঃ, দ্রোণী। বাংপ্র। বি।

দোপড়া—পুনর্ভূ; একস্থানে বিবাহের স্থির হইয়া গাত্রহরিদ্রাদির পর যে কন্যা অন্য পাত্রস্থা হয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

দোপাটি—পুষ্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

দোপাট্টা—মাঝে লম্বালম্বি সেলাই করিয়া জোড়া ('— চাদর')। বাংপ্র। বিণ।

দোপিঁয়াজা, -জী—মাংস ও তাহার দ্বিগুণ পেঁয়াজ দিয়া রাঁধা ব্যঞ্জন বিঃ। ফা-মু। বি।

দোপেয়ে—১। দুই পদযুক্ত। বিণ। ২। মানুষ; পাখি। বাংপ্র। বি।

দোফলা—বৎসরে দুইবার ফলপ্রসূ ('— গাছ'); দুই ফলক বা ফলাওয়ালা ('— ছুরি')। বাংপ্র। বিণ।

দোবরা, দোবারা-দুইবার পরিস্কৃত দানাদার সাদা ('— চিনি')। বাংপ্র। বিণ।

দোবে—পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

দোভাপা—দুইবার সিদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

দোভাষী—যে দুই ভাষা জানে; যে একের ভাষা অন্যকে বুঝাইয়া দেয়, interpreter. বাংপ্র। বি বা বিণ।

দোমড়ানো-বাঁকানো, ভাঁজ করা; মোচড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

দোমতি—দুই মতিযুক্ত, মুক্তাদ্বয়-শোভিত; দু-নর, দুহালি। প্রা কপ্র। বিণ।

দোমনা—দুমনা (তাহা দ্রঃ)।

দোমালা-১। আধপাকা। বিণ। ২। আধপাকা নারিকেল। বাংপ্র। বি।

দোমেটে—দুমেটে (তাহা দ্রঃ)।

দোয়া—১। আশীর্বাদ; অনুগ্রহ; কৃপা। আ-মু। বি। ২। দোহন করা। বাংপ্র। ক্রি।

দোয়াজ—দ্বিতীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

দোয়াড়—দুই, জোড়া। প্রা কপ্র। বিণ।

দোয়াত—মস্যাধার, কালি রাখিবার পাত্র। আ-মু। বি।

দোয়ানি—দুয়ানি (তাহা দ্রঃ)।

দোয়ার, দোহার—আনুষঙ্গিক বা সহ-কারী গায়ক। বাংপ্র। বি।

দোয়ারকি, দোহারকি--দোয়ারের কার্য, দোয়ারের পালটানো গান। বাংপ্র। বি।

দোয়েম—দ্বিতীয়, দ্বিতীয় শ্রেণীর; যাহা উৎকৃষ্ট হইতে কিছু নীচে এরূপ ('— জমি')। <ফা 'দুয়ম্'। বিণ।

দোয়েল—পাখি বিঃ। বাংপ্র। বি।

দোর—দরজা। < দ্বার। বি।

দোরগোড়া—দরজার নিম্নদেশের নিকট। বাংপ্র। বি।

দোরসা—অল্প পচা; অল্প রসবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

দোরোখা—যাহার (শাল প্রভৃতির) দুই পিঠই সমান কারুকার্যবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

দোর্দণ্ড—বাহুদণ্ড, ভুজদণ্ড। দোস্ রূপ দণ্ড, রূপক। বি ; পুং।

দোর্দণ্ডপ্রতাপ—বাহুবল। ৬তৎ। বি ; পুং।

দোল—দোলা ; শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা, হোলি ; দোলন ; ডুলি ; ঝুলি ; ধান্যাদি রাখিবার পাত্র, ডোল। দুল্ (দোলা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

দোলক—যাহার দোলনে ঘড়ির কাঁটা চলে। ণিজন্ত দুল্ বা দোলি+ণক কর্তৃ। বি ; পুং।

দোলন—কম্পন ; দুলন ; ইতস্ততশ্চলন, ঝুলন। দুল্ (দোলা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দোলনা শিশুর দোলায়মান শয্যা ; দোল খাইবার জন্য রজ্জুলম্বিত আসন। বাংপ্র। বি।

দোলমঞ্চ--দোলার্থ কৃত বেদিকা, যে মৃন্ময় বা ইষ্টকাদিরচিত মঞ্চের উপরিভাগে দোলযাত্রা নির্বাহ হয়। দোলসাধন মঞ্চ, মধ্যপ। বি ; পুং।

দোলমা—মৎস্য প্রভৃতির পুর দিয়া প্রস্তুত আস্ত পটোলের ব্যঞ্জন। বাংপ্র। বি।

দোলযাত্রা—শ্রীকৃষ্ণের দোলারোহণরূপ উৎসব বিঃ, হোলি [ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এই উৎসব হইয়া থাকে]। দোল-সংক্রান্তা যাত্রা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

দোলা—১। ডুলি ; ঝুলি ; ডোল ; চতুর্দোল ; খাটুলি, মড়ার খাট। দোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। দোলন। দুল্ (দোলা)+ও ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। শিশুর দোলনা। বি। ৪। দুলা, এদিক ওদিক সঞ্চালিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

দোলাই—ছিটের শীতবস্ত্র বিঃ [ইহা স্কন্ধদেশ হইতে ঝুলিতে থাকে এবং দুই স্তর কাপড় দিয়া সেলাই করা]। বাংপ্র। বি।

দোলায়মান—দুলিতেছে এরূপ, দোদুল্যমান ; বিচলিত ; ইতস্ততঃ ভাবাপন্ন ; চঞ্চল। দোল শব্দ+ড্য=দোলায় (নামধাতু) ; তদুত্তরে শান কর্তৃ। বিণ।

দোলায়িত—১। দোলানো। দোল শব্দ+ড্য=দোলায় (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। যাহাকে দোলানো হইয়াছে এরূপ। ...ক্ত কর্ম। বিণ।

দোলিকা—দোলন, ছোট দোলা। দোলা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দোলী—ডুলি ; ঝুলি ; ডোল। দোল শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দোশালা—একজোড়া শাল, দুই প্রস্থ শাল। বাংপ্র। বি।

দোষ—অপরাধ ; পাপ ; অনিষ্ট ; কুকর্ম ; কলঙ্ক ; ক্রটি ; অনিয়ম ; গোবৎস ; বাত পিত্ত ও কফ ; রোগ ; কাব্যাপকর্ষক ধর্ম বিঃ। দুষ্ (দোষ করা)+অল্ ভাব। বি ; পুং।

দোষক্ষালন—দোষের অপনোদন, দোষ দূরীভূত করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দোষগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—দোষগ্রহণকারী, ছিদ্রান্বেষী, দুর্জন। দোষ—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী—**দোষগ্রাহিণী**।

দোষজ্ঞ—১। পণ্ডিত ; চিকিৎসক। বি ; পুং। ২। দোষবিৎ, দোষ-বিষয়ে জ্ঞানী। দোষ—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

দোষত্রয়—বাত পিত্ত কফ—এই ত্রিদোষ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দোষদর্শী (-দর্শিন্)—অন্যের ক্রটি দর্শনকারী, ছলগ্রাহী, ছিদ্রান্বেষী। উপতৎ ; দোষ—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী, -**দর্শিনী**। [বিণ।

দোষল—দোষযুক্ত, দুষ্ট। দোষ+ল অস্ত্যর্থে।

দোষা—১। রাত্রি। দম্ (দমন করা)+ডোস্ অধি+আপ্। অ। ২। বাহু। দম্+ডোস্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। দুষা, দোষ দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

দোষাকর—১। নিশাকর, চন্দ্র। দোষা (রাত্রিতে) কর (কিরণ) যাহার, বহু ; অথবা দোষা (রাত্রি)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি ; পুং। ২। দোষাশ্রয়, দোষের আধার, বহুদোষযুক্ত। দোষের আকর, ৬তৎ। বিণ।

দোষাদোষ—দোষগুণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পুং।

দোষাবহ—দোষাকর ; দোষজনক। দোষের আবহ, ৬তৎ ; কিংবা দোষ—আ—বহ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

দোষারোপ—দোষের আরোপ, দোষ দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পুং।

দোষাশ্রিত—দোষাবলম্বী ; দোষযুক্ত। দোষকে আশ্রিত, ২তৎ। বিণ।

দোষিক—রোগ, ব্যারাম। দোষ+ষিক ভবার্থে। বি ; পুং।

দোষী (দোষিন্)—দোষযুক্ত, পাপী, অপরাধী। দোষ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী, -**ষী**।

দোষৈকদর্শী (-দর্শিন্)—যে কেবল দোষ দেখে এমন। এক (কেবল) যে দোষ সে দোষৈক, কর্মধা ; অথবা দোষের এক (একত্ব)=দোষৈক, ৬তৎ ; দোষৈক—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং।

দোসর—সঙ্গী ; দ্বিতীয় ; সহায়। হি-মূ। বি বা বিণ।

দোসরা—দ্বিতীয় ; অন্য, ভিন্ন ; মাসের দ্বিতীয় দিবস। হি। বি বা বিণ।

দোসীমানা—দুই জমির মধ্যবর্তী সীমারেখা। বাংপ্র। বি।

দোসুতি—ডবল সুতায় বোনা কাপড়। বাংপ্র। বি।

দোস্ত—১। মিত্র, বন্ধু, সখা, ইয়ার। ফা-মূ। ২। চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না। প্রা কপ্র। বি।

দোস্তি—মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সখ্য। ফা-মূ। বি।

দোহ—১। দোহন ; তৃপ্তি। দুহ্ (দোহন করা)+অল্ ভাব। ২। দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ্+অল্ অধি। বি ; পুং।

দোহক—দোহনকর্তা, দোগ্ধা। দুহ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**দোহিকা**।

দোহজ—১। দোহনজাত। দোহ শব্দ—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। দুগ্ধ। বি ; ক্লী।

দোহদ—১। গর্ভিণীর স্পৃহা, সাধ ; ইচ্ছা, অভিলাষ ; গর্ভ ; চিহ্ন ; বৃক্ষাদির পোষক ঔষধাদি। দোহ (তৃপ্তি)—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। ২। গর্ভলক্ষণ। দ্বি (দুই) হৃদয় যাহাতে, বহু, নিপাতনে। বি ; ক্লী।

দোহদদান—সাধ দেওয়া, নবম ও দশম মাসে গর্ভিণীকে তদীয় স্পৃহণীয় বস্তুদান ['গর্ভবতী' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দোহদলক্ষণ—গর্ভচিহ্ন ; গর্ভস্থ শিশু ; ভ্রূণ ; বয়ঃসন্ধি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

দোহদবতী—সাধযুক্তা ; গর্ভিণী। দোহদ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দোহদিনী—কামনাযুক্তা ; গর্ভবতী, গর্ভিণী। দোহদ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দোহদী (দোহদিন্)--কামনাযুক্ত, কামী। দোহদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং।

দোহন—১। দুগ্ধ আকর্ষণ, দোহা ; সংগ্রহকরণ। দুহ্+অনট্ ভাব। ২। দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

দোহনী—দোহনপাত্র, কেঁড়ে। দুহ্ (দোহন করা)+অনট্ অধি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দোহনীয়—দোহনযোগ্য। দুহ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

দোহা—দুহা, দোহন করা। বাংপ্র। ক্রি।

দোহাই—সুবিচার বা সাহায্য প্রার্থনাসূচক শব্দ ; কোন পবিত্র বস্তুর বা প্রভাবশালী ব্যক্তির নামে সতর্ককরণ ; দিব্য, শপথ ; ছুতা, অছিলা ; অন্যের উপর দায়িত্ব আরোপ। বাংপ্র। বি।

দোহাতী—দুই হাত লম্বা ; মিলিত দুই হস্ত দ্বারা কৃত। বাংপ্র। বিণ।

দোহাত্তা—উভয় হস্তে সম্পাদিত। বাংপ্র। বিণ।

দোহানো, দোয়ানো—দোহন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

দোহার—'দোয়ার' দ্রঃ।

দোহারা—১। কোন কাজ দ্বিতীয়বার করা; পালটানো। ক্রি। ২। দ্বিগুণ; নাতিকৃশ, মধ্যম রকম স্থূলকায়, দুই ভাঁজ বিশিষ্ট, ডবল। বাংপ্র। বিণ।

দোহাল—যে গাই দোহে, গাভীদোহনকারী; যে দুধ দেয় এরূপ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

দোহ্য—দোহনীয়, দোহনযোগ্য। দুহ্ (দোহন করা)+য কর্ম। বিণ।

দৌড়—ধাবন, ছুট; বেগে পলায়ন; সীমা, বিস্তার। বাংপ্র। বি।

দৌড়ঝাঁপ, -ধাপ—দৌড় ও লাফ; দৌড়াদৌড়ি, লাফালাফি। বাংপ্র। বি।

দৌড়া, দৌড়ানো—ধাবিত বা ধাববান হওয়া, ছুট দেওয়া, ছুটা। বাংপ্র। ক্রি।

দৌড়াদৌড়ি, দৌড়দৌড়ি—ছুটাছুটি। বাংপ্র। বি।

দৌত্য—দূতের কর্ম বা ব্যবসায়। দূত+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দৌবারিক—দ্বাররক্ষক, দ্বারপাল, দরওয়ান। দ্বার+ষ্ণিক। বি; পু।

দৌরাত্ম্য উপদ্রব; অত্যাচার; দুর্বৃত্ততা; নিষ্ঠুরতা। দুরাত্মন্+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দৌর্গ—১। দুর্গসম্বন্ধীয়। দুর্গ+ষ্ণ ইদমর্থে। ২। দুর্গাসংক্রান্ত। দুর্গা+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দৌর্গী**।

দৌর্গত্য—১। দুরবস্থা, নির্ধনতা। দুর্গত শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। ২। মলিনতা। বি; ক্লী।

দৌর্গন্ধ্য—খারাপ গন্ধ। দুর্গন্ধ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দৌর্জন্য—দুর্জনতা; ক্রূরতা; দুর্ব্যবহার। দুর্জন+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দৌর্বল্য—দুর্বলতা, শক্তিহীনতা; ক্ষীণতা। দুর্বল+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দৌর্ভাগিনেয়—পুত্র। দুর্ভগা+ঢ়েয় অপত্যার্থে (ঢেয় স্থানে ইনেয়)। বি; পু।

দৌর্মনস্য—দুর্ভাবনা; মনঃক্ষোভ; দুঃখ; উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। দুর্মনস্ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দৌলত—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য, ধন; অনুগ্রহ, সাহায্য। আ। বি।

দৌলতকাজী—বঙ্গীয় মুসলমান কবি। ইনি সুললিত ছন্দে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন—'সতী ময়না' ও 'লোরচন্দ্রাণী'। ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বর্তমান ছিলেন। রোসাঙ্গ (আরাকান) রাজামাত্য লস্কর-উজীর আসরফ খাঁর আদেশে এই কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন, কিন্তু গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পরে সৈয়দ আলাওল সাহেব অন্যতম রাজামাত্য সোলেমানের আদেশে এই গ্রন্থের অবশিষ্টাংশ রচনা করিয়া গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। [বি।

দৌলতখানা—ধনীর প্রাসাদ। আ-ফা।

দৌষ্কুলেয়—দুষ্টকুলোৎপন্ন, নীচবংশোদ্ভব। দুষ্কুল+ঢ়েয় অপত্যার্থে। বিণ।

দৌষ্মন্তি—রাজা দুষ্মন্তের পুত্র, খ্যাতনামা বর্ষবিভাজক ভরত। দুষ্মন্ত+ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু।

দৌহিত্র—দুহিতার পুত্র, কন্যার ছেলে ('দুহিতা') দ্রঃ। দুহিতৃ শব্দ (কন্যা)+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**দৌহিত্রী**।

দ্বন্দ্ব—১। যুগ্ম; মিথুন, স্ত্রীপুরুষ; শীতোষ্ণ, সুখদুঃখ, রাগদ্বেষ ইত্যাদি বিরুদ্ধযুগ্ম; বিবাদ; কলহ; যুদ্ধ। দ্বি শব্দ+দ্বি শব্দ নিপাতনে। বি; ক্লী। ২। সমাস বিঃ, যে সমাসে উভয় পদের প্রাধান্য থাকে। বি; পু।

দ্বন্দ্বচর, -চারণ (-চারিন্)—চক্রবাক পক্ষী। দ্বন্দ্ব (মিথুন)—চর্ (চরা)+টক্, ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

দ্বন্দ্বজ—১। কলহজাত, বিবাদোৎপন্ন। উপত্যৎ; দ্বন্দ্ব—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। দোষদ্বয়োৎপন্ন রোগ। বি; ক্লী।

দ্বন্দ্বযুদ্ধ—দুইজনের পরস্পর যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ। দ্বন্দ্বসংক্রান্ত যুদ্ধ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

দ্বন্দ্বী (দ্বন্দ্বিন্)—বিবাদী; অন্যের বিরোধী বা প্রতিযোগী। দ্বন্দ্ব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দ্বন্দ্বিনী**।

দ্বয়—১। দ্বিত্বসংখ্যাবিশিষ্ট, দুই। বিণ। স্ত্রী—**দ্বয়ী**। ২। দ্বিত্ব সংখ্যা, দুইটি বস্তু; যুগ্ম। দ্বি (দুই)+অয়ট্। বি; ক্লী।

দ্বয়ীশিক্ষা—সহশিক্ষা, এক বিদ্যালয়ে বা একসঙ্গে বালকবালিকার শিক্ষা, co-education. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্বাচত্বারিংশ—৪২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

দ্বাচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ সংখ্যা, ৪২। দ্বির (দুইএর) দ্বারা অধিক যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপ। বিণ বা বি।

দ্বাচত্বারিংশত্তম—৪২এর পূরণ। দ্বাচত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বাত্রিংশ—৩২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -শী।

দ্বাত্রিংশৎ—বত্রিশ, ৩২। দ্বির (দুইএর) দ্বারা অধিক যে ত্রিংশৎ, মধ্যপ। বিণ বা বি; ত্রি।

দ্বাত্রিংশত্তম—৩২এর পূরণ। দ্বাত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -মী।

দ্বাদশ—১২ সংখ্যায় পূরণ। দ্বাদশন্ শব্দ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্বাদশী**।

দ্বাদশ (দ্বাদশন্)—বার (১২)। দ্বির দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপ। বিণ বা বি।

দ্বাদশপত্রক—যোগ বিঃ। বি; ক্লী।

দ্বাদশপুত্র—ঔরস ক্ষেত্রজ দত্ত কৃত্রিম গূঢ়োৎপন্ন অপবিদ্ধ কানীন সহোঢ় ক্রীত পৌনর্ভব স্বয়ংদত্ত শৌদ্র—এই বার প্রকার পুত্র। কর্মধা। বি; পু।

দ্বাদশমল—দেহস্থ বার প্রকার মল (বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণকিট্ট, নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিকা ও স্বেদ)। বি; পু।

দ্বাদশমাসিক—মৃত্যুর পর দ্বাদশ মাসে কর্তব্য শ্রাদ্ধ। দ্বাদশমাস+ষ্ণিক। বি; ক্লী।

দ্বাদশমূর্তি—বিবস্বান্ অর্যমা পূষা প্রভৃতি ১২ নামধারী সূর্য ['দ্বাদশাত্মা' দ্রঃ]। বি; পু।

দ্বাদশযাত্রা—বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসে ভগবান্ হরির ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা (যথা বৈশাখে চন্দনযাত্রা, জ্যৈষ্ঠে স্নানযাত্রা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, ইত্যাদি)। বি; স্ত্রী।

দ্বাদশরাশি—মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ মীন—এই ১২ রাশি। বি; পু।

দ্বাদশলোচন—১। ষড়ানন, কার্তিকেয়। দ্বাদশ লোচন যাহার, বহু। বি; পু। ২। বারটি (১২) চক্ষু। কর্মধা। বি; ক্লী।

দ্বাদশাংশু, দ্বাদশার্চিঃ—বৃহস্পতি। দ্বাদশ হইয়াছে অংশু (কিরণ) বা অর্চিঃ (তেজঃ) যাহার, বহু। বি; পু।

দ্বাদশাক্ষ—ষড়ানন, কার্তিকেয়; বুদ্ধদেব। দ্বাদশ অক্ষি যাহার, বহু। বি; পু।

দ্বাদশাক্ষর—"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়" এই দ্বাদশ বর্ণাত্মক বিষ্ণুমন্ত্র। দ্বাদশ অক্ষর যাহাতে, বহু। বি; পু।

দ্বাদশাত্মা (-আত্মন্)—সূর্য (বিবস্বান্, অর্যমা, পূষা, ত্বষ্টা, সবিতা, ভগ, ধাতা, বিধাতা, বরুণ, মিত্র, শক্র, উরুক্রম—এই দ্বাদশ নামধারী)। দ্বাদশ আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। বি; পু।

দ্বাদশার্চিঃ—'দ্বাদশাংশু' দ্রঃ।

দ্বাদশী—১। দ্বাদশ (১) দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ। বি; স্ত্রী।

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে মৎস্য দ্বাদশী বলে; পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে কূর্ম দ্বাদশী বলে। এইরূপ মাঘের শুক্লা দ্বাদশী, বরাহ দ্বাদশী, ফাল্গুনের নৃসিংহ দ্বাদশী, চৈত্রের বামন দ্বাদশী, বৈশাখের জামদগ্ন্য দ্বাদশী, জৈষ্ঠ্যের রাম দ্বাদশী, আষাঢ়ের কৃষ্ণ দ্বাদশী, শ্রাবণের বুদ্ধ দ্বাদশী,

ভাদ্রের কল্কি দ্বাদশী, আশ্বিনের পদ্মনাভ দ্বাদশী, কার্তিকের নারায়ণ দ্বাদশী। এতদ্ভিন্ন বৈশাখের শুক্ল দ্বাদশী পিপীতকী দ্বাদশী, জ্যৈষ্ঠের বিশোক দ্বাদশী, ভাদ্রের শ্রবণ দ্বাদশী, কার্তিকের মন্বন্তরা, অগ্রহায়ণের অখণ্ড দ্বাদশী, ফাল্গুনের গোবিন্দ দ্বাদশী নামে খ্যাত।

দ্বাপর—১। তৃতীয় যুগ [এই যুগের অবতার কৃষ্ণ ও বুদ্ধ ; এই যুগে বর্ণাশ্রমধর্মের ধ্বংস আরদ্ধ হয়। 'চতুর্যুগ' দ্রঃ]। ২। সন্দেহ। দ্বি (দুই) হইয়াছে পর (প্রধান বিচার্য বিষয়) যাহাতে, বহু। বি ; পু।

দ্বাবিংশ—২২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাবিংশতি + ডট্ পূরণার্থে। বিণ।

দ্বাবিংশতি—বাইশ, ২২। দ্বির দ্বারা অধিক যে বিংশতি, মধ্যপ। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাবিংশতিতম—২২এর পূরণ। দ্বাবিংশতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

দ্বার—দুয়ার, দরজা, কবাট ; উপায় ; সম্মুখ। দ্বারি + অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। **দ্বারে দ্বারে**—দরজায় দরজায় ; প্রতি বাড়িতে।

দ্বারকা—কৃষ্ণের নগরী, গুজরাট রাজ্যান্তর্গত হিন্দুদিগের পরম পবিত্র স্থান। [ইহাতে প্রবেশমাত্র মানুষের জন্ম খণ্ডন হয়। দ্বারকায় দান, শ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করিলে গঙ্গাদি তীর্থে কৃত ফলাপেক্ষা চতুর্গুণ ফল লাভ হয়]। দ্বার—কৈ + ড কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

ইহা গুজরাটের কাঠিবাড় প্রায়োদ্বীপে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। দ্বারকা বা দ্বারাবতী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ। এইখানে দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণ নগর নির্মাণ করাইয়া পুত্রকলত্রসহ বাস করিতেন। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা এই নগরী নির্মাণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-স্থাপিত পুরী অধুনা সাগরগর্ভে নিমগ্ন। দ্বারকায় অনেকগুলি তীর্থ আছে ; যথা—গোমতীতীর্থ, সাগরতীর্থ, সাগর গোমতী-সংগম, সপ্তকুণ্ড, নৃপকুণ্ড, গঙ্গাতীর্থ, গো-প্রচারতীর্থ ইত্যাদি। গোমতী নদীতে স্নান করিবার পর যাত্রীরা দ্বারকাপতির মন্দিরে প্রবেশ করে। মন্দিরটি যেমন সুবৃহৎ তেমনই সুদৃশ্য। মন্দির সম্মুখে ষাটটি স্তম্ভ-দ্বারা পরিশোভিত নাটমন্দির। প্রবাদ এই যে, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় বিশ্বকর্মা এক রাত্রিতেই এই মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরমধ্যে শ্রীরণছোড়জীর মূর্তি অধিষ্ঠিত। প্রায় ছয়শত বৎসর পূর্বে এই মন্দির পূর্বতন বরোদারাজের অধীনে আসে। সেই সময়ে পুরোহিতগণ মূল মূর্তিটি গুপ্তভাবে ঢাকুর নামক স্থানে লইয়া যায় এবং মন্দিরে নূতন একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মূর্তিটিও উত্তরকালে অপহৃত হয় এবং বটদ্বীপে "শঙ্খেশ্বর স্বামী" নামে স্থাপিত হয়। বর্তমান মূর্তিটি তাহারই স্থান অধিকার করিয়া মন্দিরমধ্যে বিরাজমান। মন্দিরটি পঞ্চতল বিশিষ্ট এবং ১০০ ফুট উচ্চ। নাটমন্দিরের ত্রিকোণাকৃতি চূড়াটির উচ্চতা ১৭০ ফুট। দ্বারকার অপর নাম কুশস্থলী। পুরাকালে এখানে আনর্ত নামধেয় জনৈক পরম বৈষ্ণব রাজার রাজধানী ছিল। দ্বারকায় শংকরাচার্য-প্রতিষ্ঠিত মঠচতুষ্টয়ের অন্যতম গোবর্ধন মঠ বিদ্যমান আছে। দ্বারকার নয় ক্রোশ দূরে তামড়া নামক স্থানে একটি পবিত্র সরোবর আছে। এই সরোবর হইতে উত্তোলিত মৃত্তিকাই গোপীচন্দন নামক তিলকমাটি। দ্বারকাধামে নারায়ণ সরোবর নামক জলাশয়টি পুণ্যতীর্থ মধ্যে পরিগণিত ; এখানে যথানিয়মে সংকল্পাদি করিয়া পিতৃপুরুষের তর্পণ করিতে হয়।

দ্বারকানাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়—(১৮৪৪—১৮৯৮ খ্রীঃ)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কর্মবীর। ঢাকা জেলার মাগুরখণ্ড গ্রামে জন্ম। পিতা কৃষ্ণপ্রাণ গাঙ্গুলী। "না জাগিলে সব ভারত ললনা" গানটি ইঁহার রচিত। 'পদ্মমালা', 'জাতীয় সংগীত', 'কবিগাথা', 'কবিতামালা' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

দ্বারকানাথ গুপ্ত—১২৩০ সালের ৯ই বৈশাখ যশোহর জেলার অন্তর্গত ইতিনা-গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নীলমণি গুপ্ত। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি কিছুকাল ময়মনসিংহ হার্ডিঞ্জ স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ইঁহার ছাত্র। ১২৬৪ সালে গুপ্ত মহাশয়ের প্রথম পুস্তক "হেম-প্রভা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক Vernacular Literature Society হইতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১২৬৮ সালে কালিদাসের বিক্রমোর্বশী অবলম্বনে দ্বারকাবাবুর রচিত 'বিক্র-মোর্বশী' নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। অমিত্রাক্ষরছন্দে বিরচিত ইঁহার 'ত্রিসন্ধ্যা-স্তোত্র' পাঠ করিয়া কবিচূড়ামণি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয় অতীব প্রীত হন। দ্বারকানাথের অন্যান্য রচনার মধ্যে 'ষড়ঋতুস্তোত্র' উল্লেখযোগ্য।

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কলিকাতা জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবংশের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। ইনি নীলমণির পুত্র এবং জ্যেষ্ঠতাত রামলোচন কর্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হন। ইনি বাল্যে সেরবোর্ন (Sherborne) সাহেবের বিদ্যালয়ে শিক্ষা করেন। পরে ল এজেন্ট ও বাণিজ্য-বিষয়ক এজেন্টের কার্য করেন। ছয় বৎসরকাল কলিকাতার কালেক্টর ও সল্ট এজেন্সির সেরেস্তাদারী করেন, পরে কিছুদিনের জন্য উক্ত এজেন্সির দেওয়ান পদে উন্নীত হন। শুল্ক, লবণ এবং আফিম বোর্ডের দেওয়ানিও কিছুদিন করিয়াছিলেন। স্বাধীনভাবে বিষয়কর্ম করিবার ইচ্ছা বলবতী হওয়ায় ইনি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে এই পদ পরিত্যাগ করেন এবং অল্পদিন পরেই "কার ঠাকুর কোং" নামক সওদাগরী আফিস স্থাপন করেন। এই উপলক্ষে অনেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের কুঠিসকল প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় ইঁহার ধনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রসার প্রতিপত্তি চরমসীমায় উপনীত হইল। সে সময় এমন কোন সাধারণ-হিতকর কার্য ছিল না, যাহার সহিত দ্বারকানাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, বা যাহার উন্নতিকল্পে তিনি মুক্তহস্তে আর্থিক সাহায্য করেন নাই। ইংরাজ-সমাজে ইঁহার সম্মান ছিল অপরিসীম। ইঁহার ক্রীত বেল-গেছিয়া উদ্যানে উচ্চশ্রেণীস্থ ইংরাজগণ প্রায়ই পানভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া আপ্যায়িত হইতেন। তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেলও মধ্যে মধ্যে ইঁহার অতিথি হইতেন এবং সর্বদাই ইঁহার মতামত গ্রহণ করিতেন। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও জমিদার সভা (Landholder's Society) ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুকলেজ স্থাপনায় ইনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ সৃষ্টি বিষয়ে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারি ইনি ইউরোপ যাত্রা করেন। রোমে পোপের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ১০ই জুন তারিখে লণ্ডন নগরে পৌঁছেন। ১৬ই জুন মহারানী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ভারতবাসীর পক্ষে এ গৌরবলাভ এই প্রথম। পরে রাজপ্রাসাদে মহারানীর সহিত ভোজন করেন। মহারানীর অনু-রোধে ইনি ইংলণ্ডের সেনা-সম্মিলন (Review) ও রাজপ্রাসাদস্থ শিশু আগার পরিদর্শন করেন। দ্বারকানাথের অনুরোধে মহারানী ও তাঁহার স্বামী প্রিন্স এলবার্ট তাঁহাদের দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র কলিকাতাবাসিগণকে প্রদান করেন। এই দুইখানি চিত্র এখনও কলিকাতা টাউন-হল পরিশোভিত করিয়া আছে। দ্বারকা-নাথ স্কটলণ্ডে বহু সম্মান অর্জন করেন।

আসিবার সময়ে ফ্রান্সের সম্রাট্ লুই ফিলিপের সহিত প্যারিস নগরে সাক্ষাৎ করিয়া ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারকানাথ আবার ইউরোপ যাত্রা করেন। যাইবার সময় কাইরো নগরে ইজিপ্টের রাজপ্রতিনিধি ও নেপলস শহরে ইতালীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ বৎসরের ২৪শে জুন লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন। এবারেও মহারানীর নিকট বিশেষ সম্মানলাভ করেন। প্রাসাদে অভ্যর্থনা উপলক্ষে দ্বারকানাথ সিংহাসনের পশ্চাতে দাঁড়াইবার দুর্লভ সম্মান প্রাপ্ত হন। বাকিংহাম প্রাসাদে গমন উপলক্ষে দ্বারকানাথ মহারানী ও প্রিন্স এলবার্টের ক্ষুদ্র আকারে চিত্রিত মূর্তি সম্মান-উপঢৌকনস্বরূপে প্রাপ্ত হন। ছবির নীচে মহারানী স্বহস্তে এই কথাগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন:—"To Dwarkanath Tagore, with best regards from Victoria R, Albert, Buckingham Palace, July 8, 1845". এই বৎসর দ্বারকানাথ আয়র্লাণ্ড দেশ ভ্রমণ করিয়া সেখানেও বিশেষ সম্মানপ্রাপ্ত হন। পর বৎসর ৩০শে জুন তারিখে ডাচেস অব ইন্‌ভার্নেস (Duches of Inverness) ইঁহাকে একটি ভোজ দেন। ভোজনসময়ে দ্বারকানাথ কম্প অনুভব করেন। এই জন্য ইনি শীঘ্রই লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন। এখানে আসিয়া জ্বর ভোগ করিয়া ১লা আগস্ট ইনি দেহত্যাগ করেন। কেন্‌সাল্ গ্রিন্ (Kensal Green) নামক স্থানে মহাসমারোহে ইঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। সমাধির উপর রৌপ্যফলকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বঙ্গানুবাদের সহিত লিখিত হয়—"Babu Dwarka Nath Tagore, Zeminder, died 1st August 1846, aged 52 years." দ্বারকানাথ ইউরোপ ভ্রমণকালে যেরূপ সমারোহের সহিত থাকিতেন, তাহাতে ইনি "Indian Prince" এই আখ্যা পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষেও ইঁহার মান অতুলনীয় ছিল। ভারতবাসিগণের মধ্যে ইনিই প্রথম J. P. (Justice of the Peace) সম্মান লাভ করেন। প্রথমবার ইউরোপ ভ্রমণান্তে ইনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয়বার গমনকালে ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে ৪টি বাঙ্গালী যুবক ইঁহার সঙ্গে চিকিৎসা শিক্ষার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহাদের নাম ভোলানাথ বসু, কান্ত চক্রবর্তী, দ্বারকানাথ বসু ও গোপাললাল শীল। ইঁহাদের ভিতর দুইজনের সমস্ত ব্যয়ভার দ্বারকানাথ ঠাকুর বহন করেন। অপর দুই জনের ব্যয়ভার গভর্নমেণ্ট বহন করেন। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দ্বারকানাথ মিত্র—১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার আগুন্সী গ্রামে এই মনস্বী জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা হুগলি আদালতে মোক্তারি করিতেন। তাঁহার অবস্থা তত সচ্ছল ছিল না। হুগলি কলেজে ও হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে দ্বারকানাথের মানসিক বৃত্তির বিলক্ষণ স্ফুরণ হইয়াছিল। ইনি বেকন-বিষয়ক যে প্রবন্ধটি রচনা করেন, তাহাতে হিন্দু কলেজের প্রবন্ধ-রচয়িতাদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রের অধীনে দ্বিভাষীর পদ গ্রহণ করেন। অল্পদিন পরেই প্লিডারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে উকিলস্বরূপে প্রবেশ করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ইনি এই আদালতে ব্যবসায় করিতে থাকেন এবং উত্তরকালে তদানীন্তন সমব্যবসায়িগণের অগ্রণী হইয়া উঠেন। প্রধান বিচারপতি স্যার বার্নেস পিকক ইঁহার গুণের একান্ত অনুরাগী ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ১৫ জন জজের সমক্ষে বিখ্যাত • Rent-case বিচারাধীন হয়, তখন প্রজা পক্ষে দ্বারকানাথ ক্রমান্বয়ে ৭ দিন ধরিয়া আপন পক্ষ বিশেষ যোগ্যতা ও তেজস্বিতার সহিত সমর্থন করেন। অল্প দিনের জন্য ইনি হাইকোর্টের জুনিয়ার প্লিডার পদে কার্য করিয়া ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত্যুজনিত শূন্য বিচারাসন অধিকার করেন। ৭ বৎসরকাল হাইকোর্টের বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি যেরূপ ব্যবহারজ্ঞান, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তর্কশক্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা কেবল বাঙ্গালীর পক্ষে কেন, অনেক ইংরাজ বিচারপতির পক্ষেও দুর্লভ। প্রসিদ্ধ "অসতী" মকদ্দমার বিচারে হাইকোর্টে এই নিষ্পত্তি হয় যে, হিন্দু বিধবা অসতী হইলেও বিষয়চ্যুত হইবে না। এই বিচারের বিরুদ্ধে ফুল বেঞ্চের সমক্ষে আপিল করা হয়। দ্বারকানাথ ফুল বেঞ্চের অন্যতম জজ ছিলেন। সহবিচারকগণ হাইকোর্টের রায় বহাল রাখেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া হিন্দু ব্যবহারজ্ঞান ও যুক্তির প্রাখর্য যেরূপ বিশদভাবে দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার দেশবাসিগণের নিকট তিনি অগণ্য প্রশংসাবাদের পাত্র হইয়াছিলেন। এই বিচার দ্বারকানাথের পীড়া ও মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বেই ঘটিয়াছিল। কয়েকমাস ধরিয়া কণ্ঠের ভিতর ক্ষত রোগে আক্রান্ত হন। পীড়িতাবস্থায় ইনি জন্মস্থান দেখিবার ইচ্ছা করেন। সেইখানেই ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ২রা মার্চ দ্বারকানাথ দেহত্যাগ করেন। জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত ইঁহার পাঠানুরাগের হ্রাস হয় নাই। ইনি প্রত্যক্ষবাদী (Positivist) ছিলেন, এবং ফরাসী ভাষায় লিখিত এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা কোম্‌তের (Comte) গ্রন্থগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতৃভক্তি অতুলনীয়। দেশে বিদ্যালয় ও ডাক্তারখানা স্থাপন দ্বারা এবং আরও নানা প্রকারে ইনি ইঁহার দানশীলতা এবং শিক্ষানুরাগ দেখাইয়া গিয়াছেন। উচ্চ গণিতে ও বিজ্ঞানেও ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইত। ইঁহার ইংরাজী ভাষাজ্ঞান ইংরাজগণেরও বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ - বিখ্যাত 'সোমপ্রকাশ' সংবাদপত্র-সম্পাদক ও বিবিধগ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ১২২৭ সালে কলিকাতার দক্ষিণ-পূর্বস্থিত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে দাক্ষিণাত্য বৈদিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন। গ্রাম্য পাঠশালায় কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়া দ্বারকানাথ স্বগ্রামে জনৈক আত্মীয়ের চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি 'বিদ্যাভূষণ' উপাধি প্রাপ্ত হন। পরে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কিছুকাল অল্প বেতনে শিক্ষকের কার্য করিয়া সংস্কৃত কলেজে লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত হন এবং শেষে সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া ২৮ বৎসর চাকরির পর অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়া যান। দ্বারকানাথ তাহা হইতে রোম ও গ্রীসের ইতিহাস নামক দুইখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। ইহার পর ইনি নীতিসার, বিশ্বেশ্বর বিলাপ এবং ভূষণসার ব্যাকরণ প্রভৃতি পুস্তকসমূহ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। দ্বারকানাথ প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর উৎসাহে বিদ্যাসাগর মহাশয় ১৮৫৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে সোমপ্রকাশ প্রকাশিত করেন। দ্বারকানাথ উহার সম্পাদক হন। কিছুকাল পরে সোমপ্রকাশের সমস্ত ভার দ্বারকানাথের উপরই পড়ে।

দ্বারকানাথও অসীম অধ্যবসায়ের সহিত মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার পরিচালনা করেন। এই সোমপ্রকাশ একসময়ে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ১৮৭৮ অব্দে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড লিটন বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইন (Vernacular Press Act) বিধিবদ্ধ করিলে দ্বারকানাথ মুচলেকা দিতে অসম্মত হইয়া সোমপ্রকাশের প্রচার বন্ধ করেন। পরে লর্ড রিপন উক্ত আইন রহিত করিয়া দিলে সোমপ্রকাশ পুনঃ প্রকাশিত হয়। সোমপ্রকাশ ব্যতীত 'কল্পদ্রুম' নামক আর একখানি মাসিকও ইনি প্রকাশ করেন। ইনি অতিশয় শ্রমশীল ছিলেন। ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইলেও ইনি কখনও কাহারও নিকট বিদায় বা বৃত্তি গ্রহণ করেন নাই। ইঁহার নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়। স্বাস্থ্যের জন্য ইনি সাতারা নগরে যান। সেইখানে ১২৯১ সালে ৮ই ভাদ্র তারিখে বিস্ফোটক রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়।

দ্বারকানাথ সেন (মহামহোপাধ্যায়)—ফরিদপুর জেলার থান্দারপাড়া গ্রামে ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা সীতারাম রায়ের সভাপণ্ডিত ও রাজবৈদ্য অভিরাম কবীন্দ্র দ্বারকানাথের অন্যতম পূর্বপুরুষ। দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোপাল "রসেন্দ্রসার-সংগ্রহ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা। পুরুষানুক্রমে এই বংশ সংস্কৃত ভাষার জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কলিকাতা কুমারটুলীর সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন দ্বারকানাথের পিতামহ রামসুন্দরের নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাল্যে দ্বারকানাথ বিক্রমপুরের টোলে অধ্যয়ন করেন। অনন্তর মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট দর্শন ও আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে দ্বারকানাথ কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার যশঃ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ১৯০১ খ্রীঃ মেবারের যুবরাজ পীড়িত হইলে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তাঁহার চিকিৎসার জন্য সেখানে যান। ১৯০৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসকগণের মধ্যে ইনিই প্রথমে ইংরাজ গভর্নমেণ্টের নিকট "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করেন। ইনি অন্যূন ৫০০০ ছাত্রকে আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। ইনি আয়ুর্বেদে যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন, কাব্য, ব্যাকরণ, অলংকার, স্মৃতি, ন্যায় ও উপনিষদেও তেমনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারি (১৩১৫ সালের ২৯শে মাঘ) উদরী রোগে কলিকাতায় এই মহাত্মার দেহত্যাগ ঘটে।

দ্বারকাপতি- শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বারকেশ—শ্রীকৃষ্ণ। দ্বারকার ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বারদেশ—১। দরজা, দুয়ার। দ্বারই যে দেশ, কর্মধা। ২। দুয়ারের নিকটবর্তী স্থল। দ্বারের দেশ, ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বারপাল দ্বারপ, দ্বাররক্ষক। দ্বার—পালি +অন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

দ্বারবতী—দ্বারকানগরী। দ্বার শব্দ+বতু+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বারবান্ (-বৎ) দ্বারপাল. দরওয়ান, দারোয়ান। দ্বার+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি ; পু।

দ্বারযন্ত্র—তালা, কুলুপ। দ্বার-রোধক যন্ত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

দ্বাররক্ষক, -রক্ষী—দ্বারবান্। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু।

দ্বাররোধ--দরজা বন্ধ করা। ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বারস্থ—১। দ্বারে স্থিত ; অবনতভাবে অন্যের দ্বারে বা প্রার্থিরূপে উপস্থিত। দ্বার —স্থা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। দ্বারপাল। বি ; পু।

দ্বারা—সাধনে, করণে ; কারণে ; মারফৎ ; সাহায্যে ; আনুকূল্যে। সংস্কৃতে দ্বার শব্দের ৩য়ার ১বচন। বাঙ্গালায় ৩য়ার বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত। অ।

দ্বারাদেয়—যাহা দুয়ার হইতেই গ্রহণ করা হয় এমন। দ্বারে আদেয়, ৭তৎ। বিণ।

দ্বারাদেয় শুল্ক—আমদানী শুল্ক, octroi duty.

দ্বারাধ্যক্ষ—দ্বারপাল। দ্বারের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বারাবতী—দ্বারকানগরী। দ্বার+ডাক্ (=দ্বারা)+বতু+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বারিক—দ্বারপাল, দ্বারযুক্ত। দ্বার+ঠিক। বিণ বা বি ; পু।

দ্বারিকা—দ্বারকানগরী। দ্বার+কণ্+ আপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বারী (দ্বারিন্)—১। দ্বারে স্থিত। দ্বার+ ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দ্বারিণী**। ২। দ্বারপাল। বি ; পু।

দ্বাষষ্টি—বাষট্টি, ৬২। দ্বির দ্বারা অধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপ। বি বা বিণ।

দ্বাষষ্টিতম—৬২ সংখ্যার পূরণ। দ্বাষষ্টি শব্দ +তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

দ্বাসপ্ততি—বাহাত্তর, ৭২। দ্বির দ্বারা অধিক যে সপ্ততি, মধ্যপ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বাসপ্ততিতম—৭২ সংখ্যার পূরণ দ্বাসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

দ্বি—দ্বিত্ব সংখ্যান্বিত, দুই, ২। দ্বৃ (আচ্ছাদন করা)+ডি কর্তৃ। বিণ।

দ্বিঃ—দুইবার ; দুইপ্রকার। দ্বি+সুচ্ বারার্থে। অ।

দ্বিকর—১। দুই করবিশিষ্ট, দ্বিভুজ। দ্বি (দুই) কর (ভুজ) যাহার, বহু। বিণ। ২। করদ্বয়, দুই হাত। কর্মধা। বি ; পু।

দ্বিকর্মক—দুইটি কর্মযুক্ত। দ্বি (দুই) হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিখণ্ডক—যাহা কোন কিছুকে দুইটি সমান ভাগে বিভক্ত করে, bisector. দ্বি—খণ্ডি+ণক কর্তৃ। বিণ।

দ্বিখণ্ডিত—দুই খণ্ডে বিভক্ত, দুই ভাগে কাটা বা চেরা। ২তৎ। বিণ।

দ্বিগু—১। দুই গরুবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) গো (গরু) যাহার, বহু। বিণ। ২। সমাস বিঃ ['সমাস' দ্রঃ]। বি ; পু।

দ্বিগুণ—দুই গুণ, ডবল। দ্বি (দুই) দ্বারা গুণ হইয়াছে যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিগুণিত—দ্বিগুণীকৃত, যাহাকে দুই গুণ করা হইয়াছে এমন, দ্বিগুণ, ডবল। দ্বি (দুই) দ্বারা গুণিত, ৩তৎ। বিণ।

দ্বিগুণীকৃত—যাহাকে দ্বিগুণ করা হইয়াছে এরূপ। দ্বিগুণ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি =দ্বিগুণী, তদুত্তরে কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্বিচত্বারিংশ—৪২-সংখ্যার পূরক। দ্বিচত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

দ্বিচত্বারিংশৎ—বিয়াল্লিশ, ৪২ ; ৪২-সংখ্যক। মধ্যপ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিচত্বারিংশত্তম--৪২-সংখ্যার পূরক। দ্বিচত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

দ্বিচারিণী--দুই পুরুষ-সংসর্গে রতা। দ্বি—চর্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিজ--ব্রাহ্মণ ; ক্ষত্রিয় ; বৈশ্য ; দন্ত ; অণ্ডজ প্রাণী, পক্ষী সর্প প্রভৃতি। জন্ম ও উপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা দুইবার জন্মে যে, উপতৎ ; দ্বি—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

দ্বিজদাস, দ্বিজসেবক—১। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণত্রয়ের সেবক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-দাসী, -সেবিকা**। ২। শূদ্র। বি ; পু।

দ্বিজন্মা (-জন্মন্)—দ্বিজ (সকল অর্থে)। দ্বি (দুই) জন্ম যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিজপতি—চন্দ্র ; দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ; পক্ষিরাজ গরুড়। ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বিজপ্রিয়া—সোমলতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দ্বিজবন্ধু— নীচ দ্বিজ। [পিতৃ, মাতৃ, ক্ষত্রিয়, বিপ্র প্রভৃতির পরে থাকিলে বন্ধু শব্দে নীচ বুঝায়।] বি ; পু।

দ্বিজবর, দ্বিজসত্তম—বিপ্র, ব্রাহ্মণ। দ্বিজদিগের মধ্যে বর বা সত্তম, ৭তৎ। বি ; পু।

দ্বিজবাহন—বিষ্ণু। দ্বিজ (পক্ষী, গরুড়) হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিজব্রুব—যে আপনাকে দ্বিজ বলে অর্থাৎ দ্বিজ বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দেয়, হীন দ্বিজ, কপট ব্রাহ্মণ। দ্বিজ- ব্রু (বলা)+ক কর্ত্তৃ। বি ; পু।

দ্বিজরাজ—চন্দ্র ; ব্রাহ্মণ ; পক্ষিরাজ গরুড় ; সর্পরাজ অনন্ত। দ্বিজগণের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বিজলিঙ্গী (-লিঙ্গিন্)—দ্বিজাতির বেশ-ধারক ; ছদ্ম ব্রাহ্মণ। দ্বিজের লিঙ্গ (চিহ্ন) =দ্বিজলিঙ্গ, ৬তৎ ; দ্বিজলিঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ—দ্বিজবর, ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। বি ; পু।

দ্বিজসত্তম—'দ্বিজবর' দ্রঃ।

দ্বিজসেবক—'দ্বিজদাস' দ্রঃ।

দ্বিজা—দ্বিজপত্নী। দ্বিজ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বিজাগ্র্য—দ্বিজবর, ব্রাহ্মণ। দ্বিজদিগের মধ্যে অগ্র্য (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বি ; পু।

দ্বিজাতি—দ্বিজ (সকল অর্থে)। দ্বি (দুই) জাতি (জন্ম) যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিজিহ্ব—সর্প [গরুড় জননীর দাসীত্ব মোচনার্থ স্বর্গ হইতে অমৃত আনয়ন করিয়া বিমাতাকে প্রদান করেন, কিন্তু ইন্দ্র তাহা হরণ করায় সর্পজননীর তাহা ভোগে আসে নাই ; সেই সর্পগণ, "গরুড় এই কুশাসনে অমৃত রাখিয়াছেন" মনে করিয়া কুশাসন চাটিতে আরম্ভ করে, তাহাতেই তাহাদের জিহ্বা চিরিয়া দ্বিখণ্ডিত হয়] ; যে ব্যক্তি দুই জনের নিকট দুই রূপ কথা বলিয়া বেড়ায়, খল ; চৌর। দ্বি (দুই) হইয়াছে জিহ্বা যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিজেন্দ্র—দ্বিজবর ; দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ। দ্বিজ-দিগের ইন্দ্র (প্রধান), ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর— মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দৃষ্ট হয়। আদি ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতিকল্পে ইনি বিশেষ যত্নশীল। ইনি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের জন্য অনেক উপদেশ ও সংগীত রচনা করিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি অতি যোগ্যতার সহিত কিছুদিন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ও কিছুদিন ভারতীর সম্পাদকতা করেন। ইনি কিছুদিনের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল (১৩২০ বঙ্গাব্দের ২৭শে চৈত্র) কলিকাতার টাউনহলে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সপ্তম বার্ষিক অধিবেশনে ইনি সভাপতির কার্য করেন। প্রাচীন বয়সেও ইনি অক্লান্তভাবে ধর্ম, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—সাধারণতঃ ইনি ডি. এল. রায় নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি কৃষ্ণনগরের মহারাজের দেওয়ান স্বর্গীয় কার্তিকেয়চন্দ্র রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১২৭০ সালে আষাঢ় মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ১২৯১ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কৃষিকার্য শিক্ষার্থ ষ্টেট্ স্কলারশিপ পাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ইংলণ্ডে গমন করেন। সেখানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন এবং এখানে "সেটেল-মেন্টের" কার্য শিক্ষা করেন। ইনি কিছুদিন সেটেলমেন্ট অফিসারের কার্যও করেন এবং পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। অনন্তর ইনি আবগারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেকটর-স্বরূপে নিযুক্ত হন। শেষ অবস্থায় বাঁকুড়ার সদরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে (১৩২০ বঙ্গাব্দের ৩রা জ্যৈষ্ঠ) হৃদ্‌রোগে এই প্রতিভাশালী স্বদেশভক্ত বঙ্গসন্তানের প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। গুরুতর রাজ-কার্যের মধ্যেও দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গসাহিত্যের সেবা করিয়াছেন। ভারতী, নব্যভারত, প্রভা, প্রবাসী প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় দ্বিজেন্দ্রলাল অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। অনেকগুলি নাটক প্রহসন লিখিয়া ইনি বাঙ্গালা ভাষার পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইঁহার "হাসির গানেই" ইনি সর্বত্র পরিচিত। ইনি কল্কি অবতার, আর্যগাথা, আষাঢ়ে, হাসির গান, ত্র্যহস্পর্শ, বিরহ, পাষাণী, তারাবাই, রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, নুরজাহান, সাজাহান, মেবার পতন প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। ইনি "পূর্ণিমা মিলন" নামে সাহিত্যসেবীদিগের মাসিক সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

ইংলণ্ডে বাসকালে ইনি ইংরাজীতে "Lyrics of Ind" রচনা করেন। ইনি ইংরাজী সংগীতবিদ্যাও শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে "Crops of Bengal" নামক ইঁহার কৃষিবিদ্যাবিষয়ক ইংরাজী পুস্তক প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষভাগে ইনি "পুনর্জন্ম", "চন্দ্রগুপ্ত", "পরপারে", "আনন্দবিদায়" নাটক প্রকাশিত করেন। "ভীষ্ম", "সিংহল-বিজয়" ও "বঙ্গনারী" নামক তিনখানি নাটক ইঁহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হইয়াছে। "মন্দ্র", "আলেখ্য" ও "ত্রিবেণী" নামক তিনখানি খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াও যশঃ অর্জন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত "আমার দেশ", "আমার ভাষা", "আমার জন্মভূমি" ও "ভারতবর্ষ" শীর্ষক অমূল্য গানগুলি ইঁহার নাম অমর করিয়া রাখিবে।

দ্বিজেশ— চন্দ্র ; গরুড়। দ্বিজদিগের ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বিজোত্তম—দ্বিজবর, দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ব্রাহ্মণ ; ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। দ্বিজদিগের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। বি ; পু।

দ্বিতয়—১। দুই সংখ্যা, দ্বয় ; যুগ্ম। দ্বি+তয়ট্। বি ; স্ত্রী। ২। দ্বিসংখ্যাযুক্ত। বিণ। স্ত্রী—**দ্বিতয়ী**।

দ্বিতল—দুই তল বিশিষ্ট, দোতলা (বাড়ী)। দ্বি (দুই) তল যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিতীয়— দুইএর পূরক। দ্বি+তীয় পূরণার্থে। বিণ।

দ্বিতীয়তঃ—দ্বিতীয় বারে বা স্থানে। দ্বিতীয়+তস্। অ।

দ্বিতীয়া—১। 'দ্বিতীয়' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ, চন্দ্রের দ্বিতীয় কলার হ্রাসবৃদ্ধি ক্রিয়াদ্বারা বিনির্দিষ্ট তিথি [আষাঢ়ের শুক্ল দ্বিতীয়া রথদ্বিতীয়া, শ্রাবণের শুক্ল দ্বিতীয়া মনোরথ দ্বিতীয়া, এবং কার্তিকের শুক্ল দ্বিতীয়া ভ্রাতৃদ্বিতীয়া নামে খ্যাত] ; পত্নী। বি ; স্ত্রী।

দ্বিতীয়াশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম, গৃহস্থ ধর্ম, গৃহস্থালী। দ্বিতীয় যে আশ্রম, কর্মধা। বি ; পু।

দ্বিত্ব—উভয়ত্ব ; 'দুই' এই সংখ্যা। দ্বি শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

দ্বিত্র—দুই বা তিন। (পাণিনির মতে) দ্বি বা ত্রি এই বাক্যে দ্বিত্রি+ড, (মুগ্ধবোধের মতে) দ্বি বা ত্রি পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিদল—১। যাহা দুই দলে বিভক্ত এমন। বিণ। ২। ডাইল ; মুগ, কলায় প্রভৃতি। দ্বি (দুই) দল যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিদশ—১। বিংশতি, ২০। দ্বি-গুণিত দশ, মধ্যপ। ২। দ্বাদশ, ১২। দ্বিযুক্ত দশ, মধ্যপ। বিণ।

দ্বিদেহ— গজানন, গণেশ। দ্বি (দুই প্রকার) হইয়াছে দেহ যাহার, বহু ; গণেশের মুণ্ডটি হস্তীর, এবং অবশিষ্ট অবয়ব মনুষ্যের ন্যায়। বি ; পু।

দ্বিধা—১। দ্বিবিধ, দুইপ্রকার ; দুই ভাগে বা দিকে ; দুইবার। দ্বি+ধাচ্। অ। ২।

দ্বৈধ, ইতস্ততঃ ভাব, সংকোচ, সংশয়, সন্দেহদোলা। বি। ৩। দুই ভাগ বা ফাঁক ('— হওয়া')। বাংপ্র। বিণ।

দ্বিধাকরণ—দুই অংশে বিভাজন বা ভাগ করা। দ্বিধা—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দ্বিধাকৃত দুই ভাগে বিভক্ত। দ্বিধা—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্বিধাগতি- উভচর। দ্বিধা (দ্বিবিধা) গতি যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিধাতু—দুইটি ধাতু। দ্বিগু। বি ; ক্লী।

দ্বিধাতুক—যাহাতে দুইটি ধাতু আছে এমন। বহু। বিণ।

দ্বিধাদ্বন্দ্ব—সন্দেহ বা বিরোধ ; সংকোচ, দোটানায় পড়ার ভাব ; বাধাবিঘ্ন। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

দ্বিধীকরণ দুই অংশে ভাগ করা। দ্বিধা+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দ্বিধী)—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

দ্বিনবতি—বিরানব্বই, ৯২। দ্বির দ্বারা অধিক যে নবতি, মধ্যপ। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিনবতিতম ৯২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিনবতি শব্দ+তমট পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

দ্বিপ—হস্তী। দ্বি (দুইবারে) পান করে যে, উপতৎ ; দ্বি—পা (পান করা)+ড কর্তৃ। [হস্তীরা শুণ্ড দ্বারা জল উত্তোলনপূর্বক মুখমধ্যে দিয়া খায়, সুতরাং তাহাদের দুই-প্রকারে পান করা হয় ; এইজন্য হস্তীকে দ্বিপ বলে।] বি ; পু।

দ্বিপক্ষ—শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষ [শুক্লপক্ষের তিথি ১৫, এবং কৃষ্ণপক্ষের তিথি ১৫ সংখ্যক। শুক্লপক্ষের পঞ্চদশীকে পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণ-পক্ষের পঞ্চদশীকে অমাবস্যা বা দর্শ কহে]। কর্মধা। বি ; পু।

দ্বিপঞ্চাশ ৫২ সংখ্যার পূরণ। দ্বিপঞ্চাশৎ +ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-শী**।

দ্বিপঞ্চাশৎ—বায়ান্ন, ৫২। দ্বির দ্বারা অধিক যে পঞ্চাশৎ, মধ্যপ। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিপঞ্চাশত্তম—৫২ সংখ্যার পূরক। দ্বিপঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**। -

দ্বিপদ—১। দুই পদবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পদ যাহার, বহু। বিণ। ২। পক্ষী ; মনুষ্য ; দেবতা ; রাক্ষস। বি ; পু।

দ্বিপদা—১। পদদ্বয়বিশিষ্টা। বহু। ['দ্বিপদ' দ্রঃ।] বিণ ; স্ত্রী। ২। ঋগ্ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

দ্বিপদী—ছন্দঃ বিঃ। দ্বিপদ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বিপাৎ (-পাদ্)—পদদ্বয়যুক্ত, দুইচরণ-বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পাদ্ যাহার, বহু। • বিণ।

দ্বিপাদ—১। দুইপদবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) পাদ (চরণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। বানরাদি পশু। বি ; পু।

দ্বিপায়ী (-পায়িন্)—বারণ, হস্তী ['দ্বিপ' দ্রঃ]। দ্বি -পা+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

দ্বিপাস্য - গজানন, গণেশ। দ্বিপের (হস্তীর) ন্যায় আস্য (মুখ) যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিবক্ত্র—মুখদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) বক্ত্র (মুখ) যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিবচন (ব্যাকরণে)—দ্বিত্ববোধক বিভক্তি। দ্বি—বচ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

দ্বিবর্ষা - দুই বৎসর বয়স্কা গাভী। দ্বি (দুই) হইয়াছে বর্ষ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

দ্বিবার্ষিক—দুই-বৎসরোৎপন্ন (ধান্যাদি শস্য), দুই বর্ষবয়স্ক। দ্বিবর্ষ+ষ্ণিক। বিণ।

দ্বিবাহিকা - দোলা, ডুলি। দ্বি (দুইজন) হইয়াছে বাহক যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

দ্বিবিদ—কামরূপ বানর বিঃ। বি ; পু। [কপিবর লঙ্কাসমরে সুগ্রীবের অধীনে একজন সেনানায়ক ছিলেন। রামচন্দ্র স্বর্গারোহণকালে ইঁহাকে কলিযুগ পর্যন্ত জীবিত থাকিতে বলিয়া যান। ইঁহার সহিত নরকাসুরের মিত্রতা ছিল। কৃষ্ণ কর্তৃক নরক নিহত হইলে, দ্বিবিদ যাদব-দ্বেষী হইয়া অতিশয় অত্যাচারপরায়ণ হইয়া উঠেন। একদা বলদেব ভার্যাসহ রৈবতক পর্বতে বাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বিবিদ তথায় নানারূপ উৎপাত করিতে থাকায় বলরাম ইঁহার প্রাণবধ করেন।]

দ্বিবিধ দুই প্রকার। দ্বি (দুই) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

দ্বিবিন্দু—বিসর্গ। দ্বি (দুই) বিন্দু যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিভাব—১। দুই ভাববিশিষ্ট। দ্বি (দুই) ভাব যাহার, বহু। বিণ। ২। দুই ভাব। দ্বিগু। বি ; পু।

দ্বিভাষী (-ভাষিন্)—যে দুই ভাষায় কথা কহে এমন, দোভাষী, interpreter. দ্বিপ্রকারা ভাষা দ্বিভাষা, মধ্যপ ; দ্বিভাষা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দ্বিভাষিণী**।

দ্বিভুজ—১। হস্তদ্বয়বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) ভুজ যাহার, বহু। বিণ। ২। দুই হাত। কর্মধা। বি ; পু।

দ্বিমাতৃক—জরাসন্ধ [কারণ বৃহদ্রথের দুই পত্নী হইতে ইঁহার জন্ম] ; গণেশ। দ্বি (দুই) মাতা যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিমাতৃজ—জরাসন্ধ ; গণেশ। 'দ্বিমাতৃক' দ্রঃ। দ্বি (দুই) মাতা=দ্বিমাতা, কর্মধা ; তাহা হইতে জন্মিয়াছে যে এই বাক্যে উপতৎ ; দ্বিমাতৃ—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

দ্বিমুখ—মুখদ্বয়বিশিষ্ট, যাহার দুই দিকে দুই মুখ আছে এরূপ। দ্বি (দুই) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**দ্বিমুখা, দ্বিমুখী**।

দ্বিরদ—হস্তী। দ্বি (দুই) রদ (দন্ত) যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিরদরদ—হস্তিদন্ত। ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বিরসন—দ্বিজিহ্ব, সর্প। দ্বি (দুই) রসনা (জিহ্বা) যাহার, বহু। বি ; পু।

দ্বিরাগমন—নবোঢ়া কন্যার দ্বিতীয়বার পতিগৃহে আগমন। দ্বিঃ (দুইবার, এখানে দ্বিতীয়বার) আগমন, সুপ্সুপা। বি ; ক্লী। [বিবাহমাসের প্রথমে যদি দ্বিরা-গমন হয়, তাহা হইলে সবিশেষ দিনক্ষণের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু তাহা না হইলে বৈশাখ, অগ্রহায়ণ ও ফাল্গুন মাসে রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি শুদ্ধ থাকিলে যাত্রোক্ত শুভকালে দ্বিরাগমন প্রশস্ত। অস্তগত ও সম্মুখস্থ শুক্র হইলে কদাপি দ্বিরাগমন বিধেয় নহে। অষ্টম বর্ষে দ্বিরা-গমনে শ্বশ্রূর, দশম বর্ষে শ্বশুরের এবং দ্বাদশ বর্ষে পতির মৃত্যু হয়। এক গ্রামে, এক বাড়িতে, দুর্ভিক্ষ সময়ে অথবা রাষ্ট্র-বিপ্লবাদি কালে স্বামীর সহিত আসিলে, সম্মুখস্থ শুক্র দোষাবহ হয় না।]

দ্বিরাপ—হস্তী। দ্বিঃ (দুইবার)—আ—পা+ড কর্তৃ ['দ্বিপ' দ্রঃ]। বি ; পু।

দ্বিরুক্ত দুইবার কথিত ; (ব্যাকরণে) অভ্যস্ত ; দ্বিত্বপ্রাপ্ত। দ্বি (দুইবার) উক্ত (কথিত), সুপ্সুপা। বিণ।

দ্বিরুক্তি দুইবার কথন ; দ্বিতীয়বার কথা বলা, প্রতিবাদ। দ্বিঃ (দুইবার, দ্বিতীয়-বার) যে উক্তি, সুপ্সুপেতি। বি ; স্ত্রী।

দ্বিরূঢ়া—পুনর্ভূ, দুইবার বিবাহিতা নারী। দ্বিঃ উঢ়া (বিবাহিতা), সুপ্সুপেতি। বি ; স্ত্রী।

দ্বিরেফ—মধুকর, ভ্রমর। দ্বি (দুই) রেফ (´ এইরূপ চিহ্নের ন্যায় শুণ্ড) যাহার (মস্তকে), বহু। বি ; পু।

দ্বিশততম—২০০ এই সংখ্যার পূরণ। দ্বিশত+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

দ্বিশফ—যে সকল পশুর খুর দ্বিখণ্ডিত, গো-মহিষাদি। দ্বি (দুই) শফ (খুর) যাহার, বহু। বিণ বা বি ; পু।

দ্বিষৎ—১। দ্বেষ্টা। দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+শতৃ কর্তৃ। বিণ। ২। অরাতি, শত্রু। বি ; পু। স্ত্রী—**দ্বিষতী**।

দ্বিষ্ট—দ্বেষের পাত্র, যাহাকে দ্বেষ করা যায় এরূপ। দ্বিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্বিসপ্ততি—বায়াত্তর, ৭২। দ্বির দ্বারা অধিক যে সপ্ততি, মধ্যপ। বিণ ; স্ত্রী।

দ্বিসপ্ততিতম—৭২ সংখ্যার পূরণ। দ্বি-সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

দ্বিহায়নী—দুই বৎসর বয়স্কা গাভী। দ্বি (দুই) হায়ন (বৎসর) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

দ্বীপ—১। জলবেষ্টিত স্থল। দ্বি (দুই)—অপ্ (জল)+অ প্রত্যয় [যে ভূভাগের চারিদিকে জল (island) ; যথা—সিংহল ; মহাদ্বীপ ৭—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর, এবং উপদ্বীপ ১১—কুরু, চন্দ্র, বরুণ, সৌম্য, নগ, কুমারিক, গভস্তিমান্, রুমধান্, তাম্রপর্ণ, কশেরু, ইন্দ্র, সর্বসুদ্ধ এই ১৮]। দ্বি (দুই দিকে) অপ্ (জল) যাহার, বহু। ২। দ্বিবর্ণ চর্ম, দুই প্রকার রঙের চামড়া। দ্বি শব্দ—ঈ (গমন করা, পাওয়া)+পক্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

দ্বীপপুঞ্জ—বহু দ্বীপের একত্র সমাবেশ। ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বীপবতী—নদী। দ্বীপ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্বীপবান্ (-বৎ)—সমুদ্র ; নদ। দ্বীপ +বতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

দ্বীপান্তর—১। অন্য দ্বীপ। নিত্য। বি ; ক্লী। ২। দূরবর্তী দ্বীপে নির্বাসন, transportation, কালাপানি। বাংপ্র। বি।

দ্বীপান্তরিত—১। আন্দামানে নির্বাসিত। বাংপ্র। ২। অপর দ্বীপে প্রেরিত। দ্বীপান্তর+ইতচ্ প্রাপ্তার্থে। বিণ।

দ্বীপী (দ্বীপিন্)—ব্যাঘ্র ; চিতাবাঘ ; সমুদ্র ; দ্বীপবাসী। দ্বীপ শব্দ+ইন অস্ত্যর্থে। বি ; পু। স্ত্রী **দ্বীপিনী**।

দ্বেষ—শত্রুতা, বৈর, ঈর্ষা, অসূয়া ; ক্রোধ ; বিরাগ। দ্বিষ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

দ্বেষণ—১। দ্বেষ, হিংসা ; শত্রুতাচরণ। দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। শত্রু। দ্বিষ্+অন কর্তৃ। বি ; পু।

দ্বেষী (দ্বেষিন্)—দ্বেষযুক্ত, দ্বেষকারী, বিদ্বেষী। দ্বেষ+ইন্ অস্ত্যর্থে ; অথবা দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দ্বেষিণী**।

দ্বেষ্টা (দ্বেষ্টৃ)—দ্বেষকারী, বিদ্বেষী। দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দ্বেষ্ট্রী**।

দ্বেষ্য—১। দ্বেষের বিষয় বা পাত্র। দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। আততায়ী, শত্রু। বি ; পু।

দ্বৈগুণ্য—দ্বিগুণ করা। দ্বিগুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

দ্বৈত—১। দ্বিবিধত্ব ; দ্বিতীয়ত্ব। বি ; ক্লী। ২। দ্বৈতবাদী। দ্বি+ইত যুক্তার্থে—দ্বীত, দ্বীত+ষ্ণ স্বার্থে। ৩। দ্বিভাবশূন্য। দ্বি (দ্বিভাব) ইত (গত) যাহা হইতে তাহা দ্বীত, বহু ; দ্বীত+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্বৈতী**।

দ্বৈতবন—সরস্বতীতীরস্থ শোকমোহ-রহিত বন বিঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

দ্বৈতবাদ—দ্বিবিধত্ব স্বীকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভিন্নতা কথন। দ্বৈতই যে বাদ, কর্মধা ; কিংবা দ্বৈতের বাদ, ৬তৎ। বি ; পু।

দ্বৈতবাদী (-বাদিন্)—দ্বিবিধত্ব স্বীকারকারী, জীবাত্মা ও পরমাত্মা অথবা পুরুষ ও প্রকৃতি এতদুভয়ের ভিন্নতাস্বীকারকারী। দ্বৈত—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। [নৈয়ায়িকেরা দ্বৈতবাদী এবং বৈদান্তিকেরা অদ্বৈতবাদী।] স্ত্রী—**দ্বৈতবাদিনী**।

দ্বৈতশাসন—রাজ্যশাসন ব্যাপারে কতকগুলি বিভাগের কার্য খাস রাজপুরুষ দ্বারা এবং অপর কতকগুলি কার্য প্রজা-প্রতিনিধি দ্বারা পরিচালন, diarchy. বি ; ক্লী।

দ্বৈতাদ্বৈত—জীব ও ঈশ্বরের প্রভেদ। দ্বৈত এবং অদ্বৈত, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

দ্বৈতী (দ্বৈতিন্)—দ্বৈতবাদী। দ্বৈত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দ্বৈতিনী**।

দ্বৈতীয়িক—দ্বিতীয়। দ্বিতীয় শব্দ+ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্বৈতীয়িকী**।

দ্বৈধ—দ্বিধা, দুইপ্রকার ; সংশয়, সন্দেহ ; মতভেদ, অনৈক্য। দ্বিধা শব্দ+ষ্ণ। বি ; ক্লী।

দ্বৈধম্—দ্বিধা ; প্রবল শত্রুর প্রতি মৌখিক আত্মসমর্পণ ; একের সহিত সন্ধি ও অপরের সহিত বিবাদ। দ্বি+ধম্ নিপাতনে। অ।

দ্বৈধীভাব—দ্বিবিধত্ব, দ্বিধা মত। দ্বৈধ শব্দ +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=দ্বৈধী)—ভূ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

দ্বৈপ—১। দ্বীপ-সম্বন্ধীয়। দ্বীপ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্বৈপী**। ২। ব্যাঘ্রচর্ম। দীপিন্ (ব্যাঘ্র)+ষ্ণ। বি ; ক্লী। ৩। ব্যাঘ্রচর্মাবৃত রথ। বি ; পু।

দ্বৈপসাগর—দ্বীপবহুল সমুদ্র, মহাসাগরের বা সাগরের যে অংশে বহুসংখ্যক দ্বীপ থাকে (ইহাকে ইংরেজীতে "আর্কিপেল্যাগো" কহে। যেমন ইণ্ডিয়ান আর্কিপেল্যাগো)। কর্মধা। বি ; পু।

দ্বৈপায়ন—ব্যাসদেব। দ্বীপ শব্দ+অয়ন, তদুত্তরে ষ্ণ (যমুনাদ্বীপে ব্যাসের জন্ম হওয়ায় ইনি দ্বৈপায়ন নাম প্রাপ্ত হন)। বি ; পু।

দ্বৈপ্য—দ্বীপসম্বন্ধীয়। দ্বীপ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ।

দ্বৈবিধ্য—দ্বিবিধত্ব, দ্বিপ্রকারতা, দুই রকম। দ্বিবিধ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

দ্বৈমাতুর—দুই মাতার সন্তান। দ্বিমাতৃ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে (ষ্ণ পরে ঙুর)। বিণ। স্ত্রী—**দ্বৈমাতুরী**।

দ্বৈমাতৃক—মেঘের ও নদীর জলে যে দেশে শস্য উৎপন্ন হয়। দ্বি (নদী ও বৃষ্টি) হইয়াছে মাতা যাহার, বহু। বিণ।

দ্বৈরথ—দুই রথীর যুদ্ধ, অর্থাৎ দুই ব্যক্তি রথারূঢ় হইয়া যে যুদ্ধ করে। দ্বি (দুই) যে রথ সে দ্বিরথ, কর্মধা ; দ্বিরথ+ষ্ণ। বি ; ক্লী।

দ্বৈরাত্রিক—দুই রাত্রিতে জাত। দ্বিরাত্রি শব্দ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

দ্ব্যক্ষর—১। দুই অক্ষর-বিশিষ্ট। দ্বি (দুই) অক্ষর যাহার, বহু। বিণ। ২। অক্ষরদ্বয়াত্মক মন্ত্রাদি, দুই অক্ষরাত্মক 'কৃষ্ণ' নাম। বি ; ক্লী।

—১। অঙ্গুলিদ্বয়-পরিমিত। দ্বি (দুই) অঙ্গুলি পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। মোট দুই আঙ্গুল। দুই অঙ্গুলির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

দ্ব্যণুক—দুই পরমাণুর সমষ্টি। দ্বি (দুই) অণুর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

দ্ব্যর্থ, দ্ব্যর্থক—১। দুই প্রকার অর্থবিশিষ্ট। দ্বি (দুই) অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ২। দ্বিবিধ অর্থ। বি ; পু।

দ্ব্যশীতি—বিরাশি, ৮২। দ্বি দ্বারা অধিক যে অশীতি, মধ্যপ। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

দ্ব্যশীতিতম—৮২ এই সংখ্যার পূরক। দ্ব্যশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

দ্ব্যহ—দুই দিন। দ্বি (দুই) অহন্ (দিন), দ্বিগু। বি ; পু।

দ্ব্যাত্মবাদী (-বাদিন্)—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয় স্বীকারকারী। দ্বি আত্মা=দ্ব্যাত্মা, কর্মধা ; দ্ব্যাত্মন্—বদ্ (বলা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

দ্ব্যামুষ্যায়ণ—দত্তকপুত্র বিঃ, যে পুত্র জন্মদাতা ও দত্তকগ্রহীতা উভয়ের পুত্ররূপে পরিগৃহীত হইয়া উভয়ের পিণ্ডদান ও ধনাধিকার করে। বি ; পু।

দ্ব্যাহিক—দিনদ্বয়ান্তরিত ; দুই দিন ব্যাপী ; যাহা দুই দিন অন্তর ঘটে এরূপ ; দ্বিতীয় দিনভব। দ্ব্যহ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**দ্ব্যাহিকী**।

দ্যাবাপৃথিবী—স্বর্গ ও পৃথিবী উভয়। দ্যো (স্বর্গ) ও পৃথিবী, দ্বন্দ্ব নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

দ্যু—১। আকাশ, স্বর্গ; দিন। দিব্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। সূর্য; অগ্নি। বি; পু।

দ্যুৎ—কিরণ। দ্যুত্‌+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

দ্যুতি—প্রকাশ; শোভা; দীপ্তি, প্রভা, ঔজ্জ্বল্য। দ্যুত্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

দ্যুতিকর—দীপ্তিকারক। দ্যুতি শব্দ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

দ্যুতিত—'দ্যোতিত' দ্রঃ।

দ্যুতিধর—বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

দ্যুতিমান্‌ (-মৎ)—১। দীপ্তিশালী, উজ্জ্বল; ভাস্বর। দ্যুতি (দীপ্তি)+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দ্যুতিমতী**। ২। ক্রৌঞ্চদ্বীপপতি, প্রিয়ব্রতের পুত্র। বি; পু।

দ্যুনিবাসী (-বাসিন্‌)—১। স্বর্গবাসী। উপতৎ; দ্যু—নি—বস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাসিনী**। ২। দেবতা। বি; পু।

দ্যুপতি—ইন্দ্র; সূর্য। দ্যুর (স্বর্গের, আকাশের) পতি, ৬তৎ। বি; পু।

দ্যুমণি—সূর্য। দ্যুর (আকাশের) মণিস্বরূপ, ৬তৎ। বি; পু।

দ্যুমৎসেন—জনৈক রাজা, সত্যবানের পিতা। শাল্বদেশে ইঁহার রাজ্য ছিল। ইঁনি অতি ধর্মপরায়ণ নরপতি ছিলেন, এবং সর্বথা ন্যায়ানুমোদিতভাবে রাজ্য-শাসন করিতেন। বিধিনির্বন্ধে হঠাৎ অন্ধ হওয়ায়, ইঁহার শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিলে ইনি ভার্যা ও শিশুপুত্র সত্যবান্‌ সহ অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সত্যবান্‌ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রাতঃস্মরণীয়া আদর্শসতী সাবিত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অতঃপর পূর্বনির্ধারিত দিবসে সত্যবানের মৃত্যু হইলে পতিগত-প্রাণা সাবিত্রী স্বীয় ধর্মবলে ধর্মরাজের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে পতির পুনর্জীবন, শ্বশুরের চক্ষু ও রাজ্যাধিকার প্রভৃতি বর প্রাপ্ত হন। অনন্তর দ্যুমৎসেন হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া পুত্রকলত্রাদিতে পরি-বেষ্টিত হইয়া অনেক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করেন। অবশেষে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক জীবনের অবশিষ্টাংশ ধর্মসাধনে নিয়োজিত করেন।

দ্যুলোক—স্বর্গলোক। দ্যু নামক যে লোক, মধ্যপ। বি; পু।

দ্যূত—অক্ষক্রীড়া, পাশাখেলা; জুয়াখেলা। দিব্‌+ক্ত কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

দ্যূতকর, দ্যূতকার, দ্যূতকৃৎ—যে পাশা খেলে, জুয়ারী। দ্যূত্‌ কৃ (করা)+যথা-ক্রমে ট, অণ্‌, ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

দ্যূতপূর্ণিমা—কোজাগরপূর্ণিমা [এই রাত্রিতে জাগরণ করিয়া দ্যূতক্রীড়া করিলে লক্ষ্মীবৃদ্ধি হয় বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে]। বি; স্ত্রী।

দ্যূতপ্রতিপৎ—কার্তিক মাসের শুক্ল-প্রতিপৎ। বি; স্ত্রী। [এই দিবসে দ্যূত-ক্রীড়া করিলে তাহাতে যে জয়ী হয়, তাহার পক্ষে ঐ বৎসর শুভদায়ক হইয়া থাকে।]

দ্যূতবৃত্তি—১। দ্যূতক্রীড়াব্যবসায়ী, যে পাশা খেলিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। দ্যূত হইয়াছে বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। পাশকক্রীড়ারূপ জীবিকা; জুয়া ব্যবসায়। দ্যূতই যে বৃত্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

দ্যূতবেদী (-বেদিন্‌)—পাশকক্রীড়াভিজ্ঞ। দ্যূত—বিদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দিনী**।

দ্যো—স্বর্গ; আকাশ। দ্যুত্‌+ডো অধি, বা দিব্‌+ড্যো অধি। বি; স্ত্রী।

দ্যোত—আলোক, দীপ্তি, দ্যুতি; প্রকাশ; আতপ, রৌদ্র। দ্যুত্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

দ্যোতক—১। দীপ্তিশীল। দ্যুত্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+ণক কর্তৃ। ২। প্রকাশক, সূচক, ব্যঞ্জক। ণিজন্ত দ্যুত্‌ (=দ্যোতি) +ণক কর্তৃ। ৩। উদ্বোধক। বিণ। স্ত্রী, **-তিকা**।

দ্যোতন—১। দীপ্তি পাওয়া; প্রকাশ; উদ্বোধন। দ্যুত্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ২। দ্যোতক, প্রকাশক। দ্যোতি+অন কর্তৃ। বিণ।

দ্যোতনি—দ্যোতক, প্রকাশক; দীপ্তি-কারক। দ্যুত্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অনি কর্তৃ। বিণ।

দ্যোতমান—শোভমান, দীপ্যমান। দ্যুত্‌+শান কর্তৃ। বিণ।

দ্যোতিত, দ্যুতিত—শোভিত; দীপিত; প্রকাশিত। দ্যোতি+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্যোভূমি—১। স্বর্গ ও পৃথিবী। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। ২। পক্ষী। দ্যো (অন্তরীক্ষ) হইয়াছে ভূমি যাহার, বহু। বি; পু।

দ্রগড়—দগড় বাদ্য। বি; পু।

দ্রঢ়িমা (-মন্‌)—দৃঢ়তা, দার্ঢ্য, কাঠিন্য; স্থিরতা, ধৈর্য। দৃঢ় শব্দ+ইমন্‌ ভাবার্থে। বি; পু।

দ্রঢ়িষ্ঠ—অতি কঠিন, অতি দৃঢ়। দৃঢ় শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দ্রঢীয়ান্‌ (-য়স্‌)—অতিশয় দৃঢ়। দৃঢ়+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**দ্রঢীয়সী**।

দ্রব—১। বেগ; গতি; পরিহাস; প্রস্থান; পলায়ন; ক্ষরণ; গলন। দ্রু (গমন করা, গলা)+অল্‌ ভাব। ২। জলাদিতে বিগলিত পদার্থ, রস। দ্রু+অন্‌ কর্তৃ। বি; পু। ৩। গলিত; তরল। বিণ।

দ্রবণ—গতি, গমন; ক্ষরণ, গলন। দ্রু (গলা, গমন করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

দ্রবণাঙ্ক—যে তাপে বরফ গলিয়া জল হয়, melting point. ৬তৎ। বি; পু।

দ্রবণীয়—যাহা কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হয় এরূপ। দ্রু+অনীয় কর্ম। বিণ।

দ্রবত্ব—তারল্য, তরলভাব। দ্রব+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

দ্রবন্তী—নদী। দ্রু (গমন করা ইত্যাদি) +শতৃ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

দ্রবিড়—ম্লেচ্ছ বিঃ; দেশ বিঃ। দ্রু (গমন করা)+ইড় কর্তৃ। বি; পু।

দ্রবিণ—পরাক্রম; ধন; কাঞ্চন, সুবর্ণ। দ্রু +ইন কর্তৃ। বি; ক্লী।

দ্রবীকরণ—তরল করা, গলানো। দ্রব শব্দ +অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দ্রবী, তদুত্তরে কৃ (করা)+অনট্‌ ভাব। বি, ক্লী। বিণ—**দ্রবীকৃত**।

দ্রবীভবন, দ্রবীভাব—দ্রবণ, গলন, গলিয়া যাওয়া। দ্রব+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=দ্রবী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+অনট্‌, ঘঞ্‌ ভাব। বি; ক্লী ও পু।

দ্রব্য—বস্তু, পদার্থ, সামগ্রী; বিত্ত; পিত্তল; ভেষজ; ক্ষিতি, জল, আকাশ, বায়ু, তেজঃ, কাল, দিক্‌, আত্মা, মনঃ এই নয়। দ্রু+য কর্ম। বি; ক্লী।

দ্রব্যগুণ—১। দ্রব্যের ধর্ম ক্রিয়া ইঃ; দেহের উপর দ্রব্যের ক্রিয়া বা প্রভাব। ৬তৎ। ২। দ্রব্যের গুণনির্ণায়ক গ্রন্থ বিঃ। বি; পু।

দ্রব্যজাত—১। দ্রব্যোৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ। ২। দ্রব্যসমূহ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

দ্রব্যশুদ্ধি—মন্ত্রাদি বা প্রক্ষালনাদি দ্বারা দ্রব্যের শোধন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

দ্রষ্টব্য—দর্শনীয়, দর্শনযোগ্য, যাহা দেখা আবশ্যক বা উচিত এরূপ; বিবেচ্য। দৃশ্‌ (দেখা)+তব্য কর্ম। বিণ।

দ্রষ্টা (দ্রষ্টৃ)—দর্শক, দর্শনকর্তা; সাক্ষী; বিচারপতি। দৃশ্‌ (দেখা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দ্রষ্ট্রী**।

দ্রাক্ষা—আঙুর; কিসমিস; মনকা। দ্রাক্ষ্‌ +অল্‌ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

দ্রাঘিমা (-মন্‌)—১। দৈর্ঘ্য। দীর্ঘ শব্দ+ইমন্‌ ভাবার্থে। বি; পু। ২। ভূপৃষ্ঠে নিরক্ষরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করিয়া যে কতকগুলি অর্ধবৃত্তাকার রেখা কল্পনা করা যায় তাহাদের নাম, longitudes. বি; পু।

দ্রাঘিমান্তর—কোন নির্দিষ্ট স্থানের

মাধ্যন্দিন রেখা হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্ব। দ্রাঘিমার অন্তর, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

দ্রাঘিষ্ঠ—অতিশয় দীর্ঘ। দীর্ঘ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

দ্রাঘীয়ান্ (-য়স্)- অতি দীর্ঘ। দীর্ঘ+ ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী- **দ্রাঘীয়সী**।

দ্রাবক—১। দ্রবকারক ; প্রবর্তক। ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **দ্রাবিকা**। ২। রস বিঃ, অম্ল, acid. ৩। লম্পট ; তস্কর, চৌর ; চন্দ্রকান্তমণি। দ্রু+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

দ্রাবণ—১। বিতাড়িত করা ; দ্রবীকরণ, গলানো। ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। বিতাড়ক ; প্রপীড়ক। ণিজন্ত দ্রু+অন কর্তৃ। বিণ।

দ্রাবিকা—১। দ্রবকারিকা ; প্রবর্তিকা। দ্রাবক+স্ত্রী আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লালা, লাল। বি ; স্ত্রী।

দ্রাবিড়—ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমা সমীপস্থ স্থান বিঃ ; দ্রাবিড়ের লোক ; ভারতের আদিম জাতি বিঃ। দ্রবিড়+ষ্ণ। বি ; পু।

বর্তমানকালের ভূগোলে দ্রাবিড় নামে কোন দেশের অস্তিত্ব নাই। "দ্রাবিড়" নামে কয়েকটি জাতি ও ভাষার সমষ্টি বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, দ্রাবিড়-নামধেয় কোন জাতি যে অপর স্থান হইতে ভারতে আসিয়া বাস করিয়াছে, ইহার কোন সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। তাঁহাদের মতে এই জাতি দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসী, অপর কেহ কেহ বলেন, দ্রাবিড়জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমার মধ্য দিয়া প্রথমে পঞ্জাবপ্রদেশে আগমন করে, পরে মধ্যভারতে আসিয়া কোলারীয়-জাতিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া দক্ষিণ ভারতে বাস স্থাপন করে। ইহার পরে আর্যগণ ভারতে আগমন করেন। আর্যগণ গঙ্গানদীর উপকূলে যে সকল অনার্যজাতির সহিত সংঘর্ষে আসেন, দ্রাবিড়জাতি তাহা হইতে স্বতন্ত্র। এই জাতিই শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণের সহিত যুদ্ধে এবং সীতা-উদ্ধারকল্পে সহায়তা করে। এই জাতি প্রাচীনকালে যে সুসভ্য ও সমৃদ্ধিশালী ছিল, তামিল সাহিত্যে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে, অগস্ত্য মুনি বিন্ধ্যগিরিকে প্রণত অবস্থায় থাকিতে বলিয়া দক্ষিণাপথে আগমন করেন। এই অগস্ত্য মুনিই দ্রাবিড়জাতির গুরু। এ অঞ্চলে "তামির" মুনি নামে তিনি প্রসিদ্ধ। কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্তী স্থানে "অগস্ত্যেশ্বর" নামে তিনি এখনও পূজিত হইয়া থাকেন। তিনিই এ অঞ্চলে দর্শন ব্যাকরণাদি শিক্ষার প্রচলন করেন। বিসপ কলডওয়েল্ (Bishop Coldwell) বলেন, খ্রীঃ পূঃ (আনুমানিক) ৫৫০ অব্দে মগধ হইতে গমন করিয়া বিজয় সিংহ সিংহলে রাজ্যস্থাপন করেন ; সেই সময় হইতেই দাক্ষিণাত্যে আর্য-সভ্যতার বিস্তার আরম্ভ হয়। ডাক্তার বর্নেলের মতে খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে কুমারিলভট্ট দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়া আর্যশিক্ষার প্রচলন করেন। মোটামুটি হিসাবে বিন্ধ্যগিরি ও নর্মদা নদীর দক্ষিণ-পূর্বদিকে যে যে স্থানে উড়িয়া ভাষা কথিত হয় এবং পশ্চিমদিকে এবং "ডেকানে"—যে যে স্থানে গুজরাটি ও মারাঠি ভাষা কথিত হয়, সেই সেই স্থান ব্যতীত সমস্ত দেশই "দ্রাবিড়" বলা যাইতে পারে। মনু দ্রাবিড়জাতিকে পতিত, বর্বর ও আর্য-সমাজবহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত করিয়াছেন। বরাহমিহির স্বপ্রণীত বৃহৎসংহিতায় (৪৪০ খ্রীঃ) দ্রাবিড় দেশ চোল, পাণ্ড্য, কেরল, কর্ণাটক, কলিঙ্গ ও অন্ধ্র—এই ছয় অংশে বিভক্ত করিয়াছেন। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের মতে দ্রাবিড়ীভাষা তেরটি ; তন্মধ্যে চারিটি প্রধান। যথা -

(১) তামিল—পাণ্ড্য, চোল এবং পূর্ব কেরলে, অর্থাৎ বর্তমান মাদ্রাজ-প্রদেশের মধ্য এবং দক্ষিণদিকস্থ সমুদয় জেলায় এই ভাষা কথিত।

(২) তেলেগু—তৈলিঙ্গানা (কলিঙ্গ ও অন্ধ্র দেশে), অর্থাৎ বর্তমান "উত্তর সরকার" দেশে এই ভাষা কথিত।

(৩) মলয়ালম—পশ্চিম কেরলে, অর্থাৎ বর্তমান মালবর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে এই ভাষা কথিত।

(৪) কানারী—কর্ণাটক, অর্থাৎ বর্তমান কানারা ; মহীশূর, এবং ওয়াইনাদ (Wyned), কয়েম্বাটোর প্রভৃতি কতকগুলি স্থানে এই ভাষা কথিত।

১৯০১ খ্রীঃ জনসংখ্যা নিরূপণের বিবরণীতে দেখা যায় যে, প্রায় ১ কোটি ৭৫ লক্ষ লোক তামিল ভাষা, প্রায় ২ কোটি ৭ লক্ষ লোক তেলেগু ভাষা, প্রায় ৬০ লক্ষ লোক মলয়ালম ভাষা, এবং প্রায় ১ কোটি সাড়ে তিন লক্ষ লোক কানারী ভাষা ব্যবহার করে।

অপর ৯টি ভাষার নাম—টুলু, কোডাগু, তোডা, কোটা, কুরুক, মালুটো, গোঁড়ী, কুই ও ব্রাহুই।

বেলুচিস্থান ও রাজমহলে দ্রাবিড় জাতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্রাবিড়ী—১। ছোট এলাচ। দ্রবিড়+ষ্ণ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দ্রাবিড় দেশীয়। বাংপ্র। বিণ।

দ্রাবিড়ীয়- দ্রাবিড় দেশীয় ; দ্রাবিড়জাত। দ্রাবিড়+ঈয়। বিণ।

দ্রাবিত--বিতাড়িত, দূরীকৃত। ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

দ্রাব্য—দ্রবণার্হ, যাহা তাপযোগে সহজে দ্রব হয় এমন, soluble. দ্রব শব্দ+ষ্য অর্হার্থে। বিণ।

দ্রু—বৃক্ষ ; বৃক্ষের অবয়ব, শাখাদি। দ্রু (গমন করা)+ডু কর্তৃ। বি ; পু।

দ্রুণ, দ্রুণী—দ্রোণী, ডোঙ্গা ; কচ্ছপী। দ্রুণ +কি কর্তৃ, ২য় পক্ষে বিকল্পে ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

দ্রুত—১। শীঘ্রতা। দ্রু+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। পলায়িত ; প্রস্থিত ; শীঘ্র ; দ্রবীভূত। দ্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

দ্রুতগতি—১। ত্বরিত গমন। দ্রুতা যে গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। দ্রুতগামী, শীঘ্র-গমনকারী। দ্রুতা গতি যাহার, বহু। বিণ।

দ্রুতগামী (-গামিন্)- শীঘ্রগামী, অতি শীঘ্র গমনে সমর্থ। উপতৎ ; দ্রুত—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী— **দ্রুতগামিনী**।

দ্রুতচারী (-চারিন্)- দ্রুতগামী। দ্রুত—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**দ্রুতচারিণী**।

দ্রুতপদ--১। শীঘ্রগামী। দ্রুত হইয়াছে পদ যাহার, বহু। বিণ। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

দ্রুতবিলম্বিত -১। শীঘ্র অথচ বিলম্বযুক্ত। কর্মধা। বিণ। ২। দ্বাদশাক্ষর ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

দ্রুতবেগে—ত্বরিতগতিতে। দ্রুত হইয়াছে বেগ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

দ্রুতমধ্যা—ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

দ্রুতি—দ্রবীভাব, গলিয়া যাওয়া ; পলায়ন, প্রস্থান। দ্রু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

দ্রুনখ—কণ্টক, কাঁটা। দ্রুর (বৃক্ষের) নখ (নখতুল্য পদার্থ), ৬তৎ। বি ; পু।

দ্রুপদ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর পিতা। বাল্যকালে ইনি দ্রোণাচার্যের সহিত একত্র এক গুরুর নিকট অস্ত্রবিদ্যাদি সর্ববিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং উভয়ের সমবয়স্কতাবশতঃ পরস্পরের বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। পিতার মৃত্যুর পর দ্রুপদ পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দ্রোণাচার্য পূর্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া

ইঁহার নিকট আশ্রয়প্রার্থী হন, কিন্তু ইনি পদগৌরবে মত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। এইরূপে অপমানিত হইয়া দ্রোণ হস্তিনায় গমন করিলেন, এবং তথায় পরম সমাদরে গৃহীত হইয়া কুরুপাণ্ডব বালকগণের অস্ত্রশিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলে দ্রোণ বলিলেন যে, "যদি তোমরা গুরুর প্রার্থনানুরূপ গুরুদক্ষিণা দিতে চাও, তবে আমি আর কিছুই চাহি না; তোমরা কেবল পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" এই কথা শুনিয়া কুমারগণ পঞ্চালরাজ্য আক্রমণ করিলেন। দ্রুপদ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া একে একে সকলকে পরাস্ত করিলেন। অবশেষে মহাবীর অর্জুন সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া দ্রুপদকে পরাভূত ও বন্দী করিয়া দ্রোণাচার্যের নিকট আনিয়া দিলে, দ্রোণ ইঁহাকে ক্ষমা করিয়া ইঁহার রাজ্যের উত্তরাংশ স্বয়ং গ্রহণপূর্বক দক্ষিণাংশ ইঁহাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। এইরূপে লাঞ্ছিত হওয়ায় দ্রুপদের হৃদয়ে প্রতিহিংসানল জ্বলিয়া উঠিল। অতঃপর ইনি কাম্পিল্য নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্বক দ্রোণাচার্যের প্রাণনাশে সমর্থ পুত্রের কামনা করিয়া এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করেন। সেই যজ্ঞের অগ্নি হইতে ইঁহার কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) নাম্না কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই উত্তরকালে দ্রোণের শিরশ্ছেদন করেন। দ্রুপদের শিখণ্ডী নামে আর একটি পুত্র ছিলেন। কুরু-পাণ্ডবে সমর উপস্থিত হইলে, দ্রুপদ সবান্ধবে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া পঞ্চদশ দিবসীয় রণে দ্রোণাচার্যের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন।

দ্রুম—বৃক্ষ; পারিজাত বৃক্ষ; কুবের; রুক্মিণীগর্ভজাত কৃষ্ণের পুত্র। দ্রু (গমন করা)+ম কর্তৃ। বি; পু।

দ্রুমময়—কাষ্ঠনির্মিত। দ্রুম শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

দ্রুহ্ - দ্রোহকারী, অনিষ্টসাধক। দ্রুহ্+ক্যপ্ কর্তৃ। বিণ।

দ্রোণ—১। পরিমাণ পাত্র বিঃ, আঢ়ক; আঢ়কচতুষ্টয়, ৩২ সের পরিমাণ। দ্রু (গমন করা)+ন কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। দাঁড়কাক; মেঘ বিঃ; শাল্মলিদ্বীপের পর্বত বিঃ। বি; পু।

৩। ভরদ্বাজমুনির পুত্র, অশ্বত্থামার পিতা এবং দুর্যোধন-যুধিষ্ঠিরাদি কুরু-পাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষক। ঘৃতাচী নাম্নী স্বর্বেশ্যাকে দেখিয়া ভরদ্বাজ মুনির রেতঃ-স্খলন হওয়ায় মুনিবর তাহা এক দ্রোণী-মধ্যে রক্ষা করেন; সেই দ্রোণীতে (ডোঙ্গাতে) জন্ম হওয়ায় ইঁহার নাম দ্রোণ (দ্রোণী+ক) হয়। বাল্যকালে দ্রুপদের সহিত একত্র থাকিয়া শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মে। ভরদ্বাজের দেহত্যাগের পর দ্রোণ তপশ্চরণ দ্বারা ধর্মমার্গে উন্নতিলাভ করেন। অনন্তর বংশরক্ষার্থে গৌতমতনয়া কৃপীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার অশ্বত্থামা নামে বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর পরশুরাম সর্বস্ব দান করিতেছেন শুনিয়া দ্রোণ তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সমগ্র ধনুর্বেদ শিক্ষালাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ইনি দারিদ্র্যের চরম সীমায় উপনীত হন। অনন্তর, দ্রুপদ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চালরাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছেন শুনিয়া অর্থাভাবে ক্লিষ্ট দ্রোণ বাল্যসখার আশ্রয়-প্রার্থী হইলে, দ্রুপদ ইঁহার আদর অভ্যর্থনা করা দূরে থাকুক, সামান্য ব্রাহ্মণ যে রাজাকে বন্ধু বলিয়া সম্বোধন করিতে সাহসী হইয়াছেন, এই অপরাধে ইঁহাকে নানারূপ কটুবাক্য বলিয়া রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন। এইরূপে অপমানিত দ্রোণ ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। ভীষ্ম ইঁহাকে পরম সমাদরে গ্রহণপূর্বক রাজকুমারগণের অস্ত্রশিক্ষক-স্বরূপে নিযুক্ত করেন। তদবধি ইনি দ্রোণাচার্য নামে খ্যাত হন।

রাজকুমারগণের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা ইঁহাকে গুরুদক্ষিণা দিতে উদ্যত হইলেন। দ্রোণ বলিলেন, "বৎসগণ! যদি প্রকৃত গুরুদক্ষিণাদান তোমাদের অভিমত হয়, তবে পঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্ধন করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।" ইহা শুনিয়া নৃপনন্দনগণ পঞ্চাল আক্রমণ ও দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ করিয়া সমরে জয়ী হইয়া গুরুর আদেশানুরূপ দক্ষিণাদান করিলেন। তখন দ্রোণ দ্রুপদকে বলিলেন, "সখে, এখন আমাকে চিনিতে পার কি? দেখ, তোমার রাজ্য ও জীবন আমার করতলগত; কিন্তু আমি পূর্ব বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তোমার জীবন ভিক্ষা দিলাম। তবে অতঃপর যাহাতে তুমি আমাকে দরিদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিতে না পার, এজন্য তোমার রাজ্যের অর্ধাংশ আমি গ্রহণ করিলাম, অপরার্ধাংশ তোমাকেই দিলাম।" এইরূপে ভাগীরথীর উত্তরে দ্রোণের রাজ্য হইলে, ইনি অহিচ্ছত্রনগরে রাজধানী স্থাপনপূর্বক পুত্রকলত্রসহ পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে দ্রুপদ মর্মান্তিক অপমানে জাতক্রোধ হইয়া প্রতিহিংসা-বৃত্তির চরিতার্থতাসম্পাদনার্থ দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় এক মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। তাহাতে তাঁহার কৃষ্ণা নামে কন্যা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন নামে পুত্র উৎপন্ন হয়। এই ধৃষ্টদ্যুম্নই উত্তরকালে দ্রোণাচার্যের শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্রসমরে দ্রোণ কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। ভীষ্মের শরশয্যাগ্রহণের পর একাদশ দিবসে ইনি কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি পদে বৃত হন। চতুর্দশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি অপর ছয়জন রথীর সহিত মিলিত হইয়া অন্যায় সমরে বালকবীর অভিমন্যুর প্রাণবধ করেন। পঞ্চদশ দিবসে ইনি তুমুল সংগ্রাম করিয়া দ্রুপদের ও বিরাটরাজের জীবনান্ত করেন। অতঃপর অশ্বত্থামা নামক হস্তী নিহত হইলে কৃষ্ণের কৌশলে "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" এইরূপ রব উঠিল। দ্রোণ মনে করিলেন, আমার একমাত্র পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। অনন্তর ইনি পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত ও ম্রিয়মাণ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলে, ধৃষ্টদ্যুম্ন ইঁহার রথে আরোহণপূর্বক খড়্গাঘাতে ইঁহার মস্তক-চ্ছেদন করিলেন। দ্রোণাচার্য পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

দ্রোণকলস—দ্রুমময় যজ্ঞপাত্র বিঃ। দ্রোণ-মিত কলস, মধ্যপ। বি; পু।

দ্রোণকাক দাঁড়কাক। দ্রোণাখ্য কাক, মধ্যপ। বি; পু।

দ্রোণাচার্য—কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রগুরু দ্রোণ। দ্রোণ (৩) দ্রঃ। দ্রোণনামক আচার্য, মধ্যপ। বি; পু।

দ্রোণি, দ্রোণী—জলসেচনী; ডিঙ্গি; ডোঙ্গা; জলের গামলা; গরুর গামলা; দুই পর্বতের অন্তর্বর্তী স্থান। দ্রু (গমন করা ইত্যাদি)+নি, নী কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

দ্রোহ—অপকার, অনিষ্টাচরণ; অনিষ্টচিন্তা; পরাভব, অভিভব। দ্রুহ্ (অনিষ্টাচরণ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

দ্রোহিতা—অনিষ্টাচরণ। দ্রোহিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

দ্রোহী (দ্রোহিন্)—অনিষ্টকারী; অনিষ্ট-চিন্তক; অভিভবকারী। দ্রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**দ্রোহিণী**।

দ্রৌণি—দ্রোণাত্মজ, অশ্বত্থামা। দ্রোণ+ঞি অপত্যার্থে। বি; পু।

দ্রৌপদ - দ্রুপদ রাজার পুত্র। দ্রুপদ শব্দ +ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

দ্রৌপদী দ্রুপদতনয়া, যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ

পাণ্ডবের পত্নী। দ্রুপদ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

ইঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণা; ইনি পঞ্চাল-রাজ দ্রুপদের কন্যা বলিয়া দ্রৌপদী নামে খ্যাতা হন। এই নামেই ইনি সাধারণতঃ পরিচিতা। পঞ্চাল দেশে জন্ম হওয়ায় ইঁহার আর এক নাম পাঞ্চালী। দ্রুপদের আর এক নাম যজ্ঞসেন, এইজন্য কৃষ্ণা, যাজ্ঞসেনী নামেও বিদিতা। দ্রৌপদী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দ্রুপদ ইঁহাকে অর্জুনের হস্তে সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায় করেন। কিন্তু জতুগৃহ দাহের পর পাণ্ডবগণের কোন সংবাদ না পাইয়া, তিনি লক্ষ্যবেধ-পণে কন্যার বিবাহ ঘোষণা করিলেন, এবং অতি উচ্চস্থানে লক্ষ্যবস্তু স্থাপনপূর্বক এক সুদৃঢ় কার্মুক নির্মাণ করাইলেন। পাঞ্চালীর রূপগুণের কথা শুনিয়া নানা দিগ্দেশ হইতে রাজগণ ও নৃপনন্দন সকল রমণীরত্ন-লাভের আশায় পঞ্চালে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু লক্ষ্য বিদ্ধ করা দূরে থাকুক, অনেকে সেই শরাসনে জ্যারোপণই করিতে পারিলেন না। বীরবর কর্ণ ধনুকে জ্যারোপণপূর্বক শরসন্ধান করিতে উদ্যত হইলে, দ্রৌপদী সর্বজনসমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "আমি সূত-পুত্রকে কদাচ বরমাল্য প্রদান করিব না।" ইহাতে কর্ণ লজ্জিত হইয়া ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিয়া কৃষ্ণার পতি হইবার অধিকারী হইলেন। অনন্তর দ্রৌপদী ভীমার্জুনসহ রজনীতে ভার্গবের কুটীরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথায় সে রাত্রি বাস করিয়া পরদিন পাণ্ডবগণ সমভি-ব্যাহারে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। বিধি-নির্বন্ধে ব্যাসদেবের আদেশে পঞ্চপাণ্ডবের সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। অনন্তর, পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দ্রৌপদী পতিগণ সহ তথায় সুখে বাস করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ-পতির ঔরসে, ইঁহার যথাক্রমে প্রতিবিন্ধ্য, শ্রুতসোম, শ্রুতকর্মা, শতানিক ও শ্রুত-সেন নামক পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

রাজসূয় যজ্ঞের পর যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের কপট দ্যূতে রাজ্য, ধন, জন ও শেষে পাঞ্চালীকে পর্যন্ত হারেন। সেই সময়ে ইনি অপমান ও লাঞ্ছনার একশেষ ভোগ করেন। দুরাত্মা দুঃশাসন, দুর্জন দুর্যোধনের আদেশে ইঁহাকে কেশা-কর্ষণপূর্বক রাজসভায় আনয়ন করে। যুধিষ্ঠির দ্যূতপণে যথাসর্বস্ব হারিয়াছিলেন, সুতরাং দ্রৌপদীর পরিহিত বসনও তখন দুর্যোধনের হইয়াছে। সুতরাং পাপমতি দুর্যোধন ইঁহার বস্ত্র উন্মোচন করিয়া লইতে আদেশ করিলে, দুঃশাসন তাহা আকর্ষণ করিতে লাগিল। ইঁহার কাতর বচনেও সভায় কেহ তাহা নিবারণ না করিলে, ইনি চতুর্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, এবং অনন্যোপায়া হইয়া অতি দীনভাবে দীন-শরণ হরির শরণাগত হইয়া আর্তস্বরে অশ্রুপূর্ণনয়নে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। বিপদ্ভঞ্জন, লজ্জানিবারণ, জগন্নাথ শ্রীহরি অদ্ভুত কৌশলে দুর্মতি দুঃশাসনের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইঁহার লজ্জা-নিবারণ করিলেন। অতঃপর ইনি ধৃত-রাষ্ট্রের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া পাণ্ডবগণকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে যুধিষ্ঠির পুনরায় অক্ষক্রীড়ায় হৃতসর্বস্ব হইলে, দ্রৌপদী পুত্রগণকে দ্বারকায় প্রেরণপূর্বক স্বয়ং পতিগণসহ পদব্রজে বনগামিনী হইলেন।

বনবাসকালে কৃষ্ণা স্বহস্তে রন্ধন করিতেন এবং সাধ্যানুসারে স্বামী ও অতিথিগণের পরিচর্যা করিতেন। এই সময়ে একদা ইনি জয়দ্রথ কর্তৃক হৃতা হন। পরে পাণ্ডবেরা পাপিষ্ঠের পশ্চাদনুসরণপূর্বক ইঁহাকে দুরাত্মার কবল হইতে উদ্ধার করেন। দুর্মতি দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করিয়াও তৃপ্ত হন নাই। তিনি তাঁহাদিগের বিনাশের নিমিত্ত একদিন সশিষ্য দুর্বাসা ঋষিকে দ্রৌপদীর ভোজ-নান্তে পাণ্ডবদিগের আশ্রমে প্রেরণ করেন। ভক্ষ্যদ্রব্যের অভাবে অতিথি-সেবার ত্রুটি হইলে সর্বনাশ হইবে বুঝিয়া দ্রৌপদী প্রমাদ গণিলেন, এবং সাতিশয় কাতরা হইয়া দীনবচনে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। কৃষ্ণের যোগবলে ও কৌশলে দুর্বাসা ভোজনে বীতস্পৃহ হইয়া শিষ্যগণকে লইয়া পলায়ন করিলেন।

দ্বাদশ বৎসর বনবাসের পর এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের সময়ে দ্রৌপদীর দুঃখকষ্টের ও অপমান লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। ইনি রাজকন্যা ও রাজমহিষী হইয়াও সৈরিন্ধ্রী-বেশে রাজমহিষীর পরিচারিকারূপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কায়ক্লেশে দশ মাস অতীত হইলে দ্রৌপদী রাজশ্যালক ও রাজ্যরক্ষক কীচকের কুদৃষ্টিতে পতিতা হইলেন। পাপাশয় ইঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া স্বীয় ভগিনী রাজ্ঞী সুদেষ্ণা দ্বারা ইঁহাকে কার্যব্যপদেশে আপনার গৃহে লইয়া যায়, এবং ইঁহার ধর্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, ইনি দৌড়িয়া একেবারে রাজ-সভায় উপস্থিত হন। দুর্বৃত্ত কীচকও ইঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সভামধ্যে সর্ব-জনসমক্ষে ইঁহাকে পদাঘাত করে। কীচক-বলে রক্ষিত রাজা তাহার কোন প্রতি-বিধান করিতে সাহসী হইলেন না। তখন দ্রৌপদী অন্য উপায় না দেখিয়া রজনীতে ভীমের নিকট গমনপূর্বক কীচকের অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে বলিলেন। অনন্তর দ্রৌপদীর কপট-সংকেতক্রমে কীচক নিশাকালে নাট্য-শালায় উপস্থিত হইলে দ্রৌপদীবেশী ভীম দুর্বৃত্ত কীচককে পশুবৎ বধ করিয়া দ্রৌপদীর শঙ্কা দূর করিলেন।

কুরুক্ষেত্র সমরকালে পাঞ্চালী পাণ্ডব-শিবিরে অবস্থান করিতেন। যুদ্ধশেষে অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে ইঁহার পঞ্চ পুত্র বিনষ্ট হইলে ইনি নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া ভীমকে পুত্রহন্তার প্রাণ সংহারার্থ প্রেরণ করেন। বৃকোদরকে সে কার্যে অসমর্থ জানিয়া কৃষ্ণ অর্জুনসহ তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর অশ্বত্থামা পরাজয় স্বীকার করিয়াও প্রাণভিক্ষা লইয়া স্বীয় মস্তকস্থ সহজাত মণি প্রদানপূর্বক বনগমন করিলে, ইনি সেই মণি পাইয়া রাজাকে প্রদান করেন। পাণ্ডবদিগের অশ্বমেধযজ্ঞান্তে যদুবংশ ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, দ্রৌপদী ভর্তৃগণসহ মহা-প্রস্থানে যাত্রা করিলেন। ইঁহার পঞ্চপতির মধ্যে অর্জুনের প্রতি মনে মনে ইঁহার অনুরাগ কিছু অধিক ছিল। একমাত্র এই পক্ষপাতিত্বরূপ পাপে দ্রৌপদী সশরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থা হইয়া সুমেরুশিখরে গমন সময়ে ভূধরপৃষ্ঠে পতিত হইয়া তনুত্যাগ করেন।

ধ

ধ—ঊনবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত; ধনেশ্বর, কুবের; বিধাতা; ধন। বি; ক্লী।

ধক—আগুন জ্বলার শব্দ বা জ্যোতিঃ; উদরের রিক্তভাব; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। বাংপ্র। অ।

ধকধক, ধকধ্বক—সতেজে অগ্নিজ্বলনের বা জ্যোতির তেজোবৃদ্ধির দ্যোতক। বাংপ্র। অ।

ধকধকানো—ধকধক করা। বাংপ্র। ক্রি।

ধকধকি, ধকধকানি—শোকদুঃখ বোধ; ক্ষতাদির ব্যথাদায়ক স্পন্দন; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন; আগুন জ্বলার শব্দ। বাংপ্র। বি।

ধকল—জোর দখল; ধাক্কা; ব্যবহারজনিত ক্ষয়; ভূরি ব্যবহার, rough use; হাঙ্গামা বা কর্মভারমূলক শ্রম, ঝঞ্ঝাট

('ছেলেপিলের -'), উৎপাত, উপদ্রব। বাংপ্র। বি।

ধটি- চীরবস্ত্র; কৌপীন কটিবসন। <ধটিকা। বি।

ধটিকা—চীরবস্ত্র, ধড়া; পাঁচ সের পরিমাণ, ধাড়া। বি; স্ত্রী।

ধটী—চীরবস্ত্র, নেকড়া; কানি; কৌপীন, ধড়া, ধুতি, কটিবসন ('পীত—')। ধট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধড়—দেহকাণ্ড, মস্তকহীন অঙ্গ, trunk; সমস্ত শরীর। বাংপ্র। বি।

ধড়ফড়—ছটফট, আছাড়বিছাড়; অস্থিরতা প্রকাশ; হৃৎপিণ্ডের দ্রুত স্পন্দন। বাংপ্র। অ।

ধড়ফড়ানি—ছটফটানি, হাঁপানি। বাংপ্র। বি।

ধড়ফ'ড়ে—অস্থিরতা অতি চঞ্চল, ব্যাকুল। বাংপ্র। বিণ।

ধড়া চীরবস্ত্র; কৌপীন, মালকোছামারা কাপড়; কটিবসন। বাংপ্র। বি।

ধড়াচূড়া শ্রীকৃষ্ণের মালকোছামারা কাপড় এবং মাথার চূড়া; (ব্যঙ্গার্থে) বর্তমান সময়ের আফিসের ও আদালতের পোশাক; সাজগোজ। বাংপ্র। বি।

ধড়াম্—'দড়াম্' দ্রঃ।

ধড়াস্ হৃৎপিণ্ডের দ্রুত বা প্রবল স্পন্দনের কাল্পনিক শব্দ; ভারী জিনিস পড়ার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ধড়াস-ধড়াস দ্রুতবেগে হৃৎস্পন্দনের শব্দ; হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনশব্দ। বাংপ্র। অ।

ধড়িবাজ—চতুর, ফন্দিবাজ, শঠ, ধূর্ত, প্রতারক। বাংপ্র। বিণ।

ধড়িবাজি চাতুরী, শঠতা, ধূর্ততা, চালাকি, ফন্দিবাজি। বাংপ্র। বি।

ধন—স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি; অর্থ, টাকাকড়ি; অমূল্য প্রিয়বস্তু; ধনিষ্ঠা নক্ষত্র; স্নেহ সম্বোধন; যোগচিহ্ন, + প্লাস, plus. ধন (সমৃদ্ধ হওয়া, শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ধনকুবের—কুবেরতুল্য ধনী, অত্যন্ত ধনবান্, multi-millionaire. ধনের কুবের (কুবেরতুল্য), ৭তৎ। বিণ।

ধনক্ষয়—বিত্তনাশ। ৬তৎ। বি; পু।

ধনগর্ব—বহু অর্থ জন্য অহংকার। ধনজনিত গর্ব, মধ্যপ। বি; পু।

ধনঞ্জয় -অগ্নি; শরীরস্থ বায়ু; তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন [এ সম্বন্ধে অর্জুন স্বয়ং বলিতেছেন, —'আমি নিখিল জনপদ জয় করিয়া ধনসংগ্রহপূর্বক তন্মধ্যে অবস্থিতি করি, এই নিমিত্ত আমার নাম ধনঞ্জয় হইয়াছে']। ধন জি (জয় করা)+খ কর্তৃ। বি; পু।

ধনতৃষা, ধনতৃষ্ণা—অর্থলালসা, বিত্তলাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধনদ—১। ধনদানকর্তা; অর্থপ্রদায়ক। উপতৎ; ধন—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ধনেশ্বর, কুবের। বি; পু।

ধনদায়ী (-দায়িন্)—ধনদাতা; অর্থপ্রদ। ধন—দা (দান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দায়িনী**।

ধনদাস—অর্থের দাস, অর্থের জন্য ধনীর আনুগত্য বা দাসত্ব স্বীকারকারী; কৃপণ। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**ধনদাসী**।

ধনদেব, -দেবতা—কুবের। ৬তৎ। বি; পু ও স্ত্রী। [বি।

ধনদৌলত—অর্থসম্পত্তি, ঐশ্বর্য। বাংপ্র।

ধন-নিয়োগ—অর্থের বিনিয়োগ বা প্রয়োগ, টাকাকড়ি লাগানো বা খাটানো। ৬তৎ। বি; পু।

ধনপতি—১। ধনেশ্বর, কুবের; মহাধনী ব্যক্তি। ৬তৎ। বি; পু। ২। জনৈক বণিক্। ধনপতি সওদাগর উজানি নগরে বাস করিতেন, এবং বাণিজ্যার্থে দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন করিতেন। খুল্লনা ও লহনা নামে ইঁহার দুই ভার্যা ছিল। সপত্নীদ্বয়ের কলহে ইঁহাকে সর্বদা জ্বালাতন হইতে হইত; পারিবারিক সুখ ইঁহার ছিল না বলিলেই হয়। রাজা বিক্রমকেশরী কর্তৃক সিংহলে বাণিজ্যার্থে প্রেরিত হইলে, ইনি তথায় কালিদহে কমলে-কামিনী দর্শন করিয়া রাজাকে তাহা জ্ঞাপন করেন। এই অদ্ভুত ব্যাপার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত রাজা তাঁহার সহিত গমন করেন, কিন্তু কমলে-কামিনী দেখিতে না পাইয়া ধনপতির কথা মিথ্যা বিবেচনায় ইঁহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখেন। দীর্ঘকাল পরে ইঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলে গমনপূর্বক রাজাকে কমলে-কামিনী দর্শন করাইয়া পিতাকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর ধনপতি গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পুত্রের উপর সমস্ত বিষয়কার্যের ভারার্পণপূর্বক অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

ধনপিপাসা—ধনতৃষ্ণা, অর্থলালসা, ধনলাভের আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধনপিশাচ—অতি কৃপণ, অত্যন্ত ব্যয়কুণ্ঠ; ধনের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জনকারী। ধনে পিশাচ (পিশাচসদৃশ), ৭তৎ। বিণ।

ধনপিশাচিকা, ধনপিশাচী—অনুপযুক্ত ধনতৃষ্ণা, সাতিশয় ধনলোভ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ধনপ্রিয়—অর্থানুরাগী। বহু। বিণ।

ধনবতী—১। ধনশালিনী। 'ধনবান্' দ্রঃ। ধনবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। বি; স্ত্রী।

ধনবত্তা—ধনবানের অবস্থা। ধনবৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ধনবান্ (-বৎ)—ধনী, ধনশালী। ধন শব্দ +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধনবতী**।

ধনবিজ্ঞান, -বিদ্যা—অর্থশাস্ত্র. Political Economy. ৬তৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

ধনভাণ্ডার ১। ধনাগার, অর্থ রাখিবার গৃহ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। অর্থসমষ্টি; তহবিল। বাংপ্র। বি।

ধনলক্ষ্মী—ধনৈশ্বর্য। ধন ও লক্ষ্মী, দ্বন্দ্ব; অথবা ধন-হেতুকা লক্ষ্মী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ধনলালসা, -লিপ্সা -অর্থসংক্রান্ত লোভ। ৬তৎ বা মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ধনলিপ্সা—অর্থলাভেচ্ছা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধনশালী (-শালিন্)—বহুধনবিশিষ্ট, ধনবান্। ধন+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-নী**।

ধনসম্পদ্—অর্থসম্পত্তি। ধনরূপ সম্পদ্, রূপক। বি; স্ত্রী।

ধনাকাঙ্ক্ষা—ধনলাভের বাসনা, ধনতৃষ্ণা, অর্থলালসা। ধনের আকাঙ্ক্ষা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধনহীন—নির্ধন, দরিদ্র। ৩তৎ। বিণ।

ধনাগম—অর্থাগম, অর্থলাভ, আয়। ধনের আগম, ৬তৎ। বি; পু।

ধনাগার-ধনভাণ্ডার, treasury. ৬তৎ। বি; পু।

ধনাঢ্য-বহু ধনবিশিষ্ট, ধনী। ধন দ্বারা আঢ্য, ৩তৎ। বিণ।

ধনাত্মক—যোগচিহ্ন (+) যুক্ত, positive. বহু। বিণ।

ধনাধিকার—উত্তরাধিকারসূত্রে ধনলাভের অধিকার বা স্বত্ব। ৭তৎ। বি; পু। বিণ, **-কারী** (-রিন্)।

ধনাধিপ—১। কুবের; ধনবান্ ব্যক্তি। ধনের অধিপ, ৬তৎ। বি; পু। ২। ধনী, ধনবান্। বিণ।

ধনাধ্যক্ষ—কুবের; কোষাগারের তত্ত্বাবধায়ক, কোষাধ্যক্ষ, খাজাঞ্চী, treasurer. ধনের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

ধনাপহারী (-হারিন্)—অর্থ অপহরণকারী, চোর। উপতৎ; ধন—অপ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

ধনার্জিত—ধনী। ধন দ্বারা অর্জিত, ৩তৎ। বিণ।

ধনার্জন—অর্থোপার্জন, টাকাকড়ি রোজগার করা। ধনের অর্জন, ৬তৎ। বি; ক্লী।
ধনার্থী (ধনার্থিন্)—ধনপ্রার্থী, অর্থাভিলাষী। ধনের অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**র্থিনী**।
ধনি—সুন্দরী; যুবতী; রমণী। <ধনিকা। কপ্র। বি; স্ত্রী।
ধনিক—১। ধনিয়া, ধ'নে। ধনিন্ শব্দে—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। ধনবান্, ধনী; মহাজন, capitalist; ঋণদাতা, উত্তমর্ণ। ধন+ষ্ণিক; কিংবা ধনিন্+কণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধনিকী, ধনিকা**।
ধনিকা—ধনিক-বধূ; সুন্দর রমণী; সাধ্বী স্ত্রী; যুবতী; ধনিয়া। ধনিক+আপ্। বি; স্ত্রী।
ধনিচা, ধনচে-ক্ষুপ বিঃ, জন্তিগাছ। বাংপ্র। বি।
ধনিয়া—মসলা বি, ধন্যাক। বাংপ্র। বি।
ধনিষ্ঠ অতিশয় ধনবান্, অতি ধনী। ধনিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।
ধনিষ্ঠা -১। অতিশয় ধনবতী। ধনিষ্ঠ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র। বি; স্ত্রী।
ধনী (ধনিন্)—ধনবান্, ঐশ্বর্যশালী। ধন+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধনিনী**।
ধনীকা -যুবতী। ধন+ঈক+আপ্। বি; স্ত্রী।
ধনু, ধনুঃ (ধনুস্)—বাণক্ষেপণযন্ত্র, শরাসন, ধনুক; মেষাদি দ্বাদশ রাশির নবম রাশি; চারি হস্তপরিমিত দণ্ড, রৈখিক কাঠা। ধনু—ধন্ (শব্দ করা)+উ কর্তৃ। বি; পু। ধনুস্—ধন্+উস্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।
ধনুক—ধনু। বাংপ্র। বি।
ধনুকভাঙ্গাপণ—সীতার বিবাহে হরধনুভঙ্গরূপ অতি কঠিন এবং প্রায় অসাধ্য পণ; অতি কঠিন পণ। বাংপ্র। বি; পু।
ধনুগুর্ণ—১। ধনুকের ছিলা, জ্যা। ধনুস্এর গুণ, ৬তৎ। ধনুঃ+গুণ। ২। ধনুক এবং তাহার ছিলা। ধনুঃ ও গুণ, দ্বন্দ্ব। বি; পু।
ধনুর্ধর—ধনুর্ধারী, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ; যে বাহাদুরি দেখাইতে ব্যগ্র এমন। ধনুর ধর (ধারণকারী), ৬তৎ। বিণ।
ধনুর্ধারী (-রিন্)—ধনুর্ধর, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ। উপতৎ; ধনুস্—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।
ধনুর্বাণ—ধনুক ও শর, তীরধনুক। ধনুঃ ও বাণের সমাহার, সমাহার দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।
ধনুর্বিদ্যা—শস্ত্রশাস্ত্র; অস্ত্রচালনা-কৌশল; সমরবিদ্যা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধনুর্বেদ—শস্ত্রবিদ্যা; শস্ত্রবিদ্যা-বোধক শাস্ত্র (ইহা যজুর্বেদের উপবেদ, বিশ্বামিত্র ঋষি ইহার প্রণেতা)। ৬তৎ। বি; পু।
ধনুষ্কর, ধনুষ্পাণি—ধনুর্ধর, ধানুষ্ক। ধনুঃ করে বা পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বিণ।
ধনুষ্কোটি—ধনুকের অগ্রভাগ। ধনুর কোটি (ধনুস্+কোটি), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
ধনুষ্টংকার—১। ধনুকের ছিলার শব্দ; জ্যানির্ঘোষ। ধনুর টংকার, ৬তৎ। ২। একপ্রকার আক্ষেপ রোগ, এই রোগের আবির্ভাবকালে শরীর ধনুর ন্যায় বক্র হইয়া উঠে, tetanus. বি; পু।
ধনুষ্পাণি—'ধনুষ্কর' দ্রঃ।
ধনুষ্মান্ (ধনুষ্মৎ)—ধনুর্ধর, ধানুষ্ক, তীরন্দাজ। ধনুস্+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধনুষ্মতী**।
ধনে—ধনিয়া, একপ্রকার মসলা। বাংপ্র। বি। **ধনের চাল**—খোসাছাড়ানো ভাঙ্গা ধনে।
ধনেশ, ধনেশ্বর—১। কুবের। ধনের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু। ২। ধনস্বামী, ধনের অধিকারী। বিণ।
ধনেশ—একপ্রকার পাখি। বাংপ্র। বি।
ধন্দ, ধন্ধ-ধাঁধা, ধোঁকা, ভ্রম, সন্দেহ। বাংপ্র। বি।
ধন্দা, ধান্দা—১। সন্ধান, উদ্দেশ্য, প্রয়োজন। হি। ২। ধাঁধা, সংশয়, ভ্রম। প্রা কপ্র। বি।
ধন্না, ধন্না—চালের অবলম্বন বাঁশ বা কাঠ; ঢেঁকিতে পা দিবার সময় যে বাঁশ ধরা হয়; অনশনে উপবেশন, হত্যা দেওয়া। বাংপ্র। বি। [বি; ক্লী।
ধন্ব—ধনু। ধন্ব্ (গমন করা)+অল্ করণ।
ধন্ব (ধন্বন্)—ধনু; স্থল। ধন্ (ক্ষেপণ করা)+কনিপ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।
ধন্বন্তরি—১। দেবচিকিৎসক [সমুদ্রমন্থনে ইহার উদ্ভব; ইনি সুধাভাণ্ড হস্তে লইয়া উত্থিত হন; ইনি শংকর ও গরুড়ের শিষ্য ছিলেন; ভাস্করের নিকট আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন; "চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান" নামক গ্রন্থ ইঁহারই প্রণীত]। ২। জনৈক পণ্ডিত, রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের নামের প্রথমেই ইঁহার নাম পাওয়া যায়। 'ধন্ব' দ্রঃ; ধন্বের অন্ত ধন্বন্ত, তদুত্তরে ঋ (গমন করা)+ই কর্তৃ। বি; পু।
ধন্বা (ধন্বন্)- মরুভূমি। ধন্+কনিপ্ কর্তৃ। বি; পু।
ধন্বী (ধন্বিন্) ১। ধনুর্ধারী, ধানুষ্ক; বিদগ্ধ। ধন্ব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন; অর্জুন বৃক্ষ। বি; পু।

ধন্য—শ্লাঘ্য, প্রশংসার্হ; ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী; কৃতার্থ। ধন+ক্য যোগ্যার্থে। বিণ।
ধন্যবাদ "তুমি বা সে ধন্য" এইরূপ কথন, সাধুবাদ; প্রশংসাবাদ; কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক উক্তি, thanks. ধন্যই যে বাদ, কর্মধা। বি; পু।
ধন্যা—১। শ্লাঘ্যা; ভাগ্যবতী; কৃতার্থা। ধন্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধনিয়া। বি; স্ত্রী।
ধন্যাক—ধনে, ধনিয়া। ধন্ (শব্দ করা)+আকন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।
ধপ্—সহসা সজোরে পতনের বা জ্বলনের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।
ধপ্ধপ্, ধব্ধব্—শুভ্রতাসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। বিণ—**ধপ্ধপে, ধব্ধবে**।
ধপাস, ধবাস—গুরুবস্তু বেশী জোরে পতনের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।
ধব-১। পতি; ধূর্ত ব্যক্তি; মনুষ্য। ধু বা ধূ (কম্পিত করা)+অন্ কর্তৃ। ২। কম্প। ধু বা ধূ+অল্ ভাব। বি; পু।
ধবল ১। শুক্ল বর্ণ, সাদা রঙ; কর্পূর বিঃ; শ্বেতকুষ্ঠ, leucoderma. ধাব্ (পরিষ্কার করা)+কলচ্ কর্ম। বি; পু। ২। রাগ বিঃ। বি; ক্লী। ৩। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা; মনোরম; সুন্দর। বিণ। স্ত্রী—**ধবলা, ধবলী**।
ধবলাগিরি—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পর্বত, হিমালয়ের অংশ বিঃ। কর্মধা। বি; পু।
ধবলপক্ষ—১। শুক্লপক্ষ। কর্মধা। বি; পু। ২। হংস। ধবল হইয়াছে পক্ষ যাহার, বহু। বি; পু।
ধবলমৃত্তিকা—খড়িমাটি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
ধবলা, ধবলী-১। শুক্লবর্ণা, শুভ্রা। ধবল+আপ্, ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্লবর্ণ ধেনু, সাদা গাই গরু। বি; স্ত্রী।
ধবলিত—শুভ্রীভূত; শুভ্রীকৃত। ধবল+ইত যুক্তার্থে। বিণ।
ধবলিমা (-মন্)—শুক্লত্ব, শুভ্রতা। ধবল+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।
ধবলী—শ্বেতবর্ণা; গরুর নাম। বিণ; স্ত্রী।
ধবলীকৃত-যাহাকে শুভ্র করা হইয়াছে। ধবল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ধবলী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
ধবলীভূত যাহা শুভ্র হইয়াছে। ধবল+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ধবলী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
ধম-গুরুবস্তু-পতনের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।
ধমক—ভীতিপ্রদর্শন বাক্য, তর্জন, তাড়না,

ভর্ৎসনা, প্রভাব, তাড়স, বেগ ('জ্বরের —')। বাংপ্র। বি।

ধমকানো—ধমক দেওয়া, বাক্যে শাসনের ভীতি প্রদর্শন করা, তর্জন করা, কঁড়কান, তাড়না করা। বাংপ্র। ক্রি। বি—**ধমকানি**।

ধমনি, ধমনী—নাড়ী, শিরা artery; গলনলী। ধম্ (শব্দ করা)+অনি কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [নাভিদেশ হইতে ২৪টি ধমনী উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে দশটি উর্ধ্বদিকে, দশটি অধোদিকে, এবং চারিটি তির্যগ্‌ভাবে গমন করিয়াছে। উর্ধ্বগত দশটি ধমনী শব্দস্পর্শাদি, প্রশ্বাস, উচ্ছ্বাস, জৃম্ভণ, হাঁচি, হাস্য, কথন, রোদন, গান প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করে। ইহা হৃদয়ে গমন করিয়া তিন প্রকারে ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। অধোগত দশটি ধমনী অধোবায়ু, মূত্র, পুরীষ, শুক্র ও আর্তব প্রভৃতি অধোদিকে বহন করে। ইহা পিত্তাশয়ে গিয়া তিন প্রকারে ত্রিশটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। তির্যগ্‌গত চারিটি ধমনীর প্রত্যেকে অসংখ্য শাখায় বিভক্ত হইয়া গবাক্ষের ন্যায় বহুচ্ছিদ্রপূর্ণ সমগ্র দেহ পরিব্যাপ্ত করিয়া রাহয়াছে। প্রত্যেক লোমকূপের সহিত ইহার মুখ সংলগ্ন হইয়া আছে। ঐ মুখদ্বারা শরীরের ঘর্ম নিঃসৃত হয়, এবং শারীরিক রসসমূহ শরীরের ভিতরে ও বাহিরে সন্তর্পিত হয়। ঐ সকল ধমনীমুখ দ্বারা স্পর্শজনিত সুখ-দুঃখের অনুভব হয়।]

ধমাধম—গুরুবস্তু পতনের বা গুরুবস্তু দ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাতের অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

ধম্বল—সংগীত আরম্ভের প্রাক্‌কালীন সাধারণ বাদ্য; (ভাবার্থে) সূত্রপাত, আরম্ভ। বাংপ্র। বি। **ধম্বল দেওয়া**- দশজনে মিলিয়া মিছামিছি হইহল্লা করা; কোন কাজ না করিয়া গোলমাল করা।

ধম্মিল্ল—সংযত কেশ; চুলের খোঁপা, ঝুঁটি। ধম্ (শব্দ করা)+বিচ্ কর্তৃ=ধম্, তদুত্তরে মিল্ (মিলিত হওয়া)+ল কর্তৃ। বি; পু।

ধর—১। ধারণকর্তা। ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। পর্বত। বি; পু। ৩। ধারণ কর, গ্রহণ কর, গ্রেপ্তার কর। বাংপ্র। ৪। ধরে, গণ্য করে। প্রা কপ্র। ক্রি। ৫। হিন্দুর পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধরণ—১। ধরা, ধারণ। ধৃ (ধারণ করা)+অনট্ ভাব। ২। পরিমাণ বিঃ; পদ্ধতি, প্রণালী; লক্ষণ, রকম। ধৃ+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৩। পর্বত। ধৃ+অন কর্তৃ। বি; পু। ৪। নিবৃত্তি, ক্ষান্তি, বন্ধ; থামা; বৃষ্টির নিবৃত্তি। বাংপ্র। বি।

ধরণি, ধরণী—পৃথিবী। ধৃ (ধারণ করা)+অনি কর্ম। বি; স্ত্রী।

ধরণিতল, ধরণীতল—ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধরণিধর, ধরণীধর, ধরাধর-পর্বত; নাগরাজ অনন্ত কূর্মরাজ। ৬তৎ। বি; পু।

ধরণীপতি—রাজা শিব; বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

ধরণীধর, পর্বত; নাগরাজ অনন্ত। —ভৃ+কিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

ধরণীয়ে—পৃথিবীতে ('অলখে ধরণীয়ে বিহরত মানসু'—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। বি।

ধরণীশ্বর—রাজা; শিব; বিষ্ণু। ধরণির বা ধরণীর ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

ধরণীসুত-মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

ধরণীসুতা—সীতা, রামপত্নী। ৬তৎ।

ধরতা দোয়ার মূল গায়েনের মুখ হইতে যে পদ ধরিয়া লয়; ধরতি। বাংপ্র। বি।

ধরতি—কম হইলে যাহা ধরিয়া দেওয়া হয়, পূরণ, অভাবের পূর্তি। বাংপ্র। বি।

ধরপাকড়-ধরা ও বন্দী করা, ধরিয়া গ্রেপ্তার। বাংপ্র। বি।

ধরব-ধরিব। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধরম—ধর্ম। কপ্র। বি।

ধরা ১। ধারণকর্ত্রী। 'ধর' দ্রঃ। ধর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী; জরায়ু, গর্ভাশয়; মজ্জা; নাড়ী বিঃ; স্পর্শ, সম্পর্ক; দায়িত্ব, দখল, গণনা। বি; স্ত্রী। ৩। ধারণ করা, গ্রহণ করা, আক্রমণ বা গ্রেপ্তার করা, গণ্য করা, জ্ঞান করা, অনুমান করা, কল্পনা করা, সাঙ্গ করা; ধরণ করা; নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, থামা; ঈষৎ পুড়িয়া যাওয়া; প্রজ্বলিত হওয়া; কুলানো, সংকুলান হওয়া; লগ্ন হওয়া, লাগা; উৎপন্ন হওয়া; প্রকাশ পাওয়া, গুণ প্রকাশ করা; বেদনা বা বিকারযুক্ত হওয়া; অঙ্গে ধারণা করা, যুক্ত হওয়া; যথাসময়ে যাইয়া পাওয়া ('ট্রেন—'); আটকানো; সনির্বন্ধ প্রার্থনা করা; আরম্ভ করা; কল্পনা করা; অবলম্বন করিয়া চলা; নির্ধারণ করা। ক্রি। ৪। অবধারিত; নির্ধারিত; ধৃত। বিণ। ৫। আত্মসমর্পণ ('— দেওয়া')। বাংপ্র। বি। **ছাতা ধরা** সাহায্য করা; ছাতা পড়া। **দোর ধরা** ধরনা দেওয়া। **ধামা ধরা**—খোশামোদ করা।

ধরাকাট—বাঁধাবাঁধি, কঠিন নিয়ম, সংযম। বাংপ্র। বি৹

ধরাছোঁয়া—ধৃত বা স্পৃষ্ট হওয়া; নিকটে আগমন। বাংপ্র। বি।

ধরাট, ধরাটি—ক্রয়-বিক্রয়ে নির্ধারিত বৃত্তি, বাটা বা ছাড়ি; ঋণদানের বৃদ্ধি বিঃ; নৌকার মঞ্চভেদ; ধরাকাট; সংযম; বাঁধাবাঁধি নিয়ম। বাংপ্র। বি।

ধরাতল—ভূতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধরাধর-'ধরণিধর' দ্রঃ।

ধরাধরি—অনেকে মিলিয়া ধারণ; অনুগ্রহলাভের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ। বাংপ্র। বি।

ধরাধাম (-ধামন্)—পৃথিবীরূপ বাসস্থান। রূপক। বি; ক্লী।

ধরানো—ধৃত করানো; অভ্যাস করানো ('ভাত '); লাগানো; রাখিবার জায়গা করা; জ্বালানো। বাংপ্র। ক্রি।

ধরাপতি রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

ধরাবাঁধা—নির্ধারিত, নির্দিষ্ট ('— নিয়ম')। বাংপ্র। বিণ।

ধরাশয্যা—ভূমিরূপ বিছানা। রূপক। বি; স্ত্রী।

ধরাশায়ী (-শায়িন্)—ভূতলে পতিত; মৃত। ধরা—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধরাশায়িনী**।

ধরিত্রী—পৃথিবী। ধৃ (ধারণ করা)+ইত্র কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধরু—ধরিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধর্তব্য—ধারণযোগ্য; বিবেচ্য; গ্রাহ্য। ধৃ (ধারণ কর)+তব্য কর্ম। বিণ।

ধর্তা (ধর্তৃ)—ধারক; ধারণকর্তা। ধৃ (ধারণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধর্ত্রী**।

ধর্ম ১। সুকৃত, শুভাদৃষ্ট; পুণ্য; স্বভাব; গুণ; শক্তি ('অগ্নির —'); সৎকর্ম; শাস্ত্রানুযায়ী আচার; রীতি; অহিংসা; সাদৃশ্য; যজ্ঞ; দেশবিশেষের বা জাতি-বিশেষের পাপপুণ্যাদিবিষয়ক বিশ্বাস ও পারলৌকিক পরিত্রাণলাভাদি উদ্দেশ্যে অনুসৃত উপাসনা-পদ্ধতি, যেমন হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম প্রভৃতি। ধৃ (ধারণ করা)+ম কর্তৃ; যাহা [মনুষ্যকে] ধারণ বা পোষণ করে। [এই ধর্ম শব্দের নানারূপ ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়; যথা,—অভিধান-মতে-সৎসঙ্গ; দীপিকা-মতে—পুরুষের বিহিত ক্রিয়া-সাধ্য গুণের নাম ধর্ম; পুরাণ-মতে—যাহার দ্বারা লোকস্থিতি বিহিত হয়, তাহাই ধর্ম; ভারত-মতে—ধর্মের লক্ষণ অহিংসা; যুক্তিবাদি-মতে—মনুষ্যের কর্তব্য সম্পাদনই ধর্ম; জ্ঞানবাদি-

মতে মনের যে প্রবৃত্তি দ্বারা বিশ্ববিধাতা পরমাত্মার প্রতি ভক্তি জন্মে, তাহার নাম ধর্ম।] বি; পু বা ক্লী। ২। যম; যম-তনয় যুধিষ্ঠির; ধর্মঠাকুর, নিরঞ্জন; ধনুক; সোমপায়ী ব্রাহ্মণ; শিবের বৃষ। বি; পু।

ধর্মকর্ম—ধর্মোপদেশে কৃত কর্ম, পুণ্যজনক কার্য, যে কর্মের অনুষ্ঠানে ধর্মসঞ্চয় হয়। মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধর্মকাম—ধর্মানুষ্ঠাতা, ধর্মলাভেচ্ছু। ধর্ম হইয়াছে কাম যাহার, বহু। বিণ।

ধর্মকাল—ধর্মলাভার্থ সময়; ব্রহ্মচর্যাশ্রম। মধ্যপ। বি; পু।

ধর্মকুণ্ড-কাম্যবনস্থ কুণ্ডঃ বিঃ। ধর্মদায়ক কুণ্ড, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধর্মকৃত্য—ধর্মকার্য। ধর্মানুগত কৃত্য (কার্য), মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধর্মকেতু—বুদ্ধদেব। ধর্ম হইয়াছে কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

ধর্মক্ষেত্র—ধর্মস্থান, পুণ্যধাম; কুরুক্ষেত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধর্মঘট—১। বৈশাখমাসে প্রত্যহ দাতব্য জলপূর্ণ কলস। ধর্মরক্ষার্থ ঘট, মধ্যপ। বি; পু। ২। সকলে একমত হইয়া কোনও কাজ করিতে বা না করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। বি।

ধর্মঘটব্রত—বর্ষচতুষ্টয়সম্পাদ্য ব্রত বিঃ; এই ব্রতে ধর্মঘট দান করিতে হয়। মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধর্মঘটী—ধর্মঘটকারী, অনেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া একসঙ্গে কার্যত্যাগকারী। বাংপ্র। বি।

ধর্মচক্র—বুদ্ধের উপদেশ চতুষ্টয়—ইহাতে দুঃখের কারণ ও তন্নিবৃত্তির উপায় বর্ণিত আছে। বি; ক্লী।

ধর্মচর্চা—ধর্মানুশীলন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্মচর্যা—ধর্মানুষ্ঠান, ধর্মপালন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্মচারিণী—১। ধার্মিকা, ধর্মশীলা। ধর্মচারিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ। ২। ধর্মপত্নী। বি; স্ত্রী।

ধর্মচারী (-চারিন্)—ধার্মিক, ধর্মশীল। ধর্ম—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধর্মচারিণী**।

ধর্মজ—ঔরস (পুত্র)। ধর্ম—জন্ (জন্মা) +ড কর্তৃ। বিণ।

ধর্মজ্ঞ—ধর্মের নিগূঢ় মর্ম-বিষয়ে অভিজ্ঞ; ধর্মাধর্মবিষয়ক বোধবিশিষ্ট। ধর্ম জানে যে, উপতৎ; ধর্ম—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

ধর্মজ্ঞান—ধর্ম কি বস্তু তাহা জানা; পাপ-পুণ্যবিষয়ক বোধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধর্মতঃ—ধর্মানুসারে; ধর্মের নিকটে। ধর্ম+তস্। অ।

ধর্মতত্ত্ব—ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য, ধর্মের নিগূঢ় মর্ম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধর্মত্যাগ—নিজের ধর্ম আচার প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্বক অন্য জাতির ধর্ম-গ্রহণ; নাস্তিকতা অবলম্বন। ৬তৎ। বি; পু।

ধর্মত্যাগী (-ত্যাগিন্)—ধর্মত্যাগকারী, যে স্বজাতীয় আচার অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করিয়া অন্য জাতির ধর্মের পক্ষপাতী হয় এমন। উপতৎ; ধর্ম—ত্যজ্+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

ধর্মদাস সুর—বঙ্গীয় নাট্যমঞ্চের সুবিখ্যাত শিল্পী। জন্ম—১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বাগবাজারে। প্রথম প্রথম ইনি অর্ধেন্দু-শেখর মুস্তফির সহিত দুই একটি শখের থিয়েটারে অভিনেতৃরূপে যোগদান করেন। নিয়মিতরূপে অভিনয় করা হইবে এই মানসে স্থায়ী স্টেজ ও দৃশ্যপটাদি প্রস্তুত করাইবার জন্য চাঁদা তোলা হইত। চাঁদার সংগৃহীত টাকায় বেতনভোগী চিত্রকর রাখা অসম্ভব দেখিয়া ধর্মদাস নিজেই দৃশ্যপট-গুলি অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। ধর্ম-দাসের চেষ্টা এবং পরিশ্রমে স্টেজ ও দৃশ্য-পটগুলি প্রস্তুত হইলে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে গিরিশ, অর্ধেন্দু, অমৃতলাল, মতিলাল, মহেন্দ্রলাল প্রভৃতির সমবেত সাহায্যে লীলাবতী নাটকের অভিনয় আরম্ভ করা হয়। এই অভিনয় গ্রন্থকার ও অন্যান্য শিক্ষিত দর্শকের এতদূর মনোহরণ করিয়াছিল যে, অভিনেতৃবৃন্দ সাধারণ নাট্যালয় স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। এই অভি-লাষ কার্যে পরিণত হইয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জোড়াসাঁকো ৺মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে নীলদর্পণ নাটক লইয়া ন্যাশনাল থিয়েটার নামে বাঙ্গালার প্রথম সাধারণ নাট্যালয় স্থাপিত হইল। ১৮৭৩ খ্রীঃ মার্চ মাসে ইহা বন্ধ হইয়া যায়।

১৮৭৩ খ্রীঃ ২১শে ডিসেম্বর ভুবনমোহন নিয়োগীর অর্থে ও ধর্মদাসের ঐকান্তিক পরিশ্রমে যেস্থানে এখন মিনার্ভা থিয়েটার অবস্থিত, সেইখানে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার গৃহনির্মাণ ও অনেক-গুলি দৃশ্যপটাদি ধর্মদাস কাহারও সাহায্য না লইয়া স্বয়ং চিত্রিত করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ধর্মদাস অর্ধেন্দুকে "মাস্টার" পদে অভিষিক্ত করিয়া এই থিয়েটার উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে লইয়া গিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন।

১৮৮৭ খ্রীঃ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে "কুমার-সম্ভব" অভিনয়কালে ইনি মদনভস্ম ও বসন্তের আবির্ভাব নামক দুইখানি Mechanical Diorama প্রদর্শন করেন।

১৩১৪ সালে কোহিনুর থিয়েটার স্থাপিত হইলে ইনি এই থিয়েটারের ম্যানেজার স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় শিল্পগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইনি মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৯১০ খ্রীঃ ২৮শে জুলাই (১৩১৭ সাল ৮ই শ্রাবণ) ইঁহার দেহান্তর হয়।

ধর্মদীপিকা গৌড়দেশপ্রসিদ্ধ মীমাংসা-গ্রন্থ বিঃ। বি; স্ত্রী।

ধর্মদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-কারী; ধর্মকার্যে বাধাদায়ক। ধর্ম—দ্বিষ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধর্মদ্বেষিণী**।

ধর্মদ্রোহী (-দ্রোহিন্) ধর্মের দ্বেষকারী, অধার্মিক; ধর্মমূলক আচরণ বা বিশ্বাসের বিরোধী। ধর্ম—দ্রুহ্ (অনিষ্টাচরণ করা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

ধর্মধ্বজ—১। ধর্মের বাহ্যচিহ্ন। ৬তৎ। ২। জনৈক রাজা [ইনি সত্যযুগে মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। ইনি সাতিশয় ধর্ম-পরায়ণ ও পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চশিখ নামক ঋষি ইঁহাকে ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব-বিষয়ে শিক্ষা দেন। একদা সুলভানাম্নী ব্রহ্মচারিণী ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার নিকট আগমন করেন এবং ইঁহার সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থা হন]। ধর্ম হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু। ৩। ধর্মধ্বজী, ধর্মের বাহ্য-চিহ্নধারী। ধর্ম হইয়াছে ধ্বজ যাহার, বহু। বিণ।

ধর্মধ্বজা—১। ধর্মের বাহ্যচিহ্নধারিণী। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। ধর্মের নিশান বা বাহ্যচিহ্ন। বাংপ্র। বি।

ধর্মধ্বজী (-ধ্বজিন্)—জীবিকার্থ জটাদি ধর্মচিহ্নধারী, কপট ধার্মিক। ধর্মধ্বজ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**ধর্মধ্বজিনী**।

ধর্মনাভ—বিষ্ণু। ধর্ম নাভিতে যাহার, বহু। বি; পু।

ধর্মনাশ—স্বধর্মের নাশ; স্ত্রীলোকের সতীত্ব নাশ। ৬তৎ। বি; পু।

ধর্মনিষ্ঠ ধর্মে একান্ত অনুরক্ত, ধর্মপরায়ণ। ধর্মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

ধর্মনিষ্ঠা—১। ধর্মপরায়ণা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। ধর্মবিষয়ে আন্তরিক অনুরাগ; সাধ্যানুসারে ধর্মপথে চলা। ধর্মে নিষ্ঠা, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্মপতি—১। ধর্মানুসারে গৃহীত স্বামী। মধ্যপ। ২। বরুণ। ধর্মের পতি, ৬তৎ। বি; পু।

ধর্মপত্নী—ধর্মাচরণার্থ পত্নী, সহধর্মিণী, বিবা-হিতা স্ত্রী। ধর্মার্থা পত্নী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ধর্মপথ—ধর্মরূপ মার্গ, ধর্মানুষ্ঠান। রূপক। বি ; পু।

ধর্মপর—ধর্মে আসক্ত, ধর্মনিষ্ঠ, ধার্মিক। ৭তৎ। বিণ।

ধর্মপরায়ণ—ধর্মনিষ্ঠ, ধর্মাত্মা, অতিশয় ধার্মিক। ধর্ম হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

ধর্মপাল—যে ধর্মকে পালন বা রক্ষা করে ; পালবংশীয় দ্বিতীয় রাজা [৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে গোপাল এই পালরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার রাজধানীর নাম ওদন্তপুরী। ধর্মপাল পূর্বদিকে কামরূপ পর্যন্ত রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অনেকাংশ বহুদিন এই পাল রাজাদিগের শাসনাধীনে ছিল। পাল রাজারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বঙ্গে সেনরাজগণ প্রবল হইলে পশ্চিমবঙ্গ ও মিথিলা তাঁহাদের হস্তে পতিত হয়। পাল রাজারা কেবলমাত্র মগধদেশ লইয়া রহিলেন। ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে বখ্‌তিয়ার খিলিজি পালরাজ্যের উচ্ছেদ সাধন করেন]। বি ; পু।

ধর্ম-পিতা—ধর্মানুসারে যিনি পিতা ; ধর্মবাপ (ধরম বাপ) ; ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত পিতৃত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। মধ্যপ। বি ; পু।

ধর্মপিপাসু—ধর্মলাভেচ্ছু, যাহার ধর্মলাভ-বাসনা অতিশয় বলবতী। ৬তৎ। বিণ।

ধর্মপুত্র—১। যুধিষ্ঠির। ধর্মের (যমের) পুত্র, ৬তৎ। [কুন্তীর আকর্ষণ-মন্ত্র-প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া যম পাণ্ডুর ক্ষেত্রে কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরকে উৎপাদন করেন ('কুন্তী' দ্রঃ), এজন্য যুধিষ্ঠির ধর্মপুত্র নামে পরিচিত।] ২। ধর্মছেলে। বি ; পু।

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির—(ব্যঙ্গে) প্রচ্ছন্ন পাপাচারী ; ভণ্ড।

ধর্মপ্রমাণ—১। ধর্মকে সাক্ষী করিয়া কথিত বা কৃত। ধর্ম প্রমাণ যাহার, বহু। বিণ। ২। ধর্মসাক্ষী করিয়া, ধর্মতঃ। ধর্ম প্রমাণ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ধর্মপ্রবণ—ধর্মে অত্যাসক্ত, পরম ধার্মিক। ৭তৎ। বিণ।

ধর্মপ্রাণ—পরম ধার্মিক, ধর্মে একান্ত অনুরক্ত। বহু। বিণ।

ধর্মবন্ধন—ধর্মজনিত বন্ধন, এক ধর্মাবলম্বন হেতু পরস্পর বাধ্যবাধকতা। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ধর্মবন্ধু—এক ধর্মাবলম্বন হেতু পরস্পর মিত্র-ভাবাপন্ন ; ধর্ম সাক্ষী করিয়া বন্ধুত্বকারী। ধর্মে (ধর্মবিষয়ে) বন্ধু, ৭তৎ। বিণ।

ধর্মবাসর—পূর্ণিমা। ধর্মসাধক বাসর (দিন), মধ্যপ। বি ; পু।

ধর্মবিৎ (-বিদ্)—ধর্মজ্ঞ ; ধার্মিক। ধর্ম—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

ধর্মবিদ্যা—মীমাংসাদি বিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা। ধর্মবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ধর্মবিপ্লব—ধর্মের অতিক্রম, ধর্মনাশ, ধর্ম লইয়া বিষম গোলযোগ। ৬তৎ। বি ; পু।

ধর্মবীর—ধর্মের জন্য আত্মোৎসর্গকারী, যিনি ধর্মকর্মের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন। ৭তৎ। বি ; পু।

ধর্মবুদ্ধি—১। ধর্মজ্ঞান (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। ২। ধর্মে মতি বা প্রবৃত্তি। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। ধর্মমতি, ধর্মপ্রবণ, ধার্মিক। ধর্মে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

ধর্মবৃদ্ধ—সাতিশয় ধর্মপরায়ণ, ধার্মিকশ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ।

ধর্মব্যাধ—জনৈক ধর্মপরায়ণ ব্যাধ [এই ব্যাধ মিথিলা দেশে বাস করিতেন, এবং সাধুপথ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় ব্যবসায়ে রত ছিলেন। জনকজননীর পরিচর্যার ফলে ইনি ধার্মিক পুরুষ হইয়াছিলেন। কৌশিক-নামক জনৈক গর্বিত ব্রাহ্মণ এক পতিব্রতা রমণীর উপদেশে ধর্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার নিকট আগমন করিলে, ইনি তাঁহাকে ধর্মের প্রকৃত মর্ম বুঝাইয়া দেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ গৃহে গমনপূর্বক পিতা-মাতার সেবায় প্রবৃত্ত হন]। ধর্মজ্ঞ ব্যাধ, মধ্যপ। বি ; পু।

ধর্মব্রত—ধর্মপালনে তৎপর। ধর্ম হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

ধর্মভগিনী—গুরুকন্যা ; ধর্ম সাক্ষী করিয়া যাহার সহিত ভগিনীসম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ধর্মভয়—ধর্মহানির ভয়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মভাই—ধর্মভ্রাতা, সম্পর্কে ভ্রাতা না হইলেও ধর্মতঃ স্বীকৃত ভাই ; সহাধ্যায়ী ; সমধর্মী। বাংপ্র। বি।

ধর্মভাণক—কপট ধার্মিক। ধর্ম—ভণ্ (শব্দ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ভাণিকা**।

ধর্মভিক্ষা—ধর্মরক্ষার্থ যাচ্ঞা বা প্রার্থনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্মভীরু—ধর্মভয়যুক্ত, অধর্মাচরণ করিলে ধর্মের নিকট দণ্ডনীয় হইতে ও পরকালে যাতনা ভোগ করিতে হয় এইরূপ বিশ্বাস-যুক্ত। ৬তৎ। বিণ।

ধর্মভ্রষ্ট—ধর্মচ্যুত, অধর্মাচরণ হেতু ধর্মে পতিত। ৫তৎ। বিণ।

ধর্মভ্রাতা (-ভ্রাতৃ)—এক ধর্মাবলম্বন হেতু পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন ; ধর্মভাই (ধরম ভাই)। মধ্যপ। বি ; পু।

ধর্মমন্দির—ধর্মানুষ্ঠানার্থ গৃহ, দেবালয় প্রভৃতি। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ধর্ম-মা—ধর্ম সাক্ষী করিয়া স্বীকৃতা মাতা। বাংপ্র। বি।

ধর্মযুগ—ধর্মময় যুগ, যে যুগে অধর্মের লেশ ছিল না, সত্যযুগ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ধর্মযুদ্ধ—১। ন্যায়ানুসারে সম্পাদিত যুদ্ধ। ধর্মের নিমিত্ত যুদ্ধ, ৪তৎ ; বা ধর্মমূলক যুদ্ধ, মধ্যপ। ২। ধর্ম রক্ষার জন্য কৃত যুদ্ধ ; আরবীয় মুসলমানদের অধিকার হইতে খ্রীষ্টানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম উদ্ধার করিবার জন্য ইওরোপের খ্রীষ্টান নৃপতিগণ উহাদের সহিত যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা, crusade. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মরক্ষা—অধর্ম হইতে ত্রাণ, ধর্মনাশ হইতে না দেওয়া ; সতীত্ব রক্ষা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্মরাজ—যম ; যুধিষ্ঠির ; বুদ্ধদেব ; নৃপতি। ধর্মের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

ধর্মলক্ষণ—ধর্মের চিহ্ন ; ধৃতি ক্ষমা দম অস্তেয় শৌচ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ধী বিদ্যা সত্য অক্রোধ—এই দশটি ধর্মের লক্ষণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মশালা—আদালত ; ধর্ম আরাধনা করিবার জন্য গৃহ ; ধরমশালা, অতিথি-শালা। মধ্যপ বা ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ধর্মশাসন—১। ধর্মশাস্ত্র। ধর্ম-সংক্রান্ত শাসন, মধ্যপ। ২। ধর্মের অনুশাসন বা বিধি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মশাস্ত্র—মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ; যে শাস্ত্রে সাংসারিক ও পারলৌকিক বিষয়ের বা ধর্মসংগত আচার-ব্যবহারের মীমাংসা থাকে ; বেদ স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ধর্মশাস্ত্রকার—ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা ; স্মৃতিশাস্ত্র-রচয়িতা ; মনু অত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্য উশনাঃ অঙ্গিরাঃ যম আপস্তম্ব সংবর্ত কাত্যায়ন বৃহস্পতি পরাশর ব্যাস শঙ্খ লিখিত দক্ষ গৌতম শাতাতপ ও বশিষ্ঠ —এই বিংশতি ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্রকার। ধর্মশাস্ত্র—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু বা বিণ।

ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়ী (-সায়িন্)—ধর্ম-শাস্ত্রানুগত ব্যবস্থাদাতা, স্মার্ত। ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায়=ধর্মশাস্ত্রব্যবসায়, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে ; কিংবা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবসায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু।

ধর্মশীল—ধর্মপরায়ণ, ধার্মিক। ধর্মই শীল যাহার, বহু। বিণ।

ধর্মসংকর—পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্মের একত্র মিলন। ৬তৎ। বি ; পু।

ধর্মসংগত—ধর্মানুমোদিত। ৩তৎ। বিণ।

ধর্মসংগীত—ভগবদ্বিষয়ক গান। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ধর্ম্মসংস্কার—দেশবিশেষে প্রচলিত ধর্মের দোষাদির সংশোধন ও ধর্মপ্রণালীর উন্নতিবিধান। ৬তৎ। বি; পু।

ধর্ম্মসংস্কারক দেশপ্রচলিত ধর্মের দোষসংশোধক ও উন্নতিবিধায়ক। ৬তৎ। বিণ।

ধর্ম্মসংস্থাপন—ধর্মের প্রতিষ্ঠা, অধর্মের বিনাশপূর্বক ধর্মের প্রবর্তন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধর্ম্মসভা ধর্মসমাজ; ধর্মরক্ষিণী সভা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী। বিণ।

ধর্ম্মসম্মত—ধর্মানুমোদিত, ধর্মসংগত। ৩তৎ।

ধর্ম্মসাক্ষী ধর্মসংগত অনুষ্ঠানপূর্বক প্রতিজ্ঞাগ্রহণ, ধর্ম যাহার সাক্ষী। বি; পু।

ধর্ম্মসাবর্ণি—একাদশ মনু। বি; পু।

ধর্ম্মসুত—যুধিষ্ঠির ['ধর্মপুত্র' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি; পু।

ধর্ম্মসূত্র—জৈমিনি মুনিপ্রণীত ধর্মনিরূপক গ্রন্থ বিঃ। বি; ক্লী।

ধর্ম্মহানি—ধর্মক্ষয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধর্ম্মাচরণ—১। ধর্মসংগত ব্যবহার। মধ্যপ। ২। ধর্মানুষ্ঠান। ধর্মের আচরণ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধর্ম্মাচার্য ১। ধর্মশিক্ষক। ধর্মবিষয়ে আচার্য, ৭তৎ। ২। ঋগ্বেদীয়দিগের তর্পণীয় পুরুষ বিঃ। বি; পু।

ধর্ম্মাত্মা (ধর্মাত্মন্) ধর্মশীল, ধর্মপ্রাণ। ধর্ম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য; সদসৎ কর্ম। ধর্ম ও অধর্ম, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

ধর্ম্মাধিকরণ—১। ধর্মস্থান, বিচারালয়, ন্যায় অন্যায়ের বিচারস্থল; আদালত, Court of Justice. ধর্ম—অধি কৃ (করা) + অনট্ অধি। বি; ক্লী। ২। ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ, বিচারক, জজ। ...+অনট্ কর্ম। বি; পু।

ধর্ম্মাধিকরণিক—বিচারপতি, বিচারক। ধর্মাধিকরণ+ইক। বি; পু।

ধর্ম্মাধিকার—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকার, বিচারকের পদ বা কার্য। ধর্মের অধিকার, ৬তৎ। বি; পু।

ধর্ম্মাধিকারী (-কারিন্)—ন্যায় অন্যায় বিচারের অধিকারী, বিচারক; ন্যায় অন্যায় বিচারকারী। ধর্মাধিকার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**ধর্ম্মাধিকারিণী**।

ধর্ম্মাধ্যক্ষ—প্রাড়্বিবাক, প্রধান বিচারপতি। ধর্মের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

ধর্ম্মানুমোদিত ধর্মসম্মত, ধর্মসংগত। ধর্মদ্বারা অনুমোদিত, ৩তৎ। বিণ।

ধর্ম্মান্তর—অন্য ধর্ম। নিত্য। বি; ক্লী।

ধর্ম্মান্তরিত অন্য ধর্মে দীক্ষিত। ধর্মান্তর+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

ধর্ম্মান্ধ—এক ধর্মে দৃঢ়তর বা অন্ধ বিশ্বাসনিবন্ধন ধর্মান্তরের উৎকৃষ্ট বিষয়কেও নিকৃষ্ট বলিয়া বোধকারী, fanatic. ধর্মে অন্ধ, ৭তৎ; বা ধর্ম দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ।

ধর্ম্মাবতার সাক্ষাৎ ধর্মস্বরূপ, মূর্তিমান্ ধর্মস্বরূপ [রাজা, বিচারপতি, বা তাদৃশ বড় লোককে এই কথা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে]। ধর্মের অবতার-স্বরূপ, ৬তৎ। বি; পু।

ধর্ম্মাবলম্বী (-লম্বিন্) ধর্মাশ্রিত, ধর্মগ্রহণকারী। উপতৎ; ধর্ম—অব-লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধর্ম্মাবলম্বিনী**।

ধর্ম্মাভাস—অপ্রশস্ত ধর্ম (শ্রুতিস্মৃতি হইতে উদিত যে ধর্ম তাহাই প্রকৃত ধর্ম, অন্য শাস্ত্রে যে ধর্মের কথা বলা হইয়াছে, তাহা ধর্মাভাস)। ধর্মের আভাস, ৬তৎ। বি; পু।

ধর্ম্মারণ্য—তপোবন; পুণ্যস্থান বিঃ [চন্দ্র যখন গুরুপত্নী তারাকে হরণ করেন, তখন ধর্ম প্রপীড়িত হইয়া গহন বনে প্রবেশ করাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "হে ধর্ম! তুমি এই বন আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া ইহা ধর্মারণ্য নামে বিখ্যাত হইবে।"] ধর্মদ্বারা আশ্রিত অরণ্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধর্ম্মার্থ ১। ধর্মের নিমিত্ত। ধর্মের নিমিত্ত ইহা, এই বাক্যে নিত্য সমাস। অ। কিংবা ধর্ম হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। ধর্ম ও ধন। ধর্ম ও অর্থ, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

ধর্ম্মার্থে—ধর্মের নিমিত্তে। ধর্মের অর্থে, ৬তৎ। অ।

ধর্ম্মাসন—বিচারাসন, বিচারপতির বসিবার স্থান। ধর্মের আসন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধর্ম্মিষ্ঠ—অতি ধর্মপরায়ণ। ধর্মিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ধর্ম্মী (ধর্মিন্)—ধর্মযুক্ত, ধার্মিক; গুণবিশিষ্ট। ধর্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী- **ধর্ম্মিণী**।

ধর্ম্মেন্দ্র—ধর্মরাজ, যম; ধার্মিকশ্রেষ্ঠ। ধর্মে ইন্দ্রতুল্য, ৭তৎ। বি; পু।

ধর্ম্মোন্মাদ—১। ধর্মসম্বন্ধে উন্মত্ততা, fanaticism. ৬তৎ। বি; পু। ২। ধর্ম সম্বন্ধে উন্মত্ত। ধর্মোন্মাদ (১)+অচ্ আছে অর্থে। বিণ।

ধর্ম্মোপদেশ—ধর্মশিক্ষা। ধর্মের উপদেশ, ৬তৎ, অথবা ধর্মসংক্রান্ত উপদেশ, মধ্যপ। বি; পু।

ধর্ম্মোপদেশক—ধর্মবিষয়ে উপদেশদাতা, গুরু। ধর্মের উপদেশক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ধর্ম্মোপদেশিকা**।

ধর্ম্মোপদেষ্টা (-দেষ্টৃ) ধর্মবিষয়ে উপদেশদাতা, ধর্মশিক্ষক, গুরু। ধর্মের উপদেষ্টা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দেষ্ট্রী**।

ধর্ম্মোপাসক—ধর্মের উপাসনাকারী, ধর্মাবলম্বী। ৬তৎ। বিণ।

ধর্ম্মোপেত—ধর্মযুক্ত, ধর্ম্য, ন্যায্য। ধর্মদ্বারা উপেত, ৩তৎ। বিণ।

ধর্ম্ম্য—ধর্মের অনুযায়ী, ধর্মযুক্ত; ধর্মলব্ধ। ধর্ম শব্দ+য্য। বিণ।

ধর্ষ, ধর্ষণ—অবজ্ঞা; পরাভব; অপবাদ; বলাৎকার; অমর্ষ; রমণ। ধৃষ+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

ধর্ষক ১। ধর্ষণকারী। ধৃষ+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। নট, নৃত্যকারী। বি; পু।

ধর্ষণী—অসতী স্ত্রী। ধৃষ্ (বধ করা)+অনট্ কর্ম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধর্ষণীয় ধৃষ্য, দলনযোগ্য। ধৃষ+অনীয় কর্ম। বিণ।

ধর্ষিত ১। পরাজিত; অবমানিত; বলাৎকৃত; তিরস্কৃত; উৎপীড়িত। ণিজন্ত ধৃষ্ (=ধর্ষি)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। রমণ। ণিজন্ত ধৃষ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ধর্ষিতা—১। উৎপীড়িতা; অবমানিতা; বলাৎকৃতা, ravished. ধর্ষিত শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অসতী স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

ধলা শ্বেত, সাদা। <ধবল। বিণ।

ধস—মৃত্তিকাদি বসিয়া বা নামিয়া যাওয়া, খসিয়া পড়ার শব্দ। বাংপ্র। অ। **ধস নামা, ধস ভাঙ্গা** মাটির চাপ খসিয়া পড়া; পুষ্করিণী ইত্যাদির পাড় খসিয়া জলে পড়া।

ধসকানো শ্লথ হওয়া, ভাঙ্গিয়া পড়া ('শরীর —')। বাংপ্র। ক্রি।

ধসধস, ধসধসে—খসিয়া বা ভাঙ্গিয়া যাইতে উদ্যত, ধসিয়া যাইবার মত। বাংপ্র। বিণ।

ধসা—১। একপ্রকার গলিত ক্ষত রোগ। বি। ২। ধস খাওয়া, খসিয়া বা ভাঙ্গিয়া পড়া, বসিয়া বা নামিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ধস্তাধস্তি—টানাটানি, ঠেলাঠেলি, বারংবার বা পরস্পর বলপ্রয়োগ। বাংপ্র। বি।

ধা—১। ধারক; বিধাতা। ধা (ধারণ করা) +কিপ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। গীতের সপ্তস্বরের ষষ্ঠ স্বর, ধৈবত। বাংপ্র। বি।

ধাই—১। দাই, উপমাতা; শিশুপালিকা পরিচারিকা; আয়া। বি; স্ত্রী। ২। ধাবিত হইয়া। কপ্র। ক্রি।

ধাউড়—ধাবক; সংবাদবাহক; দৌড়, ধাবন। বাংপ্র। বি।

ধাউড়া, ধাউড়ী—ধাবক, দ্রুতগামী; যাহার দৌড় বহুদূর বিস্তৃত। বাংপ্র। বিণ।

ধাউস—ঢাউস, উড়াইবার বড় ঘুড়ি। বাংপ্র। বিণ।

ধাওড়া—অতি বৃহৎ বা লম্বা। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**ধাওড়ী**।

ধাওয়া—১। অনুধাবন, পশ্চাৎ হইতে তাড়া দেওয়া; দ্রুতপলায়ন, রড়। <ধাবন। বি। ২। নির্বিষ, নিরীহ। বিণ। ৩। ধাবিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ধাঁ-ত্বরাবোধক শব্দ; ঝাঁ, চট; আচম্বিতে, হঠাৎ; আগুন জ্বলার অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

ধাঁই—১। পুষ্প বিঃ। <ধাতকী। ২। চড় মারা ইত্যাদির অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ধাঁচা-ধারা, রীতি; ঢঙ, ছাঁচ; অঙ্গভঙ্গী; অবয়ব। বাংপ্র। বি।

ধাঁজ, ধাঁচ গঁাচা, ভঙ্গী, ধরন, রকম। বাংপ্র। বি।

ধাঁধা-অন্ধকার, দৃষ্টিবিভ্রম, সন্দেহ, ধোঁকা; কৌতূহলজনক দুরূহ প্রশ্ন; জটিল সমস্যা। বাংপ্র। বি।

ধাক্কা-সংঘর্ষ, ঠেলা; প্রকম্প, বেগ; আঘাত; সহসা আগত চাপ বা বিপদ। বাংপ্র। বি।

ধাঙ্গড়, ধাঙড়—সাঁওতাল জাতীয় লোক; ঝাড়ুদার। বাংপ্র। বি।

ধাড়া-পাঁচ সের পরিমাণ; তুলাদণ্ডের দুই দিক্ সমান করণ; তুলাদণ্ড; দরমা; হিন্দু জাতিবিশেষের উপাধি; বেড়া। বাংপ্র। বি।

ধাড়ী—যে ছাগী বা ঐরূপ পশুর বৎস হইয়াছে; বয়স্ক; সর্দার, নেতা; অগ্রগণ্য ('অকর্মার —')। বাংপ্র। বি।

ধাত—স্বভাব; মেজাজ; নাড়ী; ধাতু; শুক্র। <ধাতু। বি।

ধাতকী—পুষ্পবৃক্ষ বিঃ, ধাই ফুলের গাছ। বি; স্ত্রী।

ধাতব—ধাতু-সংক্রান্ত; ধাতু-নির্মিত; ধাতু-ময়। ধাতু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধাতবী**।

ধাতস্থ-প্রকৃতিস্থ, সুস্থ। বাংপ্র। বিণ।

ধাতা (ধাতৃ)—১। ধারণকর্তা, ধারক; রক্ষাকর্তা, রক্ষক; নির্মাণকর্তা; জার। ধা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধাত্রী**। ২। বিধাতা, ব্রহ্মা; বিষ্ণু; পিতা; আত্মা; আদিত্য বিঃ; বায়ু বিঃ। বি; পু।

ধাতু—১। শরীরস্থ বাত, পিত্ত, কফ; ইন্দ্রিয়; শুক্র শোণিতাদি; স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, পিত্তল, তাম্র, সীস, রঙ্গ, লৌহ এই অষ্টবিধ তৈজস ধাতু [মানবের বলি, পলিত, লালিত্য, কৃশতা, দুর্বলতা, জরা প্রভৃতি নিবারণপূর্বক দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া ইহারা ধাতু নামে অভিহিত]; রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র, শরীরস্থ এই সপ্ত ধাতু; পারদ; হরিতাল; হিঙ্গুল; গন্ধক; অভ্রক; গৈরিক; মনঃশিলা; ভূ, স্থা, গম প্রভৃতি ক্রিয়াবোধক প্রকৃতি; স্বরূপ, স্বভাব, প্রকৃতি; অবস্থা; জ্ঞানেন্দ্রিয়। ধা (ধারণ করা)+তুন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। নাড়ীর স্পন্দন। বাংপ্র। বি।

ধাতুকুশল—ধাতু-বিষয়ে নিপুণ। ৭তৎ। বিণ।

ধাতুক্ষয়—শরীরস্থ ধাতুর ক্ষীণতা; কাশ-রোগ বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

ধাতুগত—দেহসম্বন্ধীয়; প্রকৃতিগত। ২তৎ। বিণ।

ধাতুগর্ভ—যাহাতে (চৈত্য মঠাদিতে) বুদ্ধাদি মহাপুরুষের ধাতু অর্থাৎ অস্থি দন্ত প্রভৃতি রক্ষিত আছে, dagoba. বহু। বি; পু। [বিণ।

ধাতুঘটিত—ধাতুসহযোগে প্রস্তুত। ৩তৎ।

ধাতুঘ্ন—শরীরস্থ ধাতুর নাশক। ধাতু—হন্ +টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধাতুঘ্নী**।

ধাতুদ্রাবক—১। যাহা ধাতু গলায়, বা যাহাতে ধাতু গলে। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দ্রাবিকা**। ২। সোহাগা। বি; পু।

ধাতুনাশন—ধাতুঘ্ন (সকল অর্থে)।

ধাতুপাঠ—পাণিন্যাদি-প্রণীত ধাত্বর্থবোধক গ্রন্থ। ধাতু-বিষয়ক পাঠ আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

ধাতু-পুষ্পিকা, ধাতু-পুষ্পী ধাঁইফুল। ধাতুতুল্য পুষ্প যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

ধাতুপোষক-পুষ্টিকর। ধাতুর পোষক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ধাতুপোষিকা**।

ধাতুবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি ধাতুর গুণাগুণ এবং প্রাপ্তি-স্থানাদির বিষয় অবগত হওয়া যায়। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ধাতুময়—ধাতুনির্মিত। ধাতু+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী-**ধাতুময়ী**।

ধাতুমল—রসাদি ধাতুর পরিপাকে উৎপন্ন কেশাদি উপধাতু; মরিচা, rust. ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

ধাতুসাম্য—ভাল স্বাস্থ্য, দেহস্থ বায়ু পিত্ত ও কফের সমতা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধাতৃপুত্র—সনৎকুমার; ব্রহ্মার পুত্রমাত্র। ধাতার পুত্র, ৬তৎ। বি; পু।

ধাত্রিকা—আমলকী। ধাত্রী+কণ্+স্ত্রী-লিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

ধাত্রী ১। ধারণকর্ত্রী ইত্যাদি। ধাতৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মাতা; উপমাতা, ধাইমা; পৃথিবী; আমলকী। বি; স্ত্রী।

ধাত্রীপুত্র—উপমাতার পুত্র, foster-brother; নট। ৬তৎ। বি; পু।

ধাত্রীফল—আমলকী। কর্মধা। বি; ক্লী।

ধাত্রেয়ী- উপমাতা, ধাইমা। ধাত্রী+ঢেয় স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধাধন—ভয়, ভ্রম, ধাঁধা। প্রা কপ্র। বি।

ধাধস-প্রিয়বিরহে চিন্তোদ্বেগ। প্রা কপ্র। বি।

ধান—১। আধার; নিধান, স্থান। ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ২। ধান্য, ওজন বিঃ, সিকি রতি, প্রায় ১ গ্রেন। <ধান্য। বি। **ধান দিয়া লেখাপড়া শেখা**-অল্প ব্যয়ে বিদ্যা-শিক্ষা করা।

ধানশী-রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

ধানাইপানাই- অসংবদ্ধ বাগ্‌জাল বিস্তার। বাংপ্র। বি।

ধানিকা—আধার, নিধান; স্থান। ধানী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধানী ১। আধার, নিধান; স্থান; ব্যবসায়ী ধর্নী, মহাজন। ধা (ধারণ করা)+অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী; ২। ধান্য মিশ্রিত; ধান্যতুল্য, ধানের মত; ক্ষুদ্র, ছোট; কাঁচা ধানের রংবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ধানীলঙ্কা-খুব ঝাল ক্ষুদ্রজাতীয় লঙ্কা। বাংপ্র। বি।

ধানুকী—ধনুর্ধর, তীরন্দাজ। বাংপ্র। বি।

ধানুষ্ক ধনুর্ধারী। ধনুস্+কণ্। বিণ।

ধান্দা, ধান্ধা—ধন্দ, ধাঁধা; ধোঁকা; কাজ-কর্মের চিন্তা; জীবিকা, কাজকর্ম; উপায়, ফিকির। বাংপ্র। বি।

ধান্য সতুষ তণ্ডুল, ধান; পরিমাণ বিঃ। ধা (ধারণ করা)+যৎ কর্তৃ। বি; ক্লী। [ধান্য প্রধানতঃ তিন প্রকার; যথা—শালি, ষষ্টিক ও আশু। হেমন্তোদ্ভব ধান্য শালি (আমন); গ্রীষ্মোদ্ভব ধান্য ষষ্টিক (বোরো); এবং বর্ষাজাত ধান্য আশু (আউশ)]।

ধান্যক—ধনিয়া, ধনে। ধান্য+কণ্ তুল্যার্থে। বি; ক্লী।

ধান্যচমস-চিপিটক, চিড়া। ধান্যজাত চমসপ্রায়, মধ্যপ। বি; পু।

ধান্যচ্ছেদন-ক্ষেত্র হইতে ধান্য কর্তন, ধানকাটা। ধান্যের ছেদন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধান্যত্বক্ (-ত্বচ্)—তুষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধান্যধেনু দানার্থ ধান্যনির্মিত ধেনু। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ধান্যপঞ্চক শালি ব্রীহি শূক শিম্বি ক্ষুদ্র—এই পাঁচ প্রকার শস্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধান্যবর্ধন—ধানের বাড়ি, দাদন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধান্যবীজ—ধনিয়া, ধনে। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধান্যমালিনী—রাক্ষসরাজ রাবণের এক পত্নী। বি; স্ত্রী।

ধান্যশীর্ষক—ধানের শীষ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধান্যাক—ধনিয়া। ধন্যাক+ক স্বার্থে। বি; ক্লী।

ধান্যাচল—দানার্থ পর্বতাকার ধান্যরাশি। ধান্যনির্মিত অচল, মধ্যপ। বি; পু।

ধান্যাম্ল—কাঁজি, আমানি। ধান্যজাত অম্ল, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধান্যারি—মূষিক, ইন্দুর। ধান্যের অরি, ৬তৎ। বি; পু।

ধান্যাস্থি—তুষ। ধান্যের অস্থি, ৬তৎ। বি; ক্লী। [বাংপ্র। বি।

ধান্যেশ্বরী ধেনোমদ (মাতালী ভাষায়)।

ধাপ—পৈঠা, সিঁড়ি, সোপান। বাংপ্র। বি।

ধাপা—শস্যশূন্য প্রান্তর বা জলা। বাংপ্র। বি।

ধাপাড়—শস্যশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর, খালি মাঠ; বিস্তার, প্রসর। বাংপ্র। বি।

ধাপ্পা—মিথ্যা আশ্বাস; ধোঁকা; প্রতারণা, ফাঁকি, bluff. বাংপ্র। বি।

ধাপ্পাবাজ—মিথ্যা আশ্বাসদাতা; প্রতারক, ফাঁকিবাজ। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ধাপ্পাবাজি মিথ্যা আশ্বাস প্রদান; প্রতারণা; ফাঁকিবাজি; চালাকি। বাংপ্র। বি।

ধাবই—ধাবিত হইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধাবক—১। শীঘ্রগামী, দ্রুতগমনশীল, দৌড়িয়া চলে এরূপ; ধৌতকারী, প্রক্ষালক। ধাব্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধাবিকা**। ২। রজক, ধোপা। বি; পু। ৩। জনৈক কবি। ইনি মহাকবি কালিদাসের পূর্ববর্তী কালের লোক। কালিদাস-প্রণীত মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনায় ইঁহার নাম উল্লেখ আছে। ধাবক প্রথমে অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। পরে যত্ন ও প্রতিভাবলে কবিত্বশক্তি লাভ করেন। অনন্তর, একশত সর্গে নৈষধচরিত রচনা করিয়া মহারাজ শ্রীহর্ষকে অর্পণ করিলে, তিনি পারিতোষিকস্বরূপ কবিকে প্রচুর নিষ্কর ভূমি দান করেন। ধাবক রত্নাবলী নাটকেরও রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

ধাবকা—সন্দেহ, ধোঁকা; ধাপ্পা, ফাঁকি, চালাকি, প্রকোপ, বেগ, ধকল; ধারা, রীতি; অভ্যাস। বাংপ্র। বি।

ধাবড়া—থাপড়া, যে ময়লা চিহ্ন অনেকটা স্থান জুড়িয়া থাকে; থাবলা; খানিকটা। বাংপ্র। বি।

ধাবন—ধৌতকরণ, ধোয়া; প্রক্ষালন ('দন্ত—'); শীঘ্রগমন; দৌড়ানো। ধাব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ধাবনকুর্দন—দৌড়ান ও ক্রীড়া; দৌড়িতে দৌড়িতে খেলা। দ্বন্দ্ব বা মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধাবমান—দ্রুতগমনশীল; দৌড়িতেছে এরূপ। ধাব্ (বেগে চলা)+শান কর্তৃ। বিণ।

ধাবাড়ে—দ্রুতগমনশীল; শীঘ্রগতি; ক্ষিপ্রকারী। বাংপ্র। বিণ।

ধাবাধাবি—ছুটাছুটি, দৌড়াদৌড়ি। বাংপ্র। বি।

ধাবিত—১। দ্রুতগত, দৌড়িয়াছে এরূপ। ধাব্+ক্ত কর্তৃ। ২। অনুসৃত; ধৌত। ধাব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধাম (ধামন্)—গৃহ; স্থান, আধার ('গুণ—'); তীর্থস্থান; শরীর; জন্ম; প্রভাব; তেজঃ, কিরণ। ধা (ধারণ করা) +মন্। বি; ক্লী।

ধামগুজারি—ধুমধাম, দাপাদাপি; উপদ্রব, দৌরাত্ম্য। বাংপ্র। বি।

ধামনিক—ধমনী-সংক্রান্ত। ধমনী+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধামনিকী**।

ধামনী—ধমনী, নাড়ী। ধমনী+ক স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধামসানো—দলিত করা, হস্তপদাদি দ্বারা মর্দন করা ('বিছানা—')। বাংপ্র। ক্রি।

ধামা—১। বেতের বড় চাঙ্গারি। বাংপ্র। বি। ২। ধাম, আধার। কপ্র। বি।

ধামা-চাপা—গোপন; অন্য বিষয় বা বস্তু দ্বারা আবৃত বা বিস্মৃত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ধামা-ধরা—খোশামোদ করা; তোষামোদকারী। বাংপ্র। ক্রি ও বিণ।

ধামার—চৌদ্দমাত্রার তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধামালি—মৃদঙ্গে প্রযুক্ত অষ্টমাত্রিক তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধামি, ধামী—ছোট ধামা। বাংপ্র। বি।

ধার—১। ঋণ, কর্জ, দেনা; প্রান্ত; অস্ত্রশস্ত্রের তীক্ষ্ণপ্রান্ত; তীক্ষ্ণতা, প্রাখর্য। ধৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু। ২। ধারাকারে পতিত জল। ধারা+ক। বি; ক্লী। ৩। নগর বিঃ (ধারা' দ্রঃ)। ৪। ধারণকর্তা। ধৃ+ণ কর্তৃ। ৫। সংস্রব ('লেখাপড়ার —')। বাংপ্র। বি।

ধারক—১। ধারণকর্তা; ঋণী, অধমর্ণ; ভেদনিবারক। ধৃ (ধারণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধারিকা**। ২। পাত্র, আধার; কলস; ভেদনিবারক বা মল কঠিনকারক ঔষধ; পুরাণপুস্তক ধারণ করিয়া যে পুরাণপাঠকের ভ্রমাদি অপনোদন করে ('তন্ত্র—')। বি; পু।

ধারকতা—ধারকের কার্য; পুরাণাদি পাঠকালে বা দুর্গাপূজা প্রভৃতিতে পাঠকের বা পূজকের ভ্রম দূরীকরণার্থে ধারকের কার্য করা; ভেদনিবারকতা। ধারক শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ধারকর্জ—ঋণ। বাঙ্গালায় একার্থক শব্দের দ্বিত্ব। বি।

ধারণ অবলম্বন; গ্রহণ; ধরা; রক্ষণ; স্থাপন, বহন; সংবরণ ('মলবেগ—'); ধারণা, grasp; পরিগ্রহ ('রূপ—')। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ধারণা—স্থিরতা; নিশ্চয়; চিত্তের একাগ্রতা; বিশুদ্ধ জ্ঞান, comprehension; বিশ্বাস; সংস্কার; সিদ্ধান্ত; যমাদি গুণযুক্ত আত্মাতে মনঃসমর্পণ, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ; মেধা। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধারণাবান্ (-বৎ)—ধারণাবিশিষ্ট, সংস্কারযুক্ত, বিশ্বাসবান্; মেধাবী। ধারণা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ধারণাবতী**।

ধারণাশক্তি—স্মৃতিশক্তি; বীর্যধারণশক্তি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধারণী—শ্রেণী; নাড়ী; মন্ত্র বিঃ। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধারণীয়—ধারণযোগ্য; রক্ষণীয়। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

ধারয়িতা (-য়িতৃ)—ধারক, ধারণকর্তা। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

ধারয়িত্রী—১। ধারণকর্ত্রী। ধারয়িতৃ শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী, পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

ধারয়িষ্ণু—ধারণশীল; যে ধরিয়া আছে। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+ইষ্ণু কর্তৃ শীলার্থে। বিণ।

ধারা—১। বৃষ্টি; দ্রব দ্রব্যের অনবরত ক্ষরণ, প্রবাহ। ণিজন্ত ধৃ=ধারি (ধারণ করা)+অ ভাব+আপ্। ২। অশ্বের বিবিধ গতি। ধারি+অ অধি+আপ্। ৩। লম্বমান জলবিন্দু; নির্ঝর; অস্ত্রের ধার; সৈন্যের অগ্রভাগ; প্রকার; যশঃ; সাদৃশ্য, উপমা; প্রকরণ; পরিচ্ছেদ, অধ্যায়; সমূহ; ক্রমাগত স্থিতি; শ্রেণী; পদ্ধতি, রীতি; ব্যবস্থা; উৎকর্ষ; আইনের বিধি, section. ধারি+অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী। ৪। মধ্যভারতের ভোপাওয়ার এজেন্সির পূর্বতন অধীন করদ রাজ্য বিঃ। কেহ কেহ ইহাকে 'ধার'

বলেন। কিংবদন্তী এই যে, "প্রমর" রাজপুতগণ ধারা বা উজ্জয়িনী নগরে অবস্থান করিয়া সহস্রাধিক বৎসর যাবৎ মালবদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধারারাজ সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের বংশধর বলিয়া আপনার পরিচয় দান করিতেন। কেহ কেহ বলেন, এই বংশোৎপন্ন ভোজরাজ উজ্জয়িনী ত্যাগ করিয়া ধারা নগরীতে রাজধানী স্থাপন করেন। অপর কাহারও কাহারও মতে দ্বিতীয় বৈরিসিংহ এই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রমর রাজগণের শাসনকালে ধারা নগরী বিদ্যাচর্চায় ও সভ্যতায় সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মালবদেশ মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। ১৩৯৯ খ্রীঃ দিলাওয়ার খাঁ দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া মালবদেশে প্রেরিত হন। তাঁহার পুত্র হোসঙ্গ সাই মালবের প্রথম স্বাধীন মুসলমান রাজা। তিনিই রাজধানী ধারা হইতে উঠাইয়া লইয়া মাণ্ডু (Mandu) নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন। আকবরের রাজত্বকালে ধারা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৭৩০ খ্রীঃ ইহা মহারাষ্ট্রীয়গণের অধিকারে আসে। মুসলমান-বিতাড়িত প্রমর রাজবংশধরগণ পুণায় গমন করিয়া বাস করিতেছিলেন। ১৭৪২ খ্রীঃ বাজীরাও পেশোয়া প্রমরবংশীয় আনন্দরাওকে মালব রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী শতাব্দীতে হোলকার ও সিন্ধিয়া এই রাজ্যে নানাপ্রকার উৎপাত করিতে থাকেন। কেবলমাত্র মিনাবাই নাম্নী দ্বিতীয় আনন্দরাওয়ের বিধবা পত্নীর সাহসে ও কৌশলে রাজ্য রক্ষা পায়। ১৮১৯ খ্রীঃ ধারারাজ্য সন্ধিসূত্রে ইংরাজের আশ্রয়ে আসে। সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে রাজ্যটি ইংরাজ বাজেয়াপ্ত করেন। ১৮৩০ খ্রীঃ কিয়দংশ ব্যতীত রাজ্যটি তৃতীয় আনন্দরাওকে প্রত্যর্পিত হয়। ১৮৯৮ খ্রীঃ তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে এবং উদয়জী রাও প্রমরসিংহাসন গ্রহণ করেন।

ধারা শহরে একটি মসজিদ আছে, ইহার নাম "ভোজরাজের বিদ্যালয়"। এই মসজিদটি খ্রীষ্টীয় ১৪শ বা ১৫শ শতাব্দীতে হিন্দুমঠের উপকরণ লইয়া নির্ম্মিত হয়। নামের কারণ এই যে, যে সকল বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে মসজিদের তলদেশ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদিগের উপরিভাগে সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্রগুলি উৎকীর্ণ রহিয়াছে।

ধারা—ঋণী হওয়া বা থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

ধারাগৃহ—জলধারাযুক্ত গৃহ, ফোয়ারা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ধারাঙ্গ—খড়্গ ; তীর্থ। ধারা অঙ্গে যাহার, বহু। বি ; পু।

ধারাধর—মেঘ ; খড়্গ ; অস্ত্র। ধারা- ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

ধারাপানি—বৃষ্টিজল, বৃষ্টির গড়ানিয়া জল। বাংপ্র। বি।

ধারাপাত—১। জলধারার পতন। ৬তৎ। বি ; পু। ২। পাটীগণিত শিক্ষার প্রাথমিক পুস্তক, যে পুস্তকে সামান্য গণিতক্রম লিখিত থাকে। বাংপ্র। বি।

ধারাবর্ষণ—অবিচ্ছেদে বর্ষণ, ক্রমাগত বৃষ্টি। ধারা সম্পাদ্য বর্ষণ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ধারাবাহিক- অবিরতস্থায়ী, অবিচ্ছেদে স্থিতিশীল ; অবিচ্ছিন্ন, ক্রমাগত, ক্রমিক ; শৃঙ্খলিত। ধারা—বহ্ (বহন করা)+ অন্ কর্ত্তৃ+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**ধারাবাহিকী**। বি, **-বাহিকতা, -বাহিকত্ব**।

ধারাবাহী (-বাহিন্)—ধারাবাহিক (সকল অর্থে)। ধারা—বহ্ (বহন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ধারাবাহিণী**।

ধারাবিষ- খড়্গ। ধারাতে বিষ যাহার, বহু। বি ; পু।

ধারাযন্ত্র—ফোয়ারা ; গোলাবপাশ ; পিচকারি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ধারাল—সুতীক্ষ্ণ, শাণিত। ধারা (ধার)+ ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

ধারাসম্পাত—বৃষ্টিপতন। ৬তৎ। বি ; পু।

ধারিণী—১। ধারণকর্ত্রী। ধারিন্ শব্দ+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী, পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।

ধারিত—যাহা ধরানো হইয়াছে এরূপ ; গ্রাহিত ; বাহিত ; স্থাপিত। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধারী (ধারিন্)—১। ধারণকর্ত্তা, ধারক। ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ধারিণী**। ২। ধারযুক্ত, edged ; ঋণী। বিণ।

ধারোষ্ণ—দোহনকালে ধারাপতিত উষ্ণ দুগ্ধ। ধারা দ্বারা উষ্ণ, ৩তৎ। বি ; ক্লী।

ধার্ত্তরাষ্ট্র—অন্ধ কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র, দুর্য্যোধনাদি ; কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চুঃ ও চরণযুক্ত শ্বেতহংস। ধৃতরাষ্ট্র+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পু।

ধার্ম্মিক—ধর্মচারী, ধর্মপরায়ণ, ধর্মশীল ; ধর্মসম্বন্ধীয়। ধর্ম+ফিক। বিণ।

ধার্য—১। ধারণীয় ; গ্রাহ্য, গ্রহণীয়। ধৃ (ধারণ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। নির্ধারিত বা নির্ধারণ ('দিন —')। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ধার্যমাণ—গৃহ্যমাণ, যাহা ধারণ করা যাইতেছে এরূপ। ণিজন্ত ধৃ (=ধারি) +শান কর্ম। বিণ।

ধাষ্টামি, ধাষ্টামো ধৃষ্টতা ; নির্লজ্জের ন্যায় কার্য ; দুষ্টামি ; ঔদ্ধত্য ; নিন্দা। ধৃষ্ট+আমি, আমো। বি।

ধাষ্ট্য ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা, নির্লজ্জতা। ধৃষ্ট +ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ধিক্—নিন্দা ; ভর্ৎসনা ; অবজ্ঞা। ধক্+ ডিকন্ কর্ত্তৃ। অ।

ধিকিধিকি—ক্রমশঃ ; মৃদু গতিতে ; আস্তে আস্তে (তুষ প্রভৃতির জ্বলন)। বাংপ্র। অ, ক্রি-বিণ।

ধিক্কার—ধিক্‌করণ ; ধিক্ শব্দের প্রয়োগ ; ভর্ৎসনা ; নিন্দা ; অপকর্ম করিলে বা অবমানিত হইলে ঘৃণা বা বিরাগের উদয়। ধিক্— কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ধিক্কৃত—১। ধিক্ বলিয়া যাহাকে লজ্জা দেওয়া হইয়াছে, নিন্দিত, ভর্ৎসিত ; অবজ্ঞাত। ধিক্—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নিন্দা। ধিক্ কৃ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ধিক্‌ক্রিয়া ধিক্কার (তাহা দ্রঃ)। ধিক্— কৃ+শ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধিঙ্গি, ধিঙ্গী নেতা, প্রধান, চাঁই, সর্দার ; দুরন্ত, অনর্থ-সংঘটক ; প্রগল্‌ভ ; পুষ্টাঙ্গ, বলিষ্ঠ ; কুচরিত্রা ; স্বাধীনা। হিং-মু। বিণ। **ধিঙ্গিপনা**—ধিঙ্গির ন্যায় আচরণ।

ধিৎকার- ধিক্কার ; ঘৃণা। <ধিক্কার। বি।

ধিন, ধিন-ধিন—নৃত্যকালীন অঙ্গভঙ্গী ; নৃত্যের শব্দ ; বাজনার বোল। বাংপ্র। অ।

ধিনিকেষ্ট—(বিদ্রূপার্থে) ধিন ধিন করিয়া নৃত্যকারী কৃষ্ণ ; ধিন ধিন করিয়া নাচিতেছে এরূপ ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

ধিমা—ঢিমা, ঢিলা, অলস ; মৃদু, ক্ষীণ ; অবদ্রুত। বাংপ্র। বিণ।

ধিয়া—বাজনার বোল ; নৃত্যকালীন পদধ্বনি। বাংপ্র। অ।

ধিরকাটি—বাদ্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

ধিষণ—বুদ্ধি, জ্ঞান। ধৃষ্+অন্ (ক্যু) করণ। বি ; পু।

ধিষণা- বুদ্ধি, জ্ঞান ; পৃথিবী ; পাত্র। ধিষণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধী—১। বোধশক্তি, বুদ্ধি, জ্ঞান। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্বিপ্ করণ। বি ; স্ত্রী। ২। ধীর। প্রা কপ্র। বিণ।

ধীগুণ—শুশ্রূষা শ্রবণ গ্রহণ ধারণ তর্ক বিতর্ক অর্থবোধ তত্ত্বজ্ঞান—এই আট প্রকার বুদ্ধিগুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

ধীত—১। পীত, যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। ধে (পান করা)+ক্ত কর্ম। ২।

আরাধিত ; অনাদৃত। ধী (আরাধনা করা, অনাদর করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি **ধীতি**।

ধীন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয় ; মন। ধীর ইন্দ্রিয়, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ধীবর—মৎস্যজীবী, জালিয়া, কৈবর্ত্ত, জেলে। ধা (ধারণ করা)+ষ্বরচ্ কর্ত্তৃ (নিপা)। বি ; পু। স্ত্রী—**ধীবরী**।

ধীমান্ (-মৎ)—১। বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্। ধী (বুদ্ধি)+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। ২। বৃহস্পতি। বি। স্ত্রী—**ধীমতী**।

ধীর—১। ধৈর্যশালী, সহিষ্ণু, শোক-ক্লেশাদিতে অনভিভূত ; বুদ্ধিমান্ ; পণ্ডিত ; গম্ভীর ; স্থিরোন্নতচিত্ত ; ঠাণ্ডা-মেজাজবিশিষ্ট ; বিবেচক ; স্থির ; অক্রুদ্ধ, মন্দ। ধী (বুদ্ধি)—রা (গ্রহণ করা)+ক কর্ত্তৃ ; অথবা ধী—ঈর+অণ্ কর্ত্তৃ ; অথবা ধী+ক্রন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধীরা**। ২। বলিরাজ ; মন্থর বা শান্ত ভাব। বি ; পু।

ধীরতা, ধীরত্ব—ধৈর্য, ধৃতি ; স্থিরচিত্ততা ; গাম্ভীর্য ; পাণ্ডিত্য ; বুদ্ধিমত্তা ; প্রশান্তত্ব ; মন্দত্ব। ধীর+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ধীরপ্রশান্ত—নায়ক বিঃ, যে নায়কের সামান্য গুণ অনেক আছে। ধীরও যে প্রশান্তও সে, কর্মধা। বি ; পু।

ধীরললিত—নায়ক বিঃ, যে নায়ক চিন্তাশূন্য, নম্র ও নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত। ধীরও যে ললিতও সে, কর্মধা। বি ; পু।

ধীরললিতা—ষোড়শাক্ষর ছন্দোঃ বিঃ। ধীরা অথচ ললিতা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধীরা—১। ধৈর্যশালিনী ; স্থিরচিত্তা ; বুদ্ধিমতী ; মনোহারিণী ; অক্রুদ্ধা। ধীর+আপ্। বিণ। ২। নায়িকা বিঃ, যে নায়িকার কোপপ্রকাশ জানা যায় না। ('নায়িকা' দ্রঃ।) বি ; স্ত্রী।

ধীরাধীরা—নায়িকা বিঃ, যে নায়িকার কোপপ্রকাশ কতকটা বাহিরে প্রকাশ পায়, আর কতকটা অব্যক্ত থাকে ('নায়িকা' দ্রঃ।] ধীরা অথচ অধীরা, কর্মধা। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

ধীরিধীরি—মৃদু মৃদু, মৃদুল। কপ্র। ক্রি-বিণ।

ধীরে—মন্দ মন্দ, মৃদু মৃদু ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ধীরে-সুস্থে—অল্পে অল্পে, রহিয়া বসিয়া, আস্তে আস্তে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ধীরোদাত্ত—নায়ক বিঃ, যে নায়ক আত্মশ্লাঘা করে না হর্ষশোকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়ে না বিনয় দ্বারা গর্বকে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং অঙ্গীকার পালন করে ('নায়ক' দ্রঃ)। ধীর অথচ উদাত্ত, কর্মধা। বি ; পু।

ধীরোদ্ধত—নায়ক বিঃ, যে নায়ক মায়াবী উদ্ধত চঞ্চল অহংকৃত ও আত্মশ্লাঘানিরত। ধীর অথচ উদ্ধত, কর্মধা। বি ; পু।

ধীশক্তি—বুদ্ধিশক্তি, বুদ্ধির প্রভাব। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ধীসখ- সচিব, অমাত্য, মন্ত্রী। ধীর সখা, ৬তৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পু।

ধীসচিব—অমাত্য, মন্ত্রী। ৬তৎ। বি ; পু।

ধু—কম্প, কাঁপনি। ধু (কাঁপা)+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

ধুআ, ধুয়া—১। প্রক্ষালন করা, কাচা। [<'ধাব্' ধাতু।] ক্রি। ২। পাঁচালি প্রভৃতি গানে যে অংশ পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হয় তাহা। < ধ্রুবা। বি।

ধুঁকনি, ধুঁকুনি—শ্রম বা দুর্বলতার জন্য হাঁকানি। বাংপ্র। বি।

ধুঁকা, ধুকা—ঘনঘন নিশ্বাস ফেলা বা হাঁক ছাড়া, হাঁফানো। বাংপ্র। ক্রি।

ধুঁদুল, ধুঁধুল, ধুন্দুল—তরকারি ফল বিঃ, পুড়ুল। বাংপ্র। বি।

ধুকড়ি, ধুকুড়ি—১। ছিন্ন কন্থা, ছেঁড়া কাঁথা ; ছিন্ন কানিরাশি ; বড় থলি, ঝুলি। বাংপ্র। বি। ২। দৃঢ়, শক্ত, মজবুত, পটু, দড় ('বচনের —')। বিণ। প্রা কপ্র।

ধুক্‌ধুক্, -ধুকোনি, -ধুকুনি—হৃৎপিণ্ডের অল্প স্পন্দন। বাংপ্র। বি বা অ।

ধুক্‌ধুকি—কণ্ঠহারে সংলগ্ন যে অলংকার বুকের উপর ঝোলে, pendant ; পদক বিঃ। বাংপ্র। বি।

ধুকপুক, ধুকুরপুকুর আশঙ্কাসম্ভূত হৃৎস্পন্দন, তোলাপাড়া। বাংপ্র।। বি।

ধুচনি, ধুচুনি—চাউল ধুইবার জন্য সচ্ছিদ্র বংশনির্মিত পাত্র। বাংপ্র। বি।

ধুৎ—ধেৎ ; লজ্জা বিরক্তি অবজ্ঞা অসম্মতি প্রভৃতি সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। **ধুৎ ধুৎ**—দূর দূর ; দূর হ।

ধুত, ধুত্ত—কম্পিত ; পরিত্যক্ত। ধু (কাঁপানো), ধু+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধুতি—১। কম্প ; পরিত্যাগ। ধু (কাঁপা, কাঁপানো)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। এ দেশের পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র। < ধৌতি। বি।

ধুতুরা—ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিঃ, উহার ফল বা ফুল। < ধুস্তুর, ধুত্তুর।] বি।

ধু ধু—আগুন জ্বলার শব্দ, দাউ দাউ ; শূন্যতা প্রসার উত্তাপ প্রভৃতির লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

ধুনচি, ধুনোচি, ধুনুচি—ধুনা পুড়াইবার আধার বা পাত্র ; তুলা ধুনিবার যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

ধুনন—স্পন্দন ; কম্পন ; চালন। ণিজন্ত ধু (=ধুনি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ধুনা, -নো—১। সর্জরস, ইহা অগ্নিতে দিলে সুগন্ধ নির্গত হয়। <ধুনক। বি। ২। বড় ধনুক দিয়া পিঁজা। বাংপ্র। ক্রি।

ধুনানো—১। কাঁপাইতেছে এরূপ। ধু (কাঁপানো)+শান কর্ত্তৃ। বিণ। ২। বড় ধনুক দিয়া পিঁজানো ; তুলা পরিষ্কার করা ; বিলক্ষণ প্রহার করা। বাংপ্র। ক্রি।

ধুনি, ধুনী—১। নদী। ধু (কাঁপা, কাঁপান) +নিক্ কর্ত্তৃ ; ২য় পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সন্ন্যাসীদিগের অগ্নিকুণ্ড। হি-মূ। বি। [কপ্র। ক্রি।

ধুনি, ধুন্নি—নাড়িয়া চাড়িয়া। প্রা

ধুনী—১। ধুনি' (১) দ্রঃ। ২। ধ্বনি। প্রা কপ্র। বি।

ধুনুরী, ধুনেরী—যাহারা ধুনাচি দিয়া তুলা ধোনে ও লেপ তোশকাদি তৈয়ার করে। বাংপ্র। বি।

ধুন্দুল, ধুঁধুল—'ধুঁদুল' দ্রঃ।

ধুন্ধু—জনৈক অসুর, মধুকৈটভের পুত্র। ধুন্ধু কঠোর তপস্যাদ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দেবদানবাদির অবধ্য হইবার বর লাভ করে। এই বরলাভে দৃপ্ত হইয়া অসুর দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং উতঙ্কমুনির আশ্রমসন্নিধানে অবস্থিতি করিয়া তাঁহার তপশ্চরণের ব্যাঘাত ঘটাইতে লাগিল। অবশেষে উতঙ্কমুনি বিষ্ণুর আদেশে কুবলয়াশ্ব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অসুরবধার্থ অনুরোধ করিলেন। রাজা একবিংশতি পুত্রসহ অসুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। ধুন্ধু রাজার অষ্টাদশ পুত্রের প্রাণবধ করিয়া পরিশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল।

ধুন্ধুমার—১। কুবলয়াশ্ব রাজা। 'ধুন্ধু' দ্রঃ। ধুন্ধু—মৃ+ণিচ্ (মারা)+অন্ কর্ত্তৃ। ২। ঝুল ; ইন্দ্রগোপকীট। ধুম্—ধুম—মৃ+অণ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ৩। ধুমধাম, হুলস্থূল, হইচই, সোরগোল, গণ্ডগোল, হাঙ্গামা। বাংপ্র। বি। ৪। তুমুল ('— ঝগড়া')। বাংপ্র। বিণ।

ধুপ্—১। বস্তুর কম জোরে পতনের শব্দ ; অনুকার শব্দ। অ। ২। কাপড় ইত্যাদি সাবান প্রভৃতি দ্বারা ধৌতকরণ। বি।

ধুপ—রৌদ্র ; গন্ধদ্রব্য বিঃ। হি। বি।

ধুপছায়া—রৌদ্র ও ছায়ার মিশ্রণ ; ময়ূরকণ্ঠ বর্ণ ; লাল সুতার টানা ও কাল নীল বা বেগুনি সুতার পড়েন দিয়া বোনা কাপড়। বস্ত্র। বি।

ধুপি—ক্ষুদ্র স্তূপ, রাশি ; ঢিপি ; চূর্ণ বস্তুর রাশি। <স্তূপ, < স্তূপীকৃত। বি।

ধুপী, ধুবী—ধোপা, রজক। বি। হি।

ধুবন—কম্পন। ধু+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ধুম—১। ভারী বস্তু পতনের শব্দ; পিঠে কিল মারার শব্দ। বাংপ্র। অ। ২। সমারোহ, জাঁকজমক; লোকের আগ্রহ। বাংপ্র। বি।

ধুমড়ী, ধুমুড়ী—ঢেমনী, বয়স্থা চরিত্রহীনা নারী; লম্পটী; বোষ্টুমী। < ধমনী। বি; স্ত্রী।

ধুমধড়াক্কা, -ধাম—খুব ঘটা, মহাসমারোহ, আড়ম্বর; মাতামাতি। বাংপ্র। বি।

ধুমধাম—সমারোহ; মাতামাতি। বাংপ্র। বি।

ধুমধুম—বার বার কিল বা ঘুষি মারার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ধুমসা, ধুমসো—মোটা ('— গতর'); কৃষ্ণবর্ণ স্থূলকায় (পুরুষ)। হি-মু। বিণ। স্ত্রী—**ধুমসী**।

ধুমসানো-ভীষণ প্রহার করা; কিল ঘুষি মারা। বাংপ্র। ক্রি।

ধুমুল, ধুম্বল, ধুম্বুল—'ধবল' দ্রঃ।

ধুম্র—কাল ও মোটা, কুৎসিত মোটা। বিণ। স্ত্রী—**ধুম্রী**।

ধুয়া, ধুয়া, ধুয়ো—১। গানের যে অংশ দোয়ারগণ গাহিয়া দোয়ারকি করে, chorus; (ভাবার্থে) কাহারও কথায় সায় দেওয়া; ছল, ছুতা, সূত্র; নূতন আবদার বা মতপ্রচার। <ধ্রুবকা বা ধ্রুবা। বি। ২। প্রক্ষালন করা। বাং ক্রি। ৩। জনরব; দশজনের মুখে মুখে আবৃত্ত কথা। প্রা কপ্র। বি।

ধুর্—গাড়ির ধুরা, axle; জোয়াল; যুগ, অক্ষদণ্ড; ভার। ধুর্ব্+ক্বিপ্ করণ। বি; স্ত্রী।

ধুরন্ধর—শ্রেষ্ঠ, মুখ্য; কার্যকুশল; ভারবাহক। উপতৎ। ধুর্ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+ণিচ্+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

ধুরমুশ-কাঠ বা লোহার ভারী মুগুর। বাংপ্র। বি।

ধুরা—শকটাদির অগ্রভাগ, 'ধুরো'; ভার; চিন্তা। ধুর্ব্+ক্বিপ্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধুরীণ, ধুর্য—ধুরন্ধর (সকল অর্থে)। ধুর্ শব্দ+ঈন, যৎ। বিণ। স্ত্রী—**ধুরীণা, ধুর্যা**।

ধুলট, ধুলট—সংকীর্তনের পর গায়ে ধুলা মাখা বা ধুলায় গড়াগড়ি দেওয়া; নবদ্বীপে মাঘী পূর্ণিমার চারি দিন পূর্ব হইতে ঐ দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উৎসব। বাংপ্র। বি।

ধুলা, ধুলো—'ধূলা' দ্রঃ।

ধুসা, ধোসা—লোমশ শীতবস্ত্র বিঃ। হি-মু। বি।

ধুস্তর, ধুস্তূর, ধুত্তূর, ধুস্তুর—ধুতুরাগাছ। ধুস্—তুর্+ক কর্তৃ (নিপা, বিকল্পে হ্রস্ব)। বি; পু।

ধুত—১। কম্পিত; ভর্ৎসিত; তর্কিত। ধু (কাঁপানো)+ক্ত কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**ধুতা**। বি—**ধুতি** (কম্পন)। ২। ধূর্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ধুনক—ধুনা। ণিজন্ত ধূ (=ধুনি)+ণক কর্তৃ। বি; পু।

ধুনন—চালন; কম্পন, কাঁপানো। ণিজন্ত ধূ (=ধুনি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ধুপ—গন্ধদ্রব্য বিঃ বা তাহার বর্তিকা। ধূপ্ (সন্তপ্ত করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পু।

ধুপযন্ত্র—ধূপ দিবার যন্ত্র বিঃ।

ধুপক—১। সন্তাপক। ধূপ্ (সন্তাপ)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধুপিকা**। ২। গন্ধদ্রব্যবিক্রেতা। বি; পু।

ধুপছায়া—রঙিন বস্ত্র বিঃ (ধূপ ছায়া দ্রঃ)। দ্বন্দ্ব। বি।

ধুপন—১। তাপন; ধূপ দ্বারা সুগন্ধীকরণ। ধূপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ধূনা। ধূপ্+অন কর্তৃ। বি; পু।

ধুপমুদ্রা—ধূপদানের জন্য মধ্যমা, অনামা, অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কৃত মুদ্রা। ৬তৎ। বি।

ধুপাগুরু-একপ্রকার দাহ্য অগুরু। ধূপ তুল্য অগুরু, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধুপাঙ্গ—তার্পিন তেল। ধূপের অঙ্গ, ৬তৎ। বি; পু।

ধুপায়িত, ধুপিত—তাপিত; পথশ্রান্ত; ধূপবাসিত। ধূপ্+ক্ত কর্ম, বিকল্পে 'আয়' আগম। বিণ।

ধুপিকা—১। সন্তাপিকা। 'ধূপক' দ্রঃ। ধূপক+আপ্। বিণ। ২। কুহেলিকা, কুয়াশা। ধূপ্+কন্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধুপিত—'ধূপায়িত' দ্রঃ।

ধুম—১। ধোঁয়া বা ধুঁয়া। ধু (কাঁপা)+মক্ কর্তৃ। বি; পু। ২। আড়ম্বর, সমারোহ, জাঁক; হাঙ্গামা, গণ্ডগোল, হইচই। বাংপ্র। বি।

ধুমকেতন, ধূমধ্বজ—ধূমকেতু (তাহা দ্রঃ)।

ধূমকেতু—অগ্নি; কেতুগ্রহ; উৎপাত বিঃ; সৌরজগতের অন্তর্বর্তী ঝাঁটার মত জ্যোতির্ময় পদার্থ বিঃ, comet. ধূম হইয়াছে কেতু (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু। [আকাশমণ্ডলে কখনও কখনও যে জ্যোতির্ময় পদার্থ সুবৃহৎ লাঙ্গুলের ন্যায় অংশ বিস্তারপূর্বক উদিত হয়, উহাকেই লোকে ধূমকেতু কহে। শাস্ত্রে ধূমকেতুর উদয় অনিষ্টজনক বলিয়া লিখিত আছে। বিশেষতঃ যে ধূমকেতুর আকার ইন্দ্রধনুর ন্যায়, অথবা যাহার মস্তকে দুইটি বা তিনটি চূড়া থাকে, উহা সাতিশয় অনিষ্টদায়ক। যাহাদিগের দেহ হ্রস্ব ও প্রসন্ন, তাহারা তত অনিষ্টকর নহে। আবার দক্ষিণদিকে ধূমকেতুর উদয় হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়, অন্য দিকে উদিত হইলে তাদৃশ অনিষ্টকর হয় না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্যমতে, অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহাদির ন্যায় ধূমকেতুও এক নির্দিষ্ট পথে নিয়মিতরূপে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এইরূপে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে উহা যখন পৃথিবীর কক্ষাপথের নিকটবর্তী হয়, তখনই লোকলোচনের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। পৃথিবীর বেগ প্রত্যহ ষোল লক্ষ মাইল, কিন্তু কোন কোন ধূমকেতুর বেগ দিনে ৭ কোটি মাইলও হইয়া থাকে। ইহার শির লক্ষাধিক মাইল। শির অপেক্ষা শিখা বৃহৎ। কোন কোন ধূমকেতুর শিখা দশ কোটি মাইল দীর্ঘ হইতে দেখা গিয়াছে। প্রায় সকল ধূমকেতুরই এক একটি পুচ্ছ দেখা যায়। এই পুচ্ছ এক প্রকার তরল বাষ্পে গঠিত। ইহা সূর্যের বিপরীত দিকে অবস্থান করে, এবং যতই সূর্যের নিকটবর্তী হয়, পুচ্ছের আকার ততই বাড়িতে থাকে। আবার সূর্য হইতে দূরে গমন করিতে আরম্ভ করিলেই পুচ্ছের আয়তন কমিয়া যায়। এই পুচ্ছের আকার ৪৩ লক্ষ মাইলেরও অধিক লম্বা হইয়া থাকে। ধূমকেতু যখন প্রথমে কেবল দূরবীক্ষণ-দৃশ্য থাকে, তখন উহা একটি ক্ষুদ্র শুভ্র মেঘখণ্ডের ন্যায় দেখায় মাত্র। পরে যত সূর্যের নিকটবর্তী হয়, ততই উহার বাষ্পকণারাশি উজ্জ্বল হইতে থাকে। ক্রমে উহাতে তারকা দৃষ্ট হয়, এবং তারকা হইতে রশ্মি বহির্গত হইতে থাকে। এই রশ্মি কখনও বাড়ে, কখন বা কমে। পরিশেষে উহা শিরের আকার ধারণ করে। তখন তারকার পরিমাণ কমিয়া যায়, কিন্তু উজ্জ্বলতা বর্ধিত হয়। অতঃপর তারকা হইতে শিখা বহির্গত হয়। সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ধূমকেতু দেখা যায়। এক শ্রেণীর কেতু একবার মাত্র সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া চিরদিনের জন্য সৌরজগৎ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আর এক শ্রেণীর কেতু বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বৃহৎ গ্রহসমূহের আকর্ষণে সৌরজগতে আবদ্ধ থাকিয়া অন্যান্য গ্রহের ন্যায় নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। হেলি সাহেবই প্রথমে ধূমকেতুর গতি নিরূপণ করেন। ১৬৮২ খ্রীঃ যে ধূমকেতু দেখিয়া হেলি সাহেব উহার তথ্য নিরূপণ করেন, তাহা "হেলির

ধূমকেতু" নামে প্রসিদ্ধ। এই ধূমকেতু ৭৫।• ২৭সর অন্তর দেখা দিয়া থাকে। গত ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এই ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কোন কোন ধূমকেতু চারিশত, সাতশত, আটশত, তিনশত বা শতাধিক বৎসর অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ধূম্রজ—১। ধুম হইতে জাত। উপতৎ; ধুম—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। মেঘ। বি; পু।

ধুম-ধড়াক্কা, ধুম-ধড়াক্কা—কোলাহল শব্দ ও ধড় ধড় শব্দ। বাংপ্র। বি।

ধুমতরঙ্গ—বায়ুবেগে তরঙ্গবৎ চালিত ধুম। ৬তৎ। বি; পু।

ধুমধাম, ধুমধাম-ঘোর সমারোহ, মহা আড়ম্বর, খুব জাঁক বা ঘটা; শোরগোল, হইচই, হাঙ্গামা, গণ্ডগোল। বাংপ্র। বি।

ধুমপ—ধূমপায়ী (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; ধুম—পা (পান করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

ধুমপান—তাম্রকূটাদির ধুঁয়া খাওয়া, তামাক চুরট প্রভৃতি খাওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধুমপায়ী (-পায়িন্)—ধুমপানকারী; যে তামাক ইত্যাদির ধুঁয়া খায়। উপতৎ; ধুম—পা (পান করা)+পিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পায়িনী**।

ধুমযোনি—১। মেঘ; অগ্নি; আগ্নেয়াস্ত্র। ধুম হইয়াছে যোনি (উৎপত্তিহেতু) যাহার, বহু। বি; পু। ২। ধুমগর্ভ। বিণ।

ধুমল, ধূম্র—১। কৃষ্ণলোহিতবর্ণ, কপিশ; বেগুনে রঙ; ধুলা; শিব। ধুম শব্দ—লা বা রা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। বি; পু। ২। কৃষ্ণলোহিতবর্ণযুক্ত। বিণ।

ধুমলা, ধুমসা—কুৎসিত ও কৃষ্ণবর্ণ, স্থূল ও কদাকার। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**ধুমসী, ধুমলী**।

ধুমাবতী—দশ মহাবিদ্যার অন্যতমা, দুর্গা [কথিত আছে যে একদিন পার্বতী শংকরের নিকট আহার প্রার্থনা করেন। শংকরের তাহা দিতে বিলম্ব হওয়ায় ঠাকুরাণী শংকরকেই গ্রাস করেন। তাহাতে দেবীর শরীর হইতে ধুম নির্গত হইয়া ইঁহাকে বিবর্ণ করিয়া ফেলিল। তখন হইতে শংকরের আদেশে দেবীর নাম ধুমাবতী বলিয়া প্রচারিত হইল]। ধুম+মতুপ্, আছে অর্থে (সংজ্ঞার্থে দীর্ঘ)+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ধুমাভ—ধূমল, ধূম্রবর্ণ। ধূমের ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

ধুমায়মান—যাহা হইতে ধুম নির্গত হইতেছে বা যাহা ধুমের আকার ধারণ করিতেছে। ধুম+ক্যঙ্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

ধূমায়িত—ধুমব্যাপ্ত; যাহা হইতে ধোঁয়া উঠিতেছে এরূপ। ধুম শব্দ+ক্যঙ্ (=ধুমায় নামধাতু)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ধূমিকা—কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা। ধুম শব্দ+ইক (তুলার্থে)+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

ধূমিত-ধুমযুক্ত, ধুমাবৃত; যাহা হইতে ধোঁয়া বাহির হইতেছে; অতিশয় ক্রুদ্ধ। ধুম+ইতচ্ যুক্তার্থে। বিণ।

ধূমোর্ণা—যমের ভার্যা। ধূমের ন্যায় বর্ণ যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

ধূমোর্ণাপতি—যম। ৬তৎ। বি; পু।

ধূম্র—'ধূমল' দ্রঃ।

ধূম্রক—উষ্ট্র। ধূম্র কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ক কর্তৃ। বি; পু।

ধূম্রকেশ—১। ধূমলবর্ণ চুল। কর্মধা। বি; পু। ২। ধূমলবর্ণ চুলবিশিষ্ট। ধূম্র কেশ যাহার, বহু। বিণ। ৩। পৃথুর এক পুত্রের নাম। বি; পু।

ধূম্রবর্ণ-১। ধোঁয়ার ন্যায় রং। মধ্যপ। বি; পু। ২। যাহার রং ধোঁয়ার মত এরূপ। ধূম্র বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

ধূম্রবর্ণা-১। ধূমলবর্ণবিশিষ্টা। ধূম্র বর্ণ যাহার, বহু+আপ্। বিণ। ২। অগ্নির সপ্তজিহ্বার অন্যতমা। বি; স্ত্রী।

ধূম্রলোচন-১। ধূমলনেত্র, ধোঁয়াটে রঙের চক্ষুবিশিষ্ট। ধূম্র লোচন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-লোচনা**। ২। কপোত, পায়রা। বি; পু। ২। জনৈক অসুর, দৈত্যরাজ শুম্ভের সেনাপতি। শুম্ভের দূত অম্বিকাকে আনিতে অকৃতকার্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে ['অম্বিকা' দ্রঃ], দৈত্যরাজ ধূম্রলোচনকে সসৈন্যে দেবীর নিকট প্রেরণ করেন। অতঃপর অসুর দেবীর সহিত যুদ্ধে রণশয্যায় শয়ন করে।

ধূম্রাক্ষ—১। ধূমল-নেত্র-বিশিষ্ট, ধূম্রলোচন। ধূম্র অক্ষি যাহার, বহু (ষচ্ সমাসান্ত)। বিণ। স্ত্রী—**ধূম্রাক্ষি**। ২। দশাননের রাক্ষসসেনাপতি বিঃ, লঙ্কাসমরে হনুমান্ কর্তৃক হত হয়; জনৈক রাজপুত্রের নাম। বি; পু।

ধূয়া—'ধুয়া' দ্রঃ।

ধুর্—'ধুঃ' দ্রঃ।

ধূরি—ধূলি। প্রা কপ্র। 'ব।

ধূর্জটি—শিব। ধুর্ শব্দ (ভার, ত্রৈলোক্যের চিন্তাভার)—জট্ (বহন করা)+ইন্ কর্তৃ; যিনি ত্রৈলোক্যের চিন্তাভার বহন করেন; অথবা ধূম্র জটি (জট) যাহার, বহু। বি; পু।

ধূর্ত—১। শঠ, বঞ্চক, প্রতারক; চালাক, ধড়িবাজ; দ্যূতকারী, জুয়াবাজ। ধুর্ব্ (বধ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ধুতুরা গাছ; পৃক্কা, পিড়িঙ্ শাক। বি; পু। ৩। বিট্ লবণ; লোহমল। বি; স্ত্রী।

ধূর্তক—ধূর্ত জন; শৃগাল। ধূর্ত+কন্ স্বার্থে। বি; পু।

ধূর্তজন্তু মানুষ; শৃগাল। কর্মধা। বি; পু।

ধূর্ততা—শঠতা, শাঠ্য, বঞ্চকত্ব। ধূর্ত+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ধূল—'ধুলা' দ্রঃ; রজঃ; রেণু; মাটির গুঁড়া। হি-মু। বি।

ধূল—(গণিতে) কড়ার ভাগ বিঃ; ক্ষেত্র-পরিমাণ বিঃ; হিসাব। <ধূলি। বি।

ধূলট, ধুলট-হরিসংকীর্তনের পর ভাবাবেশে ধুলা ও মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া। বাংপ্র। বি।

ধূলদস্তী—হিসাবী, গণিতজ্ঞ। ধূল (হিসাব) দস্তে যাহার, বহু। বাংপ্র। বি।

ধূলধাপড়, -ধাপড়া, -ধাপড়ি, -ধাপাড়ি—ধুলাকাদা; ধুলাবালি। বাংপ্র। বি। **ধূলধাপড়া উড়ানো**-ভীষণ প্রহার করা।

ধূলা, ধুলা, ধুলো—রেণু, ধূলি। বি। **গায়ে ধুলো দেওয়া**—ধিক্কার দেওয়া। **চোখে ধুলো দেওয়া** -ঠকানো। **পায়ের ধুলো লওয়া** -গুরুজনের পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া ভক্তি দেখানো।

ধুলাকাদা—শুষ্ক ও ভিজা মাটি। দ্বন্দ্ব। বি।

ধূলাখেলা-ধুলা লইয়া খেলা; ছেলেখেলা। ৩তৎ। বি।

ধূলাগুঁড়া—রেণুমাত্র; সামান্য পরিমাণ। ৬তৎ। বি।

ধূলাঘর-ছেলেমেয়েদের খেলার ঘর; খেলাঘর। কপ্র। বি।

ধুলা-পা, ধুলা-পা—দ্বিরাগমন সংস্কারের পরিবর্তে বিবাহের আট দিনের মধ্যে স্বামীর সহিত নববধূর দ্বিতীয়বার পতিগৃহে গমন। বাংপ্র। বি।

ধূলাবালি-ধুলা ও বালি; অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। দ্বন্দ্ব। বি।

ধূলামুঠা একমুঠ ধূলি; অতি তুচ্ছ জিনিস। ৬তৎ। বি।

ধূলি, ধূলী—রেণু, ধুলা। ধূ (কাঁপা)+লিক্ কর্তৃ; পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী। **পদধূলি দেওয়া**—মাথায় পা রাখিয়া বা পদধূলি দিয়া আশীর্বাদ করা। **পদধূলি লওয়া**—ভক্তিভরে প্রণাম করা।

ধূলিকণা—এককণা ধুলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধূলিকা—কুজ্ঝটিকা। ধূলি+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধূলিধূসর, -ধূসরিত-ধূলিতে আচ্ছন্ন হওয়ায় ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

ধূলিপটল উড্ডীয়মান ধূলিসমূহ। ৬তৎ। বি; পু।

ধূলিলুণ্ঠিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত—ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ।

ধূলিশয্যা—ধূলারূপ বিছানা। রূপক। বি; স্ত্রী।

ধূলিশায়ী (-শায়িন্) ধূলায় শয়ান; ভূপতিত। উপতৎ; ধূলি—শী+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

ধূলিসাৎ ধূলায় পরিণত। ধূলি+সাৎ। অ, বিণ।

ধূসর—১। ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, শ্বেতকৃষ্ণমিশ্রিত রঙ; কপোত, পায়রা; উষ্ট্র; গর্দভ। ধূ (কাঁপা, কাঁপানো)+সরক্ কর্তৃ। বি; পু। ২। ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট, ছাই রঙের। বিণ।

ধূসরিত -ধূসরবর্ণযুক্ত; ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট। ধূসর শব্দ+ইতচ্ জাতার্থে অথবা ধূসর+ণিচ্ (ধূসরি নামধাতু) +ক্ত কর্ম। বিণ।

ধূসরিমা (-মন্)—ধূসরত্ব, ধূসরবর্ণ। ধূসর +ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

ধুস্তুর, ধুস্তূর—'ধুস্তুর' দ্রঃ।

ধৃত—১। যে ধরা পড়িয়াছে এরূপ; গৃহীত; অবলম্বিত; স্থিত; স্থাপিত; আলোচিত; বিবেচিত। ধৃ (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ধৃতি, ধরণ, গ্রহণ; স্থিতি। ধৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ধৃতবর্মা (-বর্মন্)—১। কবচধারী, বর্মিত। বহু। বিণ। ২। ত্রিগর্তরাজ সূর্যবর্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। [অশ্বমেধযজ্ঞে দিগ্বিজয়ী অর্জুনের হস্তে ইনি পরাভূত হন।] বি; পু।

ধৃতব্রত—গৃহীতব্রত, ব্রতচারী। বহু। বিণ।

ধৃতময়—স্থিতিমান্; স্থির, ধৈর্যযুক্ত। ধৃত+ময়ট্। বিণ।

ধৃতরাষ্ট্র—১। পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা*। ধৃত রাষ্ট্র (রাজ্য) যৎকর্তৃক, বহু। ২। নাগ বিঃ। ৩। হংস বিঃ। বি; পু।

*রাজা ধৃতরাষ্ট্র সম্বন্ধে মহাভারতে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়;—

ব্যাসদেবের ঔরসে বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অম্বিকার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি জন্মান্ধ বলিয়া বিচিত্রবীর্যের অপর পত্নীর গর্ভজাত কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডু রাজপদ প্রাপ্ত হন। গান্ধারপতি সুবলের কন্যা গান্ধারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার গর্ভে ইঁহার দুর্যোধনাদি শত পুত্র ও দুঃশলা নাম্নী কন্যা হয়। যুযুৎসু নামে ইঁহার বৈশ্যাগর্ভজাত আর একটি পুত্র ছিল। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুধিষ্ঠির বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। পাণ্ডবগণের অসাধারণ বীরত্বে ও সরল সাধু ব্যবহারে তাঁহাদিগের যশঃ ক্রমশঃ বিস্তৃত হওয়ায় ধৃতরাষ্ট্রের মনে অসূয়ার উদয় হইল। এদিকে উপযুক্ত পুত্র দুর্যোধনও পাণ্ডববিনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করিলে তাঁহারা দুষ্ট দুর্যোধনের পরামর্শে তাঁহার নির্মিত জতুগৃহে বাস করিতে লাগিলেন। সেই গৃহদাহ ও পাণ্ডবদিগের অজ্ঞাতবাসের পর যখন অর্জুন অলৌকিক কার্য সাধন করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিলেন, তখন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিতে বলিলেন।

পাণ্ডবদিগের উন্নতি দর্শনে ধৃতরাষ্ট্রের মন পুনরায় বিচলিত হইতে লাগিল। কিন্তু তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে ইঁহাকে প্রকাশ্যে কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে হইল না। দুর্যোধনই সমস্ত কার্য করিতে লাগিলেন, ইনি কেবল সেগুলির অনুমোদন করিতেন। ইঁহার মত করাইয়া দুর্যোধন কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া তাঁহার যথাসর্বস্ব, এমন কি দ্রৌপদীকে পর্যন্ত জিতিয়া লইলেন। দুর্যোধন দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করাইয়া তাঁহার বিলক্ষণ অপমান ও লাঞ্ছনা করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র সভায় উপস্থিত থাকিয়াও তাহার কোন প্রতিকার করিলেন না, প্রত্যুত পুত্রের সে দুষ্কার্যের অনুমোদন করিলেন। তাহার পর যখন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করা অসাধ্য হইল, তখন পাঞ্চালীকে দৈববলসম্পন্না মনে করিয়া তাঁহাকে বর প্রদানপূর্বক যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের পণ হইতে মুক্ত করিলেন। অতঃপর ইঁহার মত লইয়া দুর্যোধন পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতে আহ্বান করিয়া কপট ক্রীড়ায় তাঁহাদিগকে কেবল রাজ্যচ্যুত করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। দুর্বৃত্ত তাঁহাদিগকে ত্রয়োদশ বর্ষের জন্য বনবাসী করিলেন। পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে ধৃতরাষ্ট্র ধর্মপরায়ণ বিদুরকে কর্তব্যবিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলায় ধৃতরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইতে বলিলেন। বিদুর পাণ্ডবদিগের নিকট গমন করিলে, ইনি ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া তাঁহাকে পুনরানয়ন করাইলেন।

ত্রয়োদশ বর্ষান্তে যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিলে পুত্রগণ আর ইঁহার বাধ্য ছিলেন না। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসদেবের বরে দিব্যচক্ষুঃ প্রাপ্ত সঞ্জয়ের নিকট সমরক্ষেত্রের যথাযথ বিবরণ শুনিতে লাগিলেন। ইঁহার শত পুত্র ভীমের হস্তে নিপতিত হওয়ায়, ভীমের উপর ইনি জাতক্রোধ হইলেন। যুদ্ধাবসানে পাণ্ডবগণ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, কৃষ্ণ ইঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, এক লৌহময়ী নরমূর্তি নির্মাণপূর্বক, ভীম বলিয়া তাহা ইঁহার নিকট অর্পণ করিলে, ইনি আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহা ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। পরে প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নিরতিশয় লজ্জিত হইলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির হস্তিনায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিলে, ধৃতরাষ্ট্র পঞ্চদশ বৎসর তাঁহার আশ্রয়ে বাস করেন। তৎপরে সস্ত্রীক বনগমনপূর্বক সার্ধ দ্বিবৎসর তপশ্চরণ করিয়া অবশেষে দাবদাহে ভস্মীভূত হন।

ধৃতাত্মা (-ত্মন্)-১। সংযতমনাঃ, ধীরচিত্ত; আত্মতত্ত্বজ্ঞ। ধৃত হইয়াছে আত্মা (ধৈর্য বা পরমাত্মা) যৎকর্তৃক, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু।

ধৃতি—১। ধারণ; ধৈর্য; ধারণা; অধ্যবসায়; উদ্ধার; সার; স্থিতি; ইচ্ছা; সন্তোষ; সুখ; যাগ; প্রীতি; উৎসাহ। ধৃ (ধারণ করা)+ক্তি ভাব। ২। মাতৃকা বিঃ; যোগ বিঃ; অষ্টাদশাক্ষর ছন্দো বিঃ। ধৃ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

ধৃতিমান্ (-মৎ)-১। ধৈর্যশালী; ধীর; সন্তুষ্ট। ধৃতি+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী-**ধৃতিমতী**। ২। নৃপ বিঃ; অজমীঢ় রাজার পৌত্র। বি; পু।

ধৃতিহোম—বিবাহের অঙ্গীভূত হোম বিঃ। ধৃতির উদ্দেশে কৃত হোম, মধ্যপ। বি; পু।

ধৃষ্ট-১। প্রগল্ভ; নির্লজ্জ; উদ্ধত; লম্পট। ধৃষ্ (প্রগল্ভ)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। নায়ক বিঃ, যে নায়ক অপরাধী হইয়াও নিঃশঙ্ক, তিরস্কৃত হইলেও লজ্জিত হয় না, এবং দোষ দেখাইয়া দিলেও মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা অপলাপ করে। শ্রীরাধা—"নখনির্ঘাত ক্ষত বক্ষসি দেয়ল কোন নারী"। শ্রীকৃষ্ণ—"কণ্টকে তনু ক্ষতবিক্ষত তোহে ঢূড়ইতে গোরী।"—শশিশেখর। বি; পু।

ধৃষ্টকেতু—চেদিরাজ শিশুপালের পুত্র। শুক্তিমতী নগরীতে ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি পাণ্ডবদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে চতুর্দশ দিবসের যুদ্ধে

ইনি বহুসংখ্যক কৌরব-সৈন্যের বিনাশ-সাধন করিয়া অবশেষে দ্রোণের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন।

ধৃষ্টতা, ধৃষ্টত্ব—প্রগল্‌ভতা; নির্লজ্জতা; ঔদ্ধত্য। ধৃষ্ট+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদ রাজার পুত্র। ধৃষ্ট হইয়াছে দ্যুম্ন (বল) যাহার, বহু। বি; পু। দ্রোণবধক্ষম পুত্রকামনায় দ্রুপদ রাজা যে যজ্ঞ করেন, সেই যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে ইঁহার উদ্ভব হয়। দ্রোণাচার্যের নিকট ইনি ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন। অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদী সহ চলিয়া গেলে ইনি পাণ্ডবদিগের অনুগমন করেন এবং তাঁহাদিগের কুটীরের নিশাকালীন ঘটনাবলী অবগত হইয়া পিতার নিকট সমুদায় জ্ঞাপন করেন। পঞ্চদশ দিবসের যুদ্ধে দ্রোণ, তাঁহার একমাত্র পুত্র অশ্বত্থামা হত হইয়াছে মনে করিয়া, শোকে ম্রিয়মাণ হন, এবং রথোপরি উপবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগের অভিপ্রায়ে যোগাবলম্বন করেন। সেই সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন যাইয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিয়া পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশহত্যাকাণ্ড সময়ে ধৃষ্টদ্যুম্ন সুপ্ত অবস্থায় তাঁহার দ্বারা আক্রান্ত ও অতি নির্দয়ভাবে নিহত হন।

ধৃষ্টশর্মা (-শর্মন্)—যদুবংশীয় শ্বফল্কের পুত্র এবং অক্রূরের ভ্রাতা। ধৃষ্ট হইয়াছে শর্ম (কল্যাণ) যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বি; পু।

ধৃষ্টা—১। প্রগল্‌ভা, ইত্যাদি। ('ধৃষ্ট' দ্রঃ।) ধৃষ্ট+আপ্। বিণ। ২। অসতী নারী, ভ্রষ্টা স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

ধৃষ্টাম, ধৃষ্টামি—ধৃষ্টতা, নির্লজ্জতা। বাংপ্র। বি।

ধৃষ্টি—রাজা দশরথের অন্যতম মন্ত্রী। ধৃষ্+ক্তি, কর্তৃ। বি; পু।

ধেআন—ধেয়ান, ধ্যান। কপ্র। বি।

ধেই—নৃত্যসূচক। বাংপ্র। অ।

ধেই ধেই—উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গি। বাংপ্র। অ।

ধেড়ানো—অসামালভাবে মলাদি ত্যাগ করা; অকর্মার মত হওয়া; কোন কার্যে অপটুতা প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ধেড়ে—১। বয়স্ক, ধাড়ী; ধাড়ীর স্বভাববিশিষ্ট। বিণ। ২। উদ্বিড়াল। বাংপ্র। বি।

ধেনু—নবপ্রসূতা গাভী, সবৎসা গবী; (পশুবোধক শব্দের পরবর্তী হইলে) স্ত্রী-পশু; স্তন্য বিঃ। ধে (পান করা)+নু কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ধেনুক—১। জনৈক অসুর [এই অসুর বৃন্দাবনের নিকট বাস করিত। কৃষ্ণের পরামর্শে নন্দঘোষাদি বৃন্দাবনে গমন করিলে, ধেনুক অত্যন্ত উপদ্রব করিতে আরম্ভ করে। অতঃপর বলরামের সহিত যুদ্ধে অসুর নিপতিত হয়]। ধেনু+কন্ সদৃশার্থে। বি; পু। ২। ধনু, ধনুক। বাংপ্র। বি।

ধেনুকসূদন—বলদেব; বিষ্ণু; শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

ধেনুকহা (-হন্) ধেনুকসূদন (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; ধেনুক—হন্+ক্বিপ্, কর্তৃ। বি; পু।

ধেনুকা—ধেনু; পশুনায়িকা; হস্তিনী। ধেনু শব্দ+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

ধেনুকারি—ধেনুকসূদন (তাহা দ্রঃ)। ধেনুকের অরি, ৬তৎ। বি; পু।

ধেনুদুগ্ধ—১। গোদুগ্ধ, গাই-দুধ। ৬তৎ। ২। চির্ভটী, ফুটি। ধেনুর দুগ্ধপ্রায়, উপমিত। বি; ক্লী।

ধেনুমূল্য—গোমূল্য, প্রায়শ্চিত্তার্থ যে ধেনুদান করিতে হয় তাহার মূল্য [গোমূল্য ১ কাহন কড়ি বা চারি আনা, এবং পয়স্বিনী ধেনুমূল্য তিন কাহন কড়ি বা বার আনা]। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধেনো ১। ধান্য-উৎপাদী ('— জমি'); ধান্যজাত ('— মদ')। বিণ। ২। ধেনোমদ। ধান্য >ধান+ও (< উয়া) উৎপন্নার্থে। বি।

ধেয়—ধারণীয়, গ্রহণীয়; জ্ঞেয়; সূচিত; চিহ্নিত। ধা (ধারণ করা)+যৎ কর্ম। বিণ।

ধেয়ান—ধ্যান। কপ্র। বি।

ধেয়ানী—ধ্যানমগ্ন; মৌনী; ধ্যানী। প্রা কপ্র। বিণ।

ধেয়ায়—ধ্যান করে ("যোগী যেন সদাই ধেয়ায়"—গোবিন্দদাস)। প্রা কপ্র। ক্রি।

ধৈবত—স্বর বিঃ, ষষ্ঠ স্বর, ধা; (নারদ মতে) অশ্বস্বরতুল্য; (তানসেন মতে) ভেকস্বরতুল্য। ['সপ্তস্বর' দ্রঃ।] ধাবৎ শব্দ+অণ, নিপাতনে সিদ্ধ। বি; পু।

ধৈরজ, ধৈরয—ধৈর্য। কপ্র। বি।

ধৈর্য—ধীরতা, যে গুণের প্রভাবে বিপৎকালেও অটলভাবে থাকা যায়, ধৃতি; নির্বিকারচিত্ততা; স্থিরতা; সহিষ্ণুতা; চিত্তোন্নতি। ধীর+ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ধৈর্যচ্যুত—ধৈর্যহারা, অধৈর্য, ধৃতিহীন, অধীর। ৫তৎ। বিণ।

ধৈর্যচ্যুতি—ধৈর্যহীনতা, ধৃতিনাশ, অধীর হওয়া। ৫ বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ধৈর্যশালী (-শালিন্) ধীরতাসম্পন্ন, ধীর। উপতৎ; ধৈর্য—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

ধৈর্যশীল—স্বভাবতঃ ধীর, ধৈর্যশালী। ধৈর্যই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

ধৈর্যহারা—ধৈর্যচ্যুত, অধৈর্য। উপতৎ। বিণ।

ধোওয়া, ধোয়া—ধৌত করা। বাং ক্রি।

ধোঁ—ধূম। <ধূম <ধুঁ। বি।

ধোঁকা, ধোকা—১। ভ্রম, ভুল; সন্দেহ, সংশয়; প্রতারণ, বিড়ম্বন; অনর্থক ভ্রম বা সন্দেহ জন্মাইবার চেষ্টা; ছোলার ডাল বাটিয়া বড়া করিয়া তদ্দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিঃ। হি-মু। বি। ২। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলা, হাঁপান। <ধুক। ক্রি। **ধোঁকা খাওয়া**—সন্দেহযুক্ত হওয়া; প্রতারিত হওয়া। **ধোঁকা দেওয়া**—প্রবঞ্চনা করা। **ধোঁকায় পড়া**—সংশয়ে পতিত হওয়া; প্রতারিত হওয়া।

ধোঁকাবাজ—প্রবঞ্চনাকারী। ধোঁকা+বাজ শীলার্থে। বিণ। বি—**ধোঁকাবাজি**=প্রবঞ্চনা।

ধোঁয়া—ধুঁয়া, ধূম। <ধূম। বি।

ধোঁয়াটে ধূমাচ্ছন্ন, ধোঁয়ার মত; অস্পষ্ট। ধোঁয়া+টে (টিয়া) সাদৃশ্যার্থে, আচ্ছন্নার্থে। বিণ।

ধোকড় স্থূলবস্ত্র; গোণী, থলিয়া, চট; অশ্বডিম্ব, কিছুই না (যেমন—মাকড় মারিলে ধোকড় হয়, অর্থাৎ মাকড়সা মারিলে ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন দোষই হয় না।] বাংপ্র। বি।

ধোকড়া, ধোকড়ি—স্থূলবস্ত্র; গোণী, চট; থলিয়া। প্রা কপ্র। বি।

ধোকড়িয়া—সবল। প্রা কপ্র। বিণ।

ধোচনা—বড় ধুচুনি; মাছ ধরিবার খাঁচা। <ধুবনী <ধুচনী। বি।

ধোড়—ডুণ্ডুভ, ঢোঁড়া সাপ। ধু (কাঁপা)+ড (ঔণাদিক) কর্তৃ। বি; পু।

ধোনা—ধনুকসদৃশ যন্ত্রদ্বারা তুলা পরিষ্কার করা ও কাঁপানো। বাংপ্র। ক্রি।

ধোপ, ধোব—১। ধাবন, প্রক্ষালন, কাচিয়া পরিষ্কার করা; ধবল করণ, সাফ করা। বাংপ্র। বি। ২। ধোপা কর্তৃক পরিষ্কৃত, ধোয়া। বিণ। **ধোপ পড়া**—ধোলাই হওয়া।

ধোপদস্ত, -দুরস্ত, -দোরস্ত—রীতিমত ধোলাই করা। বাংপ্র। বিণ।

ধোপা, ধোবা—রজক। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**ধোপানী, ধোবানী**। **ধোপা-নাপিত বন্ধ করা**—একঘরে করা; সামাজিক দণ্ড দেওয়া। **ধোপার পাট**—ধোপা যে পাটায় কাপড় কাচে। **ধোপার বাড়ি দেওয়া**—ধোপাকে কাপড় কাচিতে দেওয়া।

ধোয়া—১। ধৌত; প্রক্ষালিত, কাচা। বিণ। ২। ধাবন, প্রক্ষালন, কাচন। বি। ৩। ধৌত করা, জল দিয়া সাফ করা। বাংপ্র ক্রি।

ধোয়াট—ধোয়াজল; নভাদির জলপ্রবাহে ধোয়া মাটি। বাংপ্র। বি।

ধোয়ানি-কোন বস্তু-ধোয়া জল; ধোয়ার পর অবশিষ্ট জল; মলা, সিটা। বাংপ্র। বি।

ধোয়ানো—ধৌত করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ধোরিত—অশ্বের গতি বিঃ; গতি; বধ। ধোর্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

ধোলাই—১। ধোয়া কর্ম, ধোপ; ধোওয়ার বেতন বা মজুরি। হি-মু। বি। ২। ধৌত, পরিষ্কৃত। বিণ।

ধোসা—পশমী মোটা শীতবস্ত্র বিঃ। হি। বি।

ধৌত—১। যাহা ধোয়া হইয়াছে এরূপ, প্রক্ষালিত; মার্জিত; শাণিত; ক্ষালিত; শুভ্র। ধাব্ (ধোয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। রজত, রৌপ্য। বি; ক্লী।

ধৌতি—প্রক্ষালন; অন্ত্রাদি জল দ্বারা বিশোধিত করণরূপ হঠযোগের প্রক্রিয়া বিঃ। ধাব্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ধৌম্য—পাণ্ডবদিগের পুরোহিত। ধূম (ধূম-বর্ণ ঋষি)+ষ্ণঞ্ অপত্যার্থে। বি; পু। ইনি অসিত ঋষির পুত্র। উৎকোচক নামক তীর্থে আশ্রম স্থাপনপূর্বক তপশ্চরণ করিয়া ইনি বিলক্ষণ উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ ইঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পৌরোহিত্যে বরণ করিলে, ইনি তাঁহাদিগের সুখদুঃখের ভাগী হইয়া কি রাজত্বকালে কি বনবাসকালে সকল অবস্থাতেই তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদিগের হিত-চেষ্টা করিতেন।

ধৌরেয়—১। ভারবাহী, ধুরন্ধর; অগ্রবর্তী। ধুর্ বা ধুরা শব্দ+এয় বাহকার্থে। বিণ। স্ত্রী-**ধৌরেয়ী**। ২। ভারবাহক বৃষাদি। বি; পু।

ধৌর্তক—ধূর্ততা, শঠতা। ধূর্তক+অণ্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ধৌর্তিক—১। ধূর্তসম্বন্ধীয়। ধূর্ত+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধৌর্তিকী**। ২। ধূর্ততা। বি; ক্লী।

ধ্বংস, ধ্বংসন—বিনাশ; ক্ষয়, হানি ('অন্ন—'); গমন। ধ্বন্‌স্+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী। **ধ্বংস করা**—নষ্ট করা, নাশ করা। **ধ্বংস হওয়া**—সর্বনাশপ্রাপ্ত হওয়া। **অন্ন ধ্বংস করা**—অকর্মা হইয়া থাকিয়া আহারাদি করা। [বিণ।

ধ্বংসক—ধ্বংসকারী। ধ্বন্‌স্+ণক কর্তৃ।

ধ্বংসনীয়—ধ্বংসসাধ্য, নাশযোগ্য, বিনাশ্য। ধ্বন্‌স্+অনীয় কর্ম। বিণ।

ধ্বংসপথ—বিনাশের পথ; উৎসন্ন যাইবার পন্থাঃ। ৬তৎ। বি; পু।

ধ্বংসমুখ—ধ্বংসের কবল বা গ্রাস; বিনাশের আরম্ভ বা সূত্রপাত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধ্বংসলীলা—বিনাশের খেলা, প্রলয়ের কেলি। ৬তৎ বা কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ধ্বংসসাধন—ধ্বংসন, বিনাশসম্পাদন, নাশন। ৬তৎ। বি; পু।

ধ্বংসাবশেষ—নাশের পরে অবশিষ্টাংশ, ruins. ধ্বংসানন্তর অবশেষ, মধ্যপ। বি; পু।

ধ্বংসিত—নাশিত; ক্ষয়িত; খণ্ডিত। ধ্বন্‌স্ (বিনষ্ট করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধ্বংসী (ধ্বংসিন্)—১। নাশশীল, নশ্বর। ধ্বংস (নাশ)+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। ২। যে ধ্বংস করে এরূপ, নাশক। ধ্বন্‌স্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধ্বংসিনী**।

ধ্বজ—১। পতাকা, নিশান; মেঢ্র, শিশ্ন, লিঙ্গ ('—ভঙ্গ'); চিহ্ন, লক্ষণ; খট্বাঙ্গ; পূর্বদিকের গৃহ; সন্ন্যাসিহস্তস্থিত নরমুণ্ডের অস্থি। বি; পু বা ক্লী। ২। গর্ব। ধ্বজ্ (গমন করা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পু।

ধ্বজদণ্ড—পতাকাদণ্ড। ৬তৎ। বি; পু।

ধ্বজপট—পতাকার অংশীভূত বস্ত্রখণ্ড। ধ্বজযোজিত পট (বস্ত্র), মধ্যপ। বি; পু।

ধ্বজপ্রহরণ—বায়ু। ধ্বজের প্রহরণ (প্রহারকর্তা), ৬তৎ। বি; পু।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ—ধ্বজাকার, বজ্রাকার ও অঙ্কুশাকার চিহ্ন; [এই ত্রিবিধ চিহ্ন কেবল ভগবান্ বিষ্ণুর পাদপদ্মে বিদ্যমান আছে]। ধ্বজ ও বজ্র ও অঙ্কুশ, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

ধ্বজবান্ (-বৎ) ধ্বজবিশিষ্ট; পতাকাধারী; চিহ্নযুক্ত। ধ্বজ+মতুপ্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধ্বজবতী**।

ধ্বজভঙ্গ—পুরুষত্বহীনতা, পুরুষের স্ত্রীসংগম-শক্তির লোপ। ধ্বজের (মেঢ্রের) ভঙ্গ (সামর্থ্যহীনতা), ৬তৎ। বি; পু।

ধ্বজা—পতাকা; চিহ্ন। <ধ্বজ। বি।

ধ্বজারোপণ—দেবমন্দিরাদিতে মন্ত্রপূত করিয়া ধ্বজ প্রোথিত করণ। ধ্বজের আরোপণ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ধ্বজিনী—১। ধ্বজধারিণী। 'ধ্বজী' দ্রঃ। ধ্বজিন্+ঈপ্। বিণ। ২। সেনা। বি; স্ত্রী।

ধ্বজী (ধ্বজিন্)—১। ধ্বজধারী। ধ্বজ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধ্বজিনী**। ২। রথ; রাজা; ব্রাহ্মণ; অশ্ব; সর্প; ময়ূর; শৌণ্ডিক। বি; পু। **ধ্বজী মারা**-দাঁড় ফেলার অসুবিধা থাকিলে লগি মারিয়া নৌকা চালান।

ধ্বজোত্থান—শক্রোৎসব, ইন্দ্রপূজা [ইহা ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে হইয়া থাকে]। ধ্বজের উত্থান হয় যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

ধ্বন—শব্দ। ধ্বন্ (শব্দ করা)+অপ্ ভাব। বি; পু।

ধ্বনন—শব্দ; অব্যক্ত শব্দকরণ; অলংকারশাস্ত্রনির্দিষ্ট শব্দনিষ্ঠ ব্যাপার বিঃ। ধ্বন্ (শব্দ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ধ্বনি—শব্দ; স্বরব্যঞ্জনা; অলংকারবহুল রচনাপদ্ধতি বিঃ; [শব্দ দুই প্রকার ধ্বনি ও বর্ণ। মৃদঙ্গাদিজাত শব্দকে ধ্বনি এবং কণ্ঠসংযোগজাত শব্দকে বর্ণ কহে]। ধ্বন্ (শব্দ করা)+ই ভাব। বি; পু।

ধ্বনিকাব্য—ব্যঞ্জনাদিগুণবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট কাব্য। ধ্বনিজনক কাব্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ধ্বনিগ্রহ—১। শব্দ জ্ঞান। ৬তৎ। ২। কর্ণ, কান। ধ্বনিকে গ্রহণ করে যে, উপ। ধ্বনি শব্দ—গ্রহ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পু।

ধ্বনিত—১। শব্দিত; ব্যঞ্জনা দ্বারা প্রতিপাদিত। ধ্বন (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। শব্দ। ধ্বন+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ধ্বনিবিকার—শোক ভয়াদি প্রযুক্ত শব্দের বিকৃতি; কাকু। ৬তৎ। বি; পু।

ধ্বনিল শব্দ করিল। কপ্র। ক্রি।

ধ্বস—ধস (সকল অর্থে)। 'ধস' দ্রঃ।

ধ্বস্ত—বিনষ্ট; পতিত। ধ্বন্‌স্ (বিনষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। অধঃপতিত, স্খলিত; দমিত। ধ্বন্‌স্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধ্বস্তাধ্বস্তি—পরস্পরকে বলপ্রয়োগে দলিত করিবার চেষ্টা।

ধ্বাঙ্ক্ষ—'ধ্মাঙ্ক্ষ' দ্রঃ।

ধ্বান্ত—অন্ধকার। ধ্বন্ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম (নিপা)। বি; ক্লী।

ধ্বান্তারাতি, ধ্বান্তারি—যে অন্ধকার দূর করে; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি। ধ্বান্তের (অন্ধকারের) অরাতি বা অরি (শত্রু, নাশক), ৬তৎ। বি; পু।

ধ্মাঙ্ক্ষ, ধ্বাঙ্ক্ষ—কাক; মৎস্যাশী পক্ষী; তক্ষক; ভিক্ষু। ধ্মাঙ্ক্ষ্, ধ্বাঙ্ক্ষ্+অচ্ কর্তৃ। বি; পু।

ধ্মাঙ্ক্ষপুষ্ট—১। কাকের দ্বারা পালিত। বিণ। ২। কোকিল। ৬তৎ। বি; পু।

ধ্মাত—শব্দিত; বাদিত; দগ্ধ; সঙ্কুচিত। ধ্মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধ্যাত—চিন্তিত; আলোচিত; স্মৃত। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ধ্যাতব্য—চিন্তনীয় ; স্মরণীয় ; আলোচনীয় ; ধ্যানযোগ্য। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

ধ্যাতা (ধ্যাতৃ)—ধ্যানকারী। ধ্যৈ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধ্যাত্রী**।

ধ্যান-চিন্তা ; স্মৃতি ; অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের বৃত্তিপ্রবাহ ; রূপচিন্তন ; আলোচনা ; এক বিষয়ক জ্ঞানধারা ; অনন্যমনে অভিনিবিষ্টভাবে একাগ্রচিত্তে কোন বিষয় চিন্তন ['যোগ' দ্রঃ]। ধ্যৈ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ধ্যানগম্ভীর-ধ্যানগর্ভ ; গম্ভীর ধ্যানাত্মক ("ধ্যানগম্ভীর এই যে ভূধর" - রবীন্দ্রনাথ)। ৩তৎ। বিণ।

ধ্যানগম্য-ধ্যান দ্বারা প্রাপ্য বা জ্ঞেয়। ৩তৎ। বিণ।

ধ্যানমগ্ন—ধ্যানরত, ধ্যানস্থ। ৭তৎ। বিণ।

ধ্যানযোগ ধ্যান রূপ যোগ, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয় বস্তুর সহিত মিলন। রূপক। বি ; পু।

ধ্যানরত—ধ্যানমগ্ন, ধ্যানস্থ। ৭তৎ। বিণ।

ধ্যানস্থ—ধ্যানরত, ধ্যানপরায়ণ। উপতৎ ; ধ্যান শব্দ স্থা+ক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ধ্যানস্থা**।

ধ্যানিক—ধ্যানসাধ্য। ধ্যান শব্দ+ইক নিষ্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধ্যানিকী**।

ধ্যানী (ধ্যানিন্) ধ্যানরত, ধ্যানমগ্ন। ধ্যান+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ধ্যানিনী**।

ধ্যাবড়া, ধেবড়া—জোবড়া ; নরম বা তরল দ্রব্যের পিণ্ড বা দাগ ; মোটা ও কুগঠিত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ধ্যাম্ (ধ্যামন্)—চিন্তা। ধ্যৈ (চিন্তা করা) +মন্ ভাব। বি ; ক্লী।

ধ্যেয়—ধ্যানের বিষয়ীভূত ; চিন্তনীয় ; স্মরণীয়। ধ্যৈ (চিন্তা করা)+যৎ কর্ম। বিণ। [কপ্র। ক্রি।

ধ্যেয়ায়, ধেয়ায় ধ্যান করে।

ধ্রিয়মাণ যাহা বা যাহাকে ধারণ করা হইতেছে এরূপ। ধৃ (ধারণ করা)+শানচ্ কর্ম। বিণ।

ধ্রুপদ—সংগীতাঙ্গ বিঃ। [অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই চারি অঙ্গ ধ্রুপদে প্রায়শঃ লক্ষিত হয়। দেবলীলা, রাজকীর্তি, প্রবলসংগ্রাম প্রভৃতি বর্ণনায় ইহা অবলম্বিত হয়।] < ধ্রুপদ। বি।

ধ্রুব—১। স্থির ('— বিশ্বাস') ; নিশ্চিত ; অপরিবর্তনীয় ; নিত্য ; অবশ্য। ধ্রু (স্থির হওয়া)+অচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। নিশ্চয় ; উৎপ্রেক্ষা। বি ; ক্লী। ৩। নিশ্চল নক্ষত্র বিঃ (pole-star), উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে ধ্রুব নামে দুইটি নিশ্চল তারা আছে ; বিষ্ণু ; শিব ; শঙ্কু ; বট ; স্থাণু ; বসু বিঃ ['অষ্টবসু' দ্রঃ] ; ললাটস্থ যোগ বিঃ ; আবর্ত বিঃ। বি ; পু। ৪। উত্তানপাদ রাজার পুত্র, সুনীতির গর্ভজাত। একদা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে রাজাসনে উপবিষ্ট পিতার ক্রোড়ে দর্শন করিয়া বালক ধ্রুবও তথায় যাইতে সমুৎসুক হইলেন। তদ্দর্শনে ইহার বিমাতা সুরুচি ইঁহাকে নানাপ্রকার বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, "তুই আমার উদরে না জন্মিয়া তোর অপ্রাপ্য রাজসিংহাসনে আরূঢ় হইবার জন্য কেন বৃথা মহৎ অভিলাষ করিতেছিস্ ? তুই কি জানিস না যে, সুনীতির গর্ভে তোর জন্ম ?" বিমাতার দুর্বাক্য-বাণে এবং পিতার অনাদরে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া ধ্রুব মাতার নিকট গমনপূর্বক সমস্ত কথা বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। সুনীতি পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন, "বৎস, ইহার জন্য দুঃখ করিয়া ফল নাই। একমাত্র দীনশরণ হরি ভিন্ন দীনজনের আর উপায় নাই। তিনি কৃপা করিলে সকল দুঃখ দূর হইতে পারে।" জননীর এই কথা শুনিয়া হরির সাক্ষাৎ পাইবার জন্য ধ্রুবের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। একদা রজনীতে সুনীতি নিদ্রিত হইলে পঞ্চমবর্ষীয় শিশু ধ্রুব মাতৃ-অঙ্ক পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে হরির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বালকের মনে এখন হরি ভিন্ন অন্য চিন্তা, অন্য বিষয় স্থান পাইল না। একমাত্র হরিই ইঁহার জ্ঞান, হরিই ইঁহার লক্ষ্য, হরিই ইঁহার চিন্তার বিষয় হইলেন। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু আত্মবিস্মৃত হইয়া, নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলিয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল হরিকেই দেখিতে লাগিলেন। বনে বৃক্ষ, লতা, প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতে পান, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি আমার সেই হরি ?"

তন্ময়চিত্ত, তদ্গতপ্রাণ এরূপ ভক্তের পক্ষে হরিলাভের পথ পাইতে অধিক বিলম্ব হয় না। অতঃপর দৈবক্রমে নারদের দর্শন পাইয়া ধ্রুব তাঁহার নিকট হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন, এবং তাঁহার উপদেশানুসারে যোগযুক্ত হইয়া মধুবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইঁহার কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া দেবগণ চিরাচরিত প্রথানুসারে নানাপ্রকারে ইঁহার তপোভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; কিন্তু দেবতাদিগের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। অতঃপর উপযুক্ত সময়ে হরির দর্শনলাভে ও ইচ্ছানুরূপ বরপ্রাপ্তিতে কৃতার্থ হইয়া ধ্রুব গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

হরি যাঁহার উপর প্রসন্ন, সকলকে বাধ্য হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইতে হয়। রাজা উত্তানপাদও এক্ষণে আর ধ্রুবের প্রতি বিরূপ নাই। তিনি সন্তুষ্টচিত্তে ধ্রুবকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। ধ্রুব ন্যায়ানুমোদিত ভাবে রাজ্যশাসন করিয়া ক্রমশঃ যশস্বী হইয়া উঠিলেন। অতঃপর দারপরিগ্রহ করিলে ইঁহার শিষ্টি ও ভব্য নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তম মৃগয়ার্থ বনে গমন করিলে, তথায় যক্ষের হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। ধ্রুব যক্ষদিগের সহিত অনেক যুদ্ধ করেন। পরিশেষে পিতামহ মনুর উপদেশে যুদ্ধে ক্ষান্ত হন। যক্ষরাজ কুবের ইঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে, ধ্রুব এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন, "আমার মন নিয়ত যেন হরিপদে রত থাকে।" বহুকাল রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিয়া ধ্রুব দেহান্তে স্বোপার্জিত ধ্রুবলোকে গমন করেন।

ধ্রুবক—১। স্থাণু ; বৃক্ষকাণ্ড ; গীতাঙ্গ বিঃ, গানের ধুয়া। ধ্রুব+কন্ সংজ্ঞার্থে। বি ; পু। ২। যাহা নিত্য ও স্থির, constant. বি বা বিণ।

ধ্রুবকা গানের ধুয়া। ধ্রুবক+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবতা—নিশ্চয়তা, স্থিরতা, স্থায়িত্ব ; নিত্যতা। ধ্রুব+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবতারা—স্থির নক্ষত্র ; উত্তর আকাশস্থ স্থির নক্ষত্র বিঃ ; স্থির লক্ষ্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবরেখা—বিষুবরেখা ; নাড়ীমণ্ডল। ধ্রুবা যে রেখা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ধ্রুবলোক—ধ্রুবের অবস্থান জন্য বিষ্ণুনির্মিত লোক। ৬তৎ। বি ; পু।

ধ্রুবা—১। নিশ্চিতা ইত্যাদি। 'ধ্রুব' দ্রঃ। ধ্রুব+আপ্। বিণ। ২। সাধ্বী স্ত্রী, সতী ; যজ্ঞপাত্র বিঃ ; নীতি ; ধ্রুব, গানের ধুয়া। বি ; স্ত্রী।

ধ্রৌব্য—ধ্রুবত্ব ; স্থিরতা ; নিত্যতা। ধ্রুব+ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ন—১। বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ইহা ত-বর্গের পঞ্চম বর্ণ। ইহা অনুনাসিক এবং দন্ত সাহায্যে উচ্চারিত হয় বলিয়া ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। নেত্র ; বামন ; হস্তিনাপুর ; শিব ; অনাদি ইত্যাদি। বি ; পু। ২। সাদৃশ্য ; নিষেধ ; অভাব ; ভেদ ; অল্পতা ; অপ্রশস্ততা, বিরোধ। নী+ড কর্তৃ। অ। ৩। বৌদ্ধ ; গণেশ। নহ্+ড কর্তৃ। ৪।

বন্ধন ; দাম। নহ্‌+ড ভাব। ৫। মণ। নহ্‌+ড অধি। ৬। ছন্দঃশাস্ত্রে পদ-বিশ্লেষণের জন্ত বিহিত লঘুস্বরবিশিষ্ট বর্ণত্রয় ('ত্রিলঘুক নকারঃ')। বি ; পু। ৭। বড় মেজো ও সেজোর পরবর্তী। বাংপ্র। বিণ। ৮। নয়, নব। < নবন্‌। বি বা বিণ। ৯। নূতন। < নব। বিণ।

ন-অই—মাসের নবম দিন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নই—১। না হই। বাংপ্র। ক্রি। ২। নবীন, নূতন ; বকন বা বকনাবাছুর। <নবী। বিণ বা বি। ৩। নব্বই, ৯০। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নইচে, নলচে—১। হুঁকার কলিকাধারণ-দণ্ড, ডাট। ফা। বি। ২। খুব ছোট ছোট, লোয়াচে। <নব। বিণ।

নইলে—না হইলে, নতুবা। বাংপ্র। অ।

নউমী—নবমী। < নবমী। বি।

নওবৎ, নহবৎ—দুন্দুভি বা নাগারা বাদ্য। <ফা 'নওবৎ'। বি।

নওবৎখানা—নহবৎ বাদ্যের মঞ্চগৃহ। নহবৎ+ফা খানা। বি।

নওয়ালি—নূতন উৎপন্ন বা আমদানি। বি বা বিণ।

নওরোজ—পারসীক নববর্ষের প্রথম দিন (৭।৮ ফাল্গুন) ; নববর্ষের প্রথম দিন বা সেই দিনের উৎসব। ফা। বি।

নওল, নহল, নহলি—নবীন, নূতন। <নবীন <নবল। বিণ।

নওশা—বিবাহের বর। ফা। বি।

নং—নম্বর (number) এই ইংরেজী শব্দের সংক্ষেপ।

নকড়া—নয়টি কড়ি বা কড়া ; তুচ্ছ। বি বা বিণ। **নকড়া-ছকড়া**—অবজ্ঞাত, তৃণবৎ গণ্য। **নকড়া-ছকড়া করা**—তুচ্ছ করা, অবজ্ঞা করা ; অপমানিত করা। [ফা। বি।

নকর, নোকর—ভৃত্য, চাকর।

নকরি, নোকরি—দাসত্ব, দাস্যবৃত্তি, চাকরি। নকর, নোকর+ই কর্মার্থে। বি।

নকল—১। অনুকরণ, অনুকৃতি ; অনুলিপি ; কৌতুক ; ভাঁড়ামি। বি। ২। অনুকৃত ; অপ্রকৃত, কৃত্রিম, জেল। <আ 'নক্‌ল্‌'। বিণ।

নকলনবিশ, -নবিস—অনুলিপিকারক, copyist. আ-ফা। বি।

নকলনবিশী, -সি—নকলনবিশের কর্ম ; লেখা দেখিয়া লেখার কাজ। আ-ফা। বি।

নকস—নকশা। প্রা কপ্র। বি।

নকসা, নকশা—নমুনা, প্রকার ; ব্যঙ্গ-চিত্র ; খসড়া ; মানচিত্র ; গৃহ ; উদ্যান ; শহর যন্ত্র প্রভৃতির অবস্থান এবং গঠন-বোধক রেখাচিত্র। <আ 'নকশ্‌'। বি।

নকার—'ন' এই বর্ণ। ন+কার স্বার্থে। বি ; পু।

নকাশি, -সি—নক্সা ; সোনা রূপা প্রভৃতির উপর খোদাইয়ের কাজ। আ-মূ। বি।

নকিব, নকীব—প্রভুর পরিচয়দায়ক কর্মচারী ; ঘোষণাকারী, herald ; উচ্চৈঃসংবাদখ্যাপক ; বার্তাবাহক, পেয়াদা ; পেশকার। আ। বি।

নকিব খাঁ—পারস্যদেশীয় পণ্ডিত। সম্রাট্‌ আকবর সংস্কৃত মহাভারতের ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইতে আরম্ভ করিলে ইনি সে-বিষয়ে অধ্যক্ষতা করেন।

নকুল—১। কুলহীন। ন (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব ; নেউল, বেজি। বি ; পু। ৩। মাদকদ্রব্য সেবনের পর যে মুখরোচক দ্রব্য ব্যবহার করা যায় তাহা, চাট। বাংপ্র। বি। ৪। চতুর্থ পাণ্ডব, সহদেবের সহোদর। অশ্বিনী-কুমারের ঔরসে পাণ্ডুরাজার ক্ষেত্রে মাদ্রীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইঁহার জননী পতির সহমৃতা হইলে, ইনি বিমাতা কুন্তীর দ্বারা পালিত হন। পরে অন্যান্য ভ্রাতাদিগের সহিত কৃপাচার্য ও দ্রোণাচার্যের নিকট ইনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। অসিমুষ্টি ধারণবিষয়ে ইনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। পাঞ্চালীর গর্ভে ইঁহার শতানীক নামক এক পুত্র হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে ইনি পশ্চিম-দিকে গমন করিয়া রাজন্যবর্গের নিকট কর সংগ্রহ করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর ইনি বিরাটরাজভবনে গ্রন্থিক নাম ধারণ-পূর্বক অশ্বাধ্যক্ষরূপে অবস্থিতি করেন। কুরুক্ষেত্রে ষোড়শ দিবসের যুদ্ধে ইনি কর্ণের নিকট পরাজিত ও অবমানিত হন। যুদ্ধান্তে রাজ্যভোগের পর নকুল ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন ; কিন্তু সর্বাপেক্ষা রূপবান্‌ বলিয়া গর্বহেতু পাপস্পর্শ হওয়ায় নকুল সশরীরে স্বর্গে যাইতে না পারিয়া সুমেরুশিখরে পতিত হন। বি ; পু।

নকুলী—নকুলভার্যা ; স্ত্রী বেজি ; কুক্কুটী ; জটামাংসী ; কুঙ্কুম ; শঙ্খিনী। নকুল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

নকুলীশ, নকুলেশ, -শ্বের—ভৈরব বিঃ, কাল.ঘাটে ও কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ বিঃ। নকুলীর ঈশ, ৬তৎ ; নকুলই ঈশ, ঈশ্বর (প্রভু), কর্মধা। বি ; পু।

নকুলে—হাস্যরসিক, ভাঁড়, রঙড়ে, যে নকল বা ভাঁড়ামি করিয়া রঙ্গ করে। নকুল+এ (<ইয়া) করে অর্থে। বাংপ্র। বিণ।

নক্ত—রজনী, রাত্রি ; (একাদশী মাহাত্ম্যে) দিবসের অষ্টমভাগ ; ব্রত বিঃ। নজ্‌ (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

নক্তচর, নক্তঞ্চর—১। নিশাচর ; রাত্রিচর। উপতৎ ; নক্ত বা নক্তম্‌—চর্‌ (ভ্রমণ করা) +ট কর্তৃ। বিণ। ২। রাক্ষস ; চোর ; পেচক ; বিড়াল, গুগ্‌গুল। বি ; পু।

নক্তচারী (-চারিন্‌)—নক্তচর (সকল অর্থে)। উপতৎ ; নক্ত—চর্‌ (ভ্রমণ করা) ণিন্‌ কর্তৃ। বি বা বিণ। স্ত্রী—**নক্ত-চারিণী**।

নক্তন্দিব—অহর্নিশ, দিবারাত্র, রাত্রিদিন। নক্তম্‌ (রাত্রি) ও দিবা, দ্বন্দ্ব (নিপাতনে আ-লোপ)। অ।

নক্ররাজ—হাঙ্গর। নক্রদিগের রাজা, ৬তৎ+টচ্‌ সমাসান্ত। বি ; পু।

নক্ষত্র—তারকা, তারা ; উল্কা ; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি (ভারতীয় জ্যোতিষে অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা, উত্তর-ভাদ্রপদা ও রেবতী) ; মুক্তা ; সাতাশটি মুক্তা দ্বারা গ্রথিত হার। নক্ষ্‌ (গমন করা) +অত্রন্‌ কর্তৃ ; অথবা ন (না)—ক্ষর্‌ (স্খলিত হওয়া), ক্ষদ্‌ (সংবরণ করা), বা ক্ষী (ক্ষয় পাওয়া)+ত্রন্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

নক্ষত্রগতি, -বেগ—উল্কাসদৃশ বেগ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নক্ষত্রচক্র—রাশিচক্র ; তন্ত্রোক্ত মন্ত্র-গ্রহণোপযোগী চক্র বিঃ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নক্ষত্রদান—নক্ষত্রবিশেষে দ্রব্য বিঃ প্রদান। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

নক্ষত্রনাথ, -পতি, -রাজ—চন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

নক্ষত্রনেমি—চন্দ্র ; ধ্রুবনক্ষত্র ; বিষ্ণু। নক্ষত্রের নেমি (পরিধি), ৬তৎ। বি ; পু।

নক্ষত্রপ—চন্দ্র। উপতৎ ; নক্ষত্র—পা (পালন করা)+ক কর্তৃ। বি ; পু।

নক্ষত্রপথ—আকাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

নক্ষত্রপাত—তারকার ভূতলে পতন, তারা খসিয়া পড়া ; উল্কাপাত ; (ভাবার্থে) মহাপুরুষের বা বড় লোকের তনুত্যাগ বা সহসা অবনতি। ৬তৎ। বি ; পু।

নক্ষত্রবিদ্যা—ফলিত জ্যোতিষ [ইহা বৈদিক যুগেও ছিল ; ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকেও এই বিদ্যার উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির সঞ্চার অনুসারে মঙ্গলামঙ্গল নিরূপণের সংকেত

লিখিত হইয়াছে]। নক্ষত্রবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নক্ষত্রবেগ—নক্ষত্রের ন্যায় দ্রুত গতি। ৬তৎ। বি; পু।

নক্ষত্রবেগে—অতিদ্রুতবেগে। নক্ষত্রের বেগের ন্যায় বেগ যাহাতে, বহু এরূপে। ক্রি-বিণ।

নক্ষত্রযাজক—নক্ষত্রদোষের শান্তিকারক, দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণ; গ্রহবিপ্র। ৬তৎ। বি; পু।

নক্ষত্রযোগ—নক্ষত্রবিশেষে ক্রূরাদি গ্রহের যোগ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

নক্ষত্রলোক—নক্ষত্ররূপ ভুবন। ৬তৎ।

নক্ষত্রশূল—যাত্রাদি কার্যে নিষিদ্ধ পূর্বাদি দিকে অবস্থিত নক্ষত্র বিঃ বা যাত্রাদি কার্যে নিষিদ্ধ নক্ষত্রবিশেষের পূর্বাদি দিকে অবস্থিতি-জনিত ব্যাঘাত। নক্ষত্র-জনিত শূল, মধ্যপ। বি; পু। [শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে পূর্বদিকে, পূর্বভাদ্রপদ ও অশ্বিনীতে দক্ষিণে, পুষ্যা ও রোহিণীতে পশ্চিমে এবং হস্তা ও উত্তরফল্গুনীতে উত্তরে নক্ষত্রশূল। নক্ষত্রশূলে যাত্রা নিষিদ্ধ।]

নক্ষত্রসন্ধি—পূর্ব নক্ষত্র হইতে পর নক্ষত্রে চন্দ্রাদি গ্রহের সংক্রমণ। ৬তৎ। বি; পু।

নক্ষত্রাধিপ, -পতি—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের অধিপ, অধিপতি, ৬তৎ। বি; পু।

নক্ষত্রামৃত—নক্ষত্র ও বার যোগে অমৃত যোগ। নক্ষত্র জনিত অমৃত, মধ্যপ। বি; ক্লী। **নক্ষত্রামৃতযোগ**—যোগ বিঃ। রবিবারে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, মূলা ও রেবতী নক্ষত্র; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মৃগশিরা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা ও অশ্বিনী; মঙ্গলবারে পুষ্যা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, স্বাতী, উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী; বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা ও অনুরাধা; বৃহস্পতিবারে স্বাতী, পুনর্বসু, পুষ্যা ও অনুরাধা; শুক্রবারে পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, অশ্বিনী, শ্রবণা ও অনুরাধা এবং শনিবারে স্বাতী ও রোহিণী নক্ষত্র মিলিত হইলে নক্ষত্রামৃতযোগ হয়]। বি; পু।

নক্ষত্রালোক—নক্ষত্র হইতে নির্গত আলোক; নক্ষত্রজ্যোতিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

নক্ষত্রিয়—নক্ষত্রবিষয়ক; সাতাশ। নক্ষত্র +ইয় সম্বন্ধার্থে এবং নক্ষত্রসংখ্যার্থে। বিণ। [বি; পু।

নক্ষত্রেশ—চন্দ্র। নক্ষত্রদিগের ঈশ, ৬তৎ।

নক্সা, নকশা—কল্পনাচিত্র, খসড়া, আদড়া; ভূম্যাদির প্রতিরূপ, plan or map; হাস্যোদ্দীপক বর্ণনা, ব্যঙ্গচিত্র। আ। বি।

নখ—১। অঙ্গুলির অগ্রভাগস্থিত উপাস্থি; বিংশতি-সংখ্যা। ন (নাই) খ (ছিদ্র) যাহাতে, বহু। বি; পু বা ক্লী। ২। অংশ, খণ্ড। ন—খন্+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

নখকুট্ট—নাপিত। উপতৎ; নখ—কুট্ (কাটা)+অচ্ কর্তৃ। বি; পু।

নখ-কুনি, -কুন্নি—নখশূল, নখের কোণে ব্যথা বা ক্ষত। ৬তৎ। বাংপ্র। বি।

নখকৃন্তন—নখচ্ছেদনাস্ত্র, নরুন। নখ শব্দ—কৃত্ (ছেদন করা)+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

নখকৃন্তনী—নরুন। নখকৃন্তন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নখত, নখতর, নখতা—তারকা, তারা ('বেড়ল ভকত নখতবৃন্দ')। <নখত্র। প্রা কপ্র। বি।

নখদর্পণ—কোন বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান; হৃতদ্রব্য প্রাপকবিদ্যা বিঃ। রূপক। বি; ক্লী। **নখদর্পণে থাকা**—নখদর্পণে যেমন যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দেখা যায়, সেইরূপ স্মৃতিপথে থাকা।

নখর—নখ; পশুপক্ষীর তীক্ষ্ণ নখ। নখ শব্দ – রা (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

নখরঞ্জনী—নরুন; মেহেদী গাছ (এই পাতার রসে নখ রং করা হয় বলিয়া)। নখ—রঞ্জি (রঙানো)+অনট্ করণ+ ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

নখরায়ুধ, নখায়ুধ—সিংহব্যাঘ্রাদি পশু; গৃধ্রকুক্কুটাদি পক্ষী। নখর বা নখ হইয়াছে আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। বি; পু।

নখশূল—নখ-কুনি রোগ। বাংপ্র। বি।

নখাঘাত—নখ দ্বারা প্রহার, আঁচড়ানো। ৩তৎ। বি; পু।

নখানখি—নখে নখে আঘাতপূর্বক পরস্পর যুদ্ধ। নখে নখে কৃত যাহা এই রণব্যতী-হারার্থে, বহু (ই-আগম ও পূর্বপদের দীর্ঘত্ব)। অ।

নখাম্বি—নখের জল, যে জলে নখ ডুবিয়াছে। বাংপ্র। বি।

নখালি—১। নখশ্রেণী। নখের আলি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্রশঙ্খ। নখের আলি আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

নখাশী (-শিন্)—১। নখভোজী, নখ-খাদক। নখ—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **নখাশিনী**। ২। পেচক। বি; পু।

নখিন্দর—চাঁদ সদাগরের পুত্র [রূপগুণ-সম্পন্না কন্যার সহিত নখিন্দরের বিবাহ হয়। চাঁদ সদাগর প্রথমে মনসা-দেবীর বিদ্বেষ্টা ছিলেন বলিয়া, বাসরঘরে নখিন্দরের সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়। পরে মনসাদেবী পতিগতপ্রাণা বেহুলার স্তব-স্তুতিতে তুষ্টা হইয়া নখিন্দরের পুনর্জীবন দান করেন]। <লক্ষ্মীন্দ্র। বি; পু।

নখী (নখিন্)—নখরবিশিষ্ট, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, মার্জারাদি। নখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**নখিনী**।

নখী—গন্ধদ্রব্য বিঃ (যে সামুদ্রিক শামুকের খোলা ভাজিলে সুগন্ধ হয়)। নহ (বন্ধন করা)+অচ্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নগ—পর্বত; বৃক্ষ। গমন করে না যে, উপতৎ; নঞ্ (না)-গম্+ড কর্তৃ। বি; পু।

নগজ—১। পর্বতজাত। উপতৎ; নগ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। হস্তী। বি; পু।

নগজা—১। পর্বতজাতা। নগজ+আপ্। ২। পার্বতী। বি; স্ত্রী।

নগণ্য—গণনার অনুপযুক্ত, গণনার্হ নহে এরূপ, তুচ্ছ। নঞ্তৎ। বিণ।

নগদ—তৎক্ষণাৎ অর্থ প্রদান; সদ্যঃ মূল্য প্রদানপূর্বক ক্রয়; রোক; উপস্থিত টাকা। আ-মূ। বি বা বিণ।

নগদ-বিদায়—সদ্যঃ বা তৎক্ষণাৎ বিদায় দান বা দূরীকরণ। আ-মূ। বি।

নগদা—কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে যে মজুরি পাওয়া যায় এমন। আ-মূ। বিণ।

নগদান—নগদ টাকায় খাজানা আদায়; হিসাবের খাতায় নগদ বিক্রয়ের দিকে যাহা লিখিত হয়। আ-মূ। বি বা বিণ।

নগদী—নগদ খাজানা আদায়ের জন্য নিযুক্ত পেয়াদা; (অধুনা) সাধারণ পাইক বা বর-কন্দাজ; নগদ মূল্যে ক্রীত বা ক্রেয়। আ-মূ। বি বা বিণ।

নগনদী—গিরিনদী, পার্বত্যনদী। নগনিঃসৃতা নদী, মধ্যপ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

নগনন্দিনী—পার্বতী, উমা। ৬তৎ।

নগপতি, -রাজ—পর্বতরাজ, হিমালয়। ৬তৎ। বি; পু।

নগর—শহর, বহুসংখ্যক লোক, নানাজাতি ও শিল্পবাণিজ্যাদির স্থান। নগ শব্দ (পর্বত)+র অস্ত্যর্থে; যেখানে পর্বত-প্রমাণ গৃহাদি আছে। বি; পু।

নগরকীর্তন—নগরাদিতে ভ্রমণপূর্বক হরি-সংকীর্তন। ৭তৎ। বি; ক্লী।

নগরঘণ্ট—বর্জিত কাঁচা তরকারি ও তর-কারির খোসা দিয়া প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিঃ, ছেঁচড়া। বাংপ্র। বি।

নগরপাল—নগররক্ষক, শহর-কোতোয়াল; পাহারাওয়ালা, চৌকিদার। উপতৎ; নগর—পালি+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

নগরবাসী (-বাসিন্)—নগরে বাসকারী,

নাগরিক ; পৌরজন ; শহরে লোক। উপতৎ ; নগর—বস্ (বাস করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

নগররক্ষক—নগরপাল। ৬তৎ। বি ; পু।

নগররক্ষী (-রক্ষিন্)—নগররক্ষাকারী, নগররক্ষক ; নগরপাল। উপতৎ ; নগর—রক্ষ্ (রক্ষা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

নগরস্থ—নগরে স্থিত ; নগরবাসী। উপতৎ ; নগর—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নগরাধ্যক্ষ—নগররক্ষার্থে নিযুক্ত কর্মচারী ; কোতোয়াল। নগরের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি ; পু।

নগরী—নগর ; রাজধানী। নগর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নগরীবক—কাক। ৬তৎ। বি ; পু।

নগরীয়—নগরসম্বন্ধীয় ; শহরের। নগর+ঈয়। বিণ।

নগরোপান্ত—শহরের উপকণ্ঠ ; নগরের সীমাস্থিত স্থান। নগরের উপান্ত, ৬তৎ। বি ; পু।

নগাধিপ, নগাধিরাজ—হিমালয় পর্বত। নগসমূহের অধিপ বা অধিরাজ, ৬তৎ। বি ; পু।

নগি, নগী—নৌকার লগি, ধ্বজী, লম্বা সরু বাঁশ, আঁকুশী। বাংপ্র। বি।

নগিচ, নগিজ—নিকট, সমীপ। হি। বি।

নগুরে—নগরের, শহরের। প্রা কপ্র। বিণ।

নগেন্দ্র—হিমালয় পর্বত। নগদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বি ; পু।

নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—(N. N. Ghose) —জন্ম ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ, আগস্ট মাস। ইঁহার পিতা ভগবর্তাপ্রসন্ন ঘোষ হাই-কোর্টের উকিল ছিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে ইনি চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। বি. এ. পাঠকালে ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার উদ্দেশে ইংলণ্ডে যান। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন, এবং ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পিতৃভবনেই বাস করিতে থাকেন। ইনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করেন। আইন অপেক্ষা সাহিত্যে ইঁহার অধিকতর অনুরাগ থাকায়, ইনি ব্যারিষ্টারি ত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মেট্রপলিটন কলেজে সাহিত্য এবং ইতিহাসের অধ্যাপকপদ গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ-পদে অধিষ্ঠিত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই কার্য প্রতিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্য থাকিয়া ইনি অনেক সময়ে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি মিরার, বেঙ্গলী প্রভৃতি পত্রে মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিছুদিন পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান ইকো (Indian Echo) নামক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান নেশন (Indian Nation) নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত অতি যোগ্যতার সহিত ইহার সম্পাদকতা করেন। ইঁহার ইংরাজীভাষাজ্ঞানে ইংরাজগণও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। কি লেখায়, কি বক্তৃতায় ইঁহার ইংরাজীভাষায় পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি অসাধারণভাবে প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা-ভাষাতেও ইনি ভাল বক্তৃতা করিতে পারিতেন। জীবনের প্রথমভাগে নগেন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষবাদের (positivism) অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাহার পরে আনুষ্ঠানিক হিন্দুর ন্যায় সমাজে থাকিতেন। শেষে কয়েক বৎসর ইনি এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত রাধাস্বামী সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন এবং গীতাদি পাঠে আস্থাবান্ ছিলেন। ইনি কৃষ্ণদাস পালের ও মহারাজ নবকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করিয়া গবেষণা, লিপিপটুতা ও চিন্তাশক্তির সম্যক্ পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৫ই এপ্রিল প্রাতঃকালে হৃদ্‌রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই বঙ্গের ছোটলাট স্যার এডওয়ার্ড বেকার সাহেব একটি প্রশংসাসূচক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া সংবাদপত্রে প্রকাশিত করেন। মতবিভিন্নতাসত্ত্বেও ইঁহার বিনয়, শিষ্টাচার, সরলতা এবং অগাধ পাণ্ডিত্যে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে ইনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু—১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই জুলাই কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। প্রথম যৌবনে ইনি "তপস্বিনী" ও "ভারত" নামে দুইখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। পরে ঐ পত্রিকাদ্বয় উঠিয়া গেলে ইনি দর্জিপাড়া থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য শংকরাচার্য, পার্শ্বনাথ প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রথমে বিশ্বকোষ বাহির করিতে আরম্ভ করেন। রঙ্গলাল "অ" অক্ষর শেষ করিবার পর বিশ্বকোষ সম্পাদন করিবার ভার নগেন্দ্রনাথের উপর ন্যস্ত হয়। নগেন্দ্রনাথ সুচারুরূপে বিশ্বকোষ সংকলন করিয়াছেন। এই বিশ্বকোষই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইনি অনেকদিন সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা"র সম্পাদক ছিলেন। ইনি কিছুদিন Text Book Committeeরও সদস্য ছিলেন। ইঁহার সম্পাদকতায় "কায়স্থ পত্রিকা" প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে। ইনি সাহিত্য-পরিষদের জন্য পীতাম্বর দাসের রসমঞ্জরী, জয়ানন্দের চৈতন্য মঙ্গল, জয়নারায়ণের কাশীপরিক্রমা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ সম্পাদিত করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ব সঞ্চয়, প্রাচীন কীর্তি উদ্ধার ও পুরাতন পুঁথি সংগ্রহই ইঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এতৎকল্পে ইনি অমানুষিক পরিশ্রম করিয়াছেন। ইনি "প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব" এই সম্মানযুক্ত উপাধি দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন। ময়ূরভঞ্জ ষ্টেটের Archæological Surveyor নিযুক্ত হইয়া ইনি Archæological Survey of Mayurbhanj নামে একখানি বৃহৎ পুস্তক বাহির করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

নগেন্দ্রনাথ সোম (কবিশেখর, কাব্যালংকার)-পিতা ৺মহেন্দ্রনাথ সোম, নিবাস চুঁচুড়া, জেলা হুগলি। বাঙ্গালা ১২৭৭ সালের ৬ই আশ্বিন হুগলির ছোট সরিসা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন কবি ও সুলেখক। ইনি 'প্রেম ও প্রকৃতি' ও 'শ্মশান-সন্ধ্যা' নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং 'বারাণসী' নামে একখানি স্বতন্ত্র ভ্রমণকাহিনী গদ্যে রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত অনেক কবিতা ও ভ্রমণ-বৃত্তান্ত খ্যাতনামা বহু বাঙ্গালা মাসিক ও সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি মহাকবি মাইকেল মধুসূদনের জীবন-স্মৃতি 'মধু-স্মৃতি' নাম দিয়া 'ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহা বঙ্গ-সাহিত্যে এক অপূর্ব সামগ্রী।

নগ্ন—১। বিবস্ত্র, উলঙ্গ, দিগম্বর ; অনাবৃত ('— দেহ')। নজ (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ক্ষপণক ; স্তুতিপাঠক। বি ; পু।

নগ্নক—বিবস্ত্র। নগ্ন শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**নগ্নকা, নগ্নিকা**।

নগ্নক্ষপণক—উলঙ্গ বৌদ্ধসন্ন্যাসী ; উলঙ্গ জৈনসন্ন্যাসী ; উলঙ্গ কালোপাসক। কর্মধা। বি ; পু।

নগ্নজিৎ—বাস্তু-গ্রন্থকারক পণ্ডিত বিঃ ; ভূপতি বিঃ। ইনি কৃষ্ণপত্নী নাগ্নজিতীর পিতা, এবং কোশলের রাজা ছিলেন। ইনি কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পণ করিয়াছিলেন যে, যে তাঁহার রক্ষিত সপ্ত মহাবৃষ

বধে সমর্থ হইবে, তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। মহামতি শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিয়া নাগ্নজিতীর পাণি-গ্রহণ করেন।

নগ্নিকা—বিবসনা, বিবস্ত্রা; অপ্রাপ্তবয়স্কা; শিশু কন্যা। নগ্ন+কণ্+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

নগ্নীকরণ—বিবস্ত্রীকরণ, উলঙ্গ করা। নগ্ন শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=নগ্নী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নঙ্গ—উপপতি, জার, নাঙ্। নং (বন্ধনকে)—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

নঙ্গর, নোঙ্গর, নোঙর—নৌকা স্থির রাখিবার লৌহবন্ধনী; লৌহশৃঙ্খল। <ফা 'লঙ্গর'। বি।

নচিকেতাঃ—উপনিষদ্যুক্ত ঋষি বিঃ; অগ্নি; বাজশ্রবার পুত্র। বি; পু।

নচেৎ—নতুবা, তাহা না হইলে। অ।

নচ্ছার—অসার, অপদার্থ; দুষ্ট, পাজী; নির্লজ্জ, বেহায়া; অধম, নীচ, লম্পট। বাংপ্র বিণ।

নজগজ—নড়নড়ে ভাব। বাংপ্র। অ। বিণ, -গজে।

নজর—উপঢৌকন, ভেট, উপহার; সেলামি; দৃষ্টিপথ; লক্ষ্য, দৃষ্টি; তত্ত্বাবধান; কুদৃষ্টি ('ডাইনের —'); উদারতা বা কার্পণ্যের মাত্রা ('ছোট বা বড় —'); পছন্দ বা অপছন্দ ('নেক—')। ফা। বি।

নজরবন্দী—দৃষ্টিপথে আবদ্ধ রাখা, চোখে চোখে রাখা। ফা-মু। বিণ।

নজরানা—উপায়ন, উপঢৌকন, নজর, ভেট; রাজা জমিদার প্রভৃতির সহিত সাক্ষাৎকালে দেয় নজরসেলামি। ফা-মু। বি।

নজরুল ইসলাম, কাজী—জন্ম ১৮৯৯ খ্রীঃ। প্রসিদ্ধ কবি। বর্ধমানের চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। ইহার সম্পাদিত 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল' প্রভৃতি পত্রিকা রাজ-রোষে পড়িয়া অকালে বন্ধ হইয়া যায়। 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন', 'বাঁধন-হারা', 'আলেয়া', 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ছায়ানট' প্রভৃতি ইহার রচিত পুস্তক। ইনি বর্তমানে মস্তিষ্ক-বিকৃতি রোগে ভুগিতেছেন।

নজির, নজীর—অতীত দৃষ্টান্ত; পূর্ব প্রমাণ; (আইনে) আদালত কর্তৃক সমস্যার যে সমাধান প্রামাণ্যরূপে গ্রহণযোগ্য, case-law. <আ 'নজীর'। বি।

নট—১। নর্তক, নৃত্যব্যবসায়ী; নাটকের অভিনেতা। নট্ (নৃত্য করা)+অন্ কর্তৃ। ২। বর্ণসংকরজাতি বিঃ। নশ্ (নাশ করা)+ডট কর্তৃ। বি; পু। ৩। সংগীতে রাগ বিঃ। বাংপ্র। বি। ৪। নষ্ট; বিকৃত; ধ্বংস; অন্তর্হিত, বিলুপ্ত।। <নষ্ট। বিণ।

নটই—নৃত্য করে, নাচে। প্রা কপ্র। ক্রি।

নটক—দোষ, ত্রুটি। প্রা কপ্র। বি।

নটকান—যাহা হইতে বাসন্তী রং হয় এমন একধরনের ছোট গাছ বা তাহার বীজ, anatto. বাংপ্র। বি।

নটখট, -খটি—সামান্য সামান্য দোষ, ত্রুটি, বিরক্তিকর খুঁটিনাটি; (সংগীতে) নটরাগ। বাংপ্র। অ।

নটঘট—অবৈধ প্রণয় (নষ্ট ঘটনা)। বাংপ্র। বি। বিণ, -ঘটে।

নটচর্যা—নটের বাক্যাভিনয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নটচাঁদ—নষ্টচন্দ্র। বাংপ্র। বি।

নটতি—নাচিতেছে। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

নটন—নৃত্য। নট্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নটনারায়ণ—রাগ বিঃ। কর্মধা। বি; পু।

নটবর—১। শ্রেষ্ঠ নট, নৃত্যকর্মে সবিশেষ প্রবীণ। নটদিগের মধ্যে বর (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বি; পু। ২। রসরাজ, রসিক-শ্রেষ্ঠ; শ্রীকৃষ্ণ। বি। ৩। রসরাজ-যোগ্য; সুন্দর, মনোজ্ঞ। বাংপ্র। বিণ।

নটরাজ—'নটেশ্বর' দ্রঃ।

নটিনী—নটী, নর্তকী; বেশ্যা। বাংপ্র। বিণ।

নটিয়া, নটে—১। বর্ষায়ুঃ শাক বিঃ। বি। ২। নর্তক, নটুয়া; ভাঁড়; নকুলে। বাংপ্র। বিণ।

নটী—১। স্ত্রী-নট, নর্তকী; অভিনেত্রী। নট্ (নৃত্য করা)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। ২। বেশ্যা। নশ্+ডট কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নটেশ্বর, নটরাজ—শিব; নৃত্যশীল শিব-মূর্তি [দক্ষিণাপথে এই মূর্তি বহুলভাবে দৃষ্ট হয়; ইহা তিন প্রকার—(১) সন্ধ্যানৃত্য, (২) সদানৃত্য, (৩) তাণ্ডব। ইহার বৃত্তান্ত বৃহৎ পারাশরীয় শিল্পশাস্ত্রে আছে]। নটের ঈশ্বর বা রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

নঠ—নষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

নড়চড়—অন্যথা, ব্যত্যয়, ব্যতিক্রম। বাংপ্র। বি।

নড়নচড়ন—অপসরণ, বিচলন, স্পন্দন, এদিক্ সেদিক্ করণ; নড়চড়, অন্যথা, ব্যতিক্রম। বাংপ্র। বি।

নড়নড়, -বড়—নজগজ; দোলন। বাংপ্র। বি। বিণ, -নড়ে, -বড়ে।

নড়া—১। বাহু, হাত। বি। ২। কম্পিত বা আন্দোলিত হওয়া; সরিয়া যাওয়া; স্পন্দিত হওয়া; আলগা হওয়া; অন্যথা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নড়াচড়া—১। নড়নচড়ন (সকল অর্থে)। বি। ২। এদিক্ সেদিক্ চলা, ঘোরাফেরা করা। বাংপ্র। ক্রি।

নড়ানড়ি—ক্রমাগত সরানো বা স্থানান্তরিত করণ। বাংপ্র। বি।

নড়ানো—সরানো, স্থানান্তরিত করা; কম্পিত করা, ঝাঁকি দেওয়া, ঝাঁকা; অন্যথা করানো। বাংপ্র। ক্রি।

নড়ি—যষ্টি, লাঠি; অবলম্বন; শ্রমিক, মজুর। বাংপ্র। বি।

নত—প্রণত, প্রণাম করিতেছে এরূপ; আনত, নুইয়া আছে এরূপ; নিম্ন; নম্র; কুটিল, বক্র, নোয়ানো। নম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নতজানু—যে জানু নোয়াইয়াছে বা হাঁটু-গাড়া দিয়াছে, যে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়াছে। বহু। বিণ।

নতনাস, নতনাসিক—খাঁদা, চেপটা নাকবিশিষ্ট। নতা নাসা বা নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

নতশিরাঃ (-শিরস্) যে মাথা নীচু করিয়াছে। নত শিরঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নতি—নম্রীভাব; নমন; প্রণতি, প্রণাম; বিনতি, অনুনয়; বিনীত প্রার্থনা। নম্ (নত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নতুন—নূতন। বাংপ্র। বিণ। **নতুন খাতা**—হালখাতা, নূতন বৎসরে নূতন করিয়া হিসাবের খাতা খুলিবার উৎসব।

নতুবা—নচেৎ, তাহা না হইলে। অ।

নতোন্নত—উন্নতাবনত, উচ্চনীচ। নত অথচ উন্নত, কর্মধা। বিণ।

নথ—নাসাভরণ বিঃ, নাসিকাঙ্গুরীয়। <নাথ। বি।

নথি—সূত্রবদ্ধ কাগজপত্র; দলিলাদির বা আদালতে দাখিলী কাগজের তাড়া, file. বাংপ্র। বি।

নদ, নদী—যে জলস্রোত কোন পর্বত হ্রদ প্রস্রবণ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন ও নানা জনপদের উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অন্য কোনও জলাশয়ে পতিত হয়, চারি ক্রোশের অধিকবাহিনী জলনালী; সরিৎ [এই সকল জলস্রোতের মধ্যে যেগুলির নাম পুংবাচক তাহাদিগকে নদ বলা হয়, যেমন ব্রহ্মপুত্র, শোণ প্রভৃতি; আর যেগুলির নাম স্ত্রীবাচক, তাহাদিগকে নদী বলা হয়, যেমন গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি]। নদ=নদ্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। নদী=নদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নদারত—অভাব, অপ্রতুল, অবিদ্যমানতা। ফা। বি।

নদীকান্ত—সরিৎপতি, সমুদ্র। ৬তৎ। নদী কান্তা (প্রিয়া) যাহার, বহু। বি; পু।

নদীগর্ভ—নদীর অভ্যন্তর ভাগ, তীরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান। ৬তৎ। বি ; পু।

নদীজ—নদী হইতে জাত। উপতৎ ; নদী—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ।

নদীতর-স্থান—১। নদী পার হইবার জায়গা, পারঘাটা, খেয়াঘাট। নদীর তর (উত্তরণ) = নদীতর, ৬তৎ ; তাহার স্থান, ৬তৎ। ২। নদী ভিন্ন অন্য স্থান। নদী হইতে ইতর = নদীতর, ৫তৎ ; তদ্রূপ স্থান, রূপক কর্মধা। বি ; ক্লী।

নদীপতি—সরিৎপতি, সমুদ্র ; বরুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

নদীপ্রদেশ—যে প্রদেশ দিয়া নদী প্রবাহিত হয়। নদীসংগত প্রদেশ, মধ্যপ। বি ; পু।

নদীবক্ষঃ—নদীর জলময় অংশের উপরিভাগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নদীবঙ্ক—নদীর বাঁক। ৬তৎ। বি ; পু।

নদীবহুল—যেথানে নদী বেশী এমন। নদী বহুল যেথানে, বহু। বিণ।

নদীভব—নদীজাত। ৭তৎ। বিণ।

নদীমাতৃক—যে দেশে নদীর জলে উর্বরতা ও কৃষিকার্য সম্পন্ন হয় ; নদীবহুল। নদী হইয়াছে মাতৃস্বরূপা যাহার বা যেথানে, বহু। বিণ।

নদীমুখ—সমুদ্রের সহিত নদীর সম্মিলন স্থান, নদীর মোহনা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নদীয়া (বা **নদিয়া**)—পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও নগর। এই স্থানেই বঙ্গের শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী ছিল। ভবানন্দ মজুমদারের বংশধর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এইখানেই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই জেলার অন্তর্গত পলাশী নামক স্থানে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্লাইভ বঙ্গদেশে ইংরাজ-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন (খ্রীঃ ১৭৫৭)। এই স্থানেই কেরাজী নামধারী মুসলমান সম্প্রদায়ের নায়ক তিতুমীর (১৮৩১ খ্রীঃ) ইংরাজের বিরুদ্ধে শক্তিচালনাকল্পে বিফল প্রয়াস করে। নিজ নদীয়ায় চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবধর্মের ভেরী নিনাদিত করেন। এই স্থানেই রামশরণ পাল কর্তাভজাদলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্থানেই সংস্কৃত বিদ্যা দান করিয়া মহামান্য পণ্ডিতগণ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন ও এখনও করিতেছেন। জেলার মধ্যে এই কয়টি শহর প্রধান। (১) কৃষ্ণনগর। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবাটী এইখানে অবস্থিত। মহারাজ সিরাজের বিপক্ষে ইংরাজের সহায়তা করায় পুরস্কারস্বরূপ ক্লাইভ কর্তৃক "রাজেন্দ্র বাহাদুর" উপাধি-ভূষিত হন। তিনি পলাশী যুদ্ধে ব্যবহৃত যে বারটি কামান উপঢৌকনস্বরূপে প্রাপ্ত হন, সেই কামানগুলি অদ্যাপি রাজবাড়িতে দৃষ্ট হয়। (২) শান্তিপুর। এখানে অদ্বৈতাচার্যের বংশধরগণের নিবাস। এখানে রাসযাত্রা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে। (৩) নবদ্বীপ ('নবদ্বীপ' দ্রঃ)। (৪) চাকদহ—পাটের জন্য প্রসিদ্ধ। (৫) রাণাঘাট।

নদীসৈকত—নদীর বালুকাপূর্ণ তট ; নদীর চর। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নদে—নদীয়া ; নবদ্বীপ। বাংপ্র। বি।

নদের চাঁদ—নিমাই, গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব।

নদ্ধ—বদ্ধ ; ব্যাপ্ত। নহ্ (বন্ধন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নধর—সুপুষ্ট, গোলগাল, মাংসল ; সুডৌল ; তাজা ; কমনীয় ; চিক্কণ। বাংপ্র। বিণ।

ননদ, ননদিনী, ননদী—ভর্তার ভগিনী। ননন্দৃ বা ননান্দৃ শব্দের অপভ্রংশ। বি ; স্ত্রী।

ননন্দা (ননন্দৃ)—ভর্তার ভগিনী, ননদ। ন (না)—নন্দ্ + ঋ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ননান্দা (ননান্দৃ)—ননন্দা, ননদ। ন (না) আ—নন্দ্ + ঋ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ননি, ননী—মাখন। <নবনীত। বি।

ননুআ, ননুয়া—ননী। প্রা কপ্র। বি।

ননুয়া—১। নবনীত, ননী। বি। ২। সুন্দর। প্রা কপ্র। বিণ।

নন্দ—১। আনন্দ। নন্দ্ (আনন্দিত হওয়া) + অল্ ভাব। ২। কুবেরের নিধি বিঃ ; পরমেশ্বর ; মদিরার গর্ভজাত বসুদেবের পুত্র। ণিজন্ত নন্দ্ বা নন্দি (আনন্দিত করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ৩। কৃষ্ণের পালকপিতা। মথুরার রাজার অধীনে ইনি ব্রজের গোপদিগের অধিপতি ছিলেন। ইঁহার ভার্যার নাম যশোদা। কৃষ্ণের জনক বসুদেবের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। সেই জন্যই বসুদেব কৃষ্ণকে ইঁহার আশ্রয়ে রাখেন। তাঁহারই পরামর্শে ইনি ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে, ইনি তাঁহার বিরহশোকে অত্যন্ত কাতর হন। কারণ কৃষ্ণকে ইনি আপনার পুত্র বলিয়া মনে করিতেন এবং অপত্য-নির্বিশেষে অতি যত্নের সহিত লালনপালন করিয়াছিলেন। ইনি সাত্তিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন, এবং জীবনের শেষভাগ ধর্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন।

৪। জনৈক নৃপ। ইনি নন্দবংশ-নায়ক মগধের রাজবংশের আদিপুরুষ। মহারাজ মহানন্দের ঔরসে এক শূদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যথাকালে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে একজন প্রবলপরাক্রান্ত ভূপতি হইয়া উঠেন। অনুমান খ্রীষ্টের প্রায় চারি শতাব্দী পূর্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ ইঁহার নামানুসারে নন্দবংশ নামে খ্যাত। এই বংশীয় আটজন রাজা প্রায় একশত বৎসর মগধে রাজত্ব করেন।

নন্দক—আনন্দজনক। ণিজন্ত নন্দ্ বা নন্দি (আনন্দিত করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নন্দিকা**।

নন্দকী (-কিন্)—বিষ্ণু। নন্দক (খড়্গ) আছে ইঁহার এই অর্থে নন্দক + ইন্। বি ; পু।

নন্দকুমার—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি ; পু।

নন্দকুমার বসু (দেওয়ান)—২৪ পরগনার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামের জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতা রামচরণ (অপর নাম সাতু) বসু কাশিমবাজারের কান্তবাবুর জমিদারির ম্যানেজার পদে নিযুক্ত ছিলেন। মণ্ডলঘাটে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠির আড়ং-গোমস্তা স্বরূপে নন্দকুমার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরে কাশিমবাজারের রেশমের কুঠির দেওয়ান হন। অতঃপর পাটনার কুঠীর দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া ঐ কুঠির আয় ১০,০০০৲ টাকা করিয়া দেন। পূর্বে ইঁহার আয় ৫০০০৲ টাকার অধিক ছিল না। নন্দকুমারের কার্যকুশলতায় সন্তুষ্ট হইয়া বঙ্গের গভর্নর পারিতোষিক স্বরূপ ইঁহাকে ৫০০০৲ টাকা প্রদান করেন। উত্তরকালে ইনি কলিকাতার কাস্টম হাউসের দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি রামদুলাল দের সমসাময়িক ছিলেন। লালাবাবুর সঙ্গে নন্দকুমারের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। জীবনের শেষভাগে যখন নন্দকুমার বৃন্দাবনে বাস করেন, তখন লালাবাবুর সহায়তায় এইখানে একটি কুঞ্জবাটী স্থাপন করিয়া রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবার ব্যয়নির্বাহ জন্য মথুরায় কিছু বিষয় ক্রয় করেন। এই কুঞ্জবাটীতে এখনও রীতিমত বিগ্রহসেবা চলিতেছে। বৃন্দাবনের গোবিন্দজী, গোপীনাথ ও মদনমোহনের বর্তমান মন্দিরত্রয় ইঁহারই অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। ইনি বহড়ুর বাটীতে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তাঁহার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইনি চুণার হইতে পাথর আনাইয়া বহড়ুর ঠাকুরবাটী বহুব্যয়ে নির্মিত করাইয়াছিলেন। ইহার স্থাপত্য কারুকার্য ও পৌরাণিক চিত্রসমন্বিত

দেবালয় এ অঞ্চলে দৃষ্ট হয় না। নন্দকুমার অতি ধর্মপরায়ণ ও দানশীল ছিলেন। ইনি ১২৪১ সনে বৃন্দাবনে দেহত্যাগ করেন।

নন্দকুমার রায় (মহারাজ)—পিতার নাম পদ্মলাল রায়। আদিনিবাস রাঢ়-দেশে ভাদুরিহাট বা বদ্রিহাট নামক গ্রামে। জন্ম—অনুমান ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম বয়সে ইনি হিজলী ও মহিষাদল পরগনার আমিন বা তসিলদার পদে নিযুক্ত হন। পরে উকিল স্বরূপে ক্লাইভের সঙ্গে পাটনায় গমন করেন। ক্লাইভের উপর ইঁহার এরূপ প্রভাব দৃষ্ট হইত যে, লোকে ইঁহাকে The Black Colonel বলিত। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হুগলির ফৌজদার ছিলেন। দিল্লীর সম্রাট্ ইঁহাকে অনুমান ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে "মহারাজ" উপাধি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইঁহাকে বর্তমান নদীয়া ও হুগলির কালেকটার পদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার নায়েব সুবার পদ প্রাপ্ত হন। পরে পদচ্যুত হইলে মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ পদে বসেন। ১৭৭২ হইতে ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলার গভর্নর ছিলেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রথম গভর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হইলে নন্দকুমার রেজা খাঁর কার্য সম্বন্ধে ইঁহার নিকট অভিযোগ করেন। বিচার-ফলে রেজা খাঁ পদচ্যুত হন। হেস্টিংস নন্দকুমারের অনুরোধে তাঁহার পুত্র রাজা গুরুদাসকে বালক নবাব মোবারকদ্দৌলার অভিভাবিকা মণিবেগমের অধীনে কর্ম করিয়া দেন। হেস্টিংসের চারিজন সদস্য ছিলেন। তাঁহাদের নাম কর্নেল মন্‌সন্, জেনারেল ক্লেভারিং, স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস্ ও রিচার্ড বারওয়েল। শেষোক্ত কর্মচারী ব্যতীত অপর তিনজন ইংলণ্ড হইতে আসেন এবং মন্ত্রণাগৃহে ইঁহারা তিনজন একদলভুক্ত হইয়া হেস্টিংস ও বারওয়েলকে সংখ্যাধিক্য বশতঃ প্রায় সকল বিষয়েই পরাভূত করিতেন। এইভাবে সুযোগ পাইয়া নন্দকুমার হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মন্ত্রণাসভায় এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। অভিযোগ এই যে, কোম্পানির নিয়মের বিরুদ্ধে হেস্টিংস প্রভূতপরিমাণে উৎকোচ গ্রহণ করিয়া (স্বীয় পুত্র) রাজা গুরুদাস এবং মণিবেগমকে নিজ নিজ কার্যে নিযুক্ত করেন; আর উৎকোচ লইয়া অনেক দোষী ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেন। অভিযোগ সপ্রমাণ না হওয়ায় হেস্টিংস বারওয়েলের দ্বারা নন্দকুমারের নামে ষড়্‌যন্ত্র করা অপরাধে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। এই অভিযোগ বিচারাধীন অবস্থায় নন্দকুমারের নামে জাল করার অপরাধে একটি অভিযোগ উপস্থিত হয়। এই অভিযোগ লেমেস্টার (Lemaistre) ও হাইড (Hyde) বিচারপতির সমক্ষে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মে উপস্থিত করা হয়। ইঁহারা এই অভিযোগের চূড়ান্ত বিচারের জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের (Sir Elijah Impey) নিকট প্রেরণ করেন। ইম্পে উক্ত দুইজন বিচারপতি এবং চেম্বার্স বিচারপতির সাহচর্যে এই অভিযোগের বিচার করেন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুন আরম্ভ হইয়া ৮ দিন ধরিয়া বিচারকার্য চলে। ১২ জন ইংরাজ জুরি বিচারে সহায়তা করেন। নন্দকুমারের পক্ষ সমর্থনার্থ ফারার (Farrer) সাহেব নিযুক্ত ছিলেন। নন্দকুমার প্রশ্নোত্তরে বলিলেন, "আমি নির্দোষ। আমার বিচার ঈশ্বর ও আমার দেশবাসীরা করিবেন, ইহাই আমি ইচ্ছা করি।" এই ৮ দিন ব্যাপী বিচারকালে জজেরা বা জুরিরা কেহই আদালতগৃহ পরিত্যাগ করেন নাই। ১৬ই জুন প্রাতে বিচার-পতিরা নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন এবং তৎকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত আইন অনুসারে ইঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিলেন। ৫ই আগস্ট ফাঁসির দিন স্থির হইল। ইংলণ্ডে রাজার নিকট আপীল করিবার উদ্দেশে ফাঁসির দিন স্থগিত রাখিবার জন্য আবেদন পড়িল। ইহার মধ্যে নন্দকুমার এবং মুরশিদাবাদের নবাব নাজিমের আবেদনও ছিল। কিন্তু জজেরা কোন আবেদনই গ্রাহ্য করিলেন না। জীবনের অবশিষ্ট কয়দিন নন্দকুমার কেবল ঈশ্বরচিন্তায় অতিবাহিত করেন। ইঁহাকে সাধারণ কারাগারে রাখা হইয়াছিল। ইনি জেলে প্রায়োপবেশন করিলে ছাদের উপর একটি শিবির স্থাপিত করা হয়। সেইখানে তিনি কেবল মিষ্টান্ন খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। জেলে অবস্থানকালে এক মুহূর্তের জন্যও ইঁহার চিত্ত বিচলিত হয় নাই। ফাঁসিকাষ্ঠ দেখিয়াও ইনি ভীত হন নাই। পরন্তু নিজেই সংকেত করিলে তাঁহাকে পূর্বনির্দিষ্ট দিনে ফাঁসি দেওয়া হইল। কেহই মনে করেন নাই যে, একজন মহারাজ ও ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইতে পারে। ফাঁসির দিন কলিকাতায় হিন্দুরা কেহ রন্ধন করিয়া আহার করেন নাই। ব্রহ্মহত্যা-পাতকে কলিকাতা কলুষিত হইল এই ভাবিয়া অনেক ব্রাহ্মণ শহর ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাসস্থাপন করিলেন। নন্দকুমারের পুত্র রাজা গুরুদাস। এই গুরুদাসের নামে কলিকাতায় একটি রাস্তা এখনও আছে। নন্দকুমারের এক কন্যা ছিল। নাম সুমণি। জগৎচাঁদের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাদের পুত্র রাজা মহানন্দ কুঞ্জঘাটা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। কুঞ্জঘাটার বাড়িতে একখানি সহচরবেষ্টিত গৌরাঙ্গদেবের বাস্তব চিত্র আছে। কথিত আছে, নন্দকুমারের জন্য এইখানি চিত্রিত হইয়াছিল।

নন্দদুলাল-শ্রীকৃষ্ণ। নন্দের (নন্দ ঘোষের) দুলাল, ৬তৎ। বাংপ্র। বি।

নন্দন-১। পুত্র; বিষ্ণু; শিব। ণিজন্ত নন্দ্ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+অন কর্তৃ। বি; পুং। ২। ইন্দ্রের উদ্যান, মেরুর উত্তরে অবস্থিত। বি; ক্লী। ৩। সুখদ, আনন্দজনক। বিণ।

নন্দনকানন, -বন—ইন্দ্রের উদ্যান [পুরাণে বর্ণিত আছে যে এই উদ্যানে সর্বঋতুতে ও সর্বসময়েই সুখলাভ করা যায়। ইহা সাতিশয় আনন্দদায়ক বলিয়া নন্দন নামে অভিহিত। এখানে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ ও হরিচন্দন এই পাঁচটি বিবিধ গুণসম্পন্ন বৃক্ষ আছে]। নন্দন নামক যে কানন বা বন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

নন্দনন্দন—নন্দের পুত্র, কৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পুং।

নন্দলাল—শ্রীকৃষ্ণ (নন্দ কর্তৃক লালিত বলিয়া ঐ নাম হইয়াছে)। নন্দ শব্দ—লালি+অল্ কর্ম। বি; পুং।

নন্দা—১। আনন্দ। নন্দ্ (আনন্দিত হওয়া)+অল্ ভাব+আপ্। ২। দুর্গা; ভর্তৃ-ভগিনী, ননদ; প্রতিপদ্, ষষ্ঠী, একাদশী, এই তিন তিথি; নাদা। ণিজন্ত নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

নন্দাই—পতির ভগিনীপতি, ননদের স্বামী। বাংপ্র। বি।

নন্দি—১। আনন্দ। নন্দ্ (আনন্দিত হওয়া)+ই ভাব। ২। শিবের অনুচর বিঃ; জামাতার মিত্র। নন্দ+ই কর্তৃ। বি; পুং। ৩। আনন্দজনক। বিণ।

নন্দিকা—১। আনন্দজনিকা। 'নন্দক' দ্রঃ। নন্দক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রের উদ্যান, নন্দনকানন। নন্দী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। ৩। নাদা, জালা; নন্দা তিথি। নন্দা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নন্দিকেশ্বর—১। শিবের প্রধান অনুচর, নন্দি। নন্দিকার ঈশ্বর, ৬তৎ। ২। পুরাণ বিঃ। বি ; পু।

নন্দিগ্রাম—গ্রাম বিঃ [রামের বনবাস-কালে ভরত তাঁহার পাদুকাযুগল সম্মুখে রাখিয়া এইখানে রাজত্ব করেন]। বি ; পু।

নন্দিঘোষ—১। আনন্দজনক শব্দকারী। নন্দি (আনন্দজনক) ঘোষ (শব্দ) যাহার, বহু। বিণ। ২। অর্জুনের রথ। ৩। আনন্দজনক ধ্বনি। কর্মধা। বি ; পু।

নন্দিত—১। আনন্দিত। নন্দ্ (আনন্দিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। তোষিত। ণিজন্ত নন্দ্ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নন্দিনী—১। আনন্দিতা ; আনন্দদায়িকা। 'নন্দী' (১) দ্রঃ। নন্দিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কন্যা ; দুর্গা ; গঙ্গা। ণিজন্ত নন্দ্ বা নন্দি (আনন্দিত করা)+ণিন্ কর্তৃ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

৩। বশিষ্ঠের হোমধেনু। সুরভির গর্ভে ইঁহার জন্ম। মহারাজ দিলীপ ভার্যাসহ এই ধেনুর সেবা করিয়া পুত্রধন লাভ করেন। একদা সস্ত্রীক বসুগণ বনবিহার করিতেছিলেন। দ্যু-নামক বসুর বনিতা নন্দিনীকে দেখিয়া ইঁহাকে পাইবার জন্য পতির নিকট অনুরোধ করেন। দ্যু অন্য বসুর সাহায্যে ইঁহাকে হরণ করিলে, বশিষ্ঠের শাপে তাঁহাদিগকে ধরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। এই কামধেনু নন্দিনীর নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের সহিত বশিষ্ঠের বিরোধ হয়। বিশ্বামিত্র তখন রাজা। একদা রাজা বিশ্বামিত্র সসৈন্যে বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ঋষিবর নন্দিনীর সহায়তায় লোকজনসহ রাজাকে পরি-তোষপূর্বক ভোজন করান। তাহা দেখিয়া রাজার লোভ হইল। তিনি নন্দিনীকে লইতে চাহিলেন ; বশিষ্ঠ কিন্তু নন্দিনীকে ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। বিশ্বামিত্র তখন বলপ্রকাশে নন্দিনী গ্রহণের অভি-প্রায়ে বশিষ্ঠের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে ঋষিবর কামধেনুর দ্বারা অসংখ্য সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সহায়তায় সসৈন্য বিশ্বামিত্রকে পরাস্ত করেন। বিশ্বামিত্র তখন বুঝিলেন, ব্রহ্মতেজের নিকট, তপঃ-প্রভাবের নিকট, অন্য সব কিছুই নগণ্য।

নন্দিবর্ধন—১। আনন্দবর্ধনকারী। নন্দির (আনন্দের) বর্ধন (বর্ধক), ৬তৎ। বিণ। ২। পুত্র ; বন্ধু ; শিব। বি ; পু।

নন্দী (নন্দিন্)—১। শিবের প্রধান অনুচর, নন্দি, নন্দিকেশ্বর। [ইনি দধীচি মুনির শিষ্য ছিলেন। শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ক্রমে ইনি একজন প্রধান শিবভক্ত হইয়া উঠেন। ইনি একদা গুরুসহ দক্ষালয়ে গমন করেন। তথায় দক্ষের মুখে শিবনিন্দা শুনিয়া ইনি তাঁহাকে ছাগমুণ্ড হইবার অভিশাপ প্রদান করেন।] নন্দ্ (আনন্দিত হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। আনন্দিত, আহ্লাদিত। ৩। আনন্দদায়ক, আহ্লাদ-জনক। ণিজন্ত নন্দ্=নন্দি (আনন্দিত করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নন্দিনী**।

নন্দী—১। নন্দিকা, নন্দনকানন। নন্দ্ (আনন্দিত হওয়া)+অল্ অধি+ঈপ্। ২। দুর্গা। ণিজন্ত নন্দ্=নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নন্দীশ—১। শিব। নন্দির (অনুচর-বিশেষের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। ২। নন্দিকেশ্বর। নন্দির (আনন্দের) ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

নন্দীশ্বর—নন্দীশ (সকল অর্থে) ; সংগীতের তাল বিঃ ; বৃন্দাবনের একটি লীলাস্থল। নন্দীর ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

নন্দ্য—আনন্দযোগ্য, আহ্লাদার্হ। নন্দি+ ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

নপুংসক—ক্লীব, হিজড়ে, eunuch ; ছিন্নমুষ্ক, খোজা, castrated ; সংস্কৃত-ভাষায় যে-সকল শব্দের রূপ পুংলিঙ্গ বা স্ত্রীলিঙ্গের ন্যায় নহে। ন স্ত্রী ন পুমান্, নিপাতনে। বি ; পু বা ক্লী। [শুক্র ও শোণিতের পরিমাণ সমান হইলে নপুংসক সন্তান জন্মিয়া থাকে। নপুংসক পাঁচ প্রকার ; যথা—আসেক্য, সুগন্ধী, কুম্ভীক, ঈর্ষ্যক ও ষণ্ড। তন্মধ্যে ষণ্ডের শুক্রধাতু জন্মে না।]

নপ্তা (নপ্তৃ)—পৌত্র বা দৌহিত্র, নাতি। ন (না)-পত্ (পতিত হওয়া)+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু।

নপ্ত্রী—পৌত্রী বা দৌহিত্রী, নাতিনী। 'নপ্তা' দ্রঃ। নপ্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নফর—কিঙ্কর, সেবক, ভৃত্য, চাকর। আ। বি।

নব—নূতন, নবীন ; সদ্য উৎপন্ন। নু (স্তুতি করা)+অল্ কর্ম। বিণ।

নব (নবন্)—নয় (৯)। নু+অন্ কর্ম। বি বা বিণ।

নবকলিকা—নব কোরক, নূতন কুঁড়ি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নবকারিকা—১। নবীন কর্ত্রী ; নবোঢ়া। কর্মধা। বিণ ; স্ত্রী। ২। নবোঢ়া স্ত্রী ; নূতন কারিকা অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ শ্লোক। বি ; স্ত্রী।

নবকার্তিক—নবজাত কার্তিকের ন্যায় সুন্দর ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

নবকুমার—নবজাত পুং শিশু। নবজাত কুমার, মধ্যপ। বি ; পু।

নবকৃষ্ণ দেব (মহারাজ বাহাদুর)—ইনি কলিকাতার শোভাবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার পিতার নাম রামচরণ। রামচরণের পিতামহ কামিনীকান্ত মোগল সরকারে কর্ম করিয়া "ব্যবহর্তা" উপাধি পাইয়াছিলেন। ব্যবহর্তা অর্থে রাজ-কর্মচারী। নবকৃষ্ণ রামচরণের কনিষ্ঠ পুত্র। রামচরণ মুড়াগাছা হইতে বাস উঠাইয়া গোবিন্দপুর (বর্তমান ফোর্ট উইলিয়ম) নামক গ্রামে আসিয়া বাস করেন। এইখানেই অনুমান ১৭৩২ খ্রীঃ নবকৃষ্ণের জন্ম হয়। পরে দুর্গ নির্মাণ জন্য যখন গোবিন্দপুর গ্রাম কোম্পানি লইলেন, তখন রামচরণ সুতানুটিতে আসিয়া একখানি বাড়ি ক্রয় করিলেন। এই বাড়িই বর্তমান রাজবাড়ির "পূর্বপুরুষ" স্বরূপ। অল্প বয়সে নবকৃষ্ণ পিতৃহীন হন। ১৮ বৎসর বয়সে ইনি ওয়ারেন হেস্টিংসকে ফারসী ভাষায় শিক্ষা দিতেন। লর্ড ক্লাইভের মুৎসুদ্দি লক্ষ্মীকান্ত (অপর নাম নকুধর) নবকৃষ্ণকে নিজের অধীনে একটি কর্ম দেন। ইঁহার পারস্য ভাষায় পার-দর্শিতা দেখিয়া ক্লাইভ ইঁহাকে কোম্পানির মুন্সি-পদে অধিষ্ঠিত করেন ও ইঁহার কার্য-দক্ষতা দেখিয়া অনেক বিশ্বস্ত কার্যে ইঁহাকে নিযুক্ত করেন। নবকৃষ্ণ ক্লাইভের উপঢৌকন লইয়া হালসীবাগানে অবস্থিত ও কলিকাতা আক্রমণে আগত নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার শিবিরে গমন করেন ও তাঁহার গতিবিধির গুপ্ত সংবাদ আনিয়া দেন। ক্লাইভের সহিত মিরজাফরের সম্মি-লন ইনিই ঘটাইয়া দেন। উভয়ের মধ্যে সুবেদারী সম্বন্ধে যে অঙ্গীকারপত্র লিখিত হয়, তাহার ভিতরও নবকৃষ্ণ ছিলেন। মিরকাসিমের সহিত যুদ্ধের সময় ইনি মেজর এডাম্সের সঙ্গে ছিলেন। সম্রাট্ সাহ আলম ও অযোধ্যার নবাবের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপন হয়, তাহার মধ্যেও ইনি ছিলেন। বেনারস সম্বন্ধে বলবন্তসিংহের সহিত এবং বেহার সম্বন্ধে সেতাব রায়ের সহিত যে চুক্তি হয়, নবকৃষ্ণ তাহার মূলেও ছিলেন। ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ সম্রাট্ সাহ আলমের নিকট হইতে নবকৃষ্ণকে রাজা বাহাদুর ও মনসব্ দশহাজারী উপাধি ও সেই সঙ্গে ৩০০০ অশ্বারোহী, পালকি-ঝালরদার ও নাকাড়া রাখিবার অধিকার আনাইয়া দেন। পর বৎসর ক্লাইভ আবার মহারাজ বাহাদুর ও ছহাজারী উপাধি এবং ৪০০০ অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার সম্রাটের নিকট হইতে আনাইয়া

দেন এবং পারস্য ভাষায় খোদিত একটি স্বর্ণপদক নবকৃষ্ণকে অর্পণ করেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ ইঁহাকে সুতানুটির জমিদারী স্বত্ব প্রদান করেন। নবকৃষ্ণ নিম্নলিখিত কার্যালয়গুলির অধ্যক্ষ ছিলেন। (১) মুন্সী দপ্তর অর্থাৎ পারস্যভাষা বিভাগের সেক্রেটারীর আফিস; (২) আরজবেগী দপ্তর অর্থাৎ যেখানে আবেদনসকল গৃহীত হইত; (৩) জাতিমালা কাছারি অর্থাৎ যেখানে জাতিঘটিত অভিযোগের বিচার হইত; (৪) খাজনাখানা অর্থাৎ যেখানে কোম্পানির টাকা রক্ষিত হইত; (৫) মাল আদালত, অর্থাৎ ২৪ পরগনার রাজস্বসম্বন্ধীয় বিচারালয়; এবং (৬) তহসিল দপ্তর অর্থাৎ ২৪ পরগনার কালেক্টারের আফিস। রাজবাড়িতে বসিয়াই নবকৃষ্ণ সকল কার্য দেখিতেন। ক্লাইভ অবসর গ্রহণ করার পর হেস্টিংসের সময়েও ইনি এই সকল কার্য দেখিতেন। পরন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে হেস্টিংস ইঁহাকে বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের অভিভাবক এবং বর্ধমান স্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। ইঁহার বিদ্যানুরাগ যথেষ্ট ছিল। প্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও বাণেশ্বর বিদ্যালংকার ইঁহার সভার অলংকার স্বরূপ ছিলেন। ইনি বহুযত্নে ও অর্থব্যয়ে পারস্য ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত অনেকগুলি লিপি সংগৃহীত করিয়াছিলেন। কলিকাতা পাথুরিয়া গির্জা (St. John's Cathedral) যেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ও তৎসন্নিহিত স্থান (যাহা কবর দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল) নবকৃষ্ণ কোম্পানিকে দান করিয়াছিলেন। নবকৃষ্ণ বহুদিন পুত্রমুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামসুন্দরের পুত্র গোপীমোহনকে দত্তকরূপে গ্রহণ করেন। পরে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ নামে এক পুত্র জন্মে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে নভেম্বর নবকৃষ্ণ পরলোকগমন করেন।

নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য—১৮৫৯-১৯৩৯ খ্রীঃ। প্রসিদ্ধ কবি। জন্ম হাওড়া জেলার অন্তর্গত আমতার নিকটবর্তী নারিট গ্রামে। ইঁহার প্রসিদ্ধ কবিতা 'গোকুলে মধু ফুরায়ে গেল'। 'ছেলেখেলা', 'টুকটুকে রামায়ণ', 'ছবির ছড়া', 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

নবগ্রহ—সূর্য চন্দ্র মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি রাহু কেতু এই নয় গ্রহ। কর্মধা। বি; পু।

নবচ্ছিদ্র—শরীর। নব (৯ নয়) ছিদ্র যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

নবজাত—সদ্যঃ বা অল্প দিবস পূর্বে উৎপন্ন। সুপ্ সুপা। বিণ।

নবজীবন—নূতন জীবনলাভ, সাংঘাতিক রোগের পর আরোগ্য বা স্বাস্থ্য; অপকৃষ্ট অবস্থার পর উৎকৃষ্ট অবস্থা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবজ্বর—তরুণজ্বর, জ্বরের প্রথম অবস্থা। কর্মধা। বি; পু।

নবডঙ্কা—বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, কিছুই নয়, কলা; অবজ্ঞা ও উপেক্ষাসূচক উক্তি। বাংপ্র। বি।

নবত—১। নবতিতম (তাহা দ্রঃ)। নবতি + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**নবতী**। ২। নহবৎ বাদ্য। আ-মু। বি।

নবতারাবলী—নূতন তারকাশ্রেণী; নয়টি নক্ষত্র। বি; স্ত্রী।

নবতি—নব্বই, ৯০। নবগুণিত যে দশ, কর্মধা নিপাতনে। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবতিতম—৯০ সংখ্যার পূরণ। নবতি + তমট্ পূরণার্থে।। বিণ। স্ত্র, **-তমী**।

নবতী—নবতি, নব্বই, ৯০। নবতি + ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

নবত্ব—নবীনতা, নূতনত্ব। নব + ত্ব ভাবার্থে।

নবদম্পতি—নববিবাহিতা পত্নী ও পতি। দ্বন্দ্ব ও কর্মধা। বি; পু।

নবদল—নূতন পত্র; পদ্মের কেশরসন্নিহিত পত্র; নূতন পদ্মের পাপড়ি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবদশ—ঊনবিংশতি, ১৯। নব অধিক দশ, মধ্যপ। বিণ।

নবদীধিতি-মঙ্গলগ্রহ। নব (নয়) দীধিতি (রশ্মি) যাহার, বহু। বি; পু।

নবদুর্গা—পার্বতী ব্রহ্মচারিণী চন্দ্রঘণ্টা কুষ্মাণ্ডা স্কন্দমাতা কাত্যায়নী কালরাত্রি মহাগৌরী সিদ্ধিদা—এই নয় দুর্গামূর্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবদ্বার—কর্ণদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় নাসাদ্বয় মুখ পায়ু উপস্থ-দেহস্থ এই নয় দ্বার বা ছিদ্র। দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

নবদ্বীপ—নদীয়া জেলায় অন্তর্গত নগর বিঃ। ইহারও সাধারণ নাম নদীয়া। বঙ্গের শেষ হিন্দু রাজা লক্ষ্মণ সেন গৌড় হইতে রাজধানী উঠাইয়া এইস্থানে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১২০৩ খ্রীঃ অঃ পাঠান সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজী রাজধানী আক্রমণ করেন এবং লক্ষ্মণ সেন রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া পুরী পলায়ন করেন। নবদ্বীপ হিন্দুর চক্ষে বড়ই পবিত্র স্থান। এইখানেই চৈতন্যদেব দেহগ্রহণ করেন। মায়াপুর নামক স্থানটি তাঁহার জন্মস্থান বলিয়া অধুনা নির্দেশিত হইয়াছে। প্রতিবৎসর দোলপূর্ণিমার সময়ে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চা ও অধ্যাপনার জন্য নবদ্বীপ বহুদিন হইতে প্রসিদ্ধ। চৈতন্যদেবের সমকালে এই নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি নব্যন্যায় প্রবর্তক এবং রঘুনন্দন ভট্টাচার্য গভীর পাণ্ডিত্য ও গবেষণাপূর্ণ অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব বা স্মৃতি-নিবন্ধন-প্রণেতা। মধুর সরল উদার পবিত্র ধর্ম ও সাহিত্য নভোমণ্ডলে একদা এই তিনটি সমুজ্জ্বল নক্ষত্র উদিত হইয়াছিল।

নবধা—নয় খণ্ডে বা দিকে; নয় প্রকার; নয়বার। 'নব' (২) দ্রঃ। নবন্ (নয়) + ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

নবধাতু—স্বর্ণ রৌপ্য পিত্তল সীসক তাম্র রঙ্গ লৌহ কাংস্য এবং কান্তলৌহ—এই নয়টি ধাতু। কর্মধা। বি; পু।

নবনবতি—নিরানব্বই, ৯৯। নবাধিকা নবতি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

নবনবতিতম—৯৯ এই সংখ্যার পূরক। নবনবতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**। [কর্ম। বি; স্ত্রী।

নবনী-ননী, মাখন। নব শব্দ—নী + ক্বিপ্

নবনীত ননী, মাখন। নব শব্দ-নী + ক্ত কর্ম। বি; স্ত্রী।

নবনীতক—ঘৃত। নবনীত হইতে জাত এই অর্থে নবনীত + কণ্। বি; স্ত্রী।

নবনীত-ধেনু—দানার্থ নবনীত-নির্মিতা ধেনু। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নবপত্রিকা—কদলী দাড়িমী ধান্য হরিদ্রা মান কচু বিল্ব অশোক জয়ন্তী—এই নয় পত্রিকাযুক্তা স্ত্রীমূর্তি; কলাবউ। [দুর্গোৎসব উপলক্ষে পূজারম্ভের পূর্বে এতদ্দেশে নবপত্রিকা প্রবেশের নিয়ম আছে]। নব (নয়) পত্রিকা যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

নবপাঠক—নূতন অধ্যাপক; নবীন ছাত্র; নূতন পাঠকারী। কর্মধা। বি; পু।

নবপ্রাশন-নবান্নভক্ষণ। নবের (নবান্নের) প্রাশন (ভোজন), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নবফুল্ল—নূতন প্রস্ফুটিত। সুপ্ সুপা। বিণ।

নববধূ—নবোঢ়া স্ত্রী, নূতন বৌ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নববর্ষ—১। নূতন বৎসর; নূতন বর্ষণ। কর্মধা। ২। ভারতাদি নয় (৯) বর্ষ। দ্বিগু। বি; পু বা স্ত্রী।

নববস্ত্র—নূতন কাপড়। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [শাস্ত্রে নববস্ত্র পরিধানের দিন এইরূপ কথিত হইয়াছে—বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, হস্তা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, পুনর্বসু, স্বাতী, চিত্রা,

অশ্বিনী এবং রেবতী নক্ষত্রে নববস্ত্র পরিধান প্রশস্ত।]

নববিধান—১। নূতন নিয়ম। কর্মধা। ২। কেশবচন্দ্র সেন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসমাজের শাখা বিঃ; আশুতোষ দেব প্রণীত একখানি আধুনিক অভিধান। বহু। বি; স্ত্রী।

নবম—৯ সংখ্যার পূরণ। নবন্ (নয়) + মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**নবমী**।

নবমল্লিকা, নবমালিকা—পুষ্প বিঃ; লতা বিঃ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবমী—১। ৯ এই সংখ্যার পূরিকা। নব + ম + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রের নবম কলার হ্রাসবৃদ্ধির ক্রিয়াসম্ভূত তিথি বিঃ [বৈশাখের শুক্লা নবমী সীতা-নবমী, ভাদ্রের শুক্লা তালনবমী, আশ্বিনের কৃষ্ণা বোধননবমী, আশ্বিনের শুক্লা মহানবমী, কার্তিকের শুক্লা দুর্গানবমী, মাঘের শুক্লা মহানন্দা, চৈত্রের শুক্লা শ্রীরামনবমী]। বি; স্ত্রী।

নবমীদশা—মূর্ছা। প্রা কপ্র। বি।

নবযজ্ঞ—নবান্নরূপ যজ্ঞ। নবধান্যনিমিত্তক যজ্ঞ, মধ্যপ। বি; পু।

নবযুবতী, নবযুবতি—নূতন যৌবন-বিশিষ্টা। কর্মধা। বিণ; স্ত্রী।

নবযৌবন—নবীন তারুণ্য, নূতন যুবা অবস্থা। কর্মধা। বি; ক্লী।

নবযৌবনা—নূতন যুবতী; ষোড়শী কামিনী। নব হইয়াছে যৌবন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

নবরঙ্গ—১। কুলীন কায়স্থদিগের নয়প্রকার কন্যা আদান প্রদানরূপ কুলকার্য। কর্মধা। ২। নারাঙ্গা নেবু। নব রঙ্গ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

নবরত্ন—১। মুক্তা মাণিক্য বৈদূর্য গোমেদ বজ্র বিদ্রুম পদ্মরাগ মরকত নীলকান্ত—এই নয় রত্ন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ধন্বন্তরি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাস বরাহমিহির বররুচি—রাজা বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ এই নয় জন পণ্ডিত। বি; ক্লী।

> "ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-
> বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
> খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
> রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।"

নবরস—কাব্যে প্রচলিত নয় প্রকার রস ['কাব্যরস' দ্রঃ]; নূতন রস। কর্মধা। বি; পু।

নবরাত্র—১। আশ্বিনমাসীয় শুক্লপ্রতিপদ্ হইতে নবমী পর্যন্ত নয় তিথি। নব (নয়) রাত্রির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। ২। ঐ কয় দিবস অনাহারে থাকিয়া করণীয় ব্রত বিঃ। নবরাত্রি-সাধ্য কর্ম এই অর্থে নব—রাত্রি + অ। বি; ক্লী।

নবলক্ষণ—১। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-সংক্রান্ত নয় প্রকার ঐশ নিদর্শন; আচার বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শন নিষ্ঠা বেদপাঠ তপস্যা দান—ব্রাহ্মণের এই নয় প্রকার চিহ্ন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নয় প্রকার বিশেষ চিহ্নযুক্ত। নব (নয়) লক্ষণ যাহার, বহু। বিণ। [চণস্। অ।

নবশঃ (-শস্)—নয় নয় করিয়া। নবন্ +

নবশক্তি—বিমলা উৎকর্ষণী জ্ঞানা যোগা ক্রিয়া প্রহ্বী সত্যা ঈশানা অনুগ্রা—এই নয় ঐশী শক্তি [ইঁহারা সংজ্ঞার গর্ভজাতা]। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবশাক—নবশায়ক (তাহা দ্রঃ)।

নবশায়ক—সদ্গোপ মালাকার তৈলী তাঁতি মোদক (ময়রা) বারুই কুম্ভকার কর্মকার নাপিত—এই নয় জাতি [ইহাদিগকে নয়টি শাখায় বা শ্রেণীতে বিভক্ত বলিয়া সাধারণতঃ নবশাক বলে]। বি; পু।

"গোপো মালী তথা তৈলী তন্ত্রী মোদকবারুজী।
কুলালঃ কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়কাঃ॥"

নবসূতিকা—নবপ্রসূতা নারী; ধেনু। নবা সূতিকা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবাগত—নূতন উপস্থিত, অভ্যাগত, যে নূতন আসিয়াছে এরূপ। নব যথা তথা আগত, সুপ্সুপেতি। বিণ।

নবান্ন—১। নূতন অন্ন। নব অন্ন, কর্মধা। ২। অগ্রহায়ণ মাসে অনুষ্ঠেয় স্বনামখ্যাতা বার্ষিকী ক্রিয়া, দুধ গুড় নারিকেল কলা প্রভৃতির সহিত নূতন আতপ চাউল ভক্ষণরূপ সংস্কার বিঃ [এই ক্রিয়া না করিয়া নূতন তণ্ডুল ভক্ষণ নিষিদ্ধ]। নব অন্ন যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

নবাব—প্রাদেশিক শাসনকর্তা; মুসলমান সামন্ত রাজা বা বড় জমিদার; মুসলমান সম্রান্ত ব্যক্তির উপাধি; (ব্যঙ্গে) নবাবের ন্যায় বিলাসী। আ-মু। বি।

নবাবজাদা—নবাবের পুত্র, রাজকুমার। আ-মু। বি; পু।

নবাবজাদী—নবাবের কন্যা, নবাব-নন্দিনী, রাজকুমারী। আ-মু। বি; স্ত্রী।

নবাব-নাজিম—একাধারে নবাব ও বিচারপতি। আ-মু। বি।

নবাবি—নবাবের পদ বা কার্য। আ-মু। বি।

নবাবী—নবাবসম্বন্ধীয়; নবাবের উপযুক্ত; বড়মানুষী। আ-মু। বিণ।

নবাম্বিকা—ব্রহ্মাণী মাহেশী কৌমারী বৈষ্ণবী বারাহী নারসিংহী মাহেন্দ্রী চণ্ডিকা মহালক্ষ্মী—এই নয় অম্বিকা অর্থাৎ দুর্গা-মূর্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নবাহ—১। নূতন দিন, কোন পক্ষের প্রথম দিবস। নব (নূতন) অহন্ (দিন), কর্মধা। ২। নয় দিন ব্যাপী কাল, একাদিক্রমে নয় দিবস। নব (নয়) অহনের (দিনের) সমাহার, দ্বিগু। বি; পু।

নবী—ভগবৎপ্রেরিত দূত; পয়গম্বর। আ-মূ। বি।

নবিস, নবীস—যে লিখিতে জানে, লেখক ('নকল—')। ফা। বি বা বিণ।

নবীকরণ—যাহা একবার পুরাতন হইয়াছিল তাহাকে নূতন করা, নূতন করিয়া সৃষ্টি; জীর্ণোদ্ধার। নব (নূতন) + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—কৃ (করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নবীকৃত—যাহা পুনরায় নূতন করা হইয়াছে এরূপ। নব + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী) —কৃ (করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নবীন—নূতন, নব্য; তরুণ। নব (নূতন) + ঈন স্বার্থে। বিণ।

নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘোষপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলি ও কলিকাতায় ইঁহার বাল্যশিক্ষা পরিসমাপ্ত হয়। কলিকাতায় অবস্থানকালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আনন্দকৃষ্ণ বসু, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি কতিপয় মহাত্মার সহিত ইঁহার বন্ধুত্ব হয়। এই সাহিত্যিকমণ্ডলীর সহবাসে থাকিয়া ইঁহার হৃদয়ে সাহিত্যসেবার বাসনা স্ফুরিত হয়। সর্বপ্রথম গুপ্ত কবির 'প্রভাকর' ও 'সাধুরঞ্জনে' ইঁহার কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার দত্তের পর, ছয় বৎসরকাল ইনি "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তৎপরে "প্রাকৃততত্ত্ববিবেক" ও "জ্ঞানাঙ্কুর" নামে ইঁহার দুইখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক বাহির হয়। "করসংক্রান্ত আইনের নজীর" নামে ইঁহার এক পুস্তক প্রকাশিত হইলে বাঙ্গালাদেশের তৎকালীন ছোটলাট উঁহার বিশেষ প্রশংসা করেন এবং নবীনবাবুকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া দিতে চাহেন। কিন্তু নবীনবাবু তাহাতে অসম্মত হন। ইনি অসাধারণ তেজস্বী ও পরোপকারী ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসনের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া ইনি দুর্ভিক্ষের সময়ে এবং নীলকরদিগের অত্যাচারকালে দেশের অনেক কাজ করিয়াছিলেন। কিছুদিন ইনি হিন্দু-পেট্রিয়টের সম্পাদকতা করেন, পরে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক হইয়া উঁহার

যথেষ্ট সৌষ্ঠববৃদ্ধি করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

নবীনচন্দ্র সেন—১২৫৩ সালের ২৯শে মাঘ চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত নয়াপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা গোপীমোহন সেন মুন্সেফ ছিলেন। নবীনচন্দ্র চট্টগ্রামের পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া স্কুলে প্রবেশ করেন। মাতার অত্যধিক প্রশ্রয় পাইয়া ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্কুলে নবীনচন্দ্র শাসনের অতীত হইয়াছিলেন। স্কুলেই ইনি Wicked the great (দুষ্টের শিরোমণি) এই উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার পিতা অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন। তাঁহার প্রচুর আয় ছিল বটে, কিন্তু তিনি কিছুমাত্র সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। পুত্রের এইরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাঠে অমনোযোগ দেখিয়া তিনি একদিন আক্ষেপ করিয়া পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, লেখাপড়া না করিলে তোমাকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইবে, আমি তোমার জন্য একটি পয়সাও রাখিয়া যাইতে পারিব না।" ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. পাস করেন। নানা কারণে ইঁহার পিতা এই সময়ে খরচ বন্ধ করিলে ইনি ছেলে পড়াইয়া সেই আয়ের দ্বারা বি. এ. পড়িতে লাগিলেন। এই সময়েই ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অনন্তর ইনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত কবিতাপ্রিয় ছিলেন। পঠদ্দশাতেই ইনি বিবিধবিষয়ক কবিতা লিখিয়া অনেক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত করিতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার যখন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক, সেই সময়ে নবীনচন্দ্রের অনেক কবিতা এডুকেশন গেজেটে মুদ্রিত হয়। এ বিষয়ে প্যারীচরণ ইঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিতেন। ১২৭৮ সালে ইঁহার অবকাশরঞ্জিনী বাহির হয়। কবি সুকৌশলে আপনার জীবনের দুঃখের কাহিনী এই কাব্যে সন্নিবিষ্ট করেন। অনন্তর ১২৮২ সালে ইঁহার পলাশীর যুদ্ধ কাব্য প্রকাশিত হয়। অতঃপর কবিবর ক্রমে ক্রমে রঙ্গমতী, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করেন। ফলতঃ নবীনচন্দ্র একজন স্বভাবকবি ছিলেন। বঙ্গভাষা চিরকাল নবীনচন্দ্রের নিকট ঋণী থাকিবে।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে জানুয়ারি চট্টগ্রামস্থ স্বীয় বাসভবনে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটিয়াছে। নবীনচন্দ্র নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিও প্রণয়ন করিয়াছেন:—প্রবাসের পত্র; খৃষ্ট; ভানুমতী। এতদ্ভিন্ন তিনি গীতা ও চণ্ডীর বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে ইঁহার আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল।

নবীভাব, -ভবন—পুরাতনের নূতনত্ব লাভ। নব শব্দ (নূতন)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=নবী)—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; পু, ক্লী। বিণ—**নবীভূত**।

নবোঢ়া—১। নূতন বিবাহিতা। নব যথা তথা উঢ়া (বিবাহিতা), সুপ্‌সুপেতি। বিণ; স্ত্রী। ২। নববিবাহিতা স্ত্রী, নববধূ, নূতন বৌ। বি; স্ত্রী।

নবোদক—নূতন জল; প্রথম প্রথম পতিত বৃষ্টির জল। নব যে উদক, কর্মধা। বি; ক্লী।

নবোদিত—নূতন উদিত, নবপ্রকাশিত। নব যথা তথা উদিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

নবোদ্গত—নূতন উত্থিত, অল্পদিন মাত্র উদ্গত। নব যথা তথা উদ্গত, সুপ্-সুপেতি। বিণ।

নবোদ্ভাসিত—নূতন দীপ্ত, নবশোভিত। নব যথা তথা উদ্ভাসিত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

নবোন্মেষিত—নব প্রস্ফুটিত; নূতন উন্মীলিত। নব যথা তথা উন্মেষিত, সুপ্-সুপেতি। বিণ।

নব্বই—নবতি, ৯০। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নব্য—নবীন, নূতন; অপ্রবীণ; যুবা, তরুণ; অধুনাতন, হালি ('— সম্প্রদায়')। নু (স্তুতি করা)+য কর্ম অথবা নব শব্দ+য। বিণ। **নব্য সম্প্রদায়**—তরুণবয়স্ক ব্যক্তিগণ।

নভ—১। শ্রাবণমাস। বি; পু। ২। আকাশ। বি; ক্লী। ৩। নাশক; হিংসক। নভ্ (বধ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

নভঃ (নভস্)—গগন, আকাশ; বয়স্। নহ (বন্ধন করা) বা নভ্ (বধ করা)+অস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

নভঃস্থ, নভস্থ—আকাশস্থিত। নভস্ বা নভ—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

নভঃস্থল, -তল—আকাশ। নভঃই যে স্থল, তল, কর্মধা। বি; ক্লী।

নভঃস্থিত, নভস্থিত—আকাশস্থ। ৭তৎ। বিণ।

নভগ—১। আকাশগামী, গগনচারী, বিমানবিহারী। উপতৎ; নভ (গগন)—গম্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বৈবস্বত মনুর পুত্র। বি; পু। বহুকাল গুরুগৃহে অবস্থাননিবন্ধন ভ্রাতৃগণ ইঁহাকে ব্রহ্মচারী বোধ করিয়া যাবতীয় পৈতৃক ধন আপনারা বিভাগ করিয়া গ্রহণ করেন, ইঁহার জন্য কিছুই রাখেন না। ইনি বহুকালান্তে গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতার নিকট ভ্রাতৃবর্গের আচরণের কথা জানাইলে মনু ইঁহাকে অঙ্গিরা ঋষির যজ্ঞে যাইতে ও তথায় বিশ্বদেবের স্তুতি পাঠ করিতে অনুমতি করেন। অনন্তর ঐরূপ অনুষ্ঠিত হইলে ঋষিগণ রুদ্রপ্রাপ্য যজ্ঞাবশিষ্ট ইঁহাকে প্রদান করেন। রুদ্রদেব স্বীয় অংশ চাহিলে ইনি তদীয় প্রসাদ মাত্র প্রার্থনা করিলেন। ইঁহার দীনভাব ও সচ্চরিত্রতা দর্শনে পরম পরিতুষ্ট হইয়া রুদ্রদেব ইঁহাকেই স্বপ্রাপ্য সমস্ত অংশ সমর্পণ করিলেন। ইনি পরম ধার্মিক ছিলেন বলিয়া "মুনি" বলিয়াই পরিচিত হন।

নভশ্চক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—সূর্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নভশ্চর—১। খেচর, আকাশগামী। উপতৎ; নভস্ (আকাশ)—চর্ (গমন করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নভশ্চরী**। ২। পক্ষী; বায়ু; মেঘ; সূর্যাদি গ্রহ; বিদ্যাধরাদি; রাক্ষস। বি; পু।

নভস—আকাশ; স্বর্গ। নভ (বধ করা)+অসচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

নভস্থল—গগনতল, আকাশদেশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নভস্তল—'নভঃস্থল' দ্রঃ।

নভস্পৃক্ (-স্পৃশ্)—গগনস্পর্শী। নভ—স্পৃশ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

নভেম্বর—ইংরাজী বৎসরের একাদশ মাস, November. ইং। বি।

নভেল—উপন্যাস। <ইং 'novel'. বি।

নভোমণি—সূর্য। নভস্‌এর (আকাশের) মণি স্বরূপ, ৬তৎ। বি; পু।

নভোমণ্ডল—গগনমণ্ডল, আকাশদেশ। নভস্‌এর (আকাশের) মণ্ডল, ৬তৎ, অথবা নভঃ মণ্ডলের ন্যায়, উপমিত কর্মধা। বি; ক্লী।

নভোরজঃ (-রজস্), **-রেণু**—কুজ্ঝটিকা, কুয়াশা; অন্ধকার। ৬তৎ। বি; ক্লী, পু বা স্ত্রী।

নম—প্রণাম। <নমস্। বি। **নম নম করে সারা**—তাড়াতাড়ি কোনরকমে কাজ শেষ করা; সংক্ষেপে কাজ শেষ করা।

নমঃ (নমস্)—নমস্কার, প্রণাম; ত্যাগ। নম্ (নত হওয়া)+অস্ কর্তৃ। অ।

নমঃশূদ্র, নমশূদ্র—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতি বিঃ, কোটাল। বাংপ্র। বি।

নমন—১। নত হওয়া। নম্ (নত হওয়া)+ অনট্ ভাব। ২। নতকরণ, নোয়ানো। ণিজন্ত নম্ বা নমি+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

নমনীয়—নমনের যোগ্য, নমনসাধ্য। নমি+অনীয় কর্ম। বিণ।

নমস—অনুকূল। নম্ (নত হওয়া)+অসচ্ কর্তৃ। বিণ। [+ইত। বিণ।

নমসিত—অভিবাদিত ; পূজিত। নমস্ শব্দ

নমস্কর্তা (-স্কর্তৃ)—নমস্কারকারী, প্রণামকারক। নমস্—কৃ (করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নমস্কর্ত্রী**।

নমস্কার—প্রণাম। 'নমঃ' দ্রঃ। নমস্ শব্দ—কৃ +ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। [সমান সম্পর্ক বা মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির সম্বন্ধে 'নমস্কার' এবং গুরুজন সম্বন্ধে 'প্রণাম' ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নমস্কার ত্রিবিধ ; কায়িক, বাচিক ও মানসিক। ইহাদের প্রত্যেকে আবার উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার। হস্তপদ প্রসারিত করিয়া দণ্ডবৎ ভূতলে পতিত হইয়া ললাট দ্বারা ভূমি স্পর্শ করাকে উত্তম কায়িক নমস্কার বলে। জানুদ্বয় ভূমিতে সংলগ্ন করিয়া ললাট দ্বারা ভূমি স্পর্শকে মধ্যম কায়িক নমস্কার, এবং কেবল করতলদ্বয় মিলিত করিয়া তদ্দ্বারা ললাট স্পর্শকে অধম কায়িক নমস্কার বলে। ভক্তিসহকারে স্বরচিত সংগীতাদি দ্বারা স্তুতি করিয়া যে নমস্কার, তাহা উত্তম বাচিক নমস্কার। বৈদিক বা পৌরাণিক স্তোত্র পাঠ করিয়া যে নমস্কার তাহা মধ্যম বাচিক নমস্কার। আর নিজ অভীষ্টের উল্লেখ করিয়া চলিত ভাষায় নমস্কার করাকে অধম বাচিক নমস্কার বলা যায়। এইরূপ ইষ্ট, মধ্য ও অনিষ্টগত মনোভাব জ্ঞাপনরূপ ত্রিবিধ মানস নমস্কার।]

নমস্কারী—বিবাহাদি উপলক্ষে বরবধূ নমস্যগণকে যে বস্ত্রাদি দিয়া নমস্কার বা প্রণাম করে। বাংপ্র। বি।

নমস্কৃত—কৃতনমস্কার, যাহাকে নমস্কার করা হইয়াছে এরূপ, অভিবাদিত। নমস্—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নমস্য—প্রণম্য ; পূজনীয়। নমস্ শব্দ+ ক্য=নমস্য (নামধাতু), তদুত্তরে য কর্ম। বিণ।

নমস্যা—১। প্রণম্যা, পূজনীয়া। নমস্য+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পূজা ; নতি। নমস্ শব্দ+ক্য=নমস্য (নামধাতু), তদুত্তরে অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নমস্যিত—নমসিত, অভিবাদিত ; পূজিত। নমস্ শব্দ+ক্য (=নমস্য নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নমাজ—নামাজ, মুসলমানদিগের উপাসনা। ফা। বি।

নমিত—যাহাকে নোয়ানো গিয়াছে এরূপ, বক্রীকৃত। ণিজন্ত নম্ বা নমি (নত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নমুচি—১। কন্দর্প, মদন। ন (না)—মুচ্ (ত্যাগ করা)+কি কর্তৃ। বি ; পু। ২। জনৈক দৈত্য। কশ্যপের ঔরসে দনুর গর্ভে ইহার জন্ম। ইন্দ্র অন্যান্ত অসুরদিগকে বধ করিয়া অবশেষে ইহার হস্তে পরাজিত ও আবদ্ধ হন। পরে, রাত্রি কিংবা দিবাভাগে ইহাকে বধ করিবেন না বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া মুক্তি লাভ করেন। অতঃপর অসুরের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত ইহাকে না রাত্রি না দিবা অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে বধ করেন।

নমুচিসূদন—ইন্দ্র, শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

নমুনা—পদার্থের পরিচয়স্বরূপ অংশ বা নিদর্শন ; আদর্শ, দৃষ্টান্ত। বাংপ্র। বি।

নম্বর—পরীক্ষায় লব্ধ সংখ্যা, marks ; পরিচয়সূচক অঙ্ক ; শ্রেণীতে স্থাননির্দেশক অঙ্ক। <ইং 'number'. বি।

নম্বরী—নম্বরওয়ালা, চিহ্নিত। ইং-মু। বিণ।

নম্বরী নোট—একশত টাকার বেশী মূল্যের নোট।

নম্য—নমনীয় ; নমস্কারযোগ্য। নম্ (নত করা) +য কর্ম। বিণ।

নম্র—নত, প্রণত ; বিনীত ; নরম, কোমল। নম্ (নত হওয়া)+র কর্তৃ। বিণ।

নম্রক—নম্র, নত। নম্র+কণ্ স্বার্থে। বিণ।

নম্রতা—নমনীয়তা ; কোমলতা, নতি ; বিনয়। নম্র+তা। বি ; স্ত্রী।

নয়—১। নীতি ; উপদেশ। নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভাব। ২। নীতিশাস্ত্র ; দ্যূত বিঃ। নী+অল্ করণ। বি ; পু। ৩। ন্যায্য ; উপযুক্ত। নী+অল্ কর্ম। বিণ। ৪। নবসংখ্যা, ৯। <নব। ৫। নহে, না, না হয়, কিংবা। বাংপ্র। অ।

নয়চন্দ্রসূরি—জৈনপণ্ডিত ; হম্পীর মহাকাব্যরচয়িতা। বি ; পু।

নয়ছয়—অপচয়, অপব্যয়। বাংপ্র। বি।

নয়ত—নতুবা, তাহা না হইলে। বাংপ্র। অ।

নয়ন—১। নেত্র, চক্ষুঃ। নী (লইয়া যাওয়া) +অনট্ করণ। ২। প্রাপণ ; লইয়া যাওয়া, যাপন। নী+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নয়নগোচর—দৃষ্টিগোচর, দৃষ্টিপথে পতিত। নয়নের গোচর (বিষয়), ৬তৎ। বিণ।

নয়নজুলি, নয়ানজুলি—পথপার্শ্বস্থ কাটা জলনালী, জলপ্রণালী। বাংপ্র। বি।

নয়ননন্দন—নেত্রের আনন্দদায়ক, চক্ষুঃপ্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ।

নয়নবাণ—বাণতুল্য হৃদয়বিদারিণী দৃষ্টি, চিত্তবিক্ষেপকরী দৃষ্টি। নয়নরূপ বাণ, রূপক। বি ; পু।

নয়নমণি—১। চক্ষুর তারা। ৬তৎ। বি ; পু। ২। অত্যন্ত স্নেহাস্পদ, যাহাকে না পাইলে অন্ধবৎ অবস্থা হয় এরূপ। বিণ।

নয়ন-সুক—সূক্ষ্ম বস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

নয়নানন্দ—১। চক্ষুর আনন্দ। বি ; স্ত্রী। ২। যাহার দর্শনে আনন্দ হয়। বহু। বিণ।

নয়নাভিরাম—চক্ষুর প্রীতিজনক, সুন্দর, প্রিয়দর্শন। নয়নের অভিরাম, ৬তৎ। বিণ।

নয়নী—অক্ষিতারকা, চোখের তারা। নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ করণ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

নয়নোৎসব—১। চক্ষুর আনন্দ। নয়নের উৎসব, ৬তৎ। ২। দীপ, আলোক। নয়নের উৎসব হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

নয়নোপান্ত—অপাঙ্গ। নয়নের উপান্ত, ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

নয়বর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—নীতিপথ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নয়বিৎ (-বিদ্)—নীতিশাস্ত্রজ্ঞ। নয় (নীতিশাস্ত্র)—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

নয়বিশারদ—নীতিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ৭তৎ। বিণ।

নয়ল, নয়লি, নয়ালি—নূতন। প্রা কপ্র। বিণ।

নয়া—১। ন্যায্যা, উপযুক্তা। নয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নূতন। হি-মু। বিণ।

নয়ান—চক্ষু। <নয়ন। বি।

নয়ানজুলি—'নয়নজুলি' দ্রঃ।

নয়ানস্বরূপ—নয়নগোচর, প্রত্যক্ষপ্রমাণ। প্রা কপ্র। বিণ।

নয়ানী—নয়নবিশিষ্টা, লোচনযুক্তা (প্রায়ই অন্য শব্দের সহিত সমাসবদ্ধ দেখা যায়)। প্রা কপ্র। বিণ।

নয়ালী—নূতন। হি-মু। বিণ।

নর—১। মনুষ্য ; পুরুষ ; জনৈক ঋষি ; বিষ্ণুর অংশাবতার ; অর্জুন ; বিষ্ণু ; পরমাত্মা। নৃ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। সারি, হালি ; থেই ; তরঙ্গ। লহরী শব্দজ। বাংপ্র। বি। বিণ—**নরী** ('—হার')।

নরক—১। নর। নর শব্দ+কণ্ স্বার্থে। ২। পাপীদিগের দুঃখভোগের স্থান, নিরয়, জাহান্নম। নৃ (লইয়া যাওয়া)+অক অধি। বি ; পু। ৩। জনৈক দৈত্য। বিষ্ণুর বরাহ অবতারে, তদীয় ঔরসে পৃথিবীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি

শিশুকালে একদা একটি মৃত নরমুণ্ড প্রাপ্ত হইয়া তাহার উপর স্বীয় মস্তক স্থাপনপূর্বক রোদন করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে ইঁহার নাম নরক রক্ষিত হয়। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ইঁহার রাজধানী ছিল। বিদর্ভরাজতনয়া মায়ার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে, তাঁহার গর্ভে ইঁহার ভগদত্ত প্রভৃতি চারি পুত্র হয়। মাতার অনুরোধে পিতার নিকট বর প্রাপ্ত হওয়ায় তাহার প্রভাবে নরকাসুর অস্ত্রের অজেয় হইয়া ক্রমে অতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন, এবং বাণ, কংস প্রভৃতি দুরাচার অসুরদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন-পূর্বক সাধু সজ্জনদিগের উপর নানাপ্রকার উপদ্রব করিতে লাগিলেন। এমন কি, দেবমাতা অদিতিরও কুণ্ডল অপহরণ করিতে ভীত হইলেন না। দিব্যাঙ্গনা-দিগকে হরণ করিয়া অসুর স্বপুরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে লাগিলেন। অবশেষে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইলে ভূভারহারী জনার্দন লোকহিতার্থে নরকাসুরের প্রাণবধ করেন।

নরককুণ্ড—যমপুরীস্থ দুঃখময় স্থান বিঃ; অতি নোংরা স্থান। নরকও যে কুণ্ডও সে, কর্মধা; কিংবা নরকের কুণ্ড, ৬তৎ। বি; ক্লী।

নরকগামী (-গামিন্)—নরকে গমন-কারী, যে নরকে যাইবে, পাপী। নরক —গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-গামিনী**।

নরককঙ্কাল—মনুষ্যাস্থি; মানুষের অস্থি-পঞ্জর। ৬তৎ। বি; পু।

নরকজিৎ—দৈত্যারি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। নরক —জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

নরকপাল—মড়ার মাথার খুলি। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

নরকস্থ—নিরয়ে অবস্থিত, যে বা যাহা নরকে থাকে বা আছে। উপতৎ; নরক —স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নরকান্তক—দৈত্যারি, বিষ্ণু, কৃষ্ণ। নরকের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বি; পু।

নরকাময়—১। নিরয়ব্যাধি। নরকরূপ আময় (রোগ), রূপক। ২। প্রেত। নরক আময় যাহার, বহু। বি; পু।

নরকাসুর—নরক নামক অসুর বা দৈত্য। ['নরক' দ্রঃ।] মধ্যপ। বি; পু।

নরকীলক—গুরুঘাতী, গুরুহত্যাকারী। নরদিগের মধ্যে কীলকতুল্য, ৭তৎ। বি; পু।

নরকেশরী (-কেশরিন্)—নরসিংহ [তাহা দ্রঃ]। নর অথচ কেশরী, কর্মধা। বি; পু।

নরগণ—নরসমূহ; জন্মকালীন গণ বিঃ (ভরণী, রোহিণী প্রভৃতি নক্ষত্রে জন্মিলে নরগণ হইয়া থাকে)। বি; পু।

নরদমা, নরদামা—পয়ঃপ্রণালী। বাংপ্র। বি।

নরদেব—ব্রাহ্মণ; রাজা। নরগণের মধ্যে দেব, ৭তৎ। বি; পু।

নরনারায়ণ—বদরিকাশ্রমস্থ ঋষিদ্বয় [ধর্ম-রাজপত্নী মূর্তির গর্ভে ইঁহাদের জন্ম। কথিত আছে যে, বিষ্ণুর অংশে ইঁহাদের উদ্ভব। ভ্রাতৃদ্বয়ের শরীর ভিন্ন হইলেও অন্য সর্ব বিষয়ে ইঁহারা এক ছিলেন। বদরিকাশ্রমে গমনপূর্বক উভয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা ইঁহাদের কঠোর তপস্যায় ভীত হইয়া অপ্সরাসহ কামদেবকে ভ্রাতৃযুগলের তপোভঙ্গার্থে প্রেরণ করেন। দেবতার মদগর্ব ও অপ্সরার রূপগর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত ইঁহারা রমণীরত্ন উর্বশীকে সৃজন করিয়া ত্রিদিবে প্রেরণ করেন। কথিত আছে যে, এই নরনারায়ণই দ্বাপরের শেষে যথাক্রমে অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হন]। নর ও নারায়ণ, দ্বন্দ্ব; বা নর অথচ নারায়ণ, কর্মধা। বি; পু।

নরনারায়ণ সিংহ—কামরূপের রাজা। ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শরীরে অসাধারণ বল ছিল; এই জন্য তিনি মল্লনারায়ণ নামে খ্যাতি লাভ করেন। ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কালাপাহাড় আসাম জয় করিয়া ৺কামাখ্যা দেবীর ও অন্যান্য দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করেন। নরনারায়ণ দশ বৎসরে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরনির্মাণ কার্য শেষ হয়। ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা নরনারায়ণের মৃত্যু হয়।

নরপতি—নৃপতি, রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

নরপশু—পশুবৎ মনুষ্য, পশুতুল্য কদাচারী মানব, নরাধম। নররূপ পশু, রূপক; অথবা নর পশুর ন্যায়, উপমিত কর্মধা। বি; পু।

নরপিশাচ—মানবাকার পিশাচ, যাহার আকৃতি মনুষ্যের ন্যায় কিন্তু আচরণ পিশাচতুল্য ভয়ানক। নরাকার পিশাচ, মধ্যপ। বি; পু। স্ত্রী—**নরপিশাচী**।

নরপিশুন—খল, শঠ; ক্রূর; নরের মধ্যে যে খলস্বভাব। ৭তৎ। বি; পু।

নরপুঙ্গব—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ। নর পুঙ্গবপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পু।

নরবর—১। মনুষ্যশ্রেষ্ঠ, নরপুঙ্গব। নরদিগের মধ্যে বর, ৭তৎ। ২। প্রাচীন দেশ বিঃ। নর বর (প্রধান) যেখানে, বহু। বি; পু।

নরবলি—দেবীপ্রীত্যর্থে পশুর ন্যায় বলিদান জন্য গৃহীত মানব। নরই যে বলি, কর্মধা; অথবা নররূপ বলি, রূপক। বি; পু।

নরবাহন—১। ধনাধিপ কুবের। নর হইয়াছে বাহন যাহার, বহু। বি; পু। ২। মনুষ্য দ্বারা বাহিত যান, শিবিকা। মধ্যপ। বি; ক্লী।

নরম—পেলব, কোমল, সুকুমার; অকঠিন; শান্ত, ঠাণ্ডা; আর্দ্র; নিকৃষ্ট; কম; আলগা; দয়ার্দ্র; অনুকূল; সুকর, সহজ। <নম্র। বিণ।

নরম-গরম—মিঠেকড়া ('— বোলচাল')। বাংপ্র। বিণ।

নরমাংস—মনুষ্যের মাংস। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নরমাংসাশী (-সাশিন্)—মনুষ্য-মাংস-ভোজী। উপতৎ; নরমাংস—অশ্ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নরমাংসাশিনী**। [ক্রি।

নরমানো—নরম হওয়া বা করা। বাংপ্র।

নরমালা—মনুষ্যের মস্তকনির্মিত মালা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নরমেধ—নরবলি ও নরমাংস দ্বারা কৃত যজ্ঞ বিঃ। নর-বধ-সাধ্য মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপ। বি; পু।

নরযন্ত্র—ছায়া দ্বারা সময়-নিরূপক কীলক যন্ত্র, ছায়া-ঘড়ি। নরকৃত যন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

নরযান—মনুষ্যবাহ্য যান; শিবিকা, পালকি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

নররাজ—নৃপতি। ৬তৎ। বি; পু।

নররূপী (-রূপিন্)—মানবরূপধারী। নরের রূপ—নররূপ, ৬তৎ; নররূপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**নররূপিণী**।

নরলীলা—মনুষ্যকৃত ক্রীড়া, পার্থিব কার্য। নরের লীলা, ৬তৎ; অথবা নরকৃতা লীলা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নরলোক—মনুষ্যলোক, মর্ত্যভূমি; পৃথিবী। নরাধিষ্ঠিত যে লোক, মধ্যপ। বি; পু।

নরসিংহ—১। নরশ্রেষ্ঠ। নর সিংহপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পু। ২। বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার। [এই অবতারে হিরণ্যকশিপু বধ হয়। ব্রহ্মার বরে দৃপ্ত হইয়া দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নানাপ্রকারে উপদ্রব আরম্ভ করে, এবং দেবগণেরও অবধ্য হওয়ায় ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী হইয়া উঠে; এমন কি স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে হরিভক্ত জানিতে পারিয়া তাহার প্রাণ বিনাশের জন্য বিবিধ উপায়ে চেষ্টা করে, কিন্তু প্রকৃত হরিভক্তের বিনাশ কিছুতেই নাই। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের জীবনান্ত করিতে না পারিয়া প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহার হরি সভায়

স্ফটিকস্তম্ভে আছেন কি না। প্রহ্লাদ, আছেন বলায়, হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে যেমন স্তম্ভ ভগ্ন করিলেন, অমনই তাহার মধ্য হইতে বিষ্ণু অর্ধসিংহ ও অর্ধনরের মূর্তিতে বহির্গত হইয়া দৈত্যরাজের প্রাণবধ করিলেন।] নর অথচ সিংহ, কর্মধা। বি ; পু।

নরসিংহদেব—উৎকল দেশের নরপতি [কথিত আছে যে, আলাউদ্দিন খিলিজির রাজত্বকালে ইনি গৌড়নগর অবরোধ করিয়া বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে অতিশয় লাঞ্ছিত করেন। এই সময়ে উড়িষ্যাবাসীরা ত্রিবেণী পর্যন্ত বাঙ্গালার তাবৎ ভূভাগ জয় করিয়াছিল]। বি ; পু।

নরসুন্দর—ক্ষৌরকার, নাপিত। নর সুন্দর হয় যৎকর্তৃক, বহু। বি ; পু। [পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন—"নাপিত জাতীয় 'নরসুন্দর শর্মার' নাম হইতে ক্রমে নাপিতার্থে প্রচলিত হইয়াছে।"]

নরহত্যা—মনুষ্য বধ করা, মানুষ মারা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নরহন্তা (-হন্তৃ) - নরহননকারী, নৃশংস ; ঘাতুক ; রাক্ষস ; ব্যাঘ্র। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**নরহন্ত্রী**।

নরহরি—নরসিংহ অবতার। নর অথচ হরি (সিংহ), কর্মধা। বি ; পু।

নরহরি চক্রবর্তী—ভক্তিরত্নাকর নামক বিরাট গ্রন্থ ইঁহার রচিত। প্রক্রিয়াপদ্ধতি, গৌরচরিতচিন্তামণি, ছন্দসমুদ্র, গীতচন্দ্রোদয়, নরোত্তমবিলাস ও শ্রীনিবাসচরিত প্রভৃতি অন্য কয়েকখানি গ্রন্থও ইনি রচনা করেন। ইঁহার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রবর্তী। ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। নরহরির রচিত বৈষ্ণবরসাশ্রিত অনেক পদাবলী প্রচলিত আছে।

নরহরি দাস—বিখ্যাত পদকর্তা। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ধমানের অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা নারায়ণের দুই পুত্র—মুকুন্দ ও নরহরি। নরহরির গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিচন্দ্রিকাপটল ও ভক্তামৃতাষ্টক বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি শ্রীখণ্ডে গৌরনিতাই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। গৌরলীলার পদ ইনিই প্রথম রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। গৌরাঙ্গের সহিত ইনি নীলাচলে অবস্থিতি করেন। চৈতন্য-মঙ্গল-রচয়িতা লোচন দাসের ইনি গুরু ছিলেন। ১৫৪০ খ্রীঃ নরহরির দেহত্যাগ হয়।

নরাকার, নরাকৃতি—যাহার চেহারা মানুষের ন্যায়, মানবরূপী। নরের আকারের, আকৃতির ন্যায় আকার, আকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

নরাঙ্গিত, নরেঙ্গিত—ন্যায় বিঃ। ('ন্যায়' দ্রঃ।)

নরাধম—অতি হেয় মনুষ্য, দুরাত্মা। নরগণের মধ্যে অধম, ৭তৎ। বি ; পু।

নরাধিপ—রাজা। ৬তৎ। বি ; পু।

নরান্তক—নরহত্যাকারী ; যম ; জনৈক রাক্ষস, রাবণের পুত্র। নরের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বি ; পু।

নরায়ণ—নারায়ণ, বিষ্ণু। নরের অয়ন হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

নরুন—নখ কাটিবার অস্ত্র। বাংপ্র। বি।

নরেন্দ্র—নৃপ, নরাধিপ, রাজা ; বিষবৈদ্য। নরগণের ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বি ; পু।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব (মহারাজ বাহাদুর স্যার)—ইনি কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা রাজকৃষ্ণ দেব বাহাদুরের সপ্তম পুত্র ও মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র। জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ই অক্টোবর। ইনি হিন্দু কলেজে শিক্ষিত হইয়া কিছুদিনের জন্য ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সহিত জীবনের শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং কয়েকবার উহার সভাপতিও হইয়াছিলেন। গভর্নমেন্টের মনোনীত হইয়া ইনি কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটীর অন্যতম কমিশনার পদে অনেক দিন অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যও হইয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কে. সি. আই. ই. এবং ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মহারাজ বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ ইঁহার মৃত্যু হয়।

নরেন্দ্রনাথ সেন (রায় বাহাদুর)—ইনি কলিকাতা কলুটোলার হরিমোহন সেনের চতুর্থ পুত্র ও রামকমল সেনের পৌত্র। জন্ম—১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি। নরেন্দ্রনাথের চারি ভ্রাতাই জয়পুর রাজসরকারে কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইনি চিরদিনই স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহ করিয়াছেন। হিন্দু কলেজে কিছুদিন পাঠান্তে ইনি কাপ্তেন পামারের নিকট কয়েক বৎসর গৃহে বসিয়া বিদ্যাশিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার সংবাদপত্রে লিখিবার অনুরাগ হয়। ১৯ বৎসর বয়সে ইনি আন্লি (Anley) নামক এটর্নির আফিসে কার্য শিক্ষার জন্য প্রবেশ করেন। সেই সময়ে কিশোরীচাঁদ মিত্র-সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান ফিল্ড নামক সংবাদপত্রের প্রবন্ধ-লেখক স্বরূপে ঐ পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অর্থানুকূল্যে ইণ্ডিয়ান মিরার নামক পাক্ষিক পত্র স্থাপিত হয়। মনোমোহন ঘোষ ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথ নিয়মিতরূপে ইহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মনোমোহন ইংলণ্ডে গমন করিলে সম্পাদনভার নরেন্দ্রনাথের উপরই ন্যস্ত হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে হাইকোর্টের এটর্নি দলভুক্ত হইয়া নব ব্যবসায়ে লিপ্ত নরেন্দ্রনাথ সময়াভাবে কিছুদিনের জন্য 'মিরারে'র সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তখন পত্রখানি সাপ্তাহিক হইয়াছে। নরেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্র সেনের সহিত একমত হইয়া পুনরায় ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিলেন, এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের অল্পদিনব্যাপী সম্পাদকতার পর নরেন্দ্রনাথ মিরারের সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পত্রখানির একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত উহার সম্পাদন অতি যোগ্যতা ও নির্ভীকতার সহিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিনিধিস্বরূপে ইনি ১৮৯৭ হইতে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ইনি গীতা সভার সভাপতি ছিলেন। বেঙ্গল থিয়োজফিক্যাল সোসাইটি ইঁহারই নেতৃত্বাধীনে ছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জুন ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইঁহার কর্তৃত্বাধীনে "সুলভ সমাচার" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার নবপর্যায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট এই পত্রিকার ২৫০০০ খণ্ড গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশের বিদ্যালয় ও আফিসসমূহে বিতরণ করিতেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এটর্নি। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই (বঙ্গাব্দ ১৩১৮ সালের ১৬ই আষাঢ়) ইনি পরলোকগমন করেন।

নরেশ, নরেশ্বর—নৃপতি, রাজা। নরদিগের ঈশ বা ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। বি ; পু।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত [ডাক্তার. এম. এ. ডি. এল.] - (১৮৮৩—১৯৬৪ খ্রীঃ)। কলিকাতা হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকীল এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ইনি অল্পসময়ের মধ্যে অনেকগুলি ভাল উপন্যাস ও ছোট গল্প লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। ইঁহার লিখিত "অগ্নি

সংস্কার", "রক্তের ঋণ", "বিপর্যয়", "রাজশ্রী", "দূরের আলো", "তৃপ্তি", "পূর্ণিমা মিলন", "সতী", "অন্তরায়", "তরুণী ভার্যা", "নবীন মাষ্টার" প্রভৃতি পুস্তকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

নরোত্তম—পুরুষোত্তম, নারায়ণ; রাজা; হরিভক্ত সাধক বিঃ। নরের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। বি; পুং।

নরোত্তমদাস—বিখ্যাত বৈষ্ণব পদকর্তা। রামপুর বোয়ালিয়ার নিকটস্থ গড়ের হাট পরগনার অন্তর্গত খেতরী গ্রামে ১৪৫৩ শকে মাঘ মাসে রাজবংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত, মাতার নাম রানী নারায়ণী। ইনি শিশুকাল হইতেই হরিপ্রেমে মত্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার জন্মকালে চৈতন্যদেব জীবিত ছিলেন। পরে তাঁহার তিরোভাবের সংবাদ পাইয়া বালক নরোত্তম মূর্ছিত হইয়া পড়েন। ইনি এক ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিদিন গৌরাঙ্গচরিত শুনিতে যাইতেন। ষোড়শবর্ষ বয়সে ইনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন। রাজা কৃষ্ণানন্দ ইঁহাকে ফিরাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও অকৃতকার্য হন। বৃন্দাবনে গিয়া নরোত্তম জীব গোস্বামীর নিকট সমূহ বৈষ্ণব গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ ইঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। একসময়ে জীব গোস্বামী বঙ্গদেশে প্রচারের ইচ্ছায় নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও শ্যামানন্দ দ্বারা গ্রন্থগুলি বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু পথে গোপালপুর নামক স্থানে দস্যুগণ কর্তৃক উহা অপহৃত হয়। অতঃপর নরোত্তম খেতরীতে কিছুদিন অবস্থান করিয়া মাতাপিতার আনন্দ বর্ধনপূর্বক নবদ্বীপে গমন করেন। তখন চৈতন্যদেবের পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া জীবিত ছিলেন। পরে ইনি নবদ্বীপ হইতে নীলাচল ও নীলাচল হইতে শ্রীখণ্ডে যান। ইনি খেতরীতে মহাপ্রভুর এক বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইনি গড়েরহাটা বা গরাণহাটা কীর্তনের স্রষ্টা। ১৫০৯ শকাব্দে কার্তিক-মাসে কৃষ্ণা পঞ্চমীতে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। জীব গোস্বামী ইঁহাকে "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইনি প্রার্থনা, হাটপত্তন, প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

নর্তক—১। নৃত্যকারী, নৃত্যব্যবসায়ী, নাচওয়ালা। নৃত্ (নাচা)+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। নট; ময়ূর; করী, হস্তী। বি; পুং। স্ত্রী—**নর্তকী**।

নর্তকত্রিপদী—'ছন্দঃ' দ্রঃ।

নর্তন—নৃত্য, নাচ। নৃত্ (নাচা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নর্তনশালা—নৃত্যাগার, নৃত্যশালা; রঙ্গালয়, নাচঘর (মহাভারতীয় বিরাটপর্বেও নৃত্যশালার উল্লেখ আছে)। বি; স্ত্রী।

নর্তিত—১। যাহাকে নাচানো হইয়াছে এরূপ, কম্পিত; দোলিত। ণিজন্ত নৃত্—নর্তি (নাচানো)+ক্ত কর্ম। ২। নৃত্য, নাচ। নৃত্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

নর্থব্রুক, লর্ড (Thomas George Baring, First Earl of Northbrook)—জন্ম ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জানুয়ারি। ইনি কিছুদিন ইংলণ্ডে বিবিধ রাজকার্য করিয়া ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা মে ভারতের ভাইসরয় হইয়া আসেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বেহার প্রদেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি যথাসময়ে ব্যবস্থা করিয়া অতি দক্ষতার সহিত সেই দুর্ভিক্ষ প্রশমিত করেন। ইনি সে বৎসর সিমলা গমন রহিত করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া দুর্ভিক্ষদমনের সন্তোষজনক ব্যবস্থা করেন। বরোদার গাইকোবাড় মহলার রাও বৃটিশ রেসিডেন্ট কর্নেল ফেয়ারকে (Phayre) বিষ প্রদানে লোকান্তরিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এই অভিযোগের তথ্য অনুসন্ধান করিবার জন্য লর্ড নর্থব্রুক একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনের সদস্যরূপে তিনজন ইংরাজ কর্মচারী (কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি কাউচ, রিচার্ড মীড ও ফিলিপ মেলভিল) ও তিনজন দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোক (গোয়ালিয়র এবং জয়পুরের রাজা ও দিনকর রাও) নিযুক্ত করেন। শেষোক্ত তিনজন অভিযুক্তকে নির্দোষ এবং প্রথমোক্ত তিনজন তাঁহাকে দোষী স্থির করেন। লর্ড নর্থব্রুক ইংরাজ কর্মচারিত্রয়ের মত অনুমোদন করিয়া মহলার রাওকে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত করেন এবং তাঁহার পরিবর্তে রাজবংশসম্ভূত একটি বালককে গাইকোবাড় বলিয়া মনোনীত করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে লর্ড নর্থব্রুকের শাসনকালে ইংলণ্ডের যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন। ইনকম্ ট্যাক্স উঠাইয়া দিয়া নর্থব্রুক ভারতীয় প্রজার অনুরাগভাজন হইয়াছিলেন। ইনি অতি ধীরপ্রকৃতি ছিলেন। তুলার শুল্ক সম্বন্ধে ভারতসচিবের সহিত মতভেদ হওয়ায় নর্থব্রুক ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল কার্য ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই নভেম্বর ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

নর্দমা, নর্দামা—ময়লা জলের নালা, ড্রেন। বাংপ্র। বি।

নর্দিত—শব্দযুক্ত, শব্দিত; স্তুত। নর্দ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নর্দী (নর্দিন্)—শ্লাঘাকারী; শব্দায়মান। নর্দ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**নর্দিনী**।

নর্ম (নর্মন্)—ক্রীড়া; পরিহাস, কৌতুক। নৃ (লইয়া যাওয়া)+মন্ করণ। বি; ক্লী।

নর্মদ—কেলিকর; পরিহাসপ্রদ; সুখদায়ক। নর্মন্—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

নর্মদা—১। কেলিকরী, পরিহাসপ্রদা; সুখদায়িকা। নর্মদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ [এই নদী ভারতের মধ্যপ্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া কাম্বে উপসাগরে পড়িতেছে, রেবানদী।

নর্মদা হিন্দুর চক্ষে পবিত্র নদীসপ্তকের অন্যতম। ইহা উত্তর ভারত এবং দাক্ষিণাত্যের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হইয়া উভয়ের সীমা নির্দেশ করিয়াছে। ইহা অমরকণ্টক নামক পাহাড়ে উৎপন্ন হইয়া জব্বলপুরের নয় মাইল দক্ষিণ-পূর্বদিকে একটি পার্বত্য স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে; সেই স্থানে যে প্রপাত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম ধুঁয়া-ধার। এই স্থান হইতে সংকীর্ণভাবে দুই পার্শ্বস্থ শ্বেতপ্রস্তরের পাহাড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া নর্মদা আবার বিস্তারলাভ করিয়াছে। এই পাহাড় "Marble rocks" নামে বিখ্যাত। ব্রোচ শহর অতিক্রম করিয়া নদী সমধিক বিস্তৃতি লাভ করে। ক্যাম্বে উপসাগরে পতনের পূর্বে উভয় তীরের মধ্যে ব্যবধান ১৩ মাইল। রেবাখণ্ডে উক্ত আছে যে, ১৯৫১ সংবতে গঙ্গানদীর পবিত্রতা অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু নর্মদার পবিত্রতা চিরকালই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। নর্মদা এতই পবিত্র নদী যে তত্তীরে সংগৃহীত উপলখণ্ডগুলি শিবলিঙ্গস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। নদীর নাম অবলম্বনে মধ্যপ্রদেশে একটি বিভাগ গঠিত হইয়াছে। হোসাঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর, বেটুল, ছিন্দওয়ারা ও নিমার—এই পাঁচটি জেলা লইয়া নর্মদা বিভাগ সংগঠিত।

নর্মসখী, -সহচরী—ক্রীড়াসঙ্গিনী, অন্তরঙ্গ সই। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নর্মসচিব—ক্রীড়াসহচর; বিদূষক; মো-* সাহেব। ৬তৎ। বি; পুং।

নল—১। তৃণ বিঃ, শর, খাগড়া; নিষধরাজ*, দময়ন্তীর পতি; বানর বিঃ; রামের কপিসৈন্যের একজন সেনানী। নল্ (বন্ধন করা)+অল্ কর্তৃ। বি; পুং।

২। চোঙ ; ডাঁটা। বাংপ্র। বি। **নল চালা**—অপহৃত বা গুপ্ত দ্রব্যের সন্ধান জন্ত মন্ত্র দ্বারা নল চালিত করা।

*নিষধপতি নলের বৃত্তান্ত এইরূপ :—

ইনি চন্দ্রবংশীয় রাজা বীরসেনের পুত্র। ইনি যেমন রূপবান্, তেমনি গুণবান্ ছিলেন। সত্যপালন ইঁহার দৃঢ় ব্রত ছিল। ইনি ন্যায়ানুসারে প্রজাপালনই রাজার প্রধান কর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। পুণ্য-কর্মের জন্ত নল এতদূর প্রসিদ্ধ হইয়া-ছিলেন যে, তাহাতে ইনি পুণ্যশ্লোক নামে অভিহিত হইয়া নরোত্তম জনার্দনের সহিত তুলনীয় হইয়া রহিয়াছেন ;—

"পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥"

বিদর্ভরাজকুমারীর অসামান্ত রূপগুণের কথা শুনিয়া নলের মন তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, একটি কামচারী মরাল ইঁহার দূত হইয়া দময়ন্তীর নিকট গমনপূর্বক ইঁহার রূপগুণের বিষয় বিবৃত করে। এইরূপে উভয়ে উভয়ের প্রতি আসক্ত হইলেন। অতঃপর দময়ন্তীর স্বয়ংবর ঘোষিত হইলে, নল বিদর্ভে যাত্রা করিলেন। পথে ইন্দ্রাদি দিক্‌পালের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে, তাঁহারা কোনও বিশেষ কার্যের জন্ত ইঁহাকে অনুরোধ করিলেন। নল দময়ন্তীর পাণিগ্রহণাভি-লাষী দেবগণের মনোগত ভাব বুঝিতে না পারিয়া তঁাহাদের কার্য করিতে সম্মত হইলে, তাঁহারা ইঁহাকে আপনাদের দূত-রূপে দময়ন্তীর নিকট যাইতে বলিলেন। সত্যপরায়ণ নল দ্বিরুক্তি করিলেন না। স্বয়ং দময়ন্তীর পাণিপ্রার্থী হইয়াও আপনার অঙ্গীকার পালন জন্ত দূতের বেশে বিদর্ভাভিমুখে চলিলেন, এবং দেববরে অন্তের অদৃশ্যভাবে দময়ন্তীর নিকট উপস্থিত হইলেন। উভয়েই উভয়ের রূপে মুগ্ধ হইলেন। নল কিন্তু আত্মসংযম করিয়া রাজকন্তার নিকট দেবতাদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। সত্যপালন জন্ত ইঁহার আত্মোৎসর্গের এইরূপ প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাইয়া, দময়ন্তী ইঁহার উপর অধিকতর প্রীতা হই-লেন, এবং সভায় যে ইঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। নল দেবতাদিগের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া সমস্ত খুলিয়া বলিলেন। অতঃপর স্বয়ংবর সভায় দময়ন্তী ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিলে, দেবগণ প্রীত হইয়া ইঁহাকে অভীষ্ট বর প্রদানপূর্বক অন্তর্হিত হইলেন। নল ভার্যাসহ রাজ-ধানীতে প্রত্যাগত হইয়া সুখে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ইঁহার ইন্দ্রসেন নামে এক পুত্র ও ইন্দ্রসেনা নামে এক কন্তা জন্মগ্রহণ করেন। দময়ন্তীর স্বয়ংবর সভা হইতে দেবগণের প্রত্যাগমন-কালে কলি তাঁহাদের নিকট দময়ন্তীর দেবগণকে উপেক্ষা করিয়া মানব নলকে বরমাল্য প্রদানের কথা শ্রবণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া নল-দময়ন্তীর অনিষ্ট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বাদশ বৎসর পরে দৈবাৎ একদিন নল মূত্রত্যাগ করিয়া পদধৌত না করিয়াই সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। সেই ছিদ্র পাইয়া কলি ইঁহার শরীরে প্রবেশ করি-লেন। অনন্তর, কলির উত্তেজনায় নল ভ্রাতা পুষ্করের সহিত অক্ষক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইয়া সস্ত্রীক রাজপুরী পরিত্যাগপূর্বক নগরের বহির্দেশে তিন অহোরাত্র বাস করিলেন। পুষ্করের শাসনে কেহ ইঁহা-দিগকে আশ্রয় প্রদান না করায়, অবশেষে ইঁহারা বনে গমন করিলেন, এবং তিন দিন অনাহারে থাকায় ক্ষুধার তাড়নায় আহার্যের নিমিত্ত চেষ্টিত হইলেন। কয়েকটি পক্ষী দেখিয়া ধরিবার জন্ত নল তাহাদের উপর আপনার পরিধেয় বস্ত্র নিক্ষেপ করায় তাহারা বস্ত্রসহ উড্ডীয়মান হইল। এইরূপে বসনহীন হইয়া ইনি ভার্যার বস্ত্রের একাংশ পরিধান করিলেন। দময়ন্তীকে বিদর্ভে যাইবার পথ প্রদর্শন করিলে, তিনি স্বামীকে ঈদৃশ দুরবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অসম্মতা হইলেন। অনন্তর, পর্যটন করিতে করিতে উভয়ে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে একান্ত অভিভূত হইয়া বৃক্ষতলে শয়ন করিলেন, এবং অবসাদ হেতু উভয়েই অচিরাৎ নিদ্রিত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে নল জাগরিত হইলেন, এবং শরীরস্থ কলির প্ররোচনায় বিকৃতবুদ্ধি হইয়া আপনার পরিহিত বস্ত্রাংশ ছিন্ন করিয়া লইয়া পতিপ্রাণা পত্নীকে পরিত্যাগপূর্বক বনান্তরে গমন করিলেন। অতঃপর ইনি বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে দহ্যমান কর্কোটক নাগের কাতর ক্রন্দন শ্রবণে দ্রুতপদে তথায় যাইয়া নাগকে অনল হইতে উদ্ধার করিলেন। নাগবর নলের স্পর্শে নারদের শাপ হইতে মুক্ত হইয়া প্রত্যুপকারস্বরূপ নলকে দংশন করিলে, ইনি বিবর্ণ হইয়া গেলেন। কর্কোটক ইঁহাকে অযোধ্যায় গমন করিয়া ঋতুপর্ণ রাজার আশ্রয়ে থাকিতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে নল বাহুক নাম ধারণপূর্বক অযোধ্যানাথের অশ্বাধ্যক্ষ হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে অনুর্দম্পশ্যা, সাধ্বী, কোমলাঙ্গী দময়ন্তী বহু ক্লেশভোগ করিয়া অতি কষ্টে পিতৃগৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বামীর অন্বেষণে চতুর্দিকে চর প্রেরণ করিলেন। তাঁহার সাংকেতিক বার্তাসহ দূত অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে নল তাহার উত্তর দিলেন। স্বামীর অযোধ্যায় অব-স্থিতির বিষয় অবগত হইয়া দময়ন্তী আপনার মিথ্যা পুনঃ স্বয়ংবরের সংবাদ তথায় প্রেরণ করিলেন। ঋতুপর্ণ রাজা স্বয়ংবর-সভা দেখিবার জন্ত নির্ধারিত দিবসের পূর্ব দিনে বিদর্ভাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নলের অশ্ববিদ্যার অসামান্ত দক্ষতার প্রভাবে একদিনে অযোধ্যা হইতে বিদর্ভ গমন দুরূহ হইল না। নলের অশ্ব-বিদ্যায় বিস্মিত হইয়া অযোধ্যাপতি আপনার অক্ষবিদ্যার ক্ষমতা প্রদর্শনপূর্বক নলকে বিস্মিত করিলেন। উভয়ে তখন স্ব স্ব বিদ্যার বিনিময় করিলেন। অক্ষ-বিদ্যা প্রাপ্ত হইলে, নলের শরীর হইতে কলি অন্তর্হিত হইলেন। বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া নল অশ্বশালায় অন্তান্ত সারথিদিগের সহিত অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি দেববরে অজ্ঞদত্ত অগ্নি ও জল ব্যতিরেকেও সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিলে, দময়ন্তী বুঝিলেন যে ঋতুপর্ণের সারথিই তাঁহার স্বামী। অন্তান্ত উপায়ে দময়ন্তী সারথির নলত্ব বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইয়া ইঁহার নিকট গমন করিলে, উভয়ে মিলিত হইলেন। অনন্তর, কর্কোটকের নির্দেশানুসারে নল আপনার স্ব-রূপ প্রাপ্ত হইলেন। ঋতুপর্ণ রাজা নলের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত মনে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। কিছু-দিন পরে নলও আপনার রাজ্যে যাইয়া পুষ্করকে দ্যূতে বা যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। পুষ্কর দ্যূতে পরাজিত হইয়া রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলে, নল দময়ন্তীকে আপনার রাজ-ধানীতে আনয়নপূর্বক পুত্রকলত্রাদি পরি-জনবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া অতি সুখে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন।

-নলা, -নলী—নলযুক্ত (দোনলা বন্দুক)। বাংপ্র। বিণ।

নলকুবর—কুবেরের পুত্র। অপ্সরা রম্ভা একদিন বেশভূষা করিয়া পূর্ব নির্দেশানু-সারে ইঁহার নিকট যাইতেছিলেন, এমন সময় লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে পথে পাইয়া তাঁহার প্রতি অনুচিত বল প্রকাশ করেন। রাবণের কবল হইতে মুক্ত হইয়া রম্ভা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণের দুরাচারের কথা প্রকাশ করিলে ইনি যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া রাবণকে অভিসম্পাত করেন যে, অতঃপর রাবণ কোনও স্ত্রীর অনিচ্ছায় তাহার প্রতি বলপ্রকাশ করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এই

অভিশাপ প্রযুক্তই রাবণ সীতাকে হস্তগত করিয়াও বলপ্রকাশে তাঁহার ধর্মনষ্ট করিতে সাহসী হন নাই।

নলকূবর এবং তাঁহার ভ্রাতা মণিগ্রীব একদিন সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া নগ্নবেশে রমণীগণসহ জলবিহার করিতেছিলেন, এমন সময় দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হন। ভ্রাতৃদ্বয় নারদের যথোচিত সম্মান না করায় ঋষিবর ইহাদিগকে শাপ প্রদান করিয়া বৃন্দাবনে যমল অর্জুন বৃক্ষরূপে পরিণত করেন। পরে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে ইঁহারা শাপমুক্ত হন। কথিত আছে যে, পূর্বোক্ত কারণে আর একদিন অন্নদা ইঁহাকে এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মিনী ও চন্দ্রাকে মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হইতে বাধ্য করেন। ইনি ভবানন্দ মজুমদার এবং ইঁহার পত্নীদ্বয় পদ্মমুখী ও চন্দ্রমুখী নামে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন।

নলপট্টিকা—দরমা, চাঁচ ; নলের চেটাই। নলনির্মিতা যে পট্টিকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

নলসেতু—সমুদ্রের উপরি নল-বানর-কৃত সেতু [বাঁধ], সেতুবন্ধ। মধ্যপ। বি ; পু।

নলানো—নল চালানো ; খেজুর গাছ হইতে রস আহরণের জন্য গাছে নল লাগানো। বাংপ্র। ক্রি।

নলি—নলাকার অস্থি ; কাপড় বুনিবার জন্য ছোট সরু নল যাহাতে সূত্র জড়ানো থাকে ; পশুপক্ষীর দীর্ঘ নখর। বাংপ্র। বি।

নলিকা, নলী—সুগন্ধি দ্রব্য বিঃ ; ডাঁটা ; চোঙা ; নাড়ী। নলিকা—নল + কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ; নলী—নল + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নলিচা, নলচে—হুঁকার জাঠ বা জাইঠ যাহার উপর কলিকা বসানো হয়। বাংপ্র। বি।

নলিতা—নালতে শাক। নলিত শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

নলিন—পদ্ম ; জল। নল + ইন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

নলিনী—পদ্মিনী ; কমলাকর। নল + ইন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নলিনীরুহ—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা ; মৃণাল। বি ; পু বা ক্লী।

নলিনেশয়—নারায়ণ। অলুক্ উপতৎ ; নলিনে—শী (শয়ন করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

নলী—১। নলিকা (তাহা দ্রঃ)। ২। নলি (তাহা দ্রঃ)। [বাংপ্র। বিণ।

নলেন—সুস্বাদু ও নূতন খেজুরে (' —গুড় ')।

নশ্বর—নাশশীল, বিধ্বংসী ; সংহারক ; অস্থায়ী, অনিত্য। নশ্ (বিনষ্ট হওয়া) + ক্বরপ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—নশ্বরী।

নষ্ট—ধ্বস্ত, বিনাশপ্রাপ্ত ; যাহা হারাইয়া গিয়াছে এরূপ ; অনুদ্দিষ্ট ; তিরোহিত ; গত ; পলায়িত ; দুষ্ট ; দুর্বৃত্ত ; কুচরিত্র ; প্রকৃত গুণহীন ; অপব্যয়িত ; দোষযুক্ত ; বিকৃত ; পণ্ড। নশ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নষ্টচন্দ্র—ভাদ্রমাসের শুক্লা ও কৃষ্ণা চতুর্থীর চন্দ্র, দোষযুক্ত চন্দ্র। কর্মধা। বি ; পু। [কথিত আছে যে, চন্দ্র গুরুপত্নী তারাকে হরণ করায় কলঙ্কিত হন ; সেই কলঙ্কিত চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ, কারণ তাহাতে অকারণ কলঙ্ক ঘুটিয়া থাকে। দৈবাৎ দর্শনে নিম্নলিখিত মন্ত্রপূত জল পান করিবে। মন্ত্র যথা—

"সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মারোদীস্তব হ্যেব স্যমন্তকঃ॥"

নষ্টচেতন—চেতনারহিত, লুপ্তসংজ্ঞ, সংজ্ঞাহীন। নষ্টা চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

নষ্টচেষ্ট—চেষ্টারহিত, ক্রিয়াহীন, নড়নচড়নরহিত, স্পন্দহীন, জড়। নষ্টা চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ।

নষ্টমতি—১। দুষ্টবুদ্ধি ; হীনমতি ; ভ্রষ্টমতি। নষ্টা মতি (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ। ২। দুষ্টা বুদ্ধি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নষ্টা—বিনাশপ্রাপ্তা ; দুষ্টা ; ভ্রষ্টা, কুলটা, অসতী। নষ্ট + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নষ্টামো, নষ্টামি—দুর্বৃত্ততা, দুষ্টতা, দুষ্টামি ; ফাঁকি, চালাকি, কৌতুক, পরিহাস। বাংপ্র। বি।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়—ন্যায় বিঃ ('ন্যায়' দ্রঃ)।

নষ্টোদ্ধার—হস্তবহির্ভূত বা বেহাত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি ; জীর্ণোদ্ধার। নষ্টের উদ্ধার, ৬তৎ। বি ; পু।

নসিব, নসীব—ভাগ্য, অদৃষ্ট। আ। বি।

নস্কর—হিন্দু সম্প্রদায় বিশেষের পদবী। বাংপ্র। বি।

নস্য—নাসিকার হিতজনক একপ্রকার চূর্ণ, নাস ; (ব্যঙ্গার্থে) কোন ঈপ্সিত বস্তুর অত্যল্প মাত্রা। নস্ + য হিতার্থে। বি ; ক্লী।

নস্যধানী—নস্য রাখিবার পাত্র বিঃ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নস্যাৎ—অপলাপ, লোপ, অন্তর্ধান ; বাতিল। বাংপ্র। অ।

নহ—না হও বা নও, নহে, নয় ; নাই। বাংপ্র। ক্রি। ['নওবত'। বি।

নহবত—একতান বাদ্য বিঃ। <আ

নহবতখানা—যে ঘরে বা গৃহে নহবতের বাজনা হয়। আ-বা। বি।

নহর—খাল ; নালা। আ। বি।

নহলা—ছোট কর্নিক ; নয় কোঁটাযুক্ত তাস বাংপ্র। বি।

নহি—না হই, নই ; নাই। বাংপ্র। ক্রি।

নহিলে, নইলে—নতুবা, নচেৎ, না হইলে। বাংপ্র। অ।

নহলী—নবীন, নূতন। প্রা কপ্র। বিণ।

নহুষ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি ; সর্প বিঃ। নহ্ (বন্ধন করা) + উষন্ কর্তৃ। বি ; পু। নহুষ রাজার পিতার নাম আয়ু। নহুষ অশোকসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাহার গর্ভে যযাতি প্রভৃতি ইঁহার ছয় পুত্র হয়। ইনি অতিশয় শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ও পুণ্যবান্ ছিলেন। ইনি হুণ্ড নামক দৈত্যের বধসাধন করিয়া তাহার অত্যাচার হইতে জীবগণকে পরিত্রাণ করেন। ইঁহার শাসনে দস্যুভয় একেবারে তিরোহিত হইয়াছিল। নহুষ কেবল বাহ্যশত্রু দমন করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, আপনার অন্তঃশত্রু রিপুগণকেও যত্ন সহকারে শাসনে রাখিতেন। ইনি সাধনাদ্বারা আত্মসংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন। ইঁহার চিত্তবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিনিচয় সম্পূর্ণরূপে ইঁহার বশতাপন্ন ছিল। অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াও ইঁহার ভোগবিলাস ছিল না। একদা ইনি অজ্ঞানতাবশতঃ গোবধ করিলে, মহর্ষিগণ ইঁহার সেই পাপ একাধিকশত সংখ্যক পাপে পরিণত করিয়া ইঁহাকে পাপমুক্ত করেন।

কথিত আছে যে, কোন সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মবধপাপে লিপ্ত হইয়া আত্মগোপন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকায় রাজার অভাবে ত্রৈলোক্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। তখন অন্যান্য দেবগণ ও ঋষিগণ খ্যাতনামা নহুষকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনা করিয়া দেবরাজপদের জন্য মনোনীত করেন। এতদিন পরে নহুষের অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। ত্রৈলোক্যের অধিপতি হইয়া ইনি ভোগবিলাসে রত হইলেন। ক্রমে ইঁহার মন পাপপথে ধাবিত হইল এবং পূর্বে ধর্মমার্গে যেমন উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে পাপপথেও তদনুরূপ অবনতি প্রাপ্ত হইলেন। এমন কি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া ইন্দ্রাণী শচীদেবীকেও ভার্যাভাবে পাইবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। শচী বৃহস্পতির পরামর্শে ভাবিয়া দেখিবার জন্য কিছু দিন অবকাশ লইলেন। ইতোমধ্যে নহুষের পাপের ভরা পূর্ণ হইয়া আসিল। ইনি মুনিঋষিদিগের দ্বারা আপনার শিবিকা বহাইতে আরম্ভ করিলেন। একদিন অগস্ত্য ঋষি ইঁহার শিবিকা বহন করিতে যাইয়া পদস্পৃষ্ট হইয়া অভিশাপ প্রদানে ইঁহাকে সর্পরূপে পরিণত করিলেন।

নহুষ তখন বৃহৎ অজগরের রূপ ধারণ করিয়া দ্বৈতবনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে দীর্ঘকাল পাপের ফল ভোগ করা হইলে পর পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ভীম ইঁহার নিকট গমন করিলে ইনি তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হন। তখন যুধিষ্ঠির তথায় উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত আলাপে নহুষ শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব পুণ্যবলে পুনরায় স্বর্গে গমন করেন।

নহে, নহ—নয়, নও। বাংপ্র। ক্রি।

না—১। বৈপরীত্য, অভাব, অসম্মতি, প্রশ্ন, সন্দেহ ও নিষেধার্থক ইত্যাদি সূচক অব্যয়, ন; কিংবা (সত্য না মিথ্যা); স্বকথিত প্রশ্নোত্তরে (ঠাকুরঘরে কে? না...... খাইনি)। অ। ২। নৌকা। বাংপ্র। বি।

না (নৃ)—নর, পুরুষ, মানব, মনুষ্য। নী (লইয়া যাওয়া)+তৃ কর্তৃ। বি; পু।

নাই—১। না হয় বা না আছে; অভাব, নিষেধ। অ। ২। স্নেহ, অত্যাদর; নাভি; চাকার মধ্যবর্তী হাঁড়ি; কামারের নেহাই বা কূট; তালার মাঝের কীল বা গোঁজ। বাংপ্র। বি।

নাই-আঁকড়া, নেই-আঁকড়া—কূট তার্কিক; যাহা নাই তাহাকে আঁকড়িয়া থাকে যে। বাংপ্র। বিণ।

নাইটিঙ্গেল, ফ্লোরেন্স (Nightingale, Florence)—(১৮২০—১৯১০ খ্রীঃ)। বিখ্যাত মানবহিতৈষিণী মহিলা। ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে জন্ম। পিতামাতা ইংরাজ। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে সৈনিকদের শুশ্রূষার জন্য ইঁহার নাম জগৎ-প্রসিদ্ধ।

নাইট্রোজেন—যবক্ষারজান। <ইং 'Nitrogen'. বি।

নাইয়া, নেয়ে—নাবিক, নৌকার দাঁড়ী বা মাঝি। বাংপ্র। বি।

নাউ—লাউ। বাংপ্র। বি।

নাও—১। না, নৌকা। বি। ২। লও। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। ক্রি।

নাওয়া—১। স্নান। বি। ২। স্নান করা।

নাওয়ানো—স্নান করানো। বাংপ্র। ক্রি।

নাং—উপপতি, জার। বাংপ্র। বি।

নাংটা—উলঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

নাক—১। স্বর্গ; আকাশ। ন (নাই) অক (পাপ, দুঃখ) যথায়, বহু। বি; পু। ২। নাসিকা। বাংপ্র। বি। **নাক সিটকানো**—ঘৃণা প্রকাশ করা; অবজ্ঞা করা। **নাকে কান্না**—খোনাস্বরে কান্না; কান্নার ভান।

নাককাটা—হৃতনাস; বেহায়া। বাংপ্র। বিণ।

নাকখত, নাকেখত—খাটি মানা, ভূমিতে নাক ঘষিয়া দোষ স্বীকার। বাংপ্র। বি।

নাকচ—বাতিল, নামঞ্জুর, রদ, রহিত; অকিঞ্চিৎকর, তুচ্ছ; অব্যবহার্য। আ-মু। বিণ।

নাকছাবি—নাকের এক পাশে পরিবার গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাকঝাড়া—নাক হইতে কফ বাহির করিয়া ফেলা। বাংপ্র। বি।

নাকডাকা—নিদ্রিতাবস্থায় নাসিকা হইতে শব্দ বাহির হওয়া। বাংপ্র। বি।

নাকানি—নাকে জলপ্রবেশ, নাক পর্যন্ত জলে নিমজ্জন; বিপদ্‌সাগরে পতন। বাংপ্র। বি।

নাকানি-চোবানি—নাকে মুখে জল ঢোকা, জলে নিমজ্জন; নাকাল। বাংপ্র। বি।

নাকারা, নাকাড়া—একপ্রকার পটহ; টিকারা, নাগরা। বি।

নাকাল—উচ্চ নাকযুক্ত; জব্দ; বিলক্ষণ কষ্ট প্রাপ্ত; অতি ক্লান্ত। আ। বিণ।

নাকি—প্রশ্ন ও সংশয়ার্থক অব্যয়; সত্য বটে কি। বাংপ্র। অ।

নাকী—নাসিকা হইতে উচ্চারিত, অনুনাসিক, খোনা ('—সুর')। বাংপ্র। বিণ।

নাক্ষত্র, নাক্ষত্রিক—নক্ষত্রসম্বন্ধীয়; নক্ষত্রের গতিবিধি দ্বারা পরিমিত। নক্ষত্র শব্দ+ক, ফিক। বিণ। স্ত্রী—**নাক্ষত্রী, নাক্ষত্রিকী**।

নাখোদা—জাহাজের অধ্যক্ষ; জাহাজের পণ্য সরবরাহকারক; মহারাষ্ট্রের মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ। <ফা 'নাখুদা'। বি।

নাখোশ, নাখুশ—অসন্তুষ্ট। ফা। বিণ।

নাগ—১। সর্প; হস্তী; দেহস্থ বায়ু বিঃ। ন অগ, নঞ্‌তৎ (যে গমনক্ষমতাহীন নহে ইহাই ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ)। বি; পু। ২। রঙ্গ, টিন; সীস। বি; স্ত্রী।

নাগকর্ণ—হাতীর কান; [তত্তুল্য পত্র-বিশিষ্ট বলিয়া] এরণ্ড বৃক্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

নাগকেশর, -কেসর—পুষ্প বা পুষ্পবৃক্ষ বিঃ, নাগেশ্বর। নাগের ন্যায় কেশর যাহার, বহু। বি; পু।

নাগচূড়—শিব। নাগ হইয়াছে চূড়া (মস্তকাভরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

নাগদন্ত—গজদন্ত; [তত্তুল্য বলিয়া] গৃহের ভিত্তিনির্গত কাষ্ঠদণ্ড, ঘরের দেওয়ালে গোঁতা ডাণ্ডা। ৬তৎ। বি; পু।

নাগনক্ষত্র—অশ্লেষানক্ষত্র। নাগাকার নক্ষত্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নাগপঞ্চমী—আষাঢ়মাসীয় কৃষ্ণপঞ্চমী। নাগপ্রিয়া পঞ্চমী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নাগপতি—অনন্ত; ঐরাবত। ৬তৎ। বি; পু।

নাগপাশ—বন্ধন করিবার সর্পরূপ পাশ; বরুণের অস্ত্র; গ্রন্থি বিঃ। রূপক। বি; পু।

নাগপুর—মধ্যপ্রদেশের একটি বিভাগ, জেলা ও শহর। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে নাগপুরের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই শতাব্দীতে নাগপুর গোঁড়রাজগণের অধিকারে ছিল। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বক্তবুলান্দ নামক গোঁড়রাজ নাগপুরে শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র চাঁদ-সুলতান শহরে রাজধানী স্থাপন করিয়া চতুর্দিকে প্রাচীর নির্মাণ করেন। ১৭৩০ খ্রীঃ চাঁদ-সুলতানের মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার উপপত্নীজ পুত্র ওয়ালীসাহ বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। চাঁদ-সুলতানের বিধবা মহিষী বেরারাধিপতি রঘুজী ভোঁসলার সাহায্যপ্রার্থিনী হন। রঘুজী ওয়ালীসাহকে নিহত করিয়া চাঁদ-সুলতানের পুত্রদ্বয়কে (বুরহান সাহ ও আকবর সাহকে) সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। অল্পদিন পরে ভ্রাতৃদ্বয়মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুরহান সাহ রঘুজীর সাহায্যপ্রার্থী হন। রঘুজী কনিষ্ঠ ভ্রাতা আকবর সাহকে বিতাড়িত করেন, এবং জ্যেষ্ঠকে নামে মাত্র রাজা এবং বৃত্তি দান করিয়া স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তিনি নিকটবর্তী স্থানগুলি অধিকার করিয়া নাগপুরে ভোঁসলা রাজত্ব দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপিত করেন। ১৭৫৫ খ্রীঃ রঘুজীর মৃত্যু ঘটে এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র জানোজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু পরে পেশোয়ার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ইনি ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুজীকে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জানোজীর মৃত্যু ঘটিলে, রঘুজী (দ্বিতীয়) সিংহাসন অধিকার করেন এবং তাঁহার পিতা মধুজী অভিভাবক স্বরূপে রাজ্য পরিচালনা করেন। দ্বিতীয় রঘুজীর রাজত্বসময়ে ইংরাজের সহিত নাগপুররাজের সখ্য স্থাপিত হয়। অল্পদিন পরেই রঘুজী ইংরাজের বিরুদ্ধে সিন্ধিয়ার সহিত যোগদান করেন। আসাই ও আর্গাওর যুদ্ধে মিলিত সৈন্য বিধ্বস্ত হয় এবং দেওগাঁওর সন্ধির ফলে রঘুজী স্বীয় রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ হইতে বিচ্যুত এবং স্থায়িভাবে ইংরাজের প্রতিনিধিকে রাজধানীতে গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

১৮১৬ খ্রীঃ রঘুজীর মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র পাওজী অন্ধ এবং জড়ভাবাপন্ন ছিলেন। অভিভাবকের পদ লইয়া রঘুজীর বিধবা পত্নী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র আপা সাহেবের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। আপা সাহেবেরই জয় হয়। স্বল্পকাল পরে দুর্ভাগ্য পাওজী বিষপ্রয়োগে নিহত হন। তখন আপা সাহেব নির্বিবাদে সিংহাসন অধিকার করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে পেশোয়ার সহিত যোগদান করেন। এদিকে ইংরাজসৈন্য নাগপুর আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আপা সাহেব পঞ্জাবে পলায়ন করেন। ইহার পরে দ্বিতীয় রঘুজীর একটি শিশু পৌত্রকে ইংরাজ তৃতীয় রঘুজী নাম দিয়া সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রেসিডেণ্ট দ্বারা ১৮৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ তৃতীয় রঘুজী অপুত্রক অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিলে, নাগপুর ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৮৬১ খ্রীঃ "নাগপুর প্রদেশ", "সাগর ও নর্মদা" প্রদেশের সহিত মিলিত হইয়া "মধ্যপ্রদেশ" (Central Province) আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

নাগপুষ্প—নাগকেশরবৃক্ষ; চম্পকবৃক্ষ। বহু। বি; পু।

নাগবল—১। হস্তিতুল্য বলবান্। নাগের বলের ন্যায় বল যাহার, বহু। বিণ। ২। ভীমসেন। বি; পু।

নাগবল্লরী, -বল্লী—তাম্বূলীলতা, পানগাছ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নাগভগিনী—মনসাদেবী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী

নাগভূষণ—শিব। নাগ (সর্প) ভূষণ যাঁহার, বহু। বি; পু।

নাগমাতা (-মাতৃ)—সর্পজননী, কশ্যপবনিতা, কদ্রু, যাঁহা হইতে সর্পজাতির উৎপত্তি; মনসাদেবী; মনঃশিলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নাগযষ্টি—পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠ বিঃ, রইকাঠ। নাগাকারা যষ্টি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নাগর—১। নাগরিক, নগরসম্বন্ধীয়; বিদগ্ধ, রসবোধবিশিষ্ট, শৌখিন, রসিক, প্রণয়ী, নায়ক, gallant. নগর শব্দ+ক। বিণ। স্ত্রী—**নাগরী**। ২। দেবনাগর অক্ষর। বি; স্ত্রী। ৩। দেবর। বি; পু।

নাগর-ঈশান—ভক্ত বৈষ্ণব সাধু। ইনি "অদ্বৈত প্রকাশ" নামে অদ্বৈতাচার্য ঠাকুরের একখানি সুবৃহৎ জীবন-চরিত রচনা করিয়াছেন। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে (১৪১৪ শকে) ইহার জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে ইহার বিধবা জননী শিশুপুত্রটিকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্যভবনে আগমন করেন। সেই দিন অদ্বৈতাচার্যের জ্যেষ্ঠ তনয় অচ্যুতানন্দের বিদ্যারম্ভের দিন ছিল। সেই শুভদিনে এই ব্রাহ্মণ-কন্যাকে আশ্রয় দিয়া অদ্বৈতাচার্য ও তাঁহার সহধর্মিণী মাতাপুত্রকে মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন। আশ্রয়দাতার কৃপায় ঈশান বয়োবৃদ্ধি সহকারে সুশিক্ষা লাভ করেন; এবং ভোগ-নিঃস্পৃহ হইয়া কৌমার্যব্রত অবলম্বন করেন। অদ্বৈতাচার্যের তিরোভাবের পর গুরুর আদেশে ঈশান গুরুর জন্মভূমি শ্রীহট্ট-লাউড়ে গমনপূর্বক বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। গুরুপত্নী সীতাদেবীর আদেশে তিনি প্রভুর জীবনচরিত প্রণয়ন, এবং ৭০ বৎসর বয়সে বংশরক্ষার্থ পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সংসারাশ্রমে প্রবেশ করেন। ঈশান অদ্বৈত প্রভুর চিরানুগত শিষ্য ছিলেন এবং যাবজ্জীবন প্রভুর আদেশ পালনে তৎপর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঈশান নাগরের বংশধরগণ গোয়ালন্দের নিকটবর্তী ঝালাপাল গ্রামে গিয়া বাস করেন। এখনও তাঁহারা সেই গ্রামেই বাস করিতেছেন।

নাগরঙ্গ—নারাঙ্গা নেবু। নাগতুল্য রঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

নাগরদোলা—উচ্চ নীচ হইয়া দোল খাইবার বৃহৎ যন্ত্র বিঃ, merry-go-round. বাংপ্র। বি।

নাগরা—পটহ বিঃ, নাকারা, টিকারা; শালিধান্য বিঃ; একপ্রকার পশ্চিমা জুতা। বাংপ্র। বি।

নাগরাজ—অনন্তদেব, বাসুকি; ঐরাবত হস্তী। নাগদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

নাগরালি—নাগরত্ব, বিদগ্ধতা, রসিকতা; চাতুর্য, ফন্দিবাজি; লাম্পট্য। বাংপ্র। বি।

নাগরি—কলসী বা ভাণ্ড বিঃ ('গুড়ের —')। বাংপ্র। বি।

নাগরিক—নগরসম্বন্ধীয়; নগরবাসী। নগর +ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**নাগরিকী**।

নাগরিকতা—পৌরজনের অধিকার, citizenship. নাগরিক+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

নাগরী—১। নগরসম্বন্ধীয়া, নগরবাসিনী; বিদগ্ধা, রসিকা। নাগর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিদগ্ধা নারী; রসিকা রমণী; দেবনাগর অক্ষর বিঃ; ভাষা বিঃ; খেজুর গুড়। বি; স্ত্রী।

নাগলতা—লিঙ্গ, শিশ্ন। নাগতুল্যা লতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নাগলোক—পাতাল। ৬তৎ। বি; পু।

নাগা—১। সর্পী; হস্তিনী। নাগ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। নগ্ন, উলঙ্গ। বিণ। ৩। উলঙ্গ সন্ন্যাসী; পশ্চিমবঙ্গের একশ্রেণীর ভাট ভিখারী; নাগা পর্বতের পার্বত্যজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি। ৪। বাধা, আটক, ক্রোক। প্রা কপ্র। বি।

নাগাড়—অবিরত, একটানা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নাগাদ, নাগাত—পর্যন্ত; হইতে। <আ 'লিগাইৎ'। অ।

নাগাধিপ, নাগাধিপতি—সর্পরাজ, অনন্তদেব; গজরাজ, ঐরাবত। নাগসমূহের অধিপ বা অধিপতি, ৬তৎ। বি; পু।

নাগানন্দ—একখানি বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক [ইহাতে বৌদ্ধধর্মের অবনতিযুগের ছায়া আছে। কেহ কেহ বলেন শ্রীহর্ষ ইহার রচয়িতা। কাহারও মতে হর্ষের সভাস্থ ধাবক নামক কবি এই নাটক রচনা করেন]। বি; স্ত্রী।

নাগান্তক, নাগারাতি, নাগাশন—গরুড়। নাগের (সর্পের) অন্তক, অরাতি ও অশন, ৬তৎ। বি; পু।

নাগাভূমি—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। এই রাজ্যের প্রধান অধিবাসিগণের নাম নাগা, কুকী ও মিকির। নাগারা বিভিন্ন-ভাষী ও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত; এমন কি, এক শ্রেণীর ভাষা অপর শ্রেণী বুঝিতে পারে না। লোকে পর্বতের অসভ্য জাতিগণকে "নাগা" অর্থাৎ উলঙ্গ নামে অভিহিত করে। কেহ কেহ বলেন, মধ্যভারতের "নাগা" জাতি হইতে নাগারা উৎপন্ন। নাগারা অনিষ্টকারী প্রেতযোনিদিগের প্রীত্যর্থে কুক্কুট, গো ও শূকর বলিদান দিয়া থাকে। মৃতের দেহ ভূপ্রোথিত করাই রীতি। ইহারা আসামের আহম রাজগণের অধীনে নির্বিবাদে বাস করিত। আসামপ্রদেশ ইংরাজের হস্তে আসিলে, ইহারা ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। ১৮৬৭ খ্রীঃ নাগাপাহাড়কে স্বতন্ত্র জেলা স্বরূপে অভিহিত করিয়া জনৈক ডেপুটি কমিশনারের অধীন করা হয়।

নাগার্জুন—(৭ম শতক)। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের বৌদ্ধাচার্য। ইনি মহাযান মত ও বৌদ্ধতান্ত্রিকতার প্রবর্তক।

নাগাল—নৈকট্য, সামীপ্য, সন্নিধি; পশ্চাৎ হইয়া ধরিয়া ফেলা বা একত্র হওয়া; প্রাপ্তি, প্রাপ্তিসীমা, reach. বাংপ্র। বি।

নাগাল ধরা—নিকটে উপস্থিত হওয়া; সমকক্ষ হওয়া।

নাগিনী—সর্পী; হস্তিনী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

নাগী (নাগিন্)—ফণিভূষণ, শিব। নাগ (সর্প)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

নাগী—সর্পী ; হস্তিনী ; স্থূলা স্ত্রী। নাগ+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

নাগেন্দ্র—নাগশ্রেষ্ঠ ; ঐরাবত। নাগদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। বি ; পু।

নাগেশ—১। অনন্ত নাগ। নাগদিগের ঈশ, ৬তৎ। ২। তীর্থ বিঃ ; শিবলিঙ্গ বিঃ ; পণ্ডিত বিঃ ; পাণিনি ব্যাকরণের টীকাকার [এই নাগেশ বা নাগোজী ভট্টকৃত বড়্‌দর্শনের টীকা, চণ্ডীটীকা, ফণিভাষ্য টীকা, কাব্যপ্রকাশের টীকার টীকা প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে]। বি ; পু।

নাচ, নাচন—নর্তন, নৃত্য। বাংপ্র। বি।

নাচনী, নাচুনী—নর্তকী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

নাচা—নৃত্য করা ; আমোদে বা উৎসাহে মাতা, মত্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নাচানো—নৃত্য করানো ; তোলাপাড়া করা ; মাতানো, উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

নাচার—১। উপায়হীন, নিরুপায় ; নিঃসহায়। বিণ। ২। উপায়াভাব, অনুপায়, দুর্দশা। ফা। বি।

নাচি, নাছি—ছিদ্র, রন্ধ্র্, ফুটা ; গজালের পেটা মুখ, rivet. বাংপ্র। বি।

নাচিয়ে—নর্তক, নৃত্যকুশল। বাংপ্র। বিণ।

নাছ—নাছ-দরজা, খিড়্কির দ্বার ; সদর দরজা। বাংপ্র। বি। [বিণ।

নাছোড়—যে কিছুতেই ছাড়ে না। হি-মু।

নাছোড়বান্দা—যে ছাড়িবার পাত্র নহে ; নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশক ; জেদী ; অধ্যবসায়ী। হি-মু। বিণ।

নাজাই—কৈফিয়তশূন্য ; অনাদায় ; অভাব। বিণ বা বি।

নাজিম—রাজস্ব-সংগ্রাহক ; প্রাদেশিক শাসনকর্তা। আ-মু। বি।

নাজির—বিচারালয়ের কর্মচারী বিঃ, পেয়াদাদিগের অধ্যক্ষ। আ। বি। [বি।

নাজিরি—নাজিরের পদ বা কার্য। আ-মু।

নাজেহাল—নাকাল, হয়রান, জব্দ, নিগৃহীত। আ-মু। বিণ।

নাট—১। নৃত্য, নাচ; অভিনয় ; রঙ্গ। নট্ (নৃত্য করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। কর্ণাটদেশ। নট শব্দ+অ। বি ; পু।

নাটক—১। নৃত্যকারী, নর্তক। নট্ (নৃত্য করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নাটিকা**। ২। দৃশ্যকাব্য বিঃ ; রূপক ; নটের কার্য। বি ; ক্লী।

নাটকী—ইন্দ্রসভা। নাটক+অ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নাটকীয়—নাটকসম্বন্ধীয়, নাটকে বর্ণনীয়। নাটক+ঈয় (বিণ।

নাটমন্দির—দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাসাদ বিঃ। নাট নিমিত্তক মন্দির, মধ্যপ বি ; ক্লী।

নাটা—১। বেঁটে। বিণ। ২। নাটা করঞ্জাফল। বাংপ্র। বি।

নাটাই—সুতা জড়াইবার কাটিম বা চরকি। বাংপ্র। বি।

নাটানো—নাটাইয়ে সুতা জড়ানো ; নাটাইয়ের মত ঘুরপাক খাওয়া ; ক্লান্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নাটিকা—১। নৃত্যকারিণী। নাটক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ক্ষুদ্র নাটক ; নর্তকী। বি ; স্ত্রী।

নাটিত—১। অভিনীত, যাহার অভিনয় হইয়া গিয়াছে এরূপ। ণিজন্ত নট্ (=নাটি) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নর্তন, নাচানো ; অভিনয়ন, অভিনয় করানো। নাটি+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। [বাংপ্র। বি।

নাটুয়া—নট, নৃত্যকারী ; অভিনেতা।

নাটোর—বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের রাজসাহী জেলাস্থ মহকুমা বিঃ। পূর্বে এই স্থানে জেলার প্রধান কার্যস্থল ছিল ; অধুনা রামপুর বোয়ালিয়ায় কার্যস্থল নীত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রথমভাগে নাটোর প্রভূত গৌরবলাভ করিয়াছিল। সেই সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া বঙ্গের "অহল্যাবাঈ" রানী ভবানী নাটোর রাজবংশের প্রভাব সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তার করিয়াছিলেন ['রানী ভবানী দ্রঃ]। তদীয় দত্তক পুত্র সাধকপ্রবর রাজা রামকৃষ্ণ বিষয়ে বীতরাগ হওয়ায় অনেক সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়।

নাট্য—নৃত্য গীত বাদ্য—এই তিন তৌর্য ; তৌর্যত্রিক বিদ্যা ; অভিনয়। নট শব্দ+ষ্য ইদমর্থে। বি ; ক্লী। [এইরূপ প্রসিদ্ধি যে, পূর্বে ব্রহ্মা ইন্দ্র কর্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া চারি বেদ হইতে সার সংকলনপূর্বক পঞ্চমবেদ নাট্যবেদ রচনা করেন। শিব নাট্যশাস্ত্র ব্রহ্মার নিকট বলেন, ব্রহ্মা উহা ভরতকে জানান ; এবং ভরত উহা মর্ত্যে প্রচারিত করেন।]

নাট্যপ্রিয়—শিব। নাট্য প্রিয় যাঁহার, বহু। বি ; পু।

নাট্যমন্দির—নাট্যশালা (সকল অর্থে)। নাট্যার্থ মন্দির, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

নাট্যরঙ্গ—নাট্যশালা। নাট্যার্থ রঙ্গ, মধ্যপ। বি ; পু।

নাট্যশালা—নৃত্যমন্দির, নৃত্যশালা ; নাচঘর ; রঙ্গালয়, থিয়েটার ; অভিনয়স্থান ; নাটমন্দির। নাট্যার্থ শালা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

বঙ্গে নাট্যশালার উৎপত্তি ও বিকাশ বিগত ঊনবিংশ শতাব্দীতে হইয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের ফল। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতির উদ্যোগে কলিকাতার উপকণ্ঠে বেলগেছিয়ায় এক নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নাট্যশালায় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জুলাই রত্নাবলী নাটিকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত কৃত ইংরাজী অনুবাদ অভিনীত হয়। তাঁহার রচিত শর্মিষ্ঠা পাশ্চাত্ত্য আদর্শে লিখিত প্রথম নাটক। ইহা বেলগেছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হইয়াছিল। মধুসূদনের অভ্যুত্থানের কয়েক বৎসর পূর্বে সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন কুলীনকুলসর্বস্ব রচনা করেন। কাহারও কাহারও মতে ইহাই সর্বপ্রথম বাঙ্গালা নাটক। দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মনোমোহন বসু, অমৃতলাল বসু, 'বেল বাবু', ধর্মদাস সুর, অমরেন্দ্র দত্ত প্রভৃতির চেষ্টায় ও নিপুণতায় নাট্যশালার বর্তমান উন্নতি হইয়াছে।

নাট্যশালার প্রাণ সুলিখিত নাটক। নীলদর্পণ বাঙ্গালার নাট্যসাহিত্যে এক নব যুগের সূচনা করে। 'নবীন তপস্বিনী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতির তুলনা নাই। পরলোকগত অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনন্যসাধারণ অভিনয়-কৌশলে বঙ্গ নাট্যশালার ভবিষ্যৎ গঠিত হইয়াছে। অতুলকৃষ্ণ মিত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রভৃতি সময়োপযোগী নাটক রচনা করিয়াও এ বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। কলিকাতা জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাটীতে "ন্যাশন্যাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই থিয়েটারে প্রথম টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয়। ইহার পর বিডন স্ট্রীটে 'গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে অভিনীত হইবার জন্য গিরিশচন্দ্রের 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'সীতাহরণ', 'রামের বনবাস', 'ব্রজবিহার' প্রভৃতি নাটক রচিত হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বিডন স্ট্রীটে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশচন্দ্রের রচিত বহুসংখ্যক নাটক এখানে অভিনীত হইয়াছিল। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনিই বঙ্গীয় নাট্যশালার শ্রেষ্ঠ-রত্ন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গিরিশচন্দ্রের শেষজীবনে আর একজন সমসাময়িক নাট্যকারের অভ্যুত্থান হইতেছিল। তিনি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। গিরিশচন্দ্রের হাতে নাট্যশালার গঠন হইল। দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' ও 'রাণাপ্রতাপে', 'মেবার পতন' ও 'দুর্গাদাসে' আমরা

জাতীয় জীবনের ভেরীনিনাদ শুনিতে পাই। অতঃপর সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী-বাবু) বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অদ্বিতীয় অভিনেতা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতিও খ্যাতনামা অভিনেতা। মহাভারতে দেখা যায়, পুরাকালে বিরাট রাজার ভবনে নাট্যশালা ছিল।

নাট্যশাস্ত্র—ভরতমুনি প্রণীত নাট্যশাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থ; অলংকার গ্রন্থ বিঃ। ৬তৎ। বি; ক্লী। [মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নাট্যসমিতি—অভিনয়সম্পাদিকা সভা।

নাট্যাচার্য—নৃত্যগীতাদি বিষয়ে উপদেষ্টা; অভিনয়শিক্ষক [রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষ পরাশর মুনি, শিলালি মুনি, ভরত মুনি প্রভৃতি পুরাকালে নাট্যাচার্যের কার্য করিতেন]। নাট্যে বা নাট্যের আচার্য, ৭ বা ৬তৎ। বি; পু।

নাট্যাভিনয়—নাটকে বর্ণিত বিষয়ের অভিনয়। নাট্যের অভিনয়, ৬তৎ। বি; পু। [দৃশ্যপটাদি সহযোগে যথাযথ হাবভাব অবলম্বনে নাটকবিশেষের চরিত্রাবলীর অভিনয় করা নাট্যাভিনয়ের উদ্দেশ্য।]

সকল প্রাচীন সভ্য দেশেই নাট্যাভিনয়-প্রথা প্রচলিত ছিল। কথিত আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় ভরত মুনি প্রণীত "লক্ষ্মী-স্বয়ংবর" নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। শকুন্তলা, উত্তর-রামচরিত, রত্নাবলী প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থগুলি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন আর্য নৃপতিগণ নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সবিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। প্রাচীন গ্রীস ও রোমে ভাল ভাল নাটক রচিত হইয়া সক্রেটিস, সিসিরো প্রভৃতি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইত। মধ্যযুগে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকগণ রঙ্গালয়ে যীশুখ্রীষ্টের মর্ত্যলীলার অভিনয় করিতেন। পরে, ইহাতে দেবত্বের অবমাননা করা হয় এইরূপ বিবেচনায় উক্ত প্রকার লীলাভিনয় (Mysteries and Miracles) বন্ধ হইয়া যায়। পূর্বে ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চে Moralities নামধেয় এক-প্রকার নাট্যাভিনয় হইত। ইহাতে রূপকচ্ছলে ধর্মের জয় ও অধর্মের ক্ষয় প্রদর্শিত হইত। অধুনা ভারতবর্ষে যে প্রণালীতে নাট্যাভিনয় হইয়া থাকে, তাহা বর্তমান ইউরোপীয় নাট্যাভিনয়ের অনুকরণ।]

নাট্যালয়—নাট্যশালা। নাট্যার্থ আলয়, মধ্যপ। বি; পু।

নাড়া—১। শস্যস্তম্ব, কর্তিত শস্যের পরিত্যক্ত গোড়া বা ভূমিলগ্ন অংশ। বি। ২। আন্দোলিত বা কম্পিত করা; ঘাঁটা; স্থানচ্যুত করা। ক্রি। ৩। বিচালন; ঝাঁকুনি। বাংপ্র। বি।

নাড়াচাড়া, -নাড়ি—বিচালন; স্থান-পরিবর্তন; ঘাঁটাঘাঁটি, আন্দোলন। বাংপ্র। বি।

নাড়ানো—আন্দোলিত বা কম্পিত করানো; স্থানচ্যুত করা বা করানো, অপসারিত করা বা করানো। বাংপ্র। ক্রি।

নাড়াবুনে—নাড়াবনের লোক, চাষা; অনভিজ্ঞ; অশিক্ষিত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নাড়ি, নাড়িকা, নাড়ী—শিরা, ডাঁটা, চোঙ্গ, নল; দেহস্থ শিরা, ধমনী; গর্ভনাড়ী, umbilical cord; নাড়ীর স্পন্দন, pulse; একদণ্ড পরিমিত কাল, ২৪ মিনিট। নাড়ি=ণিজন্ত নড়্=নাড়ি (বাঁধান)+ই ক। নাড়িকা=নাড়ি+কণ্ স্বার্থে+আপ্। নাড়ী=নাড়ি+ঈপ্। বি; স্ত্রী। **নাড়ীর টান**—সন্তানের প্রতি মাতার মমতাবোধ, জন্মসূত্রে যে অনুরাগ বা আসক্তি হয় তাহা।

নাড়ী—'নাড়ি' দ্রঃ।

নাড়ীচক্র—নাভিস্থিত নাড়ীমূল; ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না গান্ধারী হস্তিজিহ্বা পুষা যশা অলম্বুষা কুহু শঙ্খিনী দশমী লোল-জিহ্বা ইভজিহ্বা বিজয়া কামদা অমৃতা বহুলা—এই ১৬ নাড়ী। ৬তৎ। বি; পু।

নাড়ীজ্ঞান—নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা রোগ বুঝিবার সামর্থ্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

নাড়ীটেপা—বৈদ্য; ডাক্তার, চিকিৎসক। বাংপ্র। বি।

নাড়ীনক্ষত্র—১। জন্মনক্ষত্র, দশম, ষোড়শ, অষ্টাদশ ও ত্রয়োবিংশ নক্ষত্র; রাজগণের পূর্বোক্ত ও জাতিদেশাভিষেক নক্ষত্র। বি; ক্লী। ২। জন্মাবধি যাবৎ বৃত্তান্ত; সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম বিষয়। বাংপ্র। বি।

নাড়ী-ভুঁড়ি—পেটের ভিতরের অন্ত্র প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

নাড়ীমণ্ডল—বিষুবরেখা [সুমেরু ও কুমেরু হইতে সমদূরে ঠিক পৃথিবীর মধ্যভাগে পূর্ব পশ্চিমে পৃথিবীবেষ্টনকারিণী রেখা, ইহা বৃত্ত পরিধি। এই রেখার উপরিভাগে সূর্য উপস্থিত হইলে দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয়]। বি; ক্লী।

নাড়ু—লড্ডুক, লাড়ু, মোদক। বাংপ্র। বি।

নাড়ুগোপাল—নাড়ু আহারে রত শিশু কৃষ্ণের মূর্তি। বাংপ্র। বি।

নাত-জামাই—নাতিনীর পতি। বাংপ্র। বি।

নাতনী—নাতিনী (তাহা দ্রঃ)।

নাতবউ—নাতির স্ত্রী। বাংপ্র। বি।

নাতি—১। পুত্রের বা কন্যার পুত্র। <নপ্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**নাতিনী**। ২। ন-অতি, বেশী নয়, অনতি (যেমন 'নাতি-হ্রস্ব'=যে অত্যন্ত খর্ব বা বেঁটে নয় এরূপ, নিতান্ত ছোট নহে)। বাংপ্র। বিণ।

নাতিখর্ব—যে অত্যন্ত খর্ব নহে এমন, নিতান্ত বেঁটে নহে এরূপ। ন অতিখর্ব, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নাতিদীর্ঘ—অতিরিক্ত লম্বা নহে এরূপ। ন অতিদীর্ঘ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নাতিনী—পুত্রের বা কন্যার কন্যা, পৌত্রী বা দৌহিত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

নাতিশীতোষ্ণ—অধিক শীতলও নয় অধিক উষ্ণও নয় এরূপ। শীত অথচ উষ্ণ শীতোষ্ণ, কর্মধা; অতি (অধিক) যে শীতোষ্ণ সে অতিশীতোষ্ণ, নিত্য; ন (না) অতি-শীতোষ্ণ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নাতিশীতোষ্ণমণ্ডল—উত্তর বা দক্ষিণ হিমমণ্ডল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের মাঝামাঝি ভূভাগ, temperate zone. কর্মধা। বি; ক্লী।

নাতিস্থূল—যাহা বা যে খুব বেশী মোটা নহে এমন। ন অতিস্থূল, সুপ্‌সুপা।

নাতোয়ান—নিঃস্ব, দীন, খাজানাদি ঋণ পরিশোধে অসমর্থ, যোগ্যতাহীন; অক্ষম। ফা-মূ। বিণ।

নাথ—প্রভু, স্বামী; নাসাপ্রোত রজ্জু, নাক-ফোঁড়া দড়ি। নাথ্ (প্রভু হওয়া ইত্যাদি) +অল্ অপা। বি; পু।

নাথবতী—নাথবিশিষ্টা; পতিযুক্তা, সধবা; পরাধীনা। নাথ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

নাথবান্ (-বৎ)—প্রভুবিশিষ্ট; পরতন্ত্র, পরাধীন। নাথ্+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

নাথি—পদাঘাত, লাথি। গ্রাম্য। বি।

নাদ—১। ধ্বনি, শব্দ। নদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। গবাদি বৃহত্তর পশুর বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি।

নাদনা—লগুড়, স্থূল যষ্টি, কোঁতকা; খিলানের কাঠ, সরঞ্জ। বাংপ্র। বি।

নাদনাবাড়ি—মোটা লাঠি। বাংপ্র। বি।

নাদবিন্দু—চন্দ্রবিন্দু; উপনিষদ্ বিঃ। নাদই যে বিন্দু, কর্মধা। বি; পু।

নাদা—১। শব্দ করা, গর্জন করা; (গবাদি

বৃহত্তর পশুর) পুরীষ ত্যাগ করা। ক্রি। ২। অলিগ্রন্থ, জ্বালা। বাংপ্র। বি।

আদাপেটা—যাহার উদর নাদার মত বিস্তৃত, কুৎসিত স্থূলোদর। বাংপ্র। বিণ।

নাদি—ছাগাদি ক্ষুদ্রতর জন্তুর বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি।

নাদিত—শব্দিত; নিনাদিত। ণিজন্ত নদ্ (=নাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নাদির শাহ্—নৃশংস কুখ্যাত ভারতাক্রমণকারী। ইনি প্রথমে সামান্য পশুপালক ছিলেন। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের সমীপবর্তী ভূভাগের অধিবাসী পাঠানেরা পারস্য জয় করিয়া তত্রত্য রাজা হুসেনকে সবংশে নিহত করে। কেবল তমাস্প নামক একটি রাজকুমার পলায়নপূর্বক কাস্পিয়ান সাগরের তীরস্থিত এক পশুপালক-দলে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই পশুপালকদিগের মধ্যে নাদির সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও রণনিপুণ ছিলেন। তিনি পাঠানদিগকে পারস্য হইতে দূরীভূত করিয়া তমাস্পকে তাঁহার পৈতৃক সিংহাসন প্রদান করেন (১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু রক্ষকই আবার ভক্ষক হইয়া বসিলেন। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নাদির তমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং নাদির শাহ্ নাম ধারণপূর্বক পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পরে নাদির কাবুল ও কান্দাহার অধিকার করিলে, তত্রত্য কয়েকজন পাঠান তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য দিল্লীতে মোগলসম্রাট্ মহম্মদ শাহ্‌এর নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিবার নিমিত্ত নাদির দিল্লীতে এক দূত প্রেরণ করেন, কিন্তু সেই দূত জলালাবাদে নিহত হওয়ায় নাদির কুপিত হইয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কর্নাল নামক স্থানের যুদ্ধে সম্রাট্ পরাজিত হইয়া নাদিরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। নাদির সম্রাট্‌কে লইয়া দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি প্রথম দিন কোনও উপদ্রব করেন নাই। দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে দিল্লীবাসীরা নাদিরের অমূলক মৃত্যুসংবাদে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহার কতিপয় অনুচরের প্রাণবধ করে। ইহাতে নাদির কুপিত হইয়া দিল্লীর আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকে যথেচ্ছ নিহত করিতে আদেশ দিলেন। এইরূপে দিল্লী মহানগরীর রাজপথসমূহ নরশোণিতে প্লাবিত হইল। অতঃপর নাদির হীরকশ্রেষ্ঠ কোহিনুর, সুপ্রসিদ্ধ ময়ূরতক্ত ও বিস্তর প্রভূত অর্থ গ্রহণপূর্বক মহম্মদ শাহ্‌কে দিল্লীর সিংহাসনে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার ছয় বৎসর পরে পারস্যবাসীরা নাদিরের দৌরাত্ম্যে জ্বালাতন হইয়া তাঁহাকে নিহত করে।

নাদী (নাদিন্)—শব্দকারী, শব্দায়মান। নদ্ (শব্দ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নাদিনী**।

নাদুস-নুদুস—স্থূলাঙ্গ, তুন্দিল, মোটা গোলগাল। বাংপ্র। বিণ।

নাদেয়—নদীসম্ভূত। নদী শব্দ+ঢেয় ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**নাদেয়ী**।

নাদ্য—নদীসম্ভূত। নদী+ণ্য ভবার্থে। বিণ।

নানক—আধুনিক শিখ (গুরুমুখী উচ্চারণে শিখ্) ধর্মমতের প্রবর্তক। লাহোর নগরের পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে তালবণ্ডী (বর্তমান নানকানা) গ্রামে ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহাপুরুষের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালু এবং মাতার নাম ত্রিপতা। কালুবেদী জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং গ্রাম্য ভূম্যধিকারীর পাটওয়ারীর কার্য করিতেন। কুলপুরোহিত জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ হরদয়াল এই শিশুর ভবিষ্যৎ মহত্ত্ব গণনা করিয়া ইঁহার নানক নামকরণ করেন। নানক মহাত্মা শংকরাচার্যের ২০ বৎসর পরে এবং চৈতন্যদেবের ২০ বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহারা তিনজনেই সমসাময়িক। নানক বাল্যকালে অতি শান্তস্বভাব ছিলেন এবং অতি অল্পবয়সে বৈজনাথ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত, এবং কুতুবুদ্দিন মোল্লার নিকট ফারসী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন। বাল্যে পাঠশালায় অধ্যয়নকালে ইনি প্রত্যেক বর্ণমালার আদ্য অক্ষর লইয়া অতি মনোহর বৈরাগ্যব্যঞ্জক কবিতাবলী রচনা করেন। নবমবর্ষ বয়সে ইঁহার উপনয়ন হয়। সন্ন্যাসী, ফকির দেখিলেই নানক সর্বকর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের উপদেশ ও কথোপকথন শুনিতে ভালবাসিতেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কালুবেদী পুত্রকে সংসারী করিবার জন্য একটি দোকানের ভার দিলেন। কিন্তু সাধুপুরুষদিগের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে নানক আপনার দোকানপাট ভুলিয়া যাইতেন ও তাঁহাদিগকে যথাসর্বস্ব দান করিতেন। ইহাতে নানকের পিতা অতিশয় দুঃখিত ও কুপিত হইতেন, এবং অন্যান্য লোকের ন্যায় সংসারী না হইলে পুত্রকে তাঁহার গৃহত্যাগ করিতে বলিলেন। অগত্যা নানক বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া সুলতানপুরে ভগিনী নানকীর গৃহে গমন করিলেন, এবং তথায় ভগিনী ও ভগিনীপতির প্ররোচনায় একখানি মুদিখানা দোকান খুলিলেন। ক্রমে দোকানে বিলক্ষণ লাভ হইতে লাগিল। এই সময় নানকীর প্রযত্নে চৌনী নাম্নী এক রমণীর সহিত নানকের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। অতঃপর ইনি সুলতানপুরে পৃথক্ গৃহ নির্মাণপূর্বক ভার্যাসহ বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে শ্রীচন্দ্র ও লক্ষ্মীদাস নামে ইঁহার দুইটি পুত্র হইল। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মকালে নানকের চিরপোষিত ধর্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। যুবতী পত্নী, শিশু সন্তান, আত্মীয়স্বজন সকলের মায়া মমতা কাটাইয়া নানক সপ্তবিংশতি বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন। সেই বেশে ইনি দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সর্বত্রই ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর দেখিয়া এবং কোথাও প্রকৃত আন্তরিকতা না পাইয়া ইঁহার মন অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি সুদূর আরবের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মক্কা নগরী পর্যন্ত গমন করেন। কথিত আছে যে, তথায় একদিন ইনি মসজিদের দিকে পা করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, তদ্দর্শনে জনৈক মোল্লা অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া রূঢ়বাক্যে ইঁহাকে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিলে, ইনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "মোল্লা সাহেব! রাগ করিতেছেন কেন? যে দিকে পরমেশ্বর নাই, দয়া করিয়া সেই দিকে আমার পা দুখানি সরাইয়া দিন।" মোল্লা সাহেব নির্বাক্ হইলেন। এইরূপে নানা দেশ পর্যটন করিয়া কোথাও মনের শান্তি না পাইয়া, নানক ক্ষুব্ধচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

একসময়ে নানক নদীতে স্নান করিতে গিয়া অদৃশ্য হন। তিন দিন পরে পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করেন। প্রবাদ যে, ঐ সময়ে তিনি বিষ্ণুদূত কর্তৃক বৈকুণ্ঠে নীত হইয়া দীক্ষিত ও পৃথিবীতে গুরুমহিমা প্রচারের জন্য আদিষ্ট হন।

নানক বিশুদ্ধ গুরুবাদী ছিলেন। ইঁহার মতে হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই। সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইয়া তাঁহার আদেশ মত চলিলেই সত্য ধর্ম লাভ হইবে ইহাই তাঁহার উপদেশের সার মর্ম।

ইঁহার পবিত্র চরিত্র, সরল অমায়িক ব্যবহার, এবং সৎ উপদেশে অনেকে মোহিত হইয়া ইঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। ধর্মের বাহ্য আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরসাধনা করিতে ইনি সকলকে উপদেশ দিতেন, এবং নিজেও সেইরূপ করিতেন। ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে

সপ্তভিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা লোকলীলা সংবরণ করেন। পবিত্র জীবন এবং সাধু আচরণে ইনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই সমান শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বর্তমানে নানকপন্থী দণ্ডী ও উদাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাবা ঠাকুরদাস জি প্রধান।

নানকপন্থী—বাবা নানকের মতাবলম্বী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নানসেন (Nansen, Fridtjof)—(১৮৬১—১৯৩০ খ্রীঃ)। নরওয়ের প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। 'Farthest North' ইঁহার লিখিত পুস্তক। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিয়া ইনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নানা—১। বহু; ভিন্ন। ন+নাঞ্। অ; বিণ। ২। মাতামহ [কদাচিৎ পিতামহ, ঠাকুরদাদা]। হি। বি; পু। স্ত্রী—**নানী**।

নানাজাতীয়—বহু প্রকারের; অনেক জাতিবিষয়ক। নানাজাতি+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ। [বিণ।

নানান—অনেক, মেলা, বহু। বাংপ্র।

নানাপ্রকার—১। অনেক রকম। কর্মধা। বি; পু। ২। বহুবিধ, বিবিধ। বহু। বিণ।

নানা ফড়নবিশ (Nana Furnavis)—প্রকৃত নাম বালাজী জনার্দন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। জন্ম ১৭৪১ খ্রীঃ। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম মাধোরাও পেশোয়া হন, তখন তাঁহার অভিভাবক ও পিতৃব্য রঘুনাথ রাও নানাকে ফর্দনবিসি কার্যে নিযুক্ত করেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে মাধোরাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশোয়া হন। পিতৃব্য রঘুনাথ ইঁহাকে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। এমন সময় মৃত নারায়ণের পত্নী গঙ্গাবাই একটি পুত্র প্রসব করেন। এই পুত্র (মাধবরাও নারায়ণ) সিংহাসন অধিকার করিলে, নানা, সখারাম বাপু ও গঙ্গাবাই এই তিনজনে অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য পরিচালনা করেন। এই সময় নানা পুণারাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। অতঃপর সখারাম ও নানার মধ্যে মনোবাদ উপস্থিত হইলে, সখারাম রঘুনাথকে রাজ্য দিবার জন্য ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, আর নানা মাধোরাও নারায়ণের পক্ষে ফরাসীর সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ইহার ফলে প্রথম মারহাট্টা যুদ্ধ ঘটে। এই যুদ্ধ ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। ১৭৮২ খ্রীঃ অব্দে যে সন্ধি হয়, তাহার ফলে সাল্‌সেট্ ও এলিফাণ্টা এবং আর দুইটি দ্বীপ ইংরাজের অধিকারে আসে। রঘুনাথ প্রচুর বৃত্তি পাইলেন এবং মাধোরাও নারায়ণ পেশোয়া ও নানা তাঁহার মন্ত্রী বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। নিজামের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে নানা তাঁহাকে কর্ডলা (Kurdla) নামক স্থানে পরাভূত করেন। রঘুনাথের পুত্র বাজীরাও বালক মাধোরাও নারায়ণের সমবয়স্ক ছিলেন। উভয়ের মধ্যে সখ্যভাবও ছিল। সে জন্য নানা মাধোরাওকে তিরস্কার করেন। অপমানিত ও জীবনে বিরক্ত মাধোরাও ১৭৯৫ খ্রীঃ আত্মহত্যা করেন। তখন বাজীরাও পেশোয়া পদে অধিষ্ঠিত হইলেন দেখিয়া নানা পলায়ন করিলেন এবং পুণাতে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইলেন। উত্তরকালে বাজীরাওয়ের সহিত মিলিত হইয়া নানা মহারাষ্ট্রের মঙ্গলের জন্য আবার আপনাকে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় ইংরাজ Subsidiary alliance করিবার জন্য মহারাষ্ট্রগণকে আহ্বান করিলেন। নানার উপদেশে বাজীরাও তাহাতে সম্মত হইলেন না। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুসুলতানের পতন ও মৃত্যু ঘটিলে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভীত হইয়া গোপনে ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে (১৮০০ খ্রীঃ) নানা ফরনবিশের মৃত্যু হয়।

নানামত—১। বিভিন্ন অভিমত বা অভিপ্রায়। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অনেক প্রকার, বহুবিধ। বাংপ্র। বিণ।

নানামতে—নানাপ্রকারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নানারূপ, নানাবিধ—বহুপ্রকার, বিবিধ, হরেক রকমের। নানা রূপ বা বিধা যাহার, বহু। বিণ।

নানার্থ—১। অনেক অর্থ, ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য। নানা যে অর্থ, কর্মধা। বি; পু। ২। অনেকার্থযুক্ত। নানা হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

নানার্থক—বহুবিধ তাৎপর্য-সমন্বিত, অনেকার্থযুক্ত। নানা অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

নানা সাহেব—প্রকৃত নাম ধুন্ধুপন্থ। ইনি শেষ পেশোয়া বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র, এবং তাঁহার সহিত কানপুরের নিকট বিথুর নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে নানা সাহেব যাহাতে পিতার বৃত্তি পান, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য না হইয়া ইংরাজ গভর্নমেন্টের উপর জাতক্রোধ হন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রথমে ইনি রাজভক্তির ভান করিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই জুন যখন কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহিগণ দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিতে উদ্যত হয়, তখন নানা সাহেব তাহাদিগকে ফিরাইয়া নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, এবং আপনাকে পেশোয়া বলিয়া ঘোষিত করেন। ১৯ দিন ধরিয়া কানপুরের ইংরাজ অধিবাসিগণ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। পরে নানা সাহেব তাঁহাদিগকে এলাহাবাদ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছাইয়া দিবেন এই আশ্বাস দেওয়ায় তাঁহারা আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর ৪৫০ জন ইংরেজ যখন নৌকায় আরোহণ করেন, তখন গঙ্গাতীর হইতে তাঁহাদের উপর গোলাবর্ষণ করা হয়। কেবলমাত্র ৪ জন লোক সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া প্রাণরক্ষা করে। অবশিষ্টগণকে সেই স্থানেই হত্যা করা হয়। কেবল ১২৫ জন (স্ত্রীলোক ও শিশুগণ) বন্দীকৃত হইয়া থাকে। ১৬ই জুলাই নানার সৈন্যদল জেনারেল হ্যাভলক (Havelock) দ্বারা পরাভূত হয়। হ্যাভলক উপস্থিত হইয়া জানিলেন যে তাহার পূর্বদিনে নানা সাহেব উক্ত ১২৫ জন স্ত্রী ও শিশুগণকে আহত করিয়া মৃত বা জীবিত অবস্থায় একটি কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। নানা সাহেবের নিষ্ঠুরতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ এই কূপটি যত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর নানা সাহেব অযোধ্যার বেগম ও বেরেলীর নবাবের উপস্থিতিতে উৎসাহিত হইয়া অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ডের বিদ্রোহী সিপাহিদিগের সহিত যোগদান করেন। প্রায় দুইটি শীতকাল ধরিয়া যুদ্ধের পর উক্ত প্রদেশ দুইটিতে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে নানা সাহেব নেপাল অঞ্চলে পলায়ন করেন। শুনা যায়, নেপালের সেনাপতি জং বাহাদুর ইঁহাকে নেপালে আশ্রয় না দেওয়ায় নানা সাহেব জঙ্গলে লুকায়িত ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, নেপালের সন্নিহিত জঙ্গলেই নানা সাহেবের ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যু ঘটিয়াছে।

নান্দী—অভ্যুদয়, সমৃদ্ধি; নাটকাদির প্রারম্ভে কর্তব্য দেবাদির স্তুতি বা বন্দনা। ণিজন্ত নন্দ্ (=নান্দি)+ই কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নান্দীকর—স্তুতিপাঠক। নান্দী (স্তুতি)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, -করী।

নান্দীমুখ—১। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধভোজী মাতা-পিতৃগণ (ইঁহাদের সংখ্যা নয়,—পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ)। নান্দী (সমৃদ্ধি বা শুভ) মুখে যাহার, বহু। বি ; পু। ২। বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধ, বিবাহাদি শুভকর্মের পূর্বে কর্তব্য শ্রাদ্ধ বিঃ। নান্দীর মুখ (আরম্ভ) যাহা হইতে বা যদ্দারা, বহু। বি ; স্ত্রী। [অন্নপ্রাশন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, পুংসবন, নামকরণ, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, নবগৃহপ্রবেশ, দেবপ্রতিষ্ঠা, বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণ্যাদি প্রতিষ্ঠা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি কার্যে নান্দীমুখ অবশ্য কর্তব্য।]

নাপছন্দ—অপছন্দ, অমনোমত, গরপছন্দ। ফা-মৃ। বিণ।

নাপাক—অপবিত্র, অশুচি। ফা। বিণ।

নাপায়—বিলাস ; হাবভাব। প্রা কপ্র। বি।

নাপিত—জাতি বিঃ, ক্ষৌরকার। ন (না) —আপি (প্রাপ্ত হওয়ানো)+ত কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**নাপিতী** (সং); **নাপিতানী, নাপিতিনী** (বাং)।

নাফরা—কুষ্মাণ্ড, অলাবু প্রভৃতি আনাজ দ্বারা প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিঃ ; পুরীর জগন্নাথ-দেবের ভোগের ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

নাফা—উপকার, লাভ, লভ্য। আ-মৃ। বি।

নাফানী—বিলাসিনী, হাবভাব-বিকাশিনী ; যৌবনমদমত্তা ; প্রগল্‌ভা, ধৃষ্টা ; অসতী। প্রা কপ্র। বিণ।

নাব—নৌকা। প্রা কপ্র। বি।

নাবা—নামা, অবতরণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

নাবানো—নিয়ে গমন করানো, অবতরণ করিতে সাহায্য করা ; ভূমিতে রাখা, মাটিতে রাখিতে সাহায্য করা। বাংপ্র। ক্রি।

নাবাল—নিম্ন, নামু, নীচু ; ঢালু ; নিম্নভূমি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নাবালক—অপ্রাপ্তবয়স্ক, অপ্রাপ্তব্যবহার। <ফা 'নাবালিগ'। বি বা বিণ।

নাবিক—১। নৌকাচালক, কর্ণধার, মাঝি। নৌ (নৌকা)+ষ্ণিক। বি ; পু। ২। নৌকাসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**নাবিকী**।

নাবিকবিদ্যা—যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে নৌকা জাহাজ প্রভৃতি পরিচালন করা যায়। নাবিকের বিদ্যা, ৬তৎ বা নাবিকী বিদ্যা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

নাবী (নাবিন্)—নাবিক, নৌকা জাহাজাদির অধ্যক্ষ। নৌ+ইন্ অস্ত্যর্থে বি ; পু।

নাবী—১। নৌসম্বন্ধীয়া। নাব+ঈপ্। ২। নৌকার সারি ; জাহাজের বহর বি ; স্ত্রী। ৩। নৌকা দ্বারা উত্তরণযোগ্যা। নাব্য+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ৪। কালাতিক্রান্ত, বিলম্বিত ('— চাষ')। বাংপ্র। বিণ।

নাব্য—১। নৌকা দ্বারা উত্তরণযোগ্য ; নৌকা করিয়া যাতায়াতের বা বাণিজ্য-দ্রব্যাদি বহনের উপযুক্ত, navigable. নৌ শব্দ (নৌকা)+য্য। বিণ। স্ত্রী—**নাব্যা**। ২। নূতনত্ব, নবীনত্ব ; তারুণ্য। নব শব্দ (নূতন)+ষ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

নাভি—১। সম্রাট্ ; প্রধান ; ক্ষত্রিয় ; চক্রমধ্যমণ্ডল। নহ্ (বন্ধন করা)+ইঞ্ কর্ম। বি ; পু। ২। শরীরের অঙ্গ বিঃ, নাই। বি ; পু বা স্ত্রী।

নাভিকমল—নাভিপদ্ম, পদ্মতুল্য সুন্দর নাভি। নাভি কমলপ্রায়, উপমিত। বি ; স্ত্রী।

নাভিজন্মা (-জন্মন্)—পদ্মযোনি, ব্রহ্মা। নাভি (অর্থাৎ, বিষ্ণুর নাভিকমল) হইতে জন্ম যাঁহার, বহু। বি ; পু।

নাভিনাড়ী, নাভিনালা- নাভিস্থ নাড়ী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নাভিপদ্ম—পদ্মতুল্য সুন্দর নাভি ; মণিপুর চক্র। নাভি পদ্মসদৃশ, উপমিত। বি ; স্ত্রী।

নাভিবর্ধন—নাড়িচ্ছেদন। নাভির বর্ধন (ছেদন), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নাভিশ্বাস—মৃত্যুকালে নাভিদেশ হইতে ঊর্ধ্বমুখে টান। ৫তৎ। বি ; পু।

নাভিস্থল—নাভিদেশ ; সন্নিধান ; মধ্যবর্তী স্থান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নাম (নামন্)—যে শব্দ দ্বারা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করা যায়, অভিধা, আখ্যা, সংজ্ঞাবাচক শব্দ ; নাম উচ্চারণ, উল্লেখ ; খ্যাতি, প্রতিপত্তি ; বাক্যমাত্র ; ইষ্টদেবতার নাম, হরিনাম ; ঈষৎ, ছিটা, আভাস। ম্না (অভ্যাস করা)+মন্। কর্ম। বি ; স্ত্রী। **নাম করা**—নাম লওয়া ; স্মরণ করা ; ভগবানের নাম কীর্তন করা ; প্রসিদ্ধি অর্জন করা। **নাম ডুবানো**—সুনাম নষ্ট করা। **নাম রাখা**—নাম বা আখ্যা দেওয়া ; কীর্তি রাখিয়া যাওয়া। **নাম হওয়া**—যশঃ বৃদ্ধি পাওয়া।

নামক—আখ্যাত, নামে পরিচিত। বিণ।

নামকরণ—বিধিপূর্বক সন্তানের প্রথম নাম রাখা। নামন্ (নাম)—কৃ (করা)+ অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। [ইহা দশবিধ সংস্কারের অন্যতম। জন্মদিন হইতে দশম, দ্বাদশ, একাদশ, বা শত দিবসে অথবা কুলাচার অনুসারে শুভদিনে ; শুভ তিথিতে এবং শুভযোগে নামকরণ করিতে হয়]।

নাম-করা—বিখ্যাত, খ্যাতিমান্। বাংপ্র। বিণ।

নামগন্ধ—নাম ও গন্ধ, সামান্ত সংস্রব, একটুও সম্পর্ক। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

নামগ্রহ—নাম ডাকা। ৬তৎ। বি ; পু।

নামগ্রহণ—নাম লওয়া ; নাম করা ; নাম ডাকা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নামজপ—মালায় গুটিকার সাহায্যে ইষ্ট-দেবের নাম লওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

নামজাদা—প্রথিতনামা, বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ। ফা-মৃ। বিণ।

নামঞ্জুর—অস্বীকৃত, পরিত্যক্ত, অগ্রাহ্য। ফা-আ-মৃ। বিণ।

নামডাক—খ্যাতি, প্রতিপত্তি ; যশের আন্দোলন। বাংপ্র। বি।

নামতঃ (-তস্)—নামে মাত্র। অ।

নামতা—নামের নক্ষত্র ; সংখ্যা-গুণনের ধারা। বাংপ্র। বি।

নামতৃতীয়া- ব্রত বিঃ [অগ্রহায়ণ মাসের তৃতীয়ায় আরম্ভ করিয়া গৌরী, কালী, উমা, ভদ্রা, দুর্গা, কান্তি, সরস্বতী, মঙ্গলা, বৈষ্ণবী, লক্ষ্মী, শিবা ও নারায়ণী পূজারূপ ব্রত]। বি ; স্ত্রী।

নামধর—নামধারী। নাম—ধৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ।

নামধাতু—নামের অর্থাৎ শব্দের উত্তর কাম্যক্, ক্য, ণ্ড, ক্বি এবং ণি প্রত্যয় করিয়া যে ধাতু নিষ্পন্ন হয় [নাম ও তিঙাদি পদের দ্বারা আরব্ধ যে ধাতু তাহাকে নামধাতু বলে, যথা পুত্রীয়তি]। অগ্রে নাম পশ্চাৎ ধাতু, কর্মধা। বি ; পু।

নামধারক—প্রকৃত ক্রিয়াবর্জিত কেবল নামমাত্র ধারণকারী। নামের ধারক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-ধারিকা**।

নামধেয়—নাম, আখ্যা, সংজ্ঞাবাচক শব্দ। নামন্ শব্দ (নাম)+ধেয়। বি ; স্ত্রী।

নামনা—ঘটবৃক্ষাদির ঝুরি। বাংপ্র। বি।

নামনি, নামুনি- ভেদরোগ ; বিসূচিকা। বাংপ্র। বি।

নামমাত্র—যাহার কেবল নামই সার (আসল কাজে কিছু নয়) ; অতি সামান্ত, অল্পমাত্র। নামই মাত্রা যাহার, বহু ; কিংবা নামন্ (নাম)+মাত্র পরিমাণার্থে। বিণ।

নামমুদ্রা—নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক। নাম-অঙ্কিত মুদ্রা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

নামযজ্ঞ—প্রকৃত ক্রিয়াহীন নামমাত্র যজ্ঞ, দম্ভ (তামসিক) যজ্ঞ ; অবিশ্রান্তভাবে হরিনাম কীর্তন। ৬তৎ। বি ; পু।

নামলিঙ্গ—১। শব্দের লিঙ্গ। ৬তৎ। ২। শব্দ ও পুংস্ত্বাদি লিঙ্গ। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

নামশেষ—১। মৃত্যু, মরণ। নামের

শেষ, ৬তৎ। বি ; পু। ২। মৃত। নাম মাত্র শেষ আছে যাহার, বহু। বিণ।

নামসংকীর্তন—নামগান, নামোচ্চারণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নামস্মরণ—প্রাতঃকালে এবং বিপদে ঈশ্বরের নাম চিন্তা ও উচ্চারণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নামা—অবতরণ করা, উপর হইতে আসা, অধোগমন করা, ওলা বা উলা ; অবনতি প্রাপ্ত হওয়া ; হ্রাস পাওয়া, কমিয়া যাওয়া, হীন হওয়া ; ভেদ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

-নামা (-নামন্) —নামধারী, নামযুক্ত, নামে খ্যাত। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নাম্নী**।

-নামা—পত্র, লেখ্য (যেমন 'সোলেনামা', 'বণ্টননামা')। ফা-মু। বি।

নামাঙ্ক—১। নামের চিহ্ন বা অক্ষর। নামের অঙ্ক, ৬তৎ। বি ; পু। ২। নামাঙ্কিত, নামের চিহ্ন বা অক্ষরযুক্ত। নামের অঙ্ক আছে যাহাতে, বহু। বিণ।

নামাঙ্কিত—নামযুক্ত ; নামের মোহর বা ছাপযুক্ত ; স্বাক্ষরিত। নাম হইয়াছে অঙ্কিত যাহাতে, বহু। বিণ।

নামাজ—মুসলমানদিগের ভগবদুপাসনা, খোদার নিকট প্রার্থনা। আ। বি।

নামানো—অবতরণ করানো, অধোগামী করা ; নীচে আনা বা রাখা ; কমানো ; অবরোপণ করা ; ভেদ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নামানুশাসন—শব্দের অর্থজ্ঞাপক অভি-ধান। নামন্ (নাম)—অনু—শাস্+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

নামাবলি—১। নামমালা ; নামশ্রেণী। নামের আবলি, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। দেবতার নামাঙ্কিত উত্তরীয় বস্ত্র। নামের আবলি (শ্রেণী) আছে যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

নামামৃত—নামসুধা অর্থাৎ মধুর নাম। রূপক। বি ; স্ত্রী।

নামী—১। নাবী, যথাকালের পরবর্তী, উপযুক্ত সময়ের পরে উৎপন্ন ; নামধারী, যাহার নাম সেই ব্যক্তি বা বস্তু। বি বা বিণ। ২। নামজাদা ; খ্যাত। বাংপ্র। বিণ।

নামোচ্চারণ—নামকথন, অন্তিম সময়ে বা গঙ্গাযাত্রা কালে নারায়ণ প্রভৃতির নাম কথন। নামের উচ্চারণ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নামোৎসব—নামগান-রূপ আনন্দজনক ব্যাপার বিঃ, উৎসব সহকারে নাম-সংকীর্তন। নামগানরূপ উৎসব, মধ্যপ। বি ; পু।

নামোল্লেখ—নামোচ্চারণ, নাম-নির্দেশ। ৬তৎ। বি ; পু।

নায়—নৌকা। বাংপ্র। বি।

নায়ক—১। নেতা, পরিচালক ; প্রাপক ; শ্রেষ্ঠ। নী (লইয়া যাওয়া)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নায়িকা**। ২। গ্রন্থের বর্ণনীয় প্রধান পুরুষ [নায়ক চারিপ্রকার —ধীরোদাত্ত, ধীরপ্রশান্ত, ধীরললিত ও ধীরোদ্ধত। আত্মশ্লাঘাশূন্য, হর্ষশোকাদিতে অনভিভূত, বিনয়ী এবং প্রতিজ্ঞাপালক নায়ককে ধীরোদাত্ত কহে। বহু সাধারণ গুণসম্পন্ন নায়ক ধীরপ্রশান্ত। চিন্তাহীন এবং নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত নায়ক ধীর-ললিত। আত্মশ্লাঘাপরায়ণ, উদ্ধত, মায়াবী, গর্বিত ও অস্থিরপ্রকৃতি নায়ক ধীরোদ্ধত] ; প্রেমাসক্ত ব্যক্তি ; স্ত্রীলোকের প্রণয়ী পুরুষ ; স্বামী ; অধ্যক্ষ ; হারমধ্যস্থিত মণি। বি ; পু। [বি।

নায়কী—বীণাদির প্রধান তার। বাংপ্র।

নায়কীয়—নায়কনায়িকাসম্বন্ধীয়। নায়ক শব্দ+ণীয় ইদমর্থে। বিণ।

নায়র—নাগর, নায়ক, প্রণয়ী ; [স্ত্রীলোকের] পিত্রালয়। প্রা কপ্র। বি।

নায়রী—নাগরী। প্রা কপ্র। বি।

নায়িকা—১। নেত্রী, পরিচারিকা ; শ্রেষ্ঠা, প্রধানা। নায়ক+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয়া স্ত্রী [নায়িকা প্রধানতঃ তিন প্রকার—স্বীয়া, পরকীয়া এবং সামান্যা। স্বীয়া তিন প্রকার—মুগ্ধা, মধ্যা, প্রগল্‌ভা। মধ্যা ও প্রগল্‌ভা প্রত্যেকে তিন প্রকার—ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা। পরকীয়া দুই প্রকার—পরোঢ়া ও কন্যকা। ইহাদের আবার গুপ্তা, বিদগ্ধা, লক্ষিতা প্রভৃতি ভেদ আছে। সামান্যা তিন প্রকার —বক্রোক্তিগর্বিতা, অন্যসম্ভোগদুঃখিতা এবং মানবতী। ইহাদের আবার প্রোষিত-ভর্তৃকা, খণ্ডিতা, উৎকণ্ঠিতা, কলহান্ত-রিতা, বিপ্রলব্ধা, বাসকসজ্জা, স্বাধীন-পতিকা ও অভিসারিকা এই আট প্রকার ভেদ আছে ; বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও টীকা, রতিরহস্য দ্রষ্টব্য] ; প্রণয়িনী স্ত্রী ; অষ্টদেবী বিঃ, আদ্যাশক্তি ভগবতীর অষ্ট-ভেদ,—উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ড-নায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ড-বতী। বি ; স্ত্রী।

নায়েব—প্রতিনিধি ; অধীন কর্মচারী ; জমি-দারের ভিতির প্রধান কর্মচারী। <আ 'নায়িব'। বি।

নায়েবি—নায়েবের পদ বা কার্য। আ-মু। বি।

নায়েবী—নায়েবের উপযুক্ত, নায়েব-সুলভ। আ-মু। বিণ।

নায়েরা—[স্ত্রীলোকের] পিতৃগৃহ। প্রা কপ্র। বি।

নার—১। নর-বিষয়ক, মনুষ্যসম্বন্ধীয়। নর শব্দ+অ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**নারী**। ২। নরগণ। নর+অ সমূহার্থে। বি ; স্ত্রী। ৩। জল। নর+অ ভবার্থে। বি ; পু।

নারক—১। নিরয়, নরক। নরক শব্দ+অ স্বার্থে। বি ; পু। ২। নরকসম্বন্ধীয় ; নরকস্থ। নরক+অ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**নারকী**।

নারকী (নারকিন্)—নরকস্থ, নরকভোগী ; নরকভোগের যোগ্য, ঘোর পাপিষ্ঠ। নরক +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নারকিণী**।

নারকুলে—নারিকেলী। বাংপ্র। বিণ।

নারঙ্গ—১। বিট। নার শব্দ (নরসমূহ)—গম্+খ কর্তৃ। ২। নারাঙ্গা নেবু ; পিপ্পলী-রস ; যমজ। ন (নাই) রঙ্গ যাহার সে অরঙ্গ, বহু ; ন অরঙ্গ, নঞ্‌তৎ। বি ; পু।

নারঙ্গি, নারাঙ্গি—নারঙ্গ নেবু, কমলা নেবু। বাংপ্র। বি।

নারদ—দেবর্ষি বিঃ, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে সৃজনকার্যের ভারগ্রহণ করিতে বলেন। কিন্তু ঈশ্বরসাধনা ও ভগবৎ-প্রাপ্তির বিঘ্নাশঙ্কায় ইনি তাহাতে স্বীকৃত না হওয়ায়, বিরিঞ্চির অভিশাপে ইঁহাকে গন্ধর্ব ও মানবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি অতিশয় হরিভক্ত ছিলেন, এবং তন্ময়চিত্তে তপোরত হইয়া হরিসাধনা করিতে ভালবাসিতেন। ইনি কামচর ছিলেন, এবং সর্বত্র ইঁহার গতি-বিধি ছিল। আবশ্যকমত ইনি সকল ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করিতেন। ইনি ঘটক হইয়া হর-পার্বতীর বিবাহ সংঘটন করিয়া দিয়াছিলেন। ধ্রুব ইঁহার নিকট হরিমন্ত্রে দীক্ষিত হন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ বাণ-রাজপুরে অবরুদ্ধ হইলে ইনি দ্বারকায় সংবাদ প্রদান করিয়া দৈত্যবিনাশের সহায়তা করেন। ইঁহার চেষ্টায় অনেক অসুরের জীবনান্ত হয়। পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিলে দেবর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে দ্রৌপদীর জন্য ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ না হয়, তাহার নিয়ম নির্ধারণ করিতে উপদেশ দেন। ফলতঃ সকল ঘটেই নারদকে উপস্থিত দেখা যায়। ইনি অতিশয় সংগীতপ্রিয় ছিলেন। প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট কিঞ্চিৎ সংগীতবিদ্যা শিখিয়া-ছিলেন। পরে উলূকেশ্বরের নিকট বহুবর্ষ গান্ধর্ব বিদ্যায় আলোচনা করিয়া কতক পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার মনে সংগীতবিষয়ে গর্বভাবের উদয় হয়, কিন্তু দর্পহারী অচিরে ইঁহার দর্প চূর্ণ

করেন ['গঙ্গা' দ্রঃ]। পরিশেষে ভগবান্ বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতারে তাঁহার নিকট পাশযোগ শিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দলাভে কৃতার্থ হন। বীণা যন্ত্র ইঁহারই সৃষ্ট। ইনি নারদসংহিতা নামক সংগীতশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। নারদপ্রণীত স্মৃতিও বিখ্যাত। ইঁহার রচিত নারদীয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত। অপর এক নারদের উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে ব্রহ্ম-বিজ্ঞান প্রসঙ্গে সনৎকুমার নারদ-সংবাদে দৃষ্ট হয়; ইনি অতি প্রাচীন।

নার (নরসমূহ)—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ; যিনি জনগণকে যথার্থ উপদেশ প্রদান করেন। ইহা ভিন্ন এই শব্দের অনেকে অনেকরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া থাকেন। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত দিতে পারা গেল না। তবে নিতান্ত আবশ্যক-বোধে এস্থলে আর একটি মাত্র প্রদত্ত হইল ;—

"নাকারঃ সৃষ্টিকর্তা চ দকারঃ পালকঃ সদা। রেফঃ সংহারকশ্চৈব নারদঃ পরিকীর্তিতঃ॥" অর্থাৎ—না (সৃষ্টিকর্তা)+র (সংহারকর্তা) +দ (পালনকর্তা)।

নারদীয়—১। পুরাণ বিঃ। নারদ শব্দ+ঈয়। বি; ক্লী। ২। নারদসম্বন্ধীয়; নারদকৃত। বিণ।

নারসিংহ—পুরাণ বিঃ। নরসিংহ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বি; ক্লী। স্ত্রী—**নারসিংহী**।

নারা—না পারা। বাংপ্র। ক্রি।

নারাঙ্গা—ব্যাধি বিঃ (ইহাতে দেহের স্থানে স্থানে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠে, এবং ক্ষত হইয়া রস পড়ে)। বাংপ্র। বি।

নারাঙ্গি—কমলা নেবু। বাংপ্র। বি।

নারাচ—লৌহময় বাণ; লৌহনির্মিত তীক্ষাগ্র শলাকা; দুর্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন। নার (নরসমূহ)—আ—চম্ (ভোজন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

নারাচী—তুলাদণ্ড বিঃ, নিক্তি। নারাচ শব্দ +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নারাজ—গররাজী, অসম্মত; অসন্তুষ্ট, বিরক্ত। ফা-আ। বিণ।

নারায়ণ—১। বিষ্ণু। নার (জল) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাঁহার, বহু। বি; পু। ২। বিষ্ণুর অংশাবতার; ধর্মরাজপত্নী মূর্তির গর্ভে ইঁহার জন্ম ['নরনারায়ণ' দ্রঃ]। ৩। অজামিলের কনিষ্ঠ পুত্র, তাঁহার রক্ষিতা গণিকার গর্ভজাত। অজামিল ইহাকে বড় ভালবাসিতেন। মৃত্যুকালে ইহার নাম ধরিয়া ডাকিতে ডাকিতে অজামিলের চিত্ত প্রকৃত নারায়ণে আসক্ত হওয়ায় তিনি মুক্তিলাভ করেন (অজামিল দ্রঃ)। ৪। বহু বৈদিক গ্রন্থের ব্যাখ্যাতা উপনিষৎসমূহের দীপিকা-কর্তা অপর এক নারায়ণ ছিলেন। ৫। বেণী-সংহার নামক বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের প্রণেতা। ইনি অনুমান খ্রীঃ পূঃ অষ্টম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন।

নারায়ণক্ষেত্র—গঙ্গাতট; গঙ্গাপ্রবাহ হইতে চারি হস্ত পরিসর তীর। নারায়ণ-প্রিয় ক্ষেত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য (বিদ্যাভূষণ)—হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরের সন্নিকটবর্তী পোলগ্রামে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম পীতাম্বর ভট্টাচার্য। নারায়ণ-চন্দ্র সংস্কৃত সাহিত্যাদিশাস্ত্র পাঠ করিয়া বিশিষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি জৈন-পণ্ডিত হেমচন্দ্রের অভিধান চিন্তামণি বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশ করেন। ইনি নববোধন, কথাকুঞ্জ প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার প্রাণাত্যয় ঘটে।

নারায়ণতৈল—বায়ুরোগে সেবনীয় পক্ব তৈল বিঃ। বি; ক্লী।

নারায়ণপ্রিয়—১। বিষ্ণুর প্রীতিজনক। ৬তৎ। বিণ। ২। পীতচন্দন। বি; ক্লী। ৩। মহাদেব। নারায়ণ প্রিয় যাঁহার, বহু। বি; পু।

নারায়ণ স্বামী—অযোধ্যা নগরের চারি ক্রোশ উত্তরে "ছুপিয়া" নামক ক্ষুদ্র গ্রামে হরিপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার তিন পুত্র: জ্যেষ্ঠ ঘনশ্যাম, মধ্যম রামপ্রতাপ এবং কনিষ্ঠ ইচ্ছারাম। এই ঘনশ্যামই পরিশেষে নারায়ণ স্বামী নামে অভিহিত হন। ঘনশ্যামের দশ বৎসর বয়ঃকালে তাঁহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। ইহাতে ঘনশ্যামের মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়; তিনি দ্বাদশ-বৎসর বয়সেই সংসার পরিত্যাগপূর্বক তীর্থপর্যটন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ক্রমশঃ বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ, বারাণসী ও শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি পুণ্যতীর্থে ভ্রমণপূর্বক জটা কৌপীন ধারণ ও মৃগচর্ম পরিধান করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি নানাবিধ শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

উনবিংশ বর্ষ বয়সে তিনি কাটিয়াগড়ে ও তৎপরে জুনাগড়ের সন্নিহিত শ্রীলোজগ্রামে গমন করেন, এবং শেষোক্ত স্থানে রামানন্দী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন। রামানন্দ স্বামী ঐ সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও বৈরাগ্যবান্ শিষ্য প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং ঘনশ্যামকে "নারায়ণ স্বামী" নাম প্রদান করিলেন।

রামানন্দের মৃত্যুর পরে নারায়ণই সম্প্রদায়ের কর্তা হইলেন। তিনি ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে আহম্মদাবাদে এবং ১৮১১ খ্রীঃ অব্দে ভাউ নগর রাজ্যের গড়হড়া নামক স্থানে ধর্ম প্রচার করিয়া, শেষোক্ত স্থানে ৮০০ আটশত ব্যক্তিকে শিষ্যরূপে দীক্ষিত করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে এই সম্প্রদায়ে ৫ লক্ষ পরিবার ও ৫ শত সাধু ছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত মত ও সম্প্রদায় এবং মঠ গুজরাট প্রদেশে এখনও বর্তমান আছে। এই মতকে স্বামী নারায়ণী মত বা সম্প্রদায় বলে। এই মতের সহিত রামানুজ সম্প্রদায়ের মতের মিল আছে।

নারায়ণী—নারায়ণের শক্তি; লক্ষ্মী; দুর্গা; গঙ্গা। নারায়ণ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী। **নারায়ণী সেনা**—শ্রীকৃষ্ণের সংশপ্তক সৈন্য। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং পাণ্ডবদের সারথি হইয়া তাঁহার এই সৈন্যদল দুর্যোধনকে দান করিয়াছিলেন।

নারি—পারি না। কপ্র। ক্রি।

নারিকেল—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ বৃক্ষ, নারকেল গাছ। নালিকা শব্দ—ঈর্ (প্রেরণ করা)+ক কর্তৃ। বি; পু। ২। ঐ গাছের ফল, নারকোল। নার—জল, ক—বায়ু কর্তৃক, ইল—প্রেরিত হয় যে ফলে। বি; ক্লী।

নারিকেল-ফুল—নারিকেল পুষ্প; নারিকেল-পুষ্পবৎ বর্ণফুল, কর্ণাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

নারিকেলী, নারকুলে—নারিকেলের মত আকারবিশিষ্ট; নারিকেলসম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

নারী—১। নর-সম্বন্ধীয়া। নার+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীলোক; পত্নী। [নারীজাতি চারি প্রকার—পদ্মিনী, চিত্রিণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী]। নার (নর) +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

"যে কামিনীর কেশ আকুঞ্চিত, মুখ মণ্ডলাকার ও নাভি দক্ষিণাবর্ত, সেই নারী কুলবর্ধিনী হয়। যে রমণীর দেহকান্তি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল ও হস্ত রক্তপদ্মের ন্যায়, সেই কামিনী পতিব্রতা ও সহস্র-নারীর প্রধানা হইয়া থাকে। যে স্ত্রীর কেশ বক্র ও চক্ষু মণ্ডলাকার, অচিরে সেই নারীর ভর্তার মরণ হয়, এবং সে চিরকাল দুঃখভোগ করে। যে কন্যার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুবৃত্ত, দেহপ্রভা নবোদিত সূর্যের ন্যায় রক্তিম, নেত্রদ্বয় বিশাল ও ওষ্ঠ বিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ, সেই কন্যা চিরকাল সুখভোগ করে। যাহার করতলে অসংখ্য রেখা দৃষ্ট হয়, সে ক্লেশ ভোগ করে। যাহার করতলে অতি অল্পমাত্র রেখা দৃষ্ট হয়, সে ধনহীন হয়। যাহার পাণিতল গভরেখ, ও

রক্তবর্ণ, সে সুখভোগ করে। করতলগত রেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সে নারী দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্বাহ করে। যে নারীর পাণিতলে অঙ্কুশমণ্ডল ও চক্রাকার চিহ্ন থাকে, সেই কামিনী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়। যে কামিনীর পার্শ্বদ্বয় ও স্তনযুগল রোমাবৃত এবং ওষ্ঠ ও অধর সমুন্নত, সেই নারীর পতির শীঘ্র মরণ হইয়া থাকে। যে রমণীর করতলে প্রাকার ও তোরণাকার রেখা দৃষ্ট হয়, সেই রমণী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হইয়া থাকে। যে নারীর রোমাবলী নাভিদেশ হইতে অচ্ছিন্নভাবে উদ্গত হইয়াছে এবং ঐ রোমরাজি যদি কপিলবর্ণ ও ঊর্দ্ধদিকে বৃত্তাকার হয়, তাহা হইলে সেই নারী রাজকন্যা হইলেও দাসীবৃত্তি আশ্রয় করে। যে কামিনীর গমনকালে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি মৃত্তিকা স্পর্শ করে না, সেই বামা শীঘ্র পতিকে বিনাশ করিয়া স্বাধীনবৃত্তি আশ্রয় করিয়া থাকে। যে রমণীর গমনকালে পদভরে ভূভাগ কম্পিত হয়, সেই নারী বিধবা হইয়া ম্লেচ্ছের আচার গ্রহণ করে। যাহার চক্ষু সমুজ্জ্বল, সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হইয়া থাকে। যাহার দন্ত চাকচিক্যশালী, তাহার উত্তম ভোজন লাভ হয়। যাহার গাত্রচর্ম উজ্জ্বল সে উত্তম শয্যাভোগ করে। যে নারীর পাদদ্বয় স্নেহযুক্ত, সে নারী উত্তম বাহন প্রাপ্ত হয়। যে নারীর চরণদ্বয় সমুন্নত, ও স্নিগ্ধ, নখ তাম্রবর্ণ, এবং তাহাতে (পদে) মৎস্য, অঙ্কুশ, চক্র, পদ্ম ও লাঙ্গলচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই স্ত্রীকে শুভলক্ষণা বলিয়া জানিবে। স্ত্রীলোকের চরণতল কোমল ও স্বেদশূন্য হইলে প্রশস্ত হয়। নারীর জঙ্ঘা ও উরুযুগল রোমশূন্য ও হস্তিশুণ্ডের ন্যায় সুবৃত্ত * * * নাভি গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত, উদরে রোমশূন্য ত্রিবলী,—হৃদয় ও স্তনযুগল রোমশূন্য হইলে তাহা শুভলক্ষণ বলিয়া জানিবে।"

(চন্দ্রকুমার তর্কালংকারের বঙ্গানুবাদ)

নারীজন্ম (-জন্মন্)—নারীরূপে জন্মগ্রহণ, স্ত্রীজন্ম। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নারীতরঙ্গক—লম্পট ; উপপতি। নারীর চিত্তে তরঙ্গ জন্মায় যে এই অর্থে নারী—তরঙ্গ+কণ্। বি ; পু।

নারীদূষণ—মদ্যপান দুর্জনসংসর্গ পতিত্যাগ ইতস্ততোভ্রমণ পরকীয় গৃহে বাস অন্যের গৃহে শয়ন—স্ত্রীলোকের এই ছয় দোষ ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নারীদেশ—কেবল নারীগণের বসতিস্থান (এই দেশ কোন মতে আসামপ্রদেশ, অপর কোন মতে কামরূপ) ; কেদারকল্প-নামক গ্রন্থ মতে হিমাদ্রি মধ্যস্থিত দেশ ; প্রমীলাপুরী। নারীর দেশ, ৬তৎ ; অথবা নারী-পূর্ণ দেশ, মধ্যপ। বি ; পু।

নারীধর্ষণ—স্ত্রীলোকের প্রতি অবৈধ বলপ্রয়োগ, বলাৎকার। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

নারীনিগ্রহ, নারীনির্যাতন—স্ত্রীলোকের উপর উৎপীড়ন বা অত্যাচার, রমণীর অবমাননা। ৬তৎ। বি ; পু ও স্ত্রী। [৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

নারীরত্ন—অপূর্ব সুন্দরী বা গুণবতী রমণী।

নারীস্বভাব—১। স্ত্রীপ্রকৃতি, স্ত্রীলোকের স্বভাববিশিষ্ট। নারীর স্বভাবের ন্যায় স্বভাব যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। স্ত্রীলোকের প্রকৃতি (কোমলতা, দয়ার্দ্রচিত্ততা, স্নেহশীলতা প্রভৃতি)। ৬তৎ। বি ; পু।

নারীস্বভাবসুলভ—স্ত্রী-প্রকৃতিতে সচরাচর যেরূপ দেখা যায় সেরূপ। ৭তৎ। বিণ।

নারীহরণ—রমণী অপহরণ, স্ত্রীলোককে চুরি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

১। শিরা ; ডাঁটা ; মৃণাল ; হরিতাল। নল্ (বন্ধন করা ইত্যাদি)+ণ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী। ২। নল। বি ; পু। ৩। ঘোড়া, বলদ প্রভৃতির খুর-রক্ষক লৌহদণ্ড। আ। বি। ৪। লাল, রাঙ্গা ; লালা, থুতু। বাংপ্র। বিণ।

নালন্দা—প্রাচীনকালে এখানে জগদ্বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই স্থানের বর্ত্তমান নাম বড়গাঁও। বখতিয়ার বিহার লাইট রেলওয়ের বড়গাঁও রোড স্টেশন হইতে প্রাচীন নালন্দা এক মাইল দূরে অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ নালন্দায় গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় দুই বৎসরকাল বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। নালন্দায় সঙ্ঘারামসমূহে তৎকালে ন্যূনাধিক দশ সহস্র ছাত্র বাস করিত। বহুদূরবর্ত্তী দেশসমূহ হইতেও শিক্ষার্থীরা এখানে সমবেত হইত। হুয়েনসাঙের অবস্থিতিকালে বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমতটের রাজবংশোদ্ভব শীলভদ্র নামে একজন ভিক্ষু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাস্থবির ছিলেন। পাল নরপালগণের রাজত্বকালে নালন্দা একটি প্রধান বৌদ্ধতীর্থ ছিল। ইঁহারা নালন্দা মহাবিহারের তত্ত্বাবধান করিতেন। পালবংশের তৃতীয় রাজা দেবপালদেব কনিষ্ক-বিহার হইতে সমাগত বীরদেব নামক এক আচার্যকে নালন্দা-মহাবিহারের সংঘস্থবির নিযুক্ত করেন। নালন্দা নগরে প্রতিষ্ঠিত দ্বিতী গোপালদেবের নামাঙ্কিত বাগীশ্বরী মূর্তি ও মহীপালের রাজত্বকালে নালন্দায় লিখিত কতিপয় বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নয়পালদেবের রাজত্বকালে দীপংকর শ্রীজ্ঞান নালন্দার সংঘস্থবির নিযুক্ত হন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দাবিহার বিরাজমান ছিল। কোন্ সময়ে ইহার ধ্বংস হয়, জানা যায় না। এককালে যে এখানে অসংখ্য হর্ম্যাদি বিরাজ করিত, তাহা তথায় অবস্থিত বিশাল ধ্বংসস্তূপ সকল দেখিলে অনুমান করা যায়। এই স্থান কেবল বৌদ্ধদিগের নহে, জৈনদিগেরও একটি মহাতীর্থ। মহাবীর এখানেই জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইংরাজ রাজত্বকালে বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়ে ভারত গভর্নমেণ্ট নালন্দার খননকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। খননের ফলে, অসামান্য কলাকৌশলসম্পন্ন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অশেষ নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহু সুপ্রাচীন শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে।

নালফুল—কুমুদ, শুঁদি। বাংপ্র। বি।

নালা—১। নাল (সকল অর্থে)। নাল+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। জলনালী, নরদমা, ড্রেন ; খাত, খানা। বাংপ্র। বি।

নালায়েক—অযোগ্য, অনুপযুক্ত। <ফা 'নালায়িক'। বিণ।

নালি—১। নল ; শিরা ; ডাঁটা ; এক দণ্ডকাল, ২৪ মিনিট। নল্+ইণ্। বি ; স্ত্রী। ২। নাড়ীক্ষত, শোষ ঘা ; নালা, নরদমা, জুলি। বাংপ্র। বি। ৩। লালা ; ফেন। প্রা কপ্র। বি।

নালিক—নলওয়ালা প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র বিঃ ; শর, বাণ ; পদ্ম ; মহিষ। বি ; পু বা স্ত্রী।

নালিকা, নালী—নালি (সকল অর্থে)। নালি+কণ্ স্বার্থে+আপ্—নালিকা। নালি+ঈপ্—নালী। বি ; স্ত্রী।

নালিতা, নালতে—তিক্ত পাট শাক। বাংপ্র। বি।

নালিম—লালিমা, রক্তিমা, আরক্ত বর্ণ, রক্তাভা। প্রা কপ্র। বি।

নালিশ—আরজ, আবেদন, দরখাস্ত ; অভিযোগ। ফা। বি।

নালিশবন্দ—আবেদনকারী, দরখাস্তকারী, অভিযোক্তা। ফা-মু। বি বা বিণ।

নালিশী—যাহার বা যে বিষয়ে নালিশ হইয়াছে, দরখাস্তের বিষয়ীভূত। ফা-মু। বিণ।

নালী—'নালিকা' বা 'নালি' দ্রঃ।

নালীক—১। শর ; শল্য ; অস্ত্র ; আগ্নেয়াস্ত্র (শুক্রনীতি ও যুক্তকল্পতরুতে এই নালীক নামক আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ আছে) ;

বন্দুক। নালী—কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। পদ্মসমূহ। ৩। পদ্মের বৃন্ত, বোঁটা। নালী+কণ্। বি; স্ত্রী। [অনেকে মনে করেন যে প্রাচীনকালে ভারতে বন্দুক কামান প্রভৃতি অস্ত্রের প্রচলন ছিল না। কিন্তু প্রাচীন-যুগেও যে এ সকল অস্ত্র প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে প্রাচীন যোদ্ধৃগণ এই সকল অস্ত্রকে কূট যুদ্ধের উপকরণ বলিয়া ব্যবহার করিতেন না। রামায়ণ মহাভারতেও এই নালীক যন্ত্রের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, এবং ইহার কার্যদর্শনে ইহাকে বন্দুক বলিয়াই স্থির করিতে হয়। এতদ্ব্যতীত বেদ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ এবং মহাভারতে "তুলা-গুড়া" নামক আর এক প্রকার অস্ত্রের কথা শুনা যায়। যথা—

"তথৈবাসনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা॥"

অর্থাৎ এই তুলাগুড়া অস্ত্র চক্রযুক্ত, বায়ু-উৎপাদক, ভীষণ মেঘগর্জনের ন্যায় শব্দ-উৎপাদনকারী; ইহা আগ্নেয় দ্রব্যের প্রভাবে প্রযুক্ত হইত। এই অস্ত্রটি যে কামানের অনুরূপ ইহা নিশ্চয়। পূর্বে বন্দুক নালীক এবং কামান বৃহন্নালীক নামে অভিহিত হইত। রামদাস সেন কৃত "ভারত রহস্য" গ্রন্থে এই সকল যন্ত্রের প্রাচীন উৎপাদন ও প্রয়োগ এবং বারুদ প্রস্তুত প্রণালী বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইয়াছে।]

নালীব্রণ—নালী ক্ষত, নালী ঘা। নালীযুক্ত ব্রণ, মধ্যপ। বি; পু।

নাশ—ধ্বংস; বধ; মৃত্যু; লয়; পলায়ন; অদর্শন। নশ্ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নাশক—নাশকারী, ধ্বংসসাধক, ঘাতক, লয়-কারক। ণিজন্ত নশ্ বা নাশি (নষ্ট করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নাশিকা**।

নাশন—১। নাশকরণ, ধ্বংসসাধন। ণিজন্ত নশ্ বা নাশি (নষ্ট করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। নাশক, ধ্বংসকারী। নাশি+অন কর্তৃ। বিণ।

নাশপাতি—আপেলজাতীয় ফল বিঃ, pear. ফা। বি।

নাশা—১। নাশ করা। কপ্র। ক্রি। ২। নাশকারী। দেশজ। বিণ।

নাশিত—বিনাশিত, ধ্বস্ত। ণিজন্ত নশ্ বা নাশি (নষ্ট করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নাশী (নাশিন্)—১। নাশশীল, ধ্বংসী, নশ্বর। নাশ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। নাশক, নাশকারী। ণিজন্ত নশ্ বা নাশি (নষ্ট করা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নাশিনী**। ৩। নাশিনী, নাশিকা, নাশকারিণী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

নাষ্টিক—নষ্ট দ্রব্যের অধিকারী। নষ্ট+ ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**নাষ্টিকী**।

নাস—নাকের নিমিত্ত মাদকচূর্ণ বিঃ (প্রায়ই তামাক পাতার প্রস্তুত হয়)। <নস্ত। বি। **জলের নাস**—নাক দিয়া জল পান। **ধোঁয়ার নাস**—নাক দিয়া টানিয়া ধূমপান।

নাসত্য—দেবচিকিৎসক অশ্বিনীকুমারদ্বয়। ন (না) অসত্য, নঞ্‌তৎ; অথবা নাসা (নাক)—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ড কর্ম। বি; পু।

নাসদান, -দানি—নস্তের ডিবা। বাংপ্র। বি।

নাসা—১। নাসিকা, নাক। নাস্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। একপ্রকার নাসিকা-রোগ; নাসাভ্যন্তরস্থ ব্রণ। বাংপ্র। বি।

নাসারন্ধ্র—নাকের ছিদ্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নাসারোগ—নাসিকার ব্যাধি, নাকের পীড়া। ৬তৎ। বি; পু।

নাসিক—মহারাষ্ট্রের একটি জেলা ও শহর। খ্রীঃ পূঃ ২য় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ২য় শতাব্দী পর্যন্ত এই জেলা অন্ধ্রভৃত্য, চালুক্য, যাদব প্রভৃতি রাজগণের অধিকারে ছিল। ১২৯৫ হইতে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নাসিক জেলায় যথাক্রমে দেবগিরি (দৌলতাবাদ) রাজগণ, কুলবর্গের বাহ-মনীগণ, আহম্মদ নগরের নিজামসাহীগণ, এবং আওরঙ্গাবাদের মোগলগণ আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। ১৭৬০ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয়-গণ এই জেলা অধিকার করে। ১৮১৮ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয় শক্তির উচ্ছেদ সাধিত হয়, এবং নাসিক ইংরাজ-হস্তে আসে। নাসিক জেলায় মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক নির্মিত কতক-গুলি পার্বত্য দুর্গ আছে।

নাসিক নগর হিন্দুর অতি পবিত্র তীর্থ। শহরটি গোদাবরীর দক্ষিণ তীরে এবং নদীর উৎপত্তিস্থানের ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। শহর সন্নিকটে নদীর উভয় তীরে অনেক-গুলি মন্দির বিরাজমান। নদীগর্ভেও কয়েকটি মন্দির অবস্থিত। নদীর বাম তীরে রামায়ণ-বর্ণিত পঞ্চবটী বন। পাণ্ডারা যাত্রিগণকে একটি গুহা দেখাইয়া বলে, এই গুহায় সীতাদেবী বাস করিতেন, এবং এই গুহার বাহিরে আসিবামাত্র যোগিবেশধারী রাবণ তাঁহাকে রথে উঠাইয়া লইয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে একটি ক্ষুদ্র কাষ্ঠখণ্ড সেখানে রক্ষিত হইয়াছে। এই স্থানে লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটির নাম 'নাসিক' হইয়াছে। শহরের অনতিদূরে "পাণ্ডব-লেনা" নামধেয় কয়েকটি গুহা দৃষ্ট হয়। গুহাগুলি বৌদ্ধগণ কর্তৃক খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে খোদিত বলিয়া অনুমিত। গুহাগাত্রে যে সকল লিপি উৎকীর্ণ আছে, ইতিহাসের হিসাবে তাহা মূল্যবান্।

নাসিকা—ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসা, নাক। নাসা+ কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

নাসিক্য—১। অশ্বিনীকুমারদ্বয়। নাসিকা+ ষ্য ভবার্থে। বি; পু। ২। নাসিকা, নাক। নাসিকা+ষ্য স্বার্থে। বি; ক্লী।

নাস্তা—জলপান, প্রাতরাশ। <ফা 'নাশ্‌তহ'। বি।

নাস্তানাবুদ, নাস্তা-নাবুদ—বিধ্বস্ত, ব্যতিব্যস্ত; লাঞ্ছিত, হয়রান। ফা-মু। বিণ।

নাস্তি—নাই, অবিদ্যমান; নহে। ন (না) +অস্তি (আছে)। অ।

নাস্তিক—ঈশ্বরের সত্তার বা পরলোকের বিষয় অস্বীকারকারী (অর্থাৎ যে ঈশ্বর আছেন বা পরকাল বলিয়া কিছু আছে, এ সকল কথা মানে না); নিরীশ্বরবাদী, atheist. ন (নয়) আস্তিক (ঈশ্বর-বিশ্বাসী), নঞ্‌তৎ; অথবা নাস্তি (জন্মান্তর বা পরলোক নাই) বলে যে এই অর্থে নাস্তি+কণ্। বিণ।

নাস্তিকতা, নাস্তিক্য—ঈশ্বরের অস্তিত্বে বা পরলোকে অবিশ্বাস বা তাহার অস্বীকার; নাস্তিকের ব্যবহার, শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা সদাচারবহির্ভূত আচরণ, নিরীশ্বরবাদ, atheism. নাস্তিক+তা, ষ্য ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

নাহক—অযথা, অন্যায়; অহেতুক, অকারণ, অনর্থক। ফা-আ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

নাহয়—বরং; অগত্যা; কিংবা। বাংপ্র। অ।

নাহা—নাওয়া, স্নান করা। কপ্র। ক্রি।

নাহানো, নাওয়ানো—স্নান করানো। বাংপ্র। ক্রি।

নাহি—১। নাই; নহে; না। বাংপ্র। অ। ২। নাহিয়া, স্নান করিয়া। ক্রি।

নাহুষ—১। নহুষ রাজার পুত্র, যযাতি। নহুষ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু। ২। নহুষসম্বন্ধীয়। নহুষ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**নাহুষী**।

নি—১। নিষেধ; অভাব; নিশ্চয়; সংশয়; নিবেশ; বিন্যাস; ভৃশ; নিত্য; নিন্দা; কৌশল; উপরম; সামীপ্য; আশ্রয়; দান; মুক্তি; অন্তর্ভাব; বন্ধন; রাশি; অধোভাব। নহ্ (বন্ধন করা)+ডি কর্তৃ। অ। ২। নাই; গ্রহণ করি, লই। বাংপ্র।

ক্রি। ৩। (সংগীতে) স্বরগ্রামের সপ্তম-স্বর। <নিষাদ। বি।

নিঅড়—সান্নিধ্য, সমীপ, কাছ। <নিকট। প্রা কপ্র। বি।

নিউমোনিয়া—ফুসফুস-প্রদাহ রোগ। <ইং 'pneumonia'. বি।

নিংড়ানো, নিংড়নো—পাক দিয়া বা চাপিয়া আর্দ্র বস্ত্রাদি হইতে জল বাহির করা। বাংপ্র। ক্রি।

নিঃ (নির্)—নিশ্চয়; নিষেধ; নিঃশেষ; নিতান্ত; বহিষ্করণ; নির্গমন। নৃ+কিপ্, কর্তৃ। অ।

নিঃ (নিস্)—নিষেধ; নিশ্চয়; সাফল্য। নি—সো+ক্বিপ্, কর্তৃ। অ।

নিঃক্ষত্র—ক্ষত্রশূন্য, ক্ষত্রিয়বিহীন। নির্ (নাই) ক্ষত্র যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়শূন্য। নির্ (নাই) ক্ষত্রিয় যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃশঙ্ক—শঙ্কাশূন্য, নির্ভয়। নির্ (নাই) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।

নিঃশব্দ—শব্দশূন্য, নীরব। নির্ (নাই) শব্দ যাহার, যখন, বা যথায়, বহু। বিণ।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে—কোন শব্দ না হয় এরূপ ভাবে পা ফেলিয়া। পদের সঞ্চার =পদসঞ্চার, ৬তৎ; নিঃশব্দ হইয়াছে পদসঞ্চার যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিঃশর—শরশূন্য, বাণহীন। নির্ (নাই) শর যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃশস্ত্র—নিরস্ত্র; অস্ত্রহীন; অস্ত্রচালনা-বিহীন, যুদ্ধশূন্য। নির্ (নাই) শস্ত্র যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃশস্ত্র-প্রতিরোধ—অস্ত্রচালনা ব্যতি-রেকে (অর্থাৎ যুদ্ধাদি না করিয়া) কোন কার্যে বাধা প্রদান, passive resistance. কর্মধা। বি; পু।

নিঃশেষ—সম্পূর্ণ, শেষরহিত। নির্ (নাই) শেষ যাহার, বহু। বিণ।

নিঃশেষিত—সমাপ্ত; যাহা ফুরাইয়া গিয়াছে। নিঃশেষ+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিঃশ্বসন, নিঃশ্বসিত—নিশ্বাসত্যাগ। নির্—শ্বস (শ্বাস ফেলা)+অনট্, ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

নিঃশ্বাস—নাসাপথে নির্গত বায়ু, শ্বাস, দম; শ্বাসগ্রহণকাল ('এক নিঃশ্বাসে')। নির্—শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নিঃশ্রয়ণী—অধিরোহণী, সিঁড়ি; ধাপ; থাক। নির্—শ্রি (আশ্রয় করা)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী

নিঃশ্রেণি, নিঃশ্রেণী—অধিরোহণী, সিঁড়ি। নির্ (নিশ্চিত) শ্রেণি বা শ্রেণী যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

নিঃশ্রেয়স—১। শিব। নির্ (নিশ্চিত) শ্রেয়ঃ যাহা হইতে, বহু। বি; পু। ২। মুক্তি; মঙ্গল; সুখ; জ্ঞান; প্রত্যয়; ভক্তি। নির্ (নিশ্চিত, ভূশ) যে শ্রেয়ঃ (মঙ্গল ইত্যাদি), নিত্য [সমাসে অ প্রত্যয়]। বি; ক্লী।

নিঃসংকোচ—১। সংকোচশূন্য, কুণ্ঠারহিত। নির্ (নাই) সংকোচ যাহার, বহু। বিণ। ২। সংকোচহীনতা, কুণ্ঠারাহিত্য। নিত্য। বি; পু।

নিঃসংজ্ঞ—সংজ্ঞারহিত, অচেতন। নির্ (নাই) সংজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসংশয়—১। সংশয়রহিত, নিঃসন্দেহ, নিশ্চিত; দ্বৈধবিহীন, কুণ্ঠারহিত। নির্ (নাই) সংশয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। সংশয়াভাব, সন্দেহরাহিত্য, নিশ্চয়। নিত্য। বি; পু।

নিঃসঙ্গ—একাকী, সঙ্গহীন; সম্পর্কশূন্য; বিষয়বিষিষ্ট; বিষয়ানুরাগরহিত। নির্ (নাই) সঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসত্ত্ব বলশূন্য; ধৈর্যশূন্য; অসার; প্রাণহীন; প্রাণিশূন্য। নির্ (নাই) সত্ত্ব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃসন্তান—সন্তানহীন, পুত্রকন্যারহিত, আঁটকুড়ো। বহু। বিণ।

নিঃসন্দেহ—১। সন্দেহরহিত, সংশয়শূন্য; নিঃসংশয়; নিশ্চিত, স্থির, ঠিক। নির্ (নাই) সন্দেহ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। সন্দেহাভাব, সংশয়রাহিত্য, নিশ্চয়। নিত্য। বি; পু।

নিঃসম্পর্ক—১। সম্পর্কহীন, সম্বন্ধশূন্য। নির্ (নাই) সম্পর্ক যাহার সহিত, বহু। বিণ। ২। সম্পর্কাভাব। নিত্য। বি; পু।

নিঃসম্বল—১। পাথেয়শূন্য; সঙ্গতিহীন। নির্ (নাই) সম্বল (পাথেয়) যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসরণ—১। নির্গমন; মৃত্যু। নির্ সৃ (গমন করা)+অনট্ ভাব। ২। দ্বার। নির্—সৃ+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

নিঃসরা—নিঃসৃত হওয়া, বাহির হওয়া। কপ্র। ক্রি।

নিঃসহ যে আর সহিতে পারে না এরূপ। নির্—সহ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

নিঃসহায়—সহায়রহিত, যাহাকে সাহায্য করিবার কেহ নাই, অনাথ। নির্ (নাই) সহায় যাহার, বহু। বিণ।

নিঃসাড়—শব্দহীন, নিস্তব্ধ। বাংপ্র। বিণ।

নিঃসার—১। সারশূন্য, নীরস। নির্ (নাই) সার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। নির্গমপথ। নির্—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ করণ। ৩। নিঃসরণ, নির্গমন। ...+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নিঃসারক—যাহা বা যে নিঃসারিত করে। নির্—সারি+ণক কর্তৃ। বিণ।

নিঃসারণ—নির্বাসন, বহিষ্করণ, বাহির করিয়া দেওয়া; নিগুড়ন। নির্—ণিজন্ত সৃ বা সারি (গমন করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিঃসারিত—বহিষ্কৃত, নির্বাসিত, বিতাড়িত, নিষ্কাশিত। নির্—ণিজন্ত সৃ—সারি (যাওয়ান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিঃসুপ্ত—গাঢ়নিদ্রিত। নির্ (ভূশ) সুপ্ত, নিত্য। বিণ।

নিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত। নির্—সৃ (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিঃস্নেহ—স্নেহশূন্য, প্রীতিহীন, অনুরাগ-বিহীন, ভালবাসাশূন্য; তৈলপদার্থরহিত। নির্ (নাই) স্নেহ যাহার, বহু। বিণ।

নিঃস্পৃহ—স্পৃহারহিত, বীতরাগ, বিতৃষ্ণ; কামনাশূন্য, বাসনাহীন, নিষ্কাম। নির্ (নাই) স্পৃহা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিঃস্ব—নির্ধন, দরিদ্র। নির্ (নাই) স্ব (ধন) যাহার, বহু। বিণ।

নিঃস্বতা—ধনহীনতা, দারিদ্র্য, দৈন্য। নিঃস্ব +তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নিঃস্বত্ব—১। স্বত্বহীন, অধিকাররহিত, দখল-শূন্য। বহু। বিণ। ২। নিঃস্বতা, ধনহীনতা, দৈন্য। নিঃস্ব+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

নিঃস্বন—নাদ, ধ্বনি, শব্দ, গর্জন। নির্—স্বন্ (শব্দ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

নিঃস্বভাব—১। নির্ধনতা, দৈন্য। নিঃস্বের ভাব, ৬তৎ। ২। মন্দ স্বভাব, কুচরিত্র। নির্ (নিন্দিত) যে স্বভাব, নিত্য। বি; পু। ৩। মন্দ স্বভাববিশিষ্ট; চরিত্রহীন। নির্ (নিন্দিত বা নাই) স্বভাব যাহার, বহু। বিণ।

নিঃস্রব, নিঃস্রাব—১। ক্ষরণ, গলন। নির্—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্, ঘঞ্ ভাব। ২। নির্গলিত দ্রবদ্রব্য; অন্নের মণ্ড, ভাতের মাড়। নির্—স্রু+অন্, ণ কর্তৃ। বি; পু।

নিউটন (সার্ আইজ্যাক্)—ইংলণ্ডের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ। ১৬৪২ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া ইনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিষ্কারে মনোনিবেশ করেন। ইঁহাকে একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি বিজ্ঞানশাস্ত্রের অশেষ উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনি মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের আবিষ্কার, আলোকের প্রকৃতিনির্ণয় এবং তত্ত্বিষয়সংক্রান্ত বহুবিধ নিয়ম প্রকাশ করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। ১৭২৭ খ্রীঃ এই মহাত্মার মৃত্যু হয়।

নিঁদ—নিদ্রা। কপ্র। বি।

নিকট—১। সমীপ, সন্নিহিত। নি—কট্ (গমন করা)+অল্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। সামীপ্য, সন্নিধান; সন্নিহিত স্থান। ...+অল্ অধি। বি; ক্লী। **নিকট প্রাচ্য**—এশিয়া ও ইওরোপের মিলনস্থলের দেশগুলি, Near East.

নিকটতা, -ত্ব—নৈকট্য, সামীপ্য, সান্নিধ্য। নিকট+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

নিকটবর্ত্তী (-বর্তিন্)—নিকটস্থ, সমীপস্থ। উপতৎ; নিকট—বৃত্ (থাকা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বর্ত্তিনী**।

নিকটস্থ—নিকটে স্থিত, সমীপবর্তী, সন্নিহিত, আসন্ন। উপতৎ; নিকট—স্থা (থাকা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

নি ক টা নি ক টি—কাছাকাছি, অতি নিকটে, খুব কাছে। বাংপ্র। অ।

নিকড়ে—কপর্দকহীন, নিঃস্ব, নিতান্ত দরিদ্র। বাংপ্র। বিণ।

নিকনো, নিকানো—গোময় মৃত্তিকাদি মিশ্রিত জলধারা লেপন করা। বাংপ্র। ক্রি।

নিকম্মা—কর্মহীন, অকর্মা, বেকার; অপদার্থ, অকেজো, অনিপুণ। <নিকর্মা। বিণ।

নিকর—সমূহ, সার; নিধি; ন্যায্য দেয় ধন। নি—কৃ (বিক্ষেপ করা)+অল্ কর্ম। বি; পু।

নিকর-বাকি—মোট বাকি; বাকির সমষ্টি। বাংপ্র। বি।

নিকরুণ—করুণাহীন, নিষ্করুণ, অনুকম্পা-রহিত, নির্দয়। নি (নাই) করুণা যাহার, বহ। বিণ।

নিকর্ত্তন—১। ছেদন, কাটা। নি-কৃত্ (ছেদন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। কর্তনকারী; ছেদক। নি—কৃত্+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

নিকর্ম্মা (নিকর্মন্)—কর্মহীন, বেকার; কার্যশূন্য, অলস; অকর্মণ্য, অকেজো। নি (নাই) কর্ম যাহার, বহ। বিণ।

নিকলত—নির্গত হয় বা হইতেছে; স্খলিত হয় বা হইতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিকষ, নিকস—কষ্টিপাথর; শান; কষণ-রেখা। নি—কষ্ বা কস্+অল্ করণ। বি; পু।

নিকষণ—নিকষে ঘর্ষণ; উল্লেখন, খনন। নি—কষ্ (বধ ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী

নিকষা—১। রাক্ষসমাতা; রাবণাদির জননী ['কৈকসী' দ্রঃ]। নি—কষ্ (বধ করা)+অল্ কর্ত্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২ নিকটে; মধ্যে। নি—কষ্+আ কর্ত্তৃ। অ।

নিকষিত—নিকষে পরীক্ষিত; শাণে পালিশ করা। নি কষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিকষোপল—শাণ; কষ্টিপাথর। কর্মধা। বি; পু।

নিকসই, নিকসয়ে—নির্গত হয়, বাহির হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিকা—[মুসলমানসমাজে] বিধবা-বিবাহ, বা পত্নী বিদ্যমানে অন্যপত্নী গ্রহণ। আ। বি।

নিকানো—'নিকনো' দ্রঃ।

নিকাম—১। যথেষ্ট, পর্যাপ্ত; সমধিক; স্বেচ্ছাপূর্বক। নি (নাই) কাম (পর্যাপ্ত) যাহা হইতে, বহ। ক্রি-বিণ। ২। কর্মহীন; অকর্মণ্য। হি-মু। বিণ।

নিকামাইয়ে—বেকার। বাংপ্র। বিণ।

নিকায়—১। বাসস্থান; গৃহ; ব্রহ্মবস্তু; শরীর। নি—চি+ঘঞ্ অধি। ২। লক্ষ্য; সমূহ; সমান ধর্মবিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। নি—চি (একত্র করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

নিকার—পরাভব, পরাজয়, তিরস্কার; অবমাননা; অপকার। নি—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নিকারণ—মারণ, বধ। নি—ণিজন্ত কৃ বা কারি (বিকীর্ণ করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিকারী, নিকিরী—মুসলমানের শ্রেণী-ভেদ; মুসলমান মৎস্যব্যবসায়ী। বাংপ্র। বি।

নিকাশ—১। বিকাশ; প্রকাশ। নি—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। রফা, চুক্তি; নির্ধারণ, অবসান; শেষ; দফারফা, নাশ; হিসাব শেষ করা; হিসাব শেষ করিয়া কাগজপত্র বুঝাইয়া দেওয়া; পরিশোধ; নিকাশন, নির্গম। বাংপ্র। বি।

নিকাস—(অন্ত শব্দের পরবর্তী হইলে) তুল্য, সদৃশ। নি—কাস্+অল্ কর্ত্তৃ। বিণ। [বাংপ্র। বি।

নিকি—উকুনের ডিম্ব; ভেরেণ্ডার বীজ।

নিকুঞ্জ—কুঞ্জ, লতাগৃহ। নি—কু—জন্+ড কর্ত্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

নিকুঞ্জকানন—বহুলতাপূর্ণ স্থান; কুঞ্জবন। মধ্যপ। বি; ক্লী।

নিকুম্ভ—১। রাক্ষস বিঃ। [রাবণানুজ কুম্ভকর্ণের ঔরসে তৎপত্নী বজ্রজ্বালার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। লঙ্কাসমরে এই রাক্ষস নিহত হয়।]. নি—কুম্ভ (কলস)+অ সাদৃশ্যার্থে। বি; পু। ২। জনৈক দৈত্য, দৈত্যরাজ বজ্রনাভের ভ্রাতা। প্রদ্যুম্নের হস্তে বজ্রনাভ নিধনপ্রাপ্ত হইলে নিকুম্ভ যাদবদিগের ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। কৃষ্ণপ্রমুখ প্রধান প্রধান যাদববীরগণ প্রভাসে জলবিহারে রত হইলে, সেই অবকাশে নিকুম্ভ দ্বারকায় গমন করিয়া ভানুতনয়া ভানুমতীকে হরণ করে। সংবাদ পাইয়া কৃষ্ণ অর্জুন ও প্রদ্যুম্নসহ দানবের অনুসরণ করেন। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। দৈত্যের গদা-ঘাতে অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞাহীন হন। স্বয়ং কৃষ্ণ ইহার গদাপ্রহারে স্তম্ভিত হইয়া-ছিলেন। অবশেষে তিনি চক্রাঘাতে অসুরের প্রাণবধ করেন।

৩। অসুর বিঃ, ত্রিপুরের ভ্রাতা। ত্রিপুর নিহত হইলে, নিকুম্ভ ভয়ে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়, এবং ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বরলাভে দেবগণের অবধ্য হয়। বরদৃপ্ত হইয়া অসুর সাতিশয় অত্যাচারী হইয়া উঠে। বসুদেব-সখা ব্রহ্মদত্ত যজ্ঞানু-ষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, নিকুম্ভ তাহা নষ্ট করিতে উদ্যত হয়। তখন কৃষ্ণ ইহার বধার্থ যাত্রা করেন। স্বর্গ হইতে জয়ন্ত ও প্রবর কৃষ্ণের সাহায্যার্থে উপস্থিত হন। যুদ্ধে কৃষ্ণ অসুরের জীবনান্ত করেন।

নিকুম্ভিলা—লঙ্কার গুহা বিঃ (তথায় যজ্ঞাদি সম্পন্ন হইত; লক্ষ্মণ এই যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া মেঘনাদের প্রাণবধ করেন)। নিকুম্ভ শব্দ+ইল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

নিকুম্ভী—কুম্ভকর্ণের কন্যা। নিকুম্ভ+স্ত্রী-লিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিকৃত—পরাভব, পরাজিত; তিরস্কৃত; অবমানিত; অপকৃত; প্রতারিত। নি—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিকৃতি—নিকার; শঠতা; দীনতা; নিন্দা; ভর্ৎসনা, তিরস্কার; নিষ্ঠুরতা। নি—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নিকৃত্ত—ছিন্ন; খণ্ডিত। নি—কৃত্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিকৃন্তন—১। কর্তন, ছেদন। নি—কৃত্ (ছেদন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ছেদক। ·· +অন কর্ত্তৃ। বিণ।

নিকৃন্তী (-ন্তিন্)—কর্তক, ছেদক; নাশক। নি—কৃত্ (ছেদন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নিকৃন্তিনী**।

নিকৃষ্ট—জঘন্য, অপকৃষ্ট, মন্দ, নীচ। নি—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিকেত, নিকেতন—আলয়, গৃহ, বাড়ি। নি—কিত্ (বাস করা)+অল্, অনট্ অধি। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিকেশ—১। কেশহীন। নি (নাই) কেশ যাহার, বহ। বিণ। ২। নিকাশ (সকল অর্থে)।

নিকোচন—কুঞ্চিতকরণ ; সংকোচন। নি—কুচ্ (শব্দ করা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিক্তি—লৌহময় ক্ষুদ্রতুলাযন্ত্র, সূক্ষ্ম তৌলযন্ত্র। বাংপ্র। বি। **নিক্তির ওজন**—নির্ভুল পরিমাণ, ঠিক ওজন।

নিক্কণ, নিক্কাণ—ধ্বনি, শব্দ ; বীণাধ্বনি। নি—কণ+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিক্ষিপ্ত—যাহা নিক্ষেপ করা হইয়াছে এরূপ ; ত্যক্ত ; অর্পিত ; ন্যস্ত ; গচ্ছিত। নি—ক্ষিপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিক্ষেপ—১। ন্যাস, গচ্ছিতকরণ ; ফেলা, ছোড়া ; ত্যাগ ; অর্পণ। নি—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভাব। ২। গচ্ছিত বস্তু। নি—ক্ষিপ্+অল্ কর্ম। বি ; পু।

নিক্ষেপক—ক্ষেপণ-কর্তা ; মোচনকারী। নি—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিক্ষেপিকা**।

নি-খরচা—বিনা অর্থব্যয়ে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

নিখরচে—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। বাংপ্র। বিণ।

নিখর্ব—১। বামন। নি (অতিশয়) যে খর্ব, নিত্য। বিণ। ২। সংখ্যা বিঃ, দশ সহস্র কোটি। ন (নয়) খর্ব, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

নিখাত—১। যাহা খনন করা হইয়াছে ; প্রোত ; প্রোথিত ; মগ্ন। নি—খন্ (খনন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। খাত, খানা, গর্ত। বি ; স্ত্রী।

নিখাদ—১। গীতের সপ্তস্বরের নি স্বর, নিষাদ, নি। <নিষাদ। বি। ২। খাদ-ছাড়া ('— সোনা')। বাংপ্র। বিণ।

নিখিল—সমস্ত, সমগ্র, অখিল ; সম্পূর্ণ। নি (না)—খ (আকাশ, শূন্য)—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ ; অথবা নি (নাই) খিল (শূন্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। [বি ; পু।

নিখিলনাথ—বিশ্বপতি, জগদীশ্বর। ৬তৎ।

নিখিলনাথ রায়—জেলা ২৪ পরগনার অন্তর্গত পুঁড়া গ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইঁহার পিতার নাম জানকীনাথ রায়। নিখিলনাথ দুই বৎসর বয়সে পিতৃহীন হন, এবং পুঁড়ায় আদর্শ ছাত্রবৃত্তি বিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মাতৃষসার আশ্রয়ে থাকিয়া ইংরেজী শিক্ষা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার কবিতা রচনায় ও ইতিহাস পাঠে আগ্রহ ছিল। জন্মভূমি, অনুসন্ধান, মুর্শিদাবাদহিতৈষী, সাহিত্য, নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় ইঁহার লিখিত বহু কবিতা ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বি. এ. পরীক্ষা দিবার পর ইনি মুর্শিদাবাদ কাহিনী প্রকাশ করেন। ১৩০৯ সালে ইঁহার রচিত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। ইতিহাসের আলোচনার জন্য ইনি প্রসিদ্ধ।

নিখুঁত—খুঁতরহিত, ত্রুটিশূন্য, নির্দোষ, সমগ্র, সম্পূর্ণ ; তন্ন তন্ন। বাংপ্র। বিণ।

নিগড়—শৃঙ্খল, শিকল ; পাদবন্ধনী, পা-বেড়ী, fetters. নি—গড়্ (ক্ষরিত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

নিগড়িত—শৃঙ্খলিত ; বদ্ধ ; পাদবন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ, fettered. নিগড় শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

নিগদ—কথন, বলা ; শব্দ। নি—গদ্ (কথা বলা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিগদিত—উল্লিখিত ; কথিত। নি—গদ্ (কথা বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিগম—১। নিশ্চয় ; প্রতিজ্ঞা। নি—গম্+অল্ ভাব। ২। বেদাদি শাস্ত্র ; তন্ত্র বিঃ ; পঞ্চাবয়ব ন্যায় মধ্যে চরম অবয়ব ; ন্যায়শাস্ত্র। নি—গম্ (গমন করা)+অল্ করণ। ৩। নগর ; নির্গমন ; পথ। নি—গম্+অল্ অধি। বি ; পু।

নিগমন—পঞ্চম ন্যায়াঙ্গ ; নির্গমন। নি—গম্ (গমন করা)+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

নিগর, নিগার—ভক্ষণ, গিলন। নি—গৃ (ভক্ষণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিগরণ—ভক্ষণ, গিলন। নি—গৃ (ভক্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিগার—১। 'নিগর' দ্রঃ। ২। কৃষ্ণকায় ব্যক্তি, কাফ্রি ; কৃষ্ণকায়দিগের প্রতি শ্বেতকায়দিগের প্রযুক্ত অবজ্ঞাসূচক শব্দ। <ইং 'Nigger'. বি।

নিগীর্ণ—ভক্ষিত, গিলিত ; অন্তর্ভাবিত। নি—গৄ (গিলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিগূঢ়—গুপ্ত, অপ্রকাশিত ; আচ্ছাদিত ; আলিঙ্গিত ; জটিল ; দুর্জ্ঞেয়। নি—গুহ্ (গোপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিগৃহীত—যাহাকে নিগ্রহ করা হইয়াছে এরূপ ; দণ্ডিত ; পীড়িত ; লাঞ্ছিত ; বশীকৃত ; নিরুদ্ধ ; নিবর্তিত। নি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিগ্রহ, নিগ্রাহ—অনুগ্রহাভাব, অনুগ্রহের বিপরীত ভাব ; প্রহার ; দণ্ড ; ভর্ৎসনা ; লাঞ্ছনা ; কষ্ট, খোয়ার ; দমন, নিরোধ ; সংযম ; নিরাকরণ ; বন্ধন ; চিকিৎসা। নি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিগ্রাহক—নিগ্রহকারী। নি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিগ্রাহিকা**।

নিগ্রো—আফ্রিকার কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী। <ইং 'Negro'. বি।

নিঘণ্টু—কোষাদি গ্রন্থ ; যাস্ক-মুনিবিরচিত প্রাচীন কোষ ; নির্ঘণ্ট, সূচিপত্র। নি—ঘন্টু (দীপ্তি পাওয়া)+উ কর্তৃ। বি ; পু।

নিঘাত—১। অনুদাত্ত স্বর। নি—হন্+ঘঞ্ কর্ম। ২। সম্যক্ হনন। নি—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিঘিন্নে—ঘৃণারহিত ; নির্লজ্জ, বেহায়া ; আত্মসম্মানজ্ঞানহীন। <নির্ঘৃণ। বিণ।

নিঘুষ্ট—শব্দ, ধ্বনি ; ঘোষণা। নি—ঘুষ্+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিঙাড়া—নিংড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

নিঙড়ানো—নিষ্পেষিত করিয়া রসহীন করা। বাংপ্র। ক্রি।

নিচয়—১। সমূহ ; পুর। নি—চি (একত্র করা)+অল্ কর্ম। ২। উপচয় ; নিশ্চয়। নি—চি+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিচল—নিশ্চল, অচল, অটল। নি—চল্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

নিচায়—ধান্যরাশি। নি—চি (একত্র করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

নিচিত—সঞ্চিত ; রচিত ; ব্যাপ্ত ; সম্যক্ উপার্জিত। নি—চি (একত্র করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিচুল—উত্তরীয় বস্ত্র ; স্থলবেতস ; বেতস। নি—চুল্ (উন্নত হওয়া)+ক কর্তৃ। বি ; পু।

নিচুলক—একপ্রকার বর্ম বা সাঁজোয়া। নিচুল+কণ্ সাদৃশ্যার্থে। বি ; স্ত্রী।

নিচোল—প্রচ্ছদপট, আচ্ছাদনবস্ত্র ; ঘাগরা, সাঁজোয়া। নি—চুল্ (উন্নত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। স্ত্রী—**নিচোলী**।

নিচোলক—কঞ্চুক, বর্ম। নিচোল+কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

নিচ্ছিদ্র—ছিদ্রহীন ; দোষশূন্য, নিখুঁত, নির্দোষ। নি (নাই) ছিদ্র যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিছক—বিশুদ্ধ, খাঁটি, ছাঁকা ; নিরবচ্ছিন্ন ; কেবল ; শুদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

নিছনি, নিছুনি—পূজা, আরাধনা ; পূজোপহার ; নৈবেদ্য, ডালি, ভেট ; নিবেদিত বস্তু, প্রসাদী দ্রব্য ; রূপ, সৌন্দর্য ; কণ্টক, বালাই ; ত্যাগ ; স্ত্রী-আচার বিঃ ; বরণ ; তুলনা ; বেশবিন্যাস ; মুছিয়া দেওয়া ; যাহা মুছা যায় ; মুছিবার বস্তু, ঝাড়ন। বাংপ্র। বি।

নিছা, নিছানো—বাছা, ছাঁকা ; নিঙড়ান ; ভেদ করা ; মুছা বা মুছানো ; বরণ করা ; বিস্মৃত হওয়া ; ভুলিয়া যাওয়া ; সমর্পণ করা। প্রা বঙ্গ। ক্রি।

নিছি—ভেট, ডালি, উপহার। প্রা কপ্র। বি।

নিছু—১। নিছক, নিরবচ্ছিন্ন, শুদ্ধ, কেবল। বাংপ্র। বিণ। ২। রেখা। প্রা কপ্র। বি।

নিছুনি—'নিছনি' দ্রঃ।

নিজ—স্বকীয়; স্বাভাবিক; চিরস্থায়ী। নি—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নিজজোত—যে জমি স্বত্বাধিকারী বা করদাতা স্বয়ং চাষ করে বা করায় তাহা। বাংপ্র। বি।

নিজস্ব—১। স্বকীয় ধন, যাহাতে অন্ত কাহারও সম্পর্ক বা অধিকার নাই। নিজ (স্বকীয়) যে স্ব (ধন), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সম্পূর্ণ স্বকীয় বা আপনার। বাংপ্র। বিণ।

নিজাম—রাজ্যশাসক; রাজপ্রতিনিধি, গবর্নর। আ। বি।

নিজামত, নিজামতি—রাজ্যশাসন; রাজ্য বিঃ; নিজামের পদবী, নিজামের শাসন। আ-মূ। বি।

নিজে—স্বয়ং। বাংপ্র। সর্ব। **নিজে নিজে**—আপনা আপনি।

নিঝর—নির্ঝর, উৎস; অশ্রুধারা। বাংপ্র। বি।

নিঝুম, নিঝ্‌ঝুম—সম্পূর্ণ নীরব, নিস্তব্ধ; নিদ্রিত; নির্বাত; নিস্পন্দ। বাংপ্র। বিণ।

নিট—আসল, খাঁটি; নিশ্চিত, সত্য; খরচ বাদে অবশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

নিটল—নিরেট, ফাঁপা নয়, solid; পাকা, স্থায়ী। বাংপ্র। বিণ।

নিটপিটা—দুস্তোষণীয়, উচ্ছৃঙ্খল; খিটখিটে; শৃঙ্খলাহীন। বাংপ্র। বিণ।

নিটপিটে—দীর্ঘসূত্রী। বাংপ্র। বিণ।

নিটুট—অটুট, ত্রুটিহীন, নির্দোষ; পূর্ণ, অখণ্ড; অক্ষুণ্ণ। বাংপ্র। বিণ।

নিটোল—যাহাতে টোলটাল নাই, সম্পূর্ণ গোল; বর্তুলাকার; অটুট, সম্পূর্ণ; সংকোচশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

নিঠুর—নির্দয়। <নিষ্ঠুর। বিণ।

নিঠুরাই—নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা। প্রা কপ্র। বি।

নিড়বিড়—ঢিমে ভাব, চিরকারিতা, কুড়েমি। বাংপ্র। বি। বিণ—নিড়বিড়ে।

নিড়ানি, নিড়েন—যে শস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা ক্ষেত্রাদি নিড়ন করা যায়। বাংপ্র। বি।

নিড়ানো, নিড়নো—শস্যক্ষেত্রের তৃণাদি আগাছা তুলিয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি।

নিত—১। নাচ। <নৃত্য। বি। ২। নিত্য, প্রত্যহ, রোজ, অনুক্ষণ। <নিত্য। বিণ।

নিতম্ব—স্ত্রীলোকের কটির পশ্চাদ্ভাগ, পাছা; কটি; পর্বতের কটক। নি—তম্ (ইচ্ছা করা)+ব কর্ম; অথবা, নি—তম্ব্ (গমন করা)+অল্ কর্ম। বি; পু।

নিতম্বিনী—১। প্রশস্ত নিতম্ববতী। নিতম্ব +ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী। বি; স্ত্রী।

নিতল—পাতাল বিঃ। বি; ক্লী।

নিতাই—নিত্যানন্দ। বাংপ্র। বি।

নিতাই বৈরাগী—ইঁহার প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস। ১১৫৮ সালে (১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে) ফরাসডাঙ্গা চন্দননগরে বৈষ্ণব-বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহারা জাতি-বৈষ্ণব ছিলেন। বাল্যে ইনি ঘরে বসিয়া সামান্য লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই ইঁহার গান বাজনার প্রতি অনুরাগ জন্মে।

নিত্যানন্দ কিছুদিন নীলুঠাকুরের দলে থাকিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া নিজে দল বাঁধিলেন। ইনি গাহিতে ও বাজাইতে যেমন সুদক্ষ, সংগীত রচনাতে তেমনই পারদর্শী ছিলেন। নবাই ঠাকুর ও গৌর কবিরাজ (ইঁহারা পূর্বে নীলুঠাকুরের দলে ছিলেন) ইঁহার দলে বাঁধনদারের কার্য করিতেন। ইনি অতি সুন্দর ঢোল বাজাইতে পারিতেন। প্রসিদ্ধ রাম বাইতির পুত্র মোহন বাইতি ইঁহার দলে ঢোল বাজাইত। তৎকালে কবি গাওয়াইতে হইলে লোকে আগে নিতাই দাস ও ভবানী বেণেকে খুঁজিত। ইঁহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ যুদ্ধ বড় সুন্দর হইত। এখনও "নিতে ভবানীর লড়াই" বলিয়া একটা প্রচলিত কথা আছে।

১২২৮ সালে (১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে) নিত্যানন্দ দাস বা নিতাই বৈরাগী ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

নিতান্ত—১। অধিক। বিণ। ২। অত্যন্ত; অবশ্য; একান্তপক্ষে। নি—তম্ (ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্তৃ। ক্রি-বিণ।

নিতি—নিত্য, প্রত্যহ, সর্বদা। কপ্র। ক্রি-বিণ।

নিতিনিতি—নিত্য নিত্য, অহরহ, রোজ রোজ, অনুক্ষণ, সর্বদা। কপ্র। ক্রি-বিণ।

নিত্য—১। সর্বদা, সতত; অহরহঃ। নি (নিরত)+ত্য ভবার্থে। ক্রি-বিণ। ২। চিরস্থায়ী, ধারাবাহিক; চির, অনন্ত; অবিনশ্বর। বিণ।

নিত্যকর্ম (-কর্মন্)—দৈনন্দিন অবশ্যকর্তব্য কর্ম, অকরণে প্রত্যবায়জনক কর্ম; পূজা আহ্নিকাদি। কর্মধা। বি; ক্লী।

নিত্যকাল—চিরকাল। কর্মধা। বি; পু।

নিত্যকৃষ্ণ বসু—অধিকদিন জীবিত না থাকিলেও অল্পকালের মধ্যেই কবিতা-রচনায় ইনি সমধিক পারদর্শিতা দেখাইয়াছিলেন। 'সাহিত্য' প্রভৃতি বিবিধ পত্রে ইঁহার বহুসংখ্যক সুন্দর সুন্দর কবিতা প্রকাশিত হয়। 'সাহিত্যে' প্রকাশিত ইঁহার 'সাহিত্য সেবকের ডায়রী' হইতে সত্য সত্যই যথার্থ সমালোচনাশক্তির আভাস পাওয়া যায়।

নিত্যক্রিয়া—নিত্যকর্ম (তাহা দ্রঃ)। নিত্যা ক্রিয়া, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যগতি—সদাগতি, বায়ু। নিত্যা গতি যাহার, বহু। বি; পু।

নিত্যতা—অপরিবর্তনীয়তা, conservation. নিত্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নিত্যনৈমিত্তিক—প্রাত্যহিক করণীয় ও বিশেষ উদ্দেশ্যে করণীয়। দ্বন্দ্ব। বিণ। স্ত্রী, **-নৈমিত্তিকী**।

নিত্যপ্রলয়—প্রলয় বিঃ; সুষুপ্তি, যখন বহির্জগতের বোধ লুপ্ত হয়। কর্মধা। বি; পু।

নিত্যযজ্ঞ—অগ্নিহোত্রাদি প্রত্যহ করণীয় যাগ। কর্মধা। বি; পু।

নিত্যলীলা—চিরস্থায়ী লীলা, ধারাবাহিক ক্রীড়া। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যশঃ—সর্বদা। নিত্য শব্দ+চশস্। অ।

নিত্যসমাস—'সমাস' দ্রঃ।

নিত্যসহচর—সব সময়ে যে সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কর্মধা। বি; পু। স্ত্রী, -রী।

নিত্যসেবা—অহরহঃ পরিচর্যা; গৃহ-প্রতিষ্ঠিত দেবতার প্রাত্যহিক পূজা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিত্যানন্দ—১। সদানন্দচিত্ত, সর্বদা হৃষ্টচিত্ত। নিত্য (চিরস্থায়ী) আনন্দ যাহার, বহু। বিণ।

২। খ্যাতনামা হরিভক্ত সাধুপুরুষ, নিতাই। বীরভূম প্রদেশে একচক্রা গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত এবং মাতার নাম পদ্মাবতী। বাল্যকাল হইতেই ইনি শান্তশীল ও ধর্মানুরাগী ছিলেন। অতি অল্পবয়সে গৃহত্যাগ করিয়া মাধবেন্দ্র পুরী নামক জনৈক সন্ন্যাসীর সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, এবং নানাতীর্থ পর্যটন করিয়া অবশেষে বোম্বাই প্রদেশান্তর্গত পাণ্ডারপুর তীর্থে লক্ষ্মীপতি নামক এক সাধুপুরুষের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ক্রমে ইনি একজন অবধূতরূপে পরিগণিত হইলেন। নবদ্বীপে চৈতন্যের হরিধ্বনি নিতাইএর শ্রুতিগোচর হইল। হরিনামের মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া ইনি নবদ্বীপে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। তদবধি ইনি চৈতন্যের সহচররূপে পরিগণিত হইলেন। ইঁহার প্রেমভক্তিতে সকল মোহিত হইল।

হরিনাম প্রচারে নিতাইএর বড়ই প্রীতি ছিল।

সেই সময়ে নবদ্বীপে জগাই মাধাই নামে দুই ঘোর পাষণ্ড ছিল, তাহারা সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে বেড়াইত এবং নিরীহ বৈষ্ণবদিগের প্রতি অকথ্য অত্যাচার করিত। নিত্যানন্দ এই পাষণ্ডদ্বয়কে হরিনাম প্রদান করিয়া উদ্ধার করিতে উৎসুক হইলেন। কিন্তু প্রথম প্রথম তাহারা ইঁহার উপদেশ শুনিয়া উপহাস করিত, এমন কি ধরিয়া মারিবার জন্ম তাড়াও করিত। একদা নিতাই হরিনাম প্রচার করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পাষণ্ডদ্বয় ইঁহাকে পথে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিল। মাধাই ক্রোধে ইঁহার মস্তকে কলসীর কানা ছুড়িয়া মারিল। দরদরধারে রক্তস্রোত ছুটিল। চৈতন্যদেব সংবাদ পাইয়া সদলবলে তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্যানন্দের অবস্থা দর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তখন নিত্যানন্দ চৈতন্যকে শান্ত করিয়া জগাই-মাধাইকে ক্ষমা করিতে বলিলেন এবং উহাদের উদ্ধারের জন্ম অনুরোধ করিলেন। তাঁহার এই অমানুষিক চরিত্রে জগাই-মাধাইএর চৈতন্য হইল; নিতাই-চৈতন্যের প্রেমে পাষণ্ডদ্বয়ের বজ্রাদপি কঠোর হৃদয় গলিয়া গেল। অতঃপর তাহারা পূর্ব স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া সাধুশীল ভক্ত বৈষ্ণবরূপে পরিগণিত হইল।

চৈতন্য নীলাচলে গমন করিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে নিত্যানন্দ দেশে থাকিয়া হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। ভাগীরথীর উভয় তটস্থ বহু গ্রামের সহস্র সহস্র লোক বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। সপ্তগ্রামের সুবর্ণবণিকগণ নিত্যানন্দের শিষ্য হইল। ক্রমে সমগ্র বণিক্‌সমাজ তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। বঙ্গদেশে হরিনামের তুমুল তরঙ্গ উত্থিত হইল। কথিত আছে যে, গোবর্ধন নামক এক ব্যক্তির সনির্বন্ধ অনুরোধে নিতাই সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ ও গৃহীর বেশ ধারণ করেন। অতঃপর ইঁনি নবদ্বীপে গমনপূর্বক পুত্রশোকাতুরা চৈতন্যজননী শচীদেবীর গৃহে পুত্রবৎ অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ইঁহার আগমনে নবদ্বীপে পুনরায় হরিনামের মহা রোল উঠিল। বৈষ্ণবগণ পরমানন্দে নিতাইএর সহিত যোগ দিলেন। ইহার পর নির্লিপ্ত সংসারী বৈষ্ণবের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনার্থ নিত্যানন্দ দারপরিগ্রহে ইচ্ছুক হইলে নবদ্বীপের নিকটস্থ শালিগ্রামের পণ্ডিত সূর্যদাসের বসুধা ও জাহ্নবী নাম্নী দুই কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইল। বিবাহের পর সস্ত্রীক ইনি খড়দহ গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। জাহ্নবীর গর্ভে ইঁহার বীরভদ্র নামে এক পুত্র ও গঙ্গা নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। চৈতন্যদেবের লীলাসংবরণের পর, নিত্যানন্দের দেহত্যাগ হয়। খড়দহের গোস্বামিগণ বীরভদ্রের বংশধর। বলাগড়ের গোস্বামিগণ গঙ্গাদেবীর বংশের প্রতিনিধি।

নিত্যানন্দ—ইঁনি দ্বিজ নিত্যানন্দ নামে প্রসিদ্ধ। শীতলামঙ্গলগ্রন্থ ইঁহার রচনা। ইহাতে শীতলার জন্ম, শীতলাপূজা, শীতলা-বন্দনা প্রভৃতি কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে।

নিত্যানন্দ—"অদ্ভুত রামায়ণ" প্রণেতা। ইঁনি বিদ্যাশিক্ষা করেন নাই; অথচ ৭ বৎসর বয়সে উপনীত হইবার পূর্বে গুরু রঘুবরের আদেশে অদ্ভুত রামায়ণ প্রণয়ন করিয়া অদ্ভুতাচার্য নামে বিখ্যাত হন। বিংশসহস্র শ্লোকসমন্বিত এই সুবৃহৎ ছন্দোবদ্ধ রামায়ণ গ্রন্থে সীতাদেবী কালীর অবতাররূপে পরিকল্পিত হইয়াছেন। নিত্যানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন; তৎকালে এই গ্রন্থের অতিশয় আদর হইয়াছিল।

নিত্যানন্দ দাস—'নিতাই' বৈরাগী দ্রঃ।

নিত্যাভিযুক্ত—১। যোগ বিঃ। নিত্য অভিযুক্ত (সংযুক্ত) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী। ২। নিয়ত রাজদ্বারে অভিযুক্ত। নিত্যই অভিযুক্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

নিথর—স্থির, অচল; নিষ্কম্প; নীরব, নিস্তব্ধ। বাংপ্র। বিণ।

নিদ—ঘুম। <নিদ্রা। বি।

নিদয়—নির্দয়, নিষ্ঠুর। নি (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ।

নিদর্শন—উদাহরণ, দৃষ্টান্ত; চিহ্ন; অভিজ্ঞান, প্রমাণ। নি—দৃশ্‌ (দেখা)+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী। [দ্রঃ]।

নিদর্শনা—কাব্যালংকার বিঃ ['অলংকার'

নিদাঘ—১। গ্রীষ্মকাল। নি—দহ্‌ (দগ্ধ করা)+ঘঞ্‌ অধি। ২। উষ্মা; ঘর্মজল। নি—দহ্‌+ঘঞ্‌ করণ। বি; পু।

নিদাঘার্ত—গ্রীষ্মে কাতর। নিদাঘ দ্বারা আর্ত, ৩তৎ। বিণ।

নিদাটী, নিদুটী—মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে নিদ্রাজনক মৃত্তিকাদি বস্তু। প্রা কপ্র। বি।

নিদান—১। মূলকারণ; কারণ; রোগের মূলানুসন্ধান; রোগনির্ণায়ক গ্রন্থ বিঃ। নি—দা (দেওয়া)+অনট্‌ করণ। ২। অবসান, শেষ, অন্তিম, চরম; বিরাম, নিবৃত্তি। নি—দা+অনট্‌ ভাব। ৩। শুদ্ধি, পবিত্রতা। নি—দৈ (শোধন করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ৪। নির্দয়, নিষ্ঠুর। প্রা কপ্র। বিণ।

নিদানভূত—মূলীভূত; কারণোৎপন্ন। সুপ্‌সুপা। বিণ।

নিদারুণ—অতি দারুণ; কঠোর, কঠিন; নির্দয়; দুঃসহ, অসহ্য। নি (অতিশয়) যে দারুণ, নিত্য। বিণ।

নিদালি, নিদুলি-নিদ্রাজনক মন্ত্র। প্রা কপ্র। বি।

নিদিগ্ধ-লেপিত, মাখানো; উপচিত। নি—দিহ্‌ (লেপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিদিধ্যাস-শ্রবণ মননাদিতে একাগ্রতা জন্ম নিয়ত চিন্তা। নি—সনন্ত ধ্যৈ+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

নিদিধ্যাসন—অনন্যমনে প্রগাঢ় ধ্যান, অভিনিবেশপূর্বক একাগ্রচিত্তে কোন বিষয় চিন্তা করা, নিরন্তর বিচার। নি—সনন্ত ধ্যৈ (চিন্তা করা)+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

নিদিষ্ট—কৃতনিদেশ, আদিষ্ট, উপদিষ্ট। নি—দিশ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিদেশ—১। আজ্ঞা, আদেশ; উক্তি, কথন। নি—দিশ্‌ (আদেশ করা)+অল্‌ ভাব। ২। সমীপ, নিকট। দেশের নি (অর্থাৎ সমীপ), নিত্য। বি; পু।

নিদেশবর্তী (-বর্তিন্‌)—আদেশানুবর্তী, আজ্ঞাকারী; ভৃত্য। উপতৎ; নিদেশ—বৃত্‌ (থাকা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

নিদেষ্টা (-ষ্টৃ)—আজ্ঞাকারক, নিয়োজক; অনুজ্ঞাতা। নি—দিশ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নিদেষ্ট্রী**।

নিদ্রা—যে অবস্থায় জীব অচেতন হইয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া থাকে, সুপ্তি, তন্দ্রা, ঘুম; আলস্য; নিমীলন। নি—দ্রা+ঙ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [যথাকালে নিদ্রা উপভোগ করা আবশ্যক। ইহাতে ধাতুসকল সমতা প্রাপ্ত হয়, তন্দ্রা নাশ হয়, পুষ্টি, বর্ণ, বল, উৎসাহ এবং অগ্নি বর্ধিত হয়। নিদ্রার বেগ ধারণ করিলে মাথাধরা, চক্ষুভার, গাত্রবেদনা, অপরিপাক, তন্দ্রা প্রভৃতি দোষ জন্মে। রাত্রিকালে নিদ্রা সেবনই প্রশস্ত। দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ, কিন্তু অবস্থাবিশেষে দিবানিদ্রা হিতকর।]

নিদ্রাকর্ষণ—নিদ্রাবেশ, নিদ্রার উদ্রেক, ঘুম আসা। নিদ্রাকৃত আকর্ষণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

নিদ্রাগত—নিদ্রিত, সুপ্ত, যে ঘুমাইয়াছে এরূপ। ২তৎ। বিণ।

নিদ্রাজনক—যাহাতে ঘুম আসে এমন। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

নিদ্রাণ—নিদ্রিত; শয়ান। নি- দ্রা (ঘুমানো)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিদ্রাতুর—নিদ্রার অবশ, ঘুমে কাতর। নিদ্রাদ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ।

নিদ্রাবিষ্ট—নিদ্রিত। ৩তৎ। বিণ।

নিদ্রাবেশ—তন্দ্রা, ঘুমের ঘোর, ঘুম ধরা, ঘুমানো। নিদ্রার আবেশ, ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

নিদ্রাভঙ্গ—ঘুম ভাঙ্গা, জাগরণ। ৬তৎ।

নিদ্রাভিভূত—নিদ্রাবিষ্ট, নিদ্রিত। ৩তৎ। বিণ। [বিণ।

নিদ্রামগ্ন—ঘুমে অচেতন, নিদ্রিত। ৭তৎ।

নিদ্রায়মাণ—যে ঘুমাইতেছে এমন, ঘুমন্ত। নিদ্রায় নামধাতু + শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

নিদ্রালস—নিদ্রার অবশ, ঘুমের ঘোরে জড়ীভূত। নিদ্রা হেতু অলস, ৩তৎ। বিণ।

নিদ্রালু—নিদ্রাশীল; নিদ্রাবিষ্ট; অলস। নিদ্রা + আলু শীলার্থে। বিণ।

নিদ্রিত—ঘুমন্ত, নিদ্রাগত। নিদ্রা + ইত। বিণ।

নিদ্রোত্থিত—যে ঘুম হইতে উঠিয়াছে এমন, জাগরিত। ৫তৎ। বিণ।

নিধন—১। লয়; লোপ; মৃত্যু; নাশ। নি—ধন্ (নষ্ট হওয়া) + অল্ ভাব। ২। কুল; লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। নি—ধন্ + অল্ কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ৩। নির্ধন, নিঃস্ব, দরিদ্র। নি (নাই) ধন্ যাহার, বহু। বিণ। বি—**নিধনতা, নিধনত্ব**।

নিধান—১। ভূগর্ভস্থ অস্বামিক রত্নাদি; নিধি। নি—ধা (ধারণ করা) + অনট্ কর্ম। ২। আধার; ভাণ্ডার। নি—ধা + অনট্ অধি। ৩। অর্পণ; স্থাপন; তিরোধান। নি—ধা + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৪। ধান্যরহিত, যাহাতে ধান নাই। বাংপ্র। বিণ।

নিধি—১। ভূগর্ভস্থ অস্বামিক ধন, গচ্ছিত ধন; কুবেরের সম্পত্তি বিঃ (পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ, নীল, খর্ব—এই নয়)। নি—ধা (ধারণ করা) + কি কর্ম। ২। আধার; সমুদ্র। নি ধা + কি অধি। বি; পু।

নিধিনাথ, -পতি, -নিধীশ—কুবের। ৬তৎ। বি; পু।

নিধিরাম গুপ্ত—খ্যাতনামা বাঙ্গালী গীতরচয়িতা। ইনি সাধারণতঃ নিধু বাবু নামে পরিচিত। ইঁহার রচিত গীতাবলী নিধু বাবুর (বা নিধুর) টপ্পা নামে খ্যাত। এই সকল গীতরচনায় ইঁহার অসাধারণ পারদর্শিতা ছিল। ১৬৬৩ শকে হুগলি জেলার অন্তর্গত চাপতা গ্রামে নিধিরামের জন্ম হয়। কর্মোপলক্ষে ইনি কলিকাতায় আগমনপূর্বক কুমারটুলিতে বাস করিয়া কোম্পানির অধীনে কাজকর্ম করিতেন। ১৭৫৬ শকে ত্রিনবতি বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। কাহারও কাহারও মতে ইঁহার নাম 'রামনিধি' গুপ্ত।

নিধীশ, নিধীশ্বর—কুবের। নিধির ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

নিধুবন—রমণ, কামকেলি; উপভোগ; ক্রীড়াকৌতুক, আমোদপ্রমোদ; কম্পন। নি—ধু (কম্পিত হওয়া বা করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিধেয়—স্থাপনীয়; নিধানযোগ্য, গচ্ছিত রাখার উপযুক্ত। নি—ধা + য কর্ম। বিণ।

নিধ্বান—ধ্বনি, শব্দ। নি—ধ্বন (শব্দ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নিধ্যান—দর্শন। নি—ধ্যৈ (চিন্তা করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিনদ, নিনাদ—ধ্বনি, শব্দ। নি—নদ (শব্দ করা) + অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নিনাদিত—শব্দিত, ধ্বনিত; বাদিত, বাজান; নাদপূর্ণ। নি—ণিজন্ত নদ (=নাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিনীষা—নয়নেচ্ছা। সনন্ত নী (লইয়া যাইবার ইচ্ছা করা) + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

নিনীষু—নয়নেচ্ছু। সনন্ত নী (লইয়া যাইবার ইচ্ছা করা) + উ কর্তৃ। বিণ।

নিন্দ—১। নিন্দিত, কুৎসিত। নিন্দ্ (নিন্দা করা) + অ কর্ম। বিণ। ২। নিন্দা কর, দোষ দাও। কপ্র। ক্রি। ৩। নিদ্রা, ঘুম। প্রা কপ্র। বি।

নিন্দক—নিন্দাকারী, দূষক। নিন্দ্ (নিন্দা করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিন্দিকা**।

নিন্দন—নিন্দাকরণ; নিন্দা। নিন্দ্ (নিন্দা করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিন্দনীয়, নিন্দ্য—নিন্দার্হ; দূষণীয়; অপ্রশংস্য। নিন্দ্ + অনীয়, য কর্ম। বিণ।

নিন্দা—১। নিন্দিতা। নিন্দ্ + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুৎসা, গর্হা; অপবাদ। নিন্দ্ (নিন্দা করা) + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। নিন্দা করা, দোষারোপ করা, তিরস্কার করা, গালি দেওয়া। কপ্র। ক্রি।

নিন্দাবাদ—কুৎসাকীর্তন, নিন্দাখ্যাপন। ৬তৎ। বি; পু।

নিন্দাসূচক—কুৎসাজ্ঞাপক, নিন্দামূলক। ৬তৎ। বিণ।

নিন্দাস্তুতি—১। নিন্দা ও প্রশংসা। দ্বন্দ্ব। ২। ব্যাজস্তুতি। ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

নিন্দিত—যাহার নিন্দা করা হইয়াছে এরূপ; দূষিত; গর্হিত; বিনিন্দিত, উপমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নীচ, জঘন্য। নিন্দ্ (নিন্দা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিন্দু—নিন্দক বা নিন্দুক। নিন্দ্ (নিন্দা করা) + উ কর্তৃ। বিণ।

নিন্দুক—নিন্দাকারী, নিন্দা করা যাহার স্বভাব। নিন্দ্ + ঊক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিন্দুকী**।

নিন্দুয়া—নিন্দা। প্রা কপ্র। বি।

নিন্দ্য—'নিন্দনীয়' দ্রঃ।

নিপট—অতিশয়, নিতান্ত; স্পষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

নিপতন—সম্যক্ পতন; অধঃপতন; পড়িয়া যাওয়া; নিপাত, নাশ। নি—পত (পড়া) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিপতিত—সম্যক্ পতিত, যে পড়িয়াছে এরূপ। নি—পত + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিপত্যা—যুদ্ধভূমি; যুদ্ধক্ষেত্র। নি—পত (পড়া) + ক্যপ্ অধি + আপ্। বি; স্ত্রী।

নিপাত—পতন; অধঃপতন; নিধন, মরণ; মৃত্যু; (ব্যাকরণে) চ এবং প্র আদি অব্যয় শব্দ; নিপাতন। নি—পত (পড়া) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নিপাতন—অধঃক্ষেপণ; প্রক্ষেপণ; প্রহার; বধসাধন; উচ্ছেদন, উন্মূলন; (ব্যাকরণে)-লক্ষণদ্বারা অসিদ্ধ পদে বর্ণাগমাদি কার্য, লক্ষণ বা সূত্র অবলম্বন না করিয়া পদসাধন। নি—ণিজন্ত পত বা পাতি (পড়ানো) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিপাতিত—অধোনীত; পাতিত; নাশিত; নিপাতনে সাধিত। নি—ণিজন্ত পত বা পাতি (পড়ানো) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিপান—পশুপক্ষ্যাদির অনায়াসে জলপানের সুবিধার নিমিত্ত কূপসমীপে নির্মিত ক্ষুদ্র জলাশয়, চৌবাচ্চা; গো-দোহন-পাত্র; দুগ্ধভাণ্ড। নি—পা (পান করা) + অনট্ অধি। বি; ক্লী।

নিপিত্তে—পিত্তরহিত; নির্ঘৃণ, ঘৃণাহীন, নির্বিরে, নির্লজ্জ। <নিষ্পিত্ত। বিণ।

নিপীড়ক—পীড়নকারী, ক্লেশদায়ক; নিষ্পীড়নকারী। নি—পীড় + ণক কর্তৃ। বিণ।

নিপীড়ন—অভিবাদন; পদাদিমর্দন, পা টেপা, নিষ্পীড়ন; নিঙড়নো; উৎপীড়ন; ক্লেশপ্রদান। নি—পীড়্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিপীড়িত—অভিবাদিত; উৎপীড়িত, ক্লেশিত; নিষ্পীড়িত, নিঙড়ানো; মর্দিত। নি—পীড়্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিপীত—নিঃশেষে পীত। নি—পা (পান করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিপুণ—সমর্থ, দক্ষ, পটু। নি—পুণ্ (ধর্মাচরণ করা) + ক কর্তৃ। বিণ। বি—**নিপুণতা, নিপুণত্ব**।

নিপুর—লিঙ্গশরীর, সূক্ষ্মদেহ ; সতেরটি অবয়ব দ্বারা গঠিত আন্তরিক শরীর (পঞ্চ-প্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয়, এই সকল উপাদানে প্রস্তুত)। নি (নিকৃষ্ট) পুর, নিত্য। বি ; পু।

নিফেন—অহিফেন, আফিম। নি (নাই) ফেন যাহার, বহ। বি ; ক্লী।

নিব—লেখনীর অগ্রভাগ ; কলমের আলগা মোচ। <ইং 'nib'. বি।

নিবদ্ধ—বদ্ধ ; পরিহিত ; গ্রথিত ; রচিত ; নিবেশিত ; স্থিরীকৃত। নি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিব-নিব, নিবু-নিবু—যাহা নিবিবার উপক্রম হইয়াছে ; নির্বাণপ্রায়। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

নিবন্ত—নির্বাণপ্রায় ; নির্বাপিত। বাংপ্র।

নিবন্ধ—১। বন্ধন ; স্থিরীকরণ। নি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অল্ ভাব। ২। গ্রন্থ, প্রস্তাব ; প্রবন্ধ ; কালবিশেষে দেয় বস্তু, সাময়িক বৃত্তি ; নিয়ম, ব্যবস্থা। …+অল্ কর্ম। বি ; পু।

নিবন্ধন—১। বন্ধন ; স্থিরীকরণ। নি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অনট্ ভাব। ২। হেতু, কারণ। নি—বন্ধ্+অনট্ কর্তৃ। ৩। গ্রন্থ, প্রস্তাব, নিয়মিত কালে দেয় বস্তু ; নিয়ম, ব্যবস্থা। …+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

নিবন্ধা (নিবন্ধৃ)—গ্রন্থরচয়িতা, প্রস্তাব-লেখক ; সংগ্রহ সন্দর্ভকার ; টীকাকার। নি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নিবন্ধ্রী**।

নিবন্ধিত—বদ্ধ ; গ্রথিত ; রচিত। নিবন্ধ+ইত জাতার্থে। বিণ।

নিবপন—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান। নি—বপ্ (বপন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিবর্তক—নিবৃত্তিকারক, নিবারক। নি—ণিজন্ত বৃত্ বা বর্তি+ণক কর্তৃ। বিণ।

নিবর্তন—নিবৃত্তি ; নিবারণ। নি—ণিজন্ত বৃত্ বা বর্তি (হওয়ানো)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিবর্তিত—নিবারিত ; প্রত্যাকৃষ্ট, প্রত্যা-বর্তিত। নি—ণিজন্ত বৃত্ বা বর্তি (হওয়ানো)+ক্ত কর্ম। বিণ। [ক্রি।

নিবসই—বাস করে ; বসে। প্রা কপ্র।

নিবসতি—১। নিবাস, বাস। নি—বস্ (বাস করা)+অতি ভাব। ২। গৃহ। নি—বস্+অতি অধি। বি ; স্ত্রী।

নিবসথ—গ্রাম ; জনপদ। নি—বস্ (বাস করা)+অথ অধি। বি ; পু।

নিবসন—১। নিবাস, বাস। নি—বস্ (বাস করা)+অনট্ ভাব। ২। গৃহ। নি—বস্+অনট্ অধি। ৩। বস্ত্র। নি—বস্ (আচ্ছাদন করা)+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

নিবসা—বাস করা ; বসা, উপবেশন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিবহ—১। সমূহ। নি—বহ্ (বহন করা)+অল্ কর্ম। ২। বায়ু বিঃ। নি—বহ্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

নিবা, নেবা—নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়া, নিবিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নিবাত—বায়ুশূন্য ; দৃঢ় ; সন্নদ্ধ। নি (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহ। বিণ।

নিবাতকবচ—মহাবলপরাক্রান্ত তিন কোটি অসুর। ইহারা হিরণ্যকশিপু-তনয় সংহ্রাদের পুত্র। ইহারা সাগরগর্ভে দুর্গ নির্মাণ করিয়া বাস করিত। বরলাভে দেবগণের অবধ্য হইয়া ইহারা দেবতাদিগের প্রতি অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। অর্জুন সুরলোকে অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে মাতলির সহিত অসুরপুরীতে উপস্থিত হইয়া ইহাদিগকে বিনাশ করেন। নিবাত (দৃঢ়) হইয়াছে কবচ (বর্ম) যাহাদের, বহ। বি ; পু।

নিবাতনিকম্প—বাতাস না থাকায় স্থির ('— প্রদীপ')। কর্মধা। বিণ।

নিবানো—নির্বাপিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

নিবাপ—পিতৃলোকের উদ্দেশে দান, শ্রাদ্ধতর্পণাদি ; দান। নি—বপ্ (বপন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিবার, নিবারণ—নিষেধ, বারণ, প্রতিষেধ, দূরীকরণ। নিবার=নি—ণিজন্ত বৃ (বারণ করা)+ঘঞ্ ভাব। নিবারণ=নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করানো)+অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিবারক—যে নিবারণ করে, প্রতিষেধক। নি—বারি+ণক কর্তৃ। বিণ।

নিবারণীয়, নিবার্য—নিবারণযোগ্য ; প্রতীকার্য। নি—বারি+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

নিবারা—নিবারণ করা। কপ্র। ক্রি।

নিবারিত—নিষিদ্ধ, প্রতিষিদ্ধ। নি—ণিজন্ত বৃ বা বারি (বারণ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবাস—১। আধার ; বাসস্থান ; গৃহ। নি—বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ অধি। বি ; পু। ২। বস্ত্রহীন। নি (নাই) বাস (বস্ত্র) যাহার, বহ। বিণ। [বিণ।

নিবাসা—নিবাসী, বাসকারী। প্রা কপ্র।

নিবাসিনী—বাসকারিণী। নিবাসিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

নিবাসী (-বাসিন্)—বাসকারী, বাসিন্দা। নি—বস্ (বাস করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

নিবিড়—সান্দ্র, ঘন, ঘোর ; পুরু ; গহন ; স্থূল ; দৃঢ়। নি—বিড়্+ক কর্তৃ। বিণ।

নিবিড়কৃষ্ণ—খুব কালো। সুপ্‌সুপা। বিণ

নিবিষ্ট—প্রবিষ্ট ; প্রাপ্ত ; আবিষ্ট, মনো-যোগী ; বিন্যস্ত। নি—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিবিষ্টচিত্ত—১। আবিষ্টমনাঃ, একান্ত আসক্তহৃদয়। নিবিষ্ট চিত্ত যাহার, বহ। বিণ। ২। অভিনিবেশযুক্ত মনঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

নিবীত—১। কণ্ঠদেশে লম্বিত যজ্ঞসূত্র, মালার মত করিয়া গলায় ঝুলানো পৈতা। নি—বী (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। উত্তরীয় বস্ত্র ; চাদর ; উড়ানি। নি—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ক্ত করণ। বি ; ক্লী। ৩। আচ্ছাদিত, সংবৃত। নি—ব্যে+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবীতী (-তিন্)—মাল্যবৎ যজ্ঞসূত্রধারী। নিবীত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

নিবু-নিবু—'নিব-নিব' দ্রঃ।

নিবৃত—১। আচ্ছাদিত। নি—বৃ (বেষ্টন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উত্তরীয় বস্ত্র ; চাদর, উড়ানি। নি—বৃ+ক্ত করণ। বি ; ক্লী।

নিবৃত্ত—১। বিরত, ক্ষান্ত ; প্রত্যাবৃত্ত। নি—বৃত্ (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। নিবৃত্তি, বিরতি। নি—বৃত্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

নিবৃত্তি—বিরতি ; বিশ্রাম ; ক্ষান্তি। নি—বৃত (থাকা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিবেদ, নিবেদন—বিজ্ঞাপন, জানান ; বর্ণন ; সবিনয়ে কথন ; সমর্পণ। নি—ণিজন্ত বিদ্ বা বেদি (জানানো)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিবেদনীয়, নিবেদ্য—নিবেদনযোগ্য, বিজ্ঞাপ্য, সমর্পণীয়। নি—বেদি+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

নিবেদা—নিবেদন করা। কপ্র। ক্রি।

নিবেদিত—বিজ্ঞাপিত ; সবিনয়ে কথিত ; সূচিত ; সমর্পিত, দত্ত। নি—ণিজন্ত বিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিবেদিয়া—নিবেদন করিয়া। কপ্র। ক্রি।

নিবেদিল—নিবেদন করিল। কপ্র। ক্রি।

নিবেশ—১। যুদ্ধ ; বিবাহ ; শিবির ; আলয়। নি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি। ২। প্রবেশ ; সৈন্যবিন্যাস ; উপবেশন ; স্থাপন। নি—বিশ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিবেশন—১। আলয়, গৃহ ; স্থান। নি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অনট্ অধি। ২। উপবেশন। নি—বিশ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিবেশিত—প্রবেশিত; বিন্যস্ত; সংক্রামিত; স্থাপিত। নি—ণিজন্ত বিশ্ বা বেশি (প্রবেশ করান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিভ—১। (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য। নি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যাজ, ছল, কপট-প্রকাশ। নি—ভা+ড করণ। বি; পু।

নিভন্ত—নির্বাপিতপ্রায়। বাংপ্র। বিণ।

নিভা—নির্বাণ প্রাপ্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নিভাউ—অন্তর্হিত, বিলুপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

নিভাঁজ—খাঁটি, অবিমিশ্র, ভেজালশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

নিভানো—নির্বাপিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

নিভালন—দর্শন, দৃষ্টি। নি—ণিজন্ত ভল্ (=ভালি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিভৃত—নির্জন; গুপ্ত; বিনীত; নিশ্চল; অস্তমিত। নি—ভৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিম—১। নিম্ব। বাংপ্র। বি। ২। অর্ধেক, প্রায়; ঈষৎ। <ফা 'নীম'। বিণ।

নিমক—লবণ, নুন। <ফা 'নমক'। বি।

নিমক-হারাম—যে নুন খাইয়া তাহা মানে না এমন, অকৃতজ্ঞ, কৃতঘ্ন। ফা-মু। বিণ। বি, **-হারামি**। বিপরীত, **-হালালি** (কৃতজ্ঞ)।

নিমকি—তৈল বা ঘৃতে ভাজা ময়দার নোন্তা খাবার বিঃ। <ফা 'নমকীন'। বি।

নিমখুন—আধখুন, অর্ধহত্যা, প্রায় খুনের সামিল। ফা। বি বা বিণ।

নিমগন—নিমগ্ন। কপ্র। বিণ।

নিমগ্ন—মগ্ন, ডুবিয়াছে এরূপ; অন্তঃপ্রবিষ্ট; অনন্যমনে কোন বিষয়ে আসক্ত, নিবিষ্ট। নি—মস্জ্ (ডুবা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিমজ্জন—১। মগ্ন হওয়া, ডুবিয়া যাওয়া; অবগাহন; অন্তর্নিবেশ। নি—মস্জ্ (ডুবা)+অনট্ ভাব। ২। মগ্নকরণ; ডুবাইয়া দেওয়া। নি—ণিজন্ত মস্জ্=মস্জি (ডুবানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিমতেল—নিমের ফলের তেল; নিম-পাতার সহিত ফুটানো তেল। বাংপ্র। বি।

নিমন্ত্রণ—ভোজনার্থ আহ্বান; আহ্বান; সম্বোধন; আমন্ত্রণ। নি—মন্ত্র্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিমন্ত্রিত—ভোজনার্থ আহূত; আহূত, আমন্ত্রিত। নি—মন্ত্র্ (গোপনে কথা বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিমন্ত্রিয়া—নিমন্ত্রণ করিয়া। কপ্র। ক্রি।

নিমন্ত্রিল—নিমন্ত্রণ করিল। কপ্র। ক্রি।

নিমফল—নিম্ববৃক্ষের ফল; শিশুকটির নিম্বফলাকৃতি অলংকার বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিমফুল—নিম্ববৃক্ষের পুষ্প; নারীগণের নিম্বপুষ্পাকৃতি কর্ণভূষণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিমরাজী—সম্মতপ্রায়, অর্ধসম্মত। ফা-মু। বিণ।

নিমাই—চৈতন্যদেবের আদ্য নাম। বাংপ্র। বি।

নিমাইত, নিমাইৎ—নিম্বার্ক নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিমাজিক—নির্মাল্য। প্রা কপ্র। বি।

নিমি—১। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি। নি—মা (পরিমাণ করা)+ডি কর্তৃ। বি; পু। ২। সূর্যবংশীয় নৃপ, খ্যাতনামা ইক্ষ্বাকুর পুত্র। ইনি সাতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন, এবং সতত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে ভালবাসিতেন। একদা নিমিরাজ যজ্ঞ সম্পাদনের অভিলাষী হইয়া বশিষ্ঠকে তাহাতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করেন। বশিষ্ঠ পূর্ব হইতেই দেবরাজ ইন্দ্রের যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি সেই যজ্ঞ সমাধা করিয়া পরে নিমিরাজের যজ্ঞে ব্রতী হইবেন বলিয়া স্বীকার করেন। স্বর্গে দেবরাজের যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে বশিষ্ঠের বহু বর্ষ অতীত হইয়া গেল। নিমিরাজ তাঁহার প্রত্যাগমনের কাল নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া, এবং বৃথা সময়ক্ষেপ হইতেছে দেখিয়া অন্যান্য মুনিঋষিদিগকে নিযুক্ত করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। পরে বশিষ্ঠদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আপনাকে অপমানিত জ্ঞানে নিমিকে অভিশাপ প্রদান করিলেন। তাহাতেই নিমির পতন হয়। নিমির দেহমন্থনে বিদেহ বা মিথিলার সৃষ্টি হয়।

নিমিখ—নিমেষ, চক্ষের পলক। <নিমেষ। বি।

নিমিত্ত—হেতু, কারণ; প্রয়োজন, উদ্দেশ্য; যাহার দ্বারা কার্য সম্পন্ন হয় অথচ যাহার কর্তৃত্ব নাই; শুভাশুভ চিহ্ন; শরব্য, লক্ষ্য। নি—মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

নিমিত্তক—নিমিত্ত, হেতু চুম্বন। নিমিত্ত+কণ্। বি; ক্লী।

নিমিত্তকারণ—সমবায়ি ও অসমবায়ি কারণ ভিন্ন অন্য কারণ, তৃতীয় কারণ। বি; ক্লী।

নিমিত্তকৃৎ—শুভাশুভ লক্ষণকারক; কারক। উপতৎ; নিমিত্ত—কৃ (করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

নিমিষ, নিমেষ—নেত্রনিমীলন, চক্ষুর পাতা ফেলা, পলক; স্পন্দন; অতি সূক্ষ্ম-কাল, চক্ষুর পলক পালটিতে যত সময় যায়। নি—মিষ্+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নিমীল, নিমীলন—মুদ্রণ, বন্ধ করা, বোজান; সংকোচন; মরণ; মোহ। নি—মীল্ (পলক ফেলা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; পু ও ক্লী।

নিমীলিকা—নিমীলন; ব্যাজ, ছল। নিমীল্+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিমীলিত—১। মুদ্রিত, সংকুচিত; নিষ্পন্ন; মৃত; মোহিত। নি—মীল্ (চক্ষুর পাতা ফেলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নিমীলন। নি—মীল্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

নিমেষ—'নিমিষ' দ্রঃ।

নিম্ন—অধঃ; নীচ; গভীর। নি—ম্না (অভ্যাস করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নিম্নগ—নীচগামী; অধোগামী। নিম্ন শব্দ (অধঃ)—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নিম্নগা—১। অধোগামিনী। নিম্নগ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। বি; স্ত্রী।

নিম্নপ্রবণ—অধোদিকে গমনশীল, অধোগামী, যাহা নীচের দিকে যাইতেছে। ৭তৎ। বিণ।

নিম্নপ্রাথমিক—পাঠ্যবিষয়ে নিম্নশ্রেণীর আদ্য বা প্রারম্ভিক। নিম্ন অথচ প্রাথমিক, কর্মধা। বিণ। স্ত্রী, **-মিকী**।

নিম্নসীমা—যাহার অপেক্ষা কম আর হইতে পারে না, minimum. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নিম্নোক্ত—নিম্নকথিত, নীচে যাহা বলা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত, ৭তৎ। বিণ।

নিম্নোদ্ধৃত—নীচে উদ্ধৃত, নীচে যাহা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ৭তৎ। বিণ।

নিম্নোন্নত—উচ্চনীচ, বন্ধুর। নিম্ন অথচ উন্নত, কর্মধা। বিণ।

নিম্ব—নিমগাছ। নিন্ব্+অন্ কর্তৃ। বি; পু। [বি; পু।

নিম্বক—নিমগাছ। নিম্ব+কণ্ স্বার্থে।

নিম্বুক—১। কাগজী নেবুর গাছ। নিম্ব্+উক কর্তৃ। বি; পু। ২। কাগজী নেবু। নিম্বুক+ক তবার্থে। বি; ক্লী।

নিয়ড়—নিকট। প্রা কপ্র। বি।

নিয়ৎ—অদৃষ্ট। <নিয়তি। বি।

নিয়ত—সংযত, বশীকৃত; বদ্ধ; নিয়মযুক্ত, নিয়মিত; নিশ্চিত; অবশ্যম্ভাবী; নিত্য; অবিশ্রান্ত। নি—যম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিয়তাত্মা (-অন্)—সংযতচিত্ত। নিয়ত হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নিয়তাশন, নিয়তাহার—১। নিয়মিত-ভাবে ভোজন। নিয়ত যে অশন, আহার, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নিয়মিত ভোজন-কারী। নিয়ত অশন বা আহার যাহার, বহু। বিণ।

নিয়তি—নিয়ম; অদৃষ্ট, দৈব ভাগ্য; মৃত্যু;

মেরুর কন্যা, বিধাতার পত্নী। নি—যম্ (বিরত হওয়া)+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

নিয়তী—দুর্গা। নি—যম্+তিক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নিয়তেন্দ্রিয়—জিতেন্দ্রিয়, সংযতেন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়দমনশীল। নিয়ত হইয়াছে ইন্দ্রিয় যাহার বা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

নিয়ন্তা (নিয়ন্তৃ)—১। নিয়ামক ; শাসিতা, শাসনকর্তা, দমনকারক ; নেতা নায়ক ; পথাদি-চালক ; পরিচালক। নি—যম্ (বিরত করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী– **নিয়ন্ত্রী**। ২। সারথি। বি ; পু।

নিয়ন্ত্রণ—নিয়মিত করণ ; সংযমন ; দমন ; নিবারণ। নি–যন্ত্র্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিয়ন্ত্রিত—সংযত, নিয়মিত ; সংকোচিত ; দমিত ; নিবারিত ; বদ্ধ। নি—যন্ত্র (সংকুচিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিয়ম—ব্যবস্থা, বিধি ; নিশ্চয় ; সত্য, প্রতিজ্ঞা ; অঙ্গীকার, চুক্তি, করার, শর্ত ; রীতি, ধারা ; পদ্ধতি, শৃঙ্খলা, ক্রম ; অবধারণ ; দমন ; নিবারণ ; বন্ধন, নিরোধ ; ব্রত-উপবাসাদি ; অক্রোধ গুরুশুশ্রূষা শৌচ আহারলাঘব সতত অপ্রমাদ—এই পাঁচ প্রকার নিয়ম। নি—যম্+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিয়মতন্ত্র—নিয়মাধীন ; নির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তী ; যাহাকে কতকগুলি নির্ধারিত বিধান অনুসারে চলিতে হয় ['শাসন প্রণালী' দ্রঃ]। নিয়মের তন্ত্র (অধীন), ৬তৎ। বিণ।

নিয়মতন্ত্রবাদ—নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে রাজ্যপালন করা উচিত এইরূপ মত। ৬তৎ। বি ; পু। বিণ, **-বাদী**।

নিয়মতান্ত্রিক—নিয়মতন্ত্রের অনুযায়ী বা অনুবর্তী ; নির্দিষ্ট নিয়মে শাসনপ্রণালীর অনুরাগী। নিয়মতন্ত্র+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-তান্ত্রিকী**।

নিয়মন—ব্যবস্থাপন, নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া ; দমন ; নিবারণ ; বন্ধন। নি—যম্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিয়মনিষ্ঠ—যথাযথভাবে নিয়মপালক, বিধিপরায়ণ। নিয়মে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

নিয়মপত্র—অঙ্গীকার-পত্র, চুক্তিপত্র। নিয়মসংবলিত পত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

নিয়মপালন—নিয়মরক্ষা, বিধিমত কার্য করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নিয়মপূর্বক—নিয়মিতভাবে, বাঁধাধরা নিয়মের অনুযায়ী। বহু। ক্রি-বিণ।

নিয়মভঙ্গ—নিয়মলঙ্ঘন, নির্দিষ্ট বিধানের অন্যথাচরণ ; শ্রাদ্ধের পর দ্বিতীয় দিনে শ্রাদ্ধকারীর মৎস্যাদি ভোজন। ৬তৎ। বি ; পু।

নিয়মলঙ্ঘন—নিয়ম অপ্রতিপালন, নিয়মভঙ্গ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নিয়মবিধান—১। নিয়ম ও ব্যবস্থা বা আইন। দ্বন্দ্ব। ২। নিয়ম-ব্যবস্থাপন, নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া, আইন করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নিয়মবিরুদ্ধ—নিয়মের বিপরীত, বিধানের বিরোধী। ৬তৎ। বিণ।

নিয়মসেবা—নিয়মপূর্বক ভগবানের সেবা ; বৈষ্ণবসমাজে আশ্বিনের শুক্লা একাদশী হইতে সমগ্র কার্তিক মাস নিয়মসেবার জন্য নির্দিষ্ট। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

নিয়মস্থিতি—নিয়মমত থাকা ; নিয়মানুবর্তিতা ; তপস্যা। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

নিয়মাধীন—নিয়মের বশবর্তী, বিধানানুবর্তী। ৬তৎ। বিণ।

নিয়মানুযায়ী (-যায়িন্)—১। নিয়মের অনুসরণকারী, নিয়মানুসারে কার্যকারী, নিয়মানুবর্তী ; নিয়মানুসারে কৃত, অনুষ্ঠিত, বা সম্পাদিত, নিয়মমত। নিয়মের অনুযায়ী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-যায়িনী**। ২। নিয়মানুসারে, ঠিক নিয়মমতভাবে। ক্রি-বিণ।

নিয়মানুবর্তিতা—নিয়মানুবর্তীর ভাব বা কার্য, নির্দিষ্ট নিয়মের অনুগমন, নিয়মানুসারে কার্যকরণ, নিয়মপালন। নিয়মানুবর্তিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

নিয়মানুবর্তী (-বর্তিন্)—নিয়মের অনুসরণকারী, নিয়মানুসারে কার্যকারী, নিয়মানুযায়ী। নিয়মের অনুবর্তী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

নিয়মানুসারী (-সারিন্)—নিয়মানুযায়ী (তাহা দ্রঃ)। নিয়মের অনুসারী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সারিণী**।

নিয়মিত—১। দমিত, সংযত ; বদ্ধ ; নিশ্চিত ; অবধারিত ; নিষিদ্ধ ; আকৃষ্ট। নি—ণিজন্ত যম বা যমি (নিবৃত্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নিয়ম মত। নিয়ম+ইতচ্। বিণ বা ক্রি-বিণ।

নিয়মিতরূপ—বিহিত প্রকার, যেমন নিয়ম আছে তদ্রূপ। নিয়মিত হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ।

নিয়মিতরূপে—নিয়মিত ভাবে ; নিয়মমত, যথাবিধানে। নিয়মিত রূপ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নিয়মী (নিয়মিন্)—নিয়মপালনকারী। নিয়ম শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নিয়মিনী**।

নিয়ম্য—নিয়মনের যোগ্য ; দমনীয় ; শিক্ষণীয়। নি—যম্ (বিরত হওয়া বা করা)+য কর্ম। বিণ।

নিয়াতন—নিপাতন, বিনাশন। নি—ণিজন্ত যত্=যাতি (নাশ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিয়ামক—১। নিয়ন্তা, নিয়মকর্তা ; পরিচালক ; নিশ্চায়ক, অবধারক, নিরূপক। নি—যম্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিয়ামিকা**। ২। কর্ণধার। বি ; পু।

নিয়ালি, নিয়ালী—১। এক প্রকার রোয়া আউশ ধান, ইহা আশ্বিনমাসে পাকে। বাংপ্র। ২। মল্লিকা, মালতী ফুল। প্রা কপ্র। বি।

নিযুক্ত—১। ব্যাপৃত ; প্রবৃত্ত। নি—যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। নিয়োজিত ; বাহাল ; প্রবর্তিত ; আদিষ্ট ; অধিকৃত। নি—যুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিযুত—দশ লক্ষ সংখ্যা ; দশ লক্ষ সংখ্যক। নি—যু (মিশ্রিত করা)+ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী বা বিণ।

নিযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ ; বাহুযুদ্ধ। নি—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

নিযোক্তা (-যোক্তৃ)—নিয়োগকর্তা ; প্রভু ; প্রবর্তক। নি—যুজ্ (যোগ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নিযোক্ত্রী**।

নিয়োগ—নিযুক্তকরণ ; আজ্ঞা ; প্রেরণ ; প্রবর্তন ; প্রবৃত্তি ; মনোযোগ ; নিশ্চয় ; অধিকার। নি—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিয়োগপত্র—যে পত্রদ্বারা কাহাকেও কোনও পদে বা কার্যে নিযুক্ত করা যায়, appointment letter. নিয়োগসূচক পত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

নিয়োগী (-গিন্)—১। নিয়োগবিশিষ্ট ; নিযুক্ত। নিয়োগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নিয়োগিনী**। ২। বঙ্গবাসী জাতিবিশেষের উপাধি,—ইহারই অপভ্রংশে নেউগী। বাংপ্র। বি।

নিয়োগ্য—যে ব্যক্তি নিযুক্ত করে এমন, প্রভু। নি—যুজ্ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ কর্তৃ। বিণ।

নিয়োজক—নিযোক্তা, নিয়োগকর্তা ; প্রবর্তক ; প্রেরক। নি—যুজ্ (যোগ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিয়োজিকা**।

নিয়োজন—নিযুক্তকরণ ; প্রেরণ ; আদেশকরণ ; প্রবর্তন। নি—যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিয়োজয়িতা (-তৃ)—নিয়োজক, নিয়োগকর্তা ; প্রবর্তক ; প্রেরক। নি—

ণিজন্ত যুজ্, (—যোজি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -য়িত্রী।

নিয়োজিত—যাহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে এরূপ ; প্রবর্তিত ; আজ্ঞপ্ত ; আদিষ্ট ; প্রেরিত ; অধিকারিত। নি—ণিজন্ত যুজ্ বা যোজি (যোগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিয়োজ্য—প্রেষ্য ; কিঙ্কর, ভৃত্য ; প্রযোজ্য ; নিয়োজনের যোগ্য। নি—যুজ্ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

নিরংশ—১। অংশশূন্য। নির্ (নাই) অংশ যাহার, বহু। বিণ। ২। রাশির ভোগ-কালের প্রথম ও শেষ দিন ; সংক্রান্তি। বি ; পু।

নিরংশু-অংশুরহিত, দীপ্তিহীন, প্রভাশূন্য। নির্ (নাই) অংশু যাহার, বহু। বিণ।

নিরক্ষ—বিষুব ['বিষুবরেখা' দ্রঃ]। নির্—অক্ষ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

"নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ" (ভাস্করাচার্য)। নিরক্ষ দেশ হইতে ক্ষিতিমণ্ডলের উপরি দেশগামী দক্ষিণ ধ্রুব ও উত্তর ধ্রুব লোক দৃষ্ট হয়।

নিরক্ষদেশ—বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে তৎসন্নিহিত দেশ। মধ্যপ। বি ; পু।

নিরক্ষ-মণ্ডল, -বৃত্ত—নিরক্ষসূচক গোলাকার রেখা, বিষুবরেখা। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

নিরক্ষর—অক্ষরজ্ঞানহীন, মূর্খ। নির্ (নাই) অক্ষর (অক্ষরজ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ। [স্ত্রী।

নিরক্ষরেখা—বিষুবরেখা। মধ্যপ। বি ;

নিরক্ষান্তর—বিষুবরেখা হইতে উত্তরে বা দক্ষিণে কোন স্থানের দূরত্ব, latitude. নিরক্ষ হইতে অন্তর, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নিরখা—নিরীক্ষণ করা, দেখা। কপ্র। ক্রি।

নিরখি—১। নিরীক্ষণ করি ; দেখি। ২। নিরীক্ষণ করিয়া ; দেখিয়া। কপ্র। ক্রি।

নিরখিনু, নিরখিলাম—নিরীক্ষণ করিলাম, দেখিলাম। কপ্র। ক্রি।

নিরখিয়া—নিরীক্ষণ করিয়া, দেখিয়া। কপ্র। ক্রি।

নিরখিল—নিরীক্ষণ করিল, দেখিল। কপ্র। ক্রি।

নিরগ্নি—১। অগ্নিহীন ; বেদবিহিত হোমাদি ধর্মকর্মরহিত ; তেজোহীন। নির্ (নাই) অগ্নি যাহার, বহু। বিণ। ২। হোমাদি ধর্মকর্মবর্জিত ব্রাহ্মণ। বি ; পু।

নিরঙ্কুশ—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী ; বাধাবিহীন ; অনিবার্য। নির্ (নাই) অঙ্কুশ (শাসনদণ্ড) যাহার, বহু। বিণ।

নিরঙ্গ—অঙ্গহীন, অবয়ব-শূন্য, অশরীরী নির্ (নাই) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

নিরজন—নির্জন, একান্ত। কপ্র। বিণ।

নিরঞ্জন—১। অঞ্জনশূন্য, নির্মল ; অবিদ্যাদোষবর্জিত। নির্ (নাই) অঞ্জন যাহার, বহু। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। বি ; ক্লী। ৩। দেবতার আরতি ; প্রতিমাবিসর্জন। <নীরাজন। বি।

নিরঞ্জনা—পূর্ণিমা তিথি। নির্ (নাই) অঞ্জন (অর্থাৎ অন্ধকার) যাহাতে, বহু+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নিরত—আসক্ত, অনুরক্ত ; প্রবৃত্ত ; ব্যাপৃত। নি—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিরতি—অত্যাসক্তি, আনুরক্তি। নি-রম (ক্রীড়া করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিরতিশয়—সাতিশয়, অত্যধিক ; অত্যুৎকৃষ্ট। নির্ (নাই) অতিশয় যাহা হইতে, বহু ; অথবা নির্ (নিতান্ত) যে অতিশয়, নিত্য। বিণ।

নিরত্যয়—বাধাশূন্য ; অত্যয়রহিত ; অবিনাশী ; নির্দোষ। নির্ (নাই) অত্যয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরদন্দা—দ্বন্দ্বহীন ; সুপ্রসন্ন। <নির্দ্বন্দ্ব। প্রা কপ্র। বিণ।

নিরদয়—নির্দয়, নিষ্ঠুর। কপ্র। বিণ।

নিরন্তর—অবকাশশূন্য, নিশ্ছিদ্র ; নিবিড়, ঘন ; অবিরত। নির্ (নাই) অন্তর (অবকাশ, ছিদ্র) যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিরন্তরাল—অন্তরাল-বিহীন, আড়ালশূন্য ; অবকাশরহিত, যাহাতে ফাঁক নাই ; সংকীর্ণ। নির্ (নাই) অন্তরাল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিরন্ন—অন্নহীন, নিতান্ত দরিদ্র। নির্ (নাই) অন্ন যাহার, বহু। বিণ।

নিরন্বয়—নিঃসম্পর্ক, সম্বন্ধশূন্য ; নিঃসন্তান। নির্ (নাই) অন্বয় যাহার বা যাহার সহিত, বহু। বিণ।

নিরপত্য—অপত্যরহিত, নিঃসন্তান, পুত্রকন্যাহীন। নির্ (নাই) অপত্য যাহার, বহু। বিণ। বি, -পত্যতা।

নিরপত্রপ—লজ্জাহীন, নির্লজ্জ। নির্ (নাই) অপত্রপা (লজ্জা) যাহার, বহু। বিণ।

নিরপরাধ—অকৃতাপরাধ, নির্দোষ। নির্ (নাই) অপরাধ যাহার, বহু। বিণ।

নিরপায়—অপায়রহিত, অবিনাশী, অক্ষয়। নির্ (নাই) অপায় যাহার, বহু। বিণ।

নিরপেক্ষ—[illegible] ; স্বতন্ত্র, স্বাধীন ; অনুরোধাদিতে উপেক্ষাপরায়ণ ; পক্ষপাতশূন্য। নির্ (নাই) অপেক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

নিরপেক্ষতা—অপেক্ষারাহিত্য ; অনুরোধাদিতে উপেক্ষা ; পক্ষপাতশূন্যতা ; স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা। নিরপেক্ষ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

নিরব—মৌনী ; নিঃশব্দ। নি (নাই) রব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। [নীরব এইরূপ শব্দও হয়।]

নিরবকাশ—অবকাশশূন্য ; নিশ্ছিদ্র ; নিবিড়, ঘন। নির্ (নাই) অবকাশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরবগ্রহ—স্বতন্ত্র, প্রতিবন্ধকশূন্য। নির্ (নাই) অবগ্রহ (প্রতিবন্ধ) যাহার, বহু। বিণ।

নিরবচ্ছিন্ন—অনবচ্ছিন্ন ; নিরন্তর ; শুদ্ধ, কেবল। নির্—অব—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরবদ্য—নির্দোষ ; প্রশংসার্হ ; নিষ্কলঙ্ক ; বিশুদ্ধ, উৎকৃষ্ট। নির্—ন (অ)—বদ্ (বলা)+য কর্ম। বিণ।

নিরবধি—১। অবধিরহিত, অসীম। নির্ (নাই) অবধি (সীমা) যাহার, বহু। বিণ। ২। নিরন্তর, সতত ; অবাধে। নির্ (নাই) অবধি যাহার বা যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

নিরবয়ব—১। অবয়বশূন্য, নিরাকার। নির্ (নাই) অবয়ব যাহার, বহু। বিণ। ২। পরমাণু। বি ; পু।

নিরবলম্ব, নিরবলম্বন—অবলম্বনশূন্য, নিরুপায়, নিরাশ্রয় ; অসহায়। নির্ (নাই) অবলম্ব বা অবলম্বন যাহার, বহু। বিণ।

নিরবশেষ—সমগ্র, সম্পূর্ণ। নির্ (নাই) অবশেষ যাহার, বহু। বিণ।

নিরবশেষিত—যাহার শেষ রাখা হয় নাই, নিঃশেষিত। নিরবশেষ+ইত জাতার্থে। বিণ।

নিরবসিত—বহিষ্কৃত ; যাহারা ভোজন করিলে পাত্র সংস্কার দ্বারাও শুদ্ধ হয় না এরূপ। নির্—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরভিমান—১। অভিমানশূন্য, গর্বহীন, নিরহংকার। নির্ (নাই) অভিমান যাহার, বহু। বিণ। ২। অভিমানাভাব, গর্বহীনতা, অনহংকার। নির্ (না) অভিমান, নিত্য। বি ; পু।

নিরভিমানী (-মানিন্)—নিরভিমান, নিরহংকার। নির্ (নয়) অভিমানী, নিত্য। বিণ। স্ত্রী, -মানিনী।

নিরভ্র—অভ্রহীন, নির্মেঘ। নির্ (নাই) অভ্র যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরমল—বিমল। <নির্মল। বিণ।

নিরমাণ—নির্মাণ। কপ্র। বি।

নিরমুলে—নির্মল। কপ্র। বিণ।

নিরম্বু—জলহীন, নির্জল ; জলগ্রহণবর্জিত ; যাহাতে জলগ্রহণ পর্যন্ত করা হয় না এরূপ। নির্ (নাই) অম্বু (জল) যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরয়—নরক, পাপীদিগের যন্ত্রণাভোগের স্থান। নির্ (নাই) অয় (সুখসৌভাগ্য) যাহার, অথবা নির্ (নির্গত) হইয়াছে অয় (সৌভাগ্য) যেখান হইতে, বহু। বি ; পু।

নিরয়গামী (-গামিন্)—নরকগামী, নরকে গমনকারী ; যে নরকে যাইবে এমন, পাপী। উপতৎ ; নিরয়—গম্ (যাওয়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

নিরর্গল—১। অর্গলরহিত ; উদ্দাম ; অনর্গল, অবাধ, প্রতিবন্ধকশূন্য। নির্ (নাই) অর্গল যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ২। অবাধে, প্রতিবন্ধকহীনভাবে। ক্রি-বিণ।

নিরর্থক—অর্থশূন্য ; নিষ্প্রয়োজন ; ব্যর্থ, বিফল, নিষ্ফল। নির্ (নাই) অর্থ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরলংকার—অলংকারশূন্য; আভরণহীন। নির্ (নাই) অলংকার যাহার, বহু। বিণ।

নিরলস—আলস্যহীন, উদ্যোগী। নির্ (নয়) অলস, নিত্য। বিণ

নিরশন—১। আহারবিহীন, উপবাসী, অনাহারী। নির্ (নাই) অশন যাহার, বহু। বিণ। ২। অনাহার। নির্ (নয়) অশন, নিত্য। বি ; ক্লী।

নিরস—রসশূন্য ; বিরস ; বিস্বাদ ; অরসিক ; কঠোর। নি (নাই) রস যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। [নীরস এইরূপ শব্দও হয়।]

নিরসন—নিক্ষেপ ; নিষ্কাশন ; নিরাকরণ ; খণ্ডন, ভঞ্জন ; প্রত্যাখ্যান ; বধ। নির্—অস্ (ক্ষেপণ করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিরস্ত—হত ; নিক্ষিপ্ত ; পরিত্যক্ত ; নিরাকৃত ; নিবারিত, নিবর্তিত ; দ্রুত উচ্চারিত ; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ; ভর্ৎসিত। নির্—অস্ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরস্ত্র—অস্ত্রশস্ত্রশূন্য। নির্ (নাই) অস্ত্র যাহার, বহু। বিণ। **নিরস্ত্র প্রতিরোধ**—অস্ত্রের সাহায্য না লইয়া বাধা দেওয়া, passive resistance.

নিরস্ত্রীকরণ—অস্ত্রশূন্য করা ; যুদ্ধের উপকরণ কমানো বা বর্জন, disarmament. নিরস্ত্রী (নিরস্ত্র + চ্বি)—কৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিরহংকার—অহংকারশূন্য, অভিমানহীন, গর্বরহিত। নির্ (নাই) অহংকার যাহার, বহু। বিণ।

নিরহংকারী (-রিন্)—নিরহংকার, অহংকাররহিত, নিরভিমান। নির্ (নয়) অহংকারী, নিত্য। বিণ ; পু।

নিরাকরণ নিবারণ ; খণ্ডন ; প্রত্যাখ্যান ; অবধারণ। নির্—আ—কৃ (করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিরাকরিষ্ণু—নিবারণশীল ; প্রত্যাখ্যানকারী। নির্—আ—কৃ + ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

নিরাকাঙ্ক্ষ—আকাঙ্ক্ষারহিত, স্পৃহাশূন্য ; নির্লোভ। নির্ (নাই) আকাঙ্ক্ষা যাহার, বহু। বিণ।

নিরাকার—১। আকারহীন, নিরবয়ব। নির্ (নাই) আকার যাহার, বহু। বিণ। ২। আকাশাদি ; পরমেশ্বর। বি ; পু।

নিরাকুল—অত্যন্ত আকুল ; অনাকুল, অব্যাকুল। নির্ (অতিশয়, না) আকুল, নিত্য। বিণ।

নিরাকৃত—নিবারিত, প্রত্যাখ্যাত ; খণ্ডিত ; অবধারিত। নির্—আ—কৃ (করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরাকৃতি—১। নিরাকরণ ; নিবারণ ; নিরসন। নির্—আ—কৃ (করা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। আকৃতিশূন্য, নিরাকার, নিরবয়ব। নির্ (নাই) আকৃতি (আকার) যাহার, বহু। বিণ।

নিরাতঙ্ক—আতঙ্করহিত, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। নির্ (নাই) আতঙ্ক যাহার, বহু। বিণ।

নিরাতপ—আতপশূন্য। নির্ (নাই) আতপ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরাতপা—রাত্রি। নিরাতপ + আ। বি ; স্ত্রী।

নিরাধার—১। আধারশূন্য ; নিরাশ্রয়। নির্ (নাই) আধার যাহার, বহু। ২। নিরাহার। বাংপ্র। বিণ।

নিরানই, নিরানব্বই—নবনবতি, ৯৯ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নিরানন্দ—১। আনন্দরহিত, দুঃখিত, ক্লিষ্ট। নির্ (নাই) আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। আনন্দাভাব, অনাহ্লাদ, অসুখ, দুঃখ। নির্ (না) আনন্দ, নিত্য। বি ; পু।

নিরাপৎ (-পদ্)—বিপত্তিহীন, বিপন্মুক্ত, নিরুপদ্রব ; নির্বিঘ্ন ; নিষ্কণ্টক। নির্ (নাই) আপদ্ যাহার, বহু। বিণ।

নিরাপত্তা—বিপত্তিহীনতা ; নির্বিঘ্নতা ; নিষ্কণ্টকত্ব ; নিরুপদ্রবতা। নিরাপদের ভাব এই অর্থে নিরাপদ্ + তা। বি ; স্ত্রী।

নিরাবাধ—প্রতিবন্ধকশূন্য, বাধাহীন। নির্ (নাই) আবাধা (বাধা) যাহার, বহু। বিণ।

নিরাভরণ আভরণবিহীন, ভূষণশূন্য, নিরলংকার। নির্ (নাই) আভরণ যাহার, বহু। বিণ।

নিরাময় রোগশূন্য, নীরোগ ; সুস্থ। নির্ (নাই) আময় (রোগ) যাহার, বহু। বিণ।

নিরামিষ—মৎস্যমাংসাদি আমিষরহিত। নির্ (নাই) আমিষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরামিষাশী (-শিন্)—মৎস্যমাংসাদি আমিষরহিত খাদ্য ভোজনকারী, যে মাছ মাংস প্রভৃতি খায় না। উপতৎ ; নিরামিষ—অশ্ (খাওয়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শিনী**।

নিরায়ুধ—প্রহরণবিহীন, নিরস্ত্র। নির্ (নাই) আয়ুধ (অস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ।

নিরালম্ব—অবলম্বনশূন্য. নিরাশ্রয়। নির্ (নাই) আলম্ব যাহার, বহু। বিণ।

নিরালয়—গৃহশূন্য, নিরাশ্রয় ; বনবাসী। নির্ (নাই) আলয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরালস্য—১। আলস্যহীনতা, শ্রমশীলতা, তৎপরতা। নির্ (নয়) আলস্য, নিত্য। বি ; ক্লী। ২। আলস্যরহিত, শ্রমশীল, উদ্যমী, তৎপর। নির্ (নাই) আলস্য যাহার, বহু। বিণ।

নিরালা—নির্জন, নিভৃত ; নিভৃত প্রদেশ। <নিরালয়। বাংপ্র। বিণ বা বি।

নিরালোক—আলোকশূন্য। নির্ (নাই) আলোক যাহাতে, বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে আলোক যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নিরাশ—আশাশূন্য, হতাশ। নির্ (নাই) আশা যাহার, বহু। বিণ।

নিরাশা—১। আশাহীনা। বহু। 'নিরাশ' দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। আশাহীনতা, নৈরাশ্য। নির্ (নয়) আশা, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

নিরাশ্রয়—আশ্রয়শূন্য, নিরালম্ব, অসহায় ; অশরণ। নির্ (নাই) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরাশ্বাস—আশ্বাসহীন, সান্ত্বনাশূন্য ; নিরাশ। নির্ (নাই) আশ্বাস যাহার, বহু। বিণ।

নিরাস—নিরসন (সকল অর্থে)। নির্—অস্ (ক্ষেপণ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিরাহার—১। আহাররহিত, উপবাসী, অভুক্ত। নির্ (নাই) আহার যাহার, বহু। বিণ। ২। আহারাভাব, উপবাস। নিত্য। বি ; পু।

নিরিখ—মূল্যের বা খাজনার হার ; দ্রব্যের দর বা মূল্য। <ফা 'নির্খ'। বি। **নিরিখের মকদ্দমা**—খাজনার হার বাড়াইবার জন্য মকদ্দমা।

নিরিন্দ্রিয়—ইন্দ্রিয়শূন্য, চক্ষুরাদিবিহীন। নির্ (নাই) ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

নিরিবিলি—নিরালা, একান্ত বা একান্তে, নির্জন বা নির্জনে, বিরল বা বিরলে, নিভৃত বা নিভৃতে ; নিভৃত প্রদেশ। বাংপ্র। বিণ, ক্রি-বিণ বা বি।

নিরীক্ষক—যে নিরীক্ষণ করে, পর্যবেক্ষক, দ্রষ্টা। নির্—ঈক্ষ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

নিরীক্ষণ—দর্শন দেখা। নির্ ঈক্ষ্ (দেখা) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিরীক্ষমাণ—দেখিতেছে যে এরূপ, দর্শনকারী। নির্—ঈক্ষ্ (দেখা)+শান কর্তৃ। বিণ।

নিরীক্ষা—দর্শন। নির্—ঈক্ষ্ (দেখা)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

নিরীক্ষিত—১। দৃষ্ট। নির্ ঈক্ষ্ (দেখা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দর্শন। নির্—ঈক্ষ +ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

নিরীক্ষ্যমাণ—দৃশ্যমান, যাহা বা যাহাকে দেখা যাইতেছে এরূপ। নির্—ঈক্ষ্ (দেখা)+শান কর্ম। বিণ।

নিরীতি—ঈতিশূন্য, শস্যাদির বিঘ্নশূন্য। নির্ (নাই) ঈতি যাহার, বহু। বিণ।

নিরীশ—১। লাঙ্গলের ফাল। ঈশা (হলদণ্ড) হইতে নির্ (নির্গত), সুপ্-সুপা। বি ; স্ত্রী। ২। নিরীশ্বর ; ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী, নাস্তিক। নির্ (নাই) ঈশ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিরীশ্বর—ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে অস্বীকৃতি-যুক্ত (বাদ) ; নাস্তিক। নির্ (নাই) ঈশ্বর যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিরীশ্বরবাদ—ঈশ্বর নাই এইরূপ কথন মত বা সিদ্ধান্ত ; নাস্তিক মত। নিরীশ্বর যে বাদ (কথন), কর্মধা। বি ; পু।

নিরীশ্বরবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী, নাস্তিক। নিরীশ্বরবাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে ; বা নিরীশ্বর—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

নিরীহ—নিশ্চেষ্ট ; স্পৃহাশূন্য ; নিঃস্পৃহ ; শান্তস্বভাব ; নির্বিরোধ। নির্ (নাই) ঈহা (চেষ্টা, ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ।

নিরুক্ত—১। নিশ্চয়রূপে কথিত। নির্ (নিশ্চয়)—বচ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বেদাঙ্গগ্রন্থ বিঃ, বেদের ব্যাখ্যানগ্রন্থ, বেদান্তর্গত দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যাকারক শাস্ত্র। নির্ (নিশ্চিত) উক্ত (কথন) আছে যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

নিরুক্তকার—নিরুক্ত-গ্রন্থকর্তা ; শাকপূর্ণি, ঔর্ণনাভ, স্থলষ্ঠীবী, যাস্ক প্রভৃতি। নিরুক্ত শব্দ—কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃ। বিণ্ বা বি ; পু।

নিরুক্তি—নির্বচন, প্রকৃতি প্রত্যয়াদির ব্যাখ্যাসহ কথন ; নিঃশেষে কথন। নির্—বচ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিরুত্তর—উত্তররহিত, উত্তরদানে অক্ষম ; নির্বাক্। নির্ (নাই) উত্তর যাহার, বহু। বিণ।

নিরুৎসাহ—১। উৎসাহহীনতা, উদ্যম-শূন্যতা। নির্ (নয়) উৎসাহ, প্রাদি। বি ; পু। ২। উৎসাহহীন, উদ্যমশূন্য। নির্ (নাই) উৎসাহ যাহার, বহু। বিণ।

নিরুৎসুক—১। অতিশয় উৎসুক, অত্যন্ত কৌতূহলী। নির্ (নাই) উৎসুক যাহা হইতে, বহু। ২। অনুৎসুক, ঔৎসুক্য-বর্জিত। নির্ (নয়) উৎসুক, প্রাদি। বিণ।

নিরুদ্দিষ্ট—উদ্দেশরহিত, যাহার খোঁজখবর নাই, হারানো। নির্ (নয়)—উৎ—দিশ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরুদ্দেশ—উদ্দেশহীন ; হারানো (দ্রব্য) ; যাহার বার্তা পাওয়া যায় নাই। নির্ (নাই) উদ্দেশ যাহার, বহু। বিণ।

নিরুদ্ধ—নিবারিত ; প্রতিবদ্ধ ; অবরুদ্ধ, আবদ্ধ। নি—রুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিরুদ্বিগ্ন—উদ্বেগশূন্য, উৎকণ্ঠাহীন, নিশ্চিন্ত। নির্ (নয়) উদ্বিগ্ন, নিত্য। বিণ।

নিরুদ্বেগ—উদ্বেগহীন, উৎকণ্ঠাশূন্য, নিশ্চিন্ত। নির্ (নাই) উদ্বেগ যাহার, বহু। বিণ।

নিরুদ্যম—উদ্যমবিহীন, উদ্যোগশূন্য, নিরুৎ-সাহ। নির্ (নাই) উদ্যম যাহার, বহু। বিণ।

নিরুদ্যোগ—উদ্যোগশূন্য, উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট ; নিষ্ক্রিয়, অলস ; অপ্রস্তুত। নির্ (নাই) উদ্যোগ যাহার, বহু। বিণ।

নিরুপদ্রব—১। উপদ্রবহীন, উৎপাতশূন্য, নির্বিঘ্ন, নিষ্কণ্টক। নির্ (নাই) উপদ্রব যাহাতে, বহু। বিণ। ২। উপদ্রবহীনতা। নির্ (নয়) উপদ্রব, প্রাদি। বি ; পু।

নিরুপম—তুলনারহিত, অতুল, অনুপম। নির্ (নাই) উপমা যাহার, বহু। বিণ।

নিরুপাখ্য—১। অনির্বচনীয় ; অসৎ, অস্তিত্বহীন (পদার্থ, যেমন খপুষ্পাদি)। নির্ (নাই) উপাখ্যা (উপ+আখ্যা= নাম বা অভিধা) যাহার, বহু। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। বি ; ক্লী।

নিরুপাধি—উপাধিরহিত, নামহীন, খেতাবশূন্য ; ছলশূন্য, কপটহীন, অমায়িক ; অভিসন্ধিবর্জিত। নির্ (নাই) উপাধি যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিরুপায়—উপায়হীন ; অগতি। নির্ (নাই) উপায় যাহার, বহু। বিণ।

নিরূঢ় ১। অবিবাহিত। নির্—বহ (বহন করা)+ক্ত কর্ম। ২। উৎপন্ন ; প্রসিদ্ধ। নি রুহ (জন্মা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। রূঢ়িলক্ষণাদ্বারা অর্থপ্রতিপাদক শব্দ। নি (নিশ্চিত) রূঢ়, প্রাদি। বি ; পু।

নিরূঢ়ি—প্রসিদ্ধি ; উৎপত্তি। নি রুহ্ (জন্মা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিরূপ—রূপবিহীন, মূর্তিশূন্য, অশরীরী, নিরাকার। নি (নাই) রূপ যাহার, বহু। বিণ।

নিরূপক নিরূপণকর্তা, নির্ণায়ক। নি—ণিজন্ত রূপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিরূপিকা**।

নিরূপণ—বিবরণ ; দর্শন ; নিয়োগ ; নির্ণয়, অবধারণ ; বিতর্ক। নি—ণিজন্ত রূপ্— রূপি (রূপযুক্ত করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিরূপিত—বিচারিত ; নিযুক্ত ; দৃষ্ট ; নির্ণীত, অবধারিত ; নিশ্চিত। নি—ণিজন্ত রূপ্—রূপি (রূপযুক্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ঋতি—অলক্ষ্মী ; নৈর্ঋত কোণের কর্ত্রী ; উপদ্রব ; দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ঋতির (সৌভাগ্যলক্ষ্মীর) নির্ (বিপরীত), নিত্য ; অথবা নির্ (নির্গত) হইয়াছে ঋতি (সৌভাগ্য) যাহা হইতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

নিরেট—১। নীরন্ধ্র, মধ্যে গহ্বরবিহীন, অফাঁপা, দৃঢ়, কঠিন, নিটল, solid. ২। মস্তিষ্কহীন, থাজা, idiotic, block-head. বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

নিরেস—মন্দ, অপকৃষ্ট, নিকৃষ্ট। গ্রাম্যপ্র।

নিরো (Nero, Claudius Caesar)—(৩৭—৬৮ খ্রীঃ)। রোমের এক অত্যাচারী লম্পট সম্রাট্। ইনি নিজের জননী, দুই পত্নী এবং অন্যান্য বহু লোককে হত্যা করেন। ইনি রোম নগর দগ্ধ করান ও নূতন রোম নগর নির্মাণ করেন। ইনি রোম হইতে পলায়ন করিয়া আত্মহত্যা করেন।

নিরোধ—রুদ্ধকরণ ; প্রতিরোধ ; নিগ্রহ ; নাশ। নি—রুধ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিরোধক—নিরোধকারক ; প্রতিরোধ-কারী। নি—রুধ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ধিকা**।

নিরোধন—রুদ্ধকরণ ; বাধা। নি—রুধ্ (রোধ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নির্গত—বহির্গত, নিঃসৃত; অপগত, অপসৃত। নির্‌ গম্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্গন্ধ—গন্ধহীন। নির্‌ (নাই) গন্ধ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্গম, নির্গমন—বহির্গমন, বাহির হইয়া যাওয়া; অপগমন। নির্‌—গম্‌+অল্‌, অনট্‌ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্গলন—বিগলন; ক্ষরণ; চোয়ানো; শোধক যন্ত্রের মধ্য দিয়া আসা, filtration. নির্‌ গল্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ -**নির্গলিত**।

নির্গলিতার্থ—সারমর্ম, সারকথা। কর্মধা। বি; পু।

নির্গামিক—বহির্গামী, outgoing. নির্গম +ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

নির্গুণ—১। গুণহীন; গুণাতীত। নির্‌ (নাই) গুণ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। সত্ত্বরজস্তমোগুণবর্জিত পরমাত্মা। বি; পু।

নির্গূঢ়—অতি গূঢ়, সংগুপ্ত; সমাচ্ছাদিত, সংবৃত। নির্‌ (অতিশয়) গূঢ়, প্রাদি। বিণ।

নির্গ্রন্থ—ক্ষপণক; বৌদ্ধসন্ন্যাসী; মুনি; দ্যূতকার; জুয়ারি; মূর্খ ব্যক্তি; দরিদ্র জন; সংসারবন্ধনশূন্য। গ্রন্থ (বন্ধন বা আসক্তি) হইতে নির্‌ (নির্গত), নিত্য; বা নির্‌ (নাই) গ্রন্থ যাহার, বহু। বি; পু বা বিণ।

নির্গ্রন্থক—ক্ষপণক; নগ্নব্যক্তি। নির্‌ (নাই) গ্রন্থ যাহার, বহু। বি; পু।

নির্গ্রন্থন—হনন, বধ। নির্‌—গ্রন্থ (গ্রথিত করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

নির্গ্রন্থিক—১। ক্ষপণক। নির্‌ (নাই) গ্রন্থি যাহার, বহু। বি; পু। ২। দীন, হীন, অধম; নিপুণ। বিণ। স্ত্রী—**নির্গ্রন্থিকা**।

নির্ঘণ্ট—অনুক্রমণিকা; সূচীপত্র; নিরূপণ, নির্ণয়। নির্‌—ঘণ্ট (দীপ্তি পাওয়া)+অল্‌ করণ। বি; পু।

নির্ঘাত—১। প্রবল বায়ুর পরস্পরের আঘাতজনিত শব্দ। নির্‌—হন্‌ (বধ করা)+ঘঞ্‌ ভাব। ২। বজ্র। নির্‌ হন্‌ +ঘঞ্‌ করণ। বি; পু। ৩। বিষম, কঠোর, ভয়ানক; নির্দয়, অমোঘ। বিণ। ৪। অব্যর্থ, অমোঘ; অবশ্যম্ভাবী; অনিবার্য। বাংপ্র। বিণ।

নির্ঘৃণ—ঘৃণাবর্জিত; নির্দয়। নির্‌ (নাই) ঘৃণা যাহার, বহু। বিণ।

নির্ঘোষ-ধ্বনি; গভীর শব্দ। নির্‌-ঘুষ্‌ (শব্দ করা)+অল্‌ কর্ম। বি; পু।

নির্জন—জনশূন্য, প্রাণিহীন; নিভৃত। নির্‌ (নির্গত) জন যাহা হইতে, অথবা নির্‌ (নাই) জন যাহাতে, বহু। বিণ। বি—**নির্জনতা**।

নির্জনপ্রিয়—যে নির্জনে থাকিতে ভালবাসে এরূপ; গুহাবাসী; বিজনবনবাসী। নির্জন প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

নির্জর—১। বার্ধক্যরহিত, জরাশূন্য। নির্‌ (নাই) জরা যাহার, বহু। বিণ। ২। দেবতা। বি; পু।

নির্জল—জলশূন্য, জলহীন; জলগ্রহণবর্জিত, নিরম্বু। নির্‌ (নাই) জল যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্জলা বিশুদ্ধ, খাঁটি; নিছক। বাংপ্র। বিণ।

নির্জিত—পরাজিত, পরাভূত; দমিত; বশীকৃত। নির্‌—জি (জয় করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্জীব—জীবনশূন্য; অচেতন; অবসন্ন; নিস্তেজ; ক্ষীণ। নির্‌ (নাই) জীব (জীবন) যাহার, বহু। বিণ।

নির্জীবতা—জীবনশূন্যতা; অবসন্নতা; অসাড়তা। নির্জীব+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নির্জ্ঞান—চৈতন্যহীন, unconscious; অবচেতন (subconscious); অজানা, অজ্ঞাত। নির্‌ (নাই) জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ।

নির্ঝঞ্ঝাট—ঝঞ্ঝাটশূন্য। বাংপ্র। বিণ।

নির্ঝর—ঝরনা; জলপ্রবাহ। নির্‌—ঝৄ (জীর্ণ হওয়া)+অল্‌ করণ। বি; পু।

নির্ঝরিণী—নদী। নির্ঝর শব্দ (প্রবাহ)+ইন্‌ অস্ত্যর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

নির্ণয়—নিশ্চয়, অবধারণ, নিরূপণ। নির্‌—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

নির্ণায়ক—নিশ্চায়ক, অবধারণকর্তা, নিরূপক। নির্‌—নী+ণক কর্তৃ। বিণ।

নির্ণায়ক-সভা—বিচারকার্যে নিযুক্ত বিশেষ সভা বা সংঘ, Jury. নির্ণায়িকা সভা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নির্ণিক্ত—ক্ষালিত, ধৌত; মুক্ত। নির্‌—নিজ্‌ (শোধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ণিক্তি—ক্ষালন; মুক্তি। নির্‌—নিজ্‌ (শোধন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নির্ণীত—অবধারিত, নিরূপিত। নির্‌—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ণেজক—১। পরিষ্কারক, পরিশোধক। নির্‌—নিজ (শোধন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। রজক, ধোপা। বি; পু।

নির্ণেতা (-তৃ)—নির্ণয়কারক, নিশ্চায়ক। নির্‌—নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নির্ণেত্রী**।

নির্ণেয়—নির্ণয় করিবার যোগ্য, যাহা নির্ণয় করিতে হইবে এরূপ; নিশ্চেয়; নির্ধার্য। নির্‌—নী+য কর্ম। বিণ।

নির্দয়—দয়াহীন, নিষ্ঠুর। নির্‌ (নাই) দয়া যাহার, বহু। বিণ।

নির্দহন—১। সম্যক্‌ প্রকারে দহন। নির্‌—দহ্‌ (দগ্ধ করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ২। দাহিকাশক্তিহীন, অগ্নিশূন্য। নির্‌ (নাই) দহন (অগ্নি) যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্দিষ্ট—নিরূপিত; নির্ধারিত; উল্লিখিত; আদিষ্ট; কথিত; উপদিষ্ট; প্রদর্শিত। নির্‌—দিশ্‌ (আদেশ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্দেশ—১। আদেশ; নির্ধারণ; উল্লেখ; কথন; উপদিষ্ট পদ্ধতি; বর্ণন। নির্‌—দিশ্‌ (আদেশ করা)+অল্‌ ভাব। ২। নাম। নির্‌—দিশ+অল্‌ করণ। বি; পু।

নির্দেশক—নির্দেশকর্তা, নির্ধারক; আদেশকর্তা; আদেষ্টা; উল্লেখকর্তা। নির্‌—দিশ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নির্দেশিকা**।

নির্দেষ্টা (নির্দেষ্টৃ)—নির্দেশক (সকল অর্থে)। নির্‌—দিশ্‌+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নির্দেষ্ট্রী**।

নির্দোষ—দোষবর্জিত; নিখুঁত; নিরপরাধ। নির্‌ (নাই) দোষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্ধার, নির্ধারণ—অনেকের মধ্যে একের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দ্বারা অবধারণ; নির্ণয়; নির্দেশ। নির্ধার=নির্‌—ধৃ +ণিচ্‌ +ঘঞ্‌ ভাব। নির্ধারণ=নির্‌—ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করানো)+অনট্‌ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্ধারক—নির্ধারণকর্তা, নির্ণায়ক। নির্‌—ধৃ (ধারণ করা)+ণিচ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নির্ধারিকা**।

নির্ধারিত—অবধারিত, নিশ্চিত; নির্ণীত। নির্‌—ণিজন্ত ধৃ বা ধারি (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্ধার্য—নির্ণেয়, যাহা নিরূপণ করিতে হইবে। নির্‌- ধারি+য কর্ম। বিণ।

নির্ধৌত—প্রক্ষালিত; মার্জিত; পরিষ্কৃত। নির্‌—ধাব্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণাদি বা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বশূন্য; নির্বিবাদ, অবিরোধ। নির্‌ (নাই) দ্বন্দ্ব যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্ধন- ধনহীন, দরিদ্র। নির্‌ (নাই) ধন যাহার, বহু। বিণ।

নির্ধনতা- ধনশূন্যতা, দারিদ্র্য। নির্ধন শব্দ +তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নির্ধনী (-ধনিন্‌)- ধন-হীন, দরিদ্র। বাংপ্র। বিণ।

নির্ধূম—ধূমবিহীন, ধোঁয়াশূন্য। নির্ (নাই) ধূম যাহার বা যাহাতে, কিংবা নির্ (নির্গত) ধূম যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নির্নিমিখ—নিমেষশূন্য, যাহাতে পলক পড়ে না এমন। কপ্র। বিণ।

নির্নিমেষ—নিমেষশূন্য, পলকহীন, নিস্পন্দ। নির্ (নাই) নিমেষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বংশ—বংশরহিত, মৃতাপত্য, নিঃসন্তান, যাহার বংশে কেহ নাই—সকলেই মরিয়াছে এমন। নির্ (নাই) বংশ যাহার, বহু। বিণ।

নির্বচন—নিরুক্তি, নিশ্চয় কথন; শব্দের গঠন বিশ্লেষণ, etymology; বর্ণন।; নির্—বচ্ (বলা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্বন্ধ—অতি যত্ন, আগ্রহ; জেদ; পীড়াপীড়ি; বিধান; নিশ্চয়, সংকল্প; অভিনিবেশ। নির্—বন্ধ্+অল্ ভাব। বি; পু।

নির্বপণ—দান; পিতৃলোকের উদ্দেশে দান; অন্ন প্রভৃতি পরিবেশন। নির্—বপ্ (বপন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্বর্ণন—দর্শন। নির্—বর্ণ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্বর্তক—নিষ্পাদক, সম্পাদক। নির্—ণিজন্ত বৃত=বর্তি (বর্তানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নির্বর্তিকা**।

নির্বর্তন—নিষ্পাদন, সম্পাদন। নির্—ণিজন্ত বৃত্ (=বর্তি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্বর্তিত—নিষ্পাদিত, সম্পাদিত। নির্—ণিজন্ত বৃত্=বর্তি+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বর্ষ—বর্ষা বা বর্ষণহীন। নির্ (নাই) বর্ষা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বহণ—নির্বাহ; নিষ্ঠা; নাটকাদির সমাপ্তি। নির্—বহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্বাক্ (নির্বাচ্)—বাক্যশূন্য, অবাক্; মূক; মৌন। নির্ (নাই) বাক্ যাহার, বহু। বিণ।

নির্বাচক—নির্বাচনকারী, নির্ধারণকর্তা, যে বাছে। নির্—ণিজন্ত বচ (=বাচি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নির্বাচিকা**।

নির্বাচক-মণ্ডলী—নির্বাচনকারী জনসমূহ, constituency. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নির্বাচন—১। নির্ধারণ, স্থিরীকরণ, বাছিয়া স্থির করা। নির্—ণিজন্ত বচ্ বা বাচি (বলান)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। নির্বাক্, মৌনী, নিরুত্তর। প্রা কপ্র। বিণ।

নির্বাচনকেন্দ্র—ভোট লইবার স্থান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নির্বাচা—নির্বাচন করা, বাছা, নির্ধারণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নির্বাণ—১। ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি, পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ হইতে পরিত্রাণ, মোক্ষ; অস্তগমন; নাশ, লয়; নিভান; নির্বৃতি, শান্তি; মিলন; হস্তীর জলমজ্জন। নির্—বা+ক্ত বা অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। মুক্ত; নির্বৃত; শান্ত, প্রস্থিত; অস্তগত; বিশ্রান্ত; নষ্ট। নির্—বা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্বাণমণ্ডপ—কাশীস্থ মুক্তিমণ্ডপ। নির্বাণদায়ক মণ্ডপ, মধ্যপ। বি; পু।

নির্বাণোন্মুখ—নির্বাণোদ্যত, যাহা শীঘ্রই নিভিয়া যাইবে এমন। নির্বাণে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ।

নির্বাত—বায়ুশূন্য। নির্ (নাই) বাত (বায়ু) যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বাদ—অপবাদ, নিন্দা; অবিবাদ; প্রবাদ; কলহ, বিবাদ। নির্—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নির্বাধ—বাধাশূন্য, অবাধ; নিরর্গল। নির্ (নাই) বাধ বা বাধা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বাপ, নির্বাপণ—দান; বধ; নির্বাণ; নিবাইয়া দেওয়া। নির্—ণিজন্ত বপ্ বা বাপি (বপন করানো)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নির্বাপক—দানকর্তা; বধকারী; নির্বাণকারক। নির্—ণিজন্ত বপ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নির্বাপিকা**।

নির্বাপিত—যাহা নিবাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; দত্ত; নাশিত। নির্—ণিজন্ত বপ বা বাপি (বপন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বাসন—দেশান্তরীকরণ, অপরাধাদি কারণে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া; বধ, হত্যা। নির্—ণিজন্ত বস্ বা বাসি (বাস করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নির্বাসিত—দেশান্তরীকৃত, অপরাধাদি কারণে যাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ; হত। নির্—ণিজন্ত বস্ বা বাসি (বাস করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বাহ—সম্পাদন; সমাপন; নিষ্পত্তি। নির্—বহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

নির্বাহক—নির্বাহকারক, সম্পাদক। নির্—বহ্ (বহন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নির্বাহিকা**।

নির্বাহিত—সম্পাদিত; নিষ্পাদিত। নির্—ণিজন্ত বহ্ বা বাহি (বহন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বিকল্প—১। বিকল্পরহিত; বিশেষ্য-বিশেষণতা-সম্বন্ধ-শূন্য; জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়তা-ভেদ-শূন্য। নির্ (নাই) বিকল্প যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। অখণ্ড জ্ঞান। বি; ক্লী।

নির্বিকার—বিকারশূন্য, যাহার স্বভাবের বৈপরীত্য ঘটে নাই বা দ্বিধা হয় নাই, এরূপ, অবিকৃত। নির্ (নাই) বিকার যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বিঘ্ন—১। বিঘ্নশূন্য। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বিঘ্নাভাব। বিঘ্নের অভাব ইতি নির্ (না) বিঘ্ন, অব্যয়ী। বি; ক্লী।

নির্বিঘ্নে—অবাধে, নিরাপদে। নির্ (নাই) বিঘ্ন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নির্বিচার—বিচারহীন; বিবেচনাশূন্য। নির্ (নাই) বিচার যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বিণ্ণ—নির্বিৎ (সকল অর্থে)। নির্—বিদ্ (জানা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নির্বিৎ (নির্বিদ্)—নির্বেদযুক্ত; অনুতপ্ত; খিন্ন; খেদযুক্ত; ভয়শোকাদিদ্বারা কাতর। নির্—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

নির্বিবাদ—বিবাদহীন, বিরোধশূন্য, নির্দ্বন্দ্ব। বহু। বিণ।

নির্বিবাদী (-বাদিন্)—যে বিবাদ করে না, নিরীহ, ভালমানুষ। নির্—বি—বদ্+ণিন্ কর্ম। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

নির্বিরোধ—বিরোধশূন্য, বিবাদহীন, কলহপরাঙ্মুখ। নির্ (নাই) বিরোধ যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বিশঙ্ক—শঙ্কারহিত, নির্ভয়। নির্ (নাই) বিশঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।

নির্বিশেষ—১। অভিন্ন। নির্ (নাই) বিশেষ (ভেদ) যাহাতে, বহু। বিণ। ২। বিশেষাভাব, ভেদাভাব। বিশেষের (ভেদের) নির্ (অভাব), অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

নির্বিষ—বিষহীন, গরলশূন্য। নির্ (নাই) বিষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বিষ্ট—উপভুক্ত; লব্ধ; প্রাপ্ত; পুষ্ট; বিবাহিত। নির্—বিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নির্বীজ—বীজশূন্য; পুরুষত্বহীন। নির্ (নাই) বীজ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নির্বীজন—জীবাণুশূন্য করণ, sterilization, disinfection. নির্—বীজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**-জিত**।

নির্বীর—বীরশূন্য। নির্ (নাই) বীর যাহাতে, বহু। বিণ।

নির্বীরা—১। বীরশূন্যা। বহু। ২। অবীরা, পতিপুত্রহীনা। নির্ (নাই) (বীর অর্থাৎ পতিপুত্র রূপ রক্ষক) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

নির্বীর্য—বীর্যহীন, দুর্বল। নির (নাই) বীর্য যাহার, বহু। বিণ।
নির্বুদ্ধি—বোধরহিত, জ্ঞানহীন, বোকা। নির্ (নাই) বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।
নির্বৃত—সন্তুষ্ট; সুখিত। নির্—বৃ (বরণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
নির্বৃতি—মুক্তি; শান্তি; অভয়; অক্ষয়; সন্তোষ; সুখ; মৃত্যু। নির্—বৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
নির্বৃত্ত—১। নিষ্পন্ন, সুসিদ্ধ। নির্—বৃত্ (হওয়া)+ক্ত কর্ম। ২। জাত। নির্—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
নির্বৃত্তি—১। নিষ্পত্তি, সম্পাদন; শান্তি; নির্বাণ। নির্-বৃত্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
নির্বেদ—১। স্বাবমাননা, আপনাকে আপনি ধিক্কার দেওয়া, আত্মগ্লানি; অনুতাপ; বৈরাগ্য, ঔদাসীন্য। নির—বিদ্ (জানা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। বেদবহির্ভূত। নির (নিষ্ক্রান্ত) বেদ হইতে, প্রাদি। বিণ।
নির্বেদন—ব্যথাহীন। নির (নাই) বেদনা যাহার, বহু। বিণ।
নির্বেশ—ভোগ; লাভ; বেতন; বিবাহ। নির্-বিশ্+অল্ ভাব। বি; পু।
নির্বোধ—বোধরহিত, জ্ঞানহীন; অজ্ঞ। নির্ (নাই) বোধ যাহার, বহু। বিণ।
নির্ব্যথন—দুঃখ; ছিদ্র; পীড়ন। নির্ ব্যথ (ব্যথা দেওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
নির্ব্যাজ—অকপট, সরল। নির (নাই) ব্যাজ (ছল) যাহাতে, বহু। বিণ।
নির্ব্যূঢ়—প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত, নিশ্চিত, absolute; সমাপ্ত; ত্যক্ত; সম্যক্; পর্যাপ্ত। নি—বি—বহ্ (বহন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
নির্ভয়—ভয়শূন্য, নিঃশঙ্ক। নির্ (নাই) ভয় যাহার, বহু। বিণ।
নির্ভয়ে—ভয় না করিয়া, অকুতোভয়ে, নিঃশঙ্কভাবে। নির্ (নাই) ভয় যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।
নির্ভর—১। অধিক, অতিরিক্ত; পূর্ণ। নির্—ভৃ (ভরণ করা)+অল্ কর্ম। বিণ। ২। ভার; আশ্রয়। বি; পু।
নির্ভর্ৎসন—তিরস্কার; নিন্দা। নির্—ভর্ৎস্ (ভর্ৎসনা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
নির্ভর্ৎসিত—সম্যক্ ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। নির্ (অতিশয়) ভর্ৎসিত, প্রাদি। বিণ।
নির্ভিন্ন—বিদীর্ণ; বিকশিত। নির্—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত কর্ম, কর্মকর্তৃ। বিণ।
নির্ভীক—ভয়রহিত, নির্ভয়; অত্যন্ত সাহসী। নির্ (নাই) ভী (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।
নির্ভীকতা—ভয়রাহিত্য; সাহসিকতা। নির্ভীক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।
নির্ভুল—ভুলরহিত, ভ্রান্তিশূন্য; বিশুদ্ধ; নিখুঁত, ত্রুটিহীন। নির্ (নাই) ভুল যাহাতে, বহু। বা.প্র। বিণ।
নির্ভৃতি—বেতনহীন, বেগার। নির্ (নাই) ভৃতি (বেতন) যাহার, বহু। বিণ।
নির্মক্ষিক—১। মক্ষিকাশূন্য; জনশূন্য; নির্জন। নির্ (নাই) মক্ষিকা যথায় বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে মক্ষিকা যথা হইতে, বহু। ২। মক্ষিকাভাব। মক্ষিকার নির্ (অভাব), অব্যয়ী। অ।
নির্মঞ্ছন মুছিয়া দেওয়া; আরাধনা; আরাত্রিক, দেবতার আরতি। নির্—মন্ছ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
নির্মঞ্ছা—মুছিয়া দেওয়া; আরাধনা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।
নির্মৎসর—মাৎসর্যবিহীন; গর্বরহিত। নির্ (নাই) মৎসর যাহার, বহু। বিণ।
নির্মদ—১। মদশূন্য; দানজলহীন। নির্ (নাই) মদ যাহার, বহু। বিণ। ২। মদশূন্য হস্তী। বি; পু।
নির্মন্থ, নির্মন্থন—সম্যক্ প্রকারে মন্থন; মর্দন; ঘর্ষণ; নিষ্পীড়ন, নিঙ্ড়ন। নির্—মন্থ্ (মন্থন করা)+অল্, অনট ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।
নির্মম—মমতাশূন্য; নৃশংস, নিষ্ঠুর; বাসনারহিত। নির্ (নাই) মম (আমার অর্থাৎ আমার বলিয়া জ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ।
নির্মল—মলশূন্য; বিশুদ্ধ; নির্দোষ; পরিষ্কৃত; স্বচ্ছ। নির্ (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ।
নির্মলী—দ্র বিঃ, কতক ফল। <নির্মাল্যা। বি।
নির্মাংস—মাংসশূন্য; কৃশকায়; অস্থিসার। নির্(নাই) মাংস যাহার, বা নির (নির্গত) মাংস যাহা হইতে, বহু। বিণ।
নির্মাণ—গঠন; রচনা; সৃজন; গ্রন্থন; প্রস্তুতকরণ। নির্—মা (পরিমাণ করা) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
নির্মাতা (-তৃ)—নির্মাণকর্তা, রচয়িতা, স্রষ্টা, প্রস্তুতকারক। নির্—মা (পরিমান করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নির্মাত্রী**।
নির্মাল্য—১। নির্মলতা। নির্মল+ঞ্য ভাবার্থে। ২। দেবতাকে নিবেদিত পুষ্পাদি; উপভুক্ত পুষ্পাভরণাদি। নির্ (নির্গত) মাল্য হইতে, নিত্য। বি; ক্লী।
নির্মাল্যা—জলপরিষ্কারক নির্মলী ফল। নির্ (নির্গত) হয় মল যদ্দ্বারা, বহুব্রীহি সমাসে নির্মল+ঞ্য+আপ্। বি; স্ত্রী।
নির্মিত—গঠিত; রচিত; প্রস্তুত। নির্—মা (পরিমাণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
নির্মিতি—নির্মাণ, সৃষ্টি, রচনা। নির্—মা (পরিমাণ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
নির্মিৎসা—নির্মাণ করিবার ইচ্ছা। নির্—মা+সন্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।
নির্মীয়মাণ—যাহা নির্মাণ করা হইতেছে এরূপ। নির্ মা+শানচ্ কর্ম। বিণ।
নির্মুক্ত—১। নিঃশেষে মুক্ত; বন্ধনমুক্ত। নির্—মুচ্ (মুক্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। নির্মোকহীন সর্প, সে সাপ খোলস ছাড়িয়াছে। বি; পু।
নির্মূল—মূলহীন; ছিন্নমূল; সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত; লয়প্রাপ্ত, বিলুপ্ত। নির্ (নাই বা নষ্ট হইয়াছে) মূল যাহার, বহু। বিণ।
নির্মূলন—উন্মূলন, সমূলে উৎপাটন; উচ্ছেদসাধন, উৎসাদন, নাশন। নির্—ণিজন্ত মূল্ (=মূলি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
নির্মূলিত—উৎসাদিত, উৎপাটিত। নির্—মূল+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।
নির্মোক—১। সাপের খোলস; কঞ্চুক; আকাশ। নির্ মুচ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। মোচন। নির—মুচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।
নির্যন্ত্রণ—১। যন্ত্রণাশূন্য, ক্লেশরহিত। নির্ (নাই) যন্ত্রণা যাহার বা যাহাতে, বহু। ২। অনিয়ন্ত্রিত, অসংযত; অবারিত; উচ্ছৃঙ্খল। নির্ (না)-যন্ত্র্ (বাঁধা)+অনট্ কর্ম। বিণ।
নির্যাণ—১। নির্গমন; মুক্তি। নির্—যা (যাওয়া)+অনট্ ভাব। ২। হস্তীর অপাঙ্গ; পশুর পাদবন্ধন রজ্জু। নির্—যা+অনট্ অধি। বি; ক্লী।
নির্যাত—নির্গত, নিঃসৃত। নির্ যা (যাওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।
নির্যাতক—নির্যাতনকারী; প্রতিশোধগ্রহণকারী। নির্ ণিজন্ত যত্ বা যাতি (প্রত্যর্পণ করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-তিকা**।
নির্যাতন—প্রতিহিংসা; অপকারকের অপকার চেষ্টা; নিগ্রহ; বধ। নির্—ণিজন্ত যত্ (=যাতি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
নির্যাতিত—নিগৃহীত, উৎপীড়িত; লাঞ্ছিত। নির্—যাতি+ক্ত কর্ম। বিণ।
নির্যাস—নিঃস্যন্দ; কাথ; আঠা। নির্—যস্ (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।
নির্লক্ষণ—লক্ষণহীন, দুর্লক্ষণাক্রান্ত। নির্

(নাই) লক্ষণ যাহার, বা নির্ (নির্গত) লক্ষণ যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নির্লজ্জ—লজ্জাহীন, বেহায়া। নির্ (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

নির্লিপ্ত—যে কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকে না, আসক্তিশূন্য, সংস্রবহীন; লেপরহিত। নির্ (না) লিপ্ত, প্রাদি। বিণ।

নির্লেপ—লেপনশূন্য; আসঙ্গরহিত; আসক্তিশূন্য; নিঃসম্পর্ক; স্বতন্ত্র; নিষ্পাপ। নির্ (নাই) লেপ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নির্লোম—লোমশূন্য। <নির্লোমন্। বিণ।

নির্লোমা (-মন্)—লোমশূন্য। নির্ (নাই) লোম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নির্হারী (-রিন্)—অতিবিস্তৃত; দূরগামী (গন্ধ)। নির্—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

নিল—লইল, লইয়া গেল। বাংপ্র। ক্রি।

নিলজ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন, বেহায়া। প্রা কপ্র। বিণ।

নিলয়—বাসস্থান; আলয়, গৃহ। নি—লী (লীন হওয়া)+অল্ অধি। বি; পু।

নিলাম—১। লইলাম; লইয়া গেলাম। বাংপ্র। ক্রি। ২। প্রকাশ্যে ডাকাডাকি করিয়া বিক্রয়। <পো 'leilao'. বি।

নিলীন—অবস্থিত; বিলীন; লগ্ন; নিমগ্ন। নি—লী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিশঙ্ক—শঙ্কাহীন, নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। নি (নাই) শঙ্কা যাহার, বহু। বিণ।

নিশপিশ—কোন কিছু করিবার জন্য অস্থির ভাব প্রকাশ। বাংপ্র। অ।

নিশমন, নিশামন—দর্শন; শ্রবণ। নি—ণিজন্ত শম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিশা—১। রাত্রি; হরিদ্রা। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক কর্তৃ+আপ্। ২। অবসান, শেষ। নি—শো+ক ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

নিশাকর—চন্দ্র। নিশা—কৃ (করা)+ট কর্তৃ; অথবা নিশাতে কর যাহার, বহু। বি; পু।

নিশাকাল—রাত্রি। কর্মধা। বি; পু।

নিশাগম—রাত্রির আগমন, রজনীর আবির্ভাব। নিশার আগম, ৬তৎ। বি; পু।

নিশাচর—১। রজনীতে ভ্রমণকারী, রাত্রিচর। নিশাতে চরে যে, উপতৎ; নিশা—চর+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিশাচরী**। ২। শৃগাল; পেচক; সর্প; চৌর; চক্রবাক; রাক্ষস; পিশাচ। বি; পু।

নিশাচরী—১। রজনীতে ভ্রমণকারিণী। নিশাচর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী; পিশাচী; অভিসারিকা। বি; স্ত্রী।

নিশাচর্ম (-চর্মন্)—অন্ধকার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নিশাজল—শিশির, হিম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নিশাট, নিশাটন—নিশাচর। উপতৎ; নিশা—অট্ (ভ্রমণ করা)+অন্, অন কর্তৃ। বিণ।

নিশাত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিশাত্যয়—নিশাবসান, প্রভাত। নিশার অত্যয়, ৬তৎ; বা নিশার অত্যয় হয় যে সময়ে, বহু। বি; পু।

নিশাদ—১। চণ্ডাল; ধীবর; স্বর বিঃ। নি—শদ্+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। নিশাভোজী, রজনীতে ভোজনকারী। উপতৎ; নিশা—অদ্ (খাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

নিশাদল—উগ্রগন্ধি লবণপদার্থ বিঃ, 'নবসার', ammonium chloride. বি।

নিশাদি—সন্ধ্যা। নিশার আদি যে সময়ে, বহু। বি; স্ত্রী।

নিশাদী—চণ্ডালী। নিশাদ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিশান—১। তীক্ষ্ণীকরণ; তেজনা নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। পতাকা, ধ্বজ, বৈজয়ন্তী; চিহ্ন; তাক; নির্দেশ। ফা। ৩। অভিজ্ঞান, পরিচয়; ইঙ্গিত, সংকেত; প্রাচীন আনদ্ধ যন্ত্র বিঃ; বাদ্য; শব্দ। প্রা কপ্র। বি।

নিশানদার—সনাক্তকারী। ফা-মু। বি বা বিণ।

নিশানদিহি—চেনা, সনাক্তকরণ, identification. ফা। বি।

নিশানা—দাগ, চিহ্ন; তাক, লক্ষ্য। ফা। বি।

নিশানি—অভিজ্ঞান, পরিচায়ক বস্তু; পরিচয়। ফা। বি।

নিশান্ত—১। রাত্রিশেষ, রজনীর অবসান। নিশার অন্ত, ৬তৎ। বি; পু। ২। ভবন, গৃহ। নিশা (রাত্রি)—অম্ (গমন করা)+ক্ত অধি। বি; ক্লী। ৩। শান্তশীল। নি (অতিশয়) শান্ত, প্রাদি। বিণ।

নিশাপতি—চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

নিশাপুষ্প—কুমুদ, শালুক। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নিশামণি—চন্দ্র; রাত্রি-প্রকাশক সূর্যকান্তমণি। ৬তৎ। বি; পু।

নিশামন—'নিশমন' দ্রঃ।

নিশামান—রাত্রিমান; রাত্রির পরিমাণ বা মাপ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নিশারণ—১। রাত্রিকালীন যুদ্ধ। নিশাকালীন যে রণ, মধ্যপ। ২। মারণ, হনন, বধ। নি—ণিজন্ত শৃ (বধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

নিশার্ধ—রাত্রির অংশ; মধ্যরাত্র, নিশীথ। নিশার অর্ধ, ৬তৎ। বি; ক্লী বা পু।

নিশাস—নিশ্বাস। কপ্র। বি।

নিশি—১। রাত্রিতে। নিশা শব্দের ৭মীর ১বচন। ২। রজনী, রাত্রি [সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে এই শব্দটি অশুদ্ধ, কারণ সংস্কৃত ভাষায় নিশি শব্দ নাই, নিশা বা নিশ্ শব্দ আছে। নিশ্ শব্দের ৭মীর ১বচনে নিশি হয়]; নিশীথে যে নাম ধরিয়া ডাকে এমন অপদেবতা বিঃ। বাংপ্র। বি।

নিশিজল—রাত্রে পৃথক্ রক্ষিত পানীয় জল, রাত্রিতে মুক্ত স্থানে উন্মুক্ত আধারে রক্ষিত পানীয় জল; নাসাপান; হিম, শিশির [প্রত্যহ প্রভাতে মলমূত্র ত্যাগের পর নাসারন্ধ্র দ্বারা জলপান করিলে সুবুদ্ধি গরুড় সদৃশ তীক্ষ্ণদৃষ্টিশালী ও বার্ধক্যহীন হইয়া থাকে। ইহাতে কাস, অতিসার, জীর্ণজ্বর, শিরোরোগ, চক্ষুরোগ, উদররোগ প্রভৃতির শান্তি হয়। কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতে নিশিজল পান করিতে নাই]। বাংপ্র। বি।

নিশিত—তীক্ষ্ণীকৃত, শাণিত। নি—শো (তীক্ষ্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিশিদিন—দিবারাত্র, দিনরাত, সর্বদা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি; ক্লী।

নিশিদিশি—রাতদিন। কপ্র। বি।

নিশিপালন—অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় রজনীতে অন্নাদি ভোজনে বিরতি। বাংপ্র। বি।

নিশীথ—অর্ধরাত্র; রাত্রি। নি—শী (শয়ন করা)+থক্ অধি। বি; পু।

নিশীথ-সূর্য—মেরু অঞ্চলে মধ্যরাত্রিতে উদিত সূর্য, midnight sun. ৬তৎ। বি; পু। **নিশীথ-সূর্যের দেশ**—মেরুসন্নিহিত গ্রীনল্যাণ্ড ল্যাপল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ।

নিশীথিনী—রাত্রি। নিশীথ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নিশীথর—রাত্রিকালীন নগররক্ষক, চৌকিদার, পুলিস প্রহরী। বাংপ্র। বি।

নিশুতি—১। মধ্যরাত্র। <নিশীথ। বি। ২। নিদ্রায় নিমগ্ন। কপ্র। বিণ।

নিশুম্ভ—১। বধ; মর্দন; কমন। নি—শুম্ভ্ (বধ করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। জনৈক দৈত্য, দৈত্যরাজ শুম্ভের কনিষ্ঠ। কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দনুর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই দৈত্য অতিশয় বলবীর্যসম্পন্ন যোদ্ধা ছিল। দেবীযুদ্ধে রক্তবীজ নিহত হইলে, নিশুম্ভ সমরে গমন করে;

এবং দেবীর সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে তাঁহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। নি—শুন্ভ্ (বধ করা)+অন্। বি ; পু।

নিশোয়াস—নিশ্বাস। কপ্র। বি।

নিশ্চয়—১। নির্ণয়, অবধারণ ; সিদ্ধান্ত। নির্—চি (একত্র করা)+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। নিশ্চিত, অবধারিত ; অবশ্য। বাংপ্র। বিণ।

নিশ্চয়তা—নিশ্চিতত্ব, স্থিরতা। বাংপ্র। বি। [+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

নিশ্চল—অচল ; স্থির। নির্—চল্ (চলা)

নিশ্চলাঙ্গ—স্থিরকায় ; স্পন্দহীন। নিশ্চল অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ঙ্গা, -ঙ্গী**।

নিশ্চায়ক—মীমাংসক ; নিশ্চয়কারক, নির্ণেতা। নির্—চি (একত্র করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নিশ্চায়িকা**।

নিশ্চিত—১। নিঃসন্দিগ্ধ ; নির্ণীত, অবধারিত, ঠিক। নির্—চি+ক্ত কর্ম। ২। নিশ্চয়বান্। নির্—চি+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

নিশ্চিন্ত—চিন্তাশূন্য, ভাবনারহিত। নির্ (নাই) চিন্তা যাহার, বা নির্ (নির্গতা) হইয়াছে চিন্তা যাহার, বহু। বিণ।

নিশ্চিন্দি—নিশ্চিন্ত। বাংপ্র। বিণ।

নিশ্চিন্দিপুর—যমের বাড়ি। বাংপ্র। বি।

নিশ্চেষ্ট—গতিহীন ; চেষ্টারহিত, নির্ব্যাপার ; স্পন্দহীন। নির্ (নাই) চেষ্টা যাহার, বহু। বিণ।

নিশ্বসন, নিশ্বসিত—নিশ্বাস, নাসানির্গত বায়ু। নি—শ্বস্+অনট্, ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

নিশ্বাস—নাসানির্গত বায়ু। নি—শ্বস্ (শ্বাসত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিশ্বাস-প্রশ্বাস—নাসানির্গত বায়ু ও নাসাপ্রবিষ্ট বায়ু। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

নিশ্বাসরোধ—নিশ্বাস রুদ্ধ করা, নিশ্বাস বাহির হইতে না দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

নিষক্ত—সংক্রান্ত ; সংসক্ত, লগ্ন। নি—সন্জ্ (সংসক্ত হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

নিষঙ্গ—তূণীর, বাণাধার ; সঙ্গ, সংসর্গ। নি—সন্জ্ (সংযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

নিষঙ্গী (-ঙ্গিন্)—তূণীরধারী। নিষঙ্গ (তূণীর)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নিষঙ্গিণী**।

নিষণ্ণ—স্থিত ; অবলম্বনকারী ; উপবিষ্ট ; শয়িত ; আসীন। নি—সদ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

নিষত্ত—আধারীভূত। নি—সদ্ (গমন করা)+ক্যপ্ অধি। বিণ।

নিষধ—১। দেশ বিঃ। নি—সদ্ (গমন করা) +অল্ অধি। ২। সূর্য্যবংশীয় জনৈক নরপতি ; পর্বত বিঃ ; নিষধদেশীয় লোক ; নিষাদ স্বর। নি—সদ্+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ৩। কঠিন ; অদম্য ; অধর্ষণীয়। নি—সদ্+অল্ কর্ম। বিণ।

নিষাদ—চণ্ডাল ; ধীবর ; প্রাচীন বন্যজাতি বিঃ ; ব্যাধ ; (সংগীতে) সপ্ত স্বরের সপ্তম স্বর (হস্তীর বৃংহিত হইতে নিষাদ)। নি—সদ্ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

নিষাদী (-দিন্)—১। হস্তিপক, মাহুত ; গজারোহী। নি—সদ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। ২। উপবিষ্ট ; শায়িত ; স্থিত। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নিষাদিনী**। [স্ত্রী।

নিষাদী—চণ্ডালী। নিষাদ+ঈপ্। বি ;

নিষিক্ত—সিক্ত ; ক্ষরিত ; আহিত। নি—সিচ্ (সেচন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষিদ্ধ—যাহা নিষেধ করা হইয়াছে এরূপ, নিবারিত ; বাধিত ; তিরস্কৃত। নি—সিধ্ (সিদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষুপ্তি—১। গভীর নিদ্রা। বি। ২। নিদ্রিত ; নিস্তব্ধ। < নিষুপ্তি। বিণ।

নিষুপ্ত—গাঢ় নিদ্রিত ; গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নি (সম্যক্) সুপ্ত (নিদ্রিত), প্রাদি। বিণ। বি—**নিষুপ্তি**।

নিষূদন, নিসূদন—১। বধ ; মারণ ; নিষেধ। নি—সূদ্ (বধ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। নাশকারী ; বিনাশক। নি—সূদ্+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

নিষেক—সেচন ; ক্ষরণ ; আধান ; গর্ভাধান। নি—সিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিষেধ—প্রতিষেধ ; নিবারণ। নি—সিধ্ (সিদ্ধ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিষেধক—নিষেধকারী, নিবারক। নি—সিধ্ (সিদ্ধ করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ।

নিষেধ্য—নিষেধযোগ্য ; নিবারণীয় ; বাধ্য। নি—সিধ্+য কর্ম। বিণ।

নিষেবণ—সেবা ; আরাধনা ; অনুকরণ। নি—সেব্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষেবিত—সেবিত, আরাধিত ; অনুসৃত ; অনুযাত। নি—সেব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষেব্য—সেবনীয় ; ব্যবহার্য ; কর্মযোগ্য। নি—সেব্+য কর্ম। বিণ।

নিষ্ক—মোহর ; দীনার ; স্বর্ণ ; ১০৮ মাষা সুবর্ণ পরিমাণ ; কণ্ঠভূষণ ; উরোভূষণ। নি—সদ্+ক কর্ত্তৃ ; অথবা নির্—কৈ+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

নিষ্কণ্টক—কণ্টকশূন্য ; শত্রুশূন্য ; নিরুপদ্রব, নির্বিঘ্ন, নিরাপৎ। নির্ (নাই) কণ্টক যাহাতে বা যাহার, বা নির্ (নির্গত) হইয়াছে কণ্টক যাহা হইতে, বহু। বিণ।

নিষ্কম্প—নিশ্চল, কম্পহীন, অকম্পিত, স্থির। নির্ (নাই) কম্প যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কর—করশূন্য, যাহার খাজনা নাই, লাখেরাজ। নির্ (নাই) কর যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্করুণ—অকরুণ, নির্দয়। নির্ (নাই) করুণা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কর্মা (-র্মন্)—কর্মশূন্য, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্যাপার ; অলস ; বেকার। নির্ (নাই) কর্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

নিষ্কর্ষ—নিশ্চয়, ইয়ত্তাপরিচ্ছেদ ; সার ; নিঃসারণ। নির্—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিষ্কর্ষণ—নিশ্চয়করণ ; অপনয়ন ; উদ্ধারণ ; নিষ্কাসন। নির্—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্কল—১। কলাশূন্য, নিরংশ ; বন্ধ্যা, নষ্টবীর্য ; বৃদ্ধ। নির্ (নাই) কলা যাহার, বহু। বিণ। ২। পরব্রহ্ম। বি ; ক্লী।

নিষ্কলঙ্ক—কলঙ্কশূন্য, নির্মল। নির্ (নাই) কলঙ্ক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্কলা—১। কলাশূন্যা ইত্যাদি। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিগতার্ত্তবা স্ত্রী, যে স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে ; বৃদ্ধা। বি ; স্ত্রী।

নিষ্কলিত—কলাহীন ; অংশরহিত ; ভাগবর্জিত। নিস্ (নয়) কলিত (কলাযুক্ত), নিত্য। বিণ।

নিষ্কলী—নিষ্কলা, বিগতার্ত্তবা স্ত্রী। নিষ্কল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

নিষ্কলুষ—নিষ্পাপ, নির্দোষ। নির্ (নাই) কলুষ (পাপ) যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কাম—কামনারহিত ; নিঃস্পৃহ ; বিষয়ভোগে বিরত। নির্ (নাই) কাম (স্পৃহা) যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কামধর্ম—কামনাশূন্য ধর্ম, "আমি যে কার্য করিতেছি ইহা কেবল ঈশ্বর-প্রীতির নিমিত্ত, ইহার ফলে আমার কোন অধিকার বা প্রয়োজন নাই" এইরূপ জ্ঞান সহকারে যে ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। কর্মধা। বি ; পু।

নিষ্কাশ—১। নিঃসরণ, নির্গমন। নির্ (বাহিরে)—কশ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। বারান্দা। …+ঘঞ্ অধি। বি ; পু।

নিষ্কাশন, নিষ্কাসন—নিঃসারণ ; বহিষ্করণ ; দূরীকরণ। নির্—ণিজন্ত কশ্ বা কস্ (গমন করানো)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্কাশিত, নিষ্কাসিত—নিঃসারিত ; বহিষ্কৃত ; দূরীকৃত। নির্-ণিজন্ত কশ্ বা কস্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্কুল—কুলহীন, বংশরহিত, নির্বংশ ; সগোত্রবিহীন ; অবয়বশূন্য। নির্ (নাই) কুল যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্কুষিত—নিশ্চর্ম ; বিক্ষত ; খণ্ডিত ; নিষ্কাসিত, নিঃসারিত। নির্—কুষ্ (বাহির করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্কৃত—নিস্তীর্ণ, অব্যাহতিপ্রাপ্ত, উদ্ধারপ্রাপ্ত, মুক্ত। নির্—কৃ+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

নিষ্কৃতি—নিস্তার ; উদ্ধার ; পরিত্রাণ ; মুক্তি। নির্—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিষ্কেশ—কেশহীন, চুলশূন্য। নির্ বা নিস্ (নাই) কেশ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্কোষণ—বহির্নিঃসারণ ; খোলো হইতে বাহির করা ; কোষ হইতে মুক্ত করণ। নির্—কুষ্ (বাহির করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্ক্বাথ—মাংসাদির ক্বাথ, ঝোল, রসা। নির্ (নির্গত) যে ক্বাথ, প্রাদি। বি ; পু।

নিষ্ক্রম—ধীশক্তি, বুদ্ধিশক্তি ; নির্গম ; বহির্গমন ; দুষ্কুল ; নিষ্ক্রমণসংস্কার। নির্—ক্রম্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিষ্ক্রমণ—বহির্গমন ; দশ সংস্কারের অন্তর্গত সংস্কার বিঃ, চতুর্থ মাসে শিশুর গৃহনির্গমন রূপ সংস্কার। নির্—ক্রম্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্ক্রয়—১। ভৃতি, বেতন ; ভাড়া ; মূল্য। নির্—ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ করণ। ২। নিষ্কৃতি ; আনৃণ্য, ঋণী না থাকা ; বিক্রয় ; নির্গমন ; সামর্থ্য। নির্—ক্রী+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিষ্ক্রান্ত—নির্গত, বহির্গত। নির্—ক্রম্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্ক্রিয়—১। ক্রিয়ারহিত, কার্যশূন্য ; নিষ্কর্মা ; নিশ্চেষ্ট ; অলস। নির্ (নাই) ক্রিয়া (কার্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্রহ্ম, পরমেশ্বর। বি ; ক্লী। **নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ**—স্বয়ং নিশ্চেষ্ট থাকিয়া অন্যের উদ্দেশ্যে বাধাপ্রদান, passive resistance.

নিষ্ঠ—স্থির ; স্থিতিশীল ; নিষ্ঠাযুক্ত, অবলম্বী। নি স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নিষ্ঠা—১। স্থিরা ; স্থিতিশীলা। নিষ্ঠ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। যাচ্ঞা ; নিশ্চয় ; স্থিতি ; নিষ্পত্তি ; নাশ ; অন্ত ; নির্বাহ ; দৃঢ়তা ; ভক্তি, শ্রদ্ধা ; উৎকর্ষ ; ব্যবস্থা ; ব্রতাদি ক্লেশ ; (ব্যাকরণে) ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয়। নি—স্থা+ঙ ভাব +আপ্। বি ; স্ত্রী।

নিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—নিষ্ঠাযুক্ত ; ধর্মাদিতে ভক্তিসম্পন্ন ; দৃঢ়। নিষ্ঠা শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নিষ্ঠাবতী**।

নিষ্ঠীবন, নিষ্ঠেবন—১। থুথু। নি—ষ্ঠীব্ বা ষ্ঠিব্ (ফেলা)+অনট্ কর্ম। ২। থুথু ফেলা। নি—ষ্ঠীব্ বা ষ্ঠিব্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্ঠুর—ক্রূর ; নির্দয় ; কঠিন। নি—স্থা (থাকা)+ডুর কর্তৃ। বিণ।

নিষ্ঠ্যূত—থু থু করিয়া ফেলা ; নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; উদ্গীর্ণ। নি- ষ্ঠিব্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্ণ, নিষ্ণাত—নিপুণ ; প্রবীণ ; বিজ্ঞ ; প্রধান ; পারগত। নি—স্না (স্নান করা) +ড, ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্পতন—নিষ্ক্রমণ ; নির্গমন। নির্—পত্ (পড়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্পতিষ্ণু—পতনশীল, পড়ন্ত, পড়িতেছে এরূপ ; নির্গমনশীল। নির্—পত্+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

নিষ্পত্তি—সিদ্ধি ; সমাপ্তি ; মীমাংসা ; নিশ্চয় ; পরিপাক ; নির্বাহ। নির্—পদ্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

নিষ্পদ—পাদবিহীন, পঙ্গু ; খঞ্জ, খোঁড়া। নির্ (নাই) পদ যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্পন্ন—নিষ্পত্তিবিশিষ্ট ; সিদ্ধ ; সম্পন্ন ; সমাপ্ত ; জনিত ; নির্বৃত্ত। নির্—পদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিষ্পরিগ্রহ—১। পরিগ্রহশূন্য ; নির্লিপ্ত ; মুক্তসঙ্গ ; পত্নীরহিত। নির্ (নাই) পরিগ্রহ যাহার, বহু। বিণ। ২। পরিব্রাজক ; পরমহংস। বি ; পু।

নিষ্পাদক—নিষ্পত্তিকারক ; সম্পাদক, নির্বাহক। নির্—ণিজন্ত পদ্—পাদি (গমন করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ।

নিষ্পাদন—সম্পাদন ; নির্বাহ ; সাধন। নির্—ণিজন্ত পদ্ বা পাদি (গমন করান) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্পাদনীয়, নিষ্পাদ্য—নিষ্পাদনযোগ্য ; সাধনীয়। নির্—পাদি+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

নিষ্পাদিত—সম্পাদিত ; নির্বাহিত ; সাধিত। নির্—ণিজন্ত পদ্ বা পাদি (গমন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্পাপ—পাপহীন, নির্দোষ ; পূত ; সাধু। নির্ (নাই) পাপ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্পাব—১। ধান্যাদি তুষহীন করা। নির্—পূ (পবিত্র করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। কুলার বাতাস। নির্—পূ+ঘঞ্ করণ। ৩। কুঁড়া, ভুষি ; আগড়া। নির্—পূ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

নিষ্পিত্ত—পিত্তহীন ; ঘৃণাশূন্য, নির্ঘৃণ। নির্ (নাই) পিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্পিষ্ট—ঘৃষ্ট ; চূর্ণিত ; মর্দিত। নির্—পিষ্ (পেষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিষ্পীড়ন—নিঙড়ানো, চাপা ; নিপীড়ন। নির্—পীড়্ (পীড়ন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নিষ্পেষ, নিষ্পেষণ—চূর্ণন ; মর্দন ; ঘর্ষণ। নির্—পিষ্ (পেষণ করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

নিষ্প্রতিভ—অজ্ঞ ; জড় ; প্রতিভাহীন ; মূর্খ। নির্ (নাই) প্রতিভা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রভ—প্রভাশূন্য, অনুজ্জ্বল, নিস্তেজ ; মলিন। নির্ (নাই) প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রয়োজন—প্রয়োজনরহিত ; নিরর্থক। নির্ (নাই) প্রয়োজন যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্প্রাণ—জীবনশূন্য, প্রাণহীন ; মৃত। নির্ (নাই) প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

নিষ্ফল—ফলরহিত ; বিফল ; নিরর্থক। নির্ (নাই) ফল যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্ফলা—ফলশূন্যা ; বিগতার্তবা ; গতরজস্কা ; ঋতুহীনা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

নিষ্ফেন—ফেনশূন্য। নির্ (নাই) ফেন যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিষ্যন্দ, নিস্যন্দ—ক্ষরণ ; চুয়ানো ; বর্ষণ ; পতন ; নির্ঝর। নি—স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

নিষ্যন্দী (-ন্দিন্), **নিস্যন্দী** (-ন্দিন্)—যে ক্ষরণ করে, স্রাবী। নি—স্যন্দ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ন্দিনী**।

নিষ্যন্দিত, নিস্যন্দিত—ক্ষরিত, বর্ষিত ; ক্ষরণশীল। নি—স্যন্দ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিসর্গ—সৃষ্টি ; স্বভাব, প্রকৃতি ; রূপ ; সর্গ। নি—সৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

নিসর্গজ—স্বভাবজ, স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। নিসর্গ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নিসাড়, নিসাড়া সাড়াশব্দহীন, অসাড়, অবশ, স্পন্দহীন, নিস্পন্দ। প্রা কপ্র। বিণ।

নিসিন্দা—একধরনের ছোট গাছ, নির্গুণ্ডী বৃক্ষ। বাংপ্র। বি।

নিসূদক—ঘাতক, নাশক, হিংসক। নি—সূদ্ (বধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

নিসূদন—'নিষূদন' দ্রঃ।

নিসৃষ্ট—প্রেরিত ; দত্ত ; অর্পিত, ন্যস্ত। নি—সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিসৃষ্টার্থ—দূত বিঃ, যে ব্যক্তি উভয়ের অভিপ্রায় জানে এবং স্বয়ং উত্তরাদি দানে সমর্থ। নিসৃষ্ট (প্রদত্ত) হইয়াছে অর্থ

(বিধেয়) যৎকর্তৃক বা যাহাকে, বহু। বি; পু।

নিস্তনী—১। স্তনহীনা। নি (নাই) স্তন যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। বটিকা, বড়ি। নি—স্তন+অ সাদৃশ্যার্থে+ঈপ্‌ অল্পার্থে। বি; স্ত্রী।

নিস্তন্দ্র—তন্দ্রাহীন; আলস্যরহিত। নির্‌ (নাই) তন্দ্রা যাহার, বহু। বিণ।

নিস্তব্ধ নীরব, স্পন্দহীন। নি—স্তন্‌ভ্‌ (স্তম্ভিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নিস্তব্ধতা—নীরবতা। নিস্তব্ধ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

নিস্তম্ভিত—নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ, নীরব। কপ্র। বিণ।

নিস্তরঙ্গ—তরঙ্গহীন, ঢেউশূন্য; অচঞ্চল, স্থির। নির্‌ (নাই) তরঙ্গ যাহাতে, বহু। বিণ।

নিস্তরণ, নিস্তার—১। পার হওয়া; উদ্ধার; মুক্তি; সিদ্ধি। নির্‌ তৃ+অনট্‌, ঘঞ্‌ ভাব। ২। উপায়। ···+অনট্‌, ঘঞ্‌ করণ। বি; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

নিস্তল—১। তলশূন্য; চঞ্চল; বর্তুল, গোলাকার। নির্‌ (নাই) তল যাহার, বহু। বিণ। ২। বটিকা। বি; ক্লী।

নিস্তার- 'নিস্তরণ' দ্রঃ।

নিস্তারবীজ-মোক্ষলাভের মূল উপায়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নিস্তুষ—তুষহীন। নির্‌ (নাই) তুষ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নিস্তেজ-তেজোহীন, যাহার তেজ নাই এমন। < নিস্তেজস্‌। 'নিস্তেজাঃ' দ্রঃ। বিণ।

নিস্তেজাঃ (-জস্‌)—তেজোহীন; দুর্বল; যাহার গুণ বা শক্তি কমিয়া গিয়াছে এমন। নির্‌ (নাই) তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নিস্ত্রৈগুণ্য—ত্রিগুণরহিত; কামাদিবিহীন। নির্‌ (নাই) ত্রৈগুণ্য (ত্রিগুণ) যাহার, বহু; অথবা নির্‌ (নিষ্ক্রান্ত, অতিক্রান্ত) ত্রৈগুণ্যকে, প্রাদি বা নিত্য। বিণ।

নিস্নেহ-স্নেহহীন, তৈলপদার্থরহিত; মমতাশূন্য, প্রীতিবিহীন। নি (নাই) স্নেহ যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

নিস্পন্দ—স্পন্দহীন; স্থির; নিশ্চেষ্ট। নি (নাই) স্পন্দ যাহার, বহু। বিণ।

নিস্পৃহ—স্পৃহাশূন্য; নিষ্কাম; আকাঙ্ক্ষাশূন্য; নির্লোভ। নির্‌ (নাই) স্পৃহা (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ।

নিস্বন, নিস্বান-ধ্বনি, রব, শব্দ। নি—স্বন্‌ (শব্দ করা)+অল্‌, ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

নিস্তব্ধ—'নিস্তব্ধ' দ্রঃ।

নিস্রব, নিস্রাব—১। করণ; নির্গমন। নি—স্রু+অল্‌, ঘঞ্‌ ভাব। ২। ক্ষরিত বস্তু, নির্গত দ্রব্য, অন্নমণ্ড, ভাতের মাড় বা ফেন। নি স্রু+অল্‌, ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পু।

নিহড় নিকট, সমীপ; কিরণ। প্রা কপ্র।

নিহড়া—নিকটবর্তী হওয়া, কাছানো; নিবৃত্ত হওয়া, প্রতিনিবৃত্ত বা পরাবৃত্ত হওয়া, লওটা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিহত—হত, বিনাশিত। নি—হন্‌ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিহনন—হনন, বধ, হত্যা। নি—হন্‌ (বধ করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

নিহন্তা (-ন্তৃ)—হননকর্তা, বধকারক, সংহারক। নি—হন্‌ (বধ করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**নিহন্ত্রী**।

নিহাই-নেহাই; নেয়ালি, লোহার পাঁটযুক্ত বাটালি। হি 'নিহাই' শব্দজ। বি।

নিহারা—১। নিরীক্ষণ করা, দেখা, চাহা, তাকানো। ক্রি। ২। মল, বিষ্ঠা। প্রা কপ্র। বি।

নিহালা, নেহালা—নিরীক্ষণ করা, দেখা। প্রা কপ্র। ক্রি।

নিহিংসন—মারণ; হনন; বধ। নি—হিংস্‌ (বধ করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

নিহিত-দত্ত; গুপ্ত; স্থাপিত; নিক্ষিপ্ত; অভিহিত। নি—ধা (ধারণ করা, দান করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নিহ্নব, নিহ্নুতি—অস্বীকার; অপলাপ; সত্য গোপন; অপহ্নুতি; অবিশ্বাস। নি—হ্নু (চুরি করা)+অল্‌, ক্তি ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

নিহ্নববাদী (-বাদিন্‌)-সত্যগোপনকারী (সাক্ষী প্রভৃতি)। উপতৎ; নিহ্নব—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

নিহ্নুতি—'নিহ্নব' দ্রঃ।

নিহ্নুবান-অপলাপকারী; গোপনকারী। নি—হ্নু (চুরি করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

নিহ্রাদ-ধ্বনি; শব্দ। নি—হ্রাদ্‌ (শব্দ করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

নীকার—ন্যক্কার; পরিভব; তিরস্কার; অবমাননা; অবজ্ঞা; ঘৃণা; অপকার। নি—কৃ (করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

নীকাশ, নীকাস—(অন্য শব্দের পরে থাকিলে) তুল্য, সদৃশ। নি—কাশ্‌ বা কাস্‌+ঘঞ্‌ কর্তৃ। বিণ।

নীচ—বর্বর, প্রাকৃত; নিম্ন; খর্ব, বামন; ক্ষুদ্র; অনুদার, অভদ্র, হীনপ্রকৃতি; অধম, অপকৃষ্ট, হীন। ন (না)-ঈ (সৌভাগ্য)—চি (একত্র করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নীচকুল—হীন বংশ। কর্মধা। বি; পু।

নীচকুলোদ্ভব—যাহার নীচকুলে জন্ম এরূপ। বহু। বিণ।

নীচগ—অধোগামী; নিম্নবাহী; নিম্নপথে গমনকারী। নীচ—গম্‌+ড কর্তৃ। বিণ।

নীচগামিনী—নিম্নদিকে গতিশালিনী; নীচ পুরুষে অনুরক্তা (স্ত্রী)। 'নীচগামী' দ্রঃ। নীচগামিন্‌+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

নীচগামী (-গামিন্‌)—নিম্নদিকে গতিশীল; নিকৃষ্ট পথগামী; নীচজাতীয় রমণীতে অনুরক্ত (পুরুষ)। ; নীচ—গম্‌ (যাওয়া)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

নীচগ্রহ রবি-আদি গ্রহের স্বীয় স্বীয় উচ্চস্থান হইতে সপ্তম রাশি; নীচ রাশিস্থ গ্রহ। মধ্যপ। বি; পু।

নীচজাতি- নিকৃষ্ট জাতি, ইতর জাতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নীচপ্রকৃতি—১। হীন স্বভাব। নীচা যে প্রকৃতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। হীন স্বভাববিশিষ্ট। নীচা প্রকৃতি যাহার, বহু। বিণ।

নীচপ্রবৃত্তি—১। অধম বিষয়ে আসক্তিবিশিষ্ট। নীচে প্রবৃত্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। নিকৃষ্ট বিষয়ে আসক্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

নীচমনাঃ (-মনস্‌)- নিকৃষ্ট চিত্ত, ক্ষুদ্রহৃদয়; অনুদারমনাঃ। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নীচযোনি—১। তির্যগ্‌যোনি, মনুষ্যেতর প্রাণিরূপে জন্ম; নীচকুলে জন্ম। কর্মধা। বি; পু বা স্ত্রী। ২। পশু প্রভৃতির কুলে জাত; হীনকুলে জাত। বহু। বিণ।

নীচযোনী (-নিন্‌)—নিকৃষ্টযোনি-জাত, নীচযোনিসম্ভূত। নীচযোনি+ইন্‌ অস্ত্যর্থে, ১মার ১বচনে। বিণ; পু।

নীচশির—নীচশিরাঃ (তাহা দ্রঃ)। কপ্র। বিণ।

নীচশিরাঃ (-শিরস্‌)-নতমস্তক, দারিদ্র্য বা সম্মানাভাব জন্য নতশীর্ষ; নিরুপায়। নীচ হইয়াছে শিরঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

নীচান্তঃকরণ—১। হীন চিত্ত, অনুদার মনঃ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। হীনচেতাঃ, সংকীর্ণমনাঃ। বহু। বিণ।

নীচাসক্ত—হীন কার্যে অনুরক্ত, নীচ বিষয়ে আসক্ত। ৭তৎ। বিণ।

নীচু—নীচ বা নীচে, নিম্ন বা নিম্নে; নত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

নীড়—কুলায়, পক্ষীর বাসা। নি—ইল্‌ (শয়ন করা)+অ অধি। বি; পু বা স্ত্রী।

নীড়জ—পক্ষী। উপতৎ; নীড় শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

নীত—১। প্রাপিত, লইয়া যাওয়া হইয়াছে যাহা; অতিবাহিত। নী (লইয়া যাওয়া) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নীতি, নয়; নিয়ম; রীতি। বি; স্ত্রী। ৩। আচরণ, ব্যবহার; অভিসন্ধি, অভিপ্রায়। বাংপ্র। বি।

নীতি—১। নয়; শুক্রাচার্যাদি প্রণীত হিতাহিত বিবেচনার শাস্ত্র; রীতি নিয়ম। নী+ক্তি করণ। ২। প্রাপণ; লইয়া যাওয়া; যাপন। নী+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নীতিজ্ঞ—নীতি বিষয়ে অভিজ্ঞ; নীতিশাস্ত্রবিৎ। নীতি জানে যে, উপতৎ; নীতি—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

নীতিজ্ঞান—নীতি কাহাকে বলে ইহা জানা; নীতিশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নীতিপথ, নীতিমার্গ—সুনীতিসম্মত রাস্তা বা পদ্ধতি। মধ্যপ। বি; পু।

নীতিবিরুদ্ধ—নিয়মের বিরোধী, নীতিশাস্ত্রের বিপরীত। ৬তৎ। বিণ।

নীতিমান্ (-মৎ)—সুনীতিসম্পন্ন। নীতি +মতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মতী**।

নীতিমূলক—যাহার গোড়ায় নীতি আছে; উপদেশাত্মক। নীতি মূল যাহার, বহু। বিণ।

নীতিশাস্ত্র—নীতিবিষয়ক শাস্ত্র বিঃ [প্রথমতঃ ব্রহ্মা লক্ষ অধ্যায়ে এই শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, বৃদ্ধিক্ষয়াদি ত্রিবর্গ, দেশ, কাল, উপাধি ষড়্‌বর্গ, কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, জীবিকাকাণ্ড, দণ্ডনীতি, রাজকার্য, যুদ্ধনীতি, ব্যসন, গৃহকার্য, সামাজিক ব্যবহার, দৈহিক তত্ত্ব, যন্ত্রকার্য, ধর্মকার্য প্রভৃতি সংসারে প্রয়োজনীয় যাবতীয় বিষয় ইহাতে কথিত হইয়াছে। উহা দণ্ডনীতি নামে প্রসিদ্ধ। মহাদেব উহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া বৈশালাক্ষ নামে নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। উহা দ্বাদশ সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত। ইন্দ্র, মহাদেবের নিকট শিক্ষা করিয়া উহা হইতে বাহুদণ্ডক নামে সংক্ষিপ্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করেন। কিন্তু উহাও মানবের দুরায়ত্ত বিবেচনায় বৃহস্পতি বার্হস্পত্য নামক এক নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। মহাত্মা শুক্রাচার্য উহা হইতে এক সহস্র অধ্যায়ে বিভক্ত আর এক নীতিশাস্ত্র সংকলন করেন। ইহাই শুক্রনীতি নামে প্রসিদ্ধ]। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নীতিসংগত, নীতিসম্মত—নিয়মানুযায়ী; নীতিশাস্ত্রের অনুমত বা অনুমোদিত। ২ ও ৩তৎ। বিণ।

নীত—দত্ত। নি—দা (দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নীদ—নিদ্রা, ঘুম। প্রা কপ্র। বি।

নীপ—১। কদম্ব বৃক্ষ; বন্ধুকবৃক্ষ; নীলাশোক বৃক্ষ। নী (লইয়া যাওয়া)+পক্ করণ। বি; পু। ২। কদম্ব ফুল। বি; স্ত্রী।

নীবার—তৃণধান্য, উড়িধান (ইহা মুনিদিগের আহার্য ছিল)। নি—বৃ (সেবা করা)+ ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

নীবি, নীবী—মূলধন, পুঁজি; পণ, বাজি; কটিবস্ত্রগ্রন্থি। নি—ব্যে (আচ্ছাদন করা) +ই করণ, পক্ষে ঈ। বি; স্ত্রী।

নীবিবন্ধ, নীবীবন্ধ, -বন্ধন—কটিবস্ত্রের বন্ধন বা গ্রন্থি; পশ্চিমা স্ত্রীলোকেরা পরিধের শাড়ির দুই খুঁট একত্র করিয়া উদরের মধ্যস্থলে যে গ্রন্থি দেয় তাহা। কর্মধা। বি; পু, স্ত্রী।

নীবিহক, নীবীক নীবির, কটিবস্ত্রগ্রন্থির। প্রা কপ্র। বি।

নীয়মান—যাহা নীত হইতেছে এরূপ; প্রেয়মাণ; প্রাপ্যমাণ; গৃহ্যমাণ। নী+শান কর্ম। বিণ।

নীর—জল; রস। নী (পাওয়ানো)+রক্ কর্তৃ; অথবা, নির্ (নির্গত) হয় র (অগ্নি, বাড়বাগ্নি) যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

নীরক্ত—রক্তরহিত, শোণিতশূন্য, রুধিরহীন। নির্ (নাই) রক্ত যাহার বা যাহাতে, বহু (নিঃ+রক্ত)। বিণ। (নিরক্ত এইরূপও হইতে পারে)।

নীরজ—১। জলজাত, জলোদ্ভূত। উপতৎ; নীর (জল)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। জলজ, পদ্ম; মুক্তা। বি; স্ত্রী। ৩। উদ্বিড়াল। বি; পু।

নীরজাঃ (-জস্)—১। ধূলিশূন্য; পরাগবিহীন। নির্ (নাই) রজঃ যাহাতে, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। অরজস্কা, অনার্তবা, যাহার ঋতু হয় নাই এরূপ (স্ত্রী)। নির্ (নাই বা হয় নাই) রজঃ (ঋতু) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

নীরত—বিরত, নিবৃত্ত। নির্—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নীরদ—১। রদশূন্য, দন্তহীন। নির্ (নাই) রদ (দন্ত) যাহার, বহু। ২। জলদায়ক। নীর (জল) দেয় যে, উপতৎ; নীর (জল) —দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ৩। জলদ, মেঘ; মুস্তক। বি; পু।

নীরদবর্ণ—মেঘের ন্যায় কাল, ঘনশ্যাম। বহু। বিণ।

নীরধর—জলধর, মেঘ। নীরের ধর (ধারণকর্তা), ৬তৎ। বি; পু।

নীরধারা—১। জলধারা। ৬তৎ। বি; পু। ২। নিরম্বু উপবাস। বাংপ্র। বি।

নীরধি—জলধি, সমুদ্র। উপতৎ; নীর (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

নীরনিধি—জলধি, সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

নীরন্ধ্র—ছিদ্রহীন, নিশ্ছিদ্র; সান্দ্র, নিবিড়, ঘন। নির্ (নাই) রন্ধ্র (ছিদ্র) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

নীরব নিঃশব্দ, বাক্যরহিত, নিস্তব্ধ। নির্ (নাই) রব যাহার, বহু। বিণ।

নীরববন্দ্ব—শব্দহীন বিরোধ, যে বিরোধ কেবল পরস্পরের মনে মনেই থাকে, কথায় প্রকাশিত হয় না। কর্মধা। বি; পু।

নীরবা—১। নিঃশব্দা; বাক্যরহিতা। নির্ (নাই) রব যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। নীরব হওয়া, চুপ করা। কপ্র। ক্রি।

নীরবিল, -লা—নীরব হইল, চুপ করিল। কপ্র। ক্রি।

নীরস—রসহীন, শুষ্ক; যাহা চিত্তাকর্ষক নয়; অরসিক, রসবোধহীন। নির্ (নাই) রস যাহাতে, বহু (নিঃ+রস্)। বিণ।

নীরাজন—আরাত্রিক—দীপমালা সজল শঙ্খ ধৌতবস্ত্র বিল্বাদিপত্র সাষ্টাঙ্গপ্রণাম—এই পঞ্চ দ্বারা আরাধনা, আরতি ["পঞ্চ নীরাজনং কুর্যাৎ প্রথমং দীপমালয়া। দ্বিতীয়ং সোদকাব্জেন তৃতীয়ং ধৌতবাসসা। চূতাশ্বত্থাদিপত্রৈশ্চতুর্থং পরিকীর্তিতম্। পঞ্চমং প্রণিপাতেন সাষ্টাঙ্গেন যথাবিধি"]। নীর্ (জল)—অজ্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

নীরাজনা—আরাত্রিক, আরতি। নীরাজন +আপ্। বি; স্ত্রী।

নীরুজ—নীরোগ, সুস্থ। নির্ (নাই) রুজা (রোগ) যাহার, বহু। বিণ।

নীরুজা—১। নীরোগা, সুস্থা। বহু। বিণ। ২। রোগাভাব; স্বাস্থ্য। রুজার (রোগের) নির্ (অভাব), অব্যয়ী। বি; স্ত্রী।

নীরোগ—সুস্থ, ব্যাধিহীন। নিঃ (নাই) রোগ যাহার, বহু। বিণ।

নীল—১। স্বনামখ্যাত বর্ণ বিঃ; নীলবড়ি; নীলগাছ হইতে উৎপন্ন রঞ্জনদ্রব্য; নীলগাছ। নীল্ (রঙ করা)+ক করণ। বি; পু। ২। নীলবর্ণযুক্ত, কাল, শ্যাম। নীল +ক কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**নীলা, নীলী**। ৩। পর্বত বিঃ; মণি বিঃ; বানর বিঃ [এই বানর রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের পক্ষে সুগ্রীবের অধীনে কপিকটকের সেনানী হইয়া সমরে বহু রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়াছিল; অগ্নির অংশে ইহার জন্ম]। বি; পু। **নীলের উপোস**

—চড়ক সংক্রান্তির পূর্বদিনে নীলকণ্ঠ শিবের অনুগ্রহ লাভের জন্য উপবাস।

নীলকণ্ঠ—১। নীলবর্ণ গলদেশ। নীল যে কণ্ঠ, কর্মধা। ২। শিব [সমুদ্রমন্থনকালে শিব কালকূট পান করায় তাঁহার কণ্ঠ নীলবর্ণ হয়]; ময়ূর; খঞ্জন পক্ষী; দাত্যুহ পক্ষী। নীল হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বি; পু। ৩। নীলবর্ণ কণ্ঠযুক্ত। বহু। বিণ।

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়—বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা। ১২৬৮ বাং সালে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ধরণীগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় ইনি সামান্য লেখাপড়া শিক্ষা করেন। অনন্যসাধারণ সংগীতানুরাগই ইঁহাকে লেখাপড়ায় মনোযোগী হইতে দেয় নাই। ধরণীর নিকট কোন গ্রামে ঐ সময় গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হয়। যাত্রাশ্রবণে নীলকণ্ঠ এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে, অচিরে তিনি উক্ত অধিকারীর দলে প্রবিষ্ট হন। গোবিন্দের নিকট থাকিয়া ইনি অনেক "মহাজনপদ" শিক্ষা করেন। এই সময় হইতে ইনি সংস্কৃত ভাষাও শিক্ষা করিতে থাকেন। ইঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি অবসর পাইয়া বিকশিত হইতে থাকে। ১২৭৭ সালে গোবিন্দের পরলোকপ্রাপ্তি হইলে তাঁহার দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়। নীলকণ্ঠ এবং নারায়ণ দাস এই দুই ভাগের অধিকারী হন। নারায়ণের অল্পবয়সে মৃত্যু হইলে, নীলকণ্ঠ দলের সর্বময় কর্তা হন। ইঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি ক্রমশঃ সমগ্র বঙ্গদেশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। বঙ্গীয় পল্লীর অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত নরনারীর ইনি সাতিশয় প্রিয় ছিলেন। বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদের পল্লীতে পল্লীতে ইঁহার যাত্রার একসময় বড় সমাদর ছিল। কথিত আছে, ইনি সময় সময় গান গাহিতে গাহিতে একেবারে বিভোর হইয়া উঠিতেন, এমন কি ভাবে মূর্ছিত হইতেন। সত্য সত্যই ইঁহার হৃদয় ভক্তির আনন্দময় উৎসের লীলাস্থল ছিল। ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

নীলকমল—নীলপদ্ম। কর্মধা। বি; ক্লী।

নীলকর—যে নীল উৎপাদন করে, নীলের চাষকারী। উপপদ। বি; পু।

নীলকান্ত—নীলোৎপল, ইন্দ্রনীলমণি। নীল কান্ত (শোভা) যাহার, বহু। বি; পু।

নীলকুঠি—নীল গাছ হইতে নীল রঙ উৎপাদন করিবার কারখানা বা বাড়ি। বাংপ্র। বি।

নীলগাই—গবাদিবর্গের নীলাভ পশু বিঃ [পুং পশু নীলাভ কিন্তু স্ত্রী নীলগাই পাটলবর্ণ]। বাংপ্র। বি।

নীলগিরি—এই নামে দুইটি স্থান আছে, যথা—১। উড়িষ্যায় অন্তর্গত করদ রাজ্য বিঃ। এই স্থানে কাল পাথরের অনেকগুলি খনি আছে। সেই পাথরে বাটি, ভাঁড় ও থালা প্রস্তুত হয়।

২। মাদ্রাজের একটি জেলা ও পাহাড়। পাহাড়ের নাম হইতেই জেলার নামকরণ হইয়াছে। পাহাড়টির আর এক নাম নীলাচল। উতাকামণ্ড নামক শহরে জেলার প্রধান কার্যস্থল। এইখানেই মাদ্রাজের গভর্নরের গ্রীষ্মাবাস। জেলাটি সাগরতল হইতে প্রায় ৬০০০ ফুট উচ্চে সমতল ভূমির উপর অবস্থিত। জেলায় অনেকগুলি পুরাতন প্রণালীতে নির্মিত সমাধিমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। কতকগুলি খনন করিয়া তাহাদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও পালিশকরা মৃন্ময় পাত্রাদি পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য অনুমিত হয় যে, বহু পূর্বে এখানে লোকের বসতি ছিল। জেলাটি উত্তরকালে চের-রাজগণের অধীনে আসিয়াছিল। ১৮১৪ খ্রীঃ অঃ এই জেলাটি ইংরাজকর্তৃক সর্বপ্রথমে পরিদৃষ্ট হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে উতাকামণ্ড নামক স্থানটি স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তাহার এক বৎসর পরে ইংরাজের প্রথম বাসভবন সমতল ভূমির উপর নির্মিত হয়। জেলাটি সাল, সেগুন, কাঁটাল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষে সমাকীর্ণ। নানাজাতীয় পুষ্পবৃক্ষও দৃষ্ট হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এখানে কাফির চাষ আরম্ভ হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে চা এবং ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিন্‌কোনার চাষ প্রবর্তিত হয়। এই জেলায় ৫টি আদিম জাতির বাস আছে; যথা, তোড়া, বাগাদী, কোটা, কুরুম্ব ও ইরুল। কোন প্রাচীন গ্রন্থমতে নীলগিরি ব্রহ্মপুত্রবেষ্টিত কামাখ্যা পর্বত। অপর কোন মতে বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত অত্যুচ্চশিখর পর্বত বিঃ। ইংরাজের অধিকারে আসিবার পরে স্থানটি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অগস্ট স্বতন্ত্র জেলারূপে নির্দিষ্ট হয়।

নীলগ্রীব—শিব। বহু। বি; পু।

নীলধ্বজ—১। নীলবর্ণ পতাকা। কর্মধা। ২। জনৈক নৃপ, জনার স্বামী ও প্রবীরের পিতা। বহু। বি; পু।

নীলপটল—নীলবস্ত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

নীলপতাকিনী—দুর্গাদেবী। প্রা কপ্র। বি। [যাহার, বহু। বিণ।

নীলপ্রভ—নীলদীপ্তিবিশিষ্ট। নীলা প্রভা

নীলবড়ি—বড়ির আকারে প্রস্তুত নীল রং। বাংপ্র। বি।

নীলবসন, -বস্ত্র—১। নীলবর্ণ কাপড়, নীলাম্বর। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নীলবর্ণবস্ত্র-পরিহিত। নীল হইয়াছে বসন বা বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ। ৩। বলরাম; শনৈশ্চর। বি; পু।

নীলমণি—নীলকান্ত, নীলোৎপল, ইন্দ্রনীলমণি; [তত্তুল্য বলিয়া] শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বি; পু।

নীলমাধব—বিষ্ণু, কৃষ্ণ। কর্মধা। বি; পু।

নীলরতন সরকার, এম. ডি. (ডাক্তার)—(১৮৬১—১৯৪৩ খ্রীঃ)। একজন প্রসিদ্ধ এলোপ্যাথিক চিকিৎসক। ২৪ পরগনা জেলার দক্ষিণ-স্নাতড়া গ্রামে ইঁহার জন্মস্থান ও আদি-নিবাস। ইনি বাঙ্গালা কাউন্‌সিলের মেম্বর এবং অন্যান্য বহু জনহিতকর কার্যের ও স্বদেশী শিল্পব্যবসায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীঃ হইতে ১৯২১ খ্রীঃ অব্দ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌-চ্যান্‌সেলার ছিলেন। ইনি গভর্নমেন্টের নিকট 'নাইট' অর্থাৎ 'সার' উপাধি পাইয়াছিলেন।

নীললোহিত—বেগুনে রঙ; শিব [কারণ তাঁহার কণ্ঠ নীল ও কেশ লোহিতবর্ণ অর্থাৎ লাল]। নীল অথচ লোহিত, কর্মধা। বি; ক্লী।

নীলষষ্ঠী—চড়ক-সংক্রান্তি বা চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন। বাংপ্র। বি।

নীলসরস্বতী—দশ মহাবিদ্যার মধ্যে দ্বিতীয়া, তারা। বি; স্ত্রী।

নীলা—১। নীলবর্ণবিশিষ্টা। নীল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মক্ষিকা বিঃ। বি; স্ত্রী। ৩। নীলকান্তমণি, sapphire. <নীলক। বি।

নীলাকাশ—নীলবর্ণ গগন। কর্মধা। বি; পু বা ক্লী।

নীলাচল—নীলগিরি পর্বত (ইহা দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে অবস্থিত, ইহার উত্তরে মহানদী); শ্রীক্ষেত্র, পুরুষোত্তমতীর্থ (নীলগিরি নামক পার্বত্যভূমির প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া জগন্নাথক্ষেত্রের অপর নাম নীলাচল)। বি; পু।

নীলাঞ্জন—তুথ, তুঁতে; নীলরঙের অঞ্জন-লেপ বিঃ। নীল যে অঞ্জন, কর্মধা। বি; ক্লী।

নীলাভ—ঈষৎ নীলবর্ণ। নীলা আভা যাহার, বহু। বিণ।

নীলাম—নিলাম (তাহা দ্রঃ)।

নীলামী—নীলামে ক্রীত বা বিক্রীত। পো-মু। বিণ।

নীলাম্বর—১। নীলবর্ণ কাপড়; নীল আকাশ। নীল যে অম্বর (বস্ত্র,

আকাশ), কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। বলরাম; শনৈশ্চর। নীল অম্বর (বসন) যাহার, বহু। বি; পু।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—জন্ম ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ, ৩রা ডিসেম্বর। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত ভাষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পাস করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীররাজের প্রধান বিচারপতি, এবং পরে রাজস্বসচিব-পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নীলাম্বর কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্-চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত হন। পরে এই পদ ত্যাগ করিয়া পেন্সন গ্রহণ করেন। ইনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার লোকান্তর-প্রাপ্তি হয়।

নীলাম্বরী—ফুলতোলা নীল রঙের শাড়ি। বাংপ্র। বি।

নীলাম্বু—১। নীলবর্ণ জল। নীল যে অম্বু, কর্মধা। ২। সমুদ্র। নীল হইয়াছে অম্বু যাহার, বহু। বি; পু।

নীলাম্বুজ, নীলাম্বুজন্ম (-ন্মন্)—নীলোৎপল, নীলপদ্ম, ইন্দীবর। নীল যে অম্বুজ বা অম্বুজন্ম (পদ্ম), কর্মধা। বি; ক্লী।

নীলাম্বুধি—অসীম নীল জলপূর্ণ সাগর। নীল যে অম্বুধি, কর্মধা। বি; পু।

নীলিকা—শেফালিকা; নীলের গাছ; নেত্ররোগ বিঃ। নীলী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

নীলিমময়—নীলবর্ণবিশিষ্ট, নীল; শ্যামবর্ণ। নীলিমন্+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**নীলিমময়ী**।

নীলিমা (-মন্)—নীলত্ব, শ্যামত্ব; নীলবর্ণ। নীল্+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

নীলী (নীলিন্)—নীলবর্ণযুক্ত। নীল্+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**নীলিনী**।

নীলী—১। নীলবর্ণবিশিষ্টা। নীল্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বৃক্ষ বিঃ; বর্ণ বিঃ। নীল্ (রঙ করা)+ক করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

নীলীরাগ—১। গাঢ়প্রণয়; নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ বিঃ। নীলীতুল্য যে রাগ, মধ্যপ। ২। নীল রং। তত্থং। বি; পু।

নীলোৎপল—ইন্দীবর, নীলপদ্ম। নীল যে উৎপল, কর্মধা। বি; ক্লী।

নীহার—ঘনীভূত শিশির; শিশাজল, হিম, বরফ। নি—হৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

নীহারিকা—অতি দূরে অবস্থিত থাকিয়া যে নক্ষত্রপুঞ্জ বা গ্যাসীয় পদার্থকে কুয়াশার মত প্রতীয়মান হয়, nebula. নীহার +কণ্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

নু—বিতর্ক; অপমান; বিকল্প; অনুনয়; অতীত; প্রশ্ন; হেতু; অপদেশ। নু (স্তুতি করা) বা নুদ্ (প্রেরণ করা)+ডু কর্তৃ। অ।

নুকি—১। লুকালুকি, গোপন। বি। ২। লুকায়িত। প্রা কপ্র। বিণ।

নুট—দেবোদ্দেশে মিষ্টান্ন ছড়ানো; অবাধ-ভাব; নিরাপত্তি, শান্তভাব। বাংপ্র। বি।

নুটি—গোলাকার ক্ষুদ্র পিণ্ডবৎ বস্তু; সূতা প্রভৃতির ছোট তাল, আঁটি, মোট। বাংপ্র। বি।

নুড়া, নুড়ো—আগুন ধরাইবার ড়ুগমুড়ি, খড়মুড়ি, গুচ্ছ। বাংপ্র। বি।

নুড়ি—ক্ষুদ্র প্রস্তর, কাঁকর; ছোট নোড়া। বাংপ্র। বি।

নুন—লবণ। বাংপ্র। বি।

নুত—পূজিত; স্তুত। নু (স্তুতি করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

নুতি—স্তুতি, স্তব; পূজা। নু (স্তুতি করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

নুনি, নুনু—শিশুর লিঙ্গ। বাংপ্র। বি।

নুনিয়া—নুনে শাক; লবণপ্রস্তুত কারক জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

নুনুড়ি—ঘুণ্টি; আলজিব। বাংপ্র। বি।

নুর—আলোক, জ্যোতিঃ; [ব্যঙ্গার্থে] শ্মশ্রু, দাড়ি। ফা। বি।

নুরি, নুরী—মালয় উপদ্বীপের শুকজাতীয় পক্ষি বিঃ। মালয়ী শব্দ। বি।

নুলা, নুলো—১। বিড়ালাদির হাতা; হস্ত, হাত, paw. বি। ২। অগ্রভুজহীন, ছিন্নবাহু। বাংপ্র। বিণ।

নুলিয়া—পুরীর সমুদ্রে যাহারা মাছ ধরে এবং স্নানার্থীদের সাহায্য করে। অসং। বি।

নূতন—অভিনব, নবীন। নব শব্দ+তন। বিণ। বি—**নূতনত্ব**।

নূতনত্ব—নবীনত্ব, অভিনবত্ব। নূতন+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

নূনা—খর্ব; কৃশ। প্রা কপ্র। বিণ।

নূপুর—স্বনামখ্যাত পাদভূষণ, মঞ্জীর। নূ (স্তুতি করা)+ক্বিপ্ কর্ম; তদুত্তরে পুর (অগ্রে গমন করা)+ক কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

নূপুরশিঞ্জন—নূপুরধ্বনি, মঞ্জীরধ্বনি। তত্থং। বি; ক্লী।

নূর—আলোক, জ্যোতিঃ; কান্তি, রূপ; (ব্যঙ্গার্থে) শ্মশ্রু, দাড়ি। ফা। বি।

নূরজাহাঁ—ভারতের মোগল-সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী। ইনি বাল্যকালে মেহেরুন্নিসা নামে পরিচিতা ছিলেন। এক দরিদ্র অথচ সম্রান্ত পারসীক বংশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মির্জা গিয়াস। গিয়াস যখন সস্ত্রীক ভারতে আসিতেছিলেন, তখন কান্দাহারের এক মরুভূমিতে তাঁহার স্ত্রী এই কন্যাটিকে প্রসব করেন। দারিদ্র্য-বশতঃ এই নবজাত শিশুকে তাঁহারা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে প্রস্তুত হন। তাঁহাদের সঙ্গী একজন সওদাগর এই কন্যাটির পালনভার লইয়া উহাকে মাতাপিতার সহিত আগ্রা শহরে আনয়ন করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে এই কন্যাটি অলোক-সামান্য-রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিলেন। দিল্লীশ্বর আকবরের জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) মেহেরুন্নিসার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া ইঁহার পাণিগ্রহণের অভিলাষী হইলেন। বৃদ্ধ আকবর জানিতে পারিয়া শের আফগাননামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত ইঁহার পরিণয়-কার্য সম্পাদন করাইয়া ইঁহার স্বামীকে বর্ধমানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। পিতার মৃত্যুর পর সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মেহেরুন্নিসার রূপ তিনি ভুলিতে পারেন নাই। রাজা হইয়াই তিনি শের আফগানকে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া তালাক দিতে বলিলেন। বীর যুবক এরূপ জঘন্য প্রস্তাব ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু জাহাঙ্গীরের চেষ্টায় অত্যল্প কালমধ্যে নিহত হইলেন। মেহেরুন্নিসা সম্রাটের সমীপে নীত হইলে কিছু দিন পতিব্রতা সাধ্বী বিধবার ন্যায় বিরলে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু অবশেষে জাহাঙ্গীরের মহিষী হইয়া 'নূরজাহাঁ' (অর্থাৎ ভুবনালোক) নাম প্রাপ্ত হইলেন (১৬১১ খ্রীঃ)।

অল্পদিনের মধ্যেই ইনি সম্রাটের উপর এতদূর আধিপত্য স্থাপন করিয়া ফেলিলেন যে, সম্রাটের নামের সহিত ইঁহার নামও মুদ্রাসমূহে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ইঁহার পিতা, ভ্রাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন রাজ-সভায় সবিশেষ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া সম্রাটের পুত্র ও সেনানীগণ ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহের আর একটি গুরুতর কারণও ঘটিয়াছিল। শের আফগানের ঔরসে নূরজাহাঁর এক কন্যা জন্মিয়াছিল। সেই কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের চতুর্থ পুত্র শাহরিয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। উত্তরকালে যাহাতে শাহ-

রিয়ার সিংহাসনের অধিকারী হন, এই উদ্দেশ্যে নূরজাহাঁ ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুরম (পরে শাহ্‌জহাঁ) বাঙ্গালার বিদ্রোহী হন। সুচতুরা নূরজাহাঁ তাঁহাকে কতকগুলি প্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়া শান্ত করিলেন। এদিকে মহাবত খাঁ নামক একজন মুঘল সেনাপতি নূরজাহাঁর আচরণে সন্দিহান হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, জাহাঙ্গীর ও নূরজাহাঁকে ছয় মাস আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন (১৬২৬ খ্রীঃ)। নূরজাহাঁর অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলে সম্রাট্‌ মুক্তিলাভ করিলেন। পর বৎসর খুরম ও মহাবত খাঁ পুনরায় বিদ্রোহী হইলেন। এই বিদ্রোহ দমনের পূর্বেই সম্রাটের মৃত্যু হইল (১৬২৭ খ্রীঃ), এবং সঙ্গে সঙ্গে নূরজাহাঁর ক্ষমতাও বিলুপ্ত হইল। নূরজাহাঁ অতি বুদ্ধিমতী ও প্রতিভাশালিনী ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনিই গোলাপী আতর সৃষ্টি করেন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ইনি বাৎসরিক ২৫ লক্ষ টাকার বৃত্তিভোগিনী হইয়াছিলেন এবং হিন্দু বিধবার ন্যায় ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। ১৬৪৬ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয় এবং লাহোর নগরে স্বামী জাহাঙ্গীরের পার্শ্বে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। বাঙ্গালা ইতিহাসে ইঁহার নাম নুরজাহান লিখিত হইয়াছে। ইঁহার আর একটি নাম নূরমহল (প্রাসাদের আলোক)।

নৃ—না (২) দ্রঃ।

নৃকপাল—নরকপাল (তাহা দ্রঃ)।

নৃগ—সূর্যবংশীয় নরপতি বিঃ। (ষড়্‌দর্শনের টীকাকার মনীষী বাচস্পতি মিশ্রের সময়েও নৃগ নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ প্রতাপসম্পন্ন নৃপতি ছিলেন। ইহা ভামতী গ্রন্থের শেষে উক্ত হইয়াছে।) নৃ শব্দ–গম্‌ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং।

নৃত্ত—১। তালপ্রধান নৃত্য। নৃত্‌+ক্ত ভাব। বি; পুং। ২। নর্তনকারী, নর্তক। নৃত্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

নৃত্য — তালমানরসাশ্রয়বিলাসাঙ্গবিক্ষেপ, নাচ [কথিত আছে যে, স্বয়ং মহাদেব নৃত্যের সৃষ্টি করেন। নৃত্য দুই প্রকার—তাণ্ডব ও লাস্য; পুং-নৃত্যের নাম তাণ্ডব ও স্ত্রী-নৃত্যের নাম লাস্য]; অভিনয়। নৃত্‌ (নাচা)+ক্যপ্‌ ভাব। বি; ক্লী।

নৃত্যপর—নর্তনশীল, নাচিতেছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ।

নৃত্যপরায়ণ—নৃত্যে আসক্ত; নাচিতে সুদক্ষ। বহু। বিণ।

নৃত্যপ্রিয়—১। নর্তনানুরাগী, যে নাচিতে ভালবাসে। নৃত্য প্রিয় যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব। বি; পুং।

নৃত্যশালা—নাট্যমন্দির; নাচঘর, রঙ্গালয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নৃদেব—রাজা। নৃগণের (নরসমূহের) মধ্যে দেব, ৭তৎ। বি; পুং।

নৃধর্মা (-ধর্মন্‌)—কুবের। বহু। বি; পুং।

নৃপ—নরপতি, রাজা; কুবের। নৃ (নর)—পা (পালন করা)+ড কর্তৃ। বি; পুং।

নৃপতি—নরপাল, রাজা; কুবের। ৬তৎ। বি; পুং।

নৃপবল্লভ—রাজপ্রিয়। নৃপের বল্লভ, ৬তৎ; বা নৃপ বল্লভ যাহার, বহু। বিণ।

নৃপমণি—রাজশ্রেষ্ঠ, রাজকুলতিলক। ৬ বা ৭তৎ। বিণ বা বি; পুং।

নৃপসভা—রাজার সভা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নৃপাংশ—রাজার প্রাপ্য কর। নৃপের প্রাপ্য অংশ, মধ্যপ। বি; পুং।

নৃপাল—নরপালক, রাজা। উপতৎ; নৃ—পালি+অণ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

নৃপাসন—সিংহাসন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নৃপেন্দ্র—রাজশ্রেষ্ঠ, মহারাজ; রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্‌। নৃপদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বি; পুং।

নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ (মহারাজ বাহাদুর কর্নেল স্যার)—কুচবিহারের ভূতপূর্ব অধিপতি। জন্ম ১৮৬২ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর। ইনি যখন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, তখন ইঁহার রাজ্য ইংরেজ গভর্নমেন্টের হস্তে ছিল। ইনি বেনারসের ওয়ার্ডস্‌ ইনস্টিটিউটে এবং পরে বাঁকিপুর ও পাটনায় শিক্ষিত হন। ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে মহারাজ বাহাদুর উপাধি এবং ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে গদি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে জি. সি. এস. আই. এবং ১৮৯৮ খ্রীঃ সি. বি. উপাধিভূষিত হন। ইনি ষষ্ঠ বেঙ্গল অশ্বারোহী সেনাদলের 'অনারারী কর্নেল' এবং ভারতেশ্বরের 'অনারারী এডিকং'। জেনারেল ইয়েটম্যান ব্রিগস্‌ সাহেবের (Yeatman Briggs) সমভিব্যাহারে টিরা যুদ্ধে সৈনিক কর্মচারিরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে ইনি কেশবচন্দ্র সেনের দুহিতা সুনীতি দেবীকে বিবাহ করেন। মহারাণী সুনীতি দেবী ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে সি. আই. (Crown of India) সম্মানের অধিকারিণী হন। মহারাজ বাহাদুর সুনিপুণ শিকারী বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং টেনিস পোলো প্রভৃতি ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়া ইঁহার অন্যতম পুত্রের ধর্মমাতা ছিলেন। এজন্য মহারানীর নামানুসারে তাঁহার ভিক্টর নাম হইয়াছে। কুচবিহার রাজ্য ইঁহার সুশাসনে সমধিক সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইঁহার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত কলেজ, চিকিৎসালয়, আদালত, কারাগার প্রভৃতির কার্য প্রশংসার সহিত সম্পন্ন হইত। শিল্প শিক্ষায় মহারাজ বাহাদুরের বিশেষ অনুরাগ ছিল। কলিকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাব নামক সমিতিটি ইঁহারই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং আংশিক আনুকূল্যে পরিচালিত হইত। ইনি বহুবার ইংলণ্ডে গমন করেন এবং রাজদরবারে ও লোকসমাজে প্রভূত সম্মান প্রাপ্ত হন। ইনি ১৩টি তোপধ্বনি দ্বারা সম্মান পাইবার অধিকারী ছিলেন। ইনি নিজে ইংরাজী ধরনে চলিতেন বটে, কিন্তু ইঁহার পার্শ্বচর ও উচ্চতম কর্মচারী সকলেই বাঙ্গালী। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১লা আশ্বিন) সোমবার ইংলণ্ডে বেক্সহিল (Bexhill) নামক স্থানে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন। সম্রাট্‌ পঞ্চম জর্জের আদেশে ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসংক্রান্ত শোভাযাত্রাদি ব্যাপার সামরিক সম্মানসহকারে সম্পাদিত হয়।

নৃবরাহ—বিষ্ণুর বরাহ অবতার। নৃ (নর) অথচ বরাহ, কর্মধা; এই অবতারে দেহ নরাকার ও মস্তক বরাহের হইয়াছিল। বি; পুং।

নৃমণি—নরশ্রেষ্ঠ; রাজা। ৭তৎ। বি; পুং।

নৃমুণ্ড—নরমস্তক, মানুষের মাথা। ৬তৎ। বি; পুং বা ক্লী।

নৃমুণ্ডমালা—নরমস্তকের মাল্য বা হার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নৃমুণ্ডমালিনী—১। মনুষ্যমস্তকের মাল্যধারিণী। নৃমুণ্ডমালা+ইন্‌ যুক্তার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী, দুর্গা। বি; স্ত্রী। পুং, **-মালী**।

নৃযজ্ঞ—অতিথি-সৎকার, গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথি পূজারূপ যজ্ঞ ['পঞ্চযজ্ঞ' দ্রঃ]। নৃ (মনুষ্য) পূজনরূপ যজ্ঞ, মধ্যপ। বি; পুং।

নৃলোক—মর্ত্যভূমি, পৃথিবী, নরলোক। ৬তৎ। বি; পুং।

নৃশংস—ক্রূর, নিষ্ঠুর, পরদ্রোহী। নৃ (নর)—শন্‌স্‌ (হিংসা করা)+অন্‌ কর্তৃ। বিণ। বি—**নৃশংসতা**।

নৃসিংহ—১। বিষ্ণু; বিষ্ণুর চতুর্থ পূর্ণ অবতার ['নরসিংহ' দ্রঃ]। নৃ অথচ সিংহ, কর্মধা। ২। নরশ্রেষ্ঠ। নৃ (মনুষ্য) সিংহপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পুং।

নৃসিংহচতুর্দশী—বৈশাখ মাসীয় শুক্লচতুর্দশী (এই দিনে ভগবান্‌ বিষ্ণু হিরণ্যকশিপুর বধার্থে অবতীর্ণ হন)। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

নৃসিংহদেব—বিখ্যাত পদকর্তা। ইনি ও ইঁহার পূর্বপুরুষগণ মানভূমে বাস করেন। 'পদসমুদ্র' গ্রন্থে ইঁহার পদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। সারাবলীগ্রন্থে ইঁহার 'রাজা' উপাধি দৃষ্ট হয়। তোটকছন্দে কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করিয়া ইনি বৈষ্ণবসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

নৃসিংহপুরাণ—মতান্তরে উপপুরাণ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

নৃসোম—নরশ্রেষ্ঠ। নৃপগণের মধ্যে সোম (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বি ; পু।

নৃহরি—নৃসিংহাবতার। নৃ (নর) অথচ হরি (সিংহ), কর্মধা। বি ; পু।

নে—১ [তুই] ল, গ্রহণ কর, ধর্ ; থাম। ক্রি। ২। নিষেধার্থক শব্দ, না। বাংপ্র। অ।

নেই—নাহি, নাই। বাংপ্র। অ।

নেই-আঁকড়ে—নাছোড়বান্দা। বাংপ্র। বিণ। [বি।

নেই-মামা—নির্ধনতা ; অভাব। বাংপ্র।

নেউল—বেঁজি। < নকুল। বি।

নেওটা—সমধিক অনুগত বা ভক্ত। <স্নেহবৃত্ত। বিণ।

নেওয়া—লওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নেওয়ানো—লওয়ানো ; লইয়া যাওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

নেওয়ার—মশারি ও খাটিয়ার জন্য সূতার মোটা ফিতা। বাংপ্র। বি।

নেং, নেঙ—পদ, পা। বাংপ্র। বি।

নেংচানো—খোঁড়ানো, খোঁড়ার মত চলা। বাংপ্র। ক্রি।

নেংটা, নেঙটা—নগ্ন, উলঙ্গ, বিবস্ত্র। <নগ্নাট। বিণ।

নেংটা-গোরা—হাইল্যাণ্ডার সৈন্য। বাংপ্র। বি।

নেংটাপনা—বেহায়াপনা, নির্লজ্জতা। বাংপ্র। বি।

নেংটি, নেঙটি—১। ক্ষুদ্র, ছোট। বিণ। ২। কৌপীন। <লিঙ্গপট্ট। বি।

নেংড়া—নেঙ্গড়া (তাহা দ্রঃ)।

নেক—অনুগ্রহ, কৃপা। ফা। বি।

নেকড়া, ন্যাকড়া—ছেঁড়া কাপড়, কানি, তেনা। <নক্তক। বি। **নেকড়ার আগুন**—যে আগুন ধুমাইয়া ধুমাইয়া জ্বলিতে থাকে ; যাহা সহজে মিটে না এরূপ ব্যাপার।

নেকড়ে—কুকুরবৎ হিংস্র আরণ্য পশু বিঃ, গোবাঘা। বাংপ্র। বি।

নেক-নজর—কৃপাদৃষ্টি, সুদৃষ্টি। ফা-আ। বি।

নেকরা—ছল বা ছলা, কলা, ছেনালি ; কৌতুক, রঙ্গ। ফা-মু। বি।

নেকা—নির্বোধ, হাবাগোবা ; নির্বোধের বা জ্ঞানহীনের ভানকারী ; অস্পষ্টভাষী ; অস্পষ্ট ('— বাক্য')। বাংপ্র। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নেকী**। বি—**নেকাপনা, নেকামো, নেকামি**।

নেকার—বমন, বমি। < হ্রুকার। বি।

নেঙচানো—খোঁড়ানো, খুঁড়াইয়া চলা। বাংপ্র। ক্রি।

নেঙটা—'নেংটা' দ্রঃ।

নেঙা, নেঙ্গা—যাহার বাম হস্তে বলাধিক্য। বাংপ্র। বিণ।

নেঙ্গড়া, লেঙ্গড়া—১। পঙ্গু, খঞ্জ, খোঁড়া। বিণ। ২। উৎকৃষ্ট জাতীয় আম্র বিঃ। হি। বি।

নেঙ্গুড়—পুচ্ছ, লেজ। <লাঙ্গূল। বি।

নেজ—পুচ্ছ, লেজ। বাংপ্র। বি।

নেজন—শোধন, ধৌতকরণ। নিজ্ (শোধন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

নেজনা লাঙ্গলের ফলা। বাংপ্র। বি।

নেজা—মৎস্যাদির পুচ্ছ ; ভল্ল, বড়্সা ; বাঁটুল ; বাণ। বাংপ্র। বি।

নেজুড়—কৃত্রিম লেজ, কাপড়ের লেজ। বাংপ্র। বি।

নেটা—নেঙা (তাহা দ্রঃ)।

নেটানো—লতাইয়া-পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

নেঠা—লেঠা, দায়, ঝঞ্ঝাট ; ছল ; ছুতা, ওজর। প্রা কপ্র। বি।

নেড়া—১। শস্যস্তম্ব, শস্য কাটিয়া লইলে তাহার যে গোড়া মাঠে পড়িয়া থাকে ; কেশহীন ব্যক্তি। বি। ২। কেশহীন, মুণ্ডিতমস্তক। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী—**নেড়ী**। [বাংপ্র। বি।

নেড়ানেড়ী—বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিঃ।

নেত—বস্ত্র ; পট্টবস্ত্র, অংশুক, গরদ ; কানাত, পর্দা। প্রা কপ্র। বি।

নেতপাট—প্রাচীনকালের সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্র বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

নেতা (নেতৃ)—নায়ক ; পরিচালক ; অধ্যক্ষ ; প্রাপক ; প্রেরক ; প্রভু ; স্বামী। নী (লইয়া যাওয়া)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নেত্রী**।

নেতাড়, নেতুড়—অবিরল পংক্তি বা ধারা, জের। বাংপ্র। বি।

নেতানো—লতার মত কৃশ হওয়া, অবসন্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নেতৃত্ব—নেতার ভাব বা ধর্ম, নায়কত্ব, পরিচালকত্ব, অধ্যক্ষতা, প্রভুতা। নেতার ভাব এই অর্থে নেতৃ+ত্ব। বি ; ক্লী।

নেত্র—১। নয়ন, চক্ষুঃ ; বস্ত্র বিঃ ; রথ ; পথ ; গুণ ; বৃক্ষমূল। নী (লইয়া যাওয়া)+ষ্ট্রন্ করণ। বি ; ক্লী। ২। নায়ক ; চালক ; প্রবর্তক ; প্রাপক। নী+ষ্ট্রন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**নেত্রী**।

নেত্রগোচর—নয়নগোচর, কর্ণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, দৃষ্ট, প্রত্যক্ষ। বিণ।

নেত্রচ্ছদ—চক্ষুর পাতা। ৬তৎ। বি ; পু।

নেত্রপল্লব—চক্ষুর পাতা। ৬তৎ। বি ; পু।

নেত্রপাত—দৃষ্টিপাত, নয়ননিক্ষেপ। ৬তৎ। বি ; পু।

নেত্রবিমোহন—নয়ন মুগ্ধকারী ; চক্ষুর প্রীতিপ্রদ। ৬তৎ। বিণ।

নেত্রমল—চক্ষুর মল অর্থাৎ পিঁচুটি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নেত্ররঞ্জন—কজ্জল, কাজল। নেত্র শব্দ—রন্জ্ (রঙ্ করা)+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী।

নেত্রাম্বু—অশ্রু, চক্ষুর জল। ৬তৎ।

নেত্রী—১। নায়িকা, পরিচালিকা ; প্রাপিকা ; প্রেরিকা। নেতৃ বা নেত্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী ; লক্ষ্মী ; নারী ; নাড়ী। বি ; স্ত্রী।

নেদানো—নেংচিয়া চলা ; অতি কোমলতা-হেতু অক্ষমতা প্রকাশ করা ; হাঁপাইয়া যাওয়া ; (পশুপক্ষীর) মলত্যাগ করা। বাংপ্র। ক্রি।

নেদি—ছাগল ভেড়া প্রভৃতির বিষ্ঠা ; ঘুঁটে। বাংপ্র। বি।

নেদিষ্ঠ—অন্তিকতম ; অতি নিকটস্থ। অন্তিক (সমীপ)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

নেদীয়ান্ (-য়স্)—অন্তিকতর ; অধিকতর সমীপস্থ। অন্তিক+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**নেদীয়সী**।

নেপটানো, লেপটানো—লিপ্ত হইয়া বা জড়াইয়া থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

নেপথ্য—বেশ ; সজ্জা ; অলংকার ; সজ্জা-গৃহ, সাজঘর ; রঙ্গভূমি। নী (লইয়া যাওয়া)+বিচ্ করণ=নে (চক্ষুঃ), তদুত্তরে পথ (গমন করা)+য কর্ম। বি ; ক্লী।

নেপথ্যগৃহ—সাজঘর, greenroom. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নেপথ্যবিধান—অভিনেতাদের সাজ-সজ্জাকরণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

নেপা—লেপা। বাংপ্র। ক্রি।

নেপাল—ভারতের উত্তর সীমার বহির্ভাগস্থিত স্বাধীন হিন্দু রাজ্য। রাজ্যটি প্রধানতঃ তিন স্তরে বিভক্ত। সর্বনিম্নস্তর "তরাই" প্রদেশ। তদূর্ধ্বস্তর হিমালয়ের উপত্যকা অধিকাংশতঃ সমভূমি ; এই স্তরে রাজধানী কাঠমাণ্ডু অবস্থিত। তদূর্ধ্বস্তর হিমালয় শিখরশ্রেণী ; এই স্তরে এভারেস্ট (স্থানীয় নাম দুধগঙ্গা), গৌরী-শংকর, কাঞ্চনজঙ্ঘা প্রভৃতি উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ-

সমূহ অবস্থিত। নেপাল রাজ্যে স্থান ও জলবায়ুর অবস্থাভেদে ভারতের ও ইউরোপের অধিকাংশ ফল, ফুল ও লতা জন্মে। শাল, শিশু প্রভৃতি বৃহৎ জাতীয় বৃক্ষও বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে মঙ্গোলীয় জাতি হইতে উৎপন্ন নানাজাতীয় লোক বাস করে—যথা ভুটিয়া, গুরুং, মুমি, লেপ্চা প্রভৃতি। তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণ এবং ছত্রিও অনেক আছে। নেওয়ার ও গুর্খারা নেপালের প্রধান অধিবাসী। নেওয়ারগণ কৃষি ও শিল্পকার্যে জীবনযাপন করে; গুর্খারা সৈনিকের কার্য করে। নেওয়ারগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হইলেও তাহাদের ধর্ম অনেকটা হিন্দুধর্মের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। গুর্খারা রাজপুতগণের বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা হিন্দু এবং ইহাদের ভাষা কতকটা সংস্কৃতমূলক। নেপালের "বংশাবলী" গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে স্থানটি অতি প্রাচীনকালে একটি হ্রদ ছিল। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলির আরম্ভ পর্যন্ত সহস্র সহস্র রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কলির প্রারম্ভে গুপ্ত রাজগণ নেপালে আধিপত্য স্থাপন করেন। "নে" নামধেয় মুনি গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁহারই নাম হইতে "নেপাল" নামের উৎপত্তি। তাহার পরে আহির, কিরাতী, সোমবংশী, সূর্যবংশী ঠাকুরী (রাজপুত), বৈশ্যঠাকুরী, কর্ণাটকী প্রভৃতি অনেক বংশ এখানে রাজত্ব করেন। চীন পরিব্রাজক হুয়েনথসাং যখন ভারতে আসিয়া নেপালে যান, তখন ঠাকুরীরাজ অংশুবর্মা রাজত্ব করিতেন (৬৩৩ খ্রীঃ অঃ)। তাহার পরেও অনেকগুলি রাজার নাম পাওয়া যায়। ১৩২৪ খ্রীঃ দিল্লীর তোগ্লক্‌সাহ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া অযোধ্যার অন্তর্গত নিম্‌রা ও নেচ রাজা হরিসিংহ দেব নেপাল আক্রমণ করেন ও অধিকার করিয়া তথায় রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৬৮ খ্রীঃ গুর্খাগণ পৃথ্বীনারায়ণের নেতৃত্বে এই দেশ আক্রমণ ও অধিকার করিয়া সমস্ত নেপালে বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপসিংহ সাহ ও বাহাদুর সাহ নামক দুইটি পুত্র রাখিয়া পৃথ্বীনারায়ণ ১৭৭৪ খ্রীঃ লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠপুত্র প্রতাপসিংহ তিন বৎসরমাত্র রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন। শিশুপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে তাঁহার খুল্লতাত বাহাদুর সাহ অভিভাবকস্বরূপে রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭৯০ খ্রীঃ নেপালরাজ তিব্বত আক্রমণ করায়, চীনরাজ পরবৎসরে নেপাল আক্রমণ এবং নেপালরাজকে সন্ধিপ্রার্থী হইতে বাধ্য করেন। ১৭৯৫ খ্রীঃ রণবীরসিংহ বাহাদুর সাহকে অভিভাবক পদ হইতে অপসারিত করেন এবং দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রাণসংহার করেন। রণবীরসিংহের নৃশংস ব্যবহারের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, তিনি সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হন, এবং তাঁহার শিশুপুত্র গীর্বাণ-যুদ্ধ বিক্রমসাহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। রণবীরসিংহ ১৮০৪ খ্রীঃ সিংহাসন পুনরধিকার করেন, কিন্তু পর বৎসরে নিহত হন। ১৭৯১ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত নেপালের বাণিজ্যবিষয়ক সখ্য স্থাপিত হয়। ১৮০১ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে আর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। তদনুসারে নেপালে ইংরাজপক্ষীয় জনৈক রেসিডেন্ট প্রেরিত হয়। কিন্তু গুর্খাগণের ভাবগতি দেখিয়া দুই বৎসর পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা হয়। এই সময় হইতে গুর্খাগণ ইংরাজ রাজ্যে নামিয়া উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। তাহার ফলে ১৮১৪ খ্রীঃ ইংরাজ নেপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জেনারেল অক্‌টরলনী ১৮১৫ খ্রীঃ গুর্খাদিগকে পরাভূত করিলে পর, ইহারা সন্ধিপ্রার্থনা করে। কিন্তু রাজা সন্ধিপত্র স্বাক্ষর না করায়, আবার যুদ্ধ ঘটে, এবং ১৮১৬ অব্দের জানুয়ারি মাসে অক্‌টরলনী পুনরায় সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়া গুর্খাগণকে পরাজিত করেন। এই বৎসরের মার্চ মাসে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তদনুসারে কাঠমাণ্ডুতে ইংরাজ রেসিডেন্ট স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং গুর্খাগণ বলপূর্বক অধিকৃত স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই বৎসরের নভেম্বর মাসে রাজার মৃত্যু ঘটে, এবং জেনারেল ভীমসেন থাপার নেতৃত্বে রাজার শিশুপুত্র সুরেন্দ্র বিক্রমসাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন।

১৮৪৯ খ্রীঃ ভীমসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র মাতাবর সিংহ নির্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজদরবারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র জঙ্গ বাহাদুর রাজসৈন্যের অন্যতম কর্নেল পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৪৫ খ্রীঃ ইনি মাতাবর সিংহের প্রাণসংহার করেন, এবং অপর কণ্টকগুলিও পর বৎসর এই উপায়ে বিদূরিত করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং পর বৎসরে দেশে প্রত্যাগমন করিয়া শাসনপ্রণালী-সংস্কারে নিযুক্ত হন। ১৮৫৪ খ্রীঃ তিব্বতের সহিত নেপালের যুদ্ধ ঘটে। পর বৎসরে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে জঙ্গ বাহাদুর ইংরাজকে সাহায্য করিয়া তাঁহাদিগের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেন। জঙ্গ বাহাদুরের সময় হইতেই নেপালরাজ নামে মাত্র রাজা হইয়া পড়েন এবং রাজমন্ত্রীই সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ তরাই প্রদেশে হঠাৎ ইঁহার মৃত্যু ঘটে। ইঁহার অন্যতম ভ্রাতা রণোদ্দীপ সিংহ মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া কিছুদিন পরে ইঁহার বিরুদ্ধদলের নেতৃগণকে হত্যা করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইনি নিহত হন এবং ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বীর সমসের জঙ্গ রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০১ খ্রীঃ ইনি লোকান্তর গমন করেন, এবং ইঁহার অপর এক ভ্রাতা দেব সমসের জঙ্গ তৎপদে নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে, অন্তর্বিদ্রোহের ফলে, চন্দ্র সমসের জঙ্গ নামক অপর এক ভ্রাতা মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হন এবং দেব সমসের জঙ্গ ভারতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে বহুকালের প্রাচীন বহু সহস্র সংস্কৃত পুঁথি সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। দেবালয় মধ্যে পশুপতিনাথ, বোধনাথ এবং শম্ভুনাথের মন্দির তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মুমূর্ষুকে পশুপতিনাথের মন্দিরে আনা হয়, এবং মৃত্যুর পরে মন্দিরের সন্নিকট বাগমতী নদীতীরে শবদাহ করা হয়। রাজগুরু নেপাল মন্ত্রণাসচিব সমাজের অন্যতম সদস্য। নেপালে বিক্রম সংবৎ (৫৭ খ্রীঃ পূঃ), শালিবাহন প্রতিষ্ঠিত শক (৭৮ খ্রীঃ পূঃ) এবং নেপালী সংবৎ এই তিনরূপ কালগণনাই প্রচলিত। নেপালী সংবৎ ৮৮০ খ্রীঃ অক্টোবর মাস হইতে প্রবর্তিত হইয়াছে।

নেপিয়ার (স্যার চার্লস্)—জন্ম ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ, ১০ই আগস্ট। ইনি একজন খ্যাতনামা ইংরেজ সেনানায়ক। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি স্পেনের যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন এবং করুণার (Coruna) যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ভারতে আসেন। আফগান সমরের অবসানে সিন্ধু প্রদেশের রেসিডেন্ট মেজার আউটরাম কয়েকজন আমীরের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেন যে, তাঁহারা ইংরাজের শত্রুপক্ষীয়গণের সহিত পত্র লেখালেখি প্রভৃতি করিয়া যুদ্ধের সময়ে ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট পাইয়া গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরা স্যার চার্লস্-নেপিয়ারকে এ বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানার্থ নিযুক্ত করিলেন। নেপিয়ারের বিচারে সকল আমীরই দোষী স্থির হওয়াতে দণ্ডস্বরূপ তাঁহাদিগের অধিকারের দুই-তৃতীয়াংশ ইংরাজ গভর্নমেন্টকে ছাড়িয়া দিতে তাঁহাদিগকে বাধ্য করা

হইল। পরন্তু তাঁহাদিগের বেলুচির প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া রেসিডেন্টের আবাস আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। নেপিয়ার তাহাদিগকে মিয়ানি (Miani) ও ডুব্বা (Dubba) নামক দুই স্থানের যুদ্ধে পরাভূত করিয়া হায়দারাবাদ অধিকার করেন। এইরূপে সিন্ধুযুদ্ধের অবসান হয়। ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি সিন্ধুদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে হইতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ইনি ভারতের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। লর্ড ডালহৌসীর সহিত দেশীয় সৈন্য সম্বন্ধে মতের অনৈক্য হওয়াতে নেপিয়ার এই পদ পরিত্যাগ করেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে আগস্ট ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

নেপো—ফাজিল ধূর্তব্যক্তি, ডেঁপো। বাংপ্র। বি।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট—স্বনামধন্য বীর ও ফরাসী সম্রাট্‌। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্সিকা দ্বীপে ইঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সে সৈনিক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া পঞ্চদশ বৎসর কাল তথায় শিক্ষালাভ করেন। পরে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সৈনিক-শ্রেণীভুক্ত হন। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারি নগরের বিদ্রোহ দমন করিয়া বিশেষ পরিচিত হইয়া উঠেন। পর বৎসর ইনি ইটালী দেশস্থ ফরাসী-সৈন্যের অধ্যক্ষ হইয়া গমন করেন, এবং দেড় বৎসরের মধ্যে অস্ট্রিয়ার সেনাদল বিধ্বস্ত করিয়া তাহাদিগকে ইটালী হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। এইরূপে ইটালীতে ফ্রান্সের প্রভুত্ব স্থাপিত হইলে নেপোলিয়ন স্বদেশে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অতঃপর ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইজিপ্ট দেশ (মিশর) জয় করিতে গমন করিয়া তথায় ফ্রান্সের আধিপত্য স্থাপন করেন। পর বৎসর ইনি ফ্রান্সে প্রত্যাগত হইয়া "কন্‌সল" উপাধি গ্রহণপূর্বক দেশের রাজকার্যের প্রধান পদ স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং ক্রমশঃ ফ্রান্সের বিপক্ষীয়দিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়া দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

অতঃপর ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপোলিয়ন ফ্রান্সের রাজপদে আরূঢ় হইলেন। এই সময়ে ইউরোপের অন্যান্য নরপতিগণ ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া একে একে প্রায় সকলেই পরাস্ত হইলেন। নেপোলিয়নের আকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ লক্ষ সৈন্য লইয়া ইনি রুশিয়া জয় করিতে গমন করেন। কিন্তু তথায় দারুণ শীতের প্রকোপে, অনাহারে ও যুদ্ধে সেই বিপুল সেনাকটকের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে, ইনি অবশিষ্ট পঞ্চসহস্রমাত্র সৈন্যসহ অতিকষ্টে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ইউরোপের রাজন্যবর্গ মিলিত হইয়া দশলক্ষাধিক সৈন্য সহ ফ্রান্স আক্রমণ করিলে, অগত্যা নেপোলিয়ন রাজগণের অনুমতিক্রমে সিংহাসন পরিত্যাগপূর্বক এলবা দ্বীপে গমন করেন (১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু সাম্রাজ্যলোভী বীরপুরুষ কি এইরূপে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারেন? পর বৎসর নেপোলিয়ন পুনরায় ফ্রান্সে আগমন করিলেন। জনসাধারণ ইঁহাকে সম্রাট্‌ বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইঁহার পক্ষাবলম্বন করিল। দেখিয়া শুনিয়া ইউরোপের রাজন্যবর্গ পুনরায় ইঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। নেপোলিয়ন জার্মানির সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন। বিখ্যাত ওয়াটার্লু ক্ষেত্রে ইংরেজসৈন্যের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। ভারতের আসাই ক্ষেত্রে যে আর্থার ওয়েলেস্‌লির বীরত্বের প্রথম পরিচয়, সেই প্রখ্যাত বীর আর্থার ওয়েলেস্‌লি (ডিউক অব ওয়েলিংটন) ইংরেজ পক্ষের প্রধান সেনানায়ক। বিজয়লক্ষ্মী এইবার নেপোলিয়নকে পরিত্যাগ করিয়া ওয়েলিংটনকে আলিঙ্গন করিলেন। নেপোলিয়নের বীরদর্প চূর্ণ হইল; তিনি ইংরেজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর এই বীরপুরুষ জীবনের অবশিষ্টকাল সেন্ট হেলেনা দ্বীপে অবরুদ্ধ থাকিয়া ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জীবের চরমগতি প্রাপ্ত হন।

নেবা, ন্যাবা—কামলারোগ, Jaundice. বাংপ্র। বি।

নেবা—নির্বাপিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নেবানো—নিভাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নেবু—উদ্যানজাত প্রসিদ্ধ অম্লরস ফল, নিম্বু। <নিম্বু। বি।

নেমকহারাম—নিমকহারাম দ্রঃ।

নেমি—১। তীর্থস্থান। নী+মি অধি। বি; পু। ২। চক্রপরিধি, চক্রের প্রান্ত; কূপের উপরিস্থ পট্ট, প্রান্তভাগ। নী (লইয়া যাওয়া)+মি করণ। বি; স্ত্রী।

নেমী—নেমি, চক্রপরিধি; কূপের উপরিস্থ পট্ট। নী (লইয়া যাওয়া)+মি করণ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

নেয়া, নেওয়া—লওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

নেয়াই—নেহাই, স্থূণা, যে লৌহপিণ্ডের উপর ধাতু পোড়াইয়া পেটা হয়। <নিধাপিকা। বি।

নেয়াড়, নেয়ার—সাদা মোটা চওড়া ফিতা। বাংপ্র। বি।

নেয়ানো—লওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

নেয়াপাতি—কচি, অল্প কোমল শাঁসবিশিষ্ট ('— ডাব')। বাংপ্র। বিণ।

নেয়ামত—অনুগ্রহ। আ। বি।

নেয়ালী—১। একপ্রকার সরু আউশ ধান, আশ্বিন কার্তিকে পাকে। বাংপ্র। ২। বনমল্লিকা। প্রা কপ্র। বি।

নেয়ে—নাবিক, মাঝি। বাংপ্র। বি।

নেলমেলে, ন্যালন্যালে—লালাযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

নেলসন (হোরেসিও)—একজন জগদ্বিখ্যাত নৌসেনানী। ইনি ১৭৫৮ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের নরফোক নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অল্প বয়সে নরউইচ হাইস্কুলে অধ্যয়নার্থ প্রেরিত হন। ১৭৬৭ খ্রীঃ ইঁহার মাতার মৃত্যু হয় বলিয়া ইনি গৃহে প্রত্যাগত হন। ১৭৭৭ খ্রীঃ অব্দের ৮ই এপ্রিল ইনি নৌযুদ্ধ সংক্রান্ত একটি পরীক্ষা দেন এবং সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়া এক যুদ্ধ-জাহাজের দ্বিতীয় লেফ্‌টেনান্টের কাজ প্রাপ্ত হন। ১৭৭৭ খ্রীঃ মধ্যে ইনি ২৮টি কামানসমন্বিত এক যুদ্ধ-জাহাজের কম্যাণ্ডার হইয়া আমেরিকায় যুদ্ধার্থ প্রেরিত হন। ১৭৯৩ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইঁহাকে ভয়ানক যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ইনি কর্ডোভার যুদ্ধে স্পেনীয় যুদ্ধ-জাহাজগুলি বিধ্বস্ত করেন। ইঁহার পর ইনি মিশরে নীলনদের যুদ্ধে প্রেরিত হন। ১৮০৫ খ্রীঃ ২১শে অক্টোবর ট্রাফালগার নামক স্থানে বিখ্যাত নৌযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ফরাসী জাহাজ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়। কিন্তু নেলসন এক গোলার আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

নেলা-খেপা—নির্বোধ, হাঁদা, হাবাগোবা। বাংপ্র। বিণ।

নেশা—মাদকদ্রব্য; মত্ততা, মাতলাম; অযথা অনুরাগ, বাতিক। <আ 'নশাতুন'। বি।

নেশাখোর—নেশাপ্রিয় ব্যক্তি, মাদকসেবী। আ-মৃ। বিণ বা বি।

নেহ—স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।

নেহাই—যে লৌহপিণ্ডের উপরে ধাতু পোড়াইয়া পেটা হয়, নাই, নেয়াই। <নিধাপিকা। বি।

নেহাত—একান্তপক্ষে; নিতান্ত, অত্যন্ত। বাংপ্র। অ।

নেহারা, নেহালা—নিরীক্ষণ করা, দৃষ্টিপাত করা, দেখা। কপ্র। ক্রি।

নৈ—নদী ; নবজাত গোবৎস । বাংপ্র । বি ।

নৈকটিক—১ । নিকটবর্তী, নিকটস্থ । নিকট+ষ্ণিক । বিণ । ২ । গ্রামের নিকটবর্তী আশ্রমবাসী ঋষি । বি ; পুং ।

নৈকট্য—১ । সামীপ্য, সান্নিধ্য । নিকট+ষ্ণ্য ভাবার্থে । বি ; ক্লী । ২ । নিকটজাত । ...+ষ্ণ্য ভবার্থে । বিণ ।

নৈকষেয়—নিকষাপুত্র, রাক্ষস, রাবণাদি । নিকষা+ঢেয় অপত্যার্থে । বি ; পুং ।

নৈকষ্য—কষিত, বিশুদ্ধ, খাঁটি । নিকষ+ষ্ণ্য । বিণ । **নৈকষ্য কুলীন**—যাহার কৌলীন্য মর্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে ।

নৈকৃতিক—নিষ্ঠুর ; কটুভাষী । নিকৃতি শব্দ+ষ্ণ । বিণ ।

নৈগম—১ । উপনিষৎ ; বেদান্তশাস্ত্র ; নিঘণ্টু ; নীতিশাস্ত্র ; নয় ; ঋষি । নিগম+ষ্ণ । বি ; পুং । ২ । নগরবাসী ; বণিক্ । বিণ ।

নৈতিক—নীতিসম্বন্ধীয়, নীতিঘটিত ; নীতি-সম্ভূত । নীতি+ষ্ণিক । বিণ ।

নৈত্যিক—নিত্যকৃত্য, নিত্য অনুষ্ঠেয় । নিত্য+ষ্ণিক । বিণ । স্ত্রী—**নৈত্যিকী** ।

নৈদাঘ—গ্রীষ্মকালসম্বন্ধীয় । নিদাঘ+ষ্ণ ইদমর্থে । বিণ । স্ত্রী—**নৈদাঘী** ।

নৈদেশিক—ভৃত্য, চাকর । নিদেশ+ষ্ণিক । বি ; পুং ।

নৈপুণ, নৈপুণ্য—নিপুণতা, দক্ষতা, পটুতা । নিপুণ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে । বি ; ক্লী ।

নৈবচ—এরূপ নয় । ন+এব+চ । অ । **নৈবচ নৈবচ**—কখনই তা নয় ; কখনই হইবে না ।

নৈবেদ্য—দেবতাকে নিবেদনীয় দ্রব্য । নিবেদ+ষ্ণ্য । বি ; ক্লী ।

নৈমিত্তিক—নিমিত্তজন্য ; নিমিত্তোৎপন্ন ; প্রয়োজনার্থ কর্তব্য ; শুভাশুভ লক্ষণজ্ঞ । নিমিত্ত+ষ্ণিক । বিণ ।

নৈমিষ—১ । নিমিষসম্বন্ধীয় । নিমিষ শব্দ+ষ্ণ । বিণ । ২ । অরণ্য বিঃ [বিষ্ণু নিমিষমধ্যে এই স্থানে অসুর বিনাশ করায় ইহার নাম নৈমিষ হইয়াছে] । বি ; ক্লী ।

নৈমিষারণ্য—নৈমিষ নামক বন ['নৈমিষ' দ্রঃ] । মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

নৈয়মিক—নিয়মানুযায়ী, নিয়মসম্বন্ধীয় । নিয়ম+ষ্ণিক । বিণ ।

নৈয়ায়িক—ন্যায়বেত্তা, তার্কিক ; ন্যায়-শাস্ত্রাধ্যায়ী । ন্যায় শব্দ+ষ্ণিক । বিণ ।

নৈরন্তর্য—নিরন্তরতা, সাতত্য, অবিচ্ছেদ । নিরন্তর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে । বি ; ক্লী ।

নৈরপেক্ষ—নিরপেক্ষতা, পক্ষপাতশূন্যতা । নিরপেক্ষ শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে । বি ; ক্লী ।

নৈরয়িক—নরকসম্বন্ধীয় ; নরকবাসী । নিরয় (নরক)+ষ্ণিক । বিণ ।

নৈরাকার—আকাররহিত ; একাকার ; শূন্যময় । নিরাকার+ষ্ণ স্বার্থে । বিণ ।

নৈরাশ—১ । আশাহীনতা, নিরাশা । নিরাশ শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে । বি ; ক্লী । ২ । আশাভ্রষ্ট, হতাশ, নিরাশ । বাংপ্র । বিণ ।

নৈরাশ্য—আশার অভাব, আশাশূন্যতা । নিরাশ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে । বি ; ক্লী ।

নৈঋত—রাক্ষস ; পশ্চিম-দক্ষিণ দিকের অধিপতি । নিঋতি শব্দ+ষ্ণ । বি ; পুং ।

নৈঋতী—পশ্চিম-দক্ষিণ দিক্ । নৈঋত+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

নৈর্গুণ্য—নির্গুণতা, সত্ত্বাদি-গুণসঙ্গ-রাহিত্য । নির্গুণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে । বি ; ক্লী ।

নৈর্মল্য—নির্মলত্ব, বিশুদ্ধতা ; বিষয়বৈরাগ্য । নির্মল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে । বি ; ক্লী ।

নৈশ—নিশাকালীন, রাত্রিঘটিত । নিশা+ষ্ণ । বিণ । স্ত্রী—**নৈশী** ।

নৈষধ—১ । নিষধসম্বন্ধীয় । নিষধ শব্দ+ষ্ণ । বিণ । ২ । নলরাজা ['নল' দ্রঃ] । বি ; পুং । ৩ । কবি শ্রীহর্ষকৃত নলরাজার চরিতাখ্যানগ্রন্থ বিঃ । বি ; ক্লী ।

নৈষ্কর্ম্য—সর্বকর্ম পরিত্যাগ, নিষ্কর্মা থাকা ; মুক্তি ; সুরেশ্বরাচার্যকৃত বেদান্তশাস্ত্রের গ্রন্থ বিঃ । নিষ্কর্মার ভাব এই অর্থে নিষ্কর্মন্ শব্দ+ষ্ণ । বি ; ক্লী ।

নৈষ্কিক—রৌপ্যাধ্যক্ষ ; কোষাধ্যক্ষ ; টাঁক-শালের অধ্যক্ষ । নিষ্ক শব্দ+ষ্ণিক । বি ; পুং ।

নৈষ্ঠিক—১ । ব্রতবিশেষে আসক্ত । নিষ্ঠা শব্দ+ষ্ণিক । বিণ । ২ । আজীবন যে দ্বিজ গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করে । বি ; পুং ।

নৈষ্ঠুর্য—নিষ্ঠুরতা, ক্রূরতা, নির্দয়তা । নিষ্ঠুর+ষ্ণ্য ভাবার্থে । বি ; ক্লী ।

নৈসর্গিক—স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক । নিসর্গ+ষ্ণিক । বিণ । স্ত্রী—**নৈসর্গিকী** ।

নো, নোয়া—লোহা, লৌহ ; সধবার চিহ্ন-স্বরূপ মণিবন্ধের লৌহবলয় । বাংপ্র । বি ।

নোংরা—১ । অপবিত্র, ঘৃণাজনক ; অশ্লীল । বিণ । ২ । আবর্জনা । বাংপ্র । বি ।

নোংরামি—ঘৃণ্য আচরণ । বাংপ্র । বি ।

নোকর—চাকর । <ফা 'নওকর' । বি ।

নোকরি—চাকরি । ফা-মূ । বি ।

নোকসান, লোকসান—ক্ষতি । আ-মূ । বি ।

নোঙ্গর—নৌকা জাহাজ প্রভৃতি বাঁধিবার জন্য লোহার অঙ্কুশ বিঃ । বাংপ্র । বি ।

নোট—মন্তব্য, টীকা, টিপ্পনী ; লিপি, পত্র, চিঠি, মুদ্রাসূচক কাগজখণ্ড । <ইং 'note' । বি ।

নোটিস—বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার, সাধারণের বা ব্যক্তিবিশেষের অবগতির জন্য লেখ্য । <ইং 'notice'. বি ।

নোড়—১ । ক্ষুদ্র অম্ল ফল বিঃ ; মূল্যহীন মিশ্র ধাতু বিঃ । বি । ২ । মূল্যহীন ; ভুয়া ; অকেজো । বাংপ্র । বিণ ।

নোড়া—শিলে বাটনা বাটিবার প্রস্তরখণ্ড, পেষণী, গোলালো প্রস্তরখণ্ড । বাংপ্র । বি ।

নোতুন—নূতন । বাংপ্র । বিণ ।

নোদন—প্রেরণ ; অপসারণ ; নিবারণ । নুদ্ (প্রেরণ করা)+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

নোদিত—নিবারিত ; প্রেরিত ; অপসারিত । ণিজন্ত নুদ্ বা নোদি (প্রেরণ করা)+ক্ত কর্ম । বিণ ।

নোনতা—লোনা, লবণাক্ত । বাংপ্র । বিণ ।

নোনা—১ । আতাজাতীয় ফল বিঃ । বি । ২ । লবণাক্ত, লোনা । বিণ । ৩ । স্থান বিশেষের ভূমিতে বা জলে লবণাধিক্য যদ্দ্বারা স্বাস্থ্যহানি ঘটে ; মাটির লবণজাতীয় অংশ যাহা দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়া উঠে । বাংপ্র । বি ।

নোবেল, আলফ্রেড (Nobel, Dr. Alfred Bernhard)—(১৮৩৩—১৮৯৬ খ্রীঃ) । সুইডেনের বিখ্যাত রাসায়নিক পণ্ডিত । ডিনামাইট আবিষ্কার করিয়া ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন । ইঁহার প্রদত্ত অর্থে বিখ্যাত নোবেল পুরস্কারের প্রতিষ্ঠা হয় ।

নোয়া—'নো' (৩) দ্রঃ ।

নোয়া—নত হওয়া, নুইয়া পড়া । বাংপ্র । ক্রি । [বাংপ্র । ক্রি ।

নোয়ানো—নত করা ; বাঁকানো ।

নোর—অশ্রু, নয়নবারি । প্রা কপ্র । বি ।

নোলক—দোদুল্যমান ক্ষুদ্র নাসাভরণ বিঃ । বাংপ্র । বি ।

নোলা—জিহ্বা ; খাইবার লোভ ; লালসা । বাংপ্র । বি ।

নৌ—নৌকা । নুদ্+ডৌ কর্ম । বি ; স্ত্রী ।

নৌকা—তরিকা ; তরণি, জলযান । নৌ+কণ্ স্বার্থে+আপ্ । বি ; স্ত্রী । [ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে ভারতীয় নৌশিল্প সম্বন্ধে বিবরণ আছে ।]

নৌকাজীবিক, নৌকাজীবী (-জীবিন্)—নৌকা চালাইয়া জীবিকা-নির্বাহকারী, মাঝি, দাঁড়ী প্রভৃতি । বহুব্রী ; উপতৎ । বি ; পুং ।

নৌকাদণ্ড—ক্ষেপণী, দাঁড়, লগী । ৬তৎ । বি ; পুং ।

নৌকাপথ—নৌকা দ্বারা গমনীয় পথ । নৌকাগম্য পথ, মধ্যপ । বি ; পুং ।

নৌকাবাহক—নৌচালক, নাবিক, দাঁড়ী, মাঝি । ৬তৎ । বিণ বা বি ; পুং । স্ত্রী, -বাহিকা ।

নৌকাবিহার, নৌবিহার—নৌকায় চড়িয়া আমোদপ্রমোদ সহকারে ভ্রমণ। ৩ বা ৭তৎ। বি; পুং।

নৌকাযোগে—নৌকারোহণে। নৌকার যোগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

নৌকারূঢ়—নৌকায় চড়িয়াছে এরূপ। নৌকাকে বা নৌকাতে আরূঢ়, ২ বা ৭তৎ। বিণ।

নৌচালক—পোতচালনকর্তা, যে নৌকা চালায়, কর্ণধার, মাঝি; নৌকবাহক, দাঁড়ী। ৬তৎ। বি; পুং।

নৌতুন—নূতন। প্রা কপ্র। বিণ।

নৌবল—জলযুদ্ধের জন্য জাহাজ ও সৈন্যদল, navy. মধ্যপ। বি; ক্লী।

নৌবহর—যুদ্ধ-জাহাজসমূহ, fleet. বাংপ্র। বি।

নৌবাহ—নৌকাবাহক, দাঁড়ী। নৌ (নৌকা)—বহ্+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

নৌবাহিনী জলযুদ্ধের জন্য সৈন্যদল, নৌবল। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নৌবিদ্যা—নৌকাপরিচালন বিদ্যা, নাবিক-বিদ্যা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

নৌবিভাগ—রাজকীয় বা সরকারী যে কার্যবিভাগে নৌকা জাহাজ প্রভৃতি জলযান এবং নৌসেনার কার্যাবলী নির্বাহিত হয়। নৌসংক্রান্ত যে বিভাগ, মধ্যপ। বি; পুং।

নৌবিহার—'নৌকাবিহার' দ্রঃ।

নৌব্যসন—নৌ প্রভৃতি জলযান সম্বন্ধীয় বিপত্তি; পোতধ্বংস, জাহাজ-ভঙ্গ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

নৌযাত্রী (-যাত্রিন্)—নৌকাযোগে গমনকারী; নৌকারোহী। ৩তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী- **নৌযাত্রিণী**।

নৌসেতু—নৌকার পুল। নৌ-রচিত যে সেতু, মধ্যপ। বি; পুং।

নৌসেনা, নৌসৈন্য—নৌকাদিজলযানে যুদ্ধকারী সৈনিক দল। মধ্যপ। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

নৌসেনাপতি, নৌসৈন্যাধ্যক্ষ—জলযানে যুদ্ধকারী সৈনিকদিগের প্রধান পরিচালক বা নেতা, অ্যাড্‌মিরাল, কাপ্তেন প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; পুং।

নৌসৈনিক—১। জলযানে যুদ্ধকারী সেনা-দলভুক্ত ব্যক্তি, নাবিক যোদ্ধা। মধ্যপ। বি; পুং। ২। নৌসেনা-সম্বন্ধীয়। নৌসেনা +ফিক। বিণ।

ন্যক্কার—নীচকরণ, অবজ্ঞা, অসম্মান, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা; বমন, ন্যাকার। ন্যক্ (নীচ)—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

ন্যক্কারজনক—অবজ্ঞাজনক, অশ্রদ্ধেয়; ঘৃণাকর, বমনোদ্রেককারী। ৬তৎ। বিণ।

ন্যগ্রোধ—বটবৃক্ষ; ব্যামপরিমাণ, বাঁও; শমীবৃক্ষ; বিষপর্ণী। ন্যক্ (নীচ, নিম্ন)—রুধ্ (রোধ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পুং।

ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা—যাহার স্তনদ্বয় অতিদৃঢ়, নিতম্ব বিশাল, এবং কটিদেশ ক্ষীণ, এরূপ রমণী। ন্যগ্রোধবৎ পরিমণ্ডল যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

ন্যয়—অপচয়; অত্যয়, নাশ। নি—অয়্ বা ই (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

ন্যস্ত—নিক্ষিপ্ত; নিহিত; স্থাপিত; বিসৃষ্ট; ত্যক্ত; অর্পিত; প্রেরিত; রচিত; পাতিত; বিস্তারিত। নি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ন্যাংটা, ন্যাকড়া, ন্যাকা ইত্যাদি—'নেংটা' ইত্যাদি দ্রঃ।

ন্যাতা—কানি, ন্যাকড়া; ছেঁড়া কাপড়; ঘর নিকাইবার কানি। <নক্তক। বি।

ন্যায়—১। যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত বিঃ; তর্কশাস্ত্র; গোতমপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিঃ; যাথার্থ্য; নীতি; যুক্তি; অভিযোগ। নি—আ-ই বা অয়্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, এই ত্রিবিধ স্বর। বি; পুং। ৩। তুল্য, মতন; সদৃশ। বাংপ্র। অ। [কয়েক প্রকার ন্যায় সম্বন্ধে নিম্নে লিখিত হইল]।

অন্ধগোলাঙ্গুল ন্যায়—মূর্খের উপদেশ গ্রহণ করিলে বিপন্ন হইতে হয়, ইহাই তাৎপর্য। একদা জনৈক অন্ধ শ্বশুরালয়ে গমন করিতে করিতে পথে এক গোচারক রাখালকে বলিল—ভাই, তুমি আমাকে শ্বশুরবাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে পার? রাখাল সেই অন্ধকে তাহার শ্বশুরবাড়ির একটি গরুর লেজ ধরাইয়া দিয়া বলিল—এই গরুর সঙ্গে যাও, লেজ ছাড়িও না, এ তোমাকে অভীষ্ট স্থানে লইয়া যাইবে। অন্ধ তাহাতেই সম্মত হইয়া গরুর লেজ ধরিয়া চলিল। লেজে টান পড়ায় গরু ছুটিতে লাগিল। তাহাতে অন্ধ কণ্টকবিদ্ধ ও ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া গরুর সহিত গোস্বামীর গৃহে সন্ধ্যাকালে উপস্থিত হইল। শ্বশুরবাটীর লোকেরা অন্ধকে চোর জ্ঞানে যথেষ্ট প্রহার করিল।

অন্ধপঙ্গু ন্যায়—উভয়সংযোগে ক্রিয়া-সিদ্ধি, ইহাই তাৎপর্য। কোন অন্ধকে এবং কোন পঙ্গুকে স্থানান্তরে যাইতে হইবে। অন্ধ দৃষ্টিহীনতা বশতঃ এবং খঞ্জ পদাভাব প্রযুক্ত গমনে অক্ষম। তখন উভয়ে পরামর্শ করিয়া পঙ্গু অন্ধের স্কন্ধে উঠিয়ে তৎপ্রদর্শিত পথে অন্ধ চলিতে লাগিল। ইহাতে উভয়ের সাহায্যে উভয়ে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইল।

অন্ধপরম্পরা ন্যায়—শ্রেণীবদ্ধভাবে গমনকারী অন্ধদিগের মধ্যে যদি একজন গর্তে পড়ে, তবে সকলেই পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া সেই গর্তে পড়িয়া যায়।

অন্ধহস্তি-ন্যায়—কতকগুলি অন্ধ একটি বদ্ধ হস্তীর আকার নিরূপণ করিতেছিল। তাহাদের কেহ হস্তীর পাদ স্পর্শ করিয়া বলিল, হস্তীর আকার স্তম্ভের ন্যায়। কেহ কর্ণ স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তীর আকার কুলার মত। কেহ পুচ্ছ স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তী গরুর লেজের মত। কেহ শুণ্ড স্পর্শ করিয়া বলিল, না, হস্তী সাপের মত, ইত্যাদি। অজ্ঞ ব্যক্তিরা কোন বিষয়ের একদেশ মাত্র জানিয়াই তাহার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়, ইহাই তাৎপর্যার্থ।

অর্ধজরতীয় ন্যায়—বাদী ও প্রতিবাদিগণের মতের কিয়দংশ গ্রহণ করা ও কিয়দংশ ত্যাগ করাকে অর্ধজরতীয় ন্যায় বলে। জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুরবস্থায় পতিত হইয়া আপনার গাভীটিকে হাটে বিক্রয় করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল, মানুষ প্রাচীন হইলে যেমন তাহার জ্ঞানাধিক্য হেতু অধিক মূল্য হয়, গরুর সম্বন্ধেও তাহাই হইবে। এইরূপ বিবেচনায় ব্রাহ্মণ ক্রেতাদিগের নিকট গাভীটিকে প্রাচীনা বলিলেন। তাহা শুনিয়া ক্রেতারা গাভী লইতে সম্মত হইল না। ব্রাহ্মণ প্রতি হাটেই গরু লইয়া যান, আর ফিরিয়া আসেন। শেষে জনৈক বুদ্ধিমান্ লোক সমস্ত শুনিয়া ব্রাহ্মণকে বলিয়া দিল, আপনি গাভীটিকে তরুণী বলিবেন, তবে বিক্রয় হইবে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, আমি একবার ইহাকে প্রাচীনা বলিয়াছি, আবার কিরূপে তরুণী কহিব? তবে গাভীটি আস্যাংশে জরতী (প্রাচীনা), এবং শরীরাংশে তরুণী, সুতরাং ইহাকে অর্ধজরতী কহিব পরে এক ক্রেতা আসিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমার এই গাভীটি অর্ধজরতী। এক বুদ্ধিমান্ ক্রেতা ব্রাহ্মণকে বিষয়বুদ্ধিহীন বুঝিয়া মূল্য দিয়া গাভীটি লইয়া গেল।

উষ্ট্রকণ্টকভোজন ন্যায়—উষ্ট্র যেরূপ শমীকণ্টকে ক্ষত হইয়া বহু দুঃখ সহনপূর্বক কিঞ্চিৎ সুখকর সপত্র শমীকণ্টক ভক্ষণ করে সেইরূপ মানব সংসারে কিঞ্চিৎ সুখলাভের আশায় বিবিধ দুঃখ সহ্য করিয়া থাকে।

কদম্বগোলক ন্যায়—বর্তুলাকার কদম্বপুষ্প যখন প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার

গাত্রস্থ কেশরাঁসমূহ সমভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, এবং উহা প্রথমাবস্থা হইতে শেষাবস্থা পর্য্যন্ত বর্তুলাকৃতিই থাকে। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয় এক ভাবাপন্ন হইয়া উদ্ভূত অথবা অপরিবর্তিত ভাবে অবস্থিত হইলে তাহাকে কদম্বগোলক ন্যায় কহে।

করকঙ্কণ ন্যায়—কঙ্কণ বলিলেই হস্তাভরণ বুঝায়, তথাপি তাহার পূর্বে কর শব্দ যোগ করিয়া করকঙ্কণ বলিলে হস্তসংলগ্ন কঙ্কণ বুঝাইয়া থাকে। এইরূপ কোন শব্দের অভিধা শক্তি দ্বারা অর্থ প্রতীয়মান হইলেও পুনরায় কোন বিশিষ্ট অর্থগ্রহের উদ্দেশ্যে তাহাকে তদনুরূপ শব্দের সহিত যোগ করিলে করকঙ্কণ ন্যায় হইয়া থাকে।

কাকতালীয় ন্যায়—তালগাছে পাকা তাল রহিয়াছে। একটি কাক তাহার নিকট দিয়া যেমন উড়িয়া গেল, আর তৎসময়কালেই পাকা তালটি পড়িয়া গেল। লোকে ভাবিল, কাকই তালটিকে ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এইরূপে প্রকৃত কারণ না হইলেও কোন বিষয়কে কোন কার্যের কারণরূপে প্রতীতি হইলে তাহাকে কাকতালীয় ন্যায় কহে।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায়—যেমন কাকের একটি চক্ষুর্গোলক দ্বারা উভয় চক্ষুর কার্য সিদ্ধ হয়, সেইরূপ এক বিষয় দ্বারা দুইটি কার্য সিদ্ধ হইলে তাহা কাকাক্ষিগোলক ন্যায়ের বিষয় হয়।

কূর্মাঙ্গ ন্যায়—কূর্ম আপনার ইচ্ছামত নিজ অঙ্গসমুদায়কে সংকুচিত ও প্রসারিত করে। তদ্রূপ বিষয়কে কূর্মাঙ্গ ন্যায় বলা যায়।

কৈমুতিক ন্যায়—একের কার্য দর্শনে অপরের কার্য সম্ভাবনাকে কৈমুতিক ন্যায় কহে। যেমন, দুর্বল ব্যক্তি যে ভার বহন করিতে পারে, সবল ব্যক্তি কি সে ভার বহন করিতে পারিবে না? অবশ্যই পারিবে।

খলেকপোত ন্যায়—শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ, সকল কপোতই যেমন এককালে খলে (খামারে) গিয়া পড়ে, সেইরূপ সমুদায় পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়যুক্ত হইলে খলেকপোত ন্যায়ের বিষয় হইয়া থাকে।

গঙ্গাস্রোতোন্যায়—গঙ্গার স্রোতের ন্যায় একাদিক্রমে চলিত কার্যকে গঙ্গাস্রোতোন্যায় কহে।

গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়—মেষের দলের মধ্যে একটি মেষ জলে নামিলেই সকল মেষ তাহার পশ্চাৎ জলে নামিয়া পড়ে। এইরূপ একজনকে কোন কার্য করিতে দেখিলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়া অপরের সেইরূপ করাকে গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায় বলে।

গতানুগতিক ন্যায়—ইহাও গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ের অনুরূপ। একজনকে কোন কার্য করিতে দেখিয়া বিচারশূন্য হইয়া তদ্রূপ করা।

জনৈক বহুদর্শী পণ্ডিত গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতেন। তথায় আরও বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ স্নান করিতেন। একদা পূর্বোক্ত পণ্ডিত ভাবিলেন, সকলে আমার উপদেশ কিরূপে গ্রহণ করে, তাহাই দেখিব। এই ভাবিয়া তিনি সে দিন মুক্তকচ্ছ হইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণেরাও কাছা খুলিয়া সন্ধ্যাহ্নিকে প্রবৃত্ত হইলেন। তদ্দর্শনে পণ্ডিত মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, সকল লোকই গতানুগতিক।

গুড়জিহ্বিকা ন্যায়—গুড় ও জিহ্বা এতদুভয়ের সম্বন্ধে মধুর রসাস্বাদন একমাত্র ফল।

গোবলীবর্দ ন্যায়—বলীবর্দ বলিলেই বৃষ বুঝায়; তথাপি গোবলীবর্দ বলিবার কারণ এই যে, ইহাতে আরও শীঘ্র বৃষের বোধ হয়। ইহাই গোবলীবর্দ ন্যায়।

চালনী ন্যায়—যেমন চালনী ঘুরাইলে তন্মধ্যস্থ তণ্ডুলাদি স্থানান্তরে পতিত হয়, তদ্রূপ এক প্রধান কার্যদ্বারা অঙ্গীভূত কার্য সিদ্ধ হইলে চালনী ন্যায়ের বিষয় হয়।

তৃণারণিমণি ন্যায়—তৃণ, অরণি (কাঠ) এবং মণি, এই তিন পদার্থ হ'তেই অগ্নির উদ্ভব হয়; কিন্তু তজ্জন্য এই তিন পদার্থ একধর্মী হইতে পারে না, কেবল অগ্ন্যুৎপাদন বিষয়েই তিনের কার্যকারণত্ব সমান, অন্য বিষয়ে পৃথক্।

দগ্ধপত্র ন্যায়—পত্র দগ্ধ হইয়া গেলে তাহার পূর্বাকারে অবস্থানজ্ঞানই থাকে, কিন্তু তাহার আর পত্রত্ব থাকে না।

দণ্ডচক্রাদি ন্যায়—একধর্মাবচ্ছিন্ন কার্যের বহু কারণ হইলে দণ্ডচক্রাদি ন্যায়ের বিষয় হয়। যেমন একধর্মাবচ্ছিন্ন ঘটের প্রতি দণ্ড, চক্র প্রভৃতি কারণ।

দণ্ডাপূপ ন্যায়—দুষ্কর কার্যের সিদ্ধি দর্শনে সুকর কার্যের সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী, এইরূপ অনুমানকে দণ্ডাপূপ ন্যায় বলে। কোন অপূপ (পিষ্টক) সংলগ্ন দণ্ডের এক প্রান্ত ইন্দুর কর্তৃক ভক্ষিত হইতে দেখিলে বুঝা যায় যে, ইন্দুর যখন এই কঠিন দণ্ডের কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়াছে, তখন দণ্ডাপেক্ষা কোমল পিষ্টক নিশ্চয়ই খাইয়া ফেলিয়াছে।

দশম ন্যায়—ভ্রমবশতঃ আত্মসন্নিহিত বস্তু দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ অনুসন্ধান করিলে এবং তৎপরে কোন বিজ্ঞ কর্তৃক তাহা নিজের কাছেই আছে ইহা জানিতে পারিলে দশম ন্যায় হয়। একসময়ে দশটি লোক নদী পার হইতেছিল। তাহারা নদীর পরপারে গিয়া সকলেই পার হইয়াছে কিনা জানিবার জন্য গণনা আরম্ভ করিল। যে গণিতে লাগিল, সে আপনাকে ছাড়িয়া গণনা করিল, সুতরাং সংখ্যায় নয় জন হইল। এইরূপে সকলেই আপনাকে ছাড়িয়া নয় জন গণনা করিল। তখন তাহারা আর একজন কোথায় গেল ভাবিয়া অস্থির হইল। পরে জনৈক বিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের অবস্থা দর্শনে কৃপালু হইয়া যখন গণনা দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহারা দশজনই আছে তখন সকলের ভ্রম নিরাকৃত হইল।

নরাঙ্কিত ন্যায়—একজন অপরকে কোন কথা বলিল; কিন্তু তাহা অপরে নিজের সম্বন্ধে ঐ কথা ভাবিয়া লইল, ইহাই নরাঙ্কিত ন্যায়।

জনৈক ধার্মিক ব্রাহ্মণ সাতিশয় নিঃস্ব ছিলেন। একদা তিনি দারিদ্র্য জন্য পত্নী কর্তৃক ভর্ৎসিত হইয়া পথে বাহির হইলেন, এবং স্থির করিলেন, অদ্য যে প্রকারে পারি অর্থ সংগ্রহ করিব; এজন্য চুরি ডাকাতি করিতে হয় তাহাও করিব। ব্রাহ্মণ ঘুরিতে ঘুরিতে রৌদ্রে তৃষ্ণার্ত হইয়া জলপানার্থ এক গৃহস্থের বাটীর পশ্চাৎস্থিত পুষ্করিণীর ঘাটে উপস্থিত হইলেন। ঘাটের জলে কয়েকখানি উচ্ছিষ্ট থালা ঘটী প্রভৃতি পড়িয়া ছিল। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন এইগুলি লইয়া পলায়ন করি, ইহাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থে দুই এক দিন চলিতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, চৌর্যবৃত্তি মহাপাপ। এইরূপে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, পাপ, পুণ্য, ধর্মাধর্ম সকলই মিথ্যা, দারিদ্র্যের তাড়না আর সহ্য হয় না। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ পাত্রগুলি লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন। এমন সময়ে বাটীর ভিতর হইতে কে বলিয়া উঠিল "ঠাকুর মনে করিও না ধর্ম একেবারেই নাই।" কথাটা যে বলিল সে জনৈক দোকানদার, গৃহস্থের নিকট প্রাপ্য অর্থ চাহিতে আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়া গৃহস্থের উদ্দেশে উহা বলিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া কেহ ঐ কথাটা বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছে।

ব্রাহ্মণের আর চুরি করা হইল না, তিনি দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিলেন।

নষ্টাশ্বদগ্ধরথ ন্যায়—একের সহিত অন্যের সংযোগে কার্যসিদ্ধি। দুই ব্যক্তি রথারোহণে বনমধ্যে গমন করিয়াছিল। দৈববশতঃ দাবদাহে একজনের অশ্ব ও অপরের রথ দগ্ধীভূত হইয়া গেল। তাহাতে উভয়েরই গমনে বাধা পড়িল। পরে দুইজনের পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে একজনের রথে অপরের অশ্ব সংযোজিত করিয়া তাহাতে আরোহণপূর্বক উভয়েই অভীষ্টস্থানে গমন করিল।

পঙ্কপ্রক্ষালন ন্যায়—অগ্রে দেহে পঙ্ক লেপন করিয়া পরে তাহা ধৌত করা অপেক্ষা পঙ্ক লেপন না করাই শ্রেয়ঃ।

মণিমন্ত্রাদি ন্যায় জলের বহ্নি-নাশক শক্তি থাকায় তদ্দারা যে বহ্নির প্রতিরোধ হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ, কিন্তু মণি ও মন্ত্রাদি দ্বারা যে অগ্নির প্রতিরোধ হয়, ইহা স্বতন্ত্রশক্তিবশতঃ।

মণ্ডূকপ্লুত ন্যায়—মণ্ডূক (ভেক) যেমন লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে, তদ্রূপ কোন কার্য মধ্যে মধ্যে প্রাপ্ত বা সিদ্ধ হইলে তাহাকে মণ্ডূকপ্লুত ন্যায় কহে।

রাজপুরপ্রবেশ ন্যায়—বিশৃঙ্খল-ভাবে গমনাসহিষ্ণু রক্ষিগণের সম্মুখে রাজ-পুরীতে লোক সকল যেমন শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রবেশ করে, তদ্রূপ বিষয়।

লাজাবন্ধ ন্যায়—কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তি থামের দুই পাশ দিয়া দুই হাত বাড়াইয়া অঞ্জলি পাতিয়া খৈ লইয়াছে। ইহাতে সে খৈ মুখে তুলিতে পারে না, অপিচ খৈ পড়িয়া যাইবার ভয়ে হস্তও মুক্ত করিতে পারে না। এদিকে বাতাসে খৈ উড়িয়া যাইতে থাকে। চলিত কথায় ইহাকে "খৈয়া বন্ধন" বলে। এইরূপ বিষয়কে লাজাবন্ধ ন্যায় কহে।

লূতাতন্তু ন্যায়—লূতা (মাকড়সা) যেমন সূত্র উৎপাদনপূর্বক জাল প্রস্তুত করে, আবার তাহা সংহরণ করে, তদ্রূপ বিষয়।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়—বক যেমন বৃষের লম্বমান অণ্ডকোষকে সফরী মৎস্য-জ্ঞানে, উহা খসিয়া পড়িলেই ভক্ষণ করিবে এই প্রত্যাশায় বৃষের পশ্চাৎ ধাবিত হয়, এবং বৃষের পদাঘাত সহ্য করিয়াও আশা ত্যাগ করিতে পারে না, তদ্রূপ বিষয় বকাণ্ডপ্রত্যাশা ন্যায়ের বিষয়।

বিশেষ্যবিশেষণ ন্যায় প্রথমে ভূতলে স্থাপিত জলশূন্য ঘট বিশেষ্য, পরে তাহা জলপূর্ণ করিলে ঐ জল বিশেষণ হয়, কিন্তু প্রথমেই জলবিশিষ্ট ঘট বিশেষণ হয় না।

বীচিতরঙ্গ ন্যায়—যেমন বায়ুদ্বারা আহত জলে ক্ষুদ্র বীচির উদ্ভব হয়, তাহা হইতে ক্রমে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তদ্রূপ বিষয়।

বীজাঙ্কুর ন্যায়—আগে বীজ পরে অঙ্কুর, কি আগে অঙ্কুর পরে বীজ এইরূপ অনির্ণয় হেতু বীজাঙ্কুর প্রবাহ অনাদি।

শঙ্খবেলা ন্যায় কোন ব্যক্তির শঙ্খধ্বনি দ্বারা বেলাবিশেষ নির্ণয়ের ন্যায় বিষয় শঙ্খবেলা ন্যায়।

শতপত্রভেদ ন্যায়—উপর্যুপরিস্থিত শতসংখ্যক পত্রকে সূচিদ্বারা বিদ্ধ করিলে বোধ হয় যেন তাহা একবারেই বিদ্ধ হইতেছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, একটির পর একটি করিয়া পত্র বিদ্ধ হইতেছে।

শৃঙ্গগ্রাহিকা ন্যায়—দুর্দান্ত বৃষভের প্রথমতঃ কৌশলে একটি শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া পরে অপর শৃঙ্গ গ্রহণ করিলে বৃষ যেমন আয়ত্ত হয়, তদ্রূপ কোন দুরায়ত্ত বিষয়ের একদেশ আয়ত্ত করিয়া পরে অপর দেশ আয়ত্ত করা এই ন্যায়ের বিষয়।

সন্দংশপ্রাপিত ন্যায় সন্দংশের (সাঁড়াশির) উভয় পার্শ্ব ধারণ দ্বারা যেমন কোন বস্তুকে ধরা যায়, তদ্রূপ বিষয়কে সন্দংশপ্রাপিত ন্যায় কহে।

সর্বাপেক্ষা ন্যায় বহুলোক নিমন্ত্রণ করিলে তন্মধ্যে একজন আসিলেই তাহাকে যেমন ভোজ্যাদি না দিয়া সকলের জন্য অপেক্ষা করিতে হয়, তদ্রূপ বিষয়।

সিংহাবলোকন ন্যায়—সিংহ যেমন নিকটস্থ বস্তু না দেখিয়া দূরস্থ বস্তুকে অবলোকন করে, তদ্রূপ যাহা সমীপস্থ কার্য সিদ্ধ না করিয়া দূরস্থ কার্য সিদ্ধ করে, তাহাই উক্ত ন্যায়ের বিষয়।

সূচীকটাহ ন্যায়—অগ্রে স্বল্পায়াস-সাধ্য সূচী নির্মাণ করিয়া পরে বহ্বায়াস-সাধ্য কটাহ নির্মাণের ন্যায়, বহুকালসাধ্য কার্য স্থগিত রাখিয়া অগ্রে স্বল্পকালসাধ্য কার্য সম্পাদন সূচীকটাহ ন্যায়ের বিষয়।

স্থবিরলগুড় ন্যায় স্থবিরের (বৃদ্ধের) হস্তস্থিত যষ্টি যেমন কখন লক্ষ্য স্থানে পতিত হয়, কখন বা পতিত হয় না, তদ্রূপ যে বিষয় দ্বারা কখন কার্য সিদ্ধি হয়, কখন বা হয় না তাহাকে স্থবিরলগুড় ন্যায় কহে।

ন্যায়কর্তা (-কর্তৃ)—১। ন্যায্যকর্মকারী। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ন্যায়কর্ত্রী**। ২। ন্যায়াধীশ, বিচারপতি। বি; পুং।

ন্যায়তঃ (-তস্)—ন্যায়বিচার অনুসারে। ন্যায় শব্দ+তস্। অ।

ন্যায়নিষ্ঠ—ন্যায়পরায়ণ; ন্যায়যুক্ত। ন্যায়ে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

ন্যায়নিষ্ঠা—১। ন্যায়পরতা, ন্যায়ানুরাগ। ৭তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ন্যায়পরায়ণা (স্ত্রী)। বহু। বিণ; স্ত্রী।

ন্যায়পথ, ন্যায়মার্গ—উচিত মার্গ, ধর্ম-পথ; ঠিক রাস্তা। ৬তৎ। বি; পুং।

ন্যায়পর—ন্যায়ানুগামী, যাথার্থ্যানুসারী। ন্যায়ে পর, ৭তৎ। বিণ।

ন্যায়পরায়ণ—ন্যায়বিষয়ে অত্যাসক্ত, ন্যায়-নিষ্ঠ। বহু। বিণ।

ন্যায়বান্ (-বৎ)—ন্যায়পরায়ণ, ন্যায়ানু-রাগী। ন্যায় শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, -**বতী**।

ন্যায়বিচার ন্যায়সংগত বিচার। মধ্যপ। বি; পুং।

ন্যায়-বিচারক—যিনি ন্যায়বিচার করেন। মধ্যপ। বি; পুং বা বিণ।

ন্যায়বিরুদ্ধ—অযথার্থ; অনুচিত। ৬তৎ। বিণ। [বি; স্ত্রী।

ন্যায়বুদ্ধি—ন্যায়সংগতা ধী। মধ্যপ।

ন্যায়রত্ন—পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। ন্যায়ে রত্ন (রত্নসদৃশ), ৭তৎ। বি; পুং।

ন্যায়শাস্ত্র—তর্কশাস্ত্র। ন্যায় নামক যে শাস্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ন্যায়সংগত—ন্যায়ানুমোদিত, ন্যায্য; যথার্থ; উচিত। ২তৎ। বিণ।

ন্যায়সম্মত ন্যায়ানুমোদিত, ন্যায্য, উচিত। ৩তৎ। বিণ।

ন্যায়াধীশ—প্রাড়্বিবাক, ধর্মাধিকরণিক, বিচারপতি। ন্যায়ের অধীশ, ৬তৎ। বি; পুং।

ন্যায়ালংকার—ন্যায়শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। ৭তৎ। বি; পুং।

ন্যায়ালয়—আদালত। ৬তৎ। বি; পুং।

ন্যায়োপেত—ন্যায়যুক্ত, ন্যায্য, উচিত। ন্যায়দ্বারা উপেত, ৩তৎ। বিণ।

ন্যায্য—ন্যায়সংগত; যথার্থ; উচিত; যোগ্য। ন্যায় শব্দ+য। বিণ।

ন্যালনেলে—লালার তুল্য; লালাযুক্ত; অতিলোভী। বাংপ্র। বিণ।

ন্যাস—১। বিন্যাস; নিক্ষেপ; অর্পণ; গচ্ছিত রাখা; নিশ্বাসের পূরণ, স্থিরীকরণ ও রেচনপূর্বক মন্ত্রপ্রয়োগ। নি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। গচ্ছিত বস্তু; স্থাপ্য দ্রব্য; বৃত্তিব্যাখ্যানগ্রন্থ বিঃ। নি—অস্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং। **ন্যাস করা**—টাকা খাটানো, invest.

ন্যাসধারী (-ধারিন্) গচ্ছিত বস্তুর রক্ষক, যাহার নিকট কোন বস্তু গচ্ছিত রাখা যায় এমন। উপতৎ; ন্যাস—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, -**ধারিণী**।

ন্যুব্জ—১। কুব্জ, কুঁজো, বক্র; অধোমুখ, উপুড়। নি (না)—উব্জ্ (ঋজু হওয়া) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। দর্বী, হাতা। বি; পু।

ন্যূন—অল্প, কম; ক্ষুদ্র; নীচ। নি—ঊন (কম হওয়া) + ক কর্তৃ। বিণ।

ন্যূনকল্পে, ন্যূনপক্ষে—কম করিয়া ধরিলে। বহু। ক্রি-বিণ।

ন্যূনতা—অল্পতা; ক্ষুদ্রত্ব; নীচতা। ন্যূন শব্দ + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। [বিণ।

ন্যূনাধিক—অল্পাধিক, কম বেশী। দ্বন্দ্ব।

ন্যূনাধিক্য—অল্পতা ও আধিক্য। ন্যূনাধিক + ঞ্য। বি; স্ত্রী।

প—একবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ; পবন; পত্র; অণ্ড; রাজা; পান; পায়ী। বি; পু।

পইঠা, পৈঠা—ধাপ, সিঁড়ি, সোপান। < প্রতিষ্ঠা। বি।

পইতা, পৈতা—উপবীত, যজ্ঞসূত্র। বাংপ্র। বি।

পই-পই, পৈ-পৈ, পয়-পয়—পায়ে পায়ে, প্রতিপদে, পুনঃপুনঃ, বার বার। বাংপ্র। অ। [কপ্র। বি।

পউখ, পৌখ—পৌষ মাস। প্রা

পওল—পাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

পওহারী বাবা—ইনি একজন বিখ্যাত যোগী। ইনি ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দে জোনপুর জেলার অন্তর্গত প্রেমারপুর (গুজি)-নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম অযোধ্যা তেওয়ারী। বাল্যকালে বসন্তরোগে ইহার একচক্ষু কানা হয় বলিয়া পিতামাতা আদর করিয়া শুক্রাচার্য বলিয়া ডাকিতেন। পঞ্চবর্ষ বয়সে ইহার উপনয়ন হয়। বেদান্তদর্শনে ইহার অসীম জ্ঞান ছিল। ইনি উত্তরে বদরিকাশ্রম ও দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত পদব্রজে পর্যটন করিয়াছিলেন। ইনি বিল্বরস ও দুগ্ধ পান করিতেন, তজ্জন্য সকলে ইহাকে পওহারী বাবা বলিত। ইনি শেষে ৩০টি লঙ্কা বাটিয়া ছাঁকিয়া তাহা পান করিতেন। ইনি দ্বার বন্ধ করিয়া পনের বৎসর ছিলেন। শেষে সমস্ত সন্ন্যাসী নিমন্ত্রণ করিয়া একটি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। বিগত ১৮৯৮ খ্রীঃ সর্বাঙ্গে ঘৃত লেপনানন্তর যজ্ঞাগ্নিতে যোগাসনে সমাসীন হইয়া দেহ বিসর্জন করেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ও স্বামী বিবেকানন্দ ইহার দর্শন লাভ করিয়াছিলেন।

পঁইছা, পঁউছি, পুঁইছা—স্ত্রীলোকের কঙ্কণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পঁইত্রিশ, পঁয়ত্রিশ—পঞ্চত্রিংশৎ, ৩৫। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পঁউছা, পৌঁছা—উপনীত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [বা বিণ।

পঁচাত্তর—পঞ্চসপ্ততি, ৭৫। বাংপ্র। বি

পঁচানব্বই—৯৫-সংখ্যা; ৯৫-সংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পঁচাশি—পঞ্চাশীতি, ৮৫। বাংপ্র। বি বা বিণ। [বা বিণ।

পঁচিশ—পঞ্চবিংশতি, ২৫। বাংপ্র। বি

পঁচিশা, পঁচিশে—মাসের পঞ্চবিংশ দিবস। বাংপ্র। বি।

পঁয়তাল্লিশ—পঞ্চচত্বারিংশৎ, ৪৫। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পঁয়ত্রিশ—'পঁইত্রিশ' দ্রঃ।

পঁয়ষট্টি—পঞ্চষষ্টি, ৬৫। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পঁহুছ—যাইয়া উপস্থিতি; নাগাল। হি। বি।

পঁহুছা, পঁহুছানো—যাইয়া উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া, উত্তীর্ণ হওয়া। হি-মু। ক্রি।

পকার—প এই বর্ণমাত্র। প + কার স্বার্থে। বি; পু।

পকেট—জামার থলি; জেব। < ইং 'pocket'। বি। **পকেট মারা**—পকেট হইতে চুরি করা। **পকেটে হাত পড়া**—দায়ে পড়িয়া খরচ করিতে বাধ্য হওয়া।

পকেটকাটা, -মার—অতর্কিতে পকেট হইতে পয়সা প্রভৃতি অপহরণকারী চোর। বাংপ্র। বি।

পক্তি—পাক; গৌরব। পচ্ (পাক করা) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পক্ব—পরিণত, পাকা; পাকনিষ্পন্ন, রন্ধিত, রাঁধা; নিষ্ঠাপ্রাপ্ত; সিদ্ধ; দৃঢ়; বিনাশোন্মুখ। পচ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পক্বকেশ—১। পাকা চুল। কর্মধা। বি; পু। ২। পাকাচুলবিশিষ্ট, যাহার চুল পাকিয়াছে এরূপ। পক্ব কেশ যাহার, বহু। বিণ।

পক্বান্ন—পাক করা অন্ন বা খাদ্য (সাধারণতঃ লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতিকে পক্বান্ন কহে)। কর্মধা। বি; ক্লী।

পক্বাশয়—পাকস্থলী; নাভিদেশের অধোভাগ। ৬তৎ। বি; পু।

পক্ষ—মাসার্ধ; প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্যন্ত পঞ্চদশ তিথি পরিমিত কাল; পাখির পাখা; বাণের পাখা; তর্ক উপলক্ষে প্রশ্ন বা উত্তর; সম্বন্ধ; বিবাহের সংখ্যা বা বার; তরফ; একাধিক পত্নীর একটি; কপাট প্রভৃতির পাল্লা; সহায়; সখা; যূথ; পিচ্ছ; পার্শ্ব; পার্শ্বগৃহ; চুল্লী; রন্ধ্র; (কেশাদি শব্দের পরবর্তী হইলে) গুচ্ছ। পক্ষ + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পক্ষক—পার্শ্ব; পার্শ্বদ্বার, খিড়কির দরজা; সহায়। পক্ষ শব্দ + কন্। বি; পু।

পক্ষগ্রহণ—দুই বিরোধী পক্ষের একটিতে যোগদান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পক্ষচর—বনচর, চক্রবাক; অনুচর; চন্দ্র; হস্তী। পক্ষ শব্দ—চর্ (ভ্রমণ করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পক্ষচ্ছেদ—পাখা ছেদন, ডানা কাটা। ৬তৎ। বি; পু।

পক্ষতা—পক্ষধর্ম; সাধ্যবত্তা; অনুমান। পক্ষ শব্দ + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পক্ষদ্বার—পার্শ্বদ্বার, খিড়কির দরজা। পক্ষের (পার্শ্বের) দ্বার, ৬তৎ। বি; ক্লী।

পক্ষধর মিশ্র—মিথিলাবাসী একজন অসাধারণ বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক পণ্ডিত। ইনি এত অধিক-সংখ্যক ছাত্রকে ভোজ্যাদি প্রদানপূর্বক বিদ্যালয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিতেন যে, ইহার বিদ্যালয় নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। নবদ্বীপের বাসুদেব সার্বভৌম ও রঘুনাথ শিরোমণি ইহার নিকট ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বঙ্গদেশে ন্যায়ের প্রচার করেন।

পক্ষপাত—১। পক্ষের পতন। ৬তৎ। ২। এক পক্ষে পতন, একদিকে টান; অনুগ্রহ; স্নেহ; আসক্তি। ৭তৎ। বি; পু।

পক্ষপাতদুষ্ট—একচোখো; যাহাতে এক পক্ষের প্রতি অন্যায় সমর্থন রহিয়াছে এমন। ৩তৎ। বিণ।

পক্ষপাতিতা, -ত্ব—এক পক্ষে পতন বা ঢলিয়া পড়া, পক্ষবিশেষকে অযথা অনুগ্রহ-প্রদর্শন, পক্ষপাত, partiality. পক্ষপাতিন্ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

পক্ষপাতী (-পাতিন্)—একপক্ষে পতনশীল, যে একদিক্ টানিয়া কথা বলে বা কাজ করে এমন; একচোখো; অনুগ্রাহক; পক্ষ দ্বারা পতনশীল। পক্ষপাত আছে ইহার এই অর্থে পক্ষপাত + ইন্; কিংবা পক্ষে বা পক্ষদ্বারা পড়ে যে এই বাক্যে উপতৎ; পক্ষ—পত্ (পড়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পক্ষপাতিনী**।

পক্ষপালি, পক্ষপালী—পক্ষপ্রান্ত; খড়কিকা, খিড়কির দরজা। ৬তৎ। বি; পু।

পক্ষপুট—পক্ষরূপ আধার, ডানার ভিতর। ৬তৎ। বি ; পু বা স্ত্রী।

পক্ষবল—সহায়ের জোর, সহায়কবর্গ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পক্ষসমর্থন—পক্ষপোষকতা, সহায়তা, একপক্ষে আনুকূল্য করা ; কাহারও অনুকূলে কথা বলা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পক্ষাঘাত—রোগ বিঃ, একপ্রকার বাত-ব্যাধি, ইহাতে দেহের এক পার্শ্ব বা হস্ত-পদাদি অবশ হইয়া যায়। পক্ষে (এক-পার্শ্বে) আঘাত, ৭তৎ। বি ; পু।

পক্ষান্ত—অমাবস্যা ; পূর্ণিমা। ৬তৎ। বি ; পু।

পক্ষান্তর—অপর পক্ষ। অন্য যে পক্ষ, নিত্য। বি ; স্ত্রী।

পক্ষান্তরে—পরন্তু ; আবার। বি, ক্রি-বিণ ভর্থে ৭মী।

পক্ষাপক্ষ—স্বপক্ষ ও বিপক্ষ, দলাদলি। পক্ষ ও অপক্ষ, দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

পক্ষালু—পক্ষী। পক্ষ+আলু অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

পক্ষিণী—১। পক্ষবিশিষ্টা। পক্ষিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রী পক্ষী ; বর্ত্তমান ও আগামি-দিনযুক্তা রাত্রি ; পূতনা। পক্ষ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পক্ষিরাজ—১। গরুড়। পক্ষিগণের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু। ২। রূপকথার পক্ষবিশিষ্ট ঘোটক। বাংপ্র। বি।

পক্ষিশালা—চিড়িয়াখানা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পক্ষী (পক্ষিন্)—১। পক্ষবিশিষ্ট, যাহার পাখা বা পাখনা আছে। পক্ষ+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পক্ষিণী**। ২। বিহঙ্গ, পাখি ; বাণ। বি ; পু।

পক্ষীয়—পক্ষসম্বন্ধীয়, দলভুক্ত। পক্ষ+ঈয়। বিণ।

পক্ষোদ্গম, পক্ষোদ্ভেদ—পক্ষের উদয়, ডানা ওঠা, ডানার উৎপত্তি। ৬তৎ। বি ; পু।

পক্ষ্ম (পক্ষ্মন্)—নেত্রলোম ; লোম ; পাখীর পাখা, পালক ; সূক্ষ্মাংশ ; পুষ্পকেশর ; সূত্রাদির অগ্রভাগ। পক্ষ (পরিগ্রহ করা)+মন্ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পখালা—প্রক্ষালন করা, ধৌত করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পগার—জলনালী প্রভৃতির উচ্চ পাড় ; খাত, খানা, নালা, গর্ত্ত। বাংপ্র। বি।

পগার পার হওয়া—অদৃশ্য হওয়া ; পলাইয়া সীমার বাহিরে যাওয়া।

পঙ্গার—পগার, প্রণালী ; প্রবাল, পলা। প্রা কপ্র। বি।

পঙ্ক—কর্দম, পাঁক ; পাপ। পন্চ্ (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

পঙ্কজ—১। কর্দমজাত। পঙ্কে জন্মে যে, উপতৎ ; পঙ্ক—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ। ২। পদ্ম। বি ; স্ত্রী।

পঙ্কজন্ম (-জন্মন্)—পদ্ম। বহু। বি ; স্ত্রী।

পঙ্কজন্মা (-জন্মন্)—কর্দমজাত। পঙ্ক হইতে জন্ম (জন্মন্) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

পঙ্কজিনী—পদ্মিনী ; পুষ্করিণী। পঙ্কজ শব্দ+ইন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পঙ্কপ্রক্ষালন ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

পঙ্কপ্রভা—কর্দমযুক্ত নরক বিঃ। বি ; স্ত্রী।

পঙ্করুহ—পদ্ম। উপতৎ ; পঙ্ক—রুহ্ (জন্মা) +অন্ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পঙ্কা—পঙ্কিল, কর্দমময়, পেঁকো। প্রা কপ্র। বিণ।

পঙ্কিল—পঙ্কবিশিষ্ট ; সকর্দম। পঙ্ক+ইল যুক্তার্থে। বিণ।

পঙ্কেরুহ—পদ্ম। অলুক্ উপতৎ ; পঙ্কে—রুহ্+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পঙ্কোদ্ধার—পাঁক ইত্যাদি তুলিয়া পুকুর ইত্যাদি পরিষ্কারকরণ। ৬তৎ। বি ; পু।

পঙ্‌ক্তি—শ্রেণী ; সারি, line ; পৃথিবী ; ১০ সংখ্যা ; পঞ্চাক্ষর ও দশাক্ষর ছন্দো-বিশেষ। পন্চ্ (বিস্তৃত করা)+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

পঙ্‌ক্তিদূষক—যাহার সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিলে দোষ হয় এমন। ৬তৎ। বিণ।

পঙ্‌ক্তিপাবন—ভোজন ও ধর্মকার্যাদিতে পঙ্‌ক্তি পবিত্রকর, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ; পংক্তির শোভাবর্ধক। পঙ্‌ক্তি—পূ+অন কর্ত্তৃ। বি ; পু।

পঙ্‌ক্তিভোজন—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহু ব্যক্তির একত্রে ভোজন। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

পঙ্খী—পক্ষী ('ময়ূর-পঙ্খী')। বাংপ্র। বি।

পঙ্গপাল—পতঙ্গ বিঃ, একজাতীয় ফড়িং [ইহারা পার্বত্য প্রদেশে জন্মগ্রহণ করে, এবং এক সঙ্গে লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ দলবদ্ধ হইয়া উড়িয়া বেড়ায়। এইরূপে উড়িতে উড়িতে ইহারা যে স্থানে বসে, সেখানকার শস্যাদি সমস্ত খাইয়া ফেলে]। বাংপ্র। বি।

পঙ্গু—১। জঙ্ঘার বৈকল্যপ্রযুক্ত চলনে অক্ষম, পদবিকল, পঙ্গু, খোঁড়া। খন্‌জ+কু কর্ত্তৃ। বিণ। ২। শনিগ্রহ। বি ; পু।

পচ—পাচক ; পাককর্ত্তা। পচ (পাক করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

পচন—১। পাককারী। পচ্+অন কর্ত্তৃ। বিণ। ২। অগ্নি। বি ; পু। ৩। পাক ; রন্ধন। পচ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ৪। পচিয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি।

পচননিবারক—যাহাতে ক্ষতের পচন বন্ধ হয় এমন, antiseptic. ৬তৎ। বিণ।

পচ্ পচ্, প্যাচ্‌প্যাচ্—কাদার উপর চলিবার শব্দ। বাংপ্র। অ। বিণ—**পচ্‌পচে, প্যাচ্‌প্যাচে**।

পচমান—পাককর্ত্তা। পচ্+শান কর্ত্তৃ। বিণ।

পচা—১। পাচিকা। পচ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পচন, পাক। পচ্ (পাক করা) +ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। বিকৃত, গলিত, দূষিত। বিণ। ৪। গলিত বা দূষিত হওয়া, গলিয়া বা রসিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পচাই—চাউল পচাইয়া যে মদ হয়। বাংপ্র। বি।

পচাগলা—যাহা একেবারে পচিয়া গলিয়া গিয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

পচানি—পচাই ; পচা জিনিসের রস। বাংপ্র। বি।

পচানো—বিকৃত করা ; পচাইয়া ফেলা ; গাঁজানো। বাংপ্র। ক্রি।

পচ্য—রাঁধিবার যোগ্য ; যাহা খাইলে হজম হয়। পচ্+য কর্ম। বিণ।

পছন্দ—১। মনের মত, রুচিসংগত ; নির্বাচিত। বিণ। ২। নির্বাচন ; রুচি। <ফা 'পসন্দ'। বি।

পছন্দসই—মনের মত ; ভাল ; উত্তম। বাংপ্র। বিণ।

পজ্‌ঝটিকা—ছন্দোবিশেষ। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চ (পঞ্চন্)—পাঁচ, ৫। পন্চ্ (বিস্তৃত হওয়া)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

পঞ্চক—১। পাঁচ সংখ্যা ; পঞ্চসমূহ। পঞ্চন্ শব্দ+কণ্। বি ; স্ত্রী। ২। পঞ্চপরিমিত। বিণ

পঞ্চকষায়—জম্বু শাল্মলি বাট্যাল বকুল বদর—এই পঞ্চ। সমাহার দ্বিগু। বি ; পু।

পঞ্চকোল—পাচন বিঃ (চৈ, চিতা, পিপুল, পিপুলের মূল, শুঁঠ, এই পাঁচ)। সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চকোষ—অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়—এই পাঁচ কোষ। সমাহার দ্বিগু। বি ; পু।

পঞ্চক্রোশী—দৈর্ঘ্য বিস্তারে পঞ্চক্রোশ-ব্যাপিনী কাশী। পঞ্চ ক্রোশ আছে যাহাতে (যে স্ত্রীতে), বহু। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চগঙ্গা—ভাগীরথী গোতমী কৃষ্ণবেণী পিনা-কিনী কাবেরী—এই পাঁচ নদী ; কাশীর তীর্থ বিঃ। সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চগব্য—দধি দুগ্ধ ঘৃত গোময় গোমূত্র—এই পাঁচ। সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চগুণ—শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ; পাঁচ গুণ। সমাহার দ্বিগু। বি ; পু।

পঞ্চজন—১। পঞ্চভূতজন্ত (মনুষ্যাদি)। পঞ্চন্ (পঞ্চ অর্থাৎ পঞ্চভূত)—জন্ (জন্মা) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। মনুষ্য। ৩। জনৈক অসুর। হিরণ্যকশিপুর পুত্র সংহ্রাদের ঔরসে ক্রতুর গর্ভে ইহার জন্ম। এই অসুর শঙ্খরূপ ধারণ করিয়া সাগরগর্ভে বাস করিত। সান্দীপনী মুনির পুত্র যৎকালে প্রভাসতীর্থে স্নান করেন, তৎকালে অসুর তাঁহাকে হরণ করে। কৃষ্ণ সান্দীপনী মুনির নিকট পাঠ সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণা দিবার সময়ে সান্দীপনী নিজ পুত্রের উদ্ধার কামনা করেন। অতঃপর কৃষ্ণ অসুরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রাণবধ করেন। এই পঞ্চজন অসুরের অস্থি হইতে কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য শঙ্খ নির্মিত হয়। বি ; পু।

পঞ্চতত্ত্ব—(তন্ত্রমতে) পঞ্চ মকার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) ; (বৈষ্ণবমতে) গুরুতত্ত্ব মন্ত্রতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব দেবতত্ত্ব ধ্যানতত্ত্ব —এই পাঁচ ; (সাংখ্যমতে) ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পাঁচ। দ্বিগু। বি ; ক্লী। [বি ; পু।

পঞ্চতন্ত্র—বিষ্ণুশর্ম-প্রণীত নীতিশাস্ত্র বিঃ।

পঞ্চতন্মাত্র—শব্দ স্পর্শ রূপ রস ও গন্ধ ; পৃথিব্যাদি সূক্ষ্ম পঞ্চভূত, আকাশাদি। দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চতপাঃ—পঞ্চাগ্নি মধ্যে তপস্বী। পঞ্চ (পাঁচ) তপঃ যাহার, বহু। বি ; পু।

পঞ্চতা—পঞ্চত্ব (মরণ অর্থে)। পঞ্চন্ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চতিক্ত—নিম গুলঞ্চ বাসক পটোলপত্র কণ্টকারী—এই পাঁচ তিক্ত পদার্থ। দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চত্ব—পাঁচের ভাব ; পঞ্চভূতে পরিণতি, মৃত্যু। পঞ্চন্ + ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

পঞ্চত্বপ্রাপ্ত—মৃত। পঞ্চত্বকে প্রাপ্ত, ২তৎ। [ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতের সমবায়ে দেহ নির্মিত ; যখন দেহের সেই পঞ্চভূত বিশ্লিষ্ট হয়, তখনই জীব পঞ্চত্বপ্রাপ্ত অর্থাৎ মৃত হয়]। বিণ।

পঞ্চত্বপ্রাপ্তি—মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চদশ—১৫ এই সংখ্যার পূরণ। পঞ্চদশন্ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পঞ্চদশী**।

পঞ্চদশ (-দশন্)—পনর, ১৫। পঞ্চ দ্বারা অধিক যে দশ (দশন্), মধ্যপ। বি বা বিণ। (সংস্কৃত মতে বহুবচন।)

পঞ্চদশী—১। 'পঞ্চদশ' (১) দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। মাধবাচার্য-প্রণীত বেদান্ত গ্রন্থ বিঃ ; পূর্ণিমা ; অমাবস্যা ; পঞ্চদশবর্ষ-বয়স্কা কিশোরী। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চদেবতা—সূর্য গণেশ দুর্গা শিব বিষ্ণু—এই পঞ্চ দেব অথবা আদিত্য গণেশ দেবী রুদ্র ও কেশব (কেহ কেহ শিবাদি পঞ্চদেবতা বলেন)। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চধা—পাঁচপ্রকার, পাঁচবার। পঞ্চন্ + ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

পঞ্চনখ—১। পাঁচ নখযুক্ত (শশক, শল্লকী, গোধা, গণ্ডার, কূর্ম)। বহু। বিণ। ২। হস্তী ; ব্যাঘ্র। বি ; পু।

পঞ্চনদ—১। শতদ্রু বিপাশা ইরাবতী চন্দ্রভাগা বিতস্তা—এই পঞ্চনদীযুক্ত দেশ, পঞ্জাব। পঞ্চ (পাঁচ) নদ আছে যেথানে, বহু। বি ; পু। ২। কিরণা ধূতপাপা সরস্বতী গঙ্গা যমুনা—এই পাঁচ। পঞ্চ নদীর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চনবতি—৯৫-সংখ্যা ; ৯৫-সংখ্যক। মধ্যপ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চনবতিতম পঁচানব্বই সংখ্যার পূরক। পঞ্চনবতি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

পঞ্চনী—পাশা ও দাবা খেলিবার ছক। পঞ্চন্-নী + ক্বিপ্ অধি। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চনীরাজন—প্রদীপ পদ্ম বসন আম্র বা তাম্বুলপত্র এই চতুর্বিধ দ্রব্য দ্বারা দেবতার আরতি করিয়া পরে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। পঞ্চ দ্বারা নীরাজন, ৩তৎ। বি ; ক্লী।

পঞ্চপল্লব—আম্র অশ্বত্থ বট প্লক্ষ যজ্ঞডুম্বুর —এই পঞ্চ পল্লব ; (তন্ত্রমতে) পনস আম্র অশ্বত্থ বট বকুল—এই পঞ্চ পল্লব। সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চপাত্র—১। শ্রাদ্ধ বিঃ (এই শ্রাদ্ধে দেবপক্ষে দুই এবং পিতৃপক্ষে তিন পুরুষ শ্রাদ্ধার্হ বলিয়া ইহা পঞ্চপাত্র শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হয়)। পঞ্চ (পাঁচ) পাত্র যাহার, বহু। ২। একপ্রকার পূজার পাত্র পঞ্চ পাত্র আছে যাহাতে, বহু। ৩। পাঁচপাত্র। দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চপিতা (-পিতৃ)—জনক উপনেতা শ্বশুর অন্নদাতা ভয়ত্রাতা—এই পাঁচ প্রকার পিতা। কর্মধা। বি ; পু।

পঞ্চপ্রদীপ—আরাত্রিক করিবার নিমিত্ত একাধারনিবদ্ধ ধাতুময় পাঁচটি প্রদীপ। কর্মধা। বি ; পু।

পঞ্চপ্রাণ—প্রাণ অপান সমান উদান ও ব্যান—শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু [প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহ্যে, সমান বায়ু নাভিদেশে, উদান বায়ু কণ্ঠে, এবং ব্যান বায়ু সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া অবস্থান করে। প্রাণ বায়ু দ্বারা রক্ত চালিত হয়। অপান বায়ু দ্বারা প্রাণ বায়ুর সহায়তা ও আহার্য চালিত হয়। উদান বায়ু দ্বারা উদ্গার ও শ্বাসাদি কার্য সম্পন্ন হয়। সমান বায়ু দ্বারা পাক কার্য হয়। ব্যান বায়ু দ্বারা দেহ রক্ষিত হয়]। কর্মধা। বি ; পু।

পঞ্চবক্ত্র—পঞ্চানন, শিব ; সিংহ ; রুদ্রাক্ষ বহু। ['পঞ্চমুখ' দ্রঃ।] বি ; পু।

পঞ্চবটী—১। অশ্বত্থ বিল্ব বট অশোক আমলকী—এই বৃক্ষপঞ্চক। পঞ্চ বটের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। ২। দণ্ডকারণ্যস্থ বন বিঃ (অধুনা তাহা জনপদে পরিণত হইয়া "নাসিক" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে)। পঞ্চ বট আছে যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চবর্ণ—পাঁচবর্ণবিশিষ্ট তণ্ডুলচূর্ণ ; পঞ্চরঙের গুঁড়ি। পঞ্চ বর্ণ যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

পঞ্চবল্কল—ন্যগ্রোধ উড়ুম্বর অশ্বত্থ প্লক্ষ বেতস—এই পাঁচ গাছের বাকল। সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চবাণ, পঞ্চশর—১। পঞ্চবাণবিশিষ্ট। পঞ্চ বাণ বা শর যাহার, বহু। বিণ। ২। কামদেব, কন্দর্প। [কন্দর্পের পাঁচ বাণের নাম—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন ; অরবিন্দ, অশোক, চূত, নবমল্লিকা, রক্তোৎপল,—এই পাঁচটিও কামের শর বলিয়া কথিত হয়।] বি ; পু। ৩। ঐ পাঁচ বাণের সমষ্টি। সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চবায়ু—পঞ্চপ্রাণ, শাস্ত্রোক্ত দেহস্থ পঞ্চবায়ু (যথা—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান)। কর্মধা। বি ; পু।

পঞ্চভদ্র—১। পাচন বিঃ। বহু। বি ; ক্লী। ২। হৃদয় পৃষ্ঠ পার্শ্বদ্বয় ও মুখে আবর্তযুক্ত অশ্ব। বি ; পু।

পঞ্চভুজ—১। পাঁচ বাহুবিশিষ্ট ; পাঁচ রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। পঞ্চ (পাঁচ) ভুজ যাহার, বহু। বিণ। ২। পঞ্চ রেখা দ্বারা পরিবদ্ধ ক্ষেত্র। বি ; ক্লী।

পঞ্চভূত—ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ব্যোম—এই পাঁচ পদার্থ। দ্বিগু। বি ; ক্লী। [অহংকার হইতে আকাশের উৎপত্তি ; আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের গুণ শব্দ ; বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ ; অগ্নির গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস ; পৃথিবীর গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ]।

পঞ্চভূতে মিশিয়া যাওয়া—মরিয়া যাওয়া।

পঞ্চভূতময়—পঞ্চভূতাত্মক, আকাশাদি পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত। 'পঞ্চভূত' দ্রঃ। পঞ্চভূত + ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

পঞ্চভূতাত্মক—পঞ্চভূতময় (তাহা দ্রঃ)। পঞ্চভূত আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-ত্মিকা**।

পঞ্চম—১। পাঁচ (৫) সংখ্যার পূরণ। পঞ্চন্ শব্দ+মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পঞ্চমী**। ২। অত্যুচ্চ স্বর বিঃ, পঞ্চমস্বর, 'পা' ['সপ্তস্বর' দ্রঃ]; রাগ বিঃ। বি; পু। **পঞ্চম বেদ**—মহাভারত।

পঞ্চমকার—মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পাঁচ। বি; ক্লী। [তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকার সাধনের প্রক্রিয়া এইরূপ :—ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত অমৃত পান মদ্যসাধন। রসনার নাম মা, তাহার অংশ অর্থাৎ বাক্যকে ভোজন করা (মৌনাবলম্বন) মাংসসাধন। গঙ্গা ও যমুনা শব্দ বাচ্য ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্যে বিচরণকারী নিশ্বাস প্রশ্বাসরূপ মৎস্যদ্বয়কে রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা নিরোধ করিয়া প্রাণায়াম করাকে মৎস্যসাধন বলে। শিরঃস্থিত সহস্রদল মহাপদ্মে মুদ্রিত কর্ণিকা-মধ্যস্থ পারদসদৃশ বিশুদ্ধ আত্মার জ্ঞান মুদ্রাসাধন। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগকে মৈথুনসাধন বলে; স্ত্রীপুরুষ সংযোগের ন্যায় জীবাত্মা পরমাত্মার সংযোগরূপ মৈথুনে সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ জন্মিয়া থাকে।

আর এক সম্প্রদায় মৎস্যমাংসসহকারে প্রকৃত সুরা দ্বারা শক্তি অর্চনাপূর্বক স্বয়ং উহা পানভোজন করেন, এবং ষোড়শী কুমারীকে লইয়া তন্ত্রোক্ত বিধানানুসারে পঞ্চমকার সাধন করিয়া থাকেন।]

পঞ্চমরাগ—সংগীতের একটি রাগের নাম। পঞ্চম নামক রাগ, মধ্যপ। বি; পু।

পঞ্চমস্বর—পঞ্চমরাগ [তাহা দ্রঃ]।

পঞ্চমহাপাতক—ব্রহ্মহত্যা সুরাপান ব্রাহ্মণস্বামিক সুবর্ণচৌর্য গুরুপত্নীগমন ও এই সমস্ত পাতক অনুষ্ঠানকারীদিগের সংসর্গ—এই পাঁচ প্রকার পাপ। কর্মধা। বি; ক্লী।

পঞ্চমহাযজ্ঞ—গৃহস্থের কর্তব্য পাঁচ প্রকার নিত্যকর্ম; বেদাধ্যয়ন অগ্নিহোত্র পিতৃতর্পণ ভূতবলি ও অতিথিপূজা—এই পাঁচ। পঞ্চ যে মহাযজ্ঞ, কর্মধা। বি; পু।

পঞ্চমাস্য—১। পঞ্চমস্বরভাষী, কোকিল। পঞ্চম (স্বর বিঃ) আস্যে (মুখে) যাহার, বহু। বি; পু। ২। পঞ্চমাসজাত; পঞ্চমাসে করণীয়। পঞ্চমাস+ষ্য। বিণ।

পঞ্চমী—১। পাঁচ সংখ্যার পূরিকা। পঞ্চম+ঈপ্। বিণ্; স্ত্রী। ২। অমাবস্যা বা পূর্ণিমার পর পঞ্চম তিথি; দ্রৌপদী। বি; স্ত্রী।

পঞ্চমুখ—১। পাঁচমুখ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। পঞ্চানন, শিব। পঞ্চ (পাঁচ) মুখ যাঁহার, বহু। বি। ৩। পঞ্চবদনবিশিষ্ট, পাঁচমুখো; অতিভাষী, বাগ্মী, বাচাল। বিণ। স্ত্রী, -মুখা, -মুখী। ৪। সিংহ। পনচ (বিস্তৃত হওয়া)+অম্ কর্তৃ—পঞ্চ (বিস্তৃত); পঞ্চ (বিস্তৃত) মুখ যাহার, বহু। বি; পু।

পঞ্চমুদ্রা—আবাহনী স্থাপনী সন্নিধাপনী সম্বোধনী সম্মুখীকরণী পূজাকালে এই পাঁচ মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পঞ্চমূল—পাঁচটি মূলের সমষ্টি, পাচন বিঃ। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চমূলী—স্বল্প পঞ্চমূল পাচন। পঞ্চমূল+ঈপ্ অল্পার্থে। বি; স্ত্রী।

পঞ্চযজ্ঞ—ব্রহ্মযজ্ঞ নৃযজ্ঞ দৈবযজ্ঞ পিতৃযজ্ঞ ভূতযজ্ঞ—এই পাঁচ। কর্মধা। বি; পু। [বেদাধ্যয়ন ব্রহ্মযজ্ঞ; অতিথিসেবা নৃযজ্ঞ; হোমকার্য দৈবযজ্ঞ; তর্পণ পিতৃযজ্ঞ এবং বলি ভূতযজ্ঞ। এই পঞ্চযজ্ঞ গৃহস্থের প্রত্যহ অবশ্য করণীয় কার্য; ইহা দ্বারা গৃহস্থ পঞ্চসূনা পাপ হইতে মুক্ত হয়। সাধ্যানুসারে এই পঞ্চযজ্ঞ সম্পাদন করিতে না পারিলে অতিথিসেবা ও গোসেবা করিতে হয়, তাহাও না করিলে পাপভাগী হইতে হয়।]

পঞ্চরত্ন—হীরক মুক্তা পদ্মরাগ স্বর্ণ বিদ্রুম—এই পাঁচ। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চরসা আমলকী। বহু। বি; ক্লী।

পঞ্চরাত্র—১। পাঁচ রাত্রি। পঞ্চ রাত্রির সমাহার, সমাহার দ্বিগু। ২। বৈষ্ণব আগম বা বৈষ্ণব গ্রন্থ বিঃ। পঞ্চ রাত্র (জ্ঞান বচন) আছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পঞ্চলক্ষণ পুরাণ (যাহাতে সৃষ্টি প্রলয় বংশবর্ণনা মন্বন্তর এবং মনুর বংশের বর্ণনা থাকে)। পঞ্চ (সৃষ্ট্যাদি পাঁচ) লক্ষণ আছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পঞ্চলক্ষণী—নব্যন্যায়ের গ্রন্থ বিঃ। পঞ্চ লক্ষণ আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চলবণ—কাচ সৈন্ধব সামুদ্র বিট ও সৌবর্চল,—এই পাঁচ প্রকার লবণ। সমাহার দ্বিগু। ক্লী।

পঞ্চলোহক—স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র রঙ্গ সীসক—এই পাঁচ ধাতু। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চশস্য—পাঁচপ্রকার শস্য (ধান্য, মুদ্গ, মাষ, যব, তিল কিংবা শ্বেতসর্ষপ)। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চশাখ—১। পঞ্চশাখাযুক্ত। পঞ্চ শাখা যাহার, বহু। বিণ। ২। হস্ত [অঙ্গুলিগুলি হস্তের শাখাস্বরূপ]। বি; পু। ৩। পাঁচ শাখার সমষ্টি। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চশিখ—১। জনৈক মুনি; সাংখ্য-দর্শনের গ্রন্থ-প্রণেতা; মতান্তরে ব্রহ্মার মানসপুত্র; দর্শনের ব্যাস-ভাষ্যে ইহার অনেক সূত্র উদ্ধৃত আছে। ধর্মরাজের ঔরসে হিংসার গর্ভে ইহার জন্ম হয়। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি মোক্ষপদ প্রাপ্তির জ্ঞানলাভ করেন। একদা ইনি মিথিলায় জনদেব সকাশে গমন করিলে, তিনি ইঁহাকে আচার্যের পদে বরণ করেন। মুনিবর মিথিলায় থাকিয়া তাঁহাকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করেন। বি; পু। ২। পঞ্চশিখাবিশিষ্ট। পঞ্চ শিখা যাহার, বহু। বিণ।

পঞ্চষষ্টি—৬৫-সংখ্যা; ৬৫-সংখ্যক। পঞ্চাধিক ষষ্টি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী বা বিণ।

পঞ্চষষ্টিতম—পঁয়ষট্টি সংখ্যার পূরক। পঞ্চষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

পঞ্চসপ্ততি—৭৫-সংখ্যা; ৭৫-সংখ্যক। মধ্যপ। বি; স্ত্রী বা বিণ।

পঞ্চসপ্ততিতম—পঁচাত্তর সংখ্যার পূরক। পঞ্চসপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

পঞ্চসুগন্ধিক—পাঁচপ্রকার সুগন্ধি দ্রব্য; কর্পূর কক্কোল লবঙ্গ গুবাক জাতিফল। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চসূনা গৃহস্থের গৃহস্থিত পাঁচপ্রকার বধস্থান;—উনান শিল-নোড়া ঝাঁটা ঢেঁকির গড় কলসীপিঁড়ি [এই পাঁচ স্থানে গৃহস্থের অজ্ঞাতসারে পিপীলিকাদি প্রাণিহত্যা হইয়া থাকে, এবং তজ্জন্য পাতক-সঞ্চার হয়। পঞ্চযজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা গৃহস্থের এই পাপের ক্ষয় হয়]। দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

পঞ্চাগ্নি—১। তপস্বিবিশেষ। পঞ্চ অগ্নি যাহার, বহু। বি; পু; একবচন। ২। চতুর্দিকে অগ্নি [illegible] উপরে সূর্য—এই পাঁচ; দক্ষিণ গার্হপত্য আহবনীয় সভ্য আবসথ্য—এই পাঁচ অগ্নি। কর্মধা। বি; পু; বহুবচন। (ছান্দোগ্য [illegible] দিব্ধরা অমর ও যোষিৎ, ইহাকেও পঞ্চাগ্নি বিদ্যা বলে।)

পঞ্চাঙ্ক—পাঁচ অঙ্কবিশিষ্ট ('— নাটক')। পঞ্চ অঙ্ক যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

পঞ্চাঙ্গ—১। পাঁচটি অবয়ব। পঞ্চ অঙ্গ, দ্বিগু। ২। সহায় সাধনোপায় দেশকাল-বিভাগ বিপত্তিপ্রতীকার সিদ্ধি—রাজ্যের এই পাঁচ অঙ্গ; বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ—এই পাঁচ; বৃক্ষের মূল ত্বক্ পত্র পুষ্প ফল—এই পাঁচ; জপ হোম তর্পণ অভিষেক বিপ্রভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ; পদদ্বয় করদ্বয় ও মস্তক—এই পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। অশৌচান্ত শ্রাদ্ধে—বিলক্ষণাশয্যা কাঞ্চনপুরুষ দ্বিজদম্পতি পূজা কপিলাদান বৃষোৎসর্গ। সমাহার দ্বিগু। বি; ক্লী।

পঞ্চাঙ্গুল—পাঁচ অঙ্গুলি পরিমিত। পঞ্চ অঙ্গুল পরিমাণ যাহার; বহু। বিণ।

পঞ্চাঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ তর্জনী মধ্যমা অনামিকা ও কনিষ্ঠা—এই পাঁচটি অঙ্গুলি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চানন, পঞ্চাস্য—শিব ; সিংহ। পঞ্চ আনন বা আস্য যাহার, বহু। বি ; পু।

পঞ্চানন তর্করত্ন চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত ভট্টপল্লী নামক গ্রামে ১২৭৩ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺নন্দলাল বিদ্যারত্ন। তিনি প্রগাঢ় পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। ১২৭৭ সালে পঞ্চাননের বিদ্যারম্ভ হয়। ইঁহার এমনই অসাধারণ শক্তি যে, ষষ্ঠ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ব্যাকরণ পাঠের সময় একটি সংস্কৃত কবিতা রচনা করেন। নবম বর্ষ বয়সে ইনি মাতাপিতৃহীন হইয়া কনিষ্ঠ খুল্লতাতপত্নীর দ্বারা প্রতিপালিত হন। ইনি অনেক সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। দশম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি অনায়াসে সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। ১২৮৭ সালে ইঁহার প্রথম বিবাহ ও ১২৮৯ সালে পত্নীবিয়োগ হয়। ১২৯০ সালে ইনি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ১২৯৩ সাল হইতে ইনি বঙ্গবাসী কার্যালয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের অধিকাংশই ইঁহার দ্বারা অনুবাদিত। ইনি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীর পূর্ণিমা টীকা, দ্বৈতোক্তি রত্নমালা, অমরমঙ্গল, ধর্মসিদ্ধান্ত ও দেবীমাহাত্ম্যতাত্ত্ব প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি সদাচারসম্পন্ন ও নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন। ইনি কিছুদিন বঙ্গবাসী কলেজে অবৈতনিক অধ্যাপকের কার্য করেন। ১২৯৯ সালে ইনি নিজ বাটীতে চতুষ্পাঠী স্থাপনা করেন। ভট্টপল্লী পরীক্ষাসমাজ ইঁহারই সম্পাদকতায় স্থাপিত হইয়াছে। ইনি অতিশয় রক্ষণশীল, প্রাচীন আচার ব্যবহার এবং শাস্ত্রানুযায়ী ক্রিয়া-কলাপের একনিষ্ঠ পক্ষপাতী এবং আধুনিকমতে সামাজিক পরিবর্ত্তনের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। ইংরেজী ১৯৪০ খ্রীঃ ইনি পরলোকগমন করেন।

পঞ্চানন্দ-পঞ্চানন। বাংপ্র। বি।

পঞ্চান্ন—৫৫ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পঞ্চামৃত—দুগ্ধ দধি ঘৃত মধু চিনি—এই পাঁচ ; গর্ভাবস্থায় গর্ভিণীর সংস্কার বিঃ। [গর্ভিণীকে গর্ভের পঞ্চম মাসে পঞ্চামৃত দান করিতে হয়। রেবতী অশ্বিনী পুনর্বসু পুষ্যা স্বাতী মূলা অনুরাধা মঘা হস্তা ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, শুক্র, বৃহস্পতি ও রবিবারে, রিক্তা ভিন্ন তিথিতে শুভযোগে শুভলগ্নে পঞ্চামৃত দান বিধেয়]। পঞ্চ অমৃতের সমাহার, সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চাম্র—অশ্বথ বিল্ব বকুল নারিকেল চম্পক—এই পঞ্চবৃক্ষ ; ১ অশ্বথ ১ বিল্ব ২ চম্পক ৩ কেশর ৭ তাল ৯ নারিকেল—এই ত্রয়োবিংশতি বৃক্ষ। কর্মধা। বি ; পু।

পঞ্চাম্ল—কোল দাড়িম্ব বৃক্ষাম্ল অম্লবেতস মাতুলঙ্গ—এই পাঁচ অম্ল। সমা দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চায়ত, পঞ্চায়েত—গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর লইয়া বিচারসভা ; স্বজাতি বা সমব্যবসায়ীদের মধ্যে বিরোধভঞ্জন বা মতানৈক্যাদি দূরীকরণ জন্য সালিশ বৈঠক। হি। বি।

পঞ্চায়ুধ-তরবারি শক্তি ধনুক কুঠার ও বর্ম—এই পাঁচটি অস্ত্র। সমা দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চাল—গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ও সন্নিহিত প্রাচীন জনপদ বিঃ। পন্চ্ (বিস্তার করা)+কালন্ কর্ম। বি ; পু।

পঞ্চালিকা, পঞ্চালী—বস্ত্রদন্তাদি নির্মিত পুত্তলি ; পাঁচালী গীতি। পঞ্চালিকা=পঞ্চালী+কণ্+আপ্। পঞ্চালী=পঞ্চাল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্চাশ—১। ৫০ সংখ্যার পূরণ, পঞ্চাশত্তম। পঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পঞ্চাশী**। ২। পঞ্চাশৎ (৫০)। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পঞ্চাশৎ—১। ৫০-সংখ্যা। পঞ্চ গুণিত যে দশ, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। ২। ৫০-সংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চাশত্তম—৫০ সংখ্যার পূরণ। পঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-মী**।

পঞ্চাশীতি-পঁচাশি, ৮৫-সংখ্যা ; ৮৫-সংখ্যক। মধ্যপ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পঞ্চাশীতিতম—পঁচাশি-সংখ্যার পূরক। পঞ্চাশীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

পঞ্চাস্য—'পঞ্চানন' দ্রঃ।

পঞ্চেন্দ্রিয়—চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্—এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ—এই পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়। পঞ্চ (পাঁচ) ইন্দ্রিয়, দ্বিগু। বি ; ক্লী।

পঞ্চেষু—কামদেব। পঞ্চ (পাঁচ) ইষু (বাণ) যাহার, বহু। ['পঞ্চবাণ' দ্রঃ।] বি ; পু।

পঞ্চোপচার—গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ও নৈবেদ্য—এই পাঁচ। পঞ্চ উপচার, কর্মধা। বি ; পু।

পঞ্জর—১। পিঞ্জর, খাঁচা। পিন্জ্ (বাস করা)+অরন্ অধি। ২। পাঁজরা ; শরীর ; অস্থিমাত্রাকার শরীর, কঙ্কাল। পিন্জ্+অরন্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

পঞ্জরাস্থি—পাঁজরার হাড়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পঞ্জা—মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলি সমেত করাংশ, অঙ্গুলিসহিত করতল বা তাহার ছাপ, কিংবা তদ্দ্বারা দ্বন্দ্ব ; পাঁচ কোঁটাযুক্ত তাস ; তাসের গেরাবু খেলায় উপরি উপরি পাঁচ বারে ৫ খানি তাস ধরিতে পারিলে যে জিত হয়, কিংবা সেই জিতের নিদর্শন পাঁচ কোঁটা তাস। ফা। বি।

পঞ্জি, পঞ্জিকা, পঞ্জী তিথিনক্ষত্রাদি-কালজ্ঞাপক গ্রন্থ, পাঁজি ; পাঁজ ; প্রস্তাবনা ; মীমাংসা ও ব্যাকরণের গ্রন্থ বিঃ। পঞ্জি=পিন্জ্+ইন্ কর্তৃ। পঞ্জিকা=পঞ্জি+কণ্+আপ্। পঞ্জী=পঞ্জি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পঞ্জিকাকার—পঞ্জিকার প্রণেতা। উপতৎ ; পঞ্জিকা—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

পঞ্জীকর—১। পঞ্জিকাকার, গণক। উপ ; পঞ্জী—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**। ২। লেখক জাতি, কায়স্থ। বি ; পু।

পট্—অনুকার শব্দ ; হঠাৎ। বাংপ্র। অ।

পট—১। ঘরের চাল ; ছাদ। পট্ (বেষ্টনাদি করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। চিত্রপট, ছবি ; দৃশ্যপট, scene. ৩। সুন্দর বসন ; আবরণ বস্ত্র। পট্+অন্ করণ। বি ; পু বা ক্লী।

পটক—শিবির, ছাউনি, তাম্বু। পট্ (বেষ্টন করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

পটকা—১। ক্ষুদ্র আতশবাজি বিঃ (ইহা অগ্নিসংযোগে পট্শব্দে ফাটিয়া যায়) ; মৎস্যের বায়ুকোষ বা পোড়ো। বাংপ্র। বি। ২। ক্ষীণজীবী, রুগ্ণ ('রোগা ')। বাংপ্র। বিণ।

পটকানো—পাতিত করা, আছাড় দেওয়া ; দুর্বল বা কৃশ হইয়া যাওয়া, ব্যাধিগ্রস্ত বা পরাস্ত হওয়া ; হারাইয়া দেওয়া। হি-মু। ক্রি।

পটকার—চিত্রকর, পটুয়া ; তন্তুবায়, তাঁতি। পট (চিত্র বা বস্ত্র) করে যে, উপতৎ ; পট—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

পটকুটী—পটমণ্ডপ, তাঁবু। পট নির্মিতা কুটী (গৃহ), মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

পটপটি—শিশুদিগের বাদ্যযন্ত্র বিঃ ; বাজি বিঃ ; ডুগডুগি ; জলজ উদ্ভিদ্ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পটবাস, পটাবাস-বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। পট নির্মিত বাস, আবাস, মধ্যপ। বি ; পু।

পটবেশ্ম (-বেশ্মন্)—পটমণ্ডপ, তাঁবু। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পটভূমি, পটভূমিকা—যে দৃশ্যপটের

সম্মুখে অভিনয় বা ফটো-তোলা হয়; চিত্রের পিছনের যে অংশ মুখ্য অংশকে ফুটাইয়া তোলে, background. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পটমঞ্জরী—রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

পটমণ্ডপ—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু, শামিয়ানা। পট (বস্ত্র) দ্বারা নির্মিত মণ্ডপ (গৃহ), মধ্যপ। বি; পুং।

পটময়—বস্ত্রগৃহ, তাঁবু। পট (বস্ত্র)+ময়ট্ বিকারার্থে। বি; স্ত্রী।

পটল—ঘরের চাল; ছাদ; পিটক; তিলক; পরিচ্ছেদ; পরিবার; সকল; সমূহ ('ধূলি -'); চক্ষুর পাতা, পক্ষ; নেত্ররোগ বিঃ। পট্+কলন্ করণ। বি; স্ত্রী।

পটলপ্রান্ত—চালের ছাঁচ, বা ছাদের কার্নিস। ৬তৎ। বি; পুং।

পটলী—ছাদ, চাল। পটল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পটহ—১। ঢক্কা, ঢাক, নাগরা; কর্ণপটহ বা কর্ণমধ্যস্থ ঝিল্লি, ear-drum. পট (অনুকরণ শব্দ)—হা (ত্যাগ করা)+ড কর্ত্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। সমারম্ভ; বধ। পট—হা+ড অধি। বি; পুং।

পটা—মিল হওয়া, মিলা, মিশ খাওয়া; বনতি হওয়া, বনা; রাজী হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পটাকা—পতাকা, নিশান। পট্ (গমন করা)+আক কর্ত্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পটানো—প্রবর্তিত করা, মত লওয়ানো; স্বমতে আনা; রাজী করা; ভুগানো; ভুলানো। বাংপ্র। ক্রি।

পটাম্বর—পট্টবস্ত্র। পটনির্মিত অম্বর (বস্ত্র), মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পটি, পটী—১। বস্ত্র; যবনিকা। পট্ (বেষ্টন করা)+ইন্ করণ, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। কণ্ঠবন্ধন বস্ত্র; সংযোজিত ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ড; পল্লী, পাড়া; সমব্যবসায়ী দোকানশ্রেণী, বাজারের বিভাগ ('তুলা--'); শ্রেণী, থাক্। বাংপ্র। বি।

পটিমা (পটিমন্)—দক্ষতা; পটুতা। পটু শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পুং।

পটিষ্ঠ—অতিশয় পটু বা নিপুণ, সুদক্ষ। পটু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

পটীয়স্ (-য়স্)—অতিশয় পটু, সুদক্ষ, সমর্থ। পটু+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**পটীয়সী**।

পটু—১। নিপুণ, দক্ষ; সমর্থ, কার্যক্ষম; নীরোগ; নিষ্ঠুর; চতুর; উজ্জ্বল; তীক্ষ্ণ; স্ফুট, প্রস্ফুটিত। পট্+উ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পটু** বা **পট্বী**।

পটুকা—কটিবন্ধ, কোমরবন্ধ, কোমরের পেটী। প্রা কপ্র। বি।

পটুতা, পটুত্ব—নিপুণতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য; চাতুর্য। পটু+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পটুয়া, পটো—পটকার, চিত্রকর জাতি; ঘুনসি প্রভৃতি পাটের সুতার জিনিস প্রস্তুতকারক। বাংপ্র। বি।

পটুরূপ—অতিশয় পটু, অতীব দক্ষ। পটু+রূপ অতিশয়ার্থে। বিণ।

পটোর—পট্টসূত্র, রেশম। প্রা কপ্র। বি।

পটোল—১। পলতাগাছ। পট+ওল কর্ত্তৃ। বি; পুং। ২। পলতাগাছের ফল। বি; ক্লী।

পটোলিকা, পটোলী—ক্ষুদ্র পটোল; ঝিঙা। পটোলী=পটোল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। পটোলিকা=পটোলী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

পট্ট—১। পেষণপ্রস্তর; শিল; তক্তা; ফলক, পাটা; পাগড়ি; পাট; পিঁড়ি; রাজাসন ('— মহিষী'); পাট্টা, সনন্দ; পটি; পাগড়ি; উত্তরীয়; রেশম, কৌষেয় ('—বস্ত্র'); চাল। পট্+ক্ত কর্ম। বি; পুং। ২। গ্রাম; নগর। বি; স্ত্রী।

পট্টজ—পট্টবস্ত্র, রেশমী কাপড়। পট্ট শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

পট্টজাত—রেশমী। ৫তৎ। বিণ।

পট্টদেবী, পট্টমহিষী—কৃতাভিষেকা রাজ্ঞী, প্রধানা মহিষী, পাটরানী। পট্ট (রাজাসন) স্থিতা দেবী বা মহিষী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পট্টন—নগর। পট্ (বাস করা)+তনন্ অধি। বি; ক্লী।

পট্টনায়ক—প্রধান নেতা, সাধারণ সৈন্য বা গ্রামের মোড়লের উপাধি বিশেষ; পদবী বিশেষ। কর্মধা। বি; পুং।

পট্টবস্ত্র—পাটের কাপড়, তসর গরদ চেলী প্রভৃতি রেশমী কাপড়। মধ্যপ। বি; ক্লী।

পট্টমহিষী—'পট্টদেবী' দ্রঃ।

পট্টশাক—পটোল-পাতা, পলতা; পাট-শাক, নালিতা। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

পট্টাবাস—তাঁবু। পট্ট নির্মিত যে আবাস, মধ্যপ। বি; পুং।

পট্টিকা—পট্ট। পট্ট+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

পট্টিশ, পট্টিস—প্রাচীন খড়্গ বিঃ। পট+টিশচ্, টিসচ্ করণ। বি; পুং।

পট্টী—১। ললাট-ভূষণ; অশ্বের বক্ষো-বন্ধন রজ্জু, ঘোড়ার পেটী। পট্ট+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ধাপ্পা, ধোকা। বাংপ্র। বি।

পট্টু—'পটু' দ্রঃ।

পঠদ্দশা—পড়ার অবস্থা, অধ্যয়নকাল, ছাত্রাবস্থা। পঠতের দশা, ৬তৎ; বা পঠন্তী দশা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পঠৎ (পঠৎ)—পাঠকারী, যে পড়িতেছে এমন। পঠ+শতৃ কর্ত্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**পঠন্তী**।

পঠন—পাঠ, অধ্যয়ন, পড়া। পঠ্ (পাঠ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পঠনীয়—পাঠ্য, অধ্যয়নযোগ্য। পঠ্ (পাঠ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

পঠিত—যাহা পড়া হইয়াছে এরূপ, অধীত। পঠ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পঠিতব্য—পঠনীয়, পাঠ্য। পঠ্+তব্য কর্ম। বিণ।

পঠ্যমান—যাহা পড়া হইতেছে এমন। পঠ+শান কর্ম। বিণ।

পড়তা—দ্যূতক্রীড়াদিতে 'দান' পড়া, সৌভাগ্য উদয়; আবর্তন-বহন-ব্যয়াদিতে মূল্য; খরচা; হিসাব করিয়া যে সংখ্যা পাওয়া যায় ('গড়—'); বাংপ্র। বি।

পড়তি—ক্ষতি, হানি; অবনতি; যাহা পড়িয়া [illegible] ('ঝরতি—')। বাংপ্র। [illegible]

পড়ন্ত—ক্ষীয়মাণ, যাহা হ্রাস হইতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

পড়পড়—[illegible] ছেঁড়ার শব্দ; পতনোন্মুখ, পুড়োপড়ো। বাংপ্র। বিণ।

[illegible] বাংপ্র। বি।

পড়া—১। [illegible] হওয়া; পাঠ করা; [illegible] হওয়া; অবস্থিত বা মুখ্য থাকা; [illegible] হওয়া; আক্রমণ করা ('[illegible]—'); উপস্থিত হওয়া, ঘটা; দশাগ্রস্ত হওয়া ('বাঁধা —'); কমা, মন্দীভূত হওয়া; [illegible] ('টাক —'); প্রবৃত্ত হওয়া ([illegible])। ক্রি। ২। পতন; পঠন, পাঠ; [illegible]। বি। ৩। পঠিত; [illegible] মন্ত্রপূত। বাংপ্র। [illegible]

পড়া—কালো দাগ ধরা। [illegible] **পড়া**—গলগ্রহ হওয়া। [illegible] অনাহূতভাবে আসা। **জলে পড়া**—অসহায় বা নিরুপায় হওয়া। **ডাক পড়া**—আহ্বান আসা; প্রয়োজন হওয়া। **পেট পড়া**—না খাওয়ায় উদর শীর্ণ হওয়া। **বুক দিয়া পড়া**—প্রাণপণে যত্ন করা। **মন পড়া**—আসক্তি হওয়া। **রাগ পড়া**—রাগ কমিয়া যাওয়া। **রোদ পড়া**—রোদের ঝাঁজ কমিয়া যাওয়া।

পড়ানো—পাতিত করা, ফেলানো; পাঠ করানো, অধ্যয়ন করানো, বিদ্যাশিক্ষা করানো; পাখি প্রভৃতিকে বুলি শিখানো। বাংপ্র। ক্রি।

পড়া-শুনা—লেখাপড়ার চর্চা, পাঠাভ্যাস, বিদ্যালোচনা, বিদ্যাশিক্ষা। বাংপ্র। বি।

পড়িহারী—অন্তঃপুররক্ষক; দ্বারপাল। <প্রতিহারী। প্রা কপ্র। বি।

পড়ু—পড়ে, পড়িল; পাঠ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পড়ুয়া—পাঠার্থী, শিক্ষার্থী, ছাত্র। বাংপ্র। বি।

পড়েন—১। পতিত হন; পাঠ করেন। ক্রি। ২। তাঁতের বা কাপড়ের [illegible] দিকের সূতা; ওজনের বাটখারা, [illegible] বি।

[illegible]—১। পড়ুয়া, ছাত্র। বি। ২। [illegible] পণ্ডিত, [illegible]; নিষ্ফল, অনর্থক। বাংপ্র। বিণ।

[illegible] বাটখারা। প্রা কপ্র। বি।

[illegible] বিক্রেয় বস্তু; শর্ত; প্রতিজ্ঞা; [illegible]। পণ (বিক্রয় করা)+অল্ কর্ম। ২। [illegible]। পণ্+অল্ ভাব। ৩। মূল্য; [illegible] যা বস্তাকে দেয় ধন; বেতন; [illegible] কার্ষাপণ; ধন; বরাটক। [illegible] অল্ [illegible] করণ। বি; পু।

পণন—ক্রয়বিক্রয়, কেনা[illegible]। পণ্ (ক্রয়-বিক্রয় করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

পণব—ঢকা বিঃ। পণ—[illegible] (গমন করা) +ড কর্তৃ। বি; পু।

পণবদ্ধ—প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, [illegible], প্রতি-শ্রুত। ৩তৎ। বিণ।

পণবন্ধ—প্রতিজ্ঞাবন্ধন [illegible] কলসন্ধি ৩ বা ৬তৎ। বি; [illegible]

পণবা—ঢকা [illegible] পণব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পণস—[illegible] কাঁটাল। পণ (বিক্রয় করা)+[illegible] কর্ম। বি; পু।

[illegible]—[illegible] বারাঙ্গনা, পুংশ্চলী, বেশ্যা। পণ (মূল্য) প্রা কা অঙ্গনা (স্ত্রী), মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

[illegible]—কপর্দক, কড়ি। পণের (মূল্যের) আদি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পণায়—ক্রয়বিক্রয় জন্য লাভ। পণ দ্বারা আয়, ৩তৎ। বি; পু।

পণাস্থি—কপর্দক, কড়ি। পণ (মূল্য) সাধক অস্থি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পণিত—ক্রীত; বিক্রীত; ব্যবহৃত; স্তুত; বর্ণিত। পণ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পণিতব্য—স্তোতব্য; বিক্রেতব্য; ব্যবহার্য। পণ্+তব্য কর্ম। বিণ।

পণিতা (-তৃ)—ক্রয়কারী, ক্রেতা, খরিদ-দার; বিক্রয়কারী, বিক্রেতা, বেচনদার। পণ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী— **পণিত্রী**।

পণ্ড—১। ক্লীব, নপুংসক। পণ্+ড কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। বিফল, নিষ্ফল; নষ্ট। বিণ।

পণ্ডশ্রম—নিষ্ফল পরিশ্রম। কর্মধা। বি; পু।

পণ্ডা—১। নিষ্ফলা, ব্যর্থা। পণ্ড+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি; তীক্ষ্ণবুদ্ধি; শাস্ত্রজ্ঞান। পন্ড্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পণ্ডিত—১। শাস্ত্রজ্ঞ; জ্ঞানী; বিদ্বান্; নিপুণ। পণ্ডা (শাস্ত্রজ্ঞান) আছে ইহার এই অর্থে পণ্ডা+ইত। বিণ। ২। সংস্কৃত বা বাংলা ভাষার শিক্ষক। বাংপ্র। বি।

পণ্ডিতপ্রবর—পণ্ডিতবর, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, মহাজ্ঞানী। ৭তৎ। বিণ।

পণ্ডিতমানী (-মানিন্)—পাণ্ডিত্যাভি-মানবিশিষ্ট ['পণ্ডিতম্মন্য' দ্রঃ]। পণ্ডিত—মন্ (বোধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মানিনী**।

পণ্ডিতমূর্খ পণ্ডিত হইয়াও মূর্খের ন্যায় আচরণকারী। পণ্ডিত অথচ মূর্খ, কর্মধা। বিণ।

পণ্ডিতম্মন্য—পাণ্ডিত্যাভিমানী, নিজে পণ্ডিত বলিয়া যাহার খুব অভিমান আছে এরূপ, যে আপনাকে খুব পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এরূপ। পণ্ডিত—মন্ (বোধ করা)+খশ্ কর্তৃ। বিণ।

পণ্ডিতাভিমানী (-মানিন্)—পাণ্ডিত্যের অভিমানযুক্ত, নিজে খুব পণ্ডিত বলিয়া গর্বিত, পণ্ডিতম্মন্য। বিণ; পু। স্ত্রী **মানিনী**।

পণ্ডিতায়মান—যে পূর্বে পণ্ডিত ছিল না এক্ষণে পণ্ডিত হইয়াছে এরূপ। পণ্ডিত শব্দ+ক্যঙ্=পণ্ডিতায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান কর্তৃ। বিণ।

পণ্ডিতি—পণ্ডিতের কাজ বা পদ। বাংপ্র। বি।

পণ্ডিতী প্রাচীন পণ্ডিতের মত, সংস্কৃতবহুল ('— ভাষা')। বাংপ্র। বিণ।

পণ্য—১। বিক্রেয়; ব্যবহার্য; স্তোতব্য। পণ্ (কেনা বেচা করা)+য কর্ম। বিণ। ২। বিক্রয় দ্রব্য; মূল্য, মাশুল, ভাড়া। বি; স্ত্রী।

পণ্যজীবী (-জীবিন্)—ক্রয়বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, পণ্যাজীব, ব্যবসায়ী, বণিক্। উপতৎ; পণ্য—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

পণ্যবীথিকা, পণ্যবীথী—পণ্যবিক্রয়-শালা, বিপণি, দোকান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পণ্যশালা—ক্রয়বিক্রয়স্থান, দোকান, হাট, বাজার প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পণ্যস্ত্রী, পণ্যাঙ্গনা—বারাঙ্গনা; বেশ্যা। পণ্য যে স্ত্রী বা অঙ্গনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পণ্যাজীব—সওদাগর, বণিক্। পণ্য আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পু।

পতঙ্গ—বিহঙ্গ, পক্ষী। উপতৎ; পত (পক্ষ) —গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

পতঙ্গ, পতঙ্গম—শলভ ফড়িঙ প্রজাপতি মশা মাছি প্রভৃতি; পক্ষী; সূর্য; শর। পত (পক্ষ) দ্বারা গমন করে যে, উপতৎ; পত—গম্ (গমন করা)+খ কর্তৃ নিপাতনে। বি; পু।

পতঙ্গবৃত্ত—পতঙ্গ-স্বভাববিশিষ্ট, পতঙ্গ যেমন জীবননাশের সম্ভাবনা থাকিলেও আগুনে ঝাঁপ দেয় তদ্রূপ প্রাণহানির সম্ভাবনা থাকিলেও যে অন্ধভাবে লোভনীয় কিন্তু বিপৎপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ করে এমন। পতঙ্গের বৃত্তের (স্বভাবের) ন্যায় বৃত্ত (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

পতঙ্গবৃত্তি—পতঙ্গের ন্যায় স্বভাব, পতঙ্গের মুগ্ধভাবে আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার ন্যায় বিপৎপূর্ণ কার্যে হস্তক্ষেপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পতঙ্গিকা—মধুমক্ষিকা। পতঙ্গ শব্দ+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

পতঞ্জলি—পাণিনি-ভাষ্যকার যোগশাস্ত্র-সূত্রকার জনৈক মুনি। [ইহার প্রণীত যোগশাস্ত্রের নাম "পাতঞ্জল দর্শন"। কাহারও কাহারও মতে পাণিনি-ভাষ্যকার পতঞ্জলি ও যোগশাস্ত্রসূত্রকার পতঞ্জলি এক ব্যক্তি নহেন। ডাক্তার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের গবেষণার ফলে পতঞ্জলির আবির্ভাবকাল স্থিরীকৃত হইয়াছে। মহাভাষ্যের স্থলবিশেষ হইতে প্রমাণ হয় যে, পতঞ্জলি শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার জীবনকালের মধ্যে গ্রীকগণ কর্তৃক সাকেত ও মধ্যমিকা নগরী অবরুদ্ধ হইয়াছিল। এই গ্রীক-আক্রমণ মেনেণ্ডারের সমকালে সংঘটিত হয়, সুতরাং অনুমান খ্রীষ্টের জন্মের ১৫০ বৎসর পূর্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন]। পতৎ (পতন-শীল)+অঞ্জলি, নিপাতনে; প্রবাদ এইরূপ যে, ইনি স্বর্গ হইতে পাণিনি মুনির অঞ্জলিতে সর্পাকারে পতিত হইয়াছিলেন। বি; পু।

পতত—পড়িতেছে। সংস্কৃত 'পততি' ক্রিয়ার অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। ক্রি।

পতত্র—পক্ষ, পাখীর ডানা। পতৎকে (পড়ন্তকে) ত্রাণ করে যে, উপতৎ; পতৎ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

পতত্রী (-ত্রিন্) পক্ষী। পতত্র (পক্ষ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

পতন—পড়া; চলন; ভ্রংশ, স্খলন। পত্ (পড়া)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

পতনোন্মুখ—পতনোদ্যত, পড়পড়, পড়িতে উদ্যত। ৭তৎ। বিণ।

পতপত—নিশান ওড়ার শব্দ বাংপ্র। অ

পতয়ালু—পতৎ, পতনশীল। ণিজন্ত পত্ (পড়া)+আলু কর্তৃ। বিণ।

পতত্র—১। লৌহবন্ধনী, লৌহাদি ধাতুর পাতলা সরু পাত। <পত্র। ২। প্রত্যয়, বিশ্বাস। গ্রা কপ্র। বি।

পতাকা—ধ্বজ, নিশান; ধ্বজপট; সৌভাগ্যচিহ্ন; নাটকের অঙ্গ বিঃ। পত্ (পড়া)+আক কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

পতাকিনী—১। পতাকাধারিণী। পতাকিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সেনা। বি; স্ত্রী।

পতাকী (-কিন্)—১। পতাকাধারী। পতাকা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পতাকিনী**। ২। রথ। বি; পু।

পতাকীচক্র—জ্যোতিষোক্ত চক্র বিঃ [ইহা দ্বারা জাত বালকের রিষ্ট্যাদি নিরূপিত হয়]। বি; স্ত্রী।

পতাপত—পুনঃ পুনঃ পতনশীল। যঙ্লুগন্ত পত্ (পুনঃ পুনঃ পড়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

পতি—অধিপতি, ঈশ্বর; ভর্তা, স্বামী; নেতা, নায়ক; রক্ষাকর্তা; প্রভু। পা (পালন করা)+ডতি কর্তৃ। বি; পু।

পতিংবরা—স্বেচ্ছায় পতিগ্রাহিণী, স্বয়ংবরা। পতি শব্দ—বৃ (বরণ করা)+খ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিঘ্ন—প্রভুহত্যাকারী, স্বামিহন্তা। উপতৎ; পতি—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পতিঘ্নী**।

পতিঘ্নী—১। স্বামিহন্ত্রী, পতিঘাতিনী। পতিঘ্ন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিনাশক হস্ত রেখা বিঃ। বি; স্ত্রী।

পতিত—পড়িয়াছে এরূপ; অধোগত; চলিত; স্খলিত; সমাজে অবনত; উপস্থিত ('দৃষ্টিপথে —'); অকর্ষিত, অব্যবহৃত ('— জমি'); গলিত; পাপী, ধর্মভ্রষ্ট। পত্ (পড়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পতিতপাবন—পতিতোদ্ধারক, পাপীর উদ্ধারকর্তা। পতিত—ণিজন্ত পূ বা পাবি (শুদ্ধ করান)+অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -নী।

পতিতা—অধোগতা; চলিতা; পাপিনী, ধর্মভ্রষ্টা; কুলটা। পতিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিদেবতা—১। পতিপ্রাণা, পতিই যাহার দেবতাস্বরূপ। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। (ব্যঙ্গার্থে) পতিরূপ দেবতা। বি; স্ত্রী।

পতিপ্রাণা—স্বামিগতজীবনা, পতিপরায়ণা, পতিব্রতা, সাধ্বী। পতি প্রাণ যে স্ত্রীর, বহু [যে রমণীর জীবন ভর্তার জীবনের উপর নির্ভর করে]। বিণ; স্ত্রী।

পতিপ্রিয়া—পতির অত্যধিক স্নেহভাগিনী, পতিসোহাগিনী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

পতিবত্নী—সভর্তৃকা, সধবা। পতি শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পতিবান্ধব—ভর্তার স্বজন; পতির মাতা পিতা ও ভ্রাতা, পতির ভ্রাতার ও ভগিনীর সন্তান, পতির পিতার সহোদর। ৬তৎ। বি; পু।

পতিবিয়োগ—ভর্তার সহিত বিচ্ছেদ; স্বামীর মৃত্যু। ৬তৎ। বি; পু।

পতিব্রতা—পতিপরায়ণা, সাধ্বী, সতী। পতি হইয়াছে ব্রতস্বরূপ (উপাস্য দেবতা) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। পতিব্রতার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

"আর্তার্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥"

অর্থাৎ পতি কাতর হইলে যিনি কাতরা হন, পতি হৃষ্ট হইলে যিনি হৃষ্টা হন, পতি বিদেশগত হইলে যিনি মলিনা ও কৃশা হন, পতি মৃত হইলে যিনি সহমৃতা হন, তিনিই পতিব্রতা।

পতিয়াই—প্রত্যয়। গ্রা কপ্র। বি।

পতীয়ন্তী—পতিকামা, স্বামীর অভিলাষিণী। পতি শব্দ+ক্য=পতীয় (নামধাতু), তদুত্তরে শতৃ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পত্তন—১। পট্টন, নগর। পদ্ (গমন করা)+তনন্ অধি। বি; ক্লী। ২। স্থাপন, প্রতিষ্ঠা; নির্মাণ আরম্ভ, ভিত্তিস্থাপন, সূত্রপাত, শুরু; ভিত্তিভূমি। বাংপ্র। ৩। সন্ধান। গ্রা কপ্র। বি।

পত্তনি—মৌজা বা তালুক জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট খাজানায় কায়েমী বন্দোবস্ত। বাংপ্র। বি।

পত্তনিদার—যে পত্তনি লয়, পত্তনিস্বত্বভোগী, পত্তনি স্বত্বের ভূস্বামী। বাংপ্র। বি।

পত্তনী—নির্দিষ্ট খাজনা দিবার নিয়মে সংস্থাপিত ('— ভূমি')। বাংপ্র। বিণ।

পত্তি—১। পদাতি। পদ্ (গমন করা)+তি কর্তৃ। বি; পু। ২। গতি। পদ্+ক্তি ভাব। ৩। হস্তী ১, রথ ১, অশ্ব ৩, পদাতি ৫, এতৎসংখ্যক সেনা। পদ্+ক্তি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

পত্তিসংহতি—সৈন্যবৃন্দ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পত্নী—ভার্যা, বিবাহিতা স্ত্রী। পতি+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, নিপাতনে। বি; স্ত্রী।

পত্নীপ্রিয়—১। ভার্যার দয়িত, স্ত্রীর প্রেমাস্পদ। ৬তৎ। ২। পত্নীবৎসল, পত্নীতে একান্ত অনুরাগী। পত্নী প্রিয় যাহার (যে পুরুষের), বহু। বিণ।

পত্নীপ্রেম (-প্রেমন্)—১। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। ২। স্ত্রীর ভালবাসা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পত্নীবৎসল—পত্নীপ্রিয়, ভার্যাতে একান্ত স্নেহশীল। ৭তৎ। বিণ; পু।

পত্র—১। পাতা; বাহন, উষ্ট্র গো অশ্ব শকটাদি। পত্ (পড়া, যাওয়া)+ষ্ট্রন্ কর্তৃ। ২। পক্ষীর পালক; ডানা; বাণের পাখা; গ্রন্থাদির পাতা; স্বর্ণাদির পাত; শরপত্র; লিপি, চিঠি; লিখিত বা মুদ্রিত কাগজ; দলিল; প্রভৃতি, এবং অন্যান্য দ্রব্য ('বিছানা—')। পত্+ষ্ট্রন্ করণ। বি; ক্লী।

পত্রদারক—করপত্র, করাত। উপতৎ; পত্র—দৃ (বিদারণ করা)+ণক কর্তৃ; বা পত্রাকার যে দারক (বিদারক), মধ্যপ। বি; পু।

পত্রপাঠ—১। চিঠি পড়া। ৬তৎ। বি। ২। পড়িবামাত্র। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পত্রপুট—১। পত্ররূপ পাত্র। রূপক। ২। পত্ররচিত পাত্র, পাতার ঠোঙা। মধ্যপ। বি; পু।

পত্রপুষ্প—১। পাতা ও ফুল। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। ২। রক্ততুলসী। পত্রই পুষ্প যাহার, বহু। বি; পু।

পত্রবাহক—চিঠিবহনকারী, লিপিবাহী, হরকরা। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**পত্রবাহিকা**।

পত্রবেষ্ট—অলংকার বিঃ, তাড়ঙ্ক। উপতৎ; পত্র (কানের পাতা)—বেষ্ট (বেষ্টন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পত্রভঙ্গ—কপোলাদিতে চিত্ররচনা, পত্রলেখা, গণ্ডদেশে তিলকাদি রচনা। মধ্যপ। বি; পু।

পত্ররথ—বাণ; পক্ষী। পত্র (পক্ষ) রথ (গমনসাধন) যাহার, বহু। বি; পু।

পত্ররেখা, পত্রলেখা, পত্রবল্লী—পত্রাবলীরচনা, তিলকাদি; কপোলাদিতে চিত্ররচনা। পত্রাকারা রেখা ইত্যাদি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পত্রলতা—পানগাছ। পত্রপ্রধানা লতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পত্রলেখা—কপোলাদিতে পত্রাবলী রচনা; তিলক; চিঠি লেখা; কাদম্বরী গ্রন্থের চরিত্র বিশেষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পত্রশ্রেষ্ঠ—বিল্ববৃক্ষ। পত্র শ্রেষ্ঠ যাহার, বহু। বি; পু।

পত্রাঙ্ক—বই প্রভৃতির পাতার বা পৃষ্ঠার ক্রমসূচক সংখ্যা। ৬তৎ। বি; পু।

পত্রাবলি, পত্রাবলী, পত্রালী—পত্ররচনা; অলকা তিলকা; পত্রের সমষ্টি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পত্রিকা—পত্র, লিপি, চিঠি, লেখ্য; খবরের কাগজ; পত্রসমষ্টি, পুস্তিকা; সাময়িক পত্র বা পুস্তিকা। পত্র+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

পত্রিণী—১। পত্রবিশিষ্টা। পত্রিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পক্ষিণী; পল্লব। বি; স্ত্রী।

পত্রী (পত্রিন্)—১। পত্রবিশিষ্ট। পত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পত্রিণী**। ২। বৃক্ষ; পর্বত; তালবৃক্ষ; পক্ষী; বাণ; রথ। বি; পু।

পত্রী—পত্রিকা, লিপি, পত্র, চিঠি। পত্র+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পত্রোদগম পত্রনির্গম, পাতা বাহির হওয়া। পত্রের উদগম, ৬তৎ। বি; পু।

পত্রোল্লাস—কলিকা, মুকুল, বউল। পত্রের উল্লাস (শোভা) হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

পথ—রথ্যা, রাস্তা; উপায়, গতির দিক্; অভিমুখ; দ্বার ('জলনিকাশের —')। পথ্ (গমন করা)+অল্ করণ। বি; পু। **পথ করা**—রাস্তা তৈয়ার করা; উপায় বাহির করা। **পথ দেখা**—সরিয়া পড়া, প্রস্থান করা। **পথ দেখানো**—পথ প্রদর্শন করা; দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। **পথে দাঁড়ানো**—সম্পূর্ণ নিঃস্ব হওয়া। **পথের কাঁটা**-উন্নতির বাধা। **পথের কুকুর**—একান্ত অবহেলিত ও আশ্রয়হীন ব্যক্তি। **পথের ভিখারী**—নিতান্ত দীনহীন ব্যক্তি।

পথক—পথিক (তাহা দ্রঃ)। পথ+কণ্ কুশলার্থে। বিণ বা বি; পু।

পথকর—পথনির্মাণাদির জন্য প্রজার দেয় কর বা শুল্ক। মধ্যপ। বি; পু।

পথখরচ—পাথেয়, রাহাখরচ। বাংপ্র। বি।

পথপ্রদর্শক—পথপ্রদর্শনকারী, যে রাস্তা দেখাইয়া দেয় এরূপ। ৬তৎ। বিণ।

পথপ্রান্ত—পথের শেষসীমা; পথের ধার। ৬তৎ। বি; পু।

পথভ্রষ্ট—পথচ্যুত, পথ ছাড়িয়া বিপথে পতিত। ৫তৎ। বিণ।

পথভ্রান্ত—পথহারা, যে রাস্তা ভুলিয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ। বি—**পথভ্রান্তি**।

পথরোধ—পথ রুদ্ধ করা, রাস্তা আগলান। ৬তৎ। বি; পু।

পথহারা—পথভ্রান্ত, যে রাস্তা হারাইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

পথিক—১। পথগামী জন, পান্থ; বিদেশস্থ লোক। বি; পু। ২। পর্যটক, ভ্রমণকারী। পথিন্ (পথ)+কণ্। বিণ।

পথিকশালা—পথিকদিগের আবাসস্থল, পান্থনিবাস, সরাই, চটী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পথিপার্শ্ব—রাস্তার ধার। ৬তৎ। বি; পু।

পথ্য—১। উপকারক, হিত; যোগ্য; রোগীর যোগ্য ভোজ্য। পথ+য অর্হার্থে; অথবা পথ (গমন করা)+য কর্ম। বিণ। ২। রোগীর উপযুক্ত খাদ্য বা পানীয়। বি; ক্লী।

পথ্যসেবন—রোগীর উপযুক্ত আহার্য ভোজন; হিতকর ভোজ্য ভক্ষণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পথ্যাপথ্য—১। সুপথ্য এবং কুপথ্য; উপকারী ও অনুপকারী। পথ্য ও অপথ্য, দ্বন্দ্ব। বিণ। ২। রোগীর হিতকর ও অহিতকর খাদ্য বা পানীয়। বি; ক্লী।

পদ—চরণ, পা; অনুগ্রহ, আশ্রয়; চরণচিহ্ন; আধিপত্য; ছল; ব্যবসায়; কর্মের ভার; চাকরি; অবস্থা; কবিতার চরণ; কবিতা; বিভিন্ন বস্তু, অঙ্গ, খাদ্যতালিকার প্রত্যেক রকম, item of menu; বস্তু; অবকাশ, স্থান; বাচক শব্দ; বাক্য; ছন্দে গ্রথিত বর্ণসমূহ; সুপ্‌তিঙন্ত শব্দ; পাদ, চতুর্থাংশ। পদ (গমন করা ইত্যাদি)+অল্ করণ। বি; ক্লী।

পদক—১। পদবেত্তা; কণ্ঠভূষণ বিঃ। পদ+কণ্। বি; পু। ২। পুরস্কারের নিদর্শনস্বরূপ ধাতুময় আভরণ বিঃ, medal. বাংপ্র। বি।

পদকর্তা (-কর্তৃ)—পদের অর্থাৎ শ্লোকের বা গানের রচক। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**পদকর্ত্রী**।

পদকার—পদকর্তা (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ; পদ—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

পদক্ষেপ, পদন্যাস, পদবিক্ষেপ—পদস্থাপন, পদার্পণ, পা ফেলা। ৬তৎ। বি; পু।

পদগ—১। পাদচারী। উপতৎ। পদ-গম্+ক.কর্তৃ। বিণ। ২। পদাতি। বি; পু।

পদগৌরব—পদের সম্মান, আধিপত্যের সম্ভ্রম। পদজনিত গৌরব, মধ্যপ। বি; পু।

পদচারণ, -চারণা—পদবিক্ষেপ, বেড়ানো, পায়চারি। পদের চারণ, চারণা (সঞ্চালন), ৬তৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

পদচারী (-চারিন্)—পদদ্বারা গমনশীল, পদগামী। উপতৎ; পদ—চর্+ণিন্ শীলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পদচারিণী**।

পদচিহ্ন—পদাঙ্ক, পায়ের ছাপ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদচ্ছায়া—চরণের ছায়া, পদতলে আশ্রয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পদচ্যুত—অধিকারভ্রষ্ট, স্বাধিকৃত স্থান বা সম্মান হইতে বিতাড়িত; বরখাস্ত। ৫তৎ। বিণ।

পদচ্ছায়া—চরণের ছায়া; চরণতলে আশ্রয়। < পদচ্ছায়া। বি।

পদত্যাগ—অধিকার পরিত্যাগ, চাকুরি বা কর্ম ছাড়া। ৬তৎ। বি; পু।

পদদলিত—পদমর্দিত, চরণপিষ্ট, পদাহত। ৩তৎ। বিণ।

পদধূলি—চরণরেণু, পায়ের ধুলা। পদলগ্ন ধূলি, মধ্যপ। বি; পু।

পদধ্বনি—পদশব্দ, পায়ের শব্দ। ৬তৎ। বি; পু।

পদন্যাস—'পদক্ষেপ' দ্রঃ।

পদপঙ্কজ, পদসরোজ, পদাম্বুজ—পদারবিন্দ, পাদপদ্ম, চরণকমল। পদরূপ পঙ্কজ, সরোজ বা অম্বুজ, রূপক; কিংবা পদ পঙ্কজ বা সরোজ বা অম্বুজ প্রায়, উপমিত। বি; ক্লী।

পদপরিচয়—(ব্যাক) বাক্যস্থিত এক পদের সহিত অন্যান্য পদের সম্বন্ধ নির্ণয়, parsing. ৬তৎ। বি; পু।

পদপল্লব—চরণ রূপ পল্লব, পল্লবসদৃশ মনোহর পদতল বা চরণ। রূপক বা উপমিত। বি; পু।

পদপ্রান্ত—চরণসমীপ; পদতল। ৬তৎ। বি; পু।

পদপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—চরণাভিলাষী; কাহারও স্থান গ্রহণের আকাঙ্ক্ষী, চাকরির উমেদার; আধিপত্য-লাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।

পদবি, পদবী—পথ; উপনাম, উপাধি; বংশসূচক নাম; ব্যবসায়। পদ (গমন করা)+অবি করণ, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পদবিক্ষেপ—'পদক্ষেপ' দ্রঃ।

পদবিন্যাস-পদস্থাপন, পা রাখা; পদবিক্ষেপ; শ্লোকাংশের উল্লেখ। ৬তৎ। বি; পু।

পদব্রজ—হাঁটিয়া গমন। ৭তৎ। বি; পু।

পদব্রজে—পদচালনাপূর্বক, পাদচারে, পায়ে হাঁটিয়া। পদের ব্রজ (গতি) আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পদভঞ্জন—১। কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা। পদের ভঞ্জন, ৬তৎ। ২। নিরুক্ত গ্রন্থ বিঃ। পদের ভঞ্জন আছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

পদমদ—উচ্চ পদলাভ জন্য গর্ব, আধিপত্য লাভজনিত অভিমান। পদজনিত মদ, মধ্যপ। বি; পু।

পদমর্যাদা—পদগৌরব, আধিপত্যের সম্মান। পদজনিত মর্যাদা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পদমূল—পদতল, পদপ্রান্ত; পায়ের গোড়ালি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদযুগল—চরণদ্বয়, পা দুখানি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদরজঃ (-রজস্)—পদরেণু, পায়ের ধুলা। পদলগ্ন রজঃ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

পদরেণু—পদধূলি। পদলগ্ন রেণু, মধ্যপ। বি; পু বা স্ত্রী।

পদলেহন—পা চাটা; হীনভাবে খোশামোদ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পদশব্দ—পদধ্বনি, পায়ের আওয়াজ। ৬তৎ। বি; পুং।

পদসরোজ—'পদপঙ্কজ' দ্রঃ।

পদসেবা—পা টেপা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পদস্খলন—পা সরিয়া যাওয়া, পা পিছলানো; কর্তব্যচ্যুতি; চরিত্রভ্রংশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, **-স্খলিত**।

পদস্থ—স্বাধিকারে স্থিত, উচ্চস্থানে বা চাকরিতে অবস্থিত; সম্মানিত, সম্রান্ত। উপতৎ; পদ—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

পদাগ্র—পদের অগ্রভাগ, পদসমীপ; পদতল। ৬তৎ। বি; পুং।

পদাঘাত—চরণ-প্রহার, লাথি মারা। পদ দ্বারা আঘাত, ৩তৎ। বি; পুং।

পদাঙ্ক—চরণ-চিহ্ন, পায়ের দাগ। পদের অঙ্ক, ৬তৎ। বি; পুং।

পদাতি—পদচারি-সৈনিক; পেয়াদা। পদ—অত্ (গমন করা)+ইন্ কর্তৃ। বি; পুং। [বি; পুং।

পদাতিক—পদাতি। পদাতি+কণ্ স্বার্থে।

পদানত—পদপতিত, যে পায়ে পড়িয়াছে এরূপ। পদে আনত, ৭তৎ। বিণ।

পদানুবর্তী (-বর্তিন্)—পদের অনুগামী, পদচিহ্ন ধরিয়া গমনকারী; অনুরূপ কার্যকারী। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**পদানুবর্তিনী**।

পদান্বয়—বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদের প্রকারভেদ, এবং লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, কারক, উপকারক, কাল ও বাচ্য ভেদের যথাসম্ভব উল্লেখ; সান্বয় পদনির্বাচন। ৬তৎ। বি; পুং।

পদাবলী—কবিতাসমূহ; বৈষ্ণবগীতিকবিতা। পদের আবলী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। **পদাবলী সাহিত্য**—বৈষ্ণব কবিদের রচিত রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কাব্যগ্রন্থ সকল।

পদাম্বুজ—'পদপঙ্কজ' দ্রঃ।

পদাম্ভোজ—পদারবিন্দ (তাহা দ্রঃ)। রূপক বা উপমিত। বি; ক্লী।

পদার—১। নৌকা। উপতৎ; পদ—ঋ (গমন করা)+অল্ অধি। ২। পদধূলি। ......+অন্ কর্তৃ। বি; পুং।

পদারবিন্দ—পাদপদ্ম, চরণকমল। পদ রূপ অরবিন্দ, রূপক কর্মধা; অথবা পদ অরবিন্দ প্রায়, উপমিত। বি; ক্লী।

পদার্থ—পদের অভিধেয়; দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব, এই সপ্ত বস্তু। পদের অর্থ, ৬তৎ। বি; পুং।

পদার্থদর্শন—যে শাস্ত্র দ্বারা জড়বস্তুসমূহের গুণক্রিয়াদি জানা যায়, Natural Science, Natural Philosophy. পদার্থের দর্শন হয় যদ্দ্বারা, বহু; বা পদার্থ বিষয়ক দর্শন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

পদার্থবিজ্ঞান, -বিদ্যা—শাস্ত্র বিঃ, যে শাস্ত্র দ্বারা পদার্থসমূহের উৎপত্তি, গতি ও গুণাগুণ প্রভৃতি জানা যায়, ভূতবিদ্যা, Physics. মধ্যপ। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

পদার্পণ—পদবিন্যাস, পা দেওয়া; প্রবেশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদাশ্রয়—১। চরণরূপ অবলম্বন। রূপক। ২। চরণচ্ছায়া। পদে আশ্রয়, ৭তৎ। বি; পুং।

পদাশ্রিত—চরণে আশ্রয়প্রাপ্ত, যে পায়ে আশ্রয় লইয়াছে, একান্ত অনুগত। ৭তৎ। বিণ।

পদাসন—পাদপীঠ, পা রাখিবার চৌকি বা পিঁড়ে। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদাহত—পদপ্রহৃত, যাহাকে লাথি মারা হইয়াছে এরূপ। পদ দ্বারা আহত, ৩তৎ। বিণ।

পদিক—পদাতি। পদ শব্দ+ষ্ণিক। বি; পুং।

পদুমা—পদ্মানদী; পদ্মাবতী। প্রা কপ্র। বি।

পদুমিনী—পদ্মিনী। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

পদোদক, পাদোদক—চরণবারি, পা ধোয়া জল। পদস্পৃষ্ট, পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

পদোন্নতি—পদের উৎকর্ষ, অধিকারের উন্নতি; মর্যাদা বেতন ইত্যাদির বৃদ্ধি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পদ্ধতি, পদ্ধতী—গ্রন্থরচনা; পদবী; শ্রেণী; সরণি; প্রণালী; রীতি; পথ; রেখা; আচার; প্রবাহ। পাদ—হন্ (বধ করা)+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

পদ্ম—কমল; নিধি বিঃ; সংখ্যা বিঃ; তন্ত্রোক্ত দেহস্থ চক্র বিঃ; ব্যূহ বিঃ; হস্তীর মস্তক ও শুণ্ডোপরি চিত্রিত চিহ্ন বিঃ। পদ্ (গমন করা)+ম কর্তৃ। বি; পুং বা ক্লী।

পদ্মকর—সূর্য। পদ্ম আছে করে (হস্তে) যাঁহার, বহু (সূর্যদেব এক হস্তে পদ্ম ধরিয়া আছেন বলিয়া বর্ণিত)। বি; পুং।

পদ্মকাঁটা—মৃণালকণ্টকবৎ কাঁটা কাঁটা চিহ্নবিশিষ্ট চর্মরোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পদ্মজ—কমলযোনি, ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল)—জন্+ড কর্তৃ। বি; পুং।

পদ্মতন্তু—মৃণাল। ৬তৎ। বি; পুং বা ক্লী।

পদ্মদল—পদ্মপলাশ, পদ্মফুলের পাতা বা পাপড়ি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদ্মনাথ—সূর্য। ৬তৎ। বি; পুং।

পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ (মহামহোপাধ্যায়)—বহু পণ্ডিতের জন্মভূমি শ্রীহট্ট জেলায় ইং ১৮৬৮ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য। পদ্মনাথ এম. এ. পাস করিয়াই শ্রীহট্ট মুরারিচাঁদ কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং হিন্দুসভার কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর শিলং সেক্রেটারিয়েটে কর্ম প্রাপ্ত হন। তথায় ইঁহার উদ্যোগে শিলং সাহিত্য সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং সেই সভা হইতে সাহিত্যসেবক নামে একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। ইং ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দে ইনি গৌহাটী কটন কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। পদ্মনাথ আবাল্য সাহিত্য-সাধক ছিলেন। ইনি বহু সসার প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। "শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত" প্রকাশকল্পে ইঁহার অদম্য উৎসাহ ও পঞ্চসহস্র মুদ্রাদান ইঁহার স্বদেশানুরাগের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। ইঁহার সুগভীর পাণ্ডিত্যের পুরস্কারস্বরূপ গবর্নমেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ইংরেজী ১৯৩৯ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

পদ্মনাভ—১। বিষ্ণু। পদ্ম আছে নাভিতে যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। ধর্মপরায়ণ নাগ বিঃ। [ইনি গোমতীতীরস্থ নাগপুর নামক পুরীমধ্যে অবস্থানপূর্বক সর্বদা প্রাণিগণের হিতসাধন করিতেন এবং স্বধর্মে রত থাকিয়া অতিথি সৎকার করিতেন। তত্ত্বানুসন্ধানপূর্বক সামদানাদি উপায়ে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ইঁহার কার্য ছিল। ইনি বৎসরের মধ্যে এক মাস সূর্যরথে বাস করিতেন। একদা ইনি বলিয়াছিলেন যে, সূর্যমণ্ডল দেবগণের আবাসভূমি, এবং উঞ্ছবৃত্তি ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা তথায় গমন করিতে পারা যায়। তাহা শুনিয়া ধর্মারণ্য মহর্ষি চ্যবনের নিকট গমন করিয়া উঞ্ছবৃত্তি ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন]। ৩। সুপদ্ম নামক প্রসিদ্ধ ব্যাকরণের রচয়িতা।

পদ্মনাল—মৃণাল, পদ্মের ডাঁটা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদ্মনেত্র—পদ্মতুল্যনেত্রযুক্ত, কমললোচন। বহু। বিণ।

পদ্মপত্র—কমলদল, পদ্মফুলের পাপড়ি; পদ্মগাছের পাতা, পদ্মপাত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদ্মপলাশ—কমলদল, পদ্মপত্র, পদ্মফুলের পাপড়ি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পদ্মপলাশ-নয়ন, -নেত্র, -লোচন, পদ্মলোচন—১। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর চক্ষুঃ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

২। পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত ও সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট। বহু। বিণ। [দ্রঃ।

পদ্মপলাশ-লোচন — 'পদ্মপলাশ-নয়ন'

পদ্মবৎ—পদ্মতুল্য, পদ্মের মত। পদ্ম শব্দ + বৎ সাদৃশ্যার্থে। অ।

পদ্মবন—পদ্মফুলের ঝাড় বা ঝাঁক, একত্র-স্থিত বহু পদ্ম। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পদ্মবন্ধ—চিত্রকাব্য বিঃ ; শব্দালংকার বিঃ। বি ; পু। [বি ; পু।

পদ্মবন্ধু—সূর্য ; অর্কবৃক্ষ ; মধুকর। ৬তৎ।

পদ্মবাসা—কমলা, লক্ষ্মী, সরস্বতী। পদ্ম হইয়াছে বাস যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

পদ্মভূ—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভিকমল) —ভূ (হওয়া) + ক্বিপ্, কর্তৃ। বি ; পু।

পদ্মমুখ—কমলানন। বহু। বিণ।

পদ্মমুখী—১। কমলাননা ; সুন্দরী। বিণ ; স্ত্রী ২। দূর্বা লতা। বি ; স্ত্রী।

পদ্মযোনি—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভি-কমল) যোনি (উৎপত্তিস্থল) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

পদ্মরাগ—একপ্রকার রক্তবর্ণ মণি, চুনি, পলা। পদ্মের রাগের (বর্ণের) ন্যায় রাগ (বর্ণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

পদ্মলাঞ্ছন—ব্রহ্মা ; সূর্য ; কুবের ; রাজা। পদ্ম লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি ; পু।

পদ্মলাঞ্ছনা—লক্ষ্মী ; সরস্বতী ; দুর্গা। পদ্ম লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

পদ্মলোচন—'পদ্মপলাশ-নয়ন' দ্রঃ।

পদ্মহস্ত—পদ্মের মত সুন্দর হাত। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পদ্মা—লক্ষ্মী ; নদী বিঃ ; মনসাদেবী। পদ্ম + অ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

পদ্মাকর—বহু পদ্মযুক্ত জলাশয়। পদ্মের আকর, ৬তৎ। বি ; পু।

পদ্মাক্ষ—১। পদ্মতুল্য সুন্দর নয়নবিশিষ্ট। পদ্মের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**পদ্মাক্ষী**। ২। পদ্মবীজ। পদ্মের অক্ষি সদৃশ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পদ্মাবতী—মনসাদেবী ; নদী বিঃ, পদ্মানদী ; কবিবর জয়দেব গোস্বামীর ভার্যা ; অঙ্গরাজ কর্ণের মহিষী ; পরম বৈষ্ণব নিত্যানন্দের জননী। পদ্ম + বতু + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পদ্মালয়া—লক্ষ্মী। পদ্ম হইয়াছে আলয় যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

পদ্মাসন—১। উপবেশন বিঃ, যোগাসন ['আসন' দ্রঃ]। পদ্মবৎ যে আসন (উপবেশন), কর্মধা। ২। কমলনির্মিত আসন। মধ্যপ। ৩। রতিবন্ধ বিঃ। বি ; ক্লী। ৪। কমলাসন, ব্রহ্মা। পদ্ম হইয়াছে আসন যাঁহার, বহু। বি ; পু।

পদ্মিনী—১। পদ্মযুক্তা। পদ্মিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কমলিনী, পদ্মের ঝাড় ; বহু পদ্মবিশিষ্টা পুষ্করিণী ; নায়িকা বা নারীর শ্রেণী বিঃ ; স্ত্রী বিঃ ['স্ত্রী' দ্রঃ] ; সুলক্ষণা সুন্দরী নারী। পদ্ম শব্দ + ইন্ সমূহার্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

৩। সুপ্রসিদ্ধা রাজপুত মহিলা। চিলোনপতি হামির শঙ্খের দুহিতা, চিতোররাজের পিতৃব্য বীরবর ভীমসিংহের সহধর্মিণী। পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপলাবণ্যের কথা দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিনের শ্রুতিগোচর হইলে, তাঁহার মন বিচলিত হইয়া উঠিল। পদ্মিনীকে হস্তগত করিবার আশায় তিনি চিতোর আক্রমণ করিলেন। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আমি একবার পদ্মিনীকে দর্পণে দর্শন করিতে পাইলেই চরিতার্থ হইয়া সসৈন্যে ফিরিয়া যাইব।" সরলমতি ভীমসিংহ চিতোরের কল্যাণকামনায় এ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, আলাউদ্দিন দুর্গে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ইনি মুকুরে অসূর্যম্পশ্যা পদ্মিনীর ছায়ামাত্র দর্শন করিয়া একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। অনন্তর ভীমসিংহ সম্রাটের প্রতি যথোচিত সৌজন্য ও সম্মান প্রদর্শনার্থে আলাউদ্দিনের সহিত দুর্গের বহির্দেশে গমন করিলে, মুসলমান-সৈন্যগণ তাঁহাকে বন্দী করিল।

পদ্মিনী পিতৃব্য গোরা ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সহিত পরামর্শ করিয়া আলাউদ্দিনের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, পদ্মিনী স্বামীর মুক্তির জন্য আত্মদানে প্রস্তুত হইয়াছেন ; তিনি পরিচারিকাবর্গ সমভিব্যাহারে সম্রাট্-শিবিরে উপস্থিত হইবেন। নির্দিষ্ট দিবসে সাতশত শিবিকা দুর্গ হইতে বহির্গত হইল। একবার শেষ সাক্ষাতের ছলে শিবিকা ভীমসিংহের বস্ত্রাবাসে উপস্থিত হইলে, একখানি শিবিকা হইতে স্ত্রীবেশী একজন রাজপুত যোদ্ধা অবতরণ করিলেন। ভীমসিংহ তাহাতে আরোহণ করিয়া নির্বিঘ্নে দুর্গে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর শিবিকারোহী রাজপুতবীরগণ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া শত্রুদিগকে আক্রমণ করিলে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায় পাঠানসেনা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। আলাউদ্দিন ক্ষুন্নমনে দিল্লী প্রতিগমন করিলেন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দিন আবার চিতোর আক্রমণ করিলেন।

অবশেষে চিতোর রক্ষায় আর আই দেখিয়া প্রাণাপেক্ষা সতীত্বকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া কুলললনা পদ্মিনীপ্রমুখ সাধ্বী রমণীগণ সংসারের মায়া ছিন্ন করিয়া, সন্তুষ্ট-চিত্তে অত্যুৎকৃষ্ট বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া চিতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন এবং জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া ভস্মীভূতা হইলেন।

অবশেষে পরধর্মদ্বেষী, অত্যাচারী আলাউদ্দিন চিতোর নগরের ধ্বংসসাধন করিয়া মনের খেদ মিটাইলেন (১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

পদ্মিনীকান্ত, পদ্মিনীবল্লভ—নলিনী-কান্ত, সূর্য। ৬তৎ [সূর্যোদয়ে পদ্ম বিকসিত ও সূর্যের অস্তগমনে মুদ্রিত হয় বলিয়া কবিরা সূর্যকে পদ্মিনীর পতি বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন]। বি ; পু।

পদ্মী (পদ্মিন্)—১। পদ্মবিশিষ্ট। পদ্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পদ্মিনী**। ২। হস্তী। বি ; পু।

পদ্মেশয় বিষ্ণু। পদ্মে শয় (শয়নকারী), অলুক্ ৭তৎ ; অথবা পদ্মে শয়ন করেন যিনি, উপতৎ ; পদ্মে—শী (শয়ন করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পদ্মোদ্ভব—ব্রহ্মা। পদ্ম (বিষ্ণুর নাভি-কমল) হইতে উদ্ভব যাঁহার, বহু। বি ; পু।

পদ্য—১। শূদ্র। পদ শব্দ + য্য ভবার্থে। বি ; পু। ২। ছন্দোবদ্ধ বাক্য, শ্লোক। বি ; ক্লী। [রচনামাত্রেই দ্বিবিধ—গদ্য ও পদ্য ; তন্মধ্যে যাহা ছন্দোবন্ধবিহীন, তাহার নাম গদ্য ; আর যাহা পরিমিত অক্ষরে বা মাত্রায় নিবদ্ধ, তাহার নাম পদ্য। সুতরাং পদ্য দুই প্রকার—বর্ণানুসারি ও মাত্রানুসারি।]

পনর, পনরো—পঞ্চদশ, ১৫। < পঞ্চদশন্। বি বা বিণ।

পনরই—মাসের পঞ্চদশ দিবস। বাংপ্র। বি।

পনস, পণস—১। কাঁটাল গাছ ; কণ্টক ; কপি বিঃ। পন্ (স্তুতি করা) + অসচ্ অধি। বি ; পু। ২। কাঁটাল ফল। বি ; ক্লী।

-পনা—আছে এই অর্থে ব্যবহার, আচরণ ও ভাবার্থবাচক প্রত্যয় (কেবল অন্ত শব্দের শেষে ব্যবহৃত, যথা—গিন্নীপনা)। বাংপ্র। অ।

পনিত—স্তুত ; বর্ণিত। পন্ (স্তুতি করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

পনির, পনীর—ক্ষীরজ আমিক্ষা, লবণ-যোগে রক্ষিত ; জলশূন্য শক্ত ছানা, cheese. ফা। বি।

পন্থ—মার্গ, পথ। < পন্থাঃ। বি।

পন্থাঃ (পথিন্)—পথ ; উপায় ; সাধনার

মার্গ ; রীতি ; স্বভাব। পথ্ (গমন করা) +ইন্ করণ। বি ; পু।

পন্থিক—পথিক। প্রা কপ্র। বি।

পন্থী—ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত ; পক্ষাবলম্বী, মতানুবর্তী, মতবাদী। বাংপ্র। বিণ।

পন্ন—পতিত ; গলিত ; চ্যুত ; অধোমুখ। পদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পন্নগ—সর্প ; পদ্মকাষ্ঠ। পন্ন (পতিত)—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ ; যে পতিতভাবে গমন করে ; অথবা, পদ (চরণ, পা)—ন (না)—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ ; যে পদদ্বারা গমন করে না। বি ; পু।

পন্নগারি, পন্নগাশন—গরুড়। পন্নগের (সর্পের) অরি (শত্রু) বা অশন (ভক্ষক), ৬তৎ। বি ; পু।

পন্নগী—সর্পী ; মনসাদেবী। পন্নগ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পপাত—পড়িয়া গেল ('— ধরণীতলে')। সং। ক্রি।

পবন—১। বায়ু ; বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা [ইনি উত্তর-পশ্চিম দিকের (বায়ুকোণের) অধিপতি, মরুৎগণ অর্থাৎ উনপঞ্চাশৎ বায়ু ইঁহার অধীন ; দেবতাদিগের মধ্যে ইনি অতি বলশালী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহার ঔরসে অঞ্জনার গর্ভে হনুমান্ এবং কুন্তীর গর্ভে ভীম-নামক পুত্রের জন্ম হয়]। পূ (পবিত্র করা)+অন কর্তৃ। বি ; পু। ২। পবিত্র। বিণ। ৩। কুম্ভকারের পোয়ান। পূ+অনট্ অধি। ৪। ধান্যাদি শোধন, ধান সারা। পূ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

পবনগতি—১। বায়ুর গতি বা গমন, বায়ুপ্রবাহ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। বায়ুতুল্য দ্রুতগমনকারী। পবনের গতির ন্যায় গতি যাহার, বহু। বিণ।

পবনগমন—পবনগতি (সকল অর্থে)।

পবনগামী (-গামিন্)—বায়ুর ন্যায় দ্রুতবেগে গমনকারী, পবনগতি। পবন—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। -স্ত্রী, **-গামিনী**।

পবননন্দন, -পুত্র—হনুমান্ ; ভীম। ৬তৎ। বি ; পু।

পবনবিজয়—শুভাশুভসূচক শ্বাসবায়ুজয়োপায়ক গ্রন্থ বিঃ। পবনের বিজয় আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

পবনাত্মজ, পবনাত্মজ—বহ্নি ; হনুমান্ ; ভীম। পবনের অঙ্গজ বা আত্মজ, ৬তৎ। বি ; পু।

পবনাশ, পবনাশন—১। বায়ুভুক্। পবন (বায়ু)—অশ্ (ভক্ষণ করা)+অন্, অন কর্তৃ। বিণ। ২। সর্প [প্রসিদ্ধি এইরূপ, সর্পেরা বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে]। বি ; পু।

পবনেশ্বর—কাশীস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। পবনের (বায়ুদেবতার) ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

পবমান—১। পবিত্রকারক। পূ (পবিত্র করা)+শান কর্তৃ। বিণ। ২। বায়ু ; অগ্নি। বি ; পু।

পবিত—১। পবিত্র, শুদ্ধ। পূ (শুদ্ধ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সূত্র ; উপবীত। বি ; স্ত্রী।

পবিত্র—১। বিশুদ্ধ, পূত। পূ (শুদ্ধ করা) +ইত্র কর্তৃ। বিণ। ২। কুশ ; পার্বণশ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার্য অগর্ভ সাগ্রকুশ ; অর্ঘোপকরণ ; তাম্র ; ঘৃত ; মধু ; বর্ষণ ; জল ; অর্ঘ্যপাত্র ; উপবীত ; বেদমন্ত্র। পূ+ইত্র করণ। বি ; স্ত্রী।

পবিত্রতা—পুণ্যতা, বিশুদ্ধতা, নিষ্পাপত্ব, নিষ্কলঙ্কত্ব। পবিত্র+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

পবিত্রধান্য—যব। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পবিত্রারোপণ, পবিত্রারোহণ—শ্রাবণমাসের শুক্লদ্বাদশী তিথিতে কৃষ্ণমূর্তিতে যজ্ঞোপবীত দান ; তজ্জন্য উৎসব। পবিত্রের (যজ্ঞোপবীতের) আরোপণ বা আরোহণ, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পবিত্রিত—শুদ্ধ ; পরিষ্কৃত, সংশোধিত। পবিত্র শব্দ+ণিচ=পবিত্রি নামধাতু (পবিত্র করা), তদুত্তরে ক্ত কর্ম। বিণ।

পবিত্রীকৃত—যাহা পবিত্র করা হইয়াছে। পবিত্র+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পবিত্রী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পমেটম—কেশের নিমিত্ত সুগন্ধযুক্ত স্নেহপদার্থ বিঃ। <ইং 'pomatum'. বি।

পম্পা—ওড্র দেশস্থ নদী বিঃ [ইহা ঋষ্যমূক পর্বত হইতে নির্গত হইয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রবাহিত হইয়াছে] ; স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ সরোবর। পা (পান করা)+প অধি+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

পয়—১। ভাগ্য, শুভাদৃষ্ট, লক্ষ্মীমন্তা। বাংপ্র। বি। ২। কল্যাণ, শুভ লক্ষণ। প্রা কপ্র। বি।

পয়ঃ (পয়স্)—জল ; দুগ্ধ। পয় (গমন করা)+অস্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পয়ঃপ্রণালী—জলনির্গমপথ, নালা, নর্দমা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পয়গম্বর—ঈশ্বরপ্রেরিত ব্যক্তি ; স্বর্গীয় দূত ; ধর্মোপদেষ্টা ; হজরত মহম্মদ। ফা। বি।

পয়জার—পাদুকা, জুতা, চটি। ফা। বি।

পয়দল, পায়দল—১। পদব্রজে, হাঁটিয়া। হি। ক্রি-বিণ। ২। পদাতিক, পাদচারী সৈনিক। প্রা কপ্র। বি।

পয়দা—জন্ম, উদ্ভব, উৎপাদন। ফা। বি।

পয়নালা, -নালী—জল-নির্গম-প্রণালী। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। অ।

পয়-পয়—বারংবার, পুনঃ পুনঃ।

পয়মন্ত—লক্ষ্মীবন্ত, ভাগ্যবান্ ; শুভদ। বাংপ্র। বিণ।

পয়মাল—বিধ্বস্ত, সর্বনাশগ্রস্ত, উৎসন্ন। <ফা 'পায়মাল'। বিণ। [বিণ।

পয়রা—পাতলা ('— গুড়')। বাংপ্র।

পয়লা, পহেলা—মাসের প্রথম দিন ; প্রথম। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পয়সা—তাম্রমুদ্রা বিঃ ; অর্থ, টাকাকড়ি। বাংপ্র। বি। **পয়সা করা**—ধনবান্ হওয়া। **পয়সার কাজ**—অনেক টাকার কাজ।

পয়স্বিনী—১। দুগ্ধবতী গবী ; নদী ; ছাগী ; জীবন্তীলতা। পয়স্ (দুগ্ধ, জল) +বিন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দুগ্ধবতী, দুগ্ধদাত্রী। বিণ ; স্ত্রী।

পয়স্য—দুগ্ধজাত, দুগ্ধে প্রস্তুত। পয়স্ (দুগ্ধ) +ষ্য ভবার্থে। বিণ।

পয়স্যা—১। দুগ্ধজাতা। পয়স্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। আমিক্ষা, ছানা। বি ; স্ত্রী।

পয়া—১। সুলক্ষণ, ভাগ্যবত্তা, লক্ষ্মীমন্তা। বি। ২। সুলক্ষণাক্রান্ত ; লক্ষ্মীবান্ ; ভাগ্যবান্। বাংপ্র। বিণ।

পয়ান, পয়ানি—গমন, প্রস্থান, পলায়ন। < প্রয়াণ। বি।

পয়ান, পোয়ান—কুমারের হাঁড়ি প্রভৃতি পোড়াইবার বৃহৎ চুল্লী। বাংপ্র। বি।

পয়ার (দেশজ)—চতুর্দশাক্ষর বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ। বাংপ্র। বি।

পয়োজ—জলজ, পদ্ম। উপতৎ ; পয়স্ (জল)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

পয়োদ—জলদ, মেঘ ; মুস্তক। উপতৎ ; পয়স্ (জল)—দা+ড কর্তৃ। বি ; পু।

পয়োধর—জলধর, মেঘ ; নারিকেল ; স্ত্রী-স্তন। পয়ঃ (জল বা দুধ) ধরে যে, উপতৎ ; পয়স্—ধৃ (ধরা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পয়োধি—জলধি, সমুদ্র। পয়স্ (জল)—ধা+কি কর্তৃ। বি ; পু।

পয়োনালী—পয়ঃপ্রণালী, জলের নালা, নর্দমা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পয়োনিধি, পয়োরাশি—সমুদ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

পয়োমুক্ (-মুচ্)—জলদ, মেঘ। পয়স্ (জল)-মুচ্ (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

পর—১। অন্য, অপর ; ভিন্ন ; বৈরী ; উত্তর, অনন্তর ; দূর ; প্রধান, শ্রেষ্ঠ ; অধিক ;

পরম, চরম ('—ব্রহ্ম'); আসক্ত, মিষ্ট। পৃ+অল্ করণ। বিণ। ২। শক্র; ব্রহ্মার আয়ু; পরমাত্মা। বি; পুং। ৩। কেবল; মোক্ষ। বি; স্ত্রী। ৪। পদ্ম, পাখির পালক। ফা। বি। ৫। অনন্তর। বাংপ্র। ৬। উপর। কপ্র। অ। ৭। প্রহর। বাংপ্র। বি। **পরের ঘর**-মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি।

পরঃশত—১। শতাধিকসংখ্যক। শত হইতে পর (অধিক), ৫তৎ। বিণ। ২। শতাধিক সংখ্যা। বি; স্ত্রী।

পরঃশ্বঃ (-শ্বস্)—আগামিদিনের পরদিনে, পরশু। শ্বস্এর (আগামিদিনের) পর, ৬তৎ। অ।

পরঃসহস্র—১। সহস্রাধিকসংখ্যক। সহস্র হইতে পর (অধিক), ৫তৎ (পূর্বপদের পরনিপাত)। বিণ। ২। সহস্রাধিক সংখ্যা। বি; স্ত্রী।

পরকলা—কাচ; ডাকসাজের মাঝের কাচের আরশি। ফা-মূ। বি।

পরকাল—পরলোক; মৃত্যুর পরবর্তী সময় বা অবস্থা। মধ্যপ। বি; পুং। **পরকাল খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। **পরকাল ঝরঝরে**—ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা না থাকা।

পরকাশ—প্রকাশ, অবকাশ। কপ্র। বি।

পরকীয়—পরসম্বন্ধীয়, অন্যের, অপরের। পর (অন্য)+কণ্ স্বার্থে+ঈয় ইদমর্থে বিণ।

পরকীয়া—১। পরসম্বন্ধীয়া। পরকীয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ, অনূঢ়া বা অনুরক্তা স্ত্রী, পত্নীতুল্যা আচরিতা পরস্ত্রী। বি; স্ত্রী।

পরক্ষেত্র—অপরের ভূমি; পরস্ত্রী; অন্যের শরীর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পরখ—পরীক্ষা। বাংপ্র। বি।

পরগনা—জিলার ভাগ, গ্রামসমষ্টি, রাজস্ব অনুসারে প্রদেশ ভাগ। বাংপ্র। বি।

পরগাছা—যে গাছ অন্য বৃক্ষে জন্মে ও তদ্দারা পুষ্ট হয়। বাংপ্র। বি।

পরগ্লানি—পরনিন্দা, পরের দোষ কথন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরঘরী—পরের ঘরে বাসকারী, পরগৃহবাসী, পরাশ্রয়ী। বাংপ্র। বিণ। **পরঘরী পাতাসারী**—যাহার নিজের কোন আশ্রয় বা অন্নের সংস্থান নাই।

পরচক্র—অন্য লোকের বা শত্রুপক্ষের চক্রান্ত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পরচর্চা—পরের দোষালোচনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [প্রা কপ্র। বি।

পরচার, পরচারি—প্রচার; প্রকাশ।

পরচালা—প্রধান গৃহের সংলগ্ন ক্ষুদ্র চালা; চালের ছাঁইচ; ভিন্ন চাল। বাংপ্র। বি।

পর-চুল, -চুলা—অন্যের মস্তকের কেশ বা কেশাবরণ; উপকেশ। বাংপ্র। বি।

পরচ্ছন্দ—১। অন্যের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা; পরাধীনতা। পরের ছন্দ, ৬তৎ। বি; পুং। ২। অন্যের বশতাপন্ন, পরাধীন। পরের ছন্দ (বশতা) আছে যাহার, বহু। বিণ।

পরচ্ছন্দানুবর্তী (-বর্তিন্)—পরাধীন, পরবশ। পরচ্ছন্দের অনুবর্তী (অনুগামী), ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-বর্তিনী**।

পরচ্ছিদ্র—পরের দোষ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পরচ্ছিদ্রান্বেষী (-ন্বেষিন্)—যে পরের ত্রুটি বা খুঁত খুঁজিয়া বেড়ায়, অন্যদীয় দোষানুসন্ধানকারী। পরচ্ছিদ্রের অন্বেষী, ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-ন্বেষিণী**।

পরছতী—পরচালা; চালের ছাঁচ। বাংপ্র। বি। [বি।

পরজ—সংগীতের রাগিণী বিঃ। বাংপ্র।

পরজাত—১। অন্য হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। ২। পরপুষ্ট, অন্যকর্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ।

পরজিত—শত্রুকর্তৃক পরাজিত; পরপুষ্ট, অন্যকর্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ।

পরঞ্জয়—শত্রুবিজয়ী। উপতৎ; পর (শত্রু)—জি+খ কর্তৃ। বিণ।

পরটা, পরোটা—গমের আটার পর পর স্থাপিত ও ঘিয়ে ভাজা পিষ্টক বিঃ। হি-মূ। বি।

পরণাম—প্রণাম, নমস্কার। কপ্র। বি।

পরত—সতার বাদ্যযন্ত্রের পর্দা; স্তবক, স্তর, থাক, ভাঁজ। বাংপ্র। বি।

পরতঃ (-তস্)—অন্যপ্রকারে; ভিন্নভাবে; অন্য হইতে; অন্যের দ্বারা; পরে, পশ্চাতে। পর+তস্। অ।

পরতন্ত্র—পরাধীন, পরবশ। পরের তন্ত্র (অধীন), ৬তৎ। বিণ।

পরতা, পরত্ব—অন্যতা, ভিন্নতা, অপরত্ব, পার্থক্য; অধীনতা; বৈর, শত্রুতা; আসক্তি, অনুরক্তি; প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ; অগ্রবর্তিতা; সান্নিধ্য। পর+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পরতাপ—১। অন্যের দুঃখ। ৬তৎ। বি; পুং। ২। প্রতাপ, প্রভাব। কপ্র। বি।

পরত্র—পরকালে। পর+ত্র, ৭মী স্থানে। অ। [প্রা কপ্র। বি।

পরথাই, পরথাব—প্রস্তাব, প্রসঙ্গ।

পরদার—পরপত্নী, অন্যের স্ত্রী। ৬তৎ। বি; পুং।

পরদারগমন—পরস্ত্রীসম্ভোগ, অন্যের পত্নীর সহিত অবৈধ সংগম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পরদারগামী (-গামিন্)—অন্যের বিবাহিতা স্ত্রীতে আসক্ত, পরস্ত্রীর প্রণয়ানুরক্ত। উপতৎ; পরদার-গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং।

পরদারিক—পরস্ত্রীগামী, পারদারিক। পরদার+ঠিক। বিণ; পুং।

পরদারী (-রিন্)—পরস্ত্রীগামী, লম্পট। পরদার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং।

পরদেশ—ভিন্নদেশ, বিদেশ, প্রবাস; স্বর্গ। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; পুং।

পরদেশী (-দেশিন্)—ভিন্নদেশবাসী, বিদেশী, প্রবাসী। পরদেশ+ইন্। বিণ; পুং। স্ত্রী—**পরদেশিনী**।

পরদ্বেষী (-দ্বেষিন্)—অন্যের বিরুদ্ধে বৈরভাবাপন্ন, পরহিংসাকারী, পরের অনিষ্টচেষ্টাকারী। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**পরদ্বেষিণী**। [স্ত্রী।

পরধন—পরের টাকাপয়সা। ৬তৎ। বি;

পরধর্ম—স্বীয় বর্ণাশ্রমধর্মের বা প্রকৃতির বহির্ভূত ধর্ম; অন্য জাতির ধর্ম। ৬তৎ। বি; পুং।

পরন—পরিধান। বাংপ্র। বি।

পরনারী—অন্যের স্ত্রী, পরদার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরনিন্দা—পরের কুৎসা, অন্যের দোষকীর্তন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরনিপাত—(ব্যাক) সমাসে কোন শব্দের পূর্বে অবস্থান স্বাভাবিক হইলেও বিশেষ নিয়মে পরে অবস্থান। ৭তৎ। বি; পুং।

পরন্তপ—শত্রুতাপন, অরিকে পীড়াদায়ক বা নিগ্রহকারী। উপতৎ; পর (শত্রু)—তপ্ (ক্লেশ দেওয়া)+খ কর্তৃ। বিণ।

পরন্তু—কিন্তু; অপরঞ্চ; পরেও; পক্ষান্তরে। পরম্ (অব্যয়)+তু (অব্যয়)। অ।

পরপতি—উপপতি; অন্যের স্বামী। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; পুং।

পরপর—ক্রমে ক্রমে, উত্তরোত্তর, একের পার্শ্বে বা পশ্চাতে অন্য; আগুপিছু। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পরপিণ্ড—অন্যের অন্ন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পরপিণ্ডাদ—পরান্নভোজী, অন্যের প্রদত্ত খাদ্য ভক্ষণকারী, অপরের গলগ্রহ। পরপিণ্ড—অদ্ (ভোজন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

পরপিণ্ডোপজীবী (-জীবিন্)—পরান্নভোজী, অন্যের প্রদত্ত খাদ্যভক্ষণে জীবন রক্ষাকারী, অপরের গলগ্রহ। পরপিণ্ড—উপ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

পরপীড়ক—অন্যের উৎপীড়নকারী, অপরের উপর দৌরাত্ম্যকারী। ৬তৎ। বিণ।

পরপীড়ন, -পীড়া—পরের উপর অত্যাচার, অন্যকে পীড়া দেওয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরপুরুষ—শ্রেষ্ঠপুরুষ, ভগবান্, বিষ্ণু ; অন্য পুরুষ, ভিন্ন ব্যক্তি ; পতি ভিন্ন অন্য পুরুষ, উপনায়ক। কর্মধা। বি ; পু।

পরপুষ্ট—১। অন্যকর্তৃক পালিত। ৩তৎ। বিণ। ২। কোকিল [কোকিলেরা কাকের বাসায় ডিম্ব প্রসব করে, পরে তাহা হইতে শাবক নির্গত হইলে, কাক নিজ শাবক জ্ঞানে তাহাকে পালন করে]। বি ; পু।

পরপুষ্টা—১। অন্যপালিতা। ৩তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রী-কোকিল ; বেশ্যা। বি ; স্ত্রী।

পরপূর্বা—প্রথম পতির মরণান্তে দ্বিতীয় পতিগ্রাহিণী, বিধবা হইয়া পুনরায় বিবাহ-কারিণী, পুনর্ভূ, অন্যপূর্বা। পর (অন্য অর্থাৎ অন্য স্বামী) হইয়াছিল পূর্বে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

পরপ্রপৌত্র—প্রপৌত্রের পুত্র, পৌত্রের পৌত্র, পুত্রের প্রপৌত্র। বি ; পু। স্ত্রী, **-পৌত্রী**।

পরপ্রেম (-প্রেমন্)—অন্যের প্রণয়, অন্যপ্রীতি ; অপরের ভালবাসা ; পরকে ভালবাসা। পরের প্রেম, ৬তৎ ; বা পরের প্রতি প্রেম, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

পরব—পর্ব, উৎসব। <পর্বন্। বি।

পরবশ—অন্যের বশতাপন্ন, পরাধীন ; কোন মনোবৃত্তির অধীন ('ক্রোধ—')। ৬তৎ। বিণ।

পরবাদ—১। পরনিন্দা। ৬তৎ। ২। উত্তরবাদ, প্রত্যুত্তর। কর্মধা। বি ; পু।

পরবাস—১। পরগৃহ, পরের বাড়ি। ৬তৎ। বি ; পু। ২। প্রবাস, বিদেশবাস। কপ্র। বি।

পরবাসী—প্রবাসী। কপ্র। বি।

পরবেশ—প্রবেশ। কপ্র। বি।

পরবোধ—প্রবোধ। কপ্র। বি।

পরব্রত—ধৃতরাষ্ট্র। পর (শ্রেষ্ঠ) ব্রত যাহার, বহু। বি ; পু।

পরব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—১। পরপুরুষ, সর্বাতীত ব্রহ্ম, পরমেশ্বর ; পরমাত্মা। কর্মধা। ২। তৎপ্রতিপাদক উপনিষদ্ বিঃ। বি ; ক্লী।

পরভাগ—১। শ্রেষ্ঠ অংশ ; উৎকর্ষ ; গুণোৎকর্ষ। কর্মধা। ২। অন্যের অংশ। ৬তৎ। বি ; পু।

পরভাগ্যোপজীবী (-জীবিন্)—পরের ভাগ্যের উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা-নির্বাহকারী, অন্যের গলগ্রহ, পরপিণ্ডাদ পরভাগ্য—উপ—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

পরভাতা, -ভাতী—পরান্নভোজী, অন্যের প্রদত্ত অন্নভোজনে জীবনধারণ-কারী। বাংপ্র। বিণ।

পরভৃৎ—কাক। উপতৎ ; পর—ভৃ (ভরণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু। [কাক কোকিলশাবককে পালন করিয়া থাকে।]

পরভৃত—১। পরপালিত, অন্যপুষ্ট। ৩তৎ। বিণ। ২। পরপুষ্ট, কোকিল ['পরপুষ্ট' দ্রঃ]। বি ; পু।

পরম্—কিন্তু ; কেবল ; অনন্তর ; নিশ্চয়। অ।

পরম—শ্রেষ্ঠ ; প্রধান ; আদ্য ; সর্বাতীত ('—পুরুষ') ; শেষ ; অত্যন্ত ; মহৎ। পরা (শ্রেষ্ঠা) মা (পরিমাণ) যাহার, বহু ; অথবা, পর (শ্রেষ্ঠ, উত্তম)—মা (পরিমাণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

পরমগতি—১। শ্রেষ্ঠা গতি ; মুক্তি, মোক্ষ। পরমা গতি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। মুক্তির উপায় বা হেতুস্বরূপ। পরমা গতি হয় যাহা হইতে, বহু। বিণ।

পরমত—১। ভিন্নরূপ অভিমত, অন্য-প্রকার অভিপ্রায়। কর্মধা। ২। অপর লোকের অভিপ্রায়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পরমতসহিষ্ণুতা—অন্যের মত বা সিদ্ধান্ত শোনা ও সহ্য করার মত মানসিক স্থিরতা। পরমতকে সহিষ্ণু, ২তৎ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-সহিষ্ণু**।

পরমপদ—শ্রেষ্ঠপদ ; উৎকৃষ্টস্থান ; মুক্তি, মোক্ষ। কর্মধা। বি ; ক্লী

পরমপিতা (-পিতৃ)—সর্বশ্রেষ্ঠ পিতা, সকলের জনক, জগদীশ্বর। কর্মধা। বি ; পু।

পরমপুরুষ—প্রধানপুরুষ, পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। কর্মধা। বি ; পু।

পরমব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। কর্মধা। বি ; ক্লী।

পরম-মায়া—মহামায়া ; পরমেশ্বরী বা পরমেশ্বর। প্রা কপ্র। বি।

পরমমুক্তি—বিদেহ কৈবল্য, ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হইলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তির বর্তমান দেহ ধ্বংসের পর পরব্রহ্মে লয়। পরমা মুক্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পরমর্ষি—শ্রেষ্ঠ ঋষি, বেদব্যাসাদি। পরম যে ঋষি, কর্মধা। বি ; পু।

পরমহংস—মহাযোগী ; নির্বিকার সমদর্শী যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী বিঃ [যিনি নির্দ্বন্দ্ব ও নিরাগ্রহ হইয়া কেবল তত্ত্বমার্গে বিচরণ করেন, যিনি সদা শুদ্ধচিত্ত থাকিয়া কেবল প্রাণধারণোপযোগী দানমাত্র গ্রহণ করেন, লাভালাভ উভয়েই যাঁহার তুল্যজ্ঞান, যাঁহার নির্দিষ্ট আশ্রয় নাই, দেবপ্রাঙ্গণ, বৃক্ষমূল, নদীপুলিন প্রভৃতি সাধারণভোগ্য স্থানই যাঁহার আশ্রয়, কোন বিষয়ে যাঁহার যত্ন বা মমতা নাই, যিনি পরাৎপর পরমেশ্বরে চিত্ত অর্পণ করিয়া কর্মক্ষয়ার্থ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তিনিই পরমহংস]। পরম (প্রধান) যে হংস (নির্লোভ যতি), কর্মধা। বি ; পু।

পরমাণু—অতি সূক্ষ্ম পদার্থ বিঃ, মূল পদার্থের সূক্ষ্মতম অংশ, atom. [এই সূক্ষ্মপরমাণুসমূহের যোগে যাবতীয় জড়-পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। মহর্ষি কণাদ বলেন, "যাহার নিজের অবয়ব নাই, পরন্তু যে পরম্পরায় সকলেরই অবয়ব এবং যাবতীয় সূক্ষ্ম পদার্থের শেষ সীমা-স্বরূপ, তাহার নাম পরমাণু।" আধুনিক রসায়নবেত্তারা স্বীকার করেন যে, পরমাণুর আয়তন ও ভার আছে। তাঁহারা আরও বলেন, মূলপদার্থের পরমাণুসকল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে এক একটি পৃথক্ হইয়া থাকিতে পারে না ; দুই দুইটি কি তিন তিনটি পরমাণু একত্র হইয়া থাকে ; রাসায়নিক সংযোগস্থলে এই পরমাণুপুঞ্জ বিভক্ত হইয়া পড়ে, অন্যথা ইহাদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে না।] পরম যে অণু, কর্মধা। বি ; পু।

পরমাণুবাদ—সমস্ত বিশ্ব পরমাণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছু নহে, এরূপ মত ; কোন বস্তুর পরমাণু একাকী অবস্থান করিতে পারে না—প্রত্যেক পরমাণুই পরস্পরের সহিত সংযুক্ত হইতে চায় এইরূপ মত, Dalton's atomic theory. বি ; পু।

পরমাত্মা (-ত্মন্)—পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর, সৎ চিৎ আনন্দ-স্বরূপ। পরম যে আত্মা, কর্মধা। বি ; পু।

পরমাত্মীয়—প্রধান আত্মীয়, অতিশয় অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠসম্পর্কীয়। পরম যে আত্মীয়, কর্মধা। বিণ।

পরমাদ—প্রমাদ। কপ্র। বি।

পরমানন্দ—১। অত্যন্ত আহ্লাদ। পরম যে আনন্দ, কর্মধা। ২। সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম। পরম আনন্দ হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; পু।

পরমান্ন—পায়সান্ন। পরম (শ্রেষ্ঠ) যে অন্ন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

পরমাপ্রকৃতি—মহামায়া। বি ; স্ত্রী।

পরমায়ুঃ (-য়ুস্)—শেষাবধিক জীবিত-কাল, আয়ুষ্কাল। পরম যে আয়ুঃ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

পরমার্থ—শ্রেষ্ঠবস্তু ; ধর্ম ; যাথার্থ্য ; যথেষ্ট ধন ; ব্রহ্ম। পরম যে অর্থ, কর্মধা। বি ; পু।

পরমার্থচিন্তা—ধর্মচিন্তা ; ঈশ্বরচিন্তা ; ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরমার্থবিৎ (-বিদ্)—যাথার্থ্যবেত্তা, তত্ত্বজ্ঞ, সূক্ষ্মজ্ঞানী ; ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ, ব্রহ্মজ্ঞানী। পরমার্থ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

পরমার্থবিজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞানী ; যথেষ্ট ধনলাভকারী। পরমার্থ—বিদ্ (জানা, পাওয়া) +শ কর্তৃ। বিণ।

পরমুখ—অন্যের মুখ ; অপরের সাহায্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরমুখাপেক্ষা—পরনির্ভরতা, পরমুখাপেক্ষিতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরমুখাপেক্ষিতা—অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা, কোন কাজের জন্য পরের মুখ চাহিয়া থাকা। পরমুখাপেক্ষীর ভাব এই অর্থে পরমুখাপেক্ষিন্+তা। বি ; স্ত্রী।

পরমুখাপেক্ষী (-পেক্ষিন্)—অন্যের সাহায্যপ্রত্যাশী, যে পরের মুখ চাহিয়া থাকে। উপতৎ ; পরমুখ—অপ—ঈক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-পেক্ষিণী**।

পরমেশ, পরমেশ্বর—পরব্রহ্ম, খোদা, আল্লা, জগদীশ্বর, God ; শিব ; বিষ্ণু ; সম্রাট্। পরম যে ঈশ, ঈশ্বর, কর্মধা। বি ; পু।

পরমেশ্বর—"পরাগলী মহাভারতের" রচয়িতা। ইতিহাসে ইনি কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে পরিচিত। গৌড়ের বাদশাহ্ হুসেন সাহের (১৪৯৪-১৫২৫ খ্রীঃ) সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর আদি হইতে অভিষেক পর্বাধ্যায় পর্যন্ত মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রচিত মহাভারত "পরাগলী মহাভারত" নামে পরিচিত। ইহা ১৭০০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। কবীন্দ্র পরমেশ্বর সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পরাগল খাঁ মগ দস্যু দমনার্থ চট্টগ্রামে প্রেরিত হইয়া সেইখানেই বাস করেন। তাঁহার বাসগ্রাম পরাগলপুর নামে ফেণী নদীতীরে অবস্থিত ছিল। পরাগলের বাসগৃহের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পরাগলের পুত্র ছুটী খাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর স্বীয় গ্রন্থে মূলের সম্পূর্ণ অনুসরণ না করিয়া অনেক স্থলে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছেন। তবে বিজয় পণ্ডিত রচিত মহাভারতের সঙ্গে অনেক স্থলেই তাঁহার রচিত মহাভারতের সাদৃশ্য দেখা যায়।

পরমেশ্বরী—শিবানী, দুর্গা ; পরম প্রকৃতি। ['পরমেশ্বর' দ্রঃ।] পরমেশ্বর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পরমোৎসব—মহামহোৎসব ; সাতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার। কর্মধা। বি ; পু।

পরম্পর—পরপর, ক্রমান্বয়। বি ; পু।

পরম্পরা—সন্ততি ; ধারা ; অনুক্রম, একটির পর আর একটি, তাহার পর আর একটি এইরূপ ভাব। পর শব্দ [দ্বিত্ব]+পর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

পরম্পরাগত—ধারাবাহিকরূপে উপনীত, পর পর ক্রমে প্রাপ্ত। পরম্পরা দ্বারা আগত, ৩তৎ। বিণ।

পরম্পরীণ—ধারাবাহিক, ক্রমাগত। পরম্পরা শব্দ+ঈন। বিণ।

পররাষ্ট্র বৈদেশিক রাজ্য, foreign state. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

পরল, পরোল—চালের নিম্নে কাঁথের উপরিভাগ ; ধুঁধুললতা ও ফল, তরুই। বাংপ্র। বি।

পরলোক—লোকান্তর ; মরণান্তর ভোগ্য লোক ; ব্রহ্মলোক-সত্যলোকাদি সপ্ত ঊর্ধ্ব লোক [জীবগণ মৃত্যুর পর নিজ-পুণ্যানুসারে এই সকল লোক ভোগ করিয়া থাকে] ; মৃত্যু ; পরকাল। কর্মধা। বি ; পু।

পরলোকগত—লোকান্তরপ্রাপ্ত, মৃত। পরলোককে গত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

পরলোকগমন—লোকান্তরগমন, মৃত্যু। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরলোকপ্রাপ্তি—লোকান্তরপ্রাপ্তি, মৃত্যু। ২তৎ বা ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরলোকযাত্রা পরলোকে গমন, মৃত্যু। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরশ—ছোঁয়া। <স্পর্শ। বি।

পরশন—স্পর্শন, স্পর্শ, ছোঁয়া। কপ্র। বি।

পরশপাথর—স্পর্শমণি। বাংপ্র। বি।

পরশা—স্পর্শ করা। কপ্র। ক্রি।

পরশিত—স্পৃষ্ট, ছোঁয়া। কপ্র। বিণ।

পরশু—১। অস্ত্র বিঃ, কুঠার, টাঙ্গি, axe. উপতৎ ; পর (শত্রু)-শৃ (বধ করা)+ডু কর্তৃ। বি ; পু। ২। আগামী দিনের পরদিন, বা গত দিনের পূর্বদিন। < পরশ্বস্। বি।

পরশুরাম—ভার্গব, জামদগ্ন্য, বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ['দশাবতার' দ্রঃ]। পরশুধারী যে রাম, মধ্যপ। বি ; পু।

পরশুরাম-সম্বন্ধীয় পৌরাণিক উপাখ্যান এইরূপ :—

মগধদেশে ভাগীরথীর উপনদী কৌশিকী নদীর তীরে ভোজকট নামে এক নগর ছিল। তথায় গাধি নামে এক রাজা ছিলেন। এই রাজর্ষি গাধির ঔরসে মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং সত্যবতী নাম্নী এক পরম-রূপবতী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ভৃগুনন্দন মহর্ষি ঋচিকের সহিত সত্যবতীর বিবাহ হইলে, সেই দম্পতি হইতে জমদগ্নির জন্ম হয়। মহামনাঃ জমদগ্নি সমস্ত বেদ ও সমগ্র ধনুর্বেদে সাতিশয় প্রবীণতা লাভ করিয়া প্রসেনজিত রাজার নিকট গমন-পূর্বক তদীয় কন্যা রেণুকার পাণিগ্রহণ করেন। এই রেণুকার গর্ভে পঞ্চ পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে পরশুরাম সর্বকনিষ্ঠ। শৈশবে ইঁহার নাম রক্ষিত হয় রাম। পরে পরশু অস্ত্র ধারণ করায় পরশুরাম নামে খ্যাত হন। মহাদ্রিতে তপস্যা করিয়া ইনি সিদ্ধিলাভ করেন।

একদা রামজননী রেণুকা, পুত্রগণ ফলাহরণে গমন করিলে, স্নান করিবার নিমিত্ত একাকিনী গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, চিত্ররথ গন্ধর্ব নিজ ভার্যাগণসহ জলবিহার করিতেছেন। তদ্দর্শনে রেণুকা কামশরপীড়িতা হইয়া বহু বিলম্বে আশ্রমে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। জমদগ্নি তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া, পুত্রগণ গৃহাগত হইলে, তাঁহাদিগকে মাতৃবধে আদেশ করিলেন। প্রথম চারিপুত্রের কেহই এই ঘোরতর পাপজনক মাতৃহত্যা দোষে লিপ্ত হইতে সম্মত হইলেন না। কনিষ্ঠ পুত্র রাম পিতৃনির্দেশ শিরোধার্য করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে পরশু অস্ত্রের আঘাতে জননীর শিরশ্ছেদন করিলেন। ইহাতে জমদগ্নি প্রীত হইয়া পুত্রকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে ইনি মাতার পুনর্জীবন প্রার্থনা করিলেন। জমদগ্নির তপঃপ্রভাবে রেণুকা পুনর্জীবিতা হইলেন। তথাপি কিন্তু এই মহাপাপে সে কুঠার বহুকাল ইঁহার হস্ত হইতে স্খলিত হয় নাই। ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্যটন করিয়া পরিশেষে ব্রহ্মপুত্র স্নানে ধৌতপাপ হইলে, পরশু হস্তচ্যুত হয়।

ইঁহার সমকালেই হৈহয়াধিপতি কার্তবীর্যার্জুন সসাগরা ধরিত্রী স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। একদা কার্তবীর্য জমদগ্নি মুনির আশ্রমে গমন করিয়া কামধেনু দর্শনে লোভাকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাহা প্রার্থনা করেন ; কিন্তু মুনিবর তৎপ্রদানে সম্মত হন নাই। ইহাতে রাজা জমদগ্নিকে বধ ও একবিংশতি প্রহারে রেণুকাকে মৃতকল্পাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া কামধেনুটি লইয়া গৃহে গমন করেন। ভার্গব এই সময়ে পুষ্করতীর্থে তপশ্চরণে রত ছিলেন। রোরুদ্যমানা জননীর স্মরণে ইনি গৃহে উপস্থিত হইয়া পিতৃবিয়োগে সাতিশয় সন্তপ্ত হইলেন। অতঃপর পতিপ্রাণা রেণুকা ভর্তার অনুমৃতা হইলে, রাম দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া রাজার প্রহার সংখ্যানুসারে একবিংশতিবার সমস্ত

ক্ষত্রিয়ের নিধন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। অনন্তর জনক-জননীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সমাপনপূর্বক ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহার উপদেশক্রমে শিবের নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকট অস্ত্র-বিদ্যায় সুশিক্ষিত হন। তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইনি প্রথমে সপুত্র সবান্ধব কার্তবীর্যকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া, পরে কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি সদ্যো-জাত শিশু সমস্ত ক্ষত্রিয়ের একবিংশতিবার নিধন করেন।

এইরূপে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া পরশু-রাম কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য শিবপুরীতে উপস্থিত হন। তৎকালে হরগৌরী নির্জনে অন্তঃপুর মধ্যে ছিলেন। বহির্দেশে গণেশ দ্বাররক্ষা করিতেছিলেন। তিনি ইঁহাকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলেন। শিব-শিষ্য ভার্গব সে কথা না শুনিয়া অন্তঃপুর-প্রবেশের চেষ্টা করিলে দুইজনে বিবাদ উপস্থিত হয়। পরশুরাম ক্রোধ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বীয় অমোঘ পরশু গণেশের প্রতি নিক্ষেপ করায় তাঁহার একটি দন্ত ছিন্ন হয়; কিন্তু গণেশ স্বীয় মাহাত্ম্যগুণে ইঁহাকে ক্ষমা করেন।

অতঃপর সসাগরা মেদিনী জয় করিয়া পরশুরাম যজ্ঞ করিতে প্রবৃত্ত হন। উল্লিখিত নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধিরে সমন্ত-পঞ্চক নামক স্থানে পাঁচটি শোণিত সরোবর নির্মিত হইয়াছিল। জমদগ্নিসুত ঐ সরোবরে পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া অশ্ব-মেধ যজ্ঞ দ্বারা পিতৃপুরুষদিগকে পরিতৃপ্ত করেন। এই সময়ে ঋচিকচ্যবনাদি মুনি-গণ তথায় উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে এবম্ভূত নৃশংস কার্য হইতে নিবৃত্ত করেন। তাহাতে পরশুরাম দক্ষিণাস্বরূপ গুরু কশ্যপকে সমস্ত উপার্জিত পৃথিবী দান করিয়া স্বয়ং তপস্যার্থ মহেন্দ্র পর্বতে গমন করেন। বহুকাল পরে, ইনি জনকভবনে রাঘব রামচন্দ্রের হরধনুর্ভঙ্গবার্তা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে দেখিবার নিমিত্ত গৃহপ্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে স্বীয় বৈষ্ণবধনুকে জ্যারোপণ করিতে বলেন। রামচন্দ্র হাস্য করিতে করিতে অবলীলাক্রমে সেই শরাসনে শরযোজনা করিয়া ভার্গবের দর্প চূর্ণ ও তদীয় তপোর্জিত স্বর্গাদিলোক রোধ করেন। এইরূপে হতমান ও হৃতদর্প হইয়া পরশুরাম ক্লান্তপদে মহেন্দ্র পর্বতে প্রতিপ্রস্থান করেন।

মহাবীর ভীষ্ম ও দ্রোণ পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যার শেষ শিক্ষালাভ করেন কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা তনয়া অম্বা দেবব্রত কর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া ইঁহার শরণাপন্ন হইলে, ইনি অম্বাকে লইয়া ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হন। কিন্তু অটলপ্রতিজ্ঞ ভীষ্ম গুরুবাক্যেও অম্বাগ্রহণে অস্বীকৃত হইলে, গুরুশিষ্যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তক ভার্গব শিষ্যের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন। বীরবর কর্ণ আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া অস্ত্রশিক্ষার্থ ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলে, ইনি তাঁহাকে ব্রহ্মাস্ত্রাদি নানারূপ অস্ত্র-কৌশল শিক্ষা দেন। একদা ইনি প্রিয় শিষ্য কর্ণের ঊরুদেশে মস্তক ন্যস্ত করিয়া নিদ্রাগত হইলে, দৈবযোগে দংশকীট কর্ণের ঊরু ভেদ করিতে আরম্ভ করে; তথাপি কিন্তু গুরুর নিদ্রা-ভঙ্গভয়ে অসাধারণ ক্লেশসহিষ্ণু সূর্যনন্দন তদবস্থাতেই উপবিষ্ট রহিলেন। পরে রুধিরস্পর্শে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, পরশুরাম কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া সন্দেহ করেন। তখন কর্ণ আর সত্যের অপলাপ করিতে সাহসী না হইয়া প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলে পরশুরাম তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করেন যে, মৃত্যুকালে ব্রহ্মাস্ত্রসকল তাঁহার স্মরণ থাকিবে না। এদিকে শাপগ্রস্ত দংশকীট পরশুরাম দর্শনে শাপমুক্ত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পরশ্বঃ (-শ্বস্), **পরশ্ব**—আগামী দিনের পরদিনে, পরশু; (গ্রাম্য প্রয়োগে) গত কল্যের পূর্বদিন। পর (অর্থাৎ দূরবর্তী) যে শ্বঃ (আগামী দিন), কর্মধা। অ।

পরশ্রমজীবী (-বিন্), **পরশ্রম-ভোগী** (-ভোগিন্)—অপরের শ্রমের সুবিধা গ্রহণকারী। উপতৎ; পরশ্রম—জীব্ + ণিন্ কর্তৃ; পরশ্রম—ভুজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-জীবিনী**, **-ভোগিনী**।

পরশ্রী—পরের সৌভাগ্য, অন্যের ঐশ্বর্য, অপরের উন্নতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরশ্রীকাতর—পরের সৌভাগ্য দর্শনে দুঃখিত, অন্যের উন্নতিতে ঈর্ষ্যান্বিত। ৭তৎ। বিণ।

পরস্তাৎ—পশ্চাৎ, পরে। পর + অস্তাৎ। অ।

পরস্পর—ইতরেতর, অন্যোন্য। পর পরের প্রতি, নিত্য; পর [সুট্] + পর। বিণ।

পরস্পরবিরোধী (-রোধিন্)—১ অন্যোন্য বিবাদবিশিষ্ট, পরস্পরে বিবাদ-যুক্ত। ৭তৎ। ২। পরস্পরের বিপরীত ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-বিরোধিনী**।

পরস্ব—পরধন, পরের সম্পত্তি। পরের স্ব (ধন), ৬তৎ। বি; স্ত্রী বা পু।

পরস্বহরণ—অন্যের ধন অন্যায়পূর্বক গ্রহণ, যে কোন প্রকারে অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করণ। পরস্বের হরণ, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরস্বহারী (-হারিন্)—অন্যায়পূর্বক অন্যের ধন গ্রহণকারী, যে কোন প্রকারে অপরের বিত্ত আত্মসাৎকারী। উপতৎ; পরস্ব—হৃ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**।

পরস্বাপহরণ—অন্যায়পূর্বক অন্যের ধন গ্রহণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরস্বাপহারী—অন্যের বিত্তহরণকর্তা, অপরের সম্পত্তি গ্রহণকারী। উপতৎ; পরস্ব—অপ—হৃ + ণিন্ কর্তৃ। ৬তৎ। বিণ; পু।

পরস্মৈপদ—ধাতুর উত্তর প্রযুক্ত পরোদ্দেশ্যক বিভক্তি। পর শব্দের চতুর্থীর একবচনে পরস্মৈ; পরস্মৈ + পদ। বি; স্ত্রী।

পরস্মৈপদী (-দিন্)—পরস্মৈপদের বিভক্তিযুক্ত যাহাতে পরস্মৈপদের বিভক্তি হইবে এমন; (ব্যঙ্গার্থে) পরের দেওয়া। পরস্মৈপদ + ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-দিনী**।

পরহিতকামী (-মিন্)—অন্যের হিতাভিলাষী, পরোপকারী। পরহিত—কম + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কামিনী**।

পরহিতব্রত—১। পরোপকারী, পরের উপকার সাধনই যাহার মূলমন্ত্র। পরহিত হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ। ২। অপরের উপকাররূপ পুণ্যকার্য। পরহিতই যে ব্রত, কর্মধা। বি; পু।

পরহিতব্রতী (-তিন্)—অন্যের উপকার সাধনে নিযুক্ত, পরোপকারী। পরহিত-ব্রত + ইন্ কুশলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ব্রতিনী**।

পরহিতৈষণা—অন্যের ইষ্টসাধনের বাসনা, অপরের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা, পরোপকার-প্রবৃত্তি। পরহিতের এষণা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরহিতৈষী (-ষিন্)—অন্যের মঙ্গলা-কাঙ্ক্ষী। উপতৎ; পরহিত—ইষ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ষিণী**।

পরা—১। অন্যা, শ্রেষ্ঠা, পরমা ইত্যাদি; রতা, নিযুক্তা ('নৃত্য—')। পর + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রাধান্য; আভিমুখ্য; প্রাতিকূল্য; ধর্ষণ; অত্যন্ত; বিক্রম; অনাদর; ভঙ্গ; বধ; প্রত্যাবৃত্তি। পৃ (পূরণ করা) + আ কর্তৃ। অ। ৩। পরিধান করা, অঙ্গে ধারণ করা। ক্রি। ৪। পরিহিত। বাংপ্র। বিণ।

পরাক্ (পরাচ্)—১। পরাঙ্মুখ, বিমুখ। পরা—অন্চ+কিপ্ কর্তৃ। অ। বিণ। ২। পশ্চাৎ, পশ্চাতে। অ।

পরাক—দ্বাদশ দিন উপবাসরূপ ব্রত [পরাক ব্রতে অসমর্থ হইলে তন্মূল্য পঞ্চধেনু বা তন্মূল্য ১৫ কাহন কড়ি দান করিতে হয়]। পর (শ্রেষ্ঠ)—অক্ (গমন করা)+অল্ করণ। বি; পুং।

পরাকরণ—ঘৃণাকরণ; অবজ্ঞা; ত্যাগ। পরা—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

পরাকাষ্ঠা—চরমসীমা, যতদূর হইতে পারে ততদূর, চূড়ান্ত, চরম উৎকর্ষ। পরা (অত্যন্ত)+কাষ্ঠা (সীমা), অসমস্ত পদদ্বয়। বি; স্ত্রী।

পরাকৃত—ঘৃণিত; ন্যকৃত; ত্যক্ত। পরা—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাক্রম—বিক্রম; শক্তি; পুরুষকার। পরা—ক্রম্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

পরাক্রমশালী (-শালিন্)—শক্তিমান্; প্রভাবশালী। উপতৎ; পরাক্রম—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শালিনী**।

পরাক্রান্ত—বিক্রান্ত, বিক্রমশালী; শক্তিসম্পন্ন। পরা—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরাগ—১। পুষ্পরেণু; ধূলি; স্নানীয় গন্ধচূর্ণ; চন্দন। পরা—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। ২। প্রশংসা, খ্যাতি; উপরাগ। পরা—গম্+ড ভাব। বি; পুং।

পরাগকেশর—পুষ্পের মধ্যস্থলস্থিত স্থূল কেশর ভিন্ন অবশিষ্ট সূত্রাকার পরাগবিশিষ্ট কেশরসমূহ, stamen. পরাগধারী কেশর, মধ্যপ। বি; পুং।

পরাগকোষ—পুষ্পের মধ্যস্থলে কোষের আকারবিশিষ্ট যে পদার্থের মধ্যে পরাগ থাকে। পরাগগর্ভ যে কোষ, মধ্যপ। বি; পুং।

পরাগত—১। ব্যাপ্ত; যুক্ত; বিকসিত। পরা—গম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। পরা—আ—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরাঙ্ (পরাচ্)—বিমুখ, পরাঙ্মুখ। পর—অন্চ্ (গমন করা)+কিচ্ কর্তৃ। বিণ।

পরাঙ্মুখ—মুখ ফিরাইয়া আছে এরূপ; বিমুখ; বিরুদ্ধ; প্রতিকূল; নিবৃত্ত। পরাক্ (পশ্চাতে) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**পরাঙ্মুখা, -খী**।

পরাচিত—১। সম্যক্ ব্যাপ্ত। পর (সম্যক্) আচিত (ব্যাপ্ত), সুপ্‌সুপেতি। ২। পরপালিত, পরপুষ্ট। পর (অন্য) কর্তৃক আচিত (পুষ্ট), ৩তৎ। বিণ।

পরাচীন—পরাঙ্মুখ, বিমুখ; প্রাচীন। 'পরাক্' দ্রঃ। পরাচ্ শব্দ+খীন। বিণ।

পরাজয়—পরাভব, হারিয়া যাওয়া; অসহন। পরা—জি (জয় করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

পরাজিত—বিজিত, পরাভূত। পরা—জি (জয় করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাজেয়—পরাভবযোগ্য। পরা—জি+যৎ কর্ম। বিণ।

পরাণ—জীবন। <প্রাণ। বি।

পরাৎপর—১। পর হইতে পর, শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। অলুক্ ৫তৎ। পর (শ্রেষ্ঠ) শব্দের পঞ্চমীর ১বচনে পরাৎ। বিণ। ২। পরমেশ্বর। বি; পুং।

পরাত—বড় থালা। <পোর্তু 'prato'. বি। [৬তৎ। বি; পুং।

পরাধি—পরপীড়া। পরের আধি (পীড়া),

পরাধিকার—অন্যের অধিকার বা বিষয়, অপরের ব্যাপার বা কার্য। পরের অধিকার, ৬তৎ। বি; পুং।

পরাধিকারচর্চা—অন্যের বিষয়ে বা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পরাধীন—অন্যের অধীন, পরবশ, পরতন্ত্র। পরের অধীন, ৬তৎ। বিণ।

পরান, পরাণি—প্রাণ। বাংপ্র। বি।

পরানপুতলি—প্রাণসর্বস্ব; প্রাণরূপ পুতুল। বাংপ্র। বি।

পরানপ্রিয়—প্রাণের প্রিয়; প্রাণসম প্রিয়। বাংপ্র। বিণ।

পরানবঁধু—অন্তরঙ্গ বন্ধু, প্রাণের বন্ধু; প্রাণনাথ। বাংপ্র। বি।

পরানো—পরিধান করানো, গাত্রে লাগানো, গায়ে দিয়ে দেওয়া, সাজানো; ছিদ্রমধ্যে প্রবেশিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

পরান্তক—১। সংহারকারী, শিব। পরের (সংসারের) অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বি; পুং। ২। শত্রুনাশক। পরের (শত্রুর) অন্তক, ৬তৎ। বিণ।

পরান্ন—১। পরকীয় অন্ন; অন্যের অন্ন। ৬তৎ। ২। অপরের পক্ব অন্ন। [গুরু, মাতুল, শ্বশুর, পিতা ও পুত্রের অন্ন স্মৃতিশাস্ত্রমতে পরান্ন নহে।] পরপক্ব যে অন্ন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

পরাবর্ত—পরিবর্ত, বদল; প্রত্যাবৃত্তি। পরা—বৃত্ (থাকা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

পরাবর্তন, পরাবর্ত—প্রত্যাবর্তন; প্রত্যাগমন। পরা—বৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরাবর্তিত—যাহাকে ফিরানো হইয়াছে। পরা—বর্তি+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাবহ—উপরে বর্তমান সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ। পরা—বহ্ (বহা)+অল্ কর্তৃ। বি; পুং।

পরাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত; প্রত্যাগত; প্রতিনিবৃত্ত। পরা—বৃত্ (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরাবৃত্তি—প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন; প্রতিনিবৃত্তি, পরিবর্ত; পরিবর্তন। পরা—বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরাভব—তিরস্কার; পরাজয়; হার; অতিক্রম। পরা—ভূ (হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পুং।

পরাভূত—পরাজিত, পরাস্ত; তিরস্কৃত। পরা—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরামর্শ—যুক্তি; বিবেচনা; মন্ত্রণা; কার্যাকার্য সম্বন্ধে অভিমত; স্পর্শ; ব্যাপ্তিবিশিষ্টের পক্ষবৃত্তিত্ব জ্ঞান। পরা—মৃশ্ (বিবেচনা করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

পরামর্ষ—সহন; ক্ষমা। পরা—মৃষ্ (ক্ষমা করা)+অল্ ভাব। বি; পুং।

পরামাণিক, -মানিক—নাপিত। বাংপ্র। বি।

পরায়ণ—১। শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। পর যে অয়ন, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অত্যাসক্ত, তৎপর। পর (প্রধান, একমাত্র) হইয়াছে অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

পরায়ত্ত—পরাধীন; পরহস্তগত। পরের আয়ত্ত, ৬তৎ। বিণ।

পরারি—১। পূর্বতর বৎসরে, গত তৃতীয় বর্ষে। অ। ২। পরম শত্রু। পর (প্রধান) যে অরি, কর্মধা। ৩। অন্যের শত্রু। পরের অরি, ৬তৎ। বি; পুং।

পরার্থ—১। অন্যের প্রয়োজন বা উপকার; অপরের ধন। পরের অর্থ, ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। ভিন্ন উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। পর (ভিন্ন) অর্থ (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ। ৩। অন্যের জন্য। পরের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। বিণ।

পরার্ধ—১। অত্যধিক সংখ্যা বিঃ, লক্ষগুণিত লক্ষ কোটি, ১০০০০০০০০০০০০০০০০০। পর (অতিশয়) যে অর্ধ (বৃদ্ধ বা প্রবৃদ্ধ), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শেষার্ধ। পর (উত্তর) যে অর্ধ, কর্মধা। বি; ক্লী।

পরার্ধ্য—১। উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ। পরার্ধ+য্য যুক্তার্থে। বিণ। ২। স্বর্লোক। বি; পুং। ৩। পরার্ধ। পরার্ধ+য্য স্বার্থে। বি; ক্লী।

পরাশর—কলিধর্মপ্রয়োজক জনৈক ঋষি, ব্যাসদেবের পিতা। বশিষ্ঠতনয় শক্তির ঔরসে তৎপত্নী অদৃশ্যন্তীর গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সুকঠোর তপস্যা দ্বারা ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। ইনি পুলস্ত্যের নিকট বিষ্ণুপুরাণ শ্রবণ করিয়া পরে তাহা মৈত্রেয় মুনির নিকট বর্ণন করেন। পিতৃহন্তা রাক্ষসদিগের বধের নিমিত্ত ইনি

রাক্ষসযজ্ঞ সম্পন্ন করিলে বহুসংখ্যক রাক্ষস বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরে পুলস্ত্যের অনুরোধে ইনি সে যজ্ঞ রহিত করেন। ইঁহার বরে সত্যবতীর (মৎস্যগন্ধার) গাত্রের মৎস্যগন্ধ দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্তে পদ্মগন্ধের সঞ্চার হয়। এই সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার খ্যাতনামা পুত্র ব্যাসদেব জন্মগ্রহণ করেন। পরাশর-প্রণীত সংহিতা অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহাতে কলিকালের ব্যবহারোপযোগী বিধিসমূহ নির্ধারিত হইয়াছে। রাজতরঙ্গিণী-প্রোক্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়নির্ণয়মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ২৫০০ অব্দে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়। বিলফোর্ড সাহেবের মতে ইনি খ্রীঃ পূঃ ১৩৯১ অব্দে, এবং বুকানন সাহেবের মতে খ্রীঃ পূঃ ১৩০০ অব্দে বিদ্যমান ছিলেন। পরা—শৃ+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পরাশরী, পারাশরী (-রিন্)—চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু। পরাশর+ষ্ণ ইদমর্থে=পরাশর বা পারাশর (পরাশর-প্রোক্ত ভিক্ষু-সূত্র); তাহা অবলম্বন করিয়াছে যে এই অর্থে পরাশর বা পারাশর+ইন্। বি; পু।

পরাশ্রয়—১। অন্যের আশ্রয়, অপরের সাহায্য। পরের আশ্রয়, ৬তৎ। ২। প্রধান আশ্রয় বা অবলম্বন। পর (প্রধান) যে আশ্রয়, কর্মধা৭ বি; পু। ৩। অন্যের আশ্রিত; অপরের দ্বারা পালিত। পর (অন্য) হইয়াছে আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

পরাশ্রয়া—১। পরপালিতা, অন্যের আশ্রিতা। পর হইয়াছে আশ্রয় যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। বৃক্ষের উপরে উৎপন্ন লতা, পরগাছা। বি; স্ত্রী।

পরাশ্রয়ী (-শ্রয়িন্)—অন্যের আশ্রয় গ্রহণকারী, অপরের সাহায্যার্থী, পরাশ্রিত। পরের আশ্রয়ী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শ্রয়িণী**।

পরাশ্রিত—অন্যের আশ্রিত, পরপালিত। ৬ বা ২তৎ। বিণ।

পরাসন—হত্যা, বধ। পরা—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

পরাসু—প্রাণহীন, মৃত। পর (গত) হইয়াছে অসু (প্রাণ) যাহার, বহু; কিংবা, পরা—অস্ (থাকা)+উ কর্তৃ। বিণ।

পরাসুতা—প্রাণহীনতা, মৃত্যু। 'পরাসু' দ্রঃ। পরাসু+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পরাস্ত—পরাজিত। পরা—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাহ—পরদিন। পর যে অহন্ (দিন), কর্মধা। বি; পু।

পরাহত—আহত; ব্যাহত; পরাভূত; তিরস্কৃত। পরা—আ—হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরাহ্ণ—অপরাহ্ণ, বিকাল বেলা। অহনের (দিনের) পর (শেষভাগ), একদেশী। বি; পু।

পরি—১। সর্বতোভাব; শেষ; ইত্থম্ভাব; বর্জন; ব্যাধি; বীপ্সা; আখ্যান; ভাগ; দোষাখ্যান; আলিঙ্গন; চিহ্ন; ব্যাপ্তি; নিরাস; পূজা; শোক; সম্যক্ ব্যাপ্তি ইত্যাদিসূচক উপসর্গ। পৃ+ইন্ কর্তৃ। ২। উপরি। কপ্র। অ।

পরিকথা—উপাখ্যান-পুস্তক, গল্পের বহি। পরি (আখ্যানমূলক) কথা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

পরিকম্প—কম্প, কাঁপনি; ভয়। পরি—কম্প্ (কাঁপা)+অল্। বি; পু।

পরিকর—১। সহচর; সহকারী; পরিবার। পরি—কৃ (করা)+অন্ কর্তৃ। ২। পর্যঙ্ক, শয্যা। পরি—কৃ+অল্ অধি। ৩। আরম্ভ; নিষ্পত্তি। পরি—কৃ+অল্ ভাব। ৪। বিবেক; হস্ত্যশ্বাদি উপকরণ। পরি—কৃ+অল্ করণ। ৫। সমূহ; কটিবন্ধ, কোমরবাঁধা, 'বেল্ট'; (নাট্যে) মুখসন্ধির অঙ্গ বিঃ; কাব্যালংকার বিঃ। পরি—কৃ+অল্ কর্ম। বি; পু।

পরিকর্তা (-কর্তৃ)—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বর্তমানে কনিষ্ঠের বিবাহপ্রার্থী। পরি—কৃ (করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পু।

পরিকর্ম (-কর্মন্)—সংস্করণ, প্রসাধন, সাজান; সুদৃশ্যতা সম্পাদন। পরি—কৃ+মন্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

পরিকর্মা (-কর্মন্)—পরিচারক, ভৃত্য। প্রাদি; পরি—কৃ (করা)+মন্ কর্তৃ। বি; পু।

পরিকর্মী (-কর্মিন্)—প্রসাধক; পরিচারক। পরিকর্মন্ শব্দ+ইন্। বিণ। স্ত্রী—**পরিকর্মিণী**।

পরিকল্পক—পরিকল্পনাকারী, designer. পরি—কৃপ্+ণক কর্তৃ। বি; পু।

পরিকল্পন—মনন, চিন্তন; রচনা; নির্ধারণ; রচনার প্রণালী উদ্ভাবন। পরি—কৃপ্ (কল্পনা করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিকল্পনা—মনে মনে কল্পনা, মনন; চিন্তা; রচনা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

পরিকল্পিত—কল্পিত, মনে মনে রচিত; সজ্জিত; অনুষ্ঠিত; নির্দিষ্ট। পরি—ণিজন্ত কৃপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিকীর্ণ—বিস্তৃত; ব্যাপ্ত; সমর্পিত; বিক্ষিপ্ত। পরি—কৄ (বিকিরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিকীর্তন—সবিস্তারে কথন বা গান। পরি—কৃত্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিকীর্তিত—কথিত; গীত; উচ্চারিত। প্রাদি। বিণ।

পরিক্রম, পরিক্রমণ—পরিভ্রমণ, পর্যটন; গমন; ইতস্ততঃ পাদচারণ; চতুর্দিকে ভ্রমণ। পরি—ক্রম্+অল্, অনট্ ভাব। বি; পু ও স্ত্রী।

পরিক্রয়—বিক্রীত বস্তুর পুনঃক্রয়। প্রাদি; পরি—ক্রী (ক্রয় করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

পরিক্রিয়া—সংস্করণ; পরিখাদি দ্বারা বেষ্টন। পরি—কৃ (করা)+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিক্লান্ত—অতিশয় ক্লান্ত; পরিশ্রান্ত। প্রাদি। বিণ।

পরিক্লিষ্ট—অতিক্লিষ্ট, সাতিশয় ক্লেশপ্রাপ্ত; পরিক্ষত; উত্ত্যক্ত। পরি (সম্যক্) ক্লিষ্ট, প্রাদি। বিণ।

পরিক্ষত—সম্যক্ ক্ষত; ভ্রষ্ট; নষ্ট। পরি (সম্যক্) ক্ষত, প্রাদি। বিণ।

পরিক্ষিৎ, পরীক্ষিৎ—চন্দ্রবংশীয় নরপতি, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পৌত্র। পরি—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্বিপ্। [ইনি কুলের ক্ষীণ অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায় বাসুদেব ইঁহার নাম পরিক্ষিৎ রাখেন; অথবা মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রপ্রহারে মৃত হইয়া কৃষ্ণের যোগবলে ইনি পুনর্জীবন লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন।] বি; পু। পরীক্ষিৎ-সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

অর্জুনতনয় অভিমন্যুর ঔরসে তৎপত্নী উত্তরার গর্ভে ইঁহার জন্ম। কৃপাচার্যের নিকট ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। পাণ্ডবগণ যৎকালে ইঁহাকে হস্তিনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন, তৎকালে ইনি অপ্রাপ্তবয়স্কতা হেতু কৃপাচার্য প্রমুখ বিশ্বাসী সচিবগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ইনি অতি প্রজাবৎসল ভূপতি ছিলেন। ইঁহার জনমেজয়াদি চারি পুত্র হয়। কৃপাচার্যকে গুরুরূপে বরণ করিয়া ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন।

পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়ার্থ বনগমন করেন, এবং ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে শমীক নামক এক তপোধনের আশ্রমে উপস্থিত হন। মুনিবর তৎকালে মৌনাবলম্বনে মুদ্রিতনেত্রে তপস্যা করিতেছিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ তাঁহার নিকট ভোজ্যপানীয় প্রার্থনা করেন।

কিন্তু মৌনাবলম্বী ঋষি উত্তর না করায়, ইনি আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া ক্রোধে ধৈর্যচ্যুত হইয়া মুনিবরের গলদেশে এক মৃত সর্প লম্বিত করিয়া প্রস্থান করেন। শমীকের পুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে আসিয়া পিতার দুর্দশা দেখিয়া ক্রোধে অভিসম্পাত করেন যে, এই ঘৃণিতকার্যকারী—যেই হউক, সে এক সপ্তাহমধ্যে তক্ষকদষ্ট হইয়া কালসদনে গমন করিবে।

পরীক্ষিৎ এই শাপবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং শুকদেব গোস্বামীর নিকট মুক্তিসাধন হরিকথা শ্রবণে সময়ক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সপ্তম দিবসের শেষভাগ পর্যন্তও মুনিবাক্য সফল হইল না দেখিয়া সদস্যগণ-সহ তদ্বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি সুখাদ্য ফল ইঁহার নিকট আনীত হইল। ইনি ফলটি ভক্ষণার্থ ছেদন করিলে, তন্মধ্য হইতে সূক্ষ্মদেহধারী তক্ষক নির্গত হইয়া রাজাকে দংশন করিল। দেখিতে দেখিতে পরীক্ষিৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়া অব্যর্থ ঋষিবাক্যের সাফল্য প্রদর্শন করিলেন। পরীক্ষিৎ কলিযুগের প্রারম্ভে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন।

পরিক্ষিত—চন্দ্রবংশীয় নরপতি বিঃ, অর্জুনের পৌত্র। পরি—ক্ষি+ক্ত কর্তৃ। বি ; পু।

পরিক্ষিপ্ত—প্রক্ষিপ্ত ; বেষ্টিত ; পরিত্যক্ত। পরি—ক্ষিপ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিক্ষীণ—ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত। পরি—ক্ষি (ক্ষয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিক্ষেপ—প্রক্ষেপ ; বেষ্টন ; পরিত্যাগ। পরি—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

পরিখসি—পরীক্ষা করিতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরিখা—১। চতুর্দিকে বেষ্টিত খাত, গড়খাই, moat. পরি—খন্ (খনন করা)+ড কর্ম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। পরীক্ষা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরিখেদ—দুঃখ ; ক্লেশ ; শ্রম। পরি—খিদ্ (খিন্ন হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

পরিখ্যাত—বিখ্যাত। পরি—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগণন, -গণনা—বিশেষভাবে গণন। পরি—গণ+অনট্, পক্ষে অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

পরিগণিত—যাহা গণনা করা হইয়াছে এরূপ, সংখ্যাত ; বিবেচিত। পরি—গণ (গণনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগত—১। লব্ধ, প্রাপ্ত ; বেষ্টিত ; জ্ঞাত। পরি—গম্+ক্ত কর্ম। ২। গত। পরি—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিগমিত—চালিত ; অতিবাহিত। পরি—গমি (গমন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগূঢ়—অতিশয় গোপনীয়, নিগূঢ়। পরি—গুহ্ (গোপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগৃহীত—যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে এরূপ ; উপাত্ত ; স্বীকৃত। পরি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিগ্রহ, পরিগ্রাহ—১। গ্রহণ ('দার-—') ; স্বীকার। পরি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। ২। পত্নী ; পরিজন ; শাপ ; মূল ; সৈন্যপশ্চাদ্‌ভাগ। ...+অল্, ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

পরিগ্রাহক—গ্রহণকারী। পরি—গ্রহ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

পরিঘ—১। লৌহাগ্র মুদ্গর; শূল ; হুড়কা ; জ্যোতিষোক্ত যোগ বিঃ। পরি—হন্ (বধ করা)+অল্ করণ। ২। আঘাত। ...+অল্ ভাব। ৩। তোরণ, ফটক ; দ্বার ; জলপাত্র, শিশি। ...+অল্ কর্ম। বি ; পু।

পরিঘট্টিত—সম্যক্ ঘর্ষিত, সাতিশয় ধর্ষণপ্রাপ্ত। পরি—ঘট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিঘাত—লৌহমুদ্গর, অর্গল ; হুড়কা। পরি—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

পরিঘাতন—১। আঘাত। পরি—ণিজন্ত হন্ (=ঘাতি)+অনট্ ভাব। ২। লৌহ-মুদ্গর, অর্গল। ...+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

পরিচয়—প্রণয় ; জানাশুনা ; অভিজ্ঞতা ; আলাপ ; নাম ধাম ইত্যাদি বিবরণ ; প্রমাণ, প্রদর্শিত নমুনা ('জ্ঞানের —') ; অভ্যাস। পরি—চি+ অল্ ভাব। বি ; পু।

পরিচয়-পত্র—যে পত্র দেখিয়া কাহারও নাম ধাম প্রভৃতি জানা যায় তাহা, letter of introduction. পরিচয়-জ্ঞাপক পত্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পরিচর—পরিচারক, সেবক ; অনুচর। পরি—চর্ (গমন করা)+ট কর্তৃ। বি ; পু।

পরিচর্যা—পূজা ; সেবা ; সৎকার। পরি—চর্ (গমন করা)+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পরিচলন—তরল ও বায়বীয় পদার্থের ভিতর দিয়া তাপ ও তড়িতের চলন, convection. পরি—চল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

পরিচায়ক—পরিচয়-কারক, যে বা যাহা জানাইয়া বা চিনাইয়া দেয় ; প্রমাণ-প্রদর্শক ; সূচক, জ্ঞাপক। পরি—চি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পরিচায়িকা**।

পরিচারক—সেবক, দাস, ভৃত্য। পরি—চর্ (গমন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

পরিচারণ—পরিচর্যা, সেবা। পরি—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

পরিচারিকা—সেবিকা, দাসী। পরিচারক +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

পরিচালক—চালনকর্তা, চালক, নেতা ; নির্বাহক ; যাহার মধ্য দিয়া চালিত হইতে পারে, conductor. প্রাদি। বিণ। স্ত্রী—**পরিচালিকা**।

পরিচালকতা—যে গুণ থাকাতে জড়পদার্থ-সকল এক পরমাণু হইতে অন্য পরমাণুতে তাপ তড়িৎ প্রভৃতি সঞ্চালন করে সেই গুণ বা ধর্ম, conductivity ; পরিচালন-ক্ষমতা ; চালাইয়া লইয়া যাইবার শক্তি। পরিচালক +তা ভাবে। বি ; স্ত্রী।

পরিচালন, -না—সঞ্চালন ; নয়ন ; নির্বাহ। প্রাদি। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

পরিচালিত সঞ্চালিত ; উপদিষ্ট ; নীত ; নির্বাহিত। প্রাদি। বিণ।

পরিচিত—জ্ঞাত, যাহার সহিত জানাশুনা আছে এরূপ ; অভ্যস্ত। পরি—চি (একত্র করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচিন্তন—সম্যগ্‌রূপে চিন্তা করা। পরি (সম্যক্) চিন্তন, প্রাদি। বি ; ক্লী।

পরিচিন্তনীয়—সম্যগ্‌রূপে ভাবিয়া দেখিবার উপযুক্ত। পরি—চিন্তি+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরিচিন্তিত—সম্যগ্‌রূপে চিন্তিত, উত্তম-রূপে বিবেচিত। পরি (সম্যক্) চিন্তিত, প্রাদি। বিণ।

পরিচেয়—পরিচয়যোগ্য। পরি—চি+য কর্ম। বিণ।

পরিচ্ছদ—পরিজন ; অনুচর ; বেশ, পোশাক ; সামগ্রী ; হস্ত্যশ্বাদি উপকরণ ; আচ্ছাদন। পরি—ণিজন্ত ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ঘ করণ। বি ; পু।

পরিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন ; সজ্জিত ; ভূষিত ; পরিষ্কৃত ও গোছানো, tidy. পরি—ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচ্ছিত্তি—ব্যবধান ; অবধারণ। পরি—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিচ্ছিন্ন—বিভক্ত ; ইয়ত্তারূপে পরিমিত ; নির্ণীত ; সীমাবদ্ধ। পরি—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিচ্ছেদ—১। নির্ণয় ; ইয়ত্তারূপে

অবধারণ। পরি—ছিদ্ (ছেদন করা)+অল্ ভাব। ২। অংশ; গ্রন্থাদির ভাগ; শেষ ('প্রাণান্ত —')। পরি—ছিদ্+অল্ কর্ম। বি; পু।

পরিচ্ছেদ্য—বিভাজ্য; ইয়ত্তারূপে নির্ণেয়। পরি—ছিদ্ (ছেদন করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। [বিণ।

পরিচ্যুত—বিচ্যুত, বিভ্রষ্ট, স্খলিত। প্রাদি।

পরিজন—পরিবার, পোষ্যবর্গ; আত্মীয়-বর্গ, পরিচারক। পরি (সর্বতোভাবে) জন (লোক, আপনার লোক), নিত্য; বা পরি—জন্ (জন্মা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পরিজ্ঞাত—১। সম্পূর্ণ অবগত। পরি—জ্ঞা+ক্ত কর্তৃ। ২। সুবিদিত; পরিচিত। পরি—জ্ঞা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিজ্ঞান—সম্পূর্ণ জ্ঞান, যথার্থ জ্ঞান; সর্বতোভাবে জানা।। পরি—জ্ঞা (জানা) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিণত—অবস্থান্তরপ্রাপ্ত; পর্যবসিত; পক্ব; নত; নদীতীরাদিতে বক্রভাবে দন্তাদি প্রহারকারী (গজাদি)। পরি—নম্ (নত হওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিণতি—পরিপাক; অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; পরিণাম; পূর্ণতাপ্রাপ্তি; অবনতি; শেষ; বার্ধক্য। পরি—নম্ (নত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিণদ্ধ—পরিহিত; সংবদ্ধ; বদ্ধ; প্রবৃদ্ধ; পরিবদ্ধ। পরি—নহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিণয়, পরিণয়ন—বিবাহ। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্, অনট্ ভাব। বি; পু ও ক্লী। [বি; ক্লী।

পরিণয়বন্ধন—বিবাহরূপ বাঁধন। রূপক।

পরিণয়সূত্র—বিবাহরূপ সূতা বা সম্বন্ধ। রূপক। বি; ক্লী।

পরিণাম—অবস্থান্তরপ্রাপ্তি; বার্ধক্য; পরিপাক; শেষ ফল; কাব্যালংকার বিঃ; বিবর্তন, evolution. পরি—নম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিণামদর্শিতা—পরিণামদর্শীর ভাব, ভবিষ্যৎ চিন্তন, বিচক্ষণতা, সুদূরদর্শিতা। পরিণামদর্শিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পরিণামদর্শী (-দর্শিন্)-শেষফল লক্ষ্যকারী, উত্তরকাল বিবেচনা করিয়া কার্যকারী, বিচক্ষণ; যে শেষে কি হইবে বুঝিতে পারে। পরিণাম দর্শন করে যে, উপপদ; পরিণাম—দৃশ্ (দেখা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

পরিণায়, পরীণায়—পরিণয়, বিবাহ। পরি—নী+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিণায়ক—সেনাধ্যক্ষ; স্বামী। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+ণক কর্তৃ। বি; পু।

পরিণীত—ঊঢ়, বিবাহিত। পরি—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিণেতা (-ণেতৃ)—বিবাহকারী, ভর্তা; পরিচালক। পরি—নী (লইয়া যাওয়া) +তৃন্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**পরিণেত্রী**।

পরিণেয়—পরিণয়যোগ্য, বিবাহের উপযুক্ত। পরি—নী+য কর্ম। বিণ।

পরিতঃ (-তস্)—সর্বতোভাবে, চারিদিকে। পরি+তস্। অ।

পরিতপ্ত—পরিতাপযুক্ত, দুঃখিত। পরি—তপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিতাপ, পরীতাপ—১। দুঃখ; শোক। পরি—তপ্ (ক্লেশ দেওয়া)+ঘঞ্ করণ। ২। উষ্ণতা, উত্তাপ। পরি—তপ্ (তাপ দেওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ৩। নরক বিঃ। পরি—তপ্+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

পরিতুষ্ট—তৃপ্ত; সন্তুষ্ট। পরি—তুষ্ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিতুষ্টি—তৃপ্তি; সন্তোষ। পরি—তুষ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিতৃপ্ত—সন্তুষ্ট, পরিতুষ্ট। পরি—তৃপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি, **-তৃপ্তি**।

পরিতোষ—তৃপ্তি; সন্তোষ; আনন্দ। পরি—তুষ্ (তুষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিত্যক্ত—সম্যক্ বর্জিত, যাহা বা যাহাকে ত্যাগ করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিত্যজন—ত্যাগ, বর্জন। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিত্যজ্য—ত্যাগার্হ, বর্জনীয়, ত্যাগ-যোগ্য। পরি—ত্যজ্+য কর্ম। বিণ। [সংস্কৃত ব্যাকরণ মতে ইহার অর্থ—পরিত্যাগ করিয়া।]

পরিত্যাগ—ত্যাগ, বর্জন, বিসর্জন। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিত্যাজ্য—যাহা ত্যাগ করিতে হইবে বা করা আবশ্যক; ত্যাগ করিবার যোগ্য, বর্জনীয়। পরি—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

পরিত্রাণ—উদ্ধার; রক্ষা; নিস্তার। পরি—ত্রৈ (রক্ষা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিত্রাতা (-ত্রাতৃ)—রক্ষাকর্তা, উদ্ধার-কর্তা। পরি—ত্রৈ (রক্ষা করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পরিত্রাত্রী**।

পরিত্রাহি—পরিত্রাণ কর, রক্ষা কর। পরি—ত্রৈ+লোট্ হি। সংস্কৃত পদ। অ। **পরিত্রাহি ডাক ছাড়া**—ভীষণ বিপদে বা ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া অত্যন্ত কাতর হওয়া।

পরিদর্শক—দ্রষ্টা, পরিদর্শনকারী। পরি—দৃশ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

পরিদর্শন—পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান। পরি—দৃশ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিদান—প্রতিদান; বিনিময়। পরি—দা (দেওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিদৃশ্য—সুস্পষ্ট দৃশ্য। পরি—দৃশ্+ক্যপ্ কর্ম। বি; ক্লী।

পরিদৃশ্যমান—যাহা চতুর্দিকে দেখা যাইতেছে এমন। পরি—দৃশ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

পরিদেবন, পরিদেবিত—অনুতাপ; বিলাপ, খেদোক্তি। পরি—দিব্ (পীড়া দেওয়া ইত্যাদি)+অনট্, ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

পরিদেবনা—অনুতাপ; বিলাপ, খেদোক্তি। পরি—দিব্ (পীড়া দেওয়া ইত্যাদি)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিদেবী (-দেবিন্)—বিলপনশীল, অনুতপ্ত। পরি—দিব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পরিদেবিনী**।

পরিদোলক—দোলক, যাহার দোলনে বড় ঘড়ির কাঁটা চলে, pendulum. পরি—দোলি+ণক কর্তৃ। বি; পু।

পরিধান—১। পিধান, অঙ্গে ধারণ; আচ্ছাদন; পরা। পরি—ধা+অনট্ ভাব। ২। পরিধেয় বস্ত্র। পরি—ধা+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

পরিধাপন—পরিধান করানো, পরানো। পরি—ণিজন্ত ধা (=ধাপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিধায়—১। পরিচ্ছদ, পোশাক। পরি—ধা (ধারণ করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। পরিধান। পরি—ধা+ঘঞ্ ভাব। ৩। নিতম্ব। পরি—ধা+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

পরিধারণ—ধরিয়া রাখা; প্রতিবন্ধ; পরিধান। পরি—ণিজন্ত ধৃ=ধারি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিধারণা—প্রতিবন্ধ; ধরিয়া রাখা। পরি—ণিজন্ত ধৃ=ধারি (ধারণ করানো)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিধি—বৃত্তের সীমাসূচক গোলাকার রেখা, circumference, বেড়; পরিবেষ্টন; সূর্যের মণ্ডল। পরি—ধা (ধারণ করা)+কি কর্ম। বি; পু।

পরিধিস্থ—চতুঃপার্শ্বস্থ; পরিচারক। পরিধি—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ, বি; পু।

পরিধেয়—১। পরিধানযোগ্য। বিণ। ২। পরিবার কাপড়। পরি—ধা+য কর্ম। বি; ক্লী।

পরিনির্বপণ—দান। পরি—নির্—বপ্ (বপন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিনির্বাণ—মহানির্বাণ। পরি—নির্—বা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিনিষ্ঠা—পর্যবসান, সমাপ্তি। পরি—নি—স্থা (থাকা)+ড ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পরিন্যাস—বিন্যাস; (নাট্যে) মুখসন্ধির অঙ্গ বিঃ। পরি—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিপক্ব—সুপক্ব, উত্তমরূপে পাকা; পরিণত; বিচক্ষণ। পরি (সম্যক্) পক্ব, প্রাদি। বিণ।

পরিপণ—মূলধন, পুঁজি; মূল্য। পরি—পণ্ (ক্রয় বিক্রয়)+অল্ করণ। বি; পু বা ক্লী।

পরিপন্থী (-পন্থিন্)—প্রতিকূল; প্রতিবন্ধক; বিরোধী; শত্রুভাবাপন্ন; বিপক্ষ। পরি—পন্থ্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী. **-পন্থিনী**।

পরিপাক, পরীপাক—উত্তম পাক; পক্বতা; জীর্ণতা; হজম; পরিণাম; শেষাবস্থা; নৈপুণ্য; উৎকর্ষ। পরি—পচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিপাটি, পরিপাটী ১। অনুক্রম, পর্যায়; সুশৃঙ্খলা; নৈপুণ্য। পরি—ণিজন্ত, পক্ষেই পট্ বা পাটি (গমন করানো)+ইন্ ভাব, পক্ষে ঈ। বি; স্ত্রী। পরিপাট্য-বিশিষ্ট, সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত; সৌষ্ঠবসম্পন্ন, সুশ্রী; পরিচ্ছন্ন। পরি (তাগানুসারে) পাটি, পাটী (গতি) হয় যাহাতে, বহু। বিণ।

পরিপার্শ্ব—চারিদিকের অবস্থা, environment. পরিগত পার্শ্বকে, প্রাদি। বি; পু বা ক্লী।

পরিপালন—প্রতিপালন, রক্ষণ। পরি—পালি (রক্ষা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**পরিপালিত**।

পরিপুষ্ট—প্রতিপালিত; বর্ধিত। পরি—পুষ্ (পোষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিপূত—পবিত্র, শুদ্ধ। পরি—পূ (শোধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। [

পরিপূর—পরিপূর্ণ, ভোরপুর। প্রা কপ্র।

পরিপূরণ—পূর্ণ করণ; অভাব মিটাইয়া দেওয়া। পরি—পূর্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিপূর্ণ—সম্পূর্ণ; পরিপূরিত; ব্যাপ্ত; সম্যক্ সিদ্ধ ('আশা —')। পরি—পূর্ (পূরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। বি, **-পূর্ণতা, -ত্ব**।

পরিপোষণ—পরিপালন, রক্ষণ। পরি—পুষ্ (পোষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিপ্রেক্ষিত—দৃশ্যমান বিষয়ের বিভিন্ন অংশের যেরূপ দূরত্ব ঘনত্বাদি বোধ হয় চিত্রে তদ্রূপ প্রকাশ, perspective. পরি—প্র—ঈক্ষ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। **পরিপ্রেক্ষিতে**—কোন কিছুর সহিত সম্বন্ধ বিচার করিয়া।

পরিপ্লব—১। অস্থির; চঞ্চল; কম্পমান; আকুল। পরি—প্লু+অল্ কর্তৃ। বিণ। ২। প্লাবন; উপদ্রব; উৎপাত। …+অল্ ভাব। বি; পু।

পরিপ্লবন—পরিপ্লব; প্লাবন। পরি—প্লু+অনট্ ভাব। বি; পু।

পরিপ্লুত—চঞ্চল, কম্পমান; প্লাবিত; মগ্ন। পরি—প্লু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিপ্লুতি—অতি-প্রসক্তি; চাঞ্চল্য; ব্যাপ্তি। পরি—প্লু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিবৎসর—সংবৎসর; বৎসর বিঃ; বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ্য কাল। প্রাদি। বি; পু।

পরিবন্দ, পরিবন্ধ—নানা ছন্দ, নানা ভাব, হরেক রকম। প্রা কপ্র। বি।

পরিবপন, পরীবপন—মুণ্ডন; বপন, বোনা। পরি—বপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিবর্জন—পরিত্যাগ; বধ। পরি—বৃজ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভাব। বি; পু। বিণ, **-বর্জিত**।

পরিবর্ত, পরীবর্ত—পরিবর্তন (সকল অর্থে)। পরি—বৃত্ (থাকা)+অল্ ভাব। বি; পু।

পরিবর্তক—যে বদলায় বা ফিরিয়া আসে। পরি—বর্তি+ণক কর্তৃ। বিণ।

পরিবর্তন—বিনিময়, বদল; অবস্থান্তর-প্রাপ্তি; লুণ্ঠন; নিবৃত্তি; পাশ ফেরা; যুগান্ত। পরি—বৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিবর্তনশীল — পরিবর্তন-স্বভাববিশিষ্ট, যাহা কেবল রূপান্তরিত হইতেছে এমন। পরিবর্তনই শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

পরিবর্তনীয়—পরিবর্তনসাধ্য, পরিবর্তন-যোগ্য, যাহা বদলাইতে হইবে বা বদলানো উচিত এমন। পরি—বর্তি+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরিবর্তমান—যাহা বদলাইতেছে এমন। পরি—বৃত্+শানচ্ কর্তৃ। বিণ।

পরিবর্তিত—একের স্থলে অন্য স্থাপিত; রূপান্তরিত, অবস্থান্তরপ্রাপ্ত; কৃতবিনিময়, যাহা বদল করা হইয়াছে এরূপ। পরি—ণিজন্ত বৃত্ (—বর্তি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিবর্তী (-র্তিন্)—পরিবর্তনশীল; দ্বিমুখবাহী, alternating. পরি—বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

পরিবর্ধক—প্রবৃদ্ধিকারক; পালনকারী। পরি—বর্ধি (বাড়ানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পরিবর্ধিকা**।

পরিবর্ধন—বাড়ানো। পরি—ণিজন্ত বৃধ্—বর্ধি (বাড়ানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পরিবর্ধিত—যাহা বাড়ানো হইয়াছে এমন; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। পরি (সম্যক্) বর্ধিত, প্রাদি। বিণ।

পরিবর্হ—পরিচ্ছদ, পোশাক; রাজযোগ্য পরিচ্ছদ; গৃহদ্রব্যাদি; আসবাব। পরি—বর্হ্+অল্ কর্ম। বি; পু।

পরিবসথ—গ্রাম। পরি—বস্ (বাস করা)+অথচ্ সংজ্ঞার্থে। বি; পু।

পরিবহ—সপ্তবায়ুর অন্তর্গত বায়ু বিঃ ['বায়ু' দ্রঃ]। পরি—বহ্+অল্ কর্তৃ। বি; পু।

পরিবহন—১। কোন সঞ্চালক পদার্থের ভিতর দিয়া তাপ বিদ্যুৎ ইত্যাদি সঞ্চালন, conduction; মাল বা যাত্রী একস্থান হইতে অন্যস্থানে বহন। পরি—বহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বহনকারী; যানবাহন, transport. পরি—বহ্+অন কর্তৃ। বি; ক্লী বা বিণ।

পরিবাদ, পরীবাদ—অপবাদ, নিন্দা; বীণার অঙ্গ বিঃ। পরি—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিবাদক, -বাদী (-দিন্)—নিন্দক, নিন্দাকারী। বিণ।

পরিবাদিনী—১। অপবাদিনী, নিন্দাকারিণী। পরিবাদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বীণা। পরিবাদ (বীণাঙ্গ)+ইন্ আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পরিবাদী (-বাদিন্)—অপবাদকারী, নিন্দক। পরি—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

পরিবাপ, পরীবাপ—মুণ্ডন; বপন, বোনা। পরি—বপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পরিবাপিত—মুণ্ডিত; রোপিত। পরি—ণিজন্ত বপ্ (—বাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিবার, পরীবার—পরিজন; পোষ্য-বর্গ; পত্নী; পরিচ্ছদ; খড়্গাদির কোষ। পরি—বৃ (বরণ করা, ঘেরা)+ঘঞ্ করণ। বি; পু। [মনুষ্য ভিন্ন বুঝাইলে "পরীবার"।]

পরিবাহ, পরীবাহ—১। জলপ্রবাহ, জলোচ্ছ্বাস, জলপ্লাবন। পরি—বহ্ (বহা)+ঘঞ্ ভাব। ২। জলনির্গমন-প্রণালী। পরি—বহ্+ঘঞ্ করণ। ৩। রাজোপহারযোগ্য বস্তু। পরি—বহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

পরিবাহক, পরিবাহী (-হিন্)—

যাহার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ ও তাপ সঞ্চালিত হইতে পারে এমন, conductor. পরি—বহ্ +ণক, ণিচ্ কর্তৃ। বিণ।

পরিবিন্ন, পরিবিন্ন—বিবাহিত কনিষ্ঠের অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+ক্ত কর্ম। বি ; পু।

পরিবিন্না, পরিবিন্না—বিবাহিতা কনিষ্ঠার অবিবাহিতা জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+ক্ত কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পরিবিত্তি—পরিবিন্ন, বিবাহিত কনিষ্ঠার অবিবাহিত জ্যেষ্ঠভ্রাতা। পরি—বিদ্+তিক্ কর্ম। বি ; পু।

পরিবৃত—বেষ্টিত ; আবৃত, আচ্ছাদিত ; সমাবৃত। পরি—বৃ (ঘেরা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিবৃতি—বেষ্টন ; আবরণ, আচ্ছাদন। পরি—বৃ (ঘেরা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিবৃত্তি—পরিবর্ত্ত, পরিবর্তন ; বিনিময়, বদল ; অর্থালংকার বিঃ। পরি—বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিবেত্তা (-বেতৃ)—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠের বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পরিবেদন—অবিবাহিত জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে কনিষ্ঠের বিবাহ। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+অনট্ ভাব। বি ; পু।

পরিবেদনা—বৃদ্ধি ; বিবেচনা ; সম্যক্ ব্যথা। পরি (সম্যক্) বেদনা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

পরিবেদিনী—পরিবেত্তার পত্নী, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে বিবাহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার ভার্যা। পরি—বিদ্ (লাভ করা)+ণিন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পরিবেশ, পরিবেষ—পরিধি ; পরিবেষ্টন ; সূর্যমণ্ডল ; চন্দ্রমণ্ডল। পরিবেশ=পরি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি। পরিবেষ=পরি—বিষ্ (ব্যাপা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পরিবেশক, পরিবেষক—পরিবেষণকারী, বিভাজক, যে বাঁটিয়া দেয়। পরি—বিশ্, বিষ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পরিবেশিকা, পরিবেষিকা**।

পরিবেশন, পরিবেষণ—ভক্ষ্যবস্তুর বিভাগসহকারে অর্পণ। পরি—বিশ্, বিষ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিবেষ্টন—চতুর্দিকে বেষ্টন বা ঘেরা প্রদক্ষিণ ; চারিদিকের বেড় ; চারিদিকের বিষয়, environment. পরি (সম্যক্) বেষ্টন, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

পরিবেষ্টা (-বেষ্টৃ)—পরিবেষণকর্তা পরিবেষক, বিভাগকারী, বণ্টনকর্তা ; অর্পণকারী। পরি—বিষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**বেষ্ট্রী**।

পরিবেষ্টিত—চতুর্দিকে বেষ্টিত, পরিবৃত, চারিদিকে ঘেরা ; কৃতপ্রদক্ষিণ। পরি (সম্যক্) বেষ্টিত, প্রাদি। বিণ।

পরিব্রজ্যা—প্রব্রজ্যাশ্রম, সন্ন্যাসধর্ম। পরি—ব্রজ্ (ভ্রমণ করা)+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পরিব্রাজ—পরিব্রাজক (সকল অর্থে)। পরি—ব্রজ্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পরিব্রাজক—চতুর্থাশ্রমী, ভিক্ষু ; দেশ-ভ্রমণকারী, যে নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। পরি—ব্রজ্ (ভ্রমণ করা)+ণক কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**পরিব্রাজিকা**।

পরিব্রাজন—পর্যটন, ভ্রমণ। বি ; স্ত্রী।

পরিব্রাজিকা—'পরিব্রাজক' দ্রঃ।

পরিভব, পরীভব, পরিভাব, পরীভাব—পরাভব, পরাজয় ; তিরস্কার ; অবজ্ঞা ; দর্শন। পরি—ভূ+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

পরিভাবী (-ভাবিন্)—পরিভবকারী ; অতিক্রমী ; অবজ্ঞাকারী ; তিরস্কর্তা ; দ্রষ্টা। পরি—ভূ (হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পরিভাবিনী**।

পরিভাষণ—কথোপকথন, আলাপ ; নিন্দাবাক্য ; নিন্দাপূর্বক তিরস্কার। পরি—ভাষ্ (বলা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিভাষা (গ্রন্থাদির)—সংক্ষেপার্থে সংকেত বিঃ, সংজ্ঞা বিঃ, technical term. পরি—ভাষ্ (বলা)+অ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পরিভাষিত—পরিভাষাদ্বারা নিরূপিত ; কথিত, defined. পরি—ভাষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিভূত—অভিভূত ; তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; অবজ্ঞাত ; অনাদৃত। পরি—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিভোগ—উপভোগ, সম্ভোগ ; সম্ভোগ-চিহ্ন ; ভোগাধস্থল। পরি—ভুজ্ (ভোগ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। বিণ—**পরিভুক্ত**।

পরিভ্রম, পরিভ্রমণ—সমন্তাৎ বিচরণ, চতুর্দিকে ভ্রমণ ; প্রদক্ষিণ ; ভ্রম। পরি—ভ্রম্+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

পরিভ্রষ্ট—অধঃপতিত ; বিচ্যুত ; নষ্ট পরি—ভ্রন্শ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিমণ্ডল—১। বর্তুলাকার, গোল পরি (সর্বতোভাবে) মণ্ডলপ্রায়, সুপ্‌সুপা বিণ। ২। বেষ্টনী। বি ; স্ত্রী।

পরিমণ্ডিত—সম্যগ্ ভূষিত, উত্তমরূপ সজ্জিত। পরি—মন্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিমর্শ—স্পর্শ ; সংস্পর্শ, সংঘর্ষ। পরি—মৃশ্ (স্পর্শ করা)+অল্ ভাব বি ; পু।

পরিমর্ষ—দ্বেষ, ঈর্ষ্যা। পরি—মৃষ্ (সহ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

পরিমল—(কুঙ্কুমচন্দনাদির) মর্দনজনিত সুগন্ধ ; মনোহর গন্ধ ; কুসুমসৌরভ ; সজ্জনসমবায় ; সম্ভোগ। পরি—মল্+অল্ কর্ম। বি ; পু।

পরিমাণ—১। সংখ্যাকরণ, গণন ; ইত্যাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ ; মাত্রা ; মাপ ; ওজন। পরি—মা+অনট্ ভাব। ২। দৈর্ঘ্যাদি। পরি—মা+অনট্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

পরিমাণফল—মাপের ফল ; ক্ষেত্রফল, জমির কালি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পরিমাপ—পরিমাণ ('—নিরূপণ') ; ইত্যাদি দ্বারা পরিচ্ছেদ, মাপা। পরি—ণিজন্ত মা (=মাপি)+ড ভাব। বি ; পু।

পরিমিত—যথাযোগ্য পরিমাণযুক্ত ; পরিচ্ছিন্ন ; সংযত ; যাহার পরিমাপ হইয়াছে। পরি—মা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিমিতি—মাপা, পরিমাণ ; ক্ষেত্রমিতি, mensuration. পরি—মা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিমৃষ্ট—মার্জিত ; ঘৃষ্ট, মর্দিত ; আশ্লিষ্ট ; আলিঙ্গিত। পরি—মৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিমেয়—পরিমাণযোগ্য ; পরিমিত। পরি—মা (পরিমাণ করা)+য কর্ম। বিণ।

পরিমেল—সভা, সংঘ, association. পরি—মিল্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

পরিমোক্ষ—মোচন, মুক্তি ; ত্যাগ। পরি—মোক্ষ্ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

পরিমোষী (-মোষিন্)—অপহারক, চোর। পরি—মুষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

পরিম্লান—সম্যক্ ম্লান, অত্যন্ত মলিন ; বিশুষ্ক। প্রাদি। বিণ।

পরিযত্ন—পর্যন্ত। প্রা কপ্র। বি।

পরিরক্ষণ—সর্বতোভাবে রক্ষা, সংরক্ষণ ; অপেক্ষা। পরি—রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**পরিরক্ষিত**।

পরিরম্ভ, পরীরম্ভ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন ; রমণ। পরি—রভ্ (বেগে চলা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

পরিরম্ভণ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন ; রমণ। পরি—রভ্ (বেগে চলা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

পরিরিপ্সু—আলিঙ্গনেচ্ছু ; রমণাভিলাষী। পরি—সনন্ত রভ্+উ কর্তৃ। বিণ।

পরিলিখন—নকশা; খসড়া। পরি—লিখ্‌ +অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ. **-লিখিত**।

পরিশিষ্ট—১। অবশিষ্ট, বাকি; শেষভাগে সংযোজিত। পরি—শিষ্‌ (শেষ হওয়া বা থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শেষভাগ; গ্রন্থাদির সমাপ্তির পর তাহাতে যে অবশিষ্ট অংশ যোজনা করা যায়, appendix. বি; ক্লী।

পরিশীলন—অনুশীলন; অবগাহন; আলিঙ্গন। পরি—শীল্‌ (অভ্যাস করা ইত্যাদি)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিশুদ্ধ—পরিষ্কৃত; সংশুদ্ধ, বিশুদ্ধ; নিশ্চিত। পরি—শুধ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিশুষ্ক—অত্যন্ত শুষ্ক, নীরস। পরি (সম্যক্‌) শুষ্ক, প্রাদি। বিণ।

পরিশেষ—১। অবশেষ, অবসান; উপসংহার। পরি—শিষ্‌ (শেষ হওয়া)+অল্‌ ভাব। বি; পু। ২। পরিশিষ্ট, অবশিষ্ট। পরি—শিষ্‌+অন্‌ কর্তৃ। বিণ।

পরিশোধ—ঋণাপনয়ন; শোধ দেওয়া। পরি—শুধ্‌ (শোধন করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু। বিণ. **-শোধ্য**।

পরিশ্রম—শ্রম, মেহনত; শ্রান্তি; আয়াস। পরি—শ্রম্‌+অল্‌ ভাব। বি; পু।

পরিশ্রমী (-শ্রমিন্‌)—পরিশ্রমপরায়ণ, শ্রমশীল। পরিশ্রম+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পরিশ্রমিণী**।

পরিশ্রান্ত—পরিশ্রমজন্য খিন্ন, শ্রমক্লিষ্ট; পরিক্লান্ত। পরি (সম্যক্‌) শ্রান্ত, প্রাদি। বিণ।

পরিশ্লেষ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন। পরি—শ্লিষ্‌ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

পরিষৎ, -ষদ্‌—সভা, সংসদ্‌। পরি—সদ্‌ (গমন করা)+ক্বিপ্‌ অধি। বি; স্ত্রী।

পরিষ্কর্তা (-কর্তৃ)—পরিষ্কারক; সংস্কারক; সংশোধক। পরি—কৃ (করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পরিষ্কর্ত্রী**।

পরিষ্করণ, পরিষ্কার—শোধন; নির্মলীকরণ; সজ্জিতকরণ; শোভা। পরি—কৃ +অনট্‌, ঘঞ্‌ ভাব। বি; ক্লী ও পু।

পরিষ্কার—পরিষ্কৃত, নির্মল, পরিচ্ছন্ন; স্বচ্ছ; স্পষ্ট ('—কথা'); অকপট; নির্বিকার; বিচারক্ষম ('—মাথা'); সুন্দর ('—গড়ন')। বাংপ্র। বিণ।

পরিষ্কারক—পরিষ্কর্তা (সকল অর্থে)। পরি—কৃ (করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পরিষ্কারিকা**।

পরিষ্কৃত—নির্মলীকৃত; শোধিত; মার্জিত; নির্মল; শোভিত; ভূষিত। পরি—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিষ্বঙ্গ—আশ্লেষ, আলিঙ্গন। পরি—স্বন্‌জ (আলিঙ্গন করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

পরিসংখ্যা—গণনা; সংখ্যা; অর্থালংকার বিঃ। পরি—সম্‌—খ্যা (বলা)+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিসংখ্যান—গণনা, সংখ্যা নির্ণয়করণ; কোন বিষয় সম্বন্ধে সংগৃহীত তথ্যজ্ঞাপক সংখ্যা, statistics. পরি—সম্‌—খ্যা+অনট্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

পরিসমাপ্তি—সম্পূর্ণতা, শেষ। পরি—সম্‌—আপ্‌+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিসর—১। পর্যন্তভূমি; নদনদী নগর পর্বতাদির সমীপস্থ ভূখণ্ড; প্রদেশ। পরি—সৃ+অল্‌ অধি। ২। প্রসার, বিস্তার, ওসার; প্রস্থ; মৃত্যু। পরি—সৃ+অস্‌ ভাব। বি; পু।

পরিসরণ—পরাজয়; মৃত্যু। পরি সৃ (গমন করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিসর্প—সর্বতোগমন, সর্বত্র ভ্রমণ। পরি—সৃপ্‌ (সঞ্চরণ করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

পরিসর্যা—সর্বতোগমন। পরি—সৃ (গমন করা)+য ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরিসীমা—অবধি, পর্যন্ত, ইয়ত্তা; চতুঃসীমা। পরি (শেষ) যে সীমা, কর্মধা বা নিত্য। বি; স্ত্রী।

পরিস্থিতি—অবস্থা; অবস্থান। পরি—স্থা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিস্পন্দ—১। স্পন্দন; পত্রাবলীরচনা, তিলকাদি বিন্যাস। পরি—স্পন্দ্‌ (ঈষৎ কম্পিত হওয়া)+অল্‌ ভাব। ২। পরিজন। পরি—স্পন্দ্‌+অন্‌ কর্তৃ। বি; পু।

পরিস্ফুট—স্ফুট, বিশদ; বিকশিত। পরি—স্ফুট্‌+অন্‌ কর্তৃ। বিণ।

পরিস্ফুরণ—চলন; বিকশন, বিকাশ; ফেনা এবং কোঁস ফোঁস শব্দ সহিত উচ্ছ্বসন। পরি—স্ফুর্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিস্রাবণ—চোয়ানো, filtration. পরি—স্রু+ণিচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিস্রুত—ক্ষরিত; চোয়ানো, distilled; ফোঁটা ফোঁটা ভাবে পতিত, filtered. পরি—স্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরিহণ—পরিধান, পরণ। প্রা কপ্র। বি।

পরিহরণ—পরিহার, বর্জন, ত্যাগ; হানি, ক্ষতি। পরি—হৃ+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরিহরণীয়, পরিহর্তব্য—পরিহার্য, ত্যাজ্য, বর্জনীয়। পরি—হৃ+অনীয়, তব্য কর্ম। বিণ।

পরিহরা—পরিহার করা; বর্জন করা, ত্যাগ করা। কপ্র। ক্রি।

পরিহরি—পরিহার করিয়া। কপ্র। ক্রি।

পরিহসনীয়—পরিহাসযোগ্য। পরি—হস্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরিহলি—পরিধান কর বা করিয়াছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরিহানি—হানি, ক্ষতি; ক্ষীণতা। পরি-হা+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পরিহার, পরীহার—ত্যাগ; এড়ানো; দোষাপনয়; উপেক্ষা; অনাদর। পরি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

পরিহার্য—পরিহারযোগ্য, ত্যাজ্য, বর্জনীয়। পরি হৃ+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ।

পরিহাস, পরীহাস—কেলি, কৌতুক, তামাশা। পরি-হস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

পরিহিত—যাহা পরিধান করা হইয়াছে এরূপ; আচ্ছাদিত; আমুক্ত। পরি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিহীন পরিত্যক্ত; ক্ষয়প্রাপ্ত, ক্ষীণ; বঞ্চিত। পরি—হা+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিহৃত—বর্জিত, ত্যক্ত। পরি—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পরিহোয়ত—পরিধান করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পরী—পক্ষবিশিষ্টা কল্পিতা পরমসুন্দরী দিব্যাঙ্গনা বিঃ; পরমা সুন্দরী নারী। ফা। বি। **ডানাকাটা পরী**—(ব্যঙ্গার্থে) পরমা সুন্দরী নারী।

পরীক্ষক—পরীক্ষাকারক, দোষগুণের বিচারক; যে পরখ করে এমন। পরি—ঈক্ষ্‌ (দেখা)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

পরীক্ষণ—পরীক্ষা; পর্যবেক্ষণ, পরিদর্শন। পরি—ঈক্ষ্‌ (দেখা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

পরীক্ষণীয়—যাহা পরীক্ষা করিতে হইবে বা করা আবশ্যক; পরীক্ষা করিবার যোগ্য। পরি—ঈক্ষ্‌ (দেখা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

পরীক্ষা—দোষগুণের বিচার; পরখ; পর্যবেক্ষণ, পারদর্শন; ছাত্রের বিদ্যাবত্তা নির্ণয়; যাচাই; সত্যাসত্য নির্ণয়; স্বরূপাদি নির্ণয়; কর্ম দ্বারা ফলনির্ণয় ('ভাগ্য—')। পরি—ঈক্ষ্‌ (দেখা)+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পরীক্ষাগার—পরীক্ষাগৃহ, যেখানে পরীক্ষা গৃহীত হয়। পরীক্ষার নিমিত্ত আগার, ৬তৎ। বি; পু।

পরীক্ষাধীন—বিবেচনাধীন, বিচার্য; পরীক্ষাসাপেক্ষ, যাহা পরীক্ষার উপর নির্ভর

করিতেছে। পরীক্ষার অধীন, ৬তৎ। বিণ।

পরীক্ষামন্দির—পরীক্ষার স্থান, পরীক্ষালয়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পরীক্ষার্থী (-র্থিন্)—যে পরীক্ষা দিতে চায়, পরীক্ষা প্রদানের অভিলাষী। পরীক্ষার অর্থী (যাচক), ৬তৎ। বিণ ; পু।

পরীক্ষিত—১। যাহার পরীক্ষা করা হইয়াছে এরূপ ; পরখ করা ; পর্যবেক্ষিত, পরিদৃষ্ট। পরি—ঈক্ষ্ (দেখা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পরিক্ষিত-রাজা ['পরিক্ষিৎ' দ্রঃ]। বি ; পু।

পরীক্ষোত্তীর্ণ—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যে পরখে কাটিয়া উঠিয়াছে। পরীক্ষাকে উত্তীর্ণ, ২তৎ বা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, ৭তৎ। বিণ।

পরীখত—পরীক্ষিত। প্রা কপ্র। বিণ।

পরীত—১। পরিবৃত, পরিবেষ্টিত। পরি—ই (গমন করা) + ক্ত কর্ম। ২। পরিগত ; যুক্ত। পরি—ই + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পরুষ—১। কার্কশ্য, কাঠিন্য। পৃ (পূর্ণ করা) + উষন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। কর্কশ ; কঠিন ; নিষ্ঠুর ; উদ্ধত ; নানাবর্ণ। বিণ।

পরুষকণ্ঠ—কর্কশ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট, যে রূঢ় কথা বলে, রুক্ষভাষী। বহু। বিণ। স্ত্রী—**পরুষকণ্ঠা, পরুষকণ্ঠী**।

পরুষকণ্ঠে—কর্কশস্বরে, রূঢ় কণ্ঠস্বরে। পরুষ হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পরে—তারপর ; অনন্তর ; পশ্চাতে। বাংপ্র। অ।

পরেদ্যুঃ (-দ্যুস্)—পরদিনে। পর + এদ্যুস্। অ। [বি ; পু।

পরেশ—পরমেশ্বর। পর যে ঈশ, কর্মধা।

পরেশনাথ—'পার্শ্বনাথ' দ্রঃ।

পরোক্ষ—অপ্রত্যক্ষ, অসাক্ষাৎ ; ইন্দ্রিয়াতীত ; গৌণ, indirect. অক্ষির পর (দূর), অব্যয়ী। বিণ। **পরোক্ষ জ্ঞান**—অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, indirect knowledge. **পরোক্ষ প্রমাণ**—পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী হইতে সংগৃহীত প্রমাণ, circumstantial evidence.

পরোঢ়া—অন্যের পরিণীতা, পরস্ত্রী। পর কর্তৃক ঊঢ়া, ৩তৎ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

পরোপকার—পরের মঙ্গলসাধন, অন্যের হিতকরণ। পরের উপকার, ৬তৎ। বি ; পু।

পরোপকারক, -কারী (-কারিন্)—অন্যের হিতসাধক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**পরোপকারিকা, পরোপকারিণী**।

পরোপকৃত—অন্যের দ্বারা উপকারপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

পরোপজীবী (-জীবিন্)—পরের সাহায্যে জীবিকা নির্বাহকারী, পরপ্রত্যাশী, অন্যের গলগ্রহ। পর—উপ—জীব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পরোপজীবিনী**।

পরোপজীব্য—পরোপজীবী। পর হইয়াছে উপজীব্য (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ।

পরোয়া—চিন্তা ; ভয়। <ফা 'পর্‌বা'। বি। **কুছ পরোয়া নেই**—কোন ভয় নাই।

পরোয়ানা—আজ্ঞাপত্র, হুকুমনামা। <ফা 'পরবানা'। বি।

পর্কটি, -টী (-টিন্)—প্লক্ষতরু, পাকুড় গাছ। পৃচ্ + অটি কর্তৃ, পর্কটি + ঈপ্ সংজ্ঞার্থে, পৃচ্ + অটিন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী, স্ত্রী ও পু।

পর্জন্য—জলদ, মেঘ ; ইন্দ্র ; গোপরাজ নন্দের পিতা (ইঁহার পত্নীর নাম বরীয়সী। ইঁহার নন্দ, উপনন্দ, সনন্দ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে)। পৃষ্ (সেচন করা) + অন্য কর্তৃ। বি ; পু।

পর্টুগীজ, পর্তুগীজ—ইউরোপের অন্তঃপাতী পর্টুগাল (পর্তুগাল) দেশীয় বা তদ্দেশবাসী। < ইং 'Portuguese'. বি বা বিণ।

পর্ণ—পত্র, পাতা ; তাম্বুল, পাণ ; পক্ষ, পালক। পর্ণ (হরিদ্বর্ণ হওয়া) + অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পর্ণকার—বারুইজাতি, পান্তি। উপতৎ ; পর্ণ—কৃ + ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

পর্ণকুটী, -কুটীর—পাতার কুঁড়ে। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী ও ক্লী।

পর্ণকুটীরবাসী (-বাসিন্)—যে পাতার কুঁড়েতে বাস করে, অতি দরিদ্র। উপতৎ ; পর্ণকুটীর—বস্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সিনী**।

পর্ণখণ্ড—১। পানের টুকরা ; একটা পান। ৬তৎ। ২। বনস্পতি, পুষ্পহীন বৃক্ষ। পর্ণই খণ্ড (দেহাংশ) যাহার, বহু। বি ; পু।

পর্ণনর—পর্ণ-নির্মিত মনুষ্যাকৃতি। [মৃতের শবদেহ পাওয়া না গেলে তাহার আত্মীয়স্বজন পত্রদ্বারা তাহার এক প্রতিকৃতি নির্মাণপূর্বক দাহ করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকে।] পর্ণনির্মিত নর, মধ্যপ। বি ; পু। [বি ; স্ত্রী।

পর্ণবীটিকা পানের খিলি। ৬তৎ।

পর্ণভোজন—১। পত্রভক্ষণ, পাতা খাওয়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। পত্রভোজী, পত্রখাদক, পাতাখেকো। পর্ণ (পত্র) হইয়াছে ভোজন যাহার, বহু ; কিংবা উপতৎ ; পর্ণ—ভুজ্ (খাওয়া) + অন কর্তৃ। বিণ।

পর্ণময়—পত্রনির্মিত ; পত্রাত্মক। পর্ণ + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পর্ণময়ী**।

পর্ণমৃগ—শাখামৃগ, বানর ; গাছবিড়াল। পর্ণবাসী যে মৃগ, মধ্যপ। বি ; পু।

পর্ণমোচী (-চিন্)—পত্রত্যাগী ; পত্রমোচী, deciduous. উপতৎ ; পর্ণ—মুচ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-মোচিনী**।

পর্ণলতা—তাম্বুলীলতা, পানগাছ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পর্ণশয্যা—পাতার বিছানা। মধ্যপ।

পর্ণশালা—পত্রনির্মিত গৃহ, পাতার কুঁড়ে। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

পর্ণাশন—১। পত্রভোজী। পর্ণ (পত্র) হইয়াছে অশন (ভোজ্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। মেঘ (প্রবাদ এইরূপ—মেঘসকল পাতা খায়)। বি ; পু। ৩। পত্রভোজন। পর্ণের অশন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পর্ণী (পর্ণিন্)—বৃক্ষ, গাছ। পর্ণ (পত্র) আছে ইহার বা ইহাতে এই অর্থে পর্ণ + ইন্। বি ; পু।

পর্ণোটজ—পর্ণশালা, পাতার কুঁড়ে। পর্ণ নির্মিত উটজ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পর্দন—অপানবায়ুত্যাগ, বায়ুনিঃসারণ, বাতকর্ম করা। পর্দ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

পর্দা—বস্ত্রাদির আচ্ছাদন ; পট ; গোপন ; অন্তঃপুর ; নারীর অবরোধপ্রথা। 'পরদা' দ্রঃ। ফা-মূ। বি।

পর্দানশিন, -নশীন—পরদা-নশিন (তাহা দ্রঃ)।

পর্পট—পাঁপর ; ক্ষেতপাপড়া গাছ। পর্প (গমন করা) + অট কর্তৃ। বি ; পু।

পর্ব (পর্বন্)—প্রস্তাব ; গ্রন্থি ; পাব্ ; সন্ধি ; জোড় ; ভঙ্গী ; লক্ষণান্তর ; গ্রন্থবিচ্ছেদ, অধ্যায় ; পরব ; পার্বণ ; উৎসব ; লক্ষণ বিঃ ; চতুর্দশী, অষ্টমী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ও সংক্রান্তি [পর্বদিনে স্ত্রীসম্ভোগ, তৈলমর্দন এবং মাংসভোজন নিষিদ্ধ] ; বিষুব। পৃ + বনিপ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পর্বগুপ্ত—কাশ্মীররাজ উন্মত্তবন্তীর মন্ত্রী। ইঁহারই প্ররোচনায় রাজা পিতৃহত্যা করেন। উন্মত্তবন্তীর মৃত্যুর পর শূরবর্মা, তৎপরে যশস্কর রাজা হন। পরে পর্বগুপ্ত শিশু সংগ্রাম দেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করেন, এবং কৌশলে প্রজাগণের প্রিয় হইয়া ও রাজাকে বিনাশ করিয়া স্বয়ং রাজা হন (৯৪৮ খ্রীঃ)। রাজ্যলাভের এক বৎসর পরেই ইঁহার মৃত্যু হয়, এবং ইঁহার পুত্র ক্ষেমগুপ্ত কাশ্মীরের রাজা হন।

পর্বত—ভূপৃষ্ঠস্থ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় স্থান, গিরি, পাহাড়, অচল, শৈল ; দেবর্ষি বিঃ (ইনি নারদের ভাগিনেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ)। পর্বন্‌ শব্দ+ত অস্ত্যর্থে ; অথবা, পর্বন্—তন্‌ (বিস্তার করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

পর্বতচারী (-চারিন্‌) - পর্বতে বিচরণকারী। পর্বত চর্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু।

পর্বতজা—১। গিরিজাতা। পর্বতজ+আপ্‌। পর্বত—জন্‌ (জন্মা)+ড কর্তৃ+আপ্‌। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী ; পার্বতী, দুর্গা। বি ; স্ত্রী।

পর্বতপতি, -রাজ গিরিরাজ, হিমালয়। ৬তৎ। বি ; পু। [বিণ।

পর্বতপ্রমাণ—পর্বতসদৃশ ; রাশীকৃত। বহু।

পর্বতবাসিনী—পর্বতে বাসকারিণী। পর্বতবাসিন্‌+ঈপ্‌। বিণ ; স্ত্রী।

পর্বতবাসী (-বাসিন্‌) - পর্বতে বাসকারী, পার্বত্য, পাহাড়িয়া ('— লোক')। উপতৎ ; পর্বত- বস্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু।

পর্বতশিখর, -শৃঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, পাহাড়ের চূড়া। ৬তৎ। বি ; পু।

পর্বতশ্রেণী—গিরিমালা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পর্বতাকার পর্বতের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, অতি বৃহৎ। বহু। বিণ।

পর্বতীয়—পর্বতভব ; পর্বতসম্বন্ধীয়, পার্বত্য, পর্বতবাসী, পাহাড়িয়া। পর্বত শব্দ+ঈয় ভবাদ্যর্থে। বিণ।

পর্বসন্ধি—প্রতিপদ্‌ ও পঞ্চদশীর মধ্যকাল। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; পু।

পর্বাস্ফোট—আঙুল মটকানো। ৬তৎ।

পর্বাহ—পর্বদিবস, উৎসবদিন। পর্বের অহন্‌ (দিন), ৬তৎ। বি ; পু।

পর্যঙ্ক—খট্বা, খাট ; পালঙ্ক ; উপবেশন বিঃ। পরি—অন্‌ক্‌ (গমন করা)+অল্‌ অধি। বি ; পু।

পর্যঙ্কবন্ধ—১। বস্ত্রাদি দ্বারা পৃষ্ঠ ও জানুদ্বয়-বন্ধন। পর্যঙ্কতুল্য বন্ধ (বন্ধন), মধ্যপ। ২। বীরাসন। পর্যঙ্কবৎ বন্ধ আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

পর্যটক, পর্যাটক ভ্রমণকারী। পরি—অট্‌ (ভ্রমণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-টিকা**।

পর্যটন—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পরিভ্রমণ। পরি—অট্‌ (গমন করা)+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পর্যটনশীল—ভ্রমণকারী। বহু। বিণ।

পর্যন্ত—১। সীমা, অবধি ; অবসান ; পার্শ্ব ; প্রান্ত ; সমীপ। পরি (সর্বতোভাবে ইত্যাদি) অন্ত (শেষ), নিত্য। বি ; পু। ২। অবধি, ও ('তাঁরা — বিরক্ত')। বাংপ্র। অ।

„ **পর্যন্তভূমি**—নদী নগর পর্বতাদির উপান্ত দেশ ; সীমান্ত স্থান। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

পর্যন্য—জলদ, মেঘ ; মেঘধ্বনি ; ইন্দ্র। পৃষ+অন্য কর্তৃ। বি ; পু।

পর্যবসান—সমাপ্তি ; পরিণতি। পরি—অব—সো (নাশ করা)+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পর্যবসিত—সমাপ্ত ; পরিণত। পরি—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পর্যবস্থা, পর্যবস্থান—বিরোধ ; অবরোধ। পরি—অব—স্থা (থাকা)+ঙ, অনট্‌ ভাব। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পর্যবস্থাতা (-স্থাতৃ)—প্রতিকূল, বিরোধী ; ব্যাঘাতক ; শত্রুতাচারী। পরি—অব—স্থা+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-স্থাত্রী**।

পর্যবেক্ষক—পর্যবেক্ষণকর্তা, নিরীক্ষণকারী ; পরিদর্শক ; পরীক্ষক ; তত্ত্বাবধায়ক। পরি—অব—ঈক্ষ্‌ (দেখা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী— **পর্যবেক্ষিকা**।

পর্যবেক্ষণ—নিরীক্ষণ, পরিদর্শন, অভিনিবেশ সহকারে দর্শন ; তত্ত্বাবধান। পরি—অব—ঈক্ষ্‌ (দেখা)+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পর্যবেক্ষণিকা—মানমন্দির, গ্রহনক্ষত্রাদি পরিদর্শন করিবার আলয়, observatory. পর্যবেক্ষণ+কণ্‌+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পর্যবেক্ষিত—পরিদৃষ্ট, নিরীক্ষিত। পরি—অব—ঈক্ষ্‌ (দেখা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পর্যসন দূরীকরণ ; নিক্ষেপ। পরি—অস্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

পর্যস্ত—১। বিক্ষিপ্ত ; দূরীকৃত ; পতিত ; হত ; প্রসারিত ; উদ্বর্তিত। পরি—অস্‌ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পর্যস্তিকা—খট্বা ; শয্যা ; কেদারা, চেয়ার। পরি—অস্‌ (থাকা)+ক্তি অধি, তদুত্তরে কণ্‌ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পর্যাকুল—ব্যাকুল, কাতর ; ব্যতিব্যস্ত। পরি (সম্যক্‌) আকুল, নিত্য। বিণ।

পর্যাণ—পশুর পৃষ্ঠাসন, পালান, saddle. পরি—যা+অনট্‌ করণ, নিপা। বি ; ক্লী।

পর্যাপ্ত—১। যথেষ্ট ; প্রচুর ; পরিমিত ; সম্পন্ন ; সমর্থ। পরি—আপ্‌ (পাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। প্রাচুর্য ; শক্তি, সামর্থ্য। পরি—আপ্‌+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

পর্যাপ্তি—পরিত্রাণ, প্রকাশ ; প্রাপ্তি ; স্বরূপসম্বন্ধ বিঃ ; প্রাচুর্য ; পরিপূর্ণতা ; পরিমিততা ; সামর্থ্য ; পরিচ্ছেদ ; নিবারণ। পরি—আপ্‌ (পাওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পর্যায়—ক্রম ; তাৎপর্য ; আনুপূর্ব ; অবসর ; দ্রব্যধর্ম ; অনুক্রম, পালা ; বংশপ্রবর্তক হইতে গণিত পুরুষসংখ্যা, generation ; প্রাচুর্য ; প্রকার ; সুযোগ ; সমানার্থবোধক শব্দ, সমনাম, synonym ; অর্থালংকার বিঃ। পরি—আ—ই বা অয়্‌ (গমন করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

পর্যায়ক্রমে—অনুপূর্বানুসারে, একের পর অন্য ; পালাক্রমে, পরের পর। পর্যায়ের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

পর্যায়সম—ছন্দঃ বিঃ ('ছন্দঃ' দ্রঃ)। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

পর্যায়োক্ত—১। ক্রমানুসারে কথিত। পর্যায় দ্বারা উক্ত, ৩তৎ। বিণ। ২। অর্থালংকার বিঃ। বি ; ক্লী।

পর্যালোচন—সম্যক্‌ অনুশীলন। পরি (সম্যক্‌) আলোচন, প্রাদি। বি ; ক্লী।

পর্যালোচনা—সম্যক্‌ অনুশীলন ; পর্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান। পরি (সম্যক্‌) আলোচনা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

পর্যালোচিত—সম্যক্‌ অনুশীলিত ; পর্যবেক্ষিত। পরি (সম্যক্‌) আলোচিত, প্রাদি। বিণ।

পর্যাস—বিস্তার ; বিনাশ ; পরিবর্তন ; বিপর্যয় ; পতন ; হনন। পরি—অস্‌ (গমন করা ইত্যাদি)+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

পর্যাসিত—পরিণত ; পরাবর্তিত ; বিস্তারিত। পরি—ণিজন্ত অস্‌ (=আসি)+ ক্ত কর্ম। বিণ।

পর্যুদস্ত—পরাভূত ; নিবারিত, নিষিদ্ধ। পরি—উৎ—অস্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

পর্যুদাস—পরাভব ; নিবারণ, নিষেধ। পরি—উৎ—অস্‌+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

পর্যুষিত—বৃষ্ট ; পূর্বদিবসীয়, বাসী ('— অন্ন')। পরি—উষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। **পর্যুষিত বাক্য**—যে কথা বা প্রতিজ্ঞা ঠিকভাবে রক্ষিত হয় নাই।

পর্যেষণা—গবেষণা ; অন্বেষণ, অনুসন্ধান। পরি—ইষ্‌+অন ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পর্শু—পরশু, কুঠার, টাঙ্গি। স্পৃশ্‌ (স্পর্শ করা)+শুন্‌ কর্তৃ, নিপা। বি ; পু।

পর্শুকা—পার্শ্বাস্থি, পাঁজরা। পর্শু শব্দ-কৈ+ড কর্তৃ+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পর্শু—পর্শুকা, পঞ্জরাস্থি, পাঁজরা। পৃ+শুন্‌ কর্তৃ+উপ্‌। বি ; স্ত্রী।

পর্ষদ্‌—সভা। পৃষ্‌+অদ্‌ অধি। বি ; স্ত্রী।

পল—১। তোলকচতুষ্টয়, চারিতোলা ; মাংস ; আমিষ। পল্‌+অল্‌ করণ। ২। চলন ; প্রতারণ। পল+অল্‌ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। পল্‌ খড়, পোয়াল ; সূক্ষ্ম কালবিভাগ বিঃ, ২৪ সেকেণ্ড। পল্‌+অন্‌

কর্তৃ। বি; পু। ৪। দ্রব্যাদির শিরাল পার্শ্ব; শির। ফা-মু। বি।

পলক—নিমেষ, চক্ষুর পাতা ফেলা। ফা। বি।

পলকবিহীন, পলকশূন্য—নির্নিমেষ। ৩তৎ। ফা-মু। বিণ। [ফা-মু। বিণ।

পলকরহিত, -হীন—নিমেষশূন্য। ৩তৎ।

পলকা, পল্কা—অসার; জীর্ণ; ভঙ্গপ্রবণ। বাংপ্র। বিণ।

পলটন, পল্টন—সেনাদল বিঃ। <ইং 'platoon'. বি। [বাংপ্র। বি।

পলতা—পটোলগাছের পাতা, পটোললতা।

পলতে—পলিতা, বাতি। <আ 'ফতীলাহ'। বি।

পল-তোলা—যাহার পার্শ্ব শিরাল করা হইয়াছে। বাংপ্র। বিণ।

পলপ্রিয়—আমিষভোজনানুরাগী, মাংসাশী। পল (মাংস) প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

পলব—মাছধরা পলো বা পলুই। পল (আমিষ)—বা (পাওয়া)+ড করণ। বি; পু।

পলল—১। পঙ্ক; মাংস; তিলচূর্ণ; তিল-কুটা। পল্ (গমন করা, রক্ষা করা)+কল কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। রাক্ষস। পল (মাংস)-লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

পলস্তারা—১। প্রাচীরাদির গাত্রে লেপন। <ইং 'plaster'. ২। শরীরে ফোসকা-জনক প্রলেপ। <ইং 'blister'. বি।

পলা—১। তৈলাদি উত্তোলন করিবার ছোট হাতা; পরিমাণ বিঃ; প্রবাল, বিদ্রুম, রত্ন বা উপরত্ন বিঃ; প্রবাল কীটের অস্থি। বি। ২। [তুই] পলায়ন কর্। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। বি।

পলাকাঁঠি—করভূষণ বিঃ; সোনালি।

পলাগ্নি—পিত্ত। পলজনক অগ্নি, মধ্যপ। বি; পু।

পলাণ্ডু—মূল বিঃ, পেঁয়াজ। পল্ (রক্ষা করা)+অণ্ডু কর্তৃ। বি; পু।

পলাতক—পলায়নকারী, পলায়মান। বাংপ্র। বিণ।

পলাদ—১। মাংসাশী। পল (মাংস)—অদ্ (ভোজন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। রাক্ষস। বি; পু। স্ত্রী—**পলাদী**।

পলানো, পালানো—পলায়ন করা, লুকাইয়া সরিয়া পড়া। বাংপ্র। ক্রি।

পলান্ন—মাংসাদিযুক্ত সিদ্ধ অন্ন, পোলাও। পল (মাংস) মিশ্রিত অন্ন, মধ্যপ। বাংপ্র। বি; ক্লী।

পলায়ন—ভয়াদিহেতু স্থানান্তর গমন, প্রস্থান, পালানো। পরা—অয়্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পলায়নপর- পলায়নোদ্যত, পলাইতে ব্যস্ত। ৭তৎ। বিণ।

পলায়মান—পলায়ন করিতেছে এরূপ। পরা—অয়্ (গমন করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

পলায়িত—পলায়নবিশিষ্ট, ভয়াদিহেতু প্রস্থিত। পরা—অয়্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পলাশ—১। পত্র; পাতা। পল—অশ্ (ব্যাপ্ত)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। কিংশুক বৃক্ষ; ক্রব্যাদ, রাক্ষস। পল (মাংস)—অশ্ (ভক্ষণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পলাশী (পলাশিন্)—১। বৃক্ষ। পলাশ (পত্র)+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। রাক্ষস। পল (মাংস)—অশ্ (ভক্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। পলাদ, মাংসভোজী। বিণ; পু। স্ত্রী **পলাশিনী**।

৪। পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটি ভাগীরথীর পূর্বতীরে অবস্থিত। পলাশী কলিকাতা হইতে ৯৬ মাইল উত্তরে এবং বহরমপুর হইতে ২২ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। পলাশ পুষ্প হইতে পলাশী নাম উৎপন্ন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় ১৭৫৭ অব্দের ২৩শে জুন ক্লাইভ-প্রমুখ মুষ্টিমেয় ইংরাজ সৈন্য নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্য পরাভূত করিয়া বঙ্গে ইংরাজাধি-কারের ভিত্তি স্থাপনের সূত্রপাত করেন ['সিরাজদ্দৌলা' দ্রঃ]। ভাগীরথীর গতির পরিবর্তনে গ্রামের কিয়দংশ অধুনা নদী-গর্ভে, অবশিষ্টাংশ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হইতেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে এই স্থানে একখানি স্মারক প্রস্তর-ফলক স্থাপিত হইয়াছিল। পলাশীর ইংরাজী নাম প্লাসী (Plassey)।

পলি—বন্যার জল সরিয়া গেলে ভূমির উপর সঞ্চিত মৃত্তিকাস্তর। বাংপ্র। বি।

পলিত—১। বার্ধক্যহেতু কেশাদির শুক্লতা; কর্দম; তাপ। পল্ (গমন করা ইত্যাদি)+ক্ত করণ। বি; ক্লী। ২। বৃদ্ধ; পাকা ('—কেশ')। পল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পলিতকেশ—১। বার্ধক্যহেতু যাহার চুল সাদা হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-শা, -শী**। ২। সাদা চুল। কর্মধা। বি; পু। [আ-মু। বি।

পলিতা—প্রদীপের সলিতা, দীপবর্তিকা।

পলু—বই বাঁধিয়া ধার কাটিবার ছুরি বিঃ; রেশমকীট। বাংপ্র। বি।

পলুই, পলো, পোলো—চাপা দিয়া হাতড়াইয়া মাছ ধরিবার বংশ-শলাকা-নির্মিত যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

পল্টন—'পলটন' দ্রঃ।

পল্বল—ক্ষুদ্র জলাশয়, ডোবা, বিল। পল্ (গমন করা)+বল কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

পল্য—অতিশয় তেজস্বী। পল্ (রক্ষা করা ইত্যাদি)+য কর্ম। বিণ।

পল্যঙ্ক—পর্যঙ্ক, খট্বা, পালঙ্ক; মঞ্চ। পরি—অনক্ (গমন করা)+অল্ অধি। বি; পু।

পল্যয়ন—অশ্বাদি পশুর পৃষ্ঠাসন, ঘোড়ার পালান, জিন, saddle. পরি—অয়্ (গমন করা)+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

পল্ল- শস্যরক্ষাস্থান, পালুই, গোলা, মরাই; ডোল। পল্ল+অল্ অধি। বি; পু।

পল্লব—১। নবপত্রযুক্ত-শাখাগ্র পর্ব; নূতন পত্র; কিশলয়; ক্ষুদ্র শাখা, ছোট ডাল; আলতা; বন; শৃঙ্গার। পদ্ শব্দ—লূ (ছেদন করা)+অল্ কর্ম। ২। বিস্তার। পদ—লূ+অল্ ভাব। বি; পু বা ক্লী। ৩। বিড়্গ, লম্পট। পদ—লূ+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পল্লবগ্রাহিতা—নানা বিষয়ে সামান্য সামান্য জ্ঞান থাকা, কোনও বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি না থাকা; অনেক বিষয়ে ঠোকর মারিয়া বেড়ান। পল্লবগ্রাহিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পল্লবগ্রাহী (-গ্রাহিন্)- নানা বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জ্ঞানবিশিষ্ট, কোনও বিষয়েই প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তিশীল নহে, খুঁট-আখুরে। পল্লব গ্রহণ করে যে, উপপদ তৎ; পল্লব—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

পল্লবিক—কামুক, লম্পট। পল্লব শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**পল্লবিকী**।

পল্লবিত- সপল্লব, পল্লবযুক্ত, উদ্গত-নব-পত্র; লাক্ষারক্ত; বহুলীকৃত, বিস্তারিত, অতিরঞ্জিত। পল্লব শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

পল্লবী (-বিন্)—বৃক্ষ, গাছ। পল্লব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

পল্লি, পল্লী—গ্রামখণ্ড, পাড়া; ক্ষুদ্রগ্রাম; কুটি; টিকটিকি। পল্ল+ই কর্তৃ, বিকল্পে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পল্লীগীতি—গ্রাম্য সুরে যে গান গাওয়া হয়, folk song; পল্লীর সম্বন্ধীয় গান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পল্লীগ্রাম—পাড়া গাঁ। পল্লীই যে গ্রাম, কর্মধা। বি; পু।

পল্লীবালা—পল্লীগ্রামবাসিনী বালিকা বা কুমারী, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে; পাড়ার মেয়ে। ৬তৎ বা মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পল্লীবাসী (-বাসিন্)—পল্লীগ্রামে বাস-কারী, পাড়াগাঁয়ের বাসিন্দা; পাড়ার

লোক; নিকটবর্তী বাসিন্দা। পল্লীতে বাস করে যে, উপতৎ; পল্লী—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—পল্লীবাসিনী।

পবিত্রীকৃত—যাহা পবিত্র করা হইয়াছে। পবিত্র+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পবিত্রী) —কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পশম—ছাগমেষাদির লোম; ঊর্ণা। ফা। বি।

পশমিনা—পশমী বস্ত্র বিঃ। ফা-মূ। বি।

পশমী—পশমনির্মিত। ফা-মূ। বিণ।

পশা—প্রবেশ করা। কপ্র। ক্রি।

পশি—প্রবেশ করিয়া; প্রবেশ করি। কপ্র। ক্রি।

পশু—লোমলাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু; ছাগ; মূর্খ; দেবযোনি জন্তু ধর্মী; মায়াবদ্ধ জীব; (তন্ত্রে) যিনি সুরাদর্শনমাত্র সূর্য দর্শন করেন, সুরার আঘ্রাণ পাইলে তিনবার প্রাণায়াম করেন, প্রাণান্তেও মাদক স্পর্শ করেন না বা আমিষ ভক্ষণ করেন না; যে শুদ্ধাচার ব্যক্তি পূজার পুষ্প পত্র ফল ও জলাদি স্বয়ং আহরণ করেন, যিনি নিরামিষাশী হইয়া পূজা করেন এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে উপগত হন না—মহানির্বাণতন্ত্র ও কুব্জিকাতন্ত্র। দৃশ্ (দেখা)+কু কর্তৃ, নিপা। বি; পু।

পশুকল্প—পশুপ্রায়, পশুতুল্য। পশু+কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ। [বি; স্ত্রী।

পশুক্রিয়া—মৈথুন, রমণ। ৬তৎ।

পশুত্ব—পশুভাব, পশুযোনি। পশু শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পশুধর্ম—পশুবৎ যথেচ্ছ মৈথুনরূপ ধর্ম। ৬তৎ। বি; পু।

পশুপতি—দেবেশ, শিব। [কথিত আছে যে মহাদেব নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপরে আধিপত্য করেন বলিয়া পশুপতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন]। ৬তৎ। বি; পু।

পশুপাল, পশুপালক—পশুরক্ষক, রাখাল। পশুগণের পাল বা পালক, ৬তৎ। বি; পু।

পশুপাশক—রতিবন্ধ বিঃ। বি; পু।

পশুরাজ—মৃগেন্দ্র, সিংহ। পশুগণের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বি; পু।

পশুশালা—পশুগণের থাকিবার গৃহ, চিড়িয়াখানা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পশ্চাৎ—পরে; পশ্চিমে; পিছে; পিছনে; চরম। অপর শব্দ+অস্তাৎ। অ।

পশ্চাত্তাপ—অনুশোচনা, অনুতাপ। পশ্চাৎ (পরে)+তাপ (দুঃখ, খেদ), কর্মধা। বি; পু।

পশ্চাদনুসরণ—পশ্চাদ্গমন, পিছনে পিছনে যাওয়া, পাছু লওয়া। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

পশ্চাদপসরণ—পিছন দিক্ হইতে বা পিছন দিক্ দিয়া পলায়ন। পশ্চাতে অপসরণ, সুপ্সুপা। বি; স্ত্রী। বিণ, -সৃত।

পশ্চাদপসৃত—পিছন হইতে তিরোহিত; পরে অন্তর্হিত; পিছন দিকে পলায়িত। ৭তৎ। বিণ।

পশ্চাদ্গামী (-গামিন্)—পশ্চাৎ গমনকারী, যে পিছনে যায়। পশ্চাৎ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—পশ্চাদ্গামিনী।

পশ্চাদ্ধাবন—পশ্চাদনুসরণ, অনুধাবন, পিছনে পিছনে দৌড়ানো। ৭তৎ। বি; স্ত্রী। বিণ, -ধাবিত।

পশ্চাদ্ভাগ—পৃষ্ঠদেশ, পিছনদিক্। ৬তৎ। বি; পু।

পশ্চাদ্ভূমি—ছবি ইত্যাদির পটভূমি, background; পিছনের ভূমি। পশ্চাৎস্থিত ভূমি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পশ্চার্ধ—অপরার্ধ, পা অবধি নাভি পর্যন্ত অংশ। অপর যে অর্ধ, কর্মধা। বি; পু।

পশ্চিম—১। শেষ, চরম; পিছু; পরে; অনন্তর। পশ্চাৎ+ডিম। বিণ। ২। পৃষ্ঠদেশ। বি; স্ত্রী। ৩। প্রতীচ্য বা প্রতীচী। বাংপ্র। বি।

পশ্চিমা—১। পশ্চিম দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী। ২। সূর্যাদির অস্তগমন দিক্, প্রতীচী ['দশদিক্' দ্রঃ]। পশ্চিম শব্দ+আপ্। বি; স্ত্রী। [বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গবিচার বড় নাই বলিয়া এই পশ্চিমা শব্দ "পশ্চিম" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] ৩। পশ্চিমদেশীয়, পশ্চিমাঞ্চলবাসী, পশ্চিমে। বিণ বা বি। ৪। ব্যাধি বিঃ, একপ্রকার গলনশীল ক্ষত ঘা, গবাদির সান্নিপাতিক রোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পশ্বাচার—তন্ত্রোক্ত বেদবিহিত আচার। পশুর আচার, ৬তৎ। বি; পু। [এস্থলে • পশু অর্থে তন্ত্রোক্ত সাধু ('পশু' দ্রঃ)।]

পসরা—বিক্রয়ের দ্রব্যাদি বা তাহার পাত্র। প্রা কপ্র। বি।

পসার—১। প্রসার, ফলাও; চলতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি; ক্রেতা মক্কেল ইত্যাদির আধিক্য। < প্রসার। ২। দোকান। প্রা কপ্র। বি।

পসারা, প্রসারা—প্রসারিত করা, ছড়ান, বিছান, মেলা। কপ্র। ক্রি।

পসারী—দোকানদার, ফেরিওয়ালা। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—পসারিনী।

পস্তানি—অনুতাপ। বাংপ্র। বি।

পস্তানো—পরে আক্ষেপ করা, অনুতাপ করা, অনুশোচনা বা আপসোস করা, পশ্চাত্তাপ পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পহিরণ—পিরাণ, পরিধান; পরিধেয়, পরিচ্ছদ। প্রা কপ্র। বি।

পহিলা, পহেলা, পয়লা—১। প্রথমে, অগ্রে। ক্রি-বিণ। ২। মাসের প্রথম দিবস। হি। বি।

পহুঁছা, পহুঁছানো—যাইয়া উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া, নাগাল পাওয়া। হি। ক্রি।

পহ্লব—প্রাচীন পারসীক জাতি বিঃ। অসং। বি। বিণ—পহ্লবী।

পা—১। রক্ষা; পান; বেদ। পা (পান করা, রক্ষা করা)+কিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। পদ, চরণ; পায়া। <পাদ। ৩। গীতের সপ্ত সুরের মধ্যে পঞ্চম সুর। <পঞ্চম। বি। **পা বাড়ানো**—আসা; অগ্রসর হওয়ার জন্য পা ফেলা। **পায়ে ঠেলা**—নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করা; আশ্রয়দান না করা। **পায়ের জুতা ছেঁড়া**—খুব বেশী হাঁটার জন্য অবসন্ন আসা। **পায়ে রাখা**—কৃপা করা; আশ্রয় দেওয়া; সাহায্য করা

পাই—১। পয়সা। বাংপ্র। ২। ইংরাজী হিসাবে পয়সার ৩ ভাগের ১ ভাগ। < ইং 'pie'. বি। ৩। প্রাপ্ত হই, লই, ভোগ করি। ক্রি। ৪। থাক, সারি, ক্ষেত্রের চতুর্থাংশ। বাংপ্র। বি।

পাইক—পদাতি, পেয়াদা, বার্তাবাহক, বরকন্দাজ। < পদাতিক। বি।

পাইকার—পাইকারী দরে কিনিয়া খুচরা-বিক্রেতা। ফা। বি।

পাইকারি—পাইকারের প্রাপ্য বা লভ্যাংশ। ফা-মূ। বি।

পাইকারী—পাইকার সম্বন্ধীয়; যাহা খুচরা নহে এমন ('— দর'); সর্বসাধারণের উপর ধার্য ('— জরিমানা')। ফা-মূ। বিণ।

পাইন, পান—লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের ধার পাকা করিবার জন্য উত্তপ্ত লৌহের জলাদি দ্রব্যে নিমজ্জন; ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুতে কাঠিন্য বিধান; সোনারূপা জুড়িবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে দ্রবণীয় সংকর ধাতু, ঝাল, solder. বাংপ্র। বি।

পাইপ—নল। <ইং 'pipe'. বাংপ্র। বি।

পাউড়া, -ড়ি—এক হাত প্রমাণ দণ্ড বা খেটে যাহা ছুড়িয়া মারিলে পথিক জঙ্ঘায় আহত হইয়া পড়িয়া যায়। প্রা কপ্র। বি।

পাউডার—গায়ে মুখে মাখিবার অথবা ডাক্তারী গুঁড়া বিঃ। < ইং 'powder'. বি।

পাউণ্ড—প্রায় আধ সের ওজন, পল; গরু-

মানুষ আটক রাখিবার খোঁয়াড়। <ইং 'pound'. বি।

পাউরুটি, পাঁউরুটি—ময়দার ফাঁপা রুটি বিঃ। <পো 'pao' + তামিল 'রোটি'। বি।

পাওনা—প্রাপ্তি, লাভ। বাংপ্র। বি।

পাওনাগণ্ডা—প্রাপ্য অর্থ। বাংপ্র। বি।

পাওনাদার—প্রাপক। বাংপ্র। বি।

পাওয়া—প্রাপ্ত হওয়া, লওয়া, ভোগ করা; ধরা, আক্রমণ করা ('ভূতে —'); চেষ্টা হওয়া, বেগ হওয়া, উদ্রেক হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পাওয়ানো—যাহাতে অন্যে পায় তাহা করা। বাংপ্র। ক্রি।

পাংশন—দূষক; বিনাশকারী ('কুল—')। পন্‌শ + অন কর্তৃ। বিণ।

পাংশু, পাংশু ধূলি; ছাই; পাপ; চিরসঞ্চিত গোময়, গোবরসার; স্থাবর সম্পত্তি। পশ্‌ (পীড়ন করা) বা পন্‌স (নাশ করা) + কু করণ। বি; পু।

পাংশুবর্ণ—১। পাঁশুটে রঙ্‌বিশিষ্ট। পাংশুবৎ বর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। পাঁশুটে রঙ্‌। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পাংশুল—পাংশুযুক্ত; ধূলিবিশিষ্ট। পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ; কলঙ্কিত। পাংশু + ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

পাংশুলা—১। ধূলিযুক্তা; পাপিষ্ঠা। পাংশুল + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। কুলটা, অসতী স্ত্রী; পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

পাংসন—দূষক, নিন্দক; পাপিষ্ঠ। পন্‌স (নাশ করা) + অন কর্তৃ। বিণ।

পাংসু—'পাংশু' দ্রঃ।

পাঁইজোর, -জর—নূপুরবৎ শব্দকারী পদাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাঁইট, পাঁট—আধ বোতল, বড় বোতলের অর্ধেক, প্রায় ৫ ছটাক পরিমাণ। <ইং 'pint'. বি।

পাঁক—কর্দম, কাদা। <পঙ্ক। বি।

পাঁকই, পাঁকুই—কাদায় অত্যধিক চলন-জনিত পদক্ষত, পায়ের হাজা রোগ। বাংপ্র। বি।

পাঁকাটি—পাটগাছের ছালছাড়ানো শুকনা ডাঁটা।। বাংপ্র। বি।

পাঁকাল—মৎস্য বিঃ (পাঁকের ভিতর থাকে বলিয়াই ইহার নাম পাঁকাল)। বাংপ্র। বি। [বি।

পাঁগাশ—মৎস্য বিঃ, পাঙ্গাশ। বাংপ্র।

পাঁচ—পঞ্চ, ৫ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <পঞ্চন্‌। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচই, পাঁচুই—মাসের পঞ্চম দিবস। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৬৭ খ্রীঃ ২৪শে ডিসেম্বর ভাগলপুরে জন্ম। পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগনার অন্তর্গত হালিসহর। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাশীর সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষাতেও ইনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহার জীবনের প্রথমাংশ গভর্নমেণ্ট আফিসে ও অধ্যাপনা কার্যে অতিবাহিত হয়। পরে ইনি সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। "বঙ্গবাসী", "বসুমতী" ও "হিতবাদী" পত্র বহুদিন ইনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করেন। শেষে "নায়ক" নামক দৈনিক পত্রের পরিচালক হন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনভারও ইনি গ্রহণ করেন। মধ্যে ইনি অমরেন্দ্র-নাথ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি আইন-ই-আকবরীর একটি অনুবাদ করিয়াছেন; চৈতন্যচরিতা-মৃতের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন; মহারানী ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবন-চরিত এবং উমা, রূপলহরী প্রভৃতি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লেখনী চালনে ও বক্তৃতা প্রদানে সমান পটু, এবং রাষ্ট্রনীতিতে বিশারদ ছিলেন। অনেক সাধারণ হিতকর সমিতির সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইং ১৯২৩ অব্দের ১৫ই নভেম্বর ইহার দেহত্যাগ হয়।

পাঁচচুলা, -চুলো—আবড়োখাবড়ো করিয়া বিশ্রী রকমের চুল ছাঁটা। বাংপ্র। বি।

পাঁচড়া, পাচড়া খোস, চর্মরোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাঁচন—১। ঔষধার্থে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের সিদ্ধ ক্বাথ। < পাচন। ২। রাখালের যষ্টি। < প্রাজন। বি।

পাঁচনবাড়ি, পাচনবাড়ি—রাখালের যষ্টি। বাংপ্র। বি।

পাঁচনর, পাঁচনল—সোনার পাঁচহালি কণ্ঠাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

পাঁচনী—পাঁচন, রাখালের যষ্টি। বাংপ্র।

পাঁচফোড়ন—মিশ্রিত মসলা বিঃ, যথা—জীরা কালজীরা মেথি মৌরি রাঁধনি। বাংপ্র। বি।

পাঁচবাণ—পঞ্চশর; কন্দর্প, মদন। বাংপ্র। বি।

পাঁচমিশালী, -মিশিলী, -মিশুলী—যাহাতে পাঁচ দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াছে; নানা-দ্রব্যের মিশ্রণ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচা—চিন্তা করা; গণ্ডগোল করা। বাংপ্র। ক্রি।

পাঁচাপাঁচি—পেঁচ কাটাকাটি; কথা কাটাকাটি; কথার মারপেঁচ। বাংপ্র। বি।

পাঁচালি—সংগীতবন্ধ বিঃ; গীতিকাব্য বিঃ। <পঞ্চালী। বি। [৫০।৬০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালাদেশে পাঁচালীর খুব চলন ছিল। এমন কি প্রত্যেক ভদ্রপল্লীতে আর কিছু থাকুক না থাকুক, অন্ততঃ বারোয়ারি ও পাঁচালীর দল থাকিত। কবির গানের ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সংগীতসংগ্রাম হইত, কিন্তু কবিগানের ন্যায় পাঁচালীতে সেরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত না। কবি-গান বা তর্জার রীতি এই যে, একদল পূর্বপক্ষরূপে আসরী গান গাহিলে, অপরদল উত্তরপক্ষরূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন। পাঁচালীতে ইহার পরিবর্তে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানেরই লড়াই হইত—যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তম ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিতেন, সেই দলেরই জয় হইত। পাঁচালীর আরম্ভ 'সাজ বাজানো' লইয়া; ইহাকে বাদ্যের লড়াই বলা যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি সাজ বাজানোর উপকরণ ছিল। সাজ বাজানোর পর "ঠাকরুনবিষয়" বা "শ্যামাবিষয়"। প্রথমেই শ্যামাবিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাহিবার পর কাটানদার উক্ত বিষয়ে ছড়া কাটিতেন। যে ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত আবশ্যকমত কখন বা সহজ গলায়, কখন বা সুরের সাহায্যে, কখন বা পদ্যে, কখন বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চস্বরে ছড়া বিন্যাস করিতে পারিতেন, তাঁহাকে লোকে কাটানদার বলিত। ছড়া কাটানোর পর সকলে মিলিয়া আবার গান গাহিতেন। শ্যামাবিষয়ক গান গাওয়া শেষ হইলে একদল উঠিয়া যাইতেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নামিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে শ্যামাবিষয় শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে পুনর্বার পূর্বদল আসিয়া "সাজ বাজাইয়া", "সখীসংবাদের" মহড়া গানটি গাহিয়া ছড়া কাটিতেন। প্রথম ছড়ার পর গান। আবার দ্বিতীয় ছড়া ও তৃতীয় গান, পরে তৃতীয় ছড়া ও চতুর্থ গান। পাঁচালী-রচকদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।] [বি।

পাঁচিল—প্রাচীর, দেওয়াল। <প্রাচীর।

পাঁচী—পাঁচ হাত পরিমিত, পাঁচহাতি; ছোট, খাট। বাংপ্র। বিণ।

পাঁজ, পাঁইজ—কার্পাস তুলার মোটা পলিতা, পিঞ্জিকা। বাংপ্র। বি।

লোক ; নিকটবর্ত্তী বাসিন্দা। পল্লীতে বাস করে যে, উপতৎ ; পল্লী—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পল্লীবাসিনী**।

পবিত্রীকৃত—যাহা পবিত্র করা হইয়াছে। পবিত্র+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=পবিত্রী) —কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

পশম—ছাগমেষাদির লোম ; ঊর্ণা। ফা। বি।

পশমিনা—পশমী বস্ত্র বিঃ। ফা-মু। বি।

পশমী—পশমনির্মিত। ফা-মু। বিণ।

পশা—প্রবেশ করা। কপ্র। ক্রি।

পশি—প্রবেশ করিয়া ; প্রবেশ করি। কপ্র। ক্রি।

পশু—লোমলাঙ্গুলবিশিষ্ট জন্তু ; ছাগ ; মূর্খ ; দেবযোনি জন্তুধর্মী ; মায়াবদ্ধ জীব ; (তন্ত্রে) যিনি সুরাদর্শনমাত্র সূর্যদর্শন করেন, সুরার আঘ্রাণ পাইলে তিনবার প্রাণায়াম করেন, প্রাণান্তেও মাদক স্পর্শ করেন না বা আমিষ ভক্ষণ করেন না ; যে শুদ্ধাচার ব্যক্তি পূজার পুষ্প পত্র ফল ও জলাদি স্বয়ং আহরণ করেন, যিনি নিরামিষাশী হইয়া পূজা করেন এবং ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে উপগত হন না—মহানির্বাণতন্ত্র ও কুব্জিকাতন্ত্র। দৃশ্ (দেখা)+কু কর্তৃ, নিপা। বি ; পু।

পশুকল্প—পশুপ্রায়, পশুতুল্য। পশু+কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

পশুক্রিয়া—মৈথুন, রমণ। ৬তৎ।

পশুত্ব—পশুভাব, পশুযোনি। পশু শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

পশুধর্ম—পশুবৎ যথেচ্ছ মৈথুনরূপ ধর্ম। ৬তৎ। বি ; পু।

পশুপতি—দেবেশ, শিব। [কথিত আছে যে মহাদেব নিরন্তর পশুপালন, পশুগণের সহিত ক্রীড়া ও পশুদিগের উপরে আধিপত্য করেন বলিয়া পশুপতি নামে বিখ্যাত হইয়াছেন]। ৬তৎ। বি ; পু।

পশুপাল, পশুপালক—পশুরক্ষক, রাখাল। পশুগণের পাল বা পালক, ৬তৎ। বি ; পু।

পশুপাশক—রতিবন্ধ বিঃ। বি ; পু।

পশুরাজ—মৃগেন্দ্র, সিংহ। পশুগণের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বি ; পু।

পশুশালা—পশুগণের থাকিবার গৃহ, চিড়িয়াখানা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পশ্চাৎ—পরে ; পশ্চিমে ; পিছে ; পিছনে ; চরম। অপর শব্দ+অস্তাৎ। অ।

পশ্চাত্তাপ—অনুশোচনা, অনুতাপ। পশ্চাৎ (পরে)+তাপ (দুঃখ, খেদ), কর্মধা। বি ; পু।

পশ্চাদনুসরণ—পশ্চাদ্গমন, পিছনে পিছনে যাওয়া, পাছু লওয়া। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

পশ্চাদপসরণ—পিছন দিক্ হইতে বা পিছন দিক্ দিয়া পলায়ন। পশ্চাতে অপসরণ, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লী। বিণ,

পশ্চাদপসৃত—পিছন হইতে তিরোহিত ; পরে অন্তর্হিত ; পিছন দিকে পলায়িত। ৭তৎ। বিণ।

পশ্চাদ্গামী (-গামিন্)—পশ্চাৎ গমনকারী, যে পিছনে যায়। পশ্চাৎ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পশ্চাদ্গামিনী**।

পশ্চাদ্ধাবন পশ্চাদনুসরণ, অনুধাবন, পিছনে পিছনে দৌড়ানো। ৭তৎ। বি ; ক্লী। বিণ, **-ধাবিত**।

পশ্চাদ্ভাগ—পৃষ্ঠদেশ, পিছনদিক্। ৬তৎ। বি ; পু।

পশ্চাদ্ভূমি—ছবি ইত্যাদির পটভূমি, background ; পিছনের ভূমি। পশ্চাৎস্থিত ভূমি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

পশ্চার্ধ—অপরার্ধ, পা অবধি নাভি পর্যন্ত অংশ। অপর যে অর্ধ, কর্মধা। বি ; পু।

পশ্চিম—১। শেষ, চরম ; পিছু ; পরে ; অনন্তর। পশ্চাৎ+ডিম। বিণ। ২। পৃষ্ঠদেশ। বি ; ক্লী। ৩। প্রতীচা বা প্রতীচী। বাংপ্র। বি।

পশ্চিমা—১। পশ্চিম দ্রঃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। সূর্যাদির অস্তগমন দিক্, প্রতীচী ['দশদিক্' দ্রঃ]। পশ্চিম শব্দ+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গবিচার বড় নাই বলিয়া এই পশ্চিমা শব্দ "পশ্চিম" রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] ৩। পশ্চিমদেশীয়, পশ্চিমাঞ্চলবাসী, পশ্চিমে। বিণ বা বি। ৪। ব্যাধি বিঃ, একপ্রকার গলনশীল ক্ষত ঘা, গবাদির সান্নিপাতিক রোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পশ্বাচার—তন্ত্রোক্ত বেদবিহিত আচার। পশুর আচার, ৬তৎ। বি ; পু। [এস্থলে পশু অর্থে তন্ত্রোক্ত সাধু ('পশু' দ্রঃ)।]

পসরা—বিক্রয়ের দ্রব্যাদি বা তাহার পাত্র। প্রা কপ্র। বি।

পসার—১। প্রসার, ফলাও ; চলতি, প্রতিষ্ঠা, প্রতিপত্তি ; ক্রেতা মক্কেল ইত্যাদির আধিক্য। < প্রসার। ২। দোকান। প্রা কপ্র। বি।

পসারা, প্রসারা—প্রসারিত করা, ছড়ান, বিছান, মেলা। কপ্র। ক্রি।

পসারী—দোকানদার, ফেরিওয়ালা। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রী—**পসারিনী**।

পস্তানি—অনুতাপ। বাংপ্র। বি।

পস্তানো—পরে আক্ষেপ করা, অনুতাপ করা, অনুশোচনা বা আপসোস করা, পশ্চাত্তাপ পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পহিরণ—পিন্ধন, পরিধান ; পরিধেয়, পরিচ্ছদ। প্রা কপ্র। বি।

পহিলা, পহেলা, পয়লা—১। প্রথমে, অগ্রে। ক্রি-বিণ। ২। মাসের প্রথম দিবস। হি। বি।

পহুঁছা, পহুঁছানো—যাইয়া উপস্থিত হওয়া, উপনীত হওয়া, নাগাল পাওয়া। হি। ক্রি।

পহ্লব—প্রাচীন পারসীক জাতি বিঃ। অসং। বি। বিণ—**পহ্লবী**।

পা—১। রক্ষা ; পান ; বেদ। পা (পান করা, রক্ষা করা)+ক্বিপ্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। পদ, চরণ ; পায়া। <পাদ। ৩। গীতের সপ্ত সুরের মধ্যে পঞ্চম সুর। <পঞ্চম। বি। **পা বাড়ানো**—আসা ; অগ্রসর হওয়ার জন্য পা ফেলা। **পায়ে ঠেলা**—নিষ্ঠুরভাবে ত্যাগ করা ; আশ্রয়দান না করা। **পায়ের সুতা ছেঁড়া**—খুব বেশী হাঁটার জন্য অবসাদ আসা। **পায়ে রাখা**—কৃপা করা ; আশ্রয় দেওয়া ; সাহায্য করা

পাই—১। পয়সা। বাংপ্র। ২। ইংরাজী হিসাবে পয়সার ৩ ভাগের ১ ভাগ। < ইং 'pie'. বি। ৩। প্রাপ্ত হই, লই, ভোগ করি। ক্রি। ৪। থাক, সারি, ক্ষেত্রের চতুর্থাংশ। বাংপ্র। বি।

পাইক—পদাতি, পেয়াদা, বার্তাবাহক, বরকন্দাজ। < পদাতিক। বি।

পাইকার—পাইকারী দরে কিনিয়া খুচরা-বিক্রেতা। ফা। বি।

পাইকারি পাইকারের প্রাপ্য বা লভ্যাংশ। ফা-মু। বি।

পাইকারী—পাইকার সম্বন্ধীয় ; যাহা খুচরা নহে এমন ('— দর') ; সর্বসাধারণের উপর ধার্য ('— জরিমানা')। ফা-মু। বিণ।

পাইন, পান—লৌহনির্মিত অস্ত্রশস্ত্রের ধার পাকা করিবার জন্য উত্তপ্ত লৌহের জলাদি দ্রব্যে নিমজ্জন ; ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুতে কাঠিন্য বিধান ; সোনারূপা জুড়িবার জন্য অপেক্ষাকৃত অল্প তাপে দ্রবণীয় সংকর ধাতু, ঝাল, solder. বাংপ্র। বি।

পাইপ—নল। <ইং 'pipe'. বাংপ্র। বি।

পাউড়া, -ড়ি—এক হাত প্রমাণ দণ্ড বা খেটে যাহা ছুড়িয়া মারিলে পথিক জঙ্ঘায় আহত হইয়া পড়িয়া যায়। প্রা কপ্র। বি।

পাউডার—গায়ে মুখে মাখিবার অথবা ডাক্তারী গুঁড়া বিঃ। < ইং 'powder'. বি।

পাউণ্ড—প্রায় আধ সের ওজন, পন ; গজ-

বাছুর আটক রাখিবার খোঁয়াড়। <ইং 'pound'. বি।

পাউরুটি, পাঁউরুটি—ময়দার ফাঁপা রুটি বিঃ। <পো 'pao' + তামিল 'রোটি'। বি।

পাওনা—প্রাপ্তি, লাভ। বাংপ্র। বি।

পাওনাগণ্ডা—প্রাপ্য অর্থ। বাংপ্র। বি।

পাওনাদার—প্রাপক। বাংপ্র। বি।

পাওয়া—প্রাপ্ত হওয়া, লওয়া, ভোগ করা; ধরা, আক্রমণ করা ('ভূতে —'); চেষ্টা হওয়া, বেগ হওয়া, উদ্রেক হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পাওয়ানো—যাহাতে অন্যে পায় তাহা করা। বাংপ্র। ক্রি।

পাংশন—দূষক; বিনাশকারী ('কুল—')। পন্‌শ + অন কর্তৃ। বিণ।

পাংশু, পাংসু ধূলি; ছাই; পাপ; চিরসঞ্চিত গোময়, গোবরসার; স্থাবর সম্পত্তি। পশ্ (পীড়ন করা) বা পন্‌স (নাশ করা) + কু করণ। বি; পু।

পাংশুবর্ণ—১। পাঁশুটে রঙ্ বিশিষ্ট। পাংশুবৎ বর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। পাঁশুটে রঙ্। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পাংশুল—পাংশুযুক্ত; ধূলিবিশিষ্ট। পাপাত্মা, পাপিষ্ঠ; কলঙ্কিত। পাংশু + ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

পাংশুলা—১। ধূলিযুক্তা; পাপিষ্ঠা। পাংশুল + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কুলটা, অসতী স্ত্রী; পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

পাংসন—দূষক, নিন্দক; পাপিষ্ঠ। পন্‌স (নাশ করা) + অন কর্তৃ। বিণ।

পাংসু—'পাংশু' দ্রঃ।

পাঁইজোর, -জর—নূপুরবৎ শব্দকারী পদাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাঁইট, পাঁট—আধ বোতল, বড় বোতলের অর্দ্ধেক, প্রায় ৫ ছটাক পরিমাণ। <ইং 'pint'. বি।

পাঁক—কর্দম, কাদা। <পঙ্ক। বি।

পাঁকই, পাঁকুই—কাদায় অত্যধিক চলন-জনিত পদক্ষত, পায়ের হাজা রোগ। বাংপ্র। বি।

পাঁকাটি—পাটগাছের ছালছাড়ানো শুকনা ডাঁটা।। বাংপ্র। বি।

পাঁকাল—মৎস্য বিঃ (পাঁকের ভিতর থাকে বলিয়াই ইহার নাম পাঁকাল)। বাংপ্র। বি। [বি।

পাঁগাশ—মৎস্য বিঃ, পাঙ্গাশ। বাংপ্র।

পাঁচ—পঞ্চ, ৫ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। <পঞ্চন্। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচই, পাঁচুই—মাসের পঞ্চম দিবস। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়—১৮৬৭ খ্রীঃ ২৪শে ডিসেম্বর ভাগলপুরে জন্ম। পৈতৃক নিবাস ২৪ পরগনার অন্তর্গত হালিসহর। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কাশীর সংস্কৃত সাহিত্য ও সাংখ্য পরীক্ষাতেও ইনি প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহার জীবনের প্রথমাংশ গভর্নমেন্ট আফিসে ও অধ্যাপনা কার্যে অতিবাহিত হয়। পরে ইনি সংবাদপত্রের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করেন। "বঙ্গবাসী", "বসুমতী" ও "হিতবাদী" পত্র বহুদিন ইনি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করেন। শেষে "নায়ক" নামক দৈনিক পত্রের পরিচালক হন। সুরেশচন্দ্র সমাজপতির মৃত্যুর পর নিজের প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনভারও ইনি গ্রহণ করেন। মধ্যে ইনি অমরেন্দ্র-নাথ দত্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'রঙ্গালয়' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইনি আইন-ই-আকবরীর একটি অনুবাদ করিয়াছেন; চৈতন্যচরিতা-মৃতের একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন; মহারানী ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবন-চরিত এবং উমা, রূপলহরী প্রভৃতি বাঙ্গালা উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লেখনী চালনে ও বক্তৃতা প্রদানে সমান পটু, এবং রাষ্ট্রনীতিতে বিশারদ ছিলেন। অনেক সাধারণ হিতকর সমিতির সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইং ১৯২৩ অব্দের ১৫ই নভেম্বর ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

পাঁচচুলা, -চুলো—আবড়োখাবড়ো করিয়া বিশ্রী রকমের চুল ছাঁটা। বাংপ্র। বি।

পাঁচড়া, পাচড়া খোস. চর্মরোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাঁচন—১। ঔষধার্থে নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ দ্রব্যের সিদ্ধ ক্বাথ। < পাচন। ২। রাখালের যষ্টি। < প্রাজন। বি।

পাঁচনবাড়ি, পাচনবাড়ি—রাখালের যষ্টি। বাংপ্র। বি।

পাঁচনর, পাঁচনল—সোনার পাঁচহালি কণ্ঠাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

পাঁচনী—পাঁচন, রাখালের যষ্টি। বাংপ্র।

পাঁচফোড়ন—মিশ্রিত মসলা বিঃ, যথা—জীরা কালজীরা মেথি মৌরি রাঁধনি। বাংপ্র। বি।

পাঁচবাণ—পঞ্চশর; কন্দর্প, মদন। বাংপ্র। বি।

পাঁচমিশালী, -মিশিলী, -মিশুলী—যাহাতে পাঁচ দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াছে; নানা-দ্রব্যের মিশ্রণ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাঁচা—চিন্তা করা; গণ্ডগোল করা। বাংপ্র। ক্রি।

পাঁচাপাঁচি—পেঁচ কাটাকাটি; কথা কাটাকাটি; কথার মারপেঁচ। বাংপ্র। বি।

পাঁচালি—সংগীতবন্ধ বিঃ; গীতিকাব্য বিঃ। <পঞ্চালী। বি। [৫০।৬০ বৎসর পূর্বে বাঙ্গালাদেশে পাঁচালীর খুব চলন ছিল। এমন কি প্রত্যেক ভদ্রপল্লীতে আর কিছু থাকুক না থাকুক, অন্ততঃ বারোয়ারি ও পাঁচালীর দল থাকিত। কবির গানের ন্যায় পাঁচালীতেও দুই দলে সংগীতসংগ্রাম হইত, কিন্তু কবিগানের ন্যায় পাঁচালীতে সেরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর চলিত না। কবি-গান বা তর্জার রীতি এই যে, একদল পূর্বপক্ষরূপে আসরী গান গাহিলে, অপরদল উত্তরপক্ষরূপে তৎক্ষণাৎ তাহার জবাব বাঁধিয়া গান করেন। পাঁচালীতে ইহার পরিবর্তে পূর্বাভ্যস্ত ছড়া ও গানেরই লড়াই হইত যে দল অপেক্ষাকৃত উত্তম ছড়া কাটাইতে ও গান গাহিতে পারিতেন, সেই দলেরই জয় হইত। পাঁচালীর আরম্ভ 'সাজ বাজানো' লইয়া; ইহাকে বাদ্যের লড়াই বলা যায়। বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা, মোচং প্রভৃতি সাজ বাজানোর উপকরণ ছিল। সাজ বাজানোর পর "ঠাকরুনবিষয়" বা "শ্যামাবিষয়"। প্রথমেই শ্যামাবিষয়ক একটি গান সকলে মিলিয়া গাহিবার পর কাটানদার উক্ত বিষয়ে ছড়া কাটিতেন। যে ব্যক্তি উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গীর সহিত আবশ্যকমত কখন বা সহজ গলায়, কখন বা সুরের সাহায্যে, কখন বা পদ্যে, কখন বা গদ্যের ছুট কথায় উচ্চস্বরে ছড়া বিন্যাস করিতে পারিতেন, তাঁহাকে লোকে কাটানদার বলিত। ছড়া কাটানোর পর সকলে মিলিয়া আবার গান গাহিতেন। শ্যামাবিষয়ক গান গাওয়া শেষ হইলে একদল উঠিয়া যাইতেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল আসরে নামিতেন। তাঁহারাও ঐরূপে শ্যামাবিষয় শেষ করিয়া উঠিয়া গেলে পুনর্বার পূর্বদল আসিয়া "সাজ বাজাইয়া", "সখীসংবাদের" মহড়া গানটি গাহিয়া ছড়া কাটিতেন। প্রথম ছড়ার পর গান। আবার দ্বিতীয় ছড়া ও তৃতীয় গান, পরে তৃতীয় ছড়া ও চতুর্থ গান। পাঁচালী-রচকদিগের মধ্যে দাশরথি রায়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।] [বি।

পাঁচিল—প্রাচীর, দেওয়াল। <প্রাচীর।

পাঁচী—পাঁচ হাত পরিমিত, পাঁচহাতি; ছোট, খাট। বাংপ্র। বিণ।

পাঁজ, পাঁইজ—কার্পাস তুলার মোটা পলিতা, পিঞ্জিকা। বাংপ্র। বি।

পাঁজর, পাঁজরা—১। পঞ্জর, পার্শ্বাস্থি। <পঞ্জর। ২। শরীরের বাঁধন। প্রা কপ্র। বি।

পাঁজা—১। প্রস্তুত ইষ্টকের রাশি, সাজানো ইটের গাদা; ইট পুড়াইবার ভাটি; কুমারের পোয়ান; দুই বাহু দ্বারা জড়াইয়া ধরণ, আঁকাড়; কক্ষতলে ধারণ, বগল-দাবা। ফা-মু। ২। গুচ্ছ; আঁটি। বাংপ্র। বি।

পাঁজাকোলা—ঘাড় ও উরু ধরিয়া যাহাকে কোলে লওয়া হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

পাঁজি—বার তিথি নক্ষত্র যোগ করণ এই পঞ্চজ্ঞাপক গ্রন্থ, পঞ্জিকা। <পঞ্জী। বি।

পাঁজি-পুঁথি—পঞ্জিকা ও শাস্ত্রগ্রন্থ, পুঁথি-পত্র। বাংপ্র। বি।

পাঁজিয়া—পদাঙ্ক দেখিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

পাঁঠা—ছাগ। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**পাঁঠী**।

পাঁঠীবেচা—কন্যাবিক্রয়; কন্যাবিক্রেতা; গালি বিঃ। বাংপ্র। বি। স্ত্রী—**পাঁঠী-বেচুনী**।

পাঁড়—অত্যন্ত; পাকা ('— মাতাল'); প্রধান, নেতা। বাংপ্র। বিণ।

পাঁড়ে, পাণ্ডে—পশ্চিমা ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাঁতার, পাঁথার—সমুদ্র; প্লাবন, বন্যা। প্রা কপ্র। বি।

পাঁতি, পাঁতিয়া—পঙ্‌ক্তি, সারি, শ্রেণী; শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিতের ব্যবস্থাপত্র। <পঙ্‌ক্তি। বি।

পাঁদাড়—বাটীর পশ্চাতে অপরিচ্ছন্ন স্থান। বাংপ্র। বি।

পাঁপর—মসলাযুক্ত মুগাদি দাইলের পাতলা কাঁচা রুটি। <পর্পট। বি।

পাঁশ—ছাই, ভস্ম; ভস্মবৎ অকিঞ্চিৎকর বস্তু। <পাংশু। বি।

পাঁশকুড়—পাঁশ ফেলিবার স্থান; পাঁদাড়। <পাংশুকুণ্ড। বি।

পাঁশুটে—পাংশুবর্ণ, ছাই রঙের। বাংপ্র। বি।

পাক—১। শিশু। পা (রক্ষা করা)+ক কর্ম। ২। রন্ধন; উত্তাপপ্রয়োগে প্রস্তুত করণ ('ঔষধ —'); পরিণতি; পরিপাক, হজম; পক্কতা; কেশের শুক্লতা; নিষ্পত্তি। পচ্ (পাক করা)+ঘঞ্ ভাব। ৩। ফল; ধান্য। পচ্+ঘঞ্ কর্তৃ। ৪। জনৈক অসুর, এই অসুরকে বিনাশ করিয়া দেব-রাজ "পাকশাসন" নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। পচ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু। ৫। আবর্ত্তন, ঘোরা; জড়ানো; পেঁচ; মোড়া, মোচড়; ঘূর্ণন; পরিভ্রমণ। বাংপ্র। বি।

পাককার্য—রন্ধনকার্য; পরিপাকক্রিয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পাকচক্র—কৌশল, কুটিলতা, ষড়্‌যন্ত্র; ঘটনাচক্র; কর্মবিপাক। বাংপ্র। বি।

পাকজ—পাককার্য হইতে উৎপন্ন। উপতৎ; পাক—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

পাকড়—গ্রেপ্তার; ধরা। হি। বি।

পাকড়া, পাকড়ানো—ধৃত করা, ধরা, গ্রেপ্তার করা, আক্রমণ করা। হি-মু। ক্রি।

পাকড়াও—১। ধৃত কর, সবলে ধর। ক্রি। ২। ধরা; গ্রেপ্তার। হি। বি।

পাকতেড়ে—কৃশ, অস্থিচর্মসার। বাংপ্র। বিণ।

পাকতৈল—নানাবিধ ভেষজসহ পাক করা কবিরাজী তৈল। বি; ক্লী।

পাকনাড়া—হাত ধরিয়া ঘুরপাক; করতলে জড়াইয়া ঘুরানো। বাংপ্র। বি।

পাকপড়া—পেঁচাও, কুটিল; খল, কুচকুরে। বাংপ্র। বিণ।

পাকপাত্র—রন্ধনভাজন, রাঁধিবার বাসন, হাঁড়ি বকুনা প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পাকমোড়া—কুণ্ডলীকৃত কবরী; দড়ির কুণ্ডলী পাকান বেষ্টন; পিছমোড়া। বাংপ্র। বি।

পাকযন্ত্র—পরিপাকের যন্ত্র, পাকাশয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পাকলানো—পাকল করা, রক্তবর্ণ করা; মাঢ়ি দিয়া চিবানো; প্রক্ষালন করা; পাকানো, আবর্ত্তন করা, ঘুরানো। বাংপ্র। ক্রি।

পাকশালা—রন্ধনশালা, রান্নাঘর। পাকের নিমিত্ত শালা (গৃহ), ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

পাকশাসন—দেবরাজ, ইন্দ্র। 'পাক' দ্রঃ। পাক (অসুর বিঃ)—শাস্ (শাসন করা) +অন কর্তৃ। বি; পু।

পাকশাসনি—অর্জুন; ইন্দ্রসুত জয়ন্ত। পাকশাসন (ইন্দ্র)+ঞি অপত্যার্থে। বি; পু।

পাকসাঁড়াশি—স্বর্ণরৌপ্যাদি তারে পাক দিবার স্বর্ণকারের যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাকসাট—পাখার আস্ফালন বা দ্রুত সঞ্চালন, পাখার ঝাপটা; বীরত্ব বা দম্ভ-প্রকাশ। কপ্র। বি।

পাকস্থলী—শরীরমধ্যস্থ পরিপাকযন্ত্র, পাকা-শয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পাকস্থালী—রন্ধনপাত্র; পরিপাকযন্ত্র। পাকের নিমিত্ত যে স্থালী (পাত্র বা যন্ত্র), ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

পাকস্পর্শ—বউভাত, বিবাহের পর বরের আত্মীয়স্বজনের পাতে নববধূ কর্তৃক অন্ন-পরিবেষণরূপ ক্রিয়া। ৬তৎ। বি; পু।

পাকা—১। পক্ক; বুড়া, জেঠা, কচকে; অভিজ্ঞ; ইট পাথরাদি দ্বারা নির্মিত; স্থায়ী, কায়েমী; আইন অনুসারে নিষ্পন্ন; স্থির, অচল, অনড়। বিণ। ২। পক্ক হওয়া, অভিজ্ঞ বা নিপুণ হওয়া; সাদা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। **পাকা কথা**—নিশ্চয়তা-সূচক কথা; আলোচনাদির পর নিশ্চিত বাক্য। **পাকা খাতা**—যে খাতায় হিসাবপত্র লেখা হইলে আর বদল বা কাটাকুটি করা চলে না। **পাকা লোক**—বহুদর্শী লোক। **পাকা সোনা**—খাঁটি সোনা। **পাকা হাড়**—দুঃখকষ্ট সহিয়া শক্ত বৃদ্ধের শরীর।

পাকাটি—পাঁকাটি (তাহা দ্রঃ)। বি।

পাকাটে—রোগা; অত্যাচারের ফলে শ্রীহীন ('— গড়ন')। বাংপ্র। বিণ।

পাকা-দেখা—পাত্র বা পাত্রীকে শেষবার দেখিয়া আশীর্বাদ এবং বিবাহ স্থির করা। বাংপ্র। বি।

পাকানো—পক্ক করা; পাক দেওয়া, গোল করা; মন্ত্রণার জন্য একত্র হওয়া; পাক করা, রন্ধন করা। বাংপ্র। ক্রি।

পাকাপনা, পাকামি, -মো—জেঠামি, অল্প বয়সে বুড়ার মত কথা ও চালচলন। বাংপ্র। বি।

পাকাপাকি—নির্ধারণ, ঠিকঠাক, উভয় পক্ষের কর্তব্যাবধারণ। বাংপ্র। বি।

পাকা-লেখা—সুশৃঙ্খল হস্তলিপি বা রচনা। বাংপ্র। বি।

পাকাল্যা—পরাক্রম, প্রতাপ, তেজ। প্রা কপ্র। বি।

পাকাশয়—শরীরমধ্যস্থ পাকযন্ত্র, যে স্থানে গিয়া ভুক্ত দ্রব্য পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। পাকের আশয় (স্থান), ৬তৎ। বি; পু।

পাকী (পাকিন্)—১। পাককর্তা, পাচক। পচ্+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পাকিনী**। ২। পাকা মাপের বা ওজনের (৮০ তোলায় সের ধরিয়া)। বাংপ্র। বিণ।

পাকুড়—পর্কটী, অশ্বত্থতুল্য বৃক্ষ বিঃ। <পর্কটী। বি।

পাকে-প্রকারে—ঘটনাচক্রে বাধ্য করিয়া বা হইয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পাক্কা—পাকা; সুষ্ঠুনিষ্পাদিত। বাংপ্র। বিণ। [হিণ।

পাক্য—পাকযোগ্য। পচ্+ঘ্যণ্ কর্ম।

পাক্ষিক—১। পক্ষসম্বন্ধীয়; বৈকল্পিক; একপক্ষে (অর্থাৎ ১৫ দিনে) যাহা হয়, পক্ষ কালে ভব। পক্ষ শব্দ+ষ্ণিক। ২। বিহগসম্বন্ধীয়। পক্ষিন্+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**পাক্ষিকী**।

পাখ—পক্ষী; পাখির পাখা বা ডানা। <পক্ষ। বি।

পাখণ্ড—পাষণ্ড। প্রা কপ্র। বিণ।

পাখনা—পক্ষ, পাখির পাখা বা পালক, মাছের ডানা। বাংপ্র। বি।

পাখলা, পাখলানো, পাখানো—প্রক্ষালন করা, ধৌত করা; রগড়াইয়া বা কচলাইয়া ধোয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পাখা—পক্ষ; পাখনা, পালক, পাখির ডানা; বীজনী, তালবৃন্ত। < পক্ষ। বি।

পাখী, -খি—পক্ষী, পতঙ্গ; খড়খড়ির কাঠফলক; চক্রের অর, spoke. বাংপ্র। বি। **পাখী পড়ানো**—বলিয়া বলিয়া মুখস্থ করানো। **পাখীর প্রাণ**—ক্ষীণ প্রাণ; দুর্বল অন্তঃকরণ।

পাখোয়াজ—বড় মর্দল বিঃ, মৃদঙ্গ। < পক্ষবাদ্য। বি। [বি।

পাখোয়াজী—পাখোয়াজ-বাদক। বাংপ্র।

পাগ, পাগড়ি—উষ্ণীষ, শিরোপা। হি। বি। [বিণ।

পাগর—পাগল; মত্ত, মাতাল। প্রা কপ্র।

পাগল—উন্মত্ত, বাতুল, ক্ষিপ্ত, অস্থির; অবোধ (আদরে)। পা (পান করা)+ ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃ=পা (সুরাপানকারী), তদুত্তরে গল্‌+অন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ।

পাগলা—১। বাতুলা, উন্মাদিনী। ['পাগল' দ্রঃ]। পাগল+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। পাগল, বাতুল, ক্ষেপা; বালবুদ্ধি; চপলমতি। বাংপ্র। বিণ বা বি; পু।

পাগলাই—পাগলের মত ব্যবহার, বাতুলতা, ক্ষেপামি। বাংপ্র। বি।

পাগলা-গারদ—বাতুলাশ্রম, Lunatic Asylum. বাংপ্র। বি।

পাগলাটে—পাগলের মত, যাহার ছিট আছে। বাংপ্র। বিণ।

পাগলামো, পাগলামি—পাগলের মত ব্যবহার, বাতুলতা, ক্ষেপামো। বাংপ্র। বি।

পাগলিনী, পাগলী—বাতুলা, ক্ষিপ্তা, উন্মাদিনী; দুর্গা। বাংপ্র। বি বা বিণ; স্ত্রী।

পাঙাশ, পাঙ্গাশ—১। পাংশুবর্ণ, পাণ্ডুর, ফেঁকাসিয়া, নীরক্ত। বিণ। ২। মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাঙ্‌ক্তেয়—এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনার্হ। পঙ্‌ক্তি শব্দ+ঢেয়। বিণ।

পাঙ্গুর—পদাঙ্গুলি। প্রা কপ্র। বি।

পাচক—১। পাককারী; রন্ধনকারক; জীর্ণকারক, হজমী। পচ্‌ (পাক করা) +ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পাচিকা**। ২। উদরস্থ রস বিঃ; পিত্ত বিঃ ('পাচকপিত্ত' দ্রঃ)। বি; ক্লী। ৩। অগ্নি। বি; পু।

পাচকপিত্ত—পিত্ত বিঃ [ইহা আমাশয় ও পাকাশয়ের মধ্যে থাকিয়া ভক্ষ্য ভোজ্যাদি ষড়্‌বিধ আহার্য দ্রব্যের পরিপাক কার্য সম্পাদন করে, এবং রস, মূত্র ও পুরীষকে বিভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত করে। ইহা অগ্ন্যাশয় মধ্যে থাকিয়া স্বশক্তি-প্রভাবে রঞ্জকাদি পিত্তসমূহের স্থানে গমনপূর্বক তত্তৎস্থানের রসরঞ্জন, হৃদয়স্থ কফ ও তমোভাবের অপনোদন, রূপগ্রহণ, প্রভাপ্রকাশন, পরিপাক কার্য প্রভৃতি দ্বারা অবশিষ্ট পিত্তসকলের কার্যের সহায়তা করিয়া থাকে। ইহার তেজেই অন্যান্য অগ্নিসমূহ বলবত্তর হয়]। পাচক নামক পিত্ত, মধ্যপ। বি; ক্লী। [প্রা কপ্র। বি।

পাচতি, পাচতী—ধাত্রী, ধাই বা দাই।

পাচন—১। ক্বাথ বিঃ; জীর্ণকরণ। ণিজন্ত পচ্‌ বা পাচি (পাক করান)+অন কর্ত্তৃ। বি; ক্লী। ২। অগ্নি। বি; পু। ৩। জীর্ণকারক, পাচক। বিণ। ৪। পাঁচনবাড়ি, পাচনী, রাখালের যষ্টি। < প্রাজন। বি।

পাচনক—সোহাগা। ণিজন্ত পচ্‌ (=পাচি) +অনট্‌ করণ তদুত্তরে কণ্‌। বি; পু।

পাচনী—১। হরীতকী। পাচন+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। পাঁচনবাড়ি। প্রা কপ্র। বি।

পাচায়াপ্পা, কঞ্জিভেরম মুদেলিয়ার (Pachaiyappa, Conjeveram Mudaliar)—মাদ্রাজবাসী। জন্ম ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি প্রথমে দালালী ও দ্বিভাষীর কার্য করিয়া পরে কণ্ট্রাক্টরী কার্যে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ধর্মার্থ ও দীনদুঃখীর সাহায্যার্থে বিস্তর অর্থ রাখিয়া ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে মার্চ ইনি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পর ঐ বিষয়ঘটিত মকদ্দমা হয়। মাদ্রাজের হাইকোর্টের বিচারফলে ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে ৬৫০০০০৲ টাকা (যাহা সেই সময় পর্যন্ত জমিয়াছিল) একটি কলেজ ও কতকগুলি বৃত্তির জন্য নির্ধারিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামে একটি হল প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানে বিনা বেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে।

পাচার—সাবাড়, শেষ; গোপনে সরান; চুরি করিয়া নিঃশেষ; এপিঠ ওপিঠ। বাংপ্র। বি।

পাচিকা—'পাচক' দ্রঃ।

পাচ্য—পাকযোগ্য, রন্ধনীয়; জঠরমধ্যে জীর্ণকরণসাধ্য, যাহা হজম করা যাইতে পারে। পচ্‌+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ।

পাছ—পশ্চাৎ ভাগ, পিছন। বাংপ্র। বি।

পাছড়া, পাছুড়ি—চাদর, উত্তরীয়। বাংপ্র। বি।

পাছড়ানো—কুলা দিয়া শস্যাদি ঝাড়া। বাংপ্র। ক্রি।

পাছড়া-পাছড়ি—মারামারি, দ্বন্দ্বযুদ্ধ, গুঁতাগুঁতি। বাংপ্র। বি।

পাছা—১। কটিদেশের পশ্চাদ্ভাগ, নিতম্ব। < পশ্চাৎ। ২। গুহ্যদেশ, মলদ্বার। প্রাদে। বি।

পাছাড়—আছাড়। বাংপ্র। বি।

পাছাড়ী—পশ্চাতের, পেছলী। বাংপ্র। বিণ।

পাছাপেড়ে—তিনপাড়ওয়ালা, যে শাড়ির মধ্যের পাড় পাছার উপরে পড়ে। বাংপ্র। বিণ।

পাছু—পিছনে, পিছে, পশ্চাৎ, পরে। < পশ্চাৎ। ক্রি-বিণ। **পাছু নেওয়া**—অনুসরণ করা। **পাছু লাগা**—উত্ত্যক্ত করা; নাছোড়বন্দভাবে নিযুক্ত থাকা।

পাছে—১। পিছনে, পশ্চাৎ, পিছে, পরে। বি। ২। এই আশঙ্কায় যে, যদিস্যাৎ। বাংপ্র। অ।

পাজানো—লৌহাস্ত্র আগুনে পোড়াইয়া ধার বা শাণ দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পা-জামা—ইজার, পেণ্ট্‌লন। ফা। বি।

পাজী—নীচ, দুষ্ট, বদমাইশ, নচ্ছার। বাংপ্র। বিণ।

পাঞ্চজন্য—বিষ্ণুর শঙ্খ; অগ্নি। পঞ্চজন (অসুর বিঃ)+ঞ্য ভবার্থে। বি; পু।

পাঞ্চভৌতিক—ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, পঞ্চভূতময়। 'পঞ্চভূত' দ্রঃ। পঞ্চভূত শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-তিকী**।

পাঞ্চাল—১। পঞ্চাল দেশ; তথাকার রাজা। পঞ্চাল শব্দ+ষ্ণ স্বার্থান্তর্থে। বি; পু। ২। পঞ্চালদেশোদ্ভব; পঞ্চালদেশীয়। বিণ। স্ত্রী—**পাঞ্চালী**।

পাঞ্চালনন্দিনী—পঞ্চালরাজতনয়া, পাঞ্চালী, দ্রৌপদী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পাঞ্চালিকা—বস্ত্রাদি-নির্মিত পুত্তলিকা। পঞ্চাল শব্দ+ষ্ণিক+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

পাঞ্চালী—দ্রৌপদী ['দ্রৌপদী' দ্রঃ]; কাষ্ঠাদি নির্মিত পুত্তলি। পঞ্চাল+ষ্ণ +ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পাঞ্জর—১। পঞ্জর, পাঁজর বা পাঁজরা। পঞ্জর+ষ্ণ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। দেহ, শরীর, কায়। প্রা কপ্র। বি।

পাঞ্জা—থাবা, বিস্তৃত করতল; দস্তখত বা মোহরের পরিবর্তে করতলের ছাপ ('নবাবের —'); পদতলের বিস্তার। ফা-মু। বি।

পাঞ্জাবি—একপ্রকার ঢিলা জামা। বাংপ্র। বি।

পাঞ্জাবী—পঞ্জাবদেশীয়। বাংপ্র। বিণ।

পাট—১। ঊর্ণা, রেশম; বৃক্ষবিশেষের

বন্ধনস্তম্ভ, কোষ্টা ; কোষ্টা গাছ, নালিতা ; কোষ্টার থলি ; বোয়া ; ছালা ; পাটা, তক্তা ; কোটা ; চাষ ; রীতি, পদ্ধতি ; স্থান ; দেবস্থান ; পীঠ, পীঁড়ি, চৌকি ; রাজাসন ; বিশ্রামস্থান ; অধিকার ; গৃহ-কর্ম ; অন্যের গৃহকর্মকরণ, দাস্যবৃত্তি ; কূপ বাঁধাইবার বেষ্টনী, কুয়ার পাড় ; পাড়া ; ভাঁজ, স্তর ; বৈষ্ণব পীঠস্থান, ধাম ; অস্তাচল (সূর্যের পাটে বসা) ; অনুষ্ঠান। বি। ২। প্রধান। বাংপ্র। বিণ।

পাটক—তীর, তট ; গ্রামৈকদেশ, বাস্ত ; পাশার গুটিচালনা। পট্ (বিদারণ করা) +ণক কর্তৃ। বি ; পু।

পাট-করণী—যে নারী গৃহের মার্জনাদি নিত্যকর্ম করে ; চাকরানী, ঝি। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

পাটকাঠি—পাঁকাটি। বাংপ্র। বি।

পাটকেল—ইটের টুকরা। বাংপ্র। বি।

পাটকেলে, -কিলে—পাটলবর্ণ ; ইটের রংবিশিষ্ট ; পাকা-পোড় ইটের ন্যায় বর্ণ-বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

পাটন—১। বিদারণ ; ছেদন। ণিজন্ত পট্=পাটি (বিদারণ করা, ছেদন করা) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। নগর, জনপদ, দেশ। <পট্টন। ৩। পাটা, পাতা ; কবচ ; বাণিজ্য। প্রা কপ্র। বি।

পাটনা—বিহার রাজ্যের একটি বিভাগ, জেলা ও শহর। পাটনা, গয়া, সাহাবাদ, সারণ, চম্পারণ, মোজাফরপুর ও দ্বারভাঙ্গা, এই সাতটি জেলা লইয়া বিভাগটি প্রথমে গঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৯০৮ অব্দে শেষোক্ত তিনটি জেলা লইয়া "ত্রিহুত" নামে একটি নূতন বিভাগ গঠিত হইয়াছে। অধুনা প্রথমোক্ত চারিটি জেলার সমষ্টিকেই পাটনা বিভাগ বলা হয়। পাটনা জেলায় প্রধান নদী গঙ্গা ও শোণ। এই জেলায় প্রভূত পরিমাণে আফিমের চাষ হয়। পাটনা শহর পাটলিপুত্র বা কুসুমপুর বলিয়া পুরাকালে পরিচিত ছিল। মেগাস্থেনিস ইহাকে পালিবোথ্রা নামে অভিহিত করিয়া-ছিলেন। তিনি খ্রীঃ পূঃ ৩০০ অব্দে গ্রীসরাজ্যের পক্ষ হইতে চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্রে দূতরূপে অবস্থান করিতেন। বায়ুপুরাণের মতে মগধরাজ অজাতশত্রুর পৌত্র উদয়াশ্ব পাটলিপুত্র নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই অজাতশত্রু গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। বুদ্ধদেব খ্রীঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে দেহত্যাগ করেন। বৌদ্ধবিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, যখন বুদ্ধদেব গঙ্গা পার হইয়া রাজগৃহ হইতে বৈশালীতে গমন করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে অজাতশত্রুর মন্ত্রীরা "পাটলীতে" একটি দুর্গ নির্মাণ করিতে নিযুক্ত ছিলেন। বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন, এই দুর্গ উত্তরকালে সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত হইবে। এই বিবরণ হইতে কানিংহাম সাহেব অনুমান করেন যে, অজাতশত্রু পাটনা নগর প্রতিষ্ঠায় আরম্ভ এবং উদয়াশ্ব তাহার সমাপন করেন। ডিওডোরস (Diodorus) নামক গ্রীক লেখকের মতে পাটনা শহর শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা হিরাক্লেস্ (Herakles)—সম্ভবতঃ বলরাম দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিকেরা পাটনার অধিবাসীদিগকে "প্রাসাই" নামে অভিহিত করিয়াছেন। পলাশীয় বা পরাসীয় নামের অপভ্রংশ "প্রসাই"। মগধের অপর নাম পলাশ বা পরাস। লৌকিক ভাষায়, "পাটনা" নাম "পাটন" (শহর) হইতে উৎপন্ন।

ইদানীন্তন কালে পাটনায় দুইটি উল্লেখ-যোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে। প্রথমটি, ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীর কাসিম গিরিয়া এবং উধুয়ানালার যুদ্ধে ইংরাজহস্তে পরাভূত হইয়া, প্রতিহিংসা চরিতার্থ-করণার্থে এই-খানে কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্ম-চারীর সহিত অনেকগুলি বন্দীর প্রাণ-হনন করেন। এই নৃশংস হত্যাকার্যে রেণহার্ড নামক জনৈক সুইস্ (Swiss) তাঁহার সহায়তা করে। এই ব্যক্তি সমরু নামে এবং ইহার স্ত্রী বেগম সমরু নামে ইতিহাসে বর্ণিত। দ্বিতীয় ঘটনা, ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহ উপলক্ষে ঘটে। পাটনার ছাউনি নিকটবর্তী দানাপুর নামক স্থানে অবস্থিত। সেখানে তিনটি সিপাহী রেজিমেণ্ট বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইংরাজের বিপক্ষতাচরণ করে।

পাটনাই—পাটনাদেশে উৎপন্ন বা তথা হইতে আগত ; পাটনাবাসী ; বড়, বৃহদাকার। বাংপ্র। বিণ।

পাটনী, পাটুনী—পারকারী, যে খেয়া ঘাটে পার করে ; নৌচালক জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাটব—১। পটুতা ; নৈপুণ্য ; আরোগ্য। পটু শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ২। পটু। পটু শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাটবী**।

পাটবিক—দক্ষ, পটু ; ধূর্ত, শঠ। পটু শব্দ+ ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাটবিকী**।

পাটরানী, পাটরাণী—প্রধানা মহিষী। বাংপ্র। বি।

পাটল—১। শ্বেতরক্তবর্ণ, গোলাপী রঙ্ ; আশুধান্য। ণিজন্ত পট্=পাটি (দীপ্তি পাওয়া ইত্যাদি)+কলচ্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। পারুল ফুল, গোলাপ ফুল বিঃ। বি ; ক্লী। ৩। শ্বেতরক্তমিশ্রিত বর্ণযুক্ত, গোলাপী রঙের। বিণ।

পাটলা—১। শ্বেতরক্তবর্ণা। পাটল+ আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা ; পারুল ফুলের গাছ ; রক্তলোধ্র। বি ; স্ত্রী।

পাটলি, -লী—পারুল ফুলের গাছ ও ফুল ; গোলাপ ফুল বিঃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

পাটলিত—পাটলবর্ণবিশিষ্ট। পাটল শব্দ +ইত যুক্তার্থে। বিণ।

পাটলিপুত্র—নগর বিঃ, প্রাচীন মগধরাজ্যের রাজধানী—ইহার আধুনিক নাম পাটনা।

পাটা—তক্তা ; সাহস ('বুকের —') ; পাট্টা ; বিস্তার ; প্রসার, ওসার। বাংপ্র। বি।

পাটাতন—নৌকায় বিছানো তক্তা বা বাঁশের কাঠাম ; পট্ট-পত্তন ; কাঠের মেঝে ; পোতত্তল, deck. বাংপ্র। বি।

পাটালি—গুড় জ্বাল দিয়া তক্তায় ফেলা মিষ্টান্ন ; গুড়ের তক্তি। বাংপ্র। বি।

পাটাসেলামি, পাট্টাসেলামি—পাটা লইবার কালে জমিদারকে খাজনা ব্যতীত এককালীন প্রদেয় টাকা বা নজর। বাংপ্র। বি।

পাটি—মাদুর বা তজ্জাতীয় আসন ; পঙ্‌ক্তি, সারি ; জোড়ার একটি ('— জুতা')। বাংপ্র। বি।

পাটিত—কৃতপাটন ; ভগ্ন ; বিদীর্ণ ; ক্ষত। ণিজন্ত পট্=পাটি (বিদারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পাটিসাপটা—ক্ষীরের পুর দেওয়া পিষ্টক বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাটী, পাটি—১। ধারা, প্রণালী, শৃঙ্খলা ; একজাতীয় শ্রেণী ; মস্তকের সম্মুখস্থ কেশের চিক্কণ পট্ট আকার। ণিজন্ত পট্ বা পাটি (গমন করানো)+ই কর্তৃ, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মাদুর-জাতীয় আসন-বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাটীগণিত—অঙ্কশাস্ত্র, Arithmetic. পাটী (শৃঙ্খলা) যুক্ত গণিত, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পাটুনী—'পাটনী' দ্রঃ।

পাটেশ্বরী—পাটরানী। বি ; স্ত্রী।

পাটোয়ারী, -র—জমিদারের নিযুক্ত গ্রামের জমি জমার হিসাব-লেখক ও খাজনা আদায়কারী ; যে হার প্রভৃতি গহনা গাঁথে ; লাভলোকসান সম্বন্ধে অতিরিক্ত হিসাবী বা বিচারশীল। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পাট্টা, পাটা—চাদর, উত্তরীয় ; জমি ভোগ করিবার জন্য জমিদারের প্রদত্ত অনুমতিপত্র ; পাট, ভাঁজ ; কাপড়ের জোড় ('দেড় —') ; ঘন স্তর ('গাল—')। বাংপ্র। বি।

পাঠ—১। নিয়মপূর্বক বেদাভ্যাস; আবৃত্তি, আওড়ান; অধ্যয়ন, পড়া। পঠ্ (পড়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। পাঠ্য অংশ, lesson. পঠ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পুং।

পাঠক—১। পাঠকারী, অধ্যয়নকারী, reader; ছাত্র। পঠ্ (পাঠ করা)+ণক কর্তৃ। ২। ধর্মজ্ঞাপক; পুরাণ পাঠক, কথক; উপাধ্যায়, অধ্যাপক, শিক্ষক, teacher. ণিজন্ত পঠ্ বা পাঠি (পড়ানো)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; পুং। স্ত্রী—**পাঠিকা**।

পাঠগৃহ—পড়িবার ঘর, পাঠাগার। পাঠের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। বি; ক্লী।

পাঠন, পাঠনা—অধ্যাপনা। ণিজন্ত পঠ্ বা পাঠি (পড়ান)+অনট্, অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

পাঠশালা—অধ্যয়নগৃহ, বিদ্যামন্দির, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্কুল। পাঠের নিমিত্ত যে শালা (গৃহ), ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

পাঠাগার—পাঠগৃহ, পড়িবার ঘর। ৪তৎ। বি; ক্লী।

পাঠান—যে মুসলমান জাতি মোগলদের পূর্বে ভারতে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল; আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশের মুসলমান জাতি বিঃ। পক্ত। বি।

পাঠানুরাগ—অধ্যয়নে আসক্তি, পড়াশুনায় খুব আগ্রহ। পাঠে অনুরাগ, ৭তৎ। বি; পুং।

পাঠানো—প্রেরণ করা, চালান দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পাঠান্তর—লিখিত বিষয়ের অন্যরূপ। নিত্য। বি; ক্লী।

পাঠাভ্যাস—পাঠ অভ্যাস, পড়া মুখস্থ করা, পড়া ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করা। ৬তৎ। বি; পুং।

পাঠার্থী (-র্থিন্)—ছাত্র, পড়ুয়া। পাঠ—অর্থ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং।

পাঠী (পাঠিন্)—পাঠবিশিষ্ট; পাঠক। পঠ্ (পাঠ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং।

পাঠ্য—পঠিতব্য, পঠনীয়, যাহা পড়িতে হইবে; পাঠযোগ্য। পঠ্ (পাঠ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

পাঠ্যক্রম—ধারাবাহিকভাবে প্রদত্ত ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দিষ্ট পড়িবার বিষয়, syllabus. ৬তৎ। বি; পুং।

পাঠ্যাবস্থা—পঠদ্দশা, ছাত্রাবস্থা। পাঠ্যা (অধ্যয়নযোগ্যা) যে অবস্থা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাড়—কূপতড়াগাদির উচ্চ পার বা তট; আল; পাতকুয়ার ভিতরকার পোড়া মাটির বেষ্টনী; বস্ত্রাদির মূল বা রঙিন দীর্ঘ প্রান্ত। বাংপ্র। বি।

পাড়া—১। পল্লী, গ্রাম নগরাদির এক এক অংশ; মহল্লা; প্রতিবেশ; অঞ্চল। <পল্লী। বি। ২। আঘাত দ্বারা পাতিত করা, ফেলান, নামান; বৃক্ষাদি হইতে চ্যুত বা চয়ন করা; পাতা, বিছানো; অন্যের উদ্দেশে উচ্চৈঃস্বরে বলা ('গালি —')। বাংপ্র। ক্রি। **পাড়া মাথায় করা**—চিৎকার করিয়া পাড়া মাতাইয়া তোলা।

পাড়াকুঁদুলী—যে নারী পাড়ায় পাড়ায় ঝগড়া করিয়া বেড়ায়, পাড়ার লোকের সঙ্গে কোন্দলকারিণী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী। পুং -**কুঁদুলে**।

পাড়াগাঁ—পল্লীগ্রাম। বাংপ্র। বি।

পাড়াগেঁয়ে—পল্লীগ্রাম সম্বন্ধীয়; পল্লীবাসী। বাংপ্র। বিণ।

পাড়ানো—মাড়ানো, দলানো, পদদলিত করা; পাতিত করানো, নামানো; প্রবৃত্ত করা ('ঘুম —')। বাংপ্র। ক্রি।

পাড়াপড়শী—পাড়ায় প্রতিবেশী বা প্রতিবাসী, এক পাড়ার লোক। বাংপ্র। বি।

পাড়া-বেড়ানী—যে নারী গৃহে না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করে (ইহা দোষাবহ বলিয়া গালিতে প্রযোজ্য)। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পাড়ি—নদ্যাদি পার হওন, পরপারে গমন, উত্তরণ; বিপদাদি হইতে উদ্ধার, নিস্তার; পলায়ন, চম্পট; এক পার হইতে অন্য পারের বিস্তার; মেটেঘরের চাল ধরিয়া রাখিবার জন্য খুঁটির মাথার কাঠ বা বাঁশ। বাংপ্র। বি।

পান—তাম্বুল। <পর্ণ। বি।

পাণি—১। হস্ত; কুলিকবৃক্ষ। পণ্ (ক্রয়বিক্রয় করা)+ইণ্ করণ। বি; পুং। ২। পণ্যবীথী; দোকান; হট্ট, হাট। পণ্+ইণ্ অধি। বি; স্ত্রী।

পাণিগৃহীতী—পত্নী, ভার্যা। পাণি (হস্ত) গৃহীত হইয়াছে যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

পাণিগ্রহণ, -গ্রহ, পাণিপীড়ন—বিবাহ; করমর্দন। [বিবাহকালে বরকে কন্যার হস্ত গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া বিবাহের নাম পাণিগ্রহণ বা পাণিপীড়ন।] ৬তৎ। বি; ক্লী, পুং, ক্লী।

পাণিনি—অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণকর্তা। পঞ্জাব প্রদেশান্তর্গত শলাতুর গ্রামে দাক্ষী দেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। তদনুসারে ইনি শলাতুরীয় নামে খ্যাত হন। পণ্ডিতবর বোটলিঙ্কের মতে অনুমান খ্রীষ্টের জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। ইনি শিক্ষালাভার্থে পাটলিপুত্র নগরে বর্ষ উপাধ্যায়ের নিকট শিষ্যভাবে অবস্থিতি করেন। দীর্ঘকাল গুরুগৃহে থাকিয়াও আশানুরূপ বিদ্যোন্নতি না হওয়ায়, ইনি হিমালয় প্রদেশে গমন করেন, এবং তথায় তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট ব্যাকরণশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর ইনি নিজে একখানি ব্যাকরণ সংকলন করেন; ইঁহার নামানুসারে গ্রন্থখানিও পাণিনি বা পাণিনি ব্যাকরণ নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার প্রণীত ধাতুপাঠ ও গণপাঠ নামক গ্রন্থও সর্বজনবিদিত। পণ+ইন্=পণিন্ তদুত্তরে ফি অপত্যার্থে বা ছাত্রার্থে। বি; পুং।

পাণিনীয়—পাণিনি-প্রোক্ত; পাণিনিতে কথিত; পাণিনিকৃত; পাণিনিগ্রন্থপাঠক। 'পাণিনি' দ্রঃ। পাণিনি শব্দ+ঈয়। বিণ।

পাণিপথ—পূর্বতন পঞ্জাব প্রদেশের কর্নাল জেলায় অবস্থিত মহকুমা। পাণিপথ অতি প্রাচীন স্থান। দুর্যোধনের নিকট যুধিষ্ঠির যে কয়েকটি "পথ" বা "প্রস্থ" চাহিয়াছিলেন, পাণিপথ তাহাদের অন্যতম। ইদানীন্তন কালে এই স্থানে তিনটি রাজভাগ্য-পরিবর্তনসাধক যুদ্ধ ঘটে। প্রথম, ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে বাবর এইখানে লক্ষ সৈন্যসহকৃত দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীকে পরাভূত করিয়া দিল্লীতে মোগলরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বিতীয়, এই স্থানেই ১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আকবর সাহ আদিল সাহের হিন্দু সেনাপতি হিমুর সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে পাঠানরাজ্যের উচ্ছেদ সাধনপূর্বক পুনরায় মোগল রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন। তৃতীয়, এইখানেই আমেদ সাহ দুরাণী ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারি একতাসূত্রে বদ্ধ মহারাষ্ট্রীয়-শক্তি চিরদিনের মত খর্ব করিয়া দেন। বর্তমান শহরটি পুরাতন শহরের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত।

পাণিপীড়ন—'পাণিগ্রহণ' দ্রঃ।

পাণিফল, পাণিফলা—শৃঙ্গাটক, শিঙাড়া। বি; ক্লী।

পাণিমুক্ত—হস্ত দ্বারা নিক্ষেপণীয় অস্ত্র, বল্লম প্রভৃতি। ৩তৎ। বি; ক্লী।

পাণিমুখ—পিতৃলোক। পাণি (বিপ্রপাণি) হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বি; পুং।

পাণিশঙ্খ—জলশঙ্খ, যে ক্ষুদ্র শঙ্খের জল দেবোদ্দেশে প্রদত্ত হয়; শাঁখ। বি; পুং।

পাণী—দোকান; হট্ট, হাট। পণ্ (ক্রয়-বিক্রয়)+ইণ্ অধি+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

পাণ্ডব, পাণ্ডবেয়—পাণ্ডুনন্দন। পাণ্ডু শব্দ+ফ, ফেয় অপত্যার্থে। বি; পুং। বিণ —**পাণ্ডবীয়**।

পাণ্ডববর্জিত—নিকৃষ্ট বলিয়া যে দেশ পাণ্ডব কর্তৃক পরিত্যক্ত [পাণ্ডবেরা বনবাসকালে নানা স্থান ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্বতীরে আসেন নাই, এজন্য গঙ্গার পূর্বতীরবর্তী স্থানকে পাণ্ডববর্জিত দেশ বলে]। ৩তৎ। বিণ।

পাণ্ডবসখা (-সখি)—শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডব হইয়াছে সখা যাঁহার, বহু। বি; পু। [৬ষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস করিলে "পাণ্ডবসখ" এইরূপ পদ হইবে।]

পাণ্ডবেয়—'পাণ্ডব' দ্রঃ।

পাণ্ডর—১। পীতশুক্ল; শুক্লবর্ণ; মরুবক বৃক্ষ। পন্ড় (গমন করা ইত্যাদি)+ অর কর্তৃ। বি; পু। ২। পীতশুক্লবর্ণযুক্ত। বিণ।

পাণ্ডা—তীর্থস্থানের দেবতাপূজক; তীর্থ-যাত্রিসংগ্রহকারী; উত্তরসাধক; উদ্যোক্তা, কর্মকর্তা। বাংপ্র। বি।

পাণ্ডিত্য—পণ্ডিতের ভাব বা ধর্ম, বিদ্যাবত্তা, বিচক্ষণতা। পণ্ডিত+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পাণ্ডু—১। শ্বেতপীতবর্ণযুক্ত, গৌরবর্ণ, ফ্যাকাসে রং। পন্ড় (গমন করা ইত্যাদি)+কু কর্তৃ। বিণ। ২। শ্বেতপীত-বর্ণ; শ্বেতবর্ণ; শ্বেতহস্তী; রোগ বিঃ। বি; পু।

৩। চন্দ্রবংশীয় নরপতি, পাণ্ডবগণের লৌকিক পিতা। বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অম্বালিকার গর্ভে ব্যাসদেবের ঔরসে ইহার জন্ম হয়। রমণকালে ব্যাসদেবের ভয়ংকর মূর্তিদর্শনে অম্বালিকা পাণ্ডুবর্ণা হইয়াছিলেন বলিয়া সেই গর্ভজাত পুত্রও পাণ্ডুবর্ণ হয়; তাহাতেই পুত্রের নাম পাণ্ডু রক্ষিত হয়। পাণ্ডু বাল্যে জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম কর্তৃক প্রতিপালিত হন। অতঃপর বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলে জ্যেষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া ইনিই হস্তিনার রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। ক্রমে ইনি শৌর্যবীর্যে বিলক্ষণ খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠেন। কুন্তিভোজতনয়া কুন্তির স্বয়ংবরে গমন করিলে, কুন্তি ইঁহাকেই বরমাল্য প্রদান করেন। পরে ইনি মদ্ররাজদুহিতা মাদ্রীরও পাণিগ্রহণ করেন। পাণ্ডু একদা মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া মৃগরূপে মৃগরূপী ভিমিন্দক নামক ঋষি-কুমারকে বাণ দ্বারা বিদ্ধ করেন। ঐ মৃগ তৎকালে মৃগরূপিণী পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিলেন। ঋষি ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর স্ত্রীসহবাস করিতে গেলে ইনিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। এইরূপে ব্রহ্মশাপে পত্নীসহবাসে বর্জিত হইয়া ইনি অতি দীনচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইহার পর পাণ্ডুরাজ ভার্যাদ্বয়সহ তপোরত হইয়া জীবনের অবশিষ্টকাল অতিবাহিত করিবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু পুত্র না জন্মিলে পুন্নামক নরক হইতে নিস্তারের উপায় নাই বিবেচনা করিয়া পত্নীদ্বয়কে পুত্রোৎপাদনের অনুমতি প্রদান করিলেন। কুন্তিদেবী পতির আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া আকর্ষণ মন্ত্রপ্রভাবে দেবগণ দ্বারা নিজগর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন। অতঃপর একদা মাদ্রীর সহিত বনে ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডু ব্রহ্মশাপ বিস্মৃত হইয়া কামাতুরচিত্তে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করায় তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। বি; পু।

পাণ্ডুর, পাণ্ডু—১। শুক্লবর্ণ; শ্বেতপীত-মিশ্রিত বর্ণ; কামলা রোগ। পাণ্ডু শব্দ+ র স্বার্থে। বি; পু। ২। শ্বেতপীতমিশ্রিত বর্ণবিশিষ্ট। বিণ। [বি; পু।

পাণ্ডুরাজ—পাণ্ডু নামক রাজা। মধ্যপ।

পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলেখ্য—প্রথমলিখিত খসড়া, মুসাবিদা; হাতে লেখা কাগজ, manuscript. কর্মধা। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

পাণ্ডুবর্ণ—১। শ্বেতপীতবর্ণযুক্ত; শ্বেতবর্ণ, ফ্যাকাসে রংবিশিষ্ট। বহু। বিণ। ২। শ্বেতাভ পীতবর্ণ; ফ্যাকাসে রং। কর্মধা। বি; ক্লী।

পাণ্ডে, পাঁড়ে—ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাণ্ড্য—দক্ষিণ ভারতের অন্তর্গত প্রাচীন দেশ বিঃ, মাদুরা ও তিনেভেলি জেলা [ইহার উত্তরে বয়রু নদী, পূর্বে সমুদ্র, দক্ষিণে কন্যাকুমারী, এবং পশ্চিমে মলয় পর্বত ও চেররাজ্য। কথিত আছে যে, খ্যাতনামা ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম দক্ষিণে যাইয়া এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। অশোকানুশাসনে এই দেশের উল্লেখ আছে]; জাতি বিঃ। বি; পু।

পাত—১। পতন, পড়া; নাশ; ক্ষয়; নিপাত; নিক্ষেপ; প্রয়োগ; সংঘটন ('অনর্থ—'); গমন; আপাত। পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। রাহুগ্রহ। পত্ +ণ কর্তৃ। বি; পু। ৩। রক্ষিত, ত্রাত। পা (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ৪। পাতা, পত্র, পর্ণ; ফলক; চাদর ('লোহার —'); পত্তর; পত্রের ন্যায় সূক্ষ্ম ধাতুফলক; ভোজনপাত্র বা তাহার ব্যবস্থা; অন্যের উচ্ছিষ্ট ভোজনপাত্র, যে পত্রে বা পাত্রে একজন আহার করিয়াছে তাহা। বাংপ্র। বি। **পাত চাটা**—অতিশয় তোষামোদ করা। **পাত পাড়া**—অনিমন্ত্রিতভাবে গিয়া অপরের বাড়িতে খাদ্যগ্রহণ করা; হীনভাবে অপরের অন্নগ্রহণ করা।

পাতক—পতনসাধন, দুষ্কৃতি; পাপ; কলুষ। ণিজন্ত পত্—পাতি (পাতিত করা)+ ণক কর্তৃ। বি; ক্লী।

পাতকী (-কিন্)—দুষ্কৃতকারী, পাপী। পাতক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী— **পাতকিনী**।

পাতকুয়া, -কুয়া, -কুয়ো—কূপ, কুয়া। বাংপ্র। বি।

পাতখোলা—আধপোড়া পাতলা খোলা বা খোলাম কুচি, অর্ধদগ্ধ মৃৎখণ্ড (ইহা গর্ভিণী-দিগের মুখরোচক)। বাংপ্র। বি।

পাত-গালা—লাক্ষাপত্র, গালার পাতলা পাত। বাংপ্র। বি। [বিণ।

পাতচাটা—অতিরিক্ত তোষামুদে। বাংপ্র।

পাতঞ্জল—পতঞ্জলিমুনি-প্রণীত পাদ-চতুষ্টয়াত্মক যোগকাণ্ডনিরূপক (দর্শন শাস্ত্র); [পাতঞ্জল দর্শন চারি পাদে বিভক্ত; যথা,—(১) যোগপাদ, যোগের লক্ষণাদি; (২) সাধনপাদ, ক্রিয়াযোগাদি সাধনপ্রকরণ; (৩) বিভূতিপাদ, ধ্যান-ধারণাদি বিভূতি বিবরণ; (৪) কৈবল্য-পাদ, সিদ্ধি পঞ্চকাদি কৈবল্য]। পতঞ্জলি +অ। বিণ। **পাতঞ্জল দর্শন**— যোগদর্শন। **পাতঞ্জল মহাভাষ্য**— পাণিনি ব্যাকরণের ভাষ্য।

পাতড়া—পাতা, এঁটো পাতা; পাতার তাড়া; ক্রোড়পত্র; বংশপরিচায়ক পত্র। বাংপ্র। বি।

পাতড়াড়ি—ছেলেদের লিখিবার তাল-পাতার তাড়া; (ভাবার্থে) দপ্তর। বাংপ্র। বি। **পাতড়াড়ি গুটানো**— জিনিসপত্রাদি গুছাইয়া বাঁধা ও তোলা; কাজের শেষে চলিয়া যাইবার জন্য দ্রব্যাদি গুছানো; সরিয়া পড়া।

পাতন—অধোনয়ন; অধঃক্ষেপণ, নীচে ফেলা; বিস্তরণ; বিন্যাস; বিনাশন; চুয়ান, উত্তাপ দ্বারা নিষ্কাশন। ণিজন্ত পত্ —পাতি (ফেলা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পাতনকাঁড় পাতিত রাখিবার কাণ্ড বা ধনু—যাহা পাতা থাকিলে পশুরা স্বতঃই বাণবিদ্ধ হয়। প্রা কপ্র। বি।

পাতনলী—খানি গাছের রস বাহির হইবার ছিদ্রের নিম্নে সংলগ্ন নলাকার পাত্র। বাংপ্র। বি।

পাতমা—১। মাদা, বড় গামলা। প্রাদে। ২। মুখপাত, আরম্ভ; খড়কুটা; শস্যহীন ধান্য, আগড়া, চিটা। প্রা কপ্র। বি।

পাতয়ে—পাতে, পাতিত করে। কপ্র। ক্রি।

পাতর—১। পাষাণ, শিলা ; প্রস্তরপাত্র ; প্রস্তরের থালা। < প্রস্তর। ২। পাথার। প্রা কপ্র। বি।

পাতলা, পাতল—সূক্ষ্ম, মিহি, চিকণ, সরু ; অঘন, অগাঢ়, অতিতরল জলবৎ, thin ; অগভীর, লঘু, ভঙ্গুর, light. বাংপ্র। বিণ।

পাতশা (পাতসা), **পাতশাহ** (পাতসাহ)—বাদশাহ, রাজা, সম্রাট্। প্রা কপ্র। বি।

পাতশাহী—১। বাদশার উপযুক্ত, রাজসুলভ, রাজকীয়। বিণ। ২। পাতশাহের আচরণ বা কার্য, বাদশাহি, রাজত্ব। প্রা কপ্র। বি।

পাতা—১। রক্ষিতা, ত্রাতা। 'পাতৃ' দ্রঃ। পাতৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পাত, পত্র; পল্লব ('চোখের —'); তল ('পায়ের —')। বি। ৩। পাতিত করা, ফেলানো, ফেলিয়া বা ছড়াইয়া রাখা, পাড়া, বিছানো, ছড়ানো; উন্মুখ করিয়া রাখা ('কান —')। বাংপ্র। ক্রি। **আড়ি পাতা**—লুকাইয়া অন্যের কথা শোনা। **ওত পাতা**—আক্রমণ করিবার জন্য গোপনে উন্মুখ হইয়া থাকা। **কান পাতা**—উৎকর্ণ হইয়া থাকা, শোনা। **ঘাড় পাতা**—রাজী হওয়া; দায়িত্ব গ্রহণ করা। **মাথা পাতা**—নম্রভাবে কিছু স্বীকার করিয়া লওয়া; ভার লওয়া। **সংসার পাতা**—গৃহস্থালীর উপযোগী যাবতীয় আয়োজন করা। **হাত পাতা**—ভিক্ষা চাওয়া; গ্রহণের জন্য করতল বিস্তার করা।

পাতা (পাতৃ)—রক্ষাকর্তা, রক্ষক ; পালনকর্তা। পা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পাত্রী**।

পাতানো—১। পাতা ক্রিয়া করানো ('পাতা' দ্রঃ); পাতিত করা; পত্তন করা; স্থাপন করা; সাজানো, গুছানো; সম্বন্ধ স্থাপন করা ('সই —')। ক্রি। ২। কৃত্রিম সম্বন্ধযুক্ত ('— বোন')। বাংপ্র। বিণ।

পাতাল—অধোভুবন, —অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল, এই সপ্ত ['ত্রিজগৎ' দ্রঃ]; লগ্নের চতুর্থ স্থান; নরক; বিবর; নাগলোক; ভূগর্ভ। পত্ (পড়া)+আলঞ্ অধি। বি; ক্লী।

পাতালনিলয়, পাতালনিবাস—পাতালবাসী। পাতাল হইয়াছে নিলয় বা নিবাস যাহার, বহু। বিণ।

পাতি—১। দেশজাত, দেশী; অপকৃষ্ট, হীন, ইতর, নিম্নশ্রেণীর; ক্ষুদ্র, সাধারণ বা নিকৃষ্ট জাতিবোধক ('—হাঁস', '—লেবু')। বিণ। ২। পঙ্‌ক্তি, সারি, রেখা; জলজ-তৃণ বিঃ; মাদুরকাঠির গাছ; বাঁশের সরু চটা বা শলা; পত্র, পাতা; শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা-পত্র; সন্ধান, উদ্দেশ, খোঁজ। বাংপ্র। বি। ৩। পুষ্পকরণ্ডিকা, ফুলের সাজি; পেতে, চুবড়ি; পত্র, লিপি, চিঠী। প্রা কপ্র। বি। ৪। পাতিয়া, বিছাইয়া, স্থাপন করিয়া; সন্ধান করিয়া। কপ্র। ক্রি।

পাতিত—নিক্ষিপ্ত; বিক্ষত; অধঃকৃত। ণিজন্ত পত্ (=পাতি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পাতিত্য—পতিতের ভাব বা ধর্ম; ধর্মভ্রংশ। পতিত শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পাতিলেবু—ক্ষুদ্র গোল লেবু বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাতিপাতি—পঙ্‌ক্তি পঙ্‌ক্তি করিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পাতিব্রত্য—পতিব্রতার ধর্ম, পতিপরায়ণতা, সতীত্ব। পতিব্রতা+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পাতিময়ূর—ক্ষুদ্রমুকুট, বিবাহকালে কন্যার মস্তকের সোলার মুকুট। বাংপ্র। বি।

পাতিয়ায়—প্রত্যয় যায়, বিশ্বাস করে। প্রা কপ্র। ক্রি। [বি।

পাতিহাঁস—ছোট জাতীয় হাঁস। বাংপ্র।

পাতী (পাতিন্)—পতনশীল ('অশ্রু—')। পত্ (পড়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পাতিনী**।

পাতুক—পতয়ালু, পতনশীল, পড়িতেছে এরূপ। পত (পড়া)+ঞুক কর্তৃ। বিণ।

পাত্তা—সংবাদ, সন্ধান, উদ্দেশ, খোঁজখবর। < হি 'পতা'। বি।

পাত্যমান—যাহাকে পাতিত করা হইতেছে এমন। পত্+ণি+শানচ্ কর্ম। বিণ। [বি।

পাত্যায়া—প্রত্যয়, বিশ্বাস। প্রা কপ্র।

পাত্র—১। বিবাহের বর; বিষয়; যোগ্য ব্যক্তি। পা (রক্ষা করা ইত্যাদি)+ত্র কর্তৃ। ২। মন্ত্রী; স্রুবাদি যজ্ঞপাত্র; তীরদ্বয় মধ্যবর্তী জলাধার; আধার; দেহ; নাটকোক্ত নায়কাদি; ভাজন, আস্পদ; লোক, বান্দা ('ছাড়বার —')। পা (পান করা, রক্ষা করা)+ত্র অধি। ৩। পত্রসমূহ। পত্র+ষ্ণ সমূহার্থে। বি; ক্লী। ৪। যোগ্য, উপযুক্ত; শ্রেষ্ঠ। পা+ত্রল কর্তৃ। ৫। পত্রনির্মিত। পত্র+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাত্রী**।

পাত্রতা—যোগ্যতা, উপযুক্ততা; গৌরব। পাত্র+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পাত্রসাৎ—পাত্রে প্রদত্ত, যোগ্য ব্যক্তিতে সমর্পিত। পাত্র+সাৎ। অ।

পাত্রস্থ—পাত্রে বা আধারে অবস্থিত, ভাজনস্থিত; পাত্রসাৎ, বরের হস্তে ন্যস্ত বা অর্পিত। উপতৎ; পাত্র—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

পাত্রাপাত্র—যোগ্য ও অযোগ্য ব্যক্তি। পাত্র ও অপাত্র, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

পাত্রী—১। রক্ষয়িত্রী, পালিকা। পাতৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। পত্রনির্মিতা। পত্র+ষ্ণ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। ভাজন; যোগ্যা নারী; বিবাহের কন্যা। পাত্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পাত্রীয়—পাত্রসম্বন্ধীয়। পাত্র শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

পাথর—পাষাণ, প্রস্তর, শিলা; মণি; প্রস্তরনির্মিত ভোজনপাত্র, প্রস্তরের থাল; শৈল, পর্বত। < প্রস্তর। বি।

পাথরকুচি—প্রস্তরখণ্ড; গুল্ম বিঃ; প্রস্তরবৎ দৃঢ়কায়। বাংপ্র। বি।

পাথরা—পাথর; প্রস্তরের থাল। প্রা কপ্র। বি।

পাথরি, -রী—অশ্মরী রোগ, gravel; ক্ষুদ্র প্রস্তর। বাংপ্র। বি।

পাথার—সাগর; তীরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান; বিপৎ। পাথ (জল)—ধৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। [বাংপ্র। বি।

পাঁথালি—পা ধরিয়া উত্তোলন।

পাথেয়—১। পথের জন্য প্রয়োজনীয়। পথিন্+ঢেয় প্রয়োজনার্থে। বিণ। ২। পথের সম্বল, পথখরচ; কল্পরাশি। বি; ক্লী।

পাদ্—পদ, চরণ, পা। ণিজন্ত পদ্=পাদি (চলা)+ক্বিপ্ করণ। বি; পু।

পাদ—১। চরণ, পা; শ্লোকের চতুর্থাংশ; শ্লোকের চরণ; চতুর্থাংশ; বৃক্ষমূল; প্রত্যন্তপর্বত; কিরণ। পদ্ (গমন করা)+ঘঞ্ করণ। বি; পু। ২। অধোবায়ু, বাতকর্ম। < পর্দন। বি।

পাদক চরণামৃত, পা ধোয়া জল। < পাদোদক। বি। [বি; পু।

পাদগ্রন্থি—গুল্ফ, গোড়ালি। ৬তৎ।

পাদগ্রহণ—পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম, চরণবন্দন, অভিবাদন, প্রণাম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পাদচার, -চারণ—পদব্রজে গমন, পরিক্রমণ; গ্রহাদির আহ্নিকভোগ। ৬তৎ। বি; পু।

পাদচারণা—পরিক্রমণ, পাইচালি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পাদচারী (-চারিন্)—১। পদব্রজে গমনকারী বা গমনশীল। উপতৎ; পাদ (চরণ)—চর্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ;

পু। স্ত্রী—**পাদচারিণী**। ২। পদাতি। বি ; পু।

পাদচারে—পদব্রজে, পায়ে হাঁটিয়া। পাদের চার (গমন) আছে যাহাতে, বহ। ক্রি-বিণ।

পাদজ—১। চরণজাত। উপতৎ ; পাদ—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ। ২। শূদ্র। বি ; পু।

পাদটীকা—পুস্তকাদির পৃষ্ঠার নিম্নদেশে লিখিত টীকা, foot-note. বি ; স্ত্রী।

পাদতল—পায়ের তলা, পায়ের চেটো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পাদত্রাণ—পাদুকা, জুতা ; মোজা। পাদের ত্রাণ (রক্ষক), ৬তৎ ; অথবা পাদের ত্রাণ (রক্ষা) হয় যাহা হইতে, বহ ; কিংবা পাদকে ত্রাণ করে যে, উপতৎ ; পাদ—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+অনট্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

পাদদেশ—পর্বত বৃক্ষ প্রভৃতির নিম্নদেশ ; তলা। কর্মধা। বি ; পু।

পাদপ—বৃক্ষ ; গাছ ; পাদপীঠ। উপতৎ ; পাদ—পা (পান বা পালন)+ড কর্ত্তৃ। বি ; পু।

পাদপদ্ম—চরণরূপ পদ্ম, চরণকমল, পদ্ম-সদৃশ মনোহর চরণ। রূপক বা উপমিত। বি ; ক্লী।

পাদপীঠ—পাদস্থাপনাসন, পা রাখিবার টুল, footstool. ৪তৎ। বি ; ক্লী।

পাদপূরণ—অসম্পূর্ণ শ্লোকে চরণ যোগ করিয়া তাহা পূর্ণ করণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পাদপ্রক্ষালন—পা ধোওয়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পাদবিক—ভ্রমণকারী, পথিক। পদবী শব্দ (পথ)+ষ্ণিক। বিণ।

পাদবিক্ষেপ—পদক্ষেপ, পা ফেলা। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; ক্লী।

পাদমূল—চরণের নিম্নদেশ। ৬তৎ।

পাদরক্ষণ—পাদুকা, জুতা। পাদের রক্ষণ হয় যদ্দারা. বহ। বি ; ক্লী।

পাদরথ—পাদুকা, জুতা। ৬তৎ। বি ; পু।

পাদরী—খ্রীষ্টানদিগের ধর্মযাজক। <পো 'padre'. বি। [বি ; ক্লী।

পাদলেহন—পা চাটা, খোশামোদ্। ৬তৎ।

পাদশঃ (-শস্)—পাদে পাদে, প্রতি পাদে। পাদ শব্দ+শস্। অ।

পাদশাখা—পদাঙ্গুলি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পাদশৈল—প্রত্যন্তপর্বত, বৃহৎ পর্বতের নিম্নে অবস্থিত ছোট পাহাড়। পাদস্থিত শৈল, মধ্যপ। বি ; পু।

পাদাতি, পাদাতিক—পদাতি সৈন্য। পাদ শব্দ—অত্ (গমন করা)+ইন্ কর্ত্তৃ ; ২য় পক্ষে তদ্ভুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

পাদাধার, পাদাধি—পদস্থাপনের আধার ; পাদ-পীঠ ; যাহাতে পা দিয়া গাড়ি ইত্যাদিতে উঠিতে হয়, footboard. ষ-তৎ। বি।

পাদিক—চতুর্থ। পাদ (চতুর্থাংশ)+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**পাদিকী**।

পাদী (পাদিন্)—চতুর্থাংশভাগী। পাদ (চতুর্থাংশ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাদিনী**।

পাদুক—গমনশীল ; পাদকর্মপটু, চলনপটু ; প্রসবকালে অগ্রে নির্গতপাদ (সন্তান)। পাদ শব্দ+উকঞ্। বিণ।

পাদুকা—১। গমনশীলা ইত্যাদি। 'পাদুক' দ্রঃ। পাদুক+আপ্। ২। চর্মাদি-নির্মিত পাদাচ্ছাদন, উপানৎ, জুতা। ণিজন্ত পদ্ বা পাদি (গমন করান)+উ কর্ত্তৃ, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

পাদুকাকার, পাদুকাকৃৎ—উপানৎ-কার, জুতাপ্রস্তুতকারী, চর্মকার, চামার। পাদুকা শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্, ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

পাদোদক—পূজ্য ব্যক্তির পাদস্পৃষ্ট জল, চরণামৃত, পা-ধোয়া জল। পাদস্পৃষ্ট উদক, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পাদোন—চতুর্থাংশহীন, চারি ভাগের এক ভাগ কম, তিন চতুর্থভাগ, তিন পোয়া, পৌনে। পাদ দ্বারা উন, ৩তৎ। বিণ।

পাদ্য—১। পাদপ্রক্ষালনার্থ (জল)। পাদ+য্য। বিণ। ২। পা ধুইবার জল। বি ; ক্লী।

পান—দ্রব দ্রব্যের গলাধঃকরণ, জলীয় বস্তু খাওয়া ; মদ্যপান, মদ খাওয়া ; রক্ষণ ; শানোল্লেখন। পা (পান করা, রক্ষা করা)+অনট্ ভাব। ২। পানপাত্র। পা+অনট্ অধি। বি ; ক্লী। ৩। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি ; নিশ্বাস। পা (পান করানো)+অন কর্ত্তৃ। বি ; পু। ৪। তাম্বুল ; পাশ, ধার ; দিক্ ; পাইন (তাহা দ্রঃ)। বি। ৫। প্রাপ্ত হন। ক্রি।

পান-কর্পূর—কর্পূরগন্ধযুক্ত পত্রবিশিষ্ট ক্ষুপ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পান-কাঁটা—নারীগণের কবরী বন্ধনার্থে পানের আকারের কাঁটা। বাংপ্র। বি।

পানকৌড়ি—জলচর শিকারী পক্ষি-বিশেষ। বাংপ্র। বি।

পানগোষ্ঠিকা, পানগোষ্ঠী—মদ্যপান-সভা, মদ্যপানচক্র, ভৈরবীচক্র ; মদের জটলা। ৪তৎ। বি ; স্ত্রী।

পানতুয়া—ঘিয়ে ভাজা চিনির রসযুক্ত ছানার মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

পানদোষ—মদ্যপানের অভ্যাস। মধ্যপ। বি ; পু।

পানপাত্র—জলীয় বস্তু খাইবার পাত্র, ঘটী, গ্লাস, চষক। পান-সাধন যে পাত্র, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

পানফল, পানিফল—শৃঙ্গাটক, শিঙাড়া। <পানীয় ফল। বি।

পানবণিক্ (-বণিজ্)—মদ্যব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। ৬তৎ। বি ; পু।

পান-মরা—সোনা রূপার গহনা গলাইলে পান থাকায় যে অংশ বাদ যায়। বাংপ্র। বি।

পান-মসলা—পানে খাবার মসলা, এলাচ লবঙ্গ সুপারি ইত্যাদি। বাংপ্র। বি।

পানশৌণ্ড—প্রচুর মদ্যপায়ী। পানে (মদ্যপানে) শৌণ্ড (মত্ত, অত্যাসক্ত), ৭তৎ। বিণ।

পানসি—ছোট নৌকা বিঃ, ছিপ। <ইং 'pinace'. বি। [বিণ।

পানসে—জলো, বিস্বাদ ; ফিকা। বাংপ্র।

পানা—১। শর্করোদক ('বেলের —') ; প্রাচীরের বিস্তার ; শৈবাল বিঃ। বি। ২। মত্ত, তুলা, পারা ('চাঁদ—')। বাংপ্র। বাংলা প্রত্যয়।

পানানো—দোহনকালে গবাদি পশুর স্তন-বৃন্তে দুগ্ধ সঞ্চারিত হওয়া ; লৌহাস্ত্রাদিতে পাইন ধরান। বাংপ্র। ক্রি।

পানাসক্ত—মদ্যপানে আসক্ত ; সুরাপায়ী, মদ্যপ। ৭তৎ। বিণ।

পানি—জল। হি ; বা পানীয় শব্দের অপভ্রংশ। বি। [বাংপ্র। বি।

পানিকৌটী—জলকাক, পানকৌড়ি।

পানিফল—'পানফল' দ্রঃ।

পানিবসন্ত, পানবসন্ত—জলবসন্ত-রোগ, ইহাতে পূযের পরিবর্তে গুটিতে জল থাকে, chicken-pox. বাংপ্র। বি।

পানিসা—জলবৎ, জলতুল্য স্বাদহীন, পানসে। বাংপ্র। বিণ।

পানীয়—১। পানযোগ্য, পেয় ; রক্ষণীয়। পা (পান করা, রক্ষা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। জল। বি ; ক্লী।

পানীয়নকুল—জলমার্জার, উদ্বিড়াল। ৬তৎ। বি ; পু।

পানীয়ফল—শৃঙ্গাটক, পানফল, শিঙাড়া। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পানে—দিকে, অভিমুখে। বাংপ্র। অ।

পান্তা—বাসী ভিজা ভাত। বাংপ্র। বি।

পান্তি—পানবিক্রেতা জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

পান্থ—পথযাত্রী, পথিক। পথিন্ (পথ)+ণ কুশলার্থে। বি ; পু।

পান্থনিবাস, পান্থশালা—পথিকদিগের অবস্থিতি ও আহারাদির নিমিত্ত আলয়, চটি, সরাই। পান্থগণের নিমিত্ত নিবাস

বা শালা (গৃহ), ৬তৎ। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

পান্থপাদপ—ছোট বৃক্ষ বিঃ (ইহার পাতার দীর্ঘ বোঁটায় জল থাকে)। ৬তৎ। বি; পু। [বাংপ্র। বি।

পান্না—সবুজরঙের মকরত মণি।

পাপ—১। জগদীশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘন, কলুষ, অধর্ম, পাতক, প্রত্যবায়, দুষ্কৃত; আপদ্। পা (রক্ষা করা)+প অপা। বি; ক্লী। ২। পাপিষ্ঠ, পাপজনক। বিণ।

পাপগ্রহ—অশুভদায়ক মঙ্গলাদি গ্রহ, কুজ, রাহু, শনি। কর্মধা। বি; পু।

পাপঘ্ন—পাপনাশক; পাপহন্তা, পাপহর। পাপ শব্দ—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পাপঘ্নী**।

পাপজনক—পাপকর, পাতকোৎপাদক, অধর্মজনক, দুষ্কৃতিকারক। ৬তৎ। বিণ।

পাপড়ি—পুষ্পদল। বাংপ্র। বি।

পাপতরা—মুক্তিদাত্রী, পাতকনাশিনী। উপতৎ; পাপ—তৃ+অন্ কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাপনাশক—পাপঘ্ন, পাতকধ্বংসী; পুণ্যজনক; কলুষহন্তা। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-নাশিকা**।

পাপপুরুষ—পাপময়াঙ্গ নর; পুরুষাকৃতি পাপ, মূর্তিমান্ পাপ। পাপরূপ পুরুষ, রূপক। বি; পু।

পাপবুদ্ধি, পাপমতি—১। দুষ্টা বুদ্ধি, দুর্মতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি। বহু। বিণ।

পাপভাক্ (-ভাজ্)—পাপকারী, পাপিষ্ঠ; পাপভাগী। পাপ—ভজ্ (ভজা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ; পু।

পাপভাগী (-ভাগিন্)—পাপকারী, পাতকী, পাপিষ্ঠ; অন্যের সহিত পাপের অংশগ্রহণকারী। উপতৎ; পাপ—ভজ্+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পাপভাগিনী**।

পাপযোগ—বার তিথি সংযোগে জাত যোগ বিঃ (রবি ও মঙ্গলবারে নন্দা তিথি, সোম ও শুক্রবারে ভদ্রা তিথি, বুধবারে জয়া, বৃহস্পতিবারে রিক্তা এবং শনিবারে পূর্ণা তিথি হইলে পাপযোগ হইয়া থাকে)। বি; পু।

পাপাচরণ—১। পাপ কর্মের অনুষ্ঠান, দুষ্কার্যকরণ। পাপের আচরণ (অনুষ্ঠান), ৬তৎ। ২। ধর্মবিগর্হিত আচরণ, দুর্ব্যবহার। পাপ যে আচরণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

পাপাচার—১। পাপানুষ্ঠান, পাপকার্য করণ। পাপের আচার (অনুষ্ঠান), ৬তৎ। বি; পু। ২। পাপকার্যকারী, পাপ, পাতকী, পাপিষ্ঠ। পাপ হইয়াছে আচার যাহার, বহু। বিণ।

পাপাচারী (-চারিন্)—পাপানুষ্ঠানকারী, পাপকর্মকারক, পাপী, পাতকী। উপতৎ; পাপ—আ—চর+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

পাপাত্মক—পাপাত্মা; পাপময়; পাপবহুল। পাপ বা পাপে আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**পাপাত্মিকা**।

পাপাত্মা (-ত্মন্)—পাপপরায়ণ, অধার্মিক। পাপ (পাপিষ্ঠ) আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

পাপাশয়—১। পাপজনক অভিপ্রায়; পাপাসক্ত চিত্ত। পাপ যে আশয়, কর্মধা। বি; পু। ২। পাপিষ্ঠচিত্ত, অধর্মপরায়ণ। পাপ (পাপিষ্ঠ) আশয় (অভিপ্রায়) যাহার, বহু। বিণ।

পাপাসক্ত—পাপের প্রতি অনুরাগী, পাপকার্যে নিরত। ৭তৎ। বিণ।

পাপিয়া—সুকণ্ঠ পক্ষিবিশেষ, hawk-cuckoo. বাংপ্র। বি।

পাপিষ্ঠ—অতিশয় পাপী। পাপ বা পাপিন্ শব্দ (পাপী)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

পাপী (পাপিন্)—পাপিষ্ঠ, অধার্মিক। পাপ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পাপিনী**।

পাপীয়সী—অতি পাপিনী, পাপিষ্ঠা। পাপীয়স্+ঈপ্; অথবা পাপিন্+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পাপীয়ান্ (-য়স্)—অতি পাপী। পাপ বা পাপিন্ শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। [ফা। বি।

পাপোশ—পা ঝাড়িবার আস্তরণ বিঃ।

পাব—দুই গ্রন্থির মধ্যবর্তী অংশ, পর্ব, গাঁট। <পর্বন্। বি।

পাবক—১। অগ্নি; বৈদ্যুতাগ্নি; ভল্লাতক; সদাচার ব্যক্তি। পূ (শুদ্ধ করা)+ণক কর্তৃ। বি; পু। ২। পবিত্রতাকারক, বিশুদ্ধিকারক, শোধক। বিণ। স্ত্রী—**পাবিকা**।

পাবদা—মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

পাবন—১। পবিত্রকারক, শোধক। ণিজন্ত পূ (=পাবি)+অনট্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পাবনী**। ২। অগ্নি; ব্যাস। বি; পু। ৩। জল; প্রায়শ্চিত্ত; গোময়; রুদ্রাক্ষ; কুষ্ঠ। পাবি+অন করণ। ৪। পবিত্রীকরণ। পাবি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পাবনী—১। হরীতকী; গঙ্গা; তুলসী; সংশোধনী; গবী। ণিজন্ত পূ (=পাবি)+অনট্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পবিত্রকারিণী। বিণ; স্ত্রী।

পামর—খল; অধম, নীচ; পাপিষ্ঠ; মূর্খ (আপামর জনসাধারণ)। পামন্—মৃ (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পামরী**।

পায়—১। প্রাপ্ত হয়, ধরে। ক্রি। ২। পদে, চরণে। বাংপ্র। বি।

পায়খানা—মলত্যাগের ঘর বা স্থান। বাংপ্র। বি।

পায়চারি—পাদচারণ, হাঁটা। বাংপ্র। বি।

পায়জামা—ইজার, পেণ্টালুন। <ফা 'পায়জামাহ্'। বি।

পায়দল—পদব্রজে। হি। ক্রি-বিণ।

পায়রা—পারাবত, কবুতর। বাংপ্র। বি।

পায়স—১। পরমান্ন; শ্রীবাস, টারপিন। পয়স্ (দুগ্ধ)+ষ্ণ। বি; পু বা ক্লী। ২। পয়ঃসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**পায়সী**।

পায়সান্ন—পরমান্ন, পায়স। পায়স যে অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

পায়া—খট্বাদি কাষ্ঠাসনের পাদ বা পা; পদ বা পদবী; মুরুব্বী, খুঁটা। <পাদ বা পদ বা ফা 'পায়হ্'। বি। [বি।

পায়াভারি—উচ্চপদহেতু গর্ব। বাংপ্র।

পায়ু—মলদ্বার, গুহ্যদেশ। পা (রক্ষা করা)+উণ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পায়েস—পায়স। বাংপ্র। বি।

পার—১। পরতীর, নদীর অপর তীর; উদ্ধার। পর শব্দ+ষ্ণ। বি; ক্লী। ২। প্রান্তভাগ; শেষ সীমা। পৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

পারংগম, পারঙ্গম—পারদর্শী। উপতৎ; পার্—গম্+খচ্ কর্তৃ। বিণ।

পারক—পূর্তিকারক; প্রীতিকারক; পারগ, সমর্থ, পটু। পৃ+ণক কর্তৃ। বিণ।

পারকতা—সামর্থ্য। পারক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পারক্য—১। পরকীয়ত্ব, পরবশত্ব; পরাধীনত্ব। পর+কণ্+ষ্ণ্য। ২। সামর্থ্য; পরলোকহিতকর্ম, পরলোকসুখদ আচরণ। পারক শব্দ+ষ্ণ্য। বি; ক্লী; ৩। পরকীয়; শত্রুসম্বন্ধীয়; পরলোক-সম্বন্ধীয়। বিণ।

পারগ—পরগামী; পারক, সমর্থ। উপতৎ; পার—গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

পারগত—পার প্রাপ্ত, পরপারে উপনীত, উত্তীর্ণ। ২তৎ। বিণ।

পারঘাট—নদীর যে ঘাটে পারে যাইবার নৌকা থাকে। বাংপ্র। বি।

পারণ—১। উপবাস-ব্রতান্ত ভোজন, ব্রতাদি জন্য উপবাসের পর প্রাথমিক ভোজন। পার্ (কর্ম সমাপ্ত করা)+অনট্ ভাব। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। ণিজন্ত পৃ—পারি (প্রীত করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। মেঘ। ণিজন্ত পৃ+অন কর্তৃ। বি; পু।

পারণা—১। উপবাস-ব্রতান্ত-ভোজন, ব্রত-অন্ত উপবাসের পর প্রাথমিক ভোজন। পার্ (কর্ম সমাপ্ত করা)+অন ভাব+আপ্। ২। তৃপ্তি, সন্তোষ। নিজন্ত পৃ—পারি (প্রীত করা)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পারতন্ত্র্য—পরাধীনতা, পরবশ্যতা। পরতন্ত্র+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পারতপক্ষে—পার্যমাণে, সামর্থ্যসত্ত্বে; যতদূর পারিয়া উঠা যায়, পারিলে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পারত্রিক—পারলৌকিক; আমুষ্মিক; পরলোকসম্বন্ধীয়। পরত্র+ষ্ণিক। বিণ।

পারদ—১। ধাতু বিঃ পারা [পারদ চারি প্রকার,—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ। শ্বেতবর্ণ পারদ বিপ্রজাতীয় ও রোগনাশক। রক্তবর্ণ পারদ ক্ষত্রজাতীয় ও রসায়নকার্যে ব্যবহৃত। পীতবর্ণ পারদ বৈশ্যজাতীয় ও ধাতুভেদে প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ পারদ শূদ্রজাতীয় ও বিয়দ্‌গতি-সাধনে ব্যবহৃত।] পার শব্দ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। পারদায়ী। বিণ।

পারদর্শিতা—পরিণামদর্শিতা, বিজ্ঞতা; অভিজ্ঞতা; পাণ্ডিত্য; দক্ষতা, পটুতা। পারদর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পারদর্শী (-দর্শিন্)—পরিণামদর্শী; পর্যন্তদর্শী; বিজ্ঞ; পটু, সমর্থ। পার—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -র্শিনী।

পারদারিক—পারজায়িক, পরদাররত, পরস্ত্রীতে অনুরক্ত, পরস্ত্রীগামী। পরদার (পরস্ত্রী)+ষ্ণিক। বিণ; পু।

পারদার্য—পরদারগমন। পরদার (পরস্ত্রী)+ষ্য। বি; স্ত্রী।

পারমাণব—পরমাণুসম্বন্ধীয়, পরমাণুঘটিত, পরমাণুর। পরমাণু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী, -বী।

পারমাণবাকর্ষণ-পরমাণু সকলের পরস্পরকে আকর্ষণ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পারমার্থিক—পরমার্থযুক্ত, পরমার্থসম্বন্ধীয়; মঙ্গলজনক; অভীষ্ট। পরমার্থ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**পারমার্থিকী**।

পারম্পর্য—পরম্পরাগতি, অনুক্রম; কুলাদি পরম্পরা, ধারাবাহিকতা। পরম্পরা+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পারলৌকিক—পরলোকসম্বন্ধীয়, পারত্রিক। পরলোক+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারশব—১। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত জাতি বিঃ; পরস্ত্রীতনয়; নিষাদজাতি। ২। অস্ত্র বিঃ; লৌহ। পরশু শব্দ+ষ্ণ। বি; পু। ৩। পরশুসম্বন্ধীয়। বিণ।

পারশে—মাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

পারসী—১। পারস্য ভাষা; ইরানী; যে পারসীক জাতি বহুকাল ভারতে বাস করিতেছে। বি। ৩। পারস্যদেশজাত; পারসীক জাতিসম্বন্ধীয়। অসং। বিণ।

পারসীক—১। পারস্যদেশজাত অশ্ব; পারস্যদেশীয় লোক। বি; পু। ২। পারস্যদেশীয়। অসং। বিণ। স্ত্রী, -কী।

পারা—১। পারদ। বাংপ্র। ২। পাদ, চরণ, পা। প্রা কপ্র। বি। ৩। সমর্থ হওয়া। <পার ধাতুজ। ক্রি। ৪। প্রায়, তুল্য ('পাগল—')। কপ্র। বিণ বা অ।

পারানি—পারে গমন; পারে যাইবার ঘাটের মাস্থল, খেয়ার কড়ি। বাংপ্র। বি।

পারাপার—১। সমুদ্র, সাগর। পার অপার (অকূল) যাহার, বহু। বি; পু। ২। নদী প্রভৃতির উভয় তীর। পার ও অপার, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। ৩। নদ্যাদির এপারে ওপারে গমনাগমন। বাংপ্র। বি।

পারাবত-কপোত, পায়রা। পার—অব্ (পাওয়া)+শতৃ কর্তৃ+ষ্ণ। বি; পু।

পারাবার—১। সমুদ্র, সাগর। পার অবার (অকূল) যাহার, বহু। বি; পু। ২। নদ্যাদির উভয় তীর। পার ও অবার, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

পারাবারীণ—পারগামী; পারে গমন করিয়াছে এরূপ। পারাবার+খীন। বিণ।

পারায়ণ—১। সম্পূর্ণতা; পাঠ; গ্রন্থপাঠ-সমাপ্তি। পার শব্দ—অয়্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। ২। অতি উৎকৃষ্ট স্থান। পর (প্রধান) যে অয়ন (স্থান) পরায়ণ তদুত্তরে ষ্ণ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

পারি—সমর্থ আছি। বাংপ্র। ক্রি।

পারিজাত—সমুদ্রমন্থনোৎপন্ন দেবতরু বিঃ ও তাহার পুষ্প, পারিভদ্র বৃক্ষ; সুরতরু; সুগন্ধ দ্রব্য বিঃ। পারী (সমুদ্র) হইতে জাত (উৎপন্ন), ৫তৎ। বি; পু।

পারিণায্য—১। বিবাহকালে লব্ধ, পরিণয়কালে প্রাপ্ত। পরিণয় শব্দ (বিবাহ)+ষ্য। বিণ। ২। পরিণয়কালে লব্ধ ধন; গৃহোপকরণ, শয্যাসনাদি। বি; স্ত্রী।

পারিতোষিক—১। পরিতোষ হেতু প্রদত্ত (সামগ্রী), পরিতোষজনক (দ্রব্য)। পরিতোষ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**পারিতোষিকী**। ২। পুরস্কার, বকশিস। বি; স্ত্রী।

পারিপন্থিক—তস্কর, চোর; শত্রুসম্বন্ধীয়। পরিপন্থিন্+ষ্ণিক। বি; পু বা বিণ।

পারিপাট্য—শৃঙ্খলা, সন্নিবেশ; পরিপাটীর ভাব, সোষ্ঠব; নৈপুণ্য। পরিপাটী+ষ্য। বি; স্ত্রী।

পারিপার্শ্বিক—১। পার্শ্বচর, সহচর, সেবক; পার্শ্ববর্তী, চতুর্দিগ্‌বর্তী। বিণ। ২। সূত্রধরের পার্শ্বস্থ নট। পরিপার্শ্ব+ষ্ণিক। বি; পু।

পারিভাষিক—১। পরিভাষাসম্বন্ধীয়। পরিভাষা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। ২। পরিভাষা-বোধক পদ। বি; স্ত্রী।

পারিয়া—অন্ত্যজ জাতি বিঃ। অসং। বি।

পারিশ্রমিক—মজুরি, মেহনতানা। পরিশ্রম+ষ্ণিক। বি; পু।

পারিষদ—১। সভাস্থিত ব্যক্তি, সভাসদ্, সভ্য; পার্শ্বচর। পরিষদ্ (সভা)+ষ্ণ কুশলার্থে। বি; পু। ২। সভাসম্বন্ধীয়। পরিষদ্+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ।

পারী (পারিন্)—সমুদ্র। পার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

পারী—তীর; পানপাত্র; দোহনপাত্র; পুর; হস্তিবন্ধনী। পার+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

পারীক্ষিত—পরীক্ষিৎ-পুত্র, জনমেজয়। পরীক্ষিৎ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

পারীণ—পারগত, পারে গিয়াছে এরূপ। পার+খীন। বিণ।

পারুল—পাটলী ফুল। বাংপ্র। বি।

পারুষ্য—কার্কশ্য; কাঠিন্য; পরুষতা; অপ্রিয় ভাষণ; ব্যসন; বিবাদ বিঃ। পরুষ+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পার্ক, মাঙ্গো (Park, Mungo)—(১৭৭১-১৮০৬ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ব্রিটিশ পর্যটক। ইনি আফ্রিকা মহাদেশের দুর্গম স্থানে ভ্রমণ করেন।

পার্থ-পৃথাতনয়, কুন্তীনন্দন—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন। পৃথা (কুন্তী)+ষ্ণ অপত্যার্থে (পরন্তু পার্থ বলিলে সাধারণতঃ অর্জুনকেই বুঝায়)।

পার্থক্য—পৃথক্‌ত্ব, প্রভেদ, বিভিন্নতা। পৃথক্ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পার্থিব—১। পৃথিবীসম্বন্ধীয়, ভৌম, মর্ত্য। পৃথিবী+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পার্থিবী**। ২। পৃথিবীপতি, রাজা। বি; পু।

পার্থিবশক্তি—পৃথিবীসম্বন্ধীয় শক্তি; রাজশক্তি; নর জগতের ক্ষমতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পার্থিবী—১। পৃথিবী সম্বন্ধীয়া, ভৌমী। পৃথিবী+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জনকনন্দিনী অযোনিসম্ভবা সীতা। [রাজা জনক যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিবার সময়ে সেই ক্ষেত্রে এই কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন, সেই জন্য ইনি পৃথিবীর কন্যারূপিণী।] বি; স্ত্রী।

পার্বণ—১। অমাবস্যাদি পর্বদিবসে কর্তব্য শ্রাদ্ধ। পর্বন্+ষ্ণ তদর্থে। বি; স্ত্রী। ২। পর্বসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**পার্বণী**।

পার্বণী—১। পর্বসম্বন্ধীয়। পার্বণ+ঈপ্। ২। পর্বকালে বা উৎসবসময়ে প্রদেয় পারিতোষিক। বাংপ্র। বি।

পার্বত, পার্বত্য—পর্বতসম্বন্ধীয়; পর্বতময়; পর্বতজাত; পর্বতবাসী। পর্বত+ক, ঞ্য ইদমর্থে। বিণ।

পার্বতী—১। পর্বতসম্বন্ধীয়া, পর্বতবাসিনী, পর্বতজাতা। পর্বত+ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গিরিজা, দুর্গা, হিমালয়-কন্যা উমা। বি; স্ত্রী।

পার্বতীনন্দন—কার্তিকেয়। ৬তৎ। বি; পু।

পার্বতীয়—পর্বতসম্বন্ধীয়; পর্বতজাত; পর্বতবাসী। পর্বত শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। [পাণিনিমতে শব্দটি পর্বতীয়।]

পার্লামেন্ট-জনসভা। < ইং 'Parliament'. বি।

পার্শেল-পুটলি, পুলিন্দা। < ইং 'parcel'. বি।

পার্শ্ব—১। সমীপ; প্রান্ত, একদেশ; কক্ষের অধোভাগ, বগলের নিম্নভাগ, পাশ। স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+শ্বন্ কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী। ২। পর্শুকাসমূহ, পাঁজরার হাড়-গুলি। পর্শু শব্দ (পাঁজর)+ক সমূহার্থে। বি; স্ত্রী।

পার্শ্বগ-পার্শ্ববর্তী পরিচারক। উপতৎ; পার্শ্ব শব্দ—গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

পার্শ্বচর—অনুচর, সহচর, সঙ্গী; মোসাহেব। উপতৎ; পার্শ্ব—চর্+ট কর্তৃ। বি; পু।

পার্শ্বনাথ (বা পারশনাথ)—বিহার রাজ্যে হাজারিবাগ জেলায় অবস্থিত পাহাড় ও জৈনতীর্থ। পাহাড়টি সাতিশয় মনোরমদৃশ্য। ২৪ সংখ্যক জিনগণের শেষ জিন পার্শ্বনাথ এইখানেই নির্বাণ প্রাপ্ত হন; তাঁহার নামেই বর্তমানকালে পাহাড়টি পরিচিত। পূর্বে ইহার নাম ছিল "সমেত শিখর" অর্থাৎ "আনন্দ-ধাম"। পুরাতন মন্দির ব্যতীত পাহাড়ের উপরিভাগে অধুনা অনেকগুলি সুন্দর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে রায় বদ্রীদাস বাহাদুরের নির্মিত মন্দির অন্যতম।

পার্শ্বপরিবর্তন—১। পাশ ফেরা। ৬তৎ। ২। ভাদ্রশুক্লদ্বাদশীতে শ্রীহরির পার্শ্ব-পরিবর্তন জন্য উৎসব। বি; স্ত্রী।

পার্শ্ববর্তী (-বর্তিন্) পার্শ্বস্থ, পাশে অবস্থিত। পার্শ্ব—বৃত (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

পার্শ্বস্থ—পার্শ্ববর্তী, পাশে স্থিত। পার্শ্ব শব্দ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

পার্শ্বাস্থি—শরীরের পার্শ্বস্থিত অস্থি; পাঁজরা। পার্শ্বের অস্থি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পার্ষত—দ্রুপদনন্দন, ধৃষ্টদ্যুম্ন। পৃষৎ (দ্রুপদ রাজার পিতা)+ক অপত্যার্থে। বি; পু।

পার্ষতী—দ্রুপদনন্দিনী, দ্রৌপদী। পৃষৎ (দ্রুপদ)+ক অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পার্ষদ—পারিষদ, সভাসদ, সভ্য। পর্ষদ্ শব্দ (সভা)+ক কুশলার্থে। বি; পু।

পার্ষ্ণি—১। গুল্ফের অধোদেশ, গোড়ালি; পৃষ্ঠদেশ; সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগ, rear. পৃষ্ (সিক্ত করা)+নি কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী। ২। কুন্তিদেবী। বি; স্ত্রী।

পাল—১। পালক (সকল অর্থে)। পালি (পালন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। দল, যূথ; হিন্দুজাতির উপাধি বিঃ; শামিয়ানা, চাঁদোয়া; মাস্তুলের প্রসারিত বস্ত্র বা ক্যাম্বিস; গবাদিপশুর সংগম। বাংপ্র। বি। **পালের গোদা**—দলের সর্দার, দলপতি।

পালই—ধানের স্তূপ বা রাশি, খড়ের গাদা, পালা। বাংপ্র। বি।

পালং—'পালঙ' দ্রঃ।

পালক—১। প্রতিপালনকারী; রক্ষক; ঘোটকরক্ষক। পালি (রক্ষা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পালিকা**। ২। পাখির পাখা বা পাখনা, পালখ। বাংপ্র। বি।

পালকপুত্র—পালিত সন্তান, যাহাকে শিশুকাল হইতে পুত্রের ন্যায় পালন করা হইয়াছে। বাংপ্র। বি; পু।

পালকি—শিবিকা। বাংপ্র। বি।

পালঙ, পালং, পালক্য, পালঙ্ক—১। স্বনাম-খ্যাত শাক বিঃ। <পালক্য। ২। খট্বা, খাট। <পল্যঙ্ক। বি।

পালঙ্ক—১। পালঙ্ শাক; শল্লকী, শজারু; বাজ পক্ষী। পাল শব্দ—অন্ক্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। পালঙ্, খাট। <পল্যঙ্ক। বি।

পালট—১। পরাবর্তন, প্রত্যাবর্তন, ফের, ঘুর, বদল। বাংপ্র। ২। পলক, নিমেষ। প্রা কপ্র। বি।

পালটব—পালটাইব, ফিরাইব। প্রা কপ্র। ক্রি।

পালটা—বিপরীত, বিরুদ্ধ, ফিরানো, ঘুরানো, উলটানো। বাংপ্র। বিণ।

পালটানো—প্রত্যাবর্তন করা, ফিরা, ঘুরা; ফিরানো, ঘুরানো; বদল করা, বদলানো; উলটানো; পাত্রান্তরে ঢালা বা রাখা। বাংপ্র। ক্রি।

পালটি—বৈবাহিক আদানপ্রদান যোগ্য ('— ঘর')। বাংপ্র। বিণ।

পালটি, পালটিয়া—পালটাইয়া, ফিরিয়া, ঘুরিয়া, উলটিয়া। কপ্র। ক্রি।

পালন—রক্ষা; প্রতিপালন, পোষণ। পালি (রক্ষা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পালনকর্তা (-কর্তৃ)—পালনকারী, প্রতিপালক। ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী—**পালনকর্ত্রী**।

পালপার্বণ—শ্রাদ্ধশান্তি ও বিবিধ উৎসব; নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম। <পাল্যপার্বণ। বি।

পালবংশ—'পাল' উপাধিধারী প্রসিদ্ধ রাজবংশ। ইঁহারা মগধে রাজত্ব করিতেন। ইঁহাদের রাজত্বকালের বহু তাম্রশাসন, শিলালিপি ও পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। পালনরপালগণের ইতিবৃত্ত তাঁহাদের সমসাময়িক যুগের কবি সন্ধ্যাকর নন্দী 'রামচরিত' নামক একখানি সংস্কৃত কাব্যে বর্ণনা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পর গৌড়-বঙ্গ-মগধে অরাজকতা উপস্থিত হইলে গোপালদেব নামে এক ব্যক্তিকে প্রজাগণ সিংহাসনে সমারোপিত করেন। ইনিই পালরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পালরাজগণ খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মগধে আধিপত্য করেন। গোবিন্দ পালদেব বোধ হয় এই বংশের শেষ রাজা। এই বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পালরাজত্বকাল বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালীর ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গৌরবের যুগ। এই সময়ে কলাবিদ্যার চর্চায় বাঙ্গালী উত্তরাপথে বরেণ্য আসন লাভ করিয়াছিল।

পালয়িতা (-তৃ)—পালনকর্তা, পালক; রক্ষক। ণিজন্ত পা—পালি (পালন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পালয়িত্রী**।

পালা-১। পালিকা। পাল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সময়, বার, পর্যায়; সংগীতোৎসবের পর্যায়; এক একটি বিষয় লইয়া রচিত কাব্য ('লক্ষ্মণবর্জনের —')। পর্যায় শব্দের অপভ্রংশ। ৩। পালন; পল্লব, শাখা। বি। ৪। পালিত। বিণ। ৫। পালন করা, পোষা বা পুষা; [তুই] পলায়ন কর, পলা। বাংপ্র। ক্রি।

পালাই-পালাই—পলায়নের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ। বাংপ্র। বি।

পালান—১। গবাদি পশুজননীর স্তন। বাংপ্র। ২। পশুর পিঠের গদি। <পল্যয়ন। বি।

পালায়ে- পলাতক; যে কেবল পলাইয়া বেড়ায়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পালানো—১। প্রস্থান। বি। ২। পলায়ন করা, পলানো। বাংপ্র। ক্রি।

পালাশ—পলাশসম্বন্ধীয়। পলাশ+অ ইদমর্থে। বিণ।

পালি, পালী—১। রাশি; শস্যাদির পরিমাণ বিঃ; খড়্গাদির ধার; প্রান্ত; শ্রেণী; প্রদেশ; কোণ; ক্রোড়; প্রশংসা-বাক্য; সেতু; পালা; ছাত্রাদিকে দেয় বৃত্তি, কল্পিত ভোজন; শ্মশ্রুমতী স্ত্রী। পাল (রক্ষা করা)+ই কর্ম, ২য় পক্ষে তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

২। প্রাচীন মাগধী ভাষা বিঃ। বৌদ্ধদিগের ধর্মগ্রন্থ সকল এই ভাষায় লিখিত। ইহা একশ্রেণীর প্রাকৃত। কাহারও কাহারও মতে ব্রাহ্মী এবং পুষ্করসারী মাগধী বা পালি ভাষার মধ্যে পরিগণিত। পালির প্রাকৃত ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষার নিকট সম্বন্ধ আছে।

পালিকা—পালনকর্ত্রী, পালয়িত্রী, প্রতিপালনকারিণী; রক্ষয়িত্রী। পালক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পালিত—রক্ষিত; বর্ধিত; পোষিত। পাল (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পালি-পার্বণ—পালপার্বণ (তাহা দ্রঃ)।

পালিশ—মসৃণতা সম্পাদন; লাক্ষাদি লেপন; চাকচক্য; মসৃণতা; উজ্জ্বল করিবার জন্য প্রলেপ। <ইং 'polish'. বি।

পালো—শটী; পানিফল যব প্রভৃতির শোধিত চূর্ণ, শ্বেতসার, starch. বাংপ্র। বি।

পালোয়ান—মল্ল, কুস্তিগির, বলশালী। <ফা 'পলহবান্'। বি বা বিণ।

পাল্টা—উল্টা, বিপরীত; অপরপক্ষীয় ('— জবাব')। বাংপ্র। বিণ।

পাল্টানো—উল্টানো; বদলানো, ফিরানো ('হুকুম —')। বাংপ্র। ক্রি।

পাল্লা—ওজনের যন্ত্র; তুলাদণ্ডে লম্বিত আধার, scale-pan; পক্ষ, পাটি ('দরজার —'); তুলনা, উপমা; তুল্য বল প্রকাশ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা; প্রতিযোগিতা; দৈর্ঘ্য, উচ্চতা, উন্নতি; দূরত্ব, দূর, ব্যবধান। বাংপ্র। বি।

পাশ—১। রজ্জু, দড়ি, ফাঁস, তদাকার অস্ত্র বিঃ; (কর্ণবাচক শব্দের পরে থাকিলে) সুন্দর; (কেশবাচক শব্দের পরে থাকিলে) গুচ্ছ; (ছত্রবাচক শব্দের পরে থাকিলে) কুৎসিত। পশ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু। ২। ধার, দিক্, সমীপ। <পার্শ্ব। ৩। পরীক্ষাদিতে উত্তরণ; অনুমতিপত্র। <ইং 'pass'. বি। ৪। সুগন্ধ জল ছিটাইবার পাত্র বিঃ, গোলাব পাশ। বাংপ্র। বি। **পাশ কাটানো**—অলক্ষিতভাবে পাশ দিয়া সরিয়া পড়া। **পাশ মোড়া**—শয়ান অবস্থায় পার্শ্ব পরিবর্তন করা।

পাশক—দ্যূত বিঃ, পাশা। পশ্ (গমন করা)+ণক। বি; পু।

পাশপাণি, পাশহস্ত—বরুণ। পাশ হইয়াছে পাণিতে বা হস্তে যাহার, বহু। বি; পু।

পাশব—পশুসম্বন্ধীয়; পশুবৎ নীচ। পশু শব্দ+অ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পাশবী**।

পাশবপ্রবৃত্তি—পশুতুল্য নীচপ্রবৃত্তি, ঘৃণিত মনোবৃত্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাশবশক্তি, -বল—পাশব বল, পশুবৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ক্ষমতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পাশবিক—পশুসম্বন্ধীয়; পশুর ন্যায়। পশু+ইক সম্বন্ধার্থে; অথবা বাংপ্র। বিণ। **পাশবিক অত্যাচার**—বলপূর্বক নারীধর্ষণ।

পাশা—অক্ষক্রীড়া বা তাহার যন্ত্র; অক্ষযষ্টি, পাঁটি; চৌপাড়; কর্ণাভরণ বিঃ। <পাশক। বি।

পাশাড়ী—পার্শ্ববর্তী। বাংপ্র। বিণ।

পাশানো—পাশ কাটানো, সরিয়া পড়া; ফসকিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পাশাপাশি—পরস্পর পার্শ্ববর্তী, ধারাধারি কাছাকাছি, কাঁধা-কাঁধি। বাংপ্র। বিণ।

পাশী (পাশিন্)—বরুণ; ব্যাধ; যম; পাশধারী। পাশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

পাশুনি—পৈশুন্য, পাপ, পাতক। গ্রা কপ্র। বি।

পাশুপত—১। শিবসম্বন্ধীয়; শৈব, শিবভক্ত; সম্প্রদায় বিঃ। পশুপতি (শিব)+অ। বিণ। ২। অস্ত্র বিঃ; ব্রত বিঃ। বি; ক্লী।

পাশুপতব্রত—ব্রত বিঃ। [পশুপতির প্রীত্যর্থে দ্বাদশী দিবসে একাহারী হইয়া, ত্রয়োদশীতে অযাচিত অন্ন ভোজন করিয়া, চতুর্দশীতে রাত্রিতে ভোজনপূর্বক পঞ্চদশীতে উপবাস। ইহাই ব্রতের নিয়ম।] বি; ক্লী।

পাশুপাল্য—বৈশ্যবৃত্তি, পশুপালনকর্ম পশুপাল শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পাশ্চাত্ত্য, পাশ্চাত্য—পশ্চাৎস্থিত; পশ্চিমদেশীয়; প্রত্যন্তদেশীয়; পশ্চিমদেশজাত; প্রতীচ্য; ইউরোপীয়; পশ্চাৎ আগত। পশ্চাৎ শব্দ+ত্যণ্, ষ্য। বিণ।

পাষণ্ড—বেদবিরুদ্ধ আচারবান্; সদাচারভ্রষ্ট; অধার্মিক; নাস্তিক। পাপ শব্দ—সন (সেবা করা)+ড কর্তৃ, নিপাতনে। বিণ বা বি; পু।

পাষণ্ডক—পাষণ্ড (সকল অর্থে)। পাষণ্ড+কণ্ স্বার্থে।

পাষণ্ডদলন—১। অধার্মিকের দমন, সদুপদেশ দ্বারা নাস্তিককে সৎপথে আনয়ন। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। পাপীর দমনকারী। বিণ।

পাষণ্ডী (-ণ্ডিন্)—বেদবিরুদ্ধ আচারবান্; সদাচারভ্রষ্ট; নাস্তিক। পাপ—সন (সেবা করা)+ডিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পাষণ্ডিনী**।

পাষাণ—১। প্রস্তর, শিলা। পিষ (চূর্ণ করা)+আন অধি। বি; পু। ২। প্রস্তরবৎ কঠিন বা কঠিনহৃদয়, নির্দয়। বিণ। ৩। তুলাদণ্ডের অসমসংস্থান, ফের। বাংপ্র। বি। **পাষাণ ভাঙা**—তুলাদণ্ডের দুই দিক্ সমান করা।

পাষাণদারক, পাষাণদারণ—প্রস্তরভেদক অস্ত্র, টঙ্ক, টাঙ্গি। পাষাণ—দৃ (বিদারণ করা)+ণক, অনট্ করণ। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

পাষাণভেদী (-ভেদিন্)—পাষাণবিদীর্ণকারী, যাহা কঠিন শিলাকে ভেদ করিতে পারে। পাষাণ শব্দ—ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

পাষাণহৃদয়—প্রস্তরতুল্য কঠিন চিত্তবিশিষ্ট, অতি কঠোরমনাঃ। পাষাণবৎ হৃদয় যাহার, বহু। বিণ।

পাষাণী—১। ক্ষুদ্র পাষাণ; পরিমাপক বিঃ, বাটখারা। পাষাণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পাষাণতুল্য কঠোরহৃদয়া (রমণী)। পাষাণ+অ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [বি।

পাষ্টি—অক্ষযষ্টি, পাশার কাঠি। গ্রা কপ্র।

পাস—১। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বিণ। ২। পরীক্ষায় উত্তরণ; প্রবেশের অনুমতিপত্র, টিকিট; ছাড়পত্র। <ইং 'pass'. বি।

পাসরন—বিস্মরণ, বিস্মৃতি। কপ্র। বি।

পাসরা—বিস্মৃত হওয়া, ভুলিয়া যাওয়া। কপ্র। ক্রি।

পাসরিল—বিস্মৃত হইল। কপ্র। ক্রি।

পাসানো—পাশ দেওয়া, যে রঙ্গের খেলা সেই রঙ্গের তাস না দিয়া অন্য রঙ্গের তাস ফেলিয়া খেলা বজায় রাখা; এড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

পাস্তুর, লুই (Pasteur, Louis)—(১৮২২—১৮৯৫ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ফরাসী রসায়নশাস্ত্রবিদ্। কলেরা ও অন্যান্য রোগজীবাণু সম্বন্ধে ইনি অনেক গভীর গবেষণা করেন।

পাহন, পাহুন—পাষাণ; নির্দয়; নিষ্ঠুর; অতিথি; পথিক; প্রবাসী। গ্রা কপ্র। বিণ বা বি।

পাহল, পাহুল—নির্দয়, নিষ্ঠুর। প্রা কপ্র। বিণ।

পাহাড়—অনুচ্চ পর্বত; উচ্চ আলি, পাড়। বাংপ্র। বি।

পাহাড়তলি—ওরাই; উপত্যকা; পর্বতের সানুপ্রদেশ। বাংপ্র। বি।

পাহাড়িয়া, পাহাড়ী, পাহাড়ে—পাহাড়ে জাত, পাহাড়-সম্বন্ধীয়; পাহাড়ের অধিবাসীর ভাষা; রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বিণ বা বি।

পাহারা—শান্তি-রক্ষা, রক্ষার্থে জাগরণ, প্রহরীর কার্য, চৌকি। বাংপ্র। বি।

পাহারাওয়ালা, -ওলা, -দার—চৌকিদার, প্রহরী, রক্ষী। বাংপ্র। বি।

পিউ—প্রিয়। প্রা কপ্র। বিণ।

পিউ-পিউ—পাপিয়া পাখির ডাক। বাংপ্র। বি।

পিউড়ি—পুষ্প বিঃ; গোমূত্র হইতে প্রস্তুত হলুদে রং বিঃ; গোরোচনা। প্রা কপ্র। বি। [শ্লেষ্মা। <পিচ্চট। বি।

পিঁচুটি, পিচুটি-নেত্রমল, চক্ষুর গাদ

পিঁজরা—পিঞ্জর, খাঁচা। বাংপ্র। বি।

পিঁজরাপোল—অকর্মণ্য গরু ঘোড়া প্রভৃতির জন্য বৃহৎ পিঞ্জরাকারে ঘেরা স্থান। বাংপ্র। বি।

পিঁজা, পেঁজা [কাপাস তুলা] পরিষ্কার ও শিথিল করা। বাংপ্র। ক্রি।

পিঁড়া, পিঁড়ে—পিঁড়ি; ঘরের দাওয়া; দ্বারের নিম্নস্থ বেদী। বাংপ্র। বি।

পিঁড়ি—কাষ্ঠাসন বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

পিঁধন, পিন্ধন—পরিধান। প্রা কপ্র।

পিঁধা, পিন্ধা—প রধান করা। হি। ক্রি।

পিঁপড়া, পিঁপড়ে—পিপিড়া, পিপীড়া, পিপীলিকা। বাংপ্র। বি।

পিঁপুল—'পিপুল' দ্রঃ।

পিক—১। কোকিল। অপি—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**পিকী**। ২। নিষ্ঠীবন, থুথু, ছেপ, পিচ। বাংপ্র। বি।

পিকক (Sir Barnes Peacock Kt.)—বাঙ্গালা সুপ্রীমকোর্টের শেষ ও কলিকাতা হাইকোর্টের প্রথম প্রধান বিচারপতি। ১৮১০ খ্রীঃ অব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫২ হইতে ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইনি বড়লাটের সুপ্রীম কাউন্সিলের আইন সদস্য ছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধি দেশের আইনের মধ্যে নিবদ্ধ করেন। ১৮৫৯ খ্রীঃ ইনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হন। ন্যায়পরায়ণতা ও নির্ভীকতার জন্য ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইনি ১৮৭০ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন।

পিককণ্ঠ—কোকিলতুল্য মনোহর কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট। পিকের কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**। [বি।

পিকদানি, -দান—নিষ্ঠীবনপাত্র। বাংপ্র।

পিকবর—কোকিলশ্রেষ্ঠ; কোকিল। ৭তৎ। বি; পু।

পিকানন্দ—বসন্তকাল। পিকের (কোকিলের) আনন্দ হয় যে সময়ে, বহু। বি; পু।

পিকেক্ষণ—কোকিলের ন্যায় রক্তলোচন। পিকের ঈক্ষণের ন্যায় ঈক্ষণ যাহার, বহু। বিণ।

পিকেটিং—কাহারও কোন অনভিপ্রেত কার্য অপর কেহ করিতে চাহিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা। <ইং 'picketing'. বি।

পিঙল—পিঙ্গল। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

পিঙ্গ—১। নীলপীতমিশ্র বর্ণ। পিন্জ্ (রঙ্ করা)+ঘঞ্ করণ। বি; পু। ২। তদ্বর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। গন্ধদ্রব্য বিঃ। বি; স্ত্রী।

পিঙ্গল—১। নীলপীতমিশ্রিত বর্ণ, তামাটে রঙ্; মুনি বিঃ; নাগ বিঃ; নিধি বিঃ; স্থাবরবিষ বিঃ; সূর্যের পারিপার্শ্বিক; অগ্নি; মঙ্গলগ্রহ; কপি। পিন্জ্ (রঙ করা)+অলচ্ করণ। বি; পু। ২। কপিলবর্ণযুক্ত, হরিদ্রাভ পাটল, কপিশ, greenish brown. বিণ।

পিঙ্গলা—১। কপিলবর্ণা। পিঙ্গল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নাড়ি বিঃ; দক্ষিণদিকের হস্তিনী; ধর্মনিষ্ঠা বেশ্যা বিঃ। বি; স্ত্রী।

পিঙ্গলাভ—পিঙ্গলের আভাযুক্ত, ঈষৎ তামাটে রঙবিশিষ্ট। পিঙ্গলের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

পিঙ্গা—১। পিঙ্গলবর্ণা। পিঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বংশরোচনা; বংশকর্পূর; গোরোচনা; হরিদ্রা; হিঙ্গু; দুর্গা। বি; স্ত্রী।

পিঙ্গাক্ষ—১। পিঙ্গলবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট। পিঙ্গ হইয়াছে অক্ষি যাহার, বহু। বিণ স্ত্রী—**পিঙ্গাক্ষী**। ২। মহাদেব, শিব। বি; পু। [কর্ম। বি; পু।

পিঙ্গাশ—পাঙ্গাশ মাছ। পিঙ্গ—অশ্+ঘঞ্

পিচ—১। পিক, ছেপ। বাংপ্র। ২। আলকাতরা হইতে উৎপন্ন কঠিন পদার্থ বিঃ. pitch; ফল বিঃ, <ইং 'peach'. বি।

পিচকারি—দূরে জলধারা নিক্ষেপের যন্ত্র বিঃ, syringe. বাংপ্র। বি।

পিচবোর্ড, পিস্‌বোর্ড—আঠা দিয়া জমানো কাগজের পাতলা পাটা, পাটি। <ইং 'pasteboard'. বি।

পিচাশ—প্রেত, পিশাচ। বাংপ্র। বি।

পিচুটি—'পিচুটি' দ্রঃ।

পিচ্চট—নেত্রমল, পিচুটি; সীস; রঙ্গ; নেত্ররোগ বিঃ। পিচ্চ (ছেদন করা)+অটন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পিচ্ছল, পিচ্ছিল—পিছল, হড়হড়ে। পিছ+কচ্, ইল কর্তৃ। বিণ।

পিছ—পশ্চাৎ। বাংপ্র। বি।

পিছটান, পিছুটান—পিছনের আকর্ষণ; স্নেহ মায়া প্রভৃতির টান যাহাতে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখে। বাংপ্র। বি।

পিছন—পশ্চাৎভাগ। বাংপ্র। বি।

পিছপা—কোন কাজ করিতে যে অগ্রসর হইতে চাহে না এরূপ, সংকুচিত, পশ্চাৎপদ। বাংপ্র। বিণ।

পিছমোড়া, পিছুমোড়া—হস্তদ্বয় পশ্চাৎ দিকে বন্ধন। বাংপ্র। বি।

পিছল—পিচ্ছিল। বাংপ্র। বিণ।

পিছলানো—পিচ্ছিলভাবে চলা, হড়হড়িয়া সরিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পিছানো, পিছনো—পশ্চাৎপদ হওয়া; পশ্চাদ্বর্তী হওয়া; পশ্চাতে পড়া; অনুগামী হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পিছার—পিছন, পশ্চাৎ। প্রা কপ্র। বি।

পিছিল—পেষণদ্বারা প্রস্তুত পিচ্ছিল দ্রব্য, কলায় বাঁটা। প্রা কপ্র। বি।

পিছু—পশ্চাৎদিক; পশ্চাতে, পিছনে, পরে। বাংপ্র। বি বা ক্রি-বিণ। [বি।

পিছুটান—পশ্চাদ্দিকে আকর্ষণ। বাংপ্র।

পিছে—পিছনে, পশ্চাৎ, পরে। বি।

পিঞ্জন—তুলাদি পেঁজা, তুলা ধুনিবার যন্ত্র। পিন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পিঞ্জর—১। স্বর্ণ; পিঁজরা, খাঁচা। পিন্জ্ (বাস করা)+অর করণ বা অধি। ২। অস্থিপঞ্জর; হরিতাল। ...+অর করণ বা অধি। বি; ক্লী। ৩। পীতরক্তবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণ। পিন্জ (রঙ করা ইত্যাদি)+অর করণ। ৪। পীতবর্ণ অশ্ব বিঃ। ...+অর কর্ম। বি; পু। ৫। পীত বা পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। ...+অর কর্তৃ। বিণ।

পিঞ্জল—১। কুশপত্র; হরিতাল। পিন্জ্ (রঙ করা ইত্যাদি)+অলচ্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। অত্যন্ত ব্যাকুল সৈন্যাদি। বি; পু। ৩। পিঞ্জর বর্ণবিশিষ্ট। বিণ।

পিঞ্জা, পিঞ্জিকা—পাইজ; তুলা; হরিদ্রা। পিঞ্জ শব্দ+আপ্। ২য় পক্ষে পিঞ্জ শব্দ+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

পিট—তাস খেলায় একবারে নিক্ষিপ্ত তাস, জিতা তাস; পক্ষ; পৃষ্ঠ। বাংপ্র। বি।

পিটন, পিটনি, পিটুনি—মার, আঘাত, ঘা। বাংপ্র। বি।

পিটনা, পিটনে—ছাদ মেঝে প্রভৃতি পিটিবার কাষ্ঠময় যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

পিটপিট—মিটমিট; খিটখিট, অসন্তোষ প্রকাশ; শুচিবাই। বাংপ্র। বি। বিণ—**পিটপিটে**।

পিটলি, পিটালি, পিটুলি—গাছ বিঃ; পিষ্ট আতপ তণ্ডুল। বাংপ্র। বি।

পিটা, পেটা—আঘাত করা, মারা, ঘা দিয়া শব্দ করা, বাজানো; দুরমুশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

পিটানো, পিটনো, পেটানো—আঘাত দেওয়া, মারা; অপরের দ্বারা মার দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পিটার গ্রাণ্ট (স্যার জন, K. C. B. G. C. M. G.)—বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দ্বিতীয় লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণর ছিলেন। ১৮০৭ খ্রীঃ ২৩শে নভেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত Inverness বিভাগস্থ Rothiemurchus ইঁহার বাসস্থান ছিল। ইনি ১৮২৬ খ্রীঃ সিভিলিয়ান হন ও ১৮২৮ খ্রীঃ ভারতে আগমন করেন। নানাবিধ রাজকীয় কর্ম করণানন্তর ১৮৫৯ খ্রীঃ অব্দের ১লা মে স্যার জন বাঙ্গালার লেফটেন্যাণ্ট গভর্নর হন। স্যার জন পিটারের সময় নীলবিদ্রোহ একটি প্রধান ঘটনা। ইনি প্রজার প্রতি ন্যায়বিচার করিতে গিয়া, নীলকর সাহেবদিগের অপ্রিয় হইয়া পড়েন। ইঁহার তত্ত্বাবধানে জেলাগুলিরও উন্নতি হয়। ইনি উকীলদিগের পরীক্ষার জন্য নূতন নিয়ম প্রবর্তন ও প্রামাণিক পুস্তকগুলির বাঙ্গালায় অনুবাদ করান। ইনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০ আইনের সংশোধন করেন। এদেশে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা হওয়া উচিত এই প্রস্তাব ইনি ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট পাঠাইয়া তৎসম্বন্ধে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন। স্যার জন সবডিভিসন করিয়া জেলাগুলিকে ভাগ করেন। স্যার জন গ্রাণ্টের অবসর গ্রহণের পূর্বে খুনের সাহায্য করার অপরাধে অপরাধী হওয়ার কুঠিয়াল জন ম্যাক আর্থারের বিচার হয় এবং বিচারে সে মুক্তিলাভ করে। বাঙ্গালা গভর্নমেণ্ট এতৎসম্বন্ধে কাগজপত্র মুদ্রিত করেন। এই সূত্রে জন ম্যাক আর্থার গ্রাণ্টের নামে মানহানির মকদ্দমা করে। তাহাতে প্রধান বিচারপতি পিকক সাহেব ইঁহার ১৲ টাকা অর্থদণ্ড করেন। ইনি ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ৮৫ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

পিটুনি—'পিটন' দ্রঃ। **পিটুনি পুলিস**—কোন স্থানের লোকদিগের সেই স্থানেরই অধিবাসিগণের খরচে যে পুলিসবাহিনী সাময়িকভাবে নিযুক্ত হয়, punitive police.

পিট্টান—প্রস্থান, চম্পট। বাংপ্র। বি।

পিঠ—পৃষ্ঠ; পশ্চাদ্ভাগ; উলটা দিক্; পাশ, দিক্। বাংপ্র। বি।

পিঠদাঁড়া—মেরুদণ্ড, পৃষ্ঠদণ্ড। বাংপ্র। বি।

পিঠা—১। পুপ। <পিষ্টকা। ২। পিঠ। < পৃষ্ঠ। বি।

পিঠাপিঠি, পিঠোপিঠি—ঠিক পরপর ('— তিন মেয়ে'); পৃষ্ঠে পৃষ্ঠে সংলগ্ন। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পিঠারি—পিষ্টক ব্যবসায়ী। প্রা কপ্র। বি।

পিঠি—পিঠে, পৃষ্ঠে। প্রা কপ্র। বি।

পিণ্ড—১। পিতৃলোকের উদ্দেশে দেয় বর্তুলাকার ভক্ষ্যবস্তু; গ্রাস; গোলাকার বস্তু, ডেলা; দেহ; গজকুম্ভ; দেহৈকদেশ; গৃহৈকদেশ; বল; পুঞ্জ। পিণ্ড (রাশি করা, পিণ্ডাকার করা)+অল্ কর্ম। বি; পু। ২। যজুর্বেদীদিগের পিতৃদেয় বর্তুলাকার ভক্ষ্যবস্তু; জীবিকা; লৌহ। বি; পু।

পিণ্ডখর্জুর—চটকানো খেজুর। বি; পু।

পিণ্ডদ—পিণ্ডদানকর্তা; অন্নদাতা। পিণ্ড শব্দ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

পিণ্ডজীবী (-বিন্)—শ্রাদ্ধভোজী, দেবকার্যে উৎসর্গীকৃত পিণ্ডাদি ভোজনকারী। উপতৎ; পিণ্ড—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

পিণ্ডাদান—পিণ্ডগ্রহণ; মাধুকরী; অন্নভিক্ষা; অন্নগ্রহণ। ৬তৎ। বি; ক্লী

পিণ্ডায়স—পিণ্ডিত লৌহ, ইস্পাত। কর্মধা। বি; ক্লী।

পিণ্ডারী—মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী দস্যু। অসং। বি।

পিণ্ডালু—চুবড়ি আলু। বি; পু।

পিণ্ডি, পিণ্ডিকা, পিণ্ডী—খর্জুর বৃক্ষ; রথাদি চক্রের মধ্যমণ্ডল; কক্ষ বা জানুর নিম্নস্থ মাংসল প্রদেশ; লাউ; ভক্ষ্যপিণ্ড। পিণ্ডি=পিন্ড (সংহত করা)+ই কর্ম; পিণ্ডী=পিণ্ডি+ঈপ্; পিণ্ডিকা=পিণ্ডী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

পিণ্ডিত—সংহত; পিণ্ডাকৃতীভূত; গুণিত। পিন্ড (সংহত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পিতল—পিত্তল। বাংপ্র। বি।

পিতঃ—হে জনক বা পিতৃদেব, বাবা গো। পিতৃশব্দের সম্বোধন পদ। বি।

পিতা (পিতৃ)—জনক, জন্মদাতা, বাপ; পালনকর্তা; জনকজননী উভয়; জনকতুল্য গুরুজন (যথা—অন্নদাতা, শ্বশুর, জন্মদাতা, উপনেতা, এই পঞ্চজন; কেহ কেহ এতদ্ভিন্ন জ্ঞানদাতা অর্থাৎ অধ্যাপক ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকেও পিতৃতুল্য বলিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের মতে সপ্তপিতা; সপ্ত পিতৃলোক, যথা—অগ্নিষ্বাত্ত, বর্হিষদ্, সুভাস্বর, আজ্যপ, উপহূত, ক্রব্যাদ, সুকালিন)। পা (রক্ষা করা, পালন করা)+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পু।

পিতামহ—ব্রহ্মা; পিতার পিতা, ঠাকুরদাদা। পিতৃ শব্দ+ডামহ। বি; পু।

পিতামহী—পিতামহ-পত্নী, পিতার মাতা, ঠাকুরমা। পিতামহ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পিতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠা। প্রা কপ্র। বি।

পিতুঃষসা (-ষসৃ), **পিতুঃস্বসা** (-স্বসৃ)—পিতার ভগিনী, পিসী। অলুক্ ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পিতৃ-ঋণ—পিতার ঋণ, পুত্রের প্রতি কৃত পিতার উপকার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পিতৃক—পিতৃসম্বন্ধীয়; পৈতৃক; পিতা হইতে আগত। পিতৃ (পিতা)+কণ্। বিণ।

পিতৃকল্প—১। পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধাদি কর্ম। মধ্যপ। বি; পু। ২। পিতার তুল্য। পিতৃ+কল্প ঈষদূনার্থে। বিণ।

পিতৃকানন—শবদাহস্থান, শ্মশান। পিতৃগণের কানন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

পিতৃকার্য, পিতৃকৃত্য, পিতৃক্রিয়া—শ্রাদ্ধতর্পণাদি। ৬তৎ। বি; প্রথম দুইটি ক্লী ও তৃতীয়টি স্ত্রী।

পিতৃকুল—পিতৃগোত্র, বাপের বংশ; বাপের পরিবার বা বাড়ি। পিতার কুল, ৬তৎ। বি; ক্লী।

পিতৃগণ—অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্ত পিতা [পিতা দ্রঃ]; পূর্বপুরুষগণ। ৬তৎ। বি; পু।

পিতৃগৃহ—পিত্রালয়, বাপের বাড়ি; শ্মশান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পিতৃঘাতক—পিতৃঘাতী, পিতৃহন্তা। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**পিতৃঘাতিকা**।

পিতৃঘাতী (-ঘাতিন্)—পিতৃহত্যাকারী। পিতৃ—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

পিতৃঘ্ন—পিতৃহন্তা, পিতৃঘাতী। পিতৃ—হন্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পিতৃঘ্নী**।

পিতৃতর্পণ—পিতৃতীর্থ; পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে জলদানক্রিয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পিতৃতিথি—পিতৃলোকের শ্রাদ্ধযোগ্য তিথি; অমাবস্যা। বি; স্ত্রী।

পিতৃতীর্থ—হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর মধ্যস্থান; এই তীর্থ পিতৃকার্যে প্রশস্ত; গয়াধাম। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পিতৃত্ব—পিতার ভাব বা কার্য, জনকত্ব,

paternity. পিতৃ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী। [বি ; স্ত্রী।

পিতৃদান—নিবাপ, শ্রাদ্ধতর্পণাদি। ৪তৎ।

পিতৃদায়—পিতার মরণজনিত সংকট, মৃতপিতার শ্রাদ্ধাদি নির্বাহ রূপ কঠিন কার্য। মধ্যপ। বি ; পু।

পিতৃদিন—অমাবস্যা। বি ; ক্লী।

পিতৃদেব—দেবতাস্বরূপ পিতা। পিতাই দেব, কর্মধা। বি ; পু।

পিতৃদেবগণ—পিতামহাদি পূর্বপুরুষগণ ; অগ্নিষ্বাত্তাদি। ৬তৎ। বি ; পু।

পিতৃদৈবত ১। যম। পিতৃগণই দৈবত যাহার, বহু। বি ; পু। ২। মঘানক্ষত্র। বি ; ক্লী।

পিতৃধার—পিতৃঋণ, পিতার নিকট প্রাপ্ত উপকাররূপ ধার। ৬তৎ। বি ; পু।

পিতৃপক্ষ—১। প্রেতপক্ষ, গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ। পিতৃপ্রিয় পক্ষ, মধ্যপ। বি ; পু। ২। পিতৃকুলজাত। ৬তৎ। বিণ।

পিতৃপতি—শমন, যম। ৬তৎ। বি ; পু।

পিতৃপুরুষ—পিতা পিতামহাদি ঊর্ধ্বতন পুরুষ। কর্মধা। বি ; পু।

পিতৃপ্রসূ—পিতামহী ; সন্ধ্যা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃবন্ধু—পিতার পিতার ভগিনীর পুত্রগণ, পিতার মাতার ভগিনীর পুত্রগণ, পিতার মাতুলপুত্রগণ, এই সকল পিতৃবন্ধু। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; স্ত্রী।

পিতৃবসতি—শবশয়নস্থান, শ্মশান। ৬তৎ।

পিতৃবান্ধব—পিতার মাতা পিতা ভ্রাতা, পিতার ভ্রাতার ও ভগিনীর পুত্র, পিতার সহোদর, এই সকল পিতৃবান্ধব। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; পু।

পিতৃবিয়োগ—পিতার মৃত্যু। ৬তৎ।

পিতৃব্য—পিতার ভ্রাতা, খুড়া, জেঠা। পিতার ভ্রাতা এই অর্থে পিতৃ+ব্য। বি ; পু। [৬তৎ। বিণ।

পিতৃভক্ত—পিতার প্রতি ভক্তিমান্।

পিতৃভক্তি—পিতার প্রতি ভক্তি, পিতার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত অনুরাগ। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ ; শ্রাদ্ধ। ৪তৎ। বি ; পু।

পিতৃযান—পিতৃগণের চন্দ্রলোকে গমন-পথ। ৬তৎ। বি ; পু।

পিতৃরিষ্টি—নবজাতক শিশুর পিতার মৃত্যু-সূচক গ্রহাদির অবস্থান ও দশা [জাত বালকের জন্মলগ্নের দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে, এবং রবি শুভগ্রহযুক্ত বা শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হইলে, অপিচ তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে পিতৃরিষ্টি হয়। পিতৃরিষ্টি হইলে, জাত বালকের পিতার মৃত্যু হয়]। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃলোক—চন্দ্রলোকস্থ স্থান বিঃ [অথর্ববেদ ও ভাস্করাচার্যের মতে চন্দ্র-লোকের ঊর্ধ্বদেশে পিতৃলোক (পিতৃ-দেবগণ) অবস্থিত] ; অগ্নিষ্বাত্তাদি সপ্ত ['পিতা' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; পু।

পিতৃস্বসা, -স্বসা (-সৃ)—পিতার ভগিনী, পিসী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃস্থানীয়—পিতার ন্যায় পূজার্হ, পিতৃ-কল্প ; পিতার স্থলাভিষিক্ত। পিতৃ (পিতা) + স্থানীয় তুল্যার্থে। বিণ।

পিতৃষ্ব(স্ব)সেয়, পিতৃষ্ব(স্ব)স্রেয়—পিতার ভগিনীর পুত্র, পিসতুত ভাই। পিতৃষ্ব(স্ব)সৃ শব্দ (পিসী) + ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**পিতৃষ্ব(স্ব)-সেয়ী, পিতৃষ্ব(স্ব)স্রেয়ী**।

পিতৃষ্ব(স্ব)স্রীয়—পিতার ভগিনীর পুত্র, পিসতুত ভাই। পিতৃষ্ব(স্ব)সৃ (পিসী) + ঈয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

পিতৃহত্যা—পিতৃবধ, পিতাকে মারিয়া ফেলা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পিতৃহন্তা (-হন্তৃ)—পিতৃঘাতক, পিতার প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

পিতৃহা (-হন্)—পিতৃঘাতী, পিতৃহন্তা, পিতার প্রাণনাশক। পিতৃ—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

পিতৃহীন—যাহার পিতা মারা গিয়াছে এরূপ, মৃতপিতৃক। ৩তৎ। বিণ।

পিতে—পান করিতে। কপ্র। ক্রি।

পিত্ত—দেহস্থ ধাতু বিঃ ; শরীরে অগ্নি বা তাপজনক ধাতু ; যকৃৎ হইতে নিঃসৃত তিক্তরস বিঃ, 'পিত্তি', gall. ['ত্রিদোষ' দ্রঃ।] অপি—দো (পালন করা) + ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী। **পিত্ত পড়া**—ক্ষুধাকালে খাদ্যাভাবে পিত্তের বৃথা স্রাব হওয়া।

পিত্তকোষ, পিত্তাশয়—পিত্তাধার, bile-bladder. ৬তৎ। বি ; পু।

পিত্তঘ্ন—পিত্তনাশক ; পিত্তের প্রকোপ বা দোষ নাশকারী। পিত্ত—হন্ (বধ করা) + টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পিত্তঘ্নী**।

পিত্তজ্বর—পৈত্তিক জ্বর। পিত্তসম্ভূত জ্বর, মধ্যপ। বি ; পু।

পিত্তনাশক—যাহাতে পিত্তদোষ নষ্ট হয়, পিত্তের প্রকোপনাশক। ৬তৎ। বিণ।

পিত্তরক্ষা, পিত্তিরক্ষা—ক্ষুধাকালে যৎকিঞ্চিৎ আহার ; (ব্যঙ্গার্থে) নামে মাত্র আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তি (যথা বার্ধক্য-বিবাহে)। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পিত্তল—তাম্র ও দস্তামিশ্রিত ধাতু বিঃ, তৈজস, পিতল। [ইহা যে যে ধাতুর সংযোগে উৎপন্ন হয়, সেই সেই ধাতুর গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা তিক্তরসযুক্ত, শোধনকারক, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক, এবং অন্নলেখন গুণবিশিষ্ট।] পিত্ত—লা (গ্রহণ করা) + ড কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পিত্তস্থলী—উদরমধ্যে যে থলিতে পিত্ত থাকে তাহা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পিত্তাশয়—'পিত্তকোষ' দ্রঃ।

পিত্তি—পিত্ত ; ঘৃণা ; অরুচি ; বিরাগ। <পিত্ত। বি।

পিত্তিরক্ষা—পিত্তরক্ষা। বাংপ্র। বি।

পিত্রালয়—পিতৃগৃহ, বাপের বাড়ি। পিতার আলয় (পিতৃ+আলয়), ৬তৎ। বি ; পু।

পিত্র্য—১। পিতৃসম্বন্ধীয় ; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ (পিতা) + ষ্য ইদমর্থে। বিণ। ২। পিতৃতীর্থ। বি ; ক্লী। [<প্রদীপ। বি।

পিদিম, পিদ্দিম, পিদ্দিপ—দীপ।

পিধান—১। আচ্ছাদন, আবরণ ; খড়্গ-কোষ, খাপ ; পরিধান, পরা। অপি—ধা (ধারণ করা) + অনট্ ভাব। ২। ঢাকনি। …+ অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

পিন—আলপিন ; সেফটিপিন ; ছোট পেরেক ; ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র কাঁটা। <ইং 'pin'. বি।

পিনদ্ধ—পরিহিত ; বদ্ধ ; আবৃত। অপি—নহ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পিনাক—শিবের ধনুঃ ; ত্রিশূল ; ধূলিবৃষ্টি। পা (রক্ষা করা) + আক কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

পিনাকপাণি—শিব। পিনাক পাণিতে যাঁহার, বহু। বি ; পু।

পিনাকিনী—সপ্তস্বরবাদ্যযন্ত্র বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

পিনাকী (-কিন্)—মহাদেব। পিনাক + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

পিনাফোর—শিশুর বহির্বাস ; শিশুর গলা হইতে বুক ও পিঠের উপর বস্ত্রাবরণ বিঃ। <ইং 'pinafore'. বি।

পিনালকোড—দণ্ডবিধি। <ইং 'Penal Code'. বি।

পিনাস, পিনেস—১। নাসারোগ বিঃ, নাসিকাব্রণ। বাংপ্র। ২। পিনাক। প্রা কপ্র। বি।

পিনেস—বড় পানসি নৌকা, ভাউলিয়া। <ইং 'pinnace'. বি।

পিন্ধন—পরিধান, পরিধেয়। বাংপ্র। বি।

পিপা, পিপে—তেল রং প্রভৃতি রাখিবার কাঠের ঢাক ; নল। <ইং 'pipe'. বি।

পিপাসা—জলপানেচ্ছা, তৃষ্ণা। সনন্ত পা (=পিপাস) + অ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

পিপাসাতুর—তৃষ্ণার্ত, পিপাসাকুল,

অতিশয় পিপাসিত। পিপাসা দ্বারা আতুর, ৩তৎ। বিণ।
পিপাসার্ত—তৃষ্ণার্ত, তৃষিত, পিপাসিত, তৃষ্ণায় পীড়িত। পিপাসা দ্বারা ঋত বা আর্ত, ৩তৎ। বিণ।
পিপাসিত—পিপাসাযুক্ত, তৃষিত। পিপাসা + ইত যুক্তার্থে। বিণ।
পিপাসী (-সিন্)—পিপাসাযুক্ত, তৃষিত। পিপাসা + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পিপাসিনী**।
পিপাসু—তৃষিত, পানেচ্ছু। সনন্ত পা (=পিপাস) + উ কর্তৃ। বিণ।
পিপীতকী—বৈশাখ শুক্লাদ্বাদশীতে কর্তব্য ব্রত বিঃ। বি; স্ত্রী।
পিপীল, পিপীলক-ডেয়ো পিপীড়া; পিঁপড়ে। যঙ্লুগন্ত পীল (পুনঃ পুনঃ রোধ করা) + অন্,ণক কর্তৃ। বি; পু।
পিপীলিকা—হীনাঙ্গী, ক্ষুদ্র পিপীড়া, পিঁপড়ে। পিপীলক + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।
পিপুল, পিঁপুল—পিপ্পলী। বাংপ্র। বি।
পিপ্পলি, পিপ্পলী-পিপুল। পা (রক্ষা করা) + অলি কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি।
পিয়—প্রিয়, প্রিয়তম, প্রণয়ী, পতি। কপ্র।
পিয়ন—আফিসের পাইক, পেয়াদা। <ইং 'peon'. বি।
পিয়া—১। পান করা, চুমকিয়া খাওয়া। বাংপ্র। ২। পান করিয়া, চুমকিয়া। কপ্র। ক্রি। ৩। প্রিয়, আদরণীয়। <প্রিয়। বিণ। [বি।
পিয়াক—প্রিয়ের, প্রিয়তমের। প্রা কপ্র।
পিয়াজ, পেঁয়াজ—পলাণ্ডু, পত্রাবৃত তীব্রগন্ধ প্রসিদ্ধ কন্দ বিঃ। বাংপ্র। বি।
পিয়াজী, পেঁয়াজী—ফিকে বেগুনী, পিয়াজ রঙের। বাংপ্র। বিণ।
পিয়াদা, পেয়াদা—পদাতি। ফা। বি।
পিয়ানো - পান করানো। বাংপ্র। ক্রি।
পিয়ানো—অর্গ্যান, বৃহৎ বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <ইতালীয় 'piano'. বি।
পিয়ার, পেয়ার—১। প্রিয়, আদরণীয়, প্রণয়ী। বিণ। ২। প্রণয়, প্রেম, আদর। বাংপ্র। বি।
পিয়ারা, পেয়ারা—১। স্বনামখ্যাত ফল, আমরুত, guava. বাংপ্র। বি। ২। প্রিয়, আদরণীয়। হি। বিণ।
পিয়ারী, রবার্ট এডুইন (Peary, Robert Edwin)—(১৮৫৬—১৯২০ খ্রীঃ)। আমেরিকান আবিষ্কারক। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ইনি উত্তরমেরুবিন্দুতে পৌছান।
পিয়ারী, পেয়ারী -প্রিয়া, প্রিয়তমা, প্রেমিকা, আদরিণী, সোহাগিনী। বাংপ্র। বিণ।
পিয়াল—রাজাদন বৃক্ষ, আম্রাতক বৃক্ষ। পীয় (প্রীত করা) + কালন্ কর্তৃ। বি; পু।
পিয়ালা, পেয়ালা - পানপাত্র, বাটি, কাপ, cup. ফা। বি।
পিয়াস—পিপাসা; প্রয়াস, প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা। কপ্র। বি।
পিয়াসা—১। পিপাসা। বাংপ্র। বি। ২। ইচ্ছাযুক্তা, প্রয়াসযুক্তা। কপ্র। বিণ।
পিয়াসী, পিয়াসু—পিপাসী, পিপাসু; প্রয়াসী, প্রত্যাশী, আকাঙ্ক্ষী। বাংপ্র। বিণ।
পিয়িল—পান করিল। কপ্র। ক্রি।
পিয়ে—পান করে বা করিয়া। কপ্র। ক্রি।
পিরান—একপ্রকার জামা, কামিজ। <ফা 'পৈরাহন'। বি।
পিরালি, পিরিলী পীর আলি নামক মুসলমান ভৃত্যের খাদ্যের আঘ্রাণজনিত-দোষস্পৃষ্ট ব্রাহ্মণবংশ। ফা-মূ। বি।
পিরিচ—রেকাবি, saucer. <পো 'pires'. বি।
পিরীত, পিরীতি, পীরিতি, পিরিতি- প্রেম, প্রণয়; ভালবাসা। <প্রীতি। বি।
পিল—১। হস্তী, গজ। ফা। বি। ২। ঔষধের বড়ি। <ইং 'pill'. বি।
পিলখানা—হস্তিশালা। ফা। বি।
পিলপা, পিলপে—জমির সীমানাজ্ঞাপক স্তম্ভ, থাম। অসং। বি।
পিলপিল—পিপীলিকা প্রভৃতির ন্যায় বহুর একত্র সমাবেশ; গর্ত হইতে বহির্নিঃসরণ। বাংপ্র। অ। [বি।
পিলসুজ—পিতলের দীপগাছা। আ-ফা-মূ।
পিলু—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।
পিলে, পিলা—প্লীহা। বাংপ্র। বি।
পিশাচ—দেবযোনি বিঃ, ভূতপ্রেত, পিচাস; অতি নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠ; কৃপণ; নীচাশয়। পিশিত (মাংস)—অশ্ (ভোজন করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু।
পিশাচমোচন—কাশীস্থ গঙ্গার ঘাট বিঃ। ইহা কাশীর পশ্চিমদিকে নগরীর সীমার বাহিরে অবস্থিত। কথিত আছে যে, কোন পিশাচ বলপূর্বক কাশীবাস করায় কালভৈরব তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া এই স্থানে ফেলিয়া দেন। এই জন্য ইহা পিশাচমোচন নামে আখ্যাত। মস্তকহীন পিশাচের প্রার্থনায় বিশ্বেশ্বর এই স্থানকে পবিত্র ও গয়াযাত্রীর প্রথম দ্রষ্টব্য বলিয়া নির্দেশ করিয়া দেন। মিরাবাই ও গোপাল দাস সাধু ইহার ঘাট বাঁধাইয়া দিয়াছেন। এই স্থানে প্রতিবর্ষে লোটা-ভণ্টা নামক বিখ্যাত মেলা হয়। পিশাচের মোচন (মুক্তি) হয় যেখানে, বহু। বি; স্ত্রী।
পিশাচী—পিশাচিকা, প্রেতিনী; স্ত্রীপিশাচ, স্ত্রীপ্রেত। পিশাচ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।
পিশিত—মাংস, ক্রব্য। পিশ্ (খণ্ড করা) + ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।
পিশিতাশন—মাংসাশী (রাক্ষসাদি)। পিশিত (মাংস) অশন (ভোজন) যাহার, বহু। পিশিত—অশ্ (ভোজন করা) + অন কর্তৃ। বিণ।
পিশিতাশী (-শিন্) - মাংসাশী (রাক্ষসাদি)। উপতৎ; পিশিত (মাংস)—অশ্ (ভোজন করা) + শিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শিনী**।
পিশুন -১। খল, ক্রূর; কুটিল; পরস্পর ভেদশীল; হিংস্র; সূচক (চর বিঃ)। পিশ্ (খণ্ড করা) + উনন্ কর্তৃ। বিণ। ২। কুঙ্কুম। বি; ক্লী। ৩। কাক; নারদ। বি; পু। ৪। দুর্জন। প্রা কপ্র। বিণ।
পিষা—পেষণ করা, মর্দন করা, ঘর্ষণ করা, দলন করা, বাটা। বাংপ্র। ক্রি।
পিষানো—পেষণ করানো। বাংপ্র। ক্রি।
পিষ্ট—১। চূর্ণিত, মর্দিত। পিষ্ (চূর্ণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পুপ, পিঠা; সীসক। বি; ক্লী।
পিষ্টক—অপূপ, পিঠা, রুটি প্রভৃতি; তিলচূর্ণ। পিষ্ট + কণ্ স্বার্থে। বি; পু বা ক্লী।
পিষ্টোদক—তণ্ডুলচূর্ণ মিশ্রিত জল, পিটালি গোলা জল। পিষ্ট (তণ্ডুলচূর্ণ) মিশ্রিত যে উদক, মধ্যপ। বি; ক্লী।
পিসতুত, -তো—পিসীর সন্তান এই সম্পর্কে সম্পর্কিত। বাংপ্র। বিণ।
পিসশ্বশুর—স্বামীর বা স্ত্রীর পিসা। বি; পু। স্ত্রী—**পিসশাশুড়ী**।
পিসা, পিসে—পিতৃস্বসৃপতি, পিতার ভগিনীপতি, ফুপা। বাংপ্র। বি; পু।
পিসী, -সি, পিসীমা—পিতৃস্বসা, পিতার ভগিনী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
পিস্তল—ছোট বন্দুক বিঃ। <ইং 'pistol'. বি।
পিহিত—আচ্ছাদিত; রুদ্ধ; তিরোহিত; পিধানে বা খাপে রক্ষিত। অপি—ধা (ধারণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।
পীউষ—পীযূষ। প্রা কপ্র। বি।
পীঁড়া, পিঁড়া—ঘরের দাওয়া, বারান্দা; পট্টাকার কাষ্ঠাসন, পীঠ। বাংপ্র। বি।
পীঁড়ী, পিঁড়ী - ছোট পীঁড়া। বাংপ্র। বি।
পীচ—১। পিক, ছেপ। বাংপ্র। বি। ২। স্বনামখ্যাত ফল বিঃ, peach; আলকাতরা জাত পদার্থ বিঃ, pitch. বি।

পীটার দি গ্রেট্ (Peter the Great)—রুশিয়ার খ্যাতনামা সম্রাট্। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। নানা বিঘ্ন অতিক্রমপূর্বক সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ইনি দেশের প্রকৃত হিতসাধনে মনোনিবেশ করেন। দেশে জাহাজ না থাকায় বহি-র্বাণিজ্যের সুবিধা হইতেছে না বুঝিয়া অথচ দেশের লোককে জাহাজ-নির্মাণ-বিভায় অজ্ঞ দেখিয়া ইনি স্বয়ং দেন্মার্কে গমনপূর্বক ছদ্মবেশে জাহাজ-মিস্ত্রীদিগের সহিত কার্য করিয়া উক্ত বিত্তা শিক্ষা করেন। অতঃপর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেক লোককে ঐ বিত্তা শিক্ষা দিয়া জাহাজ নির্মাণে নিযুক্ত করেন। দেশে বিত্তাচর্চার নিমিত্ত ইনি নানাপ্রকার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। রুশিয়ার সেণ্টপিটার্সবার্গ নগর ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত এবং ইঁহারই নামানুসারে অভিহিত। এইরূপে জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সাধ্যানুসারে যত্ন করিয়া এই মহাত্মা ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। এই সকল মহানুভবতার জন্যই ইনি "পীটার দি গ্রেট্" অর্থাৎ মহান্ পীটার নাম প্রাপ্ত হন।

পীঠ—উপবেশনাধার; বসিবার চৌকি, টুল, পিঁড়ি; প্রতিষ্ঠান ('বিত্তা —'); তীর্থ-স্থান; প্রাচীন দেবমন্দির; দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যে যে স্থানে তাঁহার শরীরাবয়ব পতিত হইয়াছিল, তাহাকে এক এক পীঠ বলে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত— মুখ্যপীঠ একান্নটি, উপপীঠ বহু; কালীঘাট, জ্বালামুখী প্রভৃতি সিদ্ধপীঠও অনেক। পিঠ+ক অধি। বি; পু বা ক্লী।

পীঠন্যাস—প্রকৃত্যাদি পীঠদেবতাসম্বন্ধীয় তন্ত্রোক্ত ন্যাস বিঃ। মধ্যপ। বি; পু।

পীঠস্থান—দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে যে যে স্থানে তাঁহার অঙ্গ পড়িয়াছিল; প্রাচীন তীর্থ ও দেবালয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পীড়ক—পীড়নকারী, পীড়াদায়ক। পীড়্+ণক কর্তৃ। বিণ।

পীড়ন—ক্লেশপ্রদান; নিপীড়ন; মর্দন; সাগ্রহ বা সাদর গ্রহণ ('পাণি—')। পীড়্ (পীড়ন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পীড়া—১। ব্যথা, ক্লেশ, দুঃখ, রোগ; শিরোমালা। পীড়্ (পীড়নকরা)+ও ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পীড়া দেওয়া, পীড়ন করা। কপ্র। ক্রি।

পীড়াদায়ক—ক্লেশজনক, দুঃখকর; রোগ-জনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -দায়িকা।

পেড়াপীড়ি—উৎপীড়ন, অত্যন্ত পীড়ন করা; চাপাচাপি, খুব ধরাধরি করিয়া অনুরোধ, জেদ। বাংপ্র। বি।

পীড়িত—ব্যথিত, ক্লেশিত, দুঃখিত; রুগ্ণ; উচ্ছিন্ন; মর্দিত। পীড়্ (পীড়ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পীড্যমান—যাহাকে পীড়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, ব্যথ্যমান, ক্লিশ্যমান; যে পীড়িত হইতেছে। পীড়্ (পীড়া দেওয়া)+শানচ কর্ম। বিণ।

পীত—১। হরিদ্রাবর্ণ। পা (পান করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম। বি; পু। ২। হরিদ্রাবর্ণযুক্ত; যাহা পান করা হইয়াছে এরূপ। ৩। যে পান করিয়াছে এরূপ। পা+ক্ত কর্তৃ। ৪। পানযুক্ত। বিণ। ৫। পান। পা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

পীতবাস- পীতাম্বর (সকল অর্থে)।

পীতবাসঃ (-বাসস্)—পীতবর্ণ বস্ত্র, হলদে রঙের কাপড়। কর্মধা। বি; ক্লী।

পীতবাসাঃ (-বাসস্)—শ্রীকৃষ্ণ। পীত বাসঃ (বস্ত্র) যাঁহার, বহু। বি; পু।

পীতসার—১। পীতবর্ণ চন্দনকাষ্ঠ; চন্দন-বৃক্ষ। পীত হইয়াছে সার যাহার, বহু। বি; পু। ২। চন্দন; হরিচন্দন। বি; ক্লী।

পীতাম্বর—১। পীতবসনধারী, হলদে কাপড়-পরা। পীত হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু। বি; পু। ৩। হলদে কাপড়। কর্মধা। বি; ক্লী।

পীতাম্বরী—লাল টানা হলদে পড়নের শাড়ি বিঃ, চেলি। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পীথাগোরাস (Pythagoras)—(? খ্রীঃ পূর্ব ৫৮২-৫০০)। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ। ইনি বলেন, আত্মা একদেহ হইতে অন্যদেহে গমন করে। ইঁহার জ্যোতিষের মতবাদ কোপার্নিকাসের মতবাদের অনুরূপ।

পীন—স্থূল ('— পয়োধর'); বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, প্রবৃদ্ধ; সম্পন্ন। প্যায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পীনস—নাসিকারোগ বিঃ, পীনাস। পীন (স্থূল)- সো+ড কর্তৃ। বি; পু।

পীনোন্নত—স্থূল ও উচ্চ, মোটা এবং উঁচু। পীন অথচ উন্নত, কর্মধা। বিণ।

পীনোন্নত-পয়োধরা—স্থূল উচ্চ স্তন-বিশিষ্টা (নারী)। পীনোন্নত পয়োধর যে স্ত্রীর, বহু। বিণ।

পীবর—উপচিতাবয়ব, স্থূল; প্রবৃদ্ধ; বলিষ্ঠ। প্যৈ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ষরচ্ কর্তৃ। বিণ।

পীবরাংশ—১। স্থূলাংশ, স্থূল ভাগ। কর্মধা। বি; পু। ২। স্থূল স্কন্ধবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

পীবরোন্নত—স্থূল অথচ উচ্চ। পীবর অথচ [উন্নত, কর্মধা। বিণ।

পীয়ল—১। পান করিল। ক্রি। ২। পিঙ্গলবর্ণ; পীত। প্রা কপ্র। বিণ।

পীয়া—পান করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পীযূষ—১। অমৃত, সুধা। পীয়্ (প্রীত করা)+উষন্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। গোদুগ্ধ। বি; পু বা ক্লী।

পীর—মুসলমান সাধু মহাত্মা। ফা। বি।

পীরিতি—'পিরীত' দ্রঃ।

পীরোত্তর—পীরের উদ্দেশ্যে দত্ত নিষ্কর ভূমি। <পীরত্র। বি।

পীল—হস্তী, গজ; দাবাখেলার বল বিঃ, bishop. ফা। বি। [বি।

পীলসুজ—ধাতুময় দীপাধার। আ-ফা-মু।

পীল, স্যার লরেন্স (Sir Lawrence Peel Kt.)—কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের একজন ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি। জন্ম ১৭৯৯ খ্রীঃ ১০ই অগস্ট। কেম্বিজের সেণ্ট জন্ কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি ১৮২৪ খ্রীঃ ব্যারিস্টার হন। স্বদেশে বিভিন্ন পদে কর্ম করিবার পর ১৮৪০ খ্রীঃ কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমন করেন, এবং ১৮৪২ খ্রীঃ উক্ত আদালতের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৪-৫৫ অব্দে ইনি বড়লাটের ব্যব-স্থাপক সভার ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করিয়া ইনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন এবং তথায় প্রিভি কাউন্সিলের জুডিস্যাল কমিটির অন্যতম সদস্য হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ ২০শে জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার বার্ষিক বেতন ৮০,০০০৲ টাকা প্রায় সমস্তই দানে ব্যয়িত হইত। ইঁহার এক-খানি তৈলচিত্র কলিকাতা হাইকোর্টে রক্ষিত আছে।

পীলু—পুষ্প; পরমাণু; বাণ; হস্তী; অস্থি-খণ্ড। পীল্ (রোধ করা, স্তম্ভিত করা)+উ কর্তৃ। বি; পু।

পুং—১। পুরুষ; পুরুষজাতীয়। <পুমস্। ২। পুনশ্চ। বাংপ্র। অ।

পুংকেশর—পুষ্পের মধ্যবর্তী সূত্র ও পরাগ-যুক্ত কেশর, stamen. পুং-চিহ্নিত কেশর, মধ্যপ। বি; পু।

পুংরাশি- মেষ মিথুন সিংহাদি বিষম রাশি। পুমান্ রাশি, কর্মধা। বি; পু।

পুংলিঙ্গ—১। পুরুষবাচক শব্দ। বহু। বি; পু। ২। পুংচিহ্ন, শিশ্ন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পুংশ্চলী—অসতী, কুলটা, ভ্রষ্টা স্ত্রী, ব্যভি-চারিণী কামিনী; ধৃষ্টা, দুষ্টা। পুমস্ (পুরুষ)—চল্ (চলা)+ট কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুংস্চিহ্ন—পুরুষের জননেন্দ্রিয়, শিশ্ন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পুংসবন—গর্ভিণীর দ্বিতীয় বা তৃতীয় মাসে কর্তব্য সংস্কার বিঃ। [গর্ভের তৃতীয় মাসে রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে, নন্দা ও ভদ্রা তিথিতে, পূর্বভাদ্রপদ উত্তরভাদ্রপদ পূর্বাষাঢ়া উত্তরাষাঢ়া হস্তা মূলা শ্রবণা পুনর্বসু মৃগশিরা পুষ্যা ও আর্দ্রা নক্ষত্রে, পূর্ণচন্দ্র থাকিলে এবং মৃতযামিত্রবেধ ও দশযোগভঙ্গ না হইলে, লগ্নের নবমে ও পঞ্চমে, এবং লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশমে শুভগ্রহ ও তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম, একাদশে পাপগ্রহ অবস্থিতি করিলে গর্ভিণীর চন্দ্র ও তারাশুদ্ধি হইলে, কুম্ভ, মিথুন, সিংহ, ধনুঃ ও মীনলগ্নে পুংসবন কর্তব্য]। পুমস্ (পুরুষ)—সূ (প্রসব করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

পুংস্কোকিল—পুরুষ পিকপক্ষী। পুমান্ (পুরুষ) যে কোকিল, কর্মধা। বি ; পু।

পুংস্ত্ব—পুরুষত্ব ; পৌরুষ ; মনুষ্যত্ব ; শুক্র ; পুংলিঙ্গত্ব। পুমস্ (পুরুষ) + ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী। [বি।

পুঁই—স্বনামখ্যাত শাক লতা। <পূতিকা।

পুঁইয়া, পুঁয়ে—১। পুঁই গাছের মত লতানিয়া। বিণ। ২। কেঁচোর মত সাপ বিঃ, amphisbaena. বাংপ্র। বি। **পুঁয়ে-পাওয়া**—শিশুর শীর্ণতা-রোগাক্রান্ত হওয়া, to grow rickety.

পুঁছা—মুছা, মার্জনাপূর্বক পরিষ্কার করা ; লোপ করা। বাংপ্র। ক্রি।

পুঁজ—দুষ্ট রক্ত, পুয। বাংপ্র। বি।

পুঁজি—মূলধন, আসল ; জমা টাকা, মোট সম্পত্তি। <পুঞ্জ। বি। [বি।

পুঁজিপাটা—ধনসম্পত্তি, সম্বল। বাংপ্র।

পুঁটলি, পুঁটুলি—ছোট পোঁটলা, কাপড়ে বাঁধা দ্রব্যসমষ্টি, বুঁচকি, গাঁঠরি ; ক্ষুদ্র মণ্ডল বা মণ্ডল-চিহ্ন। বাংপ্র। বি।

পুঁটি—১। ক্ষুদ্র মৎস্য বিঃ, শফরী। <প্রোষ্ঠী। ২। ছোট বালিকা। বাংপ্র। বি। **পুঁটি মাছের প্রাণ**—ক্ষুদ্রপ্রাণ ব্যক্তির সামান্য শক্তি।

পুঁটে—মাল্যাদির সংযোগস্থলের থোপনা ; বলয়াদি গহনার মুখ ; ঘুণ্টি ; অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক। বাংপ্র। বি।

পুঁড়া—ধান্যাদি রাখিবার খড়নির্মিত বৃহৎ আধার বিঃ। বাংপ্র। বি।

পুঁতি—১। অতি ক্ষুদ্র নানাবর্ণ কাচময় মালাগুটিকা ; পুঁথি। বাংপ্র। বি।

পুঁথি—পুস্তক, বই, অমুদ্রিত পুস্তক। <পুস্তিকা। বি। **পুঁথি বাড়ানো**—লিখিত বিষয় ফেনাইয়া তোলা বা বড় করা।

পুঁথিগত—পুস্তকস্থ, গ্রন্থমধ্যে নিবিষ্ট, যাহা পুস্তকমধ্যস্থ হইয়া আছে কিন্তু মনে নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

পুকুর—পুষ্করিণী, জলাশয়, পল্বল। বাংপ্র। বি। **পুকুর ঝালানো**—পুকুরের পাঁক তুলিয়া ফেলা।

[illegible]রি—অবাধে যাবতীয় বস্তু চুরি ; বড় রকমের চুরি। বাংপ্র বি।

পুঙ্খ—কাণ্ডমূল ; মূল ; বাণমূল, শরের পক্ষ-স্থান। পুমস্ শব্দ—খন্ (বিদারণ করা) + ড কর্তৃ। বি ; পু।

পুঙ্খানুপুঙ্খ—মূল হইতে মূলদেশ পর্যন্ত, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম, সবিশেষ প্রণিধান, তন্নতন্ন। পুঙ্খ ও অনুপুঙ্খ, দ্বন্দ্ব। বিণ বা ক্রি-বিণ।

পুঙ্গব, পুংগব—১। বৃষ, ষাঁড়। পুমান্ (পুরুষ) যে গো (গরু), কর্মধা। বি ; পু। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ। বিণ। [বিণ।

পুচকে—ছোট্ট ('— ছেলে')। বাংপ্র।

পুচ্ছ—লাঙ্গুল, লেজ ; পশ্চাদ্ভাগ। পুচ্ছ + ক কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

পুচ্ছী (পুচ্ছিন্)—পুচ্ছযুক্ত, লাঙ্গুলবিশিষ্ট, লেজাল। পুচ্ছ + ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পুচ্ছিনী**।

পুছা—প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা। <পৃচ্ছ্। কপ্র। ক্রি।

পুছারি—প্রশ্ন। প্রা কপ্র। বি।

পুছারে—উপেক্ষা। প্রা কপ্র। বি।

পুঞ্জ—রাশি, স্তূপ, সঙ্ঘ, সমূহ। পুমস্ শব্দ (পুরুষ)—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বি ; পু।

পুঞ্জিত—রাশীকৃত ; রাশীভূত। পুঞ্জ (রাশি) + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

পুঞ্জীকৃত—রাশীকৃত, যাহা জমানো হইয়াছে। পুঞ্জ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= পুঞ্জী)—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

পুঞ্জীভূত—রাশীভূত ; সমূহ ; রাশীকৃত। পুঞ্জ + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= পুঞ্জী)—ভূ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পুট—১। পত্রাদিরচিত পাত্র, ঠোঙ্গা ; আবরণ ; খাপ ; অঞ্জলি ; কৌটা ; মুচি, crucible ; যুগ্ম ; অশ্বখুর। পুট্ (সংশ্লিষ্ট করা) + ক কর্ম। বি ; পু বা ক্লী। ২। শিরদাঁড়া হইতে বাহুসন্ধি পর্যন্ত অংশ। < ইং 'pit'. বি।

পুটক—পত্রাদিরচিত পাত্র ; পদ্ম। পুট + কণ্। বি ; ক্লী।

পুটপাক—গোময়াদিরচিত ঠুসিতে ঔষধাদি পাক। ৭তৎ। বি ; পু।

পুটহাতা—শিরদাঁড়া হইতে করতল পর্যন্ত অংশ। বাংপ্র। বি।

পুটিং—কাঠে পরকলা আঁটিবার মসিনা তেল ও খড়ি-গুঁড়ার মিশ্রণ ; ধুনা তেল ইটগুঁড়া প্রভৃতির মিশ্রণ। < ইং 'putty'. বি। [স্ত্রী।

পুটিকা—কৌটা। পুটক + আপ্। বি ;

পুটিত—১। গ্রথিত ; আবৃত ; পাটিত। পুট্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। অঞ্জলি, যুক্ত করদ্বয়, হস্তপুট। বি ; ক্লী। **পুটিত চণ্ডীপাঠ**—চণ্ডীগ্রন্থের প্রত্যেক শ্লোক বা পদের প্রথমে ও শেষে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র যোগ করিয়া পাঠ।

পুটী—পুট, ঠোঙ্গা, দোনা ; আচ্ছাদন, আবরণ ; কৌপীন। পুট + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পুড়া—১। দগ্ধ হওয়া, জ্বলা, জ্বালা করা। বাংপ্র। ক্রি। ২। তাড়া, গুচ্ছ, আঁটি, হালা। প্রা কপ্র। বি। [ক্রি।

পুড়ানো—দগ্ধ করা, জ্বালানো। বাংপ্র।

পুডিং—মিষ্টান্ন বা পিষ্টক বিঃ। <ইং 'pudding'. বি।

পুণ—পুণ্য, সুকৃতি। প্রা কপ্র। বি।

পুণা—মহারাষ্ট্রের একটি জেলা ও শহর। খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহারাষ্ট্র দেশ শালিবাহন রাজার অধীন ছিল। গোদাবরীতীরে পৈঠান নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তৎপরে চালুক্যরাজপুতগণের বংশবিশেষ কর্ণাটক এবং মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থানে রাজত্ব করেন। ইঁহাদের পরে দেবগিরির (দৌলতাবাদের) যাদব-রাজগণের প্রাদুর্ভাব হয়। ১৩১২ খ্রীঃ যাদব-গণের রাজত্ব লোপ পায়। দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলক ১৩৪০ খ্রীঃ নিকটবর্তী স্থানগুলির সহিত এই জেলাটি দিল্লীরাজ্যভুক্ত করেন। পাঁচ বৎসর পরে স্থানীয় মুসলমানগণ স্বাধীন বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। বাহমনী রাজ্যের উচ্ছেদ হইলে, বিজাপুর, আহম্মদনগর প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র অথচ প্রবল রাজ্যের উৎপত্তি হয়। এই বিজাপুর রাজত্ব সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ স্বীয় শক্তি প্রদর্শনের প্রথম অবসর প্রাপ্ত হয়। শিবাজীর পিতা সাহজী বিজাপুররাজের অধীনে কর্ম করিতেন। জায়গীর স্বরূপে পুণা ও অপর কয়টি স্থান তিনি লাভ করেন। এই সময়ে বিজাপুররাজের অধীনে "বর্গী" বা মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহী সৈন্যদলের সৃষ্টি হয়। অন্তর্বিদ্রোহে বিজাপুরশক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে সাহজীর পুত্র শিবাজী মহারাষ্ট্রীয়গণকে একতাসূত্রে আবদ্ধ এবং মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে তাহা-দিগকে উত্তেজিত করিবার অবসর পান। পরে শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণের পেশোয়া উপাধিধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা প্রবল

হইয়া উঠিলে পুণা তাঁহাদের রাজধানী হয়। শেষ পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজ কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বিঠুরে নির্বাসিত হইলে, পুণা জেলা ইংরাজের হস্তে আসে (১৮১৮ খ্রীঃ)। পুণা স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান। এখানে কয়েকটি দেবমন্দির আছে; তাহাদের মধ্যে পার্বতী পাহাড়ের দেবীমন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। পেশোয়াগণের প্রাসাদ ১৮২৭ খ্রীঃ অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়। কেবল বেষ্টনী প্রাচীরটি অধুনা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুণ্ড—তিলক, কপালের ফোঁটা। পুন্‌ড্ (খণ্ডন করা)+অল্ কর্ম। বি; পু।

পুণ্ডরীক—১। শুক্লপদ্ম; শ্বেত ছত্র; ভেষজ বিঃ। পুন্‌ড্ (খণ্ডন করা)+অরীক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। অগ্নিকোণের হস্তী; ব্যাঘ্র বিঃ; নৃপ বিঃ; সর্প বিঃ; কোষকার বিঃ। ৩। কুরুক্ষেত্রবাসী বিষ্ণুভক্ত জনৈক ব্রাহ্মণ। খ্যাতনামা অম্বরীষের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। ইনি প্রথমে নিতান্ত যথেচ্ছাচার ও উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি ছিলেন। পরে অম্বরীষের সহিত নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তপোরত ব্রাহ্মণবর্গের নিত্যক্রিয়া দর্শনে ইঁহার মন ধর্মমার্গে চলিতে প্রবৃত্ত হয়। অবশেষে ইনি নীলাচলে গমন করিয়া তথায় তপোরত হইলে বিষ্ণুর কৃপায় মুক্তিলাভ করেন। বি; পু।

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-জনৈক বৈষ্ণব ও সাধক। চট্টগ্রাম হাটহাজারী, মেখল গ্রামে শ্রীচৈতন্যদেবের যুগে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবদ্বীপেও ইঁহার বাড়ি ছিল। বৈষ্ণবদের মতে ইনি ব্রজলীলায় শ্রীরাধিকার পিতা বৃষভানু ছিলেন।

পুণ্ডরীকাক্ষ—১। পদ্মপলাশলোচন, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল ও সুন্দর নয়ন-বিশিষ্ট। পুণ্ডরীকের ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু, হরি। বি; পু।

পুণ্ডরীয়ক—স্থলপদ্ম। পুন্‌ড্+অরীয়ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

পুণ্ড্র, পুণ্ড্রক, পৌণ্ড্র—তিলক, ফোঁটা; ইক্ষু বিঃ; পুঁড়ি আক; মাধবীলতা; দৈত্য বিঃ; পুণ্ডরীক; প্রাচীন জাতি বিঃ (পোদ) বা (উত্তর বঙ্গে) তাহাদের দেশ। পুন্‌ড্ (খণ্ডন করা)+রক্ কর্ম; ২য় পক্ষে, তদুত্তরে কণ্। বি; পু।

পুণ্য—১। সুকৃতি; ধর্ম, শুভাদৃষ্ট। পূ (পবিত্র করা)+য বা ডুণ্য কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। পুণ্যবান্, ধর্মশীল; পাবন; পবিত্র; সুন্দর; নির্মল; মনোজ্ঞ। বিণ।

পুণ্যক—ব্রত, উপবাসাদি। পুণ্য+কণ্। বি; ক্লী। [বি; ক্লী।

পুণ্যকর্ম (-কর্মন্)—পুণ্যজনক কার্য। কর্মধা।

পুণ্যকর্মা (-কর্মন্)—পুণ্যকার্যকারী। পুণ্য কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পুণ্যকাল—পুণ্যজনক কাল, সূর্যাদির রাশি-বিশেষে সংক্রমণ হেতু যে পবিত্র কাল উপস্থিত হয়। কর্মধা। বি; পু।

পুণ্যকীর্তি—নির্মল কীর্তিশালী, পবিত্র খ্যাতিবিশিষ্ট। পুণ্যা কীর্তি যাহার, বহু। বিণ।

পুণ্যক্ষেত্র-পবিত্র স্থান; আর্যাবর্ত; কুরুক্ষেত্র তীর্থ। কর্মধা। বি; ক্লী।

পুণ্যজন—ধার্মিক; রাক্ষস; যক্ষ। কর্মধা। বি; পু।

পুণ্যতরা—সূর্যসংক্রমণজনিত অধিক পুণ্য-জনক (সংক্রান্তি বিঃ)। পুণ্য শব্দ+তর আতিশয্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুণ্যতোয়া—পুণ্যজলবিশিষ্টা, পবিত্র-সলিলা। পুণ্য (পবিত্র) তোয় (জল) যাহার, বহু+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুণ্যদ—পুণ্যদায়ক, পবিত্রতাজনক, সুকৃতি-প্রদানকারী। উপতৎ; পুণ্য—দা (দেওয়া) +ড কর্তৃ। বিণ।

পুণ্যফল—পুণ্যকর্মের শুভ ফল, সুকৃতির ফল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পুণ্যবল—পুণ্যের জোর; ধর্মকর্মজনিত শক্তি। ৬তৎ বা মধ্যপ। বি; ক্লী।

পুণ্যবান্ (-বৎ)—ধর্মশীল, ধার্মিক; ভাগ্যবান্; সুকৃতী; ধন্য। পুণ্য+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পুণ্যবতী**।

পুণ্যভূ, পুণ্যভূমি—১। আর্যাবর্ত দেশ। কর্মধা। ২। পুণ্যজনক স্থান। পুণ্য হইয়াছে ভূ বা ভূমি যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

পুণ্যলোক—পাপহীন স্থান; স্বর্গ; ধার্মিক ব্যক্তি। কর্মধা। বি; পু।

পুণ্যশ্লোক—১। বিষ্ণু। বি; পু। ২। পুণ্যচরিত্র, পবিত্রচরিত। পুণ্য (পবিত্র) হইয়াছে শ্লোক (কীর্তি, যশঃ) যাহার, বহু। বিণ।

এই কয়েকজন পুণ্যশ্লোক ও পুণ্যশ্লোকা বলিয়া কথিত;—

পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দনঃ॥

পুণ্যসঞ্চয়—পুণ্য উপার্জন, সৎকার্য দ্বারা পুণ্যলাভ। ৬তৎ। বি; পু।

পুণ্যা—১। পুণ্যবতী, ধর্মশীলা ইত্যাদি। বিণ; স্ত্রী। ২। তুলসী। বি; স্ত্রী। ৩। শুভদিনে বৎসরের প্রথম খাজানা আদায়। <পুণ্যাহ। বি।

পুণ্যাত্মা (-আত্মন্)—পুণ্যস্বভাব, ধর্মশীল, পবিত্রচরিত। পুণ্য (পবিত্র) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পুণ্যারম্ভ—পুণ্যাহ, নূতন খাতার পত্তন। পুণ্য (পবিত্র) যে আরম্ভ, কর্মধা। বি; পু। [শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, পূর্বাত্রয়, মঘা, ভরণী, অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা ও কৃত্তিকা ভিন্ন নক্ষত্রে, শুভযোগ তিথিতে শীর্ষোদয় লগ্নে পুণ্যারম্ভ বিধেয়।]

পুণ্যাহ—১। পুণ্য দিন, পবিত্র দিবস; নূতন খাতার পত্তন। পুণ্য (পবিত্র) যে অহন্ (দিন), কর্মধা। ২। পুণ্যদিনে করণীয় কার্য। বি; ক্লী। ৩। শুভদিনে বৎসরের প্রথম খাজানা আদায় আরম্ভ। বাংপ্র। বি।

পুণ্যাহবাচন—ধর্মকার্যারম্ভে পুণ্যাহ মন্ত্র-পাঠ; উক্ত কার্য নির্বিঘ্নসমাপনের নিমিত্ত পাঠ্য বৈদিকমন্ত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পুণ্যোদকা—১। পূতসলিলা। পুণ্য উদক যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সিন্ধু নর্মদা গোদাবরী কাবেরী—এই সপ্ত পবিত্রতোয়া নদী। বি; স্ত্রী।

পুৎ—নরক বিঃ [পুত্র পিণ্ড প্রদান দ্বারা পিতৃপুরুষকে এই নরক হইতে উদ্ধার করিয়া থাকে]। পূ (পবিত্র করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

পুত—ছেলে। <পুত্র। বি।

পুতভী—পুত্রবতী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

পুতলি—পুত্তলিকা; ক্রীড়াপুত্রিকা; নয়নমণি, চক্ষের তারা; [তত্‌ল্য] প্রিয় বস্তু। বাংপ্র। বি।

পুতুপুতু—অতি সন্তর্পণের ভাব, খুব যত্ন ও সাবধানতা; ইতস্ততঃ ভাব। বাংপ্র। বি।

পুতুল-খেলিবার পুতুল; মাটি প্রভৃতির তৈয়ারী মনুষ্য পশুপক্ষীর প্রতিমূর্তি; আদরের বাছা; প্রিয়বস্তু; দেবতার বিগ্রহ। বাংপ্র। বি।

পুতুলখেলা—পুতুল লইয়া খেলা; বাজে কাজ। বাংপ্র। বি।

পুতুলনাচ-বড় বড় পুতুল লইয়া তাহা দ্বারা অভিনয় করানো। বাংপ্র। বি।

পুতুলপূজা—মূর্তিপূজা, প্রতিমা-পূজা। বাংপ্র। বি।

পুত্ত—রাজপুত বীর। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ আকবর স্বাধীনতার লীলা-ভূমি চিতোরনগরী আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে রানা জয়মল্ল অন্যান্য রাজপুত বীর-গণের সহিত সমরশয্যায় শয়ন করিলে চিতোর একপ্রকার অরক্ষিত হইয়া পড়ে, এবং মুসলমানগণ তাহা অধিকারের চেষ্টা করে। পুত্তের বয়ঃক্রম তখন ষোড়শ বর্ষমাত্র। বয়স অল্প হইলেও পুত্ত বীরত্বে

ও সাহসে অতুলনীয় ছিলেন। জন্মভূমিকে শত্রুকরগত হইতে দেখিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, অসিচর্ম ধারণ করিয়া হতাবশিষ্ট রাজপুতসৈন্যসহ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন, এবং মোগলসৈন্যের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। মাতা কর্মদেবী পুত্রকে এই মহৎ কার্য হইতে নিরস্ত করিলেন না। পুত্রকে সহাস্যমুখে বিদায় দিয়া তিনি স্বয়ং এবং কন্যা কর্ণবতী ও পুত্রবধূ কমলাবতীকে লইয়া যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইলেন। এই রমণীত্রয় ও বালকবীর পুত্তের অসাধারণ বীরত্ব-দর্শনে মোগলসৈন্য চমকিত হইল। কিন্তু সাগরসদৃশ মোগলসৈন্যের নিকট ইঁহারা কতক্ষণ থাকিতে সমর্থ হইবেন? বহুতর মোগলসৈন্য বিনাশ করিয়া কর্মদেবী কন্যা ও পুত্রবধূর সহিত রণশয্যাশায়িনী হইলেন। পুত্তও অসাধারণ বিক্রমে শত্রুবিনাশ করিতে করিতে সম্মুখ সমরে পতিত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

পুত্তলক—পুত্তলিকা, পুতুল। পুত্ত (গমন করা)+অল্ ভাব (=পুত্ত)—লা (গ্রহণ করা)+ণক কর্তৃ। বি; পু।।

পুত্তলি, পুত্তলিকা, পুত্তলী—মাটি প্রভৃতির তৈয়ারী প্রতিমূর্তি, পুতুল; মানুষ জন্তু প্রভৃতির মূর্তি। পুত্তলি বা পুত্তলী=পুত্ত (গমন করা)+অল্ ভাব, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ডি কর্তৃ। পুত্তলিকা=পুত্তলী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্তলীপূজক—প্রতিমার আরাধনাকারী, পৌত্তলিক। ৬তৎ। বিণ।

পুত্তলীপূজা—প্রতিমার আরাধনা, পৌত্তলিকতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পুত্তিকা—মধুমক্ষিকা; পতঙ্গিকা; উই; পোকা। পুত্ত (গমন করা)+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্র, পুত্ৰ—ঔরসাদি দ্বাদশ প্রকার তনয়। পুত্র=পুৎ (নরক বিঃ)-ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড কর্তৃ; পুৎ নামক নরক হইতে ত্রাণ করে যে; পুত্র=পু (পবিত্র করা) +ত্র কর্তৃ। বি; পু। পুত্র এবং কন্যা দ্বাদশ প্রকার;—

"ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব দত্তঃ কৃত্রিম এব চ।
গূঢ়োৎপন্নোঽপবিদ্ধশ্চ দায়াদা বান্ধবাশ্চ ষট্।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ ক্রীতঃ পৌনর্ভবস্তথা।
স্বয়ংদত্তশ্চ শৌদ্রশ্চ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ॥"

স্বীয় বিবাহিতা পত্নীতে নিজকর্তৃক জনিত পুত্র ঔরস। নিজপত্নীতে আপনার আদেশক্রমে অন্য কর্তৃক জনিত পুত্র ক্ষেত্রজ। পোষ্যপুত্র দত্ত। সজাতীয় বালক পুত্ররূপে গৃহীত হইলে তাহা কৃত্রিম। গোপনে কোন রমণীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান গূঢ়োৎপন্ন। মাতা পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত যে বালককে গ্রহণ করা যায়, তাহা অপবিদ্ধ। স্ত্রীলোকের অবিবাহিত অবস্থায় জাত সন্তান কানীন। গর্ভবতী কুমারীর বিবাহের পর জাত সন্তান সহোঢ়। মূল্যদানে গৃহীত সন্তান ক্রীত। বিধবার পুনরায় বিবাহের পর জাত পুত্র পৌনর্ভব। "আমি আপনার পুত্র হইলাম" এই বলিয়া যে স্বয়ং পুত্রত্ব স্বীকার করে, সে স্বয়ংদত্ত। ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত সন্তান শৌদ্র।

পুত্রক, পুত্ৰক—পুত্র; অনুকম্পান্বিত জন; স্নেহপাত্র; শরভ; বৃক্ষ বিঃ; পতঙ্গক; শৈল বিঃ। পুত্র বা পুত্র+কণ্। বি; পু।

পুত্রকলত্র, পুত্ৰকলত্ৰ—১। পুত্র ও ভার্যা, ছেলে ও স্ত্রী। দ্বন্দ্ব। ২। পুত্রের ভার্যা, পুত্রবধূ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পুত্রকাম, পুত্ৰকাম—পুত্রাভিলাষী, পুত্রলাভেচ্ছু। পুত্র—কামি (কামনা করা)+ অন্ কর্তৃ। বিণ।

পুত্রঘ্ন, পুত্ৰঘ্ন—পুত্রহন্তা, পুত্রঘাতক। পুত্র বা পুত্র—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. -ঘ্নী।

পুত্রবধূ, পুত্ৰবধূ—পুত্রের পত্নী, ছেলের বউ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পুত্রশোক, পুত্ৰশোক—ছেলের মৃত্যু বা বিচ্ছেদজন্য মনঃকষ্ট। ৬তৎ। বি; পু।

পুত্রিকা, পুত্ৰিকা—আত্মজা, দুহিতা, তনয়া, পুত্রী, কন্যা; পুত্তলিকা; অলক্ত-পুত্রিকা। পুত্রক বা পুত্রক+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্রিকা-পুত্র—১। দত্তা কন্যারূপ পুত্র। রূপক কর্মধা। ২। কন্যার পুত্র, দৌহিত্র। ৬তৎ। বি; পু।

পুত্রী (পুত্রিন্), পুত্ৰী (পুত্রিন্)—পুত্রযুক্ত, পুত্রবান্। পুত্র বা পুত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পুত্রিণী, পুত্ৰিণী**।

পুত্রী, পুত্ৰী—তনয়া, দুহিতা, কন্যা। পুত্র বা পুত্র+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পুত্রীয়, পুত্ৰীয়—পুত্রসম্বন্ধীয়; পুত্রনিমিত্তক। পুত্র বা পুত্র শব্দ+ঈয় । বিণ।

পুত্রেষ্টি, পুত্ৰেষ্টি—পুত্রের জন্মার্থ যাগ বিঃ। পুত্রের বা পুত্রের নিমিত্ত ইষ্টি, ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

পুত্রেষ্টিকা, পুত্ৰেষ্টিকা—পুত্রলাভার্থ যজ্ঞ বিঃ। পুত্রেষ্টি+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুথলি—পুতলি, পুতুল। প্রা কপ্র। বি।

পুদিনা—সুগন্ধি শাক বিঃ, ইহার পাতার চাটনি হয়। বাংপ্র। বি। [অ।

পুন—পুনঃ, পুনরায়, পরে; কিন্তু। কপ্র।

পুনঃ (পুনর্)—দ্বিতীয়বার; পক্ষান্তর; ভেদ; অবধারণ; অধিকার। পন (স্তুতি করা)+অর্ করণ। অ। [অ।

পুনঃপুনঃ (-নর্)—বারংবার; মুহুর্মুহুঃ।

পুনঃপ্রাপ্ত—যে আবার পাইয়াছে, যাহা আবার পাওয়া গিয়াছে; পুনর্লব্ধ। সুপ্-সুপা। বিণ।

পুনঃস্থাপন—পুনর্বার প্রতিষ্ঠা, পুনরায় পত্তন; আবার রাখা। বি; ক্লী।

পুনকে কুত্র। বাংপ্র। বিণ।

পুনমি—পূর্ণিমা। প্রা কপ্র। বি।

পুনরধিকার—দ্বিতীয়বার অধিকার; একবার দখলচ্যুত হইয়া আবার দখল। পুনঃ +অধিকার। বি; পু।

পুনরপি—পুনর্বার, আবার। পুনঃ+অপি। অ।

পুনরাগমন—দ্বিতীয়বার আগমন, প্রত্যাগমন, ফিরিয়া আসা। পুনর্—আ+গম্ (যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। বিণ —**পুনরাগত**।

পুনরানয়ন—দ্বিতীয়বার লইয়া আসা। পুনঃ আনয়ন, সুপ্‌সুপা। বি; ক্লী।

পুনরাবর্তন—পুনরাগমন; পুনর্জন্মগ্রহণ। সুপ্‌সুপা। বি; ক্লী।

পুনরাবর্তী (-বর্তিন্)—পুনরাগমনশীল, পুনর্জন্মবিশিষ্ট। পুনর্—আ-বৃত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পুনরাবর্তিনী**।

পুনরাবৃত্ত—পুনর্বার কথিত, পুনরুক্ত, পুনরায় কৃত, repeated; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। পুনঃ আবৃত্ত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

পুনরাবৃত্তি—পুনর্বার কথন, পুনরুক্তি, পুনরায় করণ, repetition পুনঃ আবৃত্তি, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

পুনরায়—পুনর্বার, পুনরপি। বাংপ্র। অ।

পুনরুক্ত—দ্বিতীয়বার কথিত, পুনর্বার কথিত। পুনর্—বচ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। [বি; পু।

পুনরুক্তবদাভাস—শব্দালংকার বিঃ।

পুনরুক্তি—একবার যাহা বলা হইয়াছে তাহা দ্বিতীয়বার কথন। পুনর্—বচ্ (বলা) +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

পুনরুজ্জীবিত—মৃত্যুর পর পুনরায় যাহাকে বাঁচানো হইয়াছে। পুনর্—উৎ —ণিজন্ত জীব্ (বাঁচানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পুনরুত্থান—পুনর্বার বা দ্বিতীয়বার উত্থান, নূতন করিয়া উঠা; মৃত্যুর পর কবর

হইতে উঠা। পুনঃ উত্থান, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

পুনরুত্থাপন আবার উঠানো; আবার উন্মেষ। পুনঃ উত্থাপন, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

পুনরুত্থিত—যে আবার নূতন করিয়া উঠিয়াছে। পুনর্‌+উত্থিত। বিণ।

পুনরুদ্দীপন—পুনঃপ্রজ্বলন, আবার জ্বালান; পুনরায় উত্তেজন বা উৎসাহিত করণ, আবার উসকান। পুনঃ উদ্দীপন, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী। বিণ, **-পিত**।

পুনরুদ্দীপ্ত—পুনর্বার প্রজ্বলিত; দ্বিতীয়বার প্রকাশিত। সুপ্‌সুপা। বিণ।

পুনরুদ্ভব—পুনর্বার উৎপত্তি, পুনর্জন্ম; পুনরুত্থান। পুনঃ উদ্ভব, সুপ্‌সুপা। বি; পু। বিণ—**পুনরুদ্ভূত**।

পুনরুল্লেখ—পুনর্বার নির্দেশ, দ্বিতীয়বার কথন। সুপ্‌সুপা। বি; পু। বিণ—**পুনরুল্লিখিত**।

পুনর্জন্ম—(-জন্মন্) সংসারে পুনর্বার জন্ম-গ্রহণ; পুনর্বার উৎপত্তি। পুনঃ (দ্বিতীয়বার) যে জন্ম, সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

পুনর্জীবন—মরিয়া বাঁচা। পুনর্‌—জীব্‌ (বাঁচা)+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।

পুনর্জীবিত—পুনর্বার জীবনপ্রাপ্ত। পুনর্‌—জীব্‌ (বাঁচা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পুনর্নবা—শাক বিঃ, পুরুনিয়া, সেপুণ্যা। বি; স্ত্রী।

পুনর্বসু—কাত্যায়ন মুনি; শিব; বিষ্ণু; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে সপ্তম নক্ষত্র। পুনর্‌—বস্‌+উ অধি। বি; পু।

পুনর্বিচার—যাহার বিচার একবার হইয়া গিয়াছে তাহার আবার নূতন করিয়া বিচার; দ্বিতীয়বার বা নূতন করিয়া বিবেচনা। পুনঃ+বিচার। বি; পু।

পুনর্বিবাহ—বিবাহিত ব্যক্তির আবার বিবাহ; গর্ভাধানসংস্কার; কন্যার আদ্য ঋতু। পুনঃ+বিবাহ। বি; পু।

পুনর্ভব—পুনর্বার জন্ম। পুনর্‌—ভূ+অল্‌ ভাব। বি; পু।

পুনর্ভূ—১। দিধিষূ; দুইবার বিবাহিতা স্ত্রী; অক্ষতযোনিত্ব হেতু যে কন্যার দ্বিতীয়-বার যথাবিধি বিবাহ দেওয়া হয় তাহাকে পুনর্ভূ বলে। পুনর্‌—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। পুনর্বার জাত। বিণ।

পুনর্মিলন—দ্বিতীয়বার বা নূতন করিয়া সংযোগ; বিবাদ বা বিচ্ছেদের পর আবার মিলন হওয়া। পুনঃ+মিলন। বি; স্ত্রী।

পুনর্মূষিক—পুনর্বার ইন্দুরত্ব প্রাপ্তি, (ভাবার্থ)—পুনর্বার নীচাবস্থা প্রাপ্তি, আগে যেমন ছিল তেমন হওয়া। বি; পু।

পুনর্যাত্রা—দ্বিতীয়বার যাত্রা, পুনরাগমন, প্রত্যাগমন; শ্রীজগন্নাথদেবের দক্ষিণমুখে রথযাত্রা, উলটারথ। সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

পুনশ্চ—পুনর্বার, আবার। পুনঃ+চ। অ।

পুনি—পুনর্বার, পুনরায়। প্রা কপ্র। অ।

পুন্নরক—পুংনামক নরক বা নিরয় ['পুৎ ত্রঃ']। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পুন্নাগ—শ্বেতহস্তী; শ্বেতোৎপল; নাগ-কেশরবৃক্ষ; নরশ্রেষ্ঠ। পুমান্‌ যে নাগ, কর্মধা, অথবা উপমিত কর্মধা। বি; পু।

পুন্নামনরক—পুত্র না হইলে যে নরকে যাইতে হয়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পুমান্‌ (পুম্‌স্‌)—পুরুষ; মনুষ্য; পুংলিঙ্গ-মাত্র। পা (রক্ষা করা)+উমস্‌ কর্তৃ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

পুর্‌ (পুঃ)—নগরী। পুর্‌+ক্বিপ্‌ অপা।

পুর—১। গৃহ; গৃহোপরি গৃহ; নগর; দেহ; পাটলিপুত্র; পুষ্পগর্ভ। পুর্‌+ক অধি। বি; স্ত্রী। ২। পূর্ণ; প্রচুর। পৃ (পূর্ণ করা)+ক কর্ম। বিণ।

পুরঃ (পুরস্‌)—অগ্রে, সম্মুখে; প্রথমে; পূর্বদিকে, দেশে বা কালে। পূর্ব+অস্‌। অ।

পুরঃসর—অগ্রগামী, অগ্রসর; পরিচর। পুরস্‌ (অগ্রে)—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-সরী**।

পুরকাইত, -কায়েত—নগরাধ্যক্ষ; জাতি পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

পুরচার—পূর্ণ আয়োজন, যথেষ্ট পরিমাণ। বাংপ্র। বি।

পুরজ্যোতিঃ (-তিস্‌)—অগ্নি। পুর (পূর্ণ) জ্যোতিঃ যাহার, বহু। বি; পু।

পুরঞ্জন—আত্মা, জীব। পুর (দেহ)—জন্‌ (জন্মা)+খ কর্তৃ। বি; পু।

পুরঞ্জনী—বুদ্ধি। পুরঞ্জন+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পুরঞ্জয়—১। শিব; সূর্যবংশীয় রাজা বিঃ (ইহার অপর নাম ককুৎস্থ)। পুর (দেহ, নগর)—জি (জয় করা)+খশ্‌ কর্তৃ। বি; পু। ২। পুরজয়ী। বিণ।

পুরতঃ (-তস্‌)—অগ্রতঃ, অগ্রে, সম্মুখে। পুর (অগ্রে গমন)+অতসুক্‌। অ।

পুরদ্বার—নগরদ্বার; বাটীর দরজা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পুরনারী—পুরস্ত্রী, অন্তঃপুরবাসিনী রমণী। পুরস্থিতা নারী, মধ্যপ। বি; পু।

পুরন্ত—ভরন্ত, নিটোল, বেশ গোলগাল; সম্পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

পুরন্দর—ইন্দ্র; চৌর। পুর (নগর, গৃহ) —দৃ (বিদারণ করা)+খশ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

পুরন্দর মিশ্র—চৈতন্যের পিতা, জগন্নাথ মিশ্রের অপর নাম।

পুরন্ধ্রি, পুরন্ধ্রী—পতিপুত্রকন্যাদিমতী স্ত্রী; কুটুম্বিনী। পুর—ধৃ (ধারণ করা)+খ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

পুরপতি—নগরাধ্যক্ষ, মেয়র, mayor. ৬তৎ। বি; পু।

পুরবাসিনী—নগরে বাসকারিণী; অন্তঃ-পুরে নিবদ্ধা, অন্তঃপুরচারিণী। পুর—বস্‌ (বাস করা)+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

পুরবাসী (-বাসিন্‌)—নগরবাসী, শহরে বাসকারী। পুর—বস্‌ (বাস করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পুর-বাসিনী**।

পুরবী, পূরবী—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

পুরমথন—ত্রিপুরারি, শিব। উপতৎ; পুর—মথ্‌+অন কর্তৃ। বি; পু।

পুরমহিলা—পুরনারী, পুরস্ত্রী। পুরস্থিতা মহিলা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পুরমার্গ—নগরমার্গ, রাজপথ। ৬তৎ। বি; পু।

পুররক্ষী (-রক্ষিন্‌)—গৃহরক্ষক, দ্বারবান্‌। ৬তৎ। বি; পু।

পুরলক্ষ্মী—গৃহের লক্ষ্মী; গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা স্ত্রী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

পুরলা—দুর্গা। পুর+কলচ্‌ কর্তৃ+আপ্‌।

পুরশ্চরণ—মন্ত্রসিদ্ধিজনক ক্রিয়া বিঃ [নিজ অভীষ্ট দেবতার মন্ত্রে সিদ্ধ হইবার নিমিত্ত তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহার মন্ত্রজপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পঞ্চাঙ্গ সাধনা দ্বারা তাঁহার অর্চনা]। পুরস্‌ শব্দ—চর্‌ (আচরণ করা)+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী। [জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণভোজন এই পাঁচটি পুরশ্চরণের অঙ্গ। ইহাতে যত যজ্ঞ করিবে, তাহার দশ ভাগের এক ভাগ হোম করিতে হইবে। হোমের দশ ভাগের এক ভাগ তর্পণ, তর্পণের দশ ভাগের এক ভাগ অভিষেক, এবং অভিষেকের দশ ভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণভোজন কর্তব্য। যেমন—দশহাজার জপ হইলে একহাজার হোম, একশত তর্পণ, দশ অভিষেক ও এক ব্রাহ্মণভোজন। হোমাদি যে কার্যে অসমর্থ হইবে সেই কার্যের দ্বিগুণ জপ করিতে হয়।]

পুরশ্ছদ—উলু খড়। পুর (গৃহ)—ছদ্‌ (আচ্ছাদন করা)+অন্‌ কর্তৃ, সুম্‌ আগম। বি; পু।

পুরস্কার—অগ্রে করণ; সম্মান; পূজা; পারিতোষিকদান। পুরস্‌ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

পুরস্কৃত—অগ্রে কৃত, সম্মুখে স্থাপিত; পূজিত; প্রশংসিত; সম্মানিত; দত্ত-পুরস্কার; শত্রুগ্রস্ত; অপবাদিত; অঙ্গী-কৃত; প্রস্তুত; অভিষিক্ত। পুরস্ শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পুরস্ক্রিয়া—পুরস্কার (সকল অর্থে)। পুরস্—কৃ (করা)+শপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

পুরস্তাৎ—প্রাচ্যদেশে; পূর্বদিকে, দেশে বা কালে; সম্মুখে, অগ্রে; প্রথমে। পুর+স্তাৎ। অ।

পুরস্ত্রী—পুরনারী, অন্তঃপুরস্থিতা রমণী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পুরহর—ত্রিপুরারি, মহাদেব। উপতৎ; পুর—হৃ+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পুরা ১। অগ্রে, প্রথমে; অতীতে, পূর্ব-কালে; ভবিষ্যতে; নিকটে; পশ্চাৎ; ইতিহাস; পুরাবৃত্ত; পুরাণ। পুর (অগ্রে গমন করা)+ক কর্তৃ+আপ্। অ। ২। পূর্ণ, ভরতি। বিণ। ৩। পূর্ণ করা বা হওয়া, ভরা, ভিতরে রাখা ('জেলে —')। বাংপ্র। ক্রি।

পুরাকল্প—অর্থবাদ বিঃ; পুরাতন কল্প; প্রাচীন কাল। কর্মধা। বি; পু।

পুরাকাল—প্রাচীন যুগ। কর্মধা। বি; পু।

পুরাকৃত—১। প্রারব্ধ কর্ম; পূর্বকালকৃত পুণ্যাদি। ৭তৎ। বি; ক্লী। ২। পূর্বে বা পূর্বজন্মে কৃত। ৭তৎ। বিণ।

পুরাঙ্গনা—পুরস্ত্রী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

পুরাণ—১। পুরাতন, প্রাচীন, অনাদি। পুরা শব্দ+ন; অথবা পুরা—নী (লইয়া যাওয়া)+ড কর্ম। বিণ। ২। সর্গ প্রতিসর্গ বংশ মন্বন্তর বংশানুচরিত—এই পঞ্চলক্ষণাক্রান্ত ব্যাসদেব প্রণীত অষ্টাদশ শাস্ত্র [যথা—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, অগ্নি, ব্রহ্মাণ্ড, গরুড়, ব্রহ্মবৈবর্ত, শিব, লিঙ্গ, নারদ, স্কন্দ, মার্কণ্ডেয়, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন, ভবিষ্য ও কল্কি; এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে "পুরাণ" দ্রঃ]; প্রাচীন কিংবদন্তী-মূলক কাহিনী mythology; এক কাহন, ১৬ পণ। বি; ক্লী।

পুরাণকার—পুরাণকর্তা, পুরাণরচয়িতা। উপতৎ; পুরাণ—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ।

পুরাণতত্ত্ব—পুরাণসম্বন্ধীয় তথ্য; প্রাচীন কাহিনী। ৬তৎ বা কর্মধা। বি; ক্লী।

পুরাণপুরুষ—বিষ্ণু; বৃদ্ধ ব্যক্তি। পুরাণ (অনাদি, প্রাচীন) যে পুরুষ, কর্মধা। বি; পু।

পুরাণপ্রসিদ্ধি—বহুকালব্যাপিনী প্রসিদ্ধি; পুরাণশাস্ত্রে উল্লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধি। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

পুরাতত্ত্ব—প্রাচীন কালের ঘটনা, ইতিহাস। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পুরাতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—প্রাচীন কথায় বা ইতিহাসে অভিজ্ঞ, প্রাচীনতত্ত্বজ্ঞ। পুরা-তত্ত্ব—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

পুরাতন—পূর্বকালীন; প্রাচীন; অনাদি। পুরা+টন ভবার্থে। বিণ।

পুরাতনী—প্রাচীনা; পূর্বকাল-সম্বন্ধীয়া। পুরাতন+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

পুরাদস্তুর—পূর্ণমাত্রায়; সম্পূর্ণরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পুরাধ্যক্ষ—অন্তঃপুরের অধ্যক্ষ, কঞ্চুকী; নগরাধ্যক্ষ। ৬তৎ। বি; পু।

পুরানো, পুরনো, পোরানো—পূর্ণ বা ভরতি করা। বাংপ্র। ক্রি।

পুরানো, পুরানা—পুরাতন, প্রাচীন। বাংপ্র। বিণ।

পুরানো-পাপী—যে বাল্যকাল হইতে পাপ করিতেছে; পূর্বে দণ্ডিত অপরাধী, previous convict. বাংপ্র। বি।

পুরাপুরি—পূর্ণমাত্রায়, ভরপুর ভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

পুরারি—শিব। পুরের অরি, ৬তৎ। [বি; পু।

পুরাবিৎ (-বিদ্)—পূর্বজ্ঞ, পূর্বদর্শী; পণ্ডিত; বিজ্ঞ। পুরা—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

পুরাবৃত্ত—পূর্বচরিত, অতীত ইতিহাস, ইতিবৃত্ত। পুরা (পূর্বকালে) বৃত (থাকা) +ক্ত কর্তৃ। বি; ক্লী।

পুরি—তৈলঘৃতাদিতে ভাজা আটার লুচি। বাংপ্র। বি।

পুরিয়া—কাগজাদির মোড়ক, পত্রাদিদ্বারা মোড়া দ্রব্য। বাংপ্র। বি।

পুরী—১। ভবন, গৃহ; নগরী; দেহ। পুর শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। উড়িষ্যার একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর; এই নগরে জগন্নাথদেবের মন্দির আছে; ইহা হিন্দুদিগের একটি পরম পবিত্র তীর্থস্থান।

পুরী জেলায় দুইটি শহর প্রধান—পুরী ও ভুবনেশ্বর। ভুবনেশ্বরে বিখ্যাত শিবমন্দির ও বিন্দুসরোবর অবস্থিত। জেলার ইতিহাস উড়িষ্যার সাধারণ ইতিহাসের সহিত জড়িত ('উড়িষ্যা' দ্রঃ)। জেলাটি ১৮০৩ খ্রীঃ ইংরাজের হস্তে আসে। পুরীর রাজবংশ বংশানুক্রমে জগন্নাথদেবের "ঝাড়ুবরদার"। ১৮৮৮ খ্রীঃ তৎকালীন রাজা নরহত্যা অপরাধে দ্বীপান্তরিত হন।

পুরী শহরস্থিত জগন্নাথদেবের মন্দির জগদ্বিখ্যাত। জগন্নাথদেবের মূর্তি সম্বন্ধে প্রাচীন বৃত্তান্ত এইরূপ। ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক জনৈক রাজা স্বপ্নে অবগত হন যে নীলা-চলে জগন্নাথদেব নীলমাধব নামে বিরাজ করিতেছেন। এই মূর্তির সন্ধানে রাজা বিদ্যাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করেন। ব্রাহ্মণ নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া বসু শবরের কুটীরে আশ্রয় লাভ করেন, পরে কৌশলে নীলমাধব মূর্তির অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইয়া রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে সংবাদ দেন। রাজা সসৈন্যে নির্দিষ্টস্থলে উপস্থিত হইয়া কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পরে স্বপ্নে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া মূর্তি স্থাপনোপযোগী মন্দির ব্রহ্মার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করান। পরে আবার স্বপ্নে জানিতে পারেন যে, দেবের দারুমূর্তি সমুদ্রজলে দেখিতে পাওয়া যাইবে। বসু শবরের সাহায্যে এক খণ্ড কাষ্ঠ সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া আনা হইল, কিন্তু কোন শিল্পী তাহাতে যন্ত্রের দাগ বসাইতে সমর্থ হইল না। রাজা অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িলেন। এমন সময় বৃদ্ধ সূত্রধরবেশী জগন্নাথদেব আসিয়া এক-বিংশতি দিবসের মধ্যে মূর্তি প্রস্তুত করিতে স্বীকৃত হইলেন। কথা হইল, নির্দিষ্ট কতিপয় দিনের মধ্যে কেহ মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিতে পাইবে না। কয়েক দিন পরে রাজা অধীর হইয়া মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দেখেন যে, রত্নবেদীর উপরে একটি অসম্পূর্ণ মূর্তি বিরাজ করিতেছে এবং শিল্পী অদৃশ্য হইয়াছে। বাধ্য হইয়া রাজা এই মূর্তিটিই গ্রহণ করেন। পুরী-মধ্যে ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর আছে। নদীতীরে আঠার নালা রাজার আঠারটি পুত্রের লোকহিতৈষিতার সাক্ষ্য দিতেছে। রাজা স্বপ্নে আদিষ্ট হন যে তাঁহার পুত্রগুলিকে লোকহিতার্থে উৎসর্গ করিতে হইবে। পুত্রগণ আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ জ্ঞান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন। রাজা নদীতে আঠারটি সেতু নির্মাণ করাইয়া প্রত্যেকের নিম্নে তাঁহার এক একটি পুত্রের শবদেহ প্রোথিত করেন।

আধুনিক ইতিহাসে ৩১৮ খ্রীষ্টাব্দে জগন্নাথদেবকে সর্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়। এই বৎসরে রক্তবাহু পুরী আক্রমণ করেন এবং পাণ্ডারা দেবমূর্তি লইয়া প্রস্থান করেন। ন্যূনাধিক সার্ধ শতাব্দী কাল মূর্তিটি জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত থাকেন; পরে জনৈক ভক্ত রাজা বৈদেশিকগণকে বিতাড়িত করিয়া উঁহাকে পুনরানয়ন করেন। কথিত আছে, তিনবার মূর্তিটিকে চিল্কা হ্রদে লুকাইয়া রাখিতে হইয়াছিল। বঙ্গের পাঠানরাজ

সোলেমানের সেনাপতি কালাপাহাড় নামক জনৈক হিন্দু-দেবদ্বেষী মুসলমান-ধর্মাবলম্বী হিন্দুসন্তান জগন্নাথকে পুড়াইয়া ফেলেন। কিন্তু পাণ্ডারা মূর্তির অভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুপঞ্জর উদ্ধার করিয়া নূতন মূর্তি গঠন করাইয়া তন্মধ্যে স্থাপিত করে। প্রত্নতত্ত্ব-বিদ্‌গণ বলেন, বর্তমান মন্দিরটি ১১৯৮ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্দশ বৎসরের পরিশ্রম ফলে রাজা অনঙ্গ ভীমদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি সেই সময়ে উড়িষ্যার রাজা ছিলেন। ব্রহ্মহত্যা পাতকের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে ইনি দেবালয়, সেতু, ঘাট প্রভৃতি অনেক সাধারণহিতকর ও পুণ্য কার্যের প্রতিষ্ঠা করেন; জগন্নাথদেবের মন্দির তাহাদের অন্যতম। শেষ বয়সে চৈতন্যদেব এই পবিত্র পুরীধামে বাস করিতেন। ভাবের উচ্ছ্বাসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া তিনি অন্তর্হিত হন।

পুরী হিন্দুধর্মের অদ্ভুত লীলাক্ষেত্র। স্থানটি কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি অদ্বৈতবাদী, সকলেরই চক্ষে সমভাবে পবিত্র। এখানে শংকরাচার্য স্থাপিত চারিটি মঠের অন্যতম মঠ বিদ্যমান। মন্দিরপ্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক দেবদেবীর মন্দির বিরাজিত—শক্তিস্বরূপিণী বিমলাদেবী তন্মধ্যে একটি। এখানে জাতিভেদ প্রথা নাই। একাদশীর দিনে হিন্দুবিধবার উপবাস করিতে হয় না। মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে কণারক হইতে আনীত অরুণস্তম্ভ প্রোথিত। মন্দিরচত্বরের এক পার্শ্বে সুবৃহৎ রন্ধনশালা; অপরদিকে 'আনন্দবাজার'- এখানে অন্নপ্রসাদ বিক্রীত হয়। মন্দিরের বার্ষিক আয় অন্যূন নয় লক্ষ টাকা। মন্দিরের কার্য পরিচালনের ভার গভর্নমেণ্ট কর্তৃক একটি সমিতির হস্তে ন্যস্ত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা কয়েক দিন যাবৎ অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। স্নানযাত্রা মন্দির-প্রাঙ্গণস্থিত উচ্চ বেদীর উপরে সম্পন্ন হয়। তাহার পর মূর্তিত্রয়ের (জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার) অঙ্গরাগ হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে "নবকলেবর" বা "নবযৌবন" হয়; অর্থাৎ নতুন কাঠে মূর্তিত্রয় গঠিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন দেশ হইতে প্রায় লক্ষ নরনারী সমবেত হয়।

কেহ কেহ বলেন যে, পুরীতে জাতিভেদরাহিত্য প্রভৃতি আচারের অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম হইতে উৎপন্ন। প্রায় দশ শতাব্দী যাবৎ পুরী এবং উড়িষ্যার অপরাপর অংশে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। ভুবনেশ্বর-সন্নিহিত খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, জগন্নাথদেব বুদ্ধ মূর্তির রূপান্তর এবং রথযাত্রাও বৌদ্ধগণের রথোৎসবেরই অনুকরণ। বুদ্ধদেবের একটি দন্ত বহুদিন যাবৎ পুরীতে রক্ষিত ছিল, পরে উহা সিংহলে প্রেরিত হয়।

পুরী সমুদ্রকূলে অবস্থিত; যাত্রিগণের "ঢেউ" খাওয়া অন্যতম পুণ্যকর্ম। পুরী হইতে প্রত্যাগমনকালে সাক্ষিগোপাল স্টেসনে নামিয়া সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া না আসিলে পুরীতীর্থগমন সফল হয় না বলিয়া যাত্রিগণের বিশ্বাস। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, যাঁহার মন্দির এমন সুশিল্পকার্য-সমন্বিত, তাঁহার মূর্তি এরূপ অসম্পূর্ণ কেন? তদুত্তরে কোন চিন্তাশীল লেখক বলেন যে, এই মূর্তিটি "অপাদপাণি" নিরাকার ব্রহ্মভাব ভক্তের মনে অঙ্কিত করিবার উদ্দেশে এভাবে

পুরীষ—মল, বিষ্ঠা। পৃ (পূরণ করা, পালন করা) + ঈষন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পুরীষোৎসর্গ- পুরীষত্যাগ, বাহ্যে করা। ৬তৎ। বি; পু।

পুরু—১। পর্যাপ্ত, প্রচুর। পৃ (পূর্ণ করা) + কু কর্তৃ। বিণ। ২। দেবলোক; পরাগ; দৈত্য বিঃ। বি; পু। ৩। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নরপতি, যযাতির পুত্র। শর্মিষ্ঠার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। যযাতি ব্রহ্মশাপে অকালে জরাগ্রস্ত হইলে, তিনি পুত্রগণকে তাঁহার জরা গ্রহণ করিতে বলিলেন। প্রথম চারি পুত্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, মহানুভাব পিতৃবৎসল পুরু অম্লানবদনে স্বীয় যৌবন পিতাকে প্রদান করিয়া তাঁহার জরা গ্রহণ করেন। দীর্ঘকালের পর যযাতি ইঁহাকে যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া আপনার জরা পুনর্গ্রহণ করেন, এবং অপর পুত্রগণকে বঞ্চিত করিয়া পুরুকে সিংহাসন প্রদান করেন।

৪। জনৈক নৃপ; ইংরেজী ইতিহাসে ইঁহার নাম পোরস্ (Poras) লিখিত হইয়াছে; ইনি ভুবনবিজয়ী মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

পুরু—স্থূল, মোটা; গাঢ়, ঘন; থকথকে। বাংপ্র। বিণ।

পুরুখ—পুরুষ। প্রা কপ্র। বি।

পুরুত—পুরোহিত। বাংপ্র। বি।

পুরুধা—বহুপ্রকারে। পুরু শব্দ (বহু) + ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

পুরুভুজ—কীট বিঃ। পুরু (বহু) ভুজ যাহার, বহু। বি; পু। [এই কীটকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিলে উহার প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক একটি পুরুভুজ জন্মে। উহাদের দেহের দৈর্ঘ্য এক বুরুল। কিন্তু যখন ইহারা শরীর সংকুচিত করে, তখন উহার পরিমাণ ১ বুরুলের ১২ ভাগের ১ ভাগ হয়। ইহার দীর্ঘাকৃতি দেহের একদিকে মস্তক অপর দিকে পুচ্ছ। মস্তকের চারিদিকে হাত। এই হাতের সংখ্যা ৬, ৮, ১০ বা তাহারও অধিক হয়। এই হাত দিয়া ইহারা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। ইহাদের সন্তানজননের প্রণালী এইরূপ, —সন্তান প্রথমতঃ দেহের উপর ব্রণাকারে জন্মিয়া বাড়িতে থাকে, এবং প্রায় দুই দিনে সম্পূর্ণাঙ্গ হইয়া দেহ হইতে খসিয়া পড়ে। ইহারা স্রোতোবিশিষ্ট নদীজলে প্রস্তর বা কাষ্ঠাদিতে সংলগ্ন হইয়া থাকে, এবং পতঙ্গ ভক্ষণ করে। ট্রেম্বলি নামক জনৈক ইংরাজ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইহার গুণাদি নিরূপণ করেন।]

পুরূরবাঃ—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি বিঃ; পার্বণ শ্রাদ্ধদেবতা। ('পুরুরবাঃ' দ্রঃ।) বি; পু।

পুরুষ—১। নর; পুংজাতীয় জীব; আত্মা; বিষ্ণু; ঈশ্বর; (ব্যাকরণে) প্রকার ভেদ (উত্তম, মধ্যম, প্রথম)। পুর্ (অগ্রে গমন করা) + কুষন্ কর্তৃ। ২। অশ্বাদির অবস্থা বিঃ, পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া অগ্রপদদ্বয়ের উত্তোলন। পুর্ + কুষন্ ভাব। বি; পু।

পুরুষকার- পুরুষত্ব, পৌরুষ; উৎসাহ; উদ্যম, চেষ্টা। পুরুষ—কৃ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

পুরুষত্ব—পুরুষের ভাব বা ধর্ম; পৌরুষ; বীর্য; উৎসাহ। পুরুষ + ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পুরুষপুংগব, পুরুষব্যাঘ্র, পুরুষশার্দূল, পুরুষসিংহ—নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষ পুংগব, ব্যাঘ্র, শার্দূল বা সিংহ প্রায়, উপমিত। বি; পু।

পুরুষপ্রকৃতি—অব্যক্ত ঈশ্বর ও তচ্ছক্তি মায়া; স্ত্রীপুরুষ। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

পুরুষপ্রধান—পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষগণের মধ্যে প্রধান, ৭তৎ। বিণ।

পুরুষমাত্র—পুরুষপ্রমাণ; কেবলই পুরুষ। পুরুষ + মাত্রট্ পরিমাণার্থে। বিণ।

পুরুষর্ষভ— পুরুষশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ। পুরুষগণের মধ্যে ঋষভ, ৭তৎ। বিণ। [ক্লী।

পুরুষাঙ্গ—শিশ্ন, মেঢ্র, লিঙ্গ। ৬তৎ। বি;

পুরুষানুক্রমে- প্রপিতামহ পিতামহ পিতা প্রভৃতি পূর্বপুরুষগণের ক্রমানুসারে, পুরুষপরম্পরায়। বহু। ক্রি-বিণ।

পুরুষার্থ—পুরুষের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ প্রয়োজন; সুখ; মুক্তি। পুরুষের অর্থ (প্রয়োজন), ৬তৎ। বি; পু।

পুরুষোচিত—পুরুষের উপযুক্ত, পুরুষ-যোগ্য। ৭তৎ। বিণ।

পুরুষোত্তম—পুরুষশ্রেষ্ঠ ; বিষ্ণু ; পুরীধামে বিরাজিত জগন্নাথ। পুরুষগণের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। বি ; পু।

পুরূরবাঃ (-রবস্)—চন্দ্রবংশীয় প্রথম নরপতি। চন্দ্রতনয় বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় ; শত অশ্বমেধ সম্পন্ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছিলেন ; দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার মৈত্রী ছিল। দেবাসুর সংগ্রামে ইনি দেবতাদিগের সাহায্য করিতেন। উর্বশী ইন্দ্রশাপে মর্ত্যলোকে আসিয়া কিছুকাল ইঁহার ভার্যাত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার আয়ুঃ প্রভৃতি ছয়টি পুত্রের জন্ম হয়। ইনি পরম বিষ্ণুভক্ত ও ধর্মশীল ছিলেন। পুরু-রু (শব্দ করা)+অস্ কর্ম। বি ; পু।

পুরোগ, পুরোগম—অগ্রগামী ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। পুরস্ শব্দ (অগ্রে)—গম্ (যাওয়া)+ড, অন্ কর্তৃ। বিণ।

পুরোগামী (-গামিন্)—অগ্রগামী ; শ্রেষ্ঠ, প্রধান। পুরস্ (অগ্রে)—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পুরোগামিনী**।

পুরোচন—দুর্যোধনের যবন মন্ত্রী। পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্যোধন ইহাকে তথায় জতুগৃহ-নির্মাণ জন্য প্রেরণ করেন। ধর্মপ্রাণ বিদুর ইহাদের মন্ত্রণা জানিতে পারিয়া যুধিষ্ঠিরকে ইঙ্গিতে সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া সতর্ক করিয়া দেন। অতঃপর, ভীম জতুগৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্বক জননী ও ভ্রাতৃগণসহ পলায়ন করিলে, দুর্বৃত্ত পুরোচন তাহাতেই ভস্মীভূত হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে। বি ; পু।

পুরোজন্মা (-জন্মন্)—অগ্রে জাত, অগ্রজ। পুরঃ (অগ্রে) জন্ম যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

পুরোডাশ—যজ্ঞীয় ঘৃত ; হুতশেষ ; পিষ্টক। পুরস্ (অগ্রে)—দাশ্+অন্ অধি। বি ; পু।

পুরোধাঃ (-ধস্)—পুরোহিত, ঋত্বিক্। পুরস্—ধা+অস্ কর্ম বা কর্তৃ। বি ; পু।

পুরোবর্তী (-বর্তিন্)—অগ্রবর্তী, সম্মুখস্থিত। পুরস্—বৃত্ (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পুরোবর্তিনী**।

পুরোভাগী (-ভাগিন্)-দোষমাত্রদর্শী, যে কেবল দোষই দেখিতে পায় এরূপ। পুরস্—ভজ্ (সেবা করা)+ঘিণুন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**গিনী**।

পুরোমহিলা—পুরনারী, অন্তঃপুরস্থিতা রমণী। পুরঃস্থিতা মহিলা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

পুরোহিত—পুরোধাঃ ; যাজক ; ধর্মকর্মাদি-কারক ; ঋত্বিক্। পুরস্ (অগ্রে)—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম ; পুরঃ হিত অর্থাৎ সম্মানিত হন যিনি। বি ; পু।

পুল—সেতু, সাঁকো। ফা। বি।

পুলক-রোমোদ্ভেদ, রোমাঞ্চ ; আহ্লাদ ; কপাটের গুল। পুল শব্দ+কণ্। বি ; পু।

পুলককণ্টকিত—আনন্দে রোমাঞ্চিত। [৬তৎ। বিণ।

পুলকিত—রোমাঞ্চিত ; আহ্লাদিত। পুলক+ইত জাতার্থে। বিণ।

পুলকী (-কিন্)-পুলকযুক্ত ; রোমাঞ্চিত। পুলক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**পুলকিনী**।

পুলটিস—স্বেদজনক প্রলেপ বিঃ। <ইং 'poultice'. বি।

পুলস্তি—পুলস্ত্য ঋষি ['পুলস্ত্য' দ্রঃ]। পুল্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+তি কর্ম। বি ; পু।

পুলস্ত্য—সপ্তর্ষির একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি সুমেরুশিখরের পার্শ্বদেশে তৃণবিন্দু মুনির আশ্রমসান্নিধ্যে অবস্থিতি করিয়া তপস্যা করিতেন। তথায় অপ্সরাঃ ও ঋষিতনয়ারা মিলিত হইয়া সময়ে সময়ে নৃত্য গীতবাদ্যাদি করিতেন। ইহাতে তপশ্চরণের ব্যাঘাত হওয়ায় পুলস্ত্য এই অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর যে রমণী এ স্থানে আমার নয়নপথবর্তিনী হইবে, সেই তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী হইবে। দৈবক্রমে তৃণবিন্দু-নন্দিনী হবির্ভূ ইঁহার দৃষ্টিগোচরে আসায় অন্তঃসত্ত্বা হন। অনন্তর, তৃণবিন্দুর সনির্বন্ধ অনুরোধে পুলস্ত্য তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বিশ্রবাঃ নামক পুত্রের জন্ম হয়। এই বিশ্রবাঃ মুনি রাবণাদির পিতা। পুল শব্দ—স্ত্যৈ (বেষ্টন করা)+ক কর্ম। বি ; পু।

পুলহ-সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি কর্দম মুনির কন্যা মহর্ষি কপিলের ভগিনী গতির পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার সহিষ্ণু প্রভৃতি তিন পুত্রের জন্ম হয়। পুল শব্দ—হা (ত্যাগ করা)+ড কর্ম। বি ; পু।

পুলায়িত—অশ্বের গতি বিঃ। পুল+ক্য (=পুলায় নামধাতু)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

পুলি—পুলিকা, হরীতকীর ন্যায় আকৃতি-বিশিষ্ট পিঠা। বাংপ্র। বি।

পুলিন—জলোত্থিত সৈকততট ; তীরের যে অংশ বালুকাময় ও যে পর্যন্ত জোয়ারের জল উঠে, চর, দ্বীপ। পুল্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ইন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পুলিন্দ—উৎকলপর্বতবাসী ম্লেচ্ছজাতি বিঃ। পুল+কিন্দ কর্তৃ। বি ; পু।

পুলিন্দা—পুঁটুলি, বুঁচকি, ছোট গাঁঠরি। বাংপ্র। বি।

পুলিপিলাও—দ্বীপান্তর, দ্বীপচালান। [বাংপ্র। বি।

পুলিস—দেশের শান্তিরক্ষক কর্মচারিগণ, বা তৎসংক্রান্ত বিভাগ। <ইং 'police'. বি।

পুলিস-কমিশনার—রাজধানীর পুলিসের প্রধান কর্মচারী। <ইং 'Police Commissioner'. বি।

পুলে—পোলা, পুত্র। (সহচর শব্দ—ছেলে-পুলে)। বাংপ্র। বি।

পুলোমজা—ইন্দ্রপত্নী শচী ; ইন্দ্রাণী। উপতৎ ; পুলোমন্ (পুলোমা ঋষি)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুলোমা (-মন্)—১। জনৈক ঋষি, কশ্যপের পুত্র এবং ইন্দ্রপত্নী শচীদেবীর পিতা। রাবণ স্বর্গ জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিলে যে ভয়ানক সমর হয়, তাহাতে রাবণতনয় মেঘনাদ ও ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত পরস্পর জয়কামনায় দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মেঘনাদ মায়াবলে রণস্থল তমসাচ্ছন্ন করিয়া জয়ন্তকে কাতর করিলে, পুলোমা দৌহিত্রকে লইয়া পলায়ন করেন। প্রসিদ্ধি আছে যে, দেবরাজ ইঁহার কন্যাকে বলাৎকার করিলে, ইনি তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন, এবং সেই শাপ-বিমোচনের নিমিত্ত ইন্দ্র শ্বশুরকে বিনষ্ট করেন। বি ; পু।

২। ভৃগু মুনির ভার্যা। একদা মুনিবর স্নানার্থে গমন করিলে, এক রাক্ষস পুলোমাকে একাকিনী পাইয়া হরণ করে। তৎকালে ইনি গর্ভিণী ছিলেন। ইনি রোদন করিতে করিতে কাতর হইয়া সন্তান প্রসব করেন। সদ্যঃপ্রসূত শিশু জননীর দুর্দশা দর্শনে ব্রহ্মতেজে রাক্ষসকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন। অতঃপর পুলোমা পুনরায় পতির সহিত মিলিত হয়। সেই শিশুই সুপ্রসিদ্ধ চ্যবন ঋষি। বি ; স্ত্রী।

পুলোমারি—ইন্দ্র। পুলোমার অরি (পুলোম+অরি), ৬তৎ। বি ; পু।

পুষা—পোষণ করা, পালন করা, পালা, বশ করা, পোষ মানানো। বাংপ্র। ক্রি।

পুষিত—বর্ধিত ; পুষ্ট ; সংরক্ষিত ; পালিত। পুষ্ (পোষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পুষ্কর—১। জল ; পদ্মকোষ ; ব্যোম ; খড়্গফলক ; যুদ্ধ ; বাণ ; তীর্থ বিঃ* ; দ্বীপ বিঃ ['সপ্তদ্বীপ' দ্রঃ] ; কুষ্ঠৌষধ বিঃ ; হস্তিশুণ্ডাগ্র ; বাদ্যভাণ্ড মুখ। পুষ্ (পোষণ করা)+করন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। সারস পক্ষী ; বরুণের পুত্র ; মেঘ বিঃ ; রোগ-বিঃ ; নাগ বিঃ ; নৃপ বিঃ। বি ; পু। ৩।

পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলের ভ্রাতা। দৈব-নিয়োগে নলের শরীরে কলি প্রবেশ করিলে, নল অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া রাজ্যচ্যুত হন। কিছুকাল পরে কলি শরীর হইতে নির্গত হইলে, নল পুনরায় ইঁহার সহিত দ্যূতে প্রবৃত্ত হন। এবার পুষ্কর পরাজিত হইয়া নলকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া পুনর্মুখিক হন। বি ; পু।

*এই তীর্থস্থানটি রাজস্থানের আজমীর জেলায়, আজমীর শহরের ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। "পুষ্করো দুষ্করন্তীর্থঃ" বলিয়া অভিহিত। কারণ ইহা হিংস্রপশুসমাকুল পার্বত্যপ্রদেশে অবস্থিত। পূর্বে এখানে যাইতে যাত্রিগণকে বিশেষভাবে কষ্ট সহ্য করিতে হইত। অধুনা "রক্‌গাইড" (Rock-guide) নামধেয় একপ্রকার টমটম গাড়িযোগে অপেক্ষাকৃত অল্প কষ্ট ভোগ করিয়া পার্বত্য পথ অতিক্রম করা যাইতে পারে। পুষ্কর হ্রদ আদি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে এই হ্রদে ব্রহ্মা স্নান করিয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। অনেক মুনিঋষি এইখানে তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হ্রদটির চতুর্দিকে ঘাট আছে। মহারানী অহল্যাবাঈ এই ঘাটগুলি নির্মাণ করাইয়া দেন। হ্রদের চতুর্দিকে অনেক রাজার অট্টালিকা বিরাজমান। ভারতমধ্যে কেবল পুষ্করেই ব্রহ্মার মন্দির দৃষ্ট হয়। এখানে প্রধান মন্দিরের সংখ্যা পাঁচটি,— ব্রহ্মার, সাবিত্রীর, বদ্রীনারায়ণের, বরাহের এবং আত্মেশ্বর শিবের। সাবিত্রীর মন্দিরটি পুষ্করতীর্থের ৪ মাইল পশ্চিমে পাহাড়ের শিখরদেশে বিরাজিত। অন্যূন ২৩০টি ধাপ অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিতে হয়। মন্দিরমধ্যে গায়ত্রীদেবীও অধিষ্ঠিতা। পুষ্কর হ্রদে স্নান করিলে মহাপুণ্যের সঞ্চয় হয় ; কারণ এই হ্রদে সকল তীর্থ ই অবস্থিত। তীর্থে বৃন্দাবনের ন্যায় বানরের উৎপাত দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, বৃহদাকার হনুমানেরা পুরাকালে ঋষিদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিত। ঋষিগণের অভিশাপে তাহাদের বংশধরগণ অধুনা খর্বকায় মর্কটরূপে এখানে অবস্থান করিতেছে। কার্তিকী পূর্ণিমায় এখানে যে মেলা হয়, তাহাতে প্রায় এক লক্ষ লোক সমাগত হইয়া থাকে।

পুষ্করিণী—পদ্মযুক্ত সরোবর ; (সাধারণতঃ) সরসী, পুকুর ; হস্তিনী ; স্থলপদ্মিনী ; সরোজিনী। পুষ্কর+ইন্ অস্ত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পুষ্করী (পুষ্করিন্)- হস্তী। পুষ্কর+ইন্। বি ; পু।

পুষ্কল—১। ভরতের পুত্রের নাম। বি ; পু। ২। শ্রেষ্ঠ ; উৎকৃষ্ট ; অধিক ; উপস্থিত ; পূর্ণ ; বহু। পুষ্ (পোষণ করা) +কলন্ কর্তৃ। ৩। পণ্ডরি ; পরিমাণ বিঃ, অষ্টকুঞ্চি অর্থাৎ ৬৪ মুটো। বি ; ক্লী।

পুষ্ট—১। কৃতপোষণ ; পালিত ; বর্ধিত ; পরিণত ; পক্ক। পুষ্ (পোষণ করা)+ক্ত কর্ম। ২। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, নধর। পুষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পুষ্টি—পোষণ ; পালন ; বৃদ্ধি। পুষ্ (পোষণ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পুষ্টিকর, পুষ্টিজনক—শরীরের পোষণ-সাধক, পোষক ; বৃদ্ধিকারক ; স্থূলতা-জনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-করী, -জনিকা**।

পুষ্প—কুসুম, ফুল ; স্ত্রীরজঃ, নেত্ররোগ বিঃ ; প্রকাশ ; কুবেরের রথ। পুষ্প (বিকসিত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

পুষ্পক- কুবেরের রথ ; মৃৎশকটী ; পিত্তল ; রত্নকঙ্কণ ; নেত্ররোগ বিঃ। পুষ্প+কণ্ বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী

পুষ্পকরণ্ডক ফুলের সাজি। ৬তৎ

পুষ্পকরথ—প্রাচীনকালের বিমান বিঃ কুবেরের আকাশগামী রথ। কর্মধা বি ; ক্লী। [বি ; পু

পুষ্পকীট—ভ্রমর ; ফুলের পোকা। ৬তৎ

পুষ্পকেতন, পুষ্পকেতু—কন্দর্প, মদন বহু। বি ; পু।

পুষ্পগিরি—মাল্যবান্ পর্বত। বি ; পু।

পুষ্পচাপ—১। কন্দর্প, মদন। বহু। ২। পুষ্পরচিত ধনু। মধ্যপ। বি ; পু।

পুষ্পজ—১। পুষ্পরস, মধু। পুষ্প শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। কুসুম-জাত। বিণ।

পুষ্পদ—কুসুমদায়ক, ফুলদানকারী। উপতৎ ; পুষ্প -দা+ড কর্তৃ। বিণ।

পুষ্পদন্ত—১। বায়ুকোণের হস্তী ; নাগ বিঃ ; বিদ্যাধর বিঃ। পুষ্প বা পুষ্পের ন্যায় হইয়াছে দন্ত যাহার, বহু। বি ; পু। ২। শিবানুচর গন্ধর্ব বিঃ। পার্বতীর সহচরী জয়া ইঁহার পত্নী। ইনি গোপনে শিবদুর্গার কথোপকথন শ্রবণাপরাধে মর্ত্যে বররুচি নামে জন্মগ্রহণ করেন। একদা শিব-নির্মাল্য লঙ্ঘন করায় খেচরত্ব হইতে বঞ্চিত হন। পরে স্তবদ্বারা আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া পুনরায় খেচরত্ব লাভ করেন। ঐ স্তব মহিম্নঃস্তব নামে খ্যাত।

পুষ্পদাম (-দামন্)-কুসুমমাল্য, ফুলের মালা। পুষ্পরচিত দাম, মধ্যপ। ২। ঊনবিংশতি অক্ষরবিশিষ্ট ছন্দঃ বিঃ। বি ; পু।

পুষ্পধনু (-ধনুস্)—মদন, কন্দর্প। পুষ্প ধনুঃ (ধনুক) যাহার, বহু। বি ; পু।

পুষ্পধন্বা (-ধন্বন্)—কন্দর্প, মদন, কামদেব। পুষ্প ধনু যাহার, বহু। বি ; পু।

পুষ্পনির্যাস—পুষ্পরস, মকরন্দ। ৬তৎ। বি ; পু।

পুষ্পপত্রী- কামদেব, মদন। পুষ্প হইয়াছে পত্রী (বাণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

পুষ্পপথ—স্ত্রীলোকের রজোনিঃসরণের পথ, যোনি, ভগ। ৬তৎ। বি ; পু।

পুষ্পপল্লব—১। ফুল ও পাতা। দ্বন্দ্ব। ২। ফুলের পাপড়ি। ৬তৎ। বি ; পু।

পুষ্পপাত্র- পুষ্পাধার, ফলপূর্ণ পাত্র। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

পুষ্পপুর—পাটলিপুত্রনগর, কুসুমপুর, পদ্ম-পুর, রাজগৃহ [বর্তমান পাটনা শহরের নিকটবর্তী কুমারহার নামক স্থান। ধন-কুবের রতন তাতার ব্যয়ে এখানে যে খনন-কার্য হইয়াছে, তাহার ফলে মৌর্যযুগের পাটলিপুত্র নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মহানগর পুরাকালে গঙ্গা ও শোণ নদের সংগমস্থলে অবস্থিত ছিল। শোণের প্রাচীনগর্ভ এখনও কুমারহারের উপকণ্ঠে বর্তমান রহিয়াছে। কিন্তু শোণ ও গঙ্গা উভয়েই এখন উক্ত স্থান হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে]। বি ; ক্লী।

পুষ্পবতী—রজস্বলা, ঋতুমতী। পুষ্প+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

পুষ্পবাটিকা, পুষ্পবাটী—কুসুমোদ্যান, ফুলের বাগান। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

পুষ্পবাণ, পুষ্পশর—১। ফুলবাণ। পুষ্পই যে বাণ বা শর, কর্মধা। ২। কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে বাণ বা শর যাঁহার, বহু। বি ; পু।

পুষ্পবৃষ্টি—পুষ্পবর্ষণ, উপর হইতে ফুল ছড়াইয়া ফেলা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

পুষ্পমঞ্জরি, -মঞ্জরী-ফুলের মুকুল ; ফুলের বোঁটা ; ফুলের শীষ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।

পুষ্পমাস—বসন্তকাল ; চৈত্রমাস। ৬তৎ।

পুষ্পরজঃ (-জস্) কুসুমরেণু, ফুলের পরাগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

পুষ্পরথ—১। ক্রীড়ারথ, বিহার-শকট। পুষ্পতুল্য (সুন্দর) রথ, মধ্যপ। ২। কুসুমময় রথ বা শকট, ফুল দিয়া সাজানো গাড়ি। পুষ্পরচিত রথ, মধ্যপ। বি ; পু।

পুষ্পরস—মকরন্দ, মধু। ৬তৎ। বি ; পু।

পুষ্পরাগ—পদ্মরাগমণি, পোখরাজ, topaz. পুষ্পের রাগের ন্যায় রাগ (রঙ্) যাহার, বহু। বি ; পু।

পুষ্পরেণু—পরাগ। ৬তৎ। বি ; পু।

পুষ্পলাবী (-লাবিন্)—মাল্যকার, মালী। পুষ্প—লূ (ছেদন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পুষ্পলিহ—মধুকর, ভ্রমর। পুষ্প—লিহ্ (লেহন করা)+ক কর্তৃ। বি; পু।
পুষ্পশর—'পুষ্পবাণ' দ্রঃ।
পুষ্পসার—পুষ্পদ্রব্য; মকরন্দ, মধু; পুষ্প নির্যাস, সুগন্ধি দ্রব্য। ৬তৎ। বি; পু।
পুষ্পহাস—বিষ্ণু। পুষ্পের ন্যায় হাস (বিকাশ) যাহার, বহু। বি; পু।
পুষ্পহাসা—রজস্বলা, ঋতুমতী। পুষ্পের হাসের ন্যায় হাস (প্রকাশ) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ।
পুষ্পাগম—বসন্তকাল। পুষ্পের আগম হয় যে সময়ে, বহু। বি; পু।
পুষ্পাজীব—মালাকার, মালী। পুষ্প হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পু।
পুষ্পাঞ্জলি—কুসুমাঞ্জলি, প্রসূনাঞ্জলি, দেবাদিকে নিবেদনীয় এক অঞ্জলি ফুল। পুষ্পের অঞ্জলি, ৬তৎ। বি; পু।
পুষ্পাধার—পুষ্পপাত্র, সাজি। ৬তৎ। বি; পু।
পুষ্পায়ুধ, পুষ্পাস্ত্র—কন্দর্প, মদন। পুষ্প হইয়াছে আয়ুধ বা অস্ত্র যাঁহার, বহু। বি; পু।
পুষ্পাবচায়ী (-চায়িন্)—মালাকার, মালী জাতি; যে ফুল তুলিতেছে। পুষ্প—অব—চি (চয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।
পুষ্পাসব—মকরন্দ, মধু। পুষ্পের আসব (মদিরা), ৬তৎ। বি; পু।
পুষ্পিকা—অধ্যায়াদির শেষে গ্রন্থকারের নামোল্লেখাদিপূর্বক সমাপ্তিসূচক বাক্য, ভণিতা; ঝিল্লী বিঃ। পুষ্প শব্দ+কণ্ সাদৃশ্যার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।
পুষ্পিত—১। জাতপুষ্প; পুষ্পবিশিষ্ট; কুসুমিত। পুষ্প শব্দ+ইত জাতার্থে। ২। প্রকাশিত। পুষ্প (বিকসিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
পুষ্পিতা—কুসুমিতা; ঋতুমতী, রজস্বলা। পুষ্প+ইত জাতার্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী।
পুষ্পেষু—কামদেব, মদন। পুষ্প হইয়াছে ইষু (বাণ) যাহার, বহু। বি; পু।
পুষ্পোৎসব—রমণীর প্রথম ঋতুমতী হওয়া উপলক্ষে উৎসব বিঃ। মধ্যপ। বি; পু।
পুষ্পোদ্গম—ফুলের জন্ম, পুষ্পোৎপত্তি। পুষ্পের উদ্গম, ৬তৎ। বি; পু।
পুষ্পোদ্যান—ফুলের বাগান। পুষ্প প্রধান উদ্যান, মধ্যপ। বি; ক্লী।
পুষ্য, পুষ্যা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্র-মধ্যে অষ্টম নক্ষত্র; পৌষমাস। পুষ্ (পোষণ করা)+ক্যপ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে, তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।
পুষ্যরথ—ক্রীড়ারথ, ভ্রমণার্থ বা উৎসব পরিদর্শনার্থ রথ। পুষ্যতুল্য (সুন্দর) রথ, মধ্যপ। বি; পু।
পুস্ত—১। লিপি, লেখন প্রভৃতি শিল্পকর্ম। পুস্ত্ (বন্ধন করা)+অল্ ভাব। ২। গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্ত্+অল্ কর্ম। বি; ক্লী।
পুস্তক—গ্রন্থ, বহি, কেতাব, পুঁথি। 'পুস্ত' দ্রঃ; পুস্ত+কণ্। বি; ক্লী।
পুস্তককীট—বইয়ের পোকা; সর্বদা পুস্তক-পাঠে নিবিষ্টচিত্ত, গ্রন্থকীট। ৬তৎ। বি; পু।
পুস্তকর্ম (-কর্মন্)—লিপি, চিত্র প্রভৃতি শিল্পকাজ। পুস্তই যে কর্ম, কর্মধা। বি; ক্লী।
পুস্তকর্মা (-কর্মন্)—শিল্পকর্মী, শিল্পকার, শিল্পী। পুস্তই কর্ম যাহার, বহু। বিণ বা বি; পু বা স্ত্রী।
পুস্তকাগার—গ্রন্থাগার, বহির ঘর, লাইব্রেরী। ৬তৎ। বি; পু।
পুস্তকালয়—পুস্তকাগার, বহির ঘর, লাইব্রেরী। ৬তৎ। বি; পু।
পুস্তন, পুস্তান—১। গৃহপ্রাচীরাদির অবলম্বন গাঁথনি, পোতাসামাল, ভিত। বাংপ্র। ২। অবলম্বন, আশ্রয়, সহায়। প্রা কপ্র। বি।
পুস্তনি, পুস্তানি—মূল বই ও বইয়ের মলাটের মধ্যকার একদিক্ জোড়া একদিক্ খোলা চিত্রিত বা সাদা কাগজ। বাংপ্র। বি।
পুস্তিকা, পুস্তী—গ্রন্থ, বহি, পুঁথি। পুস্তিকা=পুস্তক শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। পুস্তী=পুস্ত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।
পুস্তিন—মেষচর্ম-নির্মিত গাত্রবস্ত্র; পুস্তকের বেধ বা পত্রসমূহের ঘনত্ব, পুট (দপ্তরীর ভাষায়)। ফা। বি। [অসং। বি।
পুস্তু, পুশ্‌তু—আফগানিস্তানের ভাষা বিঃ।
পুহপ—পুষ্প, ফুল। প্রা কপ্র। বি।
পুহবি—পৃথিবী। প্রা কপ্র। বি।
পুহু—পুনর্বার; প্রভু। প্রা কপ্র। অ বা বি।
পুগ—১। রাশি, সমূহ; গুবাক বৃক্ষ, গুপারি গাছ; কাঁটাল গাছ; ভাব; ছন্দ। পু (শোধন করা)+গক্ করণ। বি; পু। ২। গুবাক, সুপারি। বি; ক্লী।
পূঁজ, পূঁয—স্ফোটকাদির ক্লেদ। <পূয। বি।
পূজক—পূজাকারক, আরাধক, উপাসক। পূজ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পূজিকা**।
পূজন—পূজা, অর্চনা, আরাধনা। পূজ্ (পূজা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।
পূজনীয়, পূজ্য—সেব্য; পূজার যোগ্য, আরাধ্য; উপাস্য। পূজ্ (পূজা করা)+অনীয়, য কর্ম। বিণ।
পূজয়িতা (-তৃ)—পূজাকারক, উপাসক। বি; পু। স্ত্রী—**পূজয়িত্রী**।
পূজা—১। অর্চনা, আরাধনা, উপাসনা; প্রশংসা; স্তুতি। পূজ্ (পূজা করা)+অ ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী। ২। পূজা করা, আরাধনা করা, উপাসনা করা। কপ্র। ক্রি।
পূজাগৃহ—উপাসনা-গৃহ, পূজা করিবার ঘর। পূজার নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। বি; ক্লী।
পূজারী—দেববিগ্রহ পূজক, দেবল ব্রাহ্মণ। বাংপ্র। বি। স্ত্রী—**পূজারিণী**।
পূজার্হ—পূজার যোগ্য, পূজ্য, মান্য। পূজার অর্হ (যোগ্য), ৬তৎ। বিণ।
পূজাহ্নিক—দেবপূজা ও সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকার্য; প্রাত্যহিক দেবারাধনা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।
পূজি—পূজা করি বা করিয়া। কপ্র। ক্রি।
পূজিত—অর্চিত; আরাধিত, স্তুত; প্রশংসিত; সম্মানিত; আদৃত। পূজ্ (পূজা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
পূজিতব্য—পূজ্য, পূজনীয় (তাহা দ্রঃ)। পূজ্+তব্য কর্ম। বিণ।
পূজিব—পূজা করিব। কপ্র। ক্রি।
পূজোপহার—পূজার উপকরণ। ৬তৎ। বি; পু।
পূজ্য—'পূজনীয়' দ্রঃ।
পূজ্যপাদ—পূজনীয়, আরাধ্য (পিতা, গুরু প্রভৃতি)। পূজ্য হইয়াছে পাদ (চরণ) যাঁহার, বহু। বিণ।
পূজ্যমান—পূজিত, যাহাকে পূজা করা হইতেছে। পূজ্+শানচ্ কর্ম। বিণ; পু।
পূত—১। দুর্গন্ধযুক্ত। পূয় (দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। পবিত্র, শুদ্ধ; নির্মল, পরিষ্কৃত; সত্য। পূ (শোধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
পূতক্রতু—ইন্দ্র। পূত হইয়াছে ক্রতু (যজ্ঞ) যাহার, বহু। বি; পু। স্ত্রী—**পূতক্রতায়ী** (শচী)।
পূতধান্য—তিল। কর্মধা। বি; ক্লী।
পূতনা—হরীতকী; গন্ধমাংসী; বালক-মাতৃকা বিঃ; বালরোগ বিঃ, পেঁচো পাওয়া; দানবী বিঃ, বকাসুরের ভগিনী [মথুরারাজ কংস কৃষ্ণের প্রাণবধার্থে ইহাকে ব্রজধামে প্রেরণ করেন; দানবী নিজ স্তনে বিষ মাখাইয়া শিশু কৃষ্ণকে পান করিতে দিলে, কৃষ্ণ তাহা এমন সবলে আকর্ষণ করেন যে, তাহাতেই দানবী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়]। পূত+ণিচ্ (=পূতি নামধাতু)+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
পূতনারি—শ্রীকৃষ্ণ, পূতনাসূদন। পূতনার অরি, ৬তৎ। বি; পু।

পূতাত্মা (-ত্মন্)—পবিত্রচিত্ত। পূত (পবিত্র) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

পূতি—১। পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা। পূ (শোধন করা)+ক্তি ভাব। ২। দুর্গন্ধ। পূয্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। দুর্গন্ধযুক্ত। পূয্+তি কর্তৃ। বিণ।

পূতিকা—পুঁইশাক। পূতিক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

পূতিগন্ধ—দুর্গন্ধ, পচা গন্ধ। কর্মধা।

পূতিগন্ধি—দুর্গন্ধযুক্ত, পচাগন্ধবিশিষ্ট। পূতি হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ।

পূনিম—পূর্ণিমা। প্রা কপ্র। বি।

পূপ—পিষ্ট, পিঠা, রুটি প্রভৃতি, cake. পূ (পবিত্র করা)+পক্ করণ। বি; পু।

পূপকার—পিষ্টকাদি প্রস্তুতকারক, baker. উপতৎ। বি; পু।

পূপাষ্টকা—অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে পিষ্টক দ্বারা শ্রাদ্ধ। পূপদ্বারা বিধেয়া অষ্টকা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [বি।

পূব—পূর্ব, পূর্বদিক্; পূর্বদিকের। বাংপ্র।

পূবে—পূর্বে, পূর্বদিকে; পূর্বদেশীয়; পূর্বদিগাগত ('— হাওয়া')। বাংপ্র। বি বা বিণ।

পূয়—বিকৃত রক্ত; পূজ। পূয় (দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

পূর—১। প্রবাহ; জলরাশি; সমূহ; খাদ্যদ্রব্য বিঃ, পূরী। পূর্ (পূর্ণ করা)+ক করণ। ২। পরিপূরণ। পূর্+ক ভাব। বি; পু। ৩। অনুপূরক দ্রব্য, অন্তঃপ্রবেশিত বস্তু ('কচুরি পিষ্টকাদির —')। বাংপ্র। বি। ৪। পূর্ণ। কপ্র। বিণ।

পূরই—পূর্ণ হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

পূরক—১। পূর্ণকারক; গুণক। পূর্ (পূর্ণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পূরিকা**। ২। দশপিণ্ড। বি; ক্লী। ৩। প্রাণায়াম বিঃ, বাম নাসা দ্বারা বায়ু টানিয়া লওয়া। বি; পু।

পূরকপিণ্ড—মৃতব্যক্তির অশৌচান্ত দিবসে দেয় পিণ্ড (চলিত কথায়—ঘাটপিণ্ডি)। কর্মধা। বি; পু। [মৃত্যুর পর মানব আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়; পরে পূরকপিণ্ড প্রদান করিলে প্রেতদেহের উৎপত্তি হয়। যে ব্যক্তি মুখাগ্নি করে, সেই পূরক পিণ্ডদানের অধিকারী। সে না দিলে শ্রাদ্ধাধিকারীকে দিতে হয়।]

পূরণ—১। পূর্ণ হওয়া; পূর্ণ করা; গুণন; বৃদ্ধি; সমাধান, মীমাংসা ('সমস্যা —')। পূর্ (পূর্ণ হওয়া বা করা)+অনট্ ভাব। ২। বাপতন্ত, পড়েন সুতা। পূর্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

পূরব—পূর্ব। কপ্র। বি বা বিণ।

পূরবী—রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

পূরয়িতা (-তৃ)—পূর্ণকারক, যাহা পূরণ করে। বিণ; পু।

পূরা—১। পূর্ণ। বিণ। ২। পূর্ণ করা, ভরা, অন্তঃপ্রবেশিত করা; পূর্ণ হওয়া; চরিতার্থ হওয়া, মিটা। বাংপ্র। ক্রি। ৩। থলিয়া। প্রা কপ্র। বি। **পূরা দমে**—খুব তোড়ে বা জোরে, ভরপুর।

পূরানো—পূর্ণ করা, ভরা, সিদ্ধ করা, মিটানো। বাংপ্র। ক্রি।

পূরি, পুরি—পুর দেওয়া লুচি প্রভৃতি খাবার। বাংপ্র। বি।

পূরিকা—১। পূর্ণকারিকা। 'পূরক' দ্রঃ। পূরক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভিতরে পুর্ দেওয়া ঘৃতে ভর্জিত খাদ্য, পুরী কচুরি প্রভৃতি। বি; স্ত্রী।

পূরিত—পূর্ণীকৃত, ভরিত; সম্পূর্ণ; গুণিত। পূর্ (পূর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পূরুষ—পুরুষ। পূর্ (পূর্ণ করা)+কুষন্ কর্তৃ। বি; পু।

পূর্ণ—সম্পূর্ণ, পরিপূর্ণ, ভরা; সফল; সমর্থ; সমাপ্ত ('কাল —')। পূর্ (পূরণ করা)+ক্ত কর্ম, নিপাতনে। বিণ। **পূর্ণ সংখ্যা**—(পাটীগণিতে) অখণ্ড রাশি; অ-ভগ্নাংশ।

পূর্ণকাম—সফলমনোরথ। পূর্ণ (সফল) হইয়াছে কাম (অভীষ্ট) যাহার, বহু। বিণ।

পূর্ণকুম্ভ—জলপূর্ণ ঘট। কর্মধা। বি; পু।

পূর্ণগর্ভা—সম্পূর্ণগর্ভবিশিষ্টা, যাহার গর্ভস্থ সন্তান পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে এমন, নবম মাসের গর্ভবতী। পূর্ণ হইয়াছে গর্ভ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

পূর্ণচন্দ্র—ষোড়শকলা-বিশিষ্ট চন্দ্র, পূর্ণিমার চাঁদ। কর্মধা। বি; পু। [বি; পু।

পূর্ণচ্ছেদ—'যতিচিহ্ন' দ্রঃ। কর্মধা।

পূর্ণজ্যা—বৃত্তচাপের জ্যা (জ্যামিতিতে), chord. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণতা—সম্পূর্ণতা; পরিপূর্ণতা; সফলতা। পূর্ণ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পূর্ণপাত্র—বস্ত্রপূর্ণ পাত্র; পুত্রজন্মাদি উৎসবে পারিতোষিক-বস্ত্রাদি; অর্ধমণপরিমিত তণ্ডুলাদি, পুষ্কলচতুষ্টয় অর্থাৎ ২৫৬ মুষ্টি পরিমাণ; হোমান্তে প্রদত্ত তণ্ডুলপূর্ণ পাত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

পূর্ণবয়স্ক—সম্পূর্ণ বয়সবিশিষ্ট, যুবা। পূর্ণ হইয়াছে বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু। বিণ।

পূর্ণবিকাশ—সম্পূর্ণ প্রকাশ; সম্পূর্ণ প্রস্ফুটন। কর্মধা। বি; পু।

পূর্ণব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—অখণ্ডব্রহ্ম, পরমেশ্বর; যিনি অবতার অর্থাৎ সগুণ নন। কর্মধা। বি; ক্লী।

পূর্ণমাত্রা পুরা মাত্রা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণমাস—পূর্ণিমাতে কর্তব্য যাগ বিঃ। পূর্ণ হয় মাস যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

পূর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণ হয় মাস যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

পূর্ণহোম—পূর্ণাহুতি। কর্মধা। বি; পু।

পূর্ণা—১। সম্পূর্ণা, পরিপূর্ণা; সফলা। পূর্ণ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণাঙ্গ—যাহার কোন অংশ অসম্পূর্ণ বা খুঁতযুক্ত নয় এমন। বহু। বিণ।

পূর্ণানন্দ—১। যৎপরোনাস্তি হর্ষ। পূর্ণ যে আনন্দ, কর্মধা। ২। পরমেশ্বর। পূর্ণ হয় আনন্দ যাহাতে, বহু। বি; পু।

পূর্ণানন্দ পরমহংস—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মৈমনসিংহ জেলান্তর্গত কাটিহালি নামক এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার গার্হস্থ্য নাম জগদানন্দ। ব্রহ্মানন্দ নামক একজন সাধক স্বীয় গুরু ত্রিপুরানন্দকে অবজ্ঞা করিয়া শাপগ্রস্ত হন। অনেক কষ্টে গুরুকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার ক্ষমালাভ করেন। গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন যে, "তুমি উপযুক্ত শিষ্য সংগ্রহ করিয়া কামাখ্যা পীঠের উদ্ধার সাধন করিয়া তথায় সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। ব্রহ্মানন্দ তদনুসারে শিষ্যের সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে কাটিহালি গ্রামে উপস্থিত হইয়া জগদানন্দকে দেখিয়া তাঁহাকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করিলেন, এবং পূর্ণানন্দ নাম প্রদান করিলেন। গুরুর কৃপায় পূর্ণানন্দ অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া পূর্ণানন্দ পরমহংস নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। পরে গুরু-শিষ্য উভয়ে মিলিত হইয়া তন্ত্রশাস্ত্র আলোচনাপূর্বক ৺কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান উদ্ধার করেন। পূর্ণানন্দ 'শাক্তক্রম', 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি', 'শ্যামারহস্য', 'তত্ত্বানন্দতরঙ্গিণী', 'যোগচিন্তামণি' প্রভৃতি সাধনরহস্য-মূলক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

পূর্ণাবতার—নৃসিংহ; রাম; কৃষ্ণ [অন্যান্য অবতার কলাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ; মতান্তরে নৃসিংহ ও রাম পূর্ণাবতার; কিন্তু কৃষ্ণ পরিপূর্ণতম]। কর্মধা। বি; পু।

পূর্ণাবয়ব—সম্পূর্ণাঙ্গ, সকল অঙ্গবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

পূর্ণাভিষেক—তন্ত্রোক্ত কৌলিক অভিষেক বিঃ। কর্মধা। বি; পু।

পূর্ণায়ুঃ (-য়ুস্)—১। শতবর্ষ পরিমিত জীবিত কাল। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শতবর্ষজীবী, দীর্ঘজীবী। বহু। বিণ।

পূর্ণাহুতি—সম্পূর্ণ হোম। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পূর্ণি—পূর্তি, পূরণ। পৃ বা পূর্ (পূর্ণ করা) +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
পূর্ণিত—পরিপূর্ণ, পূর্ণকৃত। বিণ।
পূর্ণিমা—শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী তিথি, পৌর্ণমাসী [আশ্বিনী পূর্ণিমা কোজাগরী, কার্তিকী পূর্ণিমা রাসপূর্ণিমা, এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমা দোলপূর্ণিমা নামে খ্যাত]। পূর্ণি—মা (পরিমাণ করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।
পূর্ণেন্দু—পূর্ণচন্দ্র। কর্মধা। বি; পু।
পূর্ণোপমা—অর্থালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।
পূর্ত—১। পূরণ; সাধারণের হিতার্থে জলাশয়াদি খনন। পৃ (পূর্ণ করা)+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ২। পূরিত। পৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।
পূর্তবিভাগ—সাধারণের হিতার্থে খাল বিল ও সরকারী ঘর বাড়ির তদারকে নিযুক্ত ডিপার্টমেন্ট, Public Works Department বা P. W. D. বি; পু।
পূর্তি—পূরণ। পূর্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
পূর্তী (পূর্তিন্)—তৃপ্তিপ্রদ; ইচ্ছাপূরক। পূর্ত +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পূর্তিনী**।
পূর্ব—১। প্রথম, আদি; পুরাকালীন; জ্যেষ্ঠ; প্রাচ্যদেশীয়; অতীত। পূর্ব+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। কারণ; ইতিবৃত্ত, ইতিহাস। বি; স্ত্রী।
পূর্বক—পূর্বে বা আগে করিয়া, পুরঃসর ('প্রণাম—')। ক্রি-বিণ।
পূর্বকথিত—যাহা আগে বলা হইয়াছে এমন। পূর্বে কথিত, সুপ্ সুপা। বিণ।
পূর্বকাল—অতীতকাল, পুরাকাল। কর্মধা। বি; পু। বিণ—**পূর্বকালীন, -কালিক**।
পূর্বগামী (-গামিন্)—পূর্বদিকে গমনশীল; অগ্রে গমনকারী। পূর্ব—গম্ (যাওয়া) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পূর্বগামিনী**।
পূর্বজ—অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; পূর্বপুরুষ। পূর্ব-জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।
পূর্বজন্ম (-জন্মন্)—বর্তমান জন্মের পূর্ববর্তী জন্ম। কর্মধা। বি; ক্লী।
পূর্বজন্মা (-জন্মন্)—১। অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পূর্বে জন্ম যাহার, বহু। বি; পু। ২। জ্যেষ্ঠা ভগিনী। বি; স্ত্রী।
পূর্বজন্মার্জিত—বর্তমান জন্মের পূর্ব জন্মে অনুষ্ঠিত। ৭তৎ। বিণ।
পূর্বজা—অগ্রজা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী। পূর্বজ শব্দ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।
পূর্বজ্ঞান—অতীতের অভিজ্ঞতা; ভাবী ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান, fore-knowledge. কর্মধা। বি; ক্লী।
পূর্বতন—পুরাকালীন, আগেকার। পূর্ব শব্দ +তন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তনী**।
পূর্বদক্ষিণ—অগ্নিকোণ। বি; পু।
পূর্বদৃষ্ট—পূর্বে লক্ষিত, পূর্বে অনুমিত (সম্ভাবনা); অগ্রে অবলোকিত, foreseen. ৭তৎ। বিণ।
পূর্বদেব—অসুর, দানব। কর্মধা। বি; পু।
পূর্বনিপাত—যৌগিক শব্দের শেষাংশের পূর্বাবৃত্তি (যথা—ময়ূর-ব্যংসক)। ৭তৎ। বি; পু।
পূর্বপক্ষ—অভিযোগ; শুক্লপক্ষ; প্রশ্ন; শাস্ত্রীয় প্রশ্ন, proposition. কর্মধা। বি; পু।
পূর্বপর্বত—উদয়গিরি। কর্মধা। বি; পু।
পূর্বপুরুষ—বংশের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তি, ancestor. কর্মধা। বি; পু।
পূর্বফল্গুনী—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত একাদশ নক্ষত্র। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
পূর্বফল্গুনীভব—বৃহস্পতি। পূর্বফল্গুনী হইতে বা পূর্বফল্গুনীতে ভব (উদ্ভব) যাহার, বহু। বি; পু।
পূর্ববঙ্গ—অখণ্ড বঙ্গদেশের পূর্ববিভাগ, পূর্বপাকিস্তান (ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলা)। বি; পু।
পূর্ববর্ণিত—পূর্বে যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে এমন। ৭তৎ। বিণ।
পূর্ববর্তী (-বর্তিন্)—পূর্বস্থিত; গতকালের; অগ্রবর্তী, অগ্রসর। পূর্ব—বৃত্ (থাকা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পূর্ববর্তিনী**।
পূর্ববাদ—প্রথম আবেদন, অভিযোগ, নালিশ। কর্মধা। বি; ক্লী।
পূর্ববাদী (-বাদিন্)—অভিযোক্তা, প্রথমে অভিযোগকারী; বাদী, ফরিয়াদী। পূর্ব (প্রথম)—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**পূর্ববাদিনী**।
পূর্ববিকাশ—প্রথম প্রকাশ; প্রথম প্রস্ফুটন। কর্মধা। বি; পু।
পূর্বভাদ্রপদ, পূর্বভাদ্রপদা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে পঞ্চবিংশ নক্ষত্র। কর্মধা। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।
পূর্বরঙ্গ—প্রস্তাবনা, নাট্যাভিনয়ের উপক্রম, prelude; মনোভাব, মনোবৃত্তি, propensity. কর্মধা। বি; পু।
পূর্বরাগ—নায়কনায়িকার প্রথমানুরাগ, courtship. কর্মধা। বি; পু।
পূর্বরাত্র—প্রথম রাত্রি, রাত্রির প্রথম ভাগ। রাত্রির পূর্ব (প্রথম ভাগ), একদেশী। বি; পু।
পূর্বরাত্রি—গতরাত্রি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।
পূর্বরীতি—প্রাচীন রীতি, পুরাতন নিয়ম; আদি প্রণালী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
পূর্বরূপ—পূর্বলক্ষণ; ভবিষ্যতের প্রথম চিহ্ন; অর্থালংকার বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।
পূর্বলক্ষণ ভাবিবিষয়ের প্রথম সূচনা, ভাবিচিহ্ন। কর্মধা। বি; ক্লী।
পূর্বশৈল—উদয়পর্বত। কর্মধা। বি; পু।
পূর্বসংস্কার—পূর্বজন্মের সংস্কার; বাল্যের ধারণা; প্রাচীন সংস্কার। ৬তৎ। বি; পু।
পূর্বসর—অগ্রসর, অগ্রগামী, পূর্ববর্তী। পূর্বে সরে (চলে) যে, উপতৎ; পূর্ব—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পূর্বসরী**।
পূর্বসার—অগ্রসর, অগ্রগামী। উপতৎ; পূর্ব—সৃ (সরা, চলা)+ণ কর্তৃ। বিণ।
পূর্বা—১। প্রথমা; জ্যেষ্ঠা। পূর্ব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রাচী, পূর্বদিক্, যে দিকে সূর্যের উদয় হয় ['দশদিক্' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।
পূর্বাচল, পূর্বাদ্রি—উদয়াচল, উদয়গিরি। পূর্ব (প্রাচ্যদেশীয়) যে অচল বা অদ্রি (পর্বত), কর্মধা। বি; পু।
পূর্বানুরাগ—প্রথম অনুরাগ, প্রথম প্রণয় সঞ্চার, আগেকার ভালবাসা, courtship. কর্মধা। বি; পু।
পূর্বাপর—১। পূর্ব ও অপর; অগ্রপশ্চাৎ, আগাগোড়া, আনুপূর্বিক। দ্বন্দ্ব। বিণ। ২। পূর্বদিক ও পশ্চিমদিক্। বি; পু।
পূর্বাবধি—আগে থেকে, পূর্ব হইতে। বহু। অ।
পূর্বাভাষ—সূচনা, ভূমিকা, আগে যাহা জানানো হয়। কর্মধা। বি; পু।
পূর্বাভিমুখ—যাহার মুখ পূর্বদিকে এমন। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-খী, -খা**।
পূর্বার্ধ—প্রথমার্ধ, দুইভাগে বিভক্ত বস্তুর প্রথম অর্ধাংশ, পূর্বদিকের অর্ধাংশ। কর্মধা। বি; ক্লী।
পূর্বাশা—১। পূর্বদিক্। পূর্বা যে আশা (দিক্), কর্মধা। ২। আগেকার প্রত্যাশা বা আকাঙ্ক্ষা। পূর্বের আশা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
পূর্বাষাঢ়া—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে বিংশ নক্ষত্র। পূর্বা যে আষাঢ়া, কর্মধা। বি; স্ত্রী।
পূর্বাহ্ণ—দিনের প্রথম ভাগ, দশম দণ্ড পর্যন্ত কাল। অহনের (দিনের) পূর্ব (প্রথম-ভাগ), একদেশী; অহন্ শব্দের পরনিপাত। বি; পু।
পূর্বিতা—প্রথমে বিবেচিত বা অনুষ্ঠিত হইবার যোগ্যতা, priority. পূর্ব+ইন্ +তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

পূর্বে—অগ্রে, আগে, ইতঃপূর্বে ; প্রাচীন-কালে। ক্রি-বিণ।

পূর্বেদ্যুঃ (-দ্যুস্)—পূর্বদিবস ; প্রাতঃকাল। পূর্ব শব্দ+এদ্যুস্। অ।

পূর্বোক্ত—পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে এরূপ ; প্রথমোক্ত। ৭তৎ। বিণ।

পূর্বোত্তর—ঈশানকোণ। বি ; পু।

পূর্বোদ্ধৃত—পূর্বে উদ্ধৃত, আগে যাহা বা যাহাকে তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

পূলিকা, পূলী—পুলিপীঠা। পুলী=পুল+ঈপ্। পুলিকা=পুলী+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পূষা (পূষন্)—সূর্য। পুষ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পৃক্ত—সম্পর্কিত ; মিশ্রিত ; যুক্ত ; সংলগ্ন। পৃচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

পৃক্তি সম্পর্ক ; স্পর্শ ; সংস্রব ; যোগ ; মিশ্রণ। পৃচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

পৃচ্ছা প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পৃতনা-সেনা ; হস্তী ২৪৩ রথ ২৪৩ অশ্ব ৭২৯ পদাতি ১২১৫—এতৎসংখ্যক সেনা। পৃ+তন কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পৃথক্—ভিন্ন, বিনা, অন্য, স্বতন্ত্র ; ইতর। পৃথ (ক্ষেপণ করা)+কক্ কর্ম। অ।

পৃথক্করণ, পৃথকীকরণ--আলাদা করা, বিচ্ছিন্নকরণ। বি ; স্ত্রী। বিণ—**পৃথক্কৃত, পৃথকীকৃত**।

পৃথগন্ন—১। পৃথক্ পরিবার, বিভক্ত পরিজন। পৃথক্ হইয়াছে অন্ন যাহাদের, বহু। বি ; স্ত্রী। ২। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরিবার-ভুক্ত। বিণ।

পৃথগাত্মতা—ভেদ, ইতরবিশেষ। পৃথক্ আত্মা (স্বভাব) যাহার সে পৃথগাত্মা (পৃথগাত্মন্), বহু ; তাহার ভাব এই অর্থে, তদুত্তরে তা প্রত্যয়। বি ; স্ত্রী।

পৃথগ্জন—মূর্খ ব্যক্তি ; নীচলোক ; পাপী। কর্মধা। বি ; পু।

পৃথগ্বিধ--নানারূপ ; ভিন্ন প্রকার। পৃথক্ (ভিন্ন) হইয়াছে বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

পৃথা—কুন্তী ['কুন্তি' দ্রঃ] ; ব্রাহ্মণী বিঃ। প্রথ্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পৃথাপতি—পাণ্ডুরাজ। ৬তৎ। বি ; পু।

পৃথিবী—ধরণী, ধরিত্রী, ধরা, ভূমি। প্রথ্+ষিবন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

পৃথিবীপতি, পৃথিবীপাল, -পালক—ভূপতি, মহীপাল, রাজা। ৬তৎ, দ্বিতীয়টি ।। বি ; পু।

পৃথিবীরুহ—বৃক্ষ। পৃথিবী—রুহ্ (জন্মা) +অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পৃথু—১। বিস্তৃত ; স্থূল ; মহৎ। প্রথ+কু কর্তৃ। বিণ। ২। পুরাকালীন নরপতি বিঃ, বেণরাজার পুত্র। ইঁহার মহিষীর নাম অর্চি। ইনি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া খ্যাতিলাভ করেন। কথিত আছে যে, ইনি লোকহিতার্থে গোরূপা ধরিত্রীকে দোহন করিয়াছিলেন। মর্ত্যে ইনি প্রথম রাজা এবং ইঁহার নামানুসারে ধরার নাম পৃথ্বী হয়। পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া ইনি জীবনের শেষভাগ তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া) +কু কর্তৃ। বি ; পু।

পৃথ্বী—ধরণী, পৃথিবী। পৃথু শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ [পুরাণমতে, ধরা পৃথুরাজার দুহিতা বলিয়া উহার নাম পৃথ্বী]। বি ; স্ত্রী।

পৃথ্বীধর—ভূধর, পর্বত। ৬তৎ। বি ; পু।

পৃথ্বীরায় বা পৃথ্বীরাজ—দিল্লীর শেষ হিন্দু রাজা। আজমীরের চৌহানবংশীয় ভূপতি বিশালদেব ১১৫১ খ্রীঃ অব্দে দিল্লী জয় করেন। দিল্লীশ্বর অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দিয়া এবং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র উত্তরকালে দিল্লীর সিংহাসনাধিকারী হইবে এইরূপ অঙ্গীকার করিয়া বিজেতার সহিত সন্ধি স্থাপন করেন। এই দম্পতি হইতে ১১৫৯ খ্রীঃ অব্দে পৃথ্বীরায়ের জন্ম হয়। অনঙ্গপাল অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া পৃথ্বীকে পূর্বাঙ্গীকারানুসারে দিল্লীর সিংহাসন দিয়া যান। আবার পিতার মৃত্যুর পর ইনি আজমীরের সিংহাসনও প্রাপ্ত হন। পরন্তু ইনি প্রধানতঃ দিল্লীতেই থাকিতেন, এবং তথায় একটি বিশাল দুর্গ নির্মাণ করেন। ঐ দুর্গ অদ্যাপি রায় পিথোরা নামে পরিচিত। চিতোরপতি রানা সমরসিংহের সহিত ইঁহার ভগিনীর বিবাহ হওয়ায় তিনিও ইঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ভারতে ইহাই শেষ অশ্বমেধ।

পৃথ্বীরায়ের প্রধান শত্রু কান্যকুব্জাধিপতি জয়চন্দ্র। তিনিও পৃথ্বীর ন্যায় দিল্লীশ্বর অনঙ্গপালের অন্য দুহিতার গর্ভজাত দৌহিত্র ছিলেন। অনঙ্গপাল তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন প্রদান না করিয়া তাহা পৃথ্বীকে অর্পণ করায়, পৃথ্বীর প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ভাবের উদ্রেক হয়, এবং ইঁহাকে অপমানিত করিবার অভিপ্রায়ে জয়চন্দ্র রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে অধীন সামন্তরাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্যে নিযুক্ত হইতে হয়। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়কে দ্বারী হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। বীর পৃথ্বী অবশ্য সে অপমানজনক নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন না। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের এক প্রতিমূর্তি নির্মাণ করাইয়া তাঁহাকেই দ্বারদেশে দ্বাররূপে স্থাপন করিলেন। জয়চন্দ্রের সংযুক্তা নামে এক অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন। জয়চন্দ্র এই যজ্ঞে তাঁহারও স্বয়ংবরের আয়োজন করিয়াছিলেন। সংযুক্তা যে তাঁহার অনুরাগিণী, ইহা জানিতে পারিয়া পৃথ্বীরায় সসৈন্যে কান্যকুব্জাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং সৈন্যগণকে মধ্যে মধ্যে পথে রাখিয়া নিজে ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির অতি নিকটে লুকাইয়া রহিলেন। সংযুক্তা সভামধ্যে পৃথ্বীরায়কে দেখিতে না পাইয়া উপস্থিত অন্যান্য রাজগণের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক দ্বারস্থিত পৃথ্বীর প্রতিমূর্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। এদিকে অবসর বুঝিয়া পৃথ্বীরায় গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া সংযুক্তাকে অশ্বপৃষ্ঠে নিজপার্শ্বে স্থাপনপূর্বক অশ্বকে সবলে কশাঘাত করিলেন এবং পশ্চাদ্ধাবিত সৈন্যগণকে পরাজিত করিয়া সপ্তম দিনে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

স্বয়ং শত্রুদমনে অসমর্থ হইয়া জয়চন্দ্র এক্ষণে হিন্দু ছাড়িয়া মুসলমানের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ঘোরী তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি মহাসমাদরে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহম্মদের আগমনবার্তা শ্রবণে পৃথ্বীরায় হৃষ্টচিত্তে শত্রুসেনার সম্মুখীন হইলেন। জয়চন্দ্রের বিশ্বাসঘাতকতায় ১০৮ জন সামন্তরাজের মধ্যে কেবল ৬৪ জন সাহায্যার্থে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথাপি পৃথ্বীরায় অসীম পরাক্রমে যুদ্ধ করিয়া তিরাওরির নিকটস্থ নারায়ণক্ষেত্রে মুসলমানসেনা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। মহম্মদ স্বয়ং গুরু আঘাত প্রাপ্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন (১১৯১ খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে মহম্মদ বিপুল সৈন্যসহ পুনরাগমন করিলেন। শত্রুর আগমন-সংবাদ পাইয়া পৃথ্বীরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বীরবর সমরসিংহ ইঁহার সাহায্যার্থে উপস্থিত হইলেন। কথিত আছে যে, বীরজায়া সংযুক্তা স্বহস্তে পতিকে সমরসজ্জায় সজ্জিত করিয়া দিলেন। থানেশ্বরের নিকটবর্তী তিরাওরি নামক স্থানে উভয়পক্ষীয় সৈন্যের সাক্ষাৎ

হইল। মধ্যে কেবল কাগার নদী ব্যবধান রহিল। একদা তমসাচ্ছন্ন নিশাকালে মহম্মদ কিয়দংশ সৈন্যসহ নদী পার হইয়া অলক্ষিতভাবে হিন্দুসেনাকে আক্রমণ করিলেন। ইতোমধ্যে মহম্মদের অবশিষ্ট সৈন্য নদী পার হইয়া বিপুলবিক্রমে বিপক্ষপক্ষকে আক্রমণ করিল। সম্পূর্ণরূপে সুশৃঙ্খলা না হওয়ায় হিন্দুসৈন্য মুসলমানসেনার সে দুর্দমনীয় বেগ সহ্য করিতে পারিল না। বীরবর সমরসিংহ অসংখ্য বিপক্ষসেনা ধ্বংস করিয়া রণশয্যায় শয়ন করিলেন অতঃপর পৃথ্বীরায়ও নিহত হইলেন। পতিপ্রাণা সংযুক্তা পতির চিতানলে প্রাণবিসর্জন করিয়া ধর্মরক্ষা করিলেন।

বিখ্যাত হিন্দী কবি চাঁদ পৃথ্বীরায়ের রাজত্বের তিনটি প্রধান ঘটনা বিবৃত করিয়া "পৃথ্বীরায় রাসো" নামক কাব্যগ্রন্থ তিনখণ্ডে প্রণয়ন করেন। প্রথম খণ্ডে দিল্লীর সিংহাসন লইয়া জয়চন্দ্রের সহিত পৃথ্বীর যে যুদ্ধ হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে; দ্বিতীয় খণ্ডে কালঞ্জর পতি পরমর্দ্দীদেবের সহিত যুদ্ধ; এবং তৃতীয় খণ্ডে যবনদিগের সহিত যুদ্ধ বিবৃত হইয়াছে।

পৃশ্নি, পৃশ্নি—১। কৃষ্ণজননী দেবকীর নামান্তর; পৃথিবী; রশ্মি; কুম্ভিকা, জলের পানা। স্পৃশ্ (স্পর্শ করা) বা পৃষ্ (সেক করা)+নি কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। সূক্ষ্ম; দুর্বল; ক্ষুদ্র। বিণ।

পৃশ্নিকা জলের পানা। পৃশ্নি+কণ্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

পৃশ্নিগর্ভ—শ্রীকৃষ্ণ। পৃশ্নির (দেবকীর) গর্ভ (গর্ভজাত শিশু), ৬তৎ। বি; পু।

পৃষোদর—বিন্দুগর্ভিত, উদরে মণ্ডলাকার চিহ্নযুক্ত। পৃষৎ (বিন্দু) উদরে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**পৃষোদরী**।

পৃষ্ট—১। জিজ্ঞাসিত। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠ—শরীরের পশ্চাদ্‌ভাগ, পিঠ; তল, পত্রাদির এক পিঠ। পৃষ্+থক্ কর্ম। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠতঃ (-তস্)—পৃষ্ঠদেশে, পশ্চাদ্ভাগে, পিছনে। পৃষ্ঠ শব্দ+তস্ সপ্তমী স্থানে। অ।

পৃষ্ঠদেশ—১। পশ্চাদ্‌ভাগ। পৃষ্ঠস্থ দেশ, মধ্যপ। ২। পৃষ্ঠ, পিঠ। পৃষ্ঠই যে দেশ, কর্মধা। বি; পু।

পৃষ্ঠপোষক—সাহায্যকারী, আনুকূল্যকারী। পৃষ্ঠ শব্দ-পুষ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

পৃষ্ঠপোষণ—আনুকূল্যকরণ, সহায়তা করা। পৃষ্ঠ শব্দ—পুষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠপ্রদর্শন পিঠ দেখান, অর্থাৎ পলায়ন [কাহারও নিকট হইতে পলায়ন করিতে হইলে তাহাকে পিঠ দেখাইতে হয়]। পৃষ্ঠের প্রদর্শন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

পৃষ্ঠবংশ—পৃষ্ঠাস্থি; পিঠের শিরদাঁড়া। ৬তৎ। বি; পু।

পৃষ্ঠব্রণ—পৃষ্ঠের বৃহৎ বৃত্তাকার বিস্ফোটক, carbuncle. পৃষ্ঠে জাত ব্রণ, মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

পৃষ্ঠভঙ্গ পরাস্ত হইয়া পলায়ন। ৬তৎ। বি; পু।

পৃষ্ঠরক্ষক—পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষাকারী; পৃষ্ঠপোষক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**রক্ষিকা**।

পৃষ্ঠরক্ষা—পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করা; পৃষ্ঠপোষণ; সাহায্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

পৃষ্ঠা—কাগজের বা বহির পাতার এক পিঠ, বইয়ের পাতা, page. <পৃষ্ঠ। বি।

পৃষ্ঠ্য ১। পৃষ্ঠসম্বন্ধীয়। পৃষ্ঠ শব্দ+য্য। বিণ। ২। পৃষ্ঠাস্থিসমূহ। বি; ক্লী। ৩। পৃষ্ঠ দ্বারা ভারবহনকারী অশ্ব, ব'লদে ঘোড়া। বি; পু।

পৃষ্নি 'পৃশ্নি' দ্রঃ। [বিণ।

পেঁকো—পাঁকযুক্ত, পাঁকের মত। বাংপ্র।

পেঁচ, প্যাঁচ—পাক; স্ক্রু; কাগজের ঘুড়ির লড়াই বা সূতায় সুতায় আটকাইয়া কাটাকাটি খেলা; লেঠা, দায়; চক্রান্ত; সমস্যা; কুস্তির লড়াই করিবার কায়দা কানুন; কুটিলতা ('মনে —')। বাংপ্র। বি।

পেঁচা, প্যাঁচা—নিশাচর পক্ষী বিঃ, উলূক। <পেচক। বি। স্ত্রী—**পেঁচী**।

পেঁচানো পেঁচ দেওয়া, পাকানো, জটিল করা, জড়ানো, গুটানো; কাটিবার জন্য বারবার অস্ত্র ঘষা। বাংপ্র। ক্রি।

পেঁচালো, পেঁচাও, পেঁচোয়া—পেঁচযুক্ত, পাকবিশিষ্ট, ঘোরালো, কুটিল; ধড়িবাজ। বাংপ্র। বিণ।

পেঁচো—শিশুর ধনুষ্টংকার রোগ বিঃ। (সাধারণের ধারণা পঞ্চানন্দ নামক উপদেবতার আক্রমণ।) বাংপ্র। বি। **পেঁচোয় পাওয়া**—আঁতুড়ে শিশুদের ধনুষ্টংকার রোগ হওয়া।

পেঁজা—পিঁজা, পিঞ্জন করা, তুলা প্রভৃতির আঁশ টানিয়া সুতা কাটিবার উপযোগী করা, tease, card. বাংপ্র। ক্রি।

পেঁটরা—পেটক, ঝাঁপি, তোরঙ্গ প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

পেঁড়া পেটিকা, পেঁটরা, তোরঙ্গ, ঝাঁপি; শক্ত ক্ষীরের মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

পেঁপিয়া, পেঁপে—পপীতা ফল, বা তাহার গাছ। বাংপ্র। বি।

পেঁয়াজ—পিয়াজ, পলাণ্ডু, onion. <ফা 'পিয়াজ'। বি।

পেক্ষন—দর্শন, দেখা, সাক্ষাৎ। প্রেক্ষণ শব্দের অপভ্রংশ। প্রা কপ্র। বি।

পেখম—পক্ষ, পাখীর পাখা বা পাখনা; ময়ূরাদির পুচ্ছ। বাংপ্র। বি।

পেখা—প্রেক্ষণ করা, দেখা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পেচক—উলূক, পেঁচা; কৌশিক; দিবান্ধ; করিপুচ্ছমূল বা তদগ্র। পচ্ (পাক করা) +ণক কর্তৃ নিপাতনে। বি; পু।

পেচকী (পেচকিন্)—পেচকযুক্ত। পেচক +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**পেচকিনী**। [বি; স্ত্রী।

পেচকী—স্ত্রী পেচক। পেচক+ঈপ্।

পেছলী—পশ্চাদ্‌বর্তী; বকেয়া, সাবেক। বাংপ্র। বিণ।

পেছু পাছু; পিছনে। বাংপ্র। বি।

পেজী—পৃষ্ঠাযুক্ত (যথা—ষোলপেজী ফর্মা)। <ইং 'page'. বিণ।

পেট—১। মঞ্জুষা; পেঁটরা, ঝাঁপি প্রভৃতি; সমূহ। পিট্+অল্ অধি। বি; পু। ২। উদর; অন্তঃকরণ; মস্তিষ্ক; কুক্ষি; গর্ভ। বাংপ্র। বি। **পেট চলা**—জীবিকানির্বাহ হওয়া। **পেট জ্বলা**—তীব্র ক্ষুধাবোধ হওয়া। **পেট ডাকা** পেটে বায়ুর প্রকোপের জন্য শব্দ হওয়া। **পেট ধরা**—দাস্ত বন্ধ হওয়া। **পেট হওয়া**—গর্ভ হওয়া। **পেটে কথা না থাকা, পেটে কথা হজম না হওয়া**—সহজে মনের কথা অপরের কাছে বাহির হইয়া পড়া। **পেটে ধরা**—গর্ভে ধারণ করা। **পেটে পেটে**—ভিতরে ভিতরে, মনে মনে। **পেটে রাখা** ব্যক্ত না করা। **পেটের কথা**—গুপ্ত রহস্য, মনের গোপন কথা। **পেটের দায়**—উদরান্ন-সংস্থানের গরজ।

পেটক—পেটরা, ঝাঁপি প্রভৃতি; সমূহ। পেট+কণ্ স্বার্থে। বি; পু বা ক্লী।

পেটকো পেটুক, লোভী। বাংপ্র। বিণ।

পেট-ভাতা—পেটের নিমিত্ত ভাত মাত্র খাইয়া, কেবল খাইতে পাইয়া (বিনা বেতনে)। বাংপ্র। বিণ।

পেট-মরা—শীর্ণোদর। বাংপ্র। বিণ।

পেট-রোগা—অজীর্ণরোগী, স্থায়িভাবে উদরাময় রোগগ্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

পেট-সর্বস্ব—ভোজনলোলুপ। বাংপ্র। বিণ।

পেটা—১। পিটিয়া প্রস্তুত, wrought ('—কড়া')। বিণ। ২। আঘাত করা। বাংপ্র। ক্রি।

পেটাই—পেটার কাজ। বাংপ্র। বি।

পেটাও—অধীন, পক্ষভুক্ত, আজ্ঞাবহ। বাংপ্র। বিণ।

পেটা-ঘড়ি—কাঁসর, কাঠের হাতুড়ী ইত্যাদি দ্বারা বাজাইবার কাঁসার বড় চাকতি, gong. বাংপ্র। বি।

পেটি—কোমরবন্ধ; মাছের পেটের অংশ। বাংপ্র। বি।

পেটিকা, পেটী—পেঁটরা, ঝাঁপি, পেঁড়া প্রভৃতি। পেটক+আপ্, ২য় পক্ষে পেট +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পেটী—মৎস্যাদির পেট। বাংপ্র। বি।

পেটুক—ঔদরিক, ভোজনলোলুপ। বাংপ্র। বিণ।

পেটেণ্ট—নির্দিষ্ট কালের জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নির্ধারিত বিক্রয় অধিকার। <ইং 'patent'. বি।

পেটেল—তাঁত বোনায় যে সুতার পাট করিয়া দেয়; সহকারী। বাংপ্র। বি।

পেটো—১। কলাগাছের খোল। বি। ২। পাট গাছ হইতে প্রাপ্ত; পাটের তৈরী। বিণ। ৩। কপালের উপর চাপিয়া চুল বাঁধা। বাংপ্র। ক্রি।

পেটোয়া—আজ্ঞাবহ, অনুগত; অধীন। বাংপ্র। বিণ।

পেট্রল—মোটর গাড়ির কেরোসিন জাতীয় তৈল বিঃ। <ইং 'petrol'. বি।

পেণ্টুলন, -লুন—পা-জামা, সাহেবদের ইজার। <ইং 'pantaloon'. বি।

পেতনী—ভূত-যোনির স্ত্রীজাতি, পেত্নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পেতে—১। চুবড়ি। বাংপ্র। বি। ২। পাতিয়া, বিছাইয়া; স্থাপন করিয়া। কপ্র। ক্রি।

পেতেন—বাক্স গাঁটরি প্রভৃতি রাখিবার বেঞ্চি বিঃ। বাংপ্র। বি।

পেত্নী—স্ত্রী ভূত, প্রেতিনী; (ব্যঙ্গার্থে) বিশ্রী বা নোংরা স্ত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

পেন—কলম, লেখনী। <ইং 'pen'. বি।

পেনশন—চাকুরি অন্তে দেয় বৃত্তি। <ইং 'pension'. বি।

পেনসিল—সীসক বা শ্লেট প্রভৃতির নির্মিত লেখনী বিঃ। <ইং 'pencil'. বি।

পেনা—কাঠে অল্প বিঁধ করিয়া আঁটিবার সরু শলা। <ইং 'pin'. বি।

পেনেট—শিবলিঙ্গের নিম্নে অবস্থিত গৌরীপট্ট। বাংপ্র। বি।

পেয়—১। পানীয়, পান করিবার যোগ্য। পা (পান করা)+য কর্ম। বিণ। ২। জল; দুগ্ধ। বি; ক্লী।

পেয়াদা—চাপরাসী; পত্রবাহক; আদালতের জারিসংক্রান্ত অধস্তন কর্মচারী বিঃ, peon. ফা-মু। বি।

পেয়ার, পিয়ার—প্রিয়জন; প্রীতি, ভালবাসা। বাংপ্র। বি।

পয়ারা, পিয়ারা—ফলতরু বিঃ; ইহার ফল, আমসুপারি। বাংপ্র। বি।

পেয়ালা, পিয়ালা—বাটি; মদ্যপান-পাত্র। ফা-মু। বি।

পেরনো-পার হওয়া; কাটানো ('মাস —')। বাংপ্র। ক্রি।

পেরু—পক্ষী বিঃ, turkey. <পো 'peru'. বি।

পেরেক প্রেক, লৌহাদি নির্মিত কাঁটা, nail, গজাল। <পো 'prego'. বি।

পেলব—কোমল; সূক্ষ্ম; লঘু; ভঙ্গুর; বিরল; ক্ষীণ। পেল+ব তুল্যার্থে। বিণ।

পেলল—আন্দোলিত। প্রা কপ্র। বিণ।

পেলা—যাত্রা নাচ প্রভৃতিতে নিক্ষিপ্ত পুরস্কার, ফেরি; চাড়া, ঠেস, ঠেকনো, অবলম্বন। বাংপ্র। বি।

পেশ—সদ্ভাব, প্রণয়, মিল; দায়ের, দাখিল, রুজু, সম্মুখে স্থাপন। ফা। বি।

পেশকার—যে কর্মচারী হাকিমের নিকট কাগজপত্র পেশ করে অর্থাৎ সম্মুখে ধরিয়া দেয়, Bench-clerk. ফা। বি।

পেশকারি—পেশকারের পদ বা কার্য। ফা-মু। বি।

পেশল মৃদু; কোমল; চতুর; নিপুণ; সুন্দর। পিশ্+অলচ্ কর্তৃ। বিণ।

পেশা—বৃত্তি, ব্যবসায়। <ফা 'পেশহ্'। বি। [বি; স্ত্রী।

পেশাকর—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। ফা।

পেশাদার—বৃত্তিধারী, ব্যবসায়ী। ফা। বিণ।

পেশি, পেশী—ডিম্ব; খড়্গাদির কোষ; শরীরের মাংসপিণ্ড; সুপক্ব মুকুল; নদী বিঃ। পিশ্ (অবয়বীভূত হওয়া)+ই কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

পেশোয়া—পুরোহিত; নায়ক; প্রধান মন্ত্রী। ফা। বি।

পেশোয়াজ—নর্তকী প্রভৃতির ঘাঘরা বিঃ। ফা। বি।

পেশোয়ার (বা পেশওয়ার)-পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের একটি জেলা ও তাহার প্রধান নগর। ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী পর্বতমালার অশ্বখুরাকৃতি অংশবিশেষ মধ্যে জেলাটি অবস্থিত। এই জেলার মধ্য দিয়া উত্তরদিক্ হইতে আক্রমণকারীরা ভারতে আসিয়াছিল। স্থানটি প্রাচীন "গান্ধার" দেশের অন্তর্গত। পুষ্পকলাবতী নামক স্থানে গান্ধার দেশের রাজধানী ছিল। অতি প্রাচীন কালে চন্দ্রবংশের রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। পরে বৌদ্ধ রাজগণ এখানে আধিপত্য স্থাপন করেন। সেই সময়ের অনেক নিদর্শন অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, এই স্থানে বুদ্ধদেব স্বীয় চক্ষু উৎপাটন করিয়াছিলেন। চৈন পরিব্রাজকদ্বয় ফাহিয়ান ও পরে হুয়েনথ্সাং যৎকালে এই প্রদেশে আগমন করেন, তাহার পূর্বে গান্ধার রাজধানী পুষ্পকলাবতী হইতে পরাশবার বা পেশোয়ারে নীত হইয়াছিল। এই প্রদেশের শেষ বৌদ্ধ রাজা গজনীর মামুদ কর্তৃক পরাভূত হন। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে পাঠানগণ এই জেলায় বসতি স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। মোগল সম্রাট্গণ ইহাদিগকে সম্যক্ভাবে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ইহারা একেবারে স্বাধীন হইয়া উঠে। আফগানিস্তানের দুরানী বংশীয় রাজগণ পেশোয়ারে থাকিতে ভালবাসিতেন। এইখানে ১৮০৯ খ্রীঃ মণ্ট স্টুয়ার্ট এল্‌ফিন্‌স্টোন সাহেব ইংরাজের দূতরূপে সাহসুজার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৮৩৪ খ্রীঃ জেলাটি রণজিৎসিংহের অধিকারে আসে, এবং ১৮৪৮ খ্রীঃ সমস্ত পঞ্জাবের সহিত ইহা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। শহরটি বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ। এইখানে "পবিন্দা"গণ (আফগানজাতীয় ভ্রমণশীল ব্যবসায়িগণ) কাবুল, বোখারা ও সমরকন্দ হইতে ঘোড়া, জরি, পশম, পুস্তিন (মেষচর্মে প্রস্তুত গাত্রবস্ত্র) প্রভৃতি পণ্যদ্রব্য আনয়ন করে, এবং ভারতসীমান্তে অস্ত্রাদি রাখিয়া ভারতের সর্বত্র বিচরণ করে। ১৯০৯ অব্দে শহরের সন্নিকট স্থানে একটি স্তূপ খনন করিয়া কণিষ্কের আদেশলিপি এবং বুদ্ধদেবের কতকগুলি স্মারক বস্তু পাওয়া গিয়াছে।

পেষণ—১। মর্দন; চূর্ণন। পিষ্ (চূর্ণ করা)+অনট্ ভাব। ২। পেষণপাত্র, খলাদি। পিষ্+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

পেষণি, পেষণী—পেষণযন্ত্র; ঘরট্ট; জাঁতা; শিল নোড়া। পেষণি=পিষ্ (পেষণ করা)+অনি করণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বিণ।

পেষল—মৃদু, কোমল। পিষ্+কলচ্ কর্তৃ।

পেস্তা—মেওয়া ফল বিঃ, pistachio. <ফা 'পিস্তা'। বি।

পৈছা, পঁইছা—হাতের গহনা বিঃ। বাংপ্র। বি।

পৈঠয়ে, পৈঠে—প্রবেশ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

পৈঠা—১। সোপান, ধাপ। <প্রতিষ্ঠা। বি। ২। প্রবেশ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

পৈঠীনসি—মুনি বিঃ। বি; পু।

পৈতা—যজ্ঞসূত্র। <পবিত্রা। বি।

পৈতাধারী—উপবীতধারী, যাহার গলায় পৈতা আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

পৈতামহ—পিতামহসম্বন্ধীয়; পিতামহ হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতামহ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পৈতামহী**।

পৈতৃক—পিতৃসম্বন্ধীয়; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ+কণ্। বিণ। স্ত্রী—**পৈত্রিকী**।

পৈতৃষ্বসেয়, পৈতৃষ্বস্রীয়, পৈতৃষ্বস্রেয়—পিতার ভাগিনেয়, পিসীর পুত্র, পিসতুতো ভাই। পিতৃষ্বসৃ (পিতার ভগিনী, পিসী)+ঢক্, ছীয়, ঢক্, অপত্যার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**পৈতৃষ্বসেয়ী, পৈতৃষ্বস্রীয়া, পৈতৃষ্বস্রেয়ী**।

পৈত্তিক—পিত্তসম্বন্ধীয়; পিত্তপ্রধান। পিত্ত+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**পৈত্তিকী**।

পৈত্র—পিতৃসম্বন্ধীয়; পিতা হইতে আগত বা প্রাপ্ত। পিতৃ (পিতা)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পৈত্রী**।

পৈথান—শয়ান ব্যক্তির পাদস্থান বা পা-তলা। প্রা কপ্র। বি।

পৈ পৈ—'পই পই' দ্রঃ।

পৈল—ঋগ্বেদপ্রযোক্তা জনৈক মুনি। পেল+ষ্ণ। বি; পু।

পৈলব—পেলবতা, কোমলতা। পেলব+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পৈশাচ—১। পিশাচসম্বন্ধীয়। পিশাচ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। ২। অষ্টপ্রকার বিবাহের মধ্যে অন্যতম বিবাহ, বলে বা ছলে কন্যাগ্রহণ। বি; ক্লী।

পৈশাচিক—পিশাচসম্বন্ধীয়; অতি জঘন্য, অতি হীন; অতিশয় নিষ্ঠুর। পিশাচ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পৈশাচিকী**।

পৈশুন্য—পিশুনতা, অষ্টাদশ ব্যসনের মধ্যে ক্রোধজ ব্যসন; ক্রূরতা; খলতা; ধূর্ততা; দৌর্জন্য; সূচনা। পিশুন+ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

পৈষ্টিক—১। পিষ্টকসম্বন্ধীয়, পৈষ্টী। পিষ্ট শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। ২। পিষ্টকসমূহ। বি; ক্লী।

পৈষ্টী—পিষ্টজাত সুরা, ধেনো মদ। পিষ্ট শব্দ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পো—পুত্র, ছেলে; পোয়া, এক-চতুর্থ সের। <পুত্র এবং <পাদ। বাংপ্র। বি।

পোঁ—বংশীধ্বনি প্রভৃতির অনুকরণ শব্দ; সানাইয়ের একটানা সুর। বাংপ্র। অ। **পোঁ ধরা**—অপরের সুরে সুর মিলানো, পরের গোড়ে গোড় দেওয়া।

পোঁচ—তুলিকাদির লেপ। বাংপ্র। বি।

পোঁচড়া—চুনকাম করণ। বাংপ্র। বি।

পোঁচা, পোঁছা—১। মৎস্যের পুচ্ছভাগ, লেজা; করতল, হাতের পাতা। বি। ২। পুঁছা, মুছা, লোপ করা; পুছা, পুছ করা, শুধানো; গ্রাহ্য করা, গণ্য করা। বাংপ্র। ক্রি। [বি।

পোঁটলা—বোঁচকা, বড় পুঁটলি। বাংপ্র।

পোঁটা—মাছের পটকা (বায়ুকোষ) বা অন্ত্র; নাসামল, নাকের শ্লেষ্মা, শিকনি। বাংপ্র। বি।

পোঁত—প্রোথন; প্রোথিত অংশ। বাংপ্র। বি।

পোঁতা—১। ঘরের ধারি; গৃহতল; প্রোথন। বি। ২। প্রোথিত। বিণ। ৩। প্রোথিত করা, রোপণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

পোকা কৃমি, কীট, ক্ষুদ্র পতঙ্গ। বাংপ্র। বি। **পোকা বাছা**—তন্ন তন্ন করিয়া বাছা।

পোক্ত—দৃঢ়, মজবুত, কঠিন, কায়েমী; পরিপক্ব; অভিজ্ঞ। <ফা 'পুখ্‌তহ্'। বিণ। [প্রা কপ্র। বি।

পোখর, পোখরি—পুকুর, পুষ্করিণী।

পোখরাজ—পুষ্পরাগ মণি বিঃ, topaz. বাংপ্র। বি।

পোগণ্ড, পৌগণ্ড—পঞ্চম হইতে দশম বর্ষীয় (শিশু); বিকলাঙ্গ। অপ (অপকৃষ্ট)—গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

পোট—১। মিলন; স্পর্শ। পুট্ (সংযুক্ত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। মিল, সদ্ভাব, প্রণয়। বাংপ্র। বি।

পোটলা, পোঁটলা—কাপড়ের বাঁধা গাঁটরি, বোচকা। বাংপ্র। বি।

পোড়—দহন, দাহ; দগ্ধাবস্থা; জ্বালাযন্ত্রণা; সংকটে পরীক্ষা ('— খাওয়া')। বাংপ্র। বি। **পোড়ের ভাত**—কেবল ঘুঁটের আগুনে রান্না-করা রোগীর ভাত (বা পোরের ভাত)।

পোড়া—১। দগ্ধ; বিমুখ ('— বিধাতা'); ভাগ্যহীন ('— কপাল'); কলঙ্কিত ('— মুখ')। বিণ। ২। দহন, দাহ। বি। ৩। দগ্ধ হওয়া, জ্বলা। বাংপ্র। ক্রি।

পোড়া-কপালিয়া, -কপালে—হতভাগ্য; যাহার ললাট বা অদৃষ্ট দগ্ধ হইয়াছে, অভাগা। বহু। বাংপ্র। বিণ।

পোড়ানে—জ্বালানে, ক্লেশদাতা ('হাড়—')। বাংপ্র। বিণ।

পোড়ানো, পুড়ানো—দগ্ধ করা, জ্বালাতন করা। বাংপ্র। ক্রি।

পোড়ার-মুখো—দগ্ধানন (গালিতে)। বাংপ্র। বিণ।

পোড়েন, পড়েন—তাঁতে কাপড়ের প্রস্থের দিকের সুতা, weft; ওজনের বাটখারা। বাংপ্র। বি।

পোড়ো—যাহা পরিত্যক্ত বা অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে ('— বাড়ি')। বাংপ্র। বিণ।

পোত—১। দশমবর্ষীয় হস্তী; শিশু; নৌকাদি জলযান; গৃহস্থান, পোঁতা। পূ (শোধন করা)+তন্ কর্তৃ। ২। বস্ত্র। পু+তন্ কর্ম। বি।

পোতচালক—নৌকাদি জলযান যে চালিত করে, নাবিক, কর্ণধার, দাঁড়ি বা মাঝি। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

পোতধ্বংস, -নাশ, -ভঙ্গ—নৌকাদি জলযানের বিনাশ, ship-wreck. ৬তৎ। বি; পু।

পোতবণিক্ (-বণিজ্)—জলপথে বাণিজ্যকারী, সাংযাত্রিক। ৩ বা ৭তৎ। বি; পু।

পোতবাহ—বহিত্রবাহক, নাবিক, দাঁড়ি, মাঝি। পোত (জলযান)—বহ্ (বহা)+ণিচ্+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

পোতব্যসন—পোতসংকট, জলযানের বিপদ্। ৬তৎ। বি; ক্লী।

পোতরক্ষ—কর্ণ, নৌকাদির হাল। পোত—রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অল্ করণ। বি; পু।

পোতসংকট—জলযানের বিপদ্, পোতধ্বংস; ঝটিকাদি কারণে নৌকা জাহাজাদি জলমগ্ন হওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

পোতা—১। গৃহভূমি; ভিত্তিমূল, ভিৎ; ঘরের ধারি বা মেঝে; পৌত্র। বাংপ্র। বি। ২। পোঁতা, প্রোথিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

পোতা (পোতৃ)—পুরোহিত বিঃ; বিষ্ণু। পূ (পবিত্র করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পু।

পোতাধামাল—গৃহভিত্তির অবলম্বন, পুস্তন বা পোস্তা, plinth. বাংপ্র। বি।

পোতাধ্যক্ষ—পোতের প্রধান কর্মকর্তা, জাহাজের কাপ্তেন। (প্রাচীনকালে এই অর্থে মহানাবিক শব্দ প্রচলিত ছিল।) ৬তৎ। বি; পু।

পোতাশ্রয়—জাহাজাদি লাগাইবার স্থান, বন্দর, harbour. পোতগণের (জলযানসমূহের) আশ্রয়, ৬তৎ। বি; পু।

পোথা—পুঁথি, পুস্তক। প্রা কপ্র। বি।

পোদ—হিন্দু-জাতি বিঃ, পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্যক্ষত্রিয় উপাধিধারী হিন্দু। বাংপ্র। বি।

পোদবৃত্তি—পোদজাতির ব্যবসায় বা জীবিকা, কার্য বা আচরণ। বাংপ্র। বি।

পোদ্দার—খাজাঞ্চি বা ধনরক্ষক; সোনা-রূপার পেশাদার খরিদ বিক্রয় বন্ধক ইত্যাদিরূপ কারবারকারী। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**পোদ্দারনী**। গুণবাচক বিশেষ্যে **পোদ্দারি** (পোদ্দারের বৃত্তি)।

পোনর, পোনের—পঞ্চদশ, ১৫। <পঞ্চদশন্। বি বা বিণ।

পোনরই—মাসের পঞ্চদশ দিবস বা ১৫ তারিখ। বাংপ্র। বি।

পোনা—কাতলা রুই ইত্যাদি মাছ; মাছের বাচ্চা। বাংপ্র। বি।

পোনামাছ—কাতলা রুই ইত্যাদি মাছ। বাংপ্র। বি।

পোয়া—এক-চতুর্থ সের; চতুর্থাংশ; ঢেঁকির দুই পাশের অবলম্বনদণ্ড। <পাদ। বি।

পোয়াতী—প্রসূতি; নবপ্রসূতা নারী; গর্ভবতী, অন্তঃসত্ত্বা। বাংপ্র। বিণ।

পোয়ান—কুমারের বা চুনারির বৃহৎ চুল্লী, ভাঁটী। বাংপ্র। বি।

পোয়াবারো—পাশা খেলায় এক বিন্দু এবং দুই ছক্কার দান; বিশেষ লাভ বা সুবিধা; ভাল সময়। বাংপ্র। বি।

পোয়াল—পল, খড়, বিশেষতঃ আলগা (আবাঁধা) খড়। বাংপ্র। বি।

পোরা—পূর্ণ বা ভরতি করা, ভরাট করা। বাংপ্র। ক্রি।

পোরানো—পুরানো। বাংপ্র। ক্রি।

পোর্তুগিজ—পোর্তুগাল দেশের অধিবাসী বা তৎসম্পর্কীয়। <ইং 'Portuguese'. বি বা বিণ।

পোল—পুল, সেতু, সাঁকো। বাংপ্র। বি।

পোলা—শিশুসন্তান। বাংপ্র। বি।

পোলাও—পলান্ন, ঘৃতপক্ব অন্ন। <পলান্ন। বি।

পোলাপান—সন্তান-সন্ততি, শিশুগণ, ছেলেপুলে। বাংপ্র। বি।

পোলো—পলো, চাপ দিয়া মাছ ধরিবার বাঁশের খাঁচা বিঃ; ঘোড়ায় চড়িয়া যষ্টি-তাড়ন সহকারে কন্দুক ক্রীড়া বিঃ, polo. বাংপ্র। বি।

পোশাক—'পোষাক' দ্রঃ।

পোশাকী—'পোষাকী' দ্রঃ।

পোষ—১। পুষ্টি; বর্ধন; পালন; ধারণ। পুষ্ (পোষণ করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। বশতাপন্নভাব, বশ্যতা, বাধ্যতা, আনুগত্য। বাংপ্র। বি।

পোষক—পালক; ধারক; বর্ধক; সহায়ক; পুষ্টিকারক। পুষ্ (পোষণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পোষিকা**।

পোষকতা—সমর্থন; সহায়তা। পোষক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পোষড়া—পৌষপার্বণ; কুটুম্ববাড়িতে শীতের তত্ত্ব। বাংপ্র। বি।

পোষণ—পুষ্টি; পালন; বর্ধন; ধারণ; সমর্থন। পুষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

পোষা—১। পোষিত, পালিত; গৃহপালিত; অনুগত, বশীকৃত। বিণ। ২। পোষণ, পালন; বশীকরণ। বি। ৩। পুষা, পোষণ করা, পালন করা, পালা, বশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

পোষাক, পোশাক—পরিচ্ছদ, বেশ, সজ্জা। ফা। বি।

পোষাকী, পোশাকী—পোষাকের বা উৎসবাদির যোগ্য; বাহিরে পরিধানের উপযুক্ত। ফা-মূ। বিণ।

পোষানি—[গবাদি পশু] পালনার্থে অন্যকে অর্পণ; পালনব্যয়। বাংপ্র। বি।

পোষানো পোষমানানো, পালন করানো; ক্ষতিপূরণ হওয়া, যথেষ্ট লভ্য বলিয়া বোধ করা; সংকুলান হওয়া বা করা; বনিবনাও হওয়া, মিলে মিশে চলা। বাংপ্র। ক্রি।

পোষিত বর্ধিত; পালিত; ধৃত। ণিজন্ত পুষ্ (=পোষি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

পোষ্টা (পোষ্টৃ) পালক, পোষণকারী। পুষ্ (পোষণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**পোষ্ট্রী**।

পোষ্টাই—১। পুষ্টি। বি। ২। পুষ্টিকর। বাংপ্র। বিণ।

পোষ্য—পোষণযোগ্য; প্রতিপালনীয়; ভৃত্য। পুষ্ (পোষণ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

পোষ্যপুত্র—দত্তকপুত্র, অপুত্রক ব্যক্তি পিণ্ড-প্রাপ্তির ও বিষয় রক্ষার জন্য যে পরকীয় পুত্র বিধিপূর্বক গ্রহণ করিয়া পালন করে। কর্মধা। বি; পু।

পোষ্যবর্গ—প্রতিপাল্য লোকসকল। ৬তৎ। বি; পু।

পোস্ট—চাকরি, পদ; থাম, স্তম্ভ; ডাক। <ইং 'post'. বি।

পোস্টআফিস—ডাক বিভাগ, চিঠিপত্র বিলি প্রভৃতির সরকারী কার্যালয়। ইং 'post office'. বি।

পোস্টকার্ড—পত্র লিখিবার জন্য ক্ষুদ্র কার্ড বিঃ। ইং 'postcard'. বি।

পোস্ত—আফিম ফলের বীজ বা দানা। বাংপ্র। বি।

পোস্তা—১। ভিত্তির দৃঢ়তাসাধক গাঁথনি, প্রাচীরগাত্রলগ্ন অবলম্বন বা ঠেস; নদী-তীরের রক্ষাসাধন; নদীর ঘাট; দ্রব্য-বিশেষের বিক্রয়স্থল, পটী; বাজার, গঞ্জ। বি। ২। কলিকাতা শহরের উত্তর-পশ্চিমাংশে এক পল্লীর নাম। ফা-মূ। বি।

পোস্তারাজবংশ—লক্ষ্মীকান্ত ধর কলিকাতার এই প্রাচীন রাজবংশের আদি-পুরুষ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে সময় কলিকাতায় বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করেন, সেই সময় হইতে উক্ত কোম্পানির সহিত এই বংশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ইংরাজদিগের অর্থের অভাব হইলেই তাঁহারা লক্ষ্মীকান্ত ধর (যিনি সাধারণতঃ নকুধর নামে অভিহিত হইতেন) মহাশয়ের নিকট ঋণ লইয়া আপনাদিগের কার্য চালাইতেন। সেকালের বাঙ্গালা দেশে ধর মহাশয় যেমন অসাধারণ অর্থশালী ছিলেন, সেইরূপ মুক্তহস্ত দাতা বলিয়াও প্রশংসিত হইতেন। ২৫ নং দরমাহাটা স্ট্রীটে যে ভবন বর্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৃহ। এই স্থানে নকুধর মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। এই গৃহে সে সময়ের বঙ্গের সুবিখ্যাত মনীষী ও রাজা মহারাজা এবং নবাব প্রভৃতি আগমন করিয়া ইহার শোভাবর্ধন করিতেন। এই গৃহে ক্লাইভ প্রভৃতি ভারতসাম্রাজ্য স্থাপয়িতা ইংরাজগণ আগমন পূর্বক অর্থ ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন।

নকুধরের মৃত্যুর পর তাঁহার অগাধ সম্পত্তি তাঁহার দৌহিত্র মহারাজা সুখময় রায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হন। এই রাজবংশে ১০ জন রাজা মহারাজা জন্মগ্রহণ করিয়া এই বংশের গৌরব-গরিমা অধিকতর উজ্জ্বল করিয়াছেন। পুরীর রাস্তা, নানাস্থানের সেতু, অনাথালয় ও আরোগ্যশালা নির্মাণ করিয়া এই বংশ বঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই বংশ সাহিত্য ও শিক্ষা বিস্তার জন্য অর্থব্যয়ে কখনও কাতর হন নাই। কুমার হরিপ্রসাদ রায় রাজা নরসিংহের প্রপৌত্র এবং রাজা রাজকুমারের পৌত্র। ইনি বিনয়ী, শিক্ষিত এবং মুক্তহস্ত ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ্ ইঁহার গুণে প্রীত হইয়া ইঁহাকে "সাহিত্যনিধি" উপাধি দান করিয়া-ছিলেন। কুমার হরিপ্রসাদের বিদুষী ধর্মনিরতা ভার্যা রানী সর্পসোনা দাসী মহোদয়ার সত্যনিষ্ঠা ও পরদুঃখ দূর করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা অত্যল্প কালেই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। তিনি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তন্মধ্যে 'মানস-প্রসূন' নামক একখানি কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহার স্বদেশপ্রীতি ও ধর্মানুরাগ অতি সুন্দরভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বংশ সুবর্ণবণিক্ সমাজের দলপতিরূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

পোহানো—[উত্তাপ] সেবন করা; প্রভাত করা বা হওয়া, ফরসা হওয়া; যাপন করা, কাটানো; ভোগা বা সহা ('হাঙ্গামা —')। বাংপ্র। ক্রি।

পৌঁছ—উপস্থিতি; নাগাল, অধিগম্যতা। বাংপ্র। বি।

পৌঁছা, পৌঁছনো, পৌঁছানো—

উপস্থিত হওয়া; নাগাল পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

পৌখমী—পূর্ণিমা। প্রা কপ্র। বি।

পৌগণ্ড-পোগণ্ডের ভাব বা ধর্ম। পোগণ্ড+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পৌণমী—পূর্ণিমা। প্রা কপ্র। বি।

পৌণ্ড্র—দেশ বিঃ; তদ্দেশীয় লোক; মধ্যম-পাণ্ডব ভীমের শঙ্খ। পুণ্ড্র+ষ্ণ। বি; পু।

পৌণ্ড্রক—করূষদেশের একজন রাজা, অসুররাজ নরকের সহিত ইঁহার সখ্য ছিল। কৃষ্ণকর্তৃক নরক নিহত হইলে, ইনি কৃষ্ণের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন। একদা তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া পৌণ্ড্রক রাত্রিকালে দ্বারকাপুরী অবরোধ করেন। সমস্ত রাত্রি তুমুল যুদ্ধ হয়। প্রভাতে কৃষ্ণ আসিয়া ইঁহার প্রাণবধ করেন। পৌণ্ড্র+কণ্। বি; পু।

পৌণ্ড্রবর্ধন—দেশ বিঃ, বিহার (অধুনা অনেকে মালদহ প্রভৃতি দেশকে প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্ধন বলিয়া থাকেন)। বি; পু।

পৌত্তলিক—পুত্তলিপূজক, পুতুলের আরাধক। (যাঁহারা দেবতার মূর্তি গড়িয়া তাঁহার আরাধনা করেন, একেশ্বরবাদীরা তাঁহাদিগকেও পৌত্তলিক বলিয়া থাকে। ইহা আধুনিক উদ্ভাবিত শব্দ, সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক বিদ্রূপার্থে প্রযুক্ত।) পুত্তলি+কণ্। বিণ।

পৌত্তলিকতা—পুত্তলপূজা, পুত্তলিকার উপাসনা (প্রতিমা-পূজা নহে। পুত্তল ও প্রতিমা এক নহে)। পৌত্তলিক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

পৌত্র, পৌত্র—পুত্রের পুত্র, নাতি। পুত্র বা পুত্র+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

পৌত্রী (পৌত্রিন্), **পৌত্রী** (পৌত্রিন্)—পৌত্রবান্, পৌত্রযুক্ত, যাহার পৌত্র আছে। পৌত্র বা পৌত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী- **পৌত্রিণী, পৌত্রিণী**।

পৌত্রী, পৌত্রী - পুত্রের কন্যা। পৌত্র বা পৌত্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌনঃপুনিক—পুনঃ পুনঃ জাত বা উদিত, recurring, circulating. পুনঃ-পুনর্ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ।

পৌনঃপুন্য - পৌনঃপুনিকতা, একই বিষয়ের বারবার আবির্ভাব বা সংঘটন। পুনঃপুনর্+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

পৌনরুক্ত, পৌনরুক্ত্য পুনর্বার কথন; দ্বৈগুণ্য। পুনরুক্ত শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

পৌনর্ভব—পুনর্ভূর পুত্র, দুইবার বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। পুনর্ভূ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

পৌনে—একপোয়া বা একসিকি কম। <পাদোন। বিণ।

পৌর—পুরসম্বন্ধীয়; পুরবাসী, নগরবাসী। পুর+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**পৌরী**।

পৌরন্দর—পুরন্দরসম্বন্ধীয়, ঐন্দ্র। পুরন্দর+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী- **পৌরন্দরী**।

পৌরব—পুরুবংশীয়, পুরুবংশজাত। পুরু+ষ্ণ অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী **পৌরবী**।

পৌরসংঘ- পুরসভা, মিউনিসিপ্যালিটি। কর্মধা। বি; পু।

পৌরস্ত্রী—পুরবাসিনী রমণী; অন্তঃপুর-চারিণী ললনা। পৌরী স্ত্রী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরাঙ্গনা-পুরনারী, পুরমহিলা, পৌর-স্ত্রী। পৌরী যে অঙ্গনা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

পৌরাণিক—১। পুরাণসম্বন্ধীয়; পুরাণ-ঘটিত; পুরাণে বর্ণিত। পুরাণ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**পৌরাণিকী**। ২। পুরাণ-বেত্তা। বি; পু।

পৌরুষ-১। পুরুষের ভাব, পুরুষত্ব; পরাক্রম; রেতঃ; তেজঃ; সাহস; উদ্যম। পুরুষ শব্দ+ষ্ণ। বি; ক্লী। ২। পুরুষসম্বন্ধীয়। বিণ।

পৌরুষচরিত্র - পুরুষযোগ্য আচরণ; পুরুষ-সম্বন্ধীয় চরিত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

পৌরুষপাবক, -বহ্নি—ভীষণ পরাক্রম, দৃপ্ততেজ; অপরিসীম উদ্যম। রূপক অথবা উপমিত। বি; পু।

পৌরুষেয়—১। পুরুষকৃত, মনুষ্যরচিত, মানুষিক। পুরুষ শব্দ+ষ্ণেয়। বিণ। স্ত্রী—**পৌরুষেয়ী**। ২। পুরুষসমূহ। বি; ক্লী।

পৌরেয়—পুরসম্বন্ধীয়; নগরবাসী। পুর শব্দ+ষ্ণেয়। বিণ।

পৌরোহিত্য—পুরোহিতের ধর্ম বা কার্য। পুরোহিত+ষ্ণ্য। বি; পু।

পৌর্ণমাস—পূর্ণিমা তিথিতে কর্তব্য যাগ। পৌর্ণমাসী+ষ্ণ। বি; পু।

পৌর্ণমাসী—পূর্ণিমা তিথি। পূর্ণমাস+ষ্ণ স্বার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌর্ব—পূর্বঘটিত; পূর্বজাত; পূর্বগত, অতীত, পূর্বকালীন, আগেকার; পূর্ব-দেশীয়, প্রাচ্য। পূর্ব+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পৌর্বী**।

পৌর্বদৈহিক—পূর্বদেহঘটিত, পূর্বজন্ম-সম্বন্ধীয়, পূর্বজন্মজাত, প্রাক্তন। পূর্বদেহ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পৌর্বপদিক—পূর্বপদসংক্রান্ত; পূর্বপদ-ঘটিত। পূর্বপদ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

পৌর্বাপর্য—অনুক্রম, যাহার পর যেটি এইরূপ ভাব; আনুপূর্ব; যথাক্রম; কারণ; ফল। পূর্বাপর+ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

পৌর্বাহ্ণিক—পূর্বাহ্ণজ, পূর্বাহ্ণসম্বন্ধীয়, প্রাতঃকালীন। পূর্বাহ্ণ+ষ্ণিক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**পৌর্বাহ্ণিকী**।

পৌলস্ত্যী—পুলস্ত্যপুত্রী, শূর্পণখা, কুম্ভীনসী। পুলস্ত্য+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌলস্ত্য—পুলস্ত্যপুত্র, কুবের, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ। পুলস্ত্য (ঋষি বিঃ)+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

পৌলোমী, পৌলমী—ইন্দ্রপত্নী শচী। 'পুলোমা' দ্রঃ। পুলোমন্+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌষ—মাস বিঃ, এদেশীয় বৎসর গণনায় নবম মাস। পৌষী+ষ্ণ যুক্তার্থে। বি; পু।

পৌষপার্বণ--পৌষসংক্রান্তির পিঠাপার্বণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

পৌষী—পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা; পৌষ-মাসের পূর্ণিমা। পুষ্য শব্দ+ষ্ণ যুক্তার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

পৌষ্টিক-১। পুষ্টিকারক। পুষ্টি শব্দ+কণ্ কৃতার্থে। বিণ। ২। চূড়াকরণ-কালে পরিহিত বস্ত্র; ক্ষৌর সময়ে গাত্রাচ্ছাদন বস্ত্র বিঃ। বি; ক্লী।

পৌষ্প—কুসুমরচিত; পুষ্পসম্বন্ধীয়। পুষ্প+ষ্ণ ইদমাদি অর্থে। বিণ।

পৌষ্পী—১। পুষ্পময়ী, পুষ্পসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী। ২। দেশ বিঃ; পাটলিপুত্র নগর। বি; স্ত্রী। [বাংপ্র। অ।

প্যাঁ—ছোট শিশুর কান্নার শব্দ, ট্যাঁ ট্যাঁ।

প্যাঁচ—পেঁচ (তাহা দ্রঃ)।

প্যাঁচাও- পেঁচাল (তাহা দ্রঃ)।

প্যানপ্যান—কান্নার সঙ্গে ঘ্যানঘ্যান ('— করা')। বাংপ্র। অ। বিণ—**প্যানপেনে**।

প্যারা—গদ্যে পঙ্ক্তির সমষ্টি, অনুচ্ছেদ, paragraph. ইং। বি।

প্যারী—১। পিয়ারী, প্রিয়া। হিন্দী 'প্রিয়া' থেকে। বিণ; স্ত্রী। ২। কৃষ্ণপ্রিয়া, রাধিকা। বি; স্ত্রী।

প্যারীচরণ সরকার- প্রসিদ্ধ ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা। কলিকাতা চোর-বাগানে ১২৩০ সালের ২৮শে মাঘ (১৮২৩ খ্রীঃ) ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যে ইনি হেয়ার সাহেবের পাঠশালায় প্রবিষ্ট হন। পরে ঐ পাঠশালা হেয়ার স্কুলে পরিণত হয়। প্যারীচরণ এই স্কুলে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং মাসিক ৮৲ টাকা বৃত্তি লইয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিয়া সিনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। ইঁহার পর স্কুল

ছাড়িয়া হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে ও পরে বারাসত গভর্নমেন্ট বিদ্যালয়ে কার্য করিয়া ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হেয়ার স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এবং স্কুলের নানাবিধ উন্নতি সাধন করেন। পরে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত কলেজে ইংরাজী অধ্যাপনার ভার বাঙ্গালী এই প্রথম পায়। প্যারীচরণের চেষ্টায় "সুরাপান নিবারণী সভা" স্থাপিত হয়। সুরাপানের অপকারিতা বুঝাইবার জন্য ইনি ইংরাজী ভাষায় "ওয়েল উইশার" এবং বাঙ্গালা ভাষায় "হিতসাধক" নামে দুইখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১২৭৩ সালে উড়িষ্যা ও বাঙ্গালায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ইনি একটি অন্নসত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিস্তর লোককে অন্নদান করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এডুকেশন গেজেট-নামক সরকারী সংবাদপত্রের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তজ্জন্য মাসিক ৩০০৲ শত টাকা বেতন পাইতেন। কিন্তু সামান্য কারণে গভর্নমেন্টের সহিত মতের মিল না হওয়ায় ইনি সম্পাদকের কার্য পরিত্যাগ করেন। ইঁহার প্রণীত ফার্স্ট বুক, সেকেণ্ড বুক প্রভৃতি শিশুপাঠ্য ইংরাজী পুস্তক সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন (১৮৭৫ খ্রীঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর) ৫২ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার শিক্ষকতাকার্যে রগবী স্কুলের আরনল্ড সাহেবের ন্যায় পারদর্শিতার জন্য সকলে ইঁহাকে আরনল্ড অব দি ঈস্ট (Arnold of the East) বলিত। ইনি বড় মিষ্টভাষী, সরলান্তঃকরণ ও সামাজিক লোক ছিলেন। ছাত্রগণকে ইনি পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাহারা ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি ও সম্মান করিত।

প্যারীচাঁদ মিত্র—'আলালের ঘরের দুলাল' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা। ১২২১ সালে শ্রাবণ মাসে কলিকাতা নিমতলার মিত্রবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ মিত্র। প্যারীচাঁদ বাঙ্গালা ও পারসী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ৯ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই তথাকার পাঠ শেষ করেন। পরে ইনি কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরীর ডেপুটি লাইব্রেরীয়ান পদে নিযুক্ত হন, এবং ক্রমে তাহার সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ান পদে উন্নীত হন। কিন্তু অল্পদিন পরেই ইনি চাকুরিতে জবাব দিয়া ব্যবসায় কার্যে প্রবৃত্ত হন, এবং তাহাতে প্রভূত অর্থ ও সম্মান উপার্জন করেন। ইনি কলিকাতা রিভিউ নামক ইংরেজী পত্রে বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি মাসিক পত্র সম্পাদন করিয়া বঙ্গভাষার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'আলালের ঘরের দুলাল' বঙ্গসাহিত্যে এক অপূর্ব গ্রন্থ। ইনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া মাতার পাদোদক পান না করিয়া অন্য কার্যে মনোনিবেশ করিতেন না। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও কলিকাতায় থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা কার্যে বিশেষরূপে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় থাকিয়া পশুক্লেশ নিবারণ বিষয়ক আইন পাস করান। ইনি একদিকে যেমন প্রেততত্ত্ব ও অধ্যাত্মবিদ্যার আলোচনা করিতেন, অপর দিকে তেমনি বঙ্গভাষা ও সমাজসংস্কার কার্যেও মনোযোগী ছিলেন। ইঁহার রহস্যপ্রিয়তা শেষ বয়স পর্যন্ত সমভাবে বিদ্যমান ছিল। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাঁহার প্রেতাত্মা স্থূলশরীর ধারণ করিয়া মধ্যে মধ্যে প্যারীচাঁদের সহিত কথাবার্তা কহিতেন। প্যারীচাঁদের লিখিত পুস্তকের মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলালের ঘরের দুলাল; রামারঞ্জিকা; মদ খাওয়া বড় দায়; জাত থাকার কি উপায়; আধ্যাত্মিকা; অভেদী ও ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত। ইনি স্বীয় গ্রন্থাদিতে **টেকচাঁদ ঠাকুর** এই কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় (রাজা) —জন্ম ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ, ১৭ই সেপ্টেম্বর। ইনি উত্তরপাড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্যারীমোহন এম. এ. এবং পর বৎসর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। কিছুদিন ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ পুনঃ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য থাকিয়া Bengal Tenancy Bill বিধিবদ্ধ হইবার সময় ইনি জমিদারী ও রাজস্ববিষয়ক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি একই দিনে রাজা ও সি এস. আই. উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। একই দিনে দুইটি ভিন্ন শ্রেণীর সম্মান লাভ করা বাঙ্গালীর ভাগ্যে এই প্রথম ঘটে। প্যারীমোহন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের উন্নতিকল্পে বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন। এক বৎসর ইনি এই সভার সম্পাদক ও পরে এক বৎসর ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত দেশের অনেক হিতকর কার্যের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। ইঁহার লেখা বা বক্তৃতা বাগাড়ম্বরশূন্য এবং গভীর যুক্তিপূর্ণ। সন ১৩২৯ সালের ২রা মাঘ ৮৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্র—উৎকর্ষ; খ্যাতি; গতি; উপসর্গ; আরম্ভ; সর্বতোভাব। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া, গমন করা) + ড কর্তৃ। অ।

প্রকট—ব্যক্ত; স্পষ্ট। প্রকৃষ্টরূপে গমন করে এই অর্থে প্র—কট্ (গমন করা) + অন্ কর্তৃ; কিংবা প্র + কটচ্ প্রত্যয়। বিণ।

প্রকটন প্রকাশকরণ; ব্যক্তকরণ। প্র—কট্ (গমন করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রকটিত—প্রকাশিত; ব্যক্ত; বিস্তারিত, বিসারিত। প্র—কট্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকটীকৃত সম্প্রতি প্রকাশিত; ব্যক্তীকৃত; বিশদীকৃত। প্রকট + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রকটী)—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকম্প—১। বেপথু, থরথর কাঁপনি; প্রবল কম্প, ধাক্কা, shock. প্র—কম্প্ + অল্ ভাব। ২। বায়ু। ...+ অন্ কর্তৃ। বি; পু।

প্রকম্পন—১। কম্পাতিশয়; বেপথু, কাঁপনি। প্র—কম্প্ (কাঁপা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। কম্পমান। ...+ অন কর্তৃ। ৩। কম্পিতকারক, কম্পজনক। প্র—ণিজন্ত কম্প্ = কম্পি (কাঁপানো) + অন কর্তৃ। বিণ। ৪। বায়ু; নরক বিঃ। বি; পু।

প্রকর—১। স্তবক; সমূহ; বিকীর্ণ কুসুমাদি; সাহায্য; অধিকার। প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা) + অল্ কর্ম। বি; পু। ২। চত্বরভূমি। প্র—কৃ + অল্ অধি। বি; পু বা ক্লী।

প্রকরণ—১। সম্যক্রূপে করণ; প্রকার; প্রস্তাব, প্রক্রিয়া। প্র—কৃ + অনট্ ভাব। ২। গ্রন্থের এক দেশ, গ্রন্থাংশ; রূপক বিঃ। প্র—কৃ + অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

প্রকর্ষ—উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা; আধিক্য। প্র—কৃষ্ + অল্ ভাব। বি; পু।

প্রকল্প—অনুমান; ধরিয়া লওয়া, hypothesis. প্র—কৢপ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রকাণ্ড—১। বৃক্ষের মূল হইতে শাখামূল পর্যন্ত অংশ, গাছের গুঁড়ি। প্র (প্রকৃষ্ট) যে কাণ্ড, প্রাদি বা কর্মধা। বি; পু বা ক্লী।

২। বৃহৎ, বিপুল, বিশাল। প্র (প্রকৃষ্ট) কাণ্ড যাহার, বহু। বিণ। ৩। (শব্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত, উৎকৃষ্ট। বিণ।

প্রকার—ভেদ, প্রভেদ; রকম, ভাব; কৌশল; ধারা; সাদৃশ্য; জাতি; রীতি। প্র—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রকারাত্মক—রীতিসম্বন্ধীয়। বহু। বিণ।

প্রকারান্তর—অন্য প্রকার রীতি বা কৌশল। নিত্য। বি; স্ত্রী।

প্রকাশ—১। আলোক; আভা; দীপ্তি; আতপ; বিস্তার; প্রকটন; বিকাশ; উদয় ('সূর্যের —'); শোভা; প্রসিদ্ধি; সাদৃশ্য; জ্ঞান; গ্রন্থাদি ছাপানো ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা, publication. প্র—কাশ (দীপ্তি পাওয়া) বা কাশি+অল্ ভাব। বি; পু। ২। বিকসিত; ব্যক্ত; প্রকট; প্রসন্ন; প্রসিদ্ধ; উদ্ভাবিত; সদৃশ। প্র কাশ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রকাশক—প্রকাশকর্তা, publisher; ব্যক্তকারী। প্র—কাশ্+ণিচ্ (দীপ্ত করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-শিকা**।

প্রকাশনীয় প্রকাশ্য, প্রকাশ করিবার উপযুক্ত। প্র—কাশি+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রকাশমান—দেদীপ্যমান, দীপ্তোজ্জ্বল, ভাস্বর; প্রকট; বিস্পষ্ট, অভিব্যক্ত। প্র-কাশ্+শান কর্তৃ। বিণ।

প্রকাশা—প্রকাশ করা, বিকাশ করা, প্রচার করা। কপ্র। ক্রি।

প্রকাশাত্মা (-শাত্মন্)—ভাস্কর, সূর্য। প্রকাশ আত্মা যাহার, বহু। বি; পু।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী—জনৈক বেদান্তবিৎ পণ্ডিত। ইনি কাশীবাসী ও চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি প্রথমে জ্ঞানবাদী হইয়া চৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্মের বিদ্বেষ করিতেন, পরে তাঁহার সহিত বিচারে ভক্তির উৎকর্ষ বুঝিতে পারিয়া চৈতন্যদেবের মত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রকাশানন্দ স্বামী—রামকৃষ্ণ মিশনভুক্ত একজন সন্ন্যাসী। ইনি আশুতোষ চক্রবর্তীর পুত্র ও শুদ্ধানন্দ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৭৪ খ্রীঃ কলিকাতা শহরে ইহার জন্ম হয়। ইহার আদি নাম সুশীলচন্দ্র। ইনি বাল্যে বাস্তবিকই অতি সুশীল ও নির্ভীক ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ বি. এ. পরীক্ষা দিবার অনতিপূর্বে ইনি সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ স্বামী বিবেকানন্দের নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত ও প্রকাশানন্দ নাম প্রাপ্ত হন। ইনি দশনামী সম্প্রদায়ের পুরী শ্রেণীভুক্ত। সন্ন্যাসগ্রহণের পর কিছুকাল ইনি অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া মায়াবতীর আরও উত্তরে পর্বতগুহায় বাস করেন। তথায় কেহ কিছু ভোজ্যবস্তু ইহার মুখে তুলিয়া দিলে তবেই ইনি খাইতেন, নচেৎ নহে। এইরূপে সংযতচিত্তে কিছুকাল ধর্মসাধন ও তীর্থপর্যটনাদির পর ১৯০৬ খ্রীঃ রামকৃষ্ণ মিশনের আদেশে ইনি আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সানফ্রান্সিস্কো নগরে বেদান্ত প্রচারার্থে গমন করেন। ইহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ বেদান্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই একবাক্যে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, স্বামী বিবেকানন্দের পর এরূপ বাগ্মিতা ও সুললিত ব্যাখ্যা আমেরিকায় আর শ্রুত হয় নাই। ইনি সানফ্রান্সিস্কোর হিন্দুমন্দিরের ও শান্তিমন্দিরের অধ্যক্ষ এবং Voice of Freedom নামক বেদান্তবিষয়ক পত্রের সম্পাদক হন।

প্রকাশিত—প্রকটিত; আবিষ্কৃত; দীপিত; উদ্ভাসিত; শোভিত; উদ্ভাবিত; প্রস্ফুটিত। প্র কাশ্ বা কাশি+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকাশ্য—প্রকাশযোগ্য; সাধারণের গম্য ('— স্থান'); 'দরহাল' বা সাধারণের সম্মুখে ('— নিন্দা'); প্রকাশনীয় ('ক্রমশঃ —')। প্র—কাশ্+ণিচ্ (দীপ্ত করা)+য কর্ম। বিণ।

প্রকাশ্যে—প্রকাশিত ভাবে, সকলের গোচরে, প্রকাশ করিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

প্রকীর্ণ—১। বিক্ষিপ্ত; প্রসারিত; বিস্তৃত; প্রকাশিত; মিশ্রিত; miscellaneous. প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। ২। উন্মার্গপ্রস্থিত, উচ্ছৃঙ্খল। প্র—কৄ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রকীর্ণক—বিস্তার; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; চামর। প্রকীর্ণ শব্দ+কণ্। বি; ক্লী।

প্রকীর্তি—সুখ্যাতি, সুযশঃ, প্রসিদ্ধি; প্রচার; অভিব্যক্তি, প্রকাশ। প্র (প্রকৃষ্টা) যে কীর্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রকীর্তিত—সম্যক্ কীর্তিত; কথিত, বর্ণিত। প্র-কৃত্ (কীর্তন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকুপিত—অতিশয় কুপিত, বিষম রাগত; বৈষম্যপ্রাপ্ত, বিকৃত। প্রাদি। বিণ।

প্রকৃত—রচিত; নির্মিত; প্রস্তাবিত; অধিকৃত; আরব্ধ; প্রক্রান্ত; বাস্তবিক, যথার্থ। প্র—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকৃতপক্ষে—বাস্তবিক পক্ষে, বস্তুতঃ। বহু। ক্রি-বিণ।

প্রকৃতার্থ—১। আসল, খাঁটি। বহু। বিণ। ২। যথার্থ অর্থ, ঠিক মানে। কর্মধা। বি; পু।

প্রকৃতি—১। প্রধান, জগতের ত্রিগুণাত্মক মূল কারণ; তমঃ; মায়া; অজা; অজ্ঞান; হেতু; কারণ; নিসর্গ, স্বভাব; পঞ্চভূত; শক্তি; স্ত্রী; পরমাত্মা; জীবাত্মা; স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ, বল, এই সপ্তবিধ রাজ্যাঙ্গ; একবিংশত্যক্ষরা বৃত্তি। প্র—কৃ+ক্তি করণ। ২। শিশ্ন, মেঢ্র; (ব্যাকরণে) অবিভক্ত্যন্ত শব্দ ও ধাতু। প্র—কৃ+ক্তি কর্তৃ। ৩। পঞ্চভূতময় দেহ; প্রজা। প্র—কৃ+ক্তি কর্ম। ৪। যোনি। প্র—কৃ+ক্তি অপা। বি; স্ত্রী।

প্রকৃতিগত—স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবজ, স্বাভাবিক। ২তৎ। বিণ।

প্রকৃতিজ—স্বভাবজ; স্বাভাবিক, প্রাকৃতিক। উপতৎ; প্রকৃতি—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। [৫তৎ। বিণ।

প্রকৃতিজন্য—স্বভাবজাত; স্বভাবহেতুক।

প্রকৃতিদত্ত—স্বভাবপ্রদত্ত, স্বভাব হইতে লব্ধ। ৩তৎ। বিণ। [বি; পু।

প্রকৃতিপুঞ্জ প্রজাবর্গ, প্রজাসকল। ৬তৎ।

প্রকৃতিপূজক—স্বভাবোপাসক; লিঙ্গারাধক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পূজিকা**।

প্রকৃতিপূজা—স্বভাবোপাসনা, জড়ারাধনা; লিঙ্গারাধনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রকৃতিবাদ—প্রকৃতিই সকলের মূল এইরূপ মত; জড়বাদ, naturalism. প্রকৃতিবিষয়ক যে বাদ, মধ্যপ। বি; পু।

প্রকৃতিবাদী (-বাদিন্)—প্রকৃতিই সকলের মূল এইরূপ মতাবলম্বী; জড়বাদী। প্রকৃতিবাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দিনী**।

প্রকৃতিবিরুদ্ধ—স্বভাবের বিরোধী, স্বভাবের প্রতিকূল। ৬তৎ। বিণ।

প্রকৃতিরঞ্জন—প্রজারঞ্জন, প্রজার সন্তোষ সম্পাদন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রকৃতিসিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ, স্বভাবজ, স্বভাবগত, স্বাভাবিক। ৩তৎ। বিণ।

প্রকৃতিস্থ—স্বভাবে অবস্থিত, স্বস্থ; 'ধাতস্থ', অস্বস্তি হইতে মুক্ত; স্বীয় ভাবাপন্ন; স্বাভাবিক। উপতৎ; প্রকৃতি (স্বভাব)—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রকৃষ্ট—উৎকৃষ্ট; প্রশস্ত; শ্রেষ্ঠ। প্র—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রকোপ—অতিশয় কোপ; (জ্বরাদির) উৎকটতা; প্রাবল্য; উদ্দীপনা। প্র—কুপ্ (কুপিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রকোপণ, প্রকোপন—রাগানো; অগ্নি প্রভৃতি উসকানো; বর্ধন। প্র—ণিজন্ত কুপ বা কোপি (রাগানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রকোপিত—ক্রোধান্বিত, রোষাবিষ্ট, কুপিত। প্রকোপ+ইত জাতার্থে। বিণ।

প্রকোষ্ঠ—দ্বারের পার্শ্বগৃহ; কক্ষ; মহল; কফোণি অবধি মণিবন্ধ পর্যন্ত বাহুভাগ। প্র—কুষ+থন্ অপা। বি; পু।

প্রক্কণ, প্রক্কাণ—বীণাধ্বনি। প্র—কণ্ (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রক্রম—গমন; অতিক্রম; উপক্রম, আরম্ভ; অবসর; অনুক্রম, ক্রম, serial order. প্র—ক্রম্+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রক্রমভঙ্গ—রচনার দোষ বিশেষ, আরব্ধ ধারার অন্যথা। ৬তৎ। বি; পু।

প্রক্রান্ত—১। গত; অবসৃত। প্র—ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। আরব্ধ। প্র—ক্রম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রক্রিয়া—প্রয়োগ; প্রকরণ, process; অনুষ্ঠান। প্র—কৃ (করা)+শ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রক্লিন্ন—অতিশয় ক্লিন্ন, পরিষিক্ত, আর্দ্র; অতিশয় ক্লেদযুক্ত, মলিন; সন্তুষ্ট, পরিতৃপ্ত। প্রাদি। বিণ।

প্রক্ষালন—ধাবন, ধৌতকরণ, ধোয়া। প্র—ণিজন্ত ক্ষল্ বা ক্ষালি (পরিষ্কার করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রক্ষালিত—ধৌত, পরিষ্কৃত। প্র—ণিজন্ত ক্ষল্ (=ক্ষালি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; বিন্যস্ত; অন্তর্নিবেশিত, মধ্যে মধ্যে বসানো, interpolated. প্র—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রক্ষেপ, প্রক্ষেপণ—বিক্ষেপ; বিন্যাস। প্র—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রক্ষেপক—যে প্রক্ষেপ করে এমন। প্র—ক্ষিপ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

প্রক্ষ্বেড়ন—লৌহময় বাণ; নারাচ অস্ত্র। প্র—ক্ষ্বেড়্ (মোচন করা)+অনট্ কর্ম। বি; পু।

প্রখর—তীক্ষ্ণ; তীব্র; অত্যুগ্র; অত্যুষ্ণ। প্র (সর্বতোভাবে) যে খর, প্রাদি। বিণ।

প্রখরতা, -ত্ব—প্রাখর্য, তীক্ষ্ণতা, তীব্রতা, উৎকটত্ব, উগ্রতা, ঝাঁজ; উষ্ণতা। প্রখর+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রখ্যাত—প্রকৃষ্ট খ্যাতিযুক্ত; বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ; খ্যাতিমান্। প্রাদি। বিণ।

প্রগণ্ড—কনুই অবধি স্কন্ধ পর্যন্ত বাহুভাগ। প্র (প্রকৃষ্ট বা প্রধান) যে গণ্ড (দেহাংশ), প্রাদি। বি; পু।

প্রগণ্ডী—শিবির; দুর্গভিত্তি; বহিঃপ্রাকার। প্র (প্রকৃষ্ট) গণ্ড যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

প্রগত—প্রস্থিত; পৃথগ্‌ভূত। প্র—গম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রগতি—অগ্রগতি, উন্নতি; সংস্কারের নামে অনাচার বা বাড়াবাড়ি ('নারী—'; 'পরিণয়ে —')। প্র—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রগতিবাদী (-বাদিন্)—স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির সমর্থক; স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতির নামে স্বৈরাচারপন্থী। প্রগতিবাদ+ইন্ আছে অর্থে। বি বা বিণ; পু।

প্রগমন—প্রস্থান, সরিয়া পড়া। প্র—গম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রগল্‌ভ—১। ধৃষ্ট; নির্লজ্জ, বেহায়া; অ-বিনীত; উদ্ধত; অনর্থক বহুভাষী, বাচাল; সাহসী; নির্ভীক; প্রতিভান্বিত, প্রত্যুৎপন্নমতি। প্র—গল্‌ভ্ (ধৃষ্ট হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২ গর্ব; অহংকার। প্র—গল্‌ভ্+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রগল্‌ভতা—প্রগল্‌ভের ভাব, প্রাগল্‌ভ্য, ধৃষ্টতা; নির্লজ্জতা; ঔদ্ধত্য; বাচালতা; নির্ভীকতা; প্রতিভা। প্রগল্‌ভ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

প্রগল্‌ভযৌবনা—উদ্ধত যৌবনবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

প্রগল্‌ভা—১। ধৃষ্টা ইত্যাদি। প্রগল্‌ভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কামে জ্ঞানশূন্যা উচ্ছলযৌবনা, সর্বরতিবন্ধকুশলা স্বল্পলজ্জা নায়িকা বিঃ। বি; স্ত্রী।

প্রগাঢ়—অতিশয় গাঢ় বা ঘন; অতিগভীর; অধিক; অতিশয়; দৃঢ়; নিবিড়। প্র (সর্বতোভাবে) যে গাঢ়, প্রাদি। বিণ।

প্রগাতা (প্রগাতৃ)—সুগায়ক, গীতজ্ঞ, সংগীতপটু। প্র—গৈ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রগাত্রী**।

প্রগুণ—প্রকৃষ্ট গুণশালী; দক্ষ; ঋজু, সরল, অনুকূল। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে গুণ যাহার, বহু। বিণ।

প্রগ্রহ, প্রগ্রাহ—১। অশ্বাদির রশ্মি, লাগাম; তুলাসূত্র; ভুজ; রজ্জু; কিরণ। প্র—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্ করণ। ২। বন্ধন; গ্রহণ। প্র—গ্রহ্+অল্, ঘঞ্ ভাব। ৩। বন্দী। প্র—গ্রহ্+অল্, ঘঞ্ করণ। বি; পু।

প্রচক্র—প্রস্থিত সেনা, প্রচলৎ সৈন্য, যে সৈন্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্র (গতিশীল) যে চক্র (সৈন্য), কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রচণ্ড—দুর্বহ; দুঃসহ; দুর্ধর্ষ; প্রতাপশালী; অতিকোপন; প্রবল। প্র—চন্ড্ (রোষ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রচণ্ডতা, -ত্ব—ভয়ংকরত্ব; দুঃসহতা; উগ্রতা, প্রাবল্য। প্রচণ্ড+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী, ক্লী।

প্রচণ্ডধন্বা (-ধন্বন্)—ভীষণ কার্মুক, মহা-ধনুর্ধর, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। প্রচণ্ড ধনু যাহার, বহু। বিণ; পু।

প্রচণ্ডমূর্তি—১। উগ্রমূর্তি, ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট। বিণ। ২। ভীষণ আকার। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রচয়—১। বৃদ্ধি, উপচয়; সঞ্চয়; জমাট। প্র—চি (একত্র)+অল্ ভাব। ২। রাশি। প্র—চি+অল্ কর্ম। বি; পু।

প্রচয়ন—সংগ্রহ। প্র—চি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রচর, প্রচার—১। চলন, গমন; প্রসার; প্রসিদ্ধি; প্রকাশ। প্র—চর্ (গমন করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। ২। পথ। প্র—চর্+অল্, ঘঞ্ করণ। বি; পু।

প্রচলন—প্রবর্তন; প্রচার; চলন; ব্যবহার। প্র—চল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রচলায়িত—ঘূর্ণিত। প্র—চলায় নামধাতু+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচলিত—প্রবর্তিত; প্রচারিত; ব্যবহৃত; প্রস্থিত; প্রসিদ্ধ; যাহার চলন হইয়াছে এরূপ। প্র—চল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রচার—'প্রচর' দ্রঃ।

প্রচারক—প্রচারকারী; বিঘোষক; প্রকাশক। প্র—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রচারিকা**।

প্রচারণ—প্রচারকরণ, জাহির করা। প্র—চারি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রচার-বিভাগ—কোন প্রতিষ্ঠানের যে বিভাগ হইতে প্রচারকার্যাদি চালানো হয়। ৬তৎ। বি; পু।

প্রচারিত—যাহার প্রচার করা হইয়াছে এরূপ; বিঘোষিত। প্র—ণিজন্ত চর্ বা চারি (গমন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচিত—কৃতচয়ন, সংগৃহীত, সংকলিত, সঞ্চিত। প্র—চি+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচীয়মান—পুষ্যমাণ, বৃদ্ধিশীল, বর্ধমান। প্র—চি (চয়ন করা)+শান কর্ম। বিণ।

প্রচুর—প্রভূত, পর্যাপ্ত; বিস্তর; অনেক। প্র—চুর্+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রচেতা (-তৃ)—১। চয়নকারী; সংকলক। প্র—চি (চয়ন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রচেত্রী**। ২। সারথি। বি; পু।

প্রচেতাঃ (-তস্)—১। প্রকৃষ্টচিত্ত; উন্নত-মনাঃ; হৃষ্টচিত্ত। প্র (প্রকৃষ্ট) চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মুনি বিঃ; বরুণ; প্রজাপতি বিঃ। বি; পু।

প্রচেতিত—বোধিত, অবগমিত। প্র—চিত্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচেয়—চয়নীয়, বর্ধনীয়; গ্রাহ্য। প্র—চি (চয়ন করা)+য কর্ম। বিণ।

প্রচেষ্টা—প্রয়াস, অধ্যবসায়, perseverance; সমুদ্দেশ্যে সমবেত চেষ্টা, movement. প্র—চেষ্ট+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রচোদিত—প্রেরিত ; প্রণোদিত। প্র—ণিজন্ত চুদ্ (প্রেরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচ্ছদ—১। আবরণবস্ত্র ; আস্তরণবস্ত্র ; বিছানার চাদর। প্র—ণিজন্ত ছদ্—ছাদি (আচ্ছাদন করা)+ঘ করণ। ২। আচ্ছাদন। …+ঘ ভাব। বি ; পু।

প্রচ্ছদপট—আচ্ছাদনবস্ত্র, নিচোল, পাছুড়ি ; (পুস্তকের) মলাট। প্রচ্ছদও যে পটও সে, কর্মধা। বি ; পু।

প্রচ্ছনা—পৃচ্ছা, প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা ; আমন্ত্রণা। প্রচ্ছ্+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন ; গুপ্ত। প্র—ছদ্ (আবৃত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচ্ছন্নচারী (-চারিন্)—লুকায়িতভাবে বিচরণকারী ; দৃষ্টির অগোচর, অদৃশ্য, অলক্ষ্য। প্রচ্ছন্ন—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

প্রচ্ছাদন—১। আচ্ছাদন। প্র-ণিজন্ত ছদ্ বা ছাদি (আচ্ছাদন করান)+অনট্ ভাব। ২। আবরণবস্ত্র ; আস্তরণবস্ত্র ; উত্তরীয় বস্ত্র। …+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

প্রচ্ছাদিত—আচ্ছাদিত ; আবরিত। প্র—ণিজন্ত ছদ্ বা ছাদি (আচ্ছাদন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রচ্ছায়—প্রকৃষ্ট ছায়া। প্র (প্রকৃষ্ট) যে ছায়া, প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রচ্ছায়া—গ্রহণকালে চন্দ্র বা পৃথিবী হইতে নিক্ষিপ্ত নিবিড় ছায়া, umbra. প্রাদি। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

প্রচ্যুত—স্খলিত, বিভ্রষ্ট, নিপতিত। প্রাদি।

প্রজ—পতি, ভর্তা, স্বামী। প্র—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

প্রজন—গবাদি পশুর গর্ভগ্রহণ করানো। প্র—ণিজন্ত জন্ (=জনি)+অল্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রজনন—১। জন্ম ; সন্তান উৎপাদন ; গর্ভধারণ। প্র—জন্ (জন্মা)+ণিচ্+অনট্ ভাব। ২। যোনি। …+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

প্রজনিকা—জননী, প্রসূতি, মাতা। প্র—জনি+ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রজনিষ্ণু—জননশীল। প্র—জন্+ইষ্ণু শীলার্থে। বিণ।

প্রজল্প, প্রজল্পন—কথোপকথন, আলাপ। প্র—জল্প্ (বলা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রজা—সন্তান, সন্ততি ; প্রকৃতি ; প্রাণিসমূহ ; অধিকারস্থ জন ; রায়ৎ। প্র—জন্+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রজাই—১। প্রজার ভাব বা অবস্থা, প্রজাস্ব। বি। ২। প্রজাসম্বন্ধীয় ; প্রজার ভোগদখলী। বাংপ্র। বিণ। [বি।

প্রজাগিরি—প্রজাস্ব, প্রজাই। বাংপ্র।

প্রজাত—উৎপন্ন, উদ্ভূত। প্র—জন্ (জন্মা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রজাতন্ত্র—প্রজাদিগের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্যশাসন, democracy. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

প্রজাতা—১। উৎপন্না। প্র—জন্ (জন্মা)+ক্ত কর্তৃ+আপ্। ২। প্রসূতা, সন্তান প্রসব করিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। …+ক্ত অপা+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

প্রজাতি—১। উপজাতি, শাখাজাতি। প্রাদি। ২। পৌত্রের জন্ম। প্র—জন্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রজানাথ—প্রকৃতিপুঞ্জের পালক, রাজা। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রজান্তক—শমন, যম। প্রজাগণের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বি ; পু।

প্রজাপ—প্রজাপালক। প্রজা—পা+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রজাপতি—১। বিধাতা, ব্রহ্মা ; বিশ্বকর্মা ; মরীচি অত্রি অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু দক্ষ বশিষ্ঠ ভৃগু নারদ—এই দশ জন সৃষ্টিকর্তা ; রাজা। ৬তৎ। বি ; পু। ২। বিচিত্রবর্ণ-পক্ষ সুদৃশ্য পতঙ্গ বিঃ। বাংপ্র। বি।

প্রজাপতিনির্বন্ধ—প্রজাপতির বিধান, বিধাতার বিধি, Providential disposition. ৬তৎ। বি ; পু।

প্রজাপাল—প্রজাপতি ; রাজা। উপতৎ ; প্রজা শব্দ—পালি (রক্ষা করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

প্রজাপালক—প্রজাপালনকারী, ন্যায়ানুসারে অধীন জনগণের রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

প্রজাপালন—অধীন জনগণের রক্ষণাবেক্ষণ ; সন্তানপ্রতিপালন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রজাপীড়ক—প্রজাপীড়নকারী, অধীন জনগণের উপর অত্যাচারকারী, অবিচারক শাসনকর্তা। ৬তৎ। বিণ।

প্রজাপীড়ন—অধীন জনগণের প্রতি দুর্ব্যবহার ; প্রকৃতি-নিগ্রহ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রজাবতী—১। সন্তানবতী। প্রজা (সন্তান)+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃজায়া ; জ্যেষ্ঠভ্রাতৃপত্নী। বি ; স্ত্রী।

প্রজাবিলি—প্রজাকে বা প্রজাদিগকে জমি প্রভৃতি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া। বাংপ্র। বি।

প্রজায়িনী—জননী, প্রসূতি, মাতা। প্র—জন্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রজারঞ্জক—প্রকৃতিরঞ্জনকারী, অধীন জনগণকে সন্তুষ্ট রাখিয়া রাজ্যশাসনকারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-রঞ্জিকা**।

প্রজারঞ্জন—প্রজাগণকে সন্তোষে রাখিয়া রাজ্যশাসন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রজারঞ্জনকারী (-রিন্)—প্রজারঞ্জক। উপতৎ ; প্রজারঞ্জন—কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রজাশক্তি—সম্মিলিত প্রজাবর্গের শক্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রজেশ, প্রজেশ্বর—নৃপতি, রাজা। প্রজাদিগের ঈশ বা ঈশ্বর (প্রভু), ৬তৎ। বি ; পু।

প্রজ্ঞ—জ্ঞানবান্, জ্ঞানী ; বিচক্ষণ ; পণ্ডিত। প্র—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

প্রজ্ঞপ্তি—সম্যক্‌জ্ঞাপন ; বিজ্ঞপ্তি। প্রাদি।

প্রজ্ঞা—১। জ্ঞানবতী ইত্যাদি। প্রজ্ঞ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বুদ্ধি, জ্ঞান ; তীক্ষ্ণমতি ; সংকেত ; মন্ত্রণা। প্র—জ্ঞা (জানা)+ঙ ভাব+আপ্। ৩। সরস্বতী। প্র—জ্ঞা+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাচক্ষুঃ (-চক্ষুস্)—১। জ্ঞাননেত্র। প্রজ্ঞা রূপ চক্ষুঃ, রূপক। বি ; ক্লী। ২। জ্ঞাননেত্রবিশিষ্ট, দিব্যদর্শী। প্রজ্ঞা হইয়াছে চক্ষুঃস্বরূপ যাহার, বহু। বিণ। ৩। ধৃতরাষ্ট্র। বি ; পু।

প্রজ্ঞান—১। বুদ্ধি, প্রকৃষ্ট জ্ঞান। প্র—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভাব। ২। সংকেত ; চিহ্ন। প্র—জ্ঞা+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

প্রজ্ঞাপারমিতা—বৌদ্ধদেবী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

প্রজ্ঞাবান্ (-বৎ)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞানী। প্রজ্ঞা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—

প্রজ্বলন—প্রকৃষ্ট জ্বলন বা দহন, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠা ; প্রবলদাহ। প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রজ্বলিত—প্রকৃষ্ট জ্বলনবিশিষ্ট, জ্বলন্ত। প্র—জ্বল (দীপ্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রজ্বালন—প্রদীপন, জ্বালানো, ধরানো। প্রজ্বালি (নামধাতু)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রজ্বালিত—প্রদীপিত, সন্ধুক্ষিত, যাহা জ্বালানো বা ধরানো হইয়াছে এরূপ। প্রজ্বালি (নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রডীন—পক্ষীর গতি বিঃ। প্র—ডী (উড়া)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

প্রণত—কৃতপ্রণাম ; নম্র ; অবনত ; বক্র। প্র—নম্ (নত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রণতি—প্রণিপাত, প্রণাম; নম্রতা, অবনমন। প্র—নম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রণব—ঈশ্বরের গূঢ় নাম, ওঁ, ওংকার। প্র—নু (স্তুতি করা)+অল্ করণ। বি; পু।

প্রণবাত্মক—ওংকারাত্মক (মন্ত্রাদি); দেব। প্রণব (ওংকার) আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু।

প্রণবানন্দ আচার্য স্বামী—(১৮৯৬—১৯৪৫ খ্রীঃ)। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও সমাজসংস্কারক। তিনি কঠোর তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও আত্মসমাহিত পুরুষ ছিলেন।

প্রণমা—প্রণাম করা, প্রণত হওয়া, নমস্কার করা। কপ্র। ক্রি।

প্রণয়—প্রীতি; অনুরাগ, প্রেম, ভালবাসা; বন্ধুত্ব; বিশ্রম্ভ; বিশ্বাস; শ্রদ্ধা; প্রার্থনা; যাচ্ঞা; পরিচয়। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রণয়কোপ—প্রণয়জন্য ক্রোধ, অভিমান, ভালবাসাপূর্ণ রাগ। মধ্যপ। বি; পু।

প্রণয়গর্ভ—প্রীতিপূর্ণ; ভালবাসাপূর্ণ। প্রণয় গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ।

প্রণয়ঘটিত—প্রেমসম্বন্ধীয়, প্রণয়মূলক। ৩তৎ। বিণ।

প্রণয়ন—১। অগ্নি সমিন্ধন মন্ত্রাদি। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ করণ। ২। নির্মাণ; লিখন; রচনা। প্র-নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রণয়পত্র, -পত্রিকা—প্রেম-লিপি, প্রীতিজ্ঞাপক লেখ্য, love-letter. মধ্যপ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

প্রণয়পাত্র, প্রণয়াস্পদ—প্রেমভাজন, প্রেমাস্পদ, ভালবাসার ব্যক্তি, love. ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রণয়পীড়িত—প্রেমার্ত, কামাতুর, lovesick. ৩তৎ। বিণ। [বি; ক্লী।

প্রণয়বন্ধন—ভালবাসারূপ বাঁধন। রূপক।

প্রণয়ভাজন—প্রণয়পাত্র, প্রেমাস্পদ, ভালবাসার পাত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রণয়সম্ভাষণ—প্রেমালাপ, প্রেমপূর্ণ কথোপকথন। প্রণয়সূচক সম্ভাষণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

প্রণয়াকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—প্রেমার্থী, প্রীতিপ্রত্যাশী, প্রেমলাভেচ্ছু। প্রণয়ের আকাঙ্ক্ষী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী**।

প্রণয়াস্পদ—'প্রণয়পাত্র' দ্রঃ।

প্রণয়িনী—১। অনুরাগযুক্তা। প্রণয়+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভার্যা; অনুরক্তা নায়িকা। বি; স্ত্রী।

প্রণয়ী (-য়িন্)—১। অনুরাগবিশিষ্ট, যে ভালবাসে। প্রণয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। স্বামী; অনুরক্ত নায়ক। বি; পু।

প্রণাদ—অত্যুচ্চ আনন্দধ্বনি; চিৎকার। প্র (প্রভূত) যে নাদ (ধ্বনি), প্রাদি। বি; পু।

প্রণাম—ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয়যুক্ত নমস্কার; প্রণতি, প্রকৃষ্টরূপ নমস্কার, যে কার্যের দ্বারা নিজের অপকর্ষ প্রকাশ করা হয় বা লক্ষ্য ব্যক্তিকে আপনা হইতে অধিক উৎকৃষ্ট বলিয়া ব্যক্ত করা যায় ['নমস্কার' দ্রঃ]। প্র—নম্ (নত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রণামী—প্রণামকালে প্রদত্ত উপহার বা অর্থ, প্রণাম-দক্ষিণা, সেলামী; উৎকোচ, ঘুষ। বাংপ্র। বি।

প্রণায্য—প্রিয়; অসম্মত; অভিলাষবর্জিত; ন্যায়বান্, সাধু। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+ণ্যৎ কর্ম, নিপাতনে। বিণ।

প্রণালী—জলনিঃসরণমার্গ, নরদমা; (ভূগোলে) যে সংকীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে, strait; পদ্ধতি, ধারা, রীতি; শ্রেণী। প্র—নল্ (বন্ধন করা)+ঘঞ্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রণালীসম্মত, -শুদ্ধ, -সিদ্ধ—নিয়মিত, সুসংগত, সুবিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল, methodical. ৩তৎ। বিণ।

প্রণাশ—মৃত্যু, মরণ; নিধন; পলায়ন। প্র—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রণিধান—প্রযত্ন; সমাধি; মনোনিবেশ; চিত্তের একাগ্রতা; যোগ; ধ্যান; যত্ন; অর্পণ। প্র—নি—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রণিধি—১। অনুচর; চর; দূত; চালক বা পথপ্রদর্শক, guide. প্র—নি—ধা+কি কর্ম। ২। প্রার্থনা; অবধান। ... +কি ভাব। বি; পু।

প্রণিপতিত—প্রণত, কৃতপ্রণাম। প্র—নি—পত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রণিপাত—প্রণাম, অভিবাদন, নমস্কার, প্রণতি। প্র—নি—পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রণিহিত—সমাহিত; স্থিরীকৃত, অর্পিত; প্রসারিত; প্রাপ্ত। প্র—নি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রণীত—রচিত, নির্মিত; কথিত; প্রেরিত; পক্ব; ক্ষিপ্ত; প্রবেশিত। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রণুত—স্তুত, প্রশংসিত। প্র—নু (স্তুতি করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রণেতা (প্রণেতৃ)—প্রণয়নকর্তা, রচয়িতা, বিরচক, নির্মাতা। প্র—নী+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রণেত্রী**।

প্রণেয়—বশীভূত, অধীন, বশ্য। প্র—নী (লইয়া যাওয়া)+য কর্ম। বিণ।

প্রণোদন—প্রেরণ; নিয়োজন; প্রবর্তন। প্র—নুদ্ (প্রেরণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রণোদিত—প্রেরিত; নিযোজিত; প্রচোদিত; প্রবর্তিত। প্র—ণিজন্ত নুদ্—নোদি (প্রেরণ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রততি—১। বিস্তার। প্র—তন্ (বিস্তার করা)+ক্তি ভাব। ২। বিস্তীর্ণ লতা। প্র—তন্+ক্তি কর্তৃ। [দ্বিতীয় অর্থে প্রততী পদও হয়।] বি; স্ত্রী।

প্রত্ন—প্রাচীন, পুরাতন। প্র (পূর্বে)+ট্নন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রত্নী**।

প্রতনু—সূক্ষ্ম, পাতলা। প্র (প্রকৃষ্ট) তনু (পাতলা), প্রাদি। বিণ।

প্রতপ্ত—উত্তপ্ত; তাপিত; অতিশয় তপ্ত, অতি তাপিত। প্রাদি। বিণ।

প্রতর্ক—সন্দেহ, সংশয়। প্র—তর্ক্ (তর্ক করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রতর্ক্য—বিচার বা অনুমান দ্বারা নির্ণেয়, অমীমাংসিত, debatable. প্র—তর্ক্+যপ্ কর্ম। বিণ।

প্রতল—সপ্ত পাতালের মধ্যে পাতাল বিঃ। প্র (সমধিক) তল যাহার, বহু। বি; ক্লী।

প্রতান—১। বিস্তৃতি, প্রসৃতি; বিস্তার। প্র—তন্ (বিস্তৃত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। লতার তন্তু, শুঁয়া। প্র—তন্+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

প্রতাপ—আতপ; সন্তাপ; উত্তাপ; প্রভাব; কোষদণ্ডজনিত তেজঃ; পরাক্রম, বিক্রম, শৌর্য। প্র- তপ্ (তপ্ত হওয়া বা করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ইনি ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুগলির নিকটবর্তী বাঁশবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। হুগলির পরপারে গরিফা নামক গ্রামে ইনি লালিতপালিত হন। কেশবচন্দ্র সেন দুই বৎসর পূর্বে এই গ্রামেই জন্মিয়াছিলেন। ইঁহারা বাল্যকাল হইতে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। উত্তরকালে প্রতাপ কেশবের ধর্মপ্রচার সম্বন্ধে দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় প্রতাপের প্রথম বিদ্যাশিক্ষা হয়। ইনি হুগলি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়নের পর পিতার সহিত কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। তাহার পরে হেয়ার স্কুলে ও প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার বিবাহ ও ১৮৫৯

খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার কলেজে বিদ্যাশিক্ষা শেষ হয়। প্রতাপ ২০৲ টাকা বেতনে বেঙ্গল ব্যাঙ্কে একটি কর্মে অল্পদিনের জন্য নিযুক্ত হন। কথিত আছে, ইনি (রামপ্রসাদের ন্যায়) সময় পাইলেই আফিসগৃহে ঈশ্বর-প্রার্থনা ও ধর্মসম্বন্ধীয় চিন্তা কাগজে লিখিতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের প্রভাবে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতাপ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। ২৫ বৎসর বয়স হইতেই প্রতাপ ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। ধর্মপ্রচার উপলক্ষে ইনি ভারতের সকল প্রদেশে, ইউরোপে তিনবার ও আমেরিকাতে দুইবার পরিভ্রমণ করেন। জাপানেও একবার গিয়াছিলেন। সকল স্থানেই তিনি বক্তৃতার দ্বারা প্রভূত প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। কুচবিহার বিবাহঘটিত ব্যাপারে যখন কেশবচন্দ্রের ভক্তগণ উঁহার সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করেন, তখন প্রতাপচন্দ্র কেশবের নিকট রহিলেন। তিনি বরাবরই কেশবের সহায়তা করিয়াছিলেন। মাঘোৎসব উপলক্ষে কেশবচন্দ্র বৎসর বৎসর কলিকাতা টাউনহল বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে একটি করিয়া বক্তৃতা দিতেন। কেশবের মৃত্যুর পর প্রতাপ এই প্রথাটি কয়েক বৎসর পর্যন্ত রাখিয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে মে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিবার ও লিখিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। ইনি ইংরাজীতে অনেকগুলি গ্রন্থ লেখেন। তাহার মধ্যে "Oriental Christ", "Heartbeats", "Spirit of God" এবং "The life and teachings of Keshub Chandra Sen" বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইনি কয়েক বৎসর Interpreter নামক একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকতা করেন।

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—১৮৫১ খ্রীঃ অব্দে নদীয়া জেলার চাপড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। কুমারখালি বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন। তারপর কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন।

ইনি ডাক্তারি পাস করিবার পর ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় ও ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের পথ অবলম্বন করিয়া হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা আরম্ভ করেন। এই সময় ইনি ৺বিহারীলাল ভাদুড়ী মহাশয়ের অল্পবয়স্কা বিধবা দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ আমেরিকায় World Columbian exposition নামক বিরাট সভায় পৃথিবীর খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদিগের সহিত আমন্ত্রিত হন এবং নিজ বিদ্যাবুদ্ধি ও গবেষণাপূর্ণ যুক্তিতে তথায় Vice-President পদে অভিষিক্ত হইয়া ভারতের গৌরব বৃদ্ধি করেন।

কলিকাতায় ইঁহার প্রতিষ্ঠিত হোমিওপ্যাথি হাসপাতাল ও স্কুল সুন্দরভাবে পরিচালিত হইতেছে। ১৯২২ খ্রীঃ অব্দে ২৫শে অক্টোবর মধুপুর শহরে ৭৩ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপচন্দ্র রায়—মহাভারত হরিবংশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও রামায়ণের বঙ্গানুবাদক ও মহাভারতের ইংরেজী অনুবাদক। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ বর্ধমান জেলার সাঁকো গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। প্রতাপের পিতা রামজয় রায়ের সাংসারিক অবস্থা ভাল ছিল না বলিয়া পাঁচ বৎসর বয়সের শিশু প্রতাপকে এক ব্রাহ্মণের বাড়ি রাখালি করিয়া জীবিকানির্বাহ করিতে হইয়াছিল। সেই ব্রাহ্মণ প্রতাপের শিক্ষালাভে আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। ১৬ বৎসর বয়সে প্রতাপ কলিকাতায় আসিয়া মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের কাছে মাসিক সাত টাকা বেতনে কর্মে নিযুক্ত হন। ক্রমে তিনি একটি পুস্তকের দোকান করেন। অতঃপর তিনি ক্রমাগত সাত বৎসর পরিশ্রম করিয়া মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেন। প্রতিখণ্ড ৪২ টাকা মূল্যে দুই হাজার মহাভারত বিক্রয় করিবার পর তিনি প্রায় এক সহস্র খণ্ড মহাভারত বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এই সময়ে তাঁহার একটি নিজের ছাপাখানা হইয়াছিল। ইহার পর তিনি মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ ও শাস্ত্রগ্রন্থের বহু সহস্র খণ্ড মূল ও বঙ্গানুবাদ নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করেন। কিন্তু এ সকল ব্যতীত মহাভারতের মূলানুযায়ী ইংরেজী অনুবাদই তাঁহার প্রধান কীর্তি। ইহাতেই তাঁহার যশঃ ও মান লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাকে বিলক্ষণ আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিতে হইয়াছিল। মহাভারত ইংরেজীতে অনুবাদ করায় ভারত গভর্নমেণ্ট তাঁহাকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সি-আই-ই উপাধি দান করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী প্রতাপচন্দ্র রায় সি-আই-ই লোকান্তরিত হন।

প্রতাপচন্দ্র সিংহ—ইনি খনামধন্য লালাবাবুর পুত্র শ্রীনারায়ণ সিংহের জ্যেষ্ঠ দত্তক পুত্র। ইনি পাইকপাড়ার রাজা বলিয়া বিখ্যাত। কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ফিভার হাসপাতাল স্থাপন ও বহুতর হিতকর কার্যে সহায়তার জন্য ইনি গভর্নমেণ্ট কর্তৃক ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বাহাদুর এবং পরে সি. এস. আই. উপাধি দ্বারা বিভূষিত হইয়াছিলেন। বেলগাছিয়া ভিলা-নামক সুরম্য উদ্যান ইঁহার এবং ইঁহার কনিষ্ঠ (দত্তক) ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের সম্পত্তি। এই বাগানে সুপ্রসিদ্ধ আদাম ও ইভের মূল্যবান্ তৈলচিত্র আছে। এই বাগানেই উঁহাদের পুত্রগণের অধিকারকালে ভারতসম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড যুবরাজরূপে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয়গণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আসেন। এই বাগানেই উভয় ভ্রাতার যত্নে ও মহারাজ যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ বন্ধুগণের সহায়তায় বাঙ্গালা নাটক অভিনীত এবং বাঙ্গালা ঐকতানবাদন প্রণালী উদ্ভূত হয়। উহাই বর্তমান সাধারণ নাট্যমঞ্চের সূত্রপাত বলিয়া পরিগণিত হয়। প্রতাপচন্দ্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩৯ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গিরিশচন্দ্র সিংহ বংশের আদিনিবাস মুরশিদাবাদ জেলাস্থ কাঁদি গ্রামে একটি হাসপাতাল পরিচালনার জন্য এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা প্রদান করেন।

প্রতাপন—১। তাপজনক। প্র—ণিজন্ত তপ্ =তাপি (তাপিত করা) + অন কর্তৃ। বিণ। ২। নরক বিঃ। বি ; পু।

প্রতাপনারায়ণ দেব—লক্ষ্মীপুরাধীশ্বর ঠাকুর প্রতাপনারায়ণ দেব বাহাদুর বাঙ্গালা, হিন্দী, ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত ভাষার প্রচার বিষয়ে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং স্বীয় রাজধানীতে 'প্রতাপনারায়ণ সংস্কৃত কলেজ' ও 'প্রতাপকেন্দ্র' স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কলেজ যাহাতে নির্বিঘ্নে চিরদিন চলে, এবং একশত ছাত্র বৃত্তি পাইয়া অধ্যয়ন করিতে পারে, তজ্জন্য এগার হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি কলেজে দান করিয়া গিয়াছেন। পাণিনি ব্যাকরণে উপাধি-পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ যাহাতে গভর্নমেণ্ট হইতে সুবর্ণ-কেয়ূর ও মেডেল প্রাপ্ত হয়, তাহার ব্যবস্থার জন্য গভর্নমেণ্টকে সাড়ে নয় হাজার টাকা দান করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ভুবনেশ্বরী মঠ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি অনেক সৎকার্য করিয়াছেন। প্রজাবৎসলতা, বদান্যতা তাঁহাতে সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ১৯১৩ খ্রীঃ ২২শে নভেম্বর শনিবার ৩৩ বৎসর বয়সে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তিনি জ্যেষ্ঠা মহিষীকে পোষ্য পুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যান।

প্রতাপরুদ্র—(১) কাকতেয় বংশীয় নরপতি। বিখ্যাত ওরঙ্গল নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। বাহ্মনিরাজ আহম্মদ শাহএর

সহিত সময়ে ইনি বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া রণশয্যায় শয়ন করেন।

(২) উড়িষ্যা দেশের ভূপতি। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ইনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, এবং পণ্ডিতবর্গকে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেন। ইনি সাতিশয় ধর্মশীল, ন্যায়পরায়ণ ও সাধু-প্রকৃতি রাজা ছিলেন; এজন্য সকলেই ইঁহাকে সমধিক ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। চৈতন্য পুরুষোত্তম গমন করিয়া ভক্তিতত্ত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে, প্রতাপরুদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ প্রকাশ করেন। কিন্তু চৈতন্য রাজসকাশে গমন করিতে অসম্মত হন। অতঃপর রথযাত্রার সময়ে ভাবাবেশে মূর্ছিত চৈতন্যদেবের চরণ সেবায় নিরত হইয়া পরে তাঁহার শিষ্যরূপে গৃহীত হন এবং রাজসুলভ ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া কঠোরপ্রণালীতে কর্মসাধনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার প্রযত্নে অতি শীঘ্র উড়িষ্যায় বৈষ্ণব-ধর্মের বিলক্ষণ প্রসার হইয়া উঠে।

প্রতাপবান্ (-বৎ)— প্রতাপশালী (সকল অর্থে)। প্রতাপ+বতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রতাপশালী (-লিন্)—প্রতাপযুক্ত, প্রভাবসম্পন্ন; পরাক্রান্ত; তেজস্বী। প্রতাপ—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শালিনী**।

প্রতাপসিংহ—রাজস্থানের অন্তর্গত সুবিখ্যাত রাজ্য মেওয়ারের খ্যাতনামা মহারানা। প্রসিদ্ধ চিতোর নগর মেওয়ারের রাজধানী। প্রতাপের পিতা উদয়সিংহ অন্যান্য রাজপুত রাজার ন্যায় মোগল বাদশাহ আকবরের সহিত বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হইতে ঘৃণার সহিত অসম্মত হওয়ায় আকবর ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করেন। উদয়সিংহ সপরিবারে আরাবল্লী পর্বতে যাইয়া আশ্রয়-গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় চারি বৎসর পরে উদয়সিংহের মৃত্যু হইলে প্রতাপসিংহ মেওয়ারের রানা হইয়া দৃঢ় পণ করিলেন যে, যেরূপে হউক যবনের কবল হইতে চিতোর উদ্ধার করিবেন এবং তাহা না হওয়া পর্যন্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া কঠোর আরণ্যব্রত ধারণ করিবেন। পর্ণকুটীর ইঁহার রাজপ্রাসাদ হইল, বৃক্ষপত্র ইঁহার ভোজনপাত্র হইল, এবং তৃণশয্যা ইঁহার রাজশয্যা হইল। প্রতাপ সপরিবারে এইরূপ মহাক্লেশে দিন যাপন করিতে লাগিলেন, তথাপি আকবরের অধীনতা স্বীকার করিলেন না।

একদা মোগল সেনাপতি জয়পুরাধিপতি মানসিংহ স্থানান্তরগমনকালে প্রতাপসিংহের আলয়ে অতিথি হইলেন। রাজপুতজাতির নিয়মানুসারে মানসিংহের আহারের সময়ে স্বয়ং প্রতাপের উপস্থিত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু মানসিংহ মোগলদিগের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া প্রতাপ তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; এজন্য তাঁহার ভোজনকালে স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া পুত্র অমরসিংহকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। মানসিংহ সমুদায় বুঝিতে পারিয়া আহার পরিত্যাগপূর্বক এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন, "এই অপমানের জন্য প্রতাপকে ভুগিতে হইবে। আমি যদি তাঁহার দর্প চূর্ণ করিতে না পারি, তবে আমার নাম মানসিংহ নহে।" এই সময়ে প্রতাপ উপস্থিত হইয়া কেবল এইমাত্র বলিলেন, "যেখানে হউক, আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমি সুখী হইব।" মানসিংহের এই অপমানে উত্তেজিত হইয়া আকবর প্রতাপকে দমন করিবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টিত হইলেন। প্রতাপসিংহও দ্বাবিংশতি সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিপুল মোগলসেনার আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম (পরে জাহাঙ্গীর) ও প্রধান সেনাপতি মানসিংহ অসংখ্য সৈন্যসহ ইঁহাকে দমন করিতে যাত্রা করিলেন। হলদীঘাট নামক গিরি-সংকটে উভয় সৈন্যের সাক্ষাৎ হইল (১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দ)। কিন্তু মুষ্টিমেয় রাজপুতগণের পক্ষে অগণ্য যবন-কটক ক্ষয় করা অসাধ্য হইল। অবশেষে, দ্বাবিংশতি সহস্র রাজপুতের মধ্যে হতাবশিষ্ট অষ্ট সহস্র সৈন্য লইয়া প্রতাপ রণস্থল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ভূমণ্ডলে যতকাল বীরত্বের সম্মান থাকিবে, ততকাল হলদীঘাটের যুদ্ধ প্রতাপসিংহের অতুল বীরত্ব-কাহিনী ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

অতঃপর মোগলসৈন্য ক্রমে ক্রমে রাজধানী ও দুর্গসকল অধিকার করিলে, প্রতাপ পরিবারবর্গকে লইয়া বনে বনে বিচরণ করিয়া অতি ক্লেশে প্রাণরক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রভুভক্ত ও স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুতগণ ইঁহার দুঃখক্লেশের অংশভাগী হইলেন।

একদা প্রতাপ তৃণমণ্ডিত ক্ষেত্রের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায় পিতৃরাজ্যোদ্ধার চিন্তায় মগ্ন আছেন, এবং অদূরে ইঁহার পত্নী ও পুত্রবধূ ঘাসের বীচির রুটি প্রস্তুত করিয়া শিশুদিগকে এক একখানি প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে একটি কাঠবিড়ালী বৃক্ষ হইতে নামিয়া ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত রুটির অর্ধাংশ লইয়া পলায়ন করিল। তদ্দর্শনে ইঁহার বালিকা কন্যা ক্রন্দন করিয়া উঠিল। সামান্য খাদ্যের জন্য সন্তানের রোদনে প্রতাপ হৃদয়ে বড় ব্যথা পাইলেন। আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া সন্ধির নিমিত্ত আকবরের নিকট পত্র প্রেরিত হইল। প্রতাপের পত্র পাইয়া বাদশাহ্ অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। তিনি দিল্লীতে উৎসবের আয়োজন করিলেন,—রাত্রিতে নগর দীপমালায় আলোকিত করা হইল। এদিকে বিকানীরের রাজা এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং স্বজাতির অধঃপতন ও প্রতাপের বীরত্ব ও দৃঢ়তার সুখ্যাতি করিয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্র পাইয়া প্রতাপ সন্ধির আশা ত্যাগ করিয়া পূর্ববৎ মোগলদিগের বিপক্ষতাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু প্রবলপ্রতাপ মোগল-সম্রাটের অগণ্য সৈন্যের সহিত দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধে ক্রমেই হীনবল হইতে লাগিলেন। অবশেষে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া যবনের দাস হওয়া অপেক্ষা দেশ পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন। অনন্তর বন্ধুবান্ধবগণসহ সিন্ধুপ্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরাবল্লী পর্বতের পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হইয়া রাজপুতবীরগণ মেওয়ারের প্রতি শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিরতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। এমন সময় এক অমাত্য স্বীয় বিপুল অর্থ রানাকে প্রদান করিয়া দেশ উদ্ধার করিতে বলিলেন। অর্থবলে বলীয়ান্ হইয়া প্রতাপ পুনরায় পূর্বমুখী হইলেন।

অতঃপর ইনি শত্রুর অলক্ষিতভাবে দেবীর নামক স্থানে মোগলসৈন্য আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিলেন (১৫৭৭ খ্রীঃ), এবং ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আপনার পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিয়া পার্বত্যপ্রদেশে এক নবনির্মিত নগরে রাজধানী স্থাপনপূর্বক পিতার নামানুসারে তাহার নাম উদয়পুর রাখিলেন। ইহার পর প্রতাপ প্রতিশোধ লইবার জন্য গোপনে মানসিংহের রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজধানী বিধ্বস্ত করিলেন। কিন্তু তথাপি প্রতাপ সম্পূর্ণ সুখী হইতে পারিলেন না, কারণ চিতোর নগর তখনও শত্রুর করতলগত। চিতোর উদ্ধার করিতে না পারিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন হয় না। কিন্তু দুরন্ত কাল তাঁহার চিরজীবনের আশা ফলবতী হইতে দিল না। আজীবনকাল নানারূপ কষ্ট সহ্য করিয়া অল্প বয়সেই প্রতাপের স্বাস্থ্যভঙ্গ

হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মভূমি ও আত্মীয় স্বজনকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমর-পথের পথিক হইলেন। প্রতাপসিংহের প্রিয় অশ্বের নাম চৈতক।

কিংবদন্তী আছে যে, প্রতাপ চিতোর অধিকার করিতে না পারিলে শ্মশ্রু কাটিবেন না, স্বর্ণ ও রজতপাত্রে ভোজন করিবেন না, এবং তৃণশয্যা ব্যতীত অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি পৈতৃক রাজ্যের অধিকাংশ পুনরুদ্ধার করিলেও, অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় চিতোর নগরের উদ্ধার সাধন করিয়া যাইতে পারেন নাই। এইজন্য নাকি উদয়পুরের রানারা অদ্যাপি দাড়ি কামান না, এবং শয্যার নিম্নে তৃণ ও ভোজনপাত্রের নিম্নে বৃক্ষপত্র রাখেন।

প্রতাপাদিত্য—সূর্যসম পরাক্রান্ত পুরুষ। প্রতাপে আদিত্যপ্রায়, ৭তৎ। বি ; পু।

প্রতাপাদিত্য রায়—বঙ্গের বিখ্যাত বঙ্গজ কায়স্থ রাজা। ইঁহার পিতা বিক্রমাদিত্য বাঙ্গালার সুলতান সুলেমান ও দায়ুদের আমলে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। দায়ুদের পতন হইলে তিনি প্রভূত ঐশ্বর্য সহ বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে পলায়ন করেন এবং বিপুল ভূসম্পত্তি অর্জন করিয়া রাজার ন্যায় বাস করেন। প্রতাপ বাল্যকাল হইতেই বীরত্বের অনুরাগী ছিলেন, এবং মুসলমানের অধীনতাপাশ ছেদন করিবার নিমিত্ত পিতাকে অনুরোধ করিতেন। ইঁহার পিতা পুত্রকে মোগলসম্রাটের প্রতাপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করাইবার নিমিত্ত দিল্লী ও আগ্রা প্রেরণ করেন, কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল। প্রতাপ দিল্লী যাইয়া মোগলসৈন্যের যে সকল ত্রুটি ছিল, তাহা ভাল করিয়া দেখিয়া আসিলেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতাপ রাজা হইয়া সম্রাট্‌কে রাজস্ব প্রেরণ বন্ধ করিলেন এবং আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। প্রবলপ্রতাপ আকবর এই সংবাদ পাইয়া ইঁহাকে দমন করিবার নিমিত্ত বাঙ্গালার সুবাদারের প্রতি আদেশ প্রচার করিলেন। প্রতাপ মোগলসৈন্য পরাস্ত করিয়া খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিলেন। গৌড় নগরের যশঃ হরণ করায় প্রতাপের রাজধানী "যশোহর" নামে অভিহিত হইল।

বসন্তরায় নামে প্রতাপাদিত্যের এক পিতৃব্য ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ইচ্ছা করিয়া, অপর কেহ কেহ বলেন, ভ্রমে পড়িয়া প্রতাপ তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। বসন্তরায়ের পুত্র কচুরায় প্রতাপের মহিষীর কৃপায় পরিত্রাণ পাইয়া পলায়নপূর্বক দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের শরণাপন্ন হইলেন। সম্রাট্ কচুরায়ের সহিত বহু সৈন্যসহ মানসিংহকে প্রতাপ-দমনার্থে প্রেরণ করিলেন। মানসিংহও প্রথমে প্রতাপের নিকট পরাস্ত হন। কিন্তু ঘরসন্ধানী কচুরায়ের মন্ত্রণায় অবশেষে মোগলসৈন্য বিজয়ী ও প্রতাপ মানসিংহের হস্তে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় বারাণসীর নিকট নৌকামধ্যে বীরবর প্রতাপাদিত্য মৃত্যুমুখে পতিত হন। প্রতাপের রাজধানী এক্ষণে সুন্দরবন নামক মহা জঙ্গলে পরিণত হইয়া হিংস্র জন্তুর আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে।

প্রতাপান্বিত—প্রতাপশালী, প্রভাববিশিষ্ট। প্রতাপ দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

প্রতাপী (প্রতাপিন্)—প্রতাপবান্, প্রতাপান্বিত ; প্রতাপশালী (সকল অর্থে)। প্রতাপ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রতাপিনী**।

প্রতারক—পার-প্রাপক, যে পার করিয়া দেয় ; শঠ ; বঞ্চক ; ধূর্ত ; কপট, ধড়িবাজ। প্র—ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রতারিকা**।

প্রতারণ—উত্তীর্ণ করানো ; বঞ্চনা, ঠকানো। প্র—ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতারণশীল—বঞ্চনশীল, স্বভাবতঃ বঞ্চক। প্রতারণ শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

প্রতারণা—পার করিয়া দেওয়া ; বঞ্চনা, ঠকানো, জুয়াচুরি। প্র—ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতারণামূলক—বঞ্চনাই যাহাতে উদ্দেশ্য এমন, ছলযুক্ত। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মূলিকা**।

প্রতারিত—বঞ্চিত, যাহাকে ঠকানো হইয়াছে এরূপ ; যাহাকে পার করা হইয়াছে এমন। প্র—ণিজন্ত তৃ=তারি (পার করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতি—প্রতিনিধি ; ভাগ ; মাত্র ; আভিমুখ্য ; উপর ; সম্বন্ধে ; বীপ্সা ; ইত্থম্ভূত-কথন ; প্রতিদান ; ব্যাবৃত্তি ; চিহ্ন ; সাদৃশ্য ; বিরোধ ; প্রশস্তি ; নিন্দা ; নিশ্চয় ; সমাধি ; স্বভাব ; ব্যাপ্তি ; প্রত্যেক ('-দিন')। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া) +ডতি ভাব। অ।

প্রতিকরণীয়—প্রতিকার্য, প্রতিবিধেয়। প্রতি—কৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রতিকর্তা (-কর্তৃ)—প্রতিকারকারী ; প্রতিবিধাতা ; প্রতিফলদাতা ; বৈরনির্যাতক, অনিষ্টকারীর অনিষ্টকারক। প্রতি—কৃ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**।

প্রতিকর্ম (-কর্মন্)—প্রসাধন ; বেশভূষা। প্রতি—কৃ (করা)+মন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

প্রতিকায়—প্রতিমূর্তি, প্রতিরূপ। প্রতি (সদৃশ) যে কায়, প্রাদি।

প্রতিকার, প্রতীকার—প্রতিবিধান ; পরিশোধ ; প্রতিফল ; বৈরনির্যাতন ; চিকিৎসা। প্রতি—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রতিকার্য, প্রতীকার্য—প্রতিকার করিবার যোগ্য, প্রতিবিধেয়। প্রতি—কৃ (করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

প্রতিকাশ, প্রতীকাশ—(শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য। প্রতি—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

প্রতিকূল—অননুকূল ; বিপক্ষ ; বিরুদ্ধ। কূলের প্রতি অর্থাৎ বিপরীত, অব্যয়ী +অচ্। বিণ।

প্রতিকূলতা—বিপক্ষতা, বিরুদ্ধাচরণ। প্রতিকূল শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

প্রতিকৃত কৃত-প্রতিবিধান ; প্রতিবিহিত ; পরিশোধিত ; প্রতিদত্ত। প্রতি—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিকৃতি—১। প্রতিমা ; প্রতিমূর্তি ; চেহারা ; প্রতিবিম্ব ; প্রতিনিধি। প্রতি—কৃ (করা)+ক্তি করণ। ২। সাদৃশ্য ; প্রতিকার। প্রতি—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রতিকৃষ্ট—নিকৃষ্ট, অধম। প্রতি—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিক্রিয়া—বিপরীত ক্রিয়া, reaction ; প্রতিকার। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিক্ষণ—প্রতিমুহূর্তে। ক্ষণে ক্ষণে, অব্যয়ী। অ।

প্রতিক্ষিপ্ত—প্রেরিত ; নিন্দিত, তিরস্কৃত ; বাধিত ; নিবারিত, নিষিদ্ধ। প্রতি—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিক্ষেপ—তিরস্কার ; ভর্ৎসনা ; নিরাশা। প্রতি—ক্ষিপ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রতিগত—প্রত্যাবৃত্ত, ফিরিয়া গিয়াছে এরূপ। প্রতি—গম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিগমন—পরাবৃত্তি, ফিরিয়া যাওয়া। প্রতি—গম্ (যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিগর্জন, প্রতিগর্জিত—প্রতিকূলে গর্জন। প্রতি—গর্জ্+অনট্, ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিগৃহীত—স্বীকৃত, গৃহীত। প্রতি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিগ্রাহ্য—গ্রহণযোগ্য, প্রতিগ্রাহ্য, acceptable. প্রতি—গ্রহ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রতিগ্রহ—১। স্বীকার, দানগ্রহণ; অনুগ্রহ; প্রত্যভিযোগ। প্রতি—গ্রহ্+অল্ ভাব। ২। প্রতিকূল গ্রহ। প্রাদি। বি; পু।

প্রতিগ্রহণ—পুনর্গ্রহণ, ফিরাইয়া লওয়া; স্বীকার। প্রতি—গ্রহ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিগ্রাহ—স্বীকার, দানগ্রহণ; শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি। প্রতি-গ্রহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রতিগ্রাহিত—স্বীকারিত, যাহাকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—ণিজন্ত গ্রহ্ (=গ্রাহি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—দানগ্রহীতা। প্রতি—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

প্রতিঘ—১। মূর্ছা; ব্যাঘাত; প্রতিবন্ধ; ক্রোধ। প্রতি—হন্ (বধ করা)+ড করণ। বি; পু। ২। প্রতিকূল, বিরুদ্ধ। প্রতি—হন+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রতিঘাত, প্রতীঘাত—আঘাত; আঘাতপ্রাপ্ত বস্তু ফিরিয়া আঘাতকারী বস্তুকে যে আঘাত করে তাহা; বিরোধ; ব্যাঘাত। প্রতি—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রতিঘাতন—মারণ; বধ; বিঘ্ন, বাধা। প্রতি—ঘাতি+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিঘাতী (-ঘাতিন্)-প্রতিঘাতকারী, হন্তা, বধকর্তা; বিঘ্নকারক, বাধাদায়ক। প্রতি—হন্+ঘিনুন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রতিঘাতিনী**।

প্রতিচক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—চশমা। প্রতি (সদৃশ) চক্ষুঃ, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিচিত্র—চিত্রের নকল; নকশার নকল, blue print. প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিচ্ছন্দ—১। অভিপ্রায়ানুযায়ী; প্রতিরূপ। ছন্দের প্রতি অর্থাৎ অনুরূপ, অব্যয়ী। বিণ। ২। প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি। প্রতি (অনুরূপ) ছন্দ, প্রাদি। বি; পু।

প্রতিচ্ছন্ন—আচ্ছন্ন; প্রতিনিধিস্বরূপ প্রতি—ছদ্ (আচ্ছাদন করা)+ক্ত কর্ম বিণ।

প্রতিচ্ছায়া—প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি; সাদৃশ্য। প্রতি (অনুরূপা) ছায়া, প্রাদি বি; স্ত্রী।

প্রতিজন্য—প্রতিপক্ষ, বিপক্ষদল। প্রতি (প্রতিকূল) জন্য (যুদ্ধ) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

প্রতিজাগর—রক্ষার্থ নিয়োগ; প্রত্যবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান। প্রতি—জাগৃ (জাগা)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রতিজিহ্বা—তালুমূলস্থ ক্ষুদ্র জিহ্বা, আলজিভ। প্রতি (সদৃশী) জিহ্বা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিজ্ঞা, প্রতিজ্ঞান—কর্তব্যরূপে অবধারণ; পণবন্ধন; প্রতিশ্রুতি, পণ, শপথ, অঙ্গীকার; পক্ষের সাধ্যবস্তুরূপে নির্দেশ, proposition; অভিযোগ; (গণিতে) প্রতিপাদ্য বা সম্পাদ্য বিষয়। প্রতি—জ্ঞা (জানা)+ঙ, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রতিজ্ঞাত—অঙ্গীকৃত, প্রতিশ্রুত; অভিযোগের বিষয়ীভূত। প্রতি—জ্ঞা (জানা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিজ্ঞাপত্র—প্রতিশ্রুতিলেখ্য, অঙ্গীকারলিপি; চুক্তিনামা; ঘোষণাপত্র। মধ্যপ। বি; ক্লী।

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ—অঙ্গীকারে আবদ্ধ, কৃতপ্রতিজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ—প্রতিজ্ঞা রক্ষা না করা, অঙ্গীকারচ্যুত হওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

প্রতিজ্ঞেয়-প্রতিজ্ঞার বিষয়; প্রতিজ্ঞার যোগ্য। প্রতি—জ্ঞা+য কর্ম। বিণ।

প্রতিজ্যোতিঃ (-তিস্)—প্রতিফলিত দ্যুতি বা দীপ্তি। প্রাদি বা নিত্য। বি; ক্লী।

প্রতিদত্ত—প্রত্যর্পিত, ফিরাইয়া দেওয়া। প্রতি—দা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিদান—ন্যস্ত বস্তুর অর্পণ; ফিরাইয়া দেওয়া; প্রত্যুপকার; পরিবর্ত। প্রতি—দা (দেওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিদারণ-সংগ্রাম, যুদ্ধ, লড়াই। প্রতি (প্রতিকূল) দারণ, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিদিন—প্রত্যহ, রোজ রোজ। দিনে দিনে, বীপ্সার্থে অব্যয়ী। অ।

প্রতিদিশ-প্রত্যেক দিক্ বা দিকে। দিকে দিকে, অব্যয়ী। অ।

প্রতিদিষ্ট—অধিকতর প্রবল আদেশ বা নিয়ম দ্বারা নিরাকৃত, overruled. প্রতি—দিশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিদেয়-প্রতিদানের উপযুক্ত। প্রতি—দা+য কর্ম। বিণ।

প্রতিদ্বন্দ্ব—কাহারও বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম; প্রতিপক্ষতা; প্রতিযোগিতা। প্রাদি। বি; পু।

প্রতিদ্বন্দ্বিতা—প্রতিযোগিতা; প্রতিপক্ষতা; সমকক্ষতা। প্রতিদ্বন্দ্বিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

প্রতিদ্বন্দ্বী (-দ্বন্দ্বিন্)—প্রতিপক্ষ, বিরোধী; শত্রু; প্রতিযোগী; সমকক্ষ। প্রতি অর্থাৎ বিরুদ্ধ যে দ্বন্দ্ব, প্রতিদ্বন্দ্ব; প্রতিদ্বন্দ্ব+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দ্বন্দ্বিনী**।

প্রতিধ্বনি—প্রতিশব্দ, কোন একটি শব্দ উচ্চারিত হইলে তাহার অনুরূপ অন্য যে একটি শব্দ শুনা যায়। প্রতি (অনুরূপ) যে ধ্বনি, প্রাদি। বি; পু।

প্রতিধ্বনিত—১। প্রতিশব্দিত, কৃত শব্দের অনুরূপ উচ্চারিত। প্রতি—ধ্বন্ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। প্রতিশব্দ। প্রতি—ধ্বন্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিনন্দন অভিনন্দন; আশীর্বাদপূর্বক সম্ভাষণ; প্রশংসা। প্রতি—নন্দি (আনন্দিত করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [ণিণ।

প্রতিনব—অভিনব, নবীন, নূতন। প্রাদি।

প্রতিনাদ, প্রতিনিনাদ—প্রতিশব্দ, প্রতিধ্বনি। প্রাদি। বি; পু।

প্রতিনিধি—মুখ্যসদৃশ; তুল্যবস্তু; ক্ষমতাপ্রাপ্ত বস্তু বা ব্যক্তি; প্রতিরূপ; বদলি। প্রতি—নি—ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

প্রতিনিবর্তন—১। প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন; নিবৃত্তি। প্রতি—নি-বৃত্ (থাকা) +অনট্ ভাব। ২। প্রত্যানয়ন, ফিরানো; নিবারণ। প্রতি—নি—ণিজন্ত বৃত্—বর্তি (থাকানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিনিবর্তিত—নিবর্তিত, ফিরানো; নিবারিত। প্রতি—নি-বর্তি+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিনিবৃত্ত-প্রত্যাবৃত্ত; প্রত্যাগত; নিরস্ত; ক্ষান্ত। প্রতি—নি—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিনিয়ত—অবিরাম, নিরন্তর; সতত। প্রাদি। বিণ।

প্রতিনিশ—প্রত্যেক রাত্রিতে। নিশা নিশা, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিপক্ষ-বিপক্ষ; প্রত্যর্থী, প্রতিবাদী। প্রতি (প্রতিকূল) যে পক্ষ, কর্মধা। বি; পু।

প্রতিপৎ (-পদ্)—১। শুক্ল বা কৃষ্ণ পক্ষের প্রথম তিথি। প্রতি—পদ্+ক্বিপ্ অধি। ২। প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা ...+ক্বি ভাব। ৩। বুদ্ধি। ...ক্বি করণ। ৪। জগড় বাদ্য, ডগর। ...+ক্বি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

প্রতিপত্তি—প্রবৃত্তি; প্রগল্ভতা; গৌরব; প্রাপ্তি; পদপ্রাপ্তি; অভিযোগ; অভিমান; অনুমতি; ব্যবস্থা; উপায়; দান; প্রতিষ্ঠা; মর্যাদা, সম্ভ্রম, সম্মান;

বিশ্বাস; অঙ্গীকার। প্রতি—পদ্+তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিপত্তিশালী (-শালিন্)—প্রতিপত্তিমান্, প্রতিষ্ঠান্বিত, যশস্বী। প্রতিপত্তি—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শালিনী**।

প্রতিপদে—পদে পদে। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিপন্ন—অবগত; অঙ্গীকৃত; বিক্রান্ত; প্রতিষ্ঠান্বিত; সম্প্রান্ত; সম্মানিত; প্রাপ্ত; জ্ঞাত; অনুমত; গৃহীত; অবধারিত; যুক্ত্যাদি দ্বারা সমর্থিত। প্রতি—পদ্ (গমন করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিপাদক—প্রতিপত্তিজনক; বোধক; নির্বাহক; সম্পাদক; নির্ণায়ক। প্রতি—ণিজন্ত পদ্=পাদি (গমন করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রতিপাদিকা**।

প্রতিপাদন—দান; প্রতিপত্তি; মীমাংসা; সম্পাদন; নিষ্পাদন; বোধন; অবধারণ। প্রতি—ণিজন্ত পদ্=পাদি (গমন করান)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিপাদনীয়, প্রতিপাদ্য—যাহা প্রতিপাদন বা প্রমাণ করিতে হইবে, প্রতিপাদনসাধ্য, প্রতিপাদনযোগ্য; প্রমাণসাপেক্ষ, প্রমেয়। প্রতি—পাদি+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

প্রতিপাদিত—সম্পাদিত; নিষ্পাদিত; অবধারিত; দত্ত; বোধিত। প্রতি—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিপালক—পালনকর্তা, পোষক, রক্ষক; অপেক্ষাকারী। প্রতি—পাল্ (পালন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-পালিকা**।

প্রতিপালন—পোষণ; ভরণ; রক্ষণ; রক্ষা ('আজ্ঞা —')। প্রতি—পাল্ (পালন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিপালনীয়, প্রতিপাল্য—যাহা বা যাহাকে প্রতিপালন করিতে হইবে বা করা উচিত, রক্ষণীয়, পোষ্য। প্রতি—পাল্+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

প্রতিপালিত—পোষিত; রক্ষিত। প্রতি—পাল্ (পালন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিপাল্য—প্রতিপালনীয়; পোষ্য; ভরণীয়; রক্ষণীয়। প্রতি—পাল্ (পালন করা)+য কর্ম। বিণ।

প্রতিপুরুষ—প্রতিনিধি স্বরূপ ব্যক্তি। মিত্র। বি; পু।

প্রতিপোষক—সমর্থক; সাহায্যকারী। প্রতি—পুষ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

প্রতিপ্রভ—সূর্যালোকে স্থাপিত হইলে বেগুনী বা অতিবেগুনী বর্ণে প্রতিভাত হইবার ক্ষমতাযুক্ত, fluorescent. প্রতি ভা+ক কর্তৃ। বিণ।

প্রতিপ্রভাব—বিরুদ্ধ শক্তি, counter-influence. প্রাদি। বি; পু।

প্রতিপ্রমাণ—বিরুদ্ধ সাক্ষ্য, counter-evidence. প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিপ্রয়াণ—প্রতিপ্রস্থান, প্রতিগমন, ফিরিয়া যাওয়া; প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিপ্রসব—নিষিদ্ধের পুনর্বিধি, কোন সাধারণ নিয়মে যে বিষয় নিষেধ করা হয়, তাহাই আবার বিশেষ নিয়ম দ্বারা বিধান করা। প্রতি—প্র—সূ+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রতিপ্রস্থান—প্রতিপ্রয়াণ, প্রতিগমন, ফিরিয়া যাওয়া; প্রতিপক্ষের আশ্রয়। প্রতি (প্রতিকূল) যে প্রস্থান, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিপ্রহার—প্রহারকারীকে প্রহার; প্রতিঘাত। প্রাদি। বি; পু।

প্রতিপ্রিয়—প্রত্যুপকার, উপকারীর উপকার। প্রতি—প্রী+ক ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিফল—তুল্যফল, কার্যের অনুরূপ ফল; প্রতিবিম্ব; প্রতিশোধ; সাজা; প্রত্যপকার; প্রত্যুপকার। প্রতি (সদৃশ) যে ফল, কর্মধা; অথবা ফলের প্রতি অর্থাৎ সদৃশ, অব্যয়ী। বি; ক্লী।

প্রতিফলন—প্রতিবিম্বন, স্বচ্ছ পদার্থের উপর অন্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়া। প্রতি—ফল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিফলিত—প্রতিবিম্বিত। প্রতি—ফল্ (ফলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিবচন, প্রতিবাক্য, প্রতিবাচিক—প্রতিকূল বাক্য; প্রত্যুত্তর; সমানার্থক বাক্য; প্রতিধ্বনি। অব্যয়ী। বি; ক্লী।

প্রতিবদ্ধ—প্রতিবন্ধবিশিষ্ট; ব্যাহত, বাধাপ্রাপ্ত; বাধিত। প্রতি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিবন্ধ—কার্যপ্রতিঘাত; ব্যাঘাত, বাধা, বিঘ্ন। প্রতি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রতিবন্ধক—১। প্রতিরোধক; ব্যাঘাতক; বাধাজনক। প্রতি—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। প্রতিবন্ধ, ব্যাঘাত, বাধা। বাংপ্র। বি।

প্রতিবন্ধী (-বন্ধিন্)—১। প্রতিবন্ধবিশিষ্ট। প্রতিবন্ধ+ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। প্রতিবন্ধক। প্রতি—ণিজন্ত বন্ধ্=বন্ধি (বন্ধন করান)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রতিবন্ধিনী**।

প্রতিবল—১। সমানবলী, তুল্যবল; সমর্থ, শক্ত। প্রতি (সদৃশ) বল যাহার, বহু। বিণ। ২। বিপক্ষ সৈন্য। প্রতি (প্রতিকূল) যে বল (সৈন্য), প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রতিবস্তূপমা—কাব্যালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

প্রতিবাত—বায়ুর প্রতিকূলে। বাতের (বায়ুর) প্রতি অর্থাৎ প্রতিকূলে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিবাদ, প্রতীবাদ—প্রত্যুক্তি, কোন কিছুর বিরুদ্ধে বলা। প্রতি—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রতিবাদী (-বাদিন্)—বিরুদ্ধবাদী, প্রতিপক্ষ; বিপক্ষ; প্রত্যর্থী, আসামী। প্রতি—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **-দিনী**।

প্রতিবার্তা—সংবাদের উত্তরে সংবাদ, পালটা খবর। প্রাদি। বি; পু।

প্রতিবাসর—প্রতিদিন, প্রত্যহ। বাসরে বাসরে, অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

প্রতিবাসী (-বাসিন্)-প্রতিবেশী, সমীপস্থ গৃহস্থ, পড়শী। প্রতি-বস্ (বাস করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রতিবাসিনী**।

প্রতিবিধান—প্রতিকার; নিবারণ; সাজা। প্রতি—বি—ধা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিবিধিৎসা—প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা, প্রতিকার-বাসনা। প্রতি—বি—সনন্ত ধা (=ধিৎস)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতিবিন্ধ্য—দ্রৌপদীর গর্ভজাত যুধিষ্ঠিরের পুত্র। ইনিও একজন বীর ছিলেন, এবং কুরুক্ষেত্র সমরে বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। অবশেষে অশ্বত্থামার নৈশহত্যাকাণ্ডে ইনি সুপ্তাবস্থায় তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হন। বি; পু।

প্রতিবিম্ব—প্রতিচ্ছায়া; দর্পণাদিতে পতিত অনুরূপ আকৃতি; প্রতিমা। প্রতি (অনুরূপ) বিম্ব (আকৃতি), প্রাদি। বি; পু বা ক্লী।

প্রতিবিম্বন—প্রতিফলন, দর্পণাদি স্বচ্ছ পদার্থে অনুরূপ আকৃতি পতন। প্রতিবিম্ব শব্দ+ণিচ=প্রতিবিম্বি (নামধাতু), তদুত্তরে অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতিবিম্বিত—প্রতিফলিত, যাহার প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে এরূপ। প্রতিবিম্ব শব্দ+ণিচ=প্রতিবিম্বি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিবিহিত—সজ্জিত; প্রতিকৃত, যাহার প্রতিকার করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—বি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিবেশ, প্রতীবেশ—প্রতিবাসিগৃহ; সমীপস্থ বাসস্থান; পারিপার্শ্বিক অবস্থা; পরিবেশ, environment. প্রতি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ বা ঘঞ্ অধি। বি; পু।

প্রতিবেশপ্রভাব—পারিপার্শ্বিক অবস্থার

প্রভাব ; সমসাময়িক ব্যাপারের শক্তি। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রতিবেশবাসী (-বাসিন্)—প্রতিবাসী। উপতৎ ; প্রতিবেশ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-সিনী**।

প্রতিবেশী (-বেশিন্)—প্রতিবাসী, সমীপস্থ গৃহস্থ, পড়শী। প্রতি—বিশ্ (প্রবেশ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রতিবেশিনী**।

প্রতিবোধ—প্রবোধ ; জাগরণ ; স্ফুটন। প্রতি—বুধ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রতিবোধিত—বোধিত ; জাগরিত ; স্ফুটিত। প্রতি—ণিজন্ত বুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিব্যূহ—অনুরূপ ব্যূহ, বিপক্ষের ন্যায় একভাবের সৈন্য সমাবেশ। প্রাদি। বি ; পু।

প্রতিভয়—১। ভয়ংকর। প্রতি—ভী+অল্ অপা। বিণ। ২। শত্রুভয়। প্রতি—ভী (ভয় পাওয়া)+অল্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিভা—বুদ্ধি ; প্রত্যুৎপন্নমতি, অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; নব নব উন্মেষশালিনী প্রজ্ঞা ; প্রভা ; সাদৃশ্য। প্রতি-ভা (দীপ্তি পাওয়া) +ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিভাত—প্রকাশিত, প্রতীত, জ্ঞাত ; প্রদীপ্ত ; প্রতিফলিত। প্রতি-ভা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিভাবান্ (-বৎ)—প্রতিভাযুক্ত, প্রতিভান্বিত, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। প্রতিভা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রতিভাশালী (-শালিন্) -প্রতিভাসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী। প্রতিভা—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। . বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রতিভাশালিনী**।

প্রতিভাস—দীপ্তি, ঠিকানা, প্রকাশ ; শোভা। প্রতি—ভাস্+অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রতিভাসম্পন্ন—প্রতিভান্বিত, প্রতিভাশালী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি। ৩তৎ। বিণ।

প্রতিভাসিত—শোভান্বিত, শোভাময়, শোভন ; উজ্জ্বল, প্রদীপ্ত। প্রতিভাস+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

প্রতিভূ—তৎস্থলীয় ব্যক্তি, জামিন ; স্বরূপ ; প্রতিনিধি। প্রতি—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

প্রতিম—(শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ। প্রতি—মা (পরিমাণ)+ড কর্ম। বিণ।

প্রতিমা, প্রতিমান—১। গজদন্তদ্বয়ের মধ্যভাগ ; দেবতার প্রতিমূর্তি, বিগ্রহ ; ছবি। প্রতি—মা+ঙ+আপ্, অনট্ কর্ম। ২। প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া।...+ঙ, +আপ্, অনট্ ভাব। বি ; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রতিমাগৃহ—দেববিগ্রহের ঘর, দেবালয় ; প্রাচীন প্রতিমূর্তি প্রভৃতি পুরা বস্তুর আগার, জাদুঘর, museum. ৬তৎ। বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী।

প্রতিমাণ—ওজনের বাটখারা, প.ড়িয়ান।

প্রতিমাননা—পূজা ; সম্মান। প্রতি—ণিজন্ত মন=মানি (পূজা করা)+অন ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমাপূজক—দেবপ্রতিমূর্তির আরাধক, সাকারোপাসক। ৬তৎ। বিণ।

প্রতিমাপূজা—দেবতার অনুরূপ মূর্তি গড়িয়া তাহার অর্চনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমাবিসর্জন—প্রতিমা ফেলিয়া দেওয়া ; পূজানন্তর দেবমূর্তির নদ্যাদির জলে নিক্ষেপ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রতিমার্গক রাজা হরিশ্চন্দ্রের শূন্যস্থনগর। বি ; পু।

প্রতিমুক্ত—১। পিনদ্ধ, পরিহিত ; ত্যক্ত ; বন্ধনমুক্ত। প্রতি মুচ্ (মোচন করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পরিহিত বস্ত্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রতিমুখ—১। অভিমুখ, সম্মুখ। প্রাদি। বিণ। ২। নাটোর সন্ধি বিঃ। বি ; ক্লী।

প্রতিমুহূর্তে—প্রতিক্ষণে, অনুক্ষণ। মুহূর্তে মুহূর্তে, অব্যয়ী। অ, ক্রি-বিণ।

প্রতিমূর্তি—প্রতিকৃতি, অনুরূপ মূর্তি। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিমোচন—বিমোচন, বন্ধনমোচন ; পরিধান ; নির্যাতন। প্রতি—মুচ্ (মোচন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিযত্ন—সম্যক্ যত্ন ; প্রতিশোধ ; লিপ্সা, লাভেচ্ছা ; প্রতিগ্রহ ; সংস্কার ; গুণান্তরাধান। প্রাদি। বি ; পু।

প্রতিযাত—প্রতিনিবৃত্ত, প্রতিগত। প্রতি—যা (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিযাতনা—১। প্রতিমা, প্রতিকৃতি। প্রতি—ণিজন্ত যত=যাতি (যত্ন করানো) +অন কর্ম+আপ্। ২। তুল্যরূপ যাতনা। প্রতি (সদৃশী) যাতনা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিযান—প্রতিপ্রয়াণ, প্রতি-প্রস্থান, প্রতিগমন। প্রতি—যা (যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিযুদ্ধ—তুল্যরূপ যুদ্ধ, বিপক্ষের আক্রমণ নিবারণ। প্রতি—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভাব। বি ; পু।

প্রতিযোগ—বিপক্ষতা, বিরোধ, প্রতিদ্বন্দ্ব ; স্পর্ধা। প্রতি—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রতিযোগিতা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা ; সমকক্ষতা ; সাদৃশ্য। প্রতিযোগীর ভাব এই অর্থে প্রতিযোগিন্ শব্দ+তা। বি ; স্ত্রী।

প্রতিযোগী (-যোগিন্)—বিরোধী ; প্রতিপক্ষ ; প্রতিদ্বন্দ্ব ; সমকক্ষ ; সদৃশ ; যাহার অভাব হয় এরূপ। প্রতি—যুজ্ (যোজনা করা)+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রতিযোগিনী**।

প্রতিযোজন—অভিযোজন, খাপ খাওয়ানো, adaptation. প্রতি—যুজ্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রতিযোদ্ধা (-যোদ্ধৃ)—সমকক্ষ যোদ্ধা ; বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী। প্রতি (প্রতিকূল) যোদ্ধা, প্রাদি। বিণ বা বি ; পু।

প্রতিযোধ—প্রতিযোদ্ধা। প্রাদি। বি ; পু।

প্রতিরথ প্রতিকূল যোদ্ধা। প্রাদি। বি ; পু।

প্রতিরুদ্ধ—নিবারিত ; অবরুদ্ধ। প্রতি—রুধ্ (রোধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিরূপ—১। প্রতিবিম্ব ; প্রতিমূর্তি ; সাদৃশ্য ; পত্র ইত্যাদির সদৃশ অংশ, counterpart. প্রাদি। বি ; ক্লী। ২। সদৃশ। প্রতি (তুল্য) রূপ যাহার, বহু। বিণ।

প্রতিরোধ—নিবারণ ; অবরোধ, আটক ; প্রতিবন্ধ ; তিরস্কার ; চৌর্য। প্রতি—রুধ্ (রোধ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রতিরোধক—১। অবরোধকারী ; ব্যাঘাতক ; নিবারক। প্রতি রুধ্ (রোধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। ২। চৌর। বি ; পু।

প্রতিরোধিত—ব্যাহত ; নিবারিত। প্রতি—ণিজন্ত রুধ্=রোধি (রোধ করানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিরোধী (-রোধিন্) -নিরোধক ; ব্যাঘাতক। প্রতি—রুধ্ (রোধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রোধিনী**।

প্রতিলিপি—অবিকল নকল ; লিখিত জবাব। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিলোম—বিলোম ; প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বাম ; ব্যতিক্রম, উলটা। প্রতিগত লোমকে+অচ্ সমাসান্ত। বিণ।

প্রতিলোমজ—প্রতিলোমজাত, অধম বর্ণের ঔরসে উত্তমবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে জাত। প্রতিলোম—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রতিলোম-বিবাহ—নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের স্ত্রীর বিবাহ। মধ্যপ। বি ; পু।

প্রতিশঙ্কা—অতিশয় ত্রাস ; নিয়ত আতঙ্ক ; অনুক্ষণ আশঙ্কা বা সন্দেহ। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

প্রতিশব্দ—প্রতিধ্বনি ; সমানার্থসূচক শব্দ, synonym. প্রতি (সদৃশ) যে শব্দ, প্রাদি। বি ; পু।

প্রতিশয়, -শয়ন—নির্বন্ধবাস, ধরনা

দেওয়া, হত্যা দেওয়া। প্রতি—শী (শয়ন করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; পু ও স্ত্রী।

প্রতিশয়িত—যে হত্যা বা ধরনা দিয়াছে এরূপ। প্রতি—শী (শয়ন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রতিশাসন—ভৃত্যাদিকে আহ্বান করিয়া কার্যে নিয়োগ। প্রতি—শাস্ (শাসন করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিশীর্ষ প্রতিনিধি, বদলি। প্রতি (সদৃশ) শীর্ষ (মস্তক), প্রাদি। বি; পু।

প্রতিশীর্ষক—নিষ্ক্রয়; মূল্য। প্রতিশীর্ষ শব্দ +কণ্। বি; স্ত্রী।

প্রতিশোধ—অনুরূপ শোধ, অপকারের প্রত্যপকার, প্রতিহিংসা; প্রতীকার, প্রতিবিধান। প্রাদি। বি; পু।

প্রতিশ্রব—অঙ্গীকার; স্বীকৃতি। প্রতি—শ্রু+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রতিশ্রয়—আশ্রয়; সভা; যজ্ঞশালা; গৃহ। প্রতি—শ্রি (আশ্রয় করা)+অল্ অধি। বি; পু।

প্রতিশ্রুত—প্রতিজ্ঞাত; অঙ্গীকৃত; স্বীকৃত। প্রতি—শ্রু (শুনা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিশ্রুতি—প্রতিজ্ঞা; অঙ্গীকার; স্বীকার। প্রতি-শ্রু (শুনা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিষিদ্ধ—নিষিদ্ধ; নিবারিত। প্রতি-সিধ্ (সম্পন্ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিষেদ্ধা (-ষেদ্ধৃ)—প্রতিষেধকর্তা; নিবারক। প্রতি—সিধ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **প্রতিষেদ্ধ্রী**।

প্রতিষেধ—নিবারণ, নিষেধ; বর্জন। প্রতি-সিধ্ (সম্পন্ন করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রতিষেধক—প্রতিষেদ্ধা, নিষেধক, নিবারক; পূর্ব হইতে নিবারণক্ষম, preventive. প্রতি—সিধ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **প্রতিষেধিকা**।

প্রতিষ্টম্ভ—প্রতিবন্ধ; বাধা; রোধ। প্রতি—স্তন্ভ্ (রোধ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রতিষ্ঠমান—যে প্রস্থান করিতেছে এমন। প্র-স্থা+শান কর্তৃ। বিণ।

প্রতিষ্ঠা—১। স্থিতি; সুখ্যাতি; গৌরব; সমাপ্তি; সংস্কার, উদ্‌যাপন; পুষ্করিণী প্রভৃতির উৎসর্গ; স্থাপন; চতুরক্ষরা বৃত্তি। প্রতি—স্থা (থাকা)+ঙ ভাব+আপ্। ২। স্থান; আশ্রয়; ক্ষিতি। …+ঙ অধি। বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠাতা (-তৃ)—প্রতিষ্ঠাকারক; সংস্থাপক, স্থাপয়িতা। প্রতি-স্থা (থাকা) +তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রতিষ্ঠাত্রী**।

প্রতিষ্ঠাধিকার—কোন দোকান বা ব্যবসায়ের খ্যাতিজনক বিশেষ প্রথা বা নাম, good-will. ৬তৎ। বি; পু।

প্রতিষ্ঠান—১। প্রতিষ্ঠা; প্রতিপত্তি, প্রসিদ্ধি। প্রতি—স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। ২। লোকহিতার্থে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা বা বিষয়, institution; অনুষ্ঠান; সংস্থাপন। …+অনট্ কর্ম। ৩। ব্রতাদির উদ্‌যাপন-সম্বন্ধীয় কর্তব্য। …+অনট্ করণ। ৪। গোদাবরীতীরস্থ নগর বিঃ, উহার বর্তমান নাম পইথান; এলাহাবাদের পরপারস্থ প্রাচীন নগর বিঃ (বর্তমান নাম ঝুঁসি)। …+অনট্ অধি। বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠান্বিত গৌরবযুক্ত; প্রতিষ্ঠিত; সুখ্যাতিযুক্ত, যশস্বী; বিখ্যাত; প্রসিদ্ধ। প্রতিষ্ঠা দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

প্রতিষ্ঠাপত্র—গুণাদির বর্ণনামূলক লিপি, certificate. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠাপন প্রতিষ্ঠাকরণ; সংস্থাপন; অর্পণ; উৎসর্জন। প্রতি-ণিজন্ত স্থা= স্থাপি (থাকানো)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিষ্ঠাপিত স্থাপিত; অর্পিত; উৎসৃষ্ট। প্রতি-ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (থাকান)+ ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিষ্ঠাবান্ (-বৎ)—প্রতিষ্ঠান্বিত, প্রতিপত্তিশালী, গৌরবান্বিত, সম্মানভাজন, প্রসিদ্ধ, যশস্বী। প্রতিষ্ঠা+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

প্রতিষ্ঠিত ১। স্থিত; অধিরূঢ়; বদ্ধমূল; অধিগত। প্রতি—স্থ+ক্ত কর্তৃ। ২। স্থাপিত; বিখ্যাত; প্রতিষ্ঠাযুক্ত; গৌরবান্বিত; সম্মানিত; সমাপিত; সংস্কৃত। প্রতিষ্ঠা+ইত জাতার্থে। বিণ।

প্রতিসংবিধান—প্রতিবিধান, প্রতিকার। প্রতি—সম্—বি—ধা (ধারণ করা)+ অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিসংহার—প্রত্যাকর্ষণ; নিবর্তন; সংবরণ। প্রতি—সম্ হৃ (হরণ করা)+ ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রতিসংহৃত—প্রত্যাকৃষ্ট; নিবর্তিত; সংবৃত। প্রতি-সম্-হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ

প্রতিসন্ধান—অনুসন্ধান, অন্বেষণ; নিয়ত চিন্তন, স্তুতিপাঠ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিসমাধান—প্রতিবিধান, প্রতিকার প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতিসমাধেয়—প্রতিবিধেয়, প্রতিকার্য প্রাদি। বিণ।

প্রতিসর—১। ব্রণশোধন, ক্ষতাদি পরিষ্কার করিয়া ভাল করা। প্রতি-সৃ (গমন করা) +অল্ ভাব। ২। হারযষ্টি, মালার ছড়া কঙ্কণ; সৈন্যপৃষ্ঠ; মন্ত্র বিঃ। প্রতি— +অল্ কর্ম। বি; পু। ৩। পরিচারক সেবক, ভৃত্য। বিণ।

প্রতিসর্গ—মরীচি প্রভৃতি কর্তৃক সৃষ্টি। প্রতি (অনুরূপ) সর্গ (সৃষ্টি), প্রাদি। বি; পু।

প্রতিসব্য—প্রতিকূল, বিরুদ্ধ, বিপরীত। প্রাদি বা নিত্য। বিণ।

প্রতিসাম্য—উভয়দিকের একরূপতা, symmetry. প্রতিসম+ষ্যঞ্ ভাবে। বি; স্ত্রী।

প্রতিসারণ—অপসারণ, সরাইয়া দেওয়া। প্রতি-সৃ+ণিচ্ (=সারি)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিসারিত—অপসারিত, দূরীকৃত; পরিচালিত, প্রবর্তিত; সংশোধিত। প্রতি— সারি (গমন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিসারী (-সারিন্)—প্রতিকূলগামী। প্রতি—সৃ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী- **প্রতিসারিণী**।

প্রতিসৃষ্ট প্রেরিত; প্রেষিত; প্রত্যাখ্যাত; বিসৃষ্ট, ত্যক্ত। প্রতি—সৃজ্ (বিসর্জন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিস্ত্রী—১। স্ত্রীর অভিমুখে, স্ত্রীর প্রতি। অব্যয়ী। অ। ২। পরস্ত্রী, পরনারী। নিত্য। বি; স্ত্রী।

প্রতিস্পর্ধা—প্রতিকূলে স্পর্ধা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রতিযোগিতা। নিত্য। বি; স্ত্রী।

প্রতিস্পর্ধী (-স্পর্ধিন্)—প্রতিকূলে স্পর্ধাকারী, প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিযোগী; বিরোধী। প্রতিস্পর্ধা+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-স্পর্ধিনী**।

প্রতিস্রোতঃ (-তস্)—প্রতিকূলস্রোত, স্রোতের বিপরীত মুখে গমন, প্রতিপ্রবাহ। নিত্য। বি; স্ত্রী।

প্রতিহত ব্যাহত; প্রতিঘাতপ্রাপ্ত; নিরস্ত; নিরাশ; আহত; প্রতিস্খলিত; রুদ্ধ; প্রেরিত। প্রতি—হন্ (বধ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতিহনন—হত্যাকারীকে বিনাশকরণ। প্রতি হন্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতিহন্তা (-হন্তৃ) বিনাশক; ব্যাঘাতক; প্রতিবন্ধক; নিবারক। প্রতি—হন্ (বধ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী— **প্রতিহন্ত্রী**।

প্রতিহর্তা (-হর্তৃ)—বিনাশক; নিবারক। প্রতি হৃ (হরণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রতিহর্ত্রী**।

প্রতিহস্ত—১। স্বরূপ ব্যক্তি, প্রতিনিধি। নিত্য। বি; পু। ২। প্রতিনিধিত্ব। বি; স্ত্রী।

প্রতিহার, প্রতীহার—১। দ্বারপাল, দরোয়ান। প্রতি(তী)হার (১)+অচ্, নিযুক্তার্থে। ২। মায়া, কপটতা; পরিহার; বর্জন। প্রতি—হৃ (হরণ

করা)+ঘঞ্ ভাব। ৩। দ্বার। প্রতি—হৃ+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

প্রতিহারক—মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর, বঞ্চক, প্রতারক। প্রতি—হৃ+ণক কর্তৃ। বি; পু।

প্রতিহারণ—১। প্রবেশন, প্রবেশ করান; প্রবেশানুমতিদান। প্রতি—ণিজন্ত হৃ=হারি (গ্রহণ করান)+অনট্ ভাব। ২। প্রবেশদ্বার। ...+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রতিহারিণী, প্রতীহারিণী—দ্বারপালিকা। প্রতিহারিন্ বা প্রতীহারিন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতিহারী (-হারিন্), **প্রতীহারী** (-হারিন্)—দ্বারপাল, দরোয়ান। প্রতিহার বা প্রতীহার (দ্বার)+ইন্ রক্ষকার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**প্রতি(তী)হারিণী**।

প্রতিহারী, প্রতীহারী দ্বারপালিকা। প্রতিহার বা প্রতীহার+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতিহার্য—পরিহার্য, ত্যাজ্য। প্রতি—হৃ (হরণ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

প্রতিহাস ১। করবীর। প্রতি হস্ (হাসা)+ঘণ্ কর্তৃ। ২। হাস্যকারীকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় হাসা। ...+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রতিহিংসা—বৈরশুদ্ধি, প্রতিদ্রোহ; প্রতিশোধ; বৈরনির্যাতন, অনিষ্টকারীর অনিষ্টসাধনপ্রবৃত্তি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রতীক—১। একদেশ; অবয়ব, অঙ্গ; চিহ্ন। প্রতি—ই (গমন করা)+ঈকন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। প্রতিকূল। বিণ।

প্রতীকার—'প্রতিকার' দ্রঃ।

প্রতীকার্য—'প্রতিকার্য' দ্রঃ।

প্রতীক্ষণ—নিরীক্ষণ, বিলোকন; প্রতীক্ষা, অপেক্ষা; পূজন, পূজা। প্রতি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রতীক্ষা—অপেক্ষা; সবুর; আশা; পূজা; প্রতিপালন। প্রতি—ঈক্ষ্ (দেখা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতীক্ষিত—যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইয়াছে; প্রত্যাশিত। প্রতি—ঈক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতীক্ষ্য—অপেক্ষণীয়; আরাধনীয়, পূজ্য। প্রতি—ঈক্ষ্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

প্রতীক্ষ্যমাণ—পরিদৃশ্যমান; যাহার জন্য অপেক্ষা করা হইতেছে। প্রতি—ঈক্ষ্+শান কর্ম। বিণ।

প্রতীঘাত—'প্রতিঘাত' দ্রঃ।

প্রতীচী—পশ্চিম দিক্। প্রত্যচ্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রতীচীন—প্রতীচ্য, পশ্চিম পাশ্চাত্য। প্রতীচী+ঈন ভবার্থে। বিণ

প্রতীচ্য—পশ্চিমদিগ্‌জাত; পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্য। প্রতীচী+য্য ভবার্থে। বিণ।

প্রতীত—১। প্রত্যয়প্রাপ্ত; চিত্তে বোধ প্রাপ্ত; জ্ঞাত; জ্ঞানবান্; বিশ্বস্ত; প্রীত; হৃষ্ট। প্রতি—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। খ্যাত; সম্মানিত; জ্ঞাত। প্রতি—ই+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতীতি—প্রত্যয়; বিশ্বাস; জ্ঞান; প্রীতি; খ্যাতি; আদর; সম্মান। প্রতি ই (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রতীপ—১। সজল দেশ; চন্দ্রবংশীয় রাজপুত্র; নৃপ বিঃ, শান্তনু রাজার পিতা; অর্থালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। প্রতি (বিরুদ্ধ, ব্যাপ্ত)-অপ্ (জল)+অ অস্ত্যর্থে। বি; পু। ২। প্রতিকূল; বিপরীত, opposite. বিণ।

প্রতীপ-কোণ—সম্মুখস্থ কোণ, বিপরীত কোণ, opposite angle. কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রতীপগমন—পিছাইয়া যাওয়া, retrograde movement. কর্মধা। বি; পু।

প্রতীপদর্শিনী—১। বিপরীতদর্শিনী। প্রতীপদর্শিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২ নারী, যোষিৎ। বি; স্ত্রী।

প্রতীপদর্শী (-দর্শিন্)—বিপরীতদ্রষ্টা। প্রতীপ (বিপরীত)—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

প্রতীয়মান—জ্ঞায়মান, বুধ্যমান, অনুভূয়মান। প্রতি—ই (গমন করা, জানা)+শান কর্ম। বিণ।

প্রতীয়মানোৎপ্রেক্ষা—অর্থালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। প্রতীয়মানা যে উৎপ্রেক্ষা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

প্রতীর—তট, কূল। প্র (সর্বতোভাবে) যে তীর (তট), নিত্য। বি; ক্লী।

প্রতীবাদ—'প্রতিবাদ' দ্রঃ।

প্রতীবেশ—'প্রতিবেশ' দ্রঃ।

প্রতীষ্ট—গৃহীত; স্বীকৃত; অঙ্গীকৃত। প্রতি—ইষ্ (ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রতুল—১। প্রচুর, বহুল; বিলক্ষণ; দারুণ, বিষম। বিণ। ২। প্রাচুর্য, বাহুল্য; ঋদ্ধি, সমৃদ্ধি; সৌভাগ্য; শুভ, কল্যাণ। বি; ক্লী।

প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—ইনি ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এম. এ. ও পর বৎসর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রতুলচন্দ্র লাহোরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। অতঃপর ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাব চিফ কোর্টে অস্থায়িভাবে অন্যতম জজস্বরূপে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পদ স্থায়িভাবে প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি সম্রাট্ সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের মুকুট ধারণ উৎসব উপলক্ষে করোনেশন দরবার দিবসে ইনি সি. আই. ই উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিচারপতির কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। অতঃপর কিছুদিন নাভা রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি পূর্বে রায় বাহাদুর উপাধি পাইয়াছিলেন; ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি নাইট উপাধি লাভ করেন।

প্রতোদ—অশ্বাদি তাড়নদণ্ড, চাবুক। প্র—তুদ্ (পীড়া দেওয়া)+অল্ করণ। বি; পু।

প্রত্ন প্রাচীন, পুরাতন। প্রগে (প্রাচীন)+ত্ন। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ব—পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ইতিহাস। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাপণ্ডিত ফ্লিন্ডারস্ পেট্রি লিখিয়াছেন, যে বিজ্ঞানের দ্বারা আমরা মানবের ক্রমবিকাশের প্রত্যেক অবস্থার যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি তাহাই প্রত্নতত্ত্ববিজ্ঞান। ইংরাজীতে ইহার নাম Archæology. খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্তৃক সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের আবিষ্কার প্রত্নতত্ত্বজগতে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহার পর হইতেই ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বচর্চার সূত্রপাত হয়। প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম মহাকেন্দ্র ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসের আলোকে জগতের ইতিহাসের অনেক সমস্যার মীমাংসা হইয়াছে, অনেক ভ্রান্তির নিরসন হইয়াছে, অনেক নূতন পরিচ্ছেদের অবয়ব গঠিত হইয়াছে। হুইটনী লিখিয়াছেন, সংস্কৃত ভাষার আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়াই ভাষাতত্ত্বের এত উন্নতি হইয়াছে, ভাষাতত্ত্বে তুলনামূলক আলোচনার রীতি প্রবর্তিত হইয়াছে। ভারতীয় ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী অক্ষরমালার আবিষ্কারের ফলে প্রত্নলিপিতত্ত্বের (Palæography) বহু উন্নতি হইয়াছে। স্যার্ উইলিয়ম জোন্স্, প্রিন্সেপ কোলব্রুক, রথ্, কানিংহাম, ভগবান্ লাল ইন্দ্রাজি, ডাক্তার বুলর, ডাক্তার ভাউদাজি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মোক্ষমূলর, ডাক্তার লল্ প্রভৃতি মৃত আচার্যগণের নাম করিলে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার ক্রমবিকাশের পর্যায়গুলি নয়নসমক্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট এদেশের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারের সুব্যবস্থা করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে

ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরাজ গভর্নমেণ্ট এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। পরলোকগত কানিংহাম সাহেব এই বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ হইয়া মনীষা এবং শ্রমশীলতার ফলে কিরূপ সাফল্য লাভ করেন, তাহার কথা অনেকেই অবগত আছেন।

পরবর্তী স্যার্ জন মার্শাল এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তক্ষশিলা, সারনাথ, পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী, উরুবিল্ব প্রভৃতি স্থানে খননকার্য পরিচালন করেন। নালন্দায় বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির অর্থব্যয়ে খননকার্য হইয়াছিল। ডাক্তার স্পুনার ছিলেন ইহার পরিদর্শক। এই সকল খননের ফলে ভারতের লুপ্তগৌরবের অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। যাঁহারা ইহার বিবরণ জানিতে চাহেন, প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করিলে তাঁহারা সম্যক্ অবগত হইতে পারিবেন। স্যার্ অরেল স্টীন মধ্য এসিয়ায় অনুসন্ধান-কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতীয় সভ্যতার অনেক বার্তা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আর্য-জাতির ইতিবৃত্তের বহু অমূল্য উপাদান তথায় পাওয়া গিয়াছে। তিব্বতে ও ব্রহ্মদেশেও অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। তিব্বতীয় ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য ৺শরচ্চন্দ্র দাস ও ডাক্তার ফ্রাঙ্ক্ সংগ্রহ করিয়াছেন। উত্তরভারতের আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, মনোমোহন চক্রবর্তী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, নগেন্দ্রনাথ বসু, যদুনাথ সরকার, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, কাশীপ্রসাদ জয়সোয়াল, হীরানন্দ শাস্ত্রী, হীরালাল প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দাক্ষিণাত্যে স্যার্ রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকার, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, ডাক্তার বেলভালকার, বালগঙ্গাধর তিলক, গুণে, পাঠক, নরসিংহচর, গণপতি শাস্ত্রী, কৃষ্ণ শাস্ত্রী, গোপীনাথ রাও প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে।

ভারতের নানাস্থানে পুরাতত্ত্বসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ও সাহিত্যপরিষৎ, (বর্তমানে পূর্বপাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত) রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি, বোম্বাই নগরের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি সমিতি সকল দেশীয় পুরাতত্ত্বের নানা বিভাগে লিপ্ত আছেন। দাক্ষিণাত্যের 'হায়দরাবাদ প্রত্নতত্ত্বসমিতি' অনেক কাজ করিতেছেন। অশোকের নামযুক্ত একখানি লিপি আবিষ্কার করিয়া ইঁহারা যশস্বী হইয়াছেন। কলিকাতা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানের জাদুঘরে ভারতীয় পুরাতত্ত্বের অনেক নিদর্শন সঞ্চিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এদেশের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক বিস্তর উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতের বাহিরে, জার্মানি, ফ্রান্স্, অষ্ট্রীয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানের দেশমান্য ভারততত্ত্ববিদ্‌গণ প্রত্ন-তত্ত্বের নব নব তথ্য উদ্ধার করিতেছেন। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে ফ্লিট্, স্মিথ, র‍্যাপসন্, লেভি, টমাস্, লীবিক্, ফুসে, স্টেন কোনো, জ্যাকবি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটী এবং ভিয়েনা, লীপজিক ও আমেরিকার নানাস্থানের প্রাচ্যবিদ্যাসমিতি কর্তৃক ভারতের অনেক তথ্যের উদ্ধার হইয়াছে। এই সকল মহাত্মার গ্রন্থাদি পাঠ করিলে অতীত ভারতের প্রত্নতত্ত্বের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ—পুরাতত্ত্ববিৎ। উপতৎ ; প্রত্নতত্ত্ব—জ্ঞা + ড কর্তৃ। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ববিৎ (-বিদ্)—পুরাতত্ত্বজ্ঞ, পুরাণ-ইতিহাসবেত্তা, antiquarian. প্রত্ন-তত্ত্ব—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রত্নতত্ত্ববেত্তা (-বেতৃ)—পুরাতত্ত্বজ্ঞ, প্রত্নতত্ত্ববিৎ (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

প্রত্যক্ষ—১। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান, দর্শন। অক্ষির (নয়নের) প্রতি অর্থাৎ অভিমুখে, অব্যয়ী। অ। ২। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, নয়ন-গোচর। প্রত্যক্ষ শব্দ + অ অস্ত্যর্থে। বিণ।

প্রত্যক্ষকারী (-কারিন্)—যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সাক্ষাৎদ্রষ্টা। প্রত্যক্ষ—কৃ (করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রত্যক্ষগোচর—নয়নগোচর, নেত্রপথবর্তী। ৬তৎ। বিণ।

প্রত্যক্ষতঃ (-তস্)—সাক্ষাৎভাবে ; স্পষ্টতঃ। প্রত্যক্ষ + তস্ ৭মী স্থা'ন। ক্রি-বিণ।

প্রত্যক্ষদর্শন—১। সাক্ষাৎ বিলোকন, স্বচক্ষে দেখা। প্রত্যক্ষ—দৃশ্ (দেখা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, সাক্ষী। ... + অন কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

প্রত্যক্ষদর্শী (-দর্শিন্)—সাক্ষাৎ দর্শনকারী, স্বয়ং দ্রষ্টা ; সাক্ষী। প্রত্যক্ষ—দৃশ্ (দেখা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

প্রত্যক্ষপ্রমাণ—ৎযবয়ীভূত প্রমাণ, স্পষ্ট প্রমাণ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

প্রত্যক্ষবাদ—যাহা কিছু প্রত্যক্ষ দেখা যায় তাহাই বাস্তব, তদ্ব্যতীত আর কিছু নাই এইরূপ মত, জড়বাদ, positivism ; বৌদ্ধমত, নাস্তিকতা। প্রত্যক্ষ—বদ্ (বলা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রত্যক্ষবাদী (-বাদিন্)—যে প্রত্যক্ষ ব্যাপার মাত্র স্বীকার করে, তদ্ব্যতীত আর কিছুই স্বীকার করে না, জড়বাদী, positivist ; বৌদ্ধ, নাস্তিক। প্রত্যক্ষবাদ + ইন্ অস্ত্যর্থে ; বা প্রত্যক্ষ + বদ্ (বলা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

প্রত্যক্ষভোগ—সাক্ষাৎ ফলপ্রাপ্তি, হাতে হাতে প্রতিফল। কর্মধা। বি ; পু।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ—দৃষ্টিগোচরে সম্পন্ন, চক্ষুর সম্মুখে সিদ্ধ। ৭তৎ। বিণ।

প্রত্যক্ষী (প্রত্যক্ষিন্)—প্রত্যক্ষদর্শী, সাক্ষাৎ দ্রষ্টা, eye-witness. প্রত্যক্ষ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

প্রত্যঙ্গ—অঙ্গের অঙ্গ ; হস্তাদি অবয়ব ['অঙ্গ' দ্রঃ] ; উপকরণ। প্রতিগত অঙ্গকে, প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রত্যঙ্মুখ—পরাঙ্মুখ, বিমুখ, পশ্চাদভিমুখ ; পশ্চিমাভিমুখী। প্রত্যক্ (পশ্চাৎ) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখী**।

প্রত্যনীক—প্রতিপক্ষ, শত্রু ; বিঘ্ন ; কাব্যা-লংকার বিঃ। প্রতি (প্রতিকূল) হইয়াছে অনীক (সৈন্য) যাহার, বহু। বি ; পু।

প্রত্যন্ত—প্রান্তবর্তী, সমীপবর্তী, সন্নিকৃষ্ট। অন্তের (শেষের) প্রতি (সন্নিহিত), নিত্য। বিণ।

প্রত্যন্তপর্বত পর্বতের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র পর্বত। কর্মধা। বি ; পু।

প্রত্যবায়—১। দুরদৃষ্ট ; পাপ। প্রতি—অব—ই বা অয়্ (গমন করা) + অল্ অপা। ২। হানি, ক্ষতি, অনিষ্ট। ... + অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রত্যবেক্ষণ, প্রত্যবেক্ষা—তত্ত্বাবধান ; অনুসন্ধান ; প্রতিজাগর ; বিচার। প্রতি—অব—ঈক্ষ্ (দেখা) + অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে অ ভাব + আপ্। বি ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রত্যবেক্ষ্য—প্রত্যবেক্ষণযোগ্য ; অনু-সন্ধেয় ; বিচার্য। প্রতি—অব—ঈক্ষ্ (দেখা) + য কর্ম। বিণ।

প্রত্যভিজ্ঞা—'ইহা সেই' এবম্প্রকার জ্ঞান, স্মরণ বিঃ। প্রতি—অভি—জ্ঞা (জানা) + ঙ ভাব + আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রত্যভিজ্ঞাত—সম্যক্ পরিজ্ঞাত ; সুপরিচিত। প্রতি—অভি—জ্ঞা + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যভিজ্ঞান—স্মরণ-সাধক অভিজ্ঞান বা নিদর্শন। প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রত্যভিবাদন—প্রতিনমস্কার। প্রতি (পুনর্বার) যে অভিবাদন, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যভিযোগ—প্রত্যপরাধ; অভিযোক্তার প্রতি অভিযোগ, অভিযুক্ত ব্যক্তির আত্ম-দোষক্ষালনপূর্বক অভিযোগকারীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, পালটা নালিশ, cross charge. প্রতি (সদৃশ) যে অভি-যোগ, প্রাদি। বি; পু।

প্রত্যয়—নিশ্চয়জ্ঞান; প্রতীতি; বিশ্বাস; হেতু; রন্ধ্র; (ব্যাকরণে) প্রকৃতির উত্তর যাহা হয়, affix. প্রতি—ই (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রত্যয়যোগ্য—বিশ্বাসের উপযুক্ত, বিশ্বাস্য। ৬তৎ। বিণ।

প্রত্যয়হন্তা (-হন্তৃ) -বিশ্বাসঘাতক। ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

প্রত্যয়িত -প্রতিগত; আপ্ত; বিশ্বস্ত, বিশ্বাসভাজন। প্রতি—অয় (গমন করা) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যয়ী (-য়িন্)—বিশ্বস্ত, বিশ্বাসী; বিশ্বাসকারী। প্রত্যয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

প্রত্যর্থী (প্রত্যর্থিন্)—অর্থিপ্রতিপক্ষ; প্রতিবাদী, আসামী; বিপক্ষ, শত্রু, প্রতি-কূল। প্রতি (প্রতিকূল) যে অর্থী, প্রাদি। বিণ; পু। স্ত্রী **প্রত্যর্থিনী**।

প্রত্যর্পণ—প্রতিদান, ফিরাইয়া দেওয়া। প্রতি (পুনর্বার) অর্পণ, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যর্পিত—প্রতিদত্ত, যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ। প্রতি—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি (অর্পণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যহ—প্রতিদিন, রোজ রোজ। অহনি অহনি, অব্যয়ী, বীপ্সার্থে। অ।

প্রত্যাকর্ষণ—বিপরীতদিকে আকর্ষণ, উলটাদিকে টান। প্রাদি। বি; ক্লী। বিণ—**প্রত্যাকৃষ্ট**।

প্রত্যাখ্যাত—দূরীকৃত; নিরাকৃত; অ-স্বীকৃত; নিরুৎসাহীকৃত। প্রতি—আ—খ্যা (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যাখ্যান—নিরাকরণ; দূরীকরণ; নির-সন; ফিরাইয়া দেওয়া; অস্বীকার; পরিত্যাগ; উপেক্ষা, অনাদর। প্রতি—আ—খ্যা (বলা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাখ্যেয়—যাহা প্রত্যাখ্যান করিতে হইবে বা করা উচিত, প্রত্যাখ্যানযোগ্য। প্রতি—আ—খ্যা+য কর্ম। বিণ।

প্রত্যাগত—প্রত্যাবৃত্ত, পুনরাগত; প্রতি-নিবৃত্ত, ফিরিয়া আসিয়াছে এরূপ। প্রতি—আ—গম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যাগতি—প্রত্যাগমন, প্রত্যাবর্তন; পুনরাগমন। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রত্যাগম—প্রত্যাগমন। প্রতি—আ গম্ +অল্ ভাব। বি; পু।

প্রত্যাগমন—প্রত্যাবর্তন, প্রতিনিবৃত্তি, ফিরিয়া আসা। প্রতি—আ—গম্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাদিষ্ট—নিরাকৃত, প্রত্যাখ্যাত; জ্ঞাপিত; দেবতার আদেশপ্রাপ্ত; ত্যক্ত। প্রতি- আ—দিশ্ (আদেশ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যাদেশ-নিরাকরণ, প্রত্যাখ্যান; জ্ঞাপন; দেবতার আদেশ; ত্যাগ। প্রতি —আ—দিশ (আদেশ)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রত্যাদেষ্টা (-দেষ্টৃ) প্রত্যাদেশ-কর্তা; জ্ঞাপয়িতা। প্রতি—আ—দিশ+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দেষ্ট্রী**।

প্রত্যানয়ন—পুনরুদ্ধার, ফিরাইয়া আনা। প্রতি (পুনর্বার) আনয়ন, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যানীত যাহা ফিরাইয়া আনা হইয়াছে, পুনরুদ্ধৃত। প্রতি (পুনর্বার) আনীত, প্রাদি। বিণ।

প্রত্যাবর্তন প্রত্যাগমন; পুনরাবৃত্তি। প্রতি—আ—বৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাবৃত্ত পুনরাবৃত্ত; প্রত্যাগত। প্রতি—আ-বৃত্ (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যারম্ভ পুনরারম্ভ, আবার শুরু। প্রাদি। বি; পু।

প্রত্যালীঢ়—১। আস্বাদিত, ভক্ষিত, ভুক্ত। প্রতি -আ—লিহ্ (আস্বাদন করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। শরক্ষেপণকালে বাম পদ প্রসারিত ও দক্ষিণ পদ সংকুচিত করিয়া উপবেশন বিঃ। ···+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাশা আকাঙ্ক্ষা; ভরসা; প্রত্যয়। প্রতি (সম্যক্ বা নিশ্চিত) আশা, নিত্য। বি; স্ত্রী।

প্রত্যাশী (-শিন্)—আশান্বিত, আকাঙ্ক্ষী। প্রত্যাশা+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী- **প্রত্যাশিনী**।

প্রত্যাশ্বাস—স্বাস্থ্য; পুনর্জীবন; প্রত্যাশা। প্রতি—আ—শ্বস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রত্যাসন্ন—সন্নিহিত, নিকটবর্তী, সমীপস্থ, imminent. প্রতি—আ—সদ্+ক্ত, কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যাহত—ব্যাহত; সংকুচিত; প্রতি—আ—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যাহরণ—প্রত্যাহার; প্রত্যাকর্ষণ, ফিরাইয়া লওয়া। প্রতি—আ—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যাহার—প্রত্যাহরণ, ফিরাইয়া লওয়া; (ব্যাকরণে) অচ্, অল্ প্রভৃতি সংজ্ঞা। প্রতি—আ-হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রত্যাহার্য—পুনর্গ্রহণীয়। প্রতি—আ—হৃ+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

প্রত্যাহৃত-প্রত্যাকৃষ্ট, যাহা ফিরাইয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ। প্রতি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যুক্ত—১। প্রতিভাষিত। প্রতি—বচ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। প্রতি-বচন, উত্তর। প্রতি-বচ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যুক্তি—প্রত্যুত্তর; প্রতিবচন, উত্তর, জবাব। প্রতি—বচ্ (বলা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রত্যুত—বৈপরীত্য; বরং, on the con-trary. প্রতি- উ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। অ।

প্রত্যুৎক্রম, প্রত্যুৎক্রমণ, প্রত্যুৎ-ক্রান্তি—যুদ্ধোদ্যোগ; প্রধান প্রয়ো-জনের অনুকূল অপ্রধান কার্যের অনুষ্ঠান। প্রতি—উৎ—ক্রম্ (গমন করা)+যথাক্রমে অল্, অনট্, ক্তি ভাব। বি; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

প্রত্যুত্তর—প্রত্যুক্তি; উত্তরের উত্তর। প্রতি (পুনর্বার) উত্তর, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যুত্থান—সমাগত ব্যক্তির সম্মানার্থ উত্থান, মান্য ব্যক্তি আসিলে তাঁহার সম্মানার্থ উঠিয়া দাঁড়ানো; অভ্যুত্থান। প্রতি—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রত্যুৎপন্ন-উৎপত্তিবিশিষ্ট; পুনরুৎপন্ন; সত্বরজাত। প্রতি—উৎ—পদ্ (গমন করা) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রত্যুৎপন্নমতি—১। ঝটিতি উপস্থিত বুদ্ধি, presence of mind. প্রত্যুৎপন্না যে মতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। প্রতিভান্বিত, তীক্ষ্ণধী, কুশাগ্রবুদ্ধি; তৎকালধী; উপস্থিত বুদ্ধি, যাহার ঝটিতি বুদ্ধি উপস্থিত হয় এরূপ। প্রত্যুৎপন্না মতি যাহার, বহু। বিণ।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—কার্যকালে আবশ্যক-মত ঝটিতি বুদ্ধি যোগানো। প্রত্যুৎপন্ন-মতি+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রত্যুদাহরণ—উদাহরণের বিপরীত দৃষ্টান্ত। প্রতি (প্রতিকূল) যে উদাহরণ, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রত্যুদ্গত, প্রত্যুদ্যাত—যাহাকে প্রত্যুদ্গমন করা হইয়াছে এরূপ। প্রতি—উৎ—গম্ বা যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যুদ্গমন—আগতের সম্মানার্থ তদভি-প্রায়ে অগ্রে গমন, মান্য ব্যক্তি আসিলে

তাঁহার অভ্যর্থনার্থ অগ্রসর হইয়া যাওয়া। প্রতি—উৎ—গম্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রত্যুদ্গমনীয়—সমুপস্থানযোগ্য ; প্রত্যুদ্গমনের উপযুক্ত। প্রতি - উৎ—গম্ + অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রত্যুদ্গত—'প্রত্যুদ্গাত' দ্রঃ।

প্রত্যুপকার—উপকারের প্রতিদান, সময়মত উপকারীর হিতসাধন। প্রতি (পুনর্বার) উপকার, প্রাদি। বি ; পু।

প্রত্যুপকারী (-কারিন্)—উপকারীর উপকর্তা অর্থাৎ হিতসাধক, প্রত্যুপকর্তা। প্রতি (পুনর্বার) উপকারী, প্রাদি। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

প্রত্যুপদেশ—উপদেশানুসারে শিক্ষাদান। প্রতি—উপ—দিশ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রত্যুপবেশন অভীষ্ট লাভের আশায় স্থিরভাবে বসিয়া থাকা। প্রতি—উপ - বিশ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রত্যুপহার—উপঢৌকন ; অনুরূপ উপহার। প্রতি—উপ—হৃ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রত্যুপ্ত—উপ্ত, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ ; প্রোত ; খচিত। প্রতি—বপ্ (বপন করা, বয়ন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রত্যুষ, প্রত্যূষ প্রভাত, ভোরবেলা। প্রতি—যথাক্রমে উষ্ (বধ করা) বা ঊষ্ (রুগ্ণ করা) + ক কর্তৃ। বি ; পু।

প্রত্যুষঃ, প্রত্যূষঃ (-যস্)—প্রত্যুষ, প্রভাত। প্রতি—যথাক্রমে উষ (বধ করা) বা ঊষ (রুগ্ণ করা) + অস্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

প্রত্যূহ—বাধা, বিঘ্ন। প্রতি—ঊহ্ + ক কর্ম। বি ; পু।

প্রত্যেক—১। একে একে। বীপ্সার্থে অব্যয়ী। অ। ২। এক এক, ফি, হর্, সকল। বিণ।

প্রথন—প্রকাশকরণ, ব্যক্ত করা। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রথম—আদ্য, আদিম ; মুখ্য, প্রধান ; অগ্রিম, first. প্রথ্ + অম কর্তৃ। বিণ। **প্রথম কল্প**—মুখ্য নীতি, primary rule.

প্রথমজ - অগ্রজাত ; অগ্রজ, জ্যেষ্ঠ। প্রথম শব্দ—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ।

প্রথমতঃ (-তস্)—প্রথমে, অগ্রে ; মুখ্যতঃ, mainly. প্রথম শব্দ + তস্ ৭মী স্থানে। অ।

প্রথমাঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ, বুড়া আঙুল। প্রথমা যে অঙ্গুলি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

প্রথমাশ্রম—ব্রহ্মচর্যাশ্রম। প্রথম যে আশ্রম, কর্মধা। বি ; পু।

প্রথা—রীতি, ধারা ; প্রসিদ্ধি, খ্যাতি ; বিস্তার। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া) + ঙ ভাব + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রথানুসারে—রীতি-অনুসারে, পদ্ধতিমত, যেরূপ চলন আছে সেইমত। ভতৎ। বি ; ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী। [ভতৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রথামত—রীতি-অনুসারে, পদ্ধতিমত ; যেরূপ চলন আছে তদ্রূপ। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

প্রথিত—খ্যাত, প্রসিদ্ধ ; বিস্তৃত। প্রথ্ (খ্যাত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রথিতনামা (-নামন্) খ্যাতনামা, প্রসিদ্ধ নামবিশিষ্ট, নামজাদা। বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

প্রথিতযশাঃ (-যশস্)—খ্যাত, কীর্তিবিশিষ্ট, যাহার যশঃ সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে এমন। বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

প্রথিমা (প্রথিমন্) স্থূলতা ; বিস্তার। পৃথু (স্থূল) + ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু।

প্রথিষ্ঠ—অতিশয় স্থূল ; অতিশয় বৃহৎ। পৃথু শব্দ (বৃহৎ, স্থূল) + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রথীয়ান্ (-য়স্)—অতি বৃহৎ ; অতিশয় স্থূল। পৃথু শব্দ (বৃহৎ, স্থূল) + ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রথীয়সী**।

প্রদ—প্রদাতা ; দায়ক, দানকারী। প্র দা + ড কর্তৃ। বিণ।

প্রদক্ষিণ—দক্ষিণদিক্ হইতে চতুর্দিকে ভ্রমণ। দক্ষিণাকে প্র অর্থাৎ দক্ষিণ দিক্‌কে অবলম্বন করিয়া, অব্যয়ী। অ।

প্রদত্ত—সমর্পিত, যাহা দেওয়া হইয়াছে এরূপ। প্র—দা (দেওয়া) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রদর—১। স্ত্রীলোকের রোগ বিঃ, ঋতুকালে অধিক শোণিতাদির স্রাব, menorrhagia ; স্ত্রীলোকের সাদা স্রাব, leucorrhoea. প্র দৃ (বিদারণ করা) + অন্ কর্তৃ। ২। বিদারণ। প্র—দৃ + অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রদর্শক—প্রদর্শনকারী, দেখায় যে এরূপ। প্র—ণিজন্ত দৃশ্ বা দর্শি (দেখানো) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রদর্শিকা**।

প্রদর্শন—দেখানো ; উল্লেখ ; সম্যক্‌প্রকারে দেখা। প্র—ণিজন্ত দৃশ্ বা দর্শি (দেখানো) বা দৃশ্ + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রদর্শনী—প্রদর্শন, দেখা না ; উল্লেখ ; দর্শনীয় ব্যাপার, তামাশা, মেলা, exhibition. প্র—ণিজন্ত দৃশ্ বা দর্শি (দেখানো) + অনট্ ভাব + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রদর্শশালা—জাদুঘর, museum.

প্রদর্শিত—দর্শিত, যাহা দেখানো হইয়াছে এরূপ ; উল্লিখিত। প্র—ণিজন্ত দৃশ্ বা দর্শি (দেখানো) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রদাতা (-তৃ)—প্রদানকারী, দায়ক, যে দেয়। প্র—দা (দেওয়া) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রদাত্রী**।

প্রদান দান, অর্পণ, দেওয়া। প্র—দা (দেওয়া) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রদায়ক—প্রদাতা, প্রদানকারী। প্র—দা + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **প্রদায়িকা**।

প্রদায়ী (-য়িন্)—দায়ক, দানকারী। প্র —দা + ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রদায়িনী**।

প্রদাহ—সন্তাপ ; গাত্রদাহ ; রোগাদির জন্য অঙ্গের স্ফীতি ও টাটানি ইত্যাদি, inflammation. প্র—দহ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। [স্ত্রী।

প্রদিক্ (-দিশ্) বিদিক্। প্রাদি। বি ;

প্রদিগ্ধ—লিপ্ত, মাখানো। প্র -দিহ্ (লেপন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রদিষ্ট—নির্দিষ্ট ; উপদিষ্ট ; প্রদত্ত। প্র—দিশ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রদীপ—দীপ ; আলোক ; পিদিম ; যে উজ্জ্বল বা গৌরবিত করে ('কুল—')। প্র—দীপ্ (দীপ্ত করা) + ক কর্তৃ। বি ; পু।

প্রদীপন ১। উদ্দীপন : প্রকাশন ; উজ্জ্বলকরণ। প্র - দীপ্ (দীপ্ত করা) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। উদ্দীপক। প্র—দীপ্ + অন কর্তৃ। বিণ।

প্রদীপ্ত - সমুজ্জ্বল ; প্রকাশিত ; জ্বলন্ত। প্র – দীপ্ (দীপ্ত করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রদীপ্তি—প্রভা, ঔজ্জ্বল্য ; ছটা, প্রকাশ। প্র —দীপ্ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রদৃপ্ত—অতিশয় দর্পযুক্ত ; গর্বিত, দাম্ভিক। প্রাদি। বিণ।

প্রদেয়—প্রদানার্হ, দানযোগ্য, যাহা দিতে হইবে বা দেওয়া উচিত। প্র—দা + য কর্ম। বিণ।

প্রদেশ—১। একদেশ ; বিভাগ, জিলা, দেশের একাংশ, province ; দেশ ; স্থান। প্র—দিশ্ + অল্ অধি। ২। ভিত্তি, দেয়াল, প্রাচীর। প্র—দিশ্ + অল্ করণ। ৩। অবকাশ ; আস্থা। প্র—দিশ্ + অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রদেশন—আজ্ঞা, আদেশ ; দান ; উপঢৌকন ; উপায়। প্র—দিশ্ (অনুমতি করা) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রদেশনী, প্রদেশিনী—তর্জনী অঙ্গুলি। প্র—দিশ্ + অনট্ করণ + ঈপ্, ২য় পক্ষে প্র—দিশ্ + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রদোষ—১। রজনীমুখ, সায়ংকাল ; রাত্র্যারম্ভের প্রথম চারিদণ্ড কাল। দোষার

(রাত্রির) প্র অর্থাৎ আরম্ভ, নিত্য। ২। প্রকৃষ্ট দোষ। কর্মধা বা প্রাদি। বি; পু। ৩। প্রকৃষ্ট দোষযুক্ত। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে দোষ যাহার, বহু। বিণ।

প্রদোষতমঃ (-মস্)—প্রদোষকালীন অন্ধকার। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রদ্বেষ—বিদ্বেষ, পরহিংসা। প্রাদি। বি; পু।

প্রদ্বেষী (-ষিন্)—বিদ্বেষী, বিদ্বেষ্টা, পরহিংসাকারী। প্রাদি। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রদ্বেষিণী**।

প্রদ্বেষ্টা (-ষ্টৃ)—বিদ্বেষী, বিদ্বেষ্টা, পরহিংসাকারী। প্রাদি। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রদ্বেষ্ট্রী**।

প্রদ্যুম্ন-১। শালগ্রাম বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ]। প্র (প্রকৃষ্ট) দ্যুম্ন (সামর্থ্য) যাহার, বহু। বি; পু। ২। রুক্মিণীর গর্ভজাত কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র। জন্মান্তরে ইনি কামদেব ছিলেন, শিবের তপোভঙ্গ করিতে যাইয়া হরকোপানলে ভস্মীভূত হন। সুতরাং অনেকে ইঁহাকে কন্দর্প বলিয়া থাকেন। ইঁহার জন্মের ষষ্ঠ দিবসে শম্বর নামক অসুর ইঁহাকে হরণ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। একটি মৎস্য ইঁহাকে গ্রাস করিয়া ধীবর কর্তৃক ধৃত হয়। মৎস্য দৈত্যগৃহে নীত হইলে, মায়াবতী মৎস্যের উদরে ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন। প্রদ্যুম্ন তাঁহার নিকট আসুরিক মায়ায় শিক্ষিত হইলেন। অতঃপর ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে মায়াবতীর নিকট আত্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়া ইনি যুদ্ধে শম্বর দৈত্যের প্রাণবধ করিয়া মায়াবতীসহ দ্বারকায় জনকজননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণ ইঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া মায়াবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ দিলেন। পরে, ইঁহার মাতুল রুক্মীর কন্যার স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হইলে, বৈদর্ভী ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার বিখ্যাত পুত্র অনিরুদ্ধের জন্ম হয়। প্রদ্যুম্ন মহাবীর ছিলেন, এবং পিতার সহিত অনেক যুদ্ধে যাইয়া অসাধারণ শৌর্যবীর্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। আত্মবিচ্ছেদে যদুকুল নির্মূল হইবার সময়ে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

প্রদ্যোত—১। দ্যুতি, দীপ্তি; কিরণ। প্র—দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভাব। ২। জনৈক নৃপ। প্র—দ্যুত্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

প্রদ্যোতকুমার ঠাকুর (মহারাজ স্যার্)—জন্ম কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটী, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩ই সেপ্টেম্বর। ইনি রাজা স্যার্ সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের ঔরস পুত্র এবং তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ স্যার্ যতীন্দ্রমোহনের দত্তক পুত্র ও বিষয়াধিকারী। মহারাজ উপাধি বংশগত বলিয়া যতীন্দ্রমোহনের দেহত্যাগ হইলেই (জানুয়ারি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রদ্যোতকুমার এই উপাধির অধিকারী হইয়াছেন। সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে প্রদ্যোতকুমার কলিকাতাবাসিগণের প্রতিনিধিস্বরূপে গভর্নমেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত ও নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং সেখানে সম্রাট্‌সদনে ও অন্যান্য স্থানে প্রভূত সম্মান লাভ করেন। ইটালীতে ভ্রমণ উপলক্ষে পোপের সহিত সাক্ষাৎরূপ সম্মানও ইনি লাভ করিয়াছেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজ পঞ্চম জর্জ কলিকাতায় আগমন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারি কলিকাতার গড়ের মাঠে উক্ত যুবরাজকে অতি সমারোহে অভ্যর্থনা করা হয়। এই বিরাট অভ্যর্থনা সভায় প্রদ্যোতকুমার সেক্রেটারীর কার্য করেন। কলিকাতা ত্যাগ সময়ে যুবরাজ ইঁহাকে 'নাইট্' উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়া যান। মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের দেহত্যাগের পর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের বিষয়সম্পত্তি প্রিভি কাউন্সিলের বিচার অনুসারে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিনিধিগণের অধিকারে আসে। মহারাজ প্রদ্যোতকুমার কালবিলম্ব না করিয়া সেই সম্পত্তি তাঁহাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লওয়ায় ইঁহার বৈষয়িক জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ইনি অনেকানেক সাধারণ কার্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ শেষার্ধ হইতে ১৯০৯ খ্রীঃ শেষ পর্যন্ত ইনি কলিকাতার শেরিফ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ ইনি গভর্নমেন্ট কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ইনি গভর্নমেন্টের নিকট হইতে "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন।

প্রদ্যোতন ১। উজ্জ্বল দীপ্তি প্রদান; সমুজ্জ্বল দীপ্তি। প্র—দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অতিশয় দীপ্তিশালী, সমুজ্জ্বল। ...+অন্ কর্তৃ। বিণ

প্রদ্যোতিত-প্রদীপ্ত, উদ্ভাসিত; প্রকাশিত। প্র দ্যুত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রধান—১। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি; পরমাত্মা; পরমেশ্বর; অমাত্য। প্র—ধা+অন কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। মুখ্য, শ্রেষ্ঠ। বিণ।

প্রধানতঃ (-তস্)—প্রধানরূপে, বিশেষভাবে, বিশেষতঃ। প্রধান+তস্। অ।

প্রধানতা, প্রধানত্ব—প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠতা। প্রধান+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রধানাঙ্গ—উত্তমাঙ্গ, মস্তক; শ্রেষ্ঠ অবয়ব বা অংশ; প্রধান উপকরণ; প্রধান ব্যক্তি বা বিষয়, রাজ্যের মুখ্য পুরুষ, মন্ত্রী। প্রধান যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রধী-১। উৎকৃষ্টা বুদ্ধি। প্র (প্রকৃষ্টা) ধী (বুদ্ধি), প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। প্রকৃষ্ট বুদ্ধিশালী। প্রকৃষ্টা ধী যাহার, বহু। বিণ।

প্রধূপিত-প্রদীপ্ত; সন্তাপিত। প্র—ধূপ্ (তাপিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রধূমিত-ধূমযুক্ত; জ্বলনোন্মুখ। প্রধূম শব্দ+ইত অস্ত্যর্থে। বিণ।

প্রধৃষ্ট—প্রগল্‌ভ; উদ্ধত, অবিনয়ী। প্রাদি। বিণ। [কর্ম। বিণ।

প্রধৃষ্য-সম্যক্ ধর্ষণীয়। প্র—ধৃষ্+ক্যপ্

প্রনষ্ট—পলায়িত; মৃত। প্র নশ্ (নষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রপঞ্চ—১। সমূহ; সৃষ্টি; মায়া, illusion; সংসার। প্র—পন্‌চ (বিস্তৃত হওয়া)+অল্ কর্ম। ২। বিস্তার; বৈপরীত্য; বঞ্চনা। প্র-পন্‌চ্+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রপঞ্চময়—মায়াময়; প্রতারণাপূর্ণ। প্রপঞ্চ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**য়ী**।

প্রপঞ্চিত বিস্তৃত; ভ্রান্তিযুক্ত। প্র—পন্‌চ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রপতন-মৃত্যু; বিনাশ; সম্যক্ পতন। প্র—পত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রপন্ন—প্রাপ্ত; শরণাগত; আশ্রিত। প্র—পদ্ (গমন করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রপা, প্রপান-পানীয়শালা, জলসত্র, জলছত্র। প্র-পা (পান করা)+ড অপা+আপ্, ২য় পক্ষে অনট্ অপা। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রপাঠক—১। উৎকৃষ্ট পাঠক। প্রাদি। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী-**প্রপাঠিকা**। ২। বেদাংশ বিঃ। প্র (প্রকৃষ্ট) পাঠ আছে যাহাতে, বহু। বি; রু।

প্রপাত—১। জলাদির পতন। প্র—পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। পর্বতাদির অত্যুচ্চ স্থান বিঃ, ভৃগু। ...+ঘঞ্ অপা। ৩। নির্ঝরপতনস্থান, জলপ্রপাত, water-fall. ...+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

প্রপান—'প্রপা' দ্রঃ।

প্রপায়ী (-য়িন্)-পানকারী; পাতা, রক্ষাকর্তা। প্র—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রপায়িনী**।

প্রপিতামহ—ব্রহ্মা; পিতামহের পিতা, পিতার পিতামহ। প্র (অগ্রগামী) যে পিতামহ, প্রাদি। বি; পু।

প্রপিতামহী—প্রপিতামহপত্নী, পিতামহের মাতা, পিতার পিতামহী। প্রপিতামহ+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রপূরক—অনুপূরক, অবশিষ্টাংশ পূর্ণকারী। প্রাদি। বিণ। স্ত্রী—**প্রপূরিকা**।

প্রপূরণ—অনুপূরণ, অবশিষ্টাংশ পূর্ণ করণ। প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রপূরিত—যাহা পরিপূর্ণ করা হইয়াছে এরূপ। প্র-পূর্ (পূর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রপৌত্র—পৌত্রের পুত্র, পুত্রের পৌত্র। প্র (পশ্চাদ্‌বর্তী) যে পৌত্র, প্রাদি। বি; পু।

প্রপৌত্রী—পৌত্রের পুত্রী অর্থাৎ কন্যা। প্রপৌত্র শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রফুল্ল—প্রস্ফুটিত; বিকাশযুক্ত; উৎফুল্ল; বিকচ; স্মিত; বিকসিত; প্রসন্ন; সহাস্য। প্র—ফুল্ল্ (বিকসিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ, নিপাতনে। বিণ।

প্রফুল্লকর—প্রসন্নতাবিধায়ক; হর্ষজনক, আনন্দদায়ক। প্রফুল্ল-কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় (ডাঃ পি. সি. রায়)—(১৮৬১—১৯৪৪ খ্রীঃ)। জন্ম খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামে। ইনি বিজ্ঞানের গবেষণায় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি কেবল রসায়ন শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করিয়া আসিয়াছেন, এবং গবেষণা দ্বারা সংযোগ বিয়োগের নিয়মগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অনেক সহায়তা করিয়াছেন। প্রতিবৎসর ইঁহার আবিষ্কৃত দুই চারিটি নূতন তত্ত্ব রসায়ন শাস্ত্রের পুষ্টিবর্ধন করিয়াছে। গন্ধকদ্রাবকের সহিত তাম্র, লৌহ ও নিকেল প্রভৃতি কতকগুলি ধাতু মিশিয়া একজাতীয় যৌগিক পদার্থ উৎপাদন করে। প্রফুল্লচন্দ্র সর্বপ্রথমে এই ব্যাপার লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীঃ এডিনবরা রয়েল সোসাইটীর পত্রিকায় এই গবেষণার বিবরণ প্রকাশিত হইলে সকলে ইঁহার প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হন। ইনি এই গবেষণাতে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডি. এস্‌সি. উপাধি লাভ করিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ এসিয়াটিক সোসাইটীর এক অধিবেশনে ঘৃত, মাখন, চর্বি প্রভৃতির স্বরূপ ও বিশুদ্ধি নির্ণয়ের এক রাসায়নিক পন্থা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনি তৈলজাতীয় পদার্থের রাসায়নিক সংগঠনের এক পার্থক্য অবলম্বন করিয়া তাহার গবেষণা করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ হইতে ইনি পারদ সম্বন্ধীয় গবেষণা আরম্ভ করেন। এই গবেষণায় ইঁহার খ্যাতি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পারদ-ঘটিত নূতন যৌগিকটির আবিষ্কার বৃত্তান্ত সর্বপ্রথমে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে জার্মানির সর্বপ্রধান বৈজ্ঞানিক পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। ইঁহার প্রণীত "হিন্দু রসায়নের ইতিহাস" নামক গ্রন্থ ভারতবাসীর অতি গৌরবের সামগ্রী। হিন্দু আয়ুর্বেদ, চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট, শার্ঙ্গধর ও চক্রপাণি, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান শাস্ত্র ও ইতিহাস কাব্য এবং দর্শনশাস্ত্র মন্থন করিয়া এই অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইয়াছে। ১৯১২ খ্রীঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও অনারেবল্ দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিস্বরূপ লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে গমন করেন। ইউরোপের বিজ্ঞানীরা যাহা আবিষ্কার করিতে পারেন নাই, ইনি তাহা আবিষ্কার করিয়া সুধী সমাজে সম্মানিত হইয়াছেন। ইঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তত্ত্ব অবগত হইয়া ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে ডি. এস্‌সি. উপাধি প্রদান করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় অমায়িক ও জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি অতি বিরল। ১৯১৫ খ্রীঃ ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রফুল্লচন্দ্র সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি ভারত গভর্নমেন্টের শিক্ষা-বিভাগে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন; ১৯১৫ খ্রীঃ ২রা নভেম্বর হইতে বিজ্ঞান কলেজে পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হন। গভর্নমেন্ট ইঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই কর্মে নিযুক্ত হইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইনি Bengal Chemical & Pharmaceutical Works নামক বিরাট ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। পরিণত বয়সে ইনি সমস্ত ছাড়িয়া স্বদেশসেবায় ব্রতী হইয়াছিলেন এবং সুদুরূহ বস্ত্রসমস্যার সমাধানকল্পে দেশময় চরকা প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, অতিশয় দয়ার্দ্রচিত্ত ও পরোপকারী এবং অকপটভাষী ছিলেন। উত্তরবঙ্গের ভীষণ জলপ্লাবনের সময়ে ইনি প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া দুঃস্থদিগের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তাহাতেই ইঁহার নাম বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট সুপরিচিত হইয়া পড়ে।

প্রফুল্ল চাকী—স্বাধীনতার প্রথম শহীদ। নিবাস রংপুর। ১৯০৬—১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যত গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটির সঙ্গেই প্রফুল্ল চাকীর যোগাযোগ ছিল। ইনি মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে মিসেস ও মিস কেনেডিকে হত্যা করিয়া ফেলেন। পুলিসের হাতে ধরা না দিয়া ইনি ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে আত্মহত্যা করেন।

প্রফুল্লতা- প্রসন্নতা, হৃষ্টতা, হর্ষ। প্রফুল্ল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

প্রফুল্লিত—আনন্দিত, যাহাকে প্রফুল্ল করা হইয়াছে। প্র—ণিজন্ত ফুল্ল+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবক্তা (-ক্তৃ)—সুবাগ্মী; বেদাদি শাস্ত্র-কথক। প্র—বচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রবক্ত্রী**।

প্রবচন ১। প্রকৃষ্ট বাক্য; উক্তি; প্রবাদ-বাক্য, proverb; ব্যাখ্যান; বেদাদি শাস্ত্র। প্র বচ্ (বলা)+অনট্ কর্ম। ২। বেদার্থজ্ঞান। প্র—বচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রবঞ্চক-প্রতারক, ধূর্ত। প্র—বন্চ্ (বঞ্চনা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

প্রবঞ্চন, প্রবঞ্চনা—প্রতারণা, ঠকান। প্র—বন্চ্ (বঞ্চনা করা)+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে …+অন ভাব+আপ্। বি; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রবণ - নত; নম্র; বিনীত; রত; আসক্ত; প্রবৃত্তিযুক্ত, prone; উন্মুখ; অভিমুখ; ক্রমনিম্ন; অনুকূল; ত্বরিত; নিপুণ। প্র—বণ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। বি- **প্রবণতা**।

প্রবন্ধ—১। সংগ্রহ; রচনা, সন্দর্ভ; কাব্যাদি গ্রথন। প্র—বন্ধ্ (বন্ধন করা)+অল্ কর্ম। ২। অবিচ্ছেদ; আরম্ভ; প্রকৃষ্ট বন্ধন; পূর্বাপর সংগতি। প্র—বন্ধ্+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রবন্ধকার- প্রবন্ধলেখক, কাব্যাদি-প্রণেতা। উপতৎ; প্রবন্ধ—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রবর—১। অত্যুত্তম। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বর (শ্রেষ্ঠ), প্রাদি। বিণ। ২। গোত্র-প্রবর্তক ঋষি। বি; পু। ৩। গোত্র; সন্ততি, সন্তান। বি; ক্লী। ৪। ইন্দ্রের সখা। ইনি প্রথমে ভূমণ্ডলে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করেন। পরে তপোবলে সুরপুরে গমন করিলে, দেবরাজের সহিত ইঁহার মৈত্রী স্থাপিত

হয়। ব্রহ্মার বরে ইনি সকলের অবধ্য হইয়াছিলেন। কৃষ্ণ যৎকালে পারিজাত হরণ করেন, তৎকালে ইনি সখা ইন্দ্রের সপক্ষ হইয়া সমরে গমন করেন, এবং সাত্যকির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সাত্যকিকে পরাজিত করিয়া গরুড়োপরিস্থ পারিজাত গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে পক্ষিবর ইহাকে পক্ষাঘাতে রথসহ দূরে নিক্ষেপ করেন। তাহাতেই ইনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সেই সময়ে ইন্দ্রতনয় জয়ন্ত ইহাকে নিজরথে লইয়া সুস্থ করেন। ষট্‌পুরের দানবগণকে বিনাশ করিবার সময়ে ইনি কৃষ্ণের সাহায্য করিয়াছিলেন। বি; পুং।

প্রবর্ত্তক—প্রবর্ত্তনকারী; প্রবৃত্তিজনক; প্রবৃত্তিদায়ক; প্রদর্শক; প্রণেতা। প্র—ণিজন্ত বৃত্=বর্ত্তি (থাকানো)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ।

প্রবর্ত্তন, প্রবর্ত্তনা—প্রবৃত্তিদান; আরম্ভ; নিয়োজন। প্র—ণিজন্ত বৃত্=বর্ত্তি (থাকানো)+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে … +অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রবর্ত্তয়িতা (-য়িতৃ)—প্রবর্ত্তক। প্র—বৃত্+ণিচ্+তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -য়িত্রী।

প্রবর্ত্তিত—যাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হইয়াছে এরূপ, নিয়োজিত; চালিত; জাত; উৎপাদিত; আরব্ধ। প্র—ণিজন্ত বৃত্=বর্ত্তি (থাকানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবর্ত্তী (প্রবর্ত্তিন্)—প্রবৃত্ত; নিযুক্ত; প্রবাহী। প্র বৃত্ (থাকা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**প্রবর্ত্তিনী**।

প্রবর্হ—শ্রেষ্ঠ, প্রবীণ, প্রধান। প্র—বৃহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

প্রবল—প্রকৃষ্ট বলযুক্ত; অতিশয় বলবান্; অত্যন্ত ('—গ্রীষ্ম')। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ।

প্রবলতা, -ত্ব—প্রাবল্য, বলবত্তা; প্রচণ্ডতা, তীব্রতা। প্রবল+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রবলপরাক্রান্ত—অত্যধিক বিক্রমশালী। সুপ্‌সুপা। বিণ।

প্রবলপ্রতাপ—প্রচণ্ড বিক্রমশালী; অতিশয় তেজস্বী। প্রবল প্রতাপ যাহার, বহু। বিণ।

প্রবলপ্রতাপান্বিত—মহাপরাক্রান্ত, অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন, অতি তেজস্বী। প্রবল যে প্রতাপ সে প্রবলপ্রতাপ, কর্মধা; তদ্দ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

প্রবহ—১। সপ্তবায়ুর মধ্যে দ্বিতীয় বায়ু। প্র—বহ্+অল্ কর্ত্তৃ। ২। গৃহনগরাদির বহির্গমন; প্রবাহ। প্র—বহ্+অল্ ভাব। বি; পুং।

প্রবহণ—১। প্রবাহ, স্রোতঃ। প্র—বহ্ (বহা)+অনট্ ভাব। ২। আচ্ছাদিত শকট; ডুলি; পোত। প্র-বহ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রবহমাণ—যাহা বহিতেছে এমন, বহনশীল। প্র—বহ্+শানচ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

প্রবাক্ (-বাচ্)—উৎকৃষ্ট বক্তা, বাগ্মী। প্র (প্রকৃষ্ট) বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ।

প্রবাচক—উৎকৃষ্ট বক্তা, বাগ্মী। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বাচক (কথক), প্রাদি। বিণ। স্ত্রী- **প্রবাচিকা**।

প্রবাচ্য—নিন্দনীয়; সম্যক্ বক্তব্য। প্র—বচ্ (বলা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

প্রবাদ—পরম্পরা বাক্য; জনরব, জনশ্রুতি; অপবাদ। প্র—বদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রবাদবচন—প্রবাদবাক্য, জনরবে কথিত বাক্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

প্রবাল—কিসলয়, নবপল্লব; অঙ্কুর, আঁকুর; বিদ্রুম, পলা, coral. প্র—বল্ (বলবান্ হওয়া)+ণ কর্ত্তৃ। বি; পুং।

প্রবালকীট—সমুদ্রসম্ভূত রক্তবর্ণ কীট বিঃ। প্রবালজনক কীট, মধ্যপ। বি; পুং।

প্রবালদ্বীপ প্রবালকীট দ্বারা রচিত দ্বীপাকার স্তূপ, coral island. মধ্যপ। বি; পুং।

প্রবালপ্রাচীর—প্রবালসঞ্চয় দ্বারা গঠিত প্রাচীর, coral reef. মধ্যপ। বি; ক্লী।

প্রবাস—বিদেশে অবস্থান; বিদেশ। প্র—বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রবাসন—নির্বাসন; বিদেশে প্রেরণ; মারণ, বধ। প্র—ণিজন্ত বস্=বাসি (বাস করানো, বধ করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রবাসিত—নির্বাসিত; বিদেশে প্রেরিত; হত। প্র—ণিজন্ত বস্=বাসি (বাস করানো, বধ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবাসী (-সিন্)—প্রবাসবিশিষ্ট; প্রোষিত; বিদেশস্থ; বিদেশবাসী। প্র—বস্ (বাস করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**প্রবাসিনী**।

প্রবাহ—স্রোতঃ; প্রসার; ক্রমিক চলন; অবিচ্ছেদে কার্য করণ। প্র—বহ্ (বহা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

প্রবাহক—প্রকৃষ্ট বহনকর্তা। প্র—বহ্ (বহা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রবাহিকা**।

প্রবাহিকা—১। প্রকৃষ্টবহনকর্ত্রী। প্রবাহক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রহণী-রোগ। প্র—ণিজন্ত বহ্=বাহি (বহানো)+ণক কর্ত্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবাহিণী—১। প্রবহণশীলা। ('প্রবাহী' দ্রঃ।) প্রবাহিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্রোতস্বতী, নদী। বি; স্ত্রী।

প্রবাহিত—১। প্রবাহযুক্ত। প্রবাহ+ইত যুক্তার্থে। ২। প্রকৃষ্টরূপে বাহিত বা চালিত। প্র—বাহি (বহানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবাহী (-হিন্)- প্রবহণশীল, বহিতেছে এরূপ; প্রবাহযুক্ত, স্রোতঃশালী। প্র—বহ্ (বহা)+ণিন্ কর্ত্তৃ; অথবা প্রবাহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**প্রবাহিণী**।

প্রবাহু—কফোণির নিম্নভাগ। প্র (অগ্রবর্তী) বাহু, প্রাদি। বি; পুং।

প্রবিদারণ—বিদারণ, ভেদন; প্রস্ফুটিতকরণ; যুদ্ধ। প্র—বি—ণিজন্ত দৃ=দারি (বিদীর্ণ করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রবিষ্ট—প্রবেশ করিয়াছে এরূপ, কৃতপ্রবেশ; অন্তর্গত; অভিনিবিষ্ট। প্র—বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

প্রবীণ—দক্ষ, নিপুণ; বিজ্ঞ; বহুদর্শী; বৃদ্ধ। বীণা শব্দ+ক্বি=বীণি নামধাতু (বীণা বাজান); প্র—বীণি+অন্ কর্ত্তৃ অথবা প্র (প্রকৃষ্টা) বীণা যাহার, বহু। বিণ।

প্রবীণতা—দক্ষতা, নৈপুণ্য; বহুদর্শিতা; বিজ্ঞতা। প্রবীণ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

প্রবীর—১। প্রকৃষ্ট বীর, শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা; প্রধান। প্র (প্রকৃষ্ট) যে বীর, প্রাদি। বি; পুং। ২। প্রধান, শ্রেষ্ঠ। বিণ। ৩। নীলধ্বজ রাজার পুত্র; যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে যজ্ঞাশ্ব সহ ধনঞ্জয় নীলধ্বজপুরে আগমন করিলে প্রবীর যজ্ঞাশ্ব ধৃত করেন, এবং অর্জুনের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। বি; পুং।

প্রবুদ্ধ—পণ্ডিত, জ্ঞানী; উদ্বুদ্ধ, জাগরিত; প্রফুল্ল; বিকসিত। প্র—বুধ্ (বোধ করা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

প্রবৃত্ত—উৎপন্ন; নিযুক্ত; চালিত; আরব্ধ। প্র—বৃত্ (থাকা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

প্রবৃত্তি—উৎপত্তি; গতি; প্রবাহ; যত্ন; স্পৃহা; ইচ্ছা; বার্তা; নিয়োগ; কাম্যকর্মের অনুষ্ঠান; ব্যাপার। প্র—বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রবৃদ্ধ—অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত; অতিশয় প্রাচীন; বিস্তৃত। প্র—বৃধ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

প্রবেট—১। যব। প্র—বিট্+অল্ কর্ত্তৃ। বি; পুং। ২। উইল (চরম-পত্র) সাব্যস্ত-করণ। <ইং 'probate'। বি।

প্রবেণি, প্রবেণী—কেশবিন্যাস, চুলের বিনন; হস্তিপৃষ্ঠস্থ আস্তরণ। প্র—বেণ্+ই কর্ত্তৃ, ২য় পক্ষে বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রবেশ—১। অন্তর্গমন, ভিতরে যাওয়া। প্র—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ ভাব। ২। মার্গ, পথ। প্র—বিশ্+অল্ করণ। বি ; পু।

প্রবেশক—১। প্রবেশকারী, অন্তর্গামী, যে ভিতরে যায়। প্র—বিশ্+ণক কর্তৃ। ২। প্রবেশপ্রাপক, যে প্রবেশ করায় এমন ; যদ্দারা ভিতরে যাওয়া যায় এমন, যাহা দেখাইয়া ভিতরে যাইতে হয় এমন। প্র—ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রবেশিকা**।

প্রবেশদ্বার—ভিতরে যাইবার দ্বার ; প্রধান দ্বার. ফটক। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রবেশন—১। প্রবেশ। প্র বিশ্ (প্রবেশ করা)+অনট্ ভাব। ২। সিংহদ্বার, প্রধান দ্বার। প্র—বিশ্+অনট্ করণ। ৩। প্রবেশ করানো, ভিতরে লইয়া যাওয়া বা যাইতে দেওয়া। প্র—ণিজন্ত বিশ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রবেশপথ—ভিতরে যাইবার পথ ; রাস্তার মুখ। প্রবেশের পন্থা (পথিন্), ৬তৎ (অচ্ সমাসান্ত)। বি ; পু।

প্রবেশিকা—১। প্রবেশকারিণী, অন্তর্গামিনী। ২। প্রবেশপ্রাপিকা, যদ্দারা প্রবেশ করা যায়, যাহা দেখাইয়া ভিতরে যাইতে হয় ; 'পাস' বা 'টিকিট' ; প্রাথমিক পুস্তক। 'প্রবেশক দ্রঃ। প্রবেশক +আপ্। বি বা বিণ ; স্ত্রী। **প্রবেশিকা পরীক্ষা** প্রবেশসাধিকা পরীক্ষা, যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে কলেজে প্রবেশ করিতে পারা যায়, Entrance or Matriculation Examination.

প্রবেশিত—যাহাকে প্রবেশ করানো হইয়াছে এমন। প্র বিশ্+ণিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবেশ্য—প্রবেশযোগ্য। প্র—বিশ্ (প্রবেশ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

প্রবেষ্ট—ভুজ, বাহু ; বাহুর নীচভাগ। প্র—বেষ্ট্ (বেষ্টন করা)+অল্ করণ। বি ; পু।

প্রবেষ্টা (-ষ্টৃ)—প্রবেশকারী, প্রবেশক, অন্তর্গামী। প্র বিশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী- **প্রবেষ্ট্রী**।

প্রবোধ—জ্ঞান ; বিকাশ ; জাগরণ ; সান্ত্বনা। প্র—বুধ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রবোধচন্দ্র মজুমদার (১৮৯৯—১৯২৮ খ্রীঃ)। বিখ্যাত পুস্তকপ্রকাশক ও গ্রন্থকার। পৈতৃক নিবাস হাওড়া জিলার পাতিহাল গ্রাম। কলিকাতার বামাপুকুরে জন্ম। 'দেব-সাহিত্য কুটীর' নামে প্রসিদ্ধ পুস্তক-প্রতিষ্ঠানের ইনি প্রতিষ্ঠাতা।

প্রবোধন—বুঝানো ; জ্ঞাপন ; জাগরিত-করণ ; সান্ত্বনা ; উত্তেজন। প্র—ণিজন্ত বুধ্ (=বোধি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রবোধনী, প্রবোধিনী—কার্তিকী শুক্লা একাদশী ; উত্থান একাদশী। প্র—ণিজন্ত বুধ্ (=বোধি)+অনট্ অধি+ঈপ্ ; ২য় পক্ষে …+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রবোধিত—জ্ঞাপিত ; জাগরিত ; যাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে এমন ; উত্তেজিত ; বিকাশিত। প্র—ণিজন্ত বুধ্ (বোধি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রবোধিনী—'প্রবোধনী' দ্রঃ।

প্রব্রজিত—প্রবাসগত ; বিদেশস্থ ; বুদ্ধভিক্ষু ; সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। প্র—ব্রজ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রব্রজ্যা—প্রবাস ; বৈরাগ্য, সন্ন্যাসধর্ম, সন্ন্যাসী হইয়া ভ্রমণ। প্র—ব্রজ্+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রব্রজ্যাবসিত—সন্ন্যাসাশ্রম হইতে বিচ্যুত সন্ন্যাসী, পতিত যোগী। প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) হইতে অবসিত (বিচ্যুত), ৫তৎ। বি ; পু।

প্রব্রাজন নির্বাসন। প্র—ণিজন্ত ব্রজ্ বা ব্রাজি (গমন করানো)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রভঞ্জন বায়ু, বাতাস ; ঝড়। প্র ভন্‌জ্ (ভঙ্গ করা)+অন কর্তৃ। বি ; পু।

প্রভব—১। উৎপত্তি, উদ্ভব ; পরাক্রম, প্রভাব। প্র—ভূ (হওয়া)+অল্ ভাব। ২। কারণ ; উৎপত্তিস্থান ; প্রকাশস্থান। প্র—ভূ+অল্ অপা। বি ; পু। ৩। উৎপাদক। বিণ। ৪। অষ্টবসুর অন্তর্গত বসু বিঃ। প্র—ভূ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

প্রভবিষ্ণু—১ বটুক ভৈরবের অষ্টোত্তরশত নামের মধ্যে এক নাম ; প্রভু। প্র—ভূ (হওয়া)+ইষ্ণু কর্তৃ। বি ; পু। ২। প্রভাবশালী ; সমর্থ। বিণ।

প্রভবিষ্ণুতা—প্রভুতা ; সামর্থ্য। প্রভবিষ্ণু শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

প্রভা দ্যুতি, দীপ্তি, ঔজ্জ্বল্য ; কিরণ ; প্রকাশ। প্র—ভা+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রভাকর—১। সূর্য ; চন্দ্র ; অগ্নি ; সমুদ্র। প্রভার কর (কারক), ৬তৎ। ২। মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিঃ। বি ; পু।

প্রভাকীট—খদ্যোত, জোনাকি পোকা। প্রভাযুক্ত যে কীট, মধ্যপ। বি ; পু।

প্রভাত—১। প্রত্যূষ, প্রাতঃকাল। প্র—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। প্রভান্বিত, দীপ্তিযুক্ত ; প্রকাশিত। প্র—ভা+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক ও সম্পাদক। ১২৭০ সালের মাঘী সপ্তমীর দিন ইঁহার জন্ম হয়। বি. এ. পাস করিবার পর ইনি সরকারী টেলিগ্রাফ আফিসে কিছুদিন কাজ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতে ইনি সাহিত্যচর্চা করিতেন। 'ভারতী', 'প্রদীপ' প্রভৃতি তৎকালীন সাময়িক পত্রে প্রায়ই ইঁহার কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হইত। তৎপরে ইনি বিলাতে গিয়া ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসিয়া প্রথমে রঙ্গপুরে, পরে গয়ায় প্র্যাক্‌টিস করিতে থাকেন। গয়ায় মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের সহিত ইঁহার পরিচয় হইলে ইনি কলিকাতায় আসেন, এবং মহারাজ ও প্রভাতকুমার উভয়ে সম্পাদক হইয়া "মানসী" নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে "মর্মবাণী" "মানসী"র সহিত সংযুক্ত হইলে পত্রিকাখানির নাম হয় "মানসী ও মর্মবাণী"।

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে প্রভাতকুমার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজে আইনের অধ্যাপনাও করিতেন।

ইনি ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইঁহার বহু উপন্যাস ও ছোট গল্পের বই আছে। ইঁহার গ্রন্থগুলি এমন সুখপাঠ্য ও জনপ্রিয় যে প্রায় সকল পুস্তকের একাধিক সংস্করণ হইয়াছে। সন ১৩৩৮ সালের ২২শে চৈত্র ইনি ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রভাতফেরি—প্রভাতে রাজপথে গীত জনসাধারণের বিবিধ সংপ্রেরণাদায়ক গান। বাংপ্র। বি।

প্রভাতরাগ—প্রভাতকালীন রক্তিমা, প্রাতঃকালের জ্যোতিঃ। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রভাতি প্রাভাতিক, প্রাতঃকালীন। বাংপ্র। বিণ।

প্রভাতী—প্রভাতসংগীত, ভোরে গাহিবার গান। বাংপ্র। বি।

প্রভাব—১। ধন ও রণজনিত শক্তি ; প্রতাপ ; তেজঃ ; প্রভুশক্তি। প্র—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ করণ। ২। মহিমা ; সামর্থ্য ; উদ্ভব, উৎপত্তি। ভূ+ঘঞ্ =ভাব ; প্রকৃষ্ট ভাব, প্রাদি। বি ; পু।

প্রভাবতী—১। দীপ্তিশালিনী, ভাস্বরা। প্রভা+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বজ্র নামক অসুরের কন্যা ; সখীর নিকট কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নের রূপগুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুরাগিণী হন। পরে প্রদ্যুম্ন দৈবক্রমে বজ্রপুরে উপস্থিত হইলে, উভয়ে গান্ধর্বমতে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। অতঃপর ইনি

গর্ভধারণপূর্বক পুত্র প্রসব করিলে, অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া প্রদ্যুম্নের জীবন-নাশের জন্য চেষ্টিত হয়। তখন প্রদ্যুম্ন পত্নীর অনুমতিক্রমে অসুরদিগকে সবংশে নিহত করেন। অবশেষে ইঁহার পুত্র বজ্রপুরের রাজা হন। বি; স্ত্রী।

প্রভাবান্ (-বৎ)—দীপ্তিশালী, ভাস্বর। প্রভা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রভাবতী**।

প্রভাময়—প্রভাবিশিষ্ট, দীপ্তিপূর্ণ, জ্যোতির্ময়। প্রভা+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

প্রভাষ—প্রকৃষ্টরূপে কথন। প্র—ভাষ্ (বলা)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রভাস—বম্বে বিঃ; কাথিয়াওয়াড়ের সোমতীর্থ [মহাভারতে লিখিত আছে যে, চন্দ্র শ্বশুর দক্ষের শাপে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হইয়া বহুদিন পরে এই তীর্থে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন এবং তিনি প্রতি অমাবস্যায় এই তীর্থে স্নান করিয়া পরিবর্ধিত হন। চন্দ্রকে প্রভাসিত করায় ইহার নাম প্রভাস হইয়াছে]। প্র-ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

প্রভিন্ন—প্রস্ফুটিত, বিকসিত; প্রকাশিত; ভিন্ন। প্র—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত কর্মকর্তৃ। বিণ।

প্রভু—১। বিষ্ণু; স্বামী; নিয়োগ্য; মনিব; রাজা; মহাপুরুষ। প্র—ভূ (হওয়া)+ডু কর্তৃ। বি; পু। ২। শ্রেষ্ঠ; নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ। বিণ।

প্রভুতা, প্রভুত্ব—স্বামিত্ব; আধিপত্য; প্রভাব; সামর্থ্য; প্রাধান্য। প্রভু শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

প্রভুত্ব-প্রয়াসী (-সিন্) আধিপত্য-লাভের চেষ্টান্বিত, কর্তৃত্ব ফলাইবার আকাঙ্ক্ষী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-প্রয়াসিনী**।

প্রভুদ্রোহী (-দ্রোহিন্) প্রভুর বিরুদ্ধাচারী। প্রভু—দ্রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**।

প্রভুনী—প্রভুপত্নী। বাংপ্র। বি।

প্রভুভক্ত—প্রভুর প্রতি অনুরক্ত। ৭তৎ। বিণ। [বি; স্ত্রী।

প্রভুভক্তি—প্রভুর প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ।

প্রভুশক্তি—প্রভাব, সামর্থ্য, প্রতাপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রভুহন্তা (-হন্তৃ)—স্বামিঘাতক, প্রভুবধকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রভুহন্ত্রী**।

প্রভূত—উন্নত; উৎপন্ন; প্রচুর; বহুল; সঞ্জাত। প্র—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রভৃতি—১। অবধি। প্র—ভৃ+ক্তি ভাব। অ। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) তদাদি, ইত্যাদি। বিণ।

প্রভেদ—ভিন্নতা, বিশেষ, বৈলক্ষণ্য; পার্থক্য; প্রকার; স্ফুটন। প্র—ভিদ্ (ভেদ করা)+অল্ ভাব বি; পু।

প্রভেদক—ভেদকারক, ভিন্নতাসাধক। প্র—ভিদ্ (ভেদ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রভেদিকা**।

প্রভেদনী—১। ভেদকারিণী। প্র—ভিদ্ (ভেদ করা)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বেধনাস্ত্র। বি; স্ত্রী।

প্রভেদিকা—১। ভেদকারিণী। প্রভেদক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বেধনাস্ত্র। বি; স্ত্রী।

প্রভ্রংশ—নাশ, পতন। প্র-ভ্রন্শ্ (অধঃপতিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রভ্রষ্ট—নষ্ট; পতিত। প্র ভ্রন্শ্ (অধঃপতিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রমতি—১। প্রকৃষ্ট বুদ্ধিশালী, সুমতি, সুবুদ্ধি। প্রকৃষ্টা মতি যাহার, বহু। বিণ। ২। চ্যবন ঋষির পুত্র এবং রুরু মুনির পিতা। বি; পু।

প্রমত্ত—অতিমত্ত; প্রমাদী, প্রমাদযুক্ত, অনবধানযুক্ত; অনবহিত; অত্যাসক্ত। প্রাদি। বিণ।

প্রমথ—১। শিবপারিষদ, শিবের অনুচর [ইহারা নানারূপধারী ও নৃত্যগীতাদিতে সুপটু]। প্র—মথ্ (বিলোড়ন করা)+অন্ কর্তৃ। ২। প্রমথন; বিলোড়ন। প্র—মথ্+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রমথ চৌধুরী—(১৮৬৮—১৯৪৬ খ্রীঃ)। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক। 'বীরবল' নামে খ্যাত। পাবনা জেলা আদি বাসস্থান। পাবনার হরিপুরে জন্ম। ইনি 'সবুজ পত্র'র সম্পাদক ছিলেন। ইনি কথ্যভাষার একটি মার্জিত লেখ্যরূপ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। 'নানাকথা', 'পদ-চারণ', 'চারইয়ারী কথা' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

প্রমথন—বধ; বিলোড়ন; মর্দন; পরিভব; উন্মূলন; ত্যাগ। প্র—মথ্ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(১৮৭২—১৯৪৯ খ্রীঃ)। মৈমনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত সন্তোষের অন্যতম জমিদার ও জাতীয় কবি। ইঁহার রচিত 'পদ্মা', 'গৌরব-গীতিকা', 'গৈরিক' প্রভৃতি কবিতাগ্রন্থ সাধারণ্যে বিশেষ সমাদৃত। সাহিত্যিক গৃহ-শিক্ষকের সাহচর্যে অল্প বয়স হইতেই প্রমথনাথের সাহিত্যচর্চা আরম্ভ হয়। তাহার উপর বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাবও তাঁহার সাহিত্যিক জীবন গঠনে অল্প কাজ করে নাই। বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতি কিশোর প্রমথনাথকে স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি প্রীতিসম্পন্ন করিয়া তুলে এবং বিজাতীয় বিলাসিতা ও আচার-পদ্ধতির প্রতি তাঁহার বিরাগ উৎপাদন করে। সাবালক হইয়া তিনি যেমন স্বাধীনভাবে বিষয়সম্পত্তির পরিচালন ভার গ্রহণ করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একনিষ্ঠ হইয়া সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার কবিতাগুলির ভাব যেমন অনবদ্য, ভাষা তেমনি মধুর; ছন্দের ঝংকারও তদ্রূপ শ্রুতিসুখকর। তাঁহার স্বদেশপ্রীতিমূলক জাতীয় সংগীতগুলি বঙ্গের সর্বত্র সাদরে গীত হইয়া থাকে।

প্রমথাধিপ—মহাদেব। প্রমথদিগের অধিপ, ৬তৎ। বি; পু।

প্রমথালয়—প্রমথগণের বাসভূমি, নরক। ৬তৎ। বি; পু।

প্রমথিত—অতিশয় মথিত, মর্দিত, দলিত, বিনাশিত, বিধ্বস্ত; ক্লেশিত; আলোড়িত, আন্দোলিত, আলোচিত। প্রাদি। বিণ।

প্রমথেশ—মহাদেব। প্রমথদিগের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

প্রমদ—১। আনন্দ, হর্ষ। প্র- মদ্ (মত্ত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। মত্ত; প্রমত্ত; উন্মত্ত। প্র—মদ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রমদকানন, প্রমদবন—প্রমদাবন; আনন্দকানন, রাজকীয় অন্তঃপুরোদ্যান। প্রমদের (আনন্দের) নিমিত্ত কানন বা বন, ৪তৎ। বি; ক্লী।

প্রমদা—১। মত্তা। প্রমদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তমা যোষিৎ, মনোহারিণী রমণী। প্রকৃষ্ট মদ (গর্ব) যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রমদ্বরা—১। প্রমাদিনী, প্রমাদবিশিষ্টা। প্রমদ্বর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রুরু মুনির ভার্যা। গন্ধর্বরাজ বিশ্বাবসুর ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। স্থূলকেশ নামক মুনি ইঁহাকে লালনপালন করেন। উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ঋষি-তনয় রুরুর সহিত ইঁহার বিবাহের কথা-বার্তা স্থির হয়। একদা ইনি সখীগণ সহ ক্রীড়া করিতে করিতে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাবিপত্নীর বিয়োগে নিতান্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া রুরু বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে দেবদূতের উপদেশক্রমে তিনি মৃতাকে স্বীয় আয়ুষ্কালের অর্ধাংশ প্রদান করায় ইনি পুনর্জীবন লাভ করেন। অনন্তর স্থূলকেশ উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বি; স্ত্রী।

প্রমা—প্রমিতি, নিশ্চয়বোধ। প্র—মা (পরিমাণ করা)+ঙ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বি।

প্রমাই—পরমায়ুঃ, জীবিতকাল। বাংপ্র।

প্রমাণ—১। বিশ্বাস ; যাথার্থ্যজ্ঞান ; নিশ্চয়। প্র—মা+অনট্ ভাব। ২। নিশ্চয়ের হেতু, প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ,—এই চারি ; লেখ্য ; শাস্ত্র ; সাক্ষী ; জ্ঞান-সাধন ইন্দ্রিয়। প্র মা+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ৩। যথাপ্রমাণ, উপযুক্ত-পরিমাণ, পূর্ণপরিমিত, পুরা-হাতী। বাংপ্র। ৪। (বহুব্রীহি সমাসে উত্তর-পদে) পরিমিত ('পর্বত -')। বিণ।

প্রমাণতঃ (-তস্)—প্রমাণ অনুসারে ; প্রমাণ দৃষ্টে। প্রমাণ+তস্। অ।

প্রমাণপত্র—প্রশংসাপত্র, certificate. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

প্রমাণপুরুষ- মধ্যস্থ, সালিশ। কর্মধা। বি ; পু।

প্রমাণসহি, -সই—পূর্ণপরিমাণ, যথা-প্রমাণ ; মাপিক সই। বাংপ্র। বিণ।

প্রমাণসাপেক্ষ—প্রমাণের অপেক্ষাযুক্ত, প্রমাণের অপেক্ষায় রক্ষিত ; যাহার প্রমাণ আবশ্যক। ৬তৎ। বিণ।

প্রমাণসিদ্ধ প্রমাণদ্বারা নিশ্চিত, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োগে স্থিরীকৃত, প্রমাণিত। ৩তৎ। বিণ।

প্রমাণিকা—অষ্টাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। প্রমাণ+কণ্+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রমাণিত—প্রমাণযুক্ত, নিশ্চিত, মীমাংসিত। প্রমাণ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

প্রমাণীকৃত—প্রমাণরূপে নিশ্চিত, যাহা প্রমাণ করা হইয়াছে এরূপ। প্রমাণ শব্দ +চি্ব অভূততদ্ভাবার্থে (=প্রমাণী)+কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ ; পু।

প্রমাতা (-তৃ)—প্রমাণকারী। প্র—মা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রমাত্রী**।

প্রমাতামহ- মাতামহের পিতা, মাতার পিতামহ। প্র (অগ্রগামী) মাতামহ, প্রাদি। বি ; পু।

প্রমাতামহী—মাতামহের মাতা, মাতার পিতামহী। প্রমাতামহ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রমাথ—মথন ; মর্দন ; পীড়ন ; বধ ; বল-পূর্বক হরণ। প্র—মথ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রমাথিনী—১। মথনকারিণী ; দুঃখপ্রদা। প্রমাথিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অপ্সরা বিঃ। বি ; স্ত্রী।

প্রমাথী (-থিন্)- পীড়নকর্তা, মথনকারী ; দুঃখপ্রদ। প্র—মথ্ (বিলোড়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রমা-থিনী**।

প্রমাদ—অনবধানতা, অসাবধানতা ; বিমূঢ়তা ; ভ্রম ; বিস্মৃতি ; উন্মাদ। প্র—মদ্ (মত্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রমাদী (-দিন্)—প্রমাদবিশিষ্ট, উন্মত্ত ; অনবধানযুক্ত ; অনবহিত ; ভ্রমশীল। প্রমাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রমাদিনী**।

প্রমারা, প্রেমারা—পণ রাখিয়া তাস খেলা বিঃ (প্রাই চারিজনে খেলা)। পো < 'Primeiro'. বি।

প্রমিত—পরিচিত ; পূর্বাবধারিত ; নিশ্চিত ; বিদিত, জ্ঞাত। প্র—মা (পরিমাণ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রমিতি- পরিমাণ ; প্রমাণ ; প্রমা ; নিশ্চয় জ্ঞান। প্র—মা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্রমীঢ়—সান্দ্র, ঘন, নিবিড়। প্র—মিহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রমীলন—নিমীলন, মুদ্রণ, বোঁজা। প্র—মীল্ (নিমেষ ফেলা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রমীলা—১। মুদ্রণ, নিমীলন, অবসাদ ; তন্দ্রা। প্র—মীল্+অ ভাব+আপ্। ২। রাবণপুত্র মেঘনাদের ভার্যা ; অর্জুনের অন্যতমা পত্নী। বি ; স্ত্রী।

প্রমীলিত নিমীলিত, মুদ্রিত। প্র মীল্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রমুখ—১। (কোন শব্দের পরে থাকিলে) প্রথম ; প্রধান ; শ্রেষ্ঠ ; প্রভৃতি। বিণ। ২। আরম্ভ। প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রমুখাৎ—মুখ হইতে, জবানি। প্রমুখ শব্দের উত্তর সংস্কৃত ৫মী বিভক্তির ১ বচন। বঙ্গভাষায় ইহাকে অব্যয় বলা যাইতে পারে।

প্রমুদিত- হৃষ্ট, আনন্দিত ; প্রফুল্ল ; বিকসিত। প্র—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রমৃষ্ট—১। মার্জিত। প্র—মৃজ্+ক্ত কর্ম। ২। নিরস্ত। …+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রমেদিত- আনন্দিত ; স্নিগ্ধীকৃত। প্র—ণিজন্ত মিদ (=মেদি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রমেয়- পরিমেয় ; পরিচ্ছেদ্য ; অবধার্য। প্র—মা (পরিমাণ করা)+য কর্ম। বিণ।

প্রমেহ- মেহ, gonorrhœa ; মূত্ররোগ বিঃ, diabetes প্র—মিহ্+অল্ কর্ম। বি ; পু।

প্রমোক, প্রমোচন—মুক্তকরণ ; নিস্তারী-করণ, খালস ছাড়া। প্র—মুচ্ (মোচন করা)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

প্রমোদ—হর্ষ, আনন্দ, আমোদ। প্র—মুদ্ +অল্ ভাব। বি ; পু।

প্রমোদকানন, -বন- প্রমোদ উদ্যান, আনন্দকানন ; রাজকীয় অন্তঃপুরোদ্যান। প্রমোদের নিমিত্ত কানন, ৪তৎ। বি ; ক্লী।

প্রমোদন—১। হৃষ্টকরণ। প্র—ণিজন্ত মুদ্—মোদি (হৃষ্ট করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। হৃষ্টকারক। প্র—মুদ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রমোদমদিরা—প্রমোদরূপ সুরা ; প্রমোদজাত মত্ততা। রূপক। বি ; স্ত্রী।

প্রমোদিত—আনন্দিত ; আমোদিত। প্র ণিজন্ত মুদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রমোহন ১। মোহকর অস্ত্র বিঃ। প্র—মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া)+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ২। মোহকারক। প্র - মুহ্ (মুগ্ধ করা) +অন কর্তৃ। বিণ।

প্রযত পবিত্র, শুদ্ধ ; সংযত ; নিয়মযুক্ত। প্র—যম্ (বিরত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রযতাত্মা (-ত্মন্)—সংযতচিত্ত, শুদ্ধান্তঃ-করণ। প্রযত আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

প্রযত্ন—প্রকৃষ্ট যত্ন ; অধ্যবসায় ; প্রয়াস। প্র (প্রকৃষ্ট) যে যত্ন, প্রাদি। বি ; পু।

প্রয়াগ—১। তীর্থ বিঃ, গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর সংগমস্থান। [ইহাকে তীর্থরাজ বলে, "স তীর্থরাজো জয়তি প্রয়াগঃ।" ইহা ত্রিবেণী সংগমস্থান ; "ত্রিবেণীসংগমো যত্র তীর্থরাজঃ স উচ্যতে।" এই তীর্থে মুণ্ডনই প্রশস্ত। ইহার আধুনিক নাম এলাহাবাদ ('আলাহাবাদ' দ্রঃ)। কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাভারতোক্ত বারণাবত নগর এই স্থানে ছিল] ; তীর্থ। প্র (প্রকৃষ্ট) যাগ (যজ্ঞ) যে স্থানে, বহু। ২। যজ্ঞ। প্র (প্রকৃষ্ট) যে যাগ, প্রাদি। ৩। শতক্রতু, ইন্দ্র। প্র (প্রকৃষ্ট) যাগ যাহার, বহু। ৪। অশ্ব। প্র (প্রকৃষ্ট) যাগ হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি ; পু।

প্রয়াণ—প্রস্থান ; যুদ্ধযাত্রা। প্র—যা (যাওয়া) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রয়াত—প্রস্থিত, গত। প্র—যা (যাওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রয়াস—যত্ন ; আয়াস, শ্রম ; ইচ্ছা। প্র—যস্ (যত্ন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রয়াসী (-সিন্)—চেষ্টান্বিত, চেষ্টিত, সচেষ্ট, যত্নবান্ ; অভিলাষী, আকাঙ্ক্ষী, প্রত্যাশী। প্রয়াস+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী - **প্রয়াসিনী**।

—১। রচিত ; নিযুক্ত ; প্রেরিত ; অর্পিত ; উদাহৃত ; উল্লিখিত ; উচ্চারিত। প্র—যুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। নিবন্ধন, নিমিত্ত, জন্য, হেতু বা হেতুতে। বাংপ্র। অ।

প্রযুক্তি—প্রয়োগ ; শব্দের উচ্চারণ বিঃ ; শিল্পাদিতে প্রয়োগ-কৌশল, technique ;

উত্তম যুক্তি; প্রেরণ। প্র—যুজ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রযুক্তিবিদ্যা—শিল্পাদিতে প্রয়োগ-কৌশল সংক্রান্ত বিদ্যা, technique. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রযুজ্যমান—যাহা প্রয়োগ করা হইতেছে এমন। প্র—যুজ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

প্রযুত—সংযুক্ত। প্র—যু (যুক্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রযুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ। প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রযোক্তা (-ক্তৃ)—প্রয়োগকারী; অনুষ্ঠাতা; উত্তমর্ণ, ঋণদাতা। প্র—যুজ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রযোক্ত্রী**।

প্রয়োগ—নিদর্শন; উদাহরণ; অনুষ্ঠান; নিয়োগ; প্রবর্তন; উল্লেখ; যন্ত্র; ব্যবহার; খাটান; অর্পণ। প্র—যুজ্ (যোগ করা) +ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রয়োগদোষ উল্লেখজনিত দোষ; প্রবর্তন জন্য দোষ; ব্যবহারদোষ। মধ্যপ। বি; পু।

প্রয়োজক নিয়োগকর্তা; প্রয়োগকর্তা; কর্মকর্তা; প্রবর্তক; অনুষ্ঠাতা। প্র—যুজ্ (যোগ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী-**প্রয়োজিকা**।

প্রয়োজন—প্রয়োগকরণ; উদ্দেশ্য; আবশ্যকতা; কার্য; হেতু; ফল। প্র—যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রয়োজনীয় কার্যোপযোগী; আবশ্যক। প্র—যুজ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রযোজ্য ১। যাহা বা যাহাকে প্রয়োগ করা যায় এরূপ। প্র—যুজ্ (যোগ করা) +ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। ভৃত্য। বি; পু। ৩। মূলধন। বি; ক্লী।

প্ররূঢ়-জাত, অঙ্কুরিত; উৎপন্ন; প্রবৃদ্ধ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত; বদ্ধমূল; প্রসিদ্ধ। প্র-রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্ররোচক প্রবর্তক; উত্তেজক; উৎসাহদাতা। প্র—ণিজন্ত রুচ্ (=রোচি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্ররোচিকা**।

প্ররোচন, প্ররোচনা—প্রবর্তন; উৎসাহদান; উত্তেজনা; ফুসলাইয়া দেওয়া। প্র—ণিজন্ত রুচ্ (=রোচি)+অনট্ ভাব, পক্ষান্তরে, অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্ররোচিত-উত্তেজিত, উৎসাহিত। প্র—ণিজন্ত রুচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্ররোহ—১। মূল; অঙ্কুর; বটবৃক্ষাদির নামলা বা ঝুরি। প্র—রুহ্ (জন্মা)+অন্ কর্তৃ। ২। আরোহণ; উৎপত্তি। প্র—রুহ্+অল্ ভাব। বি; পু।

প্রজল্পন—প্রলাপভাষণ, ভুল বকা। প্র—লপ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রলপিত—১। কথিত; বৃথা উক্ত। প্র—লপ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। প্রলাপ, বৃথা বাক্য। …+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রলম্ব—১। লম্বমান। প্র—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। পয়োধর, স্ত্রীস্তন; প্ররোহ, বৃক্ষাদির ঝুরি, লতাঙ্কুর, লতার শুঁয়া; শাখা; হার বিঃ; জনৈক দৈত্য। বি; পু। ৩। প্রলম্বন। …+অল্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রলম্বন—ঝোলা। প্র—লম্ব্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রলম্বিত ঝুলিতেছে এরূপ, লম্বমান। প্র-লম্ব্ (ঝুলা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রলয় ১। ধ্বংস; মূর্চ্ছা। প্র—লী+অল্ ভাব। ২। কল্পান্ত, সৃষ্টিনাশ, ব্রহ্মার দিনাবসান। প্র—লী+অল্ অধি। বি; পু।

প্রলয়ক্রীড়া-ধ্বংসরূপ লীলা, সংহাররূপ খেলা। কর্মধা। বি; পু।

প্রলয়ংকর—সৃষ্টিনাশজনক; ধ্বংসকারক; সংহারক; বিনাশক; সর্বনাশসাধক। উপপদ; প্রলয়—কৃ (করা)+খ কর্তৃ। বিণ।

প্রলয়পয়োধি—কল্পান্তকালীন সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

প্রলয়পবন—সৃষ্টিনাশকারী বায়ু, সৃষ্টিনাশকালীন ঝটিকার ন্যায় ভয়ঙ্কর ঝটিকা। প্রলয়কর পবন, মধ্যপ। বি; পু।

প্রলয়মেঘ—সৃষ্টিনাশকালীন মেঘ; কল্পান্তকালীন মেঘের ন্যায় ভয়ংকর মেঘ। মধ্যপ। বি; পু।

প্রলয়ান্ধকার—কল্পান্তকালীন অন্ধকার; কল্পান্তকালীন অন্ধকারের ন্যায় ভীষণ অন্ধকার। ৬তৎ। বি; পু।

প্রলাপ—অনর্থক বাক্য, অর্থহীন কথা; বিলাপ। প্র-লপ্ (কথা বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রলীন—লয়প্রাপ্ত; নিশ্চেষ্ট। প্র—লী (লয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রলুব্ধ—অতিশয় লোভী; লোভাকৃষ্ট। প্র—লুভ্ (লোভ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রলেপ—১। লেপনদ্রব্য। প্র লিপ্ (লেপন করা)+অল্ করণ। ২। বিলেপন, মাখানো। প্র—লিপ্+অল্ ভাব। বি; পু। [বি; পু।

প্রলোভ—অতিশয় লোভ। প্রাদি।

প্রলোভন—১। লোভ দেখানো। প্র—ণিজন্ত লুভ্=লোভি (লোভ জন্মানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। লোভজনক। …+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। লোভজনক বস্তু। বি; ক্লী।

প্রলোভিত—যাহাকে লোভ দেখানো হইয়াছে এরূপ; লোভ প্রদর্শন দ্বারা প্রবর্তিত। প্র-ণিজন্ত লুভ্=লোভি (লোভ জন্মানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রশংসন—স্তুতিবাদ, প্রশংসাবাক্য। প্র—শন্স্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রশংসনীয়—ধন্যবাদার্হ, শ্লাঘ্য, ধন্য, প্রশংসার যোগ্য, সুখ্যাতিভাজন। প্র—শন্স্ (স্তুতি করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রশংসা—স্তুতি; ধন্যবাদ, শ্লাঘা, বাহবা দেওয়া, গুণকীর্তন, সুখ্যাতি। প্র—শন্স্ (স্তুতি করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রশংসাবাদ—স্তুতিবাদ, প্রশংসাকীর্তন, সুখ্যাতিকথন। প্রশংসাসূচক বাদ (বাক্য), মধ্যপ। বি; পু।

প্রশংসিত—কৃতপ্রশংস, যাহার প্রশংসা করা হইয়াছে এরূপ; স্তুত। প্র-শন্স্ (স্তুতি করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রশম—১। শান্তি; উপশম; নির্বাণ; বৈরাগ্য; অবসাদ। প্র—শম্ (শান্ত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। শান্ত; নিবৃত্ত। প্র-শম্+অল্ কর্ম। বিণ।

প্রশমন—হনন, বধ; অনুরঞ্জন; নিবারণ; শান্তি। প্র-শম্+ণিচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রশমিত—নিবারিত। প্র—ণিজন্ত শম্ (=শমি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রশস্ত—১। প্রশংসনীয়, উৎকৃষ্ট; অতিশ্রেষ্ঠ; উদার। প্র—শন্স্ (স্তুতি করা)+ক্ত কর্ম। ২। বিস্তীর্ণ, সুপ্রসর, ফলাও, চওড়া। বাংপ্র। বিণ।

প্রশস্তি—প্রশংসা; পংক্তি; স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায়, ক্রিয়ানির্বৃত্তি—এই অষ্টবিধ মৈথুনাভাব। প্র-শন্স্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রশাখা—বৃহৎ শাখানির্গত ক্ষুদ্র শাখা, ছোট ডাল, ডালের ডাল। প্র (পশ্চাজ্জাত) শাখা, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রশান্ত—শান্তিযুক্ত; শমপ্রাপ্ত; নিবৃত্ত; নিশ্চল। প্র—শম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রশান্ত মহাসাগর—চীন জাপানের পূর্বে অবস্থিত মহাসমুদ্র, Pacific Ocean.

প্রশান্তি—সম্পূর্ণ প্রশমন বা ধীরস্থির ভাব; পূর্ণ বিরতি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

প্রশাস্তা (প্রশাস্তৃ)—১। শাসক, শাসনকর্তা; ঋত্বিক্, যাজক। প্র—শাস্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রশাস্ত্রী**। ২। পুরোহিত; মিত্র। বি; পু।

প্রশিষ্য—শিষ্যের শিষ্য। প্র (পশ্চাদগামী) শিষ্য, প্রাদি। বি; পু।

প্রশ্ন—পৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+নঙ্ ভাব। বি; পু।

প্রশ্নকর্তা (-কর্তৃ)—জিজ্ঞাসাকারী, প্রষ্টা, জিজ্ঞাসু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**। [মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রশ্নপত্র—প্রশ্নপূর্ণ লিপি, প্রশ্নের কাগজ।

প্রশ্নোত্তর—১। জিজ্ঞাসা ও তাহার উত্তর। প্রশ্ন ও উত্তর, দ্বন্দ্ব। ২। জিজ্ঞাসার উত্তর, প্রশ্নের উত্তর। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রশ্বাস—নাসাপ্রবিষ্ট বায়ু, নাসিকা দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করা যায়। প্র—শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রশ্রয়—প্রণয়; স্নেহ; স্নেহপূর্ণ আদর, নাই; বিশ্বাস; বিনয়। প্র—শ্রি (সেবা করা) +অল্ ভাব। বি; পু।

প্রশ্রিত—আদৃত; বিনীত। প্র শ্রি (সেবা করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রশ্লথ—শিথিল, ঢিলা; বিশ্লিষ্ট, বিচ্ছিন্ন। প্র—শ্লথ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

প্রষ্টব্য—জিজ্ঞাস্য। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা) +তব্য কর্ম। বিণ।

প্রষ্টা (প্রষ্টৃ)—প্রশ্নকারক; জিজ্ঞাসু। প্রচ্ছ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রষ্ট্রী**।

প্রসক্ত—অনুরক্ত, আসক্ত; প্রস্তাবিত; সংলগ্ন; অবিরত। প্র-সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসক্তি—অনুমতি; প্রসঙ্গ; অনুরাগ; আসক্তি; প্রবৃত্তি; আপত্তি; ব্যাপ্তি। প্র—সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রসঙ্গ—প্রসক্তি; সম্বন্ধ, সম্পর্ক; সঙ্গতি বিঃ; প্রস্তাব। প্র—সন্জ্ (সঙ্গ করা) +ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রসঙ্গক্রমে, প্রসঙ্গতঃ—সঙ্গতিক্রমে; প্রস্তাবিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্তরূপে। বহু। ক্রি-বিণ। এবং প্রসঙ্গ+তস্। অ।

প্রসঙ্গান্তর—অন্য প্রস্তাব, ভিন্ন প্রসঙ্গ। নিত্য। বি; স্ত্রী।

প্রসঞ্জন—অবসরদান; প্রসঙ্গকরণ। প্র—সন্জ্ (সঙ্গ করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রসত্তি—প্রসন্নতা; স্বচ্ছতা; নির্মলতা। প্র—সদ্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রসন্ন—প্রসাদগুণসম্পন্ন; শান্ত ও প্রফুল্ল; সন্তুষ্ট; নির্মল; অনুকূল। প্র-সদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর—গোপীমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ। কিছুদিন ইনি গভর্নমেণ্ট প্লিডারের কার্যও করিয়াছিলেন। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন গভর্নমেণ্ট লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করিবার প্রস্তাব করেন, তখন প্রসন্নকুমার "বেঙ্গল হরকরা" নামক সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে তীব্রভাবে আলোচনা করেন। আন্দোলনের ফল এই হইল যে, ৫০ বিঘার অনধিক লাখেরাজ জমিগুলির বাজেয়াপ্ত রহিত হইল। লর্ড ড্যালহৌসির শাসন-কালে ব্যবস্থাপক সভার সৃষ্টি হইলে প্রসন্নকুমার ঐ সভার Clerk Assistant পদে নিযুক্ত হন। এই পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অনেক আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে ইনি গভর্নমেণ্টকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। বাঙ্গালীর পক্ষে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইবার প্রথম সম্মান ইঁহারই ঘটে। কিন্তু তখন ইনি অত্যন্ত পীড়িত, সুতরাং সভায় যোগদান করা ইঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে এপ্রিল ইনি সি. এস. আই. উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ইনি তেজস্বী, মনস্বী ও যশস্বী পুরুষ ছিলেন। প্রসন্নকুমার আইন ও জমিদারিতে যেমন অভিজ্ঞ, সংস্কৃত শিক্ষারও তেমনি অনুরাগী ছিলেন। মৃত্যুর সময়ে ইনি যে উইল করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ৩ লক্ষ টাকা আইন শিক্ষাকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দিয়া যান। সেই টাকার সুদে ঠাকুর-ল-লেকচার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মূলাজোড়ের সংস্কৃত বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণ জন্য ৩৫,০০০৲ টাকা; ঐখানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা জন্য ১ লক্ষ টাকা; অনুগত স্বজনের জন্য ১ লক্ষ নয় হাজার টাকা; স্বীয় কর্মচারী ও ভৃত্যগণের জন্য ১ লক্ষ ছয় হাজার টাকা দান করেন। ইঁহার পুস্তকাগারে সাহিত্য ও আইন বিষয়ক অনেক মূল্যবান্ পুস্তক আছে। ইনি বড়ই প্রজাবৎসল ছিলেন এবং প্রজার উন্নতিকল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। যৌবনকালে "অনুবাদক" নামে একখানি বাঙ্গালা ও "রিফরমার" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্রের সম্পাদন করিয়া দেশের রাজনীতি, সমাজ এবং ধর্মসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত হইতে দায়বিষয়ক গ্রন্থ সংকলন করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মাতৃভক্তি অসীম ছিল। কথিত আছে, ইঁহার মাতৃদেবী যে রৌপ্যনির্মিত খাট ব্যবহার করিতেন, তাঁহার মৃত্যুর পর পাছে কেহ ব্যবহার করিয়া তাঁহার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে, এইজন্য সেই খাটখানি মূলাজোড়ে তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ীদেবীর সেবার্থে উৎসর্গীকৃত করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনে প্রসন্নকুমার বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের পর ইনি এই সভার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহারই শুঁড়ার উদ্যানে ইঁহার যত্নে ও অর্থব্যয়ে উইলসন্ সাহেবের অনুবাদিত উত্তরচরিতের প্রথম অঙ্ক এবং জুলিয়াস সিজারের অঙ্ক ইংরাজী ভাষায় ১৮৩১ অভিনীত হয়। মূলাজোড়ের ঠাকুরবাটীর সংলগ্ন সংস্কৃত বিদ্যালয়টি ইঁহারই প্রদত্ত মূলধন দ্বারা চালিত হইতেছে। ইঁহার দুই কন্যা ও একটি পুত্র। পুত্র (জ্ঞানেন্দ্রমোহন) খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসন্নকুমার তাঁহাকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নকুমার রায় (ডাঃ পি. কে. রায়)—ইনি ১৮৪৯ খ্রীঃ ঢাকা জেলার অন্তর্গত শুভাঢ্যা গ্রামে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি ঢাকার পগোস্ স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকার সংগত সভায় প্রবিষ্ট হন ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে গিলক্রাইস্ট্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লইয়া বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ লণ্ডন ইউনিভার্সিটী কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৩ খ্রীঃ বি. এস্সি. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এবং তৎপরে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডি. এস্সি. উপাধি প্রাপ্ত হন। এই পরীক্ষায় বাঙ্গালীর মধ্যে প্রসন্নকুমার ও আনন্দমোহন বসু এই দুইজন প্রথম পাস করেন। তাঁহাদের উভয়ের যত্নে বিলাতে ইণ্ডিয়ান্ সোসাইটী, ব্রাহ্ম সমাজ এবং বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীঃ ইনি স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক পাটনা কলেজের সহকারী অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। তৎপরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হন। ইঁহার প্রণীত একখানি ইংরাজী লজিক পুস্তক আই. এ. পরীক্ষায় বহুকাল ধরিয়া পাঠ্য ছিল। ইনি ১৮৮৬ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার হইয়াছিলেন। তৎপরে কয়েক বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষপদে কার্য করেন। অতঃপর ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজের ইনস্পেক্টারের পদে কার্য করেন।

প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী—হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ১৮২৫

খ্রীষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে প্রসন্নকুমারের জন্ম হয়। খিদিরপুরে থাকিয়া হিন্দু কলেজে প্রসন্নকুমারের শিক্ষাকার্য সম্পন্ন হয়। প্রসন্নকুমার সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি ও স্বর্ণপদকসমূহ প্রাপ্ত হন এবং "সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চায় উপকারিতা" সম্বন্ধে Senior Scholarship পরীক্ষায় প্রবন্ধ লিখিয়া শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া প্রসন্নকুমার ঢাকা কলেজে শিক্ষকতা করেন। আত্মীয় রাজা সীতানাথ সর্বাধিকারী মুর্শিদাবাদ রাজসরকারে প্রতিভাশালী ভ্রাতুষ্পুত্রের উচ্চকর্মের ব্যবস্থা করেন। তাহাতে রাজোপাধি প্রাপ্তিরও সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু প্রসন্নকুমারের আশৈশব প্রতিজ্ঞা যে, দেশহিতকর শিক্ষাকার্যেই তিনি জীবন উৎসর্গ করিবেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রসন্নকুমারের নিকট ইংরাজী পাঠ করিতেন ও প্রসন্নকুমার তাঁহার নিকট সংস্কৃত পাঠ করিতেন। ইহাতে উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয় এবং তৎসূত্রে প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ও পরিশেষে অধ্যক্ষপদে সমারূঢ় হন। কায়স্থকুলতিলক প্রসন্নকুমার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হওয়াতে তাৎকালিক অধ্যাপকবৃন্দ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই। প্রসন্নকুমারের ন্যায় ছাত্রপ্রিয় অধ্যাপক অতি অল্পই দেখা যায়। এখনও ইঁহার নামে বৃদ্ধ ছাত্রগণের চক্ষে প্রেমাশ্রু বর্ষণ হয়। পরে ইনি ক্রমান্বয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপক, বর্ধমান ডিভিসনের স্কুল ইনস্পেক্টর ও বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষপদে কর্ম করেন। গণিত, জ্যোতিষশাস্ত্র ও ইংরাজীসাহিত্যে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল এবং অনেক সময়ে ইনি সাময়িক প্রধান ইংরাজ জ্যোতির্বিদের গণনায় দোষ দেখাইয়া দিতেন। ইঁহার পাটীগণিত ও বীজগণিত শিক্ষিত লোকমাত্রেই সমাদরের সহিত পাঠ করিয়াছেন। বাঙ্গালায় গণিত গ্রন্থ ও গণিতসংক্রান্ত বাঙ্গালা পরিভাষায় প্রসন্নকুমারই অগ্রগামী ও পথপ্রদর্শক। প্রগাঢ় বিদ্যানুরাগ, অসাধারণ বিনয়, ধৈর্য এবং অন্যের অজ্ঞাতে পরোপকার প্রভৃতি গুণরাজি দ্বারা প্রসন্নকুমার বিভূষিত ছিলেন। রাধানগর স্কুলে ইঁহার আয়ের অর্ধাংশ ব্যয়িত হইত; তদ্ব্যতীত দরিদ্র ছাত্রদিগের ভরণপোষণ ও শিক্ষাকার্যের জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় হইত। প্রসন্নকুমারের ন্যায় অসাধারণ ভ্রাতৃবৎসলতা ও ছাত্রবৎসলতা ইদানীং নয়নগোচর হয় না। পেনসন লইবার কিছুকাল পরে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিনে ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ বিদ্যাপীঠ বিক্রমপুর শ্রীনগরের অধীন আটপাড়া গ্রামে ১৮৪২ খ্রীঃ ২০শে শ্রাবণ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺স্বরূপচন্দ্র চক্রবর্তী। পঞ্চম বৎসর বয়সে ইঁহার বিদ্যারম্ভ হয়। প্রায় দুই বৎসর গ্রামস্থ গুরুমহাশয়ের পাঠশালায়, তৎপরে কোলা-সমাজের প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ সদাশিব চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকটে কলাপ ব্যাকরণ পাঠ করেন। অতঃপর ইছাপুরের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও কবি কালীকান্ত ন্যায়পঞ্চাননের নিকট অধ্যয়ন করেন। তাহার পর সর্বপ্রধান স্মার্ত কালীকান্ত শিরোমণির নিকট স্মৃতি পড়িতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে ইনি কাছারীতে নকলনবিসের কার্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য ভাল না লাগায় কর্ম পরিত্যাগপূর্বক পুনর্বার পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া নর্মাল স্কুলে প্রবেশ করেন। নর্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। অতঃপর ঢাকা কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে এবং কলেজে ইনি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ঢাকা সারস্বত সমাজের সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি পূর্ববঙ্গের সর্বত্র এবং পশ্চিমবঙ্গেও অনেকের সুপরিচিত হইয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গে "সারস্বত সমাজ" ইঁহার অক্ষয় কীর্তি। ইনি বঙ্গীয় সংস্কৃত পরীক্ষা সমিতির সদস্য পদ লাভ করিয়া অসামান্য যশঃ ও সম্মানের অধিকারী হন। পূর্ববঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার বহুল প্রচার সাধন তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল; সারস্বত সমাজের পরিচালকবর্গের শীর্ষস্থানে থাকিয়া ইনি সেই উদ্দেশ্যসাধনে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত হইয়াও ইনি বাঙ্গালা সাহিত্যচর্চা হীনকার্য বলিয়া মনে করেন নাই। ১৯০৯ খ্রীঃ ইনি যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ গভর্নমেন্টের নিকট "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯১৪ খ্রীঃ ৮ই নভেম্বর ইনি নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে একমাত্র কন্যাসন্তান রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রসন্নতা—সন্তোষ, অনুগ্রহ; স্বচ্ছতা, নির্মলতা। প্রসন্ন+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

প্রসন্ন-সলিলা—স্বচ্ছতোয়া, নির্মল জলবিশিষ্টা। প্রসন্ন সলিল যে স্ত্রী'র, বহু। বিণ; স্ত্রী।

প্রসন্নাত্মা (-ত্মন্)—১। প্রসাদসম্পন্ন অন্তঃকরণ, নির্মলচিত্ত। প্রসন্ন যে আত্মা, কর্মধা। বি; পু। ২। প্রসাদসম্পন্ন অন্তঃকরণবিশিষ্ট, নির্মলচিত্তযুক্ত। প্রসন্ন আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রসব—১। গর্ভমোচন, গর্ভ হইতে সন্তান ত্যাগ; উৎপত্তি, জন্ম। প্র—সূ (প্রসব করা)+অল্ ভাব। ২। সন্তান; পুষ্প; ফল। প্র—সূ+অল্ কর্ম। বি; পু।

প্রসববেদনা—সন্তান প্রসবকালীন উদরের যন্ত্রণা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রসবস্থলী উদ্ভবস্থল, উৎপত্তিস্থান; প্রসূতি, জননী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রসবিতা (-তৃ)—প্রসবকর্তা; উৎপাদয়িতা; পিতা, জনয়িতা। প্র—সূ (প্রসব করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **প্রসবিত্রী**।

প্রসবিত্রী—১। প্রসবকর্ত্রী; জনয়িত্রী। প্রসবিতৃ+স্ত্রী ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মাতা। বি; স্ত্রী।

প্রসবিনী—১। প্রসবকারিণী। প্রসবিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রসূতি, জননী। বি; স্ত্রী।

প্রসবী (-বিন্)—প্রসবকারী, প্রসবিতা; উৎপাদয়িতা। প্র—সূ (প্রসব করা)+ইন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

প্রসর—১। বিস্তার; ব্যাপ্তি; উৎপত্তি; চলন; বেগ; প্রণয়। প্র—সৃ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। প্রসরণশীল। প্র—সৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রসরী**।

প্রসরণ—চলন; শত্রুসৈন্যের চতুর্দিক্ বেষ্টন; ব্যাপ্তি; বিস্তার। প্র—সৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রসরণী—শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টন। প্রসরণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসর্পণ গমন; বিস্তার; সন্তরণ; ব্যাপ্তি। প্র—সৃপ্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রসাদ—১। প্রসন্নতা; নৈর্মল্য; অনুগ্রহ; প্রসত্তি; স্বাস্থ্য। প্র—সদ্ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। কাব্যপ্রাণ; কাব্যের গুণ বিঃ যাহাতে সহজে অর্থবোধ হয় ['কাব্যরস' দ্রঃ]; দেবতার বা গুরুজনের ভুক্তাবশেষ, পেসাদ।...+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

প্রসাদন—সন্তুষ্টকরণ, প্রসন্নতা-সম্পাদন। প্র—ণিজন্ত সদ্ (=সাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রসাদপুষ্ট—অনুগ্রহে পালিত। ৩তৎ। বিণ।

প্রসাদভোজী (-ভোজিন্)—ভুক্তাবশিষ্ট ভোজনকারী; অনুগ্রহভাজন। উপতৎ; প্রসাদ-ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

প্রসাদাৎ—প্রসাদে, অনুগ্রহে, কৃপায়, দয়ায়। সংস্কৃত পদ। অ।

প্রসাদী—দেবতার নিকট উৎসৃষ্ট, দেবসেবায় অর্পিত বা নিবেদিত; দেবতা বা গুরুজনের ভুক্তাবশিষ্ট; গুরুজন যাহা অগ্রে সেবন করিয়াছেন এমন। বাংপ্র। বিণ।

প্রসাধক-প্রসাধনকারী, অলংকর্তা; সম্পাদক, নির্বাহক। প্র—সাধ্ (সাধন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রসাধিকা**।

প্রসাধন—১। অলংকরণ, ভূষণাদির দ্বারা সাজানো; সম্পাদন। প্র—সাধ্ (সাধন করা)+অনট্ ভাব। ২। সজ্জাবস্তু। প্র—সাধ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রসাধনী—কঙ্কতিকা, কাঁকুই, চিরুনি; প্রসাধন দ্রব্য। প্র—সাধ্ (সাধন করা)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসাধিত—অলংকৃত, ভূষিত; নিষ্পাদিত। প্র—সাধ্ (সাধনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসার—বিস্তার; প্রসরণ; গমন; নির্গম; তৃণকাষ্ঠাদি-প্রবেশ। প্র-সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রসারণ—বিসারণ, বিস্তৃতকরণ। প্র—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রসারিণী—প্রসরণশীলা, ব্যাপিনী। প্রসারিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রসারিত—বিসারিত, বিস্তারিত। প্র—ণিজন্ত সৃ (=সারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসারী (-রিন্)—প্রসরণশীল, ব্যাপক। প্র-সৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

প্রসার্য—প্রসারণের যোগ্য, যাহা না ভাঙ্গিয়া টানিয়া লম্বা করা যায় এমন, ductile. প্র-সারি+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

প্রসার্যমাণ—যাহা প্রসারিত বা বিস্তৃত হইতেছে এমন। প্র—সৃ+ণিচ্ (=সারি)+শানচ্ কর্ম। বিণ।

প্রসিত—১। বিশুদ্ধ শুভ্র। প্র (প্রকৃষ্ট) সিত, প্রাদি। ২। আসক্ত; নিযুক্ত। প্র—সি (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসিদ্ধ—খ্যাত; উদ্ধত; ভূষিত। প্র—সিধ্ (সম্পন্ন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসিদ্ধি—খ্যাতি; সিদ্ধি; ভূষা; জনশ্রুতি। প্র—সিধ্ (সম্পন্ন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রসীদ—প্রসন্ন হও। সংস্কৃত ক্রিয়ারূপ।

প্রসুপ্ত—নিদ্রাগত, নিদ্রিত। প্র-স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসূ—মাতা; জনয়িত্রী; ঘোটকী; কদলীবৃক্ষ। প্র—সূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

প্রসূত-উৎপাদিত; সম্ভূত; ভূমিষ্ঠ। প্র—সূ (প্রসব করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রসূতা-১। উৎপাদিতা, জনিতা। প্র—সূ+ক্ত কর্ম+আপ্। ২। উৎপন্না, জাতা; যাহার সন্তান জন্মিয়াছে এরূপ (স্ত্রী)। প্র—সূ+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। জাতসন্তানা স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

প্রসূতি—১। জননী, মাতা; পোয়াতী; কারণ। প্র-সূ+ক্তি অপা। ২। প্রসব; উৎপত্তি, জন্ম। প্র সূ (প্রসব করা)+ক্তি ভাব। ৩। সন্তান; গর্ভ। প্র—সূ+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

৪। শিবভার্যা সতীর মাতা। স্বায়ম্ভুব মনুর ঔরসে তৎপত্নী শতরূপার গর্ভে ইঁহার জন্ম। দক্ষ প্রজাপতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে ইঁহার ষষ্টি কন্যার জন্ম হয়; তন্মধ্যে সতী সর্বকনিষ্ঠা। দক্ষযজ্ঞে পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে, শিবানুচরগণ দক্ষের শিরশ্ছেদন করেন। অনন্তর শিব তথায় উপস্থিত হইলে প্রসূতির অনুরোধে তিনি দক্ষকে পুনর্জীবন দান করেন।

[স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, এতাদৃশ পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সমস্তই রূপক বর্ণনা মাত্র। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার ক্ষত্রধাতু হইতে স্বায়ম্ভুব মনু উৎপন্ন হন। ইনিই প্রথম মনু। প্রজাপ্রসবকারিণী ক্ষেত্ররূপিণী সমগ্র শক্তি "শতরূপা" ইঁহার পত্নী; এই শতরূপার তিন কন্যা;—আকূতি, দেবহূতি ও প্রসূতি। প্রজাপতি দক্ষের সহিত প্রসূতির বিবাহ হয়। দক্ষ, প্রজা-জনন-ক্ষমতা-স্বরূপ; প্রসূতি সেই ক্ষমতার স্ত্রীলিঙ্গবাচিকামাত্র।]

প্রসূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী। প্রসূতি+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রসূতিজ—প্রসবজন্য ক্লেশ; অপত্য; দুঃখ। প্রসূতি-জন্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

প্রসূন—ফল; পুষ্প; মুকুল। প্র—সূ+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী।

প্রসূনিত—পুষ্পিত, কুসুমিত। প্রসূন+ইতচ্ জাতার্থে। বিণ।

প্রসৃত—প্রবৃদ্ধ; নির্গত; বিস্তৃত; বেগিত; নিযুক্ত; বিনয়ী, বিনীত। প্র—সৃ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রসৃতি—১। করকোষ, অর্ধাঞ্জলি। প্র—সৃ (গমন করা)+ক্তি কর্ম। ২। প্রসার, বিস্তৃতি, বিস্তার। প্র সৃ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রসেক-সেচন; চ্যুতি; নিষেক। প্র—সিচ্ (সেচন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রসেন-সত্রাজিতের ভ্রাতা। প্র (প্রকৃষ্টা) সেনা যাহার, বহু। বি; পু।

প্রস্কন্দিকা-ক্ষয়রোগ। প্র-স্কন্দ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রস্থ—প্রতিলেখ, নকল; প্রতিনিধি; থানা, টা; পদ ('প্রথম —')। বাংপ্র। বি।

প্রস্তর—পাষাণ; মণি; পল্লবাদি-রচিত শয্যা। প্র—স্তৃ+অল্ কর্ম। বি; পু।

প্রস্তরনির্মিত—পাথরের তৈরী, শিলাময়। ৩তৎ। বিণ। [স্ত্রী।

প্রস্তরফলক—শ্লেট, slate. ৬তৎ। বি;

প্রস্তরময়—পাষাণরচিত, প্রস্তরনির্মিত; পাষাণাত্মক; শিলাকীর্ণ, পাথর বিছান। প্রস্তর+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

প্রস্তরমূর্তি—পাথরে গঠিত আকৃতি, পাথরে গড়া চেহারা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রস্তরযুগ-যে যুগে কেবল প্রস্তরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল ইতিহাসের সেই যুগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রস্তরীভূত—পাষাণে পরিণত, petrified. প্রস্তর শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=প্রস্তরী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রস্তাব প্রকরণ; বিচারবিতর্কের জন্য উত্থাপিত মত, motion; প্রসঙ্গ; অবসর, সুযোগ; সামবেদের অঙ্গ বিঃ; গ্রন্থের অধ্যায়। প্র—স্তু (স্তুতি করা)+ঘঞ্ ভাব বা কর্ম। বি; পু।

প্রস্তাবনা—আরম্ভ; উপক্রম; ভূমিকা; (নাট্যে) অভিনয়ারম্ভবিষয়ক প্রস্তাব, prologue. প্র—ণিজন্ত স্তু=স্তাবি (স্তুতি করানো)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রস্তাবিত—কথিত। প্র—ণিজন্ত স্তু=স্তাবি (স্তুতি করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রস্তার—১। বিস্তার। প্র—স্তৃ+ঘঞ্ ভাব। ২। সমূহ। প্র—স্তৃ+ঘঞ্ কর্ম। ৩। তৃণবন; পল্লবাদি-রচিত শয্যা; ছন্দোগ্রন্থের প্রক্রিয়া বিঃ। প্র—স্তৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

প্রস্তুত—উল্লিখিত; কথিত; প্রাসঙ্গিক; উপস্থিত; উদ্যুক্ত, তৈয়ার; সতর্ক; নিষ্পন্ন, কৃত; নির্মিত; প্রশংসিত। প্র—স্তু (স্তুতি করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রস্তুতি-নির্মাণ; অভিনয়োপযোগী নাটক রচনা; মুদ্রাক্ষর-বিন্যাস; উন্মুখতা; উদ্যোগ, আয়োজন। প্র—স্তু+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রস্থ—সানু, পর্বতের উপরিস্থিত সমতল ভূমি ; পরিমাণ বিঃ ; পরিসর ; বিস্তার। প্র—স্থা (থাকা)+ড অধি। বি ; পু বা ক্লী।

প্রস্থান—প্রয়াণ ; গমন ; যুদ্ধযাত্রা। প্র—স্থা +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রস্থাপন—প্রেরণ, নিয়োগ। প্র—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (থাকানো)+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী

প্রস্থাপিত—নিযুক্ত, প্রেরিত, যাহাকে পাঠান হইয়াছে এরূপ। প্র—ণিজন্ত স্থা =স্থাপি (থাকান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রস্থিত—গত ; প্রস্থানোদ্যত ; গমনে উদ্যুক্ত। প্র—স্থা (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রস্ফুট, প্রস্ফুটিত—বিকসিত ; প্রকাশিত। প্র—স্ফুট্ (ফুটা)+ক, ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রস্ফুরক—সন্দীপক বা স্বয়ংপ্রজ্বল পদার্থ বিঃ। <ইং 'phosphorus'. প্র—স্ফুর্+ক কর্তৃ+কন্ স্বার্থে। বি।

প্রস্ফুরকীয়—প্রস্ফুরকসংক্রান্ত ; প্রস্ফুরকজাত। প্রস্ফুরক+ঈয়। বিণ।

প্রস্ফুরণ—ঈষৎ কম্পন, স্পন্দন। প্র—স্ফুর (কম্পিত হওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রস্ফুরিত—ঈষৎ কম্পিত, স্পন্দিত। প্র—স্ফুর্ (কম্পিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রস্ফোটন—বিকাসন, বিদারণ, তাড়ন। প্র—ণিজন্ত স্ফুট্=স্ফোটি+অনট্, ভাব। বি ; ক্লী।

প্রস্বন—জোর দিয়া উচ্চারণ, accent. প্র—স্বন্+অল্ ভাব। বি ; পু। বিণ—**প্রস্বনিত**।

প্রস্বান—উচ্চধ্বনি। প্রাদি। বি ; ক্লী।

প্রস্বাপন—১। নিদ্রাকর। প্র—ণিজন্ত স্বপ বা স্বাপি (ঘুম পাড়ান)+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রস্রবণ—নির্ঝর, উৎস ; বারিপ্রবাহ। প্র—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অন কর্তৃ। ২। ক্ষরণ ; গলন ; স্বেদন। প্র—স্রু+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

প্রস্রাব—মূত, মূত্র। প্র—স্রু (ক্ষরিত করা) +ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

প্রস্রুত—গলিত, ক্ষরিত। প্র—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রহত—তাড়িত ; আঘাত দ্বারা বাদিত ; আহত ; ক্ষুণ্ণ ; জিত ; ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। প্র—হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রহর—যাম, দিবারাত্রের অষ্টম ভাগ, ৭॥০ দণ্ড বা তিন ঘণ্টা। প্র—হৃ (হরণ করা) +অল্ অধি। বি ; পু।

প্রহরণ—১। প্রহার। প্র—হৃ+অনট্ ভাব। ২। অস্ত্র ; আচ্ছাদিত শকট, ডুলি। প্র—হৃ+অনট্ করণ। ৩। যুদ্ধ। প্র—হৃ +অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

প্রহরণকলিকা-চতুর্দশাক্ষর ছন্দো বিঃ। বি ; স্ত্রী।

প্রহরা—প্রহরিত্ব, পাহারা, চৌকি। ব্যাংপ্র। বি।

প্রহরিণী—পাহারাদার স্ত্রীলোক। প্রহরিন্ +ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রহরী (-রিন্)—চৌকিদার ; পাহারাদার। প্রহর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

প্রহর্তা (-র্তৃ)—প্রহারকারক ; যোদ্ধা। প্র—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্রহর্ত্রী**।

প্রহর্ষণ—আহ্লাদকর, হর্ষজনক। প্র—হৃষ্ +ণিচ্ (হৃষ্ট করা)+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রহর্ষণী, প্রহর্ষিণী—ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দোঃ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

প্রহসন—১। অতি হাস্য ; ব্যঙ্গোক্তি, পরিহাস। প্র—হস্+অনট্ ভাব। ২। রূপক বিঃ ; হাস্যরসপ্রধান নাট্যগ্রন্থ বিঃ, farce. প্র—হস্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

প্রহস্ত—১। বিস্তৃতাঙ্গুলি পাণি, চপেট, চাপড়। প্র (সর্বতঃপ্রসারিত) যে হস্ত, কর্মধা। ২। রাক্ষস বিঃ, রাবণের সেনাপতি। প্র (প্রসারিত) হস্ত যাহার, বহু। বি ; পু।

প্রহার—নিগ্রহ ; আঘাত, মার ; যুদ্ধ। প্র—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

প্রহারা—প্রহার করা, আঘাত করা, মারা। কপ্র। ক্রি।

প্রহাস—১। অতিশয় হাস্য। প্র—হস্ (হাস্য করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। শিব ; নট। ...+ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

প্রহিত—প্রক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; নিরস্ত ; প্রযুক্ত ; দত্ত। প্র—হি+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রহৃত—১। আহত, প্রহারপ্রাপ্ত ; নিগৃহীত। প্র—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আঘাত, প্রহার। প্র—হৃ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

প্রহৃষ্ট—অতিশয় আহ্লাদিত। প্র (অতিশয়) হৃষ্ট, প্রাদি। বিণ।

প্রহেলিকা-কূটপ্রশ্ন, হেঁয়ালি। প্র—হিল্ (হাব করা)+অল্ করণ (=প্রহেল)+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্রহ্লাদ—১। আহ্লাদ, আমোদ। প্র—হ্লাদ্ (আমোদিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

২। দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। প্র—হ্লাদ্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ইনি অতিশয় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, এবং অতি অল্প বয়সেই হরিনাম সুধারসে মগ্ন হইয়া পড়েন। বিদ্যাভ্যাসার্থ অন্যান্য ভ্রাতৃগণের সহিত শিক্ষকের হস্তে অর্পিত হইলে, ইনি অধিকাংশ সময় হরিনাম করিয়া কাটাইতেন। হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী ছিলেন, এজন্য গুরুমহাশয় ইঁহাকে হরিনাম ত্যাগ করিতে বলিতেন ; কিন্তু ইনি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া অনন্যমনে হরিসাধন করিতেন। শিক্ষাসম্বন্ধে পরীক্ষার্থ পিতৃসমীপে নীত হইলে, ইনি পিতাকে বিষ্ণুদ্বেষী জানিয়াও নির্ভীকচিত্তে হরিনামের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে লাগিলেন। পিতার অনুরোধেও ইনি হরিনাম ত্যাগ করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করায়, দৈত্যরাজ সক্রোধে ইঁহাকে শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিয়া যেরূপে হউক হরিনাম ত্যাগ করাইতে বলিয়া দিলেন। গুরুর উপদেশ বা শাসনেও কোন ফল হইল না। প্রহ্লাদ পুনরায় পিতৃসকাশে নীত হইলেন। পিতার তর্জনগর্জনে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ইনি সহাস্যবদনে হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। তখন দৈত্যরাজ ক্রোধে অধীর হইয়া পুত্রের প্রাণবিনাশের আদেশ দিলেন। তথাপি প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ করিলেন না, অবিচলিতচিত্তে হরিনাম করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, এই সময় ইঁহার জীবনান্ত করিবার নিমিত্ত একে একে খড়্গাঘাত, হস্তিপদতল, অগ্নিকুণ্ড, সাগরগর্ভ, সমুচ্চ পর্বত হইতে ভূপৃষ্ঠে নিক্ষেপ, বিষপ্রদান প্রভৃতি প্রাণান্তকর সর্বপ্রকার উপায়ই ইঁহার প্রতি প্রয়োগ করা হইয়াছিল ; কিন্তু একমাত্র হরির কৃপায় ইনি সকল বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। কিছুতেই ইঁহার মৃত্যু না হওয়ায়, ইনি পুনরায় দৈত্যরাজের নিকট নীত হইলেন। তখন হিরণ্যকশিপু পুত্রকে নানাপ্রকারে বুঝাইয়া স্বমতে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু, হরিভক্ত প্রহ্লাদ কোনক্রমেই তাহাতে সম্মত হইলেন না। তখন দৈত্যরাজ সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা বল্ দেখি, তুই কি প্রকারে এই সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইলি ?" প্রহ্লাদ সহাস্যে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "একমাত্র হরির কৃপাই সকল সংকটনাশের কারণ।" প্রশ্ন হইল, "তোর সে হরি কোথায় ?" উত্তর, "তিনি সর্বদা সর্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন।" এবার দৈত্যরাজ সভাস্থ স্ফটিকস্তম্ভের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল! তবে তোর

হরি কি এই স্তম্ভের ভিতর আছেন?" প্রহ্লাদ সদম্ভে অথচ সবিনয়ে উত্তর করিলেন, "হাঁ, তিনি উহার ভিতরেও আছেন।" তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধ-কম্পিতকলেবরে দারুণ পদাঘাতে স্তম্ভ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অমনি তন্মধ্য হইতে এক অতি ভীষণ নরসিংহ মূর্তি বহির্গত হইয়া দৈত্যবরকে শমনভবনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর হরির কৃপায় প্রহ্লাদ রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘকাল ন্যায়ানুমোদিতভাবে প্রজাপালন করেন। দৈত্যরাজ বিরোচন ইঁহার পুত্র। ইঁহার আর এক নাম প্রহ্রাদ।

প্রহ্লাদন—১। আনন্দজনন, আনন্দিতকরণ। প্র—ণিজন্ত হ্লাদ্—হ্লাদি (আহ্লাদিত করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। আনন্দকর। প্র—হ্লাদি+অন কর্তৃ। বিণ।

প্রাংশু—উন্নত, উচ্চ। প্র (প্রকৃষ্ট) অংশু (প্রভা, বেগ) যাহার, বহু। বিণ।

প্রাইজ—পরীক্ষায় প্রাপ্ত পুরস্কার। <ইং 'prize'. বি।

প্রাইমারি—প্রথম, প্রাথমিক। <ইং 'primary'. বিণ।

প্রাক্ (প্রাচ্)—১। প্রথমে, পূর্বে, অগ্রে। অ। ২। পূর্ববর্তী। প্র—অন্চ্+কিন্ কর্তৃ। বিণ; ক্লী। পু—**প্রাঙ্**। স্ত্রী—**প্রাচী**।

প্রাকাম্য—অষ্টবিধ ঐশ্বর্যের মধ্যে ঐশ্বর্য বিঃ, স্বচ্ছন্দানুবর্তিতারূপ ঐশ্বর্য, আপনার ইচ্ছানুসারে চলিবার ক্ষমতা। প্রকাম শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাকার—প্রাচীর; বেষ্টন, বেড়া। প্র-আ—কৃ (বিকীর্ণ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

প্রাকৃত—১। নীচ, অধম, পৃথগ্জন। প্র (অতিশয়) অকৃত (অকর্মা), প্রাদি। বিণ। ২। প্রজাসম্বন্ধীয়; ভাষা বিঃ, সংস্কৃতের চলিত ভাষা; লৌকিক; প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বাভাবিক; অশিক্ষিত, অমার্জিত। প্রকৃতি+অ। বিণ। স্ত্রী—**প্রাকৃতী**। **প্রাকৃত ইতিবৃত্ত**—প্রকৃতিবিষয়ক বৃত্তান্ত অর্থাৎ পৃথিবী ও তদুৎপন্ন বস্তুসমূহের বিবরণ, Natural History. **প্রাকৃত ভূগোল**—যে ভূগোলবৃত্তান্ত দ্বারা পৃথিবীর জলস্থল বিভাগ পর্বতাদির বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের জলবায়ু ও তদুৎপন্ন দ্রব্যাদির বিষয় জানা যায়, Physical Geography.

প্রাকৃতজন—সাধারণ লোক, ইতরব্যক্তি; প্রজাসাধারণ। কর্মধা। বি; পু।

প্রাকৃততন্ত্র—প্রজাতন্ত্র শাসনপদ্ধতি, democracy. বি; ক্লী।

প্রাকৃতিক—প্রকৃতিসম্বন্ধীয়, স্বভাবজাত, স্বাভাবিক। প্রকৃতি শব্দ+ফিক ইদমাদি অর্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রাকৃতিকী**।

প্রাক্কাল—পূর্ববর্তী সময়। প্রাক্ (পূর্ব) যে কাল, কর্মধা। বি; পু।

প্রাক্কালিক—পূর্বকালজাত, পূর্বকালে সম্পাদনীয়। প্রাকাল শব্দ+ফিক ভবাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রাক্কালিকী**।

প্রাক্কালীন—১। প্রাকালিক, পূর্বকালীন; পুরাতন, প্রাচীন। প্রাকাল+খীন ভবার্থে। বিণ। ২। পূর্বক্ষণে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

প্রাক্তন—১। পূর্বকালীন; পূর্বজন্মার্জিত; পুরাতন; জন্মান্তরীণ। প্রাচ্+ট্যন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রাক্তনী**। ২। ভাগ্য, অদৃষ্ট; ললাটলিপি। বি; ক্লী।

প্রাক্তনকর্ম (-কর্মন্)-পূর্বজন্মার্জিত পাপপুণ্য; ভাগ্য, দৈব। কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রাখর্য—প্রখরতা, তীক্ষ্ণতা। প্রখর শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাগল্ভ্য—প্রগল্ভতা, উদ্ধতা; ধৃষ্টতা। প্রগল্ভ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাগুক্ত—পূর্বোক্ত, পূর্বে উল্লিখিত। প্রাক্ (পূর্বে) উক্ত, সুপ্। বিণ।

প্রাগৈতিহাসিক—যে যুগের ইতিহাস আছে তাহার পূর্বযুগের, prehistoric. বিণ।

প্রাগ্জ্যোতিষ—কামরূপ দেশ; তদ্দেশীয় লোক; ঈশানকোণ। প্রাক্ (পূর্বে) জ্যোতিঃ যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অ প্রত্যয়, প্রাক্+জ্যোতিস্+অ। বি; পু।

প্রাঙ্গণ ১। অঙ্গন, চত্বর, গৃহভূমি, উঠান। প্র—অন্জ্+অনট্ অধি। ২। পণববাদ্য। প্র—অন্জ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রাঙ্মুখ—পূর্বমুখ; প্রবণ; প্রস্তুত। কর্মধা বা বহু। বি বা বিণ।

প্রাচী—পূর্বদিক্। প্রাক্ (২) দ্রঃ। প্রাচ্ শব্দ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রাচীন ১। পূর্বকালীন, পুরাতন; সেকেলে; প্রাচ্য, পূর্বদেশীয়; বৃদ্ধ। প্রাচ্ শব্দ+খীন ভবার্থে। ২। পূর্বদিক্-জাত। প্রাচী শব্দ+খীন ভবার্থে। বিণ।

প্রাচীনতা, প্রাচীনত্ব—প্রাকালীনতা, পুরাতনত্ব, antiquity. প্রাচীন+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রাচীপতি—পূর্বদিক্পতি, ইন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

প্রাচীর—প্রাগুস্থিত আবৃতি, পাঁচিল, বেড়া ইত্যাদি; ইষ্টকাদি-রচিত বেষ্টন। প্র—আ—চি+ক্রন্ কর্ম। বি; ক্লী।

প্রাচুর্য—বাহুল্য, আধিক্য। প্রচুর+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাচ্য—১। পূর্বদেশীয়; পূর্বদিক্স্থিত। প্রাক্ (২) দ্রঃ। প্রাচ্+য্য ভবার্থে। বিণ। ২। পূর্বদেশ। বি; পু। **প্রাচ্য ভাষা**—পূর্ব মহাদেশে অর্থাৎ এশিয়া মহাদেশে প্রচলিত ভাষা।

প্রাচ্যদেশ—পূর্বদেশ, যে সকল দেশ পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত; পূর্বাঞ্চল। কর্মধা। বি; পু।

প্রাচ্যভাষাবিৎ (-বিদ্)—পৃথিবীর পূর্বাংশে প্রচলিত ভাষাসমূহে জ্ঞানবান্। উপতৎ; প্রাচ্যভাষা—বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রাজক—১। নিয়ন্তা, চালক। প্র—ণিজন্ত অজ্ (গমন করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রাজিকা**। ২। সারথি। বি; পু।

প্রাজন—চালনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি। প্র—ণিজন্ত অজ্ (গমন করানো)+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রাজনদণ্ড—পাঁচনবাড়ি, প্রতোদ, কশা, চাবুক ইত্যাদি। প্রাজনই যে দণ্ড, কর্মধা। বি; পু বা ক্লী।

প্রাজাপত্য—১। প্রজাপতিসম্বন্ধীয়। প্রজাপতি শব্দ+ষ্য ইদমর্থে। বিণ। ২। অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে বিবাহ বিঃ। ['বিবাহ' দ্রঃ]। বি; পু। ৩। দ্বাদশদিনসাধ্য ব্রত বিঃ। [এই ব্রতে প্রথম তিন দিন কেবল রাত্রিতে ২২ গ্রাস ভোজন করিতে হয়; তাহার পর তিন দিন কেবল দিবসে ২৬ গ্রাস ভোজন করিতে হয়; অতঃপর তিন দিন অযাচিত ভাবে লব্ধ অন্ন ২২ গ্রাস করিয়া ভোজন করিতে হয়; শেষ তিন দিন উপবাস করিতে হয়। এই ব্রতানুষ্ঠানে অশক্ত হইলে পয়স্বিনী ধেনু বা তন্মূল্য দান বিধি।] বি; ক্লী।

প্রাজাপত্যা—প্রব্রজ্যাশ্রমে প্রবেশের পূর্বে সর্বস্বদানস্বরূপ যজ্ঞ বিঃ। প্রজাপতি শব্দ+ষ্য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রাজ্ঞ—১। বিজ্ঞ; নিপুণ, কুশল; চতুর; দক্ষ। প্রজ্ঞ শব্দ+অ; কিংবা, প্র—জ্ঞা—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রাজ্ঞী, প্রাজ্ঞা**। বি—**প্রাজ্ঞতা**। ২। পণ্ডিত। প্রজ্ঞা+অ। বি; পু।

প্রাজ্ঞা—১। বিজ্ঞা, জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী। প্রাজ্ঞ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বুদ্ধি। প্র—আ-জ্ঞা (জানা)+ঙ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রাজ্ঞী—১। পণ্ডিতের ভার্যা। প্রাজ্ঞ (পণ্ডিত)+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। জ্ঞানবতী, বুদ্ধিমতী। বিণ; স্ত্রী।

প্রাঞ্জল—সরল, সুখবোধ্য, সহজ ; সুখসেব্য ; উজ্জ্বল ; নির্মল। প্র—অন্জ্ (গমন করা)+অলচ্ কর্ম। বিণ।

প্রাঞ্জলি—বদ্ধাঞ্জলি, কৃতাঞ্জলি। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) কৃত অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাড্বিবাক, প্রাড্বিবেক—রাজ্যের প্রধান বিচারপতি, চিফ্ জজ্, Chief Justice, ব্যবহারদর্শী। প্রচ্ছ্ (জিজ্ঞাসা করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ—প্রাট্ (জিজ্ঞাসাকারী), তদুত্তরে বি বচ্ (বলা), পক্ষান্তরে বিচ্ (পৃথক্ করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

প্রাণ—জীবন ; ব্রহ্মা ; হৃদয় ; মন ; হৃদয়স্থ বায়ু ; বল ; বায়ু ; প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান—দেহস্থ এই পঞ্চ বায়ু। প্র—অন্ (বাঁচা)+অল্ করণ। বি ; পু। **প্রাণ উড়িয়া যাওয়া**—অতিশয় ভীতির সঞ্চার হওয়া ; একান্ত বিহ্বলতা উপস্থিত হওয়া। **প্রাণ টানা**—আগ্রহ জন্মানো ; মন আকৃষ্ট হওয়া। **প্রাণ পড়িয়া থাকা**—কাহারও বা কিছুর জন্য বিশেষ চিন্তিত থাকা ; উদ্গ্রীব থাকা। **প্রাণ পোড়া**—বিচ্ছেদব্যথা অনুভব করা।

প্রাণকান্ত—প্রাণনাথ, পতি, ভর্তা ; নায়ক, প্রণয়ী। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণকৃষ্ণ—প্রাণতুল্য বা প্রাণাধিক শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যপ। বি ; পু।

প্রাণগতিক—শারীরিক ('— মঙ্গল')। বাংপ্র। বিণ।

প্রাণত্যাগ—জীবনবিসর্জন, মরণ, মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণদ—১। জীবনদায়ক। উপতৎ ; প্রাণ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। রক্ত ; জল। বি ; ক্লী।

প্রাণদণ্ড—জীবননাশরূপ শাস্তি ; মৃত্যুদণ্ড, বধ। প্রাণনাশ রূপ দণ্ড, মধ্যপ ; অথবা প্রাণের দণ্ড (নিগ্রহ), ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণদা—১। জীবনদায়িকা। 'প্রাণদ' দ্রঃ। প্রাণদ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। হরীতকী। বি ; স্ত্রী।

প্রাণদাতা (-দাতৃ)-জীবনরক্ষক, যে প্রাণ বাঁচায়। ৬তৎ। বি ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

প্রাণদান—প্রাণরক্ষা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রাণধন—প্রাণের ধনস্বরূপ, জীবনের অতিপ্রিয়। প্রাণের ধন (ধনসদৃশ), ৬তৎ। বিণ। [৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রাণধারণ—বাঁচিয়া থাকা, জীবিত থাকা।

প্রাণন—১। জীবনধারণ, বাঁচিয়া থাকা। প্র—অন্ (বাঁচা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। গলদেশ। প্র—অন্+অন করণ। বি ; পু।

প্রাণনাথ—ভর্তা, পতি। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণনাশ—জীবনহানি, মৃত্যু ; বধ ; হত্যা। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণপণ—জীবনপণ, জীবন দিয়াও কার্যসিদ্ধি করিবার সংকল্প। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণপণে—প্রাণ পর্যন্ত পণ করিয়া, জীবন যায় তাহাও স্বীকার করিয়া, যথাশক্তি ; সাধ্যমত। প্রাণ হইয়াছে পণ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

প্রাণপতি—প্রাণাধিক প্রিয় ; ভর্তা। প্রাণতুল্য প্রিয় পতি, মধ্যপ। বি ; পু।

প্রাণপাত—জীবনত্যাগ, মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; পু। **প্রাণপাত পরিশ্রম**—বেজায় খাটুনি, প্রাণ যায় তাহাও স্বীকার করিয়া পরিশ্রম।

প্রাণপ্রতিম—জীবনতুল্য, প্রাণের ন্যায় প্রিয়। প্রাণের প্রতিম (তুল্য), ৬তৎ। বিণ।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—দেবপ্রতিমায় জীবনসঞ্চরণ বা তাহার কল্পনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রাণপ্রদ—জীবনদায়ক। উপতৎ ; প্রাণ—প্র—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রাণপ্রিয়—প্রাণতুল্য প্রীতিভাজন, জীবনাধিক ভালবাসার পাত্র (পুত্র কন্যা স্বামী প্রভৃতি)। প্রাণসম বা প্রাণাধিক প্রিয়, মধ্যপ। বিণ।

প্রাণবঁধু—জীবনবন্ধু, সখা ; প্রাণতুল্য প্রিয় প্রণয়ী। বাংপ্র। বি।

প্রাণবল্লভ—প্রাণপ্রিয়। মধ্যপ। বিণ।

প্রাণবান্ (-বৎ) সহৃদয়, দয়ালু ; প্রাণময়। প্রাণ+বতুপ্ আছে অর্থে। বিণ ; পু।

প্রাণবায়ু দেহস্থ বায়ু বিঃ ('প্রাণ' দ্রঃ)। প্রাণ-নামক বায়ু, মধ্যপ। বি ; পু।

প্রাণবিনাশ—জীবননাশ, বধ, বিনাশ, হত্যা। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণবিয়োগ—মৃত্যু, মরণ। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; ক্লী।

প্রাণবিসর্জন—জীবনত্যাগ, মৃত্যু। ৬তৎ।

প্রাণময়—জীবনযুক্ত, সজীব, জীবন্ত ; জীবনাত্মক ; জীবনসর্বস্ব। প্রাণ শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**প্রাণময়ী**।

প্রাণময়কোষ—পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় মিলিত কোষ। কর্মধা। বি ; পু।

প্রাণযাত্রা—জীবনযাত্রা, জীবিকা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

প্রাণসংযম—প্রাণবায়ুর নিরোধ, প্রাণায়াম। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণসংশয়—১। জীবননাশের আশঙ্কা, প্রাণ যাইবার ভয়। প্রাণের সংশয়, ৬তৎ। বি ; পু। ২। জীবননাশের আশঙ্কাযুক্ত প্রাণের সংশয় আছে যাহাতে, বহু। বিণ।

প্রাণসংহারক—জীবননাশক, প্রাণঘাতক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিকা**।

প্রাণসংকট—১। জীবনের বিপদ্। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। প্রাণসংশয়, জীবননাশের আশঙ্কান্বিত। প্রাণের সংকট যাহাতে, বহু। বিণ।

প্রাণসখা—প্রাণতুল্য প্রিয় বন্ধু। মধ্যপ। বি ; পু। স্ত্রী, **-সখী**।

প্রাণসঞ্চার—মৃত বা অচেতন দেহে জীবনীশক্তিদান। ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণহন্তা (-হন্তৃ)—জীবননাশক, সংহারক, ঘাতুক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

প্রাণহর, -হারক, -হারী—জীবননাশক, সাংঘাতিক। ৬তৎ। বিণ।

প্রাণহা (-হন্)—জীবননাশক ; প্রাণান্তকর, মারাত্মক, সাংঘাতিক। উপতৎ ; প্রাণ হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

প্রাণাত্যয়—জীবনান্ত, মৃত্যু। প্রাণের অত্যয় (নাশ), ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণাধিক—জীবনাধিক, জীবন অপেক্ষা প্রিয়। ৫তৎ। বিণ। [পু।

প্রাণাধিনাথ—পতি, ভর্তা। ৬তৎ। বি ;

প্রাণান্ত—মৃত্যু, মরণ। প্রাণের (জীবনের) অন্ত (শেষ), ৬তৎ। বি ; পু।

প্রাণান্তকর—জীবননাশক, মৃত্যুদায়ক। প্রাণান্ত—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রাণান্তকরী**।

প্রাণান্তপণ—মরণপর্যন্ত প্রতিজ্ঞা, কোন কার্য সাধন করিতে যদি প্রাণ যায় তথাপি তাহা সাধন করিব এইরূপ দৃঢ়সংকল্প। কর্মধা। বি ; পু।

প্রাণান্তপরিচ্ছেদ—মৃত্যুপর্যন্ত সীমা ; কষ্টের একশেষ। কর্মধা। বি ; পু।

প্রাণান্তিক—প্রাণনাশক। প্রাণের অন্তিক (ছেদক), ৬তৎ। বিণ।

প্রাণাপান—প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু ['প্রাণ' দ্রঃ] ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

প্রাণায়াম—নাসিকার দ্বারা বায়ুর পূরণ, রোধ ও রেচনরূপ ব্যাপার। প্রাণ শব্দ—আ—যম্ (সংযত করা)+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

প্রাণারাম—হৃদয়ের আনন্দদায়ক, প্রাণে সুখদায়ক। বহু। বিণ।

প্রাণিঘাতক—জীবহত্যাকারী, কসাই, ব্যাধ। ৬তৎ। বিণ।। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

প্রাণিঘাতন—জীবহত্যা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রাণিজগৎ—জীবজগৎ, সমগ্র জীব-সৃষ্টি, সমস্ত জীবজন্তু। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

প্রাণিত—প্রাণসঞ্চারিত, বাঁচানো। প্র-ণিজন্ত অন্ (বাঁচানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রাণিতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা—যে বিদ্যা দ্বারা প্রাণিসমূহের আকার-প্রকার-স্বভাবাদি জানা যায়, zoology. মধ্যপ। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ—জীবজন্তুসকলের স্বরূপ-বিষয়ে জ্ঞানবান্। উপতৎ; প্রাণিতত্ত্ব জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রাণিবিদ্যা—'প্রাণিতত্ত্ব' দ্রঃ।

প্রাণিবিদ্যাবিৎ (-বিদ্)—প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ, জীবতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞানবান্। প্রাণিবিদ্যা বিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রাণিহিংসা—জীবহিংসা, জীবের অনিষ্ট-চেষ্টা, জীবের জীবননাশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাণী (প্রাণিন্)—১। প্রাণবিশিষ্ট; সজীব, জীবিত। প্রাণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা প্র অন্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **প্রাণিনী**। ২। জীব, জন্তু। বি; পু।

প্রাণেশ, প্রাণেশ্বর—জীবিতেশ, পতি, ভর্তা। প্রাণের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

প্রাণেশ্বরী—প্রিয়া, ভার্যা। প্রাণের ঈশ্বরী', ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি।

প্রাত—প্রাতঃকাল, সকালবেলা। বাংপ্র।

প্রাতঃ (প্রাতর্)—প্রভাত, দিনারম্ভ। প্র অত্ (গমন করা)+অর্ অধি। অ।

প্রাতঃকাল, প্রাতঃসময়—দিনের প্রথম সময়, সকালবেলা। কর্মধা। বি; পু। বিণ **প্রাতঃকালীন**।

প্রাতঃকৃত্য—প্রাভাতিক কার্য, প্রাতঃকালে করণীয় কর্ম (যথা হস্তমুখ-প্রক্ষালন, প্রাতঃসন্ধ্যা প্রভৃতি)। ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রাতঃক্রিয়া—প্রাতঃকৃত্য, শৌচপূজাদি প্রাভাতিক কার্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাতঃসন্ধ্যা পূর্বসন্ধ্যা, প্রত্যূষ; প্রাতঃকালে উপাস্য সন্ধ্যা, প্রাতঃকালীন উপাসনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রাতঃস্নান—প্রভাতকালে স্নান, অরুণোদয়-কালে স্নান করা। ৭তৎ। বি; ক্লী।

প্রাতঃস্নায়ী (-স্নায়িন্)—প্রভাতকালে স্নানকারী, যে নিত্য অরুণোদয়ে স্নান করে। প্রাতর্—স্না+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-স্নায়িনী**।

প্রাতঃস্মরণীয়—প্রাতঃকালে স্মরণযোগ্য; পুণ্যাত্মা। ৭তৎ। বিণ।

প্রাতরাশ—প্রাতঃকালীন ভোজন, break-fast. প্রাতর্—অশ্ (ভোজন করা) +ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

প্রাতর্বাক্য—প্রথম কথা; প্রভাতে উক্ত আশীর্বচনাদি। মধ্যপ। বি; ক্লী। [কাহাকেও অভিশাপ দিবার সময়ে লোকে এই শব্দের ব্যবহার করিয়া থাকে।]

প্রাতিকূলিক—প্রতিকূলে বর্তমান; প্রতি-কূলবর্তী। প্রতিকূল+ষ্ণিক। বিণ।

প্রাতিকূল্য—বৈপরীত্য; বিরোধিতা, বিরুদ্ধতা। প্রতিকূল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাতিপক্ষ—প্রতিপক্ষসম্বন্ধীয়; বিরুদ্ধ। প্রতিপক্ষ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ।

প্রাতিপদিক—বিভক্তিশূন্য ব্যক্তিবাচক বা বিশেষণবাচক শব্দ, লিঙ্গ, নাম; অগ্নি। প্রতিপদ (প্রত্যেক পদ)+ষ্ণিক। বি; ক্লী।

প্রাতিভাসিক—যে অবাস্তব বাস্তব বলিয়া প্রতীয়মান হয় এমন ('— জগৎ')। প্রতিভাস+ষ্ণিক। বিণ।

প্রাতিলোম্য—বৈপরীত্য, বিপর্যয়। প্রতি-লোম (বিপরীত)+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাতিশাখ্য—বেদশাখাসম্বন্ধীয় ব্যাকরণ বিঃ (ইহা শৌনকাদি ঋষি বিরচিত); ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, সামপ্রাতিশাখ্য, যজুঃ-প্রাতিশাখ্য (এইগুলি পাঠ করিলে বৈদিক ব্যাকরণ বুঝা যায়)। প্রতিশাখা (প্রত্যেক শাখা)+ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

প্রাতিহারক, প্রাতিহারিক—১। প্রতিহারীর কর্ম। বি; ক্লী। ২। মায়াবী। প্রতিহার শব্দ+যথাক্রমে কণ্ ও ষ্ণিক। বিণ।

প্রাত্যয়িক—১। প্রত্যয়সম্বন্ধীয়; প্রত্যয়শীল, বিশ্বস্ত। প্রত্যয়+ষ্ণিক। বিণ। ২। প্রতিভূ, জামিন। বি; পু।

প্রাত্যহিক—দৈনিক; আহ্নিক, দৈনন্দিন। প্রত্যহ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রাত্যহিকী**।

প্রাথমিক—প্রথমকালীন, আদ্য, প্রথমকৃত; আরম্ভকালীন, primary. প্রথম+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**প্রাথমিকী**।

প্রাথম্য—প্রথমত্ব; মুখ্যত্ব। প্রথম+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাদি—প্র, পরা প্রভৃতি বিংশতিটি উপসর্গ প্র হইয়াছে আদি যাহাদের, বহু বি; পু।

প্রাদুর্ভাব—আবির্ভাব; প্রথম প্রকাশ প্রাবল্য; বাহুল্য ('মশার —') প্রাদুস্—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভাব বি; পু।

প্রাদুর্ভূত—আবির্ভূত; সাক্ষ্য প্রকাশিত প্রাদুস্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ বিণ।

প্রাদেশ—১। বিস্তৃত অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী পরিমাণ, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তৎপরবর্তী অঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যতটা পরিমাণ হয়। প্র—আ—দিশ্ (আদেশ করা)+ অল্ ভাব। ২। দেশ। প্রদেশ+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

প্রাদেশন দান; অর্পণ। প্র—আ—দিশ্ (দেওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রাদেশিক—প্রদেশসম্বন্ধীয়, প্রদেশজাত। প্রদেশ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রাদেশিকতা—প্রদেশবিশেষে প্রচলিত ভাষার ব্যবহার; প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্য; নিজ প্রদেশের প্রতি পক্ষপাতিত্ব এবং অপর প্রদেশের প্রতি অসংগত আচরণ, provincialism. প্রাদেশিক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

প্রাদোষিক—প্রদোষসম্বন্ধীয়; সান্ধ্য; প্রদোষজাত। প্রদোষ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী —**প্রাদোষিকী**।

প্রাধা—দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহারই গর্ভে অপ্সরাদিগের জন্ম। বি; স্ত্রী।

প্রাধান্য—শ্রেষ্ঠতা, উৎকর্ষ; প্রভুত্ব, আধি-পত্য। প্রধান শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাধ্যয়ন—সম্যক্ অধ্যয়ন; বেদপাঠ। প্র (সম্যক্) অধ্যয়ন, প্রাদি। বি; ক্লী।

প্রান্ত—অন্তভাগ; শেষসীমা। প্র (প্রকৃষ্ট) যে অন্ত, কর্মধা। বি; পু।

প্রান্তবর্তী (-বর্তিন্)-প্রান্তস্থিত, শেষ-ভাগে অবস্থিত। প্রান্ত—বৃত্ (থাকা)+ ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রান্ত-বর্তিনী**।

প্রান্তর—বৃক্ষজলাদিশূন্য দূর পথ, মাঠ; বন; কোটর। প্র (প্রকৃষ্ট) হইয়াছে অন্তর (অন্তর্বর্তী স্থান) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

প্রান্তস্থ, প্রান্তস্থিত—শেষভাগে অবস্থিত, প্রান্তবর্তী। উপতৎ; প্রান্ত—স্থা+ড কর্তৃ, ২য় পক্ষে ৭তৎ। বিণ।

প্রাপক—১। অধিগন্তা, পায় যে এরূপ। প্র-আপ্ (পাওয়া)+ণক কর্তৃ। ২। অধিগমক, পাওয়ায় যে এরূপ। প্র-ণিজন্ত আপ্-আপি (পাওয়ানো)+ ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রাপিকা**।

প্রাপণ—১। প্রাপ্তি, পাওয়া; সম্যক্ ব্যাপ্তি। প্র—আপ্ (পাওয়া)+অনট্ ভাব। ২। ব্যাপ্ত করানো; পাওয়ানো। প্র—ণিজন্ত আপ্ (পাওয়ানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রাপণীয়—প্রাপ্য, প্রাপ্তব্য, লভ্য। প্র—আপ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রাপিত—অধিগমিত; নীত; প্রাহিত। প্র—ণিজন্ত আপ্ বা আপি (পাওয়ানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রাপ্ত—১। লব্ধ, অধিগত, যাহা পাওয়া গিয়াছে এরূপ; প্রস্থাপিত। প্র—আপ্ (পাওয়া)+ক্ত কর্ম। ২। যে পাইয়াছে; উপনীত, উপস্থিত। প্র—আপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রাপ্তকাল—১। আসন্ন মৃত্যু, যাহার মরণকাল উপস্থিত হইয়াছে এরূপ। প্রাপ্ত (উপস্থিত) হইয়াছে কাল যাহার, বহু। ২। প্রাপ্তাবসর। প্রাপ্ত হইয়াছে কাল যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাপ্তবয়স্ক—প্রাপ্তব্যবহার, সাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাপ্তবয়াঃ (-বয়স্)—প্রাপ্তবয়স্ক, উপযুক্ত বয়সে উপনীত, প্রাপ্তব্যবহার, সাবালক। প্রাপ্ত বয়ঃ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

প্রাপ্তব্য—প্রাপ্তিযোগ্য, প্রাপ্য, লভ্য। প্র আপ্ (পাওয়া)+তব্য কর্ম। বিণ।

প্রাপ্তব্যবহার—প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। প্রাপ্ত হইয়াছে ব্যবহার যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাপ্তযৌবন—লব্ধযুবত্ব, যুবাবস্থায় উপনীত, তরুণবয়স্ক। প্রাপ্ত যৌবন যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাপ্তরূপ—রূপবান্, সুরূপ, রমণীয়, সুন্দর, মনোহর; পণ্ডিত; বিজ্ঞ; উচিত। প্রাপ্ত হইয়াছে রূপ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

প্রাপ্তি—অধিগম, লাভ, পাওয়া; বৃদ্ধি; অনুমিতি; উদয়; উপস্থিতি; সংহতি। প্র আপ্। ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রাপ্তিযোগ—পাইবার সম্ভাবনা। ৬তৎ। বি; পু।

প্রাপ্য—প্রাপণীয়, প্রাপ্তিযোগ্য; লভ্য; গম্য। প্র আপ্ (পাওয়া)+য কর্ম। বিণ।

প্রাবর—প্রাকার, প্রাচীর, বৃতি, বেড়া। প্র আ—বৃ (বেষ্টন করা)+অল্ করণ। বি; পু।

প্রাবরণ—প্রাবার (তাহা দ্রঃ)। প্র—আ—বৃ+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রাবল্য—প্রবলতা, বলবত্তা; প্রচণ্ডতা; উৎকটতা; শক্তি; প্রভাব। প্রবল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাবার—আবরণ বস্ত্র; উত্তরীয় বস্ত্র, উড়ানি বা ওড়না। প্র—আ—বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

প্রাবাসিক—প্রবাসসম্বন্ধীয়; প্রবাসজাত; প্রবাসযোগ্য। প্রবাস+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**প্রাবাসিকী**।

প্রাবীণ্য—প্রবীণতা; পটুতা, দক্ষতা, নৈপুণ্য। প্রবীণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাবৃট্ (প্রাবৃষ্)—বর্ষাকাল, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস। প্র—আ বৃষ্+ক্বিপ্ অধি। বি; স্ত্রী।

প্রাবৃত—সম্যক্ আবৃত, বেষ্টিত, আচ্ছাদিত। প্র—আ—বৃ (ঘেরা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রাবৃতি—আবরণ; বেড়া। প্র—আ—বৃ (ঘেরা)+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

প্রাবৃষা—বর্ষাকাল। প্র—আ—বৃষ্ (বর্ষণ হওয়া)+ক্বিপ্ অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রাভাতিক—প্রভাতকালীন, প্রাতঃকালীন। প্রভাত+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

প্রামাণিক—১। প্রমাণসিদ্ধ; বিশ্বাস্য; সম্মানার্হ; পরিচ্ছেদক। প্রমাণ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**প্রামাণিকী**। ২। প্রধান, সমাজপতি; অধ্যক্ষ; পণ্ডিত; বিজ্ঞ। বি; পু। ৩। নাপিত; মণ্ডল। বাংপ্র। বি।

প্রামাণিকতা—বিশ্বস্ততা; প্রমাণসিদ্ধতা, authority. প্রামাণিক শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

প্রামাণ্য—১। প্রমাণতা; বিশ্বস্ততা। প্রমাণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী। ২। প্রামাণিক, প্রমাণসিদ্ধ; বলবৎ। বাংপ্র। বিণ।

প্রামাদিক—প্রমাদসম্ভূত; অনবধানতাজনিত। প্রমাদ+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**প্রামাদিকী**।

প্রায়—১। মৃত্যু; ইচ্ছাপূর্বক অনশন-মৃত্যু; অনশন, উপবাস; বাহুল্য। প্র ই বা অয়্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। (শব্দের পরে থাকিলে) সদৃশ, তুল্য; অধিক; কাছাকাছি; কিছু কম। বিণ। ৩। সাধারণতঃ, অধিকাংশ স্থলে ('— ঘটে না')। ক্রি বিণ।

প্রায়ঃ (প্রায়স্)—বাহুল্য। প্র ই বা অয়্ (গমন করা)+অস্ ভাব। অ।

প্রায়শঃ (-শস্)—বাহুল্যরূপে; সদাসর্বদা; সচরাচর। প্রায় (বাহুল্য)+শস্। অ।

প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্তি—পাপক্ষয়-সাধন কর্ম। প্রায়স্ (এখানে তপস্যা)—চিত্ (বোধ করা)+যথাক্রমে ক্ত ও ক্তি ভাব। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

"প্রায়োনাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে।
তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥"

প্রায়ঃ শব্দের অর্থ তপঃ অর্থাৎ তপস্যা এবং চিত্ত শব্দের অর্থ নিশ্চয়; নিশ্চয়সংযুক্ত অর্থাৎ পাপক্ষয়সাধনবিষয়ে নিশ্চিত তপস্যাই প্রায়শ্চিত্ত নামে অভিহিত।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব—প্রায়শ্চিত্তবিষয়ক গ্রন্থ বিঃ। বহু। বি; ক্লী।

প্রায়শ্চিত্তবিধি—প্রায়শ্চিত্তের বিধান, কোন্ পাপের কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত তাহার ব্যবস্থা। ৬তৎ। বি; পু।

প্রায়শ্চিত্তী (-ত্তিন্)—প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি। প্রায়শ্চিত্ত+ইন্ অর্হার্থে। বিণ; পু।

প্রায়িক—সাধারণ; কাছাকাছি, approximate. প্রায়+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ।

প্রায়োগিক—প্রয়োগ সম্বন্ধীয়; প্রয়োগজ। প্রয়োগ+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

প্রায়োদ্বীপ—উপদ্বীপ, peninsula. প্রায়ঃ (বাহুল্যরূপে) যে দ্বীপ, সুপ্‌সুপেতি। বি; পু।

প্রায়োপবিষ্ট—ইচ্ছাপূর্বক অনশনে মরণার্থ কৃতোপবেশন, যে অনাহারে মরিবার ইচ্ছায় বসিয়া আছে। প্রায়ের নিমিত্ত উপবিষ্ট, ৪তৎ। বিণ।

প্রায়োপবেশ, প্রায়োপবেশন—সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক অনশনে অবস্থিতি; ব্রত বিঃ; ইচ্ছাপূর্বক অনশনে মরিবার নিমিত্ত বসা। প্রায়ের নিমিত্ত উপবেশ, উপবেশন (বসা), ৪তৎ। বি; পু ও ক্লী।

প্রায়োপবেশিকা—প্রয়োপবেশন। প্রয়োপবেশ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রারব্ধ, প্রালব্ধ—১। প্রকৃষ্টরূপে আরব্ধ, কৃতারম্ভ, যাহা আরম্ভ করা হইয়াছে এমন। প্র—আ রভ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পূর্বজন্মের হেতুভূত অদৃষ্ট; পূর্বজন্মার্জিত পাপপুণ্য। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) আরব্ধ, সুপ্‌সুপেতি। বি; ক্লী।

প্রারম্ভ—১। কার্য। প্র আ—রভ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। আরম্ভ, উপক্রম, সূত্রপাত। প্র আ রভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ৩। সৎকার্যকারী। প্র (প্রকৃষ্ট) আরম্ভ (কার্য) যাহার, বহু। বিণ।

প্রার্থক—প্রার্থনাকারী, যাচক। প্র—অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

প্রার্থন—প্রার্থনা (সকল অর্থে)। প্র—অর্থ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রার্থনা—যাচ্ঞা; চাওয়া। প্র—অর্থ্ (যাচ্ঞা করা)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রার্থনীয়—প্রার্থনা করিবার যোগ্য, যাচনীয়। প্র—অর্থ্ (চাওয়া)+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রার্থয়িতব্য—প্রার্থনীয়, বাঞ্ছনীয়। প্র—অর্থি (যাচ্ঞা করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

প্রার্থয়িতা (-য়িতৃ)—প্রার্থনাকারী, প্রার্থক, যাচক। প্র—অর্থি (যাচ্ঞা করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **প্রার্থয়িত্রী**।

প্রার্থিত—বাঞ্ছিত, প্রার্থনার বিষয়ীভূত। বিণ।

প্রার্থী (প্রার্থিন্)—প্রার্থনাকারী, প্রার্থক, যাচক; আবেদক, দরখাস্তকারী। প্র—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রার্থিনী**।

প্রালম্ব, প্রালম্বিকা—হার বিঃ, সরল লম্বমান মালা। প্র—আ—লম্ব্ (লম্বিত হওয়া)+অন্ কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

প্রাশ—ভক্ষণ, ভোজন। প্র—অশ্+অণ্ ভাব। বি; পু।

প্রাশন—আহার, ভোজন। প্র—অশ্ (ভোজন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রাশস্ত্য—প্রশস্ততা; প্রশংসনীয়তা; উৎকৃষ্টতা, উৎকর্ষ, শ্রেষ্ঠতা; বিস্তার, বিস্তৃতি। প্রশস্ত+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রাশিত—ভক্ষিত, ভুক্ত। প্র—অশ্ (ভোজন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রাশ্নিক—প্রশ্নকারী। প্রশ্ন+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**প্রাশ্নিকী**। ২। সভাসৎ, সভ্য। বি; পু।

প্রাস—ক্ষেপণীয় অস্ত্র বিঃ, কুন্ত, সড়কি, কোঁচ। প্র—অস্+অল্ কর্ম। বি; পু।

প্রাসঙ্গিক—প্রসঙ্গক্রমে আগত; সম্পৃক্ত, সম্পর্কীয়, relevant. প্রসঙ্গ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**প্রাসঙ্গিকী**।

প্রাসাদ—দেবতার ইষ্টকালয়; সুবৃহৎ অট্টালিকা; রাজহর্ম্য। প্র—আ—সদ্ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

প্রাসাদকুক্কুট—কপোত, পারাবত। ৬তৎ। বি; পু।

প্রাসাদশিখর—হর্ম্যশীর্ষ, অট্টালিকার চূড়া বা উপরিভাগ। ৬তৎ। বি; পু।

প্রাসিক—প্রাসাস্ত্রধারী, কৌন্তিক, প্রাস-সম্বন্ধীয়। প্রাস+ষ্ণিক। বিণ।

প্রাস্থানিক—প্রস্থানকালোচিত, বিদায়-সম্বন্ধীয়। প্রস্থান+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**প্রাস্থানিকী**।

প্রাহরিক—১। প্রহরসম্বন্ধীয়; প্রহরব্যাপী। প্রহর+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**প্রাহরিকী**। ২। প্রহরী। বি; পু।

প্রাহসনিক—প্রহসন-সম্বন্ধীয়; প্রহসনের অভিনেতা। প্রহসন+ষ্ণিক। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**প্রাহসনিকী**।

প্রাহ্ণ—পূর্বাহ্ণ, দিবসের আদিভাগ। অহনের প্র অর্থাৎ পূর্ব, একদেশী। বি; স্ত্রী।

প্রাহ্ণেতন—পূর্বাহ্ণ-সম্বন্ধীয়। প্রাহ্ণে+ট্যন। বিণ। স্ত্রী—**প্রাহ্ণেতনী**।

প্রিন্টার—মুদ্রাকর। <ইং 'printer'. বি।

প্রিন্সিপাল—প্রধান ব্যক্তি, অধ্যক্ষ। <ইং ['principal'. বি।

প্রিন্সেপ জেমস্ (James Prinsep)—জন্ম ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে অগস্ট। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সহকারী "এসে মাস্টার" স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮২০ হইতে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেনারস মিন্টের এসে মাস্টারের কার্য করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মিন্টের ডেপুটী এসে মাস্টারের পদ প্রাপ্ত হন, এবং ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উক্ত মিন্টের এসে মাস্টারের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ইনি অত্যধিক পরিশ্রম জন্য মস্তিষ্কের তরলতা রোগে দেহত্যাগ করেন (১৮৪০ খ্রীঃ ২২শে এপ্রিল)। বেনারসে একটি নূতন টাঁকশাল, গির্জা ও কর্মনাশা নদীর উপর একটি সেতু ইনিই নির্মাণ করেন। ১৮৩২ হইতে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাই-টির সেক্রেটারী স্বরূপে কার্য করেন এবং সভার আলোচ্য বিষয়ের অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত করেন। একাধারে ইনি রসায়নশাস্ত্রবিৎ, খনিজতত্ত্বজ্ঞ, মুদ্রাতত্ত্ববিৎ ও বায়ুতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন। অশোকের অনেক শিলালিপি ইনি পাঠ করিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতার প্রিন্সেপের ঘাট ইঁহারই স্মৃতি-রক্ষার্থ নির্মিত হয়। ইঁহারই এক ভ্রাতুষ্পুত্র (স্যার্ টোবী প্রিন্সেপ) বহুদিন যাবৎ কলিকাতা হাইকোর্টের জজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে অবসর গ্রহণ করেন। স্যার্ টোবী প্রিন্সেপই হেলীবরী কলেজে শিক্ষিত শেষ ভারতবর্ষীয় সিভিলিয়ান কর্মচারী।

প্রিয়—১। প্রীতিভাজন, ভালবাসার পাত্র; প্রীতিকর; রম্য। প্রী+ক কর্তৃ। বিণ। ২। পতি, স্বামী; মৃগ বিঃ। বি; পু।

প্রিয়ংকর—প্রিয়কারী, হিতকারক। উপতৎ; প্রিয়—কৃ (করা)+খ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

প্রিয়ংবদ—প্রিয়বাদী, প্রীতিজনক বাক্য-কথক, হিতভাষী। উপতৎ; প্রিয়—বদ্ (বলা)+খ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-বদা**।

প্রিয়কাম—হিতার্থী, শুভাকাঙ্ক্ষী, well-wishing. বহু। বিণ।

প্রিয়কার—প্রীতিজনক কর্মকর্তা, প্রিয়-কারক; অনুকূল। উপতৎ; প্রিয় শব্দ—কৃ (করা)+বণ্ কর্তৃ। বিণ।

প্রিয়কারী (-রিন্)—প্রীতিকর কার্য-সম্পাদক, হিতকারী, অনুকূল। উপতৎ; প্রিয় কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-রিণী**।

প্রিয়ঙ্গু—কলিনী লতা, শ্যামালতা; পিপুল। প্রিয়—গম্ (যাওয়া)+ডু কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষা—প্রীতিজনক কার্য করিবার ইচ্ছা, হিতৈষা, উপচিকীর্ষা। প্রিয়—সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রিয়চিকীর্ষু—প্রীতিকর কার্য করিতে ইচ্ছু, হিতৈষী। প্রিয়—সনন্ত কৃ (=চিকীর্ষ)+উ কর্তৃ। বিণ।

প্রিয়জন—প্রীতিভাজন ব্যক্তি, স্নেহাস্পদ; সুহৃৎ; প্রৌঢ়ভাবজ্ঞ। কর্মধা। বি; পু।

প্রিয়তা, প্রিয়ত্ব—প্রীতিকরত্ব, প্রীতি, প্রেম, প্রণয়, স্নেহ, ভালবাসা। প্রিয়+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রিয়তোষণ—১। প্রিয়জনের তুষ্টিজনক। ৬তৎ। বিণ। ২। রতিবন্ধ বিঃ। বি; পু।

প্রিয়দর্শন—সুদৃশ্য, সুন্দর। প্রিয় (রম্য) দর্শন যাহার, বহু। বিণ।

প্রিয়নাথ ঘোষ—১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলি-কাতায় দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। প্রিয়নাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. উপাধি প্রাপ্ত হইয়া কুচবিহারের লোকান্তরিত মহারাজ স্যার্ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের শিক্ষক হইয়া তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করেন। পরে ক্রমান্বয়ে পার্সনেল অ্যাসিস্টাণ্ট, প্রাইভেট সেক্রেটারী প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কর্মে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি, কার্যপটুতা ও সাধুতাগুণে রাজ্যের শীর্ষস্থানীয় দেওয়ানের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ১লা নবেম্বর দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি. আই. ই. মহোদয় অবসর গ্রহণ করিলে ইনি কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন। ইনি অনেক দিন এই রাজ্যে দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়া-ছিলেন। প্রিয়নাথ কলিকাতার ইণ্ডিয়া ক্লাবের একজন প্রধান অনুষ্ঠাতা। ইঁহার যত্নে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে উক্ত ক্লাব উন্নত অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। স্বর্গীয় মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের সহিত ইনি তিনবার বিলাত গিয়াছিলেন। ইনি একজন ফ্রিমেসন্ ছিলেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই জানুয়ারি ইনি মানবলীলা সংবরণ করেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর হইয়াছিল।

প্রিয়নাথ সেন (ডাঃ)—১৮৭৪ খ্রীঃ ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বগশা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা দিননাথ সেন একজন সুবিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। প্রিয়নাথ বাল্যকালে গ্রামের একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষারম্ভ করেন। তৎপরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে প্রবিষ্ট হন এবং ১৮৮৯ খ্রীঃ প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঢাকা বিভাগের মধ্যে সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৯১ খ্রীঃ তথা হইতে বিজ্ঞান শাস্ত্রে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া "ডফবৃত্তি" প্রাপ্ত হন। অতঃপর বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃত ও দর্শন-শাস্ত্রে প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া সর্বোচ্চস্থান অধিকারপূর্বক "রাধাকান্ত" সুবর্ণমেডেল এবং "ঈশান বৃত্তি" লাভ করেন। প্রশংসার সহিত পাস হইবার পর ইঁহার বিলাত গিয়া অধ্যয়ন করিবার জন্ম রাজকীয় বৃত্তি প্রদানের প্রস্তাব হয়, কিন্তু ইনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান প্রাপ্ত হন। ১৮৯৬ খ্রীঃ বিশেষ প্রশংসার সহিত বি. এল. পরীক্ষায় পাস করিয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ইনি "প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ" বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ আইন পরীক্ষায় বিশেষ প্রশংসার সহিত পাস করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে "ডি. এল." উপাধি দান করেন। ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের একজন প্রথিত-নামা উকীল ছিলেন। জজদিগের নিকট বিদ্যাবুদ্ধি, তীক্ষ্ণ প্রতিভা, আইনতত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতির জন্ম বিশেষ পরিচিত ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি হিন্দু আইন সম্বন্ধে "ঠাকুর-ল" আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন; অধ্যাপনা সমাধা করিয়াছিলেন, কিন্তু বক্তৃতা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। কয়েক বৎসর তিনি "বি, এল." পরীক্ষার পরীক্ষক মনোনীত হইয়াছিলেন। ইনি Faculty of Law and Board of Studies in Law সমিতির অতিরিক্ত সভ্য ছিলেন। ইনি বেদান্ত শাস্ত্র সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, অধিকন্তু আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দর্শন শাস্ত্রমতে "হিন্দু দর্শন শাস্ত্র" সম্বন্ধে পুস্তক লিখিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ইনি "কলিকাতা ল জার্নেল" পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। প্রিয়নাথ আমরণ নানা বিষয়ে গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। তিন সপ্তাহ কাল জ্বর ভোগ করিয়া ভবানীপুর নিজ ভবনে ১৯০৯ খ্রীঃ ১৭ই অক্টোবর ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে বৃদ্ধ মাতাপিতা, তিন ভ্রাতা, বিধবা পত্নী, তিন পুত্র এবং একটি কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রিয়পাত্র—প্রীতিভাজন, স্নেহাস্পদ। কর্মধা। বিণ বা বি; ক্লী। [বি; ক্লী।

প্রিয়বচন, -বাক্য—মিষ্ট কথা। কর্মধা।

প্রিয়বাদী (-বাদিন্)—প্রিয়ভাষী, মিষ্টবক্তা। উপতৎ; প্রিয়—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

প্রিয়বিয়োগ—প্রিয়পাত্রের বিচ্ছেদ, প্রিয়পাত্রের মৃত্যু; প্রীতিকর বস্তুর নাশ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

প্রিয়বিরহ—প্রিয়জনের বিচ্ছেদ। ৬তৎ।

প্রিয়ব্রত—স্বায়ম্ভুব মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্দম-তনয়া কাম্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার গর্ভে ইঁহার দুই কন্যা ও দশ পুত্র হয়। প্রিয় হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বি।

প্রিয়ভাষণ—১। প্রিয়বচন, প্রীতিজনক বাক্য। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। প্রিয়ভাষী, প্রিয়বাদী, প্রিয়ংবদ। প্রিয় ভাষণ যাহার, বহু। বিণ।

প্রিয়ভাষী (-ভাষিন্)—প্রিয়ংবদ, প্রীতিকর বাক্যকথক, মধুরবক্তা। উপতৎ; প্রিয়—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভাষিণী**।

প্রিয়ভূমি—১। প্রীতিকর স্থান। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। প্রীতিপাত্র, স্নেহাস্পদ। বহু। বিণ।

প্রিয়ম্বদ—প্রিয়ভাষী, মনোজ্ঞবক্তা। প্রিয়—বদ্+খ কর্তৃ। বিণ। (শুদ্ধ—প্রিয়ংবদ)।

প্রিয়ম্বদা—১। প্রিয়ভাষিণী। প্রিয়ম্বদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শকুন্তলার সখী। মহাকবি কালিদাস তদীয় অভিজ্ঞান শকুন্তল কাব্যে ইহাকে ও ইহার সঙ্গিনী অনসূয়াকে মহারাজ দুষ্মন্তের সহিত মিলনসাধিকারূপে অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। বি; স্ত্রী।

প্রিয়ম্বদা দেবী—(১৮৭১—১৯৩৪ খ্রীঃ)। সুপ্রসিদ্ধা মহিলা কবি। জন্ম পাবনার গুনাইগাছা গ্রামে। 'রেখা', 'পত্রপুষ্প', 'রেণু' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ইঁহার রচিত।

প্রিয়সখ—১। প্রিয়জনের মিত্র। প্রিয়ের সখা, ৬তৎ+টচ্ সমাসান্ত। ২। প্রীতিভাজন ও সুহৃৎ। প্রিয়ও যে সখাও সে, কর্মধা+টচ্ সমাসান্ত। বি; পু।

প্রিয়সত্য—সুনৃত বাক্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

প্রিয়সমাগম—প্রীতিভাজনদিগের আগমন বা সম্মিলন; নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎকার। ৬তৎ। বি; পু।

প্রিয়া—১। স্নেহপাত্রী। প্রিয় শব্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভার্যা। বি; স্ত্রী।

প্রিয়াল বৃক্ষ বিঃ, পিয়ালগাছ। প্রিয়—অল্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

প্রী—১। প্রীতি। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্বিপ্ ভাব। ২। প্রথমা বিভক্তি। বি; স্ত্রী।

প্রীণ—প্রীত; তুষ্ট; পুরাতন। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রীণন—তর্পণ, আহ্লাদন; প্রীতকরণ। ণিজন্ত প্রী (প্রীত করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রীণিত—তোষিত; তর্পিত। ণিজন্ত প্রী (তুষ্ট করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রীত—১। সন্তুষ্ট; তৃপ্ত; প্রীতিযুক্ত। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। প্রীতিসাধন ("শ্রীরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি"—কৃত্তিবাস)। প্রী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রীতি তৃপ্তি; প্রেম; ইচ্ছা; হর্ষ; সন্তোষ; আনন্দ; যোগ বিঃ। প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্রীতিকর—তৃপ্তিজনক; হর্ষোৎপাদক। উপতৎ; প্রীত (তৃপ্তি)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

প্রীতিনিলয় প্রীতির আধার, প্রিয়পাত্র। ৬তৎ। বি; পু।

প্রীতিপ্রদ—প্রীতিদাতা, তৃপ্তিজনক। উপতৎ; প্রীতি—প্র—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

প্রীতিভাজন—প্রণয়ভাজন, প্রীতির পাত্র, প্রেমাস্পদ। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

প্রীতিভোজ, -ভোজন—আনন্দপ্রদ ভোজনোৎসব। মধ্যপ। বি; পু ও ক্লী।

প্রীতিমান্ (-মৎ)—প্রীতিযুক্ত; সন্তুষ্ট। প্রীতি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মতী**।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দার—(?—১৯৩২ খ্রীঃ)। বীর মহিলা শহিদ। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইনি অন্যতম নায়িকা ছিলেন। ইনি মাস্টার-দার কাছে বৈপ্লবিক শিক্ষা লাভ করেন। ইনি চট্টগ্রামের ইওরোপীয় ক্লাব আক্রমণকালে নিহত হন।

প্রীয়মাণ—যাহাকে প্রীত করা হইতেছে। প্রী+শানচ্ কর্ম। বিণ।

প্রেক্ষণ ১। সম্যক্ দর্শন। প্র—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। ২। চক্ষুঃ। প্র—ঈক্ষ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

প্রেক্ষণিকা—প্রদর্শনী, exhibition. প্র—ঈক্ষ্+অনট্ অধি+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রেক্ষণীয়—সম্যক্ দর্শনীয়। প্র—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

প্রেক্ষা দৃষ্টি; পর্যালোচনা; প্রজ্ঞা; বুদ্ধি; নৃত্যদর্শন। প্র ঈক্ষ্ (দেখা)+অ ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রেক্ষাগৃহ—পর্যবেক্ষণিকা, মানমন্দির, observatory; নাচঘর। প্রেক্ষার নিমিত্ত গৃহ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রেক্ষাবান্ (-বৎ)—বুদ্ধিমান্। প্রেক্ষা

(বৃদ্ধি)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী. -বতী।

প্রেক্ষিত—দৃষ্ট। প্র ঈক্ষ্ (দেখা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রেত—১। পিশাচ; নরকস্থ ব্যক্তি (ভূত বিঃ)। প্র ই+ক্ত কর্তৃ। বি; পু। ২। মৃত। বিণ।

প্রেতকর্ম (-কর্মন্), প্রেতকার্য, প্রেতকৃত্য—দাহসপিণ্ডীকরণাদি মৃতের কার্য; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। প্রেতের (মৃতের) নিমিত্ত কর্ম, কার্য, কৃত্য, ৪তৎ। বি; ক্লী।

প্রেতগৃহ, প্রেতবন—শ্মশান, শবদাহস্থান, অধুনা গোরস্থানকেও বলা যায়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রেততর্পণ—মৃতের তৃপ্ত্যর্থে জলদান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রেতদেহ—মৃত্যুর পর জীব যে বায়বীয় দেহ প্রাপ্ত হয়। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

প্রেতনদী—বৈতরণী নদী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রেতপক্ষ—গৌণ আশ্বিনের কৃষ্ণপক্ষ, ভাদ্রী পূর্ণিমা হইতে মহালয়া অমাবস্যা পর্যন্ত পঞ্চদশ দিবস [ইহা পিতৃপক্ষ নামেও অভিহিত হইয়া থাকে]। ৬তৎ। বি; পু।

প্রেতপতি, প্রেতরাজ—শমন, যম। প্রেতগণের পতি বা রাজা, ৬তৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পু।

প্রেতপিণ্ড—মৃতের উদ্দেশে প্রদত্ত পিণ্ড, বিশেষতঃ মরণকাল হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্যন্ত যে পিণ্ড দেওয়া হয়। মধ্যপ। বি; পু।

প্রেতপুর—যমালয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

প্রেতবন—'প্রেতগৃহ' দ্রঃ।

প্রেতবাধিত—প্রেতচালিত; পিশাচাক্রান্ত, ভূতাবিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

প্রেতরাজ—প্রেতপতি, যম। প্রেতদিগের রাজা, ৬তৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পু।

প্রেতলোক যমলোক; মৃত্যুর পর জীবগণ যে লোকে অবস্থান করে। ৬তৎ। বি; পু।

প্রেতশিলা—গয়াধামস্থিত পিণ্ডদানার্থ প্রস্তর বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রেতশ্রাদ্ধ—মৃতের উদ্দেশে কৃত শ্রাদ্ধ। ৪তৎ। বি; ক্লী।

প্রেতা—১। প্রেতভাবাপন্না; মৃতা। প্রেত শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রেতনদী। বি; স্ত্রী।

প্রেতাত্মা (-ত্মন্) ১। মৃত ব্যক্তির আত্মা। প্রেতের আত্মা, ৬তৎ। ২। প্রেত, ভূত। প্রেত যে আত্মা, কর্মধা। বি; পু।

প্রেতিনী—প্রেতবৎ আকারবিশিষ্টা স্ত্রী; পেত্নী। বাংপ্র। বি।

প্রেপ্সু—পাইতে ইচ্ছুক, লিপ্সু। প্র- সনন্ত আপ্+উ কর্তৃ। বিণ।

প্রেম (প্রেমন্)—প্রিয়তা, প্রীতিকরত্ব; প্রণয়, সৌহৃদ, প্রীতি, স্নেহ, ভালবাসা; পরিহাস। প্রিয়+ইমন্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ—১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শাকনাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ ভট্টাচার্য। ইনি ব্যাকরণ ও কাব্য শেষ করিয়া কুড়ি বৎসর বয়সে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথায় ছয় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া শিক্ষাকার্য শেষ করেন। পরে ইনি এই সংস্কৃত কলেজেই অলংকারশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। অধ্যাপনার অবসরে ইনি মনোযোগ সহকারে নানাবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ পড়িয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। এই সময়ে এডুকেশন কমিটি ইঁহাকে 'তর্কবাগীশ' উপাধি প্রদান করেন। ইনি পূর্বনৈষধ, রাঘব পাণ্ডবীয়, কুমারসম্ভব ৮ম সর্গ, অভিজ্ঞান শকুন্তল, চাটু পুষ্পাঞ্জলি, অনর্ঘ রাঘব, উত্তররামচরিত, কাব্যাদর্শ প্রভৃতি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছিলেন। অনুবাদ কার্যে সুনিপুণ ছিলেন বলিয়া হোরেস হেম্যান উইলসন সাহেব ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ভারতের পুরাতত্ত্ব সংকলনে ইনি জেমস্ প্রিন্সেপকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে (১৮৬৪ খ্রীঃ) পেনসন লইয়া ইনি কাশীবাস করেন এবং ১৮৬৭ খ্রীঃ ২৫শে এপ্রিল বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ—বোম্বে নিবাসী। ইনি শিক্ষার উন্নতিকল্পে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে দুই লক্ষ টাকা দান করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে জুলাই এই দান গ্রহণ করিয়া দত্ত ধন দ্বারা পাঁচ টাকা সুদের হারে গভর্নমেণ্ট পেপার ক্রয় করিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রকে ঐ টাকার সুদ ১০,০০০৲ টাকা দেওয়া হইত। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর এই নিয়মের পরিবর্তন হইয়া ধার্য হইয়াছে যে, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রকে বাৎসরিক ১৬০০৲ টাকা হিসাবে দুই বৎসর বৃত্তি দেওয়া হইবে। এই ছাত্র যদি ইতোমধ্যে মৌলিক কোন অনুসন্ধানের সন্তোষজনক ফল দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে ঐ ১৬০০৲ টাকার হারে আর তিন বৎসর বৃত্তি পাইবেন। প্রথম বৎসরে সাহিত্য, পর বৎসরে বিজ্ঞান, তৃতীয় বৎসরে আবার সাহিত্য, চতুর্থ বৎসরে আবার বিজ্ঞান, এই হিসাবে বাৎসরিক পরীক্ষার বিষয় নির্বাচিত হইবে। সুদের হার কমিয়া যাওয়ায় এখন বাৎসরিক বৃত্তি ১৪০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে।

প্রেমতরঙ্গ—প্রণয়-লহরী, ভালবাসার ঢেউ; তরঙ্গবৎ উচ্ছ্বসিত প্রণয়াবেগ। ৬তৎ। বি; পু।

প্রেমধারা প্রেমজনিত অশ্রুধারা; ধারাকারে বহমান প্রেম। মধ্যপ বা রূপক। বি; স্ত্রী।

প্রেমপত্র—প্রণয়লিপি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

প্রেমপূর্ণ—প্রণয়পূর্ণ, ভালবাসায় ভরা। ৩তৎ। বিণ।

প্রেমপ্রতিমা—মূর্তিমান্ প্রেমস্বরূপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রেমবন্ধ—প্রণয়বন্ধন, ভালবাসার বাঁধন। ৬তৎ। বি; পু।

প্রেমভক্তি—প্রীতিমিশ্রিত পূজ্যানুরাগ, প্রণয়যুক্ত শ্রদ্ধা। দ্বন্দ্ব বা মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রেমমদ, প্রেমমধু—প্রণয়রূপ মদিরা বা সুধা। রূপক। বি পু ও ক্লী।

প্রেমময়—প্রণয়পূর্ণ, প্রণয়াত্মক, অসীম প্রেমযুক্ত। প্রেমন্+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী. -য়ী।

প্রেমমাধুরী—প্রেমজন্য সৌন্দর্য; প্রেমের মধুরত্ব। মধ্যপ বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

প্রেমমুগ্ধ—প্রেমে মোহপ্রাপ্ত, প্রণয়-বিমোহিত। ৩তৎ। বিণ।

প্রেমলুব্ধ—প্রেমপ্রয়াসী, প্রণয়লাভেচ্ছু। ৭তৎ। বিণ।

প্রেমসিন্ধু—প্রেমসাগর, অগাধ প্রেম বা ভালবাসা। রূপক। বি; পু।

প্রেমানন্দ—১। প্রেমে আনন্দিত, প্রেমলাভে হৃষ্ট। প্রেমে আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। প্রেমজনিত আনন্দ। মধ্যপ। বি; পু।

প্রেমানন্দ ভারতী—ইঁহার আদি নাম সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৮৫৭ খ্রীঃ কলিকাতার কোন প্রাচীন বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পাশ্চাত্ত্যবিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া শেষে বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর বেশে ইউরোপে ও আমেরিকায় গিয়া প্রেমধর্ম প্রচার করেন। আমেরিকা হইতে "লাইট্ অব ইণ্ডিয়া" নামে যে মাসিক পত্রিকা বাহির হইত, ইনিই তাহার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ইনি "দি সান্" নামে একখানি ইংরাজী দৈনিক পত্র প্রকাশ করেন। তাহার প্রতি সংখ্যা এক পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইত। এই সময় "দি টাইমস্ অ্যাণ্ড দি এক্সচেঞ্জ গেজেট" নামে

আর একখানি দৈনিক পত্র প্রকাশিত হয়। অর্থাভাবে দুইখানি পত্রিকা ভাল চলিল না দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথ "সান্" ত্যাগ করেন। সান্ চালাইয়া ইনি ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইহার পর ইনি বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট ও সন্ন্যাসী হইয়া ১৯০২ খ্রীঃ হিন্দুধর্ম প্রচারকল্পে ইউরোপে গমন করেন। ইনি দুইবার ইংলণ্ড ও আমেরিকা গিয়াছিলেন। ফরাসী রাজধানী প্যারিস শহরে ও আমেরিকায় কয়েকজন ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। কাউণ্ট টলস্টয় ও মিঃ স্টেড্ প্রমুখ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণের সহিত ইহার পরিচয় হয়। ইনি ইংরাজীতে "প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণ" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইনি মধ্যভারতে আসিয়া "দি ডেজ নিউস্" নামক একখানি দৈনিক পত্রিকা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ "ডেজ নিউজ" চলে নাই। তিনি পুনরায় মাদ্রাজের পথে আমেরিকায় গমন করেন। তথায় কয়েক বৎসর অবস্থানপূর্বক পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইহার রচনাশক্তি ও বুঝাইবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। এই গুণেই ইনি প্রতীচ্যে বহু নরনারীকে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। ইনি "নাইনটিন্থ সেঞ্চুরী" নামক পত্রেও লিখিতেন। ১৯১৪ খ্রীঃ জুন মাসে ইহার লোকান্তর ঘটে।

প্রেমানুরাগ—প্রেমে আসক্তি। ৭তৎ। বি; পু।

প্রেমাবতার—প্রেমের অবতার; যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমবিতরণ করেন বা সকল জীবকে ভালবাসেন। মধ্যপ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

প্রেমামৃত—প্রেমরূপ সুধা। রূপক।

প্রেমালিঙ্গন—প্রীতিপূর্ণ আশ্লেষণ; নায়ক-নায়িকার প্রণয়জনিত কোলাকুলি। প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

প্রেমাসক্ত—প্রেমানুরাগী, প্রণয়ে আসক্ত, প্রেমসূত্রে সম্বদ্ধ। ৭তৎ। বিণ।

প্রেমিক—প্রণয়ী, প্রেমবিশিষ্ট। প্রেমন্ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে + কণ্ স্বার্থে। বিণ।

প্রেমী (প্রেমিন্)—প্রেমযুক্ত, প্রেমিক, প্রণয়ী, অনুরাগী; ভক্ত। প্রেমন্ + ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রেমিণী**।

প্রেয়, প্রেয়ঃ—প্রিয়, বাঞ্ছিত। কপ্র। বিণ বা বি।

প্রেয়সী—প্রিয়তমা, দয়িতা; কান্তা। প্রিয় + ঈয়সু অতিশয়ার্থে + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

প্রেয়ান্ (প্রেয়স্)—প্রিয়তম, অতিশয় প্রিয়; বল্লভ। প্রিয় + ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রেরক—প্রেরণকর্তা; নিয়োজক। প্র—ঈর্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**প্রেরিকা**।

প্রেরণ, প্রেষণ—আজ্ঞাকরণ; পাঠান; নিয়োগ। প্র—যথাক্রমে ঈর্ (পাঠানো) ও ইষ্ + ণিচ্ (গমন করানো) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রেরণা, প্রেষণা—পাঠান; নিয়োগ; বিধি। প্র—ঈর্ ও ইষ্ + ণিচ্ অন ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

প্রেরয়িতা (-তৃ)—প্রেরক, প্রেরণকর্তা, যে পাঠায়; নিয়োজক। প্র—ঈরি + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**প্রেরয়িত্রী**।

প্রেরিত, প্রেষিত—যাহাকে পাঠানো হইয়াছে এরূপ; নিয়োজিত; প্রেরণাপ্রাপ্ত, inspired; বিসর্জিত। প্র—যথাক্রমে ণিজন্ত ঈর্ বা ইষ্ + ণিচ্ ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রেষ—প্রেরণ; ক্লেশ। প্র—ইষ্ (গমন করা) + অল্ ভাব। বি; পু।

প্রেষক—প্রেরক, যে পাঠায়। প্র—ইষ্ + ণিচ্ + ণক কর্তৃ। বিণ।

প্রেষণ, প্রেষিত—'প্রেরণ', 'প্রেরিত' দ্রঃ।

প্রেষিণী—দাসী; দূতী। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

প্রেষ্ঠ—অতি প্রিয়, প্রিয়তম। প্রিয় শব্দ + ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

প্রেষ্য, প্রৈষ্য—১। প্রেরণীয়; নিয়োজ্য। প্র—ইষ্ + ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। দাস; দূত। বি; পু। ['press'. বি।

প্রেস—মুদ্রাযন্ত্র; ছাপাখানা। <ইং

প্রেস্ক্রিপ্শন—ডাক্তার প্রদত্ত ঔষধের ব্যবস্থাপত্র। <ইং 'prescription'. বি।

প্রোক্ত—১। কথিত, বর্ণিত; যাহা বলা হইয়াছে এরূপ। প্র—বচ্ + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উক্তি; বর্ণন; কথন। প্র—বচ্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

প্রোক্ষণ—সেচন; হনন; বধ; যজ্ঞাদিতে পশুবধ। প্র—উক্ষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রোক্ষিত—সিক্ত; হত; যজ্ঞে সংস্কৃত; যজ্ঞাদিতে হত। প্র—উক্ষ্ (সেচন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রোচ্চ—অতিশয় উচ্চ, সমুন্নত, উত্তুঙ্গ। প্র (সম্যক্) উচ্চ, প্রাদি। বিণ।

প্রোঞ্ছন—বর্জন; মার্জন, পোঁছা। প্র—উন্ছ্ (উঞ্ছবৃত্তি করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

প্রোত—যাহা বয়ন করা হইয়াছে এরূপ; স্যূত, সেলাই করা; গ্রথিত; গুম্ফিত; অন্তর্বিদ্ধ; খচিত; ভূগর্ভনিহিত। প্র—বে (বয়ন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রোৎফুল্ল—অতিশয় উৎফুল্ল, প্রহৃষ্ট; প্রস্ফুটিত; বিকাশিত। প্রাদি। বিণ।

প্রোৎসাহ—অতিশয় উৎসাহ; ঔৎসুক্য; উত্তেজনা; বিশেষ যত্ন। প্র (সমধিক) যে উৎসাহ, প্রাদি। বি; পু।

প্রোৎসাহিত—১। উত্তেজিত; উদ্দীপিত; প্রণোদিত। প্র—উৎ—ণিজন্ত সহ বা সাহি (সহান) + ক্ত কর্ম। ২। অতিশয় উৎসাহযুক্ত। প্রোৎসাহ + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

প্রোথিত—ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা। প্রোথ (পর্যাপ্ত হওয়া) + ক্ত কর্ম। বিণ।

প্রোদ্ভিন্ন—সম্যক্‌রূপে উদ্ভূত। প্র—উৎ—ভিদ্ (ভেদ করা) + ক্ত কর্ম-কর্তৃ। বিণ।

প্রোদ্যত—অতিশয় উদ্যুক্ত, সম্যক্ প্রস্তুত; অধ্যবসায়ী; সম্যক্ উত্তোলিত। প্র যে উদ্যত, প্রাদি। বিণ।

প্রোন্নত—প্রোচ্চ, অত্যুচ্চ, সমুন্নত; সম্যক্ উৎকর্ষপ্রাপ্ত। প্রাদি। বিণ।

প্রোফেসর—কলেজের শিক্ষক, অধ্যাপক। <ইং 'professor'. বি।

প্রোবেট—প্রবেট (তাহা দ্রঃ)।

প্রোষিত—বিদেশস্থ; অপগত, নিবৃত্ত। প্র—বস্ (বাস করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

প্রোষিতপত্নীক, -ভার্য—যে পুরুষের পত্নী বা ভার্যা প্রবাসে আছে। বহু। বিণ; পু।

প্রোষিতভর্তৃকা—যাহার পতি বিদেশগত এরূপ (নায়িকা), grass widow. প্রোষিত (বিদেশস্থ) হইয়াছে ভর্তা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

প্রোষ্ঠী—শফরী, পুঁটিমাছ। প্র—উষ্ (দগ্ধ করা) + থক্ কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

প্রৌঢ়—১। যথাবিধি পরিণীত; প্রবৃদ্ধ; প্রবীণ; নিপুণ; প্রগল্‌ভ। প্র (প্রকৃষ্টরূপে) ঊঢ়, প্রাদি। বিণ। ২। অবস্থা বিঃ, যৌবনের পরবর্তী অবস্থা ['অবস্থা' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

প্রৌঢ়তা, প্রৌঢ়ত্ব—প্রবীণত্ব, প্রৌঢ়দশা, পরিণত অবস্থা। প্রৌঢ় + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

প্রৌঢ়সুলভ—প্রৌঢ়স্বভাবজাত, যাহা প্রৌঢ়কালে সচরাচর ঘটিয়া থাকে। ৭তৎ। বিণ।

প্রৌঢ়া—১। যথাবিধি পরিণীতা, প্রবৃদ্ধা ইত্যাদি। প্রৌঢ় + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ৩০ হইতে ৫৫ বর্ষ বয়স্কা স্ত্রী; নায়িকা বিঃ। বি; স্ত্রী।

প্রৌঢ়ি—সামর্থ্য; উদ্যম; ঔৎসুক্য; উন্নতি; অধ্যবসায়; প্রতিজ্ঞা। প্র - বহ্ (বহা) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

প্লক্ষ—১। পর্কটীবৃক্ষ, পাকুড়গাছ, অশ্বত্থবৃক্ষ। প্লক্ষ (ভক্ষণ করা) + অল্ কর্ম। ২। সপ্ত-

দ্বীপ। পৃথিবীর অন্যতম দ্বীপ ['সপ্তদ্বীপ' দ্রঃ]। প্লক্ষ+অ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

প্লব—১। ক্রমনিম্ন ভূমি। প্লু+অল্ অধি। ২। উল্লম্ফগমন, লাফাইয়া লাফাইয়া যাওয়া; সন্তরণ। প্লু+অল্ ভাব। ৩। ভেলা। প্লু+অল্ করণ। বি ; স্ত্রী।

প্লবন—লম্ফন; গমন; সন্তরণ; প্লাবন। প্লু+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্লবনশক্তি—ভাসিয়া থাকিবার শক্তি, buoyancy. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

প্লবমান—ভাসমান। প্লু (জলে ভাসা)+শান কর্তৃ। বিণ।

প্লাটিনাম—একপ্রকার অতি মূল্যবান্ ধাতু। < ইং 'platinum'. বি।

প্লাবক—প্লাবনকারী। ণিজন্ত প্লু+ণক কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**প্লাবিকা**।

প্লাবন—দ্রবদ্রব্যের স্ফীতি, উৎপ্লাবন ; জলাদি দ্বারা ব্যাপ্তি, জলে ডুবিয়া যাওয়া; বন্যা; অভিষেক। ণিজন্ত প্লু—প্লাবি (জলে ভাসান)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

প্লাবনপীড়ন—বন্যার অত্যাচার, বন্যার বেগ। ৬তৎ বা রূপক। বি ; স্ত্রী।

প্লাবনপীড়িত—বন্যার প্রকোপে ক্লেশিত। ৩তৎ। বিণ।

প্লাবিত—জলাদি দ্বারা ব্যাপ্ত, জলে ডুবিয়া আছে এরূপ। ণিজন্ত প্লু—প্লাবি (জলে ভাসান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

প্লিহা (প্লিহন্), **প্লীহা** (প্লীহন্)—পিলে রোগ। প্লীহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কনিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

প্লীহা—উদরমধ্যস্থ যন্ত্র বিঃ, পিলে ; প্লীহার স্ফীতি। প্লীহ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ +আপ্। বি ; স্ত্রী।

প্লুটার্ক (Plutarch) (৫০—১২০খ্রীঃ)। বিখ্যাত জীবনীলেখক। গ্রীসে জন্মগ্রহণ করিলেও ইনি রোমে থাকিতেন। ইঁহার লিখিত 'Lives' অপূর্ব গ্রন্থ।

প্লুত—১। অশ্বের গতি বিঃ; লম্ফন। প্লু (লাফাইয়া চলা)+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। ত্রিমাত্র স্বর, তিনটি অ বর্ণ সহজে উচ্চারণ করার তুল্য স্বর (দূরাহ্বানে, গানে ও রোদনে প্লুত স্বরের ব্যবহার হয়)। প্লু+ক্ত কর্তৃ। বি ; পু।

প্লুতগতি—১। অশ্বের লাফাইয়া চলা, gallop. বি ; স্ত্রী। ২। যে প্রাণী লাফাইয়া চলে এমন। বহু। বিণ।

প্লুষ্ট—দগ্ধ, পোড়ানো। প্লুষ্ (পোড়ানো)+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

প্লেগ—মহামারী ; গ্রন্থিস্ফীতি যুক্ত মারাত্মক সংক্রামকরোগ বিঃ। < ইং 'plague'. বি।

প্লেটো (Plato)—(খ্রীঃ পূঃ ৪২৯—৩৪৭)। বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। ইনি সক্রেটিসের শিষ্য ও আরিস্টটলের শিক্ষক ছিলেন।

প্লেন—১। সাদাসিধা ; সমতল ('— জমি')। < ইং 'plain'. বিণ। ২। বিমান, এরোপ্লেন। < ইং 'aeroplane'. বি।

প্ল্যাটফর্ম—রেলগাড়িতে চড়িবার উপযোগী ষ্টেশনের বারান্দা। < ইং 'platform'. বি।

প্ল্যান—নকশা ('বাড়ির —'); মতলব। < ইং 'plan'. বি।

প্ল্যাস্টিক—সেলুলয়েড ইত্যাদি কৃত্রিম পদার্থ যাহার দ্বারা চিরুনি বোতাম ইত্যাদি নানাপ্রকার বস্তু নির্মিত হয়। < ইং 'plastic'. বি।

ফ

ফ ১। দ্বাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ ; স্ফীতি ; ঝঞ্ঝাবাত ; যজ্ঞসাধন বিঃ। বি ; পু। ২। রুক্ষবাক্য ; নিষ্ফলবাক্য। বি ; স্ত্রী।

ফইজত, ফৈজত—কুৎসা, অখ্যাতি, কলঙ্ক, নিন্দা ; তিরস্কার, গালাগালি ; বিরোধ, কলহ, ঝগড়া ; পাতক। < আ ফজীহৎ'। বি।

ফকির, ফকীর—মুসলমান সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক ; নির্ধন, নিঃস্ব। আ। বি। বিণ—**ফকিরী**।

ফক্কড়—ফাঁকিবাজ, ধাপ্পাবাজ, কথায় চালাক, বাচাল ; ধূর্ত ; ঘোর ইয়ার। আ-মূ। বিণ।

ফক্কা, ফক্কি, ফোক্কা—ফাঁকি, মিথ্যা, শূন্য, কিছু নয়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ফক্কিকা—কূটপ্রশ্ন ; ফাঁকি। ফক্ক (ফাঁকি দেওয়া)+ইকণ্ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ফক্কিকার, -কারি—ফাঁকি, মিছা, অলীক, ভুয়া, শূন্যময়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ফক্কুড়ি—ফাঁকিবাজি, ধাপ্পাবাজি, কেবল কথায় চালাকি, বাচালতা ; জাজলামি ; পরিহাস ; ইয়ারকি। বাংপ্র। বি।

ফক্কিবাজি, ফক্কবেজে, -বাজি—সহজভঙ্গুর, ঠুনকো, ক্ষীণজীবী, অসার। < ভঙ্গপ্রবণ। বিণ।

ফচকে—চপল, চটুল, বাচাল ; চ্যাংড়া ; ছেবলায় মত ; বৃথাপরিহাসপ্রিয় ; ফিচেল। বাংপ্র। বিণ।

ফচকেমি—চপলতা, চটুলতা, ছেবলামি, বাচালতা। বাংপ্র। বি।

ফজর, ফজির—প্রাতঃকাল, প্রভাত। আ। বি।

ফজলল করিম (শেখ)—১৮৮২ খ্রীঃ রঙ্গপুর জেলার কাকিনা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি একজন স্বভাবকবি। একাদশ বৎসর বয়সে ইনি 'সরল পদ্য বিকাশ' রচনা করেন। পরে লায়লী মজনু, প্রেমের স্মৃতি, পরিত্রাণকাব্য, আফগানিস্থানের ইতিহাস, চিন্তার চাষ, পথ ও পাথেয়, ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি বহু পুস্তক রচনা করিয়াছেন। নদীয়া সাহিত্য-সভা ইঁহাকে "সাহিত্যবিশারদ" উপাধি প্রদান করিয়াছেন। হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি সংস্থাপনকল্পে ইনি 'বাসনা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

ফট্—অস্ত্রাংশ বিঃ। অ।

ফটক সদর দরজা। বাংপ্র। বি।

ফটকা—পণ্যদ্রব্যের বাজারদর সংক্রান্ত জুয়াখেলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফটকি-নাটকি—তুচ্ছবিষয়, খুঁটিনাটি ; লঘু হাস্যকৌতুক। বাংপ্র। বি।

ফটকিরি—রাসায়নিক কষায় দ্রব্য বিঃ, alum. বাংপ্র। বি।

ফটিক—স্বচ্ছ। < স্ফটিক। বিণ।

ফটিক-জল চাতকপাখি। বাংপ্র। বি।

ফটোগ্রাফ—আলোকচিত্র। < ইং 'photograph'. বি।

ফড়ফড়—কাপড় প্রভৃতি ছিঁড়িবার শব্দ ; একাদিক্রমে বকিতে থাকা। বাংপ্র। অ। বিণ ফড়ফড়ে। [বি।

ফড়িঙ, ফড়িঙ্গ—পতঙ্গ। < ফড়িঙ্গা।

ফড়িঙ্গা—ঝিল্লিকা, পতঙ্গ। বি ; স্ত্রী।

ফড়িয়া, ফড়ে—মধ্যবর্তী বিক্রেতা ; খুচরা দোকানী ; চতুর ব্যবসায়ী ; যে খুব টানিয়া বিক্রয় করে, পাইকারী মূল্যে কিনিয়া খুচরা বিক্রয়কারী ; ফেরিওয়ালা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ফণ, ফণা—সর্পের বিস্তৃত মস্তক। ফণ্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ, পক্ষান্তরে তদুত্তরে আপ্। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

ফণমণি—সাপের মাথার মণি। প্রা কপ্র। বি।

ফণাধর—ভুজঙ্গ, সর্প। ফণার ধর (ধারণকর্তা), ৬তৎ। বি ; পু।

ফণাভৃৎ—সর্প। উপতৎ ; ফণা—ভৃ (ধারণ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

ফণিভূষণ—১। সর্পরূপ আভরণ। ফণিরূপ ভূষণ, রূপক। বি ; স্ত্রী। ২। শিব, মহাদেব। ফণী ভূষণ যাহার, বহু। বি ; পু।

ফণিমনসা—কাঁটা বাপি গাছ বি°, cactus indicus. বাংপ্র। বি।

ফণিরাজ—সর্পরাজ অনন্ত, বাসুকি। ফণীদিগের রাজ, ৬তৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি ; পু।

ফণী (ফণিন্)—ফণাবিশিষ্ট সর্প। ফণা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু। স্ত্রী—**ফণিনী**।

ফণীন্দ্র, ফণীশ্বর–বাসুকি। ফণীদিগের ইন্দ্র, ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

ফতুয়া—হাতকাটা ছোট জামা; কাজীর বিচারাজ্ঞা। <আ 'ফুতোহী'। বি।

ফতুর—সর্বস্বান্ত, যোত্রহীন, নিঃসম্বল। <আ 'ফুতুর'। বিণ।

ফতে—জয়; কৃতকার্যতা, সাফল্য। <আ 'ফতহ্'। বি।

ফতেপুর সিক্রি–উত্তর প্রদেশে আগ্রা জেলার একটি শহর। এই শহরটি ১৫৬৯ খ্রীঃ অঃ সেলিম নামক পুত্র (পরে জাহাঙ্গীর) জন্মগ্রহণ করিলে, সম্রাট্ আকবর কর্তৃক ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা আকবরের প্রিয় রাজধানী। প্রতিষ্ঠার ৫০ বৎসর পরে স্বাস্থ্যকর জলের অভাববশতঃ রাজধানী দিল্লীতে নীত হয়। একটি সুবৃহৎ মসজিদ ফতেপুর সিক্রির প্রধান দ্রষ্টব্য। মসজিদ প্রাঙ্গণে দুইটি সুনির্মিত সমাধিমন্দির বিরাজিত। ইহাদের অন্যতম মন্দিরে সেলিম চিশ্তি নামক জনৈক সাধুর শবদেহ প্রোথিত। সম্রাট্ আকবর এই সাধুকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। এই সাধুই তাঁহাকে পুত্র জন্মিবার কথা ভবিষ্যৎবাণী স্বরূপে বলিয়াছিলেন। অপর সমাধি-মন্দিরে নবাব ইস্‌লাম খাঁ চিরশায়িত। মসজিদের সন্নিকটে সম্রাটের প্রাসাদ দৃষ্ট হয়। এখানে আকবরের রাজপুতপত্নীর (সেলিমের জননীর) মহাল দ্রষ্টব্য স্থানের অন্যতম। একটি সুবৃহৎ তোরণদ্বার অতিক্রম করিলে রাজা বীরবল ও সম্রাটের পর্তুগীজজাতীয়া মহিষী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বিনী মরিয়ম বিবির আবাস-স্থান দেখা যায়। পূর্ব-কথিত মসজিদের সন্নিকটে আবুল ফজল ও তদীয় ভ্রাতা ফৈজীর আবাস বলিয়া দুইটি অট্টালিকা ভ্রমণকারীদিগকে প্রদর্শন করানো হয়। দ্বারের সন্নিকটে হিরণ মিনার প্রতিষ্ঠিত।

ফতেসিং (মহারাজাধিরাজ হিজ্ হাইনেস্ স্যার ফতেসিং বাহাদুর, জি-সি-এস্-আই)—উদয়পুরের মহারানা। ১৮৪৮ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি পরলোকগত মহারানা সজ্জন সিংহের পোষ্যপুত্র। ইনি মেবারের প্রাচীন সূর্যবংশের অথবা গিহ্লোট শিশোদিয়া বংশের বংশধর।

ফতো, ফতুয়া—নির্ধন; মিথ্যা; বাহাড়-ম্বরযুক্ত ও অন্তঃসারশূন্য ('—বাবু')। বাংপ্র। বিণ।

ফতোয়া—মুসলমানী শাস্ত্রমীমাংসা; বিচারকের বিচারাদেশ, কাজীর রায়। <আ 'ফৎবা'। বি।

ফন্‌ফন্—ছিদ্রপথে বেগে জলাদি বাহির হইবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ফনোগ্রাফ—গ্রামোফোন, গীতবাদ্য বক্তৃতাদি যথাযথ ধ্বনিত করিবার যন্ত্র। < ইং 'phonograph'. বি।

ফন্দি—ফিকির, কূট কৌশল; অভিপ্রায়, মতলব; প্রবন্ধ, ছন্দ; বিধান; যোগাযোগ। বাংপ্র। বি।

ফন্দিবাজ—ফিকিরপটু, কৌশলী; মতলবী, ধড়িবাজ, চক্রী। বাংপ্র। বিণ।

ফপর-দালাল—যে অন্যের কাজে স্বেচ্ছায় আনাগোনা বিচার-পরামর্শ করে, অনধিকার চর্চায় সহিত পরকার্যে সরফরাজকারী। বাংপ্র। বিণ। বি, **-দালালি**।

ফয়তা—কাজীর বিচার-মীমাংসা; মুসলমানী উপাসনা; মুসলমানী শাস্ত্রের ব্যবস্থা, ফতেহা। <আ 'ফাতিহহ্'। বি।

ফয়দা—লভ্য, লাভ; হিত, ইষ্ট, কল্যাণ, উপকার। আ-মূ। বি।

ফয়সালা–বিচারনিষ্পত্তি, ডিক্রী। <আ 'ফয়সলাহ্'। বি।

ফরক—১। পৃথক্, স্বতন্ত্র, ভিন্ন; দূর। বিণ। ২। পার্থক্য, প্রভেদ, তফাত। <আ 'ফর্ক্'। বি।

ফরকানো—১। ফরক হওয়া, ফাঁক করা, শাখায় বিভক্ত হওয়া বা করা; রাগে ঠিকরাইয়া বাহির হওয়া, সবেগে নির্গত হওয়া। বাংপ্র। ২। আস্ফালন করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফরক্কাবাদ—উত্তর প্রদেশের একটি জেলা ও শহর। এই জেলায় ইতিহাসবিখ্যাত কনৌজ নামক প্রাচীন হিন্দুরাজধানী অবস্থিত। কনৌজ রাজধানীর প্রাচীরের নিম্নদেশে গঙ্গা প্রবাহিত হইত; অধুনা গঙ্গার গতি পরিবর্তিত হওয়ায়, রাজধানী কালীনদীর বাম তীরে অবস্থিত। কনৌজ রাজধানীর প্রধান দ্রষ্টব্য রাজা অজয়পালের সমাধি-মন্দির। এই অজয়পাল গজনীর মামুদ কর্তৃক পরাভূত এবং কালীঞ্জরের চান্দেল রাজ কর্তৃক ১০২১ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। রাজধানী অধুনা ভগ্নস্তূপে পরিণত। মুসলমান অধিকারের চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে ফরক্কাবাদ জেলায় উত্তরাংশ স্থানীয় নবাবের জায়গীর বলিয়া স্বীকৃত ছিল, জেলার দক্ষিণাংশ অযোধ্যার নবাবের খাস দখল ছিল। তিনি ১৭৫১ খ্রীঃ রোহিলার সামন্তরাজ হাফেজ রহমৎ খাঁকে দমন করিবার জন্য ফরক্কাবাদের নবাবকে প্রেরণ করেন, এবং তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। রোহিলাগণ মিলিত হইয়া অযোধ্যার নবাব সফদরজংকে পরাভূত এবং ফরক্কাবাদ তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে। মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে সফদরজং জেলাটি পুনরায় নিজাধিকারে আনেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী নবাব সুজাউদ্দৌলা, ওয়ারেন হেস্টিংসের সাহায্যে ১৭৭৪ খ্রীঃ সমস্ত রোহিলখণ্ড স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৮০১ খ্রীঃ সমস্ত প্রদেশটি ইংরাজের হস্তে আসে। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা মাত্র কয়েক মাস ব্যাপিয়া ফরক্কাবাদের নবাবকে সিংহাসনে বসাইয়াছিল। ১৭১৪ খ্রীঃ নবাব মহম্মদ খাঁ কর্তৃক সম্রাট্ ফরোক-সিয়ারের নাম অবলম্বনে স্থানটির নামকরণ প্রতিষ্ঠিত হয়।

ফরদৌসী—গজনীর মামুদ বা মহম্মদের সভাকবি। ইঁহার জন্মস্থান পারস্যদেশ। মহম্মদ ইঁহাকে সাহনামা নামক গ্রন্থ লিখিতে অনুরোধ করেন, এবং প্রতি শ্লোকের মূল্যস্বরূপ ইঁহাকে একটি করিয়া স্বর্ণ-ডরহাম (মুদ্রা বিঃ) দিতে প্রতিশ্রুত হন। ৬০,০০০ শ্লোকে গ্রন্থ সমাপন হইলে মহম্মদ ইঁহাকে ৬০,০০০ স্বর্ণ-ডরহাম না দিয়া রৌপ্য-ডরহাম দিতে যান। ফরদৌসী এই দান না লইয়া বিরক্ত মনে রাজসভা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন এবং মহম্মদ-বিষয়ক একখানি তীব্র ব্যঙ্গকাব্য লেখেন। মহম্মদ অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া ইঁহাকে দিবার জন্য এক লক্ষ স্বর্ণ-ডরহাম ইঁহার দেশে পাঠান। কথিত আছে, যখন এই অর্থ লইয়া মহম্মদের কর্মচারিগণ ফরদৌসীর নগরে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে ফরদৌসীর শবদেহ সমাহিত হইবার জন্য নগরের বাহিরে লইয়া যাওয়া হইতেছিল। এই অর্থ ফরদৌসীর একমাত্র কন্যাকে দিতে গেলে তিনি প্রথমে ইহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, পরে অনেকের অনুরোধে গ্রহণ করিয়া দানকার্যে ব্যয়িত করেন।

ফরফর—দ্রুত, চঞ্চল; পাতলা জিনিসের বাতাসে উড়িবার শব্দ; বাচালতা, ফফর-দালালি। বাংপ্র। অ।

ফরমাইশ, ফরমাশ—আদেশ, আজ্ঞা, হুকুম; অনুরোধ, জিনিসপত্রের বরাত, order. ফা-মূ। বি। বিণ, **-শী**।

ফরমান আদেশপত্র, নবাব বাদশার হুকুমনামা; নিয়োগপত্র, সনদ বা সনন্দ। ফা। বি।

ফর্সা, ফরসা—নির্মল, সাফ, পরিষ্কার,

ধবল, গৌরবর্ণ, সুন্দর, সফেদ, সাদা; আলোকিত; নির্দোষ; সাবাড়, কাবার, শূন্য। বাংপ্র। বিণ।

ফরসি, ফুরসি—যে নলওয়ালা হুঁকা বা গুড়গুড়ি বসিতে পারে। বাংপ্র। বি।

ফরাকত—আলাদা করণ; ছাড়াছাড়ি; ফাঁকা জায়গা; অবকাশ। <আ 'ফরাগৎ'। বি।

ফরাশ—ভদ্রলোকের উপযুক্ত ঢালা বিছানা; যে চাকর জিনিসপত্র ও বিছানা পরিষ্কার রাখে। <আ 'ফর্শ'। বি।

ফরাসডাঙ্গা হুগলী নগরের সন্নিহিত একটি ছোট শহর। ইহাকে পূর্বে ফরাসী চন্দননগরও বলা হইত।

ফরাসী—ফ্রান্সদেশীয়; ফরাসী জাতি; ফরাসী ভাষা। <ফ্রেঞ্চ 'Francais' বা পোর্তু 'Francez'. বি।

ফরিদপুর—পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা বিভাগের অন্যতম জেলা ও শহর। জেলাটি গঙ্গা (স্থানীয় নাম পদ্মা) ও মধুমতী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। জেলার অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ৬০ জন মুসলমান। হিন্দুগণের মধ্যে নমঃশূদ্র জাতি উল্লেখযোগ্য। এখানে অতি উত্তম পাটি নির্মিত হয়।

এই জেলায় অবস্থিত দৌলতপুর নামক গ্রামে ফেরাজী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা হাজী সরিতুল্লা জন্মগ্রহণ করেন। ফেরাজীরা সংস্কৃত মুসলমান ধর্মাবলম্বী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন। মুসলমানগণের অধিকারকালে জেলায় এবং চতুর্দিকস্থ স্থানের অনেক আদিম নিবাসী মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, কিন্তু হিন্দুদিগের আচার-অনুষ্ঠান একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। এই মুসলমানানুচিত ব্যবহার দর্শন করিয়া সরিতুল্লা ফেরাজী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ফরায়জ (অপভ্রংশে ফেরাজী) সম্প্রদায় কোরানোক্ত বিধিসমূহ ভিন্ন অপর কোন বিধি বা আদেশ মানে না। ইহারা জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী এবং কাফেরগণ পাপী বলিয়া ইহাদের স্থির বিশ্বাস। ইহারা একেশ্বরবাদী। ইহারা কাছা দিয়া ধুতি পরে না। অনেক বিষয়ে ইহারা আরবীয় ওয়াহাবীগণের অনুরূপ। সরিতুল্লার জীবিতকালে তাঁহার অনুষ্ঠিত মত বহুলভাবে বিস্তার লাভ করে। ইহার মৃত্যুর পরে, ইহার পুত্র দুদু মিয়া সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু অত্যাচারের জন্য ইংরাজের আদালতে তাঁহাকে একাধিক বার কারাদণ্ড গ্রহণ করিতে হয়। ১৮৬২ খ্রীঃ ঢাকা শহরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। বর্তমান সময় ফেরাজীগণ কৃষি ও ব্যবসায় অবলম্বনে জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে।

ফরিয়াদ—দোহাই পাড়া, সাহায্য প্রার্থনা; অভিযোগ, নালিশ; মামলা, মকদ্দমা। ফা। বি।

ফরিয়াদী- অভিযোক্তা, নালিশকর্তা, অর্থী, বাদী। ফা-মু। বি।

ফরেব—বঞ্চনা; ছলনা; ঠকানো। ফা-মু। বি। বিণ, -**বাজ**।

ফর্দ—টুকরা কাগজ বা কাপড়, চিরকুট; তালিকা, জায়; খানা, দফা, গ্রন্থ। <আ 'ফদ্'। বি। [আ। বিণ।

ফর্দা—ফাঁকা, খোলা। ('— জায়গা')।

ফর্মা, ফরমা মুদ্রাযন্ত্রের পুস্তকাদির যতটা অংশ একবারে মুদ্রিত হয়; ছাঁচ; আদর্শ। পোর্তু। বি।

ফল- বৃক্ষলতাদি হইতে জাত শস্য; লাভ; উৎপন্ন বস্তু; ধন; কার্যসিদ্ধি; প্রয়োজন; সুখ; দুঃখ; পরিণাম ('পাপের —'); নির্ধারণ ('মকদ্দমার —'); উপকার ('ঔষধে —'); অঙ্ক কষিয়া প্রাপ্ত রাশি ('ভাগ —'); বাণের অগ্রলৌহ; ফলক; খড়্গাদির পাতা; ফাল; ত্রিফলা। ফল্ (ফলা)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ফলওয়ালা - ফলবিক্রেতা। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী, -**লী**।

ফলক অস্ত্রের ফলা; ঢাল; কাষ্ঠাদি পট্ট, পাটা; কপালের অস্থি। ফল+কণ্। বি; পু বা ক্লী।

ফল-কথা—সার কথা, আসল কথা, মোট কথা, সারমর্ম। বাংপ্র। বি।

ফলকর—১। ফলজনক; ফলপ্রদ বা ফলন্ত ('— বৃক্ষাদি')। উপতৎ; ফল—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**করী**। ২। ফল-বৃক্ষাদির বা ফলার্থ ভাড়া-করা গাছের খাজনা। ৬তৎ। বি; পু।

ফলতঃ (-তস্)—বস্তুতঃ, ফলে; অর্থাৎ; সংক্ষেপতঃ। ফল শব্দ+তস্। অ।

ফলদ—১। ফলদায়ক। উপতৎ; ফল—দা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বৃক্ষ। বি; পু।

ফলদর্শী (-দর্শিন্)—১। পরিণামদর্শী, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। উপতৎ; ফল—দৃশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**দর্শিনী**। ২। ফলোপধায়ক, ফলজনক। বাংপ্র। বিণ।

ফলন—১। উৎপত্তি, ফল ধরা। ফল+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। মোটফল; ফল-প্রাপ্তি; সত্য হওয়া; ঘটা; বৃদ্ধি; লাভ বাংপ্র। বি।

ফলনিষ্পত্তি—শেষনিষ্পত্তি, সিদ্ধান্ত ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ফলন্ত—যাহা ফলে বা ফলিতেছে, ফলপ্রদ, ফলবান্, সফল। বাংপ্র। বিণ।

ফলপাকান্ত—ফল পাকিলে গাছ মরিয়া যায় এরূপ, ওষধিজাতীয়। ফলের পাক —ফলপাক, ৬তৎ; ফলপাকে অন্ত (মৃত্যু) হয় যাহার, বহু। বিণ।

ফলপ্রদ—ফলদাতা, ফলদায়ক। উপতৎ; ফল—প্র—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

ফলবান্ (-বৎ)—ফলযুক্ত, ফলশালী; সফল। ফল+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -**বতী**।

ফলভাগী (-ভাগিন্)- পরিণাম ফলের অংশগ্রহণকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী **ফলভাগিনী**।

ফলভূমি—কর্মফলভোগভূমি; ভারতবর্ষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ফলভোগ—সুখ দুঃখ উপভোগ, ফললাভ। ৬তৎ। বি; পু।

ফলভোগী (-ভোগিন্) ফলভোগকারী; সুখদুঃখের উপভোক্তা। ফল—ভুজ্ (ভোগ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**গিনী**।

ফলশালী (-শালিন্)-ফলযুক্ত, ফলবান্। ফল—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**শালিনী**।

ফলশ্রুতি- ফললাভের পূর্বপরম্পরাগত বাক্য; "পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনং" অর্থাৎ এই গীতা পাঠ করিলে বা এই যজ্ঞাদি করিলে পুত্রার্থী পুত্রলাভ ও ধনার্থী ধনলাভ করিয়া থাকেন,—এই ফল নির্দেশ করাকে ফলশ্রুতি কহে। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ফলশ্রেষ্ঠ—১। আম্র, আম। ৭তৎ। বি; ক্লী। ২। আম্রবৃক্ষ। ফল শ্রেষ্ঠ যাহার, বহু। বি; পু।

ফলসা—শাঁসবিশিষ্ট অম্লমধুর ছোট ফল ও তাহার বৃক্ষ। ফা। বি।

ফলসিদ্ধি—অভীষ্টলাভ, ঈপ্সিত ফলপ্রাপ্তি; সফলতা, চরিতার্থতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ফলা—১। অস্ত্র-লাঙ্গলাদির ফলক; চর্ম, ঢাল; যুক্তাক্ষরের পূর্ব বা পরবর্ণ, যুক্তাক্ষরের চিহ্ন। বি। ২। ফল প্রসব করা, ফল দেওয়া; ফলে হওয়া বা দাঁড়ানো, সত্য হওয়া। ক্রি। ৩। ফলন্ত ('দো—')। বাংপ্র। বিণ।

ফলাও, ফালাও—বিস্তীর্ণ, চওড়া, প্রশস্ত; জাঁকাল ('— কারবার'); ঢালাও ('— বিছানা')। বাংপ্র; বিণ।

ফলাকাঙ্ক্ষা—কৃতকর্মের ফলের বা পুরস্কারের আশা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ফলাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—ফলের কামনাকারী, ফলপ্রত্যাশী। ফলাকাঙ্ক্ষা+ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কাঙ্ক্ষিণী**।

ফলানো—ফল জন্মানো, ফল প্রসব করানো; পরিস্ফুট করা ('রং—'); জাহির করা, জাঁকের সহিত দেখানো ('বিদ্যা—')। বাংপ্র। ক্রি।

ফলান্বেষী (-ষিন্)—পরিণামফলের অনুসন্ধানকারী; সিদ্ধিলাভার্থী। উপতৎ; ফল—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ফলান্বেষিণী**।

ফলাফল—শুভ ও অশুভ ফল, কার্যের ভাল ও মন্দ পরিণাম। ন ফল অফল, নঞ্তৎ; ফল ও অফল, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ফলার—জলপান, চিড়া দই মিষ্টান্নাদির ভোজ। <ফলাহার। বি।

ফলারে—ফলার খাইতে পটু বা খুশী ('—বামুন')। বাংপ্র। বিণ।

ফলাহার—ফলভোজন; ফলার। ৬তৎ। বি; পু। [ফলাহার শব্দের প্রকৃত অর্থ ফলভোজন; কিন্তু অধুনা ফলাহার শব্দ দ্বারা দধ্যাদি সংযোগে চিপিটকাদি ভোজন বা লুচি সন্দেশ ভোজনই বুঝাইয়া থাকে।]

ফলিত, ফলিন—ফলযুক্ত; ফলবান্; সফল; সংঘটিত, সত্য। ফল+ইত, ইনন্ জাতার্থে। বিণ।

ফলিতজ্যোতিষ—ফলনির্ণায়ক জ্যোতিষ শাস্ত্র, astrology. [জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত,—গণিত ও ফলিত। যদ্দ্বারা কেবল গ্রহনক্ষত্রাদির গতি স্থিতি সঞ্চারাদি নির্ণীত হয় তাহা গণিত, আর যাহাতে গ্রহনক্ষত্রাদির গতি স্থিতি সঞ্চারাদি অনুসারে লোকের জন্ম-লগ্নাদি দ্বারা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—শুভাশুভ ফল নির্ণীত হইয়া থাকে তাহা ফলিত।] ফলিত (ফলযুক্ত) যে জ্যোতিষ, কর্মধা। বি; ক্লী।

ফলিতার্থ—সারমর্ম; ফলকথা, তাৎপর্য, purport. ফলিত যে অর্থ, কর্মধা। বি; পু।

ফলিন—'ফলিত' দ্রঃ।

ফলিনী—ফলযুক্তা; সফল ('ফলী' দ্রঃ)। ফলিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ফলী (ফলিন্)—ফলযুক্ত, ফলবান্, সফল। ফল+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

ফলুই—কাঁটাবহুল সুস্বাদু মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফলে—ফলতঃ, পরিণামে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ বা বি।

ফলোৎপত্তি—ফলের উদ্ভব, ফলোদয়; ফললাভ। ফলের উৎপত্তি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ফলোৎপাদক—ফলজনক; লাভদায়ক; সুখদ। ফলের উৎপাদক, ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**দিকা**।

ফলোৎপাদন—ফল-জনন, ফল জন্মানো। ফলের উৎপাদন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ফলোদয়—ফলোৎপত্তি; অভীষ্ট লাভ; ফল হওয়া। ফলের উদয়, ৬তৎ। বি; পু।

ফলোন্মুখ—ফলদানে উদ্যত। ফলে উন্মুখ, ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ফলোন্মুখী**।

ফলোপধায়—ফলোৎপাদন, ফলজনন। ফল—উপ ধা+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ফলোপধায়ক—ফলোৎপাদক, ফলজনক। ৬তৎ; ফল—উপ—ধা+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ফলোপধায়িকা**।

ফলোপধায়ী (-যায়িন্)—ফলোপধায়ক, ফলজনক। উপতৎ; ফল—উপ—ধা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**ধায়িনী**।

ফলোপলব্ধি—ফলানুভব, ফলের বোধ। ফলের উপলব্ধি ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ফল্গু—১। অসার, তুচ্ছ; মনোহর। ফল (ফলা)+গুক্ কর্তৃ। বিণ। ২। ফাগ; বসন্তকাল; বৃথা বাক্য। বি; পু। ৩। গয়াস্থ নদী বিঃ*। বি; স্ত্রী।

*এই নদীটি গয়া শহরের কিঞ্চিৎ দূরে প্রবাহিত লীলাজান এবং মোহন নামক দুইটি পার্বত্য স্রোতের সংগমে উৎপন্ন। গয়া শহরে প্রবেশ করিয়া নদীটি ১০০০ হাত বিস্তার লাভ করিয়াছে। ইহার পরের অর্ধ মাইল পবিত্রতার জন্য প্রসিদ্ধ। গ্রীষ্মকালে এই অর্ধ মাইল স্থান একেবারে শুষ্ক হইয়া যায়, কিন্তু কয়েক ফুট খনন করিলে জল বাহির হয়। এইজন্য ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা বলিয়া খ্যাত। গয়া শহর অতিক্রম করিয়া প্রায় ১৭ মাইল ধরিয়া উত্তর-পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া ফল্গু দুইটি ধারায় পরিণত হইয়া পুন্‌পুন্ নদীর একটি শাখার সহিত মিলিত হইয়াছে।

ফল্গু নদীর উৎপত্তি ও অন্তঃসলিলতা সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী এইরূপ:—ব্রহ্মার প্রার্থনায় বিষ্ণু সলিলরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হন। দক্ষিণাগ্নিতে যজ্ঞকালে ব্রহ্মা যে আহুতি প্রদান করেন, তাহাতেই ফল্গু নদীর উৎপত্তি। বনবাসকালে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবী যখন এই স্থানে আগমন করেন, সেই সময়ে রাজা দশরথের প্রেতাত্মা সীতাদেবীকে তাঁহার প্রীত্যর্থে পিণ্ডদান করিতে আদেশ করেন। সে সময়ে স্বামী ও দেবর উপস্থিত না থাকায় সীতা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া পড়িলে, দশরথের প্রেতাত্মার নির্দেশে তিনি বালুকার পিণ্ড প্রদান করেন। রাম ও লক্ষ্মণ ফলাহরণ করিয়া প্রত্যাগত হইলে সীতাদেবী তাঁহাদিগকে এই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলেন, এবং ফল্গু নদী ও বটবৃক্ষ সাক্ষী আছে বলিয়া তাহাদের নাম উল্লেখ করেন। ফল্গু নদী তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য না দেওয়ায়, সীতাদেবী তাহাকে "অন্তঃসলিলা হও" এই বলিয়া অভিশাপ দেন। বটবৃক্ষ তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়াছিল বলিয়া সন্তুষ্টচিত্তে সীতাদেবী তাহাকে "অক্ষয় হও" বলিয়া বর প্রদান করেন।

ফল্গুন—১। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন। ফল্গুনী শব্দ+অ। ২। ফাল্গুন মাস। ফল্গু (আবীর) —নী (লইয়া যাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ফল্গুনী—নক্ষত্র বিঃ। ফল্গু (ফাগ)—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ফল্গুৎসব—আবীর খেলার উৎসব, বসন্তোৎসব, হোলকা, দোলযাত্রা, হোলী। ফল্গুর (আবীরের) উৎসব, ৬তৎ। বি; পু।

ফষ্টিনষ্টি, -নাষ্টি—ঠাট্টাতামাশা, ফাজ-লামি। বাংপ্র। বি।

ফস্—হঠাৎ, আচম্বিতে। বাংপ্র। অ।

ফসকা—আলগা, ঢিলা। ('—গেরো')। বাংপ্র। বিণ।

ফসকানো—পিছলানো, হাতছাড়া হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ফসফরাস—প্রক্‌রক, সহজদাহ্য মৌলিক পদার্থ বিঃ। <ইং 'phosphorus'. বি।

ফসল—শস্যকর্তনকাল; শস্য। আ। বি।

ফসলী—১। শস্যকর্তনসম্বন্ধীয়। বিণ। ২। শস্যকর্তনকাল হইতে যে বৎসর গণিত হয় (ইহা ১৪৭৮ শকে আকবর বাদশাহ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়)। আ-মূ। বি।

ফাইফরমাশ—ছোটখাট হুকুম, এটা সেটা টুকিটাকি কাজ। বাংপ্র। বি।

ফাইল—তালিকা; কাগজপত্রাদির গোছা; কাগজ গাঁথিয়া রাখিবার সিক; উখা। <ইং 'file'. বি।

ফাউ, ফাও—ক্রীতদ্রব্যের উপর যৎকিঞ্চিৎ যাহা কিছু বিনামূল্যে দেওয়া হয়; উপরি পাওনা। বাংপ্র। বি।

ফাউণ্টেন-পেন—যে কলমের মাথায় কালী ভরা থাকাতে একাদিক্রমে অনেক লেখা চলে, বারবার দোয়াত হইতে কালী লইতে হয় না। < ইং 'fountain pen'. বি।

ফাউলি—পাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফাঁক—১। অবকাশ, ছিদ্র, রন্ধ্র; শূন্য, খালি জায়গা; উন্মুক্ত স্থল; ব্যবধান, অন্তর; অবসর; ফাঁকি; ফাট, চির। বি। ২। ব্যবধানযুক্ত, ভিন্ন, পৃথক্; বিদারিত; শূন্য। বাংপ্র। বিণ। **ফাঁক ফাঁক**—ফাঁক ফাঁক।

ফাঁকতাল—গানের তাল বিঃ; দাঁও,

অপ্রত্যাশিত সুযোগ; বিনা পরিশ্রমে অন্যের পরিশ্রমের ফললাভের সুযোগ। বাংপ্র। বি।

ফাঁকা—১। ফরষা, উন্মুক্ত, খোলা; বিরল, নির্জন, শূন্য, খালি; বিশ্বাসের অযোগ্য; আশাতীত; অমনি, আলগো; অসার। বিণ। ২। খোলা জায়গা। বাংপ্র। বি। **ফাঁকা আওয়াজ**- গুলিহীন বন্দুকের কেবল বারুদের আওয়াজ; বৃথা হাঁকডাক। **ফাঁকা ফাঁকা**—শূন্যপ্রায় ('—ঠেকা')।

ফাঁকি—১। কর্তব্যে অবহেলা করা ও তাহা গোপনের চেষ্টা; ধাপ্পা, ধোকা, ভোগা; বঞ্চনা, ছলনা; গুঁড়া, চূর্ণ। ২। কূটতর্ক, কূটপ্রশ্ন। <ফক্কিকা। বি। ৩। অলীক, মিথ্যা। বাংপ্র। বিণ। [বি।

ফাঁকিজুকি—প্রতারণা, বঞ্চনা। বাংপ্র।

ফাঁকিবাজ ধাপ্পাবাজ, বঞ্চক, জুয়াচোর; যে ফাঁকি দেয়। বাংপ্র। বিণ। বি **ফাঁকিবাজি**।

ফাঁড়—শূন্যগর্ভ পাত্রের ভিতরের বেড় বা অভ্যন্তরভাগ; পেট, উদর। বাংপ্র। বি।

ফাঁড়া—জ্যোতিষগণনায় প্রাণসংশয় অশুভ বা বিঘ্নযোগ। বাংপ্র। বি। **ফাঁড়া কাটা**—ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা দূর হওয়া।

ফাঁড়ি—ছোট পুলিসথানা, চৌকি, ঘাঁটি, outpost. বাংপ্র। বি।

ফাঁড়িদার—ফাঁড়ির কর্মচারী বা পাহারাওয়ালা। বাংপ্র। বি।

ফাঁদ—পাশ, জাল; বিপদে ফেলিবার গুপ্ত কৌশল; ছল। বাংপ্র। বি।

ফাঁদা—ফাঁদ পাতা, বিছানো, ছড়ানো; পত্তন করা, সূচনা করা, শুরু করা; গঠন করা ('মতলব —')। বাংপ্র। ক্রি।

ফাঁদালো—বড় মুখ বা পেটবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ফাঁপ—আয়ান, স্ফীতি, ফুলিয়া উঠা।

ফাঁপর—সংকট, দায়, বেকায়দা, মুশকিল; বুদ্ধিভ্রংশ। বাংপ্র। বি।

ফাঁপা—১। স্ফীত; শূন্যগর্ভ। বিণ। ২। স্ফীত হওয়া, ফুলিয়া উঠা, উচ্ছ্বসিত হওয়া; সমৃদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ফাঁপানো—স্ফীত করা, ফুলানো। বাংপ্র। ক্রি।

ফাঁস—১। কৌশলময় গ্রন্থি, যাহা টানিলে সহজেই খুলিয়া যায় কিংবা আরও আঁটিয়া শক্ত হয়; বন্ধন। <পাশ। বি। ২। আলগা, প্রকাশিত। বাংপ্র। বিণ। **ফাঁস করা**—গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিয়া দেওয়া।

ফাঁসানো—পাশবদ্ধ করা, বাড়াইয়া ফেলা; বিপদাপন্ন করা; পণ্ড করা। বাংপ্র। ক্রি।

ফাঁসি—ফাঁস, বন্ধন; গলায় ফাঁস লাগাইয়া মরণ বা মারণ বা ঐভাবে প্রাণদণ্ড, উদ্বন্ধন, বন্ধনরজ্জু, গলরজ্জু। বাংপ্র। বি।

ফাঁসি-কাঠ, -কাষ্ঠ—উদ্বন্ধন মঞ্চ, gallows. বাংপ্র। বি।

ফাঁসুড়ে—যে ফাঁসি দিয়া মারে, ঘাতক, জল্লাদ; যে বিপদে ফেলে। বাংপ্র। বি।

ফাগ, ফাগু—আবীর, হোলি উৎসবের লাল রঙ বিঃ। < ফল্গু। বি।

ফাগুন ফাল্গুন। বাংপ্র। বি।

ফাজিল—১। অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত; অতিরিক্ত চালাক, অসার বাচাল, জেঠা, ফচকে। বিণ। বি - **ফাজলামি**। ২। অতিরিক্ত বস্তু, বাড়তি ভাগ, surplus. বাংপ্র। বি।

ফাট, ফাটল, ফাটা—বিদার, চির, ফাঁক। বাংপ্র। বি।

ফাটক, ফটক—তোরণ, বহির্দ্বার, সিংহদ্বার, সদর দরজা; বন্ধনালয়, জেলখানা, কারাগার। হি। বি।

ফাটা—বিদীর্ণ হওয়া, চিরিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ফাটানো—বিদীর্ণ করা, চিরা। বাংপ্র। ক্রি।

ফাটাফাটি- পরস্পর ফাটান বা বিদারণ, উভয় পক্ষের মস্তকভঙ্গ; ভাঙাভাঙ্গি; শক্তাশক্তি, দায়, সংকট। বাংপ্র। বি।

ফাড়া—বিদীর্ণ করা, চিরা; ছিন্ন করা, ছিঁড়া। বাংপ্র। ক্রি।

ফাণি—কয়ত, দধিমিশ্রিত শক্তু; গুড়। ফাণ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ণি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ফাণিত—ফেনি বাতাসা। ণিজন্ত ফণ্=ফাণি (গমন করান)+ক্ত কর্ম। বি; স্ত্রী।

ফাণ্ট—কাথ বিঃ; জলাদির দ্বারা আলোড়িত শক্তু (ছাতু); অন্নের পাইন। ফণ্+ক্ত কর্ম, নিপাতনে। বি; স্ত্রী।

ফাতনা, ফাতা—ছিপের সুতায় আবদ্ধ ভাসমান লঘু বস্তু; জাল বা ফড়ের ভয়তিকা, float. বাংপ্র। বি।

ফানুস—আলোক; আবৃত আলোক, লণ্ঠন; আকাশে উড্ডীয়মান আবৃত আলোক বা কাগজের বেলুন বিঃ; আলোকাবরণ, চিমনি। আ। বি।

ফান্দ—ফাঁদ। প্রা কপ্র। বি।

ফায়দা—লাভ। <আ 'ফাইদহ্'। বি।

ফারক—ব্যবহিত, ফাঁক; মুক্ত, নিস্তারপ্রাপ্ত, খালাশ। প্রা কপ্র। বিণ।

ফারখত—মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র; ত্যাগপত্র; রেহাই; তালাকনামা, পত্নীত্যাগ-পত্র। <আ 'ফারিগখৎ'। বি। বিণ—**ফারখতী**।

ফারসী, ফার্সী—পারসিক ভাষা, পারস্য দেশের ভাষা; পারস্যদেশীয়। ফা। বি ও বিণ।

ফারাক- তফাত, অন্তর, দূর; পার্থক্য, প্রভেদ। <আ 'ফর্ক্'। বি।

ফারেনহাইট (Fahrenheit, Gabriel Daniel)- (১৬৮৬- ১৭৩৬ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী। ডানজিগে জন্ম। ইনি তাপনির্ণয় যন্ত্রে পারদ ব্যবহার করেন। ইহার উদ্ভাবিত যন্ত্রকে ফারেনহাইট থার্মোমিটার বলে।

ফাল- ১। লাঙ্গলের মুখাগ্র। ফল্ (ফল করা)+ঘঞ্ করণ। বি; স্ত্রী। ২। বলরাম; মহাদেব। ফাল শব্দ+অ অস্ত্যর্থে। বি; পু। ৩। কার্পাস নির্মিত (বস্ত্র)। ফল শব্দ+ফ। বিণ। স্ত্রী—**ফালী**।

ফালতু, ফালতো—অকেজো, অকিঞ্চিৎকর; বাড়তিভাগের, অতিরিক্ত। বাংপ্র। বিণ।

ফালা, ফালি—লম্বাভাবে কর্তিত খণ্ড, চির। বাংপ্র। বি।

ফালাফালা—টুকরা টুকরা, খণ্ডবিখণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

ফালাও—'ফলাও' দ্রঃ।

ফাল্গুন—বাঙ্গালা বৎসরের একাদশ মাস; অর্জুন। ফল্গুন+ফ। বি; পু।

ফাল্গুনিক—ফাল্গুন মাস। ফল্গুন+ফিক স্বার্থে। বি; পু।

ফাল্গুনী—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা; অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে একাদশ ও দ্বাদশ নক্ষত্র, পূর্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্র। ফল্গুনী+ফ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

ফা হিয়ান (Fa Hien)—চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। ইনি ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশ হইতে ভারত দর্শন অভিলাষে যাত্রা করেন এবং ৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত হইতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার ভারতভ্রমণবিষয়ক পুস্তকের নাম "ফো-কুও-কি" (Fo-Kwo-Ki). ইহার ভ্রমণবৃত্তান্তের যে সকল ইংরাজী অনুবাদ আছে, তন্মধ্যে লেগির (Legge) কৃত অনুবাদই সর্বাপেক্ষা সমীচীন। ফা হিয়ান কাশী নগরের সমৃদ্ধি দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন। ইনি, ইৎসিং ও হুয়েনৎসাং এই তিন জনেই তদানীন্তন ভারতবর্ষের স্বীয় স্বীয় অভিজ্ঞতা অনুসারে দেশ, সমাজ, শিক্ষা, শিল্প এবং ধর্ম সম্বন্ধে নানারূপ বর্ণনা করিয়া পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে সিংহল ও সিংহল হইতে যবদ্বীপে ইনি হিন্দু-নাবিক-পরিচালিত বাণিজ্যোপযোগী অর্ণবপোতে গমন করিয়াছিলেন, এ কথা ইহার লিখিত

বৃত্তান্তে বিবৃত করিয়াছেন। ইহার লিখিত বৃত্তান্ত হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, ইনি উত্তরভারতের প্রধান প্রধান নগর পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং তত্রত্য অধিবাসীদিগকে সমৃদ্ধিশালী ও হৃষ্টচিত্ত দেখিয়াছিলেন; তাহাদিগের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল এবং তাহারা অত্যধিক করভারে পীড়িত ছিল না; তাহারা সংযত-চরিত্র ও পশুহত্যা-বিরোধী ছিল। দণ্ডবিধি কঠিন ছিল না এবং শারীরিক দণ্ডপ্রদানও বিরল ছিল।

ফি—প্রত্যেক। আ। বিণ।

ফিক-১। ('করিয়া' শব্দের পূর্বে থাকিলে) মুচকি। অ। ২। সহসাজাত তীব্র পার্শ্ব-বেদনা; স্নায়ুশূল বিঃ, neuralgia. বাংপ্র। বি।

ফিকা, -কে—স্বাদহীন, পানসিয়া; বর্ণহীন, পাণ্ডুর, ফেকাসে, হালকা রঙবিশিষ্ট; তরল, লঘু, অসার, অকিঞ্চিৎকর। বাংপ্র। বিণ।

ফিকির—ফন্দি, কৌশল, উপায়; মতলব; বিড়ম্বনা, ছলনা, ফের; চিন্তা। আ-মূ। বি। বিণ—**ফিকিরী**।

ফিঙ্গক—পক্ষী বিঃ, ফিঙ্গে পাখি। ফিঙ্—কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ফিঙ্গা, ফিঙ্গে, ফিঙা, ফিঙে—কাকের শত্রু চঞ্চল পক্ষী বিঃ; অক্ষরের মত চেরা বা বাঁধা কাঠ প্রভৃতি; ঢিল বাঁটুল ইত্যাদি ছুড়িবার দড়ির যন্ত্র বিঃ, গুলতি; sling. <ফিঙ্গক। বি।

ফিচেল চতুর, চালাক; ফন্দিবাজ, অসরল, কুটিল, কুচক্রী, ধূর্ত, শঠ, বঞ্চক। বাংপ্র। বিণ।

ফিট—১। উপযুক্ত, যথাযোগ্য, মানানসত, চোস্ত; প্রস্তুত, ready. বিণ। ২। আকস্মিক মোগাবেগ, মূর্ছা। <ইং 'fit'. বি।

ফিটন, ফেটিন—ঘোড়ার গাড়ি বিঃ। <ইং 'phaeton'. বি।

ফিটফাট—পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, সুশোভিত, সুশৃঙ্খল। বাংপ্র। বিণ।

ফিতা, -তে পৃথক্ বোনা বস্ত্রপটি, পাড় বা ফালি। <পো 'fita'. বি।

ফিনকি—স্ফুলিঙ্গ; সবেগে নির্গত সরুধারা ('রক্তের —')। বাংপ্র। বি।

ফিনফিনে—অতি সূক্ষ্ম, খুব মিহি। বাংপ্র। বিণ। [ফোটা')। বাংপ্র। বি।

ফিনিক—দীপ্তি, ছটা ('জ্যোৎস্নার —

ফিয়ার, স্যার্ জন্ বাড (Sir J. B. Phear)—কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ভূতপূর্ব জজ। ১৮২৫ খ্রীঃ বিলাতে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম Rev. J. Phear. বাটীতে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করিয়া কৈশোরে ইনি কেম্ব্রিজের পেন্‌ব্রোক্ কলেজে প্রবেশ করেন এবং ১৮৪৭ খ্রীঃ গণিতের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া র‍্যাংলার (wrangler) হন। পরে ১৮৫৪ খ্রীঃ ব্যারিস্টার হন। অতঃপর ইনি গণিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহার প্রণীত Hydrostatics বিষয়ক পুস্তক কেম্ব্রিজ ও কলিকাতা উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য নির্দিষ্ট ছিল। কলিকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হইলে ১৮৬৪ খ্রীঃ ফিয়ার তাহার অন্যতম জজ নিযুক্ত হইয়া এদেশে আসেন। সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের নিমিত্ত ইহার খ্যাতি অল্পদিন মধ্যেই বিকীর্ণ হইয়া পড়ে, এবং তজ্জন্য গভর্নমেণ্টও ইহার যথেষ্ট সমাদর করিতেন।

ফিয়ারের ন্যায় ধর্মভীরু ও ন্যায়পরায়ণ বিচারক অতি বিরল। একবার জেরাল্ড মিয়ার্স (Gerald Meares) নামক এক নীলকর সাহেব কোন গরীব কৃষাণ ডাকপিয়নকে চাবুক মারার অভিযোগে যশোহরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্মিথ সাহেব কর্তৃক ৬ মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। আপীলে ফিয়ার নিম্ন আদালতের রায় স্থির রাখিতে চান, কিন্তু সহযোগী মরিস ভিন্নমত হন। সুতরাং প্রধান বিচারপতি কাউচ এবং জজ ফিয়ার ও জজ মরিস এই তিন জন বিচারক লইয়া ফুলবেঞ্চ গঠিত হয়। কাউচ ও ফিয়ার উভয়েই ম্যাজিস্ট্রেটের রায় বহাল রাখেন। ইনি ও ইহার সহধর্মিণী এতদ্দেশীয়দিগকে এতদূর ভালবাসিতেন যে, আপনাদের এক কন্যার নাম Ethel Kamini (কামিনী) রাখিয়াছিলেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি সিংহলের প্রধান বিচারপতি হইয়া গমন করেন এবং নাইট্ (স্যার্) উপাধি প্রাপ্ত হন। তথায় ইনি এক বৎসর মাত্র ছিলেন, পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেশন জজ হন। ১৯০৫ খ্রীঃ এই মহাত্মার মৃত্যু হয়; "The Aryan Villages in India and Ceylon", 'International Trade" প্রভৃতি গ্রন্থ ফিয়ার সাহেব রচনা করিয়া গিয়াছেন।

ফিরঙ্গ—ম্লেচ্ছদেশ; ফ্রান্স; সাধারণতঃ সমগ্র ইউরোপ। পো-মূ। বি।

ফিরঙ্গরোটী—পাউরুটি। পো-মূ। বি।

ফিরত, ফেরত—১। প্রত্যর্পণ। বি। ২। প্রত্যর্পিত; প্রত্যাগত ('বিলাত—'); প্রতিমুখ ('— ডাক')। বাংপ্র। বিণ।

ফিরতি—ঘুরতি, যাহা ফিরাইয়া দেওয়া হয়, ফেরত; ফিরিবার সময়। বাংপ্র। বিণ।

ফিরদৌসী—ফরদৌসী (তাহা দ্রঃ)।

ফিরা, ফেরা—ঘুরা, প্রত্যাবৃত্ত হওয়া, পুনরাগত হওয়া; পরিবর্তিত হওয়া, বদলানো; ভালর দিকে আসা ('কপাল — '); বেড়ানো ('দ্বারে দ্বারে —')। বাংপ্র। ক্রি।

ফিরা, ফিরে—পরবর্তী, পুনঃ ('— বার')। বাংপ্র। বিণ।

ফিরাই, ফেরাই—তাসখেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিহীন তাস, অর্থাৎ সেই তাস যে রঙের, সে রঙের অন্য তাস আর কাহারও হাতে নাই। বাংপ্র। বি।

ফিরানো, ফিরনো, ফেরানো—ঘুরানো, প্রত্যাবর্তন করানো; পালটানো, বদলানো; ভালর দিকে আনয়ন করা, ফেরত দেওয়া; বিদায় করা ('ভিখারী —'); বদলানো ('হুঁকার জল — '); নূতন করিয়া লাগানো ('কলি —'); আঁচড়ানো ('চুল —')। বাংপ্র। ক্রি।

ফিরাফিরি, ফেরাফিরি—বারংবার ফেরত বা বদল। বাংপ্র। বি।

ফিরি, ফেরি—পথে পথে হাঁকিয়া পণ্য বিক্রয়; যাত্রাগানাদিতে অর্পিত পুরস্কার, পেলা। বাংপ্র। বি।

ফিরিওয়ালা, ফেরিওয়ালা—যে ব্যবসায়ী রাস্তায় রাস্তায় বা দ্বারে দ্বারে পণ্য ফেরি করিয়া বেড়ায়। বাংপ্র। বি।

ফিরিঙ্গি, ফিরিঙ্গী—ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন সংকরজাতি; সাহেব; খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী, খ্রীষ্টিয়ান। পো-মূ। বি বা বিণ।

ফিরিস্তি, ফিরিস্তা—নির্ঘণ্ট, তর্ফসিল, হার, তালিকা। আ-মূ। বি।

ফিরোজা—১। ফিরোজা রঙের। বিণ। ২। পীতনীলমিশ্রিত বর্ণ; উক্ত বর্ণের মণি বিঃ, turquise. < ফা 'ফিরোজহ্'। বি।

ফিলহাল—এখন। আ। অ।

ফিসফিস—অতি মৃদুস্বরে বা কানে কানে কথা বলিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

ফিসফিসানি—কানে কানে মৃদুস্বরে কথা বলা, চুপি চুপি কথা বলা। বাংপ্র। বি।

ফুঁ, ফুঁক—ফুৎকার। বাংপ্র। বি।

ফুঁক—মন্ত্রাদি আওড়ানর সহিত ফুঁ দেওয়া ('ঝাড়—')। বাংপ্র। বি।

ফুঁকা, ফুকা-১। বৎসহীনা দুগ্ধবতী গাভীর যোনিদেশে নল প্রবেশ করাইয়া তন্মধ্য দিয়া ফুৎকার প্রদান। বি। ২। ফুঁ দেওয়া ('শিঙা —'); ফুৎকার বা ধূম পান করা; অপব্যয়ে ক্ষয় করা, অপচয় করা, উড়াইয়া দেওয়া। হি-মূ। ক্রি। ৩।

হালকা ও ফাঁপা ('— পিপি')। বাংপ্র। বিণ। [ক্রি।

ফুঁড়া—ফুটা করা, বিঁধা, বিদ্ধ করা। বাংপ্র।

ফুঁপানো, ফোঁপানো—গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদা; ঘনঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা; সাপের মত ফোঁস্ ফোঁস্ করা। বাংপ্র। ক্রি। বি —**ফুঁপানি, ফোঁপানি**।

ফুঁপি—ছিলা, ঝালর, fringe. বাংপ্র। বি।

ফুক ফুঁয়ের মত শীঘ্র ('— ক'রে উড়িয়া যাওয়া')। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ফুকর, ফোকর—গর্ত, ছেঁদা; খোপ। বাংপ্র। বি।

ফুকরই, ফুকরত—তারস্বরে আহ্বান করে, চেঁচাইয়া ডাকে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুকরানো, ফুকরনো—তারস্বরে আহ্বান করা, চেঁচাইয়া ডাকা; চিৎকার করা, চেঁচানো। বাংপ্র। ক্রি।

ফুকরি—ফুকরাইয়া, আহ্বান করিয়া; চিৎকার করিয়া, চেঁচাইয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ফুকরিয়া, ফুকারি, ফুকারিয়া—ডাকিয়া, হাঁকিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ফুগইতে—উন্মোচন করিতে, খুলিতে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুঙ্গী—বৌদ্ধ ভিক্ষু। বর্মী। বি।

ফুচ্‌কে—ছোট, একটুখানি (' ছেলে')। বাংপ্র। বিণ।

ফুজি—খুলিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুট—১। ইং মাপ বিঃ, ১২ ইঞ্চি পরিমাণ। <ইং 'foot'. বি। ২। বিকশিত; ফোটা। বিণ। ৩। টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকা ('জলে — ধরা'); ফাট; দাগ। বাংপ্র। বি।

ফুটকলাই, -কড়াই—ভাজা মটর বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

ফুটকি—বিন্দুচিহ্ন, ছোট ফোঁটা। বাংপ্র।

ফুটন্ত—প্রস্ফুটিত, বিকসিত; যাহা উত্তাপে ফুটিতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ফুটফুট—বিন্দু বা দাগবিশিষ্ট; ছোট ছোট বিন্দু বা দাগ। বাংপ্র। বিণ ও বি।

ফুটফুটে—সুশ্রী, ('— মেয়ে')। বাংপ্র। বিণ। [<ইং 'foot-ball'. বি।

ফুটবল—পায়ে খেলিবার বল, চর্মগোলক।

ফুটয়—ফুটে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুটল—ফুটিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুটা—১। ছিদ্র; প্রস্ফুটন; বেধ। বি। ২। ছিদ্রবিশিষ্ট। বিণ। ৩। প্রস্ফুটিত হওয়া; বিদ্ধ হওয়া; ব্যক্ত হওয়া, খোলা; গরমে টগবগ করা; তাপে ফাঁপিয়া উঠা ('খই —')। বাংপ্র। ক্রি।

ফুটানি, ফুটুনি—চোট, জাঁক; নবাবি; অহমিকা প্রকাশ। বাংপ্র। বি।

ফুটানো, ফোটানো—প্রস্ফুটিত করা; বিদ্ধ করা; তাপপ্রয়োগে বুদ্‌বুদ বা ডিমের ছানা বাহির করা। বাংপ্র। ক্রি।

ফুটি—১। চির্ভটী, একজাতীয় পাকা কাঁকুড়। বাংপ্র। বি। ২। ফুটিয়া, প্রস্ফুটিত হইয়া; বিদ্ধ হইয়া। কপ্র। ক্রি।

ফুটিফাটা—পাকা ফুটির মত ফাটা বা আটখানা। বাংপ্র। বিণ।

ফুড়ুত, ফুড়ুক পাখি উড়িবার শব্দ; তামাক খাইবার ভুড়ুক ভুড়ুক শব্দ। বাংপ্র। অ।

ফুৎ—অনুকরণ শব্দ; তুচ্ছবাদ। স্ফুর+ক্বিপ্ ভাব, নিপাতনে। অ।

ফুৎকার, ফুৎকৃতি—ফুসফুস শব্দ; ফুঁ দেওয়া। ফুৎ (অনুকরণ শব্দ)-কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্তি ভাব। বি; যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী।

ফুফু—পিতার ভগ্নী; পিসী। হি। বি।

ফুয়ল—আলুলায়িত, খোলা; স্খলিত, খসা। প্রা কপ্র। বিণ।

ফুরন, ফুরান—চুক্তি, কাজের পূর্বে মূল্য-স্থিরীকরণ। বাংপ্র। বি।

ফুরনো, ফুরানো—নিঃশেষ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [ক্রি।

ফুরয়ে—ফুরায়, নিঃশেষ হয়। প্রা কপ্র।

ফুরল—উন্মুক্ত, আলুলায়িত, স্খলিত। প্রা কপ্র। বিণ।

ফুরসত—অবকাশ, অবসর, ছুটি। আ। বি।

ফুর্তি—<স্ফূর্তি। বাংপ্র। বি।

ফুল—১। পুষ্প, কুসুম; গর্ভকুসুম; বৃক্ষ-পুষ্পাকারে নির্মিত স্বর্ণাদির ভূষণ; বস্ত্রাদিতে রচিত পুষ্পাকৃতি বা নকশা; জরায়ু পুষ্প, placenta; ধবল রোগ। বাংপ্র। <ফুল্ল। বি। ২। পুরা মাপের ('—হাতা')। <ইং 'full'. বিণ।

ফুলকপি—পুষ্পগুচ্ছাকার খাদ্য উদ্ভিদ্ বিঃ, cauliflower. বাংপ্র। বি।

ফুলকা, ফুলকো—১। মাছের শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র বা অঙ্গ, gills; পুষ্প-মঞ্জরী। বি। ২। ফুল্ল, টবকা, পাতলা ও ফাঁপা (যথা, 'ফুলকো লুচি')। বাংপ্র। বিণ।

ফুলকারি—ফুলের নকশা, প্রসাধন শিল্প; কাপড়ে বুটি বা ফুলতোলা কাজ, embroidery. বাংপ্র। বি।

ফুলকি—স্ফুলিঙ্গ, অগ্নিকণা ('আগুনের —')। বাংপ্র। বি।

ফুলকুমারী গুপ্তা—১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে বিখ্যাত সেন-বংশে ফুলকুমারীর জন্ম হয়। ইনি ৺শ্যামাচরণ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা। ফুলকুমারী বাল্যে সুশিক্ষা—হিন্দু শিক্ষা—লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবে ইঁহার হৃদয়ে ধর্মের বীজ উপ্ত হইয়াছিল;—কৈশোরে ইনি নাটক নভেলে আপনাকে উৎসর্গ না করিয়া, শাস্ত্র ও দর্শনের উপবনে প্রবেশ করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য এই বিদুষী নারীর সেই সাধনার ফলভাগী হইয়াছে। বর্ধমান জেলার কালনা নিবাসী প্রসিদ্ধ কবিরাজ চন্দ্রকিশোর সেনের মধ্যমাগ্রজের দৌহিত্র শ্রীশচন্দ্র গুপ্তের সহিত ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফুলকুমারীর পরিণয় হয়। ভূয়োদর্শন, দেশভ্রমণ ও তীর্থ-পর্যটন ইঁহার চিন্তাশক্তির ও আধ্যাত্মিক বৃত্তির বিকাশের অনুকূল হইয়াছিল। গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করিয়া অবসর পাইলেই ইনি শাস্ত্রচিন্তায় ও আত্মচিন্তায় মগ্ন হইতেন। কানপুরে স্বর্গীয় পণ্ডিত ও সাধক বিনায়ক শাস্ত্রীর সহিত গুপ্ত-পরিবারের পরিচয় হয়। শাস্ত্রী হবনানুষ্ঠানের জন্য শ্রীশবাবুর বাড়িতে আসিয়া, ফুলকুমারীর ধর্মভাবের পরিচয় পাইয়া বলেন, "শ্রীশবাবু! আপনার পত্নী অনন্যসাধারণ শক্তির অধিকারিণী। ইনি ঐশভাবের উৎকৃষ্ট আকর। ইঁহাকে শাস্ত্রে ও দর্শনে বঞ্চিত করিবেন না। যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহা হইলে আমি যাহা জানি, তাহা মাকে দান করি।" শ্রীশবাবু সানন্দে সম্মতি দেন। সপ্ততিবর্ষীয় বৃদ্ধ ফুলকুমারীকে প্রথমে ন্যায় ও পরে অন্যান্য দর্শন ও বিশেষভাবে গীতায় উপদেশ দেন। বিনায়ক শাস্ত্রী আপনার মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত পূর্বেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যকে ফুলকুমারীর অধ্যাপনার ভার দিয়া যান। তাঁহার নিকট ফুলকুমারী অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন।

ফুলকুমারীর পিত্রালয়ে এক নারীসভার উপলক্ষে কবি গিরীন্দ্রমোহিনী ইঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গদ্য রচনায় ইঁহাকে উৎসাহিত করেন।

ফুলকুমারীর শাস্ত্রচর্চা ও অনুশীলনের ফল তাঁহার "অবসর" ও "দৃষ্টি-রহস্য" মুদ্রিত হইয়াছে। প্রথম গ্রন্থ ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় গ্রন্থ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।

ফুলখড়ি—সাদা খড়িমাটি, chalk. বাংপ্র। বি।

ফুলছড়ি—পুষ্পিত বৃক্ষের অনুকরণে সোনার পাতাফলযুক্ত গাছ। বাংপ্র। বি।

ফুলঝুরি—যে আতসবাজি জ্বালাইলে আগুনের ফুল ঝরে। বাংপ্র। বি।

ফুলতোলা, ফুলদার—সূচিকর্মসাধিত পুষ্পাকারপ্রসাধনবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ফুলদানি, -দান—পুষ্পধানী, যাহারে কুসুমাধার। বাংপ্র। বি।

ফুলদোল—শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফুলধনু, -বাণ, -শর—কন্দর্প, কামদেব, পুষ্পধন্বা (কন্দর্পের ধনুর্বাণ ফুলময়); পুষ্পরচিত ধনুক, বাণাদি। বাংপ্র। বি।

ফুলন্ত—ফুলবিশিষ্ট ('—গাছ')। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ফুলবড়ি—কলায়ের ছোট সাদা বড়ি।

ফুলবাতাসা—ফুল্ল বাতাসা, খর-পাক ছোট হালকা চিনির বাতাসা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফুলবাবু—পোষপোশাকী, ফতো বাবু, শৌখিন পুরুষ, beau. বাংপ্র। বি।

ফুলমালা—ফুলের মালা। বাংপ্র। বি।

ফুলরি, ফুলুরি—দালের বা বেসনের ভাজা বড়া বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফুলল, ফুলাল, ফুলেল—ফুলের সংস্পর্শে সুরভিত ('—তেল'); পুষ্পময়, পুষ্পগন্ধী। বাংপ্র। বিণ।

ফুলশয্যা—পুষ্পাকীর্ণ বিছানা; বিবাহের পর নবদম্পতির প্রথম ফুলসজ্জিত শয্যায় শয়ন। বাংপ্র। বি। [বি।

ফুলশর ফুলরচিত বাণ; কন্দর্প। বাংপ্র।

ফুলা, ফোলা—১। স্ফীতি। বি। ২। স্ফীত। বিণ। ৩। স্ফীত হওয়া, ফাঁপিয়া উঠা; ধনবান্ হওয়া; মোটা হওয়া। বাংপ্র। ৪। ফুল্ল হওয়া, ফুটা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুলাএল—ফুটাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুলানো, ফুলনো, ফোলানো—১। স্ফীত করা। বাংপ্র। ২। ফুল্ল করা, ফুটানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফুল্কি—ফিনকি, স্ফুলিঙ্গ। বাংপ্র। বি।

ফুল্ল—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত; প্রফুল্ল। ফুল্ (ফুটা)+ক্ত বা অন্ কর্তৃ; অথবা ফুল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। পুষ্প, ফুল। বি; ক্লী।

ফুল্লদাম—ঊনবিংশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

ফুল্লরা—শ্রীমন্ত সদাগরের জননী। ফুল—রা+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ফুল্ললোচন—১। বিকসিত নেত্র। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। বিকসিত নেত্র-বিশিষ্ট। ফুল্ল লোচন যাহার, বহু। বিণ।

ফুল্লাধর—প্রফুল্ল অধর। কর্মধা। বি; পু।

ফুল্লারবিন্দ—বিকসিত কমল, প্রস্ফুটিত পদ্ম। ফুল্ল যে অরবিন্দ, কর্মধা। বি; ক্লী।

ফুল্লি—বিকাস। ফুল্+ই ভাব। বি; স্ত্রী।

ফুল্লেন্দীবর—প্রফুল্ল পদ্ম, বিকসিত নীল-পদ্ম। ফুল্ল যে ইন্দীবর (পদ্ম), কর্মধা। বি; ক্লী।

ফুল্লেন্দু—পূর্ণচন্দ্র। ফুল্ল যে ইন্দু, কর্মধা। বি; পু। [বাংপ্র। বি।

ফুসকুড়ি—ক্ষুদ্র ব্রণ; একপ্রকার ঘামাচি।

ফুসফুস—শ্বাসযন্ত্র, lungs; ফুলকা; ফিসফিস কথা। বাংপ্র। বি।

ফুসলানো, ফুসলনো—কানে মন্ত্রণা দিয়া ভুলানো বা কুপথগামী করা। বাংপ্র। ক্রি।

ফুসুর-ফুসুর—ক্রমাগত কানে কানে কথা বলা। বাংপ্র। অ।

ফেউ—শৃগালিকা, খেঁকশিয়াল; ফেরু; ক্ষেপা শেয়াল। বাংপ্র। বি। **ফেউ লাগা**—ব্যতিব্যস্ত করা।

ফেঁকড়া, ফেঁকড়ি, ফ্যাঁকড়া—ছোট ডাল, প্রশাখা, অঙ্কুর; প্রধান বিষয় হইতে উদ্ভূত অন্য বিষয়; ফ্যাসাদ, বিঘ্ন। বাংপ্র। বি।

ফেঁকাশে, ফেঁকাসে আপাণ্ডুর, ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

ফেঁসো—পাট প্রভৃতির আঁইশ বা সূক্ষ্ম তন্তু। বাংপ্র। বি।

ফেচাং, ফ্যাচাং বিঘ্ন; ফেঁকড়া, লেজুড়। বাংপ্র। বি।

ফেটা, ফ্যাটা—পাগড়ি; সর্পফণাকৃত জাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফেটানো—নাড়িয়া দাল বাটার ন্যায় ফাঁপানো। বাংপ্র। ক্রি।

ফেটি, ফেটী—ছোট পাগড়ি; সুতা প্রভৃতির গোছা; একরকম ফাঁদী জাল। বাংপ্র। বি।

ফেটিন—'ফিটন' দ্রঃ।

ফেণ, ফেন—ফেনা, গাঁজলা; ভাতের মাড়। স্ফায় (বৃদ্ধি পাওয়া)+ন কর্তৃ। বি; পু।

ফেণী—স্বনামখ্যাত মিষ্টান্ন বিঃ; বড় বাতাসা। ফেণ+ক+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

ফেনক—১। পেঘম। প্রা কপ্র। বি। ২। সাবান। ফেন কৈ+ড কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

ফেনল—ফেনিল, ফেনযুক্ত। ফেন—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ফেনা—ফেন, গাঁজলা। বাংপ্র। বি।

ফেনাগ্র—বুদ্বুদ। ফেনের অগ্র, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ফেনানো—আবর্তন করিতে করিতে ফেনা উৎপাদন করা; ফেটানো; ফেনা উৎপন্ন হওয়া; অতিরঞ্জিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ফেনায়মান—যাহা হইতে ফেনা উঠিতেছে এমন, যাহা ফেনাইতেছে এমন, ফেনিল। ফেন+ক্যঙ্=ফেনায় (নামধাতু)+শান কর্তৃ। বিণ।

ফেনায়িত—যাহা ফেনাযুক্ত হইয়াছে এমন। ফেন+ক্যঙ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ফেনিল—ফেনযুক্ত, সফেন। ফেন+ইল যুক্তার্থে। বিণ।

ফেব্রুয়ারি—ইংরাজী বৎসরের দ্বিতীয় মাস। <ইং 'February'. বি।

ফের—১। বেষ্টন, বেড়; রহস্য; ফাঁপর, দায়, লেঠা, বিভ্রাট, সংকট; পেঁচ; পরিবর্তন ('রকম—'); ন্যূনাধিক্য ('পাল্লার—')। বি। ২। পুনরায়, আবার। বাংপ্র। অ।

ফেরত—ফিরতি, ঘুরতি; প্রত্যাগত; প্রত্যাবর্তন। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ফেরতা, ফেরতু—১। ফেরত, প্রত্যাগত; পালটা। বিণ। ২। গানের যে অংশ পালটাইয়া গাহিতে হয়; দোয়ারকি। বাংপ্র। বি।

ফেরফার—পরিবর্তন, 'মারপ্যাচ', লেঠা, দায়। বাংপ্র। বি।

ফেরা—১। চুন প্রভৃতির মাপের ভাগাড়ি। বাংপ্র। ২। ফের, ফাঁপর, দায়, লেঠা, বিভ্রাট। প্রা কপ্র। বি।

ফেরা—'ফিরা' দ্রঃ।

ফেরা-ফিরি—ঘুরাঘুরি; পুনঃ পুনঃ গমনাগমন; অর্পণ ও প্রত্যর্পণ; অদল বদল। বাংপ্র। বি।

ফেরার—পলায়িত ('আসামী—')। <আ 'ফিরার'। বিণ।

ফেরারী—পলাতক, absconder. আ-মু। বিণ।

ফেরি—১। ভ্রমণপূর্বক বিক্রয়, hawking; নাচগানের পেলা। বাংপ্র। বি। ২। ফের, আবার, পুনরায়। প্রা কপ্র। অ।

ফেরিওয়ালা—যে ফেরি করে। বাংপ্র। বি।

ফেরিস্তা—বিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস-লেখক। ইনি আকবরের রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এবং ঐ সময় পর্যন্ত এক-খানি হিন্দুস্থানের ইতিহাস রচনা করিয়া-ছিলেন।

ফেরু—শৃগাল। ফে (অব্যক্ত শব্দ)—রু (শব্দ করা)+ডু কর্তৃ। বি; পু।

ফেরেব—বঞ্চনা, চাতুরী, জুয়াচুরি; দুষ্ট কৌশল; জাল। <ফা 'ফরেব'। বি।

ফেরেববাজ—দুষ্টকৌশলী; বঞ্চক, ঠক, জুয়াচোর; জালিয়াৎ। ফা-মু। বিণ।

ফেরেববাজি, ফেরেবি—ফেরেববাজের কাজ। ফা-মু। বি।

ফেরো—জল খাইবার ছোট ঘটি, চুমকি। বাংপ্র। বি।

ফেল—১। ত্যক্ত দ্রব্য; উচ্ছিষ্ট বস্তু। ফেল (গমনার্থক)+অল্ কর্ম। বি; পু।

২। দেউলিয়া ; পরীক্ষায় অকৃতকার্য বা অনুত্তীর্ণ। <ইং 'fail'. বি।

ফেলনা—ফেলিয়া দিবার উপযুক্ত, পরিত্যাজ্য, নগণ্য, তুচ্ছ। বাংপ্র। বিণ।

ফেলা—১। ত্যাগ করা, নিক্ষেপ করা ; শেষ করা ; হঠাৎ কিছু করা। ক্রি। ২। বাদ ('— যান না')। বাংপ্র। বিণ।

ফেলাছড়া—অযত্নে ছড়ানো, তছনছ বা নষ্ট। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ফেলানো—ক্ষেপণ বা নিক্ষেপ করা ; ছড়ানো ; বিস্তার করা। বাংপ্র। ক্রি।

ফৈজি—দিল্লীর আমীর খসরুর পরে ইঁহার ন্যায় উচ্চশ্রেণীর পারসীক কবি ভারতবর্ষে আর কেহ ছিলেন না। ইঁহার প্রকৃত নাম আবুল ফয়েজ। আকবরের ১২শ বর্ষীয় রাজত্বকালে ইনি এই মোগল-সম্রাটের অধীনে রাজকবি পদে নিযুক্ত হন। ছয় বৎসর পরে ইঁহার ভ্রাতা আবুল ফজলকে সম্রাটের সকাশে পরিচিত করাইয়া রাজকর্মে প্রবিষ্ট করান। আকবর নিজে সংস্কৃতের অনুরাগী ছিলেন। ফৈজিও উত্তম সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে ফৈজিই সর্বপ্রথম হিন্দুদর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি ভাস্করাচার্যের বীজগণিত ও লীলাবতী এবং আরও কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্য ও দর্শনের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করেন। একখানি বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেলের কিয়দংশ ও কাশ্মীরের ইতিহাস অনুবাদেও ইনি সহায়তা করিয়াছিলেন। আকবরের নবধর্ম প্রচলন চেষ্টায় ইনি ও আবুল ফজল বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ফৈজির মৃত্যু হয়।

ফোই—ছড়াইয়া, মেলিয়া বা খুলিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ফোঁটা—১। বিন্দু, কণিকা ; তিলক ('ভাই- '), কপালের টিপ। বি। ২। ক্ষুদ্র, একরত্তি ('এক - ছেলে')। বাংপ্র। বিণ।

ফোঁড়—সেলাই কালে সূচিচালনা, রন্ধ্র, ছেঁদা, ফুটা, বিঁধ। বাংপ্র। বি।

ফোঁপরা—১। শূন্যগর্ভ, ভিতরে খালি, অন্তঃসারশূন্য ; বহু ছিদ্রবিশিষ্ট, ঝাঁজরা। বিণ। ২। ফুসফুস ; ফুলকা, কোঁপল। বাংপ্র। বি।

ফোঁপল—১। নারিকেল ফলের উদরমধ্যে সঞ্জাত বীজাঙ্কুর। বি। ২। শূন্যগর্ভ, অন্তঃসারশূন্য, অসার ; কার্যহীন শুধু বাক্‌চতুর। বাংপ্র। বিণ।

ফোঁপানো—গুমরে কাঁদা ; (রেগে) গরগর করা। বাংপ্র। ক্রি।

ফোঁস—সাপের গর্জন ; ক্রোধসূচক নিশ্বাসাদির শব্দ ; তেজঃ। বাংপ্র। অ।

ফোকর—রন্ধ্র, ছিদ্র, ফাঁক। বাংপ্র। বি।

ফোকলা—দন্তহীন, অদন্ত। বাংপ্র। বিণ।

ফোটোগ্রাফ—আলোকচিত্র। < ইং 'photograph'. বি।

ফোড়ন—সম্বরা ; সম্বরা মসলা ; কথার উপর টিপ্পনী। বাংপ্র। বি। **ফোড়ন দেওয়া**—কথার মধ্যে কথা বলা ; কথার উপরে উত্তেজক কথা বলা।

ফোড়া, ফোঁড়া ১। স্ফোটক, ব্রণ ; বিদ্ধকরণ ; ছিদ্র। বি। ২। বিদ্ধ বা ছিদ্র করা। বাংপ্র। ক্রি।

ফোতো অন্তঃসারশূন্য, অসার, লোক-দেখানো ('— নবাবি')। আ। বিণ।

ফোনোগ্রাফ—ফনোগ্রাফ (তাহা দ্রঃ)।

ফোয় ফুঁ, ফুৎকার। প্রা কপ্র। বি।

ফোয়ারা কৃত্রিম উৎস। বাংপ্র। বি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ—বঙ্গদেশে ইংরেজ-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে এদেশের শাসন ও বিচারকার্য নির্বাহার্থ যে সকল সাহেব কর্মচারী প্রথম প্রথম বিলাত হইতে এদেশে আসিতেন, তাঁহারা এদেশের ভাষা না জানায় সুচারুরূপে আপনাদের কার্য নির্বাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি "ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ" নামক একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় পরিচালনার্থ এ দেশের কতিপয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতকে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার অন্যতম। খ্যাতনামা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও কিছুকাল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক ছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ—কলিকাতার প্রসিদ্ধ ইংরেজ দুর্গ। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনখানি গ্রাম বাঙ্গালার শাসনকর্তা আওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমের নিকট হইতে ক্রয় করেন। ইহার দুই বৎসর পূর্বে ইঁহারা সুতানুটি গ্রামের কুঠিরকার্য ঐখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া তদানীন্তন ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে তাহার নাম ফোর্ট উইলিয়ম রাখেন। অধুনা কলিকাতার গড়ের মাঠে যে সুদৃঢ় দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অবশ্য ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নির্মিত সেই দুর্গ নহে। সে দুর্গ একণে লয়প্রাপ্ত। একণে অনেকেই বর্তমান জেনারেল পোস্ট-অফিসের সংলগ্নস্থল সেই দুর্গের অবস্থিতি স্থান বলিয়া নির্দেশ করেন। বর্তমান দুর্গটি পরে নির্মিত হইয়াছে।

ফোর্ড, হেনরী (Ford, Henry)—(১৮৬৩—১৯৪৭ খ্রীঃ)। ফোর্ড-নামক মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। প্রসিদ্ধ কর্মবীর ও ধনকুবের।

ফোলা—'ফুলা' দ্রঃ।

ফোস্কা, ফোসকা—জলীয় পদার্থ-পূর্ণ স্ফোটক বিঃ ; লুচি আদির ফোলা স্তর বিঃ। বাংপ্র। বি।

ফৌজ—সেনা। আ। বি।

ফৌজদার—সেনানায়ক ; মুসলমান শাসনকালে ম্যাজিস্ট্রেট, কোতোয়াল, শহর-কোটাল। আ। বি।

ফৌজদারি—১। দেশশাসন সংক্রান্ত ; ম্যাজিস্ট্রেট সম্বন্ধীয়। বিণ। ২। ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম ; মারামারি বা কাটাকাটি বা অপরাধসংক্রান্ত মামলা। আ-মু। বি।

ফৌত—১। মৃত্যু। বি। ২। উত্তরাধিকার না রাখিয়া মৃত। আ। বিণ।

ফৌতী—মৃত্যু, খতম, বিনাশ ('— কেরারি')। ফা-মু। বি।

ফ্যা-ফ্যা নিষ্কর্মাভাবে ভ্রমণ বা দোর দোর ঘোরাফেরা ('— করা')। বাংপ্র। বি।

ফ্যারাডে, মাইকেল (Faraday, Michael)—(১৭৯১—১৮৬৭ খ্রীঃ)। খ্যাতনামা ইংরেজ বিজ্ঞানী। বিদ্যুৎ (electricity) সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া ইনি অনেক নূতন তথ্য প্রচার করেন।

ফ্যালফ্যাল -অর্থহীন বা বিস্ময়-বিস্ফারিত-ভাব (' চাহনি')। বাংপ্র। অ।

ফ্যাশান, ফ্যাশন—প্রচলিত ধারা বা পদ্ধতি, রেওয়াজ ; শৌখিন রীতি। <ইং 'fashion'. বি।

ফ্রক—ঘাগরা। <ইং 'frock'. বি।

ফ্রয়েড, সিগমুণ্ড (Freud, Sigmund)—(১৮৫৬—১৯৩৭ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ মনস্তত্ত্ববিদ্। ইনি অস্ট্রিয়াবাসী ছিলেন। মনঃসমীক্ষণ বিজ্ঞানের ইনি প্রবর্তক।

ফ্র্যাঙ্কলিন, বেঞ্জামিন (Franklin, Benjamin)—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিত এবং দেশহিতৈষী। ১৭০৬ খ্রীষ্টাব্দে বোস্টন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের কার্য শিক্ষা করিয়া ক্রমে তাহাতে বিলক্ষণ পারদর্শিতা লাভ করেন। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বিখ্যাত 'ক্যালেণ্ডার' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে নানাবিষয়ক উপদেশপূর্ণ প্রবন্ধ সকল স্থান পাইত। ইঁহার সেই

প্রস্তাবসমূহ এমন উৎকৃষ্ট যে, অদ্যাপি সেগুলি সাগ্রহে অধীত হইয়া থাকে।

অতঃপর রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া ফ্রাঙ্কলিন সাধ্যানুসারে স্বদেশের হিতসাধনে যত্নপরায়ণ হইলেন। ইউনাইটেড্ স্টেটস্ রাজ্যের স্বাধীনতার নিমিত্ত প্রবল-প্রতাপ ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইনি স্বদেশের দূত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। তাহার পর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্ নগরে কিছুদিন স্বদেশের দৌত্য-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইউনাইটেড্ স্টেটস্ স্বাধীনতা লাভ করিলে, ইনি হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। অতঃপর ইনি স্বদেশের উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিয়া বিবিধ লোকহিতকর কার্যের অনুষ্ঠান করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া ইনি বিজ্ঞানানুশীলনে ক্ষান্ত হন নাই। ইনি ঘুড়ির সাহায্যে মেঘের বৈদ্যুতিক নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়া বিজ্ঞানজগৎকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চতুরশীতিতম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই মহাত্মা ইহলোক ত্যাগ করেন।

ফ্রান্স, আনাতোলে (France, Anatole)—(১৮৪৪—১৯২৪ খ্রীঃ)। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণের অন্যতম। ইহার প্রকৃত নাম Jacques Anatole Thibault. 'থেই', 'রেড লিলি' প্রভৃতি ইহার বিখ্যাত পুস্তক।

ফ্রান্সিস্, সার ফিলিপ (Sir Philip Francis)—জন্ম ২২শে অক্টোবর, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন্ হেস্টিংসের নবগঠিত কৌন্সিলের অন্যতম সদস্যরূপে নিযুক্ত হইয়া, ইনি অপর সদস্যদ্বয়, মন্‌সন্ ও ক্লেভারিঙের সহিত ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর ভারতে আসেন। ইঁহারা তিন জনেই হেস্টিংসের বিরুদ্ধে মত দিয়া সংখ্যাধিক্য হেতু তাঁহাকে পরাস্ত করেন। একবার মনোবাদ উপলক্ষে ফ্রান্সিস্ ও হেস্টিংসের সহিত পিস্তলের সাহায্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ হয় (১৭ই অগস্ট, ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে)। তাহাতে ফ্রান্সিস্ আহত হন। ঐ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইনি ভারত ত্যাগ করিয়া যান। এখানে অবস্থিতি সময়ে ইনি মাডাম গ্রাণ্ডের সহিত অবৈধ প্রণয় হেতু অভিযুক্ত হন। বিচারফলে ইঁহাকে ৪০,০০০৲ টাকা সেই রমণীর স্বামীকে খেসারতস্বরূপে দিতে হয়। ইংলণ্ডে Junius letters অভিহিত যে ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, এক্ষণে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইনিই তাহার লেখক। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে ডিসেম্বর ইনি দেহত্যাগ করেন।

ফ্রেম—ঠাট, কাঠামো ('ছবির --')। <ইং 'frame'. বি।

ফ্লানেল—পশমী বস্ত্র বিঃ। <ইং 'flannel'. বি।

ফ্লেমিং, আলেকজাণ্ডার (Fleming, Sir Alexander)—(জন্ম ১৮৮১ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী। ইনি পেনিসিলিনের আবিষ্কারক। ১৯৪৫ খ্রীঃ ইনি নোবেল প্রাইজ পান।

ব—১। ত্রয়োবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ। ২। বক্ষঃস্থল; বায়ু; বরুণ; বাসস্থান; বাহু। বা (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ৩। মন্ত্র বিঃ; বস্ত্র। বি; ক্লী। ৪। সাদৃশ্য। অ। ৫। তাঁতের যে সূত্রনির্মিত ফাঁসে টানার সূতা এক একটি ঝুলিতে থাকে। বাংপ্র। বি।

বআটে, বকাটে. বখাটে—যে একেবারে বহিয়া গিয়াছে, অধঃপাতগত, চরিত্রহীন; অতি বাচাল, জেঠা, কাজিল। বাংপ্র। বিণ।

বই—১। বহি, পুস্তক; খাতা। বি। ২। বহন করি; ব'হয়া, ব্যাপিয়া। ক্রি। ৩। ভিন্ন, ব্যতীত, বিনা। বাংপ্র। অ। ৪। বাহিত, চালিত; ব্যাপ্ত, ঘোষিত, রাষ্ট্র। প্রা কপ্র। বিণ।

বইঠা, বোটে—নৌকার ছোট দাঁড়। < বহিত্র। বি।

বউ, বৌ—বধূ, পত্নী, স্ত্রী, বিবাহিতা কন্যা, কনে; পুত্রবধূ; কুলবধূ; ভ্রাতৃবধূ। বাংপ্র। <বধূ। বি; স্ত্রী।

বউ-কথা-কও—পক্ষী বিঃ (ডাক হইতে নাম)। বাংপ্র। বি।

বউ-কাঁটকী—বধূর কণ্টকস্বরূপা শাশুড়ী; যে স্ত্রীলোক বধূকে যন্ত্রণা দেয়। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

বউড়ী—বালিকা বা যুবতী বধূ। বাংপ্র।

বউদিদি, বৌদিদি—বড় ভাইয়ের স্ত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বউনি—বিক্রয় আরম্ভে প্রাপ্ত মূল্য; দিনের প্রথম বিক্রয়; বহন করিবার মজুরি। বাংপ্র। বি।

বউভাত, বৌভাত—নববধূর রাঁধা ভাত, পাকস্পর্শ। বাংপ্র। বি।

বউল, বোল—ফলের কুঁড়ি, আম ইত্যাদির ফুল বা মুকুল। <মুকুল। বি।

বওয়াটে, বখা, বখাটে, বয়াটে—বাচাল; বখাটে, অসৎসংসর্গে নষ্ট বালক, বআটে। বাংপ্র। বিণ।

বংশ—অন্বয়, কুল, গোত্র; একগোত্রজাত, পূর্বপুরুষ বা উত্তরপুরুষ; বাঁশ; বাঁশী; বর্গ; সমূহ; পর্ব; নাসাবিবর; গৃহের ঊর্ধ্বকাষ্ঠ; পৃষ্ঠদণ্ড। বন্ (সেবা করা ইত্যাদি)+শ কর্ম। বি।

বংশকর্পূর—বংশলোচন। বি; পু।

বংশক্ষীরী—বংশলোচন। বংশক্ষীর+ঈপ্ সংজ্ঞার্থে। বি; স্ত্রী।

বংশগৌরব—কুলগরিমা, বংশের মর্যাদা বা গর্ব। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বংশজ—বংশজাত, বাঁশ হইতে উৎপন্ন; সদ্বংশজাত, সৎকুলোদ্ভব; অকুলীন, মৌলিক। বংশ হইতে জন্মে যে, উপতৎ; বংশ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বংশধর—১। কুলরক্ষক; কুলবর্ধন, কুলোদ্বহ। বংশের ধর (ধারক), ৬তৎ। বিণ। ২। সন্তান, উত্তরপুরুষ। বি; পু।

বংশনালিকা—বাঁশের বাঁশী। বংশ নির্মিতা নালিকা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বংশপত্র—১। বাঁশের পাতা। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। নল। বংশপত্র+অ সাদৃশ্যার্থে। বি; পু।

বংশপত্রক—বাঁশপাতা মাছ; নলখাগড়া; সাদা আখ। বংশের পত্রের ন্যায় পত্র যাহার, বহু। বি; পু।

বংশপরম্পরা—পরপর বংশের লোকসকল; বংশানুক্রম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বংশবৃদ্ধি—বংশের বাড়, সন্তানসন্ততির সংখ্যাধিক্য; কুলের উন্নতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বংশমর্যাদা—কুলগৌরব, বংশের সম্মান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বংশরোচনা, বংশলোচনা—বাঁশের মধ্যস্থ শ্বেতবর্ণ দ্রব্য বিঃ, ইহা ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়, বংশলোচন, tabashir. বংশ (বাঁশ)—রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বংশলোপ—কুলনাশ, বংশ বিলুপ্ত হওয়া। ৬তৎ। বি; পু। [স্ত্রী।

বংশশর্করা—বংশরোচনা। মধ্যপ। বি;

বংশশলাকা—বাঁশের শলা, বাখারি; চোঁচালি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বংশস্থ—বংশে স্থিত। বংশে থাকে যে, উপতৎ; বংশ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ। [৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বংশস্থিতি—কুলের স্থায়িত্ব, বংশরক্ষা।

বংশাগ্র—বাঁশের আগা বা ডগা, ডগলা। বংশের অগ্র, ৬তৎ। বি; পু।

বংশাঙ্কুর—বাঁশের কোঁড়া। ৬তৎ। বি; পু।

বংশানুক্রম—বংশপরম্পরা; পুরুষপরম্পরা। বংশের অনুক্রম, ৬তৎ। বি; পু।

বংশানুক্রমিক—বংশপরম্পরাক্রমে বা পুরুষপরম্পরাক্রমে আগত। বংশানুক্রম + ষ্ণিক। বিণ।

বংশানুক্রমে বংশপরম্পরাক্রমে, পুরুষ-পরম্পরায়। বংশের অনুক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বংশানুচরিত—বংশের চরিত্র বর্ণন; পুরাণের পঞ্চ লক্ষণের এক লক্ষণ। বংশের অনুচরিত, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বংশাবতংস—কুলভূষণ, বংশের অলংকার-স্বরূপ; কুলোজ্জ্বলকারী। বংশের অবতংস (ভূষণ), ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

বংশাবলী পূর্বপুরুষগণের নামাবলী, কুলজী, genealogy. বংশের আবলী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বংশিক—১। বংশজাত। বংশ + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। ২। অগুরু। বি; স্ত্রী।

বংশিকা—বাঁশী। বংশী + কণ্ স্বার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

বংশী—মুরলী, বাঁশী। বংশ + ষ্ণ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বংশীদাস চক্রবর্তী—(১৬শ শতক)। ময়মনসিংহ জেলাবাসী 'মনসামঙ্গলে'র গীতিকার। দ্বিজ বংশীদাস নামেই বেশী পরিচিত। কন্যার নাম চন্দ্রাবতী।

বংশীধর—মুরলীধর, শ্রীকৃষ্ণ। বংশীর ধর (ধারক), ৬তৎ। বি; পু।

বংশীধ্বনি বংশীরব, বাঁশীর শব্দ। ৬তৎ। বি; পু।

বংশীবট—বৃন্দাবনস্থ বটবৃক্ষ বিঃ; শ্রীকৃষ্ণ এই বৃক্ষতলে বসিয়া বংশীবাদন করিতেন। বি; পু।

বংশীবদন মুরলীধর, শ্রীকৃষ্ণ। বংশী বদনে যাহার, বহু। বি; পু।

বংশীবয়ান—বংশীবদন, শ্রীকৃষ্ণ। কপ্র। বি; পু।

বংশীবাদন—বাঁশী বাজান। ৬তৎ। [বি; ক্লী।

বংশীয়, বংশ্য—বংশে জাত; সৎকুলোদ্ভব। বংশ + ঈয়, য্য ইদমর্থে। বিণ।

বঁইচি, বৈঁচ—জামের ন্যায় অম্লমধুর ক্ষুদ্র ফল ও তাহার বুনা কাঁটাগাছ। বাংপ্র। বি।

বঁটি—মাছ ও কুটনা প্রভৃতি কাটাকুটা করিবার অস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

বঁড়শি—মৎস্য ধরিবার বক্রমুখ লৌহকণ্টক। বাংপ্র। বি।

বঁধু সখা, প্রণয়ী, নায়ক। < বন্ধু। বি।

বঁধুয়া—বঁধু, বন্ধু, নাগর, নায়ক। কপ্র। বি।

বক—১। জলচর পক্ষী বিঃ; পুষ্পবৃক্ষ বিঃ; যন্ত্র বিঃ; কুবের। বন্‌ক (গমন করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

২। জনৈক দৈত্য, মথুরারাজ কংসের অনুচর। এই দৈত্য কংসের আদেশে ব্রজপুরে গমনপূর্বক পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে তিনি ইহার ঠোঁট দুইটি ধরিয়া চিরিয়া ফেলিয়া ইহাকে শমনসদনে প্রেরণ করেন।

৩। জনৈক রাক্ষস। এই বক রাক্ষস একচক্রা গ্রামের নিকটস্থ বনে বাস করিত এবং একচক্রাবাসীদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার করিত। অবশেষে তাহারা এই নিয়মে আবদ্ধ হইয়া রাক্ষসের দৌরাত্ম্য হইতে অব্যাহতি লাভ করে যে, প্রতিদিন ইহার ভক্ষণার্থ প্রচুর ভক্ষ্যদ্রব্য এবং এক একটি মনুষ্য প্রেরণ করিতে হইবে। পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে পলায়ন করিয়া একচক্রা গ্রামে কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রচ্ছন্নভাবে বাস করিবার কালে একদা সেই গৃহস্থেরই একজন লোককে বকের আহারার্থ প্রেরণের দিন আসিয়া উপস্থিত হইলে পরিজনবর্গ মধ্যে মহা ক্রন্দনরোল উত্থিত হইল। কুন্তী দেবী সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মধ্যম পুত্র ভীমকে খাদ্যদ্রব্য সহ রাক্ষসের নিকট যাইতে আদেশ করেন। তদনুসারে ভীম তথায় গমন করিলে উভয়ে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, এবং তাহাতে রাক্ষস ভীমের হস্তে নিপাতিত হয়।

বককড়ি প্রাচীন বাদ্য বিঃ। প্রা কপ্র। [বি।

বকজিৎ—শ্রীকৃষ্ণ, ভীম। বককে জয় করিয়াছেন যিনি, উপতৎ; বক—জি (জয় করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

বকঠুঁটো—গাংদাড়া মাছ। বাংপ্র। বি।

বকধার্মিক—কপট ধার্মিক, যে মুখে ধর্ম ধর্ম বলে, অথচ অন্তরে অন্তরে অনিষ্ট চেষ্টা করে। বকসদৃশ ধার্মিক, মধ্যপ। বিণ।

বকধ্যান—কপট ধ্যান। প্রা কপ্র। বি।

বকনা—বৎসতরী; নই বাছুর; অল্পবয়স্কা বা অপ্রসূতা গবী। < বষ্কয়নী। বি; স্ত্রী।

বকনিসূদন, বকবৈরী (-রিন্) শ্রীকৃষ্ণ; ভীম। ৬তৎ। বি; পু।

বকনো গোলাকার পিত্তলের হাঁড়ি বিঃ। বাংপ্র। বি।

বকপঞ্চক—কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী অবধি পঞ্চতিথি। বি; ক্লী।

বকবক—অনর্গল বকা বা কথা কওয়া, বাজে বকুনি। বাংপ্র। বি।

বক-বকম, -বকুম—পায়রার প্রণয়ব্যঞ্জক ডাক। বাংপ্র। অ।

বকবৃত্তি—১। বকব্রতী ('বকব্রতী' দ্রঃ), বকধার্মিক, ভণ্ড, প্রবঞ্চক। বকের ন্যায় বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। বিণ। ২ ধর্মধ্বজী ভণ্ড ও স্বার্থপর ব্যক্তি। বি; পু

৩। বকধার্মিকতা, ভণ্ডামি, কপট সাধুতা। বকের বৃত্তি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বকবৈরী 'বকনিসূদন' দ্রঃ।

বকব্রতী (-ব্রতিন্)—বকবৃত্তি, বকধার্মিক, ভণ্ড বঞ্চক। বকের ব্রত = বকব্রত, ৬তৎ। বকব্রত + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। [বক-ব্রতীর লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে :— "অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ। শঠোমিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥" অর্থাৎ সর্বদা অধোদৃষ্টিসম্পন্ন, স্বার্থপর, ছলনাপরায়ণ, শঠ এবং মিথ্যা-বিনয়ী ব্যক্তিই বকব্রতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।]

বকম-কাঠ—কাষ্ঠ বিঃ, sappan wood [ইহা হইতে লাল রং প্রস্তুত হয়]। বাংপ্র। বি।

বকযন্ত্র—চোলাই করিবার যন্ত্র; পাতনযন্ত্র; retort, still; ভারী বস্তু উত্তোলনের লৌহযন্ত্র, crane. বকের ন্যায় যন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বকর, বকরা—ছাগল। < বর্কর। বি।

বকর-ঈদ্—মুসলমানী পর্ব বিঃ। আ। বি।

বকরী ছাগ বা ছাগী। বাংপ্র। বি।

বকরীদ—ইদুজ্জোহা, মুসলমান পর্ব বিঃ। আ-মু। বি।

বকলম—অন্যের কলম দ্বারা [যে ব্যক্তি লিখিতে জানে না সে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতে হইলে কলম স্পর্শ করিয়া অন্যের দ্বারা নাম লিখাইয়া লয়—ইহাকেই বকলম বলে]। ফা-আ। ক্রি-বিণ।

বকলস, বগলস কোমরবন্ধ প্রভৃতি আটকাইবার খিল। < ইং 'buckles'. বি।

বকা ১। অধিক কথা বলা, ভর্ৎসনা করা; বৃথা বাচালতা করা; গালি দেওয়া। ক্রি। ২। যে অধিক কথা বলে, বাচাল, ফাজিল; কপটী; বকতুল্য ভণ্ড; বকাটে, চরিত্রহীন। বাংপ্র। বিণ।

বকামি—'বখামি' দ্রঃ।

বকাণ্ডপ্রত্যাশা দুর্লভ বস্তুলাভের প্রত্যাশা, বিফল আশা। বকের অণ্ড, ৬তৎ; তাহার প্রত্যাশা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ('ন্যায়' দ্রঃ)।

বকানো—অনর্থক অধিক কথা বলানো। বাংপ্র। ক্রি। [বি।

বকাবকি—বাদবিতণ্ডা; তিরস্কার। বাংপ্র।

বকারি—শ্রীকৃষ্ণ; ভীম। বকের অরি, ৬তৎ। বি; পু।

বকাল, বক্কাল—উপকরণ; ঔষধের উদ্ভিজ্জ উপাদান; বেনেতি মসলা। বাংপ্র। বি।

বকুনি—বকাবকি; বেশী বকা; ধমকানি, তিরস্কার। বাংপ্র। বি।

বকুল—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষ বিঃ। বচ্ (বলা)+উকুল কর্ম। বি; পু। ২। বকুল ফুল। বি; ক্লী।

বকেয়া—সাবেক, পূর্বের, আগেকার, পুরাতন; বাকী, অবশিষ্ট। < আ 'বকায়া'। বিণ।

বক্তব্য—১। কথিতব্য, কথনীয়, কথ্য; নিন্দনীয়; হীন। বচ্ (বলা)+তব্য কর্ম। বিণ। ২। কথন; বাক্য, বাচ্য; নিন্দা। বচ্+তব্য ভাব। বি; ক্লী।

বক্তা, বক্তার—যে বেশী বকে, বাচাল। বাংপ্র। বিণ।

বক্তা (বক্তৃ)—কথক; বাক্‌পটু, বাগ্মী; বক্তৃতাকারী। বচ্ (বলা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বক্ত্রী**।

বক্তৃতা—বাক্‌পটুতা, বলিবার শক্তি; কথকতা; আলাপ, অভিভাষণ; বাগ্‌বিন্যাস। 'বক্তা' (বক্তৃ) দ্রঃ। বক্তৃ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বক্ত্র—বদন, মুখ; বৈদিক ছন্দোবিশেষ। বচ্ (বলা)+ত্র করণ। বি; ক্লী।

বক্ত্রজ ১। মুখজাত। বক্ত্র হইতে জন্মে যে, উপতৎ, বক্ত্র (মুখ)—জন্ (জন্মা) +ড কর্তৃ। বিণ। ২। ব্রাহ্মণ [কারণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন]। বি; পু।

বক্ত্রাসব মুখামৃত, লালা, থুথু। ৬তৎ। বি; পু।

বক্র—১। কুটিল, বাঁকা; ক্রূর; শঠ। বন্‌ক্ +র কর্তৃ। বিণ। ২। নদীর বাঁক। বি; ক্লী। ৩। মঙ্গলগ্রহ; ত্রিপুরাসুর; রুদ্র; তালের দুই মাত্রার অঙ্গ; শনিগ্রহ। বি; পু।

বক্রগ্রীব—১। বাঁকা গলাবিশিষ্ট। বক্রা গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ। ২। উষ্ট্র। বি; পু।

বক্রণ, বক্রণা বক্রীকরণ; বাঁকানো। বন্‌ক্ (কুটিল করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে বন্‌ক্+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বক্রপুচ্ছ, বক্রলাঙ্গুল—১। যাহার লেজ বাঁকা এরূপ। বহু। বিণ। ২। কুক্কুর। বি; পু। ৩। বাঁকা লেজ। কর্মধা। বি; ক্লী।

বক্রাঙ্গ—১। কুটিল অবয়ববিশিষ্ট। বক্র (বাঁকা) অঙ্গ (অবয়ব) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**বক্রাঙ্গী**। ২। কুটিল অবয়ব। কর্মধা। বি; ক্লী।

বক্রিম—১। বক্রতা, কৌটিল্য; ক্রূরতা; শাঠ্য। বন্‌ক্ (কুটিল হওয়া)+ক্রিমচ্ ভাব। বি; পু। ২। বক্র, কুটিল, বাঁকা। বন্‌ক্+ক্রিমচ্ কর্তৃ। বিণ।

বক্রিমা (-মন্)—বক্রতা, কৌটিল্য; ক্রূরতা; শঠতা। বক্র+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

(বক্রিন্) বক্রযুক্ত; পশ্চাদ্‌গতিযুক্ত ('গ্রহ')। বক্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **বক্রিণী**।

বক্রী—বাকী। বাংপ্র। বিণ।

বক্রোক্তি—ব্যঙ্গোক্তি, শ্লেষোক্তি, innuendo; কুটিল বাক্য; কাব্যালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বক্রা যে উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বক্ষঃ (বক্ষস্)—উরঃস্থল, বুক; হৃদয়। বহ (বহন করা), বচ্ (বলা), বা বক্ষ (সঙ্ঘাত ক।)+অস্ কর্তৃ। বি ক্লী।

বক্ষঃস্থল—উরঃস্থল, বুক। বক্ষঃই স্থল, কর্মধা। বি; ক্লী।

বক্ষঃস্পন্দন বক্ষঃকম্পন, বুকের কাঁপুনি বুক ধুকধুক করা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বক্ষোজ—স্ত্রীলোকের স্তন, কুচ। উপতৎ; বক্ষস্—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

বক্ষোনিঃসৃত—বুক হইতে বহির্গত। বক্ষঃ হইতে নিঃসৃত, ৫তৎ। বিণ।

বক্ষোরুহ—কুচ, স্তন। উপতৎ; বক্ষস্ (বুক) রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

বক্ষ্যমাণ যাহা পরে বলা যাইবে বা যাইতেছে এরূপ, বক্তব্য। বচ্ (বলা)+স্যমান কর্ম। বিণ।

বক্সার—বিহার রাজ্যে সাহাবাদ জেলার মহকুমা ও শহর। শহরটি গঙ্গার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত। এই শহরে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর স্যার হেক্টর মনরোর নেতৃত্বে চালিত ইংরাজ সৈন্য, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং বঙ্গের নবাব মিরকাসিমের মিলিত সৈন্যদলকে পরাভূত করে।

বক্সী, বক্‌শী—সেনাপতি, মুসলমান আমলের কর্মচারী বা কোন পদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। তু। বি।

বখতিয়ার খিলিজি—ভারতে মুসলমান-রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ঘোরীর অন্যতম সেনাপতি। ইনি একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। ইনি ১১৯৭ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা ও মগধ জয় করেন। অনন্তর ইনি শুনিতে পাইলেন যে বাঙ্গালা রাজ্যের সেনাবল নাই, দুর্গাদি অরক্ষিত ও অকর্মণ্য অবস্থায় আছে, দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে থাকায় বাঙ্গালা দুর্বলতার চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে। তাহার উপর আবার রাজা লক্ষ্মণসেন অশীতিবর্ষবয়স্ক স্থবির, মন্ত্রীরা রাজ্যের কল্যাণ সম্বন্ধে উদাসীন, —সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং বখতিয়ার বাঙ্গালা জয়ের এরূপ সুবিধা আর হইবে না মনে করিয়া সসৈন্যে লক্ষ্মণসেনের তদানীন্তন রাজধানী নবদ্বীপ অভিমুখে গোপনে যাত্রা করিলেন, এবং রাজধানীর অনতিদূরে একটি বনমধ্যে সৈন্যদিগকে লুকাইয়া রাখিয়া স্বয়ং কেবল সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সেনাসহ সহসা রাজভবনে প্রবেশ করিলেন। মুসলমানের দর্শনমাত্রেই বৃদ্ধ রাজা ত্রস্ত হইয়া রাজভবনের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া সপরিবারে নৌকারোহণে পলায়ন করিলেন (১১৯৯ খ্রীঃ)। এইরূপে সুপ্রসিদ্ধ গৌড় ও নবদ্বীপ বিনা বাধায় বখতিয়ার অধিকার করিয়া লইলেন। অতঃপর বখতিয়ার কামরূপ জয় করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হন, এবং স্বকীয় বিশ্বাসঘাতক অনুচরের হস্তে নিহত হন।

বখরা—ভাগ, অংশ। ফা। বি।

বখরাদার—ভাগীদার, অংশীদার। ফা। বি বা বিণ।

বখা, বকা—নীতিভ্রষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

বখানো, বকানো—বখিয়ে দেওয়া, বখাট করা। বাংপ্র। ক্রি।

বখামি, বকামি, বকামো—ধৃষ্টতা, প্রগল্‌ভতা; বখে যাওয়া, বওয়াটেগিরি। বাংপ্র। বি।

বখেড়া—কলহ, ঝগড়া; ঝামেলা, গোলযোগ; বাধা, 'বাখড়া'; ব্যাঘাত। হি। বি।

বগ, বগা—১। বকপাখী; বিদ্রূপচ্ছলে বকের গলার মত বাঁকানো হাত ('— দেখানো')। বি। ২। বকতুল্য; শ্বেত, সাদা। বাংপ্র। বিণ।

বগয়রহ—ইত্যাদি, 'বিলকুল' (আদালতী ভাষায়)। < আ 'বগইরহ্'। অ।

বগল—কক্ষ, বাহুমূল; পার্শ্ব, পাশ, নিকট। ফা। বি। **বগল বাজানো** সফলতাহেতু আহ্লাদে আটখানা হওয়া। [বি।

বগলদাবা—বগলে চাপিয়া ধরা। বাংপ্র।

বগলা, বগলামুখী—দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক মহাবিদ্যা। বি; স্ত্রী।

বগলি, বগলী—ছোট থলি, জামার পকেট। ফা। বি।

বগা—বক (ব্যঙ্গচ্ছলে)। বাংপ্র। বি। স্ত্রী—**বগী**।

বগাহ—অবগাহন, জলে অবতরণপূর্বক স্নান। অব—গাহ্ (স্নান)+অল্ ভাব। বি; পু।

বগি—১। কাতান, খাঁড়া; অনুচ্চ কানাবিশিষ্ট এক রকম কাঁসার থালা। বাংপ্র। ২। এক রকম দুই চাকাবিশিষ্ট এক ঘোড়ার হালকা গাড়ি। < ইং 'buggy'. বি।

বঙ্ক—১। বক্র, বাঁকা। বন্‌ক্ (কুটিল হওয়া) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। নদীর বাঁক। বি; পুং।

বঙ্কবিহারী (-রিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বি; পুং।

বঙ্কা—১। বক্রা। বঙ্ক + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পলায়ন, পালান। বি; স্ত্রী। ৩। বাঁকা, বক্র। প্রা কপ্র। বিণ।

বঙ্কিম—বক্র, বাঁকা, কুটিল। বাংপ্র। বিণ।

বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্কিমবিহারী—শ্রীকৃষ্ণ। বাংপ্র। বি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার। চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতী কাঁটালপাড়া গ্রামে ১৮৩৮ খ্রীঃ ২৭শে জুন (শকাঃ ১৭৬১, ১৩ই আষাঢ়) রাত্রি ৯টার সময় ইঁহার জন্ম হয়; ইঁহার পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন এবং বহুদিন গভর্নমেণ্টের অধীনে ডেপুটি কলেক্টরের কার্য করিয়া খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় রামপ্রাণ সরকার গুরুমহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং তৎপরে হুগলি কলেজে ও কলিকাতার হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত ও হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে ইনি সেই বৎসরই উক্ত কলেজ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম "বি. এ." পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। গভর্নমেণ্টও সঙ্গে সঙ্গে ইঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। অতঃপর ইনি "বি. এল্." পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ (১৮৫৮ খ্রীঃ ২৩শে অগস্ট) ইনি যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। পরে নানাস্থানে বদলী হইয়া শেষে আলিপুরে আসেন। আলিপুরই তাঁহার শেষ কর্মস্থল। অতীব দক্ষতার সহিত কার্য করিয়া ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি পেনসনসহ অবসর গ্রহণ করেন। ইনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে নববর্ষ উপলক্ষে "রায় বাহাদুর", এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে "সি. আই. ই." উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীঃ একাদশ বৎসর বয়সে এক পঞ্চবর্ষীয়া বালিকার সহিত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। কিন্তু ২২ বৎসর বয়সে ইনি বিপত্নীক হন, এবং হালিশহরে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। ইঁহার দ্বিতীয়া পত্নীর নাম রাজলক্ষ্মী দেবী।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অসাধারণ মেধাবী, তেমনই কর্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। কর্তব্য কর্মের সম্পাদনে অনেক সময় ইঁহার জীবন সংকটাপন্ন হইয়াছে, তথাপি ইনি তাহা হইতে কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত বা পশ্চাৎপদ হন নাই। কি ধনবান্, কি নির্ধন, কি স্বদেশী, কি বিদেশী সকলের সম্বন্ধেই ইনি আইনের বিধানানুসারে তুল্যরূপে বিচার-কার্য নির্বাহ করিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠ্যাবস্থাতেই বাঙ্গালা পদ্য রচনা করিয়া মধ্যে মধ্যে প্রভাকর ও অন্যান্য পত্রে প্রকাশ করিতেন। এই সময়ে ইনি "ললিতা ও মানস" নামক একখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তখন ইঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ বৎসর। ইহার অনেক দিন পরে (১৮৬৫ খ্রীঃ) ইঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" প্রকাশিত হয়। এই একখানি গ্রন্থেই ইনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর লেখক বলিয়া পরিগণিত হন। তাহার পর ক্রমে ইনি আরও অনেকগুলি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার কয়েকখানি উপন্যাস ইংরেজী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ইনিই যে আধুনিক বঙ্গীয় উপন্যাস-লেখকগণের অধিকাংশের আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ১২৭৯ বঙ্গাব্দে "বঙ্গদর্শন" নামে একখানি নূতন ধরনের উচ্চশ্রেণীর মাসিকপত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। কি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, কি ঐতিহাসিক তত্ত্ব, কি বৈজ্ঞানিক রহস্য, কি কবিতা, কি সমালোচনা, সর্ববিষয়ের উৎকৃষ্ট রচনা-সমূহে সুশোভিত হইয়া 'বঙ্গদর্শন' বঙ্গে বিদ্যালোচনা-বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। ধর্মবিষয়ক পুস্তক-গুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতা, দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার রচিত "কৃষ্ণচরিত্র" পাঠে বহু ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছেন এবং তাঁহাকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া স্বীকার না করিলেও একজন অদ্বিতীয় আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইঁহার রচিত "ধর্মতত্ত্ব" বঙ্গভাষায় ধর্মবিষয়ক একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি গীতার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু কয়েক অধ্যায়ের ব্যাখ্যা লিখিয়াই নিরস্ত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন তেমনই অসামান্য স্বদেশপ্রেমিক। ইঁহার রচিত অধিকাংশ গ্রন্থে ইঁহার হৃদয়ের সেই উদার স্বদেশপ্রেমিকতার উচ্ছ্বাস সুপরিস্ফুট।

কেবল বাঙ্গালায় নহে, ইংরাজীরচনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। অধ্যাপক হেস্টি হিন্দুর ধর্ম সম্বন্ধে আক্রমণ করিলে ইনি 'রামচন্দ্র' নাম স্বাক্ষরে ষ্টেটস্‌ম্যানে উহার প্রতিবাদ স্বরূপে যে বিচার করেন, তাহাতে ইঁহার ইংরাজী লিপিকুশলতার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের Mukerjee's Magazine পত্রিকাতেও ইনি ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে প্রধান কয়েকখানির নাম এই,—দুর্গেশ-নন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কৃষ্ণকান্তের উইল, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম, আনন্দমঠ, রজনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ, ইন্দিরা, কমলা-কান্তের দপ্তর, লোকরহস্য, বিবিধ প্রবন্ধ, কৃষ্ণচরিত্র ও ধর্মতত্ত্ব।

এই মহাপুরুষ ১৮৯৪ খ্রীঃ ৮ই এপ্রিল (বাঙ্গালা ১৩০০ সাল ২৬শে চৈত্র) বেলা ৩টার পর বহুমূত্র রোগে ৫৫ বৎসর ৯ মাস বয়সে স্বর্গারোহণ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের ৩য় পুত্র। কলিকাতা ছোট আদালতের জজ। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে আশ্বিন মাসে (ইং ১৮৬০ খ্রীঃ অক্টোবর) যশোহর জেলার অন্তঃপাতী চৌবেড়িয়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে কলিকাতায় মেট্রপলিটন ইন্‌স্টিটিউশন্ হইতে এণ্ট্রান্স ও এফ্. এ. পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম্. এ. ও ১৮৮২ খ্রীঃ বি. এল. পাস করেন; ১৮৮৭ খ্রীঃ অব্দে মুন্সেফী চাকুরি গ্রহণ করেন ও অধিকাংশ কাল বঙ্গ ও বিহারের নানা স্থানে অতিবাহিত করেন; ১৯০৮ খ্রীঃ অব্দে সব্‌জজ হন। ১৯১৩ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা ছোট আদালতের জজের পদে নিযুক্ত হন। কলিকাতা কৈলাস বসু স্ট্রীটের নিকটে দীনবন্ধু লেনে ইঁহাদের বাসভবন।

ইঁহার যে সকল কবিতা মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, সে সকল একত্র সংগ্রহ করিয়া ইনি 'আকিঞ্চন' নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। 'চীবর' নাম দিয়া আর একখানি কাব্যগ্রন্থ ইনি জননী বঙ্গভাষার পদে উপহার প্রদান করিয়াছেন। এই দুইখানি কাব্যগ্রন্থে বঙ্কিমবাবু সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ১৩২৩ সালের প্রথমে শ্রীভারতধর্ম-মহামণ্ডলের বারাণসীতে যে মহাধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে ইঁহাকে 'কবিভূষণ' উপাধি প্রদত্ত হয়।

বঙ্কিল—১। কণ্টক, কাঁটা। বঙ্ক (বাঁক)

+ইল মুক্তার্থে। বি ; পু। ২। বঙ্কিম, বক্র। প্রা কপ্র। বিণ।

বঙ্কু—বক্র, বাঁকা। <বঙ্কিম। বিণ।

বঙ্ক্য—বক্র, বাঁকা ; টেরা। বন্ক্ (কুটিল হওয়া)+য কর্ত্তৃ। বিণ। [বি ; পু।

বঙ্ক্ষণ—উরুসন্ধি, কুঁচকি। বন্ক্+অন কর্ত্তৃ।

বঙ্গ—১। জনৈক নৃপতি। বন্গ্ (খোঁড়াইয়া চলা)+অন্ কর্ত্তৃ। ২। বাঙ্গালা দেশ। * বি ; পু। ৩। রঙ্গ ; সীসা। বি ; ক্লী।

* বঙ্গনামধেয় জনৈক চন্দ্রবংশীয় রাজার অংশ স্বরূপে যে প্রদেশ নির্দিষ্ট হয়, পূর্বকালে তাহাই বঙ্গ নামে প্রখ্যাত ছিল। ইহা অতি প্রাচীন দেশ, কারণ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থেও বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রদেশের বিস্তৃতি ভাগলপুরের দক্ষিণ-পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত ছিল। মোটামুটি হিসাবে গঙ্গার 'ব' দ্বীপই বঙ্গ নামে অভিহিত হইত। মুসলমান রাজত্বকালের প্রারম্ভেও বঙ্গের সীমা এইরূপই ছিল ; পরে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বাংশস্থিত দেশগুলি অধিকৃত হইলে সেগুলিও বঙ্গদেশভুক্ত হয়। চট্টগ্রামের সন্নিকট "বাঙ্গালা" নামে একটি শহরের নাম প্রাচীন মানচিত্রে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সে শহরটির অস্তিত্ব অধুনা আর নাই। মার্কো পোলো এবং রসীদ উদ্দিন নামক ভ্রমণকারিদ্বয় খ্রীষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীতে ভারতদর্শনে আগমন করেন। তাঁহাদের রচিত ভ্রমণবৃত্তান্তে "বাঙ্গালা" এই নাম সর্বপ্রথমে দৃষ্ট হয়। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হইলে, ইংরাজাধিকৃত ভারত তিন ভাগে বিভক্ত হয় ;—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি, বম্বে প্রেসিডেন্সি ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি। প্রথম দুইটির অন্তর্গত স্থানগুলি ব্যতীত, অপর সমস্ত স্থানই তৃতীয় প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত ছিল ; অর্থাৎ বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি বলিলে, নিম্নবঙ্গ, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, পঞ্জাব, আসাম ও আজমীর এই কয়েকটি প্রদেশ বুঝাইত। মাদ্রাজ ও বম্বের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গভর্নর ছিল। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিটি গভর্নর-জেনারেলের প্রত্যক্ষ অধীন ছিল ; তবে গভর্নর-জেনারেল যখন নিম্নবঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাইতেন, তখন তাঁহার কৌন্সিলের জনৈক সদস্য ডেপুটি গভর্নর নাম ধারণ করিয়া নিম্নবঙ্গের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। প্রেসিডেন্সির অপর অংশগুলি ক্রমে ক্রমে প্রেসিডেন্সি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রদেশ স্বরূপে গঠিত হয় ; সুতরাং শাসনকার্যের হিসাবে "বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি" নামের আর সার্থকতা নাই।

মুসলমানাধিকারের পূর্বে বাঙ্গালায় হিন্দু ও বৌদ্ধরাজগণ রাজত্ব করিতেন। বিহারেও তাহাই। উড়িষ্যায়ও প্রবল-প্রতাপ হিন্দুরাজগণ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশ অধিকার করেন। তিনিই সাহাবুদ্দিন ঘোরীর প্রতিনিধি স্বরূপে বঙ্গের সর্বপ্রথম মুসলমান শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার শাসনকাল ইংলণ্ডের জনের সমসাময়িক। ১৩৩৬ খ্রীঃ অঃ দিল্লীশ্বর মহম্মদ তোগলকের রাজত্বকালে, বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তৃগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। পাঠানবংশীয় সেরসাহ যখন দিল্লীশ্বর হুমায়ুনকে পরাভূত করিয়া সিংহাসন গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গের স্বাধীন রাজ্য বিলুপ্ত হয় এবং রাজ্যটি সেরসাহের অধিকারভুক্ত হইয়া যায় (১৫৩৯ খ্রীঃ অঃ)। সোলেমান কেরাণী ও দায়ুদ খাঁ এই সময়ের শেষ শাসনকর্তৃদ্বয়। দায়ুদের শাসনকালে আকবর সাহ বঙ্গদেশ অধিকার করিয়া স্বীয়রাজ্যভুক্ত করিয়া লন (১৫৭৬ খ্রীঃ অঃ) এবং সেই সময় হইতে মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে বঙ্গের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইতে থাকে। শাসনকর্তৃগণ সকলেই মুসলমান ছিলেন ; কেবল কিছুকালের জন্য রাজা টোডরমল্ল ও পরে রাজা মানসিংহ আকবরের রাজত্বকালে বঙ্গে আগমন করিয়া শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের সময়ে যাঁহারা বঙ্গ-শাসকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মীরজুম্লা ও সায়েস্তা খাঁর নাম উল্লেখযোগ্য। সরফরাজ খাঁ ও আলীবর্দী সম্রাট্ মহম্মদ সাহের, সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফর সম্রাট্ আলমগীরের, এবং মীরকাসীম, মীরজাফর (দ্বিতীয়বার) ও নাজিমউদ্দৌলা সম্রাট্ সাহ আলম বাদসাহের রাজত্বকালে বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। ইহার পরেই কোম্পানি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন (১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ)। এই তিনটি দেশ ইংরাজের শাসনাধিকার সময়েও একজন শাসনকর্তারই অধীনে ছিল। স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে ১৮৫৪ খ্রীঃ অঃ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম লেফ্টেনাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ভারত-রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন, পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ও তৎসঙ্গে আসাম প্রদেশ মিলিত করিয়া জনৈক লেফ্টেনাণ্ট গভর্নরের শাসনাধীন করিয়া দেন ; এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের শাসনভার আর একটি লেফ্টেনাণ্ট গভর্নরের হস্তে প্রদান করেন। ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর দরবারে ভারতসম্রাট্ পঞ্চম জর্জ যে ঘোষণা প্রচার করেন, তদনুসারে ১৯১২ খ্রীঃ অঃ ১লা এপ্রিল, আসাম প্রদেশ জনৈক চীফ কমিসনারের, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ পুনর্মিলিত হইয়া জনৈক গভর্নরের এবং বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর জনৈক লেফ্টেনাণ্ট গভর্নরের শাসনাধীন করা হয়। পরে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারবিধি অনুসারে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গরাজ্যও জনৈক পূর্ণ গভর্নরের শাসনাধীন হয়। বর্তমানে বঙ্গ দুইভাগে বিভক্ত—পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম বঙ্গ। পশ্চিম বঙ্গ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত। কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গের রাজধানী।

বঙ্গজ—বঙ্গদেশজাত ; কায়স্থজাতির শ্রেণীবিশেষের পরিচায়ক। বঙ্গে জন্মে যে, উপতৎ ; বঙ্গ—জন্ (জন্ম)+ড কর্ত্তৃ। বিণ। [বি ; পু।

বঙ্গন—বার্তাকু, বেগুন। বন্গ্+অন কর্ত্তৃ।

বঙ্গবিচ্ছেদ, -ভঙ্গ—বঙ্গব্যবচ্ছেদ (তাহা দ্রঃ)। ৬তৎ। বি ; পু।

বঙ্গবিচ্ছেদ-আন্দোলন, বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন—বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশের লোকেরা ১৯০৫ হইতে ১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত যে আন্দোলন করিয়াছিল। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ—লর্ড কার্জন কর্তৃক ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা বিভাগকরণ। ৬তৎ। বি ; পু। [৭তৎ। বি ; পু।

বঙ্গানুবাদ—বাঙ্গালা ভাষায় রূপান্তরকরণ।

বঙ্গাব্দ—বাংলা সন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বঙ্গীয়—বাংলাদেশ সম্বন্ধীয়। বঙ্গ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

বচ—স্বাল মূল বিঃ। <বচা। বি।

বচঃ (বচস্)—বাক্য। বচ্ (বলা)+অস্ কর্ম। বি ; ক্লী।

বচন—১। কথন, ভাষণ, বলা ; (ব্যাকরণে) একত্ব বহুত্ব ইত্যাদি, number. বচ্ (বলা)+অনট্ ভাব। ২। বাক্য ; ঋষি-প্রণীত পদ্য। বচ্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

বচনগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—আজ্ঞাবহ, কথার বাধ্য। উপতৎ ; বচন—গ্রহ্ (গ্রহণ করা) +ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -গ্রাহিণী।

বচনীয়—১। কথনীয়, বাচ্য ; নিন্দনীয়। বচ্ (বলা)+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। নিন্দা। বি ; ক্লী।

বচসা—বাগ্যুদ্ধ, তর্কবিতর্ক, বকাবকি ; কলহ। বাংপ্র। বি।

বচা—কটুদ্রব্য বিঃ, বচ। বচ্ (বলা)+অল্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বচাবচ—বকাবকি, বচসা, তর্কবিতর্ক। প্রা কপ্র। বি।

বচ্ছর, বছর—বৎ, ১২ মাসকাল। <বৎসর। বি। [বি।

বজর, বজ্জর—বজ্র, বাজ। প্রা কপ্র।

বজরা—বড় এবং কারুকার্যবিশিষ্ট নৌকা, প্রমোদতরি বিঃ। <ইং 'barge'. বি।

বজায়—১। পূর্বাবস্থ, ঠিক; রক্ষিত; আঁকড়াইয়া থাকা ('জিদ —')। বিণ। ২। পূর্বাবস্থায় রক্ষণ, সমর্থন, ঠিক রাখা। ফা। বি।

বজ্জাত—বেজন্মা, হারামজাদা, দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, দুরাত্মা, বদমাশ। <ফা-আ 'বদ্‌জাত'। বিণ।

বজ্জাতি- দুষ্টামি, নষ্টামি, দৌরাত্ম্য। ফা-মু। বি।

বজ্র -১। ইন্দ্রের অস্ত্র বিঃ, অশনি, কুলিশ [মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র প্রথমে নির্মিত হইয়াছিল। অষ্টবজ্র বলিলে এইগুলি বুঝায়,—বিষ্ণুর চক্র, ব্রহ্মার অক্ষ, শিবের ত্রিশূল, বরুণের পাশ, ইন্দ্রের কুলিশ, যমের দণ্ড, কার্তিকের শক্তি, এবং কালীর খড়্গ]; বজ্রাকৃতি × চিহ্ন; হীরক; কাঞ্জিক; বালক। বজ্‌ (গমন করা) + র কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। যোগ বিঃ। বি; পু।

৩। জনৈক যদুবংশীয় নৃপতি, শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র। প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের ঔরসে এবং রুক্মীর পৌত্রী শুভদ্রার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। যদুবংশ-ধ্বংসের পর অর্জুন ইঁহাকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যাইয়া তথাকার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহার পুত্রের নাম প্রতিবাহু। বি; পু। ৪। নিদারুণ; প্রচণ্ড ('- বাণী'); অতি কঠিন ('- লেপ')। বজ্‌ + র কর্তৃ, সংজ্ঞার্থে। বিণ।

বজ্রকীট—দন্তহীন শল্কাবৃত প্রাণী বিঃ, pangolin; তীক্ষ্ণদংষ্ট্র কীট বিঃ। মধ্যপ। বি; পু। [বিণ।

বজ্রগম্ভীর- বজ্রসদৃশ গম্ভীর। উপমান।

বজ্রজ্বালা -১। বজ্রাগ্নি, বৈদ্যুতানল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বৈরোচন বলির দৌহিত্রী। রাবণ ইঁহাকে হরণ করিয়া কুম্ভকর্ণের পত্নী করিয়া দেন। বজ্রের জ্বালার ন্যায় জ্বালা যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

বজ্রদন্ত, বজ্রদশন—বজ্রের ন্যায় কঠিন দন্তবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

বজ্রধর—দেবরাজ ইন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

বজ্রনাদ, -ধ্বনি—বাজ পড়ার শব্দ। ৬তৎ। বি; পু।

বজ্রনাভ—জনৈক অসুর। বজ্রতুল্য কঠিন নাভি যাহার, বজ্র + অচ্‌ সমাসান্ত। বি; পু। [এই অসুর ব্রহ্মার বরে দেবতাদিগের অবধ্য হয়, এবং শত্রু যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে এরূপ একটি পুরীও প্রাপ্ত হয়। অতঃপর অসুর দেবতাদিগের প্রতি যথেচ্ছ দারুণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। ইহার বিনাশকামনায় শ্রীকৃষ্ণতনয় প্রদ্যুম্ন নটগণ-সহ বজ্রনাভপুরে গমন করেন। শাম্ব এবং গদও তাঁহার অনুগমন করেন। তথায় বজ্রনাভ-তনয়া প্রভাবতীকে গান্ধর্বমতে প্রদ্যুম্ন বিবাহ করেন। শাম্ব এবং গদও অন্যান্য অসুরবালাদিগকে এইরূপে বিবাহ করেন। পরে যথাসময়ে তাঁহাদের সন্তান জন্মিলে অসুরগণ সমস্ত জানিতে পারিয়া যাদবগণকে বধ করিতে উদ্যত হয়। প্রদ্যুম্ন স্বয়ং বজ্রনাভের প্রাণসংহার করেন। অবশিষ্ট অসুরগণ অন্যান্য যাদবগণের হস্তে নিপাতিত হয়।

বজ্র-নির্ঘোষ, -নিষ্পেষ—বজ্র-ধ্বনি। ৬তৎ। বি; পু।

বজ্রপাণি দেবরাজ ইন্দ্র। বজ্র পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। বি; পু।

বজ্রপাত—বজ্রাঘাত, অশনিপাত। ৬তৎ। বি; পু।

বজ্রবারক—যে নাম স্মরণ বা উচ্চারণ করিলে বজ্রাঘাত নিবারিত হয় অর্থাৎ বজ্রপাতদ্বারা আহত হইতে হয় না। ৬তৎ। বি; পু।

"জৈমিনিশ্চ সুমন্তশ্চ বৈশম্পায়ন এব চ।
পুলস্ত্যঃ পুলহো জিষ্ণুঃ ষড়েতে বজ্রবারকাঃ॥"

বজ্র-লেপ চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ অতি দুর্ভেদ্য লেপ বিঃ [এই লেপ কোন আধারের চতুর্দিকে প্রয়োগ করিলে বাহিরের কোনও বস্তু ভিতরে বা ভিতরের কোন বস্তু বাহিরে কোনও ক্রমেই আসিতে পারে না; পারদাদি জ্বাল দিবার সময় এই লেপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে]। বজ্রসদৃশ কঠিন যে লেপ, মধ্যপ। বি; পু।

বজ্রলেপময়—বজ্রলেপবিশিষ্ট; অতি কঠিন। বজ্রলেপ + ময়ট্‌। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

বজ্রশলাকা—বজ্রনিবারক শলাকা, বজ্র-পতনের আশঙ্কা নিবারণের জন্য বাটীর পার্শ্বে যে লৌহশলাকা প্রোথিত করিয়া রাখা হয়। বি; স্ত্রী।

বজ্রাগ্নি—বৈদ্যুতানল, বাজের আগুন। ৬তৎ। বি; পু।

বজ্রাঘাত—বজ্রপ্রহার; বাজপড়া। ৬তৎ। বি; পু।

বজ্রাঙ্গ - বজ্রের ন্যায় কঠিন অবয়ববিশিষ্ট। বজ্রের ন্যায় কঠিন অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

বজ্রাসন—যোগের আসন বিঃ ['আসন' দ্রঃ]। বি; ক্লী।

বজ্রাস্ত্র—১। কুলিশায়ুধ, বাজ, বিদ্যুৎ। বজ্রই যে অস্ত্র, কর্মধা। ২। আগ্নেয়াস্ত্র, কামান বন্দুকাদি। বজ্রতুল্য অস্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বজ্রাহত—বজ্রের আঘাতপ্রাপ্ত, যাহার উপর বাজ পড়িয়াছে। ৩তৎ। বিণ।

বজ্রাহতবৎ বজ্রাহতের ন্যায়; কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। বজ্রাহত + বতিচ্‌ তুল্যার্থে। অ।

বজ্রী (বজ্রিন্‌) - বজ্রপাণি, ইন্দ্র। বজ্র শব্দ + ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বঞ্চক প্রতারক, ধূর্ত, শঠ। ণিজন্ত বন্‌চ্‌ বা বঞ্চি (ঠকানো) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বঞ্চিকা**।

বঞ্চন, বঞ্চনা—১। প্রতারিত হওয়া, ঠকা। বন্‌চ্‌ (ঠকা) + অনট্‌ ভাব; ২য় পক্ষে ··· + অন ভাব + আপ্‌। ২। প্রতারণা, ঠকানো। ণিজন্ত বন্‌চ্‌ বা বঞ্চি (ঠকানো) + অনট্‌ ভাব; ২য় পক্ষে ··· + অন ভাব + আপ্‌। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী। বিণ—**বঞ্চনীয়, বঞ্চিত**।

বঞ্চিল—বঞ্চিলে; কাটাইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

বঞ্চা বঞ্চনা করা; যাপন করা, কাটানো; ভোগ করা; বাস করা। কপ্র। ক্রি।

বঞ্চিত - প্রতারিত; ত্যক্ত, বর্জিত; বিহীন। ণিজন্ত বন্‌চ্‌ বা বঞ্চি (ঠকানো) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বঞ্চুক—প্রতারক। ণিজন্ত বন্‌চ্‌ বা বঞ্চি (ঠকানো) + উক কর্তৃ। বিণ।

বঞ্জুল—বেতস; অশোক, তিনিশ। বন্‌জ্‌ + উলচ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

বট ১। বটগাছ; বর্তুলাকৃতি বস্তু; পিষ্টক বিঃ, বড়া; কপর্দক, কড়ি। বট্‌ + অন্‌ কর্তৃ। বি; পু। ২। সত্যই আছ বা হও ('কে —')। কপ্র। ক্রি।

বটকারা, বটকেরা—বিদ্রূপ, তামাশা ('ঠাট্টা—')। বাংপ্র। বি।

বটকৃষ্ণ পাল - সুপ্রসিদ্ধ ঔষধব্যবসায়ী। ১৮৩৫ খ্রীঃ হাবড়ার সন্নিকট শিবপুর নামক স্থানে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শিশু-কালে মাতাপিতৃহীন হইয়া কলিকাতার বেনিয়াটোলা স্ট্রীটে মাতুলালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং দ্বাদশ বৎসর বয়সে নূতন-বাজারে ইঁহার মাতুলের মসলার দোকানে কর্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর কিছুদিন পাটের ব্যবসায় করিয়াছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ স্বাধীনভাবে কার্য করিবার জন্য খেঙরাপটীতে একটি সামান্য মসলার দোকান ক্রয় করেন। দোকান খুলিয়া অর্থাভাবে জোড়াসাঁকোর মাধবচন্দ্র দাঁকে

অংশীদাররূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহার দোকান হইতে দ্রব্যাদি লইয়া নিজ দোকান চালাইতেন। এইরূপে চারি বৎসর অতীত হইলে ১৮৭০ খ্রীঃ ইনি বর্তমান ঔষধালয়ের সূত্রপাত করিয়া মসলার দোকানে দুই চারিটি বিলাতী ঔষধ রাখিতে আরম্ভ করেন। তাহার পর হইতে ক্রমশঃ উন্নতি করিয়া ইনি ঔষধব্যবসায়ীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইনি বহুলোককে প্রকাশ্যে ও গোপনে অর্থ-সাহায্য করিতেন। নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট ঋণী না হইলেও শিবপুরে স্বীয় জন্মভূমিতে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন; বেনিয়াটোলায় ভবনে দুইটি নিম্নপ্রাথমিক স্কুল—একটি বালকদিগের ও অপরটি বালিকাদের জন্য—স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। কপর্দকশূন্য হইয়াও কেবল পরিশ্রম ও উৎসাহপ্রভাবে ইনি ধনশালী হইয়াছিলেন। ১৮৮২ খ্রীঃ জ্যেষ্ঠ পুত্রের হস্তে ব্যবসায় পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া ইনি কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ভূতনাথ, হরিশংকর ও হরিনারায়ণ নামে তিন পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া ১৯১৪ খ্রীঃ ১২ই জুন ৺কাশীধামে ইনি দেহত্যাগ করেন। [বি।

বটঠাকুর, বড়ঠাকুর—ভাসুর। বাংপ্র।

বটবাসী (-বাসিন্)—১। বটবৃক্ষে বাসকারী। বটে বাস করে যে, উপতৎ; বট শব্দ—বস্ (বাস করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। ২। উপদেবতা বিঃ, যক্ষ। বি; পু। [বাংপ্র। বি।

বটব্যাল—ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ।

বটি—সত্যই আছি বা হই। বাংপ্র। ক্রি।

বটিকা, বটী—বড়ি, গুলি; বট; রজ্জু, দড়ি। বট শব্দ+কণ্+আপ্, ২য় পক্ষে বট+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বটু, বটুক—দ্বিজবালক; শিশু ব্রাহ্মণকুমার; অল্পবয়স্ক ব্রহ্মচারী; ব্রহ্মচারী ছাত্র। বট্ (বেষ্টন করা)+উ কর্তৃ। বি; পু।

বটুক—বটু (সমস্ত অর্থে); ভৈরব বিঃ। বটু শব্দ+কণ্। বি; পু।

বটুয়া—কাপড়ের বা সুতার থলি, গেঁজিয়া। বাংপ্র। বি।

বটে, বটেক—১। সত্যই আছে বা হয়। ক্রি। ২। প্রকৃত ('ভাই —')। বিণ। ৩। (প্রশ্নে) তাই নাকি ? ৪। (শাসনে) অবে রে! বাংপ্র। অ।

বটের—তারই জাতীয় পক্ষী বিঃ, লাব। বাংপ্র। বি।

বড়—১। প্রকাণ্ড, বৃহৎ, মহৎ; অধিক, বেশী; অতিশয়, অত্যন্ত; জ্যেষ্ঠ; ধনী; মহৎ; সম্ভ্রান্ত; মোহাৎ; অপ্রত্যাশিতভাবে। <বড্ড। বিণ। ২। খড়ের মোটা দড়ি; বটগাছ। বাংপ্র। বি। **বড় একটা**—প্রায় ('— আসে না')। **বড় কথা**—গর্বসূচক কথা ('ছোট মুখে —')। **বড় গলা**—গোময়, গর্ব। ('— ক'রে বলা')। **বড় জোর**—খুব বেশী হয়ত ('— দশ টাকা')। **বড় মুখ**—বেশী আশা বা উৎসাহ। **বড় হওয়া**—বয়সে বাড়া; মহৎ বা সমৃদ্ধ হওয়া; বর্ধিত হওয়া।

বড়ঠাকুর—'বটঠাকুর' দ্রঃ।

বড়দিন—খ্রীষ্টানদিগের পর্ব বিঃ, ক্রিসমাস ডে। বাংপ্র। বি।

বড়বা—ঘোটকী; সিন্ধুঘোটকী; অশ্বিনী; বাড়বাগ্নি; কুট্টনী, কুম্ভদাসী; অশ্বিনী নক্ষত্র। বড্ (আরোহণ করা)+অল্ কর্ম (=বড়)—বা (গমন করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বড়বাগ্নি, বড়বানল—সমুদ্রমধ্যস্থ অগ্নি। বড়বাই যে অগ্নি বা অনল, কর্মধা; কিংবা বড়বা (সিন্ধুঘোটকী) মুখনিঃসৃত যে অগ্নি বা অনল, কর্মধা। বি; পু।

বড়বাসুত—অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নাসত্য ও দস্র। ৬তৎ। বি; পু।

বড়মানুষ ধনী। বাংপ্র। বি, -মানুষি। বিণ, -ষী।

বড়লাট—ইংরেজ আমলে ভারতের প্রধান শাসনকর্তা। বাংপ্র। বি।

বড়লোক—ধনী; মহাশয়ব্যক্তি, মহাপুরুষ। বাংপ্র। বি।

বড়া—বটক; পিষ্টক বিঃ। বড্ (আরোহণ করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বড়াই—আত্মশ্লাঘা, জাঁক, গর্ব, দেমাক, জারি, গৌরব। বাংপ্র। বি।

বড়াই বুড়ি—বৃন্দাবনের বৃদ্ধা গোপী বিঃ; যে বালিকা বৃদ্ধার ন্যায় পাকা পাকা কথা বলে, বাচাল বালিকা। <বাং 'বড় আয়ী-বুড়ি'। বি।

বড়াল—ব্রাহ্মণের ও সুবর্ণবণিকের পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

বডিস্—স্ত্রীলোকের জামা বিঃ। <ইং 'bodice'. বি।

বড়ি—১। ঔষধাদির বটিকা, গুলিকা; কলার বাঁটার বটী। বাংপ্র। বি। ২। বড়, অতিশয়। প্রা কপ্র। বিণ।

বড়িশ—মৎস্য-বেধন-যন্ত্র, মড়শি। বড্ (আরোহণ করা)+ই ভাব (=বড়ি) —শো (তীক্ষ্ণ করা)+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বড়ে—দাবা খেলার ঘুঁটি। বাংপ্র। বি।

বড়ু—বালক; পরিচারক; ব্রাহ্মণতনয়। <বটু। কপ্র। বি।

বড়ুই, বাড়ুই, বাড়ুই—ছুতার, বর্ধকী। বাংপ্র। বি। [বি।

বড়ুয়া—ব্রাহ্মণদের উপাধি বিঃ; আসামী।

বড্ড—বড়, অধিক, অতিশয়। <বড্ড। বিণ।

বড্ড—বিপুল, প্রকাণ্ড;—ইহারই অপভ্রংশে বাঙ্গালা 'বড়' শব্দ। বড+রক্ কর্তৃ। বিণ।

বণিক্ (বণিজ্)—১। সার্থবাহ, ক্রয়-বিক্রয়কারী, বেনে, সওদাগর; বৈশ্য। পণ্ (ক্রয়-বিক্রয় করা)+ইজ্ কর্তৃ। ২। করণ বিঃ। বণ+ইজ্ অধি। বি; পু। ৩। বাণিজ্য। পণ+ইজ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

বণিক্‌পথ, বণিজপথ—হট্ট, আপণ, বাজার। ৬তৎ। বি; পু।

বণিগ্‌বৃত্তি—বণিকের ব্যবসায়, বাণিজ্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বণিগ্‌ভাব—বাণিজ্য। ৬তৎ। বি; পু।

বণিজ—বণিক্। বণিজ্+অ স্বার্থে। বি; পু।

বণিজ্য, বণিজ্যা—বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, কেনা-বেচা। বণিজ্ শব্দ+য্য; ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বণ্ট—১। দাত্রাদির মুষ্টি, বাঁট। বন্ট্+অল্ কর্ম। ২। বিভজন, ভাগকরণ; ভাগ। বন্ট্ (বণ্টন করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। অবিবাহিত। বন্ট্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

বণ্টক—১। বণ্টন-কারক, বিভাজক। বন্ট্ (বণ্টন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—বণ্টিকা। ২। ভাগ, অংশ। বণ্ট্ শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

বণ্টন—বিভজন, অংশকরণ, ভাগ করা। বন্ট্ (বণ্টন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বণ্ঠ—অবিবাহিত; খর্ব; বামনাকৃতি। বন্ঠ্ (একাকী ভ্রমণ করা)+অল্ কর্ম। বিণ। [ড্ কর্তৃ। অ।

বৎ—সাদৃশ্য, তুল্যতা। বা (গমন করা)+

বতংস—শিরোভূষণ; কর্ণভূষণ; ভূষণ। অব—তন্স্ (ভূষিত করা)+অল্ করণ। বি; পু। [ক্রি-বিণ।

বতারিখ—সেই তারিখে বা দিনে। বাংপ্র।

বত্তানো—থাকা, বাঁচা; সিদ্ধ হওয়া; কৃতার্থ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বত্রিশ—দ্বাত্রিংশৎ, ৩২। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বৎস—অর্ভক, শিশু; শাবক; পুত্রাদি; স্নেহসূচক শব্দ, পুত্রক, বাছা; বাচ্চা, গবাদির শিশু, বাছুর; সংবৎসর। বদ্+স কর্ম। বি; পু।

বৎসতর—গো-শিশু, এঁড়ে বাছুর। 'বৎস' দ্রঃ। বৎস+তর স্বার্থে। বি; পু। স্ত্রী, -তরী।

বৎসতরী—বকনা, বই বাছুর। বি ; স্ত্রী।

বৎস-পত্তন—বৎস-রাজের রাজধানী, কৌশাম্বী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বৎসপাল—১। শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম। উপতৎ ; বৎস—পালি+অণ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। বাছুরের দল। বাংপ্র। বি।

বৎসর—অব্দ, ১২ মাস কাল। বস্ (বাস করা)+সরন্ অধি, যাহাতে [ঋতুসমূহ] বাস করে। বি ; পু। [বৎসর পাঁচ প্রকার ; যথা—সংবৎসর, পরিবৎসর, ইদাবৎসর, অনুবৎসর এবং বৎসর। সূর্য্যের দ্বাদশ রাশি অতিক্রম কালের নাম সংবৎসর। বৃহস্পতির দ্বাদশ রাশি ভোগ্য কালের নাম পরিবৎসর। ৩০ সাবন দিনে গণিত মাসের ১২ মাসে অর্থাৎ ৩৬০ দিনে যে বৎসর হয়, তাহার নাম ইদাবৎসর। চান্দ্রমাসে যে বৎসর গণিত হয়, তাহা অনুবৎসর। নাক্ষত্রমাসে গণিত বৎসরের নাম বৎসর। স্থূল হিসাবে ৩৬৫ দিনে ১ বৎসর হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম হিসাবে ৩৬৫ দিন ১৫ দণ্ড ৩১ পল ৩১ বিপল ২৪ অনুপলে ১ বৎসর হয়। লৌকিক ৩৬০ বৎসরে এক দৈব বৎসর হইয়া থাকে।]

বৎস-রাজ—চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপতি, শতানীকের পুত্র। ইঁহার আর এক নাম উদয়ন। কৌশাম্বী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। ইনি রাজতনয়া বাসবদত্তার পাণি-গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার নর-বাহন নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। ইঁহার অপরা পত্নীর নাম রত্নাবলী। মতান্তরে ইনি শতানীকের পৌত্র। বি ; পু।

বৎসল—১। স্নেহযুক্ত ; ভক্ত ; অনুরক্ত। বৎসশব্দ (বৎস স্নেহ)+ ল অস্ত্যর্থে। বিণ। ২। বাৎসল্য, স্নেহ ; অনুরাগ। বৎসল শব্দ+অ ভাবার্থে। বি ; পু।

বৎসলতা—বাৎসল্য, স্নেহ। বৎসল শব্দ+ তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বৎসা—স্নেহসূচক শব্দ (স্ত্রীলোকের প্রতি প্রযোজ্য), বাছা ; বকন বাছুর। 'বৎস' দ্রঃ। বৎস শব্দ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বথু—বস্তু। প্রা কপ্র। বি।

বদ—মন্দ, কু, খারাপ, বিশ্রী, অশ্লীল। ফা। বিণ।

বদখত—১। বিশ্রী লেখা। বি। ২। কদর্য-লেখক ; বেয়াড়া ; বিশ্রী। ফা-মু। বিণ।

বদখেয়াল, -লি—দুর্নীতি, কুপ্রবৃত্তি ; অসদাচরণ। ফা-মু। বি। বিণ, **-লী**।

বদজবান—কুকথা, গালিমন্দ। ফা-মু। বি।

বদন—১। আনন, মুখ। বদ্ (বলা)+ অনট্ করণ। ২। কথন, বলা। বদ্+ অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

বদনকমল—মুখপদ্ম, পদ্মসদৃশ সুন্দর মুখ। বদন কমল-প্রায়, উপমিত। বি ; স্ত্রী।

বদনা—সাধারণতঃ মুসলমানগণকর্ত্তৃক ব্যবহৃত চওড়ামুখো গাড়ু বিঃ, ewer. <বর্ধনী। বি।

বদনাম—দুর্নাম, অখ্যাতি, কলঙ্ক। ফা-মু। বি।

বদনামৃত—অধরমধু ; নিষ্ঠীবন, থুথু। বদনের অমৃত, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বদনাসব—অধরমধু। ৬তৎ। বি ; পু।

বদবু, -বো—দুর্গন্ধ। ফা। বি।

বদমাইস, বদমাস, -শ—দুরাত্মা, দুর্বৃত্ত, দুরাচার, দুষ্ট, বজ্জাত। ফা। বিণ। বি, **-সি, -শি**।

বদমেজাজ—রুক্ষ বা কোপন স্বভাব। ফা-মু। বি। বিণ, **-মেজাজ, -জী**।

বদর—১। কুলগাছ ; কাপাসবীজ ; শেয়াকুল। বদ্ (স্থির থাকা)+অর কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। কুলফল ; কার্পাসফল। বি ; স্ত্রী। ৩। মুসলমান মাঝির উপাস্য দেবতা বা পীর বিঃ,—মাঝিরা নৌকা খুলিবার সময় এই নাম উচ্চারণ করিয়া থাকে। আ। বি। **বদর বদর** নৌকা ছাড়িবার বা বাহিবার সময় মাঝি-মাল্লাদের শুভযাত্রামূলক বদরপীরের নামকীর্ত্তন।

বদরাগী—কোপনস্বভাব, যে একটুতেই রাগিয়া উঠে, উগ্রপ্রকৃতি। ফা-মু। বিণ।

বদরিকা, বদরী—কুলগাছ। বদর+কণ্ স্বার্থে+আপ্ ; ২য় পক্ষে বদর+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বদরিকাশ্রম—ব্যাসদেবের আশ্রম, তীর্থ বিঃ, ইহা কাশ্মীর প্রদেশের অন্তর্গত [এই স্থানে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তি বদরী-নারায়ণ আছেন। হরিদ্বার হইতে হিমা-লয়ের দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করিয়া এই স্থানে যাইতে হয়। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এখানে যাওয়া যায় ; অন্য সময় সর্বদা তুষারে আচ্ছন্ন থাকে। পৌরাণিক ইতিবৃত্তদ্বারা জানা যায় যে, যুধিষ্ঠিরাদি এই পথেই মহাপ্রস্থান করিয়া-ছিলেন]। বদরিকা দ্বারা সমাচ্ছন্ন যে আশ্রম, মধ্যপ। বি ; পু।

বদরীনাথ—'বদ্রীনাথ' দ্রঃ।

বদরুদ্দীন তায়াবজী—১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা আরবদেশের একজন ধনী—বোম্বাই নগরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার নাম তায়াবজী ভাই মিঞা সাহেব। বদরুদ্দীন তায়াবজী ইঁহার পঞ্চম পুত্র। কিছু উর্দু ও ফারসী শিক্ষার পর ইনি এলফিন্‌ষ্টোন ইনস্টিটিউসনে প্রবেশ করেন। কয়েক বৎসর পরে চক্ষুর চিকিৎসার জন্য ইনি ফ্রান্সে প্রেরিত হন। আরোগ্যলাভের পর লণ্ডনে গমন করিয়া নিউবেরী হাইপার্ক কলেজে ভরতি হন। তখন ইঁহার বয়স ১৬ বৎসর। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মিড্‌ল্ টেম্পল হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় কৃতকার্যতা লাভ করেন। ঐ বৎসরেই নবেম্বর মাসে ইনি বোম্বাই হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি ব্যবসায় প্রবৃত্ত হন। বোম্বাই নগরে ইনি সর্বপ্রথম ব্যারিস্টার। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা-বিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এই মহৎ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময়ে ইনি প্রথমে বোম্বায়ের আঞ্জুমান-ই-ইসলামের সেক্রেটারি ও পরে প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইনি বোম্বায়ের প্রেসিডেন্সী অ্যাসোসিয়েসনেরও সভাপতি ছিলেন। লর্ড রিপন প্রদত্ত স্বায়ত্ত-শাসন ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই প্রদেশে প্রচলিত হয়। তদনুসারে গবর্নমেণ্ট বদরুদ্দীন তায়াবজীকে বোম্বাই কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করেন। ভারতীয় জাতীয় মহা-সমিতি স্থাপনে যাঁহারা উদ্যোগী হইয়া-ছিলেন, বদরুদ্দীন তায়াবজী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশনে ইনি সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে আঞ্জুমান-ই-ইসলামের প্রতিনিধিস্বরূপ ঘোষণা করেন যে, মুসলমানগণের কংগ্রেসে যোগদানে বিরত থাকা সংগত নহে।

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই হাই-কোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হন। বদরুদ্দীন তায়াবজী সমাজসংস্কারকও ছিলেন। নিজের পরিবারভুক্ত মহিলা-গণকে ইনি অবরোধের কঠোর বন্ধন হইতে মুক্তি দিয়াছিলেন। স্বীয় কন্যাগণকে শিক্ষালাভার্থ বিলাতে প্রেরণ করিয়া-ছিলেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বায়ে মুসলমান শিক্ষা কন্‌ফারেন্সের সভাপতি-রূপে তিনি মুসলমান সমাজে পর্দা প্রথা রহিত করিবার জন্য যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব করেন, এবং মুসলমান মহিলা সমাজে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেন। আলিগড়ের মসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ব্যাপারে ইঁহার আন্তরিক সহানুভূতি ছিল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট তারিখে ইঁহার মৃত্যু হয়।

—বিনিময়, পরিবর্ত্তন। আ। বি।

বদলানো—বিনিময় করা, পরিবর্তন করা। বাংপ্র। ক্রি। [আ। বি।

বদলাবদলি—অদলবদল, পরস্পর বিনিময়।

বদলি—স্থানান্তরে প্রেরণ; প্রতিনিধি; বিনিময়। আ-মু। বি।

বদলী—প্রতিনিধিস্থানীয়; অন্ত কর্মস্থানে নিযুক্ত। আ-মু। বিণ।

বদ-হজম—অজীর্ণ, অপাক। আ-মু। বি।

বদা—কহা, বলা; পণ রাখা, বাজি ধরা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বদান্য, বদন্ত—চারুভাষী, সদ্বক্তা; দানশীল, দাতা। বদ্ (বলা)+আন্য, অন্ত কর্তৃ। বিণ।

বদান্যতা—দানশীলতা, দাতৃত্ব, মধুর-ভাবিতা। বদান্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বদাবদ—১। বহুবক্তা, বাগ্মী। বদ্ (বলা) +অন্ কর্তৃ (দ্বির্ভাব)। বিণ। ২। বাদানুবাদ, তর্কবিতর্ক, বকাবকি, বচসা। প্রা কপ্র। বি। [বি; পু।

বদাল—বোয়াল মাছ। বদ্+আল কর্তৃ।

বদ্ধ—যাহা বাঁধা হইয়াছে এরূপ; সংযত; বিন্যস্ত ('শ্রেণী—'); নিগড়িত; গ্রথিত; বিহিত; উৎপাদিত; যুক্ত; স্তব্ধ ('—দৃষ্টি')। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ি—১। স্থির দৃষ্টি, অনড় নজর। বদ্ধা যে দৃষ্টি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন। বদ্ধা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

বদ্ধপরিকর—দৃঢ়ীকৃত-কটিবদ্ধ, শক্ত করিয়া কোমর বাঁধিয়াছে এরূপ। বদ্ধ হইয়াছে পরিকর যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

বদ্ধপাগল—বেজায় পাগল বা নির্বোধ, একেবারে বা পুরা উন্মাদ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বদ্ধমুষ্টি—১। মুষ্টিবদ্ধ, যে হাতের মুঠা বাঁধিয়াছে; ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। বদ্ধ মুষ্টি যৎকর্তৃক বা যাহার, বহু। বিণ। ২। কৃপাণ, খড়্গ। বি; পু।

বদ্ধমূল—দৃঢ়স্থাপিত মূলবিশিষ্ট, যাহা শিকড় গাড়িয়া বসিয়াছে এরূপ; অনুৎপাটনীয়। বদ্ধ হইয়াছে মূল যাহার, বহু। বিণ।

বদ্ধবৈর—চিরশত্রুতা, চিরস্থায়ী বিরোধ। কর্মধা। বি; ক্লী।

বদ্ধশিখ—যে শিখা বাঁধিয়াছে। বদ্ধা শিখা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

বদ্ধাঞ্জলি—কৃতাঞ্জলি। বদ্ধ হইয়াছে অঞ্জলি যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

বদ্বীপ—নদীর শেষ মুখের মধ্যস্থ মাত্রাশূন্য "ব"-কারের ন্যায় ত্রিকোণাকার ভূমি, delta. (বদ্বীপ অঞ্চলের ভূমি নদী-বাহিত মৃত্তিকানির্মিত ও নদীর শেষ অংশ এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত)। ব-আকারে যে দ্বীপ, মধ্যপ। বি; পু।

বদ্রীনাথ (বা বদরীনাথ)—উত্তর প্রদেশে গড়ওয়াল জেলায় অবস্থিত ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামটি বদ্রীনারায়ণ নামক দেবের মন্দির ধারণ করিয়া ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অলকানন্দা নদীর অন্যতম শাখা বিষ্ণুগঙ্গার দক্ষিণ কূলে হিমালয়ের একটি উপত্যকা ভূমির উপর এই গ্রামটি অবস্থিত। বদ্রীনারায়ণ ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থ। কিন্তু পবিত্রতার হিসাবে মন্দিরের স্থান যতটা উচ্চ, স্থাপত্য হিসাবে ততটা নহে। মন্দিরটি ত্রিকোণাকৃতি; শিখরদেশে একটি গম্বুজ; তদূর্ধ্বে একটি স্বর্ণগোলক বিদ্যমান। শীতাধিক্য বশতঃ মন্দিরটি অক্ষয়তৃতীয়ার দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ছয় মাস কাল খোলা থাকে। বৎসরের অবশিষ্টকাল মন্দিরদ্বার সম্পূর্ণ রুদ্ধ থাকে, এবং পুরোহিতগণ জোষী গ্রামে অধিষ্ঠিত বদ্রীনারায়ণ দেবের প্রতিনিধির পূজা করিয়া থাকেন। বদ্রীনাথের মন্দিরে যে মূর্তি দৃষ্ট হয়, তাহা দুই হস্ত উচ্চ কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। মন্দিরের সন্নিকটে লক্ষ্মীদেবীর মন্দির ও তপ্তকুণ্ড। জগন্নাথ-ক্ষেত্রের ন্যায়, বদ্রীনারায়ণের পুরীতে অন্নভোগ দিবার প্রথা আছে, এবং মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে স্পর্শদোষ নাই। মন্দিরের মোহান্ত বা প্রধান পূজক "রাওল সাহেব" নামে অভিহিত। তিনি দাক্ষিণাত্যের নাম্বুরী ব্রাহ্মণবংশজাত। তিনিই এস্থানের সর্বেসর্বা। বর্তমান মন্দিরটি অধিক দিনের নহে। কথিত আছে আটশত বৎসর পূর্বে শংকরস্বামী দেবমূর্তিটি সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া মন্দিরমধ্যে স্থাপিত করেন। প্রবল তুষারপাতে অনেকবার মন্দির ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। বদ্রীনাথে আসিবার পথে কেদারনাথের পুরী। কেদারনাথ অগ্রে দর্শন করিয়া পরে বদ্রীনারায়ণ দর্শন করাই নিয়ম। পঞ্চ কেদারের ন্যায় পঞ্চ বদ্রীনারায়ণ বিদ্যমান। পঞ্চ কেদারের নাম—(স্বয়ং) কেদারনাথ, মধ্যমেশ্বর, তুঙ্গনাথ, রুদ্রনাথ ও কল্পেশ্বর নাথ। পঞ্চ বদ্রীনারায়ণের নাম—(স্বয়ং) বদ্রীনারায়ণ, পাণ্ডুকেশ্বর, নৃসিংহ বদরী, বৃদ্ধ বদরী, আদি বদরী বা ভবিষ্যদ্ বদরী। যাত্রিগণ-প্রদত্ত অর্থ ব্যতীত বদ্রীনারায়ণের ভূসম্পত্তি হইতেও যথেষ্ট আয় আছে। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে কুম্ভমেলা উপলক্ষে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

বধ—প্রাণসংহার, হনন; নাশ; বন্ধন; নিন্দা। বধ্ বা হন্ (হত্যা করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বধক—হননকর্তা, ঘাতক। বধ্ (বধ করা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বধিকা**।

বধয়ে—বধে, বধ করে। কপ্র। ক্রি।

বধস্থলী, -স্থান—বধ্যভূমি, প্রাণদণ্ডের স্থান, মশান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

বধা—বধ করা। কপ্র। ক্রি।

বধার্হ—প্রাণনাশযোগ্য। উপতৎ; বধ—অর্হ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

বধির—শ্রবণশক্তিহীন, কালা। বন্ধ্+কির কর্তৃ। বিণ। বি—**বধিরতা**।

বধী—হত্যাকারী, ঘাতক। বধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বধূ—নবোঢ়া বালিকা, নূতন বিবাহিতা বৌ; নারী; রমণী; ভার্যা; পত্নী; স্নুষা, পুত্রবধূ। বহ্+উ কর্ম বা কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বধূজন—যুবতী রমণী; বৌ; সধবা নারী। কর্মধা। বি; পু।

বধূটি, বধূটী—বালিকা-বধূ, বউড়ী; পুত্র-বধূ। 'বধূ' দ্রঃ। 'বধূ'+টি, টী অল্পার্থে। বি; স্ত্রী।

বধূৎসব ১। পুনর্বিবাহ-সংস্কার। বধূর উৎসব, ৬তৎ। বি; পু। ২। বৌভাত। বাংপ্র। বি।

বধূমাতা (-মাতৃ)—বৌমা, মাতার ন্যায় বৌ। বধূই মাতা (মাতৃসদৃশী), কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বিণ।

বধ্য—বধযোগ্য, হননার্হ। বধ্+যৎ অর্হার্থে।

বধ্যভূমি—বধস্থান, যে স্থানে বধ করা হয়, মশান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বধ্রী—চর্মরজ্জু, চামড়ার দড়ি। বন্ধ্ (বন্ধন করা)+ষ্ট্রন্ কর্তৃ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

বন—অটবী, অরণ্য, জঙ্গল; কানন; আলয়; জল; প্রস্রবণ। বন্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বনকদলী—কাঠকদলী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বনকর—বনভোগের খাজানা। ৬তৎ। বি; পু। [স্ত্রী।

বনকার্পাসী—বনকাপাস। মধ্যপ। বি;

বনকুক্কুট—বন্য মোরগ। ৬তৎ। বি; পু।

বনগহন—নিবিড় অরণ্য। বনই যে গহন, কর্মধা। বি; ক্লী।

বনচন্দ্রিকা—বনজ্যোৎস্না; মল্লিকাপুষ্প। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বনচম্পক—বুনো চাঁপা ফুল। মধ্যপ। বি; পু।

বনচর—বনচারী, অরণ্যবিহারী, কানন-বাসী। উপতৎ; বন—চর্+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -চরী। [বি।

বনচাঁড়াল—ত্রিপর্ণ গাছ বিঃ। বাংপ্র।

বনচারী (-চারিন্)—অরণ্যবিহারী, বনবাসী। বনে চরে যে, উপতৎ; বন—চর্ (বিচরণ করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বনচারিণী**।

বনজ—অরণ্যজাত। বনে জন্মে যে, উপতৎ; বন—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

বনদেবী—বনের অধিষ্ঠাত্রী স্ত্রী দেবতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বনপ্রিয়—যে বন ভালবাসে এমন। বন প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

বনফল—অরণ্যজাত বৃক্ষফল। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বনফুল—বনকুসুম, বনজাত ফুল। মধ্যপ। বাংপ্র। বি। [বি।

বনবরা—বন্যবরাহ, বুনো শূকর। বাংপ্র।

বনবহ্নি—বনাগ্নি, দাবানল। ৬তৎ। বি; পু।

বনবাদাড় বনজঙ্গল; বন ও নীচু জলাজমি। বাংপ্র। বি।

বনবাস—অরণ্যে অবস্থিতি; বনে নির্বাসন, exile. ৭তৎ। বি; পু।

বনবাসী (-বাসিন্)—বনে বাসকারী, অরণ্যচারী। উপতৎ; বন- বস্ (বাস করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বনবাসিনী**।

বনবিড়াল—একরকম খট্টাশ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

বনবিহার—বনলীলা, কাননক্রীড়া। ৭তৎ।

বনবিহারী (-হারিন্)—১। বনে বিচরণকারী। উপতৎ; বন—বি—হৃ+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

বনবিহারী কপূর (রাজা)—ইনি পঞ্জাবদেশীয় ক্ষত্রিয়-বংশ-সম্ভূত; ১৮৫৩ খ্রীঃ ১১ই নবেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি সামান্য অবস্থাপন্ন ছিলেন। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাব চন্দ্রের তৃতীয় ভ্রাতা ইহাকে ১৮৫৬ খ্রীঃ ৩১শে অগস্ট দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৯ বনবিহারী Burdwan Raj Council নামক সমিতির Vice-President পদে নিযুক্ত হন, এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন; ঐ বৎসরেই বর্দ্ধমান রাজ্যের জয়েন্ট ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি রাজা, এবং ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন ১৯০৫ খ্রীঃ আবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হন। মহাতাপচাঁদের দত্তকপুত্র আফ্‌তাব চাঁদের ভগিনীকে ইনি বিবাহ করেন। বর্দ্ধমানের বর্ত্তমান অধিপতি বিজয়চাঁদ এই বনবিহারীর পুত্র। বিজয়চাঁদের অপ্রাপ্তব্যবহারকালে বনবিহারী ইঁহার অভিভাবকস্বরূপে থাকিয়া ইঁহার বিদ্যাশিক্ষাকল্পে অনেক যত্ন করেন। বনবিহারীর বিষয়কার্য-নৈপুণ্যের ফলে বর্দ্ধমান রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

বনব্রীহি—নীবার, উড়িধান। মধ্যপ। বি; পু।

বনভোজন আমোদের জন্য বনের ধারে গিয়া রাঁধিয়া খাওয়া, চড়াইভাতি, picnic. ৭তৎ। বি; ক্লী।

বনমক্ষিকা—দংশ, ডাঁশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

বনমল্লিকা—কাঠমল্লিকাফুল। মধ্যপ।

বনমানুষ গোরিলা ওরাং উটাং প্রভৃতি অতিকায় অরণ্যচর মানবাকার বানর জাতি বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

বনমালা—চরণ বা জানু পর্য্যন্ত লম্বিত মালা, শ্রীকৃষ্ণের মালা; অরণ্যশ্রেণী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বনমালিনী—দ্বারকানগরী; বারাহীলতা। বনমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বনমালী (-মালিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। বনমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বনরক্ষক—অরণ্যের প্রহরী, অরণ্য-সম্পদ্-রক্ষী রাজকর্মচারী বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

বনরাজ—পশুরাজ, সিংহ; পুষ্পবৃক্ষ বিঃ বা তৎপুষ্প। বনের রাজা, ৬তৎ+টচ্ সমাসান্ত। বি; পু।

বনরাজি, -রাজী—অরণ্যশ্রেণী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বনলীলা—(শ্রীকৃষ্ণের) বনবিহার বা কাননক্রীড়া। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

বনশোভন—অরণ্যের শোভাজনক। ৬তৎ। বিণ।

বনস্থ—বনবাসী; জলস্থিত। উপতৎ; বন—স্থা (থাকা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

বনস্পতি—ফুল ব্যতিরেকে যে সকল গাছের ফল জন্মে, অশ্বত্থাদি বৃক্ষ; মহীরুহ, বৃহৎ বৃক্ষ। বনের পতি, ৬তৎ, নিপাতনে। বি; পু।

বনা—পটা, মিল হওয়া, মিলা; মিলিয়া মিশিয়া চলা; হওয়া ('বোকা—')। বাংপ্র। ক্রি।

বনাত—একপ্রকার পশমী কাপড়, broad cloth. বাংপ্র। বি।

বনানো পটানো, মিল করা, সদ্ভাব রাখা; কাটা; তৈয়ার করা, রচনা করা। হি। ক্রি।

বনানী—অরণ্যানী, মহাবন। বন+আনী। বি; স্ত্রী। ('অরণ্যানী'র অনুকরণে।)

বনান্ত—১। বনভূমি, বনপ্রদেশ। বনের অন্ত, ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। বনের প্রান্ত। বি; পু। [বি; ক্লী।

বনান্তর—অন্য বন, পৃথক্ অরণ্য। নিত্য।

বনাবনি, বনাবন্তি—বনিবনাও, সদ্ভাব, পরস্পর মিল বা মিলে মিশে থাকা। বাংপ্র। বি।

বনাম—(কাহারও) নামে বা বিরুদ্ধে; বিরুদ্ধপক্ষ, versus; ওরফে, alias. ফা। অ।

বনাশ্রম—বনমধ্যস্থ আশ্রম, কাননস্থিত আবাস। মধ্যপ। বি; পু।

বনাশ্রয়—বনবাসী। বন আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

বনিতা—১। সেবিতা; যাচিতা। বন্ (প্রার্থনা করা)+ক্ত কর্ম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। প্রিয়তমা স্ত্রী; ভার্যা; প্রিয়া; নারী। বি; স্ত্রী।

বনিবনাও—বনাবন্তি, পরস্পর সদ্ভাব বা মনের ও মতের মিল, প্রণয়। বাংপ্র। বি।

বনিয়াদ (বনেদ), **বুনিয়াদ**—ভিত্তিমূল, গোড়াপত্তন, ভিত্ত; মূল, গোড়া। ফা-য়ু। বি।

বনিয়াদী (বনেদী), **বুনিয়াদী**—সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; প্রাচীন, সাবেক; সম্ভ্রান্ত; বহুকালের পুরাতন বংশীয়। ফা-য়ু। বিণ।

বনেচর—১। ব্যাধ, কিরাত ইত্যাদি। বনে চরে যে, অলুক্ উপতৎ; বনে- চর্+টক্ কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। অরণ্যচারী। বিণ।

বনেদ—'বনিয়াদ' দ্রঃ।

বন্দ—১। বন্দনা কর। প্রা কপ্র। ক্রি। ২। বন্ধ, বন্ধ; ছুট; তোক, কিতা, খণ্ড; গৃহাদির দৈর্ঘ্যপ্রস্থের সমষ্টি; বন্ধনী ('কোমর—')। ফা। বি।

বন্দক—অভিবাদক; স্তুতিকারক। বন্দ্ (বন্দনা করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বন্দিকা**।

বন্দন, বন্দনা—অভিবাদন; স্তুতি; স্তব। বন্দ্ (বন্দনা করা)+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে ...+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বন্দনা—'বন্দন' দ্রঃ।

বন্দনীয়, বন্দ্য—নমস্য, অভিবাদনযোগ্য; স্তবনীয়। বন্দ্ (বন্দনা করা)+অনীয়, য্যণ্ কর্ম। বিণ।

বন্দনীয়া, বন্দ্যা—নমস্যা, অভিবাদনার্হা; স্তবনীয়া। বন্দনীয়, বন্দ্য শব্দ +আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বন্দর—নদী বা সমুদ্রের তীরবর্ত্তী নৌকাজাহাজাদি বাঁধিবার স্থান, port; বানর। ফা। বি।

বন্দি, বন্দী—কারারুদ্ধ ব্যক্তি, কয়েদী। বন্দ্‌+ই কর্তৃ, বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বন্দিত—স্তুত, পূজিত। বন্দ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

বন্দিনী—১। বন্দনাকারিণী। বন্দ (বন্দনা করা)+ণিন্‌ কর্তৃ+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। স্ত্রী-কয়েদী। বাংপ্র। বি।

বন্দিপাঠ—১। স্তুতিপাঠ, স্তবাবৃত্তি। ৬তৎ। ২। স্তুতিপুস্তক। বন্দীর পাঠ আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

বন্দী (বন্দিন্‌)—১। বন্দনাকারী। বন্দ্‌ (স্তব করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বন্দিনী**। ২। বৈতালিক, স্তুতিপাঠক। বি; পু।

বন্দী—'বন্দি' দ্রঃ।

বন্দীশালা—কয়েদঘর, জেলখানা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [ফা। বি।

বন্দুক—নালিকাস্ত্র, দীর্ঘ নলযুক্ত আগ্নেয়াস্ত্র।

বন্দে—বন্দনা করি বা করিতেছি। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

বন্দেগি—সেলাম, নমস্কার। ফা-মু। বি।

বন্দেজ—সুব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা ('বিলি—')। ফা-মু। বি।

বন্দোবস্ত—ব্যবস্থা; জমি বা খাজনার বিলি, শৃঙ্খলা; নিয়ম; রফা। ফা। বি।

বন্দোবস্তী—প্রতিষ্ঠিত; মাপ জরিপাদি দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, settled, regulated ('— মহাল')। ফা-মু। বিণ।

বন্দ্য—'বন্দনীয়' দ্রঃ।

বন্দ্যবংশ—পূজনীয় বংশ; বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ, বাঁড়ুয্যে ঘর। কর্মধা। বি; ক্লী।

বন্দ্যোপাধ্যায়—বন্দনীয় আচার্য; এক শ্রেণীর রাঢ়ী কুলীন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের বংশগত উপাধি, বাঁড়ুয্যে। বন্দ্য যে উপাধ্যায়, কর্মধা। বি; পু।

বন্ধ—১। বন্ধন, সংযমন, বন্ধনী, বাঁধন ('কটি—'); রোধ; উৎপত্তি; ধারা। বন্ধ্‌ (বন্ধন করা)+অল্‌ ভাব। ২। বাঁধ; গ্রন্থি; দে ; বৃন্ত। বন্ধ্‌+অল্‌ করণ। বি; পু ৩। রুদ্ধ; রহিত; স্থগিত। বাংপ্র। বিণ।

বন্ধক—১। গচ্ছিত বস্তু, ঋণগ্রহণার্থ স্থাপিত বস্তু; বিনিময়। বন্ধ্‌ (বন্ধন করা)+ণক কর্ম। বি; পু। ২। বন্ধক দেওয়া। বন্ধ্‌+ণক ভাব। বি; ক্লী।

বন্ধকগ্রহীতা (-তৃ)—যে দ্রব্যাদি বন্ধক রাখে, বন্ধকী মহাজন। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গ্রহীত্রী**।

বন্ধকদাতা (-দাতৃ)—যে দ্রব্যাদি বন্ধক দেয়, বন্ধকীখাতক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

বন্ধকী—১। পরপুরুষগামিনী, অসতী। বন্ধ্‌ (বন্ধন করা)+ণক কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। পুংশ্চলী, অসতী নারী। বি; স্ত্রী। ৩। বন্ধক দেওয়া, আবদ্ধ ('— সম্পত্তি')। বাংপ্র। বিণ।

বন্ধন—১। বন্ধনসাধন রজ্জু, শৃঙ্খলাদি। বন্ধ্‌+অন্‌ কর্তৃ। বি; পু। ২। সংযমন, বাঁধা; বধ; রোধ; হিংসা; উৎপাদন। বন্ধ্‌ (বন্ধন করা)+অনট্‌ ভাব। ৩। বাঁধ; বৃন্ত। বন্ধ্‌+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

বন্ধনদশা—বাঁধনের অবস্থা; আবদ্ধ অবস্থা, কয়েদ, আটক। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনশালা—বন্ধনালয়, কারাগার, জেলখানা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বন্ধনসাধন—বাঁধিবার উপায় বা উপকরণ, দড়ি প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বন্ধনস্তম্ভ—বাঁধিবার খুঁটি বা খোঁটা। ৬ বা ৪তৎ। বি; পু।

বন্ধনাগার, বন্ধনালয়—বন্দিশালা, কারা, জেলখানা। ৬তৎ। বি; ক্লী ও পু।

বন্ধনী—বন্ধনসাধন রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খলাদি; ব্র্যাকেট, bracket. ()। বন্ধ্‌ (বন্ধন করা)+অন কর্তৃ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বন্ধী (বন্ধিন্‌)—বন্ধনযুক্ত, বন্ধনপ্রাপ্ত, আবদ্ধ, বাঁধা। বন্ধ্‌ শব্দ+ইন্‌ যুক্তার্থে। বিণ; পু।

বন্ধু—জ্ঞাতি, স্বজন; পিতা; মাতা; ভ্রাতা; আত্মবন্ধু, পিতৃবন্ধু ও মাতৃবন্ধু, এই ত্রিবিধ; কুটুম্ব; প্রিয়; মিত্র, সুহৃৎ, সখা; (পিতৃ, মাতৃ, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, ইত্যাদির পরবর্তী হইলে) নীচ। বন্ধ্‌ (বন্ধন করা)+উ কর্তৃ। বি; পু।

[বন্ধু, সখা, মিত্র ও সুহৃৎ শব্দের অর্থগত প্রভেদ এই :—
"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥"
অর্থাৎ—প্রণয়াস্পদদ্বয়ের মধ্যে যিনি অপরের ত্যাগ সহ্য করিতে পারেন না, তিনি বন্ধু; যিনি নিরন্তর অন্তরের অনুমত থাকেন, তিনি সুহৃৎ; যে দুইজনের একবিধ ক্রিয়া, তাঁহারা পরস্পর মিত্র; এবং যিনি অন্তরকে নিজের প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সখা।]

বন্ধুক, বন্ধুজীব, বন্ধুজীবক—১। বাঁধুলি ফুলের গাছ। বন্ধুক=বন্ধু+কণ্‌; বন্ধুজীব=বন্ধু—জীব্‌ (বাঁচা)+অন কর্তৃ; বন্ধুজীবক=বন্ধুজীব্‌+কণ্‌। বি; পু। ২। বাঁধুলি ফুল। বি; ক্লী।

বন্ধুতা, বন্ধুত্ব—মিত্রতা, সখ্য, সৌহৃদ্য; প্রণয়। বন্ধু+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বন্ধুদত্ত—১। জ্ঞাতি ও স্বজনকর্তৃক অর্পিত; মিত্রের দেওয়া। ৩তৎ। বিণ। ২। মাতা-পিতা কর্তৃক প্রদত্ত স্ত্রীধন। বি; ক্লী।

বন্ধুবর—বন্ধুশ্রেষ্ঠ, অতিশয় প্রণয়ভাজন সুহৃৎ। ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।

বন্ধুবান্ধব—আত্মীয়স্বজন। দ্বন্দ্ব। বি; পু। [বন্ধু ও বান্ধব দুইটি শব্দ একার্থক।]

বন্ধুবিচ্ছেদ—বন্ধুবিয়োগ; বন্ধুর সহিত ছাড়াছাড়ি। ৬তৎ। বি; পু।

বন্ধুয়া—বন্ধু, বঁধু, সখা, বঁধুয়া। প্রা কপ্র। বি।

বন্ধুর, বন্ধূর—উচ্চাবচ, উন্নতানত, অসমতল; নম্র; রমণীয়; বধির। বন্ধ্‌+উর, ঊর কর্তৃ। বিণ।

বন্ধুরতা, -ত্ব—উচ্চাবচত্ব, অসমতলত্ব, অমসৃণতা, কার্কশ্য; বধিরতা। বন্ধুর+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

বন্ধুল—১। অসতীপুত্র; জারজসন্তান। বন্ধ্‌ (বন্ধন করা)+উল কর্তৃ। বি; পু। ২। সুন্দর; নম্র; বন্ধুর। বিণ

বন্ধ্য—বন্ধনযোগ্য; নিষ্ফল। বন্ধ্‌ (বাঁধা)+যণ্‌ কর্ম। বিণ।

বন্ধ্যা—১। বন্ধনযোগ্যা; নিষ্ফলা। বন্ধ্য শব্দ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। যে স্ত্রীর সন্তান হয় না, বাঁজা। বি; স্ত্রী।

বন্য—বনসম্বন্ধীয়; বনজাত। বন+যৎ ইদমর্থে। বিণ।

বন্যবরাহ—আরণ্য শূকর, বুনো শুয়ার। ৬তৎ। বি; পু।

বন্যা—১। বনসম্বন্ধীয়া; বনজাতা। বন্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। বনসমূহ, অরণ্যানী; জলরাশি; জলপ্লাবন, বান; গুল্ম। বন (অরণ্য বা জল)+য সমূহার্থে+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বপ, ফ্রান্সিস্‌ (Francis Bopp)—জার্মান পণ্ডিত। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর ইনি মেণ্টস্‌ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্যারিসে যাইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮২১ হইতে আমরণ ইনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যভাষা ও ভাষাতত্ত্বেও অধ্যাপনা করেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি Analytical comparison of the Sanskrit, Greek, Latin and Teutonic languages নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। ১৮২৭-৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহার সংকলিত সংস্কৃত ব্যাকরণের অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৮৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার কৃত Comparative Grammar ইংরাজীতে অনুবাদিত হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর ইহার দেহান্তর ঘটে।

বপ—বপন (সকল অর্থে)। বপ্‌+অল্‌ ভাব। বি; পু।

বপন—রোপণ, বীজ বোনা; চয়ন, কাপড়-চোপড় বোনা; ক্ষৌরকর্ম, কামান; অস্থি; মজ্জা; শুক্র। বপ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বপু—কায়, শরীর। সংস্কৃত বপুঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ। বি।

বপুঃ (বপুস্)—অবয়ব, শরীর। বপ্ (বোনা ইত্যাদি) + উস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বপুষ্টমা—কাশীরাজ-তনয়া, রাজা জন্মেজয়ের পত্নী। বপুস্ (শরীর) + তম প্রশস্তার্থে + আপ্। বি; স্ত্রী।

বপুষ্মান্ (বপুষ্মৎ)—প্রশস্তদেহ, স্থূলকায়, সুঠাম। বপুস্ + মতু প্রশস্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বপুষ্মতী**।

বপ্তা (বপ্তৃ)—১। বপনকারী। বপ্ (বপন করা) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বপ্ত্রী**। ২। কৃষক; বাপ, পিতা; কবি। বি; পু।

বপ্র—১। তট; ক্ষেত্র, ক্ষেত; ক্ষেতের আলি; সানু। বপ্ (বপন করা) + র অধি। ২। রেণু; সীসক; প্রাচীর; দুর্গে বা নগরে পরিখা দ্বারা উদ্ধৃত মৃৎস্তূপ। বপ্ + র কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ৩। জনক, বাপ; প্রজাপতি। বি; পু।

বপ্র-ক্রিয়া, বপ্র-ক্রীড়া—(গবাদি জন্তুর) শৃঙ্গদন্তাদি দ্বারা খনন-ক্রীড়া, উৎখাতকেলি। বপ্রে (ক্ষেত্রে) ক্রিয়া বা ক্রীড়া, ৭তৎ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

বব্বর—মূর্খ, অজ্ঞান, অবোধ। < বর্বর।

বব্রুলে—বহুভাষী, বাচাল; মিথ্যাবাদী; মিথ্যা সাক্ষ্য-দাতা। বাংপ্র। বিণ।

বভ্রুবাহন—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র। বভ্রু (বিষ্ণু)—বাহি (বাহন) + অন কর্তৃ। বি; পু। [মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি মাতামহালয়ে থাকিয়া লালিত পালিত হন, এবং মাতামহের মৃত্যু হইলে মণিপুরের রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন যজ্ঞীয় অশ্বের রক্ষকরূপে মণিপুরে উপস্থিত হইলে, বভ্রুবাহন তাঁহাকে পিতা বলিয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাহাতে অর্জুন নিতান্ত বিরক্ত হইয়া ইঁহাকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য না করায় জন্য যথোচিত তিরস্কার করেন। তখন বভ্রুবাহন বিমাতা নাগকন্যা উলূপীর উত্তেজনায় পিতার সহিত রণে প্রবৃত্ত হন। সমরে অর্জুন পরাজিত ও অচেতন হইয়া পড়েন। পরে উলূপী পাতাল হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনিয়া স্বামীকে পুনর্জীবিত করেন। অতঃপর বভ্রুবাহন পিতৃনির্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন।

বম্—গাড়ির দীর্ঘকাষ্ঠদণ্ড, যুগন্ধর। <ইং 'beam'. বি।

বম্, বোম্—অনুকরণ শব্দ; গালবাদ্য; ডমরুবাদ্য; শিবমন্ত্র বিঃ (উ + অ + ম্)। অ।

বমই, বময়ে—বমি করে, উদ্গিরণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বমন—উদ্গিরণ, বমিকরণ; নিঃসারণ; আহুতি। বম্ (বমি করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বমনীয়—বমন-যোগ্য। বম্ (বমি করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

বমা—বমন করা। কপ্র। ক্রি।

বমাল—১। মালসহ; (অপহৃত) দ্রব্যাদির সহিত। ক্রি-বিণ। ২। চুরি-করা জিনিস। ফা। বি।

বমি—বমন, উদ্গিরণ, ওয়াকার। বম্ (বমি করা) + ই ভাব। বি; স্ত্রী।

বমিত—উদ্গীর্ণ। ণিজন্ত বম্ বা বমি + ক্ত কর্ম। বিণ।

বম্বে (বা বোম্বাই), **বম্বাই**—ব্রিটিশ ভারত যে তিনটি প্রেসিডেন্সীতে বিভক্ত ছিল, বম্বে ছিল তাহাদের অন্যতম। এই প্রেসিডেন্সীর উত্তর সীমা ছিল বেলুচিস্থান, পঞ্জাব ও রাজপুতানা; পূর্ব সীমা ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ; দক্ষিণ সীমা মাদ্রাজ ও মহিশূর; পশ্চিম সীমা আরব সাগর। শাসনকার্যের সৌকর্যার্থ প্রেসিডেন্সীটি চারি ভাগে বিভক্ত ছিল, যথা (১) উত্তর বা গুজরাট বিভাগ, এই বিভাগে আমেদাবাদ, কায়রা, পাঁচ মহল, ব্রোচ, সুরাট, থানা ও কোলাবা জেলা। (২) মধ্য বা "ডেকান" বিভাগ; এই বিভাগে খান্দেশ, নাসিক, আমেদনগর, পুনা, সোলাপুর ও সেতারা জেলা। (৩) দক্ষিণ বা কর্ণাটক বিভাগ; এই বিভাগে বেলগাওম, ধারওয়ার, কলাদ্গি, উত্তর কানারা ও রত্নগিরি জেলা। (৪) সিন্ধু বিভাগ; এই বিভাগে করাচী, থার ও পারকর, হায়দ্রাবাদ, শিকারপুর ও উত্তর সিন্ধুর সীমান্ত জেলা।

বর্তমানে বম্বে প্রেসিডেন্সীর অস্তিত্ব নাই। ভারত বিভক্ত হইবার পর কিছু অংশ পাকিস্তানে গিয়াছে। সম্প্রতি অবশিষ্ট বম্বে ভাঙ্গিয়া মহারাষ্ট্র ও গুজরাট রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

বম্বের প্রাচীন ইতিহাস—অতি প্রাচীন সময়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলে দ্রাবিড় জাতীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। খ্রীঃ পূঃ ১০০০ অব্দে এই স্থান হইতে পূর্ব আফ্রিকার মধ্য দিয়া লোহিত সাগরে পণ্যদ্রব্য প্রেরিত হইত, এইরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীঃ পূঃ ৭৫০ অব্দে পারস্য উপসাগর দিয়া বেবিলনে যে দ্রব্যাদি পাঠানো হইত, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। কথিত আছে, শেষোক্ত পথ দিয়া ব্রাহ্মী লিপি ভারতে প্রত্যাগমন করে। ইহার পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণগণ এই প্রদেশে আসিয়া বাস করে এবং আর্যধর্ম ও ভাষা প্রচার করে। এ প্রদেশের কিয়দংশ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল। অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য রাজত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইলে, অন্ধ্র, রাষ্ট্রকূট, চালুক্য প্রভৃতি রাজগণ এ প্রদেশের স্থানে স্থানে আধিপত্য স্থাপন করেন। সিন্ধুদেশই ভারতাক্রমণকারী মুসলমানগণের প্রথম কার্যক্ষেত্র। ১০২৩ খ্রীঃ গজনীর মামুদ গুজরাটে প্রবেশ করিয়া সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠন করেন। পরে মহম্মদ ঘোরীও গুজরাট আক্রমণ করেন। ১২৯৪ খ্রীঃ আলাউদ্দিন সর্বপ্রথমে ডেকান আক্রমণ করেন, এবং ইহার তিন বৎসর পরে গুজরাট অধিকার করেন। ১৩১২ খ্রীঃ সমস্ত মহারাষ্ট্র দেশ মুসলমান কর্তৃক আক্রান্ত হয়, এবং সাত বৎসর পরে মালাবার দেশও মুসলমানের অধীনতা স্বীকার করে। সুদূর দিল্লীতে অবস্থান হেতু মুসলমান শাসনশক্তি এ প্রদেশে ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্ষীণ হইয়া পড়ে, এবং সেই সূত্রে এ প্রদেশের রাজপ্রতিনিধিগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। এই সময়ে ডেকানে বাহমনী রাজত্ব, এবং আহম্মদনগর ও গুজরাটে স্বাধীন মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৭৩ খ্রীঃ সম্রাট্ আকবর গুজরাট জয় করিয়া মোগল রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ১৫৯৯ খ্রীঃ তিনি খান্দেশ এবং পর বৎসরে আহম্মদনগরও অধিকার করেন। ১৪৯৮ খ্রীঃ ভাস্কো ডি-গামা প্রমুখ পর্তুগীজগণ ভারতে আসিয়া ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি স্থানে অধিকার স্থাপন করে। বম্বে দ্বীপ ১৫৩৪ খ্রীঃ তাহাদের হস্তে যায়। ১৬১৮ খ্রীঃ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের অনুমতি গ্রহণ করিয়া ইংরাজ সুরাট (সৌরাষ্ট্র) নগরে কুঠি স্থাপন করে। ১৬৬১ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস, পর্তুগীজ রাজকন্যা ক্যাথারাইনকে বিবাহ করিয়া বম্বে দ্বীপটি যৌতুক স্বরূপে প্রাপ্ত হন। দূরদেশ হইতে এই ক্ষুদ্র স্থানটি শাসনাধিকারে রাখিবার পক্ষে অসুবিধা দর্শনে ইংলণ্ডেশ্বর দ্বীপটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যৎসামান্য বার্ষিক করের বিনিময়ে দান করেন। স্থানটি অধিকার করিতে কোম্পানিকে বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠে, এবং

বম্বে প্রেসিডেন্সীর প্রায় সমস্ত স্থানই উহারা অধিকার করিয়া লয়। ১৭৭৪ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৭৮২ খ্রীঃ ইহাদিগের সহিত সালবাই নামক স্থানে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার শর্ত মতে সালসিট ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৮০০ খ্রীঃ সুরাট ইংরাজের করগত হয়। ১৮০২ খ্রীঃ দ্বিতীয় মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের অবসানে আরও কতকগুলি স্থান ইংরাজের অধীনে আসে। ১৮১৮ খ্রীঃ শেষ পেশোয়া বাজীরাও পরাজিত, ধৃত ও বৃত্তিভোগী হইয়া স্থানান্তরিত হইলে, পুণা, আহম্মদনগর, নাসিক, সোলাপুর প্রভৃতি অনেকগুলি স্থান অধিকৃত হইয়া বম্বে প্রেসিডেন্সীভুক্ত হইয়া যায়। ১৮৩৯ খ্রীঃ এডেন শহর ও ১৮৪৩ খ্রীঃ সিন্ধুদেশ এই প্রেসিডেন্সীর পুষ্টি সাধন করে।

এইরূপে বম্বে শহর ইংরাজের অধিকারে আসে। শহরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। দ্বীপটি ভারত ভূমিখণ্ডের সহিত সেতু দ্বারা সংলগ্ন। বম্বে নামটি মহারাষ্ট্রীয় "মুম্বই" নাম হইতে উৎপন্ন। মুম্বই বা মহিমা অর্থে জগন্মাতা। বম্বে শহর মধ্যে মুম্বই দেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত আছে। বম্বে শহর ইংরাজের হাতে আসিবার পরে, সুরাট হইতে কুঠির কার্য ১৬৭২ খ্রীঃ এখানে উঠাইয়া আনা হয়। প্রধান কুঠিয়াল আঙ্গীয়ার (Angier) সাহেব শহরটি সুরক্ষিত করিবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন।

বম্বেটিয়া, বম্বেটে—জাহাজাদি হইতে কামান ছুড়িয়া নগরাদি ধ্বংসকারী ; জলদস্যু। <ইং 'bombardier'. বি।

বম্ভ—ব্রহ্ম ; ব্রহ্মা। প্রা কপ্র। বি।

বম্ভতেজ—ব্রহ্মতালু। প্রা কপ্র। বি।

বম্ভেত—ব্রহ্মার। প্রা কপ্র। বি।

বম্‌ভোলা—শিব, মহাদেব। বাংপ্র। বি।

বয়—১। বহে, বহন করে, বহিয়া যায়, প্রবাহিত হয়। বাংপ্র। ক্রি। ২। বালক ভৃত্য ; পরিচারক। <ইং 'boy'. বি।

বয়ঃ (বয়স্)—বাল্যাদি জীবনকাল ; বয়স ; আয়ুঃ ; যৌবন ; পক্ষী। অজ বা বী (গমন করা) + অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বয়ঃক্রম—বয়স। ৬তৎ। বি ; পু।

বয়ঃপ্রাপ্ত—প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। ২তৎ। বিণ।

বয়ঃসন্ধি—যৌবনকাল ; বাল্য ও যৌবনের মধ্যভাগ। ৬তৎ। বি ; পু।

বয়কট বর্জন ; একঘরে করা। <ইং 'boycott'. বি। [বি।

বয়ড়া—বহেড়া ফল, বিভীতকী। বাংপ্র।

বয়ন—বপন, কাপড় বুনা। বে + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বয়নামা—নিলামের বিক্রয়পত্র, বিক্রয়-কোবালা ; নিদর্শক পত্র। আ-ফা। বি।

বয়স, বয়েস—বয়ঃ, বয়ঃক্রম ; যৌবন। বাংপ্র। বি।

বয়স-ফোড়া—যৌবনকালের মুখব্রণ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

বয়সা—যৌবনকালে কণ্ঠস্বরের বিকৃত ভাব।

বয়সী—বয়ঃক্রমপ্রাপ্ত ; অধিকবয়স্ক, বয়স্থ। বাংপ্র। বিণ।

বয়স্ক—১। সাবালক ; অধিক বয়সের। বাংপ্র। বিণ। ২। (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) বয়ঃক্রমযুক্ত। পূর্ব পদের সহিত বহুব্রীহি সমাসে ক-আগম। বিণ।

বয়স্থ, বয়ঃস্থ—মধ্যবয়স্ক, তরুণ, যুবা। উপতৎ ; বয়স্—স্থা + ড কর্তৃ। বিণ।

বয়স্য—সমবয়স্ক ব্যক্তি ; সখা। বয়স্ + যৎ তুল্যার্থে। বি ; পু।

বয়স্যা—সখী, সহচরী। বয়স্য + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বয়া—জলমধ্যস্থ চড়া প্রভৃতি ও স্থলনির্দেশক ভাসমান দ্রব্য বিঃ ; বটের ঝুরি। <ইং 'buoy'. বি।

বয়াটে—বাচাল ; 'ইয়ার' ; দুশ্চরিত্র, কুসঙ্গী। বাংপ্র। বিণ।

বয়ান—১। বদন। কপ্র। বি। ২। ব্যাখ্যান, বিবরণ। ফা। বি।

বয়াম—চীনা-মাটি ইত্যাদির পাত্র। <পো 'boiao'. বি।

বয়েত—ফার্সী আর্বী বা উর্দু কবিতা, শ্লোক, দোঁহা। আ-মু। বি।

বয়েস—বয়ঃক্রম। বাংপ্র। বি।

বয়োঽতীত—প্রাচীন, বৃদ্ধ। বয়ঃকে অতীত, ২য়াতৎ। বিণ।

বয়োঽধিক—বয়োজ্যেষ্ঠ, বয়সে বড়। ৭তৎ। বিণ। [বি ; পু।

বয়োগুণ—বয়সের গুণ, বয়সের ধর্ম। ৬তৎ।

বয়োজ্যেষ্ঠ—বয়সে জ্যেষ্ঠ, বয়সে বড়। ৩তৎ। বিণ।

বয়োদোষ—বয়সের দোষ, বয়সের স্বাভাবিক নীচ গুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

বয়োধর্ম—বয়সের ধর্ম, বয়সের গুণ। ৬তৎ। বি ; পু।

বয়োবৃদ্ধ—বয়সে বড়, বুড়ো। বয়ঃ দ্বারা বৃদ্ধ, ৩তৎ। বিণ।

বয়োবৃদ্ধি বয়স বাড়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বর—১। প্রার্থনা ; আশীর্বাদ ; ইচ্ছা ; নিয়োগ ; বরণ ; আবরণ। বৃ (প্রার্থনা করা ইত্যাদি) + অল্ ভাব। ২। দেবতা হইতে বৃত, দেবতার নিকট যাচিত বস্তু যুক্তা বিঃ ; অভীষ্ট ; বিবাহ-কর্তা ; পতি ; জামাতা ; জার, উপপতি ; বিঙ্গ, লম্পট। বৃ + অল্ কর্ম। বি ; পু। ৩। অভীষ্ট ; শ্রেষ্ঠ। বিণ।

বরং (বরম্)—অপেক্ষাকৃত ভাল। বৃ + অম্ কর্ম। অ।

বরকন্দাজ—প্রভুর দেহরক্ষী আরদালী ; প্রতীহারী ; বন্দুকধারী সেপাই, সান্ত্রী। আ-ফা-মু। বি।

বরক্রতু—ইন্দ্র। বর (উত্তম) ক্রতু (যজ্ঞ) যাহার, বহু। বি ; পু।

বরখন্তিয়া—বর্ষা ; বর্ষণ, ধারাপাত। প্রা কপ্র। বি। [বি।

বরখা, বরিখা—বর্ষা, বর্ষণ। প্রা কপ্র।

বরখাস্ত—পদচ্যুত, কর্মচ্যুত। ফা। বিণ।

বরখে—বর্ষে, বর্ষণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বরখেলাপ—অন্যথা, গরমিল, পূর্বাপর বিরুদ্ধ, inconsistent. < ফা 'বর-খিলাপ'। বিণ।

বরগা—ছাদের আড়কাঠ, কড়ির উপরিস্থ পাতলা কাঠ বা লোহা। <পো 'verga'. বি।

বরজ—১। পানের ঘেরা ক্ষেত। আ-মু। ২। ব্রজ। প্রা কপ্র। বি।

বরঞ্চ—বরং, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ; সত্য বা উচিত, তবু ভাল ; প্রত্যুত। বরম্ + চ। অ।

বরণ—১। প্রার্থনা ; সসম্মানে গ্রহণ বা নিয়োগ ; ইচ্ছা ; পূজা ; বেষ্টন ; আবরণ, আচ্ছাদন ; বিবাহ বা পূজাদি কালে ধান্য দূর্বা ফলাদি দ্বারা বর বা দেবতার নির্মঞ্ছন ব্যাপার ; কর্তব্যবোধে কোন অবস্থা স্বীকার ('কারা—')। বৃ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। উষ্ট্র, উট ; বৃক্ষ বিঃ। বৃ + অনট্ কর্ম। ৩। প্রাচীর। বৃ (বেষ্টন করা) + অন করণ। বি ; পু। ৪। রঙ, রং। <বর্ণ। বি। ৫। বর্ণনা। প্রা কপ্র। বি।

বরণডালা—বরণ করিবার উপকরণবিশিষ্ট পাত্র। ৬তৎ। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

বরণসী—বারাণসী, কাশী। বরণা ও অসির সমাহার, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

বরণা—বারাণসীস্থ নদী বিঃ। ইহা বিশেশ্বরের তিন যোজন পশ্চিমস্থ পুষ্পপুর গ্রাম হইতে বহির্গত হইয়াছে। কথিত আছে যে, দুর্গার সহচরী বিজয়া ও জয়া বরণা ও অসিরূপ ধারণ করিয়াছেন। দুর্জনগণ যাহাতে অনায়াসে কাশীতে প্রবেশ ও মুক্তিলাভ করিতে না পারে, তজ্জন্যেই দেবগণ বরণা ও অসি নদীর সৃষ্টি করেন। ভাদ্রমাসীয় শুক্লা দ্বাদশীতে বরণাসংগমে বামনোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বি ; স্ত্রী।

বরণীয়—বরণযোগ্য ; শ্রেষ্ঠ ; প্রার্থনীয়। বৃ (বরণ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

বরত—ব্রত। প্রা কপ্র। বি। [বিণ।

বরতরফ বরখাস্ত, কর্মচ্যুত, পদচ্যুত। ফা।

বরদ—বরদাতা, অভীষ্ট-দায়ক। বর (অভীষ্ট) দেন যিনি, উপতৎ ; বর–দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

বরদা—১। অভীষ্টদায়িনী। বরদ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দুর্গা ; কন্যা ; মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থী। বি ; স্ত্রী।

বরদা-চতুর্থী—মাঘমাসের শুক্লা চতুর্থী। বি ; স্ত্রী।

বরদাচরণ মিত্র—কলিকাতা কুমারটুলির বিখ্যাত মিত্রবংশে ১৮৬২ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহাদের আদি নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাকদহ গ্রাম। ইনি পিতার একমাত্র সন্তান ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ফল। ইঁহার পিতা বেণীমাধব মিত্র ৯২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন।

বরদাচরণ ১৮৮২ খ্রীঃ ইংরাজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরে ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রতিযোগী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিসে প্রবিষ্ট হন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ইনি জেলা ও সেশন জজের পদে উন্নীত হন, এবং আমরণ সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি ছাত্রাবস্থায় সুপ্রসিদ্ধ প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর) ও কিশোরীচাঁদ মিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা লিখেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে ইঁহার লিখিত, "The English Influence on Bengali Literature"-শীর্ষক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতে ইঁহার সূক্ষ্ম সমালোচনাশক্তির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূতের' অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি 'অবসর' নামক একখানি কাব্য প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ইঁহার দেহান্তরপ্রাপ্তি হয়।

বরদার—বাহক, ভৃত্য ('হুঁকা—')। ফা। বি।

বরদাস্ত—সহ্য, সহন, সবুর। ফা। বি।

বরদৃপ্ত—বরলাভে গর্বিত, দেবতার নিকট হইতে প্রার্থিত বিষয়লাভে অহংকৃত। ৩তৎ। বিণ।

বরনাহ—শ্রেষ্ঠ বা সুশ্রী নাগর, বরনায়ক। প্রা কপ্র। বি।

বরপুত্র—দেবতার সবিশেষ অনুগ্রহভাজন পুত্র, আশীর্বাদপ্রভাবে জাত পুত্র। বরজাত যে পুত্র, মধ্যপ ; অথবা বর (উত্তম) যে পুত্র, কর্মধা। বি ; পু।

বরপ্রদ—বরদ, অভীষ্টদাতা। উপতৎ ; বর—প্র দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

বরপ্রদা—১। বরদা, অভীষ্টদাত্রী। বরপ্রদ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অগস্ত্য-পত্নী, লোপামুদ্রা। বি ; স্ত্রী।

বরফ—জমাটজল, তুহিন, হিমানী, তুষার। <ফা 'বর্ফ্'। বি।

বর-ফল—১। শ্রেষ্ঠফল, নারিকেল। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। নারিকেল বৃক্ষ। বর (শ্রেষ্ঠ) ফল যাহার, বহু। বি ; পু।

বরফি—ক্ষীরাদি দ্বারা প্রস্তুত চতুষ্কোণ মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

বরবটি—মহামাষ, শিমজাতীয় লতাফল বা তাহার বীজ, কলায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

বরবৎসলা—শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

বরবর্ণিনী—উত্তমা স্ত্রী ; শ্যামা ; গৌরী ; লক্ষ্মী ; হরিদ্রা। বর (শ্রেষ্ঠ) যে বর্ণ (রঙ্) সে বরবর্ণ, কর্মধা ; বরবর্ণ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বরবাদ—অপচিত, নষ্ট। ফা। বিণ।

বরবৃদ্ধ—শিব। বর (শ্রেষ্ঠ) যে বৃদ্ধ, কর্মধা। বি ; পু।

বরমাল্য—বিবাহে বরকে প্রদেয় মালা। মধ্যপ। বি ; ক্লী। (বিবাহসম্বন্ধ স্থিরীকরণার্থ ভাবী জামাতার গলায় মালা দেওয়াকে বরমাল্য বলে।)

বরযাত্র—বরযাত্রী। বাংপ্র। বি।

বরযাত্রী (-যাত্রিন্)—বরের অনুগামী, বিবাহকালে বরের সহিত গমনকারী লোক। বরের যাত্রা—বরযাত্রা, ৬তৎ, তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

বরয়িতা (-তৃ)—পাণিগ্রাহক, পতি। ণিজন্ত বৃ—বরি (বরণ করানো)+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**বরয়িত্রী**।

বরয়িত্রী—পত্নী ; স্বয়ংবরা। বরয়িতৃ শব্দ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বররুচি—১। বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি, বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের এক রত্ন। প্রথম বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ ইঁহারই রচিত। বি ; পু। ২। উৎকৃষ্ট-রুচি-যুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) রুচি যাহার, বহু। বিণ।

বরলব্ধ—১। প্রাপ্তবর। বর লব্ধ যৎকর্তৃক, বহু। ২। দেবতাদির নিকট প্রার্থনা দ্বারা প্রাপ্ত, বরস্বরূপে প্রাপ্ত। বরস্বরূপে লব্ধ, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

বরলাভ—দেবতার নিকট হইতে অভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তি। ৬তৎ। বি ; পু।

বরষণ—বর্ষণ। কপ্র। বি।

বরষা—১। বর্ষা। কপ্র। বি। ২। বর্ষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

বরা—১। উত্তমা, শ্রেষ্ঠা। বর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শূকর। <বরাহ। বি। ৩। বরণ করা ; বৃত করা ; আরতি করা। কপ্র। ক্রি।

বরাখুরে, -খুরিয়া—বরাহের ন্যায় চরণ-বিশিষ্ট (গরু)—(ইহা দুর্লক্ষণ বলিয়া গণিত) ; দুর্লক্ষণাক্রান্ত। বাংপ্র। বিণ।

বরাখুরী—শূকরচরণের ন্যায় চরণবিশিষ্টা ('—নারী') ; দুর্লক্ষণাক্রান্তা। বাংপ্র। বিণ।

বরাঙ্গ—১। উত্তম অবয়বযুক্ত। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**বরাঙ্গী**। ২। বিষ্ণু ; কন্দর্প ; হস্তী। বি ; পু। ৩। শ্রেষ্ঠ অবয়ব, মস্তক ; উপস্থ ; শিশ্ন ; যোনি। বর (শ্রেষ্ঠ) যে অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

বরাঙ্গনা—উত্তমা স্ত্রী। বরা (শ্রেষ্ঠা) যে অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বরাট, বরাটী—কপর্দক, কড়ি ; পদ্মবীজ-কোষ, তুচ্ছবাক্য ; রজ্জু। বর শব্দ—অট (গমন করা)+অন্ কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বরাটক, বরাটিকা কপর্দক, কড়ি ; পদ্মবীজকোষ ; রজ্জু। বর শব্দ—অট (গমন করা)+ণক কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। বি ; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

বরাণসী—বারাণসী, কাশী। বরাণসী+ক স্বার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বরাত ১। কাজের ভার বা আদেশ, ফরমাইশ ; কার্য ; প্রয়োজন ; পত্র, চিঠি। ২। নিয়তি, ভাগ্য, কপাল। বাংপ্র। বি।

বরাতি—বরযাত্রী। প্রা কপ্র। বি।

বরাতী—ভারার্পিত, আদিষ্ট, ফরমাইশী ; দরকারী। বাংপ্র। বিণ।

বরাদ্দ—১। প্রদেয় বা ব্যবহার্য বস্তুর নির্দিষ্ট পরিমাণ, 'হার'। বি। ২। নির্দিষ্ট, নিরূপিত ('— মাসহারা')। আ-মূ। বিণ।

বরানুগমন—বরের পশ্চাৎ গমন, বিবাহার্থী বরের সহিত যাওয়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বরানুগামী (-গামিন্)—১। বিবাহার্থী বরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনকারী। উপতৎ ; বর—অনু–গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**। ২। বরযাত্রী। বি ; পু।

বরাবর—১। নিকট, সমীপ। বি। ২। সম্মুখবর্তী ; পাশাপাশি। বিণ। ৩। সর্বদা ; সোজাসুজি উদ্দেশ করিয়া ; ঠিকানায়। ফা। অ, ক্রি-বিণ।

বরাবরেষু—[বড় লোকের নিকট পত্রাদি লিখিতে] সমীপেষু, সম্মুখে, হুজুরে। ফা-মূ। অ।

বরাভয়—বর ও অভয়, আশীর্বাদ ও ভয়-রাহিত্য ; আশীর্বাদ ও আশ্বাসসূচক কর-ভঙ্গী বিঃ। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

বরাভয়করা—ভগবতী, কালী। বরাভয় আছে করে যে স্ত্রীর, বহু। বি ; স্ত্রী।

বরাভরণ—বিবাহে বরের প্রাপ্য ভূষণ। ৬তৎ বা মধ্যপ। বি ; ক্লী।

বরারোহ—গজারোহী ; হস্তিপক, মাহুত। বর (শ্রেষ্ঠ) যে আরোহ (আরোহী), কর্মধা। বি ; পু।

বরারোহা—উত্তমা স্ত্রী, সুন্দরী নিতম্বিনী ; সুশ্রোণী। বর (শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে আরোহ (নিতম্ব) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

বরাসন—১। উত্তম আসন। বর (শ্রেষ্ঠ) যে আসন, কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। বিবাহকালে বরের বসিবার পীঠ বা পীঁড়ি। বরের আসন, ৬তৎ। বি ; ক্লী। ৩। দ্বারবান্ ; লম্পট। বর (পতি)—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অন কর্তৃ, যে পতিকে দূরে সরাইয়া দেয়। বি ; পু।

বরাহ—১। শূকর ; দ্বীপ বিঃ ; পর্বত বিঃ। [এইখানেই রামায়ণবর্ণিত প্রাগ্জ্যোতিষ নগর অবস্থিত ছিল।] বর (বরাঙ্গ অর্থাৎ পোত্র)—আ—হন্ (আঘাত করা) +ড কর্তৃ, যে [মৃত্তিকায়] পোত্র আঘাত করে। বি ; পু। ২। বিষ্ণুর শূকরবৎ মুখাবয়বযুক্ত তৃতীয় অবতার। পূর্বে ধরণী জলতলে নিমগ্ন ছিল। বিষ্ণু বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া দন্ত দ্বারা ধরাকে জলতল হইতে উত্তোলন করেন। ইঁহার ঔরসে ধরণীর গর্ভে নরক-নামক অসুরের জন্ম হয়। এই অবতারে বিষ্ণু দৈত্য হিরণ্যাক্ষের নিপাত সাধন করেন। ['দশাবতার' দ্রঃ।]

বরাহ, বরাহমিহির—সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম রত্ন। ইনি অবন্তী-নগরনিবাসী এবং খ্রীঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইনি জ্যোতির্বিদ্যায় বহু অংশের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া গিয়াছেন। ইনি আর্যভট্টের উদ্ভাবিত পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই।

কেহ কেহ বলেন, বরাহ-মিহির দুই ব্যক্তি,—পিতা ও পুত্র। ('মিহির' ও 'খনা' দ্রঃ।) কিন্তু একথা যে সত্য নহে, তাহা পশ্চাদুদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা নিঃসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, কারণ বরাহমিহিরকে দুইজন ধরিলে বিক্রমাদিত্যের সভার রত্ন-সংখ্যা নয় না হইয়া দশ হইয়া পড়ে।

"ধন্বন্তরি-ক্ষপণকামরসিংহ-শঙ্কু-
বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং
রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥"

কাহারও কাহারও মতে বরাহমিহির ৫৭৮ খ্রীঃ লোকান্তরিত হন। ইঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থের নাম বৃহৎ সংহিতা।

বরি—বরণ করি বা করিয়া। কপ্র। ক্রি।

বরিখ—১। বরিষ, বৎসর। বি। ২। বর্ষণ কর। প্রা কপ্র। ক্রি।

বরিখত—বর্ষণ করিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বরিখয়ে, বরিখে—বর্ষণ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বরিখা—১। বর্ষা ; বৎসর। বি। ২। বর্ষণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বরিবস্যা—সেবা, পূজা, অর্চনা। বরিবস্ শব্দ (সেবা, পূজা)+ক্য, তদুত্তরে অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বরিয়াতি—বরযাত্রী। প্রা কপ্র। বি।

বরিষ—১। বর্ষ, সংবৎসর। বৃ+ইষ কর্তৃ। বি ; পু। ২। প্রাবৃট্কাল, বর্ষা। বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ইষ অধি, নিপাতনে। বি ; ক্লী।

বরিষণ—আকাশ হইতে জলধারার পতন, বৃষ্টি। <বর্ষণ। বি।

বরিষা—১। বর্ষা। বি। ২। বর্ষণ করা। কপ্র। ক্রি।

বরিষ্ঠ—শ্রেষ্ঠতম ; সর্বপ্রধান। উরু (মহৎ) +ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

বরিহা—১। ময়ূরপুচ্ছ। <বর্হা। প্রা কপ্র। বি। ২। বৎসর। প্রা কপ্র। বি।

বরী—সূর্যপত্নী। বৃ (বরণ করা)+ই কর্ম+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বরীয়ান্ (-য়স্)—১। বরিষ্ঠ, শ্রেষ্ঠতম ; সর্বপ্রধান। উরু শব্দ (মহৎ)+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বরীয়সী**। ২। যোগ বিঃ। বি ; পু।

বরুণ—১। সমুদ্র ; জলাধিপ দেবতা, পশ্চিম দিকের অধিপতি ; অগ্নির সহিত ইঁহার সখ্য থাকাতে খাণ্ডব-দাহনে তাঁহার সাহায্যার্থে ইনি কৃষ্ণকে সুদর্শন চক্র ও কৌমুদী গদা এবং অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণীরদ্বয় ও কপিধ্বজ রথ প্রদান করিয়াছিলেন। রাম পরশুরামের দর্প চূর্ণ করিয়া তদীয় বৈষ্ণবধনু বরুণকে প্রদান করেন। একদা যজ্ঞকালে প্রীত হইয়া বরুণ রাজর্ষি দেবরাতকে প্রসিদ্ধ হরধনু দেন। ত্রিলোকবিজয়কালে রাবণ যখন বরুণ-রক্ষিত মহাসমুদ্রে প্রবেশ করিয়া বরুণালয়ে উপস্থিত হন, সেই সময়ে বরুণ ব্রহ্মলোকে সংগীত শ্রবণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। বরুণপুরী কৈলাস পর্বতের ন্যায় ধবলবর্ণ ; উহার চারিদিকেই জলধারা। এই পুরীতে সকলেই নিত্যসুখে বাস করে। এখানে কামধেনু সুরভি অবস্থিতি করেন। উর্বশীর উদ্দেশে একদা ইনি মিত্রের সহিত প্রায় একই সময়ে কুম্ভমধ্যে তেজঃ নিষেক করেন। তখন সেই কুম্ভমধ্য হইতে তেজঃসম্ভূত দুইজন ঋষি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম অগস্ত্য ও দ্বিতীয় বশিষ্ঠ। ইঁহার দুহিতার নাম বারুণী। বৃ (বেষ্টন করা)+উনন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**বরুণানী**। ২। জল। বৃ+উনন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

বরুণবাণ—চতুর্দিকে তুমুল জলবর্ষী শর। মধ্যপ। বি ; পু।

বরেণ্য—প্রার্থনীয় ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট ; বরণীয়। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি)+এণ্য কর্ম। বিণ।

বরেন্দ্র—১। দেবরাজ, ইন্দ্র ; রাজা। বর (শ্রেষ্ঠ) যে ইন্দ্র, কর্মধা। ২। প্রাচীন বাঙ্গালার অন্তর্গত ভূভাগ বিঃ, বর্তমান রাজসাহী প্রভৃতি জেলা ; প্রাচীন গৌড়-দেশ, উত্তর বঙ্গ। বি ; পু।

বরেশ্বর—শিব। বর (শ্রেষ্ঠ) যে ঈশ্বর, কর্মধা। বি ; পু।

বরোদা—পূর্বতন গুজরাট বিভাগের অন্তর্গত একটি মিত্ররাজ্য। বর্তমানে গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্থান। কথিত আছে, আনুমানিক ৪৮০ বৎসর পূর্বে পার্শীগণ গার্হস্থ্য অগ্নিদেবকে সঙ্গে লইয়া পারস্য হইতে আগমনপূর্বক এইখানেই সর্বপ্রথমে বাসস্থাপন করে। বরোদার অধিপতিগণ গাইকোয়াড় নামে অভিহিত। "সেনা খাস খেল সমসের বাহাদুর"—ইঁহাদের বংশগত উপাধি। ১৮৭৭ খ্রীঃ অঃ ১লা জানুয়ারি তারিখে দিল্লীতে যে দরবার হয়, তদুপলক্ষে ইংরাজ বরোদাধিপতিকে "ফরজন্দ-ই খাস, দৌলত-ই-ইংলিসিয়া" এই উপাধি প্রদান করেন। ১৭২০ খ্রীঃ দামাজী গাইকোয়াড় নামক জনৈক ব্যক্তি মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া সহকারী সেনাপতির পদ ও তৎসঙ্গে "সমসের বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। দামাজীর লোকান্তর গমনে তৎপুত্র পিলাজী তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি বাহুবলে গুজরাটের কিয়দংশ নিজাধিকারে আনেন। ১৭৩২ খ্রীঃ মোগল শাসনকর্তা যোধপুররাজ অভিসিংহ কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করেন। তৎপরে পিলাজীর পুত্র দামাজী ৪০ বৎসর ধরিয়া অধিকার রক্ষা করেন এবং মোগলহস্ত হইতে সমস্ত গুজরাট কাড়িয়া লইয়া তদুপরি স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। পিলাজীর ভ্রাতা মহাজী ১৭৩২ খ্রীঃ বরোদা শহর অধিকার করেন। দামাজীর তিন

মহিষী ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সয়াজী এবং সয়াজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতেসিংহ দামাজীর মধ্যমা মহিষীর গর্ভজাত। জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র গোবিন্দরাও দামাজীর মৃত্যুর পরে পেশোয়া কর্তৃক "সেনা খাস খেল" পদে অধিষ্ঠিত হন; এবং ফতেসিংহ সয়াজীকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং অভিভাবক স্বরূপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ ফতেসিংহ প্রাণত্যাগ করিলে দামাজীর তৃতীয়া মহিষীর পুত্র মানাজী সয়াজীর অভিভাবক স্বরূপে আপনাকে নিযুক্ত করেন। ১৭৯৩ খ্রীঃ সয়াজীর মৃত্যু ঘটে, এবং গোবিন্দরাও সিংহাসন গ্রহণ করেন। সাত বৎসর পরে গোবিন্দরাও প্রাণত্যাগ করেন, এবং তৎপুত্র আনন্দরাও বরোদার অধিপতিপদে অধিষ্ঠিত হন। আনন্দরাও দুর্বলচেতা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কনোজী বলপূর্বক শাসনভার গ্রহণ করেন। ইংরাজের সাহায্যে কনোজী রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া মাদ্রাজে প্রেরিত হন। ১৮১৫ খ্রীঃ গাইকোয়াড় প্রেরিত দূত গঙ্গাধর শাস্ত্রী নিহত হওয়ায় গাইকোয়াড়রাজ্যের সহিত পেশোয়ার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কেবল বাৎসরিক চারি লক্ষ টাকা কর লইয়া পেশোয়াকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। পেশোয়ার পতনে এই করদান হইতে গাইকোয়াড় অব্যাহতি পান।

১৮১৭ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত গাইকোয়াড়ের যে সন্ধি হয়, তদনুসারে উভয়ের মধ্যে কতিপয় স্থানের আদান প্রদান হয়। ১৮১৯ খ্রীঃ আনন্দরাও লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সয়াজী সিংহাসন গ্রহণ করেন। ১৮২০ খ্রীঃ ইনি ইংরাজের সহিত আরও একটি সন্ধি স্থাপনা করেন। ১৮৪৭ খ্রীঃ সয়াজীরাও প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র গণপৎরাও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৬ খ্রীঃ অপুত্রক অবস্থায় গণপৎরাও লোকান্তরিত হইলে, তাঁহার ভ্রাতা খুঁদীরাও বরোদার শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে খুঁদীরাও ইংরাজকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন; কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ ইংরাজ ইঁহাকে সৈন্য রক্ষার ব্যয়ভার বহন (বাৎসরিক তিন লক্ষ টাকা) হইতে মুক্তি দান করেন, এবং ১৮৬২ খ্রীঃ ইঁহাকে জি. সি. এস. আই. উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭০ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর খুঁদীরাও নিঃসন্তান অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার কনিষ্ঠা মহিষী যমুনাবাই অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। খুঁদীরাওয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মল্লাররাও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন; কিন্তু কথা ছিল যে, যদি যমুনাবাই পুত্র প্রসব করেন, তাহা হইলে সেই পুত্রই বরোদাধিপতি হইবে। যমুনাবাই যথাসময়ে কন্যা প্রসব করেন; সুতরাং মল্লাররাওই গাইকোয়াড় সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিলেন।

এই মল্লাররাও ১৮৬৩ খ্রীঃ খুঁদীরাওকে বিষ প্রদানে বা অন্য কোন উপায়ে নিহত করিবার চেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন, এই অভিযোগে তিনি বরোদা রাজ্যমধ্যে বন্দিভাবে অবস্থান করিতে বাধ্য হন। রাজ্যভার গ্রহণের তিন বৎসর যাইতে না যাইতে শাসন সম্বন্ধে নানা অভিযোগ তদানীন্তন রেসিডেণ্ট সাহেব ভারত গভর্নমেণ্টের গোচরে আনয়ন করেন। গভর্নমেণ্ট ইহার তথ্যানুসন্ধান অভিপ্রায়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনের রিপোর্ট পাঠে গভর্নমেণ্ট শাসনসংস্কার সংসাধন জন্য মল্লাররাওকে ১৭ মাস সময় দেন। এই সতের মাস অতীত হইবার পূর্বেই প্রকাশ পায় যে, মল্লাররাও রেসিডেণ্ট কর্নেল ফেয়ার (Phayre) সাহেবকে গোপনে বিষ প্রদান করিয়া নিহত করিবার চেষ্টায় সহায়তা করিয়াছেন। তদানীন্তন ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক এই গুরুতর অভিযোগের তথ্যনিরূপণ অভিপ্রায়ে একটি কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনের সদস্য ছয়জন; তন্মধ্যে ইংরাজ তিনজন—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যার রিচার্ড কাউচ্, জন মীড ও ফিলিপ মেলভিল; আর দেশীয় তিনজন—গোয়ালিয়ররাজ, জয়পুররাজ ও দিনকর রাও। অনুসন্ধানের ফলে দেশীয় সভ্য তিনজন গাইকোয়াড়কে নির্দোষ এবং ইংরাজ সভ্য তিনজন দোষী বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। লর্ড নর্থব্রুক, রাজ্য পরিচালনায় সম্যগ্‌ভাবে অসমর্থ এই হেতুবাদে মল্লাররাওকে ১৮৭৫ খ্রীঃ ২২শে এপ্রিল সিংহাসনচ্যুত করেন, এবং খুঁদীরাওয়ের বিধবা মহিষী যমুনাবাইকে দত্তকপুত্র গ্রহণে অনুমতি দেন। গাইকোয়াড় বংশের প্রতিষ্ঠাতা পিলাজী রাওয়ের পুত্র প্রতাপ রাওয়ের বংশোদ্ভব একটি দ্বাদশবর্ষীয় বালক দত্তকরূপে গৃহীত হয়। এই অব্দের ২৭শে মে এই বালকটি সয়াজীরাও নাম গ্রহণে সিংহাসন অধিকার করেন। সুবিখ্যাত স্যার টি. (পরে রাজা) মাধবরাও রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বালক রাজার প্রতিনিধি (Regent) স্বরূপে নিযুক্ত হন। মাধবরাও নানা প্রকারে রাজ্যের উন্নতি সাধন করিয়া ১৮৮২ খ্রীঃ সম্যগ্‌ভাবে পুরস্কৃত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই গাইকোয়াড় স্বয়ং রাজ্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর কাল অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত এই রাজ্যের রাজস্ব-সচিবের কার্য করিয়াছিলেন। পরে অপর একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান বিহারীলাল গুপ্ত ব্যবহার-সচিবের কার্য করিয়াছিলেন। পদগৌরবে গাইকোয়াড় মিত্র বা করদরাজগণের মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী ছিলেন; প্রথম স্থান ছিল হায়দ্রাবাদের নিজামের, দ্বিতীয় স্থান গোয়ালিয়ররাজের, তৃতীয় স্থান ছিল গাইকোয়াড়ের।

বর্কর—১। তরুণ পশু; ছাগ; মেষশাবক। বৃক্ (গ্রহণ করা) + অরন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**বর্করী**। ২। পরিহাস। বৃক্ + অরন্ ভাব। বি; পুং।

বর্গ—১। সজাতীয়-সমূহ ('আত্মীয়—'); (ব্যাকরণে) ক, চ, ট, ত, প—আদি বর্ণশ্রেণী; গ্রন্থের পরিচ্ছেদ; সমান অঙ্কদ্বয়ের পূরণ; যেমন ৩×৩=৯। বৃজ্ (বর্জন করা) + ঘঞ্ কর্ম। ২। ত্যাগ, বর্জন। বৃজ্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

বর্গ-ক্ষেত্র যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের চারি বাহুই পরস্পর সমান এবং চারি কোণই সমকোণ, square. বর্গ জনক ক্ষেত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বর্গ-মূল—যে সমান দুই সংখ্যা গুণ করিলে একটি গুণফল লব্ধ হয়, তাহাদের প্রত্যেক সংখ্যাই উক্ত গুণফলের বর্গমূল, যেমন ৩×৩=৯, অতএব ৯এর বর্গমূল, square root ৩। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বর্গী—মহারাষ্ট্র (মারাঠা) জাতীয় অশ্বারোহী সৈনিক। < ফা 'বার্গীর'। বি।

বর্গীর হাঙ্গামা—নবাব আলিবর্দি খাঁর সময়ে নাগপুররাজ রঘুজি ভোঁসলা ও তদীয় মন্ত্রী ভাস্কর পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়া যে গ্রাম ও নগরসমূহ লুণ্ঠন করেন এবং অসহায় প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার করেন, তাহাই বর্গীর হাঙ্গামা নামে খ্যাত [বিশেষ বিবরণ আলিবর্দি খাঁ শব্দে দ্রঃ]। মারাঠাদের অত্যাচার এতদূর বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, লোকে বর্গীর নাম শুনিলে আতঙ্কে মৃতপ্রায় হইয়া উঠিত। ইংরাজেরা ইহাদিগের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত কলিকাতার চতুষ্পার্শ্বে মারহাট্টা খাদ নামে এক পরিখা খনন করেন। অদ্যাপি সেই খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্গীর নামে সে সময়ে কিরূপ

সন্ত্রাসের সঞ্চার হইত তাহা এদেশে প্রচলিত শিশুদিগের শিশুকে ঘুম পাড়াইবার এই গান হইতে বেশ বুঝা যায়ঃ -"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে ; বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দেব কিসে ?"

বর্গীরাজ—শিবাজী। বর্গীদিগের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

বর্গীয়, বর্গ্য—বর্গসম্বন্ধীয়। বর্গ+ঈয়, ঝ্য সম্বন্ধার্থে। বিণ। **বর্গীয় বর্ণ** -ক হইতে ম পর্যন্ত বর্ণ।

বর্গোত্তম—ত্রিংশাংশাত্মক রাশির নবাংশ বিঃ। ৭তৎ। বি ; পু।

বর্চঃ (বর্চস্)—তেজঃ ; কান্তি, রূপ ; শুক্র ; পুরীষ ; মল। বর্চ্ (দীপ্তি পাওয়া) + অস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বর্চস্বী (-স্বিন্) -তেজস্বী ; কান্তিমান্, রূপবান্। বর্চস্ (তেজঃ, রূপ) + বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী - **বর্চস্বিনী**।

বর্জন -ত্যাগ ; হনন, বধ। বৃজ্ (ত্যাগ করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বর্জনীয়—পরিত্যাজ্য ; বধ্য, মারণীয়। বৃজ্ (ত্যাগ করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

বর্জাইস—ছাপার ক্ষুদ্র হরপ। <ইং 'bourgeois'. বি।

বর্জিত—পরিত্যক্ত ; রহিত ; বিহীন ; হত। বৃজ্ (ত্যাগ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ণ—১। ব্রাহ্মণাদি জাতি। বৃ (বরণ করা) + ন কর্ম। ২। অঙ্গরাগ ; শুক্লাদি রঙ ; উৎকর্ষ ; গুণকীর্তন ; খ্যাতি, যশঃ ; বর্ণনা ; স্তুতি, স্তব ; স্বর্ণ ; গীতক্রম। বৃ + ন কর্ম, ভাব ; কিংবা বর্ণ ধাতু (রঙ্গ করা ইত্যাদি) + অল্ কর্ম, ভাব। বি ; পু। ৩। আকৃতি ; রূপ ; ভেদ ; অক্ষর ; বিলেপন ; অষ্টবিধ মৈথুনাভাবরূপ ব্রত। বি ; পু বা ক্লী।

বর্ণক ১। বিলেপন-দ্রব্য ; চন্দন ; অঙ্গরাগ ; হরিতাল। বর্ণ শব্দ + কণ্। বি ; পু বা ক্লী। ২। বেশবিন্যাস ; স্তুত-পাঠক ; নীলী প্রভৃতি রঙ। বি ; পু। ৩। ভূষণ। বি ; ক্লী। ৪। কুমারেরা পোড়ানো হাঁড়িতে যে রঙ্গ মাখায়। বাংপ্র। বি।

বর্ণচোরা—যাহার প্রকৃত বর্ণ অপ্রকাশিত ; যাহার বাহির দেখিয়া ভিতর বুঝা যায় না এমন। বাংপ্র। বিণ। **বর্ণচোরা আম**—যে আম পাকিলেও বাহিরে কাঁচার মত দেখা যায় এমন ; যাহার আকৃতি দেখিয়া প্রকৃতি বুঝা যায় না এমন।

বর্ণজ্ঞান—বর্ণবোধ, অ আ প্রভৃতি অক্ষরের জ্ঞান ; অক্ষর-পরিচয়, literacy. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বর্ণজ্ঞানশূন্য, -হীন—বর্ণবোধ-রহিত, অক্ষরজ্ঞানবিহীন, যাহার অক্ষরপরিচয় পর্যন্ত হয় নাই এরূপ, illiterate. ৩তৎ। বিণ।

বর্ণজ্যেষ্ঠ—১। ব্রাহ্মণ। বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ, ৭তৎ। ২। নিজ বর্ণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ। বর্ণ হইতে জ্যেষ্ঠ, ৫তৎ। বি ; পু।

বর্ণ-তূলি, -তূলিকা—লেখনী, কলম। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।

বর্ণদূত—লেখা, লিপি, পত্র। কর্মধা।

বর্ণধর্ম -ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি জাতির স্ব স্ব কর্তব্য কর্ম। ৬তৎ। বি ; পু।

বর্ণন, বর্ণনা -গুণকথন ; স্তুতি ; বিবরণ ; ব্যাখ্যা ; বর্ণবিন্যাস ; দীপন, রঞ্জন, রঙকরণ। বর্ণ্ (স্তব করা ইত্যাদি) + অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে + অন ভাব + আপ্। বি ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বর্ণনাতীত বচনাতীত, যাহার বর্ণনা করিতে পারা যায় না, অবর্ণনীয়। বর্ণনকে (বা বর্ণনাকে) অতীত, ২তৎ। বিণ।

বর্ণনীয় বর্ণন-যোগ্য। বর্ণ (বর্ণন করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

বর্ণ-বিশ্লেষণ - (ব্যাকরণে) এক একটি শব্দের বর্ণগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রদর্শন, যেমন লক্ষ্মী = ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বর্ণমাতা লেখনী, কলম। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

বর্ণ-মাতৃকা -বাগ্দেবী, সরস্বতী। ৬তৎ।

বর্ণ-মালা—জাতিমালা ; অক্ষরাবলী, যেমন অ আ ক খ ইত্যাদি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বর্ণ-সংকর—মিশ্রজাতি, ব্রাহ্মণাদি জাতির অনুলোম বা প্রতিলোমে জাত জাতি ; অর্থাৎ দুই বিভিন্ন জাতির স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গমে উৎপন্ন, cross-bred [ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারি জাতি ব্যতিরিক্ত যত জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্তই বর্ণসংকর]। ৬তৎ। বি ; পু।

বর্ণানুক্রম—অক্ষরপরম্পরা। বর্ণের অনুক্রম, ৬তৎ। বি ; পু।

বর্ণানুক্রমিক -অক্ষরপরম্পরাক্রমে আগত বা সজ্জিত। বর্ণানুক্রম + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ।

বর্ণান্ধ—নির্দিষ্ট বর্ণ নির্ণয়ে অসমর্থ, colour-blind. ৭তৎ। বিণ।

বর্ণালী, বর্ণালি—ত্রিপার্শ্ব কাচের ভিতর দিয়া আলোক নির্গত হইলে যে সপ্তবর্ণের সমাবেশ দেখা যায় তাহা, spectrum. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বর্ণাশ্রমধর্ম—ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্যাদি চারি আশ্রমের বিহিত কর্ম। ৬তৎ। বি ; পু।

বর্ণি—১। যে রং করে বা লিখে এমন ; উত্তম বর্ণযুক্ত। বর্ণ + ই কর্তৃ। বিণ। ২। সুবর্ণ। বি ; ক্লী।

বর্ণিক—লিপিকর, লেখক। বর্ণ (অক্ষর) + ষ্ণিক কুশলার্থে। বি ; পু।

বর্ণিকা—১। নীলী প্রভৃতি রঙ ; বেশবিন্যাস। বর্ণ (রঙ করা) + ণক কর্তৃ + আপ্। ২। তূলি ; লেখনী, কলম ; কঠিনী, খড়ি ; বর্ণোৎকর্ষ ; বার্নিশ। বর্ণ + কণ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ণিত স্তুত, প্রশংসিত ; ব্যাখ্যাত ; বিবৃত ; রঞ্জিত। বর্ণ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ণিনী -লেখিকা ; চিত্রকরী ; ব্রহ্মচারিণী ; নারী ; সুন্দরী ('বর—') ; হরিদ্রা। বর্ণ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। পু **বর্ণী**।

বর্ণি-লিঙ্গী (-ঙ্গিন্)—ব্রহ্মচারিবেশবান্, কপট সন্ন্যাসী ; ব্রহ্মচারী। **বর্ণীর** (ব্রহ্মচারীর) লিঙ্গ (চিহ্ন), ৬তৎ ; বর্ণিলিঙ্গ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা বর্ণী যে লিঙ্গী, কর্মধা। বি ; পু।

বর্ণী (বর্ণিন্)- লেখক ; চিত্রকর ; ব্রহ্মচারী ; ব্রাহ্মণাদি জাতি। বর্ণ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে ; বি ; পু। স্ত্রী - **বর্ণিনী**।

বর্ণুফ, ইউজিনী (Eugene Burnouf) —জন্ম প্যারিস নগরে, ১২ই অগস্ট ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দ। মৃত্যুও ঐ স্থানে ২৮শে মে ১৮৫২ খ্রীঃ। ইনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

বর্ণুফ, এমিলি লুই—(Emile Louis Burnouf)—প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিৎ ও প্রাচ্য বিদ্যায় পণ্ডিত। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে অগস্ট ইনি ফ্রান্সদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে লিউপল (Leupol) নামক পণ্ডিতের সহিত একত্র হইয়া ইনি একখানি সংস্কৃত-ফরাসী অভিধান প্রণয়ন করেন।

বর্ণ্য -বর্ণনযোগ্য, বর্ণনীয়। বর্ণ্ + য কর্ম। বিণ।

বর্তন—১। স্থিতি ; বৃত্তি ; জীবিকা। বৃত্ (থাকা) + অনট্ ভাব। ২। স্থাপন ; পেষণ। ণিজন্ত বৃত্ = বর্তি + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। বর্তমান ; বৃত্তিযুক্ত। বৃত্ + অন কর্তৃ। বিণ। ৪। তর্কুপিণ্ড, তুলার পাঁজ। বি ; ক্লী। ৫। পিষ্টবস্তু, বাঁটা। প্রা কপ্র। ৭। তৈজস, বাসন। হি। বি।

বর্তনী—১। পথ। বৃত + অনট্ অধি + ঈপ্। ২। তর্কুপিণ্ড, তুলার পাঁজ। বৃত্ + অনট্ কর্ম + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্তমান—১। বিদ্যমান, উপস্থিত ; স্থিতি-

মান্ ; জীবিত। বৃত্ (থাকা)+শান কর্তৃ। বিণ। ২। প্রারব্ধ অথচ অপরিসমাপ্ত কাল, কার্যের সমকাল ['ত্রিকাল' দ্রঃ]। বি ; পু। ৩। (ব্যাকরণে) কাল বিঃ, present tense.

বর্ত্তা, বর্ত্তানো- বর্ত্তমান থাকা, স্থিতি করা, থাকা ; যাইয়া পড়া ; অর্শানো, ভোগ্য বা প্রাপ্য হওয়া ; বাঁচা ; কৃতার্থ হওয়া ; চরিতার্থ হওয়া, তৃপ্ত হওয়া, জুড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

বর্তি, বর্ত্তিক, বর্ত্তিকা, বর্ত্তী--দীপদশা, সলিতা ; বাতি ; প্রদীপ ; পক্ষী বিঃ, বটের পাখি ; তুলি ; বার্নিশ। বৃত+ই কর্তৃ ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ ; ৩য় পক্ষে+আপ্ ; ৪র্থ পক্ষে বর্তি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বর্ত্তিত---নিষ্পাদিত, সম্পাদিত, কৃত। ণিজন্ত বৃত্ (=বর্তি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ত্তিতব্য--স্থাতব্য ; অবস্থানযোগ্য। বৃত্ (থাকা)+তব্য অধি। বিণ।

বর্ত্তিষ্ণু—স্থিতিশীল। বৃত্ (থাকা)+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

বর্ত্তিষ্যমাণ—১। ভাবী, ভবিষ্যৎ। বৃত্ (থাকা)+স্যমান কর্তৃ। বিণ। ২। ভবিষ্যৎকাল। বি ; পু।

বর্ত্তী (বর্ত্তিন্) স্থিতিশীল, যে আছে ('বশ—')। বৃত্ (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বর্ত্তিনী**।

বর্ত্তুক—থাকুক, বাঁচুক ; সুখী হউক। প্রা কপ্র। ক্রি।

বর্ত্তুল-১। বৃত্ত, গোলাকার ; স্থূল। বৃত্ (থাকা)+উল কর্তৃ। বিণ। ২। কলায় বিঃ ; বাঁটুল। বি ; পু।

বর্ত্ম (বর্ত্মন্)—পথ, রথ্যা ; নেত্রচ্ছদ, চক্ষুর পাতা ; আচার। বৃত্ (থাকা)+মন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বর্দ্ধ—১। বৃদ্ধি ; পূরণ। বৃধ্ (বাড়া)+অল্ ভাব। ২। ছেদন। বর্ধ্ (ছেদন করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

বর্দ্ধক—১। বৃদ্ধিকারক ; পূরক। বৃধ্ (বাড়া)+ণিচ্+ণক কর্তৃ। ২। ছেদকারক, ছেদক। বর্ধ্ (ছেদন করা)+ণক কর্তৃ। স্ত্রী—**বর্দ্ধিকা**।

বর্দ্ধকি— সূত্রধর, ছুতার। বর্ধ+অন্ কর্তৃ=বর্ধ, তদুত্তরে কষ্+ডি কর্তৃ। বি ; পু।

বর্দ্ধকী (-কিন্)—ত্বষ্টা, সূত্রধর, ছুতার। বর্ধক শব্দ+ইন্। বি ; পু। স্ত্রী—**বর্দ্ধকিনী**।

বর্দ্ধন—১। উন্নতি, বৃদ্ধি। বৃধ্+অনট্ ভাব। ২। ছেদন। বর্ধ্+অনট্ ভাব। ৩। পূরণ, বাড়ানো। বর্ধি (বাড়ানো)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৪। বৃদ্ধিকারক। বর্ধি+অন কর্তৃ। বিণ।

বর্দ্ধমান—১। বৃদ্ধিশীল, যাহা বাড়িতেছে এরূপ। বৃধ্ (বাড়া)+শান কর্তৃ। বিণ। ২। বিষ্ণু ; পণ্ডিত বিঃ। বি ; পু।

৩। পশ্চিমবঙ্গের একটি বিভাগ, জেলা ও শহর। এই বিভাগের মধ্য দিয়া দামোদর, রূপনারায়ণ, কাঁসাই, দ্বারকেশ্বর (বা ধলকিশোর), অজয় ও বাঁকা নদী প্রবাহিত। বর্ধমান জেলার মধ্যে রানীগঞ্জ, বরাকর, কালনা ও কাটোয়া প্রভৃতি স্থান গুলি অবস্থিত। রানীগঞ্জে প্রভূত পরিমাণে কয়লা পাওয়া যায়। বরাকরে লৌহ-খনি বিদ্যমান। কালনা ব্যবসায়স্থল বলিয়া বিখ্যাত ; এখানে বর্ধমানের মহারাজার প্রাসাদ ও দেবালয় আছে। কাটোয়াও বাণিজ্যস্থান ; এই স্থানে চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া স্থানটি বৈষ্ণবগণের চক্ষে সাতিশয় পবিত্র।

১৫৭৪ খ্রীঃ অঃ বঙ্গের শেষ পাঠানরাজ দায়ুদ খাঁ রাজমহলে সম্রাট্ আকবরের সৈন্য কর্তৃক পরাভূত ও নিহত হইলে পর তাঁহার পলায়িত পরিবারবর্গ বর্ধমানে ধৃত হয়। মুসলমান ইতিহাসে বর্ধমানের এই সর্বপ্রথম উল্লেখ। দশ বৎসর পরে এই দেশে দায়ুদপুত্র কুট্‌লুর সহিত মোগল-সৈন্যের অনেকবার সংঘর্ষ ঘটে। ১৬২৪ খ্রীঃ যুবরাজ খুরম (যিনি পরে সাহজাহান নামে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) বর্ধমানের দুর্গ ও শহর আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। ইহার কিছুদিন পরে আবুরায় কপুর নামধেয় জনৈক ক্ষত্রিয় লাহোর হইতে বর্ধমানে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইনিই বর্ধমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৬৫৭ খ্রীঃ ইনি মোগল সম্রাটের পক্ষ হইতে চৌধুরী ও পরে ফৌজদারপদে নিযুক্ত হন। ইহার প্রপৌত্র কৃষ্ণরাম রায় আওরঙ্গজেব বাদশাহের নিকট হইতে একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৬৯৬ খ্রীঃ সুবা সিং (বা শোভা সিংহ) নামক জনৈক স্থানীয় তালুকদার মোগল শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া, রহিম খাঁ নামক জনৈক পাঠান-সামন্তের সাহায্যে সপরিবারে কৃষ্ণরাম রায়কে নিহত করে, —কেবল জগৎরাম রায় নামক একটি পুত্র জীবিত থাকে। নিহত রাজার কন্যা সুবা সিংকে ছুরিকাঘাতে বিনষ্ট করেন। জগৎরাম পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হন, এবং তাঁহার দেহান্তর ঘটিলে, তৎপুত্র কীর্তিচন্দ্র উত্তরাধিকারী হন। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্গীগণ বর্ধমান জেলায় উপস্থিত হইয়া কাটোয়ায় শিবির স্থাপন করে। জগৎরাম ও বিষ্ণুপুররাজ ইহাদিগকে বিতাড়িত করিবার পক্ষে মুরশিদাবাদের নবাবকে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

কীর্তিচন্দ্রের উত্তরাধিকারী তিলকচাঁদের সময়ে (খ্রীঃ ১৭৪৪-৭১) বর্ধমান জেলা বর্গীগণের হস্তে যারপর নাই দুর্দশা প্রাপ্ত হয়। ইহার উপর "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" উপস্থিত হওয়ায় জেলাটি দুরবস্থার চরম-সীমায় উপনীত হয়। এই সময়ে তিলকচাঁদ দেহত্যাগ করেন। রাজ-ভাণ্ডারের অবস্থা সে সময়ে এমন শোচনীয় যে, তিলকসিংহের উত্তরাধিকারীকে অলংকার গলাইয়া এবং ইংরাজের নিকট ঋণ করিয়া মৃত মহারাজের শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। মহারাজ তেজচন্দ্র জমিদারির উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হন। ১৮৩৩ খ্রীঃ তিনি দেহত্যাগ করিলে, মহাতাপচাঁদ রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার কার্যনৈপুণ্যে জেলাটি আবার সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। ১৮৫৫ খ্রীঃ সাঁওতাল বিদ্রোহের সময়ে এবং ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি ইংরাজের যথেষ্ট সহায়তা করেন। ইংরাজও তাঁহাকে সম্যক্‌ভাবে সম্মানিত করেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ১৩টি তোপ পাইবার সম্মান লাভ করেন। এ সম্মান জমিদার শ্রেণীর অপর কেহ ইহার পূর্বে বা পরে লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৭৭ খ্রীঃ তিনি কলিকাতা শহরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার একটি প্রস্তরময়ী মূর্তি দান করেন। এই মূর্তিটি কলিকাতার চিত্রশালিকায় প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি বহু ব্যয়ে মহাভারতের বাঙ্গালা অনুবাদ করাইয়া উহা বঙ্গবাসীদিগের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। বিখ্যাত গীতরচক ও গায়ক রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ইহারই সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইনি স্বয়ং অনেক গান রচনা করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন। বর্ধমানের বর্তমান রাজবাটী, গোলাপবাগ নামক উদ্যান, কৃষ্ণসায়র নামক দীর্ঘিকা ইহারই কীর্তি। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইহার লোকান্তর গমন ঘটে, এবং ১৮৮১ খ্রীঃ ইহার দত্তক-পুত্র আফতাবচাঁদ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার দত্তকপুত্র বিজয়চাঁদ মহাতাব ১৮৮৮ খ্রীঃ বর্ধমান রাজগদি প্রাপ্ত হন। বিজয়চাঁদ ১৮৮১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। যতদিন ইনি অপ্রাপ্তব্যবহার ছিলেন, ততদিন ইহার পিতা রাজা বনবিহারী কপূর সি. এস. আই. রাজ স্টেটের কার্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বিজয়চাঁদ ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, এবং সাধারণ হিতকর কার্যে নিরত। ১৯০৮ খ্রীঃ ৭ই নভেম্বর তদানীন্তন বঙ্গের ছোট-লাট স্যার এনড্রু ফ্রেজার সাহেবকে স্বীয় প্রাণ সংকটাপন্ন করিয়াও আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া ইনি সাহস ও রাজ-ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে কে. সি. এস. আই. উপাধি ও অর্ডার অব মেরিটের তারকা প্রদান করিয়াছিলেন। "মহারাজাধিরাজ বাহাদুর" এই উপাধিটি মোগল সম্রাট্ বর্ধমানরাজকে প্রদান করেন। এই উচ্চ উপাধিটি ইংরাজ গভর্নমেণ্টও ইঁহাদিগকে দিয়া আসিয়াছিলেন। বিজয়চাঁদ বহুদিন বঙ্গদেশের এগ্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের (অর্থাৎ কার্যকরী সভার) মেম্বর বা কর্মসচিব ছিলেন। বর্ধমান জেলা ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মীর কাশিম কর্তৃক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ সমস্ত বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি যখন মোগলসম্রাট্ কোম্পানিকে দান করেন, সেই সঙ্গে মীরকাশিমের দানটিও মঞ্জুর হইয়া যায়।

বর্ধমান শহরটি দামোদর ও বাঁকা নদীর তীরে অবস্থিত। সর্বমঙ্গলা শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাজগণ প্রতিষ্ঠিত ১০৮টি শিবমন্দির শহরের সৌন্দর্য বিধান পক্ষে অল্প সহায়তা করে নাই। এস্থানের "সীতাভোগ", "ওলা", "খাজা" ও "মিহিদানা" নামক মিষ্টান্নচতুষ্টয় দেশবিখ্যাত। কবিবর ভারতচন্দ্র স্বীয় "বিদ্যাসুন্দর কাব্যে এই স্থানকে অমরত্ব দিয়া গিয়াছেন।

বর্ধমান—জৈন তীর্থংকর। ইনি বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছিলেন। মগধদেশে ইঁহার জন্ম হয়। মগধদেশেই ইনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন। কথিত আছে, বিহারনগরের পাঁচ মাইল দূরে বিহার হইতে গিরিয়েক যাইবার পথে পাওয়াপুরী নামে যে স্থান আছে তথায় ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার সমাধির উপর পরবর্তী কালে একটি মন্দির নির্মিত হইয়াছে। ইহা একটি সুবৃহৎ দীর্ঘিকার মধ্যে অবস্থিত। বর্ধমানের আর এক নাম মহাবীর।

বর্ধাপন—নাড়ীচ্ছেদন সংস্কার বিঃ। ণিজন্ত বর্ধ্=বর্ধাপি (ছেদন করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বর্ধিত—১। বৃদ্ধিপ্রাপিত, যাহা বাড়ানো হইয়াছে এরূপ; পোষিত; পূরিত; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বর্ধি (বাড়ানো)+ক্ত কর্ম। ২। ছিন্ন, ছেদিত। বর্ধ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ধিষ্ণু—বৃদ্ধিশীল; সমৃদ্ধিশালী; বর্ধমান। বৃধ্ (বাড়া)+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

বর্বট—বরবটি কলায়। বর্ব্ (গমন করা)+অটন্ কর্তৃ। বি; পু।

বর্বটী—বারনারী, বেশ্যা; বরবটি কলায়। বর্বট+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

বর্বর—১। প্রাকৃত ব্যক্তি; পামর; মূর্খ; নীচ জন; বাউরি চুল। বৃ+বরচ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। অসভ্য; নৃশংস। <ইং 'barbarous'. বিণ।

বর্বরতা—মূর্খতা; নীচতা; অসভ্যতা। বর্বর+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বর্ম (বর্মন্) কবচ, তনু-ত্রাণ, সাঁজোয়া। বৃ (আবৃত করা)+মন্ করণ। বি; ক্লী।

বর্মন—'বর্ম' ও 'বর্মা' দ্রঃ।

বর্মহর—বর্মাচ্ছাদিত, কবচধারী। বর্মন্ (সাঁজোয়া)—হৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ।

বর্মা দেশ বিঃ ('ব্রহ্মদেশ' দ্রঃ)।

বর্মা (বর্মন্)—ক্ষত্রিয়ের উপাধি বিঃ। বৃ+মন্ কর্তৃ। বি; পু।

বর্মিত—বর্মযুক্ত, ধৃত-কবচ। বর্মন্ (সাঁজোয়া)+ইত যুক্তার্থে। বিণ; পু।

বর্মী (বর্মিন্)—বর্মিত, বর্মধারী, কবচী। বর্মন্+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু।

বর্শা—শড়কী, ভল্ল, একদিকে ফলকবিশিষ্ট লাঠি। <বড়িশ। বি।

বর্ষ—১। বৃষ্টি। বৃষ্ (বর্ষণ হওয়া)+অল্ ভাব। ২। জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের নয় অংশ, যথা—ভারত, কিংপুরুষ, হরি, রমণক, হিরণ্ময়, কুরু, ইলাবৃত, ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল ['ভারতবর্ষ' দ্রঃ]। বৃষ্+অল্ অধি। ৩। বৎসর। বৃষ্+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বর্ষকাল—সংবৎসর। বর্ষব্যাপী যে কাল, মধ্যপ। বি; পু।

বর্ষ-কোষ—১। মাস। ৬তৎ। ২। গণক, জ্যোতিষী, দৈবজ্ঞ। বর্ষের কোষ হয় যৎকর্তৃক, বহু। বি; পু।

বর্ষজ—বৃষ্টিজাত; বৎসরজাত; জম্বুদ্বীপ-জাত। উপতৎ; বর্ষ শব্দ জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বর্ষজীবী (-বিন্)—যাহা (যে উদ্ভিদ্) এক বৎসর বাঁচে এমন, annual. বর্ষ—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বর্ষণ বর্ষ, বৃষ্টি; উপর হইতে ছড়াইয়া দেওয়া। বৃষ্ (বৃষ্টি হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বর্ষণবিধৌত—বৃষ্টির জলে ধোওয়া। ৩তৎ। বিণ। [বিণ।

বর্ষণস্নাত—বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত। ৩তৎ।

বর্ষণোন্মুখ—বর্ষণোদ্যত, বর্ষণ করে এরূপ। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী—**বর্ষণোন্মুখী**।

বর্ষপর্বত—হিমবান্ হেমকূট নিষেধ মেরু শ্বেত নীল শৃঙ্গী—এশিয়ার বিভিন্ন অংশে স্থিত এই সাতটি বর্ষ-পর্বত। ৬তৎ। বি; পু।

বর্ষপ্রিয়—চাতক। বর্ষ (বৃষ্টি) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বি; পু।

বর্ষবৃদ্ধি—১। বয়োবৃদ্ধি; অতিবৃষ্টি। ৬তৎ। ২। জন্মতিথি। বর্ষের বৃদ্ধি হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী।

বর্ষমাণ—বর্ষণ করিতেছে এরূপ, বর্ষণশীল। বৃষ্ (বর্ষণ করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

বর্ষমান—বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নির্ণয় করিবার যন্ত্র, rain-gauge. ৬তৎ। বি; ক্লী।

বর্ষা—১। প্রাবৃট্-কাল, শ্রাবণ ভাদ্র মাস ['ষড়্ ঋতু' দ্রঃ]। বর্ষ+আপ্। বি; স্ত্রী। [সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] ২। বর্ষণ, বৃষ্টিপাত; বল্লম, শড়কি। বাংপ্র। বি। ৩। বর্ষণ করা। কপ্র। ক্রি। [বি; পু।

বর্ষাকাল—বর্ষাঋতু, প্রাবৃট্। কর্মধা।

বর্ষাগম—বর্ষাকালের আরম্ভ। বর্ষার আগম, ৬তৎ। বি; পু।

বর্ষাঘোষ—ভেক, ব্যাঙ। বর্ষাতে ঘোষ (রব) যাহার, বহু। অথবা বর্ষাতে ঘোষ করে (ডাকে) যে, উপতৎ; বর্ষা শব্দ—ঘুষ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

বর্ষাতি—বৃষ্টি হইতে শরীর রক্ষার জন্য ব্যবহৃত আবরণ, ওয়াটারপ্রুফ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

বর্ষাতী—বর্ষাকালে উৎপন্ন ('— মুলো')।

বর্ষাত্যয়, বর্ষাবসান—শরৎকাল। বর্ষার অত্যয় বা অবসান হয় যে সময়ে, বহু। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বর্ষানো বর্ষণ করা, বৃষ্টি হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [বিণ।

বর্ষাস্নাত বর্ষার জলে অভিষিক্ত। ৩তৎ।

বর্ষিক—১। বর্ষসম্বন্ধীয়। বর্ষ+ষিক ইদমর্থে। ২। বর্ষাকালসম্বন্ধীয়। বর্ষা শব্দ+ষিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বর্ষিকী**।

বর্ষিত—বর্ষণপ্রাপিত; অজস্র-প্রবাহিত। বর্ষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

বর্ষিষ্ঠ—অতিশয় বৃদ্ধ; সর্বশ্রেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

বর্ষী (বর্ষিন্)—বর্ষণশীল। বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বর্ষিণী**।

বর্ষীয়—বয়স্ক, বয়সবিশিষ্ট। বর্ষ+ঈয়। বিণ।

বর্ষীয়সী—অতিশয় বৃদ্ধা; সর্বজ্যেষ্ঠা। বৃদ্ধ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী।

বর্ষীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় বৃদ্ধ; সর্বজ্যেষ্ঠ। বৃদ্ধ+ঈয়সু আতিশয্যার্থে। বিণ; পু।

বর্ষুক—বর্ষী, বর্ষণশীল। বৃষ্ (বর্ষণ করা)+উক কর্তৃ। বিণ।

বর্ষোপল করকা, শিল। বর্ষের (বৃষ্টির) উপল (প্রস্তর), ৬তৎ। বি ; পু।

বর্হিঃ (বর্হিস্)—১। অগ্নি ; দীপ্তি ; যজ্ঞ। বৃহ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ইস্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। কুশ। বি ; পু বা ক্লী।

বল—১। সামর্থ্য, শক্তি ; সার ; স্থূলতা। বল +অল্ ভাব। ২। রূপ ; দেহ ; গন্ধরস ; শুক্র ; রক্ত ; পল্লব ; মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ বন্য—এই ষড়্বিধ সৈন্য ; দাবা খেলার ঘুঁটি বা গজ নৌকা ঘোড়া। বল্+অল্ করণ। বি ; ক্লী। ৩। বলরাম ; দৈত্য বিঃ ; বায়স। বল্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ৪। বলবান্। বিণ। ৫। খেলিবার ভাঁটা, কন্দুক। <ইং 'ball'. বি।

বলক—অগ্নিতাপে দুগ্ধাদির স্ফীতি, উচ্ছলন বা উথলিয়া উঠা। বাংপ্র। বি।

বলকর—বলকারক, শক্তিজনক। উপতৎ ; বল—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বলকরী**।

বলকা—বলকযুক্ত, বলক উঠা পর্যন্ত গরম করা হইয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

বলকারক—বলকর, শক্তিজনক, সামর্থ্যপ্রদ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**বলকারিকা**।

বলক্ষয়—শক্তির অপচয়, সৈন্যনাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

বলদ—১। শক্তিদায়ক। উপতৎ ; বল—দা+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বলীবর্দ, ছিন্নমুষ্ক বৃষ, দামড়া গরু, হেলে গরু, গাড়ি-টানা গরু, ভারবাহী পশু। বাংপ্র। বি ; পু।

বলদা—১। শক্তিদায়িকা। 'বলদ' দ্রঃ। বলদ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ছিন্নমুষ্ক, দামড়া, খাসী ; ভারবাহী। বাংপ্র। বিণ ; পু।

বলদৃপ্ত—সামর্থ্যের গর্বযুক্ত, শক্তি থাকায় অহংকৃত। ৩তৎ। বিণ।

বলদে—যাহারা বলদের পৃষ্ঠে তণ্ডুলাদির বোঝা চাপাইয়া হাটে বা গৃহে গৃহে বিক্রয় করে। বাংপ্র। বি।

বলদেব, বলভদ্র, বলরাম কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বসুদেবের ঔরসে রোহিণীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। কংসরাজের ভয়ে বসুদেব রোহিণী ও বলরামকে ব্রজপুরে সখা নন্দঘোষের আশ্রয়ে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সহিত ইনি বাল্যক্রীড়া ও গোচারণ করিতেন কংসের ধনুর্যজ্ঞে ইনি কৃষ্ণসহ নীত হইয়া কংসবধে কৃষ্ণের সাহায্য করেন। অতঃপর কৃষ্ণসহ সান্দীপনি মুনির নিকট অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মথুরায় প্রত্যাগমন করেন। শারীরিক শক্তিতে ও গদাযুদ্ধে ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। গদাযুদ্ধবিশারদ জরাসন্ধকে ইনি গদাযুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হল ইঁহার প্রধান আয়ুধ ছিল। সর্বদা হল ধারণ করায় ইনি হলধর নামেও খ্যাত হন। রেবতীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। কৃষ্ণপুত্র শাম্ব দুর্যোধনতনয়া লক্ষ্মণাকে হরণ করায় বন্দী হন। বলরাম হস্তিনায় গমন করিয়া নগর ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলে, দুর্যোধন ভয়ে কন্যাসহ শাম্বকে প্রত্যর্পণপূর্বক ইঁহার শিষ্য হন। ইনি দুর্যোধনকে গদাযুদ্ধ শিক্ষা দেন। ভীমও ইঁহার নিকট গদাযুদ্ধ শিখিয়াছিলেন। কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ উপলক্ষে ইনি ভোজকট নগরে উপস্থিত হন। বিবাহান্তে রুক্মীর সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার দ্বারা প্রতারিত হইলে, ইনি অক্ষক্ষেপে তাঁহার প্রাণনাশ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কোনও পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তীর্থপর্যটনে বহির্গত হন। যদুকুল নির্মূল হইলে, ইনি যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন। ইনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার বলিয়া কথিত ['দশাবতার' দ্রঃ]।

বলন—১। বৃদ্ধি, বাড়তি। বাংপ্র। ২। স্থূলতা, পুষ্টি ; গঠন, গড়ন। প্রা কপ্র। বি।

বলনাচ—সাহেব মেমের একত্র নৃত্যলীলা, ball dance. ইং-মূ। বি।

বলনি, বলন—সুন্দর সুগোল গড়ন। প্রা কপ্র। বি। [বি ; পু।

বলনিসূদন, বলরিপু ইন্দ্র। ৬তৎ।

বলপূর্বক—বলসহকারে, জোর করিয়া, সবলে। বল হইয়াছে পূর্বে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বলবৎ—প্রবল ; শক্তিযুক্ত ; কার্যকারী ; প্রচলিত, বাহাল ('বিধান—')। বিণ। স্ত্রী—**বলবতী**।

বলবত্তা—বনশালিতা, অতিশয় সামর্থ্য। বলবৎ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বলবন্ত—বলবান্, শক্তিশালী, জোরাল। বাংপ্র। বিণ।

বলবর্ধক শক্তির বৃদ্ধিসাধক। ৬তৎ। বিণ।

বলবর্ধন—১। শক্তির বৃদ্ধিসাধন, জোর বাড়ান। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। শক্তির বৃদ্ধিসাধক। বিণ।

বলবান্ (-বৎ)—বলশালী, সমর্থ, প্রবল। বল+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বলবতী**।

বলবিনাশন—ইন্দ্রদেব। ৬তৎ। বি ; পু।

বলবিন্যাস—সৈন্যগণকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সংস্থাপন, ব্যূহ-রচনা। ৬তৎ। বি ; পু।

বলভদ্র—'বলদেব' দ্রঃ।

বলভি, বলভী—চন্দ্রশালা, ছাদের উপরিগৃহ, চিলে কোটা ; ছাদ বা চালের পাইড়, মুচুনি প্রভৃতি ; গেট। বল (আবরণ করা)+অভচ্ কর্তৃ+ই, ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বলভিৎ (-ভিদ্)—ইন্দ্র। উপতৎ ; বল (দৈত্য বিঃ)—ভিদ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

বলয়—১। করভূষণ, বালা ; কঙ্কণ ; মণ্ডল। বল্ (আবরণ করা)+অয়ন্ কর্তৃ। ২। বেষ্টন। বল্+অয়ন্ ভাব। বি ; পু বা ক্লী।

বলয়গ্রাস—সূর্যগ্রহণের সময় চন্দ্রবিম্ব সূর্যবিম্বের মধ্যস্থল আবৃত করিতে না পারায় যদি উহার চতুর্দিকে বলয়ের আকৃতিযুক্ত একটি উজ্জ্বল রেখা থাকে তবে সেইরূপ গ্রহণ, annular eclipse. বলয়াকৃতি গ্রাস, মধ্যপ। বি ; পু।

বলয়ঝংকৃত—কঙ্কণ-ঝনৎকার, বালার শব্দ। বলয়ের ঝংকৃত (ঝংকার), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বলয়া বালা, bangle. প্রা কপ্র। বি।

বলয়িত—বেষ্টিত, পরিবৃত ; বলয়বেষ্টিত ; বলয়াকার। বলয়+ইত জাতার্থে। বিণ।

বলরাম—'বলদেব' দ্রঃ।

বলরাম ভজা—বলরাম একজন ধর্মপ্রবর্তকের নাম। ইঁহার মতাবলম্বীদিগকে বলরাম ভজা কহে। বলরাম হাড়ী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে মেহেরপুর গ্রামের মালোপাড়ায় ইনি আবির্ভূত হন। বলরাম বাল্যকালাবধি সত্যপরায়ণ ও জিতেন্দ্রিয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইনি স্থানীয় জমিদার পদ্মলোচন মল্লিক মহাশয়ের বাটীতে চৌকিদারী কার্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে উক্ত বাবুদিগের বাটীর দেবমূর্তির কতকগুলি অলংকার অপহৃত হওয়ায় বলরাম চৌর্যাপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডিত হন। এইরূপ লাঞ্ছনায় মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হওয়ায় বলরাম উদাসীন হইয়া বৌদ্ধমতানুসারে যোগসাধনা করেন।

বলরামের শিষ্যগণ গুরুকে রামচন্দ্রের অবতার বলিয়া মনে করে এবং ইহাও বলে যে, স্বয়ং বলরামও এ বিষয় তাহাদিগকে প্রকারান্তরে জানাইয়া গিয়াছেন। বলরাম নীচজাতীয় হিন্দুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আত্মমর্যাদা বর্ধনের জন্য বলিতেন যে, আমি হাড়ের সৃষ্টি করিয়াছি, এই জন্য হাড়ী বলিয়া কথিত হই। দোলাদি উৎসবে বলরাম স্বয়ং সজ্জিত হইয়া ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেন। ১২৫৭ সালের ৩০শে অগ্রহায়ণ তারিখে বলরামের মানবলীলা সাঙ্গ হয়।

নদীয়া, পাবনা, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলেই

বলরামের অধিকসংখ্যক শিষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই নিম্নশ্রেণীস্থ। বলরাম ভজা সম্প্রদায়ীরা এক্ষণে দুই দলে বিভক্ত হইয়াছে।

বলরিপু, -সূদন—ইন্দ্রদেব। ৬তৎ। বি; পু।

বললি—১। বলিলি। ক্রি। ২। গঠন; স্তরে স্তরে বিভাগ। প্রা কপ্র। বি।

বলশালী (-শালিন্)—বলবান্, শক্তিমান্, সামর্থ্যযুক্ত, বলিষ্ঠ। উপতৎ; বল—শাল্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বলশালিনী**।

বলশেভিক—রুশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী মজদুর বা কৃষকশ্রেণীর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের সমর্থক, সাম্যবাদী, Bolshevic. বি বা বিণ।

বলহা (-হন্)-ইন্দ্রদেব। উপতৎ; বল—হন্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

বলহীন—শক্তিরহিত, দুর্বল; সেনাশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

বলা ১। বলবতী। বল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। তন্ত্রবিদ্যা বিঃ; গুল্ম বিঃ, বেড়েলা। বল (বলবান্ হওয়া)+অল্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। বাক্যে প্রকাশ করা, কহা; সম্মতি দেওয়া; উল্লেখ করা; বিচার করিয়া দেখা; বৃদ্ধি পাওয়া, বাড়া, ফাঁপা, ফুলা। ক্রি। ৪। কথন ('গল্প —')। বি। ৫। কথিত। বাংপ্র। বিণ।

বলাই—বলদেব, বলরাম (আদরে)। বাংপ্র। বি।

বলাই বৈষ্ণব (কবিওয়ালা)—হুগলি জেলার অন্তর্গত পিয়াসপাড়া গ্রামে সদ্গোপ বংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম রামকমল। ইঁহাদের কৌলিক উপাধি সরকার। বলাইএর প্রপিতামহ বংশীবদন কবিওয়ালা ছিলেন এবং দেশ-বিদেশে মান, মাথুর, গোষ্ঠ প্রভৃতি রাধা-কৃষ্ণের লীলা গাহিয়া বেড়াইতেন; এজন্য তিনি বৈরাগী বা বৈষ্ণব আখ্যায় অভিহিত হন।

বলাই, ভোলা ময়রা প্রভৃতি কবি-ওয়ালাদিগের সমসাময়িক। ইনি কবির গানে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করিয়া গিয়াছেন। একবার তারকেশ্বরে মোহান্তের বাড়িতে বলাইএর গাওনা হয়। সে ক্ষেত্রে ভোলা ময়রা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী। উভয়পক্ষে প্রবলভাবে পাল্লাপাল্লি চলিতে লাগিল। অবশেষে বলাই আপনার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া গান ধরিলেন—

মান দিনু তব পায়, মনে রেখো হে আমায়;
মান দিনু তব পায়।
পড়েছি সংকটে হরি, এবার বাঁচি কি মরি,
চেয়ে দেখ একি দায়,
মান দিনু তব পায়।
ধন গেলে ধন ফিরে আসে,
মান গেলে মান আর কি আসে,
এ প্রবাসে তব পাশে—এ ভিক্ষা চায়
মান দিও হে আমায়।

ভোলা বুঝিলেন যে, কেবল দায়ে পড়িয়াই বলাই এই মান ভিক্ষা করিতেছে, দায় হইতে উদ্ধার পাইলেই আবার যে বলাই সেই বলাই হইবে। ভোলা উত্তরে গাহিলেন,—

সখে, প্রাণ দেবে কি আমায়।
প্রাণ যে দিয়েছ রাধায়।
আবার প্রাণ দেবে কি আমায়।
মান রাখা প্রাণ চাই না হরি,
চরণ দাও চরণে ধরি,
অন্তে যেন বংশীধারি,
রেখো রাঙ্গা পায়।
প্রাণ দেবে কি আমায়।

এ ক্ষেত্রে শেষে ভোলারই জয় হইল। আনুমানিক ১২০১ সালে বলাই বৈষ্ণব ইহলোক ত্যাগ করেন।

বলাক—এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় বক। বল—অক্ (বক্রভাবে গমন করা)+অন্ কর্তৃ; অথবা বল্ (বলবান্ হওয়া)+আক কর্তৃ। বি; পু।

বলাকহা, -কওয়া—কথোপকথন; বুঝানো। বাংপ্র। বি।

বলাকা—এক প্রকার ক্ষুদ্রজাতীয় বকী; কামুকা স্ত্রী। বলাক+আপ্। বি; স্ত্রী।

বলাকিনী—বকশ্রেণী। বলাকা+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বলাৎ বলপূর্বক, জোর করিয়া। বল—অত (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।

বলাৎকার—১। বলপূর্বক করণ, জোর করিয়া করা; হঠাৎ করণ। বলাৎ শব্দ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। বলপূর্বক স্ত্রীলোকের সতীত্বনাশ। বাংপ্র। বি।

বলাধান শক্তি-সঞ্চয়, বলসঞ্চার। বলের আধান, ৬তৎ। বি; ক্লী।

বলাধিক্য—অধিক বল, শক্তির আতিশয্য। বলের আধিক্য, ৬তৎ। বি; ক্লী।

বলাধীন—বলিষ্ঠ, বলবান্, শক্তিশালী। বাংপ্র। বিণ।

বলাধ্যক্ষ—সেনানায়ক, সেনাপতি। বলের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পু।

বলানুজ—শ্রীকৃষ্ণ। বলের (বলদেবের) অনুজ (কনিষ্ঠ), ৬তৎ। বি; পু।

বলানো—অন্যের দ্বারা কহানো, বলিতে বাধ্য করা; বাড়ানো, বাড়তি দেখানো, উদ্বৃত্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

বলান্বিত—বলবান্, শক্তিশালী; সেনা-সহকৃত। বলদ্বারা অন্বিত, ৩তৎ। বিণ।

বলাবল সামর্থ্য ও অসামর্থ্য, ক্ষমতা ও অক্ষমতা। ন বল=অবল, নঞ্তৎ; বল ও অবল, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

বলাবলি—পরস্পর কথন। বাংপ্র। বি।

বলাবলেপ—বলদর্প, ক্ষমতার গর্ব। বলজন্য অবলেপ (গর্ব), মধ্যপ। বি; পু।

বলি—১। রাজস্ব; পূজা; পূজোপহার [ইহা দশ প্রকার, যথা—মৃগ, ছাগ, মেষ, মহিষ, শূকর, শল্লকী (শজারু), শশক, গোধা (গোসাপ), কূর্ম, খড়্গী (গণ্ডার)]; যজ্ঞ-পূজাদিতে বধ্য প্রাণী; ভূতযজ্ঞ; চামরদণ্ড। বল্+ই করণ] ২। দৈত্য-রাজ বিঃ *। বল্+ই কর্তৃ। বি; পু। ৩। উদরোপরি তরঙ্গিত মাংস; জরা-বিশ্লথচর্ম; শরীরমধ্যরেখা; গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংস বিঃ, অর্শরোগজনিত মলদ্বারে মাংসের গুটিকা; ভঙ্গী; গৃহ-দারু বিঃ। বল+ই কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৪। কহি; বলিয়া, কহিয়া। বাংপ্র। ক্রি।

* দৈত্যরাজ বলির উপাখ্যান এইরূপ: ইনি সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। ইঁহার পিতার নাম বিরোচন। ইনি তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ক্রমে একজন মহা-পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠেন। ত্রিলোক জয়কামনায় ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমনপূর্বক সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। ইনি ন্যায়ানু-মোদিতভাবে রাজ্যশাসন করিতেন, এবং প্রায়শঃ যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে রত থাকিতেন। দেবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাকে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার প্রার্থনা করেন। বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কশ্যপের ঔরসে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর দৈত্যরাজ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, বামন-দেব তথায় উপস্থিত হইয়া কিঞ্চিৎ দান প্রার্থনা করেন। বলি তৎপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইলে বামন ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করেন। এই সময়ে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য যোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া বলির মঙ্গলকামনায় বামনের প্রার্থনা পূরণ করিতে নিষেধ করেন। কিন্তু সত্যপরায়ণ দানশৌণ্ড বলি সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বামনদেবকে "তথাস্তু" বলেন। তখন বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গ মর্ত্য অবরোধ করিয়া নাভিনির্গত তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান নির্দেশ করিতে বলেন। বলি তখন স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া তদুপরি পদস্থাপন করিতে

অনুরোধ করেন। বামন তাহাই করিয়া ইঁহাকে রসাতলে প্রেরণ করেন। তথায় তিনি কিছুকাল নাগপাশে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া পরে দেবর্ষি নারদের উপদেশে বিষ্ণুর আরাধনা করেন। হরি তুষ্ট হইয়া খগরাজ দ্বারা ইঁহাকে বন্ধনমুক্ত করেন। অতঃপর বলি স্বজনবর্গসহ পাতালে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কথিত আছে যে, ভক্তাধীন হরি বলিরাজের দ্বারী হইয়াছিলেন। বলির বাণ প্রভৃতি চারিটি পুত্র হয়।

বলিত, বলিন, বলিভ—বলিরেখাযুক্ত; বিশ্লথ চর্মবিশিষ্ট, শিথিল, লোল। বলি+ত, ন, ভ যুক্তার্থে। বিণ।

বলিদান-দৈত্যরাজ বলির ধন বিতরণ; দেবপ্রতিমার সম্মুখে ছাগাদি পশু বলি দেওয়া; মহৎ উদ্দেশ্যে বধ বা বিসর্জন ('আত্ম—')। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বলিধ্বংসী (-ধ্বংসিন্)—বিষ্ণু। বলির (দৈত্যরাজের) ধ্বংসী, ৬তৎ। বি; পু।

বলিভুক্ (-ভুজ্)—বায়স, কাক, চটক পক্ষী ইত্যাদি যাহারা মানুষের ত্যক্ত খাদ্য খায়। উপতৎ; বলি-ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

বলিমান্ (-মৎ)—বলিযুক্ত, বলিত। বলি+মতু যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মতী**।

বলিয়া, ব'লে—১। কহিয়া; বাড়িয়া, ফাঁপিয়া, ফুলিয়া। ক্রি। ২। নিমিত্ত, জন্য, হেতু। ৩। শীঘ্র, এখনই ('এল —')। বাংপ্র। ক্রি।

বলিয়ে, বলিয়ে-কহিয়ে—সুবক্তা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বলিষ্ঠ—অতিশয় বলবান্। 'বলী' (১) দ্রঃ। বলবৎ বা বলিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

বলিহারি—১। প্রশংসা ও বিস্ময়সূচক বাক্য (বাহবা! সাবাস! বলিতে হারিয়া যাই শব্দের সংক্ষেপ)। বাংপ্র। অ। ২। চমৎকৃত, মোহিত; অতি উত্তম, অতি প্রশংসনীয়। বাংপ্র। বিণ।

বলিহারি-যাই-বলিতে হারিয়া যাই, অর্থাৎ এত সুন্দর বা উত্তম যে বলিয়া প্রকাশ করিতে পারা যায় না; বিস্ময়সূচক বাক্য। বাংপ্র। অ।

বলী (বলিন্)-১। বলবান্, বলশালী, সবল; বীর। বল (সামর্থ্য)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বলিনী**। ২। মহিষ; উষ্ট্র; বৃষ; শূকর; বলরাম। বি; পু।

বলী—উদরোপরিস্থ তরঙ্গিত মাংস, বলি; জরাবিশ্লথচর্ম; শরীরমধ্য রেখা; ভঙ্গী; গুহ্যদ্বারের অভ্যন্তরস্থ মাংস বিঃ; গৃহদারু বিঃ। বলি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বলীন্দ্র—অতি বলী, সাতিশয় বলবান্। বলীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বিণ; পু।

বলীবর্দ-বলদ; ষাঁড়। বল শব্দ—বৃধ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

বলীয়ান্ (-য়স্)—বলিষ্ঠ, অতি বলবান্। অতিশয় বলী এই অর্থে বলবৎ বা বলিন্+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী—**বলীয়সী**।

বল্ক-বল্কল; খণ্ড; আঁইশ। বল (আস্তরণ করা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী।

বল্কল-বৃক্ষত্বক্, বাকল, গাছের ছাল; আঁইশ। বল্ (আস্তরণ করা)+কল কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু।

বল্গ, বল্গন গমন; গতি বিঃ; বহু-ভাষণ। বল্গ্ (গমন করা ইত্যাদি)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বল্গা—রশ্মি, লাগাম। বল্গ্ (লাফান ইত্যাদি)+অল্ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বল্গাহরিণ—সুমের-সন্নিহিত দেশস্থ হরিণ বিঃ, rein-deer (এই হরিণের মুখে ঘোড়ার ন্যায় লাগাম দিয়া তদ্দেশবাসীরা) বরফের উপর দিয়া চক্রহীন শকট চালায়)। মধ্যপ। বাংপ্র। বি।

বল্মিক, বল্মীক—১। উইটিপি। বল (আস্তরণ করা)+মিক, মীক কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু। ২। রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি মুনি। বি; পু।

বল্মিকি, বল্মীকি সংস্কৃত রামায়ণ-প্রণেতা বাল্মীকি মুনি। বল্মিক বা বল্মীক শব্দ+ই জাতার্থে। বি; পু।

বল্য—বলকারক, শক্তিপ্রদ। বিণ।

বল্লকী-বাদ্যযন্ত্র বিঃ; বীণা। বল্ল্ (আস্তরণ করা)+ণক কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বল্লব—সূপকার, পাচক; গোপ; ভীমসেন। বল্ল (ভক্ষ্যবস্তু)+ব অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বল্লবী—আভীর-পত্নী, গোপী। বল্লব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বল্লভ-১। প্রিয়; প্রণয়ী; অধ্যক্ষ। বল্ (আস্তরণ করা)+অভচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। উত্তম অশ্ব; নায়ক; পতি। বি; পু। ৩। রূপ ও সনাতনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। জীব গোস্বামী ইঁহারই পুত্র। বি; পু।

বল্লভ-পালক—অশ্বরক্ষক। ৬তৎ। বি; পু।

বল্লভস্বামী—জনৈক বৈষ্ণবধর্মসংস্কারক; ইনি খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়া উত্তর-ভারতবর্ষে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন এবং বহু লোককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হন। ইঁহার ধর্মমত এই যে, পৃথিবী উপভোগের বিষয়; ধর্মাচরণে শারীরিক নিগ্রহের প্রয়োজন নাই।

বল্লম—ভল্ল, শূল, বড়শা, শড়কী। বাংপ্র। বি।

বল্লরি, বল্লরী—লতা; মঞ্জরী। বল্ল (আস্তরণ করা)+অরি কর্তৃ, বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বল্লাল সেন-বাংলার সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের পুত্র। ইঁহার মাতার নাম বিলাসদেবী। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে বল্লাল সেনই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। আদিশূর যেরূপ কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনাইয়া অক্ষয়কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বল্লাল সেনও সেইরূপ বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টি করিয়া স্থায়িনাম রাখিয়া গিয়াছেন।

বল্লাল সেন স্বীয় রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, যথা (১) রাঢ়, অর্থাৎ বর্তমান বর্ধমান বিভাগ, (২) বরেন্দ্র, অর্থাৎ বর্তমান রাজসাহী বিভাগ, (৩) বাগড়ি, অর্থাৎ প্রেসিডেন্সী বিভাগ, (৪) বঙ্গ, অর্থাৎ পূর্ব বাঙ্গালা (বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং (৫) মিথিলা অর্থাৎ উত্তর বিহার। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, ইঁহার রাজ্য কেবল বঙ্গদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, বিহারের কতক অংশও ইঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ রাজ্য সুষ্ঠুরূপে শাসন করিবার নিমিত্ত ইনি নবদ্বীপ, গৌড় ও রামপাল এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ, ইঁহার রাজ্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিতে পারা যায়; এজন্য উহাই প্রধান রাজধানী ছিল। রাজ্যের পশ্চিম ও উত্তরাংশ সুশাসনে রাখিবার নিমিত্ত, ইনি সময়ে সময়ে গৌড় নগরে এবং পূর্বাংশ শাসন করিবার নিমিত্ত কখন কখন রামপালে থাকিতেন। গৌড় বর্তমান মালদহ জেলার এবং রামপাল বর্তমান ঢাকা জেলার অন্তর্গত। গৌড় ও রামপালের রাজভবনাদির ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ১১১৮ বা ১৯ খ্রীষ্টাব্দে বল্লাল সেন স্বর্গারূঢ় হন। বল্লাল বিদ্বান্ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ইনি "দান-সাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" নামে দুইখানি সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

বল্লালী-১। বল্লাল-সম্বন্ধীয়, বল্লাল-সেন-কৃত, বল্লাল-প্রবর্তিত। বিণ। ২। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলীন্য। বাংপ্র। বি।

বল্লালী বালাই—কৌলীন্য প্রথা।

বল্লি, বল্লী—১। পৃথিবী; বর্ধমাত্র-জীবিনী

লতা। বর্ (আস্তরণ করা)+ই কর্তৃ, বিকল্পে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। জ্যেষ্ঠী, টিকটিকি (জ্যোতিষবচনে)। বি ; স্ত্রী।

বশ—১। ইচ্ছা, কামনা। বশ্ (ইচ্ছা করা) +অল্ ভাব। বি ; স্ত্রী বা পু। ২। প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব ; আয়ত্ততা, অধীনতা, ইচ্ছানুবর্তিতা ; প্রভাব। বি ; স্ত্রী। ৩। আয়ত্ত, অধীন। বশ্+অল্ কর্তৃ। বিণ।

বশংগত—বশে আগত, আয়ত্ত। বশম্—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বশংবদ—প্রিয়বাদী, মধুরভাষী ; বশানুগ, বশবর্তী ; অনুগত। উপতৎ ; বশ—বদ্ (বলা)+খ কর্তৃ। বিণ।

বশগ—বশবর্তী, বশীভূত, আয়ত্ত। উপতৎ ; বশ্—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

বশতঃ (-তস্)—অধীনতা হেতু ; কারণে। বশ+তস্ হেত্বর্থে ৫মী স্থানে। অ।

বশতা, বশত্ব—আয়ত্ততা, অধীনতা। বশ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বশতাপন্ন—আয়ত্ত, বশবর্তী। বশতাকে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

বশবর্তী (-বর্তিন্)—বশগ, বশীভূত, বশতাপন্ন ; অনুগত। উপতৎ ; বশ-বৃত্ (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী **বশবর্তিনী**।

বশানুগ—বশবর্তী, বশতাপন্ন। বশ-অনু—গম্+ড কর্তৃ। বিণ।

বশিতা, বশিত্ব—শিবের ঐশ্বর্য বিঃ ; অষ্ট সিদ্ধির অন্তর্গত সিদ্ধি বিঃ ; বশ করিবার শক্তি ; স্বাধীনতা ; বশবর্তিতা। বশিন্ (বশী)+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বশিষ্ট—বশিষ্ঠমুনি। অব—শাস (শাসন করা)+ক্ত কর্তৃ। বি ; পু।

বশিষ্ঠ—অতিশয় বশতাপন্ন। বশিন্ (বশী) +ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ—জনৈক মুনি, সূর্যবংশীয় রাজগণের কুলপুরোহিত। বশিষ্ঠ=বশিন্ শব্দ (বশী, জিতেন্দ্রিয়)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে, অর্থাৎ অতিশয় জিতেন্দ্রিয় ; বসিষ্ঠ=বসুমৎ (তপস্যা রূপ বসু বা ধনযুক্ত)+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বি ; পু।

বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে একজন। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। রাজর্ষি নিমি একদা যজ্ঞানুষ্ঠানে উৎসুক হইয়া ইঁহাকে তৎকার্যে বরণ করেন। কিন্তু তৎপূর্বেই ইনি ইন্দ্রের যজ্ঞে বৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি নিমিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া দেবলোকে গমন করিলেন। অনন্তর যজ্ঞান্তে প্রত্যাগত হইয়া শুনিলেন যে নিমি রাজা অগস্ত্যাদি ঋষিগণ দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন, কিন্তু তৎকালে রাজা নিদ্রিত থাকায় সাক্ষাৎ হইল না। তাহাতে ইনি আরও কুপিত হইলেন এবং এই অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, নিমির যেন আর চৈতন্য না হয়। নিমিও বিনাপরাধে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া বশিষ্ঠকে চেতনাবিহীন হইবার শাপ প্রদান করিলেন। অতঃপর ব্রহ্মার উপদেশে ইনি মিত্রাবরুণের ঔরসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ ইক্ষ্বাকু স্ববংশের হিতার্থে ইঁহাকে কুলপুরোহিত রূপে বরণ করেন।

বশিষ্ঠ শবলা নাম্নী একটি কামধেনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি এই ধেনুর নিকট যখন যাহা চাহিতেন, তাহাই পাইতেন। একদা গাধিরাজ-তনয় মহারাজ বিশ্বামিত্র অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ ইঁহার আশ্রমে উপস্থিত হইলে ইনি কামধেনুর কৃপায় সেই অসংখ্য সৈন্যকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন। বিশ্বামিত্র শবলার এতাদৃশ লোকাতীত গুণের পরিচয় পাইয়া মুনির নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠ তৎপ্রদানে অসম্মত হইলেন। ক্রমে উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। বশিষ্ঠের আদেশে শবলা অসংখ্য সৈন্য প্রসব করিল। তদ্দ্বারা ইনি রাজার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র অস্ত্রক্ষেপে ইঁহার তপোবন-ধ্বংসে উদ্যত হইলে ইনি ক্রোধবিকম্পিত ব্রহ্মদণ্ড ধারণপূর্বক রাজার সমুদয় অস্ত্র ব্যর্থ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে তপস্যা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বশিষ্ঠ কর্দম-তনয়া অরুন্ধতীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার শক্তি প্রভৃতি শত পুত্রের জন্ম হয়। একদা শক্তি কোন কারণে সূর্যবংশীয় রাজা কল্মাষপাদকে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। সেই রাক্ষস বিশ্বামিত্রের কৌশলে শক্তি প্রমুখ শত ভ্রাতাকে খাইয়া ফেলে। এইরূপে নির্বংশ হইয়া বশিষ্ঠ আত্মজীবন বিসর্জনে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু উচ্চ পর্বত হইতে পতনে সমুদ্র-মজ্জনে ও অনল-প্রবেশেও ইঁহার মৃত্যু হইল না। অনন্তর দৈবাৎ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অদৃশ্যন্তীকে গর্ভবতী দেখিয়া ইনি পূর্বসংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। পরন্তু এই সময়ে কল্মাষপাদ রাক্ষস অদৃশ্যন্তীকেও ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। তখন ইনি তাহাকে শাপ হইতে মুক্ত করেন। পরে অদৃশ্যন্তীর গর্ভে বিখ্যাত পরাশরের জন্ম হইলে ইনি পৌত্রকে অতি সযত্নে লালন পালন করেন।

বশী (বশিন্)—বশগ ; বশবর্তী ; জিতেন্দ্রিয় ; স্বাধীন। বশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী **বশিনী**।

বশীকরণ—১। আয়ত্তকরণ, বশে আনয়ন। বশ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। ২। বশ্যতাজনক মণিমন্ত্রৌষধাদি বা অভিচারক্রিয়া। …+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

বশীকৃত—যাহাকে বশ করা হইয়াছে এরূপ, বশে আনীত, আয়ত্তীকৃত। বশ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)—কৃ (করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বশীভূত—বশতাপন্ন, বশ্যতাপ্রাপ্ত, আয়ত্তগত, যে বশ হইয়াছে এরূপ। বশ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বশী)—ভূ (হওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বশ্য—বশানুগ, বশবর্তী ; বশ করিবার যোগ্য। বশ+য বা ক্য। বিণ।

বশ্যতা—বশবর্তিতা, অধীনতা। বশ্য+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বশ্যা—১। বশবর্তিনী। বশ্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বশবর্তিনী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

বষট্—দেবোদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদানের মন্ত্র। বহ্ (বহন করা)+ডষট্ করণ। অ।

বষ্কয়—একবর্ষীয় গোবৎস। বষ্ক্ (গমন করা) +কয়ন্ কর্তৃ। বি ; পু।

বষ্কয়ণী, বষ্কয়িণী—চিরপ্রসূতা গবী। বষ্কয়ণী=বষ্কয়—নী+ক্বিপ্ কর্তৃ ; বষ্কয়িণী =বষ্কয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বস্, ব্যস্—আর না, ঢের হয়েছে, খুব, যথেষ্ট ; কোন কথার শেষে জোর দিয়া পুনরায় কথারম্ভে। বাংপ্র। অ।

বসত—বাস। <বসতি। বি।

বসত-বাটী, -বাড়ি—বাসভবন ; ভদ্রাসন। বাংপ্র। বি।

বসতি, বসতী—১। আলয় ; বাসস্থান ; রাত্রি। বস্ (বাস করা)+অতি অধি ; পক্ষে ঈপ্। ২। বাস। বস্+অতি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বসন্ (বসৎ)—বাস করিতেছে এরূপ, বাসকারী। বস্ (বাস করা)+শতৃ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বসন্তী**।

বসন—১। বস্ত্র, কাপড় ; স্ত্রীলোকের কটিভূষণ। বস্+অনট্ করণ। ২। বাস ; আচ্ছাদন। বস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বসা, উপবেশন ; বসিয়া যাওয়া। বাংপ্র। বি।

বসন্ত—১। ঋতু বিঃ, চৈত্র বৈশাখাত্মক কাল (এদেশে এক্ষণে কিন্তু ফাল্গুন চৈত্র দুই মাসই বসন্তকাল ধরা হইয়া থাকে ['ষড়্ ঋতু' দ্রঃ]) ; তাল বিঃ ; রাগ বিঃ। বস্ (বাস করা) + অন্ত অধি। ২। রোগ বিঃ ; নাট্যে—বিদূষকের উপাধি। বস্ + ঝন্ত কর্তৃ। বি ; পু। ৩। বসিয়া যাইতেছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

বসন্তঘোষ কোকিল। বসন্ত—ঘুষ্ + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

বসন্তঘোষী (-ঘোষিন্)—কোকিল। উপতৎ ; বসন্ত ঘোষি + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

বসন্ত-তিলক, বসন্ত-তিলকা—চতুর্দশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ ; পুষ্প বিঃ। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বসন্তদূত—কোকিল ; আম্রবৃক্ষ। ৬তৎ। বি ; পু।

বসন্তদূতী—কোকিলা ; মাধবীলতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বসন্তপঞ্চমী—মাঘমাসীয় শুক্লপঞ্চমী, শ্রীপঞ্চমী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বসন্ত-সখ—কামদেব, কন্দর্প। বসন্তের সখা, ৬তৎ + টচ্ সমাসান্ত। বি ; পু।

বসন্তী—বাসন্তী, ফিকা হরিদ্রাবর্ণের ; বসন্তকালের। বাংপ্র। বিণ।

বসন্তোৎসব—বসন্তকালে যে উৎসব হয় তাহা। ইহাতে কন্দর্পের পূজা হইয়া থাকে। এখনও ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে ইহার অনুষ্ঠান হয়। বসন্তের উৎসব, ৬তৎ। বি ; পু।

বসবাস লোকের বসতি, স্থায়িভাবে বাস ; স্থায়ী আবাস। বাংপ্র। বি।

বসয় বসে বাস করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বসা—১। মজ্জা ; মেদ, চর্বি। বস্ + ক কর্ম + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। উপবেশন করা ; বাস করা ; আরম্ভ হওয়া ; কিছুকালের জন্ম স্থাপিত হওয়া ; ভিতরে প্রবেশ করা, ডুবিয়া বা পুতিয়া যাওয়া ; মাপসই হওয়া, লাগা ; স্বরভঙ্গ হওয়া ; নিম্ন দিকে নামিয়া যাওয়া ; মিলাইয়া যাওয়া ; জমাট বাঁধা, জমিয়া যাওয়া, ঘন হওয়া। ক্রি। ৩। ভিতরে প্রবিষ্ট ; খেবড়া। বাংপ্র। বিণ। **বসিয়া থাকা**—নিষ্কর্মাভাবে থাকা। **বসিয়া পড়া**—হতাশ ও নিশ্চেষ্ট হওয়া।

বসানো—১। উপবেশন করানো ; ভিতরে প্রবেশ করানো ; বাস করানো ; জমানো ; মিলানো ; যুক্ত করা ; মার দেওয়া ; আঘাত করা। ক্রি। ২। স্থাপিত ; জোড়া লাগানো। বাংপ্র। বিণ।

বসিষ্ঠ—'বশিষ্ঠ' দ্রঃ।

বসু—১। ধন ; রত্ন ; স্বর্ণ ; জল। বস্ (বাস করা ইত্যাদি) + উ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। শিব ; সূর্য ; অগ্নি ; যোক্ত্র ; বক্ষা ; দীপ্তি ; রশ্মি ; কুবের ; রাজা ; পুষ্করিণী ; সাধু ; ধনিষ্ঠানক্ষত্র ; বকবৃক্ষ ; ধর ধ্রুব সোম বিষ্ণু অনল অনিল প্রত্যূষ প্রভাস—গঙ্গা হইতে উৎপন্ন এই অষ্ট পুত্র বা গণদেবতা ; বাঙ্গালী কায়স্থের উপাধি বিঃ। বি ; পু। ৩। মধুর ; শুষ্ক। বিণ।

৪। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ। কোন সময়ে ইনি ক্ষাত্র ধর্ম বিসর্জনপূর্বক তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে দেবরাজ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মণোচিত তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্তে সুনিয়মে প্রজাপালনরূপ রাজধর্ম আচরণ করিতে উপদেশ দেন, এবং ইঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া ইঁহাকে নভশ্চর বিমান ও বৈজয়ন্তী মালা প্রদান করেন। সেই বিমানে আরোহণ করিয়া ইনি শূন্যে বিচরণ করিতেন এবং সেই মালা ধারণ করিয়া সংগ্রামে অক্ষত-দেহ থাকিতেন। এইরূপে শূন্যে বিচরণক্ষমতা লাভ করিয়া ইনি 'উপরিচর' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

অতঃপর দেবরাজের পরামর্শে ব চেদি রাজ্য জয় করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। ইনি গিরিকা নাম্নী এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, ইনি মৎস্যরূপা এক অপ্সরাতে উপগত হইলে তাহার গর্ভসঞ্চার হয়। পরে ধীবরেরা সেই মৎস্য ধরিয়া তাহার উদর বিদীর্ণ করিলে এক রাজলক্ষণযুক্ত সুন্দর পুত্র ও এক অলৌকিক রূপবতী কন্যা বাহির হয়। ধীবরেরা পুত্র কন্যা লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলে বসু পুত্রটিকে গ্রহণ ও কন্যাটিকে ধীবরদের হস্তে অর্পণ করেন। মৎস্যের উদরে জন্ম বলিয়া পুত্রের নাম মৎস্য এবং কন্যার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ থাকায় তাহার নাম মৎস্যগন্ধা হয়। এই মৎস্যগন্ধাই ব্যাসদেবের জননী।

বসুদ ১। ধনদানকারী। বসু (ধন) দেয় যে, উপতৎ ; বসু—দা (দেওয়া) + ড কর্তৃ। বিণ। ২। কুবের। বি ; পু।

বসুদা—১। ধনদাত্রী। বসুদ শব্দ + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ধরিত্রী। বি ; স্ত্রী।

বসুদেব—শ্রীকৃষ্ণের জনক। ইঁহার দুই স্ত্রী—রোহিণী এবং কংস-রাজের পিতৃব্য-তনয়া দেবকী। রোহিণীর গর্ভে বলরামের জন্ম হইলে ইনি পুত্রসহিত রোহিণীকে ব্রজপুরে মিত্র নন্দ গোপের আশ্রয়ে রাখিয়া আসেন। দেবকীর সহিত ইঁহার বিবাহকালে কংস দৈববাণীতে অবগত হয় য, দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম সন্তানের হস্তে সে নিধন প্রাপ্ত হইবে। এই হেতু কংস বসুদেব ও দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করে। অতঃপর দেবকীর যেমন এক একটি সন্তান জন্মিতে লাগিল, কংসও অমনি তাহার প্রাণসংহার করিতে লাগিল। এইরূপে সাতটি সন্তান নিহত হওয়ার পর দেবকীর অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীর রাত্রিতে জন্মগ্রহণ করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বসুদেব সেই ঘোর অন্ধকারময় রজনীতে শিশুটিকে ব্রজপুরে নন্দালয়ে রাখিয়া আসিলেন এবং তৎপরিবর্তে নন্দের সদ্যোজাতা কন্যাকে আনাইয়া সূতিকাগারে রক্ষা করিলেন। পরদিন প্রত্যূষে কংস বালিকা হইতে অনিষ্টাশঙ্কা নাই বুঝিয়াও তাহার প্রাণসংহারার্থ পাষাণে নিক্ষেপ করিল।

অতঃপর কৃষ্ণ ও বলরাম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কংসের ধনুর্যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করিলে বসুদেব ও দেবকী কারামুক্ত হইয়া বহুকাল পরে পুত্র-মুখাবলোকনে সুখসাগরে নিমগ্ন হইলেন, এবং কৃষ্ণ মথুরার রাজা হইলে স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিলেন। রোহিণীর গর্ভে বসুদেবের সুভদ্রা নামে এক কন্যার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর কৃষ্ণবলরাম তনুত্যাগ করিলে ইনি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়েন। অনন্তর অর্জুন আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে কৃষ্ণের শেষ আদেশ জ্ঞাপন করিয়া যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন।

বসু-দেবতা—ধনিষ্ঠা নক্ষত্র। বহু। বি ; স্ত্রী।

বসুধা ধরণী, পৃথিবী। বসু (রত্ন)—ধা (ধারণ করা) + ড কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বসুধারা—ধন-প্রবাহ ; চেদিরাজ বসুকে দীয়মান ঘৃতাদির ধারা, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকালে ভিত্তিগাত্রে প্রদত্ত পাঁচ বা সাতটি ঘৃতধারা ; কুবেরপুরী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বসুন্ধর—কুবেরের অনুচর বিঃ। বসু- ধৃ + খ কর্তৃ। বি ; পু।

বসুন্ধরা—বসুমতী, ধরণী। [বসুন্ধরা বাসুদেবের মহিষী। বাসুদেবই ইঁহার একমাত্র অধিনায়ক। তিনি কপিলমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া নিরন্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। এক সময়ে বসুমতী মূর্তিমতী হইয়া সীতাকে পাতালে লইয়া গিয়াছিলেন।] বসু—ধৃ + খ কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বসুমতী—১। ধনবতী। বসুমৎ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বসুধা, পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।

বসুমাই—বসুমতী। প্রা কপ্র। বি।

বসুমান্ (-মৎ) -১। ধনবান্, ধনাঢ্য। বসু+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু স্ত্রী—**বসুমতী**। ২। রাজা; নরপতি বিঃ। বি; পু।

বসুসেন—অঙ্গরাজ কর্ণ, দাতাকর্ণ। বসু (ধন) সেনা যাঁহার (অর্থাৎ যিনি ধনদান দ্বারা সকলকে বশ করিয়াছিলেন), বহু। বি; পু।

বসুস্থলী -কুবের-পুরী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বস্তা—পোঁটলা, গাঁঠরি; গোণী, গুণ, থলিয়া, বোরা। বাংপ্র। বি।

বস্তাপচা—বহুদিন গাঁটবন্দী থাকায় যাহা নষ্ট হইয়াছে এমন; অতি জীর্ণ ও পুরাতন। বাংপ্র। বিণ।

বস্তাবন্দী—যাহা বস্তার ভিতরে বদ্ধ করা হইয়াছে এমন, বস্তাবোঝাই। বাংপ্র। বিণ।

বস্তি—বসতি, বসতিস্থল, বিশেষতঃ দরিদ্র-দিগের বাসস্থান, দরিদ্রপল্লী, slum. <বসতি। বি।

বস্তি, বস্তী—১। নাভির অধোদেশ, তলপেট; মূত্রস্থলী; বাসস্থান। বস্+তি অধি। ২। বাস। বস্+তি ভাব। ৩। বস্ত্র-দশা, কাপড়ের দশী। বস্+তি করণ। বি; পু ও স্ত্রী।

বস্তিমল—মূত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বস্তী -'বস্তি' দ্রঃ।

বস্তু—পদার্থ, দ্রব্য, জিনিস; সার; যাহা ঘটিয়া থাকে ('তত্ত্ব'); বৃত্তান্ত; সৎ-পাত্র; ব্রহ্ম; সত্তা। বস্ (বাস করা)+তুন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বস্তুতঃ—ফলতঃ, বাস্তবিক; যথার্থতঃ। বস্তু+তস্। অ।

বস্তুতত্ত্ব—পদার্থের স্বরূপ, পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ গুণাগুণ প্রভৃতি ধর্ম; বস্তু সম্বন্ধীয় জ্ঞান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বস্তুতত্ত্বজ্ঞ পদার্থের স্বরূপবেত্তা, যে পদার্থ-সমূহের গুণাদি জানে। উপতৎ; বস্তুতত্ত্ব—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বস্তুতন্ত্র জাগতিক বিষয় অর্থাৎ আহার-বিহারাদিকে প্রাধান্য দানের মত; বাস্তব বিষয়কে প্রাধান্য দান, realism. কর্মধা। বি; ক্লী। বিণ—**বস্তুতান্ত্রিক, বস্তুতন্ত্রীয়, বস্তুতন্ত্রী** (-ন্ত্রিন্)।

বস্ত্র—বসন, কাপড়। বস্ (আচ্ছাদন করা)+ত্র করণ। বি; ক্লী।

বস্ত্রগৃহ—বস্ত্রাবাস, তাঁবু। বস্ত্রদ্বারা নির্মিত গৃহ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বস্ত্রগ্রন্থি—নীবী; কাপড়ের গাঁইট। ৬তৎ। বি; পু।

বস্ত্রহরণ—কাপড় কাড়িয়া লওয়া, উলঙ্গ করা; আবরণ উন্মোচন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বস্ত্রহীন—বসনশূন্য, কাপড়রহিত; বিবসন, উলঙ্গ; দৈন্যহেতু যাহার পরনের কাপড় নাই এমন। ৩তৎ। বিণ।

বস্ত্রাবাস—তাঁবু, বস্ত্রগৃহ। মধ্যপ। বি; পু।

বহ—১। বহনকর্তা, বাহক ('আজ্ঞা—')। বহ্ (বহন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। ঘোটক; বাহন, যান; নদ; পথ; বায়ু; বৃষের স্কন্ধদেশ; বাহু। বি; পু।

বহত বহে বা বহিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বহতা—বহমান, প্রবাহিত। বাংপ্র। বিণ।

বহন ১। ধারণ; বহিয়া যাওয়া; লইয়া যাওয়া। বহ্ (বহা)+অনট্ ভাব। ২। বাহন। বহ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

বহনীয়—বহনযোগ্য, বাহ্য। বহ্ (বহা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

বহমান—বহনশীল, যাহা বহিয়া যাইতেছে এরূপ। বহ্ (বহা)+শান কর্তৃ। বিণ।

বহর বিস্তার, প্রস্থ, ওসার; গভীরতা; বহু জলযানের একত্র সমাবেশ; নৌসমূহ। আ। বি।

বহা ১। বহন-স্ত্রী, বাহিকা। বহ্+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্রোতস্বিনী, নদী। বি; স্ত্রী। ৩। বহন করা; সহ্য করা; কর্মঠ থাকা ('শরীর —'); প্রবাহিত হওয়া। ক্রি। ৪। বহন। বি। ৫। বাহিত; বহনকারী, বাহক। বাংপ্র। বিণ।

বহানো -বহন করানো; প্রবাহিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

বহাল, বাহাল -বজায়, অপরিবর্তিত; প্রতিষ্ঠিত; নিযুক্ত। ফা। বিণ।

বহি—১। বই, পুস্তক, খাতা। আ। বি। ২। বহন করি। বাংপ্র। ক্রি। ৩। বই, ভিন্ন, ব্যতীত, ব্যতিরেকে, বিনা। প্রা কপ্র। অ। [অ।

বহিঃ (বহিস্)—বাহির। বহ্+ইস্ কর্তৃ।

বহিঃপ্রকোষ্ঠ—বাহিরের কক্ষ, বাড়ির বাহিরের ঘর। বহিঃ স্থিত প্রকোষ্ঠ, মধ্যপ। বি; পু।

বহিঃসংসার—বহির্জগৎ, দৃশ্যমান সাংসারিক বিষয়। মধ্যপ। বি।

বহিঃস্থ, বহিস্থ -বাহিরে স্থিত। উপতৎ; বহিস্ (বাহির)-স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বহিত্র—জলযান, পোত, নৌকা; ক্ষেপণী, দাঁড় বহ্ (বহা)+ইত্র করণ। বি; ক্লী।

বহিন—বোন, ভগ্নী। হি। বি।

বহিরঙ্গ—বাহ্য অঙ্গ; কোন বিষয়ের বাহ্য লক্ষণসম্বন্ধীয় তত্ত্ব; অনাত্মীয় (বিপরীত অন্তরঙ্গ); পর; (ব্যাকরণে) প্রত্যয় ঘটিত কার্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

বহিরাগমন—বাহিরে আসা। ৭তৎ। বি; ক্লী। বিণ—**বহিরাগত**।

বহিরাবরণ—বাহিরের আচ্ছাদন; বাহিরের ঢাকনি। বহিঃ স্থিত যে আবরণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বহিরিন্দ্রিয়- বাহ্যেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক—এই পাঁচ ইন্দ্রিয়। বহিঃ যে ইন্দ্রিয়, কর্মধা। বি; ক্লী। (অন্তরিন্দ্রিয় —মন।)

বহির্গত—বাহিরে প্রস্থিত, নির্গত, নিঃসৃত, যে বাহির হইয়াছে এরূপ। বহিঃ (বাহিরে) গত, ৭তৎ। বিণ।

বহির্গমন—বাহিরে যাওয়া, নির্গমন, নিঃসরণ। ৭তৎ। বি; ক্লী।

বহির্জগৎ—বহিঃসংসার, দৃশ্যমান জাগতিক ব্যাপার। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বহির্দেশ—বহির্ভাগ, বাহিরের দিক্, বাহির। বহিঃস্থ দেশ, মধ্যপ। বি; পু।

বহির্দ্বার—বাহিরের দরজা, সদর দরজা। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বহির্বাটী-বাহির বাড়ি, সদর বাড়ি, বৈঠকখানা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বহির্বাণিজ্য—দেশের বাহিরে অর্থাৎ ভিন্ন দেশে ক্রয়বিক্রয়, external trade. বহিঃ (বাহিরে) বাণিজ্য, ৭তৎ। বি; ক্লী।

বহির্বাস -বৈষ্ণবের কৌপীনের উপরে পরি-হিত কচ্ছহীন বস্ত্র, উত্তরীয়। কর্মধা। বি; পু।

বহির্ভাগ—বাহিরের অংশ, উপরপিঠ; বহির্দেশ, বাহির। বহিঃস্থ ভাগ, মধ্যপ। বি; পু।

বহির্ভূত বহির্গত; বাহিরে ('আলো-চনার —')। বহিস্ (বাহির)—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বহির্মুখ—১। বিমুখ; বাহির দিকে মুখ-বিশিষ্ট; বাহ্য বিষয়ে আসক্ত; বিষয়াসক্ত। বহিঃ (বাহিরে) মুখ যাহার, বহু। বিণ। ২। বাহিরের মুখ। বহিঃস্থ মুখ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বহিশ্চর—বহির্ভাগে বিচরণকারী। উপতৎ; বহিস্—চর+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-রী**।

বহিষ্করণ—বাহির করিয়া দেওয়া; দূরী-করণ; বর্জন; নিষ্কাশন; আবিষ্কার। বহিস্ (বাহির)—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বহিষ্কৃত—যাহাকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এরূপ, দূরীকৃত। বহিস্ (বাহির)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বহিষ্ক্রান্ত—বহির্নিঃসৃত, দূরীভূত, বাহিরে বিতাড়িত; বহির্দেশে নিষ্ক্রান্ত। বহিস্ (বহিঃ)—ক্রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বহিস্থ—'বহিঃস্থ' দ্রঃ।

বহু—১। অনেক; অধিক; বিপুল; প্রচুর, ভূরি। বন্‌হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ কু কর্তৃ। বিণ। ২। বউ, বধূ। হি। বি; স্ত্রী। ৩। বহুক, প্রবাহিত হইতে থাকুক; বহে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বহুকেলে—অনেক দিনের, পুরাতন, প্রাচীন। বাংপ্র। বিণ।

বহুক্ষম—অনেক ক্ষমাকারী, ক্ষমাপরায়ণ, সহনশীল। বহু ক্ষমা যাহার, বহু। বিণ।

বহুজ্ঞ—অনেকবিৎ, বহুদর্শী; অভিজ্ঞ। উপতৎ; বহু (অনেক)—জ্ঞা (জানা) +ড কর্তৃ। বিণ। বি—**বহুজ্ঞতা**।

বহুত—বহু, অনেক, প্রভূত, অধিক, অতিশয়, খুব। হি। বিণ।

বহুতঃ (-তস্)—অনেক দিকে, অনেক প্রকারে। বহু+তস্। অ।

বহুতর—১। খুব অনেক, প্রভূত, অনেকানেক, অত্যধিক। বহু+তর অতিশয়ার্থে। বিণ। ২। বহুপ্রকার, অনেক রকম। বাংপ্র। বিণ।

বহুত্ব, -তা—অনেকত্ব। বহু+ত্ব, তা ভাবার্থে। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

বহুত্র—বহুস্থানে, অনেক জায়গায়। বহু+ত্র স্থানার্থে। অ।

বহুদক্ষিণ—অনেক দক্ষিণাবিশিষ্ট; প্রভূত দক্ষিণা দানকারী, বদান্য। বহু দক্ষিণা যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ।

বহুদর্শন—অনেক বিষয় দর্শন, অভিজ্ঞতা। কর্মধা। বি; ক্লী।

বহুদর্শিতা—ভূয়োদর্শনজনিত জ্ঞান; বহুজ্ঞতা; অভিজ্ঞতা। বহুদর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বহুদর্শী (-দর্শিন্) ভূয়োদর্শনবিশিষ্ট; বহুজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ; দূরদর্শী। উপতৎ; বহু—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। বি—**বহুদর্শিতা**।

বহুদূর—অনেক দূর, অনেক ব্যবধান। কর্মধা। বি; পু।

বহুদূরবর্তী (-বর্তিন্) অনেক দূরে অবস্থিত। উপতৎ; বহুদূর—বৃত্ (থাকা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বর্তিনী**

বহুদূরস্থ—অনেক দূরবর্তী; অনেক অন্তরে অবস্থিত। উপতৎ; বহুদূর—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ।

বহুধা—অনেক প্রকার, অনেক বার; বহু খণ্ডে বা দিকে। বহু+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

বহুনাদ—১। অধিক শব্দকারী। বহু নাদ যাহার, বহু। বিণ। ২। শঙ্খ, শাঁখ। বি; পু।

বহুপত্নীক—বহু ভার্যাবিশিষ্ট, যাহার অনেক স্ত্রী আছে। বহু পত্নী যাহার, বহু। বিণ; পু।

বহুপ্রজ, -প্রজাঃ—অনেক সন্তানবিশিষ্ট। বহু প্রজা যাহার, বহু। বিণ।

বহুপ্রদ—অনেক দানকারী, দাতা, বদান্য। বহু—প্র—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

বহুপ্রসবিনী—অনেক সন্তান প্রসবকারিণী। উপতৎ; বহু—প্র—সূ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বহুপ্রসূ—অনেক সন্তান বা ফল প্রসবকারিণী। উপতৎ; বহু—প্র—সূ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ; স্ত্রী।

বহুফল—অনেক ফল। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অনেক ফলশালী; উর্বরা। বহু ফল যাহার, বহু। বিণ।

বহুফলা—অনেক ফলশালিনী; উর্বরা। বহু ফল যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

বহুবচন—(ব্যাকরণে) যাহা দ্বারা দুইএর অধিক পদার্থ বুঝায় ['বচন' দ্রঃ]। বি; ক্লী।

বহুবল—১। প্রভূতশক্তি। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। প্রভূতশক্তিশালী, অতি বলবান্। বহু। বিণ।

বহুবার—অনেক বার, ভূয়োভূয়োঃ, পুনঃ পুনঃ। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বহুবিধ—নানাবিধ; অনেক প্রকার। বহু বিধা যাহার, বহু। বিণ।

বহুবিবাহ—অনেক রমণীর পাণিগ্রহণ। কর্মধা। বি; পু।

বহুব্রীহি—১। বহুধান্যবিশিষ্ট। বহু (অধিক) হইয়াছে ব্রীহি (ধান্য) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অন্যপদার্থপ্রধান সমাস বিঃ ['সমাস' দ্রঃ]। বি; পু।

বহুভাগ—বহুভাগ্য (সকল অর্থে)।

বহুভাগী (-ভাগিন্)—অতি ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী। বহুভাগ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী,—**ভাগিনী**।

বহুভাগ্য—১। জোর কপাল, পরম সৌভাগ্য। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অতি ভাগ্যবান্, সৌভাগ্যশালী, জোর কপালিয়া। বহু ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

বহুভাষী (-ভাষিন্)—অনেক কথা বলে এরূপ; বাচাল; বহু ভাষাবিৎ। উপতৎ; বহু—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বহুভাষিণী**।

বহুভুজ—১। যাহার অনেক বাহু আছে এমন। বিণ। ২। বহু ভুজনির্দিষ্ট সমতল ক্ষেত্র, polygon. বহু। বি।

বহুমত—১। অনেক অভিমত বা অভিপ্রায়। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। নানা মতধারী। বহু মত যাহার, বহু। ৩। সম্মানিত, সমাদৃত। ২তৎ। বিণ। ৪। অনেক প্রকার বা প্রকারে, নানা রকমে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বহুমান—সম্মান, অতিশয় সমাদর। [কর্মধা। বি; ক্লী।

বহুমানাস্পদ—অতিশয় সম্মানভাজন, অত্যন্ত সমাদরের পাত্র। বহুমানের আস্পদ, ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

বহুমূত্র—মূত্র রোগ বিঃ, ইহাতে বার বার অনেক প্রস্রাব হয়, মেহরোগ বিঃ, diabetes. বহু মূত্র যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

বহুমূর্তি—১। অনেক মূর্তিবিশিষ্ট, নানারূপধারী। বহু মূর্তি যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু; শিব। বি; পু। ৩। অনেক মূর্তি, নানারূপ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বহুমূল—১। অনেক মূলবিশিষ্ট। বহু। বিণ। ২। অনেক শিকড় বা গোড়া। কর্মধা। বি; ক্লী।

বহুমূলক—অনেক মূলবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

বহুমূলা—অনেক মূলবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বহুমূল্য—অতিশয় মূল্যবান্, মহার্ঘ, খুব বেশী দামী। বহু। বিণ।

বহুরাশিক—অনেক রাশিবিশিষ্ট অনুপাতের অঙ্ক, পাটীগণিতের দুই বা ততোধিক ত্রৈরাশিকঘটিত অঙ্ক, double rule of three. বহু। বি; ক্লী।

বহুরি, -রী বউড়ি, বালবধূ, নববধূ। <বধূটী। প্রা কপ্র। বি।

বহুরূপ—১। অনেক মূর্তি বা আকার; অনেক প্রকার; অনেক ভাব। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অনেক মূর্তি বা ভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ।

বহুরূপা ১। অনেক রূপধারিণী। বহু হইয়াছে রূপ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বি; স্ত্রী।

বহুরূপী (-রূপিন্) ১। অনেক প্রকার রূপধারী। বিণ। ২। যে নানারূপ বেশ ও ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়া তামাশা দেখায়, mime; গিরগিটিজাতীয় জীব বিঃ (ইহারা ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় বলিয়া বিশ্বাস), chameleon. বহুরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বহুরেখ—অনেক রেখাবিশিষ্ট। বহু রেখা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

বহুরেতাঃ (-রেতস্) ব্রহ্মা। বহু। বি; পু।

বহুল—১। অগ্নি; কৃষ্ণপক্ষ; কৃষ্ণবর্ণ। বি; পু। বহু—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। ২। অনেক; অধিক; কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

বন্হ্‌ (বৃদ্ধি পাওয়া)+কুল কর্তৃ। বিণ। বি—বহুলতা, বাহুল্য।

বহুলীকৃত—বিস্তারিত; রাশীকৃত। বহুল+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=বহুলী)-কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ। [অ।

বহুশঃ (-শস্‌)—অনেকবার। বহু+চশস্‌।

বহুশাখ—অনেক শাখাবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

বহুশ্রুত—সুপণ্ডিত, যেবাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। বহু শ্রুত হইয়াছে যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

বহুস্বামিক—অনেক অধিকারিবিশিষ্ট, যাহা অনেকের দখলে আছে, যাহার অনেক স্বত্বাধিকারী আছে। বহু হইয়াছে স্বামী যাহার, বহু। বিণ।

বহেড়া—'বয়ড়া' দ্র।

বহ্নি—অনল, অগ্নি। বহ্‌ (বহা)+নি কর্তৃ। বি; পু।

বহ্নিগর্ভ—শমীবৃক্ষ, শাঁইগাছ। বহ্নি গর্ভে যাহার, বহু। বি; পু।

বহ্নিমিত্র—বায়ু। বহুব্রী। বি; পু।

বহ্নিমুখ—দেবতা। বহ্নি হইয়াছে মুখ (স্বরূপ) যাহাদের, বহু। বি; পু।

বহ্নিরেতাঃ (-রেতস্‌)—শিব। বহ্নিতে (অগ্নিতে) নিষিক্ত হয় রেতঃ (শুক্র) যাঁহার, বহু। বি; পু।

বহ্নিসংস্কার অগ্নিসংস্কার, আগুনে পোড়ানো; শবদাহ। ৬তৎ। বি; পু।

বহ্নিসখ—বায়ু। ব'হ্নর সখা, ৬তৎ। বি; পু।

বহ্বাড়ম্বর—অনেক জাঁক, বিস্তর সমারোহ, খুব ঘটা। বহু যে আড়ম্বর, কর্মধা। বি; পু।

বহ্বায়াস—বহু প্রয়াস, অনেক চেষ্টা। বহু যে আয়াস, কর্মধা। বি; পু।

বহ্বারম্ভ—সূত্রপাতে অনেক উদ্যোগ, গোড়ায় খুব হাঁকডাক। বহু যে আরম্ভ, কর্মধা। বি; পু।

বহ্বাশী (-শিন্‌)—১। অধিক ভোজনশীল; অনেকাকাঙ্ক্ষী। উপতৎ; বহু-অশ্‌ (ভোজন করা)+শিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বহ্বাশিনী**। ২। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র। বি; পু।

বহ্য—বাহন; যান; শকট, গাড়ি। বহ্‌ (বহন করা)+য করণ। বি; স্ত্রী।

বা—১। সাদৃশ্য; সমুচ্চয়; বিকল্প; বিতর্ক; বিশ্বাস; অতীত; নামার্থ; পাদপূরণ; নিশ্চয়; অথবা, কিংবা। বা+ক্বিপ্‌, ভাব। অ। ২। বায়ু। বাংপ্র। বি। ৩। স্পর্শ। প্রা কপ্র। বি।

বাই—১। নৃত্য বিঃ; নর্তকী; রাজপুতানাদি প্রদেশে স্ত্রীলোকের উপাধি বিঃ। তুর্কী-মূ। ২। বায়ুরোগ, ছিট; বাতিক, মত্ততা, উন্মাদনা, প্রবল অনুরাগ বা শখ; বায়ু, বাতকর্ম। <বায়ু। বি।

বাইওয়ালী—নর্তকী। তুর্কী-মূ। বি।

বাইক—বাইসিকেল। <ইং 'bike'. বি।

বাইচ, বাচ নৌকা চালনের প্রতিযোগিতা; নৌকায় প্রতিমা বহিয়া জলে বিসর্জন। বাংপ্র। বি।

বাইজী—ভদ্রমহিলার সম্মানসূচক সম্বোধন; উচ্চশ্রেণীর নর্তকী। তুর্কী-মূ। বি।

বাইতি—বাদ্যকর হিন্দু জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাইবেল—খ্রীষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ। <ইং 'Bible'. বি।

বাইরে—বাহিরে; অন্যত্র; অতিরিক্ত। বাংপ্র। অ, বি বা বিণ।

বাইল—সম্পূর্ণ একখণ্ড (যেমন তালপাতা); তাল নারিকেল প্রভৃতির পত্রযুক্ত শাখা, বালদো; কপাটের পাল্লা; এক পাট কপাট। বাংপ্র। বি।

বাইশ—দ্বাবিংশতি, ২২; সূত্রধরের পরশু। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাইশা, বাইশে—বাইশ (২২) সংখ্যার পূরক; মাসের দ্বাবিংশ দিবস। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাইস, বাস—ছুতারের কোদালের ন্যায় ফলাযুক্ত অস্ত্র বিঃ। <বাসি। বি।

বাইসিকেল—দ্বিচক্রযান। <ইং 'bicycle'. বি।

বাঈ—নর্তকী বিঃ; মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত মহিলাদের উপাধি বিঃ। তুর্কী-মূ। বি।

বাউ—বায়ু, বাতাস; বাহু; বাহুভূষণ বিঃ, বাউটি। প্রা কপ্র। বি।

বাউটি—স্ত্রীলোকের ঊর্ধ্ব বাহুর আভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাউনি—পৌষ সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে খড়ের দড়ি দিয়া ঘরের জিনিসপত্রে বন্ধনী দেওয়া রূপ পর্ব। বাংপ্র। বি।

বাউরা—বাতুল, পাগল। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

বাউরী—১। পশ্চিম বঙ্গের অস্পৃশ্য হিন্দুজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। বাতুলা, উন্মাদিনী, পাগলিনী। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

বাউল—১। বৈষ্ণবসম্প্রদায় বিঃ, গায়ক ভিক্ষুসম্প্রদায় বিঃ। বাংপ্র। বি। ২। বাতুল, পাগল। প্রা কপ্র। বিণ।

বাউলিনী—পাগলিনী, উন্মাদিনী। প্রা কপ্র। বিণ।

বাউলী—বাউল সম্প্রদায়ের; পাগল বা পাগলিনী। বাংপ্র। বিণ।

বাও—১। বায়ু, বাতাস। প্রা কপ্র। ২। বাগী (বা)। বাংপ্র। বি।

বাওত—বাজায়; বাতাস করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাওয়া—১। স্বতঃসম্ভূত (ডিম); আমন (ধান)। প্রাদেশিক। বিণ। ২। বহা, নৌকাদি চালানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাওয়ানো বাতাস করা বা বহা, ব্যজন করা, হাওয়া করা। কপ্র। ক্রি।

বাওয়াস—আবাস, বাসা। প্রা কপ্র। বি।

বাংলা—১। বাঙালা। <বঙ্গ। বি। ২। চারচালা খড়ো ঘর। <ইং 'bungalow'. বি।

বাংশ—বংশসম্বন্ধীয়; বংশনির্মিত। বংশ+অ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বাংশী**।

বাংশিক—বংশীবাদক। বংশ+ষ্ণিক। বি; পু।

বাঃ—বাহবা, বলিহারি, সাবাস; বিস্ময় প্রশংসা বা উপহাসসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

বাঁ দক্ষিণের বা ডাইনের বিপরীত। <বাম। বিণ।

বাঁও—ব্যাস, উভয়দিকে প্রসারিত হস্তদ্বয়ের দৈর্ঘ্য পরিমাণ, চারি হাত দীর্ঘতা বা গভীরতা, fathom. বাংপ্র। বি।

বাঁওড়—নদীর বাঁক যেখানে স্রোত বন্ধ হয়; বাদা। বাংপ্র। বি।

বাঁক—১। বক্রতা; ঘুর, ফের; মোড়; মোচড়; স্কন্ধে ভারবহনের যুগ; পদাভরণ বিঃ, বেঁকি। বি। ২। বাঁকা, বক্র। বাংপ্র। বিণ। ৩। বক্রাকার বাদ্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

বাঁকই, বাঁকশাল, বাঁকুই—ধান্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাঁকনল—যে বক্রমুখ সরু নল দিয়া প্রদীপের শিখায় ফুঁ দিয়া স্বর্ণকার গহনা ঝালে; রাসায়নিক পরীক্ষাদি কার্যে ব্যবহৃত বাঁকা নল, u-tube. বাংপ্র। বি। [বি।

বাঁকমল—বাঁকা মল বিঃ, বেঁকি। বাংপ্র।

বাঁকা—১। বক্র, কুটিল, বঙ্কিম; কান্ত। বাংপ্র। বিণ। ২। বর্ধমান জেলায় নদী বিঃ; শ্রীকৃষ্ণের নাম বিঃ। বি। ৩। বক্র হওয়া; ঘুরিয়া যাওয়া; অসম্মত বা বিরুদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বাঁকাচোরা—বক্র ও অদৃশ্য, আঁকাবাঁকা। বাংপ্র। বিণ।

বাঁকানো—১। বক্রীকৃত; আনমিত। বিণ। ২। বক্র করা, নত করা, মোয়ানো। বাংপ্র। ক্রি। **মুখ বাঁকানো**—বিরক্তি প্রকাশ করা।

বাঁকারায়—বকরাজ, শ্রীকৃষ্ণ; ধর্মরাজের মূর্তিভেদ। বাংপ্র। বি।

বাঁকুড়া—পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান বিভাগস্থ একটি জেলা ও শহর। পূর্বে এই জেলা বর্ধমান চাকলার অন্তর্গত ছিল। খ্রী ১৭৬০ অব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্ধমান

চাকলা মীরজাফর কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে প্রদত্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতে ১৭৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বাঁকুড়া বীরভূম জেলার অন্তর্গত থাকে। তৎপরে বাঁকুড়া "বিষ্ণুপুর জমিদারি" নামে অভিহিত ছিল। ১৭৯৩ খ্রীঃ ইহা বর্ধমানের অন্তর্গত হয়। পূর্বে বিষ্ণুপুর এই জেলার প্রধান কার্যস্থল ছিল ('বিষ্ণুপুর' দ্রঃ)। পরে বাঁকুড়া শহরে আনীত হয়। জেলায় অনেক জঙ্গল আছে। গালা ও তসর এই জেলার প্রধান পণ্য। এখানে লৌহ, কয়লা, ঘুটিন চুন ও গৃহনির্মাণোপযোগী প্রস্তরের খনি বিদ্যমান। সোপ-ষ্টোন নামক পাথরের থালা ও বাটি এখানে প্রস্তুত হয়। ১৮৩৫ ৩৬ খ্রীঃ বাঁকুড়া একটি স্বতন্ত্র জেলা স্বরূপে সৃষ্ট হয়। জেলাটির অপর নাম "বাকুণ্ডা"।

বাঁচন—জীবন, প্রাণধারণ; রক্ষা, ত্রাণ, নিস্তার; স্বস্তি, শান্তি। বাংপ্র। বি।

বাঁচা—জীবিত হওয়া বা থাকা, প্রাণধারণ করা; রক্ষা পাওয়া, নিস্তার পাওয়া; স্বস্তি পাওয়া, শান্তিলাভ করা, জুড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

বাঁচানো—জীবিত করা, প্রাণদান করা; রক্ষা করা; নিস্তার করা; কোন বিষয়ে সাবধান হওয়া ('আইন ·'); স্বস্তি দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বাঁচোয়া—রক্ষা, নিস্তার, প্রাণরক্ষা। বাংপ্র। বি। [বিণ।

বাঁজা—বন্ধ্যা, অফলন্ত; নিষ্ফল। <বন্ধ্যা।

বাঁঝা—বন্ধ্য বা বন্ধ্যা; রাঁড়া, অফলন্ত। বাংপ্র। বিণ।

বাঁট বণ্টন; বৃন্ত, বোঁটা; পশুর স্তনবৃন্ত; মুষ্টি, অস্ত্রাদির হাতল। বাংপ্র। বি।

বাঁটয়া—বণ্টন, বিভাগ। বাংপ্র। বি।

বাঁটা—পেষণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

বাঁটানো—পেষণ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

বাঁটুল—গুলি, ভাঁটা 'বল'। বাংপ্র। বি।

বাঁটোয়ারা, বাঁটওয়ারা—বিভাগ, বণ্টন; অংশ। বাংপ্র। বি।

বাঁড়ুয্যা, বাঁড়ুয্যে—বন্দ্যোপাধ্যায়; বন্দ্যবংশজাত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাঁদর, বান্দর—বানর, মর্কট, কপি, হনুমান্; নির্বোধ বা দুর্বুদ্ধি জন, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট। <বানর। বি। বিণ—**বাঁদুরে**।

বাঁদরামো, বাঁদরামি—বানরের ভাব বা আচরণ, বানরত্ব; দুর্বৃত্ততা বা দুষ্টামি, নষ্টামি, দৌরাত্ম্য। বাংপ্র। বি।

বাঁদরী—বানরী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বাঁদিপোতা—লেপের খোল ইত্যাদির জন্য। রঙিন বস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাঁদী, বান্দী—ক্রীতদাসী; পরিচারিকা; উপপত্নীরূপে রক্ষিতা দাসী। <ফা 'বাদী'। বি।

বাঁধ জলরোধার্থ উচ্চ আলি, জেড়ী; কাঁচা পুল বা সেতু; অবরোধ; আটক, বাধা। বাংপ্র। বি।

বাঁধন—বন্ধন। বাংপ্র। বি।

বাঁধা-১। বন্ধক। বি। ২। বন্ধন করা, দৃঢ় করা ('বুক ··'); পাক করা, আটকানো; রোধ করা; সংযত হওয়া; গ্রথিত করা, রচনা করা। ক্রি। ৩। বদ্ধ; নির্দিষ্ট ('— মাহিনা'); নিয়মবদ্ধ; নিজস্ব ('— মক্কেল')। বাংপ্র। বিণ।

বাঁধাই বাঁধার কাজ বা মূল্য; বন্ধন। বাংপ্র। বি।

বাঁধানো—১। বন্ধন করানো, দৃঢ় করানো; পাকা করানো; ধাতুপত্রাদি দ্বারা মণ্ডিত করা বা করানো। ক্রি। ২। যাহা বাঁধাইয়া লওয়া হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

বাঁধাবাঁধি—পরস্পর বন্ধন; নিয়ম; সংযম; শৃঙ্খলা। বাংপ্র। বি।

বাঁধাল—জাঙ্গাল, আলিবন্ধন; সেতু। বাংপ্র। বি।

বাঁধুনি, বাঁধনি—বন্ধন, গ্রন্থি; আঁটসাট; শৃঙ্খলা। বাংপ্র। বি।

বাঁধুলি—বন্ধুকপুষ্প, রক্তবর্ণ পুষ্প বিঃ ও তাহার গাছ। বাংপ্র। বি।

বাঁয়—বামে, বাম দিকে। বাংপ্র। বি।

বাঁয়া—বাম হস্তে বাদনীয় আনদ্ধ বাদ্যযন্ত্র বিঃ, ডুগী। বাংপ্র। বি।

বাঁশ—বংশ; বেণু; তৃণজাতীয় সুদীর্ঘ উদ্ভিদ্ বিঃ; ধনু; গুঁতা, হুড়া। <বংশ। বি।

বাঁশগাড়ি—আদালতের হুকুমে কোন জমি দখল করিবার জন্য তাহাতে বাঁশ পোতা; যে জমি সরকারী নীলামে বিক্রয় হইবে তাহাতে নীলামের ইস্তাহারস্বরূপ বাঁশ পোতা। বাংপ্র। বি।

বাঁশরি, বাঁশরী—বাঁশী। বাংপ্র। বি।

বাঁশি, বাঁশী—বংশী, মুরলী। বাংপ্র। বি।

বাক্ (বাচ্) ১। বাক্য, বচন, কথা; শব্দ; বিদ্যা। বচ্ (বলা)+ক্বিপ্ কর্ম। ২। বাগিন্দ্রিয়। বচ্+ক্বিপ্ করণ। বি; স্ত্রী। ৩। সরস্বতী। বচ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বাক—১। বাক্য, বচন, কথা। বচ্ (বলা) +ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। বকসম্বন্ধীয়। বক+ক ইদমর্থে। বিণ। ৩। বকসমূহ। বক+ক। বি; পু।

বাকড়—হস্তী, হাতী; হাতীর মত বহুভোজী জীব বা রাক্ষস; উদরপিশাচ; গর্ত। বাংপ্র। বি।

বাকড়া তাল নারিকেলাদি বৃক্ষের শাখা; আম্রাদিফলের কঠিন বীজাবরক। বাংপ্র। বি।

বাকর—নকর; সুরাবীজ। বাংপ্র। বি।

বাকল—বল্কল, বৃক্ষত্বক্, গাছের ছাল। <বল্কল। বি।

বাকস—'বাসক' দ্রঃ।

বাকি, বাকী—অবশিষ্ট, বক্রী; পাওনা হইতে উশুল বাদে যাহা পাওনা থাকে। আ। বি বা বিণ।

বাকিদার, বাকীদার—যে প্রজার দেয় খাজনা বাকী পড়ে। আ-মু। বিণ।

বাক্কলহ—কথা দ্বারা ঝগড়া। ৩তৎ। বি; পু।

বাক্চাতুরী—কথার ছল; কপট বাক্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাক্ছল বাক্য-ব্যাজ। ৬তৎ। বি; পু।

বাক্পটু—সুবক্তা, বাগ্মী। ৭তৎ। বিণ।

বাক্পটুতা—বাক্যকথনে নৈপুণ্য। বাক্পটু শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বাক্পতি—সুবক্তা; বৃহস্পতি। ৬তৎ। বি; পু।

বাক্পতিরাজ প্রাকৃত ভাষায় রচিত গউড়বহো বা গৌড়বধ নামক কাব্যের প্রণেতা। এই গ্রন্থে নৃপতি যশোবর্মার বিজয়কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।

বাক্পারুষ্য বাক্যকথনে রূঢ়তা, অপ্রিয় বাক্যপ্রয়োগ, কটুবাক্যঘটিত বিবাদ বিঃ। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

বাক্প্রণালী বাক্য প্রকাশের ধারা; কথা বলিবার রীতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাক্প্রপঞ্চ বাক্য বিস্তার; বাক্যসমূহ। ৬তৎ। বি; পু।

বাক্য—১। বচন, কথা; বিভক্ত্যন্ত পদ-সমুদায়। বচ্ (বলা)+ঘ্যণ্ কর্ম। ২। ব্যাকরণে—যোগ্যতা আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমষ্টি। বি; স্ত্রী।

বাক্যদান—কথা দেওয়া; প্রতিশ্রুতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাক্যনবাব বাক্যবাগীশ। বাংপ্র। বি।

বাক্যবাগীশ—কথার ধোকড়, যে কেবল লম্বা কথা বলে কাজে কিছু করে না। ৭তৎ। বি; পু।

বাক্যবাণ—বচনরূপ শর, মর্মভেদী কথা। বাক্য রূপ বাণ, রূপক। বি; পু।

বাক্যবিশারদ—বাক্পটু। ৭তৎ। বিণ।

বাক্যব্যয়—অধিক বাক্যকথন; বৃথা কথা বলা। ৬তৎ। বি; পু।

বাক্যসুধা বচনরূপ অমৃত, অতি মিষ্ট কথা। রূপক। বি; স্ত্রী।

বাক্যস্খলন বাক্যের অর্ধোচ্চারণ, অস্ফুদিষ্ট বাক্যকথন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাক্যস্থ—বাক্যস্থিত ; কথায় বাধ্য। উপতৎ ; বাক্য - স্থা (থাকা) + ড কর্তৃ। বিণ।

বাক্যস্ফূর্তি—বাক্যের স্ফুরণ, কথা বাহির হওয়া, প্রথম বাক্যোচ্চারণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।

বাক্যালাপ—কথোপকথন। ৩তৎ।

বাক্‌রোধ (বা **বাগ্‌রোধ**) - বাক্‌শক্তির বিলোপ, কথা কহিতে না পারা, স্বর রুদ্ধ হওয়া। ৬তৎ। বি ; পু। (সন্ধি করিলে 'বাগ্রোধ' হয়।)

বাক্‌শক্তি—কথা কহার ক্ষমতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাক্স—কাষ্ঠময় বা লৌহময় পেটিকা ; কাঠের বা লোহার পেঁড়া। <ইং 'box'. বি।

বাক্‌সিদ্ধ--অব্যর্থ বাক্যশালী, যাহা বলে তাহাই হয় এরূপ ক্ষমতাসম্পন্ন। ৭তৎ। বিণ।

বাক্‌সিদ্ধি—বাক্য বিষয়ে সিদ্ধি, অমোঘ বাক্যকথন ক্ষমতা। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাখড়া—তাল নারিকেল খেজুরাদির সবৃন্ত পত্র, বাইল। বাংপ্র। বি।

বাখরগঞ্জ—পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত ঢাকা বিভাগের একটি প্রাচীন জেলা। গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার সম্মিলনে যে 'ব' দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে, জেলাটি তাহারই একতম অংশ। প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য এই জেলায় অবস্থিত ছিল। অধুনা বরিশাল নগর এই জেলার সরকারী প্রধান কার্যস্থান। শহরটি বরিশাল নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। জোয়ারের সময় মেঘনার মুখে প্রবল বান আসে। সেই সময়ে বঙ্গসাগরের দিক্ হইতে আগত কামানগর্জনের ন্যায় একরূপ শব্দ শ্রুত হয়। এই শব্দ "বরিশাল গান্‌স্" (Barisal guns) নামে খ্যাত।

বাখান—ব্যাখ্যান, বিবৃতি, বর্ণনা ; সুখ্যাতি, প্রশংসা ; অশ্লীল গালাগালি। বাংপ্র। বি।

বাখানা—ব্যাখ্যা করা, বিবৃত করা, বর্ণন করা ; প্রশংসা করা, তারিফ করা ; গালাগালি করা। বাংপ্র। ক্রি।

বাখানি —১। বিবৃত ; বিস্তৃত ; বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বিণ। ২। প্রশংসা করি। বাংপ্র। ক্রি।

বাখারি—বাঁশের ফলকপট্টি, শাঁড়ক ; বংশশলাকা। বাংপ্র। বি।

বাখারি-চুন—ঝিনুক শামুক-খোলা পোড়া চুন (পাথুরিয়া চুন নহে)। বাংপ্র। বি।

বাগ—১। উদ্যান, বাগান। ফা। ২। দিক্ ; কায়দা ; সুবিধা, সুযোগ ; ব্যাঘ্র। <বল্গা। বি।

বাগড়া—বিঘ্ন, বাধা ; কলা বা নারিকেলের পাতার মোটা বোঁটায় দিক্‌টা। বাংপ্র। বি। [বি।

বাগডোর—ঘোড়ার লাগাম, রাশ। বাংপ্র।

বাগদী- অনুন্নত হিন্দুজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাগাড়ম্বর—বাক্যের আড়ম্বর, বচনচ্ছটা, কথার জাঁকজমক। বাক্‌এর আড়ম্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

বাগাত—উদ্যানভূমি ; উপবন। ফা। বি।

বাগাতি উদ্যানজাত ফলাদির আদায় ; ফলকর। হি। বি। [বি।

বাগান—উপবন, উদ্যান। <ফা 'বাগ'।

বাগানো বাগ করা, কায়দা করা ; আত্মসাৎ করা ; বিন্যস্ত করা (তেড়ি —')। বাংপ্র। ক্রি।

বাগি, বাগী --উরুসন্ধির স্ফীতিরোগ, কুঁচকি ; উপদংশাদিজনিত কুঁচকির দূষিত স্ফোটক, বাও ; শিশুদের জলপান খাইবার ছোট ডালা। বাংপ্র। বি।

বাগিচা ক্ষুদ্র উপবন, বাগান। <ফা 'বাগ্‌চাহ্'। বি।

বাগিন্দ্রিয়—মুখ ; রসনা। বাক্ সাধন ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

বাগীশ, বাগীশ্বর বাক্‌পতি, বৃহস্পতি ; সুবক্তা, ব্রহ্মা। বাক্‌এর ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

বাগীশা, বাগীশ্বরী—বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। বাক্‌এর ঈশা বা ঈশ্বরী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাগীশ্বর- 'বাগীশ' দ্রঃ।

বাগীশ্বরী 'বাগীশা' দ্রঃ।

বাগুড়া, বাগুড়ি, বাগুলা—কলাগাছের কিংবা সুপারিগাছের সবৃন্ত পত্র, বাইল, বাহু বা ডাল। বাংপ্র। বি।

বাগুরা—পাশ, জাল, ফাঁদ। বা (বধ করা) + উর করণ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বাগুরিক—ব্যাধ, লুব্ধক। বাগুরা + ফিক জীবিকার্থে। বি ; পু।

বাগ্‌জাল—কথার ফাঁদ, বাগাড়ম্বর। ৬তৎ। বি ; পু।

বাগ্‌-ডম্বর—কথার জাঁক। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।

বাগ্‌দণ্ড—তিরস্কার ; বাক্যসংযম। ৬তৎ।

বাগ্‌দত্তা—বিধিপূর্বক বাক্য দ্বারা দত্তা (কন্যা), যাহার বিবাহসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে এরূপ ('— কন্যা')। ৩তৎ। বিণ।

বাগ্‌দরিদ্র—মিতভাষী ; বিনীতবাক্। ৭তৎ। বিণ। [৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাগ্‌দান—বিবাহার্থ বাক্য দ্বারা দান।

বাগ্‌দুষ্ট—বাক্যে দোষযুক্ত। ৩তৎ। বিণ।

বাগ্‌দেবতা, বাগ্‌দেবী—বাগীশ্বরী, সরস্বতী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাগ্‌বাদিনী—সরস্বতী। বি ; স্ত্রী।

বাগ্‌বিতণ্ডা--বাক্‌কলহ ; তর্কবিতর্ক ; বাগাড়ম্বর। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাগ্‌বিদগ্ধ—বাক্যনিপুণ, বাক্‌রসিক। ৭তৎ। বিণ।

বাগ্‌বৈদগ্ধ্য—বাক্‌পটুতা, বাক্যকথনে নৈপুণ্য। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

বাগ্মিতা, -ত্ব - বাক্‌পটুতা ; বক্তৃতানৈপুণ্য, বাচালতা। বাগ্মিন্ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বাগ্মী (বাগ্মিন্)—বাক্‌পটু, বক্তা ; বাচাল। বাচ্ শব্দ (বাক্য) + গ্মিন অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বাগ্মিনী**।

বাগ্‌যত সংযতবাক্, মৌনী। ৭তৎ। বিণ।

বাগ্‌যুদ্ধ—কথার লড়াই, কথাকাটাকাটি। ৩তৎ। বি, পু।

বাগ্‌রোধ বা বাগ্রোধ—'বাক্‌রোধ' দ্রঃ।

বাঘ—ব্যাঘ্র, শার্দূল। <ব্যাঘ্র। বি।

বাঘছড়ি, বাঘছাল, -ছালা ব্যাঘ্রচর্ম, বাঘের চামড়া। বাংপ্র। বি।

বাঘনখ—ব্যাঘ্রের নখর ; তদাকার সাংঘাতিক অস্ত্র বিঃ ; বাঘের নখযুক্ত পদক বা তক্তি ; ব্যাঘ্রনখজড়িত স্বর্ণালংকার। বাংপ্র। বি।

বাঘবন্দি, -বন্দী—বালকবালিকাদের ঘুঁটির খেল বিঃ (দুইজনে খেলে, একজন বাঘের অপরজন নয়টা ছাগলের পক্ষে চলে। বাঘকে ঘিরিয়া এমন স্থানে আনিতে হয় যেখান হইতে সে আর পলাইতে পারে না) ; বাঘধরা জাল। বাংপ্র। বি।

বাঘা—১। বড় বাঘ ; ব্যাঘ্রতুল্য ভয়ানক কুকুর ; খুঁটি হইতে চালের সম্মুখের পাড়ি ধরিবার তির্যক্ কাঠ। বাংপ্র। বি। ২। তীব্র ('তেঁতুল -') ; বড় ; মিশ্র বর্ণবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

বাঘাম্বর বাঘছাল ; বাঘছালের বসন ; শিব। বাংপ্র। বি।

বাঙরি—পাগলিনী। প্রা কপ্র। বিণ।

বাঙলা—বঙ্গদেশ ; বঙ্গভাষা। বাংপ্র। বি।

বাঙ্গুর—বামন, বেঁটে। বাংপ্র। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বাঙ্গুরী, -রা**।

বাঙ্গাল, বাঙাল- পূর্ববঙ্গবাসী। বাংপ্র। বি। বিণ —**বাঙ্গালে, বাঙালে**।

বাঙ্গালা ১। বঙ্গদেশ ; বঙ্গভাষা ; বঙ্গীয় ; বঙ্গভাষাসম্বন্ধীয় বা তাহাতে রচিত। বাংপ্র। বি বা বিণ। ২। দোচালা চারিচালযুক্ত ঘর। < ইং 'bungalow'. । বি।

বাঙ্গালী—বঙ্গদেশের অধিবাসী ও যাহার মাতৃভাষা বাঙ্গালা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাঙ্কী—শিকাতে ভার বহিবার স্কন্ধের যষ্টি; বাঁক; ভার। বাংপ্র। বি।

বাঙ্কীদার—বাঙ্কীবাহক ভারী; ভারবাহী ভৃত্য। বাংপ্র। বি।

বাঙ্কীদারি—ভারবাহকের কর্ম বা তাহার মজুরি। বাংপ্র। বি।

বাঙ্নিষ্ঠ যাহার কথার ঠিক আছে, সত্য-প্রতিজ্ঞ; সত্যবাদী। বাচি নিষ্ঠ (বাক্+নিষ্ঠ), ৭তৎ; কিংবা বাচি নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

বাঙ্নিষ্ঠা—১। সত্যপ্রতিজ্ঞা, সত্যবাদিনী। ৭তৎ বা বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। বাক্যসংযম, অল্পভাষিতা; সত্যবাদিতা। বাচি নিষ্ঠা (বাক্+নিষ্ঠা), ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

বাঙ্ময়-১। বাক্যময়, বাক্যাত্মক, বাক্য-দ্বারা গঠিত। বাচ্ (বাক্য)+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**বাঙ্ময়ী**। ২। শাস্ত্র; সাহিত্য; বক্তৃতা; বাক্যজনিত পাপ। বি; ক্লী।

বাঙ্ময়ী ১। বাক্যময়ী, বাক্যাত্মিকা। বাঙ্ময়+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বাগ্দেবী, সরস্বতী। বি; স্ত্রী।

বাঙ্মুখ—উপন্যাস, বাক্যারম্ভ; মুখবন্ধ। বাক্এর মুখ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

বাচ—নৌকার অগ্রগমনে প্রতিযোগিতার ক্রীড়া, বাইচ খেলা; নির্বাচন; বাছিয়া লওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট পড়িয়া থাকে। বাংপ্র। বি।

বাচঃপতি—'বাচস্পতি' দ্রঃ।

বাচক—কথক; বোধক, অভিধাশক্তি দ্বারা অর্থপ্রকাশক (শব্দ); পাঠক। বচ্ (বলা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাচিকা**।

বাচকানি, -কান—শিশুর পরিধেয় বস্ত্র, ছোট গামছা; আতাশিশু, নেহাত বাচ্চা। বাংপ্র। বি।

বাচন, বাচনা—কথন; ব্যাখ্যান; পঠন। ণিজন্ত বচ্ (=বাচি) +অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে ... অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বাচনক—প্রহেলিকা, হেঁয়ালি। বাচন+কণ্। বি; ক্লী। [বি; স্ত্রী।

বাচনভঙ্গী-কথা বলিবার রীতি। ৬তৎ।

বাচনিক—বচননিষ্পন্ন; মুখের কথায় প্রকাশিত; মৌখিক। বচন+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**বাচনিকী**।

বাচবিচার ভাল অভাল নির্বাচন; বিচার দ্বারা নির্বাচন; ধর্মাধর্ম বা ভালমন্দ বিচার। বাংপ্র। বি।

বাচস্পতি, বাচঃপতি—বৃহস্পতি; সুবক্তা, বাগ্মী; বিদ্বান্; পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। বাচঃ (বাক্যের) পতি, অলুক্ ৬তৎ। বি; পু। বিণ—**বাচস্পত্য**।

বাচস্পত্য—১। বাচস্পতিসম্বন্ধীয়; বাচস্পতিকৃত। বাচস্পতি+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বিণ। ২। বাগ্মিতা, বাক্পটুতা। বাচ-স্পতি (বাগ্মী)+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বাচা—১। বাক্, বাক্য, কথা। বচ্+ক্বিপ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বাক্য দ্বারা, কথায়। সংস্কৃত পদ। অ। ৩। শব্দহীন সুখান্ত মৎস্য বিঃ। বি। ৪। নির্বাচন করা। বাংপ্র। ক্রি।

বাচাই, বাছাই—১। বাছার কাজ, নির্বাচন। বি। ২। নির্বাচিত। বাংপ্র। বিণ।

বাচাট, বাচাল—বহু-কুৎসিত-ভাষী; যে অকারণে অনেক কথা কহে এরূপ, অসম্বদ্ধপ্রলাপী, প্রগল্ভ। বাচ্ (বাক্য) +আট, আল। বিণ।

বাচিক ১। বাক্যনিষ্পাদিত, বাচনিক। বাচ্ শব্দ (বাক্য)+ফিক। বিণ। স্ত্রী-**বাচিকী**। ২। সন্দেশ-বাক্য, সংবাদ। বি; ক্লী।

বাচিকপত্র—লিপি, চিঠিপত্র; সংবাদপত্র। বাচিক (সংবাদ) সংবলিত পত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বাচ্চা, বাচ্ছা—বৎস, শিশু; শাবক, ছানা। < বৎস। বি।

বাচ্চাকাচ্চা—কচি কচি ছেলেমেয়ে। বাংপ্র। বি।

বাচ্য—১। বক্তব্য, কথনীয়; নিন্দনীয়; দূষার্হ; অভিধেয়, প্রতিপাদ্য। বচ্ (বলা) +ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। নিন্দা। বি; ক্লী।

বাচ্যতা—কথনীয়তা; নিন্দনীয়তা। বাচ্য শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বাচ্যমান—কথ্যমান; উচ্চার্যমাণ; নিন্দ্য। ণিজন্ত বচ্ (=বাচি)+শান কর্ম। বিণ।

বাচ্যোৎপ্রেক্ষা-'অলংকার' দ্রঃ।

বাছন নির্বাচন; পৃথক্ করণ; পছন্দ। বাংপ্র। বি।

বাছনদার—নির্বাচক, যে বাছাই করে। বাংপ্র। বিণ।

বাছনি—স্নেহপাত্র, অতিশয় আদরের পাত্র; সন্তান, শিশু। কপ্র। বি।

বাছপড়া—বাচ, বাছিয়া লইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে এমন। বাংপ্র। বিণ।

বাছবিচার-বাচবিচার (তাহা দ্রঃ)। বি।

বাছা ১। বৎস। বি। ২। মনোনীত করা, নির্বাচন করা; পরিষ্কার করা। ক্রি। ৩। মনোনীত, নির্বাচিত। বাংপ্র। বিণ। **বাছা বাছা**—নির্বাচিত বা উত্তম কয়েকটি।

বাছাই—১। মনোনয়ন, নির্বাচন। বি। ২। বাছা, মনোনীত, নির্বাচিত; পছন্দসই, উৎকৃষ্ট, সেরা। বাংপ্র। বিণ।

বাছাধন—প্রিয় বৎস; অতি প্রিয় সম্বোধন। বাংপ্র। বি।

বাছুনি-বৎস, বাছা; নির্বাচন। <বৎস। বি। [**বাছুরী**।

বাছুর—গোবৎস। <বৎস। বি। স্ত্রী—

বাজ—১। শরপক্ষ; পক্ষ। বজ্+ঘঞ্ কর্তৃ। ২। শব্দ; বেগ। বজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ৩। ঘৃত; যজ্ঞ; অন্ন; বারি। বজ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; ক্লী। ৪। কুলিশ, অশনি। <বজ্র। ৫। পক্ষী বিঃ, শ্যেন। ফা। বি। ৬। বাদিত হও, বাজিতে থাক্। বাংপ্র। ৭। বাজিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি। ৮। দক্ষ, ব্যাপৃত, আসক্ত ('মামলা—')। ফারসী প্রত্যয় বিঃ। বিণ। বি—**বাজি** ('গলা—')।

বাজখাঁই, -খেঁয়ে অতি কর্কশ ও উচ্চ। বাংপ্র। বিণ।

বাজনদার—বাদ্যকর, পেশাদার বাদক, বাজিয়ে। বাংপ্র। বি।

বাজনা, বাজন—বাদ্য, বাদ্যধ্বনি; বাদ্য-যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

বাজপেয়-সামবেদবিহিত যাগ বিঃ। বাজ (ঘৃত) পেয় (পানীয়) হয় যাহাতে, বহু। বি; পু বা ক্লী।

বাজপেয়ী (-পেয়িন্)—বাজপেয় যাগ-কারী; পশ্চিম ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। বাজপেয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বাজবহ, -বৈরি—শিকারী পক্ষী বিঃ; হুদ্দা, মহাশিয়া। বাংপ্র। বি।

বাজরা—১। বাজারে বোঝা লইবার বৃহৎ বংশপাত্র, বড় ঝুড়ি, টুকরি। বাংপ্র। ২। শস্য বিঃ। হি। বি।

বাজসনেয়—জনমেজয়কৃত বেদার্থগ্রন্থ। বি; পু।

বাজসনেয়ী (-নেয়িন্)—যজুর্বেদশাখা-ধ্যায়ী। বাজসনেয়+ইন্ অধ্যেতা অর্থে। বি; পু।

বাজা—১। বাজনা, বাদ্য, বাদ্যধ্বনি, বাদ্যযন্ত্র। হি। বি। ২। বাদিত হওয়া, ধ্বনিত হওয়া, শব্দ করা; ব্যথা বোধ হওয়া, লাগা; শ্রুতিকঠোর বোধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বাজা-ওয়ালা—বাজনদার, বাদ্যকর। হি। বি। [বাংপ্র। বি।

বাজাদার—বাজনদার, বাদ্যকর।

বাজানো—বাদিত করা, ধ্বনিত করা, শব্দ করানো; যাচাই করা, ঠুকিয়া পরখ করা; ব্যথা দেওয়া; লাগানো। বাংপ্র। ক্রি।

বাজার—ক্রয়বিক্রয়ের স্থান, আপণ, হাট;

বিপণিশ্রেণী ; বাজারে জিনিস কেনা ; পণ্যের ক্রয়বিক্রয় কারবার ; পণ্য-বিক্রয়ের প্রচলিত দর। ফা। বি।

বাজার-খরচ—প্রতিদিনকার প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যাদির জন্য যে অর্থ লাগে তাহা। ফা-মু। বি। [ফা-মু। বি।

বাজারদর—চালু দর, প্রচলিত মূল্য।

বাজার-সরকার—বড়লোকের বাজার করার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ফা-মু। বি।

বাজারে—বাজারসংক্রান্ত, যে বাজার করে ; অতি সাধারণ ও সুলভ, খেলো, হেটো, নিরেস, অপকৃষ্ট। ফা-মু। বিণ।

বাজি, বাজী—১। পণ ; ইন্দ্রজাল, ভেলকি ; কৌশলময় ক্রীড়া, খেলা, তামাশা ; খেলার এক এক দফা, হাত ; অগ্নি ; ক্রীড়ার বস্তু ; আতসবাজি ; জুয়াখেলার পণ ; জীবলীলা। ফা। বি। ২। নিমিত্ত, জন্যে। প্রা কপ্র। অ।

বাজিকর, বাজীকর—ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর, ভেলকিবাজ ; কৌশলময় ক্রীড়া-প্রদর্শক, তামাশাগীর ; পুতুলনাচ প্রদর্শক। ফা-মু। বি।

বাজিতা—পক্ষবত্তা, পক্ষিত্ব ; অশ্বত্ব ; শব্দ-বত্তা ; বেগবত্তা। বাজীর ভাব এই অর্থে বাজিন্ শব্দ+তা। বি ; স্ত্রী।

বাজিমাত—খেলায় জয়লাভ। ফা-মু। বি।

বাজিমেধ—অশ্বমেধ যজ্ঞ। বাজীর মেধ (বধ) যাহাতে, বহু ; অথবা বাজী (অশ্ব) দ্বারা কৃত যে মেধ (যজ্ঞ), মধ্যপ। বি ; পু।

বাজী (বাজিন্)—১। অশ্ব, ঘোটক ; পক্ষী ; গ্রহ ; শর, বাণ। বজ (গমন করা) +ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। বেগবান্। বাজ (বেগ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বাজিনী**।

বাজীকন্যা শোলার স্ত্রীমূর্তি। বি ; স্ত্রী।

বাজীকরণ—অশ্ববৎ সুরত-শক্তি-কারক ঔষধাদি বা প্রক্রিয়া [যে ঔষধ সেবনে ঔষধের প্রভাব ও গুণাধিক্যবশতঃ মানবের শুক্র বর্ধিত হয় এবং বাজিবৎ রতিশক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই বাজীকরণ ঔষধ। বলকর দ্রব্য, বৃংহণ (পুষ্টিকর) দ্রব্য, এবং জীবনীয় দ্রব্যসমূহ বাজীকরণগুণসম্পন্ন]। বাজিন্ (অশ্ব)+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বাজী)+কৃ (করা)+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

বাজীভোর—লীলাবসান, ভবলীলার সাঙ্গ ; কালাত্যয়। বাংপ্র। বি।

বাজু—ভুজ, বাহু ; বাহুভূষণ ; বাজুবন্ধ ; আভরণ ; খাট প্রভৃতি ও দ্বারের পার্শ্ব-কাষ্ঠ। বাংপ্র। বি।

বাজুবন্দ, -বন্ধ বাহুভূষণ, তাগাজাতীয় গহনা, অঙ্গদ। বাংপ্র। বি।

বাজে—১। অপ্রয়োজনীয়, পরিহার্য ; অকিঞ্চিৎকর, অকেজো, বাতিল ; প্রয়োজনের অতিরিক্ত ; উদ্বৃত্ত ; নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত ; অপদার্থ, অসার ; মিথ্যা, অপ্রধান ; অন্য, অপর। <আ 'বাজ'। বিণ। ২। ব্যথা বোধ হয়, লাগে। বাংপ্র। ক্রি।

বাজেয়াপ্ত—প্রভুকর্তৃক অধিকৃত, সরকার-কর্তৃক অধিগত। ফা-মু। বিণ।

বাঞ্ছনীয়—অভিলষণীয়, স্পৃহণীয়। বান্ছ্ (ইচ্ছা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

বাঞ্ছা—১। ইচ্ছা, স্পৃহা, অভিলাষ। বান্ছ্ (ইচ্ছা করা)+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বাঞ্ছা করা, প্রার্থীচ্ছা করা, কামনা করা। ক্রি। ৩। বাঞ্ছনীয় বস্তু, ঈপ্সিত পদার্থ। কপ্র। বি।

বাঞ্ছা-কল্পতরু—যে বৃক্ষের নিকট যখন যাহা চাওয়া যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই পাওয়া যায় ; ভগবান্। বাঞ্ছাপূরক যে কল্পতরু ('কল্পতরু' দ্রঃ), মধ্যপ। বি ; পু।

বাঞ্ছিত—অভিলষিত, ঈপ্সিত। বান্ছ্ (ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাট—আবৃত স্থান ; মার্গ, পথ ; সোনা রূপা ইত্যাদির লম্বা চাঙড়, ingot. বাংপ্র। বি।

বাটখারা—ওজনের পোড়েন বা চক, নির্দিষ্ট ওজনবিশিষ্ট লৌহ-প্রস্তরাদির খণ্ড যাহার সহিত দ্রব্যাদির তৌল করা হয়। বাংপ্র। বি।

বাটনা—পিষ্ট মসলাদি। <বর্তন। বি।

বাটপাড়, -পার—বঞ্চক, ঠক, জুয়াচোর, ডাকাত, লুঠেরা, রাহাজান। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাটপাড়ি, -পারি—জুয়াচুরি, ডাকাতি। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

বাটলো—গোলাকার কাঁসার হাঁড়ি বিঃ।

বাটা ১। তাম্বূলকরঙ্ক, পর্ণাধার, পান রাখিবার রেকাব ; বাটি বা থালির জোড়া ; ব্রত ('ষষ্ঠী—') ; পূজার ডালি ; বাটা মেশি দন্ত'র : একপ্রকার মাছ। বি। ২। পেষণ করা ; বণ্টন করা (তাস বাটা)। বাংপ্র। ক্রি।

বাটালি সূত্রধরের অস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

বাটি—গহ্বরবিশিষ্ট ধাতুপাত্র, কটোরা, পেয়ালা। বাংপ্র। বি।

বাটিকা, বাটী—আবৃত স্থান ; ছোট বাড়ি ; বাস্তু। বাট+কণ্+আপ্, ২য় পক্ষে বাট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বাটিয়া, বাঠিয়া—বাট, পথ ('তুঁহ কি ভুলল মো হিয়া-বাটিয়া'—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। বি।

বাট্টা, বাটা—নির্দিষ্ট মূল্য হইতে যাহা বাদ দেওয়া যায়। বাংপ্র। বি।

বাড়—বৃদ্ধি ; নৌকাদির বেষ্টন বা ডালি ; শরকাঠি কিংবা বংশশলাকা দ্বারা বোনা বেষ্টন, যাহা জলস্রোতে রাখিয়া মাছ ধরা হয় ; বিস্তার। বাংপ্র। বি।

বাড়ই, বাড়ুই—ঘরামি ; ছুতার মিস্ত্রী। বাংপ্র। বি।

বাড়তি—১। বাড়, বৃদ্ধি ; আধিক্য। বি। ২। অতিরিক্ত, উদ্বৃত্ত, ফাজিল। বাংপ্র। বিণ।

বাড়ন, বাড়ুন—বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ; তৃণসম্মার্জনী, কোঁতা। বাংপ্র। বি।

বাড়ন্ত—বর্ধমান ; বৃদ্ধিশীল ; নিঃশেষ। বাংপ্র। বিণ। **চাল বাড়ন্ত**—চাউল নাই (ঘরে চাউল না থাকিলে মেয়েরা এই কথা বলে)।

বাড়ব—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা+অ। বিণ। স্ত্রী—**বাড়বী**। ২। সমুদ্রজাত অগ্নি ; ব্রাহ্মণ। বি ; পু। ৩। পাতাল। বি ; পু বা স্ত্রী। ৪। ঘোটকীসমূহ ; করণ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

বাড়বা—বাড়বানল। প্রা কপ্র। বি।

বাড়বাগ্নি—বড়বানল (তাহা দ্রঃ)।

বাড়বানল—'বড়বানল' দ্রঃ।

বাড়বেয়—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা শব্দ +ঢেয়। বিণ। স্ত্রী—**বাড়বেয়ী**। ২। সমুদ্রজাত অগ্নি ; অশ্বিনীকুমারদ্বয়—নাসত্য ও দস্র। বি ; পু।

বাড়ব্য—১। বড়বাসম্বন্ধীয়। বড়বা+ষ্য ইদমর্থে। বিণ। ২। ব্রাহ্মণসমূহ। বাড়ব (ব্রাহ্মণ)+ষ্য সমূহার্থে। বি ; স্ত্রী।

বাড়া—১। বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ; [খাদ্যাদি] রন্ধনপাত্র হইতে ভোজনপাত্রে নামাইয়া, দেওয়া ; পরিবেষণ করা ; [কলমাদি] কাটা ; বাড়ি মারা, লাঠানো, ঠেঙ্গানো। ক্রি। ২। অধিক, বেশী। বাংপ্র। বিণ।

বাড়ানো—বড় করা, বর্ধিত করা ; দীর্ঘ করা ; প্রলম্বিত করা ; প্রশংসা বা সম্মান করা ; প্রশ্রয় দেওয়া ; [খাদ্যাদি] রন্ধন-পাত্র হইতে ভোজনপাত্রে অন্যের দ্বারা নামানো ; পরিবেষণ করানো ; [কলমাদি] কাটানো ; [মৃত গবাদি পশু] বাড়ি হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া ; লাঠানো, ঠেঙ্গানো। বাংপ্র। ক্রি।

বাড়াবাড়ি—অতিরেক, আধিক্য, অতিরিক্ত মাত্রায় কোন কার্য করা। বাংপ্র। বি।

বাড়ি, বাড়ী—১। গৃহ, আলয়, আবাস। <বাটী। ২। যষ্টি, ছড়ি, লাঠি ; আঘাত, প্রহার ; বৃদ্ধি ; বৃদ্ধি হিসাবে শস্যাদি দাদন। বাংপ্র। বি।

বাড়ি-ওয়ালা, বাড়ী-ওয়ালা—বাটীর

অধিকারী, গৃহস্বামী, গৃহস্থ, জমিদার। বাংপ্র বি; পু। স্ত্রী, -ওয়ালী।

বাড়িভাড়া, বাড়ীভাড়া—বাটীর ভাটক, গৃহভোগের নিমিত্ত দেয় কর বা খাজানা। বাংপ্র। বি।

বাড়া—বাড়া, বড় হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া, বর্ধিত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাড়ানো—বাড়ানো, বড় করা, বর্ধিত করা, প্রসারিত করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাড়ি—বাড়ে, বর্ধিত হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাণ—১। শর, তীর; ধ্বনি, শব্দ; শর-বৃক্ষ, নলখাগড়ার গাছ; গোস্তন; অগ্নি; নীল-ঝিণ্টী; পাঁচ অঙ্ক; কাহারও মৃত্যু কামনায় অভিচারাদি মন্ত্র; জনৈক ঋষি। বণ্+ ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

২। দৈত্যরাজ বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। বাণ কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার পুত্রত্ব লাভ করিল। শিব ইহাকে পুত্রবৎ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। বরপিতার উপদেশে বাণ শোণিতপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিল। দৈত্যবর ক্রমে ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিল। দেবতারা ইহার ভয়ে সদা সশঙ্ক অবস্থায় কালহরণ করিতে লাগিলেন।

বাণের কন্যা উষা স্বপ্নে কৃষ্ণ-পৌত্র অনিরুদ্ধকে দেখিয়া তৎপ্রতি আসক্তা হইয়া পড়ে এবং প্রিয়সখী চিত্রলেখার সহায়তায় তাঁহাকে আনয়ন করাইয়া তাঁহার সহিত গান্ধর্ববিবাহে আবদ্ধা হয়। ক্রমে বাণ সমস্ত বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া সৈন্যগণের প্রতি অনিরুদ্ধের প্রাণবিনাশের আদেশ প্রদান করিল। অনিরুদ্ধ সমস্ত দৈত্য-সেনা বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তখন বাণ স্বয়ং সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল ও অনিরুদ্ধকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিল। অনন্তর দৈত্যবর তাঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ধর্মপরায়ণ মন্ত্রী কুষ্মাণ্ড ইহাকে তৎকার্য করিতে নিবারণ করিলেন।

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এই সংবাদ পাইয়া বলরাম ও প্রদ্যুম্নাদি সমভিব্যাহারে শোণিতপুরে সমাগত হইলেন। উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। স্বয়ং মহাদেব বাণের সাহায্যার্থ রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন। তথাপি বাণ সদল-বলে পরাজিত হইল। অনন্তর কৃষ্ণের কৃপায় বাণ জীবিতাবস্থাতেই মহাকাল নামে খ্যাত হইয়া শিবের পারিষদমধ্যে পরিগণিত হইল। শোণিতপুরসহ দৈত্য-রাজ্য ধার্মিকপ্রবর কুষ্মাণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। লঙ্কাবিধ্বংসকারী হনুমানকে রাবণ বাণের সহিত উপমিত করিয়াছিলেন।

বাণধি—তূণীর, তূণ। উপতৎ; বাণ শব্দ—ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

বাণভট্ট—জনৈক পণ্ডিত। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ইনি প্রাদুর্ভূত হন। ইনি কান্যকুব্জরাজ হর্ষবর্ধনের (অপর নাম দ্বিতীয় শিলাদিত্য) সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তন্মধ্যে এই কয়েক-খানি সবিশেষ প্রসিদ্ধ—কাদম্বরী, হর্ষচরিত, রত্নাবলী, পার্বতীপরিণয় ও চণ্ডিকাশতক। বি; পু।

বাণলিঙ্গ—নর্মদানদীসম্ভূত শিবলিঙ্গ বিঃ। [৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাণসুতা—দৈত্যরাজ বাণের কন্যা উষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাণিজ—বণিক্; বাড়বানল। বণিজ্ শব্দ +অ। বি; পু।

বাণিজিক—বণিক্; ধূর্ত; বাড়বাগ্নি। বণিজ্ (বণিক্)+ফিক। বি; স্ত্রী।

বাণিজ্য—বণিগ্‌বৃত্তি, সওদাগরী, বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্যের আমদানি রপ্তানির কাজ। বণিজ্ শব্দ+ষ্য। বি; স্ত্রী।

বাণিজ্যপোত—ব্যবসায়সম্বন্ধীয় জলযান, সমুদ্রগামী সওদাগরী জাহাজ। বাণিজ্য-সম্বন্ধীয় পোত, মধ্যপ। বি; পু।

বাণিজ্যবায়ু·মেরুপ্রদেশ হইতে বিষুব-রেখাভিমুখে উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বায়ুর অবিশ্রান্ত প্রবাহ বিঃ [এই সুদীর্ঘ বায়ুপ্রবাহের অনুসরণ করিয়া সমুদ্রপথে অনায়াসে পোতপরিচালনা করিয়া দেশ-দেশান্তরে গমনাগমন করা যায়। এই নিমিত্ত ইংরেজরা ইহাকে বাণিজ্যবায়ু (Trade Wind) বলিয়া থাকেন]। বাণিজ্যসহায় যে বায়ু, মধ্যপ। বি; পু।

বাণিজ্যশালা—বাণিজ্যের গৃহ, ক্রয়-বিক্রয়ের ভবন, দোকানঘর। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাণী—১। বাক্য, কথা; উপদেশসংবলিত উক্তি, message; বচন। বণ্ (শব্দ করা)+ইঞ্ কর্ম। ২। বাগ্দেবী, সরস্বতী। বণ্+ইঞ্ কর্তৃ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন পণ্ডিত। হুগলি জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রামদেব তর্কবাগীশ। বাল্যকাল হইতেই ইনি অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। অল্প বয়সেই বাণেশ্বর নানা শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন, এবং নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ-সভায় একজন প্রধান সভাসদ্ হইয়া-ছিলেন। রাজা ইহাকে সাতিশয় ভক্তি করিতেন। ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙ্গালা-দেশের তদানীন্তন প্রধান প্রধান কয়েকজন স্মার্ত পণ্ডিতকে দিয়া 'বিবাদার্ণবসেতু' নামে এক সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থের সংকলন করেন। বাণেশ্বর তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। ইহার কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। মুখে মুখে ইনি কবিত্বপূর্ণ সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে পারিতেন। এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ইহার রচিত শ্লোকগুলি এখনও লোকমুখে প্রচারিত আছে। চিত্রচম্পূ, চণ্ডাভিষেক, তারা স্তোত্রম্, দেবী স্তোত্রম্, রহস্যামৃত ইত্যাদি তাঁহার রচিত পুস্তক।

বাণ্ডিল—একত্রবদ্ধ দ্রব্য; গোলাকারে বদ্ধ বা গুটানো সুতা বা দড়ি; পুলিন্দা, গাঁটরি, কাগজপত্রের তাড়া। <ইং 'bundle'. বি।

বাত—১। বায়ু, বাতাস; রোগ বিঃ; (আয়ু-র্বেদে) দেহের ধাতু বিঃ; জার। বা (বহা)+ক্ত কর্তৃ। বি; পু। ২। গত। বিণ। ৩। বার্তা, বাক্য, কথা। হি। বি।

বাতকর্ম (-কর্মন্)—অপানবায়ু ত্যাগ, পর্দন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাতকী (-কিন্)—বাতরোগগ্রস্ত। বাত+ কিন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—বাত-কিনী।

বাতকেলী মধুর আলাপ; নায়ককৃত দন্তক্ষত বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

বাতগামী (-গামিন্)—পক্ষী। উপতৎ; বাত (বায়ু)—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

বাতপুত্র—মারুতি, হনুমান্; ভীম। বাতের (বায়ুর) পুত্র, ৬তৎ। বি; পু।

বাতবিক্ষুব্ধ—বায়ুদ্বারা আলোড়িত। ৩তৎ। বিণ। [বি; স্ত্রী।

বাতমণ্ডলী বাত্যা, ঘূর্ণিবায়ু। ৬তৎ।

বাতযন্ত্র—বায়ুচালিত যন্ত্র, বাতাসে চালিত কল। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বাতরক্ত, বাতশোণিত—রোগ বিঃ। বাতকর্তৃক দূষিত হয় রক্ত বা শোণিত যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

বাতলানো—বাতানো (তাহা দ্রঃ)।

বাতা—১। গন্ধা। বাত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বাখারি, কাবারি, বাঁশের শল্লা; চাঁচের বাখারি; শরকাঠির লম্বা সরু গুচ্ছ যদ্দারা মেটে ঘরের চাল ছিটা হয়; খড়ো বা খোলার চালের ঢালু মুখ যে বাখারি দ্বারা বাঁধা হয়; বেড়া; কপাটের উপরকার আড়াআড়ি বা লম্বালম্বি কাঠের ফালি। বাংপ্র। বি।

বাতানো—বাতলানো, কথা বলা, নির্দেশ করা, উপদেশ দেওয়া, বুঝাইয়া দেওয়া। হি। ক্রি।

বাতাপি—১। জনৈক অসুর ['ইম্বল' দ্রঃ]। বাত—আপ্ (পাওয়া)+ই কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। বাতাবি নেবু, ছোলঙ্গ। বাংপ্র। বি।

বাতাপিসূদন—অগস্ত্যমুনি। বাতাপির সূদন (বিনাশক), ৬তৎ। বি; পু।

বাতাবর্ত্ত—আবর্ত্তযুক্ত বায়ু, ঘূর্ণি বায়ু; প্রবল ঝটিকা। ৬তৎ। বি; পু।

বাতাবি, বাতাবি-নেবু—একপ্রকার বড় লেবু, ছোলঙ্গ, shaddock, pomelo. বাংপ্র। বি।

বাতায়ন—১। গবাক্ষ, জানালা। বাতের (বায়ুর) অয়ন (গমন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; স্ত্রী। ২। অশ্ব। বাতের (বায়ুর) ন্যায় অয়ন (গমন) যাহার, বহু। বি; পু।

বাতায়িত-যেখানে বায়ু-চলাচল ভালো হয় এমন, ventilated. বাত—কাঙ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ। [বি।

বাতাস—বাত, বায়ু, হাওয়া, ঝড়। বাংপ্র।

বাতাসা—গুড় বা চিনির রসে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ, sugar-plum. বাংপ্র। বি।

বাতাহত—বায়ু দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত, ঝটিকা-প্রহৃত। ৩তৎ। বিণ।

বাতি—১। সূর্য; চন্দ্র; বায়ু। বা (যাওয়া)+অতি কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। দীপ, আলোক; লণ্ঠন; মোম প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত আলোকউৎপাদক দ্রব্য বিঃ; বৃক্ষের সরু লম্বা কাণ্ড। বাংপ্র। বি।

বাতিক—১। বাত-জনিত, বায়ুজাত, বায়ু-সম্বন্ধীয়। বাত+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**বাতিকী**। ২। রোগ বিঃ। বি; পু। ৩। বাই, উন্মাদনা, পাগলামি; প্রবল পথ, craze. বাংপ্র। বি।

বাতিদান—মোমাদির বাতি বসাইবার আধার। বাংপ্র। বি।

বাতিল—বাজে, অকেজো; নিষ্ফল; পরিত্যক্ত রহিত, রদ, অগ্রাহ্য। আ। বিণ।

বাতুল, বাতূল—১। বাতসমূহ, বাত্যা, ঝড়। বাত (বায়ু)+উল, উল। বি; পু। ২। উন্মত্ত, পাগল: বাতরোগগ্রস্ত। বিণ।

বাত্যা—বাতসমূহ, প্রবল বায়ু, ঝড়। বাত (বায়ু)+য সমূহার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বাত্যাকুল, -পীড়িত—ঝটিকাকুল, ঝটিক দ্বারা পীড়িত। ৩তৎ। বিণ।

বাৎসল্য—বৎসলতা, স্নেহ; (অলংকার শাস্ত্রে) রস বিঃ ['রস' দ্রঃ]। বৎসল+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বাৎস্য—বৎসমুনির পুত্র; গোত্র বিঃ। বৎস+ষ্য অপত্যার্থে। বি; পু।

বাৎস্যায়ন—বৎস্যমুনির পুত্র। বৎস্য+ফায়ন অপত্যার্থে। বি; পু।

বাথান—মাঠ, গোচারণ; গোষ্ঠ; গোশালা। বাংপ্র। বি।

বাদ—১। বাক্য; উক্তি: বিতর্ক; প্রবাদ; যথার্থ বিচার: মত ('দ্বৈত—')। বদ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। ২। বাদ্য, বাজনা। বদ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু। ৩। বিবাদ, বিরোধ, শত্রুতা; বিয়োগ, বর্জন, ত্যাগ, ছাড়, বাতিল; বাধা ('বাদ—সাধা')। বাংপ্র। বি। ৪। ব্যতীত, ছাড়া ('দু'জন —')। বিণ। ৬। পরে ('কাল —')। বাংপ্র। অ।

বাদক—বাদ্যকর। ণিজন্ত বদ্—বাদি (বলান)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাদিকা**।

বাদন—১। বাজান। ণিজন্ত বদ=বাদি (বলানো)+অনট ভাব। ২। বাদ্য। বাদি+অনট্ কর্ম। বি: স্ত্রী।

বাদপ্রতিবাদ—উত্তরপ্রত্যুত্তর; তর্কবিতর্ক। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

বাদরায়ণ—ব্যাসদেব। বদরী+ফায়ন, অথবা বাদর অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বি; পু।

বাদরায়ণি—ব্যাসতনয়, শুকদেব [বিভিন্ন শাস্ত্রীয় গ্রন্থে ইহা ব্যাসের নাম বলিয়াও দৃষ্ট হয়। বেদান্তসূত্রে ব্যাসের নাম বাদরায়ণি উল্লেখ আছে]। বাদরায়ণ+ফি অপত্যার্থে। বি; পু।

বাদল—১। যষ্টিমধু। বাত—দল্ (ভেদ করা)+অ, নিপাতনে। বি; স্ত্রী। ২। দুর্দিন, বর্ষা। < বার্দল। বি।

বাদলা—১। বাদল, বর্ষা, দুর্দিন; জরির ফিতা, জরি। বি। ২। বর্ষাসম্বন্ধীয়, মেঘলা ('— হাওয়া') বাংপ্র। বিণ।

বাদশাহ—মুসলমান রাজা। পাতশাহ শব্দের অপভ্রংশ। বি।

বাদশাহ-জাদা—রাজপুত্র। ফা-মু। বি; পু। স্ত্রী, **-জাদী**।

বাদশাহী, -শাই—১। রাজত্ব। বি। ২। রাজকীয়, রাজার। ফা-মু। বিণ।

বাদা—জঙ্গলযুক্ত বিল বা জলাভূমি। বাংপ্র। বি।

বাদাড়—বনভূমি, জঙ্গল। বাংপ্র। বি।

বাদানুবাদ—তর্কবিতর্ক; কলহ; ঝগড়া। বাদ এবং অনুবাদ, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

বাদাম—বৃক্ষবিশেষের তৈলময় বীজ, স্বনামখ্যাত বৃক্ষ ও তাহার মেওয়া ফল বিঃ; নৌকার পাইল। ফা। বি।

বাদামী—বাদামতুল্য পাণ্ডুবর্ণ; লালচে বা পিঙ্গলবর্ণ; বাদামসদৃশ; অণ্ডাকার। ফা-মু। বিণ। [বি; পু।

বাদাল—বোয়াল মাছ। বদাল+ক স্বার্থে।

বাদি—বিদ্বান্, পণ্ডিত। বদ্ (বলা)+ই কর্ত্তৃ। বিণ।

বাদিত—ধ্বনিত, যাহা বাজানো হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত বদ্=বাদি (বলানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাদিত্র—বাদ্যযন্ত্র। ণিজন্ত বদ্=বাদি (বলানো)+ইত্র। কর্ম। বি; ক্লী।

বাদী (বাদিন্)—১। বক্তা; অভিযোক্তা, অর্থী, ফরিয়াদী, plaintiff, complainant); মতাবলম্বী ('দ্বৈত—')। বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। ২। (সংগীতে) কোন রাগ বা রাগিণীর প্রধান সুর। বি। স্ত্রী, **-দিনী**।

বাদুড়—বড় চামচিকার মত স্তন্যপায়ী নিশাচর জীব বিঃ, বাদুলি। বাংপ্র। বি।

বাদুয়া—বেদিয়া, বেদে; বিষবৈদ্য। প্রা। কপ্র। বি।

বাদে—বাদ দিয়া, ছাড়িয়া, ছাড়া, ব্যতীত, ব্যতিরেকে; পরে; বিলম্বে। বাংপ্র। অ।

বাদ্য—১। বাজনা। ণিজন্ত বদ্ বা বাদি (বলান)+য ভাব। ২। বাজনার যন্ত্র। বাদি+য কর্ম। বি; ক্লী।

বাদ্যকর—বাজনদার, বাজাওয়ালা, বায়েন। উপতৎ; বাদ্য—কৃ+ট কর্ত্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, **-করী**।

বাদ্যধ্বনি—বাজনার শব্দ। ৬তৎ। বি; পু।

বাদ্যভাণ্ড—বাদ্যযন্ত্রসমূহ। ৬তৎ বা দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

বাদ্যাতঙ্ক—বাজনাকে ভয়। বাদ্য হইতে আতঙ্ক, ৫তৎ। বি; পু।

বাদ্যোদ্যম—বাজনার উদ্যোগ বা উৎসাহ। বাদ্যের উদ্যম, ৬তৎ। বি; পু।

বাধ—১। বাধা, ব্যাঘাত, রোধ; উপদ্রব; পীড়া। বাধ্ (ব্যাঘাত করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। বাধক। বাধ্+অন্ কর্ত্তৃ। বিণ।

বাধক—১। প্রতিবন্ধক, রোধক। বাধ্ (ব্যাঘাত করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাধিকা**। ২। স্ত্রীলোকের সন্তানজননরোধক রোগ। বি; পু।

বাধন—বাধা, প্রতিবন্ধ; পীড়া। বাধ (ব্যাঘাত করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বাধা—১। বাধিকা। 'বাধ' দ্রঃ। বাধ্+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্যাঘাত, রোধ; উপদ্রব; নিষেধ; কার্যারম্ভে হাঁচি টিকটিকি জনিত অশুভ লক্ষণ; পীড়া। বাধ (ব্যাঘাত করা)+অল্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। পীড়া, ক্লেশ, যাতনা, ব্যথা; পাদুকা, খড়ম, জুতা ('মন্দের —')। প্রা কপ্র। বি। ৪। বাধা দেওয়া বা পাওয়া, আটকানো; দুরূহ বোধ হওয়া, নিয়মবিরুদ্ধ হওয়া; লাগা, ঘটা, উপস্থিত হওয়া, আরম্ভ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বাধাজনক—বিঘ্নকর, ব্যাঘাতক, প্রতি-বন্ধক। ৬তৎ। বিণ।

বাধানো—লাগানো, ঘটানো ; ঠেকানো ; বন্ধ করা, আটকানো ; সংঘটিত করা ; কাটিতে কাটিতে যেখানে কাটা অনভিপ্রেত সেইখানে লাগানো। বাংপ্র। ক্রি।

বাধাবিঘ্ন—বাধাবিপত্তি, প্রতিবন্ধক ও ব্যাঘাত। দ্বন্দ্ব। বি ; পু। [দুইটি শব্দই প্রায় একার্থক।]

বাধিত—ব্যাহত, ব্যাঘাতপ্রাপ্ত ; পীড়িত ; বশীভূত ; কৃতজ্ঞ। বাধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাধ্য—নিষেধ্য ; বারণীয় ; পীড়নীয় ; বশ্য ; যাহার অন্যথা হইবার নহে ; আজ্ঞাবহ। বাধ্+ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

বাধ্যতা—বাধনীয়তা ; নিষেধ্যতা ; বশ্যতা। বাধ্য+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বাধ্যবাধকতা—পরস্পর বশ্যতা, পরস্পর বাধ্য থাকা। বি ; স্ত্রী।

বান—১। বন্য। বন শব্দ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ। ২। জলপ্লাবন, বন্যা ; বনসমূহ। বন শব্দ+ষ্ণ সমূহার্থে বি ; স্ত্রী। ৩। জোয়ারের জলের অত্যধিক বৃদ্ধি বা স্ফীতি। বাংপ্র। বি।

বানচাল (নৌকাদির) তলা ফাঁসিয়া গিয়াছে এমন ; পণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

বানপ্রস্থ—তৃতীয় আশ্রমাবলম্বী ; তৃতীয় আশ্রম ['আশ্রম' দ্রঃ]। বনপ্রস্থ+ষ্ণ। বিণ ও বি ; পু।

বানর—কপি, মর্কট, শাখামৃগ, বাঁদর। বা+নর ; অথবা বান (বনসমূহ)—রম্ (ক্রীড়া করা) বা রা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**বানরী** [কেহ কেহ বলেন, রামচন্দ্র যাহাদের সাহায্যে লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তাহারা প্রকৃতপক্ষে কপিজাতীয় নহে,—বনবাসী অসভ্য মনুষ্য-জাতীয়।]

বানরেন্দ্র—১। বানরশ্রেষ্ঠ। বানরগণের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বিণ ; পু। ২। সুগ্রীব ; হনুমান্। বি ; পু।

বানস্পত্য—বনস্পতি। বনস্পতি+ষ্ণ্য স্বার্থে। বি ; পু।

বানান—বর্ণবিন্যাস, অক্ষর সন্নিবেশ। বাংপ্র। বি।

বানানো—তৈয়ার করা ; গঠন করা, রচনা করা ; সাদৃশ্যে পরিণত করা ('বোকা —') ; ছোট করিয়া কাটা, কুটা। হি। ক্রি।

বানি—নির্মাণমূল্য, বানাইবার খরচা। বাংপ্র। বি।

বানুরে—বানরবৎ, বানরপ্রকৃতিসুলভ। [বাংপ্র। বিণ।

বান্ত—উদগীর্ণ, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ। বম্ (বমি করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বান্তি—বমন, বমি, উদ্গিরণ। বম্ (বমি করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বান্দর—'বাঁদর' দ্রঃ।

বান্দা—গোলাম, দাস, কিঙ্কর, চিরদাস ; লোক। ফা। বি ; পু। স্ত্রী—**বাঁদী**।

বান্দী—'বাঁদী' দ্রঃ।

বান্ধব—বন্ধু, মিত্র ; ভ্রাতা ; জ্ঞাতি ; স্বজন। বন্ধু+ষ্ণ স্বার্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**বান্ধবী**।

বান্ধা—বাঁধা, বন্ধন করা। কপ্র। ক্রি।

বান্ধুলি, বাঁধুলি—বন্ধুলি নামক রক্তবর্ণ পুষ্প বিঃ ও তাহার গাছ। বাংপ্র। বি।

বান্নী—শ্রেষ্ঠা বা বয়ঃস্থা নারী (অনুচর শব্দ রূপে ব্যবহৃত, যথা গিন্নী-বান্নী)। বাংপ্র। বি।

বাপ—১। বয়ন, কাপড়-চোপড় বোনা ; রোপণ, বীজ বোনা ; মুণ্ডন, ক্ষৌর। বপ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। বাবা, পিতা ; পুত্র, পুত্রক, বৎস ; সন্তান, শিশু ; ভয় বিস্ময় ইত্যাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। বি।

বাপক—বপনকারী, রোপক, বয়ন বা মুণ্ডন-কারক। ণিজন্ত বপ্ বা বাপি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাপিকা**।

বাপদাদা—বাপ-ঠাকুরদা, পিতৃপুরুষ। বাংপ্র। বি।

বাপধন—বাছা, বৎস। বাংপ্র। বি।

বাপন—রোপণ, বুনানো, বয়ন বা মুণ্ডন করানো। ণিজন্ত বপ্ (=বাপি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বাপান্ত—বাপ (বাবা) তুলিয়া গালি, যেমন 'গুখেকোর বেটা' ইত্যাদি। বাংপ্র। বি।

বাপি, বাপী—দীর্ঘিকা, দীঘি ; পুষ্করিণী। বপ্ (বপন করা)+ইঞ্ অধি, বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বাপিত—বয়নকৃত ; মুণ্ডিত ; রোপিত। ণিজন্ত বপ্=বাপি+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাপু—স্নেহ বা আদরসূচক শব্দ, বৎস, তাত ; পিতা ; বাবু। বাংপ্র। বি।

বাপুদেব শাস্ত্রী—১৮২১ খ্রীঃ ইনি পুনা-নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সীতারাম দেব বেদবিৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। বাল্যে বাপুদেব সংস্কৃত এবং একটি মারাঠী বিদ্যালয়ে গণিত শিক্ষা করেন। ১৮৩৭ খ্রীঃ পিতার সহিত ইনি নাগপুরে আসিয়া বাস করেন এবং সেই-খানে কৌমুদী ব্যাকরণ, লীলাবতী ও বীজগণিত অধ্যয়ন করেন। সেহোরের পলিটিক্যাল এজেন্ট এল. উইল্কিন্সন সাহেব একদা নাগপুরে আসিয়া বাপু-দেবের গণিতবিদ্যায় নৈপুণ্য দর্শনে আনন্দিত হন এবং তথা হইতে ইঁহাকে সেহোরে লইয়া যান। বাপুদেব সেথানে দুই বৎসর কাল সকালে সংস্কৃত কলেজে সিদ্ধান্ত শিরোমণি ও বৈকালে হিন্দী বিদ্যালয়ে পাটীগণিত ও বীজগণিতের অধ্যাপনা করেন। উক্ত সাহেবের যত্নে ১৮৪২ খ্রীঃ বাপুদেব বেনারস সংস্কৃত কলে-জের গণিত ও জ্যোতিষ অধ্যাপনার জন্য নিযুক্ত হন। ইউরোপীয় প্রণালীতে এক-খানি বীজগণিত হিন্দী ভাষায় রচনার জন্য বাপুদেব উত্তর-পশ্চিমের ছোটলাট টমার্সন সাহেবের নিকট ২০০০৲ টাকা মূল্যের একটি খেলাত পান (১৮৫৩ খ্রীঃ)। বাপু-দেব সংস্কৃত ভাষায় পাটীগণিত, ত্রিকোণ-মিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্য-সিদ্ধান্তের একখানি ইংরাজী অনুবাদও করেন। হিন্দী ভাষায় বীজগণিতের দ্বিতীয় ভাগ রচনার পুরস্কার স্বরূপ স্থানীয় ছোট-লাট মিউর (Muir) সাহেব দরবার করিয়া বাপুদেবকে ১০০০৲ টাকা নগদ ও একজোড়া বহুমূল্য শাল প্রদান করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ ইংলণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি এবং ১৮৬৮ খ্রীঃ কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহাকে বিশিষ্ট সভ্যরূপে নির্বাচিত করিয়া সম্মানিত করেন। পর বৎসর ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সদস্যপদ লাভ করেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি সি. আই. ই. উপাধি-ভূষিত হন। গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। বেনারসে যে জয়পুরাধিপতি প্রতিষ্ঠিত মানমন্দির আছে, ইহার মর্ম বর্তমান সময়ে বাপুদেবই বুঝিতেন। কয়েক বৎসর হইল এই মহাত্মার মৃত্যু ঘটিয়াছে।

বাপুর—বেচারা। প্রা কপ্র। বি।

বাপ্পারাও চিতোরের গোহিলোট রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের আদি-পুরুষ গোহ পর্বত-গুহায় জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার এই নাম হয়। এই বংশীয়েরা ইদর নামক এক ভীল জনপদের অধিপতি ছিলেন। এই বংশের অষ্টম রাজা নাগাদিত্য ভীলকরে নিহত হইলে তাঁহার মহিষী তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র বাপ্পাকে রাজপুরোহিতের হস্তে সমর্পণ করেন। পুরোহিত রাজপুত্রকে লইয়া ভাণ্ডীরের দুর্গে যদুবংশীয় এক ভীল সর্দারের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে তথা হইতে, তাঁহাকে আরও নিরাপদে রাখিবার জন্য ত্রিকূট পর্বতসন্নিহিত পরাশর অরণ্যে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে বাপ্পা কয়েক বৎসর ব্রাহ্মণদিগের গোচারণে নিযুক্ত ছিলেন। একদা ঝুলনোৎসবের দিনে বন-মধ্যে শোলাঙ্কি রাজকুমারীর সহিত বাপ্পার ক্রীড়াচ্ছলে বিবাহ হয়। শোলাঙ্কি-

রাজ এই কথা জানিতে পারিয়া বাপ্পার প্রাণবধের আদেশ দিলে তিনি চিতোরে পলাইয়া যান। চিতোরের তৎকালীন মৌর্যবংশীয় রাজা মানসিংহ বাপ্পার মাতুল ছিলেন। তিনি বাপ্পার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিয়া সামন্ত পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছু দিন পরে বিদেশী শত্রু চিতোর আক্রমণ করিলে বাপ্পা বাহবলে শত্রু জয় করিয়া রাজার অধিকতর প্রিয়পাত্র হন। কিন্তু বপ্পা চিতোরে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার পিতৃভূমি গজনী অভিমুখে অগ্রসর হন, এবং গজনীরাজ সলিমকে বিতাড়িত করিয়া চৌরা জাতীয় একজন সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে স্থাপন করেন। বাপ্পা পরাজিত সলিমের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বাপ্পা চিতোরের রাজানুগ্রহ লাভ করায় চিতোরের সামন্তগণ রাজার প্রতি বিরক্ত হইয়াছিলেন। চিতোর আক্রান্ত হইলে তাঁহারা যুদ্ধে অনিচ্ছুক হন। কিন্তু বাপ্পা যুদ্ধ জয় করিলে তাঁহারা বাপ্পার আনুগত্য স্বীকার করেন। বাপ্পা তাঁহাদের সহায়তায় মাতুলকে বিতাড়িত করিয়া চিতোর অধিকার করেন, এবং সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দুসূর্য, রাজগুরু উপাধি ধারণপূর্বক চিতোরের সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরিণত বয়সে বাপ্পা চিতোর ত্যাগ করিয়া একাকী খোরাসান প্রদেশে গিয়া নব রাজ্য স্থাপন করেন, এবং মুসলমান রমণীগণকে বিবাহ করিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। তথায় তাঁহার বহু সন্তানসন্ততি জন্মগ্রহণ করে। একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থে লিখিত আছে, বাপ্পা ইস্পাহান, কান্দাহার, কাশ্মীর, ইরাক, ইরান, তুরান ও কাফিরীস্থান জয় করিয়াছিলেন। একশত বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বাফতা—একপ্রকার রেশম ও কার্পাস মিশ্রিত কাপড়। ফা-মূ। বি।

বাবত, বাবদ—হেতু, কারণ; বার; বিষয়। আ। বি বা অ।

বাবর শাহ—ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ওমর সেখ মির্জা মধ্য এশিয়ার ফরগনা দেশের রাজা ছিলেন। ওমর সেখ তৈমুর লঙ্গের ষষ্ঠ বংশধর, এবং বাবরের মাতা মোগলবংশীয় চেঙ্গিজ খাঁর বংশসম্ভূতা; এইজন্য বাবরের বংশ মোগলবংশ নামে খ্যাত। বাবর বাল্যকাল হইতেই সাহসী ও সমরপ্রিয় ছিলেন ওমর সেখের মৃত্যু হইলে দ্বাদশবর্ষীয় বাবর পিতৃরাজ্য অধিকার করিলেন এবং তিন বৎসর পরে সমরকন্দ অধিকার করিলেন। কিন্তু অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারিলেন না। অচিরে রাজ্যমধ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায় ইনি রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। অতঃপর বাবর ২৩ বৎসর বয়সের সময় কাবুল অধিকার করিয়া তথায় আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিলেন।

এই সময়ে পাঠানরাজ ইব্রাহিম লোদী দিল্লীর সুলতান, এবং তাঁহার অধীনে দৌলৎ খাঁ পঞ্জাবের শাসনকর্তা। ইব্রাহিমকে দুর্বল দেখিয়া দিল্লীর সিংহাসন লাভের আশায় দৌলৎ খাঁ বাবরকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গেই পাইলেন। নিমন্ত্রণ পাইয়া বাবর সসৈন্যে ভারতাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং পঞ্জাবে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই দৌলৎ খাঁকে বন্দী করিলেন। তৎপরে পাণিপথ ক্ষেত্রে মোগল পাঠানে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল; মোগলের জয় হইল (১৫২৬ খ্রীঃ)। বাবর মহাড়ম্বরে দিল্লীতে উপনীত হইয়া শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

বাবর দিল্লীতে রাজা হইয়া স্থায়িভাবে বাস করিতে লাগিলেন দেখিয়া রাজপুতগণ ইঁহাকে বিতাড়িত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। হিন্দুপক্ষের নেতা হইলেন চিতোরপতি সংগ্রাম সিংহ। তিনি ভীমবিক্রমে বাবরকে আক্রমণ করিলেন। ফতেপুর সিক্রি নামক স্থানে হিন্দু-মুসলমানে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে বাবর জয়লাভ করিলেন (১৫২৭ খ্রীঃ)।

এইরূপে অন্তঃশত্রু দমন করিয়া বাবর রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কয়েকটি প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। প্রবাদ আছে যে, বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন একরূপ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন যে তাঁহার জীবনের কোন আশা রহিল না। তখন পুত্রবৎসল বাবর পুত্রের রোগশয্যা প্রদক্ষিণ করিতে করিতে ভগবানের নিকট একান্তপ্রাণে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন,- হে করুণাময়, তোমার কৃপায় যেন হুমায়ুনের রোগ আমাকে ধরে এবং হুমায়ুন নিরাময় হয়। ফলে হুমায়ুন ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, এবং বাবর পীড়িত হইয়া কিছুদিন পরে কালকবলিত হইলেন।

বাবরি—স্কন্ধবিলম্বিত কুঞ্চিত কেশ, লম্বা কোঁকড়া চুল। ফা-মূ। বি।

বাবলা—বর্বুল বৃক্ষ, কাঁটাওয়ালা বৃক্ষ বিঃ, acacia. বাংগ্র। বি।

বাবা- পিতা, জনক; তাত. পুত্র, [illegible] সম্মানার্হ ব্যক্তি, গুরুজন; [illegible] ('— মহাদেব'); সন্ন্যাসী, সাধু, [illegible] বিস্ময় কষ্ট ইত্যাদি সূচক [illegible] বাংগ্র। বি।

বাবা শ্রীঠাকুরদাসজী জনৈক সিদ্ধ মহাপুরুষ ও প্রসিদ্ধ সন্ন্যাসী; [illegible] সম্প্রদায়ের প্রধান। ঠাকুরদাস ইঁহার গুরুপ্রদত্ত নাম। এক বিবরণে প্রকাশ ইনি চাম্বা নগরীর এক রাজপুরোহিতের মানস-সন্তান। ছয় সাত বৎসর [illegible]কালে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গৃহত্যাগপূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার সংকল্প করেন। কিন্তু উক্ত পুরোহিতদম্পতির নির্বন্ধাতিশয্যে তাহা হইতে বিরত হন, পরে তাঁহাদের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সংসারাশ্রমে [illegible] করিয়া দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ইনি গুরু ঈশ্বরদাসের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া সাধনের পথে অগ্রসর হন। আসমুদ্র হিমালয়ের সুগম দুর্গম এমন তীর্থ নাই, যাহা ইনি দর্শন করেন নাই বা যথায় ইনি পর্যটন করেন নাই। গয়া জেলায় ধনিয়া পাহাড়ীতে বাবার সুবৃহৎ আশ্রম। বিশেষ বিশেষ পর্ব ও মেলা উপলক্ষে, বিশেষতঃ চাতুর্মাস্য উপলক্ষে, সহস্র সহস্র সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থধর্মাবলম্বী শিষ্যমণ্ডলীর সমাগম হইয়া থাকে। এই সকল পরবের মধ্যে গুরু পরব, অর্থাৎ গুরু নানকের তিরোধান তিথি উপলক্ষে যে উৎসব হয় তাহাই প্রধান। আশ্বিনের ১ম পক্ষের দশমীতে এই উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে বাবাজী সকল সম্প্রদায়ের অভ্যাগত প্রত্যেক সাধুকে লোটা কম্বল বস্ত্রাদি ও মর্যাদা অনুসারে অর্থদান ও সমাগত সকলকে আতিথ্য প্রদান করিতেন। কি গৃহী, কি সন্ন্যাসী, যাঁহার যতদিন ইচ্ছা থাকিতে পারিতেন; তাঁহারা যে সেবা পাইতেন, তাহা রাজভোগকেও পরাজিত করে। অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর হইয়াও বাবা বিভূতি প্রদর্শনে অনিচ্ছুক। তবে অগ্নি যেমন ভস্মে ঢাকা পড়ে না, তেমনি এই মহাত্মার বিভূতি সময়ে সময়ে আশ্চর্য ও অলৌকিক ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িত। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১৩০২ ফসলী সনের রাজগিরের মেলায় বাবার ছাউনি অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ হইবার উপক্রম হইলে অগ্নি-নির্বাপণের চেষ্টা করা হয়— অবিচলিতচিত্ত প্রশান্তমূর্তি বাবা আজ্ঞা করিলেন, "খবরদার, অগ্নি-নির্বাপণের চেষ্টা করিও না; স্বয়ং ব্রহ্মা

স্বেচ্ছায় ভোগ লাগাইতেছেন, তাহার প্রতিবন্ধক হইও না।" দেখিতে দেখিতে সেই প্রকাণ্ড ছাউনি ও তন্মধ্যস্থিত বাবার আশ্রিত ও সমাগত সহস্র সহস্র সাধুর সেবার উপযোগী ১৫।১৬ হাজার টাকা মূল্যের দ্রব্যসম্ভার ভস্মে পরিণত হইল। পরদিন এই সাধু ও সেবকমণ্ডলীর কিরূপে সেবা চলিবে, তাহার চিন্তায় সকলেই অধীর হইয়া উঠিলেন। বাবা কিন্তু কোনও কথা না কহিয়া ব্রহ্মার জয়গান করিতে করিতে নিশ্চিন্তমনে কাপড় মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। জনৈক শিষ্য বাবাজীর নিকট বসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিলেন। সহসা শিষ্যের হাতে বাবার অন্তর্হিত বাটুয়া ঠেকিল। খুলিয়া দেখা গেল উহা মোহরপূর্ণ। বিস্মিত, বাগ্‌বিমূঢ় শিষ্য এই কথা বাবাজীকে জানাইলে, বাবাজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "উহা গুরুমহারাজের দান, সাধু সন্ন্যাসীর সেবায় লাগাইয়া দাও।" অতঃপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাবার এক পরম ভক্ত রামেশ্বর সিং মহোদয়ের চেষ্টায় ছাউনির নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইল। অতঃপর কি সূত্রে, কেমন করিয়া আরও হাজার হাজার টাকা জমা হইল, তাহা বুঝিয়া উঠা গেল না। ম্যাজিস্ট্রেট তদন্ত করিতে আসিয়া গৃহদাহের চিহ্ন পর্যন্ত দেখিতে পাইলেন না।

বাবার বয়সের সম্বন্ধে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক নানা মত প্রচলিত আছে। ৭০ হইতে ৭০০ বৎসর পর্যন্ত এই কিংবদন্তীর নির্দেশ। বাবা যে অযোনি-সম্ভূত ও বনখণ্ডি বাবার তৃতীয় অবতার এই মতও ক্রমশঃ প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। গয়ার সংলগ্ন অনেক দূর বিস্তৃত বাসিন্দাগণের মতে বাবা মহেশ্বরের অবতার। যাহা হউক ইনি যে সাক্ষাৎ কল্যাণ ও প্রেমের অবতার তাহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। ইঁহার জ্যোতির্ময় দীপ্তি, শান্তসৌম্য মূর্তি দর্শনে ভক্তের মস্তক ইঁহার চরণে লুণ্ঠিত হইত। এই মহাপুরুষের আবির্ভাবে স্তিমিতপ্রায় ধর্মের স্রোত আবার প্রবাহিত হইয়াছে; কল্যাণ ও মুক্তির পথ আবার উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। বিশেষ আশার কথা এই যে, হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, স্ত্রী ও পুরুষ নির্বিশেষে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাবাজীর ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলীর সংখ্যা উত্তরোত্তর দিনে দিনে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে মনীষী ভাবুক ও ভক্তের অভাব নাই।

জগদ্‌গুরুর আবির্ভাবের কাল পরিপূর্ণপ্রায় বলিয়া সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। লক্ষণ বিচার করিয়া উপযুক্ত আচার্যগণ এই আবির্ভাবের সূচনা ঘোষিত করিয়াছেন। অবতার যখন জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হন, তখন প্রথম প্রথম দুই চারিজন অন্তরঙ্গ ভক্ত বা সেবক ব্যতীত অন্যের নিকট প্রকট হয়েন না। ইহা পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের কথা। ইঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য এবং ঐশিকতার কথা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয় এবং মন ভক্তিতে আপ্লুত হয়। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় বা বিচিত্র কিছুই নাই। বাবার কৃপা লাভে অনেকেই যে নানাপ্রকার ভাগ্যবিপর্যয়ে পরিত্রাণ পাইয়াছেন, তাহা অনেকেরই প্রত্যক্ষ-ভূত। সন ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

বাবাজী—সাধু সন্ন্যাসী; বৈষ্ণব বৈরাগী; পূজ্যব্যক্তিদের উপাধি। বাংপ্র। বি।

বাবাজীবন—বৎস; প্রাণাধিক বৎস। বাংপ্র। বি।

বাবু—ধনী বা বিলাসী ব্যক্তি, সৌখিন বাঙ্গালী কেরাণী। বাংপ্র। বি ও বিণ।

বাবুয়ানা, -নি, -গিরি—বিলাস, ভোগ-বিলাসিতা, শৌখিনতা। বাংপ্র। বি।

বাবুই–চড়াই পাখির মত পাখি বিঃ; সরু লম্বা ঘাস বিঃ (ইহাতে শক্ত দড়ি হয়); তুলসী গাছ বিশেষ। বাংপ্র। বি।

বাবুর্চী—যে সাহেবী ও মুসলমানী খানা পাক করে, মুসলমান পাচক। <তুর্কী 'বাবর্চী'। বি।

বাবুর্চীখানা—যে ঘরে বাবুর্চীরা পাক করে, সাহেবদের রান্নাঘর। তুর্কী-মু। বি।

বাম—১। দক্ষিণেতর, সব্য; বাঁ; তদ্দিকস্থ; বক্র; প্রতিকূল; বিমুখ; সুন্দর; শ্রেষ্ঠ। বা (গমন করা)+ম কর্তৃ। বিণ। ২। ধন। বি; স্ত্রী। ৩। মহাদেব; কন্দর্প, মদন। বি; পু।

বামদেব—শিব; দশরথ রাজার কুল-পুরোহিত। (বশিষ্ঠ ও বামদেব দশরথের সর্বপ্রধান ঋত্বিক্। কর্মধা।) বি; পু।

বামন—১। বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার ['অবতার' দ্রঃ]; পণ্ডিত বিঃ; দক্ষিণ-দিকের হস্তী। ণিজন্ত বম বা বমি+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। খর্ব, বেঁটে; নীচ। বিণ। ৩। ব্রাহ্মণ। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**বামনী**।

বামন অবতারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ;—

দৈত্যরাজ বলি প্রবল হইয়া দেবতা-দিগকে দেবলোক হইতে বিচ্যুত করিলে দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। বিষ্ণু দেবতাদিগের উদ্ধারকল্পে কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মপরিগ্রহ করেন।

অনন্তর বলি একদা এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞে যে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাকে তাহাই দেওয়া যাইবে। বামন অতি ধীরে ধীরে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করিলেন। বলি ভাবিলেন, এই বামনের পদ অতি ক্ষুদ্র,—সুতরাং ত্রিপাদ দ্বারা ইনি কতই ভূমি আবৃত করিবেন। এইরূপ ভাবিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু" বলিলেন। তখন বামনদেব স্বীয় নাভিদেশ হইতে আর একটি পদ নির্গত করিলেন এবং ত্রিপাদ দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। বলির এক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি নিজের জন্য একটু স্থান চাহিলেন। বামন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি একশত জন মূর্খ লইয়া স্বর্গে বাস করিতে ইচ্ছা কর, অথবা পাঁচ জন পণ্ডিত লইয়া পাতালে বাস করিতে চাও?" বলি পণ্ডিতসহ পাতালে বাস করিবার ইচ্ছা করিলে বামন তাহারই ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দেবগণ নিষ্কণ্টক হইলেন।

বামনাই–বামুনগিরি, ব্রাহ্মণত্ব। বাংপ্র। বি।

বামলোচনা, বামাক্ষী–চারুনেত্রা, সুলোচনা (স্ত্রী)। বাম (সুন্দর) লোচন বা অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

বামা–১। সব্যা, বক্রা ইত্যাদি। বাম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী; লক্ষ্মী; সুন্দরী। বি; স্ত্রী।

বামাক্ষি—সুন্দর নয়ন; বাঁ চোখ। কর্মধা। বি; ক্লী।

বামাচার—বেদবিরুদ্ধ আচার, তন্ত্রোক্ত মদ্যাদি পঞ্চ-মকার সেবনরূপ আচার। বাম (বিরুদ্ধ) যে আচার, কর্মধা। বি; পু। বিণ **বামাচারী**।

বামাবর্ত—১। বামদিকে আবর্তবিশিষ্ট। বামে আবর্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। বাঁ দিক্ হইতে আবর্তন বা ঘুরন। ৬তৎ। বি; পু।

বামাল—১। মালসহ; চোরাই দ্রব্যসহ। বিণ। ২। চোরাইমাল; অপহৃত দ্রব্য। ফা। বি।

বামাস্বর—স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ। ৬তৎ। বি; পু।

বামিকা—চণ্ডিকা। বামা+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

বামী—ঘোটকী; হস্তিনী; গর্দভী; শৃগালী। বাম+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বামুন—ব্রাহ্মণ। বাংপ্র। বি। [বি।

বামুন-ঠাকুর—পাচক ব্রাহ্মণ। বাংপ্র।

বামেতর—দক্ষিণ, ডাইন। বাম হইতে ইতর, ৫তৎ। বিণ।

বামোরু—প্রশস্ত উরুবিশিষ্টা। বাম (সুন্দর) উরু যে স্ত্রী র, বহু। বিণ; স্ত্রী।

বায়—১। বপন, বস্ত্রাদি বোনা। বে (বোনা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। বাহে, চালায়। বাংপ্র। ক্রি। ৩। বায়ু। কপ্র। বি।

বায়ক—বপনকর্তা। বে (বোনা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বায়িকা**।

বায়ন—১। পূজন। বায়ি+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। যে বাজায়। < বাদন। বি।

বায়না—মূল্যের কিয়দংশ, যাহা অগ্রিম দেওয়া যায়; দাদন; ছল; শিশুর আবদার বা খোট। < আ 'বয়ানহ্'। বি।

বায়নাক্কা—সবিস্তার বর্ণন; তালিকা, ফর্দ। ফা-মূ। বি।

বায়বী—উত্তর-পশ্চিমদিক্। বায়ু+ষ+ ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

বায়বীয়, বায়ব্য—বায়ু সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক; বায়ুতুল্য। বায়ু+ঈয়, য্য সম্বন্ধার্থে। বিণ। **বায়ব্য বায়ু**—মৌসুমি বায়ু (তাহা দ্রঃ)।

বায়ব্য-মূল—শূন্যে লম্বমান শিকড়, ঝুরি, নামলা; চুমুরি, aerial root. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বায়স—কাক; শ্রীবাস। বয়স্+ষ, অথবা বয় (গমন করা)+অসচ্ কর্তৃ+ষ। বি; পু। স্ত্রী—**বায়সী**।

বায়ু—পবন, বাতাস; প্রাণ অপান সমান উদান ব্যান এই পাঁচটি প্রাণবায়ু ['পঞ্চপ্রাণ' দ্রঃ] [কাহারও কাহারও মতে নাগ, কূর্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে শরীরস্থ আরও পাঁচটি বায়ু আছে; নাগ বায়ুর কার্য উদ্গার, কূর্মের কার্য নিমীলন, কৃকর বায়ু ক্ষুধাকারক, দেবদত্ত জৃম্ভণকারী, এবং ধনঞ্জয় সর্বব্যাপী, ইহা মৃতাবস্থাতেও থাকে]; শরীরস্থ ধাতু বিঃ [ত্রিদোষ' দ্রঃ]। বা (বহা)+উণ কর্তৃ। বি; পু। বায়ু ঊনপঞ্চাশৎ। [পুরাণে লিখিত আছে যে, বায়ু যৎকালে দিতির গর্ভে ছিলেন, তৎকালে দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র দ্বারা ইহাকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে গর্ভস্থ বালক রোদন করিতে থাকিলে ইন্দ্র আবার সেই সাত খণ্ডকে সাত ভাগে বিভক্ত করেন। তাহাতে ঊনপঞ্চাশৎ বায়ুর উৎপত্তি হয়। বায়ু পঞ্চভূতের দ্বিতীয় ভূত; আকাশ হইতে ইহার উৎপত্তি, ইহার গুণ শব্দ ও স্পর্শ ('পঞ্চভূত' দ্রঃ)। বায়ু ৭ প্রকার, যথা—আবহ, প্রবহ, সম্বহ, নির্বহ, উদ্বহ, বিবহ ও পরিবহ। ভূবায়ু আবহ, তাহার ঊর্ধ্বগত বায়ু ক্রমে প্রবহাদি নামে অভিহিত।]

বায়ুকোণ—উত্তর-পশ্চিম কোণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বায়ু-কোষ—বায়ু থাকিবার শরীরাভ্যন্তরস্থ চর্মময় কোষ, air-bladder. ৬তৎ। বি; স্ত্রী বা পু।

বায়ুগ্রস্ত—বায়ুরোগাক্রান্ত, উন্মাদ রোগযুক্ত; যাহার দেহস্থ বায়ু কুপিত হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ।

বায়ুতাড়িত—বায়ু দ্বারা আহত, বাতাসে সঞ্চালিত। ৩তৎ। বিণ।

বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র—যে যন্ত্রদ্বারা কোন পদার্থের অন্তর্গত বায়ুকে সম্পূর্ণরূপে বাহির করা যায়, air-pump. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বায়ুপরিবর্তন—ভিন্ন স্থানের ভিন্ন প্রকার বাতাস সেবন, হাওয়া বদলান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বায়ুপুত্র—পবনপুত্র হনুমান্ ও ভীম। ৬তৎ। বি; পু।

বায়ুপ্রবাহ—বায়ুস্রোতঃ, বাতাসের বেগ। ৬তৎ। বি; পু।

বায়ুবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—গগন, আকাশ। বায়ুর বর্ত্ম (পথ), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বায়ুবাহ—ধূম; বাষ্প। বায়ু হইয়াছে বাহ (বাহন) যাহার, বহু। বি; পু।

বায়ুভক্ষ, বায়ুভুক্ (-ভুজ্)—১। বায়ুভক্ষণকারী। উপতৎ; বায়ু—ভক্ষ্ (খাওয়া) +অণ্ কর্তৃ। ২য় পক্ষে বায়ু—ভুজ্+ ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। সর্প। বি; পু।

বায়ুমণ্ডল—ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বায়ুরাশি, atmosphere. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বায়ুমানযন্ত্র—যে যন্ত্রদ্বারা বায়ুর চাপপরিমাণ নির্ণীত হয়, barometer. বায়ুর মান—বায়ুমান ৬তৎ; বায়ুমানসাধক যন্ত্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বায়ুরোগ—উন্মাদ ব্যাধি; দেহস্থ বায়ুর প্রকোপজনিত শিরোঘূর্ণনাদি। বায়ুজাত রোগ, মধ্যপ। বি; পু।

বায়ুসখ—বহ্নি। বায়ুর সখা, ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

বায়ুসখা—অগ্নি। বায়ু সখা যাহার, বহু।

বায়ুসম্ভব—হনুমান্; ভীম। বায়ু হইতে সম্ভব যাহার, বহু। বি; পু।

বায়ুসেবন—বায়ু সেবা করা, বাতাস গায়ে লাগানো। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বায়ুস্তর—বাতাসের থাক্। ৬তৎ। বি; পু।

বায়ে—বাজে; বাজায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

বায়েন—বাজনদার, বাদ্যকর, ঢুলী। বাংপ্র। বি।

বায়োস্কোপ—চলচ্চিত্র, সিনেমা। < ইং 'bioscope'. বি।

বার—১। নিবারণ, নিষেধ ('—বেলা')। বৃ (বারণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। অবসর; বাসর, রবি সোম ইত্যাদি; পালা; দফা; সমূহ; জল; ক্ষণ; দ্বার; শিব। বৃ (আবরণ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু। ৩। মদ্যপাত্র। বি; স্ত্রী। ৪। নিবারণীয়, নিষেধ্য; সাধারণের ভোগ্য। বিণ। ৫। দ্বাদশ, ১২। বাংপ্র। বি বা বিণ। ৬। দরবার, সভা, মজলিস; রাজসভা, রাজসভায় দর্শনদান; ভার। ফা। বি। [বি বা বিণ।

বারই—মাসের দ্বাদশ দিবস। বাংপ্র।

বারইয়ারি, বারওয়ারি—অনেকে মিলিত হইয়া আনন্দ উৎসব বা পূজা। বাংপ্র। বি।

বারওয়েল—গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। কৌন্সিলের অপর তিন জন সভ্য হেস্টিংসের ঘোর বিরোধী ছিলেন; একমাত্র বারওয়েল সাহেবই তাঁহার পক্ষপাতী ছিলেন ['হেস্টিংস' দ্রঃ]।

বারংবার—পুনঃ পুনঃ, ভূয়োভূয়ঃ, বারবার। অ।

বারক—নিবারণকর্তা, নিষেধক; প্রতিবন্ধক। ণিজন্ত বৃ—বারি (বারণ করা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বারিকা**।

বারকোশ—কাঠের চেপটা বড় পাত্র বিঃ। < ফা 'বারকশ'। বি।

বারণ—১। নিষেধ, মানা; নিবারণ; রোধ; অপসারণ। ণিজন্ত বৃ—বারি+ অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। হস্তী। বারি +অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। বর্ম, সাঁজোয়া; অঙ্কুশ। বারি+অনট্ করণ। বি; স্ত্রী বা পু।

বারণসী—বারাণসী, কাশী। বি; স্ত্রী।

বারণাবত—মহাভারতোক্ত নগর বিঃ। এই নগরে দুর্যোধন পাণ্ডবগণকে কৌশলে জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করে। বারণ+বতু অস্ত্যর্থে+ক। বি; পু।

বারণীয়—নিবারণযোগ্য, নিষেধযোগ্য, নিবার্য। ণিজন্ত বৃ (—বারি)+অনীয় কর্ম। বিণ। [বি।

বারতা—সংবাদ, খবর, কথা। < বার্তা।

বারদরিয়া—মরীচ মোহনার অনুবর্তী সাগর। বার (বাংপ্র)+দরিয়া (ফা)। বি।

বারফিরায়—পুনর্বার, পুনশ্চ। বাংপ্র। অ।

বারনারী, বারবধূ, বারবনিতা, বারবিলাসিনী, বারযোষিৎ, বার-স্ত্রী, বারাঙ্গনা—গণিকা, বেশ্যা। বার (নিগমোক্ত বেশ্যা) যে নারী, বধূ, বনিতা, বিলাসিনী, যোষিৎ, স্ত্রী, অঙ্গনা, কর্মধা; কিংবা বারের (সমূহের বা অনেকের) নারী ইত্যাদি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বারফাট্টাই—বৃথা আস্ফালন, মৌখিক বড়াই। <বাহ্বাস্ফোট। বি।

বারবরদার—ভারবাহক, মুটিয়া বা মুটে। ফা। বি।

বারবরদারি- ভারবাহকের কর্ম, মুটেগিরি; মুটে খরচ; দ্রব্যাদি বহনের ব্যয়; সরকারী কর্মচারীদিগের সফরে বেড়াইবার মালের ও অন্যান্য খরচ। ফা-মু। নি। বিণ—**বারবরদারী**।

বারবার—অনেকবার, ভূয়োভূয়ঃ, পুনঃ পুনঃ। বাংপ্র। অ।

বারবিলাসিনী—'বারনারী' দ্রঃ।

বারবেলা—সর্বকার্যে নিষিদ্ধ সময়। বারা (নিষেধ্যা) যে বেলা, কর্মধা। বি; স্ত্রী। [প্রতিদিনই কোন না কোন সময় বারবেলা হইয়া থাকে। দিবামানকে আট ভাগ করিলে উহার এক এক ভাগকে যামার্ধ বলে। যামার্ধ স্থূলতঃ ৩৮০ দণ্ড বা ১।০ ঘন্টা। রবিবারে ৪র্থ ও ৫ম যামার্ধ, সোমবারে ৭ম ও ২য় যামার্ধ, মঙ্গলবারে ৬ষ্ঠ ও ২য়, বুধবারে ৫ম ও ৩য়, বৃহস্পতিবারে ৭ম ও ৮ম, শুক্রবারে ৩য় ও ৪র্থ, এবং শনিবারে ১ম ও শেষ যামার্ধ এবং ৬ষ্ঠ যামার্ধ বারবেলা ও কালবেলা নামে কথিত হয়।]

বারমাস, -মাস্যা—বৎসরের বারটি মাসের বর্ণনা। প্রা কপ্র। বি।

বার-মুখ্যা—প্রধানা বেশ্যা। বারগণের (বেশ্যাদিগের) মধ্যে মুখ্যা, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

বারমেসে—যাহা বৎসরের সকল সময়েই থাকে বা উৎপন্ন হয়। বাংপ্র। বিণ।

বারয়িতা (-তৃ)—১। নিবারণকর্তা, নিষেধক। ণিজন্ত বৃ—বারি (বারণ করা) +তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বারয়িত্রী**। ২। পতি। বি; পু।

বারযোষিৎ—'বারনারী' দ্রঃ।

বারশিঙ্গা—হরিণ বিঃ (ইহার প্রতি শৃঙ্গের বারটি শাখা)। বাংপ্র। বি।

বারস্ত্রী—'বারনারী' দ্রঃ।

বারাঙ্গনা—'বারনারী' দ্রঃ।

বারাণসী—কাশী, ত্রিপুরপুরী। (*'বেনারস'* দ্রঃ)। বর (শ্রেষ্ঠ)—অনস্ (জল)+ক+ ঈপ্; যে শ্রেষ্ঠ জলের অর্থাৎ গঙ্গার উপর আছে; অথবা বার্ (বারণ) করে যে অনস্ (জন্ম), যেখানে মরিলে পুনর্জন্ম হয় না; অথবা বরণা—অসী+ক+ঈপ্, যে বরণা ও অসী নাম্নী নদীদ্বয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। বি; স্ত্রী।

বারাণ্ডা, বারান্দা—ঘরের যে অংশ বাহিরে খোলা থাকে, দাওয়া, পিঁড়ে; ছাদের বা উপর ঘরের বহির্ভাগ। <বারণ্ডা। বি।

বারান্তর—অন্যবার, অন্য সময়। নিত্য। বি; স্ত্রী।

বারান্দা 'বারাণ্ডা' দ্রঃ। [বিণ।

বারাহ—বরাহসম্বন্ধীয়। বরাহ+ক ইদমর্থে।

বারাহী—১। বরাহসম্বন্ধীয়। বরাহ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বরাহরূপিণী মাতৃকা বিঃ; যোগিনী বিঃ; পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

বারি—১। সলিল, জল। ণিজন্ত বৃ—বারি (আবরণ করা)+ইঞ্ কর্তৃ। ২। হস্তিবন্ধনরজ্জু। বারি+ইঞ্ করণ। ৩। হস্তিবন্ধনস্থান। বারি+ইঞ্ অধি। বি; স্ত্রী। ৪। জলপাত্র। বি; স্ত্রী। ৫। নিবারণ করিয়া, আটকাইয়া। কপ্র। ক্রি।

বারিক—১। উপাধি বিঃ। বাংপ্র। ২। সেনা-বাটিকা। <ইং 'barrack'. বি।

বারিচর—১। জলচর। বারিতে চরে যে, উপতৎ; বারি (জল)—চর্ (বিচরণ করা) +টক্ কর্তৃ। বিণ। ২। মৎস্য। বি; পু।

বারিজ—১। জলজ। বারিতে জন্মে যে, উপতৎ; বারি (জল)—জন্ (জন্মা)+ ড কর্তৃ। বিণ। ২। পদ্ম। বি; ক্লী। ৩। শম্বুক; শঙ্খ। বি; পু।

বারিত—নিষিদ্ধ, নিবারিত। ণিজন্ত বৃ—বারি (নিবারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বারিদ—জলদ, মেঘ। বারি দেয় যে, উপতৎ; বারি-দা+ড কর্তৃ। বি; পু।

বারিধি—জলধি, সমুদ্র। উপতৎ; বারি (জল) —ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

বারিনাথ—বরুণ; সমুদ্র; মেঘ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

বারিনিধি—জলধি, সমুদ্র। ৬তৎ।

বারিপাত্র—জলপাত্র, ঘটী কলসী প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বারিবাহ, -বাহক, -বাহন—জলদ, মেঘ। ৬তৎ। বি; পু।

বারিমুক্ (-মুচ্)- মেঘ। উপতৎ; বারি —মুচ্ (মোচন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

বারিরাশি—জলনিধি, সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

বারিরুহ—১। জলজাত। বারি (জল) —রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বিণ। ২। জলজ, পদ্ম। বি; ক্লী।

বারিশ—বিষ্ণু, নারায়ণ। উপতৎ; বারি (জল)—শী (শয়ন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

বারী—জলপাত্র; হস্তিবন্ধন রজ্জু বা স্থান। বারি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারীশ—সমুদ্র। বারির (জলের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। বি; পু।

বারুই—পানব্যবসায়ী; হিন্দুজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

বারুজীবী (-বিন্)—বারুই। বি; পু।

বারুণ—১। জল; জল দ্বারা স্নান। বি; ক্লী। ২। বরুণসম্বন্ধীয়। বরুণ+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বারুণী**।

বারুণি—বরুণপুত্র, অগস্ত্য মুনি। বরুণ শব্দ +ফি অপত্যার্থে। বি; পু।

বারুণী—১। বরুণসম্বন্ধীয়া। বারুণ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মদিরা বিঃ; সুরা; শতভিষা নক্ষত্র; পশ্চিমদিক্; দূর্বা; শতভিষানক্ষত্রযুক্ত চৈত্রমাসের কৃষ্ণত্রয়োদশী ও তৎকালীন পর্ব বিঃ। [এই দিবস গঙ্গাস্নানে শত সূর্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, শনিবার সংযুক্ত হইলে ইহা মহাবারুণী নামে অভিহিত হয়।] ৩। বরুণপত্নী; বরুণানী। বরুণ+ক+ঈপ্ পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

বারুণীবল্লভ—বরুণদেব। ৬তৎ। বি; পু।

বারুণ্ডা—দ্বারপিণ্ডী; বারাণ্ডা। বারুণ্ড+ আপ্। বি; স্ত্রী।

বারুদ—বন্দুকাদি ছুড়িবার বিস্ফোরক চূর্ণ, অগ্নিচূর্ণ। তু। বি।

বারেক—একবার, একসময়। এক যে বার, কর্মধা (এক শব্দ পরবর্তী হইলে পূর্ববর্তী বার ও অর্ধ শব্দের অন্ত্য অকারের লোপ হয়)। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বারেন্দ্র ১। বরেন্দ্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। বরেন্দ্র+ক ইদমর্থে। বি; পু। ২। বরেন্দ্রদেশীয়। বিণ। স্ত্রী **বারেন্দ্রী**।

বারেন্দ্রী—১। বরেন্দ্রদেশীয়া। 'বারেন্দ্র' দ্রঃ। বারেন্দ্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বরেন্দ্রভূমি (ইদানীন্তন রাজসাহী বিভাগ)। বরেন্দ্র+ক স্বার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বারোঁয়া—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

বারোয়ারি—পাড়ার সকলের সাহায্যে অনুষ্ঠিত। <বারোপকারিক। বিণ।

বার্ণিক—লিপিকর, লেখক; যে রং লাগায়। বর্ণ (অক্ষর)+ফিক্ কুশলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বার্ণিকী**।

বার্ণিয়ে, ফ্রাঁস্যা (Francois Berniea)

—ফ্রান্সের অ্যাঞ্জু (Anjou) প্রদেশের অন্তর্গত জোই (Joue) গ্রামে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি চিকিৎসাবিদ্যা সমাপ্ত করিয়া "ডাক্তার" উপাধি লাভ করেন। ইউরোপের অনেক দেশ এবং সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও ইজিপ্ট ভ্রমণান্তে ইনি ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময় সাহজাহানের পুত্রগণের মধ্যে বিবাদ চলিতেছিল। দারা যখন পরাজিত হইয়া আমেদাবাদে পলায়ন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে বার্নিয়েরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। দারার এক মহিষী তখন পীড়াগ্রস্ত থাকায় বার্নিয়েরকে চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত করা হয়। পথে ইঁহার গোরুরগাড়ী ভগ্ন হইয়া যাওয়ায়, ইনি অনেক কষ্টে আমেদাবাদে উপস্থিত হইয়া একটি সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সহিত ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে আসেন। পরে মোগলসম্রাটের চিকিৎসক নিযুক্ত হন। এই উপলক্ষে ইনি রাজদরবার ও বেগম মহলের অতি গুহ্য সংবাদ অবগত হইবার অবসর পান। ইঁহার লিখিত ভ্রমণবৃত্তান্তে সাহজাহানের স্বীয় কন্যার অবৈধ প্রণয়ের উল্লেখ আছে। কাশ্মীর হইতে আগ্রায় আসিয়া বার্নিয়ে ট্যাভার্নিয়েরের সহিত মিলিত হন এবং দুইজনে বঙ্গদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। পথে এলাহাবাদ, বেনারস, পাটনা প্রভৃতি শহর দেখিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ঠা জানুয়ারি রাজমহলে আসিয়া পৌঁছেন। দুই দিন পরে সঙ্গীকে ত্যাগ করিয়া কাশিমবাজারে গমন করেন এবং কিছুদিন বঙ্গদেশে থাকিয়া মসুলীপাটাম ও গোলকুণ্ডা হইয়া সুরাটে উপস্থিত হন এবং তথা হইতে পারস্য দেশ হইয়া ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

পর বৎসর ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। এই বৃত্তান্ত বহুভাষায় অনুবাদিত হইয়া আদর ও আগ্রহের সহিত ইউরোপে পঠিত হয়। এই গ্রন্থ হইতে মোগলরাজ্যের ঐশ্বর্য ও গৌরব জনসাধারণ সর্বপ্রথমে উপলব্ধি করেন। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে এই বৃত্তান্ত ইংরাজী ভাষায় অনুবাদিত হয় এবং ইহাই অবলম্বন করিয়া প্রসিদ্ধ কবি ড্রাইডেন "আওরঙ্গজেব" নামক একখানি বিয়োগান্ত নাটক প্রণয়ন করেন। বার্নিয়েরের রচিত গ্রন্থ সেই সময়ের নিখুঁত ছবি বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি যে সকল মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা [illegible] তাহা ইতিহাস এবং [illegible] হিসাবে বার্নিয়েরের ভ্রমণবৃত্তান্ত একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর প্যারিসনগরে সন্ন্যাস রোগে বার্নিয়েরের দেহত্যাগ ঘটে।

বার্তা—১। বৃত্তি, জীবিকা; কৃষি গোরক্ষণ প্রভৃতি ও তৎসম্বন্ধীয় শাস্ত্র। বৃত্তি+ক স্বার্থে+আপ্। ২। বৃত্তান্ত; সন্দেশ, সংবাদ; জনশ্রুতি। বৃত্ত+ক অস্ত্যর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

বার্তাক, বার্তাকী—বেগুন। বৃত্+আক কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বার্তাকু—বেগুন। বৃত্+আকু কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বার্তানীতি—অর্থশাস্ত্র। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বার্তাবহ—১। সন্দেশবাহক। ৬তৎ। বিণ। ২। দূত; চর। বি; পু।

বার্তাশাস্ত্র—অর্থবিদ্যা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বার্তিক—১। দূত; চর। বার্তা+ষ্ণিক। ২। বৈশ্যজাতি। বৃত্তি+ষ্ণিক। বি; পু। ৩। বৃত্তি-ব্যাখ্যান টীকা গ্রন্থ বিঃ। বি; স্ত্রী। ৪। বার্তা বা বৃত্তিসম্বন্ধীয়। বিণ।

বার্দল—মেঘাচ্ছন্ন দিন, বাদল। বার্ (জল)—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ—বার্দ (মেঘ); তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বার্ধক—বৃদ্ধত্ব, বৃদ্ধাবস্থা; বৃদ্ধকর্ম। বৃদ্ধ+কণ্। বি; স্ত্রী।

বার্ধক্য—বৃদ্ধত্ব, বৃদ্ধাবস্থা, জরা। বার্ধক (বৃদ্ধত্ব)+ষ্যঞ্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

বার্ধি—জলধি, সমুদ্র। বার্ (জল)—ধা (ধারণ করা)+কি কর্তৃ। বি; পু।

বার্ধুষি, বার্ধুষিক—বৃদ্ধিজীবী, কুসীদাজীব, সুদখোর; আত্মশ্লাঘাকারী। বৃদ্ধি শব্দ+ষি, নিপাতনে; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

বার্ধুষ্য—বৃদ্ধিজীবিকা, কুসীদ-ব্যবসায়, সুদ খাওয়া, বাড়ি দেওয়া। বার্ধুষি শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বার্নিশ—চকচকে করিবার জন্য লেপ। <ইং 'varnish'. বি।

বার্য—১। বারণীয়, বারণযোগ্য। ণিজন্ত বৃ=বারি (বারণ করা)+ষ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। বারিসম্বন্ধীয়, জলীয়। বারি (জল)+ষ্য ইদমর্থে। বিণ।

বার্যমাণ—যাহা বারণ করা হইতেছে এরূপ। ণিজন্ত বৃ—বারি (বারণ করা)+শান কর্ম। বিণ।

বার্লি—যবের পালো, যবগুঁড়া। <ইং 'barley'. বি।

বার্ষিক—১। বৎসরসম্বন্ধীয়; সংবাৎসরিক; প্রতিবৎসরে দেয় (' দক্ষিণা')। বর্ষ (বৎসর)+ষ্ণিক ইদমর্থে। ২। বর্ষাকালীন। বর্ষা+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—বার্ষিকী।

বার্ষিকী—বাৎসরিকী; বর্ষাকালীনা। বার্ষিক+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বার্ষ্ণেয়—বৃষ্ণিবংশজাত। বৃষ্ণি+ঢেয় অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—বার্ষ্ণেয়ী।

বার্হস্পত্য—১। বৃহস্পতিসম্বন্ধীয়। বৃহস্পতি+ষ্য ইদমর্থে। বিণ। ২। বৃহস্পতিপ্রণীত শাস্ত্র; বৌদ্ধশাস্ত্র; নীতিশাস্ত্র। বি; স্ত্রী।

বাল—১। মূর্খ, অজ্ঞান; বালক; নূতন। বিণ। ২। ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত বয়স্ক পুরুষ; পঞ্চমবর্ষীয় হস্তী; অশ্বশাবক; বালধি; কেশ; নারিকেল বৃক্ষ। বল (বলবান্ হওয়া)+ণ কর্তৃ। বি; পু। ৩। গন্ধদ্রব্য বিঃ, বালা। বি; পু বা স্ত্রী।

বালক—শিশু; ১৬ বৎসরের অনধিক পুরুষ; অজ্ঞজন; বলয়; অঙ্গুরীয়ক; গন্ধদ্রব্য বিঃ। বাল+কণ্। বি; পু।

বালকাণ্ড—রামায়ণের প্রথম অধ্যায়। মধ্যপ। বি; পু।

বালকোচিত—বালকের পক্ষে সংগত, বালকযোগ্য, ছেলেমানুষের উপযুক্ত। বালকের উচিত, ৬তৎ। বিণ।

বালক্রীড়নক—কপর্দক, কড়ি। ৬তৎ। বি; পু।

বালখিল্য—অঙ্গুষ্ঠপর্বপ্রমাণ ষষ্টিসহস্র মুনি। ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র এবং তাঁহার শরীরস্থ লোম হইতে জাত; ইঁহারা তপোরত ও অতি তেজস্বী। বাল শব্দ—খিল+ষ্য জাতার্থে। বি; পু।

বালগর্ভবতী, বালগর্ভিণী—প্রথম গর্ভযুক্তা গবী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বালগোপাল—শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বিঃ। কর্মধা। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

বালচর্যা—শিশুপালন বা চিকিৎসা। ৬তৎ।

বালতি—হাতলযুক্ত টবের মত জলপাত্র বিঃ, bucket. <পো 'balde'. বি।

বালতো—বাইল, নারিকেলাদি বৃক্ষের পত্রযুক্ত শাখা। বাংপ্র। বি।

বালবিধবা—বালিকাবস্থায় পতিহীনা, অল্প বয়সে বিধবা। বালে (বালিকা বয়সে) বিধবা, ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

বালবৈধব্য—অতি অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যু। বি; স্ত্রী।

বালব্যজন—চামর। বাল (কেশ) নির্মিত যে ব্যজন, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বালব্রত—[illegible] নামক পূর্বজিন বিঃ। বি; পু।

বালভাষিত—শিশুর আধ আধ বোল, বালকের কথা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বালভোগ—বালগোপালের প্রাতাভিক ভোগ। ৬তৎ। বি ; পু।

বালভোজ্য—বালকের ভক্ষণীয়। ৬ বা ৩তৎ। বিণ।

বালরোগ—বালকের ব্যাধি, শিশুপীড়া। ৬তৎ। বি ; পু।

বালশশী (-শশিন্)—শুক্ল দ্বিতীয়ার চন্দ্র। বাল (নুতন) যে শশী, কর্মধা। বি ; পু।

বালসামো—শিশুর অসুখ হওয়া, জ্বালা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বালসুলভ—বালকোচিত, যাহা বালকেই দেখা যায়, ছেলেমানুষী। ৭তৎ। বিণ।

বালসূর্য—১। প্রাতঃকালীন সূর্য। কর্মধা। বি ; পু। ২। [তত্তুল্য বলিয়া] বৈদূর্য-মণি। বি ; ক্লী।

বালসূর্যক-বৈদূর্যমণি। বালসূর্য+কণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

বালা—১। মূর্খা ইত্যাদি। বাল+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত বয়স্কা স্ত্রী ; বালিকা, কন্যা ; করভূষণ বিঃ, বলয় ; হরিদ্রা ; নারিকেল ; ত্রুটি ; একবর্ষীয়া গবী। বি ; স্ত্রী।

বালাই—উৎপাত ; আপদ্, কণ্টক, শত্রু ; অমঙ্গলসূচক উক্তির প্রত্যুক্তি। <আ 'বলা'। বি। **বালাই লইয়া মরা**—মঙ্গলপ্রার্থনায় উক্তি বিঃ, কাহারও বিপদ্ ও অমঙ্গল নিজে লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার কামনা। **বালাই, ষাট**—যাহাতে অমঙ্গল না হয় এইরূপ কামনা।

বালাখানা—উপরের ঘর ; অট্টালিকা। <ফা 'বালাখানহ্'। বি।

বালাঞ্চি—গোবালির রজ্জু। বাংপ্র। বি।

বালাপোশ—তুলাভরা শীতবস্ত্র, রেজাই। ফা। বি।

বালাম—হৈমন্তিক ধান্য বিঃ, বা তজ্জাত তণ্ডুল ; চাউল বহিবার নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

বালামচি—ঘোড়ার লেজের বা ঘাড়ের লোম। বাংপ্র। বি।

বালার্ক—বালসূর্য, নবোদিত ভানু। বাল যে অর্ক, কর্মধা। বি ; পু।

বালি—১। কপিরাজ বালী। বাল (কেশ, লোম)+ই অস্ত্যর্থে। বি ; পু। ২। বালিকা, বালা, তরুণী। প্রা কপ্র। বি ; স্ত্রী। ৩। বালুকা। <বালিকা। বি।

বালি—ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ বিঃ। এই দ্বীপ ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত। যাভার (যবদ্বীপের) দক্ষিণ-পূর্ব অংশে অবস্থিত। বালিদ্বীপে বহু লক্ষ হিন্দুর বসতি আছে। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি বর্ণভেদ বর্তমান। অনেক ভারতীয় প্রাচীন প্রথা অদ্যাপি তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে।

বালিকা—বালা স্ত্রী ; কর্ণভূষণ ; বালুকা। বালক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

বালিকাসুলভ—বালিকার উপযুক্ত, যাহা বালিকাতেই দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ।

বালিয়াড়ি—বালির ঢিবি বা চর বা পাহাড়। বাংপ্র। বি।

বালিশ—১। উপাধান। বাল (কেশ)+ইন্ অস্ত্যর্থে=বালিন্ (মূর্ধা), তদুত্তরে শী (শয়ন করা)+ড অধি। বি ; ক্লী। ২। মূর্খ ; শিশু। বাড়+ইন্ ভাব=বাড়ি, তদুত্তরে শো (তীক্ষ্ণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ। [বি ; পু।

বালিহন্তা (-হন্তৃ)—শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ।

বালী (বালিন্)—কপিরাজ বিঃ*। বাল (কেশ, লোম)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

* কপিরাজ বালীর সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ :—

দেবরাজ ইন্দ্র বালীর জন্মদাতা এবং কপিবর রক্ষোরাজ ইঁহার পালক পিতা। কিষ্কিন্ধ্যায় ইঁহার রাজ্য ছিল। ইঁহার পত্নীর নাম তারা। মহাবীর অঙ্গদ ইঁহার পুত্র এবং সুগ্রীব ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি অতিশয় বলশালী ও সাহসী বীর ছিলেন। একদা দুন্দুভি নামক অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া বালীর নিকট উপস্থিত হইলে, কপিরাজ যুদ্ধে তাহাকে পরাস্ত ও বিনষ্ট করিয়া তাহার মৃতদেহ দূরে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে সেই শবদেহ ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রমে পতিত হয়, এবং তন্নিঃসৃত শোণিতধারা মুনিবরের শরীর কলুষিত করে। তাহাতে মুনিবর এই অভিশাপ দেন যে, অতঃপর বালিরাজ ঋষ্যমূক পর্বতে আগমন করিলে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবেন। আর এক সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হন। মহাবীর বালী তাঁহাকে সমরে পরাভূত করিয়া অশেষ লাঞ্ছনা প্রদানপূর্বক অবশেষে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। দুন্দুভির পুত্র অসুর মায়াবী যুদ্ধার্থ বালীর নিকট সমাগত হইলে, কপিরাজ তাহার প্রতি ধাবিত হন। মায়াবী প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এক গহ্বরে প্রবেশ করে। বালীরাজ সুগ্রীবকে গহ্বর-দ্বারে রাখিয়া স্বয়ং তন্মধ্যে প্রবেশ করেন, এবং একবৎসর কাল পরে অসুরকে বধ করিয়া প্রত্যাবর্তন জন্য গহ্বর-দ্বারে উপস্থিত হন। পরন্তু সুগ্রীব দীর্ঘকাল ভ্রাতাকে অনাগত দেখিয়া ও তাঁহাকে নিহত মনে করিয়া অসুরের প্রত্যাগমন নিবারণোদ্দেশে এক সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গহ্বর-দ্বার রুদ্ধ করেন, এবং কিষ্কিন্ধ্যায় গমন করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন। ভ্রাতার ঈদৃশ আচরণে কুপিত হইয়া বালী সুগ্রীবের পত্নীকে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন। সুগ্রীব ভ্রাতার ভয়ে বন্ধুবান্ধবসহ বালীর অগম্য ঋষ্যমূক পর্বতে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে রামের বনবাসকালে রাবণ কর্তৃক সীতা হৃতা হইলে রামচন্দ্র ভার্যার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকে উপস্থিত হন। তথায় সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মিত্রতা স্থাপিত হয়। অতঃপর রামের উত্তেজনায় সুগ্রীব ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে রামচন্দ্র অন্যায়পূর্বক শরাঘাতে বালীর প্রাণবধ করেন।

বালী—১। করভূষণ বিঃ, বালা। বাল+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বালিকা, তরুণী। প্রা কপ্র। বি।

বালু—বালুকা, বালি। বাংপ্র। বি।

বালুকা—সিকতা, বালি ; কর্কট ; কর্পূর। বল+উণ্ করণ-বালু, তদুত্তরে কণ্ ও স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

বালুকাস্বেদ—তপ্ত বালি দিয়া তাপ দেওয়া। ৩তৎ। বি°; পু। [বি।

বালুশাই-গোলাকার গজা বিঃ। বাংপ্র।

বালেন্দু—শুক্লা দ্বিতীয়ার চন্দ্র। বাল ইন্দু, কর্মধা। বি ; পু।

বালেয় ১। পূজোপযোগী। বলি+ঢেয়। ২। বালকের উপযুক্ত ; শিশুর হিতকর ; কোমল, নরম। বাল শব্দ+ঢেয়। বিণ। স্ত্রী- **বালেয়ী**।

বালেশ্বর—ওড়িশার (উড়িষ্যার) অন্তর্গত একটি জেলা ও শহর। কেহ কেহ বলেন, "বালেশ্বর" (বাল-ঈশ্বর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ) হইতে, অপর কেহ কেহ বলেন, বাণেশ্বর অর্থাৎ মহাদেব হইতে এই জেলার নামকরণ হইয়াছে। বঙ্গদেশে ইংরেজবণিকের প্রথম কার্যস্থল বলিয়া এই জেলার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। ১৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণরেখা নদীর তীরে পিপ্‌লি নামক স্থানে ইংরেজবণিক্ প্রথমে একটি কুঠি স্থাপন করেন। ১৬৩৬ খ্রীঃ গেব্রিয়েল্ ব্রোটন (Gabriel Broughton) নামক ইংরেজ ডাক্তার দিল্লীর সম্রাটের অগ্নি-দগ্ধ কন্যাকে রোগ-মুক্ত করেন। ১৬৪০ খ্রীঃ ইনি বঙ্গের নবাবের জনৈক বেগমকেও রোগমুক্ত করেন। সম্রাট্ প্রীত হইয়া ইঁহাকে পুরস্কার দিবার অভিপ্রায় জানাইলে ইনি

বলেন—"আমি নিজের জন্য কিছুই চাই না; আমার স্বদেশীরা বঙ্গদেশে জল-সন্নিকট স্থানে কুঠি স্থাপন করিতে অনুমতি লাভ করুক—ইহাই আমার প্রার্থনা।" সম্রাট্ এই প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া ১৬৪২ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে হুগলী ও বালেশ্বরে কুঠি স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন। ইহার পরেই পিপ্‌লি হইতে কুঠি নীত হইয়া বালেশ্বর শহরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শহরটি সুরক্ষিত করিবার পক্ষে ব্যবস্থা করা হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ উড়িষ্যাদেশ ইংরেজের শাসনাধীনে আসে এবং বাঙ্গালার শাসনকর্তার এলাকাভুক্ত হয়। পরে উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। স্থানটি প্রস্তরপাত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্বে বালেশ্বরে কোম্পানির লবণের একচেটিয়া ব্যবসায় ছিল। শহরের প্রায় ছয় মাইল দূরে ক্ষীরচোরা গোপীনাথজীর একটি সুন্দর মূর্তি বিরাজমান।

বাঙ্ক, বাঙ্কল—বল্কলসম্বন্ধীয়, বল্কলনির্মিত। বল্ক, বল্কল+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী· **বাঙ্কী, বাঙ্কলী**।

বাল্মিক, বাল্মিকি, বাল্মীক, বাল্মীকি—রামায়ণগ্রন্থ-প্রণেতা মুনি। বল্মিক বা বল্মীক শব্দ (উই-ঢিপি)+ষ্ণ, ষ্ণি জাতার্থে। বি; পু। এই মহর্ষির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ :—

কৃত্তিবাসী রামায়ণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি যৌবনে রত্নাকর নামে দস্যু ছিলেন। ('রত্নাকর' দ্রঃ)। পরে নারদের উপদেশে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া ষষ্টি সহস্র বৎসর এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া রামনাম জপ করেন। সেই সময়ে ইঁহার সর্বশরীর বল্মিকে সমাচ্ছন্ন হয়। পরে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া বল্মিক হইতে উত্থিত হওয়ায় ইনি বাল্মিক নামে খ্যাত হন। অতঃপর অনেকে ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

মুনিবর একদা শিষ্য ভরদ্বাজ সমভিব্যাহারে তমসা-তীর্থে স্নান করিতে গমন করিতেছিলেন; ইনি তত্রত্য নৈসর্গিক শোভা সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক ব্যাধ ইঁহার নিকটস্থ কামক্রীড়াপর ক্রৌঞ্চ-মিথুনের পুংক্রৌঞ্চকে শরাঘাতে বধ করিল। তদ্দর্শনে ইনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হইলেন। সেই সময়ে ইঁহার মুখ হইতে সহসা এই করুণরসাত্মক কবিতা নির্গত হইল :—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

ইহাই আদি কবিতা। এইজন্য বাল্মীকি আদি-কবি নামে খ্যাত। অতঃপর মুনিবর শিষ্যগণসহ আশ্রমে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি তাঁহাকে ব্যাধ-বৃত্তান্ত বলিয়া স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। ব্রহ্মা কহিলেন, শোকের সময় ইহা তোমার মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, অতএব ইহা শ্লোক নামে অভিহিত হউক। তুমি এইরূপ শ্লোকে রামচরিত্যাখ্যায়ক রামায়ণ গ্রন্থ রচনা কর। তদনুসারে মুনিবর রামায়ণ রচনা করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে রামাদেশে লক্ষ্মণ গর্ভবতী জানকীকে ইঁহার তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে ইনি তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে স্থান দান করিলেন। অনন্তর সীতা কুশ ও লব নামক দুই যমজ সন্তান প্রসব করিলে ইনি রাজকুমারদ্বয়কে অতি যত্নের সহিত লালন পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদিগকে স্বরচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করিয়া গান করিতে শিখাইলেন। অনন্তর রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে মুনিবর নিমন্ত্রিত হইয়া কুশীলবসহ তথায় গমন করিলেন এবং রামের নিকট কুশীলবের পরিচয় দিয়া সীতাসহ তাঁহাদের পুনর্গ্রহণ প্রস্তাব করিলেন। রাম তাহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বিধাতার বিধানে সীতা গৃহীতা না হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। রাম পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিলে বাল্মীকি তাঁহাদিগকে রামায়ণের অবশিষ্টাংশ শিক্ষা প্রদান করিলেন।

বাল্য—শৈশবাবস্থা, ষোড়শবর্ষ পর্যন্ত কাল। বাল শব্দ+ষ্য। বি; ক্লী।

বাল্যকাল—বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ৬তৎ। বি; পু।

বাল্যপ্রণয়—বাল্যপ্রেম, শৈশবপ্রীতি, ছেলেবেলার ভালবাসা বা বন্ধুত্ব। ৬তৎ। বি; পু।

বাল্যবন্ধু, -সুহৃৎ—বাল্যকালের মিত্র, শৈশবসুহৃদ্। ৬তৎ। বি; পু।

বাল্যবিবাহ—অল্প বয়সে পরিণয়, যৌবনোদয়ের পূর্বে বিবাহ। বাল্যকালীন বিবাহ, মধ্যপ। বি; পু।

বাল্যসখী—শৈশবসঙ্গিনী, বালিকা বয়সের সহচরী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাল্যসঙ্গী (-সঙ্গিন্)—শৈশবসহচর, ছেলেবেলার সাথী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বাল্যসঙ্গিনী**।

বাশিষ্ঠ, বাসিষ্ঠ—১। বশিষ্ঠ-সম্বন্ধীয়। বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। ২। বশিষ্ঠ-প্রণীত যোগশাস্ত্র। বি; ক্লী।

বাশুলী—চণ্ডিকার মূর্তি বিঃ; কবি চণ্ডীদাস কথিত তদীয় জন্মভূমি নান্নুর গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, দুর্গাদেবী। <বিশালাক্ষী। বি; স্ত্রী।

বাষট্টি—৬২ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক, দ্বিষষ্টি। <দ্বাষষ্টি। বি বা বিণ।

বাষ্প, বাস্প—উষ্মা, ভাপ, ধূমাকার অতিসূক্ষ্ম জলকণা [অগ্নির উত্তাপ পাইলে জল হইতে ইহা উত্থিত হয়; ইংরাজীতে ইহাকে 'ষ্টীম' (steam) বলে]; অশ্রু, নয়নবারি; কণ্ঠবারি; আনন্দ ঈর্ষ্যা আর্তি এই ত্রিবিধ কারণোদ্ভূত অশ্রু। বা বা বৈ+প কর্তৃ, স আগম। বি; পু। ২। আভাস, লেশ। বাংপ্র। বি।

বাষ্পপোত—বাষ্প দ্বারা চালিত জলযান, ষ্টীমার, কলের জাহাজ। মধ্যপ। বি; পু।

বাষ্পযন্ত্র—বাষ্পবলে চালিত যন্ত্র, ধোঁয়া-কল। মধ্যপ। বি; ক্লী। খ্রীঃ পূঃ ১৩০ অব্দে আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরবাসী হিরো নামক এক ব্যক্তি এইওলিপাইল (Aeolipile) নামক একটি যন্ত্র নির্মাণ করেন। বাষ্পের পদার্থ ঘূর্ণন করাইবার শক্তি তাঁহার দ্বারা প্রথমে লক্ষিত হয়। ১৫৫৩ খ্রীঃ স্পেনদেশীয় জনৈক কাপ্তেন এই যন্ত্রের প্রণালী অবলম্বনে একখানি বাষ্পীয় জাহাজ নির্মাণ করেন। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে কূপ হইতে জল তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহার ৪৮ বৎসর পরে ইংলণ্ডবাসী মার্‌কুইস্ অব উর্‌স্টার (Marquis of Worchester) বাষ্প-সহায়তায় বারি উত্তোলনকল্পে সফলতা লাভ করেন। ১৭০৫ খ্রীঃ ডেভন্‌সায়ারবাসী নিউকোমেন নামক জনৈক কর্মকার একটি বাষ্পযন্ত্র প্রস্তুত করে। পঞ্চাশ বৎসর পরে সেই যন্ত্রটি মেরামত করিবার জন্য জেম্‌স্ ওয়াট্ নামক জনৈক অঙ্কযন্ত্রনির্মাতার নিকট আনীত হয়। কথিত আছে যে, চুল্লীস্থ চায়ের কেট্‌লির ঢাকনিটি গরম জলের বাষ্পের তেজে উঠিতেছে ও পড়িতেছে দেখিয়া বাষ্পের চালনা-শক্তি ওয়াটের হৃদয়ংগম হয়, এবং পরে সেই শক্তিকে বহুলভাবে কার্যোপযোগী করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইঁহারই উদ্ভাবনী-শক্তির বলে বাষ্পযন্ত্রের সম্যক্ উন্নতি সাধিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ জর্জ ষ্টিফেন্‌সন নামক জনৈক কয়লার খনির সামান্য কর্মচারী বাষ্পের গাড়ি টানিবার শক্তি সাধারণ সমক্ষে প্রমাণিত করেন। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রে ত্রিশ টন ভারবাহী ৮ খানি গাড়ি প্রথমে ঘণ্টায় ৬ মাইল হিসাবে চালিত হয়।

১৮৩০ খ্রীঃ তিনি 'রকেট' নামক এঞ্জিন দ্বারা ঘণ্টায় ২৯ মাইল হিসাবে গাড়ি চালাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাষ্পযান, বাষ্পরথ, বাষ্পশকট—বাষ্পীয় শকট, রেলগাড়ি। বাষ্পচালিত যে যান, রথ, শকট, মধ্যপ। বি; ক্লী, পু, পু।

বাষ্পাকুল—অশ্রুকাতর, অশ্রুপূর্ণ; ধূমাকার জলকণায় আচ্ছন্ন। ৩তৎ। বিণ।

বাষ্পায়ন—তরল পদার্থের বায়বীয় অবস্থায় পরিণতি, বাষ্পীভবন। বি; ক্লী।

বাষ্পীয়—বাষ্পসম্বন্ধীয়। বাষ্প+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

বাষ্পীয়পোত—বাষ্প পোত, কলের জাহাজ; স্টীমার। কর্মধা। বি; পু।

বাষ্পীয়যন্ত্র—বাষ্প দ্বারা চালিত যন্ত্র, ধুঁয়াকল। কর্মধা। বি; ক্লী।

বাষ্পীয়যান—বাষ্পচালিত শকটাদি রেলগাড়ি; জাহাজ প্রভৃতি। কর্মধা। বি; ক্লী।

বাষ্পীয়-রথ, -শকট—বাষ্পরথ, রেলগাড়ি। কর্মধা। বি; পু।

বাস্—'বস্' দ্রঃ।

বাস—১। স্থিতি, থাকা। বস্ (বাস করা) +ঘঞ্ ভাব। ২। বাসস্থান; আলয়, গৃহ। বস্+ঘঞ্ অধি। ৩। বসন, কাপড়। বস্ (আচ্ছাদন করা)+ঘঞ্ করণ। ৪। সুগন্ধ, সৌরভ। বাস্ (বাসিত করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৫। সূত্রধরের কুঠার। বাংপ্র। ৬। আশ্রয়। প্রা কপ্র। ৭। যাত্রী বহিবার বড় মোটর গাড়ি। <ইং 'bus'. বি।

বাসঃ (বাসস্)—বস্ত্র, কাপড়। ণিজন্ত বস্ (=বাসি)+অস্ করণ। বি; ক্লী।

বাসক—১। যে বা যাহা বাসিত করে, সুগন্ধিকারক। বাস্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাসিকা**। ২। বৃক্ষ বিঃ, বাকস গাছ; বসন-ভূষণাদি। বি; পু।

বাসক-সজ্জা, বাস-সজ্জা—নায়কাকাঙ্ক্ষিণী সজ্জিতা রমণী। বাস জন্য সজ্জা হইয়াছে যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

বাসকা—বাসক গাছ। বাসক+আপ্।

বাসগৃহ—থাকিবার ঘর বা বাড়ি, আবাস; শয়নমন্দির; মধ্যগৃহ; অন্তঃপুর-গৃহ। বাসের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। বি; পু।

বাসন—১। বস্ত্র, কাপড়। ণিজন্ত বস্= বাসি (আচ্ছাদন করা)+অনট্ করণ। ২। সুগন্ধীকরণ, ধূপন। বাস্ (বাসিত করা)+অনট্ ভাব। ৩। বাসস্থান; জলপাত্র। বস্ (বাস করা)+অনট্ অধি। বি; ক্লী। ৪। তৈজসাধার, বরতন, থালা, বাটি প্রভৃতি। বাংপ্র। বি।

বাসনা—১। সুগন্ধীকরণ, ধূপন। বাস্ (বাসিত করা)+অন ভাব +আপ্। ২। স্মৃতিজনক সংস্কার; জ্ঞান; কল্পনা; যুক্তি; কামনা, আকাঙ্ক্ষা; প্রত্যাশা। বস্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। কলাগাছ প্রভৃতির পাতার খোল যদ্দ্বারা গাছ আবৃত থাকে। বাংপ্র। বি।

বাসনাসাগর—১। কামনার সমুদ্রস্বরূপ, অপরিমেয় কামনাযুক্ত। ৬তৎ। বিণ। ২। কামনারূপ সমুদ্র। রূপক। বি; পু।

বাসন্ত—১। বসন্তসম্বন্ধীয়, বসন্তকালীন। বসন্ত+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বাসন্তী**। ২। কোকিল, উষ্ট্র। বি; পু।

বাসন্তি—বসন্তসম্বন্ধীয়, বসন্তকালীন। বসন্ত +ষ্ণি ইদমর্থে। বিণ।

বাসন্তিক—বিদূষক; ভাঁড়; নট; নর্তক। বসন্ত +ষ্ণিক। বি; পু।

বাসন্তী—১। বসন্তসম্বন্ধীয়া ইত্যাদি। বাসন্ত+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বনদেবতাবিঃ; দুর্গা; মাধবীলতা; নবমল্লিকা; চতুর্দশাক্ষর ছন্দো বিঃ। বি; স্ত্রী। ৩। কমলালেবুর রঙ্গের, হলদে রঙ্গের। বিণ।

বাসন্তী-পূজা—চৈত্রমাসের দুর্গাপূজা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাসব—দেবরাজ ইন্দ্র। বসু (ধন)+ষ্ণ। বি; পু।

বাসবদত্তা—স্বনামপ্রসিদ্ধ কথাগ্রন্থবিশেষের নায়িকা। ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

বাসবী—ব্যাসের জননী মৎস্যগন্ধা। বসু (নৃপ বিঃ)+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বাসভবন—বাসগৃহ, থাকিবার ঘর বা বাড়ি। ৪তৎ। বি; ক্লী।

বাসর—দিবস, দিন, বার; বর-কন্যার পুরনারীগণের সহিত বিবাহ-রজনী যাপনের ঘর। ণিজন্ত বস=বাসি (বাস করান)+ অরন্ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু।

বাসরশয্যা—বিবাহ রজনীতে বরকন্যার শয়নীয় বিছানা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাসরসজ্জা—বিবাহের রজনীতে বরকন্যার শয়নগৃহের সজ্জা; মিলনসজ্জা, নায়কাঙ্ক্ষিণী রমণীর বেশভূষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বাসা—১। বাসকগাছ। বাস (বাসিত করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অস্থায়ী আবাস; ভাড়াটে বাড়ি; বাসস্থল; পক্ষীর কুলায়; জন্তুর বাসস্থান। বাংপ্র। বি। ৩। আবাস, গৃহ। প্রা কপ্র। বি। ৪। বাস করা; বাসনা করা; বাসিত করা; জ্ঞান করা, বোধ করা, মনে করা, ভাবা; বুঝা ভালবাসা। কপ্র। ক্রি।

বাসি—১। তরুণী, বাইস। বস+ণি কর্তৃ। বি; পু। ২। পর্যুষিত, পূর্বদিনের; একাধিক দিন ধরিয়া ধৌত; পূর্ব রাত্রির পরিহিত; প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর অপ্রক্ষালিত (মুখাদি); অ-নিকান (গৃহাদি)। বাংপ্র। বিণ। ৩। জ্ঞান করি, মনে করি। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাসিকা—১। সুগন্ধকারিকা। 'বাসক' দ্রঃ। বাসক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বাসক গাছ। বি; স্ত্রী।

বাসিত—১। বসনপিহিত, বস্ত্রাবৃত; আশ্রীকৃত; অধ্যুষিত; পর্যুষিত। ণিজন্ত বস্=বাসি (আচ্ছাদন করা, বাস করানো)+ক্ত কর্ম। ২। বিখ্যাত; সুগন্ধীকৃত; ভাবিত। বাস্ (বাসিত করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। বোধ করিত, মনে করিত। বাংপ্র। ক্রি।

বাসিন্দা—বাসকারী, নিবাসী। <ফা 'বাশিন্দ্'। বি।

বাসী (বাসিন্)—বাসকারী। বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বাসিনী**।

বাসী—১। তরুণী, বাইস। বস্+ণি কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। পর্যুষিত, পূর্বদিনের; অপরিষ্কৃত; একাধিক দিন ধরিয়া ধৌত। বাংপ্র। বিণ। **বাসী বিয়ে**—বিবাহের পরবর্তী দিবসের অনুষ্ঠান বিঃ।

বাসুকি—নাগরাজ। বসু (ধন ইত্যাদি) —কৈ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ+ষ্ণি। বি; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে কদ্রুর গর্ভে বাসুকির জন্ম। সমুদ্রমন্থনকালে ইনি মন্থনদণ্ডের রজ্জু হইয়া দেবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন। সহস্র বৎসর ক্রমাগত মন্থনে কিছুই উঠিল না। ইনি হলাহল উদ্গিরণ এবং শিলা দংশন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিষপ্রভাবে চরাচর নষ্ট হইয়া যাইবার উপক্রম হইলে সুরগণের অনুরোধে শিব সেই সমস্ত বিষ পান করেন। মাতৃশাপে সর্পবংশ নির্বংশ হইবার আশঙ্কায় ইনি অতীব ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দেবগণ ইঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, জরৎকারু মুনির সহিত তোমার ভগিনী মনসার বিবাহ দিলে সর্পকুল রক্ষা পাইতে পারে। ইনি তাহাই করিলেন। মনসার গর্ভে আস্তিক মুনির জন্ম হইল। অতঃপর রাজা জন্মেজয় সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া নাগকুল বিনষ্ট করিতে আরম্ভ করিলে বাসুকি স্বীয় ভগিনীকে অনুরোধ করিয়া আস্তিককে জন্মেজয়ের নিকট পাঠাইয়া যজ্ঞ রহিত করিলেন। সর্পকুল রক্ষা পাইল।

ভোগবতীপুরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রাবণ পাতাল বিজয়কালে ইঁহার সহিত তক্ষক, জটী ও শঙ্খকে বশে আনিয়াছিলেন এবং তক্ষকপত্নীকে হরণ করিয়াছিলেন।

বাসুদেব—১। শালগ্রাম বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ]। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বসুদেব+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পু।

বাসুদেব সার্বভৌম—নদীয়ার বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে ইনি বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য। তৎকালে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। বাসুদেব মিথিলার পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তখন মিথিলা ভিন্ন ভারতের অপর কোথাও ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত না। পাছে মিথিলার গৌরব নষ্ট হয় এইজন্য বিদেশী কোন ছাত্রকে ন্যায়শাস্ত্রসংক্রান্ত কোন গ্রন্থ মিথিলা হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে দেওয়া হইত না। বাসুদেব সার্বভৌম গাঙ্গেশোপাধ্যায় কৃত চারি খণ্ড "চিন্তামণি" ও "কুসুমাঞ্জলি" নামক ন্যায়শাস্ত্রসংক্রান্ত গ্রন্থগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া তথায় টোল খুলিয়া ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন। ফলে, কালসহকারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনা সম্বন্ধে মিথিলার গৌরব হ্রাস হইয়া নবদ্বীপই ন্যায়শাস্ত্র অধ্যাপনার কেন্দ্র হইয়া উঠে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে সার্বভৌম মহাশয়ের তিরোভাব হয়।

বাসুলী চণ্ডিকাদেবী, চণ্ডী। বি ; স্ত্রী।

বাস্তব, বাস্তবিক—১। প্রকৃত, সত্য, যথার্থ। বস্তু+ষ্ণ, ষ্ণিক। বিণ।
বাস্তবী, বাস্তবিকী। ২। যথার্থতঃ। ক্রি-বিণ।

বাস্তব্য—১। বাসকর্ত্তা, যিনি বাস করেন এরূপ। বস+তব্যণ্ কর্তৃ। ২। বাসযোগ্য। বাসি+তব্য কর্ম। বিণ।

বাস্তু—১। বসতি-ভূমি ; পৈতৃক ভিটা ; ভবন, গৃহ। বস্ (বাস করা)+তুণ অধি। বি ; ক্লী বা পু। ২। বংশপরম্পরায় অধ্যুষিত ; বাস্তুতে অধিষ্ঠিত বা বহুকাল যাবৎ আশ্রিত। বিণ।

বাস্তুকর্ম (-কর্মন্)—গৃহাদি নির্মাণকার্য কর্মণা। বি ; ক্লী।

বাস্তুকার—যে ঘর বাড়ি বাঁধ পথ ইত্যাদি তৈয়ার করে, civil engineer উপতৎ ; বাস্তু—কৃ+অণ্ কর্তৃ। বি ; পু

বাস্তু-ঘুঘু—যে ঘুঘু ভিটায় চরে, বহুকালের পোষা ঘুঘু ; (ইহা হইতে) ধূর্ত্ত ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

বাস্তুত্যাগী (-গিন্)—বাস্তুহারা (তাহা দ্রঃ)। উপতৎ ; বাস্তু—ত্যজ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বি বা বিণ ; পু।

বাস্তুদেব—গৃহদেবতা। ৬তৎ। বি ; পু।

বাস্তুদেবতা—বসতিভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বাস্তুপুরুষ—বাস্তুদেব ; শ্রাদ্ধারম্ভে পূজনীয় দেবতা। বাস্তুর অধিষ্ঠাতা পুরুষ, মধ্যপ। বি ; পু। [বি।

বাস্তুভিটা—চিরকালের বাসভূমি। বাংপ্র।

বাস্তুযাগ—বাস্তুশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ত্তব্য যজ্ঞ। বাস্তুশুদ্ধিকারক যাগ, মধ্যপ। বি ; পু।

বাস্তুসাপ—যে সাপ বাস্তুভিটায় বাস করে ; —এই সাপ মারা হয় না, ধরিয়া অন্য স্থানে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাংপ্র। বি।

বাস্তুহারা—উদ্বাস্তু, যাহাকে চিরকালের মত বহুদিনের বাসভূমি পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, refugee. বাংপ্র। বি বা বিণ।

বাস্প—'বাষ্প' দ্রঃ।

বাহ—১। বহনকর্তা, বাহক। বহ্ (বহা) +ণ কর্তৃ। বিণ। ২। বায়ু ; অশ্ব ; মহিষ ; বৃষ। ৩। বাহু। বহ+ঘঞ্ করণ। ৪। পরিমাণ বিঃ। বহ্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

বাহক—১। বহনকর্তা। বহ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বাহিকা**। ২। সারথি। বি ; পু।

বাহড়া (বাহুড়া), **বাহুরা** (বাহরা)—ফিরা, প্রত্যাবৃত্ত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাহড়ানো, -রানো—ফিরানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

বাহন ১। যান, হস্তী অশ্ব নৌকা প্রভৃতি। ণিজন্ত বহ্=বাহি (বহন করানো)+ অনট্ করণ। ২। যত্ন। বাহ্ (যত্ন করা) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বাহনা, বাহানা—ছল, ওজর, আপত্তি ; আবদার ; নির্বন্ধ। <ফা 'বহানাহ্'। বি।

বাহবা—১। প্রশংসাসূচক শব্দ, বাহা! সাবাস! বলিহারি! অ। ২। প্রশংসা, তারিফ, সুখ্যাতি। বাংপ্র। বি।

বাহা ১। বাহু। বাহ্+অন্ কর্তৃ+ আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। আশ্চর্যবোধক বা প্রশংসাসূচক শব্দ। অ। ৩। চালিত করা, চালানো ; আকর্ষণ করা, টানা। বাংপ্র। ক্রি।

বাহাত্তুরে, বায়াত্তুরে—৭২ বৎসরের বুড়া, বার্ধক্যবশতঃ বলবুদ্ধিহীন, অকর্মণ্য বৃদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

বাহাদুর—বীর ; সাহসী ; কার্যপটু, দক্ষ ; নিপুণ ; উপাধি বিঃ। ফা। বি বা বিণ।

বাহাদুরি—বীরত্ব ; সাহসপ্রকাশ ; দক্ষতা, নৈপুণ্য। ফা-মূ। বি। বিণ, -**রী**।

বাহাদুরী-কাঠ—শাল সেগুন প্রভৃতি গাছের বড় গুঁড়ি। বাংপ্র। বি।

বাহানা—'বাহনা' দ্রঃ।

বাহার—বাহ্য সৌন্দর্য, বাহিরের শোভা, বাহির চটক ; বসন্তকাল ; সংগীতের রাগ বিঃ। <ফা 'বহার'=বসন্তকাল। বি।

বাহারে—বাহারপ্রিয় ; বাহ্য সৌন্দর্যশালী, শোভনদর্শন, চটকদার। বাংপ্র। বিণ।

বাহাল—পূর্বাবস্থ, বজায় ; অপরিবর্তিত ; স্থির, স্থায়ী ; প্রতিষ্ঠিত ; নিযুক্ত ; সুস্থ। <ফা-আ 'ব-হাল'। বিণ।

বাহিক—১। ভারবাহক। বাহ+ইকন্। বিণ। ২। আরোহণযোগ্য বাহন, গো-শকটাদি ; বাহিত বাদ্যযন্ত্র, ঢাক ঢোল প্রভৃতি। বি ; পু।

বাহিত—১। প্রাপিত ; চালিত ; প্রবাহিত। ণিজন্ত বহ্=বাহি (বহানো)+ক্ত কর্ম। ২। সযত্নীকৃত। বাহ্ (যত্ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বাহিনী—১। বহনকর্ত্রী, বাহিকা। 'বাহী' দ্রঃ। বাহিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী। বহ্ (বহিয়া যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। ৩। ৮১ হস্তী ৮১ রথ ২৪৩ অশ্ব ও ৪০৫ পদাতি এতৎসংখ্যক সৈন্য ; সেনা। বাহ (অশ্ব)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বাহিনীপতি—সরিৎ-পতি, সমুদ্র ; সেনা-পতি। ৬তৎ। বি ; পু।

বাহির—১। বহির্দিক্, বহির্দেশ। বি। ২। বহিঃস্থ, বাহ্য, বহির্গত, নির্গত, নিঃসৃত ; আধার হইতে বহিষ্কৃত ; সম্মুখে উপস্থাপিত, প্রকাশিত ; অতীত, বহির্ভূত। বাংপ্র। বিণ।

বাহিরা, বাহিরানো—বাহির হওয়া, বহির্গত হওয়া, নির্গত বা নিঃসৃত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

বাহিরে, কাইরে—১। অন্যত্র, বহির্দেশে। বি। ২। অধিক, ভিন্ন, অতিরিক্ত। বাংপ্র। অ।

বাহী (বাহিন্)—বহনকর্তা, বাহক। বহ্ (বহন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বাহিনী**।

বাহু—১। ভুজ, কক্ষ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত অবয়ব ; ত্রিভুজাদি ক্ষেত্রের পার্শ্বরেখা। বহ্ (বহন করা)+উণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

২। সূর্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি বিপক্ষ কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া রাজ্ঞীকে লইয়া বনবাস আশ্রয় করেন। তথায় ইঁহার দেহত্যাগের পর বিধবা রাজ্ঞী বিখ্যাত পুত্র সগরকে প্রসব করেন।

বাহুক—কিন্নর; রাজ্যভ্রষ্ট নলরাজা ['নল' দ্রঃ]। বাহু (ভুজ)—কৃ (করা) +ড কর্তৃ। বি; পু।

বাহুজ—ক্ষত্রিয়; স্বয়ং উৎপন্ন তিল; শুক-পক্ষী। উপতৎ; বাহু—জন্ (জন্মা) +ড কর্তৃ। বি; পু।

বাহুত্র, বাহুত্রাণ—ভুজরক্ষক কবচ। বাহু—ত্রৈ (ত্রাণ করা)+ড, অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

বাহুবন্ধন—দুই বাহু দ্বারা জড়ানো, ভুজ-বন্ধন। ৩তৎ। বি; ক্লী।

বাহুবল—ভুজতেজ, শক্তি, হাতের জোর; আত্মশক্তি, নিজ সামর্থ্য, আপনার ক্ষমতা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বাহুবলদৃপ্ত-ভুজতেজে গর্বিত, শক্তিহেতু অহংকৃত। ৩তৎ। বিণ।

বাহুভূষণ, -ভূষা—বাজু, কেয়ূর; বাহুর অলংকার। ৬তৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

বাহুমূল—কক্ষ, বগল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বাহুযুদ্ধ—মল্লযুদ্ধ, মালামো, হাতাহাতি। ৩তৎ। বি; ক্লী।

বাহুল্য—প্রাচুর্য, আধিক্য, অতিরেক। বহুল +ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বাহ্য—১। বহিঃস্থিত, বাহির্বিষয়ক। বহিস্ (বাহির)+ষ্য। ২। বহনীয়, বহন-যোগ্য। বহ্ (বহন করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ৩। বাহন, যান, শকটাদি। বহ্+ ঘ্যণ্ করণ। বি; ক্লী। **বাহ্য জ্ঞান**—বাহিরের বোধ; চক্ষুঃ কর্ণাদি বিষয়ের উপলব্ধি; জাগতিক জ্ঞান; চেতনা। **বাহ্য দৃশ্য**—বাহিরে ব্যক্ত রূপ; আপাত দৃষ্টিতে বস্তুর যে রূপ দেখা যায় তাহা; বাহিরের চটক। [বি; ক্লী।

বাহ্যজগৎ-পরিদৃশ্যমান সংসার। কর্মধা।

বাহ্যজ্ঞান—বহির্বিষয়ক জ্ঞান, শব্দস্পর্শাদি বিষয় বোধ; চেতনা; সাংসারিক জ্ঞান। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; ক্লী।

বাহ্যদৃষ্টি—১। বহির্বিষয়ে দৃষ্টি, সাংসারিক বিষয় দর্শন। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। বহির্বিষয় লক্ষ্যকারী, অন্তর্দৃষ্টিবিহীন। বাহ্য বিষয়ে দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

বাহ্যমান-যাহা বহন করা হইতেছে এরূপ। ণিজন্ত বহ্—বাহি (বহানো)+ শান কর্ম। বিণ।

বাহ্যিক—বাহ্য, বাহিরের। বাংপ্র। বিণ।

বাহ্যে—১। বহির্দেশে, বাহিরে। <বাহ্য। ২। পুরীষোৎসর্গ, মলত্যাগ; মলত্যাগের প্রয়োজন বা বেগ; পুরীষ, বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি।

বাহ্যেন্দ্রিয়—বহিরিন্দ্রিয়, চক্ষুঃ কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্। বাহ্য যে ইন্দ্রিয়, কর্মধা। বি; ক্লী।

বাহ্লিক, বাহ্লীক—দেশ বিঃ, তাতারের অন্তর্গত বল্খ্ প্রদেশ; তদ্দেশ-জাত অশ্ব; গন্ধর্ব বিঃ। বল্হ্ (শ্রেষ্ঠ হওয়া)+ইকন্, ঈকন্ অধি+ঞ। বি; পু।

বি—১। পক্ষী। বা (গমন করা)+ডি কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। চক্ষুঃ; আকাশ। বি; পু। ৩। নিয়োগ; নিশ্চয়; নিগ্রহ; জ্ঞান; অব্যাপ্তি; অসহন; নিন্দা; গতি; হেতু; ঈষৎ; অভাব; নিষেধ; বিরোধ; শুদ্ধি; পরিভব; বিশেষ; আলম্বন; দান; পাদ-পূরণ; বৈপরীত্য। বা+ডি ভাব। অ।

বিউনি—১। তালের বুনানো হাতপাখা। < ব্যজনী। ২। বিনানো চুল। <বেণী। বি।

বিউনিল—ব্যজন করিল। কপ্র। ক্রি।

বিউনী—১। বুনানো হাতপাখা; বেণী। বি। ২। বেণীবদ্ধ, বিনানো। প্রা কপ্র। বিণ।

বিউলি—তুষ ছাড়ানো ভাঙ্গা মাষ কলায়। বাংপ্র। বি।

বি. এ.—বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার নিদর্শক উপাধি; বি. এ. পাস করা। ইংরাজী 'Bachelor of Arts'এর সাংকেতিক আদ্য বর্ণ B. A.

বিংশ—২০ সংখ্যার পূরণ। বিংশতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী **বিংশী**।

বিংশক—বিংশতি, ২০। বিংশতি+ডক স্বার্থে। বিণ।

বিংশতি—১। ২০ সংখ্যা, কুড়ি, বিশ। দ্বিগুণিত দশ, মধ্যপ, নিপাতনে। বি; স্ত্রী। ২। বিংশতিসংখ্যক। বিণ।

বিংশতিতম—বিংশতির পূরণ। বিংশতি+ তমট্। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

বিঁড়া, বিঁড়ে—কাটা ধানের আঁটি; ভারবহনকালে মস্তকে দিবার বেষ্টনী; কলসী প্রভৃতি বসাইবার বেষ্টনী। বাংপ্র। বি। [বি।

বিঁদ, বিঁধ—ছিদ্র, রন্ধ্র, ফুটা। বাংপ্র।

বিঁধন—ছিদ্রকরণ, ফোঁড়ন, ফুটন; ফোঁড়া, ফুটাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। বি।

বিঁধা, বেঁধা—বিদ্ধ করা ও হওয়া, ছিদ্রিত করা বা হওয়া; কাঁটা প্রভৃতি ফুটা; বিঁধ করা; ফোঁড় দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বিঁধানো, বেঁধানো—ছিদ্র করানো, বিদ্ধ করানো; ফুটানো। বাংপ্র। ক্রি।

বিকঙ্কত—১। বৈঁচিগাছ। বিক—অনক্ (গমন করা)+অত কর্তৃ। বি; পু। ২। বৈঁচিফল। বিকঙ্কত+ষ্ণ জাতার্থে। বি; ক্লী।

বিকচ—১। বিকসিত, প্রস্ফুটিত। বি—কচ্ (বন্ধনহীন হওয়া)+অন কর্তৃ। ২। কেশরহিত, নেড়া। বি (বিগত, নাই) কচ (কেশ, বন্ধন ইত্যাদি) যাহার, বহু। বিণ। ৩। ক্ষপণক; কেতু; রাক্ষস বিঃ। বি; পু।

বিকচ্ছ—কচ্ছরহিত, কাছাহীন। বি (নাই) কচ্ছ (কাছা) যাহার, বহু। বিণ।

বিকট-মহৎ; বিপুল, প্রকাণ্ড, বড়; কুৎসিত; বেয়াড়া; ভীষণ, ভয়ানক; দন্তুর; প্রসিদ্ধ; সুন্দর। বি+কটচ্। বিণ।

বিকটা—১। মহতী ইত্যাদি। বিকট+ স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বৌদ্ধ-দিগের মায়া দেবী। বি; স্ত্রী।

বিকটাকার—১। বিকটমূর্তি, ভয়ানক চেহারা। কর্মধা। বি; পু। ২। ভয়ানক আকৃতিবিশিষ্ট, ভীষণমূর্তি। বহু। বিণ।

বিকত্থন—১। আত্মশ্লাঘা, আত্মগুণকীর্তন। বি—কত্থ্ (প্রশংসা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। আত্মশ্লাঘাকারী। বি—কত্থ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বিকত্থনা—১। আত্মশ্লাঘাকারিণী। বি—কত্থ্+অন কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আত্মশ্লাঘা। ...+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিকনো—বিকানো (তাহা দ্রঃ)।

বিকম্পিত—সাতিশয় কম্পিত, অতিশয় চঞ্চল। বি—কম্প্ (কাঁপা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিকরাল—অতিভয়ানক, ভীষণ। বি (অতিশয়) যে করাল, প্রাদি বা নিত্য। বিণ।

বিকর্ণ—১। কর্ণরহিত। বি (বিহীন) কর্ণদ্বারা, নিত্য; কিংবা বি (নাই) কর্ণ যাহার, বহু। বিণ। ২। দুর্যোধনের অন্যতম ভ্রাতা। বি; পু।

বিকর্তন—অর্ক, সূর্য, অর্কবৃক্ষ। বি—কৃত্ (কর্তন করা)+অনট্ কর্ম; বিশেষরূপে কর্তন করা হইয়াছে যাহাকে; পুরাণে কথিত আছে যে, সূর্যপত্নী সংজ্ঞা পতির প্রখর তেজঃ সহ্য করিতে না পারায় বিশ্বকর্মা কুন্দ দ্বারা সেই তেজঃ খণ্ডশঃ কর্তন করেন, এই জন্যই সূর্যের এক নাম বিকর্তন।

বিকর্ম (বিকর্মন্)—নিষিদ্ধ কর্ম, দুষ্কর্ম। বি (নিষিদ্ধ) কর্ম, প্রাদি। বি; ক্লী।

বিকর্ষণ—আকর্ষণ, টান; বিপরীত দিকে টান, বিপ্রকর্ষণ। বি—কৃষ্ (টানা)+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিকল—১। কলাহীন; অসমর্থ; অসম্পূর্ণ; বিহ্বল, ব্যাকুল; হ্রাসপ্রাপ্ত; অস্বাভাবিক; রহিত। বি (বিগত) হইয়াছে কলা

যাহার, বহু ; অথবা কলা দ্বারা বি (বিহীন), নিত্য। বিণ। ২। যাহার কল বিগড়াইয়া গিয়াছে, অচল, ক্ষুণ্ণ। বাংপ্র। বিণ।

বিকলা—কলার ষাট ভাগের এক ভাগ বা অংশ, second ; ঋতুইনা স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

বিকলাঙ্গ—১। অবশ অঙ্গ বা অবয়ব। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। হীনাঙ্গ, অবশাঙ্গ ; অধিকাঙ্গ। বিকল হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**বিকলাঙ্গী**।

বিকলি—বিহ্বলতা। প্রা কপ্র। বি।

বিকলেন্দ্রিয়—যাহার ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছে এমন ; যাহার হাত-পা প্রভৃতির জোর কম এমন। বিকল ইন্দ্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

বিকল্প—বিভিন্ন কল্পনা ; বিবিধ কল্পনা ; ভেদবুদ্ধি ; ভ্রম ; সংশয় ; বিশেষ ; ব্যাকরণে বিভাষা, একাধিকরূপ ; অর্থালংকার বিঃ। বি—কৃপ্ বা কল্প্ (কল্পনা করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

বিকল্পিত—বিবিধরূপে কল্পিত ; সন্দিগ্ধ ; অনিয়মিত ; বিভাষিত। বি-ণিজন্ত কৃপ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিকশা, বিকসা—বিকশিত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

বিকশিত, বিকষিত, বিকসিত—প্রস্ফুটিত ; উন্মিষিত ; ব্যক্ত। বি—কশ্, কষ্, কস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিকানো—বিক্রীত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বিকার—বিকৃতি, প্রকৃতির অন্যথাভাব, বৈগুণ্য ; স্খলন ; অস্বাস্থ্য ; জ্বরাদি রোগে প্রলাপ, delirium ; পরিণতি। বি—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিকারগ্রস্ত বিকৃতিযুক্ত ; অস্বাভাবিক অবস্থাপন্ন ; স্বাস্থ্যহীন। ৩তৎ। বিণ।

বিকারী (-রিন্)—বিকারযুক্ত, বিকৃতস্বভাব ; পরিবর্তনশীল। বিকার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিকারিণী**।

বিকার্য—বিকার-যোগ্য, পরিবর্তনীয়। বি—কৃ (করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

বিকাল—অপরাহ্ণ, বৈকাল। বি (দৈবাদি কার্যে বিরুদ্ধ) যে কাল, প্রাদি। বি ; পু।

বিকাশ, বিকাস—প্রকাশ ; প্রসার ; উল্লাস ; বিষমগতি ; আকাশ ; গোপন ; বিজন। বি-কশ্, কস্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিকাশন, বিকাসন—প্রস্ফুটন ; প্রকাশ। বি—কাশ্, কাস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিকাশা, বিকাসা—বিকাশ করা বা পাওয়া ; বিকশিত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

বিকাশী (-শিন্), **বিকাসী** (-সিন্)—প্রসরণশীল ; বিকাসশীল ; হর্ষযুক্ত। বি—কাশ্ বা কাস্+ণিন্ কর্তৃ ; কিংবা বিকাশ বা বিকাস শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিকাশিনী, বিকাসিনী**।

বিকি—বিক্রয়, বেচা। বাংপ্র। বি।

বিকিকিনি—বেচাকেনা। বাংপ্র। বি।

বিকির—১। বিকিরণ, ছড়ানো। বি—কৃ (ছড়ানো)+ক ভাব। ২। পক্ষী। বি—কৃ+ক কর্তৃ। ৩। কুশ ; পূজাকালে বিঘ্ননিবারণার্থ নিক্ষিপ্ত লাজ-তণ্ডুলাদি। বি—কৃ+ক কর্ম। বি ; পু।

বিকিরণ—১। বিক্ষেপণ, ছড়ান ; জ্ঞান ; হিংসন। বি—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ছড়ানো ; বিস্তৃত ; বিখ্যাত। বি-কৃ (ছড়ানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিকীর্যমাণ—বিক্ষিপ্ত, যাহা ছড়ানো হইতেছে এরূপ। বি কৃ (ছড়ানো)+শান কর্ম। বিণ।

বিকুক্ষি—সূর্যবংশীয় নরপতি, ইক্ষ্বাকুর পুত্র। বি (বিহীন) কুক্ষিদ্বারা, নিত্য। বি ; পু। একদা ইক্ষ্বাকু ইঁহাকে শ্রাদ্ধের নিমিত্ত মাংস আনিতে আদেশ করিলে ইনি মৃগয়ায় যাইয়া বহু মৃগ বধ করেন, কিন্তু মৃগয়াশ্রমে অত্যন্ত কাতর হওয়ায় একটি শশক ভক্ষণ করিয়া কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে বাধ্য হন। কুলগুরু বশিষ্ঠ তপোবলে সমস্ত জানিতে পারিয়া ইঁহার আনীত মাংস গ্রহণ করিলেন না। ইক্ষ্বাকু রুষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিসর্জন করিলেন। কিন্তু পিতার স্বর্গারোহণের পর বিকুক্ষি রাজপদ লাভ করেন এবং সুনিয়মে প্রজাপালন করেন।

বিকুণিত—১। সংকোচ ; মুদ্রণ। বি-কুণ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। সংকুচিত ; মুদ্রিত, বোজা। বি—কুণ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ। বি (বিগতা) কুণ্ঠ যাহা হইতে, বহু। বি ; ক্লী।

ত—কুণ্ঠীকৃত, আব্ড়ো খাব্ড়ো। বি—কুন্ঠ্ (বিকল হওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ। [বাংপ্র। বি।

বিকুলি ব্যাকুলতা, ব্যাকুলভাবের প্রকাশ।

বিকৃত—১। বিকারপ্রাপ্ত ; অন্যথাকৃত রুগ্ণ ; বিকট ; বিকল ; বিরূপ ; বীভৎস। বি—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিকার। …+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ৩। মন্দ অবস্থাপ্রাপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

বিকৃতকণ্ঠ—বিকৃত কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট ; ভিন্ন প্রকার কণ্ঠধ্বনিযুক্ত, যে গলার আওয়াজ বদলাইয়াছে এরূপ। বিকৃত কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কণ্ঠা, -কণ্ঠী**।

বিকৃতমস্তিষ্ক—১। মস্তিষ্কের বিকারপ্রাপ্ত, যাহার মাথা খারাপ হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ। ২। রুগ্ণ মস্তিষ্ক, খারাপ মাথা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

বিকৃতি—বিকার, প্রকৃতির অন্যথাভাব ; অস্বাস্থ্য ; রোগ। বি—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিকৃষ্ট—বিশেষরূপে কৃষ্ট ; আকৃষ্ট, যাহা টানা হইয়াছে এরূপ ; উদ্ধৃত। বি—কৃষ্ (টানা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিকেন্দ্রীকরণ কোন কিছুর ব্যবস্থা কেন্দ্রে নিবদ্ধ না রাখিয়া নানাস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া, decentralization. বিকেন্দ্র—চ্বি—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিকেল—বিকাল, অপরাহ্ণ। বাংপ্র। বি।

বিকোষ—কোষমুক্ত, খাপ হইতে বহিষ্কৃত। বি (বিহীন) কোষ দ্বারা, প্রাদি। বিণ।

বিক্কিরি বিক্রীত ; বিক্রয়। বাংপ্র। বিণ বা বি।

বিক্রম—১। পরাক্রম ; সাহস ; শৌর্য, বীর্য ; চলন ; পদক্ষেপ ; আক্রমণ ; পক্ষীর গতি। বি-ক্রম্ (চলা ইত্যাদি)+অল্ ভাব। ২। বিষ্ণু ; বৎসর বিঃ ; বিক্রমাদিত্য ['বিক্রমাদিত্য' দ্রঃ। বি-ক্রম্+অল্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিক্রমশালী (-শালিন্) বিক্রমযুক্ত, পরাক্রমসম্পন্ন, পরাক্রান্ত, শৌর্যশালী। বিক্রম+শালিন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-শালিনী**।

বিক্রমশিলা—বাঙ্গালাদেশের একটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়। অঙ্গদেশ বা বর্তমান ভাগলপুর জেলায় ইহা অবস্থিত ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে দীপংকর শ্রীজ্ঞান ইহার অধ্যক্ষ ছিলেন। তৎকালে এই বিদ্যালয় বৌদ্ধসাহিত্যচর্চার এবং বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইত। বখ্তিয়ার খিলিজির সৈন্যদিগের অত্যাচারে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমশিলা বিহার শ্মশানে পরিণত হয়।

বিক্রমাদিত্য—সুপ্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী-পতি। বিক্রমে (পরাক্রমে) আদিত্য (সূর্য) প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পু।

বিক্রমাদিত্যের নাম ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুবিদিত। বিদ্যা, বুদ্ধি, দয়া, ধর্ম, রণকুশলতা, রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতি সকল বিষয়েই ইনি আদর্শপুরুষ ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পরন্তু ইঁহার প্রকৃত জীবনবৃত্তান্ত নির্ণয় করিবার উপায় নাই ; নানাপ্রকার

অদ্ভুত কিংবদন্তী ও কল্পিত উপাখ্যান ইঁহার নামের সহিত বিজড়িত হওয়ায় প্রকৃত ইতিবৃত্ত দুর্ভেদ্য রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

ইঁহার পিতার নাম গন্ধর্বসেন। পিতার মৃত্যুর পর ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শঙ্খ রাজপদ প্রাপ্ত হইলে ইনি দেশে দেশে পর্যটন করিয়া ঐ সকল স্থানের আচার-ব্যবহার ও রাজ্যশাসন-প্রণালী সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শঙ্খ ক্রমে নিতান্ত নৃশংস ও অত্যাচারী হইয়া উঠেন ও বিক্রমাদিত্যের প্রাণনাশে চেষ্টিত হন। পরন্তু বিক্রমাদিত্যই তাঁহার প্রাণসংহার করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

আবার মতান্তরে দেখা যায়, পিতার মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্যই রাজপদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু কিছুদিন পরে পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া সংসার পরিত্যাগে কৃত-সংকল্প হন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভর্তৃহরিকে রাজ্যশাসনভার অর্পণপূর্বক স্বয়ং সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দেশপর্যটনে বহির্গত হন। অনন্তর দীর্ঘকাল পরে স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ইনি সতত সচেষ্ট ছিলেন; গুপ্তচর দ্বারা সকল স্থানের সংবাদ সংগ্রহ করিতেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষসহ স্বয়ং ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিয়া সকল বিষয়ের তত্ত্ব লইতেন। ইনি সুবাহু রাজার নিকট দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার উপরি স্থাপিত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ঐ সমস্ত পুত্তলিকা উপলক্ষেই "বত্রিশসিংহাসন" নামক পুস্তক রচিত হইয়াছে। উজ্জয়িনী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। উহার আর এক নাম অবন্তী বা অবন্তিকা।

বিক্রমাদিত্য নিজে যেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, তেমনি অসাধারণ বিদ্যোৎ-সাহী ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কবি ও বুধ-মণ্ডলী ইঁহার সভায় অবস্থিতি করিয়া রাজ-দত্ত বৃত্তি ভোগ করিতেন এবং নিশ্চিন্তমনে নিয়ত বিদ্যালোচনায় রত থাকিতেন। তন্মধ্যে কালিদাস প্রভৃতি সর্বশ্রেষ্ঠ নরজন "নব-রত্ন" নামে বিখ্যাত ছিলেন ('নবরত্ন' দ্রঃ)। কিন্তু আধুনিক প্রত্নতত্ত্বজ্ঞেরা বলেন, এই নব-রত্নের রচিত গ্রন্থসমূহের ভাষা ও ভাব এত বিভিন্ন যে, ইঁহারা কখনই এক সময়ের লোক হইতে পারেন না। কালিদাস-কৃত শকুন্তলা গ্রন্থের ভাষা দেখিলে বোধ হয়, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী শতাব্দী মধ্যে লিখিত; আবার অমরসিংহকৃত অমরকোষ অভিধান দেখিলে মনে হয়, উহা খ্রীষ্টের জন্মের পরবর্তী নবম বা দশম শতাব্দীতে রচিত। এই সমস্ত কারণে ইঁহারা অনুমান করেন যে, বিক্রমাদিত্য কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উপাধি মাত্র। ভারতের অনেক রাজাই প্রবল হইয়া এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তবে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্য খুব ভাল লোক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য দেশের যাহা কিছু ভাল ও গৌরবের বিষয় তৎসমস্তই ইঁহার সময়ে বিদ্যমান ছিল বলিয়া লোকে কল্পনা করিয়া লইয়াছে।

বিক্রমাদিত্য নিজ নামে এক অব্দ প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। উহার নাম বিক্রমসংবৎ। উহা খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দ হইতে আরব্ধ হইয়াছে। উক্ত বৎসরে ইনি হূন বা শক জাতিকে পরাভূত ও দেশ হইতে বিদূরিত করিয়া 'শকারি' উপাধি গ্রহণ এবং সংবৎ-অব্দ প্রচলিত করেন। এ সম্বন্ধেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন, শক জাতির সম্পূর্ণ পরাভব উজ্জয়িনীরাজ যশোধর্মদেব কর্তৃক খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে সংসাধিত হইয়াছিল। সুতরাং বিক্রমাদিত্য ও যশোধর্মদেব একই ব্যক্তি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্য তাঁহার উপাধি মাত্র। এই হেতু অনেকে অনুমান করেন, পূর্বে 'মালবাব্দ' নামে একটি অব্দ প্রচলিত ছিল এবং তাহা খ্রীঃ পূঃ ৫৬ অব্দে আরব্ধ হইয়াছিল। পরন্তু যশোধর্মদেব শক জাতিকে পরাস্ত করিয়া যেমন 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ উক্ত অব্দটিকেও নিজ নামে পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিলেন।

বিক্রমার্ক—উজ্জয়িনী-রাজ বিক্রমাদিত্য। বিক্রমে (পরাক্রমে) অর্ক (সূর্য) প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি; পু।

বিক্রমী (-মিন্)—১। বিষ্ণু; সিংহ। বিক্রম শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা বি—ক্রম্ + ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। বিক্রান্ত, পরাক্রান্ত। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিক্রমিণী**।

বিক্রয়—মূল্যগ্রহণ ও স্বত্বত্যাগপূর্বক অর্পণ, বেচা। বি—ক্রী + অন্ ভাব। বি; পু।

বিক্রয়িক—বিক্রয়কারক। বিক্রয় শব্দ + ঠিক। বিণ। স্ত্রী—**বিক্রয়িকী**।

বিক্রয়ী (-য়িন্) বিক্রেতা, বিক্রয়কারী। বি—ক্রী (বেচা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিক্রয়িণী**।

বিক্রান্ত—১। বিক্রমযুক্ত, প্রতাপশালী। বি—ক্রম্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বিক্রম। বি—ক্রম্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিক্রান্তি—বিক্রম; প্রভাব; অশ্বগতি বিঃ। বি—ক্রম্ + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিক্রি—বিক্রয়, বিক্রীত, বেচা। বাংপ্র। বি.বা বিণ।

বিক্রিয়া—প্রকৃতির অন্যথাভাব, বিকৃতি, বিকার; রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, chemical reaction. বি—কৃ + শ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

বিক্রীড়িত—বিবিধ ক্রীড়া। বি—ক্রীড়্ (খেলা করা) + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিক্রীত—যাহা বিক্রয় করা হইয়াছে, বেচা। বি—ক্রী (বেচা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিক্রুষ্ট—১। আক্রোশকারী, নির্দয়, নিষ্ঠুর। বি—ক্রুশ + ক্ত কর্তৃ। ২। আহূত। বি—ক্রুশ্ (ডাকা ইত্যাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিক্রেতা (-তৃ)—বিক্রয়কর্তা। বি—ক্রী (বেচা) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিক্রেত্রী**।

বিক্রেয়—বিক্রয়-যোগ্য, পণ্য, বিক্রয়-করণীয়। বি—ক্রী (বেচা) + য কর্ম। বিণ।

বিক্লব—১। ভীত; বিহ্বল; বিবশ; উদ্‌ভ্রান্ত; কিংকর্তব্যবিমূঢ়; অবধারণাসমর্থ। বি—ক্লব্ (ভয় পাওয়া) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যাকুলতা; ভ্রান্তি; জড়তা। বি—ক্লব্ + অল্ ভাব। বি; পু।

বিক্লিন্ন—জর্জর; দ্রবীভাবযুক্ত; আর্দ্র। বি—ক্লিদ্ (ক্লেদ হওয়া) + ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

বিক্ষত—আহত; খণ্ডিত; ক্ষয়প্রাপ্ত। বি—ক্ষণ্ (বধ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিক্ষিপ্ত—বিস্তারিত, বিকীর্ণ, ছড়ানো; অনিবিষ্ট, অস্থির; ত্যক্ত। বি—ক্ষিপ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিক্ষিপ্তচিত্ত—১। অস্থির মনঃ, চঞ্চল অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। চঞ্চলচেতা; ধ্যান হইতে বিচলিতমনাঃ। বহু। বিণ।

বিক্ষুব্ধ—ক্ষুব্ধ; বিচলিত; চঞ্চল। বি—ক্ষুভ্ (ক্ষুব্ধ হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিক্ষেপ—১। ক্ষেপণ; সঞ্চালন; প্রসারণ; ত্যাগ; ভয়; চাঞ্চল্য; মায়ার শক্তি বিঃ [মায়ার দুই প্রকার শক্তি,—আবরণ-শক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। যে শক্তির দ্বারা বস্তুর স্বরূপ তিরোহিত হয়, তাহা আবরণ-শক্তি, আর যে শক্তি দ্বারা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর প্রতীতি হয়, তাহাই বিক্ষেপ-শক্তি। রজ্জুতে সর্পভ্রম স্থলে আবরণ-শক্তি রজ্জুর স্বরূপ তিরোহিত করিয়া দেয়, এবং বিক্ষেপশক্তি তাহাতে সর্প ভ্রম জন্মাইয়া দেয়]। বি—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা) + অল্ ভাব। ২। রাজস্ব। বি—ক্ষিপ্ + অল্ কর্ম। বি; পু।

বিক্ষেপণ—নিক্ষেপ; প্রেরণ; বিকিরণ; চিত্তচাঞ্চল্য। বি—ক্ষিপ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিক্ষেপশক্তি—মায়ার শক্তি বিঃ, ['বিক্ষেপ' দ্রঃ]। ৬তৎ বা কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিক্ষোভ—ক্ষোভ, দুঃখ ; চাঞ্চল্য, উৎকণ্ঠা ; বিদারণ ; সংঘট্টন। বি—ক্ষুভ্ (ক্ষুব্ধ হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পুং।

বিখ—বিষ, গরল। প্রা কপ্র। বি। [বি।

বিখাউজ—চুলকানি রোগ বিঃ। বাংপ্র।

বিখ্যাত—প্রসিদ্ধ, খ্যাত্যাপন্ন। বি—খ্যা (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিখ্যাতি—প্রসিদ্ধি, যশঃ। বি—খ্যা (বলা) +ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিখ্যাপন—বিজ্ঞাপন ; বিবরণ ; যশঃ-কীর্তন। বি—ণিজন্ত খ্যা বা খ্যাপি (খ্যাপন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিগড়ানো, বিগড়নো—বিকৃত বা বিকল হওয়া ; দুষ্ট বা নষ্ট করা ; প্রতিকূল হওয়া বা করা। বাংপ্র। ক্রি।

বিগণন, বিগণনা—গণনা, সংখ্যাকরণ ; ঋণাদি পরিশোধ ; অবজ্ঞা। বি গণ (গণনা করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে … +অন ভাব+আপ্। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিগণিত—গণিত, সংখ্যাত ; ঋণমুক্ত ; অবজ্ঞাত। বি—গণ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিগত—অতীত ; ভূত ; প্রস্থিত ; নিষ্প্রভ ; নষ্ট। বি—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিগতপ্রাণ—প্রাণহীন, মৃত। বিগত (প্রস্থিত) প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

বিগতযৌবন—১। যাহার যৌবন চলিয়া গিয়াছে এমন। বহু। বিণ। ২। অপগত যৌবন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

বিগতশ্রী—১। নষ্টসৌন্দর্য, যাহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিগতা (নষ্টা) শ্রী যাহার, বহু। বিণ। ২। নষ্ট শোভা। বিগতা যে শ্রী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিগতস্পৃহ—স্পৃহারহিত, আকাঙ্ক্ষাশূন্য। বিগতা স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

বিগতার্তবা—নিবৃত্তরজস্কা (স্ত্রী)। বিগত (নিবৃত্ত) আর্তব (ঋতু) যে স্ত্রীর, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিগম—অপগম ; নাশ ; প্রস্থিতি ; নিষ্পত্তি। বি—গম্ (যাওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পুং।

বিগর্হণ, বিগর্হণা—নিন্দা ; তিরস্কার ; কলহ। বি—গর্হ্ (নিন্দা করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে…+অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

বিগর্হিত—নিন্দিত ; দূষিত ; নিষিদ্ধ। বি—গর্হ্ (নিন্দা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিগলন—ক্ষরণ, গলিয়া পড়া ; স্খলন ; পতন ; দ্রবণ, গলিয়া যাওয়া। বি—গল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিগলা—দ্রব হওয়া, গলিয়া যাওয়া, আর্দ্র হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিগলিত—ক্ষরিত, যাহা গলিয়া পড়িয়াছে এরূপ ; স্খলিত ; পতিত ; দ্রবীভূত। বি—গল্ (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিগাড়—খারাপ। হি। বিণ।

বিগাঢ়—স্নাত, প্রবৃদ্ধ ; কঠিন, ঘন। বি—গাহ্ (অবগাহন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিগার—বিকার। বাংপ্র। বি।

বিগাহ—অবগাহন ; বিলোড়ন। বি—গাহ্ (স্নান করা)+অল্ ভাব। বি ; পুং।

বিগীত—নিন্দিত, বিগর্হিত। বি—গৈ (গান করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিগুণ—১। গুণহীন, নির্গুণ ; বিকৃত। গুণ দ্বারা বি (বিহীন), প্রাদি। বিণ। ২। অপগুণ, অগুণ, অপকার। প্রাদি বা নিত্য। বি ; ক্লী।

বিগূঢ়—গুপ্ত ; গর্হিত, নিন্দিত। বি—গুহ্ (গোপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিগ্ন—উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত, ভীত। বিজ্ (উদ্বিগ্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিগ্রহ—১। শরীর ; মূর্তি ; দেবমূর্তি ; সমাসবাক্য। বি—গ্রহ্+অন্ কর্তৃ। ২। বিভাগ ; বিস্তার ; বিশেষজ্ঞান। বি—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্ ভাব। বি ; পুং। ৩। প্রহার ; বৈর ; যুদ্ধ। বি ; পুং বা ক্লী।

বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা—দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠা, দেবতার মূর্তি গঠন করিয়া স্থাপন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

বি গ্র হ সে বা—দেবমূর্তির পূজা। ৬তৎ।

বিঘটন—ব্যাঘাত ; বিরোধ ; বিশ্লেষ ; বিকাশ। বি—ঘট্ (ঘটা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিঘটিকা—কালবিভাগ বিশেষ, পল, ২৪ সেকেণ্ড। বি (বিভক্তা) ঘটিকা যদ্দারা, বহু। বি ; স্ত্রী।

বিঘটিত—১। ব্যাহত ; বিশ্লেষিত ; রচিত ; বিকাশিত। বি—ণিজন্ত ঘট্=ঘটি (ঘটান)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিঘটন ; দুর্ভাগ্য ; বিচ্ছেদ ("বিঘটিত বিহি নিরমাণ" —বিদ্যাপতি)। বি—ঘট্+ক্ত কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বিঘট্টন—সঞ্চালন ; বিস্রংসন, বিশ্লেষ ; অভিঘাত ; দৃঢ়সংযোগ। বি—ঘট্ট্ (চালনা করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিঘট্টিত—সঞ্চালিত ; বিশ্লেষিত ; অভিহত ; মথিত। বি—ঘট্ট্ (চালনা করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিঘত—অর্ধহস্ত, বিতস্তি, হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তার। বাংপ্র। বি।

বিঘা—১। ভূমির পরিমাণ বিঃ, কুড়া, ২০ কাঠা। বাংপ্র। বি। ২। বিঘ্ন, ব্যাঘাত, প্রতিবন্ধ। <বিঘাত। বি।

বিঘাত—আঘাত ; ব্যাঘাত ; বিঘ্ন ; বারণ ; বিনাশ। বি—হন্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

বিঘাতক—ব্যাঘাতক ; বারক ; নাশক। বি—হন্ (বধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বিঘাতিকা**।

বিঘাতী (-তিন্)—১। ঘাতক, নাশক ; নিবারক ; ব্যাঘাতক। বি—হন্ (বধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। ২। ব্যাহত ; নষ্ট। বিঘাত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী—**বিঘাতিনী**। [বি।

বিঘিনি—বিঘ্ন, ব্যাঘাত, বাধা। প্রা কপ্র।

বিঘোর—ভয়ংকর বিপদ্, অপঘাত। বি ; পুং।

বিঘোষণ—ঘোষণা করা, জানানো। বি—ঘুষ্ (ঘোষণা করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিঘোষিত—উচ্চৈঃ প্রখ্যাপিত, প্রকাশ্যে প্রচারিত, জ্ঞাপিত। বি—ঘোষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিঘ্ন—অন্তরায়, ব্যাঘাত, বাধা। বি—হন্ (বধ করা)+ক করণ। বি ; পুং।

বিঘ্নকারী (-কারিন্)—ব্যাঘাতকারী, বাধাদায়ক। উপতৎ ; বিঘ্ন শব্দ—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পুং। স্ত্রী—**বিঘ্নকারিণী**।

বিঘ্ননাশক, বিঘ্ননাশন, বিঘ্ন-বিনাশক, বিঘ্নবিনাশন—১। বিপদ প্রতিবন্ধকাদিনিবারক। বিণ। ২। গণেশ। ৬তৎ। বি ; পুং।

বিঘ্নহর—১। বিঘ্নবিনাশক, ব্যাঘাত-নিবারক। ৬তৎ। বিণ। ২। গণেশ। বি ; পুং।

বিঘ্নহারী (-হারিন্)—গণেশ। উপতৎ ; বিঘ্ন—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পুং।

বিঘ্নিত—বিঘ্নযুক্ত ; ব্যাহত। বিঘ্ন শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

বিচক্ষণ—দক্ষ ; পণ্ডিত ; জ্ঞানী ; বক্তা। বি—চক্ষ্ (দেখা, বলা)+অন কর্তৃ। বিণ। বি—**বিচক্ষণতা**।

বিচক্ষুঃ (-ক্ষুস্)—নষ্টনয়ন, নেত্রহীন ; বিমনাঃ, উৎকণ্ঠিতচিত্ত। বি (বিগত) চক্ষুঃ যাহার, বহু ; কিংবা বি (বিহীন) চক্ষুঃ দ্বারা, প্রাদি। বিণ। [বিণ।

বিচঞ্চল—অতিশয় চঞ্চল, অস্থির। প্রাদি।

বিচয়, বিচয়ন—চয়ন ; একত্রীকরণ ; অন্বেষণ ; অনুসন্ধান। বি—চি (চয়ন করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

বিচরণ—ইতস্ততঃ ভ্রমণ, পরিভ্রমণ। বি—চর্ +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিচরা—ইতস্ততঃ ভ্রমণ করা। কপ্র। ক্রি।

বিচর্চিকা—চুলকনা রোগ। বি—চর্চ্ (বলা) +ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিচল—স্খলিত, ভ্রষ্ট ; চঞ্চল। বি—চল্ (চলা) +অন্ কর্তৃ। বিণ।

বিচলন—সঞ্চলন, আন্দোলন ; স্খলন, ভ্রংশ। বি—চল্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিচলিত-চলিত, আন্দোলিত ; অস্থির ; চঞ্চল ; স্খলিত ; ভ্রষ্ট। বি—চল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিচার—তত্ত্বনির্ণয় ; মীমাংসা ; চর্চা, তর্ক ; বিবেচনা ; ন্যায়-অন্যায় নিরূপণ। বি - চর্ (যাওয়া ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিচার-আচার—বিবেচনা ও নিয়ম ; ভাল মন্দ বিবেচনা ; শুদ্ধাচার। দ্বন্দ্ব (সন্ধি করিলে 'বিচারাচার' হয়)। বি ; পু।

বিচারক—মীমাংসক, বিচারকর্তা, বিচার-পতি, জজ। বি—ণিজন্ত চর্ বা চারি+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**বিচারিকা**।

বিচারকর্তা (-কর্তৃ)—বিচারক, বিচার-পতি। ৬তৎ। বি ; পু। স্ত্রী—**বিচার-কর্ত্রী**।

বিচারণ, বিচারণা—বিচার, বিবেচনা। বি—ণিজন্ত চর্ (- চারি)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে …+অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

বিচারণীয়—বিচারযোগ্য, বিচার্য, ধার্য। বি—ণিজন্ত চর্ (=চারি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

বিচারপতি—বিচারকর্তা, বিচারক, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি। ৬তৎ। বি ; পু।

বিচার-ফল—বিচারের পরিণাম, বিবেচনা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বিচারা—বিচার করা, বিবেচনা করা, বিতর্ক করা। কপ্র। ক্রি।

বিচারাজ্ঞা, বিচারাদেশ—বিচারের পর বিচারকের প্রদত্ত হুকুম। বি ; স্ত্রী ও পু।

বিচারাধীন-যাহার বিচার চলিতেছে এরূপ। বিচারের অধীন, ৬তৎ। বিণ।

বিচারালয়—বিচারগৃহ, ধর্মাধিকরণ, আদালত। ৬তৎ। বি ; পু। [ক্রি।

বিচারি—বিচার করি বা করিয়া। কপ্র।

বিচারিত—বিবেচিত ; নির্ণীত ; মীমাংসিত। বি—ণিজন্ত চর্=চারি (যাওয়ানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিচার্য—বিচারণীয়, বিচারযোগ্য ; যাহার বিচার করিতে হইবে এরূপ। বি-ণিজন্ত চর্ (=চারি)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

বিচালি, বিচিলি, বিচুলি—আঁটিবাঁধা ধানের খড়, পোয়াল। বাংপ্র। বি।

বিচি, বীচি—বীজ, শস্যাদির দানা, ফলের আঁটি। বীজ শব্দ হইতে। বাংপ্র। বি।

বিচিকিচ্চি, -চ্ছি—চিকিৎসা বা শোধনের অতীত ; কুৎসিত। বাংপ্র। বিণ।

বিচিকিৎসা—সন্দেহ, সংশয়। বি—সনন্ত কিত্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিচিত—১। অন্বিষ্ট। বি—চি (চয়ন করা) +ক্ত কর্ম। ২। বিচিত্র। প্রা কপ্র। বিণ।

বিচিত্র—১। নানা বর্ণ ; অর্থালংকার বিঃ। বি—চিত্র্ (বিচিত্রিত করা)+অল্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। নানাবর্ণযুক্ত ; বিস্ময়জনক, আশ্চর্য ; সুন্দর, রমণীয়। বিণ।

বিচিত্রতা—রমণীয়তা, সৌন্দর্য ; নানাবর্ণ-যুক্ততা ; বিস্ময়কারিতা। বিচিত্র শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বিচিত্রদেহ—নানাবর্ণ বা সুন্দরদেহবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

বিচিত্রবীর্য—কুরুবংশীয় নরপতি, ধৃতরাষ্ট্রের পিতা ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের পিতামহ। মহারাজ শান্তনুর ঔরসে ও তৎপত্নী সত্যবতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। জ্যেষ্ঠ সহোদর চিত্রাঙ্গদের মৃত্যুর পর ইনি হস্তিনাপুরের সিংহাসনে আরূঢ় হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ভীষ্ম কাশী-রাজ-তনয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার স্বয়ং-বরসভায় উপস্থিত হইয়া কন্যাদ্বয়কে হরণ করেন, কিন্তু তিনি আজীবন অকৃতদার থাকিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকায় বিচিত্রবীর্যের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য আত্মসংযমে অসমর্থ হইয়া যক্ষ্মারোগগ্রস্ত হন এবং অল্পবয়সে লোকান্তর গমন করেন। বিচিত্র (বিস্ময়-জনক) হইয়াছে বীর্য (শৌর্য) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

বিচিত্রিত—নানাবর্ণযুক্ত। বিচিত্র (নানা বর্ণ)+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

বিচিন্তন—বিশেষরূপে বিবেচনাকরণ ; অভিনিবেশসহকারে ভাবা। বি-- চিন্তি +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। বিণ—**বিচিন্তনীয়**।

বিচিন্তিত- সম্যক্ চিন্তিত, যাহা বিশেষ-রূপে ভাবা হইয়াছে। বি—চিন্তি+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিচিন্ত্যমান—যাহা সম্যক্ চিন্তা করা হইতেছে এরূপ। বি -চিন্তি (চিন্তা করা) +শান কর্ম। বিণ। [বিণ।

বিচূর্ণ—সম্যক্ চূর্ণ, উত্তমরূপে চূর্ণিত। প্রাদি।

বিচূর্ণিত - সম্যক্খণ্ডিত বা চূর্ণিত। প্রাদি। বিণ।

বিচেতন—অচেতন, হতচৈতন্য ; সংজ্ঞাশূন্য ; অবিবেকী। বি (বিগত) চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

বিচেতাঃ (বিচেতস্)—দুর্মনস্ক, বিমনাঃ ; অজ্ঞ ; অসুখী। বি (বিপরীত) হইয়াছে চেতঃ (মনঃ) যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

বিচেয় -অন্ন ; অন্বেষণীয়। বি—চি (চয়ন করা)+য কর্ম। বিণ।

বিচেষ্ট—চেষ্টাহীন, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়। বি (বিহীন) চেষ্টা দ্বারা, প্রাদি। বিণ।

বিচেষ্টিত—১। বিশেষ চেষ্টা ; অঙ্গ-পরিবর্তন, লুণ্ঠন ; ব্যাপার, ক্রিয়া। বি—চেষ্ট্ (চেষ্টা করা)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। অন্বেষিত। বি—চেষ্ট্+ক্ত কর্ম। ৩। চেষ্টাহীন। বি - চেষ্ট্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিচ্ছায়—১। ছায়াহীন। বি (বিগত) হইয়াছে ছায়া যাহা হইতে, বহু। বিণ। ২। ছায়ার অভাব, অব্যয়ী। বি ; ক্লী।

বিচ্ছিত্তি বিচ্ছেদ ; বিনাশ ; বৈচিত্র্য ; বৈশিষ্ট্য ; চমৎকার ; অঙ্গরাগ, স্ত্রীলোকের শোভাকর অঙ্গভূষণ-রচনা। বি—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিচ্ছিন্ন—বিযুক্ত ; বিভক্ত ; ছিন্নভিন্ন ; সমালব্ধ ; বিনষ্ট। বি—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিচ্ছিরি—বিশ্রী। বাংপ্র। বিণ।

বিচ্ছু - ১। বৃশ্চিক, কাঁকড়া বিছা, scorpion. হি। বি। ২। চিল-বিলে, অতিচঞ্চল ; দুষ্ট ; দংশনতৎপর, হিংস্রক। বাংপ্র। বিণ।

বিচ্ছুরণ—রঞ্জন, অনুলেপন ; বিকিরণ, আলোকরশ্মির নানা বর্ণে বিশ্লেষণ, dispersion. বি—ছুর্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিচ্ছুরিত—১। রঞ্জিত ; অনুলিপ্ত। বি—ছুর্ (রঞ্জিত করা)+ক্ত কর্ম। ২। বিক্ষিপ্ত ; বিকীর্ণ।…+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিচ্ছেদ—১। বিভাগ, বিয়োগ, বিরহ ; সন্ততিরাহিত্য ; পার্থক্য ; বিরাম। বি—ছিদ্+অল্ ভাব। ২। খণ্ড। বি—ছিদ্+অল্ কর্ম। বি ; পু।

বিচ্যুত—পতিত ; ভ্রষ্ট ; স্খলিত ; বিশ্লিষ্ট ; বিগত। বি—চ্যু (পড়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিচ্যুতি—পতন ; স্খলন ; ভ্রংশ ; বিয়োগ ; বিশ্লেষ। বি -চ্যু (পড়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিছরা— বিস্মৃত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিছা—লাঙ্গুলে আলবিশিষ্ট সরীসৃপ বিঃ। <বৃশ্চিক। বি।

বিছাড়—আছড়াইয়া পড়ন ; ভূমিতে অব-লুণ্ঠন। বাংপ্র। বি।

বিছাতি—১। বিস্তার, ছড়ানো ; বীজ-বপন। <বিস্তৃতি। ২। বিছুটি। <বৃশ্চিকালী। বি।

বিছানা—শয্যা; বসিবার জন্য আস্তরণ। বাংপ্র। বি।

বিছানে—বিস্তার করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিছানো—১। বিস্তার করা, ছড়ানো, পাতা। বাংপ্র। ক্রি। ২। বিস্তার। প্রা কপ্র। বি।

বিছারা—বিচার করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিছুটি, বিছুতি—কণ্টকগাত্র লতা বিঃ। <বৃশ্চিকালী। বি।

বিছুরণ—বিস্মরণ। প্রা কপ্র। বি।

বিছুরা—বিস্মৃত হওয়া, পাসরা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিছোহ—বিচ্ছেদ। প্রা কপ্র। বি।

বিজকুড়ি—১। বটাদির বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র-বর্ণ; বিন্দু, বুদ্বুদ। বি। ২। বীজের ন্যায় ক্ষুদ্র। বাংপ্র। বিণ।

বিজড়িত—যাহা জড়াইয়া পড়িয়াছে এমন; সংশ্লিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

বিজন—উপাংশু, নির্জন। বি (নাই) জন যাহাতে, অথবা বি (বিগত) জন যাহা হইতে, বহু। বিণ।

বিজনন—উৎপত্তি, উদ্ভব; প্রসব। বি—জন (জন্মা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিজন-বিপিন—জনশূন্য অরণ্য, নির্জন বন। কর্মধা। বি; ক্লী।

বিজন্মা (বিজন্মন্)—অ-সুজাত, জারজ। বি (আচারবিরুদ্ধ) হইয়াছে জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

বিজয়—১। জয়, শত্রু-পরাভব। বি জি (জয় করা)+অল্ ভাব। ২। অর্জুন; যম; বিষ্ণুর দ্বারী ['জয়' দ্রঃ]; বিমান। বি- জি+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী—নদীয়া শান্তিপুরের অদ্বৈত বংশে ১৮৪১ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দকৃষ্ণ গোস্বামী। পাঁচ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। বিজয়কৃষ্ণ প্রথমে শান্তিপুরে চতুষ্পাঠীতে, পরে সাঁতরাগাছিতে চৌধুরীদের বাড়িতে থাকিয়া সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে সহসা ইঁহার মনের ভাবান্তর উপস্থিত হওয়ায় উপবীত ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করেন, এবং বহুদিন পর্যন্ত প্রচারকের কার্য করেন। কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার অতিশয় সৌহৃদ ছিল। কিন্তু কুচবিহারের মহারাজের সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে উভয়ে মনোবাদ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে বিজয়কৃষ্ণের উদ্যোগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়কৃষ্ণ চিরদিনই শান্তি-পিপাসু ছিলেন। কোন সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলেই তাঁহার নিকট সকাতরে শান্তিভিক্ষা করিতেন। একবার গয়াধামে এক যোগীর সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হয়। এই যোগীর উপদেশে ইনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, এবং কাশীতে উপবীত গ্রহণপূর্বক পুনর্বার তাহা পরিত্যাগ করেন। এই যোগীর নিকট ইনি মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে বিজয়কৃষ্ণ হরিনাম ও ভগবৎপ্রসঙ্গ লইয়াই কালযাপন করিতেন। জীবনের শেষ অবস্থায় ইনি পবিত্র পুরীধামে গিয়া বাস করেন, এবং তথায় ১৫ মাস কাল থাকিয়া ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। ইনি ধর্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তর নামক একখানি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

বিজয়কেতন—জয়পতাকা, জয়ধ্বজা। বিজয় সূচক কেতন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বিজয়গৌরব জয়লাভ জন্য গরিমা বা সম্মান; জয়গর্ব। বিজয়জনিত গৌরব, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বিজয়চন্দ্র মজুমদার—(১৮৬১—১৯৪২ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ কবি। ফরিদপুর জেলার খানাকুল গ্রামে জন্ম। ইনি তামিল, তেলেগু, উড়িয়া প্রভৃতি বহু ভাষা জানিতেন। ইনি নৃতত্ত্ববিৎ ছিলেন। শেষ জীবনে ইনি অন্ধ হন। 'যজ্ঞ ও তপস্যার ফল', 'গীতগোবিন্দ', 'থেরীগাথা' প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার রচিত।

বিজয়চাঁদ মহাতাব (মহারাজাধিরাজ স্যার্)—জন্ম ১৮৮১ খ্রীঃ ১৯শে অক্টোবর। ইনি রাজা বনবিহারী কাপুরের ঔরসজাত ও বর্ধমানাধিপতি আফতাব চাঁদের দত্তক পুত্র। ১৮৮৭ খ্রীঃ ৩১শে জুলাই বিজয়চাঁদ বর্ধমানের গদির অধিকার প্রাপ্ত হন এবং ১৯০৩ খ্রীঃ বঙ্গের ছোটলাট কর্তৃক গদিতে স্থাপিত হন। বংশগত মহারাজাধিরাজ উপাধিটি গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভূতপূর্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের মুকুটধারণ উৎসব সংক্রান্ত এতদ্দেশীয় করোনেশন দরবার (Coronation Durbar) উপলক্ষে ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি বিজয়চাঁদকে প্রদত্ত হয় এবং ঐ দিনেই "বাহাদুর" উপাধিও অতিরিক্ত সম্মান স্বরূপে ইঁহাকে দেওয়া হয়। পূর্ব উপাধি (মহারাজাধিরাজ বাহাদুর) ১৯০৮ খ্রীঃ ২৬শে জুন বংশানুগত হইল বলিয়া নির্ধারিত হয়। বিজয়চাঁদ নিজে শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগী বলিয়া সুপরিচিত। "Studies" নামক একখানি ইংরাজী গ্রন্থ ও "বিজয়গীতিকা" নামক একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ এবং অন্যান্য কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে ইঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান সন্নিবেশিত আছে। ১৯০৬ খ্রীঃ বিজয়চাঁদ ইংলণ্ডে ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে পরিভ্রমণ করেন। ইনি যে যে নগরে গিয়াছিলেন, সেই সেই নগরে যথোপযুক্ত সম্মান লাভ করেন। ইঁহার রচিত ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০৮ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। উক্ত অব্দের ৭ই নভেম্বর ইনি বঙ্গের ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে জনৈক আততায়ীর গুলির আঘাত হইতে রক্ষা করিয়া প্রভূত সাহসের পরিচয় দান করেন। এই সাহসের ও রাজভক্তির পুরস্কার স্বরূপে ১৯০৯ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি কে. সি. আই. ই. উপাধি ও তৃতীয় শ্রেণীর Order of Merit Civil (Division) পদক লাভ করেন। সাধারণ হিতকর কার্যে বিজয়চাঁদ অকাতরে অর্থ দান করেন। ইনি স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী। ইনি ইম্পিরিয়েল লীগ নামক সভার সভাপতি। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় সংস্কৃত ব্যবস্থাপক ও বড়লাটের সভার জমিদারগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া ইনি অন্যতম সভ্যরূপে প্রবেশ করেন। কয়েক বৎসর হইতে ইনি কলিকাতাস্থ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতির পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ভারতসম্রাট্ ও সম্রাট্পত্নীর কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে যে অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতির আসনে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। গত ১৯১৫ খ্রীঃ মার্চ মাসে বর্ধমান নগরে সাহিত্য সম্মিলনের যে অষ্টম বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

বিজয়দৃপ্ত—জয়লাভে গর্বিত। ৭তৎ। বিণ।

বিজয়রত্ন সেন কবিরঞ্জন (মহামহোপাধ্যায়)—ইনি ঢাকা জেলায় বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাঁচাদিয়া গ্রামে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম জগচ্চন্দ্র সেন। দেড় বৎসর মাত্র বয়সে বিজয়রত্ন পিতৃহীন হন। ইনি বাল্যে মিজবাটীস্থিত বাঙ্গালা স্কুলে পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, এবং দশ বৎসর বয়সে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে থাকিয়া সংস্কৃতভাষা ও আয়ুর্বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার, বাদার্থ, বেদান্ত, সাংখ্য ও পাতঞ্জল প্রভৃতি অধ্যয়নকালে তদীয়

মাতুল গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের নিকট আয়ুর্বেদশাস্ত্রও পাঠ করিয়াছিলেন। এই সময় ইংরাজী ভাষাও শিক্ষা করিতেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইনি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসকরূপে গণ্য হন। অতঃপর ইনি কলিকাতা কুমারটুলীতে ঔষধালয় স্থাপন করেন। নানাপ্রকার কঠিন রোগ নির্ণয়ে ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ক্রমে ইঁহার চিকিৎসাখ্যাতি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল। ইনি ভারতবর্ষের বহু রাজপরিবারে খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্মানী প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য প্রদেশেও ইঁহার যশঃ ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বরোদা, ইন্দোর, হাতোয়া, কাশী, অযোধ্যা, বর্ধমান, দ্বারবঙ্গ, ত্রিপুরা, কাশ্মীর, নাটোর, নেপাল প্রভৃতি রাজপরিবারে ইনি চিকিৎসার জন্য সসম্মানে আহূত হইতেন। আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পাণ্ডিত্য ও সুখ্যাতির জন্য ১৯০৮ খ্রীঃ ১৪ই নভেম্বর গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি প্রদান করেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় অষ্টাঙ্গ হৃদয় নামক গ্রন্থ মূল ও টীকাসহ প্রচার করেন। বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট ইঁহার এই কৃতিত্বে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রন্থ প্রচারকল্পে সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ ২১শে সেপ্টেম্বর ইনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

বিজয়লক্ষ্মী—জয়শ্রী, শত্রুপরাজয়রূপ সৌভাগ্য। বিজয় রূপা লক্ষ্মী, রূপক। বি; স্ত্রী।

বিজয় সেন-বঙ্গের সেনবংশীয় একজন প্রসিদ্ধ রাজা, বল্লাল সেনের পিতা। ইঁহার পিতার নাম হেমন্ত সেন ও মাতার নাম যশোদেবী। ইঁহার পিতামহ সামন্ত সেন কর্ণাট হইতে আসিয়া বাঙ্গালায় রাজ্য স্থাপন করেন। বিজয় সেন অতি প্রবল পরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। ইনি গৌড়, কলিঙ্গ প্রভৃতি জয় করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। কথিত আছে যে, ইনি দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নেপালের রাজা নান্যদেবকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

বিজয়া—আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমী; দুর্গা; দুর্গার সখী বিঃ; সিদ্ধি, ভাঙ্; বিদ্যা বিঃ, যমের পত্নী; হরীতকী; শেফালিকা। বি—জি+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিজয়া-দশমী—আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমী তিথি,—এই দিনে পূজান্তে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হয়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বিজয়াবহ—জয়-সূচক। বিজয় শব্দ—আ—বহ্ (বহন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

বিজয়ী (-য়িন্)—জয়শীল, জেতা। বিজয়+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**বিজয়িনী**।

বিজয়োৎসব—১। আশ্বিনমাসের শুক্লা দশমীতে ভগবতীর উৎসব বিঃ। বিজয়ার উৎসব, ৬তৎ। ২। জয়লাভ হেতু আমোদ-আহ্লাদ। বিজয়ার জন্য উৎসব, মধ্যপ। বি; পুং।

বিজর—জরারহিত। বি (বিগতা) জরা যাহার, বহু। বিণ।

বিজলি, বিজলী—ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী; বিদ্যুৎ। <বিজ্জোলি বা বিজ্জোলী। বি।

বিজলি-বাতি—বৈদ্যুতিক আলো। বাংপ্র। বি।

বিজাত-অ-সুজাত, জারজ, বিজন্মা। বি—জন্ (জন্মা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিজাতি—ভিন্নজাতি, বিভিন্ন শ্রেণী। বি (ভিন্না) যে জাতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

বিজাতীয়—ভিন্নজাতীয়; বিভিন্নধর্ম-সংক্রান্ত; বিষম, বেজায়। বিজাতি শব্দ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বিজিগীষা—জয়েচ্ছা, জয়াভিলাষ। বি—সনন্ত জি+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিজিগীষু—জয়েচ্ছু, জয়াভিলাষী। বি—সনন্ত জি+উ কর্তৃ। বিণ।

বিজিত—পরাজিত, পরাভূত। বি-জি (জয় করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিজিহীর্ষা—বিহারেচ্ছা। বি-সনন্ত হৃ+অ ভাব+স্ত্রী আপ্। বি; স্ত্রী।

বিজিহীর্ষু—বিহারেচ্ছু। বি-সনন্ত হৃ+উ কর্তৃ। বিণ।

বিজুরি, বিজুলি, বিজোরী—বিজলি, বিদ্যুৎ। প্রা কপ্র। বি।

বিজৃম্ভণ-হাই তোলা; বিস্তার; বিকাশ; ইচ্ছা। বি—জৃম্ভ্ (হাই তোলা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিজৃম্ভমাণ—বিকাশমান; প্রকাশশীল। বি—জৃম্ভ্+শান্ কর্তৃ। বিণ।

বিজৃম্ভিত—১। বিস্তারিত; ব্যাপ্ত। বি—জৃম্ভ+ক্ত কর্ম। ২। বিকসিত; প্রস্ফুটিত। বি—জৃম্ভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। বিজৃম্ভণ; চেষ্টা। বি-জৃম্ভ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিজেতা (-তৃ)—জয়কর্তা, বিজয়ী। বি—জি (জয় করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**বিজেত্রী**।

বিজেয়—জয় করিবার যোগ্য। বি—জি (জয় করা)+য কর্ম। বিণ।

বিজোড়—অযুগ্ম, জোড়ার এক, জোড়হীন; ২ দিয়া তুল্যাংশে অবিভাজ্য (অঙ্ক) (odd)। বাংপ্র। বিণ।

বিজোরী—'বিজুরি' দ্রঃ।

বিজ্ঞ—জ্ঞানী, বিশেষজ্ঞ; প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ, প্রবীণ। বি—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

বিজ্ঞতা, বিজ্ঞত্ব—জ্ঞানবত্তা; বিশেষ জ্ঞান; প্রাজ্ঞতা, বিচক্ষণতা, প্রাবীণ্য। বিজ্ঞ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপ্তি—বিজ্ঞাপন, বিশেষরূপে জ্ঞাপন, জানান, নিবেদন। বি—জ্ঞপ, ২য় পক্ষে ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানানো)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিজ্ঞাত—বিশেষরূপে জ্ঞাত, বিদিত; খ্যাত। বি—জ্ঞা (জানা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিজ্ঞান—বিশেষরূপে জানা; জ্ঞান; বিদ্যা; তত্ত্বজ্ঞান, শিল্পাদি জ্ঞান, science; যে বিদ্যাদ্বারা কর্মবিশেষে নৈপুণ্য জন্মে; পদার্থবিদ্যা রসায়ন জ্যোতিষ গণিত প্রাণিতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি; মায়াবৃত্তি বিঃ। বি-জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

বিজ্ঞানবিৎ (-বিদ্)—বিজ্ঞান-শাস্ত্রজ্ঞ, শিল্পাদি শাস্ত্রে অভিজ্ঞ। উপতৎ; বিজ্ঞান শব্দ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

বিজ্ঞানবেত্তা (-বেতৃ) বিজ্ঞানবিৎ, বিজ্ঞানশাস্ত্রজ্ঞ, বিজ্ঞান বিদ্যায় জ্ঞানবান্। উপতৎ; বিজ্ঞান—বিদ্ (জানা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-বেত্রী**।

বিজ্ঞানময় কোষ—জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযুক্তা বুদ্ধি। কর্মধা। বি; পুং।

বিজ্ঞানশাস্ত্র—বিজ্ঞানবিদ্যা, যে শাস্ত্র পাঠে শিল্পাদিবিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা যায়। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বিজ্ঞানাচার্য—বিজ্ঞান-শিক্ষক, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধ্যাপক। বিজ্ঞানের আচার্য, ৬তৎ। বি; পুং।

বিজ্ঞানী (-নিন্)—বিজ্ঞানবিৎ, বৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞান+ইন্। বিণ; পুং। স্ত্রী—**বিজ্ঞানিনী**।

বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনা—বিশেষরূপে জানান, নিবেদন; সাধারণ্যে খ্যাপন, ইস্তাহার। বি—ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানানো)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে …+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিজ্ঞাপনী—জ্ঞানপত্রী; নিবেদনপত্র; দরখাস্ত। বি—ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানানো)+অনট্ ভাব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিজ্ঞাপনীয়—বিজ্ঞাপনের যোগ্য। বি—জ্ঞাপি+অনীয় কর্ম। বিণ।

বিজ্ঞাপিত—নিবেদিত, যাহা জানানো হইয়াছে; ঘোষিত, প্রচারিত। বি—ণিজন্ত জ্ঞা=জ্ঞাপি (জানানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিজ্ঞাপ্তি—'বিজ্ঞপ্তি' দ্রঃ।

বিজ্ঞাপ্য—বিজ্ঞাপনীয়। বি—জ্ঞা+ণিচ্ +যৎ কর্ম। বিণ।

বিজ্ঞেয়—জ্ঞাতব্য, জানিবার যোগ্য। বি—জ্ঞা (জানানো)+য কর্ম। বিণ।

বিজ্বর—জ্বরশূন্য। বি (বিগত বা নাই) জ্বর যাহার, বহু। বিণ।

বিজোলি, বিজোলী—পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী; বিজলি। বৃন্‌জ্+ওলি, ওলী কর্তৃ, নিপাতনে। বি।

বিট—১। ধূর্ত ব্যক্তি; লম্পট; মূষিক; খদির বিঃ; লবণ বিঃ; পর্বত বিঃ। বিট্ +ক কর্তৃ। বি; পু। ২। নিলামের ডাক। <ইং 'bid'. বি।

বিটকেল—বিশ্রী, কদাকার; বীভৎস, বিকট। বাংপ্র। বিণ।

বিটঙ্ক—কপোতপালিকা, পায়রার খোপ; পাখি ধরিবার ফাঁদ ("বলি বনমাল বিটঙ্ক" - গোবিন্দ দাস)। বি -টন্‌ক্ (বন্ধন করা)। অল্ অধি। বি; ক্লী বা পু।

বিটপ—১। শাখা, গাছের ডাল; পল্লব, ফেঁকড়ি, পাপ্‌ড়ি; গুল্ম। বিট্ (শব্দ করা)+কপন্ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু। ২। বিটপালক। বিট শব্দ - পা (পালন করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বিটপী (-পিন্)—শাখী, বৃক্ষ। বিটপ শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বিটল, বিট্‌লে—ভণ্ড; কামুক; বঞ্চক, ধূর্ত। বাংপ্র। বিণ।

বিড়ঙ্গ—১। অভিজ্ঞ। বিড্ (ভেদ করা) +অঙ্গচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ঔষধ বিঃ। বি; ক্লী বা পু।

বিড়বিড়—অব্যক্ত শব্দ; বিরক্তিসূচক অস্ফুটধ্বনি; বকবক ('— করা')। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

বিড়বিড়ানো—বিড়বিড় করা। বাংপ্র।

বিড়ম্বন, বিড়ম্বনা—বঞ্চনা, প্রতারণা; চাতুরী; সদৃশীকরণ; অনুকরণ; যন্ত্রণা, অনর্থক ক্লেশভোগ। বি—ডম্‌ব্ (প্রেরণ করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে …+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিড়ম্বিত—বঞ্চিত; সদৃশীকৃত, অনুকৃত; ক্লেশপ্রাপ্ত। বি—ডম্‌ব্ (প্রেরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিড়া, বিড়ে—পানের খিলি; ২০ গণ্ডা পান; ধানের আঁটি; হাঁড়ি কলসী স্থাপনের কিংবা মাথায় বোঝা লইবার জন্য খড়ের বা বস্ত্রের চক্র বা বেড়। বাংপ্র। বি।

বিড়াল—মার্জার; নেত্রপিণ্ড। বিড্ (ভেদ করা)+কালন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**বিড়ালী**।

বিড়াল-তপস্বী (-স্বিন্)—ভণ্ড যোগী, বকধার্মিক।—বিড়াল যখন ইঁদুরের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে, তখন দেখিলে মনে হয় যেন অহিংসা তাহার ধর্ম। মধ্যপ। বি; পু।

বিড়ি পানের খিলি, দোনা; তামাকের খিলি, পাতায় মোড়া দেশী চুরুট বিঃ। বাংপ্র। বি।

বিডীন—পক্ষীর নভোগতি বিঃ। বি—ডী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিডন্, স্যার সিসিল (Sir Cecil Beadon)—বাঙ্গালার তৃতীয় লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর। ১৮১৬ খ্রীঃ বিলাতে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রিচার্ড বিডন্। সিসিল অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হইয়া ১৮৩৬ খ্রীঃ এতদ্দেশে আগমন করেন। অধস্তন বিভিন্ন পদে কর্ম করিবার পর ১৮৪২ খ্রীঃ ম্যাজিস্ট্রেট ও কলেক্টর পদে উন্নীত হন। পরে ১৮৫২ খ্রীঃ বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন এবং ১৮৫৪ খ্রীঃ ভারত গভর্নমেণ্টের হোম সেক্রেটারী ও ১৮৫৯ খ্রীঃ ফরেন সেক্রেটারী হন। পরিশেষে ১৮৬২ খ্রীঃ স্যার উপাধি পাইয়া ২৩শে এপ্রিল বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং ১৮৬৭ খ্রীঃ তাহা হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

স্যার সিসিলের শাসনকালে কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট ও সদর দেওয়ানী আদালত উঠিয়া যায় ও তৎপরিবর্তে হাইকোর্ট সৃষ্ট হয় (১৮৬২ খ্রীঃ)। ১৮৬৩ খ্রীঃ কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটি নবভাবে গঠিত হয়, এবং ইঁহার চেষ্টায় কলিকাতা শহরে কলের জলের ব্যবস্থা হয়। ইঁহার সময়ে সামরিক (মিলিটারী) পুলিস উঠিয়া যায়, এবং ডাকাইতি বিভাগের পরিবর্তে গোয়েন্দা পুলিসের সৃষ্টি হয়। শাসনকর্তার পদে আসীন হইয়াই স্যার সিসিল সাতটি জেলায় জুরি দ্বারা বিচারের প্রথা প্রবর্তিত করেন। রথযাত্রা ও মুমূর্ষুর অন্তর্জলী প্রথা রহিত করিবার জন্য কতিপয় দেশীয় ব্যক্তির আন্দোলন দেখিয়া, ইনি সে বিষয়ে আইন করিতে প্রস্তুত হন, কিন্তু গভর্নর-জেনারেল সম্মত না হওয়ায় তাহা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বহুবিবাহ নিবারণ করিবার জন্যও অনেকে আন্দোলন করেন, তাহাতে ইঁহারও মত ছিল, কিন্তু ভারত-সচিব তাহাতে আপত্তি করেন। চৈত্র-সংক্রান্তিতে সন্ন্যাসীদের বাণ ফোঁড়া ও লৌহাঙ্কুশে বিদ্ধ হইয়া চড়কগাছে ঘুরা ইনি আইন করিয়া রহিত করিয়া দেন।

বিতং—বিস্তৃত বিবরণ। বাংপ্র। বি।

বিতংস—পক্ষিবন্ধনরজ্জু, ফাঁদ। বি—তন্‌স্ (অলংকৃত করা)+অল্ করণ। বি; পু।

বিতণ্ডা—মিথ্যা বিচার; বাদানুবাদ, তর্ক। বি—তন্‌ড্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিতত—বিস্তৃত; প্রসারিত; ব্যাপ্ত। বি—তন্ (বিস্তৃত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিততি—বিস্তৃতি, বিস্তার; ব্যাপ্তি; সমূহ। বি—তন্ (বিস্তৃত করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিতথ—মিথ্যা, অলীক; বিফল। বি (বিগত) হইয়াছে তথা (সত্য) যাহা হইতে, বহু। বিণ।

বিতস্তা—পঞ্জাবের প্রাচীন নদী বিঃ। বি; স্ত্রী।

বিতরণ—দান, অর্পণ; বণ্টন; বণ্টনপূর্বক অর্পণ, বিলানো। বি—তৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিতরা বিতরণ করা। কপ্র। ক্রি।

বিতরিত—অর্পিত, বণ্টিত, বিলানো। বাংপ্র। বিণ।

বিতর্ক—তর্ক, বাদানুবাদ; বিচার; আলোচনা; অনুমান; সন্দেহ। বি—তর্ক্ (তর্ক করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিতর্কিকা—তর্কবিতর্কের আসর বা সভা, symposium. বাংপ্র। বি।

বিতল সপ্তপাতালের অন্তর্গত দ্বিতীয় পাতাল। বি—তল্+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বিতস্তা—সিন্ধুনদের একটি উপনদী (ইহার ইং নাম ঝেলাম)। বি।

বিতস্তি—দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ, বিঘৎ। বি—তস্ (উৎক্ষেপণ)+তি কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী।

বিতান—১। পটমণ্ডপ; চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া; যজ্ঞ; সমূহ। বি—তন্ (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। শূন্য; তুচ্ছ; জড়; মন্দ। বিণ। ৩। বিস্তার। বি—তন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু বা ক্লী। ৪। অবকাশ, অবসর; ছন্দঃ বিঃ। বি; ক্লী।

বিতায়মান—বিস্তার্যমাণ। বি—তায়্ (বিস্তৃত করা)+শান কর্ম। বিণ।

বিতারিখ—তারিখ সহিত, ইতি তারিখ; তারিখ অনুযায়ী। ফা-মু। বিণ।

বিতিকিচ্ছি, -কিচ্ছি—বিশ্রী, কদর্য, বীভৎস; শোধনের অতীত। বাংপ্র। বিণ।

বিতীর্ণ—অবগাঢ়; ব্যাপ্ত; উত্তীর্ণ; দত্ত। বি—তৃ (পার হওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিতৃষ্ণ—বিগতস্পৃহ, স্পৃহাশূন্য। বি (বিগতা) হইয়াছে তৃষ্ণা যাহার, বহু। বিণ।

বিতৃষ্ণা—১। স্পৃহাশূন্যতা, আকাঙ্ক্ষারহিততা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। অ-স্পৃহা, ঔদাসীন্য, অনিচ্ছা ; অরুচি। বি—তৃষ্ (তৃষিত হওয়া)+নক্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিত্ত ১। লব্ধ ; জ্ঞাত ; বিচারিত ; খ্যাত। বিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ধন, সম্পত্তি। বি ; ক্লী।

বিত্তমাত্রা—ধনপরিমাণ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিত্তশাঠ্য—কৃপণতা। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

বিত্তি—১। লাভ ; জ্ঞান ; খ্যাতি ; বিচার ; সম্ভাবনা। বিদ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। মাছ ধরিবার খাঁচা বা ফাঁদ বিঃ। বাংপ্র। বি।

বিত্তেশ—ধনী ; প্রভূ ; কুবের ; যক্ষ। বিত্তের (ধনের) ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। বি ; পু।

বিত্রস্ত–ত্রাসযুক্ত, অতি ভীত। বি—ত্রস্ (ভয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিত্রাস—অতি ভয়। বি—ত্রস্ (ভয় পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিথান–স্থানভ্রষ্ট, স্রস্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

বিথার—১। বিস্তার। বি। ২। বিস্তৃত, ছড়ানো, এলান ; ব্যাপ্ত, সংকুল, পূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ।

বিথারা–বিস্তারিত করা, ছড়ানো, এলানো ; ব্যাপ্ত করা বা হওয়া। কপ্র। ক্রি। [প্রা কপ্র। বিণ।

বিথারিত—বিস্তারিত ; ব্যাপ্ত, সংকুল, পূর্ণ।

বিদকুটে–বিশ্রী, কদাকার। বাংপ্র। বিণ।

বিদগধ—রসিক, প্রেমিক ; চতুর ; পণ্ডিত। <বিদগ্ধ। বিণ।

বিদগ্ধ—রসিক ; চতুর ; পটু ; নিপুণ ; পণ্ডিত। বি—দহ্ (দগ্ধ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিদগ্ধতা–রসিকতা ; পটুতা ; নিপুণতা। পাণ্ডিত্য। বিদগ্ধ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বিদগ্ধা–১। রসিকতা ইত্যাদি। বিদগ্ধ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ, রসিকা স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

বিদঘুটে—কদাকার, কদর্য, বীভৎস ; জটিল। বাংপ্র। বিণ।

বিদরা–বিদীর্ণ হওয়া বা করা। কপ্র। ক্রি।

বিদরি–১। বিদীর্ণ হইয়া বা করিয়া। কপ্র। ক্রি। ২। ধাতুর উপর নকাশি ; নকাশি-করা গুড়গুড়ি, ফরসী, আলবোলা। <বিদর। বি।

বিদর্ভ, বিদর্ভা—কুণ্ডিননগর, অধুনাতন বেরার প্রদেশ। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিদর্ভজা—নলরাজ-মহিষী দময়ন্তী ; অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রা ; রুক্মিণী। বিদর্ভ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিদল—১। দলহীন ; বিকসিত। বি (নাই) দল যাহার, বহু। বিণ। ২। কলায় ; রুটি। বি ; পু। ৩। অন্য দল, পরপক্ষ। বাংপ্র। বি।

বিদলন—বিমর্দন ; বিদারণ। বি—দল্ (দলন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিদলিত—বিমর্দিত ; চূর্ণীকৃত ; বিদারিত ; বিকসিত। বি—দল্ (দলন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদা—১। জ্ঞান, বোধ। বিদ্ (জানা)+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ভূমি আঁচড়াইবার যন্ত্র বিঃ, আঁচড়া। বাংপ্র। বি।

বিদায়—১। দান ; বিসর্জন ; গমনানুমতি ; দূরীকরণ, অন্যত্র গমন ; কার্যান্তে দক্ষিণা পুরস্কার প্রভৃতি দিয়া সসম্মানে যাইতে দেওয়া ; বিদায়দানকালে প্রদত্ত অর্থাদি। বি দা+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। প্রস্থিত। বাংপ্র। বিণ।

বিদায়ভোজ—বিদায়কালীন উৎসবাদি ব্যাপার। মধ্যপ। বি ; পু।

বিদায়ভোজী (-জিন্)—কার্যত্যাগের পর পেনশন ভোগকারী। উপতৎ। বিণ।

বিদায়সংগীত–বিদায়কালীন গাথা। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

বিদায়ী—১। বিদায়ের সময়কার উপহার-দ্রব্য। বি। ২। যে বিদায় লইয়াছে এমন, অবসরপ্রাপ্ত ; যে বিদায় লইতেছে এমন। বাংপ্র। বিণ।

বিদার–বিদারণ, ভেদন ; ফাট ; চির ; জলোচ্ছ্বাস ; যুদ্ধ। বি—দৃ+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিদারক—১। বিদীর্ণকারক, ভেদক ; খনক। বি—দৃ (বিদীর্ণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী–**বিদারিকা**। ২। কূপ ; জলমধ্যস্থ পর্বত বা বৃক্ষ। বি—দৃ+ঘঞ্ কর্ম+কণ্। বি ; পু।

বিদারণ—১। বিদীর্ণকরণ ; ভেদন ; মারণ ; রণ, যুদ্ধ। বি—ণিজন্ত দৃ=দারি (বিদীর্ণ করানো)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। বিদারক, ভেদক। বি—দারি+অন কর্তৃ। বিণ।

বিদারণরেখা—বিদীর্ণ করণের চিহ্ন, চিরিবার পূর্বে প্রদত্ত দাগ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিদারা—বিদীর্ণ করা। কপ্র। ক্রি।

বিদারি, বিদারিয়া—বিদীর্ণ করিয়া, ফাটাইয়া। কপ্র। ক্রি।

বিদারিত—ভেদিত, যাহা বিদীর্ণ করা হইয়াছে এরূপ। বি—ণিজন্ত দৃ=দারি (বিদীর্ণ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদারী (-রিন্) –বিদীর্ণকারী, বিদারক। বি—দৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিদারিণী**।

বিদিক্ (বিদিশ্)—দুই দিকের মধ্যবর্তী কোণ, অগ্নি নৈর্ঋত বায়ু ও ঈশান—এই চারি কোণ। বি (মধ্যবর্তিনী) যে দিক্, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

বিদিত—১। জ্ঞাত, যাহা জানা গিয়াছে এরূপ ; প্রার্থিত। বিদ্+ক্ত কর্ম। ২। জ্ঞাত, অবগত, যে জানে বা জানিয়াছে এরূপ। বিদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। জ্ঞান ; লাভ ; খ্যাতি। বিদ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

বিদিশা—মালবরাজ্যের নগরী বিঃ, বর্তমান ভিলসা (গোয়ালিয়র)। বি ; স্ত্রী।

বিদীর্ণ—ভিন্ন, যাহা চেরা হইয়াছে এরূপ ; হত ; বিস্তীর্ণ ; ভগ্ন। বি—দৄ (বিদীর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদুর—১। জ্ঞানী, পণ্ডিত ; বেত্তা ; নাগর। বিদ্ (জানা)+উর কর্তৃ। বিণ। ২। যুধিষ্ঠিরের পিতৃব্য। বি ; পু।

বিচিত্রবীর্য রাজার এক দাসী-পত্নীর ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে বিদুরের জন্ম। কথিত আছে যে, অণীমাণ্ডব্য ঋষির অভিশাপে ধর্মরাজকে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইনি দেবকরাজ-তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার অনেকগুলি পুত্র জন্মে।

বিদুর বিলাস-ব্যসনাদি-বিবর্জিত ধার্মিক পুরুষ ছিলেন এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। জ্যেষ্ঠ-বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্রকে সৎপরামর্শ দান ব্যতিরেকে অন্য কোন ব্যাপারেই ইনি লিপ্ত থাকিতেন না। মৎসরী ধার্তরাষ্ট্রগণ ধর্মাশ্রয়ী পাণ্ডবগণের সতত অনিষ্ট চেষ্টা করিত বলিয়া ইনি অতিশয় দুঃখিতভাবে কালহরণ করিতেন। অনন্তর দুর্যোধন পাণ্ডুপুত্র-দিগকে জতুগৃহে দগ্ধ করিয়া বিনষ্ট করিবার চক্রান্ত করিলে ইনি তাঁহাদিগকে ইঙ্গিতে তাহা জ্ঞাপন করেন। ইঁহারই সহায়তায় তাঁহারা সেই ঘোর সংকটে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুনন্দনগণের বিবাহের পর ইনি ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাদিগকে হস্তিনাপুরে আনয়ন করেন। কপটদ্যূতে হৃতসর্বস্ব হইয়া যুধিষ্ঠিরাদি বনবাস আশ্রয় করিলে ইনি তাঁহাদের জননী কুন্তীদেবীকে নিজালয়ে আশ্রয় দিয়া রক্ষা করেন।

পাণ্ডবদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, এই কথা একদা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে ইনি তাঁহাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে ও রাজ্য ফিরাইয়া দিতে পরামর্শ দেন। তাদৃশ নির্ভীক সদুত্তরে রুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্র ইঁহাকে রাজভবন পরিত্যাগ করিতে বলেন। তদনুসারে ইনি বনে

পাণ্ডবগণের নিকট গমন করিয়া পরম সমাদরে পরিগৃহীত হন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র ইহার বিচ্ছেদে কাতর হইয়া ইহাকে পুনরানয়ন জন্য সঞ্জয়কে প্রেরণ করিলে ইনি তৎসহ হস্তিনায় প্রত্যাগত হন।

কুরুক্ষেত্র সমরের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ কার্যবশতঃ হস্তিনাপুরে গমন করিয়া দুর্যোধনের অশ্রদ্ধাদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া বিদুরের শ্রদ্ধাদত্ত ভিক্ষান্ন সাদরে গ্রহণ করেন। ভারত যুদ্ধের পর ইনি পঞ্চদশ বর্ষ কাল ধৃতরাষ্ট্রের সহিত পাণ্ডবদিগের আশ্রয়ে বাস করেন। অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রাদির সহিত বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। ক্রমে ইহার শরীর শীর্ণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। অনন্তর পাণ্ডবগণ বনে ইহাদিগকে দেখিতে গমন করিলে বিদুর যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করিয়া যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন।

বিদুলা—পুরাকালীন জনৈক বীরাঙ্গনা। শাশ্বত বংশে ইহার জন্ম এবং সৌবীর-রাজের সহিত ইহার বিবাহ হয়। ইহার পুত্রের নাম সঞ্জয়। ইহার পতির মৃত্যুর পর সিন্ধুরাজ সৌবীর রাজ্য জয় করিয়া লন। অনন্তর ইনি পুত্রকে মনুষ্যসাধ্য কার্যসাধনের চেষ্টা করিয়া পুরুষকারের প্রতিষ্ঠা করিতে বলেন এবং নানাপ্রকার উৎসাহজনক বাক্য দ্বারা পিতৃ-রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে উত্তেজিত করেন। ইহার উদ্দীপনাময় জ্বলন্ত উপদেশ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া সঞ্জয় সৌবীররাজ্য পুনরধিকার করিতে সমর্থ হন।

বিদুষী -বিদ্যাবতী, পণ্ডিতা। 'বিদ্বান্' দ্রঃ। বিদ্বস্ শব্দ+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিদুষ্মতী—পণ্ডিতজনবতী। 'বিদ্বান্' দ্রঃ। বিদ্বস্ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিদূর—১। অতি দূরবর্তী। বি (অতিশয়) যে দূর, সুপ্‌সুপেতি। বিণ। ২। অতি-দূর। বি; ক্লী। ৩। পর্বত বিঃ; দেশ বিঃ; মণি বিঃ, বৈদূর্যমণি। বি; পু।

বিদূরগ—অতি দূরগামী। উপতৎ; বিদূর —গম্ (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

বিদূরিত -দূরীকৃত; বিতাড়িত। বিদূর শব্দ+ণিচ্=বিদূরি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদূষক -১। নিন্দক, নিন্দাকারী। বি—ণিজন্ত দূষ্+ণক। বিণ। স্ত্রী—**বিদূষিকা**। ২। লম্পট; নাট্যে—নায়কের সহায় বিঃ; উদরপরায়ণ ব্রাহ্মণ-স্বরূপে কল্পিত নাট্যচরিত্র বিঃ; হাস্যজনক ভাঁড়। বি; পু।

বিদূষণ—দোষারোপণ, নিন্দা। বি—ণিজন্ত দূষ্ + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিদে—বিদা যন্ত্র, আঁচড়া। বাংপ্র। বি।

বিদেশ—দেশান্তর, স্বদেশভিন্ন দেশ। বি (ভিন্ন) যে দেশ, প্রাদি। বি; পু।

বিদেশগামী (-গামিন্)—দেশান্তরে গমনকারী। উপতৎ; বিদেশ শব্দ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

বিদেশযাত্রা—ভিন্নদেশে প্রস্থান। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদেশাগত—ভিন্ন দেশ হইতে আগত। ৫তৎ। বিণ।

বিদেশী (-শিন্)—ভিন্নদেশবাসী; বৈদেশিক। বিদেশ+ইন্ নিবাসার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **বিদেশিনী**।

বিদেশীয়—বিদেশসম্বন্ধীয়, বৈদেশিক; বিদেশবাসী। বিদেশ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

বিদেহ—১। দেহহীন। বি (নাই) দেহ যাহার, বহু। বিণ। ২। বিহার; মিথিলা; জনক-বংশীয় রাজা। বি; পু।

বিদেহা—১। দেহহীনা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। মিথিলা। বি; স্ত্রী।

বিদ্ধ—সমুৎকীর্ণ, ছিদ্রিত; ক্ষিপ্ত; আহত; তাড়িত; বাধিত; প্রেরিত; সদৃশ; বক্র। ব্যধ্ (বেঁধা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদ্বজ্জন—বিদ্বান্ ব্যক্তি, পণ্ডিত লোক। বিদ্বান্ যে জন, কর্মধা। বি; পু।

বিদ্বৎকল্প, বিদ্বদ্দেশীয়—অল্প বিদ্বান্। 'বিদ্বান্' দ্রঃ। বিদ্বস্ শব্দ+কল্প, দেশীয় অল্পার্থে। বিণ।

বিদ্বৎকুল—পণ্ডিতসমূহ, জ্ঞানিগণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বিদ্বৎকুলতিলক—পণ্ডিতসমূহের অগ্রগণ্য, জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। বিণ।

বিদ্বত্তম—বহুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান্। বিদ্বস্ শব্দ+তম আতিশয্যার্থে। বিণ।

বিদ্বত্তর—দুইজনের মধ্যে অধিকতর বিদ্বান্; অতিশয় বিদ্বান্, মহাপণ্ডিত। 'বিদ্বান্' দ্রঃ। বিদ্বস্ শব্দ+তর আতিশয্যার্থে। বিণ।

বিদ্বদ্দেশীয়—'বিদ্বৎকল্প' দ্রঃ।

বিদ্বান্ (বিদ্বস্)—বিদ্যাবান্, জ্ঞানী, পণ্ডিত। বিদ্ (জানা)+শতৃ কর্তৃ (শতৃস্থানে বসু আদেশ)। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিদুষী**।

বিদ্বিষ—১। দ্বেষকারী; প্রতিদ্বন্দ্বী। বি—দ্বিষ্+ক কর্তৃ। বিণ। ২। শত্রু। বি; পু।

বিদ্বিষ্ট—বিদ্বেষভাজন, বিদ্বেষের পাত্র। বি—দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদ্বেষ, বিদ্বেষণ—শত্রুতা; দ্বেষ; ঈর্ষ্যা। বি—দ্বিষ্ (দ্বেষ করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিদ্বেষপরায়ণ—অতিশয় দ্বেষশীল, অত্যন্ত শত্রুভাবাপন্ন, অতি হিংসাশীল। বিদ্বেষই পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্বেষভাজন—দ্বেষের পাত্র, ঈর্ষ্যার পাত্র। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

বিদ্বেষানল—দ্বেষাগ্নি, বৈরিতা-বহ্নি, হিংসার আগুন। বিদ্বেষরূপ অনল, রূপক। বি; পু।

বিদ্বেষী (-ষিন্)—দ্বেষ্টা; বৈরী; ঈর্ষ্যী। বিদ্বেষ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী-**বিদ্বেষিণী**।

বিদ্বেষ্টা (-ষ্টৃ)- দ্বেষকারী, বৈরী, শত্রু-ভাবাপন্ন; হিংসাকারী। বি—দ্বিষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বিদ্বেষ্ট্রী**।

বিদ্যমান—বর্তমান, উপস্থিত। বিদ্ (থাকা) + শান্ কর্তৃ। বিণ।

বিদ্যা—১। অধ্যয়নাদি-জনিত জ্ঞান; পাণ্ডিত্য; পটুতা; তত্ত্বজ্ঞান; 'আমি দেহ নহি—চিদাত্মা' এইরূপ বোধ; দুর্গা; সরস্বতী; মন্ত্র; দর্শনশাস্ত্র; ৪। বেদ ৬ বেদাঙ্গ মীমাংসা ন্যায় পুরাণ ধর্মশাস্ত্র—এই ১৪ আবার তৎসহিত আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গান্ধর্বশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র ধরিয়া সর্ব-সুদ্ধ ১৮; শিক্ষণীয় বিষয়। বিদ্ (জানা) + ক্যপ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

২। সুকবি ভারতচন্দ্রের "বিদ্যাসুন্দর" কাব্যের নায়িকা। বর্ধমানের রাজকুমারী বিদ্যা রূপ ও বিদ্যাবত্তায় অনুপমা ছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দর নামক এক রূপযৌবন-সম্পন্ন রাজকুমার বিদ্যার অলৌকিক রূপ-গুণের কথা শুনিয়া তাঁহাকে পাইবার আশায় বর্ধমানে আসিয়া এক মালিনীর গৃহে বাসা লয়েন। এই মালিনী রাজ-বাটীতে ফুল যোগাইত। তাহারই চেষ্টায় বিদ্যা-সুন্দরে মিলন হয়। ক্রমে বিদ্যার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন চোর ধরি-বার জন্য প্রহরী নিযুক্ত হয়। সুন্দর বিদ্যার কক্ষে ধরা পড়েন। রাজাদেশে শিরশ্ছেদের নিমিত্ত মশানে লইয়া যাওয়া হয়। এদিকে মহাবিদ্যা সেই রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন,—আমার সেবক সুন্দরকে তুমি বন্দী করিয়াছ। যদি তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করা হয়, তাহা হইলে আমি সমস্ত বর্ধমান রসাতলে দিব। ইহাতে রাজা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সুন্দরকে মুক্তি প্রদান করেন, এবং বিদ্যাকে তাঁহার হস্তে সম্প্রদান করেন।

বিদ্যাচুঞ্চু—বিদ্যা দ্বারা খ্যাত, প্রসিদ্ধ

বিদ্বান্। বিদ্যা শব্দ+চ চুঞ্চু খ্যাতার্থে। বিণ।

বিদ্যাদেবী—বাগ্দেবী, সরস্বতী; জৈনদেবী বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যাধর—দেবযোনি বিঃ; গন্ধর্ব; কিন্নর। বিদ্যার (গন্ধর্ববিদ্যার অর্থাৎ সংগীত-বিদ্যার) ধর, ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী—**বিদ্যাধরী**।

বিদ্যাধর ভট্টাচার্য—ইঁহার পিতার নাম সন্তোষরাম। ইনি বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি গণিত জ্যোতিষ পূর্তবিদ্যা রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। অম্বর-পতি সওয়াই জয়সিংহ ইঁহার গুণাবলীতে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রধানমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইঁহার নকশা অনুযায়ী বর্তমান জয়পুর শহর নির্মিত হইয়াছিল। মহাত্মা টডের রাজস্থানেও ইঁহার উল্লেখ আছে।

বিদ্যানিধি—বিদ্যার্ণব, বিদ্যাসাগর, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের উপাধি। বিদ্যার নিধিপ্রায়, ৬তৎ। বি; পু।

বিদ্যানুরাগ—লেখাপড়ার প্রতি আসক্তি। ৭তৎ। বি; পু।

বিদ্যানুরাগী (-রাগিন্)—বিদ্যায় আসক্ত, লেখাপড়ায় রত। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিদ্যানুরাগিণী**।

বিদ্যানুশীলন—লেখাপড়ার চর্চা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যাপতি—জনৈক প্রাচীন কবি। ইঁহার জন্মস্থান ও জন্মকাল সুনিশ্চিতরূপে নির্ণীত হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, ইনি বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত করিয়া মিথিলায় গমন-পূর্বক রাজা শিবসিংহের আশ্রয়ে বাস করেন। উক্ত রাজা ইঁহাকে বিহার প্রদেশান্তর্গত বিসপী নামক গ্রাম দান করেন। ঐ গ্রামে ইঁহার বংশধরেরা অদ্যাপি বাস করিতেছেন।

ইনি বহু গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশই রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক। গীতগুলি অতি সুন্দর ভাবময়, সুললিত ও মনোহর। চৈতন্যদেব ইঁহার গীতপাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিহারে বাসনিবন্ধন ইঁহার রচনায় বহু হিন্দী শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। পুরুষ-পরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী, দানবাক্যাবলী, বিবাদসার, গয়াপত্তন প্রভৃতি পুস্তক ইঁহার লেখনীপ্রসূত বলিয়া কথিত আছে।

বিদ্যাপতি ১৪০০ হইতে ১৫০৬ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে জীবিত ছিলেন এই কথা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। চৈতন্যদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন বিদ্যাপতি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, বিদ্যাপতির পদাবলী চৈতন্যদেবের সময় বর্তমান আকার ধারণ করে।

বিদ্যাবান্ (-বৎ)—বিদ্বান্, পণ্ডিত। বিদ্যা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

বিদ্যাবিশারদ—বিদ্যাপারদর্শী, বিদ্বান্। ৭তৎ। বিণ।

বিদ্যাভূষণ—বিদ্যালংকার। বিদ্যাই ভূষণ যাহার, বহু। বি; পু।

বিদ্যাভ্যাস বিদ্যাশিক্ষা, লেখাপড়া শেখা। ৬তৎ। বি; পু।

বিদ্যামন্দির—বিদ্যালয়। ৬তৎ। বি; পু।

বিদ্যারত্ন—১। বিদ্যাদ্বারা উপার্জিত রত্ন। মধ্যপ। ২। বিদ্যারূপ রত্ন; উপাধি বিঃ। রূপক। বি; স্ত্রী।

বিদ্যারম্ভ—বিদ্যাশিক্ষার উপক্রম, লেখা-পড়া আরম্ভ করা, হাতে খড়ি। ৬তৎ। বি; পু। [পঞ্চমবর্ষে জ্যোতিষোক্ত শুদ্ধ-কালে ও শুভ দিনে বিদ্যারম্ভ বিধেয়। বিদ্যারম্ভে বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ, শুক্র ও রবি-বার মধ্যম। বুধ ও সোমবারে বিদ্যারম্ভে মূর্খ, এবং শনি ও মঙ্গলবারে অল্পায়ুঃ হয়।]

বিদ্যার্জন—বিদ্যাশিক্ষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যার্ণব—বিদ্যানিধি, বিদ্যাসাগর। বিদ্যার অর্ণবপ্রায়, ৬তৎ। বি; পু।

বিদ্যার্থী (-র্থিন্)—শিক্ষা-প্রার্থী, ছাত্র। বিদ্যার অর্থী (প্রার্থী), ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিদ্যার্থিনী**।

বিদ্যালংকার—বিদ্যাভূষণ। বিদ্যাই অলংকার যাহার, বহু। বি; পু।

বিদ্যালয়—বিদ্যামন্দির, পাঠশালা, চতুষ্পাঠী, টোল, স্কুল, কলেজ। বিদ্যার আলয়, ৬তৎ। বি; পু।

বিদ্যালাপ—বিদ্যাবিষয়ক কথোপকথন। মধ্যপ। বি; পু।

বিদ্যাশিক্ষা—বিদ্যাভ্যাস, লেখাপড়া শেখা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যাসাগর—১। বিদ্যার সমুদ্রস্বরূপ, সাগরসদৃশ অমেয় বিদ্যাসম্পন্ন; উপাধি বিঃ। ৬তৎ। ২। বিদ্যারূপ সমুদ্র। রূপক। বি; পু।

বিদ্যাসুন্দর—কবি ভারতচন্দ্র প্রণীত গ্রন্থ বিঃ [এই অভিধানের দ্বিতীয় ভাগ দ্রঃ]।

বিদ্যাহীন—বিদ্যাশূন্য, মূর্খ। ৩তৎ। বিণ।

বিদ্যুজ্জিহ্ব—কালকেয় বংশসম্ভূত দানব-রাজ। রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। পাতালবিজয়-কালে শ্যালক রাবণ ভ্রমক্রমে ইঁহাকে বধ করিয়াছিল। বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা যাহার, বহু। বি; পু।

বিদ্যুৎ—সৌদামিনী, তড়িৎ, বিজলি। বি—দ্যুত্ (পাওয়া)+ক্বিপ্, কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যুতালোক—তাড়িতালোক, 'ইলেক্-ট্রিক্ লাইট্'; বিদ্যুতের জ্যোতিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

বিদ্যুৎপ্রভ—বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্ট, বিজলির মত চমৎকার, দীপ্তোজ্জ্বল। বিদ্যুতের প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্যুৎস্পন্দন—বিদ্যুৎস্ফুরণ, বিদ্যুৎ চমকান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যুদ্গর্ভ—বিদ্যুৎপূর্ণ। বিদ্যুৎ আছে গর্ভে যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্যুদ্দাম (-মন্)—বিদ্যুতের রেখা বা ছটা; বিদ্যুৎসমূহ, বিদ্যুৎ-মালা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যুদ্দীপ্ত—১। বিদ্যুতের প্রভা দ্বারা আলোকিত। ৩তৎ। ২। বিদ্যুতের ন্যায় দীপ্তিশালী, বিজলিসদৃশ তীক্ষ্ণ জ্যোতি-র্বিশিষ্ট। বিদ্যুদ্বৎ দীপ্ত, মধ্যপ। বিণ।

বিদ্যুদ্বর্ষী (-র্ষিন্)—বিদ্যুৎবর্ষণকারী; বিদ্যুতের ন্যায় অতি তীক্ষ্ণ জ্যোতিঃ বর্ষণকারী। উপতৎ; বিদ্যুৎ—বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিদ্যুদ্বর্ষিণী**।

বিদ্যুদ্বিকাশ—বিদ্যুৎস্ফুরণ, বিজলির চমক। ৬তৎ। বি; পু।

বিদ্যুদ্বেগে—বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষিপ্র-গতিতে। বিদ্যুতের বেগের ন্যায় বেগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিদ্যুন্মালা—বিদ্যুৎসমূহ; অষ্টাক্ষর ছন্দঃ-বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিদ্যুন্মালী (-লিন্)—রাক্ষস বিঃ। বিদ্যুন্মালা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বিদ্যুল্লতা—বিদ্যুৎ, তড়িৎ। বিদ্যুৎ রূপা লতা, রূপক। বি; স্ত্রী।

বিদ্যোত দীপ্তি, প্রভা, দ্যুতি। বি—দ্যুত্ (দীপ্তি পাওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিদ্যোৎসাহী (-সাহিন্)—বিদ্যার উৎ-সাহদাতা, বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে যত্নশীল। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিদ্যোৎ-সাহিনী**।

বিদ্রব, বিদ্রাব—পলায়ন; ক্ষরণ, গলন, দ্রবীভাব; ভয়; বুদ্ধি; যুদ্ধ; নিন্দা। বি—দ্রু+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিদ্রাবিত—বিতাড়িত; দ্রবীকৃত। বি—ণিজন্ত দ্রু (=দ্রাবি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিদ্রুত—পলায়িত; ভীত; দ্রবীভূত। বি—দ্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিদ্রুম—১। প্রবাল, পলা। বি (বিশিষ্ট) যে দ্রুম, সুপ্সুপেতি। ২। কিশলয়,

·নবপল্লব। বি (বিগত) ক্রম হইতে, প্রাদি। বি; পু।

বিদ্রূপ—ব্যঙ্গ, ঠাট্টা। বাংপ্র। বি।

বিদ্রূপাত্মক—বিদ্রূপপূর্ণ, পরিহাসপূর্ণ। বিদ্রূপ হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

বিদ্রোহ—অনিষ্টাচরণ; বিরুদ্ধতা, প্রতিকূলতা, শত্রুতা, বিদ্বেষ। বি—দ্রুহ্‌ (অনিষ্টাচরণ করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

বিদ্রোহী (-হিন্‌)—বিদ্রোহকারী, অনিষ্টাচরণকারী; বিরোধী, প্রতিকূল। বি—দ্রুহ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিদ্রোহিণী**।

বিধ, বিধা—১। বেতন; গজগ্রাস। বিধ বি—ধা+ড কর্ম+আপ্‌ অথবা বিধ+ক কর্ম; বিধা=বি—ধা+ড কর্ম+আপ্‌, অথবা বিধ+ড কর্ম+আপ্‌। ২। বেধ; রীতি; নিয়ম; সমৃদ্ধি; সাদৃশ্য; প্রকার। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয়, কর্মবাচ্যের স্থলে ভাব। বি; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিধবা—মৃতপতিকা, রণ্ডা; বিবসনা। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) ধব (পতি বা বস্ত্র) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিধবা-বিবাহ, বিধবা-বেদন—মৃতপতিকা নারীর পুনঃপরিণয়। ৬তৎ। বি; ক্রমে পু ও ক্লী।

[পূর্বে এদেশে বিধবা-বিবাহের যে প্রচলন ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু কলিতে উহা নিষিদ্ধ বলিয়া বহুদিন হইতে সমাজে অপ্রচলিত হইয়াছিল। রাজা রাজবল্লভ একবার বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিক্রমপুরের পণ্ডিতগণ ঐ ব্যবস্থার অনুমোদন করিয়াছিলেন, কিন্তু নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী উহাতে স্বাক্ষর না করায় রাজবল্লভের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষতযোনি বিধবার পুনরায় বিবাহ প্রচলন জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত শাস্ত্রীয় প্রমাণের মধ্যে পরাশর সংহিতার এই বচনটিই প্রধান,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥"

অর্থাৎ পতি নষ্ট (অনুদ্দিষ্ট), মৃত, প্রব্রজ্যাশ্রমস্থ, ক্লীব বা পতিত হইলে এই পাঁচ প্রকার বিপন্ন অবস্থায় স্ত্রীলোক পুনরায় পত্যন্তর গ্রহণ করিতে পারে।

কেহ কেহ বলেন, পরাশর সংহিতার এই বচনটি বিবাহিতা রমণীর সম্বন্ধে নহে বাগ্‌দত্তা কন্যার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারে বাগ্‌দত্তা কন্যার ভাবী পতির পূর্বোক্ত অবস্থা ঘটিলে তাহার পত্যন্তর গ্রহণ হইতে পারে।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া তাহাতে আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালীন পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন, কাশীনাথ তর্কালংকার, মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি স্মার্ত ভট্টাচার্যগণ বিধবা-বিবাহের অনুকূল ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, আর ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন, মধুসূদন স্মৃতিরত্ন প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত ইহার বিপক্ষে মত দেন। সপক্ষে ও বিপক্ষে 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না', 'বিধবা-বিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ' প্রভৃতি অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় বিধবা বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়, এবং বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তান বৈধসন্তান বলিয়া প্রতিপন্ন ও পৈতৃক ধনভাগী হইতে পারিবে এই আইনও বিধিবদ্ধ হয়। ১৭৭৮ শকাব্দা ২৩শে অগ্রহায়ণ রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন পলাসডাঙ্গা নিবাসী ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশমবর্ষীয়া বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহাই এদেশে প্রথম বিধবা-বিবাহ। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পুত্র নারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্ন খানাকুল কৃষ্ণনগর নিবাসী শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার পর আরও অনেক উপযুক্ত ও অনুপযুক্ত বিধবা-বিবাহ হইয়াছে। সমাজে সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইলেও মধ্যে মধ্যে বিধবা-বিবাহ হইয়া থাকে।]

বিধা—'বিধ' দ্রঃ।

বিধাতঃ—বিধাতৃ (বিধাতা) শব্দের সম্বোধনপদ। 'বিধাতা' দ্রঃ।

বিধাতা (-তৃ)—১। ব্রহ্মা; স্রষ্টা; দক্ষ প্রভৃতি সৃষ্টিকর্তা; কন্দর্প, মদন। বি—ধা (বিধান করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বি; পু। ২। বিধানকর্তা; কর্তা। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিধাত্রী**।

বিধান—১। বিধি; নিয়ম; জনন; উপার্জন; নির্মাণ; করণ; সম্পত্তি; অর্চনা। বি—ধা (বিধান করা)+অনট্‌ ভাব। ২। উপায়। বি—ধা+অনট্‌ করণ। ৩। হস্তিকবল। বি—ধা+অনট্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

বিধানচন্দ্র রায়—(১৮৮২—১৯৬২ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত ডাক্তার ও রাজনীতিক। জন্মস্থান বাঁকীপুর, পাটনা। আদি নিবাস খুলনা জেলার টাকি-শ্রীপুর। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন। ইনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

বিধানজ্ঞ—নিয়মজ্ঞ, বিধিবেত্তা। উপতৎ; বিধান শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বিধানশাস্ত্র, বিধানসংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইনবিদ্যা। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

বিধান-পরিষদ্‌—নির্বাচিত ও মনোনীত সভ্যদের দ্বারা গঠিত (রাজ্যের) উচ্চতর ব্যবস্থাপক সভা, legislative council. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিধান-সংসদ্‌—আইন প্রণয়নের মহাসভা, ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা, parliament. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিধান-সভা—জনসাধারণের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা গঠিত (রাজ্যের) আইন-প্রণয়ন সভা, legislative assembly. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিধায়—জন্য, প্রযুক্ত, কারণে। বাংপ্র। অ।

বিধায়ক—বিধানকর্তা, ব্যবস্থাপক; বিধাতা; জনক; কারক, সংঘটক। বি—ধা (বিধান করা)। ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বিধায়িকা**।

বিধায়ী (-য়িন্‌)—বিধায়ক (সমস্ত অর্থে)। বি—ধা (বিধান করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **বিধায়িনী**।

বিধি—১। বিধান; নিয়ম; ক্রম; নিয়োগ; অনুষ্ঠান। বি-ধা+কি ভাব। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু। বি-ধা (বিধান করা)+কি কর্তৃ। ৩। শাস্ত্র; দৈব, ভাগ্য; উপায়; অপ্রাপ্তপ্রাপক বাক্য বিঃ। বি—ধা+কি করণ। ৪। প্রকার; আচার; ব্যাপার; যজ্ঞ; মদিরা। বি—ধা+কি কর্ম। বি; পু।

বিধিজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ; বিধিবেত্তা; সদস্য। বিধি জানে যে, উপতৎ; বিধি শব্দ-জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বিধিৎসা—বিধান করিবার ইচ্ছা। বি—সনন্ত ধা+অ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বিধিৎসু—বিধান করিতে ইচ্ছুক; চিকীর্ষু। বি সনন্ত ধা+উ কর্তৃ। বিণ।

বিধিদর্শী (-দর্শিন্‌)—বিধিজ্ঞ (সমস্ত অর্থে)। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

বিধিদেশক—বিধির উপদেশক; সদস্য। ৬তৎ; বিধি—দিশ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ।

বিধিবৎ—বিধিমত, যথাশাস্ত্র। বিধি শব্দ+বৎ। অ।

বিধিবদ্ধ—নিয়মবদ্ধ, বিধানরূপে প্রচলিত বা প্রচারিত। ৩তৎ। বিণ।

বিধিবিড়ম্বনা—বিধাতার ছলনা, দৈব-দুর্বিপাক। বিধিকৃতা বিড়ম্বনা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বিধিবিড়ম্বিত—বিধাতৃ কর্তৃক প্রতারিত, দৈর্বিপাকগ্রস্ত, দুরদৃষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

বিধিবিৎ (-বিদ্) -বিধিজ্ঞ, বিধানবেত্তা; শাস্ত্রদর্শী। উপতৎ; বিধি শব্দ—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

বিধিবিহিত—১। বিধাতা কর্তৃক নির্দিষ্ট; নিয়মসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ। ২। বিধির বিধান, বিধিলিপি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বিধিমতে—১। বিধান অনুযায়ী, নিয়ম অনুসারে। বিধির মত আছে যাহাতে, বহু। ২। বহু প্রকারে, নানাভাবে, অনেক রকমে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বিধিলিপি—বিধাতার লিখন, বিধাতার নির্দেশ, অদৃষ্ট। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিধিশাস্ত্র—ব্যবস্থাশাস্ত্র; ব্যবহার-শাস্ত্র; স্মৃতিশাস্ত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বিধু—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; চন্দ্র; কর্পূর; রাক্ষস, আয়ুধ। বাধ্ (বিদ্ধ করা) + কু কর্তৃ। বি; পু।

বিধুত, বিধূত—কম্পিত; চলিত; ত্যক্ত। বি—ধু, ধূ (কম্পিত করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিধুনন, বিধূনন ত্যাগ; কম্পন। বি—ধু, ধূ (কাঁপা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিধুবন—কম্পন, কাঁপা। বি ধু (কাঁপা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিধুমুখ, বিধুবদন—১। চাঁদমুখ, চন্দ্রতুল্য মনোহর আনন। বিধুসদৃশ মুখ, বদন, মধ্যপ। বি; ক্লী। ২। চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট। বিধুবৎ মুখ, বদন যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী **বিধুমুখী, বিধুবদনী**।

বিধুর—১। কাতর; বিমূঢ়; বিকল; অসমর্থ; ভীত; বিযুক্ত। বি (অসহ) হইয়াছে ধুর্ (ভার) যাহার, বহু। বিণ। ২। অরাতি, শত্রু। বি; পু। ৩। বৈকল্য; কষ্ট। বি; ক্লী।

বিধূত, বিধূনন—'বিধুত', 'বিধুনন' দ্রঃ।

বিধূনিত—কম্পিত; ভীত; ত্যক্ত; অভিভূত। বি ণিজন্ত ধূ বা ধূনি (কাঁপানো) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিধৃত—আক্রান্ত; অবলম্বিত। বি—ধৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিধেয়—বাধ্য; অধীন; বিনয়ী; বিধিসিদ্ধ; কর্তব্য, উচিত। বি—ধা + য কর্ম। বিণ।

বিধ্বংস—বিনাশ; বিলোপ; অপকার। বি—ধ্বন্স্ (ধ্বংস করা) + অল্ ভাব। বি; পু।

বিধ্বংসী (-সিন্)—বিনাশক; বিনাশশীল; অপকারী; শত্রু। বি—ধ্বন্স্ (ধ্বংস করা) + ণিন্ কর্তৃ, বা বিধ্বংস শব্দ + ইন্ শীলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিধ্বংসিনী**।

বিধ্বস্ত—১। বিনষ্ট। বি—ধ্বন্স্ (ধ্বংস হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। ২। বিনাশিত; অপকৃত। বি—ধ্বন্স্ (ধ্বংস করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিধ্যমান—যাহাকে বিদ্ধ করা হইতেছে এরূপ; পীড্যমান। ব্যধ্ + শান কর্ম। বিণ।

বিন, বিনহি, বিনু—বিনা, ভিন্ন, ব্যতীত, ব্যতিরেকে। প্রা কপ্র। অ।

বিনত—অবনত; বিনীত, নম্র; শিক্ষিত। বি—নম্ (নত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনতা—১। অবনতা; বিনম্রা; শিক্ষিতা। বিনত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কশ্যপ-পত্নী। বি; স্ত্রী।

বিনতা দক্ষপ্রজাপতির অন্যতমা কন্যা। কশ্যপ মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে ইনি সপত্নী সহোদরা কদ্রুর সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেন। মহর্ষির কৃপায় ইনি দুইটি অণ্ড প্রসব করেন। দীর্ঘকালেও অণ্ড দুইটি প্রস্ফুটিত হইতেছে না দেখিয়া ইনি একটি অণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তাহা হইতে অরুণের জন্ম হইল, কিন্তু ডিম্ব অপক্ব থাকায় তাঁহার সর্বাঙ্গ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল না। অতঃপর তাঁহার উপদেশে ইনি অপর অণ্ডটি না ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দিলেন।

একদা বিনতা ও কদ্রু উভয়ে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবাঃ অশ্বকে দেখিতে পাইলেন। ঘোটকপ্রবরের পুচ্ছের বর্ণ লইয়া ভগিনী-দ্বয়ের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইল। কদ্রু পুচ্ছের বর্ণ কৃষ্ণ বলিলেন। বিনতা তাহার প্রতিবাদ করিলেন। অবশেষে স্থির হইল, পরদিন তাহার বিচার হইবে এবং যিনি হারিবেন, তিনি অপরের দাসী হইবেন। কদ্রু ইতঃপূর্বে সহস্র অণ্ড প্রসব করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সহস্র নাগ উৎপন্ন হইয়াছিল। কদ্রু ঐ সমস্ত নাগ-সন্তানের সহায়তায় উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করাইলেন। এইরূপে পরাজিতা হইয়া বিনতা কদ্রুর দাসী হইলেন।

বহুকাল পরে বিনতার রক্ষিত অণ্ডটি যথাসময়ে প্রস্ফুটিত হওয়ায় তাহা হইতে মহাবীর গরুড়ের জন্ম হইল। তিনি বিমাতার নিকট জননীর দাসীত্বের কারণ অবগত হইয়া তাঁহার উপদেশক্রমে দেবলোক হইতে সুধা আনিয়া তাঁহাকে অর্পণ করিলে বিনতা দাসীত্ব হইতে মুক্তি-লাভ করিলেন।

বিনতি, বিনয়—নম্রতা; অনুনয়; সুশীলতা; পরিশোধ; দমন; শিক্ষা; বিনিয়োগ। বিনতি বি—নম্ + ক্তি ভাব। বিনয়=বি—নী + অল্ ভাব। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু। [বি।

বিননি, বিনুনি—বেণীবন্ধন। বাংপ্র।

বিননো—বিননি করা; বিলাপ করা। বাংপ্র। ক্রি।

বিনম্র—অতিশয় নম্র, বিনয়ী; অবনত। বি—নম্ (নত হওয়া) + রক্ কর্তৃ। বিণ।

বিনয়—'বিনতি' দ্রঃ।

বিনয়কুমার দাস (মিঃ বি. কে. দাস)—জন্ম ৮ই নবেম্বর ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দ। এই খ্যাতনামা বাঙ্গালী বৈমানিক বার্মিংহামের 'ক্যাসল্ এরোড্রোমে' প্রথম বিমান বিহার করিয়া বৈমানিক হইতে ইচ্ছা করেন। অতঃপর ইনি ১৯২৯ অব্দের ২৮শে মার্চ 'বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবে' বিমানপোত চালনা শিক্ষা আরম্ভ করেন এবং শিক্ষক মিঃ লটের সহিত মাত্র ১২ ঘণ্টা উড়িয়া একাকী বিমান চালনা করিতে সক্ষম হন ও ৮ই ডিসেম্বর 'এ' লাইসেন্স পান। ইহার কিছুদিন পরে ইনি 'এভিয়েটার্স্ সার্টিফিকেট' লাভ করেন।

ইনি ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এদেশে সর্বপ্রথম 'V T—A. B. R' নামক খপোত ক্রয় করেন এবং নিজে তাহা চালাইয়া করাচি হইতে যোধপুর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে halt করিতে করিতে কলিকাতায় আসেন। অতঃপর ইনি কটক, কাঁথি, বোলপুর, টাটানগর প্রভৃতি বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার বহুস্থানে বিমানযোগে যাতায়াত করিয়াছিলেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহারই অক্লান্ত চেষ্টার ফলে খপোত অবতরণ করার উপযুক্ত কয়েকটি স্থান আবিষ্কৃত হওয়ায় কেদারনাথ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি হিমালয়ের দুর্গম স্থানে বিমানে যাতায়াত সম্ভব হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত ইনি অনুমান ৪০০ ঘণ্টা উড়িয়াছেন, ২৫ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছেন এবং স্বীয় বিমানে বিনা দুর্ঘটনায় ৩৫০ জন লোককে আকাশে উড়াইয়াছেন।

বিমান চালনা ও বোমা নিক্ষেপ প্রভৃতি বিমান প্রতিযোগিতায় ইনি ৫টি পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন এবং বিমান-ভ্রমণ প্রচারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি নানা স্থানে আলোক-চিত্র সাহায্যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই প্রথম ১৮

বৎসর বয়সে জাপান লাইনে ডাক ও যাত্রিবাহী জাহাজের ফোর্থ ইঞ্জিনিয়ারের দায়িত্বপূর্ণ পদ লইয়া সমুদ্র-যাত্রা করেন। অতঃপর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, সুইজারল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে ভ্রমণপূর্বক কল-কারখানার কার্য-প্রণালীবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক ইনি 'ব্যাটরা ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্' নামক কারখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া বিশেষ সাফল্যের সহিত রেলওয়ের নানাবিধ সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করিতেছিলেন। এই অবস্থায় সহসা অপ্রত্যাশিত ও শোচনীয়ভাবে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল বেলা ১০টার সময় দমদম বিমান-ঘাঁটির সন্নিহিত গৌরীপুর গ্রামে ডি. কে. রায়ের বিমানের সহিত সংঘর্ষের ফলে বৃদ্ধ পিতা, পত্নী ও দুই কন্যা প্রভৃতিকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া অকালে এই কর্মবীরের গৌরবোজ্জ্বল জীবনের অবসান হইল।

বিনয়কুমার সরকার—শিক্ষাব্রতী ও লেখক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অর্থশাস্ত্রের অধ্যাপক। ইনি 'নিগ্রোজাতির কর্মবীর', 'বর্তমান জগৎ', 'চীনা সভ্যতার অ আ ক খ' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

বিনয়কৃষ্ণ দেব (রাজা বাহাদুর)—মহারাজ নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজ কমলকৃষ্ণের পুত্র। ইনি ১৮৬৬ খ্রীঃ অগস্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণ-হিতকর কার্যে ইনি বাল্যকাল হইতেই সংশ্লিষ্ট থাকিতেন। ইঁহারই যত্নে Sobhabazar Benevolent Society এবং "সাহিত্যসভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি "Early History and Growth of Calcutta" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার প্রভূত পরিচয় প্রদান করেন। সাহিত্যসভায় মধ্যে মধ্যে সারবান্ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ইনি চিন্তা-শীলতা ও বহু গ্রন্থ অধ্যয়নের পরিচয় দিয়াছেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ইনি "রাজা" উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৯০২ খ্রীঃ ইনি Kaiser-i Hind পদক প্রাপ্ত হন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ইনি গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কার্য করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীঃ ইনি Calcutta Historical Society নামক সভার Vice-President স্বরূপে মনোনীত হন। ইনি বিনয়ী ও সদালাপী বলিয়া সাধারণ্যে সুপরিচিত ছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি "রাজা বাহাদুর" উপাধিভূষিত হন। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা ডিসেম্বর (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৬ই অগ্রহায়ণ) ইনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রয়াণ করেন।

বিনয়গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—বিনীত; বচনে স্থিত, কথার বাধ্য। উপপদ তৎ; বিনয় শব্দ—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**গ্রাহিণী**।

বিনয়ন—অপনয়ন; অপনোদন; মোচন; শিক্ষা। বি—নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিনয়নম্র, বিনয়াবনত—নম্রতা দ্বারা বিনীত, সুশীলতা হেতু নম্র; অনুনয় দ্বারা প্রণত। ৩তৎ। বিণ।

বিনয়ী (-য়িন্)—বিনীত, বিনম্র। বিনয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিনয়িনী**।

বিনশন—১। বিনাশ। বি—নশ্ (নষ্ট করা)+অনট্ ভাব। ২। কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থ বিঃ; সরস্বতী নদীর অন্তর্ধান দেশ। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+অনট্ অধি, যেখানে পাপ নষ্ট হয়। বি; ক্লী।

বিনশ্বর—বিনাশশীল, ধ্বংসশীল, অনিত্য, অচিরস্থায়ী। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+বর শীলার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বিনশ্বরী**।

বিনষ্ট—নাশপ্রাপ্ত; ক্ষয়িত; পতিত; গত; মৃত। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনহি—'বিন' দ্রঃ।

বিনা—বর্জন; অভাব; ব্যতিরেক। অ।

বিনাকৃত—ত্যক্ত; বিয়োজিত; রহিত। বিনা—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনানো—বেণীর আকারে পরস্পরে বিজড়িত করা, গ্রথিত করা, গাঁথা; খেদোক্তি করা। বাংপ্র। ক্রি।

বিনামা (বিনামন্)—১। নামবিহীন; অযথা নামবিশিষ্ট, কল্পিত নামযুক্ত। বি (নাই) নাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। অন্যের নামে রক্ষিত (সম্পত্তি)। বিণ। ৩। পাদুকা, জুতা। বাংপ্র। বি।

বিনায়ক—শিক্ষক, গুরু; গণেশ; বুদ্ধ; গরুড়; বিঘ্ন। বি—নী (লইয়া যাওয়া)+ণক কর্তৃ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

বিনায়িকা—গরুড়পত্নী। বিনায়ক+আপ্।

বিনাশ—ধ্বংস; লোপ; অদর্শন; মৃত্যু; অভাব; ক্ষয়। বি—নশ্ (নষ্ট হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিনাশক—ধ্বংসকারক; সংহারক। বি—নশ্+ণিচ্ (নষ্ট করা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

বিনাশন—১। নাশপ্রাপণ, ধ্বংসসাধন। বি—ণিজন্ত নশ্ বা নাশি (নাশ পাওয়ান)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। নাশসাধক। ...+অন কর্তৃ। বিণ।

বিনাশা—নাশ করা, ধ্বংস করা, বধ করা, মারা। কপ্র। ক্রি।

বিনাশিত—নাশপ্রাপিত; নিহত। বি—ণিজন্ত নশ্ (=নাশি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনাশী (-শিন্)—১। নাশশীল, নশ্বর। বিনাশ শব্দ+ইন্ শীলার্থে। ২। নাশক, ধ্বংসকারক। বি—ণিজন্ত নশ্ বা নাশি (নাশ পাওয়ান)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিনাশিনী**।

বিনাশোন্মুখ—নষ্টপ্রায়; মৃতকল্প; বিধ্বস্তপ্রায়; ম্রিয়মাণ। বিনাশের নিমিত্ত উন্মুখ, ৪তৎ। বিণ। স্ত্রী—**বিনাশোন্মুখী**।

বিনি, বিনি—বিনা, ব্যতীত। বাংপ্র। অ।

বিনিঃসরণ—নির্গমন, বহির্গমন। বি—নির্—সৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিনিঃসৃত—নির্গত, বহির্গত। বি—নির্—সৃ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনিগমক—ব্যবচ্ছেদক; সংশয়-নিরাকরক; প্রতিপাদক। বি—নি—ণিজন্ত গম্=গমি (যাওয়ান)+ণক কর্তৃ। বিণ।

বিনিদ্র—নিদ্রারহিত; জাগরিত; উন্মীলিত। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

বিনিন্দিত—লাঞ্ছিত, উপমান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, গঞ্জিত। বি—নিন্দ+ক্ত্ কর্ম। বিণ।

বিনিপাত—পতন; অপমান; ক্লেশ; দৈবদুঃখ। বি—নি—পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিনিবর্তন—প্রত্যাবর্তন। বি—নি—বৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিনিবর্তিত—প্রত্যাবর্তিত, ফিরানো; নিরাসিত; যাহাকে নিবৃত্ত করা হইয়াছে এমন। বি (বিশিষ্টভাবে) নিবর্তিত, প্রাদি। বিণ।

বিনিবারিত—সম্যক্ বারিত। বি—নি—ণিজন্ত বৃ (=বারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিবৃত্ত—নিরস্ত; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। বি—নি—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনিবেশিত—প্রবেশিত; সংক্রমিত; প্রতিষ্ঠাপিত। বি—নি—ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিময়—প্রতিদান, পরিবর্ত, বদল। বি—নি—মী (যাওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিনিমীত—বিনিময় সাধিত, পরিবর্তিত। বি—নি—মী+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিয়ত—সংযত; নিষিদ্ধ; নিবারিত; শাসিত। বি—নি—যম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিয়ম—নিয়ম; নিষেধ, নিবারণ। বি—নি—যম্ (নিয়ত করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিনিযুক্ত—নিযুক্ত ; প্রেরিত ; অর্পিত। বি—নি—যুজ্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিয়োগ—নিয়োগ ; প্রয়োগ ; প্রেরণ ; অর্পণ। বি নি—যুজ্ (যোজনা করা) +ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিনিয়োজিত—নিয়োজিত ; প্রেরিত ; প্রবর্তিত ; অর্পিত। বি—নি—ণিজন্ত যুজ্ (=যোজি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনির্গত নিঃসৃত, বহির্গত। বি-নির্—গম্ (যাওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিনির্গমন -নিঃসরণ, বহিরাগমন। প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

বিনির্জিত পরাজিত, পরাভূত। বি—নির্—জি (জয় করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনির্ণয় নিশ্চয়, নিরূপণ। বি—নির্-নী +অল্ ভাব। বি ; পু।

বিনির্ণীত—নিশ্চিত, নিরূপিত। বি—নির্—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনির্ধূত কম্পিত ; বিক্ষিপ্ত ; ইতস্ততঃ চালিত ; অস্থির, চঞ্চল। বি নির্-ধূ (কাঁপা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনির্মুক্ত মুক্ত ; উদ্ধৃত ; উদ্ঘাটিত ; অনাবৃত। বি-নির—মুচ্ (মোচন করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনিশ্চয় অসন্দিগ্ধ সিদ্ধান্ত, ঠিক ধারণা। বি-নির্-চি+অল্ ভাব। বি ; পু। বিণ—**বিনিশ্চিত**।

বিনিহত--হত ; বিনাশিত ; মৃত ; তিরোহিত ; বিধ্বস্ত। বি-নি—হন্ (বধ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনীত- বিনয়ান্বিত ; নম্র, শান্ত ; শিক্ষিত ; দণ্ডিত, উপভুক্ত, গৃহীত ; জিতেন্দ্রিয় ; নিক্ষিপ্ত ; অপনীত ; নিভৃত। বি—নী (লইয়া যাওয়া) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনু—'বিন' দ্রঃ।

বিনেতা (-তৃ) -নিয়মকর্তা ; শাসক ; শিক্ষাদাতা, শিক্ষক। বি—নী (লইয়া যাওয়া) +তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিনেত্রী**।

বিনেয়—শিক্ষণীয়, দম্য ; দণ্ডনীয় ; প্রাপণীয় ; গ্রাহ্য। বি—নী+য কর্ম। বিণ।

বিনোক্তি-অলংকার বিঃ। ('অলংকার' দ্রঃ।) বহ। বি ; স্ত্রী।

বিনোদ, বিনোদন—১। আমোদিতকরণ ; কৌতূহল ; তোষণ ; আমোদ ; অপনোদন, অপনয়ন ; বিহার ; ব্যাপার। বি—মুদ্ (প্রেরণ করা) +অল্, অনট্ ভাব। ২। কালযাপনোপায়। ...+অল্, অনট্ করণ। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিনোদিত—প্রমোদিত, তোষিত ; আমোদিত। বি—ণিজন্ত মুদ্ (=নোদি) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিনোদিয়া—আনন্দজনক, বিনোদী। প্রা কপ্র। বিণ।

বিনোদী (-দিন্)—আমোদযুক্ত ; আনন্দদায়ক, সন্তোষকর। বিনোদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিনোদিনী**।

বিনোবা ভাবে, আচার্য (জন্ম ১৮৯৫ খ্রীঃ)। বিখ্যাত দেশহিতৈষী ও জননায়ক। জন্ম মহারাষ্ট্রে। ইনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আসেন। সর্বোদয় আন্দোলন ইঁহার শ্রেষ্ঠ কাজ। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'ভূদান' যজ্ঞের সূচনা করেন।

বিন্তি--(তাস খেলায়) একজনের হাতে এক রঙ্গের তিনখানা তাস পরে পরে আসা ; তাস খেলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

বিন্দু—দ্রবদ্রব্যের কণা, ফোঁটা ; অনুস্বার ; ক্ষুদ্রচিহ্ন ; ভ্রূমধ্য ; জ্যামিতিতে যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু দৈর্ঘ্য বিস্তার বেধ কিছুই নাই ; রেতঃ। বিদ্ (জানা ইত্যাদি) +উ কর্ম। বি ; পু।

বিন্দুবিসর্গ—অনুস্বার ও বিসর্গ ; অতি সামান্য, কিঞ্চিন্মাত্র, একটু। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

বিন্দুসরঃ (-সরস্) - সরোবর বিঃ (গঙ্গাবতরণার্থ ভগীরথ এইস্থানে দীর্ঘকাল তপস্যা করিয়াছিলেন)। বিন্দু নামক যে সরঃ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

বিন্দুসার—মগধের জনৈক প্রাচীনকালীন রাজা। সুপ্রসিদ্ধ মগধেশ্বর চন্দ্রগুপ্তের পুত্র ও অশোকের পিতা।

ইনি মৌর্যবংশীয় দ্বিতীয় নরপতি। ২৯৭ খ্রীঃ পূঃ অব্দে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পরলোকগমন করিলে ইনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, ইনি গ্রীকরাজ সেলিউকসের দৌহিত্র। সেলিউকসের সহিত সন্ধিসূত্রে চন্দ্রগুপ্ত তদীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করেন ; বিন্দুসার তাঁহারই গর্ভসম্ভূত। অপর কেহ কেহ বলেন, ইনি চন্দ্রগুপ্তের হিন্দুমহিষীর গর্ভজাত ; ইঁহার মাতার নাম দুর্ধরা। বিন্দুসার একজন প্রবল পরাক্রান্ত ও প্রজাপালক নরপতি ছিলেন। ইনি ২৫ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইঁহার রাজ্যসীমা হিমালয় হইতে নর্মদা পর্যন্ত এবং আধুনিক কাবুল হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকিলেও এই বিশাল রাজ্যে কখনও শাসনবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নাই। ইঁহার প্রধান সচিব রাধাগুপ্ত চাণক্যের ন্যায়ই দূরদর্শী ও কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন। গ্রীকরাজ ডিউমাকস সন্ধির প্রার্থনায় বিন্দুসারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই দূত দীর্ঘকাল ভারতে অবস্থান করিয়া প্রভুকার্য সম্পাদনপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। গ্রীকদিগের বিবরণে বিন্দুসার অমিত্রকেটিস্ (Amitrachates) নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা সম্ভবতঃ সংস্কৃত 'অমিত্রঘাট' নামের অপভ্রংশ।

ইঁহার সুভদ্রাঙ্গী নামে এক মহিষী ছিলেন। অনেকে ইঁহাকে নাপিতকন্যা বলিয়া থাকেন। ইঁহার ইতিহাস এইরূপ : -- ইনি চম্পাপুরনিবাসী জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা। বাল্যে কোন জ্যোতিষী কর্তৃক ইনি রাজমহিষী হইবেন এইরূপ কথিত হন। পিতা কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাহাকে লইয়া পাটলিপুত্র নগরে আসিয়া বিন্দুসারকে প্রদান করেন। বিন্দুসার তাঁহাকে অন্তঃপুরে স্থান দেন। এই নবাগতা ব্রাহ্মণকন্যার রূপে রাজা পাছে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন এই আশঙ্কায় রাজার অন্যান্য মহিষীরা উঁহাকে নাপিতানীর কার্যে নিযুক্ত করেন এবং এইরূপ নীচকার্যরতা রমণীকে রাজা কখনই গ্রহণ করিবেন না স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিছুদিন পরে সুভদ্রাঙ্গী ক্ষৌরকার্যে নিপুণতা লাভ করিলে রাজার ক্ষৌরকার্যার্থ আহূত হন। রাজা তাঁহার পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভিলষিত পুরস্কার দিতে চাহিলে সুভদ্রাঙ্গী রাজার মহিষী হইতে প্রার্থনা করেন। নীচজাতীয়া রমণীর এরূপ উচ্চ আশা দর্শনে বিন্দুসার ক্রুদ্ধ হন, কিন্তু সুভদ্রাঙ্গীর মুখে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। কালে এই রমণীই প্রধানা মহিষীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহারই গর্ভে মহারাজ অশোকের জন্ম হয় ('মৌর্যবংশ' দ্রঃ)।

বিন্ধশালী—ধান্যভেদ। প্রা কপ্র। বি।

বিন্ধা—বিদ্ধ করা, বিঁধা, ফুটা। কপ্র। ক্রি।

বিন্ধ্য—১। ব্যাধ। বিধ্ (বিদ্ধ করা) +য কর্তৃ। ২। কুলপর্বত বিঃ, ইহা ভারতবর্ষের ঠিক মধ্যস্থলে পূর্বপশ্চিমাভিমুখে অবস্থিত হইয়া উহাকে আর্যাবর্ত ও দক্ষিণাবর্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। বি—ধৈ (ধ্যান করা) +ক কর্তৃ, যে বিপরীত ভাবে অবস্থিত হইয়া ধ্যান করিতেছে। (পৌরাণিক বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।) বি ; পু।

বিন্ধ্য দেখিলেন, সূর্য কেবল সুমেরু পর্বতকেই প্রদক্ষিণ করে, তাঁহার নিকট দিয়াও যায় না। ইহা দেখিয়া তিনি সূর্যকে আত্মদেহ প্রদক্ষিণ করিতে

বলিলেন। পূর্ব সে কথায় কর্ণপাত না করায় বিন্ধ্য নিজ দেহ বর্ধিত করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এতদূর উচ্চ হইয়া উঠিলেন যে, চন্দ্র-সূর্যের গতি রুদ্ধ হইল। তখন দেবতারা বিন্ধ্যগিরির গুরুদেব অগস্ত্যমুনির শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি কোনরূপে শিষ্যের দেহ নত করিয়া দেন। অগস্ত্য শিষ্যের নিকট উপস্থিত হইলে বিন্ধ্য গুরুদেবকে প্রণাম করিবার জন্য নত হইলেন। তখন ঋষিবর শিষ্যকে এইরূপ আদেশ করিলেন যে, যাবৎ আমি দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাগত না হই, তাবৎ তুমি এই অবস্থায় থাক। অগস্ত্য আর প্রত্যাগত হইলেন না; সুতরাং বিন্ধ্যকে অদ্যাপি সেই অবস্থাতেই থাকিতে হইয়াছে।

এই পর্বতশ্রেণী পশ্চিমে গুজরাট হইতে আরম্ভ করিয়া, মধ্যভারতের মধ্য দিয়া পূর্বে রাজমহলের সন্নিকটে শেষ হইয়াছে। পর্বতের উচ্চতা কোন স্থানে ১৫০০ ফুটের ন্যূন বা ৫০০০ ফুটের অধিক নহে। ভারতে যে একটি পর্বতের ত্রিভুজ আছে, ঘাটদ্বয় তাহার পূর্ব ও পশ্চিম ভুজ, এবং বিন্ধ্যগিরি তাহার তৃতীয় ভুজ। কোন কোন পুরাণের মতে, নর্মদা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত সাতপুরা পর্বতমালা বিন্ধ্যগিরির অন্তর্ভূক্ত; কিন্তু অধুনা নর্মদার উত্তরদিকস্থ পর্বতশ্রেণীই বিন্ধ্যগিরি বলিয়া অভিহিত। স্থূলভাবে বলিতে গেলে, এই পর্বতের দক্ষিণাংশ অনার্যভূমি এবং উত্তরাংশ আর্য ঔপনিবেশিকগণোক্ত "মধ্যদেশ"। অদ্যাপি এই পর্বতমালায় ভীল প্রভৃতি আদিম জাতির বাস দেখা যায়।

বিন্ধ্যবাসিনী—১। বিন্ধ্যাচলে বাসকারিণী। বিন্ধ্যবাসিন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বি; স্ত্রী।

বিন্ধ্যবাসী (-বাসিন্)—বিন্ধ্যপর্বতে বাসকারী। উপতৎ; বিন্ধ্য - বস্ (বাস করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

বিন্ধ্যাচল—বিন্ধ্যপর্বত। বিন্ধ্য নামক অচল (পর্বত), মধ্যপ। বি; পু।

বিন্ধ্যাটবী—বিন্ধ্যাচলের বন। বিন্ধ্যের অটবী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিন্ধ্যাবলী—১। বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী। বিন্ধ্যের আবলী, ৬তৎ। ২। দৈত্যরাজ বাণের জননী। বি; স্ত্রী।

বিন্যস্ত—বিক্ষিপ্ত; স্থাপিত; যথাক্রমে অর্পিত, সাজানো; রচিত। বি—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিন্যাস—স্থাপন; রচনা; সাজানো; ন্যাস। বি—নি—অস্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপক্ষ—১। বিরুদ্ধ পক্ষ; প্রতিকূলাশ্রিত জন; শত্রু। বি (বিরুদ্ধ) যে পক্ষ, প্রাদি। বি; পু। ২। পক্ষহীন। বি (বিগত) পক্ষ যাহার, বহু। বিণ।

বিপক্ষতা—বৈরিতা, শত্রুতা; প্রতিকূলতা। বিপক্ষ শব্দ + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বিপক্ষীয়—বিপক্ষসম্বন্ধীয়, শত্রুবিষয়ক। বিপক্ষ শব্দ + ঈয়। বিণ।

বিপঞ্চী—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, বীণা। বি পঞ্চি (বিস্তার করা) + অন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিপণ, বিপণন—বিক্রয়, বেচা। বি পণ্ (কেনাবেচা করা) + অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

বিপণি—১। পণ্যবীথিকা, দোকান; হট্ট হাট, বাজার। বি—পণ্ (কেনাবেচা করা) + ই অধি। ২। পণ্য, বিক্রেয় দ্রব্য। ... + ই কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী।

বিপণী—বিপণি (সকল অর্থে)। বিপণি + বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিপৎ (বিপদ্)—আপদ; বিপত্তি; মরণ। বি—পদ্ (যাওয়া) + ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

বিপতি—১। বিপদ, আপদ, অশুভ, অমঙ্গল। <বিপত্তি। ২। বিপত্তিতে, বিপদে। বিপদি এই সংস্কৃত পদজ। প্রা কপ্র। বি।

বিপত্তি—বিপদ, আপদ, নাশ; দুর্ভাগ্য। বি—পদ্ (যাওয়া) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিপত্তিখণ্ডন, -নাশন, -ভঞ্জন—১। বিপদদূরীকরণ, আপদ্ বিনাশ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। পরমেশ্বর। বি; পু।

বিপত্নীক পত্নীহীন, যাহার স্ত্রী মরিয়া গিয়াছে এরূপ। বি (বিগত) হইয়াছে পত্নী যাহার, বহু। বিণ; পু।

বিপথ—নিন্দিত পথ, কুপথ। বি (বিরুদ্ধ) যে পথ, প্রাদি। বি; পু।

বিপথগামী (-গামিন্)—কুপথগামী; অসৎপথাবলম্বী, অন্যায় আচরণকারী। উপতৎ; বিপথ—গম্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

বিপদ্—'বিপৎ' দ্রঃ।

বিপদাপন্ন—বিপদে পতিত, বিপদ্গ্রস্ত, বিপন্ন। ২তৎ। বিণ।

বিপদ্ভঞ্জন—১। যিনি বিপৎ নাশ করেন, পরমেশ্বর; আপদ্ বিনাশন, বিপদ্ দূরীকরণ। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী। ২। বিপদবিনাশক; আপদ-উদ্ধারক। বিণ।

বিপদ্সংকুল—বিপদপূর্ণ, সংকটাপন্ন। ৩তৎ। বিণ। (শুদ্ধ—বিপৎসংকুল।)

বিপন্ন—বিপদ্গ্রস্ত, বিপদে পতিত, বিনষ্ট। বি—পদ্ (যাওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিপরিণত—পরিবর্তিত; বিপর্যস্ত। বি—পরি—নম্ (নত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিপরিণাম—বিপর্যাস; পরিবর্তন। বি—পরি—নম্ (নত হওয়া) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপরিণামী (-গামিন্)—বৈপরীত্যবিশিষ্ট; পরিবর্তনশীল। বিপরিণাম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিপরিণামিনী**।

বিপরিবর্তন—ফিরানো, ঘুরানো। বি—পরি—বৃত্ (থাকা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপরীত—১। বিরুদ্ধ, উলটা; প্রতিকূল। বি—পরি—ই (যাওয়া) + ক্ত কর্তৃ। ২। অতি ভয়ানক, প্রকাণ্ড, বিশাল। বাংপ্র। বিণ।

বিপর্যয়, বিপর্যায়—১। ব্যত্যয়; ব্যতিক্রম; বৈপরীত্য; বিনাশ। বি—পরি—ই বা অয়্ (যাওয়া) + অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। অতি ভয়ানক, প্রকাণ্ড, বিশাল, বিপুল। বাংপ্র। বিণ।

বিপর্যস্ত—পর্যাবৃত্ত; ব্যতিক্রান্ত, উলটপালট। বি—পরি—অস্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপর্যাস—ব্যতিক্রম; ব্যত্যয়; বৈপরীত্য। বি—পরি—অস্ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপল—এক পলের (অর্থাৎ ২৪ সেকেণ্ডের) ৬০ ভাগের এক ভাগ। বি (বিভক্ত) পল যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

বিপশ্চিৎ—জ্ঞানী, বিজ্ঞ, পণ্ডিত। বি—প্র চি বা চিত্ + ক্বিপ্ কর্তৃ, নিপাতনে। বি; পু।

বিপাক—পরিণাম; পরিপাক, জীর্ণতাপ্রাপ্তি; পক্বতা; রন্ধন; দুর্গতি; আয়ুঃ; ভোগ; কর্মের বিসদৃশ ফল [জঠরাগ্নির সংযোগে ভুক্তদ্রব্যের যে রস জন্মে, সেই রস হইতে যে পৃথক্ আর একটি রস জন্মে তাহার নাম বিপাক। বিপাক ত্রিবিধ—মধুর বিপাক, অম্ল বিপাক, এবং কটু-বিপাক। মধুর ও লবণ রসের বিপাক মধুর, অম্ল রসের বিপাক অম্ল, এবং তিক্ত, কটু ও কষায় রসের বিপাক কটু]। বি—পচ্ (পাক করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপাটন—ভেদন, বিদারণ। বি—ণিজন্ত পট্—পাটি (ফাটানো) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপাটিত—ভিন্ন, বিদারিত। বি—ণিজন্ত পট্—পাটি (ফাটানো) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপাণ্ডুর—অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ। বি (অতিশয়) যে পাণ্ডুর, প্রাদি। বিণ।

বিপাদন—মারণ, ব্যাপাদন, বধ। বি—ণিজন্ত পদ্ (—পাদি) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপাশা—পঞ্চনদীর নদী বিঃ; আধুনিক বিয়াস্ [মহামুনি বশিষ্ঠদেবের শত পুত্র রাক্ষস কর্তৃক ভক্ষিত হইলে তিনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া তনুত্যাগের অভিপ্রায়ে স্বয়ং পাশবদ্ধ হইয়া এই নদীতে নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহাকে বিপাশ অর্থাৎ পাশমুক্ত করে; সেই জন্যই ইহা বিপাশা নামে খ্যাতা হয়]। বি; স্ত্রী।

বিপিতা (-তৃ)—সৎবাপ, step-father. প্রাদি। বি; পু। স্ত্রী **বিমাতা**।

বিপিন—বন, কানন। বেপ্ (কাঁপা)+ইন অধি। বি; ক্লী।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৫—১৯৩২ খ্রীঃ)। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ দেশনেতা ও বিশিষ্ট বক্তা। জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলায়। ইনি Bengalee প্রভৃতি কাগজের সম্পাদক ছিলেন। ইনি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহকর্মী ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ইনি একজন প্রধান নেতা ছিলেন।

বিপিনবিহারী (-হারিন্)—১। বনে বিচরণকারী। উপতৎ; বিপিন—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হারিণী**। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

বিপিনসেঁা—বন হইতে। প্রা কপ্র। বি।

বিপুল—১। মহৎ; বৃহৎ, বড়; গভীর, অগাধ; প্রশান্ত। বি—পুল্ (মহৎ হওয়া)+ক কর্তৃ। বিণ। ২। পর্বত বিঃ; সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বি; পু।

বিপুলকায়—১। বৃহৎ শরীর। কর্মধা। বি; পু। ২। বৃহদাকার, বৃহৎ দেহধারী। বহু। বিণ।

বিপুলতা—বৃহত্ত্ব, বিশালতা; গভীরতা। বিপুল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বিপুলা—১। মহতী ইত্যাদি। বিপুল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আর্য ছন্দঃ বিঃ; পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

বিপ্র—ব্রাহ্মণ। বপ্ (বপন করা)+র কর্তৃ, অথবা বি—প্রা (পূরণ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

বিপ্রকর্ষ—দূরত্ব; দূরবর্তী হওয়া; বিপরীত দিকে টানিয়া আনা বা ঠেলিয়া দেওয়া, repulsion; (ব্যাকরণ) স্বরভক্তি, যুক্তাক্ষরের মধ্যে স্বরাগমের ফলে যে বিশ্লেষণ-ক্রিয়া সাধিত হয় তাহা (যথা,—দর্শন—দরশন)। বি—প্র—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রকর্ষণ—বিশ্লেষণ; দূরে অপসারণ, বিকর্ষণ, ঠেলা। বি—প্র+কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপ্রকার—অপকার, অনিষ্ট; তিরস্কার; উপদ্রব। বি—প্র—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রকীর্ণ—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; চারিদিকে ছড়ান। বি—প্র—কৄ (বিকীর্ণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রকৃত—অপকৃত; তিরস্কৃত; উপদ্রুত। বি—প্র—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রকৃষ্ট—দূরস্থ, অনাসন্ন; দূরে অপসারিত। বি—প্র—কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রচিত্ত, বিপ্রচিত্তি—জনৈক দানব, দনুর পুত্র। বি—প্র—চিত্+ত, তি কর্তৃ। বি; পু।

বিপ্রতিপত্তি—বিরুদ্ধজ্ঞান; বিরোধ; অস্বীকার, বিকৃতি; পার্থক্য; সংশয়। বি—প্রতি—পদ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিপ্রতিপন্ন—বিরুদ্ধ; অস্বীকৃত; সন্দিগ্ধ। বি—প্রতি—পদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রতিষিদ্ধ—বিরুদ্ধ; নিবারিত। বি—প্রতি—সিধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রতিষেধ—নিষেধ; তুল্যবলবিরোধ। বি—প্রতি—সিধ্+অল্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রতিসার, বিপ্রতীসার—অনুতাপ; দ্বেষ; ক্রোধ। বি—প্রতি—সৃ (সরা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রতীপ—বিপরীত। প্রাদি। বিণ।

বিপ্রতীপ কোণ—দুই সরল রেখা পরস্পর ছেদ করিলে যে চারিটি কোণের সৃষ্টি হয় তন্মধ্যে পরস্পরের বিপরীত কোণ, vertically opposite angle.

বিপ্রপাদোদক—ব্রাহ্মণের পাদস্পৃষ্ট জল, ব্রাহ্মণের চরণামৃত। বিপ্রের পাদোদক, ৬তৎ। বি; ক্লী।

বিপ্রবর—ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, দ্বিজোত্তম। ৭তৎ। বি; পু।

বিপ্রবাস—দেশান্তরে বাস। বি—প্র—বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রবাসন—নির্বাসন, দেশান্তরীকরণ। বি—প্র—ণিজন্ত বস্—বাসি (বাস করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপ্রবিদ্ধ—অভিহত। বি—প্র—ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রবুদ্ধ—বিনিদ্র, জাগরিত। বি—প্র—বুধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিপ্রয়াণ—প্রস্থান; পলায়ন। বি—প্র—যা (যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিপ্রযুক্ত—বিযুক্ত; বিচ্ছিন্ন; বিশ্লিষ্ট। বি—প্র—যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রয়োগ—বিয়োগ; বিশ্লেষ; বিরোধ। বি—প্র—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রলব্ধ—বঞ্চিত; প্রতারিত। বি—প্র—লভ্ (পাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিপ্রলব্ধা—১। বঞ্চিতা; প্রতারিতা। বিপ্রলব্ধ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বঞ্চিতা নায়িকা বিঃ, যে নায়িকা সংকেতস্থানে গমন করিয়া নায়ককে দেখিতে না পাইয়া হতাশ হয় ['নায়িকা' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

বিপ্রলম্ভ—বঞ্চনা; বিরহ; কলহ; বিসংবাদ; বিরুদ্ধকর্ম। বি—প্র—লভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রলাপ—বিরোধ বাক্য; অনর্থক বিবাদ। বি—প্র—লপ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিপ্রশ্নিকা—দৈবজ্ঞা, অদৃষ্টগণনাকারিণী। বি—প্রশ্ন শব্দ+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিপ্রসাৎ—ব্রাহ্মণকে দেয় বা দত্ত। বিপ্র+চসাৎ। অ।

বিপ্রিয়—১। অপ্রিয়; বিরক্তিকর। বি (বিপরীত) প্রিয়, প্রাদি বিণ। ২। অপরাধ; অনিষ্ট। বি; ক্লী।

বিপ্রোষিত—প্রবাসিত, বিদেশে স্থিত। বি—প্র—বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিপ্লব—বিপদ্; বিনাশ; ভয়প্রাপ্তি; ভয়প্রদর্শন; উপদ্রব; বিদ্রোহ; সমূহ পরিবর্তন; দেশলুণ্ঠন। বি—প্লু+অল্ ভাব। বি; পু।

বিপ্লবী (-বিন্)—যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা করে এমন। বিণ; পু। স্ত্রী **বিপ্লবিনী**।

বিপ্লাবন—ব্যাঘাত; হানি; ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—প্লাবি+অনট্ ভাব। বি; পু।

বিপ্লাবিত—ব্যাহত; জল দ্বারা প্লাবিত। বি—প্লাবি (গমন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

-ত—১। বিগত; উপদ্রুত; বিপর্যস্ত; ভ্রান্ত; দূষিত; ব্যসনার্ত; বিহ্বল। বি—প্লু (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যাঘাত; হানি; ধ্বংস; জলপ্লাবন। বি—প্লু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিফল—নিষ্ফল; অকৃতকার্য; বৃথা; নিরর্থক। বি (নাই) ফল যাহাতে, বহু। বিণ।

বিফলতা—নিষ্ফলতা; নিরর্থকত্ব। বিফল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বিবক্ষা—বলিবার ইচ্ছা। সনন্ত বচ্ (বলিতে ইচ্ছা করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিবক্ষিত—বলিতে ইচ্ছার বিষয়ীভূত, যাহা বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে এরূপ। সনন্ত বচ্ (বলিতে ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবক্ষু—বলিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বচ্ (বলিতে ইচ্ছা করা)+উ কর্তৃ। বিণ।

বিবঞ্চিষু—বঞ্চনা করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বঞ্চ্+উ কর্তৃ। বিণ।

বিবৎসা—১। বাস করিতে ইচ্ছা। সনন্ত বস্ (বাস করিতে ইচ্ছা করা)+অ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বৎসহীনা। বি (নাই) বৎস যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিবদমান—বিবাদে নিযুক্ত, কলহকারী। বি—বদ্ (বলা)+শান কর্তৃ। বিণ।

বিবন্দিষু—অভিবাদন করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত বন্দ্+উ কর্তৃ। বিণ।

বিবমিষা—বমনেচ্ছা, গা বমি বমি। সনন্ত বম্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিবর—ছিদ্র, রন্ধ্র; গর্ত; দোষ। বি—বৃ (আবৃত করা)+অল্ কর্ম। বি; ক্লী।

বিবরণ—বর্ণন; ব্যাখ্যান; প্রকটন; বৃত্তান্ত; প্রকাশ। বি—বৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিবরণী—১। বিবরণ, বার্তা, ব্যাখ্যান। বি—বৃ (বরণ করা)+অনট্ ভাব+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। ব্যাখ্যান পুস্তিকা। ...+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিবরা—বিবৃত করা, বর্ণনা করা, সবিস্তারে উল্লেখ করা, খুলিয়া বলা। কপ্র। ক্রি।

বিবর্জন—বিসর্জন, ত্যাগ। বি—বৃজ্ (বর্জন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিবর্জিত—পরিত্যক্ত; বিরহিত। বি—বৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবর্ণ—ইতরজাতীয়; নীচ; বিকৃত-বর্ণ, মলিন। বি (নাই) বর্ণ যাহার, বহু। বিণ।

বিবর্ণতা—মলিনতা, বর্ণের বিকৃতি। বিবর্ণ +তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বিবর্ত—বিশেষরূপে স্থিতি; ভ্রমণ; নৃত্য; ঘূর্ণন; সমূহ; পরিণাম। বি—বৃত্ (থাকা ইত্যাদি)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিবর্তন—ঘূর্ণন; ভ্রমণ; প্রত্যাবর্তন; ক্রম বিকাশ; পরিবর্তন; নৃত্য। বি—বৃত্ (বর্তন করা ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিবর্তনশীল—পরিবর্তনশীল; ঘূর্ণনশীল, যে নিয়ত ঘোরে এরূপ। বিবর্তন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

বিবর্তবাদ—দার্শনিক মত বিঃ, মায়াবাদ (রজ্জুর সর্পত্ব যেরূপ কাল্পনিক, ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তিও তদ্রূপ, বস্তুতঃ এই ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা নাই)। কর্মধা। বি; পু।

বিবর্তিত—ঘূর্ণিত; ভ্রমিত; প্রত্যাবৃত্ত; অপনীত। বি—ণিজন্ত বৃত্ (=বর্তি)+ ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবর্ধন—১। সম্যক্ বৃদ্ধি। বি—বৃধ্ (বাড়া) +অনট্ ভাব। ২। সম্যক্ বাড়ানো। বি—ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্ধি (বাড়ানো)+ অনট্ ভাব। ৩। ছেদন। বি—বর্ধ্ (ছেদন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিবশ—অবশ; অনধীন; অবাধ্য; বিহ্বল; নিশ্চেষ্ট। বিগত বশ যাহার বা যাহা হইতে, বহু। বিণ।

বিবসন—বসনহীন, উলঙ্গ। বি (নাই) বসন যাহার, বহু। বিণ।

বিবস্ত্র—বিবসন, উলঙ্গ। বি (নাই) বস্ত্র যাহার, বহু। বিণ।

বিবস্বান্ (-স্বৎ)—সূর্য; অরুণ; দেবতা; মনু। বি—বস্ (বাস করা)+ক্বিপ্ ভাব (=বিবস্)+বতু অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বিবাক—বিবেচক। বি—বচ্ (বলা)+ ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ।

বিবাগী—দেশান্তরী, সংসারত্যাগী, উদাসীন। বাংপ্র। বিণ।

বিবাদ—বিরোধ, কলহ; ব্যবহার, মকদ্দমা। বি—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। [বিণ।

বিবাদপ্রিয়—কলহপ্রিয়, ঝগড়াটে। বহু।

বিবাদী (-দিন্)—১। বিবাদকারী; প্রতিবাদী, আসামী। বি—বদ্ (বলা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিবাদিনী**। ২। বিবাদের বিষয়ীভূত; (সংগীতে) কোন রাগ বা রাগিণীতে বর্জিত বা অল্প ব্যবহৃত সুর। বি।

বিবাধ—বিবাদ, বিরোধ; নিন্দা; বন্ধন। কপ্র। বি।

বিবাস, বিবাসন—নির্বাসন, দেশান্তরীকরণ। বি—ণিজন্ত বস্=বাসি (বাস করানো)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; ক্রমে পু ও ক্লী।

বিবাসিত—নির্বাসিত, দেশান্তরীকৃত। বি—ণিজন্ত বস্=বাসি (বাস করানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবাসী (-বাসিন্)—দেশান্তরিত, নির্বাসিত। বি—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিবাসিনী**।

বিবাহ—পরিণয়। বি—বহ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। [বিবাহ অষ্টবিধ, যথা—ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব রাক্ষস, পৈশাচ। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন বরকে আহ্বান করিয়া পূজাসহকারে যথাবিধি কন্যাদানের নাম ব্রাহ্মবিবাহ। যজ্ঞে বৃত ঋত্বিককে অলংকারাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া কন্যাদান দৈব বিবাহ। বরের নিকট হইতে এক বা দুইটি গো মিথুন গ্রহণ করিয়া বিধানানুসারে কন্যাদানকে আর্ষ বিবাহ কহে। "উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্মাচরণ কর" ইহা বলিয়া অর্চনা সহকারে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ। বরের নিকট অর্থ (কন্যাপণ) গ্রহণ করিয়া কন্যাদান করাকে আসুর বিবাহ বলে। বর ও কন্যার মনের মিলন দ্বারা পরস্পর মিলিত হওয়া গান্ধর্ব বিবাহ। কন্যার আত্মীয়স্বজনকে বিনাশ করিয়া বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া, বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া বিবাহ করা রাক্ষস বিবাহ। সুপ্ত বা মত্তাবস্থায় কন্যাকে হরণ করিয়া তাহার অসম্মতিতে বিবাহ করা পৈশাচ বিবাহ।]

বিবাহবয়ঃ (-বয়স্)-বিবাহের উপযুক্ত বয়স। ৬তৎ। বি; ক্লী। মনু বলেন, "ত্রিংশদ্বর্ষঃ ষোড়শবর্ষাং ভার্যাং বিন্দেত নগ্নিকাং।" অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়স্ক পুরুষ অনার্তবা ষোড়শবর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে। কন্যার বিবাহবয়স সম্বন্ধে নিয়ম এই—অযুগ্ম বর্ষে বিবাহে কন্যা দুর্ভাগ্যবতী হয়, এবং যুগ্ম বর্ষে বিবাহে বিধবা হয়; অতএব গর্ভ হইতে গণনা করিয়া যুগ্মবর্ষে বিবাহ প্রশস্ত। স্মার্ত ভট্টাচার্য রঘুনন্দন বলেন, অষ্টমবর্ষীয়া কন্যা গৌরী, নবমবর্ষীয়া রোহিণী, দশমবর্ষীয়া কন্যকা; ইহার পর কন্যা রজস্বলা নামে অভিহিত হয়। রজস্বলার পূর্বেই কন্যার বিবাহ দেওয়া কর্তব্য।

বিবাহবিচ্ছেদ—আইনের বলে পতি বা পত্নীর দাম্পত্য-সম্বন্ধের বিলোপ, তালাক, divorce. ৬তৎ। বি; পু।

বিবাহিত—১। পরিণীত, ঊঢ়। বি—ণিজন্ত বহ্=বাহি (পাওয়ানো)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পরিণেতা, বিবাহকর্তা। বিবাহ+ইত যুক্তার্থে। বি; পু।

বিবাহ্য—বিবাহযোগ্য; বহনীয়, বহনযোগ্য। বি—বহ্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

বিবি-সম্ভ্রান্তা মহিলা; মাননীয়া ললনা; পত্নী, স্ত্রী; স্ত্রীলোকমাত্র; তাসের রানী; (অধুনা) ইউরোপীয় রমণী। < হি 'বীবী'। বি; স্ত্রী।

বিবিক্ত—বিজন, নির্জন; পবিত্র; শুভ; বিবেচক; একাগ্র; অসম্পৃক্ত। বি—বিচ্ (পৃথক্ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিবিক্তসেবী (-বিন্)-পবিত্র নির্জন স্থানে বাসকারী। উপতৎ; বিবিক্ত—সেব্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বিবিক্ষা—প্রবেশেচ্ছা। সনন্ত বিশ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিবিক্ষু—প্রবেশেচ্ছু। সনন্ত বিশ্+উ কর্তৃ। বিণ।

বিবিগ্ন—উদ্বিগ্ন; শঙ্কিত, ভীত। বি—বিজ্ (ভয়ে কাঁপা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিবিজান—বিবিকে প্রিয় সম্বোধন। হি-মু। বি।

বিবিদ্বান্ (-দ্বস্)—জ্ঞাতা, যে জানিয়াছে এরূপ। বি—বিদ্ (জানা)+ক্বসু কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিবিদুষী**।

বিবিধ—নানাপ্রকার ; বহুবিধ। বি (বহু) বিধা (প্রকার) যাহার, বহু। বিণ।

বিবিয়ানা—মেমের ন্যায় বিলাসিতা বা চালচলন। হি-মু। বি।

বিবুধ—পণ্ডিত ; দেবতা ; চন্দ্র। বি—বুধ্ (জানা) + ক কর্তৃ। বি ; পু।

বিবৃত—বর্ণিত ; ব্যাখ্যাত ; প্রকটিত ; প্রকাশিত ; প্রমাণীকৃত ; উন্মুক্ত ; বিস্তৃত। বি - বৃ (বরণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবৃতাক্ষ—বিস্ফারিতনেত্র। বিবৃত (বিস্তৃত) অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**বিবৃতাক্ষী**।

বিবৃতি—বর্ণন ; বিবরণ ; ব্যাখ্যান ; প্রকটন ; প্রকাশ ; বিস্তার। বি - বৃ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিবৃত্ত—ঘূর্ণিত ; ভ্রমিত ; পরাবৃত্ত ; লুণ্ঠিত। বি—বৃত্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবৃত্তি—বিবর্তন ; চক্রবৎ ভ্রমণ। বি বৃত্ (থাকা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিবৃদ্ধ—সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। বি—বৃধ্ (বাড়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিবৃদ্ধি—সম্যক্ বৃদ্ধি। বি—বৃধ্ (বাড়া) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিবেক—বিবেচনা, বিচার ; তত্ত্বজ্ঞান ; প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞান ; হিতাহিত জ্ঞান ; বৈরাগ্য ; প্রভেদ। বি—বিচ্ (পৃথক্ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিবেকবুদ্ধি—তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্না ধী, হিতাহিতবোধযুক্তা বুদ্ধি। বিবেক-যুক্তা বুদ্ধি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

বিবেকানন্দ (স্বামী)—ইনি কলিকাতা সিমুলিয়ার দত্তবংশের বিশ্বনাথের পুত্র। ইং ১৮৬২ অব্দের ৯ই জানুয়ারি ইহার জন্ম হয়। শৈশবে বিবেকানন্দ বিশ্বেশ্বর নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার সময় ইহার নাম নরেন্দ্রনাথ রাখা হয়। বাল্যকাল হইতেই ইহার অসাধারণ স্মরণশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা, আর্তের প্রতি সহানুভূতি এবং আধ্যাত্মিক ভাব-প্রবণতা লক্ষিত হইত। বিবেকানন্দ কলেজে পাঠ সময়ে হার্বার্ট স্পেন্সারকে তাঁহার প্রবর্তিত দর্শনশাস্ত্র প্রণালীর একটি মন্তব্য প্রেরণ করেন। স্পেন্সার সেইটি পাঠ করিয়া বিবেকানন্দের পাণ্ডিত্যে বিমোহিত হন এবং সত্য নির্ধারণ করিতে ইহাকে উৎসাহিত করেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শন শিক্ষা করিয়া বিবেকানন্দ প্রথমে নাস্তিকতার পথে অগ্রসর হন। পরে ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইলে সে ভাবের পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু ইঁহাদের সংস্রবে আসিয়াও ইহার আধ্যাত্মিক তৃষ্ণার উপশম হইল না বুঝিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়েন। এই সময় (১৮৮৪ খ্রীঃ) বিবেকানন্দ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। ইহার এক খুল্লতাত রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য ছিলেন। তিনি একদিন ইহাকে পরমহংসদেবের নিকট লইয়া যান। এতদিন বিবেকানন্দ যাঁহার অন্বেষণ করিতেছিলেন তাঁহাকে পাইলেন। প্রথম সাক্ষাতেই উভয়ে উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। পরমহংসদেব ইঁহার মধুরকণ্ঠ-নিঃসৃত গান শুনিয়া ভাবে বিভোর হইলেন। তাহার পর বিবেকানন্দ ঘন ঘন উঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন এবং উঁহার স্নেহভাজনগণের অগ্রণী হইয়া উঠিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই অগস্ট পরমহংসদেবের দেহান্তর ঘটিলে উঁহার শিষ্যগণ গুরুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বনে স্থির-প্রতিজ্ঞ হইলেন। বিবেকানন্দ ছয় বৎসর কাল হিমালয় পর্বতে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে ইনি তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করেন। তাহার পর খেতরী রাজ্যে আসিয়া সেখানকার মহারাজকে স্বমতে দীক্ষিত করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ মাদ্রাজে আসিয়া রামনাদের রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ আমেরিকায় চিকাগো (Chicago) নগরে Parliament of Religions নামক সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। মাদ্রাজবাসিগণের অনুরোধে ও অর্থ-সাহায্যে বিবেকানন্দ সেখানে গিয়া হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধিরূপে যে সকল বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইহার অপূর্ব বাগ্মিতা ও হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে আমেরিকায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। এই সময় New York Herald নামক প্রসিদ্ধ পত্রের সম্পাদক লেখেন যে, "হিন্দুজাতির ন্যায় পণ্ডিতজাতির মধ্যে খ্রীষ্টান প্রচারক প্রেরণ যে অতিশয় নির্বুদ্ধিতার কার্য, বিবেকানন্দের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া পরে তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছি।" এই সময়ে বিবেকানন্দ Madam Louise নাম্নী রমণীকে ও মিস্টার Sandsberg নামক পুরুষকে শিষ্যরূপে লাভ করেন। ইঁহারা যথাক্রমে স্বামী অভয়ানন্দ ও স্বামী কৃপানন্দ নাম গ্রহণ করেন। আমেরিকায় অনেক স্থানে বক্তৃতা করিয়া বিবেকানন্দ সে দেশে বৈদান্তিক ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ১৮৯৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডে আসিয়া নানা সভায় বক্তৃতা করিয়া যথেষ্ট প্রতিপন্ন হন। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত আলাপ করিয়া বিবেকানন্দ Life and Sayings of Ramkrishna নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে তাঁহাকে প্রবৃত্ত করান। এইখানেই Miss Margaret Noble নাম্নী রমণীকে শিষ্যত্বে দীক্ষিত করেন। এই রমণী পরে সিস্টার নিবেদিতা নামে সুপরিচিতা হন ('সিস্টার নিবেদিতা' দ্রঃ)। ১৮৯৬ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে বিবেকানন্দ সশিষ্য ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কলম্বো হইতে আলমোড়া পর্যন্ত যে যে স্থানে ইনি গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানে ইনি প্রগাঢ় আন্তরিকতার সহিত অভ্যর্থিত হন। এইবারে ইনি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কলিকাতার সন্নিকট বেলুড় গ্রামে এবং আলমোড়ায় ব্রহ্মচর্য শিক্ষাদানার্থে ইনি এক একটি মঠ স্থাপিত করেন। Ramkrishna Mission প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উন্নতিকল্পে কি কি কার্য করিতে হইবে, তাহা নির্ধারণ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষপীড়িতগণের সাহায্যার্থ নানা স্থানে relief works স্থাপিত করেন। ক্রমাগত পরিশ্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে চিকিৎসকের পরামর্শে বিবেকানন্দ আবার অল্পদিনের জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমন করেন (১৮৯৯ খ্রীঃ)। এই সময়ে San Francisco নগরে একটি বেদান্ত সোসাইটি ও শান্তি আশ্রম সংস্থাপিত করেন। ১৯০০ খ্রীঃ প্যারিস নগরে Congress of Religions সভায় নিমন্ত্রিত হইয়া সেখানে ফরাসী ভাষায় হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সেখান হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ইনি ভারতে আগমন করেন। এইবার সাধুদিগের জন্য রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, বেনারসে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও রামকৃষ্ণ "হোম", রামকৃষ্ণ পাঠশালা প্রভৃতি অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। জাপানদেশে ধর্মসম্বন্ধে একটি কংগ্রেস বসে। সেখানে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকটি জাপানী ভদ্রলোক ইহার নিকট আসেন। কিন্তু শরীরের অবস্থা তত ভাল নয় বলিয়া ইনি তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। ১৯০২ খ্রীঃ ৪ঠা জুলাই বেলুড় মঠে ইনি ছাত্রগণকে পাণিনি শিক্ষা দিয়া অপরাহ্নে বেদ বিষয়ে উপদেশ দেন। তাহার পর অল্প সময়ের জন্য বেড়াইয়া আসেন। সন্ধ্যাকালে ধ্যানস্থ হন এবং রাত্রি ৯টার সময় মহাসমাধিস্থ হইয়া বিবেকানন্দ ইহলোক ত্যাগ করেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। ত্যাগ ও সেবা ইহার জীবনের মূলমন্ত্র। সার্বজনিক ধর্ম সংস্থাপন ইহার উদ্দেশ্য ছিল এবং বেদান্ত দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে এই ধারণায় পাশ্চাত্ত্য দেশে বেদান্তের প্রচার যাহাতে বহুল পরিমাণে

হয়, তাহাতে সমধিক যত্নবান্ ছিলেন। Re-incarnation, Raja-Yoga, Bhakti-Yoga, Jnana-Yoga, Karma-Yoga, Freedom of the Soul প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। ইনি দেখিতে যেমন সুপুরুষ, সংগীতেও তেমনি সুনিপুণ ছিলেন। ইঁহার বক্তৃতাশক্তি, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বহু ভাষাজ্ঞান, ধর্মপ্রাণতা ও গুরুভক্তি ইঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বি বে কি তা—বিবেকীর ভাব, সম্যক্ বিবেচনা। বিবেকিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বিবেকী (-কিন্)—বিবেকযুক্ত ; সম্যক্ বিবেচনাকারী ; বৈরাগ্যযুক্ত ; বিরাগী। বিবেক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিবেকিনী**।

বি বে চ ক—বিবেচনাকারী ; বিচারক্ষম, বিচক্ষণ। বি—বিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ।

বিবেচন, বিবেচনা—বিচার ; বিশেষ আলোচনা, বিতর্ক। বি—বিচ্+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ···+অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী ও স্ত্রী।

বিবেচনীয়, বিবেচ্য—বিবেচনা-যোগ্য। বি—বিচ্ (পৃথক্ করা)+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

বিবেচিত—বিচারিত ; সম্যক্ আলোচিত, নিরূপিত। বি—ণিজন্ত বিচ্ বা বেচি (পৃথক্ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিবেচ্য—'বিবেচনীয়' দ্রঃ।

বিবোঢ়া (-ঢৃ)—বিবাহকর্তা, পরিণেতা, পতি। বি—বহ্+তৃন্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিবোধন—বুঝানো ; উদ্বোধ ; বিকাশ ; জাগরণ। বি—ণিজন্ত বুধ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিবোধিত—উদ্বোধিত ; জ্ঞাপিত ; জাগরিত। বি—ণিজন্ত বুধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিব্‌ভুল—১। ভ্রম, ভ্রান্তি ; বিহ্বলতা, আবল্য, 'বেভুল'। বি। ২। বিভ্রান্ত ; বিহ্বল, হতবুদ্ধি। বাংপ্র। বিণ।

বিব্রত—ব্যতিব্যস্ত, অস্থির, ব্যাকুল ; বিপদাপন্ন, দায়গ্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

বিভক্ত—১। বিভিন্ন, পৃথক্কৃত ; সুশ্লিষ্ট ; সংক্রমিত। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিভাগ। বি—ভজ্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

বিভক্তি—বিভাগ ; ভঙ্গী ; রচনা ; (ব্যাকরণে) শব্দের উত্তর সি-আদি ও ধাতুর উত্তর তিপ্-আদি যে সকল প্রত্যয় হয়। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিভঙ্গ—১। ভঙ্গী ; বিন্যাস। বি—ভন্‌জ (ভাঙ্গা)+অল্ ভাব। ২। খণ্ড ; ছেদ। বি—ভন্‌জ+অল্ কর্ম। বি ; পু।

বিভঙ্গি, -ঙ্গী—ভঙ্গি, হাবভাব। বাংপ্র। বি।

বিভজনীয়—বিভাজ্য, বিভাগযোগ্য। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

বিভজ্যমান—যাহা বিভাগ করা হইতেছে এমন, বিভাজ্য। বি—ভজ্+শানচ্ কর্ম। বিণ।

বিভব—১। বিভুত্ব ; প্রভুত্ব ; মাহাত্ম্য ; সামর্থ্য ; মোক্ষ ; মুক্তি। বি—ভূ (হওয়া) অল্ ভাব। ২। ধন, সম্পত্তি। বি—ভূ+অল্ করণ। বি ; পু।

বিভা—প্রভা ; দীপ্তি ; কিরণ ; আলোক। বি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভাকর—সূর্য ; অগ্নি। উপপদ ; বিভা (প্রভা)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি ; পু।

বিভাগ—১। খণ্ড ; অংশ। বি—ভজ্+ঘঞ্ কর্ম। ২। ভাগ, বণ্টন। বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিভাগীয়—বিভাগ সম্বন্ধীয়, কোন অংশের সহিত সম্পর্কিত ; কোন বৃহৎ প্রতিষ্ঠান বা কর্মপরিচালনার অংশ সম্বন্ধীয়, departmental. বিভাগ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বিভাজক—বিভাগকারী ; ভাজক, যদ্দ্বারা ভাগ করা যায়, divisor. বি—ভজ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বিভাজিকা**।

বি ভা জ্য—বিভজনীয়, বিভাগযোগ্য ; ভাজ্য, যাহাকে অপর রাশি দ্বারা ভাগ করা হয়, dividend. বি—ভজ্ (ভাগ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

বিভাজ্যতা—জড় পদার্থের যে গুণ থাকাতে উহাকে যথেচ্ছ সূক্ষ্মাংশে বিভক্ত করা যায় (divisibility). বিভাজ্য শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বিভাণ্ডক—জনৈক মুনি, ঋষ্যশৃঙ্গের জনক। বি ; পু।

বিভাত—প্রভাত, প্রাতঃকাল। বি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

বিভাব—১। পরিচয়। বি—ভূ (হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। (কাব্যে)—রসের উদ্দীপন আলম্বন প্রভৃতি। বি—ভূ+ঘঞ্ করণ। বি ; পু। ৩। অন্য ভাব। বি ; পু।

বিভাবন—বিবেচনা ; চিন্তন ; অবধারণ ; প্রকাশন ; অনুভব ; দর্শন ; খ্যাপন। বি—ভাবি (হওয়ান)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিভাবনা—বিবেচনা ; অনুভব ; অবধারণ ; প্রকাশন ; দর্শন ; খ্যাপন ; কাব্যালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বি—ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+অন ভাব+ বি ; স্ত্রী।

বিভাবনীয়, বিভাব্য—বিবেচনীয় ; অবধারণীয় ; চিন্তনীয় ; দর্শনীয়। বি—ণিজন্ত ভূ=ভাবি (হওয়ানো)+অনীয়, ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

বিভাবরী—রজনী ; কুট্টনী। বি—ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বনিপ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভাবসু—সূর্য ; চন্দ্র ; অগ্নি ; হার বিঃ। বিভা বসু (ধন) যাহার, বহু। বি ; পু।

বিভাবিত—বিবেচিত, বিমৃষ্ট ; চিন্তিত ; আবিষ্ট ('রাধভাবে বিভাবিত গৌরচন্দ্র') ; অনুভূত ; দৃষ্ট ; প্রতিষ্ঠিত ; প্রসিদ্ধ। বি—ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিভাব্য—'বিভাবনীয়' দ্রঃ।

বিভাষা—বিকল্প ; বৈধভাব। বি (বিরুদ্ধ) যে ভাষা (বচন), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বিভাস—প্রাতঃকালে গেয় সংগীতের রাগ বিঃ। বি ; পু।

বিভাসা—প্রকাশ। বি—ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ড ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বি ভা সি ত—দীপিত ; প্রকাশিত ; জলোপরি শোভিত। বি—ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিভিন্ন—বিভক্ত ; পৃথগ্‌ভূত ; মিশ্রিত ; বিদীর্ণ, বিদলিত ; বিঘটিত ; বিকসিত ; নিঃশেষিত। বি—ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

বিভিন্নতা—পার্থক্য, ভেদ ; বিলক্ষণতা। 'বিভিন্ন' দ্রঃ। বিভিন্ন+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বিভিন্নধর্মা (-ধর্মন্)—ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, পৃথক্ ধর্মবিশিষ্ট। বিভিন্ন হইয়াছে ধর্ম যাহার, বহু (সমাসে অন্)। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

বিভীতক—১। বয়ড়া গাছ। বি (বিগত হয়) ভীত (ভয়) যাহা হইতে, বহু ; কিংবা বিশিষ্টরূপে ভীত করে যে-এই বাক্যে উপপদ ; বিভীত—কৃ (করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। বয়ড়া ফল। বিভীতক+ক জাতার্থে। বি ; ক্লী।

বিভীতকী—বহেড়া বা বয়ড়া। বিভীতক+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভীষণ—১। অতি ভয়ানক ; দৃঢ়। বি (অতিশয়) যে ভীষণ, প্রাদি। বিণ। ২। রাক্ষসরাজ রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বি ; পু।

রাবণাদি ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভীষণই পরম ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ইনি জ্যেষ্ঠদিগের সহিত তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিতে সমাগত হইলে

রাবণাদি অন্যান্য প্রকার বর চাহিল ; কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, "আমাকে এই বর প্রদান করুন, যেন সকল অবস্থাতেই আমার ধর্মে অচলা মতি থাকে।" পিতামহ অত্যন্ত প্রীত হইয়া সেই বরের সহিত অযাচিত অমরত্ব বরও প্রদান করিলেন। রাবণ লঙ্কায় রাজ্যস্থাপন করিলে ইনি ভ্রাতার অনুগত থাকিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন প্রকার অধর্মাচরণ না করিয়া সর্বদা ধর্মাচরণে রত রহিলেন। রাবণ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলে ইনি লঙ্কায় থাকিয়া তপশ্চরণ করিতেন। ইনি গন্ধর্বরাজ শৈলূষের কন্যা সরমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বামীর ন্যায় সরমাও ধর্মপরায়ণা ছিলেন।

রাম জানকীর উদ্ধারার্থ সসৈন্যে লঙ্কায় উত্তীর্ণ হইলে বিভীষণ জ্যেষ্ঠকে রামের হস্তে সীতা প্রত্যর্পণপূর্বক তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত রাবণ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া ইঁহাকে নানাপ্রকার কটুবাক্য বলিল, এবং পদাঘাত করিয়া লঙ্কা হইতে দূর করিয়া দিল। বিভীষণ রামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতাস্থাপন করিলেন। ইনিই লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞশালায় লইয়া যাইয়া যজ্ঞসমাপনের পূর্বে তাহার নিধন সাধন করেন, নচেৎ ইন্দ্রজিৎকে বধ করা দুঃসাধ্য হইত। রাবণ সবংশে নিহত হইলে বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। রামের মহাপ্রস্থানকালে ইনি অযোধ্যায় উপস্থিত হইলে রাম বলিয়াছিলেন, "সখে, যাবৎ প্রজা থাকিবে, তাবৎ তোমায় লঙ্কায় থাকিয়া দেহধারণ করিতে হইবে। যাবৎ চন্দ্রসূর্য, যাবৎ পৃথিবী, যাবৎ আমার চরিত-কথা, তাবৎ ইহলোকে তোমার রাজ্য।" রামের বরে ইনি মহাপ্রলয় পর্যন্ত বর্তমান থাকিবেন।

বিভীষিকা—ভীতিপ্রদর্শন, ভয় দেখানো। বি—ণিজন্ত ভী (=ভীষি)+ণক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভু—১। প্রভু ; পরমেশ্বর ; ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। বি—ভূ (হওয়া)+ডু কর্তৃ। বি ; পু। ২। সমর্থ ; সর্বমূর্তসংযোগী ; সর্বব্যাপী। বিণ।

বিভুঁই—বিভূমি, বিদেশ। বাংপ্র। বি।

বিভূতি—অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য ; সমৃদ্ধি ; ভস্ম। বি—ভূ (হওয়া)+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

বিভূতিভূষণ—১। শিব। বিভূতি হইয়াছে ভূষণ যাঁহার, বহু। বি ; পু। ২। ভস্মরূপ আভরণ। রূপক। বি ; স্ত্রী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৯৪—১৯৫০ খ্রীঃ)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জন্মস্থান কাঁচড়াপাড়া হালিশহরের নিকটে মুরাতিপুর গ্রাম। পথের পাঁচালী, অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, ইছামতী প্রভৃতি বহু পুস্তকের রচয়িতা।

বিভূষণ—১। শোভন। বি—ভূষ্ (ভূষিত করা)+অনট্ ভাব। ২। আভরণ, অলংকার। বি—ভূষ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ৩। ভূষণহীন, আভরণশূন্য। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) ভূষণ যাহার, বহু। বিণ।

বিভূষা—১। অলংকার, আভরণ। বি—ভূষ্+অ করণ+আপ্। ২। শোভা। বি—ভূষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভূষিত—শোভিত ; অলংকৃত। বি—ভূষ্ (ভূষিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিভৃত—পুষ্ট ; প্রতিপালিত ; ধৃত। বি—ভৃ (ভরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিভেদ—বিভিন্নতা, প্রভেদ ; বিভাগ ; মিশ্রণ ; অপগম ; বিদারণ ; বিদলন ; বিকাশ। বি—ভিদ্ (ভেদ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

বিভোর—বিহ্বল, আত্মহারা, বিবশ। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

বিভোল, বিভোলা—আত্মহারা। কপ্র।

বিভ্রম—ভ্রম, সংশয় ; ভ্রমণ ; বিজৃম্ভণ ; শোভা ; সাদৃশ্য ; ত্বরাবশতঃ ভূষণাদির স্থানান্তরবিন্যাস ; স্ত্রীলোকের শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়া বিঃ। বি-ভ্রম্ (ভ্রমণ করা ইত্যাদি)+অল্ ভাব। বি ; পু।

বিভ্রমা—বৃদ্ধাবস্থা, বার্ধক্য। বি-ভ্রম্+অল্ অধি+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিভ্রাট—বিপদ্, সংকট, বিপত্তি, দায় ; দুর্ঘটনা, ঝঞ্ঝাট, লেঠা, গোলযোগ। বাংপ্র। বি।

বিভ্রান্ত—ভ্রান্ত, ভ্রমান্বিত ; ত্বরান্বিত। বি—ভ্রম্ (ভুল করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিভ্রান্তি—ভ্রান্তি, ভ্রম, ভুল ; ত্বরা। বি—ভ্রম্ (ভুল করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিমকি—জলবিম্ব, বুদ্‌বুদ, ফুটকি, ভুড়ভুড়ি। বাংপ্র। বি।

বিমজিব—অনুযায়ী, মাফিক। <কা 'ব-মুজিব'। অ।

বিমত—বিরুদ্ধমতিযুক্ত ; অসম্মত। বি (বিরুদ্ধ) হইয়াছে মত যাহার, বহু। বিণ।

বিমতি—অসম্মতি ; অনভিপ্রায়। বি (বিরুদ্ধ) যে মতি, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

বিমনস্ক—অন্যমনস্ক ; উদ্বিগ্ন ; বিষণ্ণ ; ব্যাকুল। বি (বিচলিত) হইয়াছে মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

বিমনাঃ (বিমনস্)—অন্যমনস্ক ; অনাবিষ্ট ; চঞ্চলচিত্ত ; উদ্বিগ্ন ; ব্যাকুল ; বিষণ্ণ। বি (বিচলিত) মনঃ যাহার, বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

বিমনায়মান—বিষণ্ণ, অপ্রফুল্ল। 'বিমনাঃ' দ্রঃ। বিমনস্ শব্দ+ক্যঙ্=বিমনায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান কর্তৃ। বিণ।

বিমনীকৃত-যাহাকে অন্যমনস্ক করা হইয়াছে ; ব্যাকুলীকৃত ; উদ্বেজিত। 'বিমনাঃ' দ্রঃ। বিমনস্ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=বিমনী)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিমরিষ—বিষণ্ণ, দুঃখিত। <বিমর্ষ। প্রা কপ্র। বিণ।

বিমরিষে—বিতর্ক করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিমর্দ, বিমর্দন-পেষণ ; ঘর্ষণ ; মন্থন ; চূর্ণন ; বিনাশ ; সম্বাধ। বি—মৃদ্ (মর্দন করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিমর্দিত—ঘৃষ্ট ; পিষ্ট ; মথিত ; দলিত ; চূর্ণিত। বি-ণিজন্ত মৃদ্=মর্দি (মর্দন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিমর্শ, বিমর্শন-তর্ককরণ ; বিচার ; বিবেচনা ; তথ্যানুসন্ধান। বি—মৃশ্ (বিবেচনা করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; পু ও ক্লী।

বিমর্ষ-১। অসহন, অধৈর্য ; অসন্তোষ ; নাট্যাঙ্গ। বি মৃষ্ (সহ্য করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; পু। ২। বিমনাঃ, মনমরা, অসন্তুষ্ট, বিষণ্ণ। বাংপ্র। বিণ।

বিমর্ষণ—অসহন, অধৈর্য ; অসন্তোষ। বি—মৃষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিমর্ষভাবে—অসন্তুষ্ট হইয়া, বিষণ্ণভাবে। বিমর্ষের ভাব আছে যাহাতে, বহু। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বিমল—নির্মল, স্বচ্ছ ; শুভ্র ; সুন্দর। বি (নাই) মল যাহাতে, বহু। বিণ।

বিমলতা—নির্মলতা, স্বচ্ছতা ; শুভ্রতা। বিমল+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বিমলা—১। নির্মলা ; শুভ্রা ; সুন্দরী। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবী বিঃ ; নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

বিমলানন্দ—১। নির্মল আনন্দ, দুঃখসংস্পর্শশূন্য আনন্দ ; ব্রহ্মানন্দ। কর্মধা। বি ; পু। ২। নির্মল আনন্দযুক্ত। বহু। বিণ।

বিমা—ভাবী হানি হইতে রক্ষণকল্পে চুক্তি বিঃ ; ভবিষ্যতে টাকা পাইবার আশায় নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্টভাবে টাকা জমা রাখা, insurance. হি। বি।

বিমাতা (-তৃ)—মাতার সপত্নী, সৎমা। বি (ভিন্না) যে মাতা, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

বিমাতৃজ—১। বৈমাত্রেয়, বিমাতা হইতে জাত। উপপদৎ ; বিমাতৃ শব্দ—জন্+ড

কর্তৃ। বিণ। ২। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। বি ; পু।

বিমান—ব্যোমযান, শূন্যগামী রথ (প্রাচীন পুষ্পকরথ ও আধুনিক এরোপ্লেন প্রভৃতি); দেবরথ; যান; সিংহাসন; রাজগৃহ; অসম্মান; অশ্ব। বি'র (পক্ষীর) ন্যায় মান (পরিমাণ) যাহার, অথবা বিতে (আকাশে) হয় মান (শব্দ) যাহার, বহু। বি; ক্লী বা পু।

বিমানচারী (-চারিন্)—বিমানবিহারী, ব্যোমযানে বিচরণকারী। উপতৎ; বিমান শব্দ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিমানচারিণী**।

বিমাননা—তিরস্কার; অবমান। বি—মান্ (পূজা করা)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিমান-বিধ্বংসী (-সিন্)—বিমান-মারা, anti-aircraft. উপতৎ; বিমান—বি ধ্বন্স্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

বিমানবীর—আকাশযান-চালনায় সুদক্ষ। ৭তৎ। বিণ।

বিমার্গ—১। কুপথ; অসদাচার। বি (বিরুদ্ধ) যে মার্গ (পথ), প্রাদি। ২। সম্মার্জনী, ঝাঁটা। বি—মৃজ্ (মার্জনা করা)+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

বিমিশ্র—মিশ্রিত, মিশানো। বি—মিশ্র্ (মিশানো)+অল্ কর্ম। বিণ।

বিমুক্ত—পরিত্যক্ত; মুক্তিপ্রাপ্ত; ত্যক্ত। বি—মুচ্+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

বিমুক্তি—মোচন; উদ্ধার; মোক্ষ। বি—মুচ্ (মুক্ত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিমুখ পরাঙ্মুখ; নিবৃত্ত। বি (পশ্চাতে) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী -**বিমুখা, বিমুখী**।

বিমুখে—বিমুখ হইয়া, মুখ ফিরাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিমুগ্ধ—মুগ্ধ; মোহপ্রাপ্ত। বি—মুহ্ (মোহ পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিমুগ্ধচিত্ত—১। মোহপ্রাপ্ত অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। মুগ্ধহৃদয়, মুগ্ধমনাঃ। বহু। বিণ।

বিমুদ্র—বিকসিত, প্রফুল্ল; মুদ্রাহীন। বি (নাই) মুদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

বিমূঢ়—মূর্খ; অজ্ঞান। বি—মুহ্ (মোহ পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিমৃশ্যকারিতা, বিমৃষ্যকারিতা সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক কার্যকরণ, বিবেকিতা। 'বিমৃশ্যকারী' দ্রঃ। বিমৃশ্যকারিন্ বা বিমৃষ্যকারিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বিমৃশ্যকারী (-কারিন্), **বিমৃষ্যকারী** (-কারিন্)—সম্যক্ বিবেচনাপূর্বক কার্যকারী। বি—মৃশ্ বা মৃষ্+যপ্ অনন্তরার্থে=বিমৃশ্য বা বিমৃষ্য (বিবেচনা করিয়া) তদুত্তরে কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**কারিণী**।

বিমৃষ্ট—বিচারিত; বিবেচিত। বি—মৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিমোক্ষ-মুক্তি; উদ্ধার। বি—মোক্ষ্+অল্ ভাব। বি; পু।

বিমোক্ষণ—বিমুক্তি; পরিত্যাগ। বি—মোক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিমোচন—মুক্তি; উদ্ধার। বি—মুচ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিমোহ- মোহ, মুগ্ধতা, জড়তা। বি—মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিমোহন—১। মুগ্ধকরণ। বি—ণিজন্ত মুহ্ বা মোহি (মুগ্ধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। মোহকর, মুগ্ধকারক। ...+অন কর্তৃ। বিণ।

বিমোহিত—১। মোহপ্রাপিত। বি—মুহ্ বা মোহি (মুগ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। ২। মোহপ্রাপ্ত, বিমুগ্ধ; মূর্ছিত; জ্ঞানশূন্য। বিমোহ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

বিম্ব—১। চন্দ্রসূর্যাদির মণ্ডল; মণ্ডল; প্রতিফলন, প্রতিবিম্ব; মূর্তি; জলবুদ্বুদ। বী (গমন করা ইত্যাদি)+ব কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু। ২। তেলাকুচা ফল। বি; ক্লী।

বিম্বক—চন্দ্রসূর্যাদির মণ্ডল; তেলাকুচা ফল। বিম্ব+কণ্ স্বার্থে। ব; ক্লী।

বিম্বকি—১। জলবিম্ব, বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। বাংপ্র। ২। পদক, গলার ধুকধুক। প্রা কপ্র। বি।

বিম্বা, বিম্বিকা, বিম্বী—তেলাকুচা লতা। বিম্ব+আপ্; বিম্ব+কণ্+আপ্; বিম্ব+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিম্বাগত—বিম্বিত, প্রতিফলিত। বিম্বকে আগত (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

বিম্বাধর—১। বিম্বসদৃশ অধর, পাকা তেলাকুচা ফলের ন্যায় আরক্ত ওষ্ঠ। মধ্যপ। বি; পু। ২। আরক্ত ঠোঁটবিশিষ্ট। বিম্ববৎ অধর যাহার, বহু। বিণ।

বিম্বিকা 'বিম্বা' দ্রঃ।

বিম্বিত—বিম্বপ্রাপ্ত; প্রতিবিম্বিত, প্রতিফলিত। বিম্ব শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

বিম্বিসার—মগধের জনৈক প্রাচীনকালীন রাজা। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৫৩৭ হইতে ৪৮৫ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। রাজগৃহ (অধুনা রাজগির) নগর ইঁহার রাজধানী ছিল বুদ্ধদেব স্বীয় মত প্রচারার্থে রাজগৃহে উপনীত হইলে বিম্বিসার তাঁহার নিকট নবধর্মে দীক্ষিত হন। ইনি নিজ পুত্র অজাতশত্রুকর্তৃক নিহত হন।

বিম্বী—'বিম্বা' দ্রঃ।

বিম্বোষ্ঠ, বিম্বৌষ্ঠ—রক্তবর্ণ অধরোষ্ঠ-বিশিষ্ট। বিম্বের (তেলাকুচার) ন্যায় ওষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।

বিয়চ্চারী (-রিন্)-১। গগনবিহারী, আকাশগামী, খেচর। উপতৎ; বিয়ৎ (আকাশ)—চর্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিয়চ্চারিণী**। ২। চিল। বি; পু।

বিয়ট্লিংক বা **বট্লিংক** (Otto Von Bohtlingk)—১৮১৫ খ্রীঃ ৩০শে মে সেন্ট্‌পিটার্স্‌বর্গ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে ইনি পারসী ও আরবীভাষা শিক্ষা করেন। উত্তরকালে সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাণিনি ব্যাকরণের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ইনি শকুন্তলার একখানি সংস্করণ জার্মান ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত অভিধানই ইঁহার জীবনের প্রধান কীর্তি। এই অভিধানখানি রথ্ (Roth) ও ওয়েবরের সহযোগে ১৮৫২- ৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সাত খণ্ডে ইনি প্রকাশিত করেন। লাইপ্‌জিগ্ (Leipzig) নগরে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিয়ট্লিংক পরলোকগমন করেন।

বিয়ৎ—গগন, আকাশ। বি—যম্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

বিয়ন্ত—সন্তান প্রসব করিতেছে এরূপ; নবপ্রসূতা। বাংপ্র। বিণ।

বিয়া, বিয়ে—বিবাহ। বাংপ্র। বি।

বিয়াকুল—ব্যাকুল। প্রা কপ্র। বিণ।

বিয়াজ ব্যাজ, সুদ। প্রা কপ্র। বি।

বিয়ান—১। প্রসব; বৈবাহিক-পত্নী, পুত্রের বা কন্যার শাশুড়ী। বাংপ্র। ২। বিহান, প্রভাত, সকাল। হি-মু। বি।

বিয়ানো, বিয়নো—সন্তান প্রসব করা। বাংপ্র। ক্রি।

বিয়াপি—ব্যাপ্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

বিয়াল্লিশ—দ্বাচত্বারিংশৎ, ৪২। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বিযুক্ত, বিযুত বিশ্লিষ্ট; বিচ্ছিন্ন; বিরহিত; ত্যক্ত। বি—যুজ্ বা যু (যোগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিয়ে-থা—বিবাহ ও স্থিতি। বাংপ্র। বি।

বিয়েন- প্রসব। বাংপ্র। বি।

বিয়োগ—বিশ্লেষ; বিচ্ছেদ; বিরহ; 'গণিতে' রাশির ব্যবকলন, জমাখরচ। বি—যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিয়োগকাতর, -বিধুর—বিচ্ছেদে ব্যাকুল, বিরহে অধীর। ৩তৎ। বিণ।

বিয়োগী (-গিন্)—বিয়োগযুক্ত; বিরহিত,

বিরহী। বিয়োগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিয়োগিনী**।

বিয়োজিত—বিচ্ছেদ-প্রাপিত; বিরহিত; বিশ্লিষ্ট; ব্যবকলনকৃত। বি—ণিজন্ত যুজ্—যোজি (যোগ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিযোড়—অযুগ্ম। বাংপ্র। বিণ।

বিরক্ত—বৈরাগ্যযুক্ত; উদাসীন; নিঃস্পৃহ; বিরত; অনুরক্ত; অসন্তুষ্ট। বি—রন্‌জ্ (অনুরক্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিরক্তি—বৈরাগ্য; নিঃস্পৃহতা, অনিচ্ছা; অসন্তুষ্টি। বি—রন্‌জ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিরক্তিকর—অসন্তোষজনক, অপ্রীতিকর; বৈরাগ্যজনক। উপপদ; বিরক্তি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী. **-করী**।

বিরক্তিজনক—অসন্তোষ উৎপাদক, অপ্রীতিকর, বিরাগজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী. **-জনিকা**।

বিরচন—রচনা, নির্মাণ, প্রণয়ন। বি—রচ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিরচিত—নির্মিত; প্রণীত; কৃত; বর্ণিত; গ্রথিত; ভূষিত। বি—রচ (রচনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিরজা—১। রাধার সখী বিঃ; যযাতি রাজার জননী; নদী বিঃ; জগন্নাথপুরী। বি—রন্‌জ্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। আঠাল গন্ধদ্রব্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

বিরজাঃ (-জস্)—রজোগুণহীন; ধূলিশূন্য। বি (নাই) রজঃ যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

বিরঞ্জন—বর্ণদূরীকরণ (bleaching). বি—রন্‌জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিরত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত; বিমুখ; উপরত; বিশ্রান্ত। বি—রম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিরতি—নিবৃত্তি; বিরাগ; বিশ্রাম; শান্তি। বি—রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিরমা—বিরত হওয়া, নিবৃত্ত বা নিরস্ত হওয়া, ক্ষান্ত হওয়া, থামা। কপ্র। ক্রি।

বিরল—অনিবিড়, ফাঁক ফাঁক; নির্জন; শিথিল; ব্যবহিত; অল্প। বি—রা (দেওয়া)+কলন্ কর্তৃ। বিণ।

বিরলকথন—নির্জনে কথোপকথন, গোপনীয় কথা। ৭তৎ। বি; ক্লী।

বিরলে—নির্জন স্থানে। বাংপ্র। বি।

বিরস—১। রসহীন; বিস্বাদ; বিরক্তিকর; মলিন, বিষণ্ণ ('বিরস বদনে গোরা কেন আছ বসি')। বি (নাই) রস যাহাতে, বহু। বিণ। ২। অশ্রদ্ধা। নিন্দা। বি; ক্লী।

বিরসুল—বাহির সেলাই, জুতার তলায় চর্মের ধার দিয়া সেলাই। বাংপ্র। বি।

বিরহ—বিচ্ছেদ; বিয়োগ; অভাব; ত্যাগ। বি—রহ্ (ত্যাগ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিরহপ্রদীপ—প্রিয়জন-বিচ্ছেদের বেদনা। রূপক। বি; পু।

বিরহব্যথা—বিচ্ছেদযাতনা, বিয়োগজনিত ক্লেশ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বিরহিত—ত্যক্ত; বিযুক্ত; রহিত; বিহীন। বি—রহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিরহী (-হিন্)—বিরহযুক্ত, বিয়োগী। বিরহ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিরহিণী**।

বিরাগ—১। বৈরাগ্য; ঔদাসীন্য; বিরক্তি, অনুরাগশূন্যতা। বি—রন্‌জ্ (অনুরক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। রাগহীন। বি (নাই) রাগ যাহার, বহু। বিণ।

বিরাগভাজন—বিদ্বেষের পাত্র, বিরক্তিভাজন, অপ্রীতিপাত্র। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

বিরাগী (-গিন্)—বৈরাগ্যযুক্ত; উদাসীন; বিবেকী। বিরাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিরাগিণী**।

বিরাজ—সর্বব্যাপী পুরুষ, পরমেশ্বর; ক্ষত্রিয়। বি—রাজ্ (শোভা পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

বিরাজমান—শোভমান। বি—রাজ্ (শোভা পাওয়া)+শান কর্তৃ। বিণ।

বিরাজা—বিরাজ করা, শোভা পাওয়া, বিরাজমান থাকা; বিদ্যমান থাকা। কপ্র। ক্রি।

বিরাজিত—বিশেষরূপে শোভিত; শোভনভাবে অবস্থিত। বি—রাজ্ (শোভা পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিরাট্ (বিরাজ্)—সর্বব্যাপী পুরুষ, ভগবান্, জগদীশ্বর; ক্ষত্রিয়। বি—রাজ্+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

বিরাট—১। প্রকাণ্ড, বিপুল, মহৎ, মহনীয়। বাংপ্র। বিণ। ২। দেশ বিঃ, মৎস্যদেশ, উত্তর-বঙ্গ। বি—রট্ (বলা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু। ৩। তদ্দেশের জনৈক নৃপ। বিরাটরাজের আশ্রয়ে দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর যাপন করেন। ইঁহার মহিষীর নাম সুদেষ্ণা, শ্যালকের নাম কীচক। পুত্রের নাম উত্তর ও কন্যার নাম উত্তরা। পাণ্ডবগণ স্ব স্ব নাম গোপন করিয়া যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে ইঁহার সভাসদ্, বৃকোদর বল্লভ নামে সূপকার, অর্জুন নপুংসকবেশে বৃহন্নলা নামে উত্তরার গীতবাদ্যাদির শিক্ষক, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বশালাধ্যক্ষ ও সহদেব তন্ত্রিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিলেন। কীচকের বাহুবলেই ইঁহার রাজ্য রক্ষিত হইত। এই হেতু দুর্বৃত্ত কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলেও ইনি শ্যালককে কিছুই বলিতে পারেন নাই। কিন্তু সূপকার ভীম দুর্বৃত্তের প্রাণসংহার করেন।

কীচক হত হইয়াছে শুনিয়া ত্রিগর্তের রাজা বিরাট-রাজ্য আক্রমণ করেন। বিরাটরাজ পরাজিত হইয়া বন্দী হন। অনন্তর বৃকোদর ইঁহার উদ্ধার-সাধন করেন। কৌরবগণ ইঁহার উত্তর-গো-গৃহ আক্রমণ করিলে উত্তর তাহা রক্ষা করিতে গমন করেন। বৃহন্নলা তাঁহার রথের সারথি ছিলেন। উত্তর যুদ্ধে বিমুখ হইয়া বৃহন্নলাকে রথ ফিরাইতে আদেশ করিলে অর্জুন তাঁহাকে রথস্তম্ভে বন্ধন করিয়া রাখিয়া স্বয়ং সমরে প্রবৃত্ত হন ও কৌরবগণকে পরাস্ত করেন। অনন্তর ইঁহারা প্রত্যাগত হইলে কঙ্করূপী যুধিষ্ঠির পুনঃপুনঃ বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিরাটরাজ তাহাতে কুপিত হইয়া যুধিষ্ঠিরের ললাটে অক্ষাঘাত করিয়া শোণিতপাত করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর অতীত হইলে ইনি পাণ্ডবগণের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া এক দিকে যেমন লজ্জিত, অপর দিকে তেমনই সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্বীয় তনয়া উত্তরাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু শিষ্যা কন্যাস্থানীয়া বলিয়া অর্জুন তাহাতে অসম্মত হইলেন। অনন্তর অর্জুননন্দন অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ হইল। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া বীরত্ব-সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পঞ্চদশ দিবসের রণে দ্রোণাচার্যের হস্তে ইঁহার পতন হয়।

বিরাধ—১। অপকার; পীড়া; অপরাধ। বি—রাধ্ (বধ করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। জনৈক রাক্ষস। বিরাধ দণ্ডকারণ্যে বাস করিত। রাম লক্ষ্মণ জানকীর সহিত পঞ্চবটীতে অবস্থিতি করিবার সময় এই রাক্ষস সীতাকে লইয়া পলায়ন করে। রাম লক্ষ্মণ ইহাকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে নিশাচর ভ্রাতৃদ্বয়কেও লইয়া প্রস্থান করে। ব্রহ্মার বরে বিরাধ অস্ত্রের অবধ্য হইয়াছিল। রাম ইহার দক্ষিণ হস্ত এবং লক্ষ্মণ ইহার বাম হস্ত ও অন্যান্য অঙ্গ ভগ্ন ও চূর্ণ করেন। পরে রাম ইহার কণ্ঠদেশ পদ দ্বারা নিষ্পীড়নপূর্বক ইহাকে গর্তমধ্যে নিক্ষেপ করেন।

বিরাধন—অপকার; ব্যথা; পীড়ন। বি—রাধ্ (বধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিরানই, বিরানব্বই—৯২ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বিরাব—১। রব, শব্দ। বি—রু+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ২। রবহীন। বি (নাই) রাব যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

বিরাবী (-বিন্)—নাদী, শব্দকারী। বিরাব শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বিণী**।

বিরাম—বিরতি; বিশ্রাম; বৈরাগ্য; অবসান; উপরম; শেষ; (ব্যাকরণে) পর-বর্ণের অভাব; (তালশাস্ত্রে) লঘু ও দ্রুতের পরবর্তী তদর্ধ পরিমিত কাল। বি—রম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিরাল—১। মার্জার, বিড়াল। বিড় (আক্রোশ করা)+কালন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**বিরালী**। ২। বিড়ালাক্ষ, কটাচোখো। প্রা কপ্র। বিণ।

বিরাশি, বিরাশী—দ্বিরশীতি, ৮২। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বিরিখ—বৃক্ষ, গাছ। প্রা কপ্র। বি।

বিরিঞ্চ, বিরিঞ্চি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহাদেব। বি—রচ (রচনা করা)+অন্, ইন্ কর্তৃ, নিপাতনে। বি; পু।

বিরুদ্ধ—বিপরীত; বিদ্বিষ্ট; সম্যক্ বদ্ধ। বি—রুধ্ (রোধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিরুদ্ধাচরণ—বিপক্ষতাচরণ; বিপরীত কার্যকরণ। বিরুদ্ধ যে আচরণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

বিরুদ্ধাচারী (-চারিন্)—শত্রুতাচরণ-কারী; বিপরীত কার্যকারী। উপতৎ, বিরুদ্ধ—আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিরুদ্ধাচারিণী**।

বিরুহ বিরোধ। প্রা কপ্র। বি।

বিরূপ কুরূপ, কুৎসিত; বিরোধী, প্রতিকূল; অপ্রসন্ন। বি (নিন্দিত) হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ।

বিরূপাক্ষ—১। ত্রিলোচন, শিব; পাতালের দিক্‌হস্তী, পাতালদেশে থাকিয়া পৃথিবী ধারণকারী [পর্বকালে ইঁহার শিরশ্চালনে ভূমিকম্প হইয়া থাকে, রামায়ণে এইরূপ বর্ণিত আছে]। বিরূপ (কুৎসিত) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাঁহার, বহু। বি; পু। ২। কুৎসিত চক্ষুবিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী—**বিরূপাক্ষী**।

বিরূপিকা—বিরূপা, কুৎসিতা। বিরূপ শব্দ+কণ্+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

বিরেক—মলনিঃসরণ; উদরভঙ্গ। বি—রিচ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিরেচক—মলনিঃসারক; ভেদকারক। বি—রিচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বিরেচিকা**।

বিরেচন—১। বিরেক, মলনিঃসরণ। বি—রিচ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বিরেচক, মলনিঃসারক। বি—রিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বিরোচন—চন্দ্র; সূর্য; অগ্নি; জনৈক দৈত্য, প্রহ্লাদের পুত্র ও বলিরাজার পিতা। বি—রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন কর্তৃ। বি; পু।

বিরোধ—বৈর, শত্রুতা; বৈপরীত্য; বিবাদ; যুদ্ধ; অবরোধ; অর্থালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বি—রুধ্ (রোধ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিরোধন—১। বিরোধ। বি—রুধ্ (রোধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বিরোধকারী। বি—রুধ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বিরোধা—বিরোধ করা; রোধ করা, বাধা দেওয়া, আটকানো। কপ্র। ক্রি।

বিরোধিত—বিরোধযুক্ত। বিরোধ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

বিরোধিতে—বিরোধ করিতে; রোধ করিতে, বাধা দিতে, আটকাইতে। কপ্র। ক্রি।

বিরোধী (-ধিন্)—বিরুদ্ধ; প্রতিকূল; রিপু। বি—রুধ্ (রোধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিরোধিনী**। বি—**বিরোধিতা**।

বিরোধোক্তি—বিপ্রলাপ; কাব্যালংকার বিঃ, বিরোধ-অলংকার। বিরোধযুক্তা যে উক্তি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বিল—১। উচ্চৈঃশ্রবাঃ। বি; পু। ২। গর্ত; ছিদ্র, বিবর; গুহা। বিল (ভেদ করা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। জলা, জলময় নিম্ন ভূমি। বাংপ্র। ৪। প্রাপ্য টাকার ফর্দ, তালিকা; আইনের পাণ্ডু-লিপি। <ইং 'bill'. বি।

বিলকুল—সমস্ত, যাবতীয়। আ। বিণ।

বিলক্ষণ—অসামান্য, অসাধারণ; সমধিক; বিভিন্ন। বি (নাই) লক্ষণ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বিণ।

বিলগ্ন—১। সংলগ্ন; বদ্ধ; কৃশ; জনিত। বি—লগ্ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। লগ্ন; কটিদেশ। বি; ক্লী।

বিলঙ্ঘন—অতিক্রম; উল্লঙ্ঘন। বি—লন্‌ঘ্ (লঙ্ঘন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিলঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত; উল্লঙ্ঘিত। বি—লন্‌ঘ্ (লঙ্ঘন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিলজ্জ—নির্লজ্জ, লজ্জাহীন। বি (নাই) লজ্জা যাহার, বহু। বিণ।

বিলপন, বিলপিত—বিলাপ, খেদ; ভাষণ; মল। বি—লপ্ (বলা)+অনট্, ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিলপমান—বিলাপকারী, বিলাপ করি-তেছে এরূপ। বি—লপ্+শান কর্তৃ। বিণ।

বিলপা, বিলাপা—বিলাপ করা। প্র কপ্র। ক্রি।

বিলম্ব—ঝুলন, দোলন; অশীঘ্রতা, দেরি। বি—লন্‌ব্ (লম্বিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিলম্বিত—১। লম্বমান, ঝুলিতেছে এরূপ। বি—লন্‌ব্ (লম্বিত করা)+ক্ত কর্ম। ২। বিলম্বযুক্ত, অশীঘ্র; মন্থর, ঢিমা। বিলম্ব+ইত যুক্তার্থে। বিণ। ৩। মধ্যম নৃত্য। বি; ক্লী।

বিলম্বী (বিলম্বিন্)—১। লম্বমান; সংসক্ত। বি—লন্‌ব্ (লম্বিত হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। ২। দ্রুত, অশীঘ্র, চিরকারী। বিলম্ব+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিলম্বিনী**।

বিলম্ভ—বিতরণ; অতিদান। বি (বিপরীত)—লভ্ (পাওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিলয়—প্রলয়; বিলাপ; ধ্বংস; বিনাশ। বি—লী (লীন হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিলসন, বিলসিত—ক্রীড়া; লীলা; বিলাস; স্ফুরণ। বি—লস্ (ক্রীড়া করা)+অনট্, ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিলসা—বিলাস করা; বিহার করা, অভিলাষ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিলাত, বিলেত—১। বিদেশ; ইউ-রোপ। <আ 'বিলায়ৎ'। ২। কারবারে অনাদায়ী টাকা। বাংপ্র। বি।

বিলাত-ফেরত—বিলাতে বাস করিয়া প্রত্যাগত। আ-মি। বিণ।

বিলাতী, বিলিতী—বিদেশী; ইউরোপীয়; বিদেশ হইতে আমদানী হইয়া এদেশে প্রচলিত ('— বেগুন')। বাংপ্র। বিণ।

বিলানো—১। বিলযুক্ত, জলময়, জলা। বিণ। ২। বিতরণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

বিলাপ—পরিদেবন, খেদোক্তি, আক্ষেপ। বি—লপ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিলাপবচন—খেদসূচক বাক্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বিলাপী (-পিন্)—১। বিলাপকারী, আক্ষেপকারী। বি—লপ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। ২। বিলাপযুক্ত, খেদান্বিত। বিলাপ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিলাপিনী**।

বিলাল—১। বিড়াল (তাহা দ্রঃ)। ড় স্থানে ল আদেশ। ২। যন্ত্র, কল। বি—লল্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

বিলাস—ক্রীড়া; সুখভোগ; বাবুগিরি, শৌখিনতা; অঙ্গভঙ্গী বিঃ; শৃঙ্গার চেষ্টা

বিঃ ; শোভা ; আমোদপ্রমোদ ; স্ফুরণ ; প্রাদুর্ভাব। বি—লস্ (ক্রীড়া করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিলাসচাঞ্চল্য—ক্রীড়াজনিত চপলতা ; অঙ্গভঙ্গী জন্য চাঞ্চল্য ; আমোদপ্রমোদের অধীরতা। বিলাসজনিত চাঞ্চল্য, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

বিলাসপর, বিলাসপরায়ণ সুখভোগাসক্ত, বিলাসী, সৌখিন। বিলাস পর বা পরায়ণ যাহার, বহু। বিণ।

বিলাসমন্দির—আমোদপ্রমোদের নিমিত্ত নির্মিত ভবন, নাচঘর, বৈঠকখানা। ৬তৎ। বি ; পু।

বিলাসিতা সুখভোগে মত্ততা, আমোদপ্রমোদপ্রবণতা, বাবুগিরি। বিলাসীর ভাব এই অর্থে বিলাসিন্ + তা। বি ; স্ত্রী।

বিলাসিনী—১। বিলাসশালিনী ; ভোগবতী। বি—লস্ (ক্রীড়া করা) + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। অথবা বিলাস + ইন্ যুক্তার্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নারী ; বেশ্যা। বি ; স্ত্রী।

বিলাসী (-সিন্)—বিলাসশীল ; ভোগবান্ ; বাবুগিরির অনুরাগী। বি—লস্ (ক্রীড়া করা) + ণিন্ কর্তৃ অথবা বিলাস + ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিলাসিনী**।

বিলি অর্পণ, প্রদান, বিতরণ ; বন্দোবস্ত, খাজনা দিবার শর্তে অর্পণ ; শৃঙ্খলা ; ভারার্পণ। বাংপ্র। বি।

বিলিখন খনন ; আঁচড়ান। বি—লিখ্ (লেখা, আঁচড় পাড়া) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [বাংপ্র। বি।

বিলি-বন্দোবস্ত অর্পণ ও ব্যবস্থা।

বিলীন লয়প্রাপ্ত ; বিনষ্ট ; অন্তর্হিত ; দ্রবীভূত ; মিশ্রিত ; মগ্ন ; নিবিষ্ট। বি—লী (লয় পাওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিলীয়মান—লয় পাইতেছে এরূপ, অন্তর্হিয়মাণ। বি—লী + শান কর্তৃ। বিণ।

বিলুপ্ত—লোপপ্রাপ্ত ; বিনষ্ট ; অন্তর্হিত ; লুণ্ঠিত। বি—লুপ্ (লোপ পাওয়া) + ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ।

বিলুলিত—দোদুল্যমান ; চঞ্চল ; কম্পিত। বি—লুল্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিলেখন—খনন ; আঁচড়ান ; বিদারণ। বি—লিখ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিলেপ, বিলেপন—১। লেপন, মাখান। বি—লিপ্ (লেপা) + অল্, অনট্ ভাব। ২। লেপনদ্রব্য ; চন্দনাদি। … + অল্, অনট্ করণ। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিলেশয়—১। গর্তে শয়নকারী, গর্তমধ্যে বাসকারী। অলুক্ উপপদ ; বিলে—শী (শয়ন করা) + অল্ কর্তৃ। বিণ। ২। গর্তে বাসকারী জন্তু ; গোসাপ শশক সর্প মূষিক শজারু প্রভৃতি। বি ; পু।

বিলোকন—১। দর্শন, দেখা। বি—লোক্ + অনট্ ভাব। ২। নয়ন, চক্ষুঃ। বি—লোক্ (দেখা) + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

বিলোকনীয়—দর্শনীয়, দর্শনযোগ্য। বি—লোক্ (দেখা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

বিলোকিত—১। দৃষ্ট, লক্ষিত, যাহা দেখা হইয়াছে এরূপ। বি—লোক্ (দেখা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দর্শন, দৃষ্টি, দেখা। … + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

বিলোচন—১। নয়ন, চক্ষুঃ। বি—লোচ্ (দেখা) + অনট্ করণ। ২। দর্শন, দেখা। … + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিলোড়ন আলোড়ন, মন্থন, ঘোঁটা। বি—লুড়্ (মন্থন করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিলোড়িত—১। আলোড়িত, মথিত। বি—ণিজন্ত লুড়্, বা লোড়ি (মন্থন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। তক্র, ঘোল। বি ; ক্লী।

বিলোপ—সম্যক্ লোপ ; ধ্বংস ; তিরোভাব ; মৃত্যু ; বিনাশ। প্রাদি। বি ; পু।

বিলোভন—১। লোভপ্রদর্শন। বি—ণিজন্ত লুভ্ (=লোভি) + অনট্ ভাব। ২। লোভজনক বস্তু। … + অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

বিলোম ১। প্রতিকূল ; ব্যুৎক্রম ; বিপরীত। বি (বিরুদ্ধে) লোম যাহাতে বা যাহার, বহু। বিণ। ২। জল তুলিবার যন্ত্র বিঃ। বি ; ক্লী।

বিলোমজ—নীচজাতীয় পুরুষের ঔরসে উত্তমজাতীয়া নারীর গর্ভে জাত। উপতৎ ; বিলোম (বিপরীত)—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ।

বিলোল—চঞ্চল ; অতিশয় লোভী। বি—লোড়্ (মত্ত হওয়া) + অন্ কর্তৃ। বিণ।

বিলোলকটাক্ষ—চঞ্চল অপাঙ্গ দৃষ্টি, স্পৃহাযুক্ত কটাক্ষ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

বিল্ব—১। শ্রীফল, বেল। বিল্ (কাটানো) + বন্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। বেলগাছ। বি ; পু।

বিল্ল—হিঙ্গু বিঃ ; বিল, জলা ; আলবাল। বিল (গর্ত) + ল অস্ত্যর্থে। বি ; ক্লী।

বিল্লি—১। বিড়ালী। হি। ২। বেলফুল। প্রা কপ্র। বি।

বিশ—১। মনুষ্য ; বৈশ্য। বিশ্ (প্রবেশ করা) + ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। মৃণাল। বি ; ক্লী। ৩। ব্যাপক। বিণ। ৪। কুড়ি, ২০। <বিংশতি। বি বা বিণ।

বিশঙ্ক—নিঃশঙ্ক, নির্ভয়। বি (বিগত) শঙ্কা (ভয়) যাহার, বহু। বিণ।

বিশঙ্কউ—শঙ্কা করিতেছি, আশঙ্কা করি। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিশঙ্কমান—আশঙ্কাকারী। বি—শঙ্ক্ (শঙ্কা করা) + শান্ কর্তৃ। বিণ।

বিশদ—১। শুভ্র, শুক্ল ; নির্মল ; সুন্দর ; স্পষ্ট ; অনুকূল ; বিবিক্তাবয়ব। বি—শদ্ (চাঁচা) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। শুভ্রবর্ণ। বি ; পু।

বিশয়—সংশয়, সন্দেহ। বি—শী + অল্ ভাব। বি ; পু।

বিশল্য—শল্যরহিত, শেলশূন্য ; শঙ্কুহীন ; শেলব্যথাশূন্য। বি (নাই) শল্য (শেল) যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

বিশল্যকরণী—শেলব্যথানাশিনী ঔষধলতা বিঃ ; আয়াপান। বিশল্য করে যে, উপতৎ ; বিশল্য—কৃ (করা) + অন কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিশল্যা—শল্যরহিতা, শঙ্কুশূন্যা ; প্রসববেদনারহিতা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিশস, বিশসন—বিনাশন, হনন, বধ। বি—শস্ (শাসন করা) + অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিশস্ত—বিনাশিত, নিহত। বি—শস্ (হিংসা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বিশাই—বিশ্বকর্মা। বাংপ্র। বি।

বিশাখ—শাখাহীন। বি (বিগত) শাখা যাহার, বহু। বিণ।

বিশাখদত্ত—পৃথু রাজার পুত্র, সংস্কৃত মুদ্রারাক্ষসগ্রন্থের প্রণেতা। বি ; পু। [বি।

বিশাখ-পয়ার—বাঙ্গালা ছন্দোবিশেষ।

বিশাখা—১। শাখাহীনা। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। নক্ষত্র বিঃ, ষোড়শ নক্ষত্র। বি—শাখ্ (ব্যাপ্ত হওয়া) + অন্ কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিশারদ—দক্ষ ; চতুর ; পণ্ডিত ; খ্যাত ; শ্রেষ্ঠ ; বিস্তৃত ; গর্বিত ; প্রগল্‌ভ। বিশাল শব্দ—দা (দেওয়া) + ড কর্তৃ। বিণ।

বিশাল—বৃহৎ, বড় ; বিস্তীর্ণ। বি শব্দ + শালচ্, অথবা বিশ্ (প্রবেশ করা) + কালন্ কর্তৃ। বিণ।

বিশালতা, বিশালত্ব—বৃহত্ত্ব ; প্রকাণ্ডতা ; বিস্তার। বিশাল শব্দ + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বিশালা—১। বৃহতী ; বিস্তীর্ণা, বিস্তৃতা। বিশাল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। অবন্তী, উজ্জয়িনী নগরী ; নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

বিশালাক্ষ—১। বৃহৎ নয়নযুক্ত। বিশাল (বৃহৎ) হইয়াছে অক্ষি (নয়ন) যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব ; বিষ্ণু ; গরুড়। বি ; পু।

বিশালাক্ষী—১। বৃহৎ-নয়নযুক্তা। বিশাল (বৃহৎ) হইয়াছে অক্ষি (নয়ন) যাহার

(যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ৫। দুর্গা। বি; স্ত্রী।

বিশিখ—১। শিখাবিহীন। বি (নাই) শিখা যাহার, বহু। বিণ। ২। শর, বাণ; তোমরাস্ত্র; শরগাছ। বি (বিশিষ্ট) শিখা যাহার, বহু। বি; পু।

বিশিখা—শিখাবিহীনা। বহু। বিণ; স্ত্রী।

বিশিষ্ট—বিলক্ষণ; অতিশয়; যুক্ত; শিষ্ট; ভিন্ন; খ্যাত; সিদ্ধ। বি—শিষ্ (বিশেষ করা, অতিশয় করা)+ক্ত কর্তৃ অথবা বি—শাস্ (শাসন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিশীর্ণ—শুষ্ক; জীর্ণ; কৃশ; বিশ্লিষ্ট। বি—শৄ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিশীর্যমাণ—যাহা শুষ্ক বা কৃশ হইতেছে এরূপ। বি—শৄ (বধ করা)+শান কর্ম। বিণ।

বিশুদ্ধ—নির্মল; পবিত্র; খাঁটি; নির্দোষ। বি (বিশিষ্টরূপ) শুদ্ধ, প্রাদি। বিণ।

বিশুদ্ধাত্মা (-ত্মন্)—পবিত্রচেতাঃ, নির্মল-চিত্ত, অকপট-হৃদয়। বিশুদ্ধ হইয়াছে আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

বিশুদ্ধানন্দ (স্বামী)—ইনি কানপুরের জনৈক কনোজীয় ব্রাহ্মণের পুত্র। ইঁহার পিতৃদত্ত নাম বংশীধর। ১৮২০ খ্রীঃ বিশুদ্ধানন্দ দক্ষিণপ্রদেশে হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বাল্যে ফারসী ও উর্দু ভাষা শিক্ষা করিয়া নিজাম রাজ্যে কর্ম গ্রহণ করেন এবং নিজামের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। ইনি অশ্বচালনায় সুনিপুণ ছিলেন। অশ্ববিষয়ক একটি বিবাদে ইঁহার পরাজয় হওয়াতে ইনি গার্হস্থ্য সম্পত্তিতে অগ্নিদান করিয়া ও শরীরে ভস্মলেপন করিয়া হায়দ্রাবাদ পরিত্যাগ করেন এবং কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া বহু তীর্থে ভ্রমণ করেন। কিছুদিন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া পাণিনি ব্যাকরণে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পরে তিন বৎসর হরিদ্বারে পঠনে ও ধ্যানে অতিবাহিত হয়। অনন্তর ইনি কাশী-ধামে আগমন করিয়া একটি ঘাটে বাস করিতে থাকেন। এইখানে ইনি হিন্দু-দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিয়া বিশুদ্ধানন্দ নাম গ্রহণ করেন। ইনি অহল্যাবাই-প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্ম-পুরীর গৌড়স্বামীর আসন পরিগ্রহ করিয়া আমরণ এই আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি ইংরাজশাসনের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। গভীর জ্ঞান ও ধর্মনিষ্ঠার জন্য ইনি সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বিশুদ্ধি—শোধন; নির্মলতা; পবিত্রতা; নির্দোষতা। বি—শুধ্ (শোধন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিশুষ্ক—বিশীর্ণ; নীরস; ম্লান। বি (বিশিষ্ট রূপ) শুষ্ক, প্রাদি। বিণ।

বিশৃঙ্খল—শৃঙ্খলারহিত, গোলমেলে; অনিয়মিত; অবাধ্য; উচ্ছৃঙ্খল; দুর্দান্ত। বি (নাই) শৃঙ্খলা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

বিশৃঙ্খলতা—বিশৃঙ্খলের ভাব, শৃঙ্খলা-রাহিত্য, অব্যবস্থা। বিশৃঙ্খল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বিশৃঙ্খলা—১। শৃঙ্খলারাহিত্য ইত্যাদি। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। শৃঙ্খলারাহিত্য, গোলমেলে বা এলোমেলো ভাব, গোল-যোগ; নিয়মাভাব, অনিয়ম। শৃঙ্খলার বিপরীত, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

বিশেষি—বিশেষিয়া, বিশেষ করিয়া, সবিশেষে; বিশিষ্ট। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ বা বিণ।

বিশেষ—১। প্রভেদ; প্রকার; দ্রষ্টব্য দ্রব্য; অবয়ব; নিয়ম; বৈলক্ষণ্য; সার; বৈচিত্র্য; তারতম্য; আধিক্য; প্রকর্ষ; তিলক; কণাদদর্শনে কথিত পদার্থ বিঃ; কাব্যালংকার বিঃ। বি—শিষ্+অল্ ভাব। ২। বিশিষ্ট; উৎকৃষ্ট; অসাধারণ; অধিক; ভিন্ন। বি—শিষ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

বিশেষক—১। প্রভেদকারক। বি—ণিজন্ত শিষ্ বা শেষি+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্র—**বিশেষিকা**। ২। একবাক্যতাপন্ন শ্লোকত্রয়। বি; ক্লী। ৩। চিত্রক; ললাটের তিলক; তমালপত্র। বি; ক্লী বা পু।

বিশেষজ্ঞ—বিশেষ জ্ঞানী, অভিজ্ঞ; যে বিশেষ কথা জানে, specialist. উপপদ; বিশেষ—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

বিশেষণ—১। অতিশয়করণ। বি—শিষ্ (অতিশয় করা)+অনট্ ভাব। ২। প্রভেদকারক গুণ-ক্রিয়াদি; বিশেষ্যের ধর্ম; চিহ্ন। বি—শিষ্ (বিশেষ করা)+অনট্ করণ। ৩। (ব্যাকরণে) যে পদ অন্য পদকে বিশেষ করিয়া দেয়, অর্থাৎ যে পদ দ্বারা অন্য কোন পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশিত হয়। বি; ক্লী।

বিশেষতঃ (-তস্)—বিশেষরূপে; অধি-কন্তু; আরও। বিশেষ শব্দ+তস্। অ।

বিশেষভাবে, -রূপে—বিশিষ্ট প্রকারে; সবিশেষ। বিশেষের ভাব বা রূপ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

বিশেষত্ব—বৈশিষ্ট্য, বিশেষগুণ, অসাধারণত্ব। বি; ক্লী।

বিশেষা—বিশেষ করা, সবিশেষে বলা, সবিস্তারে উল্লেখ করা। কপ্র। ক্রি।

বিশেষিত—প্রভেদিত, পৃথক্-কৃত; ব্যব-চ্ছিন্ন; বিশেষণ দ্বারা নির্ণীত। বি—ণিজন্ত শিষ্=শেষি (বিশেষ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিশেষোক্তি—কাব্যালংকার বিঃ। ['অলংকার' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

বিশেষ্য—১। ধর্মী, বস্তু বা ব্যক্তিবোধক; অবচ্ছেদ্য; গুণাদি দ্বারা প্রভেদ্য। বি—শিষ্ (বিশেষ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। (ব্যাকরণে) যাহাকে বিশেষ করা যায় তাহাই বিশেষ্য, অর্থাৎ পদার্থের নাম-মাত্র বিশেষ্য। বি; ক্লী।

বিশোক—১। শোকরহিত, শোকহীন। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। বি; পু।

বিশোধক—বিশুদ্ধিকারক। বি—ণিজন্ত শুধ্=শোধি (শুদ্ধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বিশোধিকা**।

বিশোধন—বিশুদ্ধকরণ। বি—ণিজন্ত শুধ্=শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিশোধনীয়, বিশোধ্য—বিশোধন-যোগ্য। বি ণিজন্ত শুধ্+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

বিশোধিত—নির্মলীকৃত; পবিত্রীকৃত। বি—ণিজন্ত শুধ্=শোধি (শুদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিশোধী (-ধিন্)—বিশুদ্ধিকারক। বি—ণিজন্ত শুধ্=শোধি (শুদ্ধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিশোধিনী**।

বিশোয়াস, বিশোয়াসা—বিশ্বাস, প্রত্যয়; ভরসা। প্রা কপ্র। বি।

বিশোষণ—সম্যক্ শোষণ, নীরসকরণ। বি—ণিজন্ত শুষ্=শোষি (শুষ্ক করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিশ্ব—১। জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড। বিশ+ক্বন্ অধি। বি; ক্লী। ২। গণদেবতা বিঃ (বসু, সত্য, ক্রতু, দক্ষ, কাল, কাম, ধৃতি, কুরু, পুরূরবাঃ, মদ্রব এই ১০)। বি; পু। ৩। সমস্ত। বিশেষণীয় সর্বনাম। বিণ।

বিশ্বকর্মা (-কর্মন্)—ঈশ্বর; সূর্য; জনৈক মুনি; দেবশিল্পী [প্রভাস নামক বায়ুর ঔরসে ভৃগুপত্নী যোগসিদ্ধার গর্ভে ইঁহার জন্ম। সূর্যপত্নী সংজ্ঞা ইঁহার কন্যা, এবং ইনিই বৃত্রাসুরের বধের নিমিত্ত দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিয়া-

ছিলেন]। বিশ্ব হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বি ; পু।

বিশ্বকেতু—কৃষ্ণপৌত্র অনিরুদ্ধ। বিশ্বব্যাপী হইয়াছে কেতু যাহার, বহু। বি ; পু।

বিশ্ব-কোশ, -কোষ—জগতের সমস্ত বৃত্তান্তসংবলিত অভিধানগ্রন্থ, encyclopædia. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বিশ্বচক্র—১। জগৎরূপ চাকা। রূপক। ২। মহাদান বিঃ। বি ; ক্লী।

বিশ্বজননী—জগৎ-প্রসবিত্রী, আদ্যাশক্তি, ভগবতী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বজনীন—সর্বলোকের হিতকর; সর্বলোকসংক্রান্ত। বিশ্ব (সমস্ত) যে জন সে বিশ্বজন, কর্মধা ; বিশ্বজন+ীন হিতার্থে। বিণ।

বিশ্বজিৎ—সর্বস্বদক্ষিণ যজ্ঞ বিঃ অর্থাৎ এই যজ্ঞে দক্ষিণাস্বরূপ সর্বস্ব দান করিতে হয় ; জগজ্জয়ী। উপতৎ ; বিশ্ব জি (জয় করা)+কিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিশ্বদেব—অগ্নি ; গণদেবতা বিঃ। ৬তৎ। বি ; পু।

বিশ্বধাত্রী—বিশ্বজননী, জগদ্ধাত্রী ; পৃথিবী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বধারিণী—ধরিত্রী, পৃথিবী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিশ্বনাথ—বিশ্বেশ্বর, জগৎপতি, জগদীশ্বর ; শিব। ৬তৎ। বি ; পু।

বিশ্বনাথ কবিরাজ—জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি খ্রীঃ ১৫শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। সাহিত্যদর্পণ নামক সংস্কৃত অলংকার গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী—ইনি ১৫৮৬ শকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংস্কৃত শাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি ভাগবতের সারার্থদর্শিনী নামে এক টীকা রচনা করেন। ইঁহার রচনাকার্য ১৬২৬ শকে সমাপ্ত হয়। ইঁহার কৃত ভগবদ্গীতারও একখানি টীকা আছে। এই টীকা ভক্তিপ্রধান, এবং ইহা ভক্ত বৈষ্ণবসমাজে সবিশেষ আদরণীয়। ইঁহার প্রণীত অনেকগুলি সংস্কৃত বৈষ্ণব গ্রন্থও আছে। যথা—শ্রীকৃষ্ণ ভাবনামৃত, মাধুর্যকাদম্বিনী, রাগবর্ত্ম-চন্দ্রিকা, গুণামৃত লহরী, প্রেমসম্পুট, স্বপ্নবিলাসামৃত, অনুরাগবল্লী, রূপচিন্তামণি, সঙ্কল্পকল্পদ্রুম, সুরথকথামৃত, গৌরগণচন্দ্রিকা, চমৎকারচন্দ্রিকা প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন ইনি ব্রহ্মসংহিতা, গোপালতাপনী, অলংকারকৌস্তুভ, চৈতন্যচরিতামৃত, বিদগ্ধমাধব প্রভৃতি বহু গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। জয়পুরের রাজসভায় ইনি চৈতন্যসম্প্রদায়ের গৌরব ঘোষণা করেন। ইনি বৃন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন, এবং তথায় বসিয়াই ভাগবতের টীকা রচনা করেন।

বিশ্বনিন্দক, বিশ্বনিন্দুক—জগতের নিন্দাকারী, যে সকলেরই নিন্দা করে। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**বিশ্বনিন্দিকা, বিশ্বনিন্দুকী**।

বিশ্বপা—জগদ্ধাতা ; চন্দ্র ; সূর্য ; অগ্নি। উপতৎ ; বিশ্ব শব্দ—পা (পালন করা) +ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিশ্বপাতা (-পাতৃ)—বিশ্বপালক, জগৎপালনকারী ; বিশ্বরক্ষক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-পাত্রী**।

বিশ্বপ্রেম (-প্রেমন্)—সর্বব্যাপী প্রেম, জগতের মানব হইতে কীটপতঙ্গাদিতে পর্যন্ত ভালবাসা। বিশ্বব্যাপী যে প্রেম, মধ্যপ, অথবা বিশ্বের প্রতি প্রেম, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

বিশ্বপ্রেমিক—বিশ্বপ্রেমযুক্ত, যে জগতের সকলকেই ভালবাসে। বিশ্বের প্রতি প্রেমিক, ৭তৎ ; কিংবা বিশ্বপ্রেমন্ শব্দ+ ইকন্ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-প্রেমিকা**।

বিশ্ববঞ্চক—সাতিশয় প্রতারক, যে সকলকে প্রতারণা করে। ৬তৎ। বিণ।

বিশ্ববাঙ্গালা—সমস্ত বঙ্গদেশ, সমস্ত স্থান। বাংপ্র। বি।

বিশ্ববিদ্যালয়—সর্বপ্রকার বিদ্যার আলোচনাস্থল, University. বিশ্ব (সকল) যে বিদ্যা সে বিশ্ববিদ্যা, কর্মধা ; তাহার আলয়, ৬তৎ। বি ; পু।

বিশ্ববিধাতা (-ধাতৃ)—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, পরমেশ্বর। ৬তৎ। বি ; পু।

বিশ্ববিমোহী (-হিন্) জগৎমুগ্ধকারী, সকলের মোহকর। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী —**বিশ্ববিমোহিনী**।

বিশ্ববিশ্রুত—জগদ্বিখ্যাত। ৭তৎ। বিণ।

বিশ্ববেদাঃ (-বেদস্)—সর্বজ্ঞ মুনি ; দেবতা। বিশ্ব শব্দ (সমস্ত)—বিদ্ (জানা)+অস্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিশ্বব্যাপী (-ব্যাপিন্)—সর্বত্র বিসরণশীল, সর্বত্র বিদ্যমান। উপতৎ ; বিশ্ব—বি— আপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী— **বিশ্বব্যাপিনী**।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—সমগ্র ভুবন, নিখিল জগৎ। বিশ্ব (সমগ্র) যে ব্রহ্মাণ্ড, কর্মধা। বি ; ক্লী।

বিশ্বমানব—সমস্ত মনুষ্যজাতি। কর্মধা। বি ; পু। বি, **-ত্ব**।

বিশ্বমোহিনী—জগৎমুগ্ধকারিণী, জগতের মনোহারিণী। উপতৎ ; বিশ্ব—মুহ্+ণিচ্ +ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বিশ্বম্ভর—১। বিষ্ণু ; ইন্দ্র ; চৈতন্যদেবের একটি নাম। বিশ্ব শব্দ—ভৃ (ভরণ করা) +খ কর্তৃ। বি ; পু। ২। বিশ্বের ভরণকর্তা বা ধারণকর্তা। বিণ।

বিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব—১৮৫৭ খ্রীঃ ২৫শে কার্তিক খানাকুল গ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। পীতাম্বরের চারি পুত্রের মধ্যে বিশ্বম্ভর জ্যেষ্ঠ ; মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ ও পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী ইঁহার সহোদর। বাল্যে ইনি গ্রামস্থ মধ্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। অঙ্কশাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ অভিনিবেশ ছিল। বাগাটনিবাসী রামচন্দ্র তর্কভূষণের নিকট কলাপ ব্যাকরণ ও কোঁড়কদীনিবাসী কৈলাসচন্দ্র তর্করত্নের নিকট স্মৃতশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই সময় পিতার নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রও পড়িতেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ পিতার মৃত্যুর পর ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রতি অভিনিবিষ্ট হন। চারি বৎসরের মধ্যে গণিত, পঞ্জিকা গণনা, গ্রহস্ফুট, গ্রহ গণনা ও জাতক সংক্রান্ত বিষয় আয়ত্ত করেন। অতঃপর গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠাতা দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় ইঁহাকে গুপ্তপ্রেসের পঞ্জিকাকার নিযুক্ত করেন। ইনি আটত্রিশ বৎসরকাল এই পঞ্জিকার গণনা ও সম্পাদন কার্য করিয়াছিলেন। স্মৃতির ব্যবস্থা বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। কিছুদিন পরে নবদ্বীপের দুর্গাদাস বিদ্যারত্নের মৃত্যু হইলে নদীয়ার জজ সাহেব ইঁহাকে হাইকোর্টের পঞ্জিকাকারের পদে মনোনীত করেন। তাহার পর বঙ্গীয় গভর্নমেণ্ট এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেণ্ট ইঁহার নিকট হইতে পঞ্জিকা লইতে আরম্ভ করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে পঞ্জিকা সংস্কারের উদ্দেশ্যে বোম্বাই নগরে ভারতবর্ষের পণ্ডিতমণ্ডলীর একটি বিরাট অধিবেশন হয়। ইনি সেই সভায় বঙ্গদেশের জ্যোতির্বিদ্গণের প্রতিনিধি স্বরূপ নিমন্ত্রিত হইয়া সংস্কৃত ভাষায় পঞ্জিকাসংস্কার সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ পাঠ করেন। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি পূর্বপুরুষগণের অধ্যুষিত নবদ্বীপে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। তৎকালে বঙ্গদেশে জ্যোতিষশাস্ত্র সংক্রান্ত বিষয়ে ইঁহার মীমাংসাই শেষ মীমাংসা বলিয়া গণ্য হইত। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির অনুমতি অনুসারে "রবি-সিদ্ধান্ত-মঞ্জরী" এবং "বিদগ্ধ-তোষিণী" নামক দুইখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ সম্পাদন করেন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে ইঁহার পক্ষাঘাত পীড়া হইয়াছিল। শেষ জীবনে ইনি গভর্নমেণ্ট হইতে মাসিক

পঁচিশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। ছয় মাস মাত্র ইনি "সাহিত্যিক বৃত্তি" ভোগ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ আশ্বিন মাসে নবদ্বীপধামে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বিশ্বম্ভরা—১। বিশ্বের ভরণকর্ত্রী। বিশ্বম্ভর + আপ্। ২। পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

বিশ্বযোনি—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহাদেব। বিশ্বের যোনি (কারণ), ৬তৎ। বি; পুং।

বিশ্বরাজ—পরমেশ্বর। বিশ্বের রাজা, ৬তৎ। বি; পুং।

বিশ্বরূপ—১। পরমেশ্বর। বিশ্বই হইয়াছে রূপ যাঁহার, বহু। বি; পুং। ২। ঈশ্বরের বিরাট্ বা অনন্তরূপ। কর্মধা। বি; ক্লী।

৩। চৈতন্যদেবের অগ্রজ ভ্রাতা। জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচীদেবীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি অল্পবয়সেই সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হন। কিশোর বয়সেই ইঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয়। মাতাপিতা বিবাহ দিয়া ইঁহাকে সংসারী করিতে উদ্যত হইলে ইনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বনপূর্বক তীর্থপর্যটনে বহির্গত হন।

৪। বিশ্বকর্মার পুত্র। সুররাজ ইঁহাকে বধ করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন। পরে যজ্ঞ করিয়া দেবরাজ সেই পাপ হইতে মুক্তি লাভ করেন।

বিশ্বশ্রবাঃ (-শ্রবস্)—জনৈক মুনি। বিশ্বব্যাপী শ্রবঃ (প্রসিদ্ধি) যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বিশ্বসংসার—সমগ্র সংসার, সকল জগৎ। কর্মধা। বি; পুং।

বিশ্বসংহারক—জগতের নাশকারী, শিব। ৬তৎ। বি; পুং।

বিশ্বসন—বিশ্বাস। বি—শ্বস্ (বিশ্বাস করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিশ্বসিত, বিশ্বস্ত—১। বিশ্বাসের পাত্রীভূত; বিশ্বাসী। বি—শ্বস্ + ক্ত কর্ম। ২। বিশ্বাসকারী। বি—শ্বস্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্বস্তসূত্রে—বিশ্বাসযোগ্য পাত্র বা কারণ হইতে। বহু। ক্রি-বিণ।

বিশ্বস্তা—১। বিশ্বাসের পাত্রীভূতা; বিশ্বাসিনী; বিশ্বাসকারিণী। বিশ্বস্ত + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিধবা স্ত্রী। বি—শ্বস্ + ক্ত কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

বিশ্বস্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—জগতের সৃষ্টিকর্তা, ব্রহ্মা। ৬তৎ। বি; পুং। স্ত্রী, -স্রষ্ট্রী।

বিশ্বাত্মা (-আত্মন্)—পরমেশ্বর; ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব। বিশ্বের আত্মা, ৬তৎ; কিংবা বিশ্ব আত্মা যাঁহার, বহু। বি; পুং।

বিশ্বাবসু—১। গন্ধর্ব বিং, স্বর্গীয় গন্ধর্ব বিদ্যাধরী প্রভৃতির অধীশ্বর; ইঁহারই ঔরসে অপ্সরাঃ মেনকার গর্ভে প্রমদ্বরার জন্ম হয়। বিশ্বই বসু (ধন) যাহার, বহু। বি; পুং। ২। নিশা, রাত্রি। বি; স্ত্রী।

বিশ্বামিত্র—জনৈক মুনি, গাধিরাজের পুত্র। বিশ্ব মিত্র যাঁহার, বহু; কিংবা বিশ্বের মিত্র, ৬তৎ। বি; পুং।

পিতার মৃত্যুর পর বিশ্বামিত্র রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া প্রবলপ্রতাপে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার শতাধিক পুত্র, অতুল ঐশ্বর্য ও অসংখ্য সৈন্য ছিল। ইনি একদা এক অক্ষৌহিণী সেনা ও পুত্রগণসহ মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপস্থিত হন। বশিষ্ঠদেব কামধেনু শবলার সহায়তায় সসৈন্য সপুত্র বিশ্বামিত্রকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করাইলেন। কামধেনুর গুণ অবগত হইয়া বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের নিকট তাহা প্রার্থনা করিলেন। মহর্ষি তদ্দানে অস্বীকৃত হইলে উভয়ে বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজা সেনাবলের সহায়তায় বলপূর্বক কামধেনু গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে ঋষিবর শবলা দ্বারা অসংখ্য সৈন্য সৃষ্টি করাইয়া রাজার বাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্রগণ বশিষ্ঠকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে মহর্ষি ব্রহ্মতেজে বিশ্বামিত্রের শতপুত্রকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বামিত্র এইরূপে হতসৈন্য ও হতপুত্র হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইয়া হতাবশিষ্ট এক পুত্রের হস্তে রাজ্যশাসনভার অর্পণপূর্বক বনে গমন করিলেন ও মহাদেবের তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। আশুতোষ তুষ্ট হইয়া বর প্রদানার্থ উপস্থিত হইলে বিশ্বামিত্র তাঁহার নিকট মন্ত্রসহ সাঙ্গোপাঙ্গ ধনুর্বেদ সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া লইলেন। অনন্তর ইনি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিয়া মহর্ষির তপোবন বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন, এবং পরে ঋষিবরের উপর অস্ত্রবর্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বশিষ্ঠদেব ব্রহ্মদণ্ড হস্তে করিয়া বিশ্বামিত্রের সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এইরূপে হতমান ও হতদর্প হইয়া বিশ্বামিত্র ক্ষত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবলের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি করিলেন এবং নিজে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। ইনি পত্নীসহ দক্ষিণে গমন করিয়া কঠোর তপশ্চরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইঁহার তিন পুত্রের জন্ম হয়। বহুবর্ষ পরে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে রাজর্ষিত্ব প্রদান করেন।

ইঁহার কিছুদিন পরে রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার গুরু বশিষ্ঠ ও তৎপুত্রগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হন। অবশেষে তিনি বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইলে রাজর্ষি তাঁহার ইষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত এক যজ্ঞ করেন এবং যজ্ঞফলে তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি দেবাদেশে মর্ত্যাভিমুখে নিপতিত হইতেছেন দেখিয়া বিশ্বামিত্র নিজ তপোবলে তাঁহাকে শূন্যে স্থাপনপূর্বক দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ডের রচনায় চেষ্টিত হইলেন। তিনি দক্ষিণদিকে নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া অপর দেবগণের সৃষ্টি করিতে উদ্যোগী হইলে দেবতারা ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নবসৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে ত্রিশঙ্কুর অবস্থান নির্দিষ্ট করিয়া বিশ্বামিত্রকে নিরস্ত করিলেন।

দক্ষিণে তপোবিঘ্ন ঘটায় বিশ্বামিত্র পশ্চিমে যাইয়া পুষ্করতীরস্থ বনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে অযোধ্যানাথ অম্বরীষ একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সেই যজ্ঞের পশু হরণ করায় পুরোহিত রাজাকে একটি নরবলি দিয়া যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বলিলেন। অম্বরীষ উপযুক্ত নরের অন্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে ঋচীক ঋষির মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া আসিতে আসিতে রজনী যাপন করিবার নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপনীত হইলেন। শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের শরণাপন্ন হইয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলে বিশ্বামিত্র তাঁহাকে অগ্নির স্তব শিখাইয়া দিলেন। সেই স্তবপ্রভাবে শুনঃশেফ অগ্নি হইতে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হন।

বিশ্বামিত্রের দীর্ঘকালের কঠোর তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা ইঁহার নিকট সমাগত হইলেন ও ইঁহাকে ঋষিত্ব প্রদান করিলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহাতেও পরিতুষ্ট না হইয়া পুনর্বার উগ্র তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ইন্দ্রের প্রেরণায় অপ্সরা মেনকা পুষ্করতীর্থে স্নান করিতে আগত হইলে ঋষিবর তাহার রূপে বিমোহিত হন এবং তাহার সহবাসে দশ বৎসর যাপন করেন। মেনকার গর্ভে ইঁহার শকুন্তলা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। দশ বৎসর পরে চৈতন্যোদয় হওয়ায় বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া অতি বিষণ্ণচিত্তে উত্তর দিকে গমন করিলেন এবং হিমাচলে কৌশিকী নদীতীরে পুনরায় কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

দীর্ঘকাল পরে ব্রহ্মা বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে মহর্ষিত্ব প্রদান করি-

লেন, কিন্তু বলিলেন, 'তোমার সিদ্ধিলাভের বহু বিলম্ব, কারণ তুমি এখনও ইন্দ্রিয় জয় করিতে পার নাই।' এই কথা শুনিয়া মহর্ষি পুনর্বার উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে ইঁহার তপোভঙ্গ করিবার নিমিত্ত দেবরাজের আদেশে অপ্সরাঃ রম্ভা সমাগতা হইলে মহর্ষি তাহাকে শাপপ্রদানে দীর্ঘকালের নিমিত্ত পাষাণাকারে পরিণত করেন। পরন্তু ক্রোধ হেতু তপঃফল নষ্ট হওয়ায় বিশ্বামিত্র পূর্বে যাইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ পরে ব্রহ্মা উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিলেন। বিশ্বামিত্র ব্রহ্মর্ষিত্ব সহিত দীর্ঘ পরমায়ুঃ, চতুর্বেদ এবং ওঙ্কার লাভ করিয়া মনোরথ সিদ্ধ হওয়ায় আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। অতঃপর বশিষ্ঠের সহিত ইঁহার মৈত্রী স্থাপিত হইল।

একদা সুরসভায় বশিষ্ঠ রাজা হরিশ্চন্দ্রের অশেষ সুখ্যাতি করায় বিশ্বামিত্র তাঁহার পরীক্ষা গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া ছলে তাঁহার সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য গ্রহণ করিলেন এবং পরে দক্ষিণার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্র মহিষী শৈব্যা ও পুত্র রোহিতাশ্বকে লইয়া দক্ষিণার অর্থান্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং বারাণসীতে মহিষী ও পুত্রকে দাস্যার্থে এক ব্রাহ্মণগৃহে নিযুক্ত করিয়া এবং স্বয়ং শ্মশানরক্ষক চণ্ডালের নিকট দাসরূপে আত্মবিক্রয় করিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পরে রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শৈব্যা রোদন করিতে করিতে মৃতপুত্র বক্ষে লইয়া সেই শ্মশানে উপস্থিত হইলেন। হরিশ্চন্দ্র মহিষীকে চিনিতে পারিয়া অতি করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং হরিশ্চন্দ্রের অশেষ গুণকীর্তন করিতে করিতে রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবন দান ও তাঁহার সমস্ত রাজ্যৈশ্বর্য প্রত্যর্পণ করিলেন।

ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র গায়ত্রীর রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইঁনিই ধনুর্বেদ সংকলন করিয়া মানবসমাজে প্রচার করেন। রাক্ষসদিগের উপদ্রব নিবারণার্থ বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে নিজাশ্রমে লইয়া যান এবং পথে তাঁহাদিগকে বলা ও অতিবলা মন্ত্র দান করেন। অনন্তর রাম তাড়কাকে বধ করিয়া ঋষিপ্রবরের যজ্ঞ নির্বিঘ্ন করিলে বিশ্বামিত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইয়া রাম দ্বারা অহল্যার শাপ বিমোচন করান। পরে ইঁহারই যত্নে মিথিলায় রামাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের বিবাহকার্য সম্পাদিত হয়।

বিশ্বাস—প্রত্যয়; শ্রদ্ধা; আস্থা; বিশ্রম্ভ; পদবী বিঃ। বি—শ্বস্ (বিশ্বাস করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিশ্বাসঘাতক—বিশ্বাসহন্তা, প্রত্যয়নাশক, অবিশ্বাসী; বেইমান, প্রতারক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**বিশ্বাসঘাতিকা**।

বিশ্বাসঘাতকতা—বিশ্বাস নষ্ট করা, যে বিশ্বাস করে তাহার অনিষ্ট করা। বিশ্বাসঘাতক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বিশ্বাসঘাতী (-তিন্)-যে বিশ্বাসভাজন হইয়া প্রবঞ্চনা করে, বিশ্বাসহন্তা, বেইমান। উপতৎ; বিশ্বাস হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

বিশ্বাসভাগী (-ভাগিন্)—প্রত্যয়ভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। বিশ্বাস শব্দ ভজ্+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিশ্বাসভাগিনী**।

বিশ্বাসভাজন প্রত্যয়ভাজন, বিশ্বাসের পাত্র। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

বিশ্বাসহন্তা (-হন্তৃ)—বিশ্বাসঘাতক, বেইমান। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিশ্বাসহন্ত্রী**।

বিশ্বাসী (-সিন্)—বিশ্বস্ত, বিশ্বাসের পাত্রীভূত, আস্থাবান্; বিশ্বাসকারী। বিশ্বাস+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিশ্বাসিনী**।

বিশ্বাস্য—বিশ্বাসযোগ্য। বি—শ্বস্ (বিশ্বাস করা)+ঘ্যণ্ অধি। বিণ।

বিশ্বেদেব—অগ্নি; গণদেবতা বিঃ। অলুক্ ৭তৎ। বি; পু।

বিশ্বেশ, বিশ্বেশ্বর—ব্রহ্মাণ্ডপতি; বিশ্বনাথ; শিব; বারাণসীস্থ শিবলিঙ্গ। [কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাটের অদূরে ইঁহার মন্দির। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ইনি মুমূর্ষু ব্যক্তির কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া তাহাকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন। কেহ কেহ বলেন, বর্তমান শিবলিঙ্গ প্রাচীন নহে। পূর্বে তাম্রময় লিঙ্গ ছিল, সাহাবুদ্দীন ঘোরী তাহা বিচূর্ণিত করেন। পরে বর্তমান শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে। ইঁহার মন্দিরও প্রাচীন নহে। ঔরঙ্গজেব ইঁহার মন্দির ভাঙ্গিয়া তাহা মসজিদে পরিণত করিলে পর বর্তমান মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দিরের গিলান, চূড়া ও কলস সোনার পাতে মণ্ডিত।] বিশ্বের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

বিশ্রব্ধ, বিস্রব্ধ—বিশ্বস্ত; নিঃশঙ্ক; অধিক; শান্ত; ধীর; গাঢ়। বি—শ্রন্ভ্ বা স্রন্ভ্ (বিশ্বাস করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্রম—বিশ্রাম। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিশ্রম্ভ, বিস্রম্ভ—বিশ্বাস; প্রণয়; স্বচ্ছন্দবিহার; কেলি-কলহ; বধ। বি—শ্রন্ভ্ বা স্রন্ভ্ (বিশ্বাস করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিশ্রম্ভালাপ—প্রণয়পূর্ণ কথোপকথন, বিশ্বস্ত আলাপ। মধ্যপ। বি; পু।

বিশ্রম্ভী (-ম্ভিন্), **বিস্রম্ভী** (-ম্ভিন্)—বিশ্রম্ভযুক্ত; বিশ্বাসী; প্রণয়ী। বিশ্রম্ভ বা বিস্রম্ভ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ম্ভিণী**।

বিশ্রবাঃ (-বস্)—জনৈক মুনি, রাক্ষসরাজ রাবণের পিতা। বি (বিশিষ্ট) হইয়াছে শ্রবঃ (কীর্তি) যাঁহার, বহু। বি; পু।

ব্রহ্মার পুত্র পুলস্ত্যের ঔরসে ও হবির্ভূর গর্ভে বিশ্রবার জন্ম হয়। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ইলবিলার সহিত ইঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার গর্ভে ইঁহার সুবিখ্যাত পুত্র কুবের জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর সুমালী রাক্ষসের কন্যা কৈকসী পিতার আদেশে বিক্রমৈশ্বর্যশালী পুত্রলাভ কামনায় ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি রাক্ষসীকে ভার্যাত্বে গ্রহণ করেন। উক্ত নিশাচরীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ নামে ইঁহার পুত্র জন্মে। রাকা নাম্নী আর এক রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার খর নামক রাক্ষসপুত্র জন্মগ্রহণ করে।

বিশ্রান্ত—শ্রমযুক্ত, ক্লান্ত; বিগতশ্রম, যে জিরাইয়াছে এরূপ; নিবৃত্ত, ক্ষান্ত। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্রান্তি—বিশ্রাম, বিরাম; নিবৃত্তি। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিশ্রাম—বিরাম, নিবৃত্তি; শ্রমাপনোদন, জিরন। বি—শ্রম্ (খিন্ন হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বিশ্রী—শ্রীহীন, শ্রীভ্রষ্ট; কুৎসিত। বি (নাই) শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

বিশ্রুত—বিখ্যাত, প্রসিদ্ধ; জ্ঞাত; ধ্বনিত। বি—শ্রু (শুনা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিশ্রুতি—খ্যাতি, প্রসিদ্ধি; শ্রোতঃ। বি—শ্রু (শুনা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিশ্লিষ্ট—বিযুক্ত; শিথিল; বিচ্ছিন্ন; বিমুক্ত; বিকসিত। বি—শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিশ্লেষ—বিয়োগ; বিচ্ছেদ; শৈথিল্য; বিকাশ। বি—শ্লিষ্+অল্ ভাব। বি; পু।

বিশ্লেষণ—বিযুক্ত বা বিচ্ছিন্ন করণ, পৃথক্

করণ। বি—শ্লিষ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিশ্লেষিত—পৃথক্‌কৃত ; বিয়োজিত ; বিকাশিত। বি—ণিজন্ত শ্লিষ্ (=শ্লেষি)+ক্ত কর্ম ; কিংবা বিশ্লেষ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

বিষ—১। কালকূট, গরল ; যাহা দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে স্বাস্থ্যহানি অথবা মৃত্যু ঘটায়। বিষ্ (ব্যাপ্ত হওয়া)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী বা পু। ২। জল ; মৃণাল। বি ; ক্লী।

বিষকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব। বিষ আছে কণ্ঠে যাঁহার, বহু। বি ; পু।

বিষকুম্ভ—বিষপূর্ণ কলসী ; যাহার অন্তঃকরণ কুটিল। মধ্যপ। বি ; পু।

বিষকোষ—বিষের থলি, গরলের আধার। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

বিষক্রিয়া—দেহে বিষের প্রভাব বা কার্য ; স্বাস্থ্যহানিকর ব্যাপার। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষঘ্ন—বিষনাশক। উপতৎ ; বিষ—হন্ (বধ করা) + টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বিষঘ্নী**। [বি।

বিষণ—বিষসঞ্চার, poisoning. বাংপ্র।

বিষণ্ণ—ম্লান ; বিষাদযুক্ত, খিন্ন। বি—সদ্ (অবসন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিষণ্ণতা—বিষাদ, খেদ ; মনোভঙ্গ ; স্ফূর্তিহীনতা। বিষণ্ণ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বিষদ—বিষদানকারী। বিষ দেয় যে, উপতৎ ; বিষ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

বিষদন্ত—১। বিষদাঁত। বিষপূর্ণ যে দন্ত, মধ্যপ। ২। সর্প। বিষ আছে দন্তে যাহার, বহু। বি ; পু। [বিণ।

বিষদিগ্ধ—বিষলিপ্ত, বিষমাখানো। ৩তৎ।

বিষদুষ্ট—বিষাক্ত। ৩তৎ। বিণ।

বিষদৃষ্টি—বিষের ন্যায় জ্বালাময় দৃষ্টি, হিংসাপূর্ণ দৃষ্টি ; বিষম বিদ্বেষ। বিষবৎ যে দৃষ্টি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

বিষধর, বিষভৃৎ—বিষযুক্ত, সবিষ। উপতৎ ; বিষ শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্তৃ। ২য় পক্ষে বিষ—ভৃ (ধারণ করা) +কিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিষ-ধাত্রী—মনসাদেবী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষফোড়া—বিস্ফোটক, বিষম যন্ত্রণাদায়ক ফোড়া। < বিস্ফোটক। বি। [অ।

বিষবৎ—বিষতুল্য। বিষ+বৎ তুল্যার্থে।

বিষবিদ্যা—বিষ-চিকিৎসা, বিষঘ্ন মন্ত্র। বিষবিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

বিষবৃক্ষ—১। বিষের গাছ। বিষপ্রদ বৃক্ষ, মধ্যপ। বি ; পু। ২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালা উপন্যাসগ্রন্থ বিঃ [এই অভিধানের ২য় ভাগ দ্রঃ]।

বিষবৈদ্য—বিষচিকিৎসক। ৬তৎ। বি ; পু।

বিষভৃৎ—'বিষধর' দ্রঃ।

বিষম—১। অসমান ; উন্নতানত ; উঁচু-নীচু ; অযুগ্ম ; বিষতুল্য ; দুর্গম ; দুর্বোধ ; দুঃসহ ; দুর্গ্রাহ্য ; দারুণ ; বিপজ্জনক, সংকট। বি (না) সম (সমান) বা সমের বিপরীত, প্রাদি। বিণ। ২। অযুগ্ম রাশি, যেমন মেষ মিথুন সিংহ ইত্যাদি। বি ; পু। ৩। পদ্য বিঃ ; অর্থালংকার বিঃ। বি ; ক্লী। ৪। শ্বাসনালীতে খাদ্য-পানীয়াদি প্রবেশ জন্য হিক্কা বা দম আটকানো। বাংপ্র। বি।

বিষমচ্ছদ সপ্তচ্ছদ, সপ্তপর্ণবৃক্ষ, ছাতিম-গাছ। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে ছদ (পত্র) যাহার, বহু। বি ; পু।

বিষমজ্বর—কঠিন অবিরাম জ্বর, বহুদিন-স্থায়ী জ্বর বিঃ। কর্মধা। বি ; পু।

বিষম-নয়ন, -নেত্র, -লোচন—ত্রিলোচন, শিব। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে নয়ন, নেত্র, লোচন যাঁহার, বহু। বি ; পু।

বিষময়—বিষপূর্ণ, গরলভরা। বিষ+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বিষময়ী**।

বিষমরাশি—যে রাশি দুই সমান পূর্ণ-সংখ্যায় বিভক্ত হইতে পারে না, odd number যথা ১, ৩, ৫, ৭, ৯, ১১, ১৩ ইত্যাদি। কর্মধা। বি ; পু।

বিষমশর, বিষমায়ুধ, বিষমেষু—পঞ্চবাণ, কন্দর্প, মদন। বিষম (অযুগ্ম) হইয়াছে শর (বাণ), আয়ুধ (অস্ত্র), ইষু (বাণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

বিষমস্থ—উন্নতানতস্থিত ; বিপদ্‌গ্রস্ত। উপতৎ ; বিষম—স্থা। ড কর্তৃ। বিণ।

বিষমুখ—১। বিষপূর্ণ মুখ। মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। যাহার মুখে বিষ আছে এমন ; অতি রুক্ষভাষী। বিষ মুখে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**বিষমুখী**।

বিষমেষু—'বিষমশর' দ্রঃ।

বিষয়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তু ; বিত্ত, ধন, সম্পত্তি ; পাত্র ; স্থান ; দেশ ; জ্ঞেয় বস্তু ; বর্ণনীয় পদার্থ ; সম্বন্ধ, সংক্রান্ত ব্যাপার। বি—সি (বন্ধন করা)+অন্ কর্তৃ যাহা সকলকে মোহপাশে বন্ধন করে। বি ; পু।

বিষয়ক—সংক্রান্ত, সম্বন্ধীয়। সমাসের পরপদ। বিণ।

বিষয়কর্ম—বাণিজ্যাদি কার্য, বৈষয়িক কাজ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বিষয়তৃষ্ণা—ভোগ্যবস্তুর লালসা, সাংসারিক সুখভোগেচ্ছা ; ধনলাভেচ্ছা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষয়-বাসনা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষয়বুদ্ধি—সাংসারিক হিতাহিত জ্ঞান, অর্থাদির উপার্জন বা রক্ষণ কার্যে দক্ষ ধীশক্তি। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

বিষয়ভোগ—শব্দাদি ভোগ্য বস্তুর উপভোগ ; সম্পত্তি-ভোগ। ৬তৎ। বি ; পু।

বিষয়াসক্ত—বিষয়ভোগে অনুরক্ত, শব্দ-স্পর্শাদি ভোগ্য বস্তুর প্রতি একান্ত রত। ৭তৎ। বিণ।

বিষয়াসক্তি—বিষয়ানুরাগ, শব্দাদি ভোগ্য বস্তুর উপভোগে স্পৃহা। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

বিষয়ী (-য়িন্)—১। বিষয়যুক্ত ; ঐশ্বর্যশালী, সম্পন্ন ; সাংসারিক ব্যাপারে রত ; বিষয়াসক্ত। বিষয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিষয়িণী**। ২। রাজা ; ধনী, সম্পন্ন ব্যক্তি ; কন্দর্প। বি ; পু।

বিষযোগ—জ্যোতিষোক্ত যোগ বিঃ [একদিনে নক্ষত্রামৃত ও সিদ্ধিযোগ হইলে, মধু ও ঘৃতের সংযোগের ন্যায় তাহা বিষযোগ হয়]। বিষতুল্য যোগ, মধ্যপ। বি ; পু।

বিষহর বিষঘ্ন, গরলনাশক। বিষ হরণ করে যে, উপতৎ ; বিষ—হৃ (হরণ করা) + অন্ কর্তৃ। বিণ।

বিষহরা, বিষহরী—১। মনসাদেবী। বিষহর+আপ্, ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। বিষনাশিকা। বিণ ; স্ত্রী।

বিষাক্ত—বিষলেপিত, গরলমিশ্রিত। বিষ দ্বারা অক্ত, ৩তৎ। বিণ।

বিষাণ—পশুর শৃঙ্গ ; শূকরদন্ত ; গজদন্ত। বিষ্ (ব্যাপা)+কান কর্তৃ। বি ; ক্লী।

বিষাণী (-ণিন্) শৃঙ্গযুক্ত, শৃঙ্গী। বিষাণ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিষাণিনী**।

বিষাদ—ইষ্টনাশজনিত মনোভঙ্গ ; খেদ ; দুঃখ ; অনুৎসাহ ; স্ফূর্তিহীনতা ; জড়তা। বি সদ্ (অবসন্ন হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিষাদময়—খেদপূর্ণ, দুঃখভরা, বিষণ্ণতা-মাখা। বিষাদ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী. **-ময়ী**।

বিষাদিত—বিষাদযুক্ত, দুঃখিত, স্ফূর্তিশূন্য। বিষাদ শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

বিষাদী (-দিন্)—বিষাদযুক্ত, অপ্রফুল্ল, দুঃখিত, খিন্ন। বিষাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিষাদিনী**।

বিষানো, বিষনো—বিষযুক্ত হওয়া, বিষক্রিয়া করা, টাটানো। বাংপ্র। ক্রি।

বিষান্তক—১। বিষঘ্ন, গরলনাশক। বিষের অন্তক (নাশক), ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**বিষান্তকা, বিষান্তিকা**। ২। শিব। বি ; পু।

বিষুব, বিষুবৎ—সম-রাত্রিন্দিব-কাল, Equinox, যে সময় দিবামান ও রাত্রিমান সমান হয় (প্রায় ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর); সূর্যের মেষ ও তুলা সংক্রান্তি, Vernal and autumnal equinox. [বিষুব দুইটি—মহাবিষুব ও জলবিষুব]। মেষ সংক্রান্তি (বৈশাখ সংক্রান্তি) মহাবিষুব, এবং তুলাসংক্রান্তি (কার্তিক সংক্রান্তি) জলবিষুব। বিষু (সাম্য)—বা (গমন করা)+ড কর্তৃ; ২য় পক্ষে বিষু+বতু অস্ত্যার্থে। বি; ক্লী।

বিষুব-রেখা, -বৃত্ত—নিরক্ষ-রেখা, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু হইতে সমদূরবর্তী যে কল্পিত গোলাকার রেখা পূর্ব-পশ্চিমে ভূগোলককে বেষ্টন করিয়া আছে, Equator. বিষুব-সূচিকা রেখা, বৃত্ত, মধ্যপ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

বিষুব-সংক্রান্তি—চৈত্রমাসের শেষ দিন। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বিষ্কম্ভ, বিষ্কুম্ভ—যোগ বিঃ, প্রথম যোগ; কীলক, অর্গল, হুড়কা; প্রতিবন্ধ; নাট্যাঙ্গ বিঃ। বি—স্কন্ভ্ বা স্কুন্ভ্ (রোধ করা)+অল্ করণ। বি; পু।

বিষ্কম্ভক—নাট্যাঙ্গ বিঃ, নাটকীয় ইতিবৃত্তের নীরস অংশ, ইহা সংক্ষেপে অপ্রধান ব্যক্তির মুখ দিয়া কথিত হইয়া থাকে। বিষ্কম্ভ শব্দ+কণ্। বি; পু।

বিষ্ট—প্রবিষ্ট; আশ্রিত। বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিষ্টব্ধ—প্রতিবন্ধ; প্রতিরুদ্ধ। বি স্তন্ভ্ (শুব্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিষ্টম্ভ—রোধ; আক্রমণ; প্রতিবন্ধ; স্থিরী-ভাব; মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ। বি—স্তন্ভ্ (শুব্ধ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

বিষ্টরশ্রবাঃ (-শ্রবস্) —বিষ্ণু। বিষ্টর তুল্য শ্রবঃ (কীর্তি) যাঁহার, বহু। বি; পু।

বিষ্টিভদ্রা জ্যোতিষোক্ত যোগ বিঃ। বিষ্টিবিষয়ে ভদ্রা, ৭তৎ। বি; স্ত্রী। [কৃষ্ণা তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্ধ, এবং সপ্তমী ও চতুর্দশীর পূর্বার্ধ, আর শুক্লা চতুর্থী ও একাদশীর শেষার্ধ, এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্বার্ধ বিষ্টিভদ্রা নামে অভিহিত।]

বিষ্ঠা—পুরীষ, মল, গু। বি—স্থা (থাকা) +ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বিষ্ণু—সত্ত্বগুণময় ব্যাপক দেব, নারায়ণ [ইনি সৃষ্টির পালনকর্তা বলিয়া কথিত; মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে ইঁহার জন্ম; ইনি তপোবলে দেবগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন; কমলা ও বীণাপাণি ইঁহার ভার্যা, গরুড় ইঁহার বাহন, এবং সুদর্শন চক্র ইঁহার আয়ুধ; সর্বলোকের হিতার্থে ইনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন; ইঁহার প্রধান দশ অবতারের বিষয় বর্ণিত আছে, যথা—(১) মৎস্য, (২) কূর্ম, (৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ, (৫) বামন, (৬) পরশুরাম, (৭) রামচন্দ্র, (৮) বলরাম (মতান্তরে কৃষ্ণ), (৯) বুদ্ধ, (১০) কল্কি; এতন্মধ্যে নয় অবতার হইয়া গিয়াছে, কল্কি অবতার অবশিষ্ট আছে; এই অবতারে ইনি কলিযুগ ধ্বংস করিয়া পুনর্বার সত্যযুগ সংস্থাপন করিবেন]; ইন্দ্রের পরে অদিতির গর্ভে ইনি বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া ইঁহার নাম উপেন্দ্র; অষ্টবসু; অন্যতম সংহিতাকার জনৈক মুনি। বিশ্ (ব্যাপা)+নুক্ কর্তৃ। বি; পু।

বিষ্ণুগুপ্ত—চাণক্যপণ্ডিত; কৌণ্ডিন্য। ৬তৎ। বি; পু।

বিষ্ণুদৈবত—১। বিষ্ণুদেবতাবিশিষ্ট, যাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বিষ্ণু। বহু। বিণ। ২। শ্রবণানক্ষত্র। বি; ক্লী।

বিষ্ণুপদ—১। বিষ্ণুর চরণ বা পা। ৬তৎ। ২। ব্যোম, আকাশ; ক্ষীরোদ সাগর; পদ্ম। বিষ্ণুর পদ (স্থান), ৬তৎ; কিংবা বিষ্ণুর পদ (চরণ) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

বিষ্ণুপদী—গঙ্গা; সংক্রান্তি বিঃ। বিষ্ণুপদ-নির্গতা এই অর্থে বিষ্ণুপদ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বিষ্ণুপ্রিয়া-কমলা, লক্ষ্মী; চৈতন্যদেবের পত্নী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বিষ্ণুবল্লভা—বিষ্ণুপ্রিয়া; লক্ষ্মী; তুলসী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

বিষ্ণুরথ, বিষ্ণুবাহন—গরুড়। ৬তৎ।

বিষ্ণুশর্মা (-শর্মন্)—সুবিখ্যাত পঞ্চতন্ত্রের প্রণেতা [কথিত আছে যে, ইনি চারিজন রাজপুত্রের শিক্ষাভার প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে গল্পচ্ছলে কতকগুলি নীতিগর্ভ সদুপদেশ প্রদান করেন। ঐ সমস্ত গল্পই পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ গ্রন্থের আকারে সংকলিত হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ইঁহার জন্মভূমি বিদর্ভ]। বি; পু। [কর্ম। বি; ক্লী।

বিস—মৃণাল। বিস্ (ক্ষেপণ করা)+ক

বিসংগত, বিসঙ্গত—খাপছাড়া অসংগত; বেসুরা, discordant. বিরুদ্ধ-ভাবে সংগত, প্রাদি। বিণ।

বিসংবাদ—বঞ্চন, প্রতারণা; বৈলক্ষণ্য মতভেদজনিত বিরোধ, গরমিল, বিবাদ। বি—সম্—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব বি; পু।

বিসংবাদিত—বঞ্চিত, প্রতারিত বিরোধিত, বিবাদিত, বিতর্কিত। বি—সম্-ণিজন্ত বদ্ (=বাদি)+ক্ত কর্ম বিণ।

বিসংবাদী (-বাদিন্)—বিরুদ্ধবাদী, বিবাদী। বি—সম্—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিসংবাদিনী**।

বিসকুসুম—পদ্ম। বিস (মৃণাল) জাত যে কুসুম, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বিসংকুল—জটিল। বি (বিশিষ্টরূপ) সংকুল, প্রাদি। বিণ।

বিসদৃশ—অসমান; বিপরীত, বিরুদ্ধ। বি (নয়) সদৃশ বা সদৃশের বিপরীত, প্রাদি। বিণ। স্ত্রী—**বিসদৃশী**।

বিসমার্ক (Bismark, Prince Otto Eduard Leopold Von)—(১৮১৫ —১৮৯৮ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ ও বর্তমান জার্মান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রুসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়ামের প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। ইনি উইলিয়াম ও ফ্রেডারিকের রাজত্বকালে জার্মানীর চ্যান্সেলর বা প্রধান-মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বিসমিল্লা—ঈশ্বরের নামগ্রহণ, খোদা-তায়ালার দোহাই; কর্মারম্ভ, গোড়া। আ। বি। **বিসমিল্লায় গলদ**—কার্যারম্ভেই ক্রটি।

বিসর—১। বিস্তৃতি; সঞ্চার। বি—সৃ (সরা)+অল্ ভাব। ২। সমূহ। বি—সৃ +অল্ কর্ম। বি; পু।

বিসরণ—বিস্তার, বিস্তৃতি; উৎপত্তি; প্রবাহ। বি—সৃ (সরা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [ক্রি।

বিসরা—পাসরা, বিস্মৃত হওয়া। প্রা কপ্র।

বিসরি—বিস্মৃত হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিসরিত—বিস্তৃত। কপ্র। বিণ।

বিসর্গ—১। ত্যাগ; বিষ্ঠাত্যাগ; বিয়োগ; দীপ্তি; দান; মোক্ষ; প্রলয়। বি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। ত্যক্ত বস্তু; সূর্যের অয়ন বিঃ; দ্বিবিন্দুবর্ণ, ঃ। বি —সৃজ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

বিসর্জন—প্রেরণ; ত্যাগ; প্রতিমা জলে ফেলা; দান। বি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বিসর্জনীয়—১। পরিত্যাজ্য। বি—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ। ২। বিসর্গ, ঃ। বি; পু। [কপ্র। ক্রি।

বিসর্জি—বিসর্জন করিয়া, ত্যাগ করিয়া।

বিসর্জিত—যাহা বিসর্জন করান হইয়াছে এমন; প্রেরিত; ত্যাজিত। বি—ণিজন্ত সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিসর্প, বিসর্পণ—প্রসরণ, ব্যাপন; ফোটকাদির উৎসেক। বি—সৃপ্ (গমন করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বিসর্পী (বিসর্পিন্)—বিসরণশীল, প্রবাহী। বি–সৃপ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিসর্পিণী**।

বিসার—১। প্রবাহ ; উৎপত্তি ; বিস্তার। বি—সৃ (সরা)+ঘঞ্ ভাব। ২। মৎস্য। বি—সৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিসারিত—বিস্তারিত ; প্রবাহিত। বি—ণিজন্ত সৃ=সারি (সরানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিসারী (-রিন্) -বিসরণশীল ; প্রবাহী। বি—সৃ (সরা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিসারিণী**।

বিসূচি, বিসূচিকা, বিসূচী—ভেদ-বমন রোগ, ওলাউঠা। বি—সূচ্+ইন্ কর্তৃ ; বি—সূচি+ণক কর্তৃ+আপ্ ; বিসূচি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিসৃত—ব্যাপ্ত ; বিস্তৃত। বি সৃ (সরা) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিসৃষ্ট—নিক্ষিপ্ত ; প্রেরিত ; ত্যক্ত। বি - সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

-ময়দা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার শুষ্ক ও সুস্বাদু খাবার জিনিস। <ইং 'biscuit'. বি।

বিস্তর—১। সমূহ ; বাক্‌প্রপঞ্চ ; শয্যা ; প্রণয় ; আসন। বি—স্তৄ (বিস্তার করা) +অল্ কর্ম। ২। বিস্তার। বি—স্তৄ+অল্ ভাব। বি ; পু। ৩। প্রভূত, অনেক, অধিক, খুব। বাংপ্র। বিণ।

বিস্তার—১। বিসরণ, ছড়ানো ; বিস্তৃতি, ওসার, চওড়া ; বিশালতা ; ব্যাস। বি—স্তৄ (বিস্তৃত করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। গুল্ম ; শাখা। বি—স্তৄ+ঘঞ্ কর্তৃ। ৩। সমাসবাক্য। বি—স্তৄ+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

বিস্তারণ—ছড়ানো, বিস্তৃত করণ ; ছড়াইয়া পড়া, distribution. বি—স্তৄ+ণিচ্ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিস্তারা—১। বিস্তার করা ; বিস্তৃতভাবে বলা। কপ্র। ক্রি। ২। বিছানা, শয্যা। হি। বি।

বিস্তারিত—প্রসারিত ; সবিশেষ। বি—ণিজন্ত স্তৄ=স্তারি (ছড়ানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিস্তীর্ণ, বিস্তৃত—ব্যাপ্ত ; প্রসৃত ; বিপুল, বিশাল। বি—স্তৄ, স্তৃ (বিস্তৃত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্তৃতি—বিস্তার ; ব্যাপ্তি। বি—স্তৃ (বিস্তৃত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিস্পষ্ট—সুস্পষ্ট, ব্যক্ত, স্ফুট। বি (অতিশয়) যে স্পষ্ট, প্রাদি। বিণ।

বিস্ফার—স্ফূর্তি ; টংকারধ্বনি ; বিস্তার। বি—স্ফুর্ (স্ফূর্তিযুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব, অথবা বি—স্ফায়্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব, নিপাতনে। বি ; পু।

বিস্ফারিত—চলিত, কম্পিত ; ধ্বনিত ; বিকাসিত ; প্রসারিত। বি—ণিজন্ত স্ফুর (=স্ফারি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিস্ফুরিত—১। কম্পিত ; চলিত ; স্ফূর্তি-বিশিষ্ট ; ধ্বনিত। বি—স্ফুর্ (সঞ্চালিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। স্ফুরণ ; ধ্বনন। বি—স্ফুর্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

বিস্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফুল্‌কি ; বিষ বিঃ। বি—স্ফু (অনুকরণ শব্দ)-লিন্‌গ্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

বিস্ফোট, বিস্ফোটক—ব্রণ, ফোঁড়া। বি—স্ফুট্ (ভেদ করা)+অল্ ভাব, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

বিস্ফোরক—যাহা সশব্দে ফাটিয়া যায় বা সহজে জ্বলিয়া উঠে, বারুদ বোমা পটকা প্রভৃতি। বি—স্ফুর্+ণক কর্তৃ। বি ; পু।

বিস্ফোরণ—সশব্দে ফাটা বা জ্বলিয়া উঠা, বিদারণ। বি—স্ফুর্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিস্বন, বিস্বান—শব্দ, ধ্বনি। বি -স্বন (শব্দ করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

বিস্বাদ—স্বাদহীন, তারশূন্য। বি (নাই) স্বাদ যাহার, বহু। বিণ।

বিস্ময়—১। আশ্চর্য ; অহংকার, গর্ব, সন্দেহ। বি—স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। অহংকারশূন্য। বি (বিগত) স্ময় (গর্ব) যাহার, বহু। বিণ।

বিস্ময়কর—আশ্চর্যজনক। উপতৎ ; বিস্ময় —কৃ (করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

বিস্ময়চিহ্ন—'যতিচিহ্ন' দ্রঃ।

বিস্ময়জনক—বিস্ময়কর, চমৎকারোৎপাদক, আশ্চর্য, অদ্ভুত। ৬তৎ। বিণ।

বিস্ময়বিস্ফারিত আশ্চর্যহেতু প্রসারিত। ৩তৎ। বিণ।

বিস্ময়বিহ্বল—আশ্চর্যে বিবশ, বিস্ময়হেতু জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ।

বিস্ময়ান্বিত—আশ্চর্যযুক্ত, বিস্মিত। বিস্ময় দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ।

বিস্ময়াপন্ন—আশ্চর্যান্বিত, বিস্মিত। বিস্ময়কে আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

বিস্ময়াবিষ্ট—আশ্চর্যান্বিত, বিস্ময়ে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ।

বিস্মরণ—বিস্মৃতি, ভুলিয়া যাওয়া। বি—স্মৃ (স্মরণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিস্মরা—বিস্মৃত হওয়া, পাশরা, ভুলিয়া যাওয়া। কপ্র। ক্রি।

বিস্মিত—বিস্ময়াপন্ন, আশ্চর্যান্বিত। বি—স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্মৃত—১। বিস্মরণযুক্ত, যে ভুলিয়া গিয়াছে এরূপ। বি—স্মৃ+ক্ত কর্তৃ। ২। বিস্মরণের বিষয়ীভূত, যাহা ভুলা হইয়াছে এরূপ। বি—স্মৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিস্মৃতি—বিস্মরণ, ভুলিয়া যাওয়া। বি—স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি ভাব। বি ; পু।

বিস্রংস, বিস্রংসন—ক্ষরণ ; পতন। বি—স্রন্‌স্ (পড়া)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; পু ও ক্লী।

বিস্রংসী (-সিন্)—ক্ষরণশীল ; পতনশীল। বি—স্রন্‌স্ (পড়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বিস্রংসিনী**।

বিস্রব্ধ, বিস্রম্ভ, বিস্রম্ভী—'বিশ্রব্ধ' ইত্যাদি দ্রঃ।

বিস্রস্ত—পতিত ; স্খলিত, চ্যুত ; ক্ষরিত। বি—স্রন্‌স্ (পড়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্রস্তবসনা—স্খলিতবাসা, যাহার কাপড় এলোথেলো হইয়া পড়িয়াছে এরূপ ('— নারী')। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

বিস্রুত—পতিত ; ভ্রষ্ট ; প্রবাহিত ; ক্ষরিত। বি—স্রু+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বিস্রুতি—পতন ; ভ্রংশ ; প্রবাহ ; ক্ষরণ। বি—স্রু+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম—পক্ষী ; মেঘ ; সূর্য ; চন্দ্র ; শর, বাণ। উপতৎ ; বিহায়স্ (আকাশ)-গম্+ড, ডগচ্, খ কর্তৃ। বি ; পু। [বি ; পু।

বিহগরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। ৬তৎ।

বিহগী—পক্ষিণী। বিহগ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

বিহঙ্গমা, বিহঙ্গিকা—ভারযষ্টি, বাঁক। বিহঙ্গম শব্দ+আপ্, ২য় পক্ষে বিহঙ্গ শব্দ+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বিহঙ্গমা—ছেলেভুলানো গল্পের পক্ষী। বাংপ্র। বি। [বি ; স্ত্রী।

বিহঙ্গমী—পক্ষিণী। বিহঙ্গম+ঈপ্।

বিহঙ্গরাজ—পক্ষিশ্রেষ্ঠ, গরুড়। বিহঙ্গদিগের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

বিহত—নিহত ; ভগ্ন ; ক্ষত ; বিঘ্নিত ; ব্যাহত। বি—হন্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিহতি, বিহনন—হত্যা ; হিংসা ; ব্যাঘাত ; বিঘ্ন ; ভঙ্গ। বি—হন্ (বধ করা)+ক্তি, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বিহনে—বিহীনে, বিরহে, বিনা, ব্যতিরেকে। কপ্র। অ।

বিহর—বিহরণ (সকল অর্থে)। 'বিহরণ' দ্রঃ। বি—হৃ+অল্ ভাব। বি ; পু।

বিহরণ—ক্রীড়া, বিহার ; ভ্রমণ ; বিয়োগ ; বিচ্ছেদ। বি—হৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

বিহরা—বিহার করা। কপ্র। ক্রি।

বিহসন, বিহসিত—মধুর হাস্য, ঈষৎ

হাস্য। বি—হস্+অনট্, ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিহসা—হাস্য করা, হাসা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বিহস্ত—১। হস্তহীন ; ব্যাকুল ; উদ্ভ্রান্ত-মতি, ভ্যাবাচ্যাকা ; অতি ব্যাপৃত। বি (নাই বা বিগত হইয়াছে) হস্ত যাহার, বহু। বিণ। ২। পণ্ডিত। বি (বিশিষ্ট) হস্ত (জ্ঞান) যাহার, বহু। বি ; পু।

বিহা—বিবাহ। কপ্র। বি।

বিহাই, বেহাই—বৈবাহিক। বাংপ্র। বি।

বিহান—১। বৈবাহিক-জায়া, পুত্র কন্যার শাশুড়ী, বেয়ান। বাংপ্র। ২। প্রভাত, প্রাতঃকাল, সকাল। প্রা কপ্র। বি।

বিহাপিত—১। ত্যাজিত, যাহা ত্যাগ করান হইয়াছে এরূপ। বি—ণিজন্ত হা —হাপি (ত্যাগ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ত্যাগ ; দান। ···+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

বিহায়স্ গগন, আকাশ। বি· ণিজন্ত হয়্ (=হায়ি)+অস্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

বিহায়স—১। আকাশ। বিহায়স্+ক স্বার্থে। বি ; স্ত্রী বা পু। ২। পক্ষী। বি ; পু।

বিহার—১। ক্রীড়া ; সানন্দে ভ্রমণ ; ক্রীড়াহেতু পদ দ্বারা গমন ; বিক্ষেপ। বি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। ক্রীড়াভূমি ; বৌদ্ধমঠ। বি—হৃ+ঘঞ্ অধি। ৩। স্কন্দ। বি—হৃ+ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

৪। রাজ্য বিঃ। পুরাকালে এই প্রদেশটি মগধ নামে পরিচিত ছিল। ইদানীন্তন পাটনা, গয়া ও সাহাবাদ জেলাত্রয়,—স্থূলতঃ ত্রিহুত বিভাগই মগধ-রাজ্য। আধুনিক ইতিহাসে উল্লিখিত রাজবংশ-মধ্যে শিশুনাগ বংশই প্রথম। এই বংশ শিশুনাগ কর্তৃক আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে রাজগৃহে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশোদ্ভব বিম্বিসার (আনু-মানিক) খ্রীঃ পূঃ ৫২৮ অব্দে রাজত্ব করি-তেন। মগধ বৌদ্ধগণের মহাতীর্থ ; অদ্যাপি এখানে বৌদ্ধ সৌধের অনেক ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়। পিতা বিম্বিসারকে নিহত করিয়া অজাতশত্রু মগধ সিংহাসনে আরোহণ করেন, এবং হিমালয়ের পাদদেশ হইতে গঙ্গানদী পর্যন্ত সমস্ত দেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। কিংবদন্তী এই যে, ইঁহার পৌত্র উদয় গঙ্গাতীরে পাটলি-পুত্র (পাটনা) নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের শেষ রাজা মহানন্দী দেহত্যাগ করিলে (খ্রীঃ পূঃ ৪১৭), মহাপদ্মনন্দ নামক জনৈক নীচজাতীয় ব্যক্তি বলপূর্বক সিংহাসন গ্রহণ করে। নন্দবংশ দুই পুরুষ মাত্র রাজত্ব করে। খ্রীঃ পূঃ ৩২১ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসন বলপূর্বক গ্রহণ করিয়া মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশ ১৩৭ বৎসর শাসনদণ্ড পরিচালনা করে। মৌর্যবংশতিলক অশোক (আনু-মানিক খ্রীঃ পূঃ ২৩১ অব্দে) দেহত্যাগ করিলে, মৌর্যবংশ দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার পঞ্চাশৎ বৎসর পরে বংশটি একে-বারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই সময়ে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ মৌর্যরাজ বৃহদ্রথকে নিহত করিয়া শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক শতাব্দী ব্যাপিয়া অশোকের বংশধরগণ সামন্তরাজ স্বরূপে মগধের স্থানে স্থানে রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে এই বংশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজগণ কঙ্কণপ্রদেশের স্থানে স্থানে রাজত্ব করিতেন। পুষ্যমিত্র উত্তরভারতের একেশ্বর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহারই রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুন-রভ্যুদয়, বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাবহীনতা এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের আত্যন্তিক দুর্দশা ঘটে।

শুঙ্গবংশ ১২২ বৎসর রাজত্ব করে ; তাহার পরে কণ্ববংশ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করে। আনুমানিক খ্রীঃ পূঃ ২৭ অব্দে অন্ধ্র বা শতবাহনগণ কণ্ববংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মগধের সিংহাসন অধিকার করে। খ্রীষ্টীয় ২৩৬ অব্দে অন্ধ্র রাজ-শাসনের অবসান হয়। ইহার পরবর্তী প্রায় ১০০ বৎসরের সন্তোষজনক বিবরণ পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র নগরে গুপ্ত-বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর অন্তিম ভাগে শ্বেত হূণগণ কর্তৃক গুপ্তরাজ্য উচ্ছিন্ন হয়। ইহার পরে কয়েক শতাব্দী গুপ্তবংশীয় রাজগণ করদ রাজরূপে মগধে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে বঙ্গে পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল মগধ রাজ্য অধিকার করেন। পালরাজগণ বৌদ্ধ। ইঁহাদের শাসনকালে মগধে আবার বৌদ্ধ ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি হয়। গোপাল উদন্দপুর বা ওতন্দপুরীতে একটি বৃহদাকার বৌদ্ধ মঠ (বিহার) প্রতিষ্ঠা করেন। কানিংহাম সাহেব বলেন, এই স্থানটি বর্তমান সময়ে 'বিহার' শহর নাম ধারণ করিয়াছে। এই বিহার নাম হইতে প্রদেশের নাম বিহার (চলিত ভাষায় বেহার) হইয়াছে। পরবর্তী পালরাজগণ বিহার নগরে আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। এই বংশের সপ্তম রাজা মহীপালের রাজত্বকালে তিব্বত-দেশে বৌদ্ধ ধর্ম সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত হয় (আনুমানিক ১০২৬ খ্রীঃ)। তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক তারানাথ বলেন যে খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে পাল রাজ্য, বঙ্গোপ-সাগর হইতে দিল্লী, জালন্ধর এবং বিন্ধ্য-গিরি পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১শ শতাব্দীতে বঙ্গে সেন রাজগণের প্রাদুর্ভাবে পাল রাজ্য সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ১১৯৩ খ্রীঃ বক্তিয়ার খিলিজী এই উভয় বংশকে রাজ্য-চ্যুত করেন। এই সময়ের পর মগধে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিলুপ্ত হয়। মগধ এই সময় হইতে বঙ্গের মুসলমান শাসনকর্তৃগণের অধীনতায় আসে। ১৩৩০ খ্রীঃ মগধের দক্ষিণাংশ দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। উত্তরাংশ আরও কিছুকাল বঙ্গীয় শাসন-কর্তৃগণের অধীন থাকে। ১৩৯৭ খ্রীঃ সমস্ত বিহার প্রদেশ জৌনপুর রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়, এবং শতবর্ষ পরে দিল্লী সাম্রাজ্যের সহিত মিলিত হয়। মোগল সম্রাটগণ বিহার শহরেই আপনাদের রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বিহার প্রদেশের বহুলাংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদ ব্রাহ্মণ রাজগণ কর্তৃক শাসিত হয়। শেষোক্ত শতাব্দীতে চম্পারণ ও গোরক্ষপুর অপর একটি হিন্দু রাজবংশের শাসনা-ধীনতায় থাকে। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে বিহার বঙ্গদেশের সহিত মিলিত হইয়া যায়। পরে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা সম্মিলিত হইয়া বঙ্গের লেফ্-টেনাণ্ট গভর্নরের শাসনাধীন হয়। ১৯১২ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল বিহার বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় এবং উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের সহিত এক স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে গঠিত হইয়া জনৈক লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্নরের শাসনাধীন হয়। পরে ১৯২০ অব্দের শাসন সংস্কার-বিধি অনুসারে এই প্রদেশ জনৈক গভর্নরের শাসনাধীন হইয়াছে। বাঙ্গালী লর্ড (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন) সিংহ ইহার প্রথম গভর্নর।

বিহারের প্রধান নদী গঙ্গা, ঘর্ঘরা, গণ্ডক, মহানদী, কুশী ও শোণ। বিহার ব্রাহ্মণপ্রধান দেশ। এখানে বাভন নামক একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ লক্ষিত হয়। এখানে নীলের চাষ এক সময়ে বেশী পরিমাণে হইত। এখানে গভর্ন-মেণ্টের একচেটিয়া আফিমের চাষ আছে। এই ব্যবসায়ের প্রধান কার্যস্থল পাটনা। বুদ্ধদেবের লীলাস্থল বলিয়া বৌদ্ধগণের চক্ষে অতীব পবিত্র। এই প্রদেশে গয়া-ধাম অবস্থিত বলিয়া হিন্দুগণেরও পূজ্য। জনকরাজার মিথিলা (ত্রিহুত) এই

প্রদেশে বিদ্যমান থাকায় বিহার প্রাচীন কালের স্মৃতিও উদ্দীপিত করিয়া থাকে।

বিহারিলাল গুপ্ত (B. L. Gupta)—ইনি কলিকাতার কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ হরিমোহন সেনের দৌহিত্র ও গরিফার চন্দ্রশেখর গুপ্তের পুত্র। ১৮৪৯ খ্রীঃ ২৬শে অক্টোবর বিহারিলাল কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রমেশচন্দ্র দত্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বাটীর সকলের অজ্ঞাতে ইংলণ্ডে গমন করেন। বন্ধুদ্বয়ের সহিত ১৮৬৯ খ্রীঃ বিহারিলাল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং ১৮৭১ খ্রীঃ ব্যারিস্টারি পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ হন। ভারতে আসিয়া ইনি বঙ্গদেশের কয়েকটি স্থানে কর্ম করিয়া ১৮৮১ হইতে ১৮৮৬ খ্রীঃ পর্যন্ত কলিকাতার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেটের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় দেশীয় সিভিলিয়ানগণ ইউরোপীয় অপরাধিগণের বিচার করিতে আইন অনুসারে অসমর্থ ছিলেন। এই বিষয়ক একটি মন্তব্য লিখিয়া ইনি তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন সাহেবের নিকট প্রেরণ করেন। ইহাই ইলবার্ট বিলের মূলভিত্তি। এই মন্তব্য লিখন জন্য বিহারিলাল উত্তেজিত বেসরকারী ইংরাজগণের বিলক্ষণ নিন্দাভাজন হন। ইনি উত্তরকালে District & Sessions Judge, Superintendent and Remembrancer of Legal Affairs, ও একবার ১৮৯৮ এবং পুনরায় ১৯০১ খ্রীঃ অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের জজের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। রাজকীয় (সরকারী) কর্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর ইনি কিছুকাল বরোদা রাজ্যের ব্যবস্থাসচিবের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯১৪ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ভারত গভর্নমেণ্ট ইহাকে সি. এস্. আই. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন। ইহার কবিত্বশক্তিও যথেষ্ট ছিল। ১৯১৬ খ্রীঃ ২০শে অক্টোবর ইহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

বিহারিলাল চক্রবর্তী—রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে ইহার জন্ম হয়। স্কুল কলেজে বেশী লেখাপড়া না করিয়াও তিনি বাংলা, ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। অল্পবয়স হইতেই তিনি কবিতা রচনা করিতেন, পরে সেগুলি প্রকাশের জন্য পূর্ণিমা, সাহিত্য-সংক্রান্তি, অবোধ বন্ধু প্রভৃতি কয়েকটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তাঁহাকে আধুনিক গীতিকাব্যের জনক বলা যায়। 'বঙ্গসুন্দরী', 'সারদামঙ্গল' ও 'সঙ্গীতশতক' তাঁহার কাব্যগ্রন্থসমূহের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে তিনি পরলোকগমন করেন।

বিহারিলাল চট্টোপাধ্যায়—ইহার নিবাস ছিল কলিকাতা তারক চাটুয্যের লেনে। বাল্যকাল হইতে নাট্যাভিনয়ে ইহার অনুরাগ ছিল। ১৮৬৩ খ্রীঃ বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হইলে, ইনি তাহার ম্যানেজারপদে বৃত হন এবং আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অভিরামস্বামী, মাধবাচার্য, ভীষ্ম প্রভৃতি স্থবিরের ভূমিকায় ইনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। প্রভাসমিলন, জন্মাষ্টমী, সীতা স্বয়ংবর, রাজসূয় যজ্ঞ, বাণযুদ্ধ, নন্দবিদায়, মোহণেন্ত প্রভৃতি অনেকগুলি অভিনয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইনি বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত করাইয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকখানি উপন্যাস নাটকাকারে পরিণত করিয়া উক্ত থিয়েটারে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। ১৯০১ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ইনি দেহত্যাগ করেন।

বিহারিলাল সরকার—সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী। ১২৬২ সালে ৭রা কার্তিক হাওড়া আন্দুল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম উমাচরণ সরকার। আট বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া ইনি বহুবাজার গভর্নমেণ্ট বাঙ্গালা স্কুলে ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়েন; পরে জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হন। ইহার পর এফ. এ. পর্যন্ত পড়িয়া প্রথমে কলিকাতা প্রেসে কার্য পরিদর্শকের কাজ করেন। অতঃপর বঙ্গবাসী আফিসে প্রবিষ্ট হন এবং এইখানে অন্যূন ৩০ বৎসর সম্পাদকীয় বিভাগে কার্য করেন। ইহার রচিত শকুন্তলা-তত্ত্ব, ইংরাজের জয়, বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত, তিতুমীর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থে ইহার অনুসন্ধিৎসা, সমালোচনা-শক্তি, ইতিহাস ও সাহিত্যে ইহার জ্ঞানের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরাজের জয় গ্রন্থে ইনি যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, অন্ধকূপ হত্যা নামক ঘটনা আদৌ হয় নাই। ইনি সংগীতবিদ্যারও অনুশীলন করিয়াছিলেন। ইহার অনেকগুলি গীত ইহারই সংকলিত "গান" নামক পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। কার্যতঃ হিন্দুধর্মে ইহার প্রগাঢ় আস্থা ছিল। কথিত আছে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সম্পাদনে ইহার কৃতিত্ব দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া গভর্নমেণ্ট ইহাকে ১৯১১ খ্রীঃ ৩রা জুন "রায়সাহেব" উপাধি প্রদান করেন। ১৯২১ অব্দে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিহারী (বিহারিন্)—১। ভ্রমণকারী; বিহারকারী। বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বিহারিণী**। ২। বিহারদেশীয়; বিহারবাসী। বিহার+ইন্। বিণ বা বি; পু।

বিহি—বিধি, বিধাতা। প্রা কপ্র। বি।

বিহিত—১। অনুষ্ঠিত; বিধিবোধিত, বিধেয়, উচিত; দত্ত; কথিত। বি—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিধান; যথোচিত ব্যবস্থা বি—ধা+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বিহীন—অভাববিশিষ্ট; ত্যক্ত; বর্জিত, বিরহিত। বি—হা (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বিহৃতি—বিহার; বিস্তার; উদ্ঘাটন; বলাৎকার; অপনয়ন। বি-হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বিহ্বল—বিক্লব; বিবশ; শোকভয়াদি দ্বারা অভিভূত; অচেতন। বি—হ্বল্ (চালিত করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

বিহ্বলতা—বিবশতা, অবসন্নতা; জড়তা। বিহ্বল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বীক্ষণ—১। নিরীক্ষণ; দর্শন। বি—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। ২। যাহাদ্বারা বিশেষভাবে দেখা যায় ('দূর—')। বি—ঈক্ষ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

বীক্ষণীয়—দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

বীক্ষিত—নিরীক্ষিত; দৃষ্ট। বি—ঈক্ষ্ (দেখা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বীক্ষ্য—দর্শনীয়। বি—ঈক্ষ্ (দেখা)+য কর্ম। বিণ।

বীচ—ফলের বীজ; ধানের চারা; আলু প্রভৃতির যে কন্দ রোপিত হয়। <বীজ। বি।

বীচক্রফ্‌ট চার্লস্‌ পোর্টেন (Charles Porten Beachcroft, I. C. S.)—কলিকাতা হাইকোর্টের অন্যতম জজ। ১৮৭১ খ্রীঃ ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতাও একজন ভারতীয় সিভিলিয়ান এবং পঞ্জাব প্রদেশে কর্ম করিতেন। পুত্র বীচক্রফ্‌ট ১৮৯০ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯২ খ্রীঃ এদেশে আসেন; এবং অধস্তন নানা পদে কার্য করিবার পর ১৯০০ খ্রীঃ ডিস্ট্রিক্ট ও সেসন জজের পদে উন্নীত হন। যৎকালে ইনি আলিপুরে সহকারী সেসন জজের পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ইনি ভারতবর্ষের

সর্বাপেক্ষা গুরুতর রাজনৈতিক মকদ্দমার (অর্থাৎ মুরারিপুকুর বোমার মামলার) বিচারভার প্রাপ্ত হন। সেই মকদ্দমার প্রধান আসামী অরবিন্দ ঘোষ এবং অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তি মুক্তিলাভ করেন। বীচক্রফ্‌ট যে একজন ন্যায়পরায়ণ বিচারক, তাহা ইঁহার উক্ত মকদ্দমার রায়ে সুস্পষ্ট প্রকটিত হয়। অতঃপর ১৯১২ খ্রীঃ ইনি হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় সুপণ্ডিত এবং এতদ্দেশীয়ের অকপট বন্ধু ও হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত।

বীচতলা—যে ক্ষেত্রে ধান্যাদির চারা করা হয়। বাংপ্র। বি।

বীচি—১। তরঙ্গ, ঢেউ; দীপ্তি, রশ্মি; অবকাশ; অল্প; সুখ। বে (বয়ন করা) + ডীচি কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী। ২। বীজ; গণ্ড; গ্রন্থি; অণ্ড; মুষ্ক। বাংপ্র। বি। [বি; পু।

বীচিতরঙ্গন্যায়—ন্যায় বিঃ। মধ্যপ।

বীচিবিক্ষুব্ধ—তরঙ্গ-চঞ্চল, ঢেউ হেতু কম্পমান। ৩তৎ। বিণ।

বীচিভঙ্গ—তরঙ্গভঙ্গ, ঢেউ উঠা। ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

বীচিমালা—তরঙ্গশ্রেণী; রশ্মিজাল। ৬তৎ।

বীচিমালী (-মালিন্‌)—সূর্য; সমুদ্র। বীচিমালা শব্দ + ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বীচে—বীজপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

বীচী—বীচি (সকল অর্থে)। বি; স্ত্রী।

বীজ—কারণ; শস্যাদির ফল, বীচি; অঙ্কুর; শুক্র; জীবাণু; কৃষিক্ষেত্রে বপনীয় শস্যাদি; যন্ত্র; মূল; মন্ত্র; অব্যক্ত গণিত। বি—জন্‌ (জন্মা) + ড অপা। বি; ক্লী।

বীজকোষ—বীজের আধার, পুষ্পের যে অংশে বীজ থাকে। ৬তৎ। বি; পু।

বীজগণিত—অব্যক্ত গণিত, যে অঙ্কবিদ্যায় স্পষ্ট সংখ্যার পরিবর্তে অব্যক্ত অক্ষরসমূহ ব্যবহৃত হয়, Algebra. কর্মধা। বি; ক্লী।

বীজঘ্ন—জীবাণুনাশক, disinfectant. উপপদ; বীজ—হন্‌ + টক্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -ঘ্নী।

বীজতলা—ক্ষেতের যে নির্দিষ্ট স্থানে ধান কলায় প্রভৃতির চারা জন্মানো হয় তাহা। বাংপ্র। বি।

বীজন—১। ব্যজন, পাখা প্রভৃতি দ্বারা বাতাসকরণ। বীজ্‌ (বাতাস করা) + অনট্‌ ভাব। ২। ব্যজন-সাধন, পাখা চামর প্রভৃতি। বীজ্‌ + অনট্‌ করণ। বি; ক্লী।

বীজবপন—বীজ বোনা, বীচি ছড়ানো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বীজবারক—যাহা জীবাণুর উৎপত্তি বন্ধ করে; পচন-নিবারক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -বারিকা।

বীজমন্ত্র—ইষ্টদেবতার প্রতীকস্বরূপ মন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র। কর্মধা। বি; ক্লী।

বীজাঙ্কুর—১। বীজের আঁকুর, বীজ হইতে উদ্গত আঁকুর, কল। বীজের অঙ্কুর, ৬তৎ। ২। বীজ-স্বরূপ অঙ্কুর বা কল। কর্মধা। বি; পু। [বি; পু।

বীজাঙ্কুরন্যায়—ন্যায় বিঃ। মধ্যপ।

বীজিত—কৃত-ব্যজন, যাহাকে বাতাস করা হইয়াছে এরূপ। বীজ্‌ (ব্যজন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বীজ্য—১। বীজনীয়, ব্যজন যোগ্য। বীজ (ব্যজন করা) + ঘ্যণ্‌ কর্ম। ২। কুলোৎপন্ন, বংশোদ্ভব। বীজ + ক্য জাতার্থে। বিণ।

বীট—শাকজাতীয় উদ্ভিদ্‌ বিঃ—ইহার মূল হইতে চিনি হয়। < ইং 'beet'. বি।

বীটপালঙ্ক—শাক বিঃ। বাংপ্র। বি।

বীটি, বীটী, বীটিকা—সজ্জিত তাম্বুল, পানের বীড়ি বা খিলি। বি—ইট্‌ (গমন করা) + ই কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্‌, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌ + আপ্‌। বি; স্ত্রী। [বি।

বীণ—একপ্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র। < বীণা।

বীণকার—বীণাবাদক। বাংপ্র। বি।

বীণা—বিদ্যুৎ; সপ্ততন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বিঃ, বিপঞ্চী, বীণ [এই যন্ত্র এদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; ইহা সরস্বতীর প্রিয় যন্ত্র, এইজন্যই তাঁহার এক নাম 'বীণাপাণি'; দেবর্ষি নারদ এই যন্ত্র বাজাইয়া হরিগুণ গান করিতেন। পূর্বে তন্ত্রীযুক্ত বাদ্যযন্ত্রমাত্রেই সাধারণতঃ বীণা নামে অভিহিত হইত, পরে তাহার আকার-প্রকার ভেদে নাম নির্দিষ্ট হইত। বীণা অনেক প্রকারের আছে। যথা—মহতী বীণা (দেবর্ষি নারদ ইহার সৃষ্টিকর্তা ও বাদক, ইহাই সাধারণতঃ বীণা নামে অভিহিত), কচ্ছপী বীণা (সরস্বতী এই বীণা বাজাইতেন), ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, রঞ্জনী বীণা, রুদ্র বীণা, শারদীয় বীণা, স্বরশৃঙ্গার, সুরবাহার, বিপঞ্চী, নাদেশ্বর, ভরত, তুম্বুরুবীণা (তানপুরা), কাত্যায়ন বীণা (কানুন), প্রসারণী বীণা, স্বরবীণা, শ্রুতিবীণা, পিনাকী (ইহা শিবকর্তৃক সৃষ্ট)]। বী (ব্যাপ্ত হওয়া) + নক্‌ কর্তৃ + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীণানিন্দিত, বীণাবিনিন্দিত—বীণালাঞ্ছিত, বীণার শব্দ অপেক্ষা মনোহর। বীণা নিন্দিত বা বিনিন্দিত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

বীণাপাণি—বাগ্‌দেবী, সরস্বতী। বীণা আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। বি; স্ত্রী।

বীণাবতী—সরস্বতী; অপ্সরা বিঃ। বীণা + বতু অস্ত্যর্থে + ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীণাযন্ত্র—বীণা নামক বাদ্যযন্ত্র। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বীত—১। বিগত; অতীত; অংগত; নিবৃত্ত; মুক্ত; ত্যক্ত। বি—ই (গমন করা) + ক্ত কর্তৃ। ২। ব্যাপ্ত। বী (ব্যাপা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বীতংস—মৃগপক্ষীর বন্ধনোপকরণ, জাল, ফাঁদ প্রভৃতি। বি—তন্‌স্‌ (অলঙ্কৃত করা) + ঘঞ্‌ করণ। বি; পু।

বীতকাম—কামনাহীন, যাহার বাসনা দূর হইয়াছে এমন। বহু। বিণ।

বীতনিদ্র—নিদ্রারহিত, জাগরূক। বীতা (বিগতা) নিদ্রা যাহার, বহু। বিণ।

বীতভয়—১। ভয় হইতে মুক্ত; নির্ভয়, নিঃশঙ্ক। বীত (বিগত) হইয়াছে ভয় যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু।

বীতরাগ—আসক্তিশূন্য, নিস্পৃহ। বীত (বিগত) হইয়াছে রাগ (আসক্তি) যাহার, বহু। বিণ।

বীতশোক—১। শোকরহিত। বীত (বিগত) হইয়াছে শোক যাহার, বহু। বিণ। ২। অশোকবৃক্ষ। বি; পু। ৩। মহারাজ অশোকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। বি; পু।

বীতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, অবিশ্বাসী, ভক্তিশূন্য। বীতা শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ।

বীতস্পৃহ—আকাঙ্ক্ষাশূন্য, নিস্পৃহ। বীতা স্পৃহা যাহার, বহু। বিণ।

বীতহব্য—হৈহয়রাজ। শতপুত্রের সহায়তায় ইনি দিবোদাসকে পরাস্ত করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। পরে দিবোদাসতনয় প্রতর্দন ইঁহার শত পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া ইঁহার নাশে উদ্যত হইলে ইনি ভরদ্বাজের আশ্রমে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। অনন্তর মুনিবরের কৃপায় ইনি বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

বীতি—১। গতি; নিবৃত্তি; মুক্তি; দীপ্তি; ধারণ; ভোজন; পরিষ্করণ; পশুপ্রেরণ। বি—ই (গমন করা) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। অশ্ব। ... + ক্তিন্‌ কর্তৃ। বি; পু।

বীতি-হোত্র—অগ্নি; সূর্য। বীতি (ভোজন) হোত্র (হোম) যাহার, বহু। বি; পু।

বীথি, বীথী, বীথিকা—শ্রেণী; দুই পার্শ্বে বৃক্ষ শ্রেণীভুক্ত পথ; পথ; দৃশ্যকাব্য বিঃ। বিথ্‌ (যাচ্ঞা করা) + ই কর্ম, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্‌, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌ + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীপ্সা—যুগপৎ ব্যাপ্তীচ্ছা, এক সময়ে ব্যাপিয়া থাকিবার ইচ্ছা। বি—সনন্ত আপ্‌ + অ ভাব + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

বীবর—জন্তু বিঃ, beaver। ইং। বি।

বীভৎস—১। অতিঘৃণ্য, নিতান্ত জঘন্য, জুগুপ্সিত; পাপী; দুরাত্মা সমস্ত বধ্ (নিন্দা করা)+অচ্ কর্ম। বিণ। ২। রস বিঃ ['কাব্যরস' দ্রঃ]। বি; পু।

বীভৎসু—তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন [অর্জুন স্বয়ং বলিতেছেন, "আমি যুদ্ধস্থানে কদাপি বীভৎস কর্ম করি নাই, এজন্য লোকে আমাকে বীভৎসু বলে"]। বি; পু।

বীমা· 'বিমা' দ্রঃ।

বীর—১। শূর, শৌর্য-বীর্য-সম্পন্ন, শ্রেষ্ঠ। বীর (বিক্রম প্রকাশ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। কাব্যরস বিঃ ['কাব্যরস' দ্রঃ]; কুলাচার বিঃ। বি; পু। ৩। বানর-দলপতি, গোদা। বাংপ্র। বি।

বীরকুঞ্জর—বীরশ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ শূর। বীর কুঞ্জরপ্রায়, উপমিত। বি; পু।

বীরকুল—শূরবর্গ, শূরসমূহ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বীরকুলগর্ব—বীরগণের অহংকারস্বরূপ, শূরশ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

বীরকুলগ্লানি—১। বীরসমূহের কুৎসা বা নিন্দা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। শূরবীর সম্প্রদায়ের কলঙ্কস্বরূপ। বি বা বিণ।

বীরকুলচূড়ামণি, বীরকুলতিলক বীরবর্গের প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠবীর। ৬তৎ। বি; পু।

বীরকুলর্ষভ-বীরকুলশ্রেষ্ঠ, শূরগণের মধ্যে প্রধান। বীরকুলের মধ্যে ঋষভ (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বি; পু।

বীরকেশরী (-রিন্)—বীরসিংহ, শূরশ্রেষ্ঠ। বীর কেশরীপ্রায়, উপমিত। বি; পু।

বীখণ্ডি·তিলসংযুক্ত পাটালি গুড় বা মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

বীরচূড়ামণি·বীরশ্রেষ্ঠ, শূরগণের শিরো-ভূষণসদৃশ। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

বীরজননী·বীরপ্রসবিনী, বীরপুত্রের মাতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বীরজায়া—শূরভার্যা, বীরের স্ত্রী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বীরণ·উশীর বৃক্ষ, বেণাগাছ। বি (পক্ষী) —বীর্+অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

বীরতর—বীরশ্রেষ্ঠ। বীর শব্দ+তর। বি; পু।

বীরত্ব—শূরত্ব, বীর্যবত্তা; শ্রেষ্ঠত্ব। 'বীর' দ্রঃ। বীর+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বীরত্বব্যঞ্জক—শৌর্যসূচক, বীর্যবত্তার জ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ।

বীরনারী—বীর্যশালিনী রমণী। বীরা যে নারী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বীরপঞ্চমী—ব্রত বিঃ (এই ব্রত করিলে বীরপুত্রলাভ হয়)। বি; স্ত্রী।

বীরপত্নী—বীরজায়া, শূরভার্যা, বীরের স্ত্রী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

বীরপুত্র—বীর্যশালী তনয়। কর্মধা।

বীরপুত্রধাত্রী—বীরতনয়জননী; বীর্যশালী সন্তানপ্রসবিনী। ৬তৎ। বি, স্ত্রী।

বীরপ্রসবিনী, -প্রসূ—বীর্যশালী সন্তান-প্রসবকারিণী, বীরজননী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

বীরপ্রসূ—শূর-প্রসবিনী, বীর-জননী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

বীরবর—শূরশ্রেষ্ঠ, প্রধান বীর। ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।

বীরবল—ইঁহার পূর্ব নাম মহেশ দাস। বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কোন পল্লী ইঁহার জন্মস্থান। ইনি অতিশয় কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। দিল্লীশ্বর আকবর ইঁহার কবিত্ব-শক্তি ও সংগীতনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া 'কবিরায়' উপাধি প্রদানপূর্বক ইঁহাকে নিজ সভামধ্যে স্থান দান করেন। পরে ইঁহাকে রাজা উপাধি দিয়া জায়গীর প্রদান করেন, এবং সহস্র সৈন্যের অধি-নায়ক করিয়া দেন। এই সময়ে ইনি বীরবল নামে বিখ্যাত হন। ইনি সাতিশয় কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কোন স্থানে গুরুতর কার্য উপস্থিত হইলে সম্রাট্ অনেক সময়ে বীরবলকেই সেই কার্যে নিয়োগ করিতেন। ১৫৮৬ খ্রীঃ আফ-গানেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলে কাবুলের সেনাপতি জৈন খাঁ সম্রাটের নিকট সৈন্যসাহায্য প্রার্থনা করেন। রাজা বীরবল ঐ সাহায্যকারী সেনাদলের অধিনায়ক হইয়া কাবুলে গমন করেন। এই যুদ্ধে সম্রাটের পরাজয় হয়। আফগানেরা পার্বত্যপ্রদেশের চারিদিক্ হইতে সম্রাটের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিলে সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে; এবং বীরবল ও জৈন খাঁ পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া আর এক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করেন। আফগানেরা রাত্রিকালে ঐ শিবির আক্রমণ করিয়া অনেককে হত্যা করে। এই সঙ্গে বীরবলও নিহত হন (১৫৯০ খ্রীঃ)। সম্রাট্ আকবর ইঁহার মৃত্যুসংবাদে সাতিশয় শোকাতুর হইয়াছিলেন।

বীরবাহু—রাবণের পুত্র; বিষ্ণু। বীরের ন্যায় বাহু যাহার, বহু। বি; পু।

বীরবৌলি—পুরুষের কর্ণাভরণ বিঃ, কুণ্ডল। বাংপ্র। বি।

বীরভদ্র—১। বীরশ্রেষ্ঠ; জনৈক রুদ্র; অশ্বমেধীয় অশ্ব; শিবের অনুচর [দক্ষ-যজ্ঞে সতী পতি-নিন্দা শুনিয়া দেহত্যাগ করিলে মহেশ্বর তৎ-সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধভরে স্বীয় জটা ছিন্ন করেন; তাহা-তেই বীরভদ্রের উদ্ভব হয়। পরে ইনি শিবাদেশে দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন]। বীর-গণের মধ্যে ভদ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বি; পু।

বীরভূম· পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমান বিভাগের একটি জেলা। ১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই জেলা হিন্দু রাজগণের অধীন ছিল। ইঁহা-দের প্রতিষ্ঠিত রাজধানী "রাজনগর" বা "নগর" অধুনা ধূলিসাৎ; কেবল নগর-বেষ্টনীর প্রাচীর স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। উক্ত শতাব্দীতেই জেলাটি বঙ্গের পাঠানরাজের হস্তে যায়। ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুরশিদাবাদের নবাব জাফর খাঁ আসা-দুল্লা খাঁ নামক জনৈক পাঠান সামন্তকে "বীরভূম জমিদারি" প্রদান করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে, এই জেলাটি ইঁহাদের হস্তে আসে, কিন্তু ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোম্পানী এ জেলার শাসনভার সাক্ষাৎভাবে গ্রহণ করেন নাই। ছোটনাগপুর পর্বতের দিক হইতে লুণ্ঠন-কারীরা জেলাটি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করায়, ইংরাজ স্বীয় ব্যবসা রক্ষাকল্পে বর্ধমান ও বীরভূম মিলিত করিয়া একটি জেলার সৃষ্টি করেন, এবং উভয় জেলার শক্তি সমবায়ে লুণ্ঠনকারীদিগকে বিতাড়িত করিয়া স্থানটি নিরাপদ করেন (১৭৮৯ খ্রীঃ)। ১৭৯৩ খ্রীঃ বর্ধমান জেলা বীরভূম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়। বীরভূম রেশমের ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। জেলার নাম সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, সাঁওতালী "বীর" শব্দ হইতে নামটি উৎপন্ন, "বীর" অর্থে জঙ্গল। জেলার প্রধান কার্যস্থল শিউড়ী। বোলপুর, আহমদপুর, সাঁইথিয়া, রামপুর-হাট, নলহাটী প্রভৃতি স্থানগুলি অধুনা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। এই জেলায় অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্ব (কেঁদুলি) নামক গ্রাম স্বনামখ্যাত কবি জয়দেব গোস্বামীর জন্মস্থান। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিনে তাঁহার স্মরণার্থে গ্রামে একটি মেলা হইয়া থাকে। এই জেলায় নান্নুর নামক গ্রামে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস জন্মগ্রহণ করেন।

বীররস—'কাব্যরস' দ্রঃ।

বীরবর—শূরশ্রেষ্ঠ, প্রধান বীর। ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।

বীরসিংহ-বীরশ্রেষ্ঠ, বীরকেশরী। বীর সিংহপ্রায়, উপমিত। বি; পু।

বীরসূ—শূর-প্রসবিনী, বীর-জননী। বীর শব্দ—সূ (প্রসব করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ; স্ত্রী।

বীরসেন—নলরাজার পিতা। বীরা সেনা যাহার, বহু। বি; পু।

বীরা—১। শৌর্যশালিনী, সাহসসম্পন্না। বীর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পতি-পুত্রবতী নারী; মদিরা। বি; স্ত্রী।

বীরাণ্ড- বীরনাদ, গর্জন; হাঁকডাক। প্রা কপ্র। বি।

বীরাঙ্গনা- বীররমণী, বীর্যবতী নারী। বীরা যে অঙ্গনা (স্ত্রী), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বীরাচার—তন্ত্রোক্ত আচার বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

বীরাচারী (-রিন্)—তন্ত্রোক্ত বীরাচার-পরায়ণ সাধক। বীরাচার+ইন্। বিণ; পু।

বীরাসন উপবেশন বিঃ, দক্ষিণ পাদ বাম উরুর উপর ও বাম পাদ দক্ষিণ উরুর উপর সংস্থাপনপূর্বক উপবেশন ['আসন' দ্রঃ]। বীরের আসন (উপবেশন), ৬তৎ। বি; ক্লী।

বীরেশ্বর—বীরশ্রেষ্ঠ; বীরভদ্র। বীরগণের মধ্যে ঈশ্বর (প্রধান), ৭তৎ। বি; পু।

বীরেশ্বর পাঁড়ে ইঁহারা জাতিতে পশ্চিমদেশীয় কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ সম্রাট্ আকবর স হের সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমে বাঙ্গালায় বহু পুরুষ-পরম্পরায় বাস জন্য ইঁহারা বাঙ্গালী হন। ১৮৪২ খ্রীঃ ২১শে চৈত্র যশোহর জেলার অন্তর্গত কামরা গ্রামে বীরেশ্বর জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম মৃত্যুঞ্জয় পাঁড়ে। তৎকালে কৃষ্ণনগরে একমাত্র কলেজ ছিল। বীরেশ্বর তথায় বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তথায় কিয়দ্দিবস অধ্যয়ন করিয়া ইনি পুরোহিত মোহনচন্দ্র চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ ও ধর্মশাস্ত্র আলোচনা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গসাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ষোড়শ বৎসর বয়সে ছাত্রজীবনেই লীলাবতী বা গণিতবিজ্ঞান নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন। তৎপরে কলিকাতায় আসিয়া মানবতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান রচনা করিয়া তৎকালীন সমাজের নিকট সম্মান ও যশঃ প্রাপ্ত হন। ইনি কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মহাশয়ের রৈবতক কুরুক্ষেত্র কাব্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নবীনচন্দ্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে বীরেশ্বর তৎপ্রতিবাদে অগ্রসর হইয়া লেখনীধারণ করিয়াছিলেন। ইনি একসময়ে বাঙ্গালার অনেকগুলি প্রতিষ্ঠা-পন্ন সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক পদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হয়। ইনি মানবতত্ত্ব গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিলে ইউরোপ ও আমেরিকার পণ্ডিতগণ প্রশংসা করিয়া-ছিলেন। শেষ বয়সে ইনি "ধর্মশাস্ত্রতত্ত্ব ও কর্তব্যবিচার" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইনি শক্তিশালী ও চিন্তাশীল সুলেখক এবং বিলাসশূন্য ধর্মপ্রাণ ও জ্ঞানপিপাসু ছিলেন। স্বদেশী শিল্পের উন্নতিসাধনে ইনি যত্নপর ছিলেন। হিন্দু-ধর্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি ৺কাশীধামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠাকল্পে বহু অর্থ ব্যয় করেন; মন্দির নির্মাণ-কার্য শেষ হইয়াছিল; কিন্তু উহার প্রতিষ্ঠার পূর্বেই ইনি ১৯১১ খ্রীঃ ১০ই মার্চ পুণ্যভূমি কাশীধামে দেহরক্ষা করিয়াছেন।

বীর্য- শৌর্য; প্রভাব, সামর্থ্য; তেজঃ; শুক্র; রেতঃ। বীর+য্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বীর্যবত্তা—শৌর্যশালিতা, বীরত্ব। বীর্যবৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বীর্যবান্ (-বৎ) শৌর্যশালী, বীর। বীর্য +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বীর্যবতী**।

বীর্যশালী (-শালিন্) বীর্যবান্, বীর। বীর্য শব্দ+শালিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বীর্যশালিনী**।

বীর্যহানি- বীরত্বের অভাব; শুক্রক্ষয়; জননশক্তিলোপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বুঁচকি—ছোট বোঁচকা; পুঁটলি, তল্পি, গাঁটরি। বাংপ্র। বি।

বুঁদ—বিহ্বল, চুর। বাংপ্র। বিণ।

বুঁদি, বুঁদ—বিন্দু, কণিকা; বুটি; ভুড়-ভুড়ি। বাংপ্র। বি।

বুঁদিয়া, বোঁদে—ঘৃতে ভাজা ও চিনির রসে ডুবান বটিকাকার মিষ্টান্ন বিঃ। হি। বি।

বুক—বক্ষঃ, হৃদয়; সাহস, স্পর্ধা, তেজ, উৎসাহ, ভরসা। <বুক্ক। বি। **বুক কাঁপা**—অন্তরে ভয় হওয়া। **বুক চড়চড় করা**—হিংসায় মনে অশান্তি হওয়া। **বুক দিয়া পড়া**—কোন কাজে আন্তরিকভাবে ও সর্বপ্রযত্নে সাহায্য করা। **বুক ফাটা** অসহ্য দুঃখ-শোকে অতিশয় কষ্ট হওয়া। **বুক বাজানো** বুক ঠুকিয়া স্পর্ধা দেখানো; জয়হেতু অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করা। **বুক ভাঙ্গা**- দারুণ মনঃকষ্ট হওয়া; আশা ও সাহস দূর হওয়া।

বুকড়ি- মোটা। বাংপ্র। বিণ।

বুকনি গুঁড়া মসলার ছিটা; বাক্যের রসান, কথার ফোড়ন; বাক্যমধ্যে ভাষা-ন্তরের প্রয়োগ; ছোট টুকরা, কণা। বাংপ্র। বি।

বুক্ক—১। হৃদয়, বক্ষঃস্থল, বুক। বুক্+অন্ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। ছাগ; দাক্ষি-ণাত্যের অন্তর্গত বিজয়নগরের প্রথম হিন্দুরাজগণের আদিপুরুষ। বি; পু।

বুচকি—বুঁচকি (তাহা দ্রঃ)।

বুজকুড়ি—বুদ্বুদ, ভুড়ভুড়ি। বাংপ্র। বি।

বুজরুক—কুহকী, মায়াবী, দুজ্ঞেয় ক্রিয়া-প্রদর্শনের ক্ষমতাশালী; কূটকৌশলজ্ঞ; চালবাজ; বিদ্যা প্রভৃতির ভানকারী; কপটী, শঠ। ফা-মু। বিণ।

বুজরুকি—বুজরুকের ভাব বা কার্য, কুহক, ভেলকি; দুজ্ঞেয়ক্রিয়াপ্রদর্শনক্ষমতা; কূটকৌশল; চালবাজি; কপট, শঠতা। ফা-মু। বি।

বুজা, বুঁজা, বোজা, বোঁজা মুদ্রিত করা, নিমীলিত করা; বন্ধ বা ভরতি হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বুজানো, বোজানো— বন্ধ করা; ভরাট করা। বাংপ্র। ক্রি।

বুজি—ছেলেদের ভয় দেখাইবার শব্দ, জুজু। বাংপ্র। বি।

বুঝ—বোধ, অববোধ, উপলব্ধি, সমঝ; প্রবোধ, সান্ত্বনা। বাংপ্র। বি।

বুঝনু—বুঝিলাম। প্রা কপ্র। ক্রি।

বুঝা—বোধগম্য করা, হৃদয়ংগম করা, উপলব্ধি করা; বোধ করা, অনুভব করা, অনুমান করা; জানা; পরীক্ষা করা, দেখিয়া লওয়া; বিবেচনা করা, বিচার করা; প্রবোধ পাওয়া বা মানা। বাংপ্র। ক্রি।

বুঝানো বোধগম্য করানো, উপলব্ধি করানো; বোধ করানো; ব্যাখ্যা করা; প্রবোধ দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বুঝাপড়া, বোঝাপড়া—কথাবার্তার দ্বারা নিষ্পত্তি বা মীমাংসা। বাংপ্র। বি।

বুঝি—১। বোধগম্য করি বা করিয়া, উপলব্ধি করি বা করিয়া; বোধ করি; বোধ হয়, মনে হয়। ক্রি। ২। যেন। বাংপ্র। অ।

বুঝিয়ে- ১। সমঝদার, বোধশক্তিবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান্। বাংপ্র। বিণ। ২। বুঝি। প্রা কপ্র। ক্রি।

বুট ১। কলায় বিঃ, চণক, ছোলা। বাংপ্র। ২। পাদুকা বিঃ, যে জুতা পায়ের উপর পর্যন্ত উঠে। <ইং 'boot'. বি।

বুটা, বুটি— কাপড়ের উপর সূচকর্মের ফুল; সামান্য একদানা। বাংপ্র। বি।

বুড়া, বুড়ো—বৃদ্ধ, প্রাচীন, বয়স্ক, বড়। বাংপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী—**বুড়ী**।

বুড়ানো, বুড়োনো—বুড়া বা বুড়ো

হওয়া, প্রাচীন হওয়া, পাকিয়া যাওয়া; ডুবাইয়া দেওয়া; ডুবাইয়া ভিজানো। বাংপ্র। ক্রি।

বুড়ামো, -মি, বুড়োপনা, বুড়োমো - বৃদ্ধবৎ আচরণ, পাকামি, জেঠামি। বাংপ্র। বি।

বুড়াহাবড়া—ভগ্নদেহ বৃদ্ধ, থুথুড়ে বুড়ো। বাংপ্র। বিণ।

বুড়ি পাঁচ গণ্ডা, ২০ কড়া। বাংপ্র। বি।

বুড়ী—বৃদ্ধা, প্রাচীনা। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

বুড়ীগঙ্গা—ঢাকা শহরের নিম্নস্থ নদীর নাম। বি।

বুতানো—নিবানো। হি-মু। ক্রি।

বুদ্ধ—১। জ্ঞাত। বুধ্ (জ্ঞান করা, জানা) + ক্ত কর্ম। ২। জাগরিত। বুধ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। বিষ্ণুর নবম অবতার ['দশাবতার' দ্রঃ]। বি; পু।

ভাগবতে লিখিত আছে—

কলির প্রবৃত্তি হইলে সুরবিরোধিগণের মোহের নিমিত্ত বুদ্ধনামক অঞ্জনপুত্র (- অঞ্জন পুত্র) কীকট দেশে অবতরণ করিবেন। যথা -

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায়
সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধনাম্নাঞ্জন-সুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥"

চরণাদ্রি হইতে গৃধ্রকূট পর্বতের দক্ষিণে যে ভূভাগ তাহাই কীকটদে। নামে খ্যাত। মগধ দেশ ইহার অন্তর্গত। তথাচ -

"চরণাদ্রিং সমারভ্য গৃধ্রকূটস্য দক্ষিণে।
তাবৎ কীকটদেশোঽয়ং তদন্তর্মগধো
ভবেৎ॥"

কপিলবাস্তু নগরী ইহারই মধ্যে।

বুদ্ধদেবের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এইরূপ: -

খ্রীষ্টের জন্মের ৫৫৬ বৎসর পূর্বে কপিলবাস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে তৎপত্নী মহামায়ার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মের সাত দিন পরেই মহামায়া ইহলোক পরিত্যাগ করায়, ইঁহার লালনপালনের ভার ইঁহার বিমাতা গৌতমীর হস্তে অর্পিত হয়। নামকরণের কালে ইঁহার নাম সিদ্ধার্থ হয়। শাক্যবংশে জন্ম বলিয়া ইঁহার আর এক নাম শাক্যসিংহ।

সিদ্ধার্থ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন, অথচ সংসারের কোনও কার্যে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। ইনি রাজকার্য অপেক্ষা ধর্মকর্ম অধিক ভালবাসিতেন, প্রজাপালন অপেক্ষা সাধুসেবা করিয়া অধিকতর তৃপ্তিবোধ করিতেন, সাংসারিক কার্য অপেক্ষা ঈশ্বরচিন্তায় অধিক সুখ পাইতেন। পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া সংসারী শুদ্ধোদন চিন্তিত হইলেন। তিনি ইঁহাকে সংসারী করিবার অভিপ্রায়ে ইঁহার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়া ইঁহার দ্বারা অশোকভাণ্ড বিতরণের ব্যবস্থা করিলেন। এই উপলক্ষে শাক্যসিংহের মাতুল দণ্ডপাণির কন্যা গোপা অশোকভাণ্ডের প্রার্থিনী হইয়া উপস্থিত হইলেন। চারি চক্ষু একত্র হইল, উভয়ে পরস্পরের রূপে মুগ্ধ হইলেন।

পুত্রের মনোভাব অবগত হইয়া শুদ্ধোদন দণ্ডপাণির নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। দণ্ডপাণি কন্যাদানে সম্মত হইলে, মহাসমারোহে উভয়ের উদ্বাহ-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। সিদ্ধার্থের বয়স তখন উনবিংশ বর্ষমাত্র। গোপাও নবযুবতী। বিবাহের পর শাক্যসিংহের কয়েক বৎসর সুখে কাটিয়া গেল। একদা প্রভাতে বন্দিনীগণের সংগীতে ইঁহার মনে মানবজীবনের অনিত্যতা ও অনিশ্চয়তার ভাব উদিত হয়। অতঃপর ইনি পুনরায় পূর্বের ন্যায় চিন্তায় মগ্ন হইলেন। ইনি ভাবিলেন, এই অনিত্য সংসারে এমন কোন নিত্য পদার্থ অবশ্যই আছে, যাহা প্রাপ্ত হইলে মানব প্রকৃত শান্তিলাভ করিতে পারে। ইনি আরও ভাবিতেন, আমি যদি সেই নিত্য পদার্থ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে মানবকে চিরশান্তির উৎস দেখাইয়া দিতে পারিব; নিজে মুক্তিলাভ করিলে, অপর সকলকেও মুক্তির পথে লইয়া যাইতে পারিব। এবম্প্রকার চিন্তায় সিদ্ধার্থের মন অনুক্ষণ বিলোড়িত হইতে লাগিল।

গোপা প্রিয়তমকে ম্রিয়মাণ দেখিয়া নিরতিশয় দুঃখিতা হইলেন। পতির সুখের নিমিত্ত তিনি আত্মবলিদানে প্রস্তুত হইলেন। অনন্তর, সিদ্ধার্থ একদিন নগর হইতে প্রমোদকাননে যাইবার সময় পথে জরাজীর্ণ, মৃত ও মুমূর্ষু এবং জনৈক ভিক্ষুককে দেখিয়া মানবের ক্লেশপরম্পরা চিন্তা করিয়া অতিশয় ম্রিয়মাণ হইলেন। তখন ইঁহার মনে পূর্ণ বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় নিত্য পদার্থের অন্বেষণে সংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া স্থির করিলেন। ইতোমধ্যে ইঁহার একটি পুত্রকুমার জন্মগ্রহণ করিল। সংসারে আর একটি মায়াবন্ধন বাড়িল ভাবিয়া ইনি ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর বহু কষ্টে পিতার মত গ্রহণ করিয়া (কেহ কেহ বলেন সকলের অজ্ঞাতে) পুত্র জন্মিবার সপ্তম দিবসীয় রজনীতে ইনি গৃহত্যাগ করিলেন।

পূর্ণ যৌবনে উনত্রিংশ বৎসর বয়সে শাক্যসিংহ নিত্য পদার্থের অন্বেষণে অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিলেন। ইনি প্রথমতঃ বৈশালী নগরে আড়ার পণ্ডিতের নিকট কিছুকাল হিন্দুশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিলেন। তৎপরে রাজগৃহে গমন করিয়া তন্নিকটবর্তী এক গিরিগুহায় রুদ্রক নামক ঋষির শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন, এবং কিছুকাল পরে তথা হইতে উরুবিল্ব গ্রামে গমনপূর্বক তৎসন্নিহিত উপবনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে পাঁচজন সন্ন্যাসী ইঁহার সহিত মিলিত হইয়া শিষ্যভাবে ইঁহার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিদ্ধার্থ গয়াগ্রামের সন্নিকটবর্তী স্থানে এক বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়া অতি কঠোর তপস্যায় রত হইয়া ছয় বৎসরকাল সেই স্থানে অতিবাহিত করিলেন। ভাগ্যবান্ সিদ্ধার্থ সাধনায় সিদ্ধ হইলেন। তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হইল। তিনি আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে সমর্থ হইলেন। চিত্তচাঞ্চল্যের সহিত কামনার নির্বাণ হইল। কামনার সহিত ইন্দ্রিয়প্রভাবের নির্বাণ হইল, সুখের নির্বাণ হইল, দুঃখের নির্বাণ হইল। সিদ্ধার্থ নির্বাণপ্রাপ্ত হইলেন; সিদ্ধার্থ যথার্থ সিদ্ধ হইয়া বুদ্ধ (অর্থাৎ জ্ঞানী) হইলেন।

বুদ্ধদেব স্বয়ং মুক্ত হইলেন,—তাঁহার জীবনব্রতের একাংশের উদ্‌যাপন হইল। এক্ষণে তিনি অপরাংশের সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন, কিরূপে অপরকে মুক্তির পথে লইয়া যাইবেন, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যসাধনের নিমিত্ত বুদ্ধ বোধিদ্রুমের আশ্রয় হইতে বহির্গত হইলেন, এবং বারাণসীর অদূরবর্তী মৃগদাব (বর্তমান সারনাথ) নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া পূর্ব পঞ্চ শিষ্যকে নূতন ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। ক্রমে তাঁহার ষষ্টিসংখ্যক শিষ্য হইল। তাঁহাদিগকে তিনি ধর্মপ্রচারার্থ আদেশ করিলেন। বুদ্ধের উপদেশে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, আত্মোৎকর্ষ সাধনই ধর্মের উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দয়াবৃত্তির পরিচালনা আবশ্যক। সদ্দৃষ্টি, সৎসংকল্প, সদ্‌বাক্য, সদ্ব্যবহার, সদুপায়ে জীবিকাহরণ, সচ্চেষ্টা, সংস্মৃতি, সম্যক্ সমাধি,—এই অষ্টবিধ উপায়ে মানব ধর্মমার্গে অগ্রসর হইতে পারে। বুদ্ধের ধর্মে জাতিবিচার তিরোহিত হইল।

পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনার্থ বুদ্ধদেব রাজগৃহে উপস্থিত হইলে রাজা বিম্বিসার নূতন ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। শত শত লোক রাজার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। অতঃপর ইনি পিতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত কপিলবাস্তু নগরে গমন করিলেন। ইঁহার আগমনবার্তা শ্রবণে দেশে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। সহস্র সহস্র

লোক নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইল। শুদ্ধোদন দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ সন্দর্শন করিয়া সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। বুদ্ধদেবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ এবং সপ্তম বৎসরের পুত্র রাহুল তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। অতঃপর ধর্মপ্রচারার্থ বুদ্ধদেব দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ত্রয়োদশ বৎসর পরে পিতার আসন্ন কাল উপস্থিত জানিয়া পুনরায় কপিলবাস্তুতে গমন করিলেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যু হইলে পুরস্ত্রীগণ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ভিক্ষু হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বুদ্ধদেব তাঁহাদিগকে লইয়া স্ত্রী-ভিক্ষু দল গঠিত করিলেন এবং গোপাকে তাঁহাদিগের নেত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর ধর্মপ্রচারের পর বুদ্ধ অশীতিতম বর্ষে পদার্পণ করিলেন। অতঃপর পীড়িত হইয়া আপনার চরমকাল আসন্ন জানিয়া শিষ্যবৃন্দকে একত্র করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে যথাবিহিত সদুপদেশ প্রদানপূর্বক কুশী নগরীতে উপস্থিত হইলেন। ইনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইঁহার অন্তিমকাল সমাগত হইল। ভক্ত শিষ্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া বুদ্ধদেব নিশীথ রাত্রিতে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া ক্ষীণস্বরে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমার মৃত্যুর পর ধর্ম ও নিয়ম যেন তোমাদের নেতা হয়।" অতঃপর ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া শিষ্যগণকে বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমার শেষ কথা এই যে, মানবদেহ ও শক্তি নিতান্ত ক্ষণভঙ্গুর, ইহাই স্মরণ রাখিয়া পরিত্রাণের নিমিত্ত সতত সচেষ্ট থাকিবে।" এই বলিয়া বুদ্ধদেব তনুত্যাগ করিলেন। কাহারও কাহারও মতে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৪৩ অব্দে—কাহারও কাহারও মতে ৪৭৮ অব্দে বুদ্ধদেবের তিরোভাব হয়।

বুদ্ধগয়া—বিহার রাজ্যের অন্তর্গত গয়া শহরের অদূরস্থ গ্রাম বিঃ। শাক্যসিংহ এই স্থানে বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহা বুদ্ধগয়া বা বোধগয়া নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। গ্রামটি গয়া শহরের ছয় মাইল দক্ষিণে ফল্গু বা নীলাজন নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। শাক্যসিংহ এইস্থানে আসিয়া নিভৃত চিন্তার অনুকূল একটি অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে আশ্রয়গ্রহণ করেন। এইখানেই তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, এবং এই সময় হইতেই বৃক্ষটি "বোধিদ্রুম" আখ্যা পাইয়া পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধগণের মহাতীর্থে পরিণত হয়। বৃক্ষের অনতিদূরে "রাজ-স্থান" নামে যে প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ দৃষ্ট হয়, সেই প্রাসাদে মগধরাজ অশোক ও পরবর্তী রাজগণ মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। বৃক্ষের অপরদিকে মহারাজ অশোক একটি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। সে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ বর্তমান মন্দিরের নিম্নে প্রোথিত।

বর্তমান প্রকাণ্ড মন্দিরটি ব্রহ্মদেশের জনৈক রাজা কর্তৃক খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরটি ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে আরম্ভ হইলে, ব্রহ্মদেশীয়গণ ইহার সংস্কারে প্রবৃত্ত হয় (১৮৭৮ খ্রীঃ); কিন্তু ইহারা কৃতকার্য না হওয়ায় বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের কর্মচারী বেগলার সাহেবের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের আংশিক সংস্কার সাধিত হয়। এই মন্দিরের শিল্পকার্য সাতিশয় প্রশংসনীয়। মন্দিরের উপরি-ভাগে যে স্তম্ভটি দৃষ্ট হয় তাহার উপরি-উপরি চারিটি প্রকোষ্ঠ আছে। সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে যে বুদ্ধমূর্তিটি ছিল, ব্রহ্মদেশীয়গণ-কৃত সংস্কারকালে সেটি ভগ্ন হইয়া যায়, এবং সেই মূর্তির পরিবর্তে আর একটি কুদৃশ্য মৃন্ময় মূর্তি স্থাপিত হয়। উত্তরকালে এই মূর্তির পরিবর্তে একটি বৃহদাকার প্রস্তরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মূর্তিটি যে আসনে স্থাপিত, তাহার নিম্নে যে আসনটি ভূপ্রোথিত ছিল তন্মধ্যে অনেক বহুমূল্য রত্ন পাওয়া যায়; সেগুলি কলিকাতার চিত্রশালিকায় (Museum) রক্ষিত আছে। অশোক নির্মিত মন্দিরের অংশ-বিশেষ ভূগর্ভ হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। ইহার স্তম্ভগুলির কারুকার্য সাতিশয় মনোরম। স্তম্ভগুলির উপরে খোদিত লিপিপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেগুলি খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল। মন্দিরের চত্বরে হুয়েনথ্সাং-বর্ণিত পুরাতন সৌধাদির ভগ্নাবশেষ ভূপ্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। একটি তোরণদ্বার ও একটি সিংহাসন উদ্ধৃত হইয়াছে। সিংহাসনস্থিত একটি বুদ্ধমূর্তির অভ্যন্তরে অনেক মূল্যবান্ রত্ন পাওয়া যায়; সেগুলিও কলিকাতার চিত্রশালিকায় রক্ষিত হইয়াছে। আদি বোধিদ্রুমের কয়েকটি জীর্ণ খণ্ড উদ্ধৃত হইয়াছে। অধুনা যে অশ্বত্থ বৃক্ষটি দেখিতে পাওয়া যায়, সেটি আদি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা হইতে উৎপন্ন। ভগ্নস্তূপের উপরি এটি স্থাপিত হওয়ায় মন্দিরচত্বরের সমতল ভূমি হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৩০ হস্ত। এই বৃক্ষতলে নানাদেশ হইতে বৌদ্ধ যাত্রীরা দলে দলে আগমন করিয়া ভক্তি-উপহার প্রদান করে। পূর্বে যাত্রীদিগের নিকট দর্শনী লওয়া হইত, অধুনা সে প্রথা রহিত হইয়াছে।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে পাষাণ-বেষ্টনীর অবশেষ দৃষ্ট হয়, ডাক্তার ব্লকের মতে উক্ত বেষ্টনী শুঙ্গ বা কাণ্ব বংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। ডাক্তার স্পুনার পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃন্ময় মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছেন, উহাতে মহাবোধ মন্দিরের প্রতিকৃতি এবং কতকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর আছে। ইহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির করিয়াছেন যে, কুষাণরাজবংশের অধিকারকালে ফাহিয়ান নামক চৈনিক পরিব্রাজক উত্তরাপথ ভ্রমণ সময়ে বুদ্ধগয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বুদ্ধগয়ার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহারাজ শশাঙ্ক বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এবং বুদ্ধগয়ার বোধি-বৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু অশোকের বংশধর পূর্ণবর্মার যত্নে উহা পুনর্জীবিত হইয়াছিল। পাল ও সেন রাজত্বকালের অনেক ভাস্কর্য নিদর্শন বোধগয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গয়াধামে যে সকল হিন্দু পিণ্ডদানার্থে গমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই স্থান দেখিয়া যান। গয়ার পাণ্ডারা তাঁহাদিগকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়া থাকে; তাহারা বলে যে, এস্থান দর্শন করিলে পিণ্ডদান-পুণ্য নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধগয়া মন্দিরের সন্নিকটে হিন্দু সন্ন্যাসী-দিগের একটি সুবৃহৎ মঠ আছে। সেই মঠের মোহান্ত বুদ্ধমন্দিরের তত্ত্বাবধান করিয়া আসিতেছেন।

বুদ্ধি ১। জ্ঞান, বোধ; নিশ্চয়াত্মিকা মনোবৃত্তি বিঃ, বোধশক্তি; মতলব; কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ। বুধ্ (জ্ঞান করা) + ক্তি ভাব। ২। অন্তঃকরণ। বুধ্ + ক্তি করণ। ৩। মহত্তত্ত্ব। বুধ্ + ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী। **বুদ্ধির ঢেঁকি**—অতিশয় নির্বোধ।

বুদ্ধিকৌশল- বুদ্ধিদ্বারা আবিষ্কৃত ফন্দি; বুদ্ধিচাতুর্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বুদ্ধিগম্য- বুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয়, জ্ঞানগম্য। ৩তৎ। বিণ। [ক্লী।

বুদ্ধিচাতুর্য—বুদ্ধিকৌশল। ৬তৎ। বি;

বুদ্ধিজীবী (-জীবিন্)—বুদ্ধিমান্, জ্ঞান-সম্পন্ন, বোধশক্তিবিশিষ্ট। উপতৎ; বুদ্ধি —জীব্ (বাঁচা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বুদ্ধিজীবিনী**।

বুদ্ধিনাশ—বুদ্ধিলোপ, জ্ঞানলোপ। ৬তৎ। বি; পু।

বুদ্ধিবৃত্তি—মনের যে বৃত্তি দ্বারা সর্ববিষয়ের জ্ঞান লাভ করা যায়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বুদ্ধিভ্রংশ—বুদ্ধিনাশ, জ্ঞানলোপ। ৬তৎ। বি; পু।

বুদ্ধিভ্রম—বুদ্ধির ভ্রান্তি, বুঝিবার ভুল। ৬তৎ। বি; পু।

বুদ্ধিমান্ (-মৎ)-জ্ঞানী, বোধশক্তি-বিশিষ্ট; চতুর। বুদ্ধি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -**মতী**।

বুদ্ধিলোপ—বুদ্ধির নাশ, বোধহীনতা। ৬তৎ। বি; পু। [বিণ।

বুদ্ধিহারা—বুদ্ধিহীন, হতবুদ্ধি। বাংপ্র।

বুদ্ধিহীন- নির্বোধ, বোকা। ৩তৎ। বিণ।

বুদ্ধীন্দ্রিয়—জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ও মনঃ—এই সকল ইন্দ্রিয়। বুদ্ধিসাধক যে ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বুদ্বুদ—জলবিম্ব, জলের ভুড়ভুড়ি; বর্তুল-ভূষণ বিঃ। বুদ+কিপ্ কর্ম=বুদ্, তদুত্তরে বুদ্+ক কর্ম। বি; পু।

বুধ—পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন; গ্রহ বিঃ, তারার গর্ভজাত চন্দ্রপুত্র, ইনি চন্দ্রবংশের আদি-পুরুষ, ইঁহার ঔরসে ইলার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয় ['নবগ্রহ' দ্রঃ]; সপ্তাহের বার বিঃ। বুধ্ (জানা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

বুধবার-বুধগ্রহের দিবস, মঙ্গলবারের পরবর্তী বার। ৬তৎ। বি; পু।

বুধাষ্টমী—চৈত্র, পৌষ, এবং হরিশয়ন ভিন্ন অন্য সময়ে বুধবারযুক্তা শুক্লাষ্টমী। ইহা একটি যোগ বিঃ। এই যোগে ব্রহ্মপুত্রে (ঢাকা-লাঙ্গলবন্ধে) বহু সহস্র লোক স্নানার্থ সমবেত হয়; এই মেলা দুই সপ্তাহ কাল স্থায়ী হইয়া থাকে। উক্ত ব্রহ্মপুত্র স্নানকে শাস্ত্রে লৌহিত্য-স্নান বলে। বি; স্ত্রী।

বুধিল—পণ্ডিত, বিজ্ঞ, জ্ঞানী। বুধ্ (জানা) +ইল কর্তৃ। বিণ।

বুনন—বপন, বীজরোপণ, বস্ত্রাদি নির্মাণ, সূত্রবয়ন। বাংপ্র। বি।

বুনা, বোনা—ক্ষেত্রে বীজ প্রক্ষেপ করা; তন্তুসন্তান করা; জালাদি নির্মাণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

বুনাট, বুনট, বুননি—তন্তুবয়ন, বোনা-কর্ম; বোনার বেতন। বাংপ্র। বি।

বুনিয়াদ- ভিত্তি, অবলম্বন; মূল। ফা। বি।

বুনিয়াদী—বনেদী, পুরাতন স্থায়ী ও বংশ-পরম্পরাক্রমে শ্রেষ্ঠ। ফা-মু। বিণ।

বুনিয়াদী শিক্ষা—সাধারণতঃ হাতের কাজের মধ্য দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা, basic education.

বুনো, বুন্না বন্য, জংলী; অসভ্য; বন্যজাতি। বাংপ্র। বিণ।

বুভুক—বুভুক্ষু, ক্ষুধার্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

বুভুক্ষা- ক্ষুধা, ভোজনেচ্ছা। সনন্ত ভুজ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

বুভুক্ষিত—ক্ষুধার্ত, ক্ষুধিত। বুভুক্ষা+ইত জাতার্থে। বিণ।

বুভুক্ষু—ভোজনেচ্ছু, ক্ষুধার্ত। সনন্ত ভুজ্+উ কর্তৃ। বিণ।

বুভুৎসা—বুঝিবার ইচ্ছা; জ্ঞানেচ্ছা, জিজ্ঞাসা। সনন্ত বুধ্ (বুঝিতে ইচ্ছা করা) +অ ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

বুরুজ—গোলাকার ক্ষুদ্র মন্দির; চূড়ার ন্যায় উচ্চ গৃহ; বপ্র, পোস্তা। < ফা 'বুর্জ্'। বি।

বুরুল—বুড়া আঙুলের বিস্তার পরিমাণ, প্রায় এক ইঞ্চি। বাংপ্র। বি।

বুরুশ-লোমাদি-নির্মিত মার্জনী; তুলি; মার্জন। <ইং 'brush'. বি।

বুলবুল, বুলবুলি—সুকণ্ঠ পক্ষী বিঃ। ফা। বি।

বুলা—ভ্রমণ করা, ঘুরিয়া বেড়ানো; (কিছুর) উপর দিয়া চলা, সামান্য স্পর্শ করিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বুলানো-নরম হাতে ঘর্ষণ করা বা রগড়ানো; মৃদুহস্তে মার্জন করা; (কিছুর) উপর দিয়া চালিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

বুলি—বাক্য, কথা, ভাষা; কোন ভাষার বিশিষ্ট অর্থ-বোধক কথা, idiom; অর্থগ্রহ ব্যতিরেকে উচ্চারিত শব্দ; অভ্যস্ত বা মুখস্থ শব্দ। বাংপ্র। বি।

বুলেট—বন্দুকের গুলি। <ইং 'bullet'. বি।

বুস্তান—ফুলের বা ফলের বাগান। <ফা 'বুস্তাঁ'। বি।

বুহিত্তাল—বাণিজ্যপোতাধিকারী, বণিক্, সওদাগর; পোতবাণিজ্য। প্রা কপ্র। বি।

বৃংহণ—১। বর্ধন, পোষণ; হাতীর ডাক। বৃন্হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বৃদ্ধিকারক, পোষক। বৃন্হ্+অন কর্তৃ। বিণ।

বৃংহিত ১। হস্তি-নাদ, হাতীর ডাক। বৃন্হ্ (শব্দ করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। বর্ধিত; পুষ্ট। বৃন্হ্ (বৃদ্ধি পাওয়া) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বৃক—জঠরাগ্নি; তরক্ষু, নেকড়ে বাঘ; কাক; শৃগাল; ক্ষত্রিয়। বৃক্ (গ্রহণ করা)+ক কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী- **বৃকী**।

বৃকোদর—মধ্যম পাণ্ডব, ভীম। বৃক আছে উদরে যাহার, বহু। বি; পু।

বৃক্ষ—পাদপ, গাছ। বৃক্ (বেষ্টন করা)+অস্ কর্তৃ অথবা ব্রশ্চ্ (ছেদন করা)+সক্ কর্ম। বি; পু।

বৃক্ষচর—বানর। বৃক্ষে চরে যে, উপতৎ; বৃক্ষ শব্দ চর্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

বৃক্ষচ্ছায়-শ্রেণীবদ্ধ বৃক্ষের বহুল ছায়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বৃক্ষনাথ—বটবৃক্ষ। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি; পু।

বৃক্ষবাটিকা—নিকুঞ্জ; উপবন; বাগান-বাড়ি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বৃক্ষাগ্র—গাছের ডগা বা আগা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বৃত—কর্মকরণার্থ নিযুক্ত, যাহাকে বরণ করা হইয়াছে এরূপ; আচ্ছাদিত; প্রার্থিত। বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

বৃতি—১। বেষ্টনী, বেড়া। বৃ (বেড়া)+ক্তি করণ। ২। বরণ; নিয়োগ। বৃ (বরণ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

বৃত্ত—১। বর্তুল, গোলাকার; উদ্ভূত, জাত; ঘটিত; অতীত; দৃঢ়; মৃত। বৃত্ (থাকা ইত্যাদি)+ক্ত কর্তৃ। ২। নিযুক্ত; অধীত; আচ্ছাদিত; অভ্যস্ত; অপ্রতি-হত। বৃত্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। অক্ষর-সংখ্যাত ছন্দঃ; অনুষ্ঠান; চেষ্টিত; চরিত্র। বৃত্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বৃত্তস্থ-চরিত্রবান্, সচ্চরিত্র। উপতৎ; বৃত্ত (চরিত্র)—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বৃত্তান্ত—বার্তা; অবসর; প্রস্তাব; বিবরণ; কার্ৎস্ন্য; প্রকার। বৃত্ত (জাত) হয় অন্ত যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

বৃত্তাভাস—১। (জ্যামিতিতে) ডিম্বাকার ক্ষেত্র বিঃ, oval, ellipse. বি; পু। ২। প্রায় বৃত্তের ন্যায় গোলাকার। বহু। বিণ।

বৃত্তি—১। স্থিতি; ব্যাপার; প্রবৃত্তি; জীবন; ভোজন; ব্যবহার; মনোবৃত্তি; স্বভাব; ব্যাখ্যান; বর্ণরচনা; শব্দের শক্তি যদ্দ্বারা অর্থ প্রসারিত হয়; আকারান্তর প্রাপ্তি; নাটকের ক্রিয়া বিঃ। বৃত্ (থাকা ইত্যাদি)+ক্তি ভাব। ২। ব্যবসায়; জীবিকা। বৃত্+ক্তি করণ। ৩। নির্দিষ্ট সময়ান্তরে নিয়মিতভাবে প্রদেয় অর্থসাহায্য; অক্ষরসংখ্যাত ছন্দঃ। বৃত্+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

বৃত্য বরণীয়। বৃ+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

বৃত্র-১। শত্রু; মেঘ; অন্ধকার; শব্দ; পর্বত বিঃ। বৃত্ (থাকা ইত্যাদি)+রক্ কর্তৃ। বি; পু।

২। জনৈক অসুর। শিবের বরে সমরে অজেয়ত্ব লাভ করিয়া এই অসুর স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করে এবং সুরগণকে পর্যুদস্ত করিয়া সুরলোকে অসুররাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে তিনি উপদেশ দেন যে,

দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিতে পারিলে অসুর সেই অস্ত্রে বিনষ্ট হইবে। অতঃপর দেবরাজ দধীচির নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে পরহিতার্থে আত্মজীবন দান করিলেন। বিশ্বকর্মা তাঁহার অস্থিতে বজ্রাস্ত্র নির্মাণ করিয়া দিলে সুরপতি তদ্দ্বারা বৃত্রের প্রাণসংহার করিলেন। বি ; পু।

বৃত্রহা (-হন্)—বৃত্রঘ্ন, ইন্দ্র। উপতৎ ; বৃত্র হন্ (বধ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

বৃত্রারি—ইন্দ্র। বৃত্রের অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু। [কর্ম। অ।

বৃথা নিষ্ফল ; অর্থহীন, নিরর্থক। বৃ+থাচ্

বৃদ্ধ—বৃদ্ধিযুক্ত ; বৃহৎ ; প্রাচীন, বুড়া ; জ্যেষ্ঠ ; গোত্র ; পণ্ডিত ; শ্রেষ্ঠ। বৃধ্ (বাড়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

বৃদ্ধত্ব—প্রাচীনত্ব ; বার্ধক্য। বৃদ্ধ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

বৃদ্ধ-প্রপিতামহ প্রপিতামহের পিতা, পিতার প্রপিতামহ। কর্মধা। বি ; পু। স্ত্রী, **-মহী**।

বৃদ্ধ-প্রমাতামহ—প্রমাতামহের পিতা। কর্মধা। বি ; পু। স্ত্রী, **-মহী**।

বৃদ্ধাঙ্গুলি—অঙ্গুষ্ঠ, বুড়ো আঙুল। বৃদ্ধা যে অঙ্গুলি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বৃদ্ধি বাড়া ; অভ্যুদয়, উন্নতি ; বিস্তার ; সম্পত্তি ; আধিক্য ; সুদ ; যোগ বিঃ ; (ব্যাকরণে) স্বরবিশেষ অ আ স্থানে আ, ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ, উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আর্, এবং ঌ স্থানে আল্ হওয়া। বৃধ্+ক্তি ভাব। বি, স্ত্রী।

বৃদ্ধিজীবী (-জীবিন্)—কুসীদ-ব্যবসায়ী, সুদখোর। বৃদ্ধি দ্বারা জীবন ধারণ করে যে, উপতৎ ; বৃদ্ধি (সুদ) জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বৃদ্ধিজীবিনী**।

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ ['নান্দিমুখ' দ্রঃ]। বৃদ্ধির নিমিত্ত যে শ্রাদ্ধ, ৪তৎ। বি ; ক্লী।

বৃন্ত ফলপুষ্পাদির বোঁটা ; চুচুক, স্তনের বোঁটা ; ঘটী-ধারা। বৃ (আবরণ করা)+ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী বা পু।

বৃন্তচ্যুত বৃন্ত হইতে স্খলিত, বোঁটা হইতে পতিত। ৫তৎ। বিণ।

বৃন্দ—১। সমূহ। বৃণ্ (প্রীত করা)+দ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। সংখ্যা বিঃ, দশ অর্বুদ। বি ; ক্লী বা পু।

বৃন্দা—রাধা, রাধিকা ; রাধার অন্যতমা সখী ; তুলসী। বৃণ্ (প্রীত করা)+দ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

২। অসুররাজ জলন্ধরের ভার্যা, কালনেমির কন্যা। ইনি সাতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। জলন্ধর বাসবপ্রমুখ দেবগণকে পরাস্ত করিয়া সুর-রাজ্য অধিকার করিলে সুরগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ং শিব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে বৃন্দা পতির মঙ্গলকামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। তাহাতে শিবও অসুরের প্রাণনাশ করিতে পারিলেন না। তখন দেবগণ বিষ্ণুর শরণাগত হন। তিনি জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার সমীপবর্তী হইলে সতীর তপোভঙ্গ হইল। অনন্তর জলন্ধরও বিনষ্ট হইল। অতঃপর বৃন্দা সমস্ত জানিতে পারিয়া বিষ্ণুকে শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ইঁহাকে পতির অনুগমন করিতে পরামর্শ দিয়া বলিলেন, "তোমার চিতাভস্মে তুলসী, অশ্বত্থ প্রভৃতি পবিত্র পাদপ উৎপন্ন হইয়া সেগুলি মানবের পূজনীয় হইবে।" বি ; স্ত্রী।

বৃন্দার—প্রীতিকর ; মনোহর ; প্রসিদ্ধ যশস্বী। বৃন্দা শব্দ+আর। বিণ।

বৃন্দারক ১। দলপতি ; দেবতা। বৃন্দ (সমূহ)+আর+কণ্। বি ; পু। ২। সুন্দর ; শ্রেষ্ঠ। বিণ।

বৃন্দাবন—মথুরা-সমীপস্থ বন বিঃ* (পরে ইহা একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয়)। বৃন্দার (রাধার) বন (ক্রীড়া-কানন), ৬তৎ। বি।

*ইহা উত্তর প্রদেশান্তর্গত মথুরা জেলায় একটি প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ। বিশেষতঃ বৈষ্ণবগণের মহাতীর্থ। এমন শান্তরসাস্পদ তীর্থ ভারতের আর কোথাও নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্থানটি অতি প্রাচীন, এবং কৃষ্ণলীলার সর্ব্ব মূর্তি বলিয়া অনুভূত হয়। পঞ্চপাণ্ডব মহাপ্রস্থান করিলে পর শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র বজ্রনাভ মথুরার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। একদা তাঁহার জননী রোচনা দেবী তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের একটি মূর্তি গঠন করাইবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। মূর্তি প্রস্তুত হইলে, জননী বলেন, মুখ ব্যতীত এই মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হয় নাই। দ্বিতীয় মূর্তি প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহাতে কেবল বক্ষঃস্থল ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের অপর কোন অঙ্গের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইল না। তৃতীয় মূর্তি প্রস্তুত হইল, কিন্তু চরণদ্বয় ব্যতীত তাহাও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হইল না। বজ্রনাভ চতুর্থ মূর্তি নির্মাণ করাইতে উদ্যুক্ত হইলে জননী বলিলেন, "তাহার আর আবশ্যকতা নাই, এই তিনটি মূর্তিরই তুমি প্রতিষ্ঠা কর।" জননীর আদেশে বজ্রনাভ এই তিন মূর্তির যথাক্রমে গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনগোপাল এই তিনটি নাম প্রদান করিয়া ব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত করিলেন, এবং অপর অপর স্থানে কৃষ্ণলীলার স্মরণচিহ্ন-স্বরূপে প্রকৃত স্থানেই গ্রাম, কুণ্ড বা কূপ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কৃষ্ণের শূরসেন বংশীয় দায়াদগণ ভাগবৎ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কালে এই ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইয়া যায়, এবং ব্রজমণ্ডলে সৌর, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য স্থাপিত হয়। ইহার ফলে বৃন্দাবনের তীর্থমাহাত্ম্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে গজনীর মামুদ মথুরা ও মহাবন আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া তীর্থের গৌরব একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলেন। বৃন্দাবন প্রকৃতই বনে পরিণত হইয়া যায়। দাসরাজ কুতবুদ্দিনের সময়ে মথুরামণ্ডল দিল্লী-রাজ্যভুক্ত হয়। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে বৃন্দাবনের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়। এই সময়ে চৈতন্যদেবের আদেশে সনাতন, রূপ প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন, এবং তীর্থগৌরবের পুনরুদ্ধারকল্পে যত্নবান্ হন।

কথিত আছে, ইঁহাদের আগমনের পূর্বে অদ্বৈতাচার্য বৃন্দাবনে আগমন করেন, এবং প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তূপের নিম্নদেশ খনন করিয়া মদনগোপাল মূর্তির উদ্ধার করেন। তিনি এই মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বদেশ শান্তিপুরে প্রত্যাবর্তন করিলে পর, মথুরা-নিবাসী জনৈক চতুর্বেদী (চৌবে) মূর্তিটি স্বীয় ভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে সনাতন বৃন্দাবনে আসিয়া প্রস্কন্দন তীর্থের (সূর্য ঘাট) সন্নিকটে "জবাটবী" উপরি প্রতিদিন এক একটি বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিতে থাকেন। এদিকে মথুরায় মদনগোপালদেব বালকমূর্তি ধারণ করিয়া ক্রীড়াসহচর বালকগণকে মধ্যে মধ্যে প্রহার করিতেন। সনাতন একদা ভিক্ষার্থে সমাগত হইলে অত্যাচারিত বালকবর্গের অভিভাবকগণের সহিত চৌবেপত্নী বালকটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন। সনাতন স্বীকৃত হন ; কিন্তু সেদিন বালককে সঙ্গে করিয়া না লইয়া প্রত্যাগমন করেন। তিনি আসিয়া দেখেন যে, বৃক্ষতলে একটি দিব্য-মূর্তি বিরাজ করিতেছে। সনাতন একটি পর্ণকুটীর বাঁধিয়া সেখানে সেই মূর্তি স্থাপন করেন। ইনিই মদনগোপাল। কিছুদিন পরে রামদাস (মতান্তরে কৃষ্ণদাস) নামক জনৈক মুলতানবাসী বণিক্ বাণিজ্য-ভার লইয়া মথুরায় আসিতেছিলেন। যমুনার একস্থানে তাঁহার নৌকা আবদ্ধ হওয়ায়, বণিক্ তীরে উঠিয়া সনাতনের

শরণ গ্রহণ করেন। সনাতন মদনগোপাল মূর্তি দেখাইয়া দেন। বণিক্ কাতরভাবে স্বীয় বিপদ্ বিগ্রহকে অবগত করাইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দেয় যে নৌকার উদ্ধার হইয়াছে। ভক্ত বণিক্ সেইবারের বাণিজ্যের সমুদয় লব্ধ অর্থ দিয়া মদনগোপালের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন, এবং সেবার্থে জমিদারি দান করেন। চৈতন্যচরিতামৃত রচনার সময়েও এই মূর্তিটি মদনগোপাল নামে অভিহিত হইতেন, পরে "মদনমোহন" নামে পরিচিত হন।

ইহার কিছুদিন পরে গ্রামবাসীরা শ্রীরূপ গোস্বামীকে একদিন বলে যে, তাহাদের গরুগুলির মধ্যে প্রত্যহ কোন না কোন একটি গরু নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়ায় এবং সেই স্থানটি তাহার স্তন-নিঃসৃত দুগ্ধে ভিজিয়া যায়। শ্রীরূপ গোস্বামী সেই স্থানটি খনন করিয়া গোবিন্দ মূর্তির উদ্ধার করেন। বঙ্গবিজয় যাত্রাকালে মহারাজ মানসিংহ বৃন্দাবন দর্শনে আগমন করেন এবং প্রত্যাগমনকালে গোবিন্দদেবের মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। এই প্রতিশ্রুতি খ্রীষ্টীয় ১৫৯০ অব্দে রক্ষিত হয়। মহারাজ-প্রদত্ত মন্দিরটির শিল্পকার্য সাতিশয় প্রশংসনীয়।

গোবিন্দদেবের মূর্তি আবিষ্কার হইবার কিছুদিন পরে শ্রীমধুপণ্ডিত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বংশীবটমূল খনন করিয়া গোপীনাথ মূর্তির উদ্ধার করেন। কছুয়া ঠাকুর বংশীয় রায়-সিংহ গোপীনাথের সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

তিনটি বাঙ্গালা বৃন্দাবন-গৌরবের পুনঃ-স্থাপয়িতা, ইহা বাঙ্গালী জাতির পক্ষে অল্প গরিমার কথা নহে। বৃন্দাবনে আরও অনেক দেবমূর্তি ও কুণ্ড, এই সময়ে বা ইহার অব্যবহিত পরে বৈষ্ণব গোস্বামি-গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। সনাতন ও রূপ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যে ও ধর্মনিষ্ঠায় আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট্ আকবর ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার অভিপ্রায়ে বৃন্দাবনে আগমন করিয়াছিলেন (১৫৭৩ খ্রীঃ অঃ)। কথিত আছে যে, চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া তাঁহাকে নিধুবনে লইয়া যাওয়া হয়। তাঁহার প্রপৌত্র আওরঙ্গজেবের রাজত্ব-কালে বৃন্দাবনের দুর্দশার একশেষ হয়। সেই সময়ে অনেকগুলি মন্দির ভগ্ন করা হয়। গোবিন্দদেবের মন্দির পঞ্চচূড় ছিল। সর্বোচ্চ চূড়ায় যে আলোক প্রজ্বলিত আছে তাহা দিল্লী হইতে দেখা যাইত। আওরঙ্গ-জেব সেই চূড়া ভাঙ্গিয়া তাহার উপর মসজিদ নির্মাণ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ পালিত হইল, এবং আওরঙ্গজেব সেই মসজিদে আসিয়া নমাজ করিয়া গেলেন। ইতঃপূর্বে গোবিন্দজী, মদন-মোহন ও গোপীনাথ মূর্তিত্রয় জয়পুরে প্রেরিত হয়, এবং সেখানে জয়পুরাধিপতি কর্তৃক সেবিত হইতে থাকে। পরে তিনি মদনমোহন মূর্তিটি স্বীয় শ্যালক কেরৌলীরাজ গোপাল সিংহকে প্রদান করেন। গোপাল সিংহ, আনুমানিক ১৭৪০ খ্রীঃ বিগ্রহের জন্য একটি সুন্দর মন্দির স্বীয় রাজধানীতে নির্মাণ করাইয়া দেন। মুসলমানগণের উৎপীড়ন প্রশমিত হইবার পরে সেবায়েতগণ জয়পুররাজের নিকট মূর্তিত্রয় আনিতে যান। রাজা কিন্তু আদি মূর্তি না দিয়া তদনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করাইয়া সেবায়েতগণকে দান করেন। সেই অনুকৃত মূর্তিগুলিই অধুনা বৃন্দাবনে বিরাজমান। কেহ কেহ বলেন যে, আদি মূর্তিগুলি আদৌ জয়পুরে প্রেরিত হয় নাই, বৃন্দাবনে লুক্কায়িত ছিল। এ মত অপরে সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন যে, তাহা হইলে জয়পুরস্থিত গোবিন্দজী ও গোপীনাথ মূর্তি এবং কেরৌলীস্থিত মদনমোহন মূর্তির সেবকগণ, বৃন্দাবনস্থ মূর্তিত্রয়ের সেবক-গণের ন্যায় গৌড়ীয় গোস্বামী-বংশীয় হইবে কেন? পুরাতন মন্দিরত্রয় ব্যবহারোপ-যোগী নয় দেখিয়া বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত বহড়ু গ্রামের জমিদার দেওয়ান নন্দকুমার বসু ১৮২১ খ্রীঃ বহুব্যয়ে তিনটি মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। সেই মন্দিরত্রয়েই মূর্তিত্রয় অধুনা অবস্থিত। পরবর্তী সময়ে অপরাপর যে বিগ্রহগুলির জন্য মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—

(১) শেঠের মন্দির। এই মন্দির সর্বাপেক্ষা বৃহদায়তন ও সুদৃশ্য। শেঠ লক্ষ্মী চাঁদ জৈনধর্ম পরিত্যাগ করিয়া রামানুজ-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া এই সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণপূর্বক তাহাতে রঙ্গজীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। মন্দিরের স্থপতিকার্য কতকটা দাক্ষিণাত্য শিল্পানু-যায়ী। মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রায় ৪০ হাত উচ্চ স্বর্ণমণ্ডিত একটি গরুড়স্তম্ভ আছে। লোকে এটিকে সোনার তালগাছ বলিয়া থাকে।

(২) সাহাজীর মন্দির। লক্ষ্ণৌ-নিবাসী বিহারীলাল সাহ কুন্দনলাল সাহ কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত। ইহার মধ্যে রাধা-রমণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

(৩) ব্রহ্মচারীর মন্দির। গোয়ালিয়রের মহারাজ জিয়াজীরাও সিন্ধিয়া গিরিধারী দাস ব্রহ্মচারীর আদেশে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া তদধিষ্ঠিত মূর্তিত্রয় (রাধাগোপাল, হংসগোপাল ও নৃত্যগোপাল) সহিত উক্ত ব্রহ্মচারীকে দান করেন।

(৪) লালাবাবুর মন্দির—কলিকাতা পাইকপাড়ার স্বনামখ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ কৃষ্ণচন্দ্রমা নামধেয় মূর্তি স্থাপন করিয়া ১৮১০ খ্রীঃ এই মন্দির নির্মাণ করান। বৃন্দাবন অঞ্চলে তিনি "লালাবাবু" নামে প্রসিদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত অনেক মন্দির ভক্ত বৈষ্ণব কর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত দেওয়ান নন্দকুমার বসু প্রতিষ্ঠিত হারাবাড়ী নামক কুঞ্জে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ বিরাজিত। সংসারত্যাগী ভড়াশের জমিদার রায় বন-মালী রায়বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদের মন্দির, এবং জয়পুরাধিপতি নির্মিত নব-মন্দির বৃন্দাবনের সৌধশোভা সম্পাদনে অল্প সহায়তা করে নাই।

বৃন্দাবনে দর্শনীয় স্থানের সংখ্যা হয় না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। নিধুবন, কেশী-ঘাট, ব্রহ্মকুণ্ড, গোপীশ্বর মহাদেব, চৌষট্টি-মহান্তের সমাজ, সাজাহানপুরের লালা ব্রজকিশোর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধাবিনোদের মন্দির, তানসেন-গুরু হরিদাস স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বাঁকে বিহারীর মন্দির প্রভৃতি যাত্রী মাত্রেরই অবশ্য দ্রষ্টব্য। বৃন্দাবনের পরিধি পাঁচ ক্রোশ। দ্বাদশঘাট ইহারই অন্তর্গত। ব্রজচৌরাশী ক্রোশের পরি-ক্রমাকে "বন" করা বলে। এই পরিক্রমা ভাদ্র কৃষ্ণা দশমীতে আরম্ভ হইয়া ভাদ্র শুক্লা দশমীতে সমাপ্ত হয়। ব্রজের দ্বাদশ বনের নাম - মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, কাম্যবন, খদিরবন, বৃন্দাবন, ভদ্রবন, ভাণ্ডিরবন, বেলবন, লোহবন ও মহাবন। গোকুল, গোবর্ধন, নন্দগ্রাম, বর্ষাণ প্রভৃতি স্থানগুলি ২৪ উপবনের অন্তর্গত। সমগ্র পরিধির মধ্যে ১১টি দেবীমূর্তি ও ৯টি মহাদেবমূর্তি বিদ্যমান। ঝুলনযাত্রাই বৃন্দাবনের সর্বপ্রধান পর্ব। তাহার নিম্নে অন্নকূট যাত্রা। শেষোক্ত পর্ব দীপান্বিতা অমাবস্যার পরদিনে সম্পন্ন হয়। কলিকাতা নিবাসী রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর যখন বৃন্দাবনবাস করেন, সেই সময়ে তিনি ইংরাজ সরকারকে আবেদন করিয়া এই আদেশ প্রচারিত করাইয়াছিলেন যে, ইংরাজেরা বৃন্দাবন-মধ্যে শিকারার্থে পশু বা পক্ষী বধ করিতে পারিবে না। কৃষ্ণের "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি,"—এই উক্তির সারবত্তা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া বৈষ্ণবগণ এই স্থানকে আপনাদের সর্বপ্রধান তীর্থ

ও বাহ্নীর বাসস্থান বলিয়া পরিগণনা করেন।

বৃন্দাবনদাস—সুপ্রসিদ্ধ চৈতন্য ভাগবত-প্রণেতা। ইনি পুণ্যভূমি নবদ্বীপধামে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে (১৪২৯ শক) জন্মগ্রহণ করেন। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। ২৮ বৎসর বয়সে ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যদেবের তিরোধানের দুই বৎসর পরে ইনি তিন খণ্ডে চৈতন্য ভাগবত প্রণয়ন করেন। ইহার প্রথম খণ্ডে আদ্যলীলা (বাল্যলীলা হইতে গয়াধামে গমন পর্যন্ত), দ্বিতীয় খণ্ডে মধ্যলীলা (চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণ ও ভক্তসঙ্গে সংকীর্তনাদি) এবং তৃতীয় খণ্ডে অন্ত্যলীলা (মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ দশা) বর্ণিত হইয়াছে। শেষ খণ্ড সংক্ষেপে লিখিত হওয়ায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিস্তৃতির জন্য 'চৈতন্য চরিতামৃত' প্রণয়ন করেন। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সাধু বৃন্দাবনদাস পরলোক গমন করেন।

বৃন্দাবনেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বৃন্দিষ্ঠ—অতিশ্রেষ্ঠ; অতিসুন্দর। বৃন্দারক শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

বৃশ্চিক -বিছা, বিচ্ছু; শুঁয়াপোকা; গুবরে পোকা; অগ্রহায়ণ মাস; অষ্টম রাশি। ব্রশ্চ্ (ছেদন করা)+কিকন্ কর্তৃ। বি; পু।

বৃশ্চিকালী—বিছুটি গাছ। বৃশ্চিকের আলী (শ্রেণী) যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

বৃষ—১। ষণ্ড, ষাঁড়; ইন্দ্র; কর্ণরাজ; ধর্ম; দ্বিতীয় রাশি; পুরুষ বিঃ, শুক্রল পুরুষ; ময়ূরপিচ্ছ; বলবান্ পুরুষ; শ্রীকৃষ্ণ; কন্দর্প; মূষিক; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ্ (প্রজনন করা ইত্যাদি +ক কর্তৃ। ২। শুক্র; জল। বৃষ্+ক কর্ম। বি; পু।

বৃষকেতু—অঙ্গরাজ কর্ণের (দাতাকর্ণের) পুত্র। কথিত আছে যে, কর্ণের দাতৃত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একদা শ্রীকৃষ্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বৃষকেতুর মাংস দ্বারা একাদশীর পারণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। কর্ণ অকুণ্ঠিতচিত্তে বিপ্রের বাসনানুরূপ সমস্ত কার্যের অনুষ্ঠান করায় কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া বৃষকেতুর পুনর্জীবন দান করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণ নিহত হইলে যুদ্ধান্তে বৃষকেতু পাণ্ডবগণের আশ্রয়ার্থী হইয়া আতৃজনয় জ্ঞানে পরম সমাদরে গৃহীত হন। ইনি নিজেও একজন বীরপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

বৃষণ—মুষ্ক, অণ্ডকোষ। বৃষ্ (বর্ষণ করা)+অন কর্তৃ। বি; পু।

বৃষধ্বজ—শিব; গণেশ; ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। বৃষ (ষণ্ড, মূষিক, ধর্ম) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

বৃষপর্বা (-পর্বন্)—শিব; দৈত্য বিঃ। বৃষ হইয়াছে পর্ব যাহার, বহু। বি; পু।

বৃষবাহন—শিব, মহাদেব। বৃষ হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। বি; পু।

বৃষবিবাহ—বৃষোৎসর্গ। বৃষের বিবাহ হয় যাহাতে, বহু। বি; পু।

বৃষভ—বৃষ, ষণ্ড; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। বৃষ্+অভক্ কর্তৃ। বি; পু।

বৃষভধ্বজ—শিব। বহু। বি; পু।

বৃষভানু—শ্রীরাধিকার পিতা। বি; পু।

বৃষভানুনন্দিনী, -সুতা-শ্রীরাধিকা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বৃষল—১। শূদ্র; রাজা চন্দ্রগুপ্ত; অশ্ব। বৃষ (বর্ষণ করা ইত্যাদি)+কল কর্তৃ। বি; পু। ২। অধার্মিক, পাপী। বৃষ শব্দ লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

বৃষলা, বৃষলী-শূদ্রা; অনূঢ়া ঋতুমতী কন্যা। বৃষল শব্দ+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৃষস্কন্ধ—১। উন্নতাংস, স্থূল স্কন্ধবিশিষ্ট। বৃষের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধ যাহার, বহু। বিণ। ২। বৃষের কাঁধ। ৬তৎ। বি; পু।

বৃষোৎসর্গ বৃষের ত্যাগরূপ শ্রাদ্ধ বিঃ। বৃষের উৎসর্গ হয় যাহাতে, বহু। বি; পু। [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিলে মৃত ব্যক্তি প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হয়। ইহা আদ্যশ্রাদ্ধ-দিবসে, মৃত তিথির ত্রিপক্ষে, ষষ্ঠ মাসে, বা সংবৎসরে করা যায়। পতিপুত্রবর্তী নারীর উদ্দেশে বৃষোৎসর্গ করিতে নাই, চন্দন ধেনু করিতে হয়।]

বৃষ্ট-১। বর্ষণকারী, যে বর্ষণ করিয়াছে এমন। বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। সিক্ত। বৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

বৃষ্টি- ১। বর্ষণ, মেঘ হইতে জলের পতন। বৃষ্ (বৃষ্টি পড়া)+ক্তি ভাব। ২। বৃষ্ট জল, মেঘ হইতে পতিত জল। বৃষ্+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী। [মেঘারম্ভ হইলে, উহার সন্নিহিত বায়ুমণ্ডলের ঘনীভূত বাষ্পরাশি যৎকালে উহার সহিত মিলিত হইয়া ক্রমশঃ উহার আয়তন ও ভার বর্ধিত করে, তখনই বৃষ্টি পড়িবার সম্ভাবনা। অতি সূক্ষ্ম যে জলকণা-সমষ্টির যোগে মেঘ উৎপন্ন হয়, সেগুলি পতনকালে পরস্পরের সংযোগে উত্তরোত্তর বৃহদায়তন ও ভারী হইয়া বারিবিন্দুর আকারে ভূতলে পতিত হয়। পৃথিবীর সকল অংশে সমপরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় না। যে সকল স্থানে একই মেঘবায়ু প্রবাহিত হয়, তন্মধ্যে যে স্থান সাগরতল অপেক্ষা যত উন্নত, তথায় তত অধিক, এবং যে সকল স্থান সমুদ্র হইতে যত অধিক দূরবর্তী, তথায় তত অল্প বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।]

বৃষ্টিপাত—বৃষ্টিপতন, মেঘ হইতে জল পড়া। ৬তৎ। বি; পু।

বৃষ্টিমানযন্ত্র—যে যন্ত্রে বৃষ্টির পরিমাণ নিরূপিত হয় তাহা, rain-gauge. বৃষ্টির মান যদ্দারা, বহু; সেই যন্ত্র, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

বৃষ্টিস্নাত বৃষ্টির জলে অভিষিক্ত, মেঘ-পতিত জলে আর্দ্র। ৩তৎ। বিণ।

বৃষ্ণি-যাদব বিঃ; যদুবংশ; শ্রীকৃষ্ণ; জ্যোতিঃ; অগ্নি; ইন্দ্র; মেষ; গো। বৃষ্ (বর্ষণ করা ইত্যাদি)+নি কর্তৃ। বি; পু।

বৃষ্য -বীর্যকর; বীর্যজনক। বৃষ শব্দ+ক্য অথবা বৃষ্+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

বৃহৎ—১। বিপুল, বিশাল, মহৎ, বড়। বৃহ্ (বাড়া)+অৎ কর্তৃ। বিণ। পু—**বৃহন্**; স্ত্রী—**বৃহতী**। ২। বাক্য। বি; ক্লী।

বৃহতিকা বৃহতী; বাক্য; উত্তরীয় বস্ত্র। বৃহতী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

বৃহতী—১। বিপুলা, মহতী। বৃহৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বাক্য; বিশ্বাবসুর বীণা; উত্তরীয় বস্ত্র; ছন্দঃ বিঃ; ছোট গুলগুলে বেগুন। বি; স্ত্রী।

বৃহৎকায় প্রকাণ্ড দেহযুক্ত। বহু। বিণ।

বৃহদ্বল—সূর্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ভারত-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং ত্রয়োদশ দিবসের সমরে অভিমন্যুর হস্তে নিপতিত হন। বৃহৎ বল যাহার, বহু। বি; পু।

বৃহদ্ভানু—সূর্য; অগ্নি। বৃহৎ হইয়াছে ভানু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

বৃহন্নলা—ক্লীবরূপী অর্জুন [অজ্ঞাতবাসের বৎসর অর্জুন ক্লীবরূপে এই নাম ধারণ করিয়া বিরাট-রাজ-তনয়া উত্তরার নৃত্য-গীতাদির শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন]। বি; স্ত্রী।

বৃহস্পতি—দেবগুরু; গ্রহ বিঃ ['নবগ্রহ' দ্রঃ]। বৃহতের (বাক্যের) পতি, ৬তৎ, নিপাতনে। বি; পু।

বৃহস্পতি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইহার পত্নীর নাম তারা। চন্দ্র তারাকে হরণ করিলে ইনি অন্যান্য দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের বিরুদ্ধে সমরের আয়োজন করেন। এদিকে চন্দ্রও দৈত্যগণের সহায়তায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এমন সময়ে ব্রহ্মা চন্দ্রের

নিকট হইতে তারাকে আনিয়া ইহাকে অর্পণ করিলেন,- যুদ্ধ স্থগিত হইল। ইনি তারাকে নিষ্কলঙ্ক জানিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন। কচ ও ভরদ্বাজ ইহার পুত্র। ইনি দেবতাদিগের গুরু ও মন্ত্রী। ইহার মন্ত্রণায় দেবগণ অনেক সময় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পান। ইহার পরামর্শবলে শচীদেবী একদা নহুষ রাজার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

বৃহস্পতিবার—বৃহস্পতিগ্রহের দিবস; বুধবারের পরবর্তী বার, গুরুবার, লক্ষ্মীবার। ৬তৎ। বি; পু।

বে—১। বিয়ে, বিবাহ। বাংপ্র। বি। ২। অভাব, বিরোধ, নিন্দা প্রভৃতিসূচক উপসর্গ। ফা। [ফা-আ-মু। বিণ।

বে-অকুফ, বেকুব—আহাম্মখ, নির্বোধ।

বে-আক্কেল—নির্বোধ, আহাম্মক। বে (ফা)+আক্কেল (ফা)। বিণ।

বে-আইন—আইনের অভাব। বে (ফা) +আইন (আ)। বি।

বে-আইনী—আইনবিরুদ্ধ, অন্যায্য। ফা-আ-মু। বিণ।

বে-আদব—অশিষ্ট, অভদ্র, অসভ্য। বে (ফা)+আদব (আ)। বিণ। বি—**বে-আদবি**।

বে-আন্দাজ—১। আন্দাজহীন, অনুমানের বিপরীত; অনুমানাধিক, বে-পরিমাণ; অপরিমিত, অতিরিক্ত। বিণ। ২। আন্দাজের অভাব। ফা। বি।

বে-আবরু—১। অসম্ভ্রম; লজ্জাশীলতার হানি। বি। ২। আবরণবিহীন; যাহার লজ্জাশীলতার হানি হইয়াছে। ফা। বিণ।

বে-আরাম—রোগ, পীড়া; অসুখ। ফা। বি।

বেইজ্জত—অপমান বা অপমানিত, লাঞ্ছনা বা লাঞ্ছিত। ফা-আ। বি বা বিণ।

বে-ইক্তিয়ার, বে-এক্তিয়ার—অনায়ত্ত, অবশ; অসুস্থতা জন্য শক্তির অতীত। < ফা-আ 'বে-ইখ্‌তিয়ার'। বিণ।

বেইমান—ধর্মহীন, অধার্মিক; বিশ্বাসঘাতক; নিমকহারাম, অকৃতজ্ঞ। ফা-আ। বিণ।

বেইমানি—অধার্মিকতা; বিশ্বাসঘাতকতা; নিমকহারামি, অকৃতজ্ঞতা, কৃতঘ্নতা। ফা-আ-মু। বি। বিণ, **-নী**।

বেউড় বাঁশ—সকণ্টক বংশ বিঃ। বাংপ্র। বি। [বিণ।

বে-ওজন—বে-আন্দাজ, অপরিমিত। ফা।

বে-ওজর—১। আপত্তিশূন্যতা। বি। ২। আপত্তিহীন। বিণ। ৩। বিনা আপত্তিতে। ফা-আ-মু। ক্রি-বিণ।

বেওয়া—অবীরা, পতিপুত্রহীনা নারী। ফা। বি।

বে-ওয়ারিস—অধিকারিহীন, মালিকশূন্য। ফা-আ-মু। বিণ। [বি।

বেওরা—ইতিবৃত্ত, বৃত্তান্ত, বিবরণ। বাংপ্র।

বেঁকি—বাঁকমল। বাংপ্র। বি।

বেঁজি—নেউল, নকুল। বাংপ্র। বি।

বেঁটে—খর্বাকার, বামন। বাংপ্র। বিণ।

বেঁড়ে লাঙ্গুলহীন; লেজকাটা। বাংপ্র। বিণ।

বেক্ত—ব্যক্ত, প্রকট; প্রকাশিত; পরিস্ফুট, স্পষ্ট; অনাচ্ছাদিত; উন্মুক্ত; স্পষ্টস্বরে, স্পষ্টবাক্যে। প্রা কপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বেকসুর—নির্দোষ। ফা-আ-মু। বিণ।

বেকায়দা—১। অনায়ত্ত, আয়ত্তির বহির্ভূত। বিণ। ২। অসুবিধা। ফা-আ-মু। বি।

বেকার—কর্মহীন, নিষ্কর্মা; উপজীব্যহীন। ফা। বিণ।

বেকার (স্যার এডওয়ার্ড নরম্যান্ বেকার) —জন্ম ১৮৫৭ খ্রীঃ। ইনি ফিচ্‌লি ক্রাইস্ট চার্চ কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ভারতীয় সিবিল সার্বিস পরীক্ষা পাস করিয়া ভারতে আগমন করেন। প্রথমতঃ নিম্নতম পদে নিযুক্ত হইয়া ও ক্রমশঃ পদোন্নতি লাভ করিয়া ১৮৯৯ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের রাজস্ব ও মিউনিসিপাল্ বিভাগের সেক্রেটারী হন, এবং গভর্নমেণ্ট ইহাকে C. S. I. উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি ভারত গভর্নমেণ্টের রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে K. C. S. I. উপাধি লাভ করিয়া ইনি অর্ধ বঙ্গের ছোটলাটের মসনদে আরূঢ় হন। ১৯১১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে ইহাকে এই কার্য পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার শাসনকালে বঙ্গদেশের নয় জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নির্বাসিত হন। ইহার সময়ে খুলনার রাজনৈতিক মকদ্দমা, কলিকাতা বড়বাজারে গোবধ লইয়া মুসলমান ও মাড়বারীর মধ্যে বিষম বিপ্লব প্রভৃতি কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিলে ইহার সহিত তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের মতান্তর হয়। অতঃপর পুত্রের পীড়া ও নিজের অস্বাস্থ্যের জন্য ইনি বিদায় লইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। ইহারই আমলে বাঙ্গালা গভর্নমেণ্টের দপ্তরে বাঙ্গালী আণ্ডার সেক্রেটারীর পদ প্রভৃতি প্রথম লাভ করেন। ইনি বঙ্গের শেষ ছোটলাট। ১৯১৩ খ্রীঃ ২৮শে মার্চ ইনি ইংলণ্ডের চেল্টেনহাম নগরে দেহত্যাগ করেন।

বেকুফ, বেকুব—বে-অকুফ (তাহা দ্রঃ)।

বে-খরচা—বিনা ব্যয়ে। ফা-মু। বিণ।

বে-খাপ, বেখাপ্পা—বিসদৃশ, যাহা খাপ খায় না বা মানায় না। বাংপ্র। বিণ।

বেগ—মূর্তপদার্থে উৎপন্ন শীঘ্রতারূপ সংস্কার বিঃ; ত্বরা; মলমূত্রাদিনিঃসারণপ্রবৃত্তি; আনন্দ; শুক্র; প্রবাহ। বিজ্ (পৃথক্ করা ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

বেগগামী (-গামিন্)—বেগে গমনকারী, অতিদ্রুত চলনশীল। উপপৎ; বেগ—গম্ (গমন করা)+ণিন কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **বেগগামিনী**।

বেগড়া ১। নষ্ট বিকৃত; দুষ্ট; বরাদ্দশূন্য; কোন কার্য করিতে যে ভবিষ্যৎ ফল অথবা পরিণাম ভুলিয়া যায় এরূপ; অপরিমিতভোজী; দুঃসাহসী। বিণ। ২। বিপত্তি; ফ্যাসাদ। বাংপ্র। বি।

বেগতিক—অসুবিধা, বেগোছ; উপায়ান্তরের অভাব। ফা-মু। বি।

বেগবান্ (-বৎ)—বেগবিশিষ্ট; ত্বরান্বিত। বেগ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বেগবতী**।

বেগম—(মুসলমান) রাজ্ঞী বা রানী; সম্ভ্রান্তবংশীয়া স্ত্রী। < তু 'বেগুম'। বি; স্ত্রী। ['বগয়র'। অ।

বেগর—বিনা, ব্যতিরেকে, ব্যতীত। <ফা

বেগশালী (-শালিন্)—বেগবান্; ত্বরান্বিত। বেগ শব্দ+শালিন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বেগশালিনী**।

বেগার—বেতনহীন কর্মকারী; বেতনহীন কর্ম; নিষ্ফল শ্রম; বিনা পয়সার। ফা। বি বা বিণ।

বেগিত—বেগযুক্ত, বেগবান্। বেগ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

বেগী (বেগিন্)—বেগবান্, বেগযুক্ত, ত্বরান্বিত; দ্রুত; দ্রুতগামী। বেগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বেগিনী**।

বেগুন—কৃষিজাত প্রসিদ্ধ তরকারি ফল বিঃ, বার্তাকু। বাংপ্র। বি।

বেগুনী—বেগুন চিরিয়া বেসন মাখাইয়া ভাজা; বেগুনের পাতলা ফালি। বাংপ্র। বি।

বেগুনে—নীলরক্তবর্ণ, বেগুন-বর্ণতুল্য, purple, violet. বাংপ্র। বিণ।

বেগোছ—১। বিশৃঙ্খল, বেতর, বেঢপ, বিশ্রী; সুযোগহীন। বিণ। ২। বেগতিক, অসুবিধা। ফা-মু। বি।

বেঙ, বেঙ্গ, ব্যাং, ব্যাঙ—ভেক, মণ্ডূক। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

বেঙাচি- বেঙের ছানা, ভেকশিশু।

বেঙ্গমা-বেঙ্গমী—(রূপকথার) বিহঙ্গম-বিহঙ্গমী। বাংপ্র। বি।

বেচন—বিক্রয় করণ, বিক্রয়। বাংপ্র। বি।

বেচনদার—বিক্রয়কারী, বিক্রেতা। বাংপ্র। বি।

বেচানো—বিক্রয় করানো। বাংপ্র। ক্রি।

বেচারা, বেচারী—নিরুপায়, অসহায়, কৃপার্হ, poor. < ফা 'বেচারহ্'। বি বা বিণ।

বেচাল—দুর্নীতি; অসদাচরণ; দুর্ব্যবহার; দুশ্চরিত্র; বেচনদার, বিক্রেতা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বেজন্মা—বিজন্মা, যাহার জন্মের ঠিক নাই, জারজ। বাংপ্র। বিণ।

বেজাত—বিজন্মা; অন্ত বা নিকৃষ্ট জাতি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বেজায়—অনুচিত, অসংগত, অপরিমিত, বিস্তর, অতিশয়, অত্যন্ত। ফা-আ-য়্। বিণ। [বিণ।

বেজার—রুষ্ট, বিরক্ত, জ্বালাতন। ফা।

বেজি—নেউল, নকুল। বাংপ্র। বি।

বেজিত—ভয়বশতঃ কম্পিত; ভীত। পিজন্ত বিজ্—বেজি (ভয়কম্পিত করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

বেঞ্চ, বেঞ্চি—একাধিক ব্যক্তির বসিবার জন্ত দীর্ঘ ও উচ্চ কাষ্ঠাসন বিঃ। <ইং 'bench'. বি।

বেটা—পুত্র; বৎস; গালিসূচক শব্দ। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**বেটী**।

বেটাছেলে—পুত্রসন্তান; পুরুষমানুষ। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**মেয়েছেলে**।

বেটে, বেটো—পাটের দড়ি। বাংপ্র। বি।

বেঠিক—ভুল; অনির্দিষ্ট, যাহা নির্দেশ অনুযায়ী নহে। বাংপ্র। বিণ।

বেড়—গণ্ডী; বেষ্টন, ঘের। বাংপ্র। বি।

বেড়া—১। বৃতি, বেষ্টনী, ঘের। বাংপ্র। বি। ২। বেষ্টন করা, ঘিরা বা ঘেরা। ক্রি। ৩। বেষ্টনকারী, যাহা ঘিরিয়া ফেলে এমন। বাংপ্র। বিণ।

বেড়ানো—বেষ্টন করানো, ঘিরানো; ঘুরা, ভ্রমণ করা, চলা, হাঁটা। বাংপ্র। ক্রি।

বেড়ি—হাঁড়ি ধরিবার লৌহযন্ত্র; পাদ-শৃঙ্খল, নিগড়। বাংপ্র। বি।

বেড়ে—উত্তম, উৎকৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

বেতপ, বেতজ্জ—বেঢপ (তাহা দ্রঃ)।

বেঢপ—অঙ্গসৌষ্ঠবহীন, বেমানান, বিশ্রী। বাংপ্র। বিণ।

বেঢ়ল, বেঢ়লি—বেড়িল, বেষ্টন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

বেণ—সংকরজাতি বিঃ, বৈত্ত; পৃথুরাজার পিতা। বেণ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

অঙ্গাধিপতির ঔরসে ও সুনীথার গর্ভে বেণ রাজার জন্ম। বেণ অতি প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন ও অতি কঠোর ভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। ইনি প্রথমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপাসক ছিলেন, কিন্তু পরে জৈনধর্ম অবলম্বন করিয়া রাজ্যমধ্যে তাহার বহুল প্রচারার্থ দেবার্চনা, যজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি নিষেধ করেন। ইহাতে ব্রাহ্মণগণ কুপিত হইয়া বেণকে সেই আদেশ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। বেণ তাহাতে কর্ণপাত না করায় তাঁহারা মন্ত্রপূত কুশ দ্বারা ইঁহার প্রাণসংহার করেন। অনন্তর তাঁহারা বেণের শব-দেহের দক্ষিণ বাহু ঘর্ষণ করিতে থাকেন। তাহাতে পৃথুর জন্ম হইলে ব্রাহ্মণগণ পৃথুকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বেণা—উশীর, খসখস। বাংপ্র। বি।

বেণি, বেণী, বেণিকা—বিন্যস্ত কেশপাশ, চুলের বিউনি, শ্রেণী; জলপ্রবাহ। বেণ্ + ই কর্তৃ; অথবা বী+নি কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+ আপ্। বি; স্ত্রী।

বেণিমাধব, বেণীমাধব—প্রয়াগস্থ চতুর্ভুজ দেবমূর্তি বিঃ। বি; পু।

বেণিয়া, বেণে—জাতি বিঃ, গন্ধবণিক্; ব্যবসায়ী, দোকানী, সদাগর। <বণিক্। বি।

বেণীসংহার—১। বেণীবন্ধন। ৬তৎ। ২। ভট্টনারায়ণ-রচিত নাট্যগ্রন্থ বিঃ। বেণীর সংহার বর্ণিত যাহাতে, বহু। বি; পু।

বেণু—বংশী, বাঁশী; বংশ; বাঁশ; জনৈক নৃপতি। বেণ্ বা অজ্ ধাতু+উ কর্তৃ। বি; পু।

বেণুক—প্রাজনদণ্ড, পাঁচনবাড়ি। বেণু (বাঁশ)+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

বেণুকুঞ্জ—বাঁশবাগান। বেণু রচিত যে কুঞ্জ, মধ্যপ। বি; পু।

বেণুবন—বাঁশবন, বাঁশবাগান। বেণুপূর্ণ যে বন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

বেণুবাজ, বেণুবাদক—বংশীবাদক, যে বাঁশী বাজায়। বেণু—বদ্+পিচ্+ণ্বণ্, ণক কর্তৃ। বি; পু।

বেণুবাদন—বংশীবাদন, বাঁশী বাজানো। ৬তৎ। বি; ক্লী। [বি; পু।

বেণুরব—বংশীধ্বনি, বাঁশীর শব্দ। ৬তৎ।

বেণে—'বেণিয়া' দ্রঃ।

বেণ্ট্‌লী—(John Bentley)—১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সূর্য সিদ্ধান্তের কালনির্ণয় বিষয়ক একটি প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ করেন। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র যে অপ্রাচীন, এই প্রবন্ধে তাহা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। এডিনবরা রিভিউ নামক পত্রিকায় ইহার একটি তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। এসিয়াটিক রিসার্চেস নামক গ্রন্থে ধারাবাহিকরূপে বেণ্ট্‌লী তাহার উত্তর দেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম সদস্ত ছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে Historical View of Hindu Astronomy নামক গ্রন্থ রচনা করেন। Principal Eras and Dates of the Ancient Hindus নামক আর একখানি গ্রন্থও ইঁহার রচিত। ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় গণিতজ্ঞ পণ্ডিত সে সময়ে আর কেহ ছিলেন না।

বেণ্টিঙ্ক, লর্ড উইলিয়াম (Bentinck, Lord William)—জন্ম ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ, ১৪ই সেপ্টেম্বর। ইনি ১৮২৮ হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন; তৎপূর্বে ১৮০৩ হইতে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মান্দ্রাজের গভর্নর ছিলেন। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার গভর্নর এবং ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইনি এদেশের অবস্থা সম্বন্ধে অন্যান্য শাসনকর্তার ন্যায় একেবারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন না। ইনি অতিশয় শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন,—যুদ্ধবিগ্রহাদি বড় ভালবাসিতেন না। তথাপি বাধ্য হইয়া ইঁহাকে কুর্গ ও কাছার কোম্পানির রাজ্যভুক্ত করিতে হয়। কাছারের লোকেরা স্বেচ্ছায় ইংরেজের শাসনাধীনে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ করা হয়। কুর্গের রাজা অত্যাচারপ্রিয় হইয়া অন্যায়পূর্বক কয়েকটি নরহত্যা করায় তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। রাজা বৃত্তি পাইয়া বারাণসীবাসের অনুমতি প্রাপ্ত হন। মহীশূরের রাজা ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে সাবালক হইয়া স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পরন্তু রাজার বিলাসপ্রিয়তা ও অমিত-ব্যয়িতা নিবন্ধন রাজ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হওয়ায়, রাজাকে বৃত্তি প্রদানে অপসারিত করিয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়িভাবে এই রাজ্যটি ইংরেজের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে আনা হয়। এই কয়েক স্থল ভিন্ন বেণ্টিঙ্ক আপনার সাত বৎসর শাসনকালের মধ্যে আর কোনও দেশীয় রাজার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইনি দেশের আভ্যন্তরীণ উন্নতি সাধনেই বিশিষ্টরূপে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মযুদ্ধের ব্যয়বাহুল্য-নিবন্ধন কোষা-গার একরূপ শূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। বেণ্টিঙ্ক আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধানে যত্নশীল হইলেন। প্রথমতঃ, ইনি দেড় কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করিলেন; দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত ভূমি অন্যায়রূপে লাখেরাজ

(অর্থাৎ নিকর) শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল, ইনি তাহার উপর কর নির্ধারণ করিয়া রাজস্ব বৃদ্ধি করিলেন; তৃতীয়তঃ, মালবের উৎপন্ন অহিফেনের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারাও একটি নূতন আয়ের পথ করিলেন।

ঠগ নামক এক সম্প্রদায় দস্যু বহুকাল হইতে পথিকদিগকে ভুলাইয়া লইয়া যাইত এবং তাহাদের সর্বস্ব অপহরণ করিত, অনেক সময়ে তাহাদিগকে প্রাণেও মারিয়া ফেলিত। বেণ্টিঙ্ক এই নিদারুণ উপদ্রবের নিবারণকল্পে ঠগীবিভাগ নামে এক নূতন বিভাগ সৃষ্টি করিয়া কর্নেল স্লীমানের উপর তাহার ভার অর্পণ করিলেন। স্লীমান সাহেবের যত্নে ১৮৩০ হইতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুই সহস্র ঠগ ধৃত ও বিনষ্ট হওয়ায়, ক্রমে তাহাদের দৌরাত্ম্য নিরাকৃত হয়।

উড়িষ্যার পার্বত্যপ্রদেশবাসী খোন্দনামক অসভ্যজাতি প্রচুর শস্য পাইবার আশায় তাহাদের ভূদেবতা ধরিত্রী জননীর নিকট নরবলি দিত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা ইংরেজের শাসনাধীনে আসিলে বেণ্টিঙ্কের চেষ্টায় উক্ত প্রথা নিবারিত হয়। অনেক সংগতিপন্ন রাজপুত অর্থাভাবে উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারিত না বলিয়া সদ্যঃপ্রসূতা তনয়ার প্রাণবধ করিত। বেণ্টিঙ্কের যত্নে এই কুপ্রথাও অনেকাংশে নিবারিত হয়। পূর্বে এদেশে সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার প্রচলন ছিল। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বেণ্টিঙ্ক রামমোহন রায় প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় আইন করিয়া এই প্রথা রহিত করেন।

বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে লোকের শিক্ষা-বিষয়েও নূতন পন্থা অবলম্বিত হয়। ইহারই সময়ে স্থির হয় যে, ইংরেজী ভাষাতেই লোকের শিক্ষাবিধান হওয়া আবশ্যক। এদেশে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা প্রণালীর শিক্ষার নিমিত্ত বেণ্টিঙ্ক ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন।

বেণ্টিঙ্কের সময়ে প্রভিন্সিয়াল কোর্ট উঠিয়া গিয়া কয়েকটি করিয়া জেলা লইয়া এক একটি বিভাগ হয়, এবং প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন রেভেনিউ কমিশনার নিযুক্ত হন। জেলার কলেক্টরেরা ইঁহাদের অধীন হইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও প্রাপ্ত হইলেন। আলাহাবাদে একটি সদর আদালত এবং উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র রেভেনিউ বোর্ড স্থাপিত হইল। বেণ্টিঙ্ক মাসিক ৬০০৲ টাকা বেতনের প্রধান সদর আমিনী নামে এক নূতন পদের সৃষ্টি করেন। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এদেশীয়দিগের ডেপুটি কলেক্টর হইবার নিয়ম হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পূর্বপ্রাপ্ত সনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানি পুনরায় আর ২০ বৎসরের জন্য নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। বেণ্টিঙ্কের কর্মত্যাগের এক বৎসর পূর্বে মেকলে সাহেব আইনসচিবস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আসেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জুন বেণ্টিঙ্ক দেহত্যাগ করেন।

বেত—বেত্র। বে (গমন করা)+ক্ত করণ। বি; পু।

বেতন—বর্তন, মজুরি, মাহিয়ানা; ভাড়া; মূল্য। অজ্ বা বী (গমন করা)+তনন করণ। বি; ক্লী।

বেতনগ্রাহী (-গ্রাহিন্)-বেতনগ্রহণকারী, বৈতনিক, কর্মচারী। উপতৎ; বেতন—গ্রহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী. **-গ্রাহিণী**।

বেতনভুক্ (-ভুজ্)—বেতনভোগী, বৈতনিক, যে মাহিয়ানা খায়। উপতৎ; বেতন—ভুজ্+কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

বেতনভোগী (-ভোগিন্)—বেতনগ্রহণকারী, যে মাহিয়ানা লয়। উপতৎ; বেতন—ভুজ্+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বেতনভোগিনী**।

বেতর—অস্বাভাবিক, অসাধারণ; বিশৃঙ্খল; বেগোছ, বেঢপ, বিশ্রী, বিসদৃশ। ফা-আ-মূ। বিণ।

বেতরিবত—অশিক্ষিত; কুশিক্ষাপ্রাপ্ত; অসভ্য। ফা-আ-মূ। বিণ

বেতস—বেতগাছ। বে (বয়ন করা)+তসচ্ কর্ম। বি; পু। স্ত্রী—**বেতসী**।

বেতাক, বেতাগ—লক্ষ্যহীন, ঠিকানা; অপ্রাসঙ্গিক। ফা-মূ। বিণ।

বেতানো—বেত মারা, বেত্রাঘাত করা, ঠেঙ্গানো। বাংপ্র। ক্রি।

বেতার—১। তারবিহীন, বিনা তারে সাধনীয়, wireless; বিস্বাদ, স্বাদহীন। বিণ। ২। বিনা তারে সংবাদ সংগীত ইত্যাদির পরিবেশন; রেডিও। বাংপ্র। বি।

বেতারবার্তা—বিনা তারে বিদ্যুতের সাহায্যে প্রেরিত খবর। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

বেতাল—১। শিবানুচর বিঃ; ভূতাবিষ্ট শব; ভূত; দ্বারপাল। অলুক্ উপতৎ; বে (বায়ুতে)—তল্ (প্রতিষ্ঠিত হওয়া)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। (সংগীতে) তালভঙ্গ। বাংপ্র। বি।

বেতালভট্ট—বিক্রমাদিত্যের নব-রত্ন সভার অন্যতম রত্ন। বি; পু।

বেতালা—তালজ্ঞানশূন্য; অপ্রাসঙ্গিক, বেখাপ। বাংপ্র। বিণ।

বেতী—১। পূর্বের, আগেকার ভুল হওয়া বা ছাড় [হিসাব বা তারিখ]। বিণ। ২। ঝুড়ি টুকরি ঝাঁপি প্রভৃতি বুনিবার শলা বা চটা। বাংপ্র। বি।

বেতো—বাতরোগাক্রান্ত, বাতরোগী। বাংপ্র। বিণ।

বেত্তা (বেত্তৃ)—জ্ঞাতা, জানে এরূপ; লাভকর্তা; পরিণেতা, বিবাহকর্তা। বিদ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বেত্ত্রী**।

বেত্র—১। বেতগাছ। অজ্ বা বী (গমন করা)+ত্র করণ। বি; পু। ২। বেতের ছড়ি; বংশ, বাঁশ; কলিনী। বি; ক্লী। [বি; পু।

বেত্রদণ্ড—চাবুক মারারূপ শাস্তি। ৬তৎ।

বেত্রধর—১। যষ্টিধারী। বেত্রের ধর (ধারণ-কর্তা), ৬তৎ। বিণ। ২। দ্বারপাল। বি; পু।

বেত্রবতী—মালবদেশস্থ নদী বিঃ, বেতুয়া নদী। বেত্র+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বেত্রাঘাত—বেত্র দ্বারা প্রহার, বেত মারা। ৩তৎ। বি; পু।

বেত্রাসন—বেত্রনির্মিত আসন, মোড়া চেয়ার প্রভৃতি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বেত্রাহত—বেত দ্বারা প্রহৃত, যাহাকে বেত মারা হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ।

বেত্রী (বেত্রিন্)—বেত্রধর, ছড়িদার; দ্বারপাল। বেত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

বেথুন, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার (John Elliot Drinkwater Bethune)—অনেকেই এই নামটি 'বীটন' বলিয়া উচ্চারণ করিয়া থাকেন। জন্ম—১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে হোম অফিসে কর্ম করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইনি বড়লাটের কাউন্সিলের ল-মেম্বর নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ইনি শিক্ষা-সমিতিরও (Council of Education) সভাপতি ছিলেন। এদেশীয় বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার্থে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই মে ইনি কলিকাতায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়-নির্বাহার্থ অর্থসাহায্যও প্রদান করেন। ইঁহার নামে এই বিদ্যালয় "বেথুন স্কুল" নামে অভিহিত হয়। এই বিদ্যালয়টি এখনও বর্তমান আছে। উচ্চশিক্ষা দানের জন্য একটি কলেজ বিভাগ ইহার সহিত পরে সংযুক্ত হইয়াছে। ১৮৫২

খ্রীষ্টাব্দে ১২ই অগস্ট কলিকাতা শহরে বেথুন সাহেবের মৃত্যু হয়।

বেথুয়া, বেথো—বাস্তুক, বেথোশাক। <বাস্তুক। বি।

বেদ—১। শাস্ত্র; শ্রুতি, ধর্ম ও ব্রহ্ম প্রতিপাদক শাস্ত্র -ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব এই চারি বেদ। [হিন্দুদিগের বিশ্বাস, বেদ অপৌরুষেয়, অর্থাৎ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করিয়া বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হন। তিনি শিষ্য পৈলকে ঋগ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, এবং সুমন্তুকে অথর্ব বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন। পরে ইঁহাদের শিষ্যগণ বেদের সংহিতা, শাখা, প্রতিশাখা, নিরুক্তি প্রভৃতি প্রণয়ন করেন]। বিদ্ (জানা) + অল্ কর্ম বা করণ। ২। জ্ঞান; শাস্ত্রজ্ঞান; আখ্যা, ছন্দঃ। বিদ্+অল্ ভাব। ৩। বিষ্ণু। বিদ্+অন্ কর্ম বা কর্তৃ। বি; পু।

বে-দখল—অধিকারচ্যুত; অন্যায়রূপে দখল। ফা-মু। বিণ বা বি।

বেদগর্ভ—১। ব্রহ্মা; ব্রাহ্মণ। বেদ গর্ভে যাঁহার, বহু। ২। বঙ্গে কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের অন্যতম। বি; পু।

বেদজ্ঞ—বেদবিৎ, বেদশাস্ত্রে পণ্ডিত। উপপদ তৎ; বেদ জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

বেদড়া, ব্যাদড়া—বেয়াড়া, বিশ্রী, কদর্য; দুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

বেদন—বেদনা (সকল অর্থে)। বিদ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

বেদনা—ব্যথা; দুঃখ; অনুভব, জ্ঞান; বিবাহ; দান। বিদ্ (জানা)+অন ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

বেদনিন্দক—১। বিধর্মী, নাস্তিক। ৬তৎ। বিণ। ২। বুদ্ধ; বৌদ্ধ। বি; পু।

বেদনীয়—অনুভবনীয়; জ্ঞেয়। বিদ্ (জানা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

বেদপারগ—বেদবিৎ, বেদজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ।

বেদবতী—কুশধ্বজরাজের কন্যা। রাজার ইচ্ছা ছিল যে, বিষ্ণুর সহিত বেদবতীর বিবাহ দেন, কিন্তু তিনি শুম্ভদৈত্য কর্তৃক নিহত হওয়ায় তাঁহার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া যাইতে পারিলেন না। মহিষীও পতির সহিত অনুমৃতা হইলেন। এইরূপে মাতাপিতৃহীনা হইয়া বেদবতী পিতার অভিলাষ সফল করিবার অভিপ্রায়ে কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্তা হইলেন। দীর্ঘকাল এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদা লঙ্কেশ্বর দুর্বৃত্ত রাবণ ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার প্রতি বলপ্রকাশে উদ্যত হইলে বেদবতী চিতানলে জীবন বিসর্জন করিয়া ধর্মরক্ষা করিলেন, এবং বলিয়া গেলেন যে, আমি পরজন্মে রাক্ষসবংশের ধ্বংসের কারণ হইব। কথিত আছে যে, এই বেদবতীই পরে সীতারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সবংশে রাবণের বিনাশের হেতু হইয়াছিলেন। বেদ (শাস্ত্রজ্ঞান) + বতু আছে অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বেদবাক্য—বেদের উক্তি; অমোঘ বাক্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বেদবাস—ব্রাহ্মণ। বেদে বাস যাহার, বহু। বি; পু।

বেদবিৎ (-বিদ্)—বেদজ্ঞ। বেদ শব্দ—বিদ্ (জানা)+কিপ্ কর্তৃ। বিণ।

বেদবেদাঙ্গ—সামাদি চারি বেদ ও ছয় বেদাঙ্গ ['বেদাঙ্গ' দ্রঃ]। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

বেদব্যাস—বেদের বিভাগকর্তা মুনি। মধ্যপ। বি; পু।

মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ও অবিবাহিতা মৎস্যগন্ধার গর্ভে দ্বাপর যুগে এই মহামনীষীর জন্ম হয়। একটি দ্বীপের উপর ইঁহার জন্ম বলিয়া ইঁহার এক নাম দ্বৈপায়ন, এবং ইনি কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন বলিয়া ইঁহার আর এক নাম কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ইনিই সর্বপ্রথম বেদের সংগ্রহ ও বিভাগ করেন বলিয়া ইঁহার অপর নাম বেদব্যাস। তপশ্চরণ দ্বারা ইনি প্রভূত আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। ফলতঃ তদানীন্তন মুনিগণের মধ্যে ইনি একজন সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ ঋষি ছিলেন। ইঁহার প্রণীত মহাভারত পঞ্চম বেদ নামে কথিত। অষ্টাদশ পুরাণ ইঁহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন ইনি পাতঞ্জল দর্শনের উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ফলতঃ কি যুদ্ধবিদ্যা, কি দর্শনশাস্ত্রজ্ঞান, কি নীতিশাস্ত্রপারদর্শিতা, কি ধর্মশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, কি জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞান, কি মানবহৃদয়-বিজ্ঞান, সকল বিষয়েই ইনি এতাদৃশ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত গ্রন্থ একজনের রচিত বলিয়া একণে অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, সেকালে ব্যাস একটি উপাধি ছিল; ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যাসের ন্যায় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হইয়া ঐ সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এবং পরে ঐ সকল গ্রন্থ একমাত্র ব্যাসের রচিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে ব্যাসের রচিত বলিয়া পরিচিত সকল পুরাণ উপপুরাণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের রচিত হইতে পারে না বলিয়াই বুঝা যায়।

ইঁহার মহাভারত প্রণয়ন সম্বন্ধে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, ইনি একজন উপযুক্ত লেখকের অনুসন্ধানপর হইলে ব্রহ্মা ইঁহাকে গণেশের সাহায্য গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। তদনুসারে ইনি গণদেবকে স্মরণ করিলে তিনি ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে লেখকের কার্য করিতে সম্মত হইলেন যে, একবার লিখিতে আরম্ভ করিলে লেখা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁহার লেখনীর বিরাম হইবে না। ব্যাসদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন, কিন্তু বলিলেন, 'আপনিও আমার কোন শ্লোকের অর্থ না বুঝিয়া লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না।' অতঃপর লেখা আরম্ভ হইলে মধ্যে মধ্যে রচনা করিবার সময় পাইবার নিমিত্ত দ্বৈপায়ন এক একটি দুর্বোধ শ্লোক বলিতে লাগিলেন। এই শ্লোকগুলি 'ব্যাস-কূট' নামে প্রসিদ্ধ। ঐ সমস্ত শ্লোকের অর্থ হৃদয়ংগম করিতে গণেশের যে বিলম্ব হইত, সেই অবকাশে ব্যাস অনেক শ্লোক রচনা করিয়া লইতেন। বস্তুতঃ ইনি এতাদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন যে অনেক স্থলে আদিকবি বাল্মীকি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাজা বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলে, ব্যাসদেব মাতৃনির্দেশে মহিষী অম্বিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, রাজ্ঞী অম্বালিকার ক্ষেত্রে পাণ্ডু, এবং বিচিত্রবীর্যের এক দাসী-পত্নীর ক্ষেত্রে বিদুর, এতন্নামক পুত্রত্রয়ের জন্মদান করেন। ইঁহার বরে সঞ্জয় দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র সমরের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণন করিতেন। উক্ত যুদ্ধের অন্তে ইনি কুরুপাণ্ডব রমণীগণকে যোগবলে জাহ্নবীর জলে স্ব স্ব আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন করাইয়াছিলেন। ইঁহারই উপদেশে যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধরূপ পাপক্ষালন নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

বেদম—শ্বাসরুদ্ধ; ঊর্ধ্বশ্বাসে; অত্যন্ত, বেজায়। ফা-মু। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বেদমাতা (-মাতৃ)—গায়ত্রী, দুর্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

বেদরকারী—অনাবশ্যক, অব্যবহার্য। ফা-মু। বিণ।

বেদরদ—বেদনাশূন্য, নিষ্ঠুর, নির্মম। ফা মু। [বিণ।

বেদল—ভিন্নদলস্থ, বিপক্ষীয়। বাংপ্র। বিণ।

বেদস্তুর—প্রচলিত প্রথার বিপরীত বা অন্যথাভূত। ফা-মু। বিণ।

বেদাঃ (বেদস্)—বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্ (জানা)+অস্ কর্তৃ। বিণ; পু বা স্ত্রী।

বেদাঁড়া—প্রচলিত ধারার বা পদ্ধতির বিপরীত বা অন্যথাভূত, বেদস্তুর, অনিয়মিত; বেচাল। বাংপ্র। বিণ।

বেদাগ, বেদাগী—দাগশূন্য ; অপচা, যাহা পচা সরা নয় এরূপ, ভাল ; কলঙ্কশূন্য, নিষ্কলঙ্ক। ফা-মু। বিণ।

বেদাগ্রণী—সরস্বতী। বেদে অগ্রণী, ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

বেদাঙ্গ—বেদের অবয়ব গ্রন্থ, শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত ছন্দঃ জ্যোতিষ—এই ছয়। বেদের অঙ্গ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

বেদাধিপ—ঋগ্‌বেদের অধিপতি বৃহস্পতি, যজুর্বেদের অধিপতি শুক্র, সামবেদের অধিপতি মঙ্গল, অথর্ববেদের অধিপতি বুধ। বেদের অধিপ, ৬তৎ। বি ; পু।

বেদানা—ক্ষুদ্রবীজ দাড়িম্ব। <ফা 'বেদানহ্'। বি।

বেদান্ত—ব্যাসপ্রণীত দর্শন-গ্রন্থ বিঃ (ইহাতে ব্রহ্মের স্বরূপাদি নির্ণীত হইয়াছে)। বেদের অন্ত, ৬তৎ। বি ; পু।

বেদান্তবাদ—বেদান্ত দর্শনের মত। ৬তৎ। বি ; পু।

বেদান্তবাদী (-বাদিন্)—বৈদান্তিক, বেদান্তমতাবলম্বী। উপতৎ ; বেদান্ত-বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-বাদিনী**।

বেদান্তী (বেদান্তিন্)-বেদান্তবিৎ, বেদান্ত-মতাবলম্বী। বেদান্ত+ইন্। বি ; পু।

বেদাভ্যাস—অধ্যয়ন বিচার অনুশীলন জপ অধ্যাপন—এই পাঁচ। বেদের অভ্যাস, ৬তৎ। বি ; পু।

বেদাম, বেদামা—মূল্যহীন ; বিনামূল্যে। বাংপ্র। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বেদামী—মূল্যহীন, অমূল্য। বাংপ্র। বিণ।

বেদি—১। যজ্ঞাদি করিবার নিমিত্ত চতুষ্কোণ বা ডমরুতুল্যাকৃত পরিষ্কৃত ভূমি ; স্তূপাকৃতি ভিত্তি ; মঞ্চ ; অঙ্গুরীয়। বিদ্+ই কর্ম। বি ; স্ত্রী। ২। পণ্ডিত, জ্ঞানী। বিদ্ (জানা)+ই কর্তৃ। বি ; পু।

বেদিকা, বেদী—যজ্ঞাদি সাধন জন্য চতুষ্কোণ বা ডমরুতুল্যাকৃতি পরিষ্কৃত ভূমি ; মঞ্চ ; স্তূপাকৃত ভিত্তি ; অঙ্গুরীয়। বেদিকা =বেদি+কণ্+আপ্। বেদী=বেদি+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

বেদিত জ্ঞাপিত, নিবেদিত ; সাক্ষাৎকৃত ; দর্শিত। ণিজন্ত বিদ্=বেদি (জানানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

বেদিতব্য—জ্ঞাতব্য, জানিবার উপযুক্ত। বিদ্+তব্য কর্ম। বিণ।

বেদিতা—জ্ঞাপিতা ; নিবেদিতা ; দর্শিতা। 'বেদিত' দ্রঃ। বেদিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

বেদিতা (বেদিতৃ)—বেত্তা, জ্ঞাতা। বিদ্ (জানা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বেদিত্রী**।

বেদিয়া, বেদে—গৃহহীন অন্ত্যজ জাতি বিঃ ; যাযাবর ; সাপুড়ে। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রী—**বেদিয়ানী, বেদেনী** বা **বেদিনী**।

বেদী (বেদিন্)—১। ব্রহ্মা ; পণ্ডিত ; পরিণেতা, বিবাহকর্তা। বিদ্ (জানা ইত্যাদি)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। বেত্তা, জ্ঞাতা। বিণ ; পু। স্ত্রী—**বেদিনী**।

বেদী—'বেদিকা' দ্রঃ।

বেদুইন—আরবদেশীয় যাযাবর জাতি বিঃ বা ভবঘুরে। <আ 'বদুইন'। বি।

বেদোক্ত—বেদোদিত, বেদে কথিত। বেদে উক্ত, ৭তৎ। বিণ।

বেদোক্তি—বেদবাক্য, বেদের কথা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

বেদ্য—জ্ঞাতব্য, জ্ঞেয়। বিদ্ (জানা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

বেধ, বেধন বিদ্ধকরণ, ছিদ্রকরণ, বেঁধা ; গভীরতা ; বস্তুর স্থূলতা অর্থাৎ পুরু পরিমাণ ; বিবাহাদি-নিষেধক গ্রহসংস্থান বিঃ। বিধ্ (বেঁধা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বেধক—বেধকর্তা, বেধকারক। বিধ্ (বেঁধা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বেধিকা**।

বে-ধড়ক—অপরিমিত ; অত্যন্ত, খুব। বাংপ্র। বিণ।

বেধন—'বেধ' দ্রঃ।

বেধনিকা, বেধনী—বেধনের অস্ত্র বিঃ, তুরপুন সূচী প্রভৃতি। বিধ্+অনট্ করণ+কণ্+আপ্, পক্ষে…করণ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

বেধনীয়—বেধনযোগ্য। বিধ্ (বেঁধা)+ অনীয় কর্ম। বিণ।

বেধাঃ (বেধস্)—বিধাতা, ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; সূর্য ; দক্ষাদি সৃষ্টিকর্তা ; পণ্ডিত। বি—ধা অথবা বিধ্ (বিধান করা)+অস্ কর্তৃ। বি ; পু।

বেধিত—ছিদ্রিত ; বিদ্ধ। ণিজন্ত বিধ্= বেধি+ক্ত কর্ম। বিণ।

বেধুয়া, বেজুয়া, বেদো—বিধবার গর্ভ-জাত ; বিধবাগমনকারী (গালি)। বাংপ্র। বিণ।

বেধ্য—বেধনীয়, শরব্য, লক্ষ্য। বিধ্ (বেঁধা) +য কর্ম। বিণ।

বেনফে, থিয়োডোর (Theodor Benfey)—জার্মানদেশীয় পণ্ডিত। জন্ম—২৮শে জানুয়ারি, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচ্যতত্ত্ব, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, এবং ভাষাবিজ্ঞানে ইনি অসাধারণ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সাম-বেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন এবং ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে একখানি সংস্কৃত-ইংরাজী অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি একখানি বৈদিক ব্যাকরণও প্রণয়ন করিয়া-ছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুন ইনি দেহত্যাগ করেন।

বেনা—পাখার বাতাস ; বেনা, উশীর, তৃণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

বেনাম—অন্য নাম, কল্পিত নাম। ফা। বি।

বেনামদার—কল্পিত নামধারী ; প্রকৃত মালিক বা কর্তার পরিবর্তে যাহার নামে সম্পত্তি প্রভৃতি রাখা হয়। ফা-মু। বিণ।

বেনামা—কল্পিত নামে বা অন্যের নামে রক্ষিত। ফা-মু। বিণ।

বেনামী—অন্য নামে কৃত, অপরের নামে কোন বস্তু ক্রয় করা বা রাখা ; নাম-বিহীন। ফা-মু। বিণ।

বেনারস (বা বারাণসী)—উত্তরপ্রদেশের বিভাগ, জেলা ও শহর। বেনারস জেলা গঙ্গার উভয় তীরে অবস্থিত। ইহা অতি প্রাচীন রাজ্য। "কাশীখণ্ড" নামক এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে, (খ্রীঃ পূঃ ১২০০ অব্দে) কাশীরাজ কর্তৃক এই রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-কালে ইহা কান্যকুব্জরাজের অধীন হয়। ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী কান্যকুব্জ অধিকার করিলে, বেনারস তৎসঙ্গে দিল্লীর পাঠানরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৫২৯ খ্রীঃ পাঠানরাজ্যের পতনকালে বেনারস মোগল সম্রাটের হস্তে আসে। মোগলশক্তি দুর্বল হইলে, অযোধ্যার নবাব সফ্‌দর জঙ্গ বেনারস অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে থাকেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ এই জেলা এবং গাজীপুর অযোধ্যার নবাব কর্তৃক ইংরাজকে প্রদত্ত হয়। নবাবগণের শাসনসময়ে বেনারসের বর্তমান রাজার পূর্বপুরুষগণ প্রাধান্য লাভ করেন। ১৭৩৭ খ্রীঃ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মনসারাম জৌনপুর জেলায় একটি দুর্গ অধিকার করেন। পরবর্তী বৎসরে তিনি পুত্র বলবন্ত সিংহের জন্য 'রাজা' উপাধি এবং জৌনপুর চুনার ও বেনারস এই তিনি "সরকার" লাভ করেন। ১৭৪০ খ্রীঃ মনসারাম দেহত্যাগ করিলে, তৎপুত্র বলবন্ত সিংহ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ক্রমশঃ তিনি অধিকার ও আধিপত্য বিস্তার করিয়া নবাবগণের অধীনতাপাশ হইতে কার্যতঃ মুক্তি লাভ করেন। ১৭৬৩ খ্রীঃ তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলার সহিত মিলিত হইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। বক্সারের যুদ্ধে নবাবের পরাজয় ঘটিলে, বলবন্ত সিংহ ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ

করেন। ১৭৭০ খ্রীঃ বলবন্ত সিংহ লোকান্তর গমন করিলে, নবাব তদধিকৃত গ্রামগুলি স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরাজ তাঁহার সে উদ্যম ব্যর্থ করিয়া দেন এবং তাঁহাকে বলবন্ত সিংহের পুত্র চৈৎসিংহকে উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ইহার পাঁচ বৎসর পরে নবাব বেনারস জেলা ইংরাজকে দান করেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ ১৫ই এপ্রিল ইংরাজ সনন্দদানে চৈৎসিংহের পিতৃপদে প্রতিষ্ঠা স্বীকার করিয়া লন। ১৭৭৮ খ্রীঃ কোম্পানির সিপাহীগণের বেতনস্বরূপে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিতে চৈৎসিংহ আদিষ্ট হন; পরবৎসরেও এইভাবে আদিষ্ট হন। ১৭৮০ খ্রীঃ হায়দার আলী ও মহারাষ্ট্রীয়গণ একই সময়ে ইংরাজকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ চৈৎসিংহকে ১৫০০ অশ্বারোহী সাহায্য করিতে আদেশ করেন। চৈৎসিংহ একটিও অশ্বারোহী পাঠাইলেন না। এই অবাধ্যতার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস্ তাঁহার ৫০ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করেন, এবং ১৭৮১ খ্রীঃ অগস্ট মাসে স্বয়ং বেনারসে গমন করিয়া তাঁহাকে আপন গৃহে ধৃত করিবার আদেশ প্রদান করেন। গোলযোগে চৈৎসিংহ পলায়ন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস্ চৈৎসিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মহীপনারায়ণ সিংহকে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময়ে তাঁহার সমুদায় রাজ্যের ফৌজদারী বিষয়ক এবং কেবল বেনারস শহরের দেওয়ানীসংক্রান্ত শাসনভার ইংরাজ আপন হস্তে গ্রহণ করেন। চৈৎসিংহ গোয়ালিয়রে গমন করিয়া বাস করেন, এবং সেখানে ১৮১০ খ্রীঃ কালগ্রাসে পতিত হন। মহীপনারায়ণ সিংহ ১৭৯৫ খ্রীঃ লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার পুত্র উদিৎনারায়ণ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ঈশ্বরীপ্রসাদ নারায়ণ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার দেহাবসানে তাঁহার দত্তকপুত্র প্রভুনারায়ণ সিংহ রাজ্যভার গ্রহণ করেন। অতঃপর মৃজাপুর জেলায় কয়েকটি পরগনার উপর ইনি করদরাজগণের ন্যায় স্বাধীনভাবে অধিকার পান। বেনারস শহরের অপর পারে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীরে রামনগর নামক স্থানে বেনারসের রাজার প্রাসাদ বিদ্যমান। রামনগর "ব্যাস কাশীর" অন্তর্ভুক্ত।

বেনারস শহর হিন্দুগণের মহাতীর্থ। শহরের প্রকৃত ও বর্তমান নাম বারাণসী। বরণা ও অসী নামক দুইটি ক্ষুদ্র নদী এই শহরে মিলিত হইয়াছে, সেইজন্য স্থানের নাম বারাণসী। "কাশী" নামেও ইহা আখ্যাত হইয়া থাকে। বেনারস পৃথিবীর অন্যতম সর্বপ্রাচীন নগর। আর্যগণের ভারতে আগমন ও বাসস্থাপনের প্রথম সময় হইতেই এই নগরের অস্তিত্ব লক্ষিত হয়। পূর্ব হইতেই এ স্থানটি হিন্দুধর্মের গণনীয় কেন্দ্রস্বরূপে পরিচিত ছিল, সেইজন্য বুদ্ধদেব এই স্থানেই আপনার নব-লব্ধ নির্বাণতত্ত্ব প্রচার করিতে আসেন। তিনি মৃগদাব বা সারনাথে আসিয়া বাসস্থাপনপূর্বক বৌদ্ধধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ইহা খ্রীঃ পূঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কথা। সম্ভবতঃ সেই সময়ে শহরটি সারনাথেই অবস্থিত ছিল। ('সারনাথ' দ্রঃ।) প্রায় ৮০০ বৎসর ব্যাপিয়া এখানে বৌদ্ধধর্ম আপন আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে শংকরাচার্য শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই শতাব্দীতে হুয়েনথ্‌ সাং বেনারসে আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দু এই উভয় ধর্মই প্রচলিত দেখিয়াছিলেন। হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ে, নগরটি ক্রমশঃ সরিয়া সরিয়া বর্তমান স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। মুসলমান রাজগণ প্রাচীন মন্দিরের অনেকগুলিকে মসজিদের আকারে পরিণত করেন; স্থানে স্থানে নূতন মসজিদও নির্মাণ করেন। আলাউদ্দিন গর্ব করিয়া বলিতেন যে, এক বেনারসেই তিনি এক হাজার হিন্দু মন্দির ভূমিসাৎ করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরের রাজত্বকালে বর্তমান শহরে অনেকগুলি নূতন মন্দির রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান শহর গঙ্গার উত্তর তীরে অবস্থিত। এই শহরে যত মন্দির ও দেবমূর্তি দেখা যায়, ভারতের আর কোন শহরে তত দৃষ্ট হয় না। দেখিলে বোধ হয় যেন হিন্দুধর্ম সজীব হইয়া এখানে অবস্থান করিতেছে। শহরের প্রধান দেবতা বিশ্বেশ্বর। বর্তমান মন্দিরটি ইন্দোররাজমহিষী অহল্যা বাই নির্মাণ করেন এবং পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ ইহার চূড়া ও গম্বুজগুলি স্বর্ণপাত্রে মণ্ডিত করিয়া দেন। বিশ্বেশ্বরের সান্ধ্য আরতি দর্শনে ও তৎকালীন স্তোত্রপাঠ শ্রবণে হিন্দুমাত্রেরই প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। এই মন্দিরে যাইবার গলির মুখে ঢুণ্ডিগণেশ বিরাজমান। অল্পদূর অগ্রসর হইলেই অন্নপূর্ণার মন্দির। কালভৈরব "নগরপাল"-স্বরূপে শহর রক্ষা করেন—হিন্দুগণের বিশ্বাস এইরূপ। কেদারেশ্বর, তিলভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি লিঙ্গমূর্তি যাত্রীর অবশ্য দর্শনীয়। দুর্গাবাড়ি রানীভবানী কর্তৃক নির্মিত বলিয়া কথিত। এখানে ছাগবলি হইয়া থাকে। আদিকেশব, বেণীমাধব, নৃসিংহদেব, সংকটাদেবী প্রভৃতি আরও অনেকানেক মূর্তি দর্শনীয়। ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাট, কেদার ঘাট, মণিকর্ণিকা ঘাট, অহল্যা বাইয়ের ঘাট, ত্রিলোচন ঘাট, পাঁচগঙ্গা ঘাট, অসি ঘাট, ধ্রুব ঘাট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। দশাশ্বমেধ ঘাটের সন্নিকটে জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ কর্তৃক ১৬৯৩ খ্রীঃ মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্বেশ্বরমন্দিরের পার্শ্বে জ্ঞান-বাপী। বেণীমাধবের মন্দিরের সন্নিকটে আওরঙ্গজেব-নির্মিত উচ্চ মিনারসমন্বিত মসজিদ। অতি প্রত্যূষ হইতে সমস্ত দিবস ও রাত্রি ১০টা ১১টা পর্যন্ত ঘাট ও মন্দিরগুলি জনপূর্ণ হইয়া থাকে। মণিকর্ণিকা ঘাটের উপরি একটি কুণ্ড বিদ্যমান। কথিত আছে, বিষ্ণুর শরীর নিঃসৃত স্বেদজলে এই কুণ্ড উৎপন্ন। তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী, বিশুদ্ধানন্দ স্বামী প্রভৃতি সাধুগণ এইখানেই থাকিতেন। পূর্বে বঙ্গদেশ হইতে বেনারসে যাইতে হইলে নৌকাতে গঙ্গা পার হইতে হইত। গঙ্গার উপর "ডফরিন্ ব্রিজ" নামধেয় সেতু নির্মিত হওয়াতে, এই মহাতীর্থে যাইবার অসুবিধা দূর হইয়াছে। শহরের পশ্চিম ভাগে শিক্রোল নামক স্থান। এখানে সরকারী ও বণিক্‌দিগের কার্যালয় ও সৈন্যাবাস স্থাপিত। "নাদেশ্বর হাউস" নামক একটি বৃহৎ অট্টালিকায় বেনারসের মহারাজ কখন কখন আসিয়া বাস করেন। ভারতসম্রাট্ ও যুবরাজ এবং রাজপ্রতিনিধিগণ এইখানে মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। বেনারসে নানাদেশ হইতে আগমন করিয়া ছাত্রগণ সংস্কৃত, বিশেষতঃ বেদান্ত পাঠ করিয়া থাকেন। ইংরাজ প্রথমে এইখানেই একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৯১ খ্রীঃ), পরে কলিকাতায় আর একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয়। বেনারসের "জয়নারায়ণ কলেজ" ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ অ্যানি বেসান্তের যত্নে এইখানে সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ এখানে "হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বে না র সী—১। বেনারস-দেশীয় ('— শাড়ি')। বিণ। ২। একধরনের মূল্যবান্ শাড়ি। বাংপ্র। বি।

বেনিপাত—কপাটের লম্বা দিকের বাতা বা কাষ্ঠফলক। বাংপ্র। বি।

বেনিয়া, বেনে—বেণিয়া (তাহা দ্রঃ)।

বেঙিয়ান—এক রকম ছোট হাতার ছোট জামা; বটবৃক্ষ; সওদাগরী হাউসের মুৎসদ্দী বা দালাল, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্য আদায়ের জন্য ব্যবসায়ীর নিকট দায়ী ব্যক্তি। <ইং 'banyan'. বি।

বেনেবউ—সওচারিবর্গের পক্ষী বিঃ; বণিক্-বধূ। বাংপ্র। বি। [বিণ।

বেনো—বন্যাজাত, বন্যাসংক্রান্ত। বাংপ্র।

বেন্নন—অন্নাদি ভোজনের উপকরণ। <ব্যঞ্জন। বি।

বেপথু, বেপন—কম্প, কাঁপুনি। বেপ্ (কাঁপা)+অথু, অনট্ ভাব। বি; ক্রমে পু ও স্ত্রী।

বেপমান—কম্পমান, কাঁপিতেছে এরূপ। বেপ্ (কাঁপা)+শান কর্তৃ। বিণ।

বে-পরোয়া—নিশ্চিন্ত, নির্ভয়। <ফা 'বেপরবা'। বিণ।

বেপার—ঘটনা, কাণ্ড, বিষয়; উৎসবানুষ্ঠান; কারবার, ব্যবসায়, বাণিজ্য। < ব্যাপার। বি।

বেপারি, -রী—ব্যবসায়ী, দোকানী, বণিক্; মধ্যবর্তী ব্যবসাদার; দালাল। বাংপ্র। বি।

বে-পোট—অসুবিধাজনক। বাংপ্র। বিণ।

বে-ফায়দা—বৃথা, অনর্থক। ফা-আ-মূ। বিণ।

বে-ফাঁস—অসম্বদ্ধ, আলগা, এলোমেলো; গোপনীয় বিষয় প্রকাশ। বাংপ্র। বিণ।

বে-বন্দোবস্ত—১। ব্যবস্থাহীন, বিশৃঙ্খল। বিণ। ২। বন্দোবস্তের অভাব। ফা। বি।

বে-বশ—অবশ, অনায়ত্ত। বাংপ্র। বিণ।

বেবাক—সমস্ত; নিঃশেষে। ফা-আ-মূ। বিণ। [বাহির। প্রা কপ্র। বি।

বেভার—ব্যবহার; ভোগ; প্রচলন;

বেমক্কা—আজগুবী, নিয়মবহির্ভূত, নীতিবিরুদ্ধ। ফা-আ-মূ। বিণ।

বেমানান—যাহা মানানসই নহে, গরমানান, বেঢপ, বিশ্রী; অপরিমিত। বাংপ্র। বিণ।

বে-মালুম—অগোচর; না জানাইয়া। ফা-আ। বিণ বা ক্রি-বিণ।

বেয়াই—বেহাই, বৈবাহিক। <বৈবাহিক। বি; পু। স্ত্রী—বেয়াইন, বেয়ান।

বেয়াকুল—ব্যাকুল, কাতর। প্রা কপ্র। বিণ।

বেয়াজ—ব্যাজ; দেরী; সুদ। কপ্র। বি।

বেয়াড়া—বেঢপ, বিশ্রী, কদর্য; খারাপ, মন্দ। <বিকট। বিণ।

বেয়াদব—অসভ্য, অশিক্ষিত, অশিষ্ট। ফা-আ। বিণ।

বেয়াদবি—অশিষ্ট ব্যবহার; অপরাধ। ফা-আ-মূ। বি।

বেয়াধি—ব্যাধি, রোগ। প্রা কপ্র। বি।

বেয়ান—বৈবাহিক-পত্নী, বেহান। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বেয়ারা—বেহারা, বাহক; পিয়ন; পরিচারক; খানসামা। <ইং 'bearer'. বি।

বেয়ারাম—ব্যারাম, রোগ। বাংপ্র। বি।

বেয়ারিং—যাহার মাসুল দেওয়া হয় নাই; বিনা মাসুলে প্রেরিত। <ইং 'bearing'. বিণ।

বের—১। শরীর, দেহ। বী (গমন করা)+রন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী বা পু। ২। বেগুন; বেলা, কাল। বি; স্ত্রী। ৩। বাহির। বাংপ্র। বিণ।

বেরং, বেরঙ—বিকৃত বা অন্য রঙ। বাংপ্র। বিণ।

বেরনো, বেরুনো—বাহির হওয়া; প্রকাশিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বেরসিক—রসজ্ঞানহীন, অরসিক। <বি-রসিক। বিণ।

বেরাদার—ভাই, বন্ধু, আত্মীয়, স্বজন। <ফা 'বরাদর'। বি।

বেরাদারি—ভ্রাতৃত্ব; বন্ধুত্ব; আত্মীয়তা। ফা-মূ। বি। [বি।

বেরাল, বেড়াল—বিড়াল। <বিড়াল।

বেরি—বেলা, সময়; বার, দফা; বাহির। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

বেরিএক, -একু—বারেক, একবার। প্রা কপ্র। বিণ।

বেরিবেরি—১। বারবার, পুনঃপুনঃ। প্রা কপ্র। অ। ২। শোথরোগ বিঃ। <ইং 'beri-beri'. সিংহলী শব্দ। বি।

বেল—১। উপবন, উদ্যান। বেল্ (চঞ্চল হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। স্বনামখ্যাত ফল বিঃ; শ্রীফল। <বিল্ব। ৩। মল্লিকাপুষ্প, বেল ফুল। বাংপ্র। ৪। সুতার বা জরির জালি বা গোটা। ফা। ৫। ঘণ্টা; ঘণ্টাকার লণ্ঠন, ফানস। <ইং 'bell'. বি।

বেল, আলেকজাণ্ডার গ্র্যাহাম (Bell, Alexander Graham)—(১৮৪৭—১৯২২ খ্রীঃ)। টেলিফোনের আবিষ্কারক। এডিনবরায় জন্ম। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি যে 'ফটোফোন' যন্ত্রটির উদ্ভাবন করেন, টেলিফোন যন্ত্র তাহারই পরিণতি।

বেলদার—১। সুতার বা জরির জালি লাগানো, গোটা বসানো। ফা-মূ। বিণ। ২। কুদ্দালচালক, খনক, মাটি কাটিয়া রাস্তা প্রস্তুতকারক। প্রা কপ্র। বি।

বেলন, বেলনা, বেলুন—রুটি লুচি প্রভৃতি বেলিবার আবর্তন-দণ্ড বিঃ। বাংপ্র। বি।

বেলফুল—মল্লিকা পুষ্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

বেলমুক্তো, -মোক্তা—মোটামুটি; মোট, একুনে। <আ 'বিলমোক্তা'। বিণ।

বেলা—১। সময়; অবসর; মর্যাদা; সীমা; সাগরতীর; সাগরজলের বিকৃতি, জোয়ার ভাঁটা; বাক্য; রোগ; অক্লিষ্ট মরণ; মুখপত্নী। বেল্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। বেলফুল; দিবাকাল; পূর্বাহ্ণে কালাতিক্রম, বিলম্ব; সুযোগ; সম্বন্ধে, পক্ষে। বি। ৩। বেলন দিয়া আটা বা ময়দার পিণ্ড রুটি লুচি প্রভৃতির আকারে প্রস্তুত করা, বেলনার আবর্তন দ্বারা বিস্তৃত করা। বাংপ্র। ক্রি।

বেলানির্ণয়—বেলা-নিরূপণ [নিজের পদচ্ছায়া মাপিয়া যত পাদ হইবে, তাহাকে দুইগুণ করিয়া তাহার সহিত ১৪ যোগ দিয়া, তদ্দারা ২৯২কে হরণ করিলে (ভাগ করিলে) ভাগফল যাহা হইবে, দুই প্রহরের পূর্বে তত দণ্ড বেলা হইবে, এবং দুই প্রহরের পরে তত দণ্ড বেলা থাকিবে]। বি; পু।

বেলানিল—সাগরতীর প্রবাহিত বায়ু। বেলা প্রবাহিত অনিল, মধ্যপ। বি; পু।

বেলাবেলি—সময় থাকিতে, দিন থাকিতে, সন্ধ্যাগমের পূর্বেই। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

বেলি—১। এক রকম কানা-উঁচু থালা; বেলা, বেলফুল। বাংপ্র। ২। বেলা, সময়। প্রা কপ্র। বি।

বেলি, স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন (Sir Stuart Colvin Bayley)—বাঙ্গালার অষ্টম লেফ্‌টেনাণ্ট-গভর্ণর বা ছোটলাট। ইহার পিতার নাম উইলিয়াম বটারওয়ার্থ বেলি। ইনি ইটন ও হালিবারিতে শিক্ষা লাভ করিয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ এতদ্দেশে আগমন করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ দুর্ভিক্ষের কার্যে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড লিটনের খাস সহকারী (Personal Assistant) হন। পর বৎসর ইনি আসামের চিফ কমিশনার হন। তদানীন্তন ছোটলাট ইডেন সাহেব আর্মি কমিশনের সভাপতিরূপে কার্য করিবার সময় ইনি তাঁহার স্থানে অস্থায়িভাবে ছোটলাটের কার্য করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট এবং পর বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্টের কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন। অতঃপর ১৮৮৭ খ্রীঃ ২রা এপ্রিল ইনি বাঙ্গালার ছোটলাটের পদে স্থায়িভাবে অধিষ্ঠিত হন।

ইহার আমলে দেশের শাসন ও বিচার বিভাগের নানাবিষয়ে সংস্কার সাধিত হয়, এবং অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের প্রথা প্রসারিত হয়। ১৮৯০ খ্রীঃ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পৌত্র আলবার্ট ভিক্টর ভারত

পরিদর্শনে আগমন করিয়া কতিপয় দিবস কলিকাতার গভর্নমেণ্ট হাউসে (রাজ-প্রাসাদে) রাজপ্রতিনিধির অতিথিরূপে যাপন করেন। ঐ বৎসর বেলি সাহেবও রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি ১৮৭৫ খ্রীঃ C. S. I., ১৮৭৮ খ্রীঃ K. C. S. I. এবং ১৮৮১ খ্রীঃ C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বেলুচিস্থান—পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম-প্রান্তস্থ স্থান বিঃ। এইস্থান গোমল নদী হইতে আরব্য সাগর পর্যন্ত, এবং পারস্ত ও আফগানিস্থানের সীমান্ত হইতে পঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। সমগ্র বেলুচিস্থানে প্রধানতঃ দুইটি জাতির বাস,—ব্রাহুই ও বেলুচ। উভয় জাতিই সুন্নী মুসলমান। শেষোক্ত জাতির নামাবলম্বনে দেশের নামকরণ হইলেও, সামাজিক হিসাবে প্রথমোক্ত জাতিই প্রধান। উভয় জাতির অনেক শাখা-প্রশাখা এই প্রদেশে বাস করে। ব্রাহুই জাতির ভাষায় অনেক পঞ্জাবী শব্দ ব্যবহৃত; বেলুচি জাতির ভাষা পারস্যপ্রধান। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ বলেন, এই প্রদেশের মধ্য দিয়া আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। বেলুচি জাতির ব্রাহুই জাতি প্রথমে এই প্রদেশে বাসস্থাপনা করে। কথিত আছে, এই প্রদেশের শেষ হিন্দু রাজা লুণ্ঠনকারীদিগের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া পার্বত্য মেষপালকগণের সহায়তা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহুই কাম্বার নামক জনৈক ব্যক্তির অধিনায়কতায় ইহারা আসিয়া রাজার সাহায্য করে। কয়েক বৎসর পরে কাম্বার হিন্দু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। পারস্যরাজ নাদির সাহ ভারতাক্রমণে অগ্রসর হইয়া বেলুচিস্থান অধিকার করেন, কিন্তু তৎকালীন রাজা আবদুল্লাকে শাসনকর্তৃপদ হইতে বিচ্যুত করেন নাই। সিন্ধুপ্রদেশের নবাবগণের সহিত যুদ্ধে আবদুল্লা প্রাণত্যাগ করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হাজী মহম্মদ খাঁ খেলাত সিংহাসন গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিলাসিতায় ও অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া প্রজাগণ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসীর খাঁকে প্রতিবিধান করিতে আহ্বান করে। নাসীর খাঁ তখন নাদির সাহের সহিত দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। প্রজাগণের আহ্বানে তিনি খেলাতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ছুরিকাঘাতে নিহত করিয়া শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। নাদির সাহ দূতমুখে এই সংবাদ পাইয়া নাসীর খাঁকে এক সনন্দ দ্বারা "বেগলার বেগী" (রাজাধিরাজ) এই উপাধি প্রদান করেন (১৭৩৯ খ্রীঃ অঃ)। ১৭৪৭ খ্রীঃ নাদির সাহের লোকান্তর-গমন ঘটিলে, নাসীর খাঁ আমেদ সাহ দুরাণীকে কাবুলের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করেন। ১৭৫৮ খ্রীঃ নাসীর খাঁ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে কাবুলেশ্বরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। পরে সন্ধি সংস্থাপিত হইলে এবং নানাভাবে কাবুলেশ্বরের সহায়তা করিলে, পুরস্কার স্বরূপে নাসীর খাঁ প্রভূত ভূমি লাভ করেন। তৎপুত্র মামুদ খাঁর রাজত্বকালে অনেক সামন্ত তাঁহার অধীনতাপাশ হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিয়া লন, এবং রাজ্যের পরিসর অনেকটা খর্ব হইয়া যায়। ১৮৩৯ খ্রীঃ বোলানপাশ (গিরিসংকট) মধ্য দিয়া ইংরাজসৈন্য কাবুলাভিমুখে গমন করিবার সময়ে বেলুচগণ সৈন্যদলের উপর অত্যাচার করে। এই কারণে ইংরাজ খেলাত আক্রমণ করিয়া তৎকালীন খাঁ মেহরাবকে নিহত করেন। পরে ইংরাজ অবগত হন যে মেহরাব খাঁর কিছুমাত্র অপরাধ ছিল না, তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর কূট কৌশলেই তিনি বিনা অপরাধে নিহত হন। ১৮৪১ খ্রীঃ ইংরাজ খেলাত পরিত্যাগ করিয়া মেহরাব খাঁর পুত্রকে দ্বিতীয় নাসীর খাঁ নাম প্রদানপূর্বক সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ লর্ড ডালহৌসির শাসনকালে ইহার সহিত যে সন্ধিস্থাপনা হয়, তাহাতে এই শর্ত থাকে যে, খেলাতের খাঁগণ ইংরাজের সহায়তা করিবেন বলিয়া বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পাইবেন। ১৮৫৬ খ্রীঃ দ্বিতীয় নাসীর খাঁর মৃত্যু হইলে, তদীয় ভ্রাতা মীর খোদাদাদ খাঁ তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজপক্ষ হইতে জনৈক কর্মচারী পলিটিকেল এজেণ্ট স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া খেলাতে অবস্থান করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ পর্যন্ত দেশ সুনিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে দেখিয়া ইংরাজ কর্মচারী অল্প সময়ের জন্য খেলাত পরিত্যাগ করেন। সেই অবসরে সামন্তগণের উত্তেজনায় মীর খোদাদাদ খাঁ তদীয় জ্ঞাতিভ্রাতা সের দিল খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করেন এবং সের দিল খাঁ সিংহাসন অধিকার করেন। কয়েক মাস পরে তিনি নিহত হন এবং মীর খোদাদাদ পুনর্বার শাসনদণ্ড পরিগ্রহ করেন; কিন্তু এবারে শাসনশৈথিল্য বশতঃ সর্দারগণ অবাধ্য হইয়া উঠে এবং দেশমধ্যে ভীষণ অরাজকতা উপস্থিত হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাদ-ভঞ্জনার্থে ইংরাজের নিকট উভয় পক্ষের প্রার্থনায় কাপ্তেন স্যাণ্ডিমান খেলাতে প্রেরিত হন (এপ্রিল ১৮৭৬ খ্রীঃ)। তিনি সামন্তগণ সহিত খাঁকে জেকবাবাদে লইয়া গিয়া সেখানে ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড লীটনের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দেন। ইহার ফলে ১৮৭৬ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর একটি নূতন সন্ধি স্থাপিত হয়। তাহার শর্তমতে, খাঁ সাহেব ৫০,০০০ টাকার পরিবর্তে এক লক্ষ টাকা বৎসরে বৎসরে পাইবেন বলিয়া স্থির হয়; ইংরাজ খাঁ সাহেবের এবং স্বতন্ত্রভাবে সর্দারগণের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লন, এবং খাঁ সাহেব ও সর্দারগণের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে ইংরাজ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন, সকল পক্ষই ইহা স্বীকার করেন। এই সময়ের পর হইতে বেলুচিস্থানে ইংরাজের প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়; এবং সামরিক কার্যোপযোগী রাস্তা, রেল, সৈন্যাবাস প্রভৃতি স্থাপিত হয়। পলিটিকেল এজেণ্ট স্যার জেমস্ ব্রাউন সাহেবের সহিত খোদাদাদ খাঁর মনোবিবাদ ঘটিলে ১৮৯৩ খ্রীঃ ইনি পদচ্যুত এবং ইহার পুত্র মীর মামুদ খাঁ খেলাতের অধিপতি বলিয়া বিঘোষিত হন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ইংরাজ বেলুচিস্থানের কিয়দংশ ইজারা করিয়া লন। শীতকালে এস্থানে শীত এত প্রবল হয় যে, কিয়দংশ দুই মাস ব্যাপিয়া তুষারাচ্ছাদিত হইয়া থাকে, আবার কোন কোন স্থানে গ্রীষ্মকালে গ্রীষ্ম একেবারে অসহনীয় হইয়া উঠে। খেলাতে খাঁয়ের রাজধানী। নিকটবর্তী একটি পর্বতের ঝরনা হইতে শহরে জলের সরবরাহ হইয়া থাকে। জলের বিশেষত্ব এই যে, জল রাত্রিকালে উষ্ণ থাকে, এবং সূর্যোদয় হইতে সমুদয় দিবাভাগে শীতল থাকে।

বেলুন—১। বেলন। বাংপ্র। ২। ব্যোমযান, গ্যাসপূর্ণ থলি যাহা বায়ুমণ্ডলে ভাসিয়া থাকে। <ইং 'balloon'. বি।

বেলে—বালিনির্মিত; বালুময়, বালুকাপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

বেলেখেলা—মিছাখেলা, খেলার ভান। বাংপ্র। বি।

বেলেমাছ—ছোট মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

বেলেল্লা—লম্পট; কদাচারী; বেল্লিক; বেহায়া; মাতাল; দুশ্চরিত্র। বাংপ্র। বিণ।

বেলেস্তারা—ফোসকা উঠাইবার জন্য ঔষধের প্রলেপ বা পটি। <ইং 'blister'. বি।

বেলোয়ারী—স্ফটিকসদৃশ পলতোলা কাচে নির্মিত; কাচময়; কাচের চুড়ির মত ('— আওয়াজ')। <ফা 'বিল্লূরী'। বিণ।

বেল্যা—বেলা, বেলফুল। প্রা কপ্র। বি।

বেল্ল, বেল্লন—চলন; দোলন; কম্পন; লুণ্ঠন। বেল্ (চালিত করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

বেল্লিক—লম্পট, দুরাচার, দুর্বৃত্ত, দুর্জন; ধৃষ্ট, নির্লজ্জ। <ব্যালীক। বিণ। বি, -পনা।

বেল্লিত—১। দোলিত; বক্র; লুণ্ঠিত। বেল্ল্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। দোলন; চলন; লুণ্ঠন। বেল্ল্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বেশ—১। সজ্জা, বস্ত্রালংকারাদি দ্বারা ভূষা; নেপথ্য; গৃহ; বেশ্যালয়; বেশ্যাপল্লী। বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ অধি। বি; পু। ২। উত্তম, খাসা, আচ্ছা। বাংপ্র। বিণ। ৩। বেশী, অধিক বা আধিক্য। বাংপ্র। অ।

বেশকম—কমবেশী, অল্পাধিক; ন্যূনাধিক বা ন্যূনাধিক্য। ফা। বি।

বেশধারী (-ধারিন্)—১। বেশধারণকারী। বিণ। স্ত্রী, -**ধারিণী**। ২। ভণ্ড তপস্বী। উপতৎ; বেশ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

বেশবিন্যাস—বেশরচনা, সাজসজ্জা করা। ৬তৎ। বি; পু।

বেশভূষা—পরিচ্ছদ ও অলংকার; সাজসজ্জা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

বেশর, বেসর নাসিকাভূষণ বি:, নথ; অশ্বতর; খচ্চর। বেশ শব্দ- রা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ, ২য় পক্ষে বেস্ (গমন করা)+অরন্ কর্তৃ। বি; পু।

বেশরম—লজ্জাহীন। বহু। <ফা 'বেশর্ম্'। বিণ।

বেশান্ত, আনি (Annie Besant)—জন্ম ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১লা অক্টোবর। ইনি উইলিয়ম পেজ উড (William Page Wood) সাহেবের কন্যা। ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানিতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া ইনি রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেশান্ত (Rev. Frank Besant) সাহেবের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন (১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। অতঃপর আদালতের সাহায্যে আনি ঐ সূত্র ছিন্ন করেন (১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ)। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিখ্যাত ব্রাড্‌ল (Bradlaugh) সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া নাস্তিকতা ও সাধারণতন্ত্রতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। মাডাম ব্লাভাট্‌স্কি (Madam Blavatsky) রচিত সিক্রেট ডক্‌ট্রিন (Secret Doctrine) নামক গ্রন্থখানির একটি সমালোচনা স্টেড (Stead) সাহেব নিজচালিত সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিবার জন্য আনি বেশান্তকে লিখিতে অনুরোধ করেন। এই গ্রন্থ পাঠে বেশান্তের মনের ভাব পরিবর্তিত হইল। তাঁহার নাস্তিকতা যাইয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্মে আস্থা ফিরিয়া আসিল। ইনি গ্রন্থকর্ত্রীর শিষ্যা হইলেন এবং থিয়সফিকেল সোসাইটিতে যোগদান করিলেন (১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ)। সেই সময় হইতে ইনি এই সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারকল্পে সমস্ত মন ও প্রাণ উৎসর্গ করিলেন। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বেনারসে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ স্থাপিত করিলেন এবং প্রতীচ্য শিক্ষার সহিত যাহাতে হিন্দুধর্মের শিক্ষা হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভারতীয় বালকগণ যাহাতে বিদ্যার সহিত জাতীয় ধর্ম, সন্নীতি ও রাজভক্তির শিক্ষা পায়, বেশান্তের তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি হিন্দুধর্মের পক্ষপাতিনী এবং যাহাতে হিন্দুগণ এই ধর্মের গূঢ় মর্ম সম্যক্ অবগত হইতে পারে, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার সাহায্যে তদ্বিষয়ে ইনি সততই চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহার পাণ্ডিত্য ও বাগ্মিতা অসাধারণ। অনেক বিষয়ে স্বর্গগত গ্লাডস্টোনের নিম্নেই ইঁহার আসন। মধ্যে মধ্যে ইনি কলিকাতায় ও ভারতের অনেক স্থানে বক্তৃতা দিতেন। ইঁহার ভাষা ও ভাব এবং শ্রোতৃগণের মনের উপর কিরূপ অসীম অধিকার, তাহা যাঁহারা সে বক্তৃতা শুনিয়াছেন, কেবল তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইঁহার বেশভূষা অনেকটা হিন্দুজনোচিত এবং আহারাদিও তদ্রূপ। সাধারণ ভাবে শিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা—এ তিনটিতেই ইনি সমান মনোযোগ দান করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কর্নেল অলকটের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে মহাত্মগণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর থিয়সফিকেল সোসাইটির সভাপতির আসন যেন আনি বেশান্তকে দেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারি অলকটের মৃত্যু ঘটিলে, বেশান্ত উক্ত সভার নেতৃত্ব এবং থিয়সফিস্ট নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন এবং বরাবর অতিশয় যোগ্যতার সহিত নির্দিষ্ট কার্য করিয়া গিয়াছেন। ইনি অতঃপর "নিউ ইণ্ডিয়া" নামক সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া যোগ্যতার সহিত চালাইয়া আসিয়াছেন, এবং ভারতবাসীদিগের রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ের আন্দোলনে তাহাদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। যে সকল মহাত্মার উদ্যোগে বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অগ্রণী। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতিতে (Indian National Congress-এ) ইনি সভানেত্রীর পদে বৃত হন। ১৯৩০ সালের ৪ঠা আশ্বিন ইনি পরলোকগমন করেন।

বেশায়েস্তা—অশিক্ষিত; অশিষ্ট, অভদ্র, বে-আদব; অনিয়মানুবর্তী, অশাসনাধীন, অবাধ্য, অবশ; দুর্নীতিপরায়ণ। আ-ফা-মূ। বিণ।

বেসালি—দুধ জ্বাল দিবার হাঁড়ি। <পো 'vasilha'. বি।

বেশি—আধিক্য। ফা-মূ। বি।

বেশী—অধিক, জেয়াদা, অতিরিক্ত, অতিশয়, অত্যন্ত, খুব। ফা-মূ। বিণ।

বেশী (-শিন্)—বেশধারী। বেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বেশিনী**।

বেশ্ম (বেশ্মন্)—ভবন, গৃহ। বিশ (প্রবেশ করা)+মন্ অধি। বি; ক্লী।

বেশ্যা—বারবনিতা, গণিকা। বেশ্ শব্দ+ফা+আপ্। বি; স্ত্রী।

বেশ্যালয়—বেশ্যার বাড়ি, গণিকা-গৃহ। ৬তৎ। বি; পু।

বেষ্ট, বেষ্টন—১। চতুর্দিকে আবরণ, ঘেরা; প্রদক্ষিণ, চতুর্দিকে ঘুরা। বেষ্ট্+অল্, অনট্ ভাব। ২। পরিধি, বেড়; উষ্ণীষ। বেষ্ট্+অল্, অনট্ করণ। বি; পু, ক্লী।

বেষ্টক—১। উষ্ণীষ, পাগড়ি; নির্যাস। বেষ্ট্ (বেষ্টন করা)+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। প্রাচীর; কুষ্মাণ্ড। বি; পু। ৩। বেষ্টনকারী। বিণ। স্ত্রী—**বেষ্টিকা**।

বেষ্টন—'বেষ্ট' দ্রঃ।

বেষ্টনী—বেড়া, যাহাদ্বারা বেষ্টন করা হয়, ঘের। 'বেষ্টন' দ্রঃ। বেষ্টন+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বেষ্টা—বেষ্টন করা। কপ্র। ক্রি।

বেষ্টিত—১। পরিবৃত, ঘেরা। বেষ্ট্ (বেষ্টন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বেষ্টন। বেষ্ট্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

বেসন—দ্বিদল-চূর্ণ, ডাইলের গুঁড়া, বেসম। বেস্ (গমন করা)+অনট্ কর্ম। বি; ক্লী।

বেসম—ছোলা মটর প্রভৃতি ডাইলের গুঁড়া, বেসন। বাংপ্র। বি।

বেসরকারী—যাহা গভর্নমেণ্টের নয় এমন ('—স্কুল')। বাংপ্র। বিণ।

বেসরম—বেহায়া, নির্লজ্জ। ফা-মূ। বিণ।

বেসাত—কেনাবেচার জিনিস, পণ্য। <আ 'বিশাৎ'। বি।

বেসাতি—পণ্যদ্রব্য বিক্রয়। আ-মূ। বি।

বেসাতী—দোকানদার, পসারী। আ-মূ। বি। [বাংপ্র। বিণ।

বে সা ম রি ক—অসামরিক, civil.

বেসামাল—অসাবাল, রক্ষণ বা সংবরণ

করিতে অপারগ; অরক্ষিত। বাংপ্র। বিণ।

বেনার—পিষ্টমসলা, বাটনা। <বেশবার। প্রা কপ্র। বি।

বে-শুমার—অগণ্য। ফা-মূ। বিণ।

বেসুর, বেসুরো, বেসুরো—সুরের অমিলহেতু শ্রুতিকটু, অনসুরো। বাংপ্র। বিণ।

বেহক—অযথা, অযথার্থ, অসত্য; অন্যায়; অসংগত, অনুচিত। বাংপ্র। বিণ।

বেহকদার—যাহার প্রকৃত দাবি নাই, স্বত্বহীন, নিঃস্বত্ব। ফা-মূ। বিণ।

বেহদ্দ—নেহাত, অত্যন্ত; যৎপরোনাস্তি, সীমাবহির্ভূত। ফা-আ-মূ। বিণ।

বেহাই—বেয়াই, বৈবাহিক। <বৈবাহিক। বি; পু।

বেহাগ—সংগীতের রাগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

বেহাত—হস্তচ্যুত, অন্যগৃহীত, অনায়ত্ত। বাংপ্র। বিণ।

বেহান—বৈবাহিক-পত্নী; বৈবাহিকা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। [বিণ।

বেহায়া—বেসরম, নির্লজ্জ। ফা-আ-মূ।

বেহার—বিহার; বিশ্রামস্থান। প্রা কপ্র। বি।

বেহারা—বাহক, কাহার; বেয়ারা, বার্তাবাহক, পরিচালক, খানসামা। বাংপ্র। বি। [আ। বিণ।

বেহাল—দুঃস্থ, দুর্দশাপন্ন, অবস্থাহীন। ফা-

বেহালা—এক প্রকার সতার বাদ্যযন্ত্র। <পো 'viola'. বি।

বেহিসাবী—যে সবদিক ভাল করিয়া না দেখিয়া কাজ করে, অবিবেচক, অবিমৃশ্যকারী; অপরিমিত। ফা-আ-মূ। বিণ।

বেহুঁশ, বেহোঁশ—অচেতন, সংজ্ঞাহীন, জ্ঞানশূন্য; অসাবধান, অসতর্ক। ফা। বিণ

বেহুঁশিয়ার—অসতর্ক, অসাবধান ফা। বিণ।

বেহুলা—চাঁদ সদাগরের পুত্র লখিন্দরের ভার্যা। ইনি সাতিশয় পতিপরায়ণ ছিলেন। লখিন্দর সর্পাঘাতে অকালে কালকবলিত হইলে ইনি স্তব দ্বারা মনসাদেবীকে তুষ্ট করিয়া পতিকে পুনর্জীবিত করেন।

বে-হেড—মস্তিভ্রষ্ট, নিঃসত্ব; বখাটে বেল্লিক, গোঁয়ার। মিশ্র। বিণ।

বেহেস্ত—স্বর্গ। ফা। বি।

বৈ—১। সম্বোধন; অনুনয়; পাদপূরণ। ব +ডৈ কর্তৃ। ২। বিনা, ভিন্ন, ব্যতীত ব্যতিরেক। বাংপ্র। অ।

বৈঁচি—অতি ক্ষুদ্র ফল বিঃ, বিকঙ্কত বাংপ্র। বি। [বি; পু

বৈকঙ্কত—বৈঁচি গাছ। বিকঙ্কত শব্দ+ক

বৈকর্তন—১। সূর্যসম্বন্ধীয়; সূর্যবংশীয়। বিকর্তন (সূর্য)+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈকর্তনী**। ২। রাধেয়, কর্ণ। বিকর্তন (সূর্য)+ক অপত্যার্থে, কুমারী অবস্থায় কুন্তীর গর্ভে সূর্যের ঔরসে কর্ণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া কথিত। অথবা বিকর্তন (ছেদন)+ক, কর্ণ স্বীয় কবচ ও কুণ্ডলদ্বয় ছেদন করিয়া ইন্দ্রকে প্রদান করায় এই নামে খ্যাত হন। বি; পু।

বৈকল্পিক—বিকল্পপ্রাপ্ত, যাহা বিকল্পে হয়; বৈভাষিক। বিকল্প+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**বৈকল্পিকী**।

বৈকল্য—বিকলতা। বিকল+ক্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈকাল—অপরাহ্ণ, বিকাল বেলা। বিকাল +ক স্বার্থে। বি; পু।

বৈকালিক—আপরাহ্ণিক, বিকালসম্বন্ধীয়; বৈশাখ মাসে অপরাহ্ণে দেবতাকে ফলমূলাদি দেওয়া। বিকাল শব্দ+ফিক। বি; পু।

বৈকালী—১। বিকালসম্বন্ধীয়; বিকালবেলাকার। বিণ। ২। দেবতার বা দেববিগ্রহের আপরাহ্ণিক ভোগ। <বৈকালিক। বি।

বৈকি—নিশ্চয়; যাহাতে সংশয় নাই; ভাইত, তা'ত বটেই। বাংপ্র। অ।

বৈকুণ্ঠ—১। বিষ্ণু; ইন্দ্র। বি (বিগত) হইয়াছে কুণ্ঠা যাঁহার=বিকুণ্ঠ, বহ; বিকুণ্ঠ শব্দ+ক স্বার্থে। বি; পু। ২। বিষ্ণুর পুরী। বিকুণ্ঠ শব্দ+ক ইদমর্থে। বি; ক্লী।

বৈকুণ্ঠনাথ—বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

বৈকুণ্ঠনাথ বসু (রায় বাহাদুর)—১২৬০ সালে ভাদ্রমাসে জন্মাষ্টমীর দিবসে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ বসু। ইঁহাদের আদি নিবাস চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বহড়ু গ্রাম। ইঁহারা তথাকার প্রসিদ্ধ জমিদার। ১৮৬৬ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হন। কলেজে অধ্যয়ন সম্পূর্ণ না করিয়া, ১৮৭০ খ্রীঃ ২রা ডিসেম্বর ইনি টাঁকশালের নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ খ্রীঃ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের স্থাপিত "বঙ্গ-সংগীতবিদ্যালয়ে" প্রবিষ্ট হইয়া ইনি সংগীত শিক্ষা করেন, এবং ১৮৮১ খ্রীঃ বেঙ্গল একাডেমী অব্ মিউজিক প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি সেই সভার "অনারারি সেক্রেটারী" হন। ঐ সভার সাংবৎসরিক অধিবেশনে ইনি 'সংগীত উপাধ্যায়' উপাধি ও স্বর্ণকেয়ূর প্রাপ্ত হন। ইনি সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, হারমোনিয়ম, পিয়ানো, মৃদঙ্গ, বাঁয়া, তবলা প্রভৃতি বাদনে সুদক্ষ ছিলেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র এই উভয়বিধ সংগীতের স্বর-যোজনায় ও রাগ-রাগিণী জ্ঞানে ইঁহার সবিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। ইঁহার স্বরযোজনায় বিশেষত্ব এই যে, ইনি গানের ভাব ও ছন্দের উপর দৃষ্টি রাখিয়া স্বরযোজনা করিতেন। ইনি ১৮৮০ খ্রীঃ শিয়ালদহ পুলিস কোর্টের এবং ১৮৮২ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে কলিকাতার অন্যতম অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ ১লা অগস্ট ইনি কারেন্সি আফিসের ডেপুটি ট্রেজারার হন। পর বৎসর জুলাই মাসে গভর্নমেন্ট ইঁহাকে টাঁকশালের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজী ভাষায় ইঁহার যেরূপ অগাধ অধিকার, বাঙ্গালা ভাষাতেও ইনি সেইরূপই ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ১লা অক্টোবর ইনি পেনসন গ্রহণ করিয়া বৈতনিক রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে শিয়ালদহ কোর্টে ইনি সরাসরি বিচার করিবার অধিকার (Summary power) প্রাপ্ত হন। ইনি আলিপুর সেণ্ট্রাল, জুভিনাইল ও প্রেসিডেন্সি জেলের অন্যতম বেসরকারী পরিদর্শক ছিলেন। ইনি সুরসিক, সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং বিনয়ী ছিলেন। ফলতঃ এরূপ একাধারে বহুগুণসম্পন্ন, নিরহংকার, সুহৃদ্বৎসল, পরোপকারী লোক অতি বিরল। ইং ১৯২১ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অনেকগুলি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াছেন। এই অভিধানের সংকলন বিষয়ে ইঁহার সংকলয়িতা ৺সুবলচন্দ্র মিত্র ইঁহার নিকট অনেক প্রকারে সাহায্য পাইয়াছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ সেন (রায় বাহাদুর)—ইনি ১৮৪৩ খ্রীঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আলমপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা হরিমোহন সেন বরাট বহরমপুর জজ আদালতে কর্ম করিতেন। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ১৮৫৩ খ্রীঃ কাশিমবাজারের নিকটবর্তী নবপ্রতিষ্ঠিত ব্যাপ্লেটিয়া কলেজে ভরতি হন। ১৮৫৯ খ্রীঃ বহরমপুর কলেজ হইতে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। দুই বৎসর পরে সিনিয়ার পরীক্ষায় পাস করিয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৬২ খ্রীঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ., ১৮৬৩ খ্রীঃ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৪ খ্রীঃ বি. এল. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে

একশত টাকা মূল্যের সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। ওকালতি পাস করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারশাস্ত্রের ব্যবসায়ে ব্রতী হন। অতঃপর ১৮৬৬ খ্রীঃ হইতে বহরমপুরে ওকালতি আরম্ভ করিয়া স্থানীয় উকিল সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ১৮৭৩-৯৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি বহরমপুরের অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ইনি গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে সম্মানসূচক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ১৮৮৫-১৮৯৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, রোডসেস্ কমিটীর সভ্য, এবং মুর্শিদাবাদ অ্যাসোসিয়েসনের সভাপতি ছিলেন। ইনি ভারতের জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় স্থায়ী কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ বর্ধমান বিভাগের জেলাবোর্ডসমূহ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। কাশিমবাজারের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান রায় রাজীবলোচন রায় বাহাদুরের পরলোকপ্রাপ্তির পর কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হইলে বৈকুণ্ঠনাথ সেই কমিটীর সভাপতি রূপে দশ বৎসর কার্য করেন। নানাবিধ সৎকার্যে ইনি অর্থব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যালোচনাবিষয়ে ইঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল। ইনি জাতীয় শিক্ষাপরিষদের একজন বিশিষ্ট সভ্য, এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্রধানতঃ ইঁহারই উদ্যোগে বহরমপুরে তিনবার এই সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। ১৩১৬ সালে উক্ত সমিতির হুগলীর অধিবেশনে বৈকুণ্ঠনাথ সভাপতি মনোনীত হন। ১৯১১ খ্রীঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। কাশিমবাজারের মহারাজ স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয় এবং বৈকুণ্ঠনাথের অর্থেই "বেঙ্গল পটারী ওয়ার্কস্" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে এই মনীষী পুরুষ পরলোকগত হইয়াছেন।

বৈকৃত—বিকৃতি, বিকার। বিকৃত শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বৈক্রান্ত—স্পর্শমণি, চুম্বক পাথর। বিক্রান্ত +ষ্ণ। বি ; পু।

বৈক্লব্য—কাতরতা ; বিহ্বলতা ; অধীরতা ; চিত্তচাঞ্চল্য। বিক্লব+ষ্যঞ্ ভাবে। বি ; স্ত্রী

বৈখানস-১। বানপ্রস্থ। বি—খন্+ড কর্তৃ, তদুত্তরে অন+অস্ কর্তৃ+ষ্ণ। বি ; পু। ২। বানপ্রস্থসম্বন্ধীয়। বৈখানস+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈখানসী**।

বৈগুণ্য—বিগুণতা ; দোষ ; বৈকল্য। বিগুণ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বৈচক্ষণ্য—বিচক্ষণতা, নৈপুণ্য। বিচক্ষণ+ষ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বৈচিত্ত্য—মতিভ্রম, মনের ভ্রান্তি। বিচিত্ত+ষ্য। বি ; স্ত্রী।

বৈচিত্র্য—বিচিত্রতা, নানারূপতা ; সৌন্দর্য ; চমৎকারিত্ব। বিচিত্র+ষ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বৈজয়ন্ত—ইন্দ্রের প্রাসাদ ; ইন্দ্রধ্বজ ; কার্তিকেয়। বি—জয়ন্ত+ষ্য ইদমর্থে। বি ; পু।

বৈজয়ন্তী, বৈজয়ন্তিকা-জয়ন্তী ; পতাকা ; মালা ; সিঁড়ি। বৈজয়ন্ত+ঈপ্, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

বৈজয়িক—জয়সূচক। বিজয়+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈজয়িকী**।

বৈজাত্য—বিজাতীয়তা ; বৈলক্ষণ্য ; স্বভাবের ভিন্নতা ; লাম্পট্য। বিজাত শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

বৈজিক—১। বীজসম্বন্ধীয় ; বীজগণিতসংক্রান্ত। বীজ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈজিকী**। ২। পরমাত্মা ; তৈল বিঃ ; সদ্যোজাত অঙ্কুর। বি ; পু।

বৈজ্ঞানিক—বিজ্ঞান-বিশারদ ; বিজ্ঞানশাস্ত্রে নিপুণ ; শিল্পী ; বিজ্ঞানসম্বন্ধীয়। বিজ্ঞান শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**বৈজ্ঞানিকী**।

বৈঠক—উপবেশন ; ব্যায়ামের জন্য ওঠা-বসা ; সভাধিবেশন, মজলিস, সভা ; দণ্ডায়মান আধার। বাংপ্র। বি।

বৈঠক-খানা—উপবেশনকক্ষ, মজলিস ঘর ; বাহিরের বসিবার ঘর ; সভাগৃহ। বাংপ্র। বি।

বৈঠকী—সভা বা মজলিসের উপযুক্ত, মজলিসী ('—গান')। বাংপ্র। বিণ।

বৈঠা—১। নৌকার দাঁড়। বাংপ্র। বি। ২। উপবেশন করা, বসা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৈঠানো—বসানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৈড়াল-ব্রত-কপট-ধর্মাচরণ, গোপনে পাপাচরণ ও প্রকাশ্যে ধার্মিকতা প্রকাশ। বিড়াল শব্দ+ষ্ণ=বৈড়াল, বৈড়াল যে ব্রত, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

বৈড়ালব্রতিক, -ব্রতী (-ব্রতিন্)—ভণ্ডতপস্বী, কপট ধর্মাচারী। বৈড়ালব্রত শব্দ+ষ্ণিক, ইন্। বিণ ; পু। শাস্ত্রে বৈড়ালব্রতীর লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ধর্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্চাদ্মিকো লোকদম্ভকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্বাভিসন্ধকঃ॥"

অর্থাৎ কপটধর্মাচারী, সর্বদা লোভপরবশ, ছদ্মবেশধারী, প্রবঞ্চক, হিংসাপরায়ণ এবং সকলের নিন্দাকারী ব্যক্তিই বৈড়ালব্রতী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বৈণব—বেণুসম্বন্ধীয় ; বেণুনির্মিত। বেণু+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈণবী**।

বৈণবিক—বেণু-বাদক। বেণু শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**বৈণবিকী**।

বৈণিক—বীণা-বাদনকারী। বীণা শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী-**বৈণিকী**।

বৈণুক—১। বেণু-বাদক। বেণু শব্দ+কণ্। বিণ। ২। বংশদণ্ড। বি ; স্ত্রী।

বৈণ্য—বেণপুত্র, পৃথুরাজা। বেণ শব্দ+ষ্য অপত্যার্থে। বি ; পু।

বৈতংসিক- পশুপক্ষীর মাংসবিক্রেতা, কসাই। বিতংস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ।

বৈতনিক—বেতনভোগী ; কর্মকর ; বেতনসাধ্য। বেতন+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**বৈতনিকী**।

বৈতরণি, বৈতরণী—১। প্রেতনদী, যমদ্বারস্থ নদী বিঃ [শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই নদীর জল সাতিশয় উত্তপ্ত, শোণিতমাংসাস্থিপূর্ণ, দুর্গন্ধময়, এবং নক্রসমাকুল। মৃত্যুর পর জীবগণকে এই নদী পার হইয়া যমালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাকে সুখে উত্তরণ করিবার আশায় হিন্দুগণ মৃত্যুর পূর্বে বা পরে গোদান করিয়া থাকেন] ; রাক্ষসমাতা। বিতরণ শব্দ+ষ্ণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। উড়িষ্যামধ্যস্থ নদী বিঃ, উৎকলের পূর্ব রাজধানী যাজপুর এই নদীর তীরস্থ। এই নদীটি কেঁউঝাড় রাজ্যের পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া, যথাক্রমে কেঁউঝাড় ও ময়ূরভঞ্জ, কেঁউঝাড় ও কটক, এবং কটক ও বালেশ্বর জেলার মধ্যবর্তী সীমাস্বরূপ প্রবাহিত। শেষোক্ত স্থানে ব্রাহ্মণী নদীর সহিত মিলিত হইয়া ধামড়া নাম ধারণপূর্বক বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। বৈতরণী হিন্দুগণের একটি গণনীয় তীর্থ। এই তীর্থটি যযাতিকেশররাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যাজপুর হইতে প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত। কথিত আছে, এখানে ব্রহ্মা দশবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। যে ঘাটে তিনি যজ্ঞ করেন, তাহা দশাশ্বমেধ ঘাট নামে প্রসিদ্ধ। পরে এই যজ্ঞকুণ্ড হইতে উত্থিত হইয়া বিষ্ণু বরাহমূর্তি ধারণপূর্বক পৃথিবী উদ্ধার করেন। এই নিমিত্ত স্থানটি বরাহক্ষেত্র নামে অভিহিত। এখানে যে বরাহমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে, গোদান প্রভৃতি বৈতরণীর সমস্ত কার্য সেই মন্দিরেই সম্পন্ন করিতে হয়। দানান্তে গোপুচ্ছ ধারণ করিয়া হিন্দুগণ স্বর্গ গমনের বিঘ্ন বিনাশ

করে। দশাশ্বমেধ ঘাটের বিপরীত দিকে মহাকালীর মন্দির দৃষ্ট হয়। তৎপার্শ্বে সপরিবারে যমরাজের মন্দির বিরাজিত। এই স্থানে সতীর নাভিদেশ পতিত হয়। এখানে যে দেবীমূর্তি দৃষ্ট হয়, তাহার নাম বিরজা। বিরজামন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তরে কক্ষমধ্যে যে ইষ্টকনির্মিত কূপ লক্ষিত হয়, সেই কূপটি নাভিগয়া নামে প্রখ্যাত। ব্রহ্মার যজ্ঞকালে গয়াসুরের নাভিদেশ এইখানে অবস্থান করে, সেই জন্য স্থানটি উক্ত নামে অভিহিত। কথিত আছে, এখানে পিতৃগণের প্রীত্যর্থে পিণ্ড দান করিলে, গয়ায় পিণ্ডদানের তুল্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বৈতান, বৈতানিক ১। বিতানসম্বন্ধীয়; যজ্ঞীয়। বিতান শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈতানী, বৈতানিকী**। ২। হোমার্থ নৈবেদ্য; হোম। বি; ক্লী। ৩। যজ্ঞীয় অগ্নি। বি; পু।

বৈতাল, বৈতালিক বন্দী, স্তুতিপাঠক; বোধকর, যে রাজাকে জাগায়। বি—তাল শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণিক। বি; পু।

বৈদগ্ধি, -ধী—চাতুরী; রসিকতা। প্রা কপ্র। বি।

বৈদগ্ধ, বৈদগ্ধ্য—বিদগ্ধতা; চতুরতা; পটুতা; রসিকতা; পাণ্ডিত্য; শোভা; ভঙ্গী। বিদগ্ধ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈদগ্ধী—চতুরতা; রসিকতা। বৈদগ্ধ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈদর্ভ—১। বিদর্ভদেশীয়; বিদর্ভদেশজাত। বিদর্ভ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী **বৈদর্ভী**। ২। বিদর্ভরাজ। বি; পু।

বৈদর্ভী—১। বিদর্ভদেশীয়া, বিদর্ভজাতা। বৈদর্ভ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কাব্যের রীতি বিঃ [রচনা মধুর এবং সমাসই না বা অল্প সমাসযুক্ত হইলে তাহাকে বৈদর্ভী রীতি বলে]; দময়ন্তী; রুক্মিণী; অগস্ত্যপত্নী, লোপামুদ্রা। বি; স্ত্রী।

বৈদান্তিক—১। বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ; বেদান্তবাদী। বেদান্ত শব্দ+ষ্ণিক জ্ঞাতাদ্যর্থে। বি; পু। ২। বেদান্তসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**বৈদান্তিকী**।

বৈদিক—১। বেদবিৎ ব্রাহ্মণ; ব্রাহ্মণের শ্রেণী বিঃ। বেদ+ষ্ণিক জ্ঞাতাদ্যর্থে। বি; পু। ২। বেদবিহিত; বেদোক্ত। বিণ। স্ত্রী—**বৈদিকী**। **বৈদিক যুগ**—ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে সময়ে আর্যদের মধ্যে বেদের প্রাধান্য ছিল, Vedic Age.

বৈদুষ্য—পাণ্ডিত্য। বিদস্+ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

বৈদূর্য—মণি বিঃ, cats'-eye. বিদূর শব্দ+ষ্ণ্য ভবার্থে। বি; ক্লী।

বৈদেশিক—ভিন্নদেশীয়; অন্যদেশাগত; ভিন্নদেশবাসী। বিদেশ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-শিকী**।

বৈদেহ—১। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সংকর জাতি বিঃ; বণিক্; বিদেহ দেশের রাজা। বিদেহ শব্দ+ষ্ণ। বি; পু। ২। বিদেহদেশীয়; বিদেহজাত। বিদেহ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈদেহী**।

বৈদেহী—১। বণিক্-পত্নী; পিপ্পলী। বৈদেহ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। ২। জানকী, সীতা। বৈদেহ+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ৩। বিদেহদেশীয়া, বিদেহজাতা। বিণ; স্ত্রী।

বৈদ্য—১। বিদ্বান্, পণ্ডিত; আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, কবিরাজ; জাতি বিঃ। বিদ্যা শব্দ+ষ্ণ। ২। বেদসম্বন্ধীয়। বেদ শব্দ+ষ্ণ্য। বিণ।

বৈদ্যক—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ। বৈদ্য+কণ্। বি; ক্লী।

বৈদ্যনাথ—প্রসিদ্ধ শিব; ভৈরব বিঃ; দেশ বিঃ*, তত্র প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্তি। বি; পু।

* এই স্থানটি এক্ষণে সাঁওতাল পরগনার একটি মহকুমা ও প্রধান শহর। এ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যনাথ মূর্তিটি দ্বাদশ মহালিঙ্গের অন্যতম। শিবরাত্রি-সময়ে এস্থানে বহুলোকের সমাগম হয়। তীর্থের উৎপত্তি সম্বন্ধে লৌকিক বিবরণ এইরূপ,—

তপস্যায় প্রসন্ন করিয়া দশানন মহাদেবকে লঙ্কায় স্থাপিত করিবার প্রার্থনা করিলে, মহাদেব বলেন যে, "তুমি আমাকে মস্তকে স্থাপন করিয়া তোমার রাজধানীতে লইয়া যাইতে পার; কিন্তু যদি পথিমধ্যে আমাকে কোন স্থানে মস্তক হইতে নামাইয়া ভূতলে রাখ, তাহা হইলে আমি সেইখানেই রহিয়া যাইব।" দশানন এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া মহাদেবকে মস্তকে করিয়া যাইতে লাগিলেন। এদিকে ভীত দেবগণের প্ররোচনায় বরুণদেব দশাননের উদরে প্রবেশ করিলেন। প্রস্রাব-পীড়িত দশানন জনৈক ব্রাহ্মণকে ক্ষণকালের জন্য মহাদেবকে মস্তকে রক্ষা করিবার অনুরোধ করিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলেন। প্রস্রাব করা আর শেষ হয় না। এদিকে ব্রাহ্মণবেশধারী দেববিশেষ মহাদেবকে ভূমিতলে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহাদেব সেই স্থানেই রহিয়া গেলেন। ব্যর্থমনোরথ দশানন ক্রোধে মহাদেব-মস্তকে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া স্বরাজ্যে গমন করিলেন। এই স্থানটিই বৈদ্যনাথ নামে এবং বর্তমান মন্দির সন্নিকটে শিবগঙ্গা নামক পুষ্করিণীটি দশাননের প্রস্রাবসম্ভূত কর্মনাশা নদীর অংশ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বহুকাল পরে এই স্থানে ব্রাহ্মণগণ এই লিঙ্গরূপী মহাদেবের উদ্ধার সাধন করিয়া পূজা করিতে থাকেন। তৎপার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অনার্যগণও তাহাদের তিনটি শিলার সেবা করিতে থাকে। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণগণ কৃষিকর্ম দ্বারা ধন উপার্জন করিয়া বিলাসী হইয়া পড়ে এবং লিঙ্গপূজায় তাচ্ছিল্য করে। এতদ্দর্শনে "বৈজু" নামধারী জনৈক অনার্যনায়ক ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করে যে, "প্রত্যহ আমি এই লিঙ্গের মস্তকদেশে লগুড়াঘাত করিব।" একদিন সে প্রাতঃকালে স্বীয় গাভীদল অন্বেষণ করিতে বহির্গত হয় এবং সমস্ত দিবস অনাহারে থাকিয়া সন্ধ্যার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আহার করিবার উদ্যোগ করে। সেই সময়ে তাহার স্মরণ হয় যে, সেদিন লিঙ্গ-মস্তকে লগুড়াঘাত করা হয় নাই। তৎক্ষণাৎ সে আহারে না বসিয়াই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থে বহির্গত হয়। লিঙ্গস্থানে উপনীত হইলে, মহাদেব তাহার সম্মুখে প্রকট হইয়া বলেন, "আমার পুরোহিতগণ আমার সেবায় অমনোযোগী হইয়া স্বচ্ছন্দে গৃহে বিলাস-সুখে মগ্ন রহিয়াছে, আর তুমি অভুক্ত ও ক্লান্ত থাকা সত্ত্বেও আমাকে ভুল নাই। আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইয়াছি, বর প্রার্থনা কর।" তদুত্তরে বৈজু বলিল, "আমার প্রার্থনীয় কিছুই নাই, তবে তুমি "নাথ" নামে অভিহিত, আমার ইচ্ছা যে আমার প্রতিষ্ঠিত শিলাত্রয়ের মন্দির 'নাথ' নাম সংযুক্ত হউক।" মহাদেব বলিলেন, "আজ হইতে তোমার নাম বৈজনাথ বা বৈদ্যনাথ হইল, এবং আমার মন্দিরও এই নামে অভিহিত হইবে।" কালে বৈদ্যনাথ-লিঙ্গের মাহাত্ম্য বিস্তৃত ভাবে লোকগোচর হইলে, হিন্দুগণ বর্তমান মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠা করে। অনার্যগণের সেবিত সেই শিলাত্রয় মন্দিরের পশ্চিম প্রবেশদ্বারে অবস্থিত।

বৈদ্যনাথ মন্দির-প্রাঙ্গণ বেষ্টন করিয়া সর্বসমেত ২২টি মন্দির প্রতিষ্ঠিত। এই সুবৃহৎ প্রাঙ্গণটি মৃজাপুরের জনৈক বণিক্ কর্তৃক নির্মিত হয়। ২২টি মন্দিরের মধ্যে তিনটি ভিন্ন অবশিষ্ট কয়েকটি মন্দিরই লিঙ্গাত্মক। তিনটি মন্দিরের মধ্যে "জয়-দুর্গা" মন্দির অন্যতম। এই স্থানে সতীর হৃদয় পতিত হইয়া জয়দুর্গা নামে পূজিত। বৈদ্যনাথই ইঁহার ভৈরবরূপে অবস্থিত।

বৈদ্যনাথের পূর্বদিকে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে তপোবন বা পঞ্চকূটবন। কথিত

আছে, রাম সীতা কিছুকাল এখানে বাস করিয়াছিলেন।

বৈদ্যশাস্ত্র—চিকিৎসাশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, কবিরাজী শাস্ত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বৈদ্যসংকট—অনেক বৈদ্য দেখান রূপ বিপদ; বহু চিকিৎসক পরিবর্তন দ্বারা রোগবৃদ্ধি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

বৈদ্যুত, বৈদ্যুতিক—তড়িৎ-সম্বন্ধীয়, তাড়িত; তড়িন্ময়। বিদ্যুৎ+ষ্ণ, ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈদ্যুতী, বৈদ্যুতিকী**।

বৈদ্যুতবার্তাবহ—বিদ্যুৎচালিত সংবাদ-বাহকযন্ত্র, টেলিগ্রাফ। বৈদ্যুত যে বার্তাবহ, কর্মধা। বি; পু।

বৈদ্যুত-যান, বৈদ্যুতিক-যান—বিদ্যুতের বলে চালিত শকটাদি, ইলেক্‌ট্রিক গাড়ি। কর্মধা। বি; ক্লী।

বৈদ্যুতালোক, বৈদ্যুতিকালোক—তাড়িতালোক, electric light. কর্মধা। বি; পু।

বৈদ্যুতিক—'বৈদ্যুত' দ্রঃ।

বৈধ—বিধি-সিদ্ধ; বিধি-বোধিত; ন্যায়-সংগত; উচিত। বিধি+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**বৈধী**।

বৈধতা, বৈধত্ব বিধিসিদ্ধতা, বিধেয়তা, ঔচিত্য। বৈধ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

বৈধব্য—বিধবা অবস্থা, পতিহীনতা। বিধবা +ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈধর্ম্য—বিরুদ্ধ ধর্ম; নাস্তিকতা। বিধর্ম+ ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈধাত্র ১। বিধাতৃ-সম্বন্ধীয়। বিধাতৃ (বিধাতা)+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈধাত্রী**। ২। বিধাতৃপুত্র, সনৎ-কুমারাদি মুনি বিঃ। বিধাতৃ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

বৈধৃতি—যোগ বিঃ, অন্তিমযোগ। বি—ধৃতি শব্দ+ষ্ণি। বি; পু।

বৈধেয়-১। বিধিসম্বন্ধীয়। বিধি শব্দ+ ষ্ণেয় ইদমর্থে। ২। মূর্খ, অজ্ঞান। বি—ধা+য কর্ম+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**বৈধেয়ী**।

বৈনতেয়—বিনতার পুত্র, অরুণ ও গরুড়। বিনতা+ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

বৈনায়ক—বিনায়কসম্বন্ধীয়, গণেশসম্বন্ধীয়। বিনায়ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ।

বৈনায়িক—বুদ্ধমতাবলম্বী, বৌদ্ধ। বিনায় (খণ্ডন)+ষ্ণিক করে অর্থে। বি; পু।

বৈনাশিক—বিনাশশীল, ক্ষণস্থায়ী; পরাধীন। বিনাশ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**বৈনাশিকী**।

বৈপরীত্য—বিরুদ্ধতা, বিপর্যয়, উলটা। বিপরীত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈপিত্র, বৈপিত্রেয়—এক মাতার গর্ভে কিন্তু ভিন্ন পিতার ঔরসে জাত। বি (ভিন্ন)—পিতৃ শব্দ (পিতা)+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী **বৈপিত্রেয়ী**।

বৈপ্লবিক বিপ্লবাত্মক; বিদ্রোহজনক; আমূল পরিবর্তনসাধক। বিপ্লব+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ।

বৈবর্ণ্য বিবর্ণতা; লাবণ্যহীনতা। বিবর্ণ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈবস্বত বিবস্বতের পুত্র, সপ্তম মনু; রুদ্র বিঃ; যম; শনি। বিবস্বৎ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

বৈবস্বতী দাক্ষিণ দিক্‌। বৈবস্বত (যম) +ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

বৈবাহিক—১। বিবাহসম্বন্ধীয়; বিবাহ-যোগ্য। বিবাহ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। ২। পুত্র ও কন্যার শ্বশুর, বেহাই। বি; পু। স্ত্রী—**বৈবাহিকী**।

বৈভব—বিভুতা; প্রভুত্ব; সামর্থ্য; মহিমা; বিভব; বাহুল্য। বিভু+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈভবশালী (-শালিন্‌)—বিভবসম্পন্ন, ঐশ্বর্যশালী, সামর্থ্যযুক্ত। বৈভব—শাল্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**বৈভবশালিনী**।

বৈভাষিক—বৈকল্পিক। বিভাষা+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈভাষিকী**।

বৈমাত্র, বৈমাত্রেয়—বিমাতার গর্ভজাত। বিমাতৃ (বিমাতা)+ষ্ণ, ষ্ণেয় অপত্যার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বৈমাত্রী, বৈমাত্রেয়ী**।

বৈমানিক—১। উড়োজাহাজের চালক। বি; পু। ২। বিমানসম্বন্ধীয়; বিমান-চারী। বিমান+ষ্ণিক। বিণ।

বৈমুখ—বিমুখ, পরাঙ্মুখ। বাংপ্র। বিণ।

বৈমুখ্য—বিমুখতা; অপ্রসন্নতা; পলায়ন। বিমুখ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈয়াকরণ—ব্যাকরণসম্বন্ধীয়; ব্যাকরণজ্ঞ; ব্যাকরণাধ্যায়ী। ব্যাকরণ+ষ্ণ জ্ঞাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈয়াকরণী**।

বৈয়াঘ্র—ব্যাঘ্রচর্মাচ্ছাদিত (রথ)। ব্যাঘ্র শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ।

বৈয়াসকি—ব্যাসতনয়, শুকদেব। ব্যাস শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

বৈয়াসিক—ব্যাসসম্বন্ধীয়; ব্যাসদেব-প্রণীত। ব্যাস শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈয়াসিকী**।

বৈয়াসিকী—১। ব্যাসসম্বন্ধীয়া, ব্যাস-রচিতা। বৈয়াসিক+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্যাস-প্রণীত সংহিতা। বি; স্ত্রী।

বৈর—বীরত্ব, শৌর্য; দ্বেষ, শত্রুতা। বীর শব্দ +ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈরকার—শত্রুতাচারী; অনিষ্টকারী। উপংৎ; বৈর (শত্রুতা)‑কৃ+ষণ্‌ কর্তৃ। বিণ।

বৈরক্ত্য—বিরক্তি; বিরাগ; ঘৃণা। বিরক্ত +ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈরনির্যাতন, বৈরপ্রতীকার, বৈরশুদ্ধি—শত্রুতার প্রতিশোধ, দাদ তোলা। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে ক্লী, পু ও স্ত্রী। [বি; পু।

বৈরভাব—শত্রুতার ভাব, দ্বেষ। ৬তৎ।

বৈরশোধ—বৈরশুদ্ধি, শত্রুতার প্রতি-শোধ। ৬তৎ। বি; পু।

বৈরসাধন—শত্রুতাসাধন, বিপক্ষতাচরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

বৈরসেনি বীরসেনের পুত্র, রাজা নল। বীরসেন শব্দ+ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু।

বৈরাগ, বৈরাগ্য—সংসারে অনাসক্তি, সংসার-বাসনা-রাহিত্য, বিবেক। বিরাগ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈরাগী (-গিন্‌)—সংসারে অনাসক্ত, সংসার-বাসনা-শূন্য, বিবেকী; বৈষ্ণব ভিক্ষু। বৈরাগ শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বৈরাগিণী**।

বৈরাটি—বিরাট রাজের পুত্র উত্তর। বিরাট +ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু।

বৈরিতা—বিপক্ষতা, শত্রুতা। বৈরিন্‌ শব্দ +তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

বৈরী (বৈরিন্‌)—বিপক্ষ, শত্রু। বৈর শব্দ +ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**বৈরিণী**।

বৈরূপ্য—বিরূপতা; অযথাভাব; বিকৃতি। বিরূপ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈলক্ষণ্য—প্রভেদ; বিভিন্নতা, বিশেষ; অসামান্য; অন্য প্রকার। বিলক্ষণ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈশদ্য—প্রসন্নতা; নির্মলতা; শুভ্রত্ব; প্রাঞ্জলত্ব; স্পষ্টতা। বিশদ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈশম্পায়ন—ভারতবক্তা জনৈক মুনি। ইনি বেদব্যাসের শিষ্য। জন্মেজয়ের সর্প-যজ্ঞসভায় ইনি মহাভারত পাঠ করেন। ইনি যজুর্বেদের প্রবক্তা বলিয়া খ্যাত। কথিত আছে যে, ইনি একদা ব্রহ্মহত্যা-পাপে আক্রান্ত হইয়া শিষ্যগণকে এক যজ্ঞের আয়োজন করিতে বলেন। শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া ইঁহার নিকট অধীত বেদমন্ত্র সকল উদ্গিরণ করিয়া দেন। তাহাতে ঐ সমস্ত মন্ত্র তিত্তির পক্ষীর আকারে বহির্গত হইলে, ইঁহার অন্যান্য শিষ্যগণ সেগুলি ধারণ করেন। বি; পু।

বৈশাখ—১। বাঙালা বৎসরের প্রথম

মাস। বৈশাখী+ক অন্তার্থে। ২। মন্থনদণ্ড। বিশাখা+ক। বি; পু।

বৈশাখী ১। বিশাখা নক্ষত্রযুক্তা পূর্ণিমা। বিশাখা+ক+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। বৈশাখ মাস সম্বন্ধীয়; বৈশাখমাসের। বাংপ্র। বিণ।

বৈশিষ্ট্য—বিশিষ্টতা, প্রভেদ, বৈলক্ষণ্য; অসাধারণত্ব। বিশিষ্ট শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈশেষিক—১। কণাদপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। বিশেষ শব্দ+ষ্কিক। বি; ক্লী। ২। তৎশাস্ত্রজ্ঞ। বিণ। স্ত্রী—**বৈশেষিকী**।

বৈশ্বদেব—বিশ্বদেবের উদ্দেশে প্রদত্ত। বিশ্বদেব+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**বৈশ্বদেবী**।

বৈশ্বানর বেদাংশ বিঃ; অগ্নি। বিশ্বের নর =বিশ্বনর, ৬তৎ; বিশ্বনর+ষ্ণ ইদমর্থে। বি; পু।

বৈশ্য তৃতীয় বর্ণ, কৃষক বণিক্ প্রভৃতি জাতি। বিশ্ (বৈশ্য)+ষ্য স্বার্থে। বি; পু।

বৈশ্যা—বৈশ্যজাতীয়া স্ত্রী। বৈশ্য শব্দ+আপ্। বি; স্ত্রী।

বৈশ্যী—বৈশ্য-পত্নী। বৈশ্য+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

বৈশ্রবণ বিশ্রবা মুনির পুত্র, কুবের; রাবণ। বিশ্রবস্ শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে, নিপাতনে। বি; পু।

বৈষম্য -বিষমতা, অসাম্য, অসমানতা। বিষম+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈষয়িক -বিষয়সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক; সাংসারিক। বিষয়+ষ্কিক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**বৈষয়িকী**।

বৈষ্ণব—বিষ্ণুসম্বন্ধীয়; বিষ্ণুভক্ত; ধর্মসম্প্রদায় বিঃ। বিষ্ণু+ষ্ণ। বিণ।

বৈষ্ণবচূড়ামণি—প্রধান বৈষ্ণব, শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুভক্ত। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

বৈষ্ণবী ১। বিষ্ণুসম্বন্ধীয়া; বিষ্ণুভক্তা। বৈষ্ণব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বিষ্ণুভক্তা নারী; দুর্গা; তুলসী; মাতৃ বিঃ; অপরাজিতা। বি; স্ত্রী।

বৈসা বসা; উপবেশন করা; বাস করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৈসাদৃশ্য—বিসদৃশতা, বৈষম্য; গরমিল। বিসদৃশ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

বৈসানো বসানো। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৈসে—বসে; বাস করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৈহার্য -পরিহারযোগ্য ব্যক্তি, শ্যালকাদি। বিহার শব্দ+ষ্য। বি; পু।

বৈহাসিক—ভণ্ড, বিদূষক, সঙ। বিহাস+ষ্কিক করে অর্থে। বি; পু।

বোঁ—ঘূর্ণিধ্বনি; ঘূর্ণায়মান বস্তুর পতনের বা আঘাতের শব্দ। বাংপ্র। অ। [বি।

বোঁচকা—গাঁটরি, পুঁটলি, মোট। বাংপ্র।

বোঁচা—নাক-কাটা; নির্লজ্জ, বেহায়া; ছিন্নাগ্র। বাংপ্র। বিণ।

বোঁট, বোঁটা—বৃন্ত; মুষ্টি, হাতল, বাঁট। বাংপ্র। বি।

বোঁদে গুটিকাকার বেসনের মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

বো—১। উহা। প্রা কপ্র। সর্ব। ২। গন্ধ।

বোকা—নির্বোধ, আহাম্মক; অধিকবয়স্ক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

বোকা-ছাগল, বোকা-পাঁঠা—বয়োবৃদ্ধ ছাগ, যাহার দাড়ি গজাইয়াছে এবং গায়ে গন্ধ হইয়াছে। বাংপ্র। বি।

বোকামি, বোকামো নির্বুদ্ধিতা। বাংপ্র। বি। [বিণ।

বোকারাম অতিশয় বোকা। বাংপ্র।

বোচকা, বোচকী, বুচকী—কাপড়ের পুঁটলি বা বস্তা। বাংপ্র। বি।

বোজা—১। বুজা, মুদ্রিত হওয়া। ক্রি। ২। নিমীলিত, মুদ্রিত; ভরাট; রুদ্ধ। <বদ্ধ। বিণ।

বোঝা—১। ভার, মোট। বি। ২। বুঝিতে পারা। বাংপ্র। ক্রি।

বোঝাই ভারস্থাপন; ভরতি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

বোঝানো প্রবোধ দেওয়া; বুঝানো; উপদেশ দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

বোট—বড় নৌকা, পোত। < ইং 'boat'. বি। [বাংপ্র। বিণ।

বোটকা—ছাগলের মত ('—গন্ধ')।

বোটে—নৌকার ছোট দাঁড়। < বহিত্র। বি। [বি।

বোঠান—বধূ ঠাকুরানী, বউদিদি। বাংপ্র।

বোড়া—সর্প বিঃ। < বোড্র। বি।

বোড়ে—দাবাখেলার ঘুঁটি। বাংপ্র। বি।

বোঢ়ব্য—বহনীয়, বহনযোগ্য, বাহ্য। বহ (বহন করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

বোঢ়া (বোঢ়্)—১। বহনকর্তা, বাহক; মূঢ়। বহ্ (বহন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। ২। বিবাহকর্তা। বি; পু।

বোতল—বড় কাচ-কুপী বিঃ, কাচের বর্তুলাকার পাত্র। <ইং 'bottle'. বি।

বোতল টানা—বোতলের পর বোতল মদ খাওয়া।

বোতাম—জামা প্রভৃতি আটকাইবার জন্য চাকতি বা গুটিকা। <ইং 'button'. বি।

বোদ—পচা পাতা প্রভৃতি মিশ্রিত পাঁক। বাংপ্র। বি। [বিণ।

বোদা—কটুস্বাদ, বিস্বাদ; নির্বোধ। বাংপ্র।

বোদ্ধা (বোদ্ধৃ)—জ্ঞাতা, বোধশক্তিবিশিষ্ট, সহজে বুঝিতে পারে এরূপ। বুধ্ (বোঝা) +তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বোদ্ধ্রী**।

বোধ—১। জ্ঞান; জাগরণ; দর্শন; সমঝ; টের, মালুম; বুদ্ধি। বুধ্ (জানা, বুঝা)+ অল্ ভাব। ২। বোধিতকরণ, জানানো, বুঝাইয়া দেওয়া; সান্ত্বনা। ণিজন্ত বুধ্= বোধি (জানানো, বুঝানো)+অল্ ভাব। বি; পু।

বোধক—জ্ঞাপক; দ্যোতক; জাগরিতকারী; সূচক। ণিজন্ত বুধ্=বোধি (জানানো)+ ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**বোধিকা**।

বোধকর—জাগরিতকারী, বৈতালিক, বন্দী, স্তুতিপাঠক। বোধ করে (জন্মায়) যাহা, উপতৎ; বোধ—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পু।

বোধগম্য—জ্ঞানগম্য, বোধযোগ্য। ৩তৎ। বিণ।

বোধন—জ্ঞাপন, জানানো; জাগানো; সন্দীপন; উদ্দীপন; দেবমূর্তির জাগরণ। ণিজন্ত বুধ্=বোধি (জানানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বিণ।

বোধাতীত—জ্ঞানাতীত, দুর্জ্ঞেয়। ২তৎ।

বোধি—১। অশ্বত্থ। বুধ্ (জানা)+ইন্ কর্তৃ। ২। সমাধি বিঃ। বুধ্+ইন্ ভাব। বি; পু। ৩। বোদ্ধা। বুধ্+ইন্ কর্তৃ। বিণ। ৪। প্রবোধ দিয়া, বুঝাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বোধিত—জ্ঞাপিত; সূচিত; জাগরিত। ণিজন্ত বুধ্=বোধি (জানানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

বোধিতরু, -দ্রুম—অশ্বত্থবৃক্ষ; ভগবান্ বুদ্ধ যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। কর্মধা। বি; পু।

বোধিতব্য—বিজ্ঞাপ্য, জ্ঞাপিতব্য। ণিজন্ত বুধ্ (=বোধি)+তব্য কর্ম। বিণ।

বোধিসত্ত্ব—বিভিন্ন জন্মে বুদ্ধদেব; বৌদ্ধ। বোধি (সমাধি বিঃ) হইয়াছে সত্ত্ব যাঁহার, বহু। বি; পু।

বোধোদয়—১। জ্ঞানের আবির্ভাব। বোধের উদয়, ৬তৎ। বি; পু। ২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত একখানি পুস্তকের নাম। বোধের উদয় হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি; ক্লী। [কর্ম। বিণ।

বোধ্য—বোধগম্য, বোধযোগ্য। বোধি+য

বোন, বোনঝি, বোনপো—'বুন', 'বুনঝি', 'বুনপো' দ্রঃ।

বোনা—বুনা, বপন করা। বাংপ্র। ক্রি।

বোনাই—ভগিনীপতি। বাংপ্র। বি; পু।

বোপদেব—জনৈক পণ্ডিত। প্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ ইঁহার প্রণীত। ইনি খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষে ও ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ইনি দেবগিরি নামক স্থানে মহারাজ মহাদেবের ধর্মাধিকরণের পণ্ডিত ছিলেন। অপর কেহ কেহ বলেন,

ইনি দেবগিরির রাজা রামচন্দ্রের মন্ত্রী হিমাদ্রির বন্ধু ছিলেন। এই হিমাদ্রি প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহ ও চতুর্বর্গ-চিন্তামণি গ্রন্থের প্রণেতা। হিমাদ্রির অনুরোধে বোপদেব হরিলীলা ও মুক্তাফল নামক দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কবিকল্পদ্রুম, ধাতু-বোধ, ধাতুপাঠ, কাব্যকামধেনু, অশৌচ-সংগ্রহ, পরমহংসপ্রিয়, শ্রাদ্ধকাণ্ডদীপিকা, শতশ্লোকী, শীঘ্রবোধ ব্যাকরণ, সিদ্ধমন্ত্র প্রকাশ, বোপদেবশতক প্রভৃতি অনেক-গুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বোপদেব পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে ভূনাগেন্দ্র ও ভূবৃহস্পতি নামে সম্মানিত হইয়াছিলেন। প্রবাদ যে শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেবের প্রণীত। কিন্তু এ প্রবাদের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পণ্ডিত ভাণ্ডারকর ও সখারাম গণেশ দেউস্কর বলেন যে, বোপদেব দক্ষিণাপথ-বাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন প্রমুখ মনীষিগণ বোপদেবের 'শতশ্লোকী' নামক গ্রন্থে আত্মপরিচায়ক যে শ্লোক আছে তদ্দ্বারা ও অন্যান্য প্রমাণ দ্বারা নিরূপণ করিয়াছেন যে, বোপদেব জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভিষক্ (চিকিৎসক) কেশব, এবং তিনি ধনেশ্বরের ছাত্র। তিনি বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালী ছিলেন। বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদী-তীরস্থ মহাস্থান নামক নগরে তাঁহার বাস ছিল। এই মহাস্থান দেশ এখনও বর্ত্তমান।

বোবা—মূক, বাক্‌শক্তিহীন; নির্বাক্ মৌনী। বাংপ্র। বিণ।

বোমা—১। বিদারক চূর্ণ বা বারুদপূর্ণ গোলক। <ইং 'bomb'. বি। ২। জলোত্তোলনযন্ত্র, পাম্প; পরিপূর্ণ আঁটা বস্তাদি বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যস্থ দ্রব্য বাহির করিবার লৌহময় যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

বোম্বেটে—জলদস্যু; ডাকাত। <পো 'bombardeiro'. বি। [বি।

বোয়াল—বৃহৎ মৎস্য বিঃ। <বোদাল।

বোর—স্বর্ণরৌপ্যাদি পত্রের দানা; শিশু-কটির গোল অলংকার বিঃ। বাংপ্র। বি।

বোরকা—স্ত্রীলোকের আপাদমস্তক আচ্ছা-দক অঙ্গাবরণ বিঃ; ঘেরাটোপ। <আ 'বুর্ক'। বি।

বোরব—ধান্য বিঃ, বোরোধান। বোর—বা (গমন করা)+ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

বোরা—চট, থলিয়া, বস্তা। বাংপ্র। বি।

বোরো—জলার গ্রীষ্মকালীন ধান্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

বোর্ড—তক্তা, কাঠপট্ট; সমিতি; মন্ত্রণাসভা; শাসকসমিতি। < ইং 'board'. বি।

বোল—বুলি, কথা, বাক্য; তালসূচক বাদ্যধ্বনি; ক্ষারজল, সাজিমাটির জল; ঘউল। বাংপ্র। বি।

বোলচাল—কথা ও আচরণ। বাংপ্র। বি।

বোলত—বলে; বলিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। বি।

বোলতা—বরটা, দংশক পতঙ্গ বিঃ।

বোলতঁহু—বলিতেছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

বোলম—সাগর; বর। প্রা কপ্র। বি।

বোলবোলা—হাঁকডাক; প্রভাব, প্রতি-পত্তি; নামডাক। বাংপ্র। বি।

বোলানো—বলানো; আহ্বান করা, ডাকা; বুলানো। বাংপ্র। ক্রি।

বোলাবুলি—বলাবলি, কহাকহি; বাদানু-বাদ, কথা কাটাকাটি; গোলযোগ, গণ্ড-গোল। বাংপ্র। বি।

বোলি—১। বুলি, বাক্য, কথা। হি। বি। ২। বলিয়া, কহিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

বৌ—বধূ, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ ইত্যাদি। <বধূ। বি; স্ত্রী।

বৌ-ঠাকুরানী, বৌঠান—জ্যেষ্ঠ শ্যালক-পত্নী, বড় শালার স্ত্রী; জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবধূ, দাদার স্ত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বৌদি, বৌ-দিদি—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, দাদার স্ত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

বৌদ্ধ ১। বুদ্ধমতাবলম্বী; নাস্তিক। বুদ্ধ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বি; পু। ২। বুদ্ধপ্রণীত নিরীশ্বর শাস্ত্র। বি; স্ত্রী। ৩। বুদ্ধসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**বৌদ্ধী**। [বি; পু।

বৌধায়ন—জনৈক ঋষি। বুধ+ফায়ন।

বৌমা—পুত্রবধূ, কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, বা তত্তুল্য সম্পর্কীয়া নারী। <বধূমাতা। বি।

বৌহারি, বৌহারী—বউ, বধূ। প্রা কপ্র। বি।

ব্যংসক—১। ধূর্ত্ত, শঠ; প্রতারক। বি—অন্স্ (ভাগ করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**ব্যংসিকা**। ২। স্কন্ধ-বিহীন। বি (নাই) অংস (স্কন্ধ) যাহার, বহু। বিণ।

ব্যংসিত—প্রতারিত, প্রবঞ্চিত। বি—অন্স্ (ভাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যক্ত—১। প্রকাশিত; স্ফুট; প্রকট; বিকসিত; দৃষ্ট; স্থূল; প্রাজ্ঞ। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু।

ব্যক্তরূপ—১। পরমেশ্বর; বিষ্ণু। ব্যক্ত রূপ যাঁহার, বহু। ২। প্রকট রূপ বা মূর্ত্তি, প্রকাশ্য ভাব। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যক্তি—১। জীব; জন, লোক; শরীরী; দ্রব্য; পদার্থ, বস্তু। বি—অন্জ্+ক্তি কর্ম। ২। প্রকাশ। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যক্তিগত—পুরুষসম্বন্ধীয়, কোন এক ব্যক্তির উদ্দেশে কথিত বা কৃত। ২তৎ। বিণ।

ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তি বিশেষের স্বাতন্ত্র্য, বৈশিষ্ট্য, প্রাধান্য, বা প্রভাব, personality; আত্মভাব। ব্যক্তি+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

ব্যক্তীকৃত—স্পষ্টীকৃত, প্রকটীকৃত। ব্যক্ত+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=ব্যক্তী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যগ্র—ব্যাকুল, ব্যস্ত; চকিত; আগ্রহী; উৎসাহী; আসক্ত। বি (বিশিষ্টরূপ) অগ্র, প্রাদি। বিণ।

ব্যগ্রতা—ব্যাকুলতা; ব্যস্ততা; আগ্রহ। ব্যগ্র শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ব্যঙ্গ—১। বিকলাঙ্গ; অঙ্গহীন। বি (নাই বা বিকল) অঙ্গ যাহার, বহু। স্ত্রী—**ব্যঙ্গী**। বিণ। ২। ভেক। বি; পু। ৩। শ্লিষ্ট বাক্য; পরিহাস, ঠাট্টা। বি—অন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যঙ্গপ্রিয়—পরিহাসপ্রিয়, যে বিদ্রূপ করিতে ভালবাসে। বহু। বিণ।

ব্যঙ্গার্থ—১। ব্যঙ্গ্যার্থ (তাহা দ্রঃ)। ২। পরিহাসসূচক অর্থ, শ্লেষার্থ। মধ্যপ। বি; পু।

ব্যঙ্গোক্তি—ব্যঙ্গ্যোক্তি (তাহা দ্রঃ)।

ব্যঙ্গ্য—ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা বোধ্য (অর্থ)। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

ব্যঙ্গ্যার্থ—ব্যঞ্জন বৃত্তি দ্বারা বোধিত অর্থ, গৌণার্থ। ব্যঙ্গ্য যে অর্থ, কর্মধা। বি; পু।

ব্যঙ্গ্যোক্তি—শ্লেষ বাক্য, বক্রোক্তি; উপহাস, বিদ্রূপবচন। ব্যঙ্গ্য যে উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ব্যজন—১। বায়ুসঞ্চালন; পাখা দিয়া বাতাসকরণ। বি—অজ্+অনট্ ভাব। ২। পাখা। বি—অজ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ব্যজনী তালবৃন্ত, পাখা। বি—অজ্+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যঞ্জক—১। প্রকাশক, বোধক; দ্যোতক, বিকাশক। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ব্যঞ্জিকা**। ২। অভিনয়; ব্যঞ্জনা দ্বারা বোধিত শব্দ। বি; পু।

ব্যঞ্জন—১। চিহ্ন; হলবর্ণ, ক খ ইত্যাদি ['বর্ণ' দ্রঃ]; অন্নভোজনের উপকরণ, তরকারি। বি—অন্জ্ (প্রকাশ করা) +অনট্ করণ। ২। প্রকাশন; কাব্যের

গূঢ়ার্থপ্রকাশক বৃত্তি বিঃ, ব্যঞ্জনাবৃত্তি। বি—অন্‌জ্‌+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্যঞ্জনবর্ণ-হলবর্ণ, ক হইতে হ পর্যন্ত অক্ষর। কর্মধা। বি ; পু।

ব্যঞ্জনসন্ধি—সন্ধি বিঃ ('সন্ধি' দ্রঃ)। মধ্যপ। বি ; পু।

ব্যঞ্জনা—কাব্যের নিগূঢ়ার্থ প্রকাশক বৃত্তি বিঃ [কোন বাক্য উচ্চারিত হইলে যদি অভিধা ও লক্ষণা শক্তির সাহায্যে বক্তার অভিপ্রায় পরিস্ফুটরূপে প্রতীত না হয়, তাহা হইলে ঐরূপ স্থলে অর্থবোধের নিমিত্ত অন্যবিধ যে শক্তির সাহায্য আবশ্যক হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনাশক্তি বলে, আর ব্যঞ্জনা দ্বারা যে অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঙ্গার্থ বলে ; যেমন "তোমার সিঁথির সিঁদুর বজায় থাকুক" এই বাক্যটি কোন রমণীর প্রতি উচ্চারিত হইলে উহার অর্থ এই হয় যে, 'তুমি চিরকাল সধবা থাক'। কিন্তু উহা অভিধা বা লক্ষণা শক্তি দ্বারা বোধগম্য হয় না, একমাত্র ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা উহা প্রকাশিত হয়]। বি—অন্‌জ্‌ (প্রকাশ করা)+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্যঞ্জা—ব্যক্ত করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ব্যঞ্জিত—প্রকাশিত ; প্রকটিত ; সূচিত ; ব্যঞ্জনাবৃত্তি দ্বারা বোধিত। বি—ণিজন্ত অন্‌জ্‌—অঞ্জি (প্রকাশিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যতিকর—১। সম্পর্কবিশিষ্ট। বি—অতি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ব্যতিকরী**। ২। সম্পর্ক ; মিলন ; ব্যাপ্তি ; পরস্পর কর্মকরণ ; ব্যসন ; বিপদ্।…+অল্ ভাব। ৩। সমূহ।…+অল্ কর্ম। বি ; পু।

ব্যতিক্রম—বিপর্যয় ; বৈপরীত্য ; লঙ্ঘন। বি-অতি—ক্রম্+অল্ ভাব। বি ; পু।

ব্যতিক্রান্ত-বিপর্যয়প্রাপিত ; লঙ্ঘিত। বি—অতি—ক্রম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যতিব্যস্ত—অত্যন্ত ব্যস্ত, অতিশয় অস্থির, উত্ত্যক্ত। অতি (অতিশয়) যে ব্যস্ত সে অতিব্যস্ত, প্রাদি ; বি (বিশিষ্টরূপে) অতিব্যস্ত, প্রাদি। বিণ।

ব্যতিরিক্ত—অতিরিক্ত ; বর্জিত ; ভিন্ন। বি—অতি—রিচ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যতিরেক—ভেদ ; অতিক্রম ; বৃদ্ধি ; অভাব : কাব্যালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বি—অতি—রিচ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। [বাংপ্র। অ।

ব্যতিরেকে—ব্যতীত, ভিন্ন, বিনা।

ব্যতিষক্ত—অনুরক্ত, আসক্ত ; গ্রথিত ; মিলিত। বি—অতি—সন্‌জ্‌ (সংসক্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যতিষঙ্গ—আসক্তি, অনুরাগ ; একত্র বন্ধন ; মিলন ; সম্পর্ক। বি—অতি—সন্‌জ্‌ (সংসক্ত হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

ব্যতিহার, ব্যতীহার—গালাগালি, মারামারি ; পরস্পর একবিধ ক্রিয়াকরণ ; পরিবর্ত ; বিনিময়, বদল। বি-অতি—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ব্যতীত—১। বিগত ; সম্পন্ন ; মৃত ; অতিক্রান্ত। বি—অতি—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ছাড়া, বিনা। বাংপ্র। অ।

ব্যতীপাত—উৎপাত, ভূমিকম্প উল্কাপাতাদি অশুভ নৈসর্গিক ঘটনা ; (জ্যোতিষে) অশুভ যোগ বিঃ। বি—অতি—পত্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ব্যত্যয়, ব্যত্যাস—ব্যতিক্রম ; বিপর্যয় ; বৈপরীত্য। বি—অতি—ই (যাওয়া)+অল্ ভাব, ২য় পক্ষে বি—অতি—অস্ (হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ব্যথা—বেদনা ; দুঃখ ; শোক ; ভয়। ব্যথ্+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

ব্যথাকুল—বেদনাকাতর, দুঃখ-ক্লিষ্ট। ৩তৎ।

ব্যথিত—ব্যথাপ্রাপ্ত ; পীড়িত ; ভীত ; দুঃখিত। ব্যথ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যথিতবেদন—ব্যথীর মনোব্যথা, দুঃখীর কষ্ট। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্যথী (-থিন্)—বেদনাযুক্ত, ব্যথাগ্রস্ত ; সমদুঃখী, দরদী। ব্যথা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ : পু। স্ত্রী—**ব্যথিনী**।

ব্যধ—বেধ ; বিদ্ধকরণ ; ভেদন ; বাধা ; প্রহার। ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

ব্যধিজন—বন্ধুজন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন। প্রা কপ্র। বি।

ব্যপদেশ—১। ছল, অছিলা ; নাম ; বংশ। বি—অপ—দিশ্+অল্ করণ। ২। নামোল্লেখ ; কথন।…। অল্ ভাব। বি ; পু।

ব্যপদেষ্টা (-দেষ্টৃ)—উল্লেখকারী ; নাম-কীর্তক ; ছলকারক। বি—অপ-দিশ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ব্যপদেষ্ট্রী**

ব্যপনয়ন—প্রত্যাখ্যান ; পরিবর্জন ; ত্যাগ। বি—অপ—নী+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্যপনীত প্রত্যাখ্যাত ; অপসারিত ; তাড়িত। বি—অপ—নী+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপবর্জন—নিষেধ ; ত্যাগ ; দান। বি—অপ—বৃজ্ (ত্যাগ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্যপবর্জিত—নিবারিত ; নিষিদ্ধ ; ত্যক্ত ; দত্ত। বি—অপ—বৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপবর্তিত—প্রত্যাবর্তিত, যাহাকে ফিরান হইয়াছে এরূপ ; নিবর্তিত। বি—অপ—ণিজন্ত বৃত্—বর্তি (থাকানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপাকৃত-অস্বীকৃত ; অপনীত ; নিরস্ত ; নিরাকৃত। বি—অপ—আ—কৃ (করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যপাকৃতি—অস্বীকৃতি ; নিষেধ ; নিরাকরণ ; নিহ্নব। বি—অপ—আ—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ব্যপায়—নাশ ; অপনয়ন। বি—অপ—ই (যাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ব্যপাশ্রয়—আশ্রয় ; অবলম্বন। বি—অপ—আ—শ্রি+অল্ ভাব। বি ; পু।

ব্যপেক্ষা—অপেক্ষা ; অনুরোধ ; স্পৃহা। বি—অপ—ঈক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্যপেত—অপগত, রহিত ; বিরুদ্ধ। বি—অপ—ই (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যবকলন, ব্যবকলনা—বিয়োজন ; বিয়োগকরণ, বাকি কাটা, জমা খরচ কাটা। বি-অব—কল্ (গণা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে…+অন ভাব+আপ্। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ব্যবকলিত—বিয়োজিত ; যাহা বাকি কাটা হইয়াছে এরূপ ; বাকি। বি—অব—কল্ (গণা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবচ্ছিন্ন—বিভক্ত ; বিভিন্ন ; মোচিত ; বিশেষিত ; নির্ধারিত। বি অব—ছিদ্ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবচ্ছেদ—১। বিভেদ ; বিশ্লেষ ; বিশেষ-করণ ; মোচন ; শরবৃষ্টি ; নির্ধারণ। বি—অব—ছিদ্ (ছেদন করা)+অল্ ভাব। ২। খণ্ড। বি—অব-ছিদ্+অল্ কর্ম। বি ; পু।

ব্যবধা—ব্যবধান (সকল অর্থে)। বি—অব—ধা+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্যবধান, ব্যবধি—তিরোধান ; আবরণ; আড়াল ; অন্তর ; দূরত্ব। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+অনট্, কি ভাব। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

ব্যবধায়ক—ব্যবধানকারক ; আবরক, আচ্ছাদক। বি—অব—ধা (ধারণ করা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ব্যবধায়িকা**।

ব্যবসায় ১। জীবিকা, বৃত্তি ; পেশা ; কারবার, বাণিজ্য। বি—অব—সো+ঘঞ্ করণ। ২। যত্ন ; উদ্যম ; কার্য ; অনুষ্ঠান ; নিশ্চয় ; অভিপ্রায়।…+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ব্যবসায়াত্মক—নিশ্চয়াত্মক, কৃতনিশ্চয়, স্থির। ব্যবসায় (নিশ্চয়) হইয়াছে আত্মা

যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**ব্যবসায়াত্মিকা**। [বি।

ব্যবসাদার—ব্যবসায়ী, বণিক্। বাংগ্র।

ব্যবসায়ী (-সায়িন্)—কৃতোদ্যম ; অনুষ্ঠানকারী ; কৃতনিশ্চয় ; বাণিজ্যকারী ; কর্মবিশেষে অভিজ্ঞ বা যত্নশীল। ব্যবসায় +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ব্যবসায়িনী**।

ব্যবসিত—১। চেষ্টিত ; উদ্যত ; প্রতারিত ; স্থিরীকৃত ; নিশ্চিত। বি—অব—সো (নাশ করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। অভিপ্রেত ; অনুষ্ঠিত।…+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবস্থা—স্থিতি ; স্থিরতা ; নিয়ম ; বন্দোবস্ত ; কর্তব্য নির্দেশ ; শাস্ত্রীয় বিধি ; আইন ; পৃথক্ পৃথক্ স্থাপন। বি—অব—স্থা+ও ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্যবস্থাজাল—১। ব্যবস্থাসমূহ, বিধান সকল, নিয়মসমুদায়। ৬তৎ। ২। কূট ব্যবস্থা, জটিল নিয়ম। ব্যবস্থা জালসদৃশ, উপমিত। বি ; ক্লী।

ব্যবস্থাদাতা (-দাতৃ)—ব্যবস্থাদানকর্তা, বিধিপ্রদায়ক, যিনি ব্যবস্থা বা বিধান দেন। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

ব্যবস্থান—অবস্থিতি। বি—অব—স্থা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্যবস্থাপক—বিধিদায়ক ; আইনকর্তা ; নিয়ামক ; সংস্থাপক। বি—অব—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (স্থাপন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ব্যবস্থাপিকা**।

ব্যবস্থাপক-সভা—আইনরচনাকারিণী সভা, দেশের প্রতিনিধিগণ আইনরচনা ও দেশনিয়ন্ত্রণ-ব্যাপারের জন্য যে সভা গঠন করেন তাহা, Legislative Council. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ব্যবস্থাপত্র—ব্যবস্থালেখ্য, বিধান-লিপি, পাঁতি। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ব্যবস্থাপন—বিধিনির্ধারণ ; নিয়মকরণ ; আইন প্রণয়ন ; নিরূপণ। বি—অব—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (রাখা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্যবস্থাপিত—স্থিরীকৃত ; নির্ধারিত ; নিয়মিত ; প্রকৃতিপ্রাপিত। বি—অব—ণিজন্ত স্থা=স্থাপি (রাখা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবস্থাশাস্ত্র—বিধানশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র ; আইন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্যবস্থিত—১। সম্যক্ অবস্থিত। বি—অব—স্থা+ক্ত কর্তৃ। ২। স্থিরীকৃত ; নির্ধারিত ; পৃথক্কৃত।…+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবহর্তব্য—ব্যবহার্য। বি—অব—হৃ+তব্য কর্ম। বিণ।

ব্যবহর্তা (-হর্তৃ)—ব্যবহারকর্তা ; বিচারক। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ব্যবহর্ত্রী**।

ব্যবহার—ঋণদানাদি অষ্টাদশ বিবাদ ; পণ ; মামলা, মোকদ্দমা ; "আইন" ; বাণিজ্য ; আচরণ ; প্রয়োগ, কাজে লাগানো ; আচার ; প্রথা। বি—অব—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ব্যবহারজীবী (-জীবিন্)—ব্যবহারাজীব, আইন-ব্যবসায়ী ; উকিল, মোক্তার প্রভৃতি। উপতৎ ; ব্যবহার—জীব্+ণিন্ কর্তৃ বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

ব্যবহারজ্ঞ প্রাপ্তব্যবহার, প্রাপ্তবয়স্ক, সাবালক। ব্যবহার (মকদ্দমা প্রভৃতি) জানে যে, উপতৎ ; ব্যবহার শব্দ—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ব্যবহারদর্শী (-দর্শিন্)—বিচারকর্তা ; জুরি। উপতৎ ; ব্যবহার (মকদ্দমা)—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

ব্যবহারবিধি—মকদ্দমাসংক্রান্ত নিয়মাবলী, আইন। ৬তৎ। বি ; পু।

ব্যবহারশাস্ত্র, ব্যবহারসংহিতা—ব্যবস্থাশাস্ত্র, আইন। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ব্যবহারাজীব—আইন-ব্যবসায়ী, উকিল মোক্তার ব্যারিস্টার জজ প্রভৃতি। ব্যবহার (আইন) আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি ; পু।

ব্যবহারিক—ব্যবহারসিদ্ধ ; প্রয়োগসম্বন্ধীয় ; (দর্শনে) বাস্তব না হইলেও যাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, pragmatic. ব্যবহার+ফিক নিষ্পন্নার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ব্যবহারিকী**।

ব্যবহার্য—ব্যবহারের উপযুক্ত ; ব্যবহারযোগ্য। বি—অব—হৃ+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

ব্যবহিত—১। অন্তর্হিত। বি—অব—ধা+ক্ত কর্তৃ। ২। আচ্ছাদিত ; অন্তরিত। বি—অব—ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যবহৃত—উপভুক্ত ; আচরিত ; কার্যে প্রযুক্ত ; বিচারিত। বি—অব—হৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যভিচার—কদাচার ; কুক্রিয়া ; স্ত্রীপুরুষের অবৈধ সংসর্গ ; অন্যথাচরণ ; স্খলন ; অব্যাপ্তি ; অতিব্যাপ্তি। বি অভি—চর্ (চরা, গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

ব্যভিচারিণী—১। কদাচার-পরায়ণা ; কুক্রিয়াসক্তা। ব্যভিচারিন্ শব্দ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কুলটা ; পরপুরুষগামিনী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

ব্যভিচারিতা—কদাচারিতা, কুক্রিয়াসক্তি ; অব্যাপ্তি। ব্যভিচারিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ব্যভিচারী (-চারিন্)—১। কদাচারী ; কুক্রিয়াসক্ত ; পরস্ত্রীগামী ; ভ্রষ্ট ; অন্যথাচারী ; অব্যাপ্ত ; অতিব্যাপ্ত। বি—অভি—চর্ (চরা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ব্যভিচারিণী**। ২। কাব্যরসের সঞ্চারী ভাব। বি ; পু।

ব্যয়—খরচ, অপচয় ; অপগম ; নাশ ; অভাব। ব্যয়্+অল্ ভাব। বি ; পু।

ব্যয়কুণ্ঠ—কৃপণ, টাকা খরচ করিতে কাতর। ব্যয়ে কুণ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

ব্যয়বহুল—অধিক ব্যয়সাধ্য, যাহাতে অনেক খরচ লাগে। ব্যয় বহুল যাহাতে, বহু। বিণ।

ব্যয়বাহুল্য—ব্যয়াধিক্য, অত্যধিক ব্যয় বা খরচ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্যয়শীল—ব্যয়ী, খরুচে। বহু। বিণ।

ব্যয়সাধ্য—ব্যয়নিষ্পাদ্য, টাকা খরচ দ্বারা সাধনীয়। ৩তৎ। বিণ।

ব্যয়সাপেক্ষ—ব্যয়সাধ্য। ৬তৎ। বিণ।

ব্যয়াধিক্য—ব্যয়বাহুল্য, খুববেশী খরচ। ব্যয়ের আধিক্য, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্যয়িত—যাহা খরচ করা হইয়াছে এরূপ ; অপচিত ; বিগত ; বিনষ্ট। ব্যয়্ (প্রেরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যয়ী (ব্যয়িন্)—১। ব্যয়শীল, খরুচে। ব্যয়্ ধাতু+ণিন্ কর্তৃ। ২। ব্যয়যুক্ত। ব্যয় শব্দ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ব্যয়িনী**।

ব্যর্থ—নিরর্থক ; নিষ্প্রয়োজন ; নিষ্ফল। বি (নাই) অর্থ (প্রয়োজন) যাহাতে, বহু। বিণ।

ব্যর্থতা—নিষ্প্রয়োজনীয়তা, নিষ্ফলতা, বৈফল্য। ব্যর্থ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ব্যলীক—১। মনোদুঃখ ; বৈলক্ষ্য ; প্রতারণা ; লজ্জা ; অপরাধ। বি—অল্ (বারণ করা ইত্যাদি)+ঈকন্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। নাগর, লম্পট। বি ; পু। ৩। অপ্রিয় ; অসত্য ; অকর্তব্য ; অবিধেয় ; অদ্ভুত, আশ্চর্য ; পীড়াদায়ক। বিণ।

ব্যষ্টি—অসামগ্র্য, পৃথক্ পৃথক্ ভাব, এক একটি। বি—অশ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ব্যস্—এই পর্যন্ত, আর না, ইহাতেই শেষ, খতম, ইতি। ফা-মু। অ।

ব্যসন—বিপদ ; অশুভ ; পাপ ; দুঃখ ; নাশ ; ভ্রংশ ; বিষয়াসক্তি ; নিষ্ফলোদ্যম ; বৃথা চেষ্টা ; সুরাপান স্ত্রী মৃগয়া প্রভৃতিতে আসক্তি ; নেশা ; কামজ ও কোপজ দোষ [মৃগয়া, অক্ষ (পাশা খেলা), দিবানিদ্রা, পরীবাদ (পরনিন্দা), পরস্ত্রীসঙ্গ, মত্ত, ক্রীড়া, নৃত্য, গীতবাদ্য ও বৃথা ভ্রমণ, এই দশ প্রকার কামজ, এবং দুষ্টতা, দৌরাত্ম্য,

ক্ষতি, দ্বেষ, ঈর্ষা, প্রতারণা, কটূক্তি ও নিষ্ঠুরতা এই আট প্রকার কোপজ দোষ]। বি—অস্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যসনাসক্ত—ব্যসনানুরক্ত, কামজ ও কোপজ দোষে নিরত। ৭তৎ। বিণ।

ব্যসনী (-নিন্)—ব্যসনযুক্ত; কুক্রিয়ারত; আসক্ত। ব্যসন+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্যসনিনী**।

ব্যসু—গতপ্রাণ, মৃত। বি (বিগত) হইয়াছে অসু (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ।

ব্যস্ত—বিক্ষিপ্ত; বিস্তৃত; বিভক্ত; ব্যাকুল; অসমস্ত; বিপরীত, বিপর্যস্ত। বি—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যস্ততা—ব্যগ্রতা, ব্যাকুলতা; বিভাগ। ব্যস্ত+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ব্যস্তবাগীশ—ব্যস্তসমস্ত, অতিশয় ব্যস্ত, যে তাড়াতাড়ি সকল কাজ শেষ করিতে যায়। বাংপ্র। বিণ।

ব্যস্তসমস্ত—অত্যন্ত ব্যগ্র, অতি ত্বরান্বিত। দুই বিশেষণে কর্মধা। বিণ।

ব্যাং—বেঙ (তাহা দ্রঃ)।

ব্যাকরণ—শব্দ-ব্যুৎপাদক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকিলে কোন ভাষায় শুদ্ধরূপে কথা কহিতে ও লিখিতে পারা যায়, grammar. বি—আ—কৃ (করা)+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ব্যাকলা—বাকলা বা বাকল (বল্কল), খোলা, ছাল, ছিলকা। প্রা কপ্র। বি।

ব্যাকীর্ণ—বিক্ষিপ্ত, ইতস্ততঃ ছড়ান। বি আ—কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাকুব—বেকুব, বে-অকুফ, নির্বোধ, মূর্খ। বাংপ্র। বিণ।

ব্যাকুল—ব্যস্ত; উৎকণ্ঠিত; কাতর; শোক ভয়াদি দ্বারা ইতিকর্তব্যতাজ্ঞানশূন্য; ব্যাপৃত। বি (বিশিষ্টরূপে) আকুল, প্রাদি। বিণ। বি—**ব্যাকুলতা**।

ব্যাকুলিত—ব্যাকুলীকৃত, যাহাকে ব্যাকুল করা হইয়াছে এরূপ। ব্যাকুল শব্দ+ণিচ্ =ব্যাকুলি নাম ণিজন্ত ধাতু; তদুত্তরে ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাকূতি—বঞ্চনা, ছলনা; ভঙ্গি। বি—আ —কূ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যাকৃত—ব্যাখ্যাত; প্রকাশিত। বি—আ —কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাকৃতি—১। ব্যাখ্যান; প্রকাশন; ব্যাকরণ। বি—আ—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। ২। বিরুদ্ধ আকৃতি; ভঙ্গী। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

ব্যাক্রোশ—ভর্ৎসনা, তিরস্কার; কটূক্তি, গালাগালি। বি (বিশিষ্টরূপ) যে আক্রোশ, প্রাদি। বি; পু।

ব্যাক্রোশী—আক্রোশবাক্য, পরস্পর কটূক্তি। বি—আ—ক্রুশ্+ণম্ ভাব+ক +ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যাক্ষেপ—অভাসঙ্গ; বিলম্ব। বি—আ— ক্ষিপ্+অল্ ভাব। বি; পু।

ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান—কথন; বিবরণ; অর্থপ্রকাশ। বি—আ—খ্যা (বলা)+অ ভাব+আপ্, ২য় পক্ষে …+অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ব্যাখ্যাত—বিশেষরূপে কথিত; বর্ণিত। বি—আ—খ্যা (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাখ্যান—'ব্যাখ্যা' দ্রঃ।

ব্যাখ্যেয়—ব্যাখ্যানযোগ্য; বর্ণনীয়। বি— আ—খ্যা (বলা)+য কর্ম। বিণ।

ব্যাগ—থলি, চর্মাদি নির্মিত আধার বিশেষ যাহা সহজে খোলা ও বন্ধ করা যায়। <ইং 'bag'. বি।

ব্যাগল—আলগা, পৃথক্। প্রা কপ্র। বিণ।

ব্যাঘট্টন—সংঘর্ষণ; আলোড়ন; মন্থন। বি—আ—ঘট্ট্ (ঘোঁটা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যাঘাত—বিঘ্ন; অন্তরায়; আঘাত; যোগ বিঃ; কাব্যালংকার বিঃ। বি—আ হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যাঘাতক—বাধাদায়ক, বিঘ্নকর, প্রতিবন্ধক। বি—আ—হন্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ব্যাঘাতিকা**।

ব্যাঘ্র—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ জন্তু, শার্দূল, বাঘ; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ; রক্ত-এরণ্ড বৃক্ষ। বি—আ—ঘ্রা (ঘ্রাণ লওয়া) +ড কর্তৃ। বি; পু।

ব্যাঘ্রনখ—বাঘের নখ; অস্ত্র বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

ব্যাঘ্রী—বাঘিনী; কণ্টকারী। ব্যাঘ্র+ ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যাঙ—ব্যাং, ভেক। <ব্যঙ্গ। বি।

ব্যাঙ্ক—যে প্রতিষ্ঠানে টাকা জমা রাখিয়া প্রয়োজনমত তাহা তোলা যায়। <ইং 'bank'. বি। [দ্রঃ)।

ব্যাঙমা-ব্যাঙমী—বেঙ্গমা-বেঙ্গমী (তাহা

ব্যাজ—বিঘ্ন; অন্তরায়; ছল, কপট; বিলম্ব; সুদ। বি—অজ্+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

ব্যাজস্তুতি—কপট স্তব; কাব্যালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। ব্যাজময়ী যে স্তুতি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ব্যাজোক্তি—ছল দ্বারা উক্তি; ছলবাক্য; কাব্যালংকার বিঃ। ব্যাজ দ্বারা উক্তি, ৩তৎ। বি; স্ত্রী। [বি।

ব্যাট—বল খেলিবার ডাণ্ডা। <ইং 'bat'.

ব্যাটারি—তড়িৎসঞ্চালক যন্ত্র বিঃ, তাড়িত যন্ত্র; যন্ত্র-সমষ্টি; কামান-শ্রেণী ও তৎপরিচালক গোলন্দাজ সৈন্য ও অশ্বব্যূহ। <ইং 'battery'. বি।

ব্যাণ্ড—নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান বাদন; ঐরূপ বাদকদের দল বা সম্প্রদায়। <ইং 'band'. বি।

ব্যাত্ত—বিস্তৃত, প্রসারিত। বি—আ—অত্ (গমন করা), বা দা (দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাদড়া—মন্দ, কু, ভ্রষ্ট; দুষ্ট; ধূর্ত; নষ্ট; বিজাত, বিজন্মা। বাংপ্র। বিণ।

ব্যাদান—উদ্ঘাটন; প্রসারণ, বিস্তার। বি —আ—দা (দেওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বাংপ্র। বিণ।

ব্যাদিত—উদ্ঘাটিত; প্রসারিত, বিস্তৃত।

ব্যাধ—মৃগয়াজীবী জাতি; লুব্ধক। ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+ণ কর্তৃ। বি; পু।

ব্যাধবৃত্তি—১। ব্যাধের ব্যবসায়, পশুহনন, মৃগয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। ব্যাধের ব্যবসায়াবলম্বী, মৃগয়াকারী। ব্যাধের বৃত্তির ন্যায় বৃত্তি যাহার, বহু। বিণ।

ব্যাধি—রোগ, পীড়া। বি—আ—ধা (ধারণ করা)+কি অধি। বি; পু।

ব্যাধিগ্রস্ত—রোগাক্রান্ত, পীড়াযুক্ত, পীড়িত। ৩তৎ। বিণ।

ব্যাধিত—রোগগ্রস্ত, আতুর, রুগ্ণ। ব্যাধি শব্দ (রোগ)+ইত জাতার্থে। বিণ।

ব্যাধিমন্দির—ব্যাধির আলয়, রোগের আধার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ব্যাধুত, ব্যাধূত—আন্দোলিত; চালিত; কম্পিত। বি—আ—ধু, ধূ (কাঁপা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যান—সর্বাবয়ব-ব্যাপী বায়ু ['পঞ্চপ্রাণ' দ্রঃ]। বি—অন্ (বাঁচা)+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

ব্যাপক—ব্যাপ্তিশীল; আচ্ছাদক; বিস্তীর্ণ। বি—আপ্ (পাওয়া)+ণক কর্তৃ। বিণ।

ব্যাপন—ব্যাপ্তি, সর্বত্র স্থিতি; বিস্তার; আচ্ছাদন। বি—আপ্ (পাওয়া)+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [ক্রি।

ব্যাপা—ব্যাপ্ত হওয়া বা করা। বাংপ্র।

ব্যাপাদ, ব্যাপাদন—অনিষ্টচিন্তা; হনন, বধ। বি—আ—ণিজন্ত পদ্ বা পাদি +ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

ব্যাপাদিত—নিহত, বিনাশিত। বি—আ —ণিজন্ত পদ্=পাদি+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাপার—নিয়োগ; ক্রিয়া; ঘটনা; ব্যবসায়; অভ্যাস। বি—আ—পৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যাপারী (-রিন্)—ক্রিয়াযুক্ত; কার্যাসক্ত; ব্যবসায়ী। ব্যাপার শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্যাপারিণী**।

ব্যাপিকা—চঞ্চলা প্রগল্‌ভা স্ত্রী, ধিঙ্গী, বৈরিণী। ব্যাপক+আপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যাপী (ব্যাপিন্)—আচ্ছাদক; ব্যাপক; বিসরণশীল। বি—আপ্ (পাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্যাপিনী**।

ব্যাপৃত—ব্যাপারযুক্ত; নিযুক্ত; কার্যে রত। বি—আ—পৃ (পূরণ করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যাপ্ত—১। পূর্ণ; বেষ্টিত; বিস্তারিত; আচ্ছন্ন। বি·আপ্ (পাওয়া)+ক্ত কর্ম। ২। ব্যাপ্তিযুক্ত; সর্বত্র স্থিত; প্রসিদ্ধ। বি—আপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যাপ্তি—ব্যাপন, সর্বত্র স্থিতি; ঐশ্বর্য বিঃ; স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম; প্রসার; আবরণ। বি—আপ্ (পাওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যাপ্তিশীল ব্যাপনস্বভাব, যাহা স্বভাবতঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে এমন। বহু। বিণ।

ব্যাপ্য—ব্যাপনীয়, ব্যাপ্তিযোগ্য; অল্পদেশ-বৃত্তি। বি—আপ্+য কর্ম। বিণ।

ব্যাবর্তন—১। পরাঙ্মুখ হওয়া, ফেরা। বি—আ—বৃত্+অনট্ ভাব। ২। পরাঙ্মুখী-করণ, ফিরানো। বি—আ—ণিজন্ত বৃত্—বর্তি (থাকানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যাবর্তিত—পরাঙ্মুখীকৃত, যাহাকে ফিরানো হইয়াছে এরূপ। বি—আ—ণিজন্ত বৃত্—বর্তি (থাকানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাবসা—ব্যবসায়, কারবার, পেশা, বৃত্তি। বাংপ্র। বি।

ব্যাবহারিক—১। ব্যবহারসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক; ধর্মাধিকরণসম্বন্ধীয়। ব্যবহার শব্দ+ফিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ব্যাবহারিকী**। ২। বিচারক; মন্ত্রী। বি; পু।

ব্যাবহারী—পরস্পর ব্যবহার; পরস্পর হরণ। বি-অব—হৃ (হরণ করা)+ণন্ ভাব+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ব্যাবৃত্ত—১। যে ফিরিয়াছে; নিবৃত্ত; খণ্ডিত; নিষিদ্ধ। বি—আ—বৃত্ (থাকা) +ক্ত কর্তৃ। ২। নিবারিত; আচ্ছাদিত। ... ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাবৃত্তি—নিবৃত্তি; নিষেধ; বাধা; বিপর্যাস; নিয়োগ; খণ্ডন। বি—আ—বৃত্ (থাকা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যাভার—ব্যবহার। গ্রা কপ্র। বি।

ব্যাম—দুইটি বাহু দুই পার্শ্বে সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত করিলে একটি বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে অন্য বাহুর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যে দীর্ঘ পরিমাণ, বাঁও। বি—অম্ (গমন)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যামর্ষ—অধীরতা, ব্যাকুলতা। বি-আ—মৃষ্+অল্ ভাব। বি; পু।

ব্যামিশ্র—মিশ্রিত; সম্মিলিত। বি—আ—মিশ্র (মিশা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

ব্যামো—রোগ, পীড়া, ব্যারাম। <ব্যামোহ। বি।

ব্যামোহ—অজ্ঞান, মোহ; আময়, রোগ, ব্যাধি। বি—আ—মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যায়ত—১। বিস্তৃত; দীর্ঘ; লম্বা; দূর; অতিশয়। বি—আ—যম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। বিস্তার; দৈর্ঘ্য; আয়াস। ...+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ব্যায়াম—শ্রম; শ্রমসাধ্য কর্ম, শ্রম-সাধন ব্যাপার, কুস্তি প্রভৃতি; বিষম; দুর্গম স্থানে ভ্রমণ; পৌরুষ; ব্যাম, বাঁও। বি—আ—যম্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যায়ামবিধি—ব্যায়াম করিবার নিয়ম। ৬তৎ। বি। [প্রত্যহ রীতিমত ব্যায়াম দ্বারা দেহের লঘুতা, কার্যশক্তি, উপযুক্ত পুষ্টি, বাত প্রভৃতি রোগের নাশ এবং অগ্নিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যায়ামশীল ব্যক্তির কোন রোগ জন্মে না এবং বিরুদ্ধ বা বিদগ্ধ দ্রব্য ভুক্ত হইয়া শীঘ্র পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ব্যায়াম শরীরের শিথিলতা, জরা, স্থূলতা প্রভৃতির নাশক। শীত ও বসন্তকালে ইহা অতীব হিতকর। অন্য সময়ে অর্ধবল ব্যায়াম কর্তব্য। অর্ধবল ব্যায়াম, যথা—যখন হৃদয়স্থ বায়ু অতি দ্রুতভাবে মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, এবং মুখ শুষ্ক হয়, অথবা যখন কপালে, নাসিকায়, গাত্রসন্ধি-সমূহে এবং দুই বগলে ঘাম হইতে থাকে, তাহাকেই অর্ধবল ব্যায়াম বলে। ভোজনের পর, স্ত্রীসহবাসের পর, এবং কাস, শ্বাস, ক্ষয়, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ধাতুশোষ রোগযুক্ত ব্যক্তির ব্যায়াম নিষিদ্ধ। অতিরিক্ত ব্যায়ামে কাস, জ্বর, বমি, ক্ষয়, রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ জন্মে।]

ব্যারাম—রোগ, পীড়া, অসুখ। বি (নয়) আরাম, প্রাদি; কিংবা আরামের বি (বিপরীত), নিত্য। বি; পু।

ব্যারিস্টার—কৌন্সলী, উচ্চশ্রেণীর উকিল বিঃ। <ইং 'barrister'. বি।

ব্যাল—১। হিংস্র; অপকারী; ক্রূর। বি—আ—অড়্ (উদ্যম করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। হিংস্র জন্তু; সর্প; ব্যাঘ্র; দুষ্ট হস্তী। বি; পু। স্ত্রী—**ব্যালী**।

ব্যালগ্রাহ, ব্যালগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—আহিতুণ্ডিক, সাপুড়ে, মাল। উপতৎ; ব্যাল—গ্রহ্+ষণ্, ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

ব্যালমৃগ—চিতাবাঘ। ব্যাল (হিংস্র) যে মৃগ, কর্মধা। বি; পু।

ব্যালোল—ব্যাকুল, অস্থির, অতি চঞ্চল। বি (বিশিষ্ট) আলোল (চঞ্চল), প্রাদি। বিণ।

ব্যাস—১। বেদের বিভাগকর্তা মুনি ['বেদ-ব্যাস' দ্রঃ]; পুরাণপাঠক ব্রাহ্মণ। বি—অস্ (হওয়া)+ঘঞ্ কর্তৃ। ২। গোলাকার বস্তুর মধ্য-রেখা; (জ্যামিতিতে) যে সরলরেখা বৃত্তের কেন্দ্র ভেদ করিয়া উভয় দিকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত; বিস্তার; সমাসবাক্য। বি—অস্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

ব্যাসকূট—ব্যাসদেবের রচনার দুর্বোধ্য অংশ। বি; পু বা ক্লী।

ব্যাসক্ত—সংলগ্ন; অভিভূত; অত্যাসক্ত। বি—আ—সন্‌জ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যাসঙ্গ—অত্যাসক্তি; অতিশয় অনুরাগ। বি—আ—সন্‌জ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যাসার্ধ—ব্যাসের অর্ধভাগ, বৃত্তের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত সরলরেখা। ব্যাসের অর্ধ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ব্যাসিদ্ধ—নিষিদ্ধ; নিবারিত; অবরুদ্ধ। বি—আ—সিধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাহত—অতিশয় আহত; ব্যাঘাত-প্রাপ্ত; নিবারিত, নিষিদ্ধ; ব্যর্থ; বিফলীকৃত; হতাশ; ভীত। বি—আ—হন্ (বধ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাহার—উক্তি, কথন। বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ব্যাহৃত—উক্ত; কথিত। বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যাহৃতি—১। উক্তি, কথন। বি—আ—হৃ +ক্তি ভাব। ২। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাকার মন্ত্র। ...+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

ব্যুৎক্রম—ব্যতিক্রম, ক্রমবিপর্যয়; অনিয়ম। বি—উৎ—ক্রম্+অল্ ভাব। বি; পু। বিণ—**ব্যুৎক্রান্ত**।

ব্যুত্থান—উত্থিতি; উদয়; প্রতিরোধ; সমাধিভঙ্গের কাল। বি—উৎ স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্যুৎপত্তি—কৌশল; শাস্ত্রে সংস্কার বিঃ; বিশেষ উৎপত্তি; জ্ঞান; (ব্যাকরণে) শব্দের প্রকৃতিপ্রত্যয়াদি বিভাজন। বি—উৎ—পদ্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যুৎপন্ন—ব্যুৎপত্তিযুক্ত; বিশেষ সংস্কার-বিশিষ্ট; জ্ঞানবান্; শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন। বি—উৎ—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্যুৎপাদক—ব্যুৎপত্তিজনক; সংস্কারজনক। বি—উৎ—পদ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ব্যুৎপাদিকা**।

ব্যুৎপাদিত—প্রকৃতিপ্রত্যয়াদিযোগে নিষ্পাদিত। বি—উৎ—পাদি+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যুৎপাদ্য - ব্যুৎপত্তিলভ্য। বি—উৎ—পদ্+ ণ্যৎ কর্ম। বিণ।

ব্যূঢ়—বিবাহিত; যুদ্ধার্থে বিন্যস্ত; পরিহিত; বিপুল; পৃথুল; স্ফীত; সংহত। বি—বহ্ (বহন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যূঢ়ি—বিন্যাস; সাজানো; স্থূলতা। বি—বহ্ (বহন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যূঢ়োরস্ক -বিশালবক্ষঃ। ব্যূঢ় হইয়াছে উরঃ যাহার, বহু (সমাসান্ত ক আগম)। বিণ।

ব্যূত -উত, কৃতবয়ন, যাহা বোনা হইয়াছে এরূপ; তন্তুনির্মিত। বি -বে (বয়ন করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যূতি—বস্ত্রাদি বয়ন। বি বে (বয়ন করা) +ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ব্যূহ—১। বলবিন্যাস, সৈন্যগণকে শৃঙ্খলাপূর্বক স্থাপন; বিস্তার; বিতান। বি—উহ্ (তর্ক করা)+অল্ ভাব। ২। দেহ; সৈন্যসমূহ; সমূহ। বি উহ্+অল্ কর্ম। বি; পু।

ব্যূহিত—ব্যূহাকারে বিন্যস্ত। বি—উহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ব্যোম (ব্যোমন্)—আকাশ, নভোমণ্ডল; জল ['পঞ্চভূত' দ্রঃ]; অভ্র। ব্যে (আচ্ছন্ন করা)+মন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ব্যোমকেশ—মহাদেব। ব্যোমে (আকাশে) কেশ যাঁহার, বহু। [গঙ্গাধারণকালে শিবের জটাসমূহ আকাশময় ব্যাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার এক নাম ব্যোমকেশ।] বি; পু।

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী (B. Chakravarti)—একজন বড় ব্যারিস্টার। ইনি প্রথম বয়সে ব্যারিস্টারিতে যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি ও অগাধ অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে সাধারণের নানা কার্যে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু কোনটাতেই সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। বেঙ্গল ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্ক নামক বেসরকারী বাঙালী প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারই কর্তৃত্বের শৈথিল্যেই পরিণামে ব্যাঙ্কটি 'ফেল' হয়। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল নামক কাপড়ের কলেরও ইনি ডিরেক্টর ছিলেন। চক্রবর্তিমহাশয় রাজনীতিক্ষেত্রে স্বতন্ত্র (Independent) দলভুক্ত হইয়া বেঙ্গল কাউন্সিলে সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া বঙ্গরাজ্যের অন্যতর মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রিত্ব অল্পদিন স্থায়ী হওয়ায় তাহাতেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

ব্যোমকেশ মুস্তফী—১৮৬৮ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিলেন। পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ব্যোমকেশ বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হন। অল্পবয়সেই ১৮৮২ খ্রীঃ "তপস্বিনী" এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ "ভারত" নামক দুইখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু যখন প্রথম "বিশ্বকোষ" লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন ব্যোমকেশ তাঁহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও বঙ্গীয় সাহিত্যের পুষ্টি সাধন ইঁহার জীবনের প্রধান ও একমাত্র লক্ষ্য ছিল। পরিষদের পুস্তকালয়, চিত্রশালা, গৃহনির্মাণ সমস্তই ব্যোমকেশের পরিশ্রমের ফল। পরিষদ পত্রিকায় তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৯৯ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক হইয়া জীবনের শেষ পর্যন্ত তাহাতে কার্য করেন। মীরাট হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পরিষদের শাখা স্থাপন প্রধানতঃ ইঁহার চেষ্টাতেই হইয়াছে। ইনিই প্রথম বাঙ্গালা প্রাদেশিক শব্দ সংগ্রহ করেন এবং সকলকে এই শ্রেণীর কাজ করিতে অনুরোধ করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেও ইনি সাহিত্যাচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইয়া কার্য করিয়াছেন। প্রায় আট মাস কাল দুরন্ত যক্ষ্মারোগে ভুগিয়া অবশেষে ১৯১৬ খ্রীঃ ১লা এপ্রিল সাতচল্লিশ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ব্যোমচর—১। আকাশবিহারী, আকাশে বিচরণকারী। উপতৎ; ব্যোমন্—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চরী**। ২। পক্ষী; গ্রহনক্ষত্রাদি। বি; পু।

ব্যোমচারী (-চারিন্)—১। গগনবিহারী, আকাশে ভ্রমণশীল। ব্যোমে চরে যে, উপতৎ; ব্যোমন্ (আকাশ) চর্ (চলা) +ণিন কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্যোমচারিণী**। ২। দেবতা; গ্রহনক্ষত্রাদি; পক্ষী। বি; পু।

ব্যোমযান—বিমান, দেবযান; যে যান দ্বারা আকাশে বিচরণ করা যায়, বেলুন ['বিমান' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ব্রজ—১। গোষ্ঠ; পথ; মথুরার নিকটস্থ গোকুল, শ্রীকৃষ্ণ শৈশবে এই স্থানে পালিত হইয়াছিলেন। ব্রজ্+অল্ অধি। ২। সমূহ। ব্রজ্+অল্ কর্ম। বি; পু।

ব্রজক -পর্যটক; সন্ন্যাসী, তপস্বী। ব্রজ্ (গমন করা)+অক কর্তৃ। বি; পু।

ব্রজকামিনী, -নারী, -বধূ, -বালা, -রমণী—ব্রজাঙ্গনা, বৃন্দাবনের গোপনারী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রজকিশোর, -গোপাল—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

ব্রজগোপী—ব্রজবাসিনী গোপরমণী, গোকুলের গোয়ালার মেয়ে। ব্রজবাসিনী গোপী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ব্রজদুলাল শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের দুলাল (প্রিয়), ৬তৎ। বি; পু।

ব্রজধাম (-ধামন্) গোকুল। ব্রজনামক যে ধাম, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ব্রজন—ভ্রমণ, পর্যটন। ব্রজ্ (গমন করা) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ব্রজনাথ, -মোহন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু। [৬তৎ। বি; পু।

ব্রজবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের বল্লভ (প্রিয়),

ব্রজবাসী (-সিন্)—বৃন্দাবনবাসী; মথুরা ও বৃন্দাবনের পাণ্ডা। উপতৎ; ব্রজ—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু বা বিণ। স্ত্রী, **-বাসিনী**।

ব্রজবিহারী (-হারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; ব্রজ—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

মৈথিলী ভাষার অনুকরণে বৈষ্ণব কবিদের দ্বারা রচিত পদাবলীর ভাষা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ব্রজভাষা—প্রাচীন মিথিলার ভাষা, হিন্দী ভাষার শাখা বিঃ [ব্রজবুলি ও ব্রজভাষা স্বতন্ত্র]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রজমোহন—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

ব্রজরাজ নন্দ; শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

ব্রজলাল শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজ লাল্ (পালিত হওয়া)+অল কর্তৃ। বি; পু।

ব্রজলীলা শ্রীকৃষ্ণের গোকুলে কৃত কার্যসমূহ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রজাঙ্গনা ব্রজবাসিনী রমণী। ব্রজের অঙ্গনা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রজেন্দ্র—নন্দ; শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের ইন্দ্র, ৬তৎ। বি; পু।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—(১৮৯১—১৯৫২ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত গবেষক-লেখক ও সাহিত্যিক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ইনি সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস, সাহিত্যসাধক চরিতমালা ইত্যাদি ইঁহার সম্পাদিত গ্রন্থ।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল—(১৮৬৪—১৯৩৮ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত দার্শনিক। ইনি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হন।

ব্রজেশ্বর—শ্রীকৃষ্ণ। ব্রজের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

ব্রজেশ্বরী—রাধিকা। ব্রজের ঈশ্বরী, ৬তৎ।

ব্রজ্যা—গমন; পর্যটন; দেশভ্রমণ। ব্রজ্ +ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ব্রণ—ক্ষত, ঘা; স্ফোটক, ফোড়া। ব্রণ্ (অঙ্গচূর্ণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু।

ব্রণিত—ব্রণযুক্ত। ব্রণ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

ব্রণী (ব্রণিন্)—ব্রণযুক্ত। ব্রণ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্রণিনী**।

ব্রত—নিয়ম; সংযম; তপস্যা; পুণ্যজনক ও পাপক্ষয়কর কর্ম। বৃ (বরণ করা)+অতচ্ কর্ম, অথবা ব্রজ্ (গমন করা)+ঘ করণ। বি; ক্লী বা পু।

ব্রতচারী (-রিন্)—১। ব্রতপালনকারী। ব্রত—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-চারিণী**। ২। নৃত্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

ব্রততি, ব্রততী—১। বিস্তার। বৃত্+অতি ভাব, পক্ষে ঈপ্। ২। লতা। বৃত্+অতি কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ব্রতধারী (-ধারিন্)—ব্রতী, নিয়মস্থ; নিয়মপালনকারী, গৃহীত-ব্রত। উপতৎ; ব্রত শব্দ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্রতধারিণী**।

ব্রতভিক্ষা—উপনয়নকালীন ভিক্ষা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ব্রতাদেশ—উপনয়নসংস্কার। ব্রতের আদেশ (নির্দেশ). ৬তৎ। বি; পু।

ব্রতী (ব্রতিন্)—নিয়মস্থ, নিয়মপালনকারী; তপস্বী; যজমান; নিযুক্ত, রত। ব্রত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্রতিনী**।

ব্রহ্ম (ব্রহ্মন্)—১। তত্ত্ব, তৎসৎ; পরমেশ্বর; সগুণ ঈশ্বর (যেমন 'ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্মকৃপা'); বেদ; বেদজ্ঞান; তপস্যা। বৃন্হ্ (দীপ্তি পাওয়া ইত্যাদি)+মন্ কর্ম। বি; ক্লী।

২। দেশ বিঃ, Burma. ব্রহ্মদেশ স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—উর্ধ্বব্রহ্ম ও নিম্নব্রহ্ম। নিম্নব্রহ্ম পূর্বে বৃটিশ বর্মা নামে ইংরাজশাসনাধীন ছিল; উত্তরকালে উর্ধ্বব্রহ্ম ইংরাজাধিকারে আসিলে, সমগ্র ব্রহ্ম ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেলের শাসনাধীন হয়। বর্তমানে ব্রহ্মদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র। ব্রহ্মের প্রধান খনিজ উৎপন্ন দ্রব্য—কয়লা, মেটেতৈল ও টিন। জেড (Jade) নামক রত্নপ্রস্তর বহুলাংশে চীনদেশে প্রেরিত হয়। স্থানে স্থানে চুনী এবং নীলাও পাওয়া যায়। মৎস্যের ব্যবসায় বিলক্ষণ লাভজনক। সেগুন কাষ্ঠ এদেশে অধিক পরিমাণে জন্মে। ব্রহ্মবাসীরা কাষ্ঠের উপর খোদাইকার্যে অতিশয় নিপুণ। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে, ব্রহ্মবাসীদিগের পূর্বপুরুষগণ পশ্চিম চীন হইতে আসিয়া ইরাবতী নদীর সন্নিহিত স্থানে উপস্থিত হয়; সেখান হইতে কিয়দংশ তিব্বত ও আসাম দেশে গমন করে, এবং অপরাংশ ব্রহ্মদেশের সমতল ভূমিতে বসতি স্থাপন করে। ব্রহ্মবাসীরা প্রধানতঃ তিন জাতিতে বিভক্ত—ব্রহ্ম, কারেন ও তেলাং। ব্রহ্মগণ নামতঃ বৌদ্ধ; কারেনগণ "নাট" (ভূত-প্রেত) উপাসক; বহুসংখ্যক কারেন অধুনা খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। "থন্" জাতিই "তেলাং" নামে অভিহিত। ইহারাই ব্রহ্মদেশের আদিম অধিবাসী। কথিত আছে খ্রীষ্টীয় অব্দের বহু শতাব্দী পূর্বে দ্রাবিড় জাতীয় বহুসংখ্যক লোক ভারত হইতে ব্যবসায় উপলক্ষে সুবর্ণভূমি বা "রমণীয়" নামক স্থানে আগমন করে। ইরাবতী, সিটটঙ্গ (Sittung) ও সালবিন্ (Salvin) নদীত্রয়ের মুখ সন্নিহিত স্থানগুলি "সুবর্ণভূমি" নামে আখ্যাত ছিল। তেলিঙ্গানা নামক স্থান হইতে সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিল বলিয়া, এই থন্ জাতি তেলাং আখ্যা পাইয়াছে। ইহাদের ভাষায় ভারতীয় ভাষার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল "তেলাং" নামই ইহাদের ভারত হইতে আগমন-বার্তা সূচিত করিতেছে। থা-টন (Thapton), পাগান (Pagan) প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় স্থপতি শিল্পের নিদর্শন অদ্যাপি পাওয়া যায়।

আরাকান জাতি ও ব্রহ্মজাতির মধ্যে বাহ্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ প্রভেদ লক্ষিত হয় না। কথিত ভাষায় প্রভেদ থাকিলেও, ইহাদের লিখিত ভাষা প্রায়ই একরূপ। আরাকানবাসীরা ভারতে "মগ" নামে অভিহিত। ব্রহ্মবাসীরা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেই রেশমী বস্ত্র পরিধান করে। ইহারা অন্নাহারী। ইহাদের সন্তানগণ বিদ্যালয়ে ফুঙ্গী (বৌদ্ধ পুরোহিত) কর্তৃক ধর্মবিষয়ে শিক্ষিত হয়।

ব্রহ্মদেশ টলেমী কর্তৃক "Chryse Rogis" নামে অভিহিত। এই নামটি প্রাচীন পালি অভিধান "সোণাপরন্ত"র অনুরূপ। ব্রহ্মদেশের প্রবাদ এই যে, খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে বেনারস হইতে আসিয়া জনৈক রাজা আরাকান প্রদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় ১১শ হইতে ১৩শ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন ব্রহ্ম রাজ্যের গৌরবের মধ্যাহ্নকাল বলিয়া বর্ণিত। ১২৮৪ খ্রীঃ কুবলাই খাঁর রাজত্বকালে তদধীন মোগলগণ পাগান শহর এবং প্রাচীন ব্রহ্মরাজবংশের উচ্ছেদসাধন করে। তাহার পরে কিছুকাল মধ্যে ব্রহ্ম সানগণের অধীনে যায়। ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে টুঙ্গু (Toungoo) দেশীয় ব্রহ্মরাজগণ প্রবল হইয়া উঠে, এবং বংশ প্রতিষ্ঠা করিয়া পেগু, আভা ও আরাকান দেশ শাসন করিতে থাকে। শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গেই এই বংশের গৌরব বিলুপ্ত হয়; আর একটি নূতন বংশ প্রাদুর্ভূত হইয়া আভানগরী অধিকার করে, এবং সমস্ত ১৭শ শতাব্দী এবং ১৮শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত স্বীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখে। ইহার পরে পেগুয়ান বা তেলাংগণ বিদ্রোহী হইয়া আভা অধিকার ও রাজাকে বন্দী করে। রাজপ্রতিনিধি আলম্প্রা (Alampra) ১৭৫৩ খ্রীঃ রাজধানী পুনরধিকার করেন। ইনি ক্রমশঃ অনেকগুলি দেশ পেগুয়ানগণের অধিকার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বীয় শাসনাধীনে আনেন। এই সম্বন্ধে যে সকল যুদ্ধ ঘটে তাহাতে ফরাসীরা পেগুয়ানগণের সাহায্য করে, এবং ইংরাজেরা আলম্প্রা প্রমুখ ব্রহ্মগণের পক্ষ অবলম্বন করে। আট বৎসর রাজত্ব করিয়া আলম্প্রা ১৭৬০ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তিন বৎসরকাল রাজ্যশাসন করিয়া পরলোকগমন করিলে তাঁহার অপর পুত্র সিন-বিউ-সিন (Sin-byushin) বলপূর্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন। তদীয় রাজত্বকালে চারিদিকেই ব্রহ্মরাজ্য বিস্তৃতি লাভ করে। ১৭৭৬ খ্রীঃ তিনি লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার পুত্র সিঙ্গুমিন (Singumin) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অত্যাচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার খুল্লতাত বোডপয়া (Bodawpaya) বা মেন্তারাগী (Mentaragi) তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন (১৮৭১ খ্রীঃ)। দুই বৎসর পরে তিনি আরাকান প্রদেশ জয় করেন এবং আভা হইতে অমরপুরে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান।

১৭৯৫ খ্রীঃ পলাতক ব্রহ্মদেশী ডাকাতগণের অনুসরণে ব্রহ্মসৈন্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করে। এতদুপলক্ষে ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের মনোবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজ পলায়িত ডাকাতগণকে ধরিয়া ব্রহ্মরাজসৈন্যের হস্তে সমর্পণ করিলে, সেই সময়ের জন্য বিবাদ মিটিয়া যায়। রাজ্যবিস্তার গর্বে স্ফীত হইয়া উত্তরকালে ব্রহ্মসৈন্য ইংরাজের সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশপূর্বক নানাবিধ অত্যাচার আরম্ভ করে। ১৮২৪ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ইংরাজ ব্রহ্মরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এইটি প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ। ইংরাজ ব্রহ্মদেশের অবস্থা সম্যক্‌ভাবে অবগত না থাকায়, ইংরাজসৈন্যকে প্রথমে কষ্ট পাইতে হইয়াছিল; পরে ইহারা ব্রহ্মরাজ-

সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ব্রহ্মরাজকে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করেন। এই সন্ধিপত্রের শর্তমতে ইংরাজ আরাকান, মাণ্ডুই, টাভয় এবং ই (Ye) নামক প্রদেশগুলি এবং এক কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। এই সন্ধি ১৮২৬ খ্রীঃ স্থাপিত হয়। এইটি ইয়াণ্ডাবুর সন্ধি (Treaty of Yandaboo) বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত। তাৎকালিক ব্রহ্মরাজ বা-গাডড (Baggi-daw) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সন্ধির শর্তগুলি রক্ষিত হইয়াছিল। ১৮৩৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে, এবং তদীয় ভ্রাতা থারাওয়াড়ী (Tharawadi) বলপূর্বক সিংহাসন গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে ব্রহ্মদেশে ইংরাজবিদ্বেষ ধূমায়িত হইতে থাকে। তাঁহার পুত্র পাগান (Pagan) ১৮৪৬ খ্রীঃ পিতৃবিয়োগান্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার পরে ইংরাজবিদ্বেষ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ইংরাজ কর্মচারিগণের প্রতি অবজ্ঞা এবং ইংরাজ জাহাজের অধ্যক্ষগণের উপর অত্যাচারের মাত্রা অসহনীয় হইয়া উঠে। তদানীন্তন ভারতশাসনকর্তা লর্ড ডালহৌসী ব্রহ্মরাজকে ক্ষতিপূরণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। কিন্তু পাগান তাহাতে অসম্মত হন। তাহার ফলে দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের আয়োজন। ১৮৫২ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে ইংরাজ যুদ্ধ আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধের ফলে পেগু, বেসিন, মার্টাবান, রেঙ্গুন, প্রোম প্রভৃতি স্থানগুলি ইংরাজের হস্তে আসে। লর্ড ডালহৌসী স্বয়ং জুলাই মাসে রেঙ্গুনে গমন করেন, পরে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরের অনুমোদনপত্র সংগ্রহ করিয়া যাহাকে নিম্নব্রহ্ম বলা হয়, সেই প্রদেশটি ইংরাজাধিকারভুক্ত হইল বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা ১৮৫৩ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারি প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ উপলক্ষে কোন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই অত্যাচারী পাগান মিণ্ডন (Mindon) কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া কারারুদ্ধ হন।

১৮৫৩ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে মিণ্ডন রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। পেগুপ্রদেশ ইংরাজহস্তে আসা অবধি স্যার আর্থার ফেয়ার (Phayre) তাহার শাসনকার্য চালাইতে থাকেন; কিন্তু ব্রহ্মরাজ সন্ধিপত্র দ্বারা এ ব্যবস্থা স্বীকার করিতে অসম্মত হন। ১৮৫৫ খ্রীঃ মিণ্ডনরাজ লর্ড ডালহৌসীর নিকট মিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ কয়েকজন কর্মচারী প্রেরণ করেন। এই বৎসরে ফেয়ার সাহেব ইংরাজ দূত স্বরূপে ব্রহ্ম রাজধানীতে গমন করেন, কিন্তু সন্ধিস্থাপন সম্বন্ধে তিনি অকৃতকার্য হন। পরিশেষে ১৮৬২ খ্রীঃ মিণ্ডনরাজ সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন। এই বৎসরে নিম্নব্রহ্ম (যাহাকে ব্রিটিশ বর্মা বলা হইত) নামে একটি প্রদেশ গঠিত হয় এবং ফেয়ার সাহেব তাহার চীফ কমিশনার স্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ খ্রীঃ রাজধানী মান্দালায় (Mandalay) আর একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়; তাহার শর্তানুসারে ইংরাজ ও ব্রহ্মগণ মধ্যে বাণিজ্যসম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ১৮৭৮ খ্রীঃ মিণ্ডন প্রাণত্যাগ করিলে, তৎপুত্র থিব (Theebaw) সিংহাসন গ্রহণ করেন। পর বৎসরে রাজবংশের বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া তিনি সাধারণের মনে ঘোর বিভীষিকা উৎপাদন করেন। এই বৎসরের অক্টোবর মাসে ইংরাজ রেসিডেন্টকে রাজধানী হইতে উঠাইয়া আনা হয়। রাজ্যমধ্যে নানাভাবে অত্যাচার ও বিশৃঙ্খলতা প্রাদুর্ভূত হয়। রাজধানীতে ইংরাজপ্রতিনিধি নাই, অথচ ব্রহ্মরাজ ফরাসী ও ইটালীর প্রতিনিধিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। অন্যান্য রাজগণের সহিত সখ্য স্থাপন অভিপ্রায়ে ব্রহ্মরাজ ইউরোপে দূত প্রেরণ করিলেন। সন্ধির শর্তগুলি উপেক্ষিত হইতে লাগিল, এবং ইংরাজ ও ব্রহ্মবাসিগণের মধ্যে বাণিজ্য ব্যাপারে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ব্রহ্মরাজ বম্বে-বর্মা ট্রেডিং কর্পোরেশন নামক বৃটিশ বণিক্‌সমিতির উপর ২৩০,০০০ পাউণ্ড অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন। অভিযোগের মীমাংসা একটি নিরপেক্ষ সমিতির দ্বারা সম্পাদিত হউক,—ভারত গভর্নমেণ্ট ব্রহ্মরাজকে এই প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইবার পরে ১৪ই নভেম্বর ইংরাজ-সৈন্য একেবারে মান্দালয় অভিমুখে প্রেরিত হইল। ২৬শে তারিখে সৈন্যদল আভায় উপনীত হইলে, সেইখানে ব্রহ্মরাজ দূত দ্বারা আত্মসমর্পণের ইচ্ছা জ্ঞাপন করেন। ২৮শে নভেম্বর ইংরাজ মান্দালয় অধিকার করেন, এবং পরদিবসে ব্রহ্মরাজ থিব ভারতে প্রেরিত হন। থিবর নির্বাসনের পরেই উর্ধ্বব্রহ্ম ইংরাজের ভারতরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। এইটিই তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধের ফল। এই যুদ্ধ লর্ড ডফরিনের ভারতশাসন সময়ে ঘটে। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি উর্ধ্বব্রহ্ম ভারত-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল বলিয়া ঘোষণা প্রচারিত হয়। এই নূতন রাজ্য সুনিয়ন্ত্রিত করিতে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হয়। ১৮৯৭ খ্রীঃ ১লা মে সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য চীফ কমিশনারের পরিবর্তে জনৈক লেফটেন্যাণ্ট গভর্নরের শাসনাধীন করা হয়। ১৮৯৩ খ্রীঃ শ্যামরাজের সহিত এবং ১৯০০ খ্রীঃ চীনরাজের সহিত ব্রহ্মদেশের সীমা সম্বন্ধ স্থিরীকরণ সমাপ্ত হয়।

১৯৪৭ খ্রীঃ ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশও স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তাহার বহু পূর্বেই ইহা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল।

ব্রহ্মগুপ্ত—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্; ইনি জ্যোতিঃশাস্ত্রের অনেক উন্নতি করিয়া অশেষ যশোলাভ করিয়া গিয়াছেন; পরন্তু ইনি পৃথিবীর আহ্নিকগতি স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসিদ্ধান্ত নামক জ্যোতিষ গ্রন্থ ইনি ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রণয়ন করেন। ইনি শ্রীচাপবংশীয় শ্রীব্যাগ্রমুখ নামক রাজার রাজত্বকালে অবন্তী নগরে প্রাদুর্ভূত ছিলেন। বি; পু।

ব্রহ্মঘাতী (-ঘাতিন্)—ব্রহ্মহত্যাকারী, ব্রাহ্মণের প্রাণনাশক। উপতৎ; ব্রহ্মন্—হন্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

ব্রহ্মঘোষ—বেদধ্বনি। ৬তৎ। বি; পু।

ব্রহ্মঘ্ন—ব্রহ্মহত্যাকারী। উপতৎ; ব্রহ্মন্—হন্ (হনন করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ব্রহ্মঘ্নী**।

ব্রহ্মচর্য—ব্রহ্মচারীর ধর্ম; মৈথুনাভাব; ব্রত বিঃ ['আশ্রম' ও 'যমসাধন' দ্রঃ]। ব্রহ্মন্—চর্+য ভাব। বি; ক্লী।

ব্রহ্মচর্যাশ্রম—ব্রহ্মচারীর ধর্ম; ব্রহ্মচর্যের নিমিত্ত গৃহীত আশ্রম; গুরুগৃহে বাসপূর্বক বেদাধ্যয়ন। ব্রহ্মচর্যই আশ্রম, কর্মধা। বি; পু।

ব্রহ্মচারী (-চারিন্)—প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাসপূর্বক বেদাধ্যয়নকারী দ্বিজ; ব্রহ্মচর্যব্রতধারী। উপতৎ; ব্রহ্মন্—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

ব্রহ্মজীবী (-জীবিন্)—বেদজীবী; বেতনগ্রহণপূর্বক বেদাধ্যাপক দ্বিজ। উপতৎ; ব্রহ্মন্ (বেদ)—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

ব্রহ্মজ্ঞ—তত্ত্বজ্ঞ; বেদবিৎ। উপতৎ; ব্রহ্মন্ (তত্ত্ব, বেদ)—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মকে জানা, তত্ত্বজ্ঞান; নির্বাণ, কৈবল্য; আধ্যাত্মিক জ্ঞান; প্রকৃতি পুরুষ-বিবেক বিষয়ক জ্ঞান; বেদজ্ঞান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ব্রহ্মজ্ঞানী (-জ্ঞানিন্)—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তত্ত্বজ্ঞানবিশিষ্ট। [অধুনা] ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ব্রহ্মজ্ঞান+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জ্ঞানিনী**।

ব্রহ্মডাঙ্গা—ব্রাহ্মণের বাসযোগ্য উচ্চভূমি; উচ্চ অনুর্বরা ভূমি। বাংপ্র। বি।

ব্রহ্মণ্য—১। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়। ব্রহ্মন্+ষ্য। বিণ। ২। ব্রহ্মত্ব; ব্রহ্মতেজঃ। বি; স্ত্রী। ৩। বিষ্ণু; শনিগ্রহ। বি; পু।

ব্রহ্মণ্যদেব—নারায়ণ, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বি; পু।

ব্রহ্মতাল—মৃদঙ্গের চতুর্দশমাত্রিক তাল বিঃ। মধ্যপ। বি; পু। [বি।

ব্রহ্মতালু-ব্রহ্মরন্ধ্র, মাথার চাঁদি। বাংপ্র।

ব্রহ্মতীর্থ—পুষ্করতীর্থ; অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ। ব্রহ্মপ্রিয় যে তীর্থ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মতেজঃ (-তেজস্)—ব্রহ্মণ্য, ব্রহ্মজ্ঞান-জনিত শক্তি। ব্রহ্ম (ব্রহ্মজ্ঞান) জনিত যে তেজঃ, মধ্যপ অথবা ব্রহ্মের (ব্রাহ্মণের) তেজঃ, ৬তৎ। বি; পু।

ব্রহ্মত্ব-ব্রহ্মপদ; ব্রহ্মভাব; ব্রহ্মসাযুজ্য। ব্রহ্মন্+ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মত্র—ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। ব্রহ্মন্ -- ত্রৈ+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মদণ্ড—১। ব্রাহ্মণের অভিশাপ। ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) দত্ত দণ্ড, মধ্যপ। ২। ব্রাহ্মণের যষ্টি। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

ব্রহ্মদত্ত—ইক্ষ্বাকুবংশীয় নরপতি। ৩তৎ।

ব্রহ্মদেশ--'ব্রহ্ম' দ্রঃ।

ব্রহ্মদৈত্য—মরণানন্তর প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মই (ব্রাহ্মণই) যে দৈত্য, কর্মধা। বি; পু।

ব্রহ্মন্—'ব্রহ্ম' ও 'ব্রহ্মা' দ্রঃ।

ব্রহ্মনাভ—বিষ্ণু। ব্রহ্মা হইয়াছেন নাভি হইতে যাঁহার, বহু। বি; পু।

ব্রহ্মনির্বাণ—পরমাত্মায় লীন হওন, নির্বাণ মুক্তি, কৈবল্য। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মপত্র—পলাশপত্র। ব্রহ্মপ্রিয় পত্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

ব্রহ্মপিশাচ-ব্রহ্মরাক্ষস, ব্রহ্মদৈত্য। কর্মধা।

ব্রহ্মপুত্র—স্বনামখ্যাত নদ*; তীর্থ বিঃ; ক্ষেত্র বিঃ; বিষ বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

*ইহা পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম নদ। এই নদ তিব্বতে মানস সরোবরের সন্নিকটে উৎপন্ন। তিব্বতে নদীটি সম্পু নামে অভিহিত; সম্পু অর্থে "পবিত্র"। পরে আসাম রাজ্যের উত্তর-পূর্ব কোণে আসিয়া লোহিত, দিবং ও দিহং এই নদীত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণপূর্বক আসাম এবং পূর্ববঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থান হইতে পতনস্থান পর্যন্ত ইহা প্রায় ১৮০০ মাইল দীর্ঘ। নদটির বিশেষত্ব এই যে, ইহার কোন স্থানে অদ্যাপি সেতু নির্মিত হয় নাই। গঙ্গা নদীকে যেরূপে স্থানে স্থানে খালে পরিণত করিয়া কৃষিকার্যের সহায় করা হইয়াছে, ব্রহ্মপুত্র সেরূপে কৃষিকার্যের সহায়তা করে না; অর্থাৎ ইহার কোন অংশ খালে পরিণত হয় নাই। নদের তীরভূমি সান্তিশয় উর্বর এবং চা, পাট ও সরিষার চাষের উপযুক্ত।

এই নদে স্নান করিয়া হিন্দুগণ অশেষ পুণ্য সঞ্চয় করে। আসামে কামাখ্যাদেবীর মন্দিরের অর্ধ মাইল দূরে স্নানের স্থান। ইহারই নিকট পাণ্ডুঘাট। কথিত আছে, এইখানেই পুরাণোক্ত ব্রহ্মকুণ্ড ছিল, কুণ্ডটি অধুনা নদগর্ভে বিলীন। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্রে স্নান প্রশস্ত; এই দিনে ব্রহ্মার আদেশে পৃথিবীর সকল তীর্থ এই নদে আসিয়া মিলিত হয়। নদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ এইরূপ:—শান্তনু মুনির পত্নী অমোঘা ব্রহ্মার তেজ গর্ভে ধারণ করিয়া এক সুন্দরকান্তি পুত্র প্রসব করেন। প্রসবের পূর্বে মুনি উত্তরে কৈলাস, পূর্বে সম্বর্তক, দক্ষিণে গন্ধমাদন ও পশ্চিমে জারুধি এই পর্বত-চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কুণ্ড খনন করিয়া রাখেন। প্রসবান্তে পুত্রটিকে সেই কুণ্ডমধ্যে স্থাপন করেন। ব্রহ্মা আসিয়া পুত্র দর্শন এবং তাহাকে "লৌহিত্য" নাম প্রদান করেন। কিছুকাল পরে পুত্র বারিরূপে দেহ বিস্তার করিয়া কুণ্ডমধ্যে অবস্থান করেন। তদবধি মুনিবর এই কুণ্ড "ব্রহ্মকুণ্ড" নামে অভিহিত করেন। মাতৃবধজনিত পাপক্ষালন অভিপ্রায়ে পিতার আদেশে পরশুরাম এই কুণ্ডে স্নান করিয়া পাপমুক্ত হন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার হস্তাবদ্ধ কুঠারও হস্তস্খলিত হয়। এই কুঠার দ্বারা পথ করিয়া পরশুরাম লোকহিতার্থে এই পবিত্র কুণ্ডের বারি মর্ত্যলোকে আনয়ন করেন। ব্রহ্মার বীর্য-জাত বলিয়া নদের নাম ব্রহ্মপুত্র হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রী—সরস্বতী নদী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মপুরী—ব্রহ্মালয়, ব্রহ্মার আবাস, ব্রহ্মলোক। ব্রহ্মার পুরী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মবদ্য, ব্রহ্মোদ্য—১। ব্রহ্মোক্তি, ব্রহ্মবাক্য; ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মন্ শব্দ—বদ্+য, ক্যপ্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মোক্ত। ...+য বা ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

ব্রহ্মবন্ধু—নিন্দিত ব্রাহ্মণ, অপকৃষ্ট বিপ্র। ৬তৎ। বি; পু।

ব্রহ্মবর্ত—ব্রহ্মাবর্ত দেশ। উপতৎ; ব্রহ্মন্—বৃত্ (থাকা)+অল্ অধি। বি; পু।

ব্রহ্মবাদ—বেদপাঠ। ৬তৎ। বি; পু।

ব্রহ্মবাদিনী—১। বেদবক্ত্রী ইত্যাদি। ব্রহ্মবাদিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গায়ত্রী। বি; স্ত্রী।

ব্রহ্মবাদী (-বাদিন্)—বেদবক্তা; বেদাধ্যয়নকারী, ব্রাহ্ম; বেদান্তমতাবলম্বী। উপতৎ; ব্রহ্মন্—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ব্রহ্মবাদিনী**।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—ইনি ১৮৬১ খ্রীঃ কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রহ্মবান্ধবের বাল্য নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনের প্রারম্ভ হইতে ইনি স্বদেশের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হন। কেশবচন্দ্র সেনের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে সিন্ধুদেশে গমন করেন। সিন্ধুদেশে অবস্থানকালে কতিপয় রোমান ক্যাথলিক পাদরি সহিত মিলিত হইয়া ইনি খ্রীষ্টধর্মের অনুরাগী হন; তৎপরে খুল্লতাত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হন। এই সময় ইনি ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নাম পরিত্যাগ-পূর্বক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ এবং তৎসঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশভূষা ধারণ করেন। সিন্ধুদেশে অবস্থিতিকালে ইনি অনেকগুলি সিন্ধুযুবককে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তথায় ইনি কঙ্কর্ড ক্লাব নামে একটি সমিতি স্থাপন ও কঙ্কর্ড নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে করাচিতে ফিনিক্স ও হার্মান পত্রের কিছুদিন সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় Twentieth Century নামে একখানি পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। অনন্তর ইনি বিলাত যাত্রা করেন। তথাকার অক্সফোর্ড শহরে বেদান্তের ব্যাখ্যা করিবার উদ্দেশ্যে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েও হিন্দুদর্শন ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে কয়েকটি উচ্চ অঙ্গের বক্তৃতা প্রদান করেন। তাহারই ফলে অক্সফোর্ডে বেদান্ত অধ্যাপনার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। অতঃপর ইউরোপের নানাদেশ পরিভ্রমণপূর্বক কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া হিন্দুয়ানী গ্রহণ করেন। এই সময়ে বর্ধমানের সুপ্রসিদ্ধ উকীল ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরামর্শে ও পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্নের ব্যবস্থানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া আবার ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়া পরিচিত হন। এই সময় হইতে ইনি স্বদেশসেবার ব্রতী হন। ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গব্যবচ্ছেদের আন্দোলন সময়ে ইনি "সন্ধ্যা" নামে একখানি দৈনিক

পত্রের প্রচার করেন। এই সময়ে ইনি বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত বিশেষভাবে যোগদানপূর্বক মাতৃভূমির সেবায় প্রাণপণ করেন। বিলাত যাত্রার পূর্বে ইনি কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম স্থাপন কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রে ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রে সমধিক অভিজ্ঞ ছিলেন। সংস্কৃত বেদান্তশাস্ত্রে ও বাঙ্গালা ভাষায় ইঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। বাল্যকাল হইতে ইনি অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে আক্রান্ত হন। অবশেষে "সন্ধ্যা"র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মকদ্দমার সময় ইঁহার রোগ-বৃদ্ধি হয়। সেই সময় ইঁহাকে কলিকাতার ক্যাম্বেল হাসপাতালে লইয়া গিয়া অস্ত্র প্রয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু অস্ত্র করিবার তিন দিবস পরে ধনুষ্টংকার রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অবশেষে ১৯০৭ খ্রীঃ ২৭শে অক্টোবর হাঁসপাতালেই ইঁহার মৃত্যু ঘটে। নিমতলার শ্মশানঘাটে হিন্দু রীতি অনুসারে ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সকল শ্রেণীর লোক মিছিল করিয়া ইঁহার শবদেহের অনুগমনপূর্বক রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল।

ব্রহ্মবিৎ (-বিদ্)—ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রাহ্ম। উপতৎ; ব্রহ্মন্—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

ব্রহ্মবিদ্যা—তত্ত্ববিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্ম বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

ব্রহ্মবৃত্তি—ব্রাহ্মণের জীবিকা। ৬তৎ। বি ;

ব্রহ্মবেদ—ব্রহ্মবিদ্যা। মধ্যপ। বি ; পু।

ব্রহ্মবৈবর্ত—অষ্টাদশ পুরাণান্তর্গত পুরাণ বিঃ [দ্বিতীয় ভাগে "পুরাণ" দ্রঃ]। বি ; পু।

ব্রহ্মভূত—ব্রহ্মপ্রাপ্ত, ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। ব্রহ্মন্ — ভূ (হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ব্রহ্মভূতি—সন্ধ্যা। ব্রহ্মের ভূতি (মঙ্গল) যাহাতে বা যাহা হইতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মময়—ব্রহ্মে ব্যাপ্ত, পরমেশ্বরের রূপে পরিপূর্ণ বা সমাকীর্ণ ; ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্মন্ + ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**ব্রহ্মময়ী**।

ব্রহ্মমোহন মল্লিক—১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন তাঁহার জন্ম হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাঙ্গালা স্কুলে প্রবেশ করেন। বর্তমান প্রেসিডেন্সী কলেজ যথায় অবস্থিত, উক্ত বাঙ্গালা স্কুল তৎকালে তথায় ছিল। প্রবেশ ফী সমেত এক বৎসরের বেতন ছিল দুই টাকা মাত্র। দুই বৎসর এই বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়িবার পর তিনি বিনা বেতনে হেয়ার স্কুলের ছাত্ররূপে নির্বাচিত হন। সে সময় হেয়ার স্কুল ২২নং মীর্জাপুর স্ট্রীটে (বর্তমানে ডিস্ট্রিক্ট মিউনিসিপ্যাল আফিস) ছিল। হেয়ার স্কুল হইতে তিনি বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। হিন্দু স্কুলের জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্মমোহন চতুর্থ কলেজ ক্লাসে উন্নীত হন। ইহারই অল্পদিন পরে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। সট্‌ক্লিফ সাহেব তাহার প্রথম প্রিন্সিপ্যাল হন। ব্রহ্মমোহন হিন্দু কলেজের সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার এক বৎসর পর আর একটি পরীক্ষা দিয়া সরকারী কর্মে প্রবেশ করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কর্মজীবনের আরম্ভ হয়। তিনি স্কুলসমূহের ডেপুটি ইনস্পেক্টর পদ লাভ করেন। ইঁহার পর ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বন্ধু কানাইলাল পাইনের সাহায্যে চুঁচুড়াতে মডেল স্কুল নামে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মধ্যে কিছুদিন তিনি এডুকেশন গেজেট পরিচালন করেন। তৎপরে তাহা প্যারীচরণ সরকারের হাতে যায়। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মমোহন জ্যামিতি রচনা করেন। এই জ্যামিতি নর্মাল ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য হয়। তিনি একখানি ত্রিকোণমিতি (Trigonometry) রচনা করেন। তাঁহার রচিত একখানি জ্যামিতিক অনুশীলনও (Geometrical Problems) আছে।

ব্রহ্মযজ্ঞ—বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন ; মধ্যাহ্নসন্ধ্যার অন্তে করণীয় সন্ধ্যার অঙ্গ বিঃ। ৬তৎ। বি ; পু।

ব্রহ্মযষ্টি—ব্রহ্মদণ্ড, ব্রাহ্মণের ছড়ি বা লাঠি। ৬তৎ। বি ; পু বা স্ত্রী।

ব্রহ্মরন্ধ্র—শিরোদেশস্থিত ব্রহ্মস্থিত স্থানরূপ ছিদ্র ; ব্রহ্মতালু। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত রন্ধ্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মরাক্ষস—ব্রহ্মদৈত্য ; ভূত বিঃ। ব্রহ্মই (ব্রাহ্মণই) যে রাক্ষস, কর্মধা। বি ; পু।

ব্রহ্মরাত্রি—১। ব্রহ্মার নিশা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি। উপতৎ ; ব্রহ্মন্ (ব্রহ্মজ্ঞান)—রা (দেওয়া) + ত্রি কর্তৃ। বি ; পু।

ব্রহ্মর্ষি—বশিষ্ঠাদি ঋষি। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ) অথচ ঋষি, কর্মধা। বি ; পু।

ব্রহ্মর্ষিদেশ—কুরুক্ষেত্র মৎস্য পঞ্চাল শূরসেন—এই চারি দেশ। ৬তৎ। বি ; পু।

ব্রহ্মলোক—সপ্তলোকের সর্বোপরিস্থ লোক, ব্রহ্মার ভুবন। ৬তৎ। বি ; পু।

ব্রহ্মশাপ—ব্রাহ্মণ-প্রদত্ত অভিসম্পাত। মধ্যপ। বি ; পু।

ব্রহ্মশাসন—১। ব্রহ্মার আজ্ঞা, ব্রাহ্মণের আদেশ। ৬তৎ। ২। ব্রহ্মার বিচারভবন। ব্রহ্মার শাসন যথায়, বহু। বি ; ক্লী। ৩। নবদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গঙ্গাপারে গ্রাম বিঃ। বি ; পু।

ব্রহ্মসংহিতা—ব্রহ্মবিধায়িনী বেদ-শাখা ; মন্বাদিপ্রণীত স্মৃতিশাস্ত্র ; ভগবৎ সিদ্ধান্ত সংগ্রহগ্রন্থ। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মসংগীত—ব্রহ্মোপাসনামূলক সংগীত। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মসমাজ—ব্রাহ্মণসমূহ ; ব্রহ্মজ্ঞগণের বা ব্রাহ্মের সমিতি। ৬তৎ। বি ; পু।

ব্রহ্মসাযুজ্য—ব্রহ্মসংযোগ ; ঈশ্বরস্বরূপ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মসাবর্ণি—দশম মনু। বি ; পু।

ব্রহ্মসূত্র—যজ্ঞোপবীত, পৈতা ; শারীরক সূত্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মস্ব—ব্রাহ্মণের বিত্ত বা সম্পত্তি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মহত্যা—ব্রাহ্মণ বধ, ব্রাহ্মণের জীবন বিনাশ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মহা (-হন্)—ব্রহ্মঘাতী, ব্রাহ্মণহত্যাকারী ; শূদ্রপতি ব্রাহ্মণ। উপতৎ ; ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ)- হন্ (বধ করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

ব্রহ্মহৃদয়—নক্ষত্র বিঃ, Capella. বি ; ক্লী।

ব্রহ্মা (ব্রহ্মন্)—বিরিঞ্চি, বিধাতা, সৃষ্টিকর্তা ; ব্রাহ্মণ ; ঋত্বিক্ বিঃ ; ধর্মশাস্ত্র-প্রয়োজক ঋষি বিঃ ; যোগ বিঃ। বৃন্হ (দীপ্তি পাওয়া ইত্যাদি) + মন্ কর্তৃ। বি ; পু।

পুরাণাদি হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এইরূপ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংকলন করা যায় ;—

ইঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে সমুদায়ই তমসাচ্ছন্ন ছিল। পরে বিরাট্ মহাপুরুষ নিজ তেজে অন্ধকার দূর করিয়া জলের সৃষ্টি করেন। সেই জলের মধ্যে বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। সেই বীজ সুবর্ণ অণ্ডরূপে পরিণত হইলে, তন্মধ্যে মহাপুরুষ ব্রহ্মা-রূপে অবস্থিতি করেন। পরে উক্ত অণ্ড দ্বিখণ্ডিত হইয়া এক ভাগে আকাশ ও অপর ভাগে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। অতঃপর ব্রহ্মা দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করেন, যথা —মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরাঃ, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ, নারদ। এই সকল প্রজাপতি হইতে যাবতীয় জীবজন্তুর উদ্ভব হইয়াছে। ব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকেও সৃষ্টিকার্যের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসাধনার ব্যাঘাতাশঙ্কায় নারদ উহাতে অস্বীকৃত হইলে, ব্রহ্মা অভিশাপ প্রদানে

তাঁহাকে গন্ধর্ব ও মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। ব্রহ্মার ভার্যার নাম সাবিত্রী। দেবসেনা ও দৈত্যসেনা ইঁহার দুইটি কন্যা।

ব্র হ্মা ঞ্জ লি—বেদপাঠকালে গুরুসমীপে অঞ্জলি। ব্রহ্ম (বেদপাঠ) কালীন যে অঞ্জলি, মধ্যপ। বি ; পু।

ব্রহ্মাণী—ব্রহ্মার শক্তি, দেবী বিঃ। ব্রহ্মন্+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ব্রহ্মাণ্ড—জগৎ, বিশ্ব। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মাবর্ত- কুরুক্ষেত্রের সন্নিহিত সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী দেশ। ব্রহ্মন্— আ—বৃত্ (থাকা)+অল্ অধি। বি ; পু। [মধ্যপ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মারণ্য—বেদপাঠস্থান, বেদাধ্যয়নস্থান।

ব্রহ্মাস্ত্র—ব্রহ্মদেবতাক অস্ত্র ; ব্রহ্মশাপ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ব্রহ্মোত্তর--ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি, ব্রহ্মত্র। বাংপ্র। বি।

ব্রাউনিং, এলিজাবেথ ব্যারেট (Browning, Elizabeth Barret)—(১৮০৬—১৮৬১ খ্রীঃ)। ইংরেজ মহিলা কবি। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে কবি রবার্ট ব্রাউনিং-এর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

ব্রাউনিং, রবার্ট (Browning, Robert) —(১৮১২—১৮৮৯ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। মিস্টিক কাব্য রচনার জন্য ইনি বিখ্যাত ছিলেন।

ব্রাত—১। দল ; সমূহ ; বরযাত্রী বা কন্যা-যাত্রী ; পতিত ব্রাহ্মণের সন্তান। বৃ (বরণ করা ইত্যাদি)+অতচ্ কর্ম। ২। শ্রম-জীবী। ব্রত শব্দ+ক। বি ; পু। ৩। শারীরিক পরিশ্রম ; মজুরি। ব্রাত শব্দ (শ্রমজীবী)+ক ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

ব্রাতীন—১। শ্রমী ; শ্রমজীবী ; মজুর। ব্রাত শব্দ+ঈন। ২। ব্রতনিষ্ঠ। ব্রত শব্দ +ঈন। বিণ।

ব্রাত্য—সংস্কারবিহীন ; সাবিত্রীভ্রষ্ট ; পতিত ; অযোগ্যকালে উপনীত। ব্রত+ ক্য হীনার্থে। বিণ।

ব্রাহ্ম—১। ব্রাহ্মণসম্বন্ধীয় ; তপঃসম্ভূত ; ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মন্ শব্দ+ক। বিণ। স্ত্রী— **ব্রাহ্মী**। ২। হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূলদেশ ; পুরাণ বিঃ। বি ; ক্লী। ৩। বিবাহ বিঃ, বরকে আহ্বানপূর্বক অলংকৃতা কন্যাদান ['বিবাহ' দ্রঃ] ; ব্রহ্মার পুত্র ; নারদ ; রাজধর্ম বিঃ ; আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী ; অধুনা প্রচলিত ধর্ম বিঃ ; উক্ত ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ['ব্রাহ্মধর্ম' দ্রঃ]। বি ; পু।

ব্রাহ্মণ—১। হিন্দুদিগের মূল-বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে সর্বপ্রধান বর্ণ, বিপ্র, দ্বিজোত্তম ['চতুর্বর্ণ' দ্রঃ]। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ জানে যে, কিংবা অধ্যয়ন করে, অথবা ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করে যে, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মন্+ক। "যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা। বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্।" অর্থাৎ যোগ, তপঃ, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রহ্মন্ (ব্রহ্ম) +ক জাতার্থে। বি ; পু। ২। ব্রহ্মজ্ঞানী। বিণ। স্ত্রী—**ব্রাহ্মণী**। ৩। বেদাংশ বিঃ। ব্রহ্মন্ (বেদ)+ক ইদমর্থে। ৪। বিপ্র-সমূহ। ব্রহ্মন্ (ব্রাহ্মণ)+ক সমূহার্থে। বি ; ক্লী।

ব্রাহ্মণপণ্ডিত—বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অথচ পণ্ডিত, কর্মধা। বি ; পু।

ব্রাহ্মণী—১। ব্রহ্মজ্ঞানিনী। 'ব্রাহ্মণ' দ্রঃ। ব্রাহ্মণ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ব্রাহ্মণ-পত্নী ; ব্রাহ্মণজাতীয়া স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।

ব্রাহ্মণ্য—ব্রাহ্মণসমূহ ; ব্রাহ্মণত্ব। ব্রাহ্মণ+ষ্য সমূহাদ্যর্থে। বি ; ক্লী।

ব্রা হ্ম ণ্য শ্রী—ব্রহ্মতেজোজনিত সৌন্দর্য, ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক সুশ্রীকতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ব্রাহ্মধর্ম—অধুনা প্রচলিত ধর্মমত বিঃ। এই ধর্মাবলম্বিগণ একেশ্বরবাদী, অর্থাৎ ইঁহারা একমাত্র নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই, স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত। রাজা রামমোহন রায় প্রথমে এই ধর্মের প্রচলন করেন, এবং ১৮২৯ খ্রীঃ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেনের প্রযত্নে ইহার অনেক উন্নতি সংসাধিত হয়। এক্ষণে ইহা নানা শাখায় বিভক্ত, যথা—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি ব্রাহ্মসমাজ, কেশবচন্দ্র সেনের নববিধানী সমাজ, এবং শিবনাথ শাস্ত্রীর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ। প্রথমটি ঠাকুর বাড়িতে, দ্বিতীয়টি কেশব সেন স্ট্রীটে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে, এবং তৃতীয়টি বিধান সরণীতে নিজ সমাজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত।

ব্রাহ্মবিবাহ বরকে আহ্বানপূর্বক সালং-কারা কন্যাদান ; ব্রাহ্মসমাজের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ। কর্মধা। বি ; পু।

ব্রা হ্ম মু হূ র্ত—অরুণোদয়কালের প্রথম দণ্ডদ্বয়, সূর্য দৃশ্যমান হইবার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই দণ্ডকাল। কর্মধা। বি ; পু।

ব্রা হ্ম স মা জ—আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিগণের সমিতি ; ব্রাহ্মসম্প্রদায়। ৬তৎ। বি ; পু।

ব্রাহ্মিকা—ব্রাহ্মমহিলা, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বিনী নারী। বাংপ্র। বি।

ব্রাহ্মী—১। ব্রহ্মার শক্তি, মাতৃ বিঃ ; দুর্গা ; ব্রাহ্মীশাক (এই শাক স্বর, মেধা, স্মৃতি, বর্ণ ও অগ্নিবর্ধক এবং শিশুগণের শোণিত-শোধক) ; প্রাচীন লিপি বিঃ। ব্রহ্মন্ শব্দ +ক ইদমর্থে+ স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মসম্বন্ধীয়া ; ব্রহ্মোপাসিকা। বিণ।

ব্রিজ- সেতু, পুল ; তাসের একপ্রকার খেলা। <ইং 'bridge'. বি।

ব্রিটন—ইউরোপের অন্তর্গত দেশ বিঃ (ইংলণ্ড ইহারই অন্তর্ভুক্ত), বিলাত। <ইং 'Briton'. বি।

ব্রিটিশ—ব্রিটনদেশীয়, ইংলণ্ডীয়, ইংলিশ, ইংরাজ। <ইং 'British'. বিণ।

ব্রীড়—লজ্জা। ব্রীড়্ (লজ্জিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

লজ্জা। ব্রীড়্ (লজ্জিত হওয়া)+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

ব্রীড়া—লজ্জা। ব্রীড়্ (লজ্জিত হওয়া)+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

ব্রীড়াবনত—লজ্জায় নত, লাজনম্র। ৩তৎ।

ব্রীড়িত—১। লজ্জাপ্রাপ্ত ; লজ্জিত। ব্রীড়্ (লজ্জা পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। লজ্জা। ব্রীড়্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ব্রীহি—ধান্য ; আশুধান্য ; পরিমাণ বিঃ। ব্রী (প্রার্থনা করা)+হি কর্ম। বি ; পু।

ব্রীহী (ব্রীহিন্)—ধান্যযুক্ত (ক্ষেত্রাদি)। ব্রীহি+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী— **ব্রীহিণী**।

ব্রুচ, ব্রোচ—বস্ত্রে বদ্ধ করিবার নারীভূষণ বিঃ। <ইং 'brooch'. বি।

ব্রুবাণ—যে বলিতেছে এরূপ, বক্তা। ব্রূ (বলা)+শান কর্তৃ। বিণ।

ব্রুস (রবার্ট) (Robert Bruce) —স্কটলণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রেমিক বীর। জন্ম ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, মৃত্যু ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দে। ইংলণ্ডরাজ প্রথম এড্ওয়ার্ড যৎকালে স্কটলণ্ড জয় করিতে যান, তৎকালে ব্রুস তাঁহার পক্ষাবলম্বী হইয়া স্বাধীনতাপ্রিয় স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। একদা ব্রুস একদল স্কটিশ্ সৈন্য পরাজিত করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমনপূর্বক ভোজনে উপবিষ্ট হই-লেন। আহারের নিয়মিত সময় অতীত হওয়ায় এবং গুরুতর পরিশ্রম জন্য ক্ষুধার আতিশয্যবশতঃ ব্যস্ততাপ্রযুক্ত হস্ত প্রক্ষালন না করিয়া শোণিতলিপ্ত হস্তেই ব্রুস খাইতে বসিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে জনৈক ইংরেজ-সেনাপতি ইঁহাকে লক্ষ্য করিয়া 'বক্রপরিচক স্বরে স্বীয় পার্শ্বচরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঐ দেখ বন্ধো! ঐ ব্যক্তি (অর্থাৎ ব্রুস) নিজের (অর্থাৎ স্বজাতির) রুধির পান করিতেছে।" কথাটা ব্রুসের

কর্ণের মধ্য দিয়া হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আর কখনও স্বজাতির বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিবেন না।

অচিরকালমধ্যে তিনি ইংরেজ-শক্তির বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। ১৩০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্কটলণ্ডের রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। ইংরেজসৈন্য তাঁহাকে ধরিবার জন্য অশেষবিধ চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইল। স্বজাতিদ্রোহী স্কটগণও তাঁহাকে নানারূপে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। পরন্তু আপনার অসাধারণ সহিষ্ণুতা, রণপারদর্শিতা ও বলবত্তা দ্বারা ব্রুস সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণলাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্যানকবর্ণ নামক স্থানের যুদ্ধে জয়ী হইয়া ব্রুস স্কটলণ্ডে আপনার আধিপত্য দৃঢ়বদ্ধ করেন। অনন্তর ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি যুদ্ধে জয়লাভ করিলে ইংলণ্ডরাজ তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এই অসাধারণ বীরপুরুষসম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, ইনি এক সময়ে উপর্যুপরি ছয় বার ইংরেজের নিকট পরাস্ত হইয়া একরূপ জয়াশা পরিত্যাগ করেন, এবং অতঃপর যুদ্ধ ত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, একটি মাকড়সা গৃহতল হইতে ঊর্ধ্বস্থ কড়িকাঠে আপনার সূত্র সংলগ্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। সে ছয়বার ঐরূপ চেষ্টা করিল, কিন্তু প্রত্যেকবারেই ব্যর্থচেষ্ট হইয়া ভূতলে পতিত হইল। ব্রুস দেখিলেন তাঁহার নিজের ও ঊর্ণনাভের, উভয়ের অবস্থাই একরূপ। তখন ব্রুস ভাবিলেন, মাকড়সাটা যদি আর একবার চেষ্টা করে ও কৃতকার্য হয়, তাহা হইলে আমিও আর একবার আমার ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া দেখিব। মাকড়সাটা সপ্তম বারে যথাশক্তি চেষ্টা করিয়া কড়িকাঠে সূত্র সংলগ্ন করিতে সমর্থ হইল। অতঃপর ব্রুসও অদম্য উৎসাহে সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া ব্যানকবর্ণ ক্ষেত্রে ইংরেজশক্তি পর্যুদস্ত করিলেন।

ব্র্যাকেট—দেওয়ালসংলগ্ন আধার বিঃ, তাক ; শব্দাদির বন্ধনী চিহ্ন, ( ) বা [ ] এইরূপ চিহ্ন। <ইং 'bracket'. বি।

ব্লক—চিত্রাদি ছাপিবার ক্ষোদিত কাষ্ঠময় বা ধাতুময় ফলক ; বড় বাড়ি ইত্যাদির এক একটি অংশ বা বিভাগ। <ইং 'block'. বি।

ব্লকম্যান (Henry Ferdinand Blockmann)—ইনি ১৮৩৮ খ্রীঃ ৮ই জানুয়ারি ড্রেসডেন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি জনৈক মুদ্রাকরের (Printer) পুত্র। ভারতে আসিবার অভিপ্রায়ে ইনি ইংরেজ গভর্নমেন্টের সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করেন। পরে উক্ত বিভাগ পরিত্যাগ করিয়া পি এণ্ড ও কোম্পানির (P and O Co.) অধীনে কিছুদিন দ্বিভাষীর কার্য করেন। ইনি ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা মাদ্রাসায় উর্দু ও ফারসী ভাষা অধ্যাপনা করিবার জন্য সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই এম. এ. পরীক্ষায় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হন। তিন বৎসর পরে ব্রকম্যান ডভটন্ কলেজে এবং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাসায় অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইয়া আমরণ এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির ভাষাতত্ত্ব-বিভাগের সেক্রেটারী ও ফারসী আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং উক্ত দুই ভাষায় পরীক্ষকরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রত্যেক বৎসরে নিযুক্ত হইতেন। ইনি আইন-ই-আকবরীর ইংরেজী অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম ভাগ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। The Prosody of the Persians নামক আর একখানি পুস্তক ইনি ইংরেজী ভাষায় প্রণয়ন করেন। মুদ্রাতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই জুলাই ইনি লোকান্তর গমন করেন।

ব্লটিং—কালিশোষক কাগজ, blotting-paper. ইং। বি।

ব্লাউজ—নারীদিগের জামা বিঃ। <ইং 'blouse'. বি।

ব্ল্যাভাস্কী, হেলেনা পেট্রোভ্না (Helena Petrovna Blavatsky)-ইঁহার পূর্বপুরুষেরা জার্মানজাতীয়। তাঁহারা উত্তরকালে রুশিয়ায় বাস করেন। সেই দেশেই ব্ল্যাভাস্কীর জন্ম হয় (১৮৩১ খ্রীঃ)। ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ৬০ বর্ষীয় এক বৃদ্ধের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। অল্পদিন পরে এই বিবাহবন্ধন ছিন্ন হয়। ব্ল্যাভাস্কী তাহার পর ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ায় অনেক দিন পর্যটন করেন। নেপালের দিক্ দিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিতে অকৃতকার্য হইয়া, ইনি ছদ্মবেশে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাশ্মীরের দিক্ দিয়া অভিলষিত দেশে প্রবেশ করেন; কিন্তু প্রান্তরমধ্যে পথ হারাইয়া সীমাপ্রদেশে আনীত হন। এইরূপে অনেক কষ্ট স্বীকারপূর্বক ভারত-পর্যটন শেষ করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকায় উপস্থিত হন। ইনি আমেরিকাজাতিভুক্ত হইয়া ছয় বৎসর নিউইয়র্কে বাস করেন। এইখানে ইনি প্রেততত্ত্বের আলোচনা করেন এবং কর্নেল অলকটের সহযোগে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে থিয়সফিকেল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন বিশেষ ধর্ম প্রচার করা এই সমিতির উদ্দেশ্য নহে। যাহাতে লোকে স্বীয় স্বীয় ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইয়া তাহাতে আস্থাবান্ থাকে, সেইরূপ উপদেশদানই সমিতির উদ্দেশ্য। আর জাতিসমূহমধ্যে ভ্রাতৃভাবস্থাপনও সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য। ব্ল্যাভাস্কী অনেক অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিতে পারিতেন এবং ইনি অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্না বলিয়া এদেশে ইঁহার প্রসিদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং যখন ইনি কর্নেল অলকট সমভিব্যাহারে ভারতে আগমন করেন, তখন এখানে এক তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কলিকাতায় আগমন করিয়া ইনি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অতিথি হইয়া ঠাকুর ক্যাসেলে অবস্থান করিয়াছিলেন। সে সময় কত লোক যে ইঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। কথিত আছে যে, কুথুমীলাল নামক তিব্বতবাসী এক মহাত্মা ইঁহার গুরু ছিলেন। তিনি সূক্ষ্ম শরীরে যেখানে সেখানে অন্যের অলক্ষ্যে ব্ল্যাভাস্কীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া উপদেশ দিতেন। তাঁহারই প্ররোচনায় ব্ল্যাভাস্কী থিয়সফিকেল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ভারতবর্ষকে এই সমিতির প্রধান কার্যক্ষেত্র করেন। ব্ল্যাভাস্কী যে সকল অলৌকিক ব্যাপার দেখাইতেন, কেহ কেহ বলেন, সে সকল প্রকৃত নহে, কৌশলে সম্পাদিত হইত। এ বিষয়ে সংবাদপত্রে ও জনসাধারণের মধ্যে অনেক আন্দোলন হইয়াছিল। কেহ কেহ এই কারণে ইঁহার শিষ্যত্বও ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্ল্যাভাস্কী ইহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই। সিক্রেট ডক্‌ট্রিন, আইসিস আনভেলড্ (Isis Unveiled) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইংলণ্ডে গিয়া বাস স্থাপনা করেন। তথায় লুসিফর (Lucifer the Light Bringer) নামক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ৮ই মে ইংলণ্ডে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইঁহার অলৌকিক কার্যসাধন পক্ষে কোন কোন লোকের সন্দেহ থাকিলেও, ইঁহার অশেষ মানসিক শক্তি-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। স্বনামপ্রসিদ্ধা অ্যানি বেশান্ত ইঁহার শিষ্যা।

ভ

ভ—১। চতুর্বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ-স্থান ওষ্ঠ; গ্রহ; নক্ষত্র। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। শুক্রাচার্য; রাশি। ৩। ভ্রমর। ভণ্‌ (গুঞ্জন করা)+ড কর্তৃ। ৪। ভ্রম, ভ্রান্তি, ভুল। ভ্রম্‌ (ভুলা)+ড ভাব, নিপাতনে। বি; পু।

ভঅ—হয়, হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভঅা, ভয়া হওয়া; হইল, হইয়াছে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভই—হয়; হইয়া; হই। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভই গেও—হইল, হইয়া গেল।

ভউই—ভ্রূ। প্রা কপ্র। বি।

ভক্‌—ধূম গন্ধাদির হঠাৎ বহির্গম। বাংপ্র। অ।

ভকত—ভক্ত। কপ্র। বি বা বিণ।

ভকা, ভখা—ভক্ষণ করা, খাওয়া; রোচা, রুচি হওয়া। কপ্র। ক্রি।

ভকার—ভ এই বর্ণমাত্র। বি; পু।

ভক্ত—১। অনুরক্ত; ভক্তিবিশিষ্ট; পূজক; অনুগত। ভজ্‌ (ভজনা করা ইত্যাদি) +ক্ত কর্তৃ। ২। বিভক্ত। ভজ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। ওদন, অন্ন, ভাত। বি; ক্লী।

ভক্তকার—সূপকার, অন্নপ্রস্তুতকারী, পাচক। উপতৎ; ভক্ত (অন্ন)—কৃ (করা)+ষণ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

ভক্তদাস—অন্নদাস, পরাধীন। ৬তৎ। বি; পু। [৭তৎ। বিণ।

ভক্তবৎসল ভক্তের প্রতি স্নেহপরায়ণ।

ভক্তবিটেল—কপটভক্ত, ভক্তির ভানকারী; বিড়ালতপস্বী। বাংপ্র। বিণ।

ভক্তব্য—অনুপূরণ; ক্ষতিপূরণ। বাংপ্র। বি।

ভক্তমণ্ড—ভাতের মাড়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভক্তাধীন—ভক্তের বশীভূত। ৬তৎ। বিণ।

ভক্তি—১। পূজ্য ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ [অর্চন, বন্দন, দাস্য, সেবন, স্মরণ, কীর্তন, শ্রবণ, সখ্য, আত্মনিবেদন,—এই নয়টি ভক্তির লক্ষণ]; শ্রদ্ধা; সেবা; উপচার; বিভাগ; ভঙ্গী; রচনা। ভজ্‌+ক্তি ভাব। ২। অংশ, ভাগ। ভজ্‌+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

ভক্তিগ্রন্থ—ভক্তি-প্রতিপাদক সন্দর্ভ,—শ্রীমদ্ভাগবত, শাণ্ডিল্যসূত্র, ভক্তি-রসায়ন, নারদসূত্র, মুক্তাফল প্রভৃতি। মধ্যপ। বি; পু।

ভক্তিচিহ্ন—ভক্তির লক্ষণ; বন্দন অনুরাগাদি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভক্তিতত্ত্ব—ভক্তির স্বরূপ, ভক্তিবিষয়ক তথ্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভক্তিপ্লুত—ভক্তিসিক্ত, ভক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

ভক্তিবাদ—ভক্তিকীর্তন; কর্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তির উৎকর্ষ কথন। ৬তৎ। বি; পু।

ভক্তিবিহ্বল—ভক্তির প্রাবল্যে বিবশ, ভক্তিতে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ।

ভক্তিভরে—অত্যন্ত ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধাতিশয্যসহকারে, অতিশয় ভক্তিযুক্ত হইয়া। ভক্তির ভর আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ভক্তিভাজন ভক্তির পাত্র, শ্রদ্ধাস্পদ। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

ভক্তিভাবে—ভক্তি-সহকারে, ভক্তিযুক্ত হইয়া। ভক্তির ভাব আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ভক্তিমান্‌ (-মৎ)—ভক্তিযুক্ত; ভক্ত। ভক্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভক্তিমতী**।

ভক্তিযোগ—ভক্তিরূপ যোগ, ভক্তি দ্বারা ঈশ্বরারাধনা। রূপক বা ৩তৎ। বি; পু।

ভক্তিযোগে—ভক্তির সহিত, শ্রদ্ধাসহকারে। ভক্তির যোগ আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [বি; পু।

ভক্তিরস—ভক্তিরূপ রস। রূপক।

ভক্তিরসায়ন বৈষ্ণব গ্রন্থ; মধুসূদন সরস্বতী-প্রণীত ভক্তিগ্রন্থ। বি; ক্লী।

ভক্তিস্রোতঃ (-তস্‌)—স্রোতের আকারে প্রবাহিতা ভক্তি। ভক্তির স্রোতঃ, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভক্ষক—খাদক, ভক্ষণকারী, ভোক্তা। ভক্ষ্‌ (খাওয়া)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভক্ষিকা**।

ভক্ষণ—আহার, ভোজন। ভক্ষ্‌ (খাওয়া) +অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

ভক্ষণীয়—ভক্ষণযোগ্য, ভক্ষ্য। ভক্ষ্‌ (খাওয়া)+অনীয় কর্ম। বিণ।

ভক্ষিত—খাদিত, ভুক্ত। ভক্ষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভক্ষ্য—১। ভক্ষণীয়, ভোজ্য, খাদ্য। ভক্ষ্‌ (খাওয়া)+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ। ২। ভোজ্যবস্তু, খাদ্যদ্রব্য। বি; ক্লী।

ভক্ষ্যকার—খাদ্যদ্রব্যপ্রস্তুতকারক; মোদকাদি বিক্রয়কারী। উপতৎ; ভক্ষ্য—কৃ (করা) +ষণ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

ভখা—'ভকা' দ্রঃ।

ভগ—১। আদিত্য, রবি। ভজ+গ কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। ২। গুহ্যদেশ; যোনি; ঐশ্বর্য; সৌন্দর্য; সৌভাগ্য; মাহাত্ম্য; যত্ন; ইচ্ছা; ধর্ম; মুক্তি, মোক্ষ; জ্ঞান; কীর্তি:—

"ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতি স্মৃতম্‌॥"

অর্থাৎ সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য, সম্পূর্ণ বীর্য, সম্পূর্ণ শ্রী, সম্পূর্ণ যশঃ, সম্পূর্ণ জ্ঞান, এবং সম্পূর্ণ বৈরাগ্য, এই ছয়টি ভগ নামে অভিহিত। ভজ্‌ (সেবা করা, ইত্যাদি)+গ কর্ম। বি; ক্লী।

ভগৎ সিং—সুবিখ্যাত শহীদ। জাতিতে ইনি পাঞ্জাবী ছিলেন। 'লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'য় ইনি বটুকেশ্বর দত্তের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন (১৯২৯ খ্রীঃ)। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার ফাঁসি হয়।

ভগদত্ত—নরক রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র। কৃষ্ণকর্তৃক নরক নিহত হইলে ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের (কামরূপের) অধীশ্বর হন। পিতার নিকট ইনি অমোঘ বৈষ্ণবাস্ত্র পাইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত ইঁহার সৌহার্দ্য ছিল। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে অর্জুনের সহিত ইঁহার অষ্টাহ যুদ্ধ হয়। অবশেষে ভগদত্ত পরাজয় স্বীকার করিয়া যুধিষ্ঠিরকে কর প্রদান করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করিয়া অসীম বিক্রমসহকারে যুদ্ধ করেন। স্বয়ং ভীমসেনও ইঁহার নিকট পরাস্ত হন। অতঃপর অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ইনি তাঁহার প্রাণবিনাশের নিমিত্ত বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে কৃষ্ণ তাহা ধারণ করিয়া অর্জুনের প্রাণরক্ষা করেন। পরিশেষে অর্জুনের হস্তে ইনি নিধন প্রাপ্ত হন।

ভগন্দর—গুহ্যদ্বারে ব্রণরোগ। উপতৎ; ভগ (গুহ্যদেশ)-দৃ+ণিচ্‌ (বিদারণ করা) +খ কর্তৃ। বি; পু।

ভগবতী—১। ভগযুক্তা, ষড়ৈশ্বর্যশালিনী; মান্যা। ভগবৎ+ঙীপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; সরস্বতী। বি; স্ত্রী।

ভগবদ্‌গীতা—মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত কর্মযোগ জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ সূচক গ্রন্থ। ভগবান্‌ (শ্রীকৃষ্ণ) কর্তৃক গীতা, ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

ভগবদ্ভক্ত—পরমেশ্বরে ভক্তিমান্‌; শ্রীকৃষ্ণে ভক্তিযুক্ত। ৬তৎ। বিণ।

ভগবন্‌—হে ঈশ্বর, প্রভো। ভগবৎ (ভগবান্‌) শব্দের সম্বোধনরূপ। বি।

ভগবান্‌ (-বৎ)-১। ভগযুক্ত, জ্ঞানাদি ষড়ৈশ্বর্যশালী; মান্য, পূজনীয়; দেবতুল্য। ভগ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। ঈশ্বর; বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

ভগবান্‌ দাস—রাজপুতনার অন্তর্গত অম্বর রাজ্যের রাজা বিহারী মল্লের পুত্র। ইনি একজন বীরপুরুষ। মোগলসম্রাট্‌ আকবরের সহিত ইঁহার এক ভগ্নীর বিবাহ হইলে ইনি আকবরের অধীনে উচ্চ রাজকার্য প্রাপ্ত হন।

ভগিনী—এক মাতাপিতা হইতে জাতা স্ত্রী, ভগ্নী, বুন বা বহিন, সহোদরা, স্বসা; নারীমাত্র। ভগ (যত্ন)+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভগিনীপতি—ভগ্নীর ভর্তা, বোনের স্বামী; বোনাই। ৬তৎ। বি; পু।

ভগীরথ—সূর্যবংশীয় নৃপ, দিলীপ রাজার পুত্র। কথিত আছে যে, ইনি শৈশবে মাংসপিণ্ড মাত্র ছিলেন। দেহাস্থির দৃঢ়তা না থাকায় ইনি সোজা হইয়া দাঁড়াইতে বা গমনাগমন করিতে পারিতেন না। একদা অষ্টাবক্র মুনিকে দেখিয়া ইনি তাঁহার সম্মানার্থ দণ্ডায়মান হইবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করেন। ইঁহার তাদৃশী চেষ্টা মুনিবর আপনার প্রতি বিদ্রূপসূচক মনে করিয়া এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন, "যদি তুমি আমাকে বিদ্রূপ করিয়া থাক, তবে বিকলাঙ্গ হও, নচেৎ, উত্তমাঙ্গ হও।" এই শাপই ভগীরথের পক্ষে বরস্বরূপ হইল। ইনি তদবধি উত্তমাঙ্গ হইলেন। কপিল-শাপে ভস্মীভূত পিতৃপুরুষগণের উদ্ধারার্থ ইনি গোকর্ণ তীর্থে বহুবর্ষ উগ্র তপস্যা করেন; এবং তপস্যায় তুষ্ট করিয়া গঙ্গা-দেবীকে ভূমণ্ডলে আনয়নপূর্বক সগরবংশের উদ্ধারসাধন করেন। ইঁহার নামানুসারে গঙ্গার আর এক নাম হইয়াছে ভাগীরথী ['গঙ্গা' দ্রঃ]। বি; পু।

ভগোল—রাশিচক্র; নক্ষত্রমণ্ডল। ৬তৎ। বি; পু।

ভগ্ন—১। খণ্ডিত, ভাঙ্গা; দুমড়ান, কুব্জ; রোগজীর্ণ; দুঃখে অবসন্ন; বিনষ্ট। ভন্জ্+ক্ত কর্তৃ। ২। পরাজিত; নিরস্ত; চূর্ণিত; ছিন্ন। ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+ক্ত কর্ম। বিণ। [বহু। বিণ।

ভগ্নদর্প—হতগর্ব, যাহার দর্প চূর্ণ হইয়াছে।

ভগ্নদূত—যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদদাতা দূত, ভগ্নপাইক। ভগ্নের (সৈন্যনাশের) দূত, ৬তৎ। বি; পু।

ভগ্নপাইক—ভগ্নদূত (তাহা দ্রঃ)। বাংপ্র। বি।

ভগ্নপাদ—১। প্রথমপাদহীন নক্ষত্র, যে নক্ষত্রের প্রথমপাদ রাশ্যন্তরের সহিত সংযুক্ত। বহু। বি; স্ত্রী। ২। পঙ্গু। বিণ বা বি; পু।

ভগ্নপ্রক্রম—রচনার ক্রমভঙ্গ; কাব্যের দোষ বিঃ। ভগ্ন হইয়াছে প্রক্রম যাহাতে, বহু। বি; পু।

ভগ্নপ্রায়—ধ্বংসোন্মুখ। সুপ্সুপা। বিণ।

ভগ্নমনাঃ (-মনস্)—খিন্নমনাঃ, দুঃখিত-চিত্ত। বহু। বিণ।

ভগ্নশ্রী—নষ্টশ্রী, হতসৌন্দর্য, যাহার শোভা নষ্ট হইয়াছে। বহু। বিণ।

ভগ্নস্তূপ—ভগ্নমন্দিরাদির রাশীকৃত উপকরণ, স্তূপীকৃত ধ্বংসাবশেষ। ৬তৎ। বি; পু।

ভগ্নাংশ—যে রাশি দ্বারা এককের অংশ ব্যক্ত করা যায়, ভাঙ্গা অঙ্ক, fraction. কর্মধা। বি; পু। [বি; পু।

ভগ্নাঙ্ক—ভাঙ্গা অঙ্ক, fraction. কর্মধা।

ভগ্নাত্মা (-ত্মন্)—চন্দ্র। ভগ্ন (দ্বিখণ্ডিত) হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বি; পু। [চন্দ্র বৃহস্পতিপত্নী তারাকে হরণ করায় মহাদেব ত্রিশূলাঘাতে ইঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছিলেন।]

ভগ্নাবশেষ—ধ্বংসাবশেষ, ভাঙ্গিবার পর যে জিনিস শেষ পড়িয়া থাকে। ৬তৎ। বি; পু।

ভগ্নাশ—আশাশূন্য, নিরাশ, হতাশ। ভগ্না আশা যাহার, বহু। বিণ।

ভগ্নী—স্বসা, ভগিনী, সহোদরা। 'ভগিনী' শব্দজ। বি; স্ত্রী।

ভগ্নীপতি—ভগিনীপতি, ভগ্নীর স্বামী, বোনাই। ৬তৎ। বি; পু।

ভগ্নোৎসাহ—ভগ্নোদ্যম, হতোৎসাহ, যাহার উৎসাহ কমিয়া গিয়াছে এরূপ। ভগ্ন হই-য়াছে উৎসাহ যাহার, বহু। বিণ।

ভগ্নোদ্যম—ভগ্নোৎসাহ। ভগ্ন হইয়াছে উদ্যম যাহার, বহু। বিণ।

ভঙ্গ—১। ভাঙ্গা; হানি; লঙ্ঘন; অণ্ড; নাশ; পরাজয়; নিরাস; কৌটিল্য; জলনির্গম; প্রতিবন্ধ; ভয়; ব্যসন; ভঙ্গী; রচনা। ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+ঘঞ্ ভাব। ২। খণ্ড। ভন্জ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। তরঙ্গ। ভন্জ+ঘঞ্ কর্ম। ৪। রোগ। ভন্জ্+ঘঞ্ কর্তৃ। ৪। রোগ। ভন্জ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

ভঙ্গকুলীন—যে কুলীনের বংশে কুলপ্রথা লঙ্ঘন করা হইয়াছে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ভঙ্গপয়ার—'ছন্দঃ' দ্রঃ।

ভঙ্গপ্রবণ—ভঙ্গুর, সহজে ভাঙ্গিয়া যায় এরূপ, brittle. ভঙ্গে প্রবণ (আসক্ত বা উন্মুখ), ৭তৎ। বিণ।

ভঙ্গললিত—'ছন্দঃ' দ্রঃ।

ভঙ্গললিতচতুষ্পদী—'ছন্দঃ' দ্রঃ।

ভঙ্গি, ভঙ্গী—১। ভঙ্গ; ভঙ্গিমা; অঙ্গ-বিন্যাস, মনোভাব প্রকাশক অঙ্গচালনা; কৌটিল্য; চাতুরী; শোভা; রচনা; ব্যঙ্গ। ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+ইন্ ভাব, পক্ষে ঈপ্। ২। তরঙ্গ। ভন্জ্+ইন্ কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভঙ্গিমা (-মন্)—ভঙ্গী; চাতুরী; শোভা। বাংপ্র। বি।

ভঙ্গিমান্ (-মৎ)—ভঙ্গিযুক্ত; ঢেউখেলান; তরঙ্গিত। ভঙ্গি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভঙ্গিমতী**

ভঙ্গিয়ান্—যে রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে, যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী (সৈন্য)। কপ্র। বিণ।

ভঙ্গুর—১। ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবণ; কুটিল, বক্র; শঠ। ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+ঘুর কর্তৃ। বিণ। ২। নদীর বাঁক। বি; পু।

ভচক্র—রাশিচক্র, মেষাদি দ্বাদশ রাশির মণ্ডল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভজকট—সংকট, দায়, লেঠা, ঝঞ্ঝাট, গোল-যোগ। বাংপ্র। বি।

ভজন, ভজনা—উপাসনা, আরাধনা; পূজা; সেবা; ভাগ। ভজ্+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে,...অন ভাব+ আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ভজনপূজন—সেবা ও পূজা, উপাসনা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ভজনালয়—উপাসনাগৃহ, যোগাশ্রম; মঠ; দেবমন্দির; মসজিদ; 'চার্চ'। ৪তৎ। বি; পু।

ভজমান—ভজনকারী; সেবক; বিভাজক। ভজ্+শান কর্তৃ। বিণ।

ভজা—১। ভজন করা, উপাসনা করা। ভজ্ ধাতুজ। ক্রি। ২। ভজনা। বি। ৩। ভজনাকারী, ভক্ত, উপাসক। বিণ। ৪। ভজকৃষ্ণ, ভজগোবিন্দ, ভজহরি প্রভৃতি নামের সংক্ষে। বাংপ্র। বি।

ভজানো—ভজনা করানো; প্রবর্তিত করা, বুঝাইয়া লওয়া, ফুসলানো; রুজু দেওয়া, মোকাবিলা করা, রুজু দিয়া বা মোকাবিলা দ্বারা সত্য মিথ্যা স্থির করা; ক্ষতিপূরণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভজ্যমান—১। সেব্যমান; বিভজ্যমান। ভজ্ (সেবা করা ইত্যাদি)+শান কর্ম। ২। খণ্ড্যমান। ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+শান কর্ম। বিণ।

ভঞ্জক—ভঙ্গকারক; নিবারক। ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভঞ্জিকা**।

ভঞ্জন—১। ভঙ্গ; নিরসন; ভগ্নকরণ। ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। ভঞ্জক, ভঙ্গকারক। ভন্জ্+অন কর্তৃ। বিণ।

ভঞ্জা—ভঞ্জন করা, ভগ্ন করা, ভাঙ্গা; অপনয়ন করা, দূর করা, ঘুচানো। কপ্র। ক্রি।

ভঞ্জিব—ভঞ্জন করিব, ঘুচাইব ("লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে"—মাইকেল)। কপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। অ।

ভটভট—বুদ্বুদ প্রভৃতি ফাটিবার শব্দ।

ভট্ট—১। উপাধি বিঃ [দক্ষিণাপথ ও মিথিলা প্রভৃতি দেশে বৈদিকব্রাহ্মণদিগের মধ্যযুগে ভট্ট উপাধি দেখা যায়। এই উপাধিধারী বহু গ্রন্থকার ব্রাহ্মণ ভারতের

নানাস্থানে আছে। যেমন ভবদেব ভট্ট, সোমদেব ভট্ট, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি। ভট্ট যে একটি পৃথক্ পতিত জাতি এই সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কোন প্রমাণ নাই]; স্তুতিপাঠক, ভাট [ভদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে ভাট-জাতির উৎপত্তি]; পণ্ডিত। ভট্ (ভরণ করা ইত্যাদি)+তন্ কর্ত্তৃ। ২। প্রভুত্ব। ভট্+তন্ ভাব। বি ; পু।

ভট্টনারায়ণ—ইঁহার আদিম নিবাস কান্যকুব্জ। বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞসম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। সংস্কৃত বেণীসংহার নাটক ইঁহারই প্রণীত।

ভট্টাচার্য—দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, যে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্যের ন্যায় সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন ; বঙ্গীয় অধ্যাপক পণ্ডিত। ভট্টও যে আচার্যও যে, কর্মধা। বি ; পু।

ভট্টারক—১। (নাটোক্তিতে) রাজা ; রবি, সূর্য ; দেবতা ; পণ্ডিত ; তপস্বী। ভট্ট শব্দ—ঋ+অন্ কর্ত্তৃ+কণ্। বি ; পু। ২। পূজার্হ। বিণ।

ভট্টারকবার—রবিবার। ৬তৎ। বি ; পু।

ভট্টি—১। শ্রীধরস্বামীর পুত্র। ইঁহাকে প্রসব করিয়াই ইঁহার জননী পরলোক গমন করিলে শ্রীধরস্বামী সংসার পরিত্যাগ করেন। পরে বলভীর অধিপতি ধরসেন এই শিশুকে আনয়ন করিয়া প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করেন। উত্তরকালে ইনি রাজপুত্রগণের শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন, এবং রাজকুমারগণের শিক্ষার্থে রামচরিত অবলম্বনে এক মহাকাব্য প্রণয়ন করেন। ইহা তাঁহারই নামানুসারে ভট্টিকাব্য নামে পরিচিত। কাহারও কাহারও মতে, মন্দশোরে যে বৎসভট্টির রচিত প্রশস্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই বৎসভট্টিই ভট্টি-কাব্যের রচয়িতা। ইহা সত্য হইলে ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমে আবির্ভূত হন। "নীতি-শতক" প্রভৃতির রচয়িতা ভর্তৃহরি ভট্টি-কাব্যের প্রণেতা হইলে উক্ত কাব্য খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল, কেননা ভর্তৃহরি ৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। টীকাকার ভরত মল্লিক বলেন যে, ইহা ভর্তৃহরিকৃত। ২। ভট্টি-প্রণীত রামচরিতাখ্যায়ক মহাকাব্য। বি ; পু।

ভট্টোজী দীক্ষিত—পাণিনি ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ বৃত্তিকার। পিতা লক্ষ্মীধর সূরি পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলিকে ইনি নূতনভাবে সাজাইয়া তাহার 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' নাম প্রদান করেন।

১। ষাঁড়, ভেলা ; ভরা, নৌকা। প্রা কপ্র। ২। জাতিগত উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভড়ং—প্রাচীন কালের এক প্রকার যুদ্ধযন্ত্র বিঃ ; বাহ্য আড়ম্বর ; বাহির চটক ; ধরন, রকম, ভাব। বাংপ্র। বি।

ভড়ক—ভড়ং, জাঁক, বাহির চটক ; ভীতি প্রদর্শন, ধমক। বাংপ্র। বি।

ভড়কানো—পশ্চাৎপদ করা, ভয়াভিভূত করা ; ভয় পাইয়া চঞ্চল বা উদ্ভ্রান্ত হওয়া, চকিত বা ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভড়ভড়—হুঁকা প্রভৃতির অনুকার শব্দ। বাংপ্র। বি। ক্রি—**ভড়ভড়ানো**। বি—**ভড়ভড়ানি**।

ভণই, ভণতি, ভণহি—ভণে, কহে, বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভণয়ে, ভণে—কহে, বলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভণিত—১। কথিত, উক্ত। ভণ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। কথন, বলা। ভণ+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ভণিতা—১। কথিতা, উক্তা। ভণিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সংগীতাদিতে রচয়িতার নাম প্রকাশ ; আড়ম্বরপূর্ণ কথা বা উক্তির আরম্ভ। বি ; স্ত্রী।

ভণিতি—কথন, উক্তি, কথা। ভণ (শব্দ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

—১। কৌতুককারী, ভাঁড়, মস্করা। ভন্ড (পরিহাস করা, বঞ্চনা করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। বঞ্চক ; কপটী, মিথ্যা, অপ্রকৃত। বিণ।

ভণ্ডতপস্বী (-স্বিন্)—অপ্রকৃত তাপস, ছদ্ম তপস্বী, তাপসবেশধারী প্রতারক। কর্মধা। বিণ। স্ত্রী—**ভণ্ডতপস্বিনী**।

ভণ্ডন—১। প্রবঞ্চনা, ভাঁড়ান। ভন্ড্ (বঞ্চনা করা)+অন ভাব। ২। যুদ্ধ। ভন্ড্+অনট্ অধি। ৩। বর্ম, সাঁজোয়া। ভন্ড্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

ভণ্ডহাসিনী—বেশ্যা। ভণ্ড (অপ্রকৃত) হাস্য করে যে স্ত্রী, উপতৎ ; ভণ্ড—হস্+ণিন্ কর্ত্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভণ্ডানো—ভাঁড়ানো, বঞ্চনা করা, মিথ্যা বলিয়া ফাঁকি দেওয়া। কপ্র। ক্রি।

ভণ্ডামি—কপট, ধূর্ততা। বাংপ্র। বি।

ভণ্ডুল—ব্যর্থ, পণ্ড, নষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ভদন্ত—১। সম্ভ্রান্ত, মান্য। ভন্দ্ (প্রীত হওয়া)+অন্ত কর্ত্তৃ। বিণ। ২। বৌদ্ধ বিঃ। বি ; পু।

ভদ্দর—সাধু, শিষ্ট, ভব্য, সভ্য, ভদ্র। বিণ

ভদ্র—১। মঙ্গল, শুভ, সৌভাগ্য ; মুস্তক বিঃ ; স্বর্ণ ; করণ বিঃ। ভন্দ্ (প্রীত হওয়া) +রক্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী। ২। মহাদেব বৃষ ; গজজাতি বিঃ ; জিন বিঃ ; বলভদ্র ; রামভদ্র। বি ; পু। ৩। মঙ্গলজনক ; শ্রেষ্ঠ ; সাধু ; ভব্য, শিষ্ট, সভ্য ; সমাজে উচ্চশ্রেণীভুক্ত ; মার্জিত ; অনায়াস। বিণ।

ভদ্রকালী—দেবী বিঃ, ভগবতীর মূর্তিভেদ, দুর্গা। ভদ্রের (শিবের) কালী, ৬তৎ ; কিংবা ভদ্রা (মঙ্গলদায়িকা) কালী, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

ভদ্রতা—সাধুতা, সৌজন্য, শিষ্টতা। ভদ্র+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

ভদ্রতাবিরুদ্ধ—সাধুতার বিপরীত, সভ্যতার বিরোধী। ৬তৎ। বিণ।

ভদ্রমুখ—সৌম্যদর্শন। ভদ্র হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**ভদ্রমুখী**।

ভদ্রলোক—সাধু, সজ্জন, শিষ্টব্যক্তি ; উচ্চ-বংশীয়জন। কর্মধা। বি ; পু।

ভদ্রসন্তান—ভদ্রলোক ; সজ্জনের ছেলে। ৬তৎ। বি ; পু।

ভদ্রা—১। শুভা ; শ্রেষ্ঠা ; সাধুশীলা। ভদ্র+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। করণ বিঃ ; দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী,—এই তিন তিথি ; আকাশনদী। বি ; স্ত্রী।

ভদ্রাণী—শিবানী, পার্বতী, দুর্গা। ভদ্র (শিব)+আনী পত্নী অর্থে। বি ; স্ত্রী।

ভদ্রাশ্ব—পৃথিবীর নববর্ষের মধ্যে বর্ষ বিঃ। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) অশ্ব জন্মে যথায়, বহু। বি ; ক্লী।

ভদ্রাসন—বসতবাটী ; বাস্তুভিটা ; সিংহাসন ; শুভ আসন ; বীরাসন ['আসন' দ্রঃ]। ভদ্র (শ্রেষ্ঠ) যে আসন, কর্মধা। বি ; ক্লী।

ভদ্রেশ্বর—শিবমূর্তি বিঃ। ভদ্র (শিব)ও যে ঈশ্বরও সে, কর্মধা। বি ; পু।

ভদ্রোচিত—ভদ্রলোকের উপযুক্ত, সাধু-সম্মত। ৬ বা ৭তৎ। বিণ।

ভন্‌ভন্, ভন্‌ভনানি—মক্ষিকাদির অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ বা বি।

ভপঞ্জর—নক্ষত্রচক্র, রাশিচক্র। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ভপতি—তারানাথ, চন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

ভব—১। উৎপত্তি ; জন্ম ; স্থিতি ; প্রাপ্তি ; সত্তা ; লাভ। ভূ (হওয়া)+অল্ ভাব। ২। জলমূর্তি মহাদেব। ভূ+অল্ অপা। ৩। মঙ্গল। ভূ+অন্ কর্ত্তৃ। ৪। সংসার ; ইহলোক। ভূ+অল্ অধি। বি ; পু। ৫। (শব্দের পরে থাকিলে) উৎপন্ন, সম্ভূত। বিণ।

ভবকারা—সংসাররূপ কারাগার। ভব-রূপা কারা, রূপক। বি ; স্ত্রী।

ভবঘুরে—বৃথা পর্যটনকারী, অনর্থক নানা দেশে ভ্রমণকারী। বাংপ্র। বিণ।

ভবৎ—'ভবন্' ও 'ভবান্' দ্রঃ।

ভবতারণ—১। সংসার হইতে উদ্ধারকারী, সংসারযন্ত্রণানিবারক। ভব ণিজন্ত তৃ (=তারি)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। বিষ্ণু। বি; পু।

ভবতী দীপ্তিশালিনী; মান্যা, পূজ্যা; যুষ্মদর্থ তুমি, আপনি। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডবতু কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভবদীয় ত্বদীয়, তোমার, আপনার সম্বন্ধীয় (সম্ভ্রমে)। ভবৎ শব্দ (তুমি)+দীয় ইদমর্থে। বিণ।

ভবন্ (ভবৎ) -যাহা হইতেছে, বর্তমান; উৎপদ্যমান। ভূ+শতৃ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী ভবন্তী।

ভবন—১। গৃহ, আলয়। ভূ (হওয়া)+ অনট্ অধি। ২। স্থিতি; উৎপত্তি; হওয়া। ভূ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

ভবনগর—নগর বিঃ। ('ভবসিংজী' দ্রঃ।)

ভবনাশিনী ১। জন্মনিবারিণী। ভবের (জন্মের) নাশিনী, ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। সরযূ নদী। বি; স্ত্রী।

ভবন্তী—১। উৎপদ্যমানা; বর্তমানা। 'ভবন্' দ্রঃ। ভবৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সাধ্বী স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

ভবপার—পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ হইতে অব্যাহতি, সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভবপারাবার-সংসাররূপ সমুদ্র। রূপক। বি; পু।

ভববন্ধন—সংসারাসক্তি, পুনঃ পুনঃ জন্ম-গ্রহণ। রূপক। বি; ক্লী।

ভবভার—সংসারের ভার, সাংসারিক দুঃখ। ৬তৎ। বি; পু।

ভবভূত—সংসাররূপী পরমেশ্বর। ভব ভূ +ক্ত কর্তৃ। বি; পু।

ভবভূতি—সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন কবি। ভব হইয়াছে ভূতি যাহার, বহু। বি; পু। ভবভূতি স্বরচিত মালতীমাধব নামক নাটকে এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যথা,—

দক্ষিণাপথের বিদর্ভ (বেরার) প্রদেশের অন্তর্গত পদ্মপুর নগরে ইঁহার জন্ম হয়। এই নগরে যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধারী, কাশ্যপ গোত্রজাত, নিয়ত ধর্মানুষ্ঠানরত পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্নিক ও সোমযাগকারী ব্রহ্মবাদী বিপ্রগণের বাস ছিল। তাঁহাদের বংশে বাজপেয় যজ্ঞসম্পাদনকারী পূজনীয় মহাকবি গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। কবি ভবভূতি গোপালের পৌত্র ও পবিত্র-কীর্তি নীলকণ্ঠের পুত্র। তদীয় পিতৃ-পুরুষগণ বেদশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। বংশগত বিদ্যানুশীলন প্রভাবে এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়-বলে সংস্কৃতরচনায় পারদর্শিতার জন্য তিনি অনন্যসাধারণ 'শ্রীকণ্ঠ' উপাধিতে সমলংকৃত হন। তাঁহার মাতার নাম জাতুকর্ণী (জতুকর্ণগোত্রসম্ভূতা)। শৈশবে তিনি সর্বশাস্ত্রজ্ঞাননিধি নামক জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। এইরূপ আত্মপরিচয় 'বীরচরিতে'ও দিয়াছেন। তাঁহার সময়ে কুণ্ডিনপুরে বিদর্ভের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। যে পদ্মপুরে কবিবরের জন্ম হইয়াছিল, সেই স্থান সম্প্রতি জনশূন্য ঘোর অরণ্যে পরি-ণত হইয়াছে। এখন প্রাচীন বিদর্ভকে কেহ কেহ বিদার নগরও বলে। ঐতি-হাসিকগণের মতে ভবভূতিকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ কিংবা অষ্টম শতাব্দীর লোক বলিয়া ধরা যায়। রামায়ণের পরে শ্রীরামচন্দ্রের চরিতাখ্যান অবলম্বনে যে সকল নাটক বিরচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ভবভূতি-প্রণীত উত্তর-চরিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। বালরামায়ণ ও প্রচণ্ড পাণ্ডব নাটক প্রণেতা রাজশেখর রামচরিত-বিরচকদিগের এই ভাবে পৌর্বাপর্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। শার্ঙ্গধরপদ্ধতি, প্রচণ্ড পাণ্ডব, বালরামায়ণ, ভোজপ্রবন্ধ, প্রৌঢ় মনোরমা, সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি গ্রন্থে ভবভূতির বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। মহাকবি ভবভূতি কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ যশোধর্মদেবের সভাসদ্ ছিলেন। জেনারেল কানিংহামের নির্দেশানুসারে বুঝা যায় যে, ললিতা-দিত্য খ্রীঃ ৬৯৩ অব্দ হইতে খ্রীঃ ৭২৯ অব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। এই ললিতাদিত্য রাজা যশোধর্মদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন।

গৌড়বহো কাব্যের রচয়িতা কবি বাক্-পতিরাজ ভবভূতির শিষ্য ও তাঁহার দ্বারা বিশেষ উপকৃত ছিলেন বলিয়া স্বীয় কাব্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কবিবর ভবভূতি মীমাংসাকার কুমারিল ভট্টের শিষ্য ছিলেন। কাশ্মীরাধিপতি ললিতা-দিত্যের সভায় ভবভূতি নিয়ত উপস্থিত থাকিতেন না। অন্যমতে ইনি অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। পাণিনি-সূত্র-বৃত্তি কাশিকার শেষাংশ প্রণেতা বামন ভবভূতির উত্তর-চরিতের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। বামন ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। ভবভূতি-প্রণীত মালতীমাধব, উত্তরচরিত, বীরচরিত প্রভৃতি নাট্যগ্রন্থ সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ প্রসিদ্ধ।

ভবলীলা—সংসারলীলা, সংসারের কার্য; জীবদ্দশা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। **ভবলীলা শেষ হওয়া, সাঙ্গ হওয়া**—মৃত্যু হওয়া।

ভবসমুদ্র, -সাগর, -সিন্ধু—সংসাররূপ সাগর [সাগরবৎ দুরুত্তরণীয় বলিয়া সংসারকে সাগর বলা যায়]। রূপক। বি; পু।

ভবসিংজী—বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত ভবনগর একটি প্রাচীন হিন্দুরাজ্য। ১৭০৩ খ্রীঃ ভবসিংজী গোহেল এই রাজ্যের সিংহা-সনে আরোহণ করেন। সিহোরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৭২২ খ্রীঃ তাঁহার সময়ে পিলাজী গাইকোয়াড় সিহোর দুর্গ অব-রোধ করিয়া যুদ্ধে পরাস্ত হন। অতঃপর ১৭২৩ খ্রীঃ ইনি গোগার কিছু উত্তরে ভাড়বা নামক স্থানে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া নিজের নামানুসারে ইহার ভব-নগর নামকরণ করেন; তদবধি ভবনগর গোহেলদিগের রাজধানী।

ভবসিংজীর পুত্র আখেড়া জী, পরে তৎপুত্র ভক্ত সিংজী রাজা হন। ভক্ত সিংজী অপুত্রক অবস্থায় লোকান্তরিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা যশোবন্ত সিংজী সিংহাসন প্রাপ্ত হন। যশোবন্ত সিংজীর পুত্র ভক্ত সিংহ আশি লক্ষ টাকা ব্যয়ে স্বীয় রাজ্যে ১২০ মাইল রেলপথ বিস্তার করেন। তাঁহার পুত্র বর্তমান ঠাকুর সাহেব ভবসিংজী। ১৮৯৬ খ্রীঃ বর্তমান মহারাজ হিজ্ হাইনেস্ স্যার ভবসিংজী ভক্ত সিংজী কে. সি. এস. আই. ভবনগরের সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছেন।

ভবাত্মজ গণেশ, কার্তিক। ভবের (মহা-দেবের) আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। বি; পু।

ভবাত্মজা—মনসাদেবী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভবাদৃক্ (-দৃশ্)—ভবৎসদৃশ, আপনার ন্যায়। ভবৎ—দৃশ্+কিপ্ কর্ম। বিণ।

ভবাদৃশ—ভবৎসদৃশ, আপনার ন্যায়, তোমার মত। ভবৎ (তুমি)—দৃশ্ (দেখা)+টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**ভবাদৃশী**।

ভবান্ (ভবৎ)—মান্য, পূজ্য; যুষ্মদর্থ—তুমি বা আপনি। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডবতু কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভবতী**।

ভবানন্দ মজুমদার—ইনি নদীয়া কৃষ্ণ-নগরের প্রসিদ্ধ রাজবংশের আদিপুরুষ। আদিশূরের যজ্ঞসম্পাদনার্থ কান্যকুব্জ হইতে আনীত প্রসিদ্ধ ভট্টনারায়ণের বংশে রাম-চন্দ্রের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি অতিশয় মেধাবী ছিলেন, এবং অল্পবয়সেই সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। একদিন ইনি বয়স্যগণের সহিত নদীতীরে ভ্রমণ করিতে-

ছিলেন, এমন সময়ে সৈনিকপূর্ণ একখানি নৌকা তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইঁহার সঙ্গীরা ভয়ে পলায়ন করিল, কিন্তু ইনি নির্ভয়ে তথায় দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন; এবং জিজ্ঞাসিত হইয়া নৌকাস্থিত ফৌজদারকে হুগলির পথ দেখাইয়া দিলেন। বালককে বুদ্ধিমান্ ও সাহসী দেখিয়া ফৌজদার ভবানন্দের আত্মীয়গণের অনুমতি লইয়া ইঁহাকে সপ্তগ্রামে লইয়া গেলেন, এবং যত্নপূর্বক পারস্য ভাষা ও রাজকার্য শিক্ষা দিলেন। সেই ফৌজদারের অনুগ্রহে ইনি বাঙ্গালার নবাব সরকারে কানুনগোর পদ এবং সম্রাটের নিকট হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হইলেন।

অতঃপর যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার নিমিত্ত মানসিংহ সসৈন্যে বাঙ্গালায় আগমন করিলে, সাত দিন ঝড়-বৃষ্টির সময় ভবানন্দ সৈন্যদিগকে আহারাদি প্রদান করিয়া তাহাদের প্রাণরক্ষা করেন। যুদ্ধজয়ের পর মানসিংহ ইঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যান। মানসিংহের চেষ্টায় ইনি দিল্লীশ্বর জাহাঙ্গীরের নিকট হইতে বঙ্গদেশে চতুর্দশ পরগনার ফরমান প্রাপ্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৬০৬ খ্রীঃ)। অনন্তর ইনি মাটীয়ারি নামক গ্রামে প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া পরমসুখে সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন। ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে ইঁহার পুত্র গোপাল রাজপদ প্রাপ্ত হন।

কবিবর ভারতচন্দ্র ভবানন্দকে অমর করিয়া গিয়াছেন। তিনি স্বীয় অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, দেবী ভবানীর প্রসাদেই ইঁহার শ্রীবৃদ্ধি।

ভবানী—ভবজায়া, ভগবতী, পার্বতী, দুর্গা। ভব (শিব) + আনী পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

ভবানী (রানী)—নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা জমিদার-পত্নী। নাটোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন প্রথমতঃ পুঁটিয়ার রাজা দর্পনারায়ণের উকীল স্বরূপে মুর্শিদাবাদে থাকিতেন, সেখানে বুদ্ধিবলে নায়েব কানুনগোর পদ প্রাপ্ত হন এবং নবাব মিজাম মুর্শিদকুলী খাঁর অনুগ্রহভাজন হইয়া, স্বীয় ভ্রাতা রামজীবনের নামে বিস্তর ভূ-সম্পত্তি গ্রহণ করেন। রামজীবনের কালিকাপ্রসাদ ও রামকান্ত নামে দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ অল্প বয়সে পরলোক-গমন করায় রামকান্ত সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হন। ভবানী রামকান্তের সহধর্মিণী। ইনি রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিম গ্রামের আত্মারাম চৌধুরীর কন্যা। ভবানীর মাতার নাম জয়দুর্গা দেবী। রামকান্ত ১১৫৩ সালে দেহত্যাগ করিলে, ৩২ বৎসরবয়স্কা ভবানী বিষয়াধিকারিণী হইলেন। এই সময়ে নাটোরের জমিদারির বাৎসরিক আয় দেড় ক্রোর টাকার উপর ছিল। নবাব সরকারে দেয় ৭০ লক্ষ টাকা বাদে ভবানী অবশিষ্ট টাকা ধর্মকার্যে ও সাধারণ হিতার্থে ব্যয় করিতেন। নিজে কঠোর ব্রতধারিণী সন্ন্যাসিনীর ন্যায় থাকিয়া অতি যোগ্যতার সহিত রাজকার্যের পরিচালনা করিতেন। ইঁহার পুণ্যকীর্তি ও দানকার্যের সংখ্যা হয় না। ১৭৫৩ খ্রীঃ ইনি কাশীধামে ভবানীশ্বর নামে এক শিব স্থাপন করেন। কাশীর সুবিখ্যাত দুর্গাবাড়ি ও দুর্গাকুণ্ড ইঁহারই ব্যয়ে নির্মিত হয়। দুর্গাকুণ্ডের কিছুদূরে 'কুরুক্ষেত্র তলাও' নামে একটি জলাশয় আছে। এটি ইঁহারই কীর্তি। এতদ্ব্যতীত সেখানে ইঁহার অনেক কীর্তি আছে। তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মণ ভোজনার্থ ছত্র, ভাস্কর পুষ্কর তীর্থে পুষ্করিণী খনন, পিশাচমোচন পুষ্করিণী খনন, আদি কেশবের ঘাট, মন্দির ও ধর্মশালা নির্মাণ, পঞ্চক্রোশীর রাস্তা প্রস্তুত ও তাহার স্থানে স্থানে ধর্মশালা স্থাপন। রানী ভবানী অনেক সময়ে বড়নগরে বাস করিতেন। বড়নগর মুর্শিদাবাদের সাদেক বাগের অপর পারে আজিমগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই বড়নগরে ভবানী-প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র বৃহৎ এতগুলি মন্দির আছে যে, তাহাতে এস্থানকে দ্বিতীয় কাশীধাম বলা যাইতে পারে। যে সময় কাশীতে ভবানীশ্বর মন্দির নির্মিত হয়, সেই সময়ে বড়নগরেও ভবানীশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানে ইনি রাজরাজেশ্বরী মূর্তিও স্থাপিত করেন। ইহা ব্যতীত ইনি স্থানে স্থানে অনেক দেবদেবীর মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে মূর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন। ভবানীর কন্যা তারার স্থাপিত গোপাল মূর্তিও এইখানে আছে। যশোহর জেলার অন্তর্গত খাজুরা গ্রামবাসী রঘুনন্দন লাহিড়ীর সহিত তারার বিবাহ হইয়াছিল। অল্প বয়সে বিধবা হইয়া তারা মাতার সঙ্গেই থাকিতেন, এবং পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিতেন। তারা সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। কথিত আছে যে, তারার রূপ দর্শনে নবাব সিরাজউদ্দৌলা উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং ইঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য কতকগুলি লোক পাঠান। কিন্তু মস্তারাম বাবাজী নামক জনৈক রামোপাসকের বহুসংখ্যক শিষ্য তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে এই সংবাদ শুনিয়া নবাব তারাহরণ চেষ্টা পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, নবাবের লোকেরা আসিয়া শুনিল যে, তারার বিসূচিকা রোগে মৃত্যু হইয়াছে এবং দেখিল, তারার শবদেহের সৎকার হইতেছে; এইরূপ মিথ্যা সংবাদে এবং কল্পিত দৃশ্যে প্রতারিত হইয়া তাহারা নবাবসকাশে প্রত্যাবর্তন করে। এই কিংবদন্তীর সত্যতা সম্বন্ধে অনেকেই আস্থাহীন। রঙ্গপুর জেলাস্থিত প্রসিদ্ধ বাহারবন্দ জমিদারিখানি হেস্টিংস্ বলপূর্বক ভবানীর অধিকার হইতে গ্রহণ করিয়া কান্ত বাবুকে প্রদান করেন। প্রজাগণ নূতন জমিদারকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করে, কিন্তু হেস্টিংসের আজ্ঞায় রঙ্গপুরের কালেক্টার গুডল্যাড (Goodlad) সাহেব সে আন্দোলন নিষ্ফল করিয়া দেন। ভবানী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি কবিরাজ ও হাকিম নিযুক্ত করিয়া রোগার্তের সাহায্য করিতেন। এমন কি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের আহারেরও ব্যবস্থা করিতেন। নাটোর ও গয়াধামেও ইঁহার কীর্তি বর্তমান আছে। কথিত আছে যে, ইনি সর্বপ্রকার পুণ্য ও দান কার্যে ৫০ কোটির অধিক টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। বৈষয়িক কার্যপরিচালনশক্তি, ধর্মনিষ্ঠা ও দানশীলতার জন্য রানী ভবানী বঙ্গদেশের অহল্যাবাই বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। ভবানীর পুত্রসন্তান জন্মে নাই। মহাসাধক মহারাজ রামকৃষ্ণই তাঁহার দত্তকপুত্র স্বরূপে গৃহীত হন। ইনি ভবানীর জীবিতকালেই লোকান্তরিত হন। ভবানী ৭৯ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে বড়নগরে দেহত্যাগ করেন।

ভবানীগুরু হিমালয়। ৬তৎ। বি; পু।

ভবানীপতি—শিব। ৬তৎ (অনুচিত প্রয়োগ)। বি; পু।

ভবানী বণিক্—ইনি নিত্যানন্দ দাসের সমসাময়িক। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত অম্বিকা কালনার নিকটবর্তী সাতগেছে গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে গন্ধবণিক্ ছিলেন। ব্যবসায় উপলক্ষে ইনি পৈতৃক বাসস্থান ত্যাগ করিয়া কলিকাতার নিকটস্থ বরাহনগরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি একজন স্বভাব-কবি ছিলেন। ইনি যেমন গান রচনা করিতে পারিতেন, তেমনই সুন্দর গাহিতেও পারিতেন। নিতাই দাস ইঁহার তুল্য প্রতিযোগী ছিল। ইঁহাদের প্রায়ই লড়াই বাধিত। লোকে ইঁহাদের লড়াইকে

"বাঘে মহিষের লড়াই" বলিত। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা রাম বসু প্রথমে ইহাদের দলে থাকিয়া আপনার ভাবী সৌভাগ্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ইহার রচিত সখী-সংবাদ ও ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গানগুলি বড়ই মনোহর।

ভবাব্ধি-সংসাররূপ সাগর। ভব রূপ যে অব্ধি (সমুদ্র), রূপক। বি; পু।

ভবার্ণব-সংসাররূপ সমুদ্র। ভব রূপ যে অর্ণব (সমুদ্র), রূপক। বি; পু।

ভবিতব্য—অবশ্যম্ভাবী, যাহা পরে অবশ্য ঘটিবে এরূপ। ভূ+তব্য কর্ম। বিণ।

ভবিতব্যতা—অবশ্যম্ভাবিতা; দৈব; ভাগ্য, নিয়তি, অদৃষ্ট। ভবিতব্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ভবিতা (ভবিতৃ)—ভাবী, ভবনশীল, উৎপত্তিশীল। ভূ (হওয়া)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভবিত্রী**।

ভবিষ্ণু—ভাবী, ভবনশীল। ভূ (হওয়া)+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।

ভবিষ্য—১। ভাবী, যাহা উত্তরকালে হইবে এরূপ। ভূ (হওয়া)+স্যতৃ কর্তৃ। বিণ। ২। পুরাণ বিঃ; চালতা ফল। বি; ক্লী।

ভবিষ্যৎ—১। ভাবী, যাহা হইবে এমন। বিণ। পু—**ভবিষ্যন্**। স্ত্রী—**ভবিষ্যন্তী**। ২। আগামী কাল। ভূ+স্যতৃ কর্তৃ। বি; ক্লী।

ভবিষ্যদ্বক্তা (-ক্তৃ)—গণক, যে ভবিষ্যৎ ঘটনার কথা বলে। ৬তৎ। বি বা বিণ; পু। স্ত্রী—**ভবিষ্যদ্বক্ত্রী**।

ভবিষ্যদ্বাণী—উত্তরকালে যাহা হইবে তাহাই অগ্রে কথন, prophecy. ভবিষ্যতের বাণী (ভবিষ্যৎ+বাণী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভবিষ্যন্ (ভবিষ্যৎ)—ভবিষ্য (তাহা দ্রঃ)। ভূ (হওয়া)+স্যতৃ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভবিষ্যন্তী**।

ভবিষ্যস্সূচনা—ভাবি-বিষয় জ্ঞাপন, যাহা পরে হইবে পূর্বে তাহার প্রস্তাব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভবী—জেদী লোক ('— ভোলবার নয়'); জনৈক জেদী স্ত্রীলোক, একগুঁয়ে গৃহস্থকন্যা, যে সহজে নিজের জিদ ছাড়িত না; ভবানী। বাংপ্র। বি।

ভব্য—১। সভ্য; শুভ; সুখ; অস্থি; চালতা ফল। ভূ (হওয়া)+য কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। শুভংকর; শুভযুক্ত; শান্ত; সাধু; সভ্য; ভদ্র; রম্য; সমীচীন; ভাবী; যোগ্য। বিণ। [বিণ।

ভব্যিযুক্ত—সভ্যভব্য, ভদ্র, শিষ্ট। বাংপ্র।

ভভম, ভভম্বম—গালবাদ্য (শিবের)। বাংপ্র। অ।

ভমর, ভমরা—ভ্রমর, অলি, ভোমরা। কপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**ভমরী**।

ভয়—১। ভীতি, ত্রাস [অনিষ্টাশঙ্কা বা তেজোরাশির আধিক্যনিবন্ধন অভিভব, এতদুভয়ের অন্যতর জন্য মনের যে সংকোচ অবস্থা, তাহাকে ভয় কহে]। ভী (ভয় পাওয়া)+অল্ ভাব। ২। ত্রাসহেতু। ভী+অল্ অপা। বি; ক্লী।

ভয়ংকর—ভীষণ, ত্রাসজনক। উপতৎ; ভয়–কৃ (করা)+খ কর্তৃ। বিণ।

ভয়কর—ভীতিজনক, ভয়দায়ক। ভয়—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**করী**।

ভয়চকিত—ভয়হেতু চমকিত। ৩তৎ। বিণ। [ত্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

ভয়-ভয়াসে—ভয়াতুর, ত্রাসযুক্ত, ভীত ও

ভয়ত্রাতা (-ত্রাতৃ)—ভয় হইতে উদ্ধারকর্তা, ভীতিবিনাশক। ৫তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভয়ত্রাত্রী**।

ভয়দ—ভয়ংকর, ভীষণ। উপতৎ; ভয়—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

ভয়নাশন—১। ভীতি বিনাশ, ভয় দূরীকরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। ভয়-বিনাশক, ভীতিনিবারক। ভয়—ণিজন্ত নশ্ বা নাশি+অন কর্তৃ। বিণ।

ভয়বিহ্বল—ভয়ে বিবশ, ভয় হেতু কাতর। ৩তৎ। বিণ।

ভয়ষা, ভঁয়ষা—মাহিষ, মহিষ-দুগ্ধ-জাত বা মহিষ হইতে উৎপন্ন (ঘি দুধ প্রভৃতি)। বাংপ্র। বিণ।

ভয়াউনি—ভয়ানক, ভয়ংকর, ভয়াবহ। প্রা কপ্র। বিণ।

ভয়াতুর—ভয়কাতর, ভয়ার্ত। ৩তৎ। বিণ।

ভয়ানক—১। ভয়ংকর, ভীষণ। ভী (ভয় পাওয়া)+আনক অপা। বিণ। ২। (কাব্যে) রস বিঃ ['কাব্যরস' দ্রঃ]। বি; পু। ৩। খুব ('— মজা')। বাংপ্র। বিণ।

ভয়াপহ—ভয়বিনাশক, ভীতিত্রাতা। উপতৎ; ভয়–অপ–হন্+ড কর্তৃ। বিণ।

ভয়াবহ—ভীতিজনক, ভয়ংকর। ভয়ের আবহ, ৬তৎ। বিণ।

ভয়ার্ত—ভয়পীড়িত, ভয়ে কাতর। ভয় দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত (কাতর), ৩তৎ। বিণ। [বিণ।

ভয়াল—ভীষণ, ভয়ানক, ভয়জনক। বাংপ্র।

ভর—১। ভরণকর্তা। ভৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। ভরণ; পূরণ; অবলম্বন; আধিক্য; গৌরব; ভার। ভৃ (ভরণ করা)+অল্ ভাব। ৩। সমূহ। ভৃ+অল্ কর্ম। বি; পু। ৪। দেহে দেবতা প্রভৃতির অধিষ্ঠান। বি। ৫। সমস্ত, পূর্ণ, যাবৎ। বাংপ্র। বিণ।

ভরছুম—ভর্ৎসন, গঞ্জনা। প্রা কপ্র। বি।

ভরণ—১। পোষণ; পূরণ; ভরতি করা; ধারণ। ভৃ (ভরণ করা)+অনট্ ভাব। ২। ভৃতি, বেতন। ভৃ+অনট্ করণ। বি; পু।

ভরণপোষণ—প্রতিপালন, খাওয়ানো পরানো। দ্বন্দ্ব। একার্থক যুগ্ম শব্দ। বি; ক্লী।

।—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে দ্বিতীয় নক্ষত্র। ভৃ (ধারণ করা)+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

।—ভরণযোগ্য, ভর্তব্য, প্রতিপাল্য; পূরণীয়। ভৃ+অনীয় কর্ম। বিণ।

ভরণ্য—১। ভরণীয়, পোষণীয়। ভরণ শব্দ+ষ্য যোগ্যার্থে। বিণ। ২। বেতন; মূল্য। বি; ক্লী।

ভরত—১। পাখী বিঃ, skylark. ২। নায়ক; নট; ভরতসূত্র নাট্যগ্রন্থ; নাট্য-শাস্ত্র-প্রণেতা মুনি [ইহার প্রণীত নাট্যশাস্ত্র নাটকরীতি ও অলংকারের প্রাচীন গ্রন্থ। ভরতের নাট্যশাস্ত্র হইতে প্রাচীন ভারতের নাট্যশালার পরিচয় অবগত হওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গমঞ্চের প্রাচীন নাম 'প্রেক্ষাগৃহ'। ভরতের সমকালে ভারতে চারি প্রকার নাট্যরীতি বর্তমান ছিল, যথা—আবন্তী, দাক্ষিণাত্যা, ওড্রমাগধী ও পাঞ্চালমধ্যমা। ভরতের নাট্যশাস্ত্র ফরাসীদেশীয় পণ্ডিত Joanny Grosset কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে]; শালগ্রাম-বাসী জনৈক রাজর্ষি; রামানুজ; তন্তুবায়; ব্যাধ। ভর—তন্+ড কর্তৃ অথবা ভৃ+অতচ্ কর্তৃ। বি; পু।

৩। অযোধ্যাপতি দশরথের দ্বিতীয় পুত্র। কৈকেয়ীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। কৈকেয়ীর চক্রান্তের ফলে রামচন্দ্র পিতৃ-সত্যপালনার্থ যৎকালে বনগমন করেন, তৎকালে ইনি নন্দীগ্রামে মাতুলালয়ে ছিলেন। অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া রামের বনগমন ও পিতার মৃত্যু শ্রবণে ইনি পিতৃশোকে ও ভ্রাতৃবিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। অনন্তর মাতার সাধুবিগর্হিত কর্মের নিমিত্ত তাঁহাকে যথোচিত তিরস্কার ও পিতার ঔর্ধ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া ভ্রাতার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। চিত্রকূট পর্বতে রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিস্তর সাধ্যসাধনা করিলেন; কিন্তু সত্যপরায়ণ রাম কিছুতেই প্রত্যাবৃত্ত হইতে সম্মত না হওয়ায় ইনি জ্যেষ্ঠের পাদুকা গ্রহণপূর্বক রাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং অযোধ্যার পরিবর্তে নন্দীগ্রামে থাকিয়া সিংহাসনে রামের পাদুকা স্থাপন-

পূর্বক তাঁহার নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। চতুর্দশবর্ষান্তে রামচন্দ্র প্রত্যাবৃত্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক তাঁহার অধীনে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

কুশধ্বজ-দুহিতা মাণ্ডবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার গর্ভে তক্ষ ও পুষ্কর নামক ইঁহার দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। মাতুলের ইচ্ছাক্রমে এবং রামচন্দ্রের অনুমত্যনুসারে ইনি পুত্রদ্বয় সমভিব্যাহারে সিন্ধুতীরস্থ গন্ধর্বদিগকে পরাভূত করেন। সেই প্রদেশ ইঁহার দুই পুত্রকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইলে তাঁহারা তক্ষশিলা ও পুষ্করবতী নামে দুইটি নগরী নির্মাণ করাইয়া তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভরত জ্যেষ্ঠের সহিত সরযূজলে জীবন বিসর্জন করেন।

৪। চন্দ্রবংশীয় নৃপ। রাজা দুষ্মন্তের ঔরসে শকুন্তলার গর্ভে কণ্বমুনির আশ্রমে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি রাজা হইয়া নানাবিধ যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ ইঁহারই দ্বারা পালিত হইয়াছিলেন। ইনি অতি প্রবলপরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, এবং সমগ্র ভারতবর্ষ আপনার শাসনাধীনে আনয়ন করেন।

৫। ঋষভ দেবের পুত্র। ইঁহারই নামানুসারে এদেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে।

ভরতপুত্র—অভিনেতা, নট। ভরতের (নাট্যশাস্ত্র-প্রণেতা মুনির) পুত্র, ৬তৎ। বি ; পু।

ভরতপুর- রাজস্থানে অবস্থিত একটি স্থান। এখানে গৃহনির্মাণোপযোগী প্রস্তর অনেক পাওয়া যায়। রাজ্যের শিল্পকার্যের মধ্যে চামর প্রস্তুতকরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই চামর পশুলোমে প্রস্তুত হয় না; চন্দনকাষ্ঠ বা হস্তি-দন্ত লোমের ন্যায় সূক্ষ্ম করিয়া কাটিয়া উহা প্রস্তুত করা হয়। চামরের মুষ্টি (বাঁট) চন্দনকাষ্ঠের বা হস্তি-দন্তের। চামর প্রস্তুত করিবার প্রণালী যে সে লোককে শিখান হয় না।

ভরতপুরের ইতিহাস।—ভরতপুর একটি পূর্বতন রাজ্য। ভরতপুররাজ জাঠবংশীয় এবং রাজ্যমধ্যে বহুসংখ্যক জাঠের বাস জাঠজাতি ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর মামুদকে, ১৩৯৭ খ্রীঃ তৈমুরকে এবং ১৫২৬ খ্রীঃ বাবরসাহের সৈন্যগণকে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের পরলোকগমনের পরে ইঁহারা সমধিক প্রবল হইয়া উঠে। বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা চূড়ামণ নামক জনৈক সামন্তের নেতৃত্বে ইহারা স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করে। চূড়ামণের ভ্রাতা বদন সিংহ তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করিয়া ঠাকুর উপাধি গ্রহণপূর্বক দিগ্‌নগরে জাঠ-নায়ক পদে অধিষ্ঠিত হন। তদীয় পুত্র সুরযমল উদীয়মান রাজ্যের পরিসর বৃদ্ধি করেন। ১৬৬০ খ্রীঃ সুরযমল মহারাষ্ট্রীয় শক্তিসমষ্টির সহিত মিলিত হন এবং আমেদসা দুরাণীর ভারত আক্রমণ প্রতিরোধার্থে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন ; কিন্তু সেনাপতির আচরণে বিরক্ত হইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণের সংস্রব ত্যাগ করেন। যে সময়ে উহারা পাণিপথ যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল, সেই সময়ে ইনি কৌশলে আগ্রাশহর হস্তগত করেন। ১৭৬৩ খ্রীঃ সুরযমলের দেহাবসান ঘটিলে, তাঁহার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র ক্রমান্বয়ে রাজদণ্ড গ্রহণ করেন। তৃতীয় পুত্র নওলসিংহের রাজত্বকালে চতুর্থ পুত্র রণজিৎ সিংহ বিদ্রোহী হইয়া দিল্লীর প্রধান সেনাপতি নাজফ খাঁএর সাহায্য গ্রহণ করেন। নাজফ খাঁ ভরতপুর রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং কেবলমাত্র ভরতপুর দুর্গ ও নয় লক্ষ টাকা মূল্যের ভূসম্পত্তি ব্যতীত, সমুদয় রাজ্য আত্মসাৎ করেন। নাজফ খাঁর মৃত্যুর পরে, সিন্ধিয়া সমস্ত রাজ্য অধিকার করিয়া লন ; কেবল রণজিৎ সিংহের মাতার অনুরোধে তাঁহাকে ১১টি পরগনা প্রত্যর্পণ করেন। উত্তরকালে আর তিনটি পরগনা ইংরাজ কর্তৃক প্রদত্ত হয়। ১৮০৩ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের প্রারম্ভকালে রণজিৎ সিংহ ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সৈন্য দ্বারা সাহায্য করেন। কিন্তু হোলকারের সহিত যখন ইংরাজের যুদ্ধ বাধে, সেই সময়ে ইনি সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং ইংরাজের বিপক্ষাচরণ করেন। সেই নিমিত্ত ইংরাজ সেনাপতি লর্ড লেক দিগ্‌নগর আক্রমণ করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে ভরতপুর আক্রমণ করা হয়। রণজিৎ সিংহ কয়েক দিন পরে ইংরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ভরতপুর দুর্গটি ছাড়িয়া দেন এবং হোলকারকে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিতে স্বীকৃত হন। রণজিৎ ১৮০৫ খ্রীঃ পরলোকগমন করিলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রণধীর সিংহ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে রণজিৎ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র বলদেও সিংহ ভ্রাতৃসিংহাসনে আসীন হইয়া ১৮ মাস মাত্র শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, শিশু বলবন্ত সিংহ ন্যায়তঃ রাজ্যাধিকারী বলিয়া গণিত হওয়া সত্ত্বেও রণজিৎ সিংহের পৌত্র দুর্জনসাল বলপূর্বক ভরতপুর দুর্গ অধিকার ও শিশু বলবন্তকে কারারুদ্ধ করেন (১৮২৬ খ্রীঃ)। এই সংবাদ পাইয়া ইংরাজ সেনাপতি লর্ড কম্বারমিয়র (Combermeore) ভরতপুর আক্রমণ করেন, এবং ভীষণ যুদ্ধের পরে ১৮২৭ খ্রীঃ ১৮ই জানুয়ারি ভরতপুর দুর্গ অধিকার করেন। দুর্জনসাল বন্দী হইয়া বেনারসে প্রেরিত এবং শিশু বলবন্ত সিংহ মাতার তত্ত্বাবধানে রাজপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৩৫ খ্রীঃ বলবন্ত সিংহকে রাজ্য শাসনের পূর্ণভার দেওয়া হয়। ১৮৫৩ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার এক-বৎসর-বয়স্ক পুত্র যশোবন্ত সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৯ খ্রীঃ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া ইনি পূর্ণভাবে শাসনদণ্ড গ্রহণ করেন। ইনি যতদিন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছিলেন, ততদিন পলিটিকেল এজেন্ট, ৭ জন সর্দার লইয়া গঠিত সমিতির সহযোগে শাসনকার্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ যশোবন্ত সিংহ লোকান্তরিত ও তৎপদে পুত্র রামসিংহ অধিষ্ঠিত হন। অমিতাচার নিবন্ধন রামসিংহ রাজ্যশাসনের অধিকার হইতে ইংরাজ কর্তৃক বিচ্যুত হন এবং ১৯০০ খ্রীঃ জনৈক অনুচরের হত্যা অপরাধে একেবারে সিংহাসনচ্যুত হন। বালক পুত্র কিষণসিংহ রাজা বলিয়া ঘোষিত হন, কিন্তু যতদিন প্রাপ্তবয়স্ক না হন, ততদিন পর্যন্ত রাজ্যের শাসনভার জনৈক দেশীয় মন্ত্রী এবং সদস্য-সমিতির হস্তে থাকিবার ব্যবস্থা হয়।

ভরতপুর শহর পৌরাণিক ভরত রাজার নামানুসারে অভিহিত। শহরে যে দুর্গাদির অবশিষ্টাংশ দৃষ্ট হয়, সেই দুর্গাদি ১৭৩৩ খ্রীঃ বদন সিংহ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণই ভরতপুরের অধিষ্ঠাতা দেব বলিয়া কথিত এবং "বিহারী" নামে এখানে সংপূজিত।

ভরত মল্লিক - জনৈক বিখ্যাত সংস্কৃত টীকাকার। ইনি রাঢ়ীয় কুলীন বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম গৌরাঙ্গ মল্লিক। ইনি ভট্টিকাব্য, নলোদয়, কিরাতার্জুনীয়, কুমারসম্ভব ও মুগ্ধবোধ এই পাঁচখানি গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন উপসর্গ বৃত্তি, দ্রুতবোধ ব্যাকরণ প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ১৭৫৮ শকে বা ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ভর্‌তি, ভর্তি— প্রবিষ্ট, নিযুক্ত, বাহাল ; পূর্ণ, ভরিত ; পূরিত। বাংপ্র। বিণ।

ভরদ্বাজ—১। ভারুই পক্ষী। ভৃ (ধারণ

করা) + শতৃ কর্তৃ—ভরৎ; ভরৎ (ধারণকারী) বাজ (পক্ষ) যাহার, বহ। বি; পু।

২। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ মুনি বৃহস্পতির পুত্র। মহারাজ ভরত দ্বারা ইনি পালিত হন। ইনি প্রয়াগে আশ্রম নির্মাণপূর্বক তপোরত হইয়া ধর্মমার্গে যথেষ্ট উন্নতি করেন। কথিত আছে যে, যৎকালে ইনি তপস্যার্থে হিমালয় প্রদেশে গমন করেন, সেই সময়ে অপ্সরা ঘৃতাচীকে দেখিয়া ইঁহার মন বিচলিত হয় এবং তাহারই ফলে বিখ্যাত দ্রোণাচার্যের জন্ম হয়। রামচন্দ্র বনগমনকালে এবং বন হইতে প্রত্যাগমন সময়ে ইঁহার আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বি; পু।

ভরন—পিত্তল ও রাঙের মিশ্র ধাতু, কিংবা পিত্তল ও কাঁসার সংকর ধাতু, bronze, বাংপ্র। বি।

ভরমা—ভার, অবলম্বন, ভর; ভারার্পণ; আশা, বিশ্বাস, আশ্রয়স্থল। বাংপ্র। বি।

ভরপুর—পরিপূর্ণ, মজগুল। বাংপ্র। বিণ।

ভরপেট—উদর পূর্ণ করিয়া, পেট ভরিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ভরভর, ভুরভুর—গন্ধবিস্তার। বাংপ্র। অ। বিণ—**ভরভরে, ভুরভুরে**।

ভরম—১। ভরণকারী, পোষণকর্তা। ভৃ (ভরণ করা) + অমচ্ কর্তৃ। বিণ। ২। সম্ভ্রম, সম্মান; ভ্রম; ভড়ং। প্রা কপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

ভরভর—একান্ত নির্ভর, নিতান্ত ভরসাস্থল।

ভরসা—নির্ভর, আশা আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস বা তাহার কারণ। বাংপ্র। বি।

ভরা—১। বোঝাই নৌকা; নৌকামাত্র। বি। ২। পূর্ণ করা বা হওয়া; বোঝাই করা। বাংপ্র। ৩। স্পর্শ করা, লাগা। কপ্র। ক্রি। ৪। পূর্ণ, ভরতি। বাংপ্র। বিণ।

ভরাট—মাটিতে পূর্ণ, যাহা পূর্বে নিম্ন ছিল এখন পূর্ণ। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ভরাটি—ভরাট জমি। বাংপ্র। বি।

ভরাডুবি—ভারপূর্ণ নৌকা ডুবি, অতএব এককালে সমস্ত নাশ। বাংপ্র। বি।

ভরানো—পূরণ করানো, ভরাট করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ভরাভর—সম্পূর্ণ নির্ভর; পরস্পরের উপর পরস্পরের ভরসা। বাংপ্র। বি।

ভরি—১। ১৬ আনা বা এক টাকার ওজন, তোলা; পদ, চরণ, পা। বাংপ্র। বি। ২। পূর্ণ। প্রা কপ্র। বিণ। ৩। পূর্ণ করিবা হই; পূর্ণ করিয়া বা হইয়া। কপ্র। ক্রি।

ভরিত—১। পালিত; পোষিত; হরিদ্বর্ণ; পূরিত। ভৃ (ভরণ করা) + ইত কর্ম। ২। ভারবিশিষ্ট। ভর (ভার) + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

ভর্গ—১। মহাদেব; সূর্যের ঐশ তেজঃ। ভ্রস্জ্ (ভর্জন করা) + ঘঞ্ কর্তৃ। ২। ভর্জন। ভ্রস্জ্ + ঘঞ্ ভাবে। বি; পু।

ভর্জন—ভৃষ্টকরণ, ভাজা। ভ্রস্জ্ (ভাজা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বিণ

ভর্জিত—ভাজা, ভৃষ্ট। ভ্রস্জ্ + ক্ত কর্ম

ভর্তব্য—১। ভরণীয়, পালনীয়, পোষ্য ভৃ (ভরণ করা) + তব্য কর্ম। বিণ। ২ ভরণ, অনুপূরণ; ক্ষতিপূরণ। বাংপ্র। বি

ভর্তা (ভর্তৃ)—১। পতি; স্বামী; নেতা; অধিপতি, প্রভু। ভৃ (ভরণ করা) + তৃন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। পোষক; পালক; ধারক। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভর্ত্রী**।

ভর্তৃহরি—বাক্যপ্রদীপকর্তা বৈয়াকরণ কবি; শান্তিপূর্ব গ্রন্থ ও রাজনীতি প্রভৃতি শতকত্রয়ের রচয়িতা [ইনি অতিশয় বিদ্বান্ ও সুকবি ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, সুপ্রসিদ্ধ ভট্টিকাব্য ইঁহারই রচিত। তদ্ভিন্ন নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক নামে তিনখানি শতক প্রণয়ন করেন, এবং পতঞ্জলি কৃত মহাভাষ্যের তাৎপর্যবোধিকা কারিকা প্রণয়ন পূর্বক "বাক্যপ্রদীপ" নাম দিয়া গ্রন্থাকারে প্রচার করেন]। বি; পু।

ভর্ৎসক—ভর্ৎসনাকারী, তিরস্কর্তা; নিন্দক; তর্জনকারী। ভর্ৎস্ + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভর্ৎসিকা**।

ভর্ৎসন, ভর্ৎসনা তিরস্কার; নিন্দা; কুৎসা; পরিবাদ; আক্ষেপ; তর্জন। ভর্ৎস্ + অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে ··· + অন ভাব + আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

ভল্ল—১। ভালা, বল্লম, শড়কি। ভল্ + অন্ করণ। ২। ভালুক। ভল্ (বধ করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

ভল্লক—ভল্লুক, ভালুক। ভল্ল + কণ্ স্বার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**ভল্লকী**।

ভল্লাত, ভল্লাতক—১। ভেলাগাছ। ভল্ল—অত্ (গমন করা) + অন্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি; পু। ২। ভেলাফল। বি; ক্লী।

ভল্লুক, ভল্লূক—ভালুক। ভল্ (বধ করা) + উক, ঊক কর্তৃ। বি; পু।

ভসকা, ভসকো—জলবৎ, পানসে, আলগা; তরল। বাংপ্র। বিণ।

ভস্ত্রা, ভস্ত্রী—চর্মপ্রসেবিকা; বায়ুপরিচালনযন্ত্র বিঃ, কর্মকারাদির জাঁতা; চর্মস্থান, মশক; ভিস্তী। ভস্ + ত্র কর্তৃ + আপ্ বা ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভস্ম (ভস্মন্)—ছাই। ভস্ (দীপ্তি পাওয়া) + মন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। বিণ—**ভস্মিত**।

ভস্মসাৎ—সম্যক্ ভস্মীভূত, একেবারে ছাই হইয়া যাওয়া। ভস্মন্ (ছাই) + সাৎ। অ।

ভস্মাচ্ছাদিত- ভস্মাবৃত, ছাই-ঢাকা। ভস্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, ৩তৎ। বিণ।

ভস্মাবশেষ—১। ভস্ম হইবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে, ছাইরূপে পরিণতি। ভস্মের অবশেষ, ৬তৎ। বি; পু। ২। ভস্মাকারে পর্যবসিত, ছাইরূপে পরিণত। ভস্ম হইয়াছে অবশেষ যাহার, বহ। বিণ।

ভস্মীকৃত—যাহা ভস্মে পরিণত করা হইয়াছে এমন। ভস্মন্—চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (-ভস্মী)—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

ভস্মীভূত—যাহা একেবারে ছাই হইয়া গিয়াছে এরূপ। ভস্মন্ (ছাই) + চ অভূততদ্ভাবার্থে (=ভস্মী)-ভূ (হওয়া) ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ভা—দীপ্তি, আলোক; কিরণ। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া) + ড ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

ভাই—ভ্রাতা; বন্ধু; ভ্রাতৃতুল্য ব্যক্তি বা নাতি প্রভৃতিকে সম্বোধনে। <ভ্রাতৃ। বি।

ভাইঝি—ভাইএর মেয়ে, ভ্রাতৃতনয়া। <ভ্রাতৃজা। বি; স্ত্রী।

ভাইঝি-জামাই—ভ্রাতার জামাতা। বাংপ্র। বি; পু।

ভাইদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ভাইফোঁটার দিন। বাংপ্র। বি।

ভাইপো—ভাইএর ছেলে, ভ্রাতৃতনয়। <ভ্রাতৃপুত্র। বি; পু।

ভাইফোঁটা—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দিবসে ভ্রাতার ললাটে ভগিনী যে ফোঁটা দেয়। বাংপ্র। বি।

ভাউলিয়া, ভাউলে- শ্বেত রঞ্জিত গৃহবিশিষ্ট ছোট নৌকা; ছপ্পরযুক্ত নৌকা বিঃ, বজরা। বাংপ্র। বি। [বি।

ভাও—দর, দাম; অবধারণ, নিশ্চয়। হি।

ভাওলী—প্রজার নিকট খাজনা স্বরূপে নগদের পরিবর্তে ফসলের যে অংশ লওয়া হয়। বাংপ্র। বি।

ভাং—সিদ্ধি, বিজয়া। <ভঙ্গা। বি।

ভাংচি—প্রতিকূল পরামর্শ, কোন কার্য করিতে না দিবার জন্য গোপনে বিরুদ্ধ উপদেশ বা যুক্তি, কুপরামর্শ ('বিবাহে —')। বাংপ্র। বি।

ভাঃ (ভাস্)—১। দীপ্তি, প্রভা; কিরণ। ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া) + ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। সূর্য। বি; পু।

ভাঁওতা—ধাপ্পা, ফাঁকি, মিথ্যোক্তি। বাংপ্র। বি।

ভাঁজ—স্তবক, পরদা, দোমৎ। বাংপ্র। বি।

ভাঁজা—ভাঁজ করা, দোমৎ করা, ঘুরড়ানো; চালান, অভ্যাস করা, কসরত করা; আলাপ করা ('রাগিণী —')। বাংপ্র। ক্রি।

ভাঁট—ঘেঁটুগাছ। বাংপ্র। বি।

ভাঁটা—কন্দুক, ক্রীড়াগোলক; সাগর-জলোচ্ছ্বাসের নিবৃত্তি, নদীস্রোতের সমুদ্রের দিকে টান। বাংপ্র। বি।

ভাঁটি—উজানের উলটা দিক, স্রোতের অভিমুখ; নিম্নদিক্; ইট চুন ইত্যাদি পুড়াইবার চুলা; ধোপার কাপড় সিদ্ধ করিবার হাঁড়ি; মদ চুয়াইবার পাত্র বা স্থান। বাংপ্র। বি।

ভাঁড়—১। ক্ষুদ্র ঘট। < ভাণ্ড। ২। বিদূষক। < ভণ্ড। ৩। নাপিতাস্ত্রের আধার। <ভাণ্ডি। বি।

ভাঁড়াই, ভাঁড়ামো, ভাঁড়ামি—ভণ্ডতা; বিদূষকত্ব, মস্করাম। বাংপ্র। বি।

ভাঁড়ানো—বঞ্চনা করা, প্রতারণা করা; অপলাপ করা, মিথ্যা বলিয়া ফাঁকি দেওয়া; বাহানা করা, টালমাটাল করা। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। বি।

ভাঁড়াভাঁড়ি—পুনঃ পুনঃ ভাঁড়ান।

ভাঁড়ামো, ভাঁড়ামি—'ভাঁড়াই' দ্রঃ।

ভাঁড়ার—ধনাগার; দ্রব্যাগার; তহবিল। <ভাণ্ডার। বি।

ভাঁড়ারী—১। ভাঁড়ারের রক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক। <ভাণ্ডারী। ২। ভৃত্য, পরিচারক, খানসামা। প্রাদে। বি।

ভাখা, ভাখি—ভাষা, বাণী। প্রা কপ্র। বি।

ভাগ—১। বিভাজন। ভজ্ (ভাগ করা) + ঘঞ্ ভাব। ২। অংশ; রাশির ত্রিশ ভাগের এক ভাগ; প্রদেশ; ভাগ্য। ভজ্ + ঘঞ্ কর্ম। বি; পু। ৩। পলায়ন। বি। ৪। পলায়ন কর, পলাও। হি-মু। ক্রি।

ভাগধেয়—১। রাজস্ব; অংশ, ভাগ। ভাগ-ধা (ধারণ করা) + য কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ২। দায়াদ, জ্ঞাতি। ভাগ-ধা + য অপা। বিণ। ৩। অদৃষ্ট, ভাগ্য; দৈব। ভাগ শব্দ + ধেয় স্বার্থে। বি; ক্লী।

ভাগফল—কোন রাশিকে অপর রাশি দিয়া ভাগ করিয়া লব্ধ অঙ্ক বা রাশি, quotient. বি; ক্লী।

ভাগবত—১। অষ্টাদশপুরাণান্তর্গত পুরাণ বিঃ। বি; ক্লী। ২। ভগবদ্ভক্ত। ভগবৎ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ভাগবতী**।

ভাগভুক্তা—ভাগভুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

ভাগল—পলাইল; দূর হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাগলপুর—১। বিহার রাজ্যের অন্তর্গত একটি বিভাগ, জেলা ও শহর। ভাগলপুর প্রাচীন বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তৎপরে মগধরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে ইহা একটি স্বাধীন রাজ্যরূপে দেখা দেয়, চম্পানগর সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল। উত্তরকালে এই জেলা গৌড়ের মুসলমান রাজ্যভুক্ত হয়। কাহালগাঁও নামক স্থানে বঙ্গের শেষ স্বাধীন মুসলমান নরপতি মামুদশাহ প্রাণত্যাগ করেন। তৎপরে বিহার প্রদেশ আকবর কর্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া মোগলরাজ্যভুক্ত হয়। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হন; সেই সঙ্গে ভাগলপুরও ইংরাজের হস্তে আসে। জেলাটি গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত। এখানে নীল ও তসর উৎপন্ন হয়।

২। উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জেলার একটি প্রাচীন শহর। কথিত আছে, এই স্থানে পরশুরাম জন্মগ্রহণ ও বাস করেন। শহরের সন্নিকটে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ দৃষ্ট হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, এটি পরশুরাম (মতান্তরে ভীম সিংহ) কর্তৃক প্রোথিত। শহরটি ঘর্ঘরা নদীর বামতীরে অবস্থিত।

ভাগহর—অংশগ্রাহী। উপতৎ; ভাগ (অংশ) —হৃ (হরণ করা) + অন্ কর্তৃ। বিণ।

ভাগহার—অংশগ্রহণ; কোন নির্দিষ্ট রাশিকে অন্য রাশি দ্বারা ভাগ করিবার প্রণালী। ভাগ—হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

ভাগা—১। ভাগ, অংশ। বাংপ্র। বি। ২। পলায়ন করা। হি-মু। ক্রি।

ভাগাড়—গ্রামে গরু বাছুর যাইবার পথ; গ্রামে যে স্থানে মরা গরু বাছুর ফেলা হয়। বাংপ্র। বি।

ভাগানো—১। পলায়ন করানো, পলাইতে বাধ্য করা, তাড়ানো। হি-মু। ২। ভাগ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ভাগাভাগি—পরস্পরের মধ্যে বিভাগ বা বণ্টন, ভাগবাঁটোয়ারা। বাংপ্র। বি।

ভাগি—ভাগ, ভাগা, অদৃষ্ট। প্রা কপ্র। বি।

ভাগিন-জামাই—ভাগিনেয়ীর পতি। বাংপ্র। বি।

ভাগিন-বউ, ভাগ্নেবৌ—ভাগিনেয়ের পত্নী। বাংপ্র। বি।

ভাগিনা, ভাগ্নে, ভাগ্না—ভগিনীর পুত্র; [স্ত্রীলোকের পক্ষে] স্বামীর ভগ্নীর পুত্র। < ভাগিনেয়। বি; পু। স্ত্রী—**ভাগিনী, ভাগ্নী**।

ভাগিনী—১। অংশিনী। ভাগ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। ২। গ্রহণকারিণী। ভজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ৩। ভগিনীর কন্যা; [স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে] স্বামীর ভগিনীর কন্যা। <ভাগিনেয়ী। বি; স্ত্রী।

ভাগিনেয়—ভগিনীর পুত্র। ভগিনী + ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**ভাগিনেয়ী**।

ভাগী (ভাগিন্)—১। অংশী, অংশগ্রাহী। ভাগ + ইন্ অস্ত্যর্থে। ২। গ্রহণকারী। ভজ্ + ঘিনুণ্ কর্তৃ। ৩। ভাগ্যবান্। ভাগ (ভাগ্য) + ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভাগিনী**।

ভাগীদার—অংশীদার, অংশার্হ, অংশ পাইবার হকদার। বাংপ্র। বি।

ভাগীরথী—গঙ্গা, জাহ্নবী; গঙ্গার যে ধারা পদ্মার উৎপত্তির পর মুরশিদাবাদ দিয়া দক্ষিণবাহিনী হইয়াছে; গাড়োয়াল অঞ্চলে গঙ্গার ধারা বিঃ। ভগীরথ + ষ্ণ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। মহারাজ ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্যলোকে আনীত হওয়ায় গঙ্গার এইরূপ নামকরণ হইয়াছে ['গঙ্গা' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী। [ইহা রামপুরের কিছু উপর হইতে গঙ্গার শাখানদীরূপে বহির্গত হইয়া হুগলি, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার অপর নাম হুগলি নদী। ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী, অজয়, বরাকর, দামোদর, রূপনারায়ণ, কংসাবতী বা কাঁসাই প্রভৃতি নদ ও নদী সকল ভাগীরথীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।]

ভাগু—ভাঙ্গিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাগুরি—ব্যাকরণপ্রণেতা জনৈক মুনি। ইহার বহুশ্লোক কলাপ ব্যাকরণের টীকা ও অন্যান্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। মূল গ্রন্থসমূহ এখন আর পাওয়া যায় না। বি; পু।

ভাগে—১। ভাগ্যে, অদৃষ্টে। বি। ২। পলায়ন করে; শোভা পায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাগ্না-বৌ—'ভাগিন-বউ' দ্রঃ।

ভাগ্নী জামাই—ভগিনীর জামাতা। বাংপ্র। বি।

ভাগ্য—১। অদৃষ্ট, নিয়তি, কপাল। ভজ্ (ভাগ করা) + ঘ্যণ্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। ভাগবিশিষ্ট। ভাগ + ষ্য। বিণ।

ভাগ্যক্রমে—ভাগ্যবশতঃ, কপালক্রমে। ভাগ্যের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

ভাগ্য-গণনা—অদৃষ্ট-গণনা, অদৃষ্টে কি আছে তাহা গণনা করা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যগুণ—অদৃষ্টের উৎকর্ষ, শুভাদৃষ্ট। ৬তৎ। বি; পু।

ভাগ্যচক্র—অদৃষ্টরূপ চাকা। রূপক। বি; ক্লী।

ভাগ্যদেবতা—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভাগ্যপুরুষ—অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা পুরুষ। মধ্যপ। বি; পু।

ভাগ্যফল—অদৃষ্টের ফল, অদৃষ্টজাত সুখ-দুঃখ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভাগ্যবান্ (-বৎ)—সৌভাগ্যশালী, শুভাদৃষ্টবান্, ভাগ্যবন্ত। ভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভাগ্যবতী**।

ভাগ্যবিধাতা (-তৃ)—ভাগ্যপুরুষ (তাহা দ্রঃ); ভালমন্দ করিবার মালিক, অদৃষ্ট-নিয়ন্তা। বি বা বিণ; পু। স্ত্রী, **-বিধাত্রী**।

ভাগ্যবিপর্যয়—অদৃষ্টের পরিবর্তন, কপালের ফের; দশার বৈপরীত্য, অবস্থার পরিবর্তন, দুর্দশা। ৬তৎ। বি; পু।

ভাগ্যহীন—হতভাগ্য, দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, মন্দভাগ্যবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

ভাগ্যি—অদৃষ্ট; সৌভাগ্য। <ভাগ্য। বি।

ভাগ্যিমান্—অদৃষ্টবান্। <ভাগ্যবান্। বিণ। স্ত্রী, **-নী**। [ক্রি-বিণ।

ভাগ্যে, ভাগ্যিস—ভাগ্যক্রমে। বাংপ্র।

ভাগ্যোদয়—শুভাদৃষ্টের আবির্ভাব, সৌভাগ্যসঞ্চার। ৬তৎ। বি; পু।

ভাঙ—১। সিদ্ধি, বিজয়া। <ভঙ্গা। ২। ভ্রূ; ভাব। প্রা কপ্র। বি।

ভাঙচি, ভাঙ্গচি—'ভাংচি' দ্রঃ।

ভাঙন, ভাঙ্গন—ভঙ্গ; নদ্যাদির পাড় ধ্বসিয়া পড়া; সুখাদ্য মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

ভাঙর—ভাইপো, ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রা কপ্র।

ভাঙরা—ব্যক্ত করা, প্রকাশ করা, খুলিয়া বলা, বর্ণনা করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাঙরি—প্রকাশ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাঙাভরতি—গড়পড়তা; স্থূলহিসাবে; কিছু কম বা ঠিকঠাক, ন্যূনাধিক। বাংপ্র। বিণ। [অস্ফুট। বাংপ্র। বিণ।

ভাঙা ভাঙা—প্রায় ভগ্ন; আধআধ

ভাঙ্গ—সিদ্ধি, বিজয়া। <ভঙ্গা। বি।

ভাঙ্গচালি—কুমন্ত্রণা। বাংপ্র। বি।

ভাঙ্গড়, ভাঙড়—সিদ্ধিখোর; মাদক-সেবী। বাংপ্র। বিণ।

ভাঙ্গন—'ভাঙন' দ্রঃ।

ভাঙ্গা—১। ভগ্ন। বিণ। ২। ভঙ্গ। বি ৩। ভগ্ন করা, পেষণ করা, চূর্ণ করা, লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা; ঠেলা, ঠেলিয় চলা; নষ্ট পণ্ড বা বিচ্ছিন্ন করা বাংপ্র। ক্রি।

ভাঙ্গানো—ভগ্ন করানো, পেষণ করানো পিষানো; অল্পমূল্য-মুদ্রায় পরিবর্তিত করা; ভাংচি দেওয়া বা দেওয়ানো বাংপ্র। ক্রি।

ভাঙ্গানি, ভাঙানি—ভাঙ্গান; ভাঙ্গান বেতন; বিনিময়; ভাংচি; বিনিময়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুদ্রা। বাংপ্র। বি।

ভাঙ্গানী, ভাঙানী—যে স্ত্রী ভাংচি দিয়া গৃহবিচ্ছেদ ঘটায়। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। পু—**ভাঙ্গানে**। [বিণ।

ভাঙ্গী—ভাঙ্গ পানে আসক্ত। বাংপ্র।

ভাচা—পারিশ্রমিক দিয়া অন্যের দ্বারা ধান কুটাইয়া চাউল প্রস্তুত করাইয়া লওয়া; ঐরূপে ভানাইবার ধান (ইহাকে 'বাঁটচা'ও বলে)। প্রাদে। প্রা কপ্র। বি।

ভাজ—ভ্রাতৃজায়া, ভাইয়ের স্ত্রী; প্রজাবতী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ভাজক—যদ্দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়, অংশ-কারক। ভাজ্ (পৃথক্ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **ভাজিকা**।

ভাজন—আধার, পাত্র। ভাজ্ (পৃথক্ করা)+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ভাজনা—ভাজিবার জন্য ব্যবহৃত। বাংপ্র। বিণ।

ভাজনা-খোলা, ভাজা-খোলা—যে নিম্ন মৃৎপাত্রে বা মৃৎ-কটাহে খই মুড়ি ভাজা যায়। বাংপ্র। বি।

ভাজা—১। ভর্জন করা, অগ্নিপক্ক করা; দগ্ধ করা। ক্রি। ২। ভর্জিত, ভৃষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ভাজাভাজা—ভৃষ্টবৎ, প্রায় ভাজা; সন্তপ্ত। বাংপ্র। বিণ।

ভাজিত—বিভক্ত, যাহাকে ভাগ করানো হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভজ্=ভাজি (ভাগ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভাজী—ভৃষ্টব্যঞ্জন বিঃ, ভাজা। ভাজ্ (পৃথক্ করা)+অল্ কর্ম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভাজ্য—ভাগার্হ, বিভাজ্য; যাহাকে ভাগ করিতে হইবে এরূপ, dividend. ভাজ্ (পৃথক্ করা)+য কর্ম। বিণ।

ভাট—স্তুতিপাঠক জাতি বিঃ, ইহারা সভায় রাজা বা ধনীদিগের বংশপরিচয় দিয়া ও স্তুতিপাঠ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। <ভট্ট। বি।

ভাটক—ভাড়া। ভট্+ণক কর্তৃ। বি; পু

ভাটি, ভাটী—জলের ভাটা বা হ্রাস; অপরাহ্ণ; ভৃতি বা বৃত্তি; শুভকর্মাদি উপলক্ষে গ্রামবাসী বা পড়শীরা, যে অর্থাদি আদায় করে ('গ্রাম—'); ইট চুন পোড়াইবার গৃহ; বস্ত্রাদি নির্মল করিবার জন্য রজকের বস্ত্র ভাপাইবার হাঁড়ি মদ্যাদি চুয়াইবার বড় কলস বা স্থান বাংপ্র। বি।

ভাটিখানা—যেখানে মদ চুয়ানো হয় বাংপ্র। বি।

ভাটিয়ারা, ভেটেরা—যেখানে মদ তৈয়ারী হয়, চোলাইখানা। বাংপ্র। বি।

ভাটিয়ারী—যে মদ্যাদির ভাটি রাখে। বাংপ্র। বি।

ভাড়া—দ্রব্যাদি ব্যবহারের মূল্য, গৃহাদি-ভোগের কর, কিরায়া; ভাড়ার শর্তে নিয়োগ বা নিযুক্ত। <ভাটক। বি।

ভাড়াটিয়া, ভাড়াটে—১। যাহা ভাড়া করা বা দেওয়া যায়; ভাটক প্রদানে উপভোগ্য; ঠিকা। বিণ। ২। যে বা যাহা ভাড়া খাটে; ভাড়া-বাড়িতে বাসকারী। বাংপ্র। বি।

ভাণ—১। বোধ, ধারণা; ভাব। বি। ২। ভণে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভাণিকা—হাস্যরসপ্রধান নাটক, ইহার এক অঙ্কে সমাপ্তি হয়। ভাণ+কণ্ অল্পার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

ভাণ্ড—১। ধন; মূলধন। ভন্দ্+অন্ কর্তৃ, তদুত্তরে ক। ২। পাত্র, ভাঁড়; বাদ্যযন্ত্র। ভণ্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ, তদুত্তরে ক। ৩। ভূষা; অশ্বসজ্জা। বি; ক্লী।

ভাণ্ডাগার—ধনাগার, ভাঁড়ার। ভাণ্ডের (ধনের) অগার বা আগার, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভাণ্ডার—ধনাগার, ভাঁড়ার। ভাণ্ড (ধন)—ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ অধি। বি; ক্লী।

ভাণ্ডারকার, রামকৃষ্ণ গোপাল—দাক্ষিণাত্য প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক। ইঁহার পিতা স্যার রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার একজন প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রীঃ মালোয়ানা হইতে রত্নগিরি জেলার সজনা থানায় বদলি হন। বালক ভাণ্ডারকার রত্নগিরির ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৮৬৩ খ্রীঃ সংস্কৃতে ও ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ঐ কলেজের অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। তৎপরে ডেকান কলেজে বদলি হন। ইনি ১৮৬৪ খ্রীঃ সংস্কৃত ভাষায় একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। পর বৎসর ইনি রত্নগিরি ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন, এবং উক্ত পদে কর্ম করিবার সময় সংস্কৃত ভাষায় আর একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে সংস্কৃতের পরীক্ষক মনোনীত করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি এলফিন্‌স্টোন কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ খ্রীঃ মালতীমাধব নাটকাকারে প্রকাশ করেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ গটিঞ্জেন বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে Ph. D. উপাধি প্রদান করেন। তদবধি ইনি ইউরোপ ও আমেরিকায় অনেকগুলি বিদ্বৎসমাজের সম্মানিত সভ্য মনোনীত

হন। পর বৎসর গভর্নমেণ্ট কর্তৃক বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া ইনি ভিয়ানা কংগ্রেসে যোগদান করেন, এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। সেই বৎসর ভারত গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। অতঃপর ইনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর হন। ইনি স্বাধীন-চেতা ও স্বদেশহিতৈষী ছিলেন, এবং দাক্ষিণাত্যের একখানি পুরাবৃত্ত রচনা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল রোগ-ভোগের পর ১৯১৫ খ্রীঃ ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন। [বাংপ্র। বি।

ভা ণ্ডা রা—সাধুসন্ন্যাসীদের অন্নসত্র।

ভাণ্ডারী (-রিন্)—ধনরক্ষক, ভাঁড়ারী। ভাণ্ডার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি ; পু।

ভাণ্ডি—নাপিতের ভাঁড়। ভণ্ড (মাঙ্গলিক) +ঞি ইদমর্থে। বি ; পু।

ভাণ্ডীর—বটবৃক্ষ ; ভাঁট গাছ। ভাণ্ড—ঈর্ (প্রেরণ করা)+ক কর্তৃ। বি ; পু।

ভাত—১। দীপ্তিমান্, দীপ্ত। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। প্রভাত। বি ; পু।

ভাত—অন্ন, সিদ্ধ তণ্ডুল। < ভক্ত। বি।

ভা ত কা প ড়—অন্নবস্ত্র ; ভরণপোষণ। বাংপ্র। বি।

ভাতমারা—কোন কাজ না করিয়া অন্ন-ধ্বংস করে এমন। বাংপ্র। বিণ।

ভাতশালা—অন্নসত্র। প্রা কপ্র। বি।

ভাতা—১। দীপ্তিমতী, দীপ্তা। 'ভাত' দ্রঃ। ভাত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বর্তন, বৃত্তি, মাসহারা ; খাদ্যব্যয়। <ভৃতি। বি। [বি।

ভাতার—পতি, স্বামী। <ভর্তৃ (ভর্তা)।

ভাতার-খাগী—যে নারী ভর্তাকে খাইয়াছে অর্থাৎ ভর্তার মৃত্যু দেখিয়াছে (নারীগালি বিঃ)। বাংপ্র। বি।

ভাতি—দীপ্তি, প্রভা ; কিরণ। ভা+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। [বাংপ্র। বিণ।

ভাতী—ভাতের (অন্নের) পরিবর্তে দেয়।

ভাতুড়ে—অন্নদাস। বাংপ্র। বি।

ভাতে—ভাতের সহিত সিদ্ধ আলু, ডাল প্রভৃতি ব্যঞ্জন। বাংপ্র। বি।

ভাতে-ভাত—ভাত ও তৎসহ সিদ্ধ অন্যান্য খাদ্য। বাংপ্র। বি।

ভাদর—ভাদ্রমাস। কপ্র। বি।

ভাদরবউ—কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী। <ভাদ্র-বধূ। বি ; স্ত্রী।

ভাদুই—ধান্য বিঃ (যাহা ভাদ্রমাসে পাকে)। বাংপ্র। বি।

ভা দু রা নী—ভাদ্রমাসের একপ্রকার ব্রতানুষ্ঠানের দেবী। বাংপ্র। বি।

ভাদ্র—মাস বিঃ, বাঙ্গালা বৎসরের পঞ্চম মাস। ভদ্রা+ঞ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্,—ভাদ্রী, তদুত্তরে ঞ। বি ; পু। [পু।

ভাদ্রপদ—ভাদ্রমাস। ভাদ্রপদা+ঞ। বি ;

ভাদ্রপদা—পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। বি ; স্ত্রী।

ভাদ্রবধূ—অনুজপত্নী, কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ভান—১। প্রকাশ ; দীপ্তি ; শোভা। ভা+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। ভাব ; ভ্রম ; ছল। বাংপ্র। বি।

ভাননী, ভানুনী—যে স্ত্রীলোক ঢেঁকিতে পাড় দিয়া ধান ভানে। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

ভানা—ঢেঁকিতে ধান কুটা। বাংপ্র। ক্রি।

ভানু—সূর্য ; কিরণ ; রাজা ; প্রভু ; গন্ধর্ব বিঃ ; জ্যোতিষের মতে দ্বাদশ সংখ্যা। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+নু কর্তৃ। বি ; পু।

ভানুমতী—১। দীপ্তিমতী ; কান্তিমতী। ভানু+মতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিক্রমাদিত্যের মহিষী ; ইনি ভোজরাজের কন্যা। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, ইনি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যায় সাতিশয় দক্ষ ছিলেন। ৩। দুর্যোধনের পত্নী, ইঁহার গর্ভে দুর্যোধনের লক্ষ্মণ নামে এক পুত্র ও লক্ষ্মণা নামে এক কন্যা জন্মে। ৪। ভানুনামক যাদবের কন্যা। নিকুম্ভ দৈত্য ইঁহাকে হরণ করে। কৃষ্ণ নিকুম্ভকে বধ করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন, এবং পরে পঞ্চমপাণ্ডব সহদেবের সহিত ইঁহার বিবাহ দেন।

ভানুমান্ (-মৎ)—১। সূর্য। ভানু (কিরণ)+মতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু। ২। দীপ্তিমান্ ; কান্তিবিশিষ্ট। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ভানুমতী**।

ভানুবার—রবিবার। ৬তৎ। বি ; পু।

ভাপ—আতপ, ঝাঁজ ; উত্তাপ ; উষ্ণ বাষ্প। বাংপ্র। বি।

ভাপরা—উষ্ণ বাষ্পের স্বেদ। বাংপ্র। বি।

ভাপসা—ছাতা-পড়া, গুমসো ('— গন্ধ')। বাংপ্র। বিণ।

ভাপা—ভাপ বা বাষ্প উদ্গত করা ; যাহাতে কেবলমাত্র ভাপ উদ্গত হয় এরূপ সামান্য সিদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভাব—১। সত্তা ; উৎপত্তি ; স্থিতি ; অভি-প্রায় ; সম্ভাবনা ; বিভূতি ; স্বভাব ; প্রকার, রকম ; চেষ্টা ; কাম ; অনুরাগ ; ক্রিয়া ; মর্ম ; তাৎপর্য ; অঙ্গভঙ্গী ; বিলাস ; ভক্তি ; মনোবিকার বিঃ, রত্যাদি, নির্বেদাদি ; চিন্তা, ভাবনা ('— শুদ্ধি') ; মনঃস্থিত বিষয় ; অভিপ্রায় ; তাৎপর্য (ভাবার্থে) ; আচরণ ('বাৎসল্য —')। ভূ (হওয়া) +ঘঞ্ ভাব। ২। চিত্ত ; বুধ ; বোদ্ধা ; পদার্থ ; জীব ; আত্মা। ভূ +ঘঞ্ কর্তৃ। ৩। (নাট্যোক্তিতে) পূজ্য, মান্য। ভূ+ণ কর্তৃ। বি ; পু। ৪। সদ্ভাব, প্রণয়, সৌহার্দ্য, মিল। বাংপ্র। বি। **ভাবের ঘরে চুরি**—পরের লেখা কাব্য ইত্যাদির ভাব হুবহু গ্রহণ।

ভাবক—চিন্তাকারী ; ভাবুক ; উৎপাদক। ভাবি (হওয়ানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভাবিকা**। [বি ; পু।

ভা ব কূ প—চিন্তারূপ কূপ। রূপক।

ভা ব গ তি—মনোভাব ও চেষ্টা, আকারেঙ্গিত, ভাবভঙ্গী। ৬তৎ, বা দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ভাবগতিক—ভাবভঙ্গী, অবস্থা, লক্ষণ ; মনোভাব ও চেষ্টা, আকারেঙ্গিত। বাংপ্র। বি।

ভাবগর্ভ—ভাবপূর্ণ, রহস্যময়, তাৎপর্যপূর্ণ ; সুচিন্তিত বিষয়পূর্ণ ('— রচনা')। ভাব আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ।

ভাবগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—তাৎপর্যগ্রহণকারী, অভিপ্রায়বোদ্ধা, অনুরাগগ্রহণকারী, মর্মজ্ঞ ; মনোগত ইচ্ছা গ্রহণকারী ('— ভগবান্')। উপতৎ ; ভাব—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**ভাবগ্রাহিণী**।

ভাবড়ানো, ভেবড়ানো—ভড়কাইয়া যাওয়া, ঘাবড়ান। বাংপ্র। ক্রি।

ভাবতরঙ্গ—চিন্তারূপ তরঙ্গ, ঢেউ-তুল্য মানসিক অবস্থা বিঃ। রূপক। বি ; পু।

ভাবন—ভাবনা (সকল অর্থে) ; চিন্তন ; প্রসাধন ; স্রষ্টা ('ভূত—')। ভাবি (ভূ +ণিচ্)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী বা বিণ।

ভাবনা—চারিপ্রকার সংস্কার ; অনুধ্যান ; চিন্তা ; উদ্বেগ, ধ্যান ; পর্যালোচনা ; মিশ্রণ ; অধিবাসন ; ঔষধসংস্কার বিঃ (দ্রববিশেষে ভিজাইয়া রাখা), ভাবানো। ভাবি (ভূ+ণিচ্)+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ভাবনীয়—চিন্তনীয় ; কল্পনীয়। ভূ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

ভাবব্যক্তি—ভাবপ্রকাশ, তাৎপর্য কথন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ভাবভক্তি—অনুরাগ ও সেবা। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী। [দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ভাবভঙ্গী—অভিপ্রায় ও চেষ্টা, ভাবগতিক।

ভা ব মি শ্র—পণ্ডিতপ্রধান। আনুমানিক তিন শত বৎসর পূর্বে মগধদেশে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম লটকন মিশ্র। ভাবমিশ্র ভাবপ্রকাশ নামক আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ সংকলন করেন।

ভাবলহরী—ভাবরূপ তরঙ্গ, চিন্তারূপ ঢেউ। রূপক। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

ভাবশুদ্ধি—চিন্তার পবিত্রতা। ৬তৎ।

ভাবসাগর—ভাবরূপ সমুদ্র, ভাবসিন্ধু; চিন্তারূপ সমুদ্র। রূপক। বি; পু।

ভাব-সাব—প্রণয়। বাংপ্র। বি।

ভাবা—চিন্তা করা, অনুধ্যান করা; ধ্যান করা, স্মরণ করা; বোধ করা, মনে করা; ভাবিত বা চিন্তিত হওয়া, উৎকণ্ঠিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভাবাত্মক—ভাবপূর্ণ, তাৎপর্যপূর্ণ। ভাবই আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**ভাবাত্মিকা**।

ভাবানো—১। ভাবা ক্রিয়া করানো; চিন্তান্বিত করা, উৎকণ্ঠিত করা। ২। ভাপ উদ্গত করানো, অল্প সিদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভাবান্তর—ভিন্নভাব, বিভিন্ন চিত্তবৃত্তি; মানসিক অবস্থার পরিবর্তন। অন্য ভাব, নিত্য। বি; ক্লী।

ভাবার্থ—তাৎপর্য, আশয়; উপলক্ষ; অভিপ্রায়। ৬তৎ। বি; পু।

ভাবাবেশ—ভাবের আবির্ভাব, ভাবোন্মেষ; অনুরাগাদির উদ্রেক। ৬তৎ। বি; পু।

ভাবিক—১। ভাবযুক্ত; উদ্দীপক; ভবিষ্যৎকালীন। ভাব+ঠিক। বিণ। ২। অলংকার বিঃ। বি; ক্লী।

ভাবিত—চিন্তিত; প্রাপ্ত; মিশ্রিত; প্রাপিত; আর্দ্রীকৃত; ঘটিত; (ঔষধ) ভাবনা দ্বারা সংস্কৃত; বাসিত; অঙ্গীকৃত; সংস্কৃত। ভাবি+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভাবিনী—১। কামিনী; হাবভাববিশিষ্টা নারী। ভাব+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। ভবিতব্যা, ভবিষ্যা। ভূ+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভাবী (ভাবিন্)—ভবিতব্য, ভবিষ্য; আগামী; হবু ('— কনে')। ভূ (হওয়া) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

ভাবুক—ভাবনশীল, চিন্তাশীল, ভাবগ্রাহী, ভাববোদ্ধা; (কবির ন্যায়) যাহার মনে সহজে ভাবের উদয় হয়। ভূ (চিন্তা করা) +উক কর্তৃ। বিণ। বি—**ভাবুকতা**।

ভাবুনে—কপটভাবধারী, ছদ্মপ্রিয়; কৌতুকপ্রিয়, রঙ্গপ্রিয়; বিলাসী। বাংপ্র। বিণ।

ভাবোচ্ছ্বাস—ভাববিকাশ, ভাবের স্ফীতি। ভাবের উচ্ছ্বাস, ৬তৎ। বি; পু।

ভাবোদয়, ভাবোদ্রেক, ভাবোন্মেষ—ভাবের আবির্ভাব, অনুরাগাদির সঞ্চার। ৬তৎ। বি; পু।

ভাবোন্মাদ—ভাবের আতিশয্যে বিহ্বলতা, দশা, ecstasy. বি; পু।

ভাব্য—অবশ্য ভবিতব্য, অবশ্যম্ভাবী; সাধ্য; চিন্তনীয়। ভূ (হওয়া)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

ভাম—একপ্রকার খাটাশ বা বনবিড়াল, ভোঁদড়ের মত জন্তু বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভামা—কোপনা স্ত্রী; সত্যভামা, কৃষ্ণের অন্যতমা পত্নী। ভাম্ (ক্রোধ করা)+অন্ কর্তৃ +স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

ভামিনী—নারী; অতি কোপনা স্ত্রী। ভাম্ (কোপ)+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভায়রা-ভাই—শ্যালীপতি। বাংপ্র। বি।

ভায়া—ভ্রাতৃতুল্য, ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তি; ভ্রাতা। বাংপ্র। বি।

ভায়াদ—জ্ঞাতি, ধনাংশভাগী, সপিণ্ড জন। বাংপ্র। বি।

ভার—১। রাশি, সমূহ। ভৃ+ঘঞ্ কর্ম। ২। গুরুত্ব; বোঝা; উদ্বেগ; দায়িত্ব; ভরণপোষণ; তত্ত্বাবধান; আধিক্য। ভৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ৩। পরিমাণ বিঃ; ভারযষ্টি, বাঁক। ভৃ+ঘঞ্ করণ। বি; পু। ৪। ভারী, দুর্ভর, দুর্বহ, দুর্ঘট, দুষ্কর, কঠিন। বাংপ্র। বিণ। ৫। বোধ হয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভারকেন্দ্র, ভারমধ্যবিন্দু—বস্তুর যে বিন্দুতে ভারের সমতা হয়, Centre of Gravity (সম ঘনায়তন অনুসারে ইহা নির্দিষ্ট হইয়া থাকে)। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

ভারক্লান্ত—ভারী জিনিস বহন করাতে অবসন্ন। ৩তৎ। বিণ। [বিণ।

ভারগ্রস্ত—ভারাক্রান্ত, ভারযুক্ত। ৩তৎ।

ভারত—১। ভরতবংশজাত। ভরত+অ অপত্যার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভারতী**। ২। ভারতবর্ষ; ভরতপুত্র; মহাভারত গ্রন্থ। ভরত (রাজ বিঃ)+অ ইদমর্থে। বি; ক্লী। ৩। নট; অগ্নি। বি; পু।

ভারতগৌরব—ভারতবর্ষের গৌরববর্ধক, ভারতের মুখোজ্জ্বলকারী। ভারতের গৌরব হয় যদ্দ্বারা, বহু। বিণ বা বি; ক্লী।

ভারতচন্দ্র রায়—বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ কবি। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত পাণ্ডুয়া গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ১৬৩৪ শকে ইঁহার জন্ম হয়। কোন কারণে বর্ধমানাধিপতি ইঁহার পৈতৃক ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায় ইঁহার পারিবারিক অবস্থার অসচ্ছলতা ঘটে। এইরূপ নানাপ্রকার অসুবিধায় গৃহে বিদ্যাভ্যাসের সুবিধা না দেখিয়া বিদ্যাকাঙ্ক্ষী ভারতচন্দ্র একাদশ বর্ষ বয়সে পলায়নপূর্বক মাতুলালয়ে গমন করিয়া বিদ্যার্জনে প্রবৃত্ত হন, এবং অসাধারণ মেধা ও প্রতিভাবলে অল্পকালমধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে গৃহে প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর স্বেচ্ছায় বিবাহ করায় ইঁহার ভ্রাতারা ইঁহার উপর নিতান্ত বিরক্ত হন। ভারত পুনর্বার পলায়ন করিয়া হুগলির নিকটবর্তী দেবানন্দপুরে মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে অবস্থান করিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করেন। বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত ইঁহাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। দিবসে একবারমাত্র রন্ধন করিয়া দুইবেলা আহার করিতেন। সময়ে সময়ে ব্যঞ্জনের মধ্যে পোড়া বেগুন ভিন্ন অন্য কিছুই ঘটিয়া উঠিত না। এই সময়ে ইনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন। সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়া তাহা মুন্সী বাবুদের বাটীতে পাঠ করিতেন।

বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, ইঁহার আত্মীয়স্বজনেরা ইঁহার বিদ্যার পরিচয় পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অতঃপর পৈতৃক সম্পত্তির পুনরুদ্ধার জন্য ইনি বর্ধমান রাজধানীতে প্রেরিত হন। রাজদরবারে ইনি প্রথমে কৃতকার্য হইয়াছিলেন; কিন্তু নিয়মিতরূপে রাজস্ব প্রদান করিতে না পারায়, রাজসরকার পুনরায় বিষয় খাস করিয়া লন। ভারত তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করায় দুষ্টলোকের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর ইনি পলায়নপূর্বক কটকে মার্হাট্টাদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং তথায় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ভাগবতাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন, পরে সন্ন্যাসীর বেশে বৈষ্ণবদিগের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। এই বেশে কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলে ইঁহার আত্মীয়স্বজন বহু চেষ্টায় ইঁহাকে গৃহাশ্রমে পুনরানয়ন করেন।

কিছুদিন পরে ভারতচন্দ্র ফরাসডাঙ্গায় দেওয়ান ইন্দ্রচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতিপালিত হইবার প্রার্থনা করেন। চৌধুরী মহাশয় ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়াই ইঁহার যথেষ্ট সমাদর করেন। এই সময়ে নদীয়ার বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহী পণ্ডিতপ্রতিপালক মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোন কারণে চৌধুরী মহাশয়ের নিকট আগমন করেন, এবং তৎকর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতচন্দ্রকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া মাসিক ৪০৲ টাকা বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দেন। ইনি কবিতা লিখিয়া রাজসভায় পাঠ করিতেন। অতঃপর রাজার আদেশে ভারতচন্দ্র "অন্নদামঙ্গল" রচনা করেন, এবং বর্ধমানরাজের প্রতি বিরাগ হেতু সুকৌশলে তাহার সহিত "বিদ্যাসুন্দর" যোজনা করেন। কৃষ্ণচন্দ্র

সন্তুষ্ট হইয়া ইঁহাকে "রায়গুণাকর" উপাধি এবং মুলাজোড়ে নিষ্কর ভূমি প্রদান করেন। গুণাকর সপরিবারে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ১৬৮২ শকে অষ্টচত্বারিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে ভারতচন্দ্র বহুমূত্ররোগে কালগ্রাসে পতিত হন।

পদলালিত্যে, শব্দযোজনায়, এবং সরল ভাষার অবতারণায় ভারতচন্দ্র অদ্বিতীয়। ইঁনিই বঙ্গভাষায় বিবিধ ছন্দঃ প্রথমে প্রচার করেন।

ভারতমাতা (-মাতৃ)—ভারতবর্ষরূপা জননী, ভারতবাসীর জন্মভূমি। রূপক। বি; স্ত্রী।

ভারতরত্ন—ভারতবর্ষের মণিস্বরূপ, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ লোক; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ উপাধি। ৬তৎ। বি; পু।

ভারতবর্ষ—এশিয়ার অন্তর্গত একটি দেশ। আর্যমতে সমগ্র পৃথিবী সপ্তদ্বীপে বিভক্ত, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর ও শাল্মলী; এক একটি দ্বীপ আবার কতিপয় অংশে বিভক্ত; ঐ সকল অংশকে বর্ষ বলে। জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত যে বর্ষে ভরত নামক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। পুরাণমতে এই ভারতবর্ষ, অশ্বক্রান্ত, রথক্রান্ত, বিষ্ণুক্রান্ত এই তিন ভাগে বিভক্ত। "অশ্বক্রান্ত-রথক্রান্ত-বিষ্ণুক্রান্তৈস্ত্রিভির্ধ্রুবং। বিভক্তং ভারতং বর্ষম্ বর্ষাণামুত্তমং স্মৃতম্॥" ভারত নামক যে বর্ষ, মধ্যাপ। বি; পু বা স্ত্রী।

ভারতবর্ষীয়--ভারতবর্ষজাত, ভারতে উৎপন্ন; ভারতবাসী। ভারতবর্ষ শব্দ+ ঈয় ভবার্থে। বিণ।

ভারতবাসী (-বাসিন্)--ভারতবর্ষে বাসকারী, ভারতবর্ষের বাসিন্দা। উপতৎ; ভারত—বস্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভারতবাসিনী**।

ভারতসন্তান—ভারতবর্ষের অধিবাসী। ৬তৎ। বি; পু।

ভারতী—১। ভরতবংশীয়া; ভারতসম্বন্ধীয়া। ভারত+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী; ২। বৃত্তি বিঃ; সরস্বতী; বাক্য; ভারুই পাখি; সন্ন্যাসীর উপাধি বিঃ। বি; স্ত্রী।

ভারতীয়—ভারতবর্ষসম্বন্ধীয়, ভারতবর্ষীয়, ভারতবাসী, ভারতজাত। ভারত+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

ভারদ্বাজ—১। ভরদ্বাজ মুনি; অগস্ত্য ঋষি; মঙ্গলগ্রহ; দ্রোণাচার্য; ভারুই পাখি। ভরদ্বাজ+ষ্ণ। বি; পু। ২। ভরদ্বাজবংশীয়। বিণ। স্ত্রী—**ভারদ্বাজী**।

ভারবাহ—ভারবাহক। উপতৎ; ভার—বহ্ (বহা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

ভারবাহক—ভারবহনকারী, ভারী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ভারবাহিকা**।

ভারবাহী (-বাহিন্)—ভারবহনকারী, ভারী। উপতৎ; ভার—বহ্ (বহন করা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভারবাহিনী**।

ভারবি-সুপ্রসিদ্ধ কিরাতার্জুনীয় গ্রন্থপ্রণেতা বিখ্যাত কবি। ইনি খ্রীঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হিমালয়ের নিকট কোন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। বি; পু। [বি।

ভারভুর—জাঁক, আড়ম্বর, ভড়ং। বাংপ্র।

ভারমধ্য—বস্তুর যে স্থলে ভারের সমতা হয়, Centre of Gravity. ৬তৎ। বি; পু।

ভারমধ্যবিন্দু--'ভারকেন্দ্র' দ্রঃ।

ভারযষ্টি—ভারবহন দণ্ড, বাঁক। ভারবহনের নিমিত্ত যষ্টি, ৪তৎ। বি; পু।

ভারসহ—ভারসহনক্ষম; ভারের বলে যাহা ছিঁড়িয়া পড়ে না এরূপ। ভার—সহ্ (সহা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

ভারহর—ভারবাহক। উপতৎ; ভার শব্দ -- হৃ (হরণ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

ভারা—মঞ্চ; রাজমিস্ত্রীদিগের বাড়ি গাঁথিবার মাচা। বাংপ্র। বি।

ভারাক্রান্ত—ভার দ্বারা প্রপীড়িত। ভারদ্বারা আক্রান্ত, ৩তৎ। বিণ।

ভারানী-ঢেঁকিতে ধান ভানিয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে। বাংপ্র। বি।

ভারাভারা—ভারে ভারে; বোঝা বোঝা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ভারার্পণ--ভার প্রদান, ভার দেওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভারি—১। সিংহ। ভৃ+ই কর্তৃ। বি; পু। ২। বেজায়, খুব, অতিশয়, অত্যন্ত। বাংপ্র। বিণ। ৩। ভার। প্রা কপ্র। বি।

ভারিক—ভারবাহক, ভারী; ভারযুক্ত। ভার+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**ভারিকী**।

ভারিক্কি, -ক্কী, -ক্কে—গম্ভীর, মুরুব্বিগোছের। বাংপ্র। বিণ।

ভারিভুরি—জাঁকজমক, আড়ম্বর, ভড়ং; জাঁকজারি, আস্ফালন, গৌরব প্রকাশ; চালাকি, চতুরতা। বাংপ্র। বি।

ভারী (ভারিন্)—১। ভারবাহক; ভারবিশিষ্ট; দুরূহ, দায়িত্বপূর্ণ; গুরু। ভার+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভারিণী**। ২। বাঁকী; বাঁকযোগে জলবাহক। বাংপ্র। বি।

ভারুই—পক্ষী বিঃ, ভরতপক্ষী। বাংপ্র। বি।

ভার্গব—শুক্রাচার্য; পরশুরাম; ধনুর্ধারী; হস্তী; দেশ বিঃ। ভৃগু+ষ্ণ। বি; পু।

ভার্গবী—পার্বতী; শ্রী, লক্ষ্মী। ভৃগু+ষ্ণ+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভার্জিত-যাহা ভাজা হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভৃজ্ (=ভার্জি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভার্জিল (Virgil)—(খ্রীঃ পূঃ ৭০—১৯)। বিখ্যাত রোমীয় কবি। বিখ্যাত 'ইনিড' কাব্য ইঁহার রচিত।

ভার্নে, জুলে (Verne, Jules)—(১৮২৮—১৯০৫ খ্রীঃ)। ইউরোপের জনপ্রিয় লেখক। 'Five Weeks in a Balloon', 'Twenty Thousand Leagues under the Sea', 'Round the World in Eighty Days' প্রভৃতি ইঁহার রচিত।

ভার্যা—বিবাহিতা স্ত্রী, জায়া। ভৃ (ভরণ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভার্যাপতি—দম্পতি, জায়াপতি, স্ত্রীপুরুষ। ভার্যা ও পতি, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

ভাল—১। ললাট, কপাল; অদৃষ্ট; দীপ্তি, তেজ। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ল কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। উত্তম, বেশ, আচ্ছা; সুস্থ। বিণ। ৩। মঙ্গল, শুভ, কল্যাণ, হিত, উপকার; সুখ। <ভদ্র। বি।

ভালবাসা--১। স্নেহ, অনুরাগ, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, সৌহার্দ্য। বি। ২। ভাল বোধ করা; প্রীতি করা, স্নেহ করা, অনুরাগ বা প্রণয় বোধ করা, প্রেমাসক্ত হওয়া; পছন্দ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভালমন্দ—১। উত্তম ও অধম; শুভ ও অশুভ। দ্বন্দ্ব। বিণ। ২। ইষ্টানিষ্ট; সুখ অসুখ; মরণ, মৃত্যু। বাংপ্র। বি।

ভালমানুষ—সাধু বা ধার্মিক লোক; সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

ভালয়-ভালয়—মঙ্গলে মঙ্গলে; নিরাপদে, নির্বিঘ্নে; সুস্থাবস্থায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

ভালা—১। ভাল, উত্তম, আচ্ছা; সুস্থ। বিণ। ২। মঙ্গল, কল্যাণ, হিত, উপকার, ইষ্ট। হি। বি।

ভালাই—কল্যাণ, হিত, উপকার; উৎকর্ষ। বাংপ্র। বি।

ভালি—ভাল, উত্তম। প্রা কপ্র। বিণ।

ভালুক, ভাল্লুক—ভালুক, ভল্লুক। বাংপ্র। বি।

ভালে—১। ললাটে, কপালে। বি। ২। ভাল, উত্তম। হি। প্রা কপ্র। বিণ।

ভালো—ভাল (৩) (তাহা দ্রঃ)।

ভাল্লুক, ভাল্লূক-ভালুক। ভল্লুক বা ভল্লূক+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

ভাশুর—ভর্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। বাংপ্র। বি।

ভাশুর-ঝি—ভাশুরের কন্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

ভাশুর-পো—ভাশুরের পুত্র। বাংপ্র।

ভাষ—বচন, বাক্য, কথা। ভাষ্‌+অল্‌ ভাব। বি; পুং।

ভাষক—বাচক, কথক, বক্তা, ভাষী। ভাষ্‌+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভাষিকা**।

ভাষণ—কথন, উক্তি, বলা; বক্তৃতা। ভাষ্‌ (কথা বলা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

ভাষণি—ভাষা, বাক্য, কথা। প্রা কথ্য। বি।

ভাষা—১। অর্থযুক্ত কথন; উক্তি; প্রচলিত ভাষা (সংস্কৃত নয়); মনোভাবজ্ঞাপক সংকেতাদি। ভাষ্‌ (কথা বলা)+অ ভাব+আপ্‌। ২। অর্থ; শব্দ [যে সকল শব্দ দ্বারা মনের ভাব প্রকাশিত হয়, তৎসমুদায়কে ভাষা কহে। স্ফুট ও অস্ফুট ভেদে ভাষা দুই প্রকার; মনুষ্যের ভাষা স্ফুট ও ইতর প্রাণীর ভাষা অস্ফুট। স্ফুট ভাষা আবার সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরেজী প্রভৃতি নানাপ্রকার; সংস্কৃতশাস্ত্রে ১৮ প্রকার ভাষার উল্লেখ দেখা যায়; যথা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, উদীচী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী, অর্ধমাগধী, শকাভীরী, ভীরী, অবন্তী, দ্রাবিড়ী, ঔৎকলী, পাশ্চাত্য, প্রাচ্য, বাহ্লিক, আবন্তিক, দাক্ষিণাত্য, পৈশাচী, আবন্তী, শৌরসেনী]; প্রাদেশিক বাক্‌পদ্ধতি; সরস্বতী। ভাষ্‌+অ কর্ম +আপ্‌। বি; স্ত্রী। ৩। কহা, বলা। ভাষ্‌ ধাতুজ। ক্রি।

ভাষাজ্ঞ—যে ক্রিয়া সিদ্ধাংশ ধাতু এবং বর্ণ সংযোগে কণ্ঠে ভাষিত হয়। ৬তৎ। বি; পুং।

ভাষাতত্ত্ব—ভাষার স্বরূপ, ভাষার প্রকৃতি, ভাষাবিষয়ক রহস্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভাষাতীত—রচনাতীত, যাহা ভাষা দ্বারা প্রকাশিত হয় না বা বর্ণনা করা যায় না এরূপ। ২তৎ। বিণ।

ভাষান্তর—অন্য ভাষা; অন্য ভাষায় পরিবর্তন; তরজমা, translation. অন্য ভাষা, নিত্য। বি; ক্লী।

ভাষান্তরিক—দোভাষী, যে একজনের ভাষা অপরকে তাহার ভাষায় বুঝাইয়া দেয়, interpreter. ভাষান্তর+ইক নিপুণার্থে। বি; পুং।

ভাষান্তরিত—এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনূদিত। ভাষান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ।

ভাষিক—ভাষাসম্বন্ধীয়। ভাষা+ইক। [বিণ।

ভাষিত—১। কথিত, উক্ত। ভাষ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উক্তি, বচন, বাক্য। ভাষ্‌ (কথা বলা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ভাষিতপুংস্ক—যাহার (যে স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ শব্দের) পুং-রূপ হয় (যেমন—সুন্দরী সুন্দর)। ভাষিত পুমান্‌ যৎকর্তৃক, বহু+ক। বিণ।

ভাষী (ভাষিন্‌)—বক্তা, কথক। ভাষ্‌ (বলা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ভাষিণী**।

ভাষ্য—১। কথনীয়, কথ্য। ভাষ্‌ (কথা বলা)+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ। ২। চূর্ণি; সূত্র ব্যাখ্যান গ্রন্থ। বি; ক্লী।

ভাষ্যকার—ভাষ্যলেখক, টীকাকার। উপতৎ; ভাষ্য—কৃ+ষণ্‌ কর্তৃ। বিণ।

ভাস—কুক্কুট; পক্ষী বিঃ; গৃধ্র; দীপ্তি। ভাস্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

ভাসকবি—ইনি তেরখানি রূপক (নাটক) প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্তমান সাহিত্যিকগণের মতে ইনি কালিদাসাদিরও পূর্ববর্তী; "ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ"। ইঁহার প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ নাটক অতি সুন্দর। দক্ষিণাপথে সম্প্রতি ইঁহার পুস্তকাবলী পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি দক্ষিণাপথেই জন্মিয়াছিলেন।

ভাসন্ত—১। রমণীয়, সুন্দর। ভাস্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ভাসপক্ষী; সূর্য; চন্দ্র। বি; পুং। ৩। জলোপরি ভাসমান। বাংপ্র। বিণ।

ভাসমান—দীপ্যমান; শোভমান; জলে সন্তরণকারী, জলের উপর ভাসিতেছে এরূপ (বাংপ্র)। ভাস্‌ (দীপ্তি পাওয়া) +শান কর্তৃ। বিণ।

ভাসা—জলাদি বা বায়ুর উপর ভর করিয়া থাকা বা চলা; জলাদিতে ডুবিয়া না যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভাসানো—ভাসিতে দেওয়া; প্রতিমাদি জলে ফেলা। বাংপ্র। ক্রি।

ভাসা-ভাসা—অগভীর, উপর-উপর; সামান্য, superficial. বাংপ্র। বিণ।

ভাসী (ভাসিন্‌)—দীপ্তিমান্‌, ভাস্বর, উজ্জ্বল। ভাস্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ভাসিনী**।

ভাসুর—১। দীপ্তিশালী; প্রভাযুক্ত। ভাস্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+ঘুর কর্তৃ। বিণ ২। স্ফটিক; বীরপুরুষ। বি; পুং। ৩। পতির জ্যেষ্ঠভ্রাতা। বাংপ্র। বি।

ভাস্কর—সূর্য; অগ্নি; কাষ্ঠ ও গজদন্তাদির শিল্পী; জনৈক পণ্ডিত ['ভাস্করাচার্য' দ্রঃ]; বীর; প্রস্তরাদিতে প্রতিমূর্তি অক্ষর প্রভৃতির ক্ষোদক। ভাস্‌ (দীপ্তি)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বি; পুং।

ভাস্কর পণ্ডিত—নাগপুরের মার্হাট্টা রাজা রঘুজী ভোসলার দেওয়ান। ইনি বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দি খাঁর সময়ে রামগড়ের পথে আসিয়া বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, এবং নবাবকে পরাস্ত করিয়া প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য জগৎশেঠের ভবন লুণ্ঠনপূর্বক আড়াই কোটি টাকা প্রাপ্ত হন। আলিবর্দি খাঁ অনন্যোপায় হইয়া দিল্লীশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, মহম্মদ শাহ পেশওয়া বালাজী বাজীরাওকে বঙ্গদেশ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন। পেশওয়ার কথায় সেবার ভাস্কর পণ্ডিত বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন (১৭৪২ খ্রীঃ)। অতঃপর পেশওয়ার সহিত রঘুজীর গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া গেলেই ভাস্কর পণ্ডিত প্রভুকে লইয়া সসৈন্যে পুনরায় বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, এবং অসহায় গ্রাম ও নগরসমূহ লুণ্ঠন করিয়া দেশে অকথ্য অত্যাচার করিতে লাগিলেন। মার্হাট্টাদিগের উপদ্রবে অনেক স্থান মহাশ্মশানে পরিণত হইল—অনেক লোক ঘরবাড়ি ছাড়িয়া দেশান্তরে পলায়ন করিতে লাগিল। এই নিদারুণ উপদ্রবই বর্গির হাঙ্গামা নামে প্রসিদ্ধ। আলিবর্দি খাঁ যুদ্ধে ভাস্কর পণ্ডিতকে আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া শেষে কৌশল অবলম্বন করিলেন, —গুপ্তঘাতক নিযুক্ত করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতের প্রাণ বিনষ্ট করাইলেন। রঘুজী ইহাতে অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ উচ্ছিন্ন করিতে লাগিলেন। অগত্যা নবাব তাঁহাকে উড়িষ্যা প্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া এবং চৌথের পরিবর্তে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া পরিত্রাণ পাইলেন (১৭৫১ খ্রীঃ)।

ভাস্করাচার্য—স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিৎ। দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত বিজ্জলবীড় গ্রামে অনুমান ১০৩৬ শকে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম মহেশ দৈবজ্ঞ। ভাস্করাচার্য গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যার অনেক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত বিবিধ গণিত গ্রন্থ ও জ্যোতির্বিদ্যার পুস্তক অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থই সর্বপ্রধান। ইনি ষট্‌ত্রিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক কতিপয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে লীলাবতী নামে পাটীগণিত, দ্বিতীয় অধ্যায়ে বীজগণিত, এবং অন্যান্য অধ্যায়ে জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকটিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, ইঁহার কন্যা লীলাবতীর নামে পাটীগণিত বিরচিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, লীলাবতী স্বয়ংই ঐ অংশের রচয়িত্রী। ভাস্কর পৃথিবীর আহ্নিক-গতি স্বীকার করেন নাই। গোলাধ্যায় নামক গ্রন্থ ভাস্করাচার্যের রচনা। এই গ্রন্থে পৃথিবীর গোলত্ব এবং মাধ্যাকর্ষণশক্তি সূচিত হইয়াছে।

ভাস্করানন্দ (স্বামী)—কানপুর জেলার অন্তর্গত মৈথিলীপুর গ্রামে ১৮৩৩ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল মতিরাম। ৮ বৎসর বয়সে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিয়া ১৭ বৎসর বয়ঃক্রম-কালে ইনি পাণিনি ব্যাকরণ সমাপ্ত করেন। পরে সংসার ত্যাগ করিয়া তীর্থ পরিভ্রমণপূর্বক জ্ঞানান্বেষণে প্রবৃত্ত হন, এবং উজ্জয়িনী নগরে বেদান্ত শিক্ষা করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ ও 'ভাস্করানন্দ' নাম পরিগ্রহণ করেন। মনঃসংযমের নিমিত্ত ইনি কয়েক মাস মৌনী হইয়াছিলেন, এবং শারীরিক ক্লেশ-সহিষ্ণুতার জন্য অনাবৃত মস্তকে রৌদ্রে ভ্রমণ করিতেন। কয়েক বৎসর হরিদ্বারে অবস্থিতিপূর্বক গীতা ও উপনিষৎ পাঠ করিয়া পরে ইনি কাশীধামে আগমন করেন, এবং এইখানে বেদান্তপাঠ ও ভগবচ্চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত ও দেশীয় রাজন্যবর্গ বেনারসে আসিয়া ইঁহার সহিত আলাপ করিতেন। ইঁহার তিনটি প্রস্তর-ময়ী প্রতিমূর্তি আছে।

ভাস্কো ডা গামা—বিখ্যাত পর্তুগীজ নাবিক। ইনি ১৪৯৭ খ্রীঃ পর্তুগালের রাজধানী লিস্‌বন নগর হইতে একদল লোক সমভিব্যাহারে ভারতান্বেষণে পোতারোহণে কলম্বসের বিপরীত দিকে যাত্রা করেন, এবং একাদশ মাস সাগরের বক্ষে ভাসমান থাকিয়া আফ্রিকার দক্ষিণস্থ উত্তমাশা অন্তরীপ পরিবেষ্টনপূর্বক ১৪৯৮ খ্রীঃ ২০শে মে তারিখে দক্ষিণাপথের পশ্চিমোপকূলস্থ কালিকট (কলি কট) নগরে অবতীর্ণ হন। ইহার পূর্বে আরবীয়েরা ভারত সাগরীয় বাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল। সুতরাং তাহারা প্রথমাবধিই তাঁহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইল। এই সময়ে "জমোরিন" উপাধিধারী একজন রাজা কলিকটে রাজত্ব করিতেছিলেন। আরব বণিকেরা তাঁহাকে ভাস্কো ডা গামার প্রতিকূলাচরণে উত্তেজিত করিল। পরন্তু উক্ত রাজা ভাস্কোর সহিত সদ্ব্যবহারই করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কারণ মালাবার উপকূলে ছয় মাস কাল অবস্থিতির পর ভাস্কো জমোরিনের নিকট হইতে পর্তুগালরাজের নামে এই মর্মে পত্র লইয়া দেশে গেলেন যে, "আপনার পরিজনভুক্ত ভাস্কো ডা গামা নামক এক ব্যক্তি আমার রাজ্যে আসিয়া আমাকে অত্যন্ত আনন্দিত করিয়াছেন। আমার অধিকারে দারুচিনি, লবঙ্গ, আদা ও নানাবিধ মরিচ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমি আপনার রাজ্য হইতে সুবর্ণ, রজত, প্রবাল ও রক্তবস্ত্র পাইতে ইচ্ছা করি।"

পোপ ৬ষ্ঠ আলেকজাণ্ডার ১৫০২ খ্রীঃ পর্তুগালরাজকে ইথিওপিয়া, আরব, পারস্য ও ভারতবর্ষে পোতপ্রেরণ, দেশজয় ও বাণিজ্য ব্যাপারে সর্বময় প্রভুত্ব দিয়া এক সনন্দপত্র অর্পণ করেন; ঐ বৎসরেই ভাস্কো ডা গামা বিংশতিসংখ্যক অর্ণবপোত লইয়া দ্বিতীয়বার ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। এবারে তিনি কোচিন ও কানা-নোর প্রদেশের রাজদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়া কালিকট নগর আক্রমণ করেন। এইবারের কার্য শেষ হইলে তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন, এবং ১৫২৪ খ্রীঃ তৃতীয়-বার ভারতবর্ষে উপনীত হন। ১৫২৭ খ্রীঃ কোচিন নগরে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। ভাস্কো ডা গামার গমেই পূর্বাঞ্চলে পর্তু-গীজদিগের বাণিজ্য প্রথমে এতদূর প্রসার লাভ করিয়াছিল।

ভাস্বতী—দীপ্তিশালিনী; গ্রহণাদি গণনার জ্যোতিষ গ্রন্থ। ভাস্ (দীপ্তি)+বতু অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভাস্বর—১। দীপ্তিশীল; সমুজ্জ্বল। ভাস্ (দীপ্তি)+বর শীলার্থে। বিণ। ২। দিবা। বি; পু।

ভাস্বান্ (ভাস্বৎ)—১। দীপ্তিবিশিষ্ট। ভাস্ (দীপ্তি)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। সূর্য; বীর। বি; পু।

ভিকিরী—ভিখারী, ভিক্ষুক। বাংপ্র। বি।

ভিক্টোরিয়া—ভূতপূর্ব ভারতেশ্বরী। জন্ম ১৮১৯ খ্রীঃ ২৪শে মে। পিতৃব্য চতুর্থ উইলিয়মের দেহত্যাগ ঘটিলে ইনি আইন অনুসারে ইংলণ্ডেশ্বরী হইয়া সিংহাসনে অধিরূঢ় হন (১৮৩৭ খ্রীঃ ২১শে জুন)। ঐ মাসের ২৮শে তারিখে ইঁহার অভিষেক হয়। সাক্সকোবর্গ ও গথার প্রিন্স এলবার্টের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় (১৮৪০ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারি)। অনন্তর স্বামীর দেহত্যাগ ঘটিলে (১৮৬১ খ্রীঃ ১৪ই ডিসেম্বর) ইনি যতদূর সম্ভব ব্রতধারিণী হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের পর ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হস্ত হইতে ভারতশাসনভার গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে গভর্নর জেনারেলকে "ভাইসরয়" উপাধি দেওয়া হইল। ঐ বৎসর ১লা নভেম্বর প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং এলাহাবাদ শহরে একটি দরবার করিয়া মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণা পাঠ করেন। এই ঘোষণাপত্রে মহারাণী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, অতঃপর ভারতীয় প্রজাগণ ব্রিটিশ প্রজার সহিত সমান অধিকার পাইবেন; এবং যোগ্যতা থাকিলে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল প্রজাই রাজকার্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন। ইঁহার ভারতানুরাগ পদে পদে প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড মেয়োর শাসনকালে ১৮৬৯ খ্রীঃ ইঁহার দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরাকে ভারত পরিদর্শন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আবার লর্ড নর্থব্রুকের শাসন সময়ে (১৮৭৫ খ্রীঃ ডিসেম্বর) জ্যেষ্ঠ-পুত্র (ভূতপূর্ব সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড) যুবরাজস্বরূপে ভারতে আগমন করিয়া-ছিলেন। লর্ড রিপনের শাসনকালে (১৮৮৩ খ্রীঃ) তৃতীয় পুত্র ডিউক অব কনট সস্ত্রীক ভারতে আসিয়াছিলেন; কিছুদিন পরে ইনি বোম্বায়ের প্রধান সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। লর্ড ল্যান্স-ডাউনের শাসনসময়ে (১৮৮৯ খ্রীঃ) যুবরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর ভারত ভ্রমণ করেন।

১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতেশ্বরী (Empress of India) উপাধি গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে ঐ দিন লর্ড লিটন দিল্লী নগরে মহাসমারোহে দরবার করিয়া মহারাণীর স্বাক্ষরিত এক ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারাণীর রাজত্বকালের পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসব (Golden Jubilee) লর্ড ডফরিন উপযুক্ত সমারোহের সহিত সম্পন্ন করেন। মহারাণীর রাজত্বকালের ষষ্টিতম বাৎসরিক উৎসব (Diamond Jubilee) লর্ড এলগিনের শাসনসময়ে সম্পন্ন হয় (১৮৯৭ খ্রীঃ)। ১৯০১ খ্রীঃ ২২শে জানুয়ারি এই পুণ্যবতী মহারাণীর দেহত্যাগ ঘটে।

৬৪ বৎসর যাবৎ রাজ্যশাসন কোন ইংলণ্ডীয় বা ভারতীয় অথবা মুসলমান-রাজার ভাগ্যে ইতঃপূর্বে ঘটে নাই। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সময় ইউরোপে অনেক রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। অনেক রাজা রাজ্যের কিয়দংশ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই মহারাণীর আমলে অনেক দেশ ব্রিটিশরাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইঁহার সময়ে ইংলণ্ডে টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সংবাদপ্রাপ্তির ও গমনা-গমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। আবার পেনি পোস্টেজ প্রচলিত হওয়ায় পত্র ও সংবাদপত্র প্রেরণের সম্যক্ সুকরতা সাধিত হইয়াছে। সুয়েজ কেনাল খনিত হইয়া

(১৮৬৯ খ্রীঃ মার্চ মাস) ভারতে ও প্রাচ্য-দেশে গমনাগমনের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছে। আবার ১৮৭৬ খ্রীঃ এই কেনালের অনেকগুলি শেয়ার রাজমন্ত্রী ডিসরেলীর কৌশলে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট ক্রয় করায় ভারতে জলপথে শত্রুর আগমন-ভীতি অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে। সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, দর্শনে, শিল্পকলায়, মনীষা ও নানাবিধ প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশে ভিক্টোরিয়ার যুগ ইতিহাসে অপূর্ব।

ভিক্ষা—১। যাচ্ঞা, প্রার্থনা, চাওয়া। ভিক্ষ্ (প্রার্থনা করা)+অ ভাব+আপ্। ২। যাচিত বস্তু; দাতার অনুগ্রহে লব্ধ বস্তু; দরিদ্রকে দেয় খাদ্যাদি; সেবা; এক গ্রাস অন্ন। ভিক্ষ্+অন্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী। বিণ—**ভিক্ষিত**।

ভিক্ষাচর্যা—ভিক্ষাচরণ, ভিক্ষাবৃত্তি। ভিক্ষা শব্দ—চর্+ক্যপ্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষাজীবী (-জীবিন্)—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, ভিক্ষুক। উপতৎ; ভিক্ষা—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভিক্ষাজীবিনী**।

ভিক্ষান্ন—ভিক্ষালব্ধ অন্ন, ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত ভোজ্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

ভিক্ষাপাত্র—ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র, যাহাতে ভিক্ষা গ্রহণ করা যায়, লোটা, ঝুলি প্রভৃতি। ৪ বা ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভিক্ষাপুত্র—যে ব্রাহ্মণকুমার উপনয়নকালে অন্যের প্রদত্ত ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহার পুত্রস্থানীয় হয়। বি; পু।

ভিক্ষা-মা—যে নারী ব্রাহ্মণকুমারকে উপনয়নকালে ভিক্ষা দান করে। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষার্থী (ভিক্ষার্থিন্)—ভিক্ষা প্রার্থনা-কারী, ভিক্ষায় প্রত্যাশী, যাচক, ভিখারী। ভিক্ষার অর্থী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভিক্ষার্থিনী**।

ভিক্ষালব্ধ—ভিক্ষাদ্বারা প্রাপ্ত, যাচ্ঞা করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে। ৩তৎ। বিণ।

ভিক্ষাবৃত্তি—ভিক্ষা ব্যবসায়, যাচ্ঞা রূপ জীবিকা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভিক্ষা-শিক্ষা—যাচ্ঞাদি, ভিক্ষাদি। বাংপ্র। বি।

ভিক্ষাশী (-শিন্)—ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষুক, ভিখারী। উপতৎ; ভিক্ষা—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভিক্ষাশিনী**।

ভিক্ষু—১। ভিক্ষাজীবী, ভিখারী। ভিক্ষ্ (ভিক্ষা করা)+উ কর্তৃ। বিণ। ২। চতুর্থাশ্রমী, বানপ্রস্থাবলম্বী; পরিব্রাজক; শ্রমণ; বৌদ্ধসন্ন্যাসী। বি; পু।

ভিক্ষুক—ভিক্ষাজীবী, যাচক, ভিখারী। ভিক্ষু+কণ্ স্বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভিক্ষুকী**।

ভিখ—ভিক্ষা। বাংপ্র। বি।

ভিখারী—ভিক্ষাজীবী, ভিক্ষুক, ভিক্ষার্থী, যাচক, কাঙাল। বাংপ্র। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**ভিখারিণী**।

ভিগা—ভিজা, ভিজিয়া যাওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি। [ক্রি।

ভিগেও, ভিগেল—ভিজিল। প্রা কপ্র।

ভিজা, ভেজা—১। সিক্ত, আর্দ্র; নরম; নিরুত্তম। বিণ। ২। সিক্ত বা আর্দ্র হওয়া; মজা; নরম দয়ার্দ্র বা রাজী হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভিজানো, ভেজানো—আদ্র বা সিক্ত করা; আর্দ্র, নরম বা দ্রবীভূত হইতে দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভিজিট—ডাক্তারের ফী, চিকিৎসকের বিদায় বা দর্শনী। <ইং 'visit'. বি।

ভিজেবেরাল—উপরে দেখিতে ভালমানুষ কিন্তু ভিতরে খুব সেয়ানা ও ধড়িবাজ, দেখিতে সরল সাদাসিধা কিন্তু বস্তুতঃ চতুর ও দুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

ভিটকিলি, -কিলিমি—ভণ্ডামি, ভান; বুজরুকি; রোগের ভান, malingering. বাংপ্র। বি।

ভিটা, ভিটে—বাস্তুভূমি। বাংপ্র। বি।

ভিটামাটি, ভিটেমাটি—বাড়িঘর ('— উৎসন্ন করা')। বাংপ্র। বি।

ভিড়—জনতা; সমূহ; ব্যক্তি বা বস্তুর গাদাগাদি বা ঠেলাঠেলি। বাংপ্র। বি।

ভিড়া, ভেড়া—তীরলগ্ন হওয়া, তীরে যাইয়া লাগা; সংলগ্ন হওয়া; আসন্ন হওয়া, সম্মত হওয়া; মিলা, মিলিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভিড়ানো, ভিড়নো, ভেড়ানো তীরস্থ করা, তীরে লাগানো; সংলগ্ন করা; জুটানো, মিলানো; সম্মত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভিত—পাশ, দিক্; তট, তীর; ভিত্তিমূল, বুনিয়াদ; দেওয়ালের বেধ; ভিত্তি, প্রাচীর, দেওয়াল। বাংপ্র। বি।

ভিতর—১। অভ্যন্তর, অন্তর্ভাগ। বি। ২। অন্তর্বর্তী, ভিতরকার। বাংপ্র। বিণ। **ভিতরে ভিতরে** অপ্রকাশ্যভাবে, তলে তলে। [বাংপ্র। বি।

ভিতরবাড়ি—অন্তঃপুর, অন্দরমহল।

ভিত্তি—১। দেওয়াল; প্রদেশ; আকাশ; বিভাগ; (গণ্ডাদি শব্দের পরে থাকিলে) প্রশস্ত। ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। ভিত্তিমূল, ভিত, বুনিয়াদ, গোড়া; মূল কারণ। বাংপ্র। বি।

ভিত্তিপ্রস্তর—বুনিয়াদের প্রথম প্রস্তর বা ইষ্টক। ৬তৎ। বি; পু।

ভিত্তিমূল—প্রাচীরাদির গোড়া, ভিত, বুনিয়াদ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভিত্তিহীন—অমূলক ('— জনশ্রুতি')। ৩তৎ। বিণ। [বিণ।

ভিদভিদে—অসরল; অস্পষ্টভাষী। বাংপ্র।

ভিদ্যমান—যাহাকে বিদীর্ণ করা হইতেছে এরূপ। ভিদ্ (ভেদ করা)+শান কর্ম। বিণ।

ভিন—ভিন্ন, পৃথক্। বাংপ্র। বিণ।

ভিন্দিপাল—নিক্ষেপণীয় অস্ত্র বিঃ; নালিকাস্ত্র, বন্দুক। ভিন্দ (অবয়ব করা)+ই ভাব=ভিন্দি, তদ্দ্বারে পাল্ (রক্ষা করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

ভিন্ন—১। বিদীর্ণ; বিশীর্ণ; অন্য; পৃথক্; শিথিল; ভগ্ন; খণ্ডিত; ছিন্ন; বিকলিত; স্পষ্ট; স্খলিত; লুণ্ঠিত; মিলিত; মিশ্রিত; বিকসিত; প্রস্ফুটিত; বিনা, ছাড়া, ব্যতীত। ভিদ্ (ভেদ করা)+ক্ত কর্ম কর্তৃ। ২। বিদারিত; নিরস্ত; ত্যক্ত। ভিদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভিন্নরুচি—বিভিন্নপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট, পৃথক্ অভিলাষযুক্ত। ভিন্না রুচি যাহার, বহু। বিণ।

ভিন্নার্থ—১। অন্য অর্থ, পৃথক্ তাৎপর্য, আর এক রকম মানে; অন্য প্রয়োজন; অন্য উদ্দেশ্য। ভিন্ন যে অর্থ, কর্মধা। বি; পু। ২। অন্য অর্থযুক্ত, পৃথক্ তাৎপর্য-বিশিষ্ট; অন্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট। ভিন্ন হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

ভিন্নার্থক—অন্য অর্থযুক্ত, পৃথক্ তাৎপর্য-বিশিষ্ট; অন্য প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যবিশিষ্ট; ভিন্ন হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ।

ভিয়ান—মিষ্টান্নাদি পাক করা। বাংপ্র। ক্রি ও বি।

ভিরকুটি—ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গী; আস্ফালন ডাকজারি; ভাব, ভঙ্গী। <ভৃকুটি বা ভ্রূকুটি। বি।

ভিরমি—মূর্ছারোগ। বাংপ্র। বি।

ভিল—অনার্য জাতি বিঃ। < ভিল্ল। বি।

ভিল্ল—অসভ্যজাতি বিঃ। ভিল্ (ভেদ করা)+লক্ কর্তৃ। বি; পু।

ভিষক্ (ভিষজ্)—বৈদ্য, চিকিৎসক, ডাক্তার। ভিষ্+অজিক্ কর্তৃ। বি; পু।

ভিস্তি—চর্ম-মশক দ্বারা জলবাহক। ফা-মূ। বি।

ভী, ভীতি—ভয়, ত্রাস; ভয়কম্প। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্বিপ্, ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ভীত—১। ভয়যুক্ত, ত্রস্ত। ভী+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ভীতি, ভয়। ভী+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ভীতি—'ভী' দ্রঃ।

ভীতিকর—ভয়জনক। ৬তৎ। বিণ।

ভীতিপ্রদ—ভয়দায়ক, ত্রাসজনক। উপতৎ; ভীতি—প্র—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

ভীতিপ্রদর্শক—ভয়প্রদর্শনকারী, যে ভয় দেখায় এমন। ৬তৎ। বিণ।

ভীতিবিধান—ভয়সম্পাদন, ত্রাসজনন। ৬তৎ। বি; ক্লী। [৩তৎ। বিণ।

ভীতিবিহ্বল—ভয়কাতর, ভয়ে অবসন্ন।

ভু—ভীরু, ভয়তরাসে, যে সহজেই ভয় পায় এমন। বাংপ্র।। বিণ।

ভীম—১। ভয়ানক, ভীষণ। ভী (ভয় পাওয়া)+মক্ অপা। বিণ। ২। মধ্যম পাণ্ডব ভীমসেন ['ভীমসেন' দ্রঃ]; শিব; বিদর্ভরাজ, নলমহিষী দময়ন্তীর পিতা; ভয়ানক রস। বি; পুং।

ভীম-একাদশী—'ভীমৈকাদশী' দ্রঃ।

ভীমদর্শন—যাহাকে দেখিলে ভয় জন্মে এমন, ভীষণমূর্তি। বহু। বিণ।

ভীমদ্বাদশী—মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশী। ভীমপালিতা দ্বাদশী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভীমনাদ—১। ভয়ানক শব্দ। কর্মধা। ২। সিংহ। ভীম (ভয়ানক) নাদ (গর্জন) যাহার, বহু। বি; পুং।

ভীমপরাক্রম—১। ভীষণ পরাক্রম। কর্মধা। ২। জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত গ্রন্থ বিঃ; বিষ্ণু। ভীম (ভীষণ) পরাক্রম যাহার, বহু। বি; পুং। ৩। ভীষণপরাক্রমযুক্ত। বিণ।

ভীমবিক্রান্ত—ভয়ংকর পরাক্রমশালী। ভীম (ভয়ানক) যথা তথা বিক্রান্ত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

ভীম ভবানী—(১২৮৯—১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। প্রকৃত নাম ভবেন্দ্র সাহা। ইনি রসরাজ অমৃতলালের নিকট 'ভীম ভবানী' নাম লাভ করেন। ইনি সার্কাসে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দেন।

ভীমরতি—পদে পদে ভ্রম, বার্ধক্যজনিত বুদ্ধিভ্রংশ. dotage. বাংপ্র। বি।

ভীমরথ—১। ভয়ানক রথ; ভীষণ গতি। কর্মধা। ২। তামস মনু-বংশজাত অসুর বিঃ [ভগবান্ কূর্মমূর্তি ধারণ করিয়া এই অসুরকে নিহত করেন]; ধৃতরাষ্ট্রপুত্র; কৃষ্ণপুত্র; নৃপ বিঃ। ভীম (ভয়ানক) হইয়াছে রথ যাহার, বহু। বি; পুং।

ভীমরথী—অতি প্রাচীন অবস্থা বিঃ, ৭৭ বৎসর ৭ মাস বয়সের সপ্তমী রাত্রি। ভীমরথ+ক ইদমর্থে বা তুল্যার্থে+ঈপ্। বহু। বি; স্ত্রী।

ভীমরুল—ভৃঙ্গরোল, বোলতাজাতীয় দংশক পতঙ্গ, hornet. বাংপ্র। বি।

ভীমশাসন—১। ভয়ংকর শাসনকারী, ভয়ানক আজ্ঞাদাতা। ভীম (ভয়ানক) শাসন যাহার, বহু। বিণ। ২। শমন, যম। বি; পুং।

ভীমসেন—মধ্যম পাণ্ডব। ভীমা সেনা যাহার, বহু। বি; পুং। ভীম, বৃকোদর প্রভৃতি ইঁহার আরও কয়েকটি নাম ছিল; তন্মধ্যে ভীম নামেই ইনি সাধারণতঃ খ্যাত। চন্দ্রবংশীয় পাণ্ডু রাজার ক্ষেত্রে কুন্তী দেবীর গর্ভে পবনদেবের ঔরসে ইঁহার জন্ম। ইনি অতিশয় বলশালী ছিলেন। বাল্যক্রীড়ার সময়ে সমবয়স্ক বালকদিগের মধ্যে দৈহিক সামর্থ্যে কেহই ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। সেই সময় হইতেই ইঁহার প্রতি দুর্যোধনের হিংসার উদ্রেক হয়। ইঁহাকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে দুর্যোধন দুইবার বিষপ্রদান করেন, এবং একবার হস্তপদাদি বন্ধনপূর্বক ইঁহাকে নদীজলে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কোন বারেই ইঁহার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। ভ্রাতৃগণের সহিত ইনি প্রথমতঃ কৃপাচার্যের ও পরে দ্রোণাচার্যের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। গদাযুদ্ধে ইঁহার সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই। তদ্দর্শনে দুর্যোধনের ঈর্ষা শতগুণে বর্ধিত হইল। দুইজনের মনোমালিন্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অস্ত্রপরীক্ষার দিন দুইজনে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কৃত্রিম যুদ্ধ ক্রমে ভয়ংকর প্রকৃত যুদ্ধে পরিণত হইয়া মারাত্মক মূর্তি ধারণ করিল। তখন দ্রোণ মধ্যবর্তী হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। ভীম পরে কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের নিকটও গদাযুদ্ধ শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহারই বাহুবলে পাণ্ডবগণ জননীসহ জতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা পান। অতঃপর পলায়নকালে তাঁহারা বনভ্রমণে ক্লান্ত হইলে ইনি তাঁহাদিগকে স্কন্ধে করিয়া বহন করেন। ভ্রমণ করিতে করিতে হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্যে উপস্থিত হইলে, রাক্ষস পাণ্ডবগণের প্রাণসংহার মানসে স্বীয় ভগিনী হিড়িম্বাকে প্রেরণ করেন। হিড়িম্বা মহাবল ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। ইনি মাতার অনুমতি লইয়া হিড়িম্বকে বধ করিয়া হিড়িম্বার পাণিগ্রহণ করেন। এই রাক্ষসীর গর্ভে ইঁহার ঘটোৎকচ নামক এক মহাবল পুত্রের জন্ম হয়। একচক্রা নগরীতে অবস্থানকালে ইনি জননীর আদেশে বক রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন। ভ্রাতৃগণসহ ইনি দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত হন। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পর মাতৃনির্দেশে ভ্রাতৃগণসহ ইনি দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করেন। চেদিরাজ শিশুপালের ভগিনীকেও ইনি বিবাহ করিয়াছিলেন।

পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্যস্থাপন করিলে ভীম অগ্রজের আজ্ঞাবহ হইয়া রহিলেন। এই সময়ে দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার শ্রুতসোম নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। রাজসূয় যজ্ঞের প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণার্জুন সহ মগধের রাজধানীতে গমনপূর্বক জরাসন্ধের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করেন, এবং তৎপরে পূর্বদিকের রাজগণের নিকট হইতে কর আদায় করেন। কৃষ্ণভয়ে ঘোটকীরূপা উর্বশীসহ পলায়মান নৃপতি দণ্ডী কোথাও আশ্রয় না পাইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে উপস্থিত হইলে, শরণাগতরক্ষক ভীমসেন ভ্রাতৃগণের অমতেও তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। এই কারণে পাণ্ডবসখা কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবগণের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে দুর্যোধনাদি কৌরবগণ পাণ্ডবপক্ষে এবং দেবগণ কৃষ্ণপক্ষে যোগদান করেন। তখন সমরে অষ্টবজ্র একত্র হওয়ায় উর্বশী শাপমুক্তা হইয়া সুরপুরে গমন করিলে বিবাদ ভঞ্জন হয়।

যুধিষ্ঠির কপটদ্যূতে হৃতসর্বস্ব হইলে, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণপূর্বক সভামধ্যে আনয়ন করিয়া অপমান করায় এবং দুর্যোধন তাঁহাকে স্বীয় উরুদেশ প্রদর্শন করায় বৃকোদর একের রুধিরপানের এবং অপরের উরুভঙ্গের প্রতিজ্ঞা করেন। দ্যূতপণে বনবাসকালে ইনিও ভ্রাতৃগণসহ বনে গমন করেন, এবং সেই সময়মধ্যে রাক্ষস কির্মীর, জটাসুর ও যক্ষ মণিমান্‌কে বধ করেন, এবং বহু কুবেরানুচরকে বিধ্বস্ত করেন। জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিবার চেষ্টায় ভীমের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। একদা ভ্রমণ করিতে করিতে শাপগ্রস্ত অজগররূপী নহুষরাজকর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ভীম তাঁহাকে শাপমুক্ত করেন। অজ্ঞাতবাসের বৎসর ইনি বিরাটরাজভবনে বল্লভ নামে পরিচিত হইয়া সূপকার বেশে অবস্থিতি করেন। সেই সময়ে রাজশ্যালক ও সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া তাঁহার অবমাননা করিলে, ইনি নিশাকালে নাট্যশালায় কীচকের প্রাণবধ করেন। ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা পাণ্ডবগণের আশ্রয়দাতা বিরাটরাজকে পরাভূত ও বন্দী করিলে, ইনি তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া আশ্রয়দাতাকে মুক্ত করেন।

কুরুক্ষেত্র সমরে ভীম ভীমবিক্রমে যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষীয় বহু সৈন্যের বিনাশ সাধন

করেন। ইনি মহাবীর কর্ণকে বহুবার পরাস্ত করিয়া চতুর্দশ ও সপ্তদশ দিবসের যুদ্ধে তাঁহার নিকট পরাজিত হন। সপ্তদশ দিবসীয় যুদ্ধে ইনি দুঃশাসনের জীবনান্ত ও রুধির পান করিয়া এবং শেষ দিবসে দুর্যোধনের অপর ভ্রাতৃগণের নিধনানন্তর তাঁহার ঊরুভঙ্গ করিয়া আপনার পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালন করেন। অশ্বত্থামার নৃশংস নৈশ হত্যাকাণ্ডে দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র নিহত হইলে, ইনি পাঞ্চালীর উত্তেজনায় কৃষ্ণার্জুন সমভিব্যাহারে দ্রোণপুত্রের অনুসন্ধানে বহির্গত হন, এবং অর্জুনসহ যুদ্ধে দ্রৌণি পরাভব স্বীকার ও স্বমস্তকস্থ সহজাত মণি প্রদান করিয়া বনগমন করিলে, যুধিষ্ঠিরকে সেই মণি অর্পণপূর্বক দ্রৌপদীর প্রীতিসাধন করেন। হস্তিনায় পাণ্ডবরাজ্য স্থাপিত হইলে, ইনি ভ্রাতৃগণসহ তথায় কিছুকাল জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিয়া রাজ্যসুখ ভোগ করেন। কৃষ্ণের দেহত্যাগের পর ইনি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীসহ মহাপ্রস্থানে যাত্রা করেন; পরন্তু অতিরিক্ত ভোজনদোষে ও শারীরিক বলের জন্য আত্মশ্লাঘার পাপস্পর্শে সশরীরে স্বর্গারোহণে অসমর্থ হইয়া সুমেরুশিখরে নিপতিত হন।

ভীমা—১। ভয়ংকর। ভীম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বি; স্ত্রী।

ভীমৈকাদশী—মাঘমাসের শুক্লা একাদশী। ভীমপালিতা একাদশী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভীরু—ভীরু, ভয়কাতর, ভয়ার্ত্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ভীরু—ভীতু, ভয়শীল, ভীতস্বভাব, সহজেই যে ভয় পায় এরূপ। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্রু, কর্তৃ। বিণ।

ভীরুক—ভয়শীল, ভীতস্বভাব। ভী (ভয় পাওয়া)+ক্রুক কর্তৃ। বিণ।

ভীষণ—১। ভয়ানক, ভয়ংকর, ভয়জনক; দারুণ; গাঢ়। ণিজন্ত ভী=ভীষি (ভয় পাওয়ান)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। ভয়ানক রস। বি; পু।

ভীষিত—ভয়প্রদর্শিত, যাহাকে ভয় দেখান হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত ভী=ভীষি (ভয় পাওয়ান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভীষ্ম—১। রাজর্ষি শান্তনুর পুত্র; শিব; রাক্ষস। ভী (ভয় পাওয়া)+মক্ অপা, নিপাতনে, ভীত হয় যাহা হইতে এই বাক্যে উক্তরূপ প্রকৃতি প্রত্যয়ে "ভীম" ও "ভীষ্ম" দুইই হয়। ২। ভয়ানক, ভয়ংকর, ভীষণ। বিণ।

* শান্তনুতনয় ভীষ্মের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এইরূপ:—

ইনি পূর্বে অষ্টবসুর অন্তর্গত অষ্টম বসু ছিলেন। গঙ্গাদেবী যৎকালে শান্তনুরাজের ভার্যাত্ব স্বীকার করেন, তৎকালে রাজার দ্বারা অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন যে, তিনি স্বেচ্ছামত কার্য করিবেন, রাজা তাঁহার কার্যে বাধা দিতে পারিবেন না, যে দিন বাধা দিবেন, সেই দিনই গঙ্গাদেবী অন্তর্হিতা হইবেন। বশিষ্ঠের শাপে বসুগণ স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া একে একে গঙ্গার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে লাগিলেন, আর গঙ্গাদেবী সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে জলে ভাসাইয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে সপ্ত সন্তান বিনষ্ট হইলে, শেষবারের অষ্টম বসু জন্মিবামাত্র গঙ্গাদেবী সন্তানটিকে পূর্বের ন্যায় জলে ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইলে, শান্তনু তাহা নিবারণ করিলেন। তখন গঙ্গাদেবী পূর্বাঙ্গীকারানুসারে সন্তান ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। গঙ্গার অন্তর্ধানে রাজর্ষি অতিমাত্র দুঃখিত হইলেন; কিন্তু পুত্র মুখাবলোকনে কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন, এবং পুত্রের নাম দেবব্রত রাখিয়া অতি যত্ন সহকারে লালনপালন করিতে লাগিলেন। দেবব্রত বশিষ্ঠের নিকট শাস্ত্রাদি এবং পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া সব বিষয়েই পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ইঁহার ন্যায় বীর আর ছিল না। ইনি পিতার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন, এবং সর্বদা সর্বপ্রযত্নে পিতার সন্তোষবর্ধনে সচেষ্ট থাকিতেন।

একদা শান্তনু সত্যবতী নাম্নী এক পরমসুন্দরী ধীবররাজকন্যাকে দেখিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ করেন; কিন্তু পাছে সর্বগুণান্বিত উপযুক্ত পুত্রের মনোভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায় তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। মহানুভাব দেবব্রত কৌশলে রাজসচিববর্গের প্রমুখাৎ পিতার মনোবাসনা অবগত হইয়া দাসরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় পিতার নিমিত্ত তদীয় কন্যারত্ন প্রার্থনা করিলেন। ধীবররাজ তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের রাজ্যলাভের সম্ভাবনা প্রকাশ করিয়া দুঃখ করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে পিতৃভক্ত মহাত্মা দেবব্রত প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"আমি কখনই রাজপদ গ্রহণ করিব না এবং দারপরিগ্রহ না করিয়া চির-কৌমারব্রতানুষ্ঠান করিব।" ইহা শুনিয়া দাসরাজ সন্তুষ্টচিত্তে শান্তনুর সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। শান্তনু সন্তুষ্ট হইয়া পুত্র দেবব্রতকে 'ইচ্ছামৃত্যু' বর প্রদান করিলেন। এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালন জন্য দেবব্রত জগতে "ভীষ্ম" নামে পরিচিত হইলেন। অচিন্ত্যচরিত মহাত্মা ভীষ্ম পিতার প্রীত্যর্থ বিশাল সাম্রাজ্য ও যাবতীয় ঐহিক সুখ গাত্রমলের ন্যায় অনায়াসে পরিত্যাগ করিলেন।

পিতার মৃত্যু হইলে ভীষ্ম স্বয়ং রাজপদ গ্রহণ না করিয়া সত্যবতীর গর্ভজাত বৈমাত্র ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের নামে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। বিচিত্রবীর্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি ভ্রাতাকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভ্রাতার বিবাহের জন্য চেষ্টিত হইয়া কাশীরাজদুহিতার স্বয়ংবর স্থান হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী তাঁহার তিন কন্যাকে হরণ করিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকার সহিত বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিলেন। কন্যাহরণ উপলক্ষে শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে সমরে পরাস্ত করেন। কাশীরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা পূর্বেই শাল্বকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন শুনিয়া ইনি তাঁহাকে শাল্বের নিকট প্রেরণ করিলেন। শাল্বকর্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া অম্বা পরশুরামের শরণাপন্না হইলেন, এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ভীষ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। গুরুর আদেশেও ভীষ্ম অম্বাকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, গুরুশিষ্যে ভয়ানক বিবাদ ও পরিশেষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। ত্রয়োবিংশতি দিবস যুদ্ধের পর ক্ষত্রিয়ান্তকারী পরশুরাম শিষ্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করিলেন। অতঃপর অম্বা বনগমনপূর্বক ভীষ্মবধকল্পে তপস্যা করিয়া অগ্নিতে প্রবেশপূর্বক জীবনবিসর্জন করেন, এবং মহাদেবের বরে পরে দ্রুপদরাজের ঔরসে শিখণ্ডিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ভীষ্মবধের কারণ হন।

বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, পাণ্ডু ও বিদুরের জন্ম হইলে ইনি অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাদিগকে লালনপালন করিলেন, এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে উপযুক্ত পাত্রীর সহিত তাঁহাদের বিবাহ দিলেন। পাণ্ডুরাজের পরলোকগমনে ইনি নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং কুরুপাণ্ডব বালকদিগের শিক্ষার্থ প্রথমে কৃপাচার্যকে ও পরে দ্রোণাচার্যকে গুরুরূপে নিযুক্ত করিলেন। বালকগণের শিক্ষার উন্নতি দর্শনে ইঁহার সুখের সীমা রহিল না। পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্যোধনের মনোভাব অবগত হইয়া ইনি অতিশয় দুঃখিত হইলেন। কিন্তু সর্বতোভাবে রাজার অধীন থাকাই ধর্মানুমোদিত বিবেচনা করিয়া ইনি

উপদেশদান ভিন্ন দুর্যোধনের সাধুবিগর্হিত নিন্দনীয় দুষ্কর্মের কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে অগ্রসর হইতেন না। ইনি আপনাকে রাজার অন্যান্য কর্মচারীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। সেইজন্যই রাজসভায় দ্রৌপদীর অবমাননা ও পাণ্ডবদিগের প্রতি দুর্যোধনের অশেষ দৌরাত্ম্যের বাধা জন্মাইতে পারেন নাই। রাজা পিতৃতুল্য জ্ঞানে ইনি সদসৎ বিচার না করিয়া রাজাদেশ প্রতিপালন করিতেন। সেইজন্যই কুরুসৈন্যসহ উত্তর গোগৃহে গোধন হরণ করিতে যাইয়া ইনি অর্জুনের নিকট পরাস্ত হন।

কুরুপাণ্ডবে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিলে ভীষ্ম দুর্যোধনকে সৎপরামর্শ দানে সমরে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পাপমতি দুর্যোধন তাহাতে কর্ণপাত না করিলে, ইনি কুরুকুল ধ্বংসের বিষয়ে নিশ্চিত হইলেন। পরন্তু সেই ঘোর বিপৎকালে আশ্রয়দাতা রাজাকে কাপুরুষের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া রাজদ্রোহিতা করা অপেক্ষা বরং সমরে পাণ্ডবদিগের হস্তে জীবনবিসর্জন করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। অতঃপর ইনি কুরুসৈন্যের প্রধান সেনাপতি হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথম দশ দিন ইনি ঘোরতর যুদ্ধ করেন। ইঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল যে, ইনি প্রতিদিন বিপক্ষের দশ সহস্র সৈন্য বিনষ্ট করিবেন, এবং কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করাইবেন। মহাবীর অর্জুনের শতচেষ্টা সত্ত্বেও ইনি প্রত্যহ দশ সহস্র সৈন্যের প্রাণসংহার করিতে লাগিলেন। তৃতীয় ও নবম দিবসে ইনি এতাদৃশ ভীষণ সমর করেন যে, কৃষ্ণ ইঁহার বিনাশার্থ অস্ত্র উত্তোলন করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হন, কিন্তু অর্জুন কৃষ্ণকে নিবৃত্ত করেন। নিরস্ত্র পুরুষ বা স্ত্রীর প্রতি অস্ত্রক্ষেপ করা বীরধর্মের অননুমোদিত, এজন্য ভীষ্মের নিয়ম ছিল যে, স্ত্রীরূপে জাত দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডীকে অস্ত্র প্রহার করিবেন না, বা তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইবেন না। ভীষ্ম জীবিত থাকিতে পাণ্ডবপক্ষের জয়াশা নাই দেখিয়া, কৃষ্ণের পরামর্শে দশম দিবসে অর্জুন স্বীয় রথে শিখণ্ডীকে পুরোবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শরাঘাতে মহারথী ভীষ্মকে রথ হইতে ভূপাতিত করিলেন। ইচ্ছামৃত্যুর প্রভাবে দেবব্রত শরশয্যায় শয়ান রহিলেন, এবং পরে উত্তরায়ণ আরম্ভ হইলে স্বেচ্ছায় তনুত্যাগ করিলেন।

কি শৌর্য, কি বীর্য, কি জ্ঞান, কি রাজনীতি, কি দৃঢ়তা, কি ইন্দ্রিয়সংযম প্রভৃতি যে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করা যাউক না কেন, ভীষ্মের ন্যায় মানব এ মহীমণ্ডলে নিতান্ত দুর্লভ, সন্দেহ নাই। লোকে যেরূপ "ব্রহ্মা তৃপ্যতাং বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং" প্রভৃতি বাক্যসহকারে জলদান দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতির তর্পণ করে, সেইরূপ "ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ" ইত্যাদি বলিয়া উদারচরিত মহাত্মা ভীষ্মেরও তর্পণ করিয়া থাকে।

ভীষ্মক—বিদর্ভাধিপতি, রুক্মিণীর পিতা। ভীষ্মের ন্যায় দীপ্তি পায় যে এই বাক্যে উপতৎ; ভীষ্ম কৈ+ড কর্তৃ। বি; পু।

ভীষ্মপঞ্চক—কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ তিথি, বক পঞ্চক; উক্ত তিথিতে কর্তব্য ব্রত বিঃ। বি; স্ত্রী।

ভীষ্মাষ্টমী—মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী। ভীষ্ম পালিতা অষ্টমী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভুও—অন্তঃসারশূন্য, খালি, ফাঁপা; মিথ্যা, অসার। বাংপ্র। বিণ।

ভুঁই, ভূঁই ভূমি, কৃষিক্ষেত্র, জমি, মাটি; দেশ। <ভূমি। বি।

ভুঁইফোড়, ভূঁইফোড়—অকস্মাৎ আবির্ভূত; যেন ভূমিতল হইতে উদ্ভূত; হঠাৎ বড়লোক; আশ্চর্য। বাংপ্র। বিণ।

ভুঁইয়া, ভুইয়া—ভৌমিক; ভূস্বামী; উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভুঁকা, ভোঁকা—ফুটা, বিদ্ধ হওয়া, দেহে প্রবেশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভুঁড়ি—স্থূলোদর, মোটা পেট। বাংপ্র। বি।

ভুঁড়েল, ভুঁড়ো—ভুঁড়িওয়ালা। বাংপ্র। বিণ।

ভুঁতি, ভুতি, ভুতুড়ি—কাঁঠালাদি ফলের ভিতরের পরিত্যাজ্য অংশ; নাড়ীভুঁড়ি। বাংপ্র। বি।

ভুঁদো, ভোঁদা মোটা, স্থূলদেহ, নদগদে। বাংপ্র। বিণ।

ভুক—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। প্রা কপ্র। বি।

ভুক্ত—১। ভক্ষিত, খাদিত; উপভুক্ত। ভুজ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ভুক্তি, ভোজন; ভোগ। ভুজ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

ভুক্তন—প্রবিষ্ট, পূর্ণ, মিটমাট। বাংপ্র। বিণ।

ভুক্তভোগ—১। যে ভোগ করা বা ভোগা হইয়াছে। কর্মধা। বি; পু। ২। কৃতভোগ, যে ভোগ করিয়াছে। ভুক্ত হইয়াছে ভোগ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

ভুক্তভোগী (-ভোগিন্)—কৃতভোগ, যে আপনি ভোগ ভুগিয়াছে। উপতৎ; ভুক্ত—ভুজ্+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **ভুক্তভোগিনী**।

ভুক্তাবশেষ—ভোজনের অবশিষ্ট অংশ, আহারের পর যাহা পড়িয়া থাকে, উচ্ছিষ্ট, পাতের এঁটো। ৬তৎ। বি; পু।

ভুক্তি—ভোজন, ভক্ষণ; ভোগ; দখল। ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ভুখ—ক্ষুধা, বুভুক্ষা। হি-মু। বি।

ভুখলি—ক্ষুধার্ত্ত, অনশনক্লিষ্ট; কৃশ, দুর্বল। প্রা কপ্র। বিণ।

ভুখা—ক্ষুধার্ত্ত। হি। বিণ।

ভুখামিছিল—ক্ষুধিত অন্নপ্রার্থী লোকদের শোভাযাত্রা, hunger march. বাংপ্র। বি।

ভুখিয়া—ক্ষুধার্ত্ত। প্রা কপ্র। বিণ।

ভুগনি, ভোগন—ক্লেশভোগ। বাংপ্র। বি।

ভুগা, ভোগা—ভোগ করা, ক্লেশ পাওয়া, দুঃখ সহা। বাংপ্র। ক্রি।

ভুগানো, ভোগানো—কষ্ট দেওয়া; ভোগ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

ভুগ্ন—কুঞ্চীকৃত, বক্র; নত। ভুজ্ (বক্র হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ভুজ—বাহু; ত্রিকোণাদি ক্ষেত্রের সীমাসূচক রেখা। ভুজ্+ক কর্তৃ। বি; পু।

ভুজং—মন্ত্রণা। বাংপ্র। বি।

ভুজই—ভোগ করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভুজগ—ফণী, সর্প; বিড়া, লম্পট; ধূর্ত্ত। ভুজ্ (বক্র হওয়া)+অল্ ভাব= ভুজ; ভুজ (কৌটিল্য) দ্বারা গমন করে যে এই বাক্যে উপতৎ; ভুজ-গম্+ড কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী— **ভুজগী**।

ভুজগান্তক, ভুজগাশন—গরুড়; ময়ূর। ভুজগের (সর্পের) অন্তক (নাশক) বা অশন (ভক্ষক), ৬তৎ। বি; পু।

ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম—সর্প; বিড়া; জার; লম্পট; ধূর্ত্ত, বিট। উপতৎ; ভুজ—গম্ (যাওয়া)+খ কর্তৃ। বি; পু।

ভুজঙ্গপ্রয়াত—দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; ক্লী।

ভুজঙ্গভুক্ (-ভুজ্)—সর্পভোজী; গরুড়; ময়ূর। ভুজঙ্গ—ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি বা বিণ; পু বা স্ত্রী।

ভুজঙ্গসংগতা—নবাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

ভুজঙ্গী—সর্পী। ভুজঙ্গ+ঙীপ্। বি; স্ত্রী। ['ভুজঙ্গিনী' বাংপ্র।]

ভুজবন্ধন—বাহু দ্বারা বন্ধন, বাহু দিয়া বেষ্টন; আলিঙ্গন। ৩তৎ। বি; ক্লী।

ভুজবল—বাহুবল, বাহুর শক্তি; ক্ষমতা। ৬তৎ। বি; ক্লী। [বি; ক্লী।

ভুজমধ্য—ভুজান্তর, ক্রোড়। ৬তৎ।

ভুজলতা—বাহুরূপ লতা; লতা সদৃশ সুন্দর ও কোমল বাহু। রূপক বা উপমিত। বি; স্ত্রী।

ভুজান্তর—বক্ষঃস্থল, বুক। ভুজা বা ভুজ-দ্বয়ের অন্তর (মধ্যবর্ত্তী স্থল), ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভুজালী—নেপাল দেশের বাঁকা কাটারি-

ভুঞ্জা-ভোগ করা; যাপন করা, ক্ষেপণ করা, কাটানো। কপ্র। ক্রি।

ভুঞ্জিত—ভুক্ত। কপ্র। বিণ।

ভুঞ্জিল—ভোগ করিল। কপ্র। ক্রি।

ভুটান—হিমালয় পর্বতের পূর্বদিকে অবস্থিত, পর্বতমণ্ডিত, মনোরমদৃশ্য একটি স্বাধীন রাজ্য। এখানে হর্ম্ম্যের সংখ্যা অনেক। কস্তুরীমৃগ এবং কুকুরের ন্যায় রবকারী মৃগ এখানে অনেক দৃষ্ট হয়। ভুটানবাসীরা ভুটিয়া নামে অভিহিত। ইহারা পরিশ্রমী এবং কৃষিপরায়ণ। চ° এবং মারুয়া নামক মদ্য ইহারা পান করিয়া থাকে। ইহারা কাঠনির্মিত দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহে বাস করে। ইহারা নামতঃ বৌদ্ধ, কিন্তু কার্য্যতঃ প্রেতোপাসক। ইহারা শিকারে বিমুখ। ইহাদের ধারণা এই যে, বন্দুক ছুড়িলে দেবতা অসন্তুষ্ট হন এবং অজস্র বৃষ্টিপাত হয়। ভুটানরাজ্য দুইজন প্রভুকর্ত্তৃক পরিচালিত—ধর্মরাজ ও দেবরাজ। ধর্মরাজ আধ্যাত্মিক বিষয়ে প্রভু, দেবরাজ পার্থিব বিষয়ে প্রভু। একজন ধর্মরাজের দেহত্যাগ ঘটিলে, তিনি দুই এক বৎসর মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত বংশে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন—ভুটিয়াগণের এইরূপ বিশ্বাস। যে শিশু পূর্বগামী ধর্মরাজের তৈজসাদি চিনিতে সমর্থ হয়, সেই শিশুটি ধর্মরাজ বলিয়া গৃহীত হইয়া শিক্ষার্থে মঠে প্রেরিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্তির পরে তিনি পূর্ণভাবে ধর্মরাজের পদ গ্রহণ করেন। ধর্মরাজ দেবতার অবতার বলিয়া পূজিত। দেবরাজ মন্ত্রিসমাজ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হন। কার্য্যতঃ কিন্তু পূর্ব বা পশ্চিম ভুটানের শাসনকর্তা- যিনি যখন প্রবল থাকেন—তিনিই দেবরাজ নির্বাচন করেন। খ্রীষ্টীয় ১৮৮৭-৮৮ অব্দে দুইজন ভারতীয় পর্যটক আবিষ্ক্রিয়া অভি-প্রায়ে ভুটানরাজ্যের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। "ভুটিয়া পনি" নামধেয় ক্ষুদ্রজাতি ঘোটক বলিষ্ঠতা এবং সৌন্দর্যের জন্য প্রসিদ্ধ। ভুটানে ইহা "টাঙ্গন" নামে অভিহিত। যে পর্বতসমষ্টি লইয়া ভুটান রাজ্য গঠিত, তাহার নাম "টাঙ্গস্থান"। এই নাম হইতে "টাঙ্গন" আখ্যা উৎপন্ন। শীতকালে ভুটান রাজগণ পুণাখ নামক স্থানে বাস করেন; অন্য সময়ে টাসিসুদন (Tasisudon) নামক রাজধানীতে অবস্থান করেন।

ভুটান পূর্বে টেফু (Tephu) নামধেয় জাতির অধিকারে ছিল। এই জাতি কুচবিহারবাসী বলিয়া অনুমিত। খ্রীষ্টীয় ১৬৭০ অব্দে কতকগুলি তিব্বতদেশবাসী সৈনিকপুরুষ টেফুগণকে পরাভূত করিয়া ভুটানে বাসস্থাপন করে। ১৭৭২ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত ভুটানের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই বৎসরে ভুটিয়াগণ কুচবিহার আক্রমণ করিলে, কুচবিহার রাজের প্রার্থনায় ইংরাজসৈন্য শত্রুগণকে বিতাড়িত করিয়া ভুটানে তাহাদের অনুসরণ করে। তিব্বতের তেশু লামার (Teshu Lama) মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৭৮৩ খ্রীঃ বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন অভিপ্রায়ে ইংরাজ কাপ্তেন টর্নরকে ভুটানে প্রেরণ করেন; কিন্তু অভিপ্রায় সফল হয় নাই। ১৮২৬ খ্রীঃ ইংরাজ আসাম অধিকার করিয়া জানিতে পারেন যে, ভুটানরাজ বলপূর্বক "দুয়ার" অভিহিত কতকগুলি পর্বত-নিম্নস্থান অধিকার করিয়াছেন। এই স্থানগুলির জন্য ভুটানরাজ সামান্য কর দিতে প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় ইংরাজ স্থানগুলি কাড়িয়া লন এবং তৎপরিবর্তে বার্ষিক ১০০০ পাউণ্ড ভুটানরাজকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। ইহার পর হইতেই ভুটিয়া-গণ ইংরেজাধিকৃত স্থানে প্রবেশ করিয়া নানাবিধ উৎপাত করিতে থাকে, এবং প্রজা হত্যা করিতে বা ধৃত করিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতে থাকে। এই সমস্ত অত্যাচারের প্রতিবাদ এবং ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিতে ১৮৬৩ খ্রীঃ ইডেন সাহেব (যিনি উত্তর কালে বঙ্গের ছোটলাট পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন) ভুটানরাজ সমীপে প্রেরিত হন। সাহেব সেখানে যারপর-নাই লাঞ্ছিত হইয়া একটি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। সন্ধিপত্রের মর্ম এই যে, বিবাদের বিষয়ীভূত স্থানগুলি ইংরাজ ভুটানরাজকে ছাড়িয়া দিবেন, এবং তাঁহার অন্যান্য প্রার্থনাও মঞ্জুর করি-লেন। ইডেন সাহেব প্রত্যাগমন করিলে, তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল স্যর জন লরেন্স ভুটানরাজের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং ভুটানে নীত ইংরাজ প্রজাগণকে ফিরাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। অনুরোধ অগ্রাহ্য হওয়ায় ভারতীয় গভর্নমেণ্ট ১৮৬৪ খ্রীঃ ১২ই নভেম্বর এক ঘোষণা-পত্র প্রচার করিয়া ১১টি পশ্চিম বা বঙ্গ "দুয়ার" দখল করিয়া লইলেন। সে সময়ে ভুটানরাজ কোন বাধা প্রদান করিলেন না, কিন্তু ১৮৬৫ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে ভুটিয়াগণ দেওয়ানগিরি নামক স্থানে ইংরাজ সৈন্যের উপর হঠাৎ আসিয়া নিপতিত হয়। ইংরাজ সৈন্য হটিয়া যাইতে বাধ্য হয়। তাহার পরে ভুটিয়াগণ পরাভূত হইয়া সন্ধিস্থাপন করে। ১৮৬৫ খ্রীঃ ১১ই নভেম্বর যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তদনুসারে ভুটানরাজ ইংরাজকে বঙ্গ ও আসাম প্রদেশস্থ সমস্ত (আঠারটি) "দুয়ার" এবং অন্যান্য ইংরাজাধিকৃত স্থান ছাড়িয়া দেন এবং ভুটানে প্রেরিত ইংরাজপ্রজাগণকে প্রত্যর্পণ করেন। এই দুয়ারগুলি ভুটানের রাজস্বের প্রধান আকর ছিল; সেইজন্য ইংরাজ দেবরাজ ও ধর্মরাজের ব্যয় সংকুলনার্থে বার্ষিক ২৫০০ পাউণ্ড দিতে প্রতিশ্রুত হন। কথা থাকে যে, ইংরাজের প্রতিকূলতাচরণ করিলে এ বৃত্তি বন্ধ করা হইবে এবং অনুকূলাচরণ করিলে কালে এই বৃত্তি দ্বিগুণিত হইবে। সেই সময় হইতে ভুটানরাজ এবং ইংরাজরাজ মধ্যে সন্তোষজনক সম্বন্ধ চলিতেছে। ১৯০৪ খ্রীঃ তিব্বতের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, ভুটানরাজ ইংরাজের সহিত বন্ধুজনোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ভুট্টা—শস্য বিঃ, জনার, মকাই। হি। বি।

ভুড়ভুড়—বুদ্বুদাদির শব্দ; গন্ধ বাহির হওয়ার ভাব। বাংপ্র। অ।

ভুড়ভুড়ি-বুদ্বুদ, bubble। বাংপ্র। বি।

ভুতুড়ে—ভূতুড়ে (তাহা দ্রঃ)।

ভুনিখিচুড়ি—ভাজা চাল ডাল হইতে প্রস্তুত খিচুড়ি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভুবঃ (ভুবস্) সপ্ত স্বর্গের দ্বিতীয় লোক, আকাশ। ভু (হওয়া)+অসুক্ কর্ত্তৃ। অ।

ভুবন—জগৎ; সপ্তপাতাল ও সপ্তস্বর্গ এই চতুর্দশ; জল; আকাশ; পৃথিবী। ভু (হওয়া)+কন কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

ভুবনগৌরব—জগতের গৌরবস্বরূপ, জগন্মান্য। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

ভুবনজয়ী (-জয়িন্)—জগজ্জয়ী, ত্রিলোক-জয়কারী। উপতৎ; ভুবন শব্দ—জি (জয় করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভুবনজয়িনী**।

ভুবনতিলক—ত্রিভুবনের তিলকস্বরূপ, জগতের শিরোমণি। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

ভুবনপাবন—ত্রিভুবন পবিত্রকারী, জগতের পাপনাশক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**ভুবনপাবনী**।

ভুবনময়—১। জগদ্ব্যাপী, সকল লোকে ব্যাপ্ত। ভুবন+ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভুবনময়ী**। ২। সংসার ব্যাপিয়া বা জুড়িয়া, জগতের সর্বত্র। ক্রি-বিণ।

ভুবনমোহন—ত্রিলোকমুগ্ধকারী, ত্রিভুবনের মনোহর। ৬তৎ। বিণ।

ভুবনমোহন দাশ—১৮৪৪ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিক্ষিত সমাজের যে সকল অগ্রণী ব্যক্তি বঙ্গদেশে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা ও স্বদেশ-প্রীতির উদ্দীপনার্থ অকাতরে পরিশ্রম করেন, ইনি তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি একসময়ে সুলেখক বলিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। ইনি "ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন", "বেঙ্গল পাবলিক ওপিনিয়ন" প্রভৃতির সম্পাদক ছিলেন। শেষ বয়সে ইনি পুরুলিয়ায় বাস করিয়া ধর্মশাস্ত্রাদি পাঠেই কালাতিপাত করিতেন। হিন্দুদিগের প্রতি ইঁহার সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইত। ১৯১৪ খ্রীঃ ১৩ই জুলাই ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ইঁহার পত্নীবিয়োগ হইয়াছিল। ইঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ বিশ্ববিশ্রুত স্বদেশপ্রেমিক চিত্তরঞ্জন দাশ, কনিষ্ঠ প্রফুল্লরঞ্জন দাশ।

ভুবনমোহন রায় চৌধুরী—১২৩০ সালের ২২শে আষাঢ় খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে বঙ্গজ কায়স্থ বংশে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম তারকচন্দ্র রায় চৌধুরী। মাতার নাম ভগবতী দাসী। ভুবনমোহন ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির স্কুলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। মিশনারীদের স্কুল ছাড়িয়া তিনি ঘরে বসিয়া পারসী ও উর্দু শিক্ষা করেন। ১২৪৭ সালে মাত্র ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি সদর দেওয়ানী আদালতের উকীল হন। ইঁহার কিছুদিন পরে ইনি হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। কবিবর হেমচন্দ্র ইঁহার একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে আসিয়া ভুবনমোহন সাহিত্যের আস্বাদ পাইলেন। ১২৫০ সালে কৃষ্ণমোহন ন্যায়পঞ্চানন, শ্রীধর ভট্টাচার্য প্রভৃতি তদানীন্তন কয়েকজন শ্রেষ্ঠ কথক তাঁহাদের ভবানীপুরের বাটীতে কথকতা করেন; এই কথকতা শুনিয়া ভুবনমোহনের সংস্কৃত ছন্দে বাঙ্গালা শ্লোক রচনা করিবার ইচ্ছা হয়; এই ইচ্ছার ফলে তাঁহার "ছন্দঃকুসুম" ও "পাণ্ডবচরিত" নামক দুইখানি কাব্যগ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র স্বকীয় 'রহস্যসন্দর্ভ' পত্রে উহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ছন্দঃকুসুমে লেখক ১৮৩ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ছন্দঃকুসুমে কতকগুলি পারসী ছন্দেরও বাঙ্গালায় উদাহরণ ও বাঙ্গালা নাম দেওয়া হইয়াছে। লেখকের পাণ্ডবচরিত সংস্কৃত কাব্যের ন্যায় কতিপয় সর্গে বিভক্ত, এবং প্রতি সর্গে নূতন নূতন ছন্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৩০১ সালের আশ্বিন মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

ভুবনমোহিনী—বিশ্ববিমোহিনী, জগৎমুগ্ধকারিণী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

ভুবনবিজয়ী (-জয়িন্)—ত্রিলোকজয়কারী। উপতৎ; ভুবন—বি—জি (জয় করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জয়িনী**।

ভুবনেশ্বর—১। ত্রিলোকপতি। ভুবনের ঈশ্বর, ৬তৎ। বিণ। ২। শিবলিঙ্গ বিঃ; তীর্থস্থান বিঃ। বি; পু।

উড়িষ্যা রাজ্যে ভুবনেশ্বর তীর্থ অবস্থিত; এখানকার ভুবনেশ্বরের সুপ্রাচীন কারুকার্যখচিত ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ মন্দির জগদ্বিখ্যাত। প্রসিদ্ধি এইরূপ যে, পর্বতগাত্র ক্ষোদিত করিয়া এই মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরে ভুবনেশ্বরের প্রস্তরময় মূর্তি অবস্থিত। এই প্রস্তরের অর্ধাংশ শ্বেত ও অর্ধাংশ কৃষ্ণ। পাণ্ডারা বলে, ইহা হরিহর মূর্তির সমাবেশ। জগন্নাথের ন্যায় এখানেও নিত্য নিয়মিত ভোগ হইয়া থাকে। পুরীযাত্রীরা ভুবনেশ্বরে নামিয়া এই স্থান দর্শন করিতে যায়। প্রসিদ্ধ খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি ভুবনেশ্বরের অনতিদূরে অবস্থিত। ভুবনেশ্বর বর্তমানে উড়িষ্যার রাজধানী।

ভুবনেশ্বরী—দশমহাবিদ্যার মধ্যে দেবী বিঃ; দুর্গা। ভুবনের ঈশ্বরী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভুবর্লোক—সপ্তস্বর্গের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক, আকাশ। ভুবঃ যে লোক, কর্মধা। বি; পু।

ভুয়া, ভুয়ো—গূঢ়গর্ভ, অসার, অকিঞ্চিৎকর, বৃথা, মিথ্যা। বাংপ্র। বিণ।

ভুরু—ভ্রূ, আঁক, আবি; প্রকৃত ব্যাপার; সন্ত্রম; ভ্রম, ভুল। বাংপ্র। বি।

ভুরা, ভুরো—গুড়ের গাদ (থাদ) কাটাইয়া প্রস্তুত আপাণ্ডুর চিনি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভুরু, ভুরূ—ভ্রূ বা ভ্রূ। <ভ্রূ। বি।

ভুল—১। ভ্রম, ভ্রান্তি প্রমাদ, বিস্মৃতি। বি। ২। ভ্রান্ত, অযথার্থ ('— ধারণা')। বাংপ্র। বিণ।

ভুলা, ভোলা—১। দিগ্‌ভ্রম, পথভ্রান্তি। বি। ২। ভুল করা, ভ্রমে পতিত হওয়া, বিস্মৃত হওয়া; মুগ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভুলানো—ভুল করানো, ভ্রমে পাতিত করা; বিস্মৃত করানো; বিস্মৃতি জন্মানো; ফুসলানো; ভোয়াজ করা; মুগ্ধ করা; প্রবোধ দিয়া শান্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

ভুলো—যে প্রায়ই ভুলিয়া যায় বা ভুল করে এমন, ভ্রান্তশীল। বাংপ্র। বিণ।

ভুশ, ভুস্—জল কাদা প্রভৃতি ভেদ করার শব্দ। বাংপ্র। বি। [বি; পু।

ভুশণ্ডি—এক ত্রিকালজ্ঞ অমর কাক।

ভুষা, ভুলা, ভুলো—ধূমের বা প্রদীপের কালি; দগ্ধতণ্ডুল চূর্ণ। বাংপ্র। বি।

ভুষি, ভুসি গমের বা কলাইয়ের কুঁড়া, শস্যের খোসা। বাংপ্র। বি।

ভুষিমাল—অসার দ্রব্য; চাউল দাইল যাহাতে ভুষি থাকে। বাংপ্র। বি।

ভুমুড়ি—ভূরি পরিমাণ, গাদা গাদা, বহুল পরিমাণ। বাংপ্র। বি।

ভুষ্টিনাশ—ধ্বংস, ছারখার। বাংপ্র। বি।

ভূ—ভূমি; পৃথিবী; স্থান। ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

ভূঃ (ভূস্)—সপ্তস্বর্গের প্রথমটি, পৃথিবী। ভূ (হওয়া)+সুক্ কর্তৃ। অ।

ভূঁই—ভূমি, ক্ষেত্র, কৃষিক্ষেত্র। বাংপ্র। বি।

ভূঁইফোড় 'ভূঁইফোড়' দ্রঃ।

ভূঁইমালী—জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভূঁইয়া, ভূঁয়া, ভূঞা—ভূস্বামী। বাংপ্র। বি।

ভূকম্প, ভূকম্পন—ভূমিকম্প, পৃথিবীর কম্পন। ৬তৎ। বি; পু ও ক্লী।

ভূকৈলাস—কলিকাতার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে খিদিরপুরের সন্নিহিত একটি স্থান। এখানকার হিন্দু রাজবংশ বিখ্যাত।

ভূখন, -ণ—ভূষণ, আভরণ। প্রা কপ্র। বি।

ভূগর্ভ—১। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ। ৬তৎ। ২। কবি ভবভূতি। ভূ হইয়াছে গর্ভ (উদ্ভব) যাহার, বহু। বি; পু।

ভূগর্ভস্থ—পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অবস্থিত। উপতৎ; ভূগর্ভ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ভূগোল ১। ভূমণ্ডল, মহীমণ্ডল, পৃথিবী। ভূর গোল, ৬তৎ, অথবা গোলাকার ভূ, কর্মধা। বি; পু। ২। পৃথিবী ও বিভিন্ন দেশের বিবরণ, geography. বি; স্ত্রী।

ভূগোলক—১। ভূমণ্ডল। ভূগোল+কণ্ স্বার্থে। ২। পৃথিবীর দারুময় বর্তুলাকার প্রতিরূপ। ভূসূচক গোলক, মধ্যপ। বি; ক্লী।

ভূগোলবিদ্যা, ভূগোলশাস্ত্র যে শাস্ত্র দ্বারা জলস্থলময় ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বিবরণ জানিতে পারা যায়, geography. মধ্যপ। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

ভূচর—স্থলচর; ভূপৃষ্ঠবাসী। উপতৎ; ভূ শব্দ—চর্+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভূচরী**।

ভূচিত্র—ভূপৃষ্ঠের প্রতিরূপ, সমগ্র পৃথিবীর বা স্থলবিশেষের মানচিত্র, map. ৬তৎ। বি; পু।

ভূচ্ছায়া—অন্ধকার। এই ছায়া সম্মুখবর্তী চন্দ্রের উপর পতিত হইলেই গ্রহণ হয়, ইহা জ্যোতিষ ও পুরাণের মত। ভূর (পৃথিবীর) ছায়া (ছায়াকর), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভূঞা-ভৌমিক, ভূস্বামী; সামন্ত; ভূঁইয়া। বাংপ্র। বি। [বি।

ভূঞা-রাজা-সামন্ত নরপতি। বাংপ্র।

ভূত—১। হইয়াছে এরূপ; উৎপন্ন; অতীত; লব্ধ; জাত; সত্য; উচিত; উপমিত; তুল্য। ভূ (হওয়া ইত্যাদি)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। দেবযোনি বিঃ; প্রেত; শিবের অনুচর। বি; পু। ৩। ক্ষিতি (পৃথিবী), অপ্ (জল), তেজঃ (অগ্নি), মরুৎ (বায়ু) ও ব্যোম (আকাশ),—এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর শাস্ত্রোক্ত উপাদান; জন্তু; প্রাণী; পিশাচ; সত্য; তত্ত্বানুসন্ধান। বি; ক্লী। **ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ**—অতিশয় বিশৃঙ্খলা। **ভূতের বেগার খাটা**—বিনালাভে বা যৎসামান্য লাভে কঠোর পরিশ্রম করা। **ভূতের বোঝা বহা**—অনর্থক কোন গুরুভার বহন করা; অনর্থক দেহধারণ করা।

ভূতকাল-অতীতকাল, গত সময়। কর্মধা। বি; পু।

ভূতগুণ—আকাশাদি পঞ্চভূতের গুণ, শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ এই পঞ্চ বিষয়। ৬তৎ। বি; পু।

ভূতচতুর্দশী—কার্তিক মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী। ভূতোপাসিতা চতুর্দশী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভূতড়ে, ভূতুড়ে—ভূতকৃত; যে ভূত সাহায্যে চিকিৎসা করে, দেহে প্রবিষ্ট ভূত ছাড়াইবার ওঝা; নোংরা, বিশৃঙ্খল ('— কাণ্ড')। বাংপ্র। বিণ বা বি।

ভূতত্ত্ব-পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের ব্যাপার; ভূপৃষ্ঠ ও তন্নিম্নস্থ স্তরসমূহের উপাদান: উৎপত্তি ও পরিণতি প্রভৃতি বিষয়ক বিদ্যা, geology; ভূতত্ত্ববিদ্যা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভূতত্ত্ববিদ্যা—ভূতত্ত্ব (তাহা দ্রঃ)। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভূতধাত্রী—ধরিত্রী, পৃথিবী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

ভূতনাথ, ভূতপতি—শিব। ৬তৎ।

ভূতনায়িকা—দুর্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভূতপক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ। ভূতপ্রিয় যে পক্ষ, মধ্যপ। বি; পু।

ভূতপতি—'ভূতনাথ' দ্রঃ।

ভূতপূর্ণিমা—কোজাগর পূর্ণিমা। ভূতপ্রিয়া পূর্ণিমা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভূতপূর্ব—যে বা যাহা পূর্বে ছিল এরূপ, late; পূর্ববর্তী; আগেকার। পূর্বে ভূত, ৭তৎ বা সুপ্‌সুপা। বিণ।

ভূতবলি—মাষভক্ত বলি; জীবগণকে খাদ্য দান। ৪তৎ। বি; পু।

ভূতবিদ্যা, -তন্ত্র—পদার্থবিজ্ঞান, physics. বি; স্ত্রী ও ক্লী। [বি; পু।

ভূতভর্তা (-ভর্তৃ)—শিব। ৬তৎ।

ভূতভাবন—সৃষ্টিকর্তা; বটুকভৈরব; জীবের স্রষ্টা বা পালক; শিব। ভূতশব্দ—ভাবি (হওয়ান)+অন কর্তৃ। বি; পু।

ভূতযজ্ঞ—জীবজন্তুদিগকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদানরূপ যজ্ঞ, ইহা গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্তব্য পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত ['পঞ্চযজ্ঞ' দ্রঃ]। ভূতোদ্দেশক যে যজ্ঞ, মধ্যপ। বি; পু।

ভূতযোনি—১। ভূতপ্রেত ইত্যাদি, spirit. ভূত যোনি যাহার, বহু। বি; পু। ২। প্রেতজন্ম। ৬তৎ। বি; পু বা স্ত্রী।

ভূতল—পাতাল বিঃ; ক্ষিতিতল, ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভূতলশায়ী (-শায়িন্)-ভূপৃষ্ঠে শয়নকারী, ধরাপৃষ্ঠে পতিত। উপতৎ; ভূতল—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শায়িনী**।

ভূতশুদ্ধি পূজাদি কার্যে মন্ত্র দ্বারা দেহস্থ সর্বভূতের শোধন; তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র মতে অন্তর্যাগ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভূতসঞ্চার—ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

ভূতসঞ্চারী (-রিন্)—দাবাগ্নি, বনানল। ভূত—সম্-চর্+ণিচ্ + ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। [বি; পু।

ভূতসর্গ—ভূতসৃষ্টি, জীবসৃষ্টি। ৬তৎ।

ভূতাত্মা (-ত্মন্)-ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর; দেহ; পরব্রহ্ম; যুদ্ধ। ভূত হইয়াছে আত্মা (স্বরূপ) যাহার, বহু। বি; পু।

ভূতাবিষ্ট—ভূতগ্রস্ত, ভূতাশ্রিত, possessed. ভূত দ্বারা আবিষ্ট, ৩তৎ। বিণ।

ভূতাবেশ—দেহে ভূতের সঞ্চার, ভূতে পাওয়া। ভূতের আবেশ, ৬তৎ। বি; পু।

ভূতি—১। উৎপত্তি; অভ্যুদয়; সিদ্ধি; উৎকর্ষ; উন্নতি। ভূ (হওয়া ইত্যাদি)+ক্তি ভাব। ২। অণিমাদি অষ্টৈশ্বর্য; মহিমা; ভস্ম; সম্পত্তি; মাতঙ্গের সিন্দূরাদি সজ্জা; বৈশ্যের উপাধি। ভূ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

ভূতিগর্ভ—কবি ভবভূতি। ভূতি (সিদ্ধি) গর্ভে (উদরে) যাহার, বহু। বি; পু।

ভূতুড়ে—'ভূতড়ে' দ্রঃ।

ভূতেশ—মহাদেব। ৬তৎ। বি; পু।

ভূদেব—ব্রাহ্মণ। ভূতে (পৃথিবীতে) দেব (দেবতাস্বরূপ), ৭তৎ। বি; পু।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়—ইনি ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে মার্চ কলিকাতা মহানগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ একজন বিখ্যাত শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপক ছিলেন। ভূদেব প্রথমে সংস্কৃত কলেজে ও পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করেন। পাঠদশায় ইনি উৎকৃষ্ট ছাত্রমধ্যে গণ্য ছিলেন, এবং প্রতিবর্ষে নানারূপ পুরস্কার ও বৃত্তি পাইতেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি ইঁহার সহপাঠী ছিলেন। মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বন করিলেন; ভূদেবেরও মতিগতি কতকটা সেইদিকে নত হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন পরে একদিন কৌশলক্রমে পিতা পুত্রকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, যে ভক্ষ্য বা পানীয় পিতার সাক্ষাতে ভক্ষণ বা পান করিতে পারা যায় না, এরূপ বস্তু ভূদেব জন্মাবচ্ছিন্নে কদাচ গ্রহণ করিবেন না। ভূদেব উত্তরকালে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর ভূদেব স্থানে স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্ত্য প্রণালীতে বঙ্গীয় বালকদিগকে শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু অবিরত পরিশ্রম করিয়াও দেশের লোকের উৎসাহ ও যত্নের অভাবে এবং অর্থাভাবে কয়েক বৎসর পরে ইঁহাকে সেই মহদুদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিতে হয়। অতঃপর ইনি মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে গবর্নমেণ্টের স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন, এবং নিজের অসাধারণ পরিশ্রম, কার্যপটুতা, বুদ্ধিমত্তা ও বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করিয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ অতিরিক্ত বিদ্যালয়-পরিদর্শকের (Additional Inspector of Schools) পদ প্রাপ্ত হন। এক সময়ে গবর্নমেণ্ট ইঁহার নিকট এদেশের শিক্ষার অবস্থা-সম্বন্ধে এক রিপোর্ট তলব করেন। সে সম্বন্ধে ইনি এমন সারবান্ উৎকৃষ্ট রিপোর্ট প্রদান করেন যে, তেমন রিপোর্ট গবর্নমেণ্টের দপ্তরে আর নাই। এই বিদ্যালয়-পরিদর্শকের কার্যে ইনি বিহার অঞ্চলে যাইয়া সেখানকার শিক্ষাপ্রণালীরও বিশেষ উৎকর্ষ সাধন করেন। এইরূপে অতিশয় দক্ষতার সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়া ইনি কয়েক বৎসর পরেই ইন্‌স্পেক্টরের পদ প্রাপ্ত হন। কিছুদিনের জন্য অস্থায়িভাবে ইনি Director of Public Instruction, Bengal পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি প্রশংসার সহিত কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করায় গবর্নমেণ্ট হইতে পেন্‌সন প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি সি. আই. ই. (C. I. E.) উপাধি

পাইয়াছিলেন, এবং ১৮৮২ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্যপদে আসীন থাকেন। ইনি বঙ্গভাষায় অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করেন; যথা- প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ক্ষেত্রতত্ত্ব (জ্যামিতি), ইংলণ্ডের ইতিহাস, পুরাবৃত্ত-সার, রোমের ইতিহাস ইত্যাদি। "শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি ছাত্র ও শিক্ষকমণ্ডলীর অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন ইঁহার "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বাঙ্গালা ভাষায় অপূর্ব গ্রন্থ। "পুষ্পাঞ্জলি" নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি স্বদেশপ্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। অতঃপর ইনি "আচার প্রবন্ধ", "পারিবারিক প্রবন্ধ" ও "সামাজিক প্রবন্ধ" নামক তিনখানি পুস্তক রচনা করেন। এই তিন গ্রন্থে ইঁহার আর্যশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য, শ্রদ্ধা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত তিনখানি পুস্তকের প্রত্যেক বাক্যই যেন ঋষিগণের সূত্র। ভূদেবের প্রত্যেক কার্যেই তদীয় মনীষিতা, চরিত্রবত্তা, ধর্মপ্রাণতা প্রভৃতির সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি দীর্ঘকাল স্বাতিশয় যোগ্যতার সহিত "এডুকেশন গেজেট" পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। প্যারীচরণ সরকার ইহার সম্পাদনভার ত্যাগ করিলে গবর্নমেণ্ট ভূদেবের হস্তে ইহা অর্পণ করেন।

পরন্তু ভূদেবের সর্বোপরি অক্ষয় কীর্তি তাঁহার নিঃস্বার্থ দানশীলতা। সংস্কৃত শাস্ত্রের চর্চাকল্পে ইনি প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করেন, এবং তাহার সুপরিচালন জন্য পিতার নামে "বিশ্বনাথ ট্রাস্ট্ ফাণ্ড" নামে একটি ফাণ্ড গঠন করিয়া গিয়াছেন। অধুনা এডুকেশন গেজেট পত্রের আয়ও এই ফাণ্ডে উৎসর্গীকৃত। তদ্ভিন্ন ইনি নিজ বাসস্থল চুঁচুড়াতে পিতার নামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" নামে একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং মাতার নামে "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে একটি দাতব্য দেশীয় বৈদ্যক চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ১৬ই মে ইঁহার পরলোকগমন ঘটে।

ভূধন ভূপতি, রাজা। ভূ (পৃথিবী) ধন যাহার, বহু। বি ; পু। [বি ; পু।

ভূধর—গিরি, পর্বত ; অনন্তদেব। ৬তৎ।

ভূপ—নৃপতি, রাজা। উপতৎ ; ভূ (পৃথিবী) —পা (পালন করা) + ড কর্তৃ। বি ; পু।

ভূপতি—ধরণীশ্বর, রাজা। ৬তৎ। বি ; পু।

ভূপতিত—ভূপৃষ্ঠে পতিত, যে ভূমিতে পড়িয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ।

ভূপাত—ধস, ভঙ্গিল পর্বতের স্তরস্খলন, landslip. ৬তৎ। বি ; পু।

ভূপাতিত— ভূপৃষ্ঠে পাতিত, যাহাকে ভূমিতে ফেলা হইয়াছে এরূপ। ৭তৎ। বিণ।

ভূপাল—মহীপাল, রাজা। উপতৎ : ভূ—পালি + ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

ভূপাল (বা ভোপাল)—মালবপ্রদেশে অবস্থিত একটি পূর্বতন করদরাজ্য। বর্তমানে ইহা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত। সংস্কৃত শব্দানুযায়ী করিয়া আমরা স্থানটিকে "ভূপাল" বলি ; কিন্তু মুসলমান-গণ ইহাকে "ভোপাল" বলিয়া লেখে ও উচ্চারণ করে। করদ মুসলমান রাজ্য-সমূহমধ্যে হায়দ্রাবাদ ছিল সর্বপ্রথম ; ভূপাল ছিল দ্বিতীয়। ভূপাল-রাজবংশ আফ্‌গান "মিরাজাইখেল" জাতীয়। রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দোস্ত মহম্মদ মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অধীনে কর্ম করিতেন। সম্রাটের মৃত্যুর পরে, দোস্ত মহম্মদ ভূপাল ও তৎসন্নিকটবর্তী স্থানে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করেন (১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ)। ভূপালের নবাবগণ সর্বসময়েই ইংরাজের অনুকূলাচরণ করিয়া আসিতে-ছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত নবাব সন্ধিস্থাপন করিয়া আপন রাজ্য দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। অত্যল্পকাল পরে নবাব একটি বালকের অসাবধানতা হেতু পিস্তলের গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার জনৈক ভ্রাতুষ্পুত্র সিংহাসন গ্রহণের ন্যায্য পাত্র বলিয়া বিবেচিত হন, এবং তাঁহার সহিত মৃত নবাবের শিশুকন্যা সিকন্দর বেগমের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়। কিন্তু তিনি স্বীয় ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদের অনুকূলে সিংহাসন এবং নবাবকন্যার পাণিগ্রহণের দাবি ত্যাগ করেন। মৃত নবাবের পত্নী কুদ্‌সিয়া বেগম নিজ হস্তে রাজ্যশাসন করিবার বাসনায় জাহাঙ্গীর মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করেন। অনেক দিন যাবৎ বিবাদ বিসংবাদ চলিবার পরে, ইংরাজের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীর মহম্মদ ১৮৩৭ খ্রীঃ নবাব পদে পুনরধিষ্ঠিত হন। ১৮৪৪ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী সিকন্দর বেগম শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করেন। সিকন্দর বেগম কার্যদক্ষতার সম্যক্ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া এবং সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে ইংরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়া ১৮৬৮ খ্রীঃ লোকান্তরিত হন। ইঁহার কন্যা সাহজাহান বেগম ভূপালরাজ্যভার গ্রহণ করিয়া মাতার ন্যায় যশস্বিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম স্বামী ১৮৬৭ খ্রীঃ সুলতান জাহান নাম্নী একটি কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ বেগম, মৌলবী (পরে নবাব) মহম্মদ সাদিক হোসেনকে দ্বিতীয় স্বামী স্বরূপে গ্রহণ করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ ইংরাজের অনুমোদন গ্রহণান্তে, সুলতান জাহান বেগম, আমেদ আলী খাঁর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯০১ খ্রীঃ মাতৃবিয়োগ ঘটিলে, ইনিই ভূপালের বেগমপদে অধিষ্ঠিত হন। সাহজাহান বেগমের রাজত্বকালে বঙ্গ-দেশের সুপ্রসিদ্ধ নবাব আবদুল লতিফ ও নবাব আব্‌দুল জব্বর ক্রমান্বয়ে কিছুদিন ভূপালের প্রধান মন্ত্রীর কার্য করিয়া-ছিলেন।

ভূপুত্রী—সীতা, জানকী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ভূপেন্দ্র - রাজেন্দ্র, নৃপশ্রেষ্ঠ। ভূপদিগের মধ্যে ইন্দ্রতুল্য, ৭তৎ। বি ; পু।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিমলা, গৌর মুখার্জির লেনের বাটীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত। ইনি বিশ্ববিশ্রুত বিবেকানন্দ স্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভূপেন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বাবিংশবর্ষ বয়সে ইনি বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান করেন। দলের বিভিন্ন কার্যে কিছুকাল নিযুক্ত থাকিবার পর ইনি "যুগান্তর" পত্র প্রকাশ করিবার কল্পনা করেন এবং দলের বিভিন্ন কর্মী ও নেতাদের নিকট এই বিষয় উত্থাপিত করিয়া উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করেন। এইরূপে উৎসাহিত হইয়া ইনি বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সহযোগিতায় "যুগান্তর" প্রকাশ করেন। যুগান্তর সংক্রান্ত সর্বপ্রকার দায়িত্ব ইনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফলে যুগান্তরের সংস্রবে রাজদ্রোহের অভিযোগের বিচারে ১৯০৭ অব্দে ইনি এক বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করেন। কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় গমন করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নিউইয়র্ক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গ্র্যাজুয়েট হন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে রোড্‌স্ আইল্যাণ্ডের (Rhodes Islands) Brown Universityতে অধ্যাপক লিস্টার ওয়ার্ডের (Lister Ward) নিকট Sociology শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এম. এ. পরীক্ষা দিয়া উপাধি লাভ করেন। পরে ইনি Chicago বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph. D. অধ্যয়ন করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ ইয়োরোপে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ভূপেন্দ্রনাথ

ইয়োরোপে গমন করেন। ইয়োরোপে অবস্থানকালে ইঁহাকে এমন সকল বিপদে পড়িতে হয় যে, প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ভূপেন্দ্রনাথ বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে Anthropology শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি হামবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে "Volker kunde" (Anthropology বা Ethnology) শাস্ত্রে অর্থাৎ জাতিতত্ত্ব নরজাতি-তত্ত্ব বা জাতিসমূহের তত্ত্ব শাস্ত্রে Ph. D. ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি দেন। ভূপেন্দ্রনাথ ইয়োরোপের নানা দেশ ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু বিখ্যাত ব্যবহারাজীব ও স্বদেশসেবক। হুগলী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের মুখ্য কুলীন বসু বংশে ইং ১৮৫৯ অব্দে কলিকাতা নগরীতে ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৭৫ অব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ১৮৮০ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন, এবং এটর্নি পরীক্ষার নিমিত্ত শিক্ষানবিসিতে প্রবৃত্ত হন। এই কার্যে থাকিতে থাকিতেই ১৮৮১ অব্দে ইংরাজী সাহিত্যে অনার লইয়া এম. এ. পাস করেন। তৎপরে যথাসময়ে এটর্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং আইন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া অচিরকালমধ্যে অসামান্য কৃতকার্যতা ও প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতে থাকেন। ইনি দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক বহুবিধ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি কলিকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়া কিছুকাল ঐ কার্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৯৮ অব্দে ভুবনবিখ্যাত বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ যে ২৮ জন সদস্য গভর্নমেণ্টের কার্যে বিরক্ত হইয়া কর্পোরেশন ত্যাগ করেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম।

এই সময়ে ইনি কংগ্রেসে (জাতীয় মহাসমিতিতে) যোগদান করেন। ১৯০৫ অব্দে ময়মনসিংহে যে প্রাদেশিক কনফারেন্সের অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১১ অব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন। ১৯১৪ অব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় তাহাতে ইনি প্রেসিডেণ্টের (সভাধ্যক্ষের) আসন অলংকৃত করেন। লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ জন্য দেশব্যাপী যে তুমুল আন্দোলন হয়, ইনি তাহাতে মনে প্রাণে যোগদান করেন।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইনি তিনবার সভ্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন, এবং ১৯১৫ অব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবেশ করেন। অতঃপর ১৯১৭ অব্দে ইনি ভারত-সচিবের মন্ত্রণাসভায় বেসরকারী সদস্য মনোনীত হইয়া বিলাত গমন করেন, এবং পরে সহকারী ভারত-সচিব হন। এই সময়ে মণ্টেগু সাহেবের শাসন-সংস্কার আইন প্রণয়নে ইনি বিশেষ সহায়তা করেন।

১৯২২ অব্দে ইনি ভারত গভর্নমেণ্টের প্রতিনিধি মনোনীত হইয়া জেনেভার জাতিসংঘের বৈঠকে গমন করেন। ১৯২৩ অব্দের শেষভাগে প্রত্যাবৃত্ত হইলে ইনি পুনরায় রয়েল কমিশনের সদস্য মনোনীত হন। উঁহার রিপোর্টে সরকারী কার্যে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ভারতবাসী নিয়োগের পরামর্শ প্রদান করেন। অতঃপর ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের কার্য ত্যাগ করিয়া বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের শাসন-পরিষদের অন্যতম সদস্য হন, এবং সেই সঙ্গে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলারের গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য-ভার গ্রহণ করেন।

এইরূপ অবিশ্রান্ত গুরুতর পরিশ্রম করিতে করিতে ইনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়েন, এবং সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ১৯২৪ অব্দে ১৬ই সেপ্টেম্বর এই মনস্বী কর্মীর মৃত্যু হয়।

ভূভার পৃথিবীর পাপের ভার, পাপ হেতু পৃথিবীর ভারিত্ব। ৬তৎ। বি ; পু।

ভূভারত- ভারত ও সমস্ত পৃথিবী। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

ভূভারহরণ—ভূমণ্ডলস্থ পাপিগণের বিনাশ-সাধনপূর্বক ধরণীপৃষ্ঠের ভার লঘুকরণ। ভূর ভার, তাহার হরণ, দুইবার ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—
"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"
অর্থাৎ—সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের বিনাশার্থ, এবং ধর্ম-সংস্থাপন জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকি। এই অবতারকার্যই ভূভার-হরণ, সুতরাং উল্লিখিত ত্রিবিধ কার্যই "ভূভারহরণ" পদের বাচ্য।

ভূভারহারী (-হারিন্) পৃথিবীর ভার-হরণকারী, কৃষ্ণাদি অবতার। উপতৎ; ভূভার—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

ভূভৃৎ—পর্বত ; নৃপতি, রাজা। উপতৎ ; ভূ (পৃথিবী)—ভৃ+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

ভূমণ্ডল—ভূগোল, পৃথিবী। ভূর মণ্ডল, ৬তৎ ; অথবা ভূ মণ্ডলপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

ভূময়—মৃন্ময়, মৃত্তিকাগঠিত। ভূ শব্দ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভূময়ী**।

ভূমা (-মন্)—১। বহুত্ব। বহু+ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু। ২। অধিক, বহুল, প্রচুর। বিণ ; পু বা স্ত্রী। ৩। বিরাট্ পুরুষ। ভূ+মন্ অন্ত্যার্থে। বি ; পু।

ভূমানন্দ অক্ষয় আনন্দ, অতিশয় আনন্দ। ভূমা (অধিক) যে আনন্দ, কর্মধা। বি ; পু।

ভূমি, ভূমী পৃথিবী ; ক্ষেত্র ; স্থান ; বাসস্থান ; আকর, খনি ; আধার ; জিহ্বা ; যোগীদিগের অবস্থা বিঃ। ভূ (হওয়া)+মিক্ অধি, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

ভূমিকম্প ভূপৃষ্ঠের কম্পন। এদেশের সাধারণ অশিক্ষিত লোকের বিশ্বাস, বাসুকির ফণার উপর এই পৃথিবী অবস্থিত, বাসুকির মস্তকসঞ্চালনেই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে গন্ধকাদি ধাতব পদার্থ বিদ্যমান। ভূতলের আভ্যন্তরিক উত্তাপে ঐ সকল ধাতু পদার্থ গলিত হইয়া যে তরঙ্গ উৎপাদন করে, তাহার প্রভাবেই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ এ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। এই ভূকম্পের গণনা জ্যোতিষশাস্ত্রের অন্তর্গত ছিল। সম্প্রতি ঐ অংশ লুপ্তপ্রায় হওয়ায় আর ভূমিকম্প গণনা হয় না]। ৬তৎ। বি ; পু।

ভূমিকা—বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ, চিত্তের অবস্থা বিঃ ; নাটকীয় পাত্র-বিশেষের অভিনেয় অংশ ; অভিনেতার বেশ ; বক্তব্যবিষয়ের সূচনা, গ্রন্থের পূর্বাভাস, introduction ; রচনা। ভূমি+কন্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ভূমিকুষ্মাণ্ড—ভুঁইকুমড়া। ভূমিজাত কুষ্মাণ্ড, মধ্যপ। বি ; পু।

ভূমিচম্পক—ভুঁইচাঁপা গাছ। ভূমিজাত যে চম্পক, মধ্যপ। বি ; পু।

ভূমিজ -১। মঙ্গলগ্রহ, নরকের অধিপতি, নরকাসুর ; মনুষ্য। উপতৎ ; ভূমি- জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। ভূমিজাত। বিণ।

ভূমিজা—১। ভূমিজাতা। 'ভূমিজ' দ্রঃ। ভূমিজ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সীতা, রাম-ভার্যা। বি ; স্ত্রী।

ভূমিজীবী (-জীবিন্)—কৃষিজীবী, কৃষক। ভূমির দ্বারা জীবিত থাকে যে, উপতৎ; ভূমি—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

ভূমিতল—ভূপৃষ্ঠ, ধরাতল, পৃথিবীর উপরিভাগ; ভূগর্ভ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভূমিদেব—ভূদেব, ব্রাহ্মণ। ৭তৎ। বি; পু।

ভূমিপ—ভূপতি, রাজা। উপতৎ; ভূমি—পা (পালন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ভূমিপতি—ভূপাল, রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

ভূমিপাল—রাজা, ভূপাল। উপতৎ; ভূমি—পালি+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

ভূমিপুত্র মঙ্গল; নরকাসুর। ৬তৎ। বি; পু।

ভূমিপৃষ্ঠ—ভূপৃষ্ঠ, পৃথিবীর উপরিভাগ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভূমিবর্দ্ধন ১। মৃত্তিকার বৃদ্ধিকারক। ৬তৎ। বিণ। ২। শব, মৃতদেহ। বি; পু।

ভূমিরুহ, ভূমীরুহ—বৃক্ষ, গাছ। ভূমি বা ভূমী রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক কর্তৃ। বি; পু।

ভূমিলেপন গোময়। ভূমির লেপন (লেপসাধক), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভূমিশয্যা- পৃথিবীরূপ শয্যা, ভূতলরূপ বিছানা। রূপক। বি; স্ত্রী।

ভূমিশায়ী (শায়িন্) ভূপৃষ্ঠে শয়নকারী, ভূপতিত। উপতৎ; ভূমি—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী - **ভূমিশায়িনী**।

ভূমিষ্ঠ ভূমিস্থিত; ভূপতিত; প্রসূত, জাত। উপতৎ; ভূমি—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

ভূমিসম্পত্তি ভূমিরূপ ঐশ্বর্য, জমিজায়গারূপ ধন। রূপক। বি; স্ত্রী।

ভূমিসাৎ- ভূমিগত, ভূপতিত। ভূমি শব্দ+ চসাৎ। অ।

ভূমীন্দ্র—ভূপতি, রাজা। ৭মতৎ। বি; পু।

ভূম্যধিকারী (-কারিন্) ভূস্বামী, জমিদার। ভূমির অধিকারী, ৬তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**ভূম্যধিকারিণী**।

ভূম্যাসন ১। ভূমি এবং আসন, জমি এবং বসিবার উপকরণ। দ্বন্দ্ব। ২। ভূতলরূপ আসন, ভূপৃষ্ঠ রূপ উপবেশনস্থান। রূপক। বি; স্ত্রী।

ভূয়ঃ (ভূয়স্)—১। বাহুল্য। বহু+ঈয়সু। বি; স্ত্রী। ২। পুনঃ। অ।

ভূয়স্—'ভূয়ঃ' ও 'ভূয়ান্' দ্রঃ।

ভূয়সী—বহুতরা, প্রভূতা, বহুলা। 'ভূয়ান্' দ্রঃ। ভূয়স্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভূয়ান্ (ভূয়স্)—বহুতর; প্রচুর, বহুল। বহু+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভূয়সী**।

ভূয়িষ্ঠ—প্রচুর, বহু। বহু শব্দ+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

ভূয়োদর্শন- বহুল অভিজ্ঞতা, বহুদর্শিতাজনিত জ্ঞান। কর্মধা। বি; ক্লী।

ভূয়োভূয়ঃ—পুনঃপুনঃ, বারংবার। অ।

ভূরি—১। প্রভূত, প্রচুর, বহু, অনেক। ভূ (হওয়া)+ক্রি কর্তৃ। বিণ। ২। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহেশ্বর। বি; পু।

ভূরিদক্ষিণ—প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত। ভূরি (প্রচুর) দক্ষিণা যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

ভূরিভোজন—প্রচুর আহার। কর্মধা। বি; ক্লী।

ভূরিশ্রবাঃ (-শ্রবস্)—চন্দ্রবংশীয় নৃপতি; রাজা সোমদত্তের পুত্র। ভূরি (প্রভূত) শ্রবঃ (কীর্তি) যাহার, বহু। বি; পু। সোমদত্ত উপাসনা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া এই বর লাভ করেন যে, তাঁহার পুত্র যদুবংশীয় শিনি-তনয় সাত্যকিকে সমরে পরাস্ত করিয়া সর্বসমক্ষে তাঁহাকে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ভূরিশ্রবাঃ কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন, এবং চতুর্দশ দিবসীয় যুদ্ধে সাত্যকিকে পরাভূত ও সর্বসমক্ষে পদাঘাত করিয়া খড়্গাঘাতে তাঁহার প্রাণবিনাশে উদ্যত হন। তখন অর্জুন শরাঘাতে ইহার সখড়্গদক্ষিণবাহু ছেদন করেন। অতঃপর সাত্যকি ইহার জীবনলীলা শেষ করেন।

ভূর্জ—প্রসিদ্ধ বৃক্ষ বিঃ, বল্কদ্রুম। ভূ - উর্জ্+ অন্ কর্তৃ। বি; পু।

ভূর্জপত্র—ভূর্জত্বক্, ভূর্জগাছের ছাল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভূর্লোক—ভূলোক, পৃথিবী; সপ্ত স্বর্গের এক। ভূঃ যে লোক, কর্মধা। বি; পু।

ভূলতা কিঞ্চুলুক, কেঁচো। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভূলুণ্ঠিত—ভূপতিত, ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত, যে ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়াছে এমন। ৭তৎ। বিণ।

ভূশণ্ডি, -ষণ্ডি, -ষণ্ডী—পুরাণোক্ত চিরজীবী ত্রিকালদর্শী কাক। বি; পু।

ভূশয্যা—ভূতলরূপ শয্যা। রূপক। বি; স্ত্রী।

ভূশায়ী (-শায়িন্)—ভূতলে শয়নকারী, ভূপতিত। উপতৎ; ভূ শব্দ—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভূশায়িনী**।

ভূষণ—১। অলংকৃতকরণ, প্রসাধন। ভূষ্ (ভূষিত করা)+অনট্ ভাব। ২। আভরণ, অলংকার, সজ্জা। ভূষ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

ভূষা—১। অলংকৃতকরণ, প্রসাধন। ভূষ্+অ ভাব+আপ্। ২। অলংকার, ভূষণ, আভরণ। ভূষ্+অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভূষিত—অলংকৃত; সজ্জিত; শোভিত। ভূষ্ (ভূষিত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

ভূসংস্কার- যজ্ঞাদি কার্যে ভূমির শোধন। ৬তৎ। বি; পু।

ভূসম্পত্তি—ভূমিরূপ সম্পত্তি, জমি জায়গারূপ ঐশ্বর্য। ভূই সম্পত্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ভূস্বর্গ—সুমেরু পর্বত; কাশ্মীর। ৭তৎ। বি; পু।

ভূস্বামী (-স্বামিন্)- ভূপতি, রাজা; জমির মালিক, জমিদার। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী, **-মিনী**।

ভৃকুটি, ভৃকুটী—ভ্রূভঙ্গী, ভ্রূকুটী। ভ্রূ কুটি বা কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভৃগু—১। শিব; দ্রোণাচার্য; বংশ বিঃ; প্রপাত: পর্বতের উচ্চসানু; অত্যুচ্চ স্থান। ভ্রস্জ্+ কু কর্তৃ। বি; পু।

২। ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইহাকে অন্যতম প্রজাপতিরূপে নিযুক্ত করেন। দক্ষসুতা খ্যাতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী ইহার কন্যা, এবং ধাতা ও বিধাতা ইহার পুত্র। ইনি ধনুর্বিদ্যার প্রবর্তক, এবং প্রথিত ভৃগুবংশের আদিপুরুষ। ক্ষত্রিয় রাজা বীতহব্য শত্রুভয়ে ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, মুনিবর তাঁহাকে ব্রাহ্মণত্ব প্রদান করিয়া শত্রুকবল হইতে মুক্ত করেন।

কথিত আছে যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন জনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ইহাই জানিবার নিমিত্ত মুনিঋষিগণ ভৃগুকে প্রেরণ করেন। ইনি প্রথমতঃ ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়া ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাকে যথোচিত সম্মানসূচক প্রণাম না করায়, তিনি অসন্তুষ্ট হইয়া ইহাকে বিলক্ষণ তিরস্কার করেন। ইনি ব্রহ্মাকে নানাপ্রকার স্তবস্তুতিতে তুষ্ট করিয়া মহাদেবের নিকট উপস্থিত হন, এবং ইচ্ছাপূর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করিতে ত্রুটি করেন। তাহাতে সদাশিব শিব অতিশয় রুষ্ট হইয়া মুনিবরকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হন। তখন ইনি নানাবিধ বিনয়গর্ভ স্তবস্তুতিতে মহেশ্বরের ক্রোধশান্তি করিয়া বিষ্ণুর নিকট গমন করেন। বিষ্ণু তৎকালে নিদ্রিত ছিলেন। ভৃগুমুনি তাঁহার বক্ষোদেশে পদাঘাত করায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়। জাগরিত হইয়া বিষ্ণু ক্রোধ করা দূরে থাকুক, বরং অতিশয় সংকুচিত হইয়া মুনিবরের পদে ব্যথা লাগিয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিয়া ইহার পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হন। বিষ্ণুর বক্ষে অদ্যাপি সেই ভৃগুপদচিহ্ন রহিয়াছে। মুনিবর তখন

স্থির করেন যে, দেবতাদিগের মধ্যে এক-মাত্র বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের উপাস্য।
ভৃগুপতি—ভার্গব, পরশুরাম। ভৃগুর (ভৃগু বংশের) পতি, ৬তৎ। বি; পুং।
ভৃগুমান্ (-মৎ)—উচ্চসানুবিশিষ্ট (পর্বতাদি)। ভৃগু+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, -**মতী**।
ভৃগুরাম—পরশুরাম। মধ্যপ। বি; পুং।
ভৃগুসুত—শুক্রাচার্য; পরশুরাম। ৬তৎ। বি; পুং।
ভৃঙ্গ—ভ্রমর; পক্ষী বিঃ, ফিঙা পাখী; লম্পট; বৃক্ষ বিঃ। ভৃ (ভরণ করা)+গক্ কর্তৃ। বি; পুং।
ভৃঙ্গরাজ—ভ্রমরশ্রেষ্ঠ; পক্ষী বিঃ; বৃক্ষ বিঃ, কেশুরিয়া। ভৃঙ্গগণের মধ্যে রাজা (প্রধান), ৭তৎ। বি; পুং।
ভৃঙ্গরোল—ভিমরুল; ভৃঙ্গ, ভ্রমর; পক্ষী বিঃ; কীট বিঃ। ভৃঙ্গ শব্দ রু (শব্দ করা)+লচ্ কর্তৃ। বি; পুং।
ভৃঙ্গার—জলপাত্র, ঝারি, গাড়ু। ভৃ (ভরণ করা)+আরন্ কর্তৃ; অথবা ভৃঙ্গ শব্দ—গৃ (গমন করা)+ঘণ্ কর্তৃ। বি; পুং।
ভৃঙ্গারিকা, ভৃঙ্গারী ঝিল্লী, ঝিঁঝিঁ পোকা। ভৃঙ্গ (ভ্রমর) হইয়াছে অরি (শত্রু) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।
ভৃঙ্গি—স্বনামখ্যাত শিবানুচর বিঃ। ভৃ (ভরণ করা)+গিক্ কর্তৃ। বি; পুং।
ভৃঙ্গী (ভৃঙ্গিন্) ভৃঙ্গি, শিবানুচর বিঃ। ভৃঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পুং।
ভৃত—পালিত; পুষ্ট; পূর্ণ; পূরিত। ভৃ (ভরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
ভৃতক—১। বেতন। ভৃ+ক্ত করণ+কণ্। বি; স্ত্রী। ২। বেতনগ্রাহী, ভৃত্য। ভৃ+ক্ত কর্ম+কণ্। বিণ।
ভৃতি—১। ভরণ; পালন; পূরণ। ভৃ (ভরণ করা)+ক্তি ভাব। ২। বেতন; মূলধন; মূল্য। ভৃ+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।
ভৃত্য—১। প্রতিপাল্য; পরিচারক। ভৃ (ভরণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ২। দাস, কিঙ্কর। বি; পুং।
ভৃত্যা—১। প্রতিপাল্যা; পরিচারিকা। ভৃত্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দাসী; ভৃতি, বেতন; চিকিৎসা। ভৃ+ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।
ভৃমি—১। ভ্রমণ; ভ্রমি, ঘূর্ণী। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা)+ই ভাব। বি; স্ত্রী। ২। আবর্ত, জলের পাক; ঘূর্ণবায়ু। ভ্রম্+ই কর্তৃ। বি; পুং। ৩। মূর্খা। <ভ্রমি। বি।
ভৃষ্ট—ভর্জিত, ভাজা। ভ্রস্জ্ (ভাজা)+ক্ত কর্ম। বিণ।
ভৃষ্টান্ন—চালভাজা, মুড়ি। ভৃষ্ট (ভর্জিত) যে অন্ন কর্মধা। বি; স্ত্রী।
ভৃষ্টি ভর্জন, ভাজা। ভ্রস্জ্ (ভাজা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।
ভেউ-ভেউ—ক্রন্দনধ্বনি; কাতরতা-প্রকাশসূচক শব্দ; কুকুরের ডাক। বাংপ্র। অ।
ভেংচানো, ভেঙ্চানো, ভেঙ্গানো—বিদ্রূপসূচক মুখভঙ্গি করা; ব্যঙ্গজনক অনুকরণ করা: মুখ ভেঙ্গানো। বাংপ্র। ক্রি।
ভেংচি—ভেংচাইবার জন্য মুখের বিকৃতি; বিদ্রূপার্থে অঙ্গভঙ্গি। বাংপ্র। বি।
ভেঁপু—সাপুড়িয়ার বাঁশী বিঃ। বাংপ্র। বি।
ভেক ১। মেঘ। ভী (ভয় পাওয়া)+কন্ অপা। ২। মণ্ডূক, ব্যাঙ্। ভী+কন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**ভেকী**। ৩। আধুনিক বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা, ভেখ; বেশ; ছদ্মবেশ; ভাবভঙ্গী। বাংপ্র। বি।
ভেকা, ভেকো—বোকা, নির্বোধ; কিং-কর্তব্যবিমূঢ়, হতভম্ব। বাংপ্র। বিণ।
ভেকাসন—যোগোক্ত আসন বিঃ। ভেক তুল্য যে আসন, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।
ভেজা—১। প্রেরণ করা, পাঠানো। কপ্র। ক্রি। ২। ভিজা। বাংপ্র। বিণ।
ভেজানো—প্রেরণ করানো, স্পর্শ করানো, সংলগ্ন করা, লাগানো, খিল না দিয়া শুধু বন্ধ করা, ঠেসানো; বাধাইয়া দেওয়া; ভিজানো। বাংপ্র। ক্রি।
ভেজাল—১। মন্দ দ্রব্যের সঙ্গে মিশান, বিমিশ্র, অর্থাৎ, কৃত্রিম। বিণ। ২। মিশ্র বা জটিল ব্যাপার; কণ্টক, উৎপাত, বালাই, লেঠা, দায়; নিকৃষ্ট দ্রব্যসংযোগ। বাংপ্র। বি।
ভেট—উপহার, উপায়ন, নজর, সওগাদ; দর্শন, সাক্ষাৎ। বাংপ্র। বি।
ভেটকি সুখাদ্য মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।
ভেটা দর্শন করা, দেখা; সাক্ষাৎ করা বা পাওয়া; মিলিত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভেটেরাখানা—হোটেল, সরাই; হট্ট-গোলের জায়গা। বাংপ্র। বি।
ভেড়—মেষ, ভেড়া। ভী (ভয় পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**ভেড়ী**।
ভেড়া—মেষ। <ভেড়। বি।
ভেড়ি—ভেলি, বাঁধ, জাঙ্গাল। বাংপ্র। বি।
ভেড়ী—১। মেষী। ভেড়+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। বাঁধ। বাংপ্র। বি।
ভেড়ুয়া, ভেড়ো—নর্তকীর সঙ্গে যে থাকে ও বাজায়; নর্তকীর ও বেশ্যার পোষ্য; ভেড়ার তুল্য; ভীরু লোক; অপদার্থ; স্ত্রৈণ, স্ত্রীজিত। বাংপ্র। বি বা বিণ।
ভেড়ে, ভেড়িয়া—মেষরক্ষক; মূর্খ, জাড্য; স্ত্রীর বশীভূত; বোকা; কাপুরুষ; অপদার্থ। বাংপ্র। বি।
ভেতো—ভাতখেকো; অসার; দুর্বল। বাংপ্র। বিণ।
ভেত্তা (ভেত্তৃ)—ভেদকারক; ছেদক, বিদারক। ভিদ্ (ভেদ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**ভেত্রী**।
ভেদ—বিচ্ছেদ; বিভিন্নতা; বৈলক্ষণ্য; পার্থক্য; বিশেষ; শত্রুবশীকরণ উপায় বিঃ; ছেদন; বিদারণ; বেধন; ভঙ্গ; মনোভঙ্গ; বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সংঘটন; দাস্ত, রেচন; উন্মেষ; প্রকাশ; অন্যোন্যভাব। ভিদ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।
ভেদক ভেদকারক; বিশেষক; বিরেচক। ভিদ্ (ভেদ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভেদিকা**।
ভেদজ্ঞান—ভেদবুদ্ধি; পৃথক্‌বোধ; সমদর্শিতার অভাব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
ভেদন—ভেদকরণ; বিদারণ; বিচ্ছেদকরণ; বিরেচন। ভিদ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।
ভেদপ্রত্যয়—ঈশ্বর হইতে জাগতিক পদার্থসমূহের প্রভেদ জ্ঞান। ভেদজনক প্রত্যয় (জ্ঞান), মধ্যপ। বি; পুং।
ভেদবুদ্ধি—ভেদজ্ঞান; বিচ্ছেদকারিকা বুদ্ধি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
ভেদা—১। ক্ষুদ্রজাতীয় মৎস্য বিঃ, 'ভ্যাদোস'। বাংপ্র। বি। ২। ভেদ করা, বিদ্ধ করা। কপ্র। ক্রি।
ভেদাভেদ আত্মপর ভেদজ্ঞান, ভেদ ও ভেদাভাব অথবা তদাত্মিকা ক্ষুদ্রমতি ('ঘুচে যাবে —')। ন ভেদ=অভেদ নঞ্‌তৎ; ভেদ ও অভেদ, দ্বন্দ্ব। বি; পুং।
ভেদিত—ছেদিত; বিদারিত; পৃথক্‌কৃত। ভেদি (ভেদ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।
ভেদ্য—ভেদযোগ্য; বিদার্য; বিশেষ্য। ভিদ (ভেদ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।
ভেপ্‌সা বাষ্প বা ঘামের মত, ঘর্মজনিত ('— গন্ধ')। বাংপ্র। বিণ।
ভেবা, ভ্যাবা—নির্বোধ, হাঁদা; হতভম্ব। বাংপ্র। বিণ।
ভেবাচাকা—বিহ্বলতা। বাংপ্র। বি।
ভেরি, ভেরী—পটহ; একপ্রকার ঢাক। ভী (ভয় পাওয়া)+রি অপা। বি; স্ত্রী।
ভেরেণ্ডা এরণ্ডাদি বর্গের গাছ, রেড়ি। বাংপ্র। বি। **ভেরেণ্ডা ভাজা**—কাজকর্ম না থাকা, উপার্জন না করা।
ভেল—১। উড়ুপ, ভেলা। ভী (ভয় পাওয়া)+র বা ল অপা। বি; পুং। ২। অবিশুদ্ধ, বিমিশ্র, ভেজাল, কৃত্রিম, নকল, মেকি। বাংপ্র। বিণ। ৩। হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।
ভেলক—ভেলা, মাড়, উড়ুপ। ভেল দ্রঃ। ভেল+কণ্ স্বার্থে। বি; পুং।

ভেলকি, ভেল্কি—কুহক, ইন্দ্রজাল, ভোজবিদ্যা। বাংপ্র। বি।

ভেলা—১। গিলা, মাজুফল। প্রাদে। ২। উড়ুপ, মাড়; প্লব। <ভেল বা ভেলক। বি। ৩। হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভেলি—১। বিলি, মাটির উঁচু লম্বা সারি, আলি বা আইল, বাঁধ, জাঙ্গাল। বাংপ্র। ২। একরকম নীরস শক্ত গুড়। হি। বি। ৩। হইল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভেষজ—১। ঔষধ। ভেষ+অল্ অপা=ভেষ (ভয়ের কারণ অর্থাৎ পীড়া); তদুত্তরে জি (জয় করা)+ড কর্তৃ; যাহা ভয়ের কারণ অর্থাৎ রোগকে জয় করে। বি; পু। ২। ভিষক্, বৈদ্য, চিকিৎসক। <ভিষজ্। বি।

ভেষজালয়—ডাক্তারখানা, dispensary. ৬তৎ। বি; পু।

ভেস্তা—নষ্ট; এলোমেলো, উলটপালট; পণ্ড। বাংপ্র। বিণ।

ভেস্তানো—পণ্ড হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভৈ—হইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভৈক্ষ, ভৈক্ষ্য—১। ভিক্ষালব্ধ, ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত। ভিক্ষা শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য। বিণ। ২। ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাজীবিত্ব; ভিক্ষাসমূহ; ভিক্ষান্ন; চতুর্থ আশ্রম। বি; স্ত্রী।

ভৈক্ষচর্যা—ভিক্ষাবৃত্তি, ভিক্ষাচরণ। ভৈক্ষ—চর্+য্যপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

ভৈক্ষজীবী (-জীবিন্)—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী, ভিক্ষুক, ভিখারী। উপতৎ; ভৈক্ষ জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী. **-জীবিনী**।

ভৈগেও—হইয়া গেল। প্রা কপ্র। ক্রি।

ভৈমী ১। দময়ন্তী, নলমহিষী; ভীষণা। ভীম (বিদর্ভরাজ বিঃ)+ষ্ণ অপত্যার্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। ভীমৈকাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী। ভীম (মধ্যমপাণ্ডব)+ষ্ণ ইদমর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভৈরব—১। ভয়ংকর, ভয়ানক। ভীরু+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**ভৈরবী**। ২। শিব; শিবের ভয়ংকর মূর্তি (যথা—অসিতাঙ্গ, রুরু, চণ্ড, ক্রুদ্ধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার—এই আট); রস বিঃ; সংগীতের রাগ বিঃ; নদ বিঃ। বি; পু।

ভৈরবনাথ (কালভৈরব)—বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের অর্ধক্রোশ উত্তরে কপালমোচন তীর্থের সম্মুখে ভৈরবনাথ ও কালভৈরব বিরাজিত। ইনি কাশীর রক্ষক বা শাসক বলিয়া প্রসিদ্ধ; পঞ্চক্রোশী মধ্যে পাপকার্যের দমনই ইঁহার কার্য। ব্রহ্মার গর্ব খর্ব করিবার নিমিত্ত মহাদেব ইঁহার সৃষ্টি করেন। ইঁহার বর্তমান মূর্তি প্রস্তরগঠিত, মুখ রৌপ্যমণ্ডিত। পেশোবা বাজীরাও ইঁহার মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।

ভৈরবী—১। ভয়ংকরী। ভৈরব+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশমহাবিদ্যার মধ্যে দেবী বিঃ, দুর্গা; শৈব সন্ন্যাসিনী; রাগিণী বিঃ। বি; স্ত্রী।

ভৈরবীচক্র—তন্ত্রোক্ত চক্র বিঃ; তান্ত্রিকগণের সমবায় [ইঁহারা চক্রাকারে উপবিষ্ট হইয়া শোধনপূর্বক সুরাপান করে। এই কার্য সাধক ভিন্ন সাধারণের অনুষ্ঠেয় নহে]। ভৈরবী সাধক চক্র, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভৈষজ, ভৈষজ্য—চিকিৎসা; ঔষধ। ভেষজ বা ভিষজ্ শব্দ+ষ্ণ, ষ্ণ্য। বি; স্ত্রী।

ভো সম্বোধনসূচক পদ—ওহে, ওরে। ভা (দীপ্তি পাওয়া)+ডো করণ। অ।

ভোঃ—সম্বোধনসূচক পদ; প্রশ্ন; বিষাদ। ভা (দীপ্তি)+ডোস্ করণ। অ।

ভোঁ বাঁশীর শব্দ; মৃদু গুঞ্জনধ্বনি; শূন্যতা বা বেগসূচক শব্দ। বাংপ্র। বি।

ভোঁতা ধারবিহীন; জড়; নির্বাক্, নিরস্ত। বাংপ্র। বিণ।

ভোঁদড় নকুলবংশের চতুষ্পদ জন্তু বিঃ; উদ্‌বিড়াল। বাংপ্র। বি।

ভোঁদা, ভুঁদো—ভোঁতা; বুদ্ধিহীন; মোটা; শিশুকে ডাকিবার আদরের নাম। বাংপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী **ভুঁদী**।

ভোঁস—নাকের ডাক, শ্বাসধ্বনি। বাংপ্র। বি।

ভোঁস-ভোঁস—নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। বাংপ্র। বি। [বি।

ভোক, ভোখ—বুভুক্ষা, ক্ষুধা। প্রা কপ্র।

ভোক্তব্য—ভোগযোগ্য; ভক্ষণীয়, খাদ্য; ভোজনের উপযুক্ত। ভুজ্ (ভোজন করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

ভোক্তা (ভোক্তৃ)—১। ভোজনকর্তা, ভক্ষক; ভোগকর্তা। ভুজ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভোক্ত্রী**। ২। বিষ্ণু। বি; পু। [বিণ।

ভোখিল বুভুক্ষিত, ক্ষুধার্ত। প্রা কপ্র।

ভোগ—১। ভোজন, ভক্ষণ; পালন, সুখদুঃখানুভব; উপভোগ; ইন্দ্রিয়সেবা। ভুজ্ (ভোজন করা, ইত্যাদি)+ঘঞ্ ভাব। ২। সুখ; সম্পত্তি; ধন; দেবোদ্দেশে নিবেদিত ভক্ষ্য বস্তু। ভুজ্+ঘঞ্ কর্ম। ৩। সাপের ফণা; পণ্যাঙ্গনার বেতন, বেশ্যাকে দেয় অর্থ; দেহ ভুজ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

ভোগগৃহ—বাসভবন; দেবতাকে ভোগ নিবেদন করিয়া দিবার ঘর। ভোগের নিমিত্ত গৃহ, ৪তৎ। বি; ক্লী।

ভোগতৃষ্ণা—ভোগলালসা, সুখলাভের বাসনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভোগদেহ—মৃত্যুর পর পাপপুণ্যের ফলভোগার্থ সূক্ষ্ম শরীর। ভোগের নিমিত্ত যে দেহ, ৪তৎ। বি; পু বা ক্লী।

ভোগপাল—১। ভোগরক্ষক; ধনরক্ষক। উপতৎ; ভোগ পালি+অণ্ কর্তৃ। বিণ। ২। অশ্বপাল, ঘোড়ার সহিস। বি; পু।

ভোগপিপাসা ভোগতৃষ্ণা, সুখলাভের ইচ্ছা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভোগবতী—১। ভোগবিশিষ্টা। ভোগবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পাতালগঙ্গা; নাগপুরী। বি; স্ত্রী।

ভোগবান্ (-বৎ) ভোগবিশিষ্ট, ভোগী। ভোগ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভোগবতী**।

ভোগবাসনা সুখলাভের ইচ্ছা উপভোগলালসা; ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভোগবিলাস—ভোগজনিত বিলাস, সুখভোগজনিত স্ফূর্তি; বাবুগিরি। মধ্যপ। বি; পু।

ভোগবিলাসী (-লাসিন্)—সুখভোগজনিত স্ফূর্তিযুক্ত; ইন্দ্রিয়সুখকর সামগ্রীর সম্ভোগে অত্যাসক্ত; বাবুগিরি-প্রিয়। ভোগবিলাস+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী. **-বিলাসিনী**।

ভোগভূমি ভারতবর্ষেতর বর্ষ [কারণ ভারতবর্ষ কর্মভূমি]; সুখভোগের স্থান, স্বর্গ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভোগরাই—ভোগানুরাগী, বিলাসী। প্রা কপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

ভোগরাগ—ঠাকুরের ভোগ ও সন্তোষ।

ভোগলালসা—ভোগস্পৃহা, সুখলাভের ইচ্ছা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভোগা -১। ফাঁকি, ধাপ্পা, মিথ্যা, প্রলোভন; প্রতারণা। বি। ২। ভুগা, ভোগ করা, কষ্ট পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

ভোগানে—যে কষ্টভোগ করায় এরূপ; যে কষ্ট দেয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

ভোগান্তি—কর্মভোগ, কষ্ট পাওয়া। বাংপ্র। বি।

ভোগাবাস—বাসগৃহ, অন্তঃপুর, অন্দরমহল। ভোগের নিমিত্ত আবাস, ৪তৎ। বি; পু।

ভোগায়তন—স্থূলদেহ; ভোগের গৃহ। ভোগের আয়তন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

ভোগালো—ভোগে বর্ধিত, পুষ্ট। বাংপ্র। বিণ। [অনুরক্ত। ৭তৎ। বিণ।

ভোগাসক্ত—বিষয়ভোগে নিরত, সুখভোগে

ভোগিনী—১। ভোগযুক্তা; সুখিনী। ভোগিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মহিষী ভিন্ন রাজস্ত্রী। বি; স্ত্রী।

ভোগী (ভোগিন্)—১। ভোগযুক্ত, ভোগবান্, সুখী; ভোক্তা; বিলাসী। ভোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী- **ভোগিনী**। ২। সর্প। বি; পুং।

ভোগৈশ্বর্য—সুখভোগ ও সম্পত্তি। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

ভোগ্য-১। ভোগের যোগ্য। ভুজ্ (ভোগ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। ধন; ধান্য। বি; ক্লী।

ভোগ্যা ১। ভোগের যোগ্যা, ভোগার্হা। ভোগ্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গণিকা, বেশ্যা। বি; স্ত্রী।

ভোচকানি—ক্ষুধায় অবসর ভাব, শুৎ-ক্ষামতা, অনশনহেতু দৌর্বল্য। বাংপ্র। বি।

ভোজ ১। মালবদেশের অন্তর্গত প্রাচীন রাজ্য, দেশ বিঃ, ভোজপুর (প্রাচীন নাম ভোজকট, কুন্তীভোজ, কুন্তীরাষ্ট্র)। ভুজ্ (ভোজন করা)+অন্ অধি। ২। নৃপ বিঃ, মালবের অধীশ্বর; যদুবংশ। ভুজ্ +অন্ কর্তৃ। ৩। ভোজন, আহার; সমারোহপূর্বক বহু লোকের ভোজন। ভুজ্ +অল্ ভাব। বি; পুং।

* ভোজরাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ: ইনি মালব দেশের অধীশ্বর ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধারা নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। প্রমারবংশীয় রাজগণের মধ্যে ইনি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। মহাবীর মামুদ গজনী যৎকালে কালঞ্জর অবরোধ করেন, তৎকালে ইনি যবন-সেনাকে পুনঃ পুনঃ পরাভূত করিয়াছিলেন। চালুক্য রাজগণ ইঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ইনি তাঁহাদিগকে বার বার সমরে পরাস্ত করেন; কিন্তু ভাগ্যচক্রের আবর্তনে, অবশেষে চালুক্যগণ গুজরাটরাজ ভীম-দেবের সহিত মিলিত হইয়া মালব আক্রমণ করিলে, ইনি যুদ্ধে পরাজিত হন। ধারা নগরী ভীমদেবের হস্তগত হয়। ইনি শেষ জীবনে অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলেন। ১০৯২ খ্রীঃ অব্দে ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

রাজা ভোজ নানা গুণে ভূষিত ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ইঁহারও নাম ভারত-বাসিমাত্রেরই বিদিত। ইনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী এবং নিজেও সুকবি ও গ্রন্থ-কার ছিলেন। অলংকার, দর্শন, যোগ, স্মৃতি, জ্যোতিষ, রাজনীতি ও শিল্পশাস্ত্রীয় যুক্তি কল্পতরু প্রভৃতি নানা বিষয়ের বহু-সংখ্যক গ্রন্থ ইঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় ও উৎসাহে রচিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, ইনি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ভোজক—১। ভোজনকারী, ভক্ষক, খাদক। ভুজ্ (ভোজন করা)+ণক কর্তৃ। ২। ভোজনসম্পাদক, যে ভোজন করায়। ণিজন্ত ভুজ্-ভোজি (ভোজন করান) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **ভোজিকা**।

ভোজন—১। ভক্ষ্যবস্তু, খাদ্যদ্রব্য। ভুজ্+অনট্ কর্ম। ২। ভক্ষণ, আহার, খাওয়া; ভোজ। ভুজ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [ভোজন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুবিধ নিয়ম কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কয়েকটি নিয়ম এই: বিশ্বস্ত লোক দ্বারা পবিত্র রন্ধনশালায় অন্ন প্রস্তুত করাইয়া নিভৃতে ভোজন করা বিধেয়। ভোজনকালে অন্য লোকের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। স্বর্ণময়, রজতময়, কাংস্যময়, লৌহ বা কাচ গঠিত পাত্রে অথবা কদলী প্রভৃতি বৃক্ষপত্রে ভোজন করিবে। ভক্ষ্যদ্রব্য অতিশয় শীতল বা অতিশয় উষ্ণ হইবে না। দিবাভাগে বেলা এক প্রহরের পর দুই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রিতে এক প্রহরকালে ভোজন-কার্য নির্বাহ করা উচিত। ক্ষুধার উদ্রেক হইলে ভোজন করিবে, নতুবা ভোজন নিষিদ্ধ। অগ্রে মধুর রস, মধ্যে অম্ল ও লবণ রস ভোজন করিয়া পরে অন্যান্য ভোজন করা বিধেয়। ভোজনান্তে তাম্বুল চর্বণ ও কিয়ৎক্ষণ পাদচারণ করা আবশ্যক। অতি দ্রুত বা অতি বিলম্বিত ভোজন করা অবিধেয়। ভোজনপাত্র ও পরিবেশিকার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক।]

ভোজনপটু—ভোজনসমর্থ, প্রচুর ভক্ষণে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ।

ভোজনাগার—ভোজনশালা। ৪তৎ। বি; ক্লী।

ভোজনালয়—আহারগৃহ, হোটেল ইত্যাদি। ৬তৎ। বি; পুং।

ভোজবাজি—ইন্দ্রজাল, magic. বাংপ্র। বি।

ভোজবিদ্যা—ইন্দ্রজালবিদ্যা, ভোজবাজি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভোজয়িতা (-তৃ)—যে খাওয়ায় এমন। ভুজ্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **ভোজয়িত্রী**।

ভোজালি কুকরি, নেপালদেশীয় দা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ভোজী (-জিন্)—ভোক্তা, ভোজনকারী। ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী- **ভোজিনী**।

ভোজ্য—১। ভক্ষ্য, খাদ্য; ভোজনযোগ্য। ভুজ্ (ভোজন করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। ভক্ষ্যবস্তু। বি; ক্লী। ৩। ভোজবংশীয়। ভোজ শব্দ (নৃপ বিঃ)+ঞ্য অপত্যার্থে। বিণ।

ভোট-১। ভুটান দেশ। বি; পুং। ২। ভুটান দেশীয়। বিণ। ৩। নির্বাচন-প্রস্তাবাদি ব্যাপারে ব্যক্তিগত মত। <ইং 'vote'. বি।

ভোটদাতা (-দাতৃ)—ভোটদানকারী। বাংপ্র। বি; পুং। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

ভোটার—ভোটদাতা, মতদাতা। < ইং 'voter'. বি।

ভোম, ভোঁ—বিহ্বল, চুর ('নেশায় —')। বাংপ্র। বিণ।

ভোমর, ভোমরা—ভৃঙ্গ, অলি, মধুকর; বেদনাস্ত্র বিঃ, একপ্রকার তুরপুণ। <ভ্রমর। বি।

ভোর ১। নিশাবসান, প্রভাত, প্রত্যূষ; পরিমাণ। বাংপ্র। বি। ২। বিভোর, বিহ্বল; আচ্ছন্ন; পরিমিত; মাত্র; ব্যাপিয়া, ভর। বাংপ্র। বিণ।

ভোরাই—প্রভাতী গান। বাংপ্র। বি।

ভোল—১। ভাব, রকম; সাজ, বেশ; মূর্তি, চেহারা; কপট, ছদ্ম। বাংপ্র। বি। ২। বিহ্বল। প্রা কপ্র। বিণ। **ভোল ফিরানো** সম্পূর্ণরূপে বাহ্যরূপের পরিবর্তন করা।

ভোলা—১। বিস্মৃত: শিব। বি। ২। বিস্মৃতিপরায়ণ; আত্মবিস্মৃত। বিণ। ৩। ভুলিয়া যাওয়া। ক্রি।

ভোলানাথ শিব। বাংপ্র। বি।

ভোলানাথ চন্দ্র জন্ম ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। নিবাস কলিকাতা আহিরীটোলা। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে কেরানী হইয়া প্রবেশ করেন। পরে হাওয়ার্থ, হার্ডম্যান কোং (Haworth, Hardman & Co.) আফিসে শিক্ষানবিস স্বরূপে প্রবিষ্ট হন। ১৮৪৫ খ্রীঃ ঐ কোম্পানির কাশীপুরস্থ চিনির কলে (Cossipore Sugar Refinery) উঁহাদের এজেন্ট পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ৩০ বৎসরকাল কর্ম করেন। ইংলিসম্যান্ পত্রের শনিবার সন্ধ্যার সময় যে সংস্করণ (Saturday Journal) বাহির হইত, তাহাতে ভোলানাথ আপনার ভ্রমণবৃত্তান্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করেন (১৮৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ঐ বৃত্তান্ত একত্রিত হইয়া পরে ইংলণ্ডে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল (১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ)। ট্যাল্‌বয়েস্ হুইলার (Talboys Wheeler) সাহেব ইহার একটি ভূমিকা লিখিয়া দেন। এই গ্রন্থ (Travels of a Hindoo) ভোলানাথের প্রধান সন্দর্ভ। ইহাতে তাঁহার রচনা ও দর্শন এই উভয় শক্তিই সমভাবে দৃষ্ট হয়। ইনি রাজা দিগম্বর মিত্রের একখানি জীবনচরিত

লিখিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার "A Voice for the Commerce and Manufactures of India" নামক পঞ্চখণ্ডাত্মক সুবৃহৎ গ্রন্থে ইঁহার রাজনীতিক ও আর্থনীতিক জ্ঞান ও গবেষণার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। মনে হয় উহা হইতেই সর্বপ্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের ও বিদেশীবর্জনের বীজ উপ্ত হইয়াছিল। ১৯১০ খ্রীঃ ১০ই জুন (১৩১৭ বঙ্গাব্দের ৩০শে আষাঢ়) ইনি লোকান্তরিত হন।

ভোলানাথ বসু (ডাক্তার)—বারাকপুর মহকুমার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ চানক গ্রামে ১৮২৫ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালায় যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা লাভ করিয়া ১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড অক্ল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠিত বারাকপুর বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ড নিজে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রায়ই বালকদিগের সুশিক্ষা ও সদাচারে দৃষ্টি রাখিতেন। ভোলানাথ নিজগুণে তাঁহার একান্ত স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খ্রীঃ লর্ড অক্ল্যাণ্ড তাঁহাকে বারাকপুর হইতে কলিকাতায় আনিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া নিজে ১০ টাকার মাসিক বৃত্তি দিয়াছিলেন। তিনি মেডিক্যাল কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ অব্দে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মেডিক্যাল কলেজের দুইটি উপযুক্ত ছাত্রকে ইংলণ্ডে পাঠাইবার জন্য ব্যবস্থা করেন। ভোলানাথ ও গোপাললাল শীল এই বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ভোলানাথ বিলাতে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেই সময়ে লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতের রাজপ্রতিনিধির কার্য হইতে অবসর লইয়া ইংলণ্ডে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভোলানাথের প্রত্যাগমনকালে তিনি স্বহস্তে ইঁহাকে একখানি পত্রসহ হুণ্ডী দিয়াছিলেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের প্রদত্ত অর্থে ইনি একটি সোনার ঘড়ি ক্রয় করেন। ইনি মৃত্যুকালে নিজের উইলে এই ঘড়িটি বংশ-গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ রাখিয়া দিয়াছেন। ইংলণ্ডীয় গভর্নমেন্টের উপদেশে এদেশীয় গভর্নমেন্ট ভোলানাথকে চিকিৎসা বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার অর্থে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসাগারে আতুরদিগের চিকিৎসা হইতেছে ও বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃন্দ শিক্ষালাভ করিতেছে। ১৮৮২ খ্রীঃ অঃ ইনি ইহলোক হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভোলা ময়রা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা। ইঁহার জন্মস্থান লইয়া মতভেদ আছে। কাহারও মতে গুপ্তিপাড়া, কাহারও মতে কলিকাতা শিমুলিয়া। ইঁহার পিতার নাম কৃপারাম, মাতার নাম গঙ্গামণি। কৃপারামের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ভোলা, দ্বিতীয় হৃদয়। ভোলা বাগবাজারে থাকিত, এবং সেইখানেই তাহার মিঠাইয়ের দোকান ছিল। ইহা তাহার স্বরচিত অনেক গানেই পাওয়া যায়। যথা—"আমি ময়রা ভোলা, ভিঁয়াই খোলা, বাগবাজারে রই।" "নহি কবি কালিদাস, বাগবাজারে করি বাস।" ইত্যাদি।

বাল্যে ভোলা পাঠশালার সামান্য লেখাপড়া শিখিলেও ফারসী, সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায় এবং জাতীয় ধর্মশাস্ত্রে তাহার কিঞ্চিৎ অধিকার ছিল। ভোলা একজন সুরসিক কবি। কবির দল করিবার পূর্বে তাহার রচিত একটি কবিতায় তাহার এই রসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে কবিতাটি এই,—

পানকে তাম্বুল বলে পর্ণ সাধু ভাষা।
বুকজে বিরাজ করে চাবার বড় আশা॥
বুড়ো বুড়ি * * *যুবক যুবতী।
পান পেলে সবাকার বাড়ে পিরীতি॥
মোদের মত মুন্সী বাবু মসীর ন্যায় কালো।
পান খেয়ে ঠোঁট রাঙ্গায় চেহারা পানা ভালো॥
পূর্বজন্মের পুণ্যফলে পান খেতে পাই।
লক্ষ্মীছাড়া বাসিমড়া যার পানের কড়ি নাই॥

ভোলা স্পষ্টবাদী কবিওয়ালা ছিল। একসময়ে ভোলা সাঁটালের নিকটবর্তী জাড়া গ্রামে জমিদার রায়েদের বাড়ি গাহিতে গিয়াছিল। জাড়ার নিকটেই মাণিককুণ্ড গ্রাম; এখানে ৩।৪ হাত লম্বা এবং ১০।১২ সের পর্যন্ত ওজনের মূলা জন্মে। এই আসরে জগা বেনে ভোলার প্রতিপক্ষ ছিল। জগা বাবুদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত জাড়া গ্রামকে গোলোক বৃন্দাবনের সহিত এবং বাবুদিগকে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তুলনা করিয়া একটি গান গাহিল। ভোলার ইহা অসহ্য হইল। সে আসরের মধ্যে দাঁড়াইয়া বাবুদের সাক্ষাতেই গাহিল,—

কেমন করে বললি জগা
জাড়া গোলোক বৃন্দাবন।
এখানে বামুন রাজা চাষা প্রজা,
চৌদিকে দেখ বাঁশের বন।
জগা, কোথা রে তোর শ্যামকুণ্ড,
কোথা রে তোর রাধাকুণ্ড,
সামনে আছে মাণিককুণ্ড
করগে মূলা দরশন।

কৃষ্ণচন্দ্র কি সহজ কথা কৃষ্ণ বলি কারে?
সংসার সাগরে যিনি (জগা) তরাইতে পারে।
বাবু তো লালাবাবু কোলকাতাতে বাড়ী।
বেগুন পোড়ায় নুন দেয় না সে ব্যাটা তো হাড়ী॥
পিঁপড়ে টিপে গুড় খায়, মুখ্যের মধু জলি।
মাপ করগো রায় বাবু, দুটো সত্য কথা বলি॥
জগা বেনে খোশামুদে অধিক বলবো কি।
তপ্ত ভাতে বেগুন পোড়া, পান্তা ভাতে ঘি।

ভোলা নিজেও খোশামোদ সহ্য করিতে পারিত না। একবার গাওনার সময় কবিওয়ালা যজ্ঞেশ্বর দাস পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখিয়া ভোলার খোশামোদ করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং তাহাকে সদাশিব ভোলানাথের সহিত তুলনা করে। ইহাতে স্পষ্টবাদী ভোলা গাহিল,—

আমি সে ভোলানাথ নই—
আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা ভিঁয়াই খোলা,
বাগবাজারে রই॥

সমাজের ত্রুটি লক্ষ্য করিয়াও ভোলা অনেক সময় শ্লেষপূর্ণ গান বাঁধিত। এই জন্যই বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছিলেন, "বাঙ্গালা দেশের সমাজকে সজীব রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে রামগোপাল ঘোষের ন্যায় বক্তা, হুতুম পেঁচার ন্যায় লেখক, এবং ভোলা ময়রার ন্যায় কবিওয়ালার প্রাদুর্ভাব বড়ই আবশ্যক।"

৭০ বৎসর বয়সে ভোলা পরলোকগমন করে। তাহার বংশধরেরা শিক্ষিত ও গণ্যমান্য হইয়া সমাজের মুখোজ্জ্বল করিতেছেন।

এই ভোলা ময়রাবংশীয় গঙ্গা ময়রা ও তাহার উত্তরাধিকারীর মধ্যে প্রেততত্ত্ব বিদ্যার অনুশীলন আছে ও ইহারা প্রেতগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা বা ঝাড়ন ঝোড়ন করিয়া থাকে।

ভৌত ভূতযজ্ঞ; দেবল ব্রাহ্মণ। ভূত শব্দ + ক ইদমর্থে। বি; পু। ২। ভূতসম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**ভৌতী**।

ভৌতিক পঞ্চভূতসম্বন্ধীয়; প্রাকৃতিক; ভূতকৃত; অনৈসর্গিক; ভূতপ্রেতসম্বন্ধীয়। ভূত শব্দ + ফিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভৌতিকী**। **ভৌতিক পদার্থ** প্রাকৃতিক পরমাণুসংযোগে উদ্ভূত অগ্নিজলমৃত্তিকাদি পদার্থ; ক্ষিত্যাদি ভূতজাত বস্তু; পিশাচাদি দেবযোনি হইতে জাত পদার্থ। **ভৌতিক ব্যাপার** পিশাচাদি দেবযোনি হইতে জাত ঘটনা, প্রাকৃতিক ঘটনা।

ভৌতী—১। ভূতসম্বন্ধীয়া। ভৌত + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রজনী, রাত্রি। বি; স্ত্রী।

ভৌম—১। ভূমিসম্বন্ধীয়; ভূমিজাত। ভূমি শব্দ + ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**ভৌমী**। ২। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। ভূমি শব্দ + ক অপত্যার্থে। বি; পু।

ভৌমিক—১। ভূম্যধিকারী, ভূস্বামী। ভূমি শব্দ+ ষিক। বিণ। স্ত্রী—**ভৌমিকী**। ২। বংশগত উপাধি। বি; পু।

ভৌমী—১। ভূমিসম্বন্ধীয়া, ভূমি-জাতা। ভৌম+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সীতা ['সীতা' দ্রঃ]। ভূমি+ষ্ণ অপত্যার্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

ভ্যাঁ—ভেড়ার ডাক; শিশুক্রন্দনধ্বনি, চ্যাঁ ভ্যাঁ। বাংপ্র। বি।

ভ্যানভ্যান—কোন কথা ক্রমাগত কাহাকেও শোনানো, ক্রমাগত বকা। বাংপ্র। অ।

ভ্যান্সিটার্ট—জনৈক ইংরেজ কর্মচারী। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে মহাবীর ক্লাইভ স্বদেশে গমন করিলে ইনি তাঁহার স্থলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে বঙ্গদেশের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ইংরেজকৃত বাঙ্গালার নবাব তাঁহার প্রতিশ্রুত সমুদায় অর্থ পরিশোধ করিতে এবং ইংরেজ কর্মচারীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে না পারায় ইনি মিরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার জামাতা মির-কাশিমকে বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ভ্যাবাচাকা—'ভেবাচাকা' দ্রঃ।

ভ্রংশ—পতন, স্খলন; নাশ; পলায়ন; চ্যুতি ('স্মৃতি —')। ভ্রন্শ্ (অধঃপতিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

ভ্রকুটি, ভ্রূকুটী—ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গী। ভ্রূর কুটি বা কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রম—১। বিস্মৃতি; মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি, ভুল, mistake. ভ্রম্ (ভুল করা)+অল্ ভাব। ২। কুলালচক্র; কুন্দযন্ত্র, কুঁদ; ঘূর্ণি, জলের পাক। ভ্রম্ (ঘুরা) অল্ কর্তৃ। ৩। জলনির্গমনপথ। ভ্রম্+অল্ করণ। বি; পু।

ভ্রমকৌতুক—ভ্রমজনিত আমোদ, ভুল লইয়া পরিহাস। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমজাল—১। ভ্রান্তিসমূহ, ভুল সকল। ভ্রমের জাল (সমূহ), ৬তৎ। ২। ভ্রান্তি-রূপ পাশ। ভ্রম রূপ জাল, রূপক। বি; স্ত্রী।

ভ্রমণ—পর্যটন; বেড়ানো; ঘুরা, ঘূর্ণন। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

ভ্রমণকারী (-কারিন্)—যে ভ্রমণ করে, পর্যটক, পরিব্রাজক। উপতৎ; ভ্রমণ -কৃ (করা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

ভ্রমণবৃত্তান্ত—ভ্রমণ-বিবরণ, দেশপর্যটনের বিবরণ। ৬তৎ। বি; পু।

ভ্রমনিরসন—ভ্রান্তি-দূরীকরণ, ভুল সংশোধন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমপ্রমাদ—১। ভ্রান্তিজনিত অনবধানতা। মধ্যপ। ২। ভুল ও অনবধানতা। দ্বন্দ্ব। বি; পু। [উভয় শব্দই প্রায় তুল্যার্থক।]

ভ্রমর—অলি, মধুকর, মৌমাছি; ভৃঙ্গ, ভোমরা; কামুক। ভ্রম্+অরন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**ভ্রমরী**।

ভ্রমরক ১। ভৃঙ্গ, ভোমরা। ভ্রমর+কন্ স্বার্থে। ২। ললাটস্থিত চূর্ণকুন্তল। ভ্রমর শব্দ—কৈ (শোভা পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ভ্রমরকৃষ্ণ—ভ্রমরবৎ কৃষ্ণবর্ণ, ভোমরার মত কালো, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উপমান কর্মধা। বিণ। [বি; স্ত্রী।

ভ্রমরগুঞ্জন—ভ্রমরের গুনগুন শব্দ। ৬তৎ।

ভ্রমরঝংকার—ভ্রমরগুঞ্জন, ভ্রমরের ধ্বনি। ৬তৎ। বি; পু।

ভ্রমরবিলসিতা একাদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমসংশোধন—ভ্রান্তিদূরীকরণ, ভুল শুধরাইয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রমা—ভ্রমণ করা, ঘুরা। কপ্র। ক্রি।

ভ্রমাত্মক—ভ্রমপূর্ণ, ভুলবিশিষ্ট। ভ্রম আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**ভ্রমাত্মিকা**।

ভ্রমান্ধ ভ্রমহেতু দৃষ্টিশক্তিরহিত, ভ্রান্তি দ্বারা জ্ঞানশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

ভ্রমি—ভ্রমণ করি, ঘুরি; ভ্রমণ করিয়া, ঘুরিয়া। কপ্র। ক্রি।

ভ্রমি, ভ্রমী—১। আবর্ত, ঘূর্ণজল; কুলাল-চক্র, কুমারের চাক; সৈন্যরচনা। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, ঘুরা)+ই কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। ২। ভ্রমণ; ঘূর্ণন; ভ্রান্তি, ভুল। ভ্রম্+ই ভাব। বি; স্ত্রী।

ভ্রমিব—ভ্রমণ করিব। কপ্র। ক্রি।

ভ্রষ্ট—অধঃপতিত; স্খলিত, চ্যুত; চলিত; নষ্ট; দূষিত; ধর্মবিরুদ্ধ। ভ্রন্শ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ভ্রষ্টচরিত্র—১। কলুষিত চরিত্র, দূষিত আচরণ। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দূষিত চরিত্রবিশিষ্ট, চরিত্রহীন। বহু। বিণ।

ভ্রষ্টা—অধঃপতিতা; দূষিতা; অসতী। ভ্রন্শ্+ক্ত কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

ভ্রষ্টাচার—১। দূষিত আচারবিশিষ্ট, পাপা-চারী। বহু। বিণ। ২। অপবিত্র ব্যবহার। কর্মধা। বি; পু।

ভ্রষ্টাচারী (-চারিন্)—দূষিত আচার-বিশিষ্ট, পাপাচারী; কুৎসিত কার্যকারী। ভ্রষ্টাচার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভ্রষ্টাচারিণী**।

ভ্রাজী (ভ্রাজিন্)—দীপ্তিশীল; উজ্জ্বল; শোভাযুক্ত। ভ্রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**ভ্রাজিনী**।

ভ্রাতা (ভ্রাতৃ)—এক পিতা হইতে জাত পুরুষ, সহোদর বা বৈমাত্রেয় ভাই; ভ্রাতৃ-স্থানীয় ('গুরু —'); ভাই ও ভগ্নী। ভ্রাজ্+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পু।

ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতার পুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ-শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে ভ্রাতুঃ (ভ্রাতার); ভ্রাতুঃ পুত্র, সুতরাং এটিকে অলুক্ ৬তৎ বলা যাইতে পারে। বি; পু। স্ত্রী-**ভ্রাতুষ্পুত্রী**।

ভ্রাতৃজ—ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ শব্দ জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ভ্রাতৃজা—ভ্রাতৃকন্যা, ভাইঝী। ভ্রাতৃজ+আপ্। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃজায়া—ভ্রাতার ভার্যা। ভ্রাতার জায়া,

ভ্রাতৃত্ব—ভ্রাতার ভাব, ভ্রাতৃসম্বন্ধ। ভ্রাতৃ (ভ্রাতা)+ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কার্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া; ভাইফোঁটা উৎসব, ভগিনী কর্তৃক ধর্মমূলক ভ্রাতৃপূজা। ভ্রাতার দ্বিতীয়া, ৬তৎ। বি; স্ত্রী। কথিত আছে যে, এই দিবসে যমুনা সহোদর যমরাজকে স্বগৃহে আনয়নপূর্বক অর্চনা করিয়া তাঁহাকে ভোজন করাইয়াছিলেন। এইজন্য ইহা যমদ্বিতীয়া নামেও অভিহিত। এই দিবসে ভ্রাতা, ভগিনী কর্তৃক পূজিত হইয়া তদ্দত্ত অন্নাদি গ্রহণ করেন। ভগিনী ভ্রাতাকে নববস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া তাঁহার কপালে ঘৃত বা চন্দনের ফোঁটা দিয়া থাকেন। ফোঁটা দিবার মন্ত্র,—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দুয়ারে পড়লো কাঁটা।
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দেই ভাইকে ফোঁটা॥"

অতঃপর ভগিনী ভ্রাতার হস্তে মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়া জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠাদিক্রমে প্রণাম বা আশীর্বাদ করেন। পরে অন্নাহার-কালে ভগিনী নিম্নোক্ত মন্ত্র বলিয়া ভ্রাতাকে গণ্ডূষ করাইয়া থাকেন,—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্। প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

ভগিনী জ্যেষ্ঠা হইলে "তবানুজাতাহং" স্থলে "তবাগ্রজাতাহং" বলিতে হয়। এই দিবসে ভ্রাতাও ভগিনীকে বস্ত্রালংকারাদি দ্বারা পূজা করিবে, ইহাই শাস্ত্রবিধি। সহোদরা ভগিনী না থাকিলে অন্যান্য সম্পর্কীয়া ভগিনীগণ কর্তৃক পূজিত হইবার বিধি আছে। প্রথমতঃ খুড়তুত জেঠতুত ভগিনীর, দ্বিতীয়তঃ মামাত ভগিনীর, তৃতীয়তঃ মাসতুত পিসতুত ভগিনীর নিকট হইতে পুষ্টিকর আহার্য গ্রহণ করিতে হয়। যেরূপ সম্পর্কীয়া ভগিনী হউন, সকলেরই হস্ত হইতে আহার্য গ্রহণ করা বিধেয়।

ভ্রাতৃবধূ—ভ্রাতৃজায়া ; কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী, 'ভাদ্রবধূ'। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ভ্রাতৃবৎ—ভ্রাতৃতুল্য, ভাইয়ের মত। ভ্রাতৃ শব্দ+বৎ সাদৃশ্যার্থে। অ।

ভ্রাতৃব্য—ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। ভ্রাতৃ শব্দ (ভ্রাতা)+ব্য অপত্যার্থে। বি ; পুং।

ভ্রাতৃশ্বশুর—১। ভর্তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ভাশুর। ভ্রাতা (অর্থাৎ পতির ভ্রাতা) শ্বশুর তুল্য, উপমিত কর্মধা। ২। ভ্রাতার শ্বশুর, ভ্রাতৃজায়ার পিতা। ৬তৎ। বি ; পুং।

ভ্রাতৃস্নেহ—১। ভাইয়ের ভালবাসা। ৬তৎ। ২। ভ্রাতার প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। বি ; পুং।

ভ্রাত্রীয়—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক। ভ্রাতৃ (ভ্রাতা)+ঈয় ইদমর্থে। বিণ। ২। ভ্রাতৃপুত্র, ভাইপো। বি ; পুং।

ভ্রাত্রীয়া—১। ভ্রাতৃসম্বন্ধীয়া। ভ্রাত্রীয়+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। ভ্রাতৃকন্যা। বি ; স্ত্রী।

ভ্রান্ত—১। ভ্রমণযুক্ত ; ঘূর্ণায়মান ; ভ্রান্তিযুক্ত, ভুলবিশিষ্ট। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা, ভুল করা ইত্যাদি)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ভ্রমণ। ভ্রম্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

ভ্রান্তি—ভ্রম, ভুল ; ভ্রমণ ; ঘূর্ণি। ভ্রম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

ভ্রান্তিকর—ভ্রান্তিজনক ; ভ্রমকারক। উপতৎ ; ভ্রান্তি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

ভ্রান্তিজনক—প্রমাদকর ; ভ্রম-উৎপাদক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -জনিকা।

ভ্রান্তিমান্ (-মৎ)—১। ভ্রান্তিযুক্ত, ভ্রমবিশিষ্ট। ভ্রান্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী—**ভ্রান্তিমতী**। ২। কাব্যালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বি ; পুং।

ভ্রান্তিমূলক—ভ্রমজনিত, ভ্রমহেতুক, ভ্রমবশতঃ উৎপন্ন। বহু। বিণ।

ভ্রান্তিহর—ভ্রমনাশক, ভ্রমনিবারক। উপতৎ ; ভ্রান্তি—হৃ+অম্ কর্তৃ। বিণ।

ভ্রামর—ভ্রমরসম্বন্ধীয় বা জাত। ভ্রমর+অ। বিণ। স্ত্রী—**ভ্রামরী**।

ভ্রামরী—১। ভ্রমর-সম্বন্ধীয়া। ভ্রমর+অ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবী বিঃ, দুর্গা [কথিত আছে যে, মহাদেবকে ছলনা করিবার নিমিত্ত ভগবতী এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন]। বি ; স্ত্রী। **ভ্রামরী মিত্রতা**—ভ্রমরতুল্য বন্ধুত্ব, ভ্রমর যেমন যতক্ষণ মধু আছে ততক্ষণ ফুলের কাছে থাকে, মধু ফুরাইলেই চলিয়া যায়, তদ্রূপ স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে বন্ধুত্ব করা। অসমস্ত পদ।

ভ্রাম্যমাণ—যাহাকে ভ্রমণ করানো হইতেছে এরূপ ; ঘূর্ণ্যমান। ণিজন্ত ভ্রম্—ভ্রামি (ঘুরানো ইত্যাদি)+শান কর্ম। বিণ। **ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার**—যে পাঠাগার বা লাইব্রেরী স্থানান্তরে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ানো হয় তাহা, moving library.

ভ্রূ-ভ্রু (তাহা দ্রঃ)। ভ্রম্+ডূ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ভ্রুকুটি, ভ্রুকুটী, ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী-ভ্রূভঙ্গী, ক্রোধ বিরক্তি ইত্যাদির জন্য ভ্রূর বক্রতা, frown. ভ্রূর কুটি বা কুটী (কুটিলতা), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ভ্রূ চক্ষুর ঊর্ধ্বস্থিত রোমরাজি। ভ্রম্ (ভ্রমণ করা)+ডূ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

ভ্রূকুঞ্চন—ভ্রূর সংকোচন, ভ্রূ কোঁকড়ানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ভ্রূকুটি, ভ্রূকুটী—'ভ্রুকুটি' দ্রঃ।

ভ্রূকুটিকুটিল—ভ্রূভঙ্গী জন্য কুটিল, ভ্রূভঙ্গী হেতু বিকৃত। ৩তৎ। বিণ।

ভ্রূক্ষেপ—ভ্রূভঙ্গ, ভ্রূকুটি, ভ্রূচালন ; দৃষ্টিপাত ; গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচনা। ভ্রূর ক্ষেপ, ৬তৎ। বি ; পুং।

ভ্রূণ—বালক ; গর্ভস্থ শিশু। ভ্রূণ্ (আশা করা)+অল্ কর্ম। বি ; পুং। [উপযুক্ত কালে গর্ভাশয় মধ্যে শুক্র ও আর্তব প্রবিষ্ট হইলে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। ইহা প্রথম মাসে ডিম্বাকার থাকে। দ্বিতীয় মাসে ইহার মস্তক (কাহারও মতে হৃদয়, কাহারও মতে মধ্যভাগ, কাহারও মতে হস্ত পদ) উৎপন্ন হয়। তৃতীয় মাসে সমস্ত অঙ্গের উদ্ভব হয়। চতুর্থ মাসে সমুদায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও চেতনা জন্মে। পঞ্চম মাসে মনঃ, ষষ্ঠ মাসে বুদ্ধি, সপ্তম মাসে কেশ ও চক্ষুর উৎপত্তি হয়। অষ্টম মাসে ওজোধাতু জন্মে এবং শিশু তির্যগ্‌ভাবে থাকে। নবম মাসে অধোমুখ হইয়া দশম, একাদশ বা দ্বাদশ মাসে ভূমিষ্ঠ হয়।]

ভ্রূণঘ্ন—ভ্রূণঘাতক, ভ্রূণহত্যাকারী। উপতৎ ; ভ্রূণ—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ভ্রূণঘ্নী**।

ভ্রূণহত্যা ভ্রূণের প্রাণবধ, গর্ভস্থ শিশুর জীবননাশ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ভ্রূণহা (ভ্রূণহন্)—ভ্রূণঘাতক, ভ্রূণহন্তা ; ভ্রূণহত্যাকারী। উপতৎ ; ভ্রূণ—হন্ (বধ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

ভ্রূবিলাস, -বিভ্রম—ভ্রূর শোভা ; শোভাজনক ভ্রূচালনা ; ভ্রূভঙ্গী। ৬তৎ। বি ; পুং। [বি ; পুং।

ভ্রূভঙ্গ—ভ্রূকুটি, ভ্রূভঙ্গি ; ভ্রূবিলাস। ৬তৎ।

ভ্রূভঙ্গি, ভ্রূভঙ্গী—ভ্রূকুটি ; ভ্রূবিলাস। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ভ্রূলতা সুবৃত্ত বঙ্কিম ভ্রূ। বি ; স্ত্রী।

ভ্রূসংকেত—ভ্রূসঞ্চালন দ্বারা ইশারা। ভ্রূ দ্বারা সংকেত, ৩তৎ। বি ; পুং।

ম

ম-১। পঞ্চবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; মহেশ্বর ; চন্দ্র ; সময় ; যম ; মন্ত্র। মা (পরিমাপ করা)+ড কর্তৃ। ৩। বিষ। মী (বধ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পুং।

মই, মৈ বাঁশ প্রভৃতির অস্থাবর আরোহণী বা সিঁড়ি ; ভূমি কর্ষণের পর মাটি চৌরস করিবার তক্তাকার যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

মইষা—মহিষীদুগ্ধজাত ; মহিষের ন্যায়। বাংপ্র। বিণ।

মইলা, মইসে, মসে বস্ত্রাদিতে ছাতা ধরার কাল কাল দাগ। বাংপ্র। বি।

মউ, মৌ—মধু্থ, মোম, মধু। বাংপ্র। বি।

মউচাক—মধুচক্র। বাংপ্র। বি।

মউতাত—মৌতাত (তাহা দ্রঃ)।

মউনি—দধিমন্থন দণ্ড। বাংপ্র। বি।

মউমাছি—মৌমাছি (তাহা দ্রঃ)।

মউয়া, মউল—মহুয়া, মিষ্টস্বাদ পুষ্প বিঃ বা তাহার গাছ। বাংপ্র। বি।

মউর—বিবাহকালে ব্যবহৃত মুকুট ; ময়ূর। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

মউরি—ঘনামধ্যাত বেনেতি মসলা ; মৌরী।

মওয়া—মন্থন করা। বাংপ্র। ক্রি।

মওলা বক্স—সুপ্রসিদ্ধ গুণী। ভিবানীর এক জমিদারবংশে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। প্রথমে ইনি ব্যায়াম ও কুস্তিতে অনুরক্ত ছিলেন। পরে এক ফকীরের পরামর্শে সংগীতের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ঘসীটে খাঁ নামে তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তিনি কাহাকেও শিষ্য করিতেন না। কিন্তু মওলা বক্সের সংগীত শিক্ষায় আগ্রহ দেখিয়া ইহাকে সংগীত শিক্ষা দেন। আর্যাবর্তে বিশুদ্ধ হিন্দুসংগীত শিক্ষার সুযোগ না দেখিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে গিয়া তাহা শিক্ষা করেন। তাঞ্জোরে এক বিখ্যাত ব্রাহ্মণের নিকটে বীণাবাদ্য শিক্ষা করিয়া তাহাতে নৈপুণ্য লাভ করেন। ইনি মহীশূরের রাজদরবারে ও বরোদা রাজদরবারে বিশেষ সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়াছিলেন। বরোদার অনেক গুণী ইহার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মওলা বক্স বহুকাল কলিকাতায় সংগীতাচার্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নিকটে বাস করেন এবং তাঁহার সহায়তায় তদানীন্তন বড়লাটের সহিত পরিচিত হন। এই সূত্রে ইনি দিল্লীর দরবারে নিমন্ত্রিত হন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়।

মকদ্দমা বিবাদ, আদালতে অভিযোগ। আ-মু। বি।

মক-মক—ভেকরব, বেঙের ডাক। বাংপ্র। অ।

মকর—মৎস্য বিঃ, কন্দর্পের ধ্বজ, গঙ্গার বাহন, কুম্ভীর বিঃ, mugger ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির মধ্যে দশম রাশি ; নিধি বিঃ ; সই প্রভৃতির পাতানো নাম। মক্ (গমন করা, ভূষিত করা)+অর কর্তৃ। বি ; পু।

মকর-কুণ্ডল—মকরাকৃতি কর্ণভূষণ। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মকরকেতন, মকরকেতু, মকরধ্বজ—কন্দর্প, কামদেব, মদন ; সমুদ্র। বহু। বি ; পু।

মকরক্রান্তি—নিরক্ষ রেখা হইতে ২৩।• অংশ দক্ষিণে স্থিত অক্ষরেখা, tropic of capricorn. মকর রাশিতে ক্রান্তি (গমন) হয় যাহাতে, বহু। বি ; স্ত্রী।

মকরধ্বজ—'মকরকেতন' দ্রঃ ; পারদ গন্ধকঘটিত ঔষধ বিঃ। বহু। বি ; পু।

মকরন্দ—১। ফুলের মধু ; কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। মকর—দো (ছেদন করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। পুষ্পরেণু। বি ; স্ত্রী।

মকরবাহনা—গঙ্গা। বহু। বি ; স্ত্রী।

মকরবাহিনী—গঙ্গা। মকর বাহী (বাহক) যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু অথবা মকরকে বাহিত (চালিত) করেন যিনি, উপতৎ ; মকর শব্দ—নিজন্ত বহ্‌—বাহি (বহন করানো)+গিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মকরব্যূহ—মকরাকার সৈন্য-বিন্যাস। মধ্যপ। বি ; পু।

মকরসংক্রান্তি—সূর্যের মকর রাশিতে সংক্রমণ, মাঘসংক্রান্তি (এই সংক্রান্তিদিনে গঙ্গাসাগরসঙ্গম স্থানে সর্ববিধ পাপ নষ্ট হয়। এই দিনে সূর্যের উত্তরায়ণ আরম্ভ হইয়া থাকে)। মকরগতা যে সংক্রান্তি (সংক্রমণ), মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মকরাকর—সমুদ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

মকরাকার—মকরের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

মকরাক্ষ—রক্ষোরাজ রাবণের সেনাপতি, খরের পুত্র। কুম্ভ ও নিকুম্ভ হত হইলে, ইনি রাবণ কর্তৃক যুদ্ধে প্রেরিত হন। রাক্ষসবীর প্রভূত বিক্রমসহকারে তুমুল সংগ্রাম করিয়া অবশেষে রামের হস্তে নিহত হন। মকরের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বি ; পু।

মকরাঙ্ক—কামদেব ; সমুদ্র। মকর হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি ; পু।

মকরালয় সমুদ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

মকাই, মক্কা—জনার, ভুট্টা। বাংপ্র। বি।

মকার—"ম" এই অক্ষরমাত্র ; তন্ত্রোক্ত মৎস্য মাংস মদ্য মুদ্রা মৈথুন—এই পঞ্চ। ম+কার স্বার্থে। বি ; পু।

মকুট, মুকুট—শিরোভূষণ। মন্‌ক্ (ভূষিত করা)+উট কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

মকুফ—রেহাই, ছাড়, খালাস, নিস্তার, মাফ, ক্ষমা। আ-মু। বি।

মকুর—মুকুর, দর্পণ, আয়না ; কুলালদণ্ড ; মুকুল, কুঁড়ি। মন্‌ক্+উর কর্তৃ। বি ; পু।

মকুল, মুকুল—কুঁড়ি। মন্‌ক্ (ভূষিত করা)+উল কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী।

মক্কা—১। সউদি আরবের রাজধানী (মুসলমান ধর্মপ্রবর্তক মহম্মদের জন্মস্থান বলিয়া উক্ত ধর্মাবলম্বীদিগের মহাতীর্থ)। আ-মু। ২। ভুট্টা। বাংপ্র। বি।

মক্কেল—উকীলের আশ্রিত ব্যক্তি, আদালতে পক্ষ। আ-মু। বি।

মক্তব—মুসলমানী প্রাথমিক বিদ্যালয়। আ। বি।

মকশ—অভ্যাস, অনুশীলন। আ-মু। বি।

মক্ষিকা—পতঙ্গ বিঃ, মাছি, মক্ষী। মক্ষ্+ণক কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

মখমল—একপ্রকার সুকোমল চিক্কণ পশমী কাপড়। আ। বি। বিণ, **-লী**।

মগ—১। আরাকানের জাতি বিঃ ; আরাকানের জলদস্যুর বংশধর ; বর্মার অধিবাসী। বি ; পু। ২। ধাতুনির্মিত হাতলওয়ালা জলপাত্র বিঃ। <ইং 'mug'. বি। **মগের মুল্লুক**—অরাজক দেশ, যেখানে 'জোর যার মুলুক তার'।

মগজ—মাথার ঘিলু, মস্তিষ্ক। ফা-মু। বি। **মগজ খালি করা**—ক্রমাগত বকিয়া যাওয়া।

মগজি—জামার দোমড়ানো প্রান্ত বা ধার ; জুতার গোড়ালির উপরকার প্রান্ত বা ধার। ফা। বি।

মগধ দক্ষিণ বিহার ; দক্ষিণ বিহারের লোক ; বন্দী, স্তুতিপাঠক। মন্‌গ্ (গমন করা)+অল্ কর্তৃ=মগ, তদুত্তরে ধা (ধারণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

মগধেশ্বর—রাজা জরাসন্ধ ; মগধ দেশের অধিপতি। ৬তৎ। বি ; পু।

মগন—মগ্ন। কপ্র। বিণ।

মগরা—উদ্ধত, দুর্বিনীত ; ধৃষ্ট ; অপ্রবৃত্ত ; অবাধ্য, একগুঁয়ে, একঠোকা। প্রাদে। বিণ।

মগলে—চাহিলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

মগ্ন—১। অন্তঃপ্রবিষ্ট, নিমজ্জিত, ডুবিয়াছে এরূপ ; স্নাত ; নিবিষ্ট, তন্ময় ('ধ্যান—')। মস্‌জ্ (স্নান করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রশমিত, অবর্জিত। বাংপ্র। বিণ।

ইন্দ্রাণী, শচী। মঘবৎ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মঘবা (মঘবন্)—দেবরাজ ইন্দ্র ; জৈন চক্রবর্তী বিঃ। মহ্ (পূজা করা)+কনিপ্ কর্ম। বি ; পু। স্ত্রী—**মঘোনী**।

মঘবান্ (-বৎ)—ইন্দ্র। মঘ (সুখ)+বতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু। স্ত্রী—**মঘবতী**।

মঘা—অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের দশম নক্ষত্র [যুধিষ্ঠিরের রাজ্যকালে এই নক্ষত্রে সপ্তর্ষিগণ অবস্থিত ছিল। তাহার পর কলির প্রবৃত্তি হয়]। মহ্ (পূজা করা)+অল্ কর্ম+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

মঘাভব—১। মঘানক্ষত্রজাত। মঘা হইতে ভব (উৎপন্ন), ৫তৎ ; কিংবা মঘাতে ভব (উৎপত্তি) যাহার, বহু। বিণ। ২। শুক্রাচার্য। বি ; পু।

মঘোনী—ইন্দ্রাণী, শচী। মঘবন্ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মঙ্কুর—মুকুর, দর্পণ। মন্‌ক্ (ভূষিত করা)+উর কর্তৃ। বি ; পু।

মঙ্গল—১। শুভ, কল্যাণ ; কুশল ; সপ্তাহের বার বিঃ ; মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য ('অন্নদা—')। মন্‌গ্ (গমন করা)+অল কর্ম। বি ; স্ত্রী। ২। গ্রহ বিঃ, কুজগ্রহ, Mars. মন্‌গ্+অল কর্তৃ। বি ; পু। ৩। শুভদায়ক। বিণ।

মঙ্গলকামী (-কামিন্)—শুভকামনাকারী, কল্যাণপ্রার্থী, হিতেচ্ছু। উপতৎ ; মঙ্গল—কম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কামিনী**।

মঙ্গলঘট—শুভ পূর্ণঘট। বাংপ্র। বি।

মঙ্গলচণ্ডিকা, মঙ্গলচণ্ডী—ভগবতী, দুর্গা। [ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী খুল্লনা কর্তৃক মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রচারিত হয়।] কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মঙ্গলদাস নাথুভয় (স্যার)—ইনি গুজরাটী শাখার কপোলবেনিয়াজাতি-সম্ভূত। জন্ম ১৮৩২ খ্রীঃ, অক্টোবর মাসে। ১১ বৎসর বয়সে ইনি পিতামহের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। ১৮৫৯ খ্রীঃ ইনি "জাস্টিস্ অব্ দি পীস্" (Justice of the Peace) পদে নিযুক্ত হন। ইনি হোলি-উৎসবের ও বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের নীতিবিগর্হিত আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদের অনেক সংস্কার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বালকবালিকাগণের শিক্ষাকল্পে ইনি বিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। ১০,০০০৲ টাকা ব্যয়ে একটি চিকিৎসালয় ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি বম্বে এসোসিয়েসনকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসর বম্বে ব্যবস্থাপক সভায় অন্যতম

সদস্ত ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ ইনি সি. এস. আই. এবং ১৮৭৫ খ্রীঃ নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ ৯ই মার্চ ইনি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে উইল করিয়া প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা বিবিধ সৎকার্যের উদ্দেশে দান করিয়া যান। অন্যান্য কার্যের সহিত এক্ষণে প্রায় ৫০,০০০৲ টাকা প্রতি মাসে দরিদ্র কপোলিয়াগণকে দান করা হয়।

মঙ্গলপাঠক—স্তুতিপাঠক, স্বস্তিবাচক; বন্দী। ৬তৎ। বিণ।

মঙ্গলমন্দির—১। মঙ্গলরূপ গৃহ, কল্যাণরূপ আলয়। রূপক। ২। মঙ্গলের আধার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মঙ্গলা—১। শুভদায়িকা। মঙ্গল+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা; পতিব্রতা নারী। বি; স্ত্রী।

মঙ্গলাচরণ, মঙ্গলাচার—কর্মারম্ভে শুভজনক ক্রিয়া বা অনুষ্ঠান বিঃ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

মঙ্গলামঙ্গল—শুভাশুভ, ভাল মন্দ। মঙ্গল ও অমঙ্গল, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

মঙ্গল্য ১। শুভকর, শুভজনক; সুন্দর। মঙ্গল+ণ্য। বিণ। ২। অশ্বত্থ; বিল্ববৃক্ষ; নারিকেল বৃক্ষ; শুভসূচক বস্তু, গোরোচনা চন্দন স্বর্ণাদি, মাঙ্গল্য, মাঙ্গলিক। বি; পু। ৩। দধি। বি; ক্লী।

মঙ্গিনী—নৌকা। মঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মচ—কাষ্ঠাদি ভাঙ্গিবার শব্দ। বাংপ্র। অ।

মচকানো—দুমড়াইয়া প্রায় ভগ্ন হওয়া। বাংপ্র। বিণ। বি—**মচকানি**।

মচমচ—চর্বণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

মচমচে—যাহা চিবাইলে মচ মচ শব্দ করে, খাস্তা ভাজা। বাংপ্র। বিণ। [বি।

মচ্ছব—বৈষ্ণবদের ভোজ। <মহোৎসব।

মছলন্দ—সূতা দিয়া বোনা সরু মাদুর বিঃ, প্রায়ই চিত্রিত, মসলন্দ। <আ 'মসনদ'। বি।

মজকুর—১। লিখিত বিবরণ। বি। ২। পূর্বোক্ত। আ-মূ। বিণ।

মজবুত—দৃঢ়, স্থায়ী; নিপুণ, কর্মঠ; টেকসই। আ। বিণ।

মজলিস—সভা; আসর; কর্তাভজার দলের সভা। আ। বি।

মজলিসী—সভার যোগ্য, সভাতে আহ্বানযোগ্য। আ-মূ। বিণ।

মজা—১। কৌতুক, তামাশা, রগড়; আমোদ, আনন্দ, বিস্ময়, আশ্চর্য; কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল; শাস্তি; সুস্বাদ। বি। ২। অতি পক্ব; বেশী পাকা; যাহা বুজিয়া গিয়াছে এমন ('—পুকুর')। বিণ। ৩। অতিপক্ব হওয়া, বেশী রকম পাকা; বিকৃত বা নষ্ট হওয়া; বুজিয়া যাওয়া ('পুকুর —'); উপভোগ্য হওয়া; সুপরিণত ও সুস্বাদু হওয়া; বিপদে পড়া; মোহিত হওয়া; মত্ত হওয়া; মগ্ন হওয়া, ডুবা। বাংপ্র। ক্রি। **মজা উড়ানো**—আমোদে সময় কাটানো। **মজা টের পাওয়া, মজা বুঝা**—পরিণামে কুফল ভোগ করা; কোন কার্যের জন্য পশ্চাতে কষ্ট পাওয়া। **মজা দেখানো**—প্রতিফল দেওয়া।

মজাদার—কৌতুকপ্রদ, আনন্দজনক; স্বাদু। ফা-মূ। বিণ।

মজানো—বেশীরকম পাকানো; বিকৃত বা নষ্ট করা; পতিত করা; মগ্ন করা, ডুবানো, ভজানো; বিপদে ফেলা; নষ্ট করা ('কুল —'); মত্ত করা; মোহিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

মজুত, মজুদ—বিদ্যমান; হস্তে স্থিত; সঞ্চিত। আ-মূ। বিণ।

মজুন্দার, মজুমদার—মৌজাদার, প্রাচীনকালের ভূস্বামীর উপাধি; উপাধি বিঃ; খাজানার হিসাবরক্ষক। ফা। বি।

মজুর—সামান্য শ্রমজীবী। <ফা 'মজদুর'। বি।

মজুরি—মজুরের কর্ম; মজুরের বেতন, পারিশ্রমিক; অলংকারাদি নির্মাণের মূল্য। ফা-মূ। বি।

মজ্জন—অবগাহন; ডুবা; স্নান। মস্জ্ (স্নান করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মজ্জা—অস্থিমধ্যস্থ স্নেহ পদার্থ বিঃ [স্বীয় অগ্নি দ্বারা পরিপক্ব অস্থির যে সারাংশ জন্মে, তাহা ঘনীভূত হইলে মজ্জার উৎপত্তি হয়। ইহা অস্থির অভ্যন্তরে থাকে। মজ্জা পরিপক্ব হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হয়। তাহার একভাগ মজ্জার পোষণ করে, অপর ভাগ ব্যান বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া শুক্রের সহিত সম্মিলিত হয়]; বৃক্ষাদির সার; শাঁস। মস্জ্ (স্নান করা)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

মজ্জাগত—অন্তর্নিহিত, বদ্ধমূল, ingrained ('— কুসংস্কার')। ২তৎ। বিণ।

মজ্জারস—শুক্র, রেতঃ। ৬তৎ। বি; পু।

মঝু—আমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

মঞ্চ—বেদী, টোঙ; মাচা; পর্যঙ্ক, খট্বা, খাট। মন্চ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

মঞ্চক—মঞ্চ (সকল অর্থে)। মঞ্চ+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

মঞ্চশিল্পী (-শিল্পিন্) রঙ্গমঞ্চের রূপসজ্জাকর। ৬তৎ। বি; পু।

মঞ্চস্থ—রঙ্গমঞ্চে অভিনীত; মঞ্চ বা উচ্চস্থানে অবস্থিত। উপতৎ; মঞ্চ—স্থা+ড কর্তৃ। বিণ। [ভাব। বি; ক্লী।

মঞ্জন—মার্জন, মাজা; ঘর্ষণ। মন্জ্+অনট্

মঞ্জরি, মঞ্জরী—পল্লবাঙ্কুর, শীষ; কোরকদলযুক্ত বৃন্ত; মুকুল; লতা। মন্জ্+অল্ ভাব—মঞ্জ; মঞ্জ—রা (গ্রহণ করা)+ই কর্তৃ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মঞ্জরিত—মঞ্জরীযুক্ত; অঙ্কুরিত; মুকুলিত। মঞ্জরী+ইত জাতার্থে। বিণ।

মঞ্জি, মঞ্জী—পল্লবাঙ্কুর, মঞ্জরী, শীষ। মন্জ্ (মার্জন করা)+ই কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

মঞ্জিমা (মঞ্জিমন্)—রম্যতা, মনোজ্ঞতা। মঞ্জু+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

মঞ্জিল, মঞ্জীল—প্রাসাদ, অট্টালিকা, কোটাবাড়ী; মন্দির; এক দিনের গমনযোগ্য পথ। হি। বি।

মঞ্জিষ্ঠা—বস্ত্ররঞ্জন কার্যে ব্যবহৃত স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ লতা। মঞ্জু-স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মঞ্জী 'মঞ্জি' দ্রঃ।

মঞ্জীর—পাদাভরণ, নূপুর। মন্জ্ (শব্দ করা)+ঈর কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

মঞ্জীল—'মঞ্জিল' দ্রঃ।

মঞ্জু—সুন্দর, মনোজ্ঞ; মধুর। মন্জ্ (মার্জন করা)+উ কর্তৃ। বিণ।

মঞ্জুঘোষ—১। মনোহর ধ্বনি। মঞ্জু (মনোহর) যে ঘোষ (ধ্বনি), কর্মধা। বি; পু। ২। মনোহর ধ্বনিবিশিষ্ট। মঞ্জু হইয়াছে ঘোষ (ধ্বনি) যাহার, বহু। বিণ। ৩। বৌদ্ধ ও জৈন দেবতা বিঃ, মঞ্জুশ্রী। বি; পু।

মঞ্জুভাষিণী—১। মধুরবাদিনী। 'মঞ্জুভাষী' দ্রঃ। মঞ্জুভাষিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

মঞ্জুভাষী (-ভাষিন্)—মধুরভাষী, মিষ্টালাপী। উপতৎ; মঞ্জু (মধুর)—ভাষ্ (কথা বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মঞ্জুভাষিণী**।

মঞ্জুর—১। অনুমোদিত, স্বীকৃত, গ্রাহ্য। বিণ। ২। অনুমোদন। আ। বি।

মঞ্জুরি—অনুমোদন, স্বীকৃতি, সম্মতি। আ-মূ। বি।

মঞ্জুল—১। সুন্দর, মনোজ্ঞ; মধুর; সমীচীন। মন্জ্ (মার্জন করা)+উল কর্তৃ। বিণ। ২। শৈবাল; নিকুঞ্জ। বি; ক্লী।

মঞ্জুষা, মঞ্জূষা—সিন্দুক, পেড়া; ঝাঁপি; প্রস্তর, মঞ্জু। মন্জ্ (মার্জন করা)+উষন্, ঊষন্ অধি+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

মধুহাসিনী—মধুরহাস্যবিশিষ্টা। উপতৎ; মধু—হস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মট্—শক্ত জিনিস ভাঙিবার শব্দ। বাংঅ। বি।

মটকা—খড়ো ঘরের চালের মাথা; একপ্রকার রেশমী কাপড়; গুটিকাটা তসর বা রেশম; কপট নিদ্রা; ঘি ইত্যাদি রাখিবার পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

মটকানো—মোটন করা ('আঙুল —'); সশব্দে দুমড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

মটকি—অলিঞ্জর, ঘৃতাদি রাখিবার পাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

মটর—কৃষিজাত কলায় বিঃ। বাংপ্র। বি।

মঠ ছাত্রাদির বাসস্থান, বিদ্যাপীঠ, টোল; দেবালয়, মন্দির; আশ্রম; আখড়া; মন্দিরাকৃতি চিনির ডেলা। মঠ্ (বাস করা)+অল্ অধি। বি; পুং।

মঠধারী (-ধারিন্)—আখড়ার অধিকারী, মঠাধ্যক্ষ; মোহান্ত। উপতৎ; মঠ ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পুং। স্ত্রী· **মঠধারিণী**।

মড়ক—মহামারী। বাংপ্র। বি।

মড়মড়—কাষ্ঠাদি শক্ত পদার্থ ভাঙ্গার শব্দ। বাংপ্র। অ।

মড়া—মৃত নরদেহ, লাশ, শব। বাংপ্র। বি।

মড়াঞ্চে, মড়ুঞ্চে—মৃতবৎসা ('—পোয়াতী')। বাংপ্র। বিণ।

মড়ি—মড়া। বাংপ্র। বি।

মড়িপোড়া—যে শবদাহে উপস্থিত থাকে এমন। বাংপ্র। বিণ।

মণ, মন—৪০ সের পরিমাণ। মা (পরিমাণ করা)+ডণ, ডন করণ। বি; পুং। বিণ—**মণা মণী, মুণে**।

মণকষা, মণকিয়া—মণবিষয়ক গণিত। বাংপ্র। বি।

মণি—বহুমূল্য রত্ন; অকালে উদিত শক্রধনু; মুক্তা; মণিবন্ধ; অলিঞ্জর, জালা। মণ্ (অব্যক্ত শব্দ করা)+ই কর্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী। এই অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে 'মণী'ও হয়।

মণিকর্ণ—কামরূপস্থ শিবলিঙ্গ বিঃ। মণি আছে কর্ণে যাহার, বহু। বি; পুং।

মণিকর্ণিকা—১। মণিময় কর্ণভূষণ। মধ্যপ। ২। কাশীস্থ একটি তীর্থ [এই স্থানে শিবের মণিকর্ণিকা অর্থাৎ মণিময় কর্ণভূষণ পতিত হওয়াতে এই নামে খ্যাত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, চিন্তামণি মহাদেব এই স্থানে মুমূর্ষু সাধুপুরুষগণের কর্ণে তারকব্রহ্ম নাম দিয়া উদ্ধার করেন বলিয়া ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। ইহা বিষ্ণুচক্রে নিখাত বলিয়া চক্রপুষ্করিণী নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। এই স্থানে মণিকর্ণীশ্বর শিব ও বিষ্ণুর পাদুকা আছে]। বি; স্ত্রী।

মণিকাঞ্চন—মুক্তা ও সুবর্ণ, রত্ন ও সোনা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

মণিকাঞ্চনসংযোগ—রত্ন ও সুবর্ণের মিলন; মুক্তা ও সোনার মিলনের ন্যায় অতি মনোহর সংযোজন। মণিকাঞ্চনের সংযোগ, অথবা মণিকাঞ্চনের সংযোগবৎ সংযোগ, ৬তৎ। বি; পুং।

মণিকার—মণিপরিষ্কারক, যে মণি কাটিয়া পালিশ করে, lapidary; মণিব্যবসায়ী, জহুরি, jeweller; ন্যায়চিন্তামণি গ্রন্থকর্তা। উপতৎ; মণি শব্দ—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

মণিকুট্টিম—মণিকোঠা, মণিময় গৃহ; শানবাঁধানো মেঝে। মণিময় কুট্টিম, মধ্যপ। বি; পুং বা ক্লী।

মণিকোঠা—মণিময় অট্টালিকা। <মণিকুট্টিম। বি।

মণিগ্রীব—কুবেরের পুত্র ['নলকুবর' দ্রঃ]। মণি গ্রীবাতে যাহার, বহু। বি; পুং।

মণিত—চুম্বনধ্বনি; রতিকূজিত, রমণকালে স্ত্রীগণের অব্যক্ত শব্দ। মণ্ (কূজন করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

মণিপুর—১। নাভিপদ্ম; তৃতীয় চক্র। ৬তৎ। বি; পুং। ২। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমায় অবস্থিত একটি পূর্বতন দেশীয় রাজ্য। এই দেশের টাটুঘোড়া বলিষ্ঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। "পোলো" (Polo) খেলা মণিপুরে সৃষ্ট হইয়া ভারতে ও ইউরোপে প্রচলিত হইয়াছে। রাজ্যের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে নাগা ও কুকী প্রধান। মণিপুরীরা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। বর্তমান কালের মণিপুরীরা বৈষ্ণব এবং বঙ্গদেশের গোস্বামী মহাশয়দিগের শিষ্য।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, মণিপুর-রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন বিবাহ করেন, পরে অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্ব ধারণ উপলক্ষে চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ ঘটে। ইহার পর বহু শতাব্দী যাবৎ মণিপুরের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। পং (Pong) দেশস্থ সান রাজ্যের বন্ধুস্বরূপে মণিপুর বর্তমান কালের ইতিহাসে প্রথম দেখা দেয়।

১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে পামহেইবা (Pamheiba) নামক জনৈক নাগা মণিপুর-সিংহাসন গ্রহণ এবং হিন্দুধর্ম অবলম্বন করিয়া গরিব নওয়াজ নাম ধারণ করেন। ইনি ব্রহ্মরাজের সহিত অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পরে, ব্রহ্মরাজ মণিপুর আক্রমণ করিলে, মণিপুর-রাজ জয়সিংহ ইংরাজের সাহায্য গ্রহণ করেন (১৭৬২ খ্রীঃ)। ১৮২৪ খ্রীঃ প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইলে, ব্রহ্মসৈন্য কাছাড় ও আসাম আক্রমণ করে। সেই সময়ে মণিপুররাজ গম্ভীরসিংহ ইংরাজের সাহায্যে শত্রুসৈন্য বিতাড়িত করেন। ১৮২৬ খ্রীঃ ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের সন্ধি স্থাপিত হয় এবং মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৮৩৪ খ্রীঃ গম্ভীরসিংহ পরলোকগমন করিলে তাঁহার এক বৎসর বয়স্ক পুত্র চন্দ্রকীর্তি সিংহ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, এবং তৎপিতৃব্য (গরিব নওয়াজের প্রপৌত্র) নরসিংহ অভিভাবক স্বরূপে রাজকার্য পরিচালনকল্পে নিযুক্ত হন। পর বৎসরে মণিপুররাজ্য সম্বন্ধে জনৈক ইংরাজপক্ষীয় পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন। ১৮৪৪ খ্রীঃ নরসিংহের প্রাণসংহার অভিপ্রায়ে একটি ষড়যন্ত্র হয়, এবং চন্দ্রকীর্তি সিংহের মাতা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায় তিনি পুত্রসহ কাছাড়ে পলায়ন করেন। নরসিংহ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া ১৮৫০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। উক্ত অব্দে তাঁহার দেহাবসান ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রাজা বলিয়া ইংরাজকর্তৃক স্বীকৃত হন। ইহার তিন মাস পরে চন্দ্রকীর্তি মণিপুর আক্রমণ করেন এবং দেবেন্দ্র সিংহ কাছাড় অভিমুখে পলায়ন করেন। ১৮৫১ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে চন্দ্রকীর্তি সিংহই আবার রাজা বলিয়া ইংরাজকর্তৃক স্বীকৃত হন।

১৮৭৯ খ্রীঃ নাগাযুদ্ধের সময়ে চন্দ্রকীর্তি সিংহ ইংরাজকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ইহার লোকান্তরগমন ঘটিলে, ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শূরচন্দ্র সিংহ সিংহাসন গ্রহণ করিয়া অন্যতম ভ্রাতা কুলচন্দ্রকে যুবরাজপদে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ অপর ভ্রাতা সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ সিংহ শূরচন্দ্রকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যুবরাজকে অভিভাবকরূপে অধিষ্ঠিত করেন। শূরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিংহাসন বিষয়ক বিবাদ ভঞ্জনার্থে ১৮৯১ খ্রীঃ মার্চ মাসে আসামের চীফ কমিশনার কুইন্টন (Quinton) সাহেব ৪০০ গুর্খা সৈন্য লইয়া মণিপুর গমন করেন। নূতন রাজাকে স্বীকার করা এবং সেনাপতিকে স্থানান্তরিত করাই তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। সেনাপতিকে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হয়, পরে তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু কোন চেষ্টাই ফল হইল না; টিকেন্দ্রজিৎ পলায়ন করিলেন, মণিপুরিগণ ইংরাজের রেসিডেন্সি আক্রমণ করিল।

কুইন্টন সাহেব কিছু সময় লইয়া, তিন চারিজন কর্মচারী সহ নিরস্ত্র হইয়া কথা-বার্তা কহিবার অভিপ্রায়ে মণিপুর দুর্গমধ্যে প্রবেশ করেন এবং সেইখানে নৃশংসভাবে সদলবলে নিহত হন। এই সংবাদ অবগত হইয়া তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউন মণিপুর আক্রমণার্থে সৈন্য প্রেরণ করেন। মে মাসে টিকেন্দ্রজিৎ ও কুলচন্দ্র প্রভৃতি ধৃত হন। বিচারান্তে টিকেন্দ্রজিৎ ও জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং কুলচন্দ্রকে আন্দামান দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। রাজবংশের জনৈক পঞ্চমবর্ষীয় শিশু চূড়চন্দ্রকে মণিপুররাজ বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং ইংরাজের তত্ত্বাবধানে রাজকার্য পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে রাজ্যমধ্যে 'বেগার' প্রথা রহিত হইয়া যায়। ১৯০১ খ্রীঃ লর্ড কার্জন মণিপুর দর্শন করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ মে মাসে চূড়চন্দ্রের হস্তে পূর্ণ রাজভার প্রদান করা হয়, তৎপরে ছয় জন মণিপুরী জনৈক ইংরাজ কর্মচারীর নেতৃত্বে রাজকার্য সম্পাদনে রাজার সাহায্য করিবেন এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। ইম্ফল (Imphal) মণিপুরের রাজধানী।

মণিপুরের কৃষ্ণলীলার যাত্রাভিনয় প্রসিদ্ধ। "কমলে কামিনী" নাটকে দীনবন্ধু মিত্র "রাসলীলা"র অভিনয়ের অবতারণা করিয়া ইহার ইঙ্গিত করিয়াছেন। শেষ রাজবিপ্লবের পরে রাজপরিবার সম্পর্কীয় মহিলাগণের এমন দুরবস্থা ঘটিয়াছিল যে, তাঁহারা কলিকাতা পর্যন্ত আসিয়া কৃষ্ণযাত্রা করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মণিবন্ধ—করগ্রন্থি, হাতের কব্জি, wrist ; পর্বত বিঃ। মণির বন্ধ (বন্ধন) হয় যে স্থানে, বহু। বি ; পু।

মণি বেগম—মীরজাফরের অন্যতমা পত্নী। ইনি প্রথমে দিল্লী শহরে নর্তকীর ব্যবসায় করিতেন, পরে মুর্শিদাবাদে আসিয়া মীরজাফরের দৃষ্টিপথে পতিত হন। ইহার গর্ভজাত দুই পুত্র নজামউদ্দৌলা ও সৈয়ফ-উদ্দৌলা যথাক্রমে মীরজাফরের মৃত্যুর পর মুর্শিদাবাদের নবাবতক্তে আসীন হন। প্রথম পুত্রটি ১৭৬৫ খ্রীঃ হইতে ১৭৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়টি ১৭৬৬ হইতে ১৭৭ খ্রীঃ পর্যন্ত নবাবপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহারা উভয়েই বালক ছিলেন বলিয়া মণি বেগম ইহাদের অভিভাবিকারূপে রাজ-কার্য করিতেন। পরে মীরজাফরের অপরা পত্নী বব্বু বেগমের পুত্র মোবারক-উদ্দৌলা যখন মসনদে বসেন, তখনও মণি বেগম তাঁহার অভিভাবক স্বরূপে কার্য করিতে থাকেন।

১৭৭৫ খ্রীঃ নন্দকুমারের ফাঁসি হইবার পর মহম্মদ রেজা পূর্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে মণি বেগমকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া পদচ্যুত করা হয় এবং ঐ পদে রেজাকে বসান হয়। মীরজাফরের শাসন-কালে মণি বেগম তাঁহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ক্লাইভ ও হেস্টিংস ইহাকে অনুগ্রহ করিতেন। দানশীলতার জন্য ইহাকে সকলে "মাদার-ই-কোম্পানি" অর্থাৎ কোম্পানির মাতা এই নামে অভি-হিত করিত। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা নবাব সরকার হইতে স্বতন্ত্র মাসহারা পাইতেন, তাঁহাদিগকে গদিনাসিন বেগম বলা হইত। মণি বেগম এই শ্রেণীর প্রথম বৃত্তিভোগিনী ছিলেন। ইনি মাসিক ১২,০০০৲ টাকা পাইতেন, ও বব্বু বেগম ৮,০০০৲ টাকা পাইতেন। মীরজাফর ক্লাইভকে যে টাকা প্রকাশ্যভাবে দান করিয়া গিয়াছিলেন, মীরজাফরের মৃত্যুর পর সেই টাকা মণি বেগম ক্লাইভকে পাঠাইয়া দেন। রানী ভবানী মণি বেগমকে একখানি পালকি উপঢৌকন দিয়াছিলেন ; সেই সঙ্গে ৩০ জন বাহক এবং তাহাদের ভরণপোষণার্থে চাকরান জমিও দিয়াছিলেন। সেই জমি এখনও নিজামতভুক্ত আছে। মুর্শিদাবাদ শহরে যে চক মসজিদ আছে, তাহা ১৭৬৭ খ্রীঃ মণি বেগম প্রতিষ্ঠিত করেন। মণি বেগমকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে (১৮১২ খ্রীঃ) কোম্পানি তাঁহার বয়স সংখ্যার অনুসারে তোপধ্বনি করিবার আদেশ করিয়াছিলেন।

মণিভদ্র—যক্ষ বিঃ। মণি ভদ্র (শুভ) যাহার, বহু। বি ; পু।

মণিমধ্য—নবাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

মণিমান্ (-মৎ) -১। মণিযুক্ত, মণি-ভূষিত। মণি + মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, -মতী। ২। কুবেরের সখা ও পার্শ্ব-চর। একদা দলবল সমভিব্যাহারে ইনি কুবেরের সহিত দেবতাদিগের মন্ত্রণাসভা কুশস্থলীতে গমন করিতেছিলেন। যমুনা-তটে তপোরত মহর্ষি অগস্ত্যকে দেখিয় অজ্ঞানতা, মূর্খতা, মোহ ও তমোবশতঃ তদীয় মস্তকে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করেন। ঋষিবর ইহাকে এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, ইনি সদলবলে নরের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন। পাণ্ডবগণ বৎকালে বনবাসী হইয়া গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তৎকালে একদিন মহাবল ভীমসেন পাঞ্চালীর নিমিত্ত পঞ্চবর্ণ পুষ্প আনয়নার্থ গমন করিলে, মণিমানের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে মণিমান্ ভীমের হস্তে নিপাতিত হন। বি ; পু।

মণিসর—মণিময় হার। মণিময় যে সর (মালা), মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মণিহারী—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল দ্রব্য-বিক্রেতা ; নানাবিধ শৌখিন দ্রব্য ব্যবসায়ী বা তৎ-সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বি বা বিণ।

মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (সার, মহারাজ)—কাশিমবাজারের মহারাজ। ইনি পিতা নবীনচন্দ্রের কলিকাতা শ্যামবাজারস্থ বাটীতে জন্মগ্রহণ করেন (১৮৬০ খ্রীঃ)। ইহার ২ বৎসর বয়সের সময় ইহার মাতা ও ১৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহার পিতা পরলোকগমন করেন। ইনি মহারানী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথ রায় বাহাদুরের ভগ্নী গোবিন্দসুন্দরীর পুত্র। কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবুর পরলোকগমনের পর তাঁহার পুত্র রাজাবাহাদুর লোকনাথ ১৩ বৎসর-কাল বংশের প্রতিনিধিস্বরূপে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন (১৮০৪ খ্রীঃ)। বিষয়-সম্পত্তি তাঁহার পুত্র হরিনাথের হস্তে আসে। হরিনাথ ১৮২৫ খ্রীঃ ২৬শে ফেব্রুয়ারী রাজা বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়া ১৮৩২ খ্রীঃ লোকান্তরগমন করেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণনাথ ১৮৪১ খ্রীঃ রাজা বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি শিক্ষাকল্পে অনেক টাকা দান করেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ ৩১শে অক্টোবর তিনি আত্ম-হত্যা করেন। উত্তরকালে তাঁহার বিপুল সম্পত্তি তাঁহার বিধবা পত্নী সুপ্রসিদ্ধা মহারানী স্বর্ণময়ীর হস্তে আসে। ১৮৯৮ খ্রীঃ এই মহীয়সী মহিলার দেহাবসান হইলে তিনি অপুত্রকা বলিয়া তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরানী রানী হরসুন্দরী বিষয়ের অধিকারিণী হন। বারাণসীবাসিনী রানী হরসুন্দরী বৃদ্ধাবস্থায় বিষয়লালসা পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বিষয় তাঁহার দৌহিত্র এবং ভাবী উত্তরাধিকারী মণীন্দ্রচন্দ্রকে দান করেন। গভর্নমেণ্ট ১৮৯৮ খ্রীঃ ৩০শে মে মণীন্দ্রচন্দ্রকে "মহারাজ" বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কে. সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। দয়াদাক্ষিণ্যে, দানশীলতায়, বিনয়ে, আড়ম্বরশূন্যতায়, ধর্মনিষ্ঠায়, সাধারণ হিতকর কার্যে যোগদানে স্বীয় মহানুভবতার পরিচয় পদে পদে দিয়াছেন। ইনি স্বয়ং রাজকার্য পরিদর্শন করিতেন, এবং বিষয়বুদ্ধির প্রাখর্যে সম্পত্তির আরও অনেকাংশে বর্ধিত

করিতে সমর্থ হইয়াছেন। লোকজনের আদর আপ্যায়নে ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ সৌজন্য লক্ষিত হইত। ইঁহার যত্নে ১৯০৭ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে কাশিমবাজারের রাজবাটীতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম প্রাদেশিক সম্মিলন ঘটিয়াছিল। ইঁহারই প্রদত্ত ভূমির উপর এবং অর্থসাহায্যে উক্ত পরিষৎ কলিকাতায় একটি সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্মাণ করিয়াছেন। বর্তমান যুগে ইঁহার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী ভারতে দেখা যায় না। মাতুলের নামানুসারে ইনি বার্ষিক অর্দ্ধলক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে বহরমপুরে প্রথম শ্রেণীর এক কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উহার সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাস ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের জন্যও বৎসরে ১৫ হাজার টাকা ব্যয় হয়। কেবল বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। ইনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ লক্ষ ও বসু বিজ্ঞান মন্দিরে ২ লক্ষ টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ও রংপুর দৌলতপুর কলেজেও প্রভূত অর্থ দান করেন। ইনি বহরমপুর মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য ৪০ হাজার টাকা প্রদান করেন। বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল, মূক বধির বিদ্যালয়, অন্ধদের বিদ্যালয় প্রভৃতিতেও ইনি অর্থসাহায্য করিতেন। ইনি নিয়মিতরূপে ১৫০ জনেরও অধিক ছাত্রের আহার ও বাসস্থান যোগাইতেন। পণ্ডিত ও অধ্যাপকগণের গবেষণায় ইনি মুক্তহস্তে অর্থসাহায্য করিতেন। বেঙ্গল পটারীস লিমিটেড, রাজগাঁও স্টোন ওয়ার্কস্, চাইবাসার চীনামাটির কারখানায় প্রতিষ্ঠা ইঁহার সাহায্যে সম্ভবপর হইয়াছিল। ইনি বরাবর দেশের জনহিতকর আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ৩২ বৎসরে শিক্ষার উন্নতির জন্য এক কোটিরও অধিক টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশের জমিদারগণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হইয়া ইনি বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে প্রেরিত হন, এবং তথায় পূর্ণকাল কার্য করিবার পর উক্ত সভার বেসরকারী সদস্যগণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হইয়া ভারত গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে অধিষ্ঠিত হন ও রাউলাট বিলের প্রতিবাদ করেন। শিল্প-শিক্ষাকল্পে ইনি গভর্নমেন্টের হস্তে এক লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি দান করিয়াছেন। বিধবা মহারানী, একমাত্র পুত্র মহারাজকুমার শ্রীশচন্দ্র নন্দী ও ৪ কন্যা রাখিয়া ১৩৩৬ সালের ২৫শে কার্ত্তিক এই মহাপ্রাণ স্বর্গধামে প্রয়াণ করিয়াছেন।

মণ্টেগু, এডউইন স্যামুয়েল (Edwin Samuel Montague)—ইনি বিলাতের একজন রাজনীতিক, এবং কিছুদিন ভারত সচিবের কাজ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের শাসন-সংস্কার প্রধানতঃ তাঁহারই দান। ভারতের বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড এ বিষয়ে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া এই শাসন-সংস্কার মণ্টফোর্ড স্কীম ও পরে মণ্টফোর্ড রিফর্ম নামে পরিচিত হয়।

মিঃ মণ্টেগু ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লর্ড সোয়েদলিংএর দ্বিতীয় পুত্র। কেম্ব্রিজের ক্লিফটন ও ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পার্লামেন্টে প্রবেশ করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি যথেষ্ট রাজনীতিক প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর পার্লামেন্টারী প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে চারি বৎসর কার্য করেন। ৩১শ বর্ষ বয়সে মিঃ মণ্টেগু ভারত সচিবের আণ্ডার সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন। চারি বৎসর এই পদে যোগ্যতার সহিত কার্য করেন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মণ্টেগু ভারত ভ্রমণে আসেন। কিছুদিন ভারতে থাকিয়া বহু সরকারী কর্মচারী ও ভারতীয় নেতার সহিত আলাপ করিয়া ভারত সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বিলাতে ফিরিয়াই তিনি ইণ্ডিয়া আফিস নূতন করিয়া গঠন করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ফাইনান্সিয়াল সেক্রেটারী টু দি ট্রেজারীর পদে নিযুক্ত হন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অর্থসচিবের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া জানুয়ারী মাসে প্রিভি কাউন্সিলার হন; এবং তৎপরবর্তী মাসে মন্ত্রিসভার সদস্য হন। ঐ বৎসরই মে মাসে তিনি আবার অর্থসচিবের পদে ফিরিয়া আসেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আবার তিনি মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান করেন। জুলাই মাসে তিনি যুদ্ধ-সম্ভার সংক্রান্ত মন্ত্রী (মিনিষ্টার অব মিউনিসন্স) হন। ডিসেম্বর মাসে পদত্যাগ করিয়া অন্য কার্যে ব্যাপৃত হন। ১৯১৭ অব্দের জুলাই মাসে মিঃ লয়েড জর্জ তাঁহাকে ভারত-সচিবের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে ভারতের অবস্থা অত্যন্ত অশান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। এইরূপ অবস্থায় ভারত-সচিবের পদ গ্রহণ করিয়া মিঃ মণ্টেগু ১৯১৭ অব্দের ২০শে অগষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, ভারতবর্ষকে অধিক মাত্রায় স্বায়ত্ত শাসনাধিকার দেওয়া হইবে। এই ঘোষণার অব্যবহিত পরেই লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য মিঃ মণ্টেগু দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। সকল রাজনীতিক সভাসমিতি নিজ নিজ কল্পনানুযায়ী রাজনীতিক অধিকারের দাবি করিতে লাগিলেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কংগ্রেস-লীগের দাবিই সর্বপ্রধান ছিল। মিঃ মণ্টেগু ও বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসিয়া প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের আহ্বানপূর্বক তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া সুবিখ্যাত মণ্টফোর্ড স্কীম প্রস্তুত করিলেন। ইহা লইয়া প্রচুর আন্দোলন হইল। অবশেষে পার্লামেন্টের অনুমোদনক্রমে ১৯১৯ অব্দে তাহা আইনে পরিণত হইল। এই আইনের মিয়াদ দশ বৎসর। ১৯২৯ অব্দে ইহার মিয়াদ অন্তে নূতন বন্দোবস্ত হইবার কথা। এই আইনের নাম ভারত-শাসন-সংস্কার আইন। এই আইন অনুসারে এখন ভারত-শাসনকার্য চলিতেছে। তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের যখন সন্ধি হয়, তখন মিঃ মণ্টেগু ভারত-সচিবরূপে খেলাফতের পক্ষ লইয়া বৃটিশ মন্ত্রিসমাজ ও মিত্রপক্ষীয় রাজনীতিকগণের সহিত অনেক সংগ্রাম করেন। ১৯২২ অব্দের ৯ই মার্চ মিঃ মণ্টেগু ভারত-সচিবের পদত্যাগ করেন। ১৯২৪ অব্দের ১৫ই নভেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

মণ্ড—১। ফেন, মাড়; গাদ; সার; পিচ্ছ। মন্ (পূজা করা ইত্যাদি)+ড কর্ত্তৃ। বি; পুং বা স্ত্রী। ২। দধির মাত। বি; স্ত্রী।

মণ্ডন—১। ভূষণ, আভরণ। মন্ড্‌+অনট্ করণ। বি; ক্লী। অলংকরণ, প্রসাধন। মন্ড্‌+অনট্ ভাব। ৩। অলংকারক, প্রসাধক। মন্ড্‌+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

মণ্ডপ দেবাদিগৃহ; নাটমন্দির; চণ্ডীমণ্ডপাদি; লোকের বিশ্রামগৃহ; চাঁদোয়া, পাণ্ডাল; জনাশ্রয়। মণ্ড—পা+ড কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

মণ্ডল—১। গোল; চক্র; পরিধি, বেষ্টন; স্বস্তিক; সর্বতোভদ্র; অষ্টদল; দেশ; চক্রবাল; রাষ্ট্র, রাজ্য; কৃত্রিম রেখাদি দ্বারা রচিত আসন বিঃ; ধনুর্দ্ধরদিগের স্থান বিঃ; অরিমিত্রাদি দ্বাদশ প্রকার রাজা। মন্ড্‌ (বেষ্টন করা ইত্যাদি) +কল কর্ত্তৃ। বি; ক্লী। ২। সমূহ;

চন্দ্রবিম্ব ; সূর্যবিম্ব। বি ; পু বা স্ত্রী। ৩। কুকুর ; সর্প বিঃ। বি ; পু। ৪। প্রধান ব্যক্তি, মোড়ল ; মাতব্বর প্রজা, সর্দার, চাঁই। বাংপ্র। বি।

মণ্ডলক—সূর্য ও চন্দ্রের মণ্ডল ; বিম্ব ; দর্পণ ; কুষ্ঠরোগ। মণ্ডল+কণ্ যুক্তার্থে। বি ; স্ত্রী।

মণ্ডলনৃত্য—গোল হইয়া নাচা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

মণ্ডলাকার গোলাকার, চক্রাকার। বহ।

মণ্ডলাধীশ, মণ্ডলেশ্বর—চত্বারিংশ যোজন পরিমিত দেশাধিপ ; রাজচক্রবর্তী। মণ্ডলের অধীশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

মণ্ডলী—১। চন্দ্র ও সূর্যের বেষ্টন ; পরিধি ; বৃত্ত ; চক্র ; কুণ্ডল ; দূর্বা। মণ্ডল+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। কুণ্ডলী ; চক্র ; সমূহ। বাংপ্র। বি।

মণ্ডা, মোণ্ডা—১। সুরা, মদ্য ; আমলকী। মণ্ড+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মিষ্টান্ন বিঃ, চক্রাকার সন্দেশ। বাংপ্র। বি।

মণ্ডিত—ভূষিত, সজ্জিত ; মোড়া ; বেষ্টিত। মন্ড্+ক্ত কর্ম। বিণ।

মণ্ডূক ভেক ; মুনি বিঃ। মন্ড+উক কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**মণ্ডূকী**।

মণ্ডোদক—পিষ্টতণ্ডুলমিশ্রিত জল, আলিপনার জল। মণ্ডমিশ্রিত যে উদক (জল), মধ্যপ। বি ; ক্লী।

মৎ - অস্মদ্, আমি, (সমাসযুক্ত হইয়া ব্যবহৃত হয় ; যথা মৎপ্রণীত, মৎকথা)। সর্ব।

মত—আশয়, অভিপ্রায় ; ধারণা, বিশ্বাস, সিদ্ধান্ত ; সম্মতি ; হস্তী ; মেঘ। মন্ (বোধ করা ইত্যাদি)+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

মত–১। অভিপ্রেত ; সম্মত, জ্ঞাত ; সম্মানিত ; কুৎসিত। মন্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মতন, ন্যায়, সদৃশ ; প্রকার ; প্রায়। বাংপ্র। বি।

মতঙ্গ—মেঘ ; জনৈক মুনি। মদ্ (মত্ত হওয়া)+অঙ্গচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

ঋষ্যমূক পর্বতে মতঙ্গ মুনির আশ্রম ছিল। একদা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালী, দুন্দুভি নামক অসুরকে বধ করিয়া সবলে দূরে নিক্ষেপ করেন ; তাহাতে অসুরের শবদেহ নিঃসৃত রক্তবিন্দুসমূহ মুনিবরের দেহকে কলুষিত করে। তজ্জন্য ইনি রুষ্ট হইয়া বালীকে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর বালী ঋষ্যমূক পর্বতে গমন করিলে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবেন।

মতঙ্গজ—গজ, হস্তী। উপতৎ ; মতঙ্গ (মুনি বিঃ)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

মতদ্বৈধ—মতভেদ, মতের ভিন্নতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মতন, মতো—মত, ন্যায়, সদৃশ, প্রায় ; অনুসারে ; যোগ্য ; উপযুক্ত। বাংপ্র। অ।

মতভেদ—মতের পার্থক্য, অভিপ্রায়ের বিভিন্নতা। ৬তৎ। বি ; পু।

মতলব—অভিসন্ধি, উদ্দেশ্য ; কৌশল, ফিকির, উপায়। আ। বি।

মতলববাজ, মতলবী—ফন্দিবাজ ; স্বার্থপর। আ। বিণ।

মতানৈক্য—মতের পার্থক্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মতান্তর—অন্যমত ; মতের গরমিল, মনোমালিন্য। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

মতাবলম্বন—মত মানিয়া চলা। ৬তৎ।

মতাবলম্বী (-লম্বিন্)—মতানুবর্তী মতানুসারে কার্যকারী। উপতৎ ; মত—অব—লম্ব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মতাবলম্বিনী**।

মতামত—১। সম্মতি ও অসম্মতি। মত ও অমত, দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী। ২। অভিপ্রায়, মনন, মানস। বাংপ্র। বি।

মতি–১। বোধ ; বুদ্ধি, জ্ঞান ; স্মৃতি ; ইচ্ছা। মন্ (বোধ করা)+ক্তি ভাব। ২। চিত্ত, মনঃ। মন্+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী। ৩। মন্ত্রী। প্রাঃ কপ্র। বি ; পু। ৪। প্রকার, রকম। বাংপ্র। ৫। মুক্তা। <মৌক্তিক। বি।

মতিগতি ১। মন ও কার্য, অভিপ্রায় ও চেষ্টা। দ্বন্দ্ব। ২। মনের গতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মতিচুর—মিহিদানা। বাংপ্র। বি।

মতিচ্ছন্ন বুদ্ধিনাশ, কুমতি, নির্বুদ্ধিতা। বাংপ্র। বি।

মতিভ্রংশ—বুদ্ধিহীনতা, ভুল, কুবুদ্ধি। মতির (বুদ্ধির) ভ্রংশ (নাশ), ৬তৎ। বি ; পু।

মতিভ্রম—বুদ্ধিহীনতা, ভুল. কুবুদ্ধি। ৬তৎ। বি ; পু। [বিণ।

মতিভ্রষ্ট—ভ্রান্ত ; বোধহীন ; দুর্মতি। ৫তৎ।

মতিভ্রান্তি- বুঝিবার ভুল, বুদ্ধিভ্রংশ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, -**ভ্রান্ত**।

মতিমান্ (-মৎ) - বুদ্ধিমান্। মতি (বুদ্ধি) +মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মতিমতী**।

মতিলাল ঘোষ—'অমৃতবাজার পত্রিকা'র ভূতপূর্ব সম্পাদক। বাং ১২৫২ সালের ১২ই কার্তিক যশোহর জেলার অন্তর্গত অমৃতবাজার নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি খ্যাতনামা ৺শিশিরকুমার ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর। উভয় ভ্রাতার জীবন পরস্পরে এরূপভাবে বিজড়িত যে, একের জীবনকথা আলোচনা করিতে গেলেই অপরের কথা স্বতঃই আসিয়া পড়ে। ভ্রাতৃযুগল যথাসাধ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খ্রীঃ) স্বগ্রামে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' নামে একখানি অতি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। 'হিতবাদী' লিখিয়াছেন, —"সেই পত্র একটি পুরাতন কাঠের প্রেসে মুদ্রিত হইত, শিশিরকুমার ও মতিলাল উভয়ে সেই সংবাদপত্রের সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর এবং কম্পোজিটার ছিলেন। তাঁহারাই সংবাদ সংগ্রহ করিতেন, প্রবন্ধ লিখিতেন, অক্ষর কম্পোজ করিতেন, প্রুফ সংশোধন করিতেন, এবং স্বহস্তে গ্রাহকগণের ঠিকানা লিখিয়া ডাকঘরে দিয়া আসিতেন।" তৎকালে উক্ত পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা অতি অল্প ছিল,—মোট ৫০০ মাত্র। আর সেই পত্রিকা অধুনা সমগ্র ভারতে সর্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় পরিচালিত দৈনিকপত্র বলিয়া সর্বজনকর্তৃক স্বীকৃত। ভ্রাতৃযুগলের অপরিমেয় একনিষ্ঠতা ও নির্ভীক দৃঢ়চিত্ততাই এবংবিধ সাফল্যের মূলীভূত কারণ। ভ্রাতৃযুগল 'পত্রিকা'কেই আপনাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়া তাহার উৎকর্ষসাধনে মনঃপ্রাণ অকপটে নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করিয়াছিলেন বলিয়াই এতাদৃশ সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা' চিরদিনই দুঃস্থ-দরিদ্রের এবং অত্যাচারপীড়িতের বন্ধু। ঘোষভ্রাতৃদ্বয় একদিকে যেরূপ কর্তব্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক ছিলেন, অপরদিকে তদ্রূপ একনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণও ছিলেন। অত্যাচারপ্রিয় বড়লোক ও রাজপুরুষদিগের দোষের কথা ইঁহারা অকুতোভয়ে তীব্র ভাষায় অতি তেজের সহিত প্রকাশ করিতেন, লাঞ্ছনা তাড়নার ভয়ে ভীত হইতেন না। এজন্য ইঁহাদিগকে অনেকবার বিপন্ন হইতে হইয়াছিল, তথাপি ইঁহারা কর্তব্যপথ হইতে অণুমাত্র বিচলিত হন নাই। স্থানাভাব বশতঃ একটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতেছে।

পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবার অল্পকাল মধ্যেই যশোহরের কোন শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষের অন্যায়াচরণের তীব্র সমালোচনা বাহির হয়। তাহাতে উক্ত রাজপুরুষ ঘোষভ্রাতাদের বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ করেন। প্রকাশিত ঘটনা সত্য বলিয়া সপ্রমাণ করিতে পারায় মকদ্দমায় পরিশেষে পত্রিকার জয় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ইঁহাদিগকে প্রায় সর্বস্বান্ত হইতে হয়।

১৮৭২ খ্রীঃ ঘোষভ্রাতারা কলিকাতায়

আসিয়া 'অমৃতবাজার পত্রিকা' বাজালা ও ইংরাজী দুই ভাষায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উভয় ভাষায় লেখাই পূর্ববৎ অতি তেজের সহিত চলিতে লাগিল। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতীত হইল। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইডেন সাহেব বাজালার ছোটলাট হইয়া নানা কলে-কৌশলে ও প্রলোভন দেখাইয়া পত্রিকাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু বিফলপ্রযত্ন হন। পরিশেষে বড়লাট লর্ড লিটন কেবল পত্রিকাকে সংযত ক'রবার অভিপ্রায়ে ছোটলাট ইডেনের পরামর্শে "ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট" (অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র বিষয়ক আইন) বিধিবদ্ধ করেন। কিন্তু ঘোষমহাশয়েরাও অল্প কৌশলী ছিলেন না। তদবধি পত্রিকা নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়া উক্ত আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিল।

স্যর্ লেপেল গ্রিফিন নামে এক রাজপুরুষ মধ্যভারতে বড়লাটের এজেন্ট অর্থাৎ প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি ঘোর অত্যাচারী ও অতি দোর্দণ্ডপ্রতাপ বলিয়া সাধারণে বিদিত ছিলেন। তাঁহার প্রবলপ্রতাপে দেশীয় রাজন্যবর্গ নানাপ্রকারে অবমানিত ও নিগৃহীত হইতেন, এমন কি স্বয়ং বড়লাট বাহাদুরও তাঁহার কার্যের প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। এহেন গ্রিফিনও ঘোষভ্রাতাদের লেখার চোটে হতমান হইয়া পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

১৯১১ খ্রীঃ শিশিরকুমার প্রাণত্যাগ করিলে, মতিলাল ভ্রাতৃশোকে মুহ্যমান হন। ভ্রাতৃযুগলের মধ্যে অকপট একপ্রাণতা ছিল। মতিলাল রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণের ন্যায় জ্যেষ্ঠের একান্ত অনুগত ছিলেন। কিন্তু পত্রিকা-সংক্রান্ত গুরুতর দায়িত্বজ্ঞান ইঁহাকে এতাদৃশ দুর্বিষহ শোকও সংবরণ করিতে বাধ্য করিল। তদবধি পত্রিকার সমস্ত ভারই একমাত্র মতিলালের স্কন্ধে নিপতিত হইল। মতিবাবু অতীব দক্ষতা ও পূর্ববৎ তেজস্বিতার সহিত পত্রিকার পরিচালন করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দ্বাদশ বর্ষকাল একাকী নির্ভীকচিত্তে পত্রিকা সম্পাদনরূপ গুরুশ্রমসাধ্য কর্তব্যপালনের পর বাং ১৩২৯ সালের ১৯শে ভাদ্র মঙ্গলবার এই স্বদেশসেবক মহাপুরুষ স্বী.য় কর্মময় জীবনের অবসান করিয়া অগ্রজের অনুগামী হইয়াছেন।

রাষ্ট্রনীতিবিষয়ে ভারতবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে মতিলাল চরমপন্থী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কদাপি সে দল ত্যাগ করেন নাই। বঙ্গভঙ্গ-জনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময়, (১৯০৫—৬ খ্রীঃ) অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ নির্বাসিতগণের তালিকায় মতিলালেরও নাম ছিল; ইনি তাহা জানিতেও পারিয়াছিলেন, তথাপি আপনার মতের পরিবর্তন করেন নাই। ইঁহার মৃত্যুতে বঙ্গীয় সংবাদপত্রসেবকগণের মধ্যে যে স্থান শূন্য হইয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালেও পূর্ণ হইবে কিনা সন্দেহ।

মতিলাল নেহেরু—পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কাশ্মীরী সারস্বত ব্রাহ্মণবংশজাত। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে দিল্লী নগরে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দিল্লী নগরের কোতোয়াল ছিলেন। কানপুরে গভর্নমেণ্ট উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি এলাহাবাদের মুয়ার কলেজে ভরতি হন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, স্যার সুন্দরলাল প্রভৃতি কলেজে তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। বি-এ পরীক্ষা না দিয়া পণ্ডিত মতিলাল আইন অধ্যয়ন করিতে যান; এবং তিন মাসের মধ্যে হাইকোর্টের আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল কানপুরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিন বৎসরের মধ্যেই তিনি ওকালতি ব্যবসায়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি এলাহাবাদ হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করিতে আরম্ভ করেন। পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যেই তিনি হাইকোর্টে এডভোকেটগণের অগ্রগণ্য হইয়া উঠেন। সেই হইতে তিনি উত্তর ভারতে সর্বপ্রধান উকীল বলিয়া পরিচিত। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে নেতার আসন পরিগ্রহ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে মাতৃভূমির সেবায় আত্মবিনিয়োগ করেন। কি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে, কি রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি দরিদ্র দেশবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু। সংবাদপত্রের ও বক্তৃতার স্বাধীনতা রক্ষার্থ তিনি অকুতোভয়ে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন।

পণ্ডিত মতিলাল যৌবনে কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভ তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল আন্দোলন আরম্ভ হইলে তি.নি তাহাতে যোগ দেন।

এযাবৎ মতিলাল মধ্যপন্থীদের মুখপত্র "লীডারের" অন্যতম পরিচালক ছিলেন। এই সম.য় "ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট" নামে একখানি জাতীয় দৈনিক পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মতিলাল তাহার পরিচালক সঙ্ঘের সভাপতি হন।

হোমরুল আন্দোলন অচিরে প্রশমিত হইল, দেশ শান্ত হইল, ভারত-সচিব ঘোষণা করিলেন, ভারতবর্ষকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে। এই কথায় দেশের অনেক নেতা আশ্বস্ত হইলেন; কিন্তু এমন সময়ে পঞ্জাবে এক রাজনীতিক দুর্ঘটনা ঘটে, পণ্ডিত মতিলাল উহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ঐ বৎসর কংগ্রেসের সভাপতি হন। মণ্টফোর্ড আইন পাস হইলে নেহেরু যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিলেন। কাউন্সিলের সদস্যরূপে তিনি বিলক্ষণ তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৯১৯ অব্দে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দুইটি বিল পাস হইয়া আইনে পরিণত হয়। সমগ্র ভারতবাসীর আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া আইন পাস হয়। অন্যান্য নেতার সহিত পণ্ডিত মতিলাল তীব্র ভাষায় ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের ঘটনাবলীর সম্বন্ধে কংগ্রেস যে তদন্ত কমিটি গঠন করিয়াছিলেন, মিঃ নেহেরু তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে পণ্ডিত নেহেরু ও দেশবন্ধু সি. আর. দাশ মহাত্মাজীর সমর্থন করেন। এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার দরুন উভয়কেই বহু ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কংগ্রেসের ভলাণ্টিয়ারদের শপথ-পত্রে স্বাক্ষর করার দরুন ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর পণ্ডিতজী গ্রেপ্তার হন ও তাঁহার কয়েক মাস কারাদণ্ড হয়। অতঃপর পণ্ডিতজী কংগ্রেসের সেক্রেটারী হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি হন। সামাজিক ব্যবহারে পণ্ডিতজী উদার মতাবলম্বী। বিলাতযাত্রা, অবরোধ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গোঁড়াদের দলভুক্ত নহেন। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা ইত্যাদি ব্যাপারে তিনি বিলক্ষণ উৎসাহী। দেশবন্ধু স্বরাজ্যদল গঠন করিলে পণ্ডিত নেহেরু স্বরাজ্যদলে যোগ দেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তিনিই নিখিল-ভারতী.য় স্বরাজ্যদলের নেতৃপদ গ্রহণ করেন। ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতবাসী শাসনতন্ত্রের ঠিক মুসাবিদা করিতে পারে না এই উক্তি করিলে, ভারতবর্ষে কিরূপ শাসনতন্ত্র প্রচলিত হওয়া উচিত তাহার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয় ও তিনি তাহার সভাপতি হন। ঐ কমিটিপ্রণীত বিখ্যাত রিপোর্টের নাম নেহেরু রিপোর্ট।

উহাতে ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের ন্যূনতম দাবি জানানো হইয়াছে। অতঃপর ইনি গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভা বর্জন করিয়া ঐ আন্দোলনে যোগদান করেন। ঐ আন্দোলনের মধ্য সময়ে ইং ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

মতিলাল রায়　১। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাতশালা গ্রামে ১২৪৯ সালে ২১শে মাঘ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম মনোহর রায়। ইহারা বারেন্দ্র-শ্রেণীর শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ। গ্রাম্য পাঠশালায় পাঠারম্ভ করিয়া মতিলাল প্রথমে নবদ্বীপের মিশনারি স্কুলে পরে বারাসতের এণ্ট্রান্স স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বাঙ্গালা রচনা করিতেন। ইনি কলিকাতা জোড়াসাঁকো থানায় কিছুদিন কেরানীগিরি করিয়া পরে চক ব্রাহ্মণগড়িয়ায় ও নবদ্বীপের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। অতঃপর কিছুদিন জেনারেল পোস্ট আফিসেও কার্য করিয়াছিলেন। সেই সময় ইনি ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত প্রভাকর পত্রে কবিতা লিখিতেন। পরে ইনি একখানি নাটক রচনা করেন। দোগাছিয়ানিবাসী হরিনারায়ণ রায়চৌধুরী ইহাকে যাত্রা দলের নিমিত্ত একখানি নাটক লিখিতে অনুরোধ করেন। ঐ সময় হইতেই হরিনারায়ণের যোগে মতিলাল যাত্রার দল বাঁধেন। পরে ঐ দল ভাঙ্গিয়া গেলে মতিলাল স্বয়ং নবদ্বীপে দল প্রতিষ্ঠিত করেন। নবদ্বীপে পোড়া-মাতার সম্মুখে তাঁহার দলের প্রথম গাওনা হয়। ক্রমে যাত্রার দলে ইহার খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যাত্রার দল করিয়া ইনি কিছু জমিদারিও করিয়াছেন। যাত্রার দল করিয়া এরূপ খ্যাতি ও অর্থোপার্জন গোবিন্দ অধিকারী ও রাধাকৃষ্ণ দাসের পর আর কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। ইনি রাম-বনবাস, রাবণ-বধ, ভীষ্মের শরশয্যা, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, নিমাই সন্ন্যাস, কর্ণবধ, গয়াসুরের হরিপাদপদ্মলাভ প্রভৃতি অনেকগুলি পালা রচনা করিয়াছিলেন। ১৩১৫ সালে কাশীধামে ইহার দেহত্যাগ হয়।

২। প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি প্রথম জীবনে বিপ্লবী রূপে চন্দননগরে ছিলেন। পরে তিনি প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন।

মতিলাল শীল—১১৯৮ সালে (১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতা কলুটোলায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম চৈতন্যচরণ শীল। বাল্যে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ইনি বাঙ্গালা লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়া গবর্নমেণ্টের কেল্লার কেরানী ও গুদামসরকারের কর্মে নিযুক্ত হন। এই কার্য করিতে করিতেই কর্ক ও বোতলের ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান্ হন। পরে কেল্লার কাজ ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ড হইতে যে সকল জাহাজ কলিকাতায় আসিত, তাহার কাপ্তেন সাহেবদের মুচ্ছুদ্দি হন, এবং জাহাজে যে সকল দ্রব্য আসিত, তাহা বেচিয়া দিয়া ও তাহাদিগকে এতদ্দেশীয় দ্রব্য কিনিয়া দিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করেন। অতঃপর (১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে) ইনি তিনটি হৌসের অর্থাৎ ইউরোপীয় বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ হন, এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসায় আরম্ভ করেন। প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া এতদ্দেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে ইনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা শহরে "শীলস্ ফ্রি কলেজ" স্থাপন করেন। প্রথমে ইহার বেতন এক টাকা ছিল, পরে ইহা অবৈতনিক হয়। এই কলেজে মাসিক প্রায় ৫০০ শত টাকা ব্যয় হইত। ইহার জন্য ইনি যথেষ্ট টাকা মূলধন-স্বরূপে প্রদান করেন। ইনি ১৮৪৬ খ্রীঃ পূর্ববঙ্গ রেলওয়ের বেলঘরিয়া স্টেশনের নিকট একটি অতিথিশালা স্থাপন করেন। ইহাতে প্রায় ৪০০ শত অতিথি পান ভোজন লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। কলিকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপন জন্য ইনি বিস্তৃত ভূমিখণ্ড দান করেন। হিন্দু-ধর্মে ইহার সবিশেষ আস্থা ছিল, এবং কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া ইহার শরণাগত হইলে ইনি তাহার বিপদ্ উদ্ধারের জন্য প্রাণপণ করিতেন। পরোপকার ইহার ব্রতস্বরূপ ছিল। ১২৬১ সালে (১৮৫৪ খ্রীঃ ২০শে মে) ৬৩ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে ইনি দেহত্যাগ করেন।

মতিস্থিরতা, -স্থৈর্য—চিত্তের স্থিরতা, বুদ্ধির অবিচলতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী, ক্লী।

মতিহীন—বুদ্ধিহীন, বোধশূন্য, অবোধ; দুর্মতি, পাপাশয়। ৩তৎ। বিণ।

মৎকুণ—শয্যাকীট, ছারপোকা; শ্মশ্রুহীন পুরুষ, মাকুন্দো; নারিকেল। মদ্ ক্বিপ্ ক—মৎ, তদুত্তরে কুণ্ (শব্দ করা)+অন্ কর্ত্তৃ, নিপাতনে। বি; পু।

মত্ত—আনন্দিত, হৃষ্ট; বিহ্বল, মাতাল; অনবহিত; গর্বিত প্রমত্ত; উন্মত্ত ক্রুদ্ধ; অত্যন্ত আসক্ত বা নিবিষ্ট। মদ্ (মত্ত হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

মত্ততা—মাতলামো; উন্মাদ, পাগলামি; অস্থিরচিত্ত, উত্তেজনা। মত্ত+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মত্তা—১। আনন্দিতা; বিহ্বলা; উন্মত্তা; ক্রুদ্ধা; অত্যাসক্তা। মত্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশাক্ষর ছন্দঃ; সুরা। বি; স্ত্রী।

মৎস—মৎস্য, মাছ। মদ্ (মত্ত হওয়া)+স করণ। বি; পু।

মৎসর—১। ক্রোধ; দ্বেষ; অসূয়া; পরশ্রী-কাতরতা; আত্মধিক্কার। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি)+সরন্ কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। ক্রুদ্ধ; পরশ্রীকাতর। বিণ।

মৎসরতা, -ত্ব মাৎসর্য, অসূয়া, পরশ্রী-কাতরতা। মৎসর+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

মৎসরী (-রিন্)—ক্রোধী; পরশ্রীকাতর; দুর্জন, ক্রূর। মৎসর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মৎসরিণী**।

মৎসী—স্ত্রী-মীন, মেয়ে-মাছ। মৎস বা মৎস্য +ঙীপ্। বি; স্ত্রী।

মৎস্য—মীন, মাছ; প্রাচীন দেশ বিঃ, বিরাট রাজ্য; পুরাণ বিঃ; বিষ্ণুর দশাবতারের প্রথমাবতার ['দশাবতার' দ্রঃ]। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+স্যন্ করণ। বি; পু।

মৎস্যগন্ধা—ব্যাসদেবের জননী, দাশরাজ-কন্যা সত্যবতী ['সত্যবতী' দ্রঃ]। মৎস্যের গন্ধের ন্যায় গন্ধ যাহার, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

মৎস্যজীবী (-জীবিন্)—ধীবর, জেলে। উপতৎ; মৎস্য—জীব্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

মৎস্যধানী—মাছের চুপড়ি, পেতে, খালুই। [৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মৎস্যনীতি, -ন্যায়—মৎস্যের তুল্য পরস্পর হনন; অরাজকতা ও নরহত্যা। বি; স্ত্রী ও পু।

মৎস্যরঙ্গ—মাছরাঙ্গা পাখি। মৎস্যে রঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু।

মৎস্যরাজ—১। রোহিত মৎস্য, রুইমাছ। মৎস্যদিগের মধ্যে রাজা (প্রধান), ৭তৎ। ২। বিরাট রাজা। মৎস্যের (মৎস্য-দেশের) রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

মৎস্যাশী (-শিন্)—মৎস্যভোজী, মাছ খায় এরূপ। উপতৎ; মৎস্য—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মৎস্যাশিনী**।

মৎস্যোদরী—মৎস্যগন্ধা, ব্যাসদেবের জননী ['সত্যবতী' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

মথন—১। বিনাশ; মন্থন, বিলোড়ন; ক্লেশ। মথ্ (বিলোড়ন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। উপক্রমণিকা, ভূমিকা, গোড়া বাঁধুনী; শিরোলিপি, হেডিং। বাংপ্র। ব্রি।

মথনি—একরকম চাটনি। প্রা কপ্র। বি।

মথনী—মন্থনদণ্ড। মথ্‌+অনট্‌ করণ+ ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মথিত—বিলোড়িত, বিনাশিত, হত ; পীড়িত, ক্লেশিত। মথ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

মথী (মথিন্‌)—মন্থনদণ্ড। মথ্‌ (বিলোড়ন করা)+ইন্‌ করণ। বি ; পু।

মথুরা বা মথূরা—উত্তরপ্রদেশস্থ আগ্রা বিভাগের একটি জেলা ও শহর। জেলাটি যমুনা নদীর উভয় পারে অবস্থিত। কৃষ্ণলীলার সহিত জড়িত বলিয়া হিন্দুর চক্ষে মথুরা অতীব পবিত্র স্থান। মথুরা চৌরাশী ক্রোশ পরিমিত ব্রজমণ্ডলের অন্তর্গত। বি ; স্ত্রী।

মহাদেবভক্ত মধুদৈত্য স্বীয় নামানুসারে মধুপুরী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। মধুর পুত্র লবণের অত্যাচারে প্রপীড়িত ঋষিগণ শ্রীরামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে, রাম-কনিষ্ঠ শত্রুঘ্ন লবণশাসনে প্রেরিত হন। লবণ-বধান্তে শত্রুঘ্ন মধুপুরীতে লোক আনাইয়া বাস করান। সেই সময় হইতে মধুপুরী "মধুরা" বা "শূরসেনী" নামে খ্যাত হয়। রামায়ণে "মথুরা" নাম নাই। মহাভারত ও পুরাণগুলিতে এই নাম পাওয়া যায়। বৃন্দাবন বা ব্রজ নামও কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই ; পরবর্তী কালে এই নামকরণ হইয়াছে। শত্রুঘ্ন-প্রতিষ্ঠিত শূরসেন রাজ-ধানী "মধুরা" প্রসারিত হইয়া ক্রমশঃ যমুনাতীর পর্যন্ত আসিয়া পড়ে ; সেই সঙ্গে যাদবগণ পূর্ব স্থান হইতে একটু অগ্রসর হইয়া যমুনাতীরে রাজধানী স্থাপন করেন এই নূতন রাজধানী "মথুরা" নাম ধারণ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন-প্রতিষ্ঠিত "মধুরা" ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া অরণ্যে পরিণত এবং 'মধুবন' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। শূরসেনগণের অভ্যুদয়ের পূর্বে মথুরায় শৈবধর্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-কাল হইতে এখানে "ভাগবত" ধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। মথুরায় শৌবেগণের কুলদেবতা সূর্যদেব ; সুতরাং এখানে সৌরধর্ম যে একসময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হয়। মৃত্তিকামধ্য হইতে উদ্ধৃত পুরাকীর্তিপরীক্ষায় অবগত হওয়া গিয়াছে যে, অন্ত এক সময়ে মথুরা জৈনগণের তীর্থস্থান বলিয়া সম্পূজিত হইত। বুদ্ধদেবের শিষ্যগণ মথুরায় তৎ-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম অনেক দিন যাবৎ সজীব রাখিয়াছিলেন। উপগুপ্ত ও অশোক প্রতিষ্ঠিত স্তূপ ও মঠাদির চিহ্ন এখনও কিয়দংশে মথুরায় পরিলক্ষিত হয় খ্রীষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে ফাহিয়ান এবং ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন্‌থ্‌ সাং মথুরা পরিভ্রমণ করিয়া তৎকালীন অবস্থিত বৌদ্ধ কীর্তিকলাপ দর্শন ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। খ্রীঃ ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে এইখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম পুনঃ স্থাপিত হয়। ১০১৭ খ্রীঃ গজনীর মামুদ মথুরা আক্রমণ করিয়া বহুল পরিমাণে ইহাকে হতশ্রী করিয়া যান। দাসরাজ কুতবুদ্দিনের রাজত্বকালে মথুরা দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে লোদী-বংশীয় সুলতান সেকন্দর মথুরার দেবমূর্তি ও দেবালয়ের দুর্দশার একশেষ করিয়া-ছিলেন।

সম্রাট্‌ আকবরের রাজত্বকালে মথুরায় হিন্দুগণ কতকটা অত্যাচারের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান এবং কৃষ্ণলীলার স্থানগুলি নির্ধারণের এবং নূতন মন্দির নির্মাণের অবসর পান। জাহাঙ্গীর পিতৃনীতির অনুসরণ করিয়া-ছিলেন। ১৬৫০ খ্রীঃ ট্যাভার্নিয়ে (Ta-vernier) ও ১৬৬৩ খ্রীঃ বার্নিয়ে (Ber-nier) মথুরা দর্শন করিয়া তল্লিখিত গ্রন্থদ্বয়ে এক প্রকাণ্ড দেবমন্দিরের উল্লেখ করেন। এইটি ৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত কেশবদেবের মন্দির। আওরঙ্গ-জেব এই মন্দির ভগ্ন করেন এবং তাহার উপকরণে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ভগ্নাবশেষের সন্নিকটে ছোট একটি মন্দিরে অধুনা কেশবদেব বিরাজিত।

১৮০৪ অব্দে মথুরা জেলা ইংরাজরাজ্য-ভুক্ত হয়।

মথুরা শহর যমুনার দক্ষিণ তীরে অব-স্থিত। যমুনাতীর বহুসংখ্যক মন্দিরে শোভিত। যমুনার অনেকগুলি ঘাট আছে ; তন্মধ্যে বিশ্রামঘাট বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। এই ঘাটে সান্ধ্য আরতি অতিশয় মনোরম দৃশ্য। কৃষ্ণলীলার অনেক নিদ-র্শনস্থান শহরে বিদ্যমান, যথা কংসটিলা (যেখানে কংস অনুচরগণের সহিত কৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক পরাভূত হইয়া নিহত হন) ; কংস-কারাগার (যেখানে বসুদেব দেবকীর সহিত বন্দীভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং যেখানে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন)। আধুনিক হর্ম্যগুলির মধ্যে "যমুনাবাগ" ও "হার্ডিং গেট" উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি মথুরানিবাসী শেঠগণের কীর্তি : ইহা একটি সুরম্য উদ্যানবাটিকা। দ্বিতীয়টি ভারতের গভর্নর-জেনারেল প্রথম লর্ড হার্ডিং কর্তৃক বহু ব্যয়ে নির্মিত হয় ইহার উপরিভাগে একটি সুবৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র অবস্থিত। জয়পুরাধিপতি জয়সিংহ ভারতের স্থানে স্থানে যে সকল মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাদের অন্যতম মথুরায় স্থাপিত হয়। টলেমী মথুরাকে মেডৌরা (Medowra) নামে এবং প্লিনী ও আরিয়ান ইহাকে মেথোরা (Methora) নামে অভিহিত করিয়াছেন। [বি ; পু।

মথুরেশ—শ্রীকৃষ্ণ। মথুরার ঈশ, ৬তৎ।

মথূরা—'মথুরা' দ্রঃ।

মথ্যমান—যাহা মথিত হইতেছে এরূপ। মথ্‌ (বিলোড়ন করা)+শান কর্ম। বিণ।

মদ—১। আনন্দ, হর্ষ ; আনন্দজনিত সম্মোহ ; মদরাগ, মত্ততা ; উন্মাদ। মদ্‌ (হৃষ্ট হওয়া ইত্যাদি)+অল্‌ ভাব। ২। গর্ব ; মদ্য ; রেতঃ ; কস্তূরী ; করিগণ্ডস্থলাদি-জনিত ঘর্ম। মদ্‌+অল্‌ করণ। বি ; পু।

মদকট—১। মত্তহস্তী ; ষণ্ড ; ষাঁড়। মদ শব্দ —কট্‌+অন্‌ কর্তৃ। বি ; পু। ২। মদোন্মত্ত। বিণ।

মদকল—মত্ত হস্তী। বি ; পু। ২। মত্ততা-জন্য মধুরাস্ফুট শব্দকারী ; মদমত্ত। মদ-পূর্ণ কল (ধ্বনি) যাহার, বহু। বিণ।

মদখোর—মদ্যপানে আসক্ত। বাংলা। বিণ।

মদগর্ব—মদজনিত গর্ব ; মত্ততা জন্য অহং-কার। মধ্যপ। বি ; পু।

মদন—১। কন্দর্প, কামদেব ; বসন্তকাল ; বকুল গাছ ; ভ্রমর ; বৃক্ষ বিঃ, ময়না গাছ ; ধুতুর বৃক্ষ, ধুতুরা গাছ। ণিজন্ত মদ্‌—মদি (মত্ত করা)+অন কর্তৃ। বি ; পু। ২। মত্ততাজনক। বিণ।

মদনগোপাল—শ্রীকৃষ্ণ। মধ্যপ। বি ; পু।

মদনচতুর্দশী—চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশী। মধ্যপ। বি স্ত্রী।

মদনত্রয়োদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মদনদহন—শিব। মদনের দহন (দাহ-কারী), ৬তৎ। বি ; পু। [মদন ইন্দ্রের আদেশে মহাযোগী শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে উদ্যত হইলে, মহাদেব রোষে তৃতীয় নেত্রনির্গত অগ্নি দ্বারা মদনকে ভস্ম করিয়াছিলেন।]

মদনদ্বাদশী—চৈত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মদনধর্ম—রতিক্রীড়া। ৬তৎ। বি ; পু।

মদনমন্দির—পয়োধর, স্ত্রী-স্তন। মদনের মন্দির (আবাসস্থান), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মদন মাষ্টার—ইনি যাত্রার দলের একজন প্রসিদ্ধ অধিকারী ছিলেন। ফরাসডাঙ্গায় ইহার দল ছিল। ইনি অনেকগুলি যাত্রার পালা রচনা করেন। যাত্রার দলে ইহার বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। ইহার মৃত্যুর পর বউ মাষ্টার নামে ইহার দল চালিত হইয়াছিল।

মদনমোহন—১। শ্রীকৃষ্ণ। মদনের মোহন, ৬তৎ। বি; পু। ২। অতি সুন্দর। বিণ।

মদনমোহন তর্কালংকার—প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও কবি। ১২২৩ সালে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী বিল্বগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়। বাল্যে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তথায় ব্যাকরণ, সাহিত্য, দর্শন, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কলেজে অধ্যয়নকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। পাঠাবস্থাতেই ইনি রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন। শিক্ষাশেষে ইনি প্রথমে গভর্নমেণ্ট পাঠশালায় ১৫ টাকা বেতনে কার্য করেন। পরে যথাক্রমে বারাসত গভর্নমেণ্ট বিদ্যালয়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ এবং কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের কার্যে নিযুক্ত হন। অতঃপর কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ৯০৲ টাকা বেতনে কিছুদিন সাহিত্যাধ্যাপকের কার্য করেন। কিন্তু কলিকাতার জলবায়ু অসহ্য হওয়ায় ইনি দেড়শত টাকা বেতনে মুর্শিদাবাদে জজ-পণ্ডিতের কার্য গ্রহণ করেন এবং ছয় বৎসর এই কার্যে নিযুক্ত থাকিয়া শেষে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ইঁহার রচিত ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ শিশুশিক্ষা সর্বজনবিদিত। ইনি সর্বশুভকরী নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ২৭শে ফাল্গুন মুর্শিদাবাদ কান্দিতে বিসূচিকা রোগে ইনি প্রাণত্যাগ করেন।

মদনমোহন মালব্য—মালব দেশ হইতে একটি শিক্ষিত পরিবার মীর্জাপুর, এলাহাবাদ ও বারাণসীতে আসিয়া বাস করেন। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এই সম্রান্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের একজন বংশধর। মদনমোহনের পিতামহ প্রেমধর ও পিতা ব্রজনাথের এলাহাবাদে পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল। পণ্ডিত ব্রজনাথ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্করণ রচনা করিয়াছিলেন।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর এলাহাবাদে মদনমোহনের জন্ম হয়। কিছুদিন নিজ গৃহে হিন্দী ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিবার পর মদনমোহন স্কুলে গমন করেন এবং জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ইনি এলাহাবাদ মুয়ার কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. উপাধি লাভ করেন। ইনি কলিকাতার প্রথম কংগ্রেসে যোগদান করেন ও এই সময়ে কিছুদিন "হিন্দুস্থানী" নামে একখানি দৈনিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্লীডারশিপ পরীক্ষা দিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত হাইকোর্টের এল. এল-বি. উপাধি লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ আধা-রাজনীতিক, আধা-সামাজিক ভাবে "হিন্দু-সমাজ" নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর হিন্দুগণকে একতাবদ্ধ করা এই সমাজের উদ্দেশ্য ছিল।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে মদনমোহন যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার হইবার পরও ইনি কাউন্সিলে পুনর্নির্বাচিত হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসে যোগ দিবার পর একবারও বোধ হয় ইনি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন নাই। বৈধ আন্দোলনের দ্বারা অধিকতর রাজনৈতিক অধিকার লাভ ইঁহার জীবনের মূল উদ্দেশ্য। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের বিকেন্দ্রীকরণ কমিশনে সাক্ষ্যদানকালেও এ বিষয়ে ইঁহার মনোভাব প্রকাশ করিতে ইনি বিরত হন নাই। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত লর্ড মর্লের ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়। মদনমোহন ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত মদনমোহন লাহোর কংগ্রেসের সভাপতিপদে বৃত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে পণ্ডিতজী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগ দিতে আরম্ভ করেন। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ইনি প্রস্তাবিত মুদ্রাযন্ত্র-বিধানের প্রতিবাদ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে ভোট দেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহমূলক সভাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি সভায় উপস্থাপিত হইলে পণ্ডিত মদনমোহন তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় গোখলে মহোদয় প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপন করিলে পণ্ডিতজী তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিয়া তাহার সমর্থন করেন। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার পক্ষে ইনি ওজস্বিনী ভাষায় মত প্রকাশ করেন।

ভারতের বাহিরে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিক প্রেরণের বিরুদ্ধে লর্ড হার্ডিংএর আমলে পণ্ডিত মদনমোহন এমন সুযুক্তিপূর্ণ তেজস্বিনী ভাষায় এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করেন যে, লর্ড হার্ডিং ঐরূপ ব্যবস্থা রহিত করিতে কৃতসংকল্প হন।

বারাণসীতে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন মদনমোহনের এক বিরাট কীর্তি। ইহার জন্য ইনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া ইঁহার হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা সফল করিয়া তুলিয়াছেন। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়া অর্থসংগ্রহ করিয়া, ব্যবস্থাপক সভায় আইন প্রণয়ন করাইবার জন্য ইনি যে পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার তুলনা হয় না। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিলে ইনি ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পার্শ্বরক্ষার্থ উদ্বোধিত করেন।

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে মণ্টফোর্ড স্কীম প্রকাশিত হইলে উহার আলোচনার জন্য সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হয় এবং পণ্ডিত মালব্য উহাতে যোগ দেন। ইহার পর দিল্লীতে যে কংগ্রেস হয়, পণ্ডিত মালব্য উহার সভাপতি হন।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ভারত গবর্নমেণ্ট ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমিশন গঠন করেন। সার টমাস হল্যাণ্ড তাহার সভাপতি এবং পণ্ডিত মদনমোহন অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। রৌলাট বিল পাস হইবার সময় মদনমোহন তীব্রভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবার পর মদনমোহন পঞ্জাবের সামরিক শাসন সম্বন্ধে তদন্তের জন্য কংগ্রেসের একটি সাব-কমিটি গঠন করেন। এই ব্যাপারে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, দেশবন্ধু সি. আর. দাস, মিঃ আব্বাস তায়েবজী, মিঃ এম. আর. জয়াকর এবং স্বয়ং মিঃ গান্ধী ইঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই তদন্তের ফলে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সাধারণের গোচর হয়। বৃটিশ উপনিবেশসমূহে ভারতবাসীদের দুর্দশা ও লাঞ্ছনার প্রতিকারের জন্যও ব্যবস্থাপক সভায় পণ্ডিত মদনমোহন বহু চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি হিন্দু মহাসভার একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। ইঁহারই বিশেষ চেষ্টা ও যত্নে হিন্দু মহাসভা বিশেষ শক্তিশালী হইয়াছে। ইনি ভারতের হিন্দুদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুদ্ধি-সংগঠন, অস্পৃশ্যতা-বর্জন ইঁহার প্রধান কার্য ছিল। একজন্য ইনি নিজের প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইনি একজন উদারহৃদয় দেশ-সেবক ও সমাজ-সংস্কারক। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়াও কোনরূপ গোঁড়ামির প্রশ্রয় দেন নাই। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মদনরিপু—মহাদেব। ৬তৎ। বি; পু।

মদনশর—কন্দর্পের বাণ। ৬তৎ। বি; পু।

মদনা, মদনী—সুরা, মদ্য। ণিজন্ত মদ—মদি+অন কর্তৃ+আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মদনোৎসব—বসন্তোৎসব, হোলাকা, হলি, দোল। মদনের (বসন্তকালের) উৎসব, ৬তৎ। বি; পু।

মদমত্ত—মদ্যপানে জ্ঞানহীন, মাতাল, নেশায় বিভোর; অহংকারে উন্মত্ত, গর্বিত; গণ্ডাদি হইতে নিঃসৃত ঘর্ম জন্য ক্ষিপ্তপ্রায় (হস্তী)। ৩তৎ। বিণ।

মদমুকুলিত—হর্ষহেতু অর্ধমুদিত, অনুরাগ জন্য আধ-নিমীলিত। ৩তৎ। বিণ।

মদমুকুলিতাক্ষ—অতিশয় হর্ষ অনুরাগ বা গর্বাদি হেতু অর্ধনিমীলিত নয়নযুক্ত। মদমুকুলিত অক্ষি যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -ক্ষী।

মদয়িতা (মদয়িতৃ)—মাদক, মত্ততাজনক। ণিজন্ত মদ্ বা মদি (মত্ত করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মদয়িত্রী**।

মদান্ধ—মদহেতু হিতাহিত জ্ঞানশূন্য; অতিদর্পী। মদ দ্বারা অন্ধ, ৩তৎ। বিণ।

মদালসা—১। হর্ষাদিবশতঃ বিহ্বলা। ৩তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। তত্ত্বদর্শিনী জনৈকা রমণী। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বাবসু। ইনি অতি ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। চন্দ্রবংশীয় প্রবর্দনরাজের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। এই দম্পতি হইতে প্রখ্যাত অলর্কের জন্ম হয়। মদালসা পুত্রকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলেন। বি; স্ত্রী।

মদালাপ—মধুরালাপ, হর্ষপূর্ণ কথোপকথন। মদযুক্ত আলাপ, মধ্যপ। বি; পু।

মদালাপী (-পিন্)—১। কোকিল। মদ—আ—লপ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। মধুরভাষী। বিণ; পু। স্ত্রী—**মদালাপিনী**।

মদির—মত্ততাজনক, মাদক। ণিজন্ত মদ্—মদি (মত্ত করা)+কির কর্তৃ। বিণ।

মদিরা—১। মত্ততাজনিকা, মাদিকা। মদির+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বারুণীমদ্য। বি; স্ত্রী।

মদিরাক্ষী, মদিরেক্ষণা—মত্তনয়না স্ত্রী; সুলোচনা কামিনী। মদির (মত্ততাজনক) হইয়াছে অক্ষি বা ঈক্ষণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

মদীয়—মৎসম্বন্ধীয়, আমার। অস্মদ্ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে একবচনে। বিণ।

মদো—মদ্যতুল্য; মাতাল, মদখোর। বাংপ্র। বিণ।

মদোৎকট—১। মদোদ্ধত, গর্বিত। মদদ্বারা উৎকট, ৩তৎ। বিণ। ২। মত্ত-হস্তী। বি; পু।

মদোদগ্র, মদোদ্ধত—মদমত্ত, মদগর্বিত। মদ দ্বারা উদগ্র বা উদ্ধত, ৩তৎ। বিণ।

মদোন্মত্ত—মত্ততা হেতু উন্মাদগ্রস্ত; উদ্ধত; মদগর্বিত। ৩তৎ। বিণ।

মদ্গুর—মাগুর মাছ। মদ্ (অবগাহন করা)+উর কর্তৃ, নিপাতনে। বি; পু।

মদ্দ, মর্দ—পুরুষ, মরদ; সাহসী, বীর। ফা-মু। বি।

মদ্দা, মর্দা—পুংজাতীয়। ফা-মু। বিণ; পুং। স্ত্রী—**মাদী**।

মদ্দানি, মর্দানি—পুরুষত্ব, সাহসিকতা, বীরত্ব। ফা-মু। বি।

মদ্দানী, মর্দানী—পুরুষভাবাপন্ন নারী। ফা-মু। বি।

মদ্য—মদিরা, সুরা; মদ্য দ্বাদশবিধ (যথা—মার্দ্বীক, ঐক্ষব, দ্রাক্ষব, তাল, খার্জুর, পানস, মৈরেয়, মাক্ষিক, টাঙ্ক, মাধুক, নারিকেলজ, অন্নবিকারোত্থ)। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+য করণ। বি; ক্লী।

মদ্যপ—মদ্যপানকারী, মাতাল। উপতৎ; মদ্য শব্দ—পা (পান করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

মদ্যপায়ী (-পায়িন্)—মদ্যপ, মাতাল। উপতৎ; মদ্য—পা (পান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মদ্যপায়িনী**।

মদ্র—১। হর্ষ, আনন্দ; মঙ্গল। মদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+র ভাব। ২। প্রাচীন দেশ বিঃ, পঞ্জাবের অন্তর্গত। মদ্+র অধি। বি; পু।

মদ্রসুতা—মাদ্রী, পাণ্ডুরাজের কনিষ্ঠা পত্নী, নকুল সহদেবের মাতা ['মাদ্রী' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মধু—১। পুষ্পরস; ক্ষৌদ্র, মৌ; ক্ষীর; মধুর রস; মদ্য; সুরা। মন্+উ করণ। বি; পু বা ক্লী। ২। মিষ্ট, মধুর। বিণ। ৩। জল। বি; ক্লী। ৪। চৈত্রমাস; বসন্তঋতু; বৃক্ষ বিশেষ। বি; পু।

৫। বিষ্ণুর কর্ণমল হইতে সম্ভূত দৈত্য; দৈত্য ব্রহ্মাকে বধ করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণু ইহাকে এবং ইহার ভ্রাতা কৈটভকে বিনাশ করেন; সেই জন্যই বিষ্ণুর নাম মধুসূদন ও মধুকৈটভারি।

৬। যদুবংশীয় জনৈক নৃপ, ইঁহার নামানুসারে ইঁহার বংশধরগণ মাধব নামে খ্যাত।

৭। জনৈক রাক্ষস। ইহার নামানুসারে রাজধানীর নাম মধুপুর ছিল। এই রাক্ষস লঙ্কেশ্বর রাবণের মাতৃস্বসৃকন্যা কুম্ভীনসীকে হরণ করিলে, রাবণ সসৈন্য মধুপুর আক্রমণ করেন। তখন কুম্ভীনসীর অনুরোধে উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। এই রাক্ষস কঠোর তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে এক অমোঘ শূল প্রাপ্ত হইয়া সকলেরই অজেয় হইয়াছিল। ইহার পুত্রের নাম লবণ ও কন্যার নাম মধুমতী। সূর্যবংশীয় হর্যশ্বের সহিত মধুমতীর বিবাহ হয়। কথিত আছে যে, মধু স্বীয় পুণ্যবলে বরুণলোক প্রাপ্ত হয়।

মধুক, মধূক—১। মধুদ্রুম, মৌলগাছ। মন্+উক, উক করণ। বি; পু। ২। মহুয়ার ফুল। বি; ক্লী।

মধুকণ্ঠ—মিষ্টকণ্ঠস্বরযুক্ত, মিষ্টভাষী। মধু (মিষ্ট) কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, -কণ্ঠী।

মধুকর—ভ্রমর; মৌমাছি; কামুক পুরুষ। মধু—কৃ+ট কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**মধুকরী**।

মধুকান—'মধুসূদন কিন্নর' দ্রঃ।

মধুকিরণ—চন্দ্র। মধু (স্নিগ্ধ) হইয়াছে কিরণ যাহার, বহু। বি; পু।

মধুকৈটভ—অসুরদ্বয় ['মধু' দ্রঃ]। বি; পু।

মধুকোষ—১। মধুচক্র, মৌচাক। ৬তৎ। বি; পু। ২। পাঁঠা প্রভৃতির অণ্ডকোষ, মুষ্ক। বাংপ্র। বি।

মধুক্রম—মধুচক্র, মৌচাক। মধুর ক্রম আছে যাহাতে, বহু। বি; পু।

মধুচক্র, মধুচ্ছত্র, মধুজালক—মৌচাক। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মধুচন্দ্র, -চন্দ্রমা—বিবাহের পর নবদম্পতি প্রথম যে কয়টি রজনী একত্র যাপন করে। <ইং 'honey-moon'. বি।

মধুজা—পৃথিবী। উপতৎ; মধু (দৈত্য বিঃ)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। [প্রসিদ্ধি আছে যে, মধুদৈত্যের মেদ হইতে পৃথিবী উৎপন্না হইয়াছে।] বি; স্ত্রী।

মধুজালক—'মধুচক্র' দ্রঃ।

মধুজিৎ—বিষ্ণু। উপতৎ; মধু (দৈত্য বিঃ)—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

মধুতৃণ—ইক্ষু। মধু (মিষ্ট) যে তৃণ, কর্মধা। বি; ক্লী। [বি; ক্লী।

মধুত্রয়—মধু, ঘৃত, শর্করা, এই তিন। ৬তৎ।

মধুদ্রুম—মধুকবৃক্ষ, মৌলবৃক্ষ, মহুয়ার গাছ। মধু জনক দ্রুম, মধ্যপ। বি; পু।

মধুনোপিত—একশ্রেণীর মোদক বা ময়রা-জাতি। বাংপ্র। বি।

মধুনিশি—১। বসন্তের রাত্রি। ৬তৎ। ২। আনন্দদায়িনী রাত্রি। বাংপ্র। বি।

মধুপ—১। মধুপানকারী। উপতৎ; মধু—পা (পান করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। মধুকর, ভ্রমর। বি; পু।

মধুপর্ক—মধু দধি ঘৃত শর্করা জল এই

শকদ্রব্যমিশ্র ভক্ষ্য বিঃ। মধু শব্দ—পৃচ্ (সম্পৃক্ত করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

মধুপায়ী (-পায়িন্)—মধুপ, মধুপানকারী। উপতৎ ; মধু—পা (পান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মধুপায়িনী**।

মধুপুর, মধুপুরী—মথুরানগরী। ৬তৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

মধুপুষ্প—মহুয়াগাছ ; অশোকবৃক্ষ ; শিরীষগাছ ; বকুলগাছ। বহু। বি ; পু।

মধুপ্রিয়—১। বলরাম। মধু (মদ্য) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বি ; পু। ২। মধুর বা মদের ভক্ত। বিণ।

মধুবন—বৃন্দাবনস্থ একটি বন ; লঙ্কাস্থ একটি বন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মধুবর্ষী (-বর্ষিন্)—মধুবর্ষণকারী ; অতি মিষ্ট। উপতৎ ; মধু—বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মধুবর্ষিণী**।

মধুবার—১। মধুচক্র। মধুর বার যাহাতে, বহু। ২। পুনঃ পুনঃ মদ্যপান। ৬তৎ। বি ; পু।

মধুবীজ—১। দাড়িম্ববৃক্ষ। মধু (মিষ্ট) বীজ যাহার, বহু। বি ; পু। ২। দাড়িম ফল। বি ; ক্লী।

মধুব্রত—ভ্রমর। মধুতে ব্রত (আসক্তি) যাহার, বহু। বি ; পু।

মধুমক্ষিকা—মৌমাছি। মধুকরী বে ম ক্ষকা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মধুমতী—১। মাধুর্যবিশিষ্টা। মধুমৎ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। নদী বিঃ ; দেবী বিঃ ; সপ্তাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

মধুময়—মধুপূর্ণ, অতি মধুর। মধু শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**মধুময়ী**।

মধুমাধব—চৈত্র ও বৈশাখ মাস। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

মধুমান্ (-মৎ)—মধুবিশিষ্ট ; মাধুর্যযুক্ত। মধু+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মধুমতী**।

মধুমেহ—মূত্রের সহিত মধুশর্করা ক্ষরণ রোগ, diabetes mellitus. মধ্যপ। বি ; পু।

মধুযষ্টি, মধুযষ্টিকা—যষ্টিমধু ; ইক্ষুবৃক্ষ, আকগাছ। বহু। বি ; স্ত্রী।

মধুযামিনী—১। বসন্তকালীন রাত্রি। ৬তৎ। ২। মনোহরা রজনী, জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মধুর—১। মাধুর্যযুক্ত ; মিষ্টরসযুক্ত, মিষ্ট ; মনোহর, সৌম্য ; প্রিয়দর্শন। মধু শব্দ+র অস্ত্যর্থে। বিণ। ২। মিষ্টরস ; মাধুর্যগুণ। বি ; ক্লী।

মধুরতা, মধুরত্ব—মিষ্টত্ব ; সৌম্যত্ব, মনোহারিতা। মধুর শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মধুরভাষী (-ভাষিন্)—মিষ্টভাষী, প্রিয়বাদী। উপতৎ ; মধুর—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**ভাষিণী**।

মধুরা—১। মাধুর্যযুক্তা ; মনোহরা ; মিষ্টরসযুক্তা। মধুর+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মথুরাপুরী। বি ; স্ত্রী।

মধুরাই—মাধুরীময়। প্রা কপ্র। বিণ।

মধুরাত্তি—১। বসন্তের রাত্রি। ৬তৎ। ২। মনোরম রাত্রি। বাংপ্র। বি।

মধুরি—মধুর। প্রা কপ্র। বিণ।

মধুরিপু—মধুসূদন, বিষ্ণু। মধুর (দৈত্যবিশেষের) রিপু, ৬তৎ। বি ; পু।

মধুরিম—মাধুরীময়। কপ্র। বিণ।

মধুরিমা (-মন্)—মধুরত্ব, মাধুর্য। মধুর+ইমন্ ভাবার্থে। বি ; পু।

মধুল—মদ্য, মদ। মধু+ল অস্ত্যর্থে। বি ; ক্লী।

মধুলিহ, মধুলেহ—মধুকর, ভ্রমর। উপতৎ ; মধু—লিহ্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মধুলুব্ধ—মধুলোভী, মধুলাভের লালসাযুক্ত। ৭তৎ। বিণ।

মধুলেহী (-লেহিন্)—মধুকর, ভ্রমর। উপতৎ ; মধু—লিহ্ (আস্বাদন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মধুশর্করা—মধুজাত শর্করা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মধুসখ, মধুসারথি, মধুসুহৃৎ—কন্দর্প, মদন। মধুর সখ, ৬তৎ ; মধু (বসন্ত) হইয়াছে সখা, সারথি, সুহৃৎ যাহার, বহু। বি ; পু।

মধুসূদন—শালগ্রাম বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ] ; বিষ্ণু। মধু (দৈত্য বিঃ)—সূদ (বধ করা)+অন কর্তৃ। বি ; পু।

মধুসূদন কিন্নর—ইনি সাধারণতঃ মধু কান নামে প্রসিদ্ধ। ইঁহার পিতার নাম তিলকচন্দ্র কিন্নর। ১২২৫ সালে যশোহর জেলায় বনগ্রাম মহকুমার উলুশিয়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রবাদ, বাল্যে ইঁহার বিদ্যাশিক্ষা হয় নাই। পরে ই'ন নিজের যত্নে বাঙ্গালা পড়িতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, লিখিতে জানিতেন না। কিন্তু ইঁহার র'চত সংগীতের শব্দবিন্যাস দেখিলে ইঁহাকে বিদ্বান্ বলিয়াই বোধ হয়। ইঁনি বাল্যকাল হইতেই সংগীতরচনায় মনোনিবেশ করেন। ঢাকার ছোট খাঁ বড় খাঁর নিকট ইনি রাগরাগিণী ও খেয়াল এবং রাধামোহন বাউলের নিকট ঢপ শিক্ষা করেন। ইনি মান, মাথুর, অক্রুর-সংবাদ প্রভৃতি পালা রচনা করিয়া, দল বাঁধিয়া গান করিতেন। ইঁহার গানের শেষে 'সুদন' বলিয়া ভণিতা আছে। ইঁহার গানের সুর অনেকটা রাগরাগিণীর ভিত্তির উপর স্থাপিত। ১২৮০ বঙ্গাব্দে ৫৫ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

মধুসূদন দত্ত (মাইকেল)—যশোহর জেলায় অন্তর্গত সাগরদাঁড়ী গ্রামে ১৮২৪ খ্রীঃ ২৫শে জানুয়ারি (বাঙ্গালা ১২৩০ সালের ১২ই মাঘ) শনিবার ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত কলিকাতা সদর দেওয়ানী আদালতের একজন বিখ্যাত উকীল ছিলেন। মধুসূদনের জননীর নাম জাহ্নবী দাসী ; তিনি অশেষ গুণশালিনী মহীয়সী রমণী ছিলেন। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি বাঙ্গালা কাব্যসমূহে তাঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল। মধুসূদন শৈশবেই জননীর নিকট অনেক বাঙ্গালা কাব্যের রসাস্বাদন করেন। প্রথমে কবিবরকে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করিতে হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তি'ন সাগরদাঁড়ী গ্রামের অদূরবর্তী শেখপাড়া নামক স্থানে এক মৌলবীর নিকট ফারসী অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। বাল্যেই অনেক ফারসী কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।

১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদনের পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া হিন্দু কলেজে ভরতি করিয়া দেন। তিনি কলেজের একজন সর্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হন। ইংরাজীভাষায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। হিন্দুকলেজে থাকিতে তিনি ইংরাজী ভাষায় অনেক সুন্দর কবিতা লিখিয়াছিলেন। তিনি কলেজে বৃত্তি, স্বর্ণপদক প্রভৃতি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে মধুসূদন খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন করেন। তাঁহার পিতা একজন জমিদার ও বিখ্যাত ব্যক্তি। কাজেই তাঁহার ধর্মান্তর গ্রহণের সময় যাহাতে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত না হয়, এ নিমিত্ত পাদরীগণ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথমে মধুসূদনকে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে রাখা হয়। পরে উক্ত বৎসরে ৯ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতার ওল্ড মিশন চার্চ ধর্মমন্দিরে (Old Mission Church) আর্চডিকন ডলুটি তাঁহাকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। সেইদিন হইতে শ্রীমধুসূদন, 'মাইকেল' নামে অভিহিত হইলেন।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অধ্যয়নের নিমিত্ত বিশপস্ কলেজে (Bishop's College) প্রবিষ্ট হন। এখানে মধুসূদন গ্রীক, লাটিন, হিব্রু ও ফারসী ভাষায় প্রগাঢ়

ব্যুৎপত্তি লাভ করেন এবং ফারসী ভাষা হইতে অনেক কবিতার ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই কলেজে তিনি কুমার স্বামী নামক জনৈক মাদ্রাজী পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত ভাষাও অধ্যয়ন করেন।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন বিশপস্ কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া মাদ্রাজে গমন করেন। সেখানে তিনি Madras Circulator, Athenæum, Hindoo এবং Madras Spectator এই চারিখানি সংবাদপত্র, পর পর এমন কৃতিত্বের সহিত সম্পাদন করেন যে, তৎপ্রদেশে একজন অদ্বিতীয় ইংরাজী-লেখক বলিয়া তাঁহার খ্যাতি হয়। সংবাদপত্র পরিচালন ব্যতীত তিনি মাদ্রাজে শিক্ষকতা কার্যেও ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে তিনি রেবেকা ম্যাক্টাভিস নাম্নী এক নীলকর-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের সাত বৎসর পরে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়। তৎপরে মাদ্রাজ কলেজের কোন ফরাসী অধ্যাপকের কন্যা এমিলিয়া হেন্‌রিয়েটা সোফিয়াকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই রমণী অসামান্য গুণবতী ও সাবিত্রী-তুল্যা সাধ্বী ছিলেন। তাঁহার মাদ্রাজ প্রবাসের সময় তাঁহার মাতাপিতা ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রথমে পুলিস আদালতে হেড কেরানীর কার্যে নিযুক্ত হন এবং শীঘ্রই উক্ত আদালতের দোভাষীর (Interpreter) পদ লাভ করেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন পাইকপাড়ার রাজাদিগের অনুরোধে রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ এত উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে, বঙ্গদেশের শাসনকর্তা স্যার ফ্রেডারিক হ্যালিডে, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কমিশনার, সেক্রেটারী, ম্যাজিস্ট্রেট এবং বড়লাটের মন্ত্রণাসভার সদস্যবর্গ ও বিশিষ্ট সামরিক কর্মচারিগণ সকলেই মধুসূদনের ইংরাজী অনুবাদে বিমোহিত হইয়াছিলেন। রত্নাবলীর অনুবাদের পর পাইকপাড়ার রাজারা এবং তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি শর্মিষ্ঠা নাটক প্রণয়ন করেন। উহা মহা সমারোহে রাজাদিগের বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত হয়। রত্নাবলীর ন্যায় মধুসূদন শর্মিষ্ঠা নাটকেরও ইংরাজী অনুবাদ করেন। এবারেও স্যার পিটার গ্রাণ্ট প্রমুখ বিশিষ্ট ইংরাজেরা ও কলিকাতার যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অভিনয় দর্শনে ও নাটকের ইংরাজী-অনুবাদ পাঠে পূর্বের ন্যায়ই পুলকিত ও চমৎকৃত হন। শর্মিষ্ঠা রচনার পর হইতেই মধুসূদনের বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হইল। অতঃপর তিনি মাতৃভাষার চর্চা আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে পূর্বোক্ত শর্মিষ্ঠা নাটক ব্যতীত, পদ্মাবতী নাটক, তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য, একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, মেঘনাদবধকাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণকুমারী নাটক, বীরাঙ্গনা কাব্য প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। এই সময়ে তাঁহার কবিকীর্তি ও যশোরশ্মি দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া অনেকে তাঁহাকে বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির সিংহাসন প্রদান করেন। বাস্তবিক তিন বৎসরের মধ্যে মাতৃভাষায় এরূপ গঠন ও পরিবর্তন সাধন অপর কোন জাতির সাহিত্যের ইতিহাসে পরিলক্ষিত হয় না। মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দ প্রথমে প্রবর্তিত করেন। ব্রজাঙ্গনা ভিন্ন তাঁহার কাব্যসমূহ ঐ ছন্দেই রচিত হইয়াছে। কাব্যের গাম্ভীর্য ও মাধুর্য রক্ষা করিতে আর কোন ছন্দই অমিত্রাক্ষরের তুল্য উপযোগী নহে।

মধুসূদন বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষরছন্দ প্রবর্তিত করিলে, মহাভারতের বঙ্গানুবাদক স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় তাঁহাকে অভিনন্দিত করিবার নিমিত্ত ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার তাঁহার জোড়াসাঁকোস্থ ভবনের বিশাল প্রাঙ্গণে, বিপুল আয়োজনে এক মহাসভার অনুষ্ঠান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্যিকের প্রকাশ্য সংবর্ধনা বঙ্গদেশে সেই প্রথম।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদকার্য এক রাত্রে সমাধা করেন। পাদরী লং সাহেব ইহা প্রকাশিত করিয়াছিলেন। অনেকের ধারণা যে, লং সাহেব নাটকের অনুবাদ করেন; তাঁহাদের সে ধারণা ভ্রান্তিমূলক। অনুবাদ তড়িদ্‌গতিতে একরাত্রে সমাপ্ত হইলেও, উহার রচনা এতই সুন্দর হইয়াছিল যে, হাইকোর্টের তদানীন্তন বিচারপতি স্যার মর্ডণ্ট ওয়েলস্ এবং ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক মার্শমান সাহেব বিস্তর প্রশংসা করিয়াছিলেন।

মধুসূদন তাঁহার 'বঙ্গভূমির প্রতি' নামক অমর কবিতায় 'রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে' ইত্যাদি বাক্যে দেশমাতৃকার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুন, 'ক্যাণ্ডিয়া' নামক জাহাজে ইংলণ্ড যাত্রা করেন। জুলাই মাসের মধ্যভাগে তিনি লণ্ডনের গ্রেজ ইন্ (Gray's Inn) নামক ব্যারিস্টার-সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবহার-শাস্ত্র (Law) অধ্যয়নে নিরত হন।

মধুসূদন প্রায় দেড় বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্রান্সের সুপ্রসিদ্ধ ভার্সাই (Versailles) নগরে গমন করেন। এইখানে তিনি তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামক কবিতা গ্রন্থ রচনা করিয়া মুদ্রাঙ্কনের নিমিত্ত কলিকাতায় প্রেরণ করেন। বঙ্গভাষায় সনেট তিনিই প্রথম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মধুসূদন ফ্রান্সে ভীষণ আর্থিক ক্লেশে পতিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সময় তাঁহাকে সাহায্য না করিলে, তিনি সেই সমুদ্র-পারবর্তী সুদূর ফরাসীদেশের কোন সমাধি-ক্ষেত্রে অস্থি নিহিত করিতেন। এজন্য তিনি বিদ্যাসাগরের নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন।

ফ্রান্সের প্যারিস নগরীতেই মধুসূদন এক সময়ে সপরিবারে অভাব-অনটনে এতদূর নিপীড়িত হন যে, কোন প্রকারে শিশু দুইটির আহার্য সংগ্রহ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে হয়তো কোন কোন দিন উপবাস করিতেন। প্রতিবেশীরা তাঁহার এই নিদারুণ অবস্থার বিষয় তাঁহার পরিচারিকার মুখে শ্রুত হইয়া, মধুসূদনের অগোচরে, তাঁহার গৃহদ্বারে একটি টেবিলের উপর তাঁহাদের নিমিত্ত আহার্য সামগ্রী এবং শিশুগণের জন্য দুগ্ধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি অনুগ্রহপূর্বক গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া ফরাসী ভাষায় লিখিত একখানি কার্ডসহ রাখিয়া আসিতেন। কে কোন্ সময়ে অলক্ষ্যে তাঁহার গৃহে আহার্য রাখিয়া যাইতেছে, মধুসূদন প্রথমতঃ তাহা জানিতে পারেন নাই। শেষে ফরাসীজাতির মহান্ হৃদয় ও অযাচিত করুণায় বিগলিত হইয়া তিনি 'সাংসারিক জ্ঞান' নামক কবিতায় লিখিয়াছিলেন :—

"কি কাজ বাজায়ে বীণা ; কি কাজ জাগায়ে
সুমধুর প্রতিধ্বনি কাব্যের কাননে ?
কি কাজ গরজে ঘন কাব্যের গগনে
মেঘ-রূপে, মনোরূপ ময়ূর নাচায়ে ?
স্ব-তরী তে তুলি তোরে বেড়াবে কি বায়ে
সংসার-সাগর জলে, স্নেহ করি মনে
কোন জন ? দেবে অন্ন অর্ধমাত্র খেয়ে,
ক্ষুধায় কাতর তোরে দেখি রে তোরণে ?"

মধুসূদন যখন ফ্রান্সে ছিলেন, তখন ইতালীয় কবিগুরু দান্তের ষষ্ঠশত বাৎসরিক

মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ইয়ুরোপের বহু কবি তত্রপলক্ষে কবিতা রচনা করিয়া উপহার স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। মধুসূদনও একটি কবিতা রচনা করিয়া, ফরাসী ও ইতালী ভাষায় অনুবাদপূর্বক ইতালীতে প্রেরণ করেন; ইতালীরাজ ভিক্টর ইমানিএল্ তাহা পাঠ করিয়া প্রীতি প্রকাশপূর্বক মধুসূদনকে পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—"আপনার কবিতা গ্রন্থিরূপে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত করিবে" (It will be a ring which will connect the orient with the occident).

ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মধুসূদন ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন। এ কার্যে তাঁহার আশানুরূপ উন্নতি ঘটে নাই। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রিভি কাউন্সিলের কাগজপত্রের অনুবাদ-পরীক্ষকের কার্যে (Examiner of the Privy Council Records) নিযুক্ত হন। তিনি বঙ্গ রঙ্গভূমির জন্য মায়া-কানন নাটক, হেক্টর বধ নামক একখানি গদ্যকাব্য ও কতকগুলি নীতিমূলক কবিতামালা রচনা করেন। অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি হাইকোর্টের কার্য পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে তিনি পঞ্চ-কোটের মহারাজের ম্যানেজার হইয়া ৭।৮ মাস পঞ্চকোটে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাস্থ্যও এই সময়ে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। রাজার চপলতায় বিরক্ত হইয়া মধুসূদন কার্য ত্যাগ করেন এবং কলিকাতায় আসিয়া অল্পদিন পরেই রোগশয্যায় শয়ন করেন।

এই সময়ে রোগে, অর্থাভাবে বিপন্ন হইয়া মধুসূদন গঙ্গাতীরবর্তী উত্তরপাড়ায় লাইব্রেরী গৃহের দ্বিতলে তিন মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি প্রথম প্রথম ভালই ছিলেন, কিন্তু ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। তখন তাঁহার হস্তস্থিত অর্থ প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। পাছে শেষ সময়ে তাঁহার চিকিৎসার ত্রুটি ঘটে, এই নিমিত্ত তাঁহার বন্ধু মনোমোহন ঘোষ ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী এবং অপর দুই জন বিশিষ্ট ইংরাজ রাজকর্মচারীর দ্বারা বিশেষরূপে অনুরোধ করাইয়া, আলিপুরে সিভিলিয়ান ইংরাজদিগের জন্য জেনারেল্ হাসপাতাল (এক্ষণে যাহাকে Presidency General Hospital বলে) নামে যে উৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় ছিল, ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে সেখানে পাঠাইলেন। সেখানে তাঁহার সুচিকিৎসার লেশমাত্র ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। প্রায় এক সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন, রবিবার বেলা দ্বিপ্রহর দুইটার সময় তিনি লোকান্তরিত হন।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর, তাঁহার দেশবাসী ও বন্ধুবান্ধবের যত্নে সারকুলার রোডের গোরস্থানে তাঁহার সমাধির উপর শ্বেত মর্মররচিত স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে তাঁহারই স্বরচিত স্মৃতিলিপি উৎকীর্ণ আছে :—

"দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল! এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন!
যশোরে সাগরদাঁড়ী কপোতাক্ষ-তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!"

সাহিত্যের এই তীর্থক্ষেত্রে এক্ষণে প্রতিবৎসর বহুলোক তাঁহার স্মৃতি পূজা করেন।

মধুস্বর—১। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর-বিশিষ্ট। বহু। বিণ। ২। কোকিল। ৩। সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর। কর্মধা। বি ; পু।

মধুস্রব—মধুক্ষরণ। মধু—স্রু+অল্ ভাব। বি ; পু।

মধূক—'মধুক' দ্রঃ।

মধূত্থ—সিক্থক, মোম। মধু উৎ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

মধূৎসব—মদনোৎসব, বসন্তোৎসব [চৈত্র মাসের পূর্ণিমায় এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়] মধুর (বসন্তের) উৎসব, ৬তৎ। বি ; পু।

মধ্য—১। কটিদেশ ; অভ্যন্তর, ভিতর ; অন্তরাল ; বিরাম ; অবসর ; তাল বিঃ ; সংখ্যা বিঃ, ১ ['মান' দ্রঃ]। মন (বোধ করা ইত্যাদি) +যক্ কর্ম, নিপাতনে। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। অন্তর্বর্তী, অভ্যন্তরস্থ, ভাব্য ; মধ্যম। বিণ। [+তস্। অ।

মধ্যতঃ (-তস্)—মধ্যে ; মধ্য হইতে। মধ্য

মধ্যদিন—মধ্যাহ্ন, দুপুরবেলা। বাংপ্র। বি

মধ্যদেশ—মাঝখান, মধ্যভাগ ; ভিতর। কর্মধা। বি ; পু।

মধ্যন্দিন—দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন দিনের মধ্য (মধ্যভাগ), একদেশী পূর্বপদের পরনিপাত ও মধ্যে ম আগম বি ; স্ত্রী।

মধ্যপ্রদেশ—ভারতের রাজ্য বিঃ ; মধ্যভাগ ; অভ্যন্তর ভাগ। কর্মধা। বি ; পু।

মধ্যপদলোপী (-পিন্)—ব্যাকরণপ্রসিদ্ধ মধ্যপদলোপযুক্ত সমাস, শাকপার্থিবাদি সমাস। মধ্যপদলোপ+ইন্ আছে অর্থে। বি ; পু।

মধ্যবয়স্ক—আধাবয়সের, প্রৌঢ়। মধ্য বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু (ক-সমাসান্ত)। বিণ।

মধ্যবর্ত্তিতা—মধ্যে থাকা, মধ্যস্থতা। মধ্য-বর্ত্তিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

মধ্যবর্ত্তী (-বর্ত্তিন্)—১। মধ্যে অবস্থিত, মধ্যস্থ ; অভ্যন্তরস্থ। উপতৎ ; মধ্য—বৃত্ (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মধ্যবর্ত্তিনী**। ২। মধ্যস্থ, সালিস। বি ; পু।

মধ্যবিত্ত—ধনাঢ্য নহে অথচ নিতান্ত দরিদ্রও নহে এরূপ, সাধারণ গৃহস্থ রকমের। মধ্য (মাঝারি) বিত্ত (সম্পত্তি) যাহার, বহু। বিণ।

মধ্যবিধ—মধ্যমপ্রকার, মাঝারি রকমের। মধ্যা বিধা যাহার, বহু। বিণ।

মধ্যম—১। মধ্যস্থিত ; মাঝখানের ; মাঝারি ; দ্বিতীয়, মেজো। মধ্য শব্দ+ম ভবার্থে। বিণ। ২। স্বর বিঃ, সপ্তস্বরের চতুর্থ স্বর (ম)। বি ; পু। ৩। কটিদেশ। বি ; পু বা স্ত্রী।

মধ্যমণি—মধ্যস্থিত রত্ন, হার প্রভৃতির মধ্য-স্থলে স্থাপিত হীরকাদি। মধ্যপ। বি। পু।

মধ্যমলোক—পৃথিবী, ভূমণ্ডল। কর্মধা। বি ; পু।

মধ্যমসংগ্রহ—অন্যের স্ত্রীর সহিত গোপনে প্রণয় করা এবং অলংকার গন্ধমাল্য প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে প্রলোভিত করা। কর্মধা। বি ; পু।

মধ্যমা—১। মধ্যস্থিতা ইত্যাদি। মধ্যম শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মধ্যমাঙ্গুলি ; মধ্যা বৃত্তি ; নবরজস্কা স্ত্রী ; বাঙ্নিষ্পত্তি বিঃ। বি ; স্ত্রী।

মধ্যমান—গানের তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

মধ্যরাত্র—অর্ধরাত্র, রাত্রির মধ্যভাগ, নিশীথ। রাত্রির মধ্য (মধ্যভাগ), একদেশী। পূর্বপদের পরনিপাত। বি ; পু।

মধ্যরেখা—যে কল্পিত রেখা দ্রষ্টার মাথার উপর দিয়া আকাশকে পূর্বভাগ ও পশ্চিম-ভাগে বিভক্ত করে, যাম্যোত্তরবৃত্ত, meridian. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মধ্যশরীর—ধড়, trunk. একদেশী। বি ; স্ত্রী।

মধ্যস্থ—১। মধ্যবর্তী, মধ্যে স্থিত ; অভ্যন্তরস্থিত ; উদাসীন। উপতৎ ; মধ্য—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। সালিস। বি ; পু।

মধ্যস্থতা—মধ্যবর্তিতা ; মধ্যে থাকা

ঔদাসীন্য ; সালিসী। মধ্যস্থ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

মধ্যস্থল—মাঝখান, মধ্যভাগ। কর্মধা।

মধ্যস্থালি—মধ্যস্থতা, সালিসি। মধ্যস্থ+আলি। বাংপ্র। বি।

মধ্যস্থিত—মধ্যবর্তী, অন্তর্বর্তী, অভ্যন্তরগত। ৭তৎ। বিণ।

মধ্যা—১। অন্তর্বর্তিনী; অভ্যন্তরস্থিতা; মধ্যমা। মধ্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ; মধ্যমাঙ্গুলি; গ্রহের গতি বিঃ; ত্র্যক্ষরা বৃত্তি বিঃ। বি; স্ত্রী।

মধ্যাহ্ন—দিনের তিন ভাগের দ্বিতীয় ভাগ অর্থাৎ মধ্যবর্তী দশ দণ্ডকাল, মোটামুটি ধরিলে বেলা ১০টার পর হইতে ২টা পর্যন্ত। অহনের (দিনের) মধ্য (মধ্যভাগ), একদেশী। পূর্বপদের পরনিপাত। বি; পু।

মন—১। 'মণ' দ্রঃ। ২। চিত্ত; স্মৃতি; বোধ; পছন্দ; সংকল্প; প্রবৃত্তি। মনস্‌ (মনঃ) শব্দের অপভ্রংশ। বি।

মনঃ (মনস্‌)—চিত্ত, অন্তঃকরণ; বুদ্ধি; প্রবৃত্তি; সন্তোষ; তৃপ্তি। মন (বোধ করা) +অস্‌ করণ। বি; স্ত্রী।

মনঃকল্পিত—মানসিক চিন্তাজাত, মনে মনে যাহার কল্পনা করা হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ।

মনঃকষ্ট—মানসিক ক্লেশ, মনোদুঃখ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মনঃক্ষুণ্ণ—অন্তরে দুঃখিত; হতাশ বা হতাশ্বাস। ৭তৎ। বিণ।

মনঃপীড়া—মানসিক ক্লেশ, মনের ব্যথা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মনঃপূত—মনে মনে স্বীকৃত, মনোনীত; মনের দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩তৎ। বিণ।

মনঃপ্রাণ—মন ও প্রাণ; সমুদায় অন্তঃকরণ। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

মনঃশিল, মনঃশিলা—গিরিজ রক্তবর্ণ ধাতু বিঃ; মহল। মনঃ-হর শিল বা শিলা, মধ্যপ। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

মনঃসংযোগ—মনোনিবেশ, মনোযোগ। ৬তৎ। বি; পু।

মন-কষাকষি—পরস্পর চিত্তের অপ্রসন্নতা, অবনিবনাও। বাংপ্র। বি।

মনকাম—মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা, মনোরথ। কপ্র। বি। [বি।

মনক্কা—শুষ্ক পক্ব দ্রাক্ষাফল। <আ 'মুনক্কা'।

মনগড়া—মনঃকল্পিত। বাংপ্র। বিণ।

মনচোর, -চোরা—১। হৃদয়মুগ্ধকারী, চিত্তাপহারক। বিণ। ২। ভালবাসার জন, প্রণয়ী। বাংপ্র। বি।

মনছাল—শঙ্খবিষ ও গন্ধকযোগে উৎপন্ন উপরস বিঃ realgar, মনঃশিলা। বাংপ্র। বি।

মনন—চিন্তা; ধারণা; অনুমান; অভিপ্রায়; সংকল্প; বুদ্ধি। মন্‌+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী। [বিণ।

মননীয়—চিন্তনীয়। মন্‌+অনীয় কর্ম।

মনমথ—কন্দর্প, মদন। < মন্মথ। প্রা কপ্র। বি।

মনমরা—নিরুৎসাহ, বিমর্ষ। বাংপ্র। বিণ।

মনরক্ষা—মন রাখা, মন যোগান, খোশামুদি। ৬তৎ। বাংপ্র। বি।

মনরাখা—তোষামুদে ('— কথা')। বাংপ্র। বিণ।

মনশ্চক্ষুঃ—মনোরূপ নেত্র, অন্তর্দৃষ্টি; বুদ্ধি। রূপক। বি; স্ত্রী।

মনশ্চাঞ্চল্য—চিত্তচাঞ্চল্য, মনের অস্থিরতা, মানসিক উদ্বেগ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মনসবদার—মোগল বাদশাহের সময়ের উচ্চ রাজকর্মচারী বিঃ, সেনাপতি। আ-মু। বি।

মনসা—১। মনঃদ্বারা, মন দিয়া। সংস্কৃত পদ। অ। ২। সর্পদেবী; নাগরাজ বাসুকির ভগ্নী। বি; স্ত্রী। মহামুনি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী কদ্রুর গর্ভে ইঁহার জন্ম। সর্পকুলধ্বংসের অভিশাপ হইতে মুক্তির নিমিত্ত বাসুকি দেবাদেশে জরৎকারু মুনির সহিত ইঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের সময় কথা হয় যে, মুনিবর পত্নীকে প্রতিপালন করিবেন না, অপিচ পত্নী যখনই পতির স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবেন, তখনই মুনিবর পত্নীকে ত্যাগ করিবেন। বিবাহের পর মুনিবর পত্নী সহ নাগলোকেই বাস করিতে লাগিলেন। একদা তিনি অপরাহ্নে নিদ্রিত ছিলেন। সন্ধ্যা-বন্দনার সময় অতীত হইবার উপক্রম হইতেছে দেখিয়া পতির ধর্মলোপাশঙ্কায় মনসাদেবী পতিকে জাগরিত করিলেন। তাহাতে মুনিবর অসন্তুষ্ট হইয়া পূর্বাঙ্গীকারানুসারে তপস্যার্থ বনে প্রস্থান করিলেন। পত্নী অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। মুনিবর তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, "তোমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, এই গর্ভে তোমার লোকবিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে।" যথাকালে মনসাদেবী এক পুত্র প্রসব করিলেন। সেই পুত্রই প্রখ্যাত আস্তিক মুনি। মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞে নাগকুল নির্মূল হইবার উপক্রম হইলে, মনসাদেবী পুত্রকে জনমেজয়ের নিকট প্রেরণ করিয়া যজ্ঞ রহিত করেন। মনস্‌ শব্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌; মতান্তরে কশ্যপ মুনির মানসী কন্যা বলিয়াই ইঁহার নাম মনসা।

মনসিজ—১। কন্দর্প, মদন, কামদেব। মনসি (মনে) জন্মেন যিনি, অলুক্‌ উপতৎ; মনসি (মনে)—জন্‌ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। মনোজাত, চিত্ত হইতে উৎপন্ন; কল্পনা হইতে সঞ্জাত। বিণ।

মনস্কাম—মনোভিলাষ, মনোবাসনা। ৬তৎ। মনস্‌+কাম। বি; পু।

মনস্কামনা—মনস্কাম, মনোবাঞ্ছা, মনোবাসনা, মনোরথ। ৬তৎ। (মনস্‌+কামনা)। বি; স্ত্রী।

মনস্তাপ—মনঃপীড়া, মানসিক ক্লেশ; অনুতাপ। ৬তৎ। বি; পু।

মনস্তুষ্টি—মনের সন্তোষ, মনের প্রীতি। ৬তৎ। (মনঃ+তুষ্টি)। বি; স্ত্রী।

মনস্থ—১। চিত্তস্থ, অন্তঃকরণস্থিত। উপতৎ; মনস্‌—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ; বিকল্পে মনঃস্থ। বিণ। ২। মানস, অভিপ্রায়, সংকল্প। বাংপ্র। বি।

মনস্বিতা—মনস্বীর ভাব, প্রশস্তচিত্ততা; প্রশস্ত মনঃ; মান; স্থিরচিত্ততা; বীরত্ব। 'মনস্বী' দ্রঃ। মনস্বিন্‌+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মনস্বী (-স্বিন্‌)—প্রশস্তচিত্ত, মহামনাঃ; মানী; ধীর, স্থিরচিত্ত; বীর। মনস্‌+বিন্‌ প্রশস্তার্থে। বিণ, পু। স্ত্রী—**মনস্বিনী**।

মনহি—মনে। প্রা কপ্র। বি।

মনান্তর—মনোবিবাদ, কলহ। বাংপ্র। বি।

মনায়ী, মনাবী—মনুপত্নী। মনু+ঙীপ্‌, পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

মনি-অর্ডার—ডাকযোগে টাকা প্রেরণ। <ইং 'money order'. বি।

মনিত—১। বিদিত, জ্ঞাত। মন্‌ (বোধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জ্ঞান, বোধ; কূজিত বিঃ। মন্‌+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ['মুনিব'। বি।

মনিব—ভৃত্যের প্রভু, নিয়োক্তা। <আ

মনিবানা—প্রভুর কার্য। আ-মু। বি।

মনিব্যাগ—টাকা পয়সা রাখিবার ক্ষুদ্র থলি বা আধার বিঃ। <ইং 'money-bag'. বি।

মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌ (Sir Monier-Williams) ইনি ১৮১৯ খ্রীঃ বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে ইঁহার পিতা কর্নেল মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌ সার্ভেয়ার জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ হইতে ১৮৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্‌ হেলীবেরী কলেজে সংস্কৃত ও হিন্দুস্থানী ভাষার অধ্যাপনা করেন। অনন্তর অক্সফোর্ড কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন (১৮৬০ খ্রীঃ)। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি ডি. সি. এল্‌. এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ কে. সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ইনি ভারতীয় ভাষা ও ব্যাদির

আলোচনার কেন্দ্রস্বরূপে অক্সফোর্ডে Indian Institute নামক ভবন প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৮৩ খ্রীঃ)। এই উদ্দেশ্যে ইনি ভারতবর্ষে তিনবার আগমন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইঁহাকে এল. এল. ডি. উপাধি প্রদান করেন। ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ এবং সংস্কৃত-ইংরাজী ও ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন করেন। ইনি প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা অপেক্ষা পরবর্তী কালের সংস্কৃত ভাষার অধিকতর অনুশীলন করিতেন এবং ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্মের জ্ঞান যাহাতে বহুলভাবে ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ইঁহার প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের নাম নিম্নে দেওয়া গেল :—Indian epic-poetry (1863) ; Indian Wisdom (1875) ; Hinduism (1877) ; Modern India and the Indians (1878) ; Religious Life and Thought in India (1883) ; Buddhism (1889) ; Brahmanism (1891)। ইনি ভারতবর্ষে প্রচারকার্যে নিযুক্ত খ্রীষ্টান মিশনারিগণের বিশেষ সহায় ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১১ই এপ্রিল ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

মনিষ্যি—মানুষ। < মনুষ্য। বি।

মনীষা—বুদ্ধি, প্রজ্ঞা। মনের ঈষা (লাঙ্গল-দণ্ড স্বরূপ), ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মনীষিত—মনোভীষ্ট, বাঞ্ছিত। মনস্—ঈষ্ (ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মনীষিতা—১। মনোভীষ্টা, বাঞ্ছিতা। মনীষিত+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ। ২। বুদ্ধিমত্তা। মনীষিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

মনীষী (-ষিন্)—১। বুদ্ধিমান্ ; জ্ঞানী ; বিবেচক। মনীষা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মনীষিণী**। ২। পণ্ডিত, বিদ্বজ্জন। বি ; পু।

মনু—ব্রহ্মার মানসপুত্র ; ধর্মশাস্ত্র-সংহিতাকার মুনি, ইঁহাদের সংখ্যা চতুর্দশ, যথা—স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, রুদ্রসাবর্ণি, ধর্মসাবর্ণি, দেবসাবর্ণি, ইন্দ্র-সাবর্ণি,—প্রতিকল্পে এইরূপ ১৪ মনু হইয়া থাকেন, এক্ষণে বৈবস্বতমনুর অধিকার ; সূর্যপুত্র, পৃথিবীর আদিম রাজা, ইঁহার দশ পুত্রের মধ্যে ইক্ষ্বাকু সর্বশ্রেষ্ঠ ; মন্ত্র। মন (বোধ করা, জানা)+উ কর্তৃ। বি ; পু।

মনুজ—মানব, মনুষ্য। উপতৎ ; মনু—জন্+ড কর্তৃ। বি ; পু।

মনুষী—মানবী, নারী, মানুষী। মনুষ+ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

মনুষ্য—মানব, মানুষ। মনু+য অপত্যার্থে—স আগম। বি ; পু। স্ত্রী—**মনুষী**।

মনুষ্যকৃত—মানবরচিত, মানবের চেষ্টায় উৎ-পন্ন। ৩তৎ। বিণ।

মনুষ্যত্ব—মনুষ্যের ভাব বা ধর্ম ; দয়া ; পরোপকার ইত্যাদি ; সভ্যতা ; সৌজন্য। মনুষ্য+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

মনুষ্যধর্মা (-ধর্মন্)—কুবের। মনুষ্যের ন্যায় ধর্ম যাহার, বহু। বি ; পু।

মনুষ্যযজ্ঞ নৃযজ্ঞ, অতিথি-সৎকার। ৬তৎ। বি ; পু।

মনুষ্যলোক—মানবজগৎ, পৃথিবী। ৬তৎ। বি ; পু।

মনুসংহিতা—মহামতি মনুপ্রণীত হিন্দু ধর্মশাস্ত্র বিঃ [এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে দ্রঃ]। ৬তৎ বা ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

মনোগত—মনঃস্থিত, মানসিক। মনস্—গম্ (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মনোজ—১। মনসিজ, কন্দর্প, কাম। উপতৎ ; মনস্ শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ২। মনোজাত। বিণ।

মনোজগৎ—অন্তর্জগৎ, অন্তঃকরণরূপ বিশ্ব ; চিন্তারাজ্য। রূপক (মনঃ+জগৎ)। বি ; ক্লী।

মনোজন্মা (-জন্মন্)—কন্দর্প, কাম। মনে জন্ম যাহার, বহু। বি ; পু।

মনোজব—১। সাতিশয় বেগবান্। মনের জবের (বেগের) ন্যায় জব (বেগ) যাহার, বহু। বিণ। ২। বিষ্ণু। ৩। মনের বেগ। ৬তৎ। বি ; পু।

মনোজ্ঞ—মনোহর, সুন্দর, চারু, রমণীয়। উপতৎ ; মনস্—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

মনোজ্ঞতা—মনোহরত্ব, রম্যতা, চারুতা, সৌন্দর্য। মনোজ্ঞ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

মনোদুঃখ—মনঃকষ্ট, মানসিক ক্লেশ, মন-স্তাপ ; শোক ; অনুশোচনা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মনোনয়ন—মনে মনে পছন্দ করিয়া লওয়া ; নির্বাচন। মনস্—নী (লইয়া যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; পু।

মনোনিবেশ—মনঃসংযোগ, অভিনিবেশ, একাগ্রতা। ৬তৎ। বি ; পু।

মনোনীত—যাহা বা যাহাকে পছন্দ করিয়া লওয়া হইয়াছে এরূপ ; নির্বাচিত। মনঃ দ্বারা নীত, ৬তৎ। বিণ।

মনোনেত্র—মনশ্চক্ষুঃ, অন্তঃকরণরূপ চক্ষুঃ ; বুদ্ধি। রূপক। বি ; ক্লী।

মনোবাঞ্ছা—মনোবাসনা ; মানসিক অভি-প্রায়। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মনোবাদ—মনোবিবাদ, মনোমালিন্য অসদ্ভাব, অপ্রণয়, বিচ্ছেদ, মনান্তর। ৬তৎ। বি , পু।

মনোবিকলন—মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, psy-cho-analysis. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মনোবিকার—চিত্তের বিকৃতি বা ভাবান্তর ; বিরাগ, বিতৃষ্ণা, ঔদাসীন্য ; হৃদয়ের আবেগ। ৬তৎ। বি ; পু।

মনোবিজ্ঞান মনঃসম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞান ; মনের ক্রিয়া ও শক্তিবিষয়ক শাস্ত্র। মনঃ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

মনোবিবাদ—মনোন্তর, মনোমালিন্য। ৬তৎ। বি ; পু।

মনোবৃত্তি চিত্তবৃত্তি ; মনের ব্যাপার, অর্থাৎ স্মরণ, মনন, অনুধ্যান প্রভৃতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মনোবেদনা—মনঃকষ্ট, মনের দুঃখ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মনোভঙ্গ—মনের অনৈক্য, মংনান্তর বা মনান্তর ; সংকল্প বিষয়ে বৈফল্য, আশাভঙ্গ ; নৈরাশ্য ; বিষণ্ণতা, বিষাদ। ৬তৎ। বি ; পু।

মনোভব, মনোভূ—কন্দর্প, কাম। মনস্ শব্দ—ভূ (হওয়া)+অন্, ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

মনোঽভিনিবেশ—মনোনিবেশ। ৬তৎ। (মনঃ+অভিনিবেশ)। বি ; পু।

মনোঽভিলাষ—মনোবাসনা, মনস্কামনা ; হৃদয়ের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা। ৬তৎ। বি ; পু।

মনোঽভীষ্ট—মনোরথ, মনস্কাম, বাঞ্ছিত। ৬তৎ। বি ; ক্লী। [বঙ্গভাষায় এই শব্দটি প্রায় "মনোভীষ্ট" এইরূপ লিখিত হয়।]

মনোমত অভিলষিত, বাঞ্ছিত ; পছন্দসই। ৩তৎ। বিণ।

মনোমদ—মানসিক গর্ব, মনের অহংকার। ৬তৎ। বি ; পু।

মনোময় মানস, মনঃদ্বারা কল্পিত ; মনঃস্বরূপ। মনঃ+ময়ট্ অবয়বার্থে। বিণ।

মনোমালিন্য—মনোন্তর, মনোবিবাদ। ৬তৎ। (মনঃ+মালিন্য)। বি ; ক্লী।

মনোমোহন—মনোমুগ্ধকর, অভিরমণীয়, মনোহর। মনের মোহন (মোহকর), ৬তৎ। (মনঃ+মোহন)। বিণ।

মনোমোহন ঘোষ—ইনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের একটি প্রাচীন কায়স্থবংশ-সম্ভূত। ইঁহার পিতা রামলোচন, রাম-মোহন রায়ের বন্ধু ছিলেন এবং সদর-আলা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে মনোমোহন জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে, পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি ইণ্ডিয়ান

মিরার পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত করেন। সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে ইনি ১৮৬২ খ্রীঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। ঐ পরীক্ষায় কৃতকার্য না হইয়া ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা দেন (১৮৬৬ খ্রীঃ)। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পর বৎসর ইনি কলিকাতায় আগমনপূর্বক হাইকোর্টে ব্যবসায় আরম্ভ করিয়া অল্পদিন মধ্যেই বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা-লাভ করেন। অনেক অবস্থাহীন লোকের মকদ্দমায় পারিশ্রমিক না লইয়া কার্য করিতেন। ইনি বাগ্মী ছিলেন এবং ইঁহার দেশানুরাগও প্রবল ছিল। ১৮৮৫ খ্রীঃ ইনি বঙ্গের প্রতিনিধিস্বরূপে ইংলণ্ডে গিয়া দেশের অভাব অভিযোগ ইংলণ্ড-বাসিগণের নিকট বিবৃত করেন। ১৮৮৭, ১৮৯০ ও ১৮৯৫ খ্রীঃ আবার দেশহিতকল্পে ইংলণ্ডে যান। ইনি জাতীয় সমিতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং যাহাতে শাসন ও বিচার কার্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারীর উপর অর্পিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন। বঙ্গের ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট ইঁহার মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় মনোমোহন বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ প্রয়োগ করিবেন যে, এলিয়ট সাহেবের তাহার উত্তর দিবার সামর্থ্য হইবে না। কিন্তু প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ রচনা করিবার পূর্বেই মনোমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ১৭ই অক্টোবর ইনি লোকান্তর গমন করেন।

মনোমোহন বসু—২৪ পরগনার অন্তর্গত ছোটজাগুলিয়া গ্রামে ১২৫২ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মহামতি হেয়ার ও রিচার্ডসন সাহেবদ্বয়ের নিকট ইনি হেয়ার স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। অতঃপর জেনারেল এসেম্বলি কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে একটি বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া মূল্যবান্ স্বর্ণপদক ও কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি বাল্যকাল হইতেই প্রভাকর এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইনি কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। কিছুদিন পরে ইনি স্বয়ং 'বিভাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ ইনি "মধ্যস্থ" নামে সাপ্তাহিক পরে পাক্ষিক ও মাসিক পত্র প্রচার করেন। পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া "দুলীন" নামে একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস রচনা করেন। ইনি কলিকাতা কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটে "মনোমোহন লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকের দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংগীত রচনায় প্রতি অনুরাগী ছিলেন। বাল্যেই ইনি মুখে মুখে কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। যাত্রা, থিয়েটার, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, সংকীর্তন, বাউল প্রভৃতি সকল বিষয়েই সংগীত রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি রামাভিষেক, সতীনাটক, হরিশ্চন্দ্র, প্রণয়পরীক্ষা প্রভৃতি অনেকগুলি নাটক রচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত পদ্যমালা ১ম ভাগ, পদ্যমালা ২য় ভাগ প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তকও আছে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ২১শে মাঘ) ইনি পরলোকগমন করেন।

মনোমোহিনী—মনোমুগ্ধকারী, মনোহরা। উপতৎ; মনস্—মুহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

মনোযায়ী (-যায়িন্)- মনের ন্যায় বেগশালী। উপতৎ; মনস্—যা (যাওয়া) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মনোযায়িনী**।

মনোযোগ মনোনিবেশ, মনঃসংযোগ, অভিনিবেশ। ৬তৎ। বি; পু।

মনোযোগী (-যোগিন্)- মনোনিবেশ-কারী, অভিনিবিষ্ট। মনোযোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মনো-যোগিনী**।

মনোরঞ্জক -চিত্তের সন্তোষসাধক, মনের প্রফুল্লতাদায়ক। ৬তৎ। বিণ।

মনোরঞ্জন—১। চিত্তের সন্তোষসাধন। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। মনোরঞ্জক, মনের আনন্দজনক, চিত্তের প্রফুল্লতা-সাধক। বিণ।

মনোরঞ্জিকা—মনোরঞ্জনকারিণী, চিত্ত-প্রফুল্লকরী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

মনোরঞ্জিনী—মনোরঞ্জনকারিণী, চিত্তের সন্তোষদায়িকা। উপতৎ; মনস্ শব্দ—রন্জ্ +ণিন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোরথ—অভিলাষ, ইচ্ছা, অভিপ্রায়। ৬তৎ। বি; পু।

মনোরম—মনোহর, সুন্দর, শোভন। উপতৎ; মনস্ শব্দ—ণিজন্ত রম্ বা রমি (আনন্দিত করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

মনোরমা—১। মনোহরা। মনোরম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গোরোচনা; দশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

৩। মহারাজ কার্তবীর্যার্জুনের মহিষী। ইনি অতি ধর্মশীলা ও পতিপরায়ণা ছিলেন। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরামের সহিত কার্তবীর্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইনি পতিকে সমরে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন। পরন্তু মহাবীর কার্তবীর্য উহা ক্ষত্রিয়োচিত কার্য হইবে না বলায়, ইনি স্বামীর পরাজয় ও নিধন অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া অগ্রেই যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করেন।

৪। প্রজাপতি রুচির ভার্যা। বরুণ-পুত্র পুষ্করের ঔরসে এবং প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রম্লোচার অনুরোধে রুচি ইঁহাকে ভার্যা-রূপে গ্রহণ করেন। রুচির ঔরসে ইঁহার গর্ভে রৌচ্য মনুর জন্ম হয়।

মনোরাজ্য—অন্তঃকরণরূপ রাজত্ব, হৃদয়-রাজ্য। রূপক। বি; ক্লী।

মনোলোভা—মনের লোভজনিকা, মনোহরা, রমণীয়া। উপতৎ; মনস্ শব্দ—লুভ্+ণিচ্+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী।

মনোহর—চিত্তাকর্ষক, মনোজ্ঞ, রমণীয়, সুন্দর। উপতৎ; মনস্—হৃ (হরণ করা) +অন্ কর্তৃ। বিণ।

মনোহরণ- চিত্তাকর্ষণ, মন টানিয়া লওয়া; মনে অনুরাগ উৎপাদন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মনোহরশাহী—বর্ধমান বিভাগের উত্তরাধে জাত এবং প্রচলিত উচ্চাঙ্গ কীর্তনের রীতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

মনোহরা-১। চিত্তাকর্ষিকা, মনোরমা, রমণীয়া, সুন্দরী। মনোহর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চিনির আবরণযুক্ত স্বনাম-খ্যাত উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন। বাংপ্র। বি।

মনোহারিত্ব—মনোজ্ঞতা, রমণীয়তা, সৌন্দর্য। মনোহারিন্ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মনোহারী (-হারিন্)—চিত্তাকর্ষক, রমণীয়, সুন্দর। উপতৎ; মনস্—হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মনোহারিণী**।

মন্তব্য—১। চিন্তনীয়; বিচার্য। মন্ (বোধ করা)+তব্য কর্ম। বিণ। ২। মত; মনোভাব; টিপ্পনী, note; অভিমত, remark. মন+তব্য ভাব। বি; ক্লী।

মন্তা (মন্তৃ)—মননকর্তা; মন্ত্রদাতা। মন্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মন্ত্রী**।

মন্ত্র—১। বেদের অংশ বিঃ; রহস্য; দেবাদির উপাসনার উপযোগী বাক্য বা পদ; যে কোন জীবের বশীকরণ বাক্য; সাধনাকালে জপনীয় গুরুদত্ত বাক্য বা পদ; ব্রত বা কর্মের মূলনীতি। মন্ত্র (গোপনে বলা)+অল্ কর্ম। ২। মন্ত্রণা, পরামর্শ; বিচার। মন্ত্র্+অল্ ভাব। বি; পু।

মন্ত্রকুশল—মন্ত্রণাপটু। ৭তৎ। বিণ।

মন্ত্রগুপ্তি—মন্ত্রণা-গোপন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বি; ক্লী।

মন্ত্রগৃহ—মন্ত্রণাভবন, পরামর্শ করিবার ঘর।

মন্ত্রজ্ঞ—মন্ত্রবিৎ, যে মন্ত্র জানে; রহস্যবেত্তা; মন্ত্রণাবিৎ, পরামর্শবেত্তা। উপতৎ; মন্ত্র—জ্ঞা+ড কর্তৃ। বিণ।

মন্ত্রণ, মন্ত্রণা—গোপনে পরামর্শ; যুক্তি; আলোচনা; কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ; মন্ত্র। মন্ত্র্ (গোপনে বলা)+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে…+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মন্ত্রতন্ত্র—মন্ত্র ও তদানুষঙ্গিক ব্যাপার। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বি; ক্লী।

মন্ত্রদাতা (-দাতৃ)—১। যিনি মন্ত্র দেন। ৬তৎ। বিণ; পু। ২। গুরু, ইষ্টদেবতা; আচার্য। বি; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

মন্ত্রপূত—মন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত। ৩তৎ। বিণ। [বি; ক্লী।

মন্ত্রবল—মন্ত্রের প্রভাব, মন্ত্রশক্তি। ৬তৎ।

মন্ত্রবিৎ (-বিদ্)—১। মন্ত্রজ্ঞ, যে মন্ত্র জানে এরূপ; রহস্যবেত্তা; পরামর্শজ্ঞ। উপতৎ; মন্ত্র-বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। মন্ত্রী; চর। বি; পু।

মন্ত্রভবন—মন্ত্রণাগৃহ, পরামর্শ-গৃহ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মন্ত্রমুগ্ধ—মন্ত্র দ্বারা বশীকৃত, মন্ত্রপ্রভাবে মোহ-প্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

মন্ত্রসাধন—মন্ত্রের উপাসনা; মন্ত্রসিদ্ধির উপায়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মন্ত্রসিদ্ধ—১। মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত। ৭তৎ। ২। মন্ত্র দ্বারা প্রভাবান্বিত। ৩তৎ। বিণ।

মন্ত্রিত—মন্ত্রসংস্কৃত; পরামর্শপূর্বক স্থিরীকৃত। মন্ত্র্ (মন্ত্রণা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মন্ত্রিত্ব—পরামর্শদাতৃত্ব; সচিবত্ব। মন্ত্রী (১) দ্রঃ। মন্ত্রিন্+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মন্ত্রী (মন্ত্রিন্)—১। মন্ত্রণাদাতা, পরামর্শ-দাতা। মন্ত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মন্ত্রিণী**। ২। অমাত্য, সচিব। বি; পু।

মন্ত্রী—মননকর্ত্রী; মন্ত্রদাত্রী। মন্তৃ (মন্তা)+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মন্থ—১। মন্থনদণ্ড। মন্থ্ (বিলোড়ন করা)+অল্ করণ। ২। মন্থন; বিনাশ। মন্থ্+অল্ ভাব। ৩। ঘৃত জলমিশ্রিত শক্তু। মন্থ্+অল্ কর্ম। বি; পু।

মন্থজ—নবনীত, ননি, মাখন। উপতৎ; মন্থ-জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

মন্থন—১। বিলোড়ন; মওয়া; কুন্থন; বিনাশ। মন্থ্ (বিলোড়ন, বধ)+অনট্ ভাব। ২। মন্থনদণ্ড। মন্থ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

মন্থনী—মন্থনদণ্ড, মউনি; মন্থনাধার। মন্থন+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মন্থর—১। মন্দগামী; ধীর; চিরক্রিয়; অলস; পৃথু; নম্র; বক্র; বৃহৎ; নত। মন্থ্ (মন্থন করা ইত্যাদি)+অরন্ কর্তৃ। বিণ। ২। মন্থনদণ্ড; বাধা, প্রতিবন্ধক। মন্থ্+অরন্ করণ। বি; পু।

মন্থরগামী (-গামিন্)—মৃদুগামী, ধীর গতিবিশিষ্ট, ধীরে ধীরে গমনকারী। মন্থর—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-গামিনী**।

মন্থরা—১। মন্দগামিনী; ধীরা, ইত্যাদি। মন্থর শব্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশরথ-ভার্যা কৈকেয়ীর দাসী। কৈকেয়ী ইহার মন্ত্রণায় পরিচালিতা হইয়া রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেককালে তাঁহার বনবাস ও নিজ পুত্র ভরতের অভিষেক প্রার্থনা করিয়া লইয়াছিলেন। রামের বনগমনের পরে, ভরত শত্রুঘ্ন অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে মন্থরাকে তাঁহাদের হস্তে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। বি; স্ত্রী।

মন্থশৈল, মন্থাদ্রি—মন্দর পর্বত। মন্থ রূপ (মন্থনদণ্ডরূপ) যে শৈল বা অদ্রি (পর্বত), কর্মধা; কথিত আছে যে, সমুদ্রমন্থনকালে দেবতারা মন্দর পর্বতকেই মন্থনদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বি; পু।

মন্থী (-ন্থিন্) মন্থনকারী। মন্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মন্থিনী**।

মন্দ—জড়, অলস, অতীক্ষ্ণ; ধীর; মত্ত; উন্মত্ত; মৃদু; নীচ, অপটু; অসুস্থ; মূর্খ; খল; অসৎ, দুষ্ট, কু; ক্ষীণ; অল্প; অভাগ্য; স্বাধীন; অপকৃষ্ট, খারাপ; অশুভ। মন্দ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

মন্দগ—মন্থর, মৃদুগামী, ধীরগামী। উপতৎ; মন্দ (মৃদু)-গম্ (গমন করা)+ড কর্তৃ। বিণ।

মন্দগতি—১। ধীরগামী, মৃদুগতিবিশিষ্ট। মন্দা গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। ধীর গমন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মন্দগামী (-গামিন্)—মৃদুগামী; ধীর-গমনশীল। উপতৎ; মন্দ (মৃদু)—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মন্দগামিনী**।

মন্দতা, মন্দত্ব—মান্দ্য; মৃদুতা, ধীরতা; মূর্খতা। মন্দ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মন্দপদ—১। ধীরগামী। মন্দ পদ (পদ-বিক্ষেপ) যাহার, বহু। বিণ। ২। ধীরে পদবিক্ষেপ। কর্মধা। বি; পু।

মন্দবুদ্ধি—১। জড়বুদ্ধি, নির্বোধ, দুর্বুদ্ধি, দুর্মতি। মন্দা বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ। ২। জড় বুদ্ধি, বুদ্ধিহীনতা; দুষ্ট বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মন্দভাগ, মন্দভাগ্য—১। নিন্দিত ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, পোড়া কপাল। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। দুর্ভাগ্য, দুরদৃষ্ট, অভাগা। মন্দ হইয়াছে ভাগ বা ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

মন্দভাগিনী—দুর্ভাগ্যবতী, দুরদৃষ্টবিশিষ্টা। মন্দ যে ভাগ (ভাগ্য), কর্মধা; মন্দভাগ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। [এই পদটি সংস্কৃত ব্যাকরণানুসারে অসাধু।] [ত্রি-বিণ।

মন্দ-মন্দ—মৃদুভাবে, অল্পে অল্পে। অ।

মন্দর—পর্বত বিঃ, মন্থাদ্রি; মন্দার বৃক্ষ। মন্দ (জড় হওয়া ইত্যাদি)+অরন্ কর্তৃ। বি; পু।

মন্দহিল্লোল—মৃদুতরঙ্গ; ধীর কম্পন। কর্মধা। বি; পু।

মন্দা—১। জড়া ইত্যাদি। মন্দ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গ্রহের গতি বিঃ; সংক্রান্তি বিঃ। বি; স্ত্রী। ৩। মান্দ্য, হ্রাস, অবনতি, ঢিমা, ঢিল; অল্প চাহিদা-বিশিষ্ট; নরম; ক্ষীণ। বাংপ্র। ৪। লাঘব; দুষ্ট, দুর্জন। প্রা কপ্র। বি।

মন্দাকিনী—স্বর্গগঙ্গা; দ্বাদশাক্ষর ছন্দঃ। মন্দ শব্দ—অক্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ +স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মন্দাক্রান্তা—সতের অক্ষর ও সাতাশ মাত্রাযুক্ত সংস্কৃত ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী।

মন্দাগ্নি—অপাক রোগ, অগ্নিমান্দ্য, ভাল হজম না হওয়া। কর্মধা। বি; পু।

মন্দানিল—ধীরে প্রবাহিত বায়ু। কর্মধা। বি; পু।

মন্দার—স্বর্গীয় দেবতরু বিঃ; মাদার গাছ; ধূর্ত; তীর্থ বিঃ। মন্দ্+আরন্ কর্তৃ। বি; পু।

মন্দির—ভবন, গৃহ; দেবগৃহ; পুর, নগর। মন্দ্+কির অধি। বি; ক্লী।

মন্দিরা—ঢোলক ও মৃদঙ্গের সহিত তাল দিবার ছোট ছোট বাটীর আকারের কাংস্যনির্মিত বাদ্যযন্ত্র বিঃ, খঞ্জনি। বি; স্ত্রী।

মন্দীভূত—পূর্বে মন্দ ছিল না এক্ষণে মন্দ হইয়াছে এরূপ, অল্পীভূত, মৃদুভূত। মন্দ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=মন্দী)-ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মন্দুয়া—মন্দ, ধীর। প্রা কপ্র। বিণ।

মন্দুরা—অশ্বশালা, আস্তাবল; মাদুর। মন্দ+উর অধি+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

মন্দেহা—মন্দচেষ্টা। মন্দা যে ঈহা (চেষ্টা), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মন্দোদরী—ক্ষীণোদরী স্ত্রী ; রাগ বিঃ ; মাধুরী ; লঙ্কেশ্বর রাবণের মহিষী [ময়-দানবের ঔরসে হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয় ; রাবণের ঔরসে ইঁহার প্রখ্যাত ভুবনবিজয়ী মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি পুত্রের জন্ম হয় ; রাবণের মৃত্যু হইলে, ইনি বিভীষণকে পতিরূপে গ্রহণ করেন]। মন্দ হইয়াছে উদর যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

মন্দোষ্ণ—১। ঈষৎ উত্তাপ, সামান্য গরম ভাব। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। ঈষৎ তপ্ত, কবোষ্ণ, সামান্য গরম। বিণ।

মন্দ্র—১। গম্ভীর। মন্দ্ (হৃষ্ট হওয়া) + র কর্তৃ। বিণ। ২। বাদ্য বিঃ, মৃদঙ্গ ; গম্ভীর ধ্বনি ; (সংগীতে) উদারা। বি ; পু।

মন্বন্তর—১। মনুর শাসনকাল, দেবতাদিগের ৭১ যুগ। মনুর অন্তর হয় যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী ; ২। প্রলয় ; দুর্ভিক্ষ ; দেশব্যাপী বিপত্তি। বাংপ্র। বি।

মন্মথ—কন্দর্প, মদন ; কামচিন্তা। মনকে মথিত করে যে, উপতৎ ; মনস্—মথ্ (বিলোড়ন করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মন্মথচন্দ্র বসু মল্লিক—বাঙ্গালা ১২৬০ সালের আশ্বিন মাসে কলিকাতায় রাধানাথ মল্লিকের বংশে ইঁহার জন্ম হয়। পিতার নাম জয়গোপাল বসু মল্লিক, মাতার নাম কৃষ্ণভাবিনী দাসী। হিন্দু স্কুল ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া মন্মথচন্দ্র ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় কেম্ব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে প্রবিষ্ট হন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যারিস্টার হন ও সেই অবধি বিলাতেই অধিকাংশ কাল যাপন করেন। ইনি প্রথমে হাটখোলার দত্তবংশীয় নরেন্দ্রনাথ দত্তের কন্যার ও তাঁহার লোকান্তর ঘটিলে ইংলণ্ডে ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে এক ইংরাজমহিলার পাণিগ্রহণ করেন। পার্লামেন্টের মেম্বর হইবার জন্য ইনি দুইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন—প্রথমে লণ্ডনের হানোভার বিভাগের ও দ্বিতীয়বার মিড্লসেক্সের আয়ল্ক বিভাগের পক্ষ হইতে। ইনি একজন বিখ্যাত পর্যটক। সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, চায়না ও জাপান ভ্রমণ করিয়াছেন। "Orient and Occident", "Study in Ideals", "Impressions of a Wanderer", "Problems of Existence" প্রভৃতি ইংরাজী ভাষায় লিখিত বহু পুস্তক ইনি প্রকাশিত করিয়াছেন। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল যে দশজন ব্যক্তিকে 'Immortal Ten' বা 'অমরদশ' আখ্যা প্রদান করেন ইনি তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম।

মন্মথনাথ ঘোষ—সন ১২৯১ সালে ৩রা আশ্বিন মহালয়ার দিনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি "হিন্দু পেট্রিয়ট" ও "বেঙ্গলী" পত্রের প্রবর্তক ও প্রথম সম্পাদক বিখ্যাত বাগ্মী ও প্রসিদ্ধ লেখক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র (গিরিশচন্দ্র ঘোষ দ্রঃ)। ১৯০০ খ্রীঃ মন্মথনাথ সেন্ট্রাল কলেজিয়েট স্কুল হইতে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইন্স্টিটিউসনে প্রবিষ্ট হন। এই বিদ্যালয় হইতে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালা রচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র পদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে গণিতে সম্মানের সহিত বি. এ. এবং পরবৎসর বিশুদ্ধ গণিতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কন্ট্রোলার জেনারেলের অফিসে প্রবেশ করেন এবং ইণ্ডিয়া ট্রেজারীসমূহের কন্ট্রোলারের অফিসে অন্যতম সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের রয়্যাল স্ট্যাটিস্টিকাল সোসাইটী এবং রয়্যাল ইকনমিক সোসাইটীর ফেলো বা সদস্য নির্বাচিত হন। সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পিতামহ গিরিশচন্দ্র ঘোষের ইংরাজী জীবনচরিত এবং পরবৎসর গিরিশচন্দ্রের ইংরাজী বক্তৃতা ও প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করেন। শেষোক্ত পুস্তকে সিপাহী যুদ্ধের ও নীলবিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বে ও পরে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার নিখুঁত ছবি পাওয়া যায়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্মথনাথ বাঙ্গালা ভাষায় "মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নামক একখানি বহু অপ্রকাশিতপূর্ব তথ্যপূর্ণ চরিত্র গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশিত করেন। এতদ্ব্যতীত 'সাহিত্য', 'আর্যাবর্ত্ত', 'যমুনা', 'মানসী' ও 'মর্মবাণী' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে মন্মথনাথের অনেকগুলি সুলিখিত ও বহুতথ্যপূর্ণ জীবনচরিত বিষয়ক প্রস্তাবাদি প্রকাশিত হইয়াছে।

মন্মথনাথ ভট্টাচার্য—১৮৬৩ খ্রীঃ হুগলি জেলান্তর্গত নারীট গ্রামে ইঁহার জন্ম। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ইঁহার পিতা। ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যারত্ন উপাধি প্রাপ্ত হন, পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া পাস হন। ১৮৮৫ খ্রীঃ কলিকাতার ডেপুটী কন্ট্রোলার হন। পরে মাদ্রাজ, রেঙ্গুন, শিলং, নাগপুর প্রভৃতি বহু স্থানে উচ্চ রাজকার্য করিয়া ১৯০৮ খ্রীঃ পঞ্জাবের "অ্যাকাউণ্টেণ্ট জেনারেল" হন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম এই সম্মানজনক উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় যান, তখন ইনিই মাদ্রাজে সভা আহ্বান করিয়া তাঁহার পাথেয় সংগ্রহ করিয়া দেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষের সহিত মিলিত হইয়া ইনি হণ্টার সাহেবের ভারতবর্ষের ইতিহাস বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

মন্মথপ্রিয়া—রতিদেবী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মন্মোহন—মনোমোহন। বাংপ্র। বি।

মন্যু—ক্রোধ, মনস্তাপ ; অভিসম্পাত, শাপ। <মন্যু। বি।

মন্যু—শোক ; দৈন্য ; অহংকার ; ক্রোধ ; যজ্ঞ ; ক্ষত্রিয় বিঃ। মন্ (বোধ করা, গর্ব করা ইত্যাদি) + যু কর্ম। বি ; পু।

মপিলা (বা মোপলা)—দক্ষিণ ভারতের মালাবার প্রদেশের মুসলমানগণ মপিলা নামে অভিহিত। ইঁহাদের নাম এবং ইতিহাস সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। (১ম) অনেকের মতে মহা=শ্রেষ্ঠ এবং পিলা=পুত্র, ইহা হইতে মপিলা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা সম্মানসূচক শব্দ। প্রাচীন বৈদেশিকগণ ইহুদী (যুধা মাপিলা), সীরীয় খ্রীষ্টিয়ান (নাসরানী মাপিলা), মুসলমান (জোনাকা মাপিলা) নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। কেরলের সম্রাট্ চিরামন পেরুমলের মুসলমানধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মালাবারে ইসলাম ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। (২য়) টিপু সুলতান অনেক হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করেন। (৩য়) কালিকটের জামোরিন (রাজা) স্বীয় নৌচালনার নিমিত্ত ধীবর জাতির মধ্য হইতে বহু হিন্দুকে মুসলমান ধর্মগ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। (৪র্থ) নিকৃষ্ট জাতির হিন্দু ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলে তাহার হীনতা অপগত হয় ও সে রাজজাতির শ্রেষ্ঠতা লাভ করে। ইত্যাদি প্রকারের বিভিন্ন কারণে মালাবারে মুসলমানের সংখ্যাবাহুল্য ঘটে। মোপলারা প্রায়শঃ ধর্মান্ধ,—ধর্মের জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। ১৯২১ খ্রীঃ যে মোপলা বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাহাতে ইহারা হিন্দুদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার করে, এবং ন্যূনাধিক তিন হাজার হিন্দুকে বলপূর্বক মুসলমান করে। সুপ্রসিদ্ধ আর্যসমাজের ঐকান্তিক

যত্নচেষ্টায় তাহাদের অধিকাংশই পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত ও হিন্দুসমাজে পুনর্গৃহীত হইয়াছে। এই মহনীয় কার্যে সহায়তা করিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে স্বনামখ্যাত বঙ্গের পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় মালাবারে গমন করিয়াছিলেন।

মফঃস্বল—শহরের বিপরীত, গ্রাম; সম্মুখের বিপরীত, উলটাপিঠ (বিপরীত শব্দ 'সদর'); নিভৃতস্থান। <আ 'মুফস্বল'। বি বা বিণ।

মবলগ—সমুদায়, মোট সমষ্টি, থোক; অধিক; নগদ অর্থ। আ। বি। [সর্ব।

মম—মদীয়, আমার। সংস্কৃত পদ। কপ্র।

মমতা, মমত্ব—আমার বলিয়া জ্ঞান; মায়া; স্নেহ; আসক্তি; অভিমান; দর্প; অহংকার। মম (আমার)+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী. ও ক্লী।

মমতাজমহল—ইনি নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। বাল্যে ইহার নাম "আর্জমন্দ বানু" ছিল। একবৎসর খোসরোজ উৎসবের দিনে ইনি যুবরাজ খুরম কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া তাঁহার মনোহরণ করেন। ইহার শ্বাম জামাল খাঁ নামক জনৈক সম্রান্ত মোগল ইহার চরিত্রে সান্দহান হইয়া ইহাকে পরিত্যাগ করেন। খুরম সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া সাহজাহান নাম গ্রহণ করিলেন এবং ইহাকে বিবাহ করিয়া মমতাজমহল নাম দিলেন। ইহার চারি পুত্র জন্মিয়াছিল। দারা, সুজা, মুরাদ ও আওরঙ্গজেব। ইহার তিন কন্যার মধ্যে জাহানারা ও রোসিন আরা ইতিহাস-বিখ্যাতা। তৃতীয় কন্যা প্রসবকালে মমতাজমহলের মৃত্যু ঘটে। গর্ভাবস্থায় ইনি সাহজাহানকে পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমার মৃত্যুর পরেও কি আমার উপর আপনার ভালবাসা থাকিবে?" উত্তরে বাদশাহ বলিয়াছিলেন "আমি তোমাকে চিরস্মরণীয়া করিয়া রাখিব।" মৃত্যুশয্যায় মমতাজমহল বাদশাহকে এই প্রতিজ্ঞাটি স্মরণ করাইয়া দেন। সেই প্রতিজ্ঞা পালন উদ্দেশ্যে এবং গভীর প্রণয়ের উচ্ছ্বাসে বাদশাহ জগতে অতুলনীয় কীর্তি "তাজমহল" নামক সমাধি-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭ বৎসর ধরিয়া ২০,০০০ লোক দিবারাত্র কার্য করিয়া এই মন্দির প্রস্তুত করে। ১৬২৯ খ্রীঃ মমতাজমহলের মৃত্যু হয়। ৩৬ বৎসর পরে সাহজাহানের দেহাবসান হইলে তাঁহারই ইচ্ছামত তাঁহাকে প্রিয়তমা পত্নীর মৃত দেহের পাশে সমাধিস্থ করা হয়।

মমতাযুক্ত—আমার বলিয়া জ্ঞানবিশিষ্ট; স্নেহবান্; অভিমানী; অহংকারী; ব্যয়কুণ্ঠ। ওতৎ। বিণ।

মমত্ব—'মমতা' দ্রঃ।

ময়—১। উষ্ট্র; অশ্বতর, খচ্চর। ময় (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

২। দানবশিল্পী। দৈত্যরাজ বলির সহিত স্বর্গজয়ার্থ গমন করিয়া ইনি সমরে বিশ্বকর্মাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। হেমানাম্নী অপ্সরার গর্ভে ইহার মন্দোদরী নামে কন্যার জন্ম হয়। লঙ্কেশ্বর রাবণের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে ইনি জামাতাকে আপনার বিখ্যাত শূল প্রদান করেন। মায়াবী ও দুন্দুভি নামে ইহার দুইটি পুত্রও ছিল। কৃষ্ণার্জুন যৎকালে খাণ্ডববন দাহন করেন, তৎকালে এই দানব তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, কিন্তু পলায়ন করিতে যাইয়া কৃষ্ণ দ্বারা আক্রান্ত হন। তখন ইনি অর্জুনের শরণাপন্ন হইলে, তিনি ইহার প্রাণরক্ষা করেন। অতঃপর প্রত্যুপকারস্বরূপ ইনি কৃষ্ণের আদেশে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবদিগের সভাগৃহ নির্মাণ করিয়া দেন। কথিত আছে, ময়দানব "ময়মত" নামক গৃহনির্মাণ-বিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বৃহৎ সংহিতা ও অন্যান্য শিল্প গ্রন্থে ইহার নাম উল্লিখিত আছে। কেহ কেহ বলেন, "সূর্যসিদ্ধান্ত" নামক একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থও ইনি রচনা করেন। বি; পু।

-ময়—বিশিষ্ট, পূর্ণ; নির্মিত; ব্যাপিয়া। প্রত্যয় বিঃ।

ময়ট—তৃণকুটীর। ময় (যাওয়া) +অট অধি। বি; পু।

ময়দা—সূক্ষ্ম গোধূমচূর্ণ (আটা অপেক্ষা মিহি)। <ফা 'মইদা'। বি।

ময়দান—মাঠ। ফা। বি।

ময়না—পক্ষী; পক্ষী বিঃ; কুটনী; বৃক্ষ বিঃ; এক প্রকার ঘাস। বাংপ্র। বি।

ময়রা—মোদক, মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারক জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি। স্ত্রী—**ময়রাণী, -নী**।

ময়রা, লর্ড (Earl of Moira)—ইনি মার্কুইস্ অব হেস্টিংস্ (Marquis of Hastings) নামে অধিকতর পরিচিত। ১৭৫৪ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ ৪ঠা অক্টোবর ইনি ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। ইহার শাসনকালে তিনটি শক্তির সহিত কোম্পানির সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং তিনটিকেই পরাভূত করিয়া ইনি ইংরাজ রাজত্বের প্রসার বৃদ্ধি এবং ইহার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। প্রথম—নেপাল যুদ্ধ। ১৭৬৭ খ্রীঃ নেপালীরা রাজ্যস্থাপন করিয়া মধ্যে মধ্যে কোম্পানির রাজ্যে আসিয়া উৎপাত করিত। ময়রা ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জেনারেল অক্টরলনী ইহাদিগকে বিপর্যস্ত ও পরাভূত করিলে ইহারা সন্ধি প্রার্থনা করে (১৮১৬ খ্রীঃ)। সেই সন্ধির ফলে ইংরাজেরা সিমলা, নাইনিতাল, মসুরী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থান সংবলিত কুমায়ুন ও ঘারওয়াল প্রদেশ প্রাপ্ত হইলেন এবং সিকিমের রাজাকে অধীনে আনিলেন। দ্বিতীয়—পিণ্ডারী যুদ্ধ। পিণ্ডারিগণ লুণ্ঠনকারীর দল। ইহাতে আফগান, জাঠ ও মারাঠাগণ সংলিপ্ত ছিল। লর্ড ময়রা ইহাদের দমন জন্য এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমীর খাঁ নামক ইহাদের প্রধান নেতা বশ্যতা স্বীকার করিলে টঙ্ক প্রদেশ তাঁহাকে দেওয়া হইল। তাঁহার বংশধরগণ টঙ্কের নবাব-বলিয়া এখনও প্রতিষ্ঠিত আছেন। তদবধি পিণ্ডারিগণ লুণ্ঠন পরিত্যাগ করিয়া কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করিল। ইংরাজগণ নেপালী ও পিণ্ডারিগণের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন দেখিয়া পেশোয়া, নাগপুরের ভোঁসলা ও ইন্দোরের হোলকার আবার ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু এই তাঁহাদের শেষ চেষ্টা। লর্ড ময়রার প্রবর্তিত এই তৃতীয় যুদ্ধে বাজীরাও পেশোয়া পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত হইলেন। নাগপুরও বিপক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার লাভ করিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মেহিদপুরে হোলকারের সৈন্য সম্পূর্ণরূপে বিপর্যস্ত হইল। মহারাষ্ট্রীয়গণের এই শেষ উদ্যম। ইহার পর আর কেহই মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইলেন না। পেশোয়ার রাজ্য বৃটিশরাজ্যভুক্ত হইল। রাজপুতানার রাজগণও ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেন। ইংরাজ নিষ্কণ্টক হইলেন, এবং ভারতে ইংরাজের প্রভাব অপ্রতিহতভাবে বিস্তারিত হয়। লর্ড ময়রা ইংরাজ-রাজত্বের সীমা ও প্রতিষ্ঠা বর্ধন করিয়া ১৮২৩ খ্রীঃ ৯ই জানুয়ারির পদত্যাগ করিলেন। ১৮২৬ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর ইনি ইটালির নেপলস্ নগরের সন্নিকট স্থানে দেহত্যাগ করেন।

ময়লা—মলিন, অপরিষ্কার, অগৌর; নোংরা, মলা; কুটিল, মন্দ; বিষ্ঠা; পাপ। বাংপ্র। বিণ।

ময়ান, ময়েন—ময়দা প্রভৃতি মাখিবার সময় নরম করিবার জন্য যে ঘৃতাদি

সংযোগ করা হয়; কোমলতাসাধক বস্তু। বাংপ্র। বি।

ময়াজ—সম্পত্তি, ঐশ্বর্য; বৃহৎ সর্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

ময়ূখ—কিরণ; দীপ্তি; জ্বালা; শোভা। মি (ক্ষেপণ করা) বা ময়্ (গমন করা) + উখ কর্তৃ। বি; পু।

ময়ূখমালা—দীপ্তিসমূহ, কিরণজাল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ময়ূখমালী (-লিন্)—সূর্য। ময়ূখমালা + ইন্ আছে অর্থে। বি; পু।

ময়ূর—১। স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পক্ষী, শিখী, কেকী। মি (ক্ষেপণ করা) + উর কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**ময়ূরী**। ২। বরের মাথার মুকুট। বাংপ্র। বি।

ময়ূরকণ্ঠী—রঙিন বস্ত্র বিঃ, ইহার টানা লাল পড়েন সবুজ। বাংপ্র। বি।

ময়ূরপঙ্খী—ময়ূরাকৃতি নৌকা। বাংপ্র। বি।

ময়ূরভঞ্জ—উড়িষ্যা রাজ্যস্থিত ভূতপূর্ব করদ রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তর সীমা মানভূম, সিংহভূম ও মেদিনীপুর জেলাত্রয়; পূর্ব সীমা বালেশ্বর জেলা; দক্ষিণ সীমা পুরী জেলা ও নীলগিরি নামক সামন্ত রাজ্য; পশ্চিম সীমা কেঁওঝাড় নামক সামন্ত রাজ্য। ময়ূরভঞ্জ রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত: ময়ূরভঞ্জ, উপর-বাগ ও বামনঘাটী। শেষোক্ত বিভাগটি পূর্বে ইংরাজের শাসনাধীন ছিল, এবং উপর-বাগ, ময়ূরভঞ্জের রাজার ব্যয়ে নিযুক্ত ইংরাজ পুলিসের তত্ত্বাবধানে ছিল। মরভঞ্জ পার্বত্য স্থান; এখানে নিবিড় জঙ্গলের আধিক্য দৃষ্ট হয়। বন্য হস্তীর সংখ্যা এস্থানে নিতান্ত বিরল নহে। রাজ্যমধ্যে লৌহখনিও অনেক স্থানে অবস্থিত। এ রাজ্যে মুসলমানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প; সাঁওতাল, কোল প্রভৃতি আদিম জাতির আধিক্য লক্ষিত হয়। জনশ্রুতি এই যে, রাজপুতানাস্থ জয়পুর-রাজের জনৈক জ্ঞাতি দুই সহস্র বৎসর পূর্বে এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ময়ূরাঙ্কিত মুদ্রা সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়; লোকে বলিয়া থাকে, সেগুলি ময়ূরভঞ্জের টাকা। এ ধারণা ভ্রান্ত; সে টাকাগুলি ব্রহ্মদেশের। ময়ূরের মত একপ্রকার কুক্কুট ময়ূরভঞ্জের রাজচিহ্ন বটে; কিংবদন্তী এই যে, উক্ত জাতীয় কুক্কুট-ডিম্ব হইতে রাজবংশের উৎপত্তি। রাজ্যমধ্যে এই পক্ষীর হনন নিষিদ্ধ। ময়ূরভঞ্জের রাজগণের উপাধি "ভঞ্জদেও"। কিশোর চন্দ্র ভঞ্জদেও ইংরাজ কর্তৃক মহারাজা উপাধি-ভূষিত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র রামচন্দ্র ভঞ্জদেও তৎপদে অধিষ্ঠিত হন। অপ্রাপ্তব্যবহার-কাল পর্যন্ত ইনি ইংরাজের কোর্ট অব ওয়ার্ডের অধীন থাকেন। ইনি পরে কেশবচন্দ্র সেনের দ্বিতীয়া কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় ১৯১২ অব্দের প্রারম্ভে ভারতসম্রাট্ ও তদীয় মহিষীর অভ্যর্থনা উপলক্ষে কলিকাতা ময়দানে যে মহতী সভা হয়, তাহাতে মহারাজ রামচন্দ্র ভঞ্জদেও রাজদম্পতির প্রীত্যর্থে উড়িষ্যার পাইকগণের নৃত্য দেখাইবার ব্যবস্থা করেন। ঐ সালে জনৈক সহচর শিকারীর অনবধানতাবশতঃ ইনি পদে বন্দুকের গুলির আঘাত প্রাপ্ত হন। সেই আঘাতের ফলে, উক্ত অব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারি ইঁহার পরলোকগমন ঘটে। বারিপদা নামক স্থানটি ময়ূরভঞ্জের রাজধানী।

মর—১। মরণ, মৃত্যু। মৃ (মরা) + অল্ ভাব। বি; পু। ২। মরণশীল, নশ্বর, মৃত্যুর অধীন, mortal. মৃ + অন্ কর্তৃ। বিণ। ৩। পঞ্চত্ব পাও, যমের বাড়ি যাও। বাংপ্র। ক্রি।

মরক মারি, মড়ক। মৃ (মরা) + অক ভাব। বি; পু।

মরকত—হরিদ্বর্ণ মণি বিঃ, emerald; পান্না। মরক শব্দ—তৃ (পার হওয়া) + ড কর্তৃ। বি; পু।

মরজগৎ—মরণধর্মশীল বিশ্ব, নশ্বর জগৎ, পৃথিবী। কর্মধা। বি; ক্লী।

মরজি, মর্জি—অভিপ্রায়, সম্মতি, ইচ্ছা, মানস, সংকল্প, মতলব। আ। বি।

মরণ দেহনাশ, নিধন, মৃত্যু। মৃ (মরা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মরণধর্মশীল—নশ্বর, যাহার স্বভাবই ধ্বংস হওয়া এমন। মরণই ধর্ম, কর্মধা; মরণ-ধর্ম শীল যাহার, বহু। বিণ।

মরণধর্মা (-ধর্মন্)—মৃত্যুগুণাক্রান্ত, মর, নশ্বর, মরণশীল। মরণ ধর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

মরণধর্মী (-ধর্মিন্) মৃত্যুধর্মাক্রান্ত, নশ্বর। মরণ রূপ যে ধর্ম সে মরণধর্ম, রূপক; মরণধর্ম + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মরণধর্মিণী**।

মরণশীল—মৃত্যুধর্মাক্রান্ত, নশ্বর, মর। মরণই শীল যাহার, বহু। বিণ।

মরণাপন্ন—মৃত্যুদশাগ্রস্ত; মৃতপ্রায়; মুমূর্ষু। মরণকে আপন্ন, ২তৎ। বিণ।

মরণাশৌচ—জ্ঞাতি বা আত্মীয়ের মৃত্যু জন্য অশৌচ। মরণ জন্য অশৌচ, মধ্যপ। বি; পু।

মরণোন্মুখ—মরণোদ্যত, মুমূর্ষু, যাহার মৃত্যুকাল নিকটবর্তী। ৭তৎ। বিণ।

মরত—১। ভূমণ্ডল, পৃথিবী। <মর্ত। বি। ২। মর, মরণশীল, বিনশ্বর। প্রা কপ্র। বিণ।

মরত ভুবন—মর্ত্যলোক, মরণশীল জগৎ। প্রা কপ্র। বি।

মরতা—অপকর্ষ; শুষ্কতা। বাংপ্র। বি।

মরদ, মরদা—১। মর্দ, পুরুষ; যুবক। বি। ২। পুরুষজাতীয়; বলবান্। <ফা 'মর্দ'। বিণ।

মরদানা—পুরুষত্ব, পুংস্ত্ব; পুরুষ; একপ্রকার হস্তাভরণ। ফা-মু। বি।

মরম—হৃদয়ের অন্তস্তল, অন্তঃকরণ, অন্তর। মর্মন্ (মর্ম) শব্দের অপভ্রংশ। বি।

মরমর—মুমূর্ষু, মৃতপ্রায়, মরণাপন্ন। বাংপ্র। বিণ।

মরমিয়া সাধারণ বুদ্ধির অতীত নিগূঢ় ভগবত্তত্ত্বসম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

মরমী মর্মগ্রাহী; দরদী; যে মরমিয়া তত্ত্ব আলোচনা করে mystic. বাংপ্র। বিণ।

মরশুম—মৌসুম, কাল; সুবিধাজনক সময়; উন্নতির সময়; কাটতির সময়; সুযোগ। <আ 'মৌসিম'। বি। বিণ, -মী।

মরা ১। মরণশীল, মৃত্যুর অধীনা। মর + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মৃত; ক্ষীণ; খাদযুক্ত। বাংপ্র। বিণ। ৩। মৃতদেহ, শব। বি। ৪। মৃত হওয়া, পঞ্চত্ব পাওয়া, প্রাণত্যাগ করা; হ্রাস পাওয়া; কমা। বাংপ্র। ক্রি।

মরাই ধান্যাগার। < মরার। বি।

মরাঞ্চে—মৃতবৎসা। বাংপ্র। বিণ।

মরামর—মনুষ্য ও দেবতা। মর ও অমর, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

মরামাস—খুশকি, দেহের মৃত শুষ্ক ত্বক্। বাংপ্র। বি।

মরার—শস্যরক্ষণস্থান, ধান্যাগার, ধানের মরাই। মৃ + আরন্ অধি। বি; পু।

মরাল—১। কারণ্ডব; রাজহংস; কজ্জল; মেঘ। মৃ (মরা) + আল কর্তৃ। বি; পু। ২। স্নিগ্ধ; মসৃণ। বিণ।

মরালক—কলহংস। মরাল + কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

মরালগামিনী—রাজহংসের ন্যায় মনোহর গতিশালিনী। মরাল তুল্য গমন করে যে (যে স্ত্রী), উপতৎ; মরাল শব্দ—গম্ (যাওয়া) + ণিন্ কর্তৃ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মরি, মরি মরি—বিস্ময়যুক্ত আনন্দ সমবেদনা ইত্যাদি সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

মরিচ, মরীচ—১। গোলমরিচ। মৃ (মরা)

+ইচ, ইচ অপা। বি ; স্ত্রী। ২। গাছ-মরিচ, লঙ্কা। বাংপ্র। বি।

মরিচা, মরচে—মণ্ডূর, লৌহমল, ধাতুমল বাংপ্র। বি।

মরিয়া—জীবনে হতাশ, প্রাণে মমতাশূন্য, প্রাণ যায় বা থাকে তাহাতে ভ্রূক্ষেপহীন, desperate. বাংপ্র। বিণ।

মরিযাদ মর্যাদা, সীমা। প্রা কপ্র। বি।

মরীচি—১। কর, কিরণ ; কৃপণ। মৃ (নাশ করা)+ঈচি অপা, যে (অন্ধকার) নাশ করে। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। সপ্তর্ষির একজন, ব্রহ্মার মানসপুত্র। ইনি প্রজাপতিরূপে নিয়োজিত হইয়া কর্দমতনয়া কলার পাণিগ্রহণ করেন। মহামুনি কশ্যপ ইহার পুত্র। বি ; পু।

মরীচিকা—সূর্যকিরণে জলভ্রম, মৃগতৃষ্ণা ['মৃগতৃষ্ণা' দ্রঃ]। মরীচিতে (কিরণে) বোধ হয় ক (জল) যথায়, বহু। বি ; স্ত্রী।

মরীচিমালী (-লিন্) সূর্য। মরীচির মালা=মরীচিমালা, ৬তৎ ; মরীচিমালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

মরু—বৃক্ষলতাদি ও বারিহীন প্রদেশ, desert ; পর্বত। মৃ (মরা)+উ অধি। বি ; পু।

মরুৎ, মরুত দেবতা ; বায়ু [দিতির পুত্রগণ দেবগণ কর্তৃক নিহত হইলে, তিনি পতির নিকট অজেয় পুত্রের প্রার্থনা করেন। অতঃপর তাঁহার গর্ভে মরুতের জন্ম হইলে, গর্ভাবস্থায় ইন্দ্র বজ্রাঘাতে ইহাকে উনপঞ্চাশৎ অংশে বিভক্ত করেন। কশ্যপের বরে তাহারা জীবিত হইয়া উনপঞ্চাশৎ বায়ু নামে খ্যাত ও পবনদেবের অধীনে স্থাপিত হইল]। মৃ (মরা)+উৎ অপা ; ২য় পক্ষে মরুৎ শব্দ+অ স্বার্থে। বি ; পু।

মরুৎক্রিয়া—বাতকর্ম। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মরুত্ত—১। চন্দ্রবংশীয় অবিক্ষিতের পুত্র। ইনি অতিশয় শৌর্যবীর্যসম্পন্ন ছিলেন এবং বহু যজ্ঞ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। মরুৎ- তন্ (বিস্তার করা)+ড কর্তৃ। ২। বায়ু। মরুৎ+ত স্বার্থে। বি ; পু।

মরুৎপতি—বিষ্ণু, নারায়ণ ; ইন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; পু।

মরুৎপথ—আকাশ, অম্বর। ৬তৎ।

মরুৎপাল—ইন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

মরুদ্বিপ—উষ্ট্র। মরুর দ্বিপ (হস্তী), ৬তৎ। বি ; পু।

মরুদ্বীপ, মরূদ্যান মরুভূমির মধ্যস্থ উর্বর ভূখণ্ড, oasis. মরুস্থিত যে দ্বীপ বা উদ্যান, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী

মরুদ্রথ—বিমান, দেবরথ ; অশ্ব। মরুতের (দেবতার) রথ, ৬তৎ। বি ; পু।

মরুপ্রিয়—উষ্ট্র। বহু। বি ; পু।

মরুভূমি—যে বৃক্ষলতাজলাদিশূন্য প্রশস্ত ভূভাগ রাশি রাশি বালুকা ও প্রস্তরখণ্ডে পরিপূর্ণ। মরুও যে ভূমিও সে, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মরুয়া—মরুবক। প্রা কপ্র। বি।

মরুস্থল, -স্থলী—জলশূন্য বালুকাময় স্থান ; মরুভূমি। কর্মধা। বি ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মরূদ্যান—'মরুদ্বীপ' দ্রঃ।

মর্কট—বানর ; হাড়গিলা ; উর্ণনাভ, মাকড়সা ; বিষ বিঃ। মর্ক—অট্ (গমন করা)+ অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মর্কটক—বানর ; মাকড়সা। মর্কট+কণ্ ; কিংবা মর্কট—কৈ+ড কর্তৃ। বি ; পু।

মর্কটী—বানরী। মর্কট+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মর্জি—'মরজি' দ্রঃ। [বি।

মর্টগেজ—বন্ধক। < ইং 'mortgage'.

মর্ত—১। মনুষ্য ; মানবক। মৃ (মরা)+তন্ কর্তৃ। ২। ভূলোক, পৃথিবী। মৃ+তন্ অধি। বি ; পু।

মর্তমান—উৎকৃষ্ট কদলী বিঃ, শবরী কলা। বাংপ্র। বি।

মর্ত্য—মনুষ্য ; ভূলোক, পৃথিবী। মর্ত+ক্য স্বার্থে। বি ; পু।

মর্ত্যধাম (-ধামন্)—মনুষ্যলোক, পৃথিবী। মর্ত্যের (মনুষ্যের) ধাম (লোক), ৬তৎ ; অথবা মর্ত্যই যে ধাম, কর্মধা। বি ; ক্লী।

মর্ত্যলীলা—মনুষ্যলীলা, পার্থিব কার্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্ত্যলোক—ভূলোক, পৃথিবী। কর্মধা। বি ; পু।

মর্দ—১। মর্দন। মৃদ্+অল্ ভাব। বি ; পু। ২। মর্দনশীল। মৃদ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ৩। পুরুষ ; বলবান্ পুরুষ ; সাহসী, বীর। ফা। বি।

মর্দন—অঙ্গ মর্দন ; পেষণ ; চূর্ণন ; দলন ; সংবাহন। মৃদ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী

মর্দল—বাদ্য বিঃ, মাদল। মর্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

মর্দা—পুরুষ। ফা-মু। বি।

মর্দানা—পুংস্ত্ব, পুরুষত্ব ; বীরত্ব। ফা-মু। বি। [বি।

মর্দানি—পৌরুষ ; পুরুষালি। ফা-মু।

মর্দানী—পুংস্বভাব-নারী। ফা-মু। বি ; স্ত্রী।

মর্দিত—দলিত ; পেষিত ; চূর্ণিত ; প্রহৃত ; বদ্ধ। ণিজন্ত মৃদ্—মর্দি (মর্দন করানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

মর্ম (মর্মন্)—দেহের সন্ধিস্থান ; জীবনস্থান ; হৃদয় ; স্বরূপ ; তত্ত্ব ; রহস্য ; তাৎপর্য ; অভিপ্রেত। মৃ (মরা)+মন্ অপা। বি ; ক্লী। [শিরা স্নায়ু, সন্ধি, মাংস এবং অস্থি ইহাদের একত্র মিলনকে মর্ম বলে। মর্মমধ্যে প্রাণ বিশেষভাবে অবস্থিতি করে। দেহমধ্যে ১০৭টি মর্ম থাকে ; মাংসে ১১, অস্থিতে ৮, সন্ধিতে ২০, স্নায়ুতে ২৭, এবং শিরায় ৪১। তন্মধ্যে পদদ্বয়ে ২২, হস্তদ্বয়ে ২২, বক্ষে ও উদরে ১২, পৃষ্ঠে ১৪, এবং গ্রীবা ও তাহার ঊর্ধ্বদেশে ৩৭টি থাকে। মর্ম ৫ প্রকার ; যথা—সদ্যঃ-প্রাণহর (ইহাতে আঘাত লাগিলে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয় ; ইহার সংখ্যা ১৯) ; (২) কালান্তর প্রাণহর (ইহা আহত হইলে কিছুদিন পরে মৃত্যু ঘটে ; ইহার সংখ্যা ৩৩) ; (৩) বৈকল্যকর (ইহাতে আঘাত লাগিলে অঙ্গ বিকল হইয়া যায় ; ইহার সংখ্যা ৪৪) ; (৪) পীড়াকর (ইহা আহত হইলে পীড়া জন্মে ; ইহার সংখ্যা ৮) ; (৫) বিশল্যঘ্ন (ইহাতে শল্যাদি বিদ্ধ হইলে তাহা উৎপাটনমাত্র মৃত্যু হয় ; ইহার সংখ্যা ৩)।

মর্মকথা—মনের কথা ; গূঢ় রহস্য। ৬তৎ বা কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মর্মকাতরতা—আন্তরিক ব্যাকুলতা, অন্তরের কাতর ভাব। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মর্মগ্রহণ—তাৎপর্যাবধারণ, রহস্য-বোধ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মর্মগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—তাৎপর্যগ্রহণকারী, রহস্যাবধারক, অভিপ্রেতজ্ঞ, তত্ত্বজ্ঞ। উপতৎ ; মর্মন্—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-গ্রাহিণী**।

মর্মঘাতী (-ঘাতিন্)—মর্মভেদী, অন্তরে ব্যথাদায়ক, হৃদয়ভেদী। উপতৎ ; মর্মন্—হন্ (বধ করা)+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মর্মঘাতিনী**।

মর্মজ্ঞ—রহস্যবিৎ ; তাৎপর্যগ্রাহী। উপতৎ ; মর্মন্—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

মর্মন্তুদ—মর্মভেদী, মর্মে পীড়াদায়ক, অন্তরে ব্যথাদায়ক, মর্মান্তিক। মর্মন্ তুদ্ (ব্যথা দেওয়া)+খ কর্তৃ। বিণ।

মর্মপীড়ক—মর্মন্তুদ, মর্মান্তিক, অন্তরে ব্যথাদায়ক। ৬তৎ। বিণ।

মর্মপীড়া মর্মব্যথা, অন্তরের ব্যথা, মর্মযাতনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। বিণ, **-পীড়িত**।

মর্মভেদী (-ভেদিন্)—মর্মপীড়ক, মর্মন্তুদ, মর্মান্তিক, অন্তরে ব্যথাদায়ক। উপতৎ ; মর্মন্—ভিদ্ (ভেদ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মর্মভেদিনী**।

মর্মর ১। শুষ্ক পত্রাদির অব্যক্ত ধ্বনি, মড় মড় শব্দ। মর শব্দের দ্বিত্ব। বি ; পু। ২। মর্মরশব্দযুক্ত। বিণ। ৩। মসৃণ প্রস্তর বিঃ, মার্বেল পাথর। <ইং 'marble'. বি।

মর্মরধ্বনি মর্ মর্ রব, অব্যক্ত শব্দ। মর্মরই যে ধ্বনি, কর্মধা। বি ; পু।

মর্মরপ্রস্তর মর্মর পাথর, মার্বেল পাথর। বাংপ্র। বি।

মর্মবিৎ (-বিদ্)—তাৎপর্যগ্রাহী, মর্মজ্ঞ, রহস্যবেত্তা। উপতৎ; মর্মন্—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

মর্মবিদ্ধ—মর্মস্থানে আঘাতপ্রাপ্ত; অন্তরে ব্যথাপ্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ।

মর্মবেদনা, -ব্যথা—মর্মযন্ত্রণা, হৃদয়ব্যথা, মর্মান্তিক ক্লেশ, অন্তরের পীড়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মর্মবেদী (-বেদিন্)—মর্মজ্ঞ, রহস্যবেত্তা, তাৎপর্যগ্রাহী। উপতৎ; মর্মন্-বিদ্ (জানা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী —**মর্মবেদিনী**।

মর্মস্থল—মর্মস্থান, জীবনস্থান; অন্তঃকরণ। ৬তৎ বা কর্মধা। বি; পু।

মর্মস্পর্শী (-স্পর্শিন্)—মর্মভেদী, মর্মপীড়ক, মর্মন্তুদ, মর্মান্তিক; অন্তরে ব্যথাদায়ক। মর্মন্-স্পৃশ্ (স্পর্শ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মর্মস্পর্শিনী**।

মর্মস্পৃক (-স্পৃশ্) মর্মস্পর্শী (সকল অর্থে)। উপতৎ; মর্মন্ স্পৃশ্ + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

মর্মাঘাত—মর্মপীড়া, অন্তরে ব্যথা, আঁতে ঘা। মর্মে আঘাত, ৭তৎ। বি; পু।

মর্মান্তিক—মর্মভেদী, মর্মপীড়ক, অন্তরে ব্যথাদায়ক। মর্মের অন্ত = মর্মান্ত (৬তৎ); তাহা করে এই অর্থে মর্মান্ত + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**মর্মান্তিকী**।

মর্মার্থ তাৎপর্যার্থ, স্বরূপ অর্থ, প্রকৃত তত্ত্ব। ৬তৎ। বি; পু।

মর্মাহত—মর্মপীড়িত, অন্তরে আঘাতপ্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ।

মর্মী (মর্মিন্)-তাৎপর্য বা রহস্যগ্রাহী। মর্মন্ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি বা বিণ।

মর্মোদ্ঘাটন—স্বরূপার্থ প্রকাশ, তাৎপর্য নিরূপণ, রহস্যভেদ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মর্মোচ্ছেদ—মর্মোদ্ঘাটন (তাহা দ্রঃ)। মর্মের উচ্ছেদ, ৬তৎ। বি; পু।

মর্যাদা—১। সীমা; কূল। পরি—আ—দা + ড কর্ম + আপ্ নিপাতনে (প স্থানে ম)। ২। সৎপথে স্থিতি; সদাচার; গৌরব; মান; সম্ভ্রম; নিয়ম। পরি—আ—দা + ঙ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

মর্যাদাহানি—সম্ভ্রমনাশ, মানক্ষয়, মানহানি; গৌরবহীনতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মর্ষ, মর্ষণ—সাহন; ক্ষমা, সহন। মৃষ্ + অল্, অনট্ ভাব। বি; পু ও ক্লী।

মর্ষিত—১। নাশিত। মৃষ্ + ক্ত কর্ম। ২। ক্ষান্ত। মৃষ্ (ক্ষমা করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। ক্ষমা। মৃষ্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

মর্ষিতবান্ (-বৎ)—ক্ষমা করিয়াছে যে এরূপ; ক্ষমাশীল; সহিষ্ণু। মৃষ্ (ক্ষমা করা) + ক্তবতু কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মর্ষিতবতী**।

মর্স, স্যামুয়েল ফিনলে বি, (Morse, Samuel Finley B.)—(১৭৯১—১৮৭২ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ আমেরিকান বিজ্ঞানী। ইহার উদ্ভাবিত প্রণালীতে টেলিগ্রাফ প্রেরণ করাকে মর্স প্রথা বা 'Morse Code' বলে।

মর্সুম—মরসুম (তাহা দ্রঃ)। [বিণ।

মর্সুমী—ঋতু বিশেষে উৎপন্ন। কা-মৃ।

মল—১। বিষ্ঠা-মূত্র-শ্লেষ্মা প্রভৃতি ময়লা; গাদ, কাইট, শিটা, মরিচা প্রভৃতি; কলঙ্ক; পাপ। মৃজ্ (শোধন করা) + কল কর্ম। অথবা মল্ (ধারণ করা) + অল্ কর্ম। বি; পু বা ক্লী। ২। মলযুক্ত, মলিন; কৃপণ। বিণ। ৩। পাদবলয় ভূষণ। বাংপ্র। বি।

মলত্যাগ—শরীরাভ্যন্তর হইতে বিষ্ঠা বর্জন, 'বাহ্যে যাওয়া'। ৬তৎ। বি; পু।

মলদ্বার মলত্যাগের পথ, গুহ্য, পায়ু। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মলন—১। সমালভন, বিলেপন, পেষণ, মর্দন। মল্ (ধারণ করা) + অন ভাব। ২। বস্ত্রাবাস, তাম্বু। মল্ + অনট্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ৩। দলন, মর্দন, ডলন। বাংপ্র। বি।

মলনালী—মলদ্বারের উপরিস্থ নালী, rectum. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

মলভাণ্ড—ক্লেদাদি মলিন বস্তু রাখিবার পাত্র; শরীরাভ্যন্তরস্থ বিষ্ঠাধার, অন্ত্র, নাড়ীভুঁড়ি colon. ৬তৎ। বি; ক্লী।

মলম—লেপনীয় ঔষধ, প্রলেপ। <আ 'মর্হম্'। বি।

মলময়—মলযুক্ত, ময়লাপূর্ণ। মল শব্দ + ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**মলময়ী**।

মলমল—অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

মলমাস—অমাবস্যাদ্বয়সংযুক্ত, রবিসংক্রান্তিবর্জিত মাস, যে মাসে দুইটি অমাবস্যা হয়, অধিমাস, অতিরিক্ত মাস; সৌর বৎসরের সহিত চান্দ্র বৎসরের সামঞ্জস্যার জন্য প্রায় আড়াই বৎসর অন্তর যে চান্দ্রমাস পরিত্যক্ত হয়।

"অমাবস্যাদ্বয়ং যত্র রবিসংক্রান্তিবর্জিতম্।
মলমাসঃ স বিজ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ স্বপিতি কর্কটে॥"

[মলমাসে দৈব ও পৈত্র্যাদি কার্য নিষিদ্ধ। প্রায় আড়াই বৎসর অন্তর এক একবার মলমাস হইয়া থাকে।] কর্মধা। বি; পু।

মলম্বা—সুবর্ণপত্রাবৃত তাম্রফলক, বর্ণমণ্ডিত তাম্র। আ-মৃ। বি।

মলয়—চন্দনাদ্রি; পশ্চিমঘাট পর্বত; মালাবার দেশ; দ্বীপ বিঃ; নন্দনকানন; স্নিগ্ধ দক্ষিণ বায়ু। মল্ (ধারণ করা) + কয়ন্ কর্তৃ। বি; পু।

মলয়জ—১। মলয়জাত। মলয়—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ। ২। চন্দনবৃক্ষ; মলয়বায়ু। বি; পু। ৩। চন্দনকাষ্ঠ। বি; ক্লী। [৩তৎ। বিণ।

মলয়জশীতল—মলয় পবনস্পর্শে স্নিগ্ধ।

মলয়পবন, মলয়ানিল—বসন্তকালীন বায়ু, দক্ষিণে বাতাস [কলিকাতা অঞ্চলে মাঘ মাসের শেষভাগ হইতে এই বায়ু বহিতে আরম্ভ করে; দক্ষিণদিকের বায়ু মলয় অর্থাৎ নীলগিরি প্রভৃতির চন্দনাদি বৃক্ষের সুগন্ধ বহিয়া আনে বলিয়াই ইহাকে মলয়পবন বা মলয়ানিল বলে]। মলয় হইতে আগত যে পবন বা অনিল, মধ্যপ। বি; পু।

মলা—১। মলযুক্তা; কৃপণা। 'মল' দ্রঃ। মল + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নোংরা জিনিস, ময়লা, মল; মর্দন-যেমন কানমলা। বি। ৩। মর্দন করা, দলা বা ডলা, রগড়ানো, ঘষা। বাংপ্র। ক্রি।

মলাই—মলন, মর্দন, দলন, পেষণ। বাংপ্র। বি।

মলাট—পুঁথির উপরের কাঠ; পুস্তকের বহিরাবরণ-পট্ট। বাংপ্র। বি।

মলানো—মলাই করানো, মর্দন করানো, দলানো, পিষানো। বাংপ্র। ক্রি।

মলিদা—একপ্রকার পশমী কাপড়। <ফা 'মলীদহ্'। বি।

মলিন—মলযুক্ত, দূষিত, সমল; ময়লা, অগৌর; ম্লান; বিষণ্ণ; কৃষ্ণবর্ণ; পাপী। মল্ (ধারণ করা) + ইনন্ কর্তৃ। বিণ।

মলিনতা, মলিনত্ব—মালিন্য। মলিন + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মলিনমুখ—১। ম্লানবদন; খল; ক্রূর। মলিন হইয়াছে মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-মুখা, -মুখী**। ২। ম্লান বা অপ্রসন্ন বদন। কর্মধা। বি; ক্লী।

মলিমা (-মন্)—মলিনতা, মালিন্য। মলিন + ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

মলিনী—১। মলযুক্তা; রজস্বলা। মল + ইন্ অস্ত্যর্থে + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রজস্বলা স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

মলী (মলিন্)—মলযুক্ত; কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট। মল + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মলিনী**।

মল্ল—বাহুযোদ্ধা, মাল, কুস্তিগীর, পালোয়ান; পাত্র বিঃ, মালা; দেশ বিঃ। মল্ল (ধারণ করা) + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

মল্লযুদ্ধ—বাহুযুদ্ধ, মালামো ; কুস্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মল্লার—সংগীতের রাগ বিঃ। মল্ল—ঋ+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মল্লারী—রাগিণী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

মল্লি, মল্লী—মল্লিকা। মল্ল্ (ধারণ করা) +ই কর্তৃ, বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লিক—হংস বিঃ ; উপাধি বিঃ। মল্লি+কণ্। বি ; পু।

মল্লিকা—বেলফুল। মল্লি শব্দ+কণ্ স্বার্থে +আপ্। বি ; স্ত্রী।

মল্লিনাথ—বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের টীকাকার। ইনি অন্ধ্রদেশে ত্রিভুবন নামক নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতা বাৎস্যগোত্রীয় রামেশ্বর ভট্টের পুত্র নরসিংহ ভট্ট, মাতার নাম নাগম্মা (নাগমাতা)। ইঁহার পূর্ণ নাম কোলাচল মল্লিনাথ সূরি। ইনি রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মাঘ, ভারবি, নৈষধ প্রভৃতি মহাকাব্যের এবং অমরকোষ অভিধানের টীকা প্রণয়ন করিয়া অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার রচিত অলংকারশাস্ত্রের টীকা একাবলী, ন্যায়শাস্ত্রের তার্কিকরক্ষা টীকা এবং বৈশ্যকশাস্ত্রের রাজমৃগাঙ্ক টীকা অতি উপাদেয়। ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণের মতে ইনি খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ইঁহার নারায়ণ ও নরহরি নামে দুই পুত্র ছিল। নরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নৃসিংহ সরস্বতী নাম পরিগ্রহ করেন। ইনি কাব্যতত্ত্বপ্রকাশের টীকা রচনা করেন।

মল্লী—'মল্লি' দ্রঃ।

মশ, মশক—মশা। মশ্ (শব্দ করা)+যথাক্রমে অন্ ও অক কর্তৃ। বি ; পু।

মশক—জল বহিবার চামড়ার থলিয়া, ভিস্তি ; চর্ম-নির্মিত স্নেহাদিপাত্র। ফা। বি।

মশগুল—বিহ্বল, বিভোর। আ। বিণ।

মশমশ—অনুকার শব্দ, জুতা প্রভৃতির শব্দ। বাংপ্র। অ।

মশহরী—মশারি। উপতৎ ; মশ (মশা)—হৃ (হরণ করা)+ই কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মশা—মশক। <মশ। বি।

মশান, মশান—শ্মশান ; বধ্যভূমি। বাংপ্র। বি। **মশান পাওয়া**—(প্রাচীনকালে) অপরাধীর শিরশ্ছেদ করিবার জন্য তাহাকে মশানে লইয়া যাইবার পথে চৌমাথা বা জনবহুল স্থানে দোষীর অপরাধ ঘোষণা করা।

মশায়, মশাই—মহাশয়। বাংপ্র। বি।

মশারি—মশক নিবারক বস্ত্রাবরণ, মশহরী। মশের অরি, ৬তৎ। বি ; পু।

মশাল—তৈলসিক্ত বস্ত্রাদি দ্বারা নির্মিত বৃহৎ আলোক। আ-মূ। বি।

মশালচী—মশালবাহক। মশাল (আ)+চী (তুর্কী)। বি।

মসি, মসী, মষি, মষী—মসী, লিখিবার কালি। মশ্ (শব্দ করা) বা মষ্ (বধ করা)+ই কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

মসজিদ—মুসলমানদের ঈশ্বরারাধনা-মন্দির, সাধারণের নমাজের স্থান। আ। বি।

মসনদ—রাজসিংহাসন। আ। বি।

মসলন্দ—সূক্ষ্ম মাদুর বিঃ। আ-মূ। বি।

মসলা—ব্যঞ্জনাদি সুগন্ধ ও সুস্বাদ করিবার উপকরণ বিঃ ; উপাদান। আ-মূ। বি।

মসি, মসী—লিখিবার কালি। মস্ (পরিমাণ করা)+ই কর্তৃ, বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মসিজীবী (-জীবিন্)—লেখক, মুহুরী, কেরানী। উপতৎ ; মসি—জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু।

মসী—'মসি' দ্রঃ।

মসীনা—তিসি, linseed. মস্ (পরিমাণ করা)+ঈন্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসীনিন্দিত—মসীলাঞ্ছিত, লিখিবার কালি অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ, ঘোর কাল। মসী নিন্দিত যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

মসীলাঞ্ছিত—মসীনিন্দিত। বহু। বিণ।

মসীলিপ্ত—কালি দিয়া লেপা, কালি দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

মসুর, মসূর—কলায় বিঃ। মস্ (পরিমাণ করা)+উর, ঊর কর্ম। বি ; পু।

মসুরা, মসূরা—মসুর ; বেশ্যা। মসুর বা মসূর+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসুরিকা, মসূরিকা, মসুরী, মসূরী—বেশ্যা ; কুট্টনী ; বসন্তরোগ। মস্ (পরিমাণ করা ইত্যাদি)+উর বা ঊর কর্তৃ ও তদুত্তরে স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্—মসুরী বা মসূরী। মসুরী বা মসূরী+কণ্, স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

মসৃণ—স্নিগ্ধ ; কোমল ; থসথসে নয় এরূপ, তেলা। মস্ (পরিমাণ করা)+ঋণ কর্ম। বিণ।

মসৃণতা—স্নিগ্ধত্ব ; কোমলতা ; অবন্ধুরত্ব। মসৃণ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

মস্করা—বিদূষক, ভণ্ড, ভাঁড়, পরিহাসরসিক, কৌতুক, পরিহাস, রঙ্গ, তামাশা। আ-মূ। বি।

মস্ত—১। মস্তক, মাথা ; অগ্রভাগ। মস্ (পরিমাণ করা)+ক্ত কর্ম। বি ; স্ত্রী। ২। উচ্চ। বিণ। ৩। প্রকাণ্ড, বৃহৎ, উচ্চ, বড় ; অধিক, অতিশয়। বাংপ্র। ৪। পুষ্টাঙ্গ, বলবান্, বলিষ্ঠ। হি। বিণ।

মস্তক—উত্তমাঙ্গ, মাথা, অগ্রভাগ। মস্ত শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বি ; স্ত্রী।

মস্তানি, মস্তানী—মদোন্মত্তা ; প্রগল্ভা। প্রা কপ্র। বিণ।

মস্তিষ্ক—মাথার ঘি, মগজ। মস্ (পরিমাণ করা)+ক্তি ভাব=মস্তি, তদুত্তরে মস্ক্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।

মস্যাধার—দোয়াত। মসীর আধার, ৬তৎ।

মহকুমা—জেলার এক একটি বড় ভাগ বা উপবিভাগ, Subdistrict or Subdivision ; মুনসেফী আদালত। আ-মূ। বি।

মহড়া—সম্মুখ, অগ্রভাগ ; যুদ্ধাদি ব্যাপারে অগ্রভাগে অবস্থিতি ; মহলা, গান বাজনার আখড়া বা অভ্যাস ; কবিগানের মুখ অর্থাৎ প্রথম অংশ। বাংপ্র। বি।

মহৎ—১। অধিক ; শ্রেষ্ঠ ; পরম ; বৃহৎ ; প্রবল ; উদার। মহ্ (পূজা করা)+অৎ কর্ম। বিণ। পুং—**মহান্**। স্ত্রী—**মহতী**। [এই মহৎ শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। সাধারণতঃ অন্য শব্দের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়া থাকে ; কিন্তু শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক, দ্বিজ, যাত্রা, পথ ও নিদ্রা শব্দের পূর্বে থাকিলে তাহার প্রাধান্য না বুঝাইয়া বিপরীতার্থই বুঝাইয়া থাকে। এই জন্যই ঐ সকল শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দের প্রয়োগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—"শঙ্খে তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে। যাত্রায়াং পথি নিদ্রায়াং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে॥"] ২। মহত্ত্ব। বি ; পু। ৩। রাজ্য। বি ; স্ত্রী।

মহত্তম—সর্বাপেক্ষা মহৎ ; অতি মহৎ। মহৎ+তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

মহত্তর—১। দুইএর মধ্যে মহৎ, অপেক্ষাকৃত মহৎ। মহৎ+তর। বিণ। ২। শূদ্র। বি ; পু।

মহত্তরান—পারিতোষিক বা সম্মানস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর জমি। <মহত্তর। বি।

মহত্ত্ব—বৃহত্ত্ব ; শ্রেষ্ঠতা ; প্রাধান্য ; ঔদার্য। মহৎ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

মহদাশয়—উদারচিত্ত, মহাশয় ; উন্নতমনাঃ, সদাশয়। মহৎ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ। [ব্যাকরণানুসারে এই পদটি অসাধু, কারণ বহুব্রীহি ও কর্মধারয় সমাসে মহৎ শব্দের স্থানে 'মহা' আদেশ হয়। শুদ্ধ 'মহাশয়' ; অথবা ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে 'মহতের আশয়' এইরূপ অর্থ বুঝাইলে "মহদাশয়" পদটিও শুদ্ধ হইতে পারে।]

মহদাশ্রয়—মহতের শরণ, মহৎ ব্যক্তির আনুগত্য। মহতের আশ্রয়, ৬তৎ। বি ; পু।

মহনীয়—পূজনীয়, পূজ্য, মান্য। মহ্ (পূজা করা) + অনীয় কর্ম। বিণ।

মহন্ত—মঠস্বামী, দেবস্থানস্বামী। ('মহান্ত' এই বহুবচনান্ত শব্দ হইতে।) বাংপ্র। বি।

মহম্মদ, মোহাম্মদ—মুসলমান ধর্ম-প্রবর্তক। সিরিয়া-নিবাসী হজরত এব্রাহিমের দুই পত্নী ছিল। তন্মধ্যে তিনি হাজেরাকে শিশুপুত্র এস্‌মাইল সহ আরবের মরুপ্রান্তরে নির্বাসিত করেন। এবং অন্যতমা পত্নী সারা খাতুনকে লইয়া সিরিয়ায় বাস করিতে থাকেন। সারা খাতুনের পুত্র এস্‌হাক্; এস্‌হাকের পুত্র ইয়াকুব; ইনি হজরত এস্‌রাইল নামে খ্যাত। এই এস্‌রাইলের বংশে হজরত ইউসুফ (Iosuph), হজরত ইসার (Jesus Christ) মাতা মেরী, হজরৎ মুসা, হজরত সোলেমান প্রভৃতি মহাত্মগণ জন্মগ্রহণ করেন। আর নির্বাসিতা হাজেরার পুত্র এস্‌মাইলের বংশে হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। এই এস্‌মাইল মক্কা নগরের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহার ১১শ পুরুষ পরবর্তী কোরেশের নামে এই বংশ কোরেশ নামে অভিহিত হয়। কোরেশের অধস্তন ৮ম পুরুষ হাসেমের পুত্র আবদুল মত্‌লেব; তৎপুত্র আবদুল্লা। ইনিই মহম্মদের জনক। মহম্মদের মাতার নাম আমিনা। আমিনার গর্ভাবস্থায় আবদুল্লা মদিনায় গমন করিয়া তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। ৬ বৎসর বয়সেই ইঁহার জননী আমিনা স্বর্গারূঢ় হন, এবং ৮ বৎসর বয়সে পিতামহ আবদুল মত্‌লেব লোকান্তরে গমন করেন। তখন পিতৃব্য আবুতালেব ভ্রাতুষ্পুত্র মহম্মদের লালন-পালন ভার গ্রহণ করেন। এই সকল কারণে মহম্মদের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে ইনি পিতৃব্য আবুতালেবের সহিত উষ্ট্রদল সমভিব্যাহারে বাণিজ্যার্থ শ্যাম বা সিরিয়া দেশে যাত্রা করিতেন। এইরূপে পঁচিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইনি নানা কষ্ট ভোগ করেন। অতঃপর খাদিজা নাম্নী এক ধনবতী বিধবার পাণিগ্রহণ করিয়া ইনি গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্তিলাভ করেন।

মহম্মদ স্বভাবতঃ অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন। আরববাসীরা তৎকালে পৌত্তলিক ছিল, এবং তাহাদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মকলহ সময়ে সময়ে অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিত। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ইনি ব্যথিতহৃদয়ে চিন্তা করিতেন যে, যদি এই সকল সম্প্রদায়কে কোনরূপ এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত করা যায়, তাহা হইলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। গারহীরা নামক একটি গিরিগুহায় নিবিষ্টমনে ইনি এই সকল বিষয় চিন্তা করিতেন। কথিত আছে যে, এই সময়ে ইনি স্বর্গীয় দূত গাব্রিয়েলের নিকট ধর্মকথা শ্রবণ করিয়া তাহাই প্রচার করেন। গাব্রিয়েল ঈশ্বরের নিকট হইতে যে সকল বাণী আনিয়া ইঁহাকে বলিতেন, তাহাই 'কোরান' নামে অভিহিত।

অতঃপর মহম্মদ ৪০ বৎসর বয়সের সময়ে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কেবল ইঁহার পত্নী, তৎপরে হজরত আলি, আবুবকর, ওস্‌মানগণি, আবুওবেদা প্রভৃতি কয়েকজনমাত্র এই মত গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ইঁহার শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু মক্কাবাসীরা ইঁহার বিরোধী হইয়া নানাপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অবশেষে প্রাণরক্ষার উপায় নাই দেখিয়া ইনি ৬২২ খ্রীঃ মদিনা নগরে পলায়ন করিলেন। ক্রমে আত্মরক্ষার্থ ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইলেন। ইঁহার শিষ্যগণ অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে সমগ্র আরবদেশ অধিকার করিয়া মহম্মদের প্রবর্তিত নব ধর্মমত প্রচার করিতে লাগিলেন। অতঃপর সিরিয়া জয় করিবার অভিপ্রায়ে নবোৎসাহে মহম্মদ আরও কতিপয় নগর অধিকার করিলেন।

এই সময়ে সহসা ইনি পীড়িত হন এবং সফর চাঁদের ২০ তারিখে শিষ্যগণ-সমক্ষে প্রিয়তমা পত্নী আয়েসার ক্রোড়ে মস্তক রক্ষা করিয়া মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন। আয়েসার শয়নমন্দিরে ইঁহাকে সমাহিত করা হয় (৬৩২ খ্রীঃ)।

মহম্মদের মদিনায় পলায়নকাল হইতে মুসলমানেরা তাহাদের হিজিরা অব্দের গণনা আরম্ভ করিয়াছে।

মহম্মদ আলি (মৌলানা)—সুবিখ্যাত "আলি ভাইদের" মধ্যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা; ইঁহারা দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী। মহম্মদ আলি আলিগড় হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হন। অতঃপর মহম্মদ আলি বিলাত যাত্রা করেন ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ইনি চারি বৎসর (১৮৯৮—১৯০২ খ্রীঃ) লিঙ্কনে ইনি অধ্যয়ন করেন। ১৯০২ অব্দে ভারতে প্রত্যাগমন করিয়া মহম্মদ আলি বরোদা রাজ্যের শাসন বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিছুদিন পরে দুই বৎসরের ছুটি লইয়া কলিকাতা আসিয়া ইনি "কমরেড" নামক সংবাদ-পত্র বাহির করেন। পরে রাজধানী কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হইলে, ইনিও ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে খবরের কাগজের আফিস দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। হিন্দু মুসলমানে মিলন সাধন ইঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু ইহা কার্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মৌলানা মহম্মদ আলি মসলেম লীগ প্রতিষ্ঠাতৃবর্গের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। মসলেম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে অর্থসংগ্রহ করিবার জন্য মহম্মদ আলি আগা খাঁর সহিত ভারতের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করেন। অহিংস অসহযোগ প্রচারের জন্যও মহাত্মা গান্ধির সহিত ইনি সমগ্র ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। মহম্মদ আলি "হামদর্দ" নামে একখানি উর্দু দৈনিক পত্র বাহির করেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট কিছুদিন পরে তাহা বন্ধ করিয়া দেন। বলকান যুদ্ধে তুর্ক আহত ও পীড়িত সৈনিকগণের সাহায্যের জন্য মহম্মদ আলি ও ডাক্তার আনসারির চেষ্টায় ১৯১২ অব্দে ভারতবর্ষ হইতে একটি রেড ক্রেসেন্ট মেডিক্যাল মিশন তুরস্কে প্রেরিত হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সরকার আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে অন্তরীণ করেন। ১৯১৯ অব্দের রাজকীয় ঘোষণা অনুসারে ইনি মুক্তিলাভ করেন। যুদ্ধের পর মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে খেলাফৎ আন্দোলন প্রবলবেগে পরিচালিত হইতে আরম্ভ হয়। গভর্নমেন্ট ইহার কোন প্রতিকার না করায়, কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এরোদ নগরে খেলাফৎ কনফারেন্সের সভাপতিরূপে মহম্মদ আলি যে অভিভাষণ দেন, গভর্নমেন্ট তাহা রাজদ্রোহমূলক বিবেচনা করেন। আলি-ভ্রাতৃদ্বয় এই বক্তৃতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। গভর্নমেন্ট সেজন্য ইঁহাদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করিবার কল্পনা পরিহার করেন। কিন্তু ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে ভিজাগাপটমে মহম্মদ আলিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারার্থ করাচিতে আনয়ন করা হয়। করাচি নগরে খেলাফৎ কনফারেন্সে এই মর্মে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, ইসলামের শত্রুর অধীনতায় চাকুরি করা প্রকৃত মুসলমানের পক্ষে হারাম। এই প্রস্তাব উপলক্ষেই এই রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত হয়। এই মামলার বিচারের ফলে মিঃ মহম্মদ আলির দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জেল হইতে মুক্তি লাভ করেন।

তাহার পরই দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে মিঃ মহম্মদ আলি নেতৃত্ব করেন। কোকনদের কংগ্রেসে ইনি সভাপতি হন। ইনি তখন সাম্প্রদায়িক ভাবে ভারতের সমস্যা পূরণের চেষ্টা করিয়াছেন।

কোকনদ কংগ্রেসের কিছু পর মহাত্মা গান্ধীর সহিত ইঁহার মতভেদ হয়। সুতরাং ইনি কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া মোসলেম লীগ ও মোসলেম কনফারেন্সে যোগ দেন। বিলাতে গভর্নমেণ্টের আমন্ত্রণে ইনি গোলটেবিল বৈঠকে শাসন-সংস্কার আলোচনায় যোগদান করেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের কিছু পরে ১৯৩৩ খ্রীঃ ইনি পরলোকগমন করেন।

মহম্মদ আলি জিন্না—মিঃ মহম্মদ আলি জিন্না ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের বড়দিনে করাচি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য ১৮৯২ অব্দে বিলাতে গমন করেন। ১৮৯৬ অব্দে ব্যারিস্টার হইয়া ইনি ভারতে ফিরিয়া আসেন। বিলাতে অবস্থানকালে দাদাভাই নৌরজীর নিকট রাজনীতিক ব্যাপারে ইঁহার হাতেখড়ি হয়। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বোম্বাই হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট শ্রেণীভুক্ত হন। মিঃ জিন্না ছিলেন বোম্বাইয়ের একজন বড় ব্যারিস্টার। রাজনীতিক মতামত সম্বন্ধে মিঃ জিন্না মাননীয় মিঃ গোখেলের অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মিঃ গোখেলের আদর্শে তিনি নিজের মতামত গঠন করিতেন, এবং "মসলেম গোখলে" বলিয়া পরিচিত হইবার ইঁহার ছেলেবেলা হইতেই আকাঙ্ক্ষা ছিল। মিঃ জিন্না গোড়া হইতেই কংগ্রেসে যোগদান করেন। ব্যবস্থাপক সভাতেও ইনি যোগ্যতার পরিচয় দান করিয়াছেন। তিন বৎসর ব্যবস্থাপক সভায় সদস্যগিরি করিবার পর মিঃ জিন্না ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াকফ ভ্যালিডেটিং বিল পাস করাইয়া লন। এই প্রথম বেসরকারী সদস্যের প্রণীত খসড়া আইনে পরিণত হয়। ইনি প্রতি বৎসরই কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দিয়া আসিয়াছেন। কংগ্রেসের সদস্য বলিয়া মিঃ জিন্না সাম্প্রদায়িক সভা—মসলেম লীগে যোগ দেন নাই। মসলেম লীগের আইনকানুন সংশোধিত হইয়া কংগ্রেসের সমশ্রেণী হইয়া উঠিলে লীগে যোগ দিতে মিঃ জিন্নার কোন আপত্তি না থাকায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ মহম্মদ আলি প্রভৃতির অনুরোধে ইনি উঁহার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে নিখিল ভারতীয় মসলেম লীগের বৈঠকে মিঃ জিন্না সভাপতিত্ব করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে বোম্বাই প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির আমেদাবাদ কনফারেন্সেও সভাপতি নির্বাচিত হন। কংগ্রেস ও মসলেম লীগের মিলন সাধনের জন্যও ইনি প্রভূত চেষ্টা করেন। মণ্টফোর্ড রিফর্ম কার্যে পরিণত হইলে মিঃ জিন্না লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীতে প্রবেশ করেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ব্যবস্থাপক সভায় ডোমিনিয়নের সমতুল্য শাসন-ব্যবস্থার দাবি করিলে মিঃ জিন্না তাহার সমর্থন করেন। ইনি দ্বৈতশাসনের পক্ষপাতী নহেন। রিফর্মস্ এন্‌কোয়ারি কমিটির সদস্যরূপে ইনি ক্ষুদ্র দলের (minority) পক্ষ গ্রহণপূর্বক দ্বৈতশাসন উঠাইয়া দিবার পক্ষে মত প্রদান করেন। 'লী' কমিশন রিপোর্টের ইনি তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

ইনি মুসলমানদের চৌদ্দ দফা দাবির আবিষ্কর্তা। ইনি বিলাতে গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত হইয়া শাসন-সংস্কার প্রণয়নে সাহায্য করিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ইনি সমর্থক ছিলেন। ইঁহারই প্রচেষ্টায় পাকিস্তান গঠিত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনিই পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মহম্মদ ইক্‌বাল, স্যার—ইনি একজন মুসলমান কবি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শিয়ালকোটে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কাশ্মীরের এক প্রাচীন পণ্ডিত-বংশজাত। ইঁহাদের বংশের অনেকে এখনও কাশ্মীরে বাস করেন। ইঁহাদের বংশের উপাধি সাপ্রু। ইক্‌বালের পূর্বপুরুষরা দুইশত বৎসর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইক্‌বাল এণ্ট্রান্স পাস করিয়া শিয়ালকোট মিশন কলেজে অধ্যয়ন করেন। পরে লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজ হইতে সম্মানের সহিত বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এম. এ. পাস করিবার পর ইক্‌বাল লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাহার পর লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজে ইংরেজী ও দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়া আসেন। ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিন বৎসর কেম্ব্রিজে অবস্থান করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি দর্শনশাস্ত্রে উচ্চ উপাধি লাভ করেন, এবং জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসী দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে থিসিস লিখিয়া Ph. D. উপাধি প্রাপ্ত হন। জার্মানী হইতে লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া লিঙ্কলন ইন্ হইতে আইন পাস করেন। ইতোমধ্যে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি এতদূর বিস্তৃত হয় যে, তিন মাসের জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অধ্যাপক আর্নল্ডের পদে আরবী ভাষার প্রধান অধ্যাপকের কার্য করিবার জন্য নিযুক্ত হন। ইউরোপে অবস্থানকালে ইক্‌বাল তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশাল লাইব্রেরীসমূহে অনেক গবেষণার কার্যও করেন।

ইক্‌বাল স্বভাব-কবি। প্রতীচ্য সভ্যতার নব্য আলোকে ইক্‌বাল নিত্য সনাতন অর্ঘ্যের পরিবর্তে নূতন উপকরণে বাগ্‌দেবীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি প্রতীচ্যের অন্ধ উপাসক ছিলেন না। ইউরোপীয় জড়বাদের কুফল প্রদর্শন করিয়া ধর্মের প্রাধান্য স্থাপনই তাঁহার কাব্যাদর্শ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার "হিমালয়-বন্দনা" ও অন্যান্য কবিতা তাঁহাকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। পরবর্তী কালে ইনি রাজনীতি চর্চায় মনোযোগ দিয়াছিলেন। ইনি মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচনের পক্ষপাতী ও প্রধান মন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সমর্থক ছিলেন। ইনি উত্তর-পশ্চিম ভারতকে একটি স্বতন্ত্র মুসলমান রাষ্ট্ররূপে দেখিবার পক্ষপাতী ছিলেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

মহম্মদ ঘোরী—ইনি ভারতে মুসলমান-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। ঘোররাজ আলাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে প্রথমতঃ তাঁহার পুত্র, পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াসউদ্দিন ও তদীয় অনুজ মহম্মদ ঘোরী উভয়ে মিলিতভাবে ঘোররাজ্যের রাজা হন। মহম্মদ নিজে একজন অসাধারণ বীরপুরুষ হইলেও চিরজীবন জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহার রাজ্যবিস্তারের প্রধান সহায় হইয়াছিলেন। ইনি ১১৭৬ খ্রীঃ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া পঞ্জাবের পঞ্চনদের সংগমস্থলের নিকটস্থ উচনগর জয় করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি গুজরাট আক্রমণ করেন, কিন্তু তত্রত্য রাজা কুমার পাল কর্তৃক পরাভূত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন। ১১৮৬ খ্রীঃ ইনি সহসা লাহোরের দ্বারদেশে উপস্থিত হন, এবং মাহমুদ গজনীর শেষ বংশধর রাজা খুসরু মালিককে পরাভূত ও বন্দী করিয়া ঘোর নগরে প্রেরণ করেন। এই সময়ে দিল্লী ও আজমীরপতি প্রখ্যাত পৃথ্বীরায় এবং কান্যকুব্জপতি জয়চন্দ্র

আত্মবিচ্ছেদে বলক্ষয় করিতেছিলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের নিকট বার বার পরাজিত ও অবমানিত হইয়া প্রতিহিংসার তাড়নে মহম্মদ ঘোরীর সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। যবনরাজ তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি সানন্দে জয়চন্দ্রের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং সসৈন্যে আসিয়া দিল্লীর অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। সরস্বতীতীরস্থ নারায়ণ নামক স্থানে হিন্দু-মুসলমানে তুমুল সংগ্রাম হইল (১১৯১ খ্রীঃ)। যবনরাজ সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। পরন্তু ইহার দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় দিল্লীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরায় এবারও তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। পৃথ্বীর ভগিনীপতি বীরবর মেওয়াররাজ রানা সমরসিংহ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন, কিন্তু এবার দৈব হিন্দুদিগের প্রতিকূল। ঘরসন্ধানী জয়চন্দ্র যবনরাজের সহিত মিলিত হইলেন ['পৃথ্বীরায়' ও 'জয়চন্দ্র' দ্রঃ]। থানেশ্বরের অদূরস্থ তিরাওরী নামক স্থানে হিন্দুরা পরাজিত হইলেন। সমরসিংহ ও পৃথ্বীরায় রণশয্যায় শয়ন করিলেন (১১৯৩ খ্রীঃ)। মহম্মদ দিল্লী অধিকার করিয়া আপনার অন্যতম প্রধান সেনাপতি কুতবুদ্দিন ঐবেককে তথাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন; ভারতে মুসলমানরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। পৃথ্বীরায়ের এক পুত্র কর দিতে স্বীকার করিয়া আজমীর রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন। পর বৎসর মহম্মদ কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন। সমরে জয়চন্দ্র পরাভূত ও নিহত হইলেন। তদীয় রাজ্য মহম্মদের হস্তগত হইল। ভারতে মুসলমান রাজ্য দৃঢ়তর হইল। তাহার পর মহম্মদের সেনাপতিরা ক্রমে বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি রাজ্য জয় করিয়া ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থায়ী করিলেন। ১২০২ খ্রীঃ জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে মহম্মদ সমস্ত রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ১২০৫ খ্রীঃ ঘোর নগরে প্রতিগমনকালে তিনি সিন্ধুনদের তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এই সময়ে তত্রত্য গখর নামক অসভ্য পার্বত্য জাতি সহসা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহার ভবলীলার অবসান করিয়া দিল।

মহম্মদ মহসিন (হাজী) - দিল্লীর সম্রাটের আগা মোতাহের নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী হুগলীতে আসিয়া বসতি করেন। তিনি বাদশাহের নিকট হইতে নদীয়া ও যশোহর জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত ভূসম্পত্তি জায়গীররূপে প্রাপ্ত হন। এই ভূসম্পত্তির পর্যবেক্ষণ ও ব্যবসায় করিবার উদ্দেশ্যে আগা মোতাহের হুগলীতে আসিয়াছিলেন। তিনি মৃত্যুকালে সমস্ত সম্পত্তি তাঁহার একমাত্র প্রিয় কন্যা মন্নুজান খাতুনের নামে উইল করিয়া যান। স্বামীর এইরূপ আচরণে মোতাহেরের পত্নী অসন্তুষ্ট হইয়া বিধবা হইবার পর হুগলী নিবাসী হাজী ফৈজুল্লাকে নিকা করেন। এই দম্পতির একমাত্র সন্তান সুপ্রসিদ্ধ দানবীর হাজী মহম্মদ মহসিন।

১৭৩২ খ্রীঃ তিনি হুগলী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে সিরাজী নামক এক আরবী ভাষাবিৎ মৌলবীর নিকট আরবী ও ফারসী ভাষায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। মুসলমানদিগের ধর্মশাস্ত্র কোরানে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল। তাঁহার হস্তলিখিত একখানি কোরান অদ্যাপি হুগলী কলেজের পুস্তকালয়ে বিদ্যমান। সময়ে সময়ে তিনি কোরানের কোনও কোনও অংশ নকল করিয়া দরিদ্রদিগকে দান করিতেন। তাহারা উহা বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। কোরানের প্রকৃত অর্থ নির্ণয়ে তিনিই তখন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি আগা মীর্জা নামক পারস্যদেশীয় জনৈক আরবী মৌলবীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই সময়ে তিনি আগা মোতাহেরের বাটীতে তাঁহার ভগিনী মন্নুজান খাতুনের সহিত বাস করিতেন। একদিবস তাঁহার ভগ্নীকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া মহসিনের মনে বৈরাগ্যসঞ্চার হয়; তিনি ফকিরবেশে জীবন যাপন করিবার জন্য ১৭৬২ খ্রীঃ ভ্রমণে বহির্গত হন। তিনি উত্তর ভারতের নানা স্থান, আরব, পারস্য, মিশর, তুর্কীস্থান প্রভৃতি পরিভ্রমণপূর্বক মক্কা ও মদিনা দেখিয়া "হাজী" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৮৯ খ্রীঃ তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে মোতাহের-তনয়া মন্নুজান খাতুন, মীর্জা সালাউদ্দীন মহম্মদ নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন; কিন্তু কিছুদিন পরে বিধবা হন। মন্নুজানের সন্তানাদি না থাকায় তিনি মহসিনকে দেশে আসিয়া তাঁহার বিষয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অতঃপর মহসিন হুগলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে মন্নুজান তদীয় বৈপিতৃক ভ্রাতা মহসিনকে সমুদয় বিষয় সম্পত্তি উইল করিয়া দেন।

১৮০৩ খ্রীঃ এই মহীয়সী রমণীর মৃত্যু হইলে, মহসিন বিস্তৃত সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই, ফকিরী অবস্থায় বাস করিয়া দানধর্মে অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি দানে কল্পতরু ছিলেন। দরিদ্রের দুঃখমোচন ও সদনুষ্ঠান তাঁহার পবিত্র জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে ১৮০৬ খ্রীঃ ৯ই জুন একখানি দানপত্র করিয়া এক লক্ষ ছাপান্ন হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি মুসলমানগণের শিক্ষার উন্নতিকল্পে দিয়া যান। অতঃপর মৃত্যুকালে তিনি সমুদয় সম্পত্তি ধর্মার্থে অর্পণ করেন। এই সমস্ত পর্যবেক্ষণের জন্য দুইজন মাওয়ালী নিযুক্ত হয়। মহসিন ফণ্ডে অধুনা আয় ১,০৩,৯৬৯৲ টাকা। তন্মধ্যে ৭৫৬১০৲ শিক্ষা প্রভৃতি কার্যের জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে। তাঁহার অর্থে হুগলীর ইমামবারা, হুগলী কলেজ, মাদ্রাসা, মহসিন বৃত্তি প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮১২ নবেম্বর তিনি অমরধামে প্রস্থান করেন। ১৮১৫ খ্রীঃ "রেভিনিউ বোর্ড" তাঁহার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। এই সম্পত্তির আয়ের কিয়দংশ হইতে গভর্নমেণ্ট একটি অতিথিশালা ও একটি চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ উহার টাকার উপস্বত্ব হইতে কলিকাতা মাদ্রাসা ও হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৮৭৩ খ্রীঃ হুগলী কলেজ গভর্নমেণ্টের হইয়াছে। এই সময় মহসিন-বৃত্তি নামে কতকগুলি বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে; তদ্দ্বারা যে কোনও মুসলমান ছাত্র বঙ্গদেশের স্কুল ও কলেজসমূহে নিয়মিত বেতনের এক-তৃতীয়াংশ দিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন তাঁহার অর্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজসাহী ও হুগলীতে আরবী শিক্ষার জন্য বিদ্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

মহম্মদ সফি - লাহোর জেলার ভগবানপুরা গ্রামে মিঞা বংশে ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রবেশিকা পাস করিবার পর তিনি লাহোর সরকারী কলেজে ভরতি হন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ সফি ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্য বিলাত যাত্রা করেন। বিলাতে গিয়া মহম্মদ সফি মিড্‌ল্ টেম্প্‌লে ভরতি হন। বিলাতে পৌঁছিবার দুই মাস পরেই প্রধানতঃ তাঁহারই চেষ্টায় লণ্ডনে আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া গঠিত হয়। প্রথমে মহম্মদ সফি এই সভার সদস্য মাত্র ছিলেন। এক বৎসর পরে তিনি ইহার সভাপতি হইয়াছিলেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মিঃ মহম্মদ সফি সেণ্ট্‌ জেম্‌স্ প্রাসাদে রাজদরবারে

নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টারি পাস করিয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন এবং এলাহাবাদ হাই-কোর্ট ও পঞ্জাব চীফ কোর্টের অ্যাড-ভোকেট শ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন। তিনি কয়েকখানি আইন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি খাঁ বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে তিনি ক্রমে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি অর্জন করেন, এবং সর্বপ্রধান ব্যারিস্টার বলিয়া গণ্য হইতে থাকেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মিঞা মহম্মদ সফি ভারত গভর্নমেন্টের শিক্ষা-সচিব নিযুক্ত হইলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তিনি ভারত গভর্নমেন্টের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের আইন সদস্যের পদে নিযুক্ত হন।

তাঁহার চেষ্টায় এবং আন্দোলনের ফলেই মসলেম লীগ গঠিত হয়। ১৯১৩ অব্দে লক্ষ্ণৌ নগরে নিখিল ভারতীয় মসলেম লীগের অধিবেশনে মিঞা মহম্মদ সফি সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। তিনি জাতীয় মহাসমিতিতে কখনও যোগদান করেন নাই। তবে মন্টফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পর মধ্যপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন গঠন করিলে মহম্মদ সফি তাহার সদস্য হন। বর্তমান শাসন সংস্কারের তিনি অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে মহম্মদ সফি পঞ্চনদের ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় যোগদান করেন।

১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মিঞা মহম্মদ সফি পঞ্জাবের ছোটলাট কর্তৃক পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হন। লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইন পাস হইলে তিনি নির্বাচিত হইয়া বহুকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাওলাট আইন পাসের সময় মিঃ মহম্মদ সফি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারী সদস্যরূপে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে সাড়ে পাঁচ বৎসর কার্য করিবার পর স্যার মহম্মদ সফি অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি সি. আই. ই. এবং ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। কয়েক বৎসর হইল ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

মহম্মদ হবিবুল্লা, স্যার—মাননীয় খাঁ বাহাদুর স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা, কে. সি. আই. ই. নাইট কর্ণাটের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান। তাঁহার পিতার নাম মিঃ আউসুথ হুসেন খান সাহেব। মহম্মদ হবিবুল্লা ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি পাস করিয়া তিনি ভেলোরে ব্যবসায় আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাধারণের কার্যেও যোগদান করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভেলোর মিউনিসিপ্যালিটির বেসরকারী অবৈতনিক চেয়ারম্যান হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ওকালতি ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেন এবং পাঁচ বৎসর পরে উহার বৈতনিক চেয়ারম্যান হন। ১৪ বৎসর ধরিয়া এই পদে কার্য করিয়া তিনি নগরের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৯০৫ অব্দে তিনি খান বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। অতঃপর তিনি হিন্দু ভোটারদের দ্বারা মাদ্রাজের ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯১১ খ্রীঃ তিনি সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক-উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ১৯১৯ খ্রীঃ স্যার পি. রাজা গোপালাচারিয়ার ছয় মাসের ছুটি লইলে মাদ্রাজী লাট লর্ড উইলিংডন তাঁহাকে অস্থায়ী ভাবে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত করেন। ঐ বৎসর জুন মাসে স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২০ অব্দের ডিসেম্বর মাসে সংস্কৃত শাসন প্রবর্তিত হইলে, ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি স্থায়ী ভাবে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্যপদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪ অব্দে তিনি মাদ্রাজ একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সিনিয়র মেম্বর ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট হন। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে মাননীয় স্যার মহম্মদ সফির কার্যকাল শেষ হইলে স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি-সংক্রান্ত সদস্যের পদ লাভ করেন। তিনি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো চ্যান্সেলার পদেও নিযুক্ত হন। ১৯২৪ অব্দের জুন মাসে তিনি কে. সি. আই. ই. উপাধি-ভূষিত হন।

মহম্মদীয়—মহম্মদ সম্বন্ধীয়; মুসলমান। মহম্মদ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ বা বি।

মহরম—মুসলমানী বৎসরের মাস বিঃ, এই মাসের দশম দিবসে, বেলা দ্বিপ্রহরে মহম্মদের নাতি হোসেন কারবালা নামক সমরক্ষেত্রে শত্রুহস্তে নিহত হন। এই হত্যার নিমিত্ত মুসলমান সম্প্রদায় নিরতিশয় বিলাপ করিয়া থাকেন। কালক্রমে এই দেশের দিবস পর্বদিবসে পরিণত হইয়াছে; গোঁয়ারা। আ-মু। বি।

মহর্লোক—সপ্তস্বর্গের অন্তর্গত চতুর্থ লোক। মহঃই যে লোক, কর্মধা। বি; পু।

মহর্ষি—প্রধান মুনি, সপ্ত প্রকার ঋষির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঋষি ['ঋষি' দ্রঃ]। মহান্ যে ঋষি, কর্মধা। মহা+ঋষি। বি; পু।

মহল—পুরী, বাসস্থান; সমগ্র বাসভূমির বা বাজারের এক এক বিভাগ, বাড়ির অংশ, গৃহ; জমিদারির অন্তর্গত এক একটি গ্রাম, মৌজা; তালুক। আ-মু। বি।

মহলা—শিক্ষার পরিচয় বা পরীক্ষা; নাচ, গান কিংবা যাত্রা-গানের প্রাগনুষ্ঠান বা পুর্বাভিনয়, আখড়া। আ-মু। বি।

মহলানবিস—পল্লীর হিসাবরক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক; জাতীয় পদবী বিঃ। আ-মু। বি।

মহল্লা—পল্লী, পাড়া। আ-মু। বি।

মহসিন উল মুল্ক—সৈয়দ মেদি আলি, নবাব মহসিন উল মুল্ক ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর এটোয়া নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মীর জমিন আলি। প্রথমে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে মাসিক দশ টাকা বেতনে কর্মে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬-৫৭ অব্দে সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে তিনি প্রথমে পেশকার, পরে সেরেস্তাদারের পদ লাভ করেন। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এটোয়ায় তহশীলদারের পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি দেশীয় ভাষায় দুইখানি আইনগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি ডেপুটি কলেক্টারশিপ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান গ্রহণপূর্বক উত্তীর্ণ হন। ডেপুটি কলেক্টার-রূপে কার্য করিয়া তিনি এতাদৃশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন যে, হায়দরাবাদের প্রধান উজীর স্যার সালার জঙ্গ ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদি আলীকে হায়দরাবাদে আহ্বান করিয়া রাজস্ববিভাগের ইন্স্পেক্টর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করেন। সেখানে ক্রমেই তাঁহার পদোন্নতি হইতে থাকে, এবং তিনি ঐ দেশীয় রাজ্যের বিবিধ সু-ব্যবস্থা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ২৮০০৲ টাকা বেতনে তিনি ফাইন্যান্সিয়াল ও পলিটিক্যাল সেক্রেটারীর পদে উন্নীত হন। এতদুপলক্ষে তিনি মুনির নাওয়াস জঙ্গ মহসীন উদদৌলা মহসিন-উল-মুল্ক উপাধি

প্রাপ্ত হন। ইহার কিছু দিন পরে তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইহার চরিত্র-মাধুর্যে ইংলণ্ডের তদানীন্তন মহামন্ত্রী মিঃ গ্লাডষ্টোন এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, মহসিন-উল-মুল্কের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেন। বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর আরও কিছুকাল মহসিন-উল-মুল্ক হায়দরাবাদ রাজ্যে কর্ম করেন; কিন্তু অবশেষে কয়েক ব্যক্তির চক্রান্তের ফলে মাসিক ৮০০৲ টাকা পেনশন লইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। এইবার তিনি অনন্যকর্মা হইয়া মুসলমান সমাজের উন্নতিকল্পে তাঁহার সমগ্র উৎসাহ ও কর্ম-শক্তি প্রয়োগ করিলেন। সার সৈয়দ আমেদের মৃত্যুর পর মুসলমান-সমাজ মহসিন উল-মুল্ককে আলিগড়ের এম. এ. ও কলেজের বোর্ড অব ট্রাস্টীদের সেক্রেটারী পদে নির্বাচন করেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টায় মুসলমান প্রধান-গণ একটি ডেপুটেশন গঠন করিয়া হিজ হাইনেস আগা খাঁর নেতৃত্বে বড়লাট লর্ড মিণ্টোর সহিত সাক্ষাৎ করেন; এবং তাহার ফলে গভর্নমেন্ট মুসলমান-সমাজের প্রভাব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। নিখিল ভারতীয় মসলেম লীগ গঠনেও মহসিন-উল-মুল্ক অনেকটা সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর তারিখে সিমলা শৈলে মহসিন-উল-মুল্ক পরলোকে গমন করেন।

মহা—১। পূজনীয়া। মহ্+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। অত্যধিক, প্রবল। <মহান্। বিণ।

মহাকবি-প্রধান কবি, মহাকাব্য-রচয়িতা। মহান্ যে কবি, কর্মধা। বি; পু।

মহাকবিপ্রয়োগ—মহাকবি-প্রযুক্ত শব্দ [কালিদাসাদি মহাকবিগণ অনেক স্থলে যে সকল ব্যাকরণবিরুদ্ধ শব্দের প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে মহাকবি-প্রয়োগ কহে। ব্যাকরণবিরুদ্ধ হইলেও মহাকবিপ্রয়োগ হেতু এই সকল শব্দকে বিশুদ্ধ স্বীকার করিতে হয়]। বি; পু।

মহাকরণ—রাজধানীস্থ সরকারী কেন্দ্রীয় আফিস, secretariat. কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাকর্ষ—শক্তি দ্বারা সকল বস্তুই সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে, gravitation. কর্মধা। বি; পু।

মহাকাব্য—'কাব্য' দ্রঃ।

মহাকায়—১। বৃহৎশরীরী, প্রকাণ্ড দেহ-বিশিষ্ট। মহান্ কায় যাহার, বহু। বিণ। ২। বিপুল দেহ। কর্মধা। বি; পু।

মহাকাল—১। রুদ্র; মহাদেব; অনবচ্ছিন্ন কাল। মহান্ যে কাল, কর্মধা। বি; পু। ২। উজ্জয়িনীস্থিত প্রসিদ্ধ শিব-মন্দির। বি; ক্লী।

মহাকালী—রুদ্রপত্নী, রুদ্রাণী। মহাকাল+ঈপ্, পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

মহাকুল—১। প্রসিদ্ধ বংশ। মহৎ যে কুল, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সদ্বংশজাত; অভিজাত, সজ্জন; কুলীন। মহৎ হইয়াছে কুল যাহার, বহু। বিণ।

মহাগুরু—শ্রেষ্ঠ গুরুজন [যথা—পিতা, মাতা, আচার্য এবং ভর্তা। পুরুষের পিতা, মাতা এবং আচার্য মহাগুরু। অবিবাহিতা কন্যার পিতা ও মাতা মহাগুরু। বিবাহিতা রমণীর পতিই একমাত্র মহাগুরু]। মহান্ যে গুরু, কর্মধা। বি; পু।

মহাগুরুনিপাত—মহাগুরুর মৃত্যু। ৬তৎ। বি; পু।

মহাগ্রন্থ—শ্রেষ্ঠগ্রন্থ, ঋগ্বেদ; মহাভারতাদি সুবৃহৎ ও পবিত্র পুস্তক। কর্মধা। বি; পু।

মহাগ্রীব—১। উষ্ট্র, উট। মহতী গ্রীবা যাহার, বহু। বি; পু। ২। বৃহৎগ্রীবা-বিশিষ্ট। বিণ।

মহাঘোর—অতি ভীষণ। কর্মধা। বিণ।

মহাঙ্গ—বৃহৎকায়। মহৎ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী-**মহাঙ্গী**।

মহাচণ্ড—১। যমদূত। কর্মধা। বি; পু। ২। অতিশয় প্রচণ্ড। বিণ।

মহাজন—১। বিখ্যাত ধার্মিক ব্যক্তি, সাধু; সম্প্রদায়প্রবর্তক; বৃহৎ বাণিজ্য-কারী; জনসমূহ। কর্মধা। বি; পু। ২। উত্তমর্ণ, যে ব্যক্তি সুদ গ্রহণ করিয়া টাকা ধার দেয়। বাংপ্র। বি।

মহাজনি—তেজারতি কারবার, ঋণদানাদি ব্যবসায়। বাংপ্র। বি।

মহাজনী-বৈষ্ণব সাধু ব্যক্তির রচিত; তেজারতি কারবার সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

মহাজাতি—শ্রেষ্ঠবর্ণ; পরাক্রান্ত জাতি। মহতী জাতি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাজ্ঞানী (-নিন্)—মহৎ জ্ঞানবিশিষ্ট, সাতিশয় জ্ঞানসম্পন্ন; তত্ত্বজ্ঞানী। কর্মধা। বিণ; পু।

মহাজ্যৈষ্ঠী-রবিবারে প্রাপ্ত জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা; বৃহস্পতি ও সোমবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের বা রবিবারে রোহিণী নক্ষত্রের সংযোগে জাত যোগ বিঃ। বি; স্ত্রী।

মহাজ্যোতিষিক-নিকৃষ্ট জ্যোতিষিক, যে জ্যোতিঃশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট। 'মহৎ' দ্রঃ। বি; পু।

মহাঢ্য—অতিশয় ধনবান্। কর্মধা। বিণ।

মহাতপাঃ (-পস্)—উগ্রতাপস, ঘোর তপস্বী। মহৎ তপঃ যাহার, বহু। বিণ।

মহাতল—সপ্তপাতালের অন্তর্গত পঞ্চম পাতাল। বি; ক্লী।

মহাতারা—জিনদিগের দেবী বিঃ। মহতী যে তারা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাতাব চাঁদ—বর্ধমান রাজ্যের অধিপতি। ১৭৪৮ শকে বর্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুর ইঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। মহাতাব চাঁদ ১৭৬৫ শকে ২৩ বৎসর বয়সে রাজপদে অভিষিক্ত হন। ইনি এক সময় কাশীরাম দাসের মহা-ভারত পাঠ করেন। কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্ত না হইয়া সভাসদ্ পণ্ডিত তারক-নাথ তত্ত্বরত্ন মহাশয়ের মুখে মূল মহা-ভারতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে থাকেন। এই ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে করিতে মহা-ভারতের বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশের জন্য ইঁহার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মে এবং ইনি বহু পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া সমগ্র মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করাইয়া তাহা প্রকাশ করেন। ১৮০১ শকে ৫৯ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। ইঁহার রচিত বিবিধ বিষয়ক গান পুস্তকাকারে প্রকা-শিত হইয়াছে। রাজসরকারে ইঁহার প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল। ইনি সম্মান-সূচক "তোপ" পাইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইনি ভিন্ন বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশীয় জমিদার শ্রেণীর মধ্যে কেহই এ সম্মান পান নাই। মহারানী ভিক্টো-রিয়ার "ভারতেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে ইনি মহারানীর এক শ্বেত প্রস্তরময়ী মূর্তি সাধারণকে প্রদান করেন। তখনকার বড়লাট লর্ড লিটন এই মূর্তিটি মহাসমারোহে কলিকাতা জাদুঘরে স্থাপন করেন।

মহাতেজঃ (-জস্)—১। পারদ। মহৎ তেজঃ যাহার, বহু। ২। অতিশয় তেজ, খুব ঝাঁজ। মহৎ যে তেজঃ, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাতেজস্বী (-স্বিন্)—মহাতেজাঃ, অতি তেজীয়ান্, খুব তেজাল। মহান্ যে তেজস্বী, কর্মধা, অথবা মহাতেজস্+বিন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, **-স্বিনী**।

মহাতেজাঃ (-জস্)—১। অতিশয় তেজস্বী বা তেজীয়ান্; অতিপরাক্রান্ত; খুব ঝাঁজাল। মহৎ তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। কার্তিকেয়; অগ্নি। বি; পু।

মহাতৈল—মনুষ্যদেহের তৈল; চর্বি। বি; ক্লী। ('মহৎ' দ্রঃ)।

মহাত্মা (-ত্মন্)—মহোন্নতস্বভাব, মনীষী; মনস্বী; বদান্য, মহামনাঃ, মহাশয়; উদার। মহান্ আত্মা (আত্মন্) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। [সম্বোধনে মহাত্মন্।]

মহাত্রাণ—পারিতোষিক বা সম্মানস্বরূপ প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি। বাংপ্র। বি।

মহাদান—বৃহৎ দান, বিনায়কাদিশুক্লজপাঙ্গক তুলাপুরুষাদি ষোড়শ দান; সত্র। মহৎ যে দান, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাদেব—শ্রেষ্ঠ দেবতাত্রয়ের অন্যতম, শিব। ইনি পরমেশ্বরের সংহারশক্তিস্বরূপ। মহাপুরুষ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়া ইনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন, এবং তপস্যায় উন্নতি লাভ করিয়া যোগিবেশ ধারণ করেন। ব্যাঘ্রচর্ম ইঁহার পরিধেয়, সর্প ইঁহার কটিবন্ধ ও উত্তরীয়, ভস্ম ইঁহার বিভূতি, এবং নন্দী ইঁহার পার্শ্বচর। ইনি মহামুনি অত্রির শিষ্য। ঈশ্বরের সংহারমূর্তি বলিয়া ইনি সর্ব অস্ত্রশস্ত্রে সুপণ্ডিত। ত্রিশূল ইঁহার প্রধান আয়ুধ। ইঁহার ধনুর নাম পিনাক। যুদ্ধের সময়ে শরক্ষেপণায় এবং অন্য সময়ে ইহা বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়। ইঁহার পাশুপত অস্ত্রও বিখ্যাত। সমরে ইনি অজেয়। ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করিয়া ইনি ত্রিপুরারি নাম প্রাপ্ত হন। বিষ্ণুর সহায়তায় ইনি জলন্ধরকে বধ করেন। পরন্তু বাণাসুরের সাহায্যার্থে শোণিতপুরে গমন করিলে তথায় সংগ্রামে কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হন।

দেবতাদিগের সমুদ্রমন্থনকালে ইনি সর্বশেষে উপস্থিত হইয়া পুনরায় সমুদ্রমন্থনের আজ্ঞা করেন। দ্বিতীয়বার মন্থনে হলাহল উত্থিত হইলে ইনি তাহা পান করিয়া নীলকণ্ঠ নাম প্রাপ্ত হন। তপস্যায় অতি সহজে তুষ্ট হইয়া ইনি ঈপ্সিত বর প্রদান করিয়া থাকেন, এজন্য ইঁহার আর এক নাম আশুতোষ। ইঁহার বরপ্রভাবে বৃত্র, বাণ প্রভৃতি দৈত্যগণ দৃপ্ত হইয়া অত্যাচারী হওয়ায় পরে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। পরশুরাম ইঁহারই নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালনে সমর্থ হন। বিশ্বামিত্রও ইঁহার নিকট অস্ত্র প্রাপ্ত হন। অর্জুনের তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ইনি তাঁহাকে কিরাতবেশে দর্শন দেন, এবং ছলে তাঁহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে প্রসন্ন হইয়া ইনি অর্জুনকে পাশুপত অস্ত্র প্রদান করেন।

মহাদেব প্রথমতঃ দক্ষরাজতনয়া সতীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা ভৃগুর যজ্ঞে ইনি শ্বশুরকে যথোচিত অভিবাদন না করায় দক্ষ কুপিত হইয়া ইঁহার অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সতী অনিমন্ত্রিতা হইয়া পিতৃযজ্ঞে গমন করেন। তথায় সতীকে দেখিয়া দক্ষ অযথা শিবনিন্দায় আত্মরসনা কলুষিত করেন। পতিপরায়ণা সতী পতির নিন্দা শ্রবণে অভিমানে যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। সংবাদ পাইয়া মহাদেব ক্রোধে স্বীয় জটা ছিন্ন করিলে তাহা হইতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হয়। বীরভদ্র দক্ষালয়ে গমন করিয়া দক্ষের যজ্ঞনাশ ও মুণ্ডচ্ছেদ করেন। পরে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইলে শ্বশ্রূ প্রভৃতির অনুরোধে দক্ষকে পুনর্জীবন দান করেন। অতঃপর সতীর শবদেহ স্কন্ধে লইয়া ইনি উন্মত্তের ন্যায় দেশদেশান্তরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, বিষ্ণু স্বীয় চক্র দ্বারা সেই শবদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন। তখন মহাদেব মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে সতী হিমালয়ের গৃহে পার্বতী নামে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবকে পতিভাবে পাইবার অভিলাষিণী হইলেন। মদন মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে যাইয়া তদীয় ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইলেন। অনন্তর পার্বতী অতি কঠোর তপস্যা করিয়া ঈপ্সিত স্বামীকে প্রাপ্ত হইলেন। কার্তিকেয় ও গণেশ নামে ইঁহাদের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। হিমালয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা গঙ্গাও মহাদেবকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন।

মহাদেবী—পার্বতী, দুর্গা; মহামায়া; রাজার প্রধানা মহিষী। মহতী যে দেবী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাদেশ–যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে অনেক দেশ আছে। কর্মধা। বি; পু।

মহাদ্বন্দ্ব—১। ঘোরতর যুদ্ধ, দারুণ বিবাদ, অতিশয় কলহ। মহৎ যে দ্বন্দ্ব, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। রণবাদ্য। মহৎ দ্বন্দ্ব যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু। [['মহৎ' দ্রঃ।]

মহাদ্বিজ—নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ; চণ্ডাল। বি; পু।

মহাদ্বীপ—বৃহৎ দ্বীপ। [আধুনিক পাশ্চাত্ত্য মতে সমস্ত পৃথিবী দুইটি মহাদ্বীপে বিভক্ত,—প্রাচীন মহাদ্বীপ ও নূতন মহাদ্বীপ; তন্মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা এই তিনটি মহাদেশ প্রাচীন মহাদ্বীপে, এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা নূতন মহাদ্বীপে। পরন্তু আর্যমতে মহাদ্বীপ সাতটি, যথা—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর।] কর্মধা। বি; পু ও স্ত্রী।

মহাদ্রাবক—গন্ধকায়। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাদ্রুম—বৃহৎ বৃক্ষ; অশ্বত্থবৃক্ষ; বটবৃক্ষ। কর্মধা। বি; পু।

মহাধন—১। ধনাঢ্য, অতিশয় ধনবান্; বহুমূল্য। মহৎ ধন যাহার, বহু। বিণ। ২। কৃষিকার্য। মহৎ ধন যাহাতে, বহু। ৩। বহুমূল্য বস্ত্র; স্বর্ণ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাধাতু—স্বর্ণ। কর্মধা। বি; পু।

মহান্—'মহৎ' দ্রঃ।

মহানগর, মহানগরী—প্রধান নগর, শ্রেষ্ঠ শহর, শিল্পবাণিজ্যাদির প্রধান স্থান। কর্মধা। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও স্ত্রী।

মহানট—শিব; নটরাজ। মহান্ যে নট (নর্তক), কর্মধা। বি; পু।

মহানদী—অতি বৃহৎ নদ; দক্ষিণ ভারতের নদী বিঃ। মহতী যে নদী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানন্দ—১। অতিশয় আনন্দযুক্ত। মহান্ আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। অতি আনন্দ; মুক্তি। মহান্ যে আনন্দ, কর্মধা। বি; পু।

৩। মগধের নন্দবংশীয় শেষ রাজা। মুরা নাম্নী এক শূদ্রা দাসীর গর্ভে ইঁহার প্রখ্যাত পুত্র চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হয়। একদা ইনি শকটার নামক মন্ত্রীকে বিনা দোষে অবমানিত করেন। শকটার প্রতিহিংসায় উত্তেজিত হইয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত চাণক্যকে রাজসভায় উপস্থিত করেন, এবং রাজার দ্বারা কৌশলে তাঁহার অবমাননা করান। অতঃপর চাণক্য চন্দ্রগুপ্তকে হস্তগত করিয়া তাঁহার দ্বারা মহানন্দের বংশের উচ্ছেদ করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করেন।

মহানন্দা—১। অতিশয় আনন্দযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। মাঘমাসীয় শুক্লনবমী; নদী বিঃ। মহান্ আনন্দ যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

মহানবমী—আশ্বিনমাসের শুক্লানবমী। মহতী যে নবমী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানাদ—১। বৃহৎ শব্দ; চণ্ডরব। মহান্ যে নাদ, কর্মধা। ২। বর্ষণোন্মুখ মেঘ; শঙ্খ। মহান্ নাদ যাহার, বহু। বি; পু। ৩। অতিশয় শব্দযুক্ত। বিণ।

মহানিদ্রা—মরণ, মৃত্যু; নিমীলন। মহতী যে নিদ্রা, কর্মধা। ['মহৎ' দ্রঃ।] বি; স্ত্রী।

মহানিশা–নিশীথ, মধ্যরাত্র, রজনীর মধ্যপ্রহরদ্বয়। মহতী যে নিশা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানীল—সিংহল দ্বীপসম্ভূত নীলকান্ত মণি; ভৃঙ্গরাজ; নাগ বিঃ। মহান্ হইয়াছে নীল যাহাতে, বহু। বি; পু।

মহানুপ্রাণতা–মহানুভাবতা, মনস্বিতা; উদারতা। মহতী যে অনুপ্রাণতা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহানুভব—মহানুভাব। বাংপ্র। বি বা বিণ।

মহানুভাব—১। মহাপ্রভাব; উদারস্বভাব; সদাশয়, মহাশয়; মহাজ্ঞানী।

মহান্ হইয়াছে অনুভাব যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**মহানুভাবা**। ২। অতিশয় প্রভাব। মহান্ যে অনুভাব, কর্মধা। বি; পু।

মহানুভাবতা—সদাশয়তা, উদারতা। মহানুভাব+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মহান্ত—১। নবধাভক্তিযুক্ত, কৃষ্ণভক্ত। মহান্ অন্ত (নিশ্চয়) যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। মঠস্বামী। বাংপ্র। বি।

মহাপথ—১। রাজমার্গ, মহাপ্রস্থানমার্গ; প্রশস্ত পথ, হিমালয়ের উত্তরদিকস্থ স্বর্গারোহণপথ। মহান্ যে পথ, কর্মধা। ২। মৃত্যু ['মহৎ' দ্রঃ]। বি; পু।

মহাপথগমন—মরণ। ২তৎ। বি; ক্লী।

মহাপদ্ম—১। শ্বেতপদ্ম। মহৎ যে পদ্ম, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। লক্ষকোটি সংখ্যা; কুবেরের নিধি বিঃ। ৩। নাগ বিঃ। মহৎ পদ্ম যাহার, বহু। বি; পু।

মহাপাতক—অতিশয় পাপ; ব্রহ্মহত্যা সুরাপান চৌর্য গুরুভার্যাতে গমন ও ইহাদের সংসর্গ—এই পাঁচ প্রকার পাপ। মহৎ যে পাতক, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাপাতকী (-কিন্)—মহাপাতককারী, ঘোর পাপাত্মা। মহাপাতক+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মহাপাতকিনী**।

মহাপাত্র—উভয় তীরের মধ্যস্থান; প্রধান অমাত্য; পদবী বিঃ। মহৎ যে পাত্র, কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; ক্লী।

মহাপাপ—গুরুতর পাপ। কর্মধা।

মহাপাপিষ্ঠ—ঘোরতর পাপকার্যকারী; অতিশয় পাপী। মহাপাপিন্+ইষ্ঠ আতিশয্যার্থে। বিণ।

মহাপাপী (-পাপিন্)—মহাপাপযুক্ত, গুরুতর পাপকার্যকারী। মহাপাপ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **মহাপাপিনী**।

মহাপুরাণ—মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত একাদশ লক্ষণযুক্ত অষ্টাদশ পুরাণ। মহৎ যে পুরাণ, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাপুরুষ—অসাধারণ শক্তিশালী সাধুপুরুষ, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; পুরুষোত্তম; প্রধানপুরুষ; নারায়ণ। মহান্ যে পুরুষ, কর্মধা। বি; পু।

মহাপুরুষলক্ষণ—মহাপুরুষের চিহ্ন, অহিংসা সত্য দম দয়া ঋজুতা প্রভৃতি গুণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মহাপ্রভু—অতিশয় সাধুব্যক্তি; পরমেশ্বর; শিব; শ্রীগৌরাঙ্গদেব। মহান্ যে প্রভু, কর্মধা। বি; পু। [ক্লী।

মহাপ্রয়াণ—মহাপ্রস্থান। কর্মধা। বি;

মহাপ্রলয়—ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অবসান, সর্বভূতক্ষয়কাল, সৃষ্টির ধ্বংস। কর্মধা। বি; পু।

মহাপ্রসাদ—দেবোদ্দেশে নিবেদিত দ্রব্যাদি, জগন্নাথদেবের প্রসাদ; দেবী কালিকার প্রসাদ; পাদোদক নির্মাল্য নৈবেদ্য—এই ত্রিবিধ; অতি প্রসন্নতা; মহাপ্রসাদ হাতে দিয়া পাতানো সখিত্ব বা মৈত্রী। কর্মধা। বি; পু।

মহাপ্রস্থান—১। মহাযাত্রা, মরণার্থ গমন। মহৎ যে প্রস্থান, কর্মধা ['মহৎ' দ্রঃ]। ২। মহাভারতান্তর্গত পর্ব বিঃ। মহৎ প্রস্থান বর্ণিত যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

মহাপ্রাণ—১। বর্গের ২য় ও ৪র্থ বর্ণ; শ ষ স হ; দাঁড়কাক। বি; পু। ২। উচ্চাশয়, মহানুভাব, মহাশয়। মহান্ প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।

মহাপ্রাণী—জীবাত্মা। বাংপ্র। বি।

মহাফল—১। বৃহৎ ফল; উত্তম ফল। মহৎ যে ফল, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। বৃহৎ বা উত্তম ফলযুক্ত। মহৎ ফল যাহার, বহু। বিণ। ৩। বিল্ববৃক্ষ। বি; পু।

মহাফেজ—আদালতে মকদ্দমার নথি ও অন্যান্য দলিলপত্রের রক্ষক কর্মচারী। আ-মু। বি।

মহাফেজখানা—যে স্থানে মহাফেজের জিম্মায় কাগজপত্র থাকে। আ-মু। বি।

মহাবক্ষাঃ (-বক্ষস্)—১। বিশাল বক্ষোযুক্ত। মহৎ বক্ষঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। শিব। বি; পু।

মহাবন—বৃহৎ অরণ্য, খুব বড় জঙ্গল; বৃন্দাবনের ৮৪ বনের অন্তর্গত বন বিঃ। মহৎ বন, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাবরাহ—বিষ্ণুর অবতার বিঃ। মহান্ যে বরাহ, কর্মধা। বি; পু।

মহাবল—১। অতিশয় বলবান্। মহৎ হইয়াছে বল যাহার, বহু। বিণ। ২। বুদ্ধ; বায়ু। বি; পু। ৩। অতিশয় সামর্থ্য। মহৎ যে বল, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাবাক্য—তত্ত্বমসি বাক্য, ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্য, প্রণব, ওঁ তৎসৎ; বৃহদ্বাক্য; যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্তিযুক্ত বাক্য। মহৎ যে বাক্য, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাবারুণী—চৈত্রের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শনিবারে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। মহতী যে বারুণী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবাহু—১। দীর্ঘবাহু, সাতিশয় ভুজবলসম্পন্ন। মহান্ বাহু যাহার, বহু। বিণ। ২। শ্রীকৃষ্ণ। বি; পু।

মহাবিদ্যা—কালী তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী ভৈরবী ছিন্নমস্তা ধূমাবতী বগলা মাতঙ্গী কমলা—এই দশ দেবী। মহতী যে বিদ্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবিরাট্ (-রাজ্)—মহাবিষ্ণু। কর্মধা। বি; পু।

মহাবিষ—দ্বিমুখ সর্প, দুমুখো সাপ। মহান্ বিষ যাহার, বহু। বি; পু।

মহাবিষুব—রবির মেষ রাশিতে সংক্রমণ, চৈত্রমাসের শেষ সংক্রান্তি। মহৎ যে বিষুব, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাবীর—১। অতি বলবান্ ব্যক্তি; লক্ষ্মণ; হনুমান্; ভীম; সিংহ; গরুড়; যজ্ঞীয় কটাহ; যজ্ঞাগ্নি; বজ্র; শ্বেতাশ্ব; পক্ষী বিঃ। কর্মধা। বি; পু। ২। অতিশয় বীর্যবান্, মহাবল, অতি পরাক্রান্ত। বিণ।

মহাবীর্য—১। অতি বীরত্ব, অতিশয় পরাক্রম বা তেজ। মহৎ যে বীর্য, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অতিবীর, অতিশয় পরাক্রান্ত বা তেজস্বী, বলিষ্ঠ। মহৎ বীর্য যাহার, বহু। বিণ। ৩। ব্রহ্মা; বুদ্ধ বিঃ। বি; পু।

মহাবৃহতী—বার্তাকু, বেগুন। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাবেগ—১। অতিশয় বেগবান্। মহান্ বেগ যাহার, বহু। বিণ। ২। অতিশয় বেগ। কর্মধা। বি, পু।

মহাবৈদ্য—নিকৃষ্ট চিকিৎসক ['মহৎ' দ্রঃ]। কর্মধা। বি; পু।

মহাবোধি—বুদ্ধ। মহান্ যে বোধি (শিক্ষক), কর্মধা। বি; পু।

মহাব্যাধি—কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ। কর্মধা। বি; পু।

মহাব্যাহৃতি—ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ—এই তিন মন্ত্রবাক্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাব্রণ—দুষ্টব্রণ, নালি ঘা। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাব্রত—যজ্ঞ বিঃ; দ্বাদশবার্ষিক ব্রত। মহৎ যে ব্রত, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাব্রাহ্মণ—নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ; বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। কর্মধা। বি; পু।

মহাভদ্রা—গঙ্গা। মহৎ ভদ্র (শুভ) যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী।

মহাভাগ—অতিশয় সৌভাগ্যশালী; দয়াদি অষ্টগুণযুক্ত। মহান্ হইয়াছে ভাগ যাহার, বহু। বিণ।

মহাভারত—ব্যাসদেবকৃত ইতিহাসশাস্ত্র; মহত্ত্ব ও ভরতবংশবর্ণন হেতু সেই নামের গ্রন্থ [আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রমবাস, মুষল, মহাপ্রস্থান, স্বর্গারোহণ, (খিল হরিবংশ, দণ্ডী), এই অষ্টাদশ পর্বযুক্ত]। 'ভারত' দ্রঃ। মহৎ যে ভারত, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাভারত অতি বিস্তৃত পদ্যগ্রন্থ। এরূপ বহুবিস্তৃত গ্রন্থ একাধারে পৃথিবীতে আর নাই। ইহাতে এক লক্ষ দশ সহস্র শ্লোক আছে। প্রত্যেক শ্লোকের চারি চরণ, কিন্তু প্রায় দুই চরণই এক এক পঙ্‌ক্তিতে লিখিত; সুতরাং ইহার পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ বিংশতি সহস্র। অন্য দেশের বৃহৎ কাব্যের সহিত ইহার তুলনাই হয় না। হোমারের ইলিয়াড নামক গ্রন্থে ১৬০০০ এবং ভার্জিলের ইনিয়াড নামক গ্রন্থে দশ সহস্রেরও কম পঙ্‌ক্তি আছে।

মহাভারতের মূল ঘটনা কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধ। চন্দ্রবংশীয় রাজারা হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে শান্তনু নামে এক পরমধার্মিক নরপতি প্রাদুর্ভূত হন। শান্তনুর ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্ম এবং সত্যবতীর গর্ভে বিচিত্রবীর্য ও চিত্রাঙ্গদ জন্মগ্রহণ করেন। কোনও বিশেষ কারণ-বশতঃ ভীষ্ম রাজ্য গ্রহণ না করিয়া চির-কৌমার্য অবলম্বন করেন। চিত্রাঙ্গদও অধিক দিন জীবিত ছিলেন না। সুতরাং বিচিত্রবীর্যই পিতার উত্তরাধিকারী হন। তিনি কাশীরাজের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন। অতঃপর বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে ব্যাসদেবের ঔরসে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ বলিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডুই রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। পাণ্ডুর কুন্তী ও মাদ্রী নামে দুই পত্নী ছিলেন। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জুন, এবং মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন। এতদ্ভিন্ন কর্ণ নামে কুন্তীর আর একটি কানীন পুত্র ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র ছিলেন। পাণ্ডুর পুত্রেরা পিতৃনামানুসারে পাণ্ডব নামে এবং ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা পূর্বপুরুষ কুরুর নামানুসারে কৌরব নামে খ্যাত হন। যুধিষ্ঠির পরম ধর্মশীল এবং দুর্যোধন অভিমানী ও হিংসাপরায়ণ ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র প্রথমে যুধিষ্ঠিরকেই হস্তিনার রাজপদে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন; কিন্তু দুর্যোধন তাহাতে অসম্মত হইয়া মাতুল শকুনি ও মন্ত্রী কর্ণের পরামর্শে কৌশল-পূর্বক পাণ্ডবদিগকে বারণাবতে প্রেরণ করেন। তথায় যে গৃহ পাণ্ডবদিগের বাসের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা জতু প্রভৃতি দাহ্য পদার্থে নির্মিত হইয়াছিল। জনৈক হিতৈষী মিত্রের ইঙ্গিতে পাণ্ডবগণ দুর্যোধনের দুরভিসন্ধি জানিতে পারিয়া আপনারাই ঐ গৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া তথা হইতে পলায়ন করেন, এবং নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পঞ্চাল রাজ্যে উপস্থিত হন। তথায় দ্রুপদরাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর উপলক্ষে নানা দিগ্দেশীয় বীরগণ সমাগত হইয়া একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যভেদে অসমর্থ হইলে, ছদ্মবেশী অর্জুন ঐ লক্ষ্য বিদ্ধ করেন। অনন্তর মাতার আদেশে পঞ্চ ভ্রাতায় ঐ কন্যাকে বিবাহ করেন। বিবাহান্তে পাণ্ডবগণ রাজ্য প্রার্থনা করিলে ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত করেন। ইহাতে দুর্যোধন হস্তিনায় এবং পাণ্ডবগণ তাহার নিকটে ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দুর্যোধন পণপূর্বক পাশক্রীড়ার নিমিত্ত যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিলেন। কপটক্রীড়ায় যুধিষ্ঠির রাজ্য, ধন, ভ্রাতা, পত্নী প্রভৃতি সমস্ত হারাইয়া অবশেষে আত্মবিক্রয় পর্যন্ত করিতে বাধ্য হইলেন। পরন্তু ধৃতরাষ্ট্রের যত্নে কৌরবগণকে দ্যূতলব্ধ সমস্তই প্রত্যর্পণ করিতে হইল; সুতরাং দুর্যোধনের মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। এ কারণ কৌরবেরা পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে লইয়া অক্ষক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। এই ক্রীড়াতেও যুধিষ্ঠির পরাজিত হইলেন, এবং ক্রীড়ার পণানুসারে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিবার নিমিত্ত ভ্রাতৃগণ ও পত্নীসহ দীনবেশে হস্তিনা হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর নির্ধারিত ত্রয়োদশ বর্ষান্তে পাণ্ডবেরা দুর্যোধনকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিতে বলিলেন; কিন্তু দুর্যোধন ইহাতে সম্মত হইলেন না; অধিকন্তু বলিয়া পাঠাইলেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্রপরিমিত ভূমিও দান করিব না। সুতরাং পাণ্ডবেরা বাধ্য হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

এই যুদ্ধ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বা ভারতযুদ্ধ নামে খ্যাত। অষ্টাদশ দিন ব্যাপিয়া এই যুদ্ধ হইয়াছিল। যুদ্ধাবশেষে উভয় পক্ষীয় অষ্টাদশ অক্ষৌহিণীর মধ্যে পাণ্ডবপক্ষে সাতজন ও কৌরবপক্ষে তিনজন মাত্র জীবিত ছিলেন। কিন্তু কৌরবপক্ষের জীবিত তিন জনের মধ্যে কেহই রাজ্যাধিকারের যোগ্য না থাকায় পাণ্ডবগণই রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই মহাহবে ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র, জামাতা জয়দ্রথ, শ্যালক শকুনি, প্রধান অমাত্যবর্গ সকলেই সবংশে নিহত হন।

যুদ্ধাবসানে যুধিষ্ঠিরের যত্নে ধৃতরাষ্ট্র কিয়ৎকাল রাজধানীতে অবস্থিতি করেন। অনন্তর তিনি স্বীয় পত্নী গান্ধারী ও ভ্রাতৃজায়া কুন্তীর সহিত তপস্যার্থে বনগমন করেন; এবং তথায় কিছুকাল থাকার পর দাবানলে ভস্মীভূত হন। এদিকে পরম ধার্মিক যুধিষ্ঠির জ্ঞাতিবধ পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের নিমিত্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তাহা সম্পাদন করিলেন। অতঃপর অর্জুনের পৌত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ভ্রাতৃচতুষ্টয়, প্রিয়তমা মহিষী দ্রৌপদী ও একটি বিশ্বস্ত কুকুরকে সঙ্গে লইয়া অমরাবতীতে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়াভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ইহাকেই মহাপ্রস্থান বলে। ভীমাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদী, ইঁহারা একে একে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করিলে অবশেষে কেবল কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠির স্বর্গের দ্বারদেশে উপনীত হইলেন। দেবরাজ প্রথমতঃ কেবল যুধিষ্ঠিরকেই স্বর্গে প্রবেশের অনুমতি দিলেন, কিন্তু ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীকে না লইয়া তিনি স্বর্গে প্রবেশ করিবেন না বলাতে ইন্দ্র সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তখন যুধিষ্ঠির আবার বলিলেন যে, তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর কুকুরটিকে প্রবেশ করিতে না দিলে তাঁহার স্বর্গগমন নিতান্ত অন্যায়। দেবেন্দ্র এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না; সুতরাং যুধিষ্ঠির স্বর্গের ছায়ামাত্র দেখিয়া নরকে পতিত হইলেন। পরম ধার্মিক যুধিষ্ঠির একাকী স্বর্গভোগ করা অপেক্ষা আত্মীয়গণে পরিবৃত হইয়া নরকে বাস করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়া তাহাতে কাতর হইলেন না; প্রত্যুত আশ্রিতপালন রূপ পরম ধর্ম পালিত হইতেছে বিবেচনা করিয়া শান্তিলাভ করিলেন। এতদ্দর্শনে দেবরাজ তুষ্ট হইয়া মায়ানরকের মায়াময়ী দৃশ্যাবলী অন্তর্হিত করিলেন, এবং তাঁহার অনুমতিক্রমে যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণে বেষ্টিত হইয়া স্বর্গরাজ্যে গমনপূর্বক ইন্দ্রের সহিত একত্র বাস করিয়া অনন্ত শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন।

প্রাগুক্ত আখ্যায়িকা বর্ণনে মহাভারতের চতুর্থাংশ নিয়োজিত হইয়াছে। অবশিষ্টাংশ দেবদেবী সংক্রান্ত নানাবিধ পৌরাণিকী কথা, রাজবংশাবলীর ইতিহাস ও ধর্মোপদেশে পূর্ণ। ফলতঃ সমস্ত মহাভারতখানিকে প্রাচীন ভারতের বিশ্বকোষ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহাতে যে সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তৎসমুদায় যদি কোনও ব্যক্তি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন, তবে তিনি একজন অসাধারণ জ্ঞানী হইতে পারেন। ইহাতে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই বর্গচতুষ্টয়ই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে যুদ্ধ, সন্ধি, রাজ্যশাসন, সমাজরক্ষণ প্রভৃতির বর্ণনারও অভাব নাই। ইহাতে মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃভক্তি, ভ্রাতৃস্নেহ, সতীত্ব, ন্যায়পরতা,

সভ্যপ্রতিজ্ঞতা, শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের উপযুক্ত বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই লোকে বলে, "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।" মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে, তৎকালে গান্ধার, সিন্ধু, হস্তিনাপুর, পঞ্চাল, বারাণসী, মগধ, অঙ্গ, মৎস্য, চেদি, দ্বারকা, বিদর্ভ, প্রাগ্‌-জ্যোতিষপুর, কলিঙ্গ প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, কিন্তু তখনও অনার্য জাতি সম্পূর্ণ বিজিত হয় নাই। বকাসুর, ময়-দানব প্রভৃতি অনার্য রাজগণ প্রভূত ক্ষমতা-শালী ছিলেন।

মহাভূত—প্রধান ভূত, ক্ষিতি অপ্‌ তেজঃ মরুৎ ব্যোম এই পঞ্চ; শ্রেষ্ঠ জীব। মহৎ যে ভূত, কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাভৈরব—শরভরূপী মহাদেব। বি; পু।

মহামণ্ডল—বৃহৎ সংঘ। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহামতি—অতি বুদ্ধিমান্‌; মহামনাঃ, মহাত্মা। মহতী মতি যাহার, বহু। বিণ।

মহামনস্বী (-স্বিন্‌)—শ্রেষ্ঠ মনস্বী; অতি ধীর। কর্মধা। বিণ। স্ত্রী—**মহামন-স্বিনী**।

মহামনাঃ (-মনস্‌)—মহাত্মা, মহাশয়, মনস্বী, উদারচিত্ত। মহৎ মনঃ যাহার, বহু। বিণ।

মহামহাবারুণী—যোগ বিঃ, চৈত্র কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শুভযোগ ও শনিবারযুক্ত শতভিষা নক্ষত্রের যোগ। বি;

মহামহিম—অতি মহত্ত্ববান্‌, অতিশয় মহিমান্বিত। মহান্‌ মহিমা যাহার, বহু। বিণ। [পদটি সংস্কৃতমতে অসাধু হইলেও বাঙ্গালায় ইহার ভূরি প্রয়োগ দেখা যায়।]

মহামহিমান্বিত—অতিশয় গৌরবান্বিত। ৩তৎ। বিণ।

মহামহোপাধ্যায়—পণ্ডিতের উপাধি বি:। মহান্‌ যে উপাধ্যায় সে মহোপাধ্যায়, কর্মধা; মহান্‌ যে মহোপাধ্যায়, কর্মধা। বি; পু।

মহামাংস—মনুষ্যমাংস। কর্মধা। ['মহৎ' দ্রঃ।] বি; ক্লী।

মহামাত্য—প্রধান অমাত্য। কর্মধা। বি; পু।

মহামাত্র—প্রধান মন্ত্রী; মাহুত; ধনাঢ্য ব্যক্তি। বহুব্রী। বি; পু।

মহামানী (-মানিন্‌)—অতিশয় সম্মানিত, অতিগৌরবযুক্ত। মহান্‌ (অতিশয়) যে মানী, কর্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী, **-মানিনী**

মহামান্য—অতিশয় মাননীয়। কর্মধা। বিণ।

মহামায়া—১। সংসারভ্রম, অবিদ্যা, প্রকৃতি। মহতী যে মায়া, কর্মধা। ২। দুর্গা; বুদ্ধদেবের জননী, কপিলাবস্তুরাজ শুদ্ধোদনের পত্নী। মহতী মায়া যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

মহামারী—অতিশয় মড়ক। মহতী যে মারী (মড়ক), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহামাষ—বরবটী কলায়। কর্মধা। বি; পু।

মহামুদ্রা—তন্ত্রোক্ত সাধনোপযোগী যন্ত্র। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহামূল্য—অতিশয় মূল্যবান্‌, অত্যধিক মূল্যবিশিষ্ট। মহৎ মূল্য যাহার, বহু। বিণ।

মহামৃগ—হস্তী, শরভ। কর্মধা। বি; পু।

মহামোহ—বিষয়বাসনারূপ অজ্ঞান, সাং-সারিক মায়া। মহান্‌ যে মোহ, কর্মধা। বি; পু।

মহাযজ্ঞ—বেদাধ্যয়ন অগ্নিহোত্র পিতৃতর্পণ ভূতবলী অতিথিপূজা এই পঞ্চ প্রকার। মহান্‌ যে যজ্ঞ, কর্মধা। বি; পু।

মহাযাত্রা—মরণার্থে গমন। কর্মধা। ['মহৎ' দ্রঃ।] বি; স্ত্রী।

মহাযুদ্ধ—ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল সংগ্রাম। কর্মধা। বি; পু।

মহারজত—স্বর্ণ। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহারত্ন—শ্রেষ্ঠমণি; মুক্তা হীরক বৈদূর্য পদ্মরাগ পুষ্পরাগ গোমেদ নীলকান্ত পান্না প্রবাল এই ৯টি রত্ন। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহারথ—অসাধারণ যুদ্ধকুশল ব্যক্তি। মহান্‌ রথ যাহার, বহু। বি; পু। এই মহারথ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়, যথা—

(১) "একো দশসহস্রাণি যোধয়েৎ যস্তু ধন্বিনাম্‌। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ স মহারথ উচ্যতে॥"

(২) "আত্মানং সারথিং চাশ্বান্‌ রক্ষন্‌ যুধ্যেত যোঃ নরঃ। স মহারথসংজ্ঞঃ স্যাদিত্যাহুর্নীতিকোবিদাঃ॥"

(৩) "রথেনৈকেন যঃ শত্রূন্‌ সাহঙ্কারো ব্রজত্যলম্‌। মহারথঃ স বিজ্ঞেয়ো যুদ্ধশাস্ত্র-বিশারদঃ॥"

অর্থাৎ (১) যে শস্ত্রবিদ্যায় ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্যক্তি একা যুদ্ধস্থলে দশসহস্র যোদ্ধাকে পরিচালিত করেন, তিনিই মহারথ নামে অভিহিত হন। (২) যে বীরপুরুষ যুদ্ধস্থলে আপনাকে, সারথিকে এবং অশ্বসকলকে অক্ষত রাখিয়া যুদ্ধ করিতে পারেন, বিজ্ঞগণ তাঁহাকেই মহারথ বলিয়া থাকেন। (৩) যে যুদ্ধবিদ্যায় সুনিপুণ ব্যক্তি একমাত্র রথে আরোহণ করিয়া সাহংকারে শত্রুর সম্মুখীন হন, তিনিই মহারথ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

মহারাজ—রাজশ্রেষ্ঠ, সম্রাট্‌; সন্ন্যাসীর উপাধি। মহান্‌ যে রাজা, কর্মধা। বি; পু। স্ত্রী—**মহারাজ্ঞী**।

মহারাজা—সামন্তরাজ বা বড় জমিদারের উপাধি। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**মহারানী**।

মহারাজাধিরাজ—রাজচক্রবর্তী, সার্ব-ভৌম। মহারাজগণেরও অধিরাজ, ৬তৎ; অথবা মহারাজও যে অধিরাজও সে, কর্মধা। বি; পু।

মহারাজিক—২২০ সংখ্যক গণদেবতা বিঃ। মহারাজ + ষ্ণিক। বি; পু।

মহারাজ্ঞী—মহিষী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহারাণা, -রানা মহারাজ, উদয়পুরের রাজাদিগের সাধারণ উপাধি। বাংপ্র। বি।

মহারাণী, -রানী—মহারাজ-মহিষী; যে নারী মহারাজ্যের অধীশ্বরী। বি; স্ত্রী।

মহারাত্রি—অর্ধরাত্রের পরবর্তী মুহূর্তদ্বয়; মহাপ্রলয়ের রাত্রি। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

:—দেশ বিঃ, মার্হাট্টাদেশ। মহান্‌ যে রাষ্ট্র (রাজ্য), কর্মধা। বি; পু। বিণ—**মহারাষ্ট্রীয়**।

বর্তমানে মহারাষ্ট্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন-থ্‌ সাং ভারত পরিভ্রমণ করিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, তাহাতে মহারাষ্ট্র দক্ষিণ ভারতের নয়টি প্রদেশের অন্যতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তিনি এই প্রদেশটি "ম-হ-লা চা" নামে অভিহিত করিয়াছেন। সংস্কৃত "মহারাষ্ট্র" (বৃহদ্দেশ) হইতে মারহাট্টা বা মারাঠা শব্দ উৎপন্ন। মহারাষ্ট্রীয়গণ সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। উচ্চশ্রেণীর শূদ্রেরা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেয়। মহারাষ্ট্রীয়গণ শাক্ত বা শৈব। ইহাদের যুদ্ধনাদ ছিল "হর, হর মহাদেও।" এক সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণ ভারতে অপ্রতিহত প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

প্রকৃত প্রস্তাবে এই মহারাষ্ট্রীয় শক্তি দমন করিয়াই ইংরাজ এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এবং পরবর্তী সময়ে মুসলমানগণ ভারত আক্রমণ করিলে, মহারাষ্ট্রীয়গণ সে আক্রমণে বাধা প্রদান করে নাই। বিজা-পুরের মুসলমানরাজের বিরুদ্ধে ১৬৫৭ খ্রীঃ শিবাজী কর্তৃক অস্ত্রধারণই মুসলমানের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রথম সংঘর্ষ। বিজাপুর মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইবার পরে শিবাজী মোগল শক্তির সহিত স্বীয় বল পরীক্ষা করেন। ইনি দক্ষিণভারতে হিন্দুরাজ্য স্থাপন কার্যে বহুলপরিমাণে

সফলকাম হইয়াছিলেন। শিবাজী রায়গড় নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার পরবর্তী রাজগণ সাতারায় রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা নামে রাজা ছিলেন, "পেশোয়া" নামধারী ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরাই সর্বেসর্বা ছিলেন। মন্ত্রিপদ বংশগত ছিল, এবং পুণা নগরে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। মুসলমান শক্তির হ্রাস হইলে, কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় সামন্তরাজ প্রবল হইয়া উঠেন এবং আপন আপন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহাদের মধ্যে নাগপুর ও বেরারের অধিপতি রঘুজী ভোঁসলা, বরোদারাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা দামাজী গাইকোবাড়, ইন্দোররাজ তুকোজী হোলকার, এবং গোয়ালিয়রপতি মাধোজী সিন্ধিয়া,—এই চারি জনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সময়ে সিন্ধিয়া মোগল-সম্রাটের ভাগ্য-বিধাতা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এই চারিটি সামন্তরাজ স্বীয় স্বীয় রাজ্যসম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইলেও, সকলেই পেশোয়ার বশ্যতা স্বীকার করিতেন।

১৭৫০ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয় শক্তি গৌরবের চরম সীমায় উপনীত হয়। পশ্চিম ভারতের সমস্ত এবং মধ্য ভারতের অধিকাংশ স্থান এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়গণের অধীনতা স্বীকার করে। কোন প্রদেশ আক্রমণ করিতে যাইয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রথমে চৌথ (রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ কর) চাহিত; চৌথ দিতে অস্বীকৃত হইলে, সেই দেশ আক্রান্ত, লুণ্ঠিত এবং বিবিধ প্রকারে নিগৃহীত হইত। সামন্ত রাজগণ ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধকার্য সম্পন্ন করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকজন ফরাসী যোদ্ধাকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইউরোপীয় প্রণালীতে যুদ্ধ করা মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, এই হেতুবাদে অনেক প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় সামরিক দুর্দশা ঘটিবে বলিয়া শঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজশক্তি কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। শিখ জাতিও পঞ্জাবে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়ে হায়দ্রাবাদে নিজামও স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছিলেন। হায়দর আলী মহীশূরে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন। ১৭৬১ খ্রীঃ আমেদ সাহ আবদালী আফগানিস্থান হইতে আসিয়া ভারত আক্রমণ করেন। সমবেত মহারাষ্ট্রীয়গণ পাণিপথে তাঁহাকে বাধা দেয়, কিন্তু অবশেষে পরাজিত হয়। সেই সঙ্গে তাহাদের ভারতে হিন্দুরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার পরে ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয় (১৭৭৫ খ্রীঃ)। পেশোয়াপদের উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া বোম্বাই গভর্নমেণ্টের সহিত ইঁহাদের মনোমালিন্য ও পরে যুদ্ধ ঘটে। বঙ্গদেশ হইতে ইংরাজ-সৈন্য গমন করিয়া বোম্বাই সৈন্যের সাহায্য করে, এবং ১৭৮২ খ্রীঃ সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে বিবাদ মিটিয়া যায়। দ্বিতীয় সংঘর্ষ ১৮০৩ খ্রীঃ ঘটে। সমবেত মহারাষ্ট্রীয় শক্তির সহিত মনোমালিন্য ঘটায়, পেশোয়া ইংরাজের সাহায্য ভিক্ষা করেন। এই উপলক্ষে ইংরাজের সহিত সমবেত শক্তির যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে স্যার আর্থার ওয়েলেস্‌লী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলাকে আসাই (Assaye) নামক স্থানে পরাভূত করেন; এবং জেনারেল লেক ফরক্কাবাদ, দিগ এবং লাসওয়ারী নামক স্থানে সিন্ধিয়া ও হোলকারের সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিয়া জয়লাভ করেন। ইহার পরে এই তিন শক্তি ইংরাজের সহিত যে সন্ধি স্থাপনা করে, তাহার ফলে অনেকগুলি স্থান ইংরাজের অধিকারে আসে, এবং এই তিন সামন্ত রাজ্যে ইংরাজের রাষ্ট্রনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধের ফলস্বরূপে উড়িষ্যা, "হিন্দুস্থান" অভিহিত বর্তমান যুক্তপ্রদেশের অনেকগুলি স্থান এবং গুজরাটের সমুদ্রতীরস্থ অংশবিশেষ ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ইংরাজের সহিত মহারাষ্ট্রীয়গণের তৃতীয় সংঘর্ষ ১৮১৬-১৮ খ্রীঃ ঘটে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে পেশোয়া অনেকটা ইংরাজের অধীন হইয়া পড়েন। ১৮১৬ খ্রীঃ তদানীন্তন পেশোয়া বাজীরাও ইংরাজের বিরুদ্ধে ধৃতাস্ত্র হোলকার এবং ভোঁসলার সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কার্কি (Kirkee) নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করেন। কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি পলায়ন করেন। পরে স্যার জন ম্যালকমের নিকট আত্মসমর্পণ করেন, এবং বৃত্তিভোগী ভাবে কানপুরের সন্নিকট বিঠুর নামক স্থানে প্রেরিত হন। এদিকে ইংরাজ পেশোয়া কর্তৃক কারাবদ্ধ শিবাজী-বংশধর সাতারার রাজাকে কারামুক্ত করিয়া নির্দিষ্ট স্বল্প পরিসর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই তৃতীয় ও শেষ সংঘর্ষের পরে, কঙ্কণ ও ডেকানের বহুলাংশ ইংরাজের অধিকারে আসে। ১৮৪৮ খ্রীঃ সাতারারাজ এবং ১৮৫৩ খ্রীঃ ভোঁসলা অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে তাঁহাদের রাজ্য ইংরাজ-রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। হোলকার আর ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে গাইকোয়াড় অনেকটা ইংরাজের অধীন হইয়া পড়েন। গাইকোয়াড়বংশ কখনই ইংরাজশক্তির বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করে নাই। সিন্ধিয়া রাজ্যে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, ইংরাজকে অস্ত্রধারণ করিতে হয়। ১৮৪৩ খ্রীঃ মহারাজপুর ও পানিয়ার (Panniar) নামক স্থানদ্বয়ে যে যুদ্ধ ঘটে, তাহার ফলে বিদ্রোহের অবসান হয়, এবং তাহার পরে সিন্ধিয়া আর ইংরাজের সহিত বৈরিতা করেন নাই; পরন্তু ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে বিশেষভাবে ইংরাজের সহায়তা করিয়াছিলেন। এই বৎসরে বাজীরাও লোকান্তর গমন করেন। ইঁহারই দত্তক পুত্র "নানাসাহেব" সিপাহী-বিদ্রোহের প্রধান নায়ক বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত।

মহারাষ্ট্রী (রাষ্ট্রিন্)—মহারাষ্ট্রবাসী, মারাঠী; মারাঠাদেশীয় ভাষা। বি বা বিণ; পু।

মহারুদ্র—মহাদেব। কর্মধা। বি; পু।

মহারূপ—১। অতিশয় রূপবান্। মহৎ রূপ যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব। বি; পু।

মহারোগ—পাপরোগ, মহাব্যাধি (ইহা ৮ প্রকার, যথা - উন্মাদ, ত্বগ্দোষ, রাজযক্ষ্মা, শ্বাস, মধুমেহ, ভগন্দর, উদরী, অশ্মরী)। মহান্ যে রোগ, কর্মধা। বি; পু।

মহারোমা (-রোমন্)—বৃহৎ-লোমযুক্ত। মহৎ রোম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

মহার্ঘ—বহুমূল্য, দুর্মূল্য, 'মাগগি'। মহান্ অর্ঘ (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ।

মহার্ণব—মহাসমুদ্র। মহান্ যে অর্ণব, কর্মধা। বি; পু।

মহার্হ—মহামূল্য, অতিশয় মূল্যবান্। মহতী অর্হা (মূল্য) যাহার, বহু। বিণ।

মহাল—ভূসম্পত্তি, জমিদারি, তালুক; জমিদারির বা তালুকের এক একটি তৌক বা বিভাগ, মৌজা, গ্রাম। আ। বি।

মহালক্ষ্মী—দেবী বিঃ; রাধা। মহতী যে লক্ষ্মী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহালয়—১। বৃহৎ আলয়। মহান্ যে আলয়, কর্মধা। ২। বিহার; পরমাত্মা; তীর্থ; আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষ। মহান্ আলয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বি; পু।

মহালয়া—আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা। মহালয় (২)+আপ্। বি; স্ত্রী।

মহালিঙ্গ—১। বৃহৎলিঙ্গযুক্ত। মহৎ লিঙ্গ যাহার, বহু। বিণ; পু। ২। শিব। বি; পু। ৩। বৃহৎ লিঙ্গ। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহালোল—অতিচঞ্চল। কর্মধা। বিণ।

মহালোহ—অয়স্কান্ত, চুম্বক। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহাশক্তি—১। আদ্যাশক্তি, ভগবতী; প্রবল পরাক্রম। মহতী যে শক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। প্রবলপরাক্রমশালী। মহতী শক্তি যাহার, বহু। বিণ।

মহাশঙ্খ—মনুষ্যের ললাটাস্থি, মড়ার মাথার খুলি; কুবেরের নিধি বিঃ; সংখ্যা বিঃ; বৃহৎ শঙ্খ। কর্মধা ['মহৎ' দ্রঃ]। বি; পু।

মহাশয়—মহাত্মা, উদারচিত্ত; মহামনাঃ; মহানুভাব; সম্মানসূচক সম্বোধন বা নামান্ত [সংক্ষেপে 'মশায়', 'মশাই']। মহান্ আশয় যাহার, বহু। বিণ।

মহাশয্যা—বৃহৎ শয্যা, বড় বিছানা; রাজশয্যা, রাজার বিছানা বা রাজার উপযুক্ত বিছানা; সিংহাসন। মহতী যে শয্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাশল্ক—১। বৃহৎ শল্ক, বড় আঁইশ। মহৎ যে শল্ক, কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। বৃহৎ শল্কযুক্ত। মহৎ শল্ক যাহার, বহু। বিণ। ৩। চিংড়ি মাছ। বি; পু।

মহাশূদ্র—আভীর, গোপ, গোয়ালা। বি; পু। স্ত্রী—**মহাশূদ্রী**।

মহাশ্বেতা—সরস্বতী; মগরী বিঃ; দুর্গা; শ্বেত অপরাজিতা; সিতা; স্ত্রী বিঃ; কাদম্বরী গ্রন্থের উপনায়িকা বিঃ। মহান্ হইয়াছে শ্বেত (শুক্লবর্ণ) যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

মহাশ্মশান—বহু শবদাহস্থান, যেখানে নিরন্ত শবদাহ হয়; কাশী। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

মহাশ্রমণ—বুদ্ধদেব, শাক্যমুনি। কর্মধা।

মহাষষ্ঠী—দুর্গা। মহতী যে ষষ্ঠী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাষ্টমী আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী। মহতী যে অষ্টমী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাসত্ত্ব—১। মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট, মহাশয়। মহৎ বা মহান্ হইয়াছে সত্ত্ব (প্রাণ) যাহার, বহু। বিণ। ২। বৃহদাকার জীব। মহৎ বা মহান্ যে সত্ত্ব (প্রাণী), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহাসমারোহ—অতিশয় আড়ম্বর, অত্যন্ত জাঁকজমক। কর্মধা। বি; পু।

মহাসাগর—যে অতি প্রকাণ্ড লবণময় জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। মহান্ যে সাগর, কর্মধা। বি; পু। [মহাসাগর প্রকৃতপক্ষে একটি; কিন্তু পাশ্চাত্ত্য ভূগোলবেত্তারা সুবিধার নিমিত্ত ইহাকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean), দক্ষিণ মহাসাগর (Antarctic Ocean), আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean), প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) ও ভারত মহাসাগর (Indian Ocean) ।]

মহাসেন—কার্তিকেয়; শিব; বৃহৎ সেনাপতি। মহতী সেনা যাহার, বহু। বি; পু।

মহি, মহী—পৃথিবী, ধরণী। মহ্ (পূজা করা) + ই কর্ম। বি; স্ত্রী।

মহিত পূজিত; সম্মানিত। মহ্ (পূজা করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

মহিমময়—মহিমবিশিষ্ট, মাহাত্ম্যযুক্ত, গৌরবময়। মহিমন্ শব্দ + ময়ট্। বিণ; পু। স্ত্রী—**মহিমময়ী**।

মহিমা (-মন্)—মহত্ত্ব; মাহাত্ম্য, গৌরব; উৎকর্ষ; ঈশ্বরের ঐশ্বর্য বিঃ। মহৎ শব্দ + ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

মহিমার্ণব—মহিমার সমুদ্রসদৃশ, সমুদ্রবৎ অমেয় মাহাত্ম্যযুক্ত। মহিমার অর্ণব (অর্ণব সদৃশ), ৬তৎ; (মহিম + অর্ণব)। বিণ বা বি; পু।

মহিলা—মহিষী; নারী; মদমত্তা স্ত্রী; গন্ধদ্রব্য বিঃ। মহ্ (পূজা করা) + ইল কর্ম + আপ্। বি; স্ত্রী।

মহিষ—পশু বিঃ, মোষ; অসুর বিঃ। মহ্ (পূজা করা) + টিষচ্ কর্ম। বি; পু।

মহিষধ্বজ, মহিষবাহন—শমন, যম। মহিষ হইয়াছে ধ্বজ বা বাহন যাহার, বহু। বি; পু।

মহিষমর্দিনী -মহিষাসুরবিনাশিনী দেবী বিঃ, দুর্গা। উপতৎ; মহিষ (অসুর বিঃ) —মৃদ্ (মর্দন করা) + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহিষাসুর অসুর বিঃ। মহিষ নামক যে অসুর বা মহিষাকার যে অসুর, মধ্যপ। বি; পু। [রম্ভ নামক অসুর মহাদেবকে তপস্যায় প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট ত্রিলোকবিজয়ী পুত্রবর প্রার্থনা করায় মহাদেব তাহাকে সেই বর প্রদান করেন। এই বরপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়া মহিষাসুর অতীব দুর্দান্ত হইয়া উঠিল, এবং দেবগণকে দূরীভূত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিল। বিতাড়িত দেবগণ শম্ভু ও বিষ্ণুর নিকট আপনাদের দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে তাঁহাদের তেজ হইতে ভগবতীর আবির্ভাব হইল। ভগবতী যুদ্ধ করিয়া এই অসুরকে নিহত করেন।]

মহিষী—১। স্ত্রীমহিষ। মহিষ শব্দ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। ২। কৃতাভিষেকা রাজপত্নী; সৈরিন্ধ্রী। মহ্ (পূজা করা) + টিষচ্ কর্ম + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহী—'মহি' দ্রঃ।

মহীক্ষিৎ—ভূভৃৎ, ভূপতি, রাজা। মহী (পৃথিবী) — ক্ষি (প্রভুত্ব করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

মহীজ—১। ভূমিজাত। মহী (পৃথিবী) —জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ। ২। মঙ্গলগ্রহ; নরকাসুর। বি; পু।

মহীধর—ভূধর, পর্বত; বেদভাষ্যকার। মহীর ধর, ৬তৎ। বি; পু।

মহীন্দ্র—নরেন্দ্র, নরনাথ, রাজা। মহিতে বা মহীতে ইন্দ্র প্রায়, ৭তৎ। বি; পু।

মহীপ—ভূপতি, রাজা। মহী (পৃথিবী) —পা (পালন করা) + ড কর্তৃ। বি; পু।

মহীপতরাম (মহীপতরাম রূপরাম নীলকান্ত রাও)—গুজরাটের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুলের নাগার বংশে ১৮২৯ খ্রীঃ ৩রা ডিসেম্বর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রূপরাম নীলকান্ত রাও। শিক্ষাশেষে মহীপতরাম কিছুদিন স্কুলে শিক্ষকতা করিয়া স্কুলসমূহের সাব্‌ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার হন। পরে 'গুজরাট ট্রেনিং' কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আমরণ এই পদে কার্য করিয়াছিলেন। টি. সি. হোপ সাহেব (T. C. Hope) ইঁহারই তত্ত্বাবধানে গুজরাটী স্কুলের অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ইনি গুজরাটের 'পরমাত্মা সমাজ' নামক ধর্মসভার সম্পাদক ও পরে সভাপতি, বিধবাবিবাহ-সমিতির সম্পাদক, এবং ন্যাশন্যাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের গুজরাটী শাখার সম্পাদক ছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় বোম্বাই নগরে প্রথম বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইনি স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবাবিবাহের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। ইঁহার চেষ্টায় অনেকগুলি বিধবাবিবাহ সম্পাদিত হয়। ইনি সুবক্তা ও মূর্তিপূজার বিরোধী ছিলেন। ইনি ১৮৮৫ খ্রীঃ রাও সাহেব এবং ১৮৮৬ খ্রীঃ সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ খ্রীঃ ৩০শে মে বিসূচিকা রোগে ইঁহার দেহান্তর হয়।

মহীপতি, মহীপাল—ভূপাল, ভূপতি, রাজা। ৬তৎ; উপতৎ; মহী—পা + ণিচ্ অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

মহীপাল—মগধের পালবংশের প্রসিদ্ধ নরপতি। পিতার নাম বিগ্রহপাল। তাঁহার রাজত্বকালে বরেন্দ্রী বা উত্তরবঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। মহীপাল অনধিকারীর হস্ত হইতে পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বরেন্দ্র, মগধ, তীরভুক্তি এমন কি বারাণসী পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের পূর্বে সমতট বা পূর্ববঙ্গ তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। মহীপালের রাজত্বকালে গৌড়রাজ্য তিনবার বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। চোলরাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোল, কল্যাণের চালুক্যরাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও চেদিরাজ

গাঙ্গেয়দেব ক্রমান্বয়ে পালসাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। মহীপালের রাজত্বকালে গৌড়-মগধে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অসাধারণ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাহার বহু নিদর্শন অধুনা আবিষ্কৃত হইয়াছে মহীপাল খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ও একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন।

মহীভূৎ—পর্বত; রাজা। মহী (পৃথিবী)—ভৃ (ধারণ করা ইত্যাদি)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

মহীয়ান্ (-য়স্)—অতি মহৎ; মহাশয়; উত্তম। মহৎ+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী—**মহীয়সী**।

মহীরুহ—বৃক্ষ, গাছ। মহী (পৃথিবী)—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

মহীলতা—কিঞ্চুলুক, কেঁচো। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মহীশূর—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি রাজ্য। রাজ্যটি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; পশ্চিমঘাটের দিকে পর্বত ও জঙ্গলপূর্ণ যে অংশ তাহার নাম 'মলনাদ'; অপরাংশ, যাহা বিস্তৃত উপত্যকা ও সমতল ভূমি, তাহার নাম 'ময়দান'। কাফি, সিঙ্কোনা, চন্দনকাষ্ঠ, হস্তিদন্ত প্রভৃতি কয়েকটি দ্রব্যের জন্য রাজ্যটি প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের অধিকাংশ লোকের ভাষা কানাড়ী। এই রাজ্যে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৯৫। পঞ্চদ্রাবিড় জাতির প্রায় সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই রাজ্যে বাস করেন। ইঁহারা গৃহে স্ব স্ব দেশের ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু অপর স্থানে কানাড়ী ভাষায় কথা কহেন।

"মহিষ-উরে" অর্থাৎ মহিষ শহর, এইটি রাজ্যের নামের উৎপত্তি; ইহাও আবার মহিষাসুর হইতে উৎপন্ন। অপভ্রংশে মহিসুর বা মৈসুর; ইংরাজীতে মাইসোর (Mysore)। পূর্বে মহীশূর একটি করদ রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। এই রাজ্যের অন্তর্গত অনেক-গুলি স্থান রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে। মহীশূর প্রথমে মহিষাসুর ও তৎ-পরে সুগ্রীবের রাজ্য বলিয়া কথিত। প্রাচীন সময়ে রাজ্যের উত্তরাংশ কদম্ববংশীয় রাজগণকর্তৃক শাসিত হইত। তাঁহাদের রাজধানী "বনবাসী" নামক স্থানের নাম টলেমি স্বীয় ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা ১৪ শত বৎসর রাজত্ব করিয়া অব-শেষে চালুক্যগণের বশ্যতা স্বীকার করেন। গঙ্গাবংশীয় রাজগণ মহীশূরের দক্ষিণাংশে রাজত্ব করিতেন। কোয়েম্বাটুর জেলায় অবস্থিত কারুর নামক স্থানে তাঁহাদের রাজধানী ছিল; পরে কাবেরী নদীর তীরে তালকাদ নামক স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীঃ ৯ম শতাব্দীতে চোলরাজগণ এই রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন করেন। পল্লব-বংশীয় রাজগণ মহীশূরের পূর্বাংশে রাজত্ব করিতেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চালুক্য রাজগণ তাঁহাদিগকে স্বীয় অধীন করেন। কালাচুরিয়া রাজবংশও কিছুকাল মহীশূরের অংশ-বিশেষে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিল। জৈন ধর্মাবলম্বী হয়সালা বল্লাল রাজগণ মহীশূরের পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণাংশ অধি-কার করিয়া খ্রীষ্টীয় ১৩১০ অব্দ পর্যন্ত দ্বারাসমুদ্র বা দ্বারাবতী পত্তন (বর্তমান হেলেবিদ) নামক স্থানে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্যশাসন করেন। উক্ত অব্দে আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর বল্লালরাজকে বন্দী করিয়া রাজধানী অব-রোধ করেন। ১৬ বৎসর পরে মহম্মদ তোগ্‌লকের সৈন্যগণ রাজধানীটি একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলে। বল্লালবংশের শেষ রাজগণ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হয়সালেশ্বরের মন্দির ভারতের স্থপতিশিল্পের অন্যতম প্রধান নিদর্শন।

বল্লাল বংশের উচ্ছেদের পরে বিজয়-নগরের রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। কালক্রমে তাঁহারা হীনবল হইয়া পড়িলে স্থানীয় সামন্তগণ (যাঁহারা পালেগার নামে অভিহিত) স্বীয় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনে যত্নবান্ হন। ইঁহাদের মধ্যে মহীশূরের উদেয়ার অন্যতম। ১৬১০ খ্রীঃ উদেয়ার রাজ শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গ অধিকার করিয়া মহীশূরের বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উদেয়ার বংশ যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়; ইঁহারা দ্বারকা হইতে বিজয়নগরে আসিয়া বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিবার পূর্বে উদেয়ার রাজ পুরাগের নামক স্থানে একটি দুর্গ স্থাপন করেন, এবং স্থানটি মহিসুর নামে আখ্যাত করেন। ইঁহার পরবর্তী দুইটি রাজার নাম যথাক্রমে রামরাজ ও কণ্ঠীরাজ। শেষোক্ত রাজা ১৬৩৮ হইতে ১৬৫৮ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়া রাজ্যে টঙ্কশালা স্থাপন করেন এবং শাসন সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়ম প্রচলিত করেন। ইঁহার পরবর্তী রাজা চিক্কদেব ৩৪ বৎসর রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। ১৬৯৯ খ্রীঃ আওরঙ্গজেব ইঁহাকে একখানি হস্তিদন্ত-নির্মিত সিংহাসন প্রদান করেন। ১৭০৪ খ্রীঃ ইঁহার দেহাবসান ঘটে। তৎপরে যথাক্রমে দুইজন রাজা শাসনভার গ্রহণ করিলে পর বংশলোপবশতঃ সিংহাসন রাজজ্ঞাতি চামরাজের হস্তে যায়। চামরাজ স্বীয় মন্ত্রী কর্তৃক কারানিক্ষিপ্ত হইয়া পর-লোকগমন করিলে, দূরসম্পর্কীয় চিক্ককৃষ্ণ রাজসিংহাসন অধিকার করেন (১৭৩৪ খ্রীঃ)। ইঁহারই রাজত্বকালে হায়দার আলী মহীশূর রাজ্য কাড়িয়া লন। তৎপুত্র টিপু সুলতানের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটিলে (১৭৯৯ খ্রীঃ), বিজেতা ইংরাজ রাজ্যটি পূর্বতন রাজবংশের হস্তে অর্পণ করেন। আরা-কোটারার চামরাজের পুত্র কৃষ্ণরাজ সিংহা-সনের অধিকারী বলিয়া স্বীকৃত হয়। কৃষ্ণরাজ সে সময়ে নিতান্ত বালক বলিয়া ১৭৯৯ হইতে ১৮১০ খ্রীঃ পর্যন্ত পুর্ণেয় নামক জনৈক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রিরূপে সাতি-শয় দক্ষতার সহিত রাজকার্য পরিচালনা করেন। কৃষ্ণরাজ নিজহস্তে শাসনভার প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত ধন অপব্যয় করেন, এবং রাজ্যমধ্যে নানাপ্রকার বিশৃঙ্খলা আনয়ন করেন। ইংরাজ বাধ্য হইয়া ১৮৩২ খ্রীঃ শাসনভার গ্রহণ করিয়া তাঁহারই নামে কার্য করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ তাঁহার লোকান্তর গমন ঘটিলে তাঁহার দত্তকপুত্র চাম রাজেন্দ্র উদেয়ার নাম গ্রহণ-পূর্বক সিংহাসন অধিকার করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ ইনি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া পূর্ণ শাসনভার প্রাপ্ত হন। ইনি বাঙ্গালোরের কিয়দংশ ইংরাজকে প্রদান করেন, এবং তদ্‌বিনিময়ে শ্রীরঙ্গপত্তন প্রাপ্ত হন। ইঁহার প্রথম মন্ত্রী রঙ্গচার্লু প্রতিনিধিসভার প্রতি-ষ্ঠাতা। ১৮৮৩ খ্রীঃ শেষাদ্রি আয়ার মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন। ইঁহার মন্ত্রিত্বকালে রেলওয়ে ও পয়ঃপ্রণালী এবং কোলারের স্বর্ণখনি সম্বন্ধে রাজ্যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৯৪ খ্রীঃ ২৮শে ডিসেম্বর চাম রাজেন্দ্র মহারাজ কলিকাতায় দেহত্যাগ করেন। কালীঘাটে ইঁহার একটি স্মৃতি-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণরাজ উদেয়ার সিংহাসন গ্রহণ করেন, এবং তদীয় মাতা মহারানী বাণিবিলাস অভিভাবিকাস্বরূপে রাজ্য পরিচালনা করেন। ১৯০২ খ্রীঃ ভারতরাজ-প্রতিনিধি স্বয়ং যাইয়া মহারাজকে রাজ্য শাসনের পূর্ণ ভার প্রদান করেন।

অষ্টভুজা চামুণ্ডা দেবীর মন্দির যে পর্বতের শিরোভাগে বিদ্যমান, মহীশূর শহর তাহার পাদদেশে অবস্থিত। শহর-সন্নিহিত দুর্গটি ১৫২৪ খ্রীঃ তদানীন্তন রাজা কর্তৃক নির্মিত হয়। টিপু সুলতান এই দুর্গ ভূমিসাৎ করেন, এবং ইঁহার মাল-মসলা লইয়া নিকটবর্তী পাহাড়ে একটি নূতন দুর্গ নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। টিপুর মৃত্যুর পরে আবার সেই সকল মাল-

মসলা লইয়া পূর্বস্থানেই মহীশূররাজ দুর্গটি পুনর্গঠিত করেন। মহীশূররাজ বৎসরের কিয়দংশ মহীশূর শহরে এবং অপরাংশ বাঙ্গালোরে অবস্থান করেন। মহীশূর-রাজের অন্যতম অভিধা "সিংহাসন অধিপতি"।

মহীসুত—নরকাসুর; মঙ্গলগ্রহ। ৬তৎ। বি; পু।

মহুয়া—মৌলগাছ বা তাহার ফুলফল (ইহার ফুলে মদ প্রস্তুত হয়)। <মধুক। বি।

মহেচ্ছ—মহাশয়, উদারস্বভাব। মহতী ইচ্ছা যাহার, বহু। বিণ।

মহেন্দ্র-১। দেবরাজ, ইন্দ্র; বিষ্ণু। মহান্ যে ইন্দ্র, কর্মধা। বি; পু। ২। পর্বত বিঃ, (ওড়িশা) উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের মধ্যবর্তী শৈলশ্রেণী। বি; পু।

মহেন্দ্রনগরী—অমরাবতী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি—হুগলি জেলার অন্তর্গত থানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মহেন্দ্রনাথ আজীবন অকপট সাহিত্যসেবী ছিলেন। যখন স্বনামধন্য স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর সাহিত্যচর্চার জন্য 'সাহিত্য সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন, তখন মহেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রধান সহায় ছিলেন। ইনি একজন সুলেখক ছিলেন। ইনি নব্যভারত প্রভৃতি পত্রিকায় বহু গবেষণা-পূর্ণ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের সংস্কারসাধনের জন্য ইনি বহু পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। "অনুসন্ধান" পত্রিকায় প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য ইনি যে সকল উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। স্যামুয়েল হ্যানিমান এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের জীবনচরিত লিখিয়া ইনি সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত ও নাট্যশালার ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতেছিলেন; কিন্তু সে কল্পনা পূর্ণ হয় নাই। ইনি কয়েক বৎসর 'পুরোহিত' ও 'অনুশীলন' নামক দুইখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সরস্বতীর একনিষ্ঠ উপাসক মহেন্দ্রনাথকে কমলা কখনও কৃপা করেন নাই। শেষ জীবনে দারিদ্র্যপীড়নে কাতর হইয়া ইনি হাবড়া বাঁটরা স্কুলের শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খ্রীঃ ১৮ই নভেম্বর ইনি লোকান্তরিত হন।

মহেন্দ্রপুরী—অমরাবতী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মহেন্দ্রবারুণী—লতা বিঃ, বড় মাকাল। মহেন্দ্রবরুণ+অণ্ প্রিয় অর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহেন্দ্রলাল সরকার (ডাক্তার)—ইনি ১৮৩৩ খ্রীঃ ২রা নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি Bengal Branch of the British Medical Association নামক সভার সেক্রেটারী ও সহকারী সভাপতি থাকার সময় উক্ত সভার সমক্ষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু পরে অক্রূর দত্তের বংশীয় প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্র দত্তের প্রভাবে ('রাজেন্দ্র দত্ত' দ্রঃ) ইঁহার মত পরিবর্তিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। তখন ইনি প্রকাশ্যভাবে হোমিওপ্যাথির সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন এবং নূতন অবলম্বিত মতের বহুল প্রচারকল্পে পরবৎসর Calcutta Journal of Medicine নামক মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া উহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি এই পত্রখানি অতিশয় যোগ্যতার সহিত চালাইয়াছিলেন। মত পরিবর্তনের ফলে ইনি অ্যালোপ্যাথিক প্রণালীর চিকিৎসকগণের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা বহুপ্রকারে নিগৃহীত হন। কিন্তু ইহাতে ইনি কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া হোমিও-প্যাথিমতে ব্যবসায় করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে ইনি এই মতাবলম্বী চিকিৎসকগণের অগ্রণী হইয়া প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন করেন। বঙ্গের ছোটলাট স্যার রিচার্ড টেম্পলের পৃষ্ঠপোষকতায় (১৮৭৬ খ্রীঃ) কলিকাতা বৌবাজার স্ট্রীটে Indian Association for the Cultivation of Science নামক শিক্ষালয় স্থাপন করিয়া ইনি এখানে বিজ্ঞানের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই শিক্ষালয় বঙ্গবাসী মধ্যে বিজ্ঞানালোচনার রুচি সৃজন করিয়াছে এবং মহেন্দ্রলালের অক্ষয়কীর্তিস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি কলিকাতার শেরিফ পদে আসীন ছিলেন। ১৮৮৭ হইতে ১৮৯৩ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ ইনি সি. আই. ই. ও ১৮৯০ খ্রীঃ ডি. এল্. উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ ২৩শে জানুয়ারি ইনি লোকান্তরিত হন। ইনি কেবল চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জ্যোতিষ এবং ইংরাজী সাধারণ সাহিত্যেও ইনি অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

মহেন্দ্রাণী—ইন্দ্রপত্নী, শচী। মহেন্দ্র শব্দ+ঈপ্ বা আনী পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

মহেশ, মহেশ্বর—শিব, মহাদেব। মহান্ যে ঈশ বা ঈশ্বর, কর্মধা। বি; পু।

মহেশ কাণা—আনুমানিক ১২১০ সালে ২৪ পরগনার অন্তর্গত বারাসতের নিকট-বর্তী মহেশপুর গ্রামে কায়স্থ বংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার উপাধি ঘোষ। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন, এজন্য সাধারণতঃ ইনি মহেশ কাণা নামে পরিচিত। জন্মান্ধ মহেশচন্দ্র বাল্যে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, ইঁহার পিতার অবস্থাও তাদৃশ সচ্ছল ছিল না। ইঁহাদের বাটীর নিকটে একটি টোল ছিল। মহেশচন্দ্র প্রায় সর্বদা সেইখানে বসিয়া থাকিতেন, এবং ছাত্রদিগের পাঠ শুনিতেন। এইরূপ শুনিতে শুনিতে মহেশ অমরকোষ কণ্ঠস্থ এবং রামায়ণ ও মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণের মর্ম হৃদয়ংগম করিয়া ফেলেন। ইঁহার এই অসাধারণ প্রতিভা দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়েন, এবং টোলের অধ্যাপকও যত্নসহকারে মহেশকে শিক্ষা দিতে থাকেন। এই সময় হইতে মহেশের কবিত্বশক্তির বিকাশ হয়। এখন হইতে তিনি নানাবিধ সংগীত রচনা করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার নাম কবিওয়ালা সমাজে পরিচিত হইয়া পড়িল। চারিদিক হইতে কবিওয়ালাগণ আসিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মহেশ-চন্দ্র ধনী ও ভদ্রসমাজে পরিচিত হইলেন।

তৎকালে সংগীতানুরাগী ধনীদিগের মধ্যে কলিকাতার ছাতুবাবু ও লাটুবাবুর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে যে, ইঁহারা ১০৮ জন কবিওয়ালা, ওস্তাদ ও পাঁচালীকারকে প্রতিপালন করিতেন। মহেশ কাণাও ইঁহাদের আশ্রয় পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং একাগ্রচিত্তে সংগীতের আলোচনা করিয়া দেশবাসীর মনোরঞ্জন করিতে লাগিলেন। এই ছাতু-বাবুদের আশ্রয়ে থাকিয়াই কবি জীবন-কাল অতিবাহিত করেন। প্রায় ৫৫ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ। ১৮৩৬ খ্রীঃ হাবড়া জেলায় নারিট গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হরিনারায়ণ তর্কসিদ্ধান্ত এবং পিতৃব্যদ্বয় দেশবিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। বাল্যে মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল-রসিকগঞ্জ-নিবাসী প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ স্বর্গীয় ঠাকুরদাস চূড়ামণির নিকট ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া ১৮৫২ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় আসিয়া

প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের নিকট স্মৃতি, কাব্য, অলংকার, বেদান্ত প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, পরে ৺কাশীধামে যাইয়া বেদ, উপনিষদ্ ও দর্শন শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৮৬৩ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া শোভাবাজারের ৺কমলকৃষ্ণ দেব মহারাজ বাহাদুরের আনুকূল্যে চতুষ্পাঠী স্থাপনপূর্বক অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। পরবৎসর সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ কাউয়েল সাহেবের চেষ্টায় ইনি উক্ত কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় ইনি ইংরাজী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ ইনি শিক্ষাবিভাগের ১ম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়া সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন, এবং ১৮৯৫ খ্রীঃ সেই পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া গবর্নমেন্ট ইঁহাকে ১৮৮১ খ্রীঃ C. I. E. এবং ১৮৮৭ খ্রীঃ 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়। মহেশচন্দ্র উপাধি পরীক্ষার প্রবর্তন করিয়া সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি লোকের আদর বর্ধিত করেন। ইনি সটীক কাব্যপ্রকাশ এবং এশিয়াটিক সোসাইটীর আনুকূল্যে মীমাংসাদর্শন ও কৃষ্ণযজুর্বেদ সম্পাদন করেন, এবং কতকগুলি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। ইনি দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং স্বগ্রামে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

মহেশী, মহেশ্বরী—শিবানী, দুর্গা; অপরাজিতা। মহেশ বা মহেশ্বর + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মহেশ্বর—'মহেশ' দ্রঃ।

মহেষ্বাস—১। বৃহৎ ধনু। মহান্ যে ইষ্বাস (ধনু), কর্মধা। বি; পু। ২। মহাধনুর্ধারী। মহান্ হইয়াছে ইষ্বাস (ধনু) যাহার, বহু; অথবা মহান্ যে ইষ্বাস (শরক্ষেপক), কর্মধা। বিণ।

মহোৎসব—অতিশয় আনন্দজনক ব্যাপার; মচ্ছব। মহান্ যে উৎসব, কর্মধা। বি; পু।

মহোদধি—মহাসমুদ্র; সমুদ্র। মহান্ যে উদধি (সমুদ্র), কর্মধা। বি; পু।

মহোদয়—১। আধিপত্য, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব; অপবর্গ, মুক্তি। মহান্ যে উদয়, কর্মধা। বি; পু। ২। অতিসমৃদ্ধ; অভ্যুন্নত; মহাত্মা, মহাশয়। মহান্ উদয় যাহার বা যাহাতে, বহু। বিণ।

মহোপকারী (-কারিন্)—অত্যন্ত উপকারী, অতিশয় হিতকর। মহান্ যে উপকারী, কর্মধা। বিণ; পু। স্ত্রী—**মহোপকারিণী**।

মহোরগ—বৃহৎ সর্প। মহান্ যে উরগ (সর্প), কর্মধা। বি; পু।

মহোল্কা—বৃহৎ উল্কা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মহৌজাঃ (-জস্)—মহাবল, মহাতেজস্বী। মহৎ ওজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

মহৌষধ উত্তম ঔষধ; শুণ্ঠী; রসুন; পিপুল; বিষবৃক্ষ বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।

মহৌষধি, মহৌষধী রাত্রিকালে দীপ্তিশীল তৃণলতাদি; দূর্বা। মহতী যে ওষধি বা ওষধী, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মা—১। লক্ষ্মী। মা (পরিমাণ করা) + কর্তৃ + আপ্। ২। জননী, মাতৃস্থানীয়া বা কন্যাদি বা দেবীকে সম্বোধন। <মাতৃ। ৩। পরিমাণ; জ্ঞান; কান্তি। মা + ক্বিপ্, ভাব। বি; স্ত্রী। ৪। বিকল্প; নিন্দা; নিষেধ; বিস্ময় ভয় কষ্ট প্রভৃতি সূচক। অ। ৫। (সংগীতে) স্বরগ্রামের চতুর্থ স্বর, মধ্যম। <মধ্যম। বি।

মাই—১। মাতা, মা। হি। ২। স্তন; মাতৃস্তন্য। বাংপ্র। বি।

মাইকেলএঞ্জেলো—(Michelangelo) —জগদ্বিখ্যাত ইটালীয় চিত্রকর। ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ ইনি ইটালীর অন্তর্গত ফ্লোরেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লাডোভিকো ব্যানারোটি; মাতা ফ্রান্সেস্কা ডী নেরী। শৈশবেই শিল্পসাধনার প্রতি ইঁহার আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ পায়। পিতার আপত্তি সত্ত্বেও ইনি চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে কৃতসংকল্প হন এবং ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে ঘিরলানডিয়ো-ভ্রাতৃগণের কারখানায় সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। ইহার বিংশতি বর্ষ পরে ইনি রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ 'ফ্রেস্কো' (Fresco) চিত্রকর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। প্রথমাবধি ভাস্কর্যের প্রতিই ইঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল। কারখানায় শিক্ষানবিসের কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই লোরেঞ্জো ডী মেডিসি নামে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ইঁহাকে ভাস্কর্যশিক্ষায় বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। পরে ইনি মেডিসির উদ্যানে লোরেঞ্জোর প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর্যবিদ্যালয়ে তিন বৎসর কাল ভাস্কর্যশিল্প শিক্ষা করেন। ইহার কিছুকাল পরে ফ্লোরেন্সে তত্রত্য মহাসভার জন্য একটি নূতন গৃহনির্মাণের প্রস্তাব হয় এবং উক্ত গৃহ সুসজ্জিত করিবার জন্য কয়েকজন শিল্পী নির্বাচিত হন; তন্মধ্যে মাইকেলএঞ্জেলো অন্যতম। ফ্লোরেন্স নগরে ইঁহার শিল্পকুশলতা বিশেষভাবে প্রচারিত হইলে ইঁহার বন্ধুগণ ইঁহাকে রোমনগরে যাইতে পরামর্শ দেন। ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ইনি সর্বপ্রথম রোমনগরে পদার্পণ করেন। এখানে জাকোপো গালি নামক একজন সম্ভ্রান্ত রোমীয় ভদ্রলোকের সহিত ও অপর একজন ফরাসী ভদ্রলোকের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। ইঁহাদের জন্য মাইকেল কিউপিড (Cupid) ও ব্যাকাসের (Bacchus) মূর্তি এবং খ্রীষ্টের মৃতদেহের উপর রোরুদ্যমানা মাতা মেরীর মূর্তি নির্মাণ করেন। পাঁচ বৎসর রোমে বাস করিবার পর ইনি ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্সে প্রত্যাবৃত্ত হন। ভাস্করের কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াও ইনি চিত্রশিল্পে ঔদাসীন্য প্রকাশ করেন নাই। ফ্লোরেন্স নগরে এঞ্জেলো জেনি নামক একজন ভদ্রলোকের অনুরোধে Holy Family নামে একখানি চিত্র অঙ্কন করেন। উহা এখন উক্ত নগরের উফিজি (Uffigi) নামক প্রাসাদে রক্ষিত আছে। ইহার পর ইনি অন্যান্য বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেন, সেগুলি শিল্পজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়া আছে। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৯০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

মাইতি—জাতিপদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

মাই-দুধ—স্তনদুগ্ধ, স্তন্য। বাংপ্র। বি।

মাইনা, মাইনে—মাহিয়ানা, বেতন। <ফা 'মাহ্না'। বি।

মাইপোশ—বাক্সযুক্ত তক্তাপোশ। বাংপ্র। বি।

মাইফেল—নৃত্যগীতাদির মজলিস বা অনুষ্ঠান (soiree). <আ 'মহ্ফিল'। বি।

মাইয়া—১। মাতা, মা। হি। ২। মেয়ে, কন্যা; স্ত্রী; স্ত্রীলোক। প্রাদে। বি।

মাইরি—কটুদিব্য বা শপথসূচক শব্দ; নিশ্চয়। <ইং 'By Mary' বা পো 'Maria'. অ।

মাইল—অর্ধক্রোশ। <ইং 'mile'. বি।

মাং—মারফত শব্দের সংক্ষেপ। বাংপ্র। অ।

মাংস—শরীরাংশ বিঃ, পিশিত, মাস। মন্ (বোধ করা, জানা) + স কর্ম। বি; ক্লী।

মাংসপেশি, মাংসপেশী—শরীরের মাংসপিণ্ড, মাসল্, muscle. মাংসগঠিতা পেশি, পেশী, মধ্যপ কর্মধা। বি; স্ত্রী। [মানবদেহে সর্বসমেত পাঁচ শত মাংসপেশী থাকে। তন্মধ্যে হস্তদ্বয়ে ২০০, পদদ্বয়ে ২০০, কোষ্ঠদেশে ৬৬, এবং গ্রীবা ও তাহার ঊর্ধ্বভাগে ৩৪টি মাংসপেশী থাকে। কাহারও মতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই পেশীসংখ্যা সমান, কাহারও মতে স্ত্রীগণের দেহে ৩টি পেশী কম থাকে।

শিরা, স্নায়ু, অস্থি, পর্ব ও সন্ধিসমূহ পেশী দ্বারা আবৃত হওয়ায় উহারা বলবান্ হইয়া থাকে।]

মাংসভোজী (-ভোজিন্)—মাংসাশী, মাংসভোজনকারী, যে মাংস খায় এরূপ। উ তৎ; মাংস—ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

মাংসল—মাংসবিশিষ্ট; পুষ্ট, মোটা; বলশালী। মাংস+ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

মাংসাদ—মাংসভোজী, মাংসখাদক। মাংস—অদ্ (ভক্ষণ করা)+ক কর্তৃ। বিণ।

মাংসাশী (-শিন্)—মাংসভোজী, মাংসখাদক। মাংস—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**মাংসাশিনী**।

মাংসাষ্টকা—গৌণ মাঘের কৃষ্ণাষ্টমীতে কর্তব্য মাংসযুক্ত শ্রাদ্ধ বিঃ ['অষ্টকা' দ্রঃ]। মাংসসহিতা যে অষ্টকা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

মাংসিক—শৌনিক, মাংসোপজীবী, মাংসবিক্রয়ী, কসাই। মাংস+ষ্ণিক। বিণ বা বি; পুং। স্ত্রী—**মাংসিকী**।

মাকড়—বানর; মাকড়সা; কীট। <মর্কট। বি।

মাকড়সা, মাকসা—অষ্টপদী কীট বিঃ, ঊর্ণনাভ, লূতা। বাংপ্র। বি।

মাকড়া—১। ঈষৎ গৈরিক-বর্ণ, ঘোলাটে রঙের। বিণ। ২। কোন নির্দিষ্ট পুরুষ। বাংপ্র। বি।

মাকড়ি—কর্ণ-কুণ্ডল। <মকরকুণ্ডল। বি।

মাকনা—অজাতদন্ত তরুণ হস্তী, করভ। বাংপ্র। বি।

মাকরী—১। মকররাশিসম্বন্ধীয়া। মকর+ষ্ণ ইদমর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমী। বি; স্ত্রী।

মাকাল—বৃক্ষফল ও তাহার গাছ; মাখালশসা, ইন্দ্রবারুণী। <মহাকাল। বি।

মাকু—তন্তুবায়ের তুরি যদ্দ্বারা পড়েনের সুতা চালানো হয়। বাংপ্র। বি।

মাকুন্দ—শ্মশ্রুশূন্য পুরুষ, যাহার গোঁফ দাড়ি উঠে না এরূপ। <মৎকুণ। বি বা বিণ।

মাক্ষিক, মাক্ষীক—১। মধু, মৌ: উপধাতু বিঃ। বি; ক্লী। ২। মক্ষিকা সম্বন্ধীয়। মক্ষিকা+ষ্ণ। বিণ।

মাখন, মাখম—নবনীত, ননী। <ম্রক্ষণ। বি।

মাখা—ম্রক্ষণ করা; মর্দন করা; ধাসা; নিজ অঙ্গে লেপন করা। বাংপ্র। ক্রি।

মাখানো—ম্রক্ষণ বা মর্দন করানো; লেপন করা বা করানো। বাংপ্র। ক্রি।

মাখামাখি—পরস্পরকে লেপন; ঘ সঙ্গ। বাংপ্র। বি।

মাগ—যাচ্ঞা কর, চাহ বা চাও। বাংপ্র। ক্রি।

মাগ—স্ত্রী, পত্নী। <পালি 'মাতুগাম'। বি; [স্ত্রী।

মাগধ—১। মগধদেশীয়, মগধদেশসম্ভূত। মগধ (দেশ বিঃ)+ষ্ণ ইদমাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মাগধী**। ২। স্তুতিপাঠক, বন্দী, ভাট। বি; পুং।

মাগধী—১। মগধদেশীয়া, মগধদেশজাতা। মাগধ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মগধদেশের ভাষা; যূথিকা, জুঁইফুল; গুজরাটী এলাচ, ছোট এলাচ; শর্করা। বি; স্ত্রী।

মাগা, মাঙ্গা—যাচ্ঞা করা, ভিক্ষা করা, চাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

মাগী—অধিকবয়স্কা স্ত্রী; বিধবা নারী; নিন্দিতা স্ত্রী; বেশ্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মাগু—মাগ, পত্নী, স্ত্রী। প্রা কপ্র। বি; স্ত্রী।

মাগুর—মদ্গুর মৎস্য, শল্কহীন মৎস্য বিঃ। <মদ্গুর। বি।

মা-গোঁসাই—গোস্বামিপত্নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মাগ্গি—দুর্মূল্য, মহার্ঘ, আক্রা। <মহার্ঘ। বিণ।

মাঘ—১। মঘানক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসীবিশিষ্ট মাস, বাঙ্গালা বৎসরের দশম মাস। মাঘী+ষ্ণ। বি; পুং।

২। প্রাচীন মহাকবি। প্রসিদ্ধ সংস্কৃত মহাকাব্য "শিশুপালবধম্" ইঁহার প্রণীত। ইনি গুর্জর দেশে ভিন্নমালব (ভিনমালা) গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীদত্তক সর্বাশ্রয়, এবং পিতামহের নাম সুপ্রভদেব। ক্ষেমেন্দ্রের ঔচিত্যবিচার চর্চা, শ্রীভোজরাজের সরস্বতী কণ্ঠাভরণ, এবং অন্যান্য গ্রন্থে মাঘের শ্লোক উদ্ধৃত দেখা যায়। প্রসিদ্ধ জৈনাচার্য সিদ্ধর্ষি মাঘের জাতি ভ্রাতা ছিলেন। ইহাতে মাঘকে ৫৩৬ খ্রীঃ অব্দের লোক বলিয়া বুঝা যায়। অপর কেহ কেহ বলেন, ইনি খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় শ্রীআনন্দ বর্ধনাচার্য নবম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি স্বীয় ধন্যালোক নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় উদ্যোগে শিশুপালবধের পঞ্চম সর্গের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। মাঘ, বামন ও জয়াদিত্য প্রণীত পাণিনি সূত্রের টীকা কাশিকার ব্যাখ্যাস্বরূপ ন্যাস গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লভদেব কৃত ঔচিত্যবিচার চর্চাতে এবং সুভাষিতাবলিতে মাঘোক্ত শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্ভট শ্লোকে দেখা যায় "মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ" এবং "কাব্যেষু মাঘঃ কবিকালিদাসঃ"। ভোজপ্রবন্ধেও মাঘের সামান্য বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রবাদসমূহ দ্বারাও জানা যায় যে, মাঘ ধারানগরীর ভোজদেবের সমসাময়িক ছিলেন। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত জ্যাকোবির মতে ইনি কবি ভারবির পূর্ববর্তী।

মাঘী—১। মাঘমাসের পূর্ণিমা। মঘা শব্দ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। মাঘমাসসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী।

মাঙন—যাচ্ঞা, ভিক্ষা; জমিদার প্রজার নিকট নির্দিষ্ট খাজনার অতিরিক্ত বলপূর্বক যাহা আদায় করে। <মার্গণ। বি।

মাঙনা—বিনামূল্যে, বিনা কড়িতে, অমনি, শুধু শুধু, মুফত; অকারণে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মাঙ্গলিক, মাঙ্গল্য—১। মঙ্গলজনক, শুভকর। মঙ্গল শব্দ+ষ্ণিক, ষ্ণ্য। বিণ। স্ত্রী—**মাঙ্গলিকী, মাঙ্গলী**। ২। শুভ, মঙ্গল। বি; ক্লী।

মাঙ্গা—১। মাগা, যাচ্ঞা করা, চাওয়া। ক্রি। ২। মহার্ঘ, অক্রেয়, আক্রা। হি। বিণ।

মাঙ্গানো, মাগানো—আনয়ন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

মাচা, মাচান—মঞ্চ; ভারা। <মঞ্চ। বি।

মাচিকা—মাছি, মক্ষিকা; অম্বষ্ঠা। মচ্+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মাছ—মীন, মৎস্য; জলজন্তু। <মৎস্য। বি।

মাছরাঙা, মাছরাঙ্গা—মৎস্যশিকারী পক্ষী বিঃ, king-fisher. <মৎস্যরঙ্গ। বি।

মাছি—মক্ষিকা; ক্ষুদ্র পতঙ্গ; তাগ করিবার জন্য বন্দুকের নলের উপর চিহ্ন বিঃ। <মক্ষি। বি।

মাছিমারা—এমন নির্বোধ যে পত্রলগ্ন মাছিটি পর্যন্ত নকল করে এমন, অত্যন্ত নির্বোধ, যে শুধু নকলে তৎপর এমন। বাংপ্র। বিণ।

মাজ—বৃক্ষকাণ্ডের মধ্যভাগ; মাঝ। <মজ্জা। বি।

মাজন—রগড়ানো, ঘর্ষণ; মঞ্জন, মাজিবার গুঁড়া। বাংপ্র। বি।

মাজা—১। মার্জন করা, ঘষা, রগড়ানো। ক্রি। ২। মার্জিত। বাংপ্র। বিণ।

মাজানো—মার্জন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

মাজুফল—ওক প্রভৃতি বৃক্ষে জাত কীট নির্মিত কোষ বিঃ, gall-nut. বাংপ্র। বি।

মাঝ—মধ্য, মধ্যস্থল। বাংপ্র। বি।

মাঝখান—মধ্যভাগ, মধ্যস্থল। বাংপ্র। বি।

মাঝামাঝি—মধ্যবর্তী; মাঝারি; মাঝখানে। বাংপ্র। অ, বি বা বিণ।

মাঝার—মধ্যস্থল ; কাপড়ের পাতলা-বোনা মধ্যভাগ। বাংপ্র। বি।

মাঝারী—মধ্যমাকৃতি, মধ্যম পরিমিত, ভাল মন্দ বা ছোট বড়র মাঝামাঝি। বাংপ্র। বিণ।

মাঝি, মাঝী নৌকার মধ্যভাগে থাকিয়া যে হাল ধরে, কাণ্ডারী ; সাঁওতাল জাতির প্রধান ; বাগদী জাতির শাখা বিঃ। বাংপ্র। বি।

মাঝিমাল্লা, মাঝীমাল্লা—নৌকাবাহক (সহচর শব্দ)। বাংপ্র। বি।

মাঞ্জা—ঘুড়ির সুতার আঠা কাঁচগুঁড়া প্রভৃতির লেপ। বাংপ্র। বি।

মাঞ্জিষ্ঠ—রক্তবর্ণ। মঞ্জিষ্ঠা+ক। বিণ।

মাটকলাই, -কড়াই—চীনা বাদাম। বাংপ্র। বি।

মাটকোঠা মাটির নির্মিত দোতলা বাড়ি। বাংপ্র। বি।

মাটা (মাঠা)-পালাম—মোটা থান কাপড় বিঃ। বাংপ্র। বি।

মাটাম—সমকোণ, সমকোণ দেখাইবার ছুতার মিস্ত্রির অস্ত্র, square. বাংপ্র। বি।

মাটাম, মাটামসহি, -সই সমকোণে বিন্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

মাটি—১। মৃত্তিকা, ধূলা ; ভূপৃষ্ঠ, ক্ষিতি। বি। ২। নষ্ট, পণ্ড, ভণ্ডুল। <মৃত্তিকা। বিণ। **মাটির মানুষ**-অতি শান্ত অমায়িক লোক।

মাটি-মাটি-রসস্থ ভাব, ম্যাজম্যাজ। বাংপ্র। অ।

মাঠ প্রান্তর, ময়দান, তৃণভূমি ; গোষ্ঠ ; ক্ষেত্র। বাংপ্র। বি।

মাঠা-সরহীন জলহীন ঘোল ; মাখন, নবনীত। বাংপ্র। বি।

মাঠো, মাটো—অলস, দীর্ঘসূত্রী। বাংপ্র। বিণ।

মাড়—১। ভাত প্রভৃতির ফেন ; কাথ ; কলপ। <মণ্ড। ২। ভেলক, উড়ুপ ; বাঁশের ভেলা। বাংপ্র। বি।

মাড়া—মর্দন করা, পেষণ করা ; পশু দ্বারা পদদলিত করাইয়া [শস্য] নিষ্কাশিত করা ; [তুই] পদদলিত কর। বাংপ্র। ক্রি।

মাড়ানো—পদদলিত করা ; পদার্পণ করা ; মর্দিত বা পিষ্ট করানো। বাংপ্র। ক্রি।

মাড়ি—১। দন্তমূল ; দন্তমূলের বেষ্টনী। <মাঢ়ী। ২। মাড়, ফেন ; তাল কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের গাঢ় রস। <মণ্ড। বি।

মাড়ুয়া—চীনা বা জোয়ার জাতীয় শস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

মাড়োয়ারি—রাজস্থানের লোক বা ভাষা, মাড়োয়ারের লোক বা ভাষা। বাংপ্র। বি। বিণ, -**রী**।

মাঢ়ী—মাড়ি। মাঢ়ি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মাণব, মাণবক-১। মনুষ্যবালক ; ব্রাহ্মণকুমার ; ষোড়শবর্ষীয় বালক ; বামন ; ষোলনর হার। মনু শব্দ+ক অল্পার্থে, পত্ব ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ স্বার্থে। বি ; পু। ২। অষ্টাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

মাণিক-মণি, রত্ন ; আদরণীয় বস্তু। <মাণিক্য। বি।

মাণিকচাঁদ (দেওয়ান)—ইনি প্রথমে বর্ধমানরাজের দেওয়ান ছিলেন। পরে আলিবর্দী খাঁর সময়ে নবাব দরবারে ইঁহার প্রতিপত্তি হয়, এবং নবাবের প্রসাদে ক্রমে উচ্চতর পদ লাভ করেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত আলিবর্দীর যুদ্ধকালে ইনি নবাবের পার্শ্বচর হইয়া যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া কলিকাতা উদ্ধার করিয়া ইঁহার হস্তে তাহার রক্ষাভার দিয়া যান, কিন্তু ইনি শেষে ইংরাজদিগকে কলিকাতা ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করেন।

মাণিকজোড় অতি অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয়। বাংপ্র। বি।

মাণিকলাল দত্ত—শ্রীরামপুরের সুবর্ণবণিক সমাজের পরলোকগত দানবীর। ইনি ১৩৩৫ সালে উইল দ্বারা সৎকার্যের জন্য ৫৩২০০০৲ টাকার সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কলিকাতা, হুগলী ও চুঁচুড়ার দুঃস্থ সুবর্ণবণিক পরিবারসমূহের সাহায্যের জন্য পত্নী প্রেমবতীর নামে ১১০০০০৲ টাকার এণ্ডাউমেণ্ট ফণ্ড ; কলিকাতার কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের বিনাব্যয়ে শিশুদের শুশ্রূষার্থ বিশ্বেশ্বর দত্ত ওয়ার্ড প্রতিষ্ঠার জন্য ৪৫০০০৲ টাকা ; শ্রীরামপুর হাসপাতালে নিজ নামে দাতব্য চক্ষুচিকিৎসাবিভাগ খুলিবার জন্য ৫০০০০৲ টাকা ; কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে দাতার মাতার নামে সুবর্ণবণিক ছাত্রদের অবৈতনিক শিক্ষালাভের বিভাগ জন্য ২০০০০৲ টাকা ; সুবর্ণবণিক ছাত্রদের ফ্রী স্টুডেণ্টশিপ হেতু আশুতোষ দে স্মৃতি-ফণ্ডের জন্য ৫০০০০৲ টাকা ; হুগলী জেলায় নলকূপ খননের জন্য ১০০০০৲ টাকা ; কলিকাতার চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে কয়েকটি রোগীর বিনাব্যয়ে শুশ্রূষার শয্যার জন্য ১০০০৲ টাকা ; যাদবপুর চন্দ্রমোহন স্যানাটোরিয়ামে যক্ষ্মারোগীদের শুশ্রূষার জন্য ১০০০০৲ টাকা ; শ্রীরামপুর বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য ২০০০৲ টাকা ; ধর্মকার্যে ব্যয়ের জন্য ২২০০০০৲ টাকা ; এবং শ্রীরামপুর মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের জন্য ৫০০০৲ টাকা।

মাণিক্য—মণি, রত্ন বিঃ [জহুরীরা ইহাকে চুনী বলে]। মণি—কৈ (দীপ্তি পাওয়া) +ড কর্তৃ : তদুত্তরে ষ্ণ্য। বি ; স্ত্রী।

মাণিক্যনন্দী-জৈন দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার অনেক জৈনদর্শন গ্রন্থ আছে। বি ; পু।

মাণ্ডবী-রামানুজ ভরতের ভার্যা, মিথিলাধিপতি সীরধ্বজ জনকের ভ্রাতা কুশধ্বজের কন্যা ; ভরতের ঔরসে ইঁহার তক্ষ ও পুষ্কর নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়। বি ; স্ত্রী।

মাণ্ডব্য ঋষি বিঃ। বি ; পু। [তপস্যা দ্বারা ইনি ধর্মমার্গে যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিলেন। একদা ইনি সমাধিমগ্ন ছিলেন, এমন সময়ে কয়েকজন চোর আসিয়া ইঁহার আশ্রমে লুকায়িত হয়। পশ্চাদ্ধাবিত রাজপুরুষগণ আসিয়া চোরগণের সহিত ইঁহাকেও বন্দী করে, এবং বিচারে সকলের সহিত ইনি শূলদণ্ড প্রাপ্ত হন। কিন্তু সমাধিস্থ থাকায় ইঁহার মৃত্যু হইল না, ইনি শূলবিদ্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। অতঃপর রাজপুরুষগণ ইঁহাকে তপস্বী বুঝিতে পারিয়া শূলমুক্ত করিয়া দিল। তখন কি জন্য ইঁহাকে শূলদণ্ড ভোগ করিতে হইল জানিবার নিমিত্ত ইনি ধর্মরাজের নিকট উপস্থিত হইলে ধর্মরাজ জানাইলেন যে, শৈশবে ইনি একটি পতঙ্গের গুহ্যদেশে ক্রীড়াচ্ছলে ঈষিকা বিদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাকে শূলবেধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে।]

মাৎ, মাত—১। তরল, জলবৎ ; মত্ত, বিমোহিত (গানে নাচে 'মাত' করা)। বিণ। ২। দধি প্রভৃতির মাথা ; সারভাগ ; ঝোলা বা চিটা গুড় ; [দাবা খেলার] রাজার বন্দী অবস্থা, অর্থাৎ যে অবস্থায় বিপক্ষের আক্রমণ বা স্থান ত্যাগ করিবার উপায় থাকে না। বাংপ্র। বি।

মাতগুড়—ঝোলা বা চিটা গুড়। বাংপ্র। বি।

মাতঙ্গ—হস্তী ; চণ্ডাল। মতঙ্গ শব্দ+ক। বি ; পু।

মাতঙ্গিনী—মাতঙ্গী। বাংপ্র। বি।

মাতঙ্গিনী হাজরা-সুবিখ্যাত মহিলা বিপ্লবী। জন্ম ১২৭৭ বঙ্গাব্দে তমলুকের হোগলা গ্রামে। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুলিসের গুলিতে নিহত হন।

মাতঙ্গী—হস্তিনী ; দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত

দেবী বিঃ। মাতঙ্গ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাতন—মাতোয়ারা হওয়া। বাংপ্র। বি।

মাতব্বর—প্রধান ব্যক্তি; মণ্ডল, সর্দার, চাঁই; মুরুব্বি; বিশ্বস্ত; প্রতিভূ, জামিন। আ-মু। বি বা বিণ।

মাতব্বরি—প্রাধান্য, প্রভুত্ব, সর্দারি, মোড়লি, মুরুব্বিয়ানা। আ-মু। বি।

মাতলামো, মাতলামি—মাতালের আচরণ বা কাণ্ড, সুরামত্তের অনাচার। বাংপ্র। বি।

মাতলি—ইন্দ্রের সারথি। ইনি দেবরাজের সখারূপেও বর্ণিত আছেন। ইঁহার পত্নীর নাম সুধর্মা। সুমুখ নামক নাগের সহিত ইঁহার কন্যা গুণকেশীর বিবাহ হয়। মাতলির জামাতা বলিয়া তদনুরোধে ইন্দ্র সুমুখকে গরুড়ের ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। রাবণবধের দিন মাতলি দেবরাজের আদেশে রামের সাহায্যার্থ রথ লইয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মাতা—১। জননী, মা। মা (পরিমাণ করা)+অতচ্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মত্ত হওয়া; সোৎসাহে লিপ্ত হওয়া; গাঁজিয়া ওঠা। বাংপ্র। ক্রি।

মাতা (মাতৃ)—১। পরিমাণকর্তা; প্রমাণকারী। মা (পরিমাণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মাত্রী**। ২। জীব; বিভূতি; গগন, আকাশ। বি; পু। ৩। জননী, মা; গর্ভধারিণী স্তন্যদাত্রী গুরুপত্নী আচার্যপত্নী ক্ষেত্রদাত্রী পিতৃরমণী শ্বশ্রূ পিতামহী মাতামহী জ্যেষ্ঠসহোদরা মাতৃভগিনী, পিতৃভগিনী মাতুলানী ভ্রাতৃভার্যা পুত্রবধূ তনয়া—এই ১৬ মাতা; ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চণ্ডী বারাহী বৈষ্ণবী কৌমারী চামুণ্ডা চর্চিকা—এই অষ্ট শক্তি; ভূ; গবী; লক্ষ্মী; ধাত্রী। মান্ (পূজা করা)+ডাতৃ কর্ম। বি; স্ত্রী।

মাতানো—মত্ত করিয়া তুলা, মোহিত করা; উল্লসিত করা; গাঁজানো। বাংপ্র। ক্রি।

মাতাপিতা—মা-বাপ, জনকজননী। মাতা ও পিতা, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

মাতাপিতৃহীন—যাহার মা ও বাবা দুইই মারা গিয়াছেন এমন। ৩তৎ। বিণ।

মাতামহ—মাতার পিতা। মাতৃ (মাতা)+ডামহ। বি; পু। স্ত্রী—**মাতামহী**।

মাতামহী—মাতার মাতা। মাতামহ+ঈপ্ পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

মাতামাতি—পরস্পরের মত্ততা বা উন্মাদনা; অনেকের মিলিত মত্তবৎ আচরণ। বাংপ্র। বি।

মাতাল—মত্ত; সুরাপানোন্মত্ত; মদ্যপ; সুরাপায়ী। বাংপ্র। বিণ; পু। স্ত্রী—**মাতালনী**।

মাতুঃস্বসা (-স্বসৃ), **মাতুঃষ্বসা** (-ষ্বসৃ)—মাতৃভগিনী, মাসী। অলুক্ ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতুল—মাতার ভ্রাতা, মামা। মাতৃ (মাতা)+ডুল। বি; পু।

মাতুলা, মাতুলানী, মাতুলী—মাতৃভ্রাতার ভার্যা, মামী। মাতুল+আ, আনী, ঈপ্ পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

মাতুলালয়—মাতুলগৃহ, মামার বাড়ি। মাতুলের আলয়, ৬তৎ। বি; পু।

মাতৃক—মাতৃসম্বন্ধীয়। মাতৃ (মাতা)+ক ইদমর্থে। বিণ।

মাতৃকা—১। মাতৃসম্বন্ধীয়া। মাতৃক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। জননী, মাতা; ধাত্রী, ধাই; মাতামহী; অ আ ক খ প্রভৃতি বর্ণ; স্বর; করণ; গৌরী পদ্মা শচী মেধা সাবিত্রী বিজয়া জয়া দেবসেনা স্বধা স্বাহা শান্তি পুষ্টি ধৃতি তুষ্টি আত্মদেবতা কুলদেবতা—এই ১৬ দেবী। মাতৃ+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

মাতৃঘাতক—মাতৃহন্তা, মাতৃহত্যাকারী, মাতার প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ঘাতিকা**।

মাতৃঘাতী (-ঘাতিন্)—মাতৃঘাতক (তাহা দ্রঃ)। মাতৃ-হন+ঘিনুণ্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

মাতৃদশা—মাতার মৃত্যুর পর অশৌচান্ত পর্যন্ত সময়। মধ্যপ। বি।

মাতৃদায়—মৃতা মাতার শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া নির্বাহরূপ কর্তব্য বা দুরূহ কর্ম, মাতার মরণজনিত সংকট। মধ্যপ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

মাতৃদুগ্ধ মাতৃস্তন্য, মায়ের দুধ। ৬তৎ।

মাতৃপক্ষ—মাতার সহিত সম্পর্কযুক্ত আত্মীয়স্বজন। ৬তৎ। বি; পু।

মাতৃপূজা মাতার অর্চনা, মাতার সেবা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃবন্ধু—মাতার পিতৃস্বসৃপুত্র (পিসতুতো ভাই), মাতার মাতৃস্বসৃপুত্র (মাসতুতো ভাই), মাতার মাতুলপুত্র (মামাতো ভাই)। ৬তৎ। বি; পু।

"মাতুঃপিতুঃস্বসুঃ পুত্রাঃ মাতুর্মাতুঃ স্বসুঃসুতাঃ।
মাতুর্মাতুলপুত্রাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃবান্ধবাঃ।"

মাতৃবান্ধব—মাতার মাতা পিতা ভ্রাতা, মাতার ভ্রাতৃপুত্র, মাতার পিতৃসহোদর। ৬তৎ; বি; পু।

"মাতুর্মাতা পিতা ভ্রাতা মাতুর্ভ্রাতুঃ
সুতাস্তথা।
মাতুঃ পিতুঃ সোদরাশ্চ বিজ্ঞেয়া মাতৃ-
বান্ধবাঃ।"

মাতৃবিয়োগ—মাতার মৃত্যু। ৬তৎ। বি; পু।

মাতৃভক্ত—মাতার প্রতি ভক্তিমান্, মাতার প্রতি অনুরাগসম্পন্ন। ৭তৎ। বিণ।

মাতৃভক্তি—মাতার প্রতি ভক্তি, মাকে শ্রদ্ধা করা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃভাষা—স্বদেশীয় বা স্বজাতির ভাষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃভূমি—স্বদেশ; জন্মভূমি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃরিষ্টি—(জ্যোতিষে) যোগ বিঃ। মাতার রিষ্টি (অশুভ) যাহাতে, বহু। বি; পু বা স্ত্রী। [জাত বালকের জন্মলগ্নের চতুর্থ স্থানে বলবান্ পাপগ্রহ এবং ঐ পাপগ্রহের কেন্দ্রস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, অথবা জন্মলগ্নের ৪র্থ, ৭ম, ১০ম, ৫ম বা ৯ম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে, এবং পাপগ্রহযুক্ত শুক্রের ৪র্থ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ও তিনটি পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট চন্দ্রের ৬ষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতৃরিষ্টি হয়। মাতৃরিষ্টিতে জাত বালকের মাতার মৃত্যু হয়।]

মাতৃশ্রাদ্ধ—মাতার শ্রাদ্ধ, মৃতা মাতার উদ্দেশে দানাদি কার্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মাতৃষ্বসা (-ষ্বসৃ)—মাতার ভগিনী, মাসী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃষ্বসেয় মাতৃষ্বসার পুত্র, মাসতুতো ভাই। মাতৃষ্বসৃ শব্দ+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**মাতৃষ্বসেয়ী**।

মাতৃষ্বস্রীয়, মাতৃষ্বস্রেয় মাতৃষ্বসার পুত্র, মাসতুতো ভাই। মাতৃষ্বসৃ শব্দ+ঈয়, ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**মাতৃষ্বস্রীয়া, মাতৃষ্বস্রেয়ী**।

মাতৃসেবা—মাতার পরিচর্যা, মাতার আরাধনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃস্তন্য—মাতার স্তনদুগ্ধ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মাতৃস্তোত্র—মাতার স্তুতি; স্তব বিঃ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মাতৃহত্যা—মাতৃবধ, জননীর প্রাণনাশ। মাতার হত্যা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাতৃহন্তা (-হন্তৃ)—মাতৃহত্যাকারী, মাতৃঘাতী, জননীর প্রাণনাশক। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-হন্ত্রী**।

মাতৃহীন—মৃতমাতৃক, যাহার মাতা মরিয়া গিয়াছে এমন। মাতার দ্বারা হীন, ৩তৎ। বিণ।

মাতোয়ারা, মাতোয়ালা—মত্ত, মাতাল, বিহ্বল। হি। বিণ।

মাতোয়ালি—মুসলমানদের ধর্মার্থে উৎসৃষ্ট সম্পত্তির পরিচালক। আ-মু। বি।

মাত্র—১। সাকল্য; পরিমাণ; অবধারণ।

মা (পরিমাণ করা)+ত্র ভাব। বি ; ক্লী। ২। কেবল ; তৎক্ষণে ; পর্যন্ত। বাংপ্র। অ।

মাত্রা—১। পরিমাণ ; অক্ষরাংশ বিঃ ; (ব্যাকরণে) বর্ণোচ্চারণকালে, যথা—হ্রস্ব স্বরের এক মাত্রা ও দীর্ঘ স্বরের দুই মাত্রা ; (সংগীতে) হস্তের একবার পতন ও উত্থান কাল—ইহা দ্রুত ও বিলম্বিত ভেদে দুই প্রকার ; কর্ণভূষণ ; ইন্দ্রিয় ; সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ ; ধন। মা (পরিমাণ করা)+ত্র করণ+আপ্। ২। অবিচ্ছেদ। মা+ত্র ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মাত্রাবৃত্ত—গুরুলঘুমাত্রাভেদে রচিত ছন্দঃ বিঃ। মধ্যপ কর্মধা। বি ; ক্লী।

মাত্রাস্পর্শ—রূপরসাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মাৎসর্য—পরশ্রীকাতরতা। মৎসর শব্দ+ ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

মাথট—জমিদারের বাজে খরচের জন্য প্রজাদের নিকট চাঁদাস্বরূপে সংগৃহীত অর্থ ; মাথাপিছু চাঁদা। বাংপ্র। বি।

মাথা—শির ; মস্তক, বুদ্ধি ; উপরিভাগ ; সারাংশ ; অগ্র ; ছাদ ; প্রধান ব্যক্তি। <মস্তক। বি। **মাথা উঁচু করা**—সম্মানবৃদ্ধি করা। **মাথা করা**—পণ্ড করা ; কিছুই করিতে না পারা। **মাথা কাটা যাওয়া**—অপমান বা লজ্জায় মস্তক অবনত হওয়া। **মাথা খাওয়া**—ভবিষ্যৎ নষ্ট করা। **মাথা ঘামানো**—অত্যধিক মস্তিষ্ক চালনা করা। **মাথায় ওঠা, মাথায় চড়া**—প্রশ্রয় পাইয়া অবাধ্য হওয়া। **মাথার দিব্য**—শপথ।

মাথা-খারাপ—মস্তিষ্কবিকৃতি। বাংপ্র। বি।

মাথা-গরম—ক্রোধ ; উত্তেজনা। বাংপ্র। বি।

মাথা-ঘষা—চুলে ঘষিবার তেল সুগন্ধিত করিবার বিবিধ মসলা। বাংপ্র। বি।

মাথা-ঘোরা—শিরোঘূর্ণন, dizziness. বাংপ্র। বি।

মাথা-ঠাণ্ডা—শান্ত, ধীর। বাংপ্র। বিণ।

মাথা-ধরা—শিরঃপীড়া। বাংপ্র। বি।

মাথা-পাগলা—পাগলাটে, ক্ষেপাটে। বাংপ্র। বিণ।

মাথা-ব্যথা—শিরঃশূল ; বেদনা, সহানুভূতি ; আগ্রহ, গরজ। বাংপ্র। বি।

মাথায়-মাথায়—শেষ সীমা পর্যন্ত, পুরাপুরি। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মাথাল, -লো—বুদ্ধিমান্ ; প্রধান, সর্দার। বাংপ্র। বিণ।

মাথালি—তালপাতা ও বংশশলাকাদি নির্মিত ছত্র (টুপির মত), টোকা। বাংপ্র। বি।

মাথি, মেথি—তাল খেজুর প্রভৃতি বৃক্ষের মাথার ভিতরের ভক্ষ্য মজ্জা বা মা'জ। বাংপ্র। বি।

মাথুর ১। মথুরা সম্বন্ধীয় ; মথুরা হইতে আগত। মথুরা শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**মাথুরী**। ২। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাঘটিত ব্যাপারের গীত। বি ; ক্লী।

মাদক—১। মত্তাকারক। ণিজন্ত মদ্—মাদি (মত্ত করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মাদিকা**। ২। মত্ততাজনক দ্রব্য, মদ্যাদি। বি ; পু বা ক্লী।

মাদক—১। মত্ততাজনক, মাদক ; হর্ষজনক। ণিজন্ত মদ্—মাদি (মত্ত করা)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। কামদেব ; মদন বৃক্ষ। মদন+ক স্বার্থে। বি ; পু।

মাদকতা—মত্ততাকরত্ব, মাতাল করা। মাদক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

মাদকসেবী (-সেবিন্)—মত্ততাজনক পদার্থ সেবনকারী, নেশাখোর। উপতৎ ; মাদক-সেব্ (সেবা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মাদকসেবিনী**।

মাদল—পটহ বিঃ ; সাঁওতালী ঢোলক। <মর্দল। বি।

মাদার—১। বৃক্ষ বিঃ ; তাহার ফল, ডেহুয়া বা ডেলো। <মন্দার। বি। ২। মাতা, মা। <ইং 'mother'. ৩। মুসলমানী পর্ব বিঃ। আ। বি।

মাদী—স্ত্রী, স্ত্রীজাতীয় (জন্তু)। ফা-মূ। বিণ।

মাদুর—তৃণাসন বিঃ, মাজুরি। <মন্দুরা। বি।

মাদুরা—মাদুরা বা মাদুরাই তামিলনাড়ু (মাদ্রাজ) রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত একটি জেলা ও শহর। জেলাটি অতীব প্রাচীনকাল হইতে ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। এই জেলায় পাণ্ড্যরাজগণ খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দী হইতে খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর অন্তিমভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মাদুরার সংস্কৃত নাম মধুরা। আনুমানিক ৮০০ বৎসর পূর্বে রচিত 'মধুরা স্থল পুরাণ' নামক গ্রন্থপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, পাণ্ড্যরাজগণের শেষ রাজা সুন্দর পাণ্ড্য (তামিল নাম কুল পাণ্ড্য) জৈনগণের উচ্ছেদ সাধন করেন এবং চোলরাজ্য নিজাধিকারে আনেন। ১৩২৪ খ্রীষ্টাব্দে মালিক কাফুরের নেতৃত্বে মুসলমানগণ মাদুরা অধিকার করে। ইহার পরে এই জেলা বিজয়নগরের হিন্দু রাজার অধীন হয়। খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বনাথ নামক এক ব্যক্তি শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া বিজয়নগররাজকর্তৃক মাদুরায় প্রেরিত হন। উত্তরকালে ইনি নায়ক বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীনভাবে মাদুরায় রাজত্ব করেন। নায়ক-রাজগণের মধ্যে তিরুমল্ল সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইনি ১৬২৩ খ্রীঃ হইতে ১৬৫৯ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার লোকান্তরগমন ঘটিলে মাদুরা রাজ্য খণ্ডীকৃত হইয়া যায়। ১৭৪০ খ্রীঃ রাজ্যটি চান্দা (বা চাঁদ) সাহেবের হস্তে যায়। ১৭৬২ খ্রীঃ কর্ণাটের নবাবের পক্ষ হইতে ইংরাজ এই স্থান শাসন করেন। ১৮০১ খ্রীঃ নবাব ইংরাজকে রাজ্যের স্বত্ব প্রদান করেন।

মাদুরা জেলার ভাষা সাধারণতঃ তামিল। এই জেলায় যে কয়েকটি প্রধান শহর আছে, তন্মধ্যে রামনাদ অন্যতম। রামনাদের রাজগণ সেতুপতি নাম ধারণপূর্বক পুরুষানুক্রমে রামেশ্বর মন্দিরের রক্ষক ('রামেশ্বর' দ্রঃ)। ডিণ্ডিগুল নামক শহরে বহুপরিমাণে তামাকের চাষ হয় ; এই তামাক ত্রিচিনপল্লীতে নীত হইয়া চুরুট আকারে পরিণত হয়। তিরুমল্ল যে সময়ে রাজত্ব করিতেন, সেই সময়ে রোমান ক্যাথলিক যাজকগণ মাদুরায় আগমন করিয়া বহুসংখ্যক অধিবাসীকে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করেন। যাজকগণের মধ্যে রবার্ট ডি নোবিলিস (Robert de Nobilis) সর্বাপেক্ষা দেশীয়গণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। ইনি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিতেন, এবং তামিল ভাষায় সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহারই সময়ে প্রায় ১০ লক্ষ লোক খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেন। ১৬৬০ খ্রীঃ ইনি পরলোকগমন করেন। ইহার পরে জন ডি ব্রিটো (John de Britto) নামক জনৈক পোর্তুগিজ যাজক কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। ১৬৯৩ খ্রীঃ রামনাদের রাজার আদেশে ইনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পরে বেস্চী (Beschi) নামক যাজক আগমন করেন। ইনি তামিল ভাষার ব্যাকরণ সর্বপ্রথমে সংকলন করেন।

মাদুরা শহর ভাগৈ নদীর কূলে অবস্থিত। নগরস্থিত দেবালয় আয়তনে, অলংকারসম্পদে ও শিল্পনৈপুণ্যে দক্ষিণ ভারতে অতুলনীয়। দেবালয়ের প্রধান মূর্তি সুন্দরস্বামী বা সুন্দরেশ্বর। ইহার মন্দিরের সন্নিকটে মীনাক্ষীদেবীর মন্দির। দেবালয়ের পরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ৮৪৭ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৭৪৪ ফুট। নয়টি সু-উচ্চ ও নানা দেবমূর্তিসমন্বিত গোপুর ইহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে।

"সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ" দেবালয়ের প্রধান দর্শনীয় বস্তু। মণ্ডপটি ৯৯৭ স্তম্ভযুক্ত। বিশ্বনাথ নায়কের সেনাপতি ও মন্ত্রী আর্য নায়ক (বা নায়ক মুধালী) এই সুবৃহৎ দেবালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিরুমল্ল নায়ক নির্মিত প্রাসাদ অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান। বসন্ত বা পুঠু মণ্ডপ, দৃশ্য বস্তুর হিসাবে প্রাসাদের অব্যবহিত নিম্নস্থানীয়। সুন্দরেশ্বর দেবের গ্রীষ্মাবাস স্বরূপে এই মণ্ডপ নির্মিত হইয়াছিল। তিরুমল্ল টেপ্প্ কুলম নামক বৃহৎ জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। এই জলাশয়টি সমচতুষ্কোণ; ইহার প্রত্যেক দিক্ ২৪০০ হস্ত পরিমিত। জলাশয়ের মধ্যস্থলে একটি দ্বীপ; তদুপরি একটি উচ্চ মন্দির। বৎসরে এক দিন টেপ্পম (নৌকা বি) সহযোগে দেবালয়ের মূর্তিগুলি জলাশয়ের চারিদিক্ দিয়া ঘুরাইয়া আনা হয়; সেই উপলক্ষে জলাশয়ের চারি তীরে লক্ষ প্রদীপ প্রজ্বালিত হয়।

মাদুলি—কণ্ঠভূষণ বিঃ; কবচ। বাংপ্র। বি।

মাদৃশ মৎসদৃশ, আমার তুল্য। অস্মদ্—দৃশ্ + টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**মাদৃশী**।

মাদ্রাজ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য বা প্রদেশ ও নগর। সরকারী ভাষায় ইহার নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ। রাজ্যটি ২৪টি জেলায় বিভক্ত। প্রত্যেক জেলা জনৈক কলেক্টারের অধীন। অন্যান্য প্রদেশে কয়েকটি জেলা লইয়া এক একটি ডিভিসন বা বিভাগ গঠিত হইয়াছে। মাদ্রাজে কিন্তু সেরূপ ব্যবস্থা নাই। দক্ষিণ ভারতের প্রধান তিনটি নদী—গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবের পশ্চিমঘাটে উৎপন্ন হইয়া এই রাজ্য-মধ্যে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। মাদ্রাজ রাজ্যে প্রধানতঃ ৫টি ভাষা প্রচলিত—তেলেগু, তামিল, মলয়লম কানাড়ী ও তুলু। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব ও লিঙ্গায়েতের সংখ্যা অধিক। মাদ্রাজে খ্রীষ্টানের সংখ্যা যত, ভারতের আর কোন প্রদেশে তত দৃষ্ট হয় না। এখানে মুসলমানগণ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত, লব্বই, মপ্লা, আরবসেখ, সৈয়দ, পাঠান ও মোগল। লব্বইগণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হিন্দুদিগের বংশধর, আর মপ্লাগণ মুসলমানীকৃত মলয়লমদিগের সন্তান। এ প্রদেশে নম্বুদ্রী নামধেয় ব্রাহ্মণবিশেষ দৃষ্ট হয়। আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে কন্ধ, শবর ও তোডার সংখ্যাই অধিক। এই প্রদেশে ইংরাজ সর্বপ্রথমে মসুলিপাটাম নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন (১৬১১ খ্রীঃ অঃ)। ফরাসীরা ১৭০২ খ্রীঃ অঃ পণ্ডিচেরী ক্রয় করেন। তখন উভয় জাতি মিলিয়া মিশিয়া আপন আপন বাণিজ্যকার্য করিতে প্রবৃত্ত হন। পরে যখন ইউরোপে অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন ভারতেও উভয় জাতির মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়। ১৭৪৬ খ্রীঃ মাদ্রাজ প্রদেশ ফরাসীরা অধিকার করে। ইউরোপে আই-লা-শ্যাপেল (Aix-la-chapelle) নামক স্থানে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, তাহার ফলে মাদ্রাজ আবার ইংরাজের হাতে আসে। কিন্তু পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা হ্রাস না পাইয়া বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ফরাসী-নায়ক ডুপ্লে (Dupleix) প্রবল হইয়া উঠিলে, ১৭৫১ খ্রীঃ ক্লাইভ আরকট শহর রক্ষা করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে পরাভূত করেন। ইহার পরে হায়দার আলী ও তৎপুত্র টিপু সুলতান ইংরাজদিগকে কয়েক বৎসর ধরিয়া কষ্ট দিয়াছিলেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ টিপুর পতনে সেই কষ্টের অবসান হয়। তাহার পরে ক্রমশঃ কতকগুলি ক্ষুদ্র রাজ্য ইংরাজের হস্তে আসিলে পর বর্তমান প্রদেশটি গঠিত হয়।

১৬৪০ খ্রীঃ মাদ্রাজ শহরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ফ্রান্সিস ডে নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রধান কর্মচারী জনৈক দেশীয় রাজার নিকট এই স্থানটি গ্রহণ করিবার অনুমতি পান। অচিরেই এইখানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়। দুর্গের নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ। মাদ্রাজ পূর্বে যবদ্বীপস্থ বাণ্টাম শহরের উপনিবেশের অধীন ছিল। ১৬৫৩ খ্রীঃ মাদ্রাজ স্বাধীন প্রদেশ বলিয়া আখ্যাত হয়। ১৭০২ খ্রীঃ আওরঙ্গজেবের সেনাপতি দায়ুদ খাঁ কয়েক সপ্তাহের জন্য শহর অধিকৃত করেন। ফরাসীগণের এবং হায়দার আলীর সৈন্যগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার পরে শহর আর বহিরাক্রমণে কষ্ট পায় নাই। শহরটি প্রধানতঃ ৫ ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে জর্জ টাউনই বিষয়কার্যের স্থল। এই অংশ পূর্বে ব্লাক টাউন নামে অভিহিত ছিল। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ যখন যুবরাজরূপে ১৯০৬ খ্রীঃ এই শহরে পদার্পণ করেন, সেই সময় হইতে শহরের এই অংশের নাম জর্জ টাউন রূপে পরিবর্তিত হয়। অপর একটি অংশে গভর্নমেণ্ট হাউস ও দুর্গ প্রভৃতি বিদ্যমান।

পূর্বতন মাদ্রাজ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বর্তমানে মাদ্রাজ ও অন্ধ্র রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। বর্তমানে মাদ্রাজ রাজ্যের নাম **তামিলনাড়ু**।

মাদ্রাসা—মুসলমানদিগের উচ্চবিদ্যালয়। আ-মু। বি।

মাদ্রী—মহারাজ পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী। [মদ্র দেশাধিপতির কন্যা বলিয়াই ইহার নাম মাদ্রী। অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে ইহার নকুল ও সহদেব নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। পাণ্ডুর মৃত্যু হইলে, মাদ্রী পুত্র দুইটিকে সপত্নী কুন্তীর হস্তে সমর্পণ করিয়া স্বামীর চিতানলে দেহত্যাগ করেন।] মদ্র + ষ্ণ অপত্যার্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাধব—১। বিষ্ণু। মা'র (লক্ষ্মীর) ধব (পতি), ৬তৎ। ২। বসন্তকাল; মধুক-বৃক্ষ; বৈশাখ মাস। মধু + ষ্ণ। বি; পুং।

মাধবদাস বাবাজী (মাধো বাবাজী)—জনৈক সাধুপুরুষ। ইহার পিতা চৈতন্যদেবের শিষ্য ধনঞ্জয় পণ্ডিতের বংশজাত, এবং মাতা চৈতন্যদেবের বংশজাতা ছিলেন। ইহার পিতা সাধুচরণ একজন নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। সাধুচরণের দুই বিবাহ। সাধুচরণ দ্বিতীয়া স্ত্রী ও শিশুকন্যাসহ তীর্থযাত্রা করিয়া আর দেশে ফিরিলেন না, প্রয়াগে রহিয়া গেলেন। এইখানে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসে মাধবদাসের জন্ম হয়। মাধবদাস নামক জনৈক সাধুর উপদেশে সাধুচরণ পুত্রের নাম মাধবদাস রাখিয়াছিলেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে মাধবদাস প্রথমে মহঙ্গু নামক এক হিন্দুস্থানী গুরুমহাশয়ের নিকট, পরে মাধবদত্ত নামক জনৈক বাঙ্গালীর নিকট বাল্যশিক্ষা শেষ করেন। এই সময়ে এলাহাবাদে উচ্চশিক্ষার উপযোগী একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। মাধবদাস ১৮৩৩ খ্রীঃ এই স্কুলে প্রবিষ্ট হন। অধ্যাপক লুইস সাহেব ইহার সত্যবাদিতা, সরলতা প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া ইহাকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন।

মাধবদাসের বয়ঃক্রম যখন দ্বাদশ বৎসর, তখন ইহার পিতৃবিয়োগ হয়। অল্পবয়সে পিতৃহীন হইলেও মহাপ্রাণা জননীর যত্নে এবং সদুপদেশে মাধবদাসের পবিত্র জীবন গঠিত হইয়াছিল।

মাধবদাস লুইস সাহেবের নিকট ৮ বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি ও বীজগণিতে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। এই সময়ে লক্ষ্ণৌ মানমন্দিরের রাজ-জ্যোতির্বিদ্ কর্নেল উইলকক্স সাহেব লুইস সাহেবের নিকট তিনজন প্রতিভাবান্ ছাত্র প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। লুইস সাহেব আর দুইজন ছাত্রের সহিত মাধবদাসকেও তথায় প্রেরণ করেন। মাধবদাস ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে এই কার্যে

নিযুক্ত হন, এবং ১৮৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত দক্ষতার সহিত উহা সম্পাদন করেন। এই সময়ে নবাব ওয়াজীদ আলিশাহ মাদমন্দিরের কার্য স্থগিত রাখিলে ইনি কিছুদিন বেগমের কুটীতে, পরে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইলে ট্রেজারিতে কাজ করেন। এই সময়ে ইঁহার বেতন মাসিক ৭০৲ টাকা হইয়াছিল। এই সময়ে এখানে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে ইনি গুপ্তস্থানে লুকাইয়া প্রাণরক্ষা করেন।

এই সময়ে লক্ষৌতে কয়েকজন প্রসিদ্ধ মুসলমান ফকির অবস্থান করিতেন। ইঁহাদের অনেকেই যোগী ও বাক্‌সিদ্ধ বলিয়া পরিচিত। ইঁহাদের মধ্যে আজমসাহ নামক এক ফকির ছিলেন। মাধবদাস ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া ইঁহার নিকট অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে উপদেশ লাভ করিতেন। চৌধুরী সাহ নামক ফকিরের নিকট ইনি যোগ শিক্ষা করেন। চুপসাহ (ইনি মৌলবী ছিলেন) মাধবদাসকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। মুসলমান হইলেও ইঁহারা সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়াছিলেন। মাধবদাস ইঁহাদের সাহচর্যে থাকিয়া আত্মজ্ঞানের উন্নতিসাধন করিলেন। এই সময়ে ইনি পেনসন লইয়া কার্য ত্যাগ করিলেন। ইঁহার আর বাটীতে ফিরিবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আজমসাহ ইঁহাকে জননীর সেবা করিবার জন্য বাটীতে ফিরিবার আদেশ করিলেন। অগত্যা মাধবদাস পুনরায় এলাহাবাদ আসিলেন।

ইঁহার পূর্বেই ১৭ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহার পত্নী একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের কন্যা। বিবাহের কিছুদিন পরে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কয়েক বৎসর পরে ইঁহার পত্নীর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। পুত্রটিও দ্বাদশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া চলিয়া যায়, আর কখন ফিরিয়া আসে নাই।

মাধবদাস সংসারের কর্মকোলাহল হইতে অবসৃত হইয়া আপনার শান্তিময় কুটীরে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। এই কুটীরই "মাধো কুঞ্জ" নামে পরিচিত। ইনি সকল ধর্মেরই আলোচনা করিতেন এবং সকল ধর্মাবলম্বীই ইঁহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইত। ইনি বেদের সহিত বাইবেল ও কোরানের সম্যক্ চর্চা করিতেন। বহু হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টান ইঁহার শিষ্য ছিল। জন জেম্‌স্ স্যামুয়েল, উকীল মিঃ সিমিয়নের পিতা ইঁহার শিষ্য ছিলেন। জেম্‌স্ সাহেব চার্চের ভজনায় যোগ দিতেন, আবার বাবাজীর চরণপ্রান্তে বসিয়া ধর্মোপদেশ গ্রহণ এবং নিয়মিত তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠ করিতেন। মাধবদাসের হিন্দু ও মুসলমান ভক্তের সংখ্যা অসংখ্য। তৎকালীন বহু যোগী ও সাধুপুরুষ হিন্দু ও মুসলমান ধর্মালোচনার জন্য মাধো কুঞ্জে উপস্থিত হইতেন। বিখ্যাত কর্নেল অলকট সাহেব মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কয়েকদিন আশ্রমে অবস্থান এবং ধর্মালাপ ও সংকীর্তন করেন। স্বামী বিবেকানন্দও ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। পরমহংসদেবের শিষ্যগণ, কাশীর মাতাজী, কাবুলের প্রসিদ্ধ ফকির আখোঞ্জী ও আমীর আহনান শাহ, রোদৌলী সরিফের সাহজাদা, কাশীর রাজা, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর প্রভৃতি বহু সম্রান্ত ও সাধু তাঁহার দর্শনলাভের জন্য এলাহাবাদে আসিতেন। মাধবদাস কখনও কাহারও দান গ্রহণ করেন নাই। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর অনেকবার ইঁহার মাসিকবৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিতে উদ্যত হন, কিন্তু ইনি তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন। একবার কাশীর রাজা আশ্রমে আসিবার সংবাদ পাঠাইলে বাবাজী বলিয়া দেন, "যদি তিনি আসিয়া কিছু দান না করেন তাহা হইলে আসিতে পারেন।" ইনি একান্ত মাতৃভক্ত ছিলেন; মাতার নিকটই মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। সর্বদা সাধুসমাগম, অতিথিসৎকার, সংকীর্তন, কাঙ্গালী ভোজন, শাস্ত্রালাপ প্রভৃতি দ্বারা মাধো কুঞ্জ সর্বদা আনন্দময় হইয়া থাকিত।

ইঁহার হিন্দু ভক্তগণ ইঁহাকে পরম হিন্দু, মুসলমান ভক্তগণ ইঁহাকে সুফী বলিয়া জানিত।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন মধ্যাহ্নকালে বাবাজীর দেহত্যাগ হয়। প্রথমে হিন্দু ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া ইঁহার দেহ লইয়া গঙ্গাভিমুখে গমন করে। অর্ধপথে মুসলমান ও খ্রীষ্টান ভক্তগণ আসিয়া মিলিত হয়, এবং সকলে মিলিয়া সাধুপুরুষের পবিত্র দেহ জাহ্নবীর পবিত্র নীরে বিসর্জন করিয়া আসে।

ইঁহার ধর্মমত উদার ছিল। মাতা মৃত্যুকালে ইঁহার উপর জপমালা ও রাধাশ্যামের পূজার ভার দিয়া যান। ইনি মৃত্যুকাল পর্যন্ত সযত্নে মাতার আদেশ পালন করেন।

ইনি সকল ধর্মমতের আলোচনা করিয়া The Unitarian নামক একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজকণ্ঠ ব্রজেশ প্রসাদ নামক জনৈক কবি ইঁহার মাহাত্ম্য ও জীবনী বর্ণনা করিয়া হিন্দী ভাষায় "মাধবদাস" নামে এক কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

মাধবাপ্রস্থা- লক্ষ্মী, কমলা। শব্দর। বি; স্ত্রী।

মাধব রাও, রাজা স্যার, তাঞ্জোর (Raja Sir Tanjore Madhav Rao) ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইনি ১৮২৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। মাদ্রাজে শিক্ষিত হইয়া এবং কয়েকটি নিম্নশ্রেণীর পদে কার্য করিয়া ইনি ত্রিবাঙ্কুরের রাজা রাজবর্মার শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের দেওয়ান পদে উন্নীত হন। এই পদে ইঁহার পিতা ও পিতৃব্য পূর্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ রাজার সহিত মতভেদ উপস্থিত হইলে ইনি প্রচুর মাসিক বৃত্তি পাইয়া কর্মত্যাগ করেন। পর বৎসর ইনি হোলকারের দেওয়ানস্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইন্দোর রাজ্যের বিবিধ উন্নতিসাধন করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ বরোদার মল্হার রাও নামক গাইকোবাড়ের রাজ্যচ্যুতি ঘটিলে মাধব রাও বর্তমান গাইকোবাড়ের দেওয়ান ও প্রতিনিধি শাসনকর্তা (Regent) পদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার কার্যকালে বরোদার শাসনপ্রণালীর বিবিধ সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ মাসিক বৃত্তির পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণ পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া বরোদার রাজকার্য হইতে ইনি অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৮৯ খ্রীঃ ইনি Hints on the training of native children নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ৪ঠা এপ্রিল ইনি মাদ্রাজে দেহত্যাগ করেন। বাল্যে গণিত ও বিজ্ঞানে এবং যৌবনে ও প্রৌঢ়ে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ে ইনি অসাধারণ প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।

মাধবাচার্য—বিখ্যাত পণ্ডিত। ইনি খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন। দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রার তটবর্তী পম্পানগরী ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বিজয়নগররাজ বুক্কন রায়ের প্রধান মন্ত্রী ও গুরু ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম সায়ণ এবং মাতার নাম শ্রীমতী। ইঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের নামও সায়ণ। এই সায়ণাচার্যই চারি বেদের ভাষ্যকার। মাধবাচার্য পরাশর সংহিতার 'পরাশর মাধব' নামে একখানি ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রণীত সর্বদর্শন সংগ্রহ একখানি বিখ্যাত দর্শনগ্রন্থ। ইহা

ভিন্ন ইনি আরও শতাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার চেষ্টায় ভারতের অনেক স্থানে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়।

মাধবি—মাধবে, বৈশাখে। প্রা কপ্র। বি।

মাধবী—বনমধ্যস্থ লতা; তুলসী; মদিরা; কুটনী। মধু+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাধাই—১। মাধব। বাংপ্র। বি। ২। নদীয়ানিবাসী। মাধাই প্রথমাবস্থায় ঘোর পাষণ্ড ছিল এবং নিরীহ লোকদিগের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার করিত। শাক্তপ্রকৃতি বৈষ্ণব দেখলে, মাধাই সুরাপানে মত্ত হইয়া ভ্রাতা জগাইয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের উপর উপদ্রব করিত। ইহারা একদিন সাধু হরিদাস ও নিত্যানন্দকে মারিবার জন্য তাড়া করিয়াছিল। আর এক দিন নিত্যানন্দ নগরভ্রমণ করিয়া প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে জগাই মাধাই তাঁহাকে দেখিতে পাইল, এবং মাধাই কলসীর কাণা ফেলিয়া তাঁহার মস্তকে প্রহার করিল। মস্তক ফুটিয়া দরদরধারে শোণিত ছুটিল। মাধাই তাঁহার উপর পুনরায় প্রহার করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু জগাই ভ্রাতাকে নিবারণ করিয়া রাখিল। সংবাদ পাইয়া চৈতন্যদেব সদলবলে তথায় উপস্থিত হইয়া হরিসংকীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। হরিনামসুধারসে পাষণ্ড ভ্রাতৃদ্বয়ের হৃদয় দ্রবীভূত হইল। চৈতন্যের কৃপায় জগাই ভক্তগণমধ্যে পরিগণিত হইলেন। নিত্যানন্দ মাধাইকে ক্ষমা করিলেন এবং হরিনাম জপ করিতে উপদেশ দিয়া উদ্ধারের উপায় করিয়া দিলেন। অতঃপর জগাই মাধাই হরিভক্ত হইয়া প্রত্যহ লক্ষ হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দের আদেশে মাধাই প্রতিদিন গঙ্গাতীরে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে ক্রমে হরিনামের গুণে মাধাই পরম সাধু বৈষ্ণবরূপে পরিণত হইয়া হরিসাধন করিতে লাগিলেন।

মাধুকরী—পঞ্চগৃহে ভিক্ষা-সংগ্রহ। মধুকর+ষ্ণ ভাবে+ঈপ্ (অর্থাৎ মধুকরের ন্যায় বৃত্তি)। বি; স্ত্রী।

মাধুরী—মধুরতা, মিষ্টতা; শোভা; সৌন্দর্য; মদ্য। মাধুর+ষ্ণ ভাবে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাধুর্য—মধুরতা, মিষ্টতা; শোভা, সৌন্দর্য; লাবণ্য; কাব্যের গুণ বিঃ ['কাব্যরস' দ্রঃ]। মধুর+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মাধ্বী—মধু হইতে প্রস্তুত সুরা; দ্রাক্ষা। মধু+ষ্ণ ভবার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মাধ্বীক—মধু হইতে উৎপন্ন মদ্য; দ্রাক্ষামদ্য; মধু। মাধ্বী+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী।

মাধ্যন্দিন—১। দিবসের মধ্যভাগ, মধ্যাহ্ন। মধ্যন্দিন+ষ্ণ স্বার্থে। বি; ক্লী। ২। দিবসের মধ্যভাগ-সম্বন্ধীয়, মাধ্যাহ্নিক। মধ্যন্দিন+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মাধ্যন্দিনী**। **মাধ্যন্দিন রেখা**—সূর্যের মধ্যাহ্নকালীন গমনপথসূচক রেখা।

মাধ্যন্দিনী—১। মাধ্যাহ্নিকী। মধ্যন্দিন+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শুক্ল যজুর্বেদীয় শাখা বিঃ। বি; স্ত্রী।

মাধ্যম—বাহন, যাহার সাহায্যে বা মধ্যবর্তিতায় কোন কাজ সাধন করা হয়, medium. মধ্যম+ষ্ণ ভাবে। বি; ক্লী।

মাধ্যমিক—দুই শ্রেণীর অন্তর্বর্তী। মধ্যম+ইক স্থিতার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**কী**।

মাধ্যস্থ্য—মধ্যস্থতা; মধ্যবর্তিতা; সালিসি; ঔদাসীন্য। মধ্যস্থ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মাধ্যাকর্ষণ—পৃথিবীর যে আকর্ষণী শক্তিপ্রভাবে বস্তুসকল ভূমিতে পতিত হয়, gravitation [এই শক্তি পৃথিবীর কেন্দ্র অর্থাৎ মধ্যস্থ বিন্দু হইতে কার্যকরী হয় বলিয়া পৃথিবীর এই আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ বলে]। কর্মধা। বি; ক্লী।

মাধ্যাহ্নিক—মধ্যাহ্নকালীন, দিবা দ্বিপ্রহরসম্বন্ধীয়। মধ্যাহ্ন শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মাধ্যাহ্নিকী**।

মান—১। থারী তুলাদি দ্বারা পরিমাণ, হস্তাদি দ্বারা মাপকরণ, ওজনকরণ। মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভাব। ২। পরিমাণসাধন, যাহা দ্বারা মাপ বা ওজন করা যায় (পাত্রদণ্ডাদি); প্রমাণ; (সংগীতে) তালের বিরামস্থান [ইহা সম, বিষম, অতীত ও অনাঘাত ভেদে চারি প্রকার]। মা+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৩। সম্মান, পূজা। মান্ (পূজা করা)+অল্ ভাব। ৪। ক্রোধ; অভিমান; গর্ব; অহংকার; প্রণয়ীর অপরাধদর্শনে কোপ [ইহা তিন প্রকার—লঘু, মধ্যম ও গুরু। যাহা সহজে অপনীত হয় তাহা লঘু, যাহা কষ্টে অপনীত হয় তাহা মধ্যম, এবং যাহা অতি ক্লেশে অপনয়ন করা যায় তাহা গুরু; লঘু মান কল্পিত কৌতূহলাদি দ্বারা অপনীত হয়, মধ্যম মান শপথাদি দ্বারা এবং গুরু মান চরণধারণাদি দ্বারা অপনীত হইয়া থাকে]। মন্ (বোধ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ৫। মানকচু। <মানক। বি। ৬। মানে। প্রা কপ্র। ক্রি।

মানকচু—বিশালপত্র এবং সুদীর্ঘ স্থূল কন্দবিশিষ্ট কচু। বাংপ্র। বি।

মানকলি—অভিমানজনিত কলহ। মান জন্য যে কলি (কলহ), মধ্যপ। বি; পু।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩—১৯৪৩ খ্রীঃ)। মহিলা কবি। জন্মস্থান সাগরদাঁড়ি, যশোহর। কাব্যকুসুমাঞ্জলি, কনকাঞ্জলি, সোনার সাথী ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

মানচিত্র—ভূচিত্র, স্থান বিশেষের পরিমানানুসারে অঙ্কিত প্রতিরূপ, map. মধ্যপ। বি; পু।

মানত—মানসিক, দেবতার কৃপালাভার্থ মনে মনে অঙ্গীকার, মানিত বলি। বাংপ্র। বি।

মানদ—সম্মানদাতা; মানরক্ষাকারী। উপতৎ; মান—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

মানদণ্ড—পরিমাণদণ্ড, মাপবাড়ি, মাপকাঠি। ৬তৎ। বি; পু।

মানন, মাননা—আদরকরণ; সম্মানকরণ। মান্ (পূজা করা)+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে …+অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

মাননীয়—পূজনীয়, সম্মানার্হ, মান্য। মান্ (পূজা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

মাননীয়েষু—পত্রের সম্মানজনক পাঠ বিঃ। (স্ত্রী—**মাননীয়াসু**।)

মানপত্র—সম্মান বা বিদ্যাবত্তাসূচক প্রশংসা পত্র, অভিনন্দনপত্র। মধ্যপ। বি; ক্লী।

মানব—মনুজ, মনুষ্য, মানুষ। মনু+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

মানবতা—মনুষ্যত্ব, মনুষ্যোচিত গুণাবলী। মানব+তা ভাবে। বি; স্ত্রী।

মানবলীলা—মনুষ্যের লীলা, মনুষ্যের সাংসারিক কার্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মানবলীলাসংবরণ—মনুষ্যলীলার সমাপ্তি, মৃত্যু। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মানববিগ্রহ—১। মনুষ্যদেহ। ৬তৎ। ২। মনুষ্যগণের সহিত যুদ্ধ। ৩তৎ। বি; পু।

মানবসমাজ—দলবদ্ধ মনুষ্য; মনুষ্যসমূহ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

মানবী—মানুষী, নারী। মানব+ঈপ্।

মানবেন্দ্রনাথ রায়—বিখ্যাত বামপন্থী নেতা ও র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। পূর্বনাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ইঁহার জীবন কর্মবহুল। আমেরিকা ও রাশিয়ায় ইনি বহু রাজনৈতিক কার্যে জড়িত ছিলেন।

মানবোচিত—মনুষ্যযোগ্য, মানুষের উপযুক্ত। ৭তৎ। বিণ।

মানভঞ্জন—অভিমাননিরসন, মান ভাঙ্গা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মানমন্দির—পর্যবেক্ষণিকা, গ্রহনক্ষত্রাদি পর্যবেক্ষণ করিবার গৃহ, observatory. মানের নিমিত্ত মন্দির, ৪তৎ। বি; ক্লী।

মানস—১। চিত্ত, মনঃ; চিত্তবোধ, সংকল্প, অভিপ্রায়, ইচ্ছা; হিমালয় প্রদেশস্থ সরোবর বিঃ, তিব্বতদেশস্থ একটি হ্রদ। মনস্+ক। বি; ক্লী। ২। মনঃসম্বন্ধীয়। বিণ।

মানসজন্মা (-জন্মন্)—১। কন্দর্প, কাম, মদন। মানসে জন্ম যাহার, বহু। বি; পু। ২। মানসসরোবরজাত; মনোজাত। বিণ; পু বা স্ত্রী।

মানসনেত্র—মনশ্চক্ষুঃ, অন্তঃকরণরূপ নয়ন। রূপক। বি; ক্লী।

মানসপট—চিত্তপট, অন্তঃকরণরূপ পট। রূপক। বি; পু।

মানসপুত্র মন হইতে উৎপন্ন পুত্র (যথা ব্রহ্মার মানসপুত্র)। বি; পু।

মানসপূজা—মনঃকল্পিত দ্রব্যাদি দ্বারা পূজা করা, বাহ্য উপকরণ ভিন্ন কেবল মনে মনে পূজা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মানসমন্দির মনোরূপ দেবালয়। রূপক। বি; ক্লী।

মানসম্ভ্রম—মানমর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তি। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

মানসসিদ্ধি—অভিলাষসিদ্ধি; মানসিক সফলতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মানসাঙ্ক—মৌখিক অঙ্ক, না লিখিয়া মুখে মুখে হিসাব করিয়া যে অঙ্কের উত্তর দেওয়া হয়। কর্মধা। বি; পু।

মানসিংহ—অম্বরপতি বিহারী মল্লের পুত্র ভগবান্ দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র। ভগবান্ দাস প্রখ্যাত মোগলসম্রাট্ আকবরের শ্যালক। আবার যুবরাজ সলিম (পরে জাহাঙ্গীর) মানসিংহের ভগিনীপতি। এইরূপ নিকট সম্বন্ধহেতু দিল্লীশ্বর মানসিংহকে যথেষ্ট সমাদর করিতেন। তদ্ভিন্ন ইনি নিজ শৌর্যবীর্যগুণেও সম্রাটের বিশ্বাসভাজন হইয়া একজন প্রধান রাজকর্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। মুসলমানদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়ায় উদয়পুরের প্রখ্যাত রানা প্রতাপসিংহ অম্বররাজদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। একদা মানসিংহ প্রতাপসিংহের আলয়ে অতিথি হইলে প্রতাপ রাজপুত রীত্যনুসারে অতিথির আহারের সময় উপস্থিত না থাকিয়া আপনার পুত্রকে প্রেরণ করেন। ইহাতে হিন্দুকুলকলঙ্ক মানসিংহ আপনাকে নিতান্ত অপমানিত জ্ঞান করিয়া মোগলসৈন্যের অধিনায়করূপে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রতাপকে পরাজিত করেন। [প্রতাপসিংহ' দ্রঃ।]

ইঁহার কার্যদক্ষতায় ও অসাধারণ বীরত্বে সম্রাট্ অত্যন্ত প্রীত ছিলেন, এবং ইঁহাকে প্রধান প্রধান রাজকার্যে নিযুক্ত করিতেন। আফগানেরা বিদ্রোহী হইয়া মোগলদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে সেই সংকটকালে ইনি কাবুলের শাসনকর্তা হইয়া গমন করেন, এবং তথায় কিছুদিন থাকিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। ইনি কিছুকাল দাক্ষিণাত্যেরও সুবাদার ছিলেন। বাঙ্গালায় পাঠানেরা বিদ্রোহী হইলে আকবর মানসিংহকে বঙ্গরাজ্যের সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। ইনি উপর্যুপরি কয়েকবার পাঠানদিগকে পরাস্ত করিয়া বাঙ্গালায় শান্তিস্থাপন করেন। ইনি কোচবিহারের রাজাকেও পরাজিত করিয়া করপ্রদানে বাধ্য করেন। মানসিংহই প্রথম আকমহলে রাজধানী স্থাপন করেন; তদবধি উহার নাম রাজমহল হয়। ১৫৮৯ হইতে ১৬০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদারি করেন। পর বৎসর আকবরের মৃত্যু হয়, এবং মানসিংহের ভগিনীপতি সলিম "জাহাঙ্গীর" নাম ধারণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সময়ে যশোহরাধিপ প্রতাপাদিত্য প্রবল হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বাঙ্গালার নবাব তাঁহাকে দমন করিতে অপারক হইলে, জাহাঙ্গীর পুনরায় মানসিংহকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া প্রেরণ করেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত ও বন্দী করেন। এই সময়ে ভবানন্দ নামক এক ব্যক্তি মানসিংহের সৈন্যের সাহায্য করায় মানসিংহ তাঁহাকে লইয়া দিল্লী উপস্থিত হন, এবং সম্রাট্কে অনুরোধ করিয়া ভবানন্দকে বাঙ্গালায় চৌদ্দপরগনার আধিপত্য ও "মজুমদার" উপাধি প্রদান করান।

মানসিক ১। মনঃসম্বন্ধীয়; মনোগত; আন্তরিক। মনস্+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মানসিকী**। ২। দেবতার নিকট কোনও বস্তু উৎসর্গ করিবার সংকল্প, মানত। বাংপ্র। বি।

মানসী—মনঃসম্বন্ধীয়া; মনোজাতা। মানস+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মানহানি মাননাশ, সম্মান নষ্ট করা, সম্ভ্রমের ক্ষতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মানা—১। বারণ, নিষেধ। বি। ২। মান্য করা, গ্রাহ্য করা, গণ্য করা; পালন করা, অনুবর্তন করা, অনুবর্তী হইয়া চলা; স্বীকার করা; নাম নির্দেশ করা; বিশ্বাস করা; মনে করা; বোধ করা। বাংপ্র। ক্রি।

মানান—১। শোভন; উপযুক্ত। বিণ। ২। উপযুক্ততা, খাপ; শোভা। বাংপ্র। বি।

মানানো—১। মানা ক্রিয়া করানো, মান্য করানো, স্বীকার করানো; শোভা পাওয়া, ভাল দেখানো, যথোপযুক্ত হওয়া, খাপ খাওয়া। ক্রি। ২। উপযুক্ত পরিমাণবিশিষ্ট; যথোপযুক্ত; শোভন, সুদৃশ্য। বাংপ্র। বিণ।

মানানসহি, -সই—যথোপযুক্ত পরিমাণবিশিষ্ট, সৌষ্ঠবসম্পন্ন; যথাযোগ্য। বাংপ্র। বিণ।

মানিক, মানিকজোড়—মাণিক, মাণিকজোড় (তাহা দ্রঃ)।

মানিত—১। সম্মানিত; পূজিত। মান্ (পূজা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। যাহাকে মানা হইয়াছে এমন, যাহার নাম করা হইয়াছে এমন। ('মানিত' সাক্ষী)। বাংপ্র। বিণ।

মানিতা—১। সম্মানিতা, পূজিতা। মানিত+স্ত্রী লিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মানিত্ব। মানিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মানিনী—নায়িকা বিঃ; যে স্ত্রী একটুতেই অভিমান করিয়া থাকে। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মানী (মানিন্)—অভিমানী; মান্য; মনস্বী। মান+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মানিনী**।

মানুখ—মানুষ, মনুষ্য। প্রা কপ্র। বি।

মানুষ—১। মনুষ্য, মানব। মনু+অ, সুক্ আগম। বি; পু। স্ত্রী—**মানুষী**। ২। লালনপালন। বাংপ্র। বি। ৩। মনুষ্যোচিত গুণসম্পন্ন, লায়েক; মনুষ্য-সম্বন্ধীয়। বিণ। **মানুষ করা** লালনপালন করিয়া বড় করা। **মানুষ হওয়া**—লালিতপালিত হইয়া বড় হওয়া; মনুষ্যোচিত গুণের অধিকারী হওয়া।

মানুষঘাতী (-ঘাতিন্)—নরহন্তা। মানুষ—হন্ (বধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মানুষঘাতিনী**।

মানুষিক—মানুষসম্বন্ধীয়; মানবীয়; লৌকিক। মানুষ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**মানুষিকী**।

মানুষী—মনুষ্যসম্বন্ধীয়া। বিণ; স্ত্রী।

মানুষ্য মনুষ্যত্ব, মনুষ্যের ধর্ম; মানবশরীর। মানুষ শব্দ+ষ্য। বি; ক্লী।

মানে—অর্থ, শব্দার্থ; অভিপ্রায়, meaning. বাংপ্র। বি।

মানোয়ার—যুদ্ধ-জাহাজ। <ইং 'man-of-war'. বি। বিণ **মানোয়ারী**।

মান্ত্রিক—মন্ত্রকারক; মন্ত্রজ্ঞ। মন্ত্র শব্দ+ষ্ণিক তৎকৃতাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মান্ত্রিকী**।

মান্দা, মাঁদা—গুচ্ছ, গোছা, তাড়া; মন্দগতি, মন্দবুদ্ধি; বৃক্ষে জলসেচনের আলবাল বা থালা; দ্রোণীযন্ত্রে জলসেচনার্থে যে স্থান হইতে জল তুলা হয় সেই খানা বা গর্ত। বাংপ্র। বি।

মান্দার—ডেহুয়া ফল বা তাহার বৃক্ষ, মাদার। বাংপ্র। বি।

মান্দাস—ভেলা। বাংপ্র। বি।

মান্দ্য মন্দত্ব; বিষাদ; জড়তা, আলস্য; হানি; অল্পতা; রোগ। মন্দ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মান্ধাতা (-তৃ)—সূর্যবংশীয় নৃপ। কথিত আছে যে, ইনি ইঁহার পিতা যুবনাশ্বরাজের বাম পার্শ্বদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যথাকালে রাজ্যপ্রাপ্ত হইয়া ইনি ন্যায়ানুসারে রাজ্যশাসন করেন। ইঁহার পুত্রের নাম মুচুকুন্দ। মান্ধাতা দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু দেশ জয় করেন, এবং ভ্রমণ করিতে করিতে সুমেরুশিখরে উপস্থিত হন। তথায় রাবণের সহিত ইঁহার সংগ্রাম হয়। যুদ্ধে উভয়ে তুল্যবল হওয়ায়, দুইজনে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন। কথিত আছে যে, মান্ধাতা সসাগরা পৃথিবী জয় করিয়া স্বর্গজয় বাসনায় অমরাবতীতে উপস্থিত হন। তখন দেবরাজ ইঁহাকে অগ্রে মধুতনয় লবণকে জয় করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। মান্ধাতা মধুবনে গমন করিয়া লবণক্ষিপ্ত শূলে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। মাং (আমাকে)—ধে (পান করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পু।

মান্য ১। মাননীয়, পূজ্য, সম্মানার্হ। মন বা মান্ (পূজা করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। ২। শিরোধার্য। বিণ। ৩। মান, সম্মাননা, সমাদর; পালন, অনুবর্তন। বাংপ্র। বি।

মান্যগণ্য—মাননীয় ও গণনীয়, সম্ভ্রান্ত। দ্বন্দ্ব। বিণ।

মান্যবর—মান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিক সম্মানভাজন ও শ্রেষ্ঠ; চিঠির মধ্যে সম্মানজনক পাঠ বিঃ। কর্মধা। বিণ। **মান্যবরেষু**—পত্রের সম্মানজনক পাঠ বিঃ। (স্ত্রী-**মান্যবরাসু**।)

মান্যস্থাপন সম্মানরক্ষা, মান রাখা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মাপ—১। পরিমাণ; পরিমাণনির্ণয়; তৌল; ওজন। বাংপ্র। ২। ক্ষমা; মার্জনা। আ-মু। বি।

মাপকাঠি—মানদণ্ড, measure. বাংপ্র। বি।

মাপজোখ- পরিমাপ ওজন প্রভৃতি নিরূপণ, পরিমাণ-নির্ধারণ। বাংপ্র। বি।

মাপন—পরিমাণ করানো। ণিজন্ত মা= মাপি (পরিমাণ করানো)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

মাপা—মাপ করা, পরিমাণ করা, ওজন করা। বাংপ্র। ক্রি।

মাপানো—মাপ করানো, পরিমাণ স্থির করানো, তৌল করানো, ওজন করানো। বাংপ্র। ক্রি।

মাফ- ক্ষমা, মার্জনা; ছাড়। আ-মু। বি।

মাফিক—১। সমান, তুল্য; লায়েক উপযুক্ত। বিণ। ২। অনুসারে। <আ 'মবাফিক'। অ।

মা-বাপ—মাতাপিতা। বাংপ্র। বি।

মামড়ি—ক্ষতস্থানের শুষ্ক চর্ম; নাসিকামল। বাংপ্র। বি।

মামদো মুসলমান মরিলে যে প্রেত হয়। বাংপ্র। বি।

মা-মরা—মাতৃহীন। বাংপ্র। বিণ।

মামলা—ব্যাপার, মকদ্দমা। আ-মু। বি।

মামলাবাজ কলহপটু; মকদ্দমাপ্রিয়। আ-মু। বি বা বিণ।

মামা—মাতার ভ্রাতা, মাতুল। বাংপ্র। বি; পু।

মামাতো—মামার সন্তান সম্পর্কীয় ('— ভাই')। বাংপ্র। বিণ।

মামাশ্বশুর- শ্বশুরের শ্যালক। বাংপ্র। বি; পু।

মামী—মাতুলানী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মামীশাশুড়ী—পতি বা পত্নীর মামী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মামুলী—প্রথামত, চিরপ্রচলিত। আ-মু। বিণ।

মায় সমেত, সহিত। আ-মু। অ।

মায়া মমতা, স্নেহ; কপটতা; ইন্দ্রজাল; ছদ্মবেশ, ভূমিকা; ভ্রান্তি; কৃপা; বুদ্ধি; লক্ষ্মী; অবিদ্যা; বুদ্ধদেবের মাতা। মা (পরিমাণ করা)+য করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মায়াকর, মায়াকার মায়াকারী; ঐন্দ্রজালিক; বাজিকর। মায়া শব্দ কৃ (করা)+ট, ষণ্, ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

মায়াকান্না কপট ক্রন্দন, ছল করিয়া কাঁদা। বাংপ্র। বি।

মায়াগণ্ডী—মায়ার বেষ্টনী; মায়ার আবরণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মায়াঘোর- মায়াকানন; মায়ার আবর্ত; অত্যন্ত মায়া। ৬তৎ। বি; পু।

মায়াদেবী- বুদ্ধদেবের জননী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বিণ।

মায়াধর- মায়াকারী; ঐন্দ্রজালিক।

মায়াধারী (-ধারিন্)—মায়াধর, মায়াকারী, মায়াবী; ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, বাজিকর। উপতৎ; মায়া—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

মায়াপাশ- মায়ারূপ জাল; মমতার ফাঁদ। রূপক। বি; পু।

মায়াবতী—১। মমত্বযুক্তা, স্নেহশীলা; মায়াবিশিষ্টা; মায়াবিনী, মায়াকারিণী। মায়া শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

২। কামভার্যা রতির নামান্তর। হরকোপানলে কাম ভস্মীভূত হইলে, পতিবিরহে রতি নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়া পড়েন। তৎকালে দৈববাণী হয় যে কামদেব কৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং সেই নবজাত শিশুকে শম্বর দৈত্য হরণ করিবে। এই কথা শুনিয়া রতি মায়াবতী নাম ধারণপূর্বক শম্বর দৈত্যের আলয়ে যাইয়া অবস্থিতি করেন। কৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন জন্মের ষষ্ঠ দিবসে হৃত হইয়া সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইলে, এক মৎস্য তাঁহাকে গ্রাস করে। অতঃপর মৎস্যটি দৈত্যপুরে নীত হইলে, মায়াবতী তাহার উদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া অতি যত্নের সহিত লালনপালন করেন, এবং যাবতীয় আসুরিক মায়াবিদ্যা শিক্ষা দেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, ইনি তাঁহাকে সমুদায় বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন, এবং উভয়ে গান্ধর্ব বিবাহে আবদ্ধ হন। পরে প্রদ্যুম্ন কর্তৃক শম্বর দৈত্য নিহত হইলে, মায়াবতী পতিসহ দ্বারকায় গমন করেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পরম সমাদরে গৃহীত হন। বি; স্ত্রী।

মায়াবদ্ধ—অজ্ঞানবশে আবদ্ধ, মায়া হেতু বন্দী। ৩তৎ। বিণ।

মায়াবল—মায়ার শক্তি; ইন্দ্রজাল বিদ্যার প্রভাব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মায়াবশ—মায়ার অধীন, অবিদ্যার বশতাপন্ন। ৬তৎ। বিণ।

মায়াবসান—মায়াবিলোপ, অজ্ঞাননাশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মায়াবান্ (-বৎ)—মমত্বযুক্ত, স্নেহশীল; মায়াবিশিষ্ট, মায়ী, মায়াবী; কপটাচারী। মায়া+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **—মায়াবতী**।

মায়াবিনী—মায়াবিশিষ্টা, কুহকিনী, ডাকিনী। মায়াবিন+ঈপ্। বিণ। স্ত্রী।

মায়াবী (-বিন্)—১। মায়াবিশিষ্ট, মায়াকারী, কুহকী, মায়ী; ঐন্দ্রজালিক; কপটী। মায়া+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মায়াবিনী**।

২। অসুর দুন্দুভির জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতৃহন্তা কপিরাজ বালীকে বধ করিবার নিমিত্ত এই অসুর যুদ্ধার্থী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যায় উপস্থিত হয়। মহাবল বালী ইহার প্রতি ধাবিত হইলে অসুর প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া এক ভূ-বিবরে প্রবিষ্ট হয়। বালী ইহার অনুসরণে তন্মধ্যে গমন করিয়া ইহাকে বধ করেন। বি; পু।

মায়াময়- মায়াপূর্ণ; কপটতাপূর্ণ। মায়া শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী- **মায়াময়ী**।

মায়ামৃগ—মায়াপ্রভাবে সৃষ্ট হরিণ ; হরিণের আকৃতিধারী মারীচ নামক রাক্ষস। মায়াসৃষ্ট মৃগ, মধ্যপ। বি ; পুং।

মায়ামোহ—১। মায়াজনিত মুগ্ধতা। মধ্যপ। ২। বিষ্ণুর দেহনিঃসৃত অসুর-মোহনকারী পুরুষ বিঃ। বি ; পুং।

মায়ারজ্জু—কুহকরচিত রজ্জু ; মায়াপাশ ; মমতার দড়ি ; ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত দড়ি। মায়াসৃষ্ট রজ্জু, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মায়ারথ—মায়া-কল্পিত রথ, কুহকবিদ্যা প্রভাবে রচিত মিথ্যা স্যন্দন বা শকট। মায়ারচিত রথ, মধ্যপ। বি ; পুং।

মায়ারাজ্য—১। মিথ্যারাজ্য। মায়ারচিত রাজ্য, মধ্যপ। ২। মায়ার অধিকার। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মায়াসীতা—যোগবলে সীতার আকারে রচিত প্রতিমূর্তি। মায়ারচিতা সীতা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। [ইন্দ্রজিৎ মায়াসীতা রচনাপূর্বক যুদ্ধস্থলে তাহাকে ছেদন করিয়া কপিসৈন্যকে প্রতারিত করিয়াছিল।]

মায়িক—১। মায়াবিশিষ্ট ; মায়াকারী ; ধূর্ত ; কপটী। মায়িন্‌+কণ্‌ স্বার্থে ; কিংবা মায়া+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**মায়িকা, মায়িকী**। ২। মায়াকার (তাহা দ্রঃ)। বি ; পুং।

মায়ী (মায়িন্‌)—১। মায়াবিশিষ্ট ; মায়াকারী ; মায়াবী। মায়া+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পুং। স্ত্রী **মায়িনী**। ২। মায়াকর (তাহা দ্রঃ)। বি ; পুং।

মায়ূর—১। ময়ূরসম্বন্ধীয়। ময়ূর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মায়ূরী**। ২। ময়ূরসমূহ। ময়ূর+ষ্ণ সমূহার্থে। বি ; ক্লী।

মায়ূরিক—ময়ূরগ্রাহী। ময়ূর+ষ্ণিক। বি ; পুং।

মার—১। মরণ, মৃত্যু। মৃ (মরা)+ঘঞ্‌ ভাব। ২। কন্দর্প, কাম, মদন। ণিজন্ত মৃ বা মারি+অন্‌ কর্তৃ। ৩। বিঘ্ন, প্রতিবন্ধ, মারণ, বধ। ...+অল্‌ ভাব। বি ; পুং। ৪। প্রহার, আঘাত, জখম ; বধ, হত্যা, নাশ। বি। ৫। প্রহার কর, আঘাত কর ; বধ কর, নাশ কর। বাংপ্র। ক্রি।

মারক—ঘাতক, নাশক। মারি (মারা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মারিকা**।

মারকুটে, -কুটো—যে একটুতেই মারিতে উদ্যত হয় এমন। বাংপ্র। বিণ।

মারণ—১। হনন, বধ ; ধাতু প্রভৃতি ভস্মীকরণ। ণিজন্ত মৃ=মারি (মরানো)+অনট্‌ ভাব। ২। অভিচারক্রিয়া। ...+অনট্‌ করণ। বি ; ক্লী।

মারধর—মারা ও ধরা ; প্রহারাদি। বাংপ্র। বি।

মারপিট—প্রহার, আঘাত ; অনেকে মিলিয়া প্রহার। বাংপ্র। বি।

মারপেঁচ, -প্যাঁচ—জটিলতা, কৌটিল্য ; কূটকচাল। বাংপ্র। বি।

মারফত দ্বারা ; সঙ্গে। আ-মূ। বি।

মারমুখ, -মুখো—মারিতে উদ্যত। বাংপ্র। বিণ। স্ত্রী, **-খী**।

মারমূর্তি—রণমূর্তি ; প্রহারোন্মুখ চেহারা। বাংপ্র। বি।

মারহাট্টা—মহারাষ্ট্র জাতি। <মহারাষ্ট্র। বাংপ্র। বি।

মারা—১। বধ করা, হত্যা করা, খুন করা, প্রহার করা, আঘাত করা, জখম করা ; পরাস্ত করা, জয় করা, জিতিয়া লওয়া, লাভ করা ; তেজোহীন করা, নির্বীর্য করা ; সম্ভোগ করা ; চুরি করা ; বন্ধ করা ; ঠুকিয়া বসানো ; লাগানো, আঁটা ; করা ('স্ফূর্তি মারা')। ক্রি। ২। মরণ, পঞ্চত্ব। বাংপ্র। বি।

মারাঠা, -ঠী—মহারাষ্ট্রবাসী ; তদ্দেশীয় ভাষা। <মহারাষ্ট্র। বি বা বিণ।

মারাত্মক—সংহারক, প্রাণনাশক ; সাংঘাতিক। মার (মারণ) আত্মা (স্বরূপ, স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী **মারাত্মিকা**।

মারানো—মারা ক্রিয়া করানো, হনন করানো, নাশ করানো ; প্রহার করানো, আঘাত করানো ; জয় করানো ; সম্ভোগ করানো ; লাগানো। বাংপ্র। ক্রি।

মারামারি—পরস্পর প্রহার বা আঘাত, দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ, লড়াই, দাঙ্গা, বিরোধ, হাঙ্গামা। বাংপ্র। বি।

মারি মড়ক, রোগাদি দ্বারা বহু লোকক্ষয় ; মারণ। ণিজন্ত মৃ=মারি (মরানো)+ই ভাব। বি ; স্ত্রী।

মারিত—ধাতু প্রভৃতি ভস্মীকৃত। বিণ।

মারী মারি, মড়ক ; মাহেশ্বরী শক্তি ; চণ্ডী। মারি+ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মারীচ—১। মরীচসম্বন্ধীয়। মরীচ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মারীচী**। ২। কশ্যপ মুনি ; রাজহস্তী ; যাজক ব্রাহ্মণ। মরীচি শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পুং।

৩। রাক্ষস বিঃ। সুন্দ নামক অসুরের ঔরসে তাড়কা রাক্ষসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। এই রাক্ষস বিশ্বামিত্রের যজ্ঞে বিঘ্ন উৎপাদন করিত বলিয়া রাম লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্র কর্তৃক যজ্ঞরক্ষার্থ নীত হইয়া ইহাকে তথা হইতে দূরীভূত করেন। অতঃপর রাম বনগমন করিলে একদা মারীচ পূর্ববৈরিতা স্মরণ করিয়া ভীষণ মৃগরূপ ধারণপূর্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে যায় ; কিন্তু রামের শরে অতিকষ্টে পরিত্রাণ পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করে, এবং সমুদ্রতীরে তপশ্চর্যায় মনোনিবেশ করে। পরন্তু সীতা-গ্রহণাভিলাষী রক্ষোরাজ রাবণের আদেশে মারীচ স্বর্ণমৃগরূপ ধারণপূর্বক সীতার সম্মুখে উপস্থিত হয়। সীতা পতিকে মৃগটি ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলে, রামচন্দ্র ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হন। অনন্তর রামের শরে বিদ্ধ হইয়া তদীয় কণ্ঠস্বরের অনুকরণে "হা সীতা, হা লক্ষ্মণ" বলিয়া প্রাণত্যাগ করে। এই শব্দ সীতার কর্ণকুহরে দূর হইতে অস্পষ্টভাবে প্রবেশ করিলে, তিনি রক্ষক দেবর লক্ষ্মণকে রামের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। ইত্যবসরে রাবণ জানকীকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া অন্তর্হিত হয়।

মারুত—বায়ু। মরুৎ শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বি ; পুং। [ইহার অনুরূপ ব্যুৎপত্তি :—রামায়ণে লিখিত আছে যে, কশ্যপের বরপ্রভাবে অদিতির গর্ভে মহাবলপরাক্রান্ত পবনদেবের যৎকালে উৎপত্তি হয়, সেই সময় দেবরাজ ইন্দ্র বিষম বজ্রাঘাতে গর্ভ সপ্তখণ্ডে বিভক্ত করিলে গর্ভস্থিত সন্তান কাঁদিয়া উঠে ; তৎকালে ইন্দ্র তাহাকে "মা রুদ" অর্থাৎ রোদন করিও না বলিয়াছিলেন ; তাহাতেই বায়ুর নাম মারুত হইয়াছে।]

মারুতি—ভীম ; হনুমান্‌ ; গর্ভ বা ভ্রূণ। মরুৎ (পবন)+ষ্ণি অপত্যার্থে। বি ; পুং।

মারোয়াড়ী, মাড়োয়ারী—মারবাড় দেশবাসী। অসং। বি।

মার্কণ্ড, মার্কণ্ডেয়—কল্পান্তজীবী মুনি ; মৃকণ্ডু মুনির পুত্র। মৃকণ্ডু শব্দ+ষ্ণ, ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পুং।

মার্ক্‌বি, স্যার উইলিয়াম (Sir William Markby, K. C. I. E., D. C. L.)—কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ভূতপূর্ব জজ। ইনি বিলাতের এক পাদরীর পুত্র। ১৮২৯ খ্রীঃ ইহার জন্ম হয়। ১৮৫৬ খ্রীঃ ইনি ব্যারিস্টার হন, এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ হাইকোর্টের জজ হইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইনি অবসর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে D. C. L. এবং গভর্নমেন্টের নিকট K. C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খ্রীঃ ইহার মৃত্যু হয়। ইনি অতি ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক বলিয়া ইহার যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। সুপ্রসিদ্ধ এলোকেশী সংক্রান্ত তারকেশ্বরের মোহান্তের মকদ্দমায় এবং এটর্নির বিরুদ্ধে মকদ্দমায় হিন্দুকুল-নারীর সতীত্বের মর্যাদা বুঝিয়া ইনি

আসামীদের কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ইনি পরদুঃখকাতর ও দয়াশীল ছিলেন। বিপদে পড়িলে হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান সকলেরই উপকার করিতেন। ইনি স্বীয় আবাসে আইন ক্লাস খুলিয়া তাহাতে যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, সেগুলি একত্র করিয়া "Elements of Law" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। তাহা অনেক দিন পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকরূপে প্রচলিত ছিল।

মার্কা—চিহ্ন, ছাপ। <পো 'marca'. বি।

মার্কামারা—চিহ্নিত, নির্বাচিত; শ্রেষ্ঠ। পো-বা। বিণ।

মার্কিন—উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের; এক প্রকার মোটা কাপড়। <ইং 'American'. বিণ বা বি।

মার্কোনি, সিনেটর জি. (Marconi, Senator G.)—(১৮৭৪—১৯৩৭ খ্রী:)। বিখ্যাত ইতালীয় তড়িৎ-বিজ্ঞানবিৎ। ইনি আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর বেতার-যন্ত্র আবিষ্কারের পর তাঁহার তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি বেতার-যন্ত্র আবিষ্কার করেন।

মার্কস্, কার্ল (Marx, Heinrich Karl)—(১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী:)। কম্যু-নিজম্ বা সাম্যবাদের জনক। জার্মানীর ট্রেভ্স্-এ ইহুদী বংশে ইঁহার জন্ম।

মার্গ ১। মৃগসম্বন্ধীয়। মৃগ শব্দ+ক। বিণ। স্ত্রী-**মার্গী**। ২। অগ্রহায়ণ মাস। মৃগ (মৃগশিরা নক্ষত্র)+ক। ৩। পন্থা, পথ। মৃজ্ (ভূষিত করা)+ঘঞ্ কর্ম। ৪। অন্বেষণ। মার্গ (অন্বেষণ করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ৫। উপস্থ, গুহ্যদেশ, মলদ্বার। বাংপ্র। বি।

মার্গণ—১। প্রণয়; প্রার্থনা, যাচ্ঞা; অন্বেষণ। মার্গ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রার্থক, যাচক। মার্গ্+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। শর, বাণ। বি; পু।

মার্গশির—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশিরী+ক। বি; পু।

মার্গশিরী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশিরা+ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মার্গশীর্ষ—অগ্রহায়ণ মাস। মার্গশীর্ষী+ক। বি; পু।

মার্গশীর্ষী—অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা। মৃগশীর্ষ+ক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মার্গসংগীত—গন্ধর্বসংগীত; উচ্চাঙ্গ সংগীত। ধ্রুপদ। বি; ক্লী।

মার্গিত—যাহার অন্বেষণ করা হইয়াছে এমন, অন্বিষ্ট। মার্গ্ (অন্বেষণ)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মার্চ—ইংরেজী বৎসরের তৃতীয় মাস। <ইং 'March'. বি।

মার্জন, মার্জনা—পরিষ্কারকরণ, শোধন, মাজা; মৃদঙ্গধ্বনি; দোষক্ষালন, ক্ষমা। মার্জ্+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে ...+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

মার্জনী—খ্যাঙরা, ঝাঁটা, broom; ব্রুশ, brush. মার্জ্ (মাজা)+অনট্ করণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মার্জার—বিড়াল; খট্টাশ। মৃজ্ (শোধন করা)+আরন্ কর্তৃ। বি; পু।

মার্জারী—বিড়ালী; খট্টাশী; কস্তূরী। মার্জার+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মার্জিত—নির্দোষীকৃত; পরিষ্কৃত; সংস্কৃত, চর্চার ফলে উৎকর্ষপ্রাপ্ত ('— বুদ্ধি')। মার্জ্ (মাজা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মার্জিতরুচি—১। শিক্ষা সঙ্গ প্রভৃতির গুণে সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তিযুক্ত। বহু। বিণ। ২। সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মার্তণ্ড—তপন, সূর্য; আকন্দ বৃক্ষ; শূকর। মৃতণ্ড শব্দ+ক। বি; পু।

মার্দব—মৃদুতা, কোমলত্ব। মৃদু শব্দ+ক ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মার্বেল—শ্বেতমর্মর প্রস্তর; ছেলেদের খেলিবার কাচ কিংবা পাথরের গুলি। <ইং 'marble'. বি।

মার্শম্যান, জন ক্লার্ক (John Clark Marshman)—জন্ম ১৭৯৪ খ্রী: ১৮ই অগস্ট। ১৭৯৯ খ্রী: ইনি পিতা রেভা: ডা: জশুয়া (Joshua) মার্শম্যানের সহিত শ্রীরামপুরে আগমন করিয়া সেইখানে কেরী ওয়ার্ড ও পিতৃপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে ১৮১৯ খ্রী: মিশনারী দলভুক্ত হইয়া ধর্ম-প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮১৮ খ্রী: এপ্রিল মাসে ইনি "দিগ্দর্শন" নামে বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ বৎসরের মে মাসে পিতার সহযোগিতায় 'সমাচার দর্পণ' নামে প্রথম বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচারিত করেন। "ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া" নামক ইংরাজী পত্র প্রথমে ইঁহারা মাসিক ও পরে ত্রৈমাসিক ভাবে প্রকাশিত করেন। ১৮৩৫ খ্রী: জানুয়ারি মাসে ইহাকে সাপ্তাহিক পত্রে পরিণত করা হয়। বহুদিন যাবৎ এই পত্রিকা পরিচালিত হইয়া পরে ইহা কলিকাতার ষ্টেটসম্যান নামক দৈনিক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পিতার সহযোগিতায় মার্শম্যান শ্রীরামপুর কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। মার্শম্যান বহুদিন ইংরাজ গভর্নমেন্টের বাঙ্গালা ভাষার অনুবাদক পদে আসীন ছিলেন। ইঁহার পিতা সংস্কৃত, চীন ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতার লালবাজারের গির্জা (Chapel) ও Benevolent Institution প্রতিষ্ঠিত করেন এবং দেশীয় বালকদিগের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অনেক সময়ক্ষেপণ করেন। পুত্র মার্শম্যান কর্তৃক ভারতে প্রথম কাগজের কল (Paper Mill) স্থাপিত হয়। ইনি ১৮৫২ খ্রী: ভারত ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন। ইনি ভারতে বনবিভাগ, রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ স্থাপনকল্পে অনেক সহায়তা করেন। ১৮৬৮ খ্রী: ইনি সি. এস. আই. উপাধি দ্বারা ভূষিত হন এবং ১৮৭৭ খ্রী: ৮ই জুলাই দেহত্যাগ করেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলির ইনি রচয়িতা—Guide to the Civil Law in the Presidency of Fort William (1845-46); a "Darogah" Manual (1850); The Life and Times of Carey, Marshman and Ward (1859); Memoirs of Major General Sir Henry Havelock, K. C. B. (1860); History of India (1863-1867). ইনি নিয়মিতরূপে "কলিকাতা রিভিউ" পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইঁহার পিতা ১৭৬৮ খ্রী: ২০শে এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন ও ১৮৩৭ খ্রী: ৫ই ডিসেম্বর শ্রীরামপুরে দেহত্যাগ করেন।

মাল—১। জাতি বি:, সর্পধারক, সর্পখেলক; সাপের ওঝা। মল+ক। ২। বিষ্ণু; মানুষ। মা (লক্ষ্মী)+ল অস্ত্যর্থে। বি; পু। ৩। উন্নতক্ষেত্র; বন। মা (পরিমাণ করা)+ল কর্ম। ৪। কপট, ছলনা। ...+ল করণ। বি; ক্লী। ৫। দ্রব্য; পণ্যদ্রব্য; বিত্ত, ধন; যে জমির জন্য খাজানা দিতে হয়; মদ্য; দেশো মদ। আ। ৬। দুনী (দ্রোণী) দ্বারা ক্ষেত্রে জলসেচনের সময়ে বংশদণ্ডের মস্তকে যে মাটির ভার চাপানো হয়। বাংপ্র। বি। ৭। পালোয়ান। <মল্ল। ৮। মাল্য। প্রা কপ্র। বি। [কপ্র। বি।

মালকচ্ছ—মালকোঁচা (তাহা দ্র:)। প্রা

মালকা—মাল্য, মালা। মালা+কন্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

মালকোঁচা—মল্লদিগের ন্যায় কাপড় শক্ত করিয়া জড়াইয়া পরা। বাংপ্র। বি।

মালকোশ—রাগ বি:। <মালকৌশ। বি।

মালখানা—ধনাগার, কোষাগার, খাজানাখানা। আ-ফা। বি। [বি।

মালগুজার—জমির করদাতা। আ-ফা।

মালগুজারদার—যে প্রজা সাক্ষাৎভাবে ভূস্বামীকে খাজানা দেয়। আ-ফা। বি।
মালগুজারি—জমির খাজানা। আ-ফা-মু। বি।
মালচক্রক—জানুসন্ধি, মালাইচাকি। মালার স্তায় চক্র যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।
মালঝাঁপ—ছন্দঃ বিঃ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]। বি।
মালঞ্চ—কুসুমোদ্যান, ফুলবাগান। <মালা-মঞ্চ। বি।
মালতী—জাতীলতা; যুবতী; নিশা; চন্দ্রিকা; কলিকা; নদী বিঃ; পঞ্চদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]। মা (না)—লত (আঘাত করা)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।
মালতীফল—জাতীফল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
মালতীলতা—স্বনামখ্যাতা লতা; বাঙ্গালা ছন্দঃ বিঃ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।
মালদহ—পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা ও শহর। শাসনকার্যস্থলের নাম ইংরাজ-বাজার। ইহা পুরাতন মালদহ শহরের সন্নিকটে। মালদহ জেলায় মুসলমানগণের দুইটি রাজধানী ছিল, গৌড় ও পাণ্ডুয়া। উভয় স্থানেই অনেক দ্রষ্টব্য ও শিক্ষাপ্রদ ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ ২০ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া মহানন্দা ও গঙ্গা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে পুঞ্জীকৃত রহিয়াছে ('গৌড়' দ্রঃ)। মুসলমান অধিকারের পূর্বে গৌড় হিন্দু-রাজগণের রাজধানী ছিল। তাহার পরে প্রায় তিন শতাব্দী যাবৎ এই স্থান পাঠান-রাজগণের অধীন থাকে। সম্রাট্ আকবর পাঠানদিগকে পরাভূত করিলে পর তাঁহার প্রতিনিধিগণ রাজমহলে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। গৌড়ের ২০ মাইল উত্তর-পূর্বদিকে পাণ্ডুয়া শহর। গৌড় ত্যাগ করিয়া ক্রমান্বয়ে পাঁচজন পাঠান রাজা এইখানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। এই-খানে পাঠানের স্থপতিকার্যের সুন্দর দৃষ্টান্ত সকল অদ্যাপি বর্তমান আছে; তন্মধ্যে আদিনা মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গৌড় ও পাণ্ডুয়া পরিত্যাগের পর মালদহ জেলায় তণ্ডন বা তাণ্ডা বা তাঁড়া বা টাংরা নামক স্থানে কিছুদিনের জন্ত মুসলমান-রাজধানী স্থাপিত হয়। ইহার সন্নিকটে আওরঙ্গজেবের সেনাগণের হস্তে সা-সুজা পরাভূত হন। এই রাজধানীর চিহ্নমাত্রও এখন দৃষ্ট হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সহিত ১৬৮৬ খ্রীঃ এই জেলার সর্বপ্রথম সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঐ বৎসর এখানে একটি রেশমের কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৭০ খ্রীঃ ইংরাজ-বাজার নামক স্থানটি কুঠির কার্যস্থল বলিয়া নির্ধারিত হয়। মালদহের আম্র ভারতবিখ্যাত।
মালপুয়া, -পো—তৈল বা ঘৃত-পক্ব পিষ্টক বিঃ। বাংপ্র। বি।
মালব—অবন্তিদেশ, আধুনিক মালওয়া; রাগ বিঃ, ষড়্‌রাগের প্রথম রাগ (মতান্তরে ইহাই ভৈরব রাগ)। বি; পু।
মালবৈদ্য—সর্পদংশন-চিকিৎসক. মাল, সাপের ওঝা। বাংপ্র। বি।
মালভূমি—যে বিশাল ভূভাগ অপেক্ষাকৃত অধিক উন্নত, plateau. (মধ্য এশিয়া একটি প্রকাণ্ড মালভূমি)। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বি।
মালমশলা—উপকরণ, উপাদান। আ-মু।
মালয়—১। মলয়সম্বন্ধীয়। মলয় শব্দ+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী মালয়ী। ২। চন্দনবৃক্ষ। বি; পু।
মালসা—মৃৎপাত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।
মালসাট—মাল-কোঁচা; মল্লদিগের আস্ফালন। বাংপ্র। বি।
মালসাভোগ—(বৈষ্ণবদিগের মধ্যে প্রচলিত) দেবোদ্দেশে মালসানামক পাত্রে নিবেদিত ভোজ্য দ্রব্য। বাংপ্র। বি।
মালসাভোগী—মালসাভোগের অধিকারী; মালসাভোগ পাইবার হকদার। বাংপ্র। বিণ বা বি; পু।
মালসী—১। কেশপুট বৃক্ষ; রাগিণী বিঃ, মালবরাগের পত্নী; শ্যামাসংগীত। বি; স্ত্রী। ২। ছোট মালসা। বি। ৩। মালসাভোগী। বাংপ্র। বিণ বা বি; পু।
মালা—১। মাল্য; হার; শ্রেণী, সারি; সমূহ। মা লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মাল্যগুটিকা; নারিকেলের খোলক বা তাহার পাত্র। বাংপ্র। বি।
মালাই—দুধের সর। ফা-মু। বি।
মালাইকারি—গরমমসলাদি দ্বারা রান্নাকরা চিংড়িমাছ প্রভৃতির ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।
মালাইচাকি—হাঁটুর হাড়। বাংপ্র। বি।
মালাইবরফ—দুধ-জমানো বরফ। মধ্যপ। বি।
মালাকর—মালাকার (সকল অর্থে)। মালা—কৃ+ট কর্তৃ। বি বা বিণ।
মালাকার—১। মালাকারক, মালাপ্রস্তুত-কারী। উপতৎ; মালা—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বিণ। ২। মালী জাতি। বি; পু।
মালাদীপক—অর্থালংকার বিঃ। বি; পু।
মালাধর বসু—ইনি গৌড়াধিপতি হুসেন সাহের মন্ত্রী ছিলেন। ইনিই রূপ ও সনাতনকে গৌড়-রাজসরকারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন। ইহার কবিত্ব গুণে মুগ্ধ হইয়া হুসেন সাহ ইঁহাকে "গুণরাজ খাঁ" এই উপাধি প্রদান করেন। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" নাম দিয়া মালাধর শ্রীমদ্ভাগবতের ১ম ও ১১শ স্কন্ধের বঙ্গানুবাদ করেন। শুনা যায়, লক্ষ্মীচরিত্র নামে ইনি আর একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয় ১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।
মালাবদল—বরকন্যার মালাবিনিময়; মাল্যবিনিময় দ্বারা বিবাহ, কণ্ঠীবদল। বাংপ্র। বি।
মালাবারী, বাহারামজী মারও-য়ানজী (Bahramji Merwanji Malabari)—জন্ম ১৮৫৩ খ্রীঃ। ইনি একজন স্বনামধন্য পার্সী। সুরাট নগরে ইনি শিক্ষা লাভ করেন এবং বাল্যে অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া সংবাদপত্র সম্পাদন ব্যবসায় অবলম্বন করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ ইনি কতকগুলি পদ্য রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ Indian Spectator নামক সংবাদপত্রের স্বত্ব ক্রয় করিয়া ২০ বৎসর সম্পাদকরূপে অতি যোগ্যতার সহিত ইহার পরিচালনা করেন। এই পত্রিকাখানি পরে Voice of India নামক পত্রের সহিত সম্মিলিত হইয়া যায়। সমাজসংস্কারবিষয়ে মালা-বারীর অদম্য অধ্যবসায় লক্ষিত হইত। সম্মতি-আইন (Age of Consent Act) বিধিবদ্ধ হওয়ার পক্ষে ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। বিধবাবিবাহের অন্তরায়গুলি দূর করিতে ইনি বিশেষ চেষ্টা করেন। ১৯০১ খ্রীঃ নভেম্বর মাস হইতে ইনি East & West নামক মাসিক পত্র সম্পাদন করিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রণীত অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—ম্যাক্‌সমুলারের Origin and Growth of Religion গ্রন্থের গুজরাটী অনুবাদ (১৮৮২), Guzrat and the Guzratis (১৮৮৪); The Indian Eye on English Life (১৮৯৩); The Indian Problem (১৮৯৪)। ১৯১২ খ্রীঃ ১০ই জুলাই সিমলা শহরে ইঁহার প্রাণাত্যয় ঘটে।
মালি—সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। বি; পু।
মালিক—১। মাল্যকার। মালা+ফিক তৎকৃতার্থে। বিণ। স্ত্রী—মালিকী। ২। মালী জাতি; রঞ্জক। বি; পু। ৩। স্বত্বাধিকারী, স্বামী, প্রভু। আ-মু। বি।

মালিকা—পুষ্পমাল্য, ফুলের মালা; নদী বিঃ; মালা; মল্লিকা; পুত্রী; মদ্য। মালা+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

মালিকানা, মালিকানি—১। মালিকী, অধিকারীর প্রাপ্য। বিণ। ২। মালিকী স্বত্ব বা উপস্বত্ব, স্বামিত্ব। আ-মূ। বি।

মালিকী—১। মালাকারী, মালিনী। মালিক+ঈপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী। ২। মালিকানী, অধিকারীর। আ-মূ। বিণ।

মালিনী—১। মাল্যযুক্তা। মালা+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। মালাকারজাতীয়া স্ত্রী; দুর্গা; চম্পানগরী; মন্দাকিনী নদী; পঞ্চদশাক্ষর ছন্দঃ। বি; স্ত্রী।

মালিন্য—মলিনতা; মল; কলুষ। মলিন+ ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মালিশ—মর্দন; মর্দনীয় ঔষধ। ফা। বি।

মালী (মালিন্)—১। মাল্যযুক্ত; মাল্যকার। মালা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মালিনী**। ২। মালাকার জাতি। বি; পু। ৩। উদ্যানপাল। বাংপ্র। বি।

মালুম—বোধ, অনুভূতি, জ্ঞান, জানা। আ। বি। [বাংপ্র। বি।

মালো—জালজীবী জাতি বিঃ, ধীবর।

মালোপমা—'অলংকার' দ্রঃ।

মাল্য—মালা; পুষ্প; শিরোমালা। মালা+ ষ্য। বি; স্ত্রী।

মাল্যবান্ (-বৎ)—১। মালাধারী, হারবিশিষ্ট। মাল্য+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মাল্যবতী**। ২। পর্বত বিঃ। বি; পু। ৩। জনৈক রাক্ষস, সুকেশ রাক্ষসের পুত্র। মাল্যবান্ তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট বর লাভ করে এবং সেই বরপ্রভাবে সুবর্ণময় লঙ্কায় সপরিবারে বাস করিতে থাকে। পরে তথা হইতে বিষ্ণুকর্তৃক তাড়িত হইয়া রাক্ষসবর পাতালে গমন করে। অনন্তর রাবণ লঙ্কার অধীশ্বর হইলে এই রাক্ষস পুনরাগমন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হয়। লঙ্কাসমরে মাল্যবান্ নিধনপ্রাপ্ত হয়। বি; পু।

মাল্যবিনিময়—মালাবদল; বিবাহকালে বর কন্যার পরস্পর মালা বদলানো। ৬তৎ। বি; পু।

মাল্লা—নাবিক। আ। বি।

মাষ—মাষকলায়; মূর্খ; স্বর্ণাদির পরিমাণ বিঃ, ৫ বা ২০ কুঁচ পরিমাণ, মাষা। মষ্+ ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু।

মাষভক্তবলি—মাষকলায় ও তণ্ডুল মিশ্রিত পুজোপহার। মাষ যুক্ত যে ভক্ত (অন্ন) সে মাষভক্ত, মধ্যপ; মাষভক্তই যে বলি, কর্মধা। বি; পু।

মাষা—মাষকলাইয়ের ভারসদৃশ ওজন। বাংপ্র। বি।

মাস—১। মাষকলায়; পরিমাণ বিঃ, মাষা; মূর্খ। মস্+ঘঞ্ কর্তৃ। ২। শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষাত্মক কাল; বৎসরের দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ, বৈশাখাদি দ্বাদশ। [মাস দুই প্রকার, চান্দ্র ও সৌর। শুক্ল প্রতিপদ হইতে অমাবস্যা বা কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত কালকে চান্দ্রমাস, এবং সূর্যের একরাশিতে অবস্থান কালকে সৌরমাস বলে। চান্দ্রমাস আবার মুখ্য গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। 'চান্দ্রমাস' দ্রঃ)।] মঃ—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। মাংস। <মাস। বি।

মাসক—মাষা পরিমাণ। মাস+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

মাসকাবার—মাসের অবসান, মাসশেষ। বাংপ্র। বি।

মাসতুত, মাসতুতো—মাতৃস্বসার সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত, মাসীর সন্তান হিসাবে সম্পর্কিত। বাংপ্র। বিণ।

মাসমান—১। মাস-পরিমাণ। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। বৎসর। মাস দ্বারা মান যাহার, বহু। বি; পু।

মাসমাহিনা—মাসিক বেতন; মাসিক বেতন-সংক্রান্ত অঙ্ক কষিবার নিয়ম। বাংপ্র। বি। [বি; স্ত্রী।

মাসবৃদ্ধি—অধিমাস, মলমাস। ৬তৎ।

মাসশাশুড়ী—শাশুড়ীর ভগ্নী, মাসাশ। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মাস-শ্বশুর—পতি বা পত্নীর মেসো, শাশুড়ির ভগ্নীপতি। বাংপ্র। বি।

মাসহরা, মাসহারা—মাসিক বেতন বা বৃত্তি, মাহিয়ানা; তনখা। বাংপ্র। বি।

মাসান্ত—অমাবস্যা; সংক্রান্তি। মাসের অন্ত, ৬তৎ; কিংবা মাসের অন্ত যাহাতে, বহু। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

মাসি, মাসী—মাতার ভগ্নী। বাংপ্র।

মাসিক—১। প্রতিমাসে কর্তব্য শ্রাদ্ধ। বি; ক্লী। ২। মাসসম্বন্ধীয়; প্রতিমাসে জাত বা প্রকাশিত; মাসে মাসে কর্তব্য বা দেয়। মাস+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**মাসিকী**। ৩। স্ত্রীলোকের ঋতুকাল; স্ত্রীরজঃ। বাংপ্র। বি।

মাশুল—কর; শুল্ক; বহনের ভাড়া। আ-মূ। বি। ['master'. বি।

মাস্টার—প্রভু; শিক্ষক। <ইং

মাস্টারি—শিক্ষকতা। ইং-মূ বি।

মাস্তুল—নৌকাদির পাইল দণ্ড। পো-মূ। বি।

মাহ, মাহা—মাস। ফা-মূ। বি।

মাহাজনিক—মহাজন সম্বন্ধীয়। মহাজন +ষ্ণিক। বিণ।

মাহাত্ম্য—মহত্ত্ব, মহিমা; গৌরব। মহাত্মন্ (মহাত্মা)+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মাহিনা, মাহিয়ানা—মাসিক বেতন, মাসহারা, বেতনমাত্র। ফা-মূ। বি।

মাহিষ্মতী—রাজা শিশুপালের নগরী; চুলিমহেশ্বর; নর্মদা নদীতীরস্থ নগর বিঃ। বি; স্ত্রী।

মাহিষ্য—১। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিবাহিতা বৈশ্যার গর্ভজাত সন্তান [এই সন্তানই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কৈবর্ত নামে কথিত হইয়াছে। এই ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাজাত কৈবর্তগণ চাষী-কৈবর্ত বা মাহিষ্য নামে সমাজে পরিচিত। কৃষি, বাণিজ্য, রাজ্যরক্ষা প্রভৃতি এই জাতির বৃত্তি]। মহিষী শব্দ +ষ্য অপত্যার্থে। বি; পু। ২। মহিষ বা মহিষী সম্বন্ধীয়। মহিষ বা মহিষী শব্দ +ষ্য ইদমর্থে। বিণ।

মাহুত—গজচালক, হস্তিপক। বাংপ্র। বি।

মাহেন্দ্র—১। মহেন্দ্র সম্বন্ধীয়। মাহেন্দ্র+ ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মাহেন্দ্রী**। ২। শুভক্ষণ বা যোগ বিঃ। বি; পু।

মাহেন্দ্রী—১। মহেন্দ্রসম্বন্ধীয়া। মহেন্দ্র+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ইন্দ্রাণী, শচী; গবী; পূর্বদিক্। বি; স্ত্রী।

মাহেশ্বরী—১। মহেশ্বরসম্বন্ধীয়া। মহেশ্বর +ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শিবানী, দুর্গা; মাতৃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

মি উ নি সি পা ল—নগরশাসন-সংক্রান্ত। <ইং 'municipal'. বিণ।

মিউনিসিপালিটি—নিজ নাগরিক দ্বারা শাসিত নগর; শহরবাসীদের প্রতিনিধিগণকর্তৃক শহরের পরিচ্ছন্নতা, রাস্তাঘাট প্রভৃতি রক্ষার বিধান। <ইং 'municipality'. বি।

মিউ-মিউ—বিড়ালের ডাক। বাংপ্র। অ।

মিগ—মৃগ ('জ্যৈষ্ঠের সাত আষাঢ়ের সাত এর মধ্যে মিগের বাত'—অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ এবং আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে মৃগের বাত বহে)। বাংপ্র। বি।

মিগাস্থিনিস—প্রসিদ্ধ গ্রীকবীর সেলিউকসের প্রেরিত একজন রাজদূত। ইনি খ্রীঃ পূঃ ৩০৬ হইতে ২৯৮ অব্দ পর্যন্ত মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের সভায় ছিলেন, এবং ভারতবর্ষের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে Indica নামে এক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রাচীন বিবরণী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে ভারতসন্তান শৌর্যবীর্যসম্পন্ন এবং ভারতললনা

পতিপরায়ণতার আদর্শ ছিলেন, ভারতবাসী যুদ্ধবিদ্যায় এশিয়ার অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। চৌর্য, দস্যুতা, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মামলা মকদ্দমা নিতান্ত বিরল ছিল। কৃষক নিরীহ ও কৃষিনিপুণ, শিল্পী পরিশ্রমী ও শিল্পনিপুণ ছিল। তখন ভারতে দাসত্ব প্রথা ছিল না। রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে মনুসংহিতায় যেরূপ বিধান আছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়েও সেইরূপ ছিল। তৎকালে ভারতবর্ষ ১১৮টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে কেহ কেহ সামন্তচক্রের উপর আধিপত্য করিতেন। তাঁহারাই রাজচক্রবর্তী বা সম্রাট্ আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে পঞ্চায়েত প্রভৃতি দ্বারা স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা ছিল। মিগাস্থিনিস চারি বর্ণের পরিবর্তে সপ্ত বর্ণের উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—পণ্ডিত, রাজমন্ত্রী, কৃষক, গোমেষরক্ষক, শিল্পী, যোদ্ধা ও পরিদর্শক। ব্রাহ্মণেরাই পণ্ডিত। তিনি ব্রাহ্মণদিগের আশ্রমচতুষ্টয়েরও উল্লেখ করিয়াছেন, এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ এই দুই সম্প্রদায়ের প্রভেদও বর্ণন করিয়াছেন। তখনকার লোকের মধ্যে মাদকতা দৃষ্ট হইত না। কার্পাসনির্মিত একখানি ধুতি ও একখানি চাদর, শ্বেতচর্মে গঠিত একজোড়া পাদুকা ও একটি ছাতা সাধারণের ব্যবহার্য ছিল। মিগাস্থিনিসের গ্রন্থ এখন পাওয়া যায় না, কিন্তু তদীয় গ্রন্থের উদ্ধৃত অংশ সকল অন্যান্য গ্রীক ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

মিচেল, রেভারেণ্ড ডাক্তার মারে —জন্ম ১৮১৪ খ্রীঃ। ১৮৩৮ খ্রীঃ ইনি খ্রীষ্টীয় যাজকশ্রেণীভুক্ত হইয়া বোম্বাই (বোম্বে) নগরে আগমন করেন। উক্ত নগরে ও পরে পুনায় ইনি Free General Assembly's Institution and Collegeএর অধ্যাপক ছিলেন। পরে ১৮৬০ খ্রীঃ হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত কলিকাতায় Free Church of Scotland-এর অধ্যক্ষ ছিলেন। তদনন্তর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ১৯০৪ খ্রীঃ ৯০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অতি পণ্ডিত লোক ছিলেন। ইনি হিন্দু খ্রীষ্টিয়ান নির্বিশেষে সকলেরই উপকার করিতেন। ইনি Great Religions of India নামে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন; তদ্ব্যতীত Rev. Robert Nesbitt এবং Dr. Duffএর জীবনীও লিখিয়াছিলেন।

মিছরি—গুড়োৎপন্ন দ্রব্য বিঃ, সিতোপলা। বাংপ্র। বি। **মিছরির ছুরি**—মুখে মিষ্টি কিন্তু অন্তরে বিষ এমন আচরণ।

মিছা, মিছে—মিথ্যা, অসত্য; অনর্থক, নিষ্ফল, বৃথা। বাংপ্র। বিণ।

মিছামিছি—মিথ্যা করিয়া; অনর্থক, নিষ্প্রয়োজনে, অকারণে, বিফলে, বৃথা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মিছিল—শোভাযাত্রা; মকদ্দমার নথি, আদালতের কাগজপত্র। আ-মূ। বি।

মিজরাব—সেতার বাজাইবার জন্য তারের অঙ্গুলি। আ। বি।

মিঞা, মিয়া—মুসলমান ভদ্রলোক, মহাশয়। ফা-মূ। বি।

মিট—মিল। বাংপ্র। বি।

মিটমাট—নিষ্পত্তি, রফা। বাংপ্র। বি।

মিটমিট—ক্ষীণ আলোকদান; অর্ধ-নিমীলিতভাব; পুনঃ পুনঃ চোখ মেলা ও বুজা। বাংপ্র। অ।

মিটমিটে—অনুজ্জ্বল, মৃদু, ক্ষীণ; প্রচ্ছন্ন। বাংপ্র। বিণ।

মিটা—নিষ্পত্তি হওয়া, শেষ হওয়া; পূর্ণ হওয়া, চরিতার্থ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

মিটানো—আপস নিষ্পত্তি করা, চুকানো; শেষ করা; পূর্ণ করা, চরিতার্থ করা। বাংপ্র। ক্রি।

মিটিমিটি—মিটমিট করিয়া, ক্ষীণভাবে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মিঠা—১। মধুর, মিষ্ট। বিণ। ২। মিষ্টত্ব। <মিষ্ট। বি।

মিঠাই, মেঠাই—মিষ্টান্ন; পক্বান্ন বিঃ; দাল হইতে প্রস্তুত লাড়ু বিঃ, মোদক। বাংপ্র। বি।

মিঠে-কড়া—মধুর অথচ ঝাঁজযুক্ত; দোরসা; সমপরিমাণে মৃদু ও কটু; নরম-গরম। বাংপ্র। বিণ।

মিড়—কড়িখেলায় যে প্রথম দান পায়; (সংগীতে) এক স্বর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ বা নিম্ন স্বরে গমন। বাংপ্র। বি।

মিড্‌লটন (Thomas Fanshawe Middleton)—কলিকাতার প্রথম বিশপ।

ডার্বিসায়ারের অন্তর্গত কেড্‌লস্টন গ্রামে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনতিকাল পরে গ্যালিসবারোর ধর্ম-মন্দিরে প্রচারকরূপে প্রবেশ করেন। এই সময় Country Spectator নামে একখানি সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি অর্জন করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ ইনি কলিকাতার বিশপ পদে অভিষিক্ত হন। কলিকাতায় আসিলে হিন্দুগণ ইঁহাকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়াছিল। ইনি বম্বে, মাদ্রাজ ও দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণ করেন, এবং ১৮০৮ খ্রীঃ *D. D.* উপাধি প্রাপ্ত হন। অল্প দিনের মধ্যেই ইঁহার সহিত শ্রীরামপুরের প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক কেরী ও মার্শম্যানের পরিচয় হয়। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার একাধিক বার আলাপ ও কথাবার্তা হইয়াছিল। রামমোহনের সহিত বিশপ মিড্‌লটনের Trinity সম্বন্ধে এই সময় তর্ক হইত। ইনি বলিয়া গিয়াছেন যে, ইঁহাকে রামমোহনের সহিত তর্কবিতর্কে সময় সময় অত্যন্ত বিপন্ন হইতে হইত। জনৈক বন্ধুর নিকট লিখিত পত্রে বিশপ লিখিয়াছিলেন—"রামমোহন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গ একখানি মাসিক বাঙ্গালা কাগজ বাহির করিয়াছেন। ইহাতে খ্রীষ্টধর্মকে, বিশেষতঃ ঈশ্বরের ত্রয়াত্মকবাদকে (Trinity) আক্রমণ করা হইতেছে। ইঁহারা Trinityর ব্যাখ্যা চাহেন এবং বলেন, খ্রীষ্টধর্ম পৌত্তলিক ধর্মেরই ন্যায় অদ্ভুত ও অসংগত।"

ইনি ১৭৯৩ খ্রীঃ এলিজাবেথ ম্যাডিসনের পাণিগ্রহণ করেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে মিড্‌লটনের মৃত্যু হয়।

মিন্টো, লর্ড (Lord Minto)—ভারতের জনৈক গভর্নর জেনারেল। জন্ম ১৭৫১ খ্রীঃ ২৩শে জুলাই। ইঁহার আসল নাম জর্জ এলিয়ট। ইনি ১৮০৭ খ্রীঃ জুলাই মাসে এদেশে আসিয়া স্যার জর্জ বার্লোর নিকট হইতে ভারত-শাসনভার গ্রহণ করেন। ইনি সাধারণতঃ দেশীয় রাজগণের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেন না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের সর্দারগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া ঐ প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করায় ইনি জেনারেল মার্টিণ্ডেলকে প্রেরণ করিয়া ঐ সকল পার্বত্য অঞ্চলে শান্তিস্থাপন করেন (১৮০৭ খ্রীঃ)। এই সময়ে সুবিখ্যাত কালঞ্জর দুর্গও ইংরেজদিগের হস্তগত হয়। লর্ড মিন্টোর শাসনকালে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীতে যুদ্ধ চলিতেছিল। প্রসিদ্ধ ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। যাহাতে ফরাসীরা স্থলপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে মিন্টো আফগানিস্থান ও পারস্যে দূত প্রেরণ করিয়া তথাকার রাজাদিগের সহিত সন্ধিবন্ধন করেন। ইনি ১৮০৯ ও ১৮১০ খ্রীঃ সৈন্য প্রেরণ করিয়া ফরাসীদিগের অধিকৃত মারিশস্, বোঁচো প্রভৃতি দ্বীপ অধিকার করেন। ওলন্দাজরা ফরাসীদিগের পক্ষাবলম্বন করায় ওলন্দাজদিগের অধিকৃত যবদ্বীপ আক্রমণ করিয়া বাটাভিয়া

নগর অধিকার করা হয় (১৮১১ খ্রীঃ)। এতদর্থে মিণ্টো স্বয়ং সৈন্যদিগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। মেট্‌কাফকে দূত-স্বরূপে পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার সহিত মিণ্টো সন্ধি-বন্ধন করেন (১৮০৯ খ্রীঃ)।

১৮১১ খ্রীঃ যশোবন্ত রাও হোলকারের মৃত্যু হইলে, তদীয় রাজ্যে আমির খাঁ নামক একজন সর্দার প্রবল হইয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ হইতে কিছু কিছু স্থান গ্রহণ করেন, এবং স্বয়ং একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া বসেন। এ ব্যাপারেও লর্ড মিণ্টো হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের আদেশের বিরুদ্ধে কার্য করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় আমির খাঁকে সম্পূর্ণ দমন করিতে পারেন নাই। কোলহাপুর ও সাবন্তবাড়ীর রাজারা আরব সাগরে দস্যুতা করিয়া বণিক্‌দিগের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতেন। লর্ড মিণ্টো তাঁহাদের দস্যুতা নিবারণ করেন। ইনি বঙ্গদেশের ডাকাতি নিবারণের জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে ব্যারাকপুর অভিমুখে যাইবার জন্য যে প্রশস্ত রাস্তা (Trunk road) আছে, ইহারই শাসনকালে সেইটি নির্মিত হয়। ১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানির পূর্বসনন্দের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কোম্পানি নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন। তদ্দ্বারা কোম্পানি আরও ২০ বৎসর এদেশে রাজ্যশাসন করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন এবং এদেশে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের স্বত্ব লোপ হয়; এতদ্দেশীয় লোকদিগের শিক্ষা-বিধানের নিমিত্ত রাজকোষ হইতে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিবার ব্যবস্থা হয়; এবং খ্রীষ্টিয়ান পাদরীরা এদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অধিকার প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে লর্ড মিণ্টো পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ঐ বৎসরেই ইনি Earl of Minto and Viscount Melgud উপাধি লাভ করেন। ১৮৪১ খ্রীঃ ২১শে জুন ইহার দেহাবসান হয়।

মিণ্টো, লর্ড—(২য়) (Gilbert John Murray Kynynmond Elliot, Fourth Earl of Minto)—ইনি ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল লর্ড মিণ্টোর প্রপৌত্র ও ভারতবর্ষের অন্যতম ভূতপূর্ব ভাইসরয়। ইনি ১৮৪৫ খ্রীঃ ৯ই জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে ইনি তুরস্কের সৈন্যভুক্ত হইয়া কার্য করেন এবং ১৮৭৮-৭৯ খ্রীঃ আফগান যুদ্ধের সময় লর্ড রবার্টসের অধীনে কার্য করেন। ১৮৮৩-৮৫ খ্রীঃ ইনি কানাডার গভর্নর-জেনারেল লর্ড ল্যান্সডাউনের মিলিটারী সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। উত্তরকালে (১৮৯৮-১৯০৪ খ্রীঃ) ইনিও কানাডার গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯০৫ খ্রীঃ ১৭ই নভেম্বর ইনি ভারতের ভাইসরয় পদে আসীন হন। এই বৎসরের শেষভাগে ইংলণ্ডের যুবরাজ [পরে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ] সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণ করিতে আসেন এবং কলিকাতায় ইহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ প্রারম্ভে আফগানিস্থানের আমীর হবিবুল্লা ইহারই নিমন্ত্রণে ভারতপর্যটন করেন। শাসনকালের প্রথম ভাগে লর্ড মিণ্টো বিস্ফোরক আইন (Explosive Act), রাজদ্রোহসম্বন্ধীয় আইন প্রভৃতি বিধিবদ্ধ করেন। ভারত-বাসিগণ যাহাতে শাসনকার্যে রাজ-কর্মচারিগণের সহিত বহুলভাবে একত্র হইয়া কার্য করিতে সমর্থ হন, সে বিষয়ে ইনি কায়মনোবাক্যে ভারতসচিব লর্ড মর্লের সহায়তা করিয়া ভারতে সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভাগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। ইহারই প্রস্তাবে ভারতের কার্যকরী সমিতিতে (Executive Council of the Governor-General) জনৈক বঙ্গীয় ব্যারিস্টার (এস. পি. সিংহ) ১৯০৯ খ্রীঃ ১৯শে এপ্রিল আইন সচিবরূপে নিযুক্ত হন। ১৯১০ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ইনি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং তথায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মিত—১। পরিমিত; পরিচ্ছন্ন; অল্প; অঙ্গীকৃত; জ্ঞাত; সঞ্চিত; অনুমিত; শব্দিত। মা (পরিমাণ করা)+ক্ত কর্ম। ২। নিক্ষিপ্ত। মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মিতবর—বিবাহকালে যে বালক সহচররূপে বরের পার্শ্বে থাকে, কোলবর। বাংপ্র। বি।

মিতবাক্ (-বাচ্)—মিতভাষী, অল্পভাষী। মিতা বাক্ যাহার, বহু। বিণ।

মিতব্যয়—পরিমিত ব্যয়, আয় দেখিয়া ব্যয়; সংযতভাবে খরচ। কর্মধা। বি; পু।

মিতব্যয়িতা—পরিমাণমত ব্যয়করণ, আয় বুঝিয়া হিসাবমত খরচপত্র করা। মিত-ব্যয়িন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মিতব্যয়ী (-ব্যয়িন্)—পরিমিতব্যয়কারী, অল্পব্যয়ী। ২তৎ। বিণ। স্ত্রী—**মিত-ব্যয়িনী**।

মিতভাষী (-ভাষিন্)—অল্পভাষী, অধিক কথা কহে না এরূপ, বাচাল নয় এমন। উপতৎ; মিত (অল্প)—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিতভাষিণী**।

মিতভোজী (-ভোজিন্)—পরিমাণমত ভোজনকারী, অল্পাহারী। উপতৎ; মিত—ভুজ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

মিতহাসিনী—ঈষৎ হাস্যকারিণী, সংযত-ভাবে হাস্যশীলা। মিত শব্দ—হস্ (হাসা) +ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মিতা, মিতে—মিত্র, সখা, বন্ধু, সাঙাত। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**মিতিন**।

মিতাক্ষরা—হিন্দুদিগের দায়ভাগনির্দেশক প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ (বিজ্ঞানেশ্বর প্রণীত)। মিত অক্ষর যাহাতে, বহু+আপ্। বি; স্ত্রী।

মিতাচার—নিয়মিত আচরণ; সংযত ব্যবহার। কর্মধা। বি; পু।

মিতাচারী (-চারিন্)—মিতাচারপরায়ণ, সংযমী। মিতাচার+ইন্ আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিতাচারিণী**।

মিতালি—মিত্রতা, মৈত্রী, সখ্য, বন্ধুতা। বাংপ্র। বি।

মিতাশন—১। পরিমাণমত আহার, অল্প-মাত্রায় ভোজন। মিত যে অশন, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। পরিমিতভোজী, অল্প-ভোজনকারী। মিত অশন যাহার, বহু; অথবা উপতৎ; মিত (পরিমিত)—অশ্ (খাওয়া)+অন কর্তৃ। বিণ।

মিতাশী (-শিন্)—পরিমিতভোজী, অল্পা-হারী। উপতৎ; মিত—অশ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিতাশিনী**।

মিতাহার—পরিমিত আহার। কর্মধা। বি; পু।

মিতাহারী (-রিন্)—পরিমিত আহার-কারী। উপতৎ; মিত—আ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-হারিণী**।

মিতি—১। পরিমাণ; পরিচ্ছেদ; জ্ঞান। মা (পরিমাণ করা)+ক্তি ভাব। ২। ক্ষেপণ; তারিখ। মি (ক্ষেপণ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

মিতিন—মিত্রপত্নী; স্ত্রীমিত্র; সখী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মিতে—মিত্র, মিতা। বাংপ্র। বি।

মিত্র—১। সুহৃৎ, বন্ধু, সখা ['বন্ধু' দ্রঃ]। মিদ্ (স্নেহ করা)+ক্ত্র কর্তৃ; অথবা, মি (ক্ষেপণ করা)+ক্ত্র কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। একক্রিয়, একবিধ ক্রিয়ান্বিত; স্নিগ্ধ। বিণ। ৩। সূর্য। বি; পু। ৪। বংশগত উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

মিত্রঘাতী (-ঘাতিন্)—মিত্রহন্তা; বন্ধু-বধকারী; বন্ধুর সর্বনাশসাধক। উপতৎ;

মিত্র—হন্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিত্রঘাতিনী**।

মিত্রতা, মিত্রত্ব মৈত্র, সখ্য, বন্ধুতা। মিত্র+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

মিত্রদ্রোহ—মিত্রের বিরুদ্ধাচরণ, বন্ধুর বিপক্ষে শত্রুতা। ৬তৎ। বি; পু।

মিত্রদ্রোহিতা—মিত্রদ্রোহ (তাহা দ্রঃ)। মিত্রদ্রোহীর ভাব এই অর্থে মিত্রদ্রোহিন্+তা। বি; স্ত্রী।

মিত্রদ্রোহী (-দ্রোহিন্) --মিত্রের বিরুদ্ধাচারী, বন্ধুর বিপক্ষে শত্রুতাকারী। উপতৎ; মিত্র—দ্রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিত্রদ্রোহিণী**।

মিত্রদ্বেষী (-দ্বেষিন্) মিত্রের প্রতি বিদ্বেষ্টা বা বৈরী, বন্ধুর হিংসাকারী। উপতৎ; মিত্র--দ্বিষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিত্রদ্বেষিণী**।

মিত্রপূজা—সূর্যের আরাধনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। (ইহাকে সাধারণের ইষ্ট পূজা বলে।)

মিত্রবৎসল- সুহৃজ্জনের প্রতি প্রীতিমান্, বন্ধুপ্রিয়। ৭তৎ। বিণ।

মিত্রবাৎসল্য মিত্র স্নেহ, বন্ধুপ্রীতি। ৭তৎ। বি; ক্লী।

মিত্রলাভ—বন্ধুপ্রাপ্তি। ৬তৎ। বি; পু।

মিত্রসপ্তমী —অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লসপ্তমী। মিত্রপ্রিয়া সপ্তমী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

মিত্রা—শত্রুঘ্নজননী সুমিত্রা। বি; স্ত্রী।

মিত্রাক্ষরচ্ছন্দঃ-- 'ছন্দঃ' দ্রঃ।

মিত্রাবরুণ—আদিত্য ও বরুণ। মিত্র (সূর্য) ও বরুণ, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

মিথিলা—জনকরাজার পুরী, বর্তমান ত্রিহুত। মিথ্ (বধ করা)+কিল কর্ম বা মন্থ্ (বধ করা)+ইল অধি+আপ্; অথবা মিথি শব্দ+ল অস্ত্যর্থে+আপ্। [পুরাকালে নিমির পুত্র মিথি নামে এক মহান্ রাজা ছিলেন। তিনি প্রথমে ভুজবলে তৈরহুতের (তিরুতের) পার্শ্বে স্বনামে মিথিলানাম্নী উৎকৃষ্ট নগরী নির্মাণ করেন। নগরের জননশক্তি হেতু তিনি জনক নামে কীর্তিত হন ['জনক' দ্রঃ]। উত্তরকালেও মিথিলাদেশ সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনার নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও বিদ্যাচর্চার নিমিত্ত মিথিলা প্রসিদ্ধ।]

মিথুন—স্ত্রীপুরুষ; মেষাদি দ্বাদশ রাশির তৃতীয় রাশি; যুগ্ম; দ্বন্দ্ব। মিথ্ (বধ করা)+উনন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

মিথ্যা—অসত্য, অনৃত; কাল্পনিক; কপট; অনর্থক, বৃথা; মিছাকথা, অসত্য বিষয়। মিথ্ (বধ করা)+ক্যপ্ কর্ম+আপ্। অ।

মিথ্যাচরণ—মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহার, কপটাচার; মিথ্যাকথন। মধ্যপ। বি; ক্লী।

মিথ্যাচারিতা—মিথ্যাচরণ। মিথ্যাচারিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মিথ্যাচারী (-চারিন্)—কপটাচারী; মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহারকারী; মিথ্যাবাদী। উপতৎ; মিথ্যা - আ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিথ্যাচারিণী**।

মিথ্যাদৃষ্টি- নাস্তিকতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মিথ্যানিরসন—শপথ, দিব্য। মিথ্যার নিরসন (ক্ষালন), ৬তৎ। বি; ক্লী।

মিথ্যাবাদ—মিছা কথা, মিথ্যা উক্তি। কর্মধা। বি; পু।

মিথ্যাবাদী (-বাদিন্)—অনৃতভাষী, যে মিথ্যা বলে, মিথ্যুক। উপতৎ; মিথ্যা - বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিথ্যাবাদিনী**।

মিথ্যাভাষী (-ভাষিন্)—অসত্যকথক, মিথ্যাবাদী। উপতৎ; মিথ্যা ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মিথ্যাভাষিণী**। [বি; স্ত্রী।

মিথ্যামতি—মিথ্যাজ্ঞান, ভ্রান্তি। কর্মধা।

মিথ্যামিথ্যা, মিথ্যামিথ্যি—মিছামিছি, অনর্থক, অকারণে, বিফলে, বৃথা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মিথ্যুক—মিথ্যাবাদী। বাংপ্র। বিণ।

মিথ্যে মিছা। < মিথ্যা। বি বা বিণ। **মিথ্যে মিথ্যে** — মিছামিছি। **মিথ্যের জাহাজ, মিথ্যের ঝুড়ি** — অতিশয় মিথ্যাবাদী।

মিনতি - অনুনয়, বিনীত প্রার্থনা, কাতরতা প্রকাশ। < বিনতি। বি।

মিনমিন -- ক্ষীণতার লক্ষণপ্রকাশ। বাংপ্র। বি।

মিনমিনে—যে নাকীসুরে কিংবা চাপা ওষ্ঠে অস্পষ্ট কথা কহে এমন। বাংপ্র। বিণ।

মিনসে মানুষ, লোক, বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষ। < মনুষ্য। বি; পু। স্ত্রী—**মাগী**।

মিনা, মীনা—তৈজসাধারের সর্বোপরি কাচবৎ মসৃণ প্রলেপ, enamel. < ফা 'মীনা'। বি। [ফা। বি।

মিনার—উচ্চ ভজনালয় বা তাহার চূড়া।

মিনি - বিনা, ব্যতিরেকে। বাংপ্র। অ।

মিনিট—এক ঘণ্টার ৬০ ভাগের ১ ভাগ, এক দণ্ডের ২৫ ভাগের ১ ভাগ। < ইং 'minute'. বি।

মিয়া—প্রধান ব্যক্তি; প্রভু; মহাশয়। উ-মূ। বি।

মিয়াদ—সময়, কাল; নির্দিষ্টকাল; কারাভোগ, কয়েদ। আ। বি।

মিয়াদী—নির্দিষ্টকালব্যাপী, অচিরস্থায়ী। আ। বিণ।

মিয়ানো, মিয়নো—১। আর্দ্র; নরম, বাসী, যাহা কড়কড়ে নয় এরূপ। বিণ। ২। বাসী হওয়া, কড়কড়ে না থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

মির, মীর—প্রধান ব্যক্তি, সর্দার, মণ্ডল। আ। বি।

মিরকাশিম—ইংরেজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালার দ্বিতীয় নবাব। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজই প্রকৃতপক্ষে দেশের শাসনকর্তা হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঙ্গালার নবাব তাঁহাদিগের হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্রে পর্যবসিত হইয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভ ইংলণ্ড গমন করিলে মিরজাফর নিতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িলেন, রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; অধিকন্তু তিনি ইংরেজদিগকে অর্থদানেও সন্তুষ্ট রাখিতে পারিলেন না। এই সকল কারণে ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভান্সিটার্ট সাহেব কৌন্সিলের সদস্যগণের পরামর্শে মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মিরকাশিমকে বাঙ্গালার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৬০ খ্রীঃ)। মিরকাশিম কোম্পানিকে ও কোম্পানির কর্মচারিবর্গকে প্রচুর অর্থদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। সেই টাকা দিতে না পারায় তিনি কোম্পানিকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জেলার জমিদারি প্রদান করিলেন। ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরেজদিগের ভূম্যধিকারের সূত্রপাত। অল্পদিনের মধ্যে নবাব বঙ্গের রাজস্ব প্রায় শতকরা ত্রিশ টাকা বাড়াইয়া ফেলিলেন। মিরকাশিম বুদ্ধিমান্ ও কার্যকুশল লোক ছিলেন। তিনি দেখিলেন যে, ইংরেজরাই প্রকৃতপক্ষে দেশের রাজা হইয়া পড়িয়াছেন; ইংরেজদিগকে দূর করিতে না পারিলে তাঁহার নবাবি করা বিড়ম্বনামাত্র। এজন্য তিনি গোপনে গোপনে সেনা সজ্জিত করিতে লাগিলেন, এবং মুর্শিদাবাদে থাকিলে ইংরেজরা তাঁহার মন্ত্রণা জানিতে পারিবেন, এই আশঙ্কায় অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী মুঙ্গের নগরে আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন। পরন্তু এই সকল আয়োজন পূর্ণ হইবার পূর্বেই ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। এদেশে বাণিজ্য করিবার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এককালীন বার্ষিক তিন সহস্র টাকা ব্যতিরিক্ত নবাবকে আর কোন শুল্ক দিতেন না। পূর্বে এ সুবিধা কেবল কোম্পানিরই ছিল; কোম্পানির কর্মচারীরা নিজ নামে যে বাণিজ্য করিতেন, তজ্জন্য তাঁহারা দেশের অন্যান্য বণিকের

স্থায় স্বতন্ত্র কর দিতেন। কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের পর কোম্পানির কর্মচারীরাও কোম্পানির স্থায় শুল্কপ্রদান রহিত করেন। মিরজাফর এ সম্বন্ধে কথা কহিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু মিরকাশিম ছাড়িবার লোক ছিলেন না। তিনি যখন দেখিলেন, কোম্পানির কর্মচারীরা কিছুতেই শুল্ক প্রদান করিতে সম্মত নহেন, তখন তিনি বিরক্ত হইয়া সকল বণিক্‌কেই শুল্ক প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দিলেন। ইহাতে কোম্পানির ও কোম্পানির কর্মচারিগণের স্বার্থে বিলক্ষণ আঘাত পড়িল। এইরূপে উভয় পক্ষে মনোমালিন্যবশতঃ অচিরে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মিরকাশিমের সৈন্যগণ উধানালা বা উধুয়ানালা ও ঘেরিয়া নামক স্থানদ্বয়ে পরাভূত হইল (১৭৬৩ খ্রীঃ)। পাটনায় প্রায় দুইশত ইংরেজ তাঁহার হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসানলে দগ্ধ হইয়া তিনি বন্দী ইংরেজদিগের প্রাণবধের আদেশ দিলেন, এবং নিজে অযোধ্যায় পলায়ন করিয়া তথাকার সুবাদার সুজাউদ্দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। ইতঃপূর্বে সম্রাটের পুত্র আলি গৌহর "শাহ্ আলম" নাম গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন। সুজাউদ্দৌলা এবং শাহ্ আলম মিরকাশিমের পক্ষাবলম্বন করিলেন। অতঃপর তিনজনে মিলিত হইয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ সেনাপতি মেজর মন্‌রো বক্‌সার নামক স্থানে মুসলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। অযোধ্যার সুবাদার স্বরাজ্যে পলায়ন করিলেন; সম্রাট্ মন্‌রো কর্তৃক হৃতসর্বস্ব ও বিতাড়িত হইয়া রোহিলখণ্ডে গমন করিলেন এবং সেইখানে নিতান্ত হীনাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। মিরকাশিমও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন; কিন্তু তৎপরে তাঁহার কি হইল, নিশ্চিতরূপে জানা যায় না।

মিরগেল—রোহিতজাতীয় সুখাদ্য মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

মিরজাফর-ইংরেজকৃত বাঙ্গালার প্রথম নবাব। ইনি পূর্বে নবাব সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতি ও বক্‌সী ছিলেন। সৈনিকদিগকে বেতন বণ্টন করিয়া দেওয়াই সেকালে বক্‌সীর কার্য ছিল। নবাবের কোষাধ্যক্ষ মহাতাবচাঁদ জগৎশেঠপ্রমুখ ব্যক্তিগণ যৎকালে সিরাজের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করেন এবং ক্লাইভকে তাহাতে যোগ দিতে আহ্বান করেন, তৎকালে মিরজাফরও চক্রান্তকারীর দলমধ্যে ছিলেন। তখন স্থির হয় যে, সিরাজের পতনের পর মিরজাফরই বাঙ্গালার নবাব হইবেন। অতঃপর পলাশীর ক্ষেত্রে ক্লাইভের ও সিরাজের সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল। সিরাজের পক্ষীয় সৈন্যেরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। মিরজাফর ক্লাইভের সহিত যোগ দেন নাই বটে, কিন্তু তিনি নবাবের পক্ষেও যুদ্ধ করেন নাই। অধিকন্তু নবাবের সৈন্যগণ যখন রণমদে মত্ত, সেই সময়ে মিরজাফর সিরাজকে সেদিনকার মত যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করেন। অল্পবুদ্ধি সিরাজ যুদ্ধবিরামের আদেশ প্রদান করিলেন। ইহাতে তাঁহার সৈন্যেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া কতকটা শৃঙ্খলাচ্যুত হইয়া পড়িল। ইত্যবসরে সুচতুর ক্লাইভ ভীমবিক্রমে নবাবের সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। সিরাজের বিশৃঙ্খল সৈন্য সে বেগ সহ্য করিতে পারিল না, ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল। পলাশীক্ষেত্রে ইংরেজের জয় হইল (১৭৫৭ খ্রীঃ ২৩শে জুন)।

অতঃপর পূর্বনিয়মানুসারে মিরজাফর বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মিরজাফর নবাব হইলেন বটে, কিন্তু কার্যতঃ ক্লাইভই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। নূতন নবাব কোম্পানির সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিলেন; তদ্ভিন্ন ইংরেজ-কর্মচারীদিগকে বিস্তর টাকা দিতে হইল। এইরূপে শীঘ্রই তিনি কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলিলেন, এবং অনেকের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া অর্থাগমের উপায় করিলেন। ইহাতে চারিদিকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে একমাত্র ক্লাইভের ও ইংরেজ-সৈন্যের বীরত্বেই তিনি সে সকল বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। এদিকে সম্রাটের পুত্র আলি গৌহর পিতার নিকট বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদারি পদের সনন্দ পাইয়াছিলেন। তিনি সসৈন্যে আসিয়া বিহার আক্রমণ করিলেন। মিরজাফর তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিয়া বিদায় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্লাইভ ইংরেজ-সৈন্য প্রেরণ করিয়া সম্রাট্‌তনয়কে দূর করিয়া দিলেন। মিরজাফরের পুত্র সিরাজউদ্দৌলার শিরশ্ছেদক মিরণ বজ্রাঘাতে হত হইলে পুত্রশোকে বৃদ্ধ মিরজাফর নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

১৭৬০ খ্রীঃ ক্লাইভ ইংলণ্ডে গমন করিলেন; মিরজাফরও নিতান্ত অসহায় ও বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। একে বয়োবৃদ্ধ, তাহাতে শোকে জর্জরিত, সুতরাং তিনি শাসনসংক্রান্ত কোন কার্যই সুচারুরূপে নির্বাহ করিতে পারিতেন না। অধিকন্তু রাজকোষ শূন্য হওয়ায় কোম্পানির কর্মচারীদিগকে অর্থ দিয়া বশীভূত রাখিতে পারিলেন না। এই সকল কারণে ক্লাইভের উত্তরাধিকারী ভান্সিটার্ট সাহেব কৌন্সিলের সদস্যগণের মন্ত্রণায় মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় জামাতা মিরকাশিমকে বাঙ্গালার নবাব করিলেন (১৭৬০ খ্রীঃ)। পরন্তু অল্পদিন মধ্যেই মিরকাশিমের সহিত ইংরেজদিগের বিরোধ ও যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, ইংরেজরা মিরজাফরকে বাঙ্গালার মসনদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৭৬৩ খ্রীঃ)। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন, এবং তাঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র নাজিমউদ্দৌলা নবাব হইলেন।

মিরজুমলা—ইনি পারস্যদেশীয় জনৈক বণিক্। ১৬৩০ খ্রীঃ ভারতবর্ষে আসিয়া ইনি দাক্ষিণাত্যে বাণিজ্য করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেন। পরে আওরঙ্গজেবের সুনজরে পড়িয়া তাঁহার পক্ষে সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। উত্তরকালে ইনি বাঙ্গালার সুবেদার হইয়াছিলেন। ১৬৬৬ খ্রীঃ ঢাকা নগরে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

মির্জা—পদবী বিঃ। ফা। বি।

মিল—১। ঐক্য, মিলন, সদ্ভাব, প্রণয়, মিশ; পদ্যের দুই চরণের শেষে অক্ষরসাম্য; তুলনা; খাপ। বাংপ্র। ২। যন্ত্র, যাঁতা, কল। <ইং 'mill'. বি।

মিলটন—ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি। ১৬০৮ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। মহাবীর ক্রমওয়েল ইংলণ্ডের রাজ্যশাসন-ভার গ্রহণ করিলে, মিলটন তাঁহার ল্যাটিন সেক্রেটারি হন, এবং গুরুতর পরিশ্রম সহকারে অতি দক্ষতার সহিত এই কার্য নির্বাহ করেন। শেষ বয়সে ইনি চক্ষুঃরত্নে বঞ্চিত হন, এবং এই অন্ধাবস্থায় ভুবনবিখ্যাত "প্যারাডাইজ লস্ট" প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। এই সময়ে ইঁহার দুহিতারা সময়ে সময়ে লেখকের কার্য করিয়া ইঁহার সহায়তা করিতেন। ১৬৭৪ খ্রীঃ মিলটন স্বর্গারোহণ করেন।

মিলন—মিশ্রণ; ঐক্য; সংযোগ; সাক্ষাৎকার; কলহের অন্তে পুনরায় সদ্ভাব। মিল্ (সংশ্লিষ্ট হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

মিলনসংগীত—ঐক্যগীতি, প্রেমিক প্রেমিকার মিলনবিষয়ক গান। মধ্যপ। বি; ক্লী।

মিলনসাধন—ঐক্যসম্পাদন, একীকরণ, সংযুক্ত করিয়া দেওয়া; সংযোগসাধক যন্ত্র, সংযোগের উপায়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মিলনান্ত—যে নাটকাদির শেষে নায়ক-নায়িকার মিলন হয় এমন ('— নাটক')। মিলনে অন্ত যাহার, বহু। বিণ।

মিলমালিক—কলকারখানার স্বত্বাধিকারী। বাংপ্র। বি।

মিলমিলে—শিশুর হাম রোগ। বাংপ্র। বি।

মিলা, মেলা—মিলিত হওয়া, মিশা; মিল হওয়া, সদৃশ বা সমান হওয়া, ঠিক হওয়া, ঐক্য হওয়া, সংগত হওয়া, খাপ খাওয়া; উন্মীলন করা, চাওয়া; মিলবিশিষ্ট হওয়া, জুটা, পাওয়া; যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

মিলানো, মেলানো—১। মিল, ঐক্য, সামঞ্জস্য; মোকাবিলা, রুজু। বি। ২। মিলিত করা, মিশানো; (পদ্য) মিল করা; রুজু দেওয়া, তুলনা করা; গলিয়া যাওয়া, লীন হওয়া; উন্মীলিত করানো; জুটানো, পাওয়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

মিলামিশা, মেলামেশা—একত্র মিলানো, সম্মেলন; ঘনিষ্ঠতা, মিশামিশি; দেখাশুনা ও সংসর্গ। বাংপ্র। বি।

মিলিত—সংযুক্ত; একত্রীভূত; সমবেত; প্রাপ্ত; মিশ্রিত। মিল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মিশ—১। মিশ্রণ, মিলন, ঐক্য, খাপ; কালি। বি। ২। মিসি বা মসির তুল্য ('—কাল')। বাংপ্র। বিণ।

মিশর, মিসর—আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ। (বর্তমান নাম সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র।) অসং। বি।

মিশা—মিশ্রিত হওয়া, মিলিত হওয়া, যোগ দেওয়া, সংসর্গে থাকা। বাংপ্র। ক্রি।

মিশানো—মিশ্রিত করা, মিলিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

মিশামিশি, মেশামিশি—একত্র মিশ্রণ, সংমিশ্রণ; সম্মেলন, মেলামেশা, ঘনিষ্ঠতা। বাংপ্র। বি।

মিশাল, মেশাল—মিশ্রণ, ভেজাল, যোগ। বাংপ্র। বি।

মিশালী, মিশুলী—মিশ্রিত ('পাঁচ মিশালী')। বাংপ্র। বিণ।

মিশুক—মিলনানুরাগী, আসঙ্গপ্রিয়, সুসামাজিক। বাংপ্র। বিণ।

মিশ্র—১। মিলিত; সংযুক্ত; (অন্য শব্দের পরে থাকিলে) শ্রেষ্ঠ, মান্য। মিশ্র্ (যোগ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। মিশ্রিত দ্রব্য, mixture; ব্রাহ্মণের উপাধি বিঃ। মিশ্র্+অন্ কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী।

মিশ্রণ—মিলন, সংযোগ, মিশন; একত্রীকরণ, ঐক্য; সংকলন; ভেজাল। মিশ্র্ (যুক্ত হওয়া)+ অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

মিশ্রপদার্থ—যে সকল পদার্থ বিভিন্ন প্রকৃতির পরমাণুর যোগে উৎপন্ন হয় তাহা। কর্মধা। বি; পু।

মিশ্রললিত—ছন্দঃ বিঃ ('ছন্দঃ' দ্রঃ)। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মিশ্রিত—মিলিত, সংযুক্ত, একত্রীভূত। মিশ্র্ (যুক্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মিষ্ট—১। মধুর রস। বি; পু। ২। স্পর্ধিত; সিক্ত; সুস্বাদ, মধুর। মিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। মিষ্টান্ন। বি; স্ত্রী।

মিষ্টতা—মধুরতা, মাধুর্য, মিঠাভাব। মিষ্ট+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মিষ্টমুখ, মিষ্টিমুখ—গৃহস্বামীর তুষ্টির নিমিত্ত অভ্যাগত জনের মিষ্টান্ন ভক্ষণ, জলযোগ করণ। বাংপ্র। বি।

মিষ্টান্ন—মিষ্ট দ্রব্য, মিষ্ট রসযুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য, মিঠাই সন্দেশ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

মিষ্টান্নভোজী (-ভোজিন্)—মিষ্টদ্রব্য-ভক্ষণকারী। উপতৎ; মিষ্টান্ন—ভুজ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভোজিনী**। [বি।

মিসি—দাঁত কাল করিবার মাজন। ফা।

মিসিবাবা—(খানসামা ইত্যাদির ভাষা) ইঙ্গ-ভারতীয় কুমারী। < ইং 'miss'. বি।

মিস্ত্রী প্রধান কারিকর বা বাড়ুই—সাধারণতঃ ছুতার, কামার, রাজ। পো-মূ। বি।

মিহি—সূক্ষ্ম, সরু। ফা-মূ। বিণ।

মিহিকা—শিশির, হিম। মিহ্ (সিক্ত করা) + অক কর্ম + স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

মিহিদানা—ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন বিঃ, মতিচুর। ফা-মূ। বি।

মিহির—১। সূর্য, চন্দ্র; মেঘ; বায়ু; বৃদ্ধ; রাজা; বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত বিঃ ['খনা' দ্রঃ]। মিহ্ (বর্ষণ করা)+ কির কর্তৃ। বি; পু।

মিহিরমণ্ডল—সূর্যমণ্ডল; চন্দ্রমণ্ডল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মীন—মৎস্য, মাছ; বিষ্ণুর অবতার বিঃ ['দশাবতার' দ্রঃ]; মেষাদি দ্বাদশ রাশির সর্বশেষ রাশি। মী (বধ করা ইত্যাদি)+নক্ কর্ম। বি; পু।

মীনকেতন, মীনধ্বজ—কন্দর্প, কাম; সমুদ্র। বহু। বি; পু।

মীনা—উষাকন্যা (ইনি কশ্যপের ভার্যা হইয়াছিলেন)। বি; স্ত্রী।

মীনাক্ষ—মৎস্যের ন্যায় নেত্রবিশিষ্ট। মীনের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বিণ।

মীনাক্ষী—১। মৎস্যনয়না। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। কুবেরের কন্যা; গণ্ডদূর্বা; দেবী বিঃ; শর্করা। বি; স্ত্রী।

মীনালয়—সমুদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

মীনাবাই—ইনি ধারা নগরীর রাজা আনন্দরাওর পত্নী, এবং গোবিন্দরাও গাইকোবাড়ের শ্যালক-কন্যা। অল্প বয়সেই আনন্দরাওর মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে মীনা গর্ভবতী ছিলেন। অন্তঃশত্রুর ও বহিঃশত্রুর উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া মীনা জনৈক বিশ্বাসী কর্মচারীর হস্তে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া মণ্ডু নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তথায় ইঁহার পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হয়। কিছুদিন পরে রাজবংশীয় মুরারী রাও নামক জনৈক ব্যক্তি রাজ্যলিপ্সু হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এবং সপুত্র মীনাকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করে। মীনা বহু কৌশলে এবং বরোদার গাইকোবাড়ের সহায়তায় মুরারীকে দমন করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু ইহার পরই রামচন্দ্রের মৃত্যু হয়। এদিকে মহারাষ্ট্রীয়গণের অত্যাচারে রাজকোষও শূন্যপ্রায় হইয়াছিল। বুদ্ধিমতী মীনা পুত্রশোকের সুগভীর বেদনা হৃদয়ে চাপিয়া স্বামীর রাজ্যরক্ষার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বীয় ভগিনীর এক পুত্রকে রামচন্দ্র রাও নাম দিয়া দত্তকরূপে গ্রহণ করিলেন, বহু সৈন্য রাখিয়া নিকটবর্তী প্রদেশসমূহ লুণ্ঠনপূর্বক ঋণশোধের উপায় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংরাজরাজ পিণ্ডারী প্রভৃতি দস্যুগণের দমনে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। মীনা ইংরাজের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়া তাঁহাদের সাহায্যে হস্তচ্যুত বহু প্রদেশ পুনরায় রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। এইরূপে এই বুদ্ধিমতী বীরাঙ্গনা ধারারাজ্যকে পুনরায় সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিয়া আপনার অসাধারণ বুদ্ধি ও রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

মীমাংসক—১। নিষ্পত্তিকারক। সনন্ত মান্ (বিচার করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মীমাংসিকা**। ২। মীমাংসাশাস্ত্রজ্ঞ। বি; পু।

মীমাংসা—সিদ্ধান্ত; নিষ্পত্তি; জৈমিনিকৃত দর্শনশাস্ত্র [এই শাস্ত্রের নাম পূর্বমীমাংসা, ইহা পনর শত সূত্রে ও নয়শত অধিকরণে, ভাষ্য, বার্তিক ও বহু টীকায় সংবদ্ধ]; বেদান্তশাস্ত্র। সনন্ত মান্ (বিচার করা)+অ ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

মীমাংসিত—সিদ্ধান্তিত, যাহার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে এরূপ, বিচারিত। সনন্ত মান্ (বিচার করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মীরাবাই—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা; রাজপুত

মহিলা ; রাঠোরবংশীয় এক রাজার কন্তা। ইনি বাহিরে যেরূপ অনুপম রূপলাবণ্যবতী ছিলেন, অন্তরেও সেইরূপ নানা গুণভূষণে ভূষিতা ছিলেন। উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত হইলে মেওয়ারপতি মহাবীর কুম্ভের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। মীরা অতুল বিভবের অধিকারিণী হইলেন। পরন্তু ঐহিক ঐশ্বর্যের চমক ইঁহার মন মোহিত করিতে পারিল না। রাজরানী হইয়াও মীরা সন্ন্যাসিনীর ন্যায় অতি সামান্তভাবে দিন-যাপন করিতে লাগিলেন ; কারণ মীরা বাল্যকাল হইতেই বিষ্ণুকে হৃদয়াসনে বসাইয়া সর্বদা তাঁহার আরাধনা করিতে শিখিয়াছিলেন। মেওয়ারের রাজবংশ শক্তির উপাসক, অথচ মেওয়ারের রানী বৈষ্ণবী, এ দৃশ্য অনেকেরই অসহ্য হইল। এই বিষয় লইয়া ক্রমে ঘোর আন্দোলন উঠিল। রাজমাতা পুত্রবধূকে বিষ্ণুপূজা ত্যাগ করিয়া শক্তিপূজা গ্রহণ করিতে বলিলেন। কিন্তু ইনি প্রাণান্তেও তাহা পরিত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে মীরাবাঈ বিষ্ণুপূজা অথবা রাজ-প্রাসাদ এতদুভয়ের একটিকে পরিত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলে মীরা ধর্মার্থ অম্লান-বদনে সর্বপ্রকার সুখৈশ্বর্য পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। রাজরানী দীনা ভিখা-রিণীর বেশে রাজপ্রাসাদ হইতে বিনির্গত হইলেন। অনন্তর স্বামিদত্ত অর্থে ধর্মশালা সংস্থাপন করিয়া ইনি অনাথ দীনহীনের আশ্রয়স্থল হইয়া পরোপকারে নশ্বর জীবন উৎসর্গ করিলেন। এইরূপে কতিপয় বৎসর অতীত হইলে, মীরাবাই তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হইলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দ্বারকায় উপস্থিত হইয়া নশ্বর জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইলেন। মীরা-রচিত অনেকগুলি দোঁহা বা ভগব দ্বিষয়ক গান প্রচলিত আছে। ইনি প্রসিদ্ধা গায়িকা ছিলেন। কথিত আছে যে, দিল্লীশ্বর আকবর কৌশল করিয়া ইঁহার অলক্ষিতে গান শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মীল, মীলন—সংকোচন, মুদ্রণ। মীল্ (নিমেষ ফেলা) + অল্, অনট্ ভাব। বি পু ও ক্লী।

মীলিত—১। সংকুচিত ; মুদ্রিত, অপ্রফুল্ল মীল্ (নিমেষ ফেলা) + ক্ত কর্ম। বিণ ২। অর্থালংকার বিঃ। বি ; স্ত্রী।

মু—মুখ, বদন ; মুই, আমি। বাংপ্র। বি ও সর্ব।

মুই—বক্তা স্বয়ং, আমি। বাংপ্র। সর্ব।

মুকুট—কিরীট, শিরোভূষণ। মন্‌ক্ + উটন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মুকুতা—মৌক্তিক, মতি। <মুক্তা। বি।

মুকুন্দ—বিষ্ণু ; নিধি বিঃ ; পারদ। মুকুম্ (মুক্তি) – দা + ড কর্তৃ। বি ; পু।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ)— বিখ্যাত বঙ্গীয় কবি, চণ্ডীকাব্যের প্রণেতা। বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী দামুন্তা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হৃদয় মিশ্র। বর্ধমানের নবাবের অত্যাচারে মুকুন্দরাম জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত আঁড়রা নামক স্থানের রাজা বাঁকুড়া দেবের নিকট গমন করেন। রাজা ইঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ইঁহাকে আপনার পুত্রের শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত করেন। গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া মুকুন্দরাম বিদ্যালোচনায় মনোনিবেশ করেন, এবং কিছুদিন পরে চণ্ডীকাব্য রচনা করেন। বোধ হয় এই গ্রন্থ-রচনার পর ইনি আশ্রয়দাতার নিকট কবিকঙ্কণ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহার কাব্য "কবিকঙ্কণ চণ্ডী" নামে প্রসিদ্ধ। অনুমান খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে এই কাব্য লিখিত হয়। কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও কল্পনাগুণে ইঁহার গ্রন্থ অচিরেই দেশময় প্রসিদ্ধি লাভ করে। কবিকঙ্কণ করুণরসে সবিশেষ দক্ষ ছিলেন। কৃত্তিবাসের সময় অপেক্ষা এই সময় বঙ্গ-ভাষা যে অপেক্ষাকৃত উন্নতি লাভ করিয়া-ছিল, তাহা চণ্ডীকাব্যের অপেক্ষাকৃত মার্জিত ভাষায় এবং বিবিধ ছন্দোবন্ধে বেশ বুঝা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, "দাতাকর্ণ" কবিতার রচয়িতা অযোধ্যারাম মুকুন্দরামের অগ্রজ ভ্রাতা। অপর কাহার মতে মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নিধিরাম, আর এই নিধিরামই "বন্দ মাতা সুরধুনী" কবিতার রচয়িতা।

মুকুর—আদর্শ, দর্পণ ; কুলালদণ্ড ; বকুলবৃক্ষ। মন্‌ক্ + উর কর্তৃ। বি ; পু।

মুকুল—কলিকা, কুঁড়ি। মন্‌ক্ + উলচ্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

মুকুলিত—অর্ধমুদ্রিত ; অর্ধবিকসিত, আধ-ফুটন্ত ; মুকুলযুক্ত। মুকুল + ইত জাতার্থে। বিণ।

মুকুলোদ্গম মুকুলোৎপত্তি, মুকুলের জন্ম, কুঁড়ির উদ্ভব। ৬তৎ। বি ; পু।

মুক্ত—১। মুক্তিপ্রাপ্ত, লব্ধমোক্ষ, খালাস। মুচ্ (মোচন করা ইত্যাদি) + ক্ত কর্তৃ। ২। ত্যক্ত ; উন্মুক্ত, খোলা, অবারিত। মুচ্ + ক্ত কর্ম। ৩। পরিষ্কৃত, সাফ। বাংপ্র। বিণ। ৪। মৌক্তিক, মতি। < মুক্তা। বি।

মুক্তকচ্ছ—১। কাছা-খোলা ; বেসামাল, যত্নহীন। মুক্ত কচ্ছ যাহার, বহু। বিণ ; পু। ২। বুদ্ধমতাবলম্বী ; চৈতন্যমতাবলম্বী, আধুনিক বৈষ্ণব। বি ; পু।

মুক্তকণ্ঠে—অনবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে, স্পষ্ট স্বরে, খোলা গলায়। মুক্ত হইয়াছে কণ্ঠ যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

মুক্তকেশ—১। উন্মুক্ত কেশবিশিষ্ট। বহু। বিণ। স্ত্রী—**মুক্তকেশা, মুক্তকেশী**। ২। উন্মুক্ত কেশ, খোলা চুল। কর্মধা। বি ; পু।

ঃ (-চক্ষুস্) –১। উন্মীলিত-নেত্র। মুক্ত চক্ষুঃ যাহার, বহু। বিণ। ২। খোলা চোখ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মুক্তদ্বার—১। উন্মুক্ত দ্বার, খোলা দরজা। কর্মধা। বি ; পু। ২। উদ্‌ঘাটিত দ্বার-বিশিষ্ট, যাহার দরজা খোলা হইয়াছে এমন। বহু। বিণ।

মুক্তবেণী—উন্মুক্ত বেণী, আবদ্ধ চুলের বিউনি ; উন্মুক্ত স্রোতঃ ; ত্রিবেণী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মুক্তসঙ্গ—বিষয়সঙ্গত্যাগী, বিরাগী ; উদাসীন। মুক্ত (ত্যক্ত) হইয়াছে সঙ্গ যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

মুক্তহস্ত—দানশীল, বদান্য ; ব্যয়শীল। মুক্ত হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

মুক্তহস্তে—খোলাহাতে, হাত খুলিয়া, অকুণ্ঠিতভাবে, অকাতরে। মুক্ত হস্ত যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

মুক্তা—১। মুক্তিপ্রাপ্তা ; উন্মুক্তা, উদ্‌ঘাটিতা ; ত্যক্তা। মুক্ত + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শুক্ত্যাদিজাত রত্ন বিঃ, মৌক্তিক, মতি ; পুংশ্চলী ; বেশ্যা। বি ; স্ত্রী।

মুক্তাকলাপ—মুক্তামালা। ৬তৎ। বি ; পু।

মুক্তাফল—মুক্তা, মৌক্তিক ; কর্পূর ; বোপদেবকৃত গ্রন্থ বিঃ। মুক্তাই যে ফল, কর্মধা। বি ; ক্লী।

মুক্তামালা মতির মালা, মৌক্তিকহার ; মুক্তাসমূহ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মুক্তালতা, মুক্তাবলী—মুক্তার মালা। মুক্তার লতা বা আবলী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মুক্তাশুক্তি—মুক্তা উৎপাদিকা শুক্তি, যাহাতে মুক্তা জন্মে এমন ঝিনুক। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

মুক্তাসার—শ্রেষ্ঠ মুক্তা। ৬তৎ। বি ; পু।

মুক্তাস্ফোট—শুক্তি, ঝিনুক। মুক্তা শব্দ – স্ফুট্ (ভেদ করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মুক্তি—কৈবল্য, অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি, অপবর্গ ; মোচন ; নিষ্কৃতি ; পরিত্রাণ। মুচ্ (মুক্ত করা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। [মুক্তি পঞ্চবিধ ; যথা—সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য, নির্বাণ। (১)

সাষ্টি—ঈশ্বরের সমান ঐশ্বর্যশালী হওয়া। (২) সালোক্য—ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস। (৩) সারূপ্য—ঈশ্বরের সমান রূপ প্রাপ্ত হওয়া, চতুর্ভুজাদি মুক্তিলাভ। (৪) সাযুজ্য—ঈশ্বরের সহিত অভেদে অবস্থান। (৫) নির্বাণ—অদ্বৈততত্ত্বে লীন হওয়া।]

মুক্তিদ—১। মুক্তিদায়ক, মোক্ষপ্রদানকারী। উপতৎ; মুক্তি—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ভগবানের নাম বিঃ। বি; ক্লী।

মুক্তিদাতা (-দাতৃ)—মুক্তিদায়ক, সংসার-দুঃখনাশক; পরিত্রাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মুক্তিদাত্রী**।

মুক্তিদান, মুক্তিপ্রদান—মুক্তি দেওয়া, সংসারদুঃখ বিনাশ করা; অব্যাহতি দেওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মুক্তিদায়ক—মোক্ষপ্রদানকারী, পরিত্রাণ-দাতা। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**মুক্তি-দায়িকা**।

মুক্তিধন—মুক্তিরূপ সম্পদ্। রূপক। বি; ক্লী। [বি।

মুক্তিনামা মুক্তিপত্র, ছাড়পত্র। বাংপ্র।

মুক্তিপত্র—ছাড়পত্র, খালাসপত্র, সম্পত্তি প্রভৃতি ত্যাগের লিখন, deed of release. মধ্যপ। বি; ক্লী।

মুক্তিপদ—কৈবল্য পদ, অপবর্গরূপ ঐশ্বর্য। ৬তৎ। বি; পু।

মুক্তিপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—মোক্ষলাভেচ্ছু, মুমুক্ষু। উপতৎ; মুক্তি—প্র—অর্থ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মুক্তি-প্রার্থিনী**।

মুক্তিফৌজ, মুক্তিসেনা—খ্রীষ্টীয় ধর্ম-সম্প্রদায় বিঃ, Salvation Army. মিশ্র শব্দ। বি।

মুক্তিমণ্ডপ—বিশ্বেশ্বর মন্দিরের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ মণ্ডপ বিঃ; জগন্নাথ মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ মণ্ডপ। মুক্তিপ্রদ যে মণ্ডপ, মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

মুখ—১। আনন, বদন; গৃহাদির দ্বার; প্রবেশপথ; ছিদ্র; মোহানা; আরম্ভ; উপায়; নিঃসরণ; বাক্, শব্দ; অগ্রভাগ; সম্মুখভাগ; অভিমুখ; বেদ; নাটকাদির সন্ধি বিঃ। খন্ (খনন করা)+অচ্ কর্ম, নিপাতনে। বি; ক্লী। ২। প্রধান; আদ্য। বিণ। **মুখ আলগা করা**—অসংযত ভাষায় কথা বলা। **মুখ উজ্জ্বল করা**—গৌরবান্বিত করা। **মুখ করা**—গালি দেওয়া; বকা। **মুখ কালো করা**—বিষণ্ণ হওয়া; দুঃখের ভাব জানানো। **মুখ চাওয়া**—কাহারও উপর নির্ভর করা। **মুখ থাকা**—সম্মান বজায় থাকা। **মুখ বাঁকানো**—অপ্রসন্ন ভাব দেখানো। **মুখ রাখা**—মান বা গৌরব রক্ষা করা।

মুখকান্তি—মুখশ্রী, মুখের শোভা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

মুখকোষ—মুখাচ্ছাদন; মুখোশ। ৬তৎ।

মুখচন্দ্র—চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ। উপমিত। বি; পু।

মুখচুন—লজ্জা নৈরাশ্য প্রভৃতির জন্য পাংশু-মুখ। বাংপ্র। বিণ।

মুখচোরা—স্পষ্টভাবে কথা বলিতে কুণ্ঠিত-স্বভাব, বাক্য কথনে ভীরু, লজ্জাশীল, লাজুক। বাংপ্র। বিণ।

মুখচ্ছদ—মুখপট, মুখের কৃত্রিম আবরণ, মুখোশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মুখচ্ছবি—মুখকান্তি, মুখশ্রী। মুখের ছবি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মুখজ—১। বদন হইতে জাত। মুখ শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। ব্রাহ্মণ। বি; পু।

মুখঝামটা, -ঝাড়া—ভর্ৎসনা, তিরস্কার। বাংপ্র। বি।

মুখটি—মুখ্যবংশপুত্র; ব্রাহ্মণবংশ বিঃ। বাংপ্র। বি।

মুখ-দেখানি—সদ্যোবিবাহিতা কন্যার মুখ দেখিবার সময় কন্যাকে প্রদেয় উপহার। বাংপ্র। বি।

মুখনিরীক্ষক—মুখদর্শী; মুখাপেক্ষী; পক্ষপাতী; অলস। ৬তৎ। বিণ।

মুখপট্ট—মুখের কাপড়; মুখোশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মুখপত্র—অন্যের প্রতিনিধিস্বরূপে কথা বলিবার কাগজ। বি; ক্লী।

মুখপদ্ম—পদ্মতুল্য মনোহর মুখ। মুখরূপ পদ্ম, উপমিত বা রূপক। বি; ক্লী।

মুখপাত—উপরিভাগ, অগ্রভাগ; আদ্য খণ্ড; প্রথম পত্র; ভূমিকা, উপক্রমণিকা। বাংপ্র। বি।

মুখপাত্র—প্রধান, শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী। মুখ (প্রধান) যে পাত্র, কর্মধা। বিণ।

মুখপোড়া—যাহার মুখ পোড়া এমন, গালি বিঃ। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

মুখপ্রিয়—সুস্বাদ, রসনাতর্পণ। ৬তৎ।

মুখফোঁড়—স্পষ্টবক্তা। বাংপ্র। বিণ।

মুখবন্ধ—অনুক্রমণিকা, গ্রন্থাদির ভূমিকা, প্রস্তাবনা। ৬তৎ। বি; পু।

মুখবাসন—মুখের সুগন্ধিকর দ্রব্য। বি; পু। [বি; পু।

মুখবিবর—বদন-গহ্বর, mouth. ৬তৎ।

মুখব্যাদান—বদন-বিস্তার, হাঁ করা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মুখভঙ্গী—মুখবিকৃতি, মুখের ভঙ্গী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মুখভার—ক্রোধ অভিমান বা দুঃখাদির জন্য গম্ভীর মুখ। বাংপ্র। বি।

মুখমণ্ডল—মুখাবয়ব, সমগ্র মুখ। ৬তৎ। বি; ক্লী। [মধ্যপ। বি; পু।

মুখমারুত—মুখনিঃসৃত বায়ু, ফুৎকার।

মুখমিষ্ট—মিষ্টভাষী। মুখ মিষ্ট যাহার, বহু। বিণ।

মুখর—বাচাল; অগ্রবক্তা; দুর্মুখ; শব্দায়মান; অগ্রবর্তী। মুখ+র অস্ত্যর্থে। বিণ।

মুখরক্ষা—মানরক্ষা, মানরাখা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মুখরিত—১। রবযুক্ত; শব্দায়মান। মুখর শব্দ+ণিচ্ (=মুখরি) নাম ধাতু+ক্ত কর্তৃ। ২। শব্দিত, ধ্বনিত। ...+ক্ত কর্ম। বিণ।

মুখরুচি—মুখকান্তি, মুখের শোভা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মুখরোচক—মুখের রুচিজনক, যাহা খাইতে ভাল লাগে এরূপ। ৬তৎ। বিণ।

মুখশশী (-শশিন্) মুখচন্দ্র। উপমিত। বি; পু।

মুখশুদ্ধি—মুখপ্রক্ষালন, দন্তমার্জন, মুখ ধোওয়া; তাম্বূলাদি মুখশোধনীয় দ্রব্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মুখশোষ—মুখের শুষ্কভাব। ৬তৎ। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

মুখশ্রী—মুখকান্তি, মুখের শোভা। ৬তৎ।

মুখসর্বস্ব—কথায় পটু কিন্তু কাজ করিতে পারে না এমন। বহু। বিণ।

মুখস্থ—কণ্ঠস্থ, অভ্যস্ত; মুখে স্থিত। বাংপ্র। বিণ।

মুখস্রাব—লালা, থুথু। মুখ শব্দ—স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

মুখাকৃতি—মুখের গঠন, মুখাবয়ব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মুখাগ্নি—১। বিপ্র, ব্রাহ্মণ। মুখে অগ্নি যাহার, বহু (শাপ-প্রদানে অন্যকে ভস্মীভূত করিবার শক্তি থাকাতেই ব্রাহ্মণের মুখাগ্নি আখ্যা হয়)। ২। শবদাহকালে তাহার মুখে প্রদত্ত অগ্নি; দাবানল। মুখে অগ্নি, ৭তৎ। বি; পু।

মুখানো, মুখোনো—উদ্গ্রীব বা আগ বাড়াইয়া থাকা; ফোড়া প্রভৃতির মুখ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

মুখাপেক্ষা—অনুরোধ; পক্ষপাত; কাহারও মুখ তাকাইয়া থাকা; অনুগ্রহ-প্রত্যাশা। মুখের অপেক্ষা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মুখাপেক্ষী (-ক্ষিন্)—মুখাপেক্ষাকারী; মুখনিরীক্ষক; পক্ষপাতী; অনুগ্রহ-প্রত্যাশী। মুখ—অপ—ঈক্ষ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মুখা-পেক্ষিণী**।

মুখামুখি, মুখোমুখি—সম্মুখে সম্মুখে; পরস্পর বচনপ্রয়োগ, বাগ্‌যুদ্ধ, কথা কাটা-কাটি। বাংপ্র। বি।

মুখামৃত—লালা, থুথু। মুখস্থিত অমৃত, মধ্যপ। বি; পু।

মুখাবয়ব মুখের গঠন। ৬তৎ। বি; পু।

মুখি—ওল কচু প্রভৃতির গেঁজ বা অঙ্কুর। বাংপ্র। বি।

মুখী মুখবিশিষ্টা; অভিমুখী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী। পু. **-মুখো**।

মুখুজ্যে, মুখুয্যে—মুখোপাধ্যায়। বাংপ্র। বি।

মুখুটী মুখোপাধ্যায় বংশ। বাংপ্র। বি।

মুখোপাধ্যায়—রাঢ়ী শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ বংশবিশেষের উপাধি, মুখুয্যে। মুখ (প্রধান) যে উপাধ্যায়, কর্মধা। বি; পু।

মুখোশ -মুখচ্ছদ, মুখের কৃত্রিম আবরণ। <মুখকোষ। বি।

মুখ্য - প্রধান, শ্রেষ্ঠ; প্রথম। মুখ (প্রধান, আদ্য) + য। বিণ।

মুখ্যতর—অতি প্রধান, সর্বশ্রেষ্ঠ; সারাৎসার। মুখ্য+তর অতিশয়ার্থে। বিণ।

মুগ—কলায় বিঃ। <মুদ্গ। বি।

মুগা—প্রবাল, পলা; মোটা রেশম বি। বাংপ্র। বি।

মুগুর—লগুড়, দণ্ড, যষ্টি; কোন কিছু পিটিবার যন্ত্র; ব্যায়ামার্থ দণ্ড বিঃ। <মুদ্গর। বি।

মুগ্ধ—মূঢ়, মোহপরবশ; মনোহর, সুন্দর, সরল; আত্মহারা, বিহ্বল; নিবিষ্ট। মুহ্ (বিমুগ্ধ হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মুগ্ধদৃষ্টি—১। বিমোহিত চক্ষুঃ; সুন্দর নয়ন; মনোহর দৃষ্টি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। বিমোহিত চক্ষুর্বিশিষ্ট। বহু। বিণ।

মুগ্ধনেত্র, মুগ্ধলোচন—১। বিমোহিত চক্ষুঃ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। বিমোহিত চক্ষুর্বিশিষ্ট। বহু। বিণ।

মুগ্ধবোধ -বোপদেবকৃত ব্যাকরণ গ্রন্থ বিঃ। মুগ্ধের (মূর্খের) বোধ জন্মে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

মুগ্ধা—নায়িকা বিঃ, প্রণয়ীর প্রতি যে নায়িকার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, সরলা বালা। বি; স্ত্রী।

মুঙ্গের—বিহার রাজ্যে ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও শহর। কেহ কেহ বলেন, এইখানে মুদ্গল মুনির আশ্রম ছিল, সেইজন্য ইহাকে পূর্বে মুদ্গলপুরী বলা হইত। অপর কেহ কেহ বলেন যে, বিশ্বামিত্র-পুত্র মুদ্গলরাজা এখানে রাজত্ব করিতেন বলিয়াই ইহাকে মুদ্গলপুরী বলা হইত। কাহারও কাহারও মতে স্থানটির নাম ছিল মুদ্গলগিরি। অপর কাহারও কাহারও মতে মুগ (মুগের ডাউল) হইতে মুঙ্গের নাম উৎপন্ন। এই জেলায় ঘৃত প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হয়। লৌহ-নির্মিত অস্ত্রাদি নির্মাণের বাহুল্য জন্য কেহ কেহ এই জেলাকে ভারতের বার্মিংহাম নামে অভিহিত করেন। মুঙ্গের শহরের দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে সীতাকুণ্ড-নামক উষ্ণ প্রস্রবণ ও দুর্গ উল্লেখযোগ্য। এই প্রাচীন দুর্গটি ১১৯৫ খ্রীঃ প্রথম মুসলমান বঙ্গ-বিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজী অধিকার করেন। পরে ১৫৯০ খ্রীঃ টোডরমল্ল এই স্থানে অবস্থিত হইয়া রাজকার্য পরিচালিত করেন। সা সুজার সহিত আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ সম্পর্কে মুঙ্গেরের নাম বিশেষভাবে ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। মিরকাশিমের সঙ্গে যখন ইংরেজের যুদ্ধ ঘটে, সেই সময়ে মিরকাশিম এই দুর্গে অবস্থান করিয়া যুদ্ধকার্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইংরাজের সহায় বলিয়া মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠদ্বয়কে মিরকাশিম দুর্গের পার্শ্ববর্তী যে স্থান হইতে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত, দর্শকগণকে সেই স্থান প্রদর্শন করা হয়। কাঠের বাক্স ও কৌটার কারুকার্যের জন্য মুঙ্গেরের যথেষ্ট প্রসিদ্ধি আছে। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী যে ভয়ংকর ভূমিকম্প সমগ্র বিহার প্রদেশ ব্যাপিয়া সংঘটিত হয়, উহার ভয়ানক প্রকোপ প্রধানতঃ মুঙ্গেরে অনুভূত হইয়াছিল। ঐ ভূমিকম্পে মুঙ্গের শহর শ্মশানে পরিণত হয়। অসংখ্য গৃহ ভূমিসাৎ হয়। স্থানে স্থানে মৃত্তিকা বিদীর্ণ হইয়া ধাতব জলরাশি উত্থিত হইয়াছিল। অগণিত নরনারী, পশু প্রভৃতি বিনষ্ট হইয়া ধ্বংসের চরম দৃশ্য প্রকটিত করিয়াছিল।

মুচকানো ঈষৎ বিকশিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

মুচকি—ঈষৎ বিকশিত; সামান্য, ঈষৎ, চাপা। বাংপ্র। বিণ।

মুচড়ানো, মোচড়ানো—দুমড়ানো, বাঁকানো। বাংপ্র। ক্রি।

মুচলেকা—দণ্ডসহ অঙ্গীকারপত্র। তুর্কী-মু। বি।

মুচি, মুচী—১। ক্ষুদ্র মোচার আকারের ফল বা অন্য দ্রব্য; নারিকেলের কুঁড়ি। বাংপ্র। ২। চর্মকার জাতি বিঃ। প্রাচীন ইরানীয় 'মুচ' শব্দজ। ৩। মাটির ছোট পাত্র বিঃ। <মুষা। বি।

মুচুকুন্দ ১। বৃক্ষ বিঃ; মুনি বিঃ; দৈত্য বিঃ। বি; পু।

২। মহারাজ মান্ধাতার পুত্র। ইনি একজন অসামান্য বীরপুরুষ ছিলেন। দেবাসুর যুদ্ধের সময়ে ইনি দেবতাগণকে বিশিষ্টরূপ সাহায্য করেন। দেবতারা প্রীত হইয়া ইঁহাকে বর দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইনি যুদ্ধে অতিশয় ক্লান্তি হেতু বিশ্রামার্থ নিদ্রাসুখ ভোগের এবং সেই নিদ্রাভঙ্গ করিয়া যে তাঁহাকে জাগরিত করিয়া সম্মুখে পড়িবে তাহাকে ভস্মীভূত করিবার বর প্রার্থনা করেন। দেবতারা "তথাস্তু" বলিলেন। অতঃপর ইনি বরলাভে আনন্দিত হইয়া এক পর্বত-গুহায় নিদ্রাগত হইলেন। এইরূপে বহু যুগযুগান্তর অতীত হইয়া গেল। পরে শ্রীকৃষ্ণ কালযবনকে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে সুকৌশলে তাহাকে সেইখানে লইয়া গেলে কালযবন ইঁহাকে শয়ান অবস্থায় দেখিয়া পদাঘাতে ইঁহার নিদ্রাভঙ্গ করে এবং ইঁহার দর্শন-পথে পতিত হইলে ভস্মীভূত হয়। মুচুকুন্দ জাগরিত ও গুহা-নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন যে, যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জীবজন্তুর পরিবর্তন হইয়াছে। তিনি আপনার রাজ্য ও পরিবারবর্গের কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ইনি তপস্যার্থে হিমালয় প্রদেশে গমন করিলেন এবং যোগাবলম্বনে তনু-ত্যাগ করিলেন।

মুচ্ছুদ্দী—মুৎসদ্দী বা মুৎসুদ্দী। আ-মু। বি।

মুছলমে—একেবারে; মোটেই। আ-মু। ক্রি-বিণ।

মুছা, মোছা—নির্মোচন করা, ক্ষালন করা; পরিষ্কার করা, লোপ করা। বাংপ্র। ক্রি।

মুজরা—নৃত্যগীতাদি কার্য, অথবা তাহার প্রতিযোগিতা বা পরখ; পারিশ্রমিক; পারিতোষিক; রফা, বাদ, ছাড়। আ। বি।

মুঞি—আমি। কপ্র। সব।

মুঞ্চসি—ত্যাগ করিতেছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুঞ্জ—১। শর, তৃণ। মুন্‌জ্ (শব্দ করা) + অন্ কর্তৃ। ২। মালব দেশের নৃপ, রাজা হর্ষদেবের পুত্র। বি; পু।

মুঞ্জকেশী (-শিন্)—বিষ্ণু। মুঞ্জতুল্য যে কেশ সে মুঞ্জকেশ, মধ্যপ; তাহা আছে ইঁহার এই অর্থে মুঞ্জকেশ+ইন্। বি; পু।

মুঞ্জরা—মুঞ্জরিত হওয়া, মুকুলিত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

মুঞ্জরিত—মুকুলিত, নবপল্লবিত। মুঞ্জর শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

মুঞ্জরী—তুলসীপুষ্প; পদ্মকেশর। মুঞ্জর+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বাংপ্র। বি।

মুটিয়া, মুটে—মোটবাহক, ভারিক।

মুঠ—মুষ্টি, কুঞ্চিতকরতল ; বাঁট, হাতল। বাংপ্র। বি।

মুঠা, মুঠি, মুঠো—মুষ্টি, কুঞ্চিতকরতল ; বাঁট, হাতল ; আয়ত্তি। বি। ২। মুষ্টিমিত, মুঠায় যত ধরে এমন। বাংপ্র। বিণ।

মুড়—মস্তক, মাথা। <মুণ্ড। বি।

মুড়কি—গুড় মাখানো খৈ, ওকড়া। বাংপ্র। বি।

মুড়মুড়—অনুকার শব্দ, চিবাইবার শব্দ। বাংপ্র। বি। বিণ—**মুড়মুড়ে**।

মুড়া, মোড়া—মণ্ডিত করা, আবৃত করা, মোড়ক করা ; ভাঁজ করা ; জড়ানো ; দোমড়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

মুড়া, মুড়ো—১। মৎস্যাদির মস্তক ; লাঙ্গলের স্থূল কাষ্ঠ, যাহাতে ফলা লাগানো থাকে। বি। ২। নীরস, জলশূন্য, শক্ত ; ক্ষীণাগ্র। বাংপ্র। বিণ।

মুড়ানো—মুণ্ডন করা, অগ্রভাগ ছেদন করা, আগা বা ডগা কাটা ; ডগা কাটিয়া পাওয়া ; মোড়ক করা, আবৃত করা। বাংপ্র। ক্রি।

মুড়ি—চাউলকে প্রথমে উষ্ণ করিয়া পরে তপ্ত বালিতে ভাজিলে যাহা হয়, হুড়ুম ; মস্তক ; বস্ত্রাদির ভাঁজকরা কিনারা ; বস্ত্রাদিদ্বারা আবরণ। বাংপ্র। বি।

মুড়িঘণ্ট—মৎস্য ছাগাদির মুণ্ডযোগে ঘণ্ট ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

মুড়ো—'মুড়া' দ্রঃ।

মুণ্ড—মস্তক, মুড়। মুন্‌ড্‌ (ছেদন করা) + অল্‌ কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

মুণ্ডন—কেশকর্তন, মাথা মুড়ানো ; কর্তন, ছাঁটা। মুন্‌ড্‌ (ছেদন করা) + অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

মুণ্ডপাত—মস্তকছেদন, মাথা কাটা ; শাস্তি, নিগ্রহ। ৬তৎ। বি ; পু।

মুণ্ডি—ছোট মোণ্ডা। বাংপ্র। বি।

মুণ্ডিত—কৃতমুণ্ডন, মুড়ানো। মুন্‌ড্‌ (ছেদন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

মুত, মুত—মূত্র, প্রস্রাব। <মূত্র। বি।

মুতা, মুতা—মূত্রত্যাগ করা, প্রস্রাব করা। বাংপ্র। ক্রি।

মুতানো—প্রস্রাব করানো। বাংপ্র। ক্রি।

মুৎফরক্কা—বিবিধ, অকিঞ্চিৎকর, ফটকি-নাটকি, নগণ্য। আ-মু। বিণ।

মুৎসুদ্দী—কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ; বাণিজ্যাগারের অধ্যক্ষ ; লেখক। আ। বি।

মুথা, মুথো—মুস্তক, সুগন্ধ মূলবিশিষ্ট তৃণ বিঃ। বাংপ্র। বি। [ক্রি।

মুদই—মুদে, মুদ্রিত করে, বুঁজে। প্রা কপ্র।

মুদল—মুদিল, মুদিত করিল ; ঢাকিল, ঢাকা দিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

মুদা—১। প্রীতি, হর্ষ, সন্তোষ। মুদ্‌ + কিপ্‌ ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। মুদ্রিত করা বা হওয়া, বুঁজা। কপ্র। ক্রি।

মুদি, মুদী—বিবিধপণ্যব্যবসায়ী, বেনিয়া, দোকানী। বাংপ্র। বি।

মুদিখানা—মুদির দোকান। বাংপ্র। বি।

মুদিত—১। প্রীত ; হৃষ্ট ; সন্তুষ্ট। মুদ্‌ (হৃষ্ট হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। ২। নিমীলিত, বদ্ধ। <মুদ্রিত। বিণ।

মুদগ—মুগ কলাই ; পক্ষী বিঃ, পানকৌড়ি। মুদ্‌ + গক্‌ করণ। বি ; পু।

মুদগর—মুগুর ; গদা। মুদ্‌—গৄ + অন্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

মুদগল—গোত্রকারক মুনি বিঃ ; পুষ্পবৃক্ষ-বিশেষ ; নৃপ বিঃ। মুদ্‌ শব্দ গৄ + অল্‌ কর্তা। বি ; পু।

মুদ্দই—দুশমন, শত্রু ; অভিযোক্তা, বাদী। আ। বি বা বিণ।

মুদ্দত—মিয়াদ, সময়, সীমা। আ। বি।

মুর্দা—লাস, শব। ফা-মু। বি।

মুর্দাফরাশ—শহরে অর্থগ্রহণপূর্বক শব দাহ করে ও শব বহন করে এমন জাতি বিঃ। ফা-মু। বি।

মুদ্রণ—১। নিমীলন, মুদ্রিত করণ ; ছাপা ; নিয়মন। মুদ্রা + ণিচ্‌ (= মুদ্রি নামধাতু) + অনট্‌ ভাব। ২। হাতের আংটি। ... + অনট্‌ কর্ম বা করণ। বি ; ক্লী।

মুদ্রা—সীল মোহর, ছাপ, প্রত্যয়করণ চিহ্ন ; খোদিত লিপি ; খোদিত লিপিযুক্ত অঙ্গুরীয় ; টাকা পয়সা ইত্যাদি ; আকার ; সীমা ; মদের চাটনি ; দেবারাধনাকালে অঙ্গুল্যাদির সন্নিবেশ বিঃ ; গানাদি কালে হস্তমুখাদির ভঙ্গি। মুদ্‌ (হৃষ্ট হওয়া) + রক্‌ করণ + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মুদ্রাকর—মুদ্রণকারী, যে পুস্তকাদি ছাপে, printer. মুদ্রার (ছাপার) কর (কর্তা)। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু।

মুদ্রাকরপ্রমাদ—মুদ্রণকারীর অনবধানতা ; ছাপাওয়ালার ভুল ; ছাপিবার সময় অক্ষর সাজাইবার ভুল। ৬তৎ। বি ; পু।

মুদ্রাক্ষর—ছাপিবার হরপ বা টাইপ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মুদ্রাঙ্কন—মুদ্রিতকরণ, ছাপা বা ছাপানো। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কন, ৩তৎ। বি ; ক্লী।

মুদ্রাঙ্কিত—মুদ্রাচিহ্নিত, ছাপা। মুদ্রা দ্বারা অঙ্কিত, ৩তৎ। বিণ।

মুদ্রাতত্ত্ব—যে বিজ্ঞানের দ্বারা মুদ্রাসমূহের উপরিভাগে উৎকীর্ণ অক্ষরাদি হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হয় [ইংরাজীতে ইহাকে numismatics বলে। এই বিজ্ঞানের উৎপত্তি অল্পদিন মাত্র হইয়াছে। ভারতীয় বর্তমান মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে রেপসন্‌ স্মিথ্‌, হোয়াইট্‌হেড, হর্নলি, ব্রাউন, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য]। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মুদ্রাদোষ—স্বভাবগত হস্তমুখাদি অঙ্গভঙ্গি ; অনর্থক কোনও শব্দের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণাদি। বাংপ্র। বি।

মুদ্রাযন্ত্র—ছাপার কল, প্রেস। ৬তৎ। বি ; ক্লী। [খ্রীষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষে বা ১০ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীনদেশে প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি হয়। ১০৪০ হইতে ১০৫০ খ্রীঃ মধ্যে জনৈক চীনদেশীয় কর্মকার দগ্ধ মৃত্তিকা দ্বারা অক্ষর প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্ট্রাসবুর্গ নগরবাসী কোস্টর নামক জনৈক ব্যক্তি কাষ্ঠফলকে অক্ষর খোদাই করিয়া মুদ্রিত করিতেন। ইহার পর শেপর নামক জনৈক শিল্পী ধাতুনির্মিত অক্ষর প্রস্তুত করেন। প্রথমে কাষ্ঠনির্মিত যন্ত্র (Press) ব্যবহৃত হইত। স্টান্‌হোপ্‌ নামক জনৈক শিল্পী লৌহনির্মিত যন্ত্রের প্রচলন করেন। পরে কোপ, ক্লাইড, মর প্রভৃতি দ্বারা উহার কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হয়। অতঃপর কোনিগ্‌ সাহেব ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্রের সৃষ্টি করেন। ইহাতে ১৮১৪ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর 'টাইমস্‌' নামক সংবাদপত্র প্রথম মুদ্রিত হয়। অল্পদিন পরে কোনিগ্‌ সাহেব উহার উন্নতি সাধন করেন। ইহাতে প্রতি ঘণ্টায় দুই হাজার কাগজ মুদ্রিত হইত। শেষে আপলগাথ ও কাউপর নামক দুই ব্যক্তি সর্বাঙ্গসুন্দর বাষ্পীয় মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করেন। এদেশে কেরী প্রমুখ মিশনারীগণ কর্তৃক ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে এবং ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়।]

মুদ্রাশঙ্খ—সীসকভস্ম বিঃ। বাংপ্র। বি।

মুদ্রিকা—মুদ্রিত লিপি ; ক্ষুদ্র মুদ্রা ; মোহর। মুদ্রা শব্দ + কণ্‌ স্বার্থে + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মুদ্রিত—সংকুচিত ; মীলিত, ত্যক্ত ; মুদ্রাঙ্কিত, ছাপা। মুদ্রা শব্দ + ইত। বিণ।

মুধোলকার, রঙ্গনাথ নরসিংহ—দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত ধুলিয়া গ্রামে ১৮৫৭ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। মহারাষ্ট্র প্রাধান্যের সময় ইঁহার পূর্বপুরুষেরা মাধোল-নামক জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিতেন, তদবধি এই বংশ মাধোলকার বা মুধোলকার নামে প্রথিত হয়। ইনি জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। ১৮৮৮ খ্রীঃ মহাসমিতিতে যোগদান করেন। ১৮৯০ খ্রীঃ কংগ্রেস হইতে যে তিনজন

প্রতিনিধি বিলাতে প্রেরিত হন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। মধ্যপ্রদেশের প্রাদেশিক সমিতি ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ভারতীয় শিল্পসভার সম্পাদকরূপে ইনি দেশের অনেক উপকার করিয়াছেন। ১৯০৯ খ্রীঃ ইনি ভারত গবর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্বাচিত হন। এই সভাতে ইনি অনেক সময়ে নিজ বুদ্ধিমত্তা ও স্বদেশপ্রীতির প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া দেশবাসীর ও গবর্নমেন্টের প্রশংসাভাজন হন। ১৯১২ খ্রীঃ বাঁকিপুরের জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ ইনি C. I. E. উপাধি প্রাপ্ত হন।

মুনফা, মুনাফা—লাভ, আয়। আ। বি।

মুনশী—কেরানী; লেখক; বিদ্বান্; হিন্দী বা উর্দু শিক্ষক। আ। বি।

মুনশীয়ানা—পাণ্ডিত্য; দক্ষতা; লিপিচাতুর্য; মাতব্বরি; পণ্ডিতম্মন্য ভাব। আ-মু। বি।

মুনসেফ—দেওয়ানী আদালতের বিচারক বিঃ। <আ 'মুনসিফ'। বি।

মুনি—ঋষি; তপস্বী; বকবৃক্ষ; পলাশগাছ। মন্ (বোধ করা, জানা)+ই কর্ম বা কর্তৃ। বি; পু। শাস্ত্রে মুনির এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে:—

"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ যিনি দুঃখ উপস্থিত হইলে উদ্বিগ্ন হন না, সুখরাশিতেও যাঁহার স্পৃহা নাই; যিনি আসক্তিহীন ও ভয়ক্রোধশূন্য এবং যাঁহার স্থিরভাব উপস্থিত হইয়াছে, তিনিই মুনিপদবাচ্য।

মুনিব—মনিব (তাহা দ্রঃ)।

মুনিয়া—নানাবর্ণে ছোট পাখি বিঃ। বাংপ্র। বি।

মুনীন্দ্র—মুনিবর, মুনিশ্রেষ্ঠ; বুদ্ধদেব মুনিগণের মধ্যে ইন্দ্র, ৬তৎ। বি; পু।

মুফৎ—শুধু শুধু, অমনি, মাঙনা। আ। ক্রি-বিণ।

মুফতি—মুসলমান স্মৃতি ব্যবস্থাপক। আ। বি।

মুমুক্ষু—১। মোক্ষলাভেচ্ছু। সনন্ত মুচ্ (মুক্ত হইতে ইচ্ছা করা)+উ কর্তৃ। বিণ। ২। যতি, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু। বি; পু।

মুমূর্ষা—মরণেচ্ছা। সনন্ত মৃ (মরিতে ইচ্ছা করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

মুমূর্ষু—আসন্নমৃত্যু, মরণোন্মুখ, মর মর। সনন্ত মৃ+উ কর্তৃ। বিণ।

মুরগি, মুরগী—কুক্কুটী বা কুক্কুট। ফা-মু। বি।

মুরচ্ছা—মূর্ছা। বাংপ্র। বি।

মুরছিত—মূর্ছিত। কপ্র। বিণ।

মুরজ—মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ। মুর শব্দ-জন্+ড কর্তৃ। বি; পু।

মুরদ—শক্তি, সামর্থ্য, ক্ষমতা। আ-মু। বি।

মুরব্বি, মুরুব্বি—অভিভাবক, সহায়; প্রধান ব্যক্তি, মাতব্বর; প্রভু; প্রাচীন লোক; উপদেষ্টা। আ। বি।

মুরলা—কেরলদেশস্থ নদী বিঃ; নর্মদা নদী। মুর—লা+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

মুরলী—বংশী, বাঁশি; সানাই। মুর—লা+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মুরলীধর—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

মুরলীধারী (-ধারিন্)—বংশীধারী; শ্রীকৃষ্ণ। উপতৎ; মুরলী শব্দ—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

মুরশিদাবাদ—'মুর্শিদাবাদ' দ্রঃ।

মুরাদ মোগলসম্রাট্ শাহজহাঁর চতুর্থ অর্থাৎ সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। শাহজহাঁ ইঁহাকে গুজরাটের সুবাদারি দিয়াছিলেন। ১৬৫৮ খ্রীঃ শাহজহাঁ উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব মুরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, "আমার নিজের রাজ্যগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা নাই, ধর্মকর্মে জীবন উৎসর্গ করাই আমার অভিপ্রায়; আমি শীঘ্রই মক্কা চলিয়া যাইব; তুমি রাজা হও, ইহাই আমার একান্ত অভিপ্রায়; কারণ জ্যেষ্ঠ দারা মুসলমানবিদ্বেষী, সে রাজা হইলে ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানধর্ম বিলুপ্ত হইবে। অতএব ভ্রাতঃ! আমার সহিত যোগ দাও, আমরা উভয়ে মিলিত হইলে দারাকে সহজেই পরাভূত করিতে পারিব।" নির্বোধ মুরাদ মায়াবীর এই মায়িক বাক্যে ভুলিয়া গেলেন। তিনি সসৈন্যে আওরঙ্গজেবের সহিত যোগ দিলেন। অতঃপর উভয়ে মিলিত হইয়া দারাকে পরাস্ত করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেবের সেনাপতি শাহজহাঁর দ্বিতীয় পুত্র শুজাকে পরাস্ত করিলেন। এইরূপে সমরে বিজয়ী হইয়া আওরঙ্গজেব একদিন ভ্রাতা মুরাদকে আপনার শিবিরে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং তাঁহাকে সুরাপানে উন্মত্ত ও বন্দী করিয়া গোয়ালিয়রের দুর্গে প্রেরণ করিলেন, এবং সেখানে গোপনে মুরাদের প্রাণবিনাশ করিলেন।

মুরারি—শ্রীবিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। মুরের (মুরনামক দৈত্যের) অরি (রিপু), ৬তৎ। বি; পু।

মুরারি গুপ্ত—বিখ্যাত কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। ইনি বৈদ্যজাতীয়। ইঁহার পৈতৃক নিবাস ও জন্মস্থান শ্রীহট্ট। বিদ্যাশিক্ষার্থ ইনি নবদ্বীপে আগমন করেন। তৎকালে ভগবান্ চৈতন্যদেব হরিনামরসে দেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। মুরারি সেই রসে মত্ত হইয়া চৈতন্যের শিষ্য হন। গুরুর লীলাবলম্বনে ইনি 'চৈতন্যচরিত' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহা অতি প্রামাণিক গ্রন্থ, কারণ মুরারি স্বচক্ষে সমস্ত প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা ১৪৩৫ শকের আষাঢ়ী শুক্লসপ্তমীতে সমাপ্ত হয়।

মুরি—নরদমা, জলনালী। বাংপ্র। বি।

মুরুব্বি—'মুরব্বি' দ্রঃ।

মুরুব্বিয়ানা—অভিভাবকত্ব; মাতব্বরি; প্রভুত্ব; বুড়ামো। আ-মু। বি।

মুর্দা—মৃত; মৃতদেহ, শব, লাস। ফা-মু। বি।

মুর্দাফরাস—শব-সৎকারকারী জাতি বিঃ, গঙ্গাপুত্র। ফা-মু। বি।

মুর্শিদাবাদ (মুরশিদাবাদ)—পশ্চিমবঙ্গের প্রেসিডেন্সি বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও শহর। এই জেলায় কাশিমবাজার, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর, লালগোলা, বহরমপুর প্রভৃতি অনেকগুলি প্রসিদ্ধ স্থান আছে। শহরটি বঙ্গে মুসলমান রাজপ্রতিনিধির শেষ রাজধানী বলিয়া প্রখ্যাত। ইহার প্রাচীন নাম মুকসুদাবাদ। ১৭০৪ খ্রীঃ মুর্শিদ কুলি খাঁ ঢাকা হইতে রাজধানী উঠাইয়া এইখানে স্থাপিত করেন, এবং স্থানটি নিজ নামানুসারে মুর্শিদাবাদ নামে অভিহিত করেন। এইখানে অবস্থিত হইয়া সুবেদারগণ বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা শাসন করিতেন, এবং জগদ্বিখ্যাত ধনকুবের জগৎশেঠগণ সরকারী মহাজন ও ধনরক্ষক স্বরূপে বাস করিতেন। ইংরাজকর্তৃক বঙ্গবিজয়ের পরেও, কিছুকাল পর্যন্ত এই স্থান হইতেই রাজকার্য পরিচালিত হইত। ১৭৭২ খ্রীঃ ওয়ারেন হেস্টিংস দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত কলিকাতায় উঠাইয়া লইয়া যান। ১৭৭৫ খ্রীঃ ফৌজদারী আদালত পুনর্বার মুর্শিদাবাদে ফিরাইয়া আনা হয়। ১৮১০ খ্রীঃ লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব ও সমুদয় বিচারবিভাগ কলিকাতায় লইয়া যান। মুর্শিদাবাদ শহরে এখনও পর্যন্ত সুবেদারবংশধরগণ বাস করিয়া আসিতেছেন। বর্তমান প্রাসাদ ১৮৩৭ খ্রীঃ ইতালীয় স্থপতিকার্যের অনুকরণে নির্মিত হয়। এই প্রাসাদ ভাগীরথীর পূর্বপারে প্রতিষ্ঠিত। অপর পারে মতিঝিল নামক স্থানে নবাব সিরাজউদ্দৌলা খাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ইহার ধ্বংসাবশেষ সামান্যাংশে বিদ্যমান আছে। ইহার সন্নিকটে সিরাজের মাতামহ আলিবর্দি খাঁর এবং সিরাজ ও সিরাজ-পত্নী লুৎফন্নিসার মৃতদেহ

পাশাপাশি ভূপ্রোথিত আছে। কবর-স্থানটি আড়ম্বরশূন্য। মুর্শিদাবাদের প্রাসাদের সন্নিকটে ইমামবাড়া একটি দর্শনীয় বস্তু। প্রাসাদ ইহা অপেক্ষা আরও অধিক চমকপ্রদ। ১৮৮২ খ্রীঃ পর হইতে মুর্শিদাবাদের নবাব "নবাব নাজিম", "নবাব বাহাদুর" এই নব উপাধিতে ভূষিত হইতেছেন।

মুলতবী, মুলতুবী—পরে করিবার জন্য ফেলিয়া রাখা, স্থগিত, ব্যাক্ষিপ্ত। আ। বিণ।

মুলতান—পঞ্জাবের নগর বিঃ; (সংগীতে) রাগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

মুলা, মুলো—মূলক, কন্দ বিঃ (তরকারি)। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

মুলাকাত—দর্শন, দেখা, ভেট, সাক্ষাৎকার।

মুলুক, মুল্লুক—দেশ, রাজ্য। আ-মু। বি।

মুষড়ানো, মোষড়ানো, মুষড়নো—দমিয়া যাওয়া; ভগ্নোৎসাহ বা বিমর্ষ হওয়া; শুষ্কপ্রায় হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

মুষল, মুশল, মুসল—ঢেঁকির মোনা প্রভৃতি; মুদ্গর। মুষ্, মুশ্ বা মুস্ + কল কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

মুষলধারা—মুষলের ন্যায় ধারাবিশিষ্ট, অতি স্থূল ধারাযুক্ত। বহু। বিণ।

মুষলধারে—মুষলের ন্যায় অতি স্থূল ধারার আকারে। বহু। ক্রি-বিণ।

মুষলামুষলি—মুষলে মুষলে যুদ্ধ, গদাগদি, লাঠালাঠি। অ।

মুষলী (মুষলিন্) বলদেব। মুষল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

মুষা—ধাতু গলাইবার পাত্র, মুচী। মুষ্ + ক কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

মুষিত—অপহৃত, চোরিত; বঞ্চিত। মুষ্ (চুরি করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

মুষ্ক—অণ্ডকোষ; তস্কর, চোর। মুষ্ (চুরি করা) + কক্ কর্তৃ। বি; পু।

মুষ্টামুষ্টি—পরস্পর মুষ্টিপ্রহার, কিলাকিলি যুদ্ধ। বহু। অ।

মুষ্টি—১। পরিমাণ বিঃ; কুঞ্চিতপাণি, মুঠা; কিল, ঘুষি; খড়্গাদির বাঁট। মুষ্ (বধ করা ইত্যাদি) + ক্তিচ্ বা ক্তি করণ। বি; পু বা স্ত্রী। ২। অপহরণ, চুরি। মুষ্ (লুণ্ঠন করা) + ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। মুঠার মধ্যে যত ধরে এমন। বাংপ্র। বিণ।

মুষ্টিবদ্ধ—মুষ্টীকৃত, যাহা মুঠা করা হইয়াছে এরূপ। ৩ বা ৭তৎ। বিণ।

মুষ্টিভিক্ষা—এক মুঠা পরিমিত চাউল ভিক্ষা। মুষ্টি-মিতা ভিক্ষা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

মুষ্টিমিত—মুষ্টিপরিমিত, এক মুঠা। ৩তৎ।

মুষ্টিমেয়—মুষ্টিপরিমিত, একমুঠা। ৩তৎ। বিণ। [ঔষধ। বি; পু।

মুষ্টিযোগ—টোটকা ঔষধ, সদ্যঃ ফলপ্রদ

মুসব্বর—গন্ধদ্রব্য বিঃ। আ। বি।

মুসল—'মুষল' দ্রঃ।

মুসলমান—ইসলাম ধর্মাবলম্বী; ইসলাম। ফা। বি বা বিণ।

মুসলমানী—১। মুসলমান নারী। বি। ২। মুসলমানসম্বন্ধীয়। ফা-মু। বিণ।

মুসলিম, মোসলেম—মুসলমান। আ। বি। [দ্রঃ)।

মুসা—(মোজেস—Moses)—মুসা (তাহা

মুসাফির, মুসাফের পর্যটক, ভ্রমণ-কারী; পথিক। আ। বি।

মুসাবিদা—পাণ্ডুলিপি, খসড়া, draft. আ-মু। বি।

মুসোলিনি—সিনর বেনিটো (Mussolini, Signor Benito—১৮৮৩—১৯৪৪ খ্রীঃ)। ইটালির প্রেদাপিও গ্রামে ভারানো দি কস্তা পল্লীতে সামান্য কর্ম-কারের গৃহে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে জুলাই বেনিতো মুসোলিনি ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতার নাম আলেসান্দ্রো। বাল্যকালে মুসোলিনির লেখাপড়ায় তেমন যত্ন ছিল না। তিনি বড়ই চঞ্চল-প্রকৃতি ছিলেন। কিন্তু মুসোলিনি মাকে খুব ভক্তি ও ভয় করিতেন। পিতৃবন্ধু ম্যারানির পাঠ-শালায় মুসোলিনির বিদ্যারম্ভ হয়। ইহার পর সাইলেসিয়ার পুরোহিতদের এক বোর্ডিং স্কুলে স্বাধীন আবহাওয়ার মধ্যে ইনি সুখে বিদ্যাভ্যাস করেন। মুসোলিনী বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াই রাজনীতিতে গভীরভাবে প্রবেশ করিলেন এবং দেশের মুক্তির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাযুদ্ধের পরে ইনি ফ্যাসিস্ত নাম দিয়া একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ঐ দল পরে শক্তিশালী হইয়া দেশের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইনি জার্মানির পক্ষাবলম্বন করেন। ইনি আততায়ী কর্তৃক নিহত হন।

মুস্ত, মুস্তক, মুস্তা মূল বিঃ, মুথা। বি; যথাক্রমে পু ক্লী, স্ত্রী।

মুহরি, মুহুরি—লেখক, কেরানী; জলাদি নির্গমপথ, মুরি; ছিদ্রযুক্ত লৌহ, দরী, ঝাঁঝরি; পেঁচের মুখের আটক। বাংপ্র। বি।

মুহুঃ—পুনঃপুনঃ, বার বার; অত্যন্ত; সদ্যঃ। অ।

মুহুর্মুহুঃ—পুনঃপুনঃ, বার বার। অ।

মুহূর্ত—দিবারাত্রের ত্রিশ ভাগের এক ভাগ; অত্যল্পকাল। মুহ্ + ক্ত কর্তৃ নিপাতনে। বি; পু বা ক্লী।

মুহ্যমান—যাহার চিত্তবিকৃতি ঘটিয়াছে এরূপ; কাতর। মুহ্ + শান কর্ম। বিণ।

মূক—বাক্‌শক্তিহীন, বোবা। মূ + কক্ কর্তৃ। বিণ।

মূঢ়—অজ্ঞ, মূর্খ; মোহাবিষ্ট, মুগ্ধ; তন্দ্রিত, জড়। মুহ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মূঢ়তা—মূর্খতা, অজ্ঞতা; জড়তা। 'মূঢ়' দ্রঃ। মূঢ় + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

মূত্র—প্রস্রাব [দ্রবরূপ মলভাগের জলীয়াংশ মূত্রবাহিনী শিরা দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মূত্রা-শয়ে নীত হইলে উহাকে মূত্র বলে। ভুক্ত-দ্রব্য পরিপাক প্রাপ্ত হইলে উহার সারাংশ রসরূপে এবং সারহীন অংশ মলরূপে পরিণত হয়। এই মলের জলীয় ভাগ অপানবায়ু দ্বারা চালিত হইয়া বস্তিদেশে গমনপূর্বক মূত্ররূপ ধারণ করে]। মূত্র্ + অল্ ভাব বা কর্ম। বি; ক্লী।

মূত্রকৃচ্ছ্র—রোগ বিঃ [এই রোগে মূত্রত্যাগ-কালে যন্ত্রণা বোধ হয়, এবং দূষিত বা শর্করাযুক্ত মূত্র নির্গত হয়]। মূত্রের কৃচ্ছ্র (কষ্ট) যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

মূত্রদোষ—প্রমেহ। ৬তৎ। বি; পু।

মূত্রনালী—মূত্রনির্গমের পথ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মূত্রনিরোধ—মূত্র-প্রতিবন্ধক রোগ বিঃ; মূত্রকৃচ্ছ্র। মূত্রের নিরোধ হয় যাহাতে, বহু। বি; পু।

মূত্রপুট নাভির অধোভাগ, মূত্রাশয়। ৬তৎ। বি; ক্লী। [বি; পু।

মূত্রাশয়—মূত্রস্থান, বস্তি, bladder. ৬তৎ।

মূত্রিত—কৃতপ্রস্রাব; মুতিয়াছে এরূপ। মূত্র্ (প্রস্রাব করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মূরতি—মূর্তি। বাংপ্র। বি।

মূর্খ—অজ্ঞান, অবোধ, মূঢ়। মুহ্ + খ অপা নিপাতনে। বিণ। [বি; স্ত্রী।

মূর্খতা—মূঢ়ত্ব, অবোধত্ব। মূর্খ + তা ভাবার্থে।

মূর্ছনা—সংগীতে সপ্তস্বরের আরোহ ও অব-রোহ বিঃ; ঔষধসংস্কার বিঃ; প্রতি-ফলন। মূর্ছ্ (মূর্ছিত হওয়া) + অন ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

মূর্ছা—মোহ, অচৈতন্য; ব্যাপ্তি; বৃদ্ধি; প্রতিফলন। মূর্ছ্ + অ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

মূর্ছিত মোহপ্রাপ্ত, অচেতন; বিস্তৃত; উন্নত; ব্যাপ্ত; প্রবৃদ্ধ; প্রতিফলিত। মূর্ছা + ইত জাতার্থে। বিণ।

মূর্ত—১। মূর্ছিত; কঠিন; মূর্তিমান্, আকৃতিবিশিষ্ট। মূর্ছ্ + ক্ত কর্তৃ নিপাতনে। বিণ। ২। (ন্যায়মতে) পৃথিবী জল তেজ বায়ু মন এই পাঁচ (ইহাদের গুণ—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ পরত্ব অপরত্ব গুরুত্ব স্নেহ বেগ)। বি; পু বা ক্লী।

মূর্তি—১। আকার ; কায় ; অঙ্গ, অবয়ব ; প্রতিমা ; স্বরূপ। মূর্ছ্‌ + ক্তি কর্তৃ। ২। কাঠিন্য। মূর্ছ্‌ + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

মূর্তিপূজা—মূর্তিনির্মাণপূর্বক তাহার উপাসনা, প্রতিমাপূজা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

মূর্তিভেদ—বিভিন্নমূর্তি, আকৃতির পার্থক্য। ৬তৎ। বি ; পু।

মূর্তিমান্ (-মৎ)—মূর্তিবিশিষ্ট ; শরীরী ; কঠিন ; প্রত্যক্ষ ; সাক্ষাৎ। মূর্তি + মতু আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী **মূর্তিমতী**।

মূর্ধন্য—১। মস্তক হইতে উৎপন্ন বা উচ্চারিত। বিণ। ২। মস্তক হইতে উচ্চারিত বর্ণ। মূর্ধন্ (মস্তক) + য্য ভাবার্থে। বি ; পু।

মূর্ধা (মূর্ধন্)—মস্তক, মাথা। মুর্ধ্‌ (বন্ধন করা) + কণিন্ অধি, নিপাতনে। বি ; পু।

মূর্বা—লতা বিঃ, মুগুর গাছ (ইহার সূতায় ধনুকের ছিলা হইত)। মুর্ব্‌ (বাওয়া) + অল্ করণ + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মূল—১। বৃক্ষাদির গোড়া, শিকড় ; আলু মূলা প্রভৃতি কন্দ খাদ্য ; আদিকারণ ; উৎপত্তিস্থান ; আদ্য ; প্রধান ; প্রথম গ্রন্থ ; স্বনগর ; নিকট ; পুঁজি। মূল্ (থাকা) + ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। মূল্য, দাম। কপ্র। বি।

মূলক—কন্দ বিঃ, মূলা। মূল + কণ্‌। বি ; পু বা ক্লী।

মূলকর্ম—অভিচার, বশীকরণ, জাদু করা। মূলরূপ যে কর্ম, কর্মধা। বি ; ক্লী।

মূলকার—আদি গ্রন্থকর্তা। উপতৎ ; মূল—কৃ (করা) + ণণ্‌ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু।

মূলকৃচ্ছ্র—এক মাস কেবল বৃক্ষমূল ভোজনপূর্বক কষ্টসাধ্য ব্রত বিঃ। মূলসাধ্য যে কৃচ্ছ্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

মূলগায়ন, -গায়েন—প্রধান গায়ক। বাংপ্র। বি। [বি ; ক্লী।

মূলচ্ছেদন—মূলকর্তন, গোড়াকাটা। ৬তৎ।

মূলজ—মূলোদ্ভব, মূল হইতে জাত, শিকড় বা গোড়া হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; মূল—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ।

মূলতান—পুরাকালে মূলতান কশ্যপপুরী নামে অভিহিত ছিল—অনেকে এইরূপ অনুমান করেন। গ্রীক ঐতিহাসিকগণ এই স্থানটি কাস্পিরি রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মূলতানের অধিপতি মল্লীবংশীয়কে পরাভূত করিয়া আলেকজাণ্ডার এই দেশ অধিকার করেন। অল্পকাল পরে মূলতান মগধের গুপ্ত রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। পরে সম্ভবতঃ ইহা গ্রীকগণের শাসনাধীন হয় ; কারণ এখনও এখানে বাক্‌ট্রিয়ান মুদ্রা কখন কখন পাওয়া যায়। প্রাচীন আরব ইতিহাসে দৃষ্ট হয় যে, মূলতান সিন্ধুদেশের কচ্ছামধ্যেয় হিন্দুরাজার রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহারই রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন্‌থ্‌সাং ভারতভ্রমণ উপলক্ষে মূলতানে উপস্থিত হইয়া সূর্যের একটি স্বর্ণমূর্তি দর্শন করেন। ইহার পরে মূলতান মুসলমানগণের অধিকারে আসে। ১০ শতাব্দী পরে (১৮১৮ খ্রীঃ অঃ) রণজিৎসিংহ এই জেলাটি হস্তগত করেন। ১৮২১ খ্রীঃ তিনি দেওয়ান সায়ানমল্লকে ইহার ও নিকটবর্তী পাঁচটি জেলার শাসনভার প্রদান করেন। লাহোরে "কাউন্সিল অব রেজেন্সি" স্থাপিত হইলে ইংরাজের সহিত সায়ানপুত্র মূলরাজের মনোবিবাদ ঘটে। মূলরাজ বিদ্রোহী হন। ইহার ফলে ১৮৪৯ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে মূলতান ইংরাজের হস্তে আসে, আর সমস্ত পঞ্জাব প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। মূলতান শহরে বাহাউদ্দিন ও রুখন্ উল্ আলম্ নামক পীরদ্বয়ের নামজড়িত মসজিদ দর্শনীয়। ইহার সন্নিকটে নৃসিংহ অবতারের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ শিখ যুদ্ধের সময়ে বারুদখানায় আগুন লাগে ; তাহার ফলে এই মন্দিরের কিয়দংশ নষ্ট হইয়া যায়। মন্দির স্থানটি প্রহ্লাদপুরী নামে অভিহিত। সূর্যমন্দিরটি আওরঙ্গজেব কর্তৃক জুম্মামসজিদে পরিবর্তিত হয়। এই মসজিদ পরে শিখদিগের বারুদখানায় পরিণত হয়। মূলতান বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত স্থান।

মূলত্রিকোণ—সূর্যাদি গ্রহগণের রাশিরূপ গৃহ [উহা রবির সিংহ, চন্দ্রের বৃষ, মঙ্গলের মেষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির ধনু, শুক্রের তুলা, শনির কুম্ভ]। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মূলদ্রব্য—মূলধন, পুঁজি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মূলধন—আসল ধন, পুঁজি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

মূলপ্রকৃতি—আদ্যাশক্তি ; প্রধান ; জগৎকারণ, সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত সত্ত্বরজস্তমোরূপ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মূলভিত্তি—প্রধান ভিত্তি ; প্রধান আধার। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মূলমন্ত্র—প্রধান সংকল্প ; দেবতার ক্রং ক্লীং শ্রীং প্রভৃতি মন্ত্র। কর্মধা। বি ; পু।

মূলা—১। অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের ঊনবিংশ নক্ষত্র ; মূলক। মূল + আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। খাদ্য মূলক কন্দ, radish. বাংপ্র। ৩। খাদ্য বিঃ। প্রা কপ্র। বি।

মূলাধার—১। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যবর্তী অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত স্থান [এই স্থানে কুলকুণ্ডলিনী বাস করেন]। মূল যে আধার, কর্মধা। বি ; পু। ২। আদি অবলম্বন, গোড়া, মূল কারণ। বাংপ্র। বি।

মূলী (মূলিন্) ১। মূলবিশিষ্ট, যাহার শিকড় বা গোড়া আছে এমন। মূল + ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মূলিনী**। ২। বৃক্ষ, গাছ। বি ; পু।

মূলীভূত—আদিহেতুভূত ; নিদানস্বরূপ। মূল শব্দ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=মূলী)—ভূ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

মূলে—গোড়ায়, আদতে ; মোটে, একেবারে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মূলোচ্ছেদ—মূল উৎপাটন, শিকড় বা গোড়া তুলিয়া ফেলা। ৬তৎ। বি ; পু।

মূলোৎপাটন—মূলোচ্ছেদ, শিকড় বা গোড়া তুলিয়া ফেলা, সমূলে বিনাশ। মূলের উৎপাটন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

মূল্য ১। রোপণযোগ্য ; প্রতিষ্ঠাযোগ্য। মূল্ (রোপণ করা) + য কর্ম। বিণ। ২। পণ, দাম ; ভাটক, ভাড়া ; বেতন ; মজুরি। বি ; ক্লী।

মূল্যবান্ (-বৎ) বহুমূল্য, দামী। মূল্য + বতুপ্‌। বিণ ; পু।

মূল্যহীন—যাহার কোন দাম নাই এমন ; তুচ্ছ, হেয়। ৩তৎ। বিণ।

মূষ—মূষিক ; স্বর্ণাদি গলাইবার পাত্র, মূচী। মুষ্‌ (চুরি করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মূষক উন্দুর, ইঁদুর। মুষ্‌ (লুণ্ঠন করা) + ণক কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**মূষকা, মূষিকা**।

মূষা, মূষী—স্ত্রী ইঁদুর ; ধাতু গলাইবার মুচী। মূষ + আপ্‌, ঈপ্‌। বি ; স্ত্রী।

মূষিক—উন্দুর, ইঁদুর। মুষ্‌ + কিকন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মূষিকপর্ণী—ইঁদুরকাণী পানা। মূষিকের ন্যায় পর্ণ যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

মূষ্যায়ণ—অজ্ঞাতপিতৃক, গুপ্তভাবে যাহার জন্ম হইয়াছে এরূপ ; অমুষ্যায়ণের বিপরীত। 'অমুষ্যায়ণ' দ্রঃ। বিণ। স্ত্রী—**মূষ্যায়ণী**।

মূসা (মোজেস্—Moses) ইহুদীদিগের ধর্ম-বিধিপ্রণেতা। খ্রীঃ পূর্ব ১৫৭১ অব্দে মিসরদেশে (ঈজিপ্টে) ইহার জন্ম হয়। বাল্যকালাবধি ইনি মেষপালকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইহুদীদিগকে মিসর হইতে এশিয়াটিক তুরস্কের অন্তর্গত প্যালেস্টাইন প্রদেশে লইয়া যাইতে পরমেশ্বর ইহাকে আদেশ করেন। মূসা তদনুসারে স্বজাতীয়গণকে

লইয়া বহির্গত হন। সিনাই পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলে মুসা ভগবানের আদেশে শিখরদেশে আরোহণ করেন। তথায় পরমেশ্বর ইঁহাকে ইহুদীদিগের নিমিত্ত কতকগুলি নিয়ম এবং পশ্চাদুক্ত দশটি আজ্ঞা (বাইবেলোক্ত Ten Commandments) প্রদান করেন ও সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে, তাহাও বলিয়া দেন। দশ আজ্ঞা এই :—

(১) আমাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিবে না। (২) প্রতিমার পূজা করিবে না। (৩) অনর্থক ঈশ্বরের নাম লইবে না। (৪) বিশ্রাম-দিন পবিত্র রাখিবে। (৫) মাতাপিতাকে ভক্তি করিবে। (৬) নরহত্যা করিবে না। (৭) পরদার গমন করিবে না। (৮) চুরি করিবে না। (৯) মিথ্যা কথা বলিবে না। (১০) পরদ্রব্যে লোভ করিবে না। খ্রীঃ পূঃ ১৪৫১ অব্দে ১২০ বৎসর বয়সে মুসা তনুত্যাগ করেন।

মৃকণ্ডু—মার্কণ্ডেয় মুনির পিতা। বি; পু।

মৃগ—১। কুরঙ্গ, হরিণ; পশু; নক্ষত্র বিঃ; অগ্রহায়ণ মাস। মৃগ্ (যাচ্ঞা করা)+ক কর্ম। ২। অন্বেষণ; প্রার্থনা, যাচ্ঞা। মৃগ্+অল্ ভাব। বি; পু।

মৃগতৃষা, মৃগতৃষ্ণা, মৃগতৃষ্ণিকা—মরুভূমি প্রভৃতিতে জলভ্রম, মরীচিকা [মরুভূমিতে প্রখর রৌদ্রের সময় সূর্যকিরণ পতিত হইলে দূর হইতে তাহাকে স্বচ্ছ জলাশয়ের ন্যায় দেখায়। তৃষ্ণার্ত মৃগগণ জলপানাশায় তদভিমুখে যত ধাবিত হয়, ঐ দৃশ্যও ততই দূরবর্তী হইতে থাকে। এইরূপে জলপানাশায় ধাবিত হইতে হইতে শেষে হতভাগ্য জীব শ্রান্ত ও পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। অনেক অজ্ঞ পথিক এইরূপে প্রতারিত হয়। মৃগগণের তৃষ্ণাবর্ধক বলিয়া ইহা মৃগতৃষ্ণা বা মরীচিকা নামে অভিহিত]। মৃগের তৃষা বা তৃষ্ণা বা তৃষ্ণিকা বর্তে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

মৃগনয়না—হরিণের ন্যায় নয়নবিশিষ্টা। মৃগের নয়নের ন্যায় নয়ন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

মৃগনাভি—কস্তুরী, মৃগমদ। ৬তৎ। বি; পু বা স্ত্রী।

মৃগনেত্রা—১। মৃগনয়না, কুরঙ্গলোচনা। মৃগের নেত্রের ন্যায় নেত্র যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। মৃগশিরা নক্ষত্রযুক্তা রাত্রি। মৃগ (মৃগশিরা)—নী (লওয়া)+ক্রন্ কর্তৃ+আপ্। বি, স্ত্রী।

মৃগপতি—মৃগেন্দ্র, সিংহ। ৬তৎ। বি; পু।

মৃগমদ—কস্তুরি। মৃগের মদ জন্মে যাহা হইতে, বহু। বি; পু।

মৃগয়া—বনপর্যটনপূর্বক পশুবধ, শিকারকরণ। মৃগ (পশু)—যা (যাওয়া)+ক্বিপ্ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

মৃগয়ু—ব্যাধ। মৃগ—য়া+কু কর্তৃ। বি; পু।

মৃগরাজ—চন্দ্র, সিংহ। মৃগদিগের (পশুগণের) রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

মৃগ-লাঞ্ছন—চন্দ্র। মৃগ লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

মৃগলোচনা—মৃগনয়না (তাহা দ্রঃ)। মৃগের লোচনের ন্যায় লোচন যে স্ত্রীর, বহু। বিণ; স্ত্রী।

মৃগশিরঃ (-রস্)—মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ শিরসি (মস্তকে) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

মৃগশিরা—নক্ষত্র বিঃ, অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের পঞ্চম নক্ষত্র। বি; স্ত্রী।

মৃগশিরাঃ (-রস্)—মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ শিরসি (মস্তকে) যাহার, বহু। বি; পু।

মৃগশীর্ষ—মৃগশিরা নক্ষত্র। মৃগ শীর্ষে (মস্তকে) যাহার, বহু। বি; পু বা ক্লী।

মৃগাক্ষী—মৃগনয়না, কুরঙ্গাক্ষী, হরিণের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্টা। মৃগের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

মৃগাঙ্ক—১। মৃগচিহ্ন। মৃগই যে অঙ্ক, কর্মধা। ২। চন্দ্র; কর্পূর; বায়ু। মৃগ অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

মৃগাজীব—মৃগয়াজীবী, ব্যাধ। মৃগ আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পু।

মৃগিত—যাচিত; অন্বিষ্ট। মৃগ্ (অন্বেষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মৃগী—১। হরিণী। মৃগ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। মূর্ছা রোগ। বাংপ্র। বি।

মৃগেন্দ্র—পশুরাজ, সিংহ। মৃগসমূহের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। বি; পু।

মৃগেল—মাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

মৃগ্য—অন্বেষণীয়, অনুসন্ধেয়। মৃগ্ (অন্বেষণ করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

মৃজ্য—মার্জনীয়। মৃজ্ (মাজা)+য কর্ম। বিণ।

মৃণাল—পদ্মমূল, পঙ্কান্তর্গত বিস। মৃণ্ (বধ করা)+কালন্ কর্ম। বি; পু।

মৃণালিনী—পদ্মিনী। 'মৃণালী' (১) দ্রঃ। মৃণালিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৃণালী (-লিন্)—পদ্ম। মৃণাল+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু।

মৃণালী—মৃণাল, পদ্মাদির নাল বা ডাঁটা। মৃণাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৃৎ (মৃদ্)—মৃত্তিকা, মাটি। মৃদ্+ক্বিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

মৃত—১। মরিয়াছে এরূপ; মৃত্যুপ্রাপ্ত। মৃ (মরা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। মরণ, মৃত্যু; যাচ্ঞাবৃত্তি। মৃ+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

মৃতকল্প, মৃতপ্রায়—মৃততুল্য, মরার মত। মৃত+কল্প ঈষদূনার্থে; পক্ষে ৬তৎ। বিণ।

মৃতদার—বিপত্নীক। বহু। বিণ।

মৃতবৎসলা—যে স্ত্রীর সন্তান হইয়া বাঁচে না। বহু। বিণ বা বি; স্ত্রী।

মৃতসঞ্জীবনী—১। যে বিদ্যাবলে মৃতকে পুনর্জীবিত করা যায়। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। ঔষধ বিঃ। বি; স্ত্রী।

মৃতাপত্যা—মড়ঞ্চে, যে স্ত্রীর সন্তান বাঁচে না এমন। বহু। বিণ; স্ত্রী।

মৃতাশৌচ—মরণাশৌচ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

মৃত্তিকা—মাটি। মৃদ্+তিকন্ কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

মৃৎপাত্র মৃত্তিকানির্মিত পাত্র, মাটির হাঁড়ি কলসী শরা প্রভৃতি। মধ্যপ। বি; পু।

মৃত্যু—১। মরণ। মৃ (মরা)+ত্যুক্ ভাব। ২। যম। মৃ+ত্যুক্ অপা। বি; পু।

মৃত্যুগ্রাস, -মুখ—কালকবল, যমের মুখ। ৬তৎ। বি; পু। **মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া**—মরা।

মৃত্যুচিন্তা—মরণভাবনা, মরিতে হইবে এই ভাবনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মৃত্যুঞ্জয়—মহাদেব। উপপদ; মৃত্যু—জি (জয় করা)+খশ্ কর্তৃ। বি; পু।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার—ইনি রাজাবলী এবং প্রবোধচন্দ্রিকা নামক দুইখানি পুস্তক রচনা করেন। রাজাবলী ১৮০৮ খ্রীঃ এবং প্রবোধচন্দ্রিকা ১৮১৩ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। ইঁহার আদি নিবাস উড়িষ্যা দেশ। ইনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নবাগত ইংরাজ কর্মচারিগণকে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিতেন। ইনি বিদ্যাপতি-রচিত পুরুষ-পরীক্ষার বঙ্গানুবাদ ও বত্রিশ-সিংহাসনেরও বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। এই সকল গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল।

মৃত্যুমেঘ—মরণরূপ মেঘ। রূপক। বি; পু।

মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন মরণরূপ মেঘদ্বারা আবৃত, মরণের কালিমাব্যাপ্ত। মৃত্যুমেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ।

মৃত্যুযোগ—তিথি নক্ষত্রের যোগ বিঃ [প্রতিপদে উত্তরাষাঢ়া, নবমীতে কৃত্তিকা, অষ্টমীতে পূর্বভাদ্রপদ, একাদশীতে রোহিণী, দ্বাদশীতে অশ্লেষা এবং ত্রয়োদশীতে মঘা হইলে মৃত্যুযোগ হয়। ইহাতে যাত্রা নিষিদ্ধ]। বি; পু।

মৃত্যুশয্যা—মরিবার বিছানা, যে বিছানায় মরণ হয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

মৃদঙ্গ—মুরজ, পাখোয়াজ ; খোল। মৃৎ হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহুব্রী। বি ; পু।
মৃদঙ্গার—পাথুরিয়া কয়লা। মৃদ্‌জাত যে অঙ্গার, মধ্যপ। বি ; পু বা ক্লী।
মৃদিত—মর্দিত ; চূর্ণিত। মৃদ্ (মর্দন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।
মৃদু—অতীক্ষ্ণ ; কোমল ; ধীর ; অক্রূর ; শান্ত ; আর্দ্র। মৃদ্ (চূর্ণ হওয়া) + কু কর্ম। বিণ। স্ত্রী- **মৃদু, মৃদ্বী**।
মৃদুগতি—১। ধীরে গমন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ধীরগামী ; মন্থর, অদ্রুত, মন্দ। মৃদু গতি যাহার, বহু। বিণ।
মৃদুগমনা ধীরগামিনী। মৃদু গমন (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ।
মৃদুগম্ভীর—ধীর অথচ গম্ভীর, কোমল অথচ গাম্ভীর্যযুক্ত। কর্মধা। বিণ।
মৃদুগামী (-গামিন্)—ধীরগামী, ধীরে ধীরে গমনকারী। উপতৎ; মৃদু—গম্ (যাওয়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মৃদুগামিনী**।
মৃদুগুঞ্জিত-ধীর গুঞ্জন, আস্তে আস্তে গুনগুন শব্দ। কর্মধা। বি ; ক্লী।
মৃদুজল—যে জলে খনিজ পদার্থ মিশ্রিত নাই, soft water. কর্মধা। বি ; ক্লী।
মৃদুতা—কোমলতা, নম্রতা ; ধীরতা। মৃদু + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।
মৃদুনাদী (-নাদিন্)—ধীরশব্দকারী, কোমলরবকারী। উপতৎ ; মৃদু - নদ্ (শব্দ করা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মৃদুনাদিনী**।
মৃদুমন্দ—অতি মৃদু, অতিশয় ধীর। কর্মধা বা দ্বন্দ্ব। বিণ।
মৃদুল—মৃদু, কোমল, নরম। মৃদ্ (চূর্ণ হওয়া) + কুল কর্ম ; অথবা মৃদু শব্দ + ল। বিণ।
মৃদুস্পর্শ—১। ধীরে স্পর্শ, আস্তে আস্তে ছোঁয়া। কর্মধা। বি ; পু। ২। কোমল স্পর্শযুক্ত, যাহা ছুঁইলে নরম বোধ হয়। মৃদু স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ।
মৃদূৎপল—নীলপদ্ম। মৃদু যে উৎপল, কর্মধা। বি ; ক্লী।
মৃদ্বী—১। কোমলা, নম্রা। মৃদু + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কোমলাঙ্গী স্ত্রী। বি ; স্ত্রী।
মৃন্ময়-মৃত্তিকানির্মিত, মেটে। মৃদ্ (মাটি) + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**মৃন্ময়ী**।
মৃষা—মিথ্যা ; অনর্থক, বৃথা। মৃষ্ (সহ্য করা) + কা কর্তৃ। অ।
মৃষ্ট—মার্জিত ; শোধিত। মৃষ + ক্ত কর্ম। বিণ। ['May'. বি।
মে—ইংরাজী বৎসরের পঞ্চম মাস। <ইং
মেই—শস্য মাড়িবার কালে পশুবন্ধনার্থে প্রোথিত দণ্ড ; [তাহা হইতে] কেন্দ্র, প্রধান, চাঁই, নেতা। বাংপ্র। বি।

মেউ—বিড়ালের ডাক ; বিড়াল। বাংপ্র। বি।
মেও, ম্যাও—বিড়ালের ডাক ; দায়, ঝুঁকি। বাংপ্র। বি।
মেওয়া—অমৃত, সুধা ; উপাদেয় ফল বা অন্ন খাদ্য ; বাদাম পেস্তা বেদানা প্রভৃতি ফল। ফা-মূ। বি।
মেওয়ার (বা মেবার)—'উদয়পুর' দ্রঃ।
মেক—কাঠের ছেনি ; খোঁটা ; পেরেক। ফা। বি।
মেকদার—অনুরূপ, মতন। আ-মূ। বিণ।
মেকী—জাল, ভেজাল, নকল, কৃত্রিম। আ-মূ। বিণ।
মেকেঞ্জি, স্যার আলেকজাণ্ডার (Sir Alexander Mackenzie, K. C. S. I.)—বঙ্গের অন্যতম ভূতপূর্ব ছোটলাট। ১৮৪২ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ১৮৬১ খ্রীঃ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বঙ্গপ্রদেশে নিযুক্ত হইয়া পর বৎসর ভারতে আগমন করেন। অধস্তন বিভিন্ন পদে কার্য করিবার পর ১৮৯৫ খ্রীঃ বাঙ্গালার ছোটলাট হন। কিন্তু ২২ মাস মাত্র উক্ত পদে কার্য করিয়া ১৮৯৮ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে উল্লেখযোগ্য কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই।
মেখলা—কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট বেল্ট প্রভৃতি ; শরপত্রাদিনির্মিত উপবীত ; গিরিনিতম্ব ; নর্মদা নদী। মি (ক্ষেপণ করা) + খলন্ কর্ম + আপ্। বি ; স্ত্রী।
মেঘ—বারিবাহ, ঘন, জলধর ; দৈত্য বিঃ ; (সংগীতে) রাগ বিঃ ; রাক্ষস বিঃ। মিহ্ (জলসেক করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।
মেঘকজ্জল—কাজলের মত ঘন কাল মেঘে ঢাকা। বাংপ্র। বিণ।
মেঘকফ—ঘনোপল, করকা। ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘকাল—বর্ষা ঋতু। ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘজ—জলদ-জাত। উপতৎ ; মেঘ—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বিণ।
মেঘজাল—মেঘসমূহ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
মেঘজ্যোতিঃ—ইরম্মদ, বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; পু।
মেঘডম্বর—মেঘাড়ম্বর ; মেঘগর্জন। ৬তৎ।
মেঘতিমির—মেঘাচ্ছন্ন দিন। মেঘজনিত তিমির যৎকালে, বহু। বি ; ক্লী।
মেঘদীপ—বিদ্যুৎ। ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘদূত—কালিদাসরচিত কাব্য বিঃ। বি ; ক্লী।
মেঘনাদ—১। মেঘগর্জন। ৬তৎ। ২। বরুণ ; রাবণপুত্র।* মেঘের নাদের ন্যায় নাদ যাহার, বহু। বি ; পু।

*ইন্দ্রকে জয় করিয়া ইনি ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে ইনি কয়েকবার রাম-লক্ষ্মণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু অবশেষে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হন। ইঁহার স্ত্রীর নাম প্রমীলা ['ইন্দ্রজিৎ' দ্রঃ]।

মেঘনাদজিৎ—রামানুজ লক্ষ্মণ। উপতৎ ; মেঘনাদ—জি (জয় করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।
মেঘনাদ সাহা, ডাঃ—(১৮৯৩—১৯৫৬ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত বাঙ্গালী বিজ্ঞানী। ঢাকা জেলায় জন্ম। পিতা যোগেন্দ্রনাথ। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিত অধ্যাপক ছিলেন।
মেঘনির্ঘোষ—মেঘধ্বনি, মেঘগর্জন। ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘপুষ্প—জল ; নদীজল। ৬তৎ। বি ; পু। [বি ; ক্লী।
মেঘবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—আকাশ। ৬তৎ।
মেঘবহ্নি—বজ্রাগ্নি। ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘবাহন—ইন্দ্র। বহু। বি ; পু।
মেঘবিস্ফুরিত—মেঘনিঃসৃত ; মেঘের মধ্যে থাকিয়া দীপ্তিপ্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ।
মেঘমণ্ডিত—মেঘশোভিত। ৩তৎ। বিণ।
মেঘমন্দ্র—মেঘের গম্ভীরধ্বনি। ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘমন্দ্রস্বরে—মেঘের ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর রবে। বহু। ক্রি-বিণ।
মেঘমল্লার—মিশ্র রাগ বিঃ। বি ; পু।
মেঘমালা—জলধরশ্রেণী, কাদম্বিনী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।
মেঘযুদ্ধ—মেঘে মেঘে ঘর্ষণ। ৬তৎ।
মেঘযোনি—ধূম, ধোঁয়া। মেঘের যোনি (উৎপত্তিস্থান), ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘলা—মেঘাচ্ছন্ন। বাংপ্র। বিণ।
মেঘাগম—বর্ষাকাল। মেঘের আগম হয় যে সময়ে, বহু। বি ; পু।
মেঘাগ্নি—বিদ্যুৎ। মেঘের অগ্নি, ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘাচ্ছন্ন—মেঘাবৃত, মেঘে ঢাকা। মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন, ৩তৎ। বিণ।
মেঘাড়ম্বর—মেঘগর্জন, মেঘের ডাক। মেঘের আড়ম্বর, ৬তৎ। বি ; পু।
মেঘাত্যয়, মেঘান্ত—শরৎকাল। মেঘের অত্যয় বা অন্ত হয় যে সময়ে, বহু। বি ; পু। [বি ; ক্লী।
মেঘাস্থি—করকা। মেঘের অস্থি, ৬তৎ।
মেচলা—১। তামাকে গুড় মাখিবার মাটির থালা ; তলাচেপটা ডাবা। বি। ২। কুটিল, কুচক্রী। বাংপ্র। বিণ।

মেচেতা, মেছেতা—অজীর্ণ ও অন্ত রোগে জাত মুখে কৃষ্ণবর্ণতা রোগ বিঃ। বাংপ্র। বি।

মেছুনী—মাছওয়ালী, মৎস্যবিক্রেত্রী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

মেছুয়া, মেছো—১। জেলে, মৎস্যজীবী। বি। ২। মৎস্যসম্বন্ধীয়, মাছের মত; মাছখেকো ('মেছো কুমীর')। বাংপ্র। বিণ।

মেছোবাজার, মেছোহাটা মাছের বাজার। বাংপ্র। বি।

মেজ—টেবিল। ফা। বি।

মেজমেজ, ম্যাজম্যাজ—ঈষৎ অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ। বাংপ্র। বি। বিণ—**-মেজে**। [বাংপ্র। বি।

মেজমেজানি—দেহের রসহেতু জড়তা।

মেজাজ—স্বভাব, মনের অবস্থা; তবিয়ৎ। আ-মু। বি। **মেজাজ দেখানো**—রাগ দেখানো।

মেজাজী—মেজাজওয়ালা; দাম্ভিক। আ-মু। বিণ।

মেজে, মেঝে—গৃহতল, ঘরের নিম্নভাগ। বাংপ্র। বি।

মেজো, মেঝো—মধ্যম। বাংপ্র। বিণ।

মেট—সহকারী, সহযোগী; প্রধান, সর্দার; জাহাজে সারেঙ্গের সাহায্যকারী কর্মচারী। <ইং 'mate'. বি।

মেটকাফ, চার্লস্ (Sir Charles Theophilus [afterwards Lord] Metcalfe)—জন্ম কলিকাতায় ১৭৮৫ খ্রীঃ ৩০শে জানুয়ারি। ১৮৩৫ খ্রীঃ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক মহোদয় পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইনি কিছুদিন ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেলের পদে প্রতিনিধিরূপে কার্য করিয়াছিলেন। পরে ১৮৩৬ খ্রীঃ লর্ড অকল্যাণ্ড স্থায়ী গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিয়া কার্যভার গ্রহণ করিলে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন। তৎপূর্বে ও পরে ইনি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। মেটকাফ সাহেব এতদ্দেশীয় মুদ্রাযন্ত্রকে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার স্মরণার্থ মেটকাফ হল নামক একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত মেটকাফ হল রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন কর্তৃক ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী নামে পরিবর্তিত হইয়াছিল। মেটকাফ ১৮৪৫ খ্রীঃ Baron উপাধি পান এবং পর বৎসরের ৫ই সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন।

মেটা, ফিরোজশা মেহের বন্জিী (স্যার)—১৮৪৫ খ্রীঃ ৪ঠা আগস্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৮৬১ খ্রীঃ বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৩ খ্রীঃ এফ. এ. এবং ১৮৬৪ খ্রীঃ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইঁহার ছয় মাস পরেই এম. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া বোম্বাইয়ের জীজীভায়ের বৃত্তিলাভ করেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি প্রথম পার্শী এম. এ.। এলফিনস্টোন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় স্যার আলেকজাণ্ডার গ্রাণ্ট ইঁহাকে উক্ত কলেজের "ফেলো" মনোনীত করেন। গ্রাণ্ট সাহেবের চেষ্টায় ইনি ব্যারিস্টারি অধ্যয়ন জন্য বিলাতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তথায় যাইয়া ইনি দাদাভাই নৌরজী মহোদয়ের তত্ত্বাবধানে থাকেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ লিংকন ইন্ হইতে আইন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তর্ণ হইয়া ব্যবহারাজীবের কার্য আরম্ভ করেন। ইনি পার্শীজাতির মধ্যে প্রথম ব্যারিস্টার। স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অল্পদিনের মধ্যে ইনি বোম্বাই আদালতের একজন প্রধান ব্যারিস্টার মধ্যে গণ্য এবং স্থানীয় আইন সভার সভ্য নির্বাচিত হন। দাদাভাই নৌরজী কর্তৃক "ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন" গঠিত হইলে ইনি তাহার অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রসিদ্ধ "টাউয়ারস্ অব্ সাইলেন্স্" মকদ্দমায় জয়লাভের পর ফৌজদারী মকদ্দমায় ইঁহার নাম সর্বজনবিদিত হয়। অতঃপর ইনি সুরাট হাঙ্গামার মকদ্দমা অতিশয় দক্ষতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীঃ মিঃ আর্থার ক্রফোর্ডের বোম্বাই মিউনিসিপ্যাল শাসনকার্য পরিচালন পদ্ধতির প্রতিকূলে এক আন্দোলন উপস্থিত হয়, স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণকল্পে ইনি উক্ত আন্দোলনে সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিয়াছিলেন। ইনি বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির কার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেন। ১৮৭২ খ্রীঃ হইতে ৪৩ বৎসর কাল ইনি কমিশনার ছিলেন, তিনবার বোম্বাই মিউনিসিপ্যালিটির সভাপতি হইয়াছিলেন। বোম্বাই যে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে অনেক উন্নত হইয়াছে, স্যার ফিরোজসার চেষ্টাই তাহার প্রধান কারণ।

ইনি জাতীয় মহাসমিতির একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ উক্ত মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে ইনি সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ বোম্বাই প্রদেশে গবর্নর লর্ড রে সাহেবের শাসনকালে ইনি ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। বৎসরান্তে যখন রাজস্ববিষয়ে আলোচনা আরম্ভ হইত, তখন ইঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বহু লোক ব্যবস্থাপক সভাগৃহে সমবেত হইতেন। রাজপুরুষেরাও ইঁহার ভাষার তেজস্বিতা ও যুক্তির প্রখরতায় বিমুগ্ধ হইতেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনি একজন কর্মিষ্ঠ সভ্য ছিলেন। উচ্চশিক্ষা যাহাতে দেশময় বিস্তৃত হয়, তাহাই ইঁহার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা ছিল। ১৮৯০ খ্রীঃ কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতি পদে বরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সুরাট কংগ্রেসে দলাদলিতে ইঁহাকে কিছুদিনের জন্য অনেকের বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। ১৮৯৩ খ্রীঃ বোম্বাই প্রেসিডেন্সির প্রতিনিধিরূপে প্রথম ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই সভায় ইনি আপনার অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সের পূর্বে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে সুবক্তা বা রাজস্ববিৎ বলিয়া পরিচিত হন নাই; কিন্তু ফিরোজসা তাঁহাতে জননায়কের গুণবত্তা দেখিয়া নিজে বড়লাটের সভার সভ্যপদ পরিত্যাগপূর্বক স্বপদে গোখলেকে বসাইয়া দিয়াছিলেন। ফিরোজসার স্বার্থত্যাগেই গোখলে শক্তিশালী হইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন।

কতিপয় বৎসর মাসিক দুই হাজার টাকা বেতনে ইনি ক্ষুদ্র জোনাঘাট স্টেটের আইন উপদেষ্টা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ভারত গবর্নমেণ্ট ইঁহার গুণের সমাদর করিয়া কে-সি-আই-ই উপাধি দ্বারা ইঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। "বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠাতাদিগের মধ্যে মেটা অন্যতম। ইনি বোম্বাইয়ের অনেকগুলি সুতা ও কাপড়ের কলের অংশীদার ছিলেন। যাঁহারা ভারতে জাতীয়তার সৃষ্টি ও পুষ্টি সাধনে অসামান্য আয়াস স্বীকার করিয়া লোকমান্য হইয়াছেন এবং দেশের সুসন্তান বলিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাবপ্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, স্যার ফিরোজসা তাঁহাদের অন্যতম। ১৯১৫ খ্রীঃ ৫ই নভেম্বর শুক্রবার দিবা দ্বিপ্রহরের সময় সত্তর বৎসর বয়সে ইনি ইহলোক হইতে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

মেটুলি—নিহত পশুর যকৃৎ। বাংপ্র। বি।

মেটে—১। মৃত্তিকানির্মিত, মৃন্ময়, মাটির। বিণ। ২। নিহত ছাগাদি পশুর যকৃৎ। বাংপ্র। বি।

মেঠাই—মিঠাই, মিষ্টান্ন। বাংপ্র। বি।

মেঠো—মাঠজাত, মাঠের। বাংপ্র। বিণ।

মেড়া—ভেড়া, মেষ। <মেঢ্র। বি।

মেডেল—প্রশংসা বা সম্মানের নিদর্শক ধাতুময় অলংকার, পদক। < ইং 'medal'. বি।

মেঢ়্—উপস্থ, শিশ্ন ; মেষ, মেড়া। মিহ্ (সেক করা) + ট্রন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মেথর—মলপরিষ্কারক অন্ত্যজ জাতি বিঃ, বা তজ্জাতীয় লোক ; হাড়ি ; ঝাড়ুদার। ফা-মু। বি ; পু। স্ত্রী—**মেথরানী**।

মেথি—একপ্রকার গন্ধবীজ, রাঁধিবার মসলা বিঃ ; তাল বা খর্জুর বৃক্ষের মস্তকস্থ মজ্জা। বাংপ্র। বি।

মেথিকা—মেথিনামক গন্ধবীজ, বা তাহার গাছ। বি ; স্ত্রী।

মেদ—মজ্জা ; চর্বি। মিদ্ (স্নিগ্ধ হওয়া) + অল্ করণ। বি ; পু।

মেদঃ (মেদস্)—মেদ, চর্বি [রক্তজাত মাংস স্বীয় অগ্নিদ্বারা পরিপাকপ্রাপ্ত হইয়া মেদঃ রূপে পরিণত হয়। ইহা অতিশয় গুরু, স্নিগ্ধবীর্য এবং দেহের উপচয়কারক। ইহা জীবের উদরস্থ সূক্ষ্ম অস্থিসমূহকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে]। মিদ্ + অস্ করণ। বি ; স্ত্রী।

মেদা—জড়বুদ্ধি, নির্বোধ ; জড়ক্রিয়, আলস্যপ্রিয়, মন্থর, ঢিলা, ঢিমে। বাংপ্র। বিণ।

মেদামারা—মেদা। বাংপ্র। বিণ।

মেদি—মেহেদি। বাংপ্র। বি।

মেদিনী—ধরা, পৃথিবী। মেদ + ইন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। [পুরাণে কথিত আছে যে, মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যদ্বয়ের মেদে ধরণী প্লাবিত হইয়াছিল।] বি ; স্ত্রী।

মেদিনীপুর—পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে একটি জেলা ও শহর।

মেদী—মাদী, স্ত্রী বা স্ত্রীজাতীয়। বাংপ্র। বিণ।

মেদুর—স্নিগ্ধ ; কোমল ; শ্যামবর্ণ ; চিক্কণ ; পূর্ণ ; উদ্ভট। মিদ্ (স্নিগ্ধ হওয়া) + ঘুর কর্তৃ। বিণ। [বি ; পু।

মেধ—যাগ, যজ্ঞ। মেধ্ + অল্ অধি।

মেধা—বুদ্ধি ; ধারণাবতী বুদ্ধি ; স্মৃতিশক্তি। মেধ্ + ভ করণ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

মেধাতিথি—মুনি বিঃ, মনুসংহিতার টীকাকার। বি ; পু।

মেধাবিনী—মেধাবিশিষ্টা, বুদ্ধিমতী। মেধাবিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মেধাবী (-বিন্)—মেধাবিশিষ্ট ; বুদ্ধিমান্ ; জ্ঞানী। মেধা + বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

মেধ্য—পবিত্র, শুদ্ধ ; যজ্ঞীয়। মেধ + য কর্ম। বিণ।

মেধ্যা—১। নাড়ী বিঃ। বি ; স্ত্রী। ২। পবিত্রা, শুদ্ধা। মেধ্য + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মেনকা—১। হিমালয়পত্নী। ২। স্বর্বেশ্যা বিঃ। ইনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গার্থ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হন। ইহার গর্ভে বিশ্বামিত্রের ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র তপস্যার্থ গমন করিলে, ইনিও শিশু কন্যাকে ফেলিয়া প্রস্থান করেন ['শকুন্তলা' দ্রঃ]। বি ; স্ত্রী।

মেনা—১। হিমালয়পত্নী, মেনকা। বি ; স্ত্রী। ২। শৃঙ্গহীন, খর্বশৃঙ্গ। বিণ। ৩। মাতৃস্তন। বাংপ্র। বি।

মেনাহাতী—রাজা সীতারাম রায়ের প্রধান সেনাপতি। ইহার প্রকৃত নাম মৃন্ময়। ইনি সাতিশয় বলশালী ছিলেন, এবং সীতারামের রাজ্যস্থাপনে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। পরে সীতারাম বিলাসোন্মত্ত হইয়া রাজকার্য দর্শনে পরাঙ্মুখ হইলে নবাবসৈন্য আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করে। সেই যুদ্ধে মৃন্ময় নিহত হন।

মেনী—বিড়ালীর আদরের নাম, পুসী ; স্ত্রীলোক, নারী। বাংপ্র। বি।

মেনীমুখো—বাক্যকথনে নারীবৎ লাজুক, মুখচোরা। বাংপ্র। বিণ।

মেবার—'মেওয়ার' দ্রঃ।

মেম—ইওরোপীয় জাতির নারী। < ইং 'madam'. বি ; স্ত্রী। পু—**সাহেব**।

মেয়—পরিমাণ করিবার যোগ্য ; পরিমাণ দ্বারা বিক্রেয় ; অনুমেয়, জ্ঞেয়। মা (পরিমাণ করা) + য কর্ম। বিণ।

মেয়াদ—মিয়াদ (তাহা দ্রঃ)। [বি।

মেয়ে—কন্যা ; বালিকা ; স্ত্রীলোক। বাংপ্র।

মেয়েমুখো—নারীতুল্য মুখবিশিষ্ট ; নারীমুখ নিরীক্ষক ; লোকভীরু, আলাপবিমুখ। বাংপ্র। বিণ।

মেয়েলী—নারীজনোচিত, নারীবৎ, স্ত্রীসুলভ। বাংপ্র। বিণ।

মেয়ো, লর্ড (Mayo, Lord)—জন্ম ১৮২২ খ্রীঃ ২১শে ফেব্রুয়ারি। ইনি ১৮৬৯ খ্রীঃ ১২ই জানুয়ারি হইতে ১৮৭২ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ও রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। শেষোক্ত বৎসরে ও তারিখে আন্দামান দ্বীপের বন্দীনিবাস পরিদর্শনকালে ইনি তত্রত্য জনৈক মুসলমান বন্দী কর্তৃক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। ইহারই সময়ে এদেশে প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার লাভ করে। ইহার শাসনকালে (১৮৬৯-৭০ খ্রীঃ) মহারানীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব এডিনবরা এদেশে আসিয়াছিলেন। রাজবংশীয়গণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন। লর্ড মেয়োর মৃতদেহ আন্দামান দ্বীপ হইতে কলিকাতায় আনীত হইয়া কয়েকদিন রক্ষিত হয় ; পরে সমাহিত হইবার জন্য উহা স্বদেশ আয়র্লণ্ডে প্রেরিত হয়। লর্ড মেয়োর শাসনকালে আফগানিস্থানের আমীর সের আলী ইহার দ্বারা নিমন্ত্রিত হইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ আম্বালার দরবারে উপস্থিত হন। আজমীরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গের পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে লর্ড মেয়ো বিশেষ সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন।

মেরজাই—ছোট জামা, ফতুয়া বিঃ। ফা-মু। বি।

মেরাপ—আচ্ছাদন, মণ্ডপ। আ-মু। বি।

মেরামত—জীর্ণ সংস্কার, শোধন, সারানো কাজ। আ-মু। বি। [বি।

মেরামতি—মেরামতের কাজ। আ-মু।

মেরু—সুমেরুপর্বত, হিমালয় ; ভূমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত ; পৃষ্ঠবংশ, পিঠের দাঁড়া ; জপমালার উপরিস্থ প্রধান বীজ। মি (ক্ষেপণ করা ইত্যাদি) + রু কর্তৃ। বি ; পু।

মেরুদণ্ড—১। পিঠের শিরদাঁড়া। মেরুও যে দণ্ডও সে, কর্মধা। ২। পৃথিবীর কেন্দ্র ভেদকারী এবং উহার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত কল্পিত সরল রেখা (ইহারই চতুর্দিকে পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্বাভিমুখে দৈনন্দিন আবর্তন করিতেছে)। মেরুযোজক যে দণ্ড, মধ্যপ। বি ; পু।

মেরুদণ্ডী (-ণ্ডিন্)—শিরদাঁড়াযুক্ত, vertebrate. মেরুদণ্ড + ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

মেরুরেখা—কোন ঘূর্ণমান পদার্থের বা পৃথিবীর কেন্দ্ররেখা, axis. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

মেল—১। মিলন ; লোকারণ্য, জনতা ; রাগের ঠাট ; মর্সী ; অঞ্জন। মিল্ + অল্ ভাব। ২। বিবাহাদি বিষয়ে কুলের মিল ; আদি কুল বা বংশ ; ভোল, রকম। বাংপ্র। ৩। ডাক। < ইং 'mail'. বি।

মেলক—১। মিলনকারক ; ঐক্যকারী। শিজন্ত মিল্ (= মেলি) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মেলিকা**। ২। সমূহ। মেল শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বি ; পু।

মেল-ট্রেন—রেলের ডাকগাড়ি। < ইং 'mail-train'. বি।

মেলন—মিলন, মিলিত হওয়া বা করা। মিল্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

মেলা—১। মিলন ; জনতা ; অঞ্জন ; মসী। মেল + আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। প্রদর্শনী ; বহুবিধ পণ্যের সাময়িক বাজার। বি। ৩। অনেক ; অধিক। বাংপ্র। বিণ।

মেলাই—অনেক, বিস্তর, খুব বেশী। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

মেজাজি—উপহার, যৌতুক, ভেট ; বিদায়।

মেলামেশা—সংস্পর্শ, মাখামাখি ও সঙ্গ। বাংপ্র। বি।

মেশা—ঘনিষ্ঠ হওয়া ; মিলিত হওয়া ; সংসর্গে আসা ; মিশ্রিত হওয়া। বা প্র। ক্রি।

মেশানো—১। মিশ্রিত কর ; মিলানো। ক্রি। ২। যাহা মিশ্রিত করা হইয়াছে এমন। বাংপ্র। বিণ। [বি।

মেশামেশি—সংস্পর্শ, ঘনিষ্ঠতা। বাংপ্র।

মেষ—ভেড়া, মেড়া ; প্রথমরাশি। মিষ্ (স্পর্ধা করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

মেষী—স্ত্রীমেষ, ভেড়ী। মেষ্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

মেস—নানাস্থানের বহুলোকের একত্র বাস ও আহারের স্থান। <ইং 'mess'. বি।

মেসো—মাতৃস্বসৃপতি, মাসীর স্বামী। বাংপ্র। বি ; পুং।

মেহ—১। ক্ষরণ, প্রস্রাব। মিহ্ (সেচন করা)+অল্ ভাব। ২। মেষ। মিহ্+অন্ কর্তৃ। ৩। মূত্র। মিহ্+অল্ কর্ম। ৪। মূত্ররোগ বিঃ। মিহ্+অল্ করণ। বি ; পু।

মেহগনি—নিম্বাদিবর্গের বৃহৎ তরু বিঃ (ইহার কাঠ রক্তপীত বর্ণ, কোমল, সুন্দর)। <ইং 'mahogony'. বি।

মেহনত—পরিশ্রম, খাটুনি, আয়াস। আ-মু। বি।

মেহনতানা, মেহনতি—পারিশ্রমিক, মজুরি, বেতন। আ-মু। বি।

মেহেদি—সুগন্ধি পুষ্পবিশিষ্ট ক্ষুপ বিঃ, হেনা (ইহার পাতায় নখ ও পাকা চুল রং করা হয়)। বাংপ্র। বি।

মেহেরবান—অনুগ্রহপরায়ণ, কৃপাশীল, দয়ালু। ফা-মু। বিণ।

মেহেরবানি—অনুগ্রহ, কৃপা, দয়া। ফা-মু। বি।

মেহেরুন্নিসা—নূরজহাঁর পূর্বনাম ('নূরজহাঁ' দ্রঃ)।

মৈত্র—১। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র শব্দ+ক। বিণ। স্ত্রী—**মৈত্রী**। ২। মিত্রতা ; সংসর্গ ; অনুরাধা নক্ষত্র। বি ; স্ত্রী। ৩। উপাধি বিঃ। বি ; পু।

মৈত্রাবরুণ, মৈত্রাবরুণি—অগস্ত্যমুনি ; বশিষ্ঠ। মিত্রাবরুণ+ক, ফি অপত্যার্থে। বি ; পু।

মৈত্রী—১। মিত্রতা, বন্ধুত্ব। মৈত্র শব্দ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। মিত্রসম্বন্ধীয়া। বিণ ; স্ত্রী।

মৈত্রীকরণ—মিত্রতা করা, বন্ধুত্ব স্থাপন। মৈত্র শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবে (=মৈত্রী)—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

মৈত্র্য—মিত্রতার ভাব, বন্ধুত্ব। ৬তৎ। বি ; পু।

মৈত্রেয়—১। মিত্রসম্বন্ধীয়। মিত্র+ষ্ণেয়। বিণ। স্ত্রী—**মৈত্রেয়ী**। ২। মুনি বিঃ ; ভাষ বুদ্ধ ; উপাধি বিঃ। বি ; পু।

মৈত্র্য—মিত্রতা, বন্ধুত্ব। মিত্র+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

মৈথিল ১। মিথিলাদেশসম্বন্ধীয়। মিথিলা+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মৈথিলী**। ২। মিথিলারাজ, জনক। বি ; পু।

মৈথিলী—১। মিথিলাসম্বন্ধীয়া, মিথিলা দেশজাতা। মৈথিল+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সীতা, জানকী ; মিথিলার ভাষা। বি ; স্ত্রী।

মৈথুন—বিবাহ কর্ম ; স্ত্রীপুরুষের সংগম, সুরতক্রিয়া। মিথুন+ক ইদমর্থে। বি ; ক্লী।

মৈনাক—পর্বত বিঃ, হিমালয়ের পুত্র। মেনকা+ক অপত্যার্থে। বি ; পু।

মোকররী যে জমির খাজনা নির্দিষ্ট আছে এরূপ। আ-মু। বিণ।

মোকাবিলা—সাক্ষাতে, সম্মুখে ; রুজু ; ভজানো, ভজাইয়া দেওয়া। আ-মু। বি বা অ।

মোকাম—ঘর, বাড়ি ; আড্ডা ; ব্যবসায় বা কারবারের জায়গা। আ-মু। বি বা অ।

মোক্তব—আরবী বিদ্যালয়, মুসলমানী পাঠশালা। আ-মু। বি।

মোক্তা (মোক্তৃ)—১। মোচনকারী, ত্রাণকর্তা। মুচ্ (মোচন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**মোক্ত্রী**। ২। স্থূল, মোটামুটি। আ-মু। বিণ।

মোক্তার—ব্যবহারাজীব বিঃ, ফৌজদারী মকদ্দমার বাদী বা প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থনকারী ; উকিলের সহকারী কর্মচারী। আ-মু। বি।

মোক্তারনামা—মোক্তার নিয়োগপত্র, power of attorney. আ-মু। বি।

মোক্তারি—মোক্তারের কার্য বা ব্যবসায় ; মোক্তারের দক্ষিণা। বাংপ্র। বি।

মোক্ষ—অপবর্গ, মুক্তি ; মোচন ; মরণ। মোক্ষ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

মোক্ষণ—মোচন ; উদ্ধারকরণ। মোক্ষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

মোক্ষদা—মুক্তিপ্রদায়িনী। উপতৎ ; মোক্ষ—দা+ড কর্তৃ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

মোক্ষপদ—মুক্তিপদ, মুক্তিরূপ ঐশ্বর্য। ৬তৎ। বি ; পু। [বিণ।

মোক্ষম—নির্ঘাত ; ধড়ম ; শক্ত। আ-মু।

মোক্ষলাভ—১। ব্যঞ্জন বিঃ। বি। ২। মুক্তিলাভ, সংসারবন্ধন ছেদ ; কৈবল্যপ্রাপ্তি। ৬তৎ। বি ; পু।

মোগল—মুসলমান জাতি বিঃ ; বাবর প্রতিষ্ঠিত ভারতের রাজবংশ। ফা-মু। বি।

মোগলাই—১। ব্যঞ্জন বিঃ। বি। ২। মোগলসম্বন্ধীয়, মোগলজাতিযোগ্য। ফা-মু। বিণ। [কর্তৃ। বিণ।

মোঘ—হীন ; নিষ্ফল, ব্যর্থ। মুহ্+অন্

মোচ—১। কদলীফল। মুচ্ (ত্যাগ করা)+অল্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। শোভাঞ্জন বৃক্ষ। মুচ্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু। ৩। সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, গুম্ফ, গোঁফ। বাংপ্র। বি।

মোচক—১। কদলী বৃক্ষ ; শোভাঞ্জন বৃক্ষ। বি ; পু। ২। মুক্ত ; বৈরাগ্যযুক্ত। মুচ্+ণক কর্তৃ। ৩। মুক্তিকারক। ণিজন্ত মুচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মোচিকা**।

মোচড়—পাক। বাংপ্র। বি।

মোচড়ানো—দোমড়ানো, পাক দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

মোচন—১। মুক্তকরণ। ণিজন্ত মুচ্ (=মোচি)+অনট্ ভাব। ২। মুক্তি। মুচ্ (মোচন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

মোচা—১। কদলী বৃক্ষ ; শাল্মলী বৃক্ষ। মোচ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। কদলীপুষ্প, কলার ফুল। বাংপ্র। বি।

মোচ্য—মোচনযোগ্য। মুচ্ (মোচন করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

মোছ—গোঁফ, গুম্ফ। বাংপ্র। বি।

মোছা—মুছা। বাংপ্র। ক্রি।

মোজা—পদাবরণবস্ত্র, স্টকিং, 'ইস্টাকিন'। ফা-মু। বি।

মোজেস্—'মূসা' দ্রঃ।

মোট—১। ভার, বোঝা ; মুষ্টি। বি। ২। সর্বসমেত ; সংক্ষেপে উক্ত, সার। বাংপ্র। বিণ। **মোটের উপর**—সমস্ত বিচার করিয়া। [বি ; ক্লী।

মোটন—মটকানো। মুট্+অনট্ ভাব।

মোটর—স্বয়ং গতিশীল যন্ত্র। <ইং 'motor'. বি।

মোটর-কার, -গাড়ি—স্বয়ং গতিশীল যন্ত্রচালিত শকট, হাওয়া-গাড়ি। <ইং 'motor-car'. বি।

মোটা—পীবর, স্থূল, পুরু ; ভোঁতা ; অধিক, বড়, জেয়াদা ; সাদাসিধা। বাংপ্র। বিণ।

মোটাই—পোষ্টাই, পুষ্টি, স্থূলতা ; গর্বস্ফীতি, অহমিকা, দেমাক। বাংপ্র। বি।

মোটামুটি—আন্দাজি, স্থূলহিসাবে ; সাদাসিধা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মোটানো, মোটামি—স্থূলতা, পুষ্টি ; গর্বস্ফীতি, অহমিকা, দেমাক। বাংপ্র। বি।

মোটাসোটা—হৃষ্টপুষ্ট, পীবর। বাংপ্র। বিণ।

মোটে—সর্বসাকল্যে ; আদতে, আদবে ; একেবারে ; সম্যক্, সম্পূর্ণরূপে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

মোড়—১। রাস্তার বাঁকের স্থল ; বক্রতা,

বাঁক, মোচড়; গবাদি পশুরসমুদ্ধ স্তন; কায়দা। বাংপ্র। ৩। মুণ্ড, মস্তক; ময়ূর; মুকুট, বিবাহকালে কন্যার মস্তকের টোপর। প্রা কপ্র। বি।

মোড়ক—আবরণ; খাম; আবৃত বস্ত্র, মোড়া জিনিস। বাংপ্র। বি।

মোড়ল—প্রধান ব্যক্তি, সর্দার, মাতব্বর প্রজা। <মণ্ডল। বি।

মোড়লি—১। মণ্ডলত্ব, কর্তৃত্ব, সর্দারি। বাংপ্র। বি। ২। মুড়াইলে, নষ্ট করিলে। প্রা কপ্র। ক্রি।

মোড়া—১। বেত্রনির্মিত উন্নত আসন, বেতের চেয়ার বা চৌকি; মোড়ক; পাক, মোচড়; আলস্যভঙ্গ (যেমন 'গা-মোড়া দেওয়া')। বি। ২। মণ্ডিত করা, মোড়ক করা, আবৃত করা; ঘুরানো, ফিরানো; মুড়ানো; নষ্ট করা; বর্জন করা। বাংপ্র। ক্রি।

মোতা—প্রস্রাব করা। বাংপ্র। ক্রি।

মোতানো—প্রস্রাব করানো। বাংপ্র। ক্রি।

মোতাবেক—মিলযুক্ত; তুল্য। আ-মু। বিণ।

মোতায়েন—নিয়োজিত; নিযুক্ত; লাগানো; স্থিরীকৃত। আ-মু। বিণ।

মোতি, মোতিম—মুক্তা, মৌক্তিক। বাংপ্র। বি।

মোতিয়া—বেলফুল বিঃ। বাংপ্র। বি।

মোদ—হর্ষ; আমোদ। মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া) + অল্ ভাব। বি; পু।

মোদক—১। আনন্দকারক। ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**মোদিকা**। ২। ময়রা। বাংপ্র। বি। ৩। মোয়া, লাড়ু; কবিরাজী ঔষধ বিঃ। বি; পু বা স্ত্রী।

মোদিত—১। আনন্দিত, হর্ষিত, প্রফুল্ল। ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আনন্দ, হর্ষ। ... + ক্ত কর্ম। বি; স্ত্রী।

মোদিনী—হর্ষযুক্তা, সন্তুষ্টকারিণী, আনন্দদায়িনী। মোদিন্ + ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

মোদী (মোদিন্)—১। হর্ষযুক্ত, আনন্দিত। মুদ্ + ণিন্ কর্তৃ। ২। সন্তুষ্টকারী, আনন্দদায়ক। ণিজন্ত মুদ্ (=মোদি) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

মোদ্দা—মোট, একুন; কিন্তু; আসল। আ-মু। বিণ বা অ।

মোনা—ঢেঁকির মুষলের অগ্রভাগের লৌহবলয়। বাংপ্র। বি।

মোঁপাসাঁ (Maupassant, Guy de)—(১৮৫০—১৮৯৩ খ্রীঃ)। প্রখ্যাত ফরাসী কথা-সাহিত্যিক ও ছোটগল্প-লেখক।

মোম—মধুচক্রজব্য, মধুত্থ। বাংপ্র। বি।

মোমজামা—মোম বা তদ্বৎ পদার্থ লেপিত কাপড় যাহা জলে ভিজে না। বাংপ্র। বি।

মোমবাতি—মোম চর্বি প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত বাতি, candle. বাংপ্র। বি।

মোয়—আমায়, আমাকে; আমার। প্রা কপ্র। সর্ব।

মোয়া—মোদক, লাড়ু। বাংপ্র। বি।

মোরগ—কুঁকড়া, কুক্কুট। বাংপ্র। বি; পু। স্ত্রী—**মুরগী**।

মোরব্বা—মিষ্টরসে পক্ব ও রক্ষিত ফলাদি। আ-মু। বি।

মোলায়েম—কোমল। আ-মু। বিণ।

মোল্লা—মুসলমান পুরোহিত। আ-মু। বি।

মোষ—মহিষ। বাংপ্র। বি।

মোসলেম—মুসলমান। আ-মু। বি।

মোসাহেব—হীন অনুচর বা পার্শ্বচর, চাটুকার, খোশামুদে। আ-মু। বি।

মোসাহেবি—খোশামুদি, হীনানুগতা। আ-মু। বি।

মোহ—মূর্ছা; মূর্খতা; অজ্ঞান; অবিদ্যা; দুঃখ। মুহ্ + অল্ ভাব। বি; পু।

মোহঘোর—মায়াজন্য ভ্রম, উৎকট মোহ। ৬তৎ। বি; পু।

মোহন—১। মুগ্ধকারক। ণিজন্ত মুহ্ (=মোহি) + অন কর্তৃ। বিণ। ২। কন্দর্পের বাণ বিঃ। বি; পু। ৩। মুগ্ধকরণ। মুহ্ + অনট্ ভাব। ৪। সুরত। ... + অনট্ করণ। বি; স্ত্রী।

মোহনচাঁদ বসু—হাফ্ আখড়াইএর সৃষ্টিকর্তা। অন্যূন দুই শত বৎসর পূর্বে শান্তিপুরে আখড়াই-গানের সূত্রপাত হয়। শোভাবাজারের মহারাজ নবকৃষ্ণ ও তৎপুত্র মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের সময় কলিকাতায় আখড়াই-গান খুব প্রবল হইয়া উঠে। নবকৃষ্ণের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামে জনৈক সংগীতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বৈদ্য থাকিতেন। তিনি আখড়াই-গানের অশেষ উন্নতি সাধন করেন। রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু তাঁহার নিকট-ভাগিনেয় ছিলেন। গান সম্বন্ধে মাতুলের নিকটই তাঁহার হাতেখড়ি হয়। টপ্পার ন্যায় আখড়াই-গানেও তিনি প্রাণমন ঢালিয়া দেন। নিধুবাবু বৃদ্ধ হইয়া পড়িলে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান উদ্যোগী সংগীতানুরাগীর মৃত্যু হইলে আখড়াই-গান প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় বাগবাজারবাসী মোহনচাঁদ বসু আখড়াই ভাঙ্গিয়া হাফ্ আখড়াই-গানের সৃষ্টি করেন। একবার কলিকাতার কোন ধনশালী মল্লিকবাবুদের ভবনে বাগবাজারের সহিত যোড়াসাঁকোর কবি-যুদ্ধ হয়। তাহাতে মোহনচাঁদবাবু নিজে যোগদান করেন নাই, কিন্তু নিজের দলকে অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত করিয়া পাঠান। উক্ত দিবসে বাগবাজারের দলের সম্পূর্ণ জয় হয়।

বাঙ্গালা ১২১১ সালে কলিকাতায় দুইটি শখের দলের সৃষ্টি হয়। এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজার এবং অপরপক্ষে পাথুরিয়াঘাটা প্রভৃতি স্থানের ধনী ও গৃহস্থ ভদ্রগণ। বাগবাজারের দলের প্রধান সুরদাতা প্রসিদ্ধ গায়ক নিধুবাবু স্বয়ং ও গায়ক তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য মোহনচাঁদবাবু। প্রতিবারেই প্রায় বাগবাজারের দলের জয় হইত। নিধুবাবু হাফ্ আখড়াই-গানের উপর ভারি চটা ছিলেন। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় মোহনচাঁদ হাফ্ আখড়াই প্রবর্তিত করেন; গুরুকে না জানাইয়াই তিনি উহা করিয়াছিলেন। নিধুবাবু শিষ্যের উপর খুব চটিয়া যান, কিন্তু পরে মোহনচাঁদ সদলবলে গুরুর ভবনে যাইয়া যখন গান শুনাইলেন, তখন নিধুবাবুর আনন্দের আর সীমা রহিল না।

মোহনপ্রসাদ—ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে ইনি মহারাজ নন্দকুমারের নামে সুপ্রীম কোর্টে জাল করার অভিযোগ আনয়ন করেন। প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পে বাহাদুরের বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসি হয়।

মোহনভোগ—ঘৃতে সুজি ভাজিয়া দুগ্ধ ও চিনি দিয়া পাক করা খাদ্য বিঃ, হালুয়া। বাংপ্র। বি।

মোহন-মালা—স্বর্ণহার বিঃ। বাংপ্র। বি।

মোহনলাল (রাজা)—রাজা মোহনলাল সিরাজউদ্দৌলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সিরাজউদ্দৌলা ইঁহাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করিতেন, এবং হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুর ন্যায় ইঁহার প্রতি ব্যবহারও করিতেন। মোহনলাল প্রকৃত বিশ্বাসভাজন, সত্যপরায়ণ, ন্যায়মার্গানুসারী ও কার্যদক্ষ ছিলেন। এই বীরবর সুপ্রসিদ্ধ পলাশীক্ষেত্রে অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

নবাবী আমলে দেওয়ান-ই-আলি অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রীর পদে এবং প্রাইভেট সেক্রেটারীর কার্যে সাধারণতঃ নবাবের স্বসম্পর্কীয় আত্মীয়দিগেরই নিয়োগের নিয়ম ছিল। কেবল মোহনলালই নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক ঐ উচ্চতম পদে নিযুক্ত হন। সিরাজের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ইনি দেশত্যাগী হন। কেহ কেহ বলেন, মিরজাফর ইঁহাকে হত্যা করেন।

মোহন সরকার—ইঁহার আসল নাম মোহন দাস বৈরাগী। লোকে ইঁহাকে মোহন সরকার বলিত। যশোহর জেলার বনগ্রামের নিকটবর্তী গোপালনগর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি 'ঢুট' সংগীতে

অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার 'ছুট' সংগীতগুলি যেমন মনোহর, তেমনই কাব্যরসে পূর্ণ। ছুট সংগীত গাহিয়া আর কেহ এরূপ যশোলাভ করিতে পারেন নাই। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র যদুনাথ বহুদিন পিতার দল চালাইয়াছিলেন।

মোহনিদ্রা—১। মায়াজন্য সুপ্তি, মুগ্ধতা হেতু ঘুম। মধ্যপ। ২। মোহরূপ ঘুম, মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকা। রূপক। বি; স্ত্রী। [বিণ।

মোহনিয়া—মুগ্ধকারক, সুন্দর। কপ্র।

মোহনিরসন—মোহদূরীকরণ, মায়াত্যাগ, অজ্ঞতাবর্জন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মোহন্ত—মোহান্ত। বাংপ্র। বি।

মোহবদ্ধ—মায়া দ্বারা আবদ্ধ, মায়ার বন্দী। ৩তৎ। বিণ।

মোহবন্ধন—মায়ারূপ বাঁধন; অজ্ঞানের আবরণ। রূপক বা ৬তৎ। বি; ক্লী।

মোহমদ—মোহজন্য গর্ব, মোহাচ্ছন্নতা হেতু অহংকার। মধ্যপ। বি; পু।

মোহমন্ত্র—মোহকর মন্ত্র, মুগ্ধতাজনক বাক্য। মধ্যপ। বি; পু।

মোহময়—মোহপূর্ণ, মায়াচ্ছন্ন। মোহ+ ময়ট্ ব্যাপ্ত্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**মোহময়ী**।

মোহমুগ্ধ—মায়ামুগ্ধ, অজ্ঞানতাবশতঃ মোহপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ। [বি।

মোহমুদ্গর—শংকরাচার্য প্রণীত গ্রন্থ বিঃ।

মোহম্মদ, মোহাম্মদ—মুসলমান ধর্ম প্রবর্তক মহম্মদ। বি।

মোহর—মুদ্রা বা ছাপ; বিনিময়ের স্বর্ণমুদ্রা বিঃ। ফা-মু। বি।

মোহানা, মোহনা—নদী পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ে জল প্রবেশ ও জলনির্গম-পথ। বাংপ্র। বি।

মোহান্ত—মঠাধিকারী, সন্ন্যাসী, বৈরাগী। মোহ হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। বি; পু।

মোহিত—১। মোহপ্রাপ্ত। মোহ শব্দ+ ইত জাতার্থে। ২। মোহ-প্রাপিত; মূর্চ্ছা-প্রাপিত। ণিজন্ত মুহ্ (=মোহি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

মোহিনী—১। মোহজনিকা, মুগ্ধ-কারিকা, জ্ঞাননাশিনী। ণিজন্ত মুহ্ (= মোহি)+ণিন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নারায়ণের অবতার বিঃ, সমুদ্রমন্থনকালে অসুরদিগকে মোহিত করিবার নিমিত্ত নারায়ণ এই রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। বি; স্ত্রী।

মোহী (মোহিন্)—১। মোহপ্রাপ্ত, মুগ্ধ। মুহ্ (মুগ্ধ হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। ২। মোহজনক, মুগ্ধকারক, জ্ঞাননাশক। ণিজন্ত মুহ্ (=মোহি)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**মোহিনী**।

মোহ্যমান—অভিভূত, কাতর; মোহ-প্রাপ্ত। বিণ।

মৌ—মধুপ, মোম। বাংপ্র। বি।

মৌক্তিক মুক্তা, মতি। মুক্তা+ফিক স্বার্থে। বি; ক্লী।

মৌখ—১। মুখসম্বন্ধীয়; মুখসম্বন্ধার্থে ন। মুখ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**মৌখী**। ২। অভক্ষ্য ভক্ষণরূপ পাতক। বি; ক্লী।

মৌখরি—১। মুখর-বংশে উৎপন্ন। মুখর +ফি অপত্যার্থে। বিণ। ২। বংশ বিঃ। এই বংশীয় নৃপতিবর্গ পূর্বকালে মগধ-দেশের কিয়দংশের অধিপতি ছিলেন। ইঁহারা বর্মা উপাধিধারী ক্ষত্রিয়। ইঁহাদের কীর্তিকলাপসংবলিত হরহা'র শিলালিপি এবং ইঁহাদের নামাঙ্কিত বহু মুদ্রা আবি-ষ্কৃত হইয়াছে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম হরিবর্মা। ইঁহার প্রপৌত্র ঈশান বর্মা মৌখরিবংশের প্রধান নরপতি। ইনি খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন এবং গুপ্তবংশীয় নরপতি তৃতীয় কুমার গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। ইনি যুদ্ধে অন্ধ্রাধি-পতি ও গৌড়াধিপতিকে পরাজিত করেন। মৌখরিনৃপতিগণ হূনদিগকে পরাভূত করিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। এই বংশের গ্রহবর্মা স্থাণ্বীশ্বরপতি হর্ষবর্ধনের ভগিনীপতি। ইনি মালবরাজের সহিত যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ মহারাজ হর্ষবর্ধনের রাজ্যকালে উত্তরাপথে মৌখরি-গণের প্রভাব খর্ব হইয়া আসিয়াছিল।

মৌখর্য মুখরতা, বাচালতা, দুর্মুখত্ব। মুখর +ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মৌখিক—মুখসম্বন্ধীয়; বাচনিক; যাহা আন্তরিক নয় এরূপ, বাহ্য; কাল্পনিক। মুখ+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**মৌখিকী**।

মৌচাক—মধুক্রম, মৌমাছির বাসা। <মধুচক্র। বি।

মৌজা—গ্রাম, তালুক। বাংপ্র। বি।

মৌঞ্জী—মুঞ্জনির্মিত মেখলা বা উপবীত। মুঞ্জ+ষ্ণ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৌঞ্জীবন্ধন—উপনয়নসংস্কার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মৌতাত—নির্দমিত সময়ে নেশা করিবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা; নেশাখোরের মাদক উপভোগ। বাংপ্র। বি।

মৌন—তূষ্ণীম্ভাব, অভাষণ, কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকা। মুনি+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

মৌনব্রত—অভাষণরূপ নিয়ম, নিয়মপূর্বক কথা না কহা। ৬তৎ বা কর্মধা। বি; পু।

মৌনব্রতী (-ব্রতিন্)—মৌনব্রতধারী, মৌনব্রত গ্রহণ করিয়াছে এরূপ। মৌনব্রত +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**মৌন-ব্রতিনী**।

মৌনভঙ্গ—মৌনভাবের পর কথা কহা, চুপ করিয়া থাকিবার পর কথা বলা। ৬তৎ। বি; পু।

মৌনভাব তূষ্ণীম্ভাব, চুপ করিয়া থাকা। ৬তৎ। বি; পু।

মৌনস্বভাব—মৌনপ্রকৃতিবিশিষ্ট, যে চুপ করিয়া থাকিতে ভালবাসে। বহু। বিণ।

মৌনাবলম্বন—মৌনভাব গ্রহণ, নীরব হওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

মৌনী (মৌনিন্)—১। মৌনব্রতধারী; মৌনাবলম্বী। মৌন+ইন্। বিণ; পু। ২। মুনি। বি; পু।

মৌমাছি—মধুমক্ষিকা। বাংপ্র। বি।

মৌরলা—ক্ষুদ্র সুস্বাদু মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

মৌরি—রাঁধিবার মসলা বিঃ। বাংপ্র। বি।

মৌরূসী—পৈতৃক, বাপতি, পুরুষানুক্রমে ভোগ্য। আ। বিণ।

মৌর্বী জ্যা, ধনুকের ছিলা। মূর্বা+ষ্ণ+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৌর্য—মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। মুরা+ষ্ণ্য অপ-ত্যার্থে। বি; পু।

মৌর্যবংশ—মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ। ৬তৎ। বি; পু। [ঐতিহাসিক-গণ অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মাতা 'মুরা'র নাম হইতে মৌর্য নামের উৎপত্তি। চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় ব্রাহ্মণ মন্ত্রী কৌটিল্যের সহায়তায় বিখ্যাত নন্দবংশের ধ্বংসসাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবতঃ ৩২২ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এই ঘটনা হয়। নন্দবংশের ক্ষমতালোপের পর চন্দ্রগুপ্ত যবন বা গ্রীক-গণ কর্তৃক বিজিত পঞ্চনদ প্রদেশ পুনরধি-কার করেন। পূর্বসাগর হইতে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত ভারতের তাবৎ ভূভাগ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পাটলিপুত্র তাঁহার রাজধানী ছিল। পরবর্তী মৌর্য-রাজগণও উক্ত নগর হইতেই শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন। ডাক্তার স্পুনারের চেষ্টায় পাটলিপুত্রনগরে মৌর্যযুগের অবশেষ আবিষ্কৃত হইতেছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে আগত গ্রীকদূত মেগাস্থিনিস মৌর্যসাম্রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কৌটিল্যের প্রণীত অর্থশাস্ত্র হইতেও তৎকালীন মৌর্যশাসনের বিবরণ অবগত হওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার। ইঁহার রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য মৌর্যবংশের শাসনাধীন হইয়া-ছিল। বিন্দুসারের পুত্র জগদ্বিখ্যাত সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে কলিঙ্গদেশ

অধিকৃত হয়। অশোক অনুমান ২৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অনুশাসনসমূহ হইতে মৌর্য-সাম্রাজ্যের তৎকালীন বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মৌর্য-সাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমান্তে চোল, পাণ্ড্য, সত্য, কেরল ও তাম্রপর্ণী এবং পশ্চিমসীমান্তে গ্রীকরাজ দ্বিতীয় বা তৃতীয় আন্তিয়োকের অধিকার ব্যতীত অপর কোনও স্বাধীন রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ পর্যন্ত মৌর্যসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। অশোকের দেহাবসানের পর পশ্চিমে গান্ধার ও কপিশা, এবং দক্ষিণে অন্ধ্র ও কলিঙ্গ দেশ স্বাধীন হইয়া উঠে। শেষ মৌর্যসম্রাট বৃহদ্রথ স্বীয় সেনাপতি শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণজাতীয় পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। অনুমান ১৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মৌর্যরাজত্বের অবসান হয়। ভারতে মৌর্যাধিকারের বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিগত ১৯১৫ খ্রীঃ দাক্ষিণাত্যের মাস্কি নামক স্থানে অশোকের একখানি নূতন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে "অশোক" নামের উল্লেখ আছে। মৌর্যরাজবংশের অধিকারকালে সম্ভবতঃ এদেশে 'পুরাণ' নামক মুদ্রার প্রচলন ছিল। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে সহস্র সহস্র পুরাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মৌল—১। মূলসম্বন্ধীয়; মূলজাত; মূল হইতে আগত; মূলজ; আগু মূল+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**মৌলী**। ২। সচিব। বি; পু। ৩। মহুয়া গাছ, বা তাহার ফল। বাংপ্র। বি।

মৌলবী, মৌলভি—মুসলমান পণ্ডিত বা অধ্যাপক বা ধর্মশাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা। ফা। বি।

মৌলানা—মুসলমান ধর্মাচার্য বা পণ্ডিতের উপাধি। ফা। বি।

মৌলি—কিরীট; কেশ; সংযত কেশ; মস্তক; চূড়া; চূড়াবাঁধা চুল; অগ্রভাগ। মূল+কি, অথবা মূ (বন্ধন করা)+লি কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী।

মৌলিক—মূলসম্বন্ধীয়; মূলীভূত; অ-কুলীন; বংশজ। মূল+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**মৌলিকী**।

মৌলী—১। মূলসম্বন্ধীয়া ইত্যাদি। মৌল+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কিরীট; কেশ; সংযত কেশ; মস্তক; চূড়া, অগ্রভাগ; ভূমি। মৌলি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

মৌষল—১। মুষলসম্বন্ধীয়। মুষল+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী - **মৌষলী**। ২। মহাভারতীয় পর্ব বিঃ। বি; ক্লী।

মৌসুম—ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ এশিয়ার বর্ষাসৃষ্টিকারী বায়ুপ্রবাহ, monsoon; কাল, ঋতু; মরসুম, বেশী ক্রয়-বিক্রয়ের সময়। আ-মু। বি।

মৌসুমী—ঋতুগত, মরসুমী; বর্ষাকালীন। আ-মু। বিণ।

মৌসুমী বায়ু—ভারত মহাসাগরীয় বায়ু-প্রবাহ বিঃ। এই বায়ু বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্যন্ত দক্ষিণ-পশ্চিম হইতে এবং কার্তিক হইতে পৌষ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম হইতে বহিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে মনসুন (monsoon) বলে।

মৌহূর্ত, মৌহূর্তিক—জ্যোতিষশাস্ত্রবিৎ, দৈবজ্ঞ। মুহূর্ত শব্দ+ষ্ণ, ফিক জ্ঞাতার্থে। বি; পু।

ম্যাও—'মেও' দ্রঃ।

ম্যাকডোনাল্ড, র‍্যামজে (Macdonald Ramsay)—(১৮৬৬—১৯৩৭ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী। ইনি স্কটল্যাণ্ডের লোক। ইনি কয়েকটি গ্রন্থেরও রচয়িতা।

ম্যাকফার্সন, স্যার জন—ইনি ভারতবর্ষের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৭৮৫ খ্রীঃ হেস্টিংস পদত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইনি ২০ মাস প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেল-রূপে কার্য করেন। তৎপরে ১৭৮৬ খ্রীঃ লর্ড কর্নওয়ালিস আসিয়া ইঁহার হস্ত হইতে কার্যভার গ্রহণ করেন।

ম্যাক্স্ মুলার ডাক্তার (Dr. Friedrich Max Muller)—সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত। ইনি ১৮২৩ খ্রীঃ ৬ই সেপ্টেম্বর ডেসাউ (Dessaw) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪১ খ্রীঃ হইতে লাইপজিগ (Leipzig) নগরে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। ১৮৪৩ খ্রীঃ ইনি Doctor of Philosophy উপাধি প্রাপ্ত হন; বার্লিন নগরে বপ (Bopp) ও সেলিং (Schelling) এবং প্যারিস নগরে বর্ণুফ (Burnouf) ইঁহাকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদান করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ইনি ইংলণ্ডে আসিয়া অক্সফোর্ড নগরে বাস করেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আদেশে ইনি সায়নাচার্যের ভাষ্যসহিত ঋগ্বেদের একখানি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ হইতে ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর ইনি অক্সফোর্ড নগরে দেহত্যাগ করেন। প্রাচ্যভাষায় ইঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। ভারতবর্ষের প্রতি ইঁহার যে সুগভীর অনুরাগ ছিল, তাহা ইঁহার কথায় ও রচিত গ্রন্থসমূহে বহুভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। ইঁহার রচিত বা প্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে কতকগুলির নাম নিম্নে দেওয়া গেল—হিতোপদেশের অনুবাদ (১৮৪৩); History of Ancient Sanskrit Literature (1859); The Origin and Growth of Religion (1878); Sacred Books of The East নামে প্রাচ্যদেশীয় ধর্মপুস্তকের ইংরাজীতে অনুবাদ (১৮৭৫ খ্রীঃ হইতে ৫১ খণ্ডে প্রকাশিত); Science of Languages; Science of Religion; India, what can it teach us? (1883); Chips from a German workshop; Auld Lang Syne; and Ramkrishna, His Life and Sayings. ইনি ধর্ম এবং ভাষার সমালোচনা বৈজ্ঞানিকভাবে করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় রচিত হইয়া ইঁহার ইংরাজী ও প্রাচ্যভাষা জ্ঞানের জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে। ইনি ইংরাজী জাতীয় সংগীতকে (National Anthem) সংস্কৃত পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

ম্যাডান, জে. এফ.—বিখ্যাত দানবীর পার্শী ব্যবসায়ী। ইং ১৮৫৫ অব্দে বোম্বাই নগরে অতি দারিদ্র্যের গৃহে ইঁহার জন্ম হয়। দশ বৎসর বয়সের সময় ইনি মাসিক ৪৲ বেতনে এক থিয়েটারে অভিনেতার কার্যে নিযুক্ত হন। ১৮৭৪ অব্দে ইনি মাতাপিতার সহিত সর্বপ্রথম কলিকাতায় আসেন, এবং প্রথমে বায়স্কোপের তামাশা দেখাইতে আরম্ভ করেন, এবং সেই সঙ্গে ধর্মতলা স্ট্রীটে একখানি ছোট দোকানও খুলেন; ইঁহার ব্যবসায়-বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। বিলাতী মদের কারবার করিয়া এবং নানাস্থানে রেলস্টেশনে হোটেল খুলিয়া ইনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। ইনি কয়েকটি থিয়েটারও খুলিয়াছিলেন। তবে বায়স্কোপের উন্নতি-সাধনই ইঁহার মুখ্য লক্ষ্য ছিল। ১৯২৩ অব্দে ২৮শে জুন ইঁহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়। ইনি ছয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান।

ইনি জীবনে ন্যূনকল্পে ২০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার অর্থ-সাহায্য প্রাপ্ত হয় নাই, এরূপ কোন জনহিতকর অনুষ্ঠান কলিকাতায় নাই বলিলেই হয়। প্রতি রবিবারে ইঁহার

বাড়িতে বহুসংখ্যক দীন দরিদ্র হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, জৈন, পার্শী সমবেত হইত। ইনি তাহাদিগকে যত্নে নির্দিষ্ট বৃত্তি বিতরণ করিতেন। স্বসমাজের মঙ্গলসাধনেও ইনি সবিশেষ অবহিত ছিলেন। দরিদ্র পার্শীরা যাহাতে অল্প ভাড়ায় কলিকাতায় থাকিতে পারে, এতদুদ্দেশ্যে বাটী নির্মাণের নিমিত্ত ইনি পার্শী সমাজের হস্তে এক লক্ষ টাকা দান করেন, এবং তাহাদের জন্য দার্জিলিং নগরে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন।

ম্যাজিস্ট্রেট—জেলার প্রধান রাজকর্মচারী। <ইং 'magistrate'. বি।

ম্যাজেণ্টা—লাল রং বিঃ। <ইং 'magenta'. বি।

ম্যাড়ম্যাড়—উজ্জ্বলতার অভাব প্রকাশ। বাংপ্র। বি। বিণ, -ড়ে।

ম্যানেজার—কার্যাধ্যক্ষ, পরিচালক। <ইং 'manager'. বি।

ম্যাপ—মানচিত্র; দেশ জমি প্রভৃতির নকশা। <ইং 'map'. বি।

ম্যালেরিয়া—জ্বর বিঃ। <ইং 'malaria'. বি।

ম্রক্ষণ—১। লেপন; মাখা; মিলানো; মিশানো। ম্রক্ষ্ (মাখা)+অনট্ ভাব। ২। তৈল। ম্রক্ষ্+অনট্ করণ। বি।

ম্রিয়মাণ—মৃতপ্রায়; অবসন্ন; দুঃখিত। মৃ (মরা)+শান কর্তৃ। বিণ।

ম্লান—মলিন; নিষ্প্রভ; অপ্রসন্ন, বিষণ্ণ; ক্লান্ত; শীর্ণ; দুর্বল; নির্লজ্জ। ম্লৈ (মলিন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ম্লানমুখ—১। বিষাদযুক্ত বদন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। বিষণ্ণবদন। বহু। বিণ। স্ত্রী, -খা, -খী।

ম্লানি—মালিন্য; অপ্রসন্নতা। ম্লৈ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

ম্লিষ্ট—মলিন; অস্পষ্ট, অব্যক্ত। ম্লেচ্ছ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

ম্লেচ্ছ—১। অসভ্য জাতি, কিরাত শবর পুলিন্দ যবন প্রভৃতি; অহিন্দু। ম্লেচ্ছ্ (গ্রাম্য কথা বলা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। পাপরত, পাপিষ্ঠ। বিণ।

ম্লেচ্ছদেশ—চাতুর্বর্ণ্যব্যবহারশূন্য দেশ। ৬তৎ। বি; পু।

ম্লেচ্ছাচার—১। পাপাচার, অপবিত্র আচরণ; ম্লেচ্ছজাতির ব্যবহার। ৬তৎ। বি; পু। ২। পাপাচারী, কদাচারপরায়ণ। বহু। বিণ।

ম্লেচ্ছিত—ম্লেচ্ছভাষা; অপ শব্দ। ম্লেচ্ছ্ (গ্রাম্য কথা বলা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

য

য—১। ষড়্‌বিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ; ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। যশঃ; বায়ু; যোগ। যা (যাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু। ৩। যব পরিমাণ দৈর্ঘ্য। বাংপ্র। বি।

যই, যৈ—একপ্রকার শস্য, oat. বাংপ্র। [বি।

যক—যক্ষ; কুবের; প্রোথিত ধনরাশির সহিত জীবন্তে সমাহিত তাহার রক্ষক; যে প্রেত মাটির নীচে পোঁতা ধন আগলায়; ভূগর্ভনিহিত ধনরাশি। বাংপ্র। বি। **যকের ধন**—অতি কৃপণের অর্থ; যকদেওয়া অর্থ।

যকৃৎ—পিত্তাশয়; কুক্ষির দক্ষিণস্থ মাংসপিণ্ড বিঃ, মেটিয়া বা মেটে। য (বায়ু) কৃ (করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

যক্ষ—দেবযোনি বিঃ; কুবের; ধনরক্ষক; অতি কৃপণ (ব্যঙ্গার্থে)। যক্ষ্+অল্ কর্ম। বি; পু। স্ত্রী—**যক্ষী**।

যক্ষরাজ, যক্ষেশ—কুবের। যক্ষদিগের রাজা বা ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

যক্ষরাত্রি—কার্তিকী পূর্ণিমা। যক্ষপ্রিয়া রাত্রি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

যক্ষিণী—যক্ষভার্যা; কুবেরপত্নী; বিদ্যাধরী; পিশাচী। যক্ষ (পূজা)+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যক্ষী—যক্ষস্ত্রী; কুবেরপত্নী। যক্ষ্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যক্ষ্মা (যক্ষ্মন্)—ক্ষয়কাসরোগ বিঃ, phthisis. যক্ষ্ (পূজা করা)+মন্ কর্ম। বি; পু।

যখন—যৎকালে, যে সময়ে; যেহেতু। <যৎক্ষণ। অ।

যখন-তখন—সময়ে সময়ে, মধ্যে মধ্যে, মাঝে মাঝে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

যজন—যাগকরণ; পূজা। যজ্ (দেবার্চনা করা)+অনট্ ভাব। বি ক্লী।

যজনীয়—যজনযোগ্য, যাগকরণের উপযুক্ত। যজ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

যজমান—যজ্ঞকারক; যে ব্যক্তি দক্ষিণা দিয়া পূজাদি কর্ম করায়; পূজাদি কর্মে পুরোহিতের সাহায্য গ্রহণকারী। যজ্ (যাগ করা)+শান কর্তৃ। বি; পু।

যজানো—যাজন করা, পৌরোহিত্য করা; আচরণীয় অনাচরণীয় সকল বর্ণকে একাকার করা। বাংপ্র। ক্রি।

যজি—১। যষ্টা, যাগকর্তা। যজ্ (যাগ করা)+ই কর্তৃ। ২। যাগ, যজ্ঞ। যজ্+ই ভাব। বি; পু।

যজুঃ (যজুস্)—যজুর্বেদ। যজ্ (পূজা করা)+উস্ করণ। বি; ক্লী।

যজুর্বেদ—শতশাখাযুক্ত বেদ বিঃ, দ্বিতীয় বেদ ['চতুর্বেদ' দ্রঃ]। যজুঃ নামক বেদ, মধ্যপ। বি; পু। বিণ, -র্বেদীয়।

যজুর্বেদী (-দিন্)—যজুর্বেদানুসারে কর্মকারক; যজুর্বেদবেত্তা। যজুর্বেদ+ইন্। বিণ; পু।

যজ্ঞ—সত্র, যাগ; বৈদিক অনুষ্ঠান বিঃ; ক্রিয়াকর্ম; হোম। যজ্ (যাগ করা)+ন ভাব। বি; পু।

যজ্ঞকর্তা (-কর্তৃ)—যিনি যাগ করেন; যজমান। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

যজ্ঞকুণ্ড—যাগ বা হোম করিবার গহ্বর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যজ্ঞডুমুর—বড় ডুমুর বিঃ। বাংপ্র। বি।

যজ্ঞদ্বেষী, -বিদ্বেষী (-ষিন্)—১। যাগ-যজ্ঞের বিরোধী, যজ্ঞবিঘ্নকারী। উপতৎ। বিণ; পু। ২। রাক্ষস। বি; পু।

যজ্ঞপুরুষ—বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

যজ্ঞভূমি—যজ্ঞের উপযুক্ত ভূমি, যে স্থানে যজ্ঞ হয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

যজ্ঞবেদি, -বেদিকা, -বেদী—যাগ করিবার নিমিত্ত মঞ্চাকার পরিষ্কৃত ভূমি। ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

যজ্ঞশেষ—যজ্ঞান্ত, যাগের সমাপ্তি; যাগের পর যাহা অবশিষ্ট থাকে। ৬তৎ। বি; পু।

যজ্ঞসূত্র—উপবীত, পৈতা। যজ্ঞ-সংস্কৃত সূত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

যজ্ঞসেন—রাজা দ্রুপদ। বি; পু।

যজ্ঞস্থান—যজ্ঞভূমি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যজ্ঞাঙ্গ—১। যজ্ঞের অবয়ব; যজ্ঞসাধন দ্রব্য। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। বৃক্ষ; খদির বৃক্ষ। বি; পু।

যজ্ঞারি—শিব; রাক্ষস। যজ্ঞের অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি; পু।

যজ্ঞিয়—১। যজ্ঞসম্বন্ধীয়; যজ্ঞকর্মের যোগ্য। যজ্ঞ শব্দ+ইয় হিতার্থে। বিণ। ২। দ্বাপর যুগ। বি; পু।

যজ্ঞিয়দেশ—যজ্ঞকার্যের উপযোগী দেশ, আর্যাবর্ত। কর্মধা। বি; পু।

যজ্ঞীয়—যজ্ঞসম্বন্ধীয়, যাগের। যজ্ঞ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

যজ্ঞেশ্বর—বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়—ইনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই ভাদ্র রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদের পৈতৃক বাসস্থান হুগলি জেলার অন্তর্গত বেলেশিখিরা গ্রাম। ইনি বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার রচিত 'সমর শেখর' নামক সুবৃহৎ উপন্যাস 'আর্য দর্শন' পত্রিকায় তিন বৎসর প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর

মহাশয় ইঁহাকে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুর হইতে প্রকাশিত 'চারুবার্তা' পত্রিকার সম্পাদক করিয়া প্রেরণ করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কর্নেল টড প্রণীত রাজস্থানের অনুবাদ প্রকাশিত করেন। অতঃপর ক্রমান্বয়ে নারদীয় পুরাণ, বরাহ পুরাণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত ও কাশীখণ্ডের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। হিতবাদী সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইতে ইনি তাহার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া তিন বৎসরকাল বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালন করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত বীরমালা গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যের একটি অমূল্য রত্ন। পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ ব্যতীত ইনি নাটক, উপন্যাস, গল্প, নানাবিষয়ক প্রবন্ধ ও অনেকগুলি ডাক্তারী গ্রন্থের সংকলন করিয়াছেন। ইনি কিছুদিন মুরশিদাবাদ হইতে প্রকাশিত 'উপাসনা' নামক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পরলোকগমন করেন।

যজ্ঞোডুম্বর—বনামখ্যাত বৃক্ষ, বাগ ডুমুর। যজ্ঞসাধক যে উডুম্বর, মধ্যপ। বি; পু।

যজ্ঞোপবীত—উপবীত, পৈতা। যজ্ঞ-সংস্কৃত যে উপবীত, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [পৈতা বামস্কন্ধে থাকিলে তাহাকে উপবীত বলে; দক্ষিণস্কন্ধে থাকিলে তাহাকে প্রাচীনাবীত, এবং মাল্যাকারে বক্ষোদেশে লম্বিত হইলে তাহাকে নিবীত বলা যায়।]

যৎ (যদ্)—১। যে, যিনি, যাহা। বিণ বা সর্ব। ২। (বাক্যে) তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

যৎকাল—যে সময়। কর্মধা। বি; পু।

যৎকিঞ্চিৎ—যাহা কিছু, খুব কম, যৎ-সামান্য। যৎ কিঞ্চিৎ, সুপ্‌ সুপোতি। অ।

যৎপরোনাস্তি—অত্যন্ত, যার-পর নাই। বিণ।

যৎসামান্য—অত্যল্প, যৎকিঞ্চিৎ। বিণ।

যত—১। নিয়মিত; অনুষ্ঠিত; সংহত, বদ্ধ। যম্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সংযম। যম্+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। যৎপরিমিত; যৎসংখ্যক; সকল। বাংপ্র। বিণ।

যতকিছু—সব কিছু, যত রকম আছে সব; যে-পরিমাণ। বাংপ্র। বিণ।

যতন—যত্ন। কপ্র। বি।

যতমান—যত্ন করিতেছে এরূপ, যত্নশীল। যত্ (যত্ন করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

যতি—১। মুনি, তপস্বী; ভিক্ষু। যত্ (সংযত হওয়া)+ই কর্তৃ। বি; পু। ২। শ্লোকাদির পাঠকালে জিহ্বার ইষ্টবিরাম-স্থান। যম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

যতিচান্দ্রায়ণ—সর্বপাপহর ব্রত বিঃ। ['চান্দ্রায়ণ' দ্রঃ।] বি; স্ত্রী।

যতিচিহ্ন—উচ্চারণের বিচ্ছেদসূচক জিহ্বার বিরামার্থ ব্যবহৃত চিহ্ন, punctuation mark. পূর্বে বাঙ্গালা ভাষায় এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি চিহ্ন ব্যতীত অন্য কোন যতিচিহ্নের ব্যবহার ছিল না। অধুনা ইংরাজীর অনুকরণে নানাপ্রকার যতি-চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত হইয়াছে; যথা,—কমা বা প্রথমচ্ছেদ (,); সেমিকোলন বা দ্বিতীয়চ্ছেদ (;); কোলন বা তৃতীয়-চ্ছেদ (:); দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।); প্রশ্নবোধক বা জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন (?); সম্বোধনসূচক বা হর্ষবিস্ময়াদিবোধক চিহ্ন (!); উদ্ধারচিহ্ন বা কোটেশন (" "); সংযোজকচিহ্ন বা হাইফেন (-); বন্ধনী বা ব্র্যাকেট ([ ]) ও (( )); ড্যাস (—); লোপচিহ্ন (')।

সামান্যতঃ—১ এই সংখ্যাটি উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, কমা চিহ্নের নিকট ততটুকু থামিতে হয়; বাক্যের অন্তর্গত যে সমস্ত পদের কিংবা বৃহৎ বাক্যের অন্তর্গত যে সকল ক্ষুদ্র বাক্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ, তাহাদের মধ্যে কমা ব্যবহৃত হয়। সেমিকোলন—১, ২ এই দুইটি সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে, সেমিকোলন চিহ্নের নিকট ততটুকু সময় থামিতে হয়। একটি বাক্যের সহিত আর একটি বাক্যের যদি এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে যে, প্রথম বাক্য-টির পরে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করা যায় না তবে ঐ স্থলে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। কোলন—১, ২, ৩ এই তিনটি সংখ্যা উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগে এই চিহ্নের নিকট ততটুকু থামিতে হয়। কমা বা সেমিকোলন দ্বারা বিভক্ত বাক্য-গুলির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তদপেক্ষা অল্প সম্বন্ধ থাকিলে বাক্যমধ্যে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি—বাক্য সমাপ্ত হইলে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। প্রশ্নজিজ্ঞাসা স্থলে প্রশ্নসূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। সম্বোধন বা হর্ষ, বিস্ময়, ঘৃণা, খেদ প্রভৃতির প্রকাশ স্থলে সম্বোধনসূচক চিহ্নের ব্যবহার হয়। হাইফেন—সমস্যমান পদদ্বয়ের মধ্যে এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। অন্যের বাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে সেই বাক্যের আদিতে ও অন্তে উদ্ধারচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বন্ধনী—বাক্যের অন্তর্গত কোন পদ বা অংশ বিশেষের ব্যাখ্যা করিতে হইলে বা যদৃচ্ছ সংস্রববিশিষ্ট কোন অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিতে হইলে এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয়। ড্যাস—এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ অন্য একটি কথা আসিয়া ফেলিলে বা রচনাকে উত্তেজনাপূর্ণ করিতে হইলে ড্যাসচিহ্ন ব্যবহৃত হয়। লোপচিহ্ন—পদের অন্তর্গত কোন অক্ষর বিলুপ্ত হইলে তৎপূর্ববর্তী বর্ণের মস্তকে লোপচিহ্ন প্রদত্ত হয়।

যতিনী—সন্ন্যাসিনী; বিধবা। যতী' (১) দ্রঃ। যতিন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যতিপাত, -ভঙ্গ—যথাস্থানে উচ্চারণের বিরাম না থাকায় ছন্দের দোষ। ৬তৎ। বি; পু।

যতী (যতিন্)—জিতেন্দ্রিয়; মুনি; সন্ন্যাসী। যত্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

যতী—বিধবা। যম্ (সংযত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ+ঈপ্। বিণ বা বি; স্ত্রী।

যতীন্দ্র—যতিশ্রেষ্ঠ, তপস্বিপ্রধান; পরমহংস। যতি বা যতীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।

যতীন্দ্রনাথ দাস—(১৯০৪—১৯২৯ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত দেশসেবক। পিতা বঙ্কিমবিহারী দাস। ইনি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে কারারুদ্ধ হন। ইনি ৬৩ দিন অনশনে থাকিয়া মৃত্যু বরণ করেন।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)—(১৮৮০—১৯১৫ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত বিপ্লবী। কুষ্টিয়া মহকুমার কয়া গ্রামে জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র। কুষ্টিয়ায় ছোরার আঘাতে একটি বাঘ মারেন বলিয়া ইঁহার নাম হয় 'বাঘা যতীন'।

ইনি বালেশ্বরে পুলিসের সহিত যুদ্ধ করিয়া আহত হন এবং বালেশ্বর হাস-পাতালে মারা যান।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত—(১৮৮৭—১৯৫৪ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ কবি। বর্ধমানের পাতিলপাড়ায় মাতুলালয়ে জন্ম। 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর (মহারাজা স্তর)—কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত জমিদার। ১৮৩১ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকুমার ঠাকুর, মাতার নাম শিবসুন্দরী দেবী। ইনি তৎকালীন ইনফ্যান্ট স্কুলে, পরে হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন শেষ করিয়া বাড়িতে ইংরাজ-শিক্ষকের নিকট ইংরাজী এবং পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ২৭ বৎসর বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে ইনি খুল্লতাত প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের নিকট বিষয়কার্যাদি শিক্ষা করেন। প্রসন্নকুমার, পুত্র জ্ঞানেন্দ্র-মোহনের উপর বিরক্ত হইয়া, ভ্রাতুষ্পুত্র যতীন্দ্রমোহনকে আপনার সমগ্র সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী করিয়া যান। পরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন মকদ্দমা করিয়া যতীন্দ্রমোহনের অবিদ্যমানে সম্পত্তি পাইবার অধিকারী হন। যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র প্রদ্যোৎকুমার জ্ঞানেন্দ্রমোহনের সমগ্র সম্পত্তি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া যতীন্দ্রমোহন প্রথমে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সম্পাদক হন। ১৮৭০ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ লাভ করেন এবং পরে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭১ খ্রীঃ বড়লাট লর্ড মেয়ো ইঁহাকে রাজা-বাহাদুর এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার 'রাজরাজেশ্বরী' উপাধি গ্রহণকালে বড়লাট লর্ড লিটন 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইনি সি. এস. আই.; ১৮৮২ খ্রীঃ কে. সি. এস. আই.; ১৮৯০ খ্রীঃ মহারাজা বাহাদুর ও ১৮৯১ খ্রীঃ পুরুষানুক্রমে 'মহারাজ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি বহুবিধ সৎকার্য করিয়া গিয়াছেন। বিধবাদের দুঃখ দূরীকরণের জন্য এক লক্ষ টাকা, মেও হাসপাতালের জন্য দশ হাজার টাকা, দাতব্য সভায় আট হাজার টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইঁহার অনেক গোপন দান ছিল। ইঁহার বাটীতে প্রত্যহ অতিথি-সেবা হয়। হিন্দু-ধর্মে ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ইনি একজন সুকবি ছিলেন। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গালায় ইনি বহুবিধ প্রবন্ধ, সংগীত এবং পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহারই চেষ্টায় ও উৎসাহে এ দেশে থিয়েটারের প্রথম সূত্রপাত হয়, এবং ইনিই ভ্রাতা সৌরীন্দ্রমোহনকে লইয়া থিয়েটারে ঐক্যতানবাদনের প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি সাহিত্যসেবিগণকে বিশেষ আদর করিতেন।

ইনি রাজদ্বারে যেমন সম্মান, দেশের লোকের নিকটেও তেমনিই সম্মান পাইতেন। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সেক্রেটারীর কার্য বহুদিন ধরিয়া সম্পন্ন করেন। পরে উক্ত সভার সভাপতিও হইয়াছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশে Settled Estates Act সূচিত ও প্রচলিত হয়। লর্ড নর্থব্রুক, লর্ড রিপন, লেডি রিপন, লর্ড ল্যান্সডাউন ও বঙ্গের অনেক ছোটলাট ইঁহার বাড়িতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারই উৎসাহে মাইকেল মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য বাঙ্গালা ভাষায় রচনা করেন। যতীন্দ্রমোহন উক্ত গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন-ব্যয়ভার বহন করেন, এবং মাইকেল উক্ত গ্রন্থের হস্তলিপি ইঁহাকে উপহার প্রদান করেন। এই হস্তলিপিখানি ইঁহার পুস্তকাগারে যত্নের সহিত রক্ষিত হইয়াছে। যতীন্দ্রমোহনের বিদ্যানুরাগ তাঁহার সংগৃহীত বহুসংখ্যক মূল্যবান্ গ্রন্থ-পরিপূর্ণ বিস্তৃত পুস্তকাগার দেখিলে বুঝিতে পারা যায়।

ইঁহার পত্নীর নাম ত্রৈলোক্যকালী দেবী। পুত্র না হওয়ায় ইনি সহোদর সৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র প্রদ্যোৎকুমারকে দত্তক গ্রহণ করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী—(১৮৭৮—১৯৪৮ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত কবি। 'লেখা', 'রেখা', 'অপরাজিতা', 'নাগকেশর' ইত্যাদি ইঁহার রচিত।

যতীন্দ্রমোহন রায়—বিক্রমপুর রূপসার বিখ্যাত ভূম্যধিকারিবংশে বাং ১২৮৩ সালে ইঁহার জন্ম। ইনি বাল্যে টোলে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া পরে ইংরাজী বিদ্যালয়ে বি. এ. পর্যন্ত পাঠ করেন। ইঁহার প্রণীত ঢাকার ইতিহাস বহু নূতন তথ্যে পরিপূর্ণ। এই একখানি পুস্তকই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—(১৮৮৫—১৯৩৩ খ্রীঃ)। বিখ্যাত দেশকর্মী। জন্মস্থান চট্টগ্রামের বরমা গ্রাম। ইনি ইংরাজ মহিলা নেলী গ্রেকে বিবাহ করেন। ইনি কলিকাতার মেয়র হন। রাঁচিতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

যতেক—যে সংখ্যক, যে পরিমাণ। বাংপ্র। বিণ।

যত্ন—১। চেষ্টা; উদ্যোগ; প্রয়াস, উদ্যম; অধ্যবসায়; প্রবৃত্তি। যত্‌ (যত্ন করা)+ন ভাব। বি; পু। ২। অবধান, সাবধানতা; আকিঞ্চন; আদর, সমাদর, শুশ্রূষা; সানুরাগ মনোযোগ। বাংপ্র। বি।

যত্নপূর্বক—যত্নসহকারে, চেষ্টা করিয়া; অবধানসহকারে। যত্ন হইয়াছে পূর্বে যাহার, বহু। ক্রি-বিণ।

যত্নবান্ (-বৎ)—উদ্যমশীল, যত্নশীল, সচেষ্ট, চেষ্টান্বিত। যত্ন+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**যত্নবতী**।

যত্নশীল—যত্নবান্, সচেষ্ট। যত্ন হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

যৎপরিমাণ—১। যে পরিমাণ, যে মাত্রা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। যত। যদ্ (যাহা) পরিমাণ যাহার, বহু। বিণ।

যৎপরিমিত—যত। বিণ।

যৎপরোনাস্তি—যার-পর-নাই। সং বাক্য। বিণ।

যত্র—যেখানে; যে বিষয়ে। যদ্ শব্দ+ত্র ৭মী স্থানে। অ।

যত্রতত্র—যথা তথা; যেখানে সেখানে। অ।

যৎসামান্য—যৎকিঞ্চিৎ, অত্যল্প। বিণ।

যথা—যেস্থানে, যেখানে; যেমন; সাদৃশ্য; অনতিক্রম; সত্য; উপযুক্ত, সমুচিত। যদ্ শব্দ+থাচ্ প্রকারার্থে। অ।

যথাকথঞ্চিৎ—যে কোনরূপে; কষ্টে-সৃষ্টে। অ।

যথাকাল—উপযুক্ত সময়; দিবসের শেষ-ভাগ। কর্মধা। বি; পু।

যথাকালে—উপযুক্ত সময়ে, ঠিক সময় মত। কর্মধা। বি; পু। অথবা কালকে অতিক্রম না করিয়া এই বাক্যে অব্যয়ী-ভাব। অ।

যথাক্রম, যথাক্রমে—ক্রমানুসারে। অব্যয়ী। অ।

যথাজাত—নীচ; মূর্খ। সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

যথাতথ—যথার্থ; সত্য। অ।

যথাতথা—যেখানে সেখানে; যেরূপে সেরূপে; যেমন তেমন। অ।

যথাদিষ্ট—আদেশমত, আদেশানুযায়ী। সুপ্‌সুপেতি। অ।

যথানিয়মে—নিয়মানুযায়ী, নিয়মমত। অব্যয়ী। ক্রি-বিণ।

যথাপূর্ব—পূর্বানুরূপ; পূর্বের মত। অ।

যথাবৎ—বিধিমত; যথার্থ; অপরিবর্তিত। যথা+বৎ। অ।

যথাবিধি—বিধি অনুসারে। অব্যয়ী। অ।

যথাবিহিত—বিধানানুরূপ। সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

যথাযথ—যথাযোগ্য; যথার্থ; পূর্ববৎ। অ।

যথাযোগ্য—উপযুক্তরূপ, উচিতমত। সুপ্‌সুপেতি। বিণ বা অ।

যথারীতি—রীত্যনুযায়ী, রীতিমত। অব্যয়ী। অ।

যথার্থ—প্রকৃত; সত্য; যোগ্য। অর্থকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী। অ বা বিণ।

যথার্থতঃ (-তস্)—ন্যায়তঃ; বস্তুতঃ; প্রকৃত-প্রস্তাবে। যথার্থ+তস্। অ।

যথাশক্তি—শক্তি-অনুসারে; যেমন ক্ষমতা। অব্যয়ী। অ।

যথাশাস্ত্র—শাস্ত্রানুসারে; যথাবিধি। অব্যয়ী। অ।

যথাসময়—যথাকাল, উপযুক্ত সময়। কর্মধা। বি; পু।

যথাসময়ে—যথাকালে, উপযুক্ত সময়ে, ঠিক সময়মত। কর্মধা। বি; পু। অথবা সময়কে অতিক্রম না করিয়া এই বাক্যে অব্যয়ী। অ বা ক্রি-বিণ।

যথাসর্বস্ব—সমস্ত সম্পত্তি, যাহা কিছু ধন সকলই। সুপ্‌সুপেতি। অ বা ক্রি-বিণ।

যথাসাধ্য—সাধ্যানুসারে; যথাশক্তি। অব্যয়ী। অ।

যথাস্থান—নির্দিষ্ট স্থান; উপযুক্ত স্থান। কর্মধা। বি; ক্লী।

যথেচ্ছ—ইচ্ছানুরূপ, ইচ্ছামত। ইচ্ছাকে অতিক্রম না করিয়া, অব্যয়ী (যথা+ইচ্ছ)। অ বা বিণ।

যথেচ্ছাচার—স্বেচ্ছাচার। যথেচ্ছ যে আচার, কর্মধা। বি; পু।

যথেচ্ছাচারিতা—ইচ্ছানুরূপ কার্য করা, উচ্ছৃঙ্খলতা। যথেচ্ছাচারিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

যথেচ্ছাচারী (-চারিন্) স্বেচ্ছাচারী, ইচ্ছানুরূপ কার্যকারী; উচ্ছৃঙ্খল, অবাধ্য। যথেচ্ছ—আ চর্ (আচরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**যথেচ্ছাচারিণী**।

যথেষ্ট—ইচ্ছানুরূপ; প্রচুর। সুপ্‌সুপেতি। বিণ বা অ।

যথোচিত—উপযুক্তরূপ; যথাযোগ্য। সুপ্‌সুপেতি বা অব্যয়ী। বিণ বা অ।

যথোপযুক্ত—যথাযোগ্য, যথোচিত। সুপ্‌সুপেতি বা অব্যয়ী। বিণ বা অ।

যদবধি—যখন হইতে। অ।

যদা—যৎকালে, যখন; যেহেতু; যে পর্যন্ত। যদ্ শব্দ+দা কালার্থে। অ।

যদি—অবধারণ; সম্ভাবনা; পক্ষান্তর। অ।

যদিই—নিতান্ত যদি, সংশয়াধিক্যে। বাংপ্র। অ।

যদিও—সত্ত্বেও, যদিচ। বাংপ্র। অ।

যদিবা—যদিই; অথবা যদি। বাংপ্র। অ।

যদু—যযাতির জ্যেষ্ঠপুত্র ও যাদবদিগের আদি-পুরুষ; যদুবংশীয়। বি; পু।

যদুকুল—যাদববংশ, যদুর সন্তানপরম্পরা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—(১২৪৬—১৩০৭ বঙ্গাব্দ)। ইনি বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত কবি। ইঁহার রচিত স্কুলপাঠ্য পদ্যপাঠের ১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ প্রভৃতি পুস্তক ইঁহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

যদুনাথ, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

যদুনাথ মজুমদার—যশোহর-খুলনার লব্ধপ্রতিষ্ঠ জননেতা ও উকীল। যশোহর জেলার অন্তর্গত লোহাগড়া গ্রামে যদুনাথের পৈত্রিক নিবাস ছিল। সন ১২৬৬ সালে ৭ই কার্তিক, সোমবার যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে ইনি সম্মানের সহিত ইংরেজীতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি কিছুদিন শিক্ষকতা করেন, এবং যোগেন্দ্রনাথ শিরোমণি এম. এ. ডি. এল. মহাশয়ের সহযোগে "ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া" নামক একখানি ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ ও সম্পাদন করেন। পরে ইনি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া লাহোরের 'ট্রিবিউন' পত্রের সম্পাদক হইয়া লাহোরে গমন করেন। ইহার কিছুদিন পরে নেপালের ভূতপূর্ব মন্ত্রী স্যার মহারাজা রণদীপ সিংহ জঙ্গবাহাদুর কে. সি. এস. আই. ইঁহাকে নেপালের দরবার স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু নেপালে নানা রাজনীতিক বিভ্রাট উপস্থিত হওয়ায় যদুনাথ নেপাল ত্যাগ করিয়া পুনরায় ট্রিবিউনের সম্পাদক হইয়া লাহোর গমন করেন। তৎপরে কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মন্ত্রী নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে যদুনাথ কাশ্মীরের রাজস্বসচিবের পদ গ্রহণ করেন। ইহার পর ইনি বি. এল. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া যশোহর জেলায় ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যশোহরে ইনিই ছিলেন সর্বপ্রধান উকীল। ১৮৮৯-৯০ খ্রীষ্টাব্দে যশোহরে নীল-কর সাহেবদিগের অত্যাচার আরম্ভ হইলে যদুনাথ নিপীড়িত প্রজাগণের পক্ষাবলম্বন করেন। যশোহর জেলায় নীলকরদিগের অত্যাচার প্রধানতঃ ইঁহার চেষ্টায় নিবারিত হয়। পার্লামেণ্টে নীলকর-প্রপীড়িত প্রজাবর্গের দুঃখের কথা উত্থাপন করিতে ইনিই ব্রাডলা সাহেবকে উদ্বোধিত করেন। ফলে পার্লামেণ্ট ভারত গবর্নমেণ্টের কৈফিয়ত তলব করেন। ৩৩-৩৪ বৎসর পূর্বে যদুনাথ "হিন্দুপত্রিকা" নামে এক-খানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিতে আরম্ভ করেন। এই পত্রিকায় প্রধানতঃ হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে। যদুনাথ যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন, সেই অনুপাতে তিনি ছিলেন দানশীল। যশোহর মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতিরূপে ইনি অনেক জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেককালে যদুনাথ 'রায় বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। যদুনাথ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। ইঁহার 'আমিত্বের প্রসার' নামক গ্রন্থ ইঁহার সুগভীর চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। ইঁহার "শাণ্ডিল্য সূত্রের" ইংরেজীটীকাগ্রন্থ পাশ্চাত্য পণ্ডিত সমাজে সমাদৃত। যদুনাথ বহুভাষাবিৎ; ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু, গুর্খা, গুরুমুখী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় ইঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত পার্শী, তেলেগু, তামিল, মারাঠী প্রভৃতি ভাষাও ইনি অল্পবিস্তর অধ্যয়ন করিয়াছেন।

যদুনাথ মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)—১২৪৬ সালে মাতুলালয় শান্তিপুরে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কালিদাস মুখোপাধ্যায়। কালিদাসের পৈতৃক বাসস্থান যশোহর জেলার অন্তর্গত গরিবপুর।

যদুনাথ পিতার যত্নে ও স্বীয় পরিশ্রম-গুণে জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। এবং ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে প্রশংসার সহিত পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া রানাঘাটে আসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যদুনাথ চিকিৎসাবিষয়ক বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ হইলেও ধাত্রীবিদ্যায় সবিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইনি রানাঘাটে অবস্থানকালে ধাত্রীশিক্ষা এবং চুঁচুড়ায় অবস্থান সময়ে উদ্ভিদ্‌বিচার ও শরীরপালন রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন "চিকিৎসা দর্পণ" নামে একখানি মাসিক পত্রও কিছুকাল প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। চুঁচুড়ায় অবস্থিতিকালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রামগতি ন্যায়রত্ন এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির সহিত ইঁহার আলাপ-পরিচয় হয় এবং চিকিৎসকসমাজে সবিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। অনন্তর ইনি কলিকাতায় আসিয়া "ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। উহাতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে ক্রমাগত বহু প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ "সরল জ্বরচিকিৎসা" গ্রন্থ প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ১৩০০ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে গরিবপুরে ইনি পরলোকগমন করেন।

যদুনাথ সরকার (স্যার)—পিতার নাম ৺রাজকুমার সরকার—জমিদার। শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর তারিখে রাজসাহী জেলার করচ-মাড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কিছুকাল রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন করিয়া পরে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন সমাপন করেন। সকল পরীক্ষাতেই ইনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়া উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে ইনি প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯৯

খ্রীষ্টাব্দে ইনি পাটনা কলেজে বদলী হন। সেখানে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ছিলেন। মধ্যে কিছুকাল হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯১৭-১৯১৯) University Professor of Indian Historyর পদে কার্য করিয়াছিলেন। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি কটক কলেজেও অধ্যাপনা করেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক যদুনাথ সরকার সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটী ইহাকে "সম্মানিত সদস্যের" পদে মনোনীত করেন। জগতে ৩০ জনের অধিক লোককে এই সোসাইটীর সদস্য করা হয় না। যদুনাথ সেই ত্রিশজনের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বঙ্গের এসিয়াটিক সোসাইটীর James Campbell সুবর্ণ পদক প্রাপ্ত হন। এতদ্ব্যতীত ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার দরুন Mowat Gold Medal এবং Griffith Research Prizeও পাইয়াছিলেন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অগস্ট হইতে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম অধ্যাপক ভাইস-চ্যান্সেলার। যদুনাথ সরকার মহাশয় ইংরেজী সাহিত্যে এম. এ. পাস করিলেও ইতিহাসে ইঁহার অসাধারণ অধিকার। ভারতে মোগল শাসন এবং শিবাজী সম্বন্ধে ইনি বহু অনুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা করিয়াছেন। মূল ফার্সী এবং উর্দু প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া ইনি আওরংজেবের ইতিহাস পাঁচ খণ্ড, এবং শিবাজীর জীবনী প্রণয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি বিজ্ঞানানুমোদিত প্রণালীতে ঐতিহাসিক গবেষণার চরম নিদর্শন। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

যদুবংশ—যাদবকুল, যদুর সন্তানপরম্পরা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যদৃচ্ছা—স্বেচ্ছা; অনায়াস; দৈবাৎ; আপনা হইতে যাহা লাভ করা যায় ('—লব্ধ')। যদ্—ঋচ্ছ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

যদৃচ্ছাক্রমে—স্বেচ্ছানুসারে, আপন ইচ্ছামত; অনায়াসে, অবলীলাক্রমে; সহজে, স্বভাবতঃ। যদৃচ্ছার ক্রম যাহাতে, বহু, এরূপে। ক্রি-বিণ।

যদ্ভবিষ্য—দৈবপর, ভাগ্যাপেক্ষী ও নিশ্চেষ্ট। যৎ (যাহা) ভবিষ্য (ভাবি) যাহার, বহু। বিণ।

যদ্যপি—১। যদি, যদিও। যদি+অপি। ২। যদি। বাংপ্র। অ।

যন্তা (-ন্তৃ) সারথি; পরিচালক। বি; পু। স্ত্রী—যন্ত্রী।

যন্ত্র—জাঁতা; কল; দেহান্তর্গত ক্রিয়াশীল অঙ্গ; পদার্থ-নিরূপণ সামগ্রী; শিল্পসাধন সামগ্রী; বাদ্য পাত্র বিঃ; (তন্ত্রে) দেবতার অধিষ্ঠানচক্র; (জ্যোতিষে) গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানচিত্র। যন্ত্+অল্ করণ। বি; ক্লী।

যন্ত্রগৃহ তৈলশালা, ঘানিঘর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যন্ত্রণ—পীড়ন, ক্লেশ দেওয়া। যন্ত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

যন্ত্রণা—যাতনা, ক্লেশ; শরপত্ররচনা। যন্ত্ (পীড়া করা)+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রদানব—দৈত্যের ন্যায় অদ্ভুত কর্মসাধক যন্ত্র। রূপক বা উপমিত কর্মধা। বি; পু।

যন্ত্রপাতি—নানাবিধ যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম। বাংপ্র। বি।

যন্ত্রবিজ্ঞান, -বিদ্যা—যন্ত্রের আকার-প্রকার ও তাহার বিনিয়োগ সম্বন্ধীয় বিদ্যা, mechanics. বি; ক্লী ও স্ত্রী।

যন্ত্রশালা—যেখানে কলে কার্যাদি সম্পন্ন হয়, কলকারখানা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রশিল্পী (-ল্পিন্)—যন্ত্রবিদ্যাবিশারদ, যন্ত্রপ্রয়োগনিপুণ ব্যক্তি, mechanic. ৬তৎ। বি; পু।

যন্ত্রসংগীত সেতার একতারা প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে কৃত সংগীত, instrumental music. যন্ত্রসাধ্য সংগীত, মধ্যপ। বি; ক্লী।

যন্ত্রিকা—ভাঁতি। যন্ত্র+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

যন্ত্রিত—বদ্ধ; দমিত; প্রতিরুদ্ধ। যন্ত্র্ (সংযত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

যন্ত্রী (যন্ত্রিন্)—১। যন্ত্রযুক্ত; যন্ত্রধারী; যন্ত্রচালক, যন্ত্রবিশারদ। যন্ত্র+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—যন্ত্রিণী। ২। শিল্পী; বাদ্যযন্ত্রবাদক; বড়্যন্ত্রকারী। বি; পু।

যব—১। একপ্রকার শস্য; বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগস্থ যবাকার চিহ্ন বিঃ; চারি ধান পরিমাণ, ⅙ বা ⅛ ইঞ্চি। যু+অল্ কর্তৃ। ২। জব, বেগ। যু+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। যবে, যখন; যাবৎ। হি। অ।

যবক্ষার—ক্ষার বিঃ, সোরা, carbonate of potash. যবজাত যে ক্ষার, মধ্যপ। বি; পু।

যবক্ষারজান—বায়ুর উপাদানভূত বাষ্প-সমূহের অন্যতম, nitrogen. যবক্ষারের জান বা জন্ম হয় যাহা হইতে, বহু। বি; পু।

যবক্ষারজাবক যবক্ষার অম্ল, nitric acid. বি; পু।

যবন—১। বেগবান্। যু+অন কর্তৃ। বিণ। ২। বেগবান্ অশ্ব; দেশ বিঃ; জাতি বিঃ। বি; পু। স্ত্রী- যবনী।

যবনানী—যবনের লিপি [পাণিনি তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীতে এই শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, ইহাতে যুনানীয় গ্রীকগণের লিপি বুঝায়]। যবন+ঈপ্ (আন্ আগম)। বি; স্ত্রী।

যবনিকা—১। পর্দা, কানাত; রঙ্গমঞ্চের পট, drop-scene. যু+অনট্ করণ +ঈপ্। ২। যবন স্ত্রী। যবনী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

যবনিকাপতন, -পাত—অভিনয় শেষে পর্দা পড়িয়া যাওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী ও পু।

যবনী—১। যবনী স্ত্রী। যবন+ঈপ্। ২। যবনিকা, পর্দা। যু+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যবস্থব—যাহার মীমাংসা বা নিষ্পত্তি হয় নাই এমন। বাংপ্র। বিণ।

যবহুঁ—যখনই। প্রা রূপ্র। অ।

যবাগূ—যবের মণ্ড, যাউ। যু+আগূচ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

যবানিকা—যবানী, যোয়ান। যবানী+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

যবানী—ঔষধ বিঃ, যোয়ান। যব+ঈপ্ (আন্ আগম)। বি; স্ত্রী।

যবিষ্ঠ—অতিযুবা; কনিষ্ঠ; অতিশয় তরুণ। যুবন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

যবীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় যুবা; কনিষ্ঠ। যুবন্+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—যবীয়সী। [বাংপ্র। বিণ।

যবুথবু—অকর্মণ্য, চলচ্ছক্তিরহিত, অথর্ব।

যবে—যে দিন, যে সময়ে, যখন। বাংপ্র। অ।

যবেস্থবে—যেমন তেমন, অসম্পূর্ণ; অমীমাংসিত। বাংপ্র। অ।

যবোদর—যবের প্রস্থপরিমাণ, ⅛ ইঞ্চি। বি; ক্লী।

যম—১। সংযম; শরীরসাধনসাপেক্ষ নিত্য কর্ম, অহিংসা সত্য প্রভৃতি ['যোগাঙ্গ' দ্রঃ]। যম্ (সংযম হওয়া)+অল্ ভাব। ২। শমন*, কৃতান্ত, ধর্মরাজ, দক্ষিণদিক্‌পতি, মৃত্যুর দেবতা; সংহিতাকার মুনি বিঃ; শনি; কাক। শিজন্ত যম্+অল্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। যমজ। বিণ।

*শমন-অর্থবোধক যমের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত এইরূপ:—

যম একজন দিক্‌পাল। দক্ষিণ দিকের

অধিপতি। সূর্যের ঔরসে তৎপত্নী সংজ্ঞার গর্ভে ইঁহার জন্ম। সপত্নী ছায়াকে স্বামীর নিকট রাখিয়া সংজ্ঞা স্থানান্তরে গমন করিলে যম বিমাতা কর্তৃক লালিতপালিত হন।

পরে ছায়া সপত্নীপুত্র বলিয়া ইঁহার প্রতি অযত্ন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে ইনি বিমাতাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হন। ছায়া ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে ইঁহার পদদ্বয় ক্ষত ও কীটপূর্ণ হইলে ইনি সমস্ত বৃত্তান্ত পিতাকে নিবেদন করিলেন। সূর্য ইঁহাকে একটি কুক্কুর দিলেন। সেই কুক্কুর ক্ষত হইতে নির্গত পূয ও কীট ভক্ষণ করিতে লাগিল।

ইনি জীবের পাপপুণ্যের বিচারকর্তা। এই কার্যে সাহায্য করিবার নিমিত্ত চিত্রগুপ্ত ইঁহার মন্ত্রিরূপে নিযুক্ত। ইঁহার আয়ুধ দণ্ড ও বাহন মহিষ। অণীমাণ্ডব্য শৈশবে অজ্ঞানাবস্থায় পতঙ্গের পুচ্ছে তৃণ বিদ্ধ করায় সেই পাপে উত্তরকালে তাঁহাকে শূলারোহণ দণ্ডভোগ করিতে হয়। লঘু পাপে এতাদৃশ গুরুদণ্ডের বিধানে মুনিবর ইঁহাকে অভিশাপ প্রদান করেন। তাহার ফলে ইঁহাকে মর্ত্যে বিদুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

কথিত আছে, ইনি দক্ষপ্রজাপতির শ্রদ্ধাদি ত্রয়োদশ কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। শ্রদ্ধার গর্ভে সত্য, মৈত্রীর গর্ভে প্রসাদ, দয়ার গর্ভে অভয়, শান্তির গর্ভে শম, তুষ্টির গর্ভে হর্ষ, পুষ্টির গর্ভে গর্ব, ক্রিয়ার গর্ভে যোগ, উন্নতির গর্ভে দর্প, বুদ্ধির গর্ভে অর্থ, মেধার গর্ভে স্মৃতি, তিতিক্ষার গর্ভে মঙ্গল, লজ্জার গর্ভে বিনয় এবং মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণের জন্ম হয়। কুন্তীর গর্ভে যুধিষ্ঠির নামে ইঁহার এক পুত্র জন্মে।

অকালে সত্যবানের মৃত্যু হইলে ইঁহার দূতগণ তাঁহাকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গমন করে, কিন্তু তৎপত্নী সাবিত্রীর পুণ্যবলে সে কার্যে অসমর্থ হয়। তখন ধর্মরাজ স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন এবং সাবিত্রীর পাতিব্রত্য ও ধর্মপরায়ণতায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পতির পুনর্জীবন লাভ প্রভৃতি বর প্রদান করেন। ইঁহার প্রধান প্রধান নাম এই—যম, শমন, কৃতান্ত, অন্তক, দণ্ডধর, দণ্ডপাণি, ধর্ম, ধর্মরাজ, পিতৃপতি।

যমক—১। যমজ; যুগ্ম; জুড়ি, fellow. যম+কন্ স্বার্থে। বি। ২। শব্দালংকার বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। বি; ক্লী।

যমকিঙ্কর—যমের আজ্ঞাবহ ভৃত্য, যমদূত। ৬তৎ। বি; পুং।

যমঘণ্টযোগ—বারনক্ষত্রযোগে দুষ্ট যোগ বিঃ [রবিবারে মঘা ও পূর্বফল্গুনী, সোমবারে পুষ্যা ও অশ্লেষা, মঙ্গলবারে জ্যেষ্ঠা, অনুরাধা, অশ্বিনী ও ভরণী, বুধবারে হস্তা ও আর্দ্রা, বৃহস্পতিবারে মূলা, পূর্বাষাঢ়া, রেবতী ও উত্তরভাদ্রপদ, শুক্রবারে স্বাতী ও রোহিণী, শনিবারে শ্রবণা ও শতভিষা নক্ষত্র হইলে যমঘণ্টযোগ হইয়া থাকে। ইহাতে যাত্রা বিবাহাদি সর্ববিধ কার্য নিষিদ্ধ]।

যমজ—যুগ্মজাত, একসময়ে এক গর্ভে উৎপন্ন। যম জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

যমজয়ী (-জয়িন্)—শমনবিজয়ী, মৃত্যুঞ্জয়। উপতৎ; যম—জি (জয় করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী- **যমজয়িনী**।

যমজাঙ্গাল—ছায়াপথ, আকাশ-গঙ্গা। বাংপ্র। বি।

যমদগ্নি—পরশুরামের পিতা। বি; পুং।

যমদণ্ড- যমপ্রদত্ত শাস্তি; মৃত্যু; জ্যোতিষোক্ত যাত্রাদোষ বিঃ। ৬তৎ। বি; পুং।

যমদূত—যমকিঙ্কর। ৬তৎ। বি; পুং।

যমদ্বার—যমের বাড়ি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যমদ্বিতীয়া—ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। বি; স্ত্রী।

যমনিকা—যবনিকা, পর্দা। যম্ (সংযত করা)+অন করণ+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

যমপুকুর- কুমারীদের অনুষ্ঠেয় ব্রত বিঃ। বাংপ্র। বি।

যমপুরী—যমালয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

যমপুরী দেখাইয়া আনা প্রায় মারিয়া ফেলা; প্রায় মৃত্যুর পথে লওয়া।

যমবাহন—মহিষ। ৬তৎ। বি; পুং।

যমযন্ত্রণা—শমনযাতনা, যমপ্রদত্ত ক্লেশ; মৃত্যুযাতনা; মৃত্যু। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

যমরাজ—শমন, যম। যম নামক যে রাজা, মধ্যপ। বি; পুং।

যমল—যুগল, জোড়া। যম্+কল কর্ম; অথবা যম (যুগ্ম)—লা+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

যমলার্জুন—বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষ বিঃ [মহর্ষি নারদের শাপে কুবেরের পুত্রদ্বয় বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যক্রীড়াচ্ছলে এই বৃক্ষদ্বয় ভগ্ন করিয়া ইঁহাদিগকে শাপমুক্ত করেন]। কর্মধা। বি; পুং।

যমসাধন—সংযমসাধন, অহিংসা সত্যকথন ব্রহ্মচর্য নিরহংকারতা অস্তেয়—এই পঞ্চ বিষয়ের অভ্যাস। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যমস্বসা (-স্বসৃ)—যমুনা নদী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

যমানিকা, যমানী—যবানী, যোয়ান।

যমালয়—যমের বাড়ি। ৬তৎ। বি; পুং।

যমিত—সংযত; বদ্ধ; ছেদিত। ণিজন্ত যম্(—যমি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

যমুনা—যমরাজ-ভগিনী; সূর্যকন্যা; কালিন্দী; বেদোক্ত নদী। যম্+উনন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। এই নামের কয়েকটি নদী আছে; তন্মধ্যে পশ্চাদুক্ত প্রথমটি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

(১) উত্তর ভারতের নদী। ইহা সপ্ত পবিত্র নদীর অন্যতম। ইহার অপর নাম কালিন্দী। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন ও মথুরা ইহারই তীরে অবস্থিত। তেহ্‌রি রাজ্যে, হিমালয় পর্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া যমুনা এলাহাবাদ শহরের নিম্নে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। সংগমস্থান প্রয়াগতীর্থ নামে অভিহিত। যমুনার জল পরিষ্কার ও নীলাভ, এবং গঙ্গার জল পীতাভ ও কর্দমময়। এই পার্থক্য সংগমস্থলে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যমুনার উৎপত্তিস্থল সমুদ্র-গর্ভতল হইতে ১০৮৪৯ ফুট উচ্চ। এই নদীর প্রবাহের দূরত্ব সর্বসুদ্ধ ৮৬০ মাইল। প্রথম ৯৫ মাইল নিম্নে আসিয়া শিবালিক পর্বত অতিক্রম করিয়া যমুনা সাহারানপুর জেলায় ফায়জাবাদের সমতলভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার সন্নিকটেই পূর্ব ও পশ্চিমমুখী দুইটি সুবিস্তৃত খাল কাটান হইয়াছে। মূল যমুনা নদীর উপর রেলওয়ে কোম্পানি নির্মিত চারিটি বৃহৎ ও ব্যয়সাধ্য সেতু নির্মিত হইয়াছে, যথা—দিল্লীর সেতু, মথুরার সেতু, আগ্রার সেতু ও এলাহাবাদের সেতু। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন ও মথুরা লীলার সহিত যমুনার নাম বিশেষভাবে জড়িত। যমুনার উৎপত্তিস্থানের সন্নিকটে যমুনোত্রী নামক উষ্ণ প্রস্রবণ অবস্থিত। এই স্থানে একটি হ্রদ আছে। হনুমান্ তাঁহার জলন্ত পুচ্ছ এই হ্রদের জলে নির্বাপিত করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি। ইহার আর এক নাম কালিন্দী এবং ইহা সূর্যের তনয়া ও যমরাজের ভগ্নী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

২। ব্রহ্মপুত্র নদের যে অংশটুকু উক্ত নদের সমতলভূমি প্রবেশে আরম্ভ ও গঙ্গার সহিত মিলন শেষ হইয়াছে, সেই অংশটুকুর নাম যমুনা। এই নদীটির উৎপত্তিকাল একশত বর্ষের অধিক নহে। ইহার বাম তীরে মৈমনসিংহ জেলা ও দক্ষিণ তীরে রঙ্গপুর, বগুড়া ও পাবনা। ইহাকে সাধারণতঃ যমাই বলে।

(৩) ইচ্ছামতী নদীর অংশ বিশেষ। ইহা সুন্দরবনের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গাসাগরে পতিত হইয়াছে।

(৪) আসাম প্রদেশের নদী বিঃ।

(৫) উত্তরবঙ্গে দিনাজপুর জেলায় উৎপন্ন নদী বিঃ। ইহার সাধারণ নাম যমুনা।

যমুনাপুলিন—যমুনানদীর তীর, কালিন্দী-তট। ৬তৎ। বি; পু।

যযাতি—নহুষ রাজার পুত্র। উপতৎ; য (বায়ু)—যা (যাওয়া)+তি কর্তৃ। বি; পু। ইনি রাজপদ প্রাপ্ত হইয়া একদা মৃগয়ায় গমন করেন, এবং তৃষ্ণাতুর হইয়া জল অন্বেষণ করিতে করিতে এক কূপের নিকট উপস্থিত হন। কূপে দৃষ্টিপাত করিয়া ইনি তন্মধ্যে পতিতা একটি নবোদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন। ইনি বালিকাকে উত্তোলন করিয়া তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিলেন। সেই বালিকা শুক্রাচার্যের দুহিতা দেবযানী ('দেবযানী' দ্রঃ)। পরে অন্য এক দিবস ইনি মৃগয়ার্থ বনে গমন করিয়া সখীবৃন্দে পরিবেষ্টিতা দেবযানীকে দেখিতে পাই-লেন। দেবযানী পূর্ব উপকার স্মরণ করিয়া ইঁহাকে পতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষিণী হইলে শুক্রাচার্যের অনুমতি-ক্রমে উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল। দেবযানী পরিচারিকা শর্মিষ্ঠাসহ পতির সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন। ক্রমে তাঁহার গর্ভে ইঁহার যদু ও তুর্বসু নামক দুই পুত্রের জন্ম হইল।

এদিকে যযাতি শর্মিষ্ঠার রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া গোপনে তাঁহাকে বিবাহ করেন ('শর্মিষ্ঠা' দ্রঃ) এবং তাঁহার গর্ভে দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। দেবযানী রাজার এই ব্যবহারের বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধে ভর্তৃগৃহ পরিত্যাগ-পূর্বক পিত্রালয়ে গমন করিলেন। শুক্রা-চার্য যযাতিকে অকালে জরাগ্রস্ত হইবার অভিশাপ প্রদান করিলেন। পরে ইনি তাঁহার বিস্তর স্তবস্তুতি করায় তিনি ইঁহাকে নিজ জরা পাত্রান্তরে অর্পণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। যযাতি জ্যেষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল পুত্রকেই তাঁহাদের যৌবন প্রদান করিয়া নিজ জরা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথম চারি পুত্র তাহাতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু স্বীয় যৌবন পিতাকে অর্পণ করিয়া ইঁহার জরা গ্রহণ করিলেন। ইহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া যযাতি অন্যান্য পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া পুরুকেই নিজের উত্তরাধিকারী করিবার মনন করেন। বহুকাল পুত্রের যৌবন ভোগ করার পর যযাতি পুরুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার যৌবন দ্বারা আমি যথেষ্ট বিষয়সুখ ভোগ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে তৃপ্ত হইতে পারিয়াছি এমন কথা বলিতে পারি না; কারণ, যেরূপ হুতাশনে ঘৃত সংযোগ করিলে তাহা নির্বাণ প্রাপ্ত না হইয়া অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ কাম্যবস্তুর উপভোগ দ্বারা কামের শান্তি হয় না; প্রত্যুত উত্তরোত্তর উহার বৃদ্ধি হইতে থাকে। সংসারের যাবৎ বস্তু এক ব্যক্তির উপভুক্ত হইলেও তাহাতে তাহার তৃপ্তি জন্মে না; অতএব ভোগতৃষ্ণা পরিহার করাই বিধেয়। বার্ধক্যেও যে তৃষ্ণার লাঘব হয় না, এবং যাহা প্রাণঘাতী রোগস্বরূপ, সেই তৃষ্ণা পরিহার ব্যতিরেকে প্রকৃত সুখলাভের উপায়ান্তর নাই। আমি এতকাল বিষয়াসক্ত হইয়া রহিয়াছি, তথাপি আমার বিষয়তৃষ্ণা শান্ত না হইয়া দিন দিন প্রবল হইতেছে। অতএব আমি এই তৃষ্ণা পরি-ত্যাগ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিব স্থির করিয়াছি।"

এই কথা বলিয়া যযাতি পুরুকে যৌবন প্রত্যর্পণ ও স্বীয় জরা পুনর্গ্রহণানন্তর তাঁহাকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তপশ্চরণার্থ অরণ্য আশ্রয় করিলেন।

যযাতি-কেশরী—উড়িষ্যার কেশরী-বংশীয় রাজগণের আদিপুরুষ। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যশ—যশঃ, খ্যাতি, কীর্তি, প্রসিদ্ধি। সংস্কৃত যশঃ কথার বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ। বি।

যশঃ (যশস্)—সুখ্যাতি, কীর্তি। অশ্ (ব্যাপা)+অস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

যশঃকীর্তন—যশোগান, সুখ্যাতিকথন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যশঃশেষ—১। মৃত্যু। বি; পু। ২। মৃত, পরলোকগত। বহু। বিণ।

যশদ—দস্তা। অশ্ (ব্যাপা)+অদ কর্তৃ। বি; পু।

যশস্কর—যশঃসাধন, সুখ্যাতিজনক। উপতৎ; যশস্—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—যশস্করী।

যশস্কাম—যশঃপ্রার্থী। বহু। বিণ।

যশস্বান্ (-বৎ)—যশঃশালী, কীর্তিমান্, সুবিখ্যাত। যশস্+বতু আছে অর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—যশস্বতী।

যশস্বিনী—কীর্তিমতী, খ্যাতিশালিনী, প্রসিদ্ধা। যশস্+বিন্ যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

যশস্বী (-স্বিন্)—সুখ্যাতিমান্; বিখ্যাত। যশস্+বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—যশস্বিনী।

যশস্য—যশস্কর, খ্যাতিজনক। যশস্ শব্দ+য্য। বিণ।

যশোগাথা—কীর্তিগাথা, সুনাম। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

যশোগান, -গীতি—যশঃকীর্তন, সুখ্যাতি-কথন। ৬তৎ। বি; ক্লী, স্ত্রী।

যশোদ—১। কীর্তিপ্রদ, সুখ্যাতিদায়ক। উপতৎ; যশস্—দা (দান করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। পারদ। বি; পু।

যশোদা—১। কীর্তিপ্রদা, সুখ্যাতিদায়িকা। যশোদ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্রজ-রাজ নন্দঘোষের পত্নী। বি; স্ত্রী। বসুদেব-পত্নী দেবকী ও নন্দরানী যশোদা এক-দিবসেই সন্তান প্রসব করেন। দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণের এবং যশোদার গর্ভে মহা-মায়ার জন্ম হয়। বসুদেব স্বীয় পুত্রটিকে অচেতনপ্রায়া যশোদার নিকট রাখিয়া এবং যশোদার কন্যাটিকে গ্রহণ করিয়া মথুরায় ফিরিয়া যান। নিশাবসানে কংস কন্যাটিকে বধ করিয়াই সন্তুষ্ট হইল। কৃষ্ণ নন্দালয়ে যশোদার পরম যত্নে বর্ধিত হইতে লাগিলেন। যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে স্বগর্ভজাত সন্তান বলিয়া জানিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যশোদার স্নেহ জগতে পরম বাৎসল্যের অপূর্ব উদাহরণ। যশোদা কৃষ্ণকে ক্ষণকাল দর্শন না করিলে এরূপ ব্যাকুল হইতেন যে তদ্বর্ণনা দ্বারা বহুসংখ্যক কবি জগৎকে স্নেহের অপূর্ব মাধুরী শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে যশোদার যে যাতনা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা করা অসাধ্য।

যশোধন—যশস্বী। বহু। বিণ।

যশোমতী—১। যশস্বিনী, কীর্তিশালিনী। যশস্+মতু যুক্তার্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্রজরাজ নন্দঘোষের পত্নী এবং শ্রীকৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদা। বি; স্ত্রী।

যশোমন্দির—কীর্তিরূপ মন্দির। রূপক। বি; ক্লী।

যশোরশ্মি—যশের দীপ্তি, কীর্তির প্রভা। ৬তৎ। বি; পু।

যশোলিপ্সা—যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা, খ্যাতিলাভেচ্ছা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

যশোলিপ্সু—যশোলাভের আকাঙ্ক্ষী, কীর্তিলাভেচ্ছু। ২তৎ। বিণ।

যশোহর—পূর্বতন অবিভক্ত বাঙ্গালার প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্গত জেলা ও শহর। বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে জনশ্রুতি এইরূপ:—বঙ্গের শেষ পাঠান রাজা দাউদ খাঁ আকবর কর্তৃক পরাভূত হইবার পরে, পাঠানরাজের অনেক প্রধান কর্মচারী বিক্রমাদিত্য সুন্দর-বনে কিঞ্চিৎ স্থান লইবার অনুমতি পান।

সেইখানে তিনি একটি শহর নির্মাণ করেন। সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যে সেই শহর গৌড়ের যশঃ হরণ করিয়াছিল বলিয়া তাহার নাম হইল যশোহর। এই বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রবলপ্রতাপ প্রতাপাদিত্য। তিনি বঙ্গের বারভূঁয়ার অধীশ্বর হইয়া দিল্লীর সম্রাটের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। অবশেষে মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ঘটে। নলডাঙ্গা ও চাঁচড়ার রাজবংশ যশোহরের প্রধান অভিজাত বংশ। নড়াইলের রায়বংশও উত্তরকালে মাননীয় হইয়া উঠে। জেলার উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে চিনি ও গুড় উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে চিরুনির কারখানা স্বদেশী উদ্যমের একটি সফল দৃষ্টান্ত। বর্তমান যশোহর শহর ভৈরব নদের তীরে অবস্থিত। ১৭৮১ খ্রীঃ ইংরাজ এই জেলার শাসনভার সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ খুলনা ও বাগেরহাট এই জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খুলনা নামক স্বতন্ত্র জেলায় পরিণত হয়।

যষ্টব্য—যজ্ঞার্হ, যাগের উপযুক্ত। যজ্‌ (পূজা করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

যষ্টা (যষ্টৃ)—যাগকর্তা, যজমান। যজ্‌ (পূজা করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—যষ্ট্রী।

যষ্টি—১। লাঠি, ছড়ি; ধ্বজাদি দণ্ড; শাখা; যষ্টিমধু; তন্তু; ছড়া নর। যজ্‌ (পূজা করা)+ক্তি কর্ম। বি; পু বা স্ত্রী। ২। ভুজদণ্ড। বি; পু।

যষ্টিকা লাঠি, ছড়ি; একনর হার; যষ্টিমধু; দীর্ঘিকা। যষ্টি+কণ্‌+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যষ্টিমধু—মিষ্ট মূল বিঃ, কুঁচ লতার শুষ্ক মিষ্ট কন্দ। যষ্টিতে মধু যাহার, বহ। বি; স্ত্রী।

যস্ক—জনৈক মুনি। বি; পু।

যহিঁ—যাহাতে; যেখানে। প্রা কপ্র। অ।

যহুঁক—যাহার। প্রা কপ্র। সর্ব।

যা—১। গমন করা। সংস্কৃত ধাতু। ২। পতির ভ্রাতৃজায়া। <যাতা। বি; স্ত্রী। ৩। যাহা, যে। সর্ব। ৪। [তুই] গমন কর্‌। ক্রি। ৫। কথার মাত্রা। বাংপ্র। অ।

যাই—যেহেতু। বাংপ্র। অ।

যাওয়া—গমন করা, চলা, গত হওয়া, অতীত হওয়া; দূর হওয়া; টিকিয়া থাকা ('এই ছাদ বহুদিন যাবে'); প্রয়োজন সিদ্ধ করা; নষ্ট হওয়া; কোন কাজ করিতে থাকা; কোন কিছু ঘটা বা করা (যেমন—মরিয়া যাওয়া)। যা ধাতু। ক্রি।

যাঁতা—শস্যাদি পিষিবার যন্ত্র; হাপরে হাওয়া দিবার যন্ত্র, ভস্ত্রা। বাংপ্র। বি।

যাঁতি—সুপারি কাটিবার যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

যাঁহা—যেখানে, যথা; যেমন, যেইমাত্র। বাংপ্র। অ।

যাঁহাকে, যাঁহার—যে মাননীয় ব্যক্তিকে বা ব্যক্তির। বাংপ্র। সর্ব।

যাক—১। যাউক; দূর হউক। বাংপ্র। ২। যাইয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

যাগ—যজ্ঞ, হোম। যজ্‌ (দেবপূজা করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি; পু।

যাচক—প্রার্থী, ভিক্ষু। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—যাচিকা।

যাচন প্রার্থনা, যাচ্ঞা, ভিক্ষা। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

যাচনক—১। যাচক, প্রার্থী। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+অন কর্তৃ+কণ্‌। বিণ। ২। যাচ্ঞা, প্রার্থনা। যাচ্‌+অনট্‌ ভাব+কণ্‌। বি; ক্লী।

যাচনদার—পরখদার, যে যাচাই করে। বাংপ্র। বি।

যাচনা—প্রার্থনা, ভিক্ষা। যাচ্‌+অন ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যাচনীয়—প্রার্থনীয়। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

যাচমান—প্রার্থ্যমান, যাচ্ঞাকারী। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

যাচা—১। যাচ্ঞা করা, ভিক্ষা করা, প্রার্থনা করা, চাওয়া, মাগা; অনুরোধ করা; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রস্তাব করা; বিনা আহ্বানে হস্তক্ষেপ করা, উপর-পড়া হওয়া; পরখ করা, যাচাই করা। ক্রি। ২। যাচিয়া প্রদত্ত বা উপস্থাপিত ('—কনে')। বাংপ্র। বিণ।

যাচাই—পরখ, অনুসন্ধান বা পরিদর্শনপূর্বক মূল্যাবধারণ। বাংপ্র। বি।

যাচানো যাচাই করানো। বাংপ্র। ক্রি।

যাচিত—১। প্রার্থিত; মৃত। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+ক্ত কর্ম।। বিণ। ২। প্রার্থনা। যাচ্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

যাচিতক—প্রার্থিত বস্তু, হাওলাত। যাচিত শব্দ+কণ্‌। বি; ক্লী।

যাচিতা (যাচিতৃ) প্রার্থক, যাচক, যাচ্ঞাকারী। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—যাচিত্রী।

যাচ্ছেতাই—যা ইচ্ছা তাই, খারাপ; অশ্লীল। বাংপ্র। বিণ।

যাচ্ঞা—ভিক্ষা, প্রার্থনা। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+নঙ্‌ ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যাচ্য—যাচিতব্য, প্রার্থনীয়। যাচ্‌ (যাচ্ঞা করা)+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ।

যাচ্যমান—যাহা বা যাহার নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে। যাচ্‌+শান কর্ম। বিণ।

যাজক—যজ্ঞকর্তা; ঋত্বিক্‌; পুরোহিত; মত্তহস্তী। যজ্‌ (দেবপূজা করা)+ণক কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—যাজিকা।

যাজন—পৌরোহিত্য; যজ্ঞ করানো। ণিজন্ত যজ্‌ (=যাজি)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

যাজি—যাজক। যজ্‌+ইঞ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

যাজী (যাজিন্‌)—যজ্ঞকারী, যাজক। যজ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—যাজিনী।

যাজ্ঞবল্ক্য—সংহিতাকার ও যজুর্বেদপ্রযোক্তা জনৈক মুনি। ইঁহার পিতার নাম যজ্ঞবল্ক বলিয়া ইঁহার নাম যাজ্ঞবল্ক্য হয়। ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। কথিত আছে, ইঁহার গুরু ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ইনি অন্য শিষ্যগণকে শক্তিহীন মনে করিয়া একাই ব্রতী হইতে চাহেন। বৈশম্পায়ন ইহাতে তাঁহার অন্য শিষ্যদের অবমাননা মনে করিয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন। ইনি গুরুর নিকট প্রাপ্ত বেদবিদ্যা উদ্গিরণ করিয়া দিলে, অন্য শিষ্যেরা তিত্তির পক্ষীর রূপ ধরিয়া তাহা আহরণ করিয়া রাখেন। ইনি পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে হোতৃত্ব করিয়াছিলেন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি উপনিষদে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ ব্যক্ত আছে। যজ্ঞবল্ক (জনৈক মুনির নাম)+ষ্ণ্য অপত্যার্থে। বি; পু।

যাজ্ঞসেনী—দ্রৌপদী। যজ্ঞসেন (দ্রুপদ রাজা)+ষ্ণ অপত্যার্থে+ঙীপ্‌। বি; স্ত্রী।

যাজ্ঞিক—১। যজ্ঞীয়। যজ্ঞ+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—যাজ্ঞিকী। ২। যজ্ঞকর্তা; ঋত্বিক্‌, পুরোহিত; অশ্বত্থবৃক্ষ। বি; পু।

যাজ্ঞিকাশ্র যজ্ঞীয় চরু। যাজ্ঞিক যে অন্ন, কর্মধা। বি; ক্লী।

যাজ্য—১। যজনীয়, যাজনযোগ্য; যজ্ঞক্রিয়ার যোগ্য; যাহার জন্য যাগ করা যায় এরূপ। যজ্‌ (দেবপূজা করা)+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ। ২। যজ্ঞস্থান; দেবতা, প্রতিমা। যজ্‌+ঘ্যণ্‌ অধি। বি; ক্লী।

যাজ্যা—১। যাজনীয়া ইত্যাদি। যাজ্য+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। হোতৃপাঠ্য ঋক্‌, যাগমন্ত্র। বি; স্ত্রী।

যাত—১। গত; অতীত। যা (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত, লব্ধ; বিদিত, জ্ঞাত। যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

যাতনা—তীব্র বেদনা, যন্ত্রণা। ণিজন্ত যত্‌ (=যাতি)+অন ভাব+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

যাতব্য—আক্রমণীয়; অভিগন্তব্য। যা (যাওয়া)+তব্য কর্ম। বিণ।

যাতা (যাতৃ)—১। গমনকর্তা ; রথচালক, সারথি। যা (যাওয়া) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**যাত্রী**। ২ পতির ভ্রাতৃপত্নী, ইহারই অপভ্রংশে চলিত কথা 'যা' হইয়াছে। যত্ (যাওয়া) + ঋ কর্তৃ বা যা + তৃচ্ কর্তৃ। বি , স্ত্রী।

যা-তা—যাহা তাহা, যেটা সেটা ; এটা সেটা, একথা সেকথা ; যেমন তেমন। বাংপ্র। বি বা বিণ।

যাতায়াত—গমনাগমন, যাওয়া আসা। যাত ও আয়াত, দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

যাতু—১। গমনকারী। যা (যাওয়া) + তুন্ কর্তৃ। বিণ। ২। পথিক ; রাক্ষস ; বায়ু ; সময়। বি ; পু।

যাত্রা—১। গমন ; গমনার্থে পদক্ষেপণ, রওনা ; নির্বাহ ('সংসার—') ; তীর্থগমন ; যুদ্ধার্থ নির্গমন ; যাপন ; দেবতার উৎসব বিঃ ('রথ—')। যা (যাওয়া) + ত্র ভাব + আপ্। ২। উপায়। যা + ত্র করণ + আপ্। বি ; স্ত্রী। ৩। মিছিল ; বার, দফা ; গীতিনাট্যাভিনয়, সংগীতামোদ। বাংপ্র। বি।

যাত্রা-ওয়ালা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ বা অভিনেতা। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রী. **-ওয়ালী**।

যাত্রাগান—দৃশ্যপটহীন নাট্যগীত বিঃ। বাংপ্র। বি। [বি।

যাত্রাদল—গীতিনাট্যাভিনয়ের দল। বাংপ্র।

যাত্রাবিধি—দেশান্তর-গমনকালীন বিধান। ৬তৎ। বি ; পু। [যাত্রাকালে যেদিকে গমন করিবে, সেই দিক্পতিকে চিন্তা করিয়া স্বস্তি শব্দ উচ্চারণপূর্বক পূর্ণকুম্ভ দর্শন করিয়া ভূমিতে দক্ষিণ পদ বাড়াইয়া দিবে, মাঙ্গল্য পুষ্পাদি দ্বারা পূজ্য ব্যক্তিদিগের পূজা ও অভিবাদন করিয়া যাত্রা করিবে। যাত্রাকালে নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ ও শ্লোকোক্ত দ্রব্যসমূহ দর্শনে যাত্রা শুভ হয়।

"ধেনুর্বৎসপ্রযুক্তা বৃষগজতুরগা
দক্ষিণাবর্তবহ্নি-
দিব্যস্ত্রী পূর্ণকুম্ভো দ্বিজনৃপগণিকাঃ
পুষ্পমালা পতাকা।
সদ্যো মাংসং ঘৃতং বা দধি মধু রজতং
কাঞ্চনং শুক্লধান্যং
দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা পঠিত্বা ফলমিহ লভতে
মানবো গন্তুকামঃ।"

যাত্রাকালে অগ্রে রজক ও পশ্চাতে নাপিত দর্শন অশুভদায়ক। তৈলকার অগ্রে অগ্রে গমন করিলে, ছাগ লুণ্ঠিত হইলে, গরু কাসিলে, মানুষ হাঁচিলে বা ক্লীবদর্শন হইলে যাত্রা অশুভদায়ক হয়।

যাত্রামোহন সেন—চট্টগ্রামের জননেতা। চট্টগ্রাম জেলার বারাসা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ত্রাহিরাম সেন, পুত্র যতীন্দ্রমোহন সেন (জে. এম. সেন)। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ হইলে যাত্রামোহন এক আত্মীয়ের শিশুপুত্রগণের গৃহশিক্ষকের কর্ম করিয়া নিজেও পড়াশুনা করিতে থাকেন। এইরূপে মধ্য-ইংরাজী পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইয়া চট্টগ্রামে আসেন। এখানেও গৃহশিক্ষকের কর্ম করিয়া নিজের খরচ চালাইয়া ক্রমে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া কলেজে ভরতি হন। ইঁহার পর যথাক্রমে এফ. এ., বি. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চট্টগ্রামে গিয়া ওকালতি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। অল্পকাল মধ্যে নিজ প্রতিভাবলে ও কার্যদক্ষতার গুণে চট্টগ্রামের উকীল সমাজের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন।

ওকালতি করিতে করিতে ইনি রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, এবং তথায় রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। চট্টগ্রামের বাহিরে বঙ্গের অন্যান্য স্থানেও ইনি রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগদান করিতেন। একবার বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে যাত্রামোহন এমন সুন্দর বক্তৃতা করেন যে, সমগ্র বঙ্গে সুবক্তা বলিয়া ইনি খ্যাতিলাভ করেন।

রাজনীতিক মতবাদের হিসাবে যাত্রামোহন চরমপন্থী মতের পরিপোষক ছিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের সভাপতিরূপে যাত্রামোহনের অভিভাষণেও চরম রাজনৈতিক অভিমতের পরিচয় পাওয়া যায়।

জনসাধারণের কল্যাণসূচক কর্মেও যাত্রামোহন অবহিত ছিলেন। চট্টগ্রামে একটি টাউন হল নির্মাণার্থ যাত্রামোহন ২০,০০০৲ টাকা দান করেন। পরে যাত্রামোহনের নামে উহার নামকরণ হয়। যাত্রামোহন চট্টগ্রাম শহরে এবং নিজ গ্রামে এক একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তা ছাড়া গ্রামে একটি মধ্য-ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ও ইনি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীদের উপকারার্থ ইনি গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। গ্রাম্য রাস্তাঘাটের সংস্কারার্থ ইনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শাসন সংস্কারের পূর্ববর্তী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ইনি বহু বৎসর জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কন্ফারেন্সকে চট্টগ্রামে আহ্বান করিলে যাত্রামোহন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে এই কন্ফারেন্সে একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের নিদর্শনস্বরূপ যাত্রামোহন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সাহিত্য সম্মেলনকে চট্টগ্রামে আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামহা সাহিত্যরথীরা যোগদান করিয়াছিলেন।

মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে যাত্রামোহন তাঁহার এক বন্ধুর জন্য ৬০,০০০৲ টাকার দায়িত্বে জামিন হইয়াছিলেন। সহসা বন্ধুর মৃত্যু হইলে ইনি বন্ধুর পুত্রগণকে বিব্রত না করিয়া ঐ ৬০,০০০৲ টাকা নিজেই প্রদান করেন।

১৩২৬ সালের ১৬ই কার্তিক (ইং ২রা নবেম্বর, ১৯১৯) যাত্রামোহন কলিকাতায় অবস্থিতিকালে পরলোকগমন করেন।

যাত্রিক—১। যাত্রাসম্বন্ধীয় ; যাত্রাযোগ্য। যাত্রা + ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে বা অর্হার্থে। বিণ। স্ত্রী—**যাত্রিকী**। ২। পথিক, যাত্রী ; উপায় ; উৎসব। বি ; পু।

যাত্রী (যাত্রিন্)—যাত্রাকারী ; পথিক ; তীর্থযাত্রী। যাত্রা + ইন্। বিণ ; পু। স্ত্রী — **যাত্রিণী**।

যাত্রী গমনকর্ত্রী। 'যাতা' (২) দ্রঃ। যাতৃ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

যাথাতথ্য—সত্যতা, যাথার্থ্য ; প্রকৃত তত্ত্ব। যথাতথা + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

যাথার্থিক—যথার্থ, প্রকৃত। যথার্থ শব্দ + ষ্ণিক স্বার্থে। বিণ।

যাথার্থ্য—সত্যতা, যথার্থতা ; প্রকৃত তত্ত্ব। যথার্থ শব্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

যাদঃ (যাদস্)—জলজন্তু। যা (যাওয়া) + দস্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

যাদঃপতি—বরুণ ; সমুদ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

যাদব—১। যদুসম্বন্ধীয় ; যদুবংশীয়। যদু + ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী **যাদবী**। ২। কৃষ্ণ ; যদুবংশীয় ব্যক্তি। যদু + ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পু।

যাদবী—১। যদুসম্বন্ধীয়া, যদুবংশীয়া। যাদব + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। গোধন ; যামস্তীদেবী, দুর্গা ; মদিরা ; কুট্টনী। বি ; স্ত্রী।

যাদবেশ্বর তর্করত্ন—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় ১২৫৬ সালের ২২শে চৈত্র উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর জেলায় ইটাকুমারী গ্রামে রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালংকার মহাশয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বারাণসীধামে ষড়্দর্শনবেত্তা

অধ্যাপক কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়ের নিকট যাদবেশ্বর ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন এবং বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর নিকট বেদান্ত ও যোগদর্শন অধ্যয়ন করেন। প্রাচ্যদর্শনে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া কাশীর কুইন্স কলেজের প্রধান অধ্যাপক 'গ্রিফিথ্‌স্ সাহেব ইঁহাকে প্রতীচ্য দর্শনের মর্ম অবগত হইবার জন্য উক্ত কলেজে আহ্বান করেন। এইরূপে তিনি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন।

দেশে ফিরিয়া তর্করত্ন মহাশয় রঙ্গপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন। পরে তথায় কলেজ স্থাপিত হইলে তিনি উহার অধ্যাপক হন। এই কলেজ উঠিয়া গেলে রঙ্গপুর কারমাইকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদবেশ্বর ইহার উদ্যোক্তাদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার স্যার গ্রীয়ারসন যাদবেশ্বরের ভ্রাতা শ্রীধর বিদ্যালংকারের নিকট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতেন। তাঁহার Linguistic Survey of India নামক গ্রন্থের অন্তর্গত উত্তরবঙ্গের ভাষাতত্ত্ব রচনাকালে পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর গ্রীয়ারসন সাহেবকে অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুর কলেজ উঠিয়া গেলে যাদবেশ্বর আর কোথাও চাকুরি না করিয়া, অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়ের পিতা রঙ্গপুরের সিবিল সার্জন কৃষ্ণধন ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। পণ্ডিত মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া দেশবিদেশ হইতে বহু ছাত্র আসিয়া কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, স্মৃতি ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। বস্তুতঃ তর্করত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে সর্বশাস্ত্র পারদর্শী হওয়ার সুযোগ ছিল। সর্বশাস্ত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন বলিয়া নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী তর্করত্ন মহাশয়কে 'পণ্ডিতরাজ', বারাণসীধামের পণ্ডিতমণ্ডলী 'কবিসম্রাট্' এবং ভারতধর্ম মহামণ্ডল 'পণ্ডিতকেশরী' উপাধি দান করিয়াছিলেন। সরকার হইতে উত্তরবঙ্গে ইনিই সর্বপ্রথম মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত রমাবাই তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত শাস্ত্রালাপ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। তর্করত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় সুভদ্রাহরণ, চন্দ্রদূত, প্রশান্তকুসুম, অশ্রুবিন্দুম্, অশ্রুবিসর্জনম্, রাজ্যাভিষেক কাব্যম্, রত্নাকর কাব্যম্, অন্নপূর্ণা স্তোত্রম্, শিবস্তোত্রম্, গঙ্গাদর্শন কাব্যম্, ভারতগাথা প্রভৃতি কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন। উপাধি পরীক্ষায় ইনি দর্শন ও কাব্যের পরীক্ষক ছিলেন, এবং সংস্কৃতবোর্ডের সদস্য ছিলেন। বাঙ্গালা মাসিকপত্রে ইনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ইঁহার উদ্যোগে রঙ্গপুরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি শাখা স্থাপিত হয়। তর্করত্ন মহাশয় তাহার সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিতরাজ স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতিসম্পন্ন ছিলেন। বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনে ইনি যোগদান করেন এবং প্রকাশ্য সভায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদ করেন। এইজন্য রাজপুরুষেরা ইঁহাকে 'পোলিটিক্যাল পণ্ডিত' আখ্যা প্রদান করেন। সমাজ সম্বন্ধে ইনি উদার মত পোষণ করিতেন। ইনি সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে এই মত অকুতোভয়ে প্রচার করিয়াছিলেন। বাল্যবিবাহ ও গন্ধর্ববিবাহ সম্বন্ধেও ইঁহার মত উদার ছিল। ১৩৩১ সালের ৭ই ভাদ্র ইনি পরলোকগমন করেন।

যাদু—১। বশীকরণ, ইন্দ্রজাল, কুহক, মায়া, তুক। বি। ২। বশীকৃত। বিণ। ৩। স্নেহসূচক সম্ভাষণ শব্দ। ফা-মু। বি।

যাদুকর—ঐন্দ্রজালিক, কুহকী, মায়াবী, বশীকারক। ফা-মু। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**যাদুকরী**।

যাদুঘর যে গৃহে পুরাতত্ত্ববিষয়ক ও অন্যান্য অশেষবিধ স্বাভাবিক ও শৈল্পিক কৌতূহলজনক বস্তু সংরক্ষিত আছে, museum. ফা-মু। বি।

যাদুধন, -মণি—পরমস্নেহ ও আদরের পাত্র। ফা-মু। বি।

যাদুবল—বশীকরণক্ষমতা; ভেলকি প্রদর্শনশক্তি। ফা-মু। বি।

যাদুবিদ্যা বশীকরণবিদ্যা; ভোজবিদ্যা। ফা মু। বি।

যাদৃক্ (যাদৃশ্)—যেরূপ, যে প্রকার, যেমন। যদ্—দৃশ্+ক্বিপ্ কর্ম। বিণ।

যাদৃচ্ছিক—যদৃচ্ছাপ্রাপ্ত; ইচ্ছাকৃত; স্বেচ্ছানুযায়ী। যদৃচ্ছা+ফিক। বিণ।

যাদৃশ যেরূপ, যে প্রকার, যেমন। যদ্—দৃশ্+টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী— **যাদৃশী**।

যান—১। গমন-সাধন, হস্তী অশ্ব শকট প্রভৃতি বাহন। যা (যাওয়া)+অনট্ করণ। ২। গমন; শত্রুর বিরুদ্ধে যাত্রা; আক্রমণ। যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

যানপাত্র—অর্ণবযান, জাহাজ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যান্ত্রিক—যন্ত্রসম্বন্ধীয়; যন্ত্রবিশারদ। যন্ত্র+ফিক ইদমর্থে। বিণ।

যাপক—যাপনকারী। যাপি+ণক কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী- **যাপিকা**।

যাপন—অতিবাহন, ক্ষেপণ; কাটানো; অপসারণ; নিরসন। ণিজন্ত যা—যাপি (যাওয়ান)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

যাপনীয়—অতিবাহনীয়, ক্ষেপণীয়; অপসারণীয়। ণিজন্ত যা (=যাপি)+অনীয় কর্ম। বিণ। [কপ্র। ক্রি।

যাপা- যাপন করা, ক্ষেপণ করা, কাটানো।

যাপিত—অতিবাহিত; কাটানো; অপসারিত। ণিজন্ত যা—যাপি (যাওয়ানো) +ক্ত কর্ম। বিণ।

যাপ্য—যাপনীয়, অতিবাহনীয়, ক্ষেপণীয়; নিন্দনীয়; আবরণীয়; গোপনীয়; নিঃশেষে অপ্রতীকার্য ('— রোগ')। ণিজন্ত যা (=যাপি)+য কর্ম। বিণ।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকর- যতদিন চন্দ্র সূর্যের প্রকাশ, চন্দ্র ও সূর্যের প্রকাশকাল পর্যন্ত। চন্দ্র ও দিবাকর=চন্দ্রদিবাকর, দ্বন্দ্ব; চন্দ্রদিবাকর পর্যন্ত, অব্যয়ী। অ। ক্রি-বিণ।

যাবজ্জীবন—আজীবন, জীবিতকাল পর্যন্ত ('— দ্বীপান্তর')। অব্যয়ী। অ। ক্রি-বিণ।

যাবৎ-১। যৎপরিমাণ, যত, যে সংখ্যক; পর্যন্ত, যতক্ষণ পর্যন্ত; সমস্ত। যদ্ শব্দ+বতু পরিমাণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**যাবতী**। ২। অবধারণ; প্রশংসা; সাকল্য; পরিচ্ছেদ; সীমা; পরিমাণ; সম্ভ্রম; পক্ষান্তর; অধিকার। যা (যাওয়া)+বাত ভাব। অ।

যাবতীয়—সমগ্র; সমুদয়। 'যাবৎ' দ্রঃ। যাবৎ শব্দ+ঈয়। বিণ।

যাবনাল—শস্য বিঃ, দে-ধান। যবনাল+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু। [বিণ।

যাবনিক—যবনসম্বন্ধীয়। যবন+ফিক।

যাম—১। প্রহরৈক পরিমিত কাল, ৭৷৷০ দণ্ড বা ৩ ঘণ্টা সময়; সময়; সংযম। যম্ (নিবৃত্ত করা)+ঘঞ্ কর্ম; বা যা (যাওয়া)+ম কর্তৃ। বি; পু। ২। যমসম্বন্ধীয়। যম+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**যামী**।

যামঘোষ—শৃগাল; কুক্কুট; পটহ বিঃ; ঘটিকাযন্ত্র, ঘাড়। যাম (সময় বা প্রহর) ঘোষণা করে যে, উপতৎ; যাম- ঘুষ্+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

যামবতী—যামিনী, রজনী; হরিদ্রা। যাম+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যামল—যুগল, জোড়া; তন্ত্রশাস্ত্র বিঃ, ইহা ছয় প্রকার (১)—আদি, (২) ব্রহ্ম, (৩) বিষ্ণু, (৪) রুদ্র, (৫) গণেশ, (৬) আদিত্য। যমল+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

যামাতা (-তৃ)—দুহিতৃপতি, জামাতা, জামাই। জায়া—মা+তৃচ্ কর্তৃ। বি; পু।

যামার্ধ—অর্ধযাম, প্রহরার্ধকাল, ৩৮৹ দণ্ড বা ১।৹ ঘণ্টা সময়। ৬তৎ। বি।

যামি—ভগিনী; স্নুষা; দুহিতা; কুলস্ত্রী; ধর্মপত্নী; রাত্রি। যা+মি কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

যামিক—প্রহরসম্বন্ধীয়; যামনিযুক্ত। যাম (প্রহর)+ফিক। বিণ।

যামিকা—রাত্রি। যাম (প্রহর)+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

যামিত্র—লগ্ন বা রাশি হইতে সপ্তম স্থান। যামি—ত্রৈ+ড কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [পণ্ডিতবর জ্যাকোবির মতে এই শব্দ গ্রীক ভাষা হইতে আগত।]

যামিনী—রজনী, রাত্রি; হরিদ্রা। যাম (প্রহর)+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

যামিনীপতি—নিশানাথ, চন্দ্র। ৬তৎ।

যামিনীভূষণ—নিশানাথ, চন্দ্র। যামিনীর ভূষণস্বরূপ, ৬তৎ। বি; পু।

যামিনীভূষণ রায় (কবিরাজ, এম. এ.; এম. বি.)—কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজী চিকিৎসক এবং অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ইঁহাদের পৈতৃক নিবাস খুলনা জেলার অন্তঃপাতী পয়োগ্রাম (পয়র্গা) নামক পল্লী। এই সামান্য পল্লীগ্রামে বাং ১২৮৬ সালের আষাঢ় মাসে যামিনীভূষণের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম ৺পঞ্চানন রায় কবিচিন্তামণি।

যামিনীভূষণ বাল্যে পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহারই নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। পিতার ইচ্ছা ছিল যে, পুত্র পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পরে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ব্রতী হইবেন। এজন্য তিনি পুত্রকে ভবানীপুরের সাউথ সুবার্বান স্কুলে ভরতি করিয়া দেন। মেধাবী যামিনীভূষণ মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে বি. এ. পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িবার জন্য মেডিক্যাল কলেজে প্রবিষ্ট হন। সেই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজেও এম. এ. পড়িতে থাকেন, এবং যথাকালে সংস্কৃতে এম. এ. পাস করিয়া মেডেল প্রাপ্ত হন। এই সময়ে ইনি পিতার নিকট আয়ুর্বেদও অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের পাঠ সাঙ্গ হইবার পূর্বেই কবিচিন্তামণি মহাশয়ের মৃত্যু হয়। যামিনীভূষণ যথাকালে মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম. বি. উপাধি লাভ করেন। পরন্তু পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ডাক্তারিতে প্রবৃত্ত না হইয়া কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেনের নিকট কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া আয়ুর্বেদের অসমাপ্ত শিক্ষা সমাপ্ত করেন।

শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি বঙ্গলা মাড়ওয়ারী হাসপাতালে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে কবিরাজের পদ গ্রহণ করেন। এইখানে ইঁহার চিকিৎসানৈপুণ্যের খ্যাতি ক্রমশঃ চতুর্দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। ইনি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে এই চিকিৎসা ব্যবসায়ে কয়েক লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। এতাদৃশ অসামান্য সিদ্ধিলাভ যে একাধারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিকিৎসা-বিদ্যা সমন্বয়ের ফল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ অভাবিত কৃতকার্যতায় প্রোৎসাহিত হইয়া উভয়-চিকিৎসার সম্মিলনের নিমিত্ত ইনি একটি বিদ্যালয় স্থাপনের কল্পনা করেন। তাহারই ফল বর্তমান অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ-বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের জন্য ইনি প্রাণপাত পরিশ্রমে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ও নিজে কতক টাকা দিয়া ইহার সূত্রপাত করেন।

অতঃপর মনোমোহন পাঁড়ে নামক জনৈক কলিকাতাবাসী ধনী সুবৃহৎ একখণ্ড ভূমি দান করিলেন। যামিনীভূষণ মহানন্দে গৃহনির্মাণে কায়মনঃপ্রাণে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু দুরন্ত কাল ইঁহার অভীষ্ট পূরণে বাধা দিল। বাং ১৩৩৩ সালের ২৬শে শ্রাবণ (ইং ১৯২৬ অব্দের ১১ই অগস্ট) মাত্র ৪৭ বৎসর বয়সে এই মনীষী ইঁহার বীডন্ স্ট্রীটস্থ বাটীতে মৃত্যুমুখে পতিত হন;- আরব্ধ কার্যের সমাপ্তি দেখিয়া যাইতে পারিলেন না। মৃত্যুর একদিন পূর্বে ইনি উইল করিয়া এই বিদ্যালয়ে দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুর পর গৃহনির্মাণ সমাপ্ত হইয়াছে, এবং তথায় রীতিমত অধ্যাপনা ও হাসপাতালের কার্য চলিতেছে। বিদ্যালয়ের বর্তমান কর্তৃপক্ষীয়গণ কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপে প্রতিষ্ঠানটির নাম 'যামিনীভূষণ অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ও আয়ুর্বেদীয় আরোগ্যশালা' রাখিয়াছেন। পরন্তু এই মহাপ্রতিষ্ঠানটি স্বয়ংই এই মহাপুরুষের চিরস্মরণীয় কীর্তি।

যামী—১। যমসম্বন্ধীয়া। যম+অ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভরণী নক্ষত্র; যমসম্বন্ধীয়া দিক্, দক্ষিণা দিক্। ৩। কুলস্ত্রী। যামি (কুলস্ত্রী)+ঈ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

যামেয়—ভাগিনেয়। যামি (ভগিনী)+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু।

যাম্য—১। যমসম্বন্ধীয়। যম+ষ্য সম্বন্ধার্থে। ২। দক্ষিণদেশীয়। যামি (দক্ষিণদিক্)+ষ্য সম্বন্ধার্থে। বিণ।

যাম্যা—দক্ষিণা দিক্; ভরণী নক্ষত্র। যম+ষ্য+আপ্। বি; স্ত্রী।

যাম্যায়ন—দক্ষিণায়ন। যাম্যাতে (দক্ষিণ দিকে) অয়ন (গমন), ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

যাম্যোত্তরবৃত্ত—(জ্যোতিষে) যে কাল্পনিক বৃত্তরেখা নভোমণ্ডলের উত্তর-দক্ষিণ প্রান্ত ও দ্রষ্টার মস্তকোর্ধ্বস্থ আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া উহাকে পূর্ব পশ্চিমে সমদ্বিখণ্ডে বিভক্ত করে, celestial meridian. বি; স্ত্রী।

যাযাবর—১। নিয়ত ভ্রমণকারী, nomad. যঙ্‌লুগন্ত যা—যাযা (পুনঃ পুনঃ যাওয়া)+বর কর্তৃ। বিণ। ২। অশ্বমেধের ঘোটক; জরৎকারু মুনি; নিয়মিত বাসস্থানবিহীন তপস্বী; পরিব্রাজক; পর্যটক; সন্ন্যাসী। বি; পু।

যার-পর-নাই—যৎপরোনাস্তি, অত্যন্ত, অতিশয়। বাংপ্র। বিণ।

যাষ্টিক—যষ্টিধারী, লাঠিয়াল। যষ্টি+ফিক। বি; পু।

যাহা, যা যদ্, যে বস্তু বিষয় বা ক্ষুদ্র প্রাণী। বাংপ্র। সর্ব।

যাহা-তাহা—অনির্দিষ্ট অনির্বাচিত বা মন্দ কিছু। বাংপ্র। সর্ব।

যিনি—যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বাংপ্র। সর্ব।

যীশুখ্রীষ্ট—খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক। প্রায় দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল, জুডিয়ার অন্তর্গত ন্যাজারেথ নগরে কুমারী মেরীর গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। রামায়ণে সীতা যেমন অযোনিসম্ভবা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, তদ্রূপ ইঁহাকেও অশিশ্নসম্ভব বলা যাইতে পারে। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে কথিত আছে, পরমেশ্বরের এক দূত অবিবাহিতা মেরীকে একটি স্বপ্ন প্রদর্শন করেন; তাহাতেই মেরীর গর্ভ হয়, এবং সেই গর্ভে যীশুর জন্ম হয়। ইনি ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বর্ণিত। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলে কংসের ভয়ে যেমন ইঁহাকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল, যীশুর জন্ম হইলে তেমনই শিশুহন্তা হেরডের ভয়ে ইঁহাকে ইজিপ্টে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল।

যীশু বাল্যকাল হইতেই ধর্মপ্রাণ ছিলেন। চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কিছুকাল য়িহুদীদিগের ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা করেন। অনন্তর ইনি দীক্ষাগুরু জনের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত অনন্যমনে সাধনা করেন। অতঃপর যীশু এক নূতন ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস, মানবগণের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃভাব, অক্রোধ, ক্ষমা, পবিত্রভাবে জীবনযাপন এইগুলিই ইঁহার উপদেশের

সার ধর্ম। ইনি তিন বৎসরকাল এইরূপ ধর্মপ্রচার করেন। জেলে মালো প্রভৃতি ইতরশ্রেণীর দ্বাদশজন লোক ইঁহার প্রিয় শিষ্যমধ্যে পরিগণিত হয়। এই নূতন ধর্মমত প্রচার করায় য়িহুদীরা ইঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। যীশু নানা অলৌকিক কাণ্ড দেখাইলেন, কিন্তু তথাপি য়িহুদীরা ইঁহাকে প্রত্যয় করিল না। অবশেষে তাহারা ইঁহার প্রাণবধের নিমিত্ত এক ভয়ানক চক্রান্ত করিল। রাজদ্বারে ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইল। ইঁহার সেই দ্বাদশ জন প্রিয় শিষ্যের মধ্যেই Judas Iscariot নামক একজন ইঁহাকে ধরাইয়া দিল। Pontius Pilate নামক বিচারকের বিচারে ইঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। য়িহুদীরা ক্রুশ নামক যন্ত্রে ইঁহাকে পেরেকবিদ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিল। এইরূপে এই ধর্মবীরের ইহজীবনের সমাপ্তি হইল। ইঁহার মৃত্যুর দিন Good Friday নামে অভিহিত হইয়াছে। তৃতীয় দিবসে ইনি কবর হইতে উত্থিত হন ও মেরী ম্যাগডালেন প্রভৃতিকে দর্শন দিয়াছিলেন। যীশু যতদিন বনে বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে, কেহ কেহ বলেন সেই সময়ের মধ্যে ইনি কিছুদিন ভারতে আসিয়া ভারতীয় ধর্ম শিক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন।

যুঁই—যূথিকা, মালতী পুষ্প। বাংপ্র। বি।

যুক্ত—মিলিত; সংলগ্ন; ন্যায্য; উপযুক্ত; উচিত; আসক্ত; ব্যাপৃত; নিযুক্ত; যাহার যোগাভ্যাস হইয়াছে এরূপ। যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

যুক্তকর—মিলিতহস্ত; কৃতাঞ্জলি, যোড়হাত। বহু। বিণ।

যুক্তকরে—মিলিতহস্তে; কৃতাঞ্জলিপুটে, জোড়হাতে, হাত জোড় করিয়া। যুক্ত হইয়াছে কর যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

যুক্তবেণী—বদ্ধবেণী, বাঁধা খোঁপা; তিন প্রবাহের সম্মিলন, ত্রিবেণী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

যুক্তাক্ষর—সংযুক্ত বর্ণ, একত্র মিলিত একাধিক অক্ষর। যুক্ত যে অক্ষর, কর্মধা। বি; পু।

যুক্তি—ন্যায়; মন্ত্রণা; উপায়; সমাপ্তি; মিলন; অনুমান; যোগ; রীতি; কারণ; নাট্যাঙ্গ বিঃ; লোকব্যবহার। যুজ্ (যোগ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

যুক্তিতর্ক—ন্যায্য হেতু ইত্যাদির প্রদর্শন ও তৎসম্পর্কীয় বিশেষ আলোচনা। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

যুক্তিবিরুদ্ধ—যুক্তিবহির্ভূত, অযৌক্তিক। যুক্তিসংগত, ন্যায্য; পরামর্শসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ। [৬তৎ। বিণ।

যুক্তিসংগত—যুক্তিযুক্ত; উপযুক্ত, ন্যায্য, ন্যায়সম্মত; পরামর্শসিদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

যুক্তিসম্মত যুক্তিযুক্ত, পরামর্শসিদ্ধ; ন্যায়সংগত, ন্যায্য, উচিত। ৩তৎ। বিণ।

যুক্তিসিদ্ধ—যুক্তিসম্পন্ন; নীতিসিদ্ধ; মন্ত্রণাসিদ্ধ, মীমাংসিত। ৩তৎ। বিণ।

যুগ—১। সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই চারি কাল ['চতুর্যুগ' দ্রঃ]; কাল ('বর্তমান —'); যুগ্ম, জোড়া; চারি হস্ত পরিমাণ। যু (মিলন করা)+গক্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। রথশকটহলাদির অঙ্গ বিঃ, জোয়াল। বি; পু।

যুগজীবন—কালবিশেষে জনসাধারণের জীবনযাত্রা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যুগধর্ম—কালোচিত ধর্ম, যে যুগের যেমন ধর্ম। ৬তৎ। বি; পু।

যুগন্ধর—যুগবন্ধনার্থ রথশকটাদির কাষ্ঠ বিঃ, যে কাঠের সঙ্গে জোয়াল বাঁধা হয় (যেমন গাড়ির বোম, লাঙ্গলের ঈষ ইত্যাদি); পর্বত বিঃ। উপতৎ; যুগ (জোয়াল) ধৃ (ধরা)+খ কর্তৃ। বি; পু।

যুগপৎ—একদা, এককালে, একসময়ে, simultaneously. যু (যোগ করা)+গপতক্ অধি। অ।

যুগপ্রবর্তক—যিনি নূতন যুগ অর্থাৎ ভাবধারা ও মতবাদবিশিষ্ট কালের প্রবর্তন করেন। ৬তৎ। বি; পু।

যুগযুগান্তর—এই যুগ ও অন্য যুগ, বহু যুগ। যুগ ও যুগান্তর, দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

যুগল—যুগ্ম, জোড়া। যুগ+ল স্বার্থে। বি; ক্লী।

যুগসন্ধি—যুগদ্বয়ের মধ্যস্থল, একযুগের অবসান ও অপরযুগের আরম্ভক্ষণ। ৬তৎ। বি; পু।

যুগাদ্যা—যুগারম্ভক তিথি, যে তিথিতে যুগ আরম্ভ হয় [বৈশাখী শুক্ল-তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, কার্তিকী শুক্লনবমী ত্রেতাযুগাদ্যা, ভাদ্রী কৃষ্ণা ত্রয়োদশী দ্বাপরযুগাদ্যা, মাঘী পূর্ণিমা কলিযুগাদ্যা]; ভগবতীর মূর্তিভেদ, চামুণ্ডা, দুর্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

যুগানো—যোগান দেওয়া, যোগ করা; সরবরাহ করা; জুটা বা জুটানো; সংগ্রহ করা বা হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

যুগান্ত—প্রলয়কাল, চারি যুগের অবসান। যুগসমূহের অন্ত, ৬তৎ। বি; পু।

যুগান্তর—অন্য যুগ, বিভিন্ন যুগ। নিত্য। বি; ক্লী।

যুগাবতার—যুগবিশেষে আবির্ভূত মহামানব ('— গান্ধী')। ৬তৎ। বি; পু বা বিণ।

যুগী—জাতি বিঃ। <যোগী। বি।

যুগ্ম—যুগল, জোড়া; দ্বন্দ্ব; দুই লোকের সম্বন্ধ; মিথুনরাশি; মেলন। যুজ্ (যোগ করা)+মক্ কর্ম। বি; ক্লী।

যুগ্য—১। বাহন, যান। যুগ+য্য বা যুজ্ (যোগ করা)+ক্যপ্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। যুগবাহী (গবাদি পশু)। বিণ।

যুঝা, যোঝা—যুদ্ধ করা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা, যুঝাপড়া করা। বাংপ্র। ক্রি।

যুত—১। যুক্ত; মিলিত; সম্পৃক্ত। যু (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। হস্তীকে পদাঘাত; চারিহস্ত পরিমাণ। যু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ৩। সুবিধা, জো, কায়দা। বাংপ্র। বি।

যুতসই সুবিধামত, যাহাতে ঠিক কায়দা হয় এমন। ৭তৎ। বিণ।

যুদ্ধ—সমর, রণ; গ্রহগণের পরস্পর মিলন। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

যুদ্ধকৌশল—লড়াই করিবার কায়দা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যুদ্ধনীতি—সমরনীতি, যুদ্ধসংক্রান্ত নিয়ম। যুদ্ধসংক্রান্তা নীতি, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

যুদ্ধপোত—সমরপোত, যুদ্ধ-জাহাজ। ৬তৎ। বি; পু। [দ্বন্দ্ব। বি; পু।

যুদ্ধবিগ্রহ—যুদ্ধ ও বিবাদ, লড়াই-ঝগড়া।

যুদ্ধবিদ্যা—সমরশাস্ত্র, ধনুর্বেদ, যুদ্ধসংক্রান্ত শাস্ত্র; সংগ্রাম-কৌশল। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

যুদ্ধবিশারদ—যুদ্ধনিপুণ, সমরপটু। ৭তৎ। বিণ।

যুদ্ধযাত্রা—যুদ্ধে গমন, যুদ্ধ করিতে যাওয়া। যুদ্ধের নিমিত্ত যাত্রা, ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

যুধা—সংগ্রাম, যুদ্ধ। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+ও ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

যুধাজিৎ—ভরতের মাতুল। যুধা—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

যুধিষ্ঠির—জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। যুধি (যুদ্ধে) স্থির, অলুক্ ৭তৎ। বি; পু।

কুন্তীর গর্ভে ধর্মরাজের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। এজন্য বাল্যকাল হইতেই ইনি সাতিশয় ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পাণ্ডুরাজার মৃত্যু হইলে ইনি মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয়সহ হস্তিনাপুরে জ্যেষ্ঠতাত অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হন এবং কৌরবগণ ও অন্যান্য পাণ্ডবগণসহ কৃপ ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অতঃপর প্রাপ্তবয়স্ক হইলে ইনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া অপত্যনির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হন। ধর্মপরায়ণ বলিয়া অচিরে ইঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। অপর পাণ্ডবচতুষ্টয় ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। তাঁহারা ইঁহার এতাদৃশ বশবর্তী ও

আজ্ঞাবহ ছিলেন যে, ইনি আদেশ করিলে তাঁহারা স্থায়ান্যায় বিচারবর্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা পালন করিতেন এবং ইহার অনুমতি না লইয়া কোন কার্যই করিতেন না।

ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধন অত্যন্ত পরশ্রীকাতর ছিলেন। তিনি পাণ্ডবগণের বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হইয়া পিতার সহিত মন্ত্রণা করিয়া বারণাবতে একটি জতুগৃহ নির্মাণ করেন। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে মাতা ও ভ্রাতৃচতুষ্টয় সহ সেই জতুগৃহে বাস করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করেন। তাঁহাদের যাত্রাকালে পিতৃব্য বিদুর যাবনিক ভাষায় তথায় সাবধানে থাকিতে বলিয়া দেন। ইহাতেই যুধিষ্ঠিরের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। অনন্তর বিদুর-প্রেরিত লোক বারণাবতে উপস্থিত হইলে পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া তথা হইতে পলায়নপূর্বক এক বনে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই বনে অবস্থিতিকালে যুধিষ্ঠির মধ্যম ভ্রাতা ভীমকে হিড়িম্বা রাক্ষসীর পাণিগ্রহণে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর পাণ্ডবগণ একচক্রা নগরীতে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া ব্যাসদেবের আদেশে পঞ্চালরাজ্যের রাজধানীতে গমন করেন এবং এক কুম্ভকারের কুটীরে অপরিচিতের ন্যায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে পঞ্চাল-রাজকুমারী দ্রৌপদীকে স্বয়ংবরে লাভ করিয়া মাতার আদেশে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করিলেন।

এইবার ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরাদি জীবিত আছেন জানিতে পারিয়া, পূর্বপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট ভ্রাতা বিদুরকে প্রেরণ করিলেন। যুধিষ্ঠির কুন্তী, দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ উপস্থিত হইলে ধৃতরাষ্ট্র, দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য বণ্টন করিয়া দিলেন। হস্তিনাপুর দুর্যোধনের থাকিল; যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া স্বজনগণসহ সুখে রাজ্য করিতে লাগিলেন। ভীমার্জুনের বাহুবলে ইহার রাজ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই সময়ে দ্রৌপদীর গর্ভে ইহার প্রতিবিন্ধ্য নামে এক পুত্রের জন্ম হয়। অতঃপর অর্জুন-সখা দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ইনি রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই সময়ে জরাসন্ধ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তিনি বহু রাজাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। যজ্ঞারম্ভের পূর্বে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণের সহিত ভীমার্জুনকে প্রেরণ করিয়া জরাসন্ধকে নিহত ও বন্দী রাজগণকে কারামুক্ত করেন। অতঃপর মহাড়ম্বরে যজ্ঞ সমাপ্ত হয়।

দুর্যোধনাদি এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ বুদ্ধিদোষে নানাপ্রকারে অপমানিত হন। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণের অতুল ঐশ্বর্য দর্শনে তাঁহার মনে দারুণ ঈর্ষ্যার উদ্রেক হয়। সুতরাং তিনি পুনর্বার যুধিষ্ঠিরাদির সর্বনাশসাধনে কৃতসংকল্প হন। কিন্তু বলে কিছু করিতে পারিবেন না দেখিয়া ছলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং ধৃতরাষ্ট্রকে কোনরূপে বুঝাইয়া ও তাঁহার অনুমতি লইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। তদনুসারে যুধিষ্ঠির পরিজনবর্গসহ হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইলেন। দুর্যোধন স্বীয় মাতুল অক্ষনিপুণ শকুনিকে যুধিষ্ঠিরের সহিত অক্ষক্রীড়ায় বসাইয়া দিলেন। শকুনি কপট দ্যূতে যুধিষ্ঠিরকে পরাস্ত করিতে লাগিল। যুধিষ্ঠির প্রথমে সমস্ত রাজ্যধন এবং তৎপরে ভ্রাতৃগণকে ও নিজকে এবং শেষে দ্রৌপদীকে পর্যন্ত পণ রাখিয়া একে একে সবই হারিলেন। তখন দুর্যোধনের ভ্রাতা দুঃশাসন কেশাকর্ষণপূর্বক দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহার যৎপরোনাস্তি অপমান করিল। কিন্তু তথাপি যুধিষ্ঠির কেবল ধর্মহানির আশঙ্কায় তাহার প্রতীকারের কোন চেষ্টাই করিলেন না। অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র মধ্যস্থ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতের যাবতীয় পণ হইতে মুক্তিদান করেন।

যুধিষ্ঠির পরিজনবর্গসহ ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিগত হইলেন। ইহাতে দুর্যোধনের ক্ষোভের সীমা রহিল না। তিনি পুনর্বার পিতাকে বলিয়া কহিয়া যুধিষ্ঠিরকে অক্ষযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। ক্ষত্রিয়ের নিয়মানুসারে যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এবারে তিনি প্রথমতঃ রাজ্যধন হারিয়া পরে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস পণ রাখিলেন, এবং দৈবপ্রতিকূলতাবশতঃ তাহাতেও হারিলেন। এক্ষণে যুধিষ্ঠির মাতাকে বিদুরের আশ্রয়ে রাখিয়া দ্রৌপদী ও ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সহিত বনবাসে গমন করিলেন। এইরূপে স্বকৃত দোষবশতঃ পরিজনবর্গ অসহনীয় ক্লেশে পতিত হইলেও তিনি এক মুহূর্তের জন্যও ধর্মপথ হইতে বিচলিত হন নাই। প্রত্যুত দ্রৌপদী একদা নানাপ্রকার দুঃখপ্রকাশ করিয়া স্বামীকে শত্রুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইলে ইনি উত্তর করেন,—"আমি ফলাকাঙ্ক্ষায় ধর্মাচরণ করি না; আমার মন স্বতঃই ধর্মপথের অনুগামী। যে ব্যক্তি ধর্মকে দোহন করিয়া ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে ধার্মিকপদবাচ্য হইতে পারে না, —সে ব্যক্তি ধর্মবণিক্ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।"

এতাদৃশ ধর্মনিষ্ঠ বলিয়া ব্যাসদেব ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং তাহার নিদর্শনস্বরূপ প্রতিস্মৃতি বিদ্যা দান করেন। ইনি আবার তাহা প্রিয় ভ্রাতা অর্জুনকে শিক্ষা দেন। বনবাসকালে মুনিঋষিগণ প্রায়ই পাণ্ডবগণের আশ্রমে আসিতেন এবং পৌরাণিক আখ্যায়িকা শ্রবণ করাইয়া ইহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন। দুর্যোধন বনবাসক্লিষ্ট পাণ্ডবগণকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করিয়া সুখলাভ করিবার মানসে ঘোষযাত্রা করিয়া সেই বনে আগমন করেন। সেই সময়ে গন্ধর্বরাজ চিত্রসেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। চিত্রসেন সপত্নীক দুর্যোধনকে বন্দী করেন। এই সংবাদ পাইয়া ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির ভীমার্জুনকে প্রেরণ করিয়া দুর্যোধনকে মুক্ত করেন। অতঃপর দুর্যোধনপক্ষীয় জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিতে চেষ্টিত হইলে ভীম তাঁহাকে ধরিয়া যথোচিত লাঞ্ছনা করিতে করিতে অগ্রজের নিকট আনয়ন করেন। যুধিষ্ঠির এমনই দয়ালু ছিলেন যে, এরূপ অবস্থাতেও তিনি জয়দ্রথকে অনায়াসে ক্ষমা করেন।

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর অতীত হইলে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিবার অভিপ্রায়ে যুধিষ্ঠির পত্নী ও ভ্রাতৃগণসহ ছদ্মবেশে বিরাট-রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং নিজে কঙ্ক নাম ধারণ করিয়া রাজার সভাসদ্ হইলেন। ভীমার্জুনাদি অন্যান্য প্রকার হীনকার্যে নিযুক্ত হইলেন। দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীভাবে রাজ-অন্তঃপুরে বাস করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বিরাটরাজের শ্যালক ও প্রধান সেনাপতি কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে ভীম তাহার প্রাণসংহার করেন। কীচকের মৃত্যুর পর সুশর্মা বিরাট রাজ্য আক্রমণ করিয়া রাজাকে বন্দী করেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে প্রেরণ করিয়া সুশর্মাকে বন্দী ও বিরাটরাজকে মুক্ত করেন। বিরাটরাজকুমার উত্তর একমাত্র বৃহন্নলারূপী সারথি অর্জুনের সহায়তায় বীরত্বে কুরুসৈন্য মথিত করিয়া প্রত্যাগত হইলে যুধিষ্ঠির উত্তরের প্রশংসা না করিয়া বারংবার কেবল বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তাহাতে বিরাটরাজ কুপিত হইয়া অক্ষদ্বারা তাঁহার ললাটে আঘাত করায় শোণিত নিঃসৃত হইল। তথাপি

ধর্মভীরু যুধিষ্ঠির আশ্রয়দাতার প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না।

এইরূপে অজ্ঞাতবাসের এক বৎসর অতীত হইলে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ বিরাট-নগরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। তখন বিরাটরাজ মহাসমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং অর্জুনতনয় অভিমন্যুর সহিত স্বীয় তনয়া উত্তরার বিবাহ দিলেন। যুধিষ্ঠির এক্ষণে স্বরাজ্য প্রত্যর্পণের প্রস্তাব করিয়া দুর্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। ক্রূরমতি দুর্যোধন রাজ্য প্রত্যর্পণ করা দূরে থাকুক, পঞ্চপাণ্ডবকে পাঁচখানি গ্রামও দিতে চাহিলেন না। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভারতবর্ষের সকল রাজা সসৈন্যে আসিয়া কেহ এ পক্ষে কেহ ও পক্ষে যোগ দিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অদ্ভুতরূপ ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে পাণ্ডবপক্ষে থাকিলেন, কিন্তু তাঁহার নারায়ণী-সেনা দুর্যোধনকে দিলেন। মহাবীর ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, শল্য প্রভৃতি সকলেই কৌরবপক্ষে থাকিলেন। অষ্টাদশ দিবসব্যাপী মহাসমর সংঘটিত হইল। যুদ্ধারম্ভের পূর্বে যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মাতুল শল্য প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিজয়ী হইবার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হন। যুধিষ্ঠির কেবল ভ্রাতৃগণের উপর নির্ভর করিতেন না—নিজেও সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিতেন। তিনি আজীবন কখনও মিথ্যা কথা বলেন নাই বা মিথ্যাচরণ করেন নাই। কিন্তু দ্রোণ-বধ অসাধ্য হওয়ায় কৃষ্ণ চক্র করিয়া যুধিষ্ঠিরের মুখ হইতে প্রকারান্তরে "অশ্বত্থামা হত ইতি (গজ)" এইরূপ একটি মিথ্যা কথা নির্গত করান এবং দ্রোণ সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠিরের মুখনিঃসৃত বাক্য ধ্রুবসত্য জ্ঞান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এইরূপ কথিত আছে। এই অজ্ঞানকৃত পাপাচরণ নিমিত্ত তাঁহাকে পরে নরক দর্শন করিতে হইয়াছিল। অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে তিনি শল্যরাজের প্রাণসংহার করেন।

অতঃপর ইনি যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে জয়লাভ করিয়া ভ্রাতৃগণসহ হস্তিনাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু জ্ঞাতিবধ জন্য অনুতাপানল সর্বদা ইঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। অনন্তর সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিমিত্ত ব্যাসদেব ও শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। এইরূপে কিছুকাল রাজত্ব করার পর কৃষ্ণের দেহত্যাগের সংবাদ পাইয়া যুধিষ্ঠির সংসার পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করিবার অভিলাষী হইলেন। অতঃপর ইনি অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দ্রৌপদী ও ভ্রাতৃগণসহ মহাপ্রস্থানার্থ যাত্রা করিলেন। ইঁহারা ক্রমশঃ হিমালয় অতিক্রম করিয়া সুমেরু পর্বতে আরোহণ করিলেন। এই স্থানের দারুণ শীতে যথাক্রমে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীমের একে একে পতন হইল,—একমাত্র যুধিষ্ঠিরই আরও ঊর্ধ্বে আরোহণ করিতে লাগিলেন। ইনি সাধনা দ্বারা ক্ষুৎপিপাসা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু পরাভূত করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহার পতন হইল না। এই সময়ে স্বয়ং ধর্মরাজ কুক্কুরবেশে ইঁহার অনুসরণ করেন। অবশেষে ইনি স্বর্গের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে কুক্কুরকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু ইনি আশ্রিতকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গগমনেও অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন ধর্মরাজ নিজমূর্তি ধারণ করিয়া ইঁহাকে যথেষ্ট আশীর্বাদ করিলেন। এই সময়ে দ্রোণ-বধ হেতুক পাপাচরণ নিমিত্ত ইঁহাকে নরক দর্শন করিতে হয়। অনন্তর ইনি গঙ্গায় অবগাহন করিয়া মানবদেহ পরিহার করিয়া দিব্য দেহ ধারণ করিলেন এবং স্বর্গে গমন করিয়া মহাসুখে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

যুধ্যমান—যুদ্ধ করিতেছে এরূপ, যুদ্ধে নিযুক্ত। যুধ্ + শান কর্তৃ। বিণ।

যুনানী—গ্রীকযবন-জাতি সম্বন্ধীয়, গ্রীসদেশীয়, যাবনিক। আ। বিণ। **যুনানী চিকিৎসা**—গ্রীসদেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র মতে চিকিৎসা। [বি ; পু।

যুবক—তরুণ, যুবাপুরুষ। যুবন্ + কণ্ স্বার্থে।

যুবজানি—যুবতীর স্বামী, যাহার স্ত্রী যুবতী এমন। যুবতী জায়া যাহার, বহু। বিণ ; পু। [স্ত্রী।

যুবতি—যুবতী। যুবন্ শব্দ + তি। বিণ ;

যুবতী—যৌবনবতী, তরুণী, ১৬ বৎসর হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা ; নবযৌবনা। যু + শতৃ + ঈপ্। বিণ।

যুবনাশ্ব—সূর্যবংশীয় এক রাজার নাম [প্রসেনজিত ইঁহার পিতা, এবং সুপ্রসিদ্ধ মান্ধাতা ইঁহার পুত্র]। বি ; পু।

যুবনাশ্বজ—যুবনাশ্বের পুত্র, মান্ধাতা। উপতৎ ; যুবনাশ্ব—জন্ (জন্মা) + ড কর্তৃ। বি ; পু।

যুবরাজ—রাজপুত্র ; রাজ্যের উত্তরাধিকারী ও রাজকার্যে সহকারী রাজপুত্র ; ভাবিবৃদ্ধ বিঃ। যুবা যে রাজা, কর্মধা। বি ; পু। [পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ও গুণসম্পন্ন হইলে পুরাকালীন হিন্দুরাজারা তাঁহাকে নিজের সহকারী করিতেন ; তখন তিনি যুবরাজ নামে অভিহিত হইতেন। প্রধানতঃ যুবরাজই সমস্ত রাজকার্য নির্বাহ করিতেন। রাজা নিশ্চিন্তমনে পারমার্থিক চিন্তায় রত থাকিতেন অথচ পুত্রকে রাজনীতি শিক্ষা দিতেন। পরে পুত্র রাজকার্যসম্পাদনে পূর্ণ দক্ষতা লাভ করিলে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিজে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেন।]

যুবা (যুবন্) তরুণ, যুবক ; ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক ; সুন্দর ; শ্রেষ্ঠ ; বলিষ্ঠ। যু (যোগ করা) + কনিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী **যূনী, যুবতি** বা **যুবতী**।

যুযুৎসা যুদ্ধাভিলাষ, সমরেচ্ছা। সনন্ত যুধ্ + অ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

যুযুৎসু—১। যুদ্ধাভিলাষী, সমরেচ্ছু। সনন্ত যুধ্ + উ কর্তৃ। বিণ।

২। ধৃতরাষ্ট্রের অন্যতম পুত্র। এক বৈশ্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধনাদি অপর পুত্রগণের ন্যায় ইনি অধর্মাচারী ছিলেন না। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কুরু-সৈন্যের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। কিন্তু কৌরবপক্ষীয় কোন বীর পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিলে তিনি মহাসমাদরে গৃহীত হইবেন, যুধিষ্ঠির এইরূপ অঙ্গীকার করিলে যুযুৎসু পাণ্ডবদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন। যুদ্ধান্তে ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের মধ্যে একমাত্র ইনিই জীবিত ছিলেন।

যুযুধান—১। যুদ্ধকারী, যোদ্ধা। যুধ্ (যুদ্ধ করা) + কান কর্তৃ। বিণ। ২। ক্ষত্রিয় ; সাত্যকি ; ইন্দ্র। বি ; পু।

যুষ্মদ্—তুমি, মধ্যমপুরুষ। যুষ্ + মদ্ কর্তৃ। সর্ব।

যুঁই—পুষ্প বিঃ। <যূথিকা। বি।

যূতি—মিশ্রণ, সংযোগ। যু (যুক্ত হওয়া) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

যূথ—পশুপক্ষীর দল, পাল, সমূহ। যু (যুক্ত হওয়া) + থক্ কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

যূথনাথ, যূথপতি—বন্যগজ-দলপতি। ৬তৎ। বি ; পু।

যূথপ—যূথনাথ। উপতৎ ; যূথ—পা (পালন করা) + ড কর্তৃ। বি ; পু।

যূথভ্রষ্ট—দলচ্যুত, দলের বাহিরে পতিত। ৫তৎ। বিণ।

যূথিকা, যূথী—মাগধী কুসুম ; যুঁইফুল। যু (মিলিত হওয়া) + থন্ কর্তৃ + ঈপ্ = যূথী ; যূথী + কণ্ + আপ্ = যূথিকা। বি ; স্ত্রী।

যূনী—যুবতী। যুবন্ + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ।

যূপ—যজ্ঞীয় পশুবন্ধন-স্তম্ভ ; জয়স্তম্ভ। যু

(যোগ করা)+পক্ অধি। বি; পু বা ক্লী।

যূপকাষ্ঠ—(বলি দিবার) হাড়িকাট; জয়স্তম্ভ। কর্মধা। বি; ক্লী।

যূষ—ঝোল, ক্বাথ। যূষ্ (বধ করা)+ক কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী।

যে—১। যদ্, যজ্জন, যদ্বস্তু। বাংপ্র। সর্ব। ২। বাক্য বা বিষয় উল্লেখে, that; হেতুনির্দেশে, since, because; আধিক্যসূচক, so; বিস্ময় বা প্রশ্নসূচক (যথা—তুমি যে এখনও এখানে)। অ।

যেই, যাই—যেমনই, যখনই। বাংপ্র। অ।

যেখানে—যে স্থানে, যে ভাবে বা অবস্থায়। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

যেথা, যেথায়—যেখানে। বাংপ্র। অ।

যেন—যদ্দ্বারা; সাদৃশ্য বা উপমাবাচক শব্দ; মনে হয়; আশঙ্কাসূচক শব্দ সতর্কীকরণে; প্রার্থনায়; যাহাতে, so that. বাংপ্র। অ।

যেন-তেন—যেমন-তেমন। বাংপ্র। বিণ।

যেন-তেন-প্রকারেণ—যেমন করিয়াই হউক; ছলে বলে অথবা কৌশলে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ। [বাংপ্র। অ।

যেমন—যেরূপ; উদাহরণে, যথা; যেই।

যেমনই, যেমনি—যেই; ঠিক যেরূপ। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বিণ।

যেমন-তেমন—সামান্য, যে কোন রকম।

যে-সে—যে কোন ব্যক্তি। বাংপ্র। সর্ব।

যো—যে, যেজন। প্রা কপ্র। সর্ব।

যোক্তা (যোক্তৃ) যোগকর্তা; সংযোগ-কারক। যুজ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**যোক্ত্রী**।

যোগ—১। যুক্তি; মিলন; অবসর; কর্ম-কৌশল; ঐক্য; জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগ; সম্বন্ধ; ধ্যান; যমাদি অষ্টাঙ্গ-যোগ*; সম্ভাব; আত্মজ্ঞান; চিত্তবৃত্তি-নিরোধ; প্রয়োগ; দেহস্থৈর্য; বর্মাদি ধারণ; সম্পত্তির উপার্জন ও বর্ধন; লাভ; দুই বা ততধিক রাশির সমষ্টিকরণ; (জ্যোতিষে) প্রধান নক্ষত্র, তিথি-নক্ষত্রাদির সংযোগ; পর্ব যুজ্ (যোগ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। উপায়; সামাদি চতুর্বিধ উপায়; বশীকরণের উপায়; ঔষধ ('মুষ্টি—'); ছল; বিভূত্যাদি; যুক্তি; পতঞ্জলিপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র বিঃ। যুজ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

* অষ্টাঙ্গযোগ যথা—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি, যোগের এই আট অঙ্গ। যম—অহিংসা, সর্বভূতহিতকর সত্যবাক্য, অস্তেয় অর্থাৎ পরস্ব গ্রহণ না করা, ব্রহ্মচর্য, এবং অপরিগ্রহ অর্থাৎ সর্ববিধ ভোগ পরিত্যাগ, এই পাঁচটি যম নামে অভিহিত। নিয়ম—বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচ, সন্তোষ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপঃ, স্বাধ্যায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন এবং প্রণিধান অর্থাৎ ঈশ্বরের ধ্যান, এই পাঁচটি নিয়ম। আসন—পদ্মাসন, বীরাসন প্রভৃতি। প্রাণায়াম—রেচক, পূরক ও কুম্ভক ক্রিয়া দ্বারা প্রাণবায়ুর স্থিরীকরণ। প্রত্যাহার—শব্দস্পর্শাদি বাহ্য-বিষয় হইতে মনকে প্রতিনিবৃত্ত করা। ধ্যান—ব্রহ্মাত্ম চিন্তা। ধারণা—ব্রহ্মবস্তুতে মনের স্থিতি। সমাধি—"অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এইরূপ জ্ঞানে অবস্থিতি, পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সংযোগ।

যোগক্ষেম—অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তুর রক্ষণ; বাণিজ্যদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য নির্ধারণ, লভ্য; উত্তরাধিকারীর অবিভাজ্য ধন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

যোগদান—১। যোগ দেওয়া, মিলিত হওয়া; মিলন। ৬তৎ। ২। ছলদ্বারা দান। ৩তৎ। বি; ক্লী।

যোগনিদ্রা—১। যোগরূপ নিদ্রা; প্রলয়-কালে সর্বসংহারেচ্ছায় পরমেশ্বরের যোগ-ব্যাপার। রূপক কর্মধা। ২। দুর্গা। বহু। বি; স্ত্রী।

যোগনিষ্ঠ—ভগবৎ-ধ্যানপরায়ণ। যোগে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

যোগপীঠ যোগাসন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

যোগবল—যোগজনিত শক্তি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

যোগবাহ—জিহ্বামূলীয় বর্ণ; অনুস্বার; বিসর্গ। যোগ—বহ্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

যোগবাহী (-বাহিন্)—১। পারদ, পারা; ঔষধাদির যোগসাধন, medium. বি; পু। ২। যোগ দ্বারা বহনশীল। ৩তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**যোগবাহিনী**।

যোগবিৎ (-বিদ্)—যোগী, তপস্বী। যোগ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

যোগভ্রংশ—যোগমার্গ হইতে স্খলন। ৫তৎ। বি; পু।

যোগভ্রষ্ট—যোগমার্গ হইতে চ্যুত, বিঘ্নাদি দ্বারা যোগে অশক্ত। ৫তৎ। বিণ।

যোগমায়া ১। সংসারমায়া। ৬তৎ। ২। দুর্গা; বিন্ধ্যাচলবাসিনী দেবী; কৃষ্ণের পরিবর্তে যশোদার গর্ভোৎপন্না কন্যা মথুরায় দেবকীর নিকট রক্ষিতা হইলে কংস ইঁহাকে দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান মনে করিয়া পাষাণে নিক্ষেপ করেন। কন্যা উর্দ্ধে উত্থিতা হইয়া কংসকে সাবধান করিয়া অন্তর্হিতা হন। পরে বিন্ধ্যাচলে অধিষ্ঠান করেন। বহু। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বি; পু।

যোগমার্গ—যোগপথ, যোগের অনুষ্ঠান।

যোগরূঢ়—যাহার অবয়বশক্তি ও অর্থশক্তি দ্বারা অর্থবোধ হয়, যৌগিক অথচ রূঢ় বা বিশেষ অর্থসূচক (শব্দ) [যথা—পঙ্কজ]। যোগ ও রূঢ়, দ্বন্দ্ব+অচ্। বিণ; পু।

যোগশাস্ত্র যোগবিষয়ক শাস্ত্র, যে শাস্ত্রে যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, পতঞ্জলি প্রভৃতি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্র। মধ্যপ। বি; ক্লী। [বাংপ্র। বি।

যোগ-সাজশ চক্রান্তে সহযোগিতা।

যোগসাধন, যোগসাধনা—যোগাভ্যাস, যমাদি সাধন, যোগ করা। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

যোগসিদ্ধ—যোগ দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত, যোগের ফলপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ। বি—**যোগসিদ্ধি**।

যোগাকর্ষণ যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদার্থের পরমাণুসমূহ একত্র সংবদ্ধ থাকে ও বিচ্ছিন্ন হয় না। যোগ-সাধক যে আকর্ষণ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

যোগাচার বৌদ্ধপণ্ডিত বা সম্প্রদায় বিঃ। বি; পু।

যোগাড়—আয়োজন; উদ্যোগ; সংগ্রহ; জুটান; সরবরাহ, সহায়তা, সাহায্য। বাংপ্র। বি।

যোগাড়যন্ত্র—উপকরণসংগ্রহ ও সাধনোপায় নিরূপণ। বাংপ্র। বি।

যোগাড়ে—যে যোগাড় করিতে দক্ষ, সংগ্রহকারী, যোগানদার; সাহায্যকারী, সহায়। বাংপ্র। বিণ বা বি।

যোগান সরবরাহ; নিয়মিত সরবরাহ; সংগ্রহ; সহায়তা, সাহায্য। বাংপ্র। বি।

যোগানো—সরবরাহ করা, অভাব পূরণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

যোগাযোগ—পরস্পর সংযোগ বা সংস্রব; সামঞ্জস্য, মিল; ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত। বাংপ্র। বি।

যোগারূঢ়—কামনাশূন্য জিতচিত্ত যোগী বিঃ। ২তৎ। বিণ বা বি; পু।

যোগাসন—যোগসাধনার্থ একপ্রকার উপবেশন। যোগের নিমিত্ত আসন, ৪তৎ। বি; ক্লী। [৪তৎ। বিণ।

যোগাসীন—যোগে উপবিষ্ট, যোগকারী।

যোগিনী তপস্বিনী; ৬৪ সংখ্যক দেবী বিঃ বা দুর্গার সখী। যোগ+ইন্+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যোগিনীচক্র—যোগিনীর অবস্থান রূপ চক্র, তিথিবিশেষে পূর্বাদি দিকে যোগিনীর অবস্থান [প্রতিপদ ও নবমীতে যোগিনী পূর্বদিকে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নি-

কোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতে, ষষ্ঠী ও চতুর্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে অবস্থিতি করে। সম্মুখস্থ ও দক্ষিণস্থ যোগিনী পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা করিতে হয়]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

যোগী (যোগিন্)—তপস্বী; সন্ন্যাসী; দণ্ডী; ব্রহ্মবিৎ; জাতি বিঃ। যোগ+ইন্ অস্ত্যর্থে; অথবা যুজ্ (যোগ করা)+ঘিনুণ্ কর্ত্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**যোগিনী**।

যোগীন্দ্র -যোগিশ্রেষ্ঠ; মহাদেব। যোগীদিগের মধ্যে ইন্দ্র (প্রধান), ৭তৎ। বি; পু।

যোগীন্দ্রনাথ বসু—বাঙ্গালা ১২৬৪ সালে ডায়মণ্ড হারবার মহকুমার অন্তর্গত নিতাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বঙ্গভাষার জনৈক প্রতিষ্ঠাবান্ লেখক। ইঁহার রচিত মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী অতি উপাদেয় পুস্তক। ইনি অনেকগুলি বিদ্যালয় পাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পুস্তক পাঠশালা হইতে কলেজ পর্য্যন্ত সর্বত্র অধীত হইয়া থাকে। "ভারতের মানচিত্র"-শীর্ষক সর্বজনপ্রিয় প্রসিদ্ধ কবিতা ইঁহারই বিরচিত। এতদ্ব্যতীত ইনি অহল্যাবাই, তুকারামচরিত, দেববালা, পতিব্রতা, পৃথ্বীরাজ ও শিবাজী নামক কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার সুগভীর ব্যুৎপত্তি এবং কবিত্ব দর্শনে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাণীবরপুত্রগণ প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইয়া ইঁহাকে কবিভূষণ উপাধিতে সমলংকৃত করেন। সন ১৩৩৪ সালের ৪ঠা শ্রাবণ ইঁহার মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার -একজন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুলাই যশোহর জেলার কচুবাড়িয়া (স্বর্ণগ্রাম) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জলপাইগুড়ির ট্রেজারার ৺বিপিনবিহারী সমাদ্দার মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

যোগীন্দ্রনাথ বঙ্গবাসী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া টাঙ্গাইলের কলেজে ইংরাজী ও ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে প্রবিষ্ট হন। সেখানে কিছুকাল থাকিবার পর ইনি হাজারিবাগের সেন্ট কলম্বাস কলেজের অর্থনীতি ও ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। হাজারিবাগে থাকাকালীন ইনি অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রথম বাংলা পুস্তক প্রণয়ন করেন। হাজারিবাগ হইতে তিনি পাটনার গভর্নমেন্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে চলিয়া আসেন। কিছুকাল পরে ইনি সেখানকার প্রধান ইতিহাসাধ্যাপক হন ও কিছুকাল আই. ই. এস.এর অ্যাকটিনিও করিয়াছিলেন। অধ্যাপকরূপে চাকরিতে প্রবিষ্ট হইবার কিছুকালের মধ্যে ইনি কয়েকটি বিশিষ্ট সম্মানজনক উপাধি লাভে সমর্থ হন। ইনি রাজকীয় ঐতিহাসিক সমিতি, রাজকীয় অর্থনৈতিক সমিতি, রাজকীয় কলা সমিতি (Royal Historical Society, Royal Economic Society, Royal Society of Arts) প্রভৃতির প্রথম বাঙ্গালী সভ্য। ইহার পূর্বে আর কোন বাঙ্গালীর এইগুলি লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় নাই। ইহা ব্যতীত ইনি Royal Asiatic Societyরও সভ্য নির্বাচিত হন। পাটনায় থাকাকালীন ইনি ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য প্রত্নতত্ত্ববারিধি ও প্রত্নতত্ত্ববাগীশ উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহা ছাড়া ইনি বরাবর কলিকাতা Historical Societyর Councilএর এবং Indian Historical Records Commission-এর সদস্য ছিলেন। হাজারিবাগে থাকিবার সময় ইনি বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক চার্লস্ ওমান কৃত ইংলণ্ডের ইতিহাসের ১৯শ সংস্করণে, টাউট ও অন্যান্য ইংরাজ লিখিত ইতিহাসে বহুবিধ ভ্রম-প্রমাদ প্রদর্শন করেন। ইহাতেই ইঁহার ঐতিহাসিক খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই ঐতিহাসিক জ্ঞানের জন্য ইনি অল্পকাল মধ্যেই পাটনা, কলিকাতা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষক নিযুক্ত হন। কলিকাতা, পাটনা প্রভৃতিতে রীডার সীপ লেকচার দান করেন এবং পাটনা ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ইনিই পাটনা মিউজিয়ামের স্থাপনকার্যে প্রথম ও অন্যতম উদ্যোক্তা ও ইঁহার প্রথম সম্পাদক ও কিউরেটার ছিলেন। ইঁহার লিখিত Glories of Magadha বিহারের ঐতিহাসিক জগতে যুগান্তর আনিতে সমর্থ হয়।

যোগীন্দ্রনাথ অনেক ইংরাজী ও বাংলা পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সমসাময়িক ভারত (নয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে), ইংরাজের কথা, অর্থনীতি, অর্থশাস্ত্র, সাহিত্য পঞ্জিকা, Glories of Magadha প্রভৃতি বইগুলি প্রধান। এইগুলি ছাড়া চতুর্বেদ, পঞ্চবাণ, দেশভক্তি নামে গল্পপুস্তক আছে। ইঁহার লিখিত অন্যান্য পুস্তক Economic Condition of Ancient India, Economic History of Bihar প্রভৃতি আরও কয়েকখানি পুস্তক আছে। Sir Asutosh Memorial Volume ও Seir-ul-Mutaqherin নামে একটি প্রাচীন পুস্তক—এই দুইটির সম্পাদনা যোগীন্দ্রনাথ করিয়াছেন।

যোগীন্দ্রনাথ ছাত্রবন্ধু ছিলেন। ছাত্রদের সাহায্যের জন্য ও নিজের পোপড়ার জন্য একটি পুস্তকাগার স্থাপন করেন। উহা বিহার তথা ভারতের বৃহত্তম প্রাইভেট লাইব্রেরীগুলির অন্যতম। চুনারে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই নভেম্বর বঙ্গমাতার সুসন্তান এই অক্লান্ত কর্মীর মৃত্যু হয়।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রসিদ্ধ শিশু-চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের কনিষ্ঠ সহোদর। হাসিখুসী', 'বনে-জঙ্গলে', 'হিজিবিজি' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৭ সালে ইনি পরলোকগমন করেন।

যোগীশ, যোগীশ্বর যোগিশ্রেষ্ঠ; যাজ্ঞবল্ক্য; শিব; বিষ্ণু। যোগীদিগের ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু বর্ধমান জেলার অন্তর্গত মেমারির সন্নিকটবর্তী ইলসরা গ্রামে মাতুলালয়ে ১২৬১ সালে ১৬ই পৌষ ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পৈতৃক বাসভূমি বেড়ুগ্রাম, এবং পিতার নাম মাধবচন্দ্র বসু। ইনি প্রথমতঃ কিছুদিন গ্রাম্য বাঙ্গালা স্কুলে পড়িয়া পরে আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হন। এফ. এ. পরীক্ষার পর ইনি কলেজ ত্যাগ করিয়া অল্পদিন মাত্র জনাই স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কিন্তু সে কার্য মনোনীত না হওয়ায় তাহা ত্যাগ করেন। অতঃপর ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহা হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ইনি কটক প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণপূর্বক এলাহাবাদে গিয়া আইন শিক্ষা করিতে থাকেন। পরে চুঁচুড়ায় থাকিয়া "সাধারণী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্য করেন। অতঃপর ১২৮৭ সালে কলিকাতায় আসিয়া 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্র প্রচার করেন। বহু শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশিত ও প্রচারিত করিয়া ইনি দেশের প্রভূত হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন। ১৩১২ সালে ২রা ভাদ্র ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে। ইনি রাজলক্ষ্মী, মডেল ভগিনী, বাঙ্গালী চরিত, নেড়া হরিদাস প্রভৃতি

অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। হিন্দী বঙ্গবাসী ও ইংরাজী টেলিগ্রাফ পত্রও ইঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইনি অনেকগুলি লুপ্তপ্রায় বহুমূল্য ইংরাজী গ্রন্থেরও সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—বিখ্যাত সাহিত্যিক। জন্ম ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস', 'শিশু ভারতী', 'হিমালয় অভিযান' প্রভৃতি ইঁহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—১৮৫৮ খ্রীঃ ১৩ই এপ্রিল হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঘাতা গ্রামে মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ছয় মাস মাত্র বয়ঃক্রমকালে যোগেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন। ১৮৭৬ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জেনারেল এসেম্ব্লি কলেজে এফ. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পঠদ্দশাতেই বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। ১৮৭৭ খ্রীঃ উনবিংশ বৎসর বয়সে ইনি "সুধাকর" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং তৎসাময়িক সংবাদপত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতে থাকেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ "কল্পনা" নাম্নী একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। সেই পত্রিকায় ইঁহার "কনে বৌ" উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয়। দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় সম্পাদিত "অনুসন্ধান" পত্রিকায় বিমাতা, বড় ভাই, আমাদের ঝি প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস ও গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়। ইনি সামাজিক গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনায় সুদক্ষ ছিলেন এবং চব্বিশখানি উপন্যাস ও গল্প-পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি "সাহিত্য সম্মিলনের" সম্পাদক ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারি সন্ধ্যার সময় হৃদ্‌রোগে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—নদীয়া জেলার অন্তর্গত শিমহাট গ্রামে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি কুলীন ব্রাহ্মণ। কলিকাতায় থাকিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন এবং এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। মদনমোহন তর্কালংকারের বিধবা কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহের সবিশেষ সহায় ছিলেন। ইনি ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজে কিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া পরে ১৮৮০ খ্রীঃ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। পরে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে ঐ কার্য ত্যাগ করেন। ইনি "আর্যদর্শন" নামক মাসিক-পত্র প্রচার করিয়া একসময়ে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন:—গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত, ওয়ালেসের জীবনবৃত্ত, ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত, জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবনবৃত্ত, আত্মোৎসর্গ, হৃদয়োচ্ছ্বাস, প্রাণোচ্ছ্বাস, কীর্তিমন্দির, মদনমোহন তর্কালংকারের জীবনবৃত্ত, শান্তিপাগল, সমালোচন মালা, জ্ঞানসোপান, চিন্তাতরঙ্গিণী, শিক্ষা-সোপান, আইন সংগ্রহ। ১৩১১ সালের ৩০শে জ্যৈষ্ঠ ইনি দেহত্যাগ করেন।

যোগেন্দ্রনাথ সেন—ফরাসী দেশের যুদ্ধক্ষেত্রে ইনি নিহত হন। ইওরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালীদিগের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম যোগদান করেন। ইঁহার পিতার নাম সারদাপ্রসন্ন সেন। ফরাসী চন্দননগরে ইঁহার ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম হয় এবং ইনি তত্রত্য ডুপ্লে কলেজ (College Dupleix) ও কলিকাতার সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। সিটি কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া ইনি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে কিছুকাল অধ্যয়নের পর ইনি ১৯১০ অব্দের অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে গমন করিয়া তত্রত্য Leeds বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি. এস্‌সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বিদ্যুৎবিজ্ঞান ইঁহার বিশেষ পাঠ্য ছিল। ইনি পরে Leeds City Corporationএর অন্তর্গত বৈদ্যুতিক বিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন। ১৯১৪ অব্দে ইওরোপে সমরানল প্রজ্বলিত হইলে ইনি সৈনিক পদপ্রার্থী হন এবং Leeds City Battalion সেনাদলে প্রবেশ লাভ করেন। নয় মাস সামরিক শিক্ষা লাভ করিবার পর উক্ত সেনাদল West Yorkshire Regimentএর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইহার সহিত ইনি প্রথম মিশরে গমন করেন। তথায় কয়েক মাস অবস্থানের পর উহাদের সহিত ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে মে রাত্রিতে বিপক্ষদলের গুলিতে ইনি নিহত হন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম তেত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। ইনি অবিবাহিত ছিলেন।

যোগেন্দ্রযোগে—কোন প্রকারে; কলে কৌশলে; কষ্টেসৃষ্টে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

যোগেশ, যোগেশ্বর—বিষ্ণু, শিব; যাজ্ঞবল্ক্য। ৬তৎ। বি; পুং।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (জে. চৌধুরী)—পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুর গ্রামের পুরাতন জমিদার বংশে ১৮৬৪ খ্রীঃ ২৮শে জুন ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার মাতুল বংশ রায়বংশ বঙ্গদেশের বারভূঁইয়ার মধ্যে একতম ভূঁইয়া হইতে উদ্ভূত। ইঁহার পিতার নাম দুর্গাদাস চৌধুরী। যোগেশচন্দ্র তাঁহার মধ্যম পুত্র। ইনি প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে, পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং তৎপরে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে শিক্ষা করেন। ইনি ১৮৮৬ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেট্রপলিটন কলেজের রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অতঃপর বিলাত যাত্রা করেন। তথাকার অক্সফোর্ডের নিউ কলেজে প্রিলিমিনারী বিজ্ঞান পরীক্ষায় ও শেষে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইনার টেম্পলে কিছুদিন ব্যারিস্টারি করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। পরিশেষে ১৮৯৫ খ্রীঃ ১৮ই মার্চ কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ করেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন। অল্পকালমধ্যে ব্যবহার শাস্ত্রে যথেষ্ট সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার ন্যায় তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা স্পষ্টবক্তা অতি বিরল। ইনি Calcutta Weekly Notes নামক আইন বিষয়ক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক এবং ভারতের জাতীয় মহাসমিতির একজন অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও পরামর্শদাতা। ১৯১০ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সহিত যে সর্বপ্রথম শিল্প-প্রদর্শনী হয়, উহা ইঁহার দ্বারা সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়াছিল। পল্লীগ্রামের স্বাস্থ্য ও উন্নতির জন্য ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইনি স্যর আশুতোষ চৌধুরীর (এ. চৌধুরীর) কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা।

যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি—(১৮৫৯-১৯৫৬ খ্রীঃ)। হুগলী জেলার আরামবাগের ৪ মাইল দক্ষিণে দেগড়া গ্রামে জন্ম। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

যোগেশ্বর—'যোগেশ' দ্রঃ।

যোগ্য—উপযুক্ত; সমর্থ; প্রবীণ; দক্ষ, নিপুণ; পবিত্র; প্রত্যক্ষ; যোগার্হ। যুজ্ (যোগ করা)+ঘ্যণ্ কর্ম; বা যোগ শব্দ +য্য। বিণ।

যোগ্যতা—উপযুক্ততা; দক্ষতা; পবিত্রতা; বস্তুসমূহের পরস্পর সম্বন্ধে বাধার অভাব (যেমন 'অগ্নিদ্বারা সেক করিয়াছিল',

এস্থলে অগ্নিদ্বারা সেক কার্য অসম্ভব বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধে বাধা হইল, অতএব যোগ্যতা হইল না)। যোগ্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

যোজক—যোগকারক; (ভূগোলশাস্ত্রে) যে সংকীর্ণ ভূভাগ দুই বৃহৎ ভূভাগের মধ্যে থাকিয়া উভয়কে সংযুক্ত করে, isthmus. ণিজন্ত যুজ্—যোজি (যোগ করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**যোজিকা**।

যোজন—একত্রকরণ, মেলন; সংঘটন; পরমাত্মা; চারি ক্রোশ পরিমাণ। যুজ্ (যোগ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

যোজনগন্ধা—কস্তূরী; সীতা; ব্যাসদেবের মাতা সত্যবতী, মৎস্যগন্ধা। যোজন পর্যন্ত গন্ধ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

যোজনা—একত্রীকরণ, মেলন; সঙ্ঘটন। যুজ্+অন ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী। [কর্ম। বিণ।

যোজনীয়—যোজনযোগ্য। যুজ্+অনীয়

যোজিত—যুক্তকৃত, মেলিত; রচিত, নিয়মিত। ণিজন্ত যুজ্—যোজি (যোগ করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

যোত—জুতি, যোত্র, যোক্ত্র, যুগসহ পশু-বন্ধনরজ্জু, লাঙ্গল বা গাড়িতে গরু ইত্যাদি বাঁধিবার দড়ি; কর্মপর্যায়, কাজের পালা। বাংপ্র। বি।

যোত্র—সম্পত্তি; যুগাদি-বন্ধন রজ্জু, যোত; যোয়াল। যু (যোগ করা)+ত্র করণ। বি; ক্লী। [বিণ।

যোত্রহীন—সম্পত্তিবিহীন, দরিদ্র। ৩তৎ।

যোদ্ধা (যোদ্ধৃ)—যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**যোদ্ধ্রী**।

যোদ্ধৃবর্গ—যুদ্ধকারী ব্যক্তিগণ, সেনাগণ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

যোদ্ধৃবেশ—যোদ্ধার পরিচ্ছদ। ৬তৎ।

যোধ—১। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন্ কর্তৃ। ২। যুদ্ধ, সংগ্রাম। যুধ্+অল্ ভাব। বি; পু।

যোধন—১। যোদ্ধা, যুদ্ধকারী। যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন কর্তৃ। বি; পু। ২। রণ। যুধ্+অনট্ ভাব। ৩। যুদ্ধাস্ত্র। যুধ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

যোধপুর—পূর্বতন রাজপুতানার অন্তর্গত করদরাজ্য বিঃ। এই পূর্বতন রাজ্যটি মাড়ওয়ার নামে খ্যাত। এই স্থানের অধিবাসীরা মাড়োয়ারী নামে অভিহিত। মাড়োয়ারীরা ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতের সর্বস্থানে এবং ভারতের বাহিরেও অনেক দেশে বাসস্থাপন করিয়াছে রাঠোর শ্রেণীর রাজপুত, ব্রাহ্মণ, চারণ, ভাট ও মহাজন যোধপুরের প্রধান অধিবাসী। সাম্ভার নামধেয় সুপ্রসিদ্ধ লবণ-হ্রদ যোধপুর ও জয়পুর সীমা প্রদেশে অবস্থিত। যোধপুরের উত্তরদিকে বিকানীর পর্যন্ত থাল নামক একটি বালুকাময় প্রান্তর বিদ্যমান। যোধপুর শ্বেত প্রস্তরের জন্য প্রসিদ্ধ। যোধপুরের ভাষা মাড়ওয়ারী, ইহা হিন্দীরই প্রকার-ভেদ। যোধপুরের মহারাজ রাঠোরবংশীয় রাজপুত। ১১৯৪ খ্রীঃ অঃ কনৌজের রাঠোর রাজবংশের রাজত্বের পতন ঘটে। কনৌজের শেষ রাজা জয়চাঁদের পৌত্র শিবাজী দ্বারকা-তীর্থে গমন উপলক্ষে মাড়ওয়ারে পালী-নামক শহরে অবস্থান করিয়া দেশবাসি-গণকে লুণ্ঠনকারী দস্যুদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। ইহাই মাড়ওয়ারে রাঠোর বংশের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। রাওচাঁদ নামধেয় জনৈক বীরপুরুষ মাড়ওয়ার রাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অধিকার করিয়া লন। ইনি শিবাজী হইতে নিম্নতম দশমপুরুষ। ইঁহার পৌত্র রাও যোধপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫৬১ খ্রীঃ আকবর কর্তৃক পরা-ভূত হইয়া ইনি পুত্র উদয়সিংহকে মোগল সম্রাটের অধীনে কার্য করিতে পাঠান। উদয়সিংহ পিতৃরাজ্য পাইবার পরে স্বীয় ভগিনীকে আকবরের হস্তে পত্নীস্বরূপে দান করেন। ১৬৭৯ খ্রীঃ আওরঙজেব মাড়োয়ার আক্রমণ করেন। অতঃপর জয়পুর, যোধপুর ও উদয়পুর এই তিন রাজবংশে বহুপুরুষ ব্যাপিয়া মনোমালিন্য চলিতে থাকে। সেই সুযোগে সিন্ধিয়া-প্রমুখ মহারাষ্ট্রীয়গণ যোধপুর অধিকার করিয়া লন। ১৮১৮ খ্রীঃ যোধপুর ইংরাজের তত্ত্বাবধানে আসে। ১৮৩৯ খ্রীঃ রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইলে ইংরাজ অনিয়ম নিরাকরণে বাধ্য হন।

১৮৪৩ খ্রীঃ রাজা অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করিলে ঠাকুরগণ আহম্মদনগরের অধিপতি তকৎ সিংহকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হইলে যশোবন্তসিংহ সিংহাসন গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৫ খ্রীঃ দেহত্যাগ করিলে, যতদিন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সর্দার-সিংহের অপ্রাপ্তব্যবহার কাল ছিল, তাবৎ তদীয় ভ্রাতা স্যর প্রতাপসিংহ রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। ১৮৯৮ অব্দে সর্দারসিংহ স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

যোধপুর শহর প্রায় ৬ ক্রোশব্যাপী সুদৃঢ় প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরগাত্রে সর্বসুদ্ধ সত্তরটি প্রবেশদ্বার আছে। ঐ পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ অবস্থিত; রাজপ্রাসাদ দুর্গেরই অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে শহর; শহরে ঠাকুরগণ বাস করেন। শহরটি অনেকগুলি মন্দির ও জলাশয়ে পরিশোভিত।

যোনি—আকর; উৎপত্তিস্থল; স্ত্রীচিহ্ন, ভগ; কারণ; জল। যু (যোগ করা)+নি কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী।

যোনিজ—স্ত্রীযোনি হইতে জাত, জরায়ুজ ও অণ্ডজ (প্রাণী)। উপতৎ; যোনি—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

যোনী—যোনি (সকল অর্থে)। যোনি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

যোয়ান যুবা পুরুষ, বলবান্ ব্যক্তি; যমানী। বাংপ্র। বি।

যোয়াল—যুপকাষ্ঠ, হল বা শকটাদিতে সংযোজনকালে গো-মহিষাদির স্কন্ধে আরোপিত কাষ্ঠখণ্ড। বাংপ্র। বি।

যোষা যোষিৎ, নারী। যুষ্ (সেবা করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

যোষিৎ—রমণী, নারী। যুষ্ (সেবা করা)+ইৎ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

যোষিতা—যোষিৎ, নারী। যোষিৎ শব্দ+আপ্। বি; স্ত্রী।

যৌক্তিক—যুক্তিসিদ্ধ; প্রামাণিক; যুক্তি-কারী। যুক্তি+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**যৌক্তিকী**।

যৌগপদ্য—যুগপৎ সংঘটনের ভাব, যুগপত্তা, সমসাময়িকতা। যুগপদ্+ষ্যঞ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

যৌগিক ১। যোগজাত; যোগসম্বন্ধীয়; সংযোগসম্ভূত। যোগ+ষ্ণিক। ২। প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা অর্থবাচক (শব্দ), যেমন সুখদ। বিণ। স্ত্রী **যৌগিকী**। **যৌগিক ক্রিয়া**—বাঙ্গালায় দুইটি শব্দ দ্বারা প্রকাশযোগ্য ক্রিয়া [যেমন—শুইয়া পড়া, খাইয়া ফেলা ইত্যাদি]। **যৌগিক পদার্থ**—একাধিক মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে উৎপন্ন দ্রব্য, compound.

যৌজনিক—যোজনপরিমিত পথ-গমনক্ষম। যোজন+ষ্ণিক। বিণ।

যৌতুক—বিবাহকালে লব্ধ ধন; অন্ন-প্রাশনাদি সময়ে দত্তধন। যু (যোগ করা)+তু ভাব+কণ্। বি; ক্লী।

যৌথ—মিলিত, সমবেত, গোষ্ঠী সম্বন্ধীয়, যুক্ত, joint. যুথ+ষ্ণ ভবার্থে। বিণ।

যৌধেয়—যোদ্ধার পুত্র; যোদ্ধা। যোধ+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু। [প্রাচীন-কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতে এই নামে একটি স্বাধীন জাতির বাস ছিল। পাণিনি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জাতির নামাঙ্কিত বহুসংখ্যক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। বিজয়গড়ে প্রাপ্ত

একখানি শিলাখণ্ডে যৌধেয় জাতির উল্লেখ আছে এলাহাবাদের একখানি প্রশস্তি হইতে জানা যায়, মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর কোনও সময়ে পরাক্রান্ত যৌধেয় জাতিকে পরাজিত করেন।]

যৌন—যোনিসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক ; যোনি-জাত ; কামসম্বন্ধীয় ; বিবাহসম্বন্ধীয়, sexual. যোনি+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**যৌনী**।

যৌবত—যুবতীসমূহ ; সুন্দর বেশভূষণাদি ধারণপূর্বক নটীদিগের মধুর নৃত্য। যুবতী +ষ্ণ। বি ; ক্লী।

যৌবন—যুবা অবস্থা, তারুণ্য, ১৬ হইতে ৩০ বৎসর পর্যন্ত বয়স ['অবস্থা' দ্রঃ]। যুবন্ শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

যৌবনকণ্টক—গণ্ডজাত ব্রণ, বয়সফোঁড়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

যৌবনলক্ষণ—যৌবনচিহ্ন, যৌবনকালীন দৈহিক পরিবর্তনাদি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

যৌবনাশ্ব—যুবনাশ্বরাজের পুত্র, মান্ধাতা। যুবনাশ্ব+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পু।

যৌবরাজ্য—যুবরাজের পদ, পিতৃস্বত্বে পুত্রের রাজপদ। যুবরাজ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

র

র—১। সপ্তবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ২। অগ্নি ; কামানল ; উত্তাপ ; স্বর্ণ ; বর্ণ, রঙ ; বেগ। রা (দান করা) +ড কর্তৃ। বি ; পু। ৩। তীক্ষ্ণ। বিণ। ৪। [তুই] থাম্ ; থাক্ ; অপেক্ষা কর্। বাংপ্র। ক্রি।

রই—১। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠ-দণ্ড। বি। ২। রহি, থাকি। বাংপ্র। ক্রি।

রও—থাক, থাম, সবুর কর। বাংপ্র। ক্রি।

রওনা, রওয়ানা—১। স্থান ত্যাগপূর্বক যাত্রা ; প্রেরণ। বি। ২। প্রস্থিত, যাত্রার জন্য নিষ্ক্রান্ত ; প্রেরিত। <ফা 'রবানহ্'। বিণ।

রং, রঙ—বর্ণ, রঙ্গ ; রঞ্জক পদার্থ ; তৈলাদি সংযুক্ত রঞ্জক দ্রব্য ; তাসের চিহ্ন বিঃ (রুইতন, ইস্কাপন ইত্যাদি) ; খেলায় যে চিহ্নিত তাসগুলির প্রাধান্য থাকে, trump. বাংপ্র। বি।

রং-চং—নানারকমের রঙ বা রঙ্গ। বাংপ্র। বি।

রংচঙা, -চঙে-বিচিত্র বর্ণবিশিষ্ট, চিত্র-বিচিত্র। বাংপ্র। বিণ।

রক, রোয়াক বারাণ্ডা, পিঁড়ে, দাওয়া ; পাকা বারাণ্ডা ; শান ; দালান। ফা-মূ। বি।

রকফেলার, জন ডি. (Rockfeller, John D.)—(১৮৩৯-১৯৩৭ খ্রীঃ)। একসময়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী ছিলেন। ইনি বহু কোটি ডলার দান করিয়া গিয়াছেন।

রকম—প্রকার, ভাব, ভঙ্গী। বাংপ্র। বি।

রকমওয়ারি, রকমারি, রকম-রকম—নানা রকমের। বাংপ্র। বিণ।

রকম-সকম—প্রকার, ভঙ্গি ; হাবভাব। বাংপ্র। বি।

রক্ত—১। রুধির, শোণিত [আহারজাত রস তত্রত্য অগ্নি দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া যকৃতে গমনকালে রঞ্জক নামক পিত্ত দ্বারা রক্তিমা প্রাপ্ত হইয়া রক্ত নাম ধারণ করে। যকৃৎ ও প্লীহা এই দুইটিই রক্তের প্রধান আধার। এই দুই স্থানে থাকিয়াই উহা সর্বশরীরে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। রক্তই জীবের প্রধান আধার] ; হিঙ্গুল ; সিন্দুর ; কুঙ্কুম ; তাম্র। রন্জ্ (রঙ করা)+ক্ত করণ্। বি ; ক্লী। ২। হিজ্জল ; কুসুম্ভ ; লোহিতবর্ণ। বি ; পু। ৩। আসক্ত, অনুরক্ত ; মধুর, সুশ্রাব্য ; রঞ্জিত, রঙকরা ; ক্রীড়ারত ; লোহিত রাঙা। রন্জ্+ক্ত কর্তৃ বা কর্ম। বিণ। **বুকের রক্ত**—কষ্টার্জিত ধন। **রক্ত জল করা**—অত্যধিক পরিশ্রম করা।

রক্তক—১। রক্তবস্ত্র ; রুধির ; বন্ধুকবৃক্ষ। রক্ত শব্দ+কণ্। বি ; ক্লী। ২। অনুরক্ত, আসক্ত। বিণ।

রক্তকণ্ঠ—মধুরকণ্ঠ, সুকণ্ঠ। রক্ত (মধুর) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। [পু।

রক্তকন্দ—বিদ্রুম, প্রবাল। কর্মধা। বি ;

রক্তকমল, রক্তকম্বল—কোকনদ, লাল পদ্ম। কর্মধা। বি ; ক্লী।

রক্তগঙ্গা—রক্তের প্রবাহ, শোণিতস্রোত। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রক্তচন্দন—লাল চন্দন। কর্মধা। বি ; ক্লী।

রক্তজবা—রাঙা জবা ফুল। কর্মধা। বাংপ্র। বি, স্ত্রী।

রক্তজবারাগ—রাঙা জবার মত রঙ্গ ; ঘোর লালবর্ণ। ৬তৎ। বি ; পু।

যাহার জিহ্বা লালবর্ণ বা রক্তমাখা। বহু। বিণ।

রক্তদন্তিকা—রক্তদন্তী। রক্তদন্ত শব্দ+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

রক্তদন্তী—দেবী বিঃ, ভগবতীর এক রূপ। রক্ত (লাল) হইয়াছে দন্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

রক্তদুষ্টি, -দোষ—দৈহিক রক্তের বিকার। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী ও পু।

রক্তধাতু—গৈরিক, গিরিমাটি ; তাম্র। কর্মধা। বি ; পু।

রক্তনাসিক—লোহিতবর্ণ নাসিকাবিশিষ্ট। রক্ত নাসিকা যাহার, বহু। বিণ।

রক্তনেত্র—১। লোহিতবর্ণ চক্ষুর্বিশিষ্ট ; রাগে যাহার চক্ষু লাল হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ। ২। রাঙা চক্ষু। কর্মধা। বি ; ক্লী।

রক্তপ—১। শোণিতপানকারী। উপতৎ ; রক্ত—পা (পান করা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। রাক্ষস ; জোঁক। বি ; পু।

রক্তপল্লব-অশোকবৃক্ষ। বহু। বি ; পু।

রক্তপা-১। শোণিতপানকারিণী। 'রক্তপ' দ্রঃ। রক্তপ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রাক্ষসী ; জলৌকা, জোঁক। বি ; স্ত্রী।

রক্তপাত—দেহের রক্ত পড়া ; হত্যা। ৬তৎ। বি ; পু।

রক্তপাদ—১। লোহিতবর্ণ পদবিশিষ্ট। রক্ত পাদ যাহার, বহু। বিণ। ২। লোহিত চরণ, রাঙ্গা পা। কর্মধা। বি ; পু।

রক্তপান—শোণিতপান ; রুধিরশোষণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

রক্তপায়িনী ১। রুধিরপানকারিণী। রক্তপায়িন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জলৌকা। বি ; স্ত্রী।

রক্তপায়ী (-য়িন্)—১। রুধিরপানকারী। উপতৎ ; রক্ত-পা (পান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। ২। রুধিরপানকারী জন্তু ; মৎকুণ। বি ; পু।

রক্তপিত্ত—রোগ বিঃ, সহসা রক্তবমন। রক্তনিঃসারী পিত্ত যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

রক্তপিপাসা—শোণিততৃষ্ণা, রক্ত পান করিবার ইচ্ছা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রক্তপিপাসু—শোণিতপানেচ্ছু। ২তৎ। বিণ।

রক্তবর্ণ—১। লোহিত বর্ণ, লাল রঙ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। লোহিত বর্ণ-বিশিষ্ট, লাল। বহু। বিণ।

রক্তবহ শোণিতবাহক। রক্ত—বহ্ (বহা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

রক্তবাহী (-বাহিন্)—শোণিতবাহক। উপতৎ ; রক্ত—বহ্ (বহা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**রক্তবাহিনী**।

রক্তবীজ—১। দাড়িম। রক্ত (লাল) বীজ যাহার, বহু। বি ; পু। ২। দৈত্য বিঃ, শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতি। যুদ্ধে দেবী ইহাকে লইয়া বড় সংকটে পড়িয়াছিলেন। তিনি এই দৈত্যের মস্তকচ্ছেদন করেন, আর ইহার প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে এক একটি রক্তবীজ (অর্থাৎ তত্তুল্য বীর) উৎপন্ন হইতে থাকে। অবশেষে চামুণ্ডা স্বীয় জিহ্বা প্রসারণপূর্বক ঐ সমস্ত রক্ত-

বীজের শোণিত পান করিতে লাগিলেন এইরূপে ঐ দৈত্যের রক্ত ভূমিতে পতিত না হওয়ায় পুনরায় রক্তবীজ উৎপন্ন হইল না এবং দেবীও অচিরে উহাদের ধ্বংস সাধন করিলেন।

রক্তবৃষ্টি—রুধিরবর্ষণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রক্তমাংস—রুধির ও মাংস। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। **রক্তমাংসের শরীর**—সহজে আঘাত অনুভব করে এমন কোমল মনুষ্যদেহ; সুখদুঃখ প্রভৃতি অনুভবক্ষম মানুষ।

রক্তমোক্ষণ—শোণিতস্রাব, চিকিৎসার্থ শিরা কাটিয়া রক্ত বাহিরকরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রক্তলোচন—রক্তনেত্র। বহু। বিণ।

রক্তশোষক—শোণিতশোষণকারী, যে রক্ত শুষিয়া খায়। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**রক্তশোষিকা**। [বি।

রক্তশোষা—কৃকলাস, বহুরূপী। বাংপ্র।

রক্তশোষী (-শোষিন্)—শোণিতশোষণকারী; যে রক্ত পর্যন্ত শুষিয়া লয়। উপতৎ; রক্ত—শুষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**রক্তশোষিণী**।

রক্তস্রাব—রক্ত বাহির হওয়া। ৬তৎ। বি; পুং।

রক্তস্রোতঃ (-তস্)—শোণিতপ্রবাহ, স্রোতের আকারে প্রবাহিত রক্ত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রক্তাক্ত—শোণিতলিপ্ত; শোণিতমিশ্রিত; রঞ্জিত। রক্ত দ্বারা অক্ত বা আক্ত, ৩তৎ। বিণ।

রক্তাক্ষ—লোহিতনেত্র, লোহিতচক্ষুর্বিশিষ্ট; ক্রূর। রক্ত (লোহিত) অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**রক্তাক্ষী**।

রক্তাঙ্গ—লোহিতদেহ। রক্ত (লোহিতবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**রক্তাঙ্গী**।

রক্তাতিসার—রক্ত আমাশয় রোগ বিঃ, মলদ্বার দিয়া অধিক রক্তনিঃসরণ। রক্তের অতিসার, ৬তৎ। বি; পুং।

রক্তাভ—ঈষৎ রক্তবর্ণ, লাল। রক্তের ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

রক্তাম্বর—১। কাষায় বস্ত্র; রাঙ্গা কাপড়। রক্ত যে অম্বর (বস্ত্র), কর্মধা। বি; ক্লী। ২। কাষায়-বস্ত্রধারী, রাঙ্গা-কাপড়পরা। বহু। বিণ।

রক্তারক্তি—পরস্পর রক্তপাত, রক্তের ছড়াছড়ি। বাংপ্র। বি।

রক্তাশয়—হৃৎপিণ্ড [ইহা বক্ষোদেশে অবস্থিতি করে। ইহার নিম্নে শ্লেষ্মাশয় ও তন্নিম্নে আমাশয়ের স্থান]। রক্তের আশয় (আধার), ৬তৎ। বি; পুং।

রক্তি—রঙ করণ; অনুরাগ। রনজ্ (রঙ করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

রক্তিকা—রক্তি। রক্তি+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

রক্তিম—লোহিতবর্ণ। < রক্তিমা বিণ।

রক্তিমা (-মন্)—লোহিতত্ব; শোণিত; বর্ণ, লাল রঙ। রক্ত+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পুং। [বি; ক্লী।

রক্তোৎপল কোকনদ, রক্তপদ্ম। কর্মধা।

রক্তোপল গৈরিক, গিরিমাটি। রক্ত যে উপল (প্রস্তর), কর্মধা। বি; ক্লী।

রক্ষ—১। রক্ষক। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। রক্ষা, ত্রাণ। রক্ষ্+অল্ ভাব। বি; পুং।

রক্ষঃ (রক্ষস্)—নিশাচর, রাক্ষস। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অস্ অপা, যাহা হইতে (ধনাদি) রক্ষিত হয়। বি; ক্লী।

রক্ষক—রক্ষাকর্তা; পরিত্রাতা; পালক। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

রক্ষণ—১। রক্ষা, পালন, ত্রাণ। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। রক্ষক। রক্ষ্+অন কর্তৃ। বিণ।

রক্ষণাবেক্ষণ—রক্ষা ও দেখাশুনা, পালন ও তত্ত্বাবধান, সাবধানতা সহকারে রক্ষা। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

রক্ষণীয়—পালনীয়, রক্ষণার্হ, রক্ষা করিবার যোগ্য। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অনীয় করণ। বিণ।

রক্ষরজা—ইনি ব্রহ্মার অশ্রু হইতে উৎপন্ন। পৌরাণিকেরা বলেন যে, ইনি মেরুশিখরে অবস্থিত সরোবরবিশেষে স্নান করায় রমণীরূপ প্রাপ্ত হন। এই অবস্থায় অবস্থানকালে ইঁহার গর্ভে বালী ও সুগ্রীব জন্মগ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে দৈবানুগ্রহে রক্ষরজা বানরীরূপ পরিহারপূর্বক বানররূপ লাভ করেন। অনন্তর ইনি ব্রহ্মার আদেশে কিষ্কিন্ধ্যায় রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন।

রক্ষা—১। রক্ষিকা। 'রক্ষ' দ্রঃ। রক্ষ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পালন, ত্রাণ; নিস্তার, বাঁচোয়া। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+অ ভাব+আপ্। ৩। রাখী; ভস্ম। রক্ষ্+অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রক্ষাকবচ—বিপদে আপদে রক্ষণকারী মাদুলি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

রক্ষাগৃহ—সূতিকাগার, আঁতুড়ঘর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রক্ষাধিকৃত—রক্ষণার্থ রাজনিযুক্ত; শান্তিরক্ষক। রক্ষার নিমিত্ত অধিকৃত, ৪তৎ। বিণ।

রক্ষাপত্র—১। ভূর্জত্বক্। রক্ষাসাধক যে পত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী। ২। ভূর্জবৃক্ষ। বহু। বি; পুং।

রক্ষিকা—১। রক্ষাকর্ত্রী ইত্যাদি। রক্ষক+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাখী। রক্ষা শব্দ+কণ্ স্বার্থে +আপ্। বি; স্ত্রী।

রক্ষিত—১। পালিত, ত্রাত; যাহা রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে এমন। রক্ষ্ (রক্ষা করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। জাতীয় উপাধি বিঃ। বি; পুং।

রক্ষিতা—১। পালিতা, ত্রাতা। রক্ষিত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পালিতা বেশ্যা; উপপত্নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রক্ষিতা (রক্ষিতৃ)—রক্ষাকর্তা, পরিত্রাতা। রক্ষ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**রক্ষিত্রী**।

(রক্ষিন্) রক্ষক; প্রহরী। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**রক্ষিণী**। [বি; স্ত্রী।

রক্ষোজননী রাক্ষসমাতা; রাত্রি। ৬তৎ।

রক্ষোনাথ—রাক্ষসরাজ, রাক্ষসগণের প্রভু। ৬তৎ। বি; পুং।

রক্ষোরথী (-রথিন্) রাক্ষসজাতীয় রথী, রথারোহী রাক্ষসযোদ্ধা। মধ্যপ। বি; পুং।

রক্ষোরাজ রাক্ষসরাজ, রাক্ষসগণের [রাজা]। ৬তৎ। বি; পুং।

রক্ষ্য—রক্ষণীয়; বারণীয়। রক্ষ্ (রক্ষা করা)+য কর্ম। বিণ।

রগ—কপালের দুই পার্শ্ব; শিরা বা শির। ফা। বি।

রগচটা—যে সহজেই চটিয়া যায় এমন, ক্রোধনস্বভাব; রুক্ষপ্রকৃতি। বাংপ্র। বিণ।

রগড়—বড় ঢাক; ঢাকে কাটি দিয়া ঘষণ সহকারে ঘন বাদ্য; ঘর্ষণ; মজা, কৌতুক। বাংপ্র। বি।

রগড়ানো—ঘর্ষণ করা, ঘষা; মর্দন করা, মার্জন করা; এক বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা করা। বাংপ্র। ক্রি।

রগরগ—টকটক, উজ্জ্বল্যপ্রকাশ। বাংপ্র। অ। বিণ-**রগরগে**।

রগুড়ে—কৌতুকপ্রিয়; কৌতুককারী। বাংপ্র। বিণ।

রঘু—১। সূর্যবংশীয় নৃপতি। রঘ্ (গমন করা)+কু কর্তৃ। বি; পুং। [ইনি মহারাজ দিলীপের পুত্র, অজের পিতা, দশরথের পিতামহ, এবং রামচন্দ্রের প্রপিতামহ। ইনি বাহুবলে বহু রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। অবশেষে ইনি বিশ্বজিৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করেন। ২। 'রঘু' শব্দের অন্য অর্থ রঘুবংশীয় অজাদি অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ।]

রঘুকার—রঘুবংশকাব্যরচয়িতা কবি কালিদাস। উপতৎ; রঘু—[কৃ]+অণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

রঘুকুল—রঘুবংশ, সূর্যবংশ [পুণ্যাত্মা রঘুর নামানুসারে তদীয় বংশ রঘুবংশ বা রঘুকুল নামে অভিহিত হয়]। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রঘুকুলতিলক—রঘুবংশীয় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি; শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

রঘুনন্দন—রামচন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

রঘুনন্দন (রায় রায়ান)—মুরশিদ কুলি খাঁর আমলে বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত ভাহাপাড়ার সুবিখ্যাত দর্পনারায়ণ রায় কানুনগোর কার্য করিতেন। এই সময়ে অন্য একজন দর্পনারায়ণও ছিলেন, তিনি পুঁটিয়ায় রাজত্ব করিতেন। নামের সাদৃশ্য জন্য ঐ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ সদ্ভাব ছিল। পুটিয়ারাজ স্বীয় প্রিয়পাত্র রঘুনন্দনকে নবাব দরবারে উকিলরূপে রাখিয়াছিলেন। এই রঘুনন্দন কিয়ৎকাল পরে কানুনগো দর্পনারায়ণের কৃপাপাত্র হইয়া সহকারী কানুনগোর কার্য করিতে আরম্ভ করেন এবং কিয়ৎকালের মধ্যে নবাব সরকারে সুপরিচিত হন। নবাব মুরশিদ কুলি খাঁ ইঁহারই সাহায্যে বাদশাহের নিকট প্রেরণীয় কাগজপত্রে কানুনগোর মোহর অঙ্কিত করাইয়াছিলেন।

এইরূপে রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র এবং কানুনগো দর্পনারায়ণের মৃত্যুর পরে দেওয়ানী কার্যে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে এই রঘুনন্দনই নাটোরের রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কোনও জমিদার নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগত অথবা বিদ্রোহী হইয়া উচ্ছিন্ন হইলে, নবাব রঘুনন্দনকে ঐ সকল জমিদারি দিতেন। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই ভাটুরিয়া, রাজসাহী, ভূষণা প্রভৃতি বিস্তৃত ভূভাগ রঘুনন্দনের করগত হইল। তিনি ঐ সকল জমিদারি আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। এই প্রকারে পুঁটিয়ারাজের অনুগ্রহভাজন রঘুনন্দন নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া নাটোর রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন; এবং নবাব সরকার হইতে "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, বঙ্গদেশে রঘুনন্দনের পূর্বে কেহই মহাসম্মানসূচক "রায় রায়ান" উপাধি প্রাপ্ত হন নাই।

রঘুনন্দন গোস্বামী সুপ্রসিদ্ধ "রামরসায়ন" কাব্যের প্রণেতা। বর্ধমান জেলার অন্তঃপাতী মাড়োগ্রামে বাং ১১৯৩ সালে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। ইঁহার পিতার নাম কিশোরীমোহন। ইনি রামরসায়ন গ্রন্থে আত্মবংশের বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। ইনি বাল্যে সংস্কৃত ব্যাকরণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ সাঙ্গ করিয়া অষ্টাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কবিতারচনায় প্রবৃত্ত হন, এবং ৪৫ বৎসর বয়সে রামরসায়ন রচনা করেন। গ্রন্থখানি এরূপ সুললিত ছন্দে বিরচিত যে, মন্দিরা সহযোগে গীত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত কৃষ্ণলীলা বিষয়ে "গীতিমালা" নামে ইঁহার আর একখানি গীতিকাব্য আছে। ইঁহার তৃতীয় কাব্যের নাম রাধামাধবোদয়। উহাও কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক। তদ্ব্যতীত ইঁহার আরও ৩০ খানি সংস্কৃত কাব্য আছে।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থপ্রণেতা। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীতে নবদ্বীপে গয়ঘর বন্দ্যঘটীয় মেলে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য। রঘুনন্দনের সময়ে নবাব হোসেন শাহের শাসনে হিন্দুসমাজ দিন দিন বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা দেখিয়া রঘুনন্দন নানাবিধ সংহিতা ও পুরাণ, কল্পসূত্র, দর্শন প্রভৃতি আলোড়ন করিয়া অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্মৃতিগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। ইহা নব্য স্মৃতি নামে অভিহিত। ইহাতে ইনি প্রমাণস্বরূপ মন্বাদির ও বহু প্রাচীন পণ্ডিতগণের মত উদ্ধৃত করিয়া এবং বিরুদ্ধবাদিগণের মত বিচারপূর্বক খণ্ডন করিয়া ব্যবস্থা নির্ণয় করিয়াছেন। প্রাচীন স্মৃতি ব্যবস্থার সহিত ইঁহার বিরোধ হওয়ায় পণ্ডিতগণ প্রথমে এই নব ব্যবস্থার অনুমোদন করিলেন না, পরন্তু তাঁহারা রঘুনন্দনের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। রঘুনন্দন বিচারে জয়লাভ করিলেন। তখন তাঁহার মত সর্বত্রই পরিগৃহীত হইল, এবং সকলেই তাঁহাকে স্মার্ত পণ্ডিত বলিয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

রঘুনাথ-শ্রীরামচন্দ্র; শালগ্রাম বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি; পু।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী—চতুর্দশ শতাব্দীতে হোসেন শাহ বাঙ্গালার নবাব হইলে, তাঁহার নিকট হইতে হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন দাস নামক দুই সহোদর 'সপ্তগ্রাম' পত্তনি লইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে তৎকালে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা আদায় হইত। তন্মধ্যে নবাবকে ১২ লক্ষ দিয়া অবশিষ্ট ৮ লক্ষ টাকা দুই ভ্রাতায় লাভ করিতেন। তৎকালের ৮ লক্ষ টাকা বর্তমান সময়ের কোটি মুদ্রার তুল্য, সুতরাং উক্ত ভ্রাতৃদ্বয় প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াছিলেন।

কনিষ্ঠ গোবর্ধনের ঔরসে ১৪১৭ বা ১৮ শকে রঘুনাথের জন্ম হয়। রঘু বাল্যাবধি লেখাপড়ায় যত যত্ন করিতেন, ধর্মকর্মে ততোধিক অনুরক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ, হরিদাস বাবাজীর সংকীর্তন শ্রবণে ইঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয় একেবারে আর্দ্র হইয়াছিল। রঘু ধনিগণের ব্যবহার্য বস্তুতে একেবারে অনাসক্ত হইতে লাগিলেন। কি বহুমূল্য মনোহর পরিচ্ছদ, কি স্বর্ণালংকার ইত্যাদি বিষয় ইনি বিষবৎ পরিত্যাগ করিলেন।

চৈতন্যদেবের শান্তিপুরে অবস্থানকালে রঘুনাথ তাঁহাকে দর্শন করিয়া চিন্তা করিতেন যে, আমি কবে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সাধুসংসর্গে কালযাপন করিতে পারিব। এক দিবস চৈতন্যদেব রঘুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া ইঁহাকে বলিলেন যে, "যাহারা অন্তরে সাধক, তাহারা বহিঃসাধক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অন্তর্গত বৈরাগ্য বাহিরে প্রকাশ না করিয়া নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কার্য করিলে যে ফললাভ হয়, পরকে দেখাইবার জন্য বৈরাগ্যভাব ধারণ তদপেক্ষা বহুগুণে নিকৃষ্ট। তুমি পূর্ববৎ কার্য করিলে ভগবান্ তোমার উদ্ধারের উপায় করিয়া দিবেন।"

শ্রীগৌরাঙ্গের তিরোভাবের পরে রঘুনাথ বৃন্দাবনে গিয়া রাধাকুণ্ডে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এইরূপ জনশ্রুতি যে, তথায় তিনি যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন উপদেশামৃত, মনঃশিক্ষা, শ্রীচৈতন্যস্তব কল্পবৃক্ষ, বিলাপ কুসুমাঞ্জলি, শ্রীপ্রেমাম্বুজ মকরন্দ নামক স্তবরাজ প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ রঘুনাথ-প্রণীত। ঐ সকল গ্রন্থের আকার বৃহৎ না হইলেও তত্তৎ পুস্তক বৈষ্ণবসমাজে সাতিশয় সমাদর লাভ করিয়াছে।

রঘুনাথ পুরুষোত্তম পরাঞ্জপ্যে—ইনি ১৮৭৪ খ্রীঃ বোম্বাইদেশীয় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণকুলে বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা অতি দরিদ্র ছিলেন, কৃষিকার্য দ্বারা কোন প্রকারে জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

দেশে সুশিক্ষা বিস্তারের জন্য কয়েকজন স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ একত্র হইয়া ফার্গুসন নামে একটি কলেজ স্থাপন করেন। কলেজের উচ্চোকুগণ বিজ্ঞ সুপণ্ডিত হইলেও অতি অল্প বেতনে তথায় কার্য করিয়া থাকেন। তাঁহারা বৃত্তিস্বরূপ মাসিক চল্লিশ টাকা পাইয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গভর্নমেন্ট হইতে যে সাহায্য প্রদত্ত হয়, তাহাও একটি অংশরূপে প্রত্যেকে প্রাপ্ত হন। পুরুষোত্তম এই ফার্গুসন কলেজের ছাত্র। ইনি দশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে লেখাপড়া শিক্ষা করিতে

আরম্ভ করেন। এই স্থানে অধ্যাপক গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ইনি শিক্ষালাভ করেন। পরাঞ্জপ্যে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষায় সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন এবং "বি. এস্‌সি." উপাধি প্রাপ্ত হইয়া বিলাত যাত্রা করেন। তথায় কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত শাস্ত্রের সর্বোচ্চ সিনিয়ার র‍্যাংলার পরীক্ষায় সর্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ত্রয়োবিংশ বৎসর মাত্র বয়সে ইনি গণিতের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি উচ্চ সম্মান। ইনি বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অল্প বৃত্তিতে ফার্গুসন কলেজে শিক্ষাদানরূপ মহাব্রত গ্রহণ করেন। ইহার স্থায় স্বার্থত্যাগী, স্বদেশ-প্রেমিক, চরিত্রবান্ পুরুষ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি পাশ্চাত্য গণিতশাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত। দেশীয় ফার্গুসন কলেজে মাত্র ৭৫৲ টাকা বেতনে ইনি অধ্যাপকপদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি এই কলেজের অধ্যক্ষ ও বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় গভর্নমেন্ট-মনোনীত সদস্য ছিলেন। ইনি কৈশর-ই-হিন্দ নামক স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছেন।

রঘুনাথ শিরোমণি—প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ইনি খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীহট্ট জেলায় ইহার জন্ম; ইহার মাতা দারিদ্র্যপীড়নে পীড়িত হইয়া দেশত্যাগ করেন, এবং নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। যাহাই হউক, রঘুনাথ সার্বভৌমের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। অসাধারণ প্রতিভাবলে রঘুনাথ অল্পদিনের মধ্যেই স্থায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়া উঠিলেন। চৈতন্যদেব ইহার সহপাঠী ছিলেন, উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সৌহৃদ্য জন্মিয়াছিল। স্থায়ের পাঠ শেষ করিয়া রঘুনাথ উপাধিলাভের জন্য মিথিলায় গমন করেন। তৎকালে মিথিলারই স্থায়ের উপাধিদানের ক্ষমতা ছিল। রঘুনাথ স্থায়শাস্ত্রের তর্কে প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে পরাজিত করিয়া 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন, এবং এরূপ নিয়ম সংস্থাপন করিয়া আসেন যে, অতঃপর উপাধিলাভের জন্য বঙ্গদেশ-বাসীকে আর মিথিলায় আসিতে হইবে না, নবদ্বীপই উপাধি দান করিতে পারিবে। রঘুনাথ বুৎপত্তিবাদ, প্রামাণ্য-বাদ, ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি, অবয়বগ্রন্থ, পক্ষতা, স্থায়কুসুমাঞ্জলি, লীলাবতী টীকা প্রভৃতি ৩৮ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহার লোকান্তরপ্রাপ্তি হয়।

রঘুপতি—শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

রঘুবংশ—১। রঘুরাজার বংশ, রঘুকুল। ৬তৎ। বি; পু। ২। কালিদাসপ্রণীত মহাকাব্য বিঃ। রঘুর বংশ বর্ণিত হইয়াছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

রঘুবর, রঘুশ্রেষ্ঠ—শ্রীরামচন্দ্র। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি; পু।

রঘুমণি—রঘুবংশীয়গণের শ্রেষ্ঠ, রঘুকুলের রত্ন-স্বরূপ; শ্রীরামচন্দ্র। রঘুর (রঘুবংশের) মণি (মণিস্বরূপ), ৬তৎ। বি; পু।

রঙ—'রং' দ্রঃ।

রঙানো, রঙ্গানো—রঞ্জিত করা, রং দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

রঙিন, রঙীন, রঙ্গিন, রঙ্গীন—রঞ্জিত, রংদেওয়া। বাংপ্র। বিণ।

রঙ্গ—১। নাট্যশালা; রণস্থল। রন্‌জ্‌+ঘঞ্ কর্ম। ২। রাগ; নৃত্যগীত অভিনয়াদি। রন্‌জ্‌+ঘঞ্ ভাব। ৩। বর্ণ, রঙ; রঞ্জক দ্রব্য। রন্‌জ্‌+ঘঞ্ করণ। ৪। ধাতু বিঃ, রাং [ইহা লঘুপাক, সারক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য, মেহ, কফ, কৃমি, পাণ্ডু ও শ্বাস-নাশক, নেত্রহিতকর এবং পিত্তবর্ধক। ইহা দেহের পুষ্টিকর, ইন্দ্রিয়সমূহের বলদায়ক]। বি; পু বা স্ত্রী। ৫। ক্রীড়া, কৌতুক, পরিহাস, তামাশা, রসিকতা; রগড়, মজা। বাংপ্র। বি। ৬। সুন্দর, রমণীয়। প্রা কপ্র। বিণ।

রঙ্গচিঙ্গা—চেঙ্গড়া ছেলে, যাহারা দেখিতে ভালবাসে এমন ছেলের দল। প্রা কপ্র। বি। [হাস্যরসিক। বাংপ্র। বিণ।

রঙ্গদার, রংদার—রঙ্গিল, মজাদার;

রঙ্গন—পুষ্প বিঃ। বাংপ্র। বি।

রঙ্গপুর—রঙ্গপুর প্রাচীন হিন্দুরাজ্য কামরূপের পশ্চিম সীমা বলিয়া পরিগণিত ছিল। এখানে মহাভারতোক্ত রাজা ভগদত্তের একটি বিলাসভবন ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৫শ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিল বলিয়া লৌকিক প্রসিদ্ধি আছে। তাহার মধ্যে পৃথুরাজার বংশ প্রথম। তাহার পরে ধর্মপাল নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত পালবংশ এখানে রাজত্ব করে। এই বংশে চারিজন মাত্র রাজা রাজত্ব করেন। তন্মধ্যে রাজা ভবচন্দ্র তৃতীয়। ভবচন্দ্র ও তাঁহার মন্ত্রী গবচন্দ্রের নাম নির্বুদ্ধিতার অবতারস্বরূপে অদ্যাপি জনশ্রুতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। তৃতীয় বংশের তিনটি মাত্র রাজা রাজত্ব করেন; নাম—নীলধ্বজ, চক্রধ্বজ ও নীলাম্বর। গৌড়ের পাঠান নরপতি হুসেন শা নীলাম্বরকে বন্দী করিয়া তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করেন। কিছুকাল পরে রঙ্গপুর কুচবিহার রাজার অধীন হয়। ১৬৮৭ খ্রীঃ আওরঙ্গজেব রঙ্গপুর নিজাধিকারভুক্ত করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ কোম্পানি বাহাদুর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি প্রাপ্ত হইলে, রঙ্গপুর সেই সঙ্গে ইংরাজের অধিকারে আসে।

রঙ্গপ্রিয়—কৌতুকপ্রিয়, যে মজা দেখিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ।

রঙ্গভঙ্গ—কৌতুকজনক ভাবভঙ্গী। রঙ্গ-জনক যে ভঙ্গ (ভঙ্গী), মধ্যপ। বি; পু।

রঙ্গভূমি—নাট্যশালা; রণক্ষেত্র; মল্লস্থল, কুস্তির আড্ডা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রঙ্গমঞ্চ—অভিনয়ভূমি, যে স্থানে নাটকাদির অভিনয় হয়, থিয়েটারের স্টেজ। ৬তৎ। বি; পু।

রঙ্গমহল, রংমহল—রাজা বাদশাহদের বিলাসভবন, বেগমখানা। ফা। বি।

রঙ্গরস—আমোদপ্রমোদ, হাস্যকৌতুক। মধ্যপ। বি; পু।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্ধমান কালনার নিকটবর্তী বাকুলিয়া গ্রামে ১৭৪৮ শকে ১৮২৭ খ্রীঃ ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম রামনারায়ণ বন্দ্যো-পাধ্যায়। মিশনরি স্কুলে ইহার প্রথম শিক্ষা আরম্ভ হয়। পরে ইনি হুগলি কলেজে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি কবিতা রচনায় অনুরাগী ছিলেন। যৌবনে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা ইহার আদর্শ ছিল। ইনি অনেকদিন পর্যন্ত এডুকেশন গেজেটের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কিছুদিন ইনি 'রসসাগর' নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদন করেন। ইংরেজী রচনাতেও ইনি বিশেষ দক্ষ ছিলেন। কিছুকাল ইন্‌কম টেক্সের এসেসর হইয়া পরে ইনি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। ইনি পদ্মিনী, কর্মদেবী এবং শূরসুন্দরী ও কাঞ্চীকাবেরী এই চারিখানি কাব্য রচনা করেন। বিখ্যাত কবি রামশর্মার রচিত প্রসিদ্ধ ইংরাজী কাব্য Willow Drops রঙ্গলালকর্তৃক বাঙ্গালাছন্দে অনুদিত হইয়াছিল। এই অনুবাদের নাম "বিরহ বিলাপ"। অনুবাদকার্যেও ইনি বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন। কেবল কাব্যে নহে, প্রত্নতত্ত্বেও ইনি খ্যাতি অর্জন করেন। কটকে অবস্থানকালে কতিপয় তাম্র-শাসনের আবিষ্কার ও পাঠোদ্ধার করিয়া গভর্নমেন্টের নিকট রঙ্গলাল বিশেষ প্রতিপত্তি পাইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীঃ মে মাসে ইহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়।

রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়—বাঙ্গালার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ লেখক। ২৪ পরগনা নৈহাটীর অধীন রাহুতা গ্রামে ১২৫০ সালে ১৪ই আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়। ইনি একজন সুকবি। মুখে মুখে কবিতা রচনা এবং পাদপূরণ করিতে ইঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। স্কুলের শিক্ষকতাকার্যেই ইনি একপ্রকার জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার প্রণীত শরৎশশী, বিজ্ঞানদর্শক, চিত্তচৈতন্য উদয়, হরিদাস সাধু প্রভৃতি পুস্তকসমূহ একসময়ে অতিশয় আদৃত হইয়াছিল। 'বিশ্বকোষ' নামক যে বৃহৎ অভিধান প্রকাশিত হইয়াছে, ইনিই তাহার প্রথম অনুষ্ঠাতা। ইহার প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগের কিয়দংশ ইঁহারই সম্পাদিত।

রঙ্গশালা, -স্থল - রঙ্গভূমি, অভিনয়স্থল। বি ; স্ত্রী ও ক্লী।

রঙ্গাজীব—শিল্পী বিঃ, নট ; নাট্যকার ; চিত্রকর। রঙ্গ আজীব যাহার, বহু। বি ; পু।

রঙ্গাবতারক, রঙ্গাবতারী (-রিন্)—অভিনেতা, নট। উপতৎ ; রঙ্গ—অব—তৃ (উত্তীর্ণ হওয়া)+ণক, ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী - **রঙ্গাবতারিকা, রঙ্গাবতারিণী**।

রঙ্গালয় নাট্যশালা, নাট্যমন্দির ['নাট্যশালা' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; পু।

রঙ্গিণী—রঙ্গপ্রিয়া, আমোদিনী ; উন্মত্তা। বিণ ; স্ত্রী। [বাংপ্র। বিণ।

রঙ্গিন, রঙ্গীন রঞ্জিত, coloured.

রঙ্গিল, -লা - রঙ্গিন ; রঙ্গদার ; রসিক, ফুর্তিবাজ, মজাদার। বাংপ্র। বি বা বিণ।

রচক—রচনাকারী। রচ্ (রচনা করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রচিকা**।

রচন রচনা (সকল অর্থে)। রচ বা রচি (রচনা করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

রচনা—শ্রেণীপূর্বক বিন্যাস, সাজানো ; নির্মাণ ; গঠন ; স্থাপন ; নিবেশ, গ্রন্থন ; ভূষণ ; যথানিয়মে গদ্যময় বা পদ্যময় বাক্যবিন্যাস ; লিখিত প্রবন্ধাদি। রচ+অন ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

রচনাকৌশল - গঠনচাতুর্য, নির্মাণদক্ষতা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

রচনাপদ্ধতি—নির্মাণপ্রণালী, গঠনরীতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রচনাপ্রণালী—রচনাপদ্ধতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

রচনীয় রচনাযোগ্য। রচ+অনীয় কর্ম।

রচয়িতা (-তৃ) - রচনাকর্তা, রচক ; নির্মাণকর্তা, নির্মাতা, স্রষ্টা। রচি (রচনা করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**রচয়িত্রী**।

রচা—১। নির্মিত ; কল্পিত। বিণ। ২। রচনা করা, নির্মাণ করা, তৈয়ার করা। কপ্র। ক্রি।

রচিত—বিন্যস্ত ; নির্মিত ; গঠিত ; গ্রথিত ; কৃত ; শোভিত ; পরিষ্কৃত। রচ বা রচি (রচনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রজ—ধূলি ; পুষ্পরেণু, পরাগ ; স্ত্রীলোকের যোনি হইতে মাসিক শোণিতস্রাব, স্ত্রীঋতু ; (দর্শনে) গুণ বিঃ, যাহার প্রভাবে দ্বেষ অহংকারাদি জন্মে ['ত্রিগুণ' দ্রঃ]। রন্জ্ (রঙ করা)+অল্ কর্ম। বি ; পু।

রজঃ (রজস্)—রজ (সকল অর্থে)। রন্জ্ (রঙ করা)+অস্ করণ। বি ; ক্লী।

রজক—রঙ্কারক ; ধোপা, ধীবরের ঔরসে তীবরপত্নীর গর্ভে এই জাতির জন্ম। রন্জ্ +ণক কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**রজকী**।

রজকিনী—ধোপানী, রজকী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

রজত—১। রৌপ্য ; স্বর্ণ ; রক্ত ; গজদন্ত ; হ্রদ। রন্জ্ (রঙ করা)+অতক্ কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। শুক্ল, সাদা। বিণ।

রজত-গিরি, রজতাচল, রজতাদ্রি—কৈলাস পর্বত। কর্মধা। বি ; পু।

রজতগিরিনিভ রজত পর্বততুল্য প্রভাবিশিষ্ট, অতি শুভ্র। নিত্য। বিণ।

রজতশুভ্র রূপার ন্যায় সাদা। রজতবৎ শুভ্র, উপমান। বিণ।

রজতাচল, রজতাদ্রি—'রজতগিরি' দ্রঃ।

রজন ১। রঙকরণ। রন্জ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। তার্পিন বাহির করার পর চিড় বৃক্ষের অবশিষ্ট শুষ্ক নির্যাস। বাংপ্র। বি।

রজনি, রজনী রাত্রি, নিশা। রন্জ্+অনি কর্ম, বিকল্পে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

রজনিকর, রজনীকর—নিশাকর, চন্দ্র। রজনিতে বা রজনীতে কর যাহার, বহু। বি ; পু।

রজনিকান্ত, রজনীকান্ত—নিশানাথ, চন্দ্র। ৬তৎ। বি ; পু।

রজনিগন্ধা, রজনীগন্ধা—স্বনামখ্যাত পুষ্প বিঃ, tuberose. রজনিতে বা রজনীতে গন্ধ যে স্ত্রীর, বহু। বি ; স্ত্রী।

রজনিচর, রজনীচর—নিশাচর, রাক্ষস ; চোর ; প্রহরী। রজনিতে বা রজনীতে চরে যে, উপতৎ ; রজনি বা রজনী শব্দ-চর (বিচরণ করা)+টক্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী. -**চরী**।

রজনিমুখ, রজনীমুখ—নিশামুখ প্রদোষ, সন্ধ্যাকাল। রজনির বা রজনীর মুখ (আরম্ভকাল), ৬তৎ। বি ; ক্লী।

রজনী—'রজনি' দ্রঃ।

রজনীকান্ত—'রজনিকান্ত' দ্রঃ।

রজনীকান্ত গুপ্ত—ঢাকা জেলার অন্তর্গত তেওতা গ্রামে ১২৫৬ সালে ২৯শে ভাদ্র বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম কমলাকান্ত গুপ্ত। দেশে বাল্যশিক্ষা শেষ করিয়া এবং ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ৪৲ টাকা বৃত্তি সহ ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। সাত আট বৎসর বয়সে একবার কঠিন জ্বররোগে আক্রান্ত হওয়ায় ইঁহার শ্রুতিশক্তি দুর্বল হইয়া যায়। পাঠ্যাবস্থাতেই ইনি জয়দেবচরিত প্রণয়ন করেন। সাহিত্যসেবাই ইঁহার জীবনের ব্রত এবং উপজীবিকা ছিল। ইনি সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস, আর্যকীর্তি, নবভারত, ভারতপ্রসঙ্গ, ভীষ্মচরিত, বীর মহিমা, প্রতিভা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। বোধবিকাশ, রচনা প্রভৃতি কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য গ্রন্থও ইঁহার রচিত। ১৩০৭ সালে ৩০শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিকালে দুষ্টব্রণরোগে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রজনীকান্ত সেন—কান্তকবি রজনীকান্ত সেন ১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ (১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই) পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গুরুপ্রসাদ সেন। শৈশবকাল হইতেই রজনীকান্তের কবি-প্রতিভা বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রজনীকান্ত সেই বয়স হইতে সংগীতপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। কোথাও কোন সুমধুর সংগীত শুনিলে ইনি সুর তাল সহ তৎক্ষণাৎ উহা কণ্ঠস্থ করিতে পারিতেন। ইনি ব্যায়ামানুশীলনে যত্নবান্ ছিলেন, ক্রীড়াকৌতুকে ইঁহার সহচরদের মধ্যে কেহ ইঁহার সমকক্ষ ছিল না, সন্তরণেও ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন ; পড়াশুনায় ইনি অতি অল্প সময় ক্ষেপণ করিতেন ; অথচ বাৎসরিক পরীক্ষায় প্রায় প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানে থাকিতেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ১০৲ টাকা বৃত্তি সহ উত্তীর্ণ হন। বাঙ্গালা ১২৯০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ ইনি পরিণীত হন। ইঁহার পত্নীও বিদুষী ছিলেন। রজনীকান্তের নৈতিক চরিত্র সকলের আদর্শস্থানীয় ছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত এফ. এ. এবং ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি রাজসাহীতে ওকালতি আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে মৃত্যুর

প্রায় এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত রজনীকান্তের জীবন এক অখণ্ড আনন্দের ধনি ছিল। ইঁহার সংগীত-প্রতিভাই ইঁহাকে অমর করিয়াছে। সংগীত-রচনা ইঁহার পক্ষে এমনই সহজ ও স্বাভাবিক ছিল যে, ইনি অবহেলায় উপেক্ষায় অতি উৎকৃষ্ট সংগীত রচনা করিতে পারিতেন। ইঁহার অন্যতম সর্বজনসমাদৃত সুপ্রসিদ্ধ সংগীত—"তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা" এইরূপেই রচিত হয়। প্রিয় পুত্রের বিয়োগে রজনীকান্তের আর একটি বিখ্যাত গান—"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ" বিরচিত হয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গের সময় রজনীকান্ত ইঁহার অমর সংগীত—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' রচনা করেন। এই একটি গান রচনার ফলে রাজসাহীর পল্লী-কবি রজনীকান্ত সমগ্র বঙ্গের জাতীয় কবি—কান্তকবি রজনীকান্ত হইয়া উঠিলেন।

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন ইঁহার গলার ভিতর সুড় সুড় করিতে আরম্ভ হয়। উহাই ইঁহার ক্যানসার রোগের সূত্রপাত। আট মাস কাল কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন কটেজে চিকিৎসাধীন থাকিবার পর ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র মঙ্গলবার রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকার সময় ইনি মহাপ্রস্থান করেন।

ইনি বাণী, কল্যাণী, আনন্দময়ী, সদ্ভাবকুসুম, অমৃত, বিশ্রাম, অভয়া এই সাতখানি কবিতা ও সংগীত পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুইখানি শিশু-পাঠ্য নীতিকবিতা।

রজনীগন্ধা—'রজনিগন্ধা' দ্রঃ।

রজনীজল—শিশির। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রজনীযোগে—রাত্রিকালে। ৬তৎ। বি; পু, ক্রি-বিণ অর্থে ৭মী বা এ।

রজস্বলা—রজোযুক্তা; রজধর্মবিশিষ্টা, ঋতুমতী। রজস্+বল অস্ত্যর্থে+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [স্ত্রীলোকের দ্বাদশ বৎসর বয়সের পর হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বভাবতঃ প্রতি মাসে যোনিদ্বার দিয়া আর্তব নিঃসৃত হয়। এই আর্তবস্রাবের আরম্ভ দিন হইতে ১৬ দিন পর্যন্ত স্ত্রীজাতির ঋতুকাল, এবং ইহাই গর্ভগ্রহণের উপযুক্ত সময়। ঋতুমতী রমণীর প্রথম হইতে চতুর্থ দিবস পর্যন্ত অহিংসা ও ব্রহ্মচর্যাবলম্বন বিধেয়, পতিসন্দর্শন নিষিদ্ধ, এবং ক্রন্দন, নখচ্ছেদন, অভ্যঞ্জ, অনুলেপন, স্নান, দিবানিদ্রা, দ্রুতগমন, উচ্চশব্দশ্রবণ, উচ্চহাস্য, অধিক পরিশ্রম, বহুভাষিতা ও অধিক বায়ুসেবন নিষিদ্ধ। চতুর্থ দিবসে ঋতুস্নানানন্তর পতি বা পুত্রাদি প্রিয়জনকে দর্শন করা উচিত। কারণ ঋতুস্নানানন্তর যেরূপ পুরুষকে দর্শন করা যায়, তদনুরূপ সন্তান উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঋতুমতী রমণীর আর্তবস্রাব বন্ধ হইলে ভর্তার সহিত উপগত হইবে ('গর্ভাধান' দ্রঃ)।

রজোজনিত—ধূলিজন্ত; রজোগুণজাত; স্ত্রীঋতু হইতে উৎপাদিত। ৩তৎ। বিণ।

রজোদর্শন—আদ্যঋতু; যৌবনাগমে প্রথম ঋতুস্রাব। রজের (রজস্) দর্শন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

রজোবল, রজোরস—অন্ধকার। রজঃ (ধূলি) বল বা রস যাহার, বহু। বি; ক্লী। —দড়ি; বেণী। সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+উ কর্ম, নিপাতনে। বি; স্ত্রী।

—রজ্জুভ্রান্তি, ভ্রমবশতঃ দড়ি বলিয়া বোধ। ৬তৎ। বি; পু।

রঞ্জক—রঙকারক; আনন্দদায়ক, প্রীতিকারক ('প্রজা—')। ণিজন্ত রন্জ্=রঞ্জি (রঙ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**রঞ্জিকা**।

রঞ্জক-ঘর—বারুদ রাখিবার ঘর, বারুদখানা, আগুন ধরাইবার জন্য কামান বন্দুকাদির যে ছিদ্রমুখে বারুদ দেওয়া হয়। বাংপ্র। বি।

রঞ্জন ১। রঙকরণ; সন্তুষ্টকরণ, অনুরাগোৎপাদন; হিঙ্গুল; রক্তচন্দন। ণিজন্ত রন্জ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। রাগজনক, প্রীতিজনক। ...+অন কর্তৃ। বিণ।

রঞ্জনরশ্মি (X-ray)—জার্মান বিজ্ঞানী উইলিয়ম রোণ্টজেন কর্তৃক আবিষ্কৃত আলোকরশ্মি, যাহা দ্বারা জীবদেহের চর্মমাংসের ভিতরে কোন কিছুর অস্তিত্ব ও অবস্থা, আকার ইত্যাদির ফটো নেওয়া যায়। মধ্যপ। বি; পু।

রঞ্জিত—রঙানো, ছোবানো; চিত্রিত; তর্পিত, সন্তোষিত। ণিজন্ত রন্জ্=রঞ্জি (রঙ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রটন, রটনা—বিবরণ; কথন; ঘোষণা, প্রচার; খ্যাতি। রট্ (বলা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে রট্+অন ভাব+আপ্। বি; ক্লী, স্ত্রী।

রটন্তী—মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী। রট্ (বলা)+শতৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। রটন্তী-চতুর্দশী-স্নানে মহাপুণ্য হয়। এই দিনে রাত্রিকালে কালিকা পূজা হইয়া থাকে; ইনি রটন্তী কালিকা নামে প্রসিদ্ধা।

রটা—ঘুষ্ট হওয়া, প্রচার পাওয়া, রাষ্ট্র হওয়া; বাজা, রব করা; প্রার্থনা করা। বাংপ্র। ক্রি।

রটানো—ঘোষিত করা, প্রচার করা, রাষ্ট্র করা। বাংপ্র। ক্রি।

রটিত—ঘোষিত, প্রচারিত; বিবৃত; কথিত; খ্যাত। রট্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রড়—ছুট, দৌড়, দ্রুত প্রস্থান, পলায়ন। প্রা কপ্র। বি।

রণ—১। শব্দ; গমন। রণ্ (শব্দ করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। যুদ্ধ, সমর। রণ্+অল্ অধি। বি; পু বা ক্লী।

রণকৌশল—যুদ্ধের প্রণালী, যুদ্ধকৌশল, যুদ্ধবিষয়ে নৈপুণ্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রণক্ষেত্র—যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রণজয়ী (-জয়িন্)—যুদ্ধজেতা, যুদ্ধে জয়লাভকারী, যুদ্ধ জিতিয়াছে এরূপ। উপতৎ; রণ—জি (জয় করা)+ণিন্ কর্তৃ। অথবা রণজয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

রণজিৎ—সমরবিজয়ী, যুদ্ধজয়কারী। উপতৎ; রণ—জি+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

রণজিৎ সিংজী—ইনি বোম্বে প্রদেশে জামনগরের জামবংশসম্ভূত (Jam of Jamnagar)। ১৮৭২ খ্রীঃ ১০ই সেপ্টেম্বর ইনি কাঠিওয়ারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ বিভাজী জাম কর্তৃক ইনি দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হন। পরে তাঁহার পুত্র জন্মিলে গবর্নমেন্টের অনুমোদনক্রমে দত্তকসম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায় এবং রণজিৎ সিংজী বৃত্তিভোগী হইয়া থাকেন। ইনি প্রথমে ভারতে পরে কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষা করেন। ক্রিকেট খেলায় ইনি অদ্ভুত নৈপুণ্যলাভ করিয়া ইংলণ্ডে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ক্রিকেট খেলার সম্প্রদায় লইয়া ইনি অস্ট্রেলিয়ায় যান এবং সেখানেও বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। ইনি Jubilee Book of Cricket নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন।

রণজিৎ সিংহ—সুপ্রসিদ্ধ শিখবীর ও পঞ্জাবের অধিপতি। ইনি সাধারণতঃ 'পঞ্জাব-কেশরী' নামে খ্যাত। ১৭৮০ খ্রীঃ পঞ্জাবের অন্তর্গত গুজরানওয়ালা নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতে শিখজাতি ভিন্ন ভিন্ন মিসলে (অর্থাৎ সম্প্রদায়ে) বিভক্ত হইয়াছিল। ইঁহার পিতামহ চড়্‌সিংহ সুকর চকিয়া মিসলের অধিনায়ক ছিলেন। চড়্‌সিংহের মৃত্যুর পর রণজিতের পিতা মহাসিংহ উক্ত মিসলের অধিপতি হন। ১৭৯২ খ্রীঃ মহাসিংহের মৃত্যু হইলে অপ্রাপ্তবয়স্ক রণজিৎ পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হন; কিন্তু ইনি অপ্রাপ্তব্যবহার বলিয়া ইঁহার মাতা এবং মহাসিংহের দেওয়ান সর্ববিষয়ে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন।

রণজিৎ মাতাপিতার অতিরিক্ত স্নেহপাত্র ছিলেন। তদুপরি শৈশবে বসন্ত রোগে ইঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। এইসকল কারণে ইঁহার বিদ্যালাভ ঘটে নাই। কিন্তু ইনি বাল্যকাল হইতেই সাতিশয় বুদ্ধিমান্, সাহসী ও পরিণামদর্শী ছিলেন। ইনি দেখিলেন যে, শিখজাতির মিসিলগুলি ভাঙ্গিয়া সমস্ত জাতিকে এক করিতে না পারিলে উন্নতিলাভের আশা নাই। সুতরাং ইনি পিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই ঐ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। ইনি প্রথমতঃ শতদ্রুর পশ্চিমভাগস্থিত মিসিলগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

এই সময়ে পঞ্জাবে আফগানদিগের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল। শিখগণ ইতঃপূর্বে আহমদ শাহ আবদালির সুবাদারকে তাড়াইয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতে আফগান প্রভুত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। রণজিৎ আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া পঞ্জাব নিষ্কণ্টক করিলেন। অতঃপর ইনি লাহোর অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন এবং ১৮০১ খ্রীঃ 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর মাত্র। অতঃপর ইনি রাজ্যবিস্তারের অভিলাষী হইয়া সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন এবং তাহাদিগকে নবপ্রণালীতে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অল্পদিনের মধ্যে খালশাসৈন্য সমরে অজেয় হইয়া উঠিল। ইহার পর ইনি আফগানদিগকে দূরীভূত করিয়া মূলতান হস্তগত করিলেন এবং নানাপ্রকার বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাশ্মীরে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য আফগানেরা প্রাণপণে ইঁহার গতিরোধের চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই বিফল হইল। মহাবীর রণজিৎ বহুকাল পরে ভূতলস্থ নন্দনকাননস্বরূপ কাশ্মীরে পুনর্বার হিন্দু-রাজপতাকা উড্ডীন করিলেন।

অতঃপর রণজিৎ ইউরোপীয় সেনাপতি রাখিয়া আপনার সৈন্যদিগকে পাশ্চাত্ত্য সমরপ্রণালীতে সুশিক্ষিত করিয়া লইলেন, এবং তৎপরে পেশোয়ার জয় করিতে যাত্রা করিলেন। সামান্য একজন হিন্দুর এইরূপ ধৃষ্টতা দেখিয়া আফগানেরা অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইল এবং ইঁহার গতিরোধার্থ দলে দলে অগ্রসর হইল। নওশেরার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যে সাক্ষাৎ হইল। আফগানেরা প্রথমে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করিয়া শিখদিগকে প্রায় পর্যুদস্ত করিয়া তুলিল। তাহা দেখিয়া মহাবীর রণজিৎ স্বয়ং উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে বিপক্ষের ব্যূহভেদ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ফলে মহারাজ রণজিতের জয় হইল।

এইরূপে রণজিৎ সিংহ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুলতান, কাশ্মীর, জম্মু, পেশোয়ার, ডেরা গাজী খাঁ, ডেরা ইস্মাইল খাঁ প্রভৃতি বহু স্থান জয় করিয়া একটি প্রবলপরাক্রান্ত শিখ রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। অতঃপর ইনি শতদ্রুর পূর্বভাগস্থ শিখরাজ্যগুলির প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া ঐ সমস্ত রাজ্যের অধিপতিরা ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ফলে ১৮০৯ খ্রীঃ ইংরেজদের সহিত ইঁহার একটি সন্ধিবন্ধন হয়। রণজিৎ যাবজ্জীবন সে সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন নাই।

১৮৩৯ অব্দের ২৭শে অগস্ট এই বীর-পুঙ্গব কালগ্রাসে পতিত হন, এবং ইঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিশাল পঞ্জাব রাজ্যও উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়। ইঁহার মহিষীর নাম 'ঝিন্দনকুমারী' ও পুত্রের নাম 'দলিপ সিংহ' [ঝিন্দন কুমারী ও দলিপ সিংহ দ্রঃ]।

রণৎ—শব্দায়মান। রণ্ + শতৃ কর্তৃ। বিণ।

রণতরি, -তরী—সমরপোত, যুদ্ধের জাহাজ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রণধীর—যুদ্ধে স্থির, যুদ্ধকালে অচঞ্চল ; বীর। ৭তৎ। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

রণন—শব্দকরণ, ধ্বনন। রণ্ + অনট্ ভাব।

রণনৈপুণ্য- যুদ্ধবিষয়ে দক্ষতা ; সংগ্রাম-পটুতা। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

রণবাদ্য—সমরবাদ্য, যুদ্ধের বাজনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রণবেশ—যুদ্ধের পরিচ্ছদ, যুদ্ধোপযোগী সাজসজ্জা। ৬তৎ। বি ; পু।

রণমুখো—যুদ্ধক্ষেত্রে গমনোদ্যত। বাংপ্র। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

রণযাত্রা—যুদ্ধযাত্রা, যুদ্ধার্থ গমন। ৪তৎ।

রণরঙ্গ—যুদ্ধব্যাপার ; যুদ্ধরূপ আমোদ। রূপক। বি ; পু।

রণরঙ্গিণী—যুদ্ধোন্মত্তা, যুদ্ধে ব্যাপৃতা। রণরঙ্গ + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রণশয্যা—যুদ্ধস্থলরূপ বিছানা। রূপক। বি ; স্ত্রী।

রণসংকুল—১। ঘোরতর যুদ্ধ, তুমুল সংগ্রাম। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ২ যেখানে চতুর্দিকে যুদ্ধ চলিতেছে এমন ৬তৎ। বিণ [বি ; স্ত্রী

রণসজ্জা—যুদ্ধের বেশ, সমরসাজ। ৬তৎ

রণসাজ—যুদ্ধসজ্জা, যুদ্ধের বেশ বাংপ্র। বি। [বি ; স্ত্রী

রণস্থল—যুদ্ধক্ষেত্র, রণভূমি। ৬তৎ

রণাঙ্গন—সমরভূমি, যুদ্ধক্ষেত্র। রণের অঙ্গন, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রণিত—১। ধ্বনিত, শব্দিত। রণ্ (শব্দ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ধ্বনি, শব্দ। রণ্ + ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

রণ্টজেন (Rontgen, Conrad Wilhelm—১৮৪৫—১৯২৩ খ্রীঃ)। বিখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রণ্টজেন-রশ্মি (এক্স-রে) আবিষ্কার করেন।

রণ্ড- ধূর্ত ; ধর্মহীন ; আশ্রমবিহীন ; বন্ধ্যা, অজাতাপত্য ; অজাতফল ; ষাঁড়া (গাছ)। রম্ (ক্রীড়া করা) + ড কর্তৃ। বিণ।

রণ্ডা—১। ধূর্তা, বন্ধ্যা ইত্যাদি। রণ্ড + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বিধবা (ইহারই অপভ্রংশে চলিত কথা 'রাঁড়' হইয়াছে) ; বেশ্যা। বি ; স্ত্রী।

রত—১। অনুরক্ত, আসক্ত ; নিযুক্ত। রম্ (ক্রীড়া করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। রতি, রমণ। রম্ + ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

রতন—রত্ন। বাংপ্র। বি।

রতি ১। ক্রীড়া ; অনুরাগ ; প্রীতি ; সন্তোষ ; রমণ, সুরত। রম্ (রমণ করা) + ক্তি ভাব। ২। কামপত্নী (হরকোপা-নলে মদন ভস্মীভূত হইলে ইনি দেবা-দেশে শম্বর দৈত্যের আলয়ে মায়াবতী নাম ধারণপূর্বক অবস্থিতি করিয়া-ছিলেন)। রম্ + ক্তিচ্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। ৩। সূক্ষ্ম পরিমাণ বিঃ, এক কুঁচপরিমাণ, চুঁড় তোলা ; অত্যল্প মাত্রা। <রত্তি। বি।

রতিকুহর, রতিগৃহ, রতিমন্দির—স্ত্রীলোকের যোনি, ভগ। ৬তৎ। বি ; পু।

রতিক্রিয়া—স্ত্রীপুরুষের যৌন সম্ভোগ, মৈথুন। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

রতিগুরু—ভর্তা, স্বামী। ৬তৎ। বি ; পু।

রতিগৃহ 'রতিকুহর' দ্রঃ।

রতিপতি, রতিপ্রিয়—কামদেব, মদন। ৬তৎ। বি ; পু।

রতিবন্ধ—১৬ প্রকার রমণবন্ধ বিঃ। ৬তৎ। বি ; পু।

রত্তি—১। গুঞ্জাফল ; কুঁচ ; পরিমাণ বিঃ, রতি। রদ্ + ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী। ২। অত্যল্প পরিমাণ, বিন্দু, ফোঁটা। বাংপ্র। বি।

রত্ন—মণি মুক্তা স্বর্ণ প্রভৃতি বহুমূল্য বস্তু ; মাণিক্য [ধনার্থী লোকের আনন্দ বিধান করে বলিয়া মণিমাণিক্যাদি রত্ন নামে অভিহিত। রত্ন প্রস্তরজাতীয় ও মুক্তাদি ভেদে দুই শ্রেণীর। রত্ন ৯ প্রকার, যথা—হীরক, পদ্মরাগ, পান্না, পোখরাজ, নীলকান্ত, গোমেদ, বৈদূর্য, মুক্তা ও প্রবাল] ; বস্ত্র ; শ্রেষ্ঠ বস্তু ; স্ব স্ব জাতি মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। ণিজন্ত রম্ বা রমি (রমণ করা) + ন কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

রত্নখচিত—মণিমুক্তাদি দ্বারা জড়িত, মণি-মাণিক্য-বসানো। ৩তৎ। বিণ।

রত্নগর্ভ—সমুদ্র ; কুবের। রত্ন আছে গর্ভে যাহার, বহ। বি ; পুং।

রত্নগর্ভা—বসুন্ধরা, পৃথিবী ; সৎপুত্রবতী জননী। রত্ন গর্ভে যে স্ত্রীর, বহ। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

রত্নজীবী (-বিন্)—রত্নবণিক্, মণিকার। উপতৎ ; রত্ন—জীব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পুং।

রত্নত্রিতয়—(জৈনধর্মে) সম্যক্ দৃষ্টি, জ্ঞান ও চরিত্র—এই তিন ; (বৌদ্ধমতে) বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ—এই তিন। বি ; ক্লী।

রত্নদ্বীপ—প্রবালদ্বীপ, coral Island. রত্নখচিত যে দ্বীপ, মধ্যপ। বি ; পুং বা ক্লী।

রত্নপ্রসূ—১। রত্নপ্রসবকারিণী, মণি-মাণিক্যাদির উৎপাদিকা ; সৎপুত্রজননী। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।

রত্নপ্রসূত—১। রত্নজাত, রত্ন হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। ২। রত্নোৎপাদক। রত্ন প্রসূত যৎকর্তৃক, বহ। বিণ।

রত্নপ্রসূতি—১। রত্নপ্রসবকারিণী। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী। ২। শুক্তি। বি ; স্ত্রী।

রত্নবণিক্ (-ণিজ্)- রত্নব্যবসায়ী, জহুরী, মণিক র। ৬তৎ। বি ; পুং।

রত্নমণ্ডিত—রত্নখচিত। ৩তৎ। বিণ।

রত্নময়—মণিময়, মণিমুক্তাদি দ্বারা নির্মিত, রত্নখচিত। রত্ন শব্দ + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী— **রত্নময়ী**।

রত্নসূ—১। রত্নপ্রসবকারিণী। উপতৎ ; রত্ন শব্দ—সূ (প্রসব করা) + কিপ্ কর্তৃ। বিণ ; স্ত্রী। ২। বসুন্ধরা, পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।

রত্নাকর—১। রত্নের খনি ; সমুদ্র। রত্নের আকর, ৬তৎ। বি ; পুং।

২। (কৃত্তিবাসী রামায়ণে) রামায়ণ-কার মহামুনি বাল্মীকির পূর্ব নাম। কথিত আছে যে, রত্নাকর প্রথমে দস্যুবৃত্তি করিত এবং কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক, পথিক দেখিলেই তাহার প্রাণসংহার করিয়া তাহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিত। একদা মহর্ষি নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রত্নাকর লগুড়হস্তে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। নারদ কহিলেন, 'তুমি আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? আমি তোমার কি ক্ষতি করিয়াছি?' দস্যু উত্তর করিল, 'তুমি আমার কোন ক্ষতি কর নাই সত্য, কিন্তু দস্যুতাই আমার ব্যবসায় ; আমি এইরূপে পথিকদিগের প্রাণসংহার করিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠন করি এবং তদ্দারা পরিজনবর্গের ভরণপোষণ নির্বাহ করিয়া থাকি।' নারদ বলিলেন, 'তুমি এই যে ব্রহ্মহত্যাদি গুরুতর মহাপাতক করিতেছ, যাহাদের জন্য করিতেছ, তাহারা কি ইহার অংশ গ্রহণ করিবে?' দস্যু তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, 'কেন করিবে না? অবশ্যই করিবে ; ইহার জন্য যদি আমাকে দুস্তর নরকে যাইতে হয়, তাহারাও আমার অনু-গমন করিবে।' নারদ সহাস্যবদনে কহি-লেন, 'ভাল, জানিয়া আইস দেখি, তাহারা সত্য তোমার পাপের ভার গ্রহণ করিবে কি না।' পাছে পলাইয়া যান, সেইজন্য রত্নাকর নারদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে উপস্থিত হইল। সে প্রথমতঃ স্বীয় জনকজননীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমি যে প্রতিদিন দস্যুতা ও নরহত্যা করিয়া তোমাদের ভরণপোষণ নির্বাহ করিতেছি, তোমরা আমার সে পাপের ভাগ লইবে তো?' তাহারা উত্তর করিল, 'তুমি যখন শিশু ও কর্মাক্ষম ছিলে, আমরা তখন তোমার লালনপালন করিয়াছি। এক্ষণে আমরা বৃদ্ধ ও কর্মাক্ষম হইয়াছি ; আমা-দিগকে ভরণপোষণ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। তুমি যেরূপে পার তোমার কর্তব্য পালন করিবে। তজ্জন্য আমরা তোমার পাপের ভাগ লইতে গেলাম কেন?' তখন রত্নাকর স্ত্রীর নিকট যাইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিল। স্ত্রী উত্তর করিল, 'আমি তোমার ভার্যা অর্থাৎ ভরণীয়া। তুমি যে উপায়ে পার, আমার ভরণপোষণ নির্বাহ করিবে ; ইহাই তোমার কর্তব্য। আমি তো তোমাকে পাপ করিতে বলিয়া দিই নাই, তবে আমি তোমার পাপের অংশ কেন গ্রহণ করিব? বরং তুমি যদি পুণ্য কর, তাহা হইলে আমি অবশ্যই তাহার ভাগ লইব।' অতঃপর দস্যু পুত্রের নিকট গমন করিয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিলে পুত্র উত্তর করিল, 'আমি এক্ষণে শিশু ও কর্মা-ক্ষম ; তুমি আমার জন্মদাতা ; সুতরাং আমার লালনপালন করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। আবার তুমি যখন বৃদ্ধ ও কর্মাক্ষম হইবে, তখন আমি তোমার ভরণপোষণ নির্বাহ করিব। এরূপ অবস্থায় আমি তোমার পাপভাগী হইব কেন?'

রত্নাকর পরিজনবর্গের নিকট এবম্প্রকার উত্তর পাইয়া অতি দীনচিত্তে ও বিষণ্ণবদনে নারদের নিকট প্রত্যাগত হইল এবং ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া ও তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া কহিল, 'ঠাকুর, আমার গতি কি হইবে?' তখন নারদ দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া তাহার কর্ণে রাম-নাম-মন্ত্র প্রদান করিলেন এবং যোগসাধনের উপায় বলিয়া দিলেন। কিন্তু আজন্ম পাপকার্যে অভ্যস্ত নিরক্ষর দস্যুর রসনা 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিতে অসমর্থ হইল। সে যতই 'রাম রাম' বলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই তাহার মুখ দিয়া 'আম আম শব্দ' নির্গত হইতে লাগিল। তখন নারদ তাহাকে 'ম-রা ম-রা' এইরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পরামর্শ দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রত্নাকর তাহাই করিতে লাগিলেন। ইনি ষষ্টিসহস্র বৎসর নিরা-হারে একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল এক স্থানে থাক'য় ইহার সর্বাঙ্গ বল্মীকে সমাবৃত হইল। অনন্তর ইনি সিদ্ধি লাভ করিলেন এবং বল্মীকস্তূপ ভেদ করিয়া উত্থিত হওয়ায় বাল্মীকি নামে খ্যাত হইলেন।

রত্নাচল- দানার্থ মণিময় পর্বত। রত্ননির্মিত যে অচল, মধ্যপ। বি ; পুং।

রত্নাবলী—রত্নহার ; রত্নশ্রেণী ; বৎসরাজ-পত্নী ; শ্রীহর্ষপ্রণীত নাট্যগ্রন্থ বিঃ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রত্নাভরণ—১। মণিময় অলংকার জড়োয়া গহনা। রত্ননির্মিত যে আভরণ, মধ্যপ। ২। মণিমাণিক্য এবং অলংকার। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী। [বি ; পুং।

রত্নালংকার—রত্নাভরণ (সকল অর্থে)।

রত্নি—মুটম হাত ; কনুই অবধি বদ্ধমুষ্টি হস্তাগ্র পর্যন্ত পরিমাণ। ঋ (গমন করা) + ক্তি কর্তৃ। বি ; পুং বা স্ত্রী।

রথ—স্যন্দন ; যুদ্ধযান ; শকটাদি যান ; বিমান ('পুষ্পক—') ; শরীর ; চরণ ; বেতসবৃক্ষ। রম্ (ক্রীড়া করা) + ক্থন্ করণ। বি ; পুং।

রথকর, রথকার—রথনির্মাতা ; সূত্রধর জাতি বিঃ। রথ করে যে, উপতৎ ; রথ শব্দ—কৃ (করা) + ট, ষণ্ কর্তৃ। বি ; পুং।

রথযন্তা (-ন্তৃ)—রথের নিয়ামক, সারথি ("কেবল থাকহ তুমি রথযন্তা হ'য়ে"—কাশীরাম)। ৬তৎ। বি ; পুং।

রথযাত্রা জগন্নাথের রথে গমন ; আষাঢ় মাসের শুক্লাদ্বিতীয়াতে কর্তব্য উৎসব বিঃ। ৩তৎ। বি ; স্ত্রী।

রথাঙ্গ—চক্র, চাকা। রথের অঙ্গ, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

রথাঙ্গপাণি—চক্রধারী, বিষ্ণু। রথাঙ্গ (চক্র) আছে পাণিতে যাঁহার, বহ। বি ; পুং। [বিণ।

রথারূঢ়—রথারোহী, রথে উপবিষ্ট। ২তৎ।

রথারোহী (-হিন্)—১। রথস্থ যোদ্ধা।

বি ; পু । ২ । রথারূঢ় । রথে আরোহী, ৭তৎ । বিণ ; পু । স্ত্রী—**রথারোহিণী** ।

রথিক, রথিন, রথির—রথারূঢ় ব্যক্তি ; রথস্বামী ; রথস্থ যোদ্ধা । রথ শব্দ+যথাক্রমে ফিক, ইন, ইর । বি ; পু ।

রথী (রথিন্) রথস্বামী ; রথারোহী ; রথস্থ যোদ্ধা । রথ+ইন্ অস্ত্যর্থে । বিণ বা বি ; পু । স্ত্রী—**রথিনী** ।

রথ্যা—১ । রথসম্বন্ধীয়া । রথ+য+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ । বিণ ; স্ত্রী । ২ । মার্গ, পথ, রাস্তা ; রথসমূহ । বি ; স্ত্রী ।

রথ্‌স্‌চাইল্ড, আনসেল্ম মেয়ার (Rothschild, Anselm Meyer)—(১৭৪৩—১৮১২ খ্রীঃ) । বিখ্যাত ইহুদী ধনী । ফ্রাঙ্কফোর্ট-অন-দি-মেইন-এ জন্ম ।

রদ—১ । দশন, দন্ত । রদ্ (ভেদ করা)+অল্ করণ । বি ; পু । ২ । অগ্রাহ্য, বাতিল, রহিত ; মকুফ ; পরিবর্তন । আ । বি বা বিণ । [৬তৎ । বি ; পু ।

রদচ্ছদ, রদনচ্ছদ—দন্তচ্ছদ, ওষ্ঠাধর ।

রদন—১ । দন্ত । রদ্ (ভেদ করা)+অন করণ । বি ; পু । ২ । ভেদন ; ছেদন ; খনন । রদ্+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

রদী—অকর্মণ্য, বাতিল, বর্জিত, পরিত্যক্ত, খারাপ । আ-মু । বিণ ।

রদী (রদিন্)—দন্তী, হস্তী । রদ (দন্ত)+ইন্ অস্ত্যর্থে । বি ; পু ।

রন-পা—বংশাদির দণ্ড যাহা পায়ে লাগাইলে দ্রুতবেগে যাওয়া যায়, stilt. বাংপ্র । বি ।

রন্তিদেব—বিষ্ণু ; চন্দ্রবংশীয় নৃপ বিঃ । রম্ (রমণ করা)+তিক্ কর্তৃ=রন্তি (রমণকারী) ; রন্তি যে দেব, কর্মধা । বি ; পু ।

রন্ধন—রান্না, পাক । রন্ধ্ (পাক করা)+অনট্ ভাব । বি ; ক্লী ।

রন্ধনকর্তা (-কর্তৃ)—যে রাঁধে, পাচক । ৬তৎ । বিণ বা বি ; পু । স্ত্রী—**রন্ধনকর্ত্রী** । [৬তৎ । বি ; স্ত্রী ।

রন্ধনবিদ্যা—রাঁধিবার কৌশল ; পাকতত্ত্ব ।

রন্ধনশালা—রন্ধনগৃহ, পাকের ঘর ; রান্নাঘর । ৪তৎ বা ৬তৎ । বি ; স্ত্রী ।

রন্ধনাগার—রন্ধনশালা । ৪তৎ বা ৬তৎ । বি ; ক্লী ।

রন্ধিত—কৃতরন্ধন, পক্ব, রাঁধা । রন্ধ্ (পাক করা)+ক্ত কর্ম । বিণ ।

রন্ধ্র—ছিদ্র, গর্ত ; কুক্ষি [জীবদেহে সমুদায়ে পুরুষের ১০টি, স্ত্রীলোকের ১৩টি করিয়া রন্ধ্র আছে । চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা এই তিন অঙ্গে দুইটি করিয়া ৬টি, মুখ, শিশ্ন, গুহ্য ও মস্তক এই চারি স্থানে ৪টি । স্ত্রীলোকের অতিরিক্ত—স্তনদ্বয়ে দুইটি এবং গর্ভপথে একটি] ; দূষণ ; আলস্যাদি ছল ; ত্রুটি, দোষ ; (জ্যোতিষে) লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান, মারাত্মক স্থান । রম্ (ক্রীড়া করা)+ক্বিপ্ ভাব=রম্ ; রম্—ধৃ (ধরা)+ক কর্তৃ । বি ; ক্লী ।

রন্ধ্রগত—লগ্নের অষ্টম স্থানে স্থিত, গোচরস্থ ; মারাত্মক স্থানে অবস্থিত ('—শনি') । ২তৎ । বিণ । [বিণ ।

রপ্ত—অভ্যস্ত ; ধীরে ধীরে আয়ত্ত । আ-মু ।

রপ্তানি—স্বদেশী দ্রব্যের বিদেশে গমন, চালান (বিপরীত শব্দ 'আমদানি') । ফা-মু । বি ।

রপ্তানী—রপ্তানি-করা, বিদেশে চালান-দেওয়া । <ফা 'রফ্‌তনী' । বিণ ।

রপ্তে-রপ্তে—ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ । বাংপ্র । ক্রি-বিণ ।

রফা—খতম, শেষ, অবসান ; শেষ অবস্থা ; বিবাদের অবসান, মিটমাট, আপোষ নিষ্পত্তি । আ । বি । **দফা রফা**—সর্বনাশ ; অত্যধিক হয়রানি বা ক্ষতি ; বিনাশ । [বি ।

রফানামা—আপোষ-নিষ্পত্তি-পত্র । আ-মু ।

রব—শব্দ, ধ্বনি । রু+অল্ কর্ম । বি ; পু ।

রবাব—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, রুদ্রবীণা [ইহার আকৃতি সেতারাদির ন্যায় । প্রভেদ এই যে, ইহার খোল ও দণ্ডটি একটি অখণ্ড কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত এবং খোলটি ছাগাদির পাতলা চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত হয়] । ফা । বি ।

রবার—বৃক্ষবিশেষের আঠা হইতে প্রস্তুত স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট পদার্থ । <ইং 'rubber'. বি ।

রবার্ট, স্যার চেম্বার্স (Sir Chambers Robert, Kt.)—কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব চিফ জাস্টিস বা প্রধান বিচারপতি । ১৭৩৩ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয় । ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম. এ. এবং বি. এসসি. উপাধি লাভ করেন । পরে ১৭৭৪ খ্রীঃ সুপ্রীম কোর্টের চিফ জাস্টিস হইয়া কলিকাতা আসেন, এবং ১৭৯৮ খ্রীঃ অবসর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন । ১৮০৩ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয় ।

রবার্টস্ (লর্ড)—ইনি বীরবংশে জন্মগ্রহণ করেন । ১৮৩২ খ্রীঃ কানপুর নগরে ইঁহার জন্ম হয় । ইঁহার পিতা জেনারেল স্যর অ্যাব্রাহাম রবার্টস্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাদলে কার্য করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন । ইঁহার মাতামহও যোদ্ধা ছিলেন । বিলাতে স্যাণ্ডহার্স্ট এবং পরে এডিস্‌কোম্বিতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কলেজে সামরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৫২ খ্রীঃ ইনি ভারতে ফিরিয়া আসেন । সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি দিল্লীর অবরোধ এবং লক্ষ্ণৌ হইতে শত্রু বিতাড়নে উপস্থিত ছিলেন । এই উপলক্ষে ইনি "ভিক্টোরিয়া ক্রস্" নামক সম্মানসূচক পদক প্রাপ্ত হন । আবিসিনিয়ান অভিযান, লুসাই অভিযান, আফগান যুদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি ব্যাপারে ইনি অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়া ক্রমশঃ নানাবিধ উপাধি সম্মানে বিভূষিত এবং উচ্চতর পদে অধিষ্ঠিত হন । ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি মাদ্রাজের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন । ১৮৮৫ খ্রীঃ ভারতের জঙ্গীলাটের পদে অধিষ্ঠিত হন । ১৮৮৬ খ্রীঃ ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হয় ; সেই যুদ্ধে বিজয়ী হইয়া ইনি "লর্ড" উপাধি প্রাপ্ত হন । ১৮৯২ খ্রীঃ ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত গমন করেন । ১৮৯৮ খ্রীঃ ইনি বুয়ার যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি হইয়া গিয়াছিলেন । সেই সময় ইঁহার একমাত্র পুত্র কলেঞ্জের যুদ্ধে হত হন । দক্ষিণ আফ্রিকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইনি "আর্ল" হইয়াছিলেন । সেই জন্য বৃটিশ পার্লামেন্ট ইঁহাকে ১৪ লক্ষ টাকা প্রদান করেন । তাহার পর ইনি বৃটিশ সেনার প্রধান নায়কের পদে প্রতিষ্ঠিত হন । ১৯০৪ খ্রীঃ ঐ পদ উঠিয়া যায় । বিগত ইউরোপীয় মহাসমরে ইনি বৃটিশ সেনায় প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন । ১৯১৫ খ্রীঃ ইংলণ্ডেশ্বর মহামান্য পঞ্চম জর্জ মহোদয়ের ফ্রান্সের রণক্ষেত্র পরিদর্শনকালে ইনি বেলজিয়মের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন ।

রবাহূত—শব্দ দ্বারা আমন্ত্রিত, অর্থাৎ যথারীতি নিমন্ত্রিত না হইয়াও কোলাহল শ্রবণে স্বয়ম্ অভ্যাগত । রব দ্বারা আহূত, ৩তৎ । বিণ ।

রবি—সূর্য ; আকন্দ গাছ ; নায়ক ; সপ্তাহের বার বিঃ । রু+ই কর্তৃ । বি ; পু ।

রবিকর, রবিকিরণ—সূর্যকিরণ, রৌদ্র । ৬তৎ । বি ; পু ।

রবিকান্ত—সূর্যকান্তমণি । রবি হইয়াছে কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু ; বা রবির ন্যায় কান্ত (কমনীয়), মধ্যপ । বি ; পু ।

রবিশস্য—গোধূম-যব-কলায়াদি বসন্তকালের ফসল । বাংপ্র । বি ।

রবিচ্ছবি—সূর্যের দীপ্তি ; সূর্যের শোভা । ৬তৎ । বি ; স্ত্রী ।

রবিজ—যম ; শনি ; সুগ্রীব ; সাবর্ণি ও বৈবস্বত মনু । উপতৎ ; রবি (সূর্য)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ । বি ; পু ।

রবিজা—সূর্যের কন্যা, যমুনা । রবিজ শব্দ+আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

রবিতনয়, রবিনন্দন, রবিসুত—সূর্যের পুত্র। রবিজ (সমস্ত অর্থে)। ৬তৎ। বি; পু।

রবিতনয়া, রবিনন্দিনী, রবিসুতা—সূর্যের কন্যা, যমুনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রবিনাথ—পদ্ম। রবি (সূর্য) নাথ (কান্ত) যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

রবিবর্মা (রাজা)—১৮৪৮ খ্রীঃ মে মাসে ত্রিবান্দ্রাম শহরের সন্নিকটে কিলিমানুর গ্রামে রবিবর্মার জন্ম হয়। পুরুষানুক্রমে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপরিবারের সহিত রবিবর্মার পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ চলিয়া আসিতেছে। এই পরিবার ত্রিবাঙ্কুররাজ-প্রদত্ত জায়গীরভোগী। বাল্য হইতে রবি চিত্রানুরাগী, ১৩ বৎসর বয়সে রবি ত্রিবাঙ্কুরে গমন করেন। তখনকার মহারাজ সেই অল্প বয়সে অঙ্কিত ইঁহার হস্তের চিত্র কয়খানি পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হন এবং ইঁহাকে চিত্রণ-কার্যে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন। ১৮ বৎসর বয়সে রবিবর্মা মহারাজের এক ভগিনীকে বিবাহ করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ থিয়োডোর জেনসেন নামে একজন ইংরেজ চিত্রকর রাজদরবারে উপস্থিত হন। তিনি রাজ-পরিবারের চিত্র অঙ্কন করেন। এই সময় রবিবর্মা তাঁহার নিকট তৈলচিত্র অঙ্কন শিক্ষা করেন। ইতঃপূর্বে ইনি জলমিশ্রিত বর্ণে (Water-colour) অঙ্কন করিতেন। ১৮৭৩ খ্রীঃ মাদ্রাজে একটি ললিত-কলা-প্রদর্শনী হয়। উহাতে রবিবর্মার অঙ্কিত দুইখানি চিত্র প্রেরিত হয়। সেই প্রদর্শনীতে ইনি তখনকার গভর্নর লর্ড হোবার্টের প্রদত্ত একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৮৭৫ খ্রীঃ যখন বর্তমান ভারতসম্রাট্ যুবরাজরূপে ভারতে আগমন করেন, তখন ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজ তাঁহাকে রবিবর্মাকৃত চিত্র উপহার দেন। যুবরাজ চিত্রদর্শনে চিত্রকরের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পর বৎসর মাদ্রাজ প্রদর্শনীতে রবিবর্মা "শকুন্তলা-পত্র-লেখন" চিত্র প্রেরণ করেন ও প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হন। কিছুদিন পরে ইঁহার "সীতার পরীক্ষা" চিত্র দেখিয়া স্যার তাঞ্জোর মাধব রাও মোহিত হন ও বরোদার গাইকোবাড়ের জন্য তৎক্ষণাৎ উহা ক্রয় করেন এবং নিজের জন্য "একটি নেয়ার বালিকা বেহালায় সুর বাঁধিতেছে" এই মর্মের একখানি চিত্র ক্রয় করেন। শেষোক্ত চিত্রখানি ১৮৮০ খ্রীঃ পুনা প্রদর্শনীতে প্রদত্ত হয় ও চিত্রকর গাইকোবাড়ের প্রদত্ত স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। তখনকার বোম্বের গভর্নর স্যার জেমস্ ফার্গুসনের জন্য উহার একটি প্রতিলিপি অঙ্কিত হয়। ১৮৮১ খ্রীঃ গাইকোবাড়ের অভিষেকে নিমন্ত্রিত হইয়া রবিবর্মা বরোদায় গমন করেন এবং সেখানে চারি মাস অবস্থান করিয়া রাজপরিবারের সকলের চিত্র আঁকেন। তাহার পর ভবনগর ও মহীশূরে গমন করিয়া তত্রত্য রাজপরিবারবর্গের চিত্র অঙ্কন করেন। মহীশূরের মহারাজ অন্যান্য উপহারের সহিত চিত্রকরের উচ্চ মর্যাদাজ্ঞাপক দুইটি সুন্দর হাতী প্রদান করেন। কলিকাতার আন্তর্জাতিক (Calcutta International) ও লণ্ডনের ভারতীয় ঔপনিবেশিক (India and Colonial) প্রদর্শনীতে রবিবর্মা রৌপ্যপদক ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। ১৮৮৮ খ্রীঃ রবিবর্মা গাইকোবাড়ের নূতন প্রাসাদের জন্য রামায়ণ ও মহাভারত হইতে নির্বাচিত ১৪টি চিত্র অঙ্কন জন্য আদিষ্ট হন। ১৮৯০ খ্রীঃ গাইকোবাড়ের আদিষ্ট চিত্রগুলি বরোদায় প্রেরিত এবং তথায় কয়েক দিন প্রকাশ্য স্থানে প্রদর্শিত হয়। ছবিগুলি সাধারণের প্রীতিকর হইয়াছে দেখিয়া রবিবর্মা বোম্বায়ে একটি লিথোগ্রাফিক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন এবং তথা হইতে নিজের চিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারে নানাবর্ণে মুদ্রিত করিয়া সর্বসাধারণের সুপ্রাপ্য করেন। ভারতবর্ষের জীবনব্যাপার বিষয়ক দশখানি চিত্র আঁকিয়া রবিবর্মা চিকাগো আন্তর্জাতিক (Chicago International) প্রদর্শনীতে প্রেরণ করেন এবং তথা হইতে দুইটি পদক ও প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। ১৯০৭ খ্রীঃ রবিবর্মার মৃত্যু হয়। ইনি অতিশয় বিনয়ী, ধীরপ্রকৃতি ও দানশীল লোক ছিলেন। এই মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তি এ দেশে চিত্রবিদ্যাকে এক নূতন জীবন দান করিয়া গিয়াছেন। [বা পু।

রবিবাসর—রবিবার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রবিশস্য—রবিখন্দ (তাহা দ্রঃ)। রবিপক্ব যে শস্য, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

রবি-সুত—'রবি-তনয়' দ্রঃ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র। জন্ম—বাঙ্গালা ১২৬৮ সাল, ২৫শে বৈশাখ। শৈশবে বাড়ির একজন পুরাতন ভৃত্যের সুর করিয়া রামায়ণ পাঠ শ্রবণে পঞ্চম বর্ষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সুর করিয়া রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। কলিকাতা নর্মাল স্কুলে পাঠকালে নবমবর্ষের বালক রবীন্দ্রনাথ কবিতা রচনা করিয়া শিক্ষকগণের প্রশংসাভাজন হন। এখানে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি পিতার সহিত প্রথমে বোলপুরে পরে ডালহাউসী পাহাড়ে কিছুদিন অবস্থিতি করেন। এই সময়ে ইনি পিতার নিকট জ্যোতিষ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ শিক্ষা করেন। অনন্তর ইঁহার মধ্যম ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল আমেদাবাদে গিয়া কিছুদিন থাকেন। সেই সময়ে ইনি ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তখন ইঁহার বয়স ১৬ বৎসর মাত্র। এই সময়েই ইনি ভারতীয় পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর ইনি লণ্ডন নগরে যাইয়া ইউনিভার্সিটি কলেজে কিছুদিন ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা করেন। উত্তরকালে আর একবার ইউরোপে গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অসামান্য। কি গীতিকাব্যে, কি উচ্চ ভাবাত্মক কবিতায়, কি নাটক উপন্যাস প্রণয়নে, কি সাহিত্য, সমাজ, বা রাজনীতিবিষয়ক প্রবন্ধে, রবীন্দ্রনাথ সমভাবে প্রতিষ্ঠাপন্ন। ইঁহার রচিত গ্রন্থ বিস্তর। তাহার মধ্যে কয়েকখানির নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল—বৌ-ঠাকুরাণীর হাট, রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, রাজা ও রাণী, মানসী, কড়ি ও কোমল, বিসর্জন ইত্যাদি ইত্যাদি। ইনি বঙ্গদর্শন (নবপর্যায়) পত্রিকার কিছুদিন সম্পাদকতা করেন। ইঁহার রচনাগুলি সাধারণে অতি আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। ইঁহার সংগীতশক্তিও অল্প নয়। নিজের রচিত অনেকগুলি গান, নিজেই স্বরযোজনা করিয়া স্বাভাবিক সুকণ্ঠে গাহিতে এবং তদ্দ্বারা শ্রোতার মনোমুগ্ধ করিতে ইঁহাকে অনেক সময় দেখা গিয়াছে। ইনি যেমন সাহিত্যসেবী, তেমনি স্বদেশভক্ত। ইনি অধিক সময় বোলপুরে অতিবাহিত করেন। সেখানে ইনি অনেকগুলি বালক ও যুবককে প্রাচীন আর্যনীতি অবলম্বনে ধর্ম, নীতি ও সাধারণ বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইঁহার পঞ্চাশবর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্তি উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ প্রমুখ সাহিত্যরথিগণ ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি (১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৪ই মাঘ) রবিবার কলিকাতার টাউন হলে একটি মহতী সভার অনুষ্ঠান করিয়া ইঁহাকে গজদন্তময় পত্রে (প্রাচীন পুঁথির আকারে) ক্ষোদিত অক্ষরে রচিত অভিনন্দন-লিপি প্রদান করেন। অতঃপর ইনি ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে গমন করেন। ইংলণ্ডে ইঁহার "গীতাঞ্জলি" ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হওয়ায় ইঁহার অলৌকিক কবিত্বশক্তির খ্যাতি প্রচারিত হইয়া পড়ে। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ

কবি বিবেচিত হইয়া জগদ্বিশ্রুত "নোবেল" প্রাইজ প্রাপ্ত হন; তাহাতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা ইঁহার হস্তগত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক "ডাক্তার" উপাধিদ্বারা ভূষিত হন, এবং পর বৎসর ৩০শে জুন ভারত গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে নাইট ("স্যর") উপাধি প্রদান করেন। পরে ১৯২০ অব্দে পঞ্জাব প্রদেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের অহেতুক হত্যাকাণ্ডের পর গভর্নমেণ্ট তাহার উপযুক্ত প্রতিবিধান না করায় ইনি গভর্নমেণ্ট-দত্ত "স্যর" উপাধি প্রত্যর্পণ করেন। ইনি ঐ বৎসর শরৎকালে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণে বহির্গত হন। তথায় সর্বজাতি ইঁহাকে বিশেষরূপে অভিনন্দিত করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইনি চীন, জাপান, আমেরিকা ও অন্যান্য অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়া নিজের কীর্তি রাখিয়া আসিয়াছেন। ইনি বোলপুরে প্রাচীন 'নালন্দার' অনুকরণে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রভস—১। বেগ; ঔৎসুক্য; হর্ষ; হঠাৎ; বলাৎকার; অনুতাপ; শোক; পূর্বাপর বিবেচনা; কার্যকারণ নির্ণয়। রভ্ (সবেগে গমন করা ইত্যাদি)+অসচ্ কর্ম। বি; পু। ২। রহস্য; সম্ভোগ; কেলিবিলাস। প্রা কপ্র। বি।

রম—১। রমণ। রম্+অল্ ভাব। ২। কান্ত, পতি; কন্দর্প, মদন। ণিজন্ত রম্=রমি+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। রমণীয়, আনন্দজনক। বিণ।

রমক—কান্ত; জার, উপপতি। রম্ (রমণ করা)+ণক কর্তৃ। বি; পু।

রমজান—মুসলমানী বৎসরের নবম মাস, রোজা পালিবার মাস। আ। বি।

রমণ—১। পতি, স্বামী; কন্দর্প, মদন; গর্দভ; বৃষণ। ণিজন্ত রম্=রমি (রমণ করা)+অল কর্তৃ। বি; পু। ২। প্রিয়। বিণ। ৩। জঘন। রম্+অনট্ অধি। ৪। রতিক্রিয়া, সুরত; ক্রীড়া। রম্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রমণ, চন্দ্রশেখর বেঙ্কট—জন্ম ১৮৮৮ খ্রীঃ। বিখ্যাত বিজ্ঞানী। ত্রিচিনপল্লীতে জন্ম। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পাইয়াছেন।

রমণী—নারী; উত্তমা স্ত্রী। রমি+অনট্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রমণীদুর্লভ—স্ত্রীলোকের দুষ্প্রাপ্য; নারী-মনোহর। ৬তৎ। বিণ।

রমণীয়—সুন্দর, মনোহর। ণিজন্ত রম্ বা রমি (ক্রীড়া করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

"ক্ষণে ক্ষণে যন্নবতামুপৈতি
তদেব রূপং রমণীয়তায়াঃ।"

অর্থাৎ 'যে রূপ প্রতিক্ষণে নবীনত্ব প্রাপ্ত হয়', তাহাই রমণীয়।

রমণীয়তা—মনোহরত্ব। রমণীয়+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

রমণীরত্ন—১। উত্তমা স্ত্রী, বরবর্ণিনী; অনিন্দ্যসুন্দরী। রমণীদিগের মধ্যে রত্ন, ৭তৎ। ২। স্ত্রীরূপ রত্ন। রূপক। বি; ক্লী।

রমণীসুলভ—যাহা নারীজাতিতে সহজেই পাওয়া যায় বা দেখা যায় এমন; স্ত্রীলোকের পক্ষে সহজ বা স্বাভাবিক। ৭তৎ। বিণ।

রমা—১। লক্ষ্মী; প্রিয়া; শোভা; উপপত্নী। ণিজন্ত রম্ বা রমি (ক্রীড়া করা)+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রমণীয়া, রম্যা; আনন্দদায়িকা। বিণ; স্ত্রী। ৩। রমণ করা, বিহার করা, কেলি করা। কপ্র। ক্রি।

রমাকান্ত—মাধব, বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

রমাধর, রমানাথ, -পতি—লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

রমানাথ ঠাকুর (মহারাজ)—জন্ম ১৮০০ খ্রীঃ। ইনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮২৯ খ্রী. ইনি ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের দেওয়ানস্বরূপে কর্ম করেন এবং উক্ত ব্যাঙ্ক উঠিয়া না যাওয়া পর্যন্ত ঐ কর্মে অধিষ্ঠিত থাকেন। বাল্যে ইনি রামমোহন রায়ের ধর্মমতের পোষকতা এবং ব্রাহ্মসভার কার্যের সহায়তা করিতেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপনে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং পরে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ক্রমাগত ১০ বৎসর উক্ত সভার সভাপতি ছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সহযোগিতায় ইনি "ইণ্ডিয়ান রিফর্মার" নামক পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করিয়াছিলেন। "হিন্দু" স্বাক্ষরিত অনেক প্রবন্ধ ইনি "হরকরা" ও "ইংলিসম্যান" পত্রে লিখিতেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরূপে মনোনীত হইয়া সেখানে এরূপ নির্বন্ধসহকারে প্রজাগণের স্বত্বসংরক্ষণের চেষ্টা করিতেন যে, সকলে ইঁহাকে "রায়তের বন্ধু" বলিত। ১৮৭০ খ্রীঃ ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যপদে আসীন থাকেন। ঐ বৎসরে ইনি রাজা উপাধি পান। ১৮৭৫ খ্রীঃ সি. এস. আই. এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ মহারাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮৭৫ খ্রীঃ শেষভাগে কলিকাতা হইতে প্রত্যাগমনকালে যুবরাজ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির সম্মানার্থ স্মৃতিচিহ্নস্বরূপে ইঁহাকে একটি অঙ্গুরীয় দিয়া যান। অনেক সময় রাজকর্মচারিগণ—বিশেষতঃ লর্ড নর্থব্রুক নানা বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ১০ই জুন ইনি দেহত্যাগ করেন।

রমাপ্রিয় ১। বিষ্ণু; নারায়ণ। ৬তৎ। বি; পু। ২। পদ্ম। বি; ক্লী।

রমাবাই (পণ্ডিতা)—জন্ম ১৮৫৮ খ্রীঃ। ইঁহার পিতা অনন্ত শাস্ত্রী মাঙ্গালোর জেলায় বাস করিতেন। বাল্যে তাঁহারই নিকট রমাবাই সংস্কৃত ও ভারতের অনেকগুলি প্রচলিত ভাষায় শিক্ষিতা হন। ১৬ বৎসর বয়সে ইনি মাতাপিতৃহীনা হইয়া ভ্রাতার সহিত ভারতের অনেক দেশ ভ্রমণ করেন এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে চেষ্টান্বিতা হন। কলিকাতার পণ্ডিতগণ ইঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি দিয়াছিলেন। শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্গত লাতু (Latu)-নিবাসী বিপিনবিহারী দাস এম. এ., বি. এল.-এর সহিত রমাবাই পরিণীতা হন। অল্পদিন পরে স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে, রমাবাই সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি পুনা নগরে "আর্যমহিলা সমাজ" প্রতিষ্ঠিত করেন ও ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে সেইখানেই খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিতা হন। ১৮৮৪-৮৬ খ্রীঃ ইনি চেল্‌টেন্‌হ্যামে লেডিজ কলেজে (Ladies' College) সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন; তাহার পরে আমেরিকায় গমন করিয়া Kindergarten প্রণালীর অধ্যাপনা শিক্ষা করেন। অনন্তর বোস্টন নগরে হিন্দুবাল-বিধবার মঙ্গলকল্পে ইনি "রমাবাই এসোসিয়েসন" স্থাপিত করেন (১৮৮৭ খ্রীঃ)। আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ইনি বোম্বাই শহরে বাস করেন এবং সেখানে একটি বিধবা-নিবাস প্রতিষ্ঠিত করেন (১৮৮৯ খ্রীঃ)। পরে ইহাকে পুনা শহরে লইয়া যাওয়া হয়। রমাবাই "The High caste Hindu woman" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তর গমন করেন।

রমিত—ক্রীড়িত; কৃতমৈথুন; রমণপ্রাপিত। ণিজন্ত রম্ (=রমি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রমেশ, রমেশ্বর—লক্ষ্মীপতি, বিষ্ণু। রমার (লক্ষ্মীর) ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

রমেশচন্দ্র দত্ত (R. C. Dutt)—ইনি কলিকাতা রামবাগানের দত্তবংশসম্ভূত। রসময় দত্তের ভ্রাতা পীতাম্বর দত্তের পৌত্র

ও ঈশানচন্দ্র দত্তের মধ্যম পুত্র। ১৮৪৮ খ্রীঃ ১৩ই অগস্ট রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষা দিবার জন্য ইনি, বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইংলণ্ডে যান। ১৮৬৯ খ্রীঃ তিন জনই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। রমেশচন্দ্র পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ রমেশচন্দ্র বঙ্গদেশেই কার্যে নিযুক্ত হন। ১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ ইনি বিভাগীয় কমিশনারের পদে উন্নীত হন। এই উচ্চ পদ বাঙ্গালীর ভিতর রমেশচন্দ্রই প্রথম লাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। কিন্তু সাহিত্য আলোচনা হইতে ইহার অবসর কোন কালেই ঘটে নাই। প্রথমেই ইনি বঙ্গসাহিত্যবিষয়ে রেভাঃ লালবিহারী দে পরিচালিত Bengal Magazine নামক মাসিক পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহার পর মাধবীকঙ্কণ, বঙ্গবিজেতা, জীবনপ্রভাত, জীবনসন্ধ্যা, সংসার ও সমাজ নামক কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ইনি সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া কিছুদিন ইনি লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজে ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপনা করেন। কিছুদিন বরোদার রাজস্বসচিবের পদেও আসীন ছিলেন। বঙ্গসাহিত্যে ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ। "বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ" স্থাপিত হইলে ইনিই তাহার প্রথম সভাপতি হন। ইনি ঋগ্বেদের একখানি বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন। ইহার রচিত ইংরাজী গ্রন্থের মধ্যে কয়েকখানির নাম প্রদত্ত হইল,—Ancient Civilization in India, Lays of Ancient India, Ramayana and Mahabharata in English Verse, Economic History of British India. লর্ড মিন্টোর শাসনকালে যে Decentralization Commission বসে, রমেশচন্দ্র তাহার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ জুন মাসে ইনি বরোদার প্রধান রাজমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হন। দুঃখের বিষয়, পদগ্রহণের অল্পদিন পরে ইনি পীড়িত হইয়া পড়েন, এবং ঐ বৎসরের ২৯শে নভেম্বর (১৩১৬ সালের ১৩ই অগ্রহায়ণ) ইহার দেহত্যাগ ঘটে। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে ইনি স্বীয় গ্রন্থ মাধবীকঙ্কণ অবলম্বনে The slave girl of Agra নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে তাঁহার 'সংসার' উপন্যাস অবলম্বনে The Lake of Palms নামক একখানি ইংরাজী উপন্যাস তৎকর্তৃক রচিত হইয়াছিল। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ প্রমুখ বঙ্গের সাহিত্যিকগণ ইহার স্মৃতিসংরক্ষণার্থ "রমেশ ভবন" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

রমেশচন্দ্র মজুমদার (জন্ম ১৮৮৮ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও অধ্যাপক। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ইহার রচিত কয়েকখানি অমূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে।

রমেশচন্দ্র মিত্র (স্যর)- জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ। ইহার পৈতৃক বাসস্থান দমদমার সন্নিকট রাজারহাট বিষ্ণুপুর গ্রাম। ইনি বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ২১ বৎসর বয়সে সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। উক্ত আদালতে দেড় বৎসর থাকিয়া প্রায় বার বৎসর কাল হাইকোর্টে ব্যবসায় করিয়া তৎকালীন উকিলগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর ইনি হাইকোর্টের অন্যতম জজ স্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৭১ হইতে ১৮৯০ খ্রীঃ পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত হইয়া ইনি বহুলপরিমাণে তীক্ষ্ণধীশক্তি, আইনজ্ঞান ও তেজস্বিতার পরিচয় দেন। এই সময়ের মধ্যে ইনি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে দুইবার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী জজের মধ্যে এ সম্মান ইনই প্রথমে প্রাপ্ত হন। ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার ও Public Service Commission নামক সমিতির অন্যতম সভ্যস্বরূপে কার্য করিয়াছিলেন। ইনি প্রথমে নাইট ও পরে কে. সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। আদালতকে অবজ্ঞা করা অপরাধে যখন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারাধীন হন, তখন কেবল রমেশচন্দ্রই ইহার দণ্ড সম্বন্ধে অন্যান্য জজগণের সহিত ভিন্নমত হন এবং যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ মন্তব্য পাঠ করেন। ১৮৯৯ খ্রীঃ ১৩ই জুলাই বহুমূত্র রোগে ইহার দেহত্যাগ ঘটে।

রমেশ্বর—'রমেশ' দ্রঃ।

রম্ভ—মহিষাসুরের পিতা। রম্ভ্ (আরম্ভ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পুং।

রম্ভা—১। গোধ্বনি। রম্ভ্ (আরম্ভ করা)+অল্ ভাব+আপ্। ২। উত্তর দিক্। রম্ভ্+অল্ অধি+আপ্। ৩। কদলী, কলা; দেবী বিঃ, গৌরী; বেশ্যা। রম্ভ্+অল্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

৪। অপ্সরোবিশেষ। একদা রম্ভা কুবেরতনয় নলকুবরের নিকট গমন করিতেছিল, এমন সময়ে লঙ্কেশ্বর রাবণ ইহাকে বলপূর্বক ধরিয়া ধর্ষণ করে। পরে রম্ভা নলকুবরের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে নলকুবর রাবণকে এইরূপে অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর রাবণ আর কোনও স্ত্রীলোকের অনিচ্ছায় তাহার সহিত রমণ করিতে পারিবে না, করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। এই কারণেই সীতা রাবণের হস্ত হইতে আপনার সতীত্ব ধন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রম্ভোরু—কদলীবৃক্ষের ন্যায় উরুযুগলবিশিষ্টা। রম্ভার ন্যায় উরু যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

রম্য- রমণীয়, সুন্দর, মনোরম; বলজনক। রম্ (রমণ করা)+য অধি। বিণ।

রম্যক—জম্বুদ্বীপের বর্ষ বিঃ। রম্য+কণ্। বি; ক্লী।

রম্যা—১। রমণীয়া। রম্য+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাত্রি; স্থলপদ্মিনী। বি; স্ত্রী। [বি।

রলা—সাল গাছ; সরু সাল কাঠ। বাংপ্র।

রশনা—স্ত্রীলোকের কটিভূষণ, চন্দ্রহার গোট রেট প্রভৃতি; জিহ্বা। রশ্ (শব্দ করা)+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি।

রশা—দড়া, মোটা দড়া; কাছি। বাংপ্র।

রশি- রজ্জু, দড়ি। বাংপ্র। বি।

রশুন—লশুন, কন্দ বিঃ। <রসুন। বি।

রশ্মি রজ্জু; কিরণ; বল্গা, লাগাম; পক্ষ্ম, নেত্রলোম। অশ্ (ব্যাপা)+মি কর্তৃ। বি; পুং।

রস—রসনেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু, কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর এই ছয় প্রকার আস্বাদ; কাব্যশাস্ত্রের সারভূত আস্বাদন—শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত এই নয় প্রকার (কাহারও কাহারও মতে বাৎসল্যও একটি রস, সুতরাং তন্মতে কাব্যরস ১০ প্রকার); নাট্যশাস্ত্রে শান্তরসকে করুণের অন্তর্গত করিয়া আটটি রসের উল্লেখ আছে; মাধুর্যাদি গুণ; নির্যাস; নিস্রাব ('খেজুর —'); ভোগসুখ, আনন্দ; কৌতুক; শুক্রধাতু; দ্রব দ্রব্য; জল; দুধ; সুবর্ণ; অনুরাগ; বিষ; পারদ; পারদঘটিত ঔষধ; রসায়ন; অভিপ্রায়; ভোগ্যবস্তু; দেহস্থ ধাতু বিঃ। [ইহা সর্বদা সর্ব শরীরে বিচরণ করে বলিয়া রস নামে অভিহিত। ভুক্ত দ্রব্য জঠরাগ্নির দ্বারা সম্যক্ প্রকারে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে তাহার সারভাগকে রস বলা হয়। ইহা সর্বাঙ্গসঞ্চারী হইলেও হৃদয়ই ইহার প্রধান অধিষ্ঠান স্থান। ইহা হৃদয়ে উপস্থিত

হইলে তত্রত্য রসবাহিনী ধমনীসকলের দ্বারা প্রবাহিত হইয়া অন্যান্য ধাতু-সমূহের পোষণ কার্য সম্পাদন করে। অতঃপর উহা স্বীয় স্নিগ্ধাদি গুণ দ্বারা সর্ব-শরীরে ব্যাপ্ত হয়। মন্দাগ্নি হেতু ভুক্ত-দ্রব্যের অপাক হইলে তজ্জাত রসও কটু-ভাবাপন্ন হইয়া নানাবিধ রোগের উৎপাদন করিয়া থাকে]। রস্ (আস্বাদন করা) + অল্ কর্ম। বি ; পু।

(১) শৃঙ্গার রস-ইহা আদি রস বলিয়া কথিত। স্ত্রী পুরুষের পরস্পর অনুরাগ হইতে এই রসের উৎপত্তি। অনুরাগ ইহার স্থায়ী ভাব। উত্তমপ্রকৃতির নায়ক নায়িকা এই রসের আলম্বন বিভাব, এবং অনুরাগোদ্দীপক বিষয় ইহার উদ্দীপন বিভাব। অলংকার শাস্ত্রে ইহা শ্যাম বর্ণ ও বিষ্ণুদৈবত বলিয়া কথিত আছে। বীর, করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রস ইহার বিরোধী। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে শৃঙ্গাররসের বহুল উদাহরণ রহিয়াছে।

(২) বীর রস—দয়া, ধর্ম, দান বা যুদ্ধাদি উপলক্ষে উৎসাহ হইতেই বীররসের উদ্ভব। বিজেতব্য ইহার আলম্বন বিভাব ; বিজে-তব্যের চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। উৎসাহ ইহার স্থায়ী ভাব। অলংকার শাস্ত্রে ইহা উত্তমপ্রকৃতি, হেমবর্ণ ও মহেন্দ্রদৈবত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ভয়ানক ও শান্ত রস ইহার বিরোধী। যথা—

"সাজ হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ !
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি।
অরাবণ অরাম বা হবে ভব আজি।"
মেঘনাদ বধ।

(৩) করুণ রস—ইষ্টনাশ, অনিষ্ট পাত, অথবা প্রিয়বিয়োগজনিত শোক হইতে এই রসের উদ্ভব। শোক ইহার স্থায়ী ভাব। শোকের বিষয় ইহার আলম্বন বিভাব এবং শোচ্যবিষয়ের দর্শন শ্রবণ মননাদি ইহার উদ্দীপন বিভাব। শৃঙ্গার ও হাস্যরস ইহার বিরোধী। যথা—

"এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি,
বাক্যহীন পুত্রশোকে ! ঝর ঝর ঝরে
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে,
যথা তরু, তীক্ষ্ণ শর সরস শরীরে
বাজিলে কাঁদে নীরবে।"—
"কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরন্ত রণে,
ধনুর্ধর ! চল ফিরি যাই বনবাসে।
নাহি কাজ প্রিয়তমা সীতায় উদ্ধারি,
অভাগিনী ! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে।
তনয়বৎসলা যথা সুমিত্রা জননী
কাঁদেন সরযূ-তীরে, কেমনে দেখাব
এ মুখ, লক্ষ্মণ ! আমি, তুমি না ফিরিলে
সঙ্গে মোর ?—" মেঘনাদ বধ।

(৪) রৌদ্র রস—ক্রোধ হইতে এই রসের উৎপত্তি। ক্রোধ ইহার স্থায়ী ভাব। শত্রু ইহার আলম্বন বিভাব, এবং শত্রুর চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। অলংকার শাস্ত্রে ইহা রক্তবর্ণ ও রুদ্রদৈবত বলিয়া কথিত হইয়াছে। শৃঙ্গার, ভয়ানক ও হাস্য এই রসের বিরোধী। যথা—

"কি কহিলি বাসন্তি ! পর্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি ?'
মেঘনাদ বধ।

(৫) অদ্ভুত রস—আশ্চর্যজনক বিষয় বা দৃশ্য হইতে উদ্ভূত বিস্ময় ভাব হইতেই অদ্ভুত রসের উৎপত্তি। বিস্ময়ই ইহার স্থায়ী ভাব। অলৌকিক বিষয় বা ব্যাপার ইহার আলম্বন বিভাব এবং ঐ সকল বিষয়ের মহিমাদি উদ্দীপন বিভাব। অলংকার শাস্ত্রে ইহা পীতবর্ণ ও গন্ধর্ব-দৈবত বলিয়া কথিত। ইহার বিরোধী রস নাই। যথা—

"সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কভু,
কভু ঘন ধূমাবৃত সুন্দর কভু বা
সুবর্ণে নির্মিত যেন ! ধাইছে সতত
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি
হাহাকার নাদে কেহ, কেহ বা উল্লাসে।"
মেঘনাদ বধ।

(৬) ভয়ানক রস—ভয় হইতে ইহার উদ্ভব। বিভীষিকা ইহার আলম্বন বিভাব, এবং ভয়জনক চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। অলংকার শাস্ত্রে ইহা কৃষ্ণবর্ণ, কালদৈবত এবং স্ত্রীবৎ নীচপ্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, হাস্য ও শান্ত রস ইহার বিরোধী। যথা—

"এখনও কাঁপে হিয়া মম
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হুঙ্কার।"
মেঘনাদ বধ।

(৭) বীভৎস রস কুৎসিত বিষয়ের প্রতি ঘৃণা হইতে এই রসের উৎপত্তি। কুৎসিত বিষয়ই ইহার আলম্বন বিভাব, এবং তজ্জন্য বিকারাদির বর্ণনা উদ্দীপন বিভাব। অলং-কার শাস্ত্রে ইহা নীলবর্ণ ও মহাকালদৈবত বলিয়া কথিত। শৃঙ্গার রস ইহার বিরোধী। যথা—

"অজীর্ণ ভোজন দ্রব্য উগারি দুর্মতি
পুনঃ পুনঃ দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে।"
মেঘনাদ বধ।

(৮) হাস্য রস—কৌতুকজনক কার্য বা বাক্য হইতে এই রসের উৎপত্তি। হাস্য ইহার স্থায়ী ভাব। হাস্যোদ্দীপক অঙ্গাদিবিকৃতি ইহার আলম্বন বিভাব এবং তদ্বিষয়ক চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। অলংকার শাস্ত্রে ইহা শুভ্রবর্ণ এবং প্রমথদৈবত বলিয়া কথিত। করুণ ও ভয়ানক রস ইহার বিরোধী। যথা—

"—রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে,
বর্বর আইলি তুই এ কনকপুরে ?
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ;
* *
বিধবাদশা কেন ঘটাইবি
আবার তাহার মূঢ় ? দেবর কে আছে
আর তার ?—" মেঘনাদ বধ।
"নির্মাইয়া দিব লঙ্কা যত গেছে পোড়া।
সূর্পণখার নাক কান কিসে যাবে যোড়া ?
অক্ষয় কুমারেরে মেরেছে রামের চরে,
তার স্ত্রী বিধবা হয়ে আছে তোর ঘরে।
যে তোর দারুণ পণ এমন করে কে,
কবে বলবি আমার বধূর স্বামী এনে দে।"
কৃত্তিবাস।

(৯) শান্ত রস—শান্তি বা নির্বেদ হইতে শান্ত রসের উৎপত্তি। শান্তি বা নির্বেদ ইহার স্থায়ী ভাব। অলংকার শাস্ত্রে ইহা উত্তমপ্রকৃতি, কুন্দেন্দুকান্তিবিশিষ্ট এবং নারায়ণদৈবত বলিয়া বর্ণিত। শৃঙ্গার, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক ও হাস্য রস ইহার বিরোধী। যথা—

"কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে।
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,
সাগরতরঙ্গ যথা !" মেঘনাদ বধ।

(১০) বাৎসল্য রস—পুত্রাদির প্রতি স্নেহ হইতে এই রসের উৎপত্তি। স্নেহ ইহার স্থায়ী ভাব। পুত্রাদি ইহার আলম্বন বিভাব, এবং তাহাদের ক্রিয়াদি উদ্দীপন বিভাব। অলংকারশাস্ত্রে ইহার পদ্ম-গর্ভবৎ কান্তিবিশিষ্ট এবং লোক-মাতৃদৈবত বলিয়া কথিত। যথা—

"কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি !
আঁধার হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী
আমার—" মেঘনাদ বধ।

রস—শ্লেষ্মা ; স্ফূর্তি, আমোদ ; সম্বলাদিজনিত অহংকার। বাংপ্র। বি।

রসকরা—চিনির রসে পক্ব নারিকেল-কোরার লাড়ু। বাংপ্র। বি।

রসকর্পূর- পারদঘটিত কর্পূরাকার ঔষধ বিঃ, mercury perchloride. বাংপ্র। বি।

রসকলি—বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদিগের ললাটস্থ পুষ্পকলিবৎ তিলক। বাংপ্র। বি।

রসকষ—রসের বা মিষ্টতার নামগন্ধ ('কথায় —')। বাংপ্র। বি।

রসগর্ভ—১। রসাঞ্জন ; হিঙ্গুল। রস (পারদ) আছে গর্ভে যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী। ২। রসাত্মক, সরস। বিণ।

রসগোল্লা—চিনির রসে পাক-করা ছানার লাড়ু। বাংপ্র। বি।

রসগ্রহ—কাব্যাদি রসের স্বাদ কিংবা ভাবের গ্রহণ। ৬তৎ। বি; পু।

রসঘ্ন—রসনাশক। উপতৎ; রস শব্দ—হন্ (হনন করা)+টক্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রসঘ্নী**।

রসজ্ঞ—সামাজিক; রসিক; স্বাদগ্রাহী; সমঝদার। রস জানে যে, উপতৎ; রস—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

রসজ্ঞতা—স্বাদগ্রাহিতা; রস-উপলব্ধির ক্ষমতা। রসজ্ঞ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

রসতড়কা—শিশুর আক্ষেপ-রোগ বিঃ, convulsion. বাংপ্র। বি।

রসদ—কয়েদী সৈনিক প্রভৃতির নির্দিষ্ট ভোজ্যদ্রব্যাদি, ration. ফা। বি।

রসন—১। আস্বাদন; শব্দকরণ; ধ্বনি। রস্+অনট্ ভাব। ২। জিহ্বা; রান্না। রস্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

রসনা—১। জিহ্বা; রশনা। রস্ (আস্বাদন করা)+অন করণ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। ২। জ্যোৎস্না; কাঞ্চী, মেখলা। রস্ (শব্দ করা)+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রসনায়ক—শিব। ৬তৎ। বি; পু।

রসনেন্দ্রিয়—জিহ্বা। রসনের (আস্বাদনের) ইন্দ্রিয়, ৬তৎ। বি; ক্লী।

রসবড়া—গুড় বা চিনির রসে পক্ব বড়া। বাংপ্র। বি।

রসবড়ি—পারদঘটিত ঔষধ; বিষ ঔষধ। [বাংপ্র। বি।

রসবতী—রসবিশিষ্টা; রসিকা। রসবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

রসবান্ (-বৎ)—রসবিশিষ্ট; সরস; মধুর। রস শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

রসবেত্তা (-ত্তৃ)—রসজ্ঞ, সমঝদার। রস—বিদ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**রসবেত্রী**।

রসভঙ্গ—ভাববিচ্ছেদ; রসের উপভোগে বাধা। ৬তৎ। বি; পু।

রসভরা—রসপূর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

রসভাষ—সরস ভাষা, রসিকতাপূর্ণ বাক্য। মধ্যপ। বি; পু।

রসমঞ্জরী—নায়কনায়িকাভেদক গ্রন্থ বিঃ; বৈষ্ণবদিগের বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বি; স্ত্রী।

রসময়—রসাত্মক; রসস্বরূপ। রস+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**রসময়ী**।

রসময় দত্ত—ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রামবাগান দত্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে Hogue Davidson কোম্পানির আফিসে বুক-কিপাররূপে প্রবেশ করেন। উত্তরকালে ইনি কলিকাতা ছোট আদালতের প্রথম বাঙ্গালী জজের পদে নিযুক্ত হন। ইনি হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ইনি সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাসমিতির সেক্রেটারীর কার্যও কিছুকাল করিয়াছিলেন। রামবাগান দত্তবংশের বিশেষত্ব এই যে, ইঁহার অনেকে খ্রীষ্টান ধর্ম অবলম্বন করেন এবং সকলেই কৃতবিদ্য। রসময় নিজে খ্রীষ্টান ছিলেন না। ইনি পাঁচটি পুত্র রাখিয়া যান।

রসময় মিত্র (রায় বাহাদুর)—১৮৫৯ খ্রীঃ বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়া মহকুমার অধীন চানক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বীরভূম জেলা স্কুল হইতে প্রশংসার সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া হুগলী কলেজে এফ-এ, বি-এ, এম-এ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পাঠ শেষ হইলে ইনি হুগলী নর্মাল স্কুলে গণিতের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তৎপরে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট স্কুলে কার্য করিবার পর পরিশেষে কলিকাতা হিন্দু স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় শিক্ষাকার্যে সুদক্ষ শিক্ষক অল্পই দৃষ্ট হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ ইংরাজী নববর্ষ উপলক্ষে গভর্নমেন্ট ইঁহার সুখ্যাতি করিয়া ইঁহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ১৩ই নভেম্বর ইনি কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রসমরা—শুষ্ক, রসহীন। বাংপ্র। বিণ।

রসরঙ্গ—সরস আমোদ আহ্লাদ; রঙ্গকৌতুক। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

রসরাজ—পারদ; রসাঞ্জন; শ্রীকৃষ্ণ; রসিকশ্রেষ্ঠ। রসসমূহের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

রসশালা—রাসায়নিক পরীক্ষাগার বা কার্যালয়। বি; স্ত্রী।

রসসিন্দুর—পারদজাত ঔষধ বিঃ, হিঙ্গুল, cinnabar. রসজাত সিন্দূর, মধ্যপ। বি; ক্লী। [('শরীর —')। বিণ।

রসস্থ—রসবৃদ্ধিবশতঃ ভারভার বা অসুস্থ

রসা—১। পৃথিবী; জিহ্বা; দ্রাক্ষা। রস্+অ অস্ত্যর্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রসযুক্ত, জলো; অল্প পচা। বিণ। ৩। রসযুক্ত হওয়া, আর্দ্র হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

রসাঞ্জন—রস অর্থাৎ পারদজাত কজ্জল বিঃ, সুর্মা; ধাতু বিঃ। রসজাত যে অঞ্জন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

রসাতল—ষষ্ঠ পাতাল; ভূতল। রসার (পৃথিবীর) তল (অধোদেশ), ৬তৎ। বি; ক্লী।

রসাত্মক—শৃঙ্গারাদি স্থায়ী রস বা ভাববিশিষ্ট। বহু। বিণ।

রসাধিক্য—রসবাহুল্য, রসের প্রাচুর্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রসান—অলংকারাদি মার্জিত করিবার ঘর্ষণ-প্রস্তর; অলংকারাদি বর্ণোজ্জ্বল করিবার নানাদ্রব্যমিশ্রিত জল; বাক্য সরস করিবার নিমিত্ত সংযোজিত শব্দ; উৎসাহজনক বাক্য। বাংপ্র। বি।

রসানো—রসযুক্ত করা, আর্দ্র করা ('মন —')। বাংপ্র। ক্রি।

রসাভাস—রসতুল্য, অনুচিত বিষয়ে রস-বর্ণন, নীচরস। রসের আভাস, ৬তৎ। বি; পু।

রসায়ন—আয়ুর্বৃদ্ধিকর ঔষধ বিঃ; জরা ও ব্যাধিনাশক ভেষজ ["যজ্জরা-ব্যাধি-বিধ্বংসি ভেষজং তদ্রসায়নম্"]; বিষ বিঃ; মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ বিঃ; তক্র, ঘোল; বিদ্যা বিঃ, যে বিদ্যা দ্বারা রূঢ় পদার্থসমূহের গুণ এবং তাহাদের পরস্পর সংযোগবিয়োগাদিতে কিরূপ ক্রিয়া ঘটে বা কি প্রকার দ্রব্যাদির উদ্ভব হয় ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায়, chemistry. রসের (দ্রবদ্রব্যের) অয়ন (গমনাদি) আছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

রসাল—১। আম্র; ইক্ষু; পনস, কাঁঠাল; গোধূম; ইক্ষু বিঃ। রস—আ—লা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। রসযুক্ত, সরস। বিণ।

রসালাপ—রসপূর্ণ কথোপকথন, সরস আলাপ। মধ্যপ। বি; পু।

রসাস্বাদ, -স্বাদন—রসের আস্বাদগ্রহণ, রস উপভোগ। ৬তৎ। বি; পু ও ক্লী।

রসাস্বাদী (-দিন্)—রসের আস্বাদনকারী। রস আস্বাদন করে যে, উপতৎ; রস—আ—স্বাদি+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**রসাস্বাদিনী**।

রসিক—রসজ্ঞ, রসবোধবিশিষ্ট; স্বাদগ্রাহী। রস+ইক জাতার্থে। বিণ।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক—ইনি হিন্দু কলেজের ডিরোজিওর বিখ্যাত ছাত্রগণের অন্যতম। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা সিন্দুরিয়াপটিতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা জাতিতে তিলি। ব্যবসায়-বাণিজ্য ইঁহাদের বংশগত উপজীবিকা। রসিককৃষ্ণের পিতা নবকিশোর মল্লিক সুতার ব্যবসায় করিতেন। কিছুদিন গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা, শুভঙ্করী প্রভৃতি এবং অল্প সূত্রে সামান্য ইংরেজী শিক্ষা করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। সুপ্রীম কোর্টে একটি মকদ্দমায় রসিককৃষ্ণকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইল। শপথের জন্য ইঁহার নিকট তাম্রপাত্রে তুলসী ও গঙ্গাজল আনীত হইলে ইনি উহা স্পর্শ করিতে অস্বীকৃত হন

এবং প্রকাশ্য আদালতে দাঁড়াইয়া বলেন, 'আমি গঙ্গা মানি না'। ইহাতে শহরে হুলস্থূল পড়িয়া যায়। রসিককৃষ্ণ রাজা রামমোহন রায়ের ভক্ত ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার স্মৃতি-সভায় রসিক বক্তৃতা করেন। রসিককৃষ্ণের হিন্দু সংস্কার বিরোধী মতামতের কথা জানিতে পারিয়া ইঁহার জননী ইঁহার মত-পরিবর্তনের বহু চেষ্টা করেন। তাহাতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া কোন অশিক্ষিতা পল্লী-বৃদ্ধার কুপরামর্শে ইঁহাকে 'পাগলা গুঁড়া' সেবন করান। তাহার ফলে রসিককৃষ্ণ অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তখন ইঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া কাশী প্রেরণ করিবার উদ্যোগ হয়। জ্ঞান লাভ করিবার পর কোন-প্রকারে বন্ধনমুক্ত হইয়া পলায়নপূর্বক ইনি চোরবাগানে বাসা করেন। সেই বাসা ডিরোজিও শিষ্যগণের প্রধান আড্ডা হইল এবং হিন্দুর সমাজবন্ধন ভাঙ্গিবার পরামর্শ হইতে লাগিল। ইহার পর রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও অর্থসাহায্যে 'জ্ঞানান্বেষণ' নামক দ্বিভাষিক সংবাদপত্র বাহির হইলে রসিককৃষ্ণ তাহার সম্পাদক হন। রসিককৃষ্ণ কিছুদিন হেয়ার সাহেবের স্কুলে শিক্ষকতা করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পর হিন্দু কলেজের কৃতী ছাত্রদিগকে যখন ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত করা হইতে লাগিল, সেই সময়ে রসিককৃষ্ণও ঐরূপ একটি পদে নিযুক্ত হন। বর্ধমান ইঁহার কার্যক্ষেত্র ছিল।

রসিককৃষ্ণ অতি ধর্মভীরু লোক ছিলেন। কোন প্রকার দুর্নীতিকে ইনি প্রশ্রয় দিতেন না। রাজকার্যে নিযুক্ত থাকার কালে ইনি সকল প্রকার উৎকোচ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করিতেন।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রসিককৃষ্ণ পীড়িত হইয়া কলিকাতায় আসিলে ইঁহার প্রিয় বন্ধু রামগোপাল ঘোষ রসিককৃষ্ণকে ইঁহার কামারহাটীস্থ বাগানবাটীতে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। সেইখানেই ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে উইল করিয়া ইনি রামগোপাল ঘোষ ও প্যারিচাঁদ মিত্রকে ইঁহার বিষয়-সম্পত্তির এক্‌জিকিউটর নিযুক্ত করিয়া যান।

রসিকচন্দ্র রায়—প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার ও সংগীতরচয়িতা। ১২২৭ সালে মাতুলালয় পালাড়া গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামকমল রায়। দশ বৎসর বয়স হইতেই ইনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। ইনি হরভক্তিচন্দ্রিকা, কৃষ্ণপ্রেমাঙ্কুর, বর্ধমান চন্দ্রোদয়, পদাঙ্কদূত, শকুন্তলা বিহার, দশমহাবিদ্যাসাধন প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইনি যাত্রাওয়ালা, কীর্তনওয়ালা, কবি-ওয়ালা প্রভৃতিকে অনেক গান বাঁধিয়া দিতেন। ইঁহার প্রণীত একাদশ খণ্ড পাঁচালী ও বহুসংখ্যক গান আছে। সুপ্রসিদ্ধ কবি দাশরথি রায়ের সহিত ইঁহার অতিশয় সৌহার্দ্য ছিল। ১৩০৭ সালে ইঁহার দেহান্ত হয়।

রসিকতা—আমোদপ্রমোদ, কৌতুক, রঙ্গ-রস, হাস্য বা আদিরসমিশ্রিত হাস্যরসের অবতারণা। বি ; স্ত্রী।

রসিকলাল দত্ত, ডাক্তার, লেফটে-ন্যান্ট কর্নেল (Lieut. Col. Dr. R. L. Dutt)—ইনি জাতিতে সুবর্ণ-বণিক্। হুগলী জেলার আঁটপুর গ্রামে ইং ১৮৪৪ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। রসিকলাল বাল্যে হাবড়ায় থাকিয়া ইংরাজী শিক্ষা লাভ করতঃ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন এবং তিন বৎসর অধ্যয়নের পর তৎকাল-প্রচলিত ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হন। তাহার পর আরও দুই বৎসর অধ্যয়ন করেন। কিন্তু শেষ পরীক্ষা না দিয়াই হাবড়ায় চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিছুদিন পরে এক কুলি-জাহাজের ডাক্তার হইয়া ইনি ট্রিনিদাদ গমন করেন। অতঃপর কোন ইংরাজ ডাক্তারের পরামর্শে আই. এম. এস পরীক্ষা দিবার নিমিত্ত বিলাত গমন করেন; কিন্তু সুযোগাভাবে এবার্ডিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিয়া এম. বি. পরীক্ষা দেন, এবং উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দ্বিতীয়বার বিলাত যান, এবং আই. এম. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী চাকুরি লইয়া দেশে আসেন। ইনি ১৮৯৩ অব্দে মেডিকেল কলেজের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময় ইঁহার হাতযশের খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থাগমও হইতে থাকে। ১৯২৪ অব্দে ৪ঠা এপ্রিল ইঁহার মৃত্যু হয়।

রসিকলাল অতিশয় স্বজাতিবৎসল ও স্বজনপালক ছিলেন। শেষ বয়সে নব-বিধানী মতের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া-ছিলেন। তৎসত্ত্বেও সুবর্ণবণিক্‌দের নিকট কদাচ চিকিৎসার ফি লইতেন না। ইনি বহুসংখ্যক আত্মীয়স্বজনকে প্রতিপালন করিতেন, এবং স্বজাতীয়া বিধবাদিগের সাহায্যার্থে একটি ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়াছিলেন।

রসিকলাল নিজ পত্নী, এক পৌত্র ও দুই পৌত্রী রাখিয়া মহাপ্রয়াণ করেন। পৌত্রটির বিবাহ লর্ড সিংহের কন্যার সহিত হইয়াছে, এবং পৌত্রীদ্বয়ের মধ্যে একটির বিবাহ ডাক্তার করুণাকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সহিত ও অপরটির বিবাহ লর্ড সিংহের এক পুত্রের সহিত হইয়াছে।

রসিকা—রসজ্ঞা, রসবোধবিশিষ্টা, স্বাদ-গ্রাহিণী। রসিক + আপ্। বিণ ; স্ত্রী।

রসিকেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। রসিকগণের বা রসিকাদিগের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

রসিত—১। আস্বাদন ; শব্দ ; মেঘধ্বনি। রস্ (আস্বাদন করা, শব্দ করা) + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। স্বাদিত ; শব্দিত ; স্বর্ণাদি দ্বারা খচিত। রস্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

রসিদ—প্রাপ্তিস্বীকারপত্র, receipt. <ফা 'রসীদ'। বি।

রসুই—অন্নপাক, রান্না। বাংপ্র। বি।

রসুন, রশুন, রসোন মূল বিং, রোস্না, লশুন [কথিত আছে যে, যৎকালে গরুড় মাতার দাসীত্ব মোচনার্থ ইন্দ্রের নিকট হইতে সুধা হরণ করেন, তৎকালে ঐ সুধার এক বিন্দু ভূতলে পতিত হওয়ায় তাহা হইতে রসুনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষায় এই পঞ্চরসবিশিষ্ট, কেবল অম্লরসহীন, তজ্জন্যই ইহা রসোন বা রসুন নামে অভিহিত। ইহা পুষ্টিকর, বীর্যবর্ধক, স্নিগ্ধ, পরিপাচক, সারক, কটুরসাত্মক, তীক্ষ্ণবীর্য, ভগ্নস্থান-সংযোজক, কণ্ঠপরিষ্কারক, রক্তবর্ধক, বলকর, বর্ণপ্রসাদক, চক্ষুহিতকর, জীর্ণজ্বর, গুল্ম, অরুচি, শ্বাস, শোথ, কুষ্ঠ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি রোগনাশক। রসুন সেবনকারীর পক্ষে মদ্য, মাংস ও অম্লদ্রব্য অতীব হিত-কর]। রস শব্দ + উন। বি ; পু।

রসুয়ে—পাচক, রাঁধুনে। বাংপ্র। বিণ।

রসুল—দূত ; ঈশ্বরের দূত, পয়গম্বর। আ। বি। **রসুলে করিম**—আল্লাহর রসুল। হজরত মোহাম্মদ (দঃ)।

রসেন্দ্র—পারদ। রসসমূহের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বি ; পু।

রস্ট, ডাক্তার (Dr. Reinhold Roast)-জার্মানীদেশীয় বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত। ১৮২২ খ্রীঃ ২রা ফেব্রুয়ারি ইনি জন্মগ্রহণ করেন। জার্মান দেশে শিক্ষিত ও Doctor of Philosophy উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন (১৮৪৭ খ্রীঃ)। সেখানে ১৮৬৯ খ্রীঃ Royal Asiatic Society নামক সভার সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হন এবং ১৮৬৩ খ্রীঃ ইণ্ডিয়া অফিসে লাইব্রেরিয়ান স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৭৭ খ্রীঃ এডিনবরা হইতে এম. ডি. এবং ১৮৮৮ খ্রীঃ গভর্নমেণ্ট হইতে সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন।

ইনি ২০ হইতে ৩০টি প্রাচ্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি অধ্যাপক উইলসনের সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধগুলির একটি সংস্করণ প্রকাশিত করেন। প্রাচ্য ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারী ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রহ—১। গোপনীয় বিষয়। রহ্ (ত্যাগ করা)+অল্ কর্ম। ২। সুরত, শৃঙ্গার। রহ্+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। রও, থাক, থাম, সবুর কর। বাংপ্র। ক্রি।

রহঃ (রহস্)—১। নির্জনে। অ। ২। নির্জন; গোপনীয় বিষয়। রম্+অস্ অধি। ৩। সুরত, শৃঙ্গার। রম্+অস্ ভাব। বি; ক্লী।

রহমত—করুণা। আ। বি।

রহসি—১। নির্জনে। প্রা কপ্র ("তুঁহুঁ প্রভু ভজইতে বৈঠসু রহসি"—মাধবদাস)। অ। ২। আছ, রহিয়াছ। প্রা কপ্র। ক্রি।

রহস্য—১। গূঢ়তত্ত্ব; তাৎপর্য; পরিহাস, কৌতুক। বি; ক্লী। ২। গোপনীয়। রহস্ শব্দ+য্য। বিণ।

রহস্যচ্ছলে—কৌতুকচ্ছলে, পরিহাসের ভাব করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

রহস্যজ্ঞ—গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ, যথার্থ তত্ত্বে অভিজ্ঞ। উপতৎ; রহস্য—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

রহস্যভেদ—গূঢ়তত্ত্বের উদ্ভেদ, গোপনীয় বিষয় জানিয়া লওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

রহস্যালাপ—পরিহাসপূর্ণ আলাপ, কৌতুকযুক্ত কথোপকথন; গোপনীয় কথাবার্ত্তা। মধ্যপ। বি; পু।

রহা—থাকা; থামা; সবুর করা; মানানো, শোভা পাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

রহি—রহিয়া, থাকিয়া। কপ্র। ক্রি।

রহিত—বর্জ্জিত; পরিহৃত; বিহীন। রহ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রহিম—পরম কৃপাময় ঈশ্বর। আ। বি।

রহিমতুল্যা মহম্মদ সায়ানী—বোম্বায়ের খোজা সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল বোম্বাই নগরে ইঁহার জন্ম হয়। ম্যাট্রিক পাস করিবার পর ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এলফিনস্টোন কলেজ হইতে এম. এ. পাস করেন। ইনিই যে প্রথম এম. এ. পাস মুসলমান, তাই নয়, ইঁহার পরেও ২৫ বৎসরের মধ্যে আর কোন মুসলমান বোম্বাই অঞ্চলে এম. এ. পাস করেন নাই। ডিগ্রি পাইবার পর ইনি ঐ কলেজের একজন ফেলো নির্বাচিত হন। ইনি চারি বৎসর উক্ত কলেজে ইংরেজী সাহিত্য অধ্যাপনা করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ সায়ানী এল. এল. বি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাস্টিস অব দি পীস এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ইনি সেনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্যও ছিলেন। তা ছাড়া, প্রায়ই ইনি পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সলিসিটর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মিঃ সায়ানী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। কেবল সলিসিটর নহে; প্রথম ১৫ বৎসর ইনি ওকালতিও চালাইয়াছিলেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ সায়ানী বোম্বাই কর্পোরেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ রহিমতুল্যা সায়ানী বোম্বায়ের সেরিফ নিযুক্ত হন। ইনিই প্রথম মুসলমান সেরিফ। মিঃ সায়ানী সর্বপ্রথম ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদে বোম্বাই প্রদেশের রাষ্ট্রীয় সভায় ইঁহাকে সভাপতি মনোনীত করা হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার কংগ্রেসে মিঃ সায়ানী সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে ইনি মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে যোগ দিতে আহ্বান করেন। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ সায়ানী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০২ অব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মিঃ সায়ানীর মৃত্যু হয়।

রা—শব্দ, বাক্য, কথা। <রাব। বি।

রাই—একপ্রকার শ্বেতসর্ষপ; রাধা, রাধিকা-সুন্দরী। বাংপ্র। বি।

রাইকিশোরী—নবযুবতী রাধা, রাধিকা-সুন্দরী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

রাও—১। রাত্রি। প্রা কপ্র। ২। উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

রাওলপিণ্ডি—পশ্চিম পাকিস্তানের জেলা ও শহর বিঃ। গুজরাট, আটক, ঝিলম, সাপুর ও রাওলপিণ্ডি এই পাঁচটি জেলা লইয়া বিভাগটি গঠিত। সুপ্রসিদ্ধ মরি পাহাড় ও তদুপরিস্থ স্বাস্থ্য-নিবাস রাওল-পিণ্ডি জেলার মধ্যে অবস্থিত। রাওলপিণ্ডি শহর লে নামক নদীর তীরে বিরাজিত। রাওলপিণ্ডি মুসলমানপ্রধান স্থান। এই জেলায় হিন্দুমন্দিরাদি যে একসময়ে প্রতিষ্ঠিত ছিল, অদ্যাপি তাহার চিহ্ন স্থানে স্থানে বিদ্যমান। তক্ক নামক তুরাণী জাতি এই স্থান কিছুকাল শাসন করে এবং তক্ষশীলা নামক শহরের প্রতিষ্ঠা করে। পরে স্থানটি মগধরাজের অধীন হয়। গজনীর মামুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, সেই সময়ে ঘকর নামক এক অসভ্য জাতি ইহাকে বাধা দেয়। ১২০৫ খ্রীঃ মহম্মদ ঘোরী এই জাতিকে পরাজিত করিয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য করেন। বাবর সাহ পরে এই স্থান ঘকরদিগের হস্ত হইতে লইয়া নিজাধিকারভুক্ত করেন। কালক্রমে স্থানটি শিখ-শাসনাধীন হয়। ১৮৪৯ খ্রীঃ সমুদয় শিখরাজ্যের সহিত রাওলপিণ্ডি ইংরাজের হস্তে আসে।

রাং, রাঙ—রঙ্গধাতু, tin; নিহত পশুপক্ষীর ছাল-ছাড়ান ঠ্যাং বা জাঙ্ঘ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

রাংচিতা—রক্তচিত্রক, ছোট গাছ বিঃ।

রাংঝাল—রাং-সীসা মিশ্রিত ঝালিবার পান বিঃ। বাংপ্র। বি।

রাংতা—রাঙের তবক, রাঙের পাত। বাংপ্র। বি।

রাঁড়—বিধবা; বেশ্যা; রক্ষিতা বেশ্যা, উপপত্নী। বাংপ্র। বি।

রাঁড়বাজি—বেশ্যাসক্তি। বাংপ্র। বি।

রাঁড়া—বন্ধ্য বা বন্ধ্যা, ফলহীন (বৃক্ষ)। বাংপ্র। বিণ।

রাঁড়ী—বিধবা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।
কড়ে রাঁড়ী—বালবিধবা।

রাঁধনি, রাঁধুনি—পাচক বা পাচিকা; রাঁধিবার মসলা বিঃ। বি।

রাঁধা, রান্না—১। রন্ধন করা, পাক করা। ক্রি। ২। রন্ধিত, পক্ব। বাংপ্র। বিণ।

রাকা—নবঋতুমতী স্ত্রী; পূর্ণিমা তিথি; অঙ্গিরসের কন্যা বিঃ; রোগ বিঃ; নদী বিঃ। রা+ক কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাক্ষস—১। রক্ষঃসম্বন্ধীয়। রক্ষস্ শব্দ+ক ইদমর্থে। বিণ। ২। নিশাচর; বিবাহ বিঃ, বলপূর্বক বিবাহ ['বিবাহ' দ্রঃ]; (ব্যঙ্গার্থে) অতিভোজী, পেটুক। বি; পু। ৩। অস্ত্রচিকিৎসা। বি; ক্লী।

রাক্ষসী ১। রক্ষঃসম্বন্ধীয়া। রাক্ষস+ঈপ্। বিণ। ২। নিশাচরী। বি; স্ত্রী।

রাক্ষসেন্দ্র—লঙ্কেশ্বর রাবণ। রাক্ষসগণের ইন্দ্র (রাজ), ৬তৎ। বি; পু।

রাক্ষুসে খুব বড়; রাক্ষসের ন্যায়; প্রচণ্ড ('— খিদে')। বাংপ্র। বিণ।

রাখা রক্ষা করা, পালন করা; স্থাপন করা, গুপ্ত করা; আশ্রয় দেওয়া; পোষণ করা ('আশা —'); বাঁচানো; নিযুক্ত করা ('চাকর —'); কোন কাজ পূর্বে সম্পন্ন করা ('বেঁধে —'); ছাড়িয়া দেওয়া; স্থগিত রাখা; দেওয়া ('নাম — ')। বাংপ্র। ক্রি।

রাখাল—গোরক্ষক, গোচারণকারী। বাংপ্র। বি।

রাখালদাস ন্যায়রত্ন (মহামহোপাধ্যায়)—ইনি জেলা চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত

ভট্টপল্লী গ্রামে বশিষ্ঠ দেবের বংশে ১২৩৬ সালের ২৮শে ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা সীতানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লীর তৎকালীন সর্বপ্রধান বৈয়াকরণ ও আলংকারিক জয়রাম ন্যায়ভূষণের নিকট সুপদ্ম ব্যাকরণ, সাহিত্য ও অলংকার অধ্যয়ন করিয়া উনবিংশ বর্ষ বয়সে ভট্টপল্লীর সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক যদুরাম সার্বভৌম মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ অধ্যয়ন সমাপন করিয়া ইনি অধ্যাপন কার্যে ব্রতী হন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। বিচার-সভায় ইঁহাকে দেখিলে অনেক জিগীষু পণ্ডিতের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। ১৮৮৭ খ্রীঃ মহারানী ভিক্টোরিয়ার সুবর্ণ জুবিলী উপলক্ষে গভর্নমেন্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধির সৃষ্টি করিয়া ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রমুখ বঙ্গদেশে আটজন শ্রেষ্ঠ অধ্যাপককে ঐ উপাধি দ্বারা প্রথমে ভূষিত করেন। জয়পুরের মহারাজ, হাতুয়ার মহারাজ কৃষ্ণপ্রতাপসাহি প্রভৃতি ইঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। ইনি ১৩০০ সালের ফাল্গুন মাসে কাশীধামে গিয়া বাস করেন। হাতুয়ারাজ ইঁহার কাশীবাসের জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য করিতেন। কাশীধামেও ইনি ছাত্রবৃন্দকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যা দান করিতেন। ইনি অদ্বৈতবাদখণ্ডনম্, মায়াবাদনিরাসঃ, তত্ত্বসারঃ, শক্তিবাদরহস্য প্রকাশঃ, গদাধরনূ্যনতাবাদঃ, বিধবোদ্বাহ-খণ্ডনম্, জীবতত্ত্বনিরূপণম্ প্রভৃতি অনেকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। অনেক দ্বৈতবাদী দার্শনিক পণ্ডিত ইঁহার অদ্বৈতবাদখণ্ডনের মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য হন নাই। ১৯১৩ খ্রীঃ গভর্নমেন্ট মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারিগণের জন্য বার্ষিক এক শত টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিলে ইনি উহা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বারাণসীস্থ সর্বদেশীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ইঁহার পাণ্ডিত্যের নিকট নতমস্তক ছিলেন। ইনি সুরসিক, অমায়িক ও সুকবি ছিলেন। ইঁহার রচিত সংস্কৃত শ্লোকগুলি কবিত্বপূর্ণ ও সরস। বাঙ্গালাতেও ইনি অনেকগুলি লালিত্যপূর্ণ পদ ও সংগীত রচনা করিয়াছিলেন। ১৩২১ সালে ৩০শে কার্ত্তিক এই ঋষিতুল্য পণ্ডিতচূড়ামণি কাশীধামে দেহরক্ষা করেন। মৃত্যুকালে ইনি আপনার সমগ্র সম্পত্তি গৃহদেবতার নামে অর্পণ করিয়া যান।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—(১২৯২—১৩৩৭ বঙ্গাব্দ)। বাঙ্গালাদেশের একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। অতি অল্প বয়সেই ইনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের চর্চায় নিযুক্ত হন। দুইটি বিষয়ে ইঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল, প্রত্নলিপিতত্ত্ব (Palæology) ও মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics)। স্বর্গগত জার্মান পণ্ডিত ডাক্তার ব্লকের নিকট ইনি প্রত্নলিপিতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। এবিষয়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকটও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৮ অব্দে Indian Antiquary নামক সুপ্রসিদ্ধ পত্রে শকাধিকারকাল ও কনিষ্ক সম্বন্ধে ইঁহার যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহাতেই পাশ্চাত্ত্যদেশীয় ভারততত্ত্ববিদ্‌গণের নিকট ইঁহার প্রতিষ্ঠা হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট্ স্মিথ্ এই প্রবন্ধের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহার 'ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস' নামক গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে শকাধিকারকালবিষয়ক প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত বহুসংখ্যক মৌলিক প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নাল, এপিগ্রাফিয়া ইণ্ডিকা, আর্কিওলজিকাল সার্ভে রিপোর্ট প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়া স্বদেশীয় ও বিদেশীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ-সমাজে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি ইঁহার রচিত The Palas of Bengal নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত করিয়াছেন। উহাতে বাঙ্গালার পালরাজগণের ইতিহাস-সংক্রান্ত বহু নূতন তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত ইঁহার লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ উক্ত নরপতির ইতিহাস-বিষয়ে বর্ত্তমান সময়ে সর্বোৎকৃষ্ট প্রবন্ধ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ভারতীয় মুদ্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঁহার ন্যায় পণ্ডিত ভারতবর্ষে অতীব বিরল। কলিকাতা জাদুঘরের মুদ্রাসংগ্রহশালার যাবতীয় ভার ইঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। পূর্বে ইনি লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি নগরের জাদুঘরে কার্য করেন। কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সহকারী পরিদর্শকপদে নিযুক্ত ছিলেন। শুধু ইংরাজীতে নয়, বাঙ্গালাভাষাতেও ইনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য উজ্জ্বল করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থ 'পাষাণের কথা' বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। ইঁহার "বাঙ্গালার ইতিহাস" বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। ইহার প্রথম খণ্ডে লক্ষ্মণসেন পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে আকবরের বাঙ্গালা জয় পর্যন্ত বঙ্গদেশের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুসারে বিবৃত হইয়াছে। ইঁহার 'প্রাচীন মুদ্রা' নামক গ্রন্থে ভারতীয় প্রাচীনমুদ্রাতত্ত্বের বিবরণ অতিশয় পাণ্ডিত্যসহকারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই জাতীয় পুস্তক এযাবৎ বাঙ্গালাভাষায় রচিত হয় নাই। ইনি প্রাচীন ইতিহাসকে মেরুদণ্ডস্বরূপ গ্রহণ করিয়া শশাঙ্ক, ধর্মপাল, করুণা ও ময়ূখ এই চারিখানি সুন্দর উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। ইঁহার লিখিত বহু প্রবন্ধ এখনও প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছে। "Origin of the Bengali Alphabet", "Origin of the Kharostri Alphabet", "Date of Nahapana and Chastana" প্রভৃতি ইঁহার রচিত।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশে পঞ্জাবের নিকট মাহেঞ্জ-দড়ো এবং হারাপ্পা গ্রাম খননপূর্বক পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের অট্টালিকা এবং তৎকালীন প্রচলিত নানা বস্তু এবং শিল্পসামগ্রী প্রভৃতি উত্তোলন করিয়া জগতের সম্মুখে ভারত সম্বন্ধে এক সম্পূর্ণ অভিনব তথ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। [বি; পু।

রাখালরাজ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বাংপ্র।

রাখালসুলভ—গোরক্ষকের সহজ প্রকৃতি-জাত, যাহা রাখালে সচরাচর দেখা যায়। ৭তৎ। বাংপ্র। বিণ।

রাখালি—রাখালের কাজ বা ভাব। বাংপ্র। বি।

রাখালিয়া, রাখালে—রাখাল সম্বন্ধীয়, রাখালসুলভ, রাখালের। বাংপ্র। বিণ।

রাখি, রাখী—রক্ষাকবচ, রক্ষাসূত্র। বাংপ্র। বি; স্ত্রী। [ঝুলন-পূর্ণিমার দিন হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে রাখীবন্ধন প্রথা প্রচলিত আছে। ইহা হিন্দুজাতির পুরাণশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ধর্মকার্য। যশোদা শ্রীকৃষ্ণের কল্যাণের নিমিত্ত রক্ষা (রাখি) বন্ধন করিয়াছিলেন।]

রাখিপূর্ণিমা—ঝুলন-পূর্ণিমা। বাংপ্র। বি।

রাখিবন্ধন—ঝুলন-পূর্ণিমার দিনে প্রিয়-জনের হাতের কবজিতে রক্ষাসূত্র বন্ধন। বাংপ্র। বি।

রাগ—১। রক্তবর্ণ; রঞ্জক দ্রব্য; লাক্ষা। রন্‌জ্ (রঙ করা)+ঘঞ্ করণ। ২। অনুরাগ; প্রীতি, সন্তোষ; ইচ্ছা; উৎসাহ; রঞ্জন; মাৎসর্য; দ্বেষ। রন্‌জ্+ঘঞ্ ভাব। ৩। সূর্য; চন্দ্র; নৃপ; চিত্তরঞ্জক স্বর, সুর। ণিজন্ত রন্‌জ্ (=রঞ্জি)+ঘঞ্ কর্তৃ। ৪। (সংগীত শাস্ত্রে) স্বর-বিন্যাস বিঃ; আদি রাগ ছয়টি—শ্রী, বসন্ত, পঞ্চম, ভৈরব, মেঘ, নটনারায়ণ; মতান্তরে ভৈরব, মালকোষ, হিন্দোল, দীপক, শ্রী,

মেঘ। ...+ঘঞ্ অধি। বি; পু। ৫। ক্রোধ। বাংপ্র। বি।

রাগচূর্ণ—১। রক্তবর্ণচূর্ণ, আবির। রাগজনক যে চূর্ণ, মধ্যপ। ২। কন্দর্প, মদন। রাগ (অনুরাগ) চূর্ণ যৎকর্তৃক, বহ। বি; পু।

রাগত—১। রাগযুক্ত, ক্রুদ্ধ। বিণ। ২। ক্রোধভরে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

রাগতালময়-বসন্তাদি রাগ, গীতবাদ্য কালক্রিয়ার পরিমাণরূপ তাল, এবং গীতবাদ্যের সমতা। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

রাগরঙ্গ—অনুরাগজনিত আমোদকর ভঙ্গী; ক্রোধের অভিব্যক্তি; রঙ্গের খেলা ('আছে মেঘ, নেই সে রাগরঙ্গ'... জাগে শর্বরী)। বি; পু।

রাগরাগিণী—বসন্তাদি রাগ ও ভৈরবী রামকেলী প্রভৃতি রাগপত্নী ['রাগ' ও 'রাগিণী' দ্রঃ]। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

রাগলতা--কামপত্নী, রতি। রাগ (অনুরাগ)-জনিতা লতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [বাংপ্র। ক্রি।

রাগা—রাগ করা, ক্রুদ্ধ হওয়া, বিরক্ত হওয়া।

রাগানো—ক্রুদ্ধ করা, বিরক্ত করা, ক্ষেপানো। বাংপ্র। ক্রি।

রাগান্ধ—ক্রোধে জ্ঞানশূন্য। ৩তৎ। বাংপ্র। বিণ।

রাগান্বিত -কোপাবিষ্ট, কুপিত, ক্রুদ্ধ। ৩তৎ। বাংপ্র। বিণ।

রাগিণী—১। রাগযুক্তা ইত্যাদি। রাগিন্ +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। (সংগীত শাস্ত্রে) আদি ছয় রাগের পত্নী -প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া সাকল্যে ৩৬টি, ভৈরবী, রামকেলী, হিন্দোলী, তোড়ী, গান্ধারী, গুর্জরী প্রভৃতি [পরস্পর মিশ্রণে উৎপন্ন অপর স্বরবিন্যাসগুলিও রাগিণী পদবাচ্য]; অনুরক্তা ভার্যা; বিদগ্ধা স্ত্রী; মেনকার জ্যেষ্ঠা কন্যা। বি; স্ত্রী।

রাগী (রাগিন্)—১। রাগযুক্ত; অনুরক্ত; কামুক। রন্জ্+ঘিনুণ্ কর্তৃ বা রাগ শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। ২। ক্রোধী, কোপন স্বভাব। বাংপ্র। বিণ।

রাঘব ১। রামচন্দ্র; রঘুবংশীয় রাজা; মৎস্য বিঃ, রাঘব বোয়াল। রঘু শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু। ২। রঘুবংশীয়। বিণ। স্ত্রী—**রাঘবী**। **রাঘব বোয়াল**-বড় মাছ বিঃ; যাহার লোভ অত্যন্ত বেশী এবং সব গ্রাস করিতে চায়।

রাঘববাঞ্ছা—রামপ্রিয়া সীতা। রাঘবে বাঞ্ছা যাহার (যে স্ত্রীর), বহ; অথবা রাঘবের বাঞ্ছা (বাঞ্ছনীয়), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাঘবায়ণ রামায়ণ নামক মহাকাব্য। রাঘব (রাম) হইয়াছে অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহ; অথবা রাঘবের (রামের) অয়ন (চরিত), ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাঙ, রাঙ্গ—দস্তা। < রঙ্গ। বি।

রাঙতা, রাঙ্গতা—রাঙ্গের পাতলা পাত। বাংপ্র। বি।

রাঙা, রাঙ্গা—রক্তবর্ণ, লোহিত, লাল। বাংপ্র। বিণ। **রাঙা আলু**—শকরকন্দ আলু, লাল আলু। **রাঙ্গা মুলো**—নির্গুণ সুন্দর পুরুষ।

রাঙানো, রাঙ্গানো—রক্তবর্ণ করা, লাল করা; রঙানো, লাল রং মাখানো। বাংপ্র। ক্রি।

রাজ—রাজমিস্ত্রী। বাংপ্র। বি।

রাজ- (রাজন্ শব্দ; সমাসে 'রাজ') রাজকীয়; দেশশাসন সম্বন্ধীয়; রাজোপাধিধারী ব্যক্তিসম্বন্ধীয়; শ্রেষ্ঠবাচক (যেমন— 'রাজপথ'; 'রাজসংস্করণ'); রাজা, অধিপতি ('কুরুরাজ'); গভর্নমেন্ট।

-রাজ—রাজা। বাংপ্র। বি।

রাজক—১। দীপক, দীপ্তিশালী; শাসক। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রাজিকা**। ২। রাজাসমূহ। রাজন্+কণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লী। ৩। রাজা। রাজন্+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

রাজকন্যা, রাজকুমারী—নৃপতনয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজকবি—রাজসম্মানিত ও তন্নিযুক্ত কবি, poet laureate. ৬তৎ। বি; পু।

রাজকর—রাজস্ব, খাজনা, টেক্স। রাজাকে প্রদেয় কর, মধ্যপ। বি; পু।

রাজকর্ম (কর্মন্), **রাজকার্য**—রাজার কাজ, রাজত্ব সম্বন্ধীয় কাজ, রাজ্যশাসনাদি কার্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজকর্মচারী (-চারিন্) রাজপুরুষ, রাজকার্যনির্বাহক। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

রাজকীয়—রাজসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক, গভর্নমেন্টের। রাজন্+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাজকুমার—নৃপসুত; অপ্রাপ্তবয়স্ক যুবরাজ। রাজার কুমার, ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী, **-কুমারী**।

রাজকুমার সর্বাধিকারী ১৮৩৯ খ্রীঃ হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগরের সর্বাধিকারী বংশে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ইনি প্রথমে লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের ও আইনের অধ্যাপক এবং লক্ষ্ণৌ তালুকদার সমিতির সর্বময় কর্তা ছিলেন। জমিদারি বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ইনি যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। অতঃপর ইনি কলকাতায় আগমন করেন। কৃষ্ণদাস পালের দেহান্তের পর রাজকুমার হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার কর্ণধার হন। ইনি বহুদিবস হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক ছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পর্কে ইনি রাজনীতিজ্ঞতা, লিপিপটুতা ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "ঠাকুর আইন" অধ্যাপকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া হিন্দুর উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। বাঙ্গালা ভাষায় ইনি একখানি ইংলণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন এবং ইংরাজী ভাষায় হিন্দুর দায়াধিকার সম্বন্ধে একখানি সুন্দর গ্রন্থ প্রচার করেন। "বঙ্গবাসী" সংবাদপত্রের রাজদ্রোহের মকদ্দমার পর কলিকাতায় যে "প্রেস এসোসিয়েশন" গঠিত হয়, ইনি তাহার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনি কাশীধামে বাস করিতেন। ১৯১১ খ্রীঃ ৯ই জুলাই বারাণসীধামে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

রাজকুল—রাজবংশ; নৃপগণ; কতকগুলি রাজা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজকৃষ্ণ কর্মকার (কাপ্তেন) ১২৩৫ সালে হাবড়া দফরপুর গ্রামে ইহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম মাধবচন্দ্র কর্মকার। কৃষিকার্য করিয়া, ও লোহার কোদাল, কুড়ুল প্রভৃতি গড়িয়া মাধবচন্দ্র সংসার চালাইতেন। সুতরাং স্কুলের শিক্ষালাভ রাজকৃষ্ণের অদৃষ্টে ঘটে নাই। ইনি কেবল স্বীয় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিপ্রভাবে নানা কলকারখানায় কাজ করিয়া উহাদের সম্বন্ধে বিশিষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। জাহাজ মেরামত, রেলওয়ে এঞ্জিন, বয়লার, পুল, স্ট্যাম্প কাগজের কল প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া ইনি কামান, বন্দুকের কাজ শিখিবার জন্য কাশীপুর ও দমদমার গান্ ফাউণ্ডারীতে (Gun Foundery) প্রবেশ করেন, এবং অল্পকালমধ্যেই এখানকার হেড মিস্ত্রী হন। ১২৭৬ সালে নেপালে কলকারখানা সম্বন্ধে সুদক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন হইলে ইনি ১৫০৲ টাকা বেতনে তথায় গমন করেন। এই সময়ে সুরেন্দ্র বিক্রম সা নেপালের রাজা এবং চন্দ্র সমসের জঙ্গ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। পূর্বে এখানে টাঁকশালে মুদ্রাসকল ছাঁচে ফেলিয়া হাতে পিটিয়া প্রস্তুত করা হইত। রাজকৃষ্ণই প্রথম মেসিন আনাইয়া যন্ত্রযোগে মুদ্রা প্রস্তুত করেন। পরে কামান বন্দুক নির্মাণের কারখানায় নিযুক্ত হইয়া আধুনিক উন্নত প্রণালীর যন্ত্রাদি আনাইয়া

কামান বন্দুক প্রস্তুত করাইতে থাকেন। খাল কাটিয়া একটি ঝরনার জল আনিয়া জলচক্র (Water-wheel) দ্বারা কল চালাইয়াছিলেন। ১২৮৩ সালে মহারাজের মৃত্যু হয়, রণউদ্দীপ সিংহ রাজপদে আসীন হন। ইহার অল্পদিন পরে রাজকৃষ্ণ কার্য ত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

কিছুদিন দেশে থাকিবার পর কাবুলের আমীর মহোদয়ের আহ্বানে ইনি ১২ জন কারিকর সঙ্গে লইয়া কাবুলে গমন করেন। আমীর আবদর রহমান ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইঁহার নির্বিঘ্নে ও সুখস্বচ্ছন্দে থাকিবার বন্দোবস্ত ও ২০০৲ টাকা বেতন স্থির করিয়া দেন। এখানে ইনিই প্রথম কল বসাইয়া কামান বন্দুকের কার্য আরম্ভ করেন। কল চলিবার সময় আমীর স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। আড়াই বৎসর কার্য করিয়া প্রত্যাগমনকালে রাজকৃষ্ণবাবু আমীরের নিকট একটি উৎকৃষ্ট অটোমেটিক ঘড়ি, একখানি উৎকৃষ্ট গালিচা, একটি অশ্ব এবং দুইশত টাকা পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

কাবুল হইতে ফিরিয়া ইনি নেপালরাজ্যের আহ্বানে ১২৯১ সালে পুনরায় নেপালে যাত্রা করেন। এবার ইনি এখানে নূতন নূতন কল আনাইয়া কামান বন্দুকের কারখানা স্থাপন করেন, এবং একটি কাঠের কারখানা বসান। ইঁহার প্রস্তুত অস্ত্রাদি দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ ইঁহাকে কাপ্তেন (Captain) উপাধি এবং বহুমূল্য সুদৃশ্য পাগড়ি উপহার দেন (১২৯৩)। অতঃপর ইনি প্রথমে নেপালে বৈদ্যুতিক আলোক প্রচলিত করেন। তদ্ব্যতীত উন্নত প্রণালীর কামান, কামানের গাড়ি, মেসিন গান্ প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া আপনার কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। নেপালের যাবতীয় কলকারখানা ইঁহার তত্ত্বাবধানে স্থাপিত।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী গোস্বামী দুর্গাপুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। রাজকৃষ্ণ প্রথমে কৃষ্ণনগর কলেজে এবং পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ও বি. এল্. উপাধি প্রাপ্ত হন। শিক্ষা-সমাপ্তির পর ইনি জেনারেল এসেম্‌ব্লিজ ইনস্টিটিউসন, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কটক কলেজ, বহরমপুর কলেজ প্রভৃতি বহু কলেজে অধ্যাপনা কার্য করেন এবং অবশেষে বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের বাঙ্গালা অনুবাদকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ইনি অনেকগুলি ভাষা জানিতেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনের' একজন প্রধান লেখক ছিলেন। ইঁহার 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রসিদ্ধ। ইনি 'মিত্রবিলাপ' নামক একখানি কবিতাপুস্তকও রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ৪১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাজকৃষ্ণ রায় জন্ম ১২৬২ সাল। 'বঙ্গ রঙ্গভূমি'তে ইঁহার রচিত প্রহ্লাদচরিত্র নাটক অতি প্রশংসার সহিত বহুদিন ধরিয়া অভিনীত হয়। ইঁহার পর স্টার থিয়েটারে ইঁহার রচিত নরমেধযজ্ঞ, বনবীর, লয়লা মজনু প্রভৃতি অনেকগুলি নাটকের অভিনয় হয়। নাটক, উপন্যাস এবং কবিতাপুস্তক প্রভৃতিতে ইনি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইনি সংস্কৃত রামায়ণ ও মহাভারতের পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। ইনি অতি বিনয়ী ও মিষ্টভাষী ছিলেন। ১৩০০ সালের ২৮শে ফাল্গুন ইঁহার লোকান্তর হয়।

রাজকোষ কোষাগার, রাজার বা রাজসংক্রান্ত ধনভাণ্ডার। ৬তৎ। বি; পু।

রাজগদি-রাজসিংহাসন, রাজতক্ত, রাজপদ। বাংপ্র। বি।

রাজগি—রাজ্য, রাজপদ, রাজত্ব। মিশ্র শব্দ। বি। [বি; পু।

রাজগিরি-মগধদেশান্তর্গত পর্বত বিঃ।

রাজগুরু-রাজার (কিংবা রাজপরিবারের) ইষ্টমন্ত্রদাতা। ৬তৎ। বি; পু।

রাজগৃহ—১। রাজভবন, রাজার বাটী, প্রাসাদ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

২। বিহার রাজ্যে পাটনা বিভাগের অন্তর্গত মগধের প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ। কানিংহামের মতে ইহাই হুয়েন-থ-সাং কর্তৃক বর্ণিত কুশনগর-পুর। স্থানটি মহাভারতোক্ত মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী "গিরিব্রজ" নামেও পরিচিত। মহাভারত-বর্ণিত পাঁচটি পাহাড় পুরাতন নগর বেষ্টন করিয়া আছে। নগরের বাহিরের প্রাচীর এখনও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। নূতন নগর ইহার কিঞ্চিৎ উত্তরে অবস্থিত। নূতন নগরটি "রাজগির" নামে প্রখ্যাত। এই নগর মগধের রাজা অজাতশত্রুর পিতা বিম্বিসার (বা শ্রেণীক) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন নগরের দক্ষিণ দিকে বড় বড় পাথরে ক্ষোদিত অনেক লিপি দৃষ্ট হয়; এ পর্যন্ত কেহ তাহা পাঠ করিতে সমর্থ হয় নাই। রাজগৃহে বুদ্ধদেব অবস্থান করিতেন বলিয়া বৌদ্ধগণের পক্ষে ইহা একটি পবিত্র স্থান।

রাজচক্রবর্তী (-বর্তিন্)—নৃপশ্রেষ্ঠ, সার্বভৌম; সম্রাট্। রাজগণের চক্রবর্তী (সম্রাট্), রাজাদিগের চক্রবর্তী, ৬তৎ। অথবা রাজার চক্র (সমূহ)—রাজচক্র, ৬তৎ; তাহাতে বর্তে (থাকে) যে, উপতৎ; রাজচক্র—বৃত্ + ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। [৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজচ্ছত্র রাজার মস্তকোপরি ধৃত ছাতা।

রাজটীকা রাজ্যাভিষেককালে রাজার ললাটে প্রদত্ত তিলক। রাজসূচক টীকা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

রাজড়া সামন্ত বা অধীন রাজা, রাজতুল্য ব্যক্তিগণ ('রাজা-রাজড়া')। বাংপ্র। বি।

রাজত—রৌপ্যময়, রৌপ্যনির্মিত। রজত শব্দ (রৌপ্য) + অ ইদমর্থে। বিণ।

রাজতক্ত রাজসিংহাসন। বাংপ্র। বি।

রাজতন্ত্র—রাজার ইচ্ছামত রাজ্যশাসন; রাজ্যশাসননীতি ['শাসনপ্রণালী' দ্রঃ]। বহুব্রী ও ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজতা-রাজত্ব, নৃপত্ব, রাজ্য, রাজপদ। রাজন্ (রাজা) + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

রাজত্ব—রাজ্য, রাজপদ; রাজ্যশাসন। রাজন্ শব্দ (রাজা) + ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

রাজদণ্ড-রাজার হস্তধৃত যষ্টি; রাজদত্ত দণ্ড বা শাস্তি; ললাটস্থ ঊর্ধ্বরেখাচিহ্ন। রাজার দণ্ড, ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজদন্ত—ঊর্ধ্বাপর্ঘ্যাস্থ মধ্যবর্তী দন্তদ্বয়; সম্মুখস্থ দন্তচতুষ্টয়। দন্তাদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

রাজদম্পতী—রাজা ও তৎপত্নী, রাজা ও রাজ্ঞী। ৬তৎ। বি; পু।

রাজদরবার—ধর্মাধিকরণ, আদালত; রাজসভা। ৬তৎ। বাংপ্র। বি।

রাজদূত-রাজার বার্তাবাহক বা চর। ৬তৎ। বি; পু।

রাজদ্বার—রাজার বা রাজবাটীর দরজা; রাজসভা; বিচারালয়। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজদ্রোহ—রাজার বিরুদ্ধাচরণ; রাজশক্তির প্রতিকূলতা। ৬তৎ। বি; পু।

রাজদ্রোহিতা—রাজার বিরুদ্ধাচরণ, রাজবিধির অমর্যাদাকরণ। রাজদ্রোহিন্ শব্দ + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

রাজদ্রোহী (-হিন্)—রাজবিরোধী; রাজশক্তির প্রতিকূলাচরণকারী; রাজবিধির উল্লঙ্ঘনকারী। উপতৎ; রাজন্—দ্রুহ্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

রাজধর্ম—প্রজাপালনাদি রাজার কর্তব্য কর্ম। রাজার ধর্ম, ৬তৎ। বি; পু।

রাজধাম—রাজার প্রধান আবাসনগর। রাজন্ (রাজা)—ধা + মন্ অধি। বি; ক্লী।

রাজধানিকা, রাজধানী—রাজার বা রাজপ্রতিনিধির প্রধান আবাসনগরী; দেশের প্রধান নগর, রাজ্যশাসনের কেন্দ্রস্থল; স্কন্ধাবার। [ইহার নির্মাণ প্রণালী বৃহৎ শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, যুক্তিকল্পতরু ও বৃহৎ পরাশরীয় শিল্পশাস্ত্রে বর্ণিত আছে]। রাজধানী=রাজধান+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। রাজধানিকা=রাজধানী+কণ্+স্ত্রী লিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

রাজন্—১। 'রাজা' দ্রঃ। ২। হে মহারাজ। সম্বোধনপদ।

রাজনন্দন—নৃপসুত, রাজপুত্র। ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী. -**নন্দিনী**।

রাজনারায়ণ বসু—কলিকাতার দক্ষিণ বোড়াল গ্রামে ১৮২৬ খ্রীঃ ৭ই সেপ্টেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম নন্দকিশোর বসু। ইনি আশৈশব বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ষোড়শ বর্ষ বয়সে হিন্দু কলেজের শেষ পরীক্ষায় ইনি উত্তীর্ণ হন, এবং বাটীতে মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। পরে ১৮৫১ খ্রীঃ মেদিনীপুর গভর্নমেণ্ট স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হন। ইনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এবং মেদিনীপুরে থাকিবার সময় তথায় যাহাতে সমধিকরূপে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার হয়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহার উদ্যোগে মেদিনীপুরে বালিকাবিদ্যালয়, সুরাপাননিবারণী সভা, ব্যায়ামশালা প্রভৃতি স্থাপিত হয়। ইঁন ধর্মতত্ত্বদীপিকা ১ম ও ২য় ভাগ, ব্রাহ্মসাধন, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা, ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ১ম ও ২য় ভাগ, সে কাল আর এ কাল প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি মাইকেল মধুসূদনের বন্ধু ছিলেন। ১৮৬২ খ্রীঃ ৯ই জুন মাইকেল বিলাত যাইবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। ইহার পাঁচ দিন পূর্বে তিনি রাজনারায়ণকে একখানি বিদায়-পত্র লিখেন এবং সেই পত্রমধ্যে "বঙ্গভূমির প্রতি" শীর্ষক কবিতাটি ইঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। রাজনারায়ণ ধর্মপরায়ণ ও সরলচিত্ত ছিলেন। জীবনের শেষভাগে ইনি দেওঘর নামক স্থানে বাস করিতেন। ১৯০০ খ্রীঃ ১৬ই সেপ্টেম্বর বাতরোগে ইনি পরলোকগমন করেন।

রাজনিয়ম—রাজবিধি, রাজার রাজ্যশাসন-প্রণালী, আইন। ৬তৎ। বি; পু।

রাজনীতি—রাজ্যশাসনবিষয়ক নীতিশাস্ত্র; সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায়। রাজার নীতি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজনীতিক-রাজনৈতিক, রাজনীতি-ঘটিত। রাজনীতি+কণ্। বিণ।

রাজনীতিজ্ঞ—রাজনীতিতে অভিজ্ঞ, সামদানাদি উপায়বিৎ। উপতৎ; রাজনীতি-জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

রাজনৈতিক—রাজনীতি সম্বন্ধীয় বা বিষয়ক, রাজনীতিজ্ঞ। রাজনীতি+ফিক ইদমর্থে। বিণ।

রাজন্য—ক্ষত্রিয়; রাজপুত্র; সামন্ত রাজা; অগ্নি; ক্ষীরিবৃক্ষ। রাজন্ (রাজা)+য্য সাধু অর্থে। বি; পু।

রাজন্যক—ক্ষত্রিয়সমূহ; রাজন্যবর্গ। রাজন্য শব্দ+কণ্ সমূহার্থে। বি; ক্লী।

রাজপট্ট কৃষ্ণবর্ণ মণি বিঃ; মুকুট; রাজসনন্দ; রাজসিংহাসন। ৬তৎ। বি; পু।

রাজপথ—প্রশস্ত রাস্তা; ৪০ হস্ত বিস্তৃত পথ। পথের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

রাজপদ—রাজার পদ অর্থাৎ আসন বা আধিপত্য; রাজত্ব। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজপরিচ্ছদ, রাজবেশ—রাজার পোশাক। ৬তৎ। বি; পু।

রাজপাট—রাজমুকুট; রাজসিংহাসন। <রাজপট্ট। বি।

রাজপুত—ক্ষত্রজাত জাতি বিঃ। <রাজপুত্র। বি; পু। স্ত্রী—**রাজপুতানী**।

রাজপুতানা—উত্তর-মধ্যভারতে পূর্বতন ২০টি করদ বা মিত্র রাজ্যের সমষ্টি।

মুসলমানগণের ভারত আক্রমণের পূর্বে রাজপুতানার ইতিহাস অতি সামান্যভাবেই পাওয়া যায়। গজনীর মহম্মদ যখন ভারত আক্রমণ করেন (১১শ খ্রীঃ) তখন গুজরাটের শোলাঙ্কিগণ, আজমীরের চৌহানগণ ও কনৌজের রাঠোরগণ প্রবল প্রতাপান্বিত ছিলেন। সেই সময়ে গিলট বংশ মেওয়ারে এবং কাছোওয়া বংশ জয়পুরের সমীপবর্তী স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই গিলট বংশের অন্যতম শাখা শিশোদীয় বংশ এখনও মেওয়ার এবং কাছোওয়া বংশ জয়পুর রাজ্যের নরপতিস্বরূপে অধিষ্ঠিত আছে। মুসলমান আক্রমণে ও অন্তর্বিরোধে রাজপুতানা ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়ে। খ্রীষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজপুতানা পুনরায় শক্তিসঞ্চয়ে সমর্থ হয়, কিন্তু ১৫২৭ খ্রীঃ ফতেপুর শিক্রির যুদ্ধে বাবর সাহ আবার উহাকে বিধ্বস্ত করেন। আকবর সাহ, শিশোদীয় বংশ ব্যতীত প্রায় সমস্ত রাজপুতকে বশীভূত বা ভয়চকিত করিয়া রাখেন। ১৬১৬ খ্রীঃ শিশোদীয় বংশ জাহাঙ্গীর বাদসাহের বশতাপন্ন হয়। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রীয়গণ প্রবল হইয়া উঠে। তাহার উপর নাদির সাহের আক্রমণের ফলে রাজপুতানা হতবল হইয়া পড়ে। ১৭৬৫ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয়গণ আজমীর অধিকার করেন। ভারতশাসন-কর্তা লর্ড ওয়েলেস্লী ও প্রধান সেনাপতি লর্ড লেকের সহায়তায় রাজপুতানা মহারাষ্ট্র-হস্ত হইতে রক্ষা পায়। ১৮১৭ খ্রীঃ পিণ্ডারীগণ রাজপুতানা আক্রমণ করিলে, ইংরাজ উহাদিগকে দমন করেন, এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া উহাদিগের অধিনায়ক আমীর খাঁকে টঙ্করাজ্য প্রদান-পূর্বক ঐ রাজ্যের নবাব পদে অধিষ্ঠিত করেন। পরবৎসরে রাজপুতানার অপর অপর সামন্ত রাজগণ ইংরাজের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। মহারাষ্ট্র-অধিনায়ক সিন্ধিয়া আজমীর জেলা ইংরাজকে প্রদান করেন। বর্তমানে রাজপুতানার নাম রাজস্থান এবং রাজস্থান ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি রাজ্য।

রাজপুত্র—নৃপনন্দন; বুধগ্রহ; করণকন্যাতে ক্ষত্রজাত জাতি বিঃ, রাজপুত; অম্বষ্ঠ-কন্যাতে বৈশ্যজাত জাতি বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

রাজপুত্রিকা—নৃপসুতা, রাজকন্যা; শরালি পাখী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজপুত্রী নৃপনন্দিনী, রাজকন্যা; মালতী লতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [ক্লী।

রাজপুর—রাজবাটী, রাজগৃহ। ৬তৎ। বি;

রাজপুরপ্রবেশ ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

রাজপুরী—রাজভবন, রাজবাটী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজপুরুষ রাজকর্মচারী; শান্তিরক্ষক; রাজবংশীয় পুরুষ। ৬তৎ। বি; পু।

রাজপ্রমুখ—ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অধীন কতকগুলি সংযুক্ত রাজ্যের প্রধানরূপে নিযুক্ত একজন রাজা (বর্তমানে বিলুপ্ত)। ৬তৎ। বি; পু।

রাজপ্রসাদ—রাজার প্রসন্নতা, রাজার অনুগ্রহ। ৬তৎ। বি; পু।

রাজপ্রাসাদ—রাজভবন, রাজার অট্টালিকা। ৬তৎ। বি; পু।

রাজফল—পটোল। ফলের রাজা, ৬তৎ; কিংবা রাজা (শ্রেষ্ঠ) যে ফল, কর্মধা। বি; ক্লী।

রাজবংশ—রাজকুল। ৬তৎ। বি; পু।

রাজবংশী—হিন্দুজাতি বিঃ। <রাজবংশ্য। বি। [ঈয় ভবার্থে। বিণ।

রাজবংশীয়—রাজকুলজাত। রাজবংশ+

রাজবংশ্য—১। রাজবংশজাত। রাজবংশ শব্দ+য্য ভবার্থে। বিণ। ২। জাতি বিঃ, রাজবংশী। বি; পু।

রাজবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)-রাজপথ। বর্ত্মের (পথের) রাজা, ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজবল্লভ—রাজার প্রিয়পাত্র, রাজানুগৃহীত ব্যক্তি। ৬তৎ। বি; পু।

রাজবল্লভ (রাজা)—ইনি জানকীরামের পৌত্র ও রায়দুর্লভ বা দুর্লভরামের পুত্র। জানকীরাম আলিবর্দী খাঁর অনুগ্রহে "দেওয়ান-ই-তন্" যুদ্ধবিভাগের প্রধান মন্ত্রী এবং শেষে প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। শেষ জীবনে ইনি পাটনার প্রতিনিধি হন। ইঁহার পুত্র দুর্লভরাম আলিবর্দীর এবং পরে সিরাজের যুদ্ধবিভাগের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। ইনি পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের রাজ্যচ্যুতির অন্যতম নেতা। রাজবল্লভ এই দুর্লভরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার সহায়তায় ইনি দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহারা পিতাপুত্রে ক্লাইবের সবিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া ক্লাইব ইঁহাদিগের প্রতি চিরদিন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। দুর্লভরাম যখন সপরিবারে কলিকাতায় পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তখন ক্লাইব মুর্শিদাবাদের তৎকালীন রেসিডেন্ট হেস্টিংস সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, "উপযুক্ত অনুচরাদির সহিত রাজার পরিবারবর্গকে পাঠাইয়া দিবে। রায়দুর্লভ ও ইংরেজ এই উভয়ের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, তাহা বোধ করি তুমি জান না। আমরা রাজা ও তদীয় পরিবারবর্গের রক্ষণার্থ লোকতঃ ধর্মতঃ দায়ী।" কোম্পানির আমলেও রাজবল্লভ খালসার রাই রায়ান অর্থাৎ দেওয়ানের পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৭০৭১ নং রেভিনিউ বোর্ডের পত্রে দেখা যায় যে রাজবল্লভের বিধবা পত্নী, পতির কার্যের ও স্বীয় বৈধব্যজনিত অসহায় অবস্থার উল্লেখ করিয়া পেনসন চাহিয়াছিলেন। [প্রাসাদ। বি; স্ত্রী।

রাজবাটী—রাজভবন, রাজার আলয়,

রাজবাড়ি—রাজবাটী। বাংপ্র। বি।

রাজবান্ (-বৎ)—রাজযুক্ত ('—দেশ')। রাজন্ (রাজা)+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, -**বতী**।

রাজবালা—রাজকন্যা, নৃপনন্দিনী। রাজার বালা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজবিদ্রোহ—রাজার বিরুদ্ধাচরণ, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। ৬তৎ। বি; পুং।

রাজবিদ্রোহী (-হিন্)—রাজার বিরুদ্ধাচারী, রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারী। রাজার বিদ্রোহী, ৬তৎ; কিংবা রাজবিদ্রোহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী, -**দ্রোহিণী**।

রাজবিধি—রাজার নিয়ম, আইন। রাজকৃত বিধি, মধ্যপ। বি; পুং।

রাজবিপ্লব-প্রচলিত রাজ্যশাসনপ্রণালীর পরিবর্তন; রাজবিদ্রোহ। ৬তৎ। বি; পুং।

রাজবৃত্ত-১। ন্যায়সঙ্গত উপায়ে অর্থের উপার্জন, বৃদ্ধি, রক্ষা ও সৎপাত্রে দান। বৃত্তের রাজা, ৬তৎ। ২। রাজার চরিত্র। রাজার বৃত্ত, ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজবেশ—রাজপরিচ্ছদ, রাজার উপযুক্ত সাজসজ্জা। ৬তৎ। বি; পুং।

রাজভক্ত—রাজার প্রতি ভক্তিযুক্ত, রাজার প্রতি অনুরক্ত। ৬তৎ। বিণ। বি,

রাজভয়—১। রাজার ভয়, রাজার নিজের শঙ্কা বা ত্রাস। ৬তৎ। ২। রাজাকে ভয়, বা রাজা হইতে ভয়। ৫তৎ। বি; পুং।

রাজভাষা—রাজার বা রাজজাতির ব্যবহৃত ভাষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজভোগ—১। রাজার উপযুক্ত ভোগ্য বস্তু, রাজোচিত সুখ। রাজযোগ্য ভোগ, মধ্যপ। বি; পুং। ২। বড় রসগোল্লা। বাংপ্র। বি। [৬তৎ। বিণ।

রাজভোগ্য-রাজার উপভোগের যোগ্য।

রাজমজুর—রাজমিস্ত্রীর সহকারী মজুর, 'মেট'। বাংপ্র। বি।

রাজমণ্ডল—দ্বাদশবিধ রাজা [যথা—অরি, মিত্র, অরির মিত্র, মিত্রের মিত্র, অরিমিত্রের মিত্র, বিজিগীষুর পুরঃ র এই পাঁচ, ও পার্ষ্ণিগ্রহ, আক্রন্দ, পার্ষ্ণিগ্রাহসার, আক্রন্দাসার এই চারি, আর বিজিগীষুর পশ্চাদ্বর্তী এবং বিজিগীষু—মধ্যম ও উদাসীন এই তিন—সর্বশুদ্ধ দ্বাদশ]। রাজাদিগের মণ্ডল (সমূহ), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজমন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)-রাজামাত্য, রাজার সচিব। ৬তৎ। বি; পুং।

রাজমহল-বিহার রাজ্যে সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত মহকুমা ও শহর। পূর্বে স্থানটির নাম ছিল "আকমহল"। উড়িষ্যা বিজয় করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে মোগল-সেনাপতি মানসিংহ এই স্থানটিকে বঙ্গরাজ্যের রাজধানীস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৫৯২ খ্রীঃ)। উত্তরকালে রাজধানী ঢাকায় লইয়া যাওয়া হয়। রাজমহলের পশ্চিম দিকে প্রায় ৪ মাইল ব্যাপিয়া প্রাচীন রাজধানীর নিবিড় জঙ্গলাবৃত ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। জুম্মা মসজিদ, সা সুজার ও মীরকাশীমের প্রাসাদ, ফুল-বাড়ি প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ রাজমহলের পূর্ব গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজমহল পাহাড় বিন্ধ্যগিরির অংশবিশেষ নহে, উহা স্বতন্ত্র পাহাড়। রাজমহল "পাহাড়িয়া" নামধেয় আদিম জাতির বাসভূমি। উত্তরকালে সাঁওতালগণও এখানে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে।

রাজমহিষী—রাজার কৃতাভিষেকা পত্নী; রাজার প্রধানা বা বিবাহিতা স্ত্রী; রাজ্ঞী মাত্র। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজমার্গ ১। রাজপথ। মার্গের (পথের) রাজা, ৬তৎ। ২। রাজপদ্ধতি। রাজার মার্গ (পদ্ধতি), ৬তৎ। বি; পুং।

রাজমাষ—মাষকলায় বিঃ, বরবটি। মাষের রাজা, ৬তৎ। বি; পুং।

রাজমিস্ত্রী ইট পাথর গাঁথিয়া গৃহ নির্মাণকারী; ইমারত নির্মাণকারক। বাংপ্র। বি।

রাজমুকুট-রাজার শিরোভূষণ, রাজার মাথার পাগড়ি। ৬তৎ। বি; পুং।

রাজযক্ষ্মা (-যক্ষ্মন্) ক্ষয়রোগ বিঃ, যক্ষ্মা। যক্ষ্মার রাজা, ৬তৎ। বি; পুং।

রাজযোগ—যোগসাধনের প্রণালী বিঃ, উত্তম যোগপদ্ধতি। ৬তৎ। বি; পুং।

রাজযোগ্য—রাজার উপযুক্ত, রাজোচিত; মহৎ। ৬তৎ। বিণ।

রাজযোটক—বিবাহে যোগ বিঃ [বর ও কন্যার এক রাশি হইলে, অথবা উভয়ের বৃষ ও বৃশ্চিক, কর্কট ও মকর, কন্যা ও মীন রাশি হইলে, কিংবা চতুর্থ দশম বা তৃতীয় একাদশ হইলে রাজযোটক হয়। রাজযোটক যোগ হইলে গ্রহবৈরিতা, তারাশুদ্ধি, গণদোষ, বর্ণদোষ বা নাড়ীদোষ প্রভৃতি কোন দোষ হয় না]। ৬তৎ। বি; পুং। [ক্লী।

রাজরক্ত—রাজার শোণিত। ৬তৎ। বি;

রাজরাজ—চন্দ্র; কুবের; সম্রাট্, একচ্ছত্র রাজা। রাজাদিগের রাজা ৬তৎ। বি; পুং।

রাজরাজেশ্বর ১। সম্রাট্, সার্বভৌম। 'রাজরাজ' দ্রঃ। রাজরাজগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। স্ত্রী—**রাজরাজেশ্বরী**। ২। শালগ্রাম বিঃ। ['শালগ্রাম' দ্রঃ।] বি; পুং।

রাজরাজেশ্বরী ১। সম্রাজ্ঞী। রাজরাজগণের ঈশ্বরী, ৬তৎ। ২। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক মহাবিদ্যা; ভুবনেশ্বরী। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

রাজরাণী, -রাজ্ঞী রাজমহিষী। বাংপ্র।

রাজরীতি ১। রাজার পদ্ধতি বা প্রথা। রাজার রীতি (প্রথা), ৬তৎ। ২। পিত্তল বিঃ। রীতি (পিত্তল) দিগের রাজা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজর্ষি—রাজা অথচ ঋষি, যিনি রাজা হইয়াও ঋষিবৎ আচরণ করেন অর্থাৎ যিনি রাজত্ব করিতে করিতে ঋষির ন্যায় তত্ত্বালোচনা করেন, কেবল সাংসারিকতায় তন্ময় থাকেন না ['ঋষি' দ্রঃ]; রাজশ্রেষ্ঠ। রাজাও যিনি ঋষিও তিনি, কর্মধা। বি; পুং।

রাজলক্ষ্মী—রাজশ্রী ; রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে গণ্যা লক্ষ্মী ; রাজশোভা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাজশক্তি—রাজকীয় ক্ষমতা, রাজার সৈন্যাদি বল। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাজশেখর—প্রাচীন কবি ও নাট্যকার। সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাস ও ভবভূতির পরই ইঁহার নাম উল্লেখযোগ্য। অনুমান খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীর মধ্যবর্তী কোন সময়ে ইনি বর্তমান ছিলেন। ইঁহার জন্মস্থান সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র দেশ ; কারণ, ইঁহার নাটকে দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশ প্রদেশের অতি সুনিপুণ, সুশৃঙ্খল বর্ণনা পাওয়া যায়। রাজশেখর শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত যাযাবরকুলে জন্মগ্রহণ করেন। যাযাবর বলিতে আহিতাগ্নি কিংবা ঐরূপ এক-শ্রেণীর পবিত্র ব্রাহ্মণ গৃহস্থ বুঝায়। রাজশেখরের প্রপিতামহের নাম অকাল-জলদ। তিনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। রাজশেখরের পিতার নাম দুর্দুক ও মাতার নাম শীলবতী ছিল। প্রসিদ্ধি আছে যে, রাজশেখর সর্বসমেত ছয়খানি সুবৃহৎ নাটক রচনা করিয়া-ছিলেন ; তন্মধ্যে মাত্র চারিখানির পরিচয় পাওয়া যায় (১) কর্পূরমঞ্জরী, (২) বিদ্ধশালভঞ্জিকা, (৩) বালভারত ও (৪) বালরামায়ণ। কর্পূরমঞ্জরী নাট্যসাহিত্যে সট্টক-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, এবং চারি অঙ্কে সম্পূর্ণ। ইহার আখ্যানভাগ রত্নাবলী বা মালবিকাগ্নিমিত্রের ন্যায়। বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা একখানি নাটিকা। কান্যকুব্জ-রাজ মহেন্দ্রপাল রাজশেখরের শিষ্য ছিলেন। তাঁহারই পুত্র মহীপালের অনুরোধে রাজশেখর দুই অঙ্কে বালভারত নাটকখানি রচনা করেন। বালরামায়ণ দশ অঙ্কে সম্পূর্ণ। সংস্কৃত সাহিত্যে এরূপ সুবৃহৎ নাটক আর দেখা যায় না। ইহাতে বিশ্বামিত্র কর্তৃক তাড়কাবধার্থ রাম লক্ষ্মণকে লইয়া যাওয়া হইতে রাবণ-বধের পর রাম লক্ষ্মণ সীতার অযোধ্যা-প্রত্যাগমন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহার আখ্যায়িকাংশ বাল্মীকিকৃত রামায়ণ হইতে অনেকটা বিভিন্ন।

রাজশেখর বসু—(১৮৮০—১৯৬০ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও ভাষাতত্ত্ববিদ্। জন্মস্থান বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণপাড়া গ্রাম। ইনি 'পরশুরাম' ছদ্মনামে পরিচিত। 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী' প্রভৃতি হাস্যরসাত্মক গল্পগ্রন্থ এবং 'চলন্তিকা' অভিধান রচনা করেন। [বি ; স্ত্রী।

রাজশ্রী—রাজলক্ষ্মী ; রাজার শোভা। ৬তৎ। বি—১। রজোগুণময়, রজোগুণপ্রধান। রজস্ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—রাজসী। ২। খ্যাতিজনক কর্ম, অর্থাৎ মানসম্ভ্রমলাভার্থ দম্ভবশতঃ যে কর্ম করা যায়। বি ; স্ত্রী।

রাজসদন, -সন্ম (-সদ্মন্)—রাজভবন, প্রাসাদ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাজসভা—রাজার পরিষৎ, রাজদরবার ; রাজসমাজ ; সিংহাসনস্থ রাজার সম্মুখীন সমস্ত লোকজন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাজসম্পৎ (-সম্পদ্)—১। রাজার ঐশ্বর্য। ৬তৎ। ২। রাজার ন্যায় ঐশ্বর্য। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

রাজসর্প—রাজসাপ। ৬তৎ। বি ; পু।

রাজসর্ষপ—রাইসরিষা। সর্ষপদিগের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

রাজসাক্ষী (-ক্ষিন্)—অপরাধীদের দল-ভুক্ত হইয়াও যে সরকারের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া দলের গোপন কথা বলিয়া দেয়, সরকারী সাক্ষী, approver. ৬তৎ। বি ; পু।

রাজসাপ—বিষধর সর্প বিঃ, চারি হাত পর্যন্ত দীর্ঘ হয়, শঙ্খচূড়। বাংপ্র। বি।

রাজসাযুজ্য—রাজত্ব, রাজ্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাজসাহী—পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা ও শহর। ১৭৬৫ খ্রীঃ অঃ যখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হন, তখন নাটোরের মহারাজ রামজীবনের সহিত তাঁহারা সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ হন। তাঁহার জমিদারির নাম ছিল রাজসাহী। সে জমিদারি পশ্চিমে ভাগলপুর হইতে আরম্ভ হইয়া পূর্বে ঢাকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত "নিজচাকলা রাজসাহী"ও উক্ত জমিদারিভুক্ত ছিল। জমিদারির বিস্তৃতি ছিল ১২৯০৯ বর্গ মাইল, এবং আয় ছিল সিক্কা ২,৭০২,৪০০৲ টাকা। জমিদারির অতি বিস্তৃতিবশতঃ রাজস্ব আদায় এবং শাসনসম্বন্ধে পদে পদে ব্যাঘাত ঘটিতে লাগিল। ইহার অল্পকাল পরে জমিদারিটি সুবিখ্যাতা রানী ভবানীর শাসনাধীন হয়। ইংরাজ ইহার হস্ত হইতে রাজস্ব আদায়ভার গ্রহণ করিয়া খাসে কার্য চালাইতে লাগিলেন। জমিদারির কতক অংশ ইজারাও দিলেন। দশশালা বন্দোবস্তের সময়ে (১৭৯০ খ্রীঃ) রানী ভবানীর দত্তকপুত্র মহারাজ রামকৃষ্ণ বাৎসরিক সিক্কা ২,৩১৮,১০১৲ টাকা রাজস্ব প্রতিশ্রুত হইয়া ইংরাজের নিকট জমিদারি বন্দোবস্ত করিয়া লন। কিন্তু আদায়ের শৈথিল্যবশতঃ ইঁহার জমিদারি ক্রমে ক্রমে নিলামে বিক্রয় হইয়া যায়, এবং কলিকাতা ও অপরাপর স্থানের ধনীরা ও তাঁহারই শৈথিল্য-পুষ্ট কর্মচারীরা সেই সকল জমি-দারি কিনিয়া লন। ইহাতে জমিদারির আয়তন বিলক্ষণ হ্রাস হইয়া যায়। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য ইংরাজ সময়ে সময়ে জমিদারিটি কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করিয়া লন।

রাজসিংহ—১। সিংহতুল্য বিক্রমশালী রাজা, অতিপরাক্রান্ত নরপতি। রাজা সিংহপ্রায়, উপমিত। বি ; পু।

২। মিবারের প্রসিদ্ধ রানা। প্রতাপ-সিংহের পরই ইঁহার বীরত্ব ও মহত্ত্বের কাহিনী ইতিহাসে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। আওরঙ্গজেব আকবর কর্তৃক নিষিদ্ধ জিজিয়া করের পুনঃপ্রবর্তন করিলে রাজপুতানার অন্যান্য রাজারা তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হন, কেবল রাজসিংহই তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। আওরঙ্গজেব বিপুল বাহিনী সমভিব্যাহারে ইঁহাকে দমন করিতে গিয়া ইঁহার হস্তে যথেষ্ট নিগৃহীত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

রাজসিক—রাজস, রজোগুণময়, রজোগুণ-প্রধান। রজস্+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—রাজসিকী।

রাজসী—১। রজোগুণময়ী ; রজোগুণ-সম্বন্ধিনী। রাজস+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। রজোগুণময়ী দুর্গা। বি ; স্ত্রী।

রাজসূয়—সামবেদবিহিত সম্রাটের কর্তব্য যজ্ঞ বিঃ, এই যজ্ঞে অধীন ও সামন্ত রাজারা আসিয়া ভৃত্যোচিত কর্ম করিয়া থাকেন, যথা—যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগের পদপ্রক্ষালনের ভার লইয়াছিলেন। রাজন্ (রাজা)—সূ (প্রসব করা)+ক্যপ্ অধি। বি ; পু বা স্ত্রী।

রাজসেবা—রাজার পরিচর্যা ; চাকুরি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাজস্থান—পূর্বতন রাজপুতানা ; ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্য বিঃ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাজস্ব—রাজার প্রাপ্য অর্থ অর্থাৎ রাজকর। রাজপ্রাপ্য স্ব (ধন), মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

রাজস্বসচিব—রাজকরসংক্রান্ত অমাত্য ; রাজার বা রাজ্যের আয়ব্যয়বিষয়ক প্রধান রাজকর্মচারী। ৬তৎ। বি ; পু।

রাজহংস—১। রক্তবর্ণ চঞ্চু ও চরণযুক্ত শুভ্র-বর্ণ হংস, রাজহাঁস ; কলহংস। হংসগণের রাজা, ৬তৎ। ২। রাজশ্রেষ্ঠ। রাজা হংসতুল্য (অর্থাৎ যে রাজা হংসের ন্যায় কেবল সারভাগ গ্রহণ করেন)। উপমিত কর্মধা। বি ; পু।

রাজহন্তা (-হন্তৃ)—রাজার প্রাণনাশক, regicide. রাজার হন্তা, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**রাজহন্ত্রী**।

রাজহস্তী (-হস্তিন্)—১। রাজার গজ; রাজবাটীর হাতী। রাজার হস্তী, ৬তৎ। ২। শ্রেষ্ঠহস্তী, করিবর। হস্তীদিগের রাজা, ৬তৎ। বি; পু।

রাজহাঁস—রাজহংস। বাংপ্র। বি।

রাজা (রাজন্)—নৃপতি, ভূপতি; প্রভু; ক্ষত্রিয়; ইন্দ্র; চন্দ্র; যক্ষ; (অন্য শব্দের পূর্ববর্তী বা পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ; উপাধি বিঃ। [আদৌ পৃথুই রাজা সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।] রাজ্ + কনিন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**রাজ্ঞী**। **রাজা করা**—রাজা বা রাজার মত ঐশ্বর্যশালী বা সুখী করা।

রাজা—বিরাজ করা, দীপ্তি পাওয়া, শোভা পাওয়া। রাজ্ ধাতুজ। কপ্র। ক্রি।

রাজাজ্ঞা—রাজার আদেশ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বি; পু।

রাজাদেশ—রাজার আজ্ঞা, রাজার হুকুম।

রাজাধিরাজ—রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্। রাজাদিগের অধিরাজ, ৬তৎ। বি; পু।

রাজানুচর—রাজভৃত্য; রাজার অনুগামী লোক। ৬তৎ। বি; পু।

রাজানুজীবী (-বিন্)—রাজার অনুগ্রহে জীবনধারণকারী; রাজানুচর; রাজভক্ত; রাজসেবক। রাজার অনুজীবী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

রাজান্তঃপুর—রাজার অন্দর-মহল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজার্হ—রাজযোগ্য, রাজার উপযুক্ত, রাজোচিত। রাজার অর্হ, ৬তৎ। বিণ।

রাজাসন—রাজার বসিবার পীঠ, সিংহাসন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজি, রাজী—শ্রেণী, সারি; রেখা। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) + ই কর্তৃ; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাজিকা—শ্রেণী, সারি; রেখা; ক্ষেত্র; রাইসরিষা। রাজি + কণ্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

রাজিত—দীপিত, শোভিত। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রাজী—১। 'রাজি' দ্রঃ। ২। সম্মত, স্বীকৃত; সন্তুষ্ট। আ। বিণ।

রাজীনামা—সম্মতিপত্র, কবুলনামা। আ-মু। বি।

রাজীব—১। মৎস্য বিঃ; মৃগ বিঃ; হস্তী বিঃ; পক্ষী বিঃ, সারস। রাজী (শ্রেণী) + ব অস্ত্যর্থে। বি; পু। ২। পদ্ম। বি; ক্লী। ৩। রাজোপজীবী; রাজানুগ। রাজন্ (রাজা)—জীব্ (বাঁচা) + অন্ কর্তৃ নিপাতনে। বিণ।

রাজীবলোচন—১। কমলনয়ন, পদ্মনেত্র। রাজীবতুল্য লোচন যাহার, বহু। বিণ। ২। শ্রীরামচন্দ্র। বি; পু।

রাজীবলোচন রায়—১৮৫৭ খ্রীঃ ঢাকা জেলার অন্তর্গত তিলিগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামলোচন রায়। ইহারা জাতিতে কায়স্থ—উপাধি দত্ত; নবাব সরকারে কার্য করিয়া 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন। রাজীবলোচন বাল্যকালে কলিকাতার মাদ্রাসায় ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। পাঠ সমাপনান্তে মুর্শিদাবাদের ফৌজদারী আফিসে একটি কর্মে নিযুক্ত হন। তৎপরে কাশিমবাজারের মহারাজ কৃষ্ণনাথ রায় ইহাকে রংপুরের মোক্তার নিযুক্ত করেন। তথায় কয়েক বৎসর মোক্তারি করিবার পর ভুবভাণ্ডারের ভূম্যধিকারী রায় রমণীমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের বিষয়সম্পত্তির ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৪৪ খ্রীঃ মহারাজ কৃষ্ণনাথ নন্দী কলিকাতায় আত্মহত্যা করেন। তিনি মৃত্যুকালে যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নামে উইল করিয়া যান। সে জন্য মহারানী স্বর্ণময়ী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যে মকদ্দমা করেন, তাহার পরিচালনের ভার রাজীবলোচনের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। ইনি প্রভূত পরিশ্রম ও বুদ্ধিমত্তার সহিত কার্য করিয়া সেই মকদ্দমায় জয়লাভ করেন। অতঃপর রাজীবলোচন মহারানী স্বর্ণময়ীর দেওয়ান পদে অভিষিক্ত হন। ১৮৪৭ খ্রীঃ মহারানী স্বর্ণময়ী যখন কাশিমবাজারের অধীশ্বরী হন, তখন অনেক টাকা ঋণ ছিল, কিন্তু সুদক্ষ দেওয়ান রাজীবলোচনের তত্ত্বাবধানে অল্প দিনেই উহা পরিশোধ হয়। ১৮৭১ খ্রীঃ গভর্নমেণ্ট ইহাকে "রায়বাহাদুর" উপাধি দিয়াছিলেন। ইনি সুশিক্ষিত, দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। ইহার দানশক্তি বিলক্ষণ ছিল। ইনি মৃত্যুকালে যে উইল করিয়া যান, তাহাতে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বৃত্তি স্থাপন জন্য ১৫,০০০ টাকা এবং বহরমপুর কলেজে নিজ নামে পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তিস্থাপন জন্য ১৫,০০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। ১৮৮১ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর ইনি কলেবর পরিত্যাগ করেন। ইনি নিঃসন্তান ছিলেন।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—'কৃষ্ণচন্দ্রচরিত' নামক গ্রন্থের লেখক। ১৮০১ খ্রীঃ ইনি কৃষ্ণচন্দ্রচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, এবং ১৮১১ খ্রীঃ উহা লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হয়।

রাজেন্দ্র—শ্রেষ্ঠ রাজা; সম্রাট্। রাজাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, ৭তৎ। বি; পু।

রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী (রায় বাহাদুর)—১৭৮৯ শকে ফাল্গুন মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম নসীরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয় হইতে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন, তথা হইতে ক্রমে এম. এ. পরীক্ষা দিয়া সুবর্ণপদক ও পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ঐ কার্যে নিযুক্ত থাকিয়াই রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়া দশ হাজার টাকা পারিতোষিক লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরে লাহোর ওরিয়েণ্টাল কলেজের অধ্যক্ষতা করিয়া ১৮৮৬ খ্রীঃ বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের অনুবাদক কার্যালয়ে দ্বিতীয় সহকারীর পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং পরে বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ হন। উত্তরকালে উক্ত গভর্নমেণ্টের প্রধান বাঙ্গালা অনুবাদকের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী এবং সংস্কৃত ভাষায় সবিশেষ দক্ষ, এবং দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ন্যায়দর্শনের 'ভাষাপরিচ্ছেদ' নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। হিন্দুধর্মে এবং ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকলাপে ইনি সবিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। কলিকাতাস্থ "সাহিত্য-সভার" সম্পাদকরূপে ইনি ঐ সভার ও বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি গভর্নমেণ্টের নিকট "রায় বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

রাজেন্দ্র দত্ত কলিকাতা বহুবাজারের প্রসিদ্ধ জমিদার অক্রূর দত্তের প্রপৌত্র। ইহার পিতার নাম পার্বতীচরণ দত্ত। ১৮১৮ খ্রীঃ ইহার জন্ম হয়। ইনি কিছুদিন মেডিকেল কলেজে অধ্যয়ন করিয়া বাড়িতে একটি ঔষধালয় স্থাপন করেন এবং ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে অ্যালোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। অতঃপর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালী শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ ডাঃ বেরিনী (Dr. Berigny) কলিকাতায় আসিলে তাঁহাকে উপলক্ষ করিয়া এই প্রণালীর চিকিৎসা বিস্তার করেন। হোমিওপ্যাথির প্রচারকল্পে ইনি কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। ইহারই উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথি ছাড়িয়া হোমিওপ্যাথি ধরিয়াছিলেন।

অতুল পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও রাজেন্দ্রবাবু সাতটি হৌসের মুৎসুদ্দি ছিলেন এবং এইরূপে নিজেও যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পরহিতার্থে মুক্তহস্তে অর্থব্যয় করিয়া ইনি দেউলিয়া হইয়া পড়েন। তথাপি ইঁহার স্বভাবসিদ্ধ দানশীলতার হ্রাস হয় নাই। ইনি ১৮৫৪ খ্রীঃ সিন্দুরিয়াপটীর গোপাললাল মল্লিকের বিশাল অট্টালিকায় হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ নামে একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন। কাপ্তেন ডি. এল. রিচার্ডসন এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। এই কলেজ কয়েক বৎসর মাত্র চলিয়াছিল। ইহার জন্য রাজেন্দ্রবাবুকে অনেক আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, নীলমণি দে ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মনীষী বাঙ্গালী এই কলেজে শিক্ষালাভ করেন। রাজেন্দ্রবাবু পৌত্তলিকতা মানিতেন না। তখনকার দিনে বহু পাশ্চাত্ত্য মতাবলম্বী ব্যক্তিগণের ন্যায় অগাস্ট কোমট্ প্রচলিত প্রত্যক্ষবাদ এবং হিতবাদই ইঁহার ধর্মমত ছিল। ১৮৮৯ খ্রীঃ ইঁহার দেহাবসান হয়।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্যার)—১৮৫৪ খ্রীঃ জুন মাসে ২৪ পরগনার অন্তর্গত বসিরহাট মহকুমার অধীন ভাবলা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তম বৎসর বয়ঃক্রমকালে পিতৃবিয়োগ হইলে আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে বিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতা গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি প্রথমে তিন সহস্র টাকা মূলধনে একজন অংশীদারের সহিত ঠিকাদারী ব্যবসায় আরম্ভ করেন এবং ক্রমে একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদার হইয়া উঠেন। অতঃপর কলিকাতা শহরের জলের কলের বড় বড় কার্য করিতে থাকেন। এই সময় মার্টিন কোম্পানির সহিত একযোগে কার্য আরম্ভ করেন। পরে উক্ত কোম্পানির একজন প্রধান অংশীদার মধ্যে পরিগণিত হন। ১৯০১ খ্রীঃ ইনি প্রথমবার বিলাত যান। ১৯১১ খ্রীঃ ইনি কলিকাতার সেরিফ পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর দিল্লীর বিরাট অভিষেক দরবারে ভারত গভর্নমেন্ট ইঁহার গুণের প্রশংসা করিয়া K. C. I. E. উপাধি দান করিয়াছেন। শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায়ের মধ্যে ইঁহার ন্যায় মর্যাদা ও প্রতিপত্তি কোন বাঙ্গালীরই নাই। ১৯১২ খ্রীঃ জুলাই মাসে স্যার রাজেন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। তথাকার ব্যবসায়ি-সম্প্রদায় ইঁহার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। ইনি নানা জনহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

রাজেন্দ্রপ্রসাদ—(১৮৮৪—১৯৬৩ খ্রীঃ)। বিখ্যাত কংগ্রেসকর্মী ও ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি। ইনি দুইবার কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হন। 'India Civided' ইঁহার একখানি বিখ্যাত বই।

রাজেন্দ্র মল্লিক (রাজা বাহাদুর)—ইনি কলিকাতার সুবিখ্যাত নীলমণি মল্লিকের দত্তক পুত্র। ১৮১৯ খ্রীঃ ২৪শে জুন রাজেন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বয়স যখন তিন বৎসর, তখন নীলমণি লোকান্তরিত হন। তাঁহার বিধবা পত্নীর সহিত বৈষ্ণবদাস মল্লিকের বিষয়ঘটিত মকদ্দমা হয়। রাজেন্দ্র যতদিন নাবালক ছিলেন, Sir James Weir Hogg ততদিন ইঁহার অভিভাবকস্বরূপে সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক নিযুক্ত ছিলেন। পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাজেন্দ্র পিতার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ উড়িষ্যায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে রাজেন্দ্র কলিকাতায় আগত দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের জন্য অন্নসত্র খুলিয়া বহুব্যয়ে উহাদিগের ক্ষুন্নিবারণ করেন। এই দানশীলতায় সন্তুষ্ট হইয়া গভর্নমেন্ট রাজেন্দ্রকে "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রদান করেন (১৮৬৭ খ্রীঃ)। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইনি রাজাবাহাদুর উপাধিভূষিত হন। ইনি বদান্যতার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, সংগীত, চিত্র, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিবিদ্যায় তেমনি খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে ইঁহার চোরবাগানের বাড়িতে একটি বৃহৎ চিড়িয়াখানা ছিল। তাহা হইতে অনেক দুর্লভ পশুপক্ষী ইনি আলিপুরের চিড়িয়াখানায় পাঠাইয়া দেন। সেখানে "মল্লিক হাউস" নামক গৃহে উহাদিগকে রাখা হয়। ইউরোপের অনেক চিড়িয়াখানায় ইনি জীবজন্তু প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী, সংস্কৃত ও ফারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার দয়া, দান, ঔদার্য, ধর্ম, নিষ্ঠা, বিনয় প্রভৃতি সদ্গুণে আপামর সাধারণ মুগ্ধ ছিল। ইঁহার চোরবাগানের প্রাসাদ মর্মরপ্রস্তরে বহুব্যয়ে নির্মিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্তরমূর্তি ও তৈলচিত্রে অলংকৃত। এরূপ সজ্জিত বৃহৎ অট্টালিকা কলিকাতায় ত নাই, সমগ্র বঙ্গদেশে আছে কি না সন্দেহ। চোরবাগানের প্রাসাদ কলিকাতার দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে অন্যতম। এখনও ইঁহার বাটীতে প্রত্যহ অতিথিসেবা হইয়া থাকে। বিস্তর নিরন্ন ভিক্ষুক ইঁহাদের অন্নে জীবন ধারণ করে। ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (রাজা)—প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী শুঁড়ায় এক প্রাচীন মিত্র পরিবারে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার স্বহস্তলিখিত একখানি ডায়ারির একটি ছিন্নপত্রে ইনি নিজের জন্ম তারিখ এইরূপ লিখিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত বাবু জনমেজয় মিত্রস্য তৃতীয় পুত্র শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৭৪৩ শকিয় ১২২৮ ফাল্গুন সৌরস্য ষষ্ঠ দিবসে শনিবাসরে কৃষ্ণপক্ষে দশমি তিথিতে.................. ভুমিষ্ঠ হয়।" ইঁহার প্রাথমিক শিক্ষা-সংক্রান্ত মোটামুটি কয়েকটি ঘটনাও উক্ত ডায়ারি হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়। ১২৩৩ সালের মাঘমাসে ইঁহার হাতেখড়ি হয়, এবং ১২৩৫ সালে ইনি দ্বারকানাথ নন্দী নামক এক ব্যক্তির নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করেন। ১২৩৮ সালে ই.ন ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে দুই বৎসর অধ্যয়ন ক.রয়া রাজেন্দ্রলাল উক্ত বিদ্যালয় ত্যাগ করেন এবং ১২৪১ সালে গোবিন্দচন্দ্র বসাকের বিদ্যালয়ে পড়িতে যান। সেকালে ক্ষেম বসুর স্কুল ও গোবিন্দ বসাকের স্কুল কলিকাতার দুইটি প্রসিদ্ধ বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর ইঁহার পিতা ইঁহাকে মেডিকেল কলেজে ভরতি করিয়া দেন। রাজেন্দ্রলাল স্বীয় প্রতিভাবলে অল্পদিনের মধ্যেই কলেজে খ্যাতিলাভ করেন। ইনি মেডিকেল কলেজে ব্র্যামলি, গুডিভ ওসাঘনেসি প্রভৃতি বিখ্যাত অধ্যাপকগণের ছাত্র ছিলেন। ক্যামেরন নামে একজন সাহেব ইঁহাকে বাটীতে ইংরাজী পড়াইতেন। এই সকল ইংরাজ অধ্যাপকের নিকট পড়িয়া ইঁহার ইংরাজী শিক্ষা পাকা হইয়াছিল। বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর মেডিকেল কলেজের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতযাত্রাকালে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, কলেজের পাঁচজন কৃতবিদ্য ছাত্রকে ডাক্তারি পড়াইবার জন্য বিলাত লইয়া যাইবেন। তিনি নিজে দুইজন ছাত্রের যাবতীয় খরচখরচা দিতে স্বীকৃত হন। এই দুইজনের মধ্যে রাজেন্দ্রলাল অন্যতম। কিন্তু ইঁহার পিতা ইঁহাকে বিলাতযাত্রা হইতে নিবারিত করেন। ইঁহার কিছু পরে কোনও কারণে কলেজের প্রধান প্রধান সাহেবদিগের সহিত রাজেন্দ্রলালের বিবাদ হওয়ায় ইনি ১৮৪১ খ্রীঃ কলেজ পরিত্যাগ করেন। তৎপরে ইনি আইন পড়িতে আরম্ভ করেন, এবং

তাহার যথারীতি পরীক্ষাও দেন। কিন্তু উত্তরের কাগজ চুরি যাওয়ায় ইনি পাস করিতে পারিলেন না। এই সময় ডাক্তার ওঁসাঘনেসী কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি রাজেন্দ্রলালকে পূর্বাবধি খুব ভালবাসিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাধ্যক্ষের পদ প্রাপ্ত হন। তখন ইঁহার বয়স ২৩ বৎসর। ১৮৫৭ অব্দে Black Act উপলক্ষে যে সভা হয়, সেই সভায় রাজেন্দ্রলাল প্রথম প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা করেন। অতঃপর ইনি এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে গভীর গবেষণামূলক ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, পারস্থ, উর্দু, হিন্দী, গ্রীক, লাটিন, ফরাসী, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভ করিলেন। ইঁহার পাণ্ডিত্যে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ পর্যন্ত মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। ইনি মোট ১২৮ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে ১৩ খানা সংস্কৃত, ১০ খানি বাঙ্গালা। ইঁহার লিখিত বিবিধার্থ সংগ্রহ, প্রকৃতি ভূগোল, পত্রকৌমুদী, ব্যাকরণপ্রবেশ, রহস্যসন্দর্ভ, মিবারের ইতিহাস, শিবাজীর জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অমূল্য রত্নবিশেষ। ১৮৭৫ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সভা ইঁহাকে ডি. এল. (ডাক্তারঅব-ল) উপাধি প্রদান করেন। ইনি বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক একখানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। প্রত্নতত্ত্বে ইঁহার অসাধারণ প্রতিষ্ঠা। বুদ্ধগয়া ও উড়িষ্যার প্রাচীনতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থদ্বয় ইঁহার অক্ষয় কীর্তি। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি রায় বাহাদুর, ১৮৭৮ খ্রীঃ সি. আই. ই. ও ১৮৮৪ খ্রীঃ রাজা উপাধি পান। বাঙ্গালীদের ভিতর ইনিই সর্বপ্রথম এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। ইঁহার লেখার ও বক্তৃতার ভাষা উভয়ই রসপূর্ণ। ইনি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের সভ্য ও সভাপতি থাকিয়া দেশের অনেক হিতসাধন করিয়াছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া এবং ঐ পত্রের উদ্দেশ্য ও নীতি জনসমাজে প্রচারিত করিয়া কাগজখানির সম্যক্ উন্নতিবিধান করিয়াছিলেন। সকল কার্যেই ইনি নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কলিকাতার Wards Institution নামক নাবালক জমিদারদিগের আবাস ১৮৫৬ খ্রীঃ হইতে ১৮৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঁহার তত্ত্বাবধানে ছিল। শেষোক্তকালে ঐ আবাস উঠিয়া যায় এবং ইনি বিশেষ পেনসন প্রাপ্ত হইয়া অবসর গ্রহণ করেন। ১২৯৮ সালের ১১ই শ্রাবণ (২৬শে জুলাই ১৮৯১) তারিখে ইনি ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

রাজোপজীবী (-জীবিন্)—রাজানুজীবী; রাজার অনুগত; রাজভক্ত; রাজসেবক। রাজন্ (রাজা)—উপ—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী – **রাজোপজীবিনী**।

রাজোপাধি—১। রাজা খেতাব। রাজা এই উপাধি, কর্মধা। ২। রাজদত্ত খেতাব। মধ্যপ। বি; পু।

রাজ্ঞী—রাজমহিষী, রানী; সূর্যপত্নী; কাংস্য। রাজন্ শব্দ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাজ্য—রাজত্ব; রাজকর্ম; রাজাধিকৃত দেশ; লক্ষ গ্রামের আধিপত্য। রাজন্ শব্দ (রাজা)+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

রাজ্যচ্যুত—রাজ্যভ্রষ্ট, রাজপদ হইতে বিতাড়িত। ৫তৎ। বিণ।

রাজ্যপাল—রাজ্যের শাসনকর্তা, governor. উপতৎ; রাজ্য—পা+ণিচ্+অণ্ কর্তৃ। ৬তৎ। বি; পু।

– রাজ্যচ্যুত। ৫তৎ। বিণ।

—রাজ্যশ্রী, রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজ্যশাসন—রাজ্যস্থিত দুষ্ট ব্যক্তির দমন ও শিষ্ট ব্যক্তির পালন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজ্যসংস্থিতি—রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাজ্যাঙ্গ—রাজ্যের অঙ্গ [যথা—স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ সৈন্য এই সাত, প্রকৃতিসমেত অষ্ট, পুরোহিত লইয়া নব]। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাজ্যাধিকার—রাজত্বের অধিকার, রাজ্যের দখল। ৬তৎ। বি; পু।

রাজ্যাভিষেক—পবিত্রজলে স্নান করিয়া সিংহাসনে আরোহণ; রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনুষ্ঠান। মধ্যপ। বি; পু।

রাজ্যেশ্বর—রাজ্যের অধিপতি, রাজা। ৬তৎ। বি; পু। স্ত্রী—**রাজ্যেশ্বরী**।

রাঢ়—বঙ্গদেশের যে অংশ গঙ্গার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। রহ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

রাঢ়ীয়—রাঢ়দেশীয়, রাঢ়দেশজাত। রাঢ় শব্দ+ীয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাণা (বা মহারাণা)—রাজপুত রাজার উপাধি বিঃ। <রাজন্। বি।

রাণাডে, মহাদেও গোবিন্দ (Mahadeb Govind Ranade)—জন্ম ১৮৪২ খ্রীঃ ১৮ই জানুয়ারী। ইনি মার্হাট্টা ব্রাহ্মণ। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি কোলাপুর হাই স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করেন। পরে পুনা এল্‌ফিন্‌স্টোন ইন্‌স্টিটিউসনে প্রবেশ করেন। ১৮৬৫ খ্রীঃ ইনি এম. এ. ও পর বৎসরে LI. B. পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। মার্হাট্টা ভাষার অনুবাদকরূপে ইনি প্রথমে সরকারী কার্যে নিযুক্ত হন। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ পর্যন্ত এল্‌ফিন্‌স্টোন কলেজে অস্থায়িভাবে ইংরাজীর অধ্যাপনা করিয়া পুনরায় সবজজের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮৪ খ্রীঃ সেখানে ছোট আদালতের জজপদে নিযুক্ত হইয়া ১৮৯৩ খ্রীঃ বম্বে হাইকোর্টের অন্যতম জজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন, এবং আমরণ ঐ পদে আসীন থাকেন। রাণাডের প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। ইতিহাস, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিদ্যাতেই ইনি বিশিষ্টরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পুনার সার্বজনিক সভা ও প্রার্থনা-সমাজ স্থাপনকল্পে ইনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ইনি সমাজসংস্কার ব্যাপারে বহুলাংশে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অতীতের সহিত বর্তমানের শৃঙ্খলা অবিচ্ছিন্ন রাখাই ইঁহার সমাজসংস্কারের মূলমন্ত্র। ইঁহার মত এই যে, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক উন্নতি পরস্পরের সহযোগিতাসাপেক্ষ। একটিকে বাদ দিয়া অপরগুলির উন্নতি অসম্ভব। ইনি আরও বলিতেন যে, প্রাচীন সময়ের প্রায় সকল জাতিই এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে; ভারতের হিন্দুজাতি যে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, তাহাতে ইঁহার বিশ্বাস এই যে, ঈশ্বর এই জাতি দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন করাইবেন। ইঁহার ন্যায় চিন্তাশীল ধীরপ্রকৃতি স্বদেশ-গৌরবরক্ষক মনস্বী বর্তমান সময়ে বিরল। ১৯০১ খ্রীঃ ১৬ই জানুয়ারী এই মহাত্মার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রাণী—রাজপত্নী; রাজ্যেশ্বরী; রাজমহিষী। <রাজ্ঞী। বি; স্ত্রী।

রাণীগঞ্জ—বর্ধমান জেলার একটি মহকুমা। এখানে বিস্তর কয়লার খনি আছে। বি।

রাত—নিশা, রজনী। <রাত্রি। বি।

রাতকানা—রাত্র্যন্ধ, যে রাত্রিতে দেখিতে পায় না। বাংপ্র। বিণ।

রাতদিন—দিবারাত্র; সতত, নিরত। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

রাতভোর—সমস্ত রাত্রিব্যাপী, সারারাত।

রাতা—রক্ত, রক্তবর্ণ। কপ্র। বিণ।

রাতারাতি—রাত্রির মধ্যে, রাত্রিকালের ভিতর। বাংপ্র। অ, ক্রি-বিণ।

রাত্তি—রাত, রজনী। <রাত্রি। বি।

রাত্তিয়া—রাত্রি ("আজু আঁধিয়ারা শাওন রাত্তিয়া"—মাধবদাস)। প্রা কপ্র। বি।

রাতুল—আরক্ত, রাঙা। বাংপ্র। বিণ।

রাত্রি, রাত্রী—নিশা, রজনী; হরিদ্রা। রা (দেওয়া)+ত্রিপ্, কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাত্রিকর—নিশাকর, চন্দ্র। রাত্রিতে কর যাহার, বহু। বি; পু।

রাত্রিচর, রাত্রিঞ্চর—১। রাত্রিকালে বিচরণকারী। রাত্রিতে চরে যে, উপতৎ; রাত্রি—চর্ (চলা)+ট,খ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রাত্রিচরী, রাত্রিঞ্চরী**। ২। নিশাচর, রাক্ষস; চোর। বি; পু।

রাত্রিচরী—১। নিশাবিহারিণী। রাত্রিচর +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নিশাচরী, রাক্ষসী। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

রাত্রিজল—শিশির, হিম। ৬তৎ। বি;

রাত্রিজাগর—নিশাকালে জাগরণকর্তা, যে রাত্রিতে জাগিয়া থাকে। উপতৎ; রাত্রি—জাগৃ (জাগা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

রাত্রিবাস—১। নিশাকালে পরিধেয় বস্ত্র। রাত্রিবাসঃ পদের বাঙ্গালায় বিসর্গ-লোপ। ২। রজনীতে অবস্থিতি, নিশাযাপন। ৭তৎ। বি; পু।

রা ত্রি বা সঃ (-বাসস্)—রাত্রিকালে পরিধেয় বস্ত্র; অন্ধকার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বাংপ্র। ত্রি-বিণ।

রাত্রিভোর—সমস্ত রাত্রিব্যাপী, সারা রাত।

রাত্রিমণি—নিশাকর, চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

রাত্র্যন্ধ—রাতকানা। রাত্রিতে অন্ধ, ৭তৎ। বিণ।

রাধা—১। নক্ষত্র বিঃ; বিদ্যুৎ; আমলকী। রাধ্ (আরাধনা করা)+অল্+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। অধিরথ নামক সূত্রধর জাতীয় সারথির ভার্যা এবং কর্ণের পালিকা মাতা। রাধ্+অন্ কর্তৃ+ আপ্। বি; স্ত্রী। একদা পতিসহ নদীতে স্নান করিবার সময় ইনি দেখিতে পান যে, একটি মঞ্জুষা ভাসিয়া যাইতেছে। ইঁহার অনুরোধে অধিরথ তাহা ধরিয়া আনিলে ইনি তন্মধ্যে একটি সদ্যঃপ্রসূত শিশু দেখিতে পান। অতঃপর রাধা শিশুটিকে লইয়া যাইয়া অতি যত্নে লালনপালন করেন। এই শিশুই উত্তরকালে মহাবীর কর্ণ নামে প্রসিদ্ধ হন। পালিকা মাতার নামানুসারে কর্ণের আর এক নাম 'রাধেয়'। ৩। কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা গোপবালা বিঃ। ইঁহার নামান্তর রাধিকা। রা'র (নির্বাণমুক্তি) ধা (ধারণকর্ত্রী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে কথিত আছে যে, ইনি ঈশ্বরের হ্লাদিনী শক্তি, এবং গোলোকে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া। একদা শ্রীকৃষ্ণ শ্রীদামকে দ্বাররক্ষা করিতে বলিয়া চন্দ্রাবলীর সহিত ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, এমন সময় ইনি আসিয়া শ্রীদামকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলেন শ্রীদাম দ্বার পরিত্যাগ না করায় ইনি তাঁহাকে দৈত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ দেন। শ্রীদামও ইঁহাকে মানবীরূপে জন্মগ্রহণ করিতে এবং শতবর্ষ শ্রীকৃষ্ণের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাভাগিনী হইতে শাপ প্রদান করেন। তদনুসারে ইনি গোকুলে কলাবতীর গর্ভে বৃষভানু গোপের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। আয়ান ঘোষের সহিত ইঁহার লৌকিক বিবাহ হয়। কিন্তু ইনি শ্রীকৃষ্ণেই মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে ইনি শতবর্ষ বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরে তাঁহার সহিত মিলিত হন। এই প্রেম পাপাসক্তি নহে, প্রত্যুত ভগবদ্ভক্তির আদর্শ।

পুরাণে রাধা শব্দের তাৎপর্য এইরূপ লিখিত হইয়াছে;—

"রেফো হি কোটিজন্মাঘং
কর্মভোগং শুভাশুভম্।
আকারো গর্ভবাসঞ্চ
মৃত্যুঞ্চ রোগমুৎসৃজেৎ।
ধকারমায়ুষো হানি-
মাকারো ভববন্ধনম্।
শ্রবণস্মরণোক্তিভ্যঃ
প্রণশ্যতি ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ র্ শব্দে কোটিজন্মার্জিত পাপ এবং শুভাশুভ কর্মভোগ, আ—গর্ভবাস, মৃত্যু এবং রোগ, ধ্—আয়ুর ক্ষয়, এবং আ সংসার বন্ধন; যাঁহার নাম শ্রবণ, স্মরণ ও কীর্তন দ্বারা এই সকল বিনষ্ট হয় তিনিই রাধা।

রাধাকান্ত—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

রাধাকান্ত দেব (রাজা স্যার)—ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণ দেবের পৌত্র ও রাজা গোপীমোহনের একমাত্র পুত্র। ১৭৮৪ খ্রীঃ ১১ই মার্চ (১৭০৫ শকের ১লা চৈত্র) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রভূত ঐশ্বর্যের ক্রোড়ে পালিত হইলেও বিদ্যানুশীলনে ইঁহার মূল্যবান্ জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। ইনি সংস্কৃত, আরবী, ফারসী ও ইংরাজী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। হিন্দু কলেজ স্থাপন বিষয়ে ইনি বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন এবং স্থাপনার পর উহার অন্যতম পরিচালক হইয়াছিলেন। ইনি সংস্কৃত কলেজেও সেক্রেটারীর কার্য করিয়াছিলেন। School Book Society প্রতিষ্ঠিত হইলে হেয়ার সাহেবের সহযোগিতায় ইনি ঐ সমিতির সেক্রেটারীর পদে আসীন থাকিয়া ১৮২০ খ্রীঃ "নীতিকথা" এবং প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী Spelling Book বা Reader ইউরোপীয় প্রণালীতে প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইনি স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু বালিকা-বিদ্যালয়ের পক্ষপাতী ছিলেন না। 'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধান প্রণয়ন ইঁহার জীবনের অবিনশ্বর গৌরব। ইঁহার জন্য ইনি একটি স্বতন্ত্র ছাপাখানা স্থাপিত এবং টাইপ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই জাতীয় টাইপ "রাজার টাইপ" নামে উত্তরকালে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রভূত অর্থব্যয়ে ও ৪৬ বৎসরের পরিশ্রমে এই মূল্যবান্ অভিধান প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রণয়নের পর ইউরোপের নানা সভা-সমিতি হইতে ইনি সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডেনমার্কের রাজা সপ্তম ফ্রেডারিক ইঁহাকে একটি সুন্দর কারুকার্যসমন্বিত হারযুক্ত স্বর্ণপদক দিয়াছিলেন। মহারানী ভিক্টোরিয়াও ইঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দান করিয়াছিলেন।

১৮৩৭ খ্রীঃ ১০ই জুলাই ইনি রাজা বাহাদুর উপাধি দ্বারা ভূষিত হন। ১৮৫৮ খ্রীঃ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মহারানী ভিক্টোরিয়া ভারতশাসনভার গ্রহণ করিলে, ইনি শোভাবাজার রাজবাটীতে একটি সম্মিলনী আহূত করেন। তাহাতে বড়লাট প্রমুখ ইংরাজ কর্মচারিগণ এবং দেশের গণ্যমান্য সকলেই উপস্থিত ছিলেন। সেরূপ বৃহৎ অনুষ্ঠান এদেশে আর কখনও কেহ দেখে নাই। সিপাহি-বিদ্রোহ দমনের পর শান্তি-স্থাপনের স্মরণার্থে ১৮৬০ খ্রীঃ ইনি আর একটি সম্মিলনী আহূত করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন স্থাপিত হইলে ইনি সেই সময় হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইঁহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৮৬০ খ্রীঃ কলিকাতাবাসিগণ জাতিনির্বিশেষে ইঁহার পাণ্ডিত্যের এবং তাঁহাদের ভক্তিসম্মানের নিদর্শনস্বরূপে ইঁহাকে একখানি অভিনন্দন-পত্র প্রদান করেন এবং সংগৃহীত অর্থদ্বারা ইঁহার একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করান। সেই চিত্রখানি এসিয়াটিক সোসাইটির একটি প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়াছে। ১৮৬৪ খ্রীঃ রাধাকান্ত ধর্ম যাজন মানসে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে বাস করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ইনি কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উচ্চতর সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম লাভ করেন। কথিত আছে যে, এই উপাধির ভূষণ (তারকা) লইবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলে ইনি কলিকাতায় আসিতে অসম্মত হওয়ায় তখনকার লাটসাহেব

স্তার জন লরেন্স আগ্রা শহরে দরবার করিবার ব্যবস্থা করেন। পণ্ডিতেরা বলিয়াছিলেন যে, অগ্রবন (আগ্রা) বৃন্দাবনেরই অন্তর্গত, সুতরাং সেখানে যাইবার কোন আপত্তি নাই। এই জন্যই রাধাকান্ত আগ্রার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ১৬ই নবেম্বর এই দরবার হয়। রাধাকান্ত দরবারমণ্ডপে প্রবেশ করিলে লাটসাহেব ও দেশীয় রাজন্যবর্গ হইতে অন্যান্য সমস্ত উপস্থিত নিমন্ত্রিতগণ দণ্ডায়মান হইয়া ইহার অভ্যর্থনা করেন। বৃন্দাবনে ইংরাজ শিকারীগণ কর্তৃক ময়ূরাদি পক্ষিহনন রাধাকান্তের চেষ্টায় বন্ধ হইয়া যায়। রাধাকান্ত আদর্শ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু ইহার সংকীর্ণতা ছিল না। সকল বিষয়েই রাধাকান্ত তৎকালীন হিন্দুসমাজের অগ্রণী ছিলেন, এবং কি ইংরাজগণ, কি দেশীয়গণ, সকলেই ইহাকে অদৃষ্টপূর্ব শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতেন। রাধাকান্ত দেবের ন্যায় সর্বজনসমাদৃত, উন্নতমনাঃ, নির্মলচরিত্র মনীষী বঙ্গদেশে আর এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

ইহার জীবন যেরূপ গৌরবান্বিত, মৃত্যুও সেইরূপ। মৃত্যুর তিন দিবস পূর্ব হইতে ইনি সর্দি বোধ করিতেছিলেন। মৃত্যুর দিন প্রাতে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান করিয়া প্রিয় ভৃত্যকে বলিলেন, "নবীন, আজ আমার শেষ দিন। আমার দাহকার্য কিরূপে করিতে হইবে, তাহা পুরোহিত মহাশয়কে ইতঃপূর্বে বলিয়া রাখিয়াছি। তোমাকে আবার বলিতেছি, শুন। আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে আমার দেহকে স্নাত, নববস্ত্রাবৃত ও সুগন্ধিলেপিত করিয়া যমুনাকূলে লইয়া যাইবে। এখন যেভাবে আমি বসি, মৃত্যুর পর আমার দেহটি চিতার উপর সেইরূপ বসাইবে। উপরে একটি চন্দ্রাতপ দিবে। চন্দন ও তুলসী কাষ্ঠে আমার দেহ পোড়াইবে। শুষ্ক তুলসী বৃক্ষ আমি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমার দেহ ভস্মীভূত হইলে যখন অনুমান এক সের ওজন অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অবশিষ্টাংশকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ কচ্ছপগণকে খাওয়াইবে, দ্বিতীয় ভাগ যমুনায় নিক্ষেপ করিবে, এবং তৃতীয় ভাগটি বৃন্দাবনের মৃত্তিকায় গভীর করিয়া প্রোথিত করিবে।" এই উপদেশ দান করিয়া এবং আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত কথাবার্তা কহিয়া ইনি বাটীর প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। তুলসীতলায় বৃন্দাবনের পবিত্র রজের শয্যা প্রস্তুত করাইয়া, মস্তকের নিকট শালগ্রাম স্থাপিত করিয়া সেই শয্যায় শয়ন করিলেন। দুই ঘণ্টা কাল মালা জপ করিবার পর ইহার আত্মা দেহত্যাগ করিয়া পরমাত্মায় মিলিত হইল। ১৮৬৭ খ্রীঃ ১৯শে এপ্রিল রাধাকান্তের লোকান্তর গমন হয়।

রাধাকৃষ্ণ—১। শ্রীরাধিকা ও শ্রীকৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। বি; পু। ২। শপথ করিতে এবং কোন বিষয়ে অবজ্ঞা বা ঘৃণা প্রকাশ করিতে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাংপ্র। অ।

রাধাকৃষ্ণন, সর্বপল্লী—(জন্ম .৮৮৮ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত দার্শনিক। অন্ধ্রে জন্ম। ইনি অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয় ও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হন। ইনি ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি হন।

রাধাচক্র—১। সুদর্শনচক্র নামক কৃষ্ণের প্রসিদ্ধ অস্ত্র। রাধাপ্রিয় চক্র, মধাপ। [এই চক্রাস্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বহু দৈত্য দানবের বিনাশ সাধন করিয়াছেন এবং ইহারই প্রভাবে তিনি অজেয় হইয়াছিলেন; এজন্য কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা এই অস্ত্রকে বড় ভাল বাসিতেন]। বি; স্ত্রী। ২। কার্নিভ্যাল মেলা প্রভৃতিতে আরোহীদিগকে শূন্যে ঘুরাইবার চক্র বিঃ, merry-go round. বাংপ্র। বি।

রাধানাথ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬ষ্ঠৎ। বি; পু।

রাধানাথ বসু মল্লিক - ইনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গার সুবিখ্যাত বসু মল্লিক বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কান্যকুব্জ হইতে সমাগত পঞ্চ কায়স্থের মধ্যে দশরথ বসু এই বংশের আদি পুরুষ। এই বংশে পুরন্দর খাঁ নামক প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রাণ ও সমাজসংস্কারক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কঠোর বল্লালী প্রথার অনেক অংশের পরিবর্তন করিয়া দিয়া সমাজের বহু উপকার সাধন করেন। বল্লালের নিয়মে কুলীন কায়স্থের কুল কন্যাগত ছিল। ইহাতে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে সবিশেষ ক্লেশ পাইতে হইত। পুরন্দর ইহার পরিবর্তন করিয়া জ্যেষ্ঠপুত্রগত কুল প্রবর্তিত করেন। ইহা ভিন্ন তিনি আরও অনেক প্রথার পরিবর্তন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রবর্তিত প্রথাকে "পুরন্দরী প্রথা" বলে। পুরন্দর মাহীনগর সমাজভুক্ত বসুবংশের শ্রেষ্ঠ রত্নস্বরূপ। পুরন্দরের সহোদর সুন্দরবর খাঁ মল্লিক ও তদীয় বংশধরগণ যে স্থানে বাস করিতেন উহা মল্লিকপুর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই বংশীয় রঘুনাথ বসু বাঙ্গালার তিনজন নবাবের অধীনে দেওয়ানী কার্য করেন, এবং মল্লিক উপাধি প্রাপ্ত হন। ইহার বংশধরগণ অদ্যাপি হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার অন্তর্গত কাঁটাগোড়ে গ্রামে বাস করিতেছেন।

এই রঘুনাথের অধস্তন ৭ম পুরুষ রামকুমার বসু রাধানাথের জনক। ইনিই কাঁটাগোড়ে গ্রাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতা পটোলডাঙ্গায় বাসস্থাপন করেন। রাধানাথ বাল্যকাল হইতেই মেধাবী, শ্রমশীল এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিলাত হইতে আগত জাহাজের মুচ্ছুদ্দীর কাজ করিতে থাকেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে বেকম কোং নামে আফিসের মুচ্ছুদ্দী হন। ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ বলিয়া তৎকালে অনেক ইংরাজের সহিত ইহার সৌহৃদ্য ছিল। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মিঃ রিড্ নামক সাহেবের সহিত সম্মিলিত হইয়া কলিকাতা হাওড়ায় একটি ডক নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ডকের আয়ে ইনি প্রভূত অর্থ উপার্জন করেন। ডকের অন্যতম অংশীদার রিড্ সাহেব রাধানাথের সাধুতা ও অধ্যবসায় গুণে মুগ্ধ হইয়া বিলাত প্রত্যাবর্তন কালে রাধানাথকে হুগলি ডকের একমাত্র অধিকারী করিয়া যান। ইংরাজদের সহিত সর্বদা মিশিলেও ইনি কখনও হিন্দুধর্ম-বিগর্হিত কার্য বা ইংরাজী পোশাক পরিধান করেন নাই। ইহার বাটীতে বার মাসে তের পর্ব হইত। স্বীয় চরিত্রগুণে ইনি জনসাধারণের অতুল ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রাধানাথ শিকদার ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে ইনি কলিকাতা শিকদারপাড়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম তিতুরাম শিকদার। ১৮২৪ খ্রীঃ ইনি হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। গণিতে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং সতীর্থগণের মধ্যে এই শাস্ত্রে ইহার সমকক্ষ আর কেহই ছিলেন না। হিন্দু কলেজের গণিতাধ্যাপক ডাক্তার টাইট্লার ইহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথমে তাঁহার নিকট নিউটন-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ "প্রিন্সিপিয়া" পাঠ করেন। বিখ্যাত য়ুরেশীয় শিক্ষক ডিরোজিওর শিক্ষার ফলে ইনি ছাত্রাবস্থাতেই তৎকালীন হিন্দুসমাজের তথাকথিত কুসংস্কারাদি পরিবর্জন করেন। ইনি যখন হিন্দু কলেজের প্রথম শ্রেণীতে পাঠ করেন, তখন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভে আফিসে কর্নেল এভারেস্টের অধীনে ৩০৲ টাকা

বেতনের কম্পিউটরের কর্ম প্রাপ্ত হন। উত্তরকালে ৬০০৲ শত টাকা বেতনে সর্বপ্রধান কম্পিউটরের পদে উন্নীত হন। সার্ভে-সংক্রান্ত গণিতে ইঁহার এরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল যে, কর্নেল থুলিয়ার সার্ভে সম্বন্ধে যে প্রসিদ্ধ পুস্তক প্রকাশিত করেন, তাহার প্রধান প্রধান গণনা রাধানাথই করিয়া দিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। কিছুকাল পরে রাধানাথ কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি-সাধনে আপনাকে নিয়োজিত করেন। ইনি সহজ বাঙ্গালা রচনার অন্যতম প্রবর্তক। অকৃত্রিম বন্ধু প্যারীচাঁদ মিত্রের (টেকচাঁদ ঠাকুর) সহিত ইনি 'মাসিক পত্রিকা' নামক একখানি মাসিক পত্র বাহির করেন। উহাতে সহজ ভাষায় স্ত্রীপাঠ্য বিবিধ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই মে ইনি প্রাণত্যাগ করেন। ইনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। এই রাধানাথই গণনা করিয়া Mount Everestএর উচ্চতা ২৯,০০২ ফুট স্থির করিয়াছিলেন।

রাধাপদ্ম—বড় সূর্যমুখী ফুল ; এক ধরনের লতার সুগন্ধি ফুল। বি ; স্ত্রী।

রাধাবল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি ; পু।

রাধাবল্লভী—মসলা-সংযুক্ত একপ্রকার পুরি। বাংপ্র। বি। [বি ; পু।

রাধামাধব—রাধাকৃষ্ণ (তাহা দ্রঃ)। দ্বন্দ্ব।

রাধাশ্যাম—রাধা ও কৃষ্ণ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

রাধিকা—'রাধা' (৩) দ্রঃ। রাধা+কন্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

রাধিকারঞ্জন, -রমণ, -বল্লভ—শ্রীকৃষ্ণ। ৬তৎ। বি ; পু।

রাধেয়—রাধার পালিত পুত্র, কর্ণ। 'রাধা' (২) দ্রঃ। রাধা+ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু। [পু।

রাধেশ—শ্রীকৃষ্ণ। রাধার ঈশ, ৬তৎ। বি ;

রানা, রাণা—১। শানবাঁধানো ঘাটের চাতাল। বাংপ্র। ২। রাজপুত রাজার উপাধি বিঃ। <রাজন্। বি।

রান্ধনি, -নী, রাঁধনি, -নী, রাঁধুনী—রাঁধিবার মসলা বিঃ ; পাচক বা পাচিকা, যে রসুই করে। বাংপ্র। বি।

রান্ধা—'রাঁধা' দ্রঃ।

রান্না—রন্ধন, পাক। বাংপ্র। বি।

রান্নাঘর—পাকশালা। বাংপ্র। বি।

রাব—মাতগুড়। হি। বি।

রাব—রব, ধ্বনি, শব্দ ; বাক্য, কথা। রু (শব্দ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

রাবড়ি—কাটা কাটা পুরু সরযুক্ত চিনি-মিশানো ঘন দুগ্ধ। হি। বি।

রাবণ—লঙ্কেশ্বর রাক্ষস দশানন। ণিজন্ত রু—রাবি (শব্দ করান)+অন কর্তৃ ; জন্মকালে মাতাকে শব্দ করাইয়াছিল বলিয়া এইরূপ নামকরণ হয়। বি ; পু।

রাবণের বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এইরূপ :—

বিশ্রবা মুনির ঔরসে কৈকসী রাক্ষসীর গর্ভে রাবণ, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ তিন ভ্রাতার জন্ম হয়। কথিত আছে যে, রাবণের দশ মুণ্ড, বিংশতি লোচন ও বিংশতি হস্ত ছিল ; এই জন্য তাহার আর এক নাম দশানন। সপত্নী-পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য দর্শনে ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া কৈকসী নিজ পুত্রত্রয়কে তপস্যা করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করে। তদনুসারে রাবণ ভ্রাতৃদ্বয়সহ তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের কঠোর তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা বর দিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইলে রাবণ অমর হইবার বর প্রার্থনা করিল। কিন্তু ব্রহ্মা তৎপ্রদানে অসম্মত হইলেন। তখন রাবণ ক্ষুদ্রপ্রাণ নরবানরকে উপেক্ষা করিয়া ও তাহাদের নামোচ্চারণ না করিয়া দেবদানবাদি অন্য সকলের অবধ্য ও অজেয় হইবার বর প্রার্থনা করিল। ব্রহ্মা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। বরদৃপ্ত রাবণ এক্ষণে লঙ্কায় গমন করিয়া কুবেরকে তথা হইতে দূর করিয়া দিল এবং তথায় রাক্ষসরাজ্য পুনঃসংস্থাপন করিল। অনন্তর ময়দানবদুহিতা মন্দোদরীর সহিত রাবণের বিবাহ হইলে তাহার গর্ভে মেঘনাদ, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি ইহার বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করে। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া ভূতলস্থ প্রায় সমস্ত রাজাকেই পরাস্ত করিয়াছিল, কেবল কপিরাজ বালি, কার্তবীর্যার্জুন ও মান্ধাতার নিকট পরাভূত হইয়াছিল। পাতালে বলিরাজের নিকটও রাবণ অপমানিত হয়। অনন্তর ত্রিদিব জয় করিবার নিমিত্ত গমন করিয়া রাবণ দেবতাদিগের নিকট পরাজিতপ্রায় হইলে মেঘনাদ মায়াবলে কপটযুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দেবরাজকে বন্দী করে। ইহাতেই মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ নাম প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ব্রহ্মা লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রজিৎকে বর প্রদানপূর্বক দেবরাজকে মুক্ত করেন। রাবণ ক্রমশঃ ঘোর অত্যাচারী ও অধর্মপরায়ণ হইয়া উঠিল এবং দেবকন্যা, দানবকন্যা, ঋষিকন্যা প্রভৃতিকে হরণ করিতে লাগিল। একদা তপস্বিনী বেদবতীর প্রতি বলপ্রয়োগে উদ্যত হওয়ায় তিনি ইহাকে অভিশাপ প্রদান করিয়া অনলে তনুত্যাগ করেন। রাবণ অন্য এক দিন অপ্সরা রম্ভাকে ক ধর্ষণ করায় নলকুবর এইরূপ অভিশাপ প্রদান করেন যে, অতঃপর রাবণ কোন রমণীর প্রতি বলপ্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর দশানন দানবদিগকে দমন করিতে যাইয়া ভ্রমক্রমে স্বীয় ভগিনী শূর্পণখার স্বামী বিদ্যুজ্জিহ্বকে বধ করে। একমাত্র ভগিনী এইরূপে বিধবা হইলে রাবণ তাহাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিবার অনুমতি প্রদান করে। অযোধ্যাধিপতি দশরথাত্মজ রাম পিতৃসত্যপালনার্থ ভার্যাসহ বনবাসাশ্রম করিয়া যৎকালে পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণ-পূর্বক বাস করেন, সেই সময়ে শূর্পণখা রামের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে রামানুজ লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। পাপীয়সী লঙ্কায় জ্যেষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া সীতার অলৌকিক রূপলাবণ্যবর্ণনপূর্বক দশাননকে সীতাহরণে উত্তেজিত করিল এবং একদা রাবণ রামজায়াকে কুটীরে একাকিনী পাইয়া ছদ্মবেশে তাঁহাকে হরণ করিয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। পথে জটায়ু তাহার গতিরোধের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রাবণ তাঁহাকে শরাঘাতে মৃতপ্রায় করিয়া সীতাকে লইয়া পলায়ন করিল। কিন্তু নলকুবরের শাপের ভয়ে তাঁহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিতে সাহসী হইল না। অতঃপর রাম কপিরাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া কপিকটকসহ লঙ্কায় উপনীত হইলেন। এই সময় ধর্মপরায়ণ বিভীষণ রামের হস্তে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত জ্যেষ্ঠকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন ; কিন্তু দুর্বৃত্ত সে সৎপরামর্শ গ্রহণ করিল না, অধিকন্তু ভ্রাতাকে রাজধানী হইতে দূর করিয়া দিল। অগত্যা বিভীষণ আসিয়া রামের সহিত মিলিত হইলেন। যুদ্ধে রাবণ নর-বানরের হস্তে সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল। রাবণ প্রণীত সংগীতশাস্ত্র, বৈশেষিক দর্শনভাষ্য, বৈদ্যকগ্রন্থ অর্থপ্রকাশ এবং বেদান্তভাষ্যের উল্লেখ নানাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিবতাণ্ডব স্তোত্র অতি প্রসিদ্ধ।

রাবণারি—দশানন-হন্তা, রামচন্দ্র। রাবণের অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু।

রাবণি—রাবণপুত্র, ইন্দ্রজিৎ। রাবণ+ঞি অপত্যার্থে। বি ; পু।

রাবিশ—আবর্জনা, জঞ্জাল ; অব্যবহার্য খোয়া পলস্তারা প্রভৃতি। <ইং 'rub-bish'. বি।

রাত্তলিক—হঠকারী ; গোঁয়ার। 'রভস'

দ্রঃ। রজস+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**রাজসিকী।**

রাম—১। বিষ্ণুর তিন অবতার, যথা—পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র ও বলরাম ['দশাবতার' দ্রঃ]; বরুণ; মৃগ বিঃ। বি; পুং। ২। মনোহর, রমণীয়; শুভ্র; (বাং) বৃহৎ অর্থে ('—শিঙ্গা', '—ছাগল'); বিদ্রূপে ('বোকা—')। বিণ। পণ্ডিতেরা 'রাম' শব্দের নানারূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—রা শব্দে বিশ্ব ও ম শব্দে (ঈশ্বর), তবেই রা'র (বিশ্বের) ম (ঈশ্বর), ৬তৎ; অথবা ণিজন্ত রম্ বা রমি (রমণ করা বা রত করান)+ণ কর্ত্তৃ; যিনি রমার সহিত রমণ করেন, বা যিনি কার্যে রত করান; অথবা রমার ইনি এই অর্থে রমা (লক্ষ্মী)+অ; অথবা রম্ (রত হওয়া)+ঘঞ্ অধি, যাহাতে সকলে রত হয়; ইত্যাদি।

কেবল 'রাম' বলিলে অযোধ্যাপতি দশরথাত্মজ রামচন্দ্রকেই বুঝায়। তাঁহার জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ প্রদত্ত হইল :—

কোশলেশ্বর মহারাজ দশরথের তিন মহিষীর গর্ভে চারি পুত্রের জন্ম হয়। তন্মধ্যে কৌশল্যার গর্ভজাত রাম সর্বজ্যেষ্ঠ, কৈকেয়ীর গর্ভসম্ভূত ভরত মধ্যম এবং সুমিত্রার গর্ভোৎপন্ন যমজ লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ। এই ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের মধ্যে যৎপরোনাস্তি সৌভ্রাত্র বিদ্যমান ছিল; তথাপি লক্ষ্মণ রামের এবং শত্রুঘ্ন ভরতের সবিশেষ অনুগত ছিলেন। রাম বাল্যে ভ্রাতৃগণের সহিত লেখাপড়া, ধনুর্বেদ প্রভৃতি রাজপুত্রের উপযুক্ত সমস্ত বিদ্যাই শিক্ষা করিয়াছিলেন।

তাঁহার বয়স যখন চতুর্দশ বৎসর মাত্র, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষসগণের উপদ্রব হইতে নিজ যজ্ঞ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রামের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলেন। রাম-গত-প্রাণ বৃদ্ধ দশরথ অতি কষ্টে রামকে ঋষির সহিত গমন করিবার অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মণও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করিলেন। যাইতে যাইতে সরযূতীরে ঋষিবর ভ্রাতৃদ্বয়কে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করিলেন। অনন্তর রাম তাড়কা রাক্ষসীর প্রাণসংহার করিয়া তাহার বন নিষ্কণ্টক করিলেন এবং তৎপরে অন্যান্য রাক্ষসগণের কতকগুলিকে নিহত ও অবশিষ্টগুলিকে বিদূরিত করিয়া মহর্ষির যজ্ঞ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইলেন।

অতঃপর বিশ্বামিত্র ভ্রাতৃদ্বয়কে লইয়া মিথিলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা গৌতমাশ্রমে উপস্থিত হইলে রামের চরণস্পর্শে গৌতমপত্নী অহল্যা শাপ হইতে মুক্তা হইলেন। অনন্তর তাঁহারা মিথিলাধিপতি জনকের প্রাসাদে উপনীত হইলেন। জনকের সীতা নামে একটি অলোকসামান্যা রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছিলেন। জনক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যিনি তাঁহার হরধনুনামক প্রকাণ্ড ধনুকে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হস্তে সীতাকে প্রদান করিবেন। এ পর্যন্ত বহু রাজা আসিয়া উহাতে অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। রাম অবলীলাক্রমে সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। জনকের আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি অযোধ্যা হইতে দশরথকে তাঁহার অপর পুত্রত্রয়সহ আনয়ন করাইলেন, এবং শুভলগ্নে সীতার সহিত রামের, নিজের ঊর্মিলা নাম্নী অন্য কন্যার সহিত লক্ষ্মণের, এবং অপর দুইটি ভ্রাতৃতনয়ার সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ দিলেন। বিবাহান্তে রাম পিতা ও ভ্রাতৃত্রয়সহ নববধূচতুষ্টয়কে লইয়া অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পরশুরাম রামের বীরত্বখ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার দর্পভিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। রাম অনায়াসে তাঁহার দর্প চূর্ণ করিয়া দিলেন। অনন্তর রাম নির্বিঘ্নে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া দ্বাদশ বৎসর সীতার সহবাসে পরম সুখে অতিবাহিত করিলেন।

ক্রমে দশরথ নিতান্ত বৃদ্ধ হইয়া রাজকার্য সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িতেছিলেন, এজন্য তিনি উপযুক্ত পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সংকল্প করিলেন। এই কথা শুনিয়া ভরত-জননী কৈকেয়ী ঈর্ষাবশে বৃদ্ধ পতিকে পূর্বপ্রতিশ্রুতি পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ করিয়া লইয়া এক বরে রামের চতুর্দশ বৎসর বনবাস ও অপর বরে স্বপুত্র ভরতের যৌবরাজ্যে অভিষেক অনুমোদন করাইয়া লইলেন।

রাম পিতৃসত্যপালনার্থ জটাবল্কল ধারণপূর্বক ভার্যা জানকী ও জ্যেষ্ঠানুগত লক্ষ্মণ সহ বনবাসে প্রস্থান করিলেন। এদিকে দশরথ পুত্রশোকে একান্ত অভিভূত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাম শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। অনন্তর অতি কষ্টে শোকাবেগ সংবরণ করিয়া পিতার প্রেতকৃত্য সমাপন করিলেন এবং ভরতকে স্বীয় কুশপাদুকা প্রদানপূর্বক রাজকার্য করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর রামচন্দ্র চিত্রকূট পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিলেন। একদা বিরাধ নামক এক রাক্ষস অকারণে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করায় রামের হস্তে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অনন্তর তাঁহারা অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হইলে মহর্ষি মহাসমাদরে অতিথি সৎকার করিয়া রামকে বৈষ্ণবধনু, ব্রহ্মাস্ত্র এবং অক্ষয় তূণীরদ্বয় প্রদান করিলেন। মুনিবরের উপদেশে রাম পঞ্চবটী নামক বনে কুটীর নির্মাণ করিয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে লঙ্কেশ্বর দুর্বৃত্ত নিশাচর দশাননের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা একদা রামচন্দ্রের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাঁহার প্রেমলাভ-প্রত্যাশায় জানকীকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলে রামের আদেশে লক্ষ্মণ রাক্ষসীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিলেন। ইহাতে তাহার রক্ষার্থ নিযুক্ত খর ও দূষণ নামক রাক্ষসদ্বয় সসৈন্যে রাম লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিল। ভ্রাতৃদ্বয় অবলীলাক্রমে সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের প্রাণবধ করিয়া পঞ্চবটী নিরুপদ্রব করিলেন। পাপীয়সী শূর্পণখা কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাবণ ক্রোধে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণকল্পে রাম-হত তাড়কারাক্ষসীর পুত্র মারীচকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল। মায়াবী মারীচ সুবর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া রামজায়া মৃগটি ধরিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। রাম সীতার অনুরোধ রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে কুটীরে রাখিয়া মৃগের অনুসরণে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া রাম তাহাকে শরাঘাত করিলেন। শরবিদ্ধ মারীচ রামের স্বরানুকরণে 'হা লক্ষ্মণ! হা জানকী!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতরোক্তি সীতার কর্ণে উপস্থিত হইলে তিনি দেবরকে স্বামীর সাহায্যার্থে প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে রাবণ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইল এবং বলপূর্বক সীতাকে স্বীয় রথে আরোহণ করাইয়া তাঁহাকে লইয়া লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মণকে কুটীর পরিত্যাগ করিয়া আসিতে দেখিয়া রাম সীতার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং প্রত্যাগত হইয়া শূন্য-কুটীর দর্শনে একান্ত অধীর হইয়া পড়িলেন। পরে ভ্রাতৃদ্বয় উন্মত্তপ্রায় হইয়া সীতার অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে মুমূর্ষু জটায়ুর নিকট দুরাচার নিশাচর কর্তৃক জানকীহরণ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন।

আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে শাপগ্রস্ত কবন্ধ রাক্ষস তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। রাম তাহাকে বধ করিয়া উদ্ধার করিলেন। মৃত্যুকালে রামকে রাক্ষস এইরূপ উপদেশ দিয়া গেল যে, ঋষ্যমূক পর্বতবাসী বানররাজ সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিলে তাঁহার দ্বারা সীতার উদ্ধার বিষয়ে বিশেষ সাহায্য হইবে। এই উপদেশক্রমে রাম ঋষ্যমূকে যাইয়া সুগ্রীবের সহিত সখ্যসংস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার চিরবৈরী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিষ্কিন্ধ্যাধিপতি বালিকে বধ করিয়া তাঁহাকে রাজপদ প্রদান করিলেন। সুগ্রীব সীতার অন্বেষণার্থ চতুর্দিকে কপি সেনাপতিগণকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ লঙ্কায় যাইয়া সীতার সন্ধান পাইলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া রামকে তদ্বৃত্তান্ত বলিলেন। রাম কপিকটক সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপনীত হইলেন, এবং সেতুবন্ধনপূর্বক লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। এই সময়ে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মপরায়ণ বিভীষণ পাপপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া রামের সহিত আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রণায় রামলক্ষ্মণ দুর্বৃত্ত দশাননকে সবংশে সংহার করিয়া সীতার উদ্ধার সাধন করিলেন। বিভীষণ লঙ্কার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। সীতার চরিত্র সম্বন্ধে নিজের মনে সন্দেহ না থাকিলেও কেবল সাধারণের মনস্তুষ্টির নিমিত্ত রাম জানকীকে কোন অলৌকিকভাবে স্বীয় সতীত্ব প্রতিপন্ন করিতে আদেশ করিলেন। পরমসাধ্বী মৈথিলী অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়া দিব্যভাবে শোভা পাইতে লাগিলেন। সীতার চরিত্র সম্বন্ধে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এইরূপে চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলে রাম সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ভরতও নন্দিগ্রাম হইতে আসিয়া তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রাজ্যভার প্রত্যর্পণ করিলেন। রাম অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজারা যারপরনাই সুখে দিনযাপন করিতে লাগিল। এইরূপে সপ্তবিংশতি বর্ষ অতিবাহিত হইল। একদা রাম চরমুখে অবগত হইলেন যে, সীতা দীর্ঘকাল দুর্বৃত্ত দশাননের গৃহে একাকিনী ছিলেন বলিয়া প্রজারা তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নানারূপ কুৎসা রটনা করিয়া থাকে। তিনি জানকীকে একান্ত নিষ্কলঙ্কা ও নিরপরাধা জানিয়াও একমাত্র প্রজারঞ্জনের অনুরোধে তাঁহার বিসর্জনে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। জানকী তখন পূর্ণগর্ভা; এজন্য লক্ষ্মণ অগ্রজকে এই নিদারুণ সংকল্প পরিহার করিবার জন্য বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন। কিন্তু রাম সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অগত্যা লক্ষ্মণ নিতান্ত বিষন্নচিত্তে অগ্রজের আদেশ পালন করিলেন। কিছুকাল পরে রাম একদা লবণ নামক এক রাক্ষসের দারুণ দৌরাত্ম্যের সংবাদ পাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা শত্রুঘ্নকে তাহার দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। শত্রুঘ্ন রাক্ষসের প্রাণবধ করিয়া একটি নূতন রাজ্য সংস্থাপন করিলেন। এই সময়ে শম্বুক নামক জনৈক শূদ্র কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হওয়ায় কোন ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র অকালে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ স্বীয় পুত্রের অকালমৃত্যুর কারণজিজ্ঞাসু হইয়া রামের নিকট উপস্থিত হইলে দাশরথি তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে বহির্গত হন এবং অনধিকারচর্চাকারী শূদ্রের শিরশ্ছেদ করেন। কথিত আছে যে, ইহাতে সেই ব্রাহ্মণতনয় পুনর্জীবন লাভ করে। অতঃপর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। মৈথিলী মহর্ষি বাল্মীকির তপোবনে পরিত্যক্তা হইবার পর তথায় দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। মহর্ষি কুমারদ্বয়ের নাম কুশ ও লব রাখিয়া তাঁহাদিগকে অতি যত্নে লালনপালন করিয়া নানাবিদ্যায় সুপণ্ডিত করিয়াছিলেন, এবং স্বরচিত রামায়ণ গান করিতেও শিখাইয়াছিলেন। রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া বাল্মীকি অন্যান্য শিষ্যের সহিত কুশীলবকে লইয়া যজ্ঞস্থলে আসিলেন। কুশীলবের রামায়ণ গান শুনিয়া রাম বিমোহিত হইলেন এবং বালকদ্বয়ের আকার অবয়ব দেখিয়া নিজপুত্র বলিয়াই স্থির করিলেন। অবশেষে ইনি বাল্মীকির নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মহর্ষি সর্বজনসমক্ষে অযোনিসম্ভবা সীতার নিষ্কলঙ্কচরিত্র খ্যাপন করিলে রাম প্রজাবর্গের অনুমতি লইয়া জানকীকে পুনরানয়ন করাইলেন। অতঃপর তিনি সীতাকে পুনর্বার পরীক্ষা প্রদান করিতে বলিলেন। সীতা নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে জননী বসুন্ধরার ক্রোড়ে স্থান পাইবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। অমনি ধরিত্রী দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং সীতা তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাম কুশীলবকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু সীতা শোকে নিতান্ত দুর্মনায়মান হইয়া সর্বদা বিষন্নচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। একদা কালপুরুষ ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া এই নিয়মে ইঁহার সহিত গোপনে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সে সময়ে যে কেহ তথায় আগমন করিবেন, রাম অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহাকে বর্জন করিবেন। রাম তাহাতেই সম্মত হইয়া লক্ষ্মণকে দ্বাররক্ষক নিযুক্ত করিলেন। ইত্যবসরে মূর্তিমান্ ক্রোধস্বরূপ দুর্বাসা ঋষি সমাগত হইয়া রামের সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিলেন। লক্ষ্মণ দ্বার ছাড়িতে অসম্মত হওয়ায় মুনিবর শাপ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাম সত্যপালনার্থ লক্ষ্মণকে বর্জন করিলেন। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর ভ্রাতাকে বিসর্জন করিতে বাধ্য হইয়া রাম শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন এবং তনুত্যাগের সংকল্প করিলেন। অনন্তর ইনি নিজপুত্র কুশকে কোশলরাজ্যের ও লবকে উত্তর-কোশলরাজ্যের অধিপতি করিয়া অনুগত স্বজন ও পুরজনসহ সরযূ নদীতে প্রবেশপূর্বক যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন।

রামকমল সেন (দেওয়ান)—ইঁহার পিতার নাম গোকুলচন্দ্র সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। ১৭৮৩ খ্রীঃ ১৫ই মার্চ চব্বিশ পরগনার অন্তঃপাতী গৌরীভা বা গরিফা গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমে দেশে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। পরে ১৮০১ খ্রীঃ কলিকাতা কলুটোলার রামজয় দত্তের স্কুলে ইংরাজী অধ্যয়ন করেন। প্রথমে ইনি ষ্টামে নামক এক সাহেবের অধীনে সামান্য বেতনে কার্য করিয়া পরে হিন্দুস্থানী যন্ত্রালয়ে ৮৲ টাকা বেতনে সামান্য কম্পোজিটারের কার্যে নিযুক্ত হন। ইঁহার পর এক হাসপাতালে এবং ১৮১২ খ্রীঃ কোর্ট উইলিয়ম কলেজে কর্ম করেন। অতঃপর ১৮১৭ খ্রীঃ ১২৲ টাকা বেতনে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটীর সভার কেরাণী হন। এই স্থানে সংস্কৃতাভিজ্ঞ ডাক্তার হরেস হেমান উইলসন সাহেবের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। উইলসন সাহেব ইঁহার কার্যদক্ষতা, শ্রমশীলতা এবং অসাধারণ চরিত্রগুণ সন্দর্শনে সাতিশয় মুগ্ধ হন। তাঁহারই আন্তরিক চেষ্টায় রামকমল সামান্য কেরাণীর কার্য হইতে ক্রমে উক্ত সভার সহকারী সম্পাদক ও পরে সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৩১ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা টাঁকশালের ও দুই বৎসর পরে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়ান হইলেন, এবং মাসিক দুই সহস্র টাকা আয়ের অধিকারী হইলেন। সামান্য

অশন-বসনেই ইনি সন্তুষ্ট থাকিতেন। হিন্দুধর্মের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। একাদশী, হরিসংকীর্তন প্রভৃতি ইঁহার নিয়মিত কার্য ছিল। অধিক দিন ইনি ফলমূল ও দুগ্ধ খাইয়াই কাটাইতেন; মধ্যে মধ্যে স্বহস্তে পাক করিয়া অন্ন ভোজন করিতেন। সর্বপ্রকার জনহিতকর কার্যের সহিতই রামকমলের সংস্রব ছিল। ইনি হিন্দু কলেজের সদস্য, সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক, দাতব্য সমাজের সরকারী অধ্যক্ষ, এবং চিকিৎসাসভা, স্কুল বুক সোসাইটি, কৃষিসমাজ, চাঁদনী চিকিৎসালয় প্রভৃতি সভাসমূহের প্রধান সভ্য ছিলেন। বহুবিধ কার্যে ব্যস্ত থাকিয়াও ইনি ১৮৩৭ খ্রীঃ একখানি প্রকাণ্ড ইংরাজী-বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়ন করেন। পাদরী কেরীর সহযোগিতায় ১৮৩৯ খ্রীঃ ইনি এগ্রিকালচরাল অ্যাণ্ড হর্টিকালচরাল (Agricultural and Horticultural) সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৪৭ খ্রীঃ উহার সরকারী সভাপতি হন। পূর্বে মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগকে গঙ্গায় ডুবাইয়া মারা হইত, এবং চড়ক পার্বণে লোকে আপনাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিদ্ধ করিয়া বীভৎস আমোদ-প্রমোদ করিত। রামকমলের চেষ্টায় ঐ সকল কুসংস্কারমূলক কুপ্রথা নিবারিত হয়। ভারতবর্ষের তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক, ডাক্তার উইলসন, কোলব্রুক এবং সার এডওয়ার্ড রায়ান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাননীয় ব্যক্তিগণের সহিত ইঁহার আন্তরিক সৌহৃদ্য ছিল, এবং তাঁহারা ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। ১৮৪৪ খ্রীঃ ২রা আগস্ট ভাগীরথীতীরবর্তী স্বীয় জন্মভূমি গরিফা গ্রামে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি হয়। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৬১ বৎসর হইয়াছিল।

রামকানাই দত্ত—ত্রিপুরার ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপবিভাগের অন্তর্গত মুলতানপুর গ্রামে ১২৫৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম উমানাথ দত্ত, মাতার নাম হরসুন্দরী।

আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া রামকানাই নিতান্ত নিঃস্ব ও অসহায় অবস্থায় দুঃখ দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নের মধ্যে কেবল অসাধারণ অধ্যবসায় বলে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৭৩ অব্দের জুলাই মাসে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় আসিয়া ওকালতি আরম্ভ করেন। সহায়সম্বলহীন অবস্থায় ওকালতি আরম্ভ করিলেও রামকানাইবাবু অচিরকাল মধ্যেই ব্যবসায়ে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন। কালক্রমে গুণ ও প্রতিভার বলে সরকারী উকীলের পদ প্রাপ্ত হন। কর্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনার ও ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯০১ অব্দে এডওয়ার্ডের পবিত্র নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ও ১৯০৮ অব্দে "উপাসনা সমাজ" নামে একটি ধর্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিপন্নদের সেবার জন্য "সেবক সেনা" নামে এক সেবার্থী দল গঠন করেন। কর্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে ইনি আজ পর্যন্ত অবিচলিত ভাবে সাহিত্য সেবা করিয়া আসিতেছেন। ইনি "দানব-নন্দিনী", "বিরাটে পাণ্ডব", "চৈতন্য লীলা", "মণিপুর বিভ্রাট", "বিল্বমঙ্গল" প্রভৃতি কয়েকটি সুন্দর নাট্যগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "নবপাঠ" কবিতা বিংশতি, লিপিদর্পণ এবং ভারতেশ্বরীর জুবিলী উপলক্ষে "ভারত জুবিলী" প্রকাশ করেন। তৎপরে "ক্ষেপারাম", "জীবন গীতা", "সেবক সংগীত", "নব ব্রহ্মোপাসনা", "সিদ্ধার্থ", "বিদুর", "হাসান হোসেন" প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ১৩০০ সালে "ঊষা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঊষাই ত্রিপুরার প্রথম মাসিক পত্রিকা। সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরীর অভিষেক উপলক্ষে "অভিষেকোচ্ছ্বাস" লিখিয়া সম্রাট্ ও রানী মেরীর ধন্যবাদ লাভ করিয়াছেন।

রামকুমার নন্দী (কবি)—শ্রীহট্ট জেলার অন্তঃপাতী বেজুরা নামক স্থানে ১২৪০ সালে রামকুমারের জন্ম হয়। ইনি চতুর্দশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে 'দাতাকর্ণ' নামক একটি যাত্রার পালা রচনা করেন। অর্থোপার্জনের জন্য রামকুমার শিলচরে গমন করেন। তথায় অবস্থানকালে রামকুমার যেমন ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই সংগীতের চর্চায়ও প্রবৃত্ত ছিলেন। ইঁহার রচিত যাত্রার পালা ও পাঁচালী এবং অন্যান্য অনেক গ্রন্থ আছে। নিমাই সন্ন্যাস, সীতার বনবাস, বিজয়-বসন্ত, পদাঙ্কদূত, কংসবধ, উমার আগমন, মার্কণ্ডের চণ্ডী, রাসলীলা, দোল, ঝুলন, ভগবতীর জন্ম ও বিবাহ নামক ১১ খণ্ড যাত্রার পালা; কলঙ্কভঞ্জন, লক্ষ্মীসরস্বতীর দ্বন্দ্ব ও ১৩০৫ বাঙ্গালার বোধন নামক ৩ খানি পাঁচালী এবং বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য, উমোদ্বাহ কাব্য ১ম ও ২য় ভাগ নবপত্রিকা কাব্য, প্রবন্ধমালা ও জীবন-মুক্তি নামক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত মালিনীর উপাখ্যান নামক উপন্যাস, গণিততত্ত্ব এবং কীর্তন মানসী প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক সংগীত রচনা করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণ (পরমহংস)—১৮৩৩ খ্রীঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় রামোপাসক ছিলেন। রামকৃষ্ণ তাঁহার তৃতীয় বা কনিষ্ঠ পুত্র। বাল্যে ইঁহার নাম ছিল "গদাধর"। বিদ্যালয়ে ইঁহার তাদৃশ লেখাপড়া শিক্ষা হয় নাই। কলিকাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বর গ্রামে রানী রাসমণির স্থাপিত কালীর পূজারী স্বরূপে ইনি নিযুক্ত হন। এইখানেই ইঁহার ধর্মভাবের অপূর্ব স্ফূর্তি দৃষ্ট হয়। ইনি ঈশ্বরকে মাতৃভাবেই দেখিতে লাগিলেন এবং সকলপ্রকার ধর্মের মূল অবগত হইবার মানসে ইনি কখন মুসলমান বেশধারী, মুসলমানখাদ্যাহারী হইয়া আল্লার উপাসনা করিতে লাগিলেন; কখনও বা খ্রীষ্টান ধর্মমন্দিরে যাইয়া ভজনায় যোগ দিতে লাগিলেন; কখন গোপীবেশে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিলেন; আবার কখন আপনাকে হনুমান্ কল্পনা করিয়া দাস্যভাবে উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি শৈব কি শাক্ত, রামাৎ কি বৈষ্ণব, কিংবা বৈদান্তিক, ইহার একটিও ছিলেন না; অথচ সবই ছিলেন। সর্বধর্ম-সমন্বয়ের ভাব ইঁহারই নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া কেশবচন্দ্র সেন নববিধান ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন, এইরূপ কথিত আছে। কামিনী-কাঞ্চন বর্জনই রামকৃষ্ণের নিজ জীবনের এবং ধর্ম অধ্যাপনার মূলমন্ত্র ছিল। অল্প বয়সেই ভার্যা সারদা দেবীর সম্মতি লইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে যশোধরার ন্যায় তিনি স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ বলিতেন যে, রমণীমাত্রেই বিশ্বজননী। কথিত আছে ইনি এক হাতে টাকা ও অপর হাতে মাটি লইয়া টাকাকে মাটি ও মাটিকে টাকা বলিতে বলিতে উভয়ের পার্থক্য ভুলিয়া যাইতেন। আরও কথিত আছে যে, যখন ইনি সমাধিমগ্ন হইতেন, সেই সময়ে ইঁহার দেহের যে কোন স্থানে টাকা স্পৃষ্ট হইলে সেই স্থানটি সংকুচিত হইত। প্রথমে এক সন্ন্যাসীর নিকট, তাহার পরে তোতাপুরী নামক এক যোগীর নিকট কিছুদিন ইনি যোগ ও বেদান্ত শিক্ষা করেন। রামকৃষ্ণ কখন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেন নাই। ইনি সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্তভাবে সমাগত লোককে ধর্মের গূঢ় তত্ত্বের উপদেশ দিতেন। অতি সহজ ভাষায় উপমা দিয়া এবং গল্পের অবতারণা করিয়া ইনি

পুরাণাদি ও বেদান্তের গভীর ও জটিল তত্ত্ব বুঝাইতেন। রামকৃষ্ণের উপদেশদান প্রণালীর ইহাই বিশেষত্ব। কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (যিনি পরে স্বামী বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন), নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামচন্দ্র দত্ত, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ ইঁহার উপদেশ অতি আগ্রহের সহিত শ্রবণ করিতেন। কিন্তু "গুরু" অভিধা গ্রহণ করিয়া ইনি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিতেছেন, এ ভাব ইঁহার মনে স্থান পাইত না। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে ইঁহার অধিবেশনস্থান ও শয়নগৃহ ছিল। প্রত্যহই সেই ঘর পরমহংসদেবের দর্শনাকাঙ্ক্ষী ও তাঁহার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণেচ্ছু ব্যক্তিগণে পরিপূরিত হইত। রামকৃষ্ণ সকলকেই মিষ্ট বচনে ও রহস্যালাপের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মোপদেশ দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন। এখনও সেই প্রকোষ্ঠটি পূর্ববৎ সজ্জিত আছে, এবং অনেকেই তীর্থস্থান মনে করিয়া সেইটি দেখিতে যান। রামকৃষ্ণ অতি মধুরস্বরে গান গাহিতে পারিতেন। গান গাহিতে গাহিতে বা উপদেশ দিতে দিতে অনেক সময়ে ইনি ভাবে বিভোর হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই অগস্ট এই মহাত্মার মর্ত্যলীলা শেষ হয়। বঙ্গের অনেক শিক্ষিত লোক ইঁহাকে অবতার-স্বরূপে ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। কেবল এদেশে নহে, সুদূর আমেরিকার লোকেও ইঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং অনেকেই ইঁহার ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছেন। শিষ্যগণ ইঁহার আবির্ভাব ও তিরোভাবের দিনকে পর্বদিন জ্ঞান করিয়া ঐ ঐ দিবসে মহোৎসব সম্পাদন করেন। রামকৃষ্ণের নামযুক্ত অনেক সদনুষ্ঠান ভারতের নানাস্থানে হইয়াছে; সেখানে দুঃস্থ ও পীড়িতগণ সাহায্য পায়। চরিত্রের নির্মলতা, সাংসারিক প্রলোভনীয় বিষয়ে অনাসক্ত প্রকৃতি এবং ভগবদ্ভক্তির ঐকান্তিকতা যে ইঁহার অসাধারণত্বের মূলভিত্তি ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ)- ইনি সুবিখ্যাতা রানী ভবানীর দত্তক পুত্র। প্রাপ্তবয়স্ক হইলে রানী ভবানী ইঁহার হাতে বিষয় সম্পত্তি দিয়া বড়নগরে বাস করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রচলন হইলে রামকৃষ্ণের অধীন তালুকদারগণ কোম্পানির সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজস্বদানের বন্দোবস্ত করেন এবং রামকৃষ্ণের দেয় করও বর্ধিত করা হয়। রামকৃষ্ণ ইহাতে আপত্তি করেন, কিন্তু আপত্তি টিকিল না দেখিয়া জমিদারী কার্যে শিথিলপ্রযত্ন হন। তাহার ফলে ইঁহার অনেক ভূসম্পত্তি হস্তান্তরে যায়। নড়াইলের কালীশংকর রায়, দীঘাপতিয়ার দয়ারাম রায় উভয়েই নাটোররাজের দেওয়ান ছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে বিলক্ষণ সংগতি করিয়া লইলেন। জমিদারির দুরবস্থা দেখিয়া রানী ভবানী আবার বিষয়ভার গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু কোম্পানি সে চেষ্টা সফল করিতে ইঁহাকে অবসর দেন নাই। ক্রমে অনেক বিষয় খণ্ড খণ্ড হইয়া বিক্রীত হয়। তাহার মধ্যে কিয়দংশ গোবরডাঙ্গার সারদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের পিতামহ, আর কিয়দংশ কলিকাতার গোপীমোহন ঠাকুর কিনিয়া লন। ১৭৯৫ খ্রীঃ রানী ভবানীর জীবিতকালে রামকৃষ্ণের দেহাবসান হয়। ইনি মোগলসম্রাট্ সাহ আলম কর্তৃক "মহারাজাধিরাজ পৃথ্বীপতি বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন। রামকৃষ্ণের দুই পুত্র - বিশ্বনাথ ও শিবনাথ। তাঁহারা নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের পত্নীরা একটি করিয়া দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তাঁহাদের বংশধরেরা যথাক্রমে বড় তরফ ও ছোট তরফ নামে নাটোর রাজবংশের প্রতিনিধি স্বরূপে বিদ্যমান আছেন। রামকৃষ্ণ প্রবলপ্রতাপ জমিদার বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু মহাসাধক বলিয়া ইনি স্মরণীয় হইয়া আছেন। কথিত আছে, ইনি বড়নগর হইতে কিরীটেশ্বরী মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রে যাইবার জন্য একটি খাল খনন করাইয়াছিলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ডাহাপাড়া গ্রামের তিন মাইল দূরে এই মন্দির অবস্থিত। প্রবাদ, সতীর কিরীটের কিয়দংশ এই স্থানে পতিত হইয়াছিল। সেই জন্য ইহা একটি উপপীঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। এই স্থান এখন জঙ্গলপূর্ণ হইয়া আছে। বড়নগরে যেখানে রামকৃষ্ণ সাধনা করিতেন, সেস্থান এখনও দর্শককে দেখান হইয়া থাকে। রানী ভবানীর কন্যা তারার প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে একটি শুষ্ক বিল্ববৃক্ষের তলদেশে ইঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসনও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। যে শবের উপর বসিয়া রামকৃষ্ণ সাধনা করিতেন, তাহা একটি খেজুর বৃক্ষের মূলে প্রোথিত আছে, এইরূপ শুনা যায়। রামকৃষ্ণের সাধনা ও অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচলিত আছে।

রামগতি ন্যায়রত্ন—হুগলী পাণ্ডুয়ার নিকটবর্তী ইলছোবা গ্রামে ১২৩৮ সালের ২৮শে আষাঢ় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হলধর চূড়ামণি। দশ বৎসর বয়সে পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি মুগ্ধবোধ পড়িতে আরম্ভ করেন; পরে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ পড়িতে প্রবিষ্ট হন। তথায় ইনি সাহিত্য, অলংকার, জ্যোতিষ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হুগলী নর্ম্যাল স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের কার্য গ্রহণ করেন। পরে ইনি বহরমপুর কলেজে দেড়শত টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি অন্ধকূপহত্যার ইতিহাস, বস্তুবিচার, রোমাবতী উপাখ্যান, দময়ন্তী, বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালা ইতিহাস ১ম ভাগ, ঋজুব্যাখ্যা, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, রামচরিত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থই ইঁহার অক্ষয় কীর্তি। ইহাতে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৩০১ সালে বিজয়া দশমীর দিন ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামগিরি—বুন্দেলখণ্ডের চিত্রকূট পর্বত। মহাকবি কালিদাস-বিরচিত বিশ্বমনোহর মেঘদূত নামক খণ্ডকাব্যের পূর্বমেঘের দ্বিতীয় শ্লোকোক্ত রামগিরি এই রামগিরি হইতে ভিন্ন এই মত কেহ কেহ প্রকাশ করেন। ৬৩৫। বি; পু।

রামগোপাল ঘোষ—বিখ্যাত বাগ্মী। ১২২১ সালের (খ্রীঃ ১৮১৫ অক্টোবর) আশ্বিন মাসে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ। পিতার অবস্থা তাদৃশ ভাল না থাকায় বাল্যে রামগোপালের বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ হয় নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতেই ইঁহার বক্তৃতাশক্তি জন্মিয়াছিল। ইনি পিতাকে অনুরোধ করিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন এই কলেজের বেতন পাঁচ টাকা ছিল। সুতরাং পিতা তাহা যোগাইয়া উঠিতে পারিলেন না। কিন্তু এই বালকের শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অধ্যবসায় দর্শনে কলেজের অধ্যক্ষ ডেভিড হেয়ার ইঁহাকে অবৈতনিক ছাত্র করিয়া লইলেন। রামগোপালও অধিকতর যত্ন ও উৎসাহের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। কলেজ ত্যাগ করিয়া রামগোপাল ১৭ বৎসর বয়সে জোজেফ নামক জনৈক ইহুদী বণিকের আফিসে প্রবিষ্ট হন। এ সময়েও ইনি

পাঠে বিরত হন নাই। অবসরকালে কাব্য, ইতিহাস এবং মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র-সমূহের আলোচনা দ্বারা সময় ক্ষেপণ করিতেন। ইনি "জ্ঞানান্বেষণ", "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর" (Bengal Spectator) প্রভৃতি সাময়িক পত্র স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত করেন ও তাহাতে অনেক প্রবন্ধ লেখেন। অতঃপর কেলসল্ নামক জনৈক সাহেব জোজেফের কুঠির অংশী হইলে রামগোপাল ঐ কুঠির মুচ্ছুদ্দী হন, এবং কিছুদিন পরে উহার অংশীদার হন। ঐ কুঠির নাম 'কেলসল্ ঘোষ এণ্ড কোং' হয়। পরে ১২৫৭ সালে ইনি বণিক্ সভার সভ্য হন। কিরূপে দেশের উন্নতি হইবে, কিরূপে গভর্নমেণ্টের সুশাসন বর্ধিত হইবে, কিরূপে শিক্ষিত ভারতবাসী উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হইবে, কিরূপে দেশে শিক্ষার বিস্তার হইবে, এই সকল চিন্তাতেই ইনি সর্বদা ব্যাপৃত থাকিতেন, এবং বক্তৃতা ও লেখনী সঞ্চালন দ্বারা এই সকল ভাব প্রকাশ করিতেন। কিছুদিন পরে সাহেবের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া রামগোপাল স্বয়ং কুঠি স্থাপন করেন। ইহাতে ইনি যথেষ্ট লাভবান্ হন। ঋণবিষয়ে ইনি অতিশয় সতর্ক ছিলেন। একবার সাহেবেরা দেউলিয়া হইয়া পড়ায় ইহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে হইলে ইহাকে সর্বস্বান্ত হইতে হইত। তৎকালে অনেকেই ইঁহাকে বিষয়সম্পত্তি বেনামী করিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু রামগোপাল তাঁহাদিগকে স্পষ্টবাক্যে বলেন, ঋণপরিশোধের জন্য যদি পরিধেয় বস্ত্রখানিও বিক্রয় করিতে হয়, তাহাও করিব। সৌভাগ্যবশতঃ সেবার ইঁহাকে এক পয়সাও লোকসান দিতে হয় নাই। বাজারে ইঁহার এমনই নাম ডাক হইয়াছিল যে, ইঁহার মুখের কথায় লোকে লক্ষ টাকা পর্যন্ত কর্জ দিতে কুণ্ঠিত হইত না। লোকে বলিত, পূর্বের সূর্য পশ্চিমে উদিত হইলেও রামগোপাল ঠকাইবেন না। বক্তৃতা ও লেখনী-সঞ্চালন দ্বারা রামগোপাল দেশের অনেক কাজ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার কথায় গভর্নমেণ্ট অনেক আইনের সংশোধন করেন। গভর্নমেণ্ট নিমতলার শ্মশানঘাট কলিকাতার আরও দক্ষিণে লইয়া যাইবার জন্য উদ্যত হইলে রামগোপালের বাক্‌পটুতাগুণেই উক্ত কার্য স্থগিত হয়। ১৮৪৯ খ্রীঃ ইঁহাকে কলিকাতা ছোট আদালতে দ্বিতীয় জজের পদ গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করা হয়। ইনি এ পদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। মফস্বলের ইংরাজগণের বিচার কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টেই হইবার নিয়ম ছিল। কোম্পানি যখন উহাদিগকে দেওয়ানী মকদ্দমা সম্বন্ধে দেশীয় আদালতের বিচারাধীন করিবার প্রস্তাব করেন, তখন ইংরাজেরা ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন উত্থাপিত করে। ঐ আন্দোলনের প্রতিবাদ উপলক্ষে রাম-গোপাল বিলক্ষণ বক্তৃতা ও যুক্তিপ্রয়োগ শক্তি দেখাইয়াছিলেন। বেথুন স্কুল স্থাপিত হইলে যে সকল বাঙ্গালী তাঁহাদের কন্যাগণকে উক্ত বিদ্যালয়ে পাঠার্থে প্রথমে প্রেরণ করেন, রামগোপাল তাঁহাদের অন্যতম। ইনি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং অনেক কমিটি ও দেশহিতকর অনুষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শক্তিশালী বাঙ্গালী রাজনৈতিকগণের মধ্যে ইনি তৎসময়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া-ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ ভারতবর্ষীয়দিগকে সিভিল সার্ভিসে লওয়া উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া ভারতের পার্লিয়ামেণ্টে আন্দোলন উপস্থিত হইলে, রামগোপাল যে যুক্তিপূর্ণ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন তাহা পাঠ করিয়া ইংলণ্ডের লোকেরাও চমকিত হইয়াছিলেন, এবং উহাকে সুবিখ্যাত বাগ্মী বার্কের বক্তৃতার সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। ইঁহার দানশক্তিও যথেষ্ট ছিল। মৃত্যুর পূর্বে আপনার তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তির মধ্যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ২০ হাজার, এবং বিদ্যালয়ে ৪০ হাজার টাকা দান করেন। বন্ধুগণের নিকট প্রায় ৪০ হাজার টাকা পাওনা ছিল, তাহার খতপত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঐ টাকাও ছাড়িয়া দেন। বাঙ্গালা ১২৭৫ সালে (১৮৬৮ খ্রীঃ ১৫ই জানুয়ারী) ৫৪ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ হয়।

রামচন্দ্র—দশরথাত্মজ রাম। রাম চন্দ্রপ্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পু।

রামচন্দ্র দত্ত—সন ১২৫৮ সালের ১৪ই কার্তিক বুধবার কলিকাতার উপকণ্ঠে নারিকেলডাঙ্গায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺নৃসিংহপ্রসাদ দত্ত। ইঁহার পিতা ও পিতামহ উভয়েই ধর্মপ্রাণ ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। জেনারেল এসেম্ব্রির এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভরতি হন। ক্যাম্পবেল স্কুলের শেষ পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ইনি প্রতাপনগরে ডাক্তারী কর্ম পান। ইনি তখনকার বিখ্যাত সি. এফ. উড. সাহেবের নিকট রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ইনি ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনে মেডিক্যাল কলেজে রসায়নশাস্ত্রের গবেষণাগারে কুইনাইন রিসার্চ প্রোফেসারের সহকারীর পদে নিযুক্ত হন। ক্রমে ইঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়া দুই শত টাকা হয়। অবশেষে ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র রামচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগকে রসায়ন-শাস্ত্র অধ্যাপনা করিবার ভার প্রাপ্ত হন। ইনি ২৪ বৎসরেরও অধিককাল সরকারী ডাক্তারী কর্ম করেন। সেই সময় ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলনে কেশবচন্দ্র দেশের তরুণগণকে একে একে আকৃষ্ট করিতে থাকেন। রামচন্দ্র ব্রাহ্মধর্মের দিকে একটু একটু করিয়া আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণাদি শ্রবণ করিয়া গোপালচন্দ্র মিত্র ও মনোমোহন মিত্রের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন করেন। একদিনের মহাপুরুষ দর্শন ও ইঁহার সহিত কথোপ-কথনে ইঁহারা তিনজনই পরমহংসদেবের পরম আত্মীয় হইয়া যান। ইহার পরই "তত্ত্বসার" নামে ইঁহার একখানি গ্রন্থ বাহির হয়। উহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশের সারাংশ লিপিবদ্ধ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ ও ইঁহার অলৌকিক সাধনা ও সিদ্ধির বিবরণাদি প্রচারের জন্য রামচন্দ্র "তত্ত্বমঞ্জরী"র প্রচার ও সম্পাদকতা করেন। বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের লীলা-সংবরণ হয়। পরমহংসদেবের স্থূলদেহের অবশিষ্ট পোড়া অস্থি প্রভৃতি একটি তাম্রকলসে পূর্ণ করিয়া কাশীপুরের বাগানে লইয়া রাখা হয়। পরে সকল ভক্তের মতে ঐ তাম্রকলসটি রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছিস্থ 'যোগোদ্যানে'র মাটিতে প্রোথিত করা হয়। তদবধি 'যোগোদ্যান'টি ভক্ত সেবকশিষ্যের নিকট একটি মহাতীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইতেছে। পরে রামচন্দ্র "পরমহংসদেবের জীবন-বৃত্তান্ত", তাঁহার উপদেশ সংগ্রহ করিয়া "তত্ত্ব-প্রকাশিকা" নামক পুস্তক খণ্ডাকারে বাহির করেন। পরে রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী দুই বৃহৎ খণ্ডে বাহির হয়। ইহার পর ইঁহার শরীর মধু-মেহ (diabetes) রোগে আক্রান্ত হয়। ১৩০৫ সালের ৪ঠা মাঘ ইনি পরলোক যাত্রা করেন।

রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ (কবিরাজ)—১৮৬২ খ্রীঃ নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা ও এফ. এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। অতঃপর আয়ুর্বেদ ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং পরীক্ষায়

সর্বোচ্চস্থান অধিকার করিলেন। ইঁহার শ্বশুর অমৃতলাল দেব একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার ছিলেন, তাঁহার নিকট ইনি পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় অবস্থানপূর্বক আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাব্যবসায় আরম্ভ করিয়া তাহাতে যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি লাভ করেন। ইনি দরিদ্রের বন্ধু ছিলেন, এবং প্রাণপণ যত্নে দরিদ্র রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা এবং ইংরাজী ভাষায় ইঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি চাণক্য শ্লোকের বাঙ্গালা ও ইংরাজী অনুবাদ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। হিতকথা, প্রকৃতির শিক্ষা, নীতিস্তবক, দ্রব্যগুণবারিধি প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার প্রণীত। এতদ্ব্যতীত ইনি 'ঋষি' নামক মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ১৯০২ খ্রীঃ ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামজননী—বলরামের মাতা রোহিণী; রামচন্দ্রের মাতা কৌশল্যা; পরশুরামের মাতা রেণুকা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রামতনু লাহিড়ী—১৮১৩ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি কৃষ্ণনগরে জন্মগ্রহণ করেন। কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে ইনি হেয়ার সাহেবের প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। ১৮২৮ খ্রীঃ হিন্দু কলেজে দিগম্বর মিত্রের সহিত একদিনে ৪র্থ শ্রেণীতে ভরতি হন। এই শ্রেণীতে তখন ডিরোজিও অধ্যাপনা করিতেন। এই কলেজেই ১৮৩৩ খ্রীঃ ৩০৲ টাকা বেতনে রামতনু অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ইনি কৃষ্ণনগর কলেজে স্কুল-বিভাগের ২য় শিক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হন এবং সেখান হইতে ১৮৫১ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ১৫০৲ টাকা বেতনে বর্ধমান স্কুলের প্রধান শিক্ষকস্বরূপে গমন করেন। এইখানে অবস্থানকালে একবার ইনি গাজীপুরে নৌকাযোগে বেড়াইতে যান। যাইবার সময় জলে উপবীত নিক্ষেপ করেন। ১৮৫২ হইতে ১৮৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি উত্তরপাড়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ বারাসত স্কুলে আসেন এবং সেখানে দেড় বৎসর কাল অধ্যাপনা করেন। ১৮৫৮ খ্রীঃ কৃষ্ণনগর কলেজে শিক্ষকতা করেন এবং পর বৎসরে টিপু সুলতানের বংশধরগণের জন্য গভর্নমেণ্ট কর্তৃক রসাপাগলায় প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী স্কুলের ২য় শিক্ষকস্বরূপে নিযুক্ত হন। সেখান হইতে জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত হইয়া বরিশালে যান। তথায় তিন মাস মাত্র কার্য করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে আবার কৃষ্ণনগর কলেজে আসিয়া অধ্যাপনা করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ নবেম্বর মাস পর্যন্ত এইখানে কার্য করিয়া পেন্‌সন গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ হইতে ১৮৭৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ১০ বৎসর কাল গোবরডাঙ্গার জমিদার মুখোপাধ্যায় বংশের নাবালকগণের অভিভাবকস্বরূপে নিযুক্ত ছিলেন। কর্মত্যাগ করিয়া কিছুদিন কলিকাতা চাঁপাতলায় থাকেন। পরে হ্যারিসন রোডে পুত্র শরৎকুমারের বাড়িতে আসিয়া বাস করেন। এইখানে অবস্থানকালে ১৮৯৮ খ্রীঃ ইনি একদিন হঠাৎ শয্যা হইতে পড়িয়া গিয়া ভগ্নপদ হন। ঐ বৎসর অগস্ট মাসে ইঁহার দেহাবসান হয়। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হইলেও কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। তবে জীবনের শেষ ভাগে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সহিত কতকটা সংশ্লিষ্ট হইয়াছিলেন। ইনি সমস্ত জীবনই অধ্যাপনা কার্যে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইঁহার শিক্ষাদান প্রণালী এত সুন্দর ছিল যে, ইঁহাকে সকলে Arnold of the East বলিতেন। কেবল ইঁহার ছাত্রমণ্ডলী ইঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি দেখাইতেন তাহা নহে, সাধারণ সমাজও ইঁহার চরিত্রের নির্মলতা ও মহানুভবতায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিত।

রামদাস সেন—মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে বঙ্গজ কায়স্থকুলে ১২৫২ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (১৮৪৫ খ্রীঃ ১০ই ডিসেম্বর) ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম লালমোহন সেন, মাতার নাম লক্ষ্মীমণি। বাড়িতে ও বহরমপুর কলেজে ইঁহার শিক্ষালাভ হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি ইতিহাস, ভূগোল এবং কবিতার পক্ষপাতী ছিলেন। স্কুল ত্যাগ করিয়াও ইনি পাঠে বিরত হন নাই। ইনি নানা স্থান হইতে বহুবিধ পুস্তক সংগ্রহ করিয়া বহরমপুরের প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছিলেন: ঐতিহাসিক রহস্য, ভারত রহস্য, রত্ন রহস্য, বুদ্ধদেব। এতদ্ব্যতীত কুসুমমালা, কবিতালহরী প্রভৃতি আরও কয়েকখানি কবিতা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলিয়া ইঁহার প্রসিদ্ধি ছিল। ইটালী ফ্লরেন্স নগরের ওরিয়েণ্টাল একাডেমী হইতে ইনি 'ডাক্তার' উপাধি পান। ১২৯৪ সালে ৩রা ভাদ্র (১৮৮৭ খ্রীঃ ১৯শে অগস্ট) ইঁহার দেহান্তর হয়।

রামদাস স্বামী—১৬০৮ খ্রীঃ মান্দ্রাজ প্রদেশে কৃষ্ণানদীতীরস্থ জাম্ব গ্রামে রামদাসের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম সূর্যজী পন্থ এবং মাতার নাম রাণুবাঈ। মাতাপিতা উভয়েই রামভক্ত ছিলেন, একারণ পুত্রের নাম রামদাস রাখেন। শৈশবাবধি রামদাসের মনে বৈরাগ্য সঞ্চার হয়। পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিবাহ দিবার জন্য মাতাপিতা উদ্যোগী হন এবং সুলক্ষণা কন্যা নির্বাচনপূর্বক বিবাহের দিন নির্ণয় করেন। বিবাহসভায় বহু লোকের সমাগম ও নানাবিধ তর্কবিতর্ক হওয়াতে, পুরোহিত মহাশয় কন্যাকর্তা ও বরকর্তাকে লগ্নকাল অতিক্রান্ত না হয়, ইহা জানাইবার জন্য "সাবধান সাবধান" বলিলেন। কিন্তু রামদাস ঐ "সাবধান" শব্দ শ্রবণ করিয়া বুঝিলেন যে, উহা তাঁহাকেই বলা হইতেছে। কেননা সংসারের বন্ধন অতিশয় দুঃখদায়ক, উহাতে শান্তিলাভের আশা নাই। এইরূপ স্থির করিয়া রামদাস সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। সূর্যজী পন্থ সভাস্থলে অপমানিত হইয়া পুত্রের অন্বেষণে গমন করিলেন। অচিরেই পিতাপুত্রে সাক্ষাৎ হইল। পিতা বিবাহের জন্য অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু পুত্র কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি পিতাকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করিলেন। রামদাস কঠোর তপস্যায় সিদ্ধ হইয়া শ্রীরামমূর্তি দর্শন করেন। ইনি পাণ্ডারপুরে গমনপূর্বক কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া, শ্রীরামমূর্তি ধ্যানে প্রবৃত্ত হন এবং ধ্যানান্তে কৃষ্ণমূর্তির অন্তর্ধান ও তাহাতে রামমূর্তির অধিষ্ঠান অবলোকন করেন। পরে ইনি পাণ্ডবপুর হইতে জাম্ব নগরে এবং তথা হইতে চাপরা গ্রামে আগমন ও শেষোক্ত স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি স্থাপন করেন। ঐ স্থানে কিয়দ্দিবস অবস্থানের পর পর্বতগুহায় বাস করিতে প্রবৃত্ত হন। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ইঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং বিপদে সম্পদে সকল সময়েই ইঁহার পরামর্শ অনুসারে কার্য করিয়া সিদ্ধমনোরথ হন। রামদাস স্বামী যোগবলে অনেক অলৌকিক কার্য করিয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, তিনি শিবাজীর মনের ভাব অনেক সময়ে বলিয়া দিতেন। একদা জলশূন্য স্থানে অর্ধহস্ত মৃত্তিকা খনন করিয়া নির্মল জল বাহির করেন এবং মাতার মৃত্যুকাল বলিয়া দেন ইত্যাদি। শিবাজী গুরুর সম্মানার্থে ১৬৭২ শকে গ্যায়োদি নামক স্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করান। উহা

অদ্যাপি রামদাস স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। রামদাস স্বামীর "আঙ্গুরাই" নাম্নী দেবী ঐ মন্দিরেই স্থাপিত। ইনি সমর্থ রামদাস নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামদাস বহু গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে দাসবোধ ও মনঃসম্বন্ধীয় শ্লোকই প্রধান। ১৬৮১ খ্রীঃ অব্দে ইনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

রামদুলাল সরকার—বিখ্যাত ধনী ও সদাশয় ব্যক্তি। দমদমার নিকটবর্তী রেক্‌জানি নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে বলরাম সরকার নামক এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, একটি ক্ষুদ্র পাঠশালার সামান্য আয়ে কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলিত। ১৭৫২ খ্রীঃ বর্গীর ভয়ে গর্ভবতী স্ত্রীকে লইয়া তিনি গ্রাম ত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন। পথিমধ্যে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে তাঁহার স্ত্রীর প্রসববেদনা উপস্থিত হয়, এবং অনতিকাল পরে সেই আশ্রয়শূন্য বিশাল প্রান্তরবক্ষে তিনি এক পুত্র প্রসব করেন। এই দুঃখদারিদ্র্য ও বিপদের মধ্যে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি রামদুলাল। শৈশবেই রামদুলাল মাতৃহীন হইলেন; তারপর পিতাও ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তখন ইনি একটি শিশু ভ্রাতা এবং একটি শিশু ভগিনীর হাত ধরিয়া কলিকাতায় মাতামহ রামসুন্দর বিশ্বাসের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। মাতামহের অবস্থাও অতি শোচনীয়; এমন কি মুষ্টিভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ঐ স্থানেই বালক রামদুলাল অতিকষ্টে প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ইঁহার ভাগ্যচক্র পরিবর্তিত হইল। ইঁহার মাতামহী কলিকাতার বিখ্যাত ধনী মদনমোহন দত্তের বাটীতে পাচিকার কার্যে নিযুক্ত হইলেন। মাতামহীর সহিত রামদুলালও তথায় আশ্রয় পাইলেন। এতদিন ইঁহার শিক্ষার সুযোগ হয় নাই। এইবারে অন্নদাতার গৃহে থাকিয়া তাঁহারই গৃহশিক্ষকের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন লিখিবার জন্য কাগজ বা শ্লেট ব্যবহৃত হইত না, কলাপাতা বা তালপাতায় লিখিতে হইত। কিন্তু দরিদ্র রামদুলালের প্রত্যহ কলাপাতা বা তালপাতা কিনিবার সংগতি ছিল না, তিনি দত্তমহাশয়ের বাটীর বালকগণের পরিত্যক্ত পাতাগুলি প্রত্যহ গঙ্গা হইতে ধুইয়া আনিয়া তাহাতে লিখিতে লাগিলেন। এইরূপ প্রগাঢ় যত্ন ও অধ্যবসায়ের ফলে ইনি অল্পদিনের মধ্যেই উত্তমরূপে বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে এবং ইংরাজীতে কথা কহিতে শিখিলেন। শিক্ষান্তে মাতামহীর দারিদ্র্যক্লেশ মোচনার্থ রামদুলাল এবার কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। মদনমোহন দত্ত প্রথমে ইঁহাকে নিজের আফিসে কার্যশিক্ষার্থিরূপে নিযুক্ত করিলেন। পরে রামদুলালের কার্যদক্ষতা ও শ্রমসহিষ্ণুতা দেখিয়া ইঁহাকে বিল-সাধার কাজ দিলেন। বেতন পাঁচ টাকা। এই কার্য অতিশয় কষ্টসাধ্য হইলেও রামদুলাল ইহাতে পশ্চাৎপদ হইলেন না, ইনি প্রাণপণ যত্নে প্রভুর কার্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। একদিন ইনি দমদমার জনৈক সৈনিক সাহেবের নিকট বিল সাধিতে গিয়াছিলেন। টাকা পাইতে বিলম্ব হইল। সন্ধ্যার সময় একরাশি টাকা লইয়া ইনি কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তখন কলিকাতার চারিপাশে অত্যন্ত দস্যুভয় ছিল। সুতরাং এত টাকা লইয়া রাত্রিকালে পথ চলা বিপজ্জনক। রামদুলাল প্রথমে কাহারও বাড়িতে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পরক্ষণে ভাবিয়া দেখিলেন, যাহার বাড়িতে আশ্রয় লইব, সেই যদি আমাকে মারিয়া টাকা কাড়িয়া লয়! তখন রামদুলাল আপনার অতিরিক্ত বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশে টাকার থলি মাথায় দিয়া এক বৃক্ষতলে শুইয়া রাত্রিযাপন করিলেন। এইরূপ কার্যে রামদুলালের উপর প্রভুর দৃঢ় বিশ্বাস হইল। তিনি রামদুলালকে দশ টাকা বেতনে সিপ সরকারের পদে নিযুক্ত করিলেন। ইতঃপূর্বেই রামদুলাল ৫ টাকা বেতন হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া একশত টাকা সঞ্চয় করিয়া এক কাঠের গদিতে দিয়াছিলেন। তাহা হইতে মাসে মাসে যাহা কিছু পাইতেন, তাহাতে মাতামহকে সাহায্য করিতেন। সিপ সরকারের কার্যে নিযুক্ত হইয়া রামদুলালকে সর্বদা জাহাজে গতিবিধি করিতে হইত; ইহা দ্বারা জাহাজসম্বন্ধে ইনি অনেক বিষয় অবগত হইলেন, এবং যে সকল জলমগ্ন জাহাজ টালা সাহেবের আফিসে নিলাম হইত, তাহাদের মূল্যাদি নির্ধারণে সমর্থ হইলেন। এই সময়ে ইনি ভাগীরথীর মুখে একখানি জলমগ্ন জাহাজ দেখিয়া, সে জাহাজকে কিরূপে উদ্ধার করা যায়, তাহাতে কত মাল আছে, তাহার কত অংশ পাওয়া যাইবে, তাহার মূল্যই বা কত, ইত্যাদি সমস্তই অনুমানে স্থির করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কয়েকদিন পরেই মদনমোহন ১৪,০০০ হাজার টাকা দিয়া ইঁহাকে টালার আফিসে কোন একটি নিলাম ডাকিবার জন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু ইনি তথায় উপস্থিত হইবার সামান্যক্ষণ পূর্বেই সে নিলাম হইয়া গিয়াছিল। পরক্ষণেই ইনি শুনিলেন যে, ইনি ভাগীরথীর মুখে যে জলমগ্ন জাহাজখানি দেখিয়াছিলেন, সেখানি নিলাম হইতেছে। তখন রামদুলাল তথায় উপস্থিত হইয়া ১৪,০০০ হাজার টাকায় প্রভুর নামে সেই নিলাম ডাকিয়া লইলেন। নিলাম ডাকিয়া লইয়া ইনি বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় জনৈক সাহেব ব্যস্তভাসহ সেই নিলাম ডাকিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তিনি আসিয়া যখন শুনিলেন যে অল্পক্ষণ পূর্বে রামদুলাল নিলাম ডাকিয়া লইয়াছেন, তখন তিনি রামদুলালের নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে অনেক ভয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু রামদুলাল তাহাতে ভীত না হওয়ায় অবশেষে সাহেব তাঁহাকে লাভ লইয়া নিলামটি বিক্রয় করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অনেক দর কষাকষির পর এক লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া রামদুলাল জাহাজখানি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন। এই লাভের এক লক্ষ টাকা রামদুলাল অনায়াসেই আত্মসাৎ করিতে পারিতেন, প্রভু ইহার কিছুই জানিতে পারিতেন না, জানিলেও কোন আপত্তি করিতে পারিতেন না। কিন্তু রামদুলালের অন্তঃকরণ সেরূপ উপাদানে নির্মিত নহে, তাহা সাধুতা ও বিশ্বাসের লীলাক্ষেত্র। সুতরাং তিনি সমস্ত টাকা লইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং প্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার টাকা অন্য কার্যে নিয়োজিত করায় আপনাকে অপরাধী ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে প্রভুকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। কথা শেষে সমস্ত টাকা প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। মদনমোহন বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে এই সরল বিশ্বাসী যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; দশ টাকা বেতনভোগী ভৃত্যের এই অসামান্য নির্লোভতা দর্শনে তিনি স্তম্ভিতপ্রায় হইলেন। পরে রামদুলালকে আশীর্বাদ করিয়া হর্ষগদগদকণ্ঠে বলিলেন, "রামদুলাল, এই লক্ষ টাকায় আমার কোন অধিকার নাই, ইহা তোমার সাধুতা ও বিশ্বাসের পুরস্কারস্বরূপ ঈশ্বর তোমাকে দান করিয়াছেন।" এই বলিয়া নিজের চৌদ্দ হাজার টাকা লইয়া অবশিষ্ট টাকা রামদুলালকে প্রদান করিলেন। দরিদ্র রামদুলালের ভাগ্য পরিবর্তিত হইল; ইনি সাধুতা ও অধ্যবসায়ের ঈশ্বরদত্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

এই লক্ষ টাকা লইয়া রামদুলাল সাধুতার সহিত ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। ভাগ্যলক্ষ্মীর কৃপায় ব্যবসায়ে প্রচুর লাভ হইতে লাগিল। ক্রমে ব্যবসায় বিস্তৃত হইল। ইনি চারিখানি জাহাজ ক্রয় করিয়া আমেরিকার সহিত বাণিজ্য করিতে লাগিলেন। আমেরিকার সমস্ত বাণিজ্যাগারের ইনিই একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হইলেন। আমেরিকার লোকে ইঁহাকে বাঙ্গালার 'রথচাইল্ড্' আখ্যায় অভিহিত করিতে লাগিল। সেখানে রামদুলালের সম্মানের অবধি রহিল না। বণিকসমাজে ইনি সর্বেসর্বা হইয়া পড়িলেন। সুকৌশলে নানাবিধ জিনিসের একচেটিয়া ব্যবসায় করিয়া প্রচুর লাভবান্ হইতে লাগিলেন। কিন্তু এত উন্নতিতেও গর্ব রামদুলালকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। মদন দত্ত যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ইনি তাঁহার ভৃত্যত্ব ত্যাগ করেন নাই; ততদিন ইনি সামান্য বেশে পাদুকা ত্যাগ করিয়া প্রভুর বাটীতে প্রবেশ করিতেন এবং মাসান্তে দশ টাকা বেতন লইয়া আসিতেন। কোটিপতি হইলেও ইনি আপনার পূর্বাবস্থা বিস্মৃত হন নাই। মহত্ত্বের ইহাই লক্ষণ। জলমগ্ন জাহাজ ক্রয় করিবার কয়েক মাস পূর্বে মূলাযোড় গ্রামে এক সর্বসুলক্ষণা পাত্রীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। একটা প্রবাদ আছে "স্ত্রীভাগ্যে ধন", বিবাহের পর হইতেই রামদুলালের এইরূপ উন্নতি দর্শনে উক্ত প্রবাদের উপর লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কখন কোন অর্থী ইঁহার দ্বার হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যায় নাই। মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে একবার ইনি লক্ষ টাকা দান করেন। এতদ্ব্যতীত আফিসে ইনি প্রত্যহ সত্তর টাকা দান করিতেন। বেলগাছিয়াতে ইনি এক অতিথিশালা স্থাপন করেন এবং তথায় প্রত্যহ সহস্র লোকে আহার পাইত। ইনি কখন আদালতে দাঁড়াইয়া হলপ করেন নাই। কেহ ইঁহাকে মকদ্দমায় সাক্ষী মানিলে ইনি নিজ হইতে সেই টাকা দিয়া মকদ্দমা মিটাইয়া দিতেন। ১২৩১ সালে ৭৩ বৎসর বয়সে এই সদাশয় মহাপুরুষ গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে মৃত্যুকালে ইনি ১ কোটি ২৩ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। ইঁহার পুত্র সন্তান দুইটি—আশুতোষ ও প্রমথনাথ। সাতু বাবু ও লাটু বাবু নামে ইঁহারা প্রসিদ্ধ ছিলেন।

রামধনু, -ধনুক—নভঃস্থ মেঘে বিবিধবর্ণ ধনুরাকার বিঃ, ইন্দ্রধনুঃ। বাংপ্র। বি।

রামধুন—শ্রীরামচন্দ্রের গুণকীর্তন। হি। বি।

রাম-নবমী—রামচন্দ্রের জন্মতিথি, চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [ইহা বৈষ্ণবগণের পুণ্য পর্বতিথি, এই দিনেই শ্রীভগবান্ ভূভার হরণের নিমিত্ত ও আর্তত্রাণের জন্য ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই তিথিতে কর্তব্য কার্য,
"উপোষণং জাগরণং পিতৃনুদ্দিশ্য তর্পণম্।
তস্মিন্ দিনে তু কর্তব্যং ব্রহ্ম-
প্রাপ্তিমভীপ্সুভিঃ॥"]

রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত (বুনো রামনাথ)—রামনাথ দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত হইয়াও স্বকীয় অসামান্য প্রতিভাবলে বিদ্যাবুদ্ধি বিষয়ে খ্যাতিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইনি তৎকালীন সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নিকট রীতিমত ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নপূর্বক উক্ত শাস্ত্রে সুচারু ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি পঠদ্দশায় বিবাহ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ইঁহার পত্নীও ইঁহার ন্যায় উদারহৃদয়া ও নিঃস্পৃহা ছিলেন। রামনাথ নানাগুণে গুণবান্ ছিলেন। তখন পাঠ সমাপনান্তে অধিকাংশ পণ্ডিতই রাজসাহায্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন। কিন্তু রামনাথ তাহা করেন নাই। ইনি নবদ্বীপের সমীপস্থ বনখণ্ডে চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হন, একারণ লোকে ইঁহাকে "বুনো রামনাথ" বলিত।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা শিবচন্দ্র লোকমুখে রামনাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি শ্রবণে একদা তাঁহার পর্ণকুটীরে উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রচিন্তা-নিমগ্ন রামনাথ প্রথমে রাজাকে দেখিতেই পান নাই, পরে গাত্রোত্থান করিয়া যথারীতি অভ্যর্থনা করিলেন। রাজা তদীয় ব্যবহারে সন্তুষ্ট ও উপবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "আপনার কিছু অনুপপত্তি আছে কি না।" রামনাথ ইহা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমি চারিখণ্ড চিন্তামণিশাস্ত্রের উপপত্তি করিয়াছি, আর এখন কিছু অনুপপত্তি ত দেখিতেছি না।" এই উত্তরে আশ্চর্যান্বিত ও পরম তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে অর্থপ্রদান করিতে উদ্যত হইলেন; কিন্তু নিঃস্পৃহচেতা রামনাথ ও পতিপথাবলম্বিনী তদীয় পত্নী রাজার দান গ্রহণে সম্মত হইলেন না।

একসময়ে কলিকাতায় রাজা নবকৃষ্ণের ভবনে জনৈক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের শুভাগমন উপলক্ষে এক মহতী সভা হইয়াছিল। ঐ সভায় ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, নবদ্বীপের শিবনাথ বাচস্পতি প্রভৃতি বহু পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত যে প্রশ্ন উপস্থিত করিলেন, অন্য কেহই তাহার উত্তরদানে সমর্থ হইলেন না। তখন লোভপাশ-বিনির্মুক্ত মহাত্মা রামনাথ দিগ্বিজয়ীর প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর প্রদান করিলেন। এই বনবাসী পণ্ডিত হইতেই নবদ্বীপের গৌরব-গর্ব খর্ব হইতে পারিল না।

রামনারায়ণ তর্করত্ন—'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকপ্রণেতা। ১৭৪৫ শকে (১৮২২ খ্রীঃ) ২৪ পরগনার অন্তর্গত হরিনাভি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম রামধন শিরোমণি। ইনি প্রথমে চতুষ্পাঠীতে, পরে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষালাভ করেন, এবং সংস্কৃত কলেজেই শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। রংপুরের জমিদার কালীচন্দ্র চৌধুরী একসময়ে সংবাদপত্রে এই মর্মে এক বিজ্ঞাপন দেন যে, 'যিনি পাতিব্রত্যোপাখ্যান নামক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ এবং কুলীনকুলসর্বস্ব নামক উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করিতে পারিবেন, তিনি ৫০৲ টাকা হিসাবে পারিতোষিক পাইবেন।' সেই বিজ্ঞাপনানুযায়ী তর্করত্ন মহাশয় উক্ত দুইখানি পুস্তক রচনা করিয়া নির্দিষ্ট পুরস্কার প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত ইনি বেণীসংহার, রত্নমালা, মালতীমাধব, শকুন্তলা, নবনাটক এবং রুক্মিণীহরণ, এই ছয়খানি নাটক রচনা করেন। অনেকগুলি নাটক রচনার জন্য ইনি নাটুকে রামনারায়ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ইনি যেমন সুপণ্ডিত তেমন নাটক রচনায় ও কবিত্বে বিশেষ নিপুণ ছিলেন। তদীয় 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক দ্বারা সমাজের প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে। ১৮৮৬ খ্রীঃ ইঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

রামনিধি গুপ্ত—প্রসিদ্ধ সংগীত-রচয়িতা। ইনি সাধারণতঃ নিধুবাবু নামে পরিচিত। কেহ কেহ বলেন, ইঁহার নাম নিধুরাম গুপ্ত। ত্রিবেণীর নিকটবর্তী চাঁপতা গ্রামে ১১৪৮ সালে পৌষমাসে (১৭৪১ খ্রীঃ) ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইঁহাদের আদিবাস কলিকাতা কুমারটুলিতে। রামনিধি ৪,৫ বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় ভর্তি হইয়া নামতা শুভঙ্করী প্রভৃতি বাঙ্গালা শিক্ষা শেষ করেন। পরে হরিনারায়ণ কলিকাতায় আসিয়া কুমারটুলিতে বাস করিলে রামনিধি জনৈক পাদরীর নিকট ইংরাজী শিক্ষা করেন। শিক্ষান্তে প্রতিবেশী দেওয়ান রামতনু

পালিতের চেষ্টায় ছাপরায় কালেক্টরী আফিসে কেরানীর কার্যে নিযুক্ত হন। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংগীতপ্রিয় ছিলেন। ইঁহার রচিত টপ্পা দেশবিখ্যাত। ইঁহার গানের ভাষা যেমন সরল, তেমনই ভাবপূর্ণ। যে ওস্তাদ ইঁহাকে শিক্ষা দিতেন, তিনি যখন দেখিলেন, প্রতিভাবান্ শিষ্য বুঝি গুরুকে ছাড়াইয়া যায়, তখন ওস্তাদ নূতন শিক্ষাদানে মনোযোগী হইলেন না। নিধুবাবু ইহা বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত ও বিরক্ত হইলেন। তিনি ওস্তাদকে বলিলেন, "আমি আমার দেশীয় ভাষায় গান রচনা করিয়া গাহিব, মুসলমানী গান আর গাহিব না।" অতঃপর ইনি ওস্তাদী হিন্দী গানের রাগরাগিণী ও তালমান অনুসারে বাঙ্গালায় গান রচনা করিতে লাগিলেন। সে সংগীত শুনিয়া এবং তাহাতে নূতনত্বের আস্বাদ পাইয়া লোকে মুগ্ধ হইল। সুবিখ্যাত গায়ক রসুল বক্স বলিতেন, "বাঙ্গালাদেশে নিধুর টপ্পার তুলনা দেখিতে পাই না। যেথানে সুরের যে পরিমাণে লয় থাকা উচিত তাহা ঐ সকল গান ছাড়া অন্য বাঙ্গালা গানে দেখি নাই। ইহা গাহিবার সময় 'সরির' খেয়াল কি বাঙ্গালা গান ঠিক করিতে পারি না।" ১২৩৫ সালে (১৮২৮ খ্রীঃ) চৈত্রমাসে ৮৮ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামপাখি—কুক্কুট, মুরগী। বাংপ্র। বি।

রামপ্রসাদ সেন—সুপ্রসিদ্ধ সাধক, গীত-রচক ও গায়ক। অনুমান ১৭২৩ খ্রীঃ কুমারহট্ট (বর্তমান হালিসহর) গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। ইঁহার পিতা রামরাম সেন সংগতিপন্ন লোক ছিলেন না, কিন্তু তথাপি তিনি পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার্থ অর্থব্যয়ের ত্রুটি করেন নাই। রামপ্রসাদ বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফারসী ও হিন্দী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু মনের অভিলাষানুরূপ বিদ্যার্জন করিতে পারেন নাই। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় সংসারের ভার ইঁহার উপর পতিত হইল, কাজেই ইনি জীবিকার্জনের পথ দেখিতে বাধ্য হইলেন।

রামপ্রসাদ কলিকাতায় আসিয়া এক ধনীর গৃহে মুহুরীগিরি কর্মে প্রবৃত্ত হইলেন। বাল্যাবধি ইঁহার হৃদয় ভক্তিপ্রবণ ছিল। ইনি অবকাশ পাইলেই শ্যামাবিষয়ক গীত রচনা করিতেন এবং হিসাবের খাতায় তাহা লিখিয়া রাখিতেন। ইঁহার ঊর্ধ্বতন কর্মচারী একদা তাহা দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন এবং প্রভুর অধিকতর প্রিয়পাত্র হইবার আশায় তাঁহাকে তাহ দেখাইলেন। প্রভু অতি সদাশয়, সহৃদয়, ধর্মপরায়ণ ও গুণগ্রাহী লোক ছিলেন। তিনি খাতায় রামপ্রসাদের এই গানটি দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন :-

"আমায় দাও মা তবিলদারি,
আমি নিমকহারাম নই শঙ্করি।
ইত্যাদি।"

তিনি সন্তুষ্ট হইয়া রামপ্রসাদের মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি নির্ধারণপূর্বক ইঁহাকে গৃহে যাইয়া ধর্মচিন্তা ও শ্যামা-সংগীত রচনা করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। রাম-প্রসাদ অন্নচিন্তার দায় হইতে মুক্ত হইয়া একান্তমনে তাহাই করিতে লাগিলেন। অতঃপর নদীয়ার গুণগ্রাহী রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের সহিত আলাপ করিয়া সাতি-শয় প্রীত হইলেন এবং একশত বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ "বিদ্যাসুন্দর" কাব্য রচনা করিয়া রাজাকে উপহার দিলেন। রাজাও ইঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি প্রদান করিলেন। রামপ্রসাদ শ্যামাবিষয়ক অসংখ্য গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত গীত এমনই ভাবপূর্ণ, মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, তাহাতে গায়ক ও শ্রোতা উভয়েরই হৃদয় ভক্তি ও আনন্দরসে পরিপ্লুত হইয়া উঠে। রামপ্রসাদ তান্ত্রিক উপাসক ছিলেন ও শেষ জীবনে যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন। ১৭৭৫ খ্রীঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামপ্রাণ গুপ্ত—জন্ম ১২৭৫ সাল (১৮৬৯ খ্রীঃ), নিবাস ময়মনসিংহের অন্তর্গত কেদারপুর গ্রাম। দেশে ইঁহাদের বংশ মুন্সীবংশ বলিয়া খ্যাত। ছাত্রাবস্থাতেই রামপ্রাণ কোচবিহার হইতে প্রকাশিত "সুকথা" পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্তির পর ইনি অক্লান্তভাবে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন। ইঁহার রচিত বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী, আরতি, নবনূর প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। ইঁহার কয়েকখানি গ্রন্থের নাম—"মোগল বংশ", "প্রাচীন ভারত", "রিয়াজউস-সালাতিন", "পাঠান রাজবৃত্ত", "ইসলাম কাহিনী", "হজরত মহম্মদ", "রত্নমালা" ইত্যাদি। ১৯২৭ খ্রীঃ ইঁহার লোকান্তর হয়।

রামবল্লভ—রামপ্রিয়। ৬তৎ। বিণ।

রামভদ্র—দশরথাত্মজ শ্রীরাম। ভদ্র যে রাম, কর্মধা। বি ; পু।

রামমূর্তি, নাইডু—মাদ্রাজ প্রদেশে অনুমান ১৮৭৯ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা নারায়ণ স্বামী। দুই বৎসর বয়সে রামমূর্তি মাতৃহীন হন। শৈশবে ইনি অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। পাঁচ বৎসর বয়সে ইনি হাঁপানি রোগে আক্রান্ত হন। কথিত আছে, কেবল চুরুট টানিয়া ইনি রোগমুক্ত হন। পাঠশালার শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেইখানে ভীমসেন, হনুমান্ প্রভৃতি প্রাচীন সময়ের বীরগণের কথা শুনিয়া ইঁহার মনে শারীরিক শক্তিসাধনার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে। বিদ্যালয়ের জিমন্যাস্টিক আখড়ায় ইনি রীতিমত ব্যায়ামচর্চা করিতেন। ইংলণ্ডের বিখ্যাত শক্তিশালী স্যাণ্ডোর (Sandow) প্রবর্তিত প্রণালীতে কিছুদিন সাধনা করিয়া কোন ফল না পাওয়ায় দেশীয় প্রণালী অবলম্বন করিলেন। তাহার ফলে ইনি কিরূপ সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহা ভারত-বাসী দেশীয় ও ইউরোপীয়গণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ১৯০৯ খ্রীঃ প্রারম্ভে ইনি কলিকাতার গড়ের মাঠে যে অদ্ভুত শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা শীঘ্র কেহই ভুলি-বেন না। বারটি অশ্বের বলধারী চলন্ত মোটরকারের গতি ইনি রোধ করিয়াছেন, এবং ৮১ মণ ওজনের একটি হাতী ইঁহার বুকের উপরিস্থিত কাষ্ঠখণ্ডের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, ইহাতে রামমূর্তির কোন কষ্টই হয় নাই। কথিত আছে, ইনি মৎস্য বা মাংস আহার করিতে ভাল-বাসিতেন না। সকালে ও বৈকালে শরবত, বেলা দুই প্রহরের সময় এক পোয়া চাউলের অন্ন, ডাউল ও সামান্য তরকারি, এক সময় একটু মাখন ও অপর সময় ঘৃত, মধু ও চিনি উত্তপ্ত করিয়া এক পোয়া রাবড়ির সহিত পান করিতেন। শুনা যায়, স্যাণ্ডো ইঁহার সহিত বলপরীক্ষা দিতে সাহসী হন নাই। পারিতোষিকস্বরূপ ইনি অনেকগুলি পদক পাইয়াছিলেন। ইনি বলিতেন ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগই শারীরিক শক্তিবিকাশের প্রধান উপকরণ। ১৯৩৮ খ্রীঃ ইনি পরলোক গমন করেন।

রামমোহন বসু—১১৯৩ সালে (১৭৮৬ খ্রীঃ) কলিকাতার অপর পারে শালিখা গ্রামে কুলীন কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রবিলোচন বসু, এবং মাতার নাম নিস্তারিণী। গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট মোটামুটি ভাষাজ্ঞান লাভ করিলে রবিলোচন পুত্রকে বিদ্যা-শিক্ষার্থ কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন। রামমোহন জোড়াসাঁকোর এক পিসার বাড়িতে থাকিয়া মনোযোগসহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে অবসর পাইলে কবিতাও লিখিতেন। এই সময়ে কবিওয়ালা ভবানী বেনে

একদিন জোড়াসাঁকোর পথে যাইতে যাইতে কয়েকটি গান কুড়াইয়া পাইলেন, এবং সেই শ্রুতিমধুর ও উচ্চভাবাত্মক গানে মুগ্ধ হইয়া তাহার রচয়িতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। অনুসন্ধানে জানিলেন, রামমোহন ইহার রচয়িতা। তখন ভবানী রামমোহনের গানসংগ্রহে প্রয়াসী হইলেন। ভবানী ইঁহার সহাধ্যায়ীদিগের শরণাপন্ন হইয়া অনেক অনুনয়বিনয় দ্বারা গান সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে শেষে ভবানীর অনুরোধে রামমোহন কলিকাতার কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে ভবানীর দলে প্রথম গান করেন। রবিলোচন ইহা জানিতে পারিয়া পুত্রকে অনুযোগ করিলে রামমোহন এই দলের সংস্রব পরিত্যাগ করেন। ইহার অল্প দিন পরে পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়ায় রামমোহনকে জীবিকানির্বাহের চেষ্টা করিতে হইল। ইনি প্রথমে কেরানীগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অধিক দিন এ কার্যে থাকিতে পারিলেন না। ইনি স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহের জন্য কবির দলে যোগ দিলেন। ইঁহার গানে সকলেই মুগ্ধ হইয়া পড়িল; চারিদিকে রাম বসুর যশঃ কীর্তিত হইতে লাগিল। শেষে ইনি অন্যের দল ছাড়িয়া নিজে শখের দল করিলেন। অল্পদিন পরেই তাহা পেশাদারী দলে পরিণত হইল। রাম বসু কবিওয়ালাদের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত বিরহ, সখীসংবাদ, লহর, সপ্তমী প্রভৃতি গানগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য রত্নস্বরূপ। বিশেষতঃ ইঁহার বিরহসংগীতের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী পরিদৃষ্ট হয় না। ১২৩৫ সালে ৪২ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

রামমোহন রায় (রাজা)—আধুনিক ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক। ১৭৭৪ খ্রীঃ ১০ই মে হুগলি জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম রামকান্ত রায়। ইনি পিতার মধ্যম পুত্র। ইঁহাদের মূল উপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র নবাব দরবারে কার্য করিয়া রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনিই মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া রাধানগরে বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রাম্য পাঠশালায় তৎকালপ্রচলিত বাঙ্গালা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া রামমোহন আরবী ও ফারসী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনায় গমন করেন, এবং অল্পকাল মধ্যে ঐ দুই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া কাশীধামে গিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। এই সময়ে ইঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ মাত্র। অতঃপর রামমোহন স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং প্রচলিত প্রতিমাপূজাকে পৌত্তলিকতা বলিয়া উহার বিরুদ্ধে স্বীয় মত খ্যাপন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ইনি তৎসম্বন্ধে "হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালী" নামক একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। ইহাতে আত্মীয়স্বজনের সহিত ইঁহার মনোবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইনি গৃহত্যাগ করিলেন এবং ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে তিব্বতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তথায় বৌদ্ধদিগের আচার-ব্যবহারের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করায় রামমোহন তাহাদিগের বিরাগভাজন হইলেন এবং নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া পুনরায় স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ পিতার মৃত্যু হইলে তিন সহোদরে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া লইয়া রামমোহন সংসারী হইলেন। কিন্তু বিষয়ের আয় হইতে সমস্ত ব্যয় নির্বাহ হওয়া সম্ভবপর নয় দেখিয়া ইনি চাকরির অন্বেষণে বহির্গত হইলেন এবং রঙ্গপুরে কালেক্টরি আফিসে সামান্য বেতনের একটি কর্ম পাইলেন। নিজ কার্যদক্ষতায় অতি অল্পদিনের মধ্যে ইনি সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইলেন। এই সময়ে ইনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান লাভ করেন। কিছুদিন পরে ইঁহার ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু হওয়ায় এবং তাঁহাদের সন্তানাদি না থাকায় রামমোহন সমস্ত পৈতৃক বিষয়ের অধিকারী হইলেন। এইরূপে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া ইনি রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং কিঞ্চিৎকাল মুর্শিদাবাদে অবস্থিতি করার পর ৪০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন। অতঃপর রামমোহন অনন্যচিত্ত ও অনন্যকর্মা হইয়া ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৮২৭ খ্রীঃ কলিকাতায় কমল বসুর বাটীতে ব্রাহ্মসভা সংস্থাপন করিলেন। ইহাই পরে ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হয়। ইনি পূর্বে যে সকল ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন উর্দু, হিব্রু, ফরাসী, গ্রীক এবং লাটিন ভাষাতেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইংরেজী প্রভৃতি ঐ সমস্ত ভাষা হইতে ধর্মসম্বন্ধীয় প্রবন্ধসকল সংকলন করিয়া বাঙ্গালা গদ্যে প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বলিতে গেলে, ইনিই প্রথম মার্জিত বাঙ্গালা-গদ্য-লেখক। উত্তরকালীন লেখকগণ ইঁহারই ভাষার অনুকরণ করিয়াছেন। সে যাহা হউক, এইরূপ নূতন ধর্মমত প্রচার করায় ইনি সাধারণ হিন্দুর নিকট "নাস্তিক" আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন এবং তজ্জন্য ইঁহাকে নানাপ্রকার অত্যাচার উৎপীড়নও সহ্য করিতে হইল। কিন্তু তথাপি ইনি স্বীয় ধর্মবিশ্বাস হইতে বিচলিত হইলেন না। ইনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া এবং ঐ প্রথা রহিতকরণ বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুরের সহায়তা করিয়া স্বজাতীয়গণের অধিকতর বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দ্বিতীয় আকবর সাহ স্বীয় বৃত্তি হ্রাস হওয়ায় তাহার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বোর্ড অব কন্ট্রোলে প্রার্থনার জন্য ১৮৩০ খ্রীঃ ১৫ই নবেম্বর রামমোহনকে বিলাতে প্রেরণ করেন। আধুনিক বাঙ্গালীদের মধ্যে ইনিই এই পথের প্রদর্শক। বিলাতে যাইবার পূর্বে সম্রাট্ ইঁহাকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন। সম্রাটের কার্য সমাধানান্তে ১৮৩২ খ্রীঃ ইনি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগরে গমন করেন এবং তথাকার রাজার নিকট বিলক্ষণ সমাদর প্রাপ্ত হন। পর বৎসর ইনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগত হইয়া ব্রিস্টল নগরে জনৈক বন্ধুর ভবনে অবস্থিতি করিবার সময় পীড়িত হন এবং সেই রোগেই ১৮৩৩ খ্রীঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর কালগ্রাসে পতিত হন। ব্রিস্টল নগরেই ইঁহার সমাধি হয়।

রামরাজ্য—রামচন্দ্রের রাজত্ব; তদ্রূপ সুখশান্তিময় রাজ্য। ৬৩৫। বি; ক্লী।

রামরাম বসু (১৭৫৭—১৮১৩)—নিবাস চুঁচুড়া। অল্প বয়সে আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তাহার পর ইনি ইংরেজীও শিক্ষা করেন। ইংলণ্ডের ব্যাপ্টিস্ট মিশন সোসাইটির সভ্য রূপে পাদরী কেরী সাহেব ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আগমন করিয়া রামরাম বসুকে ইঁহার মুন্সীর পদে নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে বাঙ্গালা-ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। রামরাম বসু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাঙ্গালা-ভাষার অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সাগর দ্বীপের শেষ নৃপতি মহারাজা "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" রচনা করেন। পাদরীরা ইঁহাকে দিয়া খ্রীষ্টধর্ম-সংক্রান্ত অনেক পুস্তক লিখাইয়া লইয়াছিলেন। এইরূপ দুইখানি গ্রন্থ "জ্ঞানোদয়" ও "Missionaries Address to the Hindus" ১৮০১

খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। লিপিমালা (১৮০১) এবং খ্রীষ্টচরিত (১৮০৫) নামে ইঁহার আরও দুইখানি গ্রন্থ আছে।

রামলীলা– রামচরিত্রাভিনয়, রামের লীলা-বিষয়ক নাটকাভিনয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রামশর্মা–বিখ্যাত কবি, ইঁহার প্রকৃত নাম নবকৃষ্ণ ঘোষ। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষবংশে ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে অগস্ট ইঁহার জন্ম হয়। শৈশবে ইঁহার ইংরাজি শিখিবার সমধিক আগ্রহ দেখা যাইত। ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক Captain Palmer ইঁহার মৌলিক চিন্তাশক্তি ও আগ্রহ দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রিন্স অব ওয়েলস্ Albert Edwardএর (১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) ভারতবর্ষে আগমনকালে ইংরাজী কবিতা রচনায় নবকৃষ্ণ সর্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন। কিছু পরে ইঁহার A Reply to Moncrieff's Fidelity of Conscience নামক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। অতি অল্পকালের মধ্যেই ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি ইঁহার আয়ত্ত হয়। সামান্য কেরানী হইতে নিজগুণে ইনি ক্রমশঃ উচ্চতর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি Assistant to the Accountant General, Bengal এই পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরি করিবার সময় নবকৃষ্ণের লেখনীর বিরাম ছিল না। ইঁহার রচনা প্রকাশ করিবার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া নবকৃষ্ণ কখনও টাকা লইয়া হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই। উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের উপর ইনি যে সন্দর্ভ প্রকাশ করেন তাহা ইঁহার এক ইংরাজ সিভিলিয়ান বন্ধু Lord Cranborne, State-Secretaryর নিকট প্রেরণ করেন। ইহার ফলে ভারত গভর্নমেণ্ট অবিলম্বে দুর্ভিক্ষদমনের উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; ইঁহার রচিত The ode in welcome to Prince Albert বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল এবং প্রিন্স্ এলবার্টের কথামত উহার কয়েক খণ্ড মহারানী ভিক্টোরিয়ার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। নবকৃষ্ণ এযাবৎ অসংখ্য ইংরাজী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার কতকগুলি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি জ্যোতিষপ্রকাশ নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহাই বঙ্গভাষার প্রথম জ্যোতিষের গ্রন্থ। নবকৃষ্ণ বিবিধ সদ্গুণের আধার ছিলেন। ইঁহার দয়া ও দানশীলতা ছিল অসাধারণ।

রাম-শালিক– পক্ষী বিঃ। বাংপ্র। বি।

রামশিঙা -শিঙ্গা—বৈষ্ণবের বৃহৎ শৃঙ্গাকার বাদ্যযন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

রামসখা (-সখি)—কপিরাজ সুগ্রীব। রাম সখা যাহার, বহু। বি; পু।

রামা—১। রমণীয়া; শুভ্রা। রাম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুন্দরী স্ত্রী; প্রিয়া। বি; স্ত্রী।

রামাইত, রামাত, রামায়েত— রামানুজ বৈষ্ণব সম্প্রদায়, রামোপাসকগণ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

রামানন্দ– জনৈক বিখ্যাত বিষ্ণুপূজক সাধক ও ধর্মপ্রচারক। রামানন্দ খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি ধর্মপ্রচারার্থ ভারতবর্ষের নানাস্থান পর্যটন করিয়াছিলেন। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুসম্প্রদায়সমূহ এক ধর্মসূত্রে গ্রথিত করিয়া এক জাতিতে পরিণত করাই ইঁহার উদ্দেশ্য ছিল। হিন্দী সাধারণের ভাষা বলিয়া ইনি ঐ ভাষায় সর্বত্র ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন। ইনি উক্ত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেন। ইনি "রামাত বৈষ্ণব" সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়--বাঁকুড়ায় এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দ সিটি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করেন। ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত ইনি প্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে বাঁকুড়ার উকীল হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা মনোরমা দেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। বাঁকুড়ার স্কুলে অধ্যয়নের সময় হইতেই রামানন্দ ব্রাহ্ম শিক্ষকদের সংস্রবে আসেন। ফলে, বাল্যকাল হইতেই হিন্দুধর্মে ইঁহার আস্থা কমিয়া যায়। কলিকাতায় সিটি কলেজে অধ্যয়নকালে রামানন্দ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণের অধিকতর সংস্রবে আসেন। এম. এ. পরীক্ষাতেও রামানন্দ-বাবু ইংরেজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইনি সিটি কলেজের অধ্যাপক হইয়া ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য করেন। অতঃপর ঐ বৎসরের শেষভাগে ইনি এলাহাবাদের কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি এই পদ ত্যাগ করেন। ইনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন, এবং যুক্ত প্রদেশের তদানীন্তন ছোটলাট স্যার এণ্টনি ম্যাকডোনাল্ড কর্তৃক সেকেণ্ডারী এডুকেশন রিফর্ম কমিটির সদস্য পদে নিযুক্ত হন। ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কিছুকাল শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর অবৈতনিকভাবে অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন। রামানন্দ বাবু যখন এলাহাবাদে ছিলেন, তখন, অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি "প্রবাসী" নামক মাসিক পত্র বাহির করেন। এই পত্র বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ ও প্রভাব বিস্তার করিয়া সুন্দরভাবে পরিচালিত হইয়াছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রামানন্দবাবু "দি মডান রিভিউ" নামক একখানি ইংরেজী মাসিক পত্র প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাও সুপরিচালিত মাসিকপত্র। মডার্ন রিভিউয়ের কল্যাণে রামানন্দবাবু ইউরোপের এতাদৃশ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন যে, জাতিসংঘের গঠন ও কার্যপ্রণালী অধ্যয়ন করিবার জন্য জাতিসংঘ রামানন্দ-বাবুকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সেই নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় প্রাচীন বয়সে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে ইউরোপ যাত্রা করেন। সাহিত্য-চর্চায় নিযুক্ত থাকিয়াও রামানন্দবাবু নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে যোগদান করিতেন। রামানন্দবাবু রাজনীতির সহিতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বোম্বে, কাশী ও সুরাটের কংগ্রেসে ইনি যোগ দিয়াছিলেন। "প্রবাসী" ও "মডান রিভিউ" পত্রে ইনি নিয়মিতভাবে প্রতি-মাসে রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে ইঁহার মতামত প্রচার করিতেন। ইহাই ঐ দুইখানি সাময়িক পত্রের বিশেষত্ব। রামানন্দবাবু ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারী ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে উহার সভাপতিরূপে সমাজের সেবা করিয়াছিলেন। প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ পত্রে ইনি যে সকল মতামত প্রকাশ করিতেন তাহা সাধারণতঃ সুচিন্তিত, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ। এই কারণে তাহা জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিত। ১৯৪৩ খ্রীঃ ইনি পরলোক গমন করেন।

রামানন্দ নন্দী—চব্বিশ পরগনা বারাসত মহকুমার অন্তর্গত রাহুতাগ্রামে কায়স্থ-বংশে আনুমানিক ১১৮০ সালে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম আনন্দচন্দ্র নন্দী। রামানন্দ ২২।২৪ বৎসর বয়সে প্রথমে নিতাই দাসের কবির দলে প্রবেশ করিয়া সংগীতরচনায় দক্ষতা লাভ

করেন। এজন্য ইনি নিতাইকে গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। পরে গুরুশিষ্যে পৃথক্ দল বাঁধিলে শিষ্য গুরুকে পরাজিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন এবং সময়ে সময়ে কৃতকার্য হইতেন। ৪৫ বৎসর নিতাই দাসের দলে থাকিয়া রামানন্দ, নীলু ঠাকুর, ভবানী বেনে প্রভৃতি কয়েকজনের দলে থাকেন। এই নীলু ঠাকুর নিতাই দাসের গুরু। অতঃপর রামানন্দ নিজে দল গঠিত করেন। দুঃখের বিষয়, রামানন্দের রচিত গানগুলি আর পাওয়া যায় না, কোন কোন গানের অসম্পূর্ণাংশ মাত্র পাওয়া যায়।

রামানন্দ রায়—ইঁহার জীবিতকাল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ইনি বিদ্যানগরের রাজা ভবানন্দ রায়ের পুত্র এবং উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সঙ্গী ছিলেন। ইঁহার প্রণীত 'জগন্নাথ বল্লভ' নাটক সুপ্রসিদ্ধ। পদ্যাবলীতে ইঁহার রচিত অনেক শ্লোক আছে। বৈষ্ণবদের মতে ইনি দ্বাপর যুগে বৃন্দাবনে বিশাখা সখী ছিলেন।

রামানুজ—১। শ্রীরামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—ভরত, লক্ষ্মণ বা শত্রুঘ্ন। রামের অনুজ, ৬তৎ। বি; পু। ২। সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত। দাক্ষিণাত্য প্রদেশে ১০১৭ খ্রীঃ শ্রীপরম্বর (পেরুম্বুর) গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম কেশব ত্রিপাঠী এবং মাতার নাম ভূমিদেবী। ইনি 'রামানুজ দর্শন' নামক দর্শনশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক। ১৬ বৎসর বয়স পর্যন্ত পিতার নিকট বেদ অধ্যয়ন করিয়া ইনি বৈষ্ণব ধর্মের উপাসক হন, এবং দাক্ষিণাত্যে এই ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। দাক্ষিণাত্যে তৎকালে শৈবমতেরই প্রাবল্য ছিল। ইনি তথায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তন করেন, এবং তজ্জন্য ইঁহাকে নানাপ্রকার নিগ্রহ সহ্য করিতে হয়। চোল রাজাও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। আর সহ্য করিতে না পারিয়া ইনি মহীশূরে পলায়ন করেন। কথিত আছে যে তথায় ইনি রাজকন্যার কোন দুশ্চিকিৎস্য রোগের প্রতিকার করায় তত্রত্য রাজা ইঁহার মতাবলম্বী হন এবং স্বরাজ্যে সেই মত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন। অতঃপর ইনি কাঞ্চীপুর, মহারাষ্ট্র, দ্বারকা প্রভৃতি স্থানে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার ও শংকরাচার্যের অদ্বৈতমতাবলম্বী অনেককে স্বীয় মতে দীক্ষিত করেন। পরে ইনি বারাণসী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থ পর্যটনপূর্বক কাশ্মীরে সারদামঠে উপস্থিত হন, এবং বিচারে মঠাধ্যক্ষকে পরাজিত করেন। সুবিখ্যাত রামানন্দ, চৈতন্য, কবীর প্রভৃতি অনেকেই ইঁহার মতাবলম্বী হইয়াছিলেন। ইনি রামায়ণের একখানি টীকা করেন এবং বেদান্তসূত্রকে আপন মতানুযায়ী করিয়া ব্যাখ্যাত করেন। শংকরাচার্য যেমন বৌদ্ধধর্মের বিরোধী ছিলেন, রামানুজ সেইরূপ জৈনধর্মের বিরোধী ছিলেন।

রামায়ণ—মহাকাব্য বাল্মীকিপ্রণীত রামচরিতাখ্যায়ক মহাকাব্য। রাম হইয়াছেন অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহ; অথবা রামের অয়ন (চরিত), ৬তৎ। বি; ক্লী।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—ইনি বন্ধুন-গোত্রীয় জিঝোতীয় ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত। ইঁহার পিতার নাম গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। রামেন্দ্রসুন্দর ১২৭১ সালের ৫ই ভাদ্র জন্মগ্রহণ করেন। ইনি প্রথমে গ্রাম্য পাঠশালায় ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়িয়া কান্দি ইংরাজী স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তথা হইতে ১৮৮১ খ্রীঃ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ বৃত্তিলাভ করেন। এই সময়ে ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। পরে পিতৃব্যের সহিত কলিকাতায় আগমন করিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তথা হইতে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও সুবর্ণ পদক লাভ করিয়া বি. এ. পড়িতে থাকেন। এই সময় হইতে বিজ্ঞানের উপর ইঁহার অনুরাগ জন্মে, এবং ১৮৮৬ খ্রীঃ বি. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানের অনারে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ৪০৲ টাকা বৃত্তি পান। পরে ১৮৮৭ খ্রীঃ এম. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন, এবং ১০০৲ টাকার পুস্তক ও সুবর্ণ পদক পারিতোষিক লাভ করেন। পর বৎসর পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে প্রেমচাঁদ বৃত্তি পান। ১৮৯০ খ্রীঃ ইনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ও ১৮৯৪ খ্রীঃ এফ. এ. পরীক্ষার পরীক্ষক হন। ইহার পাঁচ বৎসর পর হইতে ইনি এণ্ট্রান্সের অন্যতম প্রধান পরীক্ষক হন। ১৮৯২ খ্রীঃ ইনি রিপন কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক ও পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হন। ইনি অনেক মাসিক পত্রিকায় বাংলা প্রবন্ধ লিখিয়াছেন এবং কতিপয় বর্ষ যাবৎ সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদকতা করেন, কিন্তু পরে শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন উক্ত পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কতকগুলি বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া রামেন্দ্রসুন্দর প্রকৃতি, জিজ্ঞাসা, কর্মকথা, চরিতকথা নামে কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের সেবা ইঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। ১৯১৯ খ্রীঃ ৬ই ইনি মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

রামেশ্বর—মাদ্রাজ রাজ্যে মাদুরা জেলায় রামনাদ জমিদারির অন্তর্গত শহর ও হিন্দু-তীর্থ। শহরটি একটি দ্বীপে অবস্থিত। মন্দিরে যে শিবলিঙ্গ দৃষ্ট হয়, কথিত আছে যে, লঙ্কা বিজয়-স্মৃতি-রক্ষার্থে শ্রীরামচন্দ্র উহা স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই দ্বীপে যাইবার পথ রামনাদের রাজার অধিকারভুক্ত; সেই জন্য ইঁহারা পুরুষানুক্রমে "সেতুপতি" উপাধি-ভূষিত। মন্দিরের আয়ে এবং রামনাদের রাজদত্ত জমিদারির আয়ে মন্দিরের ব্যয়নির্বাহ হইয়া থাকে। মন্দিরটির আয়তন সুবৃহৎ। ইহার স্তম্ভবিশিষ্ট বারাণ্ডার দৈর্ঘ্য ৭০০ ফিট। মন্দিরের কারুকার্য দ্রাবিড় শিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, মন্দিরটি খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে নির্মিত। এখানে বৎসর বৎসর বহু হিন্দুযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। ইহার নিকট স্থানটি "সেতুবন্ধ রামেশ্বর" নামে পরিচিত। জনশ্রুতি এই যে, এইখান হইতে শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কায় যাইবার জন্য সমুদ্রবন্ধন মানসে সেতু নির্মাণ আরম্ভ করেন।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) "শিবসংকীর্তন" গ্রন্থের রচয়িতা। মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত যদুপুর ইঁহার জন্মস্থান। যৌবনে ইনি উক্ত জেলার অন্তঃপাতী কর্ণগড় নামক স্থানের জমিদার যশোবন্ত সিংহের অন্যতম সভাসদ্ নিযুক্ত হন এবং সেইখানে থাকিয়া অনুমান ১৮১২ খ্রীঃ "শিবসংকীর্তন" বা 'শিবায়ন' রচনা করেন। সত্যপীরের পাঁচালী নামক ইঁহার আর একখানি গ্রন্থ আছে।

রামেশ্বর সিংহ (মহারাজ বাহাদুর স্যর)—খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহেশ ঠাকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণ জব্বলপুর অঞ্চল হইতে আসিয়া ত্রিহুতের কোন রাজার পৌরোহিত্য কার্যে নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং অনেককে এই ভাষায় শিক্ষা দিতেন। ইঁহার অন্যতম ছাত্র রঘুনন্দন মোগল সম্রাট্ আকবরের দরবারে একজন মোল্লাকে পাণ্ডিত্যে পরাভূত করায় সম্রাট্ পরিতুষ্ট হইয়া রঘুনন্দনকে দ্বারবঙ্গ জেলার পরগনা হাটি নামক বিস্তৃত জমিদারি প্রদান করেন। বিদ্যানুরাগী, বিষয়-স্পৃহাশূন্য রঘুনন্দন এই জমিদারি গুরু মহেশ ঠাকুরকে কৃতজ্ঞতার উপহারস্বরূপ দান করেন। এই মহেশ ঠাকুরই দ্বারবঙ্গের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, আর এই

জমিদারিই রাজস্টেটের প্রথম সম্পত্তি। দ্বারবঙ্গের মহারাজ রামেশ্বর সিং মহেশ ঠাকুরের অধস্তন ১৭শ পুরুষ। রামেশ্বর সিং ১৮৫৯ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ বাহাদুর স্যর লক্ষ্মীশ্বর সিং পরলোকগমন করিলে ১৮৯৮ খ্রীঃ ১৬ই ডিসেম্বর রামেশ্বর দ্বারবঙ্গের গদি প্রাপ্ত হন। রামেশ্বর ১৮৭৭ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্যন্ত Statutory সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়া গভর্নমেন্টের অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। গদি প্রাপ্তির পর ইনি অনেকবার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার ও ভারত গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হইয়াছেন। ১৯০৭ খ্রীঃ ২৮শে জুন গভর্নমেন্ট কর্তৃক এইরূপ নির্ধারিত হয়, "মহারাজ বাহাদুর" উপাধি দ্বারবঙ্গের রাজবংশের প্রতিনিধিকে পুরুষানুক্রমে প্রদত্ত হইবে। ইনি কে. সি. আই. ই. উপাধিও লাভ করিয়াছিলেন। রামেশ্বর কয়েকবার কলিকাতার British India Association ও Behar Landholder's Association সভার সভাপতিরূপে কার্য করিয়াছিলেন। ধনে, বদান্যতায়, আভিজাত্যে ইনি বাঙ্গালা ও বিহারের জমিদারগণ মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ২রা জানুয়ারি কলিকাতায় যুবরাজ ও যুবরাজপত্নীকে মহাসমারোহে যে অভ্যর্থনা করা হয়, রামেশ্বর সিংহ সেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন। যুবরাজের কলিকাতায় শুভাগমন স্মরণার্থে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি পুস্তকাগার স্থাপনকল্পে ইনি এক লক্ষ টাকা দান করিয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় গৃহের দক্ষিণ-পশ্চিমে যে প্রকাণ্ড অট্টালিকা শোভা পাইতেছে তাহা উঁহারই গদির নামে খ্যাত। ইনি সাধারণ হিতকর কার্যে অকাতরে অর্থদান করিতেন। ইনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। ইনি শ্রীভারত-ধর্ম-মহামণ্ডলের সভাপতি ছিলেন। কলিকাতায় মহাকালী পাঠশালা ও অন্য রক্ষিণী সভার উপর ইহার বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি লক্ষিত হইত। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশদ্বয় একত্র মিলিত হইয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হইলে ইনি তত্রত্য গভর্নমেন্টের কার্যকরী সমিতির (Executive Council) অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। বারাণসী নগরীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রধানতঃ ইহার ঐকান্তিক যত্ন, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রভূত অর্থব্যয়ের ফল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন ইনি গভর্নমেন্ট হইতে জি. সি. আই. ই. (G. C. I. E.) উপাধি লাভ করেন।

রায়—১। অভিমত, অভিপ্রায় ; বিচারকের মত, বিচারফল, নিষ্পত্তি বাক্য, judgment ; সম্মতি। আ। ২। শ্রেষ্ঠ, বর, শিরোমণি ; উপাধি বিঃ। <রাজ। বি।

রায়জাদা—রায়ের পুত্র ; রাজপুত্র। ৬তৎ। বি। [আ-মূ। বি।

রায়ত, রাইয়ত—জমিদারের প্রজা। **রায়তী**—প্রজাসম্বন্ধীয়। আ-মূ। বিণ।

রায়ন—(Sir Edward Ryan) কে. টি. এফ. জি, এস. ও এফ. আর. এস. কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম প্রধান বিচারপতি (Chief Justice)। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে অগস্ট ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উইলিয়ম রায়ন। ইনি কেমব্রিজে ট্রিনিটি কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া লিন্‌কন ইন হইতে ১৮১৭ খ্রীঃ ব্যারিস্টার হন। ইনি ১৮২৬ খ্রীঃ কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের পিউনি জজের পদ প্রাপ্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন এবং ১৮৩৩ খ্রীঃ প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে ইনি বেঙ্গল এসিয়াটিক সোসাইটির (Bengal Asiatic Society) প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কার্যে বিশেষ যত্ন লইতেন। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি হন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সুপ্রিম কোর্ট হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্তন করেন।

রায়বাঁশ—সুদীর্ঘ বংশদণ্ড ; লম্বা বাঁশের লাঠি। বাংপ্র। বি।

রায়বেঁশে দীর্ঘ বংশদণ্ডধারী ; যে বাঁশের লম্বা লাঠি লইয়া খেলা দেখায়। বাংপ্র। বি। [ব্যাঘ্রী। বি ; স্ত্রী।

রায়বাঘিনী—উগ্রচণ্ডা স্ত্রী। <রাজ-

রায়বার—যশঃ, কীর্তি, খ্যাতি ; যশোবার্তা ; স্তুতি ; স্তুতিপাঠক ; বন্দী ; ভাট ; দৌত্য। <রাজবার্তা। বি।

রায়বাহাদুর, রায়সাহেব—রাজপ্রদত্ত উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

রায়ভাটা—নদীর স্রোতোবিশেষ ; নদীর জল চলিতে চলিতে হঠাৎ বিপরীত মুখে গমন ; আওড়। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

রাশ—রাশি, স্তূপ, পুঞ্জ, গাদা ; জন্মরাশি। <রাশি। বি।

রাশনাম—জন্মরাশি অনুসারে রক্ষিত নাম। বাংপ্র। বি।

রাশভারী—গম্ভীরপ্রকৃতি, ভারিক্কে। বাংপ্র। বিণ।

রাশ-হালকা, -পাতলা—লঘুপ্রকৃতি, ছেবলা। বাংপ্র। বিণ।

রাশি—পুঞ্জ, স্তূপ ; সমূহ ; মেষাদি দ্বাদশ নক্ষত্রপুঞ্জ [মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ, মীন] ; অঙ্ক, সংখ্যা। অশ্ (ব্যাপ্ত হওয়া) + ই কর্তৃ নিপা। বি ; পু।

রাশিচক্র—মেষাদি দ্বাদশ রাশিঘটিত কল্পিত বৃত্ত। রাশি সমূহের চক্র, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাশীকৃত—স্তূপীকৃত, পুঞ্জীকৃত, গাদা করা। রাশি শব্দ + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (= রাশী) —কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

রাষ্ট্র—১। রাজ্য ; জনপদ, দেশ ; মড়কাদি উপদ্রব। রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) + ষ্ট্রন্ কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। রটনা ; ঘোষিত, প্রচারিত ; প্রসিদ্ধি। বাংপ্র। বি বা বিণ।

রাষ্ট্রগুরু—রাজ্যবাসী লোকদের উপদেষ্টা ('—সুরেন্দ্রনাথ')। ৬তৎ। বি ; পু।

রাষ্ট্রনায়ক—রাজ্যনেতা ; রাজ্যের সর্বপ্রধান পরিচালক। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু।

রাষ্ট্রনীতি—রাজ্যের নিয়ম, রাজনীতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রাষ্ট্রপতি—রাজ্যের পরিচালক ; সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্রের নির্বাচিত অধিনায়ক, President. ৬তৎ। বি ; পু।

রাষ্ট্রবিপ্লব—প্রচলিত শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন ; রাজবিদ্রোহ। ৬তৎ। বি ; পু।

রাষ্ট্রিক—রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য) + ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**রাষ্ট্রিকী**।

রাষ্ট্রিয়, রাষ্ট্রীয়—রাজ্যসম্বন্ধীয়। রাষ্ট্র (রাজ্য) + ইয়, ণীয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রাস—১। শব্দ ; ভাষা ; কোলাহল। রস্ (শব্দ করা) + ঘঞ্ ভাব। ২। কার্তিকী পূর্ণিমা ; শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যলীলা বিশেষ [কার্তিকী পূর্ণিমায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালাদিগকে লইয়া মধুর রাসলীলা সম্পন্ন করিয়াছিলেন]। রস্ + ঘঞ্ অধি। বি ; পু। ৩। রশ্মি, বল্গা, লাগাম। <রশ্মি। বি।

রাসন—১। রসনেন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়। রসনা (জিহ্বা) + ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**রাসনী**। ২। রসনেন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান। বি ; স্ত্রী। [স্ত্রী।

রাসপূর্ণিমা—কার্তিকী পূর্ণিমা তিথি। বি ;

রাসবিহারী (-হারিন্)—শ্রীকৃষ্ণ। রাস—বি—হৃ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

রাসবিহারী ঘোষ—১৮৪৫ খ্রীঃ বর্ধমান জেলায় তোরকোণা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জগবন্ধু ঘোষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। বাঁকুড়ার হাই স্কুলে রাসবিহারী বাল্যকালে শিক্ষার্থে

প্রবেশ করিয়া ও সেইখান হইতে ১৮৬০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করেন। পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলিতে প্রতিষ্ঠার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ First Class Honours সহিত এম. এ. উপাধি লাভ করেন। পর বৎসর বি. এল. পরীক্ষা দিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এই বৎসরেই ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। প্রথম প্রথম ইনি তাদৃশ সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রতিভা কখন লুক্কায়িত থাকে না, অতি অল্পকাল পরে ইহার তীক্ষ্ণ মেধা এবং অদ্ভুতপূর্ব আইনজ্ঞান আদালত ও সমাজের গোচরে আসিয়া ইহার প্রসার প্রতিপত্তি ও অর্থাগমের পথ সুগম করিয়া দিল। ১৮৭১ খ্রীঃ ইনি Honours in Law নামক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বার বৎসর পরে ইনি Tagore Law Lecturer হইয়া Law of Mortgage in India বিষয়ের অধ্যাপনা করেন। ইহার উপদেশ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া এই বিষয়ের মূল্যবান্ গ্রন্থ বলিয়া গৃহীত হয়। ইহার বিভিন্ন দেশের আইনজ্ঞান যেমন বিস্তৃত, ইংরেজী ভাষাজ্ঞানও সেইরূপ। বৈষয়িক কার্যে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ইহার পাঠাভ্যাস জীবনান্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। ১৮৮৪ খ্রীঃ ইনি ডি. এল. এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ সি. আই. ই. উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে মনোনীত হন। ইনি এখানে থাকিয়া অনেক প্রয়োজনীয় আইন বিধিবদ্ধ হইবার পক্ষে সহায়তা ও আপত্তিকর বিষয়ে জ্বলন্ত ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছেন। দেওয়ানী কার্য বিধি (Civil Procedure Code) আইন প্রণয়নে ১৯০৮ খ্রীঃ ইনি বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় ইনি পূর্বে তাদৃশ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময় হইতেই সাধারণের সহিত ইনি বিশেষভাবে উহাতে যোগদান করিয়া দেশহিতৈষিতা ও নির্ভীকতার পরিচয় পদে পদে দিয়াছেন। ১৯০৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে জাতীয় সভার ২৩শ অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিল্পের উন্নতিকল্পে ইনি অকাতরে অর্থদান করিতেন। কলিকাতার সন্নিকটে Match Factory স্থাপন ইহারই যত্নে ও অর্থসাহায্যে হয়। টি. পালিত মহাশয়ের Bengal Technical Institute এ ইনি ৫০০০৲ টাকা দান করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ইনি ২৫০০৲ টাকা দান করিয়াছেন, ইহার বাৎসরিক সুদ হইতে প্রতি বৎসর বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থানপ্রাপ্তা এদেশীয়া মহিলাকে স্বীয় মাতার নামযুক্ত "পদ্মাবতী-পদক" দেওয়া হয়। প্রথম বৎসর (১৮৯০ খ্রীঃ) স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা ঘোষাল এই পদক লাভ করেন। রাসবিহারী ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ইনি বাঙ্গালীর প্রচলিত পরিচ্ছদ ত্যাগ করেন নাই। ধীরতা, গভীর জ্ঞান, পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ও ওজস্বিনী বাগ্মিতাশক্তি প্রভৃতি গুণে ইনি বঙ্গদেশের শিরোভূষণ স্বরূপ ছিলেন। ১৯০৯ খ্রীঃ ২৫শে জুন ইনি সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। অনন্তর এতদ্দেশের শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যূনাধিক ১৫।১৬ লক্ষ টাকা দান করেন। ১৯১৫ খ্রীঃ ৩রা জুন নাইট (স্যার) উপাধি লাভ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ এই মহাত্মা পরলোকে প্রস্থান করিয়াছেন।

রাসবিহারী বসু—(১৮৮০ ১৯৪৪ খ্রীঃ)। বিপ্লবী দেশসেবক। বর্ধমানে ইঁহার আদি বাসস্থান। লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে ইনি হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। ইনি পলাইয়া জাপানে যান। ইনি সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ্ সরকারের উপদেষ্টা ছিলেন।

রাসভ—গর্দভ। রাস্ (শব্দ করা)+ অভ কর্তৃ। বি ; পুং। স্ত্রী—**রাসভী**।

রাসমণি (রানী)—ত্রিবেণীর সন্নিকটে হালিসহরের পার্শ্বে কোনা নামক গ্রামে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস। হরেকৃষ্ণ জাতিতে কৈবর্ত ও কৃষিজীবী। এই দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া রাসমণি অতিকষ্টে শৈশবজীবন অতিবাহিত করেন। অষ্টমবর্ষ বয়সে ইঁহার মাতার মৃত্যু হয়। দরিদ্রের কন্যা হইলেও রাসমণি অসাধারণ রূপবতী ছিলেন। একাদশবর্ষ বয়সে কলিকাতা-নিবাসী প্রীতিরাম মাড়ের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রের সহিত ইহার বিবাহ হয়। প্রীতিরাম ধনী লোক ছিলেন। ১৮১৭ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে বিষয়সম্পত্তির ভার রাজচন্দ্রের হস্তে পতিত হয়। রাসমণি বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী ছিলেন। শ্বশুরালয়ে আসিয়া পতির নিকট কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিয়াছিলেন। রাজচন্দ্র পত্নীর পরামর্শ ব্যতীত কোন কাজই করিতেন না। দরিদ্রগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ও প্রতিপালিত হইয়া দারিদ্র্যদুঃখ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা রাসমণি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহার ফলে ইনি আজীবন দরিদ্রের দুঃখমোচনে অতিশয় যত্নশীলা ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ রাজচন্দ্র পরলোকগমন করিলে বিপুল ঐশ্বর্যের ভার রাসমণির হস্তেই পতিত হয়। রাসমণি এই গুরুভার গ্রহণে পশ্চাৎপদ হন নাই, অধিকন্তু ইহার হস্তে থাকিয়া এই সম্পত্তির যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। রাসমণি অতিশয় তেজস্বিনী রমণী ছিলেন। কোন প্রকার অন্যায় আচরণই ইনি সহ্য করিতে পারিতেন না। দুর্গোৎসবের সময় রাসমণির বাড়ির সন্নিকটস্থ পথে অতিশয় বাদ্যধ্বনি হইত। এই ধ্বনি সাহেবদিগের অসহ্য হওয়ায় তাঁহারা পুলিসের সহায়তায় উহা বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে রাসমণি অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া এই আদেশ প্রচার করেন যে, আমার অধিকৃত পথে কোন ইংরাজ পদার্পণ করিতে পারিবেন না। ইহাতে অতিশয় গোলযোগ উপস্থিত হইল। পরিশেষে গভর্নমেণ্ট ত্রুটি স্বীকার করায় রাসমণি স্বীয় আদেশ প্রত্যাহার করেন। আর একবার গভর্নমেণ্ট গঙ্গায় মাছ ধরিবার জন্য জেলেদের উপর কর ধার্য করেন। ইহাতে জেলেরা আসিয়া রাসমণির নিকট কাঁদিয়া পড়ে। রাসমণি এই কর রহিত করিবার জন্য গভর্নমেণ্টকে অনুরোধ করেন। কিন্তু অনুরোধ রক্ষিত না হওয়ায় রাসমণি স্বয়ং দশ হাজার টাকা দিয়া ইজারা গ্রহণ করেন। ইহার পরও ইনি জলকর প্রথা রহিত করিবার জন্য গভর্নমেণ্টের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। কিন্তু গভর্নমেণ্ট ইহার আবেদনে কর্ণপাত করিলেন না। তখন রাসমণি এক কৌশলের সৃষ্টি করিলেন। ইনি বয়ায় বয়ায় লোহার শিকল বাঁধিয়া নদীমুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে নৌকা জাহাজ প্রভৃতির গতিরোধ হইল। বণিকগণ গভর্নমেণ্টের নিকট আবেদন করিলেন। তখন গভর্নমেণ্ট রাসমণির নিকট ইহার কারণ জানিতে চাহিলে রাসমণি উত্তর করিলেন, "আমি মাছের জন্য দশ হাজার টাকায় নদী জমা লইয়াছি। নদীর উপর দিয়া নৌকা জাহাজ প্রভৃতি যাতায়াত করিলে মাছ পলাইয়া যাইবে। সুতরাং মাছ রক্ষার জন্য আমি নদীমুখ বন্ধ করিয়া রাখিব।" এই উত্তর শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল।

শেষে গভর্নমেণ্ট বাধ্য হইয়া এই জলকর তুলিয়া দিলেন। এতদ্ব্যতীত এই তেজস্বিনী রমণীর স্বাধীন চিন্তার ও সাহসের আরও বিবিধ উপাখ্যান আছে। রাসমণির বিষয়বুদ্ধিও যথেষ্ট ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় সকলেই ইংরাজ-রাজত্বের উচ্ছেদ আশঙ্কা করিয়াছিল। সুতরাং কোম্পানির কাগজের দর খুব কমিয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাসমণি ইহার বিপরীত বুঝিয়াছিলেন; সুতরাং ইনি অল্পমূল্যে বিস্তর কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিলেন। শেষে সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানে কাগজের মূল্য বাড়িয়া উঠিলে রাসমণি ইহাতে প্রচুর লাভ পাইলেন। এতদ্ব্যতীত সুলভ মূল্যে আরও অন্যান্য জিনিস কিনিয়া পরে তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিলেন। রাসমণির দয়াদাক্ষিণ্যের সীমা ছিল না। একবার ইনি কাশী যাইবার মানস করেন। তখন ভারতে রেলপথ হয় নাই। সুতরাং ইঁহার গমন জন্য ২৫।৩০ খানি নৌকা প্রস্তুত হইল। বিস্তর অর্থ ও আবশ্যক দ্রব্যাদি লইয়া রাসমণি গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় শুনিলেন, বঙ্গদেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত। অন্নাভাবে শত শত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে শুনিয়া রাসমণি তীর্থ দর্শনের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন, এবং কর্মচারী-দিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমার তীর্থ-গমনে যে অর্থ ব্যয়িত হইত তাহা অন্নকষ্ট-পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থ দাও, তাহা হইলেই আমার তীর্থদর্শনের ফল হইবে।" অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বরী হইয়াও রাসমণি আপনার বাল্যের দরিদ্রাবস্থার প্রতিবাসি-গণকে বিস্মৃত হন নাই; ইনি সকলেরই অভাব দূরীকরণার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকি-তেন। ধর্মে অটল বিশ্বাস, দেবদেবীতে অচলা ভক্তি, জীবে দয়া, হৃদয়ে মহত্ত্ব ও সাহস রাসমণিতে এ সকল গুণই ছিল; নতুবা সামান্য কৃষকের কন্যা হইয়া ইনি কখনও জনসাধারণের নিকট "রানী" নামে অভিহিত হইতে পারিতেন না। কলি-কাতার সন্নিহিত দক্ষিণেশ্বরের দেবালয় ও তাহার সংলগ্ন অতিথিসত্র ইঁহার ধার্মিকতা ও দানশীলতার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। আজকাল মহিলা-সমাজে রানী রাসমণির ন্যায় মনস্বিনী নারীর প্রাদুর্ভাব খুব বিরল। রাসমণির পুত্র ছিল না, তিনটি মাত্র কন্যা ছিল। ১৮৬১ খ্রীঃ ৬৭ বৎসর বয়সে এই মহানুভাবা মহিলা ইহলোক ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন।

রাসমণ্ডপ, রাসমণ্ডল—শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলা প্রদর্শনের স্থান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রাসরস—রাসলীলাজনিত ভাব বিঃ, রাস-ক্রীড়া জন্য আনন্দ। মধ্যপ। বি; পু।

রাসরসময়—শ্রীকৃষ্ণ। 'রাসরস' দ্রঃ। রাসরস শব্দ+ময়ট্। বি; পু।

রাসরসময়ী—শ্রীরাধা। রাসরসময়+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

রাসলীলা—রাসক্রীড়া, রাসযাত্রার অভিনয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাসায়নিক—রসায়নসম্বন্ধীয়, রসায়নজ্ঞ। রসায়ন+ফিক। বিণ। **রাসায়নিক আকর্ষণ**—যে গুণ থাকাতে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পরমাণুসমূহ পরস্পর সমাকৃষ্ট ও মিলিত হইয়া একটি নূতন পদার্থে পরিণত হয়।

রাসায়নিকতত্ত্ব—রসায়ন বিদ্যার রহস্য [এই দেশে প্রাচীন কাল হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে রসায়ন সম্বন্ধে বহু বিষয়ের গবেষণা চলিয়া আসিতেছে। রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে এখনও বহু গ্রন্থ পাওয়া যায়। এতদ্দেশীয় রসায়ন বিদ্যা পাশ্চাত্য রসায়ন তত্ত্বের অনুরূপ নয়]। কর্মধা। বি; ক্লী।

রাসু নৃসিংহ—ইঁহারা দুই সহোদর। ১১৪১ সালে (১৭৩৫ খ্রীঃ) এবং ১১৪৪ সালে (১৭৩৮ খ্রীঃ) ফরাসডাঙ্গা গোন্দল-পাড়ার কায়স্থবংশে ইঁহাদের জন্ম হয়। ইঁহাদের পিতার নাম আনন্দীনাথ রায়। আনন্দীনাথ ফরাসী গভর্নমেণ্টের অধীনে সামরিক বিভাগে কার্য করিয়া যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু পুত্র-দ্বয়ের অমনোযোগিতা বশতঃ তাঁহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে পারেন নাই। তিনি পুত্রদ্বয়কে শিক্ষিত করিবার জন্য তাহাদের মাতুলালয় চুঁচুড়ায় মিশনরিদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে ভরতি করিয়া দেন, কিন্তু রাসু ও নৃসিংহ বিদ্যাশিক্ষার পরিবর্তে পথে খেলা করিয়া, পুস্তকে ও ছিন্নপত্রে নৌকা প্রস্তুত করিয়া কাল কাটাইতে থাকেন। ইহাতে ইঁহাদের মাতুল বিরক্ত হইয়া ইঁহাদিগকে গোন্দলপাড়ায় রাখিয়া যান। ইহার অল্পদিন পরে আনন্দীনাথের মৃত্যু হয়। তখন উভয় ভ্রাতায় মিলিয়া কবির দল গঠন করেন, এবং ১১৫৭ সালে দল লইয়া কলিকাতার কোন এক ধনীর ভবনে প্রথম গাওনা করেন। এইখান হইতেই তাঁহাদের ভাবী যশোরাশির সূচনা হয়। পরে এই দল সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইঁহারা বিরহ ও সখীসংবাদ উভয় বিষয়েই সংগীতরচনায় যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কে যে সংগীতরচয়িতা, তাহা এ পর্যন্ত নিরূপিত হয় নাই। ইঁহাদের রচিত গানের ভণিতায় দুই ভ্রাতারই নাম থাকিত। ১৮০০ খ্রীঃ প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে রাসুর মৃত্যু হয়। নৃসিংহ ইহার কয়েক বৎসর পরে দেহ ত্যাগ করেন।

রাসেল, স্যার হেনরী (Sir Henry Russel)—কলিকাতা সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম প্রধান বিচারক (Chief Justice)। ইনি ১৭৫১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ লিন্কন ইন্ হইতে ব্যারিস্টার হন। ১৭৯৮ খ্রীঃ ইনি সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম জজ নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ১৮০৭ খ্রীঃ ইনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারক (Chief Justice) নিযুক্ত হন। ১৮১২ খ্রীঃ ইনি ব্যারনেট হন, এবং তাহার পর বৎসর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচার-পতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাতে প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে ১৮১৭ খ্রীঃ প্রিভি-কাউন্সিলারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৩৬ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

রাসেশ্বরী—শ্রীমতী রাধিকা। রাসের ঈশ্বরী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রাস্তা—পথ, সড়ক, রাহা। বাংপ্র। বি।

রাস্না—লতা বিঃ; গন্ধদ্রব্য বিঃ। রস্+নন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রাহা—১। রাস্তা, পথ। ফা। ২। বংশগত উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

রাহাখরচ—পাথেয় ব্যয়, পথ খরচা। ফা-মু। বি।

রাহাজান—পথদস্যু, ঠেঙ্গাড়িয়া। ফা মু। বি। [ফা-মু। বি।

রাহাজানি—পথদস্যুতা, পথে ডাকাতি।

রাহিত্য—অভাব, হীনতা, শূন্যতা। রহিত+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

রাহী—১। রাস্তাবাহী লোক, পথিক। ফা। বিণ বা বি। ২। রাই, রাধিকা; সুন্দরী রমণী। প্রা কপ্র। বি।

রাহু—১। সিংহিকার পুত্র, অষ্টম গ্রহ, কেতুর মস্তকভাগ; গ্রহণকালে চন্দ্রের উপর পতিত পৃথিবীর ছায়া অথবা চন্দ্র কর্তৃক সূর্যমণ্ডল আচ্ছাদন ['কেতু' ও 'নবগ্রহ' দ্রঃ]। রহ্ (ত্যাগ করা)+উণ্ কর্তৃ। ২। বর্জন, ত্যাগ। রহ্+উণ্ ভাব। বি; পু। **রাহুর দশা**—অত্যধিক দুরবস্থা।

রাহুগ্রস্ত—রাহু দ্বারা ভক্ষিত বা গৃহীত। ৩তৎ। বিণ। [পু।

রাহুগ্রাহ—চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ। ৩তৎ। বি;

রাহুত—অশ্বারোহী যোদ্ধা, হিন্দুজাতি বিঃ। প্রা কপ্র। বি। [ক্লী।

রাহুদর্শন—চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ। বহু। বি;

রাহুভেদী (-ভেদিন্) বিষ্ণু। উপতৎ; রাহু-ভিদ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

রাহুল—বুদ্ধদেবের পুত্র। খ্রীঃ পূঃ ৫১১ অব্দে কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধপত্নী গোপার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার জন্মগ্রহণের সপ্ত দিবস পরেই বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করেন। অনন্তর ইঁহার সপ্তম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধ কপিলবাস্তু দর্শনে আগমন করিলে গোপা পুত্রকে স্বামীর নিকট প্রেরণ করিলেন। রাহুল পিতৃধনের অধিকারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বুদ্ধ পুত্রকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিলেন। অতঃপর বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে রাহুল বৌদ্ধ ভিক্ষুদলে পরিগৃহীত হন।

রাহুসংস্পর্শ—উপরাগ; চন্দ্রসূর্যের গ্রহণ। ৬তৎ। বি; পু।

রি, রে—(সংগীতে) স্বরগ্রামের দ্বিতীয় স্বর, ঋষভ। বাংপ্র। বি।

রিং—'রিঙ্গ' দ্রঃ।

রিক্ত—শূন্য, খালি; নিষ্ফল; নির্ধন। √রিচ্ (শূন্য করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রিক্তহস্ত—শূন্যহস্ত; দরিদ্র, নির্ধন। রিক্ত (শূন্য) হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

রিক্তা—১। শূন্যা ইত্যাদি। রিক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দশী তিথি। বি; স্ত্রী।

রিক্থ—ধন, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, দায়। √রিচ্ (সম্পৃক্ত হওয়া)+থক্ কর্ম। বি; ক্লী।

রিক্শ, রিক্শা—মানুষে টানা গাড়ি বিঃ। <জাপানী 'জিন রিক্শা'। বি।

রিঙ্গ, রিং—চাবিকাটির গোছা করিবার আংটি বা বলয়। <ইং 'ring'. বি।

রিঠা, রিঠে—ফেনিল, বস্ত্রাদি পরিষ্কারক ফল বিঃ (ইহা জলে রগড়াইলে সাবানের মত ফেনা হয়)। <অরিষ্ট। বি।

রিপন, লর্ড (Ripon, Lord)—ভারতবর্ষের সুপ্রসিদ্ধ গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ)। ১৮২৭ খ্রীঃ ২৪শে অক্টোবর ইঁহার জন্ম হয়। পিতার মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার সম্পত্তিসহ "আর্ল অভ্ রিপন" উপাধির এবং পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তিসহ "আর্ল-ডি গ্রে" উপাধির উত্তরাধিকারী হন। ১৮৫২ খ্রীঃ ইনি লিবারেল সদস্যরূপে পার্লামেন্ট সভায় প্রবেশ করেন এবং ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করিয়া ১৮৬৬ খ্রীঃ ভারতের স্টেট সেক্রেটারী হন। অনন্তর অন্যান্য পদে কার্য করিয়া ১৮৬১ খ্রীঃ "মার্কুইস্ অভ্ রিপন" উপাধি লাভ করেন। ১৮৮০ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ও ভাইসরয় হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। রিপন যৎকালে এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও লর্ড লিটনের প্রজ্বলিত আফগান-সমরানল সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয় নাই। আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব আমীর শের আলির কনিষ্ঠ পুত্র আয়ুব খাঁ একদল ইংরেজসৈন্যকে মাইওয়ান্দ নামক স্থানের যুদ্ধে পরাস্ত করিলেন। পরন্তু জেনারেল (পরে লর্ড) রবার্টস্ ১৮৮০ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর কান্দাহারের যুদ্ধে আয়ুব খাঁর সেনাদল ছিন্নভিন্ন করিয়া ইংরেজের পরাজয়কলঙ্ক অপনীত করিলেন। আয়ুব পারস্যে পলায়ন করিলেন। রিপন আবদুর রহমনকে কাবুলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দ্বিতীয় আফগান-সমরের পরিসমাপ্তি হইল। এইরূপে বহিঃশত্রুর উৎপাত নিবারণ করিয়া লর্ড রিপন ভারতরাজ্যের আভ্যন্তরীণ সংস্কার-সাধনে মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইলেন। ১৮৮২ ও ১৮৮৩ এই দুই খ্রীষ্টাব্দ এ সমস্ত সৎকার্যের নিমিত্ত রিপনের নামের সহিত চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রচারিত সংবাদ-পত্রাদির স্বাধীনতা হরণ করিয়া গিয়াছিলেন; লর্ড রিপন তাহা পুনঃপ্রদান করিলেন। ইনি স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন-প্রণালী (Local Self-Government) প্রবর্তিত করিলেন এবং শিক্ষা কমিশন বসাইয়া জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের পথ প্রসারিত করিয়া দিলেন। ইঁহার উৎসাহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮৮২-৮৩ অব্দে কলিকাতায় একটি "আন্তর্জাতিক মহাপ্রদর্শনী" উন্মুক্ত হয়, এবং তদুপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাবিধ শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্য এবং নূতন নূতন যন্ত্র ও কল প্রদর্শিত হয়। এইরূপে মহাত্মা রিপন এতদ্দেশের হিতকর বহু কার্যের অনুষ্ঠান করেন। ফলতঃ রিপনের ন্যায় ভারতহিতৈষী প্রজাবৎসল ইংরেজ শাসনকর্তা এ পর্যন্ত এদেশে আসেন নাই।

রিপন মহোদয় ভারতবাসীদিগের আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি স্বজাতীয়গণের দারুণ বিরাগ ও বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটগণ যাহাতে ইউরোপীয়-দিগের বিচার করিতে পারে, এই মর্মে আইনসচিব ইলবার্ট সাহেবের দ্বারা ইনি একটি আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করান। উদারহৃদয় ইলবার্ট তখন ব্যবস্থা-সচিব। এই পাণ্ডুলিপি "ইলবার্ট বিল" নামে পরিচিত। উক্ত বিলের আন্দোলনে এতদ্দেশের সমগ্র ইংরেজ-সমাজ বিচলিত হইল ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোলপাড় করিয়া তুলিল এবং রিপনের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। শোনা যায়, তাহারা উত্তেজিত হইয়া এরূপ চক্রান্ত করিয়াছিল যে, রিপন যদি এই সংকল্প পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা একদিন রিপনের প্রাসাদ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া ইঁহাকে ধরিয়া এক জাহাজে তুলিয়া নির্বাসিত করিয়া দিবেন। স্বসংকল্প পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে রিপন একটি "রফার" প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হন।

লর্ড রিপন ১৮৮৪ অব্দের শেষভাগে এতদ্দেশের শাসন-বল্গা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। সেখানে যাইয়াও তিনি নিশ্চিন্ত ও নিষ্কর্মা ছিলেন না। সুপ্রসিদ্ধ গ্ল্যাডস্টোনের তৃতীয়বারের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে রিপন নৌসেনা-বিভাগের ফার্স্ট লর্ডরূপে (First Lord of the Admiralty) এবং চতুর্থ বারের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ঔপনিবেশিক সেক্রেটারীরূপে (Colonial Secretary) কার্য করেন। অনন্তর ১৯০৬ খ্রীঃ সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল দল পুনঃ প্রাধান্য ও মন্ত্রিত্ব লাভ করায় রিপন মহোদয়ও পার্লামেন্টের লর্ড সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেই অশীতিপর বৃদ্ধ যেরূপ যুবজনোচিত উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত কর্তব্য সম্পাদন করিতেছিলেন, তাহা অতীব বিস্ময়াবহ। ১৯০৯ খ্রীঃ ৯ই জুলাই এই মহাত্মা পরলোক গমন করেন।

রিপিট—উভয়প্রান্ত স্থূল ধাতুময় কীলক বিঃ (ধাতুপত্রাদি জুড়িতে ইহা ব্যবহৃত হয়); নাচি। <ইং 'rivet'. বি।

রিপু, রিফু—ছিন্ন বস্ত্রের ছিন্নাংশদ্বয় সেলাই করিয়া কিংবা তালি দিয়া বেমালুমভাবে মেরামত, সূক্ষ্ম সেলাই। <আ 'রফু'। বি।

রিপু—অরি, শত্রু; কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য—শরীরস্থ এই ছয় শত্রু; লগ্ন হইতে ষষ্ঠ স্থান। রপ্ (বলা)+উ কর্তৃ। বি; পু।

রিপুঞ্জয়—শত্রুপরাজয়; কামক্রোধাদির দমন। ৬তৎ। বি; পু।

রিপুদমন—শত্রু-পরাভব; কামক্রোধাদি রিপুগণের শাসন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রিপুপরতন্ত্র—শত্রুর অধীন; কামক্রোধাদির বশীভূত, অজিতেন্দ্রিয়। ৬তৎ। বিণ। বি, -তা।

রিপুবশ—শত্রুর বশীভূত; কামক্রোধাদি দেহস্থ রিপুর অধীন। ৬তৎ। বিণ।

রিমঝিম—কম বৃষ্টি পড়ার শব্দ; শারীরিক

অসুস্থতাহেতু কানের মধ্যে শ্রুত একপ্রকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

রিমিঝিমি—রিমঝিম শব্দ করিয়া। কপ্র। ক্রি-বিণ।

রিরংসা—রমণেচ্ছা; ক্রীড়নেচ্ছা। সনন্ত রম্ +অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

রিরংসু—রমণেচ্ছু; ক্রীড়নেচ্ছু। সনন্ত রম্+ উ কর্তৃ। বিণ।

রি-রি—রোমাঞ্চ কম্প বিষাদ প্রভৃতির ভাব। বাংপ্র। অ।

রিল, রীল—সেলাই করিবার সূতা জড়ান কাঠিম বা নলী বিঃ; ছিপে বাঁধা 'হুইল' বা চাকা যাহাতে সুতা গুটান থাকে। ইং 'reel'. বি।

রিষ, রীষ, রেষ—দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, হিংসা, প্রতিহিংসা; আক্রোশ। বাংপ্র। বি।

রিষি—ঋষি, তপস্বী, মুনি। ঋষ্ (গমন করা)+ই কর্তৃ। বি; পু।

রিষ্ট—১। নাশ; অভাব। রিষ্+ক্ত ভাব। ২। শুভ; মঙ্গল; অশুভ; পাপ। রিষ্ +ক্ত করণ। বি; স্ত্রী। ৩। বৃক্ষ বিঃ; খড়্গ। রিষ্+ক্ত করণ। ৪। দৈত্য বিঃ। রিষ্+ক্ত কর্ম। বি; পু। ৫। অশুভ-জনক, অশুভদায়ক; পাপজনক। রিষ্+ ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রিষ্টি—১। অশুভ, অমঙ্গল; গ্রহদোষ; বেগার; শুভ। রিষ্ (বধ করা)+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী। ২। খড়্গ। রিষ্+ক্তিচ্ কর্তৃ। বি; পু।

রিসালা, রেসালা—অশ্বারোহী সেনাদল তুরুক সওয়ার। আ·মু। বি।

রীডার—পাঠক; বক্তা, উপদেষ্টা; পাঠ্য-পুস্তক; ছাপাখানায় মুদ্রাঙ্কিত পাণ্ডুলিপির ভ্রমসংশোধক। ইং 'reader'. বি।

রীত—প্রথা, ধারা; স্বভাব; আচরণ, ব্যবহার। <রীতি। বি।

রীতি—১। ক্রম; প্রথা, পদ্ধতি, ধারা; রচনাশৈলী, style; গতি; স্বভাব, গতিক; আচরণ; ক্ষরণ; লৌহকিট্ট লোহার মরিচা; সীমা। রী (গমন করা)+ক্তি ভাব। পিত্তল। রী+ ক্ত কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

রীতচরিত্র—স্বভাব ও আচরণ। দ্বন্দ্ব।

রীতিনীতি—ধারা পদ্ধতি; স্বভাব ও বিবেচনা; আহার ব্যবহার। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

রীতিবিরুদ্ধ—নিয়মবহির্ভূত; স্বভাব-বিরোধী। ৬তৎ। বিণ।

রীতিমত—নিয়মানুসারে; দস্তুর মত; উত্তমরূপ। ক্রি-বিণ।

রীম—২০ দিস্তা কাগজের সমষ্টি। <ইং 'ream'. বি।

রুই—রোহিত মৎস্য; পুত্তিকা, উইপোকা। বাংপ্র। বি।

রুইতন—তাসের রং বা চিহ্ন বিঃ। <ডচ 'ruiten'. বি।

রুক্মিণী—১। স্বর্ণযুক্তা। রুক্মিন্+ঈপ্ বিণ; স্ত্রী। ২। শ্রীকৃষ্ণের ভার্যা। বি; স্ত্রী।

রুক্মিণীর বৃত্তান্ত সংক্ষেপতঃ এইরূপ: রুক্মিণী বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের দুহিতা। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণের কথা শুনিয়া রুক্মিণী তৎপ্রতি সমাকৃষ্টা হন এবং মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে তাঁহার পিতা ও রুক্মী প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাতা মগধেশ্বর কৃষ্ণবিরোধী জরাসন্ধের অধীন, সুতরাং কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন। জরাসন্ধের অনুরোধে তাঁহারা চেদীরাজ দমঘোষের পুত্র শিশুপালের সহিত রুক্মিণীর বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করেন। রুক্মিণী তাহ জানিতে পারিয়া দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট গোপনে এক দূত প্রেরণ করিলেন। বিবাহদিবসে কৃষ্ণ বলরামের সহিত বিদর্ভে উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে বলপূর্বক হরণ করিলেন। সমাগত জরাসন্ধ প্রভৃতি রাজগণ কৃষ্ণকে বাধা দিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু কৃষ্ণ সকলকেই পরাস্ত করিয়া রুক্মিণীকে লইয়া দ্বারকায় উপনীত হইলেন। অতঃপর উভয়ের যথারীতি উদ্বাহক্রিয়া নিষ্পন্ন হইল। রুক্মিণী লক্ষ্মীর অংশে অবতীর্ণা বলিয়া প্রসিদ্ধ। কৃষ্ণের ঔরসে ইঁহার প্রদ্যুম্নাদি দশ পুত্র এবং চারুবতী নাম্নী এক কন্যার জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসের পর শ্রীকৃষ্ণ মানবলীলা সংবরণ করিলে অর্জুন যাদবমহিলাগণ সহ রুক্মিণীকে ইন্দ্রপ্রস্থে লইয়া যান, কিন্তু রুক্মিণীদেবী পতিবিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রদীপ্ত হুতাশনে জীবন বিসর্জন করেন।

রুক্মী (রুক্মিন্)—১। স্বর্ণযুক্ত; স্বর্ণস্বামী। রুক্ম (স্বর্ণ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—রুক্মিণী।

২। বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের শ্যালক। ইনি কৃষ্ণদ্বেষী ছিলেন ('রুক্মিণী' দ্রঃ)। শ্রীকৃষ্ণ ইঁহার ভগিনী রুক্মিণীকে হরণ করিলে ইনি তাঁহার গতি-রোধার্থে নর্মদাতীরে উপস্থিত হন; কিন্তু কৃষ্ণের নিকট পরাজিত হওয়ায় লজ্জায় আর বিদর্ভে না যাইয়া ভোজকট নগর সংস্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষ্ণের প্রতি বিদ্বেষ থাকিলেও ভগিনীর প্রতি স্নেহ ইনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রুক্মিণীর পুত্র প্রদ্যুম্নের সহিত ইনি নিজ তনয়া রুক্মাবতীর বিবাহ দিয়াছিলেন। ভারত-যুদ্ধের প্রাক্কালে ইনি আত্মবীরত্ব খ্যাপন-পূর্বক প্রথমতঃ পাণ্ডবপক্ষে ও তৎপরে কৌরবপক্ষে যোগদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু ইঁহার অহমিকা জন্য উভয় পক্ষই ইঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ইনি প্রদ্যুম্ন-তনয় অনিরুদ্ধের সহিত আপনার এক পৌত্রীর বিবাহ দেন। সেই বিবাহোপ-লক্ষে যাদবগণ ভোজকটনগরে সমাগত হন। সেই সময় রুক্মী একদা বলরামের সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হন, এবং ক্রীড়া-কালে প্রতারণা করায় বলদেব ইঁহাকে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহাতেই ইনি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। বি; পু।

রুক্ষ—অচিক্কণ, অমসৃণ, খসখসে; কর্কশ; কঠিন; উগ্র, তীব্র; নিষ্ঠুর। রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+সক্ কর্তৃ। বিণ।

রুখা, রোখা—রুষ্ট হওয়া, রাগা, আক্রমণো-দ্যত হওয়া; প্রতিরোধ করা, বেগ থামান; সংযত করা। বাংপ্র। ক্রি।

রুখু, রুখো—কর্কশ, উষ্কখুষ্ক, অমসৃণ; খসখসে, তৈলঘৃতহীন; যাহাকে খোরাক দিতে হয় না এমন। <রুক্ষ। বিণ।

রুগী—রোগী। বাংপ্র। বিণ।

রুগ্ণ—রোগাক্রান্ত, পীড়িত; ভগ্ন; বক্র, বাঁকা। রুজ্ (পীড়িত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রুচক—কণ্ঠাভরণ বিঃ; দন্ত; মাল্য; কপোত; ঔষধ বিঃ; মাঙ্গল্য দ্রব্য। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অক কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী।

রুচা—১। শোভা; দীপ্তি; স্পৃহা, ইচ্ছা। রুচ্+ক্বিপ্ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। রুচি হওয়া, খাইতে ভাল লাগা, স্বাদু বোধ করা, খাইতে পারা। বাংপ্র। ক্রি।

রুচি—১। দীপ্তি; কিরণ; শোভা; লাবণ্য; বুভুক্ষা; অনুরাগ; প্রীতি; স্পৃহা; অভি-লাষ; ইচ্ছা; পছন্দ; সুরুচি। রুচ্+কি ভাব। বি; স্ত্রী। ২। প্রজাপতি বিঃ। আকূতির সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। আকূতির গর্ভে ইঁহার যজ্ঞ ও দক্ষিণা নামে যমজ পুত্রকন্যা জন্মগ্রহণ করে। ৩। মনু বিঃ। বি; পু।

রুচিকর—প্রীতিকর; অনুরাগজনক; স্পৃহা-বর্ধক। উপতৎ: রুচি—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

রুচিভেদ—রুচির বিভিন্নতা, ইচ্ছার প্রভেদ; প্রীতির পার্থক্য। ৬তৎ। বি; পু।

রুচির—মনোজ্ঞ, মনোহর; সুন্দর; মধুর, সুমিষ্ট; উজ্জ্বল। রুচ্ (দীপ্তি পাওয়া) +কির কর্তৃ; অথবা রুচি শব্দ—রা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

রুচিরা—১। মনোজ্ঞা ইত্যাদি। রুচির+ আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ত্রয়োদশাক্ষর ছন্দ বিঃ; গোরোচনা। বি; স্ত্রী।

রুচিষ্য—মধুর ; অভিপ্রেত। রুচ্ (রোচা) + ইষ্ণু কর্ম। বিণ।

রুচী—রুচি (সকল অর্থে)। রুচি + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

রুচ্য -১। রুচিকারক ; অনুরাগজনক। রুচি ᐩ অ + ক্য। ২। রুচির, সুন্দর। রুচ্ (রোচা) + ক্যপ্ কর্তৃ। বিণ।

রুজু—১। সমান ; সোজা, ঋজু, খাড়া ; একের অনুযায়ী, সামনাসামনি ; হিসাবের এক এক দফার সহিত মিল, মোকাবেলা। বাংপ্র। বিণ। ২। আরম্ভ, উপস্থাপন, দায়ের, দাখিল। আ। বি।

রুটি -রোটিকা, গোধূমচূর্ণের বা তণ্ডুলচূর্ণের অগ্নিপক্ব পাতলা চাপাটি ; পাঁউরুটি। <রোটিকা। বি।

রুণুঝুণু-নূপুরাদির ধ্বনি, অনুকরণ শব্দ। বাংপ্র। অ।

রুত—শব্দ, রব ; পশুপক্ষীর রব ; রোদন। রু + ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

রুদিত—১। ক্রন্দন, রোদন। রুদ্ (রোদন করা) + ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। রোদনকারী। রুদ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রুদ্ধ—বদ্ধ ; ব্যাপ্ত ; বেষ্টিত ; প্রতিবন্ধ ; নিবারিত। রুধ্ (রোধ করা ইত্যাদি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

রুদ্ধনিশ্বাস—১। বদ্ধ শ্বাসবায়ু। কর্মধা। বি ; পু। ২। যাহার শ্বাস বন্ধ হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ।

রুদ্ধশ্বাস—১। বদ্ধ নিশ্বাস। কর্মধা। বি ; পু। ২। যাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়াছে। বহু। বিণ।

রুদ্ধশ্বাসে—নিশ্বাস রোধ করিয়া। রুদ্ধ হইয়াছে শ্বাস যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

রুদ্র—১। ভীষণ, ভয়ংকর। ণিজন্ত রুদ্ (রোদন করানো) + রক্ কর্তৃ। বিণ। ২। শিব। রুদ্ (রোদন করা) + রক্ কর্তৃ। বি ; পু।

কথিত আছে যে, কল্পারম্ভে ব্রহ্মার ললাট হইতে বালকমূর্তিতে রুদ্র সম্ভূত হন, এবং জন্মমাত্র রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। সেই জন্যই ইনি রুদ্র নাম প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মা ইঁহার রোদন নিবৃত্তি করেন। সূর্যাদিতে ইঁহার অবস্থিতিস্থান নির্দিষ্ট হয়। ইনি একাদশ মূর্তিতে একাদশ রুদ্র নামে খ্যাত, যথা—অজৈকপাদ, অহির্ব্রধ্ন (বা অহিবুর্ধ্ন), বিরূপাক্ষ, সুরেশ্বর, জয়ন্ত, বহুরূপ ত্র্যম্বক, অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর। আবার অন্য মতে - অজ, একপাদ, অহির্ব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হর ও ঈশ্বর এই একাদশ।

রুদ্রজটা—লতা বিঃ। রুদ্রের জটার ন্যায় জটা যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রপত্নী—পার্বতী, দুর্গা ; অতসী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রপ্রিয়া—পার্বতী, দুর্গা ; হরীতকী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রমূর্তি—১। ভীষণ আকৃতি। রুদ্র যে মূর্তি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। ভীষণ আকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

রুদ্রাক্ষ—১। বৃক্ষ বিঃ। রুদ্রের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার, বহু। বি ; পু। ২। সেই বৃক্ষের ফল (এই ফলে জপমালা প্রস্তুত হইয়া থাকে ; রুদ্রাক্ষের গুণ বৈদ্যকশাস্ত্রে ও স্কন্দপুরাণে বিশেষভাবে বর্ণিত আছে)। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রাক্ষমালা-রুদ্রাক্ষফলে রচিত জপমালা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রাণী—রুদ্রপত্নী, দুর্গা। রুদ্র + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্, পত্নী অর্থে। বি ; স্ত্রী।

রুদ্রাবাস—কৈলাসপর্বত ; বারাণসী ; শ্মশান। রুদ্রের আবাস, ৬তৎ। বি ; পু।

রুদ্রারি—কামদেব, কন্দর্প। রুদ্র (শিব) অরি (শত্রু) যাহার, বহু। বি ; পু।

রুধির—১। রক্ত, শোণিত ; কুঙ্কুম। রুধ্ (আবরণ করা) + কির কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। রক্তবর্ণবিশিষ্ট, লাল। বিণ। ৩। মঙ্গল ; টাকা (রূপকার্থে)। বি ; ক্লী।

রুধিরাক্ত—রক্তাক্ত, রক্তে প্লাবিত। রুধির দ্বারা অক্ত বা আক্ত, ৩তৎ। বিণ।

রুনুঝুনু, রুনুরুনু—নূপুরাদির ধ্বনি। বাংপ্র। অ।

রুপা, রূপা, রুপো—রৌপ্য। বাংপ্র। বি।

রুপালী, রুপলী—রৌপ্যবৎ, রূপার পাতমোড়া বা তলেপযুক্ত। বাংপ্র। বিণ।

রুমা—তার বানরের কন্যা ও কপিরাজ সুগ্রীবের ভার্যা। বালিরাজ কর্তৃক সুগ্রীব বিতাড়িত হইলে রুমা বহুকাল বালীর আশ্রমে অবস্থিতি করিয়াছিল, পরে রাম কর্তৃক বালী নিহত হইলে রুমা সুগ্রীবকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়। বি ; স্ত্রী।

রুমাল—হস্তমুখাদি মুছিবার বস্ত্রখণ্ড ; ছোট শাল। ফা। বি।

রুয়া, রোয়া—রোপণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

রুরু—১। মৃগ বিঃ ; জনৈক দৈত্য। রু (রব করা) + ক্রু কর্তৃ। বি ; পু। ২। চ্যবনতনয় প্রমতির ঔরসে ও ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যৌবনপ্রাপ্ত হইলে মেনকাতনয়া প্রমদ্বরার সহিত ইঁহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু বিবাহের পূর্বেই প্রমদ্বরা সর্পাঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করে। রুরু ভাবী প্রণয়িনীর শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলে দেবদূত উপদেশ দেন যে, তুমি তোমার আয়ুর অর্ধাংশ প্রমদ্বরাকে প্রদান করিলে সে পুনর্জীবন লাভ করিবে। রুরু তাহাই করিলে প্রমদ্বরা পুনর্জীবিত হয়। অতঃপর উভয়ের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনন্তর যথাসময়ে ইঁহাদের শুনক নামে এক পুত্র জন্মে।

রুরুদিষু- রোদন করিতে ইচ্ছুক। সনন্ত রুদ্ + উ কর্তৃ। বিণ।

রুল—রেখা বা লাইন ; রেখা টানিবার দণ্ড। <ইং 'rule, ruler'. বি। [বি।

রুলি—স্বর্ণাদিনির্মিত সরু বালা বিঃ। বাংপ্র।

রুষিত, রুষ্ট—ক্রুদ্ধ, কুপিত। রুষ্ (ক্রোধ করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রুষ্টি—ক্রোধ, কোপ, রোষ। রুষ্ (ক্রোধ করা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

রুহিদাস, রুইদাস -মুচীজাতির শ্রেণী বিঃ বা তাহাদের আদিপুরুষ। বাংপ্র। বি।

রূক্ষ—অচিক্কণ ; বন্ধুর, কর্কশ, অমসৃণ, খসখসে ; কঠোর, কঠিন ; নির্দয় ; স্নেহশূন্য ; অননুকূল। রূক্ষ্ (কর্কশ হওয়া) + অন্ কর্তৃ। বিণ।

রূক্ষভাষী (-ভাষিন্) - কর্কশবাদী, কঠোরভাষী, যে রূঢ় কথা বলে এরূপ। উপতৎ ; রূক্ষ—ভাষ্ (বলা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী **রূক্ষভাষিণী**।

রূঢ়—১। উৎপন্ন, জাত ; প্রবৃদ্ধ ; প্রসিদ্ধ ; প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থাপেক্ষা না করিয়া অন্যার্থবোধক (শব্দ), যেমন—বৃক্ষ ; কর্কশ, পরুষ, কঠোর ; অপ্রীতিকর, বিরক্তিজনক। রুহ্ (জন্মা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

রূঢ়পদার্থ- মূল পদার্থ [অর্থাৎ যে পদার্থ স্বজাতীয় ভিন্ন অন্য কোনও জাতীয় পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন হয় নাই, যেমন —স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি]। কর্মধা। বি ; পু।

রূঢ়ি—১। উৎপত্তি, জন্ম ; প্রসিদ্ধি। রুহ্ (জন্ম) + ক্তি ভাব। ২। প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থাপেক্ষা না করিয়া শব্দের অর্থবোধক শক্তি। রুহ্ + ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী।

রূপ—১। শরীর ; আকৃতি ; স্বরূপ, স্বভাব ; প্রকার ; সৌন্দর্য ; নাম ; শব্দ ; শ্লোক ; পশু ; চোরিত বস্তু ; শুক্লাদি বর্ণ, রঙ ; বিভক্তিযুক্ত শব্দ বা ধাতু ; গ্রন্থাদির আবৃত্তি ; দৃশ্যকাব্য। রূপ্ (রূপবিশিষ্ট করা) + অল্ কর্ম। বি ; ক্লী। ২। (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) তৎসদৃশ। ৩। একসংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ।

রূপ—বিখ্যাত বিষ্ণুভক্ত-সাধক। ইঁহার ভ্রাতার নাম সনাতন। উভয়ে একত্র

রূপসনাতন নামে খ্যাত ('সনাতন' দ্রঃ)। ইঁহাদের পিতার নাম কুমারদেব ও মাতার নাম রেবতী। উভয় ভ্রাতাই প্রথম অবস্থায় "গোড়িয়া" (সম্ভবতঃ 'গৌড়') রাজ্যের মুসলমান রাজার (হুসেন খাঁর) উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। বাল্যে রূপের নাম ছিল সন্তোষ। মুসলমান রাজার অধীনে কর্ম করিবার সময় ইনি দবীরখাস নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যদেবের হরিভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া রূপ ইঁহার শিষ্য হন এবং সংসার ত্যাগ করিয়া শেষজীবনে বৃন্দাবনে বাস করেন। ইনি সংস্কৃতশাস্ত্রে অতি সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু কখনও বিদ্যার গৌরব করিতেন না। বিদগ্ধমাধব, ললিত মাধব, উজ্জ্বল নীলমণি বৃহৎভক্তি রসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ। আত্মাভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। একদা কোন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত বিচারার্থ ইঁহার নিকট সমাগত হইলে রূপ তাঁহাকে জয়পত্র লিখিয়া দেন। অনন্তর সেই পণ্ডিত রূপের শিষ্য জীব গোস্বামীর নিকট গমন করিলে জীব গোস্বামী বিচারে ইঁহাকে পরাস্ত করেন। এই কথা শুনিয়া রূপ জীব গোস্বামীর প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কাহারও মতে রূপের জন্ম —১৪৮৯ খ্রীঃ; দেহাবসান—১৫৬৩ খ্রীঃ।

রূপক—১। আকার; আকৃতি; গঠন; তিন কুঁচপরিমাণ; রৌপ্য; নাটক প্রঃ দৃশ্যকাব্য; কাব্যালংকার বিঃ, উপমানের সহিত উপমেয়ের অভেদ কল্পনা ['অলংকার' দ্রঃ]। ণিজন্ত রূপ্‌ বা রূপি (রূপযুক্ত করা)+ণক কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। মূর্ত। বিণ।

রূপকথা—উপকথা; ভূতপ্রেত প্রভৃতির গল্প; ছেলেভুলানো অসম্ভব গল্প। বাংপ্র। বি। [বি; পুং।

রূপগুণ—সৌন্দর্য ও দয়াদি। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র।

রূপচাঁদ—রৌপ্যমুদ্রা। বাংপ্র। বি।

রূপচাঁদ পক্ষী—প্রসিদ্ধ সংগীতরচয়িতা। ইঁহার পূর্বপুরুষগণ দক্ষিণদেশবাসী। ইঁহার পিতার নাম গৌরহরি দাস মহাপাত্র। ইনি গৌড়েশ্বর বড়জদেবের বংশসম্ভূত। উড়িষ্যার চিল্কা হ্রদের নিকট ইঁহাদের বাস ছিল। গৌরহরি কর্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। ১২২১ সালে মাঘ মাসে রূপচাঁদের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই ইনি সংগীতবিদ্যার অনুরাগী ছিলেন। ইনি অনেক শাস্ত্রসম্মত ও বিদ্রূপাত্মক সংগীত রচনা করেন এবং অনেক সভাতে উহা স্বয়ং গান করিয়া সকলকে পরিতুষ্ট করিতেন।

রূপজ—রূপ হইতে উৎপন্ন, সৌন্দর্যজনিত। উপতৎ; রূপ—জন+ড কর্তৃ। বিণ।

রূপণ—বর্ণন; নিরূপণ; অভিনয়। ণিজন্ত রূপ্‌ (=রূপি)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

রূপতৃষ্ণা—সৌন্দর্য উপভোগের লালসা। রূপের নিমিত্ত তৃষ্ণা, ৪তৎ। বি; স্ত্রী।

রূপদস্তা—যে দস্তা রূপার মত দেখায়, সীসা ও রাঙের মিশ্র ধাতু, pewter; জার্মান সিলভর। বাংপ্র। বি।

রূপধেয়—শোভা, সৌন্দর্য। রূপ+ধেয় স্বার্থে। বি; ক্লী।

রূপধ্যান—সৌন্দর্য চিন্তা; স্বরূপ চিন্তা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রূপবান্‌ (-বৎ)—সৌন্দর্যশালী, সুন্দর; সাকার; শুক্লাদিবর্ণযুক্ত। রূপ শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী- **রূপবতী**।

রূপমাধুরী—সৌন্দর্যের মধুরতা; রূপের শোভা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রূপমোহ—সৌন্দর্যজনিত মুগ্ধতা। রূপজন্য মোহ, মধ্যপ। বি; পুং।

রূপসী—রূপবতী, সৌন্দর্যশালিনী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

রূপা—রজত, চাঁদি। <রূপ্য। বি।

রূপাজীবা—বারাঙ্গনা, বেশ্যা। রূপ আজীব (জীবিকা) যে স্ত্রীর, বহু। বি; স্ত্রী।

রূপান্তর—অন্য রূপ; ভিন্ন আকার; নূতন অবস্থা বা ভাব। নিত্য। বি; ক্লী।

রূপান্তরিত—ভিন্ন আকারে পরিণত; নূতন অবস্থা বা ভাব প্রাপ্ত। রূপান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ।

রূপায়ণ—রূপদান, অমূর্ত বিষয়ের প্রকাশ; ভূমিকায় অভিনয় করণ। রূপ+ক্যচ্‌+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। বিণ—**রূপায়িত**।

রূপিত—রূপবিশিষ্ট, প্রকটিত, ব্যক্ত। রূপ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

রূপী (রূপিন্‌)—রূপযুক্ত; সুন্দর; সাকার; স্বরূপ। রূপ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী- **রূপিণী**।

রূপী—লালমুখ বানর। বাংপ্র। বি।

রূপ্য—১। রূপযুক্ত, সুন্দর। রূপ+য্য। বিণ। ২। রজত, রূপা; স্বর্ণ। বি; ক্লী।

রূপ্যাধ্যক্ষ—টঁকশালার অধ্যক্ষ। রূপ্যের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি; পুং।

রে—নীচ সম্বোধন; বিস্ময়ে বা খেদে; (ব্যাকরণে) কর্মপদের বিভক্তি, কে (প্রায় পদ্যে); স্বর সপ্তকের দ্বিতীয় স্বর। রু+ডে ভাব। অ।

রেউচিনি—বৃক্ষবিশেষের শুষ্ক মূল (ঔষধার্থে ব্যবহৃত)। ফা-মূ। বি।

রেউজা—অন্তঃপুর, অন্দরমহল। হি-মূ। বি।

রেওয়া—লাল ভামামি দেনাপাওনার হিসাব; কৈফিয়ত কাটা। ফা। বি।

রেওয়াজ—প্রথা, রীতি, পদ্ধতি, প্রচলিত ধারা, ধরন, চলন, fashion; অভ্যাস, অনুশীলন, practice (রোজ ক'ঘণ্টা গান রেওয়াজ করেন)। আ-মূ। বি।

রেঁদা—কাঠ মসৃণ করিবার ছুতারের যন্ত্র বিঃ, ঘিস্‌কাপ, plane; এই যন্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ-পরিকর্ম বা মসৃণকরণ। ফা। বি।

রেক—১। শস্যাদি মাপিবার বেত্রনির্মিত পরিমাণ-পাত্র বিঃ। বাংপ্র। ২। রেখা, চিহ্ন, ইলেক; লেখা। প্রা কপ্র। বি।

রেকাব—ঘোটকের জিনসংলগ্ন পাদানি। আ-মূ। বি।

রেকাব, রেকাবি ছোট থালা, ডিবা, ডিশ। আ-মূ। বি।

রেখা—বিস্তারবিহীন দৈর্ঘ্য; দণ্ডাকৃতি চিহ্ন, যথা দাঁড়ি, কসি ইত্যাদি; উল্লেখ; শ্রেণী, সারি; আভোগ; অত্যল্প চিহ্ন; ছল, চাতুরী। লিখ্‌ (লেখা)+অ কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

রেখা-গণিত—ক্ষেত্রতত্ত্ব, জ্যামিতি; জগন্নাথ পণ্ডিতকৃত গণিতবিষয়ক গ্রন্থ বিঃ। রেখা বিষয়ক গণিত, মধ্যপ। বি; ক্লী।

রেখাঙ্কিত—রেখা-চিহ্নিত, যাহা কসি দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। ৩তৎ। বিণ।

রেখাচিত্র—কেবল রেখাদ্বারা অঙ্কিত চিত্র, line drawing. মধ্যপ। বি; ক্লী।

রেখাপাত—রেখা অঙ্কন, দাগ দেওয়া। ৬তৎ। বি; পুং।

রেঙ্গুন—নিম্ন ব্রহ্মদেশে পেগু বিভাগস্থ জেলা ও শহর। সিউডেগন (Shwe-Dagon) নামক বৌদ্ধমন্দির (Pagoda) রেঙ্গুন শহরের প্রধান দ্রষ্টব্য। মন্দিরটি উচ্চে ৩৬৮ ফুট এবং ১৬৮ ফুট উচ্চ ভূমির উপর নির্মিত। মন্দিরটি ত্রিকোণাকৃতি এবং চূড়া হইতে পাদদেশ পর্যন্ত বিশুদ্ধ-স্বর্ণ-মণ্ডিত। পুরুষানুক্রমে জনসাধারণ হইতে সংগৃহীত অর্থের দ্বারা এই মন্দিরের স্বর্ণাবরণের পুনঃসংস্কার করা হয়। বৌদ্ধগণের চক্ষে রেঙ্গুন চিরকালই পবিত্র হইলেও সাধারণের দৃষ্টিতে খ্রীষ্টীয় ১৭৫৩ অব্দে ইহার গৌরব প্রথম পরিলক্ষিত হয়। উক্ত অব্দে ব্রহ্মরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আলোম্প্রা এই শহরের পূর্ণ গঠন সম্পন্ন করিয়া ইহাকে "রন্‌-কন্‌" নামে অভিহিত করেন। রেঙ্গুন উক্ত নামের অপভ্রংশ মাত্র। "রন্‌-কন্‌" অর্থে রণশেষ; কারণ আলোম্প্রা তেলাংগণের সৈন্য পরাভূত করিয়া সেই সময়ে তাহাদের রাজ্য অধিকার করেন। নূতন নামকরণের পূর্বে স্থানটি "ডেগন" নামে পরিচিত ছিল।

১৭৯০ খ্রীঃ অব্দে (আনুমানিক) ইংরাজেরা এখানে একটি কুঠি স্থাপন করেন। ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের প্রথম যুদ্ধ ১৮২৪ খ্রীঃ ঘটে। সেই যুদ্ধ উপলক্ষে রেঙ্গুন ইংরাজ হস্তে আসে। যুদ্ধাবসানে ইংরাজ ব্রহ্মরাজকে স্থানটি প্রত্যর্পণ করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ দ্বিতীয় যুদ্ধ ঘটিলে ইহা আবার ইংরাজের হাতে আসে। সমুদ্রবাণিজ্য সম্বন্ধে কলিকাতা ও বম্বের নিম্নেই রেঙ্গুনের স্থান। বিস্তর চাউল এখান হইতে ভারতে ও ইউরোপে রপ্তানী হইয়া থাকে। সেগুন কাঠের কারবারের জন্যও রেঙ্গুন বিখ্যাত। ১৯০৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন রেঙ্গুন দর্শন করিতে আসেন, তখন তিনি এখানে "ভিক্টোরিয়া পার্ক" নামক উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন। এই উদ্যানটি সমগ্র পূর্ব মহাদেশের অন্যতম উৎকৃষ্ট দৃশ্য বলিয়া কথিত।

রেচক—১। বিরেচনকারক, ভেদজনক, জোলাপ। ণিজন্ত রিচ্ বা রেচি (শূন্য করান)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রেচিকা**। ২। প্রাণায়ামকালে অন্তর হইতে প্রাণবায়ুর নিঃসারণ। রিচ্ (ত্যাগ করা)+ঘঞ্ ভাব+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

রেচন—১। বিরেচন, ভেদ, দাস্ত; পরিত্যাগ। রিচ্ (শূন্য করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বিরেচক, ভেদকারক। ণিজন্ত রিচ্ (=রেচি)+অন কর্তৃ। বিণ।

রেচিত—বিবর্জিত; ত্যক্ত। ণিজন্ত রিচ্ বা রেচি (শূন্য করান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রেজগি—টাকা অপেক্ষা ক্ষুদ্র অল্প মূল্যের মুদ্রা (পয়সা ব্যতীত); আধুলি, সিকি, দুয়ানি, আনি। ফা। বি।

রেজা—(লেখা) কাটিয়া দেওয়া; দাগ দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

রেজাই—পাতলা লেপ; রঞ্জিত শীতবস্ত্র। ফা-মূ। বি।

রেজিষ্টারি, রেজেষ্ট্রি—সরকারী পাকা খাতায় লিখন, নিবন্ধন, registration; দলিলপত্র পাকা করা। <ইং 'registry'. বি। বিণ, **-ষ্টারী, -ষ্ট্রী**।

রেডিং (লর্ড)—১৯২১ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে লর্ড চেম্‌সফোর্ড পদত্যাগ করিয়া গেলে লর্ড রেডিং রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর-জেনারেল (বড়লাট) হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। এখানে আসিবার পূর্বে লর্ড রেডিং ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। ইনি আইনে পারদর্শী, এবং ভারতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের সম্বন্ধে ন্যায়-বিচার ও ন্যায়সংগত ব্যবহার প্রবর্তনের চেষ্টা করিবেন, এইরূপ আশ্বাস দিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। বরং ভারতবাসীর অহিতকর নানা অনুষ্ঠানের সম্পাদন করিয়া অবশেষে ১৯২৬ অব্দের প্রথম ভাগে পদত্যাগপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

রেডিও—বেতার বার্তাবহ যন্ত্র-সাহায্যে সংগীত ও বক্তৃতাদি বহুদূরে চতুর্দিকে প্রখ্যাপন বা প্রচারকরণ। <ইং 'radio'. বি।

রেড়ি—এরণ্ড বৃক্ষ, ভেরেণ্ডা। বাংপ্র। বি

রেণু—পাংশু, ধূলি; পরাগ; গুঁড়া। রি বা রী (গমন করা)+নু কর্তৃ। বি; পু বা স্ত্রী।

রেণুকা ১। গন্ধদ্রব্য বিঃ। রেণু শব্দ +কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

২। প্রসেনজিৎ রাজার কন্যা ও পরশুরামের জননী। জমদগ্নি ঋষির সহিত রেণুকার বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করে। তন্মধ্যে পরশুরাম সর্বকনিষ্ঠ। কথিত আছে যে, রেণুকা একদা স্নানার্থ নদীতে গমন করিলে অপ্সরাদিগের জলকেলি দর্শনে ইঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে। স্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগত হইলে জমদগ্নি যোগবলে রেণুকার মনোভাব জানিতে পারিয়া একে একে পুত্রগণের প্রতি ইঁহার শিরশ্ছেদনের আদেশ প্রদান করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রচতুষ্টয় তাহাতে অস্বীকৃত হইলে পরশুরাম পিত্রাজ্ঞা পালন করেন। তাহাতে জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া পরশুরামকে বর দিতে চাহিলে পরশুরাম স্বীয় জননীর পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। তদনুসারে রেণুকা পুনর্জীবিতা হন। অনন্তর পরশুরাম তপস্যার্থ গৃহত্যাগ করিয়া গমন করিলে জমদগ্নি কার্তবীর্যের সহিত সংগ্রামে নিহত হন। রেণুকার স্মরণে পরশুরাম উপস্থিত হইয়া মাতার নিকট সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত হন এবং একবিংশতিবার ধরাতল নিঃক্ষত্রিয় করিবার প্রতিজ্ঞা করেন। রেণুকা তখন হৃষ্টচিত্তে পতির চিতানলে তনুত্যাগ করেন। রেণুকার আর এক নাম কোঙ্কণা।

রেতঃ (রেতস্)—শুক্রধাতু, বীর্য; পারদ, পারা। রী+অতস্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

রেতি—উকা, file. হি। বি।

রেফ—র, ˊ, ; রেফের তুল্য অঙ্ক, দাড়া ('হিরেফ')। বি; পু।

রেবত—নৃপ বিঃ; জম্বীর বৃক্ষ। রেব্ (লম্ফ করা)+অত কর্তৃ। বি; পু।

রেবত আনর্তরাজের পুত্র। কুশস্থলী নগরী ইঁহার রাজধানী ছিল। রেবতী নামে ইঁহার অনুপম রূপলাবণ্যবতী দুহিতা জন্মে। রেবতীর বিবাহকাল উপস্থিত হইলে রেবত উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাইবার নিমিত্ত ব্রহ্মার নিকট গমন করেন। কথিত আছে যে তথায় সামগান শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ইনি বহুযুগ মুহূর্তবৎ যাপন করেন। অনন্তর ব্রহ্মার উপদেশে মর্ত্যে আগমনপূর্বক বলরামের হস্তে দুহিতারত্ন সমর্পণ করিয়া তপস্যার্থ সুমেরুশিখরে আরোহণ করেন।

রেবতী—১। নক্ষত্র বিঃ, চন্দ্রপত্নী; দুর্গা; মাতৃকা বিঃ; নদী বিঃ; গবী। রেব্ (লম্ফ করা)+অতচ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। বলদেবপত্নী। রেবত শব্দ+ ক অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [ইনি রেবত রাজার কন্যা। ইনি সাতিশয় রূপবতী ছিলেন। কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরামের সহিত ইঁহার বিবাহ হয় ('রেবত' দ্রঃ)। তাঁহার ঔরসে ইঁহার নিশঠ ও উল্মুক নামক দুই পুত্র জন্মে। যদুবংশ ধ্বংসের পর বলদেব মানবলীলা সংবরণ করিলে, রেবতী পতির অনুমৃতা হন।]

রেবতী-রমণ, রেবতীশ—বলরাম; চন্দ্র। রেবতীর রমণ বা ঈশ (স্বামী), ৬তৎ। বি; পু।

রেবা—নর্মদা নদী ('নর্মদা' দ্রঃ); দুর্গা; কামদেব-পত্নী, রতি। রেব্ (গমন করা) +অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

রেয়াত—অব্যাহতি প্রদান, মাফ; অনুগ্রহ; খাতির। আ-মূ। বি।

রেয়ো—বয়ঃপুষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

রেয়োভাট—শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে যাহারা আসিয়া অর্থ ভিক্ষা করে। বাংপ্র। বি।

রেল—লৌহবর্ত্ম, লোহার পথ; রেলগাড়ি; লোহার বেষ্টক, গরাদে। <ইং 'rail'. বি।

রেলগাড়ি—বাষ্পীয় শকট, কলের গাড়ি যাহা লৌহপথে চলে। মিশ্র শব্দ। বি।

রেলা—জনতা, জনসমাগম; বাদ্যে প্রতি-মাত্রায় এক বা যুগ্মসংখ্যক বাণীযুক্ত বোল বিঃ। বাংপ্র। বি।

রেলিং—লোহার বেষ্টক, গরাদে। <ইং 'railing'. বি।

রেশ—একটানা স্রোত; সেতারাদি বাদ্যধ্বনির স্রোত যাহা আঘাতের পরে কিছুক্ষণ যাবৎ শ্রুত হইতে থাকে। বাংপ্র। বি।

রেশম—গুটিপোকার সুতা। ফা। বি।

রেশমী—রেশমনির্মিত। ফা-মূ। বিণ।

রেষণ—অশ্বের হ্রেষাধ্বনি; বৃক-গর্জন। রেষ্ +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রেষারেষি—রেষারেষি, পরস্পর হিংসা বা আক্রোশ; প্রতিদ্বন্দ্বিতা, rivalry. বাংপ্র। বি।

রেস্ত—নগদ অর্থ। < পো 'resto'. বি।
রেহাই-নিষ্কৃতি, নিস্তার, অব্যাহতি; মুক্তি, ছাড়; ক্ষমা। ফা-মূ। বি।
রেহান—স্থিতাবদ্ধ, স্থাবর সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া। আ-মূ। বি।
রৈ-১। রহি, থাকি। ক্রি। ২। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে প্রোথিত কাষ্ঠদণ্ড; জলাশয়াদির গভীরতম অংশ; গভীরতা। বাংপ্র। বি।
রৈখিক—রেখাসম্বন্ধীয়। রেখা+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ।
রৈবত-শিব; দৈত্য বিঃ; বিন্ধ্যাচলের পশ্চিমদিগ্বর্তী পর্বত বিঃ; পঞ্চম মনু। রেবতী+ষ্ণ। বি; পু। [বি; পু।
রৈবতক-পর্বত বিঃ। রৈবত+কণ্‌।
রৈবতিক-রেবতীপুত্র। রেবতী+ষ্ণিক অপত্যার্থে। বি; পু।
রৈ-রৈ—কোলাহল; হইচই; ভীতিপ্রদ চীৎকারধ্বনি। বাংপ্র। অ।
রোঁদ—পাহারা দিবার জন্য পরিভ্রমণ; পর্যায়ক্রমে পাহারা; বার বা পালা। < ইং 'round'. বি।
রোঁয়া—লোম। <রোমন্‌। বি।
রোক-১। রোখ (সকল অর্থে); নগদ অর্থ, রেস্ত; গমন দিক্‌; তেজ, উৎসাহ, সাহস; আক্রমণ, আক্রোশ; প্রহারোদ্যম। বি। ২। নগদ। বাংপ্র। বিণ।
রোকড় নগদান, নগদ; নগদ অর্থ বা তাহার হিসাব। হি-মূ। বি।
রোকশোধ—নগদ টাকা মিটাইয়া দিয়া দেনা পরিশোধ। বাংপ্র। বি।
রোকা—চিঠা, পত্র, চিঠি, memo. আ-মূ। বি।
রোখ—রোষ, ক্রোধ; তেজ, সাহস; উদ্যম, উৎসাহ; একগুঁয়েমি, জেদ; দিক্‌, অভিমুখ। বাংপ্র। বি।
রোখা—১। রোধ করা; থামানো; রাখা। ক্রি। ২। উৎসাহী; তেজী; দুর্দান্ত; নগদ; জেদী। বাংপ্র। বিণ।
রোখালো-তেজস্বী; উদ্যমশীল; যাহার জেদ আছে এমন। বাংপ্র। বিণ।
রোগ—আময়, ব্যাধি, পীড়া। রুজ্‌ (পীড়িত করা)+ঘঞ্‌ কর্তৃ। বি; পু।
রোগক্লিষ্ট—রোগে অবসন্ন, পীড়ায় ব্যথিত। ৩তৎ। বিণ। [৩তৎ। বিণ।
রোগগ্রস্ত-রোগাক্রান্ত, পীড়াযুক্ত, পীড়িত।
রোগঘ্ন—১। ব্যাধিনাশক। উপপদ; রোগ—হন্‌ (নাশ করা)+টক্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রোগঘ্নী**। ২। বৈদ্য, চিকিৎসক। বি; পু। ৩। ঔষধ। বি; স্ত্রী।
রোগনিদান—ব্যাধির কারণ, পীড়ার হেতু। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রোগমুক্ত—রোগ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত, নীরোগ। ৫তৎ। বিণ। বি, -**মুক্তি**।
রোগযন্ত্রণা, -যাতনা—পীড়ার কষ্ট, রোগ জন্য ক্লেশ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।
রোগরাজ রাজযক্ষ্মা। রোগের রাজা (শ্রেষ্ঠ), ৬তৎ। বি; পু।
রোগশান্তি—ব্যাধিনিবৃত্তি, পীড়ার উপশম। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
রোগশীর্ণ—পীড়াহেতু কৃশ, রোগে দুর্বল। ৩তৎ। বিণ।
রোগা—রুগ্‌ণ, পীড়িত; শীর্ণ, কৃশ, কাহিল। বাংপ্র। বিণ। [৩তৎ। বিণ।
রোগাক্রান্ত—রোগগ্রস্ত, ব্যাধিত, পীড়িত।
রোগাটে-শীর্ণকায়; রোগগ্রস্তবৎ, প্রায় রুগ্‌ণ। বাংপ্র। বিণ।
রোগী (রোগিন্‌)—রুগ্‌ণ, ব্যাধিগ্রস্ত, পীড়িত। রোগ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী, -**রোগিণী**। [রোগী দুই প্রকার—চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য। যে রোগীর চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত না হইয়া স্বাভাবিক থাকে, এবং সুখদুঃখজনক ক্রিয়াশূন্য হয় না, যে রোগী চিকিৎসকের বাধ্য এবং ইন্দ্রিয় সংযমে সমর্থ, তাহাকে চিকিৎস্য রোগী বলে। আর যে রোগী অত্যধিক কোপনস্বভাব, অবিচারিতভাবে কার্যকারী, ভীরু, চিকিৎসককে অগ্রাহ্যকারী, ব্যাকুলচিত্ত, শোকগ্রস্ত, মুমূর্ষু, চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াশক্তিশূন্য, চিকিৎসকের প্রতি শঠতাযুক্ত শ্রদ্ধাহীন ও অবিশ্বাসী, এবং চিকিৎসকের অবাধ্য, তাহাকে অচিকিৎস্য রোগী বলা যায়।]
রোগ্য—অপথ্য, রোগজনক; রোগসম্বন্ধীয়। রোগ+য অপত্যার্থে। বিণ।
রোচক-১। রুচিকারক; দীপ্তিপ্রদ। ণিজন্ত রুচ্‌=রোচি (রুচি করানো ইত্যাদি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রোচিকা**। ২। ক্ষুধা; অবদংশ, চাটনি। বি; পু।
রোচন-১। রুচিকারক; দীপ্তিপ্রদ। ণিজন্ত রুচ্‌=রোচি (রুচি করানো)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। গোরোচনা, বর্ণ দ্রব্যবিশেষ; পলাণ্ডু; দাড়িম্ব; শ্বেত শজিনার গাছ; করঞ্জবৃক্ষ। রুচ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অন কর্তৃ। বি; পু।
রোচনা—১। রুচিকারিকা, দীপ্তিপ্রদা। রোচন+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তমা স্ত্রী। বি; স্ত্রী। ৩। গোরোচনা, বর্ণ-দ্রব্যবিশেষ; রক্তকহ্লার। রুচ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+অন কর্তৃ+আপ্‌। বি।
রোচনী—আমলকী; গোরোচনা; বণিক্‌ দ্রব্য বিঃ। রোচন+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

রোচমান-দীপ্যমান; শোভমান। রুচ্‌+শান কর্তৃ। বিণ।
রোচা—রুচিকর হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
রোচিঃ (রোচিস্‌)—দীপ্তি; কান্তি। রুচ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+ইস্‌ ভাব। বি; স্ত্রী।
রোচিষ্ণু—দীপ্তিশীল; শোভাযুক্ত। রুচ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+ইষ্ণু কর্তৃ। বিণ।
রোচ্য—রুচির যোগ্য; দীপ্তিযোগ্য; প্রীতিজনক। রুচ্‌+য কর্ম। বিণ।
রোজ—দিন, তারিখ; দৈনিক মজুরি; প্রতিদিন, প্রত্যহ। ফা। বি।
রোজকার—প্রতিদিনের। ফা-মূ। বি।
রোজগার—উপার্জন, আয়। ফা। বি।
রোজগেরে-উপার্জক, উপায়ী। ফা-মূ। বিণ।
রোজনামচা, -নামা—দৈনিক হাজিরা বহি; যে বহিতে দৈনিক বিবরণ লেখা যায়, দিনলিপি। ফা। বি।
রোজা—১। মুসলমানদিগের রমজান বা উপবাস পর্ব, ইঁহাতে এক মাস দিনমান উপবাস করিতে হয়; উক্ত পর্বকালীন উপবাস, বকরঈদ। ফা-মূ। ২। ওঝা বা ওঝা, মন্ত্রচিকিৎসক; কটিবন্ধ; ঘুনসি। বাংপ্র। বি। [বি; স্ত্রী।
রোটি—রোটিকা, রুটি। রুট্‌+ই কর্তৃ।
রোটিকা—পিষ্টক বিঃ; পর্কটিকা; রুটি। রুট্‌+ণক কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী।
রোড-পথ, রাস্তা, সড়ক। <ইং 'road'. বি। [<ইং 'roadcess'. বি।
রোডসেস্‌—পথকর, পথজন্য রাজকর।
রোণাল্‌ডসে, লর্ড—বঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্নর। ১৮৭৯ খ্রীঃ ১১ই জুন ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মার্কুইস অব জেট্‌ল্যাণ্ডের পুত্র। ইনি ১৮৯৯ খ্রীঃ সিংহলে, ১৯০০ খ্রীঃ ভারতের বহু স্থানে, ১৯০১ খ্রীঃ পারস্যে, ১৯০৩ খ্রীঃ এসিয়াটিক তুরস্কে, পারস্যে, মধ্য এসিয়ায় এবং সাইবেরিয়ায়, ১৯০৬ খ্রীঃ জাপানে, চীনে এবং ব্রহ্মদেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯০০ খ্রীঃ ইনি ভারতের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন বাহাদুরের এ-ডি-কং ছিলেন। ইউরোপের মহাসমর আরম্ভের পর হইতে ইনি চতুর্থ ব্যাটালিয়ান ইয়র্কসায়ারের রেজিমেণ্টের অস্থায়ী মেজর নিযুক্ত হন। ইনি কতিপয় গ্রন্থও লিখিয়াছেন। বিলাতের পার্লিয়ামেণ্টের সদস্য, ইনলিংটন পাবলিক-সার্ভিস কমিশনের সদস্যও হইয়াছিলেন। বঙ্গের প্রথম গভর্নর লর্ড কারমাইকেলের কার্যাবসানের পর ১৯১৭ খ্রীঃ ২৬শে মার্চ ইনি বঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন।

রোতো, রোথো—খারাপ, বদী, বাতিল, ওঁচা। বাংপ্র। বিণ।

রোথ (Rudolph Von Roth) জার্মান পণ্ডিত। জন্ম—৩রা এপ্রিল ১৮২১ খ্রীঃ। ইনি বৈদিক সাহিত্য এবং বৈদিক সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া আর্য-জাতিবিষয়ক তত্ত্বালোচনায় যুগান্তর উপস্থিত করেন। ইনি বৈদিক ভাষাতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা। St. Petersburg শহরের Imperial Academy হইতে ১৮৫৫-৭৫ খ্রীঃ যে একখানি সংস্কৃত অভিধান প্রকাশিত হয়, তাহাতে বৈদিকসময়বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন সম্বন্ধে ইনি অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি অথর্ববেদের একখানি সংস্করণ বাহির করিয়াছিলেন। আবেস্তা ও ভারতীয় চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ে ইঁহার অনেক রচনা আছে। প্রাচ্যবিষয়ে পাণ্ডিত্যের জন্য ওয়ার্টেম্বার্গের অধিপতি ইঁহাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীঃ ২৩শে জুন ইনি লোকান্তর গমন করেন।

রোদ ১। রোদন (সকল অর্থে)। রুদ্+অল্ ভাব। বি; পু। ২। সূর্যকিরণ, রবিতাপ, ধূপ। <রৌদ্র। বি।

রোদন—ক্রন্দন, কাঁদা; অশ্রু। রুদ (কাঁদা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রোদিতি—রোদন করে বা করিতেছে। রুদ্ ধাতুজ। প্রা কপ্র। সংস্কৃত ক্রিয়াপদ।

রোদ্ধা (রোদ্ধৃ)—রোধকর্তা, প্রতিরোধক। রুধ্ (রোধ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**রোদ্ধ্রী**।

রোধ—১। অবরোধন; প্রতিবন্ধক, বাধা। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+অল্ ভাব। ২। তট, তীর। রুধ্+অল্ করণ। বি; পু।

রোধঃ (রোধস্)—তীর, তট, কূল। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+অস্ করণ। বি; ক্লী।

রোধক—রোধকারক, প্রতিরোদ্ধা। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**রোধিকা**।

রোধন—১। রুদ্ধকরণ। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। রোধকারক। রুধ্+অন কর্তৃ। বিণ।

রোধা—রোধ করা। বাংপ্র। ক্রি।

রোধী (রোধিন্)—রোধকর্তা। রুধ্ (রুদ্ধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**রোধিনী**।

রোপণ—১। বীজাদি-বপন, রোয়া; উৎপাদন; অর্পণ, স্থাপন। ণিজন্ত রুহ্=রোপি (জন্মান)+অনট্ ভাব। ২। বিমোহন, মুগ্ধকরণ; আরোপ। রুপ্ (বিমুগ্ধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

রোপা—১। রোপণ করা, মাটিতে পোঁতা, গাড়া। ক্রি। ২। রোপিত, প্রোথিত। বিণ। ৩। রোপণ। বাংপ্র। বি।

রোপিত—১। অর্পিত, স্থাপিত; প্রোত, ভূগর্ভনিহিত, পোঁতা, রোয়া। ণিজন্ত রুহ্ বা রোপি (জন্মান)+ক্ত কর্ম। ২। বিমোহিত; আরোপিত। রুপ্ (বিমুগ্ধ করা)+ক্ত। কর্ম। বিণ।

রোম (রোমন্)—লোম, রোঁয়া, পশম। রু (শব্দ করা)+মন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

রোমক—রোমদেশীয়, রোমবাসী, রোমান, রোমীয়। অসং। বিণ।

রোমকূপ—লোমকূপ, লোমমূলের ছিদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

রোমগুচ্ছ—চামর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

রোমজ—লোম দ্বারা প্রস্তুত; পশমী। উপতৎ; রোমন্ (লোম) জন্ (জন্মা) +ড কর্তৃ। বিণ।

রোমন্থ, রোমন্থন—উদ্গীর্ণ-চর্বণ, গিলিত-চর্বণ, জাওর কাটা। রোগ—মন্থ্ (বধ করা)+অন্, অনট্ কর্তৃ। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

রোমন্থক, রোমন্থিক—রোমন্থনকারী জন্তু, গিলিত চর্বণকারী; যে সকল জন্তু জাওর কাটে। রোমন্থ শব্দ+যথাক্রমে কণ্ ও ইক কর্তৃ। বি; পু।

রোমপাদ—'লোমপাদ' দ্রঃ।

রোম-বিকার, রোম-বিক্রিয়া—লোমাঞ্চ, রোমোদ্গম, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

রোমশ—লোমযুক্ত। রোমন্ (লোম)+শ অস্ত্যর্থে। বিণ।

রোমহর্ষ, রোমহর্ষণ—রোমাঞ্চ, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

রোমহর্ষণ—রোমাঞ্চকর। ৬তৎ। বিণ।

রোমাঞ্চ—পুলক, রোমোদ্গম, গায়ে কাঁটা দিয়া উঠা। রোমের অঞ্চ (গতি). ৬তৎ; অথবা রোমন্ (রোম)—অন্চ্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

রোমাঞ্চিত—রোমাঞ্চযুক্ত, পুলকিত। রোমাঞ্চ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

রোমান—রোমদেশীয়। <ইং 'Roman'. বিণ।

রোমাবলি, রোমাবলী—নাভির ঊর্ধ্বাগ্র উদরস্থ রোমশ্রেণী। রোমের আবলি, আবলী, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

রোমীয়—রোমদেশবাসী; রোমদেশীয়, Roman. রোম (Rome)+ঈয় নিবাসার্থে, সম্বন্ধার্থে। বিণ।

রোমোদ্গম, রোমোদ্ভেদ—রোমাঞ্চ, পুলক। রোমের উদ্গম বা উদ্ভেদ, ৬তৎ। বি; পু।

রোয়া—১। রোপণ করা। ক্রি। ২। রোপিত। বিণ। ৩। রোপণ। বাংপ্র। বি।

রোয়াক—'রক' দ্রঃ।

রোরুদ্যমান—অতি রোদনকারী, সাতিশয় রোদনশীল। যঙন্ত রুদ (পুনঃ পুনঃ রোদন করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

রোল—ক্ষোভ; অব্যক্ত শব্দ, ধ্বনি। রু+ডোল ভাব। বি; পু।

রোলাঁ, রোমাঁ (Rolland, Romain) —(১৮৬৬-১৯৪৪ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ফরাসী লেখক। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। 'জাঁ ক্রিসতফ' ইঁহার বিখ্যাত পুস্তক।

রোশনগীর—যে জমিদারের কাছারিতে আলো জ্বালে। ফা-মূ। বি।

রোশনচৌকি—ঢোলক, মন্দিরা ও বাঁশি এই ত্রিবিধ যন্ত্রবাদক সম্প্রদায়। ফা-মূ। বি।

রোশনাই, রোশনি—আলো; দীপ্তি; আলোকোৎসব; আলোকতুল্য উজ্জ্বল বস্তু; চন্দ্রিকা, জ্যোৎস্না; মসী, কালী। ফা-মূ। বি।

রোষ—কোপ, ক্রোধ। রুষ্ (রাগ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

রোষকষায়িত—রাগে লাল ('—লোচন')। ৩তৎ। বিণ।

রোষণ—কোপন, ক্রোধশীল, রাগী। রুষ্ (রাগ করা)+অন কর্তৃ। বিণ।

রোষদাহ—ক্রোধজনিত সন্তাপ। মধ্যপ। বি; পু।

রোষপ্রদীপ্ত—ক্রোধহেতু প্রজ্বলিত, ক্রোধে উদ্দীপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

রোষাগ্নি, রোষানল—ক্রোধানল, ক্রোধরূপ অগ্নি। রূপক। বি; পু।

রোষিত—কোপিত, ক্রোধিত, যাহাকে রাগানো হইয়াছে এরূপ। ণিজন্ত রুষ্ বা রোষি (রাগান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

রোষী (রোষিন্)—ক্রোধী, ক্রোধশীল। রোষ+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**রোষিণী**।

রোস—থাক; সবুর কর। বাংপ্র। ক্রি।

রোহ—১। আরোহী। রুহ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। অঙ্কুর। ৩। আরোহণ। রুহ্+অল্ ভাব। বি; পু।

রোহণ—১। শৈল; মেরুগিরি। রুহ+অনট্ কর্ম। বি; পু। ২। উৎপত্তি; প্রাদুর্ভাব; আরোহণ। রুহ্ (জন্মা ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। ৩। রেতঃ, শুক্র। রুহ্+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

রোহিণি—রোহিণী নক্ষত্র। বি; স্ত্রী।

রোহিণী—১। উৎপত্তিশীলা; আরোহিণী। রুহ্ (জন্মা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। ২।

চতুর্থ নক্ষত্র ; দক্ষরাজের অন্যতমা কন্যা, চন্দ্রপত্নী, তারাপ্রধানা ; বিদ্যাধরী বিঃ ; নববর্ষবয়স্কা কন্যা ; বিদ্যুৎ। বি ; স্ত্রী। ৩। বসুদেবপত্নী, বলরামের মাতা। বসুদেব কংসের ভয়ে স্বপুত্রা রোহিণীকে ব্রজধামে স্বীয় মিত্র নন্দঘোষের আলয়ে রাখিয়া আসেন। কংসের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইনি সেইখানেই ছিলেন। কংস নিহত হইলে ইনি মথুরায় পতিপুত্রসহ সুখে বাস করেন। যদুবংশধ্বংসের পর বসুদেব তনুত্যাগ করিলে রোহিণীও পতির অনুগমন করেন। বি ; স্ত্রী।

রোহিণীকুণ্ড-শ্রীক্ষেত্রস্থ কুণ্ড বিঃ (ইহা কল্পবটের পশ্চিমে অবস্থিত)। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

রোহিণীপতি, রোহিণীবল্লভ, রোহিণীশ-চন্দ্র ; বসুদেব। ৬তৎ। বি ; পু।

রোহিৎ-১। রুইমাছ ; বর্ণ বিঃ ; সূর্য। ণিজন্ত রুহ্ (=রোহি)+ক্বিপ্ কর্ম। বি ; পু। ২। মৃগী ; লতা বিঃ। বি ; স্ত্রী।

রোহিত-১। মৎস্য বিঃ, রুইমাছ ; বৃক্ষ বিঃ ; মৃগ বিঃ ; পদ্মরাগমণি ; রক্তবর্ণ। রুহ্ (জন্মা ইত্যাদি)+ইতন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। রুধির, শোণিত ; ঋজু ইন্দ্রধনু ; কুঙ্কুম। বি ; ক্লী। ৩। রক্তবর্ণযুক্ত। বিণ।

রোহিতক-রোহিত (সকল অর্থে)। রোহিত+কণ্ স্বার্থে।

রোহিতাশ্ব-১। অগ্নি ; রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র। রোহিত (লাল) অশ্ব যাহার, বহু। ২। বর্তমান রোটাসগড়ের প্রাচীন নাম। বি ; পু।

রোহী (রোহিন্) আরোহী ; উৎপত্তিশীল। রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**রোহিণী**। [ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

রৌক্ষ্য—রুক্ষতা, কার্কশ্য। রুক্ষ+ষ্য

রৌচ্য-মনু বিঃ। বি ; পু।

রৌদ্র—১। ঘর্ম ; কাব্যরস বিঃ, ক্রোধজনক রস। রুদ্র শব্দ+ক। বি ; পু। ২। সূর্যকিরণ, রোদ ; ক্রোধ। বি ; ক্লী। ৩। রুদ্রসম্বন্ধীয় ; তীব্র ; প্রচণ্ড ; ভীষণ। বিণ। স্ত্রী—**রৌদ্রী**।

রৌদ্রদগ্ধ-রৌদ্রতাপিত, সূর্যকিরণে সাতিশয় উত্তপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

রৌদ্রময়—রৌদ্রাকীর্ণ, রোদে ভরা ; রোদে উজ্জ্বল। রৌদ্র+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**ময়ী**।

রৌদ্ররস-'রস' দ্রঃ।

রৌদ্রী—১। রুদ্রসম্বন্ধীয়, ইত্যাদি। রৌদ্র+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চণ্ডী। রুদ্র (শিব)+ক+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

রৌদ্রোজ্জ্বল—১। সূর্যকিরণে দীপ্তিমান্। রৌদ্র দ্বারা উজ্জ্বল, ৩তৎ। ২। উজ্জ্বল অথচ দীপ্তিশালী। কর্মধা। বিণ।

রৌপ্য—রজত, রূপা [কথিত আছে যে, ত্রিপুরাসুর বধকালে মহাদেবের রোষপূর্ণ দক্ষিণ নেত্র হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়া তাহাতে রুদ্রের উদ্ভব হয়, এবং তৎকালে বাম নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, তাহা হইতেই রৌপ্যের জন্ম হইয়াছে। ইহা শীতবীর্য, কষায় ও অম্লরসবিশিষ্ট, মধুররসাত্মক, সারক, চিরযৌবনকারক, দেহকৃশকর, বাত-প্রমেহাদি রোগনাশক]। রূপ্য (রূপা)+ক স্বার্থে। বি ; ক্লী।

রৌপ্যচক্র-রূপার চাকা, রূপার চাকতি ; টাকা। রৌপ্যনির্মিত চক্র (চক্রাকার পদার্থ), মধ্যপ। বি ; ক্লী।

রৌপ্যমুদ্রা—রৌপ্যনির্মিত মুদ্রা, টাকা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

রৌরব—১। রুরুসম্বন্ধীয় ; ভয়ংকর ; ধূর্ত ; চঞ্চল। রুরু শব্দ+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**রৌরবী**। ২। নরক বিঃ [গো-হত্যাকারী, ভ্রূণহন্তা, ব্রাহ্মণঘাতী, স্ত্রীঘাতী, তীর্থপ্রতিগ্রাহী প্রভৃতি পাপিগণ এই নরকে গমন করে]। যঙন্ত রু বা রোরূয় (পুনঃ পুনঃ বধ করা)+ক্বিপ্ অধি—রোরু ; রোরু+ক। বি ; ক্লী।

র‍্যাপার-শীতবস্ত্র বিঃ, আলোয়ান শাল প্রভৃতি। <ইং 'wrapper'. বি।

ল

ল—১। অষ্টাবিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। ইন্দ্র। লা+ড কর্তৃ। ৩। গ্রহণ ; দান। লা+ড ভাব। বি ; পু।

লয়া, লওয়া—গ্রহণ করা ; সঙ্গে রাখা ; বহন করা ; ধরা ; বোধ করা ; পছন্দ করা ; গণ্য করা ; সহ্য করা, সওয়া ; ধারণ করা ; আনা ; পান বা ভোজন করা, পাওয়া ; উচ্চারণ করা, বলা। বাংপ্র। ক্রি।

লওয়াজিম—প্রয়োজনীয় জিনিষ। আ। বি। [করানো। বাংপ্র। ক্রি।

লওয়ানো-প্রবৃত্ত করানো ; ধরানো, গ্রহণ

লংক্লথ—ঠাসবুননের সুতী কাপড় বিঃ। <ইং 'longcloth'. বি।

লংফেলো, হেনরী ওয়াড্সওয়ার্থ (Longfellow, Henry Wadsworth) —(১৮০৭—১৮৮২ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ মার্কিন কবি। 'Christus' ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক।

লক—ঘুড়ি উড়াইবার রেশমী সুতা। কা-মু। বি।

লকচ—লকুচ (তাহা দ্রঃ)। লক্ (আস্বাদন করা)+অচ কর্ম। বি ; পু।

লকট, লকেট—খাদ্য ফল বিঃ ; অলংকার বিঃ। চীনা। বি।

লকলক—লালসার ভাব ; প্রসারণ ও আন্দোলনের ভাব। বাংপ্র। অ বা বি। [ছোট হইলে লিকলিক]। বিণ—**লকলকে**।

লকুচ-ডেহুয়া গাছ, মাদার গাছ (-স্থানবিশেষে ইহাকে ডেলো এবং ডেলোমাদারও বলে)। লক্ (আস্বাদন করা)+উচ কর্ম। বি ; পু।

লকেট ঘড়ির চেইনে দোলায়মান সুবর্ণ পদক বিঃ। <ইং 'locket'. বি।

লক্কা-একপ্রকার পায়রা। আ। বি।

লক্ষ-শতসহস্র সংখ্যা, লাখ ; দৃষ্টি ; ছল ; শরব্য, বেধনার্থ উদ্দিষ্ট বস্তু ; নিশানা। লক্ষ্ (চিহ্ন করা, দেখা)+অল্ কর্ম। বি ; ক্লী।

লক্ষক লক্ষণ দ্বারা অর্থপ্রকাশক। ণিজন্ত লক্ষ্ বা লক্ষি (দেখানো)+ণক কর্তৃ। বিণ।

লক্ষণ-১। নাম ; চিহ্ন। লক্ষ্+অনট্ করণ। ২। ব্যাকরণ সূত্র ; স্বরূপ। লক্ষ্+অনট্ কর্ম। ৩। পরিচ্ছেদকরণ ; অবধারণ ; পরিচয় ; দর্শন। লক্ষ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৪। দশরথের তৃতীয় পুত্র, রামচন্দ্রের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ['লক্ষ্মণ' দ্রঃ]। লক্ষ্+অন কর্তৃ। বি ; পু। ৫। শ্রীমান্। লক্ষ্+অন কর্ম। বিণ।

লক্ষণযুক্ত—শুভ লক্ষণবিশিষ্ট, সুলক্ষণ। ৩তৎ। বিণ।

লক্ষণা—১। শ্রীমতী। লক্ষণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সারসী ; হংসী। ৩। শব্দের বৃত্তি বিঃ [মুখ্যার্থের বাধা ঘটিলে যে শক্তি দ্বারা মুখ্যার্থসহ সম্বন্ধযুক্ত অন্য অর্থের বোধ হয়, তাহার নাম লক্ষণা, যেমন "গ্রাম গঙ্গাবাসী হইয়াছেন", এস্থলে গঙ্গা শব্দের মুখ্যার্থ ভগীরথখাতজলপ্রবাহ, কিন্তু জলপ্রবাহে গ্রামের বাস অসম্ভব, এ কারণ গঙ্গা শব্দে এখানে গঙ্গাতীরে অর্থের বোধ হইতেছে]। লক্ষ্+অন করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

লক্ষণাক্রান্ত—লক্ষণযুক্ত, সুলক্ষণ। ৩তৎ।

লক্ষণীয়-দর্শনীয় ; অনুভবযোগ্য। লক্ষ্ (দেখা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

লক্ষপতি-লক্ষমুদ্রার অধীশ্বর, লাখপতি। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু।

লক্ষিত—দৃষ্ট ; লক্ষীকৃত ; উদ্দিষ্ট ; অনুমিত ; জ্ঞাত ; আলোচিত ; অঙ্কিত ; লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জ্ঞাত। লক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লক্ষ্ণৌ—উত্তরপ্রদেশের বিভাগ, জেলা ও

শহর। শহরের মধ্যে যে স্থানে অধুনা মচ্ছিভবন অবস্থিত, কথিত আছে সেইখানে শ্রীরামচন্দ্রের অনুজ লক্ষ্মণের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণপুরের অংশ বিশেষ ছিল। সেই লক্ষ্মণপুর হইতে লক্ষ্ণৌ নামের উৎপত্তি। অযোধ্যার মুসলমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সাদৎ খাঁ ১৭৩২ খ্রীঃ অঃ মোগল সম্রাট্ কর্ত্তৃক অযোধ্যার সুবেদার পদে নিযুক্ত হইয়া লক্ষ্ণৌয়ে বাসভবন স্থাপন করেন। তাঁহার জামাতা সফদরজঙ্গ ১৭৪৩ খ্রীঃ উজীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দিল্লীতে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র উজীর সুজাউদ্দৌলা ১৭৬৩ খ্রীঃ বক্সার যুদ্ধের অবসানে ফয়জাবাদে বাস করিতেন। চতুর্থ উজীর আসাফ-উদ্দৌলা ইংরাজের সখ্যলাভ করিয়া স্বাধীনচিত্তে কাল যাপন করিতেন। শহরস্থিত সুবৃহৎ ইমামবাড়া তাঁহারই কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ইহারই মধ্যে আসাফ-উদ্দৌলার মৃতদেহ প্রোথিত আছে। ইহারই সময়ে লক্ষ্ণৌয়ের গৌরব চরম সীমায় উপনীত হয়। ইঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সাদৎ আলী খাঁ ইংরাজকে ভূসম্পত্তির অর্দ্ধেক ছাড়িয়া দিয়া তাহার বিনিময়ে ইংরাজের সৈন্যশক্তির সাহায্য লাভ করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। ইনি শহরে এবং শহরতলিতে অনেক হর্ম্য নির্ম্মাণ করাইয়া শহরের আয়তন বর্দ্ধন করেন। তন্মধ্যে "ফরহৎ বক্স" অন্যতম প্রধান প্রাসাদ। তাঁহার পুত্র গাজী-উদ্দীন হায়দার সর্ব্বপ্রথমে রাজা (King) উপাধি গ্রহণ করেন। ইনিও অনেকগুলি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন; তন্মধ্যে ছত্রমঞ্জিল উল্লেখযোগ্য। নাসীর-উদ্দীন হায়দার (১৮২৭ খ্রীঃ) "তারাবলী" নামধেয় একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। চতুর্থ নবাব আমজাদ আলী সা (১৮৪১ খ্রীঃ) গোমতী নদীর উপর একটি লৌহসেতু স্থাপন করেন। পঞ্চম ও শেষ "কিং" উপাধিধারী নবাব ওয়াজিদ আলী সা ১৮৪৭ খ্রীঃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৈসর্ বাগ নামক সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। কথিত আছে, ইঁহার ৩৬০ সংখ্যক উপপত্নীর প্রত্যেকের জন্য স্বতন্ত্র মহল নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইঁহার শাসন-শৈথিল্য জন্য ইংরাজ ইঁহাকে কয়েক বার সতর্ক করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে ১৮৫৬ খ্রীঃ ইঁহার রাজ্য ইংরাজাধিকারভুক্ত হইয়া যায় এবং ইঁহাকে কলিকাতার দক্ষিণে মেটিয়াবুরুজ নামক স্থানে আনিয়া বার্ষিক বার লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়া রাখা হয়।

লক্ষ্ম (লক্ষ্মন্)—চিহ্ন। লক্ষ্+মন্ কর্ম। বি; ক্লী।

লক্ষ্মণ—১। চিহ্ন; নাম। 'লক্ষ্ম'। দ্রঃ। লক্ষ্মন্+ণ। বি; ক্লী। ২। লক্ষ্মণযুক্ত; শ্রীমান্। বিণ।

৩। দুর্য্যোধনের পুত্র; কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ত্রয়োদশ দিবসে ইনি অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হন। বি; পু। ৪। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। মহারাজ দশরথের ঔরসে তাঁহার তৃতীয় মহিষী সুমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নামক যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের জন্ম হয়। তন্মধ্যে লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠ, শত্রুঘ্ন কনিষ্ঠ। লক্ষ্মণ শৈশবাবধি রামের একান্ত অনুগত ও আজ্ঞাবহ ছিলেন এবং সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার অনুগমন করিতেন। রামাদি ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত ক্ষত্রিয়োচিত সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি বিলক্ষণ শৌর্য্য-বীর্য্যসম্পন্ন ও রণকুশল বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠেন। যৎকালে ইঁহার বয়ঃক্রম চতুর্দ্দশ বর্ষমাত্র, সেই সময়ে বিশ্বামিত্র ঋষি রাক্ষসদিগের উপদ্রব হইতে স্বীয় যজ্ঞ রক্ষা করিবার নিমিত্ত রামকে লইয়া গেলে ইনিও জ্যেষ্ঠের অনুগমন করেন। অনন্তর সরযূতীরে উপনীত হইলে মুনিবর ভ্রাতৃদ্বয়কে বলা ও অতিবলা মন্ত্র প্রদান করেন। অতঃপর রামের হস্তে তাড়কা রাক্ষসীর নিপাত হইলে ভ্রাতৃদ্বয় বিশ্বামিত্রের সহিত মিথিলা গমন করিলেন এবং তথায় মিথিলারাজের সীতা ও উর্ম্মিলা নাম্নী দুই কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। তৎপরে অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া দ্বাদশ বৎসরকাল সুখে অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর বিমাতার চক্রান্তে রাম ভার্য্যাসহ চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস গমন করিলে লক্ষ্মণও ইঁহাদের অনুগমন করিলেন। পঞ্চবটীতে অবস্থানকালে একদা লঙ্কানাথ নিশাচর রাবণের বিধবা ভগিনী শূর্পণখা রামের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়া সীতাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হইলে রামের আদেশে লক্ষ্মণ তাহার নাসা কর্ণ ছেদন করিলেন পাপীয়সী লঙ্কায় যাইয়া জ্যেষ্ঠকে সীতাহরণে উত্তেজিত করিল। দুর্বৃত্ত দশানন মায়াবী মারীচের সহিত দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইল মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। জানকী সেই মৃগ ধরিয়া দিবার নিমিত্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। লক্ষ্মণকে সীতার রক্ষার্থ কুটীরে রাখিয়া রাম মৃগের অনুসরণ করিলেন রামশরে বিদ্ধ হইয়া মারীচ 'হা লক্ষ্মণ হা সীতা!' বলিয়া প্রাণত্যাগ করিল। রাম বিপন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া সীতা লক্ষ্মণকে তাঁহার সাহায্যার্থে গমন করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ প্রথমে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু অবশেষে সীতার গঞ্জনায় যাইতে বাধ্য হইলেন। সেই অবকাশে রাবণ সীতাকে হরণ করিল। অতঃপর লক্ষ্মণ রামসহ কুটীরে প্রত্যাগত হইয়া সীতাকে না দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে জটায়ুর নিকট রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণের সংবাদ জানিতে পারিলেন। অনন্তর হনুমান লঙ্কায় সীতার সন্ধান করিয়া আসিলে, লক্ষ্মণ রামের সহিত কপিকটক লইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে লক্ষ্মণ অশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। রাবণপুত্র নানাপ্রকার মায়াযুদ্ধ জানিত। এজন্য লক্ষ্মণ তাঁহার নিকট দুইবার পরাজিত হন। কিন্তু তৃতীয়বারে লক্ষ্মণ বিভীষণের মন্ত্রণায় ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং সে মায়া বিস্তার করিতে পারিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রাণসংহার করিলেন। পরদিন পুত্রশোকাতুর রাবণ পুত্রহন্তা সৌমিত্রির বক্ষে দারুণ শক্তিশেল প্রহার করে। তাহাতে ইনি অচেতন ও মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন। অনন্তর সুষেণের উপদেশক্রমে হনুমান্ ঔষধ আনিয়া দিলে ইনি পুনঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। রাবণবধের পর লক্ষ্মণ রাম-সীতার সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলেন এবং পূর্ব্ববৎ তাঁহার আজ্ঞাবহ থাকিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাম প্রজার রঞ্জনার্থ সীতার বর্জ্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি সেই কার্য্যের ভারার্পণ করিলে লক্ষ্মণ নিতান্ত অনিচ্ছায় ও বিষণ্ণচিত্তে গর্ভবতী সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আসিলেন। কিছুকাল পরে রাম অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে লক্ষ্মণ যজ্ঞীয় অশ্ব রক্ষণার্থ নিযুক্ত হইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। যজ্ঞসমাপ্তির পর সীতা আনীতা হইয়া পাতালে প্রবেশ করিলে ইনি সাতিশয় দুঃখিত হন। অতঃপর ইঁহার পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু রামের আদেশে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের রাজা হন। এইরূপে ইঁহাদের পার্থিব কার্য্যকাল পরিসমাপ্ত হইয়া আসিলে একদা কালপুরুষ ছদ্মবেশে আসিয়া এই নিয়মে রামের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন যে, তৎকালে যে কেহ তথায় উপস্থিত হইবে, রাম তাহাকেই বর্জ্জন করিবেন।

লক্ষ্মণ দ্বাররক্ষক নিযুক্ত হইলেন। এমন সময় মহর্ষি দুর্বাসা রামের সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করিয়া লক্ষ্মণকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ তাহাতে অস্বীকৃত হওয়ায় দুর্বাসা শাপপ্রদানে উদ্যত হইলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রতিজ্ঞানুসারে রাম লক্ষ্মণকে বর্জন করিতে বাধ্য হইলেন। লক্ষ্মণ অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া সরযূ নদীতে যোগবলে তনুত্যাগ করিলেন।

লক্ষ্মণসেন—লক্ষ্মণসেন নামে বঙ্গদেশে দুইজন রাজা ছিলেন। প্রথম সুপ্রসিদ্ধ বল্লালসেনের পুত্র। ঐতিহাসিকেরা বলেন যে ইনি এই বংশীয় রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। ইনি যৌবনে অতি প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন এবং পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ন রাখিয়াছিলেন। ইঁহার নামানুসারে মিথিলায় অদ্যাপি একটি অব্দ প্রচলিত আছে। উহার নাম লক্ষ্মণসংবৎ এবং উহার সাংকেতিক চিহ্ন "লসং"। ১১১৯ খ্রীঃ হইতে উহার গণনা আরব্ধ হইয়াছে। উক্ত অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হয়। বোধ হয়, বল্লালসেন পুত্রের জন্মে সাতিশয় প্রীত হইয়া ঐ ঘটনার স্মরণার্থ উক্ত অব্দ প্রচলিত করিয়াছিলেন, অথবা লক্ষ্মণসেন স্বয়ং উত্তরকালে পরাক্রমশালী হইয়া উঠিয়া স্বীয় জন্মাব্দ স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে উহা প্রচলিত করেন। লক্ষ্মণসেন বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত ইঁহার সভা অলংকৃত করিতেন। ইঁহারই সভায় থাকিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক সুললিত গীতিকাব্য "গীতগোবিন্দ" রচনা করেন। লক্ষ্মণসেন গৌড় হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গঙ্গাতীরে আর একটি নগর নির্মাণ করাইয়া তাহার নাম "লক্ষ্মণাবর্ত্ত" রাখেন।

দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনও উক্ত বংশে উৎপন্ন। ইনি এই বংশের শেষ রাজা। ইঁহার রাজত্বকালে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল। ইঁহারই সময়ে বখ্‌তিয়ার খিলিজি মগধ জয় করেন এবং তাঁহার বীরত্বখ্যাতি বাঙ্গালায় প্রচারিত হয়। এই সময়ে বার্ধক্যনিবন্ধন লক্ষ্মণসেন রাজকার্য পর্যালোচনায় অশক্ত হইয়াছিলেন। ইনি নবদ্বীপে থাকিয়া সমস্তই শুনিতে লাগিলেন। অবসর বুঝিয়া ইঁহার সভাস্থ জ্যোতির্বিদ্‌গণ বলিল, "আমাদের দেশ অতঃপর যবনদিগের করতলগত হইবে।" একে তো রাজা অশীতিপর বৃদ্ধ, তাহার উপর নিজ জ্যোতির্বিদ্‌গণের একপ্রকার ভীতিপ্রদর্শন; কাজেই রাজা রাজ্যরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করিয়া শত্রু সমাগত হইলে কিরূপে পলায়নপর হইয়া আত্মরক্ষা করিবেন, তাহারই সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখিলেন। এদিকে বখ্‌তিয়ার বঙ্গবিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে অরক্ষিত গৌড় অধিকার করিয়া লইলেন এবং পর বৎসর সসৈন্যে নবদ্বীপে উপস্থিত হইলেন। তিনি নিজ সেনাদলকে নিকটস্থ এক বনে লুকায়িত রাখিয়া মাত্র অষ্টাদশ জন সৈন্যসহ রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন এই সময়ে আহারে বসিয়াছিলেন। ইনি দ্বারদেশে অস্ত্রের ঝনঝন শুনিয়াই ভয়ে উদ্বিগ্ন হইলেন এবং আহার সমাপ্ত না করিয়াই মহিষী ও অন্যান্য পরিজনবর্গকে লইয়া নগ্নপদে গুপ্তদ্বার দিয়া বহিষ্ক্রান্ত হইয়া নৌকাযোগে পূর্ববাঙ্গালায় পলায়ন করিলেন এবং ঢাকা জেলার অন্তর্গত সুবর্ণগ্রামে রাজধানী স্থাপন করিয়া নিরাপদে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বখ্‌তিয়ার বিনা শোণিতপাতে বিনা বাধায় নবদ্বীপ অধিকার করিয়া "বঙ্গবিজেতা" নাম ক্রয় করিলেন (১১৯৯ খ্রী)। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেন এইরূপে পলায়ন করিয়া পুরীধামে গমনপূর্বক জগন্নাথসেবায় জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেনের ঐরূপে পলায়নবর্ণনা প্রকৃত নহে। আধুনিক গবেষণার ফলে শেষোক্ত মতই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

লক্ষ্মণা—১। লক্ষ্মণযুক্তা; শ্রীমতী। লক্ষ্মণ + আপ্‌। বিণ; স্ত্রী। ২। সারসী। বি; স্ত্রী। ৩। দুর্যোধনের কন্যা। [ইঁহার স্বয়ংবরকালে কৃষ্ণতনয় শাম্ব ইঁহাকে হরণ করেন, কিন্তু কৌরবগণ কর্তৃক তিনি সমরে পরাজিত ও বন্দীকৃত হন। অনন্তর বলরাম তাঁহাকে মুক্ত করিলে তাঁহার সহিত লক্ষ্মণার বিবাহ হয়]। বি; স্ত্রী।

লক্ষ্মী—১। শ্রী; রাজশ্রী; শোভা; সম্পত্তি; হরিদ্রা; বীরনারী; মুক্তা; স্থলপদ্ম; দুর্গা। লক্ষ্ (দেখা) + ঈ কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। শান্ত, সুবোধ, সৎ ('—ছেলে')। বাংপ্র। বিণ।

৩। বিষ্ণুর পত্নী কমলা। ইনি সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া খ্যাতা। মহর্ষি ভৃগুর ঔরসে ও খ্যাতির গর্ভে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। দেবরাজের প্রতি দুর্বাসার অভিশাপবশতঃ ত্রিলোক শ্রীহীন হইলে লক্ষ্মী সাগরতলে নিমজ্জিতা হইয়াছিলেন। পরে সমুদ্রমন্থনকালে পুনরুত্থিতা হন। দেবী লক্ষ্মী সীতারূপে রাজা জনকের কন্যা হইয়া পৃথিবীতে উত্থিতা হন। বি; স্ত্রী।

লক্ষ্মীকান্ত—বিষ্ণু, নারায়ণ; রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

লক্ষ্মীছাড়া—লক্ষ্মী যাহাকে ত্যাগ করিয়াছেন; দুর্ভাগা, নিজের মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টিহীন; দুষ্ট; বজ্জাত; হতচ্ছাড়া। বাংপ্র। বিণ।

লক্ষ্মীজনার্দন—কমলা ও বিষ্ণু; শালগ্রাম বিঃ। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

লক্ষ্মীধর—সৌন্দর্যলহরী (আনন্দলহরী) গ্রন্থের টীকাকার, ইনি দক্ষিণাপথবাসী ছিলেন।

লক্ষ্মীনরসিংহ—শালগ্রাম বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ]। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

লক্ষ্মীনারায়ণ—কমলা ও বিষ্ণু; শালগ্রাম বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ]। দ্বন্দ্ব। বি; পু। [বি; পু।

লক্ষ্মীপতি—বিষ্ণু; রাজা। ৬তৎ।

লক্ষ্মীপুত্র—কামদেব; সীতাতনয়—কুশ ও লব; অশ্ব; গন্ধর্ব বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

লক্ষ্মীবন্ত, -মন্ত—সৌভাগ্যশালী, ধনবান্। বাংপ্র। বিণ।

লক্ষ্মীবাই—ঝাঁসির শেষ হিন্দুরাজা গঙ্গাধর রাওএর মহিষী। গঙ্গাধর ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অকালে কালকবলিত হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি একটি দত্তকপুত্র গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্যস্থ ইংরাজ রেসিডেন্টকে এইরূপ অনুরোধ করিয়া যান যে, সেই বালককে যেন রাজসিংহাসন প্রদান করা হয় এবং তাহার অপ্রাপ্তব্যবহারকালে মহিষী লক্ষ্মীবাই যেন তাহার অভিভাবিকা হন এবং রাজকার্য নির্বাহ করেন। বিধবা হইয়া লক্ষ্মীবাই স্বামীর আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তাঁহার সহগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং দত্তকপুত্রের অভিভাবকস্বরূপ রাজকার্য নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইঁহাকে অধিক দিন এই কার্য করিতে হইল না। লর্ড ডালহাউসি গঙ্গাধরের দত্তকপুত্রের উত্তরাধিকার স্বত্ব অস্বীকার করিয়া ঝাঁসি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন; লক্ষ্মীবাই তাহাতে বাধা প্রদানের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদা রেসিডেন্টের সহিত কথোপকথনকালে বীরললনা তেজোগর্ভ বাক্যে বলিয়াছিলেন, "মেরি ঝাঁসি দেওঙ্গে নেহি।" অতঃপর ঝাঁসি কোম্পানির ভারত-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল (১৮৫৪ খ্রীঃ)। ইহাতে লক্ষ্মীবাই অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন।

অতঃপর ১৮৫৭ খ্রীঃ সিপাহী সৈন্যেরা ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলে লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি উদ্ধার করিবার নিমিত্ত মহোৎ-

সাহে বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিলেন। কেবল সেনাপতিদিগের হস্তে সৈন্য পরিচালনের ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া বীরবালা স্বয়ং অসিবর্ম ধারণ করিয়া ও অশ্বপৃষ্ঠে যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া রণচণ্ডীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ইনি ইংরাজ-সৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া ঝাঁসিতে পুনরধিকার স্থাপন করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মধ্যপ্রদেশের প্রধান ইংরেজ সেনাপতি স্যর হিউ রোজ ১৮৫৮ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ ঝাঁসি অবরোধ করিলেন। হিন্দুকুল-রমণী বৃটিশসিংহের সহিত যুদ্ধে অসামান্য সমরকৌশল ও অভূতপূর্ব সৈন্যপরিচালন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্যর হিউ রোজ মুক্তকণ্ঠে ইঁহার বীরত্বের সাধুবাদ ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিলেন "লক্ষ্মী-বাই রমণী হইলেও বিপক্ষদলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সাহসিকা ও রণপারদর্শিনী।" ইঁহার অদ্ভুত বীরত্বে প্রোৎসাহিত হইয়া মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁতিয়া তোপি এবং বাণপুরের রাজা ২০ সহস্র সৈন্য লইয়া ইঁহার সাহায্যার্থ আগমন করেন। পরন্তু ইংরাজ-সৈন্য বিজয়ী হইল। লক্ষ্মীবাই ঝাঁসি ত্যাগ করিয়া কাল্পী নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কাল্পী হইতে বিতাড়িত লক্ষ্মীবাই ও তাঁতিয়া তোপি গোয়ালিয়রে প্রবেশ করিলেন। তত্রত্য বিদ্রোহী সৈন্য ইঁহাদের সহিত মিলিত হইল। গোয়ালিয়র, সিন্ধিয়া এবং ইঁহার মন্ত্রী দিনকর রাও ইঁহাদিগকে বাধা দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলেন। সিন্ধিয়ার কোষাগার, অস্ত্রাগার, তোপখানা প্রভৃতি সমস্তই লক্ষ্মীবাইয়ের হাতে পড়িল। অতঃপর স্যর হিউ রোজ ১৭ই জুন গোয়ালিয়র আক্রমণ করিলেন। লক্ষ্মীবাই অশ্বপৃষ্ঠে বীরসজ্জায় সজ্জিত হইয়া স্বীয় ভগিনীর সহিত সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন এবং অতুল সাহসের সহিত সৈন্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। যেখানে তুমুল সংগ্রাম ও ঘোরতর বিপদ্, সেইখানে লক্ষ্মীবাই উপস্থিত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। অবশেষে বিপক্ষের গুলির আঘাতে বীররমণী রণশয্যায় শয়ন করিয়া দেহত্যাগ করিলেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। কেহ কেহ বলেন, ইঁহারই দলস্থ একজন সৈনিক-পুরুষ ইঁহার কণ্ঠস্থ রত্নহারের লোভে ইঁহার প্রাণবধ করে।

লক্ষ্মীবান্ (-বৎ)—শ্রীমান, সৌভাগ্যশালী; ধনবান্; বিভবশালী। লক্ষ্মী+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**লক্ষ্মীবতী**।

লক্ষ্মীশ, লক্ষ্মীশ্বর—রমাপতি; বিষ্ণু, নারায়ণ; সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি। লক্ষ্মীর ঈশ বা ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

লক্ষ্মীশ্রী—লক্ষ্মীর আবির্ভাবজনিত সৌন্দর্য, সমৃদ্ধি শোভা, সৌভাগ্য সম্পদ্। মধ্যপ। বি; স্ত্রী;

লক্ষ্মীস্বরূপিণী—লক্ষ্মীর ন্যায় গুণসম্পন্না, সাতিশয় গুণবতী। লক্ষ্মীর স্বরূপ—লক্ষ্মী-স্বরূপ, ৬তৎ; লক্ষ্মীস্বরূপ+ইন্ অস্ত্যর্থে+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

লক্ষ্য—১। দ্রষ্টব্য; লক্ষণাদ্বারা বোধ্য; জ্ঞেয়; অনুমেয়; উদ্দিষ্ট। লক্ষ্ (দেখা) +ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ। ২। শরব্য, ভেদ্য, যাহা বিদ্ধ করিতে হইবে, নিশান বা নিশানা, তাক; উদ্দেশ্য; ছল, চাতুরী; চিহ্ন। বি; ক্লী।

লক্ষ্যচ্যুত—লক্ষ্যভ্রষ্ট, নিশানায় লাগাইতে অসমর্থ; উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত, অভিপ্রায়-ভ্রষ্ট। ৫তৎ। বিণ।

লক্ষ্যভেদ—শর প্রভৃতি দ্বারা লক্ষিত বস্তুকে বিদ্ধকরণ। ৬তৎ। বি; পু।

লক্ষ্যভ্রষ্ট—লক্ষ্যচ্যুত, উদ্দেশ্য হইতে স্খলিত। ভেদ্যবেধনে অপটু; শিকার হইতে বঞ্চিত। ৫তৎ। বিণ।

লক্ষ্যস্থল—তাকের জায়গা, নিশানা; উদ্দিষ্ট স্থান, সংকল্পিত স্থান। কর্মধা। বি; ক্লী।

লক্ষ্যহীন—উদ্দেশ্যহীন, অভিপ্রায়শূন্য। [৩তৎ। বিণ।

লখা—লক্ষ্য করা; বুঝা; স্থির করা; জানা, চিনা। কপ্র। ক্রি।

লগ—সংযোগ, সংস্পর্শ; সমভিব্যাহার, সঙ্গ; নিকট। প্রাদে। প্রা কপ্র। বি।

লগন—লগ্ন; বিবাহে গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব বিঃ; বিবাহে অনুষ্ঠান বিঃ। বাংপ্র। বি।

লগনসা—যে সময়ে বিবাহ, উপনয়ন, পূজা প্রভৃতির যথেষ্ট লগ্ন আসিয়া পড়ে। বাংপ্র। বি।

লগা—ফুল ফল পাড়িবার বাঁশ, যাহা লাগাইতে পারা যায়, আঁকশি। বাংপ্র। বি।

লগি—নৌকা ভেলা প্রভৃতি ঠেলিবার বাঁশ। বাংপ্র। বি।

লগিত—সংলগ্ন, সংযুক্ত; যুক্ত। লগ্ (লাগা) +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লগুড়—বংশময় দণ্ড, লাঠি; গদা; মুদ্গর। লগ্ (লাগা)+উল কর্তৃ। বি; পু।

লগ্ন—১। মেষাদি রাশির উদয়কাল। লস্জ্ (লজ্জিত হওয়া)+ক্ত অধি। বি; ক্লী। ২। সংযুক্ত; সংলগ্ন; আসক্ত। লগ্ (লাগা)+ক্ত কর্তৃ। ৩। লজ্জিত। লস্জ্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লগ্নক—প্রতিভূ, প্রতিনিধি, জামিন। 'লগ্ন' দ্রঃ। লগ্ন+কণ্। বি; পু।

লগ্নপত্র—বিবাহের পূর্বে কোন্ দিনে কোন্ লগ্নে বিবাহ হইবে তাহার নির্ধারক পত্র (ইহাতে বিবাহের অর্থাদিসম্বন্ধীয় বিবরণও লিখিত হয়)। লগ্ন নিরূপক পত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

লগ্নমান—লগ্নকালের পরিমাণ; প্রত্যহ মেষাদি দ্বাদশ রাশির পর পর উদয় হয় (এক এক রাশির উদয় পরিমাণ কালের নাম লগ্নমান)। ৬তৎ। বি; ক্লী।

লগ্নি—সুদে টাকা খাটানো। বাংপ্র। বি।

লগ্নিকা—নগ্নিকা (তাহা দ্রঃ)। ন-স্থানে ল।

লঘিমা (লঘিমন্)—লঘুতা, লাঘব; গৌরব-হীনতা; ঐশ্বর্য বিঃ, নিজ শরীরকে লঘু করিবার শক্তি। লঘু+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

লঘিষ্ঠ—অতিশয় লঘু; অতি ক্ষুদ্র। লঘু+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে। বিণ।

লঘীয়ান্ (লঘীয়স্)—অতিশয় লঘু; অতি ক্ষুদ্র। লঘু শব্দ+ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**লঘীয়সী**।

লঘু—১। ভারহীন, হালকা; গৌরবহীন, খেলো; মৃদু অথচ ক্ষিপ্র ও স্বচ্ছন্দ; শীঘ্র; সংক্ষিপ্ত; সূক্ষ্ম; অসার; হ্রস্ব; ক্ষুদ্র; তরল; পরিমিত; অনায়াসে সাধ্য বা পচ্য; গাম্ভীর্যহীন, চিন্তাশূন্য; শুষ্ক; তেজোহীন; অল্প; ইষ্ট, বাঞ্ছিত; সুন্দর, মনোজ্ঞ। লন্ঘ্ (শোষণ করা ইত্যাদি) +কু কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**লঘ্বী, লঘু**। ২। (ব্যাকরণে) হ্রস্ববর্ণ। বি; পু।

লঘুকায়—১। ক্ষুদ্রদেহধারী। লঘু হইয়াছে কায় যাহার, বহু। বিণ। ২। ক্ষুদ্র দেহ। কর্মধা। বি; পু।

লঘুগামী (-গামিন্)—শীঘ্রগামী, দ্রুতগমন-শীল; সুন্দরগমনকারী। উপতৎ; লঘু—গম্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**লঘুগামিনী**।

লঘুচতুষ্পদী—ছন্দঃ বিঃ ('ছন্দঃ' দ্রঃ)।

লঘুচিত্ত, -চেতাঃ (-চেতস্)—সংকীর্ণ-মনাঃ, যাহার চিত্ত বা হৃদয় একটুতেই বিকল হয়; ক্ষুদ্রহৃদয়। বহু। বিণ।

লঘুতা, লঘুত্ব—লাঘব, লঘুর ভাব। লঘু শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

লঘুত্রিপদী—বাঙ্গালা ছন্দঃ বিঃ। 'ছন্দঃ' দ্রঃ।

লঘুপাক—সুপাচ্য, যাহা শীঘ্র হজম হয়। বহু। বিণ।

লঘুপাপ—১। অল্প পাপ, সামান্য দোষ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। অল্প পাপযুক্ত। বহু। বিণ।

লঘুভাবে—সংক্ষিপ্তভাবে; সামান্যরূপে। বহু। ক্রি-বিণ। [(ছন্দঃ দ্রঃ।)

লঘুললিত চতুষ্পদী—ছন্দোবিশেষ।

লঘুলিপিকা-সাংকেতিক সংক্ষিপ্ত লিখন, shorthand. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

লঘুহস্ত—ক্ষিপ্রকারী, শীঘ্রকার্যকারক। লঘু হইয়াছে হস্ত যাহার, বহু। বিণ।

লঘূ—'লঘ্বী' দ্রঃ।

লঘূকরণ—সংক্ষিপ্তকরণ, হ্রাসকরণ; নিম্ন-শ্রেণীর রাশিকে উচ্চশ্রেণীতে বা উচ্চশ্রেণীর রাশিকে নিম্নশ্রেণীতে পরিণত করিবার কৌশল, reduction. লঘু শব্দ+ চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=লঘূ)—কৃ (করা) +অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লঙ, রেভাঃ জেমস্ (Rev. James Long)—জন্ম ১৮১৪ খ্রীঃ। ইনি বাল্যে কিছুদিন রুশিয়ায় বাস করিয়াছিলেন। ১৮৪২ খ্রীঃ চার্চ মিশনারী সোসাইটি কর্তৃক মিশনারী স্বরূপে নিযুক্ত হইয়া ইনি ভারতে আসেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্তী স্থান ইঁহার কার্যক্ষেত্র ছিল। ইনি বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি বাঙ্গালার অধিবাসী, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালার প্রবাদবাক্য-গুলি সংগ্রহ করিয়া ইনি একখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন। কলিকাতার ইতিহাসও একখানি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদের তত্ত্বাবধান করেন এবং উহার জন্য একটি মুখবন্ধ লেখেন। এইজন্য নীলকরগণ কর্তৃক গ্লানি করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া লং সাহেবকে হাজার টাকা অর্থদণ্ড দিতে ও এক মাস কারাবাস করিতে হয়। জরিমানার টাকা কলিকাতার কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রদান করেন। ১৮৭২ খ্রীঃ লং সাহেব ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন ও সেইখানে ১৮৮৭ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটে। লং সাহেব বঙ্গবাসিগণকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন এবং বাঙ্গালীরাও তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। Trubner's Oriental Series নামক ধারাবাহিক গ্রন্থের জন্য লং সাহেব Eastern Proverbs and Emblems illustrating old Truths নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

লঙ্কা—১। সিংহল দ্বীপ (রামায়ণে বর্ণিত আছে, ইহা ত্রিকূট পর্বতের উপরিভাগে অবস্থিত। ইহার রাজধানী লঙ্কাপুরী। প্রাচীনকালে এই স্থান হইতে অক্ষাংশ গ্রহণ করা হইত, পরবর্তী সময়ে উজ্জয়িনী হইতে অক্ষাংশ গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত শাস্ত্রানুসারে নিরক্ষদেশ হইতে উত্তর ও দক্ষিণ ধ্রুব নির্ণীত হয়। তখন লঙ্কায় সূর্যোদয় হইলে যম কোটীপুরী বা আমেরিকার দক্ষিণ ভাগে দিনার্ধ হইত। কেহ কেহ ইহাকে তাম্রপর্ণী বলিয়াছেন)। লক (স্বাদ পাওয়া)+খ অধি+আপ্। ২। গাছ মরিচ, রাঙ্গা লম্বা মরিচ, ঝাল। বাংপ্র। বি।

লঙ্কাদাহী (-দাহিন্)—লঙ্কাপুরীদাহনকারী, হনুমান। উপতৎ; লঙ্কা-দহ্ (দগ্ধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

লঙ্কাধিপ, লঙ্কাধিপতি, লঙ্কাপতি—লঙ্কার রাজা, রাবণ। ৬তৎ। বি; পু।

লঙ্কাস্থায়ী (-য়িন্)—লঙ্কাবাসী। উপতৎ; লঙ্কা-স্থা (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**লঙ্কাস্থায়িনী**।

লঙ্কেশ, লঙ্কেশ্বর-লঙ্কার অধিপতি, রাবণ। লঙ্কার ঈশ, ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

লঙ্গ—১। মিলন; খোঁড়াইয়া চলা, খঞ্জতা। লন্গ্ (মিলিত হওয়া)+অল্ ভাব। ২। জার, উপপতি। লন্গ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। লবঙ্গ। <লবঙ্গ। বি।

লঙ্গরখানা—বিনামূল্যে বা অল্পমূল্যে খাদ্য-লাভের স্থান, canteen. অসং। বি।

লঙ্ঘন-অভোজন, অনাহার, উপবাস; অতিক্রম; ডিঙ্গান; অতিবাহন; লম্ফন; আক্রমণ; আঘাত। লন্ঘ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লঙ্ঘনীয়—অতিক্রমণীয়; যাহা ডিঙ্গাইতে পারা যায় বা যাহা ডিঙ্গাইতে হইবে এমন। লন্ঘ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

লঙ্ঘা—লঙ্ঘন করা, অতিক্রম করা, ডিঙ্গানো; ভঙ্গ করা। কপ্র। ক্রি।

লঙ্ঘিত—অতিক্রান্ত; যাহা ডিঙ্গানো হইয়াছে। লন্ঘ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

লছমী, লছিমী লক্ষ্মী, কমলা। প্রা কপ্র। বি।

লজ, সার অলিভার (Lodge, Sir Oliver)—(১৮৫১—১৯৪০ খ্রীঃ)। বিখ্যাত পদার্থবিদ্। 'Faith and Science', 'The Survival of Man' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

লজেঞ্জুস—চিনি দিয়া প্রস্তুত চাকতি গুলি প্রভৃতি চোষ্য খাদ্য বিঃ। <ইং 'lozenges'. বি।

লজ্জমান—লজ্জাযুক্ত, লজ্জিত। লস্জ্ (লজ্জিত হওয়া)+শান কর্তৃ। বিণ।

লজ্জা—ত্রপা, ব্রীড়া, অনুচিত কর্ম জন্য অন্তরে সংকোচ বোধ, লাজ; শ্লীলতা বা সম্ভ্রমের হানি; গোপনীয় বিষয়ের প্রকাশে বা আলোচনায় চিত্তের সংকোচভাব। লস্জ্ (লজ্জিত হওয়া)+ঙ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

লজ্জাকর—লজ্জাজনক, লাজ উৎপাদক। উপতৎ; লজ্জা—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-করী**।

লজ্জাজনক—লজ্জা উৎপাদক, লজ্জাকর। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-জনিকা**।

লজ্জাজনিত-লজ্জাসম্ভূত, লজ্জা হইতে উদ্ভূত। ৩তৎ। বিণ।

লজ্জানত—লজ্জাহেতু নম্র, লজ্জায় অবনত। ৩তৎ। বিণ।

লজ্জানম্র-লজ্জায় অবনত। ৩তৎ। বিণ।

লজ্জাবতী—১। লজ্জাশীলা। লজ্জাবৎ+ ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। লতা বিঃ। বি; স্ত্রী। [বিণ।

লজ্জাবনত—লজ্জা হেতু নত। ৩তৎ।

লজ্জাবান্ (-বৎ) লজ্জাশীল। লজ্জা+ বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**লজ্জাবতী**।

লজ্জালু—১। লজ্জাশীল, লাজযুক্ত, লাজুক। লজ্জা শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ। ২। লতা বিঃ, লজ্জাবতী লতা। বি; স্ত্রী।

লজ্জাশীল—লজ্জাযুক্ত, লাজুক। লজ্জা হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

[ল]জ্জাশীলতা লজ্জালুতা, লাজুক ভাব। লজ্জাশীল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

লজ্জাহীন-লজ্জাশূন্য, সংকোচশূন্য, নির্লজ্জ, বেহায়া। ৩তৎ। বিণ।

লজ্জিত—লজ্জাশীল, লজ্জাযুক্ত। লজ্জা+ইত জাতার্থে। বিণ। [বাংপ্র। ক্রি।

লটকানো—টাঙ্গানো, ঝুলাইয়া দেওয়া।

লটপট—লুটাইবার ও লম্বিতভাবে ঝুলিবার ভাব। বাংপ্র। বি। বিণ—**লটপটে**।

লটবহর—আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র, সঙ্গীয় মোট পুঁটলি। বাংপ্র। বি।

লড়া—সংগ্রাম করা, যুদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি।

লড়াই—সংগ্রাম, যুদ্ধ। বাংপ্র। বি।

লড়ানো—যুদ্ধ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

লড়ায়ে, লড়িয়ে—সংগ্রামপ্রিয়; যে লড়াই করে এমন। বাংপ্র। বিণ।

লড্ডু, লড্ডুক—মোদক, লাড়ু। লড্ (উৎক্ষেপণ করা)+ডু কর্ম, পক্ষে তদুত্তরে কণ্। বি; পু।

লণ্ঠন—কাচাবরণযুক্ত আলোকাধার। <ইং 'lantern'. বি।

লণ্ডন—ইংলণ্ড দেশের রাজধানী। <ইং 'London'. বি।

লণ্ডভণ্ড—বিপর্যস্ত, বিশৃঙ্খল; তণ্ডুল; উচ্ছিন্ন, ছারখার। বাংপ্র। বিণ।

লতা-১। শাখাবিহীন মৃদুবল্লী, ব্রততি, বল্লরী, লতানিয়া গাছ; প্রিয়ঙ্গুলতা; মাধবীলতা; দূর্বা; শাখা; সারিকা;

যোষিৎ, নারী। লত্ (বেষ্টন করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সর্প, সাপ। বাংপ্র। বি। [বি ; ক্লী।

লতাগৃহ—কুঞ্জ ; লতারচিত গৃহ। মধ্যপ।

লতানিয়া, লতানে—লতার আকারে বিসর্পী, লতাকার, লতার সদৃশ। বাংপ্র। বিণ।

লতানো—লতার আকারে বিস্তৃত হওয়া, বিসর্পিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [পু।

লতামণ্ডপ—লতাগৃহ, কুঞ্জ। মধ্যপ। বি ;

লতান্বিত—লতার মত বিস্তৃত বা প্রসারিত। বিণ।

লতিকা—লতা (সকল অর্থে)। লতা+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লপসি—জেলে কয়েদীদের খাদ্য বিঃ ; ময়দা ইত্যাদির খণ্ড ; এক ধরনের শরবত। <লপ্‌সিকা। বি।

লপেট—লিপ্ত, অবিচ্ছিন্ন। বাংপ্র। বিণ।

লপেটা—হাল্‌কা নাগরা জুতাবিশেষ। বাংপ্র। বি।

লপ্ত—লাগালাগিভাব, সংযোগ। বাংপ্র। বি।

লপ্সিকা—খাদ্যবিশেষ, লপ্সী, মোহনভোগ ; ময়দা প্রভৃতির মণ্ড। লিপ্স্ (পাইতে ইচ্ছা করা)+ইক কর্ম+আপ্, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

লব—১। উচ্ছেদ, বিনাশ ; ছেদন ; বিলাস। লূ (ছেদন করা)+অল্ ভাব। ২। অল্পাংশ ; কণা, লেশ ; রেণু ; গো-পুচ্ছের লোম ; বিভাজ্য অঙ্ক, সামান্য ভগ্নাংশের উপরের রাশি, numerator. লূ+অল্ কর্ম। বি ; পু।

৩। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। জানকী রাম কর্তৃক নির্বাসিত হইয়া বাল্মীকির আশ্রমে বাস করিবার সময় কুশ ও লব নামক দুই যমজ পুত্র প্রসব করেন। বাল্মীকির নিকট ইঁহারা রাজপুত্রোচিত সর্ববিদ্যায় শিক্ষা প্রাপ্ত হন। অধিকন্তু মহর্ষি ইঁহাদিগকে স্বপ্রণীত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করাইয়া গান করিতে শিখাইয়াছিলেন। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে ভ্রাতৃদ্বয় মুনিবালকবেশে বাল্মীকির সহিত যজ্ঞে গমন করিলেন এবং মহর্ষির আদেশে স্থানে স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিলেন। রাম ইঁহাদের সুললিত গীত শুনিয়া মোহিত হইলেন এবং আকার-প্রকার দেখিয়া নিজ সন্তান বলিয়াই অনুমান করিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া সীতাকে অযোধ্যায় পুনরানয়ন করাইলেন। সীতা সভামধ্যে পুনরায় স্বীয় পাতিব্রত্যের পরীক্ষা দিতে আদিষ্টা হইয়া মনোদুঃখে পাতালে প্রবেশ করিলে রাম অতিশয় দুঃখিত হইলেন। তিনি পুত্রদ্বয়কে গ্রহণ করিয়া কুশকে কোশলরাজ্যের এবং লবকে উত্তর কোশলরাজ্যের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। লব নিজ নামানুসারে লবকোট (বর্তমান লাহোর) নগর নির্মাণ করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করিলেন।

লবঙ্গ—১। বৃক্ষ বিঃ ; জার, উপপতি। লূ (ছেদন করা)+অঙ্গ কর্ম। বি ; পু। ২। দেবকুসুম, লঙ্গ। বি ; ক্লী।

লবঙ্গলতা—পুষ্প বিঃ। বি ; স্ত্রী।

লবঙ্গলতিকা—ভিতরে ক্ষীরের পুর-দেওয়া ময়দায় প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ ; একধরনের লতানে গাছ ও তাহার ফুল। বাংপ্র। বি।

লবণ—১। ক্ষাররসবিশিষ্ট, লোনা ; লাবণ্যযুক্ত। লূ (ছেদন করা)+অন কর্তৃ। বিণ। ২। ক্ষার পদার্থ বিঃ (ইঁহা পাঁচ প্রকার—সৌবর্চল, সৈন্ধব, বিট, ঔদ্ভিদ্, সামুদ্র)। বি ; ক্লী। ৩। ক্ষাররস, ক্ষারসমুদ্র [ইহা দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই সমুদ্রের শত যোজন দূরে লঙ্কাদ্বীপ। এই সমুদ্র হনুমান্ লম্ফ দ্বারা লঙ্ঘন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র এই সমুদ্রে সেতু বাঁধিয়াছিলেন। এই সমুদ্রের মধ্যেই মৈনাকপর্বত অবস্থিত। 'সপ্ত সমুদ্র' দ্রঃ]। বি ; পু।

৪। একজন রাক্ষস। মধু রাক্ষসের ঔরসে কুম্ভীনসীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। পিতার নিকট শিবদত্ত ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়া এই রাক্ষস সাতিশয় বিক্রান্ত ও অত্যাচারী হইয়া উঠে। এই অস্ত্রের সহায়তায় লবণ মহাবীর মান্ধাতাকে সসৈন্যে বিনষ্ট করে। ইহার অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় যমুনার তীরবাসী চ্যবনপ্রমুখ মুনিঋষিগণ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। রাম মধুকৈটভ দলনে বিষ্ণু কর্তৃক সৃষ্ট শরসমূহ প্রদান করিয়া অনুজ শত্রুঘ্নকে ইহার দমনার্থ প্রেরণ করিলে শত্রুঘ্ন মধুবনে উপস্থিত হইয়া রাক্ষসের প্রাণসংহার করেন। তাহার রাজ্যে শত্রুঘ্ন রাজা হন। লবণবধার্থ শর প্রয়োগকালে সুরনর ত্রস্ত হইয়া উঠিলে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, "ইহা বিষ্ণুর শরময়ী প্রাচীন মূর্তি।"

লবণ-ধেনু—দানার্থ কল্পিত লবণনির্মিত ধেনু। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

লবণা—১। ক্ষাররসবিশিষ্টা, লবণসংযুক্তা ; লাবণ্যযুক্তা। লবণ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লাবণ্য ; ঔজ্জ্বল্য, দীপ্তি ; নদী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

লবণাক্ত—লবণমিশ্রিত, লোনা। লবণ দ্বারা অক্ত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ।

লবণাত্মক—লবণময়, লোনা। লবণ আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**লবণাত্মিকা**।

লবণাম্বু—লোণা জল। লবণ যে অম্বু (জল), কর্মধা। বি ; ক্লী।

লবণাম্বুধি—লবণসমুদ্র। লবণ (ক্ষাররস-সংযুক্ত) যে অম্বুধি (সমুদ্র), কর্মধা। বি ; পু।

লবণোত্তম—সৈন্ধব লবণ। লবণের মধ্যে উত্তম, ৭তৎ। বি ; ক্লী।

লবণোদক—১। লোনা জল। লবণ (লোনা) যে উদক (জল), কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। লবণ-সমুদ্র। লবণ (লোনা) হইয়াছে উদক (জল) যাহার, বহু। বি ; পু।

লবন—১। খড়্গাদি ছেদনাস্ত্র। লূ+অন কর্তৃ। ২। ছেদন, খণ্ডন, কর্তন। লূ (ছেদন করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

লবনচুষ—লজেঞ্চুষ। <ইং 'logenges'. বি। [বিণ।

লবেজান—ব্যাকুল, ওষ্ঠাগতপ্রাণ। ফা-মূ।

লব্ধ—গৃহীত ; প্রাপ্ত ; উপার্জিত। লভ্ (পাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ—প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত, প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। লব্ধা প্রতিষ্ঠা যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

লব্ধপ্রবেশ—প্রবেশের অনুমতিপ্রাপ্ত ; কৃত-প্রবেশ, প্রবিষ্ট। বহু। বিণ।

লব্ধি—লাভ, প্রাপ্তি। লভ্ (পাওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

লভ্য—১। লাভযোগ্য, প্রাপ্য ; ন্যায্য। লভ্ (পাওয়া)+য কর্ম। বিণ। ২। লাভ, আয়। বাংপ্র। বি।

লভ্যাংশ—প্রাপ্য অংশ ; লাভের অংশ। কর্মধা। বি ; পু।

লম্প—কেরোসিন দীপ, কেরোসিনের ডিপা। <ইং 'lamp'. বি।

লম্পট—১। কামুক, লোচ্চা। রম্ (রমণ করা)+অটন্ কর্তৃ। বিণ বা বি ; পু। ২। আসক্ত, লোলুপ। বিণ।

লম্ফ—লাফানো, লাফ। রন্ফ্ (লাফ দেওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু। [পু।

লম্ফ-ঝম্প—লাফালাফি ; আস্ফালন। বি ;

লম্ফন—লাফ দেওন, লাফানো ; লাফ। লন্ফ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

লম্ব—১। দোলায়মান, ঝোলান ; দীর্ঘ, লম্বা। লন্ব্ (ঝোলা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। কান্ত ; নর্তক ; উৎকোচ ; ত্রিভুজক্ষেত্রের লম্বমান রেখা, যে সরল রেখা অন্য সরল রেখার উপর ঠিক সোজা ও খাড়াভাবে দণ্ডায়মান থাকে, Perpendicular. ৩। অবলম্বন। লন্ব্+অল্ ভাব। বি ; পু।

লম্বকর্ণ—১। হস্তী ; গণেশ ; শশক ; ছাগ ; রাক্ষস। লম্ব কর্ণ যাহার, বহু। বি ; পু। ২। দীর্ঘশ্রোত্রবিশিষ্ট, লম্বা-কানওয়ালা।

বিণ। ৩। দীর্ঘশ্রোত্র, লম্বা কান। কর্মধা। বি ; ক্লী।

লম্বকায়—দীর্ঘদেহ, লম্বা শরীরবিশিষ্ট। লম্ব হইয়াছে কায় (দেহ) যাহার, বহু। বিণ।

লম্বন—১। দোলন ; অবলম্বন ; আশ্রয়-গ্রহণ। লম্ব্ (দোলা)+অনট্ ভাব। ২। মাল্য বিঃ, নাভিলম্বিত হার। লম্ব্ +অন কর্তৃ। বি ; ক্লী।

লম্বমান—দোলায়মান, যাহা ঝুলিতেছে এরূপ। লম্ব্ (ঝোলা)+শান কর্তৃ। বিণ।

লম্বা—১। দোলায়মানা, দীর্ঘা। লম্ব+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লক্ষ্মী ; পার্বতী, গৌরী ; তিক্ত অলাবু। বি ; স্ত্রী। ৩। দীর্ঘ ; প্রসারিত ; ধরাশায়ী। বাংপ্র। বিণ। ৪। দৈর্ঘ। বি। **লম্বা দেওয়া**—দৌড়াইয়া পলায়ন করা। **লম্বা হওয়া**—হাত-পা ছড়াইয়া শয়ন করা।

লম্বাই—দৈর্ঘ্য। বাংপ্র। বি।

লম্বাই-চওড়াই—দৈর্ঘ্যপ্রস্থ ; দম্ভোক্তি। বাংপ্র। বি।

লম্বাটে—লম্বা ধরনের। বাংপ্র। বিণ।

লম্বালম্বি -অনুলম্ব, দীঘলভাবে, দৈর্ঘ্যের দিকে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

লম্বিত—দোলিত ; শঙ্কিত ; অবলম্বিত ; আশ্রিত। লম্ব্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লম্বোদর—১। দীর্ঘোদর, মোটা পেট-বিশিষ্ট ; ঔদরিক, পেটুক। লম্ব (দীর্ঘ) উদর (পেট) যাহার, বহু। বিণ। ২। গণেশ। বি ; পু। ৩। লম্বা বা মোটা পেট। লম্ব যে উদর, কর্মধা। বি ; ক্লী।

লয়—১। লীন হওন ; প্রলয় ; নাশ ; অভিনয় ; (সংগীতে) কালের অবিচ্ছেদ গতি, গীতবাদ্য নৃত্যের পরস্পর মিল বা সংগতি ; বিলাস ; সংশ্লেষ। লী+অল্ ভাব। ২। ঈশ্বর। লী+অল্ অধি। বি ; পু।

লয়নৃত্য—[ইহা হইতে গ্রাম্য ভাষায় নইনেত্তর, নয়নেত্য] একপ্রকার তাণ্ডব-নৃত্য। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

লয়হীন—বিনাশশূন্য, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী ; মিলশূন্য (সংগীত)। ৩তৎ। বিণ।

ললৎ—লেহনকারী ; বিলাসযুক্ত ; কম্পমান, দোলায়মান। লল্+শতৃ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**ললন্তী**।

ললনা—নারী ; স্ত্রী ; রসনা, জিহ্বা। লল্+অন কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ললনাপ্রিয়—১। রমণীর প্রীতিকর ; রসনার তৃপ্তিজনক, রুচিকর, স্বাদু। ৬তৎ। ২। রমণীর প্রতি প্রেম-পরায়ণ, যে স্ত্রীলোক ভালবাসে। ললনা প্রিয়া যাহার, বহু। বিণ।

ললাট—ভাল, কপাল। লল্ (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+অল্ ভাব=লল, তদুত্তরে অট্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

ললাটক—প্রশস্ত ললাট ; ললাট। ললাট শব্দ+কণ্ প্রশস্তার্থে বা স্বার্থে। বি ; ক্লী।

ললাটলিখন—ললাটলিপি, কপালের লেখা, ভাগ্যফল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

ললাটলিপি—ললাটলিখন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

ললাটিকা-ললাটের অলংকার বিঃ ; তিলক। ললাট শব্দ+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

ললাম—ভূষণ ; ললাটভূষণ ; চিহ্ন ; ধ্বজ ; শৃঙ্গ ; ললাটস্থ চিহ্ন ; পুচ্ছ ; প্রধান ; শ্রেষ্ঠ-বস্তু ; প্রভা ; অশ্ব ; অশ্বভূষণ। লল্ (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+অল্ ভাব=লল, তদুত্তরে অম্ (গমন করা ইত্যাদি)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

ললিত—১। বিলাস, নারীজাতির শৃঙ্গার ভাবজ ক্রিয়া বিঃ ; চলন ; ক্রীড়া ; স্ত্রীনৃত্য। লল্ (প্রাপ্তীচ্ছা করা)+ক্ত ভাব। ২। স্ত্রীগৃহ ; হার বিঃ। লল্+ক্ত কর্ম। বি ; পু বা ক্লী। ৩। স্বর বিঃ, রাগিণী বিঃ। বি ; পু। ৪। সুন্দর ; কোমল ; প্রিয় ; মনোজ্ঞ ; ঈপ্সিত ; চঞ্চল। বিণ। ৫। বাঙ্গালা ছন্দঃ বিঃ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]।

ললিতচতুষ্পদী—ছন্দ বিঃ ['ছন্দঃ' দ্রঃ]।

ললিতত্রিপদী—'ছন্দঃ' দ্রঃ।

ললিতা—১। সুন্দরী ইত্যাদি। ললিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শ্রীরাধার সহচরী জনৈক গোপী ; নদী বিঃ ; দুর্গা ; নারী। বি ; স্ত্রী।

ললিতাসপ্তমী—ভাদ্র শুক্লাসপ্তমী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লশুন, লশূন—রশুন ['রসুন' দ্রঃ]। অশ্ (খাওয়া)+উন, ঊন কর্তৃ, নিপাতনে। বি ; ক্লী।

লষিত—অভিলষিত, ইচ্ছিত। লষ্ (ইচ্ছা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লসীকা—যে বর্ণহীন জলবৎ পদার্থ সর্ব শরীর ব্যাপিয়া আছে (দূষিত রক্ত হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইবার পূর্বে ইহার সহিত মিলিত হয়—lymph) ; ইক্ষুরস। লস্ (শ্লিষ্ট হওয়া)+ঈক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লস্কর, লশকর—পদাতি সৈন্য, প্রায়ই জাহাজের পদাতি ; জাহাজের খালাসী। ফা। বি।

লহ—লও, গ্রহণ কর, ধর। কপ্র। ক্রি।

লহনা—দেনাপাওনা ; খাজনা ভিন্ন অন্য রকমের পাওনা ; কর্জ দাদন ; কুসীদ-ব্যবসায়, বন্ধকী কারবার। বাংপ্র। বি।

লহমা—ক্ষণ, অত্যল্পকাল। আ-মু। বি।

লহর—ঢেউ ; ধারা ; শ্রেণী ; তালবাদ্যের অলংকার (পরন) বিঃ। বাংপ্র। বি।

লহরি, লহরী—তরঙ্গ, ঢেউ। ল (ইন্দ্রিয়)—হৃ (হরণ করা)+ই কর্তৃ, পক্ষে ঙীপ্। বি ; স্ত্রী।

লহরীলীলা—তরঙ্গক্রীড়া, তরঙ্গভঙ্গ ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

[কপ্র। ক্রি

লহা—লওয়া, ধরা, অনুমান করা বা হওয়া

লহু—১। রুধির, রক্ত, খুন। হি। বি। ২ লও, ধর। ক্রি। ৩। লঘু, মৃদু। প্রা কপ্র বিণ।

লা—গালা, জতু। <লাক্ষা। বি।

লাইন—রেখা, কসি ; সারি, শ্রেণী ; লৌহ-বর্ত্ম, রেলপথ। <ইং 'linc'. বি।

লাইনিং—কাপড়ের অস্তর। <ইং 'lining'. বি।

লাইব্রেরি—পুস্তকাগার। <ইং 'library'. বি।

লাইসেন্স—কোন দ্রব্য রাখিবার বা ব্যবহার করিবার জন্য সরকারী অনুমতি। <ইং 'licence'. বি।

লাউ—অলাবু, তুম্বী। বাংপ্র। বি।

লাও-ৎসি (Lao-tzse)—(৬ষ্ঠ শতক খ্রীঃ পূঃ)। সুপ্রসিদ্ধ চৈনিক দার্শনিক ও ধর্ম-সংস্কারক। তাও-ধর্মের প্রবর্তকরূপে ইনি জগদ্বিখ্যাত।

লা-ওয়ারিশ—উত্তরাধিকারিশূন্য, মালিক-বিহীন। আ। বিণ।

লাক্ষণিক—১। লক্ষণা দ্বারা বোধিত। লক্ষণা শব্দ+ষ্ণিক। ২। লক্ষণসম্বন্ধীয় ; লক্ষণজ্ঞ, দৈবজ্ঞ, লক্ষণযুক্ত ; লক্ষণজ্ঞেয়। লক্ষণ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**লাক্ষণিকী**।

লাক্ষণ্য—লক্ষণসম্বন্ধীয় ; লক্ষণজ্ঞ ; লক্ষণ-যুক্ত। লক্ষণ+ষ্ণ্য ইদমার্থে। বিণ।

লাক্ষা—জতু, লা, গালা। লক্ষ (চিহ্ন)+ক +আপ্। বি ; স্ত্রী।

লাক্ষাতরু, লাক্ষাবৃক্ষ—পলাশ গাছ। মধ্যপ। বি ; পু। [বি ; পু।

লাক্ষারস—অলক্তক রস, আলতা। ৬তৎ।

লাক্ষিক—১। লক্ষ সংখ্যাপরিমিত। লক্ষ+ষ্ণিক। ২। জতুময়। লাক্ষা+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**লাক্ষিকী**। [বিণ।

লাখ—শতসহস্র সংখ্যা, দশ অযুত। <লক্ষ।

লাখপতি—লক্ষ টাকার মালিক ; খুব বড় লোক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

লাখরাজ, লাখেরাজ—নিষ্কর। আ-মু। বিণ।

লাগ—তাক বা ভাগ, লক্ষ্য ; নাগাল ; ছোঁয়া ; নৈকট্য ; ঠিক। বাংপ্র। বি।

লাগা—লগ্ন যুক্ত বা লিপ্ত হওয়া ; স্পর্শ করা ; , আটকানো ; খরচ পড়া বা প্রয়োজন

হওয়া ; তুলনীয় হওয়া ; আরম্ভ হওয়া, বাধা, ঘটা ; বৈয়সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া ; প্রযুক্ত হওয়া ; কোন কিছু করিতে সোদ্যমে প্রবৃত্ত হওয়া ; আঘাত দেওয়া ; ব্যথা বোধ হওয়া ; অনুভূত হওয়া ; মিল হওয়া, উপযোগী হওয়া, খাপ খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

লাগাও—সংলগ্ন, পাশাপাশি, অব্যবহিত। বাংপ্র। বিণ।

লাগাড়—১। অবিরামতা। বি। ২। একটানা, অবিচ্ছেদ। বাংপ্র। বিণ।

লাগানি—গোপনে দোষারোপ, নিন্দা। বাংপ্র। বি।

লাগানি-ভাঙ্গানি—গোপনে দোষারোপ ও মনোভঙ্গ। বাংপ্র। বি।

লাগানে—অবিচ্ছিন্ন, সতত ; পরোক্ষে অপরের নিকট কুৎসাকারী ; কুমন্ত্রণাসিদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

লাগানো—সংলগ্ন বা লিপ্ত করা ; আঘাত করা, ব্যথা দেওয়া ; আবদ্ধ করা, গতিহীন করা ; ছোঁয়ান ; দেহে বা অন্য কোন পদার্থে লাগিতে দেওয়া ; ভিড়ানো ; প্রয়োগ করা ; বিরুদ্ধে বলা, ভাংচি দেওয়া ; ঘটানো ('বিবাদ লাগানো') ; ব্যয় বা ক্ষেপণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

লাগাম—অশ্ববল্গা। ফা। বি।

লাগায়েত—অবধি, পর্যন্ত। <আ 'লিগাইৎ'। অ।

লাগি—১। লাগিয়া, নিমিত্ত, জন্য। কপ্র। অ। ২। লগ্ন। প্রা কপ্র। বিণ।

লাগিয়া—লগ্ন হইয়া ইত্যাদি ('লাগা' দ্রঃ)। বাংপ্র। ক্রি। ২। নিমিত্ত, জন্য। কপ্র। অ।

লাঘব—লঘুত্ব, ভারহীনতা ; শীঘ্রতা ; পটুতা ; অগৌরব ; ক্লৈব্য ; স্বাস্থ্য ; আরোগ্য। লঘু (ভারহীন ইত্যাদি) + ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

লাঙ্গল—সীর, হল ; তালবৃক্ষ। লনগ্‌ (গমন করা) + কল কর্তৃ। বি ; ক্লী।

লাঙ্গলদণ্ড—লাঙ্গলের ঈশা। ৬তৎ। বি ; পু।

লাঙ্গলপদ্ধতি—হলকর্ষণজনিত রেখাকার চিহ্ন, লাঙ্গলের শিরালা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লাঙ্গলিক—১। লাঙ্গলযুক্ত। লাঙ্গল + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**লাঙ্গলিকী**। ২। হলচালক ; বিষ বিঃ। বি ; পু।

লাঙ্গলী (-লিন্‌)—কৃষক ; বলরাম। লাঙ্গল + ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

লাঙ্গুল, লাঙ্গূল—পুচ্ছ, লেজ। লনগ্‌ (লাগিয়া থাকা) + উল, উল কর্তৃ। বি ; ক্লী।

লাঙ্গুলী (-লিন্‌)—১। লাঙ্গুলযুক্ত, লেজবিশিষ্ট। লাঙ্গূল (লেজ) + ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। ২। বানর। বি ; পু।

লাচার—অসহায়, নিরুপায়, দুঃস্থ। হি। বিণ

লাজ—১। ভৃষ্ট ধান্য, খৈ ; আর্দ্রতণ্ডুল। লাজ্‌ (ভাজা) + অল্‌ কর্ম। বি ; পু। ২। উশীর, বেণামূল। বি ; ক্লী। ৩। লজ্জা, ত্রপা, শরম, হায়া। <লজ্জা। বি।

লাজা—১। ভৃষ্ট ধান্য, খৈ ; অক্ষত। লাজ্‌ (ভাজা) + অল্‌ কর্ম + আপ্‌। বি ; স্ত্রী। ২। লাজ পাওয়া, লজ্জা বোধ করা, লজ্জিত হওয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।

লাজাবন্ধন—খৈয়া বাঁধন, খুঁটির দুই পাশ দিয়া হাত বাড়াইয়া অঞ্জলি করিলে এবং সেই অঞ্জলি ভরিয়া খৈ দিলে হাত বাহির করিতে না পারার সংকট বা সমস্যা। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

লাজাবন্ধ-ন্যায়—ন্যায় বিঃ ('ন্যায়' দ্রঃ)।

লাঞ্ছন—১। অঙ্কন। লান্‌ছ্‌ + অনট্‌ ভাব। ২। উপাধি ; কলঙ্ক ; চিহ্ন ; নাম ; ধ্বজ। লান্‌ছ্‌ (চিহ্ন করা) + অনট্‌ করণ। বি ; ক্লী।

লাঞ্ছনা—ভর্ৎসনা, তিরস্কার ; অবমাননা ; নিগ্রহ ; খোয়ার। লান্‌ছ্‌ + অন ভাব + আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

লাঞ্ছিত—চিহ্নিত ; তিরস্কৃত, ভর্ৎসিত ; অবমানিত ; নিগৃহীত, উৎপীড়িত ; উপহিত ; কলঙ্কিত ; ধ্বজযুক্ত। লান্‌ছ্‌ + ক্ত কর্ম। বিণ।

লাট—১। জীর্ণবস্ত্রাদি ; বস্ত্র। লাট + ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; পু। ২। জমিদারির এক এক তোক ; নিলামে এককালে বা একসঙ্গে বিক্রেয় দ্রব্য বা দ্রব্যজাত। <ইং 'lot'. ৩। প্রাদেশিক শাসনকর্তা। <ইং 'lord'. বি। ৪। বিপর্যস্ত, বিশ্রী, নোঙরা, নষ্ট, পাটভাঙ্গা। বাংপ্র। বিণ। ৫। সম্বন্ধ। প্রা কপ্র। বি।

লাটিম, লাট্টু—দড়ি দিয়া ঘুরাইবার পদ্মকর্ণিকাতুল্য খেলনা বিঃ। (দড়ি জড়াইয়া মাটিতে নিক্ষেপপূর্বক ঘুরানো হয়।) বাংপ্র। বি।

লাঠালাঠি—লাঠি দিয়া পরস্পর আঘাত বা মারামারি। বাংপ্র। বি।

লাঠি—যষ্টি ; বাঁশের মানুষ প্রমাণ যষ্টি ; গবাদি তাড়ন দণ্ড। বাংপ্র। বি।

লাঠিয়াল, লেঠেল—লাঠি চালাইতে নিপুণ ব্যক্তি। বাংপ্র। বি।

লাড়ু, ড়ু—গুড়ে পক্ব গোলাকার মিষ্টান্ন, লডডুক। বাংপ্র। বি।

লাড়ুগোপাল—লাড়ুভোজী গোপাল, শিশু কৃষ্ণের মূর্তি বিঃ ; পাঠশালার দণ্ড বিঃ (এক হাঁটু পাতিয়া এক হাত বাড়াইয়া থাকা দণ্ড)। বাংপ্র। বি।

লাথি, লাথ—পদাঘাত, চাইট। বাংপ্র। বি।

লাদ—ছাগল গরু প্রভৃতির বিষ্ঠা। বাংপ্র। বি। **লাদ টানা**—বিনা লাভে শ্রমজনক ও হেয় কার্য সম্পাদন করা।

লাদা—বোঝাই করা। বাংপ্র। ক্রি।

লাদাই—বোঝাই। বাংপ্র। বি।

লাপ—কথন, ভাষণ। লপ্‌ (বলা) + ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

লাপ্য—কথনীয়। লপ্‌ (বলা) + ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ।

লাফ—লম্ফ, ঝম্প। বাংপ্র। বি।

লাফড়া, লাবড়া—লাউ প্রভৃতি নানাবিধ তরকারি সংযোগে প্রস্তুত ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

লাফানো—লম্ফন করা, লম্ফ দেওয়া, ঝাঁপানো, ডিঙ্গানো ; কূর্দন করা। বাংপ্র। ক্রি।

লাফালাফি—বারংবার লম্ফ প্রদান ; অতিশয় উৎসাহ প্রদর্শন ; আস্ফালন। বাংপ্র। বি।

লাফোঁ রেভাঃ ফাদার (The Rev. Father Eugene Lafton, S. J.)—ইনি ১৮৩৭ খ্রীঃ ২৭শে মার্চ বেলজিয়ম দেশে জন্মগ্রহণ করেন। ঘেণ্ট (Ghent) নামক নগরে St. Barbara কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ১৮৫৪ খ্রীঃ Order of the Jesuists নামক রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত হন, এবং ১৮৬৫ খ্রীঃ কলিকাতার St. Xavier কলেজের অন্যতম শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া ভারতে প্রেরিত হন। ১৮৭১ খ্রীঃ উক্ত কলেজের Rector এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপনা-কার্যে নিযুক্ত হন। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি সি. আই. ই. উপাধি লাভ করেন। ভারতীয় ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বহুল প্রচার হয়, সে বিষয়ে ইনি বিশেষ যত্নবান্‌ ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানালয়ে ইনি মধ্যে মধ্যে উপদেশ দিতেন। ইনি বিজ্ঞানে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। ইনি অতি সহজ ভাষায় বিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব ছাত্রগণকে হৃদয়ংগম করাইয়া দিতে পারিতেন। কি গভর্নমেন্ট, কি ইংরাজগণ, কি দেশীয়গণ সকলেই ইহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। দার্জিলিং পাহাড়ে অবস্থানকালীন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইনি ১৯০৮ খ্রীঃ ১০ই মে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর দুই এক বৎসর পূর্ব হইতে কার্যত্যাগপূর্বক ইনি বিশ্রাম লইতেছিলেন।

লাব—১। কর্তন, ছেদন। লূ (ছেদন করা) + ঘঞ্‌ ভাব। ২। পক্ষী বিঃ, লাওয়া পাখি। লূ + ঘঞ্‌ কর্তৃ। বি ; পু।

লাবক—লাব পক্ষী। লূ (ছেদন করা)+ ণক কর্তৃ; কিংবা লাব+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

লাবণ—লবণসম্বন্ধীয়; লবণ-সংস্কৃত; লবণ-যুক্ত। লবণ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**লাবণী**।

লাবণিক—১। লবণসম্বন্ধীয়; লবণ-সংস্কৃত; লবণযুক্ত। লবণ শব্দ+ঠিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**লাবণিকী**। ২। লবণব্যবসায়ী। বি; পু।

লাবণ্য—১। লবণত্ব, লোনতা ভাব। লবণ শব্দ+ষ্যঞ ভাবার্থে। ২। সৌন্দর্য, কান্তি; কোমলতা; চাকচিক্য। লবণ শব্দ+ষ্যঞ। বি; ক্লী।

লাবণ্যের লক্ষণ এইরূপ উক্ত হইয়াছে :—

"মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা।
প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যমিহোচ্যতে॥"

অর্থাৎ মুক্তার অভ্যন্তরে যে সুন্দর তরল ছায়া পরিদৃষ্ট হয় তদ্রূপ ছায়া অঙ্গে বিদ্যমান থাকিলে তাহাকেই লাবণ্য বলা যায়।

লাবণ্যময়—লাবণ্যযুক্ত, সৌন্দর্যপূর্ণ, কান্তিময়। লাবণ্য+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**লাবণ্যময়ী**।

লাবু, লাবু—তুম্বী, লাউ। লূ (ছেদন করা)+উ, ঊ। বি; পু।

লাভ—১। উপার্জন; প্রাপ্তি। লভ্ (পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। ২। ধন; ধন-বিনিয়োগদ্বারা বা পরিশ্রমের বিনিময়ে যাহা পাওয়া যায়; আয়; উপস্বত্ব; মুনাফা। লভ্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

লাভজনক আয়কর; হিতকর; সুবিধা-জনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**লাভ-জনিকা**। [অসং। বি।

লামা—বৌদ্ধ পুরোহিত বা ধর্মাচার্য।

লাম্পট্য—লম্পটতা, কামুকতা। লম্পট+ষ্যঞ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

লায়েক—সাবালক, পারক; সমর্থ, যোগ্য। আ-মূ। বিণ।

লাল—১। রক্তবর্ণ, রাঙ্গা; ধনাঢ্য; সুন্দর; প্রিয়। বাংপ্র। বিণ। ২। ছেপ, থুথু। <লালা। ৩। ঘোটকাদির লৌহপাদুকা। আ। বি।

লালচ—লোভ, স্পৃহা। <লালসা। বি।

লালচে—স্পৃহান্বিত, লোভী; ঈষৎ রক্তবর্ণ; অল্প রাঙ্গা। বাংপ্র। বিণ।

লালন—সযত্নে পোষণ; রক্ষণ, পালন। লালি (পালন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

লালনপালন—প্রতিপালন। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী। [বঙ্গভাষায় 'লালনপালন', 'ভরণপোষণ', 'সন্তানসন্ততি' প্রভৃতি কতকগুলি একার্থক শব্দ সংযুক্তভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; অনেক স্থলে একটির নির্দেশে যেন উদ্দেশ্য অর্থের সম্যক্ উপলব্ধি হয় না।]

লালমোহন ঘোষ ইনি স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার ন্যায় ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। ইনি ইংলণ্ডে অবস্থানকালীন ভারতের অভাব ও অভিযোগ ইংলণ্ডবাসিগণের সমক্ষে বহুস্থানে ওজস্বিনী ভাষায় উপ-স্থাপিত করিয়াছিলেন। যখন বঙ্গদেশে দেশীয় সংবাদপত্র বিষয়ক আইন ও ইলবার্ট বিল সম্বন্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখন ইনি অনেক স্থানে নির্ভীকতার সহিত আপনার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উন্নতিশীল দলের প্রতিনিধিস্বরূপে একবার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু চেষ্টায় সফল হন নাই। কি ইংলণ্ডে, কি ভারতে, সর্বত্রই ইঁহার বক্তৃতাশক্তি প্রশংসনীয় বলিয়া স্বীকৃত হইত। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ই সেপ্টেম্বর ইঁহার দেহান্তর ঘটে।

লালমোহন বিদ্যানিধি—ইনি ১৮৩৬ খ্রীঃ নদীয়া শান্তিপুরে ভূমিষ্ঠ হন। ইনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। সম্বন্ধনির্ণয় নামক গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য ইনি প্রভূত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গসাহিত্যে ইঁহার অক্ষয় প্রতিষ্ঠার পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত ইনি বঙ্গদেশের সাময়িক পত্রিকায় সারবান্ বহু প্রবন্ধ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ১৯১৬ খ্রীঃ ২৮শে সেপ্টেম্বর ইঁহার দেহান্তর হইয়াছে। মৃত্যুকালে ইঁহার আশী বৎসর বয়স হইয়াছিল।

লালবিহারী দে, রেভাঃ জন্ম ১৮২৬ খ্রীঃ। প্রসিদ্ধ পাদরী ডফের নিকট জেনারেল এসেমব্লি বিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া ইনি ১৭ বৎসর বয়সে খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৮৫১ খ্রীঃ ইনি ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিতে অনুমতি পান এবং ১৮৫৫ খ্রীঃ ধর্মযাজকস্বরূপে নিযুক্ত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ প্রচার (preaching) কার্য হইতে অবসর লইয়া লালবিহারী গভর্নমেণ্টের অধীনে শিক্ষাবিভাগে প্রবিষ্ট হন। হুগলি কলেজে ইতিহাস ও ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ইঁহার জীবনের অনেক দিন অতিবাহিত হয়। ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি এই কর্ম ত্যাগ করেন এবং ৬৮ বৎসর বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি বেদান্ত এবং কেশবচন্দ্র সেনের প্রবর্তিত ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে লেখনী চালিত করেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া ইনি বেঙ্গল ম্যাগাজিন নামক মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ইংরাজী ভাষায় লিখিত "গোবিন্দ সামন্ত" নামক ইঁহার রচিত কৃষক জীবনমূলক একখানি উপন্যাস একসময়ে বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইঁহার লিখিত Folk Tales of Bengal এবং Bengal Peasant Life বই দুইখানিও বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। Reminiscences of Dr. Duff নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন (১৮৭৯ খ্রীঃ)। খ্যাতনামা ইংরাজ অধ্যাপক রো সাহেব স্বীয় গ্রন্থে বাঙ্গালী-দিগের লিখিত ইংরাজীকে Babu-English বলিয়া বিদ্রূপ করিলে লাল-বিহারী তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া-ছিলেন এবং রো সাহেবেরই রচনা হইতে ভূরি ভূরি ইংরাজী ভুল দেখাইয়া দিয়া-ছিলেন।

লালস—১। জড়িত; লোলুপ। লালসা+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**লালসী**। ২। লোলুপতা, লিপ্সা। বাংপ্র। বি।

লালসা—লিপ্সা, ইচ্ছা, স্পৃহা; আলিঙ্গনেচ্ছা; যাচ্ঞা; দোহদ, গর্ভিণী-দিগের অভিলাষ। যঙ্লুগন্ত লস্+অ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী।

লালসানি—পিচ্ছিল ক্লেদ; লালাযুক্ত জল। বাংপ্র। বি।

লালা—১। মুখস্রব বস্তু, মুখের লাল, ছেপ, থুথু। ণিজন্ত লল্=লালি+অন্+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। মান্য ব্যক্তি, সম্ভ্রান্ত জন; ধনী; কায়স্থাদির উপাধি। হি-মু। বি।

লালা বাবু—'কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ' দ্রঃ।

লালায়িত—লালাযুক্ত; লালসান্বিত; কাতর। লালা শব্দ+ক্য (=লালায় নামধাতু)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লালা লাজপৎ রায়—১৮৫৬ খ্রীঃ পঞ্চনদ প্রদেশের অন্তর্গত জাগরাঁও গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মুন্সী রাধাকিশন রায়। লালা লাজপৎ রায় লাহোর গভর্নমেণ্ট কলেজে শিক্ষা-প্রাপ্ত এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। লালা হংস রাজগুরুদত্ত বিদ্যা-রথী ও লাজপৎ রায়ের পরিশ্রম ও চেষ্টায় পঞ্চনদ প্রদেশের আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি পঞ্জাবের অন্তর্গত হিসার জেলায় ওকালতি আরম্ভ করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানসমূহের এবং বিবিধ রাজনৈতিক কার্যের অগ্রণী। সভা-সমিতি, পুস্তক প্রণয়ন, বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা ইনি পঞ্চনদবাসীকে উদ্বোধিত করেন এবং তাহার ফলে উক্ত প্রদেশে নানাবিধ জন-

হিতকর অনুষ্ঠান সাধিত হয়। পঞ্জাবে কয়েকটি অনিষ্টকর রাজবিধি প্রবর্তিত হইতেছিল, ইনি তৎসমূহের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন করিবার ফলে তাহা রহিত হয়। স্বদেশে যাহাতে দেশীয় বস্তুর উৎপত্তি ও প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে ইনি বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ষড়যন্ত্রের সন্দেহে ১৯০৮ খ্রীঃ ১৭ই মে লালা লাজপৎ রায় ও ইঁহার শিষ্য সর্দার অজিৎ সিংহ ধৃত হইয়া ব্রহ্মদেশের অন্তর্গত মান্দালয়ে বন্দীরূপে প্রেরিত হন, এবং কিছুকাল পরে অব্যাহতি লাভ করেন। ইনি নির্ভীক উৎসাহে ধর্ম প্রচার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষা বিস্তার, শিল্পোন্নতি ও রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা দেশের সেবা করিয়াছিলেন। ইনি একজন মাতৃভক্ত সন্তান। ১৯১৩ খ্রীঃ অগস্ট মাসে বর্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে এক হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে আর্যসমাজের কলেজ বিভাগের উন্নতিকল্পে ৫০ হাজার টাকা, ভারতের উপেক্ষিত সম্প্রদায়সমূহের উন্নতির জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং স্বীয় জন্মভূমিতে লোকান্তরিত পিতার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর আমেরিকায় বাসের পর গভর্নমেন্টের অনুমতি লইয়া ১৯১৯ খ্রীঃ অমৃতসর কংগ্রেস অধিবেশনের সময় ভারতে আগমন করিয়া জালিনওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের কথা শ্রবণ করিয়া ও পরে খেলাফত সমস্যার সমাধান না হওয়ায় মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ নীতি অবলম্বন করেন। গভর্নমেন্টের কতকগুলি বিজ্ঞপ্তি অমান্য করায় ইনি দেড় বৎসরের নিমিত্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। মুক্তিলাভ করিয়া ইনি পুনরায় দেশের কাজে ব্রতী হন। কিছুদিন ভারতীয় ব্যবস্থাপরিষদে সদস্য থাকিয়া নানাপ্রকারে ভারতের হিতানুষ্ঠানের চেষ্টা করিয়াছেন। ইনি হিন্দু মহাসভার একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। ইঁহারই চেষ্টায় ও যত্নে পঞ্জাবে তথা সমগ্র ভারতে সংগঠন এবং শুদ্ধি আন্দোলন প্রবলভাবে চালিত হইয়াছে। লাহোরে সাইমন কমিশন বয়কটের মিছিলের পুরোভাগে থাকিয়া মিছিল পরিচালিত করিবার সময় পুলিস কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৯২৯ খ্রীঃ নবেম্বর মাসে ইনি লোকান্তরিত হন। ইঁহার ন্যায় স্বদেশপ্রেমিক, স্বজাতিবৎসল এবং মনীষী ব্যক্তি অতি অল্পই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

লালিকা—উপহাসযুক্ত উত্তর। <ইং 'parody' শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ। লালা + কণ্ + আপ্। বি; স্ত্রী।

লালিত—পোষিত, পালিত; সেবিত। ণিজন্ত লল্—লালি + ক্ত কর্ম। বিণ।

লালিত্য—কোমলতা; সৌন্দর্য; মাধুর্য; রম্যতা। ললিত (কোমল) + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

লালু নন্দলাল—একজন কবিওয়ালা, প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়া গিয়াছেন "লালু, রঘু ও রামজীদাস এই কয়জনে গোঁজলা গুঁই প্রভৃতির সংগীত শিষ্য ছিলেন।" কিন্তু গোঁজলার প্রতিপক্ষ আর কোন কবিওয়ালার নাম পাওয়া যায় না। রাজা রাজেন্দ্র লালের বিবিধার্থ সংগ্রহে ইনি চুঁচুড়া অঞ্চলের লোক বলিয়া পরিচিত। আমরা ইঁহাকে বীরভূম অঞ্চলের লোক বলিয়া মনে করি। ইঁহার রচিত ভবানীবিষয়, সখী সংবাদ, কৃষ্ণকালী, আগমনী, আগম প্রভৃতি নামের অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার রচিত লহর ও খেওর গানের সংখ্যাও মন্দ নহে। ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নিতাই বৈরাগী, এবং বীরভূমের বলহরি রায় ও কাল পালের নাম পাওয়া যায়।

লাশ—শব; হত ব্যক্তির মৃত দেহ। ফা। বি।

লাস—নৃত্য; স্ত্রী-নৃত্য। লস্ (ক্রীড়া করা) + ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

লাসিক—নৃত্যকারী, নর্তক। 'লাস' দ্রঃ। লাস + ষ্ণিক। বি; পু।

লাসিকা, লাসিকী—নর্তকী। লাসিক + আপ্, ঈপ্। বি; স্ত্রী।

লাসেন (Christian L. Lassen)—ইনি নরওয়ে দেশীয় পণ্ডিত। বার্জেন (Bergen) নগরে ১৮০০ খ্রীঃ ২২শে অক্টোবর ইনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বদেশে ও পরে জার্মানীতে বিদ্যাশিক্ষান্তে গভর্নমেন্টের বৃত্তি লাভ করিয়া ইনি লণ্ডন ও প্যারিস নগরে যান। ১৮২৬ খ্রীঃ বর্ণুফের সহযোগিতায় ইনি পালি ভাষা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। পর বৎসরে পঞ্জাববিষয়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮২৯ খ্রীঃ শ্লেগেলের সহযোগিতায় হিতোপদেশের একটি সংস্করণ বাহির করেন। বন্ (Bonn) নগরে ইনি অনেক বৎসর ধরিয়া সংস্কৃতের অধ্যাপনা করেন। ইঁহার সম্পাদিত পত্রিকায় মহাভারতবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠে পাশ্চাত্ত্য দেশে ভারতের মহাকাব্য বৈজ্ঞানিক ভাবে অধ্যয়ন করিবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। সাংখ্যদর্শন ও গীতগোবিন্দের এক একখানি সংস্করণ ইনি বাহির করেন। পারস্যদেশীয় লিপিবিশেষ (Cuneiform inscriptions) পঠনে ইনি বিশেষ নিপুণ ছিলেন। প্রাকৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধেও ইনি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য জন্য যাঁহারা বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, লাসেন তাঁহাদের অন্যতম। বন্ নগরে ১৮৭৬ খ্রীঃ ৮ই মে ইনি লোকান্তরিত হন।

লাস্য—নৃত্য; স্ত্রী-নৃত্য; তৌর্যত্রিক। লস্ (ক্রীড়া করা) + ঘ্যণ্ ভাব। বি; ক্লী।

লাহা—পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

লাহোর—পশ্চিম পাকিস্তানের জেলা ও শহর। কথিত আছে, এইখানে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লব (লও) রাজ্যস্থাপন করেন। তাঁহার নামানুসারে স্থানটি লওহর বা লাহোর নামে অভিহিত। লাহোর খ্রীষ্টীয় ১ম হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে গণনীয় হইয়া উঠে। ১০ম শতাব্দীতে গজনীর সুলতান সবক্তগিন যখন ভারত আক্রমণ করেন, সে সময়ে লাহোরের চৌহানবংশীয় অধিপতি জয়পাল তাঁহার হস্তে বিপর্যস্ত হইয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করেন। স্বল্পকাল পরে, তাঁহার পুত্র অনঙ্গপাল গজনীর সুলতান মামুদকে বাধা প্রদান করেন এবং তাঁহার হস্তে পরাভূত হন। মহম্মদ ঘোরী ১১৯৩ খ্রীঃ দিল্লীতে রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। তাহার পূর্বকাল পর্যন্ত লাহোর পাঠান রাজগণের রাজধানীস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মোগল সম্রাট্‌গণের সময়ে লাহোর অন্যতম রাজভবনরূপে ব্যবহৃত হইত। এই সময়ে লাহোরে অনেকগুলি সুবৃহৎ হর্ম্য নির্মিত হয়। ১৭৪৮ খ্রীঃ আমেদ সা দুরানী লাহোর অধিকৃত করেন। তৎপরে ইহা ভাঙ্গী মিসিল নামক শিখ সম্প্রদায়ের হস্তে আসে। ১৭৯৯ খ্রীঃ রণজিৎ সিংহ লাহোর অধিকার করেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ২৯শে মার্চ, দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের অবসানে, রণজিৎ সিংহের পুত্র দলীপ সিংহ পিতার সমস্ত রাজ্য ইংরাজের হস্তে অর্পণ করেন। মোগল সম্রাট্‌গণ লাহোর শহরটি প্রাসাদমালায় বিভূষিত করেন।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci)—(১৪৫২—১৫১৯ খ্রীঃ)। ইটালীর সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর। 'Mona Lisa', 'Last Supper' প্রভৃতি ইঁহার প্রসিদ্ধ চিত্র।

লিকলিক—সূক্ষ্মতা ও দীর্ঘতার ভাবপ্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ। বিণ—**লিকলিকে**।

লিখ—লেখন। লিখ্+ক ভাব। বি ; পু।

লিখন—১। লিপিকরণ, লেখা ; চিত্রকরণ ; আঁচড়ানো। লিখ্ (লেখা)+অনট্ ভাব। ২। লিপি। লিখ্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

লিখা, লেখা—১। লেখনীদ্বারা অঙ্কিত করা। লিপিবদ্ধ করা, অঙ্কন করা, চিত্র করা। লিখ্ ধাতুজ। ক্রি। ২। লিখিত। বাংপ্র। বিণ।

লিখিত—১। লিখন। লিখ্ (লেখা)+ক্ত ভাব। ২। লেখাপত্রাদি। লিখ্+ক্ত কর্ম। বি ; ক্লী। ৩। যাহা লেখা হইয়াছে এমন, লিপিবদ্ধ ; চিত্রিত ; অঙ্কিত। বিণ।

লিখিতব্য—লেখনীয়, যাহা লিখিতে হইবে এমন। লিখ্+তব্য কর্ম। বিণ।

লিখিয়ে—ভাল লেখক, লিখনকার্যে নিপুণ। বাংপ্র। বিণ।

লিঙ্গ—শিবমূর্তিবিশেষ ; চিহ্ন ; সূচক ; সাংখ্যোক্ত বুদ্ধিতত্ত্ব ; অনুমানসাধন ; কারণ ; প্রকৃতি ; পুংজননেন্দ্রিয়, শিশ্ন, মেঢ্র ; উপস্থ ; অর্থপ্রকাশক সামর্থ্য ; পুংস্ত্বাদি ; যদ্দ্বারা কোন একটি জাতির বোধ হয় ; (ব্যাকরণে) শব্দের পুং, স্ত্রী বা ক্লীবভাব (gender)। লিন্গ্+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

লিঙ্গদেহ, -শরীর—(দর্শনে) সূক্ষ্ম শরীর। মধ্যপ। বি ; পু ও ক্লী।

লিঙ্গপুরাণ—পুরাণ বিঃ। (এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে 'পুরাণ' শব্দ দ্রঃ)।

লিঙ্গবৃত্তি—ধর্মধ্বজী ; বৈড়ালব্রতী ; কপট সন্ন্যাসী ; যে জীবিকার নিমিত্ত জটাদি ধারণ করে। লিঙ্গ (চিহ্ন) হইয়াছে বৃত্তি (জীবিকা) যাহার, বহু। বি ; পু।

লিঙ্গায়ত, লিঙ্গায়েত—দক্ষিণাপথের শিবলিঙ্গধারী সম্প্রদায় বিঃ। অসং। বি।

লিঙ্গী (লিঙ্গিন্)—জীবিকার্থ জটাদি চিহ্নধারী, কপট সন্ন্যাসী, ধর্মধ্বজী, ভেকধারী। লিঙ্গ শব্দ (চিহ্ন)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু। [বি।

লিচু—স্বনামখ্যাত ক্ষুদ্র সাষ্টিক ফল। চীনা।

লিটন (Edward Bulwer Lord Lytton)—সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাসকার, নাটককার, কবি ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম ১৮০৩ খ্রীঃ, মৃত্যু ১৮৭৩ খ্রীঃ। ইঁহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটেরও অধিক ইঁহার পুত্র আর্ল অভ্ লিটন ১৮৭৬ হইতে ১৮৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল ছিলেন।

লিটন (Edward Robert Lord Lytton)—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক এডওয়ার্ড বুলওয়ার লিটনের পুত্র। ১৮৩১ খ্রীঃ ৮ই ডিসেম্বর লণ্ডন নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি রাজকার্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমশঃ উচ্চতর পদ লাভ করেন। ১৮৭৩ অব্দে ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে ইনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৬ অব্দে ইনি ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। ইঁহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মহারানী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-রাজরাজেশ্বরী" উপাধি গ্রহণ এবং আফগান সমর।

ইনি আইন করিয়া দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের স্বাধীনতা হরণ করেন ; আবার অস্ত্র-আইন জারি করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বিনা অনুমতিতে এতদ্দেশীয়দিগের পক্ষে বন্দুক তরবারি প্রভৃতি যুদ্ধোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র রাখা দণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া ইনি "আর্ল" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৭ অব্দে ইনি ফ্রান্সের রাজসভায় ইংরেজ দূত নিযুক্ত হইয়া প্যারী নগরে গমন করেন এবং ১৮৯১ খ্রীঃ ২৪শে নভেম্বর তথায় কালগ্রাসে পতিত হন।

লিটন (Lord Lytton)—বঙ্গের তৃতীয় গভর্নর। ইনি ভারতের ভূতপূর্ব গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিটনের পুত্র। ইনি ১৮৭৭ খ্রীঃ ভারতে শিমলা শৈলে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইনি বিভিন্ন পদে কার্য করিবার পর শেষে লর্ড মণ্টেগুর অধীনে সহকারী ভারত সচিবের পদে কার্য করিতেছিলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রোনাল্ডসে পদত্যাগ করিলে ইনি তাঁহার স্থানে বঙ্গরাজ্যের শাসনকর্তা হইয়া আসেন। ইনি বিলাতের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইনি শাসনকর্তারূপে সুনাম অর্জন করিতে পারেন নাই। বরং পীড়নমূলক নূতন নূতন আইন করিয়া বহু বাঙ্গালী ভদ্রসন্তানকে ধরিয়া বিপ্লববাদী বলিয়া বিনা বিচারে রাজবন্দীরূপে আটক রাখিয়া দুর্নাম লইয়া ১৯২৭ অব্দের প্রথমভাগে পদত্যাগপূর্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইঁহার সময়ে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক মাস বাঙ্গালাদেশে হিন্দু-মুসলমানে বিষম বিরোধ ও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়।

লিপি, লিপী—১। লিখিত পত্রাদি ; পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মিকা মাতৃকা ; বর্ণমালা। লিপ্ (লেপন করা)+ই কর্ম। ২। লিখন ; চিত্র। লিপ্+ই ভাব। বি ; স্ত্রী।

লিপিকর, লিপিকার—চিত্রকর, লেখক। উপতৎ ; লিপি- কৃ (করা)+ট, ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

লিপিকরপ্রমাদ—লিপিকার্যে ভুল, clerical error. মধ্যপ। বি ; ক্লী।

লিপিকৌশল—লিখনকৌশল, লিখনপটুতা। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

লিপিচাতুর্য—লিখননৈপুণ্য ; মনোহর ভাবপূর্ণ লেখা। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

লিপিবদ্ধ—লিখিত। লিপি (লিখন) দ্বারা বদ্ধ (বিন্যস্ত), ৩তৎ। বিণ।

লিপিবিদ্যা—লিখনবিদ্যা ; অক্ষর-শাস্ত্র। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

লিপী—'লিপি' দ্রঃ।

লিপ্ত—চর্চিত, মাখানো ; বিষদিগ্ধ ; ভক্ষিত ; সংযুক্ত ; মিলিত। লিপ্ (লেপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লিপ্তপদ, লিপ্তপাদ—যাহাদের পদাঙ্গুলি চর্ম দ্বারা সংযুক্ত এরূপ, web-footed. বহু। বিণ।

লিপ্যন্তর—এক ভাষার অক্ষর অন্য ভাষার অক্ষরে লিখন ; প্রতিবর্ণীকরণ, transliteration. অন্য লিপি, নিত্য। বি ; পু।

লিপ্সা—লাভেচ্ছা ; লোভ ; স্পৃহা ; বাঞ্ছা। সনন্ত লভ্=লিপ্স (পাইবার ইচ্ছা করা) +অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লিপ্সু—লাভেচ্ছু, লুব্ধ ; লোভী। সনন্ত লভ্ (=লিপ্স)+উ কর্তৃ। বিণ।

লিভার—যকৃৎ, যকৃৎ বৃদ্ধি। <ইং 'liver'. বি।

লিভিংস্টোন, ডেভিড (Livingstone, David)—(১৮১৩-১৮৭৩ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ স্কটিশ ধর্মযাজক, আবিষ্কারক ও পর্যটক। ইনি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ও নিয়াসা হ্রদ আবিষ্কার করেন।

লিস্ট, লিস্কি—তালিকা, ফর্দ। <ইং 'list'. বি।

লীঢ়—আস্বাদিত ; ভক্ষিত ; যাহা লেহন করা অর্থাৎ চাটা হইয়াছে এরূপ ; স্পৃষ্ট। লিহ্ (আস্বাদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লীন—সংযুক্ত, মিলিত ; লয়প্রাপ্ত ; শায়িত ; অদৃশ্য, লুপ্ত। লী (লয় পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

লীলা—শৃঙ্গারভাবজনিত ক্রিয়া বিঃ ; বিলাস ; শোভা ; কেলি, ক্রীড়া ; ভঙ্গী ; দেবতাদির কর্ম বা আচরণ ; ক্ষণস্থায়ী ক্রিয়া। লী (আলিঙ্গন করা)+ক্বিপ্ ভাব=লী, তদুত্তরে লা (গ্রহণ করা)+ড ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লীলাকমল—ক্রীড়াপদ্ম, খেলার পদ্মফুল ; শোভাকর পদ্ম। লীলাকর কমল, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

লীলাকানন—ক্রীড়াকানন, উপবন, উদ্যান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
লীলাক্ষেত্র লীলাস্থান ; ক্রীড়াভূমি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
লীলাখেলা—খেলাধুলা, ক্রীড়াকৌতুক, আমোদপ্রমোদ, sports. দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী। একার্থক যুগ্ম শব্দ।
লীলাধাম (-ধামন্)—ক্রীড়াভবন ; লীলাস্থান ; বিলাসগৃহ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
লীলাপদ্ম—লীলাকমল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
লীলাবতী ১। বিলাসবতী ; শৃঙ্গারভাবচেষ্টিতা ; কেলিযুক্তা। লীলা + বতু অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জ্যোতিঃশাস্ত্রের গ্রন্থ বিঃ ; বেশ্যা বিঃ ; ভাস্করাচার্যকৃত গ্রন্থ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

৩। ভাস্করাচার্যের কন্যা। পিতার একমাত্র কন্যা বলিয়া ইনি অতীব যত্ন ও স্নেহসহকারে লালিতপালিত হইয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য অদ্বিতীয় জ্যোতির্বিৎ ছিলেন। তিনি গণনা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, লীলাবতী পতিপুত্রহীনা হইবেন। এজন্য তিনি স্থির করিলেন যে, এরূপ শুভলগ্নে তনয়ার বিবাহ দিবেন, যেন লীলাবতী পতিপুত্রবতী হইতে পারেন। তিনি যথোচিত লগ্ন স্থির করিলেন। সকলে সোৎসুক চিত্তে সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সময় নির্ণয় করিবার নিমিত্ত একটি সচ্ছিদ্র পাত্র জলের উপর ভাসাইয়া দেওয়া হইল। স্থির হইল যে, সেই ছিদ্রপথে জল প্রবেশ করিয়া পাত্রটি পূর্ণ করিলেই শুভলগ্ন উপস্থিত হইবে। কিন্তু দৈবের গতি অতি বিচিত্র। লীলাবতী বালস্বভাববশতঃ সেই পাত্রের উপর মস্তক নত করিয়া জলপ্রবেশ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার শিরোভূষণের একটি ক্ষুদ্র মুক্তা স্খলিত হইয়া সেই পাত্রমধ্যে পড়িয়া ছিদ্রপথ রুদ্ধ করিল। কেহই তাহা জানিতে পারিল না। অতঃপর লগ্নের আনুমানিক কাল অতীত হইলেও পাত্রটি জলপূর্ণ হইল না দেখিয়া ভাস্করাচার্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইয়া সাতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। অনন্তর দৈব অলঙ্ঘনীয় বিবেচনা করিয়া ইনি কন্যার বিবাহ দিলেন। কিছুদিন পরেই লীলাবতী বিধবা হইলেন। অতঃপর ভাস্করাচার্য কন্যাকে অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে স্বপ্রণীত "সিদ্ধান্ত শিরোমণি" নামক গ্রন্থের পাটীগণিত বিষয়ক প্রথম অধ্যায়টি "লীলাবতী" নামে অভিহিত করিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভাস্করাচার্য কর্তৃক চালিত হইয়া লীলাবতীই ঐ পুস্তক প্রণয়ন করেন। ('ভাস্করাচার্য' দ্রঃ।)

লীলাবসান—ক্রীড়া-সমাপ্তি ; মরণ ; অবতার ইত্যাদির তিরোধান। ৬তৎ বি ; ক্লী। [বি ; স্ত্রী।
লীলাভূমি—লীলাক্ষেত্র, ক্রীড়াস্থান। ৬তৎ।
লীলাময়—কেলিপূর্ণ ; ক্রীড়াত্মক ; ক্রীড়ানিরত ('— ভগবান্')। লীলা + ময়ট্। বিণ। স্ত্রী— **লীলাময়ী**।
লীলায়িত—লীলাযুক্ত, ক্রীড়িত ; শোভন ভঙ্গীযুক্ত। লীলা শব্দ + ক্য (=লীলায় নামধাতু) + ক্ত কর্ম। বিণ।
লীলাসংবরণ—লীলানিবৃত্তি, ক্রীড়াসমাপ্তি, খেলা শেষ ; মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; ক্লী।
লীলাসাঙ্গ—খেলা শেষ ; মৃত্যু। বাংপ্র। বি।
লীলোদ্যান—কেলিকানন ; ক্রীড়ার্থ উপবন। লীলার উদ্যান, ৬তৎ। বি ; ক্লী।
লু—পশ্চিমপ্রদেশে গ্রীষ্মকালে প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুস্রোত বিঃ। হি। বি।
লুই, লোই, লোহি—মোটা পশমী শীতবস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।
লুকাচুরি, লুকোচুরি—চোর চোর খেলা ; চোর সাজিয়া লুকানো ; পরস্পরের মধ্যে গোপন। বাংপ্র। বি।
লুকাছাপা—১। গুপ্ত ; অজানা। বিণ। ২। সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে গোপন। বাংপ্র। বি।
লুকানো—১। লুক্কায়িত করা বা হওয়া, গোপন করা বা হওয়া। ক্রি। ২। প্রচ্ছন্ন, গুপ্ত। বাংপ্র। বিণ।
লুক্কায়িত—গুপ্তদেহ ; প্রচ্ছন্ন ; দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত। লুন্চ্ (অপনয়ন করা) + ক্বিপ্ কর্তৃ—লুক্, লুক্—কায় (দেহ) + চ্বি—লুক্কায়ি (নামধাতু), তদুত্তরে ক্ত কর্তৃ। বিণ।
লুঙ্গি—কাছা-কোঁচাবিহীন পরিধেয় ধুতি বিঃ। বর্মী-মু। বি।
লুচি—ঘৃতে ভাজা ময়দার পাতলা চাকতি বিঃ। <লোচিকা। বি।
লুঞ্চিত—অপসারিত, দূরীকৃত ; পরিত্যক্ত ; বিলুণ্ঠিত ; ছিন্ন। লুন্ (অপনয়ন করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।
লুট, লুঠ—লুণ্ঠন ; দেবতার প্রসাদস্বরূপে মিষ্টান্নাদি ছড়ানো। বাংপ্র। বি।
লুটতরাজ, লুটপাট—লুণ্ঠন, বলপূর্বক অপহরণ, কাড়াকাড়ি। বাংপ্র। বি।
লুটা—লুণ্ঠন করা ; অবলুণ্ঠিত হওয়া, মাটিতে গড়াগড়ি দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
লুটানো, লোটানো—পয়সা লুণ্ঠন করানো ; গড়াগড়ি দেওয়া বা দেওয়ানো ; মাটিতে ঘেঁচড়ান। বাংপ্র। ক্রি।
লুটোপুটি, লুটোপুটি—গড়াগড়ি। বাংপ্র। বি।
লুটেরা, লুঠেরা, লুটেল, লুঠেল—যে লুট করে, ডাকাত। বাংপ্র। বি।
লুঠন—ভূম্যাদিতে অঙ্গপরিবর্তন, লোটা, গড়াগড়ি দেওয়া। লুঠ্ (লোটা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
লুঠিত—ভূম্যাদিতে পরিবৃত্ত, গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। লুঠ্ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।
লুণ, লুন—লবণ। বাংপ্র। বি।
লুণ্টন—অপহরণ, লুটকরণ। লুন্ট্ (লুঠ করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
লুণ্ঠক—চোর, অপহারক, দস্যু, লুটকারক। লুন্ঠ্ (লুঠ করা) + ণক কর্তৃ। বিণ।
লুণ্ঠন—অপহরণ ; লুটকরণ ; ভূম্যাদিতে পরিবৃত্তি, গড়াগড়ি দেওয়া। লুন্ঠ্ (লুঠ করা, লোটা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।
লুণ্ঠিত—১। অপহৃত, চোরিত। লুন্ঠ্ (লুঠ করা) + ক্ত কর্ম। ২। ভূম্যাদিতে পরিবৃত্ত, গড়াগড়ি দিয়াছে এরূপ। লুন্ঠ্ (লোটা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।
লুথার, মার্টিন (Luther Martin)—(১৪৮৩—১৫৪৬ খ্রীঃ)। জগদ্বিখ্যাত ধর্মসংস্কারক। ইনি প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের প্রবর্তক।
লুপ্ত—১। নষ্ট, লোপপ্রাপ্ত ; ক্ষণ। লুপ্ + ক্ত কর্তৃ। ২। আচ্ছিন্ন ; অপহৃত। লুপ্ (লোপ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।
লুপ্তপ্রায়—প্রায় লোপপ্রাপ্ত, বিনষ্টপ্রায়। প্রায় দ্বারা লুপ্ত, সুপ্সুপা। বিণ।
লুপ্তবুদ্ধি—১। নষ্টজ্ঞান, হতবুদ্ধি, যাহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ। ২। লোপপ্রাপ্তা বুদ্ধি, বিনষ্টা ধী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।
লুপ্তরত্ন—লোপপ্রাপ্ত মণি, বিনষ্ট উৎকৃষ্ট বস্তু। কর্মধা। বি ; ক্লী।
লুপ্তসাহস—১। বিনষ্ট নির্ভীকতা, বিলীন পরাক্রম। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। নষ্টসাহস, যাহার সাহস লুপ্ত হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ।
লুব্ধ—১। লোভযুক্ত, লোভী ; কামুক, লম্পট। লুভ্ (লোভ করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। ব্যাধ। বি ; পুং।
লুব্ধক—১। লম্পট। লুব্ধ শব্দ + কণ্ স্বার্থে। বিণ। ২। ব্যাধ ; নক্ষত্রমণ্ডল বিঃ, sirius. বি ; পুং।
লুব্ধনেত্র, লুব্ধলোচন—১। লোভযুক্ত চক্ষুঃ, লালসাপূর্ণ দৃষ্টি। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। লালসাপূর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। বহু। বিণ।

লুব্ধাশয়—১। লুব্ধচেতাঃ, লোলুপচিত্ত। লুব্ধ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ। ২। লোভযুক্ত চিত্ত। কর্মধা। বি ; পু।

লুলিত—মর্দিত ; দোলিত ; কম্পিত ; চলিত ; ত্যক্ত ; রম্য। লুল্ (মর্দন করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

লূতা—উর্ণনাভ, মাকড়সা। লূ (ছেদন করা) +তক্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী। [পু।

লূতাতন্তু—মাকড়সার জাল। ৬তৎ। বি ;

লূতাতন্তু ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

লূতিকা—লূতা, মাকড়সা। লূতা শব্দ+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লূন—কর্তিত ; ছিন্ন। লূ (ছেদন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লূনি—ছেদন ; কর্তন। লূ (ছেদন করা)+ ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

লে—১। কুকুরকে উত্তেজিত করিবার শব্দ। বাংপ্র। অ। ২। প্রেম। প্রা কপ্র। বি।

লেই—১। কাই, ময়দার আঠা। বাংপ্র। বি। ২। লইয়া; লয়। প্রা কপ্র। ক্রি।

লেংচা—লম্বাকৃতি পান্তুয়া, মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

লেংচানো, নেংচানো—খোঁড়াইয়া চলা, খোঁড়ার মত হাঁটা। বাংপ্র। ক্রি।

লেংটা—ন্যাংটা, উলঙ্গ। বাংপ্র। বিণ।

লেংটি—কৌপীন। বাংপ্র। বি।

লেংড়া—খোঁড়া, খঞ্জ ; উৎকৃষ্ট আম্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

লেখ—১। লিখন। লিখ+অল্ ভাব। ২। লিখিত পত্র ; রেখা ; দেবতা। লিখ্ (লেখা)+অল্ কর্ম। বি ; পু। ৩। লেখনীয়। লিখ্+অল্ কর্ম। বিণ।

লেখক—লিপিকর ; গ্রন্থ প্রবন্ধাদির রচয়িতা ; চিত্রকর। লিখ্ (লেখা)+ ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**লেখিকা**।

লেখন—১। অক্ষরবিন্যাস, লিপিকরণ, লেখা ; চিত্রকরণ। লিখ্ (লেখা)+অনট্ ভাব। ২। লিখনপত্র। লিখ্+অনট্ অধি। বি ; ক্লী।

লেখনিক—চিত্রকর ; লিপিকর ; লেখহারক, পত্রবাহক। লেখন শব্দ+ষ্ণিক। বিণ।

লেখনী—কলম ; তুলি। লিখ্ (লেখা)+ অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

লেখনীয়—লিখনযোগ্য ; লেখ্য ; লিখিতব্য। লিখ্ (লেখা)+অনীয় কর্ম। বিণ

লেখা—১। লেখনীয়া। লেখ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। লিখন ; রেখা। লিখ্ (লেখা)+অ ভাব+আপ্। ৩। লিপি ; চিহ্ন ; শ্রেণী ; স্থলী। লিখ্+অ কর্ম+ আপ্। বি ; স্ত্রী। ৪। লিখা (তাহা দ্রঃ)। ক্রি।

লেখাজোখা—গণাগণতি, সীমাসংখ্যা ; হিসাব। বাংপ্র। বি।

লেখাপড়া—বিদ্যা, অধ্যয়নজনিত জ্ঞান ; লিখন পঠন ; বিদ্যাচর্চা ; আইন অনুসারে লিপিবদ্ধ করিয়া সম্পাদন। বাংপ্র। বি।

লেখালেখি—বারংবার লেখা ও পত্রব্যবহার ; অভাব অভিযোগ জ্ঞাপন। বাংপ্র। বি।

লেখিত—যাহা লেখানো হইয়াছে এরূপ ; চিত্রিত ; অঙ্কিত। ণিজন্ত লিখ্ (=লেখি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লেখ্য—১। লেখনীয়, যাহা লিখিতে হইবে। বিণ। ২। লিখিত পত্র বা চিত্র ; অক্ষর ; দলিল। লিখ্ (লেখা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বি ; ক্লী।

লেখ্যপত্র—লিখিত পত্রাদি ; দলিল ; তালপাতা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

লেখ্যস্থান—লিখিবার জায়গা, দফতরখানা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

লেখ্যোপকরণ—লিখিবার উপাদান কালিকলম প্রভৃতি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

লেঙ্গট, লেঙুট—নেংটি, কৌপীন। বাংপ্র। বি। [বিণ।

লেঙ্গটা, লেংটা—উলঙ্গ, বিবস্ত্র। বাংপ্র।

লেঙ্গড়া—লেংড়া (তাহা দ্রঃ)।

লেঙ্গুড়, লেঙ্গুড়—লেজ, লাঙ্গুল। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

লেচি—জলমাখা আটা বা ময়দার পিণ্ড।

লেজ—পুচ্ছ, লাঙ্গুল। <লঞ্জ। বি। **লেজ গুটানো**—কুকুরের মত হার স্বীকার করা ; পশ্চাৎপদ হওয়া। **লেজ ধরে চলা**—বড়লোকদের নির্বিরোধে অনুসরণ করা। **লেজ মোটা হওয়া**—দেমাক বাড়িয়া যাওয়া। **লেজে খেলা**—চতুরতার সহিত কাজ করা, কৌশলে কাজ করা।

লেজা—কাটা মাছের লেজ ; মাছ ধরিবার টেটা ; পুচ্ছযুক্ত বাণ ; শেষ ভাগ। বাংপ্র। বি।

লেজামুড়া—মাছের লেজ ও মস্তক ; কোন বিষয়ের আগা ও গোড়া। বাংপ্র। বি।

লেজুড়—'লেঙ্গুড়' দ্রঃ।

লেট—উপযুক্ত সময় গতে উপস্থিত, বিলম্বে আগত। <ইং 'late'. বিণ।

লেটা—যাহার ডান হস্তের পরিবর্তে বাম হস্ত সমধিক কর্মঠ, ন্যাটা। বাংপ্র। বিণ।

লেঠা—মৎস্য বিঃ ; জটিল সমস্যা, ঝঞ্ঝাট, দায়, মুশকিল, বালাই, উৎপাত। বাংপ্র। বি।

লেডিকেনি—রসপূর্ণ রসগোল্লা, পানতুয়া, মিষ্টান্ন বিঃ। <ইং "Lady Canning'. বি।

লেত্তি—লাটিম ঘুরাইবার দড়ি। বাংপ্র। বি। [বিণ।

লেদাড়ে—অকর্মণ্য ; অলস। বাংপ্র।

লেন-দেন, লেনা-দেনা—প্রাপ্য ও দেয় টাকা, দেনা-পাওনা ; কারবার। বাংপ্র। বি।

লেনিন—(১৮৭০—১৯২৪) রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ও রাষ্ট্রনায়ক, এবং কার্যতঃ মার্কস্বাদের প্রযোক্তা। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাষ্ট্রনায়ক হইয়া বলসেভিক মতে রাজ্য পরিচালন আরম্ভ করেন। শেষ জীবনে তিনি পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন।

লেপ—১। প্রলেপ ; ভক্ষ্যবস্তু। লিপ্+অল্ কর্ম। ২। লেপন, লেপা ; ভোজন ; বন্ধন। লিপ্ (লেপা)+অল্ ভাব। ৩। লেপন সাধন বস্তু, যাহা দিয়া লেপা যায় ; চূর্ণ, চুণ। লিপ্+অল্ করণ। বি ; পু। ৪। তুলাভরা শীতবস্ত্র ; গাত্রাবরণ ; আচ্ছাদন। বাংপ্র। বি।

লেপক, লেপী (লেপিন্)—লেপকর্তা, লেপনকারক। লিপ্ (লেপা)+ণক, ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**লেপিকা, লেপিনী**।

লেপটানো—জড়িত হওয়া, আঁটিয়া লাগিয়া থাকা ; লেপন করা। বাংপ্র। ক্রি।

লেপন—১। ম্রক্ষণ, মাখান, লেপা। লিপ্ (লেপা)+অনট্ ভাব। ২। ম্রক্ষণ-সাধন বস্তু, যাহা দিয়া লেপা যায়। লিপ্+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

লেপনীয়—লেপনযোগ্য। লিপ্+অনীয় কর্ম। বিণ। [ক্রি।

লেপা—লেপন করা ; নিকানো। বাংপ্র।

লেপী—'লেপক' দ্রঃ।

লেপ্য—লেপনযোগ্য, লেপনীয়। লিপ্ (লেপন করা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

লেফাফা—মোড়ক, খাম, চিঠিপত্রাদির বহিরাবরণ। ফা-মু। বি।

লেফাফাদুরস্ত—বাহ্যদৃষ্টে নিখুঁত, উপরে দেখিতে সুন্দর। ফা-মু। বিণ।

লেফ্রয় (The Rt. Rev. Alfred George, D. D.)—কলিকাতার লর্ড বিশপ। ১৮৫৪ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ইনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া Theosophical Tripos পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইনি খ্রীষ্টীয় যাজক পদে অভিষিক্ত হন। ইনি ১৮৯৯ খ্রীঃ লাহোরের এবং তৎপরে ১৯১৩ খ্রীঃ কলিকাতার বিশপ হন। ইনি বিদ্বান্, অমায়িক, পরোপকারী ও অক্লান্তকর্মা ছিলেন।

লেবু—নেবু। বাংপ্র। বি।

লেবেল—নামপত্র। <ইং 'label'. বি।

লেমোনেড—লেবু ও চিনির রসমিশ্রিত অম্ল-মধুর সোডাওয়াটার। <ইং 'lemonade'. বি।

লেলাক্ষেপা—যে নির্বোধের মুখ দিয়া লাল গড়ায় এবং যে ক্ষিপ্ত; নির্বোধ, ক্ষিপ্ত-প্রায়। বাংপ্র। বিণ।

লেলানো—কুকুরকে লে লে বলিয়া উত্তেজিত করা; পশ্চাদ্ধাবনে উত্তেজিত করা। বাংপ্র। ক্রি।

লেলিহান—বার বার লেহনকারী। যঙ্-লুগন্ত লিহ্‌ বা লেলিহ (পুনঃ পুনঃ আস্বাদন করা)+কান কর্তৃ। বিণ।

লেশ—১। অল্পাংশ, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, অণু; কণা; বিন্দু। লিশ্‌ (অল্প হওয়া)+অন্‌ কর্তৃ। ২। শ্লেষ। লিশ্‌+অন্‌ ভাব। বি; পু।

লেশমাত্র—অত্যল্প পরিমাণ, অণুমাত্র। লেশ শব্দ+মাত্র পরিমাণার্থে। বি; ক্লী।

লেস—জুতাবন্ধন সূত্র; সরু সূত্রজাল। <ইং 'lace'. বি।

লেহ—স্নেহ। প্রা কপ্র। বি।

লেহ, লেহন—জিহ্বা দ্বারা রসগ্রহণ, আস্বাদন, চাটা; ভক্ষণ। লিহ্‌ (আস্বাদন করা)+অল্‌, অনট্‌ ভাব। বি; ক্রমে পু ও ক্লী।

লেহনীয়—লেহনযোগ্য, লেহ্য, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ্য। লিহ্‌+অনীয় কর্ম। বিণ।

লেহী (লেহিন্‌)—লেহনকারী। লিহ্‌ (আস্বাদন করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**লেহিনী**।

লেহ্য—১। লেহনীয়, জিহ্বা দ্বারা আস্বাদ্য, চাটিয়া খাইবার যোগ্য। লিহ্‌+ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ। ২। অমৃত। বি; ক্লী।

লৈখিক—লিখনসম্বন্ধীয়, লেখাবিষয়ক। লেখ+ষ্ণিক। বিণ।

লৈঙ্গ—১। লিঙ্গসম্বন্ধীয়। লিঙ্গ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**লৈঙ্গী**। ২। পুরাণ বিঃ, লিঙ্গপুরাণ। বি; ক্লী।

লো—স্ত্রীলোকের সম্বোধন শব্দ, হলা, ওলো (অসম্ভ্রমস্থলে ব্যবহৃত)। বাংপ্র। অ।

লোক—১। দৃষ্টি। লোক্‌ (দেখা)+অল্‌ ভাব। ২। মনুষ্য; জনসাধারণ; সমূহ ভুবন, জগৎ, স্বর্গ মর্ত্য পাতাল—এই ত্রিলোক, আবার ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সপ্তলোক। লোক্‌+অল্‌ কর্ম। বি; পু।

লোকগণনা—আদমশুমারি, জনসংখ্যা-নিরূপণ, census. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

লোকচক্ষুঃ (-চক্ষুস্‌), **লোকলোচন**—মানুষের চক্ষুঃ; সূর্য। ৬তৎ বি; পু।

লোকচরিত্র—মনুষ্যের চরিত্র। ৬তৎ। বি; ক্লী।

লোকজিৎ—বুদ্ধদেব। লোককে জয় করিয়াছেন যিনি। উপতৎ; লোক—জি (জয় করা)+ক্বিপ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

লোকতঃ (-তস্‌)—জনসমাজের চক্ষে বা নিকটে, লোকের কাছে বা দৃষ্টিতে। অ।

লোকন—দর্শন। লোক্‌ (দেখা)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

লোকনাথ—ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; বুদ্ধদেব; রাজা। ৬তৎ। বি; পু।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী—১১৩৭ বঙ্গাব্দে ২৪ পরগনার অন্তর্গত চাকলা গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইঁহার পিতার নাম রামনারায়ণ ঘোষাল এবং মাতার নাম কমলা দেবী। ইঁহার দীক্ষাগুরু ভগবান্‌ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। গুরু ভগবান্‌ কতিপয় বৎসর দেশে বাস করিয়া লোকনাথ ও বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় নামক শিষ্যদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া কালীঘাটে আগমন করেন। এই সময়ে কালীঘাট বর্তমান সময়ের ন্যায় ইষ্টকালয়-পূর্ণ ছিল না, তখন ঐ স্থানে নিবিড় জঙ্গল ছিল। জঙ্গলের মধ্যে বসিয়া অনেক সাধু সন্ন্যাসী স্ব স্ব অভীষ্ট কার্য করিতেন। ভগবান্‌ও শিষ্যদ্বয়কে লইয়া তদ্রূপ কার্যে ব্রতী হইলেন। অতঃপর ভগবান্‌ শিষ্যদ্বয় লইয়া বারাণসীতে গমনপূর্বক তথায় যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করেন। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি ত্রৈলিঙ্গস্বামীর হস্তে শিষ্যদ্বয়ের ভার দিয়া যান। উঁহারা স্বামীজীর নিকট কিয়ৎকাল যোগশিক্ষা করিয়া ভ্রমণে বহির্গত হন। লোকনাথ পশ্চিম দিকে আফগানিস্থান, মক্কা, মদিনা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল পর্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। মক্কার মুসলমানগণ ইঁহাকে সাতিশয় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। এই স্থানে আবদুল গফুর নামক এক মহাপুরুষের সহিত ইঁহার আলাপ হয় অতঃপর ইনি বেণীমাধবকে সঙ্গে লইয়া উত্তরের পথে গমন করেন। ইঁহারা সুমেরু গমনাভিপ্রায়ে আপনাদিগকে শৈত্যসহিষ্ণু করিবার জন্য কিছুকাল বদরিকাশ্রমে অবস্থান করেন। পরে তথা হইতে আধুনিক পরিজ্ঞাত সীমা অতিক্রম করিয়া উত্তরে বহুদূরে চলিয়া যান। সেখানে সূর্যোদয় না হওয়ায় সময় নির্ণীত হয় নাই; তবে ইঁহারা সে পথে ২০ বার বরফ পড়িতে ও গলিতে দেখিয়াছিলেন। শেষে দুরারোহ হিমালয়-শৃঙ্গে বাধা পাইয়া ইঁহারা পূর্বাভিমুখে গমন করিয়া চীনরাজ্যে উপস্থিত হন, এবং তথায় বন্দী হইয়া ৩ মাস পরে মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর উভয়ে চন্দ্রনাথে আগমনপূর্বক কিছুকাল বাস করেন। পরে বেণীমাধব চন্দ্রনাথ হইতে কামাখ্যার দিকে যান, আর লোকনাথ বারদী গ্রামে গমনপূর্বক তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতে লোকনাথ "বারদীর ব্রহ্মচারী" বলিয়া অভিহিত হন।

১২৯৭ সালে ১৬০ বৎসর বয়সে লোকনাথ দেহত্যাগ করেন। লোকনাথের শক্তি সম্বন্ধে অনেক কিংবদন্তী আছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি জাতিস্মর ছিলেন; দেহ হইতে বহির্গত হইতে এবং অন্যের মনের ভাব জানিতে পারিতেন; অন্যের রোগ স্বদেহে আনয়ন করিয়া রোগীকে রোগমুক্ত করিতে পারিতেন।

লোকনিন্দা—লোক-কৃত নিন্দা, লোক-মুখে প্রচারিত জুগুপ্সা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

লোকনীতি লোকপরম্পরায় আচরিত নিয়ম; লোকাচার। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

লোকনৃত্য—গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত নৃত্য, folk-dance. ৬তৎ। বি; ক্লী।

লোকপরম্পরা—একটির পর একটি লোক এইরূপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

লোকপাবন—ত্রিলোক পবিত্রকারক। ৬তৎ। বিণ।

লোকপাবনী—ত্রিলোক পবিত্রকারিণী; গঙ্গা। ৬তৎ। বিণ ও বি; স্ত্রী। (পাবনী =ণিজন্ত পু+অনট্‌ করণ+ঈপ্‌।)

লোকপাল—নরপতি, রাজা; ইন্দ্র যম কুবের ও বরুণ—এই চারি দেব লোকপাল [ইন্দ্র পূর্ব দিক্‌, যম দক্ষিণ দিক্‌, কুবের উত্তর দিক্‌ ও বরুণ পশ্চিম দিক্‌ রক্ষা করেন]। ৬তৎ। বি; পু।

লোকপালন—১। জগৎ প্রতিপালন; প্রজাপালন। ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। ব্রহ্মা; রাজা। লোকের পালন (পালনকর্তা), ৬তৎ। বি; পু।

লোকপিতামহ—ব্রহ্মা। ৬তৎ। বি; পু।

লোকপ্রবাদ, লোকবাদ—জনশ্রুতি, কিংবদন্তী। ৬তৎ। বি; পু।

লোকপ্রসিদ্ধ—লোকবিখ্যাত, সর্বজন-পরিচিত। ৭তৎ। বিণ।

লোকপ্রিয়—লোকের প্রীতিভাজন, সকল লোকের অনুরাগপাত্র। ৬তৎ। বিণ।

লোকবৎসল—সকল লোকের প্রতি স্নেহ-শীল। ৭তৎ। বিণ।

লোকবসতি—মানুষের বাস; জনসংখ্যার পরিমাণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

লোকবাদ—'লোকপ্রবাদ' দ্রঃ।

লোকবান্ধব—সূর্য। ৬তৎ। বি; পু।

লোকবাহ্য—১। লোক দ্বারা বহনীয়। ৩তৎ। ২। লোক-বহির্ভূত ; লোকাচার-বর্জিত। ৬তৎ। বিণ।

লোকবিরাগ—লোকের অপ্রীতি, লোকের দ্বেষ। ৬তৎ। বি ; পু।

লোকমণ্ডল—লোকসংঘ, মানবসমূহ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

লোকমত—জনসাধারণের মত ; সাধারণের কার্য ; লোকের অভিপ্রায়। ৬তৎ। বি ; ক্লী। [৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লোকমাতা (-মাতৃ)—কমলা, লক্ষ্মী।

লোকযাত্রা—সংসারযাত্রা, জীবনযাপন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লোকরঞ্জক—লোকরঞ্জনকারী, সকল লোকের প্রিয়কারী। ৬তৎ। বিণ।

লোকরঞ্জন—১। লোকের প্রীতিসম্পাদন। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২। লোকরঞ্জক। লোকের রঞ্জন (রঞ্জনকারী), ৬তৎ। বিণ।

লোকলক্ষ্মী—লোকের লক্ষ্মীস্বরূপা, মানবের সৌভাগ্যস্বরূপিণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লোকলজ্জা—লোকের নিকট লজ্জা, মানুষের কাছে দুষ্কর্ম জন্য সংকোচ। ৫তৎ। বি ; স্ত্রী।

লোকলীলা—মনুষ্যলীলা ; সংসারের খেলা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লোকলোকান্তর—এই লোক ও অন্য লোক, ইহলোক ও পরলোক। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

লোক-লোচন—'লোকচক্ষুঃ' দ্রঃ।

লোকশিক্ষক লোকের শিক্ষাদাতা। ৬তৎ। বিণ।

লোকশিক্ষা—লোককে উপদেশদান ; সর্বসাধারণের জ্ঞানলাভ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [অন্য। নিত্য। বিণ।

লোকশিক্ষার্থ লোককে শিক্ষা দিবার

লোকশিল্প—সাধারণ লোকের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত শিল্প। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

লোকসংখ্যা লোকের পরিমাণ ; ১ ২ ৩ করিয়া লোকগণনা [গভর্নমেন্ট প্রতি দশ বৎসর অন্তর এদেশের লোক গণনা করিয়া থাকেন]। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লোকসংগীত—গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত গান, folk-song. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

লোকসমাকীর্ণ—লোকে সমাচ্ছন্ন, বহু-লোকপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

লোকসমাজ—মনুষ্যসমাজ ; লোকসমূহ। ৬তৎ। বি ; পু।

লোকসান—ক্ষতি, হানি, নুকসান। আ-নু। বি।

লোকসাহিত্য—গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত সাহিত্যিক আবেদনযুক্ত ছড়া গান ইত্যাদি। ৬তৎ বা বহু। বি ; ক্লী।

লোকস্থিতি—জনসমাজ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

লোকহিত—লোকের ইষ্ট, মানুষের উপকার ; জগতের মঙ্গল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

লোকহিতব্রত—১। লোকের ইষ্টসাধনরূপ ব্রত ; জগতের মঙ্গলসম্পাদনরূপ নিষ্ঠা। লোকহিত রূপ ব্রত, রূপক। বি ; ক্লী। ২। লোকের হিতসাধনরূপ ব্রতধারী। লোকহিত হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

লোকহিতৈষী (-ষিন্)—লোকের হিতেচ্ছু ; জগতের উপকারসাধনে অভিলাষী। লোকের হিতৈষী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী- **লোকহিতৈষিণী**।

লোকাকীর্ণ লোকব্যাপ্ত, বহু লোকে সমাচ্ছন্ন। লোক দ্বারা আকীর্ণ (ব্যাপ্ত), ৩তৎ। বিণ।

লোকাচার—লোকের অনুষ্ঠিত ব্যবহার, লোকরীতি। ৬তৎ। বি ; পু।

লোকাতীত—অলৌকিক ; অতীন্দ্রিয় ; অসামান্য। লোকসমূহকে অতীত (অতিক্রান্ত), ২তৎ। বিণ।

লোকান্তর—অন্য লোক, পরলোক। নিত্য। বি ; ক্লী।

লোকান্তরগত—পরলোকে প্রস্থিত, লোকান্তরিত, মৃত। ২তৎ। বিণ।

লোকান্তরগমন—পরলোকে প্রস্থান, মহাপ্রয়াণ, মরণ। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

লোকান্তরিত—পরলোকগত, মৃত। লোকান্তর + ইত প্রাপ্ত্যর্থে। বিণ।

লোকাপবাদ—লোকনিন্দা, লোকমুখে প্রচারিত কুৎসা। মধ্যপ। বি ; পু।

লোকাভাব—লোকের অপ্রতুল, সাহায্যকারী লোকের অনটন। ৬তৎ। বি ; পু।

লোকায়ত—১। চার্বাকমত, নাস্তিক্য। লোকে আয়ত (বিস্তীর্ণ), ৭তৎ। বি ; ক্লী। ২। চার্বাকমতাবলম্বী, নাস্তিক ; ধর্মনিরপেক্ষ, secular. বি ; পু।

লোকায়তিক নাস্তিক্যমতাবলম্বী, বৃহস্পতির শিষ্য চার্বাক-মতাবলম্বী। লোকায়ত + ফিক। বিণ।

লোকারণ্য—জনসমূহ, জনতা। লোকের অরণ্য, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

লোকালয়—জনপদ, মনুষ্যের বসতিস্থান। লোকের আলয়, ৬তৎ। বি ; পু।

লোকালোক—সূর্যকিরণের পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বত বিঃ। [বৃত্র বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা ভয়ে ভীত হইয়া লোকালোক পর্বত অতিক্রমপূর্বক সত্বর নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারময় প্রদেশে পলায়ন করেন। লোকালোক-পর্বত সপ্তসমুদ্রান্বিত সপ্তদ্বীপা পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া প্রান্তসীমাস্বরূপ অবস্থান করিতেছে ; ইহার পর আর সূর্যকিরণ পৌঁছায় না।] লোক (দেখা) + অল্ কর্ম—লোক, তদুত্তরে নঞ্ (অ)—লোক + অল্ কর্ম। বি ; পু।

লোকেশ—ব্রহ্মা ; রাজা। লোকসমূহের ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

লোকোত্তর—লোকাতীত, অলৌকিক ; সর্বশ্রেষ্ঠ ; অলোকসামান্য। লোক হইতে উত্তর (শ্রেষ্ঠ), ৫তৎ। বিণ।

লোচন—১। নয়ন, চক্ষুঃ। লোচ্ (দেখা) + অনট্ করণ। বি ; ক্লী। ২। সূর্য। বি ; পু। ৩। দর্শন ; আলোচনা। লোচ্ + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

লোচন দাস—পূর্ব নাম ত্রিলোচন দাস। ইনি জাতিতে বৈদ্য। জন্ম ১৫২৩ খ্রীঃ বর্ধমান জেলার গুসকরা স্টেশনের পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী কো-গ্রামে। পিতার নাম কমলাকর ও মাতার নাম সদানন্দা। বাল্যে লোচনের বিদ্যাশিক্ষা আদৌ হয় নাই বলিলেও চলে। অল্পবয়সেই বিবাহ হয়, কিন্তু ইনি শ্বশুরবাড়িতে যাইতেন না। এক সময়ে গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের উপদেশে বাধ্য হইয়া ইনি শ্বশুরবাড়ি যাইবার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যে গ্রামে শ্বশুরালয়, সেইখানে উপস্থিত হইয়া একটি যুবতীকে জিজ্ঞাসা করেন—"মা, অমুকের বাড়ি কোন্ দিকে?" যুবতী-প্রদর্শিত পথ ধরিয়া শ্বশুরবাড়িতে গিয়া দেখেন যে, সেই যুবতীটি ইঁহার স্ত্রী। মাতৃসম্বোধন করিয়াছেন বলিয়া আর স্ত্রীকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ না করিয়া সাধনসঙ্গিনী করিলেন। গুরু নরহরি সরকারের অনুমতিক্রমে লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল গ্রন্থ ১৪ বৎসর বয়সে রচনা করেন। ইহা ব্যতীত দুর্লভসার নামক একখানি গ্রন্থ ও অনেক পদও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ১৫৮৯ খ্রীঃ ইঁহার লোকান্তর গমন ঘটে ; বর্ধমান কাঁকড়া গ্রামবাসী চৈতন্যমঙ্গল গায়ক প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর বাড়িতে লোচনদাসের স্বহস্ত-লিখিত চৈতন্যমঙ্গল পুঁথিখানি এখনও পর্যন্ত যত্নে রক্ষিত হইতেছে।

২। আর এক লোচনদাসের নাম পাওয়া যায়, ইনি প্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণের টীকাকার। ইঁহার টীকা উৎকৃষ্ট ও বিদ্বৎসমাজে বিশেষ সমাদৃত। এই টীকা বা পঞ্জী না হইলে কলাপব্যাকরণ বুঝা কঠিন।

লোচনরঞ্জন—১। নেত্রপ্রীতিকর, সুদৃশ্য। ৬তৎ। বিণ। ২। কজ্জল। বি ; ক্লী।

লোচনলোভন—চক্ষুর লালসাবর্ধক, যাহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ইচ্ছা হয় এরূপ, পরম সুন্দর। ৬তৎ। বিণ।

লোচিকা—লুচি। লোচ্ (দেখা)+ণক কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লোচ্চা—লম্পট ; বেশ্যাজার ; যে সর্বদা বেশ্যালয়ে গমন করে। বাংপ্র। বি।

লোচ্চামো, লোচ্চামি—লাম্পট্য, বেশ্যাসক্তি। বাংপ্র। বি।

লোটন—মাটিতে গড়াগড়ি, ভূতলে অবলুণ্ঠন ; একজাতীয় কবুতর ; শিথিলবদ্ধ কবরী বিঃ. আলগা খোঁপা। বাংপ্র। বি।

লোটা—১। ক্ষুদ্র জলপাত্র, ঘটি। হি। বি। ২। লুণ্ঠিত হওয়া। কপ্র। ক্রি।

লোঠন—ভূম্যাদিতে অঙ্গপরিবর্তন, গড়াগড়ি দেওয়া। লুঠ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

লোধ, লোধ্র—বৃক্ষ বিঃ, লোধগাছ। রুধ্ (আবরণ করা)+অন্, রন্, কর্তৃ। বি ; পু।

লোনা, নোনা—১। লবণাক্ত। বিণ। ২। মৃত্তিকায় যে লবণাক্ত উপাদান প্রাচীরাদির গাত্রে ফুটিয়া বাহির হয় ; স্থানবিশেষের মাটির বা জলের স্বাস্থ্যহানিকর লবণাধিক্য। বাংপ্র। বি।

লোপ—নাশ ; অপচয় ; অভাব ; ভ্রংশ ; তিরোধান ; অদর্শন ; ব্যাকরণে—প্রস্তুত বিষয়ের বা বর্ণের তিরোধান বা অদর্শন। লুপ্ (লোপ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

লোপা, লোপামুদ্রা—মহর্ষি অগস্ত্যের পত্নী। অগস্ত্য মনোমত পত্নীলাভকামনায় সর্বপ্রাণীর সর্বোৎকৃষ্ট অংশ লইয়া এক কন্যার সৃষ্টি করেন। সেই কন্যা পালনার্থ বিদর্ভরাজের নিকট প্রেরিত হইয়া লোপা বা লোপামুদ্রা নামে খ্যাত হয়। যথাসময়ে অগস্ত্য এই কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, লোপা স্বামীর নিকট ধন প্রার্থনা করিলে অগস্ত্য দৈত্যরাজ ইল্বলকে বিনষ্ট করিয়া প্রভূত ধনরাশি আনিয়া পত্নীকে প্রদান করেন ('ইল্বল' দ্রঃ)। লোপা—ণিজন্ত লুপ্ বা লোপি (লোপ করান)+অন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, যিনি নারীগণের রূপাভিমান লোপ করাইয়াছিলেন ; লোপামুদ্রা—লোপা শব্দ—মুদ্ (হর্ষ)-রা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লোপাট—১। লুণ্ঠিত ; নিঃশেষে ব্যয়িত। বিণ। ২। একেবারে উড়াইয়া দেওয়া, সমস্ত আত্মসাৎ করা। বাংপ্র। বি।

লোফা—১। শূন্য হইতে পতনশীল বস্তু ধরিয়া লওয়া। বাংপ্র। ক্রি। ২। তাল বিঃ। বাংপ্র। বি।

লোবান—ধুনার মত গন্ধ নির্যাস বিঃ। আ। বি।

লোভ—লিপ্সা ; আকাঙ্ক্ষা, লালসা ; বিষয়তৃষ্ণা ['ষড়্‌রিপু' দ্রঃ]। লুভ্+অল্ ভাব। বি ; পু।

লোভন—১। প্রলোভন, লোভ প্রদর্শন। লুভ্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। লোভজনক, লোভনীয়। লুভ্+ণিচ্+অন কর্তৃ। বিণ।

লোভনীয়—লোভজনক, স্পৃহণীয়। ণিজন্ত লুভ্—লোভি (লোভ জন্মানো)+অনীয় কর্তৃ। বিণ। [বিণ।

লোভিত—প্রলোভিত। লোভি+ক্ত কর্ম।

লোভী (লোভিন্) লুব্ধ, লোলুপ। লুভ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী- **লোভিনী**।

লোভ্য, লোভ্যমান—আকৃষ্যমাণ ; লোভনীয় ; লোভিত। লোভি (লোভ জন্মানো)+যঙ্, শান কর্ম। বিণ।

লোম (লোমন্)- রোম, রোঁয়া ; লাঙ্গুল। লূ (ছেদন করা)+মন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

লোমকূপ—রোমকূপ, লোমের গর্ত (শরীরে অসংখ্য পরিমাণ লোম থাকে, এবং লোমের পরিমাণ যত লোমকূপের পরিমাণও তত)। ৬তৎ। বি ; পু।

লোমজ—রোম হইতে জাত বা প্রস্তুত, পশমী। উপতৎ ; লোমন্—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

লোমপাদ, রোমপাদ- অঙ্গরাজ্যাধিপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথের সহিত ইহার সখ্য ছিল। ইনি দশরথ-তনয়া শান্তাকে নিজালয়ে নিজ-কন্যার ন্যায় লালনপালন করেন। একদা অঙ্গরাজ্যে অনাবৃষ্টি জন্য প্রজারা মহাক্লেশে পতিত হইলে লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা যজ্ঞ করাইলে দেশে সুবৃষ্টি হয়। অনন্তর লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত শান্তার বিবাহ দেন। লোম আছে পাদে যাহার, বহু। বি ; পু।

লোমফোড়া—লোমের গোড়ায় জাত স্ফোটক ; লোম ছিঁড়িয়া গেলে যে ব্রণ হয়। বাংপ্র। বি।

লোমশ—১। লোমবিশিষ্ট। লোমন্ (লোম)+শ যুক্তার্থে। বিণ। ২। মেষ, ভেড়া। বি ; পু।

৩। জনৈক মুনি। পাণ্ডবদিগের বনবাসকালে ইনি তাঁহাদিগকে লইয়া নানা তীর্থে ভ্রমণ এবং বিবিধ উপদেশময় পৌরাণিক আখ্যায়িকাসমূহ বর্ণন করিয়া তাঁহাদের চিত্তবিনোদন করিতেন।

লোমহর্ষ—রোমাঞ্চ, পুলক, ভয়বিস্ময়াদিহেতু গায়ে কাঁটা দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

লোমহর্ষণ—১। রোমাঞ্চকারক ; পুলকজনক। ৬তৎ। বিণ। ২। রোমাঞ্চ ; রোমোদ্গম। বি ; ক্লী।

৩। জনৈক মুনি। ইনি ব্যাসদেবের শিষ্য। ব্যাসদেব প্রসন্ন হইয়া ইহাকে স্বপ্রণীত সমস্ত পুরাণ অর্পণ করেন। ইনি সেই সমস্ত পুরাণ সর্বত্র শুনাইতেন। ইনি পুরাণবক্তা "সূত" নামেও প্রসিদ্ধ। সুমধুর বাক্যবিন্যাস দ্বারা শ্রোতৃবর্গের লোমহর্ষণ অর্থাৎ রোমাঞ্চ জন্মাইয়া দিতেন বলিয়া ইহার নাম লোমহর্ষণ হয়। বি ; পু।

লোমাঞ্চ—'রোমাঞ্চ' দ্রঃ।

লোর—চক্ষুর জল, অশ্রু। প্রা কপ্র। বি।

লোল—চঞ্চল ; লোভী ; চালিত ; লকলকে ; সতৃষ্ণ ; শ্লথ, শিথিল। লোড্ (উন্মত্ত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

লোলজিহ্ব-চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্ট, লুব্ধ জিহ্বাসম্পন্ন। বহু। বিণ।

লোলজিহ্বা—১। চঞ্চল জিহ্বা, লেলিহমান জিভ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। চঞ্চল জিহ্বাবিশিষ্টা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

লোলমি—চাঞ্চল্য। প্রা কপ্র। বি।

লোলায়মান—দোলায়মান, লকলকে। লোল শব্দ+কঙ্—লোলায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান কর্তৃ। বিণ।

লোলিত—চালিত ; কম্পিত ; শ্লথ ; শিথিলীকৃত। ণিজন্ত লুল্ (—লোলি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

লোলুপ, লোলুভ—অতিলোভী ; অত্যাসক্ত। যঙ্‌লুগন্ত লুপ্, লুভ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

লোষ্ট, লোষ্টু, লোষ্ট্র—ঢেলা। লোষ্ট্ (রাশি করা)+অন্, উ, র কর্তৃ। বি ; পু বা ক্লী।

লোহ—লৌহ, লোহা ; অস্ত্র ; ধাতু ; শোণিত, রুধির ; রক্তচন্দন। লূ (ছেদন করা)+হ কর্ম। বি ; পু বা ক্লী।

লোহকান্ত—অয়স্কান্ত, চুম্বকপাথর। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি ; ক্লী।

লোহকার—কর্মকার, কামার। লোহ করে যে, উপতৎ ; লোহ—কৃ+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু। [বি ; ক্লী।

লোহচূর্ণ—লৌহমল, লোহার মরিচা। ৬তৎ।

লোহময়—লৌহনির্মিত। লোহ+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ।

লোহা—লৌহ, লোয়া। < লোহ। বি।

লোহার—খনিজ হইতে লৌহকারক ; পশ্চিমাঞ্চলে কামার ; জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

লোহালক্কড়—লোহা কাঠ প্রভৃতি।

লোহি—লুই (তাহা দ্রঃ)।

লোহিকা—লৌহপাত্র, কটাহ প্রভৃতি। লোহ শব্দ+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

লোহিত—১। রক্তবর্ণযুক্ত, লাল, রাঙা। রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ইতন্ কর্তৃ, অথবা

লোহ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—**লোহিতা, লোহিনী**। ২। রক্তবর্ণ, লাল রঙ ; রোহিত মৎস্য ; কুজ, মঙ্গলগ্রহ। বি ; পু। ৩। রক্ত ; রক্তচন্দন ; কুঙ্কুম। বি ; ক্লী। ৪। রামায়ণবর্ণিত সমুদ্র। ইহা পূর্বদেশে অবস্থিত। ইহার জল লোহিতবর্ণ। ইহারই তটে গরুড়ের রত্নখচিত বিশ্বকর্মানির্মিত গৃহ বিরাজমান ছিল। বি ; পু।

লোহিত-চন্দন–রক্তচন্দন ; কুঙ্কুম। কর্মধা। বি ; ক্লী।

লোহিতাক্ষ—১। রক্তনেত্রবিশিষ্ট। লোহিত (লাল) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**লোহিতাক্ষী**।

লৌকতা—সামাজিকতা ; সামাজিক সম্মানের নিদর্শনস্বরূপ দান। <লৌকিকতা। বি।

লৌকিক–লোকসম্বন্ধীয় ; লোকপ্রসিদ্ধ ; জাগতিক ; সাংসারিক ; সামাজিক ; মানুষিক। লোক শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**লৌকিকী**।

লৌকিকতা—১। সাংসারিকতা, সামাজিকতা। লৌকিক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। সামাজিক ক্রিয়াকর্মে আত্মীয়কুটুম্বগণ কৃতীকে যে অর্থ ও বস্ত্র প্রভৃতি প্রদান করে। বাংপ্র। বি।

লৌল্য—চাঞ্চল্য ; চাপল্য ; লোভ ; স্পৃহা। লোল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

লৌহ—১। লোহ, লোহা [কথিত আছে যে যুদ্ধে দেবগণকর্তৃক নিহত লোমিল দৈত্যের দেহ হইতে লৌহের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা তিক্তরসাত্মক, সারক, শীতবীর্য, কষায় ও মধুররসবিশিষ্ট, চক্ষুহিতকর, বায়ুবর্ধক, কফ, পিত্ত, শূল, শোথ, অর্শ, প্লীহা, মেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগনাশক। গুরুতা, দৃঢ়তা, দাহকারিতা প্রভৃতি লৌহের সাতটি দোষ। লৌহমলও লৌহতুল্য গুণশালী। সারলৌহ ও কান্তলৌহ ভেদে লৌহ দ্বিবিধ]। লোহ-শব্দ+ষ্ণ। বি ; পু বা ক্লী। ২। লোহ-নির্মিত। বিণ। স্ত্রী—**লৌহী**।

লৌহবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)—লৌহনির্মিত পথ, রেল রাস্তা। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

লৌহমল—মরিচা, মণ্ডুর। ৬তৎ। বি ; পু।

লৌহিত্য—১। রক্তবর্ণ, লাল রঙ লোহিত শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ২। রক্তসমুদ্র ; ব্রহ্মপুত্র নদ। বি ; পু।

ল্যাংড়া—আম বিঃ। বাংপ্র। বি।

ল্যাংবোট—জাহাজের পশ্চাদ্ভাগে যে নৌকা বাঁধা থাকে ; (বিদ্রূপে) অনুচর, সদা অনুগামী। বাংপ্র। বি।

ল্যাঠা—একধরনের ছোট মাছ ; দায় ; হাঙ্গামা, ঝামেলা। বাংপ্র। বি।

ল্যান্সডাউন, মার্কুইস অভ (Lord, Marquis of Lansdowns) —১৮৪৫ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারি ইহার জন্ম হয়। ইনি প্রথমতঃ ইটন স্কুল ও তৎপরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়নিবিষ্ট ব্যালিয়ল কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৬ খ্রীঃ ইনি "মার্কুইস" উপাধিসহ পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। লিবারেল দলের মন্ত্রিত্বকালে ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি রাজকার্যে প্রবেশ করেন এবং উত্তরোত্তর উচ্চতর পদ লাভ করিতে থাকেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৪ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি সমরবিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি ভারতের আণ্ডার সেক্রেটারী পদ প্রাপ্ত হন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোনের সহিত মতান্তর ঘটায় পদত্যাগ করেন। ১৮৮৩ হইতে ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি কানাডার গভর্নর-জেনারেলরূপে কার্য করেন, এবং তৎপরে শেষোক্ত অব্দে ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল হইয়া এদেশে আসেন।

ইহার শাসনকালের প্রধান ঘটনা মণিপুরের যুদ্ধ। ইহার শাসনকালে কনসেণ্ট বিল (Consent Bill) বা সহবাসসম্মতি আইন বিধিবদ্ধ হয়। ১৮৯৩ খ্রীঃ ইনি স্বদেশে প্রতিগমন করেন।

শ ১। ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান তালু। ২। শিব ; শাসিতা ; সীমা। শী+ড কর্তৃ। ৩। শস্ত্র। শো (শাণ দেওয়া)+ড কর্ম। বি ; পু। ৪। ধর্ম ; কল্যাণ। শী (শয়ন করা)+ড অধি। বি ; ক্লী। ৫। শতসংখ্যা বা শতসংখ্যক। বাংপ্র। বিণ।

শংকর—'শঙ্কর' দ্রঃ।

শংকরী—'শঙ্করী' দ্রঃ।

শংসন, শংসা–কথন, বাক্য ; প্রশংসা সূচনা ; ইচ্ছা। শন্স্+অনট্ ভাব. ২য় পক্ষে ···+অ ভাব+আপ্। বি ; ক্লী. স্ত্রী। [বি ; ক্লী

শংসাপত্র—প্রমাণপত্র, certificate. মধ্যপ

শংসিত—কথিত ; স্তুত ; প্রশংসিত নিশ্চিত ; সূচিত ; বাঞ্ছিত ; হিংসিত অনুষ্ঠিত ; গৃহীত। শন্স্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

শংসী (শংসিন্)–কথক ; সূচক ; জ্ঞাপক শন্স্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শংসিনী**।

শংস্থ—কল্যাণযুক্ত। শম্ (কল্যাণ)—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

শক—শালিবাহন রাজা ; তৎপ্রবর্তিত অব্দ বিঃ ; জাতি বিঃ, হূন জাতি ; দেশ-বিশেষ ; তদ্দেশীয় লোক। শক্ (পারা)+অন্ কর্তৃ বি ; পু।

শকট– গাড়। শক্ (পারা)+ অটন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী বা পু।

শকটী, শকটিকা—গাড়ি। শকট+ঈপ্ ; ২য় পক্ষে শকট+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শকতি—শক্তি, ক্ষমতা, সামর্থ্য। কপ্র। <শক্তি। বি।

শকর-কন্দ–রাঙ্গা বা সাদা মিষ্ট আলু বিঃ। বাংপ্র। বি।

শকল–১। অংশ, খণ্ড। শক্ (পারা)+কল করণ। বি ; ক্লী বা পু। ২। ত্বক্, বল্কল ; শল্ক, আঁইশ। বি ; ক্লী।

শকলী (-লিন্)—মৎস্য ; আঁশযুক্ত। শকল (শল্ক)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

শকাব্দ—শালিবাহন (কেহ কেহ বলেন কনীষ্ক) প্রবর্তিত অব্দ (বঙ্গাব্দ অপেক্ষা ৫১৫ বৎসর অধিক)। শকপ্রবর্তিত যে অব্দ, মধ্যপ। বি ; পু।

শকার—১। 'শ' এই বর্ণ। শ+কার স্বার্থে। ২। রাজার রক্ষিতা স্ত্রীর ভ্রাতা। শক্ (পারা)+আরন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শকারি—রাজা বিক্রমাদিত্য ['বিক্রমাদিত্য' দ্রঃ]। শকের (শকজাতির) অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু।

শকুন—১। গৃধ্র ; চিল ; পক্ষী ; উৎসবাদি কালে মঙ্গলগাথা। শক্ (পারা)+উন কর্তৃ। বি ; পু। ২। অশুভসূচক চিহ্ন। বি ; ক্লী।

শকুনজ্ঞ—চিহ্নজ্ঞ ; নিমিত্তজ্ঞ। উপতৎ ; শকুন (চিহ্ন)—জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ। বিণ।

শকুনি—১। গৃধ্র ; চিল ; পক্ষী; কুরর বিঃ। শক্ (পারা)+উনি কর্তৃ। বি ; পু।

২। ধৃতরাষ্ট্রপত্নী গান্ধারীর ভ্রাতা ; এবং দুর্যোধনের মাতুল। শকুনি অধিকাংশ সময় হস্তিনাপুরে থাকিয়া দুর্যোধনের মন্ত্রিত্ব করিত। লোকটা অত্যন্ত অসৎপ্রকৃতি ছিল এবং দুর্যোধনকে নানাপ্রকার কুমন্ত্রণা দিয়া তাহাকে ধর্মভীরু পাণ্ডবগণের অনিষ্টাচরণে অধিকতর উত্তেজিত করিত। তাহারই ফলে অবশেষে দুর্যোধনের সর্বনাশ হয়। এই হেতু, অদ্যাপি লোকে কোন কুমন্ত্রণাদাতা সর্বনাশকর ব্যক্তিকে সংক্ষেপে নির্দেশ করিতে "শকুনি মামা" বলিয়া থাকে। শকুনি দ্যূতক্রীড়ায় অত্যন্ত নিপুণ ছিল।

ইহারই প্ররোচনায় দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে অক্ষযুদ্ধে আহ্বান করে, এবং পরে শকুনি তাঁহাকে কপটদ্যূতে পরাজিত করিয়া রাজ্যচ্যুত ও বনবাসী করে। কুরুক্ষেত্র সমরে অষ্টাদশ দিবসীয় যুদ্ধে শকুনি সহদেবের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়। বি ; পু।

শকুন্ত, শকুন্তি—কীট বিঃ; পক্ষী; ভাসপক্ষী। শক্+উন্ত, উন্তি কর্তৃ। বি ; পু।

শকুন্তলা—রাজা দুষ্মন্তের মহিষী। শকুন্ত (পক্ষী)—লা (গ্রহণ করা, রক্ষা করা)+ ড কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম হয়। ['বিশ্বামিত্র' দ্রঃ]। শকুন্তলার জন্মের পর বিশ্বামিত্র মেনকাকে বিদায় দিয়া তপশ্চরণার্থ গমন করিলেন। মেনকাও সদ্যোজাতা কন্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। তখন একটি শকুন্ত অর্থাৎ পক্ষী স্বীয় পক্ষাচ্ছাদনে বালিকাকে রক্ষা করিতে লাগিল। অতঃপর মহামুনি কণ্ব বালিকাটিকে তদবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া যাইয়া সযত্নে লালনপালন করিতে লাগিলেন এবং শকুন্ত কর্তৃক রক্ষিতা হইয়াছিল বলিয়া বালিকার নাম শকুন্তলা রাখিলেন।

ক্রমে শকুন্তলা যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়ায় বহির্গত হইয়া কণ্ব মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। মুনিবর তৎকালে আশ্রমে ছিলেন না। শকুন্তলাই রাজার যথোচিত পরিচর্যা করিলেন। নৃপতি ইঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া অঙ্গুরীয় বিনিময় দ্বারা ইঁহার পাণিগ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে শকুন্তলার গর্ভসঞ্চার হয়, এবং সেই গর্ভে সুপ্রসিদ্ধ ভরত রাজার জন্ম হয়। পরে কণ্বমুনি সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রসহিত শকুন্তলাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। রাজা প্রথমে পত্নীকে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে দৈববাণীতে পূর্ব বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় পত্নী-পুত্রকে মহাসমাদরে গ্রহণ করেন। কালিদাস এই বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া "অভিজ্ঞান শকুন্তল" নাটক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শকুল, সকুল-শোল মাছ। শক্+উল কর্তৃ। বি ; পু।

শক্ত—পারক; সমর্থ; পরিশ্রমী; দৃঢ়, কঠিন; দুরূহ; প্রিয়ংবদ। শক্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শক্তি—সামর্থ্য; বল; ক্ষমতা; প্রভাব উৎসাহ মন্ত্রজ—এই তিন রাজশক্তি; পরাক্রান্ত স্বাধীন রাষ্ট্র; কার্তিকেয়ের অস্ত্র বিঃ; শব্দাদির বৃত্তি বিঃ; প্রকৃতি; লক্ষ্মী; গৌরী; স্ত্রী-দেবতা। শক্ (পারা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

শক্তিধর—১। শক্তিমান্, শক্তিশালী। ৬তৎ। বিণ। ২। কার্তিকেয়। বি ; পু।

শক্তিপূজা দেবীর আরাধনা; শক্তির অর্চনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শক্তিমত্তা—ক্ষমতাশালিতা, বলবত্তা। শক্তিমৎ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

শক্তিময়—শক্তিপূর্ণ, সামর্থ্যযুক্ত। শক্তি শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**শক্তিময়ী**।

শক্তিমান্ (-মৎ)—শক্তিশালী, বলবান্। শক্তি শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শক্তিমতী**।

শক্তিশালী (-শালিন্)-ক্ষমতাশালী, শক্তিসম্পন্ন, বলবান্। উপতৎ; শক্তি-শাল্+ণিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শক্তিশালিনী**।

শক্তিশেল—অস্ত্র বিঃ [রাবণ এই অস্ত্র প্রহারে লক্ষ্মণকে অচেতন করিয়াছিলেন]। শক্তিদত্ত শেল, মধ্যপ। বাংপ্র। বি।

শক্তিসঞ্চয়—বলবৃদ্ধি, সামর্থ্য অর্জন; রাজার প্রজা বৃদ্ধি। ৬তৎ। বি; পু।

শক্তিসম্পন্ন—শক্তিযুক্ত, শক্তিমান্। ৩তৎ। বিণ।

শক্তিসার—শক্তির দৃঢ়তা; ক্ষমতার শ্রেষ্ঠাংশ; বলের উৎকর্ষ। ৬তৎ। বি ; পু।

শক্তিহীন—শক্তিশূন্য, ক্ষমতাহীন। ৩তৎ। বিণ। [পু।

শক্তিহ্রাস—বলের লাঘব। ৬তৎ। বি;

শক্তু—যবাদি চূর্ণ, ছাতু। শচ্ (বলা)+ তুন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী বা পু।

শক্তি—বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অদৃশ্যন্তীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। একদা রাজা কল্মাষপাদ মৃগয়ান্তে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনকালে ইঁহাকে পথিমধ্যে দেখিতে পান। ইনি রাজাকে পথ ছাড়িয়া না দেওয়ায় রাজা ইঁহাকে কশাঘাত করেন। ইনি কুপিত হইয়া রাজাকে শাপ প্রদানে রাক্ষসরূপে পরিণত করেন। রাজাও রাক্ষস হইয়া ইঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলেন। তৎকালে অদৃশ্যন্তী গর্ভবতী ছিলেন। সেই গর্ভে পরাশর মুনির জন্ম হয়।

শক্য—সাধ্য, যাহা করিতে পারা যায় এরূপ; শক্তির বিষয়ীভূত, বাচ্য; শক্তি দ্বারা বোধ্য। শক্ (পারা)+য কর্ম। বিণ।

শক্র—বাসব, ইন্দ্র; কুটজবৃক্ষ; কুড়চিগাছ; অর্জুনবৃক্ষ; জ্যেষ্ঠানক্ষত্র। শক্+র কর্ম বা কর্তৃ অথবা শনক্+র কর্তৃ। বি ; পু।

শক্রজিৎ—১। ইন্দ্রজয়ী। উপতৎ; শক্র (ইন্দ্র)—জি (জয় করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। ইন্দ্রজিৎ, মেঘনাদ। বি ; পু।

শক্রধ্বজ-ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশীতে পূজ্য ধ্বজাকার স্তম্ভ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী বা পু।

শক্রশালা—১। ইন্দ্রের গৃহ, ইন্দ্রালয়। ৬তৎ। ২। যজ্ঞভবন। শক্রপূজার্থক যে শালা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

শক্রাণী-ইন্দ্রপত্নী, শচী। শক্র শব্দ+ঙীপ পত্নী অর্থে। বি ; স্ত্রী।

শক্রোত্থান, শক্রোৎসব-ইন্দ্রধ্বজের উত্তোলনরূপ উৎসব। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

শঙ্কনীয় শঙ্কা করিবার যোগ্য; সন্দেহের বিষয়ীভূত। শনক্ (শঙ্কা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

শঙ্কর, শংকর—১। কল্যাণকর। উপতৎ; শম্ (কল্যাণ)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী-**শঙ্করী**। ২। শিব শঙ্করাচার্য দীর্ঘপুচ্ছ সামুদ্রিক মৎস্য বিঃ। বি ; পু।

শঙ্কর দেব—(১৪৪৯—১৫৬৮ খ্রীঃ)। আসামের বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক আসামের বারভূঞা বংশে বরদোয়া-নামক স্থানে জন্ম। ইনি ২৯ খানি ধর্মপুস্তক রচনা করেন। তন্মধ্যে 'কীর্তনঘোষা' সর্বশ্রেষ্ঠ।

শঙ্করন্ নেয়ার (সার)—সার ছেত্তুর শঙ্করন্ নেয়ার্ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে মালাবার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় শঙ্করন্ মাদ্রাজ প্রদেশের মধ্যে প্রথম স্থান গ্রহণ করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অনেকগুলি পারিতোষিক প্রাপ্ত হন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি-এল পরীক্ষাতেও প্রেসিডেন্সীর মধ্যে প্রথম হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ হাইকোর্টের উকীল হন। সার শঙ্করন্ নেয়ার তিনবার অস্থায়ী ভাবে হাইকোর্টের বিচারপতির পদে কার্য করেন; তাহার পর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হন। ১৯০৮ অব্দে ইনি এডভোকেট জেনারেলের পদে কার্য করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শঙ্করন্ নেয়ার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হইয়াছিলেন। পরবর্তী বৎসর ইনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদে মনোনীত হন। মধ্যে মধ্যে ইনি কয়েকটি সরকারী কমিশন ও কমিটিতে সদস্যের পদে কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে সর্বপ্রথম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সার শঙ্করন্ নেয়ার সভাপতি হইয়াছিলেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই সার শঙ্করন্ নেয়ার মনেপ্রাণে তাহাতে যোগ দিয়াছিলেন। অমরাবতীতে

কংগ্রেসের ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে সার শঙ্করন্ নেয়ার সভাপতি হইয়াছিলেন। ভারতবাসীর দারিদ্র্য, ভারতের অর্থনীতি, অস্ত্রব্যবহার সম্বন্ধে ভারতবাসী, ইয়োরোপিয়ান ও ইয়োরোপীয়ানদের সমান অধিকার, ভারতবাসীদের সৈনিক বৃত্তি, সিভিল সার্ভিসে ও প্রাদেশিক শাসন-বিভাগে অধিক সংখ্যায় ভারতবাসীদের নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ে সার শঙ্করন্ নেয়ার নির্ভীক ভাবে, স্পষ্ট ভাষায় দৃঢ়তার সহিত ইহার মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের লাটসাহেবের আহ্বানে সার শঙ্করন্ নেয়ার মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন উপলক্ষে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ইনি ভারতবাসীদের শিক্ষার ব্যবস্থা কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা প্রকাশ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে সার শঙ্করন্ নেয়ার বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের শিক্ষা-সচিব নিযুক্ত হন। শিক্ষাসচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াই সার শঙ্করন্ নেয়ার ভারতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে মনোযোগী হন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে সিমলায় ভারতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞগণের যে বৈঠক হয়, সার শঙ্করন্ নেয়ার তাহার সভাপতি হন। এবং সভাপতির অভিভাষণে চিকিৎসকগণের মৌলিক গবেষণায় উৎসাহিত করেন। সার শঙ্করন্ নেয়ার ভারত গভর্নমেণ্টের মতের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে বলিয়াছিলেন যে, শাসন-সংস্কার কার্যে পরিণত করিবার ভার কিছুতেই সিভিলিয়ানদিগণের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে না; কারণ তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইবে। পঞ্জাবের সামরিক আইন জারির ফলে দেশের লোককে যে ভাবে দণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল, তাহার প্রতিবাদকল্পে ১৯১৪ অব্দের ৩০শে জুলাই পদত্যাগ করিয়া শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের সমর্থনের জন্য ইনি বিলাত যাত্রা করেন।

শঙ্করপ্রিয়—১। শিববল্লভ। শঙ্কর প্রিয় যাহার, বহু। ২। মহাদেবের প্রীতিকর। ৬তৎ। বিণ।

শঙ্করাচার্য—সুপ্রসিদ্ধ বেদান্তভাষ্যকার পণ্ডিত। শঙ্কর নামক যে আচার্য, মধ্যপ। বি; পু। ইহার জন্মভূমি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের অন্তর্গত মালাবার প্রদেশের কালডি গ্রামে। আঙ্গামাটী রেল ষ্টেশন হইতে প্রায় ৩ মাইল। স্থানটি দেশীয় খ্রীষ্টানে পরিপূর্ণ। হিন্দু খুব অল্প। জন্ম ৭৮৮ খ্রীঃ। সুতীক্ষ্ণ মেধা ও অসামান্য প্রতিভাবলে ইনি অতি অল্প বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রাদিতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময়ে দায়াদগণের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় ইনি জননীকে গৃহে একাকিনী রাখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক বহির্গত হন। প্রব্রজ্যা হইতে প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন, জননী মৃত্যুশয্যায় শয়ানা, কিন্তু জ্ঞাতিবর্গ কেহই তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেছেন না। ইহাতে শঙ্কর অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া একান্তমনে মাতৃসেবায় নিযুক্ত হইলেন। অনন্তর জননীর মৃত্যু হইলে ইনি একাকীই গৃহপ্রাঙ্গণে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চিরদিনের জন্য জন্মভূমি পরিত্যাগ করিলেন।

অতঃপর ইনি ধর্মার্থ দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ভারতবর্ষে বিকৃত বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্কর বৌদ্ধদিগকে বিচারে পরাস্ত করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয়-পতাকা পুনরুড্ডীন করিলেন এবং স্থানে স্থানে শিবমন্দির ও মঠ স্থাপন করিয়া হিন্দুধর্ম ও শাস্ত্রালোচনার সুবিধা করিয়া দিলেন। ইহার রচিত উপনিষদ্-ভাষ্য, বেদান্তভাষ্য, গীতাভাষ্য, মোহমুদ্গর প্রভৃতি গ্রন্থ অতি প্রসিদ্ধ। ইনি ভারতের সকল স্থানে এবং তিব্বতে গমন করিয়া বৌদ্ধমতের খণ্ডন করেন। ইনি কাশ্মীর, বদরিকাশ্রম, কেদারনাথ প্রভৃতি স্থানে কিছুদিন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। কেদারনাথ তীর্থে ৮২০ খ্রীঃ ৩২ বৎসর বয়সে ইহার দেহত্যাগ ঘটে।

পুরাণ ও উপপুরাণের বাক্য অনুসারে শঙ্করাচার্যকে শৈবাবতার বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সৌর পুরাণে উক্ত আছে, "চতুর্ভিঃ সহ শিষ্যৈস্চ শঙ্করোঽবতরিষ্যতি"। বাস্তবিকই শঙ্কর লোকাতীত প্রতিভা ও মনীষাসম্পন্ন ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি যাহা কিছু গণনা করিতেন তাহাই অভ্রান্ত হইত। ইনি একদা কাশীধামের কোন স্থানে বসিয়া আগন্তুকদিগের ভাগ্য গণনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক যোগীর শিষ্য সমাগত হইয়া নিজের মৃত্যুকাল জানিতে চাহিল। শঙ্কর তাহার মৃত্যুর কাল নির্দেশ করিয়া দিলেন এবং বজ্রাঘাতে মৃত্যু হইবে, এ কথাও বলিলেন। শিষ্য স্বীয় গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিলে, গুরু বলিলেন, "ভয় নাই, শঙ্করনির্দিষ্ট সময়ে তোমার মৃত্যু কোনক্রমেই হইবে না।" তখন সেই শিষ্য পুনরপি শঙ্করাচার্যের নিকট গমন করিয়া, গুরুর আদেশ জ্ঞাপন করিল। শঙ্কর পুনর্বার গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নিজের গণনা অভ্রান্ত দেখিয়া সগর্বে বলিলেন, "সে সময়ে যদি তোমার মৃত্যু না হয়, তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত পুঁথি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিয়া যোগীর শিষ্য হইব।" যোগীও বলিয়া পাঠাইলেন যে, সে সময়ে যদি শিষ্যের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি শঙ্করের শিষ্য হইবেন।

অনন্তর নির্দিষ্ট দিবসে যোগী সেই শিষ্যকে যোগবলে সমাধিস্থ করিয়া ভূগর্ভের অতি গভীরপ্রদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। শঙ্করের গণিত সময়ে সেই স্থানে মৃত্তিকার উপর অশনিপাত হইল, কিন্তু চেতনাহীন দেহে তাহার কোন ক্রিয়াই হইল না। অতঃপর যোগিবর তাহাকে উত্তোলিত করিলেন এবং তাহার শরীরে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিয়া তাহাকে জ্যোতিষীর নিকট প্রেরণ করিলেন। শঙ্কর অবাক্ হইয়া গেলেন এবং স্বীয় অঙ্গীকারানুসারে গ্রন্থাদি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া ও যোগীর নিকট দীক্ষিত হইয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন, কিন্তু অমূল্য গ্রন্থরাজির বিসর্জন নিবন্ধন অতীব ম্রিয়মাণভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন। যোগিবর ইহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, 'মণিকর্ণিকার ঘাটে যাইয়া গঙ্গার নিকট গুরুর আদেশ নিবেদন করিয়া তোমার গ্রন্থ প্রার্থনা কর।' গুরুর উপদেশমত মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত হইলে যোগিবরের আদেশ স্বতঃই ইহার মনে উদিত হইল। সেই সময়ে একটি তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সেই পুঁথির তাড়া তীরে আনিয়া দিল। তদ্দর্শনে শঙ্কর হতবুদ্ধি হইলেন; এতদিনে ইঁহার প্রকৃত চৈতন্য হইল। তখন সেই মহাপণ্ডিত শঙ্করাচার্য আসক্তির বস্তু সেই গ্রন্থনিচয়কে পুনর্বার জাহ্নবী-সলিলে নিক্ষেপ করিলেন। এবং সেই সঙ্গে আপনার বিদ্যাভিমান, জ্ঞান-গরিমা, ধর্মাহংকার সমস্তই বিসর্জন দিয়া ও আপনাকে তৃণবৎ লঘু জ্ঞান করিয়া গুরুর নিকট প্রত্যাগমনপূর্বক অনন্যমনে তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শঙ্করের ধর্মমত বেদান্তের উপর স্থাপিত। কিন্তু সাধারণের জন্য ইনি শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠ ইঁহার শিষ্যগণের প্রতিনিধির দ্বারা আজ পর্যন্ত পরিচালিত হইতেছে। সেই চারিটি মঠের নাম দ্বারকায় সারদা মঠ, পুরীতে গোবর্ধন মঠ, দক্ষিণে শৃঙ্গেরী মঠ ও বদরিকাশ্রমে যোষী মঠ। শঙ্করের শিষ্যগণ ইঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া গ্রহণ করেন। [পু।

শঙ্করাবাস—কৈলাস পর্বত। ৬তৎ। বি;

শঙ্করী, শংকরী—১। শিবানী, দুর্গা।

শঙ্কর+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। কল্যাণকরী। বিণ; স্ত্রী।

শঙ্কা—ত্রাস, ভয়; সন্দেহ; বিতর্ক; সম্ভাবনা। শন্‌ক্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

শঙ্কাতারণ—ভয়দূরকারী। ৬তৎ। বিণ।

শঙ্কানিবৃত্তি—সন্দেহভঞ্জন; ভয়দূরীকরণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বিণ।

শঙ্কান্বিত—শঙ্কাযুক্ত, ত্রাসযুক্ত, ভীত।

শঙ্কিত—১। শঙ্কাযুক্ত, ভীত; সন্দিগ্ধ। শঙ্কা শব্দ+ইত জাতার্থে। ২। তর্কিত। শন্‌ক্ +ক্ত কর্ম। বিণ।

শঙ্কু—১। অস্ত্র বিঃ, শল্য; কীলক, গোঁজ, খুঁটা; দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমাণ যষ্টি; ঘড়ির কাঁটা; শিব; স্থাণু; মুড়াগাছ; কলুষ; সংখ্যা বিঃ; শিশ্ন, মেঢ্র; পণ্ডিত বিঃ, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন। শন্‌ক্ (শঙ্কা করা)+উ অপা। ২। শঙ্কা, ত্রাস, ভয়। শন্‌ক্+উ ভাব। বি; পু।

৩। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতার মৃত্যুর পর ইনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইনি ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠায় রাজ্যে বিষম অশান্তি উপস্থিত হয়। অনন্তর ইনি কণ্টকজ্ঞানে বিক্রমাদিত্যের প্রাণনাশের চেষ্টা করিতে যাইয়া নিজেই তাঁহার হস্তে নিহত হন। বি; পু।

শঙ্কুপট্ট—দণ্ডপলাদি চিহ্নিত শঙ্কুরআধার, Dial Plate; সূর্য ঘড়ি। শঙ্কুযুক্ত যে পট্ট, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শঙ্খ—১। সমুদ্রজাত প্রাণী বিঃ, কম্বু, শাঁখ; হাতের শাঁখা। শম্ (শান্ত করা)+খ কর্তৃ। বি; স্ত্রী বা পু। ২। ললাটাস্থি; গলদেশ; সংখ্যা বিঃ; নাগ বিঃ; নিধি বিঃ; ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা মুনি। বি; পু। [পুরাণে কথিত আছে যে, চতুর্ভুজ বিষ্ণু চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন।]

শঙ্খকার—শঙ্খপ্রস্তুতকারক, শাঁখারি। উপতৎ; শঙ্খ শব্দ- কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—শাঁখ ও সুদর্শন চক্র ও মুদ্গর এবং পদ্ম। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। [বিষ্ণুর চারি হস্তে এই চারি বস্তু থাকে।]

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী (-ধারিন্)—শঙ্খ ও চক্র ও গদা ও পদ্ম ধারণকারী, বিষ্ণু। উপতৎ; শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। [বি।

শঙ্খচিল—শ্বেতবক্ষ চিল বিঃ। <শঙ্খচিল।

শঙ্খচিহ্ন—শাঁখ চিহ্ন। শঙ্খ (শঙ্খচিহ্ন) যুক্ত যে চিহ্ন, মধ্যপ। বি; পু।

শঙ্খচূড়—গোখুরাজাতীয় বৃহৎ সর্প বিঃ, রাজসাপ; জনৈক অসুর *। শঙ্খ চূড়াতে যাহার, বহু। বি; পু।

* ইনি কঠোর তপশ্চরণ দ্বারা বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করেন এবং তৎপুণ্যফলে তুলসীদেবীকে পত্নী ভাবে প্রাপ্ত হন। দীর্ঘকাল রাজত্ব করার পর দেবগণের সহিত ইহার বিবাদ উপস্থিত হইল। দেবতারা পরাজিত হইলেন। অনন্তর স্বয়ং রুদ্রদেব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। এদিকে তুলসীদেবী পতির মঙ্গল-কামনায় বিষ্ণুর আরাধনায় প্রবৃত্তা হইলেন। অসুরবিনাশ শিবের অসাধ্য হইল। তখন দেবগণের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করিয়া তুলসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তুলসীর তপোভঙ্গ হইল। শঙ্খচূড়ও শিবের হস্তে পতিত হইল। অতঃপর সতী বিষ্ণুকে শাপপ্রদানে উদ্যতা হইলে বিষ্ণু নানারূপ প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে শান্ত করিয়া পতির অনুমৃতা হইতে প্রবর্তিত করেন।

শঙ্খচূর্ণী—উপদেবতা বিঃ, শাঁকচুর্ণী। বি; স্ত্রী।

শঙ্খবণিক্ (-বণিজ্)—শাঁখারি, জাতি বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

শঙ্খবিষ—সেঁকো বিষ। বি; স্ত্রী।

শঙ্খবেলা ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

শঙ্খমালা, শঙ্খমালিকা—শাঁখের মালা; অশ্বের আভরণ বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

শঙ্খমুখ—কুম্ভীর। শঙ্খবৎ মুখ যাহার, বহু।

শঙ্খিনী—১। শঙ্খযুক্তা। শঙ্খ+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উপদেবতা বিঃ; স্ত্রীজাতির অন্যতম ['স্ত্রী' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

শঙ্খী (শঙ্খিন্)—১। শঙ্খযুক্ত। শঙ্খ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—শঙ্খিনী। ২। বিষ্ণু; সমুদ্র। বি; পু।

শচি, শচী—১। দেবরাজপত্নী, ইন্দ্রাণী। শচ্ (বলা)+ই কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, যিনি মধুর বাক্য বলেন। বি; স্ত্রী।

ইন্দ্র-পত্নী শচী দানবরাজ পুলোমার কন্যা। দেবরাজের ঔরসে ইহার জয়ন্ত নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইন্দ্রের অজ্ঞাতবাসের সময় নহুষ রাজা ইহার অবমাননা করিতে উদ্যত হইলে দেবগুরু বৃহস্পতির মন্ত্রণায় ইনি আত্মরক্ষা করিতে সমর্থা হন। ('নহুষ' দ্রঃ।)

২। চৈতন্যদেবের জননীর নাম শচী। ইঁহার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্তী নবদ্বীপের অধিবাসী ছিলেন। শ্রীহট্টবাসী জগন্নাথ মিশ্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে আগমন করেন। ইঁহারই সহিত শচীদেবীর বিবাহ হয়। অতঃপর জগন্নাথ সস্ত্রীক নবদ্বীপেই বাস করিতে থাকেন। শচীদেবী উপর্যুপরি আটটি কন্যা প্রসব করেন, কিন্তু সেগুলি সমস্তই নষ্ট হয়। তৎপরে ইঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপের জন্ম হয়। অনন্তর ইঁহার দশম গর্ভে চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন।

সাংসারিক সুখভোগ শচীদেবীর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বরূপ অতি অল্প বয়সেই সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করেন। তাহার পরই ইনি বিধবা হন। এক্ষণে চৈতন্যদেবই ইঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন হইলেন। তিনি বড় সাধ করিয়া লক্ষ্মী নাম্নী একটি বালিকার সহিত চৈতন্যের বিবাহ দিলেন। ভাবিলেন, পুত্র পুত্রবধূ লইয়া সুখে সংসার করিবেন। লক্ষ্মী কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিতা হইলেন। তখন শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী আর একটি বালিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিলেন। কিন্তু তথাপি ইঁহার ভাগ্যে সুখ হইল না। ইহার কিছু দিন পরেই চৈতন্য সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া সংসার পরিত্যাগ করিলেন। শচীদেবী শোকে অভিভূতা হইয়া কেবল পুত্রবধূকে রক্ষা করিবার জন্য অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তবে তিনি বৃদ্ধ বয়সে শান্তিপুরনিবাসী নিত্যানন্দকে পুত্রবৎ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার পরিচর্যায় পুত্রশোক কতকটা বিস্মৃত হইতে পারিয়াছিলেন।

শচীনন্দন—নিমাই, গৌরাঙ্গ, চৈতন্যদেব। ৬তৎ। বি; পু।

শচীপতি—দেবরাজ ইন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

শচীশ—বাসব, ইন্দ্র। শচির বা শচীর ঈশ (প্রভু), ৬তৎ। বি; পু।

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—স্বনামখ্যাত ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ ৺শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে কাঁটালপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। সতর বৎসর বয়সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা, এবং উনিশ বৎসর বয়সে এফ. এ. পরীক্ষা দিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন। এই সময় ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বাইশ বৎসর বয়সে ইনি চাকরিতে প্রবৃত্ত হন। খুল্লতাত বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শচীশচন্দ্রকে সাব-রেজিস্ট্রার করিয়া দেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে শচীশচন্দ্র স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রারের পদে উন্নীত হন। পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে শচীশচন্দ্র লেখনী ধারণ করেন। বীর-

পুজা নামক উপন্যাস ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয়। পরে বঙ্গসংসার, বাঙ্গালীর বল, নীরদা, রাজা গণেশ রচনা করিয়া প্রকাশ করেন। শেষোক্ত উপন্যাস প্রকাশের পর তাঁহার পুত্রবিয়োগ ও পত্নী-বিয়োগ হয়। দুই বৎসর অবকাশ লইয়া তগ্নহৃদয়ে গৃহে বসিয়া থাকেন। অবশেষে ইঁহার স্ত্রীর রচিত কয়েকটি গল্প একত্র গাঁথিয়া "পূজার মালা" নাম দিয়া প্রকাশ করেন। শচীশচন্দ্রের রচিত কয়েকটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ ঐ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিছুদিন পরে শচীশচন্দ্র "বঙ্কিম জীবনী" প্রণয়ন করেন। ইনি আরও কয়েকখানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

শ', জর্জ বার্নার্ড (Shaw, George Bernard)—(১৮৫৬—১৯৫২ খ্রীঃ)। বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার ও লেখক। ইনি ব্রিটিশ ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নোবেল পুরস্কার পান। 'Man and Superman', 'The Doctor's Dilemma', 'Widowers' Houses' প্রভৃতি ইঁহার রচিত গ্রন্থ।

শজারু—স্বনামপ্রসিদ্ধ পশু বিঃ, শল্লকী। বাংপ্র। বি।

শজিনা, শজনে—একপ্রকার গাছ ও তাহার ফুল বিঃ। <শোভাঞ্জন। বি।

শটকে—শতকিয়া, ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত গণনা। <শতকিয়া। বি।

শটি, শটী—ওষধি বিঃ, বন আদা। শট্+ই কর্তৃ, পক্ষে তদুত্তরে ঈ স্বার্থে। বি; স্ত্রী।

শটিত—পর্যুষিত, বাসি, পচা। শট্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। বি- শটন।

শটী-'শটি' দ্রঃ।

শঠ—ধূর্ত, মূর্খ, নির্বোধ; গূঢ় বিপ্রিয়কারী। (পতি বা নায়ক), অর্থাৎ যে বাহ্যতঃ এক স্ত্রীকে ভালবাসার ভাব দেখায়, কিন্তু অন্তরে অপরাকে ভালবাসে। শঠ্ (বঞ্চন করা) + অন্ কর্তৃ। বিণ।

শঠতা—শাঠ্য, ধূর্ততা; ক্রূরতা; প্রবঞ্চনা। শঠ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

শণ—শণ গাছ, ছোট গাছ বিঃ, san hemp; এই গাছের অংশু। শণ্ (দেওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

শণসূত্র—১। শণের সুতা। ৬তৎ। ২। শণের সুতার জাল; ক্ষত্রিয়ের উপবীত। শণের সূত্র আছে যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

শত—১। ১০০ সংখ্যা। শো (শাণ দেওয়া)+ডত কর্তৃ। বি; ক্লী। [সংস্কৃত ভাষায় ইহা একবচনান্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।] ২। ১০০ সংখ্যক, শ। বাংপ্র। বিণ।

শতক—১। ১০০ সংখ্যা; শত বস্তুর সমষ্টি; শতাব্দী। শত+কন্। বি; ক্লী। শত-সংখ্যাবিশিষ্ট। বিণ।

শতকরা—প্রতি শতের হিসাবে বা অনুপাতে। বাংপ্র। অ।

শতকিয়া—(ধারাপাতে) ১ হইতে ১০০ পর্যন্ত গণনা, শটকে। বাংপ্র। বি।

শতকোটি—১০০ কোটি সংখ্যা, বৃন্দ। অর্বুদ। বি; স্ত্রী।

শতক্রতু—পুরন্দর, ইন্দ্র। শত হইয়াছে ক্রতু (যজ্ঞ) যাঁহার, বহু। বি; পু।

শতঘ্নী—শতেকখাকী (তাহা দ্রঃ)।

শতগ্রন্থি—১। একশত গাঁইট। শত সংখ্যক গ্রন্থি, মধ্যপ। বি; পু। ২। একশত গাঁটবিশিষ্ট; অতিশয় ছিন্ন। শত সংখ্যক গ্রন্থি আছে যাহাতে, বহু। বিণ। ৩। দূর্বা। বি; স্ত্রী।

শতঘ্নী-শতপুরুষ বিনাশকারী চতুঃশত লৌহকণ্টকব্যাপ্ত অস্ত্র বিঃ [কোন কোন পণ্ডিতের মতে কামান]; গলরোগ বিঃ; বিছুটি লতা। উপতৎ; শত শব্দ—হন্ (বধ করা)+টক্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতচ্ছদ—শতদল পদ্ম। শত সংখ্যক ছদ (দল) যাহার বহু। বি; পু।

শততম—শত সংখ্যার পূরক। শত শব্দ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—শততমী।

শততারা—শতভিষা নক্ষত্র। শতসংখ্যক তারা যাহাতে, বহু। বি; স্ত্রী।

শতদল—১। একশত দলবিশিষ্ট পদ্ম। শত সংখ্যক দল (পাপড়ি) যাহার, বহু। বি; ক্লী। ২। একশত দল বা পাপড়ি-বিশিষ্ট। বিণ। স্ত্রী- শতদলা।

শতদলবাসিনী—লক্ষ্মী, কমলা। উপতৎ; শতদল—বস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শতদলবাসিনী বিশ্বাস—অনুমান ১৮৮৩ খ্রীঃ ফরিদপুর জেলায় ইঁহার জন্ম হয়, এবং ১৯১১ খ্রীঃ মাত্র ২৮ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করেন। কিন্তু এই অল্প বয়সের মধ্যেই ইনি বাঙ্গালায় ব্রতকথা, বেহুলা, সন্তানপালন প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইচ্ছা ও অধ্যবসায় থাকিলে আমাদের কুললক্ষ্মীরা যে অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিয়াও জ্ঞানার্জন করিতে পারেন, এই গৃহলক্ষ্মীই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শতদ্রু—পঞ্জাবদেশস্থ নদী বিঃ [ইহার আধুনিক ইংরেজী নাম সাটলেজ, ইহা সিন্ধুর একটি উপনদী]। শত—দ্রু (দ্রুত চলা)+কু কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [বশিষ্ঠ পুত্রশোকে কাতর হইয়া তনুত্যাগ মানসে স্বয়ং হস্তপদাদি বন্ধনপূর্বক এই নদীতে নিমগ্ন হওয়ায় ইহা শতধা ধাবিত হইয়াছিল। সেইজন্য ইহার নাম শতদ্রু হইয়াছে।]

শতধা—১। শতবার; শতপ্রকার খণ্ডে বা দিকে। শত+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ। ২। দূর্বা। শত—ধা (ধারণ করা)+অ কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী।

শতধার—শতধারাযুক্ত। বহু। বিণ।

শতধারে—একশত ধারায়; অজস্র অশ্রু-ধারায়। শত ধার যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

শতপত্র—পদ্ম। বহু। বি; ক্লী।

শতপত্রভেদ ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

শতপথ—যজুর্বেদের অংশ বিঃ। বি; পু।

শতপথিক—নানামতাবলম্বী; বহুমার্গাবলম্বী। শত সংখ্যক পথ=শতপথ, মধ্যপ; তদুত্তরে ইক। বিণ।

শতপদ—নামকরণার্থ প্রথমবর্ণসূচক চিহ্ন বিঃ। বহু। বি; স্ত্রী।

শতপদী—কর্কট, কানকোটারি বা কেন্নো; বৃশ্চিক। শত সংখ্যক পদ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী।

শতপ্রসূনা—শতপুষ্পা। বহু। বি; স্ত্রী।

শতবলী—বানরযূথপতি। রাবণ কর্তৃক সীতা হৃতা হইলে ইনি উত্তরদিকে তাঁহার অনুসন্ধানে গমন করিয়াছিলেন। ইনি সাবর্ণি মেরু পর্বতে বাস করিতেন। বি; পু।

শতভিষক্ (শতভিষজ্), **শতভিষা**—নক্ষত্র বিঃ, চতুর্বিংশ নক্ষত্র। বি; স্ত্রী।

শতমারী (-মারিন্)—১। শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। উপতৎ; শত শব্দ—ণিজন্ত মৃ=মারি (মারিয়া ফেলা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। যে শতবার পারদ জারণ করিয়া বৈদ্য গণ্য হইয়াছে; শতসংখ্যক লোকের প্রাণনাশক। বিণ; পু।

শতমুখ—একশতসংখ্যক মুখযুক্ত; কোন বিষয়ে যে সোৎসাহে পুনঃপুনঃ কথা বলে। শত সংখ্যক মুখ যাহার, বহু। বিণ।

শতমুখী—১। এক শত মুখ বিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সম্মার্জনী, ঝাঁটা, ঝাড়ু। বি; স্ত্রী।

শতমূলা—দূর্বা। বহু। বি; স্ত্রী।

শতমূলী—লতা বিঃ। বহু। বি; স্ত্রী।

শতরঞ্চ, -রঞ্জ—১। দাবাবড়ে খেলা। বাংপ্র। ২। শতরঞ্চি (তাহা দ্রঃ)। আ-মূ। বি।

শতরঞ্চি, -রঞ্জি—মোটা সুতার বৃহৎ শয়নাসন বিঃ, একপ্রকার গালিচা; দরি। আ-মূ। বি।

শতরূপা—ব্রহ্মার কন্যা ও পত্নী। বহু। বি; স্ত্রী।

শতশঃ (-শস্)—শত শত করিয়া। শত+শস্। অ।

শতসহস্র—একশত হাজার, লক্ষ। শত-গুণিত যে সহস্র, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

শতাংশ—এক শত ভাগ। শত সংখ্যক অংশ, মধ্যপ। বি ; পু।

শতাক্ষী—রাত্রি ; দুর্গা। শত সংখ্যক অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

শতানন্দ রাজর্ষি জনকের পুরোহিত। শত বিষয়ে আনন্দ যাহার, বহু। বি ; পু।
মহর্ষি গৌতমের ঔরসে তৎপত্নী অহল্যার গর্ভে শতানন্দের জন্ম। ইন্দ্র কপটে অহল্যার ধর্ম নষ্ট করিলে গৌতম পুত্রকে জননীর প্রাণবধ করিতে আদেশ করিয়া তপস্যার্থে গমন করিলেন। শতানন্দ মহা-বিপদে পড়িলেন। এক দিকে পিতার আদেশ লঙ্ঘন, অন্য দিকে মাতৃহত্যা, উভয়ই তুল্য পাপ, এই ভাবিয়া তিনি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন। এমন সময় গৌতম অহল্যাকে নিরপরাধা জানিতে পারিয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং পুত্র তখনও মাতার প্রাণনাশ করে নাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও শতানন্দকে আশীর্বাদ করিলেন।

শতানীক—১। শত সৈন্যবিশিষ্ট। শত সংখ্যক অনীক (সৈন্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। ব্যাসশিষ্য মুনি বিঃ ; দ্রৌপদীর গর্ভজাত নকুলপুত্র, ইনি কুরুক্ষেত্র সমরে সাতিশয় বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সমরাবসানে অশ্বত্থামার নৈশ হত্যাকাণ্ডে নিহত হন ; জনমেজয়ের পুত্র ; সুদামরাজ-পুত্র। বি ; পু।

শতাব্দ, শতাব্দী—একশতবর্ষব্যাপী কাল ; শতক। শত অব্দের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

শতায়ুঃ (-য়ুস)—শতবর্ষজীবী। শত সংখ্যক আয়ুঃ যাহার, বহু। বিণ।

শতেক—একশত ; প্রায় একশত। বাংপ্র। বিণ।

শতেকখাগী—যে নারী শত প্রিয়জনের মৃত্যু দেখিয়াছে ; গালি বিঃ। বাংপ্র। বি বা বিণ ; স্ত্রী।

শত্রু বিপক্ষ, রিপু, অরি ; লগ্ন হইতে অষ্টম স্থান। শদ্ (হিংসা করা) + রু কর্তৃ বি ; পু।

শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ সহোদর। উপতৎ শত্রু—হন্ (বধ করা) + ট কর্তৃ। বি ; পু।
মহারাজ দশরথের ঔরসে ও তাঁহার তৃতীয়া পত্নী সুমিত্রার গর্ভে শত্রুঘ্নের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ যেরূপ রামের অনুগত ছিলেন, ইনিও তদ্রূপ ভরতের অনুগত ছিলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত ইনিও সর্ব-প্রকার ক্ষত্রিয়োচিত শিক্ষাপ্রাপ্ত হন, এবং তাঁহাদের বিবাহকালে ইনি রাজর্ষি জনকের ভ্রাতৃতনয়া শ্রুতকীর্তির পাণিগ্রহণ করেন। অতঃপর ভরত মাতুলালয়ে গমন করিলে ইনিও তৎসহ কেকয়রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর রাম বনবাসে গমন করিলে ও তাঁহার শোকে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ইনি ভরতের সহিত অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন এবং সাতিশয় দুঃখিতচিত্তে ভরতের সহিত রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করেন। রাম প্রত্যাবৃত্ত না হওয়ায় ভরত নন্দীগ্রামে রাজধানী স্থাপন-পূর্বক জ্যেষ্ঠের নামে রাজ্যশাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলে ইনিও তাঁহার নিকট অবস্থিতি করেন। বনবাসান্তে রাম প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ভরতের সহিত ইনিও অযোধ্যায় প্রত্যাগত হন এবং সর্ববিষয়ে রামের আনুগত্য করিতে থাকেন। লবণ রাক্ষস অত্যন্ত উপদ্রব আরম্ভ করিলে রামের আদেশে ইনি তাহার বিরুদ্ধে সমরাভিযান করিয়া তাহার প্রাণনাশ করেন, এবং রামের আজ্ঞাক্রমে রাক্ষসের মধুবন বিধ্বস্ত ও তথায় মথুরাপুরী নির্মাণ করিয়া নিজের সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক পুত্রদ্বয়কে তাহার শাসনভার অর্পণ করেন। অনন্তর ইনি রামের সহিত সরযূ নদীতে যোগবলে তনুত্যাগ করেন।

শত্রুঘ্নজননী—সুমিত্রা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শত্রুচর—শত্রুর প্রণিধি, বিপক্ষের চর। ৬তৎ। বি ; পু।

শত্রুজিৎ—১। বৈরিজয়কারী, অরিন্দম। উপতৎ ; শত্রু—জি (জয় করা) + কিপ্ কর্তৃ। বিণ। ২। কুবলয়াশ্বের পিতা। বি ; পু।

শত্রুঞ্জয় ১। রিপুজয়কারী। উপতৎ ; শত্রু—জি (জয় করা) + খ কর্তৃ। বিণ। ২। রামের বাহন, মহাবল, মহাকায় [একটি হস্তীর নাম। রাম মাতুলালয় হইতে এই হস্তীটি উপহার পাইয়াছিলেন। বনগমনকালে সুযজ্ঞকে ইহা দিয়া যান]। বি ; পু।

শত্রুতা বিপক্ষতা, বৈরিতা, দ্বেষ। শত্রু শব্দ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

শত্রুনাশ—বিপক্ষসংহার, অরাতিবধ। ৬তৎ। বি ; পু।

শত্রুন্তপ—পরন্তপ, বৈরীকে পীড়াদায়ক। উপতৎ ; শত্রু—তপ্ (তাপ দেওয়া) + খ কর্তৃ। বিণ। [বি ; পু

শত্রুপক্ষ—বিপক্ষপক্ষ, বৈরিদল। ৬তৎ।

শত্রুবল—বিপক্ষের শক্তি, অরাতির ক্ষমতা ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শত্রুবিজয়—বিপক্ষপরাজয়, শত্রু জয় করা ৬তৎ। বি ; পু।

শত্রুবিজয়ী (-জয়িন্)—বিপক্ষজয়কারী, রিপুজয়ী। ৬তৎ। বি ; পু। স্ত্রী, -জয়িনী। [৩তৎ। বিণ।

শত্রুবিজিত—বিপক্ষ কর্তৃক পরাভূত।

শত্রুমর্দন—১। অরিন্দম, শত্রুঞ্জয়, বৈরি-নিপীড়নকারী। শত্রু মৃদ্ + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। শত্রুঘ্ন। বি ; পু।

শত্রুসংকুল বিপক্ষপূর্ণ, শত্রুপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

শনাক্ত—নিশানদিহি, পরিচিত বলিয়া নির্দেশ, identification. ফা মু। বি।

শনি—সপ্তম গ্রহ ['নবগ্রহ' দ্রঃ] ; শনিবার। শো (শাণ দেওয়া) + অনিক্ কর্তৃ। বি ; পু। পুরাণমতে—সূর্যের ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম। ইনি চিত্ররথের কন্যার পাণিপীড়ন করেন। কোন কারণে ইহার স্ত্রী ইহাকে অভিশাপ দেন যে, ইনি যে বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন, তাহাই বিনষ্ট হইবে। পার্বতী-নন্দন গণেশের জন্ম হইলে বিষ্ণুর আদেশে দেবগণের সহিত ইনিও তাঁহাকে দেখিতে গমন করেন, পরন্তু পার্বতীকে নিজ শাপবৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রের মুখাবলোকনে প্রথমে অস্বীকৃত হন। কিন্তু পার্বতীর আদেশে ইনি তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বাধ্য হন। তৎক্ষণাৎ গণেশের মুণ্ড উড়িয়া যায়। তখন একটি করীর মুণ্ড কাটিয়া গণেশের স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করা হইল। তদবধি গণেশ 'গজানন' হইলেন। [ক্লী।

শনিপ্রিয়—নীলকান্ত মণি। ৬তৎ। বি ;

শনৈঃ—অল্পে অল্পে ; ধীরে ধীরে ; ক্রমে ক্রমে। শণ্ + ঐস কর্তৃ। অ।

শনৈশ্চর—শনি। শনৈস্ (ধীরে ধীরে)—চর্ (গমন করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শপ্—স্বীকার। অ।

শপ—মাদুর বিঃ। বাংপ্র। বি।

শপাত দিব্য, শপথ। প্রা কপ্র। বি।

শপথ, শপন—সত্যাবরণ, দিব্য ; প্রতিজ্ঞা ; গালি শপ্ (আক্রোশ করা) + অথন্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শপথপূর্বক—প্রতিজ্ঞা সহকারে, দিব্য করিয়া। বহু। ক্রি-বিণ।

শপন—'শপথ' দ্রঃ।

শপ্ত—১। অঙ্গীকার ; প্রতিজ্ঞা। শপ্ + ক্ত ভাব। বি ; ক্লী। ২। শাপগ্রস্ত। শপ্ (শাপ দেওয়া) + ক্ত কর্ম। বিণ।

শফ—অশ্বাদি পশুর খুর ; বৃক্ষমূল, গাছের গোড়া। নিরুক্ত শম্—শমি (শান্ত করা) + অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

শফর, শফরী—পুঁটি মাছ। শফ (খুর)—রা (দেওয়া) + ড কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঙীপ্। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শব—মৃতদেহ, মড়া। শব্ + অন্ কর্ত্তৃ। বি; স্ত্রী বা পু।

শবদহন—মৃতদেহ দাহ করা, মড়া পোড়ানো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শবদহনাশৌচ—মৃতদেহ দহনজন্য দেহাশুদ্ধি। শবদহনজনিত অশৌচ, মধ্যপ। বি; ক্লী। [যাহার সহিত কোন অশৌচ-সম্পর্ক নাই, তাহার দাহাদি করিলে সদ্যঃশৌচ হয়। জ্ঞাতি নহে, অথচ অশৌচ-সম্পর্ক আছে এরূপ (যথা মাতুলপুত্র, শ্যালক প্রভৃতি) ব্যক্তিকে দাহ করিলে ত্রিরাত্র অশৌচ হয়।]

শবদাহ—শবদহন। ৬তৎ। বি; পু।

শবদেহ—মৃতদেহ, প্রাণহীন শরীর ৬তৎ। বি; স্ত্রী বা পু।

শবযান, শবরথ—মৃতদেহ বহনার্থ খট্টাদি। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

শবর—ব্যাধ; শিব, মহাদেব; পণ্ডিত বিঃ; জল। শব- রা + ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

শবরথ—'শবযান' দ্রঃ।

শবরী—১। ব্যাধ-জাতীয় স্ত্রী। শবর + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

২। ত্রিকালজ্ঞা বৃদ্ধা তাপসী। একসময়ে ইনি রামায়ণবর্ণিত মতঙ্গের আশ্রমস্থ মুনিগণের পরিচারিকা ছিলেন। দণ্ডকারণ্যে রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ইনি তাঁহাকে আতিথ্যে তৃপ্ত করিয়া এবং তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ আহুতিপ্রদানপূর্বক মহর্ষিলোকে প্রস্থান করেন।

শবলা—১। কর্বুরবর্ণা, নানাবর্ণে চিত্রিতা। শবল + আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বশিষ্ঠের কামধেনু, পাপনাশিনী বিচিত্রবর্ণা গাভী। [ইহার বিস্তৃত বিবরণ বশিষ্ঠের জীবনচরিতে দ্রঃ।] বি; স্ত্রী।

শবব্যবচ্ছেদ—শবদেহ ছেদন, মড়া কাটা। ৬৭। বি; পু। [বি; পু বা স্ত্রী।

শবশকট—মৃতদেহ বহনের গাড়ি। ৬তৎ।

শবশোভাযাত্রা—মৃতদেহ লইয়া বহু লোকজনের পথ দিয়া গমন। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শবসৎকার—মৃতদেহের অগ্নিসংস্কারাদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ৬তৎ। বি; পু।

শবসমাধি—মৃতদেহের ভূগর্ভে নিধান; গোর দেওয়া। ৬তৎ। বি; পু।

শবসাধন, -সাধনা—শবের উপর বসিয়া মন্ত্রজপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শবাকার—শবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, মড়ার মত। শবের আকারের ন্যায় আকার যাহার, বহু। বিণ।

শবাধার—শবনিধান পাত্র, যাহাতে মৃতদেহ রাখিয়া মাটিতে পোঁতা হয়, 'কফিন'। ৬তৎ। বি; পু।

শবাসন—শবরূপ আসন; শববৎ শয়ান অবস্থায় অবস্থিতি। বি; ক্লী।

শবাসনা—শবের উপরি অবস্থিতা, কালিকা। শব আসন (যেঁহার), বহু। বি; স্ত্রী

শব্দ—১। শ্রুতিগ্রাহ্য পদার্থ, ধ্বনি, রব। শব্দ্ (শব্দ করা) + অল্ ভাব। ২। বাচক বর্ণ, অর্থবোধক এক বা একাধিক অক্ষর; যশঃ। শব্দ্ + অল্ কর্ম। বি; পু।

শব্দকাণ্ড—শব্দাধ্যায়, শব্দসাধন অধ্যায়। ৬তৎ। বি; পু।

শব্দকার—রবকারী, ধ্বনিকারক। উপতৎ; শব্দ কৃ (করা) + ষণ্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শব্দকারী**।

শব্দকোষ—শব্দার্থ-প্রকাশক গ্রন্থ, অভিধান। ৬তৎ। বি; পু।

শব্দগ্রহ—১। শব্দের জ্ঞান। ৬তৎ। ২। শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ, শ্রুতি। উপতৎ; শব্দ (ধ্বনি)—গ্রহ্ (গ্রহণ করা) + অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

শব্দতরঙ্গ—শব্দের ঢেউ। ৬তৎ। বি; পু।

শব্দপ্রবৃত্তি বৈখরী মধ্যমা পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা এই চতুর্বিধ বাঙ্নিষ্পত্তি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শব্দবহ—১। শব্দবহনকারী। শব্দ—বহ্ (বহন করা) + অন্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। আকাশ; বায়ু। বি; পু।

শব্দবিন্যাস—শব্দযোজনা। ৬তৎ। বি; পু।

শব্দবেধী—'শব্দভেদী' দ্রঃ।

শব্দব্রহ্ম (-ব্রহ্মন্)—শব্দাত্মক ব্রহ্ম; বেদ; শ্রুতি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

শব্দভেদী (-ভেদিন্), **শব্দবেধী** (-বেধিন্)—বাণ বিঃ; অর্জুন। উপতৎ; শব্দ ভিদ্, বিধ্ (ভেদ করা) + ণিন্ কর্ত্তৃ যাহা বা যে শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভেদ করে। বি; পু।

শব্দময়—শব্দপূর্ণ, ধ্বনিব্যাপ্ত, শব্দবিশিষ্ট। শব্দ + ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**শব্দময়ী**।

শব্দশঃ (শস্)—শব্দ অনুযায়ী, শব্দানুক্রমে। অ।

শব্দশক্তি—১। অভিধা, লক্ষণা, ব্যঞ্জনা প্রভৃতি শব্দের অর্থবোধক বৃত্তি। ৬তৎ। ২। পণ্ডিতবর জগদীশ তর্কালংকার কৃত গ্রন্থ বিঃ। বহু। বি; স্ত্রী।

শব্দশাস্ত্র—ব্যাকরণ অভিধান প্রভৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শব্দসাগর—শব্দরূপ সমুদ্র, সমুদ্রবৎ অপরিমেয় শব্দসমূহ। রূপক। বি; পু।

শব্দাতীত—শব্দ দ্বারা অপ্রকাশ্য, বাক্যাতীত। ২তৎ। বিণ।

শব্দাধিষ্ঠান—শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শব্দানুশাসন—ব্যাকরণশাস্ত্র। শব্দের অনুশাসন যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

শব্দাম্বুধি শব্দসাগর। রূপক। বি; পু।

শব্দায়মান—শব্দ করিতেছে এরূপ, শব্দকারী। শব্দ + ক্যঙ্ = শব্দায় (নামধাতু), তদুত্তরে শান কর্ত্তৃ। বিণ।

শব্দার্থ—শব্দের অর্থ (ইহা তিন প্রকার, যথা মুখ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গার্থ যথাক্রমে অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা বৃত্তি দ্বারা এই তিন প্রকার অর্থ প্রকাশিত হইয়া থাকে)। ৬তৎ। বি; পু।

শব্দালংকার—রচনা শ্রুতিমধুর করিবার জন্য বিশিষ্ট প্রকারে শব্দ বিন্যাস,—অনুপ্রাস প্রভৃতি। বি; পু।

শব্দিত—আহূত; ধ্বনিত। শব্দ্ (শব্দ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

শম—১। শান্তি, চিত্তের স্থিরতা; মুক্তি; মনঃসংযোগ; নিবৃত্তি। শম্ (শান্ত হওয়া) + অল্ ভাব। ২। পাণি, হস্ত; উপচার শম্ + অল্ করণ। বি; পু।

শমক—শান্তকারক; নিবর্ত্তক। ণিজন্ত শম্= শমি (শান্ত করা) + ণক কর্ত্তৃ। বিণ।

শমন—১। শান্তি; যজ্ঞার্থ পশু হনন; দমন; হিংসা; ক্ষতি; শাপ; চর্বণ। ণিজন্ত শম্=শমি (শান্ত করা) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। কৃতান্ত, যম। ... + অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু। ৩। বিচারালয়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশপত্র। <ইং 'summons'. বি।

শমনস্বসা (-স্বসৃ)—যমভগিনী, যমুনা। শমনের স্বসা (ভগিনী), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শমনী—রাত্রি। শম্ (শয়ন করা) + অনট্ অধি + স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শময়িতা (-তৃ)—দমনকারক; নিবারক; বিনাশক। ণিজন্ত শম্=শমি (শান্ত করা) + তৃন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**শময়িত্রী**।

শমি, শমী—শাঁই গাছ; শিম্বী, কলায়াদির শুঁটি। ণিজন্ত শম্ (=শমি) + ই কর্ত্তৃ; বিকল্পে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শমিত—দমিত; নিবারিত; বিনাশিত। ণিজন্ত শম্ (=শমি) + ক্ত কর্ম। বিণ।

শমী (শমিন্)—শমযুক্ত, শান্ত; জিতেন্দ্রিয়, সংযমী। শম শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে অথবা শম্ (শান্ত হওয়া) + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**শমিনী**।

শমী—'শমি' দ্রঃ। বি; স্ত্রী।

শমীক—জনৈক মুনি। শম্ (শান্ত হওয়া) + ঈকন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

শমীক অতি ক্ষমাশীল তপস্বী ছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ একদা মৃগয়ায় গমন করেন। তাঁহার শরে বিদ্ধ একটি মৃগ

পলায়নপর হইলে রাজা তৎপশ্চাৎ ধাবিত হন, কিন্তু উহা শীঘ্রই দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। রাজা তাহার অনুসন্ধান করিতে করিতে শমীকের নিকট উপস্থিত হন এবং ইঁহাকে মৃগের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুনিবর তৎকালে মৌনাবলম্বনে যোগরত থাকায় রাজার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন নাই। রাজা তাহাতে কুপিত হইয়া ইঁহার গলদেশে একটা মৃত সর্প লম্বিত করিয়া দিয়া প্রস্থান করেন। অনন্তর ইঁহার পুত্র শৃঙ্গী অন্য স্থান হইতে আসিয়া পিতার দুর্দশা দর্শনে অতিমাত্র রোষাবিষ্ট হন এবং এই বলিয়া অভিশাপ প্রদান করেন যে, যে ব্যক্তি এইরূপ দুষ্কার্য করিয়াছে, সে সপ্তাহমধ্যে সর্পাঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে। ধ্যানভঙ্গের পর শমীক তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া পুত্রের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং পরীক্ষিৎকে তৎসংবাদ প্রেরণ করিয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন।

শমীগর্ভ—অগ্নি; ব্রাহ্মণ। শমী (বৃক্ষ বিঃ) গর্ভে যাহার, বহু। বি; পু।

শম্পা—তড়িৎ, বিদ্যুৎ। শম্ (সুখ) পা (পান করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শম্ব—১। মুষলাদির অগ্রদেশস্থ লৌহমণ্ডল, শামা, শাঁপি, গুলো; দরিদ্র; অশনি, বজ্র। শম্ব্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। ২। দ্বিতীয়বার কর্ষণ। শম্ব্+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। কল্যাণযুক্ত, শুভান্বিত; ভাগ্যবান্। শম্ (কল্যাণ)+ব যুক্তার্থে। বিণ।

শম্বর—১। ধন; জল; বৌদ্ধব্রত বিঃ। শম্ব্ (গমন করা)+অরন্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। মৃগ বিঃ; মৎস্য বিঃ; পর্বত বিঃ; বৌদ্ধ বিঃ; অসুর বিঃ *। বি; পু।

* অসুর শম্বর কোনরূপে জানিতে পারে যে, কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে। এই হেতু অসুরবর, প্রদ্যুম্নের জন্ম হইলে ষষ্ঠ দিবস রাত্রিকালে তাঁহাকে সূতিকাগার হইতে হরণ করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করে। তৎক্ষণাৎ একটি মৎস্য শিশুকে গ্রাস করে এবং পরে ধৃত হইয়া শম্বরের গৃহে নীত হয়। রতিদেবী মায়াবতী নামে অসুরের গৃহে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তিনি মৎস্যোদরে পতিকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অতিযত্নে লালনপালন করেন এবং সমস্ত আসুরিক মায়া শিক্ষা দেন। অনন্তর প্রদ্যুম্ন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলে মায়াবতী তাঁহাকে তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তখন প্রদ্যুম্ন শম্বরের প্রাণনাশ করেন।

শম্বরারি—প্রদ্যুম্ন বা কন্দর্প। শম্বরের অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি; পু।

শম্বল—পাথেয়, সম্বল; তীর; পরশ্রী-কাতরতা, মৎসরতা। শম্ব্+কল কর্ম। বি; ক্লী বা পু।

শম্বু, শম্বূ—শম্বুক, শামুক; ক্ষুদ্র শঙ্খ; গজকুম্ভাগ্র; দৈত্য বিঃ। শম্ (শান্ত হওয়া) +উ, ঊ কর্তৃ। বি; পু।

শম্বুক—১। শামুক; গজকুম্ভাগ্র; দৈত্য বিঃ। শম্বু শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

২। জনৈক শূদ্র তাপস। ইনি ত্রেতাযুগে স্বর্গকামনায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে যুগে শূদ্রের তপস্যায় অধিকার না থাকায় রাজ্যে পাপসঞ্চার হয় ও তাহার ফলে এক ব্রাহ্মণকুমার অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রাহ্মণ মৃত পুত্র লইয়া রাজা রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে রাম কারণানুসন্ধানে বহির্গত হইয়া বনমধ্যে এই শূদ্রকে নিম্নমস্তকে ও ঊর্ধ্বপদে তপস্যা করিতে দেখিতে পান। ইনি অবিলম্বে ইঁহার শিরশ্ছেদন করেন। তখন দেবগণ সাধুবাদ করিয়া বলিলেন,—"এ শূদ্রও স্বর্গে গেল, মৃত ব্রাহ্মণকুমারও বাঁচিয়া উঠিয়াছে।"

শম্বূ—'শম্বু' দ্রঃ।

শম্বূক—শম্বুক (সমস্ত অর্থে)। শম্ (শান্ত হওয়া)+উক কর্তৃ। বি; পু।

শম্ভু—শিব, মহাদেব। শম্ (কল্যাণ)—ভূ (হওয়া)+ডু অপা, যাহা হইতে কল্যাণ হয়। বি; পু।

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডাক্তার)—জন্ম ৮ই মে, ১৮৩৯ খ্রীঃ। ইঁহার পিতার নাম মথুরামোহন। শম্ভুচন্দ্র বাংলো ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজে শিক্ষিত হন। ১৮৫৮ খ্রীঃ ইনি হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, এবং সম্পাদক হরিশ্চন্দ্রের পীড়ার সময় উক্ত পত্রের সম্পাদকের কার্য করেন। ১৮৮২ খ্রীঃ "সমাচার হিন্দুস্থান" পত্রের সম্পাদক হন এবং লক্ষ্ণৌয়ে Talukdars' Association নামক সভার সেক্রেটারীর কার্য করেন। ১৮৬৪ খ্রীঃ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিমের দেওয়ান, ১৮৬৮ খ্রীঃ কাশীপুরের রাজা শিওরাজ সিংহের সেক্রেটারী, এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ রামপুরের নবাবের সেক্রেটারী রূপে কার্য করেন। ১৮৭২ হইতে ১৮৭৬ খ্রীঃ পর্যন্ত স্বপ্রতিষ্ঠিত Mookerjee's Magazine নামক মাসিক পত্রিকা অতিশয় যোগ্যতার সহিত পরিচালিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীঃ ইনি ত্রিপুরার মহারাজের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৮২ খ্রীঃ হইতে Reis and Rayyet নামক সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিষ্ঠা ও আমরণ পরিচালন করেন। ইনি আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করেন। বঙ্গের ছোটলাট টেম্পল সাহেব ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার শাসনকালে শম্ভুচন্দ্র বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া Indian League নামক একটি সভার প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি একজন প্রথম শ্রেণীর অবৈতনিক প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটও ছিলেন, এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি ইঁহার দেহত্যাগ হয়। শম্ভুচন্দ্র ইংরাজী সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইঁহার ন্যায় ইংরাজী ভাষায় পণ্ডিত ও সুলেখক বাঙ্গালীর মধ্যে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। তদানীন্তন রাজপুরুষগণ ইঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। শম্ভুচন্দ্র যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মধ্যে কয়েকটির নাম দেওয়া গেল:—On the causes of the mutiny (1857); Mr. Wilson, Lord Canning and the Income tax (1860); The career of an Indian Princess (1869); The Prince in India and to India (1872); The Empire is Peace, and the Baroda coup d'Etat (1875); Travels in Bengal (1887). বঙ্গীয় সিভিলিয়ান Skrine (স্ক্রীন্) সাহেব An Indian Journalist নামে শম্ভুচন্দ্রের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহাতে দেশবিদেশে ইনি কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহার বিশেষ পরিচয় আছে।

(শম্ভোজী)—ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬৬৮ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। বয়োবৃদ্ধির সহিত ইনি নিতান্ত দুশ্চরিত্র ও দুর্দান্ত হইয়া উঠিলে শিবাজী অত্যন্ত বিরক্ত হন, এবং অবশেষে ইঁহাকে পানালা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন। মারহাট্টা দলপতিরাও ইঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। একারণ, ১৬৮০ খ্রীঃ শিবাজী কালগ্রাসে পতিত হইলে তাঁহারা এই সংবাদ শম্ভুজীর নিকট গোপন রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু শম্ভুজী কোন প্রকারে তাহা জানিতে পারিয়া পানালা দুর্গ হস্তগত করিলেন এবং আপনার অনুচরবর্গকে সংগ্রহ করিয়া সহসা রায়গড়ে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর ইনি পিতৃ-সিংহাসনে আরূঢ় হইলেন এবং বিপক্ষ-

গণের মধ্যে কতকগুলির প্রাণবধ ও কতক-গুলিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ইনি নিজ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারামকেও বন্দী করেন। শম্ভুজী মাহারাট্টাদিগের রাজা হইয়া পিতার ন্যায় মোগলদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধচালনা না করিয়া প্রথম কয়েক বৎসর গোয়া ও জিঞ্জিরা জয়ার্থ বিফল চেষ্টায় অতিবাহিত করিলেন। এদিকে আওরঙ্গজেব সুবিধা পাইয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্যদ্বয় বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিলেন, অথচ শম্ভুজী উদাসীন দর্শকবৎ তামাশা দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে মাহারাট্টা রাজ্যে দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। কর্ণাট প্রদেশ হইতে রাজস্ব ও মাহারাট্টা দলপতিদিগের লুণ্ঠিত ধন রাজকোষে প্রেরণ রহিত হইল; সুতরাং শিবাজীর সঞ্চিত ধনরাশি অল্প-কালেই নিঃশেষ হইয়া পড়িল। শম্ভুজী দারুণ অর্থকষ্টে পড়িয়া কর বৃদ্ধি করিলেন; কিন্তু তাহাতে কেবল মাহারাট্টাজাতির মধ্যে অসন্তোষের বীজ বিক্ষিপ্ত করা হইল মাত্র। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আওরঙ্গজেব স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ্ আলমকে ও কয়েকজন সেনাপতিকে শম্ভুজীর রাজ্য বিধ্বস্ত করিতে প্রেরণ করিলেন। শাহ্ আলম দুর্গের পর দুর্গ জয় করিতে লাগি-লেন। ক্রমে সমস্ত দেশই তাঁহার পদানত হইল। কিন্তু দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে তাঁহার যাবতীয় অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র ও বৃষভাদি মারা পড়িল এবং খাদ্যাভাবও ঘটিল। এই সুযোগে শম্ভুজী তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পলায়নপর হইতে বাধ্য করিলেন।

আওরঙ্গজেব এক্ষণে শম্ভুজীকে পরি-ত্যাগ করিয়া গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর রাজ্য-দ্বয় লইয়া পড়িলেন। ঐ দুইটি রাজ্য বিধ্বস্ত করার পর তিনি স্বীয় সেনাপতি-দিগকে পুনর্বার দক্ষিণের হিন্দুরাজ্যগুলি জয় করিতে প্রেরণ করিলেন। মাহারাট্টারা আপনাদের গিরিদুর্গসমূহের পশ্চাদ্ভাগে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এবারে ভাগ্যলক্ষ্মী আওরঙ্গজেবের প্রতি প্রসন্না হইলেন। শম্ভুজী কঙ্কণপ্রদেশে সংগমেশ্বর নামক স্থানে আমোদপ্রমোদে মত্ত হইয়া অসাব-ধানে আছেন, এই সংবাদ পাইয়া জনৈক মোগলসেনাপতি সহসা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিলেন। অনন্তর তিনি সম্রাটের নিকট নীত হইলে সম্রাট্ তাঁহাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতে বলিলেন। বীরপুত্র শম্ভুজী এই কথায় এতদূর কোপা-বিষ্ট হইলেন যে, আওরঙ্গজেবকে যথেচ্ছ কটূক্তি করিলেন; সম্রাট্ তাঁহার জিহ্বা-চ্ছেদন ও চক্ষুরুৎপাটন করিয়া প্রাণবধ করিতে আদেশ দিলেন। আদেশ তৎক্ষণাৎ পালিত হইল (১৬৮৯ খ্রীঃ)।

শম্ভুজী, ২য়—মহারাজ ছত্রপতি শিবাজীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার অপ্রাপ্ত-বয়স্ক জ্যেষ্ঠপুত্র তৃতীয় শিবাজী উপাধি গ্রহণপূর্বক রাজা হইয়াছিলেন। ১৭১২ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে ইনি রাজপদ লাভ করেন ও সাহুর সহিত গৃহ-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ইনি সহ্যাদ্রির অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া কোলাপুরে নিজ রাজ-ধানী স্থাপন করেন। ১৭৩০ খ্রীঃ সাহু কোলাপুরের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া গৃহ-যুদ্ধের অবসান করেন। ইঁহার বংশ-ধরেরা অদ্যাপি কোলাপুরে রাজত্ব করিতেছেন।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত—১২২৬ সালে (১৮২০ খ্রীঃ) কলিকাতায় ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম শিবনাথ; কেহ কেহ বলেন, সদাশিব পণ্ডিত। ইঁহাদের আদি নিবাস কাশ্মীর দেশ। বাল্যকালে শম্ভু-নাথ গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ইংরেজী শিক্ষা করেন। শিক্ষা বিষয়ে ইঁহার সমধিক উৎসাহ ও যত্ন ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া ইঁহাকে বিষয়কর্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। প্রথমে ইনি সদর দেওয়ানী আদালতে ২০৲ টাকা বেতনে মহাফেজের সহকারিরূপে নিযুক্ত হন, পরে তত্রত্য জজ স্যার রবার্ট বার্লো সাহেবের কৃপায় ডিক্রীজারির মোহরারের পদ প্রাপ্ত হন। এই কার্যকালে ইনি ডিক্রীজারির আইন সম্বন্ধে এক পুস্তক প্রণয়ন করেন। ঐ আইনে যে সকল দোষ ছিল, এই পুস্তকে সেই সকল দোষের সুন্দররূপে আলোচনা করা হয়। ইহাতে ইনি গভর্নমেণ্টের নিকট পরিচিত হন, পরে ইঁহার নির্দেশমতে ঐ সকল দোষ সংশোধিত হয়। চাকরিতে নানা গোল-যোগ হওয়ায় তাহা ত্যাগ করিয়া ইনি ওকালতি আরম্ভ করেন। এই কার্যে ইনি বিশেষ সুখ্যাতিলাভ করেন। আইন বিষয়ে ইঁহার সূক্ষ্মদর্শিতা দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইতেন। কিছুদিন পরে ইনি গভর্নমেণ্টের জুনিয়র, পরে (১৮৬১ খ্রীঃ) সিনিয়র উকিল নিযুক্ত হন। আইনের সূক্ষ্ম তর্কে কেহই ইঁহার সহিত প্রতি-যোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। ইঁহার এতাদৃশ আইনজ্ঞানদর্শনে গভর্ন-মেণ্ট ইঁহাকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ব্যবস্থাশাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। পরে ১২৬৯ সালে হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি তাহার বিচারপতিপদে উপবিষ্ট হন। শম্ভু-নাথই এদেশীয় প্রথম বিচারপতি। ইনি এখানে সবিশেষ ন্যায়পরায়ণতা ও সুখ্যাতির সহিত ১৮৬৩ হইতে ১৮৬৭ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রায় ৫ বৎসর কাল বিচারকার্য নির্বাহ করেন। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ইনি আইন বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা পাঠে উচ্চ আদালতের বিচারপতিগণ পর্যন্ত মুক্তকণ্ঠে ইঁহার প্রশংসা করিতেন। ইঁহার হৃদয় সরল ও উদার ছিল। ইনি ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি ছিলেন। ১২৭৪ সালে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (১৮৬৭ খ্রীঃ ৬ই জুন) ৪৮ বৎসর বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন।

শয়—১। শয়ন; নিদ্রা; নিন্দা। শী + অল্ ভাব। ২। শয্যা; চিতা; হস্ত। শী + অল্ অধি। বি; পু। ৩। শয়নকারী। শী + অন্ কর্তৃ। বিণ।

শয়তান—পিশাচপতি, ভূতরাজ; পাষণ্ড, দুর্জন। আ-মু। বি; পু। স্ত্রী—**শয়তানী**।

শয়তানি—শয়তানের ন্যায় আচরণ, বজ্জাতি। আ-মু। বি।

শয়ন—১। শোয়া; নিদ্রা; স্ত্রীসঙ্গ। শী (শয়ন করা) + অনট্ ভাব। ২। শয্যা। শী + অনট্ অধি। বি; ক্লী।

শয়নকক্ষ—শয়নগৃহ, শুইবার ঘর। শয়নের নিমিত্ত কক্ষ, ৪তৎ। বি; পু।

শয়নবাস- ঘুমাইবার পোশাক, sleeping garment. মধ্যপ। বি; ক্লী।

শয়নীয়—১। শয়নযোগ্য। শী (শয়ন করা) + অনীয় কর্ম। বিণ। ২। শয্যা। শী + অনীয় অধি। বি; ক্লী।

শয়নৈকাদশী- যে একাদশীতে শ্রীকৃষ্ণের শয়ন হয়, আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষের একা-দশী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শয়ান- শয়নকারী, শয়ন করিয়া আছে এরূপ। শী (শয়ন করা) + শান কর্তৃ। বিণ।

শয়ালু—নিদ্রাশীল। শী (শয়ন করা) + আলু কর্তৃ। বিণ।

শয়িত—১। শয়ন করিয়াছে এরূপ; নিদ্রিত। শী (শয়ন করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শয়ন। শী + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

শয়িতবান্ (-বৎ)—নিদ্রালু। শী (শয়ন করা) + ক্তবতু কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-বতী**।

শয্যা—১। তল্প, বিছানা; খট্বা; শব্দ-গুম্ফ। শী (শয়ন করা) + ক্যপ্ অধি + আপ্। ২। শয়ন। শী + ক্যপ্ ভাব + আপ্। বি; স্ত্রী।

শয্যাগত—শয্যাশায়ী, যে বিছানায় শুইয়াছে এরূপ; উত্থানশক্তিশূন্য। ২তৎ। বিণ।

শয্যাগুরু - স্বামী, ভর্ত্তা। ৭তৎ। বি; পু।

শয্যাগৃহ শুইবার ঘর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শয্যাতল—বিছানার তলদেশ; খাটের তলা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শয্যাশায়ী (-শায়িন্)—শয্যায় শয়নকারী, শয্যাগত; উত্থানশক্তিশূন্য। উপতৎ; শয্যা—শী+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—শয্যাশায়িনী।

শয্যাসঙ্গিনী—বনিতা, স্ত্রী, ভার্যা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শর, সর—১। বাণ, তীর; নলখাগড়া গাছ। শৃ (বধ করা)+অল্ করণ। ২। দধিদুগ্ধের অগ্রভাগ। শৃ+অল্ কর্ম। বি; পু।

শরক্ষেপণ - বাণত্যাগ, বাণনিক্ষেপ, তীর ছোড়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শরচ্চন্দ্র—শরৎকালের চাঁদ। ৬তৎ। বি; পু।

শরচ্চন্দ্র দাস (রায় বাহাদুর)—জন্ম ১৮৪৯ খ্রীঃ ১৮ই জুলাই। জন্মস্থান চট্টগ্রামে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষার্থ প্রবেশ করেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ দার্জিলিঙে ভুটিয়া বোর্ডিং স্কুলের প্রধান শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। সেইখানেই ইনি তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করেন। উক্ত ভাষার শিক্ষকের সহিত ১৮৭৯ খ্রীঃ জুন মাসে শরচ্চন্দ্র তিব্বতের রাজধানী লাসা নগরে ভ্রমণার্থ গমন করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ পুনর্বার লাসায় যান। বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারী মেকলে সাহেবের সহিত শরচ্চন্দ্র ১৮৮৪ খ্রীঃ সিকিমে এবং ১৮৮৫ খ্রীঃ চীনদেশের রাজধানী পিকিন নগরে গমন করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ইনি সি. আই. ই. এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ রায় বাহাদুর উপাধি-ভূষিত হন। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি লণ্ডনের Royal Geographical Society কর্ত্তৃক পুরস্কৃত হন। ১৮৯৯ খ্রীঃ উক্ত সোসাইটি ইঁহার লিখিত "তিব্বত ভ্রমণ-বৃত্তান্ত" প্রকাশিত করেন। ১৮৯২ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় Buddhist Text Society নামক সমিতি স্থাপিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার পথ সুগম করিয়াছেন। ১৯০২ খ্রীঃ ইনি Tibetan English Dictionary সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮১ খ্রীঃ হইতে তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদক রূপে ইনি বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের অধীনে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৪ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইনি সরকারী কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইনি তিব্বতীয় ভাষায়, সাহিত্যে, ইতিহাসে, ধর্মতত্ত্বে ও তিব্বতসংসৃষ্ট ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার তিব্বত ভ্রমণকাহিনী ইউরোপেও সমাদৃত হইয়াছে। ১৯১৫ খ্রীঃ ইনি জাপান ভ্রমণ করিয়া আসেন। ১৯১৭ খ্রীঃ ৫ই জানুয়ারি ইনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী—১৮৬২ খ্রীঃ ১৮ই শ্রাবণ নবদ্বীপে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। ইনি আর্যাবর্ত্ত, বোম্বাই ও দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া অনেক সভা-সমিতিতে বিচারে প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করেন। অনন্তর কলিকাতা সিটি কলেজের সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপকতা, দার্জিলিং হাইস্কুলের পণ্ডিতি, হিন্দু স্কুলের প্রধান পণ্ডিত প্রভৃতি কার্য করেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা উভয় ভাষাতেই ইনি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইঁহার রামানুজ ও শঙ্করাচার্য চরিত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করিয়া দেশের অনেক কৌতূহলপূর্ণ বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বাল্যাবধি বাঙ্গালা সাহিত্যে ইঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। ১৩২২ সালের ৩১শে চৈত্র সন্ন্যাসরোগে ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

শরজন্মা (-জন্মন্)—কার্তিকেয়। শরবনে জন্ম যাহার, বহু। বি; পু।

শরজাল—তীরসমূহ; একবারে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য তীর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শরণ - ১। বধ; রক্ষণ; রক্ষা; আশ্রয়। শৃ (বধ করা)+অনট্ ভাব। ২। রক্ষক; গৃহ। শৃ+অন কর্ত্তৃ। বি; ক্লী।

শরণস্থল—আশ্রয়স্থান, অবলম্বনস্থান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শরণাগত, শরণাপন্ন—রক্ষার্থী, আশ্রয়ার্থী। শরণকে আগত, আপন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

শরণার্থী (-র্থিন্)—রক্ষাপ্রার্থী, শরণাগত। উপতৎ; শরণ—অর্থ্ (চাওয়া)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী - **শরণার্থিনী**।

শরণি - পথ; পৃথ্বী। শৃ (বধ করা)+অনি কর্ম, বা শৃ (চলা)+অনি করণ। বি; স্ত্রী।

শরণী—পথ; প্রসারণী; জয়ন্তী। শরণি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শরণ্য ১। রক্ষণসমর্থ, রক্ষাকর্ত্তা। শরণ শব্দ+য সমর্থার্থে। বিণ। ২। আশ্রয়; আলয়, গৃহ। বি; ক্লী।

শরৎ (শরদ্)—ঋতু বিঃ, আশ্বিন কার্তিক মাস ['ষড়্ ঋতু' দ্রঃ]; বৎসর। শৃ (বধ করা)+অদ্ কর্ত্তৃ। বি; স্ত্রী।

শরৎকাল—শরদৃতু, আশ্বিন কার্তিক মাস। শরৎই যে কাল, কর্মধা। বি; পু।

শরৎকালীন—শরদৃতুসম্বন্ধীয়, শরৎকালে যাহা হয়। শরৎকাল+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ।

শরৎকুমার বসু মল্লিক (Dr. S. K Mullick) - ইনি ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল ৺অতুলচন্দ্র বসু মল্লিক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মিঃ বসন্তকুমার মল্লিক আই. সি. এস্. কলিকাতা হাইকোর্টে কয়েক বৎসর বিচারপতি ছিলেন, পরে প্যাটনা হাইকোর্টে স্থানান্তরিত হন। ইঁহার আর দুই সহোদর ব্যারিস্টার। বাল্যকাল হইতে শরৎকুমারের প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ইংলণ্ডের বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে পদ্য, ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রে পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ইনি স্বর্গগতা ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার চিকিৎসক Sir Grainger Stuart সাহেবের একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইনি দুইটি প্রথম শ্রেণীর অনার লাভ করেন এবং M. B. C. M. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি প্রাপ্ত হন। ভারতবাসীর মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম বিলাতে চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রভূত খ্যাতি ও অর্থোপার্জন করেন। তথায় ইনি উচ্চ রাজকার্যেও নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী পল্টন সংগ্রহে ইনি ভারত গভর্নমেণ্টের প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৯২৪ অব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শরৎকুমার লাহিড়ী (S. K. Lahiri)—ইনি মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে ইনি কৃষ্ণনগর এ. ভি. স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন অল্পকালমধ্যেই উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। এই সময় রামতনুবাবু কলিকাতায় আগমন করেন। তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না। শরৎকুমার পিতার আর্থিক কষ্ট দূর করিবার জন্য অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে মেট্রপলিটান কলেজে একটি চাকুরি দিলেন। কিন্তু শরৎকুমার ইহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। পিতামাতার দারিদ্র্য ঘুচাইবার সংকল্প করিয়া ইনি ব্যবসায় করিতে মনস্থ করিলেন। ইঁহার মাতা কিছুদিন পূর্বে একজনকে ২০০৲ টাকা ধার দিয়াছিলেন, সেই টাকা এখন ফিরিয়া পাইয়া পুত্রের হস্তে অর্পণ করিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে পুস্তকের দোকান খুলিতে বলিলেন এবং সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে ধারে এ১শত টাকার পুস্তক দিলেন। এই সময় আর দুইজন ইঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা—৺কালীচরণ ঘোষ ও স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতার স্মৃতিরক্ষার্থ শরৎকুমার বিশ্ববিদ্যালয়কে একখানি পুস্তকের স্বত্ব দান করিয়াছেন। ইনি 'কটন প্রেস' নামে একটি সুবৃহৎ মুদ্রাযন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

নিঃসম্বল অবস্থা হইতে পুস্তকের ব্যবসায় করিয়া অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতার প্রভাবে ইনি যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া মৃত্যুকালে প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি রাখিয়া যান। হৃৎপিণ্ডে বাতে আক্রান্ত হইয়া ১৯১৪ খ্রীঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্ণকালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়- ইনি বর্তমান যুগের উপন্যাস-লেখকদিগের অগ্রণী। হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুর গ্রামে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের জন্ম হয়। ভাগলপুরে ইঁহার প্রথম জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি ভাগলপুর কলেজে এফ. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু অর্থাভাবে সে পরীক্ষা দেওয়া হয় নাই। অনেকদিন নানাস্থানে ঘুরিয়া শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে Accountant-General অফিসে কেরানীর কাজ করিতে যান। শেষে কর্মত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসেন। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি 'কাশীনাথ' নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি লেখেন। ইঁহার 'নারীর মূল্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়াছিল। চৌদ্দ হইতে বাইশ বৎসরের মধ্যে 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ' ও 'দেবদাস' রচিত হয়। রামের সুমতি', 'পথ-নির্দেশ', 'বিন্দুর ছেলে' ইঁহার ছত্রিশ বৎসর বয়সের রচনা। ইঁহার পর 'চরিত্রহীন', 'পরিণীতা', 'বিরাজ-বৌ', 'পণ্ডিতমশাই', 'মেজদিদি', 'দর্পচূর্ণ', 'আঁধারে আলো', 'পল্লী-সমাজ', 'শ্রীকান্ত', 'অরক্ষণীয়া', 'নিষ্কৃতি', 'গৃহদাহ', 'দেনা পাওনা', 'বামুনের মেয়ে', 'নব-বিধান', 'দত্তা' এই সকল উপন্যাস রচিত হয়। ইঁহার রচনা সমাজের কুসংস্কার, ধর্মের ও আচারের সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছে। যাহা সত্য, যাহা প্রকৃত, তাহাই ইঁহার রচনায় বিকশিত। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

শরৎচন্দ্র চৌধুরী—দেবীযুদ্ধ-প্রণেতা সাধক। শ্রীহট্ট জেলার বেগমপুর গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। ইনি বি. এ. পাস করিয়া কিছুদিন সাধারণভাবে কাজকর্ম করেন। তৎপরে সংসারে বীতরাগ হইয়া নানা তীর্থ পর্যটনপূর্বক সাধকগণের নিকট সত্যানুসন্ধানে ব্রতী হন। পরে কিছুকাল নিভৃত সাধনায় রত হইয়া আত্মগোপন করেন। দায়রা জজ শ্রীযুক্ত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সম্রান্ত ও পদস্থ ব্যক্তি ইঁহার শিষ্যমধ্যে পরিগণিত। ইনি একজন যশস্বী বাঙ্গালা সাহিত্যিক। ইঁহার প্রণীত বর্ণশিক্ষা ৩য় ভাগ নৈতিক উপদেশে পরিপূর্ণ। তদ্ব্যতীত অধ্যাপন, জার্মান উচ্চশিক্ষা, বর্ণশিক্ষা পরিশিষ্ট, দেবীযুদ্ধ প্রভৃতি অনেকগুলি অমূল্য পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৩৩৩ সালের ১৬ই ফাল্গুন ৺কাশীধামে ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯—১৯৫০ খ্রীঃ)। সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার ও দেশসেবক। সুভাষচন্দ্র বসু ইঁহার কনিষ্ঠ সহোদর।

শরৎপদ্ম—শ্বেত কমল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শরৎপর্ব্ব (-পর্বন্)—কোজাগর পূর্ণিমা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শরত্যাগ - শরক্ষেপণ, বাণনিক্ষেপ, তীর ছুড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

শরদ—বীণা বিঃ, শারদা, সরোদ। বাংপ্র। বি। [৬তৎ। বি ; পু।

শরদিন্দু—শরচ্চন্দ্র, শরৎকালের চাঁদ।

শরদিন্দুনিভানন ১। শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্ট, অতি সুন্দর বদনসম্পন্ন। শরদিন্দুনিভ আনন যাহার, বহু। বিণ।

শরদ্বান্ (-দ্বৎ)—গৌতমের পুত্র, কৃপ ও কৃপীর পিতা। শরদ্+বতু। বি ; পু।

শরবত—চিনি মিছরি বা ফলের রস প্রভৃতির পানা। আ। বি।

শরবিদ্ধ—বাণবিদ্ধ, বাণ দ্বারা আহত। ৩তৎ। বিণ।

শরভ—মৃগ বিঃ ; শলভ ; করিশাবক ; উষ্ট্র ; বানর বিঃ ; পুরাণ-কথিত অষ্টপাৎ পশু বিঃ। শৃ+অভচ্ কর্ম। বি ; পু।

শরভঙ্গ—দণ্ডকারণ্যের তাপস বিঃ। বনবাসকালে রাম ইঁহার আশ্রম সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুররাজ ঋষিকে তাঁহার কঠোর তপোলব্ধ দুর্লভ ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে আসিয়াছেন। ঋষি রামের ন্যায় বিশিষ্ট অতিথিকে সমাগত দেখিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত ইন্দ্রের সহিত গমন স্থগিত রাখিলেন। ইনি রামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বৎস, বহুসংখ্যক লোক আমার আয়ত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আমার ইচ্ছা যে, তুমি সেই সকল প্রতিগ্রহ কর।" রাম বলিলেন, "তপোধন, আমি স্বয়ং তপোবলে দিব্য লোকসকল আহরণ করিব। সম্প্রতি আপনি আমার আশ্রয়স্থান নির্দেশ করুন।" ঋষিবর রামের অনুরোধ রক্ষা করিয়া তাঁহার আশ্রয়স্থান নির্দেশ করিয়া দিলেন। অতঃপর ইনি রামের সম্মুখে বহ্নিস্থাপন ও মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে আহুতি প্রদান করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেহ ভস্মীভূত হইলে শরভঙ্গ অনলের ন্যায় ভাস্বর এক কুমারে পরিণত হইলেন এবং সহসা বহ্নিমধ্য হইতে উত্থিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

শরম—লজ্জা। ফা-মূ। বি।

শরময় - শরনির্মিত। শর+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শরময়ী**।

শরমানো—লজ্জিত হওয়া ; লজ্জা দেওয়া। ফা-মূ। ক্রি।

শরযু, শরয়ু—অযোধ্যা দেশস্থ নদী বিঃ। শৃ (বধ করা)+অযু, অযু কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

শরযোজন, -যোজনা—নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে ধনুকে শরস্থাপন। ৬তৎ। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

শরশয্যা—শর দ্বারা রচিত শয্যা, বাণের বিছানা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

শরসন্ধান—বাণসন্ধান, বাণনিক্ষেপ, ধনুকে শরযোজন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শরা—মৃৎপাত্র বিঃ, হাঁড়ির ঢাকনা। <শরাব। বি। [বি ; পু।

শরাঘাত—বাণপ্রহার, তীর মারা। ৬তৎ।

শরাব—মৃৎপাত্র বিঃ, শরা ; ৬৪ তোলা পরিমাণ, সের। শর—অব্ (রক্ষা করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শরাশ্রয়—বাণাধার, তূণীর। শরের (বাণের) আশ্রয় (আধার), ৬তৎ। বি ; পু।

শরাসন—ধনুঃ, ধনুক। শর (বাণ)—অস্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ করণ বা অপা ; যাহা দ্বারা বা যাহা হইতে শর ক্ষেপণ করা যায়, উপতৎ ; কিংবা শরের অসন (ক্ষেপণ) হয় যাহা হইতে, বহু। বি ; ক্লী। [৩তৎ। বিণ।

শরাহত—বাণাহত, বাণবিদ্ধ, শরতাড়িত।

শরিক—অংশী, ভাগীদার। ফা। বি। বিণ **শরিকী, শরিকানী**।

শরিকানা—শরিকের অংশে প্রাপ্য, অংশীদার হিসাবে নির্দিষ্ট পাওনা। ফা। বি।

শরিয়ত, শরীয়ত—মুসলমানদিগের ধর্মসংক্রান্ত আইন ; মুসলমান ধর্মশাস্ত্র। আ। বি।

শরীর—দেহ, কলেবর। শৄ (বধ করা)+ঈরন্ কর্ম। বি ; ক্লী।

শরীরগ্রন্থি—দেহের সন্ধিস্থান। ৬তৎ। বি ; পু।

শরীরধারী (-ধারিন্)—দেহধারণকারী, দেহবিশিষ্ট, দেহী। উপতৎ ; শরীর—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ধারিণী**।

শরীরপতন—দেহনাশ, দেহপাত, মৃত্যু। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শরীরপাত—দেহপাত, দেহ নষ্ট করা। ৬তৎ। বি ; পু।

শরীরবন্ধ—দেহবন্ধ, দেহধারী, মূর্তিমান্। ৩তৎ। বিণ। [৬তৎ। বিণ।

শরীররক্ষক—দেহরক্ষক, দেহরক্ষাকারী।

শরীররক্ষী (-রক্ষিন্)—দেহরক্ষাকারী। শরীর—রক্ষ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-রক্ষিণী**।

শরীরী (শরীরিন্) শরীরধারী, দেহী ; জীবাত্মা। শরীর শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি। স্ত্রী—**শরীরিণী**।

শর্করা—চিনি ; খাঁড় ; খণ্ড ; কাঁকর ; রোগ বিঃ। শৄ (বধ করা)+করন্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শর্করোদক—শর্করামিশ্রিত জল, চিনির পানা বা শরবত। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

শর্ত—কড়ার ; প্রতিশ্রুতি ; নির্ধারণ, নিয়ম। <আ 'শর্ত্'। বি।

শর্ব—শিব, মহাদেব। শর্ব (বধ করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শর্বরী—রজনী, রাত্রি, নারী। শৄ (বধ করা)+বরন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শর্বাণী—গৌরী, ভবানী। শর্ব (শিব)+ঈপ্ পত্নী অর্থে। বি ; স্ত্রী।

শর্ম (শর্মন্)—কল্যাণ ; সুখ। শৄ+মন্ কর্ম। বি ; ক্লী। [কর্তৃ। বি ; পু।

শর্মা (শর্মন্)—ব্রাহ্মণের উপাধি। শৄ+মন্

শর্মিষ্ঠা—দৈত্যপতি বৃষপর্বের কন্যা ও রাজা যযাতির কনিষ্ঠ ভার্যা। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সহিত ইহার সখ্য ছিল। একদা উভয়ে স্নানার্থ গমন করেন এবং স্নানান্তে দেবযানী জল হইতে অগ্রে উঠিয়া ভ্রমক্রমে ইহার বস্ত্র পরিধান করেন। তাহাতে ইনি ক্রুদ্ধা হইয়া দেবযানীকে অত্যন্ত তিরস্কার ও প্রহারপূর্বক এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর রাজা যযাতি দৈবক্রমে তথায় উপস্থিত হইয়া দেবযানীকে উদ্ধার করেন। দেবযানী গৃহে পিতার নিকট সমস্ত নিবেদন করিলে শুক্রাচার্য রুষ্ট হইয়া সপরিবারে দৈত্যরাজ্য পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। তখন বৃষপর্ব দুহিতা শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া তাঁহার রোষ দূর করেন।

অতঃপর দেবযানী যযাতির পত্নী হইয়া গমন করিলে শর্মিষ্ঠা দাসীরূপে তাঁহার অনুগমন করিতে বাধ্য হন। পরন্তু যযাতি গোপনে ইহার পাণিগ্রহণ করেন। তাহাতে ইহার দ্রুহ্য, অনু ও পুরু নামক তিন পুত্রের জন্ম হয়। দৈবক্রমে ইহার কনিষ্ঠ পুত্র পুরুই যযাতির সিংহাসনে উত্তরাধিকারী হন ['যযাতি' দ্রঃ]। বি ; স্ত্রী।

শর্যাতি—বৈবস্বত মনুর পুত্র। উপতৎ ; শর্যা (রাত্রি)—অত্ (গমন করা)+কি কর্তৃ। বি ; পু। [ইনি একদা সৈন্যসামন্ত-সহ সপরিবারে চ্যবন ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। ইহার তনয়া সুকন্যা বালস্বভাবসুলভ চাপল্যবশতঃ ঋষিবরের অজ্ঞাতসারে তাঁহার চক্ষু বিদ্ধ করেন। তাহাতে মহর্ষি ক্রুদ্ধ হইয়া রাজার সৈন্য-সামন্তগণের মলত্যাগ বন্ধ করিয়া দেন। অবশেষে শর্যাতি চ্যবনের হস্তে সুকন্যাকে পত্নীত্বে প্রদান করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করেন।]

শলভ—পতঙ্গ বিঃ, ফড়িঙ। শল্ (গমন করা)+অভচ্ কর্তৃ। বি ; পু।

শলা—শিক, শল্যাস্ত্র। < শলাকা। বি।

শলাকা—ক্ষুদ্র যষ্টি, শলা ; নল, কণ্টক, অঙ্কুর, বাণ, তুলি প্রভৃতি ; অস্থি ; শস্য ; পড়িক। শল্ (গমন করা)+আক কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

শলাতুর—পঞ্জাবের পশ্চিমপ্রান্তস্থ স্থান বিঃ। এই স্থানে গোনর্দ ঋষির পুত্র পাণিনিমুনির জন্ম হয়। এইজন্য তাঁহাকে শলাতুরীয় কিংবা গোনর্দীয় বলে। এই স্থানে একদিন বিশেষ আর্যজ্ঞানের চর্চা ছিল।

শল্ক, শল্কল—বল্কল ; ত্বক্ ; মাছের আঁইশ ; খণ্ড। শল্ (আচ্ছাদন করা)+ক, কলন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

শল্কলী (-লিন্), **শল্কী** (শল্কিন্)—১। শল্কযুক্ত, আঁইশওয়ালা ; ত্বক্শালী। শল্কল, শল্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শল্কলিনী, শল্কিনী**। ২। মৎস্য। বি ; পু।

শল্য—১। শঙ্কু, কীলক, খুঁটা, গোঁজ ; চিকিৎসার অস্ত্র বিঃ ; শলাকা ; শেল। শল+য কর্ম। বি ; ক্লী বা পু। ২। শর, বাণ ; তোমর ; অস্থি ; কণ্টক ; জাগাড়। বি ; ক্লী। ৩। পশু বিঃ, শল্লকী ; শজারু। বি ; পু।

৪। মদ্রদেশীয় নৃপ বিঃ। বি ; পু। পাণ্ডুরাজার সহিত ইহার ভগিনী মাদ্রীর বিবাহ হয়, এবং তাঁহার গর্ভে চতুর্থ ও পঞ্চম পাণ্ডব নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। দ্রৌপদীর স্বয়ংবরকালে অন্যান্য রাজার ন্যায় ইনিও লক্ষ্য-ভেদে অকৃতকার্য হন, এবং পরে ছদ্মবেশী অর্জুন তাহাতে কৃতকার্য হইলে, ইনি অপরাপর রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু মল্লযুদ্ধে ভীম ইহাকে পরাস্ত করেন।

পাণ্ডবগণ ভাগিনেয় বলিয়া কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি সেই পক্ষেই যোগ দিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে যাত্রা করেন, কিন্তু দুর্যোধন কৌশলক্রমে অগ্রে স্বপক্ষে বরণ করিয়া লইয়া যান। অনন্তর যুধিষ্ঠির সমরের প্রাক্কালে অন্যান্য গুরুজনের ন্যায় ইহাকেও প্রণাম করিতে উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে বিজয়ী হইবার আশীর্বাদ করেন। মহাবীর কর্ণ ইহাকে সারথিরূপে প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ইনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু পরিশেষে দুর্যোধনের অনুনয়বিনয়ে সম্মত হইয়া ষোড়শ ও সপ্তদশ দিবসীয় যুদ্ধে কর্ণের সারথ্য করেন। কর্ণ নিহত হইলে অষ্টাদশ দিবসে ইনি প্রধান সেনাপতি-পদে বৃত হইয়া বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরিণামে যুধিষ্ঠিরের হস্তে নিপতিত হন।

শল্যারি—যুধিষ্ঠির। ৬তৎ। বি ; পু।

শল্যোদ্ধার—প্রোথিত শল্যাদির উৎপাটন ; বাস্তুভূমি হইতে অস্থি উঠাইয়া ফেলা [এই কার্যের নিমিত্ত ত্রিপুষ্কর শান্তি নামক একটি শান্তিকার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়]। শল্যের উদ্ধার (উত্তোলন), ৬তৎ। বি ; পু। [+অন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

শল্ল—ত্বক্ ; শল্ক, আঁইশ। শল্ল্ (গমন করা)

শল্লক—ত্বক্ ; শল্ক, আঁইশ। শল্ল শব্দ+কণ্। বি ; ক্লী।

শল্লকী (-কিন্)—শল্য-পশু, শজারু। শল্ল শব্দ+কণ্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শশ, শশক—খরগোশ ; পুরুষ বিঃ। শশ্ (প্লুত গমন করা)+অন্ কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। বি ; পু।

শশধর—শশাঙ্ক, চন্দ্র ; কর্পূর। শশ—ধৃ (ধরা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শশবিন্দু—চন্দ্র ; বিষ্ণু ; নৃপ বিঃ, চিত্ররথের পুত্র। শশ হইয়াছে বিন্দু (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি ; পু।

শশবিষাণ—শশক-শৃঙ্গ [অতিশয় অসম্ভব বা অলীক বিষয়ে উদাহরণ দিবার জন্য এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে]। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শশব্যস্ত—অতিশয় ব্যস্ত, অত্যন্ত ত্বরান্বিত। শশবৎ ব্যস্ত, কর্মধা। বিণ।

শশলাঞ্ছন—শশাঙ্ক, চন্দ্র; কর্পূর। শশ হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

শশাঙ্ক—১। চন্দ্র; কর্পূর। শশ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।
২। প্রাচীন বঙ্গের অন্তর্গত কর্ণসুবর্ণ (ইদানীন্তন কানসোনা) রাজ্যের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। মালবেশ্বরের সহিত ইঁহার মিত্রতা ছিল। ইনি কান্যকুব্জপতি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করিলে ইনি মিত্রের সাহায্যার্থ গমন করেন। অনন্তর রাজ্যবর্ধন মালবরাজ্য উচ্ছিন্ন করিলে ইনি একদা অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া ইঁহার প্রাণসংহার করেন। এই সংবাদ পাইয়া হর্ষবর্ধন আক্রোশহেতু শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিয়া লন। বি; পু।

শশিকর—চন্দ্রকিরণ, জ্যোৎস্না। শশীর কর (কিরণ), ৬তৎ। বি; পু।

শশিকলা—চন্দ্রকলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শশিপ্রভ—শুভ্রবর্ণ, সাদা। শশীর (চন্দ্রের) প্রভার ন্যায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

শশিবদনা—১। চন্দ্রমুখী। শশীর (চন্দ্রের) ন্যায় সুন্দর বদন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী নারী; ষড়ক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

শশিভূষণ—শিব, মহাদেব। শশী (চন্দ্র) হইয়াছে ভূষণ যাহার, বহু। বি; পু।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়—ইনি প্রথম যৌবনে প্রসিদ্ধ "সোমপ্রকাশ" পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া সংবাদপত্র পরিচালন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তৎপরে অগ্রজ পশুপতিনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে কালীঘাট হইতে "বিশ্বদূত" নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রচার করেন। অতঃপর কার্যান্তরে এলাহাবাদ গমন করেন। তথা হইতে "প্রয়াগদূত" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। ইনি তথায় গিয়া উক্ত পত্রে নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তৎপরে এলাহাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া ইনি "প্রভাতী" নামে একখানি দৈনিক বাঙ্গালা পত্র প্রচার করেন। এই সময় ইনি স্বর্গীয় ব্যারিস্টার নগেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পাদকতায় "ইণ্ডিয়ান ইকো" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। যখন নগেন্দ্রনাথ "ইণ্ডিয়ান্ নেশন" প্রচার করেন, তখন শশিভূষণ আলিপুরের উকীল ৺আশুতোষ বিশ্বাস মহাশয়ের হস্তে ইণ্ডিয়ান ইকোর সম্পাদকীয় ভার অর্পণ করেন। এই সময় সৈয়দ আমীর আলি প্রমুখ কতিপয় সম্ভ্রান্ত মুসলমানের সহিত পরামর্শ করিয়া ইনি "মুসলমান" নামে একখানি সাপ্তাহিক বাঙ্গালা পত্র প্রচার করেন। কিন্তু এক মাস প্রকাশিত হইয়া উহা বন্ধ হইয়া যায়। কিছুদিন পরে ফরাসডাঙ্গা হইতে "রিফারার" নামে একখানি ইংরাজী সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। উহা দুই বৎসর পরে বন্ধ হইয়া যায়। পরে ইনি কলিকাতায় আসিয়া "ন্যাশনাল গার্ডেন" নামে পুনরায় একখানি সাপ্তাহিক পত্র বাহির করেন। ইনি কিছুদিন "বঙ্গবাসী" পত্রের পরিচালন ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার অনুবাদিত সেক্সপিয়রের গল্প "বসুমতী" অফিস হইতে প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীঃ ১৯শে মার্চ কর্মাটাড়ে ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইঁহার মৃত্যু হয়।

শশিমুখী—চন্দ্রমুখী, চন্দ্রের ন্যায় মনোহর মুখবিশিষ্টা (রমণী)। শশীর ন্যায় মুখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

শশিশেখর—শিব, মহাদেব। শশী আছে শেখরে (চূড়ায়) যাঁহার, অথবা শশী শেখর (শিরোভূষণ) যাঁহার, বহু। বি; পু।

শশী (শশিন্)—চন্দ্র; কর্পূর। শশ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

শষ্প, শষ্পা—নব তৃণ, কচি ঘাস। শষ্ বা শস্ (বধ করা)+প কর্ম। বি; স্ত্রী।

শসন—হনন, বধ। শস্ (বধ করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

শসা—কৃষিজাত ফল বিঃ, ক্ষীরিকা, cucumber. বাংপ্র। বি।

শস্ত্র—আয়ুধ, বল্লম সড়কি প্রভৃতি; লৌহ। শস্ (বধ করা)+ত্রন্ করণ। বি; স্ত্রী।

শস্ত্রধারী (-ধারিন্)—আয়ুধধারী, শস্ত্রধারণকারী। উপতৎ; শস্ত্র—ধৃ (ধারণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**শস্ত্রধারিণী**।

শস্ত্রপাণি—আয়ুধধারী। শস্ত্র (আয়ুধ) আছে পাণিতে যাহার, বহু। বিণ।

শস্ত্রবিদ্যা—ধনুর্বেদ, যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে শস্ত্র চালনা করা যায়। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শস্ত্রী (শস্ত্রিন্)—শস্ত্রধারী। শস্ত্র (আয়ুধ)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শস্ত্রিণী**।

শস্পা—'শষ্প' দ্রঃ।

শস্য—১। বৃক্ষাদির ফলপুষ্প; কৃষি দ্বারা উৎপন্ন ধান্যাদি; শাঁস; সার পদার্থ। শস্ (বধ করা)+য কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। প্রশস্ত, প্রশংসার্হ। শন্স্ (প্রশংসা করা)+ক্যপ্ কর্ম। বিণ।

শস্যকুল—শস্যসমূহ, ধান্যাদিফসলসকল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শস্যক্ষেত্র—শস্যোৎপাদিকা ভূমি, ফসলের ক্ষেত। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শস্যশ্যামল—শস্য দ্বারা শ্যামবর্ণ, ধান্যাদি শস্যের গাছ থাকায় সবুজবর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

শস্যাগার—শস্যরক্ষার গৃহ, ধান্যাদির গোলা। ৪ বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শহর—নগর। ফা। বি।

শহরত—প্রসিদ্ধি; ঘোষণা। ফা। বি।

শহরতলি—নগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল, suburb. ফা-মূ। বি।

শহিদ, শহীদ—ধর্মের জন্য প্রাণদাতা; স্বদেশহিতের জন্য যিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। আ। বি।

শহুরে—শহর বা নগরসম্বন্ধীয়, শহরবাসী, নাগরিক। ফা-মূ। বিণ।

শাঁ—অনুকরণ শব্দ; ত্বরা, ক্ষিপ্রতা, দ্রুতগতি। বাংপ্র। অ।

শাঁই—১। অনুকরণ শব্দ। অ। ২। বৃক্ষ বিঃ। <শমী। বি।

শাঁক, শাঁখ—বাদ্যকম্বু। <শঙ্খ। বি।

শাঁকালু, শাঁখ-আলু—একপ্রকার মিষ্ট আলু, শরবতে আলু। বাংপ্র। বি।

শাঁখচিল—একজাতীয় শুভ লক্ষণাক্রান্ত চিল পাখি। <শঙ্খচিল্ল। বি।

শাঁখচুর্ণী, -চুন্নী—একপ্রকার প্রেতিনী বা পেত্নী, শাঁখিনী, সধবা স্ত্রীর প্রেতাত্মা। <শঙ্খচূর্ণী। বি।

শাঁখা—সধবা রমণীর শঙ্খনির্মিত করাভরণ বিঃ। <শঙ্খক। বি।

শাঁখারি, -রী—শাঁখা প্রস্তুতকারক জাতি বিঃ, শঙ্খবণিক্। <শঙ্খকার। বি।

শাঁখিনী—শাঁখচুর্ণী (তাহা দ্রঃ)।

শাঁড়া—নপুংসক, বন্ধ্যা, বাঁঝা, অফলপ্রসূ, যে গাছে ফল হয় না। বাংপ্র। বিণ।

শাঁপি—যষ্টি মুষলাদির মুখলগ্ন বলয়, শামা; গঞ্জিকাসেবনার্থ হস্তধৃত বস্ত্রখণ্ড। বাংপ্র। বি।

শাঁস—ফলাদির সারভাগ। <শস্য। বি।

শাঁসালো—শাঁসবিশিষ্ট, শাঁসওয়ালা; (বিদ্রূপে) ধনবান্, সংগতিশালী। বাংপ্র। বিণ।

শাক—১। বৃক্ষের পত্র পুষ্প বৃন্ত মূল ত্বগাদি; ভক্ষ্যপত্র ও কাণ্ড ('পালং শাক')। শক্ (পারা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী বা পু। ২। বৃক্ষ বিঃ, সেগুন গাছ; বর্বর; দ্বীপ বিঃ ['দ্বীপ দ্রঃ']। ৩। শক্তি। শক্+ঘঞ্ ভাব। ৪। গণনীয় বৎসর, কোন প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া যে অব্দ গণনা করা হয়, শকাব্দ, Era. শক শব্দ+ষ্ণ। বি; পু।

শাকট—১। শকটসম্বন্ধীয়, গাড়িসংক্রান্ত; শকটবাহক। শকট+ক ইদমাদ্যর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শাকটী**। ২। শকটবাহক পশু; শ্লেষ্মান্তক বৃক্ষ। বি; পু।

শকটায়ন—অনেকে বলেন, ইনি সুপ্রসিদ্ধ বৈয়াকরণিক পাণিনির পূর্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। অধুনা তাহা দুষ্প্রাপ্য। কেবল মান্দ্রাজ নগরস্থ পরীক্ষক সমাজের পুস্তকালয়ে একখানি এবং লণ্ডন নগরস্থ 'ইণ্ডিয়া হাউস' নামক ভারত-সংক্রান্ত কার্যালয়ে আর একখানি আছে। আবার কেহ কেহ বলেন, উক্ত ব্যাকরণ পাণিনির পরবর্তী কালে বিরচিত। শকট শব্দ+আয়ন। বি; পু।

শাকটিক—শকটারোহী; শকটচালক। শকট+ঠিক গমনার্থে। বিণ।

শাকতরু, শাকবৃক্ষ—সেগুনগাছ। মধ্যপ। বি; পু।

শাকসবজি—রন্ধনার্থে শাক এবং আনাজ প্রভৃতি সবজি। ফারসী শব্দ। বি।

শাকান্ন—শাকযুক্ত অন্ন, শাকভাত। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শাকান্নভোজী (-ভোজিন্)—শাকভাত মাত্র ভোজনকারী। উপতৎ; শাকান্ন—ভুজ্ (খাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ভোজিনী**।

শাকাষ্টকা—শ্রাদ্ধীয় দিন বিঃ, পৌষ ফাল্গুনের কৃষ্ণাষ্টমী। বি; স্ত্রী।

শাকিনী—পিশাচী বিঃ, দুর্গার অনুচরী। শাক+ইন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শাকুন—পক্ষিসম্বন্ধীয়; শকুনজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ, কাকচরিত্রাভিজ্ঞ। শকুন (পক্ষী)+ক। বিণ। স্ত্রী—**শাকুনী**।

শাকুনিক—১। পক্ষিমারক (ব্যাধ বিঃ), লুব্ধক, পেখেড়া; শকুনজ্ঞ, নিমিত্তজ্ঞ, কাকচরিত্রাভিজ্ঞ। শকুন (পক্ষী)+ঠিক। বিণ। ২। শকুনসমূহ। বি; স্ত্রী।

শাকুন্তলেয়—১। শকুন্তলার পুত্র, মহারাজ ভরত। শকুন্তলা+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু। ২। শকুন্তলা সম্বন্ধীয়। বিণ। স্ত্রী—**শাকুন্তলেয়ী**।

শাক্ত—শাক্তমন্ত্রে দীক্ষিত; শক্তির উপাসক, তান্ত্রিক। শক্ত+ক। বিণ।

শাক্তধর্ম—তান্ত্রিক মতবাদ; শক্তিদেবতার উপাসনা। ৬তৎ। বি; পু।

শাক্য, শাক্যমুনি, শাক্যসিংহ—বুদ্ধদেব ['বুদ্ধ' দ্রঃ]। শাক্য=শাক+ক্য; শাক্যও যে মুনিও সে শাক্যমুনি, কর্মধা; শাক্য সিংহ প্রায় শাক্যসিংহ, উপমিত কর্মধা। বি; পু।

শাখা—বিটপ, গাছের ডাল; ভুজ, বাহু; বেদাংশ বিঃ; পক্ষান্তর; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; অন্তিক, সমীপ। শাখ্ (ব্যাপ্ত)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শাখাগ্র—বিটপাগ্র, ডালের অগ্রভাগ; অঙ্গুলি। শাখার অগ্র, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শাখানগর—বৃহৎ নগরের সমীপস্থ ক্ষুদ্র নগর, উপনগর। নগরের শাখা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শাখানদী—একটি নদী হইতে বহির্গত অন্য নদী। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শাখান্তরাল—শাখার ব্যবধান, ডালের আড়াল। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শাখামৃগ—কপি, বানর। শাখাবাসী যে মৃগ (পশু), মধ্যপ। বি; পু।

শাখী (শাখিন্)—১। শাখাযুক্ত। শাখা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শাখিনী**। ২। বিটপী, বৃক্ষ; বেদ। বি; পু।

শাখোট—ভূতবৃক্ষ, সেওড়া গাছ। শাখা+ওটন্। বি; পু।

শাখ্য—শাখা সম্বন্ধীয়। শাখা+ক্য ইদমর্থে। [বিণ।

শাগরেদ—শিষ্য, ছাত্র, চেলা। ফা-মূ। বি।

শাগরেদি—চেলাগিরি, শিষ্যগিরি। ফা-মূ। বি।

শাঙন—শ্রাবণ। কথ্য। বি।

শাঙল, শাঙলি—শ্যামল। গ্রা কথ্য। বিণ।

শাঙ্কর, শাংকর—শঙ্করসম্বন্ধীয়; শঙ্করাচার্যকৃত। শঙ্কর+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শাঙ্করী, শাংকরী**।

শাঙ্করভাষ্য, শাংকরভাষ্য—শঙ্কর-রচিত ভাষ্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শাঙ্খ—শঙ্খসম্বন্ধীয়। শঙ্খ+ক ইদমর্থে বিণ। স্ত্রী—**শাঙ্খী**।

শাঙ্খিক—শঙ্খবণিক, শঙ্খকার, শাঁখারি। শঙ্খ+ঠিক ব্যবসায়ার্থে। বি; পু।

শাঙ্গা—মাটির ঘরের কড়িস্বরূপ কাঠ; দ্রব্যাদি রাখিবার নিমিত্ত দুই কাঁধে বদ্ধ কাঠ বা বাঁশ; বিধবার বা সধবার পুনর্বিবাহ। বাংপ্র। বি।

শাট—পরিধেয় বস্ত্রাদি। শট্+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

শাটক, শাটিকা—পরিধেয় বাস, ধুতি, শাড়ি। শট্ (গমন করা)+ণক কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

শাটী—পরিধেয় বাস, শাড়ি, ধুতি। শট্ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শাঠ্য—ধূর্ততা, শঠতা; প্রবঞ্চনা। শঠ+ক্য [ভাবার্থে। বি; ক্লী।

শাড়ী, শাড়ি—স্ত্রীলোকের কটিবসন <শাটি। বি।

শাণ—১। ঘর্ষণ-যন্ত্র, শাণপাথর; তীক্ষ্ণ করণ; ধাতু প্রভৃতি পালিশ করিবার যন্ত্র; করাত। শো (শাণ দেওয়া)+ণ করণ। ২। কষ্টিপাথর। শো+ণ অধি। বি; পু। ৩। শণনির্মিত বস্ত্র। শণ শব্দ+ক। বি; স্ত্রী।

শাণিত—তীক্ষ্ণীকৃত, ধার দেওয়া। ণিজন্ত শণ্ (=শাণি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

শাণ্ডিল্য—জনৈক মুনি, শাণ্ডিল্য গোত্রের আদি পুরুষ। ইনি সামবেদীয় ঋষি; চারি বেদ অধ্যয়ন ও তাহার অর্থানুধাবন করিয়া পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিতে না পারায় অনন্তর ভক্তি সূত্র প্রণয়ন করিয়া ভক্তিমার্গ প্রদর্শন করিয়াছেন। শণ্ডিল শব্দ+ক্য অপত্যার্থে। বি; পু।

শাতন—কৃশীকরণ, চাঁচা; বিনাশন; ছেদন; পাতন; পতন। ণিজন্ত শদ্ (চাঁচা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

শাতাতপ—ধর্মশাস্ত্রকার জনৈক মুনি। বি; পু।

শাদহরিত, শাদ্বল—নবতৃণ দ্বারা হরিদ্বর্ণ (স্থান, প্রদেশ, স্থলী); তাদৃশ স্থান, Lawn. শাদ দ্বারা হরিত=শাদহরিত, ৩তৎ; শাদ্বল=শাদ শব্দ+বল অস্ত্যর্থে। বিণ।

শাদি—বিবাহ। ফা। বি।

শাদ্বল—'শাদহরিত' দ্রঃ।

শান—১। তীক্ষ্ণীকরণ, শান দেওয়া। শো (তীক্ষ্ণ করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। ঘর্ষণযন্ত্র, শাণ পাথর। শো+অনট্ অধি। ৩। কষ্টিপাথর। শো+অনট্ অধি। বি; পু। ৪। পাকা মেঝে বা চাতাল। বাংপ্র। বি।

শানা—১। তাঁতের অঙ্গ বিঃ; (ইহা সরু শলাকার বাড় বা চিরুনিবিশেষ, ইহার ভিতর দিয়া টানার জোড়া জোড়া সুতা যায়)। বি। ২। শানানো; ক্ষুধাতৃষ্ণাদি শান্ত হওয়া; তৃপ্ত হওয়া; পর্যাপ্ত হওয়া ('অন্নে —')। বাংপ্র। ক্রি।

শানানো—১। ধার-দেওয়া, শান-দেওয়া; পর্যাপ্ত-হওয়া। বিণ। ২। শানে ধার দেওয়া; পর্যাপ্ত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

শানিত—শাণিত (তাহা দ্রঃ)।

শান্ত—১। শমগুণযুক্ত; স্থিরমনাঃ; সৌম্য; জিতেন্দ্রিয়; শিষ্ট; অনুদ্ধত; ধীর, ঠাণ্ডা; শমতাপ্রাপ্ত, নিবৃত্ত; বনীত; মৃত। শম্ (শান্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। শান্তিপ্রাপিত, দমিত। ণিজন্ত শম্ (শান্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। কাব্যরস বিঃ ['রস' দ্রঃ]। বি; পু।

শান্তনব—শান্তনুর পুত্র, ভীষ্ম। শান্তনু+ক অপত্যার্থে। বি; পু।

শান্তনু চন্দ্রবংশীয় মহারাজ প্রতীপের পুত্র ও ভীষ্মের পিতা। বি; পু। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, ইঁহার স্পর্শে জরাজীর্ণ ব্যক্তি পুনর্বার যৌবন ও স্বাস্থ্য লাভ করিয়া শান্ত হইত বলিয়া ইনি শান্তনু নামে খ্যাত হন।
অষ্ট-বসুর অনুরোধে গঙ্গাদেবী তাঁহা-দিগকে গর্ভে ধারণ করিতে সম্মতা হইয়া শান্তনুর পত্নীত্ব স্বীকার করেন। পরন্তু নিয়ম হয় যে, ইনি গঙ্গার কোনও কার্যে বাধা দিতে পারিবেন না,—বাধা দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিতা হইবেন। অতঃ-পর গঙ্গার গর্ভে এক একটি সন্তান জন্মে, আর তিনি তাহা জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে সপ্তপুত্র বিনষ্ট হওয়ার পর অষ্টম গর্ভে দেবব্রতের জন্ম হইলে গঙ্গা তাঁহাকেও নিক্ষেপ করিতে উদ্যতা হন। শান্তনু তাহাতে বাধা দেওয়ায় গঙ্গা সন্তান ফেলিয়া পূর্বনিয়মানুসারে অন্তর্হিতা হইলেন।
দেবব্রত বয়োবৃদ্ধির সহিত ক্ষত্রিয়োচিত সর্বপ্রকার শিক্ষায় শিক্ষিত এবং নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত হইয়া উঠিলেন। একদা শান্তনু দাসরাজের পালিতা কন্যা মৎস্য-গন্ধাকে দেখিয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দাসরাজ বলিলেন, শান্তনু যদি মৎস্য-গন্ধার গর্ভজাত পুত্রকে রাজ্যাধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তবেই দাসরাজ তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে পারেন। উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত বিদ্যমানে শান্তনু ক্ষুণ্ণমনে তাহাতে অসম্মত হইলেন। পিতৃভক্ত দেবব্রত জনকের বিষাদের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং দাস-রাজের নিকট গমন করিলেন এবং পিতার সুখসাধন নিমিত্ত আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৈমাত্র ভ্রাতার অনুকূলে রাজপদের স্বত্ব ত্যাগ ও চিরকৌমার্য ব্রতাবলম্বন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। এই ভীষণ পণের জন্য দেবব্রত 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত হন। অতঃপর শান্তনু মৎস্যগন্ধার পাণিপীড়ন করিলে তাঁহার গর্ভে ইঁহার চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়, এবং শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজপদ লাভ করেন।

শান্তমূর্তি—১। অনুদ্ধত আকৃতি, ধীর মূর্তি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অনুদ্ধত আকৃতিবিশিষ্ট, ধীরমূর্তি, ঠাণ্ডা চেহারা-যুক্ত। শান্তা মূর্তি যাহার, বহু। বিণ।

শান্তা—১। শমগুণযুক্তা, ধীরা ইত্যাদি। শান্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। রাজা দশরথের কন্যা, ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির ভার্যা ['ঋষ্যশৃঙ্গ' ও 'লোমপাদ' দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

শান্তি—শমগুণ; মনের স্থিরতা; মুক্তি; নিরুপদ্রবতা; বিঘ্ননাশ; মঙ্গল; নিবৃত্তি; ধ্বংস; তৃষ্ণাক্ষয়, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি। শম্ (শান্ত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

শান্তিকর বিঘ্ননাশকারী, মঙ্গলকর; মনের স্থিরতাকারী; তৃপ্তিদায়ক। উপতৎ; শান্তি কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শান্তিকরী**।

শান্তিকার্য—বিঘ্ননাশক কর্ম; দিব্য, আন্তরীক্ষ, ভৌম এই ত্রিবিধ উৎপাত-নিবারক কার্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

শান্তিজল পূজাস্বস্ত্যয়নাদির অন্তে পুরো-হিত কর্তৃক যে মন্ত্রপূত জল গায়ে মাথায় ছিটাইয়া দেওয়া হয়। শান্তিপ্রদ যে জল, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শান্তিনিকেতন শান্তির আলয়, শম-গুণের আধার; অশান্তিশূন্য স্থান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শান্তিপ্রদ—শান্তিদায়ক, শমগুণদাতা; শান্তিকর। উপতৎ; শান্তি–প্র–দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

শান্তিপ্রিয়—শান্তভাবে থাকিতে ইচ্ছুক, নিরুপদ্রবপ্রিয়, যে গোলমাল ভালবাসে না এরূপ। বহু। বিণ।

শান্তিভঙ্গ—শান্তিনাশ, অশান্তি উৎপাদন, উপদ্রবকরণ। ৬তৎ। বি; পু।

শান্তিময়—শান্তিপূর্ণ, শমগুণাত্মক; মঙ্গলময়; বিঘ্নশূন্য। শান্তি শব্দ+ময়ট্ পূর্ণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শান্তিময়ী**।

শান্তিরক্ষক শান্তিরক্ষাকারী, রক্ষাধিকৃত পুরুষ; গোলযোগ নিবারণকারী, পুলিস কর্মচারী। ৬তৎ। বি; পু।

শান্তিরক্ষা—উপদ্রব নিবারণ, গোলযোগ দূরীকরণ, বিঘ্ননাশ করা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শান্তিস্থাপন—শান্তিপ্রতিষ্ঠা, গোলযোগ নিবারণ, বিঘ্ন দূর করিয়া পুনরায় শান্তভাব আনয়ন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শান্তিস্বস্ত্যয়ন—রোগাদি শান্তির নিমিত্ত দেবতার পূজাহোমাদি কার্য। শান্তিকর যে স্বস্ত্যয়ন, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শান্তিহীন—শান্তিশূন্য, মনের স্থিরতারহিত, অস্থির, অশান্ত। ৩তৎ। বিণ।

শাপ—অভিসম্পাত, কাহারও উদ্দেশ্যে অমঙ্গলসূচক বাক্য কথন; দিব্য, শপথ। শপ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

শাপগ্রস্ত—অভিসম্পাতপ্রাপ্ত, যাহাকে শাপ দেওয়া হইয়াছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ।

শাপভ্রষ্ট—শাপ হেতু অধঃপতিত, অভি-সম্পাত জন্য হীনাবস্থাপ্রাপ্ত। ৩তৎ। বিণ।

শাপমুক্ত—অভিশপ্ত অবস্থা হইতে উদ্ধার-প্রাপ্ত। ৫তৎ। বিণ।

শাপমুক্তি, -মোক্ষ—অভিশপ্ত অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভ। ৫তৎ। বি; স্ত্রী, পু।

শাপলা—শালুক ফুল। বাংপ্র। বি।

শাপশাপান্ত—অভিসম্পাত এবং গালি-গালাজ। বাংপ্র। বি।

শাপা—শাপ দেওয়া; অভিসম্পাত করা, গালি দেওয়া। কপ্র। ক্রি।

শাপান্ত—১। শাপাবসান, অভিসম্পাতের সমাপ্তি। ৬তৎ। বি; পু। ২। গালিগালাজ, যেমন শাপশাপান্ত করা। বাংপ্র। বি।

শাপিত ভর্ৎসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত। শিজন্ত শপ্ (শাপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

শাপোদ্ধার—শাপমুক্তি। ৫তৎ। বি; পু।

শাব—১। শিশু, বৎস, বাচ্চা। শব্ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। শব-সম্বন্ধীয়। শব+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী **শাবী**।

শাবক—শিশু, বৎস, বাচ্চা। শাব শব্দ+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

শাবল—লোহরাড; শননাড় বিঃ। <শর্বলা। বি। [ফা। অ।

শাবাশ—বলিহারি, প্রশংসাসূচক উক্তি।

শাব্দ শব্দসম্বন্ধীয়, শব্দবিষয়ক। শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শাব্দী**।

শাব্দিক—শব্দশাস্ত্রজ্ঞ, বৈয়াকরণ [ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলি, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর, জৈনেন্দ্র—এই আটজনকে শাব্দিক বলে]। শব্দ+ষ্ণিক জ্ঞাতার্থে। বিণ।

শামলা—১। শ্যামবর্ণ। <শ্যামল। বিণ। ২। উকিলের পাগড়ি। ফা। বি।

শামসুল হুদা (সৈয়দ, নবাব, স্যার)—ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত গোকর্ণগ্রামে ১৮৬২ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন, এবং কলিকাতার ১৯২২ খ্রীঃ ৭ই অক্টোবর কালগ্রাসে পতিত হন। স্বদেশে ও অন্যান্য স্থানে আদ্য শিক্ষা শেষ করিয়া ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এম. এ. ও বি. এল. পাস করেন। পরে কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজে অধ্যাপকের কার্য করিয়া হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ওকালতিতে ইঁহার যথেষ্ট প্রসার প্রতিপত্তি হয়। তাহার পর হাইকোর্টের অন্যতম জজ মনোনীত হইয়া কয়েক বৎসর যোগ্যতার সহিত ঐ কার্য করেন। অনন্তর বঙ্গীয় এগ্‌জিকিউটিভ্ কাউন্সিলের মেম্বার (সদস্য) রূপে কর্ম করেন। তৎপরে ১৯২০ খ্রীঃ মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ডের সংস্কার বিধি প্রবর্তিত হইলে ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের প্রথম সভাপতি হন, এবং ১৯২২ খ্রীঃ জুন মাসের শেষ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। পরে উদরাময় নিবন্ধন ১লা জুলাই ঐ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য

হন। এই কাল রোগেই ইঁহার জীব-লীলার অবসান হয়। ইনি কিছুকাল ভারত গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভারও সভ্য ছিলেন। ইনি ১৯১৩ খ্রীঃ "নবাব" এবং ১৯১৬ খ্রীঃ কে. সি. আই. ই. (স্যর) উপাধি প্রাপ্ত হন।

শাম্মা—দীপ, বাতি। আ। বি।

শাম্মা, শাম্মি—অস্ত্রাদির বাঁট; লাঠি ও মুষলাদির মুখের লৌহবেষ্টনী, শম্ব; লৌহবলয়। <শম্ব। বি।

শাম্মাদাম—দীপগাছা, শেজ, বাতিদান। আ-ফা। বি। [ফা-মু। বি।

শামিয়ানা—চাঁদোয়া, আচ্ছাদন, চাঁদনি।

শামিল—অন্তর্গত; সদৃশ। আ। বিণ।

শামুক—শম্বুক। বাংপ্র। বি।

শাম্ব শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম পুত্র। জাম্ববতীর গর্ভে ইঁহার জন্ম। ইনি বলদেবের প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইনি ইঁহাকে শিক্ষা দিয়া শৌর্যে বীর্যে প্রায় আপনার অনুরূপ করিয়া তুলেন। দুর্যোধনতনয়া লক্ষ্মণার স্বয়ংবরকালে ইনি তাঁহাকে হরণ করিলে কৌরবগণ ইঁহাকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করেন। বলরাম তৎসংবাদ প্রাপ্তিমাত্র হস্তিনাপুরে যাইয়া ইঁহাকে মুক্ত করেন। অনন্তর লক্ষ্মণার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি প্রদ্যুম্নের সহিত বজ্রনাভপুরে গমন করিয়া অসুর-বধের সাহায্য করিয়াছিলেন। যদুবংশ ধ্বংসকালে অন্যান্য যাদবগণের সহিত ইনি বিনাশপ্রাপ্ত হন। বি; পু।

শাম্বরী—মায়াবিদ্যা, ইন্দ্রজালাদি, ভেলকি। শম্বর (অসুরবিশেষ)+ষ্ণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শাম্বুক, শাম্বূক—শম্বুক, শামুক। শম্বুক, শম্বূক শব্দ+ষ্ণ স্বার্থে। বি; পু।

শায়ক—শর, বাণ; খড়্গ। শো (তীক্ষ্ণ করা)+ণক কর্ত্তৃ। বি; পু।

শায়িত যাহাকে শয়ন করান হইয়াছে এরূপ; পাতিত। ণিজন্ত শী-শায়ি (শয়ন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

শায়ী (-য়িন্)—যে শয়ন করে বা করিয়াছে এমন। শী+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**শায়িনী**।

শায়েস্তা—শিক্ষিত, শিষ্ট, বিনীত; শাসিত, দান্ত। <ফা 'শাইস্তহ্'। বিণ।

শায়েস্তা খাঁ—দিল্লীর বাদশাহ আওরঙ্গজেবের মাতুল। যখন আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার, তৎকালে শায়েস্তা খাঁ তাঁহার অধীনে প্রধান সেনাপতি ছিলেন। অনন্তর ১৬৫৮ খ্রীঃ আওরঙ্গজেব সম্রাট্ হইয়া ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত করেন। মার্হাট্টাকেশরী শিবাজী প্রবল হইয়া মোগল অধিকারে উপদ্রব আরম্ভ করিলে আওরঙ্গজেব তাঁহার দমনার্থ ইঁহার প্রতি আদেশ করেন। ইনি মার্হাট্টাদিগের কয়েকটি গিরিদুর্গ হস্তগত করেন এবং শিবাজীর অনুপস্থিতি-কালে পুণা অধিকার করিয়া তাঁহারই প্রাসাদে নিজ বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন। শিবাজী এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া একদা নিশাকালে পঞ্চবিংশতি জনমাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে সহসা ইঁহার বাসভবন আক্রমণ করিয়া ইঁহার পুত্রকে ও রক্ষিবর্গকে বধ করিলেন। ইনি প্রাণভয়ে গবাক্ষদ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু শিবাজীর তরবারির আঘাতে ইঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল।

অতঃপর আওরঙ্গজেব ইঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। ইত্যোমধ্যে তিন বৎসর ব্যতীত ১৬৬৩ হইতে ১৬৮৯ অব্দ পর্যন্ত দুইবারে ত্রয়োবিংশতি বৎসর বঙ্গ রাজ্য শাসন করেন। ইঁহার শাসনকালে ঢাকা-নগরী বাঙ্গালার রাজধানী ছিল। আরাকানের মগেরা বাঙ্গালার নানা স্থানে বিষম উপদ্রব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজ বোম্বেটেরা তাহাদের সহিত মিলিত হওয়ায় তাহাদের দৌরাত্ম্য চরম সীমায় উঠিয়াছিল। আরাকান-পতি পর্ত্তুগীজদিগকে চট্টগ্রামে বাস করিতে দিয়াছিলেন। এই অত্যাচার নিবারণার্থ শায়েস্তা খাঁ আরাকান আক্রমণ করিয়া চট্টগ্রাম অধিকার করিলেন। পর্ত্তুগীজেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া বশ্যতা স্বীকার করিল।

ইঁহার সময়ে বাদশাহের সহিত ইংরেজ বণিক্‌গণের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় ইনি প্রথমতঃ তাঁহাদিগের ঢাকা, মালদহ, কাশীমবাজার প্রভৃতি স্থানের কুঠিগুলি হস্তগত করিয়া, পরে হুগলির ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিপুল সেনাদল প্রেরণ করেন। তত্রত্য ইংরেজ অধ্যক্ষ জব চার্ণক ভয়ে হুগলি পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত লোকজন ও মালপত্রসহ মান্দ্রাজে প্রস্থান করেন ও পথে বালেশ্বর লুণ্ঠন করিয়া যান। অনন্তর ইংরেজেরা বঙ্গোপসাগরে থাকিয়া সুবিধা পাইলেই মক্কাগামী মুসলমানদিগের জাহাজ আটক করিতে থাকেন। এই অবস্থায় শায়েস্তা খাঁ পদত্যাগ করিয়া বাঙ্গালা পরিত্যাগ করেন। শায়েস্তা খাঁর আমলে ফরাসীরা চন্দ্রনগরে (ফরাসডাঙ্গায়), ওলন্দাজেরা হুগলির নিকটস্থ চুঁচুড়ায়, এবং দিনেমারেরা প্রথমে দিনেমার ডাঙ্গায় ও তৎপরে শ্রীরামপুরে কুঠি নির্ম্মাণ করেন। ইঁহার সময়ে এতদ্দেশে খাদ্যসামগ্রী এত সুলভ ও স্বল্পমূল্য ছিল যে, টাকায় ৮ মণ চাউল পাওয়া যাইত।

শারঙ্গ—১। মৃগ, হরিণ; হস্তী; ভ্রমর; চাতক পক্ষী; ময়ূর। শার (নানাবর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বি; পু। ২। নানাবর্ণ। বিণ। স্ত্রী—**শারঙ্গা, শারঙ্গী**।

শারঙ্গী—১। নানাবর্ণা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। বাদ্যযন্ত্র বিঃ, শারঙ। বি; স্ত্রী।

শারদ ১। শরৎকালীন; নূতন; প্রশান্ত; বিনীত; অপ্রতিভ। শরদ্+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**শারদী**। ২। বৎসর। বি; পু।

শারদশশী (-শশিন্)—শরৎকালীন চন্দ্র, শরৎকালের চাঁদ। কর্ম্মধা। বি; পু।

শারদা—সরস্বতী; দুর্গা; বীণা বিঃ; ব্রাহ্মী; সারিবা। শরদ্+ষ্ণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শারদী—১। শরৎকালীন ইত্যাদি। শারদ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কোজাগর পূর্ণিমা। বি; স্ত্রী।

শারদীয় শরৎকালীন, শরৎঋতুসম্বন্ধীয়। শরদ্ (মতান্তরে শারদা)+ঈয় ইদমর্থে। বিণ। **শারদীয় মহাপূজা**—আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা।

শারি, শারী, শারিকা—১। পাশক, অক্ষগুটিকা, পাশাখেলার গুটি; সারিকা পক্ষিণী, ময়না পাখী; বীণাদি বাদন-যষ্টি, বেহালা প্রভৃতি বাজাইবার ছড়। শৄ (বধ করা)+ইঞ্ কর্ত্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। ২। গীতি বিঃ; কপট। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় করণ। বি; স্ত্রী।

শারিফল, শারিফলক—পাশাখেলার ছক। বি; স্ত্রী।

শারীর, শারীরক, শারীরিক—১। দেহসম্বন্ধীয়, দৈহিক, কায়িক। শরীর শব্দ+ষ্ণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্, ৩য় পক্ষে শরীর+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**শারীরী, শারীরিকা, শারীরিকী**। ২। বেদান্তসূত্র। বি; স্ত্রী। ৩। জীবাত্মা। বি; পু।

শারীরতত্ত্ব, শারীরস্থান—শারীরিক তত্ত্ববিষয়ক শাস্ত্র [অর্থাৎ যে শাস্ত্র পাঠে অস্থি, শিরা, ধমনী, হৃৎকোষ, ফুসফুস প্রভৃতির সংখ্যা, স্থিতি, আকৃতি ও ক্রিয়াদির বিষয় অবগত হওয়া যায়, anatomy.]। কর্ম্মধা। বি; স্ত্রী।

শারীরিক—'শারীর' দ্রঃ।

শার্কর—শর্করাযুক্ত; দানাদার। শর্করা+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**শার্করী**।

শার্ঙ্গ—১। বিষ্ণুর ধনুঃ; ধনুক। বি; পু। ২। আর্দ্রক, আদা। বি; স্ত্রী।

৩। শৃঙ্গসম্বন্ধীয় ; শৃঙ্গনির্মিত। শৃঙ্গ শব্দ+ক। বিণ। স্ত্রী—শার্ঙ্গী।

শার্ঙ্গধর—ধনুর্দ্ধর ; বিষ্ণু। ৬তৎ। বি ; পু।

শার্ঙ্গপাণি—ধনুর্দ্ধর ; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ (ধনুক) আছে পাণিতে যাহার, বহু। বি ; পু।

শার্ঙ্গী (শার্ঙ্গিন্)—ধনুর্দ্ধর ; বিষ্ণু। শার্ঙ্গ (ধনুক) + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

শার্ট—কামিজ, পুরুষের জামা বিঃ। <ইং 'shirt'. বি।

শার্দ্দূল—ব্যাঘ্র, বাঘ ; রাক্ষস ; পক্ষী বিঃ ; শরভ ; (অন্য শব্দের পরবর্ত্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। শৃ (বধ করা) + দূলচ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

শার্দ্দূলবিক্রীড়িত—ঊনবিংশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

শার্দ্দূলললিত—অষ্টাদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ।

শার্দ্দূলী—ব্যাঘ্রী, বাঘিনী ; রাক্ষসী। শার্দূল+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শার্ব্বরী—১। নিশাকালীনা ইত্যাদি। শার্বর+ঈপ্। ২। নিশা, রাত্রি। শর্বরী+ক স্বার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শাল—১। জনৈক নৃপতি ; মৎস্য বিঃ। শল্ (গমন করা, শ্লাঘা করা)+ঘঞ্ কর্ত্তৃ। ২। প্রাচীর ; বৃক্ষ ; সর্জ্জবৃক্ষ, শালগাছ। শল্+ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু। ৩। শোভন লোমজ বস্ত্র বিঃ ; বৎসর ; আকবর-প্রবর্ত্তিত অব্দ বিঃ। ফা। ৪। আগার, গৃহ। <শালা। ৫। শূল, শেল। <শল্য। বি।

শালগম—কৃষিজাত বিদেশী কন্দ বিঃ, turip. ফা। বি।

শালগ্রাম—১। দেশ বিঃ। শালময় গ্রাম আছে যেখানে, বহু। ২। গণ্ডকী-শিলা, কীটচ্ছিদ্রিত বিষ্ণুমূর্ত্তিস্বরূপ শিলাপিণ্ড বিঃ। শালগ্রাম (দেশবিশেষ) +ক ভবার্থে। বি ; পু।

শালগ্রাম শিলা অষ্টাদশ প্রকার, যথা—(১) লক্ষ্মীনারায়ণ—১ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা ও গোষ্পদচিহ্ন, মেঘবর্ণ ; (২) লক্ষ্মীজনার্দন—১ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা চিহ্ন ; (৩) রঘুনাথ—২ দ্বার, ৪ চক্র, বনমালা ও গোষ্পদচিহ্ন ; (৪) দধিবামন—২ চক্র, অতি ক্ষুদ্র ; মেঘবর্ণ—গৃহীর পক্ষে সুখদ ; (৫) শ্রীধর—২ চক্র ক্ষুদ্র, বনমালা চিহ্ন ; (৬) দামোদর—২ চক্র স্থূল, বর্তুলাকার ; (৭) বলরাম—২ চক্র সুন্দর বর্তুলাকার, শর, তূণ ও চাপ চিহ্ন ; (৮) রাজরাজেশ্বর—৭ চক্র, মধ্যম বর্ত্তুল, তূণ ও ছত্র চিহ্ন ; (৯) অনন্ত—১৪ চক্র স্থূল মেঘবর্ণ ; (১০) মধুসূদন—২ চক্র, চক্রাকার, গোষ্পদ চিহ্ন, মেঘবর্ণ ; (১১) গদাধ-চক্র, অতি ক্ষুদ্র, গদা ও সুদর্শনচিহ্ন ; (১২) হয়গ্রীব—২ দ্বার, চক্র, গদা, সুদর্শন-চিহ্ন ; (১৩) নরসিংহ—২ চক্র বিকট অগ্রভাগ, বিকৃতাকার—সংকট, গৃহত্যাগ ; (১৪) লক্ষ্মীনরসিংহ—২ চক্র বিকৃত, বনমালা সুখদ ; (১৫) বাসুদেব দ্বারদেশে ২ চক্র, সশ্রীক আকার—সর্বকামপ্রদ ; (১৬) প্রদ্যুম্ন বহুচ্ছিদ্র, সূক্ষ্মচক্র, মেঘবর্ণ—সুখদ ; (১৭) সুদর্শন—এক দ্বারে এক প্রান্তে ; ২ চক্র—বহু সুখদ ; (১৮) অনিরুদ্ধ বর্ত্তুলাকার, পীতবর্ণ।

শালগ্রাম শিলার ফলশ্রুতি এইরূপ নির্দিষ্ট আছে ; যথা—

ছত্রাকার—রাজ্যলাভ ; বর্ত্তুলাকার লক্ষ্মীপ্রদ ; শকটাকার অবিরত দুঃখদ ; শূলাগ্রাকার—মৃত্যুদ ; বিকৃতাকার—দরিদ্রতা ; পিঙ্গলবর্ণ—সর্বহানি ; ভগ্নচক্র—ব্যাধিপ্রদ ; বিদীর্ণাকার—মৃত্যুনিশ্চয়।

শালঙ্কায়ন—জনৈক মুনি। বি ; পু।

শালনির্য্যাস—সর্জ্জরস, শালের আঠা, ধুনা। ৬তৎ। বি ; পু।

শালভঞ্জি, শালভঞ্জিকা, শালভঞ্জী—১। কাষ্ঠাদিনির্মিত পুত্তলী। শাল শব্দ (বৃক্ষ) ভন্জ্ (ভাঙ্গা)+ই সম্প্র, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ক করণ+আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্। ২। গণিকা, বেশ্যা। উক্ত সমস্ত প্রকৃতি প্রত্যয় কর্ত্তৃবাচ্যে। বি ; স্ত্রী।

শালা—১। গৃহ ; গৃহের একদেশ ; গাছের বড় ডাল। শল্+ণঞ্ কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। ভার্য্যার ভ্রাতা, স্ত্রীর ভাই, গালি বিঃ। <শ্যালক। বি ; পু।

শালাজ—শ্যালকের পত্নী, শালার স্ত্রী। <শ্যালকজায়া। বি ; স্ত্রী।

শালি, সালি—১। হৈমন্তিক ধান্য। শল্ (গমন করা)+ইঞ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। ভার্য্যার ভগ্নী। <শ্যালিকা। বি।

শালিক—সারিকা, পক্ষী বিঃ। বাংপ্র। বি।

শালিগ্রাম (রায়বাহাদুর)—আগ্রার পিপলমণ্ডি নামক স্থানে কোন প্রসিদ্ধ কায়স্থ বংশে ইঁহার জন্ম। ইনি তৎকালীন ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে সরকারী ডাক বিভাগে নিযুক্ত হন। ক্রমে এই বেতন বর্দ্ধিত হইয়া আঠার শত টাকা হয়, এবং ইনি রাজপুতানা, মধ্যপ্রদেশ, পঞ্জাব ও আগ্রা-অযোধ্যা যুক্ত প্রদেশের পোষ্টমাষ্টার-জেনারেলের পদ ও রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। একসময়ে ইনি স্বামীজির ভ্রাতা প্রতাপ সিংহের নিকট রাধাস্বামী মতের প্রতিষ্ঠাতা স্বামীজির বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তদীয় উপদেশ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক গুরুসেবায় নিযুক্ত হন। কথিত আছে যে, ইনি গুরুর সেবার জন্য অতি হীন কার্য্যও স্বহস্তে সম্পন্ন করিতেন, এবং যাহা কিছু বেতন পাইতেন, সমুদায় আনিয়া স্বামীজির চরণে অর্পণ করিতেন। স্বামীজি স্বেচ্ছাপূর্বক যাহা উঠাইয়া দিতেন, তদ্দ্বারাই ইনি সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতেন। স্বামীজির দেহত্যাগের পর ইনিই রাধাস্বামী সম্প্রদায়ের নেতা হন, এবং প্রায় দ্বাদশ বৎসরকাল সৎধর্মের প্রচারার্থ প্রাণপণ পরিশ্রম করেন। ইঁহার সময়ে ভারতের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোক রাধাস্বামী মতের অনুবর্ত্তী হইয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের শিষ্যসংখ্যা এই সময়ে প্রায় দেড় লক্ষ হইয়াছিল। বেলুচিস্থান, বর্মা ও ইউরোপের কতিপয় ব্যক্তিও এই ধর্মমত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার দেহান্তের পর ইঁহার প্রধান শিষ্য পণ্ডিত ব্রহ্মশঙ্কর মিশ্র এই সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হন। ব্রহ্মশঙ্কর কাশীর কোন সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়াছিলেন, এবং এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এলাহাবাদে তিনশত টাকা বেতনে কার্য করিতেন। ইনি ইংরাজী ভাষায় একখানি ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শালগ্রাম শব্দের অপভ্রংশ। বি।

শালিনী—১। শোভমানা ; যুক্তা (অন্য শব্দের শেষে সংযুক্ত)। শালিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। একাদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি ; স্ত্রী।

শালিবাহন—শকজাতীয় জনৈক নৃপ ; "শকাব্দ" নামক শক ইঁহারই প্রবর্ত্তিত। কথিত আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য ইঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। বি ; পু।

শালী (শালিন্)—শোভমান ; যুক্ত (কেবলমাত্র অন্য শব্দের শেষে প্রয়োগ)। শাল্ (শ্লাঘা করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—শালিনী।

শালী—পত্নীর ভগ্নী, শ্যালিকা। <শ্যালী। বি ; স্ত্রী।

শালীন—সলজ্জ, লাজুক ; বিনীত ; তুল্য। শালা শব্দ+খীন। বিণ। বি, -তা।

শালীপো—শালীর পুত্র। বাংপ্র। বি।

শালু—প্রায়ই লাল রং করা বস্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

শালুক, শালূক—পদ্মাদির মূল ; কুমুদ ফুল। শাল্ (শ্লাঘা করা)+উক, উক কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

শালোত্তর—পাণিনিমুনির গুরুর আশ্রম। শালা উত্তরে যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

শালোত্তরীয়—পাণিনিমুনি। শালোত্তর+ঈয়। বি ; পু।

শাল্ব—১। দেশ বিঃ। শাল+ব কর্ম।

২। শাম্ব মেরুপ্রদেশের অধীশ্বর ছিলেন। ইনি কাশীরাজের কন্যাত্রয়ের স্বয়ম্বর-সভায় উপস্থিত হইলে জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ইঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। এদিকে মহাবীর ভীষ্ম কন্যাত্রয়কে বলপূর্বক হরণ করিলেন। শাম্ব ইঁহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া রণে ভঙ্গ দিলেন। অতঃপর অম্বা ভীষ্মের অনুমতিক্রমে শাম্বের নিকট উপস্থিত হইলে ইনি তাঁহাকে হৃতা হইয়াছিলেন বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। বি ; পু।

শাল্মল—শিমুল গাছ ; শাল্মলী দ্বীপ। শাল+মলচ্। বি ; পু।

শাল্মলি—শিমুলগাছ ; দ্বীপ বিঃ ('দ্বীপ' দ্রঃ)। ণিজন্ত শল্ বা শালি+ক্বিপ্ ভাব তদুত্তরে মল+অন্ কর্তৃ+ইন্। বি ; পু বা স্ত্রী।

শাল্মলী—শাল্মলি। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

শাশুড়ী—শ্বশ্রূঠাকুরানী, শ্বশুর-পত্নী। বাংপ্র।

শাশ্বত, শাশ্বতিক নিত্য ; সনাতন, চিরস্থায়ী। শশ্বৎ শব্দ (সর্বদা)+অ, ফিক। বিণ। স্ত্রী—**শাশ্বতী, শাশ্বতিকী**।

শাসক শাসনকর্তা, দমনকারী ; উপদেষ্টা ; আদেষ্টা। শাস্ (শাসন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **শাসিকা**।

শাসন—১। দমন ; পরিচালন ; বিধি ; আর্থিক ও শারীরিক দণ্ড ; উপদেশ ; আজ্ঞা, আদেশ। শাস্ (শাসন করা)+অনট্ ভাব। ২। শাস্ত্র ; লিখিত পত্র ; আজ্ঞা-পত্র, সনন্দ ; কূটলিখিত। শাস্+অনট্ করণ। ৩। রাজদত্ত ভূমি। শাস্+অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী। [বি ; ক্লী।

শাসনতন্ত্র—রাজ্যশাসনপ্রণালী। ৬তৎ।

শাসনপ্রণালী—শাসনের রীতি ; রাজকার্য নির্বাহের পদ্ধতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শাসনহর, শাসনহারক, শাসনহারী (-হারিন্)—বার্তাবহ, দূত। ৬তৎ, শেষপক্ষে উপতৎ ; শাসন—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শাসনাধীন—শাসনের বশীভূত ; আজ্ঞাবহ ; অধিকারভুক্ত। ৬তৎ। বিণ।

শাসনীয়, শাস্য—শাসন করিবার যোগ্য, দম্য। শাস্ (শাসন করা)+অনীয়, ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

শাসা—শাসন করা। কপ্র। ক্রি।

শাসানো—শাসন করা, ধমকানো, তর্জন করা, ভয় দেখানো, শাস্তিপ্রদানের আশঙ্কা প্রদান করা। বাংপ্র। ক্রি।

শাসি—কাচের কপাট, sash. <ফ্রেঞ্চ 'chassis'. বি।

শাসিত—দণ্ডিত, দমিত ; নিয়ন্ত্রিত, পরিচালিত ; পালিত। শাস্ (শাসন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

শাসিতা (শাসিতৃ)—শাসনকর্তা ; দণ্ডদাতা ; শিক্ষক। শাস্ (শাসন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শাসিত্রী**।

শাস্তা (শাস্তৃ)—শাসিতা, শাসনকর্তা ; শিক্ষক। শাস্ (শাসন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শাস্ত্রী**।

শাস্তি—শাসন, দমন ; দণ্ড ; যন্ত্রণা ; নিয়ম, বিধান। শাস্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

শাস্তিবিধান—শাস্তিদান, দণ্ডবিধান, সাজা দেওয়া। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্র—শাসন ; দেবতা বা ঋষিপ্রণীত গ্রন্থ, প্রাচীন অনুশাসন ; ধর্মানুশাসক প্রাচীন গ্রন্থ ; বেদ-তন্ত্র স্মৃতি-দর্শন-পুরাণাদি ; বিদ্যাসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ('অঙ্ক—')। শাস্+ত্র করণ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রকার—শাস্ত্রপ্রণেতা। উপতৎ ; শাস্ত্র শব্দ - কৃ (করা)+ঘণ্ কর্তৃ। বিণ।

শাস্ত্রচর্চা—শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রপাঠ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শাস্ত্রজাল—১। শাস্ত্রসমূহ। ৬তৎ। ২। কূট শাস্ত্র। শাস্ত্র জাল সদৃশ, উপমিত কর্মধা। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ, শাস্ত্রবিৎ (-বিদ্)—শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্র জানে এরূপ। উপতৎ ; শাস্ত্রজ্ঞ=শাস্ত্র শব্দ জ্ঞা (জানা)+ড কর্তৃ ; শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ=শাস্ত্রের তত্ত্ব শাস্ত্রতত্ত্ব ৬তৎ, তদুত্তরে জ্ঞা+ড কর্তৃ ; শাস্ত্রবিদ্=শাস্ত্র শব্দ—বিদ্ (জানা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

শাস্ত্রজ্ঞান শাস্ত্রবিষয়ে অভিজ্ঞতা, শাস্ত্র জানা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রতত্ত্ব শাস্ত্রের তথ্য, শাস্ত্রবিষয়ক রহস্য, শাস্ত্রের স্বরূপ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ—'শাস্ত্রজ্ঞ' দ্রঃ।

শাস্ত্রদর্শী (-দর্শিন্)—শাস্ত্রজ্ঞ, শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, শাস্ত্রবিষয়ে পণ্ডিত। উপতৎ ; শাস্ত্র – দৃশ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী. **-দর্শিনী**।

শাস্ত্রপারদর্শী (-দর্শিন্) শাস্ত্রে নিপুণ, শাস্ত্রজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**।

শাস্ত্রবল ১। শাস্ত্রের শক্তি বা প্রভাব। ৬তৎ। ২। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ শক্তি। রূপক। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রবিৎ—'শাস্ত্রজ্ঞ' দ্রঃ।

শাস্ত্রবিধি—শাস্ত্রের বিধান। ৬তৎ। বি ; পু।

শাস্ত্রবিশারদ—শাস্ত্রপারদর্শী, শাস্ত্রজ্ঞানী। ৭তৎ। বিণ।

শাস্ত্রবিহিত—শাস্ত্রবিধানসম্মত, শাস্ত্রনির্দিষ্ট। ৩তৎ। বিণ। [বি ; স্ত্রী।

শাস্ত্রব্যাখ্যা—শাস্ত্রার্থকথন। ৬তৎ।

শাস্ত্রমর্ম (-মর্মন্) শাস্ত্রের তাৎপর্য, শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রসংগত—শাস্ত্রের অবিরোধী, শাস্ত্রসম্মত। ২তৎ। বিণ।

শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রকথিত, শাস্ত্রসংগত, শাস্ত্রনির্দিষ্ট। ৬তৎ। বিণ।

শাস্ত্রহীন—শাস্ত্রবর্জিত ; শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ; অশাস্ত্রীয়। ৩তৎ। বিণ।

শাস্ত্রানুমোদিত—শাস্ত্রসম্মত, শাস্ত্রে আদিষ্ট, শাস্ত্রবিহিত। ৩তৎ। বিণ।

শাস্ত্রানুশীলন—শাস্ত্রচর্চা, শাস্ত্রজ্ঞানের আলোচনা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শাস্ত্রানুশীলিত শাস্ত্রের অনুশীলনে সঞ্জাত ; শাস্ত্রমার্জিত। ৩তৎ। বিণ।

শাস্ত্রার্থ—শাস্ত্রের ব্যাখ্যা, শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য। ৬তৎ। বি ; পু।

শাস্ত্রালাপ শাস্ত্রবিষয়ক কথোপকথন। ৬তৎ। বি ; পু।

শাস্ত্রী (শাস্ত্রিন্)—১। শাস্ত্রপারদর্শী, অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপক ; শাস্ত্রমর্মজ্ঞ। শাস্ত্র+ইন্ জ্ঞাতার্থে। বিণ ; পু। ২। পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। বি ; পু।

শাসনকর্ত্রী ('শাস্তা' দ্রঃ)। শাস্তৃ+ঙীপ্। বিণ ; স্ত্রী।

শাস্ত্রীয় শাস্ত্রসিদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত ; শাস্ত্রসম্বন্ধীয়। শাস্ত্র শব্দ+ঈয়। বিণ।

শাস্য 'শাসনীয়' দ্রঃ।

শাহ্—বাদশা, রাজা, সুলতান। ফা। বি।

শাহজাদা—রাজপুত্র। ফা। বি ; পু।

শাহজাদী—রাজকন্যা। ফা। বি ; স্ত্রী।

শাহজাহান (বা শাহজহাঁ) দিল্লীর পঞ্চম মোগল সম্রাট্। জহাঁগীরের (জাহাঙ্গীরের) পুত্র ও আকবরের পৌত্র। ইঁহার আদি নাম খুরম। ইনি পিতার তৃতীয় পুত্র। জহাঁগীরের রাজপুতজাতীয়া পত্নী যোধাবাইএর গর্ভে ইঁহার জন্ম। নুরজহাঁ (নুরজাহান) নাম্নী জহাঁগীরের প্রিয়া মহিষীর ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা মমতাজ মহলের সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় ইতঃপূর্বেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। নুরজহাঁর প্রথম পতির ঔরসজাতা কন্যার সহিত জহাঁগীরের চতুর্থ পুত্র শাহ রয়ারের বিবাহ হইয়াছিল। খুরম উদয়পুরের রাজাকে পরাজিত করিয়া পিতার নিকট 'শাহজহাঁ' অর্থাৎ জগৎপতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জহাঁগীরের জীবদ্দশায় ইনি কয়েকবার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করেন ('জহাঁগীর' দ্রঃ)। ১৬২৭ খ্রীঃ

যৎকালে জহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়, তৎকালে ইনি দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহিভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। নূরজহাঁ সেই সুযোগে আপনার জামাতা শাহরিয়ারকে বাদশাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে আসফ খাঁ তাঁহাকে কৌশলে কারাবদ্ধ করিয়া শাহজহাঁকে সত্বর আসিবার জন্য পত্র লিখিলেন। শাহজহাঁ দ্রুতপদে উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং ১৬২৮ অব্দের জানুয়ারি মাসে আগ্রা নগরীতে পিতার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহজহাঁ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই নূরজহাঁকে প্রচুর বৃত্তি নির্ধারণপূর্বক রাজকার্য হইতে অপসারিত করিলেন এবং শাহরিয়ারকে ও আকবরের বংশোদ্ভব অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের অধিকাংশকে বধ করিয়া আপনার পথ নিষ্কণ্টক করিয়া লইলেন। ইঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরেই ইঁহার অন্যতম সেনাপতি খাঁ জহাঁ লোদী বিদ্রোহী হন এবং আহম্মদনগরের রাজার সহিত মিলিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে মোগলসৈন্যের গতিরোধের চেষ্টা করিতে থাকেন। ক্রমাগত ১০ বৎসর যুদ্ধের পর এই বিদ্রোহ নিবারিত এবং আহম্মদনগর সম্পূর্ণরূপে মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয় (১৬৩৬ খ্রীঃ)।

ইতোমধ্যে শাহজহাঁ তৈমুরের সাম্রাজ্যের কিয়দংশ পুনরধিকার করিবার নিমিত্ত সচেষ্ট হইয়া কাবুল হইতে প্রেরিত সৈন্যের সাহায্যে বদক্শাণ প্রদেশ জয় করেন, কিন্তু তুর্কিস্থানে অধিক দিন প্রভুত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। শাহজহাঁ পিতার জীবদ্দশায় বিদ্রোহিভাবে বাঙ্গালায় অবস্থানকালে পর্তুগীজদিগের অত্যাচার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ হইয়া তাহাদিগকে হুগলি হইতে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। বাঙ্গালার সুবাদার অতি কঠোর ভাবে সে আদেশ পালন করিলেন। তদবধি বঙ্গদেশে পর্তুগীজ জাতির প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

১৬৫৭ অব্দে শাহজহাঁ কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। ইঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠ দারা সুপণ্ডিত ও আকবরের ন্যায় বহুগুণের আধার ছিলেন। তিনি সর্বদা পিতার নিকট থাকিয়া রাজকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় শুজা বাঙ্গালার, তৃতীয় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের, এবং চতুর্থ মুরাদ গুজরাটের সুবাদার ছিলেন। আওরঙ্গজেব অন্যান্য ভ্রাতাকে পরাজিত ও পিতাকে প্রাসাদমধ্যে বন্দী করিয়া 'আলমগীর' অর্থাৎ জগজ্জয়ী উপাধি ধারণপূর্বক স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন ('আওরঙ্গজেব' দ্রঃ)। শাহজহাঁ আরও ৮ বৎসর কাল আগ্রার দুর্গে দুঃখময় জীবন-যাপন করিয়া ১৬৬৬ অব্দে বন্দিদশায় মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন।

শাহজহাঁ সিংহাসনারোহণ কালে অত্যন্ত কঠোর-হৃদয়তা ও নির্দয়তা প্রদর্শন করিলেও উত্তরকালে সাতিশয় ধর্মপ্রকৃতি ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি পিতামহেরই উৎকৃষ্ট নীতির অনুসরণ করিয়া হিন্দু মুসলমানে কোনও পার্থক্য করিতেন না। তবে ইনি অত্যন্ত আড়ম্বরপ্রিয় ও ঐশ্বর্যপ্রদর্শনানুরাগী ছিলেন। চন্দ্রকান্ত, নীলকান্ত, মরকত প্রভৃতি মণি ও হীরকাদিতে খচিত 'ময়ূর-তক্ত' নামক যে সিংহাসনের উপর বসিয়া ইনি রাজকার্য করিতেন, তাহা নির্মাণ করিতে ছয় কোটিরও অধিক টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বিবাহের চতুর্দশ বৎসরে ইঁহার প্রিয়া মহিষী মমতাজ মহল কালগ্রাসে পতিত হইলে, বাদশাহ তাঁহার স্মরণার্থ তদীয় সমাধির উপর 'তাজমহল' নামক একটি মর্মরপ্রস্তরের মন্দির নির্মাণ করান ('তাজমহল' দ্রঃ)। শাহজহাঁ আগ্রার দুর্গমধ্যে 'মতি মসজিদ' নামে একটি উপাসনা-মন্দির নির্মাণ করান। উহাতেও প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়; উহার ন্যায় সুদৃশ্য উপাসনা-মন্দির পৃথিবীতে আর নাই। তিনি দিল্লী নগরীতে রাজধানী পুনঃ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে তথায় মর্মরপ্রস্তর দ্বারা একটি সুন্দর প্রাসাদ এবং 'জুমা মসজিদ' নামে একটি ভজনালয় নির্মাণ করান। এই মসজিদের নির্মাণকার্য ইঁহার রাজত্বের চতুর্থ বৎসরে আরব্ধ হইয়া দশম বৎসরে সমাপ্ত হয়। তদ্ভিন্ন ইনি দিওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি আরও বহুসংখ্যক মনোহর হর্ম্য নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

শাহানশাহ—রাজাধিরাজ, সম্রাট্, রাজচক্রবর্তী। ফা। বি।

শাহানা রাগিণী বিঃ। ফা। বি।

শিউরনো, শিউরানো শিহরিয়া উঠা, রোমাঞ্চিত বা কম্পিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [বি।

শিউলি—শেফালিকা পুষ্প। <শেফালী। বি।

শিং, শিঙ, শিঙ্গ—বিষাণ। <শৃঙ্গ। বি।

শিংশপা—শিশুগাছ। শিব শব্দ—পা (অথবা শীর্ষ শব্দ—পত) + ড কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী।

শিকড়, শেকড়—গাছের মূল। বাংপ্র। বি। **শিকড় গাড়া**—দৃঢ়মূল হওয়া, স্থায়ী হওয়া।

শিকনি—নাসিকার নির্গত কফ, নাকের শ্লেষ্মা। বাংপ্র। বি।

শিকল, শিকলি, শেকল—শৃঙ্খল। বাংপ্র। বি।

শিকা, শিকে—খাভাদি রাখিবার দড়ির ঝুলানো আলনা। <শিক্য। বি। **শিকায় ওঠা**—স্থগিত বা সমাপ্ত হওয়া। **শিকায় তোলা**—দূর ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখা।

শিকার মৃগয়ালব্ধ পশু পক্ষী; যথা জন্তু; মৃগয়া। ফা। বি।

শিকারী—যে শিকার করে। ফা-মূ। বি।

শিক্য—দড়ির শিকা। শক্ (পারা) + ঘ্যণ্, কর্তৃ নিপাতনে। বি; স্ত্রী।

শিক্ষক—শিক্ষাদাতা; অধ্যাপক; শিক্ষাগুরু; শাস্তা, শাসনকর্তা। ণিজন্ত শিক্-শিক্ষি (শিখান) + ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; পুং।

শিক্ষণ—১। শিক্ষা, শিখা; অধ্যয়ন; অভ্যাস। শিক্ (শিখা) + অনট্ ভাব। ২। শিখান; অধ্যাপন, পড়ানো; উপদেশ; দমন, শাসন। ণিজন্ত শিক্-শিক্ষি (শিখানো) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

শিক্ষণীয়—১। শিখিবার যোগ্য; যাহা শিখিতে হইবে বা শিখা উচিত। শিক্ (শিখা) + অনীয় কর্ম। ২। শিখাইবার যোগ্য; অধ্যাপনযোগ্য; যাহাকে বা যাহা শিখাইতে হইবে। ণিজন্ত শিক্-শিক্ষি (শিখানো) + অনীয় কর্ম। বিণ।

শিক্ষয়িতা (-তৃ)—শিক্ষক, শিক্ষাদাতা; অধ্যাপক। ণিজন্ত শিক্ বা শিক্ষি (শিখানো) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**শিক্ষয়িত্রী**।

শিক্ষা—১। শিখা; অধ্যয়ন; অভ্যাস; উপদেশ; আদেশ; দণ্ড; দমন, শাসন। শিক্ + অ ভাব + আপ্। ২। উচ্চারণবোধক বেদাঙ্গ গ্রন্থ বিঃ। শিক্ + অ করণ + আপ্। বি; স্ত্রী।

শিক্ষাকেন্দ্র—নানা স্থান হইতে আগত ব্যক্তির শিক্ষালাভের স্থান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শিক্ষাগুরু শিক্ষক, উপদেষ্টা, উপাধ্যায়; অধ্যাপক। ৬তৎ। বি; পুং।

শিক্ষাদাতা (-দাতৃ)—শিক্ষক, অধ্যাপক, উপদেষ্টা। ৬তৎ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**শিক্ষাদাত্রী**।

শিক্ষাদান—শিক্ষা দেওয়া, উপদেশ দেওয়া; অধ্যাপনা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শিক্ষাদীক্ষা—অধ্যয়ন ও মন্ত্রগ্রহণ; অভ্যাস ও সংস্কার। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

শিক্ষাধীন—প্রথম শিক্ষার্থী, apprentice. ৬তৎ। বিণ।

শিক্ষানবিশ—শিক্ষার্থী, যে অন্যের অধীনে

নূতন ব্যবহারিক শিক্ষালাভ করে, apprentice. শিক্ষা+নবিস (লেখক)। মিশ্র শব্দ। বি।

শিক্ষানৈপুণ্য—শিক্ষাবিষয়ে পটুতা; দক্ষতা; অভ্যাসনিপুণতা। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

শিক্ষাপ্রণালী—শিক্ষার রীতি, অধ্যয়নের পদ্ধতি, অভ্যাসের রীতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শিক্ষাপ্রদ—শিক্ষাদায়ক, জ্ঞানজনক। উপতৎ; শিক্ষা—প্র—দা (দেওয়া)+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

শিক্ষাবিভাগ—শিক্ষা বিধায়ক বিভাগ, যে বিভাগে শিক্ষাবিষয়ক আলোচনা হইয়া থাকে। মধ্যপ। বি; পু।

শিক্ষাবিস্তার—বিদ্যাচর্চার প্রসার, সর্বত্র বিদ্যার আলোচনা। ৬তৎ। বি; পু।

শিক্ষাব্রতী (-ব্রতিন্)—শিক্ষক। শিক্ষাই ব্রত, কর্মধা; তদুত্তরে ইন্ আছে অর্থে। বিণ। স্ত্রী, **-ব্রতিনী**।

শিক্ষামন্ত্রী (-মন্ত্রিন্)—শিক্ষাবিষয়ে সরকারের মন্ত্রী, Education Minister. ৬তৎ। বি; পু।

শিক্ষার্থী (শিক্ষার্থিন্)—শিক্ষালাভেচ্ছু; পাঠার্থী; উপদেশপ্রার্থী। ৬তৎ বা উপতৎ; শিক্ষা—অর্থ্ (চাওয়া)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিক্ষার্থিনী**।

শিক্ষালভ্য—শিক্ষা দ্বারা প্রাপ্য, জ্ঞানলভ্য; অভ্যাসে যাহা পাওয়া যায়। ৩তৎ। বিণ।

শিক্ষালোক—জ্ঞানের আলো; শিক্ষারূপ আলোক। কর্মধা। বি; পু।

শিক্ষাসংস্কার—শিক্ষাবিধান বিষয়ের সংশোধন। ৬তৎ। বি; পু।

শিক্ষাসমিতি—শিক্ষাবিধায়ক সভা, যে সভা হইতে শিক্ষাসম্বন্ধীয় নিয়মসমূহ প্রবর্তিত হয়, Council of Education. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শিক্ষাসোপান—শিক্ষালাভের সোপান-স্বরূপ, ক্রমিক শিক্ষালাভের উপায়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শিক্ষিত—শিক্ষাপ্রাপ্ত; যাহা শেখা হইয়াছে; বিদ্বান্, কৃতবিদ্য; সভ্য; বিনীত; দক্ষ। শিক্ষ্ (শিখা)+ক্ত কর্ম, অথবা শিক্ষা+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

শিক্ষিতসমাজ—শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ, কৃতবিদ্য লোকসকল। ৬তৎ। বি; পু।

শিক্ষিতসম্প্রদায়—শিক্ষিতসমাজ। ৬তৎ। বি; পু।

শিখ—পঞ্জাব দেশীয় জাতি বিঃ (ইহারা গুরু নানকের মতাবলম্বী)। <শিষ্য। বি।

শিখণ্ড, শিখণ্ডক, -ণ্ডিক—কাকপক্ষ, জুলপি; শিখা, চূড়া; ময়ূরপুচ্ছ। শিখিন্ শব্দ (শিখী, ময়ূর)—অম্ (গমন করা)+ড কর্ত্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্, ফিক স্বার্থে। বি; পু।

শিখণ্ডী (শিখণ্ডিন্)—১। শিখণ্ডবিশিষ্ট, শিখাধারী। 'শিখণ্ড' দ্রঃ। শিখণ্ড+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিখণ্ডিনী**। ২। ময়ূর; কুক্কুট; বাণ। বি; পু।

৩। দ্রুপদরাজের পুত্র। মহাভারতে বর্ণিত আছে যে, ইনি পূর্বজন্মে অম্বা ছিলেন, এবং ভীষ্মের মরণের কারণ হইবার নিমিত্ত এ জন্মে স্ত্রী-ক্লীবরূপে জন্মগ্রহণ করেন ('অম্বা' দ্রঃ)। ইনি প্রকাশ্যে পুরুষ বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। দশার্ণ দেশের রাজকুমারীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার স্ত্রী পিতার নিকট ইঁহার পুরুষত্ব-হীনতার কথা জ্ঞাপন করিলে, তিনি কোপাবিষ্ট হইয়া দ্রুপদরাজের বিরুদ্ধে সমরাভিযান করেন। তজ্জন্য ইনি লজ্জিত হইয়া লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় কুবেরানুচর স্থূলকর্ণ নামক যক্ষের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইলে ইনি সমস্ত অবগত হইয়া ইঁহার ক্লীবত্বগ্রহণপূর্বক ইঁহাকে নিজ পুরুষত্ব প্রদান করেন।

অতঃপর ইনি সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। দ্রোণাচার্যের নিকট ইনি ধনুর্বেদ শিক্ষা করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি পাণ্ডব-পক্ষে ছিলেন। নপুংসক বলিয়া ভীষ্ম ইঁহার অঙ্গে শরক্ষেপ করিতেন না। এজন্য দশম-দিবসীয় যুদ্ধে অর্জুন ইঁহাকে পুরোবর্তী করিয়া মহাবীর ভীষ্মের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। ভীষ্ম শিখণ্ডীকে দেখিয়া শর-বর্ষণে ক্ষান্ত হইলে অর্জুন তাঁহাকে পাতিত করেন। সমরাবসানে অশ্বত্থামার নৈশ হত্যাকাণ্ডে শিখণ্ডী হত হন। বি; পু।

শিখর—পর্বতশৃঙ্গ; চূড়া, শীর্ষ; বৃক্ষাগ্র; শুকতৃণ; পুলক, রোমাঞ্চ; পক্বদাড়িম্ব-বীজবৎ আভাযুক্ত রত্ন। শিখা (চূড়া)+র অস্ত্যর্থে। বি; ক্লী বা পু।

শিখরবাসিনী—পার্বতী, দুর্গা। উপতৎ; শিখর—বস্+ণিন্ কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিখরী (শিখরিন্)—১। শিখরযুক্ত; অগ্রভাগযুক্ত। শিখর+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিখরিণী**। ২। পর্বত; বৃক্ষ। বি; পু।

শিখা—১। চূড়া; অগ্রভাগ; শিখিমৌলি; কেশপাশ; টিকি, চৈতন; পদাগ্র; শাখা; শিকা; প্রধান; জ্বালা, আগুনের শিষ। শী (শয়ন করা)+খ কর্ত্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। ২। শিক্ষা করা, অভ্যাস করা। বাংপ্র। ক্রি।

শিখানো—১। শিক্ষা করানো, শিক্ষা দেওয়া, অভ্যস্ত করানো। ক্রি। ২। যাহা বা যাহাকে শিখাইয়া দেওয়া হইয়াছে এমন; শিক্ষিত ('— সাক্ষী')। বাংপ্র। বিণ।

শিখাবান্ (-বৎ)—১। বহ্নি। শিখা+বতু অস্ত্যর্থে। বি; পু। ২। শিখাযুক্ত। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিখাবতী**।

শিখিধ্বজ—১। কার্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। ২। ধূম, ধোঁয়া। শিখীর (অগ্নির) ধ্বজ (চিহ্ন), ৬তৎ। বি; পু।

শিখিবাহন—কার্তিকেয়। শিখী (ময়ূর) হইয়াছে বাহন যাঁহার, বহু। বি; পু।

শিখী (শিখিন্)—১। শিখাযুক্ত। শিখা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিখিনী**। ২। ময়ূর; কুক্কুট; অগ্নি; বলদ; অশ্ব; পর্বত; বৃক্ষ; বাণ; ব্রাহ্মণ; কেতুগ্রহ। বি; পু।

শিঙ—'শিং' দ্রঃ।

শিঙ্গা, শিঙা—ফুৎকার দ্বারা বাজাইবার একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র, বাদ্যশৃঙ্গ, ভেঁপু। <শৃঙ্গ। বি। **শিঙা ফুঁকা**—মরা।

শিঙ্গাড়া, শিঙাড়া—পানিফল; পানিফল আকারের গোল আলু-পুর ঘৃতপক্ব ময়দার খাদ্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

শিঙ্গি, শিঙি—মাগুর মৎস্যের ন্যায় মৎস্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

শিঞ্জ, শিঞ্জন, শিঞ্জা—শিঞ্জিত, অলংকার-ধ্বনি। শিন্জ্+অল্, অনট্ ভাব, ৩য় পক্ষে …+অ ভাব+আপ্। বি; ক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

শিঞ্জিত—১। অব্যক্তধ্বনি; ভূষণধ্বনি, গহনার শব্দ। শিন্জ্ (অব্যক্তধ্বনি করা)+ক্ত ভাব। ২। জ্যা, ধনুর্গুণ। শিঞ্জা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বি; ক্লী। ৩। মুখর, শব্দকারী। বিণ।

শিঞ্জিনী—১। অব্যক্ত ধ্বনিকারিণী। শিঞ্জিন্+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ধনুর্গুণ; নূপুর। বি; স্ত্রী।

শিঞ্জী (শিঞ্জিন্)—অব্যক্তধ্বনিকারক, অলংকারধ্বনিযুক্ত। শিন্জ্ (অব্যক্তধ্বনি করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ, অথবা শিঞ্জা শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিঞ্জিনী**।

শিটা, শিটে—ছিবড়া; তলানি, কিট, গাদ। বাংপ্র। বি।

শিটি—শিস, বংশীধ্বনি, whistle. বাংপ্র। [বি।

শিতি—১। কৃষ্ণ বর্ণ, কাল রঙ; শুক্ল বর্ণ, সাদা রঙ; ভূর্জপত্রের গাছ। শি (তীক্ষ্ণ করা)+তিক্ কর্ত্তৃ। বি; পু। ২। কৃষ্ণ-বর্ণযুক্ত; শুক্লবর্ণযুক্ত। বিণ।

শিতিকণ্ঠ—শিব, মহাদেব ; ময়ূর ; দাত্যূহ পক্ষী, ডাহুক পাখি। শিতি (কৃষ্ণবর্ণ) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বি ; পু।

শিথান—মাথার বালিশ ; শিয়র। দ্যাংপ্র। বি।

শিথিল—শ্লথ, ঢিলা, আলগা ; ক্ষীণ ; দুর্বল ; ক্লান্ত ; অলস। শ্লথ্ (দুর্বল হওয়া) + কিল (উণাদি প্রত্যয়)। বিণ।

শিথিলতা—শ্লথভাব ; ক্ষীণতা। 'শিথিল' দ্রঃ। শিথিল + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

শিথিলবসন—যাহার পরিধেয় বস্ত্র ঢিলা হইয়াছে এমন। বহু। বিণ।

শিনি—যদুবংশীয় জনৈক নৃপ। ইনি দেবক-রাজতনয়া দেবকীকে বিবাহের সভা হইতে বসুদেবের ভার্যার্থে বলপূর্বক আনয়ন করেন। সেই সময়ে সোমদত্ত ইহার কার্যে বাধা দিতে উদ্যত হইয়া ইহার নিকট পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পুত্রের নাম সত্যক। শি (তীক্ষ্ণ করা) + নিক্ কর্তৃ। বি ; পু।

শিন্নি—শিরনি (তাহা দ্রঃ)।

শিপিবিষ্ট—১। বিষ্ণু [মহাভারতে লিখিত আছে,—"আমি শিপি অর্থাৎ তেজঃ প্রকাশ করিয়া সমুদায় পদার্থে প্রবেশ করি বলিয়া আমার নাম শিপিবিষ্ট হইয়াছে]; মহেশ্বর। শিপি দ্বারা বিষ্ট (প্রবিষ্ট), ৩তৎ। ২। কুষ্ঠরোগী ; খলতি, টাকরোগ। শিপি বিষ্ট (প্রবিষ্ট) যাহাতে, বহু। বি ; পু।

শিপ্রা—নদী বিঃ (ইহা উজ্জয়িনী নগরীর নিম্ন দিয়া প্রবাহিতা)। শি (তীক্ষ্ণ করা) + রক্ কর্তৃ + আপ্, নিপা। বি ; স্ত্রী।

শিব—১। শংকর, মহাদেব ; বেদ ; যোগ বিঃ ; মোক্ষ ; পারদ ; কীলক, পশুবন্ধন-স্তম্ভ ; বালুক ; দেব ; লিঙ্গ। শী (শয়ন করা) + ব অধি। বি ; পু। ২। শুভ, মঙ্গল ; সুখ ; জল। বি ; স্ত্রী। ৩। শুভদ, মঙ্গলজনক ; সুখদ ; রম্য। বিণ।

শিবকাঞ্চী—পুরী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

শিবকীর্তন—১। ভৃঙ্গী ; বিষ্ণু ; শৈব। উপতৎ ; শিব—কৃত্ (কীর্তন করা) + অন কর্তৃ। বি ; পু। ২। শিবের স্তুতিগান। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শিবংকর—ক্ষেমংকর, শুভকর, মঙ্গলকারক। উপতৎ ; শিব (শুভ)—কৃ (করা) + খ কর্তৃ। বিণ।

শিবচতুর্দশী—ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণচতুর্দশী। শিব প্রিয়া যে চতুর্দশী, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব—১৮৬০ খ্রীঃ কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি নবদ্বীপের ৺কৃষ্ণনাথ শিরোমণি মহাশয়ের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ইনি একজন ভক্ত নিষ্ঠাবান্ তান্ত্রিক বাগ্মী পুরুষ ছিলেন। ইহার লিখিত ভগবতীতত্ত্ব একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইনি হিন্দুধর্মপ্রচারক ও শক্তিসাধক ছিলেন এবং তন্ত্রের প্রকৃত মর্মোদ্ঘাটনে জীবন উৎসর্গ করেন। ইনি কাশীধামে কয়েক বৎসর থাকিয়া তন্ত্র-মহিমায় কাশীবাসীদিগকে মুগ্ধ করিয়া-ছিলেন। তন্ত্রতত্ত্ব, কর্তা ও মন, স্বভাব ও অভাব, মা, দুর্গোৎসব, গীতাঞ্জলি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ১৯১৪ খ্রীঃ ২৫শে মার্চ ইনি দেহরক্ষা করিয়াছেন।

শিবজ্ঞান—১। শিব বলিয়া মনে করা ; কল্যাণ-বোধ। ৬তৎ। ২। শুভাশুভ কালবোধক শাস্ত্র। শিবের (শুভের) জ্ঞান হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি ; স্ত্রী।

শিবত্ব—শিবসাযুজ্য, শিবের পদ। শিব + ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

শিবদাতা (-দাতৃ)—মঙ্গলদাতা, সুখদায়ক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শিবদাত্রী**।

শিবদূতী, শিবদূতিকা—দেবী বিঃ ; দুর্গা ; যোগিনী বিঃ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শিবনাথ শাস্ত্রী—১৮৪৭ খ্রীঃ ৩১শে জানুয়ারি (বাংলা ১২৫৩ সালের ১৯শে মাঘ) রবিবার, ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে মাতুলালয়ে ইহার জন্ম হয়। ইহারা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইহার পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয়ই পণ্ডিতবংশ বলিয়া বিখ্যাত। ইহার মাতাও বিদুষী ছিলেন। সেই জন্যই ইনি অতি বুদ্ধিমান্ ও বিদ্যাবান্ হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার পিতার নাম হরানন্দ ভট্টাচার্য (বিদ্যাসাগর)। 'সোম-প্রকাশ' সম্পাদক স্বনামখ্যাত ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ইহার মাতুল হইতেন। ইহাদের পৈতৃক নিবাস (জয়নগর) মজিলপুর।

শিবনাথের ছয় মাস বয়ঃক্রম হইলে, ইহার জননী শিশুপুত্রকে লইয়া মজিলপুরে শ্বশুরালয়ে গমন করেন। পঞ্চম বৎসর বয়সে গ্রাম্য পাঠশালায় শিবনাথের "হাতেখড়ি" হয়। অতিশয় মেধাবী ছিলেন বলিয়া এক বৎসরেই ইনি পাঠশালার শিক্ষা শেষ করেন, এবং পরে গ্রামের এক স্কুলে প্রেরিত হন।

শিবনাথ দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলে হরানন্দ পুত্রকে কলিকাতায় আনিয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। তৎকালে প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অন্যতম অধ্যাপক ছিলেন। বালক শিবনাথ মাতুলের বাসাতেই থাকিতেন। শিবনাথের বয়স যখন ১৩ বৎসর তখন ইহার পিতা প্রসন্নময়ী নাম্নী দশমবর্ষীয়া এক কুমারীর সহিত ইহার বিবাহ দিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই হরানন্দ ঠাকুর প্রসন্নময়ীর প্রতি কোন কারণে বিরূপ হইয়া বিরাজমোহিনী নাম্নী আর একটি কুমারীর সহিত শিবনাথের বিবাহ দিলেন। ইহাতে বালক মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইলেন। অতঃপর ইনি মাতুলের বাসা ত্যাগ করিয়া ভবানীপুরে হাইকোর্টের খ্যাতনামা উকিল বদান্যপ্রবর ৺মহেশচন্দ্র চৌধুরীর আলয়ে আশ্রয় লন, এবং সেইখান হইতে ১৮৬৬ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি সংস্কৃত কলেজেই এফ. এ. (এখনকার আই. এ.) পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মহেশবাবুর বাসার নিকটেই একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল। ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি মনীষিগণ তথায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতেন। বালক শিবনাথ তথায় নিয়মিত যাতায়াত ও তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তদুপরি ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রবর্তিত বিধবাবিবাহের প্রতিও অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যথাকালে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি ৩২৲, ডাফ্ স্কলারশিপ ১৫৲ ও সংস্কৃত কলেজের প্রথম বৃত্তি ১২৲, মোট ৫৯৲ টাকা বৃত্তি পান। অতঃপর ইনি বি. এ. পড়িতে লাগিলেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতি ইহার অনুরাগের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বি. এ. পড়িবার সময় ইনি উক্ত ধর্মে প্রকাশ্যে দীক্ষা গ্রহণ করিতে কৃতসংকল্প হন, এবং ১৮৬৯ খ্রীঃ কেশবচন্দ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবীত ত্যাগ করিলেন। তাহাতে ইহার পিতা রুষ্ট হইয়া পুত্রকে বাটী হইতে তাড়াইয়া দিলেন। অগত্যা ইনি জ্যেষ্ঠা পত্নী প্রসন্নময়ীকে ও শিশুকন্যা হেমলতাকে লইয়া কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। যথাকালে বি. এ. পাস করিয়া ১৮৭২ খ্রীঃ এম. এ. ও শাস্ত্রী উপাধি লইয়া সংস্কৃত কলেজ হইতে বাহির হইলেন। অতঃপর ইনি কেশবচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ভারতাশ্রমে অন্যান্য ব্রাহ্ম প্রচারকদিগের ন্যায় সপরি-বারে বাস করিতে লাগিলেন, এবং তত্রত্য স্ত্রী-বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। তদ্ব্যতীত কেশববাবুর পত্নীকেও পড়াই-তেন। এই সময়ে ইহার পূর্বোক্ত মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অসুস্থ হইয়া পড়ায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে যাইবার মানসে শাস্ত্রী

মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান। ইনি হরিনাভিতে উপস্থিত হইলে তিনি ইঁহার হস্তে সোমপ্রকাশের সম্পাদনভার ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের কার্যভার অর্পণ করেন। উভয় কার্যই ইনি অতীব যোগ্যতার সহিত নির্বাহ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে ইনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে ভবানীপুরের সাউথ সুবারবান স্কুলে ও পরে কলিকাতার হেয়ার স্কুলে কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এই সকল নানাকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ইনি মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে বাহির হইতেন। ইঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ হইত। এই সময়ে ইনি "সমদর্শী" নামে একখানি মাসিক পত্র বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেই ইঁহার "নিমাই সন্ন্যাস"-শীর্ষক মনোরম কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে প্রচারিত হইল যে কেশবচন্দ্র কুচবিহারের অপ্রাপ্ত-ব্যবহার রাজকুমারের সহিত স্বীয় অপ্রাপ্তবয়স্কা জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিতেছেন। তৎপূর্বে কেশব নিজেই উদ্যোগী হইয়া যে ১৮৭২ সালের ৩ আইন বিধিবদ্ধ করাইয়াছিলেন, তাহাতে পাত্রীর বয়স ন্যূনকল্পে ১৪ ও পাত্রের বয়স ন্যূনকল্পে ১৮ নির্দিষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহাকেই তাহার অন্যথাচরণ করিতে দেখিয়া শাস্ত্রী-প্রমুখ ব্রাহ্ম প্রচারকগণ তাহার প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু কেশব কাহারও কথা শুনিলেন না। একজন্য শাস্ত্রী মহাশয় ও অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতারা কেশবের দল ছাড়িয়া স্বতন্ত্র সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে সমাজ মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় স্বয়ং আচার্যের পদ গ্রহণ করিলেন। ইঁহার মধুর উপদেশ শুনিবার জন্য মন্দির জনতায় পূর্ণ হইতে লাগিল। ইংরাজজাতির নানা সদ্গুণদৃষ্টে শাস্ত্রী মহাশয় চিরদিনই তাঁহাদের পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষণে ইনি স্বচক্ষে ইংলণ্ড দর্শন মানসে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমভাগে এদেশ হইতে যাত্রা করিলেন। ইনি ছয় মাস বিলাতে ছিলেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইলেন। এইরূপ গুরুতর পরিশ্রমে ইঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল,—উত্তরোত্তর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল। অবশেষে ১৯১৯ খ্রীঃ ২৩শে সেপ্টেম্বর ৭৩ বৎসর বয়সে এই মহাত্মার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিভা সর্বতোমুখী ছিল। ইনি নানা বিষয়ে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন, যথা—মেজবৌ, নয়নতারা, যুগান্তর, বিধবার ছেলে প্রভৃতি উপন্যাস; পুষ্পমালা, পুষ্পাঞ্জলি, নির্বাসিতের বিলাপ, হিমাদ্রিকুসুম প্রভৃতি কবিতা পুস্তক; প্রবন্ধমালা, ধর্মজীবন, গৃহধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থ; এবং রামতনু লাহিড়ীর জীবনী; তদ্ব্যতীত নানা পত্র পত্রিকায় অসংখ্য প্রবন্ধ ও কবিতা। ইনি অতি অকপট বিশ্বাসী ও সরলপ্রাণ লোক ছিলেন। যাহা সত্য বা ন্যায়সংগত বলিয়া মনে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, লোকলজ্জাদির ভয়ে বা অন্য কোন কারণে, কার্যে তাহার পরিচয় দিতে কদাপি পশ্চাৎপদ হইতেন না। [স্ত্রী।

শিবপুরী—বারাণসী, কাশী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শিবপ্রিয়া—শংকরী, দুর্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শিববাহন—বৃষ ৬তৎ। বি; পু।

শিবরতন মিত্র—বাঙ্গালা ১২৭৮ সালে ১লা চৈত্র বীরভূম জেলার অন্তর্গত বড়রা গ্রামে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র। বীরভূম জেলা স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিবরতন কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ ও জেনারেল এসেম্ব্লিজ কলেজে বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায় ইনি Progress, Hope প্রভৃতি পত্রে ইংরাজী প্রবন্ধ লিখিয়া সুখ্যাতি লাভ করেন। বঙ্গসাহিত্যের চর্চায় এবং প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের আলোচনা ও পুঁথি সংগ্রহে ইনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত রতন লাইব্রেরীতে বঙ্গভাষায় প্রাচীন ও অপ্রকাশিত হস্তলিখিত সহস্রাধিক পুঁথি, এবং দুই সহস্রাধিক মুদ্রিত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। ইনি বীরভূম ও বর্ধমান অনুসন্ধান সমিতি, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অন্যতম সদস্য, বীরভূম সাহিত্যপরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইঁহার রচিত 'বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক' বঙ্গভাষায় মূল্যবান্ সম্পত্তি। ইহাতে দুই সহস্রাধিক প্রাচীন ও পরলোকগত বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের রচনার আদর্শসহ জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইনি দূর্বা, তপোবন চিন্ময়ী বঙ্গসাহিত্য, বীরভূমের ইতিবৃত্ত প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা এবং উদ্ধবচন্দ্রিকা, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শকুন্তলা প্রভৃতি গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।

শিবরাত্রি—ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণচতুর্দশী রাত্রি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শিবলিঙ্গ—মহাদেবের প্রস্তরমৃত্তিকাদিময় লিঙ্গমূর্তি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শিবা—১। শুভদা ইত্যাদি। শিব+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। শিবানী, পার্বতী, দুর্গা; শৃগালী। শী (শয়ন করা)+ব অধি+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিবাক্ষ—রুদ্রাক্ষ। শিবের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার বহু। বি; ক্লী।

শিবাজী—মারাঠা রাজ্যের স্থাপয়িতা। যাদব রাও ও শাহজী ভোঁসলা নামক দুইজন মহারাষ্ট্রীয় বীরপুরুষ আহম্মদনগরের মুসলমান রাজসরকারে সেনানায়কের কার্য করিতেন। যাদব রাওএর কন্যা জিজাবাইএর সহিত শাহজীর বিবাহ হইলে সেই দম্পতি হইতে পুনার অনতিদূরস্থ শিউনরি দুর্গে ১৬২৭ (মতান্তরে ১৬৩০) খ্রীঃ শিবাজীর জন্ম হয়। পুনা শাহজীর পৈতৃক জায়গীর। আহম্মদনগরের পতনের পর শাহজী বিজাপুরের সুলতানের অধীনে সেনাপতি নিযুক্ত হন। বিজাপুররাজকর্তৃক কর্ণাটবিজয়ে প্রেরিত হইয়া শাহজী দক্ষিণ ভারতবর্ষে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন এবং তাঞ্জোর নগর স্বীয় রাজধানী করিয়া বিজাপুর রাজ্যের অধীনে তাহার শাসনকার্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি মারাঠা দেশ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে পুনার শাসনভার এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র শিবাজীর অভিভাবকত্বভার দাদাজী কোন্দেও নামক একজন অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিয়া যান। দাদাজীর তত্ত্বাবধানে শিবাজী বাল্যেই অশ্বারোহণ, অসি চালন, ধনুর্বিদ্যা, মল্লক্রীড়া, মৃগয়া প্রভৃতি বীরপুরুষোচিত কার্যে সবিশেষ দক্ষ হইয়া উঠেন। তদানীন্তন কালে মারাঠা ক্ষত্রিয়দিগের নিকট লেখাপড়া শিক্ষার কোন মর্যাদাই ছিল না; সম্ভ্রান্তবংশীয়েরা সমরবিদ্যাকে বিশেষ গৌরবজনক জ্ঞান করিতেন এবং তাহাই শিখিতেন। একজন্য শিবাজীও লেখাপড়া শেখেন নাই। তবে রামায়ণ ও মহাভারত পাঠ শ্রবণে ইঁহার হৃদয়ে যে উচ্চ ভাবের উদ্রেক হয়, তাহাতে ইনি মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেবমূর্তি ও গো-ব্রাহ্মণাদি প্রাণপণে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

পুনার প্রত্যন্ত পার্বত্যপ্রদেশে মাওয়ালি নামে এক অসভ্য জাতির বাস ছিল। শিবাজী তাহাদিগকে সমর-কৌশল শিক্ষা দিয়া উৎকৃষ্ট যোদ্ধৃজাতিতে পরিণত করিলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া সুবিধামত মুসলমান অধিকারে নানা স্থানে লুটপাট করিতে লাগিলেন। দাদাজীর মৃত্যুর পর ইনি পুনার ও মারাঠা দেশস্থ অন্যান্য পৈতৃক সম্পত্তির শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন এবং তাহার উপস্বত্ব তাঞ্জোরে পিতার নিকট প্রেরণ না করিয়া

সেই অর্থ দ্বারা সৈন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ১৬৪৬ অব্দে বিজাপুর-রাজার অধিকারস্থ টোর্ণা দুর্গ হস্তগত করিলেন। ইহাতে বিজাপুরপতি ইহার উপর ক্রুদ্ধ হইলে ইনি কৌশলে সুলতানকে শান্ত করিলেন। অনন্তর ইনি রাজগড় নামক আর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন, এবং অল্পকাল মধ্যে সিংহগড় ও পুরন্দর নামক আর একটি দুর্গও অধিকার করিয়া লইলেন। এই সমস্ত দুর্গম ও অজেয় গিরিদুর্গ হইতে সৈন্তচালনা করিয়া শিবাজী চতুর্দিকে উপদ্রব করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইহার বল ও সাহস এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, ইনি একদা বিজাপুর রাজ-কোষের উদ্দেশে প্রেরিত রাজস্বের অর্থ পথিমধ্যে লুণ্ঠন করিলেন। বিজাপুরের সুলতান ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শাহজীকে একটি কারাকক্ষে বন্দী করিয়া রাখিলেন এবং শিবাজীর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে, তিনি যদি অবিলম্বে বশ্যতা স্বীকার না করেন, তাহা হইলে ইঁহার পিতার কারাকক্ষের দ্বার চিরদিনের মত গাঁথিয়া রুদ্ধ করা হইবে। বুদ্ধিমান্ শিবাজী তখন এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। ইনি বিজাপুরের প্রকৃত বল জানিতেন, এবং ইহাও জানিতেন যে দিল্লীর মোগল-সম্রাটই ভারতবর্ষের প্রকৃত হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। সুতরাং ইনি শাহজহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, ইনি বাদশাহের আনুগত্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছেন। এই সমাচার পাইয়া বিজাপুর-পতি উদ্বিগ্ন হইলেন এবং নিজ হিন্দু মন্ত্রী মুরারিপন্থের পরামর্শে শাহজীকে কারামুক্ত করিয়া কর্ণাটে যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। শিবাজী এ যাবৎকাল মোগল অধিকারে উৎপাত করেন নাই। পিতার মুক্তিলাভের পর ইনি নিশ্চিন্ত হইয়া মোগল অধিকারে প্রবেশ করিলেন এবং তিন লক্ষ টাকা মূল্যের ধনরত্ন ও তিন শত ঘোটক লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। যে বর্গীগণ (মাহাট্টা অশ্বারোহী) সার্দ্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল সমগ্র ভারতবর্ষের ভীতিস্থল হইয়াছিল, এই লুণ্ঠিত ৩০০ অশ্বই তাহার মূলভিত্তি হইল। শিবাজী ক্রমশঃ সৈন্ত-সংখ্যা বর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন। ইনি মুসলমানদিগকেও নিজ সেনাদল মধ্যে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদের সহায়তায় সমস্ত কঙ্কণ প্রদেশ জয় করিয়া লইলেন। কেবল ইংরেজদের অধিকৃত বোম্বাই, পর্ত্তুগীজদিগের গোয়া ও হাবসীদের জিঞ্জিরা এই তিনটি স্থানের প্রতি ইনি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতে ক্ষান্ত থাকিলেন।

কঙ্কণ প্রদেশ হস্তচ্যুত হওয়ায় বিজাপুর-পতি অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইয়া পাঠানজাতীয় প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এরূপ নগণ্য শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরিত হওয়ায় খাঁ সাহেব মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। পক্ষান্তরে সুচতুর শিবাজীও প্রচার করিলেন যে ইনি মহাবীর আফজলের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছেন এবং সন্ধি করিতে প্রস্তুত আছেন।

উভয় পক্ষ সন্ধিসভায় মিলিত হইয়াছে, এমন সময় আফজল সহসা শিবাজীর গলা টিপিয়া ধরিয়া মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলেন। শিবাজী অতি কষ্টে নিজেকে মুক্ত করিয়া স্বীয় পরিচ্ছদমধ্যে লুক্কায়িত "বাঘ-নখ" অস্ত্রের আঘাতে তাঁহাকে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন। অতঃপর ইনি আফজলের সৈন্তের উপরে সহসা আপতিত হইয়া তাহাদিগকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিলেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)।

আফজল খাঁর মৃত্যুর পর বিজাপুরপতি স্বয়ং সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। প্রথম প্রথম যুদ্ধে ইনি শিবাজীর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইতোমধ্যে কর্ণাট অঞ্চলে এক নূতন বিভ্রাট হওয়ায় ইঁহাকে বাজী ঘোরপুরে নামক একজন হিন্দু সেনা-পতির হস্তে কঙ্কণ প্রদেশের যুদ্ধের ভার অর্পণ করিয়া দ্রুতপদে কর্ণাট যাইতে হইল। এই ঘোরপুরে ইতঃপূর্ব্বে শাহ-জীকে ধরিয়া বন্দিভাবে তাঞ্জোর হইতে বিজাপুরে আনয়ন করিয়াছিল। শিবাজী এক্ষণে বৈরনির্য্যাতনের সুযোগ পাইয়া সহসা ঘোরপুরের রাজধানী আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন করিলেন এবং ঘোরপুরেকে সবংশে শমনসদনে প্রেরণ করিলেন।

ইহার অল্পকাল পরেই শিবাজী রাজগড় নামক অভেদ্য দুর্গে আপনার রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন।

অতঃপর শিবাজী সৈন্তসংখ্যা আরও বর্দ্ধিত করিলেন। এই সময়ে ইঁহার অধীনে নিয়মিত পঞ্চাশৎ সহস্র পদাতি ও সপ্ত সহস্র অশ্বারোহী সৈন্ত যুদ্ধার্থ সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। এই বিপুল সেনাদল লইয়া ইনি মোগল অধিকারে যৎপরোনাস্তি উপদ্রব আরম্ভ করিলে, মোগল বাদশাহ আওরঙ্গ-জেব দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও প্রসিদ্ধ সেনাপতি স্বীয় মাতুল শায়েস্তা খাঁকে শিবাজীর দমনার্থ প্রেরণ করিলেন (১৬৬১ খ্রীঃ)। শায়েস্তা খাঁ কয়েকটি গিরিদুর্গ হস্তগত করিলেন, এবং শিবাজীর অনুপস্থিতি-কালে পুনা অধিকার করিয়া ইঁহারই প্রাসাদে নিজ বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া শিবাজী প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং একদা নিশাকালে পঞ্চবিংশতি জন মাত্র অনুচর সমভিব্যাহারে এক বরযাত্রীর দল গঠন করিয়া স্বীয় বাসভবনে অতর্কিত-ভাবে প্রবেশপূর্ব্বক শায়েস্তা খাঁর পুত্রের ও রক্ষকগণের প্রাণসংহার করিলেন। খাঁ সাহেব গবাক্ষদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মপ্রাণ রক্ষা করিলেন, কিন্তু পলাইবার সময় শিবাজীর অসির আঘাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্তের দুইটি অঙ্গুলি ছিন্ন হইয়া গেল। শিবাজী অনায়াসে পুনা পুনরধিকার করিলেন। অতঃপর শিবাজী রণতরী ও নৌ-বলের সৃষ্টি করিয়া সুরাট নগর ও বিজাপুর-পতির অধিকৃত বাসলোর নামক সামুদ্রিক বন্দর লুণ্ঠন করিলেন, এবং প্রচুর ধনরত্ন হস্তগত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। অনন্তর ১৬৬৪ খ্রীঃ ইনি 'রাজ' উপাধি গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল ব্যাপারে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আওরঙ্গজেব দিলির খাঁ ও রাজা জয়সিংহকে "মাহাট্টা মূষিকের" দমনার্থ প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা কয়েকটি যুদ্ধে জয়ী হইলেন। অনন্তর জয়-সিংহ শিবাজীকে বাদশাহের সহিত সন্ধি করিতে পরামর্শ দিলেন। ইনি বলিলেন, শিবাজী সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিলে বাদশাহ ইঁহাকে কয়েকটি সুবার চৌথ (রাজস্বের চতুর্থাংশ) এবং ইঁহার পুত্র শম্ভুজীকে পাঁচহাজারী মনসবদারের পদ (অর্থাৎ পঞ্চসহস্র সৈন্তের নেতৃত্ব) প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। শিবাজী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে পুরন্দর নগরে উভয় পক্ষে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল (১৬৬৬ খ্রীঃ)। ইহাই ইতিহাসে পুরন্দর সন্ধি নামে খ্যাত।

হিন্দু রাজা জয়সিংহের মধ্যস্থতায় যে সন্ধি হইল, শিবাজী সরল বিশ্বাসে তাহার উপর নির্ভর করিয়া মোগল সৈন্তের সহিত যোগ দিলেন, এবং তাহাদের বিজাপুর ধ্বংসচেষ্টায় অন্তরের সহিত সহায়তা করিতে লাগিলেন। ইঁহার বীর বিক্রম, রণকৌশল ও উদ্যমশীলতা দেখিয়া রাজপুত ও মুসল-মান সেনানীগণ বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে ধন্ত ধন্ত করিতে লাগিলেন। কপটী বাদ-শাহ পত্র দ্বারা ইঁহার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিয়া দিল্লী গমন জন্ত আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। রাজা জয়সিংহের প্ররোচনায় শিবাজী সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নবম-বর্ষীয় পুত্র শম্ভুজীকে লইয়া সন্দিগ্ধচিত্তে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে

উপনীত হইয়া শিবাজী জয়সিংহের পুত্র রামসিংহের সহিত বাদশাহের দরবারে নিরস্ত্রভাবে উপস্থিত হইলেন। আওরঙ্গজেবের আদেশে ইঁহাকে তৃতীয় শ্রেণীর ওমরাহগণের মধ্যে বসিবার আসন এবং পাঁচহাজার মনসবদারের পদ প্রদত্ত হইল। এইরূপ অবমাননায় বীর-কেশরী ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং রামসিংহের তরবারি প্রার্থনা করিয়া সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূতলে পতিত হইলেন।

চৈতন্য লাভ করিয়া শিবাজী দেখিলেন যে, ইনি নিজ বাসায় নীত হইয়াছেন ও সম্রাট্ প্রকারান্তরে ইঁহাকে বন্দী করিয়াছেন। এ সমস্তই নিজ অবিমৃষ্যকারিতার ফল, ইহা চিন্তা করিয়া ইনি অনুতপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। ধূর্ততায় ইনি আওরঙ্গজেবের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যবাসীদিগের পক্ষে দিল্লীর জলবায়ু অসহ্য, এইরূপ ভান করিয়া ইনি প্রথমতঃ সম্রাটের অনুমতিক্রমে সঙ্গীয় সৈন্যগণকে বিদায় দিলেন। অতঃপর ইনি নিজ পীড়ার ভান করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন ও কয়েক দিন পরে আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রচার করিলেন এবং রোগমুক্তির নিমিত্ত হিন্দু ও মুসলমান দেবালয়ে এবং ব্রাহ্মণ ও মোল্লাগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাহকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া একদা পূর্ণিমার রাত্রিতে একটি মিষ্টান্নের ঝুড়িতে পুত্রকে স্থাপন করিয়া ও অপর একটি ঝুড়িতে নিজে স্থাপিত হইয়া দিল্লীর বহির্ভাগস্থ এক দেবালয়ে নীত হইলেন। সংকেত-স্থানে উপস্থিত হইয়া ইনি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং পুত্রকে নিজ পশ্চাদ্ভাগে লইয়া ঘোটককে সবলে কশাঘাত করিলেন। সমস্ত রাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে ঊনপঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরবর্তী মথুরায় উপনীত হইলেন। তথায় জনৈক পরিচিত ব্রাহ্মণের নিকট পুত্রকে রাখিয়া শিবাজী মস্তকাদি মুণ্ডনপূর্বক সন্ন্যাসীর বেশে পদব্রজে চলিতে লাগিলেন এবং অনুসরণকারী মোগল সৈন্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের নিমিত্ত সোজা পথে না যাইয়া প্রয়াগ, কাশী গয়া, পাটনা, কটক, হায়দরাবাদ প্রভৃতি স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এক বৎসর পরে রাজধানী রায়গড়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মোগলদিগের এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতায় শিবাজীর হৃদয়ে জিঘাংসা-বৃত্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ইনি দ্বিগুণতর উৎসাহে মোগল অধিকারে নানাপ্রকার উপদ্রব ও লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেব ইঁহার দমনার্থ পুনর্বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। অবশেষে তিনি শিবাজীর সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন (১৬৬৯ খ্রীঃ), এবং ইঁহাকে সন্তুষ্ট রাখিবার নিমিত্ত 'রাজা' উপাধি এবং মোগলেরা যে সকল স্থান জয় করিয়া লইয়াছিল, তাহাও ফিরাইয়া দিলেন। এই সময়ে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতানেরাও শিবাজীকে স্ব স্ব রাজ্যের চৌথ ও সর্দেশমুখী (রাজস্বের দশমাংশ) প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। এইরূপে রাজশক্তি দৃঢ় করিয়া লইয়া শিবাজী নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনসংস্কারে ও উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

শিবাজী সৈন্যগণকে রাজকোষ হইতে নিয়মিতরূপে মাসিক বেতন দিতেন, তাহাদের বেতন বাকি পড়িতে দিতেন না, কিন্তু তাহাদিগকে লুণ্ঠিত ধনের ভাগ দিতেন না,—সে সমস্তই রাজকোষে জমা হইত। ইনি প্রাচীন হিন্দুপ্রথা অনুসারে রাজস্ব আদায় করিতেন, তাহাও বাকি পড়িয়া জমিতে দিতেন না। রাজস্ব ব্যতিরিক্ত অন্য সর্বপ্রকার অতিরিক্ত আবওয়াব গ্রহণ ইনি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। কোন উচ্চপদস্থ সেনাপতি বা ব্রাহ্মণ যুদ্ধে বন্দী হইলে ইনি বিনা নিষ্ক্রয়ে তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করিতেন। ইঁহার সভায় আট জন "প্রধান" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ অমাত্য থাকিতেন; একজন পেশওয়া "মুখ্য প্রধান" রূপে তাঁহাদের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন হইতেন "সেনাপতি" অর্থাৎ প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ, এবং "ন্যায় দৃক্" উপাধিধারী একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বিচার বিভাগের তত্ত্বাবধান করিতেন। এবংবিধ শাসনবিষয়ক শৃঙ্খলাস্থাপনে তাঁহার দুই বৎসর অতিবাহিত হয়।

তদনন্তর ইনি মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে পুনর্বার অস্ত্রধারণ করিলেন। আওরঙ্গজেব ইঁহাকে ধরিবার নিমিত্ত স্বীয় পুত্র শাহ আলমের প্রতি আদেশ প্রদান করিয়াছেন, এই সংবাদ শ্রবণমাত্র শিবাজী সিংহগড় নামক গিরিদুর্গ ও কল্যাণ প্রদেশ অধিকার করিলেন, এবং ১৬৭০ খ্রীঃ সুরাটনগর দ্বিতীয়বার লুণ্ঠন করিলেন। আওরঙ্গজেব ইঁহার দমনার্থ বিভিন্ন সেনাপতি প্রেরণ করিলেন, কিন্তু সকলেই বিফলচেষ্ট হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। ১৬৭১ খ্রীঃ শাহজী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ইঁহার তিন বৎসর পরে শিবাজী "মহারাজ" উপাধি গ্রহণপূর্বক মহাসমারোহে রায়গড়ের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন এবং তদুপলক্ষে তুলাপুরুষ দানব্রত উদ্‌যাপন করিলেন অর্থাৎ স্বয়ং স্বর্ণের সহিত তুলিত হইয়া সেই স্বর্ণ বিপ্র ও যাজকগণকে বিতরণ করিলেন। শাহজীর মৃত্যুর পর হইতে শিবাজীর বৈমাত্র ভ্রাতা তাঞ্জোর শাসন করিতেছিলেন। ১৬৭৭ খ্রীঃ শিবাজী তথায় গমন করিয়া পৈতৃক সম্পত্তি ভাগ করিয়া নিজ অংশ গ্রহণ করিলেন, এবং তৎপরে মুসলমানদিগের অধিকৃত কয়েকটি স্থান জয় করিয়া লইলেন। ১৬৭৯ খ্রীঃ মোগলেরা বিজাপুর অবরোধ করিলে বিজাপুরপতি শিবাজীর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। শিবাজী অবরোধকারী সৈন্যের পশ্চাদ্ভাগস্থ মোগল-অধিকার লুণ্ঠন করিয়া এরূপ উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিলেন যে, মোগলসৈন্য বিজাপুরের অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই মহোপকারের নিমিত্ত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ বিজাপুরের সুলতান শিবাজীকে তাঞ্জোর ও তৎসন্নিহিত প্রদেশসমূহের স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। এইরূপে প্রবলপ্রতাপে রাজত্ব করিয়া প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ শিবাজী ১৬৮০ খ্রীঃ ৬ই এপ্রিল তারিখে ত্রিপঞ্চাশদ্বর্ষ বয়ঃক্রমকালে স্বর্গারোহণ করিলেন।

শিবানী—ভবানী, শংকরী, দুর্গা। শিব+ঈপ্ পত্নী অর্থে; অথবা শিব শব্দ—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শিবালয়—১। শিবমন্দির; শিবের গৃহ; রক্তুতুলসী। শিবের আলয়, ৬তৎ। বি; পু। ২। শ্মশান। বি; স্ত্রী।

শিবি জনৈক নৃপ। ইনি সাতিশয় দয়ালু ও ভক্তিপরায়ণ মহাপুরুষ ছিলেন। ইঁহার ভক্তি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ব্রহ্মা একদা ব্রাহ্মণবেশে ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার পুত্রের মাংস ভোজনার্থ প্রার্থনা করেন। ইনি অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা ব্রাহ্মণের ভোজনার্থ প্রস্তুত করিয়া দিলে ব্রহ্মা ইঁহাকে তাহা ভক্ষণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ইনি তাহাতেও প্রস্তুত হইলেন দেখিয়া ব্রহ্মা নিজমূর্তি ধারণপূর্বক ইঁহার পুত্রের জীবন দান করিয়া ইঁহাকে ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। বি; পু।

শিবিকা যান বিঃ, পালকি, ডুলি। শিব+ক্রি (=শিবি নামধাতু)+ণক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শিবির—সেনানিবেশ, ছাউনি; পটাবাস, তাঁবু। শী+কির অধি। বি; স্ত্রী।

শিবিরসন্নিবেশ—শিবিরস্থাপন, তাঁবু ফেলা। ৬তৎ। বি; পু।

শিম—একপ্রকার তরকারি। <শিম্ব। বি।

শিমুল—স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ। <শাল্মলী। বি।

শিমুল-তুলা—শিমুল গাছে যে তুলা জন্মে, cotton-wool. বাংপ্র। বি।

শিম্ব, শিম্বা—শিমগাছ; শিম। শিম্ (শান্ত হওয়া)+ডিম্বচ্‌ কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে+আপ্‌। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শিম্বি, শিম্বিকা, শিম্বী—শিমগাছ; শিম। শি (তীক্ষ্ণ করা)+বি কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌+আপ্‌, ৩য় পক্ষে ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

শিয়র—শয্যার শিরঃস্থান। <শিখর। বি।

শিয়া—মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ (ইহারা তাজিয়া পর্ব করে)। আ-মু। বি।

শিয়াল, শেয়াল—শৃগাল, জম্বুক। <শৃগাল। বি; পু। স্ত্রী—**শিয়ালী, শেয়ালী**।

শিয়ালকাঁটা—একরকমের কাঁটাগাছ। <শৃগালকণ্টক। বি।

শির—১। শিরঃ (সকল অর্থে)। শ্রি (সেবা করা)+ক কর্ম। বি; ক্লী। ২। শিরা, নাড়ী; অস্থিবন্ধনী; রগ; উচ্চ রেখা বা দাগ; পত্রাদির মধ্যশিরা। <শিরা। বি। **শিরে সংক্রান্তি**—আসন্ন বা আগত বিপদ্‌ বা ঝঞ্ঝাট।

শিরঃ (শিরস্‌)—মস্তক; অগ্রভাগ; বৃক্ষাগ্র; সৈন্যের অগ্রবর্তিদল; অধ্যক্ষ। শ্রি (সেবা করা)+অস্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

শিরঃপীড়া—মাথা ধরা বা মাথার ব্যথাজনক রোগ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী

শিরদাঁড়া—মেরুদণ্ড। বাংপ্র। বি।

শিরনাম, শিরোনাম, শিরনামা—পত্রের উপরিভাগে লিখিত নাম। ফা-মু। বি।

শিরনি—শিন্নি, মুসলমানপীরের দরগায় ও হিন্দুর সত্যনারায়ণের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্ন অথবা আটা দুধ কলা চিনি বা গুড় —এই সকল দ্রব্যের মিশ্রণ। <ফা 'শিরীনী'। বি।

শিরপা—১। ঘোটকের অগ্রপদদ্বয় মস্তকের দিকে উত্তোলন। <শিরঃপদ। ২। পারিতোষিক, বকশিস। ফা-মু। বি।

শিরপেচ—শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি বিঃ। ফা-মু। বি।

শিররুজ—কেশ, মাথার চুল। অলুক্‌ উপতৎ; শিরসি (মস্তকে)—জন্‌ (জন্মা) +ড কর্তৃ। বি; পু।

শিরস্ক—শিরস্ত্রাণ, উষ্ণীষ, পাগড়ি, টুপি। শিরস্‌ কৈ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

শিরস্ত্র, শিরস্ত্রাণ উষ্ণীষ, শিরস্ক, পাগড়ি, টুপি। শিরস্‌—ত্রৈ+ড, অন কর্তৃ। বি; ক্লী।

শিরা—শরীর মধ্যস্থ শোণিতপ্রবাহের নালী, ধমনী, শির, নাড়ী; পত্রাদির মধ্যরেখা। [সন্ধিসমূহের বন্ধনকারিণী ও বাতাদি-দোষ এবং রসাদি ধাতুর বহনকারিণী শিরাসমূহ নাভিমূলে সংলগ্ন থাকিয়া দেহের সকল স্থানে প্রসারিত হইয়া থাকে। এই সকল শিরা দিয়া ধাতুসমূহ বাহির হইয়া সমস্ত শরীরে পরিব্যাপ্ত হয়। নাভিদেশই শিরাসমূহের মূল স্থান। মূলশিরা ৪০টি। বাতবহা শিরা ১০, পিত্তবহা ১০, শ্লেষ্মবহা ১০, রক্তবহা ১০। ইহাদের মধ্যে ১৭৫টি বায়ুবাহিনী শিরা বায়ুস্থান পক্বাশয়ে থাকে। ১৭৫টি পিত্তবাহিনী শিরা পিত্ত-স্থান পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যে থাকে। কফবাহিনী ১৭৫টি শিরা কফস্থান আমাশয়ে অবস্থিতি করে, এবং শোণিত-বাহিনী ১৭৫টি শিরা যকৃৎ ও প্লীহার মধ্যে অবস্থান করিয়া থাকে। এইরূপে মানব-দেহে ৭০০ শিরা থাকে। শিরামধ্যস্থ বায়ুকফাদি প্রকুপিত হইলে বাতাদিজনিত ব্যাধিসমূহ উপস্থিত হইয়া থাকে।] শৃ (বধ করা)+ক কর্ম+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

শিরাল—শিরাবিশিষ্ট। শিরা+ল যুক্তার্থে। বিণ।

শিরীষ—১। বৃক্ষ বিঃ। শৃ (বধ করা)+কীষন্‌ কর্ম। বি; পু। ২। শিরীষ ফুল। শিরীষ+ক তত্ত্বার্থে। বি; ক্লী।

শিরোগৃহ—চন্দ্রশালা, অট্টালিকার উপরিস্থ গৃহ, চিলে ঘর। শিরঃস্থিত যে গৃহ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শিরোদেশ—মস্তকদেশ, মাথা; অগ্রভাগ। কর্মধা। বি; পু।

শিরোধার্য—মস্তকে ধারণীয়; অবশ্য পালনীয়; সাতিশয় মান্য। শিরসি (মস্তকে) বা শিরঃ দ্বারা ধার্য, ৭তৎ বা ৩তৎ। বিণ। **আদেশ শিরোধার্য**—আদেশ মানিয়া লওয়া অর্থাৎ পালন করিতে স্বীকৃত হওয়া।

শিরোনাম—'শিরনাম' দ্রঃ।

শিরোপা—১। উষ্ণীষ, পাগড়ি (প্রায় সম্মান বা পুরস্কারস্বরূপ প্রদত্ত)। শিরস্‌ শব্দ—পা (রক্ষা করা)+ড কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। ২। পারিতোষিক, পুরস্কার, ইনাম, বকশিস। ফা-মু। বি।

শিরোবেষ্ট, শিরোবেষ্টন—শিরস্ক, উষ্ণীষ, পাগড়ি। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শিরোভাগ—মস্তকদেশ; অগ্রভাগ। শিরঃই যে ভাগ, কর্মধা। বি; পু।

শিরোমণি—শিরোরত্ন, মস্তকস্থ রত্ন-ভূষণ; পণ্ডিতের উপাধি বিঃ; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। ৬তৎ। বি; পু।

শিরোমালী (-মালিন্‌)—মুণ্ডমালাধারী; মস্তকে মাল্যধারী। শিরঃ-নির্মিতা বা শিরঃস্থিতা যে মালা সে শিরোমালা, মধ্যপ, তদুত্তরে ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিরোমালিনী**।

শিরোমুকুট—মস্তকস্থিত মুকুট। মধ্যপ। বি; পু।

শিরোরত্ন—শিরোমণি, মস্তকস্থ রত্ন; পণ্ডিতের উপাধি বিঃ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

শিরোরুহ—কেশ, মাথার চুল। শিরস্‌ (মস্তক)—রুহ্‌ (জন্মা)+ক কর্তৃ। বি; পু।

শিল—১। উঞ্ছবৃত্তি; কৃষক কর্তৃক শস্য সংগ্রহের পর ক্ষেত্রে পতিত এক একটি শস্যের আহরণ। শিল্‌ (উঞ্ছবৃত্তি করা) +ক ভাব। বি; ক্লী। "৺কৈক-ধান্যাদিগুচ্ছোচ্চয়নমুঞ্ছঃ, মঞ্জর্যাত্মকানেক-ধান্যোচ্চয়নং শিলঃ।" ২। ঘনোপল, করকা; পেষণপ্রস্তর, মসলাদি পিষিবার পাথর; শাণ পাথর। <শিলা। বি।

শিলং (শিলঙ্গ)—"খাসীপর্বত" নামক জেলায় অবস্থিত আসাম রাজ্যের রাজধানী। ১৮৬৪ খ্রীঃ অব্দে জেলার কার্যস্থল চেরাপুঞ্জী হইতে শিলঙ্গে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। ১৮৭৪ খ্রীঃ "আসাম" নামীয় নবপ্রদেশ স্থাপিত হইলে, এই স্থানেই আসামের প্রধান শাসনকর্তার (চিফ কমিশনারের) প্রধান কার্যস্থল বা রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শিলঙ্গ সাতিশয় স্বাস্থ্যকর স্থান। আসামের প্রাচীন রাজধানী গৌহাটী হইতে শিলঙ্গ পর্যন্ত ৬৪ মাইল দীর্ঘ একটি রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছে। ১৮৯৭ খ্রীঃ ১২ই জুন যে ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, তাহার ফলে শিলঙ্গ রাজধানীতে অবস্থিত বহুসংখ্যক কার্যালয় ও বসতবাটী ভূমিসাৎ হইয়া যায়। শিলঙ্গ পর্বতমালার সর্বোচ্চ শিখরদেশ সমুদ্রতল হইতে ৬৪৫০ ফুট উচ্চ। এই শিখরই প্রকৃত প্রস্তাবে "শিলঙ্গ" পদবাচ্য। যে স্থানে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে, দেশীয়গণ সে স্থানটিকে "লাবান" নামে অভিহিত করে।

শিলা—পাষাণ, প্রস্তর, দ্বারের নিম্নস্থ কাষ্ঠখণ্ড, গোবরাট; খুঁটি বা থামের মাথা; পাহাড়, শিল, করকা। শিল+আপ্‌। বি; স্ত্রী।

শিলাজতু—শৈলের নামক গন্ধদ্রব্য বিঃ। শিলাজাত যে জতু, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

[গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণে উত্তপ্ত পার্বত্য ধাতুসমূহ হইতে নিঃসৃত সারকে শিলাজতু বলে। ইহা সৌবর্ণ, রাজত, তাম্র ও আয়স এই চারি প্রকার। ইহা কটু ও তিক্তরসবিশিষ্ট, উষ্ণবীর্য, কটুবিপাক, রসায়নগুণযুক্ত, যোগবাহী, এবং কফ, মূত্রকৃচ্ছ্র ক্ষয়কাস, অর্শঃ, বাত, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগবিনাশক।]

শিলাদিত্য জনৈক নৃপ। শিলে (উঞ্ছবৃত্তিতে) আদিত্য (সূর্য) প্রায়, উপমিত কর্মধা। বি ; পু।

ইনি ৬০৭ হইতে ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন। ইঁহার আদি নাম হর্ষবর্ধন। প্রধানতঃ ইঁহারই বিবরণ অবলম্বন করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কবি বাণভট্ট 'হর্ষচরিত' রচনা করেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে প্রভাকর বর্ধন (অপর নাম প্রতাপশীল) নামে একজন রাজা স্থাণ্বীশ্বর নামক (বর্তমান নাম থানেশ্বর) স্থানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার দুই পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রদ্বয়ের নাম রাজ্যবর্ধন ও হর্ষবর্ধন এবং কন্যার নাম রাজ্যশ্রী। প্রভাকর বর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন স্থাণ্বীশ্বরের রাজা হন। একদা মালবেশ্বর রাজ্যশ্রীর স্বামী গ্রহবর্মার রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণবধ করেন ও রাজ্যশ্রীকে ধরিয়া লইয়া যাইয়া কান্যকুব্জ নগরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সংবাদ পাইয়া রাজ্যবর্ধন মালব আক্রমণ করিয়া উচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু এই সময়ে মালবেশ্বরের মিত্র কর্ণসুবর্ণরাজ শশাঙ্ক একদা নিশাকালে অতর্কিতভাবে তাঁহার শিবিরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন। রাজ্যশ্রী কান্যকুব্জ হইতে বিন্ধ্যাটবীতে পলায়ন করেন। হর্ষবর্ধন প্রথমতঃ বিন্ধ্যাটবীতে যাইয়া রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিলেন এবং তদনন্তর কর্ণসুবর্ণ আক্রমণ করিয়া তাহা অধিকার করিলেন। অতঃপর ইনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং দ্বিতীয় শিলাদিত্য নাম ধারণপূর্বক স্থাণ্বীশ্বর পরিত্যাগ করিয়া কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিক্রমাদিত্যের ন্যায় শিলাদিত্যও বিদ্বান্ এবং বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট প্রভৃতি বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতগণ ইঁহার সভার শোভাবর্ধন করিতেন। ইনি নিজেও অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। নাগানন্দ ও রত্নাবলী নামক উৎকৃষ্ট নাটকদ্বয়ের রচয়িতা শ্রীহর্ষ এবং হর্ষবর্ধন বা শিলাদিত্য একই ব্যক্তি। ইঁহার রাজত্বকালে সুপ্রসিদ্ধ চীনীয় পর্যটক হুয়েন্-থ-সাঙ্ ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ইনি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইলেও অবৌদ্ধ প্রজাদের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতেন না, প্রত্যুত ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সবিশেষ সমাদর করিতেন।

বৌদ্ধধর্মের বিস্তারকল্পে ইনি প্রভূত আয়াস স্বীকার ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ সে বিষয়ে ইঁহাকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অশোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি ৬৩৪ খ্রীঃ এক সংগীতি (বৌদ্ধধর্ম-সভা) আহ্বান করেন। তাহাতে একবিংশতি জন করদ রাজা এবং রাজ্যের যাবতীয় সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সমবেত হইয়াছিলেন। ঐ সভায় বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধর্মবিচার হইয়াছিল। সংগীতির প্রথম দিবসে বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় দিবসে সূর্যদেবের এবং তৃতীয় দিবসে শিবের মূর্তি স্থাপিত হয়।

শিলাদিত্য প্রতি পঞ্চম বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন দান করিতেন। পূর্বোক্ত হুয়েন-থ-সাঙ স্বচক্ষে এই দানোৎসব প্রত্যক্ষ করিয়া লিখিয়াছেন যে, আলাহাবাদের নিকট গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে সাম্রাজ্যের যাবতীয় রাজা ও সাধারণ প্রজা একাদিক্রমে ৭৫ দিনকাল উপাদেয় ভোজ্যপানীয় দ্বারা আপ্যায়িত হইত। শিলাদিত্য রাজপ্রাসাদের সমস্ত ধনরত্ন আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, ভিক্ষু, অভিক্ষু, স্বধর্মী, বিধর্মী সকলকেই অকাতরে বিতরণ করিতেন, এবং উৎসবান্তে নিজের রাজপরিচ্ছদ ও অলংকারাদি উন্মোচনপূর্বক নিকটে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া ধর্মশাস্ত্রোক্ত ত্যাগের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতেন। ৬৫৭ খ্রীঃ এই মহাপুরুষ স্বর্গারোহণ করেন।

২। রাজপুত জাতির আদিপুরুষ। ইনি সূর্যদেবের বরপুত্র বলিয়া কথিত। পত্নী পুষ্পবতী, পুত্র গুহ। ইনি ম্লেচ্ছদের দ্বারা নিহত হন। নাগাদিত্য, বাপ্পাদিত্য প্রভৃতি ইঁহার বংশধর।

শিলাপট্ট—গন্ধাদি পেষণ প্রস্তর চন্দন-পিঁড়ি, শিল প্রভৃতি। শিলাময় যে পট্ট, মধ্যপ। বি ; পু।

শিলাপুত্র—শিলের নোড়া। ৬তৎ। বি ; পু।

শিলাবৃষ্টি—করকাপাত, আকাশ হইতে শিল পড়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বৃষ্টিকালে ঊর্ধ্ব প্রদেশের সাতিশয় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ও তড়িতের শক্তিবিশেষে বৃষ্টির জল জমিয়া প্রস্তরবৎ কঠিন হইয়া ভূতলে পতিত হয় ; তাহাকেই সচরাচর শিলাবৃষ্টি বলে। করকাগুলি সাধারণতঃ ক্ষুদ্র, শুভ্র ও বর্তুলাকার। কখন কখন দুই চারিটি একত্র মিলিত ও বৃহদাকার হইয়া প্রবলবেগে ভূপৃষ্ঠের উপর পতিত হয়। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে বিশেষতঃ গ্রীষ্ম প্রখর হইলে, অধিক শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে।]

শিলাময়—প্রস্তরময়, প্রস্তরনির্মিত। শিলা + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শিলাময়ী**।

শিলারস—বৃক্ষবিশেষের নির্যাসরূপ গন্ধদ্রব্য বিঃ, storax. ৬তৎ। বি ; পু।

শিলালিপি—প্রস্তরাদিতে ক্ষোদিত অক্ষর। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

শিলীন্ধ্র—১। মৎস্য বিঃ ; কন্দলীবৃক্ষ, ভূমিকদলী। শিলী—ধৃ (ধারণ করা) + ণ কর্তৃ। বি ; পু। ২। কন্দলীপুষ্প, মোচা ; করকা ; ছত্রক। বি ; স্ত্রী।

শিলীন্ধ্রী—মৃত্তিকা ; মহীলতা, কেঁচো। শিলীন্ধ্র + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শিলীপদ—পাদরোগ বিঃ, গোদ। শিলী (গোবরাট) তুল্য পদ যাহাতে, বহু। বি ; পু।

শিলীভূত প্রস্তরে পরিণত, প্রস্তরীভূত, petrified. শিলী- ভূ + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শিলীমুখ—ভ্রমর ; শর, বাণ ; যুদ্ধ। শিলী (শল্য অর্থাৎ হুল) আছে মুখে যাহার, বহু। বি ; পু।

শিলোচ্চয়—পর্বত ; পর্বত-চূড়া। শিলার (প্রস্তরের) উচ্চয় (রাশি), ৬তৎ। বি ; পু।

শিল্প ১। বস্তুনির্মাণাদি কার্য, কারুকার্য, কারিকরি। শিল্ + পক্ ভাব। ২। বাদ্য, নৃত্য, গীতাদি। শিল্ + পক্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

শিল্পকার, শিল্পকারী (-কারিন্)—শিল্পী, চিত্রাদি বা বস্তুনির্মাণাদি কর্মকারী, কারিকর। উপতৎ ; শিল্প শব্দ—কৃ (করা) + ষণ্, ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শিল্পকারী, শিল্পকারিণী**।

শিল্পকার্য—চিত্রাদি অঙ্কন বা বস্তুনির্মাণ কার্য। শিল্পই কার্য, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শিল্পকুশল—শিল্পকার্যে পটু, শিল্পনিপুণ। ৭তৎ। বিণ।

শিল্পকৌশল—শিল্পদক্ষতা, শিল্পকার্যে চাতুরী। ৬তৎ বা ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

শিল্পজীবী (-জীবিন্)—কারিকর। উপতৎ ; শিল্প—জীব্ + ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শিল্পবিদ্যা—চিত্রাদি অঙ্কনবিদ্যা, বস্তুনির্মাণবিদ্যা। শিল্প বিষয়িণী বিদ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

শিল্পশালা—বস্তুনির্মাণ-গৃহ, স্বর্ণকারাদির দোকানঘর, কারখানা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শিল্পশাস্ত্র—শিল্পকর্মবিষয়ক গ্রন্থ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শিল্পানুরাগ—শিল্পকার্যে আসক্তি, শিল্পকার্যে প্রীতি। ৭তৎ। বি; পু।

শিল্পালয়—কারুকার্য শিখিবার বিদ্যালয়। মধ্যপ। বি; পু।

শিল্পিশালা—শিল্পশালা (তাহা দ্রঃ) শিল্পীর শালা (গৃহ), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শিল্পী (শিল্পিন্)—শিল্পকার, চিত্রাদি বা বস্ত্র নির্মাণাদি কর্মকারী, কারিগর। শিল্প শব্দ+ইন্ কুশলার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শিল্পিনী**।

শিল্পোন্নতি—কারুকর্মের উৎকর্ষ, industrial development. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শিশা—কাচ। ফা মূ। বি।

শিশি—কাচের ছোট বোতল। ফা-মূ। বি।

শিশিক্ষা—শিখিবার ইচ্ছা। শিক্ষ+সন্+অ ভাব+আপ্ স্ত্রীলিঙ্গে। বি; স্ত্রী।

শিশিক্ষু—শিখিতে ইচ্ছুক। সনন্ত শিক্ষ+উ কর্তৃ। বিণ।

শিশির—১। হিম, তুষার। শশ (প্লুত গমন করা)+কির অধি। বি; পু। ২। শীতকাল, মাঘ ফাল্গুন মাস। বি; ক্লী। ৩। শীতল, জড়। বিণ।

[যে সমস্ত পদার্থ রাত্রিকালে মুক্ত বায়ুতে পড়িয়া থাকে, তাহাদের তাপ বিকীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সেগুলি সহজেই শীতল হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহাদের সন্নিহিত বায়ু রাত্রি শেষ হইবার পূর্বে আর পূর্বের ন্যায় তত বাষ্প ধারণ করিতে না পারায় তাহার কিয়দংশ ঐ সমস্ত পদার্থের শৈত্যসংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর আকারে তাহাদের উপর সঞ্চিত হয়। তাহাকেই শিশির বলে। শীতকালের রাত্রিতে ঘাস প্রভৃতি পদার্থ কোন কোন দিন এত অধিক শীতল হয় যে, উহাদের গাত্রলগ্ন শিশির প্রভাতে শুভ্রবর্ণ তুলার আঁশের মত দৃশ্যমান হয়। চলিত কথায় উহাকে 'পালা পড়া' বলে। মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে যে প্রায়ই শিশির সঞ্চিত হইতে দেখা যায় না তাহার কারণ এই যে, ওরূপ অবস্থায় মৃত্তিকা হইতে তাপ শূন্যে বিকীর্ণ হইতে পারে না। আবৃত স্থানেও ঐ কারণে শিশির সঞ্চিত হইতে পারে না। এতদ্দেশে শিশির সঞ্চার শরৎকালে আরম্ভ হইয়া বসন্তকালে সমাপ্ত হয়। গ্রীষ্মকালে দুই তিন মাস শিশির দেখিতে পাওয়া যায় না; তাহার কারণ এই যে, বৃক্ষপত্রাদি রাত্রিতেও বায়ু অপেক্ষা অধিক শীতল হয় না। ৪। রামায়ণে বর্ণিত পর্বত বিঃ। ইহার শৃঙ্গ নভঃস্পর্শী। এই পর্বত দেবদানবদিগের বাসভূমি।

শিশিরকুমার ঘোষ—যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা গ্রামে ১৮৪০ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ। মাগুরার ঘোষবংশ বিখ্যাত জমিদার। অধুনা মাগুরা অমৃতবাজার নামে পরিচিত। বাল্যে পাঠশালা ও স্কুলে ইঁহার সামান্য শিক্ষা হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় অধ্যবসায় গুণে নানাবিধ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইনি যথেষ্ট জ্ঞান উপার্জন করেন। বাল্যে ইনি যাহা দেখিতেন তাহাই শিখিতেন। অল্প বয়সেই ইনি সংগীতবিদ্যায় সুদক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং সংগীতশাস্ত্র নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন ইঁহার হৃদয় অতীব কোমল; দরিদ্রের দুঃখদর্শনে তাহা গলিয়া যাইত। প্রজাবর্গের উপর নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারদর্শনে ইঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। ইঁহার ফলেই অমৃতবাজার পত্রিকার উৎপত্তি। ১৮৬৮ খ্রীঃ মাগুরা হইতে এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন ইহা সাপ্তাহিক ও বাঙ্গালা ছিল। শিশিরকুমার যে কেবল ইহার সম্পাদক ছিলেন এমন নহে, কম্পোজিটর ও প্রেস ম্যানের অভাবে ইঁহাকে নিজেই ঐ সকল কার্য সম্পন্ন করিতে হইত। ১৮৭৮ খ্রীঃ মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতালোপী আইন প্রবর্তিত হইলে বাঙ্গালা অমৃতবাজার ইংরাজীতে পরিণত হয়। কিছুদিন পরে উহা দৈনিক হয়। ইহাতে ইনি যেরূপ নির্ভীকভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করিতেন, তাহা দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিত হইত। ম্যালেরিয়া-পীড়িত হইয়া ১৮৭১ খ্রী. ইনি কলিকাতায় উঠিয়া আসেন, সুতরাং অমৃতবাজারও সেই হইতে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইনি একজন গৌরাঙ্গভক্ত বৈষ্ণব। ইনি অমিয় নিমাই চরিত, অমিয় ভাণ্ডার, ইংরাজী ভাষায় লর্ড গৌরাঙ্গ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। জীবনের শেষভাগে ইনি বৈষয়িক কার্যের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। শেষ কয়েক বৎসর ইনি Hindu Spiritual Magazine নামক মাসিক পত্র ইংরাজী ভাষায় পরিচালনা করিয়া দেশবাসিগণের মধ্যে প্রেততত্ত্বের আলোচনার পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১১ খ্রী ১০ই জানুয়ারি (১৩১৭ সাল, ২৬শে পৌষ) মঙ্গলবার শিশিরকুমার মানবলীলা সংবরণ করেন।

শিশিরসিক্ত—হিমার্দ্র, শিশিরে ভিজা। ৩তৎ। বিণ।

শিশিরস্নাত—হিম দ্বারা অভিষিক্ত, শিশিরধৌত। ৩তৎ। বিণ।

শিশু—১। শাবক; ১৬ বৎসরের অনধিক-বয়স্ক বালক। শিশ্ (গমন করা) বা শো (তীক্ষ্ণ করা)+উ কর্তৃ। বি; পু। ২। শিংশপা গাছ বা তাহার কাঠ। বাংপ্র। বি।

শিশুক—শাবক; জলজন্তু বিঃ, শুশুক; বৃক্ষ বিঃ; শিশুগাছ। শিশু শব্দ+কন্। বি; পু।

শিশুকাল—বাল্যকাল, শৈশব। ৬তৎ। বি, পু।

শিশুত্ব—শিশুর ভাব, শৈশব, বাল্য। শিশু শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

শিশুপাঠ্য—ছোট ছেলেমেয়ের পড়ার উপযোগী। ৬তৎ বা ৩তৎ। বিণ।

শিশুপাল—চেদিবংশীয় নৃপ বিঃ। উপপদ; শিশু শব্দ—ণিজন্ত পা—পালি (পালন করা)+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

চেদিরাজ দমঘোষের ঔরসে বসুদেব-ভগিনী শ্রুতশ্রবার গর্ভে ইঁহার জন্ম। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইনি হত হইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া শ্রুতশ্রবা ভ্রাতুষ্পুত্রকে (শ্রীকৃষ্ণকে) ইঁহার শত অপরাধ মার্জনা করিতে অনুরোধ করেন। কৃষ্ণও তাহাতে সম্মত হন। দমঘোষ ও তদীয় পুত্রগণ মগধরাজ প্রবলপ্রতাপ জরাসন্ধের অনুগত ছিলেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণদ্বেষী, সুতরাং ইঁহারাও কৃষ্ণদ্বেষী। জরাসন্ধের অনুরোধে ভীষ্মকরাজ শিশুপালের সহিত নিজ কন্যা রুক্মিণীর বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। তদনুসারে শিশুপাল বরবেশে বিদর্ভনগরে উপস্থিত হন। কিন্তু সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া রুক্মিণীকে হরণ করেন। কাজেই শিশুপালকে নিতান্ত অবমানিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে প্রত্যাগমন করিতে হয়। পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞকালে শিশুপাল কৃষ্ণের বিরুদ্ধে উত্থিত হন। তৎকালে ইঁহার অপরাধ সংখ্যা শতাধিক হওয়ায় কৃষ্ণ ইঁহার প্রাণসংহার করেন।

শিশুমার—জলকপি, শুশুক। উপপদ; শিশু ণিজন্ত মৃ (=মারি)+অণ্ কর্তৃ। বি; পু।

শিশুসাহিত্য—ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী গল্পাদি। মধ্যপ। বি; ক্লী।

শিশুসাহিত্যিক—১। শিশুসাহিত্যের রচনাকারী। শিশুসাহিত্য+ইক নিপুণার্থে। ২। অল্পবয়স্ক সাহিত্যরচনাকারী। কর্মধা। বি; পু।

শিশ্ন—পু যোপস্থ, মেঢ্র, লিঙ্গ, পুরুষাঙ্গ। শশ্+নক্ কর্তৃ নিপাতনে। বি; পু।

শিশ্নোদরপরায়ণ—ভোগাসক্ত, ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র, কামুক ও পেটুক। শিশ্ন ও উদর,

বশ্ব ; শিখোদর হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন যাহার, বহু। বিণ।

শিষ—অগ্নিশিখা ; ধান্যাদির ডগা। বাংপ্র। বি।

শিষ্ট—১। শান্ত, ধীর ; সুশীল ; বশতাপন্ন ; শিক্ষিত ; মার্জিত ; নীতিজ্ঞ। শাস্ (শাসন করা) + ক্ত কর্ম। ২। অবশিষ্ট। শিষ্ (বাকি থাকা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শিষ্টতা, -ত্ব—শিষ্টের ধর্ম, নম্রতাদি গুণ। শিষ্ট + তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী ও ক্লী।

শিষ্টসম্ভাষণ—ধীর সম্ভাষণ, ভদ্র কথোপকথন, ভদ্রতাপূর্ণ আলাপ। কর্মধা। বি ; ক্লী।

শিষ্টাচার—১। ভদ্র ব্যবহার, ভদ্রতা। শিষ্ট যে আচার, কর্মধা। বি ; পু। ২। মার্জিত আচরণ বিশিষ্ট, ভদ্রব্যবহারকারী, ভদ্র। শিষ্ট আচার যাহার, বহু। বিণ।

শিষ্টাচারসম্পন্ন—ভদ্রব্যবহারযুক্ত, ভদ্রতাবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

শিষ্টি—দমন, শাসন, তাড়ন ; আজ্ঞা ; আদেশ। শাস্ (শাসন করা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

শিষ্য—১। শাসনীয়, উপদেশ্য ; শিক্ষণীয়। শাস্ (শাসন করা) + ক্যপ্ কর্ম। বিণ। ২। অন্তেবাসী, ছাত্র ; যাহাকে ইষ্টমন্ত্র দেওয়া যায় ; চেলা। বি, পু।

শিস্—অধরোষ্ঠ সঙ্কুচিত করিয়া জিহ্বাসহযোগে উচ্চারিত বংশীধ্বনিবৎ শব্দ, হিস্‌হিস্ শব্দ। বাংপ্র। বি।

শিহরণ—ভয়বিস্ময়াদি হেতু রোমাঞ্চ ও কম্পন, রোমহর্ষণ। বাংপ্র। বি। বিণ—**শিহরিত**।

শিহরা, শিহরানো—ভয়বিস্ময়াদি হেতু রোমাঞ্চিত ও কম্পিত হওয়া, চমকাইয়া বা শিউরে উঠা। বাংপ্র। ক্রি।

শীকর—বায়ুবাহিত জলবিন্দু ; জলকণা ; শরল বৃক্ষ। শীক্ (সেক করা) + অরন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শীগ্‌গির—শীঘ্র, দ্রুত, তাড়াতাড়ি, অগোণে। <শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

শীঘ্র—১। অবিলম্ব, ত্বরা। শিঙ্ঘ্ (আঘ্রাণ করা) + রক্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। ত্বরিত, দ্রুত। শিঙ্ঘ্ + রক্ কর্তৃ। বিণ। ৩। অবিলম্বে, ত্বরান্বিত হইয়া। ক্রি-বিণ।

শীঘ্রগ—দ্রুতগামী। উপতৎ ; শীঘ্র—গম্ (যাওয়া) + ড কর্তৃ। বিণ।

শীঘ্রগতি—১। দ্রুতগমন ; গ্রহের গতি বিঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। দ্রুতগতিসম্পন্ন, দ্রুতগামী। শীঘ্র (দ্রুত) হইয়াছে গতি যাহার, বহু। বিণ।

শীঘ্রগামী (-গামিন্)—দ্রুতগমনকারী, ক্ষিপ্রগামী। উপতৎ ; শীঘ্র গম্ (যাওয়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শীঘ্রগামিনী**।

শীঘ্রতা—দ্রুততা। শীঘ্র + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

—১। শীতল, ঠাণ্ডা ; জড়। শ্যৈ (গমন করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শীতলতা, শৈত্য ; শৈত্য বোধ। শীত শব্দ + ক ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ৩। শীতকাল [‘ষড়্‌ঋতু’ দ্রঃ]। বি ; পু।

শীতকিরণ, শীতময়ূখ, শীতরশ্মি—চন্দ্র ; কর্পূর। শীত (শীতল) হইয়াছে কর, কিরণ, গো, ময়ূখ, রশ্মি (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

শীতপ্রধান—অধিক শীতবিশিষ্ট, যেখানে শীতকাল অধিকস্থায়ী ; অতিরিক্ত শীতপ্রদ। শীত হইয়াছে প্রধান যথায়, বহু। বিণ।

শীতবস্ত্র—শীত নিবারণার্থে বস্ত্র। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

শীতরশ্মি—‘শীতকর’ দ্রঃ।

শীতল—১। শৈত্যগুণবিশিষ্ট, ঠাণ্ডা ; শান্ত ; দুঃখরহিত ; তৃপ্ত। শীত শব্দ—লা (দেওয়া) + ড কর্তৃ অথবা শীত শব্দ + ল যুক্তার্থে। বিণ। ২। চন্দন ; মৌক্তিক ; বেণার মূল ; খসখস। বি ; ক্লী। ৩। ঠাকুরের আপরাহ্নিক ভোগ। বাংপ্র। বি।

শীতলতা—শৈত্য, ঠাণ্ডা ভাব। শীতল + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

শীতল-পাটি—বেতগাছের তুল্য ক্ষুপবিশেষের ত্বকে রচিত মসৃণ মাদুর বিঃ (শীতল বলিয়া এই নাম)। বাংপ্র। বি।

শীতলা—১। শৈত্যগুণযুক্তা। শীতল + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। দেবী বিঃ, বসন্তাদি রোগের দেবতা। বি ; স্ত্রী। ৩। শীতল হওয়া, ঠাণ্ডা হওয়া, জুড়ানো ; গাত্র হইতে উন্মোচন করা। কপ্র। ক্রি।

শীতলিয়া—শীতল হইয়া ; গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া। কপ্র। ক্রি।

শীতাংশু—চন্দ্র ; কর্পূর। শীত (শীতল) অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

শীতাগম—শীতকালের আবির্ভাব, শীতের উপস্থিতি। ৬তৎ। বি ; পু।

শীতাতপ—শীতলতা ও উষ্ণতা, শীত ও রৌদ্র। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

শীতাতপসহিষ্ণু—শীত ও রৌদ্র সহনকারী। দ্বন্দ্ব ও ২তৎ। বিণ।

শীতাদ্রি—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্বত। শীত (শীতল) যে অদ্রি, কর্মধা। বি ; পু।

শীতার্ত—শীত-পীড়িত, শীতে কাতর। শীত দ্বারা ঋত (যুক্ত) বা আর্ত (পীড়িত), ৩তৎ। বিণ।

শীতালু—শীতার্ত, শীত-পীড়িত। শীত + আলু যুক্তার্থে। বিণ।

শীতীভাব—শৈত্য, শীতলত্ব ; মোক্ষ, মুক্তি। শীত + চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= শীতী)—ভূ (হওয়া) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

শীতোষ্ণ—শীতগ্রীষ্ম, ঠাণ্ডা ও গরম (‘নাতি- ’)। কর্মধা। বিণ।

শীৎকার, শীৎকৃত, -কৃতি—রতিকালীন শব্দ, অব্যক্ত ধ্বনি বিঃ, ‘ইস্’ এই শব্দকরণ, শিহরন। শীৎ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা) + ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভাব। বি ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

শীধু, সীধু—পক্ক ইক্ষুরসজাত মদ্য বিঃ ; মধু। শী (শয়ন করা) + ধুক্ করণ। বি ; ক্লী বা পু।

শীধুপ—মদ্যপ, সুরাপায়ী, মদখোর। উপতৎ ; শীধু (মদ)—পা (পান করা) + ড কর্তৃ। বিণ।

শীর্ণ—কৃশ, ক্ষীণ ; শুষ্ক ; ছিন্ন ; পতিত। শৄ (বধ করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শীর্ণকায়—১। ক্ষীণ দেহ, কৃশ শরীর। কর্মধা। বি ; পু। ২। ক্ষীণকায়, কৃশ শরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

শীর্ণতা—কৃশতা ; ক্ষীণতা ; শুষ্কতা। শীর্ণ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

শীর্ণদেহ—১। ক্ষীণ শরীর, কৃশ দেহ। কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী। ২। ক্ষীণকায়, কৃশকায়। বহু। বিণ।

শীর্ষ—মস্তক, মাথা। শৄ + ক কর্তৃ (নিপা)। বি ; ক্লী।

শীর্ষক—১। মাথার খুলি ; মস্তক ; কিরীট ; টোপর ; পাগড়ি। শীর্ষ + কণ্। বি ; ক্লী। ২। শিরোনামবিশিষ্ট, আখ্যাযুক্ত (‘রাজনীতি—রচনা’)। বিণ।

শীর্ষচ্ছেদ্য—বধ্য, শিরশ্ছেদনযোগ্য। শীর্ষচ্ছেদ, ৭তৎ। বিণ।

শীর্ষণ্য—১। শীর্ষস্থিত, মূর্ধন্য ; মস্তকজাত। শীর্ষ (মস্তক) + ণ্য বিণ। ২। শিরস্ত্রাণ, পাগড়ি। বি ; ক্লী। ৩। পরিষ্কৃত চুল। বি ; পু। [বি ; ক্লী।

শীর্ষস্থান—মস্তক ; উচ্চ স্থান। ৬তৎ।

শীর্ষস্থানীয়—মস্তকস্থানীয় ; সর্বপ্রধান। শীর্ষস্থান শব্দ + ঈয়। বিণ।

শীল—১। চরিত্র ; স্বভাব ; সাধুচরিত্র ; উপাধি বিঃ। শীল্ (অভ্যস্ত হওয়া) + অল্ করণ। বি ; ক্লী। ২। (অন্য শব্দ সহযোগে) বিশিষ্ট, যুক্ত, পরায়ণ। বিণ।

শীলতা—সাধুতা, ভব্যতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা। বাংপ্র। বি।

শীলন—অভ্যাস ; আলোচনা ; প্রবর্তন ; পরিদর্শন ; অতিশায়ন। শীল্ (অভ্যাস করা) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

শীলবান্ (-বৎ)—সুশীল, সচ্চরিত্র। শীল+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শীলবতী**।

শীলিত—অভ্যস্ত; প্রবর্তিত; শিক্ষিত; আলোচিত। শীল্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শীষ—শিখাবৎ মঞ্জরী; শণ পাট প্রভৃতির আঁটি বা গোছা; শিখা ('প্রদীপের —')। বাংপ্র। বি।

শুঁকা, শুঁখা, শোঁকা, শোঁখা—আঘ্রাণ করা, নাসিকাদ্বারা গন্ধ লওয়া; শ্বাস গ্রহণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

শুঁকানো, শুঁখানো, শোঁকানো—আঘ্রাণ করানো। বাংপ্র। ক্রি।

শুঁটকা, শুঁটকো—শুষ্ক ও শীর্ণ। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বিণ।

শুঁটকী—শুষ্কীকৃত, শুকানো ('— মাছ')।

শুঁটি—কলায়াদির সবীজ ফল। বাংপ্র। বি।

শুঁঠ—শুষ্ক আদ্রক। <শুণ্ঠি। বি।

শুঁড়—করিকর বা তদাকার বস্তু, মশকাদির মুখের শুঁয়া। <শুণ্ড। বি।

শুঁড়ী—মদ্যবণিক্; জাতি বি.। <শৌণ্ডিক। বি।

শুঁয়া—ধান্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; বৃক্ষপত্রাদির সূক্ষ্ম কণ্টক; সূচিবৎ কণ্টকমাত্র। <শুঙ্গা। বি।

শুঁয়াপোকা—যে পোকার গায়ে অনেক শুঁয়া থাকে। <শূককীট। বি।

শুক—১। পক্ষী বি., টিয়াপাখী, তোতা। শুক+ক কর্তৃ। স্ত্রী **শুকী**। ২। শুক্রতারা। <শুক্র। ৩। রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী। রাবণের আদেশে শুক বানর সাজিয়া রামের সৈন্যবলের সন্ধান লইতে রামশিবিরে গমন করিলে বিভীষণ ইঁহাকে ধরিয়া ফেলেন। রাম ইঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন। বি; পু।

৪। জনৈক ঋষি, বেদব্যাসের পুত্র। মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, একদা ঘৃতাচী অপ্সরাকে দেখিয়া ব্যাসদেব চঞ্চলমনা হন। ঘৃতাচী তাহা দেখিয়া শুকপক্ষিণীর রূপ ধারণ করেন; তদ্দর্শনে ব্যাসদেব নিজ কুপ্রবৃত্তি দমন করিবার নিমিত্ত অরণিমন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘর্ষণ করিতে করিতে সেই অরণিমধ্যে সহসা তাঁহার রেতঃস্খলন হইল। ঋষিবর তাহাতে শঙ্কিত না হইয়া আরও প্রবলবেগে সেই কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাষ্ঠদ্বয়ের পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণে তন্মধ্যস্থ শুক্র আলোড়িত হওয়ায় অবিলম্বে তাহা হইতে তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মর্ষি শুকদেব বিনির্গত হইয়া যজ্ঞস্থলে প্রদীপ্ত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; শুক্র-বিলোড়ন দ্বারা ইঁহার জন্ম হওয়ায় ইনি শুক নামে খ্যাত হন। অতঃপর ইনি বনে গমন করিয়া তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন। অপ্সরা রম্ভা ইঁহার তপোবিঘ্ন ঘটাইবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হয়। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রহ্মশাপে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইলে শুকদেব তাঁহাকে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করাইয়াছিলেন।

শুকতারা—শুক্রগ্রহ [সূর্যাস্তের পর পশ্চিমাকাশে ও সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে এই গ্রহ উজ্জ্বল তারার মত দেখায়]।

শুকতি—শুষ্কতা; শুষ্কতাপ্রাপ্ত বা তাহার পরিমাণ। বাংপ্র। বি।

শুকনা, শুকনো—শুষ্ক, জলশূন্য, নীরস। <শুষ্ক। বিণ।

শুকনাস—১। শুকপক্ষিতুল্য বা টিয়াপাখীর ঠোঁটের ন্যায় নাসিকাবিশিষ্ট। শুকের নাসার ন্যায় নাসা যাহার, বহু। বিণ। ২। রাজা তারাপীড়ের মন্ত্রী। বি; পু।

শুকপুচ্ছ—শুকপাখীর লেজ; [তদ্বর্ণ বলিয়া] গন্ধক। ৬তৎ। বি; পু।

শুকানো, শুখানো—শুষ্ক হওয়া বা করা, শীর্ণ হওয়া, উপবাস করা। বাংপ্র। ক্রি।

শুকী—শুকপক্ষিণী; কশ্যপপত্নী। শুক+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শুক্ত—১। পরিষ্কৃত; পবিত্র; পর্যুষিত বা বিকৃত হওয়ায় অম্লযুক্ত; নিষ্ঠুর; নির্জন। শুচ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। শিকা; মাংস; ঈষৎ তিক্ত রসযুক্ত ব্যঞ্জন বি.। বি; স্ত্রী।

শুক্তি, শুক্তিকা—ঝিনুক; অশ্বের বক্ষঃস্থলে লোমাবলী-কৃত আবর্তত্রয়; কপালখণ্ড; শঙ্খ; চক্ষুরোগ বি.। শুচ্ (পবিত্র হওয়া ইত্যাদি)+ক্তি করণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

শুক্র—১। চক্ষুরোগ বি.; তেজ; শরীরস্থ ধাতু বি., বীর্য। শুচ্ (পবিত্র হওয়া ইত্যাদি)+রক্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। অগ্নি; জ্যৈষ্ঠমাস; গ্রহ বি: ['সৌরজগৎ' দ্রঃ]; সপ্তাহের বার বি.; শুক্রাচার্য ('শুক্রাচার্য' দ্রঃ); যোগ বি.। বি; পু।

শুক্রকর—১। বীর্যজনক। উপতৎ; শুক্র (বীর্য)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শুক্রকরী**। ২। মজ্জা। বি; পু।

শুক্রবার—শুক্রগ্রহের ভোগ্য দিবস, সপ্তাহের ষষ্ঠ দিবস। বি; পু।

শুক্রল—শুক্রযুক্ত; বীর্যদায়ক। শুক্র+ল যুক্তার্থে। বিণ।

শুক্রশিষ্য—দৈত্য। ৬তৎ। বি; পু।

শুক্রাচার্য—দৈত্য-গুরু। শুক্রও যে আচার্যও সে, কর্মধা। বি; পু।

ভৃগুমুনির পুত্র বলিয়া ইঁহার অন্য নাম বা ভার্গব। আবার মতান্তরে কথিত আছে যে, "মহর্ষি ভার্গব মহেশ্বরের উপস্থ দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন বলিয়া শুক্র নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।" ইঁহার ষণ্ড ও অমর্ক নামে দুই পুত্র এবং দেবযানী নামে এক কন্যা জন্মে। বলিরাজের দানে ব্যাঘাত করায় ইঁহার একটি চক্ষুঃ নষ্ট হয়। এজন্য সাধারণতঃ ইনি 'কানা শুক্র' নামে খ্যাত। ইনি মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জানিতেন এবং তদ্দ্বারা যুদ্ধে হত দৈত্যগণকে পুনর্জীবিত করিতেন। এই বিদ্যা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত বৃহস্পতিতনয় কচ দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া ইঁহার গৃহে শিষ্যরূপে অবস্থিতি করিতে করিতে দেবযানীর অনুরাগভাজন হন। দৈত্যগণ কচের উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাঁহাকে দুইবার বধ করিলে দেবযানীর অনুরোধে শুক্র তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। তৃতীয় বারে দৈত্যগণ কচকে ভস্মীভূত ও সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া ভার্গবকে পান করায়। কন্যার অনুরোধে সেবারেও ইনি উদরমধ্যস্থ কচকে পুনর্জীবিত করেন এবং মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে উদর ভেদ করিয়া নির্গত হইতে বলেন। কচ তাহা করায় ইঁহার প্রাণনাশ ঘটে। তখন কচ ইঁহাকে পুনর্জীবিত করেন ('কচ' দ্রঃ)। ইঁহার অপর কন্যা অরজার প্রতি বলপ্রকাশ হেতু ইনি দণ্ডকরাজাকে শাপে ভস্মীভূত করেন। তাঁহার রাজ্য অরণ্যরূপে পরিণত হইয়া দণ্ডকারণ্য হয়। যযাতি রাজা ইঁহার এক কন্যা দেবযানীকে বিবাহ করেন। অপর পত্নী শর্মিষ্ঠার উপর রাজার পক্ষপাতমূলক অনুরাগ ছিল বলিয়া অপমান বোধে ইনি যযাতিকে অভিশাপে জরাগ্রস্ত করিয়াছিলেন ['যযাতি' দ্রঃ]।

শুক্রিয়—শুক্রসম্বন্ধীয়। শুক্র+ইয় ইদমর্থে। বিণ।

শুক্ল—১। শ্বেতবর্ণযুক্ত, সাদা; শুদ্ধ, নির্দোষ, পবিত্র। শুচ্ (পবিত্র হওয়া)+লক কর্তৃ। বিণ। ২। শ্বেতবর্ণ, সাদা রঙ। বি; পু। ৩। রজত, রৌপ্য; চক্ষুরোগ বি.; নবনীত। বি; ক্লী।

শুক্লকর্মা (-কর্মন্)—সৎকার্যকারী, বিশুদ্ধচরিত্র। শুক্ল (শুদ্ধ) হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

শুক্লতিথি, শুক্লপক্ষ—অমাবস্যার পরবর্তী প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ১৫ তিথি। কর্মধা। বি; স্ত্রী ও পু।

শুক্লা—১। শ্বেতবর্ণা, শুভ্রা ইত্যাদি। শুক্ল+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সরস্বতী; শর্করা। বি; স্ত্রী।

শুক্লিমা (-মন্)—শ্বেতত্ব, সাদা রঙ্ । শুক্ল শব্দ + ইমন্ ভাবার্থে । বি ; পু ।

শুখতা, শুখতি - শুখাইবার ফলে পণ্য-দ্রব্যের ওজনে যে কম হয় । বাংপ্র । বি ।

শুখনো - শুষ্ক । বাংপ্র । বিণ ।

শুখা, শুখো ১ । বৃষ্টির অভাব ('হাজা—') । বি । ২ । যাহাতে মাহিনার বেশী পোষাক-পোশাক নাই এমন ('— মাহিনার চাকর') । <শুষ্ক । বিণ ।

শুখানো --'শুকানো' দ্রঃ ।

শুঙ্গ—বট গাছ ; শূক, শুঁয়া । শন্ + গ কর্তৃ, নিপাতনে । বি ; পু ।

শুঙ্গা—ধান্যাদির শুঁয়া । শুঙ্গ + আপ্ । বি ; [স্ত্রী ।

শুচি - ১ । পবিত্র ; শুদ্ধ, নির্দোষ ; নির্মল ; অনুপহত ; শুক্ল, শুভ্র, সাদা ; অনুকূল । শুচ্ (পবিত্র হওয়া ইত্যাদি) + ইক্ কর্তৃ । বিণ । ২ । অগ্নি ; গ্রীষ্ম ; শুদ্ধ মন্ত্রী ; জ্যৈষ্ঠ ; আষাঢ় ; শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ ; সদাচার ; শৃঙ্গার রস । বি ; পু ।

শুচিতা - পবিত্রতা ; বিশুদ্ধতা ; নির্দোষতা ; নির্মলতা । শুচি + তা ভাবার্থে । বি ; স্ত্রী ।

শুচিবাই - ছুঁচিবাই, শুচিতারক্ষণের বাতিক (মানসিক রোগ বিঃ) । বাংপ্র । বি ।

শুচিশ্রবাঃ (-শ্রবস্)—শ্রীকৃষ্ণ । শুচি (পবিত্র) হইয়াছে শ্রবঃ (শ্রবণ) যাঁহার, বহু ; মহাভারতে কথিত আছে,—'আমি পাপস্পর্শ না করিয়া পবিত্র বাক্যসমুদায় শ্রবণ করি বলিয়া আমার নাম শুচিশ্রবাঃ হইয়াছে' । বি ; পু ।

শুচিস্মিত—১ । বিশুদ্ধ হাস্য । কর্মধা । বি ; স্ত্রী । ২ । বিশুদ্ধহাস্যযুক্ত । শুচি (শুদ্ধ) স্মিত (হাস্য) যাহার, বহু । বিণ ।

শুজা (শাহ্)—দিল্লীশ্বর শাহজাহার দ্বিতীয় পুত্র । ইনি সমরবিদ্যায় বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, কিন্তু অমিতাচারে ইহার মন ও দেহ উভয়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল । ১৬৩৯ খ্রীঃ শাহজাহা ইহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন । তদবধি ইনি প্রায় ২০ বৎসর এই তিন প্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন । ইনি ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার রাজমহলে বঙ্গরাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন । ইনি বঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটি নূতন হিসাব প্রস্তুত করিয়াছিলেন । ইহারই শাসনকালে ইংরাজেরা বাঙ্গালায় প্রথম বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করেন ।

১৬৫৭ খ্রীঃ শাহজাহা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলে সিংহাসন লইয়া তাঁহার পুত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল । জ্যেষ্ঠপুত্র দারা তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন ও সর্বদা নিকটে থাকিয়া যুবরাজরূপে রাজকার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন । দ্বিতীয় শুজা বাঙ্গালায়, তৃতীয় আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে ও চতুর্থ মুরাদ গুজরাটে সুবাদারি করিতেন । পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া ইহারা সকলেই সিংহাসন লাভার্থ সচেষ্ট হইলেন । শুজা অগ্রসর হওয়ায় দারা কর্তৃক বারাণসীতে পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইলেন । ইতিমধ্যে শাহজহা আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু আওরঙ্গজেব তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । অনন্তর ইনি দারা ও মুরাদের প্রাণবধ করিলেন ।

আওরঙ্গজেব শুজার অভিযানবার্তা অবগত হইয়া প্রথমতঃ স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি মিরজুমলাকে ইহার গতিরোধার্থ প্রেরণ করিলেন এবং পরে নিজেও তাঁহার অনুগামী হইলেন । আলাহাবাদ ও এটোয়ার মধ্যবর্তী কাজোয়া নামক স্থানে উভয় ভ্রাতার সাক্ষাৎ হইলে (১৬৫৯ খ্রীঃ) শুজা পরাজিত হইয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্তন করিলেন । মিরজুমলা সেখান পর্যন্ত ইহার অনুসরণ করায় ইনি পরিশ্রান্ত-বর্ম হইয়া ১৬৬০ খ্রীঃ আরাকানে পলায়ন করিলেন । আরাকানের বৌদ্ধ রাজা কিছুদিন ইহাকে আশ্রয় দান করেন, কিন্তু তাহার পর ইহার আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই । অনেকে বলেন, আরাকান-পতি শুজার কন্যার রূপলাবণ্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পত্নী ভাবে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথ হওয়ায় ইনি কোপাবিষ্ট হইয়া শুজাকে সপরিবারে নির্মমভাবে বধ করেন ।

শুণ্ঠি, শুণ্ঠিকা, শুণ্ঠী - শুষ্ক আর্দ্রক, শুকনা আদা, শুঁঠ । শুনঠ্ (শোষণ করা) + ই করণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ + আপ্, ৩য় পক্ষে ঈপ্ । বি ; স্ত্রী ।

শুণ্ড কর, (হাতীর) শুঁড় । শুন (গমন করা) + ড কর্তৃ । বি ; পু ।

শুণ্ডধর—করী, হস্তী । শুণ্ড শব্দ—ধৃ (ধারণ করা) + অন কর্তৃ । বি ; পু ।

শুণ্ডা -১ । শুণ্ড, শুঁড় ; মদিরা ; কুট্টনী । শুন্ + ড কর্তৃ আপ্ । ২ । বেশ্যা ; মদ্যগৃহ । শুন্ + ড অধি + আপ্ । বি ; স্ত্রী ।

শুণ্ডী (শুণ্ডিন্)—করী, হস্তী ; শৌণ্ডিক, শুঁড়ি । শুণ্ড শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে । বি ; পু ।

শুদ্ধ—পবিত্র ; নির্দোষ ; নির্মল ; শুভ্র ; স্বচ্ছ ; কেবল ; নির্ভুল ; অমিশ্রিত, খাঁটী শুধ্ (শোধন করা) + ক্ত কর্তৃ । বিণ ।

শুদ্ধচারী (-চারিন্)—পবিত্রাচার ; নিষ্কলঙ্ক-চরিত্র । উপপদ ; শুদ্ধ—চর্ + ণিন্ কর্তৃ । বিণ ; পু । স্ত্রী—**শুদ্ধচারিণী** । বি, -চারিতা ।

শুদ্ধমতি—১ । পবিত্র চিত্ত, নিষ্পাপ অন্তঃ-করণ । কর্মধা । বি ; স্ত্রী । ২ । পবিত্র-চেতাঃ, বিশুদ্ধমনাঃ, নিষ্পাপ চিত্তবিশিষ্ট । শুদ্ধা মতি (মনঃ) যাহার, বহু । বিণ ।

শুদ্ধসত্ত্ব—পবিত্রচেতাঃ । বহু । বিণ ।

শুদ্ধাচার—১ । বিশুদ্ধ আচরণ ; পবিত্র অনুষ্ঠান । কর্মধা । বি ; পু । ২ । পবিত্র আচারসম্পন্ন । বহু । বিণ ।

শুদ্ধাচারী (-চারিন্)—পবিত্র-আচার-সম্পন্ন । শুদ্ধাচার + ইন্ অস্ত্যর্থে । বিণ ; পু । স্ত্রী **শুদ্ধাচারিণী** ।

শুদ্ধানন্দ স্বামী - রামকৃষ্ণ মিশনের অন্ত-র্ভুক্ত অন্যতম প্রধান সন্ন্যাসী এবং "উদ্বোধন" নামক ধর্মমূলক মাসিক পত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক । ১৮৮৭ খ্রীঃ কলিকাতায় ইহার জন্ম হয় । ইহার আদি নাম সুধীরচন্দ্র, এবং পিতার নাম আশুতোষ চক্রবর্তী । সুধীরচন্দ্র বাল্যে অতি মেধাবী ও সুশীল ছাত্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন । যথাকালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্ত হন ; কিন্তু বি-এ পড়িবার সময় মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণপূর্বক সন্ন্যাস অবলম্বন করেন ; এবং শুদ্ধানন্দ নাম প্রাপ্ত হইয়া নানা তীর্থে পর্যটন করেন । পরে কলিকাতায় প্রত্যা-বৃত্ত হইয়া লোকহিতব্রতে ও স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন । ইনি পণ্ডিত, এবং সুবক্তা ও সুলেখক । প্রায় দশ বৎসর যাবৎ নানা অন্তরায় সত্ত্বেও ইনি "উদ্বোধন" পত্রের সম্পাদকতা করিয়াছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী গ্রন্থাবলীর ইনি যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন ।

শুদ্ধান্ত—অন্তঃপুর, অন্দরমহল ; অবরোধ ; অন্তঃপুরকক্ষা ; অন্তঃপুর-স্ত্রী ; অশৌচান্ত । শুদ্ধ (পবিত্র) হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু । বি ; পু ।

শুদ্ধাশুদ্ধ—পবিত্র ও অপবিত্র, নির্দোষ ও সদোষ । দ্বন্দ্ব বা কর্মধা । বিণ ।

শুদ্ধি—ভ্রমশূন্যতা ; শোধন ; বিশুদ্ধতা ; মার্জন ; সংস্কার ; নির্মলতা ; স্বচ্ছতা, ধর্মভ্রষ্ট বা অস্পৃশ্যজাতির পুনরুদ্ধার বা উন্নয়ন । শুধ্ + ক্তি ভাব । বি ; স্ত্রী ।

শুদ্ধিপত্র - পুস্তকমধ্যস্থ ভুলগুলি যে পত্রে সংশোধিত করিয়া দেখানো হয় । শুদ্ধি-সংবলিত পত্র, মধ্যপ । বি ; স্ত্রী ।

শুদ্ধোদন—বুদ্ধদেবের পিতা । পুরাকালে অযোধ্যার উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে কপিলবস্তু নামে একটি রাজ্য ছিল ।

শুদ্ধোদন তথাকার রাজা ছিলেন। রাজা দণ্ডপাণির দুই ভগিনী মহামায়া ও গৌতমীর সহিত ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল। মহামায়ার গর্ভে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। মতান্তরে—শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবের পিতা নহেন, পিতামহ। বুদ্ধের পিতার নাম শুদ্ধোদনি, শুদ্ধোদনের পুত্র। বি ; পু।

শুদ্ধোদনি—(কেহ কেহ বলেন, ইনি) বুদ্ধের পিতা। শুদ্ধোদন শব্দ+ঞি অপত্যার্থে। বি ; পু।

শুধরানো, শুধরনো—শুদ্ধ করা, সংশোধন করা ; শুদ্ধ হওয়া, সংশোধিত হওয়া ; সুস্থ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

শুধা, শোধা—পরিশোধ করা, মিটাইয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

শুধানো—জিজ্ঞাসা করা। কপ্র। ক্রি।

শুধু—কেবল, মাত্র ; শূন্য, খালি। <শুদ্ধ। ক্রি-বিণ।

শুধুশুধু—কেবল, অনর্থক, অকারণ, অহেতুক। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

শুন—১। কুক্কুর। শুন্ (গমন করা)+ক কর্তৃ। বি ; পু। ২। শ্রবণ কর। বাংপ্র। ক্রি।

শুনঃশেফ ঋচিক মুনির মধ্যম পুত্র, বিশ্বামিত্রের ভাগিনেয়। ইন্দ্র অম্বরীষ রাজার যজ্ঞীয় পশু হরণ করিলে, তিনি যজ্ঞবিঘ্নের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নরবলি দিবার নিমিত্ত ইঁহাকে ক্রয় করেন, এবং অযোধ্যায় যাইতে যাইতে রাত্রি যাপন করিবার উদ্দেশ্যে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে উপস্থিত হন। শুনঃশেফ প্রাণরক্ষার নিমিত্ত মাতুল বিশ্বামিত্রের শরণার্থী হইলে তিনি ইঁহাকে অগ্নির স্তব শিক্ষা দেন। সেই স্তব উচ্চারণ করিয়া ইনি রাজার যজ্ঞাগ্নিতে রক্ষা পান। অনন্তর বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পোষ্যপুত্রস্বরূপে গ্রহণ করিয়া ইঁহার নাম দেবরথ রাখেন। বি ; পু।

শুনক—কুক্কুর ; মুনি বিঃ। 'শুন' দ্রঃ। শুন শব্দ+কণ্। বি ; পু।

শুনা—১। শ্রবণ করা ; পালন করা। ক্রি। ২। শ্রুত। বাংপ্র। বিণ।

শুনানি—আদালতে বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্য শ্রবণ, hearing. বাংপ্র। বি।

শুনানো—শ্রবণ করানো ; বলা ; ভর্ৎসনা করা। বাংপ্র। ক্রি।

শুনি—১। কুক্কুর, কুক্কুরী। শুন্ (গমন করা)+ইক্ কর্তৃ। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। শ্রবণ করি, শুনিতে পাই। বাংপ্র। ৩। শুনিয়া, শ্রবণ করিয়া। কপ্র। ক্রি।

শুনী—কুক্কুরী। শ্বন্+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শুন্য—রিক্ত, শূন্য। শুন্ (গমন করা)+য কর্ম। বিণ।

শুবা—সন্দেহ। আ-মু। বি।

শুভ—১। সুখ ; মঙ্গল। শুভ্ (শোভা পাওয়া)+ক কর্তৃ। বি ; ক্লী। ২। মঙ্গলজনক, হিতকর ; সুখী ; কুশল ; সুন্দর। বিণ। ৩। যোগ বিঃ। বি ; পু।

শুভকর—মঙ্গলজনক ; সুখদ। উপতৎ ; শুভ শব্দ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শুভকরী**।

শুভক্ষণ—শুভসময়, মঙ্গলজনক সময় ; মঙ্গলদায়ক মুহূর্ত। কর্মধা। বি ; পু।

শুভঙ্কর, শুভংকর—১। মঙ্গলজনক। উপতৎ ; শুভ (মঙ্গল)-কৃ (করা)+খ কর্তৃ ; অথবা শুভ শব্দের ২য়ার ১ বচনে শুভং, তদুত্তরে কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

২। বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ও শুভঙ্করী নামক পাটীগণিতের রচয়িতা। বঙ্গদেশে কায়স্থকুলে ইঁহার জন্ম। গণিতবিদ্যায় ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। গণিতের জটিল নিয়মসমূহ ভাঙ্গিয়া ইনি নিত্য ব্যবহার্য অঙ্ক সমস্ত সমাধান করিবার সহজ সহজ সংকেত নির্ধারণ করিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। বি ; পু।

শুভঙ্করী, শুভংকরী—১। পার্বতী। শুভম্—কৃ+ট কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। শুভঙ্কর-প্রবর্তিত পাটীগণিতের অঙ্কসমাধানের কয়েকটি নিয়ম। বাংপ্র। বি।

শুভদ—মঙ্গলদায়ক। উপতৎ ; শুভ শব্দ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

শুভদৃষ্টি—মঙ্গলজনক দৃষ্টি ; বিবাহকালে বর-কন্যার পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত। শুভা যে দৃষ্টি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শুভমুহূর্ত—শুভক্ষণ, মঙ্গলজনক অত্যল্প সময়। কর্মধা। বি ; পু বা ক্লী।

শুভসূচক—মঙ্গলজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**শুভসূচিকা**।

শুভসূচনী—দেবী বিঃ, সুবচনী। বি ; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষা—মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, কল্যাণকামনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শুভাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্)—মঙ্গলাভিলাষী, কল্যাণকামী, হিতৈষী। উপতৎ ; শুভ—আ-কাঙ্ক্ষ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শুভাকাঙ্ক্ষিণী**।

শুভাগমন—মঙ্গলজনক আগমন, হিতকর উপস্থিতি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

শুভানুধ্যান—মঙ্গলচিন্তা, কল্যাণকামনা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

শুভানুধ্যায়ী (-ধ্যায়িন্)—মঙ্গলকামী, হিতাভিলাষী। উপতৎ ; শুভ—অনু—ধ্যৈ (চিন্তা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শুভানুধ্যায়িনী**।

শুভানুষ্ঠান—মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান, কল্যাণকর কার্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

শুভাশীর্বাদ—মঙ্গলজনক আশীর্বচন, কল্যাণকর আশিস্ বাক্য। কর্মধা। বি ; পু।

শুভাশুভ—মঙ্গলামঙ্গল, হিতাহিত, ভালমন্দ। শুভ ও অশুভ, দ্বন্দ্ব। বিণ বা বি ; ক্লী।

শুভ্র—১। উদ্দীপ্ত ; শ্বেতবর্ণযুক্ত, শুক্ল, সাদা। শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+রক্ কর্তৃ। বিণ। ২। শ্বেতবর্ণ, সাদা রঙ ; চন্দন। বি ; পু। ৩। রৌপ্য ; অভ্রক। বি ; ক্লী।

শুভ্রকান্তি—১। শুভ্র সৌন্দর্য, শ্বেতবর্ণ দীপ্তি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। শুভ্রসৌন্দর্যসম্পন্ন, শুভ্রদীপ্তিবিশিষ্ট। বহু। বিণ। [চন্দ্র। বহু। বি ; পু।

শুভ্ররশ্মি ১ ধবল কিরণ। কর্মধা। ২।

শুভ্রাংশু—চন্দ্র। শুভ্র হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

শুম্ভ—অনেক অসুর। শুন্ভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শুম্ভ ভ্রাতা নিশুম্ভ সহ অতীব প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়া ক্রমশঃ দেবতাদিগকে পরাভূত করিয়া দেবলোক অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ ইহার জ্বালায় অস্থির হইয়া ভগবতীর শরণাপন্ন হন। ভগবতী দুর্গা নিজে অসি হস্তে অসুরবধার্থ সময়ে অবতীর্ণা হন। নিশুম্ভ ও অন্যান্য অসুরগণ নিধনপ্রাপ্ত হইলে শুম্ভ স্বয়ং যুদ্ধস্থলে গমন করে এবং দেবীর হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।

শুম্ভঘাতিনী—দুর্গা। উপতৎ ; শুম্ভ-হন্ (বধ করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শুম্ভপুর, শুম্ভপুরী—শুম্ভদৈত্যের নগর (অধুনা শম্ভলপুর বা সম্বলপুর নামে খ্যাত)। ৬তৎ। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

শুম্ভমর্দিনী—দুর্গা। উপতৎ ; শুম্ভ—মৃদ্ (মর্দন করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শুয়ার, শুয়োর, শূয়ার, শূয়োর—শূকর ; গালি বিঃ। বাংপ্র। বি।

শুরু, সুরু—আরম্ভ। আ। বি।

শুরুয়া—মাংসের একপ্রকার ঝোল। <ফা 'শোরবা'। বি।

শুলফা, শুলফো—শতপুষ্পা, সুগন্ধি শাক ও তাহার ফল বিঃ। বাংপ্র। বি।

শুল্ক—কর বিঃ, মাশুল ; যৌতুক ; বিবাহের পণ ; পণ, বাজি ; মূল্য। শুল্ক্ (সৃষ্টি করা)+অল্ কর্ম। বি ; ক্লী বা পু।

শুল্কশালা, -স্থান পণ্যদ্রব্যের উপর যে কর ধার্য হয় তাহা আদায় করিবার স্থান, custom-house. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

শুশুক—শিশুমার, মৎস্যসদৃশ স্তন্যপায়ী জলজন্তু বিঃ। বাংপ্র। বি।

শুশ্রূষবান্ (-বস্)—শ্রোতা, শুনিয়াছে এরূপ। শ্রু+কসু কর্তৃ। বিণ; পুং।

শুশ্রূষণ—শুশ্রূষা, পরিচর্যা। সনন্ত শ্রু+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

শুশ্রূষা—শ্রবণেচ্ছা; কথন, বলা; সেবা, পরিচর্যা। সনন্ত শ্রু+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

শুশ্রূষু—শ্রবণেচ্ছু; সেবক, পরিচারক। সনন্ত শ্রু+উ কর্তৃ। বিণ।

শুষা—শোষণ করা, শুষ্ক করা। বাংপ্র। ক্রি।

শুষির—১। গর্ত, বিবর; রন্ধ্র, ছিদ্র; ফুঁ দিয়া বাজাইবার শংখাদিবাদ্য, বাঁশী প্রভৃতির বাজনা। শুষ্+কিরচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। সচ্ছিদ্র শুষি+র অস্ত্যর্থে। বিণ।

শুষ্ক—নীরস, রসহীন, শুকনা; শীর্ণ; নিরর্থক, অহেতুক; ক্লান্ত, বিমর্ষ ('— মুখ')। শুষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শুষ্ককণ্ঠ—১। নীরসকণ্ঠ, শুকনা গলা। কর্মধা। বি, পুং। ২। যাহার গলা শুকাইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ।

শূক—শস্যাদির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ, শুঙ্গা, শুঁয়া। শো। উকক্ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পুং।

শূককীট—শুঁয়াপোকা। শূকযুক্ত যে কীট, মধ্যপ। বি; পুং।

শূকধান্য—যব গোধূমাদি। শূকযুক্ত যে ধান্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শূকর—বরাহ, শূয়ার। উপতৎ; শূ (অনুকরণ শব্দ) কৃ (করা) ট কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**শূকরী**।

শূদ্র—চতুর্থ বর্ণ ['চতুর্বর্ণ' দ্রঃ]। শুচ্ (পবিত্র হওয়া)+রক্ কর্তৃ। বি; পুং।

শূদ্রক—ভারতবর্ষে সুপ্রসিদ্ধ শূদ্রক নামক তিন ব্যক্তির উল্লেখ আছে। এক শূদ্রক রামচন্দ্রের সময়ে তপস্যা করায় অকালে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হয়। তাহাতে রামচন্দ্র অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারেন যে, শূদ্রক নামক জনৈক শূদ্রবংশীয় ব্যক্তি যুগধর্ম উল্লঙ্ঘনপূর্বক তপস্যায় রত হইয়াছে। তখন রামচন্দ্র স্বহস্তে শূদ্রক তপস্বীর মস্তকচ্ছেদন করিয়া যুগধর্ম রক্ষা করেন। ইহাতে মৃত ব্রাহ্মণপুত্র পুনর্জীবিত হয়। দ্বিতীয় শূদ্রক রাজা। ইনি মৃচ্ছকটিক নামক সুপ্রসিদ্ধ প্রকরণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনায় লিখিত আছে যে, শূদ্রক সাতিশয় রূপবান্, অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ও দ্বিজবংশোৎপন্ন রাজা ছিলেন। তিনি সামবেদ, ঋগ্বেদ, গণিতশাস্ত্র, কলাবিদ্যা ও হস্তিশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি মহেশ্বরের কৃপায় দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। এবং স্বীয় তনয়কে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইনি শত বর্ষ জীবিত থাকিয়া অগ্নিপ্রবিষ্ট হন। তৃতীয় শূদ্রক বাণভট্টের কাদম্বরীতে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—"আসীৎ… শূদ্রকো নাম রাজা।" অর্থাৎ শূদ্রক নামে বিবিধ গুণসম্পন্ন এক রাজা ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, শেষোক্ত দুইজন শূদ্রক ভিন্ন ব্যক্তি নহেন, একই ব্যক্তি। ইহা অসম্ভব নহে যে, বিদিশার রাজা উজ্জয়িনীর সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। বিদিশা মধ্যভারতে অবস্থিত এবং উজ্জয়িনীর সন্নিহিত।

শূদ্রধর্ম—শূদ্রের পক্ষে শাস্ত্র-বিহিত আচার; শূদ্রের কর্তব্য কর্ম, সেবাদি। ৬তৎ। বি; পুং।

শূদ্রা—শূদ্রজাতীয়া স্ত্রী। শূদ্র শব্দ+আপ্। [বি; স্ত্রী।

শূদ্রাণী—শূদ্রপত্নী, শূদ্রী। শূদ্র+আনী পত্নী অর্থে (অস°)। বি; স্ত্রী।

শূদ্রী—শূদ্রপত্নী। শূদ্র শব্দ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শূন্য—১। রিক্ত; রহিত; নির্জন; তুচ্ছ। শূনা শব্দ। য্য। বিণ। ২। আকাশ; রিক্ততা-সূচক চিহ্ন—"০"; অভাব; নির্জন স্থান। বি; ক্লী।

শূন্যকুম্ভ—জলশূন্য কলস। কর্মধা। বি; পুং।

শূন্যগর্ভ—যাহার অভ্যন্তরভাগ রিক্ত এরূপ, খালি, ফাঁপা। শূন্য (রিক্ত) হইয়াছে গর্ভ (অভ্যন্তরদেশ) যাহার, বহু। বিণ।

শূন্যগৃহ—জনহীন গৃহ; স্বজনহীন ঘর। কর্মধা। বি; ক্লী।

শূন্যদৃষ্টি—১। উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি, উদাস দৃষ্টি। কর্মধা। ২। আকাশে স্থাপিত দৃষ্টি। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শূন্যপথ—আকাশমার্গ, আকাশ। ৬তৎ। [বি; পুং।

শূন্যবাদী (-বাদিন্)—নাস্তিক বিং, মহাযান সম্প্রদায়; মাধ্যমিক; বৌদ্ধমতাবলম্বী। উপতৎ; শূন্য শব্দ—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পুং। স্ত্রী—**শূন্যবাদিনী**। [বিণ।

শূন্যমনা—দুঃখিতহৃদয়, ব্যথিতচিত্ত। বাংপ্র।

শূন্যমনাঃ (-মনস্) মনোযোগহীন। বহু। বিণ।

শূন্যময়—সম্পূর্ণ শূন্য, একেবারে রিক্ত; নির্জন। শূন্য+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**শূন্যময়ী**।

শূন্যমার্গ—শূন্যপথ। ৬তৎ। বি; পুং।

শূন্যহস্ত—১। রিক্ত হস্ত, খালি হাত। কর্মধা। বি; পুং। ২। রিক্তকরবিশিষ্ট, যাহার হাতে কিছু নাই, অভাবগ্রস্ত। বহু। বিণ।

শূপকার—শূদ্রের পাচক। উপতৎ; শূপ—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পুং।

শূয়ার—'শুয়ার' দ্রঃ।

শূর—১। বসুদেবের পিতা ও কৃষ্ণের পিতামহ; বীর; সূর্য। শূর্ (বিক্রান্ত হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। বীর্যসম্পন্ন, বলবান্। বিণ। ৩। সূর্য। প্রা কপ্র। বি।

শূরণ—ওল প্রভৃতি খাদ্যমূল; বৃক্ষ বিঃ। শূর (বধ করা)+অন কর্তৃ। বি; পুং।

শূরত্ব—বীরত্ব, বলবত্তা। শূর+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

শূরসেন—১। যদুবংশোৎপন্ন জনৈক নরপতি। কৃষ্ণের জনক বসুদেব ইঁহার পুত্র। শূরসেনের কুন্তিভোজ রাজার সহিত সবিশেষ সদ্ভাব ছিল। একারণ ইনি কুন্তিভোজকে স্বীয় প্রথম সন্তান প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। ইঁহার প্রথম সন্তান পৃথা। রাজা শূরসেন স্বীয় প্রতিজ্ঞারক্ষার্থে পৃথাকে শৈশবকালেই কুন্তিভোজকে প্রদান করিলেন। পৃথা কুন্তিভোজের ভবনে প্রতিপালিত হইয়া কুন্তী নামে খ্যাতা হন। শূরসেনের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রুতশ্রবা, ইহাকে চেদিরাজ বিবাহ করেন। ইঁহারই গর্ভে শিশুপাল উৎপন্ন হন। ২। দেশ বিং, মথুরা। শূরা (বলবতী) হইয়াছে সেনা (সৈন্য) যাহার, বহু। বি; পুং।

শূরোচিত—বীরের উপযুক্ত, বীরযোগ্য। ৭তৎ। বিণ।

শূর্প—কুলা। শূ+প কর্তৃ। বি; ক্লী বা পুং।

শূর্পকর্ণ, শূর্পশ্রুতি—হস্তী; হাতী। শূর্পের (কুলার) ন্যায় কর্ণ, শ্রুতি যাহার, বহু। বি; পুং।

শূর্পণখা—রাক্ষস-রাজ রাবণের ভগিনী। শূর্পের (কুলার) ন্যায় নখ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী। মুনিবর বিশ্রবার ঔরসে ও নিশাচরী কৈকসীর গর্ভে এই কামরূপিণী রাক্ষসীর জন্ম। ইহার অবয়ব অঙ্গারলোহিতবর্ণ ছিল। কালকেয় দৈত্যবংশীয় বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত ইহার বিবাহ হয়। রাবণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া যুদ্ধে বিদ্যুজ্জিহ্বকে ভ্রমক্রমে বধ করায় ভগিনী বিধবা হয়। অনন্তর রক্ষোরাজ দয়াপরবশ হইয়া ইহাকে দণ্ডকারণ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করিবার অনুমতি প্রদান করে এবং ইহার রক্ষার্থ সৈন্যসহ খর ও দূষণ নামক দুইজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া দেয়। রামচন্দ্র বনবাসে গমন করিয়া পঞ্চবটীতে কুটীর নির্মাণপূর্বক বাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে এই রাক্ষসী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে প্রাপ্ত হইবার কামনায় রাম-জায়া জানকীকে গ্রাস করিতে উদ্যত হয়। তখন রামের

আদেশে তদনুজ লক্ষ্মণ ইহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। রাক্ষসী এই অবমাননার প্রতিশোধদানমানসে রাবণের নিকট গমন করিয়া সীতার রূপলাবণ্যবর্ণনপূর্বক তাহাকে জানকী-হরণে প্রবর্তিত করে। অনন্তর ইহার কথাক্রমে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া রামলক্ষ্মণের হস্তে সবংশে নিহত হয়। একদিন অশোককাননে শূর্পণখা সীতাকে শাসাইয়া বলিয়াছিল —"আজ আমরা তোকে খাইয়া মাতাল হইয়া দেবী নিকুম্ভিলার নিকট নৃত্য করিব।"

শূর্পী—ক্ষুদ্র শূর্প, ছোট কুলা; শূর্পণখা। শূর্প শব্দ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শূল—শলাকাকৃতি অস্ত্র; ত্রিশূল; রোগ বিঃ; ব্যথা; ধ্বজ; চিহ্ন; মৃত্যুযোগ বিঃ। শূল্ (রুগ্‌ণ করা)+ক কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু।

শূলধর, শূলধারী (-ধারিন্)—শিব, মহাদেব। প্রথমটি ৬তৎ; দ্বিতীয়টি শূল (ত্রিশূল) ধারণ করেন যিনি, উপতৎ; শূল—ধৃ+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

শূলধরা, শূলধারিণী দুর্গা। শূলধর+আপ্, ২য় পক্ষে শূলধারিন্+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শূলপাণি- শঙ্কর, শিব। শূল (ত্রিশূল) আছে পাণিতে (হস্তে) যাহার, বহু। বি; পু।

শূলব্যথা—শূলরোগজনিত বেদনা। শূল (রোগ বিঃ)-জনিতা ব্যথা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শূলাকৃত, শূল্য শলাকাগ্রবিদ্ধ পক্ব (মাংস), শিক-কাবাব-করা, roasted. শূল শব্দ—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম—মধ্যে ডাচ্ (আ) আগম, ২য় পক্ষে শূল+ক্য। বিণ। [বাংপ্র। ক্রি।

শূলানো—কনকন করা, তীব্র ব্যথা দেওয়া।

শূলাপাল—বেশ্যাপাল। ৬তৎ। বি; পু।

শূলী (শূলিন্)—১। শূলপাণি, মহাদেব। শূলশব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু। ২। শূলধারী; শূলরোগী। বিণ; পু। স্ত্রী—**শূলিনী**।

শূল্য—'শূলাকৃত' দ্রঃ।

শৃগাল—শিয়াল; জনৈক দৈত্য; জনৈক নৃপ; ভীরুজন; বীর; কটুভাষী লোক। অসৃজ্ (রক্ত)—আ—লা (গ্রহণ করা)+ড কর্তৃ, যে রক্ত গ্রহণ করে না অর্থাৎ রক্ত পান করে। বি; পু।

শৃগালকণ্টক—শিয়ালকাঁটা গাছ। শৃগালের কণ্টকস্বরূপ, ৬তৎ। বি; পু।

শৃগালকোলি—শেয়াকুল। শৃগালপ্রিয় যে কোলি, মধ্যপ। বি; পু।

শৃগালিকা—ভয়ে পলায়ন; স্ত্রী-শৃগাল, শিয়ালী; খেঁকশিয়ালী। শৃগালী+কণ্ +আপ্। বি; স্ত্রী।

শৃগালী—স্ত্রী-শৃগাল; খেঁকশিয়ালী; পলায়ন। শৃগাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শৃঙ্খল, শৃঙ্খলা—শিকল; নিগড়; পুরুষের কটিবসন বন্ধ; পুরুষের কটি-ভূষণ; রীতি; নিয়ম; সুব্যবস্থা; বন্ধনী চিহ্ন, ব্রাকেট বা প্যারেন্থেসিস্ (), [ ] এইরূপ চিহ্ন। শৃঙ্গ—খল্ (সঞ্চয় করা)+অল্ করণ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

শৃঙ্খলাবদ্ধ—নিগড়িত, শিকল দিয়া বাঁধা; সুধারাক্রমে বিন্যস্ত, সুশৃঙ্খল। ৩তৎ। বিণ।

শৃঙ্খলিত নিগড়িত, শৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ; নিয়মিত। শৃঙ্খল+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

শৃঙ্গ—বিষাণ, শিঙ; পর্বতের চূড়া; ধনুকাদির অগ্রভাগ; প্রভুত্ব; প্রাধান্য; উৎকর্ষ; ঊর্ধ্ব; চিহ্ন; বাদ্যযন্ত্র বিঃ, শিঙ্গা; পিচকারী যন্ত্র; কামোদ্রেক। শৃ (বধ করা)+গক্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

শৃঙ্গগ্রাহিত ন্যায়—ন্যায় বিঃ ('ন্যায়' দ্রঃ)।

শৃঙ্গধর—পর্বত। শৃঙ্গ (শিখর)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

শৃঙ্গবের—আর্দ্রক, আদা; শুঁঠি, শুঁঠ; গুহকচণ্ডালের পুর, চণ্ডাল-গড় নগর। শৃঙ্গ হইয়াছে বের (শরীর, আকৃতি) যাহার, বহু। বি ক্লী।

শৃঙ্গাট, শৃঙ্গাটক, শৃঙ্গাটিক জলকণ্টক, পানিফল, শিঙাড়া; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। শৃঙ্গ—অট্+ষণ্ কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্ ও ৩য় পক্ষে ষ্ণিক। বি; ক্লী।

শৃঙ্গার—আদ্য রস, ইহাতে রতি স্থায়িভাব ['রস' দ্রঃ]; সুরত, রতিক্রিয়া, স্ত্রীপুরুষের পরস্পর সম্ভোগ; গজভূষণ, হস্তীর মস্তকে সিন্দুরাদি মণ্ডন; সিন্দুর-চন্দনাদি দ্বারা অঙ্গরাগ ('দেবতার —')। শৃঙ্গ (প্রাধান্য)- ঋ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব।। বি; পু।

শৃঙ্গারক—১। শৃঙ্গবিশিষ্ট। শৃঙ্গ+আরক। বিণ। ২। শৃঙ্গার। শৃঙ্গার+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

শৃঙ্গি—সিঙ্গী মাছ। শৃঙ্গ+ই অস্ত্যর্থে। বি; স্ত্রী।

শৃঙ্গী (শৃঙ্গিন্)—১। শৃঙ্গবিশিষ্ট; শিখরবান্; বিষাণযুক্ত। শৃঙ্গ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শৃঙ্গিণী**। ২। শৃঙ্গযুক্ত পশু; পর্বত; বৃক্ষ। বি; পু। ৩। মুনিবর শমীকের পুত্র। মহারাজ পরীক্ষিৎ কোন কারণে ইহার পিতার গলদেশে মৃত সর্প যোজনা করিলে, ইনি তাহা জানিতে পারিয়া রাজাকে অভিসম্পাত করেন যে, তিনি সপ্তাহকাল মধ্যে তক্ষকদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। এবম্প্রকার শাপ প্রদানের নিমিত্ত ইনি পিতার নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার শাপ অব্যর্থ। রাজা পরীক্ষিৎ সপ্তাহমধ্যেই সর্পাঘাতে কালগ্রাসে পতিত হন।

শৃঙ্গী- শিঙিমাছ, শিং মাছ; স্বর্ণ; লতা বিঃ। শৃঙ্গ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শৃঙ্গেরি বা শৃঙ্গগিরি মহীশূর রাজ্যে কাদুর জেলায় অবস্থিত পবিত্র গ্রাম। প্রবাদ এইরূপ যে, এখানে বিভাণ্ডক মুনি তপস্যা করিতেন এবং ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে শঙ্করাচার্য এইখানে কাশ্মীর হইতে সারদা আম্মা বা সরস্বতীদেবীর মূর্তি আনিয়া স্থাপিত করেন। এই স্থানে যে মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা তৎপ্রতিষ্ঠিত মঠ-চতুষ্টয়ের অন্যতম। মঠের অধিকারী স্মার্ত ব্রাহ্মণবংশীয়, এবং "জগৎগুরু" নামে অভিহিত। পুরুষানুক্রমে জগৎগুরুগণ মঠের কর্তৃত্ব করিয়া আসিতেছেন, এবং ভারতের শৈব সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হইতেছেন। এই মঠের বিধি অনুসারে দাক্ষিণাপথের ও ভারতের বহু কোটি হিন্দু চলিয়া থাকে।

শৃণ্বন্ (শৃণ্বৎ)- শ্রোতা, শুনিতেছে এরূপ। শ্রু (শোনা)+শতৃ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী- **শৃণ্বতী**।

শেওড়া - ভূতবৃক্ষ, শাখোট। বাংপ্র। বি।

শেওলা—জলজ উদ্ভিদ্ বিঃ। <শৈবাল। বি।

শেঁকো - খনিজ উগ্র বিষ বিঃ, শঙ্খবিষ, white arsenic. বাংপ্র। বি।

শেক্‌স্‌পীয়ার—'সেক্‌স্‌পীয়ার' দ্রঃ।

শেকভ (Chekov, Anton Parlovich) —(১৮৬০—১৯০৪ খ্রীঃ)। রুশীয় নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক।

শেকুল—'শেয়াকুল' দ্রঃ।

শেখ - মুসলমানদিগের সম্মানসূচক উপাধি বিঃ; মহম্মদের বংশধর মুসলমান জাতি বিঃ। আ মু। বি।

শেখর—চূড়া; কিরীট, শিরোভূষণ; শিরোমাল্য, শিখাস্থ মাল্য। শিন্‌খ্ (গমন করা)+অরন্ কর্তৃ। বি; পু।

শেখা, শেখানো—শিখা, শিখানো (তাহা দ্রঃ)।

শেজ—১। বিছানা। <শয্যা। ২। শামাদান, দীপাধারে কাচ-আবরকের মধ্যস্থিত বাতি। <ইং 'shade'. বি।

শেজ-তুলনি—বিবাহের বাসরঘরের বর-কন্যার শয্যা উত্তোলনের বেতন বা পুরস্কার। বাংপ্র। বি।

শেজ-তুলনী—যে নারী বাসরঘরের শয্যা তোলে। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

শেঠ—বণিক ; উপাধি বিঃ। <শ্রেষ্ঠী। বি।

শেফালি, শেফালী, শেফালিকা—শিউলি ফুল বা তাহার গাছ। শেফ (শয়নকারী) অলি (ভ্রমর) যাহাতে, বহু ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্, ৩য় পক্ষে কণ্ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

শেমিজ—স্ত্রীলোকের শাড়ির নীচে পরিধেয় ঘাগরাওয়ালা জামা বিঃ। <ইং 'chemise'. বি।

শেমুষী—মতি, বুদ্ধি। শী (শয়ন করা) + বিচ্ অধি—শে, তদুত্তরে মুষ্ (চুরি করা) + ক কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শেয়াকুল, শেকুল কুলজাতীয় বন্য কাঁটা-গাছ বিঃ। বাংপ্র। বি।

শেয়াল—'শিয়াল' দ্রঃ।

শেয়ালকাঁটা, শিয়ালকাঁটা শৃগাল-কণ্টক, বন্য ক্ষুদ্র কাঁটাগাছ বিঃ (ইহার পুষ্প পীতবর্ণ)। বাংপ্র। বি।

শেয়ালা—শেওলা। <শৈবাল। বি।

শের—ব্যাঘ্র। ফা। বি।

শের আফগান—দিল্লীশ্বর জহাঙ্গীরের প্রিয়তমা মহিষী নূরজহাঁর প্রথম পতি। নূরজহাঁর আদি নাম মেহেরুন্নিসা এবং জহাঙ্গীরের আদি নাম সলিম। মেহেরুন্নিসা শৈশব হইতেই অলোকসামান্য রূপলাবণ্য-বতী ছিলেন। তদ্দর্শনে যুবরাজ সলিমের চিত্ত একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে, এবং ইনি তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার প্রয়াসী হন। কিন্তু শের আফগান নামক জনৈক বীরপুরুষের সহিত তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধ ইতঃপূর্বেই স্থির হইয়াছিল। মেহেরু-ন্নিসার পিতা সম্রাটের অন্যতম সভাসদ্ ছিলেন। আকবর সমস্ত জানিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি শের আফগানের সহিত মেহেরুন্নিসার বিবাহ দিয়া দিলেন এবং ইহাকে যুবরাজের চক্ষুর অন্তরাল করিবার নিমিত্ত শের আফগানকে বর্ধমানের শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া সস্ত্রীক তথায় পাঠাইয়া দিলেন।

আকবরের মৃত্যুর পর সলিম যৎকালে 'জহাঙ্গীর' উপাধি ধারণ করিয়া বাদশাহ হন, তৎকালে প্রখ্যাত বীর মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার। তাঁহার দ্বারা নিজ মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সলিম একটা ওজর করিয়া মান-সিংহকে আগ্রায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং কুতবুদ্দিন নামক এক ব্যক্তিকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কুতবুদ্দিন বহুসংখ্যক সৈন্য ও অনুচরবর্গসহ বর্ধমানে উপনীত হইয়া শের আফগানের নিকট পত্নীপরিত্যাগের ঘৃণিত প্রস্তাব উত্থাপন করিবামাত্র শের আফগান তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন, কিন্তু পক্ষান্তরে তিনিও কুতবুদ্দিনের অনুচরবর্গের হস্তে প্রাণ দিলেন। মেহেরুন্নিসা সম্রাটের নিকট নীতা হইয়া 'নূরজহাঁ' অর্থাৎ জগজ্জ্যোতি নামে প্রখ্যাতা হইলেন।

শের আলি—আফগানিস্থানের আমীর, পূর্ব আমীর দোস্ত মহম্মদের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়ো ১৮৬৯ খ্রীঃ অম্বালা নগরে এক বৃহৎ দরবার করিয়া শের আলিকে যথেষ্ট সংবর্ধনাপূর্বক তাঁহাকে কাবুলের আমীর বলিয়া স্বীকার করেন। সেই সময়ে ইহার সহিত ইংরেজদের এক সন্ধিও হয়। কিন্তু কিছু দিন পরে ইহার মতিভ্রম ঘটিল। ইনি গোপনে গোপনে রুশীয়দিগের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগি-লেন। ইহা জানিতে পারিয়া গভর্নর-জেনারেল লর্ড লিটন ইহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আলি মসজিদের শাসনকর্তা তাঁহাকে কাবুলে যাইতে দিলেন না। কাজেই আফগানি-স্থানের বিরুদ্ধে সমর ঘোষিত হইল। শের আলি পরাজিত হইয়া মাজারি শরিফ নামক স্থানে পলায়ন করিলেন ও কালগ্রাসে পতিত হইলেন (১৮৭৯ খ্রীঃ)।

শের শাহ—'সের শাহ' দ্রঃ।

শেরিফ—হাইকোর্টের আইন জারি করিবার উচ্চপদস্থ কর্মচারী বিশেষ। ইং <'sheriff'. বি।

শেল শলা, শূল ('শক্তি—')। বাংপ্র। বি।

শেলী, পার্সি বিশ (Shelley, Percy Bysshe)—(১৭৯২—১৮২২ খ্রীঃ)। ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরাজ কবি। 'Spezia'তে নৌকা করিয়া বেড়াইবার সময় ইনি জলমগ্ন হইয়া মারা যান।

শেষ—১। সর্পরাজ, অনন্ত নাগ ; বাসুকি ; বলরাম। শিষ্ (বধ করা ইত্যাদি) + অন্ কর্তৃ। ২। নাশ ; অন্ত ; নিষ্পত্তি ; অবশেষ। শিষ্ + অল্ ভাব। বি ; পু। ৩। অবশিষ্ট ; উচ্ছিষ্ট ; অন্তিম, চরম ; সমাপ্ত। শিষ্ + অন্ কর্তৃ। বিণ।

শেষকাল—পরিণাম ; বৃদ্ধাবস্থা ; মৃত্যুকাল। ৬তৎ বা কর্মধা। বি ; পু।

শেষরাত্রি—রাত্রির শেষ ভাগ। শেষ প্রাপ্তা রাত্রি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

শেষাশেষি—অন্তের নিকট, প্রায়শেষ ; অবশেষে, শেষবেলায়। বাংপ্র। অ।

শেষোক্ত—শেষে কথিত, অন্তে বর্ণিত, অবশেষে উক্ত। ৭তৎ। বিণ।

শেহা—দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব কাটার কাগজ। <ফা 'সিয়াহা'। বি। **শেহার খতিয়ান**—শেহা হইতে ওয়াশীল বাকী প্রভৃতি যে কাঁচা খাতায় তোলা হয়।

শৈত্য—শীতের ভাব, শীতলতা। শীত + ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

শৈথিল্য—শিথিলতা, অদৃঢ় সংযোগ ; অসত্বরতা ; অবসন্নতা ; ঢিল দেওয়া ; অমনোযোগ, অবহেলা। শিথিল শব্দ + ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

শৈব ১। শিবসম্বন্ধীয় ; শিবভক্ত, শিবের উপাসক। শিব শব্দ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**শৈবী**। ২। পুরাণ বিঃ। বি ; ক্লী।

শৈবল—১। জলজ উদ্ভিদ্ বিঃ, শেওলা। শী + বলচ্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। রামায়ণে বর্ণিত একটি পর্বতের নাম। এই পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশে এক সরোবরতীরে শম্বুক নামক শূদ্র তপস্যা করিয়াছিলেন।

শৈবলিনী—তটিনী, নদী। শৈবল (শেওলা) + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শৈবাল—জলজাত উদ্ভিদ্ বিঃ, শেওলা। শী + বালঞ্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

শৈব্য—জনৈক নৃপ ; বিষ্ণুর ঘোটক ; কৃষ্ণের অশ্ব বিঃ। শিবি শব্দ + ষ্য। বি ; পু।

শৈব্যা—রাজা হরিশ্চন্দ্রের মহিষী। শিবি শব্দ + ষ্য + আপ্। বি ; স্ত্রী।

হরিশ্চন্দ্রের ঔরসে ইঁহার রোহিতাশ্ব নামে এক পুত্র জন্মে। এই পুত্র শিশু থাকিতেই বিশ্বামিত্র ঋষি হরিশ্চন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার সমস্ত রাজ্যসম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং দানের দক্ষিণার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। হরিশ্চন্দ্র অগত্যা শিশুপুত্রসহ মহিষীকে এক ব্রাহ্মণের নিকট দাসীত্বে বিক্রয় করিয়া এবং নিজে কাশীর শ্মশান-রক্ষক চণ্ডালের নিকট দাসত্ব স্বীকার করিয়া বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা দেন। কিছু দিন পরে রোহিতাশ্ব সর্পাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে শৈব্যা মৃতপুত্রকে বক্ষে করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই শ্মশানে শব-সৎকারের নিমিত্ত উপস্থিত হন। তথায় পতিপত্নীতে পরিচয় হওয়ায় উভয়ে করুণস্বরে বিলাপ করিতে থাকেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র তথায় উপনীত হইয়া রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবন দান ও হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। শৈব্যার অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত হয়।

শৈল—১। শিলাজাত। শিলা শব্দ + ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**শৈলী**। ২। পর্বত। বি ; পু। ৩। শৈলেয় নামক গন্ধদ্রব্য। বি ; ক্লী।

শৈলজ—১। পর্বতে জাত। উপতৎ: শৈল—জন্+ড কর্তৃ। বিণ। ২। পর্বতে জাত গন্ধদ্রব্য বিঃ। বি; স্ত্রী।

শৈলজা—১। পর্বতজাতা। শৈলজ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। গিরিসুতা, পার্বতী। বি; স্ত্রী।

শৈলনিবাস—পর্বতের উপরিস্থ বসতি, hill-resort. ৭তৎ। বি; পু।

শৈলরাজ—নগশ্রেষ্ঠ হিমাচল, হিমালয় পর্বত। শৈলসমূহের রাজা, ৬তৎ। বি; পু। [৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শৈলসুতা—গিরিরাজনন্দিনী, পার্বতী।

শৈলী—১। শিলা সম্বন্ধীয়া, শিলাজাতা। শৈল+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্বভাব; ধারা, প্রণালী; শীলতা, শিষ্টতা। শীল শব্দ+ক+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শৈলূষ—গন্ধর্বরাজ; গান্ধার দেশ ইহার পুত্রদিগের অধীন ছিল। কেকয়রাজের পরামর্শে ভরতের পুত্রগণ গন্ধর্বগণের নিকট হইতে এই রাজ্য কাড়িয়া লন। বিভীষণপত্নী সরমা গন্ধর্বরাজ শৈলূষের দুহিতা। বি; পু।

শৈলেন্দ্র—গিরিরাজ, হিমাচল। শৈলসমূহের মধ্যে ইন্দ্র (শ্রেষ্ঠ), ৭তৎ। বি; পু।

শৈলেয়—১। শৈলসম্বন্ধীয়; শৈলজাত। শৈল শব্দ+ঢেয়। বিণ। স্ত্রী—**শৈলেয়ী**। ২। শৈলজাত গন্ধদ্রব্য বিঃ। বি; স্ত্রী।

শৈলেশ—পর্বতরাজ, হিমালয়। শৈলদিগের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

শৈলেশচন্দ্র মজুমদার—প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। ইনি রসরচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। 'সাধনা' পত্রে ইহার অনেকগুলি 'নক্সা' বাহির হইয়াছিল। 'চিত্রবিচিত্র' ও 'ইন্দু' নামক পুস্তক ইহার প্রণীত। 'প্রদীপ' পত্রের প্রথম বর্ষে ইনি 'কলিকাল' নামে একখানি উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার ইহার অগ্রজ। ১৩০৮ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' নবপর্যায় বাহির করেন। ইনি বৈদ্যবংশ-সম্ভূত। ইঁহাদের পৈত্রিক নিবাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত বৈদ্য-নওপাড়া গ্রাম।

শৈশব—বাল্যকাল। শিশু+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

শৈশবকাল—বাল্যকাল, ছেলেবেলা। শৈশবই যে কাল. কর্মধা। বি; পু।

শৈশির—শিশিরসম্বন্ধীয়। শিশির+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ।

শোক ইষ্টবিয়োগ বা অনিষ্টসংযোগ জনিত দুঃখ; দুঃখজনিত চিত্তবৈকল্য; মনস্তাপ। শুচ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

শোক-গাথা, -গীতি—শোকসংগীত, শোকসূচক গান। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শোকগ্রস্ত—ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখে আক্রান্ত, শোকে অভিভূত। ৩তৎ। বিণ।

শোকজর্জরিত—শোকজর্ণ, অতিরিক্ত শোকে জর্জরীভূত। ৩তৎ। বিণ।

শোকতাপ ১। শোকজনিত মনঃপীড়া, শোকের যন্ত্রণা। মধ্যপ। ২। শোক ও আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখ। দ্বন্দ্ব। বি; পু। [বি; পু।

শোকনাশ মনোদুঃখের বিলয়। ৬তৎ।

শোকরুদ্ধ—শোক হেতু বদ্ধ; শোকে জড়ীভূত। ৩তৎ। বিণ।

শোকসংগীত—শোকগীতি, শোকসূচক গান। শোকসূচক সংগীত, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। [৩তৎ। বিণ।

শোকসন্তপ্ত—শোকক্লিষ্ট, শোকে কাতর।

শোকসভা—কোন ভাল লোকের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের নিমিত্ত বহুলোকের সম্মিলনী। শোক প্রকাশিকা সভা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শোকাকুল, শোকাতুর—শোকে কাতর ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখে অধীর। ৩তৎ। বিণ।

শোকাতুর—প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখে কাতর। ৩তৎ। বিণ।

শোকানল—শোকবহ্নি, ইষ্টবিয়োগ জন্য দুঃখরূপ অগ্নি। রূপক। বি; পু।

শোকাপনোদন—শোক দূরীকরণ, শোক নিবারণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শোকাবিষ্ট—শোককাতর, শোকাতুর। ৩তৎ। বিণ।

শোকাবেগ—শোকজনিত মনশ্চাঞ্চল্য, শোক জন্য ব্যাকুলতা। শোকজনিত যে আবেগ মধ্যপ। বি; পু।

শোকোচ্ছ্বসিত—শোকস্ফীত, শোকের উচ্ছ্বাসযুক্ত, শোকে চঞ্চল। ৩তৎ। বিণ।

শোকোচ্ছ্বাস—শোকের স্ফীতি, শোকহেতু দীর্ঘশ্বাসাদি। ৬তৎ। বি; পু।

শোচন, শোচনা—শোককরণ; অনুতাপ। শুচ্ (শোক করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ...+অন ভাব+আপ্। বি। যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

শোচনীয়, শোচ্য—শোকের যোগ্য, বিলপনীয়; শোকের বিষয়ীভূত; অনুকম্প্য। শুচ্ (শোক করা)+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

শোচিত—শোকপ্রাপ্ত; যাহার জন্য শোক বা অনুতাপ করা হইয়াছে। শোচি+ক্ত কর্ম। বিণ।

শোচ্য—'শোচনীয়' দ্রঃ।

শোণ—১। রক্তবর্ণ, লালরঙ; অগ্নি বিঃ; মঙ্গলগ্রহ; নদ বিঃ। শোণ্ (রঙ করা) +অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। রুধির, রক্ত; সিন্দূর। বি; ক্লী। ৩। রক্তবর্ণ যুক্ত, রাঙ্গা, লাল। বিণ। ৪। অতসী জাতীয় গাছ, লাল ফুল বা তাহার গাছ। বি। ("শোণ কুসুম তাহে কোন গাঁথিয়ে হয়"—জগদানন্দ।)

শোণিত—১। রক্তবর্ণযুক্ত, রাঙ্গা, লাল। শোণ শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ। ২। রুধির, রক্ত; কুঙ্কুম। বি; ক্লী।

শোণিতধারা—রুধিরপ্রবাহ; ধারাকারে প্রবাহিত রক্ত। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শোণিতপুর বাণ-নামক অসুরের নগর বা রাজধানী। কর্মধা। বি; ক্লী।

শোণিতরঞ্জিত—রক্তরঞ্জিত, রক্তমাখা। ৩তৎ। বিণ।

শোণিতশোধক—রক্তপরিষ্কারক, রক্তের দোষনাশক। ৬তৎ। বিণ।

শোণিতশোষক—রক্তশোষণকারী, যে রক্ত টানিয়া খায়। ৬তৎ। বিণ।

শোণিতাক্ত—রক্তাক্ত, রক্তসিক্ত, রক্তে ভিজা। শোণিত দ্বারা অক্ত (ব্যাপ্ত), ৩তৎ বিণ।

শোণিমা (শোণিমন্)—রক্তিমা, রক্তবর্ণ। শোণ শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

শোথ, শোথক—স্ফীততা, ফুলা রোগ, শোদ। শু (গমন করা)+থ কর্তৃ, ২য় পক্ষে স্বার্থে কণ্। বি; পু।

শোধ—পরিশোধ, ঋণ-অপনয়ন; প্রতিশোধ; শোধন। শুধ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু। **শোধ তোলা, শোধ লওয়া**—প্রতিহিংসাসাধন করা। **শোধ দেওয়া**—পরিশোধ করা। **শোধ যাওয়া**—পরিশোধ হওয়া।

শোধক—শুদ্ধিকারক, পবিত্রতাকারক, পাবন। ণিজন্ত শুধ্—শোধি (শুদ্ধ করা) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **শোধিকা**।

শোধন—১। শুদ্ধি; দোষশূন্যকরণ; অপহৃত দ্রব্যের সংখ্যানির্ণয়। শুধ্ (শুদ্ধ হওয়া) +অনট্ ভাব। ২। শুদ্ধকরণ; পরিষ্করণ; অপনয়ন; বিরেচন; সংশোধন; পরিশোধ। ণিজন্ত শুধ্ (—শোধি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ৩। শুদ্ধকারক, পাবন। ...+অন্ কর্তৃ। বিণ।

শোধনী যাহা দ্বারা পরিষ্কার করা হয়; সম্মার্জনী, ঝাঁটা, খেংরা, ঝাড়ন, ঝাড়ু। ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ করণ +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শোধনীয়, শোধ্য—শোধন-যোগ্য; পরিশোধ্য। ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনীয়, য কর্ম। বিণ। বি-**শোধনীয়তা**।

শোধ-বোধ—ঋণ-পরিশোধান্তে প্রীতিবোধ। বাংপ্র। বি।

শোধরানো—নির্দোষ হওয়া বা করা; সংস্কৃত হওয়া বা করা। বাংপ্র। ক্রি।

শোধা—শুধা (তাহা দ্রঃ)।

শোধিত—নির্মলীকৃত, পরিষ্কৃত, মার্জিত; অপনীত। ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

শোন—নদ বিঃ। রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, এই নদী মগধদেশ হইতে নিঃসৃত ও পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পাঁচটি শৈলের মধ্যে মালার ন্যায় শোভমানা। বি; পু।

শোনা—শুনা (তাহা দ্রঃ)।

শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer, Arther)—(১৭৮৮-১৮৬০ খ্রীঃ)। প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক। দুঃখবাদ (pessimism) প্রচার করিয়া ইনি বিশ্ববিখ্যাত হন। ঈশ্বর ও আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে ইনি অবিশ্বাসী ছিলেন।

শোভ—শোভাশীল, কান্তিবিশিষ্ট। শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

শোভন—শোভাযুক্ত, মনোজ্ঞ, সুন্দর, becoming. শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন কর্তৃ। বিণ।

শোভা—১। শোভাশীলা, শোভনা। শোভ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সৌন্দর্য; কান্তি; দীপ্তি। শুভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী। ৩। শোভা পাওয়া, সুন্দরভাবে বিরাজ করা, দীপ্তি পাওয়া। কপ্র। ক্রি। **শোভা পাওয়া**—ভাল দেখানো; সুন্দরভাবে বিরাজ করা; উপযুক্ত হওয়া।

শোভকর—সৌন্দর্যকারক, দীপ্তিমান্। শোভার আকর, উত্তৎ। বিণ।

শোভাঞ্জন—সজিনা গাছ। শোভা হইয়াছে অঞ্জন যাহার, বহু। বি; পু।

শোভাময়—শোভাযুক্ত, সৌন্দর্যসম্পন্ন, দীপ্তিশীল। শোভা+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

শোভাযাত্রা শোভা বা সমারোহ করিয়া বহু লোকের একসঙ্গে গমন, মিছিল, procession. বি; স্ত্রী।

শোভাযাত্রী (-যাত্রিন্)—শোভা করিয়া অনেকের সঙ্গে গমনকারী, সংযাত্রী, মিছিলের লোক। শোভাসাধক যাত্রী, মধপ; কিংবা, শোভাযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**শোভাযাত্রিণী**।

শোভা সিংহ—চেতোয়া বরদার জনৈক জমিদার। বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর শাসনকালে (১৬৮৯—১৬৯৮ খ্রীঃ) ইনি উড়িষ্যার অন্যতম পাঠান সর্দার রহিম খাঁর সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহী হন এবং বাঙ্গালার মোগলশাসনের কামনায় বর্ধমানের রাজা কৃষ্ণরামের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৃদ্ধ কৃষ্ণরাম তাহাতে অসম্মত হওয়ায় ইনি তাঁহার প্রাণবধ করেন। অতঃপর বিদ্রোহীরা চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ লুণ্ঠন করিতে প্রবৃত্ত হন ও হুগলি অধিকার করেন। ইব্রাহিম খাঁ নিজে তাদৃশ বীরপুরুষ বা কার্যদক্ষ ছিলেন না। ওলন্দাজদিগের সহায়তায় তিনি হুগলী পুনরধিকার করিলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহ দমন করিতে পারিলেন না। এই সংবাদ বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি নিজ পৌত্র আজিম ওসানকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। ইতোমধ্যে শোভা সিংহ বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের কন্যার সতীত্ব নাশ করিতে গিয়া উক্ত বীরবালার হস্তে ছুরিকাঘাতে প্রাণ দিলেন।

শোভাসৌন্দর্য-কান্তি ও সুরূপতা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। দুইটি শব্দই প্রায় একার্থক।

শোভিক শোভাশালী, সুন্দর। শোভা+ঠিক। বিণ। স্ত্রী **শোভিকী**।

শোভিত—ভূষিত, শোভাযুক্ত। শুভা+ইত জাতার্থে। বিণ।

শোভী (-ভিন্)—শোভাশালী। শুভ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী **শোভিনী**।

শোয়া—শয়ন করা। বাংপ্র। ক্রি।

শোয়ানো শায়িত করা। বাংপ্র। ক্রি।

শোর—শব্দ, কোলাহল। ফা। বি।

শোরগোল—চিৎকার, কোলাহল। ফা। বি।

শোর, সার জন—ভারতবর্ষের ইংরেজ গভর্নর-জেনারেল (১৭৯৩-১৭৯৮ খ্রীঃ)। ১৭৯০ অব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস পদত্যাগ করিলে ইনি গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তৎকালে ইংলণ্ডস্থ কর্তৃপক্ষের এইরূপ অভিপ্রায় ছিল যে, এতদ্দেশীয় রাজন্যবর্গ আপনাদের মধ্যে যতই বিবাদবিসংবাদ, যুদ্ধবিগ্রহ করুন না কেন, ইংরেজ কোম্পানি তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। সুতরাং মারাঠারা যখন নিজামকে খুর্দার যুদ্ধে পরাভূত করিল, শোর সাহেব তখন তাহাতে হস্তক্ষেপ করা সংগত মনে করিলেন না। ১৭৯৮ খ্রীঃ অযোধ্যার নবাব আসফ উদ্দৌলা কালগ্রাসে পতিত হইলে উত্তরাধিকার লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হইল। শোর সাহেব স্বয়ং তথায় গমনপূর্বক সাদৎ আলিকে নবাবের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইঁহার সহিত এক সন্ধি করেন। তদ্দারা কোম্পানি এলাহাবাদ প্রদেশ প্রাপ্ত হন, এবং তদ্ব্যতীত নবাব স্বরাজ্যে রক্ষিত ইংরেজসৈন্যের ব্যয় নির্বাহের টাকা বাড়াইয়া ৭৬ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করেন। শোর সাহেব শান্তিরক্ষার প্রতিভূস্বরূপ রক্ষিত টিপু সুলতানের পুত্রদ্বয়কে স্বরাজ্যে প্রতিগমনের অনুমতি প্রদান করেন। তাহাতে উত্তরকালীন তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের পথ পরিষ্কৃত হয়।

ইঁহার শাসনকালে ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা কোম্পানির সৈন্য ও ইংরেজ-রাজ্যের সৈন্য মিলিত করিয়া এক করিতে প্রয়াস পান। তাহার ফলে কোম্পানির গোরা সৈন্যগণ বিদ্রোহ উপস্থিত করে। সেই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে ইঁহাকে অত্যন্ত বেগ পাইতে হয়। এজন্য সার জন শোর লক্ষ্ণৌ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে গমন করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ) এবং "লর্ড টিনমাউথ" উপাধি প্রাপ্ত হন।

শোরা যবক্ষার, ক্ষার বিঃ, nitre. ফা। বি।

শোল—মৎস্য বিঃ, শকুল। বাংপ্র। বি।

শোলা জলতৃণ বিঃ ও তাহার হালকা কোমল কাঠ। বাংপ্র। বি।

শোষ—১। শুষ্কতা, নীরসতা; ক্ষয়রোগ, যক্ষ্মা। শুষ্ (শুষ্ক হওয়া)+অল্ ভাব। ২। রসাকর্ষণ, শুষ্ককরণ। ণিজন্ত শুষ্—শোষি (শুষ্ক করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ৩। নালী ঘা। বাংপ্র। বি।

শোষক-শোষণকারী, রসাকর্ষক। ণিজন্ত শুষ্ (শোষি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী **—শোষিকা**।

শোষণ—১। নীরসীকরণ, শুষ্কীকরণ। ণিজন্ত শুষ্ (=শোষি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। শোষক, নীরসকারক।... +অন কর্তৃ। বিণ। ৩। মদনের পঞ্চবাণের এক বাণ ['পঞ্চবাণ' দ্রঃ] বি; পু।

শোষিত—শুষ্কীকৃত, নীরসীকৃত। ণিজন্ত শুষ্ বা শোষি+ক্ত কর্ম। বিণ।

শোহরত—ঘোষণা, প্রচার ('ঢোল —')। <আ 'শুহরত'। বি।

শোহিনী—১। রাগিণী বিঃ। বি। ২। শোভাযুক্তা; হৃষ্টা। <শোভিনী। বিণ।

শৌকর—শূকরসম্বন্ধীয়। শূকর+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৌকরী**।

শৌকর্য—শূকরত্ব, শূকরপনা। শূকর+ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

শৌক্তিকেয়, শৌক্তেয়—১। শুক্তিসম্বন্ধীয়। শুক্তিকা, শুক্তি শব্দ+ঢেয় ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৌক্তিকেয়ী, শৌক্তেয়ী**। ২। মুক্তা। বি; ক্লী।

শৌক্ল্য—শুক্লতা, শুভ্রত্ব। শুক্ল শব্দ (সাদা) +ষ্যঞ্ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

শৌচ—১। দেহশুদ্ধি, পবিত্রতা, বিশুদ্ধতা; ছোঁচানো। শুচি শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। ২। মলত্যাগ। বাংপ্র। বি।
"অভক্ষ্যপরিহারশ্চ সংসর্গশ্চাপ্যনিন্দিতৈঃ।
স্বধর্মে চ ব্যবস্থানং শৌচমিত্যভিধীয়তে॥"
অর্থাৎ নিষিদ্ধ ভক্ষ্য ভোজন না করা, সৎসঙ্গ, এবং স্বধর্মে অবস্থান শৌচ নামে অভিহিত হয়। ইহা দুই প্রকার, বাহ্য শৌচ ও আন্তর শৌচ; মনের পবিত্রতা-সাধন আন্তর ও শরীরের নির্মলতাসাধন করা বাহ্য শৌচ। এই দ্বিবিধ শৌচ দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শান্তি হয়।

শৌণ্ড—অত্যাসক্ত; মত্ত, মাতাল; বিখ্যাত ('দান —')। শুণ্ডা+ষ্ণ। বিণ।

শৌণ্ডিক—মদ্যপ্রস্তুতকারক, শুঁড়ি। শুণ্ডা+ষ্ণিক। বি; পু।

শৌণ্ডিকালয়—শুঁড়ির দোকান, মদের দোকান। ৬তৎ। বি; পু।

শৌদ্র—১। শূদ্রসম্বন্ধীয়। শূদ্র শব্দ+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৌদ্রী**। ২। পুত্র বিঃ, ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর জাতির ঔরসে শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র। শূদ্রা শব্দ+ষ্ণ অপত্যার্থে বি; পু।

শৌনক—জনৈক মুনি। শুনক+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি; পু।

শৌনিক—১। মাংসবিক্রেতা, কসাই; মৃগয়া। শূনা শব্দ+ষ্ণিক। বি; পু। ২। মৃগয়াশীল। বিণ।

শৌভ—মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের শূন্যস্থ নগর। শুভ+ষ্ণ। বি; স্ত্রী।

শৌভিক—কুহকী, মায়াবী, ঐন্দ্রজালিক। শোভা+ষ্ণিক। বিণ।

শৌরি—শূরসেনবংশীয়, শ্রীকৃষ্ণ; শনিগ্রহ। শূর শব্দ+ষ্ণি। বি; পু।

শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর (রাজা স্যর)—ইনি ৺হরকুমার ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র ও মহারাজ বাহাদুর ৺যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১২৪৭ সালের আশ্বিন মাসে (১৮৪০ খ্রীঃ) শৌরীন্দ্রমোহন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই ইঁহার গ্রন্থ প্রণয়নে অনুরাগ দৃষ্ট হয়। ১৪ বৎসর বয়সে ইনি ভূগোল ও ইতিহাসঘটিত বৃত্তান্ত নামক একখানি পুস্তিকা রচনা করেন। দুই বৎসর পরে "মুক্তাবলী" নামে একখানি নাটিকা প্রণয়ন করেন, এবং তাহার পরে মালবিকাগ্নিমিত্রের একখানি বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করেন। হিন্দু সংগীতের পুনরুদ্ধার ও বহুল প্রচারকল্পে ইনি যে যত্ন ও অধ্যবসায় দেখাইয়াছেন ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার নাম কেবল ভারতে কেন, সভ্যজগতের সকল স্থানেই দেদীপ্যমান আছে। ইংরাজী ও আর্যসংগীত বিষয়ক বিস্তর মূল্যবান্ পুস্তক ও হস্তলিপি ইনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেই সকল পুস্তক মন্থন করিয়া হিন্দুসংগীত-শিক্ষোপযোগী অনেক গ্রন্থ প্রচারিত করিয়াছেন। ১৮৭১ খ্রীঃ অগস্ট মাসে ইনি বঙ্গসংগীত বিদ্যালয় এবং ১৮৮১ খ্রীঃ অগস্ট মাসে Bengal Academy of Music নামক সমিতি প্রতিষ্ঠিত করেন। উভয় অনুষ্ঠান ইনি নিজ ব্যয়ে বহুদিন যাবৎ পরিচালনা করিয়াছিলেন। হিন্দু-সংগীত-শিক্ষা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপিত করাই শৌরীন্দ্রমোহনের প্রধান উদ্দেশ্য। ইনি ১৮৭৫ খ্রীঃ University of Philadelphia এবং ১৮৯৬ খ্রীঃ University of Oxford হইতে Doctor of Music উপাধি প্রাপ্ত হন। এখনও পর্যন্ত আর কোনও ভারতবাসী এই সম্মান লাভ করিতে পারেন নাই। ১৮৮০ খ্রীঃ ইনি প্রথমে সি. আই. ই. ও পরে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং ১৮৮৪ খ্রীঃ Knight Bachelor of the United Kingdom উপাধি লাভ করেন। এই উপাধি বাঙ্গালীর মধ্যে ইনিই প্রথম প্রাপ্ত হন। ১৯১৪ খ্রীঃ ৫ই জুন (বাং ১৩২১ সালের ২২শে জ্যৈষ্ঠ) শুক্রবার ইনি জীবনের চরমগতি লাভ করেন।

শৌর্য—বীর্য, বীরত্ব; বল; সাহস। শূর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

শৌর্যশালী (-শালিন্)—বীর্যসম্পন্ন, বীর, শূর; বলশালী। শৌর্য-শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**শৌর্যশালিনী**।

শৌল্ক—শুল্কসম্বন্ধীয়। শুল্ক শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শৌল্কী**।

শৌল্কিক—শুল্কাধ্যক্ষ। শুল্ক শব্দ+ষ্ণিক। বি; পু।

শ্বঃ (শ্বস্)—আগামী দিনে, কল্য; শোভন। আগামী+অহন্(দিন) এই অর্থে নিপাতনে সিদ্ধ। অ।

শ্ববৃত্তি—পরসেবা, চাকরি; খোশামোদি। শ্বার (কুকুরের) বৃত্তি, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শ্বশুর—পতি বা পত্নীর পিতা। আশু শব্দ—অশ্ (ব্যাপা)+উর কর্তৃ, নিপাতনে। বি; পু। স্ত্রী **শ্বশ্রূ**।

শ্বশুরবাড়ি—পত্নীর পিত্রালয়; পতিগৃহ; (ব্যঙ্গার্থে) জেলখানা। বাংপ্র। বি।

শ্বশুরালয়—শ্বশুরবাড়ি। ৬তৎ। বি; পু।

শ্বশ্রূ—পতি বা পত্নীর মাতা, শাশুড়ী। শ্বশুর শব্দ+উঙ্। বি; স্ত্রী।

শ্বসন—১। নিশ্বাস; জীবন। শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২ বায়ু। শ্বস্+অনট্ করণ। বি; পু।

শ্বসমান—যে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেছে। শ্বস+শান কর্তৃ। বিণ।

শ্বসিত—নাসাগত বায়ু, নিশ্বাস; জীবন। শ্বস্ (শ্বাস ফেলা)+ক্ত ভাব। বি; স্ত্রী।

শ্বা (শ্বন্)—কুকুর। শ্বি (স্ফীত হওয়া)+কনিন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**শুনী**।

শ্বাপদ—১। হিংস্র জন্তু ব্যাঘ্রাদি। শ্বার (কুকুরের) ন্যায় পদ যাহার, বহু। বি; পু। ২। হিংস্রজন্তুসম্বন্ধীয়। শ্বাপদ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ।

শ্বাপদসংকুল—শ্বাপদসমাকীর্ণ, ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুপূর্ণ। ৩তৎ। বিণ।

শ্বাস—১। নিশ্বাস, নাসাপ্রবাহিত বায়ু। শ্বস্ (নিশ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভাব। ২। বায়ু। শ্বস্+ঘঞ্ করণ। ৩। কাসরোগ বিঃ। শ্বস্+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

শ্বাসকষ্ট—শ্বাসগ্রহণে ও ত্যাগে ক্লেশবোধ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শ্বাসক্রিয়া—নিশ্বসপ্রশ্বাস কার্য, নিশ্বাস ফেলা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শ্বাসনালী—যে নালী দিয়া নাসিকা হইতে ফুসফুসে বায়ু চলে, wind-pipe. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শ্বাসরোধ—নিশ্বাস বন্ধ। ৬তৎ। বি; পু।

শ্বাসহীন—নিশ্বাসপ্রশ্বাসশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

শ্বিত্র—ধবল রোগ। শ্বিত্ (সাদা হওয়া)+রক্ করণ। বি; স্ত্রী।

শ্বিত্রী (শ্বিত্রিন্)—ধবলরোগী। শ্বিত্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শ্বিত্রিণী**।

শ্বেত—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ; ধবলগিরি; কপর্দক, কড়ি, শঙ্খ; শুক্রগ্রহ; দ্বীপ বিঃ [দ্বীপ' দ্রঃ]। শ্বিত্ (সাদা হওয়া)+অন কর্তৃ। বি; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা। বিণ।

৩। বিদর্ভনরপতি সুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র। সুদেবের মৃত্যু হইলে ইনি রাজা হইয়া ধর্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল গত হইলে পরমায়ু বিগতপ্রায় বুঝিয়া ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুরথকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া তপস্যার নিমিত্ত বনে গমন করিলেন। কঠোর তপস্যায় ইনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু সেখানে গিয়াও ক্ষুধার ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন:—"আহার করিয়া তপ করিয়াছ, কখন কাহাকে কিছু দান কর নাই; সেই জন্য স্বর্গে আসিয়াও ক্ষুধাতৃষ্ণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিতেছ না। এক্ষণে তুমি আহার দ্বারা পরিপুষ্ট তোমার নিজের মৃতদেহ ভক্ষণ কর। সে দেহ তোমার তপস্যাক্ষেত্রে এক সরোবরে

ভাসিতেছে। মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যের দর্শনে তোমার শাপমুক্তি হইবে।" তখন রাজা স্বর্গ হইতে রথে চড়িয়া আসিয়া ভাসমান মৃতদেহ ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর একদা অগস্ত্য ঋষি নিকটে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে রাজা তাঁহাকে সকল কথা অবগত করিয়া শাপমুক্ত হইলেন। গমনকালে রাজা ঋষিকে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট অলংকার দিয়াছিলেন। অগস্ত্য রামকে এই সমস্ত অলংকার উপহার দিয়া এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। বি ; পু।

শ্বেতকী—জনৈক নৃপ। ইনি সাতিশয় ধর্মপরায়ণ ও যজ্ঞশীল বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইনি এত অধিকসংখ্যক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন যে, অবশেষে ইঁহার ঋত্বিক্‌গণ আর যাজন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন। তখন ইনি তপশ্চরণ দ্বারা আশুতোষকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে নিজের যাজকত্ব করিতে অনুরোধ করেন। শিব দুর্বাসা ঋষি দ্বারা কার্য সাধনের পরামর্শ দেন। দুর্বাসা সেই যজ্ঞ শত বৎসর কালে সমাপন করেন। কথিত আছে যে, অগ্নিদেব সেই যজ্ঞে অতিরিক্ত হবিঃ ভক্ষণ করিয়া রুগ্‌ণ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

শ্বেতকুষ্ঠ—শ্বেতী রোগ, ধবল, leucoderma. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্বেতকৃষ্ণাভ—সাদা ও কাল রঙের আভাযুক্ত। শ্বেত ও কৃষ্ণ শ্বেতকৃষ্ণ, দ্বন্দ্ব ; তাহাদের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

শ্বেতকেতু—জনৈক ঋষি। শ্বেত হইয়াছে কেতু যাঁহার, বহু। বি ; পু।

শ্বেতদ্বীপ—চন্দ্রদ্বীপ ; (ব্যঙ্গে) বিলাত, ইংলণ্ড। বি ; পু।

শ্বেতপ্রদর—যোনি হইতে শ্বেতবর্ণ পদার্থের স্রাবজনক রোগ, leucorrhoea. কর্মধা। বি ; পু। [পু।

শ্বেতপ্রস্তর—সাদা পাথর। কর্মধা। বি ;

শ্বেতরক্ত—১। পাটলবর্ণ। শ্বেত দ্বারা রক্ত, ৩তৎ ; অথবা শ্বেত ও রক্ত, দ্বন্দ্ব। বি ; পু। ২। পাটলবর্ণযুক্ত। বিণ।

শ্বেতসার—পদার্থের মধ্যগত শুভ্রবর্ণ সারাংশ বিঃ, starch, পালো। [গোল আলু প্রভৃতিতে ইহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।] কর্মধা। বি ; পু।

শ্বেতহয়—১। ইন্দ্রের অশ্ব ; শ্বেতবর্ণ ঘোটক। কর্মধা। ২। অর্জুন। বহু। বি ; পু।

শ্বেতহস্তী (-হস্তিন্)—সাদা হাতী ; ঐরাবত। কর্মধা। বি ; পু।

শ্বেতাঙ্গ—১। গৌরবর্ণ। বিণ। স্ত্রী—**শ্বেতাঙ্গী**, (প্রচলিত) **শ্বেতাঙ্গিনী**। ২। ইওরোপীয় জাতিসমূহ। বহু। বি ; পু।

শ্বেতাভ—শ্বেতবর্ণের আভাযুক্ত, ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। বহু। বিণ।

শ্বেতাম্বর—১। শুভ্র বস্ত্র, সাদা কাপড়। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। শ্বেতবর্ণ বস্ত্র পরিধায়ী। শ্বেত হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার, বহু। বিণ। ৩। জৈন সম্প্রদায়বিঃ ['জৈন' দ্রঃ]। বি ; পু।

শ্বেতি, শ্বেতী ধবল রোগ। < শ্বিত্র। বি।

শ্বৈত্য—শুভ্রত্ব, শুক্লত্ব। শ্বেত + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

শ্মশান—প্রেতভূমি, শবদাহস্থান। শবের শয়ন (শয্যা), ৬তৎ ; অথবা শ্মন্ (শব) —শী (শয়ন করা) + আন অধি। বি ; ক্লী।

শ্মশান-কালী—প্রেতভূমিস্থিতা কালিকা দেবী। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

শ্মশানবাসিনী—১। প্রেতভূমিতে বাসকারিণী। শ্মশানবাসিন্ + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। কালী। বি ; স্ত্রী।

শ্মশানবাসী (-বাসিন্)—১। প্রেতভূমিতে বাসকারী। উপতৎ ; শ্মশান—বস্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শ্মশানবাসিনী**। ২। শিব। বি ; পু।

শ্মশানবৈরাগ্য—শ্মশানে দেহের অনিত্যতা হৃদয়ংগম করিয়া যে সাময়িক সংসার বিতৃষ্ণা হয় তাহা। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

শ্মশানভূমি—শ্মশানক্ষেত্র, শ্মশান। শ্মশানই যে ভূমি, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্মশানালয়বাসিনী—কালী। উপতৎ ; শ্মশানালয় - বস্ + ণিন্ কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

শ্মশ্রু—মুখস্থ রোম, গোঁপদাড়ি। শ্মন্ (মুখ) — শ্রি + ডুন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

শ্মশ্রুমণ্ডিত—গোঁপদাড়ি-শোভিত। ৩তৎ। বিণ।

শ্মশ্রুল—শ্মশ্রুযুক্ত গোঁপদাড়িবিশিষ্ট। শ্মশ্রু শব্দ + ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

শ্মা (শ্মন্)—শব, মৃতদেহ। শী (শয়ন করা) + মন্ কর্তৃ। বি ; পু।

শ্যাকলটন, আর্নেস্ট হেনরী (Shackleton, Sir Earnest Henry) —(১৮৭৪—১৯২২ খ্রীঃ)। সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ পর্যটক ও নাবিক। ইনি কয়েকবার Antarctic অভিযান করেন।

শ্যাম—কৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ ; হরিৎ বর্ণ, সবুজ রঙ (দূর্বাদল '') ; মেঘ বা মেঘবর্ণ ('নবঘন—') ; কোকিল ; প্রয়াগস্থ বটবৃক্ষ বিঃ [ভরদ্বাজ আশ্রম হইতে চিত্রকূট যাইতে যমুনাতটে এই বনস্পতি অবস্থিত। বনগমনকালে সীতা ইহাকে নমস্কার করিয়া মানত রাখিয়া প্রদক্ষিণপূর্বক গমন করেন] ; শ্যামাক তৃণ। শ্যৈ (গমন করা, প্রাপ্ত হওয়া) + মক্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। শ্যামবর্ণযুক্ত। বিণ।

শ্যামক, শ্যামাক—ধান্য বিঃ, শ্যামা ধান। শ্যাম, শ্যামা শব্দ + কণ্। বি ; পু।

শ্যামকান্তি—১। শ্যামবর্ণ শোভা, সবুজ বর্ণের সৌন্দর্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। শ্যামশোভাযুক্ত, শ্যামবর্ণের সৌন্দর্যবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

শ্যামবর্ণ—১। সবুজ বর্ণ ; কাল রঙ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। সবুজ বর্ণবিশিষ্ট ; কাল রঙযুক্ত। শ্যাম হইয়াছে বর্ণ যাহার, বহু। বিণ। [বিণ।

শ্যামর, শ্যামরু—শ্যামবর্ণ। প্রা কপ্র।

শ্যামল—কৃষ্ণবর্ণযুক্ত। শ্যাম—লা (গ্রহণ করা) + ড কর্তৃ। বিণ।

শ্যামলতা—১। শ্যামলত্ব, কৃষ্ণবর্ণত্ব, কালিমা, শ্যামলিমা। শ্যামল শব্দ + তা ভাবার্থে। ২। শ্যামবর্ণ লতা। শ্যামা যে লতা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্যামলিমা (-মন্)—শ্যামত্ব ; কৃষ্ণত্ব। শ্যামল + ইমন্ ভাবে। বি ; পু।

শ্যামলী—রক্তকৃষ্ণবর্ণ গাভী বা কাল গরুর নাম। বাংপ্র। বি।

শ্যামশোভা—শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য। ৬তৎ বা কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্যামশ্রী—শ্যাম শোভা ; শ্যামবর্ণের সৌন্দর্য, শ্যামকান্তি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

শ্যামসুন্দর—শ্রীকৃষ্ণ। কর্মধা। বি ; পু।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—১৮৬১ খ্রীঃ পাবনা জেলার অন্তর্গত বারেঙ্গ গ্রামের প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশে ইঁহার জন্ম। শ্যামসুন্দর প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তৎপরে এফ. এ. পাস করেন। বি. এ. অধ্যয়নকালে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া ইনি শিক্ষকতা কার্যে ব্রতী হন। কিছুদিন পাবনা স্কুলের শিক্ষকতা করিয়া কলিকাতার এংলোবৈদিক স্কুলের শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ইনি বাঙ্গালা ভাষায় "প্রতিবেশী" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রচার করেন। পরে "পিপল এণ্ড প্রতিবেশী" নাম দিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালায় দৈনিক প্রচার করেন। কিছুদিন পরে এই পত্রিকা বন্ধ হইয়া যায়। এই সময় ইনি "বন্দে মাতরম্" কার্যালয়ে যোগদান করেন। ইনি একজন অকপট স্বদেশপ্রেমিক। বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময় শ্যামসুন্দর ১৯০৮ খ্রীঃ নির্বাসিত

হইয়াছিলেন। তৎকালে ইঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্বাহার্থে গভর্নমেন্ট মাসিক একশত টাকা সাহায্য করিতেন। ১৯১০ খ্রীঃ মুক্তিলাভ করিয়া ইনি কলিকাতায় আসেন। অতঃপর স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "বেঙ্গলী" পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের কার্যে নিযুক্ত হন। ১৯১৭ খ্রীঃ ইনি গভর্নমেন্ট কর্তৃক "ইন্টার্ণ" হন। পরে মুক্তিলাভ করিয়া ইংরাজী "সার্ভ্যান্ট" পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করেন। গান্ধী-প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিয়া অন্যতম নায়করূপে আইন ভঙ্গ করায় ১৯২২ খ্রীঃ ছয় মাসের জন্য কারাবাসদণ্ড প্রাপ্ত হন। মুক্তিলাভ করিয়া আবার পূর্ববৎ স্বদেশ-সেবায় ব্রতী হন। ১৩৩৯ সালের ২২শে ভাদ্র ইনি পরলোকগমন করেন।

শ্যামা—১। শ্যামবর্ণযুক্তা। শ্যাম+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কালী; অম্বিকা; দূর্বা; ধান্য বিঃ; প্রিয়ঙ্গুলতা; রোচনী লতা; রাত্রি; যমুনানদী; সুকণ্ঠ পক্ষিণী বিঃ; কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী; তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সুবর্ণাঙ্গী যুবতী। বি; স্ত্রী।

"শীতে সুখোষ্ণ-সর্বাঙ্গী গ্রীষ্মে
চ সুখশীতলা।
তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা সা শ্যামা
পরিকীর্তিতা।"

অর্থাৎ যে রমণীর অঙ্গ শীতকালে স্পর্শ করিলে সুখকর উষ্ণ বোধ হয়, এবং গ্রীষ্মকালে স্পর্শে সুখজনক শীতল বলিয়া অনুভূত হয়, এবং যাহার দেহের কান্তি তপ্তকাঞ্চনসদৃশ সেই রমণী শ্যামা নামে কথিতা।

শ্যামাক—'শ্যামক' দ্রঃ।

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—(সোঽহং স্বামী)—ইনি ১৮৫৮ খ্রীঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা শশিভূষণ ত্রিপুরার আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ইঁহার ব্যায়ামে আসক্তি দেখা গিয়াছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভরতি হইয়া কলেজের বিরাট্ জিম্‌নেশিয়মে ইনি ব্যায়াম-চর্চায় অধিকাংশ সময় কাটাইতেন এবং এই সময় মল্লবীর পরেশনাথের সহিত মিলিয়া ঢাকা লক্ষ্মীবাজারের বিখ্যাত পালোয়ান অধর ঘোষের আখড়ায় কুস্তিতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। অতঃপর মায়ের অনুরোধে ইনি অনিচ্ছাসত্ত্বে বিক্রমপুরে বিবাহ করেন। ইনি ত্রিপুরার মহারাজের নিকট প্রধান শরীররক্ষী পার্শ্বচররূপে দুই বৎসর থাকেন। পরে বরিশাল গভর্নমেন্ট স্কুলে ব্যায়ামশিক্ষক হন। এই সময় হইতে ইনি সার্কাস করিবার আয়োজন করেন। শ্রীহট্ট জেলায় সুনামগঞ্জ নামক স্থানে ইনি একটি চিতাবাঘ ক্রয় করেন, এবং দুই মাসে তাহাকে বশ করিয়া সুনামগঞ্জেই তাহার সহিত ক্রীড়া প্রদর্শন করেন। ক্রমে ইঁহার এমন শক্তি জন্মিল যে, যে কোন হিংস্র জন্তুর পিঞ্জরমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেন। জয়দেবপুরের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ইঁহাকে একটি বেঙ্গল টাইগার পুরস্কারস্বরূপ দান করেন। পাটনার নবাবের এক ব্যাঘ্রীকে পরাস্ত করিয়া ইনি সেই ব্যাঘ্রীসমেত ২০০০ মুদ্রা ও এক জোড়া আরবদেশীয় মূল্যবান্ অশ্ব পুরস্কার লাভ করেন। ইনি ১২.১৪ মণ ওজনের পাথর বক্ষে ধারণ করিতে পারিতেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ফ্রেড কুক সাহেবের সার্কাসে মাসিক ১৫০০ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া ইনি এক বৎসর ক্রীড়া করেন। পরে নিজের সার্কাস লইয়া পরিভ্রমণ করেন; এবং শারীরিক বল, নির্ভীকতা ও হিংস্র পশু বশীকরণের সম্যক্ পরিচয় দেন। ১৮৯৭ অব্দে রংপুরে ভূমিকম্পে গৃহপতনে ইঁহার দুইটি বাঘ ব্যতীত সমস্ত জীবজন্তু ও আসবাবপত্র নষ্ট হইয়া যায়। ঐ দুইটি বাঘ লইয়া কিছুদিন বোসের সার্কাসে খেলা দেখাইয়াছিলেন। স্যাণ্ডো কুস্তিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার পার্শ্বচর 'এলমো'কে গড়ের মাঠে মুষ্টিযুদ্ধে ইনি তিন মিনিটের মধ্যে মুষ্ট্যাঘাতে ১৫ মিনিট অচৈতন্য করিয়া রাখেন। পথে ঘাটে ও ট্রেন ইত্যাদিতে ইনি বহুবার বিপন্ন নরনারীসমূহকে গুণ্ডার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৯৯ অব্দে পিতৃবিয়োগের পর ইনি গৃহত্যাগ করিয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হন। ইতঃপূর্বে বিলাতে কোন বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানী ইঁহাকে মাসিক ৩০০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন; কিন্তু মনের অবস্থার পরিবর্তন হেতু শ্যামাকান্ত ঐ কার্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি নানাতীর্থ ভ্রমণ করিয়া এবং পর বৎসর মাদ্রাজে থাকিয়া নাইনিতাল হইতে ৭ মাইল দূরবর্তী হিমাচলগর্ভস্থ ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীতে অবস্থানকালে তিব্বতী বাবার নিকট দীক্ষা লইয়া শ্যামাকান্ত সন্ন্যাস অবলম্বন করেন। তিব্বতী বাবার জন্ম শ্রীহট্টে ও পিতৃদত্ত নাম নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি ৩২ বৎসর তিব্বতে ছিলেন, সেইজন্য অনেকে তাঁহাকে "তিব্বতী বাবা" বলিয়া থাকে, এবং ৩০ বৎসর ব্রহ্মদেশে বাস করেন; সেখানে তাঁহার নাম ছিল "ফুঙ্গী বাবা"। তিনি মাদ্রাজে অবস্থানকালে "হাকিম সাহেব" বলিয়া অভিহিত ছিলেন। হরিদ্বার হইতে আনাইয়া মহাসমারোহের সহিত সর্বশ্রেণীর সন্ন্যাসীর সমক্ষে লক্ষ্ণৌ শহরে তিব্বতী বাবা শ্যামাকান্তের "সোঽহং স্বামী" নামকরণ করেন। ১৯০৯ খ্রীঃ শ্যামাকান্ত বেদান্তবিষয়ক একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করেন। ইঁহার রচিত 'সোঽহং গীতা', 'সোঽহং তত্ত্ব', 'বিবেক গাথা', 'সোঽহং সংহিতা' ইঁহার গভীর অধ্যাত্মজ্ঞানের পরিচায়ক। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ইঁহার লোকান্তর হইয়াছে।

শ্যামাঙ্গ—১। শ্যামবর্ণ দেহ, কাল শরীর। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শ্যামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, কালশরীরযুক্ত। বহু। বিণ। স্ত্রী—**শ্যামাঙ্গী**। ৩। বুধগ্রহ। বি; পু।

শ্যামাপোকা হরিদ্বর্ণ পোকা বিঃ, দেওয়ালী পোকা। বাংপ্র। বি।

শ্যামাচরণ দে (বিশ্বাস) রায় বাহাদুর—১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হুগলি জেলার অন্তর্গত পাণ্ডিহাল গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ডেভিড হেয়ার ইঁহার উচ্চশিক্ষার উপায় করিয়া দেন। শ্যামাচরণ হেয়ার স্কুলে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রসিককৃষ্ণ মল্লিকের নিকট শিক্ষা প্রাপ্ত হন। এই সময় হইতেই সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার আদর্শে ইঁহার চরিত্র গঠিত হয়। হেয়ার স্কুল হইতে ইনি হিন্দু কলেজে ভরতি হন। হেয়ার সাহেব শ্যামাচরণকে পুরাতন ট্রেজারির অ্যাকাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টে চাকুরিতে নিযুক্ত করিয়া দেন। শ্যামাচরণ বুদ্ধি, বিদ্যা ও দক্ষতায় শীঘ্রই অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কনট্রোলার পদে নিযুক্ত হন, এবং বহুকাল যাবৎ ইণ্ডিয়া ট্রেজারির কার্য নির্বাহ করেন। এলাহাবাদে অ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের আফিস যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে, সে সময়ে গভর্নমেণ্ট শ্যামাচরণকে এলাহাবাদে প্রেরণ করেন। ইনি অচিরে ঐ আফিস ও এলাহাবাদের হিসাবপত্রাদি সংক্রান্ত সমস্ত কার্যের সুব্যবস্থা করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। শ্যামাচরণ বেঙ্গল ব্যাঙ্কের অডিটার ছিলেন। ইনি অনারেবল স্যার এইচ. ড্রামণ্ডের [যিনি উত্তরকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর হইয়াছিলেন] বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। শ্যামাচরণ ও মাধবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উভয়কে গেজেটেড কর্ম-

চারী করিবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টা করিয়া ড্রামণ্ড সাহেব তাঁহাদের নাম গেজেটভুক্ত করিয়া দেন। এই সময়ে তাঁহারা যে পদ পান, তাহা এখন এনরোল্‌ড অফিসার বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। যখন ভারতের আয় ব্যয় পার্লামেন্ট মহাসভায় উপস্থিত করা হয়, সেই সময়ে গভর্নমেণ্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্ম ভারতসচিব শ্যামাচরণকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু শ্যামাচরণের বিলাত যাওয়া হয় নাই। ইনি পরম হিন্দু ছিলেন, জাহাজের আচার-ব্যবহার তাঁহার মনঃপূত হয় নাই।

শ্যামাচরণের অবসর গ্রহণের পর গভর্ন-মেণ্ট ইঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধি দান করেন। অতঃপর ইনি কলিকাতা মিউ-নিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এই পদে থাকিতে থাকিতেই ১৮৮৪ খ্রীঃ ১১ই জুলাই শ্যামাচরণের মৃত্যু হয়।

শ্যামাচরণ বল্লভ—বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও স্বনামধন্য ব্যক্তি। ২৪ পরগনা জেলায় বারাসত মহকুমার অন্তর্গত শ্বেতপুর গ্রামে ১২৫০ সালে ইঁহার জন্ম। ইনি জাতিতে সচ্চাষী। ইঁহার পিতার নাম ৺কালাচাঁদ বল্লভ। কালাচাঁদ বল্লভ মহাশয় অতি দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। শ্যামাচরণের বাল্যাবস্থাতেই পিতৃবিয়োগ হয়। এইজন্য ইনি মাতুলালয় ধান্যকুড়িয়ায় প্রতিপালিত হন। প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর মাতুল মহাশয়ের ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইয়া খ্যাতি অর্জন করেন। ধান্যকুড়িয়া গ্রামের পণ্ডিতচন্দ্র সাউএর একমাত্র কন্যার সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইনি শ্বশুর ও মাতুল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া কলি-কাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুর নামক স্থানে একটি পাটের আড়ত এবং পাটের গাঁটের কল স্থাপন করেন। ইনি এই কার্যে এমনই যোগ্যতার পরিচয় প্রদান করেন যে ইহা অচিরে এই অঞ্চলের একটি সর্বপ্রধান পাটের আড়তে পরিণত হয় এবং শ্যামবাবুর কার্যকুশলতার খ্যাতি বঙ্গদেশের সর্বত্র প্রচারিত হয়। এই ব্যবসায়ে ইনি প্রভূত ধন উপার্জন করেন এবং নানাস্থানে বহু জমিদারি ক্রয় করিয়া সাধারণের নিকট জমিদার বলিয়া পরি-গণিত হন। পাটের ব্যবসায়ে ইনি এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে লোকে ইঁহাকে 'জুট লর্ড' বলিত। ইঁহার প্রকৃতি অতি গম্ভীর ছিল এবং হৃদয় দয়া ও দাক্ষিণ্যে পূর্ণ ছিল। দরিদ্রের দুঃখকাহিনী শ্রবণে ইনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি-তেন না। ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ২৪ পরগনা জেলায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে এই সহৃদয় দাতা ইঁহার দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণভূষিতা পত্নীর উৎসাহে স্বগ্রাম ধান্যকুড়িয়ায় এক অন্নসত্র স্থাপন করেন। এই অন্নসত্র হইতে বৎসরাধিক কাল প্রত্যহ গড়ে প্রায় দুই সহস্র লোককে অন্নদান করা হইত; এবং এই দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীর দুর্ভিক্ষ-জনিত পীড়ার প্রতিকারকল্পে চিকিৎসা ও আসন্নপ্রসবা নারীর প্রসবেরও যাবতীয় সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি অতিথিশালা আছে; ইহা হইতে অতিথিদিগকে প্রত্যহ অন্নদান করা হয়। বিদ্যানুরাগও ইঁহার যথেষ্ট ছিল। ধান্য-কুড়িয়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও সংস্কৃত টোল স্থাপনে ইনি স্বর্গীয় রায় উপেন্দ্রনাথ সাউ বাহাদুরের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। ১৩০৫ সালের ২০শে পৌষ অনধিক ৬০ বৎসর বয়সে এই স্বনামধন্য দানবীরের মৃত্যু হয়। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ে শত শত লোকে জীবিকা অর্জন করিতেছে।

শ্যামাচরণ সরকার—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নদীয়া জেলার অন্তর্গত মামজোয়ান গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরনারায়ণ সরকার। কিছুদিন সবিশেষ যত্নে অধ্যয়ন করিয়া ইনি ইংরাজী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হন। কলিকাতায় অবস্থানকালে শ্যামাচরণ প্রতিদিন বৈকালে গড়ের মাঠে বেড়াইতে যাইতেন। তথায় অনেক সাহেবের সহিত ইঁহার আলাপ পরিচয় হয়, এবং ইনি শীঘ্রই সেই আলাপের ফল লাভ করেন।

এই সময়ে গভর্নর জেনারেলের কৌন-সিলের মেম্বার স্যর চার্লস্ ট্রিবিলিয়ন ইংরাজী, বাঙ্গালা ও উর্দু এই ভাষাত্রয়ে একখানি ক্ষুদ্র অভিধান প্রকাশ করিতে অভিলাষ করেন। বহুসংখ্যক সাহেবের অনুরোধে তিনি শ্যামাচরণের উপর এই কার্যের ভার দেন। উক্ত অভিধান ভিন্ন আরও কতিপয় উর্দু গ্রন্থ ইনি ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ইহার পর উক্ত সাহেবের অনুগ্রহে মাদ্রাসা কলেজে ইনি একটি কর্ম প্রাপ্ত হন। শ্যামাচরণ ক্রমে ফ্রেঞ্চ, ল্যাটিন, গ্রীক, ইটালিয়ান প্রভৃতি নানা ভাষা শিক্ষা করেন। তখন ইঁহার বয়স ৩০ বৎসর মাত্র।

অতঃপর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহা-শয়ের সহিত শ্যামাচরণের আলাপ হয় এবং তদীয় পরামর্শে শ্যামাচরণ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ প্রাপ্ত হন। অনন্তর ইনি সদর দেওয়ানী আদালতে পেশকারের পদ লাভ করেন এবং শীঘ্রই ৪০০ চারি শত টাকা বেতনে অনুবাদকের পদে উন্নীত হন। ইহার কয়েক বৎসর পরে ৬০০ টাকা বেতনে সুপ্রীম কোর্টের দ্বিভাষীর (Interpreter) পদ লাভ করেন। এই সময়ে ইনি হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত আইন পড়িতে প্রবৃত্ত হন এবং ইংরাজীতে "ব্যবস্থা সারসংগ্রহ" ও "ব্যবস্থা চন্দ্রিকা" নামক পুস্তক রচনা করেন। প্রথমখানি বাঙ্গালার দায়ভাগের অনুযায়ী এবং শেষোক্তখানি মিতাক্ষরার অনুযায়ী। প্রথম গ্রন্থের বহুল প্রচার দর্শনে মুসলমান-দিগের জন্য উক্তরূপ গ্রন্থ ইংরাজীতে প্রণয়ন করেন। ফলতঃ, বাঙ্গালা ভাষায় আইনের পুস্তক রচনা বিষয়ে শ্যামাচরণই প্রথম পথপ্রদর্শক। ইনি আপন বাসগ্রামে একটি স্কুল ও একটি অতিথিশালা স্থাপন, দুইটি রাস্তা নির্মাণ এবং দুইটি কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কার্য সমাধানের পর অসময়ে ইনি লোকান্তরিত হন।

শ্যামাদাস বাচস্পতি—১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈদ্যবংশে শ্যামাদাস জন্মগ্রহণ করেন। সাধক অন্নদাপ্রসাদ ইঁহার পিতা। ১৮ বৎসর বয়সে ইনি টোলে পড়িতে আরম্ভ করেন। তখন হইতেই ইনি সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন ও বক্তৃতা করিতে অভ্যাস করেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে ইনি নবদ্বীপে মহামহোপাধ্যায় ভুবনচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

ইনি সন ১২৯৪ সালের শেষভাগে কাশীধামে পরেশ কবিরাজের নিকট আয়ুর্বেদপাঠের জন্য গমন করেন। তথা হইতে পাঠসমাপনের পরে ১৩০২ সনে ইনি স্বগ্রাম চুপীতে ফিরিয়া আসিলে অনেকে ইঁহাকে নবদ্বীপে চিকিৎসা করিতে পরামর্শ দেন। এই সময়ে ইনি বৎসর দুই তিন 'রংপুরে' ইঁহার পিতাঠাকুরের নিকট থাকিয়া তাঁহার নিকট শিক্ষানবিশী করেন—চিকিৎসাও করেন ও পরে কলিকাতায় আসিয়া কবিরাজি আরম্ভ করেন।

নিয়মানুবর্তিতা ইঁহার জীবনের একটি বিশেষ গুণ ছিল। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা যথানিয়মে কার্যভার গ্রহণ। প্রাতঃকালে সন্ধ্যা, আহ্নিক, শিব-পূজা ও মাতাপিতৃপূজা ইঁহার প্রাত্যহিক কর্ম ছিল। রোগী দেখিয়া আসিয়া আহারান্তে ইনি সাধারণতঃ বেলা ১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত অধ্যাপনা কার্য করিতেন। ইঁহার গৃহের টোলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র আসিয়া ইঁহার নিকট আয়ুর্বেদ শিখিয়া গিয়াছেন।

কবিরাজ মহাশয় জীবনে উপার্জন প্রভূত করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইনি দুঃস্থ রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্যদান যে কত করিয়াছেন তাহার কোনও ইয়ত্তা নাই। ছাত্র, অভ্যাগত, অতিথি নিয়ত ইঁহার বাড়িতে আসিতেন যাইতেন। অতিথিপরায়ণ ইনি নিজে দাঁড়াইয়া সকলকে তৃপ্তিপূর্বক ভোজন করাইতে ভালবাসিতেন।

ব্যক্তিগত জীবন ব্যতীত সামাজিক জীবনেও বাচস্পতি মহাশয় আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে স্বীয় বিরাট টোল ভাঙ্গিয়া দিয়া ইনি বৈদ্য-শাস্ত্রপীঠ প্রতিষ্ঠাবধি প্রায় দুই লক্ষ টাকা নিজের উপার্জন হইতে এই শাস্ত্রপীঠের জন্য ব্যয় করিয়াছেন। আয়ুর্বেদের শ্রেষ্ঠত্বে ইনি নিজে বিশ্বাস করিতেন এবং সেই বিশ্বাস কার্যকারী ও সফল করিবার প্রযত্নে এই বিদ্যাপীঠটি রাখিয়া গিয়াছেন।

ইনি শুধু চিকিৎসাকার্যেই ব্যাপৃত থাকিতেন না। জনহিতকল্পে পুস্তকাদিও রচনা করিতেন। ইঁহার আয়ুর্বেদ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি ইঁহার গৌরবময় জীবনের অন্যতম অবদান।

ইঁহার রচিত "চা-পানের" দোষ প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য পাঠ্য। "ব্রহ্মার কথা", "শিবের কথা", "ইন্দ্রের কথা", শাস্ত্রচর্চায় পথপ্রদর্শক। "হিন্দু সমাজ-সমস্যা" নামক যে প্রবন্ধ কিছুদিন পূর্বে ইনি লিখিয়া গিয়াছেন তাহা ইঁহার জীবনের আধ্যাত্মিকতার প্রতীক।

১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩০শে জুন শনিবার গঙ্গাস্নান পূজাদির পর কবিরাজ মহাশয় অসুস্থ হন, এবং ৩রা জুলাই রাত্রি ১০-১৫ মিনিটের পর আকস্মিকভাবে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—(১৯০১—১৯৫৩ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত শিক্ষাব্রতী, রাজনীতিজ্ঞ ও জননেতা। জন্ম কলিকাতার ভবানীপুরে। পিতা স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাচার্য, নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং কেন্দ্রীয় শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। জনসংঘ নামক রাজনৈতিক দলের ইনিই প্রতিষ্ঠাতা। কাশ্মীরে কারারুদ্ধ অবস্থায় ইঁহার মৃত্যু হয়।

শ্যামিকা—শ্যামবর্ণ; মলিনতা, মালিন্য। শ্যাম শব্দ+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্যাল—১। পত্নীর ভ্রাতা, শ্যালক, শালা। শ্যৈ+কালন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**শ্যালী**। ২। শিয়াল, শৃগাল। বাংপ্র। বি।

শ্যালক—ভার্যার ভ্রাতা। শ্যাল+কণ্ স্বার্থে। বি; পু। স্ত্রী—**শ্যালিকা**।

শ্যালিকা, শ্যালী—পত্নীর ভগ্নী। শ্যালক শব্দ+আপ্ ২য় পক্ষে শ্যাল+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্যেন—১। পাণ্ডুর বর্ণ। শ্যৈ (গমন করা)+ইন কর্তৃ। ২। বাজপক্ষী। বি; পু।

শ্যেনদৃষ্টি—১। বাজপক্ষীর ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টি। শ্যেনবৎ দৃষ্টি, সদৃশার্থে, বতৎ। বি; স্ত্রী। ২। বাজের ন্যায় তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন। শ্যেনের দৃষ্টির ন্যায় দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

শ্যেনী—বাজপক্ষিণী। শ্যেন+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রদ্দধান—শ্রদ্ধান্বিত; বিশ্বাসী; ভক্তিমান্। শ্রৎ-ধা (ধারণ করা)+শান কর্তৃ। বিণ।

শ্রদ্ধা—ভক্তি; স্পৃহা; রুচি; বিশ্বাস; নিষ্ঠা; সম্মান প্রীতি। শ্রৎ শব্দ (শ্রদ্ধা)—ধা+ঙ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রদ্ধানন্দ স্বামী—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্জাবে জলন্ধর জেলায় তালবন নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল লালা মুন্সীরাম। ইঁহার পিতা কাশীর পুলিস ইনস্পেক্টর ছিলেন। বারাণসীধামে পিতার কর্মস্থলে থাকিয়া লালা মুন্সীরাম শিক্ষালাভ করেন। ইণ্টারমিডিয়েট পর্যন্ত অধ্যয়ন করিবার পর ইনি জলন্ধরে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। স্বামী দয়ানন্দের মৃত্যুর পর ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লালা মুন্সীরাম আর্যসমাজে প্রবেশ করেন। অনতিবিলম্বে ইনি উক্ত সমাজের নেতৃপদ লাভ করেন। এই সময় হইতে ইনি শ্রদ্ধানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হইতে থাকেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার চেষ্টায় গুরুকুল মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন হয়। রাউলাট বিল পাসের সময় স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী এই বিলের ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং দিল্লীতে বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। এই আন্দোলন উপলক্ষে জনসাধারণের সহিত পুলিসের হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। আন্দোলনের নেতা শ্রদ্ধানন্দ স্বামী পুলিসের বন্দুকের সমক্ষে বুক পাতিয়া দেন। পঞ্জাবের অশান্তি উপলক্ষে ইনি মহাত্মা গান্ধীর সহিত যোগদানপূর্বক অসহযোগ আন্দোলনে প্রবৃত্ত হন। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের জন্য ইনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। খেলাফত আন্দোলনের সময় ইনি মুসলমানদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সমভাবে ইঁহাকে নেতা বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। ইনি বহুকাল কংগ্রেসে ছিলেন। পরে কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া হিন্দু সংগঠনে মনোনিবেশ করেন। ইনি দীর্ঘকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন যে, হিন্দুর সমাজ-নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসারে কেহ একবার জাতিচ্যুত হইলে পুনরায় তাহার হিন্দু-সমাজে আশ্রয় পাইবার উপায় নাই। এই ত্রুটিবশতঃ ছলে বলে কৌশলে কেহ কোন হিন্দুকে ধর্মভ্রষ্ট করিতে পারিলেই তাহাকে হিন্দুসমাজের বাহিরে থাকিতেই হইবে। আবার অপর সকল ধর্মেই পরধর্মীকে গ্রহণ করিবার বিধান আছে কিন্তু ভিন্নধর্মাবলম্বীকে হিন্দুধর্মে গ্রহণ করিবার নিয়ম নাই। এইরূপে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু ধর্মচ্যুত হইয়া হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস করিতেছে, অথচ, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক লইয়া হিন্দুর সংখ্যাবৃদ্ধির কোন উপায় নাই। হিন্দুসমাজের এই ক্ষয়রোগের চিকিৎসার জন্য শ্রদ্ধানন্দ স্বামী বদ্ধপরিকর হইলেন। ইনি শুদ্ধি পদ্ধতির প্রবর্তন করিলেন। এই শুদ্ধি আন্দোলনের মূল লক্ষ্য স্বধর্মচ্যুত হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা; আর ভিন্ন ধর্মাবলম্বী কোন লোক স্বেচ্ছায় হিন্দু-সমাজের আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া। এই শুদ্ধি-প্রথা প্রবর্তনের ফলে কিছুকাল পূর্বে আসগরী বেগম নাম্নী একটি বিদুষী মুসলমান মহিলা হিন্দুধর্মে দীক্ষিতা হইয়া হিন্দু হন। তখন তাঁহার নাম হয় শান্তি দেবী। আসগরী বেগমের ধর্মান্তর গ্রহণ উপলক্ষে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ অভিযুক্ত হন, কিন্তু নির্দোষ সাব্যস্ত হন। মামলায় ইনি নিষ্কৃতি লাভ করিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক ইঁহার প্রতি বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। ইনি ১৯২৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে পীড়িত হইয়া শয্যাগত হন। পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেও সম্পূর্ণ নীরোগ হন নাই, এমন সময় ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে এক মুসলমান দুর্বৃত্তের হস্তে ইনি নিহত হন। ঐ দিন বেলা ৪টার সময় আবদুর রসিদ নামক এক ব্যক্তি ধর্মালোচনা করিবার জন্য দিল্লীতে ইঁহার বাটীতে গিয়া ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে। স্বামীজীর পরিচারকেরা জানায় যে, ইনি অসুস্থ; ইঁহার সহিত কথাবার্তা অন্য দিন হইতে পারিবে। আবদুর রসিদ তখন জলপান করিতে চাহে। স্বামীজীর ভৃত্য ধরমসিং তাহাকে পার্শ্ববর্তী কক্ষে জলপান করাইবার জন্য লইয়া যায়। জলপান করিয়া আবদুর রসিদ দৌড়িয়া স্বামীজীর কক্ষে প্রবেশ

করে ও রিক্ত তাহার ৪।৫টি আওয়াজ করে। বক্ষঃস্থলে গুলি বিদ্ধ হওয়ায় ইনি তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করেন। স্বামীজীর ভৃত্য ধরমসিংহও আততায়ীকে ধরিতে গিয়া আহত হয়। মৃত্যুকালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল (১৯২৬ খ্রীঃ)। হরিশ্চন্দ্র ও ইন্দ্রনাথ নামে স্বামীজীর দুই কৃতী পুত্র বিদ্যমান আছেন।

শ্রদ্ধাবান্ (-বৎ) শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিমান্; বিশ্বাসী। শ্রদ্ধা+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**শ্রদ্ধাবতী**।

শ্রদ্ধালু—শ্রদ্ধান্বিত, ভক্তিমান্। শ্রদ্ধা+আলু যুক্তার্থে। বিণ।

শ্রদ্ধাস্পদ—শ্রদ্ধাভাজন, ভক্তির পাত্র। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রদ্ধাভাজনেষু—শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট লিখিত চিঠির পাঠ। গৌরবে সংস্কৃত ৭মী বিভক্তির বহুবচন।

শ্রদ্ধেয়—শ্রদ্ধাস্পদ, মাননীয়, শ্রদ্ধার যোগ্য। শ্রৎ-ধা+য কর্ম। বিণ।

শ্রবণ—১। আকর্ণন, শুনা। শ্রু (শুনা) +অনট্ ভাব। ২। শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রুতি, কর্ণ। শ্রু+অনট্ করণ। বি; ক্লী। ৩। শ্রবণানক্ষত্র। শ্রু+অন কর্তৃ। বি; পু বা ক্লী। [বি; পু।

শ্রবণপথ—কান, কানের ছিদ্র। ৬তৎ।

শ্রবণবিবর—কর্ণরন্ধ্র, কানের ছিদ্র। ৬তৎ। বি; ক্লী। [৭তৎ। বিণ।

শ্রবণমনোহর—শ্রুতিমধুর, শুনিতে মিষ্ট।

শ্রবণা—নক্ষত্র বিঃ, দ্বাবিংশ নক্ষত্র। শ্রু+অন কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রবণাতিক্রান্ত—শ্রুতিপথের অতীত, যাহা শোনা যায় না এমন। ২তৎ। বিণ।

শ্রবণীয়, শ্রব্য—শ্রবণযোগ্য, শ্রোতব্য। শ্রু (শুনা)+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

শ্রবণেন্দ্রিয়—কর্ণ, কান। শ্রবণসাধক ইন্দ্রিয়, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্রবিষ্ঠা—ধনিষ্ঠানক্ষত্র। শ্রব (কীর্তি) আছে যাহার সে শ্রবী (শ্রব+ইন); শ্রবিন্+ইষ্ঠ অতিশয়ার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রব্য—'শ্রবণীয়' দ্রঃ।

শ্রব্যকাব্য—শ্রবণযোগ্য বা যে কাব্য শ্রবণ করা যায়, নাটক ভিন্ন অন্য প্রকার কাব্য [ইহা তিন প্রকার—পদ্যময়, গদ্যময় ও গদ্যপদ্যময়। এই সমস্ত প্রকারের কাব্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য। 'কাব্য' দ্রঃ]। কর্মধা। বি; ক্লী।

শ্রম—শ্রান্তি, পরিশ্রম; খেদ, ক্লান্তি; শাস্ত্রাভ্যাস; তপঃ। শ্রম্+অল্ ভাব। বি; পু।

শ্রমজল পরিশ্রম জন্য ঘর্মজল, শ্রমজনিত ঘাম। শ্রমজাত জল (ঘর্মজল), মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্রমজীবী (-জীবিন্), **শ্রমোপজীবী** (-জীবিন্)—কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, শ্রমিক। উপতৎ; শ্রম—জীব্ (২য় পক্ষে উপ জীব্)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী. -**জীবিনী**।

শ্রমণ—১। ভিক্ষু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। শ্রম্ (পরিশ্রম করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। শ্রমজীবী। বিণ।

শ্রমবারি—স্বেদ; ঘর্মজল। শ্রমজনিত যে বারি, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্রমবিভাগ—একটি কার্যের এক এক অংশে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির পরিশ্রম, কোন একটি বৃহৎ কার্য সম্পাদনের জন্য কেবল এক ব্যক্তির পরিশ্রম না হইয়া তাহার এক এক অংশ এক এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন। ৬তৎ। বি: পু। [বিণ।

শ্রমলব্ধ—পরিশ্রম দ্বারা প্রাপ্ত। ৩তৎ।

শ্রমলভ্য—পরিশ্রমপ্রাপ্য, যাহা পরিশ্রমে লাভ করা যায়। ৩তৎ। বিণ।

শ্রমশিল্প—শ্রমসাধ্য কারুকার্য; কারখানার শ্রমিকদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদি। মধ্যপ। বি; ক্লী। [বিণ।

শ্রমশীল—পরিশ্রমী, যে খাটিতে পারে। বহু।

শ্রমসহিষ্ণু—পরিশ্রমের কষ্ট সহ্যকারী, শ্রমে অকাতর। ২তৎ। বিণ।

শ্রমসাধ্য—পরিশ্রম নিষ্পাদ্য, যাহা পরিশ্রম দ্বারা সম্পাদিত হয়। ৩তৎ। বিণ।

শ্রমসাপেক্ষ—শ্রমসাধ্য। ৬তৎ। বিণ।

শ্রমস্বীকার—পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হওয়া, শ্রমে অকাতরতা। ৬তৎ। বি; পু।

শ্রমহারী (-হারিন্), **শ্রমাপহারী** (-হারিন্)—পরিশ্রমজনিত কষ্ট নিবারক, শ্রান্তিনাশক। উপতৎ; শ্রম—হৃ (পক্ষে অপ—হৃ)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -**হারিণী**।

শ্রমাপনোদন শ্রান্তি দূরীকরণ, ক্লান্তিনাশ, বিশ্রাম, জিরান। শ্রমের অপনোদন, ৬তৎ। বি: ক্লী।

শ্রমিক—শ্রমজীবী, মজুর। শ্রম শব্দ+ইক কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

শ্রমী (শ্রমিন্)—শ্রমশীল, পরিশ্রমকারী। শ্রম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—

শ্রমোপজীবী—'শ্রমজীবী' দ্রঃ।

শ্রয়, শ্রয়ণ অবলম্বন, আশ্রয়। শ্রি+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

শ্রাদ্ধ—১। শ্রদ্ধাযুক্ত। শ্রদ্ধা শব্দ+ষ্ণ যুক্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—**শ্রাদ্ধী**। ২। মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠিত দানাদি কার্য, পিতৃকৃত্য; (ব্যঙ্গে) অপচয় ('টাকার—'); নিগ্রহ; ভ্রুক্ষেপহীন বিশৃঙ্খল কাণ্ড ('—গড়ানো')। বি; ক্লী। **কাহারও শ্রাদ্ধ করা**—কাহাকেও নির্যাতন করা। **শ্রাদ্ধ করা**—একেবারে নষ্ট বা পণ্ড করা; অত্যধিক অপপ্রয়োগাদি দ্বারা নষ্ট করা; অপব্যয় করা।

শ্রাদ্ধদেব—যম; পিতৃলোক। "ইষ্টিশ্রাদ্ধে ক্রতুর্দক্ষঃ সত্যো নান্দীমুখে বসুঃ। নৈমিত্তিকে কালকামৌ কাম্যে চ ধুরিলোচনৌ॥" ৬তৎ। বি; পু।

শ্রাদ্ধিক—শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়; শ্রাদ্ধভোজী। শ্রাদ্ধ শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**শ্রাদ্ধিকী**।

শ্রাদ্ধীয় শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয়। শ্রাদ্ধ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**শ্রাদ্ধীয়া**।

শ্রান্ত—শ্রমযুক্ত; খিন্ন, ক্লান্ত; শান্ত, নিবৃত্ত; ভোগ-তৃপ্ত; মন্দীভূত। শ্রম্ (পরিশ্রম করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

শ্রান্তগতি—১। শান্ত গতি, ধীর গমন। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। ধীরগামী, ক্লান্তভাবে গমনকারী। বহু। বিণ।

শ্রান্তশয়ান—ক্লান্তভাবে শয়নকারী, শ্রমযুক্ত হইয়া শয়িত। সুপ্ সুপেতি। বিণ।

শ্রান্তি—শ্রম; খেদ, ক্লান্তি; নিবৃত্তি; বিশ্রাম। শ্রম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

শ্রান্তিবোধ—ক্লান্তি অনুভব। ৬তৎ। বি; পু।

শ্রান্তিহর—ক্লান্তিনাশক, শ্রমজন্য কষ্টনিবারক। উপতৎ; শ্রান্তি—হৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ।

শ্রান্তিহীন—ক্লান্তিশূন্য, খেদরহিত; বিশ্রামহীন; অনিবৃত্ত। ৩তৎ। বিণ।

শ্রাবক—১। শ্রবণকর্তা, শ্রোতা। শ্রু (শুনা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শ্রাবিকা**। ২। শাক্যমুনির শিষ্য বিঃ। বি; পু।

শ্রাবকাচার—জৈন গ্রন্থ বিঃ [ইহা চব্বিশ প্রকার]। ৬তৎ। বি; পু।

শ্রাবণ—১। বৎসরের চতুর্থ মাস। শ্রাবণী শব্দ (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা)+ষ্ণ যুক্তার্থে। বি; পু। ২। শ্রবণেন্দ্রিয় জন্য (জ্ঞান); কর্ণসম্বন্ধীয়; শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য; পাপিষ্ঠ; পাষণ্ড। শ্রবণ+ষ্ণ। বিণ।

শ্রাবণিক—শ্রাবণ মাস। শ্রবণা শব্দ (শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা)+ষ্ণিক যুক্তার্থে। বি; পু।

শ্রাবণী শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা। শ্রাবণ শব্দ +ষ্ণ+ঙীপ্। বি; পু।

শ্রাবণে, শ্রাবুণে—শ্রাবণমাসে জাত; শ্রাবণমাস সম্বন্ধীয়। বাংপ্র। বিণ।

শ্রাবয়িতা (-তৃ)—যে শোনায় এমন।

শ্রু—ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী -য়িত্রী।

শ্রাবস্তী—গণ্ডা জেলার অন্তর্গত প্রাচীন নগরী; আধুনিক সাহেত মাহেত। কথিত আছে, শ্রাবস্ত নামধেয় সূর্যবংশীয় জনৈক রাজা স্বীয় নামে এই নগরী স্থাপিত করেন। বুদ্ধদেবের সময়ে এই নগরী উত্তর কোশলরাজ্যের রাজধানী ছিল এবং তজ্জন্য পবিত্রতা ও প্রসিদ্ধি লাভ করে। সেই সময়ে রাজা প্রসেনাদিত্যের পুত্র জেত এবং কোষাধ্যক্ষ সুদত্ত (অপর নাম অনাথপিণ্ডিক) বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। বুদ্ধদেবের অবস্থান জন্য সুদত্ত যুবরাজ জেতের নিকট বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ক্রয় করিয়া তদুপরি সারিপুত্ত নামক কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহার শ্রাবস্তী হইতে অল্প দূরে নদীর পরপারে অবস্থিত ছিল। কানিংহাম সাহেবের মতে এই স্থানে যে বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহাই বিহারের শেষ চিহ্ন। বুদ্ধদেব এই বিহারের নাম দিয়াছিলেন—"জেতবন অনাথপিণ্ডিকারাম"।

শ্রাবিত যাহা শোনানো হইয়াছে। ণিজন্ত শ্রু বা শ্রাবি+ক্ত কর্ম। বিণ।

শ্রাব্য—শ্রোতব্য, শ্রবণযোগ্য। শ্রু (শুনা) +ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

শ্রামিক—পরিশ্রমযুক্ত, শ্রমশীল, শ্রমজীবী। শ্রম শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**শ্রামিকী**।

শ্রিত—আশ্রিত; অবলম্বিত; সেবিত; উপজীবিত। শ্রি+ক্ত কর্ম। বিণ।

শ্রিতবান্ (-বৎ)—আশ্রয়কারী, যে আশ্রয় করিয়াছে এরূপ। শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্তবতু কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**শ্রিতবতী**।

শ্রী ১। লক্ষ্মী; সম্পত্তি; সরস্বতী; শোভা; লাবণ্য; রূপ; বেশবিন্যাস; উপকরণ; বিভূতি; প্রকার; ত্রিবর্গ; কীর্তি; বৃদ্ধি; বুদ্ধি; সিদ্ধি; বিল্ববৃক্ষ, সরল বৃক্ষ; নামের উপাধি বিঃ (জীবিত লোকের এবং দেবতা, দেবতুল্য ব্যক্তি বা পবিত্র বস্তুর নামের পূর্বে বসে)। শ্রি (আশ্রয় করা) +ক্বিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী। ২। (সংগীতে) রাগ বিঃ। বি; পু।

শ্রীকণ্ঠ—মহাদেব; কবি ভবভূতির উপনাম; দেশ বিঃ, কুরুজাঙ্গল। বহু। বি; পু।

শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছন - কবি ভবভূতি। শ্রীকণ্ঠ এই পদ (উপনাম) হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি; পু।

শ্রীকর—১। শোভাকর। উপতৎ; শ্রী শব্দ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**শ্রীকরী**। ২। বিষ্ণু; পণ্ডিত বিঃ। বি; পু।

শ্রীকান্ত—বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

শ্রীকৃষ্ণ—বাসুদেব ['কৃষ্ণ' দ্রঃ]। শ্রীযুক্ত যে কৃষ্ণ, মধ্যপ। বি; পু।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম—সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ রাজা রামজীবনের সভায় যে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম তাঁহাদিগের মধ্যে প্রধান। ইনি স্মৃতিশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। কাব্যরচনাতেও ইঁহার খ্যাতি আছে। ইঁহার রচিত "পদাঙ্কদূত" এদেশের সকলের নিকটেই পরিচিত। ঐ গ্রন্থে ইনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন, তাহা এই—

"শাকে মারুক-বেদ-ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণ শর্মা স্বয়ম্
আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্কদূতমিদং বিদ্বন্মনোরঞ্জনম্
শ্রীলশ্রীযুক্তরামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শর্মা ১৬৪৩ শাকে হৃদয়ে আনন্দদায়ক নন্দনন্দনের পদারবিন্দদ্বয় স্মরণপূর্বক শ্রীল শ্রীযুক্ত রামজীবন নামক মহারাজাধিরাজ কর্তৃক আদৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পদাঙ্কদূত রচনা করেন।

শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন—হুগলি জেলার অন্তর্গত সোমড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি স্কুলে এণ্ট্রান্স পর্যন্ত পড়িয়া চাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়া জামালপুর অডিট আফিসে ২০্ টাকা বেতনে কেরানিগিরির কার্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে ইঁহার সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অনুরাগ হয় এবং সমধিক উৎসাহসহকারে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিয়া অল্পকাল মধ্যেই তাহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি মুঙ্গেরে অবস্থানকালে তথায় ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং চাকরি ছাড়িয়া দিয়া ধর্মতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। ইঁহার অসাধারণ বক্তৃতাশক্তি ছিল। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্রের পর ইঁহার ন্যায় বক্তা প্রায় দেখা যায় না। ইনি কাশীধামে যোগাশ্রম নামক এক আশ্রম ও যোগেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি আজীবন অবিবাহিত ছিলেন। কিঞ্চিদূর্ধ্ব পঞ্চাশদ্বর্ষ বয়সে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি শঙ্করাচার্যের ভাষ্য ও অনুবাদ সহিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এক বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত ইঁহার প্রণীত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থও কয়েকখানি আছে। শেষজীবনে ইনি কৃষ্ণানন্দস্বামী নামে পরিচিত হন।

শ্রীক্ষেত্র—জগন্নাথক্ষেত্র, পুরীধাম। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্রীখণ্ড ১। চন্দনকাষ্ঠ। ৬তৎ। বি; ক্লী বা পু। ২। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কাটোয়ার অদূরবর্তী গ্রাম বিঃ। এখানকার বৈদ্য বংশীয় ঠাকুর মহাশয়েরা পরম গৌরাঙ্গভক্ত এবং কাশিমবাজারের রাজবংশের গুরু।

- বিষ্ণু। শ্রীর (সৌভাগ্যের) গর্ভ (উদ্ভব) যাহা হইতে, বহু। বি; পু।

শ্রীগোপাল বসু মল্লিক—ইনি কলিকাতা পটোলডাঙ্গার বসু মল্লিক বংশসম্ভূত। ইঁহার উইলের শর্তমতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ন্যস্ত মূলধন হইতে বেদান্ত শিক্ষার নিমিত্ত নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তিন বৎসরের জন্য একজন করিয়া অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন। তিনি বেদান্ত বিষয়ে ধারাবাহিক উপদেশ দিবেন এবং উক্ত দর্শন সম্বন্ধে মৌলিক তথ্য বাহির করিয়া সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তশিক্ষার সহায়তা করিবেন। তিনি ১২৫্ টাকা হিসাবে মাসিক বেতন পাইবেন, এবং তিন বৎসর অন্তে ১৪০০্ টাকা পাইবেন। এই টাকায় তাঁহার প্রদত্ত উপদেশগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া ৪০০ খানি পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং ১০০ খানি পুস্তক বন্ধুগণকে বিতরণ করিবার জন্য বসু মল্লিক মহাশয়ের বংশের প্রতিনিধিকে দিতে হইবে। অবশিষ্ট টাকা অধ্যাপক নিজে লইতে পারিবেন। বেদান্ত শিক্ষার জন্য এরূপ দান আর কোনও বাঙ্গালী এ পর্যন্ত করেন নাই।

শ্রীঘন—১। বুদ্ধদেব। শ্রীর (সৌভাগ্যের) ঘন (রাশি) যাহা হইতে বা যাহাতে, বহু। বি; পু। ২। দধি। শ্রীযুক্ত যে ঘন, মধ্যপ। বি; ক্লী। [বি।

শ্রীঘর—কারাগার (ব্যঙ্গার্থে)। বাংপ্র।

শ্রীচন্দ্র—উদাসীন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রবর্তক, শিখদিগের আদিগুরু মহামতি নানকের পুত্র। ইঁহার জননীর নাম সুলক্ষণা। পিতার ধর্মভাব অতি অল্পবয়সেই ইঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত হয়। কিছুদিন পরে ধর্মার্থ জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়া ইনি সংসার পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হন। ক্রমশঃ বহু লোক ইঁহার মতের অনুবর্তী হইলে উদাসীন সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়। [পদ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্রীচরণ, শ্রীপদ—শ্রীযুক্ত চরণ, শোভাকর

শ্রীচরণকমল- শ্রীসম্পন্ন পদরূপ পদ্ম। রূপক। বি; ক্লী।

শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু পূজনীয় ব্যক্তিকে লিখিতব্য পত্রের আরম্ভে ব্যবহার্য পাঠ বিঃ। সংস্কৃত সপ্তম্যন্তপদ।

শ্রীদ—১। শোভাদায়ক; ধনদাতা। শ্রী শব্দ

দা (দেওয়া)+ড কর্ত্তৃ। বিণ। ২। কুবের। বি; পু।

শ্রীদাম—কৃষ্ণসহচর গোপ বিঃ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি গোলোকে শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন। একদা শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাকে দ্বারে রাখিয়া চন্দ্রাবলীর সহিত যখন ক্রীড়ারত ছিলেন, তখন শ্রীরাধিকা আসিয়া শ্রীদামকে দ্বার পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু ইনি দ্বার ত্যাগ না করায় শ্রীরাধা ইঁহাকে অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিতে অভিশাপ দেন। বি; পু।

শ্রীধর—বিষ্ণু; শালগ্রাম শিলা বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ]। শ্রী (লক্ষ্মী)—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

শ্রীধর আচার্য—প্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার প্রণীত বৈশেষিক দর্শন ভাষ্য-টীকা ন্যায়কন্দলী গ্রন্থ। দক্ষিণ রাঢ় ভুরিসৃষ্টি (ভুরসুঁর) গ্রামে, কায়স্থকুলতিলক দেব-দ্বিজভক্ত পাণ্ডুদাসের উৎসাহে ইনি অদ্বয়-সিদ্ধি, তত্ত্বপ্রবোধ, তত্ত্বসংবাদিনী সংগ্রহ রচনা করিয়াছিলেন। ৯১৩ শকাব্দে বর্ত্তমান হুগলী জেলায় উক্ত গ্রামে অচ্ছোকা দেবীর গর্ভে বলদেবাচার্যের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্মার্ত্ত শ্রীধরাচার্য হইতে ভিন্ন। স্মৃত্যর্থসারকর্ত্তা শ্রীধরাচার্যও অপর এক ব্যক্তির নাম। বি; পু।

শ্রীধর কথক—প্রসিদ্ধ কথকতা ব্যবসায়ী ও সংগীতরচয়িতা। ১২২৩ সালে হুগলী বাঁশবেড়িয়ায় ইঁহার জন্ম হয়। প্রসিদ্ধ কথক লালচাঁদ বিদ্যাভূষণ ইঁহার পিতামহ, এবং পণ্ডিত রত্নকৃষ্ণ শিরোমণি ইঁহার পিতা। পাঁচ বৎসর বয়সে পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইয়া শ্রীধর এক মাসের মধ্যেই ধারাপাত শেষ করেন, এবং চৌদ্দ বৎসর বয়সে ব্যাকরণ, কাব্য এবং ভাগবতে ব্যুৎপন্ন হন। বাল্যকাল হইতেই সংগীত ও কবিতায় ইঁহার গাঢ় অনুরাগ ছিল। যৌবনে ইনি সঙ্গীদিগকে লইয়া পাঁচালী ও কবি গাহিতেন। ইহাতে ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ভর্ৎসনা করায় শ্রীধর এক বন্ধুর সহিত মুর্শিদাবাদে গিয়া ব্যবসায় কার্য আরম্ভ করেন। পরে ইনি ব্যবসায় ছাড়িয়া বহরমপুরে কালীচরণ ভট্টাচার্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করেন। কালে ইনি এই কার্যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত শ্যামাবিষয়ক, কৃষ্ণবিষয়ক এবং প্রেমবিষয়ক অনেকগুলি গান আছে।

শ্রীধর স্বামী—বোপদেবের কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ে গুর্জর দেশে বলভী নগরে শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন। ইনি পরমানন্দ পুরীর নিকট নৃসিংহ মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ভাবার্থ-দীপিকা নামক টীকা দ্বারা ইনি শ্রীমদ্ভাগবতকে সুন্দর ও সরলভাবে বুঝাইয়াছিলেন। ইনি মহিম্নস্তবের টীকা, গীতার টীকা ও বিষ্ণুপুরাণের টীকাও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাই ইঁহার প্রসিদ্ধ রচনা। নীলাচলে থাকিয়া একদিন চৈতন্যদেব বলিয়াছিলেন—"স্বামীকে না মানিলে কুলকামিনী যেমন ব্যভিচারিণী হয়, সেইরূপ কেহ যদি শ্রীধর স্বামীর টীকা না মানিয়া ভাগবতের ব্যাখ্যা করেন, তাহা ব্যভিচারদোষ দুষ্ট।" ব্রজবিহার নামক কাব্যগ্রন্থও শ্রীধর কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীধর স্বামীর কৃত গীতার টীকা ও ভাগবতের টীকা লইয়া বিদ্বৎ সমাজে বিবাদ উপস্থিত হয়। সেই বিবাদ মীমাংসার নিমিত্ত উক্ত টীকাদ্বয় বেণীমাধবের শ্রীচরণে অর্পণ করা হয়। অনন্তর স্বপ্নে আদেশ হয় যে শ্রীনৃসিংহ দেবের প্রসাদে শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যাই প্রামাণ্য। যথা—

"অহং বেদ্মি শুকো বেত্তি ব্যাসো বেত্তি ন বেত্তি বা।
শ্রীধরঃ সকলং বেত্তি শ্রীনৃসিংহপ্রসাদতঃ।"

অপর কাহারও মতে শ্রীধরাচার্য ও শ্রীধর স্বামী একই ব্যক্তির নাম।

শ্রীনগর—কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত রাজধানী। শ্রীনগর সমুদ্রতল হইতে ৫২৫০ ফুট উচ্চ। ঝিলম নদী শহরমধ্যে প্রবাহিত হইয়া শহরটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এই দুই ভাগ সাতটি সেতু দ্বারা সংযুক্ত। এখানে আকবর ও জাহাঙ্গীরের অনেক সৌধ কীর্তি বিদ্যমান। "লীলা রূপ" কাব্যে বর্ণিত "ডাল" হ্রদ শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই হ্রদের উপরিভাগে কতিপয় "ভাসমান উদ্যান" দৃষ্ট হয়। শ্রীনগর একসময়ে শালের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। শ্রীনগরে রূপার তামার এবং কাঠের নানাবিধ শিল্পকার্য-সমন্বিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

শ্রীনন্দন—লক্ষ্মীপুত্র; কন্দর্প। ৬তৎ। বি; পু।

াথ বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

ঘোষ—ইনি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েন্টাল সেমিনারীতে বিদ্যাশিক্ষা করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ গিরিশচন্দ্র ঘোষের ('গিরিশচন্দ্র ঘোষ' দ্রঃ) সহিত একযোগে 'বেঙ্গল রেকর্ডার' নামে এক ইংরাজী সংবাদপত্র প্রবর্তিত করেন। এই সংবাদপত্রের একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া ২৪ পরগনার তৎকালীন কলেক্টর মিস্টার আর্থার গ্রোট প্রীত হইয়া শ্রীনাথকে আপনার আফিসে ১৫০৲ টাকা মাসিক বেতনের একটি পদ প্রদান করেন, এবং ১৮৫৪ খ্রীঃ ডেপুটি কলেক্টর করিয়া দেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনিষ্ঠ গিরিশচন্দ্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রের প্রবর্ত্তন করিলে, শ্রীনাথ ও তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষেত্রচন্দ্র উক্ত পত্রের সম্পাদনে তাঁহাকে সাহায্য করিতেন। শ্রীনাথ বহুদিন প্রেসিডেন্সি ডিভিসনের কমিশনারের পার্সন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে ইনি মাসিক সহস্র মুদ্রা বেতনে কলিকাতা কর্পোরেশনের ভাইস চেয়ারম্যানের পদে নিযুক্ত হন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেশ্যাল পেনশন লইয়া অবসর গ্রহণ করেন, এবং ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর ৬০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

শ্রীনিকেতন—বিষ্ণু। শ্রীর নিকেতন যাহাতে, বহু। বি; পু।

শ্রীনিবাস—১। বিষ্ণু। শ্রীর (লক্ষ্মীর বা কান্তির) নিবাস (আশ্রয়স্থান), ৬তৎ। বি; পু। ২। জনৈক বৈষ্ণব। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত যাজিগ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। স্বীয় পিতার নিকট শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাগুণ শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার দর্শনলাভার্থ নীলাচল যাত্রা করেন; কিন্তু পথিমধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাসংবরণের কথা শুনিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়েন। অনন্তর নিদ্রাবস্থায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার আদেশে নীলাচল হইয়া শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমনসময়ে বনবিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বির কর্তৃক নিযুক্ত দস্যুদের দ্বারা ইঁহার আনীত গ্রন্থশকট অপহৃত হয়। অতঃপর ইনি গ্রন্থের অনুসন্ধান করিতে করিতে রাজবাটীতে উপনীত হন। ইঁহার দর্শনে বীরহাম্বির মুগ্ধ হন এবং ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক পরম ভগবদ্ভক্ত হন।

শ্রীনিবাস শাস্ত্রী—ইনি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে কুম্ভকোনমের দক্ষিণে ছয় মাইল দূরবর্তী ভালঙ্গিমান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কুম্ভকোনম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ইনি কুম্ভকোনমের সরকারী কলেজ হইতে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম, এবং ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম হন এবং ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে পাস করেন। ইঁহার ইংরাজী ভাষায় অধিকারের পুরস্কারস্বরূপ ইনি নগদ ৩৫০৲

টাকা ও একটি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ট্রিপলিকেন স্কুলের হেড-মাষ্টারি করিবার সময় ইনি গোখলের সংস্রবে আসেন। মিঃ গোখলের চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া ইনি তাঁহার আদর্শের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেন। তাহাতে ইনি হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি ঢালিয়া দিয়াছিলেন। সেই পুস্তিকা পাঠ করিয়া মিঃ গোখলে শাস্ত্রী মহাশয়কে তাঁহার অন্তরঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মিঃ গোখলের "ভারতসেবক" দলভুক্ত হন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি এই পদে ছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। মিঃ গোখলের মৃত্যুর পর (১৯১৫ খ্রীঃ) সর্বসম্মতিক্রমে ইনি সারভ্যাণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটীর সভাপতি নির্বাচিত হন। বহুকাল পর্যন্ত ইনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভা হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রেরিত হন। এই সভার সদস্য থাকার কালে ইনি তীব্র ভাষায় রাউলাট বিলের প্রতিবাদ করেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নাসিক নগরে বোম্বে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনে সভাপতিত্ব করেন হোমরুল আন্দোলনের প্রবর্তক মিসেস বেশান্ত অন্তরীণ হইলে ইনি সমগ্র ভারতে হোমরুল সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সংস্কৃত শাসনব্যবস্থা প্রকাশিত হইলে ইনি আংশিকভাবে উহার সমর্থন করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে মণ্টফোর্ড স্কীম অনুসারে ভোটাধিকার নির্ধারণার্থ যে কমিটি গঠিত হয়, সার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইনি তাহার ভারতীয় সদস্য ছিলেন। মধ্যপন্থী দলের প্রতিনিধি দলভুক্ত হইয়া ইনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে গমন করেন। ১৯২০ খ্রীঃ ইনি কাউন্সিল অব ষ্টেটের সদস্য হন। ১৯২১ খ্রীঃ জুন মাসে ইনি আবার বিলাত যাত্রা করেন। এবার ইনি ইম্পিরিয়াল কন্‌ফারেন্সে (সাম্রাজ্য-বৈঠকে) ভারতের প্রতিনিধিরূপে সরকার কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তদানীন্তন দক্ষিণ আফ্রিকার মহামান্য জেনারেল স্মাট্‌সের সহিত বহু বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। বিলাতে অবস্থিতিকালে ইনি লণ্ডনের নাগরিকের অধিকার এবং প্রিভি কাউন্সিলার পদ লাভ করেন। ১৯২১ খ্রীঃ ইনি ভারতের প্রতিনিধিস্বরূপ জাতিসংঘের বৈঠকে যোগ দিতে গমন করেন। তৎপরে আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে অস্ত্রসংবরণ জন্য যে কনফারেন্স বসে, ভারত গভর্নমেণ্ট তাহাতে ইঁহাকে ভারতের প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ছয় মাস কাল ইউরোপ ও আমেরিকা মহাদেশ পরিভ্রমণ করিয়া এবং বহু বক্তৃতায় ভারতের কাহিনী বিবৃত করিয়া ইনি ১৯২২ অব্দের এপ্রিল মাসে ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ভারত গভর্নমেণ্ট ডোমিনিয়নসমূহে একটি 'মিশন' প্রেরণ করিলেন, এবং ইঁহাকে পুনরায় প্রতীচ্য মহাদেশে গমন করিতে হইল। ১৯২২ অব্দের ২৩শে মে ইনি জাহাজে আরোহণ করিলেন। প্রথমে ইনি অস্ট্রেলিয়ায় গমন করেন। তাহার পর ইনি কানাডা ও অন্যান্য স্থানেও গমন করিয়াছিলেন। সর্বত্রই ইনি সমাদৃত হন। ডোমিনিয়ন ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের পরও অল্পদিনই ইনি বিশ্রামলাভের অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যা গুরুতর হওয়ায় তাহার মীমাংসার্থ ইনি ভারত গভর্নমেণ্টের এজেণ্ট জেনারেল পদে নিযুক্ত হইয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করিয়াছিলেন। ১৯৩৫ হইতে ১৯৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। ১৯৪৬ খ্রীঃ ইঁহার লোকান্তর হয়।

শ্রীপঞ্চমী—মাঘ মাসের শুক্লপঞ্চমী (এই দিনে সরস্বতী পূজা হইয়া থাকে। ইহার আর এক নাম বসন্তপঞ্চমী)। শ্রী যুক্তা যে পঞ্চমী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

শ্রীপতি—নারায়ণ, বিষ্ণু। ৬তৎ। বি; পু।

শ্রীপদ—'শ্রীচরণ' দ্রঃ।

শ্রীপদপঙ্কজ—শ্রীচরণরূপ পদ্ম। পদরূপ পঙ্কজ, রূপক; শ্রী যুক্ত পদপঙ্কজ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্রীপদপল্লব—শ্রীযুক্ত চরণরূপ পল্লব। পদরূপ পল্লব, রূপক; শ্রী যুক্ত যে পদপল্লব, মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী।

শ্রীফল—১। বিল্ববৃক্ষ, বেলগাছ। শ্রী যুক্ত ফল যাহার, বহু। বি; পু। ২। বিল্ব বেল। শ্রী যুক্ত যে ফল, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্রীবৎস—১। বিষ্ণু। শ্রী যুক্ত বৎস (বক্ষঃস্থল) যাহার, বহু। ২। বিষ্ণুর বক্ষঃস্থলস্থ রোমাবর্ত বিঃ। শ্রী যুক্ত (শোভান্বিত) বৎস (বক্ষঃস্থল) যাহা হইতে, বহু। বি; পু ৩। অযোধ্যা-দেশের জনৈক প্রাচীন নরপতি। ইঁহার পত্নীর নাম চিন্তা। একদা শনি ও লক্ষ্মীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ইহা হইয়া বিবাদ হয়। তাঁহারা পরমধার্মিক শ্রীবৎসকে ইহার মীমাংসার জন্য অনুরোধ করেন। দেবতার বিবাদে কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বা কাহাকেও নিকৃষ্ট বলা অসংগত বিবেচনায় শ্রীবৎস দুইখানি সিংহাসন নির্মাণ করেন। তাহার একখানি স্বর্ণনির্মিত, অপরখানি রজতনির্মিত। নির্দিষ্ট দিবসে লক্ষ্মী আসিয়া স্বর্ণসিংহাসনে এবং শনি রজত সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরে তাঁহারা বিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে শ্রীবৎস আসনানুসারে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ইহাই ইঙ্গিতে প্রকাশ করেন। তখন লক্ষ্মী প্রীত হইয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া প্রস্থান করেন, এবং শনি অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে কষ্ট দিবার জন্য ইঁহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু পরমধার্মিক রাজার কোনরূপ ছিদ্র দেখিতে পাইলেন না। ইতোমধ্যে শ্রীবৎস একদা আহারান্তে পদপ্রক্ষালন না করায় এই ছিদ্র পাইয়া শনি ইঁহার দেহে প্রবেশ করেন। শনির আবির্ভাবে শ্রীবৎসের মতি দিন দিন হীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ক্রমে ইনি রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন। অতঃপর ইনি এক কন্থার মধ্যে বহুমূল্য রত্নরাজি স্থাপন করিয়া, তাহা লইয়া পত্নীসহ রাজ্য ত্যাগ করেন। পথে শনি এক মায়ানদীর সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং এক জীর্ণ তরণী লইয়া উপস্থিত হন। সে তরণী একজনের অধিক ভারসহনে অক্ষম। শ্রীবৎস তখন অগ্রে রত্নরাজিপূর্ণ কন্থা নৌকায় তুলিয়া দিয়া তাহা নাবিককে পরপারে রাখিয়া আসিতে আদেশ করেন। শনি কন্থা লইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে মায়ানদী তরণী প্রভৃতি সকলই অন্তর্হিত হয়। শনির কৌশলে নিঃস্ব হইয়া শ্রীবৎস পত্নী সহ কাঠুরিয়া পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

কিন্তু ইহাতেও শনির ক্রোধের শান্তি হইল না। ইনি পতি পত্নীর বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীবৎস অরণ্যে কাষ্ঠাহরণে গিয়াছেন, এমন সময়ে এক মহাজনের নৌকা চড়ায় বাধিয়া গেলে শনি দৈবজ্ঞরূপে আসিয়া মহাজনকে বলেন যে, এই কাঠুরিয়া পল্লীতে এক সতী আছেন, তিনি আসিয়া স্পর্শ করিলেই নৌকা চলিবে। তখন মহাজন বহু সাধ্যসাধনা করায় চিন্তা আসিয়া নৌকা স্পর্শ করিলে নৌকা ভাসিয়া উঠিল। তখন মহাজন পাছে আর কখনও নৌকা চড়ায় লাগে এই ভাবনায় চিন্তাকে বলপূর্বক নৌকায় তুলিয়া লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন। চিন্তা পূর্বের স্তব করিয়া তাঁহার নিকট হইতে

কুরূপ প্রার্থনা করিয়া লইলেন। ইহাতে ইহার ধর্মনাশের আশঙ্কা রহিল না। এদিকে শ্রীবৎস গৃহে আসিয়া চিন্তাকে না দেখিয়া কাতর হইলেন। অতঃপর ইনি কাঠুরিয়া-পত্নীগণের প্রমুখাৎ মহাজনের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চিন্তার অন্বেষণ করিতে করিতে এক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা ভদ্রা ইহাকে বরমাল্য প্রদান করিলে শ্রীবৎস রাজকন্যা দ্বারা রাজাকে অনুরোধ করিয়া নদীতীরে বাণিজ্যতরণীর শুল্ক-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত হইলেন। সেখানে যত বাণিজ্য-তরণী আসিত শ্রীবৎস তৎসমস্তই সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপ অনুসন্ধান করিতে করিতে একদা পূর্বোক্ত মহাজনের নৌকায় চিন্তাকে প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজা ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ইহাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সূর্যের কৃপায় চিন্তা পুনরায় পূর্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন। তখন শ্রীবৎস চিন্তা ও ভদ্রাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং কমলার কৃপায় পুনর্বার রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীবৎসলাঞ্ছন—বিষ্ণু। শ্রীবৎস হইয়াছে লাঞ্ছন (চিহ্ন) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

শ্রীবাস—বিষ্ণু ; শিব। শ্রী হইয়াছে বাস (বাসস্থান) যাঁহার, বহু। বি ; পু।

শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীহট্ট-নিবাসী ব্রাহ্মণ। পণ্ডিত ইঁহাদের কৌলিক উপাধি। ইনি সপরিবারে নবদ্বীপ গমনপূর্বক শ্রীমহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের বাটীর সন্নিকটে বাস করিতে থাকেন। ইহার পত্নীর নাম মালিনী দেবী জগন্নাথ মিশ্র ইঁহার সমবয়স্ক ও বাল্যবন্ধু। মান্যব্যক্তি ও পিতৃবন্ধু বলিয়া নিমাই (গৌরাঙ্গ) ইঁহাকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন। নিমাইএর অনুপম প্রেমভক্তি ও মধুর কীর্তনাদিতে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীবাসাদি অনেকেই তাঁহার পার্ষদভক্তরূপে পরিণত হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। সন্ধ্যার পর শ্রীবাসের গৃহেই কীর্তন হইত। একদা মহাপ্রভুর ঐরূপ কীর্তন হইতেছে, এমন সময়ে শ্রীবাসের একমাত্র পুত্র মৃত্যু-মুখে পতিত হয়, স্ত্রীলোকেরা তারস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠে। শ্রীবাস কীর্তন হইতে উঠিয়া গিয়া বলিলেন, "দেখ, আমার আঙিনায় স্বয়ং ভগবান্ ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছেন, এতদবস্থায় শিশুর মৃত্যু তাহার ও আমাদের পরম সৌভাগ্য ; যদি তোমরা চীৎকার করিয়া কীর্তনে বাধা জন্মাও, আমি জাহ্নবীজীবনে প্রবেশ করিব।" ইহার পরেই শ্রীবাসের দেবদুর্লভ পুরস্কার লাভ হয়,—গৌর নিতাইকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। গৌরাঙ্গ নীলাচলে গমন করিলে "শ্রীবাসাঙ্গন" পরিত্যক্ত হয়। গৌর-শূন্য নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া শ্রীবাস কুমারহট্টবাসী হন। তথাকার গোবিন্দদাস নামক ব্রাহ্মণ-কুমারের সহিত শ্রীবাসের ভ্রাতৃ-তনয়ার উদ্বাহ হয়। কিন্তু তিনি অচিরে বিধবা হন। তাঁহারই গর্ভে সুবিখ্যাত কবি বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বৃন্দাবনের প্রধান গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত।

শ্রীবৃদ্ধি—সৌভাগ্যবৃদ্ধি ; সম্পত্তির উন্নতি ; সৌন্দর্যবৃদ্ধি ; উৎকর্ষ, উন্নতি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

-সৌন্দর্য-রহিত, কান্তিশূন্য। ৫তৎ। বিণ।

(-ভ্রাতৃ)—চন্দ্র ; অশ্ব। ৬তৎ (সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত ইহারাও উদ্ভূত হইয়াছিল)। বি ; পু।

শ্রীমতী—১। শ্রীযুক্তা ইত্যাদি। শ্রীমৎ+ ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। শ্রীরাধিকা; কপিলপত্নী (ইনি সতীসাধ্বীর উদাহরণস্থল। রামায়ণে সীতা ইঁহার সহিত উপমিত হইয়াছিলেন)। বি ; স্ত্রী।

শ্রীমন্ত—শ্রীমান্, ভাগ্যবান্; কবিকঙ্কণ চণ্ডীর (সওদাগর) নায়ক বিঃ। বাংপ্র। বি।

(শ্রীমৎ) ১। শ্রীযুক্ত ; লক্ষ্মীবান্ ; ধনবান্ ; সুন্দর ; সন্ন্যাসী দেবতা ইত্যাদির নামের পূর্বে গৌরবার্থে (যথা,—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)। শ্রী শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শ্রীমতী**।

শ্রীমুখ—১। শোভাযুক্ত মুখ। শ্রী যুক্ত যে মুখ, মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। পত্রপৃষ্ঠে 'শ্রী' এই শব্দ লিখন। শ্রী (সৌভাগ্য) হইয়াছে মুখ (প্রধান) যাহার, বহু। বি ; পু।

শ্রীমুখপঙ্কজ—মনোহর বদনকমল, সুন্দর মুখপদ্ম। মুখরূপ পঙ্কজ, রূপক ; শ্রী যুক্ত মুখপঙ্কজ, মধ্যপ। বি ; ক্লী।

শ্রীমূর্তি—দেববিগ্রহ। শ্রী যুক্ত যে মূর্তি, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

শ্রীযুক্ত, শ্রীযুত—শ্রীমান্, লক্ষ্মীবান্। শ্রী দ্বারা যুক্ত, যুত, ৩তৎ। বিণ।

শ্রীরাগ—রাগ বিঃ, তৃতীয় রাগ। শ্রীনামক যে রাগ, মধ্যপ। বি ; পু।

শ্রীরাম, শ্রীরামচন্দ্র—অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র। শ্রী যুক্ত যে রাম বা রামচন্দ্র, মধ্যপ। বি ; পু।

শ্রী[illegible]—শ্রীরামের জন্মতিথি, চৈত্র মাসের শুক্ল-নবমী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

শ্রীল—শ্রীযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন। শ্রী শব্দ+ল যুক্তার্থে। বিণ।

শ্রীশ—শ্রীনাথ, বিষ্ণু। শ্রীর (লক্ষ্মীর) ঈশ (নাথ), ৬তৎ। বি ; পু।

শ্রীশচন্দ্র সর্বাধিকারী (রায় বাহাদুর)—একটি অতি প্রাচীন ও মহাসম্ভ্রান্ত সুপ্রসিদ্ধ বংশে ১৮৫৮ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কর্মবীর, ধর্মবীর ও জ্ঞানবীর, এবং চিরদিন আর্তের বন্ধু ছিলেন। পাঠে ইঁহার অত্যধিক অনুরাগ ছিল। ইনি ইংরাজী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং অকপটচিত্তে দেশের কল্যাণকামনায় সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেন। নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার "নেশান" নামক সাপ্তাহিক পত্র ক্রয় করিয়া পরিচালন করিতেন। প্রাত্যহিক 'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদন ইঁহার নিত্যক্রিয়া ছিল। ১৯১২ খ্রীঃ ভারতসম্রাটের জন্মতিথি উপলক্ষে ইনি "রায় বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯১২ খ্রীঃ ১১ই জুলাই ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

শ্রীশ্রী—দেবতা বা মহাপুরুষদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ। বাংপ্র। বি।

'সিলেট' দ্রঃ।

—১। কান্যকুব্জের অধীশ্বর এবং নাগানন্দ ও রত্নাবলী নামক নাটকদ্বয়ের প্রণেতা হর্ষবর্ধনের উপনাম। ২। নৈষধ-চরিত-প্রণেতা কবি। বঙ্গাধিপ আদিশূর যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনাইয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের অন্যতম। বি ; পু।

শোভাশূন্য ; কুরূপ ; সৌভাগ্যহীন ; লক্ষ্মীহীন। ৩তৎ। বিণ।

১। আকর্ণিত, যাহা শুনা হইয়াছে এরূপ ; প্রসিদ্ধ ; জ্ঞাত। শ্রু (শুনা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বেদ ; শাস্ত্র ; শাস্ত্রজ্ঞান। বি ; ক্লী।

শ্রুতকীর্তি—কুশধ্বজ রাজার কনিষ্ঠা কন্যা ও লক্ষ্মণানুজ শত্রুঘ্নের পত্নী ; ইঁহার গর্ভে সুবাহু ও শত্রুঘাতী নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্রুতা কীর্তি যাঁহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী। [বি ; স্ত্রী।

শ্রুতদেবী—বাগ্দেবী, সরস্বতী। ৬তৎ।

শ্রুতধর—'শ্রুতিধর' দ্রঃ।

শ্রুতবান্ (-বৎ)—১। কৃতশ্রবণ, শুনিয়াছে এরূপ। শ্রু (শুনা)+ক্তবতু কর্তৃ। ২। শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, বিদ্বান্। শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান) +বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**শ্রুতবতী**।

শ্রুতশ্রবাঃ (-শ্রবস্)—দমঘোষের পত্নী, শিশুপালের মাতা। শ্রুত হইয়াছে শ্রবঃ (কীর্তি) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী। [বি ; পু।

শ্রুতায়ুঃ (-যুস্)—সূর্যবংশীয় জনৈক নৃপ।

শ্রুতি—১। শ্রবণেন্দ্রিয়, কর্ণ। শ্রু (শুনা) +ক্তি করণ। ২। শ্রবণ, আকর্ণন, শুনা। শ্রু+ক্তি ভাব। ৩। বেদ; বাচক শব্দ; কিংবদন্তী; (সংগীতে) স্বরাবয়ব, সুক্ষ্মস্বর বিঃ। শ্রু+ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

শ্রুতিকটু—১। দুঃশ্রাব্যতা দোষ। শ্রুতির (কর্ণের) কটু, ৬তৎ। বি; পু। ২। দুঃশ্রাব্য, শুনিতে রূঢ়। ৭তৎ। বিণ।

শ্রুতিকঠোর—শ্রুতিকটু, শুনিতে রূঢ়, দুঃশ্রাব্য। ৭তৎ। বিণ।

শ্রুতিগম্য—শ্রুতিগোচর। ৬তৎ। বিণ।

শ্রুতিগোচর—শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, আকর্ণিত, যাহা শোনা গিয়াছে এরূপ। ৬তৎ। বিণ।

শ্রুতিধর, শ্রুতধর—শ্রবণমাত্র ধারণক্ষম, অন্যের কোন কথা শুনিবামাত্র যে স্মরণ রাখিতে সমর্থ, অতি মেধাবী। শ্রুতি, শ্রুত শব্দ—ধৃ (ধারণ করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। [৬তৎ। বি; পু।

শ্রুতিপথ—শ্রবণপথ, কর্ণপথ, কর্ণচ্ছিদ্র।

শ্রুতিমধুর—শ্রবণমনোহর, শুনিতে মিষ্ট। ৭তৎ। বিণ।

শ্রুতিলিখন, শ্রুতলিখন—শুনিয়া লেখা, ডিক্টেশন লেখা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শ্রুতিসুখ—কর্ণসুখ, শ্রবণেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শ্রুতিসুখকর—কর্ণের তৃপ্তিদায়ক, শুনিতে মিষ্ট। উপতৎ; শ্রুতিসুখ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

শ্রুতিস্মৃতি—বেদ ও ধর্মশাস্ত্র। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

শ্রুতিহারী (-হারিন্)—শ্রবণমনোহর, যাহা শুনিলে মুগ্ধ হইতে হয়। উপতৎ; শ্রুতি-হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -রিণী।

শ্রূয়মাণ—যাহা শ্রবণ করা হইয়াছে এরূপ। শ্রু (শুনা)+শান কর্ম। বিণ।

শ্রেঢ়ী—(অঙ্কশাস্ত্রে) গণনার রীতি বিঃ, Progression. শ্রেণি শব্দ—ঢৌক্ (গমন করা)+ড কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রেণি, শ্রেণী—পঙ্‌ক্তি, সারি; দল; জাতি, একধর্মবিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিসমূহ; কারুসংহতি। শ্রি (আশ্রয় করা ইত্যাদি)+নি কর্তৃ, পক্ষে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

শ্রেণীবদ্ধ—পঙ্‌ক্তিবদ্ধ, সারিবন্দী; দলবদ্ধ। ৩তৎ। বিণ।

শ্রেণীবিভক্ত—সারিবন্দী ভাবে স্থাপিত, সারি সারি রক্ষিত। ৩তৎ। বিণ।

শ্রেণীভুক্ত—দলভুক্ত, দলের অন্তর্গত। শ্রেণীর ভুক্ত (অন্তর্গত), ৬তৎ। বিণ।

শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্)—ধর্ম; হিত, মঙ্গল; মোক্ষ; সুখ; সৌভাগ্য। প্রশস্ত শব্দ+ঈয়সু। বি; স্ত্রী।

শ্রেয়ঃকল্প—১। অপেক্ষাকৃত শ্রেয়ঃ। শ্রেয়স্+কল্প ঈষদূনার্থে। ২। শ্রেষ্ঠতুল্য, শুভ সদৃশ। শ্রেয়সের কল্প (সদৃশ), ৬তৎ। বিণ।

শ্রেয়স্—'শ্রেয়ঃ' ও 'শ্রেয়াঃ' দ্রঃ।

শ্রেয়সী—'শ্রেয়ান্' দ্রঃ। বিণ; স্ত্রী।

শ্রেয়স্কর—মঙ্গলজনক, শুভদায়ক। উপতৎ: শ্রেয়স্ (মঙ্গল)—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—শ্রেয়স্করী।

শ্রেয়ান্ (শ্রেয়স্)—জ্যেষ্ঠ; শুভকর, মঙ্গলজনক। প্রশস্ত শব্দ+ঈয়সু। বিণ; পু। স্ত্রী—শ্রেয়সী।

শ্রেয়োজনক—শ্রেয়স্কর, মঙ্গলজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—শ্রেয়োজনিকা।

শ্রেষ্ঠ—অতি প্রশস্ত; সর্বপ্রধান; জ্যেষ্ঠ। প্রশস্ত শব্দ+ইষ্ঠ। বিণ।

শ্রেষ্ঠতা, শ্রেষ্ঠত্ব—উৎকৃষ্টতা, উৎকর্ষ; প্রাধান্য; জ্যেষ্ঠত্ব। শ্রেষ্ঠ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী ও ক্লী।

শ্রেষ্ঠী (শ্রেষ্ঠিন্)—বণিক্ বিঃ; শেঠ। শ্রেষ্ঠ শব্দ+ইন্। বি; পু।

শ্রোণি, শ্রোণী—নিতম্ব, পাছা; কটিদেশ; পথ। শ্রোণ্+ই কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [স্ত্রী।

শ্রোণিফলক—কটিপ্রদেশ। কর্মধা। বি;

শ্রোতঃ (শ্রোতস্)—১। নদ্যাদির বেগ, জলপ্রবাহ। শ্রু (গমন করা)+অস্ কর্তৃ। ২। কর্ণ, কান। শ্রু (শুনা)+অস্ করণ। বি; ক্লী।

শ্রোতব্য—শ্রাব্য, শ্রবণ-যোগ্য। শ্রু (শুনা) +তব্য কর্ম। বিণ।

শ্রোতা (শ্রোতৃ)—শ্রবণকর্তা, যে শুনে। শ্রু (শুনা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—শ্রোত্রী।

শ্রোত্র—১। কর্ণ, কান। শ্রু (শুনা)+ত্র করণ। ২। শ্রুতি, বেদ। শ্রু+ত্র কর্ম। বি; ক্লী।

শ্রোত্রিয়—১। বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ; বেদজ্ঞ বিপ্র;—(ক) "ওঁকারপূর্বিকাস্তিস্রঃ সাবিত্রীর্যশ্চ বিন্দতি। চরিতব্রহ্মচর্যশ্চ স বৈ শ্রোত্রিয় উচ্যতে॥" (খ) "জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসাত্তবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্ত্রিভিরেব হি॥" শ্রোত্র বা ছন্দস্ শব্দ+ইয়। বি; পু। ২। সদ্বংশ জাত; সচ্চরিত্র। বিণ।

শ্রৌত—শ্রুতিসিদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত। শ্রুতি শব্দ (শাস্ত্র)+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—শ্রৌতী।

শ্লথ—শিথিল; ঢিলা; আলগা। শ্লথ্ (ঢিল হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

শ্লথবৃন্ত—শিথিলবৃন্ত, আলগা বোঁটাবিশিষ্ট বহু। বিণ।

শ্লাঘনীয়, শ্লাঘ্য—প্রশংসনীয়; ধন্য; প্রশংসার পাত্র; স্পৃহণীয়। শ্লাঘ্ (শ্লাঘা করা)+অনীয়, ঘ্যণ্, কর্ম। বিণ।

শ্লাঘা—প্রশংসা; আত্মগুণখ্যাপন। শ্লাঘ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

শ্লিষ্ট—১। শ্লেষযুক্ত; সংসৃষ্ট, সংযুক্ত। শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+ক্ত কর্তৃ। ২। আলিঙ্গিত। শ্লিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

শ্লীপদ—শোথরোগ; গোদ, elephantiasis. শ্রী (স্ফীতি) যুক্ত যে পদ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

শ্লীল শ্রীযুক্ত; সাধু, শিষ্ট, ভদ্র; সৌভাগ্যশালী। শ্রী+ল অস্ত্যর্থে। বিণ।

শ্লীলতা—ভদ্রতা, সাধুতা। শ্লীল+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

শ্লীলতাহানি—অভদ্র ব্যবহার; বলাৎকারের চেষ্টা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

শ্লেট, শেলেট—লিখিবার নিমিত্ত কাল পাথরের পাতলা ফলক বিঃ। <ইং 'slate'. বি।

শ্লেষ—১। আশ্লেষ, আলিঙ্গন; যোগ; কাব্যালংকার বিঃ ('অলংকার' দ্রঃ); শব্দের নানার্থ যোগ। শ্লিষ্ (আলিঙ্গন করা)+অল্ ভাব। বি; পু। ২। নিন্দাত্মক বিদ্রূপবাক্য, কটাক্ষসূচক উক্তি। বাংপ্র। বি।

শ্লেষ্মা (শ্লেষ্মন্)—কফ, সর্দি, শিকনি [ইহা শুভ্র, গুরু, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, তমোগুণের আধিক্যযুক্ত এবং মধুর রসাত্মক। ইহা বিদগ্ধ হইলে লবণাস্বাদ হয়। জঠরাগ্নির তেজে ইহা ফেনিল হইয়া থাকে। ইহা রস ধাতুর মল। রক্তাশয়ের নিম্নে শ্লেষ্মাশয় অবস্থান করে]। শ্লিষ্+মন্ কর্তৃ। বি; পু।

শ্লৈষ্মিক—শ্লেষ্মা বা কফ সম্বন্ধীয়। শ্লেষ্মন্ (শ্লেষ্মা)+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—শ্লৈষ্মিকী।

শ্লোক—কবিতা, পদ্য; যশঃ, কীর্তি। শ্লোক্ (গাঁথা)+অল্ কর্ম। বি; পু। [এই শব্দের ব্যুৎপত্তি জন্য 'বাল্মীকি' দ্রঃ।]

শ্লোকময়—শ্লোকাত্মক, শ্লোকে রচিত। শ্লোক+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—শ্লোকময়ী।

শ্লোকাত্মক—শ্লোকময়, পদ্যে রচিত। শ্লোক হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—শ্লোকাত্মিকা।

ষ

ষ—১।—একত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান মূর্ধা। ২। কেশ; নাশ, ধ্বংস; ক্ষতি; শিক্ষক; শেষ, অবশেষ; সুপ্তি; মুক্তি। সো (নাশ করা)+ড ভাব। ৩। শিক্ষক;

স্বর্গ। সো+ড কর্ত্তৃ। বি; পু। ৪। ধৈর্য; অঙ্কুর। বি; স্ত্রী। ৫। বিজ্ঞ; শ্রেষ্ঠ; শোভন। বিণ।

ষট্ (ষষ্)—ছয় সংখ্যা, ৬। সো (নাশ করা)+কিপ্ কর্ত্তৃ নিপাতনে। বি বা বিণ। [বি; স্ত্রী।

ষট্ক—ছয় সংখ্যা, ৬। ষষ্ শব্দ+কণ্ স্বার্থে।

ষট্কর্ম (-কর্মন্)—যজন যাজন অধ্যয়ন অধ্যাপন দান প্রতিগ্রহ—এই ছয় প্রকার কর্ম; তন্ত্রে—শান্তি বশীকরণ স্তম্ভন বিদ্বেষ উচাটন মারণ—এই ষড়্বিধ কর্ম। দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষট্কর্মা (-কর্মন্)—ষট্কর্মকারী ব্রাহ্মণ। ষট্ হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বি; পু।

ষট্কোণ—১। বজ্র; লগ্নাপেক্ষা ষষ্ঠ স্থান; ষড়্ভুজ ক্ষেত্র। ষট্ (ছয়) কোণ যাহার, বহু। বি; স্ত্রী। ২। ছয়কোণবিশিষ্ট। বিণ।

ষট্চক্র—দেহমধ্যস্থ ছয় চক্র, যথা—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা। কর্মধা বা দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষট্চত্বারিংশ—৪৬ সংখ্যার পূরক, ষট্চত্বারিংশত্তম। ষট্চত্বারিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-রিংশী**।

ষট্চত্বারিংশৎ—১। ছ চল্লিশ-সংখ্যা, ৪৬। ষট্ অধিকা চত্বারিংশৎ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। ৪৬ সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষট্চত্বারিংশত্তম—৪৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্চত্বারিংশ। ষট্চত্বারিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্চত্বারিংশত্তমী**।

ষট্চরণ, ষট্পদ—মধুকর, ভ্রমর। ষট্ (ছয়) চরণ, পদ যাহার, বহু। বি; পু।

ষট্ত্রিংশ—৩৬ এই সংখ্যার পূরক। ষট্ত্রিংশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্ত্রিংশী**।

ষট্ত্রিংশৎ—১। ছত্রিশ সংখ্যা, ৩৬। ষট্ অধিকা ত্রিংশৎ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। ছত্রিশ-সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষট্ত্রিংশত্তম—৩৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্ত্রিংশ। ষট্ত্রিংশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্ত্রিংশত্তমী**।

ষট্পঞ্চাশ—৫৬ এই সংখ্যার পূরক। ষট্পঞ্চাশৎ+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-পঞ্চাশী**।

ষট্পঞ্চাশৎ—১। ছাপ্পান্ন সংখ্যা, ৫৬। ষট্ অধিকা পঞ্চাশৎ, মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। ছাপ্পান্ন সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষট্পঞ্চাশত্তম—৫৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্পঞ্চাশ। ষট্পঞ্চাশৎ+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্পঞ্চাশত্তমী**।

ষট্পদ—'ষট্চরণ' দ্রঃ।

ষট্পদী—ভ্রমরী; ছয় চরণবিশিষ্ট ছন্দঃ। ষট্ (ছয়) পদ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

ষট্প্রজ্ঞ—ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লোকাচার তত্ত্বজ্ঞান—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ; বৌদ্ধ; কামুক। ষট্ (ছয়) প্রজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

ষট্ষষ্ট—৬৬ এই সংখ্যার পূরণ। ষট্ষষ্টি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্ষষ্টী**।

ষট্ষষ্টি—ছয়ষট্টি, ৬৬। ষট্ দ্বারা অধিকা যে ষষ্টি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্ষষ্টিতম—৬৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্ষষ্ট। ষট্ষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্ষষ্টিতমী**।

ষট্সপ্তত—৭৬ এই সংখ্যার পূরক। ষট্সপ্ততি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্সপ্ততী**।

ষট্সপ্ততি—ছিয়াত্তর, ৭৬। ষট্দ্বারা অধিকা যে সপ্ততি, মধ্যপ। বি বা বিণ; স্ত্রী।

ষট্সপ্ততিতম—৭৬ এই সংখ্যার পূরক, ষট্সপ্তত। ষট্সপ্ততি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষট্সপ্ততিতমী**।

ষড়ঙ্গ—১। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই ছয় বেদাঙ্গ; বাহুদ্বয়, পদদ্বয়, কটি, মস্তক—দেহের এই ছয় অঙ্গ; আভ্যুদয়িকশ্রাদ্ধকালে প্রেতোদ্দেশে প্রদত্ত পীঠাদি ছয় প্রকার দ্রব্য। ষট্ অঙ্গের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি; স্ত্রী। ২। ছয় অঙ্গযুক্ত। ষট্ (ছয়) অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

ষড়ভিজ্ঞ—দিব্য-চক্ষুঃ শ্রোত্রবিশিষ্ট, পরচিত্ত-জ্ঞান, আত্ম-জ্ঞান, পূর্বজন্মস্মরণ, বিয়দগতি (আকাশে বিচরণ করিবার ক্ষমতা), কায়ব্যূহ সিদ্ধি (ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রকার দেহধারণের ক্ষমতা)—এই ছয় বিষয়ে অভিজ্ঞ; বৌদ্ধ। ষট্ (ছয়) বিষয়ে অভিজ্ঞ, ৭তৎ। বিণ।

ষড়যন্ত্র—কুচক্রান্ত, গুপ্ত মন্ত্রণা। বাংপ্র। বি।

ষড়শীত—৮৬ এই সংখ্যার পূরক। ষড়শীতি+ডট্ পূরণার্থে। বিণ।

ষড়শীতি—১। সংক্রান্তি বিঃ; ছিয়াশি সংখ্যা, ৮৬। ষট্ অধিকা অশীতি (আশী), মধ্যপ। বি; স্ত্রী। ২। ৮৬-সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষড়শীতিতম—৮৬ এই সংখ্যার পূরক, ষড়শীত। ষড়শীতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**ষড়শীতিতমী**।

ষড়ানন—কার্তিকেয়। ষট্ (ছয়) আনন (মুখ) যাঁহার, বহু। বি; পু।

ষড়্ঋতু (বা ষড়্ তু)—ছয় ঋতু। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত এই ছয়টি ঋতু। কর্মধা। বি; পু। [বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাস গ্রীষ্ম, আষাঢ় ও শ্রাবণ বর্ষা, ভাদ্র ও আশ্বিন শরৎ, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ হেমন্ত, পৌষ ও মাঘ শীত, এবং ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত ঋতু। গ্রীষ্ম ঋতু রুক্ষ, অতিশয় কটুরসাত্মক, পিত্তকর ও কফ-নাশক। বর্ষা ঋতু শীতল, বিদাহী, অগ্নি-মান্দ্যকর ও বায়ুবর্ধক। শরৎ ঋতু পিত্তজনক এবং মনুষ্যের সামান্ত বলকর। হেমন্ত ঋতু শীতল, স্নিগ্ধ, পদার্থের মধুরতা-জনক ও অগ্নিবৃদ্ধিকর। শীত ঋতু শীতল, অতি রুক্ষ, বায়ুবর্ধক ও অগ্নি-প্রদীপক। বসন্ত ঋতু স্নিগ্ধ, মধুর ও কফবর্ধক। গ্রীষ্ম-কালে বায়ুর সঞ্চয়, বর্ষাকালে বায়ুর প্রকোপ, এবং শরৎকালে বায়ুর উপশম হয়। বর্ষাকালে পিত্তের সঞ্চয়, শরৎকালে পিত্তের প্রকোপ, এবং হেমন্তকালে পিত্তের উপশম হয়। শীতকালে শ্লেষ্মার সঞ্চয়, বসন্তকালে শ্লেষ্মার প্রকোপ, এবং গ্রীষ্ম-কালে শ্লেষ্মার উপশম হইয়া থাকে।]

ষড়ৈশ্বর্য—ঐশ্বর্য বীর্য যশঃ শ্রী জ্ঞান ও বৈরাগ্য—এই ছয় গুণ। সমা-দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষড়ৈশ্বর্যশালী (-লিন্)—১। শ্রীভগবান্। বি; পু। ২। ছয়টি গুণের অধিকারী। ষড়ৈশ্বর্য—শাল্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-লিনী**।

ষড়্গুণ-১। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয়—রাজাদিগের এই ছয় গুণ। কর্মধা। বি; পু। ২। ছয় সংখ্যা-গুণিত। বহু। বিণ।

ষড়্জ—নাসা কণ্ঠ উরঃ তালু জিহ্বা দন্ত—এই ছয় স্থানজাত কেকাতুল্য স্বর; (সংগীতে) মূলস্বর (key-note), যাহা হইতে অপর ছয়টি স্বর (ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ) উৎপন্ন হয় ['সপ্তস্বর' দ্রঃ]। উপতৎ; ষষ্ (ছয়)—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

ষড়্দর্শন—পূর্বমীমাংসা, বেদান্ত, ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক—এই ছয় প্রকার দর্শনশাস্ত্র। ষট্ (ছয়) দর্শনের সমাহার, সমা-দ্বিগু। বি; স্ত্রী;

ষড়্দুর্গ—নৃদুর্গ মৃদ্দুর্গ বনদুর্গ গিরিদুর্গ মহীদুর্গ ধন্বদুর্গ—এই ছয় প্রকার দুর্গ। সমা-দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষড়্ধা—ছয় প্রকার; ছয় বার। ষষ্ (ছয়)+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

ষড়্বর্গ, ষড়্রিপু—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য—এই ছয়। ৬তৎ ও কর্মধা। বি; পু।

ষড়্বিধ—ছয় প্রকার। ষট্ (ছয়) বিধা যাহার, বহু। বিণ।

ষড়্ভাব—ভাবপদার্থের জন্ম অস্তিত্ব বৃদ্ধি

বিপরিণাম অপক্ষয় নাশ—এই ছয়টি অবস্থান্তর (ইহা যাস্কমুনির মত)। কর্মধা। বি; পু।

ষড়্ভুজ—১। ছয় হস্তযুক্ত; ছয় বাহু দ্বারা পরিবেষ্টিত (ক্ষেত্র)। ষট্ (ছয়) ভুজ যাহার, বহু। বিণ। ২। চৈতন্যদেব [ইনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে ষড়্ভুজ হইয়া জগন্নাথদেবের শরীরে বিলীন হইয়াছিলেন]। বি; পু।

ষড়্ভুজা—১। ছয় হস্তযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবী বিঃ। বি; স্ত্রী।

ষড়্যন্ত্র—চক্রান্ত ('চক্রান্ত' দ্রঃ)। বাংপ্র। বি। [বঙ্গভাষায় এই শব্দটির বহুল প্রচলন দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রচলিত কোন অভিধানেই ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না। সম্ভবতঃ এই শব্দটি এইরূপে উৎপন্ন হইয়া থাকিবে, যথা—দেহমধ্যে ছয়টি প্রধান শক্র আছে, তাহাদিগকে ষট্চক্র বলে। উহারা যখন একভাবাপন্ন থাকে, তখন মনুষ্যের শারীরিক বা মানসিক স্বাভাবিক অবস্থার বিপর্যয় সহজে হয় না, এবং উহাদের বিষয়ও সুনিষ্পন্ন হয়। অথবা উহাদের কার্য গুপ্ত ভাবেই হইয়া থাকে; এই জন্য এই কথাটিতে গুপ্ত মন্ত্রণা বুঝায়।]

ষড়্রস—মধুর তিক্ত কষায় লবণ অম্ল কটু—এই ছয় প্রকার রস। দ্বিগু। বি; স্ত্রী।

ষণ্ড—বৃষ, ষাঁড়; নপুংসক; বৃক্ষ; পণ্ডিত বিঃ, শুক্রাচার্যের পুত্র, ভক্তপ্রধান প্রহ্লাদের গুরু। সন্ (সেবা করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

ষণ্ডা—বৃষবৎ বিক্রমশালী; মাংসল; বলবান্; একগুঁয়ে। বাংপ্র। বিণ।

ষণ্ডামার্ক—শুক্রাচার্যের দুই পুত্র ষণ্ড ও অমর্ক, প্রহ্লাদের গুরু মহাশয়; (বিদ্রূপে) গোঁয়ারগোবিন্দ ও বলশালী যুবক। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

ষণ্ডামার্কা—গুণ্ডাপ্রকৃতি। বাংপ্র। বিণ।

ষণ্ণবতি—৯৬ সংখ্যা। ষট্ দ্বারা অধিকা যে নবতি, মধ্যপ। বিণ বা বি; স্ত্রী।

ষণ্ণবতিতম—৯৬ এই সংখ্যার পুরক। ষণ্ণবতি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -তমী।

ষণ্মুখ—ষড়ানন, কার্তিকেয়। ষট্ (ছয়) মুখ যাহার, বহু। বি; পু।

ষত্ব—মূর্ধন্য ষ-কারের ভাব, দন্ত্য স স্থানে মূর্ধন্য ষ হওয়া। ষ+ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

ষত্ববিধান, ষত্ববিধি—মূর্ধন্য ষ হইবার নিয়ম। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

ষষ্টি—১। ষাট সংখ্যা, ৬০। ষষ্ শব্দ (ছয়) +দশতি দশগুণ-অর্থে। বি; স্ত্রী। ২। ৬০ সংখ্যক। বিণ; স্ত্রী।

ষষ্টিতম—৬০ সংখ্যার পুরক। ষষ্টি+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—ষষ্টিতমী।

ষষ্ঠ—ছয় সংখ্যার পুরক। ষষ্ (ছয়)+থ পূরণার্থে। বিণ।

ষষ্ঠী—১। ৬ সংখ্যার পুরিকা। 'ষষ্ঠ' দ্রঃ। ষষ্ঠ+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবী বিঃ; দুর্গা; মাতৃকা বিঃ; তিথি বিঃ; শব্দের সম্বন্ধ সূচক বিভক্তি, র রা এর বা দের। বি; স্ত্রী।

ষষ্ঠীতৎপুরুষ—সমাস বিঃ ('সমাস' দ্রঃ)।

ষষ্ঠীতলা—ষষ্ঠীদেবীর মন্দির বা অধিষ্ঠানস্বরূপ বৃক্ষের সমীপবর্তী চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান। বাংপ্র। বি।

ষষ্ঠীবর সেন—জনৈক প্রাচীন মহাকবি। তিনশতাধিক বৎসর পুর্বে পূর্ববঙ্গে "দীনার দ্বীপ" নামক স্থানে ষষ্ঠীবরের জন্ম হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই "দীনার দ্বীপ" সোণার গাঁর সন্নিহিত বর্তমান "ঝিনার দি"। কবিবর ষষ্ঠীবর বৈদ্যবংশে সমুৎপন্ন হন।

ইনি সমগ্র মহাভারত পদ্যে রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন রামায়ণ, পদ্মাপুরাণ প্রভৃতিও ইঁহার লেখনী-প্রসূত হইয়াছিল। ইনি জগদানন্দ নামক কোনও ধনীর বাটীতে থাকিয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। এই স্বভাব-কবির রচনা অতি সরল ও প্রাঞ্জল, মধ্যে মধ্যে অলংকারযুক্ত। [বি।

ষষ্ঠীবাটা—জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব। <ষষ্ঠীব্রত।

ষাঁড়—বৃষ। <ষণ্ড। বি। **ষাঁড়ের গোবর**—অকর্মণ্য লোক। [বিণ।

ষাঁড়া—বাঁঝা; বন্ধ্যত্বহেতু বৃদ্ধিশীল। বাংপ্র।

ষাট, ষাটি—৬০-সংখ্যা; ৬০-সংখ্যক। <ষষ্টি। বি বা বিণ।

ষাট ষাট—সন্তানাদির বিপদ্‌নিবারণের জন্য ষষ্ঠীদেবীর নাম উচ্চারণপূর্বক প্রার্থনা। **ষেটের কোলে**—ষষ্ঠীদেবীর প্রসাদে বা কৃপায়।

ষাঠ—ষষ্ঠীদেবী। বাংপ্র। বি।

ষাণ্মাতুর—কৃত্তিকাত্রয় দুর্গা গঙ্গা পৃথ্বী—এই ছয় মাতার পুত্র, কার্তিকেয়। ষট্ মাতা-ষণ্মাতা, কর্মধা; ষণ্মাতৃ+অ অপত্যার্থে। বি; পু।

ষাণ্মাসিক—ষষ্ঠ মাসে কর্তব্য (শ্রাদ্ধাদি); ছয় মাস অন্তর অনুষ্ঠিত বা প্রকাশিত। ষট্ (ছয়) মাস—ষণ্মাস, কর্মধা; ষণ্মাস+ ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—ষাণ্মাসিকী।

ষেটেরা—নবজাত শিশুর ষষ্ঠ রাত্রিতে তাহার কল্যাণার্থে পূজা বিঃ। বাংপ্র। বি।

ষোড়শ—১। ১৬ সংখ্যার পূরণ। ষোড়শন্ +ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—ষোড়শী।

ষোড়শ (ষোড়শন্)—১। ষোল সংখ্যা, ১৬; ১৬-সংখ্যক। ষট্ দ্বারা অধিক যে দশ, মধ্যপ। বিণ বা বি। ২। নির্দিষ্ট ১৬ বস্তু দানপূর্বক শ্রাদ্ধ বিঃ। <ষোড়শক। বি।

ষোড়শক—ভূমি আসন জল বস্ত্র দীপ অন্ন তাম্বূল ছত্র গন্ধ মাল্য ফল শয্যা পাদুকা গো কাঞ্চন রজত—শ্রাদ্ধাদিকালে প্রেতদেয় এই ষোল বস্তু। ষোড়শন্ শব্দ+কণ্। বি; স্ত্রী।

ষোড়শদান—নির্দিষ্ট ১৬ বস্তুর অর্পণ। 'ষোড়শক' দ্রঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

ষোড়শমাতৃকা—ষোলসংখ্যক দেবী বিঃ। ['মাতৃকা' দ্রঃ]। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

ষোড়শাঙ্গ—১। গুগ্‌গুলু সরল দারু পত্র চন্দন হ্রীবের অগুরু কুষ্ঠ গুড় সর্জরস ঘন হরীতকী নখী লাক্ষা জটামাংসী শৈলেয়—এই ১৬ প্রকার গন্ধদ্রব্যে প্রস্তুত ধূপ। কর্মধা। বি; পু। ২। ষোল অঙ্গযুক্ত। ষোড়শ অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ।

ষোড়শী—১। ১৬ সংখ্যার পুরিকা। 'ষোড়শ' (১) দ্রঃ। ষোড়শ+ঙীপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবী বিঃ; ষোল বৎসর বয়স্কা যুবতী স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

ষোড়শোপচার—আসন স্বাগত পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় মধুপর্ক পুনরাচমনীয় স্নান বসন আভরণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য চন্দন—পূজার এই ষোড়শবিধ উপচার; শক্তিপূজায়—পাদ্য অর্ঘ্য আচমনীয় স্নান বসন ভূষণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ নৈবেদ্য আচমন মন্ত্র তাম্বূল তর্পণ নতি—এই ষোড়শ উপচার। কর্মধা। বি; পু।

ষোল—ছয় অধিক দশ সংখ্যা বা তৎসংখ্যক; ১৬। বাংপ্র। বি বা বিণ।

ষোল-আনা—পুরাপুরি এক টাকা (একের ষোল অংশের ষোল অংশই); সম্পূর্ণ, পুরাপুরি; সর্বসাধারণ। বাংপ্র। বি।

ষ্টীম—জলের উষ্ণ বাষ্প। <ইং 'steam'. বি।

ষ্টীমার—বাষ্পীয়পোত, কলের জাহাজ। <ইং 'steamer'. বি।

ষ্টেশন—রেলগাড়ি প্রভৃতি থামিবার ও যাত্রীদের উঠানামা করিবার নির্দিষ্ট স্থান বা আড্ডা। <ইং 'station'. বি।

ষ্ট্যাম্প—চিঠিপত্র ও দলিলাদিতে যে টিকিট লাগে, মাসুল শুল্কাদিসূচক টিকিট বা পত্রিকা বিঃ। <ইং 'stamp'. বি।

ষ্ট্রীট—নগরের বড় রাস্তা। <ইং 'street'. বি।

ষ্ঠীবন—থুৎকার, ক্ষেপণ, থুথু ফেলা। ষ্ঠিব্ (থুথু ফেলা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী

ষ্ঠ্যূত—বান্ত, যাহা বমি করা হইয়াছে এরূপ ; থুৎকার দ্বারা নিক্ষিপ্ত ; নিরস্ত। ষ্ঠিব্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

স—১। দ্বাত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণস্থান দন্ত। ২। বিষ্ণু ; শিব ; জীবাত্মা ; বায়ু ; পক্ষী ; চন্দ্র ; ভৃগু ; দীপ্তি। সো (নাশ করা ইত্যাদি)+ড কর্তৃ। বি ; পু। ৩। [তুই] সহ্য কর্‌। বাংপ্র। ক্রি। ৪। সমাসে পূর্বপদে সহিত, যুক্ত ; সমান ; (যেমন—সপরিবারে ; সোদর)।

সই—১। সখী, সঙ্গিনী, মিতানী, স্ত্রীবন্ধু। <সখী। বি ; স্ত্রী। ২। প্রমাণ, পূর্ণ পরিমাণ, পুরাপুরি ; অনুরূপ। বিণ। ৩। সাহ, সহ্য করি। ক্রি। ৪। সম্মতি-সূচক শব্দ, স্বীকার, মঞ্জুর। বাংপ্র। অ। ৫। সহি, নাম স্বাক্ষর, দস্তখত। আ-মু। বি।

সইস, সহিস—অশ্বপাল, ঘোটকের পরিচর্যা-কারী। আ-মু। বি।

সওগাত—উপহার, উপঢৌকন, ভেট, তত্ত্ব। তুর্কী। বি।

সওদা—ক্রয়, খরিদ ; ক্রীতদ্রব্য, খরিদ মাল, বেসাতি ; বাণিজ্য, ব্যবসায় ; লাভের ব্যবসা, সুবিধাজনক খরিদ, bargain. ফা। বি।

সওদাগর, সদাগর—বাণিজ্যকারী, বণিক্‌। ফা। বি। [বি।

সওদাগরি—বাণিজ্য, ব্যবসায়। ফা-মু।

সওদাগরী—বাণিজ্য সংক্রান্ত, mercantile. ফা-মু। বিণ।

সওয়া—সহা, সহ্য করা। বাংপ্র। ক্রি।

সওয়া—১। এক-চতুর্থাংশ বা এক সিকি দ্বারা অধিক, ১¼। <সপাদ। বিণ। ২। সহ্য করা। বাংপ্র। ক্রি।

সওয়ার—আরোহী ; অশ্বারোহী ; সাদী-সৈনিক। ফা-মু। বি।

সওয়ারি—আরোহী, চড়নদার ; শিবিকা, শকট, গাড়ি ; বাজের তাল বিঃ। ফা-মু। বি।

সওয়াল—প্রশ্ন, জেরা ; অনুরোধ ; পূর্বপক্ষ। আ-মু। বি। [বি।

সওয়াল-জবাব—প্রশ্নোত্তর। ফা-আ-মু।

সং, সঙ—বিদূষক, মস্কর়া, হাস্যজনক নট বা মূর্তি ; রঙ্গ, রহস্য, তামাশা। বাংপ্র। বি।

সংকট—সঙ্কট (তাহা দ্রঃ)।

সংকটকাল—সঙ্কটকাল (তাহা দ্রঃ)।

সংকটসংকুল—সঙ্কটসংকুল (তাহা দ্রঃ)।

সংকটা—সঙ্কটা (তাহা দ্রঃ)।

সংকটাপন্ন—সঙ্কটাপন্ন (তাহা দ্রঃ)।

সংকর—সঙ্কর (তাহা দ্রঃ)।

সংকর্ষণ—সঙ্কর্ষণ (তাহা দ্রঃ)।

সংকলক ইত্যাদি—সঙ্কলক ইত্যাদি (তাহা তাহা দ্রঃ)।

সংকল্প ইত্যাদি—সঙ্কল্প ইত্যাদি (তাহা তাহা দ্রঃ)।

সংকাশ—সঙ্কাশ (তাহা দ্রঃ)।

সংকীর্ণ ইত্যাদি—সঙ্কীর্ণ ইত্যাদি (তাহা তাহা দ্রঃ)।

সংকীর্তন ইত্যাদি—সঙ্কীর্তন ইত্যাদি (তাহা তাহা দ্রঃ)।

সংকুল—সঙ্কুল (তাহা দ্রঃ)।

সংকুলান—সঙ্কুলান (তাহা দ্রঃ)

সংকেত ইত্যাদি—সঙ্কেত ইত্যাদি (তাহা তাহা দ্রঃ)।

সংকোচ ইত্যাদি—সঙ্কোচ ইত্যাদি (তাহা তাহা দ্রঃ)।

সংক্রম, সংক্রাম, সক্রমণ—১। সংক্রান্তি, সূর্যাদি গ্রহের রাশ্যন্তর সঞ্চার ; গমন ; প্রাপ্তি ; রোগাদির সঞ্চার বা একদেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশ। সম্—ক্রম্+অল্‌, ঘঞ্‌, অনট্‌ ভাব। ২। উপায় ; সোপান ; সেতু। উক্ত প্রকার প্রকৃতি প্রত্যয় করণবাচ্যে। বি ; প্রথম দুইটি পু ও তৃতীয়টি ক্লী।

সংক্রমিত, সংক্রামিত—গমিত ; সঞ্চারিত ; প্রবেশিত ; নিবেশিত ; প্রতি-বিম্বিত। সম্—ণিজন্ত ক্রম্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংক্রান্ত—গত ; প্রবিষ্ট ; প্রাপ্ত ; সঞ্চারিত ; ব্যাপ্ত ; প্রতিবিম্বিত ; ঘটিত ; সম্বন্ধীয়। সম্ ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংক্রান্তি—গমন ; সঞ্চার ; সূর্যাদি গ্রহের রাশ্যন্তর গমন ; বাঙ্গালা মাসের শেষ দিন ; ব্যাপ্তি ; প্রতিবিম্ব। সম্—ক্রম্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী। [মাঘ সংক্রান্তির নাম উত্তরায়ণ ; শ্রাবণ সংক্রান্তির নাম দক্ষিণায়ন ; বৈশাখ সংক্রান্তি মহা-বিষুব, এবং কার্তিক সংক্রান্তি জলবিষুব নামে খ্যাত। পৌষ, আষাঢ়, আশ্বিন এবং চৈত্রের সংক্রান্তির নাম ষড়শীতি সংক্রান্তি। জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ, ভাদ্র, এবং ফাল্গুনের সংক্রান্তির নাম বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। এতদ্ব্যতীত সংক্রান্তির আর সাত প্রকার ভেদ আছে। যথা—মন্দা, মন্দাকিনী, ধ্বাঙ্ক্ষী, ঘোরা, মহোদরী, রাক্ষসী এবং মিশ্রিতা। ধ্রুবগণে (উত্তরাত্রয় ও রোহিণী নক্ষত্রে) সূর্য সংক্রমণ হইলে তাহা মন্দা ; মৃদুগণে (চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতীতে) সংক্রমণ হইলে মন্দাকিনী ; ক্ষিপ্রগণে (পুষ্যা, অশ্বিনী ও হস্তায়) ধ্বাঙ্ক্ষী ; উগ্রগণে (পূর্বাত্রয়, মঘা ও ভরণীতে) ঘোরা ; চরগণে (স্বাতী, পুনর্বসু, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষায়) মহোদরী ; ক্রূরগণে (অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও মূলায়) রাক্ষসী ; মিশ্রগণে (কৃত্তিকা ও বিশাখায়) সংক্রমণে মিশ্রিতা সংক্রান্তি হয়। রবির সংক্রমণকাল অনুসারে পুণ্য, পুণ্যতর ও পুণ্যতম কাল নির্ধারিত হয়।]

সংক্রাম—'সংক্রম' দ্রঃ।

সংক্রামক—এক স্থান হইতে স্থানান্তর বা একজন হইতে জনান্তরে প্রবেশকারক, ব্যাপক, contagious, infectious. সম্—ক্রম্ (গমন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সংক্রামিকা**।

সংক্ষিপ্ত—সঙ্ক্ষিপ্ত (তাহা দ্রঃ)।

সংক্ষুব্ধ—সঙ্ক্ষুব্ধ (তাহা দ্রঃ)।

সংক্ষেপ—(সঙ্ক্ষেপ তাহা দ্রঃ)।

সংক্ষেপতঃ (-তস্)—সংক্ষেপে, অল্পে, সংক্ষিপ্তরূপে। ক্রি-বিণ।

সংক্ষোভ—আলোড়ন ; ব্যাকুলভাব। সম্—ক্ষুভ+অল্‌ ভাব। বি ; পু।

সংখ্যা—'সঙ্খ্যা' দ্রঃ।

সংখ্যাগরিষ্ঠ—সংখ্যায় সব চেয়ে বেশী। ৩তৎ। বিণ।

সংখ্যাত—সঙ্খ্যাত (তাহা দ্রঃ)।

সংখ্যাতীত—অসংখ্য, অগণিত। ২তৎ। বিণ। [বি ; ক্লী।

সংখ্যাধিক্য—সংখ্যায় বেশী হওয়া। ৩তৎ।

সংখ্যান—সঙ্খ্যান (তাহা দ্রঃ)।

সংখ্যাপন—সঙ্খ্যাপন (তাহা দ্রঃ)।

সংখ্যাবান্—সঙ্খ্যাবান্ (তাহা দ্রঃ)।

সংখ্যালঘিষ্ঠ—সংখ্যায় সব চেয়ে কম। ৩তৎ। বিণ।

সংখ্যালঘু—সংখ্যায় কম। ৩তৎ। বিণ।

সংখ্যেয়—সঙ্খ্যেয় (তাহা দ্রঃ)।

সংগঠন—সম্যক্‌রূপে গঠন ; বিশেষরূপে সংস্থাপন বা সংযোগসাধন। <সংঘটন। বি।

সংগত, সংগতি ইত্যাদি—সঙ্গত, সঙ্গতি ইত্যাদি (তাহা তাহা দ্রঃ)।

সংগম—সঙ্গম (তাহা দ্রঃ)।

সংগীত ইত্যাদি—'সঙ্গীত' ইত্যাদি দ্রঃ।

সংগুপ্ত—সঙ্গুপ্ত (তাহা দ্রঃ)।

সংগৃহীত—আহৃত ; সঞ্চিত ; সংকলিত। সম্—গ্রহ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংগোপন, সঙ্গোপন—লুকানো। সম্—গুপ্‌+অনট্‌ ভাব। বি ; ক্লী।

সংগোপিত, সঙ্গোপিত—লুকায়িত। সম্—ণিজন্ত গুপ্‌ বা গোপি (লুকানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংগ্রহ, সংগ্রাহ, সংগ্রহণ—আহরণ ; সংকলন ; একত্রীকরণ ; সঞ্চয় ; গ্রহণ ;

আলিঙ্গন ; সংক্ষেপ ; মুষ্টিবদ্ধ। সম্—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+অল্, ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; প্রথম দুইটি পু ও তৃতীয়টি স্ত্রী।

সংগ্রহকার—সংকলক ; সংগ্রাহক ; একত্রকারী, নানাস্থান হইতে আহরণকারী। উপতৎ ; সংগ্রহ—কৃ (করা)+অণ্ কর্তৃ। বিণ।

সংগ্রহগ্রন্থ—সংকলিত পুস্তক, যে পুস্তকে নানা স্থান হইতে নানা বিষয় সংগ্রহ করিয়া একত্র করা হইয়াছে। সংগ্রহবিশিষ্ট যে গ্রন্থ, মধ্যপ। বি ; পু।

সংগ্রহণ—'সংগ্রহ' দ্রঃ।

সংগ্রহীতা (-তৃ)—সংগ্রহকর্তা, আহরণকারী। সম্—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সংগ্রহীত্রী**।

সংগ্রাম—যুদ্ধ, সমর, রণ। সংগ্রাম্ (যুদ্ধ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সংগ্রাম সিংহ—চিতোরের রানা (রাজা), সুপ্রসিদ্ধ মহারানা কুম্ভের পৌত্র।

মালবেশ্বর দ্বিতীয় মাহ্মুদের রাজত্বকালে মেদিনী রায় নামক জনৈক রাজপুতবীর উক্ত রাজ্যের সর্বেসর্বা হইয়া পড়েন, এমন কি মাহ্মুদ তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলি মাত্রে পরিণত হন। বিধর্মীর হস্তে রাজশক্তি পতিত হইয়াছে দেখিয়া মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি বিরূপ হয় ও মাহ্মুদকে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে বলে। মেদিনী রায় পলাইয়া চন্দেরি দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং মাহ্মুদ তাহা আক্রমণ করিলে মেদিনী রায় চিতোর-পতি রানা সংগ্রাম সিংহের সাহায্যপ্রার্থী হন। সংগ্রাম সিংহ মেদিনী রায়ের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাহ্মুদের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে একদা মাহ্মুদ আহত হন ও সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে বন্দী করেন। অনন্তর ইনি বন্দী রাজাকে যথোচিত চিকিৎসা করাইয়া তাঁহার পদোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক তাঁহাকে তাঁহার রাজধানী মাণ্ডুতে প্রেরণ করেন। এরূপ অবস্থায় মাহ্মুদের পক্ষে সংগ্রাম সিংহের পরিজনবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও সৌজন্য প্রদর্শন করাই স্বাভাবিক। কিন্তু মাহ্মুদ এমনই অকৃতজ্ঞ যে সংগ্রামের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি তদীয় পুত্রকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

সংগ্রাম সিংহ দিল্লীশ্বরগণের ঘোর শত্রু ছিলেন। কথিত আছে যে, ইনি মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে বোলটি যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ইনি অনেক দিন হইতে মুসলমানদিগকে মধ্যদেশ হইতে দূরীভূত করিবার সংকল্প করিয়া আসিতেছিলেন। দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদির বলহীনতা এবং মুসলমানদিগের পরস্পর অনৈক্য ইঁহার সংকল্পসিদ্ধির বিলক্ষণ অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। এই জন্যই, বাবর ইব্রাহিম লোদিকে আক্রমণ করিলে ইনি সানন্দে বাবরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার বিজয়লাভের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি তখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বাবর দিল্লীতে স্থায়িভাবে বাস করিয়া রাজত্ব করিবেন এবং আর্যাবর্ত একজাতীয় মুসলমানের হস্ত হইতে অন্যজাতীয় মুসলমানের হস্তগত হইবে। পরে যখন ইনি বাবরের প্রকৃত মনোভাব বুঝিতে পারিলেন, তখনই জনৈক পাঠান সর্দারের সহিত মিলিত হইয়া বাবরের উদ্দেশ্যসাধনে বাধা দিতে উদ্যত হইলেন। সিক্রি নামক স্থানে ১৫২৭ খ্রীঃ উভয় পক্ষে যুদ্ধ হইল। বাবর জয়লাভ করিলেন। সংগ্রাম সিংহ হতাশ হইয়া পর বৎসর মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

সংগ্রাহ—'সংগ্রহ' দ্রঃ।

সংগ্রাহক—সংগ্রহকর্তা, সংকলক, আহারক। সম্—গ্রহ্ (লওয়া)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সংগ্রাহিকা**।

সংগ্রাহী (-হিন্)—সংগ্রাহক, সংগ্রহকর্তা। সম্—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সংগ্রাহিণী**।

সংঘ, সংঘটন, সংঘটিত, সংঘর্ষ, সংঘর্ষণ, সংঘাত—'সঙ্ঘাদি' দ্রঃ।

সংজ্ঞপন, সংজ্ঞপ্তি—হনন, বধ। সম্—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞপি (বধ করা)+অনট্, ক্তি ভাব। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংজ্ঞা—নাম, আখ্যা ; চেতনা, বুদ্ধি ; জ্ঞান ; হস্তাদি দ্বারা সংকেত ; বিশেষ্যপদ ; গায়ত্রী ; সূর্যপত্নী। সম্—জ্ঞা (জানা)+ঙ করণ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

পুরাণ-মতে সূর্যপত্নী সংজ্ঞা বিশ্বকর্মার কন্যা। সূর্যের ঔরসে সংজ্ঞার গর্ভে মনু, যম ও যমুনার জন্ম হয়। বিবস্বতের সন্তান বলিয়া মনু বৈবস্বত নামে বিখ্যাত হন। পুরাণে কথিত আছে যে, সংজ্ঞা সূর্যের তেজঃ সহ্য করিতে অশক্ত হইয়া আপনার তুল্যাকৃতি ছায়া নাম্নী এক রমণীর সৃষ্টি করেন, এবং অতি গোপনে তাহাকে সূর্যগৃহে রাখিয়া স্বয়ং পিত্রালয়ে চলিয়া যান। পিতা বিশ্বকর্মা এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যাকে তিরস্কার করেন। সংজ্ঞা পিতৃতিরস্কারে অভিমানিনী হইয়া উত্তর কুরুবর্ষে অশ্বিনীরূপ ধারণপূর্বক ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর সূর্যদেব তপোবলে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া স্বয়ং অশ্বরূপ ধারণপূর্বক সংজ্ঞার ভ্রমণস্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। এইরূপে উভয়ে একত্রাবস্থানে যমজ পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ঐ পুত্রদ্বয় প্রত্যেকেই অশ্বিনীকুমার নামে খ্যাত।

সংজ্ঞান—স্পষ্ট জ্ঞান ; চেতনা ; ইঙ্গিত, সংকেত। সম্—জ্ঞা (জানা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন, সম্যক্‌রূপে জানানো। সম্—ণিজন্ত জ্ঞা বা জ্ঞাপি (জানানো)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংজ্ঞালাভ—চেতনাপ্রাপ্তি, জ্ঞানলাভ। ৬তৎ। বি ; পু।

সংজ্ঞাবিঘাতী (-ঘাতিন্)—সংজ্ঞানাশক, চেতনালোপকারী, মোহকর। উপতৎ ; সংজ্ঞা—বি—হন্ (নাশ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ঘাতিনী**।

সংজ্ঞিত—আখ্যাত, অভিহিত, কথিত। সংজ্ঞা+ইত। বিণ।

সংজ্বর—সন্তাপ ; অতিশয় তাপ। সম্—জ্বর্ (রুগ্ণ হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সংবৎ—রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক প্রচারিত অব্দ বিঃ, ইহা খ্রীষ্টের জন্মের ৫৭ বৎসর পূর্বে আরব্ধ হইয়াছে। সম্—বস্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। অ।

সংবৎসর—বৎসর, বর্ষ ['বৎসর' দ্রঃ]। সম্—বস্ (বাস করা)+সরন্ অধি। বি ; পু।

সংবদন—সদৃশীকরণ ; কথন ; সংবাদ। সম্—বদ্ (বলা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংবরণ—১। বরমাল্যদান ; বরণ ; নিবারণ, দমন ; আবরণ, সংগোপন। সম্—বৃ+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

২। চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ। একদা পঞ্চালরাজ-কর্তৃক পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া ইনি কিছুদিন সিন্ধুতীরে অবস্থিতি করেন। পরে মহর্ষি বশিষ্ঠকে পৌরোহিত্যে বরণ করিয়া বহু চেষ্টার পর নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। ইনি একদা সূর্যনন্দিনী তপতীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে পত্নীভাবে প্রাপ্ত হইবার অভিলাষী হন। পরে বশিষ্ঠ সূর্যলোকে গমনপূর্বক সূর্যদেবের অনুমতিক্রমে তপতীকে আনয়ন করিয়া ইঁহার সহিত বিবাহ দেন। তপতীর গর্ভে ইঁহার সুবিখ্যাত পুত্র কুরুর জন্ম হয়। সম্—বৃ (বরণ করা)+অন কর্তৃ। বি ; পু।

সংবরিত—আচ্ছাদিত ; গোপিত, লুক্কায়িত। সম্—ণিজন্ত বৃ বা বরি (আবৃত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবর্ত—১। কল্পান্ত, মহাপ্রলয়। সম্—বৃত্ (থাকা)+অল্ ভাব। ২। প্রলয়কালীন মেঘ বিঃ। সম্—বৃত্+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

৩। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র ও বৃহস্পতির অনুজ। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি প্রায়ই ইঁহার প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন বলিয়া ইনি গৃহত্যাগ করিয়া নানা দেশ পরিভ্রমণ করেন। মরুত্ত রাজা যজ্ঞসম্পাদন জন্য ইঁহার শরণাপন্ন হইলে ইনি স্বকীয় তেজোবলে তাহা সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন করেন। দেবরাজ ইন্দ্র বহু চেষ্টাতেও তাহার ব্যাঘাত করিতে না পারিয়া অবশেষে মরুত্তের সহিত মৈত্রীবন্ধন করেন।

সংবর্তক—বলদেবের লাঙ্গল; বলদেব; বাড়বানল; প্রলয়কালীন মেঘ। সম্—ণিজন্ত বৃত্ বা বর্ত্তি (থাকানো)+ণক কর্তৃ। বি; পু।

সংবর্তকী (-কিন্)—বলদেব। সংবর্তক (লাঙ্গল)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

সংবর্দ্ধক—সম্মানকারক; সম্যক্ বৃদ্ধিকারক। সম্–ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্ধি (বাড়ানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সংবর্ধিকা**।

সংবর্ধন, সংবর্ধনা—১। বৃদ্ধি। সম্—বৃধ (বাড়া)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে…+অন ভাব+আপ্। ২। বৃদ্ধিপ্রাপণ, বাড়ানো; সম্মান। সম্—ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্ধি (বাড়ানো)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে …+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংবর্ধিত—যাহাকে বাড়ানো হইয়াছে এরূপ; সম্মানিত। সম্—ণিজন্ত বৃধ্ বা বর্ধি (বাড়ানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবলিত, সম্বলিত—১। মিলিত; চলিত। সম্–বল্+ক্ত কর্তৃ। ২। বেষ্টিত; যোজিত; চূর্ণিত। সম্—বল্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবহ—১। সম্যক্ বহন। সম্—বহ্ (বহা) +অল্ ভাব। ২। বায়ু বিঃ। সম্—বহ্ +অল্ কর্তৃ। বি; পু।

সংবাদ—বৃত্তান্ত, সন্দেশ, বার্তা, সমাচার; সাদৃশ্য; সদ্ভাব; পরস্পর কথোপকথন। সম্—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংবাদদাতা (-দাতৃ)—সংবাদপত্রের সংবাদ সরবরাহকারী, reporter. ৬তৎ। বি, পু।

সংবাদপত্র—সমাচার পত্রিকা, খবরের কাগজ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

সংবাদবাহক—বার্তাবহ, সন্দেশবহনকারী, যে খবর লইয়া যায়; দূত। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী, -বাহিকা।

সংবাদী (-বাদিন্)—সম্ভাষকারী; সদৃশ; (সংগীতে) যে স্বর প্রধান বা বাদী স্বরের পোষকতা করে এমন। সম্—বদ্ (বলা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সংবাদিনী**।

সংবাস—১। বাস, অবস্থিতি। সম্- বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। বাসস্থান; গৃহ; অনাবৃত বিহার-স্থান; সভা। সম্—বস্+ঘঞ্ অধি। বি; পু।

সংবাহ—ভারাদি বহন; অঙ্গমর্দন, গা টেপা। সম্—বহ্ (বহা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংবাহক—বহনকারী, বাহক; অঙ্গমর্দনকারী। সম্—বহ্ (বহা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সংবাহিকা**।

সংবাহন—ভারাদিবহন; অঙ্গমর্দন, গা টেপা। সম্—ণিজন্ত বহ্ বা বাহি (বহানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংবাহিত—মর্দিত ('— অঙ্গ')। সম্—ণিজন্ত বহ্ (বহানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংবিগ্ন—উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত; ত্রস্ত; চকিত; ভীত। সম্—বিজ্ (ভয়ে কাঁপা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংবিৎ (সংবিদ্), **সংবিদা**—১। জ্ঞান; সংজ্ঞা; চেতনা; বুদ্ধি; নিয়ম; প্রতিজ্ঞা; আচার; সংকেত; সন্তোষ; সম্ভাষণ। সম্ —বিদ্ (জানা ইত্যাদি)+ক্বিপ্ ভাব, ২য় পক্ষে …+অ ভাব+আপ্। ২। সমর, যুদ্ধ। উক্তপ্রকার প্রকৃতিপ্রত্যয় অধি। ৩। নাম; ভঙ্গা, ভাঙ্। পূর্বোক্তপ্রকার প্রকৃতি-প্রত্যয় করণ। বি; স্ত্রী।

সংবিদ, সংবিদা—'সংবিৎ' দ্রঃ।

সংবিদিত—জ্ঞাত; অবগত; প্রতিজ্ঞাত। সম্—বিদ্+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

সংবিধান—১। রচনা; সংঘটন; আয়োজন; বৈচিত্র্য। সম্—বি—ধা (ধারণ করা)+অনট্ ভাব। ২। সেবাসামগ্রী; রাষ্ট্রের সংগঠন ও পরিচালনপদ্ধতি, constitution. সম্—বি—ধা+অনট্ করণ। বি; ক্লী।

সংবিষ্ট—নিবিষ্ট; শয়িত, সুপ্ত। সম্—বিশ্ (প্রবেশ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংবীক্ষণ—অবলোকন, দর্শন; অন্বেষণ। সম্—বি—ঈক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংবীত—১। আচ্ছাদিত, আবৃত; রুদ্ধ; গুপ্ত। সম্—ব্যে (আচ্ছাদন করা)+ক্ত কর্ম। ২। সঙ্গত; সংমিলিত। সম্ বি —ই (পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংবৃত—আবৃত, আচ্ছাদিত; গুপ্ত; লুক্কায়িত, একান্তে স্থিত। সম্– বৃ (আবরণ করা)+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

সংবৃতি—আবরণ, মিথ্যাজ্ঞান; আচ্ছাদন; গোপন। সম্—বৃ (আবৃত করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংবৃত্ত—সম্পন্ন, নিষ্পন্ন; জাত; গুপ্ত। সম্ —বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংবৃত্তি—নিষ্পত্তি, সিদ্ধি; গোপন। সম্—বৃত্ (থাক, ইত্যাদি)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংবেগ—ভীতি; ভয়জনিত ত্বরা; আবেগ; অতি বেগ। সম্—বিজ্ (ভয়ে কাঁপা)+ ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংবেদ—অনুভব, বোধ। সম্—বিদ্ (জানা) +অল্ ভাব। বি; পু।

সংবেদন, সংবেদনা—অনুভব, চেতনা; বিশেষ জ্ঞান; বোধ। সম্—বিদ্ (জানা) +অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে …+অন ভাব+ আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সংবেদনশীল—অনুভূতিপ্রবণ, sensitive. বহু। বিণ।

সংবেদ্য—অনুভবযোগ্য; জ্ঞেয়। সম্—বিদ্ (জানা)+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

সংবেশ, সংবেশন—১। শয়ন; উপবেশন; নিদ্রা; সুরত, রতিক্রীড়ার জন্য শয়ন। সম্—বিশ্ (প্রবেশ করা) +অল্ অনট্ ভাব। ২। শয্যা। সম্— বিশ্+অল্ অনট্ অধি। বি; পু, ক্লী।

সংযত—নিয়মিত; বদ্ধ; কৃতসংযম; সংযমবিশিষ্ট; পরিমিত; শান্ত, নিবৃত্ত। সম্— যম্ (নিবৃত্ত করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংযতচিত্ত—১। নিয়মিত চিত্ত, স্থির মনঃ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সংযতাত্মা, স্থিরমনাঃ। বহু। বিণ।

সংযতবাক্ (-বাচ্)—যে নিয়মিতভাবে কথা বলে, অল্পভাষী, reserved. সংযতা বাক্ যাহার, বহু। বিণ।

সংযতাচার—১। নিয়মিত আচরণ, সংযমযুক্ত অনুষ্ঠান। কর্মধা। বি; পু। ২। নিয়মিতাচারী, শুদ্ধাচারী। বহু। বিণ।

সংযতাত্মা (-ত্মন্)—নিয়মিত-চিত্ত, স্থিরমনাঃ। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সংযন্তা (-যন্তৃ)—নিয়ন্তা, সংযমকারক। সম্—যম্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী— **সংযন্ত্রী**।

সংযম, সংযমন, সংযাম—বন্ধন, দমন; ব্রতাদির পূর্বে হবিষ্য ভোজনাদিরূপ বিধি বিঃ, নিয়মন; সমাধি, ধ্যান; ইন্দ্রিয়নিগ্রহ; চতুঃশাল-গৃহ। সম্—যম্ (নিবৃত্ত করা)+অল্, অনট্, ঘঞ্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু, ক্লী ও পু।

সংযমনী—যমালয়, যমপুরী। সম্—যম্+ অনট্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সংযমিত—নিয়মিত; দমিত; বদ্ধ। সম্— ণিজন্ত যম্—যমি+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংযমী (-মিন্)—১। ইন্দ্রিয়-সংযমসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয়; নিয়মবান্। সংযম শব্দ+ইন্

অন্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—সংযমিনী। ২। যোগী; মুনি। বি; পু।

সংযাত্রা—জলযাত্রা, জলপথে গমন; একত্র গমন, অনেকের একসঙ্গে যাওয়া। সম্—যা (যাওয়া)+ত্র ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংযাত্রিক—সংযাত্রী (সকল অর্থে)। সংযাত্রা+ফিক। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—সংযাত্রিকী।

সংযাত্রী (-যাত্রিন্)—১। জলযাত্রী, জলপথে গমনকারী; সহগামী, অনেকের সঙ্গে গমনকারী; শোভাযাত্রী। সংযাত্রা+ইন্ অন্ত্যর্থে। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—সংযাত্রিণী।

সংযান—সম্যক্‌প্রকারে গমন; মিলিত ভাবে গমন। সম্—যা+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংযাম—'সংযম' দ্রঃ।

সংযুক্ত—মিলিত, সংলগ্ন; একত্রিত, সহিত; একীভূত। সম্—যুজ্ (যোগ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংযুক্তা-১। মিলিতা। 'সংযুক্ত' দ্রঃ। সংযুক্ত+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

২। কান্যকুব্জপতি রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্রের দুহিতা এবং দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহানবংশীয় পৃথ্বীরাজের মহিষী। বি; স্ত্রী। ১১৭০ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি যেমন রূপলাবণ্যবতী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। পৃথ্বীরাজের অসামান্য বীরত্ব ও গুণগ্রামের পরিচয় পাইয়া ইনি মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। পৃথ্বীরাজও ইঁহার অলৌকিক রূপমাধুর্য ও গুণাবলীর বিবরণ শ্রবণ করিয়া ইঁহার প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু জয়চন্দ্র ও পৃথ্বীরাজের পরস্পর বিষম শত্রুতানিবন্ধন উভয়েরই মনোভাব অপ্রকাশ রহিল। ['জয়চন্দ্র' ও 'পৃথ্বীরাজ' দ্রঃ]। জয়চন্দ্র স্বীয় সার্বভৌমত্ব প্রতিপাদন মানসে ১১৯০ খ্রীঃ রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। স্থির হইল, ঐ যজ্ঞসভায় সংযুক্তাও স্বয়ংবরা হইবেন। রাজসূয় যজ্ঞে অধীন সামন্ত রাজগণকে যথাযোগ্য ভৃত্যোচিত কার্য করিতে হয়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণের পদপ্রক্ষালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়চন্দ্র সমস্ত অধীন রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেই সঙ্গে পৃথ্বীরাজকে দ্বারী হইবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ নিতান্ত ঘৃণার সহিত এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন। কিন্তু তিনি সংযুক্তার স্বয়ংবরোৎসব দেখিবার নিমিত্ত সসৈন্যে কান্যকুব্জে আগমন করিলেন এবং সৈন্যদিগকে কিছুদূরে লুক্কায়িত রাখিয়া স্বয়ং ছদ্মবেশে যজ্ঞভূমির নিকট লুক্কায়িত রহিলেন।

এদিকে পৃথ্বীরাজ সশরীরে আসিয়া দ্বারীর কার্য গ্রহণ না করায় জয়চন্দ্র তাঁহার একটি বিকৃত প্রতিমূর্তি গড়িয়া তাহাই দ্বারিরূপে দ্বারদেশে স্থাপন করিলেন। যজ্ঞান্তে সংযুক্তা স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত হইয়া পৃথ্বীরাজকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার বিকৃত প্রতিমূর্তির গলদেশে বরমাল্য অর্পণ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া পৃথ্বীরাজ গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইলেন, এবং সহসা সেই স্থলে অবতীর্ণ হইয়া সংযুক্তাকে নিজ অশ্বপৃষ্ঠে আপনার পশ্চাদ্ভাগে আরোপণপূর্বক ঘোটকবরকে সবলে কশাঘাত করিলেন। জয়চন্দ্র ক্রোধে রোষে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া সদলবলে পৃথ্বীরাজের পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। কিন্তু মহাবীর পৃথ্বীরাজ ক্রমাগত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে করিতে ছয় দিন পরে সংযুক্তাকে লইয়া দিল্লীনগরে উপনীত হইলেন।

জয়চন্দ্র নিজে পৃথ্বীরাজের কিছুই করিতে পারিবেন না বুঝিয়া মহম্মদ ঘোরীকে দিল্লী আক্রমণ করিবার নিমিত্ত আমন্ত্রণ করিলেন। মহম্মদ তাহাই খুঁজিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজও ভীমবিক্রমে আক্রমণকারীকে বাধা দিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। নারায়ণ নামক স্থানের যুদ্ধে মহম্মদ আহত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন (১১৯১ খ্রীঃ)।

কিন্তু মহম্মদ ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলেন না। তিনি লাহোরে থাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। ১১৯৩ খ্রীঃ ইনি পুনর্বার নারায়ণের নিকট আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এবং স্বয়ং জয়চন্দ্র বহু সৈন্যসহ তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। পৃথ্বীরাজও মুসলমান সেনার গতিরোধার্থে অগ্রসর হইলেন; কিন্তু বীরশয্যায় শয়ন করিলেন। পতি যুদ্ধে পতিত হইলে সংযুক্তা প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রাণবিসর্জন করিলেন।

সংযুত—সংযুক্ত, মিলিত, সংসক্ত। সম্—যু (যুক্ত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংযোগ—মিলন; মিশ্রণ; একত্র হওয়া। সম্—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংযোগবিয়োগ—মিলন ও বিচ্ছেদ, একত্র হওয়া ও বিচ্ছিন্ন হওয়া। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

সংযোগসাধক—মিলনসম্পাদক, সম্মেলক। ৬তৎ। বিণ।

সংযোগসাধন—মিলন ঘটানো, মিলন সম্পাদন। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সংযোজন—মিশ্রণ; একত্রকরণ। সম্—ণিজন্ত যুজ্ (=যুজি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংযোজিত—সংমেলিত, একত্রীকৃত। সম্—ণিজন্ত যুজ্ বা যোজি (যোগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরক্ষণ—পরিত্রাণ; পরিচালন; তত্ত্বাবধারণ; বিশেষ উদ্দেশ্যে রক্ষণ। সম্—রক্ষ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংরক্ষণীয়-সংরক্ষণযোগ্য, তত্ত্বাবধানের উপযুক্ত সম্—রক্ষ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সংরক্ষা—সম্যক্ রক্ষা; কোন উদ্দেশ্যে রক্ষণ। সম্—রক্ষ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সংরক্ষিত—পরিত্রাত, প্রতিপালিত। সম্—রক্ষ্ (রক্ষা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরব্ধ ১। বেগিত; ক্রুদ্ধ। সম্—রভ্+ক্ত কর্তৃ। ২। উৎসাহিত, উদ্যমযুক্ত। সম্—রভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরম্ভ—বেগ; ক্রোধ; আক্রোশ; উৎসাহ; যুদ্ধ; জাঁক। সম্—রভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংরম্ভী (সংরম্ভিন্)—সংরম্ভযুক্ত; ক্রুদ্ধ; আক্রুষ্ট; উৎসাহিত। সংরম্ভ+ইন্ অন্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—সংরম্ভিণী।

সংরাধন—সম্যক্ আরাধনা। সম্—রাধ্ (আরাধনা করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংরাব—নাদ, শব্দ, ধ্বনি। সম্—রু (রব করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংরাবী (সংরাবিন্)—শব্দকারী, শব্দবিশিষ্ট। সম্—রু (রব করা)+ণিন কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী-সংরাবিণী।

সংরুদ্ধ—প্রতিবদ্ধ; নিরুদ্ধ। সম্—রুধ্ (রোধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংরূঢ়—অঙ্কুরিত; জাত; প্রবৃদ্ধ। সম্—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংরোধ—অবরোধন; নিরোধ; প্রতিবন্ধ। সম্—রুধ্ (রোধ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

সংলগ্ন—সংসক্ত, মিলিত; সংগত। সম্—লসজ্ (লাগিয়া থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংলয়—প্রলয়; সুষুপ্তি, নিদ্রা। সম্—লী (লীন হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পু।

সংলাপ—পরস্পর কথোপকথন। সম্—লপ্ (কথা বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংশপ্তক—যুদ্ধ হইতে অনিবর্তি-সৈন্য, যে সকল সৈন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়—কোন ক্রমেই তাহা হইতে পশ্চাৎপদ হয় না, forlorn hope; নারায়ণী সেনা বিঃ। সম্ (সম্যক্‌রূপে) শপ্ত (প্রতিজ্ঞাত)—সংশপ্ত, প্রাদি; সংশপ্ত+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

সংশয়—বৈধজ্ঞান, আশঙ্কা, সন্দেহ [রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া যে জ্ঞান তাহা নিশ্চয় জ্ঞান, সর্পাদি বলিয়া যে জ্ঞান তাহা ভ্রমজ্ঞান, এবং "রজ্জু কি সর্প, না অন্য কিছু" এইরূপ যে জ্ঞান তাহা সংশয় জ্ঞান]। সম্—শী (শয়ন করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

সংশয়প্রবণ—সন্দেহশীল, সন্দিগ্ধচিত্ত। ৭তৎ। বিণ।

সংশয়স্থ—সংশয়াপন্ন, সন্দেহযুক্ত, সন্দিগ্ধ। উপতৎ; সংশয়—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

সংশয়াকুল—সন্দেহপীড়িত, সন্দেহে চঞ্চল। ৩তৎ। বিণ।

সংশয়াত্মা (-ত্মন্)—সন্দিগ্ধ চিত্ত। সংশয়পূর্ণ আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সংশয়ান, সংশয়ালু—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ; সংশয়কর্তা। সম্—শী (শয়ন করা)+শান, আলু কর্তৃ। বিণ।

সংশয়াপন্ন—সন্দেহযুক্ত, সংশয়স্থ; সন্দিগ্ধ, সন্দিহান। সংশয়কে আপন্ন, ২তৎ। বিণ।

সংশয়াবিষ্ট—সন্দেহাক্রান্ত, সন্দেহে অভিভূত, সন্দিগ্ধ। ৭তৎ। বিণ।

সংশয়িত—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ। সংশয়+ইত যুক্তার্থে; অথবা সম্—শী+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংশয়িতা (-তৃ)—সংশয়যুক্ত, সন্দিগ্ধ; সংশয়কর্তা। সম্—শী (শয়ন করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সংশয়িত্রী**।

সংশিত—সম্যক্ শাণিত, সুতীক্ষ্ণ; সম্পাদিত; নির্বাহিত; নির্ণীত, নির্ধারিত। সম্—শো (শাণ দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশুদ্ধি—সম্যক্ শোধন, পরিশুদ্ধি, পরিষ্করণ। সম্—শুধ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সংশোধক—বিশোধক, শোধনকর্তা; সংস্কারক; পরিষ্কারক। সম্—ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শোধন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সংশোধিকা**।

সংশোধন—শুদ্ধকরণ; ভ্রমদূরীকরণ; বিশোধন, পরিশোধন, পরিষ্করণ। সম্—ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি (শুদ্ধ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সংশোধিত—বিশোধিত, পরিশোধিত; ভ্রমশূন্যীকৃত; পরিষ্কৃত। সম্—ণিজন্ত শুধ্ বা শোধি+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশ্রয়—১। ব্যাপ্তি; আশ্রয়; প্রাপ্তি। সম্—শ্রি (আশ্রয় করা)+অল্ ভাব। ২। কারণ। সম্-শ্রি+অল্ কর্ম। বি; পু।

সংশ্রব, সংশ্রাব—প্রতিশ্রুতি, প্রতিজ্ঞা। সম্—শ্রু+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংশ্রিত—আশ্রিত, শরণপ্রাপ্ত। সম্—শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংশ্রুত—প্রতিশ্রুত, প্রতিজ্ঞাত। সম্—শ্রু (শ্রবণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশ্লিষ্ট—আলিঙ্গিত; সম্বদ্ধ; মিলিত, সংপৃক্ত। সম্—শ্লিষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংশ্লেষ—আলিঙ্গন; মিলন; সংযোগ; সম্বন্ধ। সম্—শ্লিষ্+অল্ ভাব। বি; পু।

সংসক্ত—সংলগ্ন, সংযুক্ত; সংসৃষ্ট; সম্পৃক্ত; মিলিত; বিবৃত; আসক্ত। সম্—সন্জ্ (মিলিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংসক্তি—১। সংযোগ, সংলগ্ন হওয়া; মিলন। সম্—সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভাব। ২। যে শক্তিপ্রভাবে সন্নিকৃষ্ট একাধিক দ্রব্যের অণুসকল আকৃষ্ট হইয়া সম্মিলিত হয়। সংহতিপ্রভাবে এক একটি দ্রব্যের অণুসমূহ একত্র মিলিত হইয়া অবস্থিতি করে; কিন্তু সংসক্তি প্রভাবে কি কঠিন, কি তরল, কি বায়বীয়, ভিন্ন ভিন্ন জড় দ্রব্যের অণুসকল সকল অবস্থাতেই পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। সম্—সন্জ্+ক্তি করণ। বি; স্ত্রী।

সংসক্তিপ্রবণ—সংসক্তিশীল, সংযোগশীল, যাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। 'সংসক্তি' দ্রঃ। সংসক্তিতে প্রবণ (অত্যাসক্ত) ৭তৎ। বিণ।

সংসক্তিশীল—সংসক্তিপ্রবণ, সংযোগপ্রকৃতিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সংসৎ (সংসদ্)—সমাজ, সভা, সমিতি। সম্—সদ্+ক্বিপ্ অধি। বি; স্ত্রী।

সংসরণ—১। অবাধে সৈন্যগমন; যুদ্ধারম্ভ; নির্গমন; সংগতি; জন্ম; সংসার। সম্—সৃ (গমন করা)+অনট্ ভাব। ২। প্রশস্ত পথ, বড় রাস্তা। সম্—সৃ+অনট্ অধি। বি; ক্লী।

সংসর্গ—সঙ্গ, সহবাস; সম্বন্ধ, সম্পর্ক। সম্—সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সংসর্গজ—সংসর্গজনিত, সহবাসজনিত, একত্রাবস্থানে উৎপন্ন। উপতৎ; সংসর্গ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

সংসর্গেচ্ছা—একত্র অবস্থানের ইচ্ছা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সংসর্গী (-র্গিন্)—সহবাসী; সম্বন্ধ, সম্পৃক্ত। সংসর্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে; অথবা সম্—সৃজ্+ঘিণুন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সংসর্গিণী**।

সংসর্প—সম্যক্ প্রকারে গমন; সর্পাদির ন্যায় গমন। সম্—সৃপ্+অল্ ভাব। বি; পু।

সংসর্পী (-র্পিন্)—প্রসরণশীল, বিস্তারী, সর্বতোভাবে গতিশীল। সম্—সৃপ্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সংসর্পিণী**।

সংসার—১। জগৎ, পৃথিবী, ঐহিক ব্যাপার; পরিবার; মায়াজন্ত বাসনা; মায়াবন্ধন। সম্—সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। বিবাহ। বাংপ্র। বি। **সংসার চালানো**—পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ করা।

সংসারকানন—সংসাররূপ অরণ্য, জগৎরূপ বন। রূপক। বি; ক্লী।

সংসারকামনা—সংসারের ভোগাভিলাষ, পার্থিব বাসনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সংসারচক্র—সংসাররূপ চাকা, চক্রবৎ ঘূর্ণনশীল জগৎ। রূপক। বি; ক্লী।

সংসারচন্দ্র সেন (রাও বাহাদুর)—ইঁহার পৈতৃক নিবাস নাটাগোড়। ইঁহার পিতার নাম নীলাম্বর সেন। ইনি জাতিতে বৈদ্য। পিতার কার্যস্থল আগ্রা শহরে ১৮৪৬ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম। ২০ বৎসর বয়সে ইনি জয়পুর নোবলস্ কলেজে প্রধান শিক্ষকের কার্যে নিযুক্ত হন। পরে জয়পুর মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং শেষে প্রধান মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হন। ইঁহার কার্যকালে জয়পুরের নানাবিধ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইঁহার কার্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া জয়পুরাধিপতি ইঁহাকে জায়গীর ও বংশানুক্রমে "সরদার" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ইংরাজ গভর্নমেণ্টও ইঁহাকে ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি "রাও বাহাদুর" এবং ১৯০৮ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সি. আই. ই. উপাধি-ভূষিত করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের যুবরাজ যখন ভারতভ্রমণ উপলক্ষে জয়পুরে উপস্থিত হন, তখন অভ্যর্থনায় বন্দোবস্তে সন্তুষ্ট হইয়া যুবরাজ ইঁহাকে M. V. O. (Member Victorian Order) উপাধি দান করেন এবং উপাধিভূষণ স্বহস্তে সংসারচন্দ্রের বক্ষে পরাইয়া দেন। ১৯০৯ খ্রীঃ ১২ই মে বহুমূত্র রোগে সংসারচন্দ্র জয়পুরেই ইহসংসার ত্যাগ করেন। ইনিই জয়পুর রাজ্যের তৃতীয় বাঙালী প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহার পূর্বে যথাক্রমে হরিমোহন সেন ও কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই পদে আসীন ছিলেন। সংসারচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র অবিনাশচন্দ্র জয়পুরে ডাক্তারি কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি তিনি ভারত গভর্নমেন্টের নিকট "রায়-বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হন। দিল্লীর সুপ্রসিদ্ধ অতিথিবৎসল ডাক্তার ৺হেমচন্দ্র সেন সংসারচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

সংসারজ্ঞান—পার্থিব বিষয়জ্ঞান, জাগতিক বিষয়ের বোধ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারতাড়িত—সংসার হইতে দূরীভূত ; পার্থিব প্রতিকূল ঘটনা দ্বারা নিপীড়িত। ৩তৎ। বিণ।

সংসারত্যাগ—পরিজনবর্গের ত্যাগ ; মায়া-বন্ধন ছেদন। ৬তৎ। বি ; পু।

সংসারত্যাগী (-ত্যাগিন্)—পরিজনবর্গের সঙ্গত্যাগকারী, মায়াবন্ধন ছেদনকারী. সন্ন্যাসী। সংসার—ত্যজ্ (ত্যাগ করা) +ঘিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

সংসারধর্ম—গার্হস্থ্য ধর্ম, গৃহীর অনুষ্ঠেয় কার্য। ৬তৎ। বি ; পু।

সংসারপথ - সংসারে চলিবার পথ, সংসার-যাত্রা নির্বাহের উপায়। ৬তৎ। বি ; পু।

সংসারবন্ধন—সাংসারিক আকর্ষণ, সং-সারের মায়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারবাসনা—সাংসারিক কামনা, বিষয়-ভোগাভিলাষ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারযাত্রা—জীবনযাত্রা, পরিজন প্রতি-পালন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারযাত্রা-নির্বাহ—পরিবারের খরচ-পত্র চালানো, পরিবারের ভরণপোষণাদি সম্পাদন। ৬তৎ। বি ; পু।

সংসারলীলা -সংসারের খেলা, ভবলীলা ; পৃথিবীতে অবস্থানরূপ লীলা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারসমুদ্র, -সাগর—সংসাররূপ সাগর, সমুদ্রের ন্যায় দুস্তর সাগর। রূপক। বি ; পু।

সংসারসুখ—সংসারের সুখ, বিষয়ভোগ-জনিত তৃপ্তি ; সাংসারিক শান্তি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারস্রোতঃ (-তস্) -সংসারপ্রবাহ জগতের উৎপত্তিবিনাশরূপ স্রোতঃ। রূপক। বি ; স্ত্রী।

সংসারাশ্রম—গার্হস্থ্যাশ্রম, গৃহীর ধর্ম। সংসারই যে আশ্রম, কর্মধা। বি ; পু।

সংসারাসক্ত -সংসারে অনুরক্ত, সাংসারিক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট ; পার্থিব বিষয়ানুরাগী। ৭তৎ। বিণ।

সংসারাসক্তি সংসারে একান্ত অনুরাগ, বিষয়ভোগে একান্ত অভিনিবেশ। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংসারী (-সারিন্) - জগৎস্থ, পৃথিবীস্থিত ; পরিবারস্থ ; দেহী, শরীরী ; বিষয়ী, সংসারাসক্ত ; গৃহস্থাশ্রমী ; গৃহী, গৃহস্থ। সংসার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সংসারিণী**।

সংসিক্ত—সম্যক্ আর্দ্র, সম্পূর্ণ ভিজা। সম্ (সম্যক্) যে সিক্ত, প্রাদি। বিণ।

সংসিদ্ধ—স্বভাবসিদ্ধ ; সুসম্পাদিত ; সম্যক্ নিষ্পন্ন। সম্—সিধ্ (সিদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংসিদ্ধি—নিষ্পত্তি ; সম্পাদন ; মুক্তি ; স্বভাব ; স্বাভাবিক অবস্থা। সম্—সিধ্ (সিদ্ধ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংসৃতি—সংসার ; সঙ্গে গমন ; স্রোতঃ, প্রবাহ। সম্—সৃ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংসৃষ্ট—১। সংসর্গবিশিষ্ট, সম্পৃক্ত, মিলিত। সম্ সৃজ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। সম্বন্ধ, সম্পর্ক। সম্ সৃজ্+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংসৃষ্টি—সংসর্গ ; সম্পর্ক ; মিলন, কাব্যের দুইটি অলঙ্কারের নিরপেক্ষ ভাবে একত্র উপস্থিতি। সম্—সৃজ্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্করণ—সংস্কার, সংশোধন ; সংশোধন-পূর্বক পুনর্মুদ্রণ ; পুস্তকাদি একসঙ্গে যত সংখ্যক ছাপা হয়। সম্—কৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্কর্তা (সংস্কর্তৃ)—সংস্কারকারক ; পাচক। সম্—কৃ (করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সংস্কর্ত্রী**।

সংস্কার—শুদ্ধ ; শোধন ; নির্মলীকরণ, পরি-ষ্করণ ; মার্জন ; প্রোক্ষণ ; ভূষিতকরণ ; উদ্দীপ্তকরণ ; জীর্ণোদ্ধার, মেরামত ; মন্ত্রাদি দ্বারা শোধন ; শাস্ত্রাভ্যাস জন্য ব্যুৎপত্তি ; স্মৃতিহেতু মনোবৃত্তি-গুণ বিঃ ; পূর্বজন্মবাসনা ; সহজাত বুদ্ধি বা প্রবৃত্ত ; ঝোঁক ; ছাপ ; গঠন ; আশয় ; বেগ ; স্থিতিস্থাপক গুণ ; পাক ; গর্ভাধান পুংসবন সীমন্তোন্নয়ন জাতকর্ম নামকরণ নিষ্ক্রমণ অন্নপ্রাশন চূড়াকরণ উপনয়ন বিবাহ দ্বিজাতির কর্তব্য এই দশবিধ শুদ্ধিজনক ব্যাপার। সম্—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সংস্কারক সংস্কর্তা, সংস্কারকারক ; পাচক। সম্—কৃ (করা)+ণক কর্তৃ। বিণ।

সংস্কারজ—সংস্কারজাত, সংস্কার হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; সংস্কার—জন্+ড কর্তৃ। বিণ।

সংস্কারবর্জিত—দশ-সংস্কার হীন ; অসংস্কৃত ; উপনয়ন-সংস্কার-বিহীন। ৩তৎ। বিণ।

সংস্কারসাধন—সংস্কারসম্পাদন ; জীর্ণো-দ্ধারকরণ ; গর্ভাধানাদি কার্য নিষ্পাদন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সংস্কৃত ১। শোধিত ; নির্মলীকৃত ; মার্জিত ; পরিষ্কৃত ; সজ্জিত ; মন্ত্রপূত ; বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত। সম্—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পবিত্র ভাষা, দেবভাষা, ভারতের প্রাচীন আর্যভাষা। বি ; স্ত্রী।

সংস্কৃতি শিক্ষা বা অভ্যাস দ্বারা লব্ধ উৎকর্ষ, কৃষ্টি, culture. সম্—কৃ+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্ক্রিয়া সংস্কার, পরিষ্করণ, শোধন। সম্ - কৃ (করা)+শ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সংস্তব, সংস্তাব স্তুতি, প্রশংসা ; পরিচয়। সম্—স্তু (স্তব করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সংস্তম্ভ, সংস্তম্ভন প্রতিবন্ধ ; দৃঢ় করণ ; নিবারণ, দমন, থামানো। সম্—স্তন্ভ্ (স্তব্ধ করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; পু ও স্ত্রী।

সংস্তুত—স্তুত ; পরিচিত। সম্—স্তু (স্তব করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংস্থ—স্থিত ; সদৃশ ; মৃত। সম্—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

সংস্থা—১। স্থিতা ; সদৃশী ; মৃতা। সংস্থ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্থিতি ; ন্যায়পথে স্থিতি ; ব্যবস্থা ; সমাপ্তি ; সভা ; সংঘ ; মৃত্যু ; জীবনযাপনের রীতি ; জীবনকাল ; আকার ; সাদৃশ্য ; প্রণিধি। সম্—স্থা (থাকা)+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সংস্থান—১। স্থিতি ; সঞ্চয় ; অবয়ব ; সঙ্ঘাত, আকৃতি ; সন্নিবেশ ; মৃত্যু ; চতুষ্পথ। সম্ স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। ২। সাঙ্কেত অর্থ, সম্বল, যোত্র। সম্ - স্থা+অনট্ করণ। বি ; স্ত্রী।

সংস্থাপক—সংস্থাপনকর্তা, স্থাপয়িতা, প্রতিষ্ঠাতা। সম্ ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি) +ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সংস্থাপিকা**।

সংস্থাপন—স্থাপিতকরণ, প্রতিষ্ঠা ; রাখা। সম্ - ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্থাপয়িতা (-তৃ)—সংস্থাপনকর্তা, স্থাপক, প্রতিষ্ঠাতা। সম্ · ণিজন্ত স্থা (=স্থাপি)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী —**সংস্থাপয়িত্রী**।

সংস্থাপিত—সম্যক্‌রূপে স্থাপিত, যাহা স্থাপন করা হইয়াছে এরূপ। সম্—ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (স্থাপন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংস্থিত—স্থিত ; মৃত ; সমাপ্ত ; সন্নিবিষ্ট। সম্ · স্থা (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংস্থিতি—সম্যক্ স্থিতি ; মৃত্যু ; আলয়। সম্—স্থা (থাকা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্পর্শ—সম্যক্ স্পর্শ। সম্—স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সংস্পর্শজনিত—সংস্পর্শজাত, সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত। ৩তৎ। বিণ।

সংস্পৃষ্ট—সম্যক্ স্পর্শযুক্ত, কৃতস্পর্শ ; মিলিত। সম্—স্পৃশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংস্ফুট—প্রস্ফুটিত, বিকশিত। সম্—স্ফুট্ (ভেদ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংস্ফোট—সংগ্রাম, যুদ্ধ। সম্-স্ফুট্ (ভেদ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সংস্মৃতি সম্যক্ স্মরণ। সম্-স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংস্রব, সংস্রাব—সম্পর্ক, সম্বন্ধ ; মিলন। সম্-স্রু (গমন করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সংহত—সম্যক্ হত ; মিলিত ; সংযুক্ত ; জমাট বাঁধিয়াছে এরূপ ; দৃঢ় ; সঞ্চিত। সম্—হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংহতি—১। সম্যক্ বধ ; সংঘাত ; মিলন ; সমূহ ; সমাহার ; নীরন্ধ্রতা ; গাঢ়-সংযোগ। সম্ হন্ (বধ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

২। যে শক্তির প্রভাবে জড় দ্রব্যের অণুসমূহ একত্র সংবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, সেই শক্তি। সম্—হন্+ক্তি করণ। বি ; স্ত্রী। [সংহতির পরাক্রম যত অধিক হয়, জড় দ্রব্যের কঠিনভাবেরও তত আধিক্য হইয়া থাকে, আর উক্ত পরাক্রম যত অল্প হয়, কাঠিন্যেরও ক্রমশঃ তত অল্পতা হইতে থাকে। কঠিন অপেক্ষা তরল অবস্থায় সংহতির পরাক্রম অনেক অল্প আবার বায়বীয় অবস্থায় তাহার আর কোন লক্ষণই দৃষ্ট হয় না। উষ্ণতার যত বৃদ্ধি হয়, সংহতির প্রভাবও তত অল্প হইয়া পড়ে। এই হেতু উত্তপ্ত হইলে কঠিন দ্রব্য তরল, এবং তরল দ্রব্য বায়বীয় আকার ধারণ করে। বরফ, জল ও জলীয় বাষ্প এই তিন দ্রব্যই একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন আকারমাত্র। যখন সংহতির আধিক্য হয়, তখনই জল জমিয়া বরফ হইয়া যায় ; আবার যখন উষ্ণতার বৃদ্ধি হেতু সংহতির প্রভাব নিতান্ত অল্প হইয়া পড়ে, তখনই উহা বাষ্পের আকার ধারণ করে।]

সংহনন—বধ ; সঙ্ঘাত ; দেহ। সম্—হন্ (বধ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংহরণ—সংহার, বিনাশ ; আহরণ, সংগ্রহ ; সঞ্চয় ; সংক্ষেপ ; সংকোচন ; প্রত্যাকর্ষণ। সম্—হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সংহর্তা (সংহর্তৃ)—সংহারক, সংহারকর্তা। সম্—হৃ (হরণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সংহর্ত্রী**।

সংহার—১। বিনাশ, ধ্বংস, উচ্ছেদ ; প্রলয় ; আহরণ, সংগ্রহ, সংকলন ; সংকোচন, প্রত্যাকর্ষণ। সম্—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। নরক বিঃ। সম্—হৃ+ঘঞ্ অধি। ৩। ভৈরব বিঃ। সম্—হৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। বি ; পু।

সংহারক—সংহারকর্তা। সম্—হৃ (হরণ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সংহারিকা**।

[কপ্র। ক্রি।

সংহারা—সংহার করা, মারা, নাশ করা।

সংহিত—মিলিত ; সংগৃহীত ; একত্রীভূত। সম্-ধা (ধারণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংহিতা—১। মিলিতা ; সংগৃহীতা। সংহিত+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। মন্বাদি-প্রণীত ধর্মশাস্ত্র ; বেদের শাখা। বি ; স্ত্রী।

সংহূতি—বহুলোককর্তৃক এককালীন আহ্বান। সম্—হ্বে (ডাকা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংহৃত—বিনাশিত ; সংগৃহীত, সংকলিত ; সঞ্চিত ; সংক্ষিপ্ত ; হৃত ; প্রত্যাকৃষ্ট। সম্—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সংহৃতি—সংহার ; সংগ্রহ ; সংকোচ। সম্—হৃ (হরণ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সংহৃষ্ট—সম্যক্ হৃষ্ট ; উল্লাত। সম্—হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সংহ্রাদ—শব্দ বিঃ, গোলমাল। সম্—হ্রাদ (শব্দ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সংহ্রাদী (সংহ্রাদিন্)—শব্দকারক, শব্দায়মান। সংহ্রাদ শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সংহ্রাদিনী**।

সংহ্লাদ—আহ্লাদ, আনন্দ। সম্—হ্লাদ্ (আমোদিত হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সঁপা—সমর্পণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

সঁপি—সঁপিয়া, সমর্পণ করিয়া। কপ্র। ক্রি।

সঁপিনু—সঁপিলাম, সমর্পণ করিলাম। কপ্র। ক্রি।

সকড়ি—অন্নাদির অপবিত্র উচ্ছিষ্ট, এঁটো, ভাত প্রভৃতি রন্ধিত খাদ্য যাহার স্পর্শে দেহাদি অশুচি হয়, অথবা যাহাতে অপরের স্পর্শদোষ সংক্রমিত হইয়া থাকে। বাংপ্র। বি।

সকণ্টক কণ্টকযুক্ত, কণ্টকিত। কণ্টকের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সকর—করযুক্ত, হস্তবিশিষ্ট ; শুণ্ডযুক্ত ; কিরণবিশিষ্ট ; রাজস্বপ্রদ। করের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সকরকন্দ—আলুজাতীয় এক প্রকার মূল। ইহা শৈত্যগুণবিশিষ্ট, পিত্ত ও অম্লনাশক ; পাকস্থলীর শৈত্যকারক এবং কোষ্ঠ পরিষ্কারক। <শর্করকন্দ। বি।

সকরুণ—১। করুণাযুক্ত, কৃপাশীল। করুণার সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ। ২। অতিশয় করুণ। বাংপ্র। বিণ।

সকর্ণ—কর্ণযুক্ত, শ্রুতিবিশিষ্ট, কানওয়ালা ; শ্রবণশীল। কর্ণের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সকর্মক—কর্মসমন্বিত ; (ব্যাকরণে) যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে, transitive. কর্মের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। স্ত্রী—**সকর্মিকা**।

সকল—১। কলা-সহিত ; সমগ্র, সমস্ত, সমুদয়। কলার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। ২। সবাই, সব লোক। বাংপ্র। বি।

সকাম—কামনাযুক্ত, সাভিলাষ। কামের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সকামকর্ম (-কর্মন্) কামনাযুক্ত কর্ম, ফললাভের আশায় অনুষ্ঠিত কার্য। কর্মধা। বি ; ক্লী।

সকাল—প্রাতঃকাল, প্রভাত, পূর্বাহ্ণ ; যথা-কাল, উপযুক্ত সময়। বাংপ্র। বি।

সকাল-সকাল—শীঘ্র শীঘ্র, সুসময়ে, সময় গত না করিয়া, অনতিবিলম্বে। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সকাশ—কা-যুক্ত ; সমীপ, নিকট। কাশের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সকুল্য—সমান কুলজাত, সপিণ্ডের (অর্থাৎ সপ্তম পুরুষান্তর্গত জ্ঞাতির) ঊর্ধ্ব তিন পুরুষ ও অধঃ তিন পুরুষ ;—"দশাহেন সপিণ্ডাস্তু শুধ্যন্তি প্রেতসূতকে। ত্রিরাত্রেণ সকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুধ্যন্তি গোত্রজাঃ॥" অর্থাৎ মৃতাশৌচে ও জাতাশৌচে সপিণ্ডগণ দশ দিনে, সকুল্যগণ ত্রিরাত্রে এবং সগোত্র-গণ স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয়। সমান কুল যাহা-দের=সকুল, বহু ; সকুল+য্য তত্ভাবার্থে। বিণ।

সকৃৎ—১। একবার ; সদা ; সহিত। অ। ২। বিষ্ঠা। বি ; স্ত্রী।

সকৌতুক—কৌতুকযুক্ত, কৌতূহলান্বিত। কৌতুকের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সক্ত—আসক্ত ; সংলগ্ন, সংযুক্ত ; অভিনিবিষ্ট। সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সক্তি—আসক্তি ; অভিনিবেশ ; সংযোগ। সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সক্তু—শক্তু, ছাতু। সচ্ (সেক করা)+তুন্ কর্ম। বি ; ক্লী বা পু।

সক্থি—শকটের অঙ্গ বিঃ ; ঊরু। সন্জ্ (সঙ্গ করা)+ক্থিন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

সক্রেটীজ (Socrates)—গ্রীসদেশীয় সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত। ইঁহার পিতা সক্রোনিস্কস ভাস্করবৃত্তি ও মাতা ফিনারেটী ধাত্রীর কর্ম করিতেন। সম্ভবতঃ খ্রীঃ পূঃ ৪৬৯ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। আথেন্স নগরের বালকেরা তৎকালে যে সকল বিষয় শিক্ষা করিত, তৎসমস্তই ইনি শিক্ষা করিয়াছিলেন ; তদ্ব্যতীত জ্যামিতি-শাস্ত্রে ও জ্যোতির্বিদ্যাতেও ইনি ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনানন্তর ইনি প্রথমে সেনাদলে প্রবিষ্ট হন এবং তিনবারের

যুদ্ধে বিলক্ষণ শৌর্য, অসামান্য উদ্যমশীলতা ও শ্রমপটুতা এবং শীতাতপ-সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। সক্রেটীজ কিছু দিন পরে সৈনিকের কর্ম পরিত্যাগ করিলেন এবং আথেন্স নগরে স্থায়িরূপে বাস করিয়া জনসাধারণকে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগিলেন। অতি অল্পকাল মধ্যে ইনি বিলক্ষণ যশস্বী হইয়া উঠিলেন; অনেকে ইঁহার শিষ্য হইলেন। কিন্তু ইঁহার বিরুদ্ধবাদীরা ক্রমে ইঁহার ঘোর বিদ্বেষ্টা হইয়া উঠিল এবং ইঁহার সর্বনাশসাধনের এক ভয়ানক চক্রান্ত উপস্থিত করিল।

ষড়্‌যন্ত্র পাকিয়া উঠিলে তাহারা ইঁহার বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত দেবতাদিগের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন, নূতন নূতন দেবতার প্রবর্তন, এবং যুবকদিগের নৈতিক চরিত্র কলুষিত করিয়া তাহাদিগকে বিপথগামী-করণ, এই তিনটি অভিযোগ আনয়ন করিল। একটা বিচার-প্রহসন অভিনীত হইল। বিচারকদের মধ্যে মতভেদ হইল। অধিকাংশের মতে ইনি অপরাধী নির্ধারিত হইলেন। ইঁহার প্রতি বিষপানে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। সক্রেটীজ অম্লানবদনে দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করিলেন। ইঁহার শিষ্যগণ নিতান্ত মর্মাহত হই‌ল। ইঁহার পলায়নের পন্থা উদ্ভাবন করিলেন। কিন্তু কোন স্থানে গেলেই মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের উপায় নাই- এই কথা বলিয়া ইনি তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। অনন্তর নির্দিষ্ট দিবসে শত্রুগণের প্রদত্ত হেমলক নামক হলাহল পানে সক্রেটীজ লোকলীলা সংবরণ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ৩৯৯)।

সক্রেটীজ শরীরস্থ রিপুগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন। ক্রোধ কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। পরন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ইঁহার সহধর্মিণী জ্যান্টিপী (Xantippe) ইঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। তিনি সর্বদা রাগিয়াই থাকিতেন এবং পতিদেবতাকে অহর্নিশ নিদারুণ কটূক্তি করিয়া জ্বালাতন করিতেন। তথাপি কিন্তু ইনি পত্নীর প্রতি কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিতেন না। কথিত আছে যে, একদা সক্রেটীজ ভার্যার বাক্য-বাণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাহা হইতে অব্যাহতিলাভের নিমিত্ত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং দ্বারের বহির্ভাগে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। প্রিয়ংবদা জ্যান্টিপী ইহাতে অধিকতর কোপাবিষ্টা হইয়া ক্রুতপদে গৃহের উপরিতলে উঠিলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে এক গামলা ময়লা জল দ্বিতল হইতে স্বামীর মস্তকে ঢালিয়া দিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, তাহাতেও সক্রেটীজের চিত্তবিকার উপস্থিত হইল না। তিনি স্মিতমুখে কেবল এই কথাটি বলিলেন,—'এত গুরুগম্ভীর মেঘগর্জনের পর এক পসলা বৃষ্টি না হইলে শোভা পাইবে কেন?'

সক্ষম ১। ক্ষমাবান্, ক্ষমাশীল, সদয়। বহু। বিণ। ২। সমর্থ, (অক্ষমের বিপরীত)। বাংপ্র। বিণ।

সক্ষোভে—ক্ষোভের সহিত, মনস্তাপের সহিত। বহু। ক্রি-বিণ।

সখ—ইচ্ছা, অভিলাষ, রুচি, পছন্দ, খোশ-খেয়াল; শৌখিনতা। আ-মু। বি। **সখের দল**—(যাত্রা ইত্যাদি) যে দল সংগীত ও অভিনয়াদি করিলেও উহা দ্বারা অর্থ উপার্জন করে না, amateur party.

সখা (সখি)—বন্ধু, মিত্র, সুহৃৎ, প্রণয়াস্পদ, সমপ্রাণ; সহচর; সহায়। সহ (সমান)—খ্যা (বলা)+ইন্ কর্ম, যাহাকে নিজের সমান বলা হয়। বি; পুং।

বন্ধু, সুহৃৎ, মিত্র ও সখা, এই চারিটি শব্দের অর্থগত প্রভেদ এইরূপ নির্ধারিত হইয়াছে, যথা—

"অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ং ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখা মতঃ॥"

অর্থাৎ যাহাকে ত্যাগ করা যায় না (যেমন আত্মীয় কুটুম্বাদি), তিনি বন্ধু; যিনি নিরন্তর প্রণয়াস্পদের অনুমত থাকেন, তিনি সুহৃৎ; যাঁহাদের ক্রিয়া এক-বিধ, তাঁহারা মিত্র; এবং যিনি অন্তরকে স্বীয় প্রাণতুল্য জ্ঞান করেন, তিনি সখা।

সখারাম গণেশ দেউস্কর—ইনি ১৮৬৯ খ্রীঃ পৌষ মাসে শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম সদাশিব গণেশ দেউস্কর। ইনি বৈদ্যনাথের ইংরাজী স্কুলে প্রবেশ করিয়া ১৮৯০ খ্রীঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৯৩ খ্রীঃ বৈদ্যনাথ স্কুলের শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই ইনি বঙ্গ-সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। ইনি প্রথমে "প্রতিভা" নাম্নী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতেন। ক্রমে বাঙ্গালার সংবাদপত্রে ও সাময়িক সাহিত্যে প্রধান লেখকদের অন্যতম হইয়া উঠেন। ইনি দেওঘরের তৎকালীন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিরুদ্ধে নানাকথা হিতবাদী সংবাদপত্রে প্রকাশিত করিলে ম্যাজিস্ট্রেটের কোপানলে পতিত হইয়া ১৮৯৭ খ্রীঃ শিক্ষকের কার্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। অতঃপর ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংবাদপত্র-সেবায় নিযুক্ত হন। কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ মহাশয় হিতবাদীর ভার লইলে তিনি ইঁহাকে হিতবাদীর প্রুফ রিডার পদে নিযুক্ত করেন। কিছুদিন মধ্যে ইনি বিশারদের দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইয়াছিলেন। ১৯০৫ খ্রীঃ জাপান হইতে প্রত্যাগমনকালে বিশারদ বারিধিবক্ষে দেহরক্ষা করিলে সখারাম হিতবাদীর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ইনি ত্রয়োদশ বর্ষকাল হিতবাদীর সম্পাদক ছিলেন। সংবাদপত্র সেবার অবসরকালে ইনি সাহিত্য চর্চা করিতেন। বঙ্গদেশে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান প্রধানতঃ ইঁহারই চেষ্টায় অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইনি "দেশের কথা" নামক পুস্তকে অসাধারণ শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। গবর্নমেণ্ট ইঁহার প্রচার বন্ধ করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন ইনি তিলকের মকদ্দমা, বাজীরাও, এটা কোন্ যুগ, ঝান্সির রাজকুমার, মহামতি রাণাডে, আনন্দীবাই প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রচার করিয়া গিয়াছেন। ইনি বাল-গঙ্গাধর তিলকের ভক্ত ছিলেন। তিলক প্রথমবারে রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইলে কেবল ইঁহারই চেষ্টায় বঙ্গবাসী তিলকের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিল। ইনি একজন নীরব কর্মী ছিলেন, এবং বাণীর সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার উদ্দেশ্যেই ইনি সংবাদপত্রের সেবায় ব্রতী হন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ হইলেও বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বঙ্গসাহিত্যের পুষ্টিসাধনে যথেষ্ট সহায়তা করেন। ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়; তাহার উপর একমাত্র পুত্রের শোকে কাতর হইয়া পড়েন। কিছুদিন পরে পত্নীবিয়োগ হয়। এই সকল মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে ১৯১২ খ্রীঃ ২৩শে নভেম্বর ইনি বৈদ্যনাথধামে দেহত্যাগ করেন।

সখিতা, সখিত্ব—সখ্য, সৌহৃদ; সাদৃশ্য। সখি+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। [স্ত্রী।

সখী—বয়স্যা, সহচরী। সখি+ঈপ্। বি;

সখীসংবাদ—মথুরাগত শ্রীকৃষ্ণের নিকট বৃন্দার কথোপকথন [শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে রাধিকা সাতিশয় বিরহকাতরা হইয়া সখী বৃন্দাকে কৃষ্ণের নিকট প্রেরণ করেন। বৃন্দা মথুরায়

গমন করিয়া কৃষ্ণের নিকট অনেক অনুযোগ করিয়াছিলেন। ইহাই সখীসংবাদ নামে অভিহিত]। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সখ্য—সৌহার্দ্য, মিত্রতা, বন্ধুত্ব, সমপ্রাণতা। সখি শব্দ+য্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সখ্যস্থাপন—বন্ধুত্বসংস্থাপন, মিত্রতা করা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সগর—সূর্য্যবংশীয় জনৈক নৃপতি, বাহু নামক রাজার পুত্র। গরের (বিষের) সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বি; পু।

বাহুরাজ শত্রুকর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া হিমালয় অঞ্চলে বনবাস আশ্রয় করেন। তৎকালে ইঁহার মহিষী যাদবী গুর্বিণী ছিলেন। রাজা সেই বনে কালগ্রাসে পতিত হইলে রাজ্ঞী ঔর্ব মুনির আশ্রমে এক পুত্র প্রসব করেন। ইঁহার সপত্নী ইঁহার গর্ভ নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে ইতঃপূর্বে ইঁহাকে খাদ্যের সহিত বিষ ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার গর্ভপাত হয় নাই। এক্ষণে সন্তানটি বিষের সহিত ভূমিষ্ঠ হওয়ায় 'সগর' নামে খ্যাত হইলেন।

সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃরাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধনপূর্বক অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিয়াছিলেন। ইঁহার শৈব্যা নাম্নী রাজ্ঞীর গর্ভে অসমঞ্জ নামক এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন, এবং ইঁহার অপরা পত্নী বৈদর্ভী একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করিলে তাহা হইতে ষষ্টিসহস্র পুত্রের জন্ম হয়। মহারাজ সগর ক্রমে নবনবতি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। পরে ইহা শতসংখ্যা পূরণের নিমিত্ত আর একটি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে, দেবরাজ বাসব হৃতরাজ্য হইবার ভয়ে ইঁহার যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণপূর্বক পাতালে কপিলমুনির আশ্রমে লুকাইয়া রাখেন। ইঁহার ষষ্টিসহস্র পুত্র অশ্বের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে কপিলমুনির আশ্রমে তাহাকে বদ্ধ দেখিয়া মুনিকে চোর বিবেচনায় অযথা কটুবাক্য প্রয়োগ করেন ও দণ্ডপ্রদানে উদ্যত হন। মুনিবর তাহাতে কুপিত হইয়া শাপপ্রদানে সেই ষষ্টিসহস্র রাজকুমারকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলেন; অতঃপর সগরের পৌত্র অংশুমান্ পাতালে গমনপূর্বক মুনিকে তুষ্ট করিয়া অশ্ব আনয়ন করিলে ইঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত হয়। উত্তরকালে ইঁহারই বিখ্যাত বংশধর ভগীরথ গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যে আনয়নপূর্বক শাপদগ্ধ ষষ্টিসহস্র পূর্বপুরুষের উদ্ধারসাধন করেন। মহারাজ সগরের পুত্রগণ কর্তৃক খাত হইয়াছিল বলিয়া সমুদ্রের আর এক নাম 'সাগর'।

সগর্ভ—১। গর্ভযুক্ত। গর্ভের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ। ২। সহোদর। সহ (সমান) গর্ভ যাহাদের, বহু। বি; পু।

সগর্ভা—গর্ভবতী; সহোদরা। বহু। বিণ বা বি; স্ত্রী।

সগুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণময়, গুণযুক্ত। গুণের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সগোত্র-একবংশজাত, জ্ঞাতি। সহ (সমান) হইয়াছে গোত্র যাহাদের, বহু। বিণ।

সঘন—১। মেঘাবৃত। মেঘের সহ বর্ত্তমান যে বা যাহা, বহু। ২। ঘন ঘন, অজস্র নিরন্তর। বাংপ্র। বিণ।

সঘনে—ঘন ঘন, পুনঃ পুনঃ, নিরন্তর, অবিশ্রান্ত; উচ্চনাদে, তুমুলরবে। কপ্র। ক্রি-বিণ।

সঙ—'সং' দ্রঃ।

সঙিন (বা সঙ্গিন), **সঙীন** (বা সঙ্গীন)—১। বন্দুকের মুখের ছোরা বা কিরিচ, bayonet. ফা। বি। ২। সাংঘাতিক, দারুণ, বিষম, ঘোরতর, সংকট, সমাকুল। <ইং 'sanguine'. বিণ।

সঙ্কট—১। সংকীর্ণ, অল্পপ্রস্থ, সরু, সুঁড়ি; অনুত্তীর্ণ; অভেদ্য; আপদ্-জনক; নিবিড়; জনতাযুক্ত। সম্—কট্+অন্ কর্তৃ; অথবা সম্+কটচ্। বিণ। ২। বিপদ্; দুঃখ। বি; স্ত্রী।

সঙ্কটকাল—বিপৎকাল, বিপদের সময়। ৬তৎ। বি; পু।

সঙ্কটসঙ্কুল—বিপৎপূর্ণ, দুঃখব্যাপ্ত। ৩তৎ। [বিণ।

সঙ্কটা—১। সঙ্কীর্ণা ইত্যাদি। সঙ্কট+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। দেবী বিঃ, যোগিনী বিঃ। বি; স্ত্রী।

সঙ্কটাপন্ন—বিপদাপন্ন, বিপদে পতিত, বিপন্ন। ২তৎ। বিণ।

সঙ্কথা—সংলাপ, পরস্পর কথোপকথন। সম্—কথ (বলা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সঙ্কর—১। অবকর, সম্মার্জনী-ক্ষিপ্ত আবর্জনা; বর্ণসংকর বা মিশ্রজাতি। সম্—কৄ (বিক্ষিপ্ত করা)+অল্ কর্ম। ২। মিলন, মিশ্রণ; পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থের একত্র অবস্থান। সম্—কৃ (করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

সঙ্কর্ষণ—১। আকর্ষণ; কর্ষণ। সম্—কৃষ্ (কর্ষণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। বলরাম। সম্—কৃষ্+অন্ কর্ম বা কর্তৃ। বি; পু।

সঙ্কলক-সংগ্রহকারক। সম্—কল+ণক কর্তৃ। বি; পু।

সঙ্কলন, সঙ্কলনা—অনুযোগ; সংগ্রহ; আহরণ, সঞ্চয়; মিলন। সম্—কল্ (গণনা করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ...+অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্কলয়িতা (-তৃ)—সঙ্কলন-কর্তা। সম্—কল্+ণিচ্+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সঙ্কলয়িত্রী**।

সঙ্কলিত—সংগৃহীত, আহৃত, সঞ্চিত; একত্রীকৃত; যোজিত। সম্—কল্ (গণনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্কল্প—মনোরথ; মানস-কর্ম; অভিপ্রায়; অভিলাষ; পূজাদিকরণের উদ্দেশ্য; ধর্ম্মকৃত্য করিবার প্রতিজ্ঞা। সম্-কৢপ্ (কল্পনা করা)+অল্ কর্ম। বি; পু।

সঙ্কল্পবিকল্প—সঙ্কল্প ও বিবিধ কল্পনা, অভিলাষ ও সংশয়। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

সঙ্কল্পসিদ্ধি—মনোরথসিদ্ধি, অভিলাষের পূরণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সঙ্কল্পিত—অভিপ্রেত; অভিলষিত; বাঞ্ছিত; কর্তব্যরূপে স্থিরীকৃত। সম্—কৢপ্ (কল্পনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্কাশ-নিকট, সমীপ; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) তৎসদৃশ। সম্—কাশ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

সঙ্কীর্ণ ১। বহুলোক-সমাকীর্ণ, জনতাপূর্ণ; নানাবস্তুমিলিত; ব্যাপ্ত; মিশ্রিত; সঙ্কর; পরস্পর বিজাতীয়; সংকট; অল্পপ্রস্থ; সংকুচিত। সম্—কৄ (ছড়ানো)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। বর্ণসংকরজাতি। বি; পু।

সঙ্কীর্ণকণ্ঠ—সংকুচিত কণ্ঠ। কর্মধা। বি; পু। ২। সংকুচিত কণ্ঠবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সঙ্কীর্ণগ্রীব—ক্ষুদ্র গ্রীবাবিশিষ্ট। বহু। [বিণ।

সঙ্কীর্ণচিত্ত—১। ক্ষুদ্র মনঃ, নীচ অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রমনাঃ, অনুদারহৃদয়, অপ্রশস্তমনাঃ। বহু। বিণ।

সঙ্কীর্ণচেতাঃ (-চেতস্)—ক্ষুদ্রমনাঃ, অপ্রশস্তচিত্ত, অনুদারমনাঃ। সঙ্কীর্ণ চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণতা—ক্ষুদ্রতা; অপ্রসারতা; জনতা; সংকর। সঙ্কীর্ণ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণনীতি—অনুদার নীতি, অপ্রশস্ত নিয়ম, যে নীতি অল্প লোকের মধ্যেই আবদ্ধ—সার্বজনীন নহে। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণমনাঃ (-মনস্)—সংকীর্ণচেতাঃ, অনুদারচিত্ত। বহু। বিণ, পু বা স্ত্রী।

সঙ্কীর্ণযোনি—১। নীচজাতি। কর্মধা। বি; স্ত্রী বা পু। ২। নীচজাতীয়। বহু। বিণ।

সঙ্কীর্ণহৃদয়—১। ক্ষুদ্র মনঃ, অপ্রশস্ত অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। ক্ষুদ্রচেতাঃ। বহু। বিণ।

সঙ্কীর্ণাত্মা (-ত্মন্)—১। ক্ষুদ্র মনঃ। সঙ্কীর্ণ যে আত্মা (চিত্ত), কর্মধা। বি; পু। ২। ক্ষুদ্রমনাঃ। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সঙ্কীর্তন, সঙ্কীর্তনা—সম্যক্‌রূপে গুণ-কথন; বর্ণন; উচ্চারণ; ঈশ্বরের নাম গান। সম্—কৃত্ (কীর্তন করা)+ অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ···+অন ভাব+ আপ্। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্কীর্তিত—সম্যক্‌রূপে কীর্তিত; বিশেষ-ভাবে উক্ত; প্রশংসিত; বর্ণিত; উচ্চারিত। সম্—কৃত্ (কীর্তন করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্কুচিত—মুদ্রিত, অপ্রসারিত; কোঁচকানো; কুণ্ঠিত; অপ্রফুল্ল; সঙ্ক্ষিপ্ত। সম্—কুচ্ (গুটাইয়া লওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সঙ্কুল—১। সঙ্কীর্ণ; বহুলোকসমাকীর্ণ; ব্যাপ্ত, মিশ্রিত। সম্—কুল্ (সংহত হওয়া) +ক কর্তৃ। বিণ। ২। পরস্পর বিরুদ্ধ বাক্য; যুদ্ধ; জনতা। বি; ক্লী।

সঙ্কেত—১। ইঙ্গিত, ইশারা; চিহ্ন; নিয়ম; বোধ; অভিধা, শব্দের অর্থ-বোধক শক্তি। সঙ্কেত্ (আমন্ত্রণ করা) +অল্ ভাব। ২। নায়কনায়িকাদির গোপনে মিলনের ব্যবস্থা বা নিরূপিত স্থান, place of appointment. সঙ্কেত+অল্ কর্ম। বি; পু।

সঙ্কেত-নিকেতন—প্রিয়মিলনার্থ নির্ধা-রিত গৃহ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

সঙ্কেতালোক—সাংকেতিক আলোক, চিহ্নজ্ঞাপক আলো। মধ্যপ। বি; পু।

সঙ্কেতিত—১। সঙ্কেতযুক্ত। সঙ্কেত+ ইত যুক্তার্থে। ২। অভিধা শক্তি দ্বারা বোধিত (শব্দার্থ)। সঙ্কেত্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্কোচ, সঙ্কোচন—সঙ্ক্ষেপ, বহুবিষয়ক বাক্যার্থের অল্পবিষয়ে সংস্থাপন; সামান্য বিষয়ের বিশেষ করণ; মুদ্রণ, অপ্রসারণ; বন্ধন; জড়ভাব, কুণ্ঠা। সম্—কুচ্+অল্ অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সঙ্কোচনীয়—অপ্রসারণীয়, মুদ্রণীয়; সংক্ষেপণীয়। সম্—কুচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সঙ্কোচপ্রাপ্ত—লজ্জাপ্রাপ্ত, লজ্জিত; জড়ভাবাপন্ন। ২তৎ। বিণ।

সঙ্কোচশূন্য—লজ্জাহীন, কুণ্ঠারহিত; জড়-ভাবশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

সঙ্ক্রম, সঙ্ক্রমণ, সঙ্ক্রমিত, সঙ্ক্রান্ত ইত্যাদি—'সংক্রম' ইত্যাদি দ্রঃ।

সঙ্ক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত—নিক্ষিপ্ত; সংকুচিত; অঙ্গীকৃত; সংহত; গৃহীত। সম্—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্ক্ষিপ্তসার—১। সংকুচিত, সারবিশিষ্ট, যাহার সারভাগ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে। সংক্ষিপ্ত হইয়াছে সার যাহার, বহু। বিণ। ২। ক্রমদীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ বিঃ। সংক্ষিপ্ত হইয়াছে সার যাহাতে, বহু। বি; পু।

সঙ্ক্ষুব্ধ—চঞ্চলীভূত; আলোড়িত; আকুল। সম্—ক্ষুভ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সঙ্ক্ষেপ, সংক্ষেপ—সংকোচ; সংক্ষিপ্ত বর্ণন; অঙ্গীকরণ। সম্—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অল্ ভাব। বি; পু।

সঙ্ক্ষেপণ—সংক্ষিপ্তকরণ। সম্—ক্ষিপ্ (ক্ষেপণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সঙ্ক্ষেপতঃ (-তস্)—সংক্ষিপ্তভাবে, সংক্ষেপে। সঙ্ক্ষেপ+তস্। অ।

সঙ্ক্ষোভ—অস্থিরতা, চাঞ্চল্য; ধর্ষণ; অতি-ক্ষোভ; গর্ব। সম্—ক্ষুভ্ (ক্ষুব্ধ হওয়া) +অল্ ভাব। বি; পু।

সঙ্খ্যা, সংখ্যা—১। বিচার; গণনা; একাদি, "একং দশ শতঞ্চৈব সহস্রম-যুতন্তথা। লক্ষঞ্চ নিযুতঞ্চৈব কোটিরর্বুদমেব চ। বৃন্দঃ খর্বো নিখর্বশ্চ শঙ্খপদ্মৌ চ সাগরঃ। অন্ত্যং মধ্যং পরার্ধঞ্চ দশবৃদ্ধ্যা-যথোত্তরম।" সম্—খ্যা+অ ভাব+আপ্। ২। বুদ্ধি। সম্—খ্যা+অ করণ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সঙ্খ্যাত—গণিত; বিচারিত, প্রসিদ্ধ; বিখ্যাত। সম্—খ্যা+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্খ্যান—ধ্যান; গণনা। সম্—খ্যা (বলা)+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সঙ্খ্যাপন—নির্ধারণ, স্থিরীকরণ। সম্—ণিজন্ত খ্যা (=খ্যাপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সঙ্খ্যাবান্ (-বৎ)—১। সংখ্যাযুক্ত। সংখ্যা+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সঙ্খ্যাবতী**। ২। পণ্ডিত, প্রাজ্ঞ। বি; পু। [+য কর্ম। বিণ।

সঙ্খ্যেয়—গণনীয়, গণ্য। সম্—খ্যা (বলা)

সঙ্গ—সংসর্গ, সহবাস; সম্বন্ধ; মিলন; বিষয়ানুরাগ; আসক্তি; প্রতিবন্ধ। সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সঙ্গচ্যুত—সঙ্গভ্রষ্ট, সংসর্গবিচ্যুত, সঙ্গী হইতে দূরগত। ৫তৎ। বিণ।

সঙ্গত—১। যথোপযুক্ত; যুক্তিযুক্ত; মিলিত; সম্বদ্ধ; অনুযায়ী; অনুগত; যুক্ত। সম্—গম্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। প্রেম; মিলন; মিত্রতা; গায়কের গানের সঙ্গে বাদ্যযন্ত্রের অনুগমন বা মিল। সম্—গম্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

সঙ্গতি—সঙ্গম; মিলন; যোগ্যতা; অ-বিরোধ, সামঞ্জস্য; সম্বন্ধ; সম্ভোগ; সংস্থান; সামর্থ্য। সম্—গম্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সঙ্গতিপন্ন—সঙ্গতিশালী, ধনবান্। সঙ্গতিকে পন্ন (প্রাপ্ত), ২তৎ। বিণ।

সঙ্গতিশালী (-শালিন্)—সংস্থানশালী, ধনবান্। সঙ্গতি—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-শালিনী**।

সঙ্গতিশূন্য—সংস্থানবিহীন, সম্বলবিহীন। ৩তৎ। বিণ।

সঙ্গতিসম্পন্ন—সঙ্গতিশালী। ৩তৎ। বিণ।

সঙ্গতিসাধক—সংস্থানকারক, মিলন-সম্পাদক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সাধিকা**।

সঙ্গদোষ—সংসর্গদোষ, সহবাসজন্য অনিষ্ট। সঙ্গজনিত দোষ, মধ্যপ। বি; পু।

সঙ্গম—মিলন; নদ্যাদির মিলনস্থান; সহ-বাস; সম্ভোগ। সম্—গম্+অল্ ভাব। বি; পু।

সঙ্গাতি—মিলন। প্রা কপ্র। বি।

সঙ্গিন, সঙ্গীন—'সঙিন' দ্রঃ।

সঙ্গিবিরহিত—সঙ্গিশূন্য, সহচরবিহীন, একক। ৩তৎ। বিণ। [বিণ।

সঙ্গিহীন—সঙ্গিশূন্য, সহচরশূন্য। ৩তৎ।

সঙ্গী (সঙ্গিন্)—সহচর; সহগামী; আসক্ত। সঙ্গ+ইন্ অস্ত্যর্থে; অথবা সন্‌জ (সঙ্গ করা)+ঘিণুন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সঙ্গিনী**।

সঙ্গীত—১। গান; তৌর্যত্রিক। সম্—গৈ +ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। সম্যক্ গীত। সম্—গৈ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্গীতজ্ঞ—সঙ্গীতবেত্তা, সঙ্গীত বিষয়ে অভিজ্ঞ। উপতৎ; সঙ্গীত—জ্ঞা (জানা) +অ কর্তৃ। বিণ।

সঙ্গীতবিদ্যা—তৌর্যত্রিক বিদ্যা, গান-বাজনার শাস্ত্র। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

সঙ্গীতবিদ্যালয়—সঙ্গীত শিক্ষার পাঠ-শালা, 'মিউজিক স্কুল'। সঙ্গীতবিদ্যার আলয়, ৬তৎ। বি; পু।

সঙ্গীতবিশারদ—সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শী, সঙ্গীতজ্ঞ। ৭তৎ। বিণ।

সঙ্গীতলহরী সঙ্গীততরঙ্গ, তরঙ্গের ন্যায় উত্থানপতনশীল সঙ্গীতধ্বনি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সঙ্গীতশাস্ত্র—বাদ্য নৃত্য গীত জ্ঞাপক অনু-শাসন। মধ্যপ। বি; ক্লী। [সঙ্গীত-পারিজাত, সঙ্গীত-রত্নাকর, সঙ্গীত-দামোদর, নর্তনবিলাস, নর্তননির্ণয়, প্রভৃতি গ্রন্থ উক্ত শাস্ত্রের অন্তর্গত।]

সঙ্গীতানুরাগ—সঙ্গীতে আসক্তি, গান-বাজনার প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। বি; পু।

সঙ্গীতি—গীত; কথোপকথন, আলাপ। সম্—গৈ (গান করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সঙ্গীন—'সঙিন' দ্রঃ।

সঙ্গুপ্ত—সম্যক্ গুপ্ত, লুক্কায়িত। সম্—গুপ্ (গোপন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সঙ্গোপন—সংগোপন (তাহা দ্রঃ)।

সঙ্গোপিত—সংগোপিত (তাহা দ্রঃ)।

সঙ্ঘ, সংঘ—গণ; সমূহ; দল; সমিতি; বৌদ্ধ ভিক্ষুসম্প্রদায়। সম্—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

সঙ্ঘচারী (-চারিন্)—জনতার সহিত গমনকারী, দল বাঁধিয়া বিচরণকারী। উপতৎ; সঙ্ঘ—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-চারিণী**।

সঙ্ঘজীবী (-জীবিন্)—ব্রতাচারী; মুটিয়া-মজুর। সঙ্ঘ জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী**।

সঙ্ঘটন (বা সংঘটন), **সঙ্ঘটনা** (বা সংঘটনা)—মেলন; সংঘর্ষ; যোজনা, ঘটান; ঘটনা। সম্—ঘট্ (চেষ্টা করা)+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে+অল ভাব+আপ্। বি; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্ঘটিত, সংঘটিত—সম্পন্ন; মিলিত; যোজিত। সম্—ঘট্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্ঘট্ট, সঙ্ঘট্টন, সঙ্ঘট্টনা—মেলন; সঙ্ঘটন; যোটন; গঠন; পরস্পর ঘর্ষণ। সম্—ঘট্ট (চালিত করা)+অল্, অন ভাব; ৩য় পক্ষে ...+অন্ ভাব+আপ্। বি; ক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

সঙ্ঘট্টিত—চালিত; নির্মিত; ঘর্ষিত; সংযোজিত; গঠিত। সম্—ঘট্ট (চালনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঙ্ঘর্ষ (বা সংঘর্ষ), **সঙ্ঘর্ষণ** (বা সংঘর্ষণ)—পরস্পর ঘর্ষণ, টক্কর, ঠোকাঠুকি; মর্দন; পরস্পর স্পর্ধা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বাজি রাখা। সম্ ঘৃষ্ (ঘষা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সঙ্ঘশঃ—বহুশঃ, ভূরিশঃ; দলে দলে, পালে পালে। সঙ্ঘ শব্দ (সমূহ, দল)+শস্। অ।

সঙ্ঘাত, সংঘাত—বধ; আঘাত; সমূহ; সংশ্লিষ্ট; নিবিড় সংযোগ, জমাট। সম্—হন্ (বধ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সঙ্ঘারাম, সংঘারাম—বৌদ্ধ আশ্রম। ৬তৎ। বি; পু।

সঙ্ঘুষিত, সঙ্ঘুষ্ট—১। সম্যক্ ঘোষিত; প্রচারিত; শব্দিত। সম্—ঘুষ্ (ঘোষণা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। ঘোষণা; শব্দ। সম্—ঘুষ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

সঙ্ঘৃষ্ট—মর্দিত; ঘর্ষিত। সম্—ঘৃষ্ (ঘর্ষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সচকিত—ত্রস্ত, শঙ্কিত। বাংপ্র। বিণ।

সচকিতে—সভয়ে, চমকিতভাবে, চমকাইয়া। বহু। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সচন্দন—চন্দনাক্ত, চন্দনমিশ্রিত। বহু। বিণ।

সচরাচর—১। স্থাবরজঙ্গম-সহিত। চর ও অচর=চরাচর, দ্বন্দ্ব; চরাচরের সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ। ২। সাধারণতঃ; প্রায়শঃ, সর্বদা। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সচল—চলন্ত, গমনশীল। বাংপ্র। বিণ।

সচি, সচী—শচী, ইন্দ্রপত্নী, ইন্দ্রাণী। সচ্ (সেক করা)+ই কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সচিত্র—চিত্রসংযুক্ত, প্রতিকৃতি-সমন্বিত, ছবি সহিত। চিত্রের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সচিব—সহায়; সঙ্গী; মন্ত্রী, অমাত্য। সচ্ (সম্বন্ধ করা)+ই ভাব=সচি, তদুত্তরে বা (গমন করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

সচেতন—চৈতন্যযুক্ত, প্রাণী। চেতনার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সচেল—বস্ত্রপরিহিত। বহু। বিণ। ক্রি-বিণ—**সচেলে**।

সচেষ্ট—চেষ্টান্বিত, চেষ্টিত। চেষ্টার সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সচ্চরিত্র—সুশীল, সংস্বভাব, সদাচারপরায়ণ। বহু। বিণ।

সচ্চিদানন্দ—১। পরব্রহ্ম, পরমেশ্বর। সৎও (নিত্য) যে চিৎও (জ্ঞান) সে আনন্দও সে, কর্মধা। বি; পু। ২। নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ। বিণ।

সচ্চিন্তা—সাধুচিন্তা, সদ্বিষয় ভাবনা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সচ্ছল, স্বচ্ছল—সুসারময়, সংগতিপন্ন, যোত্রসম্পন্ন; মুক্তহস্ত; ব্যয়শীল। বাংপ্র। বিণ।

সচ্ছিদ্র—ছিদ্রযুক্ত, ছেঁদাবিশিষ্ট। ছিদ্রের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সজন—জন-সংযুক্ত, লোক সহিত, লোকজন সমন্বিত। জনের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সজনী—সহচরী, সখী, বয়স্যা; প্রেয়সী, প্রণয়িনী; রমণী, কামিনী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

সজনীকান্ত দাস—(১৯০০—১৯৬২ খ্রীঃ)। প্রখ্যাত সাহিত্যিক, কবি ও সমালোচক। ইনি 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন।

সজল—জলযুক্ত, জলপূর্ণ, সিক্ত। জলের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সজল-নয়নে, -লোচনে—সাশ্রুনেত্রে, জলভরা চোখে। সজল হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সজাগ—অনিদ্রিত, জাগরিত; সতর্ক। বাংপ্র। বিণ।

সজাত—একজাতীয়। <সজাতীয়। বিণ।

সজাতি—এক জাতি; সমশ্রেণীভুক্ত; এক-জাতীয় সন্তান। সমান জাতি যাহার, বহু। বি; পু।

সজাতীয়—একজাতীয়; সমশ্রেণীভুক্ত; একধর্মাক্রান্ত। সজাতি+ঈয়। বিণ।

সজারু—শল্লকী, কণ্টকগাত্র জন্তু বিঃ। বাংপ্র। বি।

সজিনা—বৃক্ষ বিঃ, শোভাঞ্জন বৃক্ষ। বাংপ্র। বি।

সজীব—জীবনযুক্ত, জীবিত, প্রাণী। জীবের (জীবনের) সহিত বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সজোরে—জোরের সহিত, খুব জোর দিয়া। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সজ্জন—১। সাধু ব্যক্তি; সংকুলজাত; কুলীন। সৎ (সাধু) যে জন, কর্মধা। বি; পু। ২। সাজানো; হাতীকে সাজানো; আয়োজন; সৈন্যস্থাপন, ঘাটি। সস্জ্ (গমন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সজ্জনা—সজ্জন, সাজানো; হাতীকে সাজানো; আয়োজন; সৈন্যস্থাপন, ঘাটি। সস্জ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সজ্জা—১। সজ্জিতা ইত্যাদি। সজ্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। আয়োজন; সাজ; বেশ; ভূষা। সস্জ্+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সজ্জাগৃহ—বেশগৃহ, সাজঘর। ৬তৎ। বি; পু বা ক্লী।

সজ্জিত—সাজানো; ভূষিত; বর্মিত, সাঁজোয়াপরা; আয়োজিত; উদ্যুক্ত। সজ্জা শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

সজ্জীভূত—সজ্জিত; ভূষিত। পূর্বে সজ্জ ছিল না একণে সজ্জ হইয়াছে এই বাক্যে সজ্জ শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি=সজ্জী, তদুত্তরে ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সজ্ঞান—জ্ঞানযুক্ত, সচেতন। জ্ঞানের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সজ্ঞানে—জ্ঞানপূর্বক, জানিয়া শুনিয়া; জ্ঞান লইয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে। জ্ঞানের সহ বর্তমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সঞে—সঙ্গে; হইতে। প্রা বপ্র। অ।

সঞ্চয়, সঞ্চয়ন—সংগ্রহ; পুঁজি, অর্থ-সংস্থান; সংকলন; সমূহ। সম্—চি (চয়ন করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সঞ্চয়ী (-য়িন্)—সঞ্চয়কারী, সংগ্রহকর্তা। সঞ্চয় শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে, অথবা সম্—চি (চয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-য়িনী**।

সঞ্চর, সঞ্চরণ—১। গমন; চলন; কম্পন। সম্—চর্ (গমন করা)+অল্,

অনট্ ভাব। ২। পথ; স্থান; সেতু; শরীর। সম্—চর্+অল্, অনট্ করণ। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

সঞ্চরমাণ—গমনশীল। সম্—চর্ (গমন করা)+শান কর্ত্তৃ। বিণ।

সঞ্চরিত—গত; প্রচলিত। সম্—চর্ (গমন করা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

সঞ্চরিষ্ণু—সঞ্চরণশীল, সঞ্চরণকারী। সম্—চর্ (গমন করা)+ইষ্ণু কর্ত্তৃ। বিণ।

সঞ্চলন—চলন; প্রচলন; কম্পন; দোলন। সম্—চল্ (চলা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সঞ্চার—১। গমন; সংক্রমণ; বিপদ্; উত্তেজন; চালন; আধান, স্থাপন; আবির্ভাব ও বিস্তার। সম্—চর্+ঘঞ্ ভাব। ২। পথ; সেতু। সম্—চর্+ঘঞ্ করণ। বি; পু।

সঞ্চারক চালক; সংক্রামক; উত্তেজক। সম্—চারি (চালানো)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সঞ্চারিকা**।

সঞ্চারিত—ইতস্ততঃ চালিত। সম্—ণিজন্ত চর্=চারি (চলান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঞ্চারী (-রিন্) ১। সঞ্চরণশীল; গমনশীল; অস্থায়ী। সম্—চর্ (গমন করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সঞ্চারিণী**। ২। নির্বেদ আবেগ প্রভৃতি ব্যভিচারী ভাব; বায়ু; ধূপ; গানের তৃতীয় পদের প্রথম অংশ। বি; পু।

সঞ্চালন—সংক্রমণ; গমন; চালনা; দোলান; নাড়াচাড়া। সম্—ণিজন্ত চল্=চালি (চলানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সঞ্চালিত—ইতস্ততঃ চালিত; সংক্রমিত। সম্—ণিজন্ত চল্=চালি (চলানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঞ্চিত—সংগৃহীত; সংকলিত; যাহা জমা করা হইয়াছে এরূপ; সম্ভৃত, রাশীকৃত। সম্—চি (চয়ন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সঞ্চিতার্থ—সংগৃহীত ধন; রাশীকৃত বিত্ত, জমান টাকাকড়ি। কর্মধা। বি; পু।

সঞ্চীয়মান—যাহা সঞ্চিত হইতেছে এরূপ, আহ্রীয়মাণ। সম্—চি (চয়ন করা)+শান কর্ম। বিণ।

সঞ্চেয়—সঞ্চয়যোগ্য, আহরণীয়। সম্—চি (চয়ন করা)+য কর্ম। বিণ।

সঞ্জনন—উৎপাদন; জননশক্তি। সম্ জন্+ণিচ্+অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

সঞ্জয়—অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সচিব। সম্ জি (জয় করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু। কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের চেষ্টা করিয়া ইনি অকৃতকার্য হন। অনন্তর কুরুক্ষেত্রসমরের সময় ইনি ব্যাসদেবের নিকট দিব্যচক্ষুঃ লাভ করিয়া অন্ধরাজের নিকট যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণন করিয়াছিলেন। কুরুসৈন্য ধ্বংসের পর সাত্যকি ইঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ব্যাসদেব ইঁহাকে রক্ষা করেন। যুদ্ধান্তে ইনি ধৃতরাষ্ট্রসহ পাণ্ডবগণের আশ্রয়ে পঞ্চদশ বৎসর বাস করেন ও তৎপরে তাঁহার সহিত বনবাসী হন। ধৃতরাষ্ট্রাদি বাড়বানলে দগ্ধ হইবার সময়ে ইনি তাঁহার উপদেশক্রমে হিমাচল অঞ্চলে গমন করিয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

সঞ্জাত—উৎপন্ন, উদ্ভূত। সম্—জন্ (জন্মা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—খ্যাতনামা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অগ্রজ, এবং যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি মেদিনীপুর স্কুলে এবং পরে হুগলি কলেজে অধ্যয়ন করেন। ইনি বেঙ্গল রায়ট্ (Bengal Ryot) নামক গ্রন্থ ইংরাজী ভাষায় প্রণয়ন করেন। একসময়ে এই পুস্তকখানি যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইনি কিছুদিন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে সবরেজিস্ট্রারের কার্য করিয়াছিলেন। একসময়ে সরকারী কার্যানুরোধে ইঁহাকে পালামৌ যাইতে হয়। এই যাত্রার ফলে পালামৌ গ্রন্থ রচিত হয়। বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর ভ্রমর নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়। সঞ্জীবচন্দ্র উহার সম্পাদক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শন উঠাইয়া দিলে এক বৎসর পরে সঞ্জীবচন্দ্র উহা পুনঃ প্রকাশিত করেন। ১২৮৪ সাল হইতে ১২৮৯ সাল পর্যন্ত ইনি উহার সম্পাদকতা করেন। ইঁহারই সম্পাদকতাকালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমবাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ, আনন্দমঠ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস প্রকাশিত হয়। ১৮১১ শকে বৈশাখ মাসে ৫৫ বৎসর বয়সে জ্বররোগে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি মাধবীলতা, কণ্ঠমালা, পালামৌ, জাল প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই জাল প্রতাপচাঁদ একদিন বঙ্গসমাজে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল।

সঞ্জীবন—১। প্রাণধারণ। সম্—জীব (বাঁচা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। জীবিতকারী, জীবনদায়ক। সম্—ণিজন্ত জীব্—জীবি (বাঁচান)+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

সঞ্জীবনী—১। জীবিতকারিণী। সম্—ণিজন্ত জীব্+অনট্ কর্ত্তৃ+ঈপ্। বিণ স্ত্রী। ২। জীবনদায়ক ঔষধ বিঃ। বি; স্ত্রী

সট্—ত্বরাসূচক, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। অ।

সটকা—আলবোলায় তামাক খাইবার লম্বা নল। বাংপ্র। বি।

সটকানো—১। প্রস্থান, পলায়ন। বি। ২। প্রস্থান করা, চুপে চুপে সরিয়া পড়া, পলায়ন করা। বাংপ্র। ক্রি।

সটান—টানযুক্ত, টানিয়া লম্বা, দীর্ঘ; সোজা, বরাবর। বাংপ্র। বিণ।

সটীক—টীকা সমন্বিত। টীকার সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ। [বিণ।

সঠিক—যথার্থ, প্রকৃত, ঠিকমত। বাংপ্র।

সড়—পরামর্শ; সাট, যোগসাজশ; সংকেত। বাংপ্র। বি।

সড়ক—রথ্যা, রাস্তা। <সরক। বি।

সড়কি—বল্লম, বর্শা। বাংপ্র। বি।

সড়গড়—কণ্ঠস্থ, অভ্যস্ত। বাংপ্র। বিণ।

সড়সড়—সর্প প্রভৃতি সরীসৃপের গতিসূচক শব্দ; কাতুকুতু চুলকানি শিহরন প্রভৃতির বোধ। বাংপ্র। বি।

সড়সড়ি—শুষ্ক ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

সড়া—পচা। বাংপ্র। বিণ।

সড়াক্, সড়াৎ—দ্রুতগতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

সডাক—ডাকমাসুল সমেত। বাংপ্র। বিণ।

সৎ—১। বিদ্যমান; উত্তম; সাধু; সভ্য; মান্য; বিদ্বান্; নিত্য; চিরস্থায়ী। অস্+শতৃ কর্ত্তৃ। বিণ। পু—**সন্**; স্ত্রী—**সতী**; ক্লী- **সৎ**। ২। ব্রহ্ম; অস্তিত্বমাত্র। বি; ক্লী। ৩। সতীন সম্পর্কীয়। বাংপ্র। বিণ।

সতত—১। ক্রিয়া বিঃ। সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ক্ত কর্ম। বি; ক্লী। ২। নিরন্তর। বিণ। ৩। সর্বদা। ক্রি-বিণ।

সততা—সাধুতা। <সত্তা। বি।

সতর, সতের—সপ্তদশ, ১৭। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সতরই, সতেরই—মাসের সপ্তদশ দিবস। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সতরঞ্চ—বৃহৎ স্থূল বস্ত্রাসন, carpet; দাবা খেলা, chess. আ-মু। বি।

সতরঞ্জি—মোটা সুতী আস্তরণ বিঃ, দরি, গালিচা। আ-মু। বি।

সতর্ক—তর্কযুক্ত; বিবেচনাবিশিষ্ট, সাবধান। তর্কের (বিচারণার) সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সতর্কতা—সাবধানতা। সতর্ক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সতা—সতীন, সপত্নী। কপ্র। বি।

সতাতো—বৈমাত্রেয়। বাংপ্র। বিণ।

সতানন্দ—গোতমবংশীয় জনৈক মুনি, জনক রাজগণের পুরোহিত। সৎ (উত্তম) হইয়াছে আনন্দ যাহার, বহু। বি; পু।

সতী—১। উত্তমা; সাধ্বী; পতিব্রতা। সৎ

+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। পতিব্রতা নারী; স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা স্ত্রী; দক্ষ-সুতা, হরমহিষী; চতুরক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

দক্ষসুতা সতীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ:—

শিব শ্বশুর দক্ষকে প্রণামাদি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন না করায় দক্ষ জামাতার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ হন এবং তাঁহাকে অবমাননা করিবার উদ্দেশ্যে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া শিবকে বাদ দিয়া ত্রিলোকের আর সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন। কলহ-প্রিয় মহর্ষি নারদ এই নিমন্ত্রণের ভার পাইয়াছিলেন। দক্ষের একান্ত নিষেধ সত্ত্বেও ইঁনি কৈলাসে উপস্থিত হইলেন এবং সতীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া ইঁহাকে দক্ষযজ্ঞের সংবাদ দিয়া গেলেন। সতী যজ্ঞদর্শনে যাইবার নিমিত্ত স্বামীর নিকট অনুমতি চাহিলেন। শিব তাহাতে প্রথমে সম্মত হইলেন না, কিন্তু পরে সতীর সনির্বন্ধ অনুরোধ পরিহার করিতে না পারিয়া অগত্যা অনুমতি দিলেন ও উৎকণ্ঠিতচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সতী অনিমন্ত্রিতভাবে পিত্রালয়ে উপস্থিত হওয়ায় দক্ষ সতীর সাক্ষাতে শিবের যৎপরোনাস্তি নিন্দা ও গ্লানি করিতে লাগিলেন। আদর্শসতী সতী পতি-নিন্দা-শ্রবণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া পিতৃসমক্ষে তনুত্যাগ করিলেন। নন্দী এই দুঃসংবাদ লইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলে মহাদেব ক্রোধে ও জিঘাংসায় উদ্দীপিত হইয়া স্বকীয় জটাচ্ছেদনপূর্বক বীরভদ্রের সৃষ্টি করিলেন এবং সদৈন্যে দক্ষালয়ে উপনীত হইলেন। শিবানুচরগণ অকথ্য অত্যাচার করিয়া দক্ষের যজ্ঞ লণ্ড-ভণ্ড ও ইঁহার মস্তক ছেদন করিল। অনন্তর ব্রহ্মার অনুরোধে দক্ষের স্কন্ধদেশে ছাগমুণ্ড আরোপিত করিয়া ইঁহাকে জীবিত করা হইল। এদিকে শিব সতী-শোকে অধীর হইয়া প্রিয়ার শবদেহ ত্রিশূলাগ্রে স্থাপন-পূর্বক চক্রাকারে ভ্রামিত করিতে লাগিলেন। তাহাতে সতীর দেহ খণ্ডশঃ ছিন্ন হইয়া এক এক খণ্ড এক এক স্থানে পতিত হইল। যে যে স্থানে ঐ সকল খণ্ড পতিত হইল, তাহা এক একটি পীঠস্থান নামে খ্যাত হইল। ভারতবর্ষে এইরূপ একান্নটি পীঠ আছে। অতঃপর সতী হিমালয়-রাজমহিষী মেনকার গর্ভে উমা বা গৌরী নামে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনর্বার শিবের ভার্যা হইলেন।

সতীগিরি, সতীপনা—সতীত্ব (ব্যঙ্গার্থে)। বাংপ্র। বি। **সতীগিরি ফলানো**—সতীত্বের ভান করা, নিজেকে সতী বলিয়া জাহির করা।

সতীচ্ছদ—কুমারী-ঝিল্লী (hymen). সতীনির্ণায়ক ছদ (আবরণ), মধ্যপ। বি; পু।

পাতিব্রত্য, পতিপরায়ণতা, স্ত্রী-জাতির একমাত্র পতিভজনরূপ ধর্ম। সতী শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সতীত্বধর্ম—পতিপরায়ণতারূপ ধর্ম। সতীত্বই যে ধর্ম, কর্মধা। বি; পু।

সতীত্বাধার—পাতিব্রত্যের আধার, অতিশয় পতিব্রতা। ৬তৎ। বিণ বা বি; পু।

সতীদাহ—অনুমরণ; সহমরণ। ৬তৎ। বি; পু। অতি প্রাচীনকাল হইতে এতদ্দেশীয় উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ পতির চিতানলে বা পতির শবদেহ-প্রাপ্তি অসম্ভবপর হইলে, ভিন্ন চিতায় আরোহণপূর্বক, স্বেচ্ছায় ভস্মীভূতা হইয়া সতীত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এই প্রথা সহমরণ বা সতীদাহ নামে খ্যাত।

সতীদাহ দুই প্রকার—সহমরণ ও অনু-মরণ। পতির দেহের সহিত একত্র দগ্ধ হওয়া সহমরণ, এবং দূরদেশস্থ পতি মৃত হইলে দেহের অভাবে পতির ব্যবহার্য কোন দ্রব্য লইয়া চিতানলে দগ্ধ হওয়া অনুমরণ। ব্রাহ্মণীর পক্ষে অনুমরণ প্রথার বিধি ছিল না। গর্ভবতী রমণীর সহমরণে যাইবার অধিকার ছিল না, কিন্তু প্রসবের পর অনুমরণের বিধান ছিল। পতির মৃত্যুর পর সহমরণাভিলাষিণী রমণী একটি আম্র-পল্লব ভাঙ্গিয়া হস্তে ধারণ করিত। নব-বিধবা আম্রপল্লব ধারণ করিলেই তাহাকে সহমরণে কৃতসংকল্পা বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। মৃত ব্যক্তির একাধিক ভার্যা থাকিলে সহমরণকালে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইত, কারণ দেশাচারে একাধিক রমণীর সহমরণে অধিকার নাই, অথচ সকলেই সহগমনাভিলাষিণী। শাস্ত্রজ্ঞ গুরু পুরোহিত বা আত্মীয়স্বজনগণ এই গোল-যোগের নিষ্পত্তি করিয়া একজনকেই নির্বাচিত করিতেন। সহমরণোদ্যতা রমণী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং সিন্দূর ও অলংকারে ভূষিতা হইয়া পতির শবের অনুগমন করিতেন। মরণান্তে পতির সহিত একত্র স্বর্গভোগ করিবেন এই বিশ্বাসে তাঁহার নেত্র হইতে বিন্দুমাত্র শোকাশ্রু পতিত হইত না, বরং আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিত। অগ্রে শবদেহ বাহিত হইত। সতী শবের পশ্চাৎ চলিতেন; তাঁহার পশ্চাতে আত্মীয়বর্গ ও কতিপয় ব্যক্তি ঢাক ঢোল মৃদঙ্গাদি বাদ্য করিতে করিতে হরিধ্বনি দিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইত। সতী পতিকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া চিতার উপর শয়ন করিতেন। তখন চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হইত। বাদ্যধ্বনি ও হরিধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইত। সতী সহাস্যবদনে প্রজ্বলিত চিতামধ্যে থাকিয়া পতিসহ ভস্মীভূতা হইতেন। কোন রমণী যদি চিতা দেখিয়া ভয় পাইত, তবে তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনা হইত; কিন্তু চিতায় আরোহণ করিয়া ভয় পাইলে বা প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে বলপূর্বক দাহ করা হইত।

মোগল-সম্রাট্ আকবর ইহার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহা রহিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক গভর্নর-জেনারেল হইয়া ইহা নিবারণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। হিন্দুদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁহার সংকল্পে বাধা দিতে চেষ্টা করেন, কেবল রাজা রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, অক্রুর দত্তের বংশীয় দুর্গাচরণ দত্ত প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করেন। ইঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লর্ড বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর ১৮২৯ খ্রীঃ ৪ঠা ডিসেম্বর এক আইন করিয়া এই প্রথা রহিত করিয়া দেন। উক্ত আইনের মর্ম এই যে, অতঃপর যে কেহ সতীদাহের সহায়তা করিবে, সে 'অপরাধযুক্ত নরহত্যা' অপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডনীয় হইবে। তদবধি সতীদাহ প্রথা উঠিয়া গিয়াছে।

সতীধর্ম—পতিব্রতার ধর্ম, সতীত্ব, পাতিব্রত্য। ৬তৎ। বি; পু।

সতীন, সতিনী—সপত্নী। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

সতীন-ঝি—সপত্নীকন্যা। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

সতীন-পো—সপত্নীপুত্র। বাংপ্র। বি; পু।

সতীপতি—মহাদেব। ৬তৎ। বি; পু।

সতীপনা—'সতীগিরি' দ্রঃ।

সতী-মা—কর্তা-ভজার এক আধুনিক শাখা। বাংপ্র। বি।

সতীর্থ, সতীর্থ্য—সমকালে এক গুরুর শিষ্য, সহপাঠী। সহ (সমান) হইয়াছে তীর্থ (উপাধ্যায়) যাহাদের, বহু। বি; পু।

সতীলক্ষ্মী—লক্ষ্মীসদৃশী গুণবতী সতী। সতী লক্ষ্মীসদৃশী, উপমিত কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সতীশ—শিব, মহাদেব। সতীর ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ—১৮৭০ খ্রীঃ জুলাই মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। নবদ্বীপ ইঁহার বাসস্থান। পিতার নাম পীতাম্বর বিদ্যাবাগীশ। ইঁহারা সরযূপারী

গ্রহবিপ্রবংশীয়। ইনি ১৪ বৎসর বয়সে মাইনর পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমশঃ অধ্যয়ন করতঃ এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং নবদ্বীপ বিদগ্ধ-জননী সভায় সংস্কৃত পরীক্ষা দিয়া বিদ্যাভূষণ উপাধি লাভ করেন। ১৮৯৭ খ্রীঃ ইনি বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট কর্তৃক তিব্বতীয় অনু-বাদকের পদে নিযুক্ত হইয়া রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুরের সহিত তিব্বতীয় ও বৌদ্ধ সংস্কৃত অভিধান প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন। ১৯০০ খ্রীঃ ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯০১ খ্রীঃ পালি ভাষায় পরীক্ষা দিয়া ইনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে ভারতবর্ষ, সিংহল বা ব্রহ্মদেশ হইতে আর কেহ কখন এই পরীক্ষা দেন নাই। ইঁহার পরীক্ষার জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটির পালি ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার রাইজ ডেভিডস্‌কে পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। তিব্বতীয় ও জার্মান ভাষাতেও ইঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৯০২ খ্রীঃ মার্চ মাসে ইনি প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্যে নিযুক্ত হন। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক "ডাক্তার অব্ ফিলজফি" (Doctor of Philosophy) এবং ভারত গভর্নমেণ্টের নিকট ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে "মহামহোপাধ্যায়" উপাধি লাভ করেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল বা অধ্যক্ষের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার পূর্ব বৎসরে ইনি সিংহল দেশে ভ্রমণ করিয়া পালি ভাষা ও বৌদ্ধধর্মের অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। ইঁহার প্রণীত "আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ", "পালি ব্যাকরণ", "ন্যায়দর্শনের ইংরাজী অনুবাদ", "বুদ্ধদেব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ইনি ধর্মপ্রাণ, উদারপ্রকৃতি, এবং সতত পরোপকার-নিরত ছিলেন। ১৯২ খ্রীঃ ইনি দেহত্যাগ করেন।

সতৃষ্ণ—তৃষ্ণাযুক্ত ; সস্পৃহ ; তেজস্বী ; বলবান্। তৃষ্ণার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সতৃষ্ণদৃষ্টি, -নয়ন—সস্পৃহ দৃষ্টি, লালসা-যুক্ত দৃষ্টি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। লালসাযুক্ত দৃষ্টিসম্পন্ন। বহু। বিণ।

সতেজ—তেজস্বী, তেজাল, জোরাল। তেজের সহ বর্তমান যে, বহু। বাংপ্র। বিণ।

সতেজাঃ (-জস্)—তেজস্বী, বলিষ্ঠ, বলবান্। বহু। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

সত্তের—'সত্তর' দ্রঃ।

সৎকার, সৎকৃতি, সৎক্রিয়া—পুরস্কার ; সমাদর ; সেবা ; পূজা ; মঙ্গল ; শবদাহাদি কর্ম। সৎ শব্দ—কৃ (করা) + ঘঞ্, ক্তি ভাব, ৩য় পক্ষে ... + শ ভাব + আপ্। বি ; পু, স্ত্রী, স্ত্রী।

সৎকার্য—সাধুকার্য, প্রশংসনীয় কাজ, পুণ্য-কর্ম। কর্মধা। বি ; ক্লী।

সৎকৃত—পুরস্কৃত ; সমাদৃত ; সম্মানিত, পূজিত। সৎ শব্দ—কৃ + ক্ত কর্ম। বিণ।

সৎকৃতি, সৎক্রিয়া—'সৎকার' দ্রঃ।

সত্তম—অতি উত্তম ; পূজ্যতম। সৎ (উত্তম) + তম অতিশয়ার্থে। বিণ।

সত্তর—সপ্ততি, ৭০ এই সংখ্যা বা তৎসংখ্যক। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সত্তা—বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব, স্থিতি ; সাধুতা ; উৎপত্তি ; উৎকর্ষ ; দ্রব্য গুণ ও কর্মে নিষ্ঠ জাতি। সৎ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সত্ত্ব—১। প্রকৃতি ; প্রকৃতির গুণত্রয়ের মধ্যে প্রথম ও প্রধান গুণ ['ত্রিগুণ' দ্রঃ] ; আত্মা ; স্বভাব ; বল ; পরাক্রম ; সাহস ; মনঃ ; উৎসাহ ; ব্যবসায় ; ধৈর্য ; জীবন ; প্রাণ ; ধন ; দ্রব্য ; পিশাচাদি ; জীব, জন্তু বিদ্যমানতা, অস্তিত্ব ; সত্তাজাতি। সৎ + ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ২। নির্যাস, সার, রস ('আম—')। বাংপ্র। বি।

সত্র, সত্র—যজ্ঞ ; সদাদান, সদাব্রত ; অরণ্য ; গৃহ ; ধন ; আচ্ছাদন ; কৈতব ছল। সদ্ (গমন করা) + ত্র অধি। বি ; ক্লী।

সত্রাজিৎ—কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পিতা। সত্র শব্দ আ—জি + কিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

সূর্যদেব সত্রাজিতের প্রতি তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্যমন্তক মণি দান করিয়াছিলেন। তিনি আবার নিজ সহোদর প্রসেনজিৎকে উহা দান করেন। প্রসেনজিৎ মৃগয়ায় হত হইলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা আনিয়া সত্রাজিৎকে পুনঃ প্রদান করেন। অক্রূরের উত্তেজনায় শতধন্বা সত্রাজিতের প্রাণবধ করিয়া স্যমন্তক মণি হরণ করেন।

সৎপথ—সাধুমার্গ, ধর্মপথ ; সুপথ। সন্ (সাধু) যে পথ, কর্মধা। বি ; পু।

সত্বর—১। ত্বরান্বিত। ত্বরার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। ২। শীঘ্র। ক্রি-বিণ।

সৎ-মা—মাতার সপত্নী, বিমাতা। বাংপ্র। বি।

সত্য—১। অমিথ্যা, যাথার্থ্য ; প্রতিজ্ঞা, শপথ ; সৎ, নিত্যত্ব ; সর্বোপরিস্থ লোক ; কৃতযুগ। সৎ + য। বি ; ক্লী। ২। যথার্থ, প্রকৃত। বিণ।

সত্যকথন—সত্য বলা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সত্যগ্রহ—'সত্যাগ্রহ' দ্রঃ।

সত্যচরণ শাস্ত্রী—প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত লেখক ও পণ্ডিত। ১৮৬৬ খ্রীঃ কলিকাতার অদূরবর্তী দক্ষিণেশ্বরে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বনামখ্যাত প্রতাপাদিত্যের মন্ত্রী শংকর চক্রবর্তীর বংশধর। এদেশে ইংরাজ রাজ্য সংস্থাপনেও এই বংশের বিলক্ষণ হাত ছিল। ইঁহার বৃদ্ধ প্রপিতামহ ক্লাইভের বিশিষ্ট কর্মচারী ছিলেন, এবং প্রপিতামহ ১২০ বৎসর জীবিত থাকিয়া ৭০ বৎসর পেনসন ভোগ করিয়াছিলেন। সত্যচরণ সংস্কৃত কলেজে ও ৺কাশীধামে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের নিমিত্ত ইনি মহারাষ্ট্র, শ্যাম, যাভা, বালিদ্বীপ প্রভৃতি বহু স্থান পর্যটন করিয়াছেন। বাং ১৩৩৩ সালে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় যাইয়া অন্যান্য যাত্রীদিগের সম্বন্ধে বিস্তর সহায়তা করিয়া-ছিলেন। ইঁহার প্রণীত ঐতিহাসিক পুস্তকসমূহে প্রচলিত ইতিহাসের অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রদর্শিত হইয়াছে। জালিয়াত ক্লাইভ, প্রতাপাদিত্য, ছত্রপতি শিবাজী, ভারতে অলিকসুন্দর প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি যশস্বী হইয়াছেন। বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ব্যতীত হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় ইনি অভিজ্ঞ। বাঙ্গালা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই বক্তৃতা করিতে ইনি সমান পারদর্শী। ইনি বাং ১৩৪২ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ পরলোকগমন করিয়াছেন।

সত্যনারায়ণ—দেবতা বিঃ, সত্যপীর। সত্যও যিনি নারায়ণও তিনি, কর্মধা। বি ; পু। [স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত রেবাখণ্ডে সত্যনারায়ণের পূজাবিধি ও মাহাত্ম্যাদি কীর্তিত হইয়াছে। অভীষ্টসিদ্ধির জন্য লোকে মানন৷ করিয়া ইঁহার পূজা করে। প্রদোষকালে পান সুপারি প্রভৃতি দ্বারা পাঁচটি মোকাম প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ইঁহার পূজা করা হয়, এবং দুগ্ধ, রম্ভা, আটা, গুড় দ্বারা প্রস্তুত শিন্নি ইঁহার উদ্দেশে নিবেদিত হয়। [বি।

সত্যনিষ্ঠ—সত্যে দৃঢ়তাসম্পন্ন, সত্যানুরাগী ; সত্যবাদী। সত্যে নিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

সত্যনিষ্ঠা—১। সত্যে দৃঢ়তা, সত্যকথনে অনুরাগ। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী। ২। সত্যানুরাগিণী, সত্যবাদিনী। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সত্যপরায়ণ—সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী। সত্য হইয়াছে পর (প্রধান) অয়ন (আশ্রয়) যাহার, বহু। বিণ।

সত্যপালন—প্রতিজ্ঞা-রক্ষা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সত্যপীর—সত্যনারায়ণ। মধ্যপ। বাংপ্র।

সত্যপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ়প্রতিজ্ঞাযুক্ত, স্থিরসংকল্প। সত্য হইয়াছে প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

সত্যপ্রিয়—সত্যনিষ্ঠ, সত্যানুরাগী। বহু। বিণ।

সত্যবতী—১। সত্যযুক্তা, সত্যপরায়ণা। সত্যবৎ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্যাসদেবের জননী। বি; স্ত্রী।

ব্যাস-জননীর বাল্যনাম মৎস্যগন্ধা। বসু-রাজের ঔরসে ও মৎস্যরূপা অপ্সরা অদ্রিকার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। মৎস্যের উদরে জন্ম হওয়ায় ইঁহার গাত্রে প্রথমে মৎস্যের গন্ধ ছিল, সেই জন্যই ইনি মৎস্যগন্ধা নামে খ্যাতা হন। মৎস্যের উদর হইতে বহির্গতা হইবার পর ইনি বসুরাজের নিকট নীতা হইলে তিনি ইঁহাকে দাশরাজের হস্তে অর্পণ করেন, এবং তাঁহারই দ্বারা ইনি লালিতপালিত হন।

মৎস্যগন্ধা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে দাশরাজ কর্তৃক যমুনানদীতে নৌচালনকার্যে নিযুক্তা হন। একদা পরাশর মুনি ইঁহার নৌকায় যমুনা পার হইবার সময় ইঁহাতে উপগত হইবার অভিলাষী হইয়া ইঁহার গাত্রের মৎস্যগন্ধ দূর করিয়া তাহা পদ্মগন্ধময় করেন এবং ইঁহার নাম সত্যবতী রাখেন। মুনির ঔরসে ইঁহার বিখ্যাত পুত্র বেদব্যাসের জন্ম হয়।

ইঁহার কিছুকাল পরে গঙ্গাদেবীর স্বামী শান্তনু রাজা সত্যবতীর গাত্রের পদ্মগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া ইঁহাকে বিবাহ করিবার অভিলাষী হন এবং দাশরাজের নিকট সেই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। দাশরাজ বলিলেন, 'আপনি যদি সত্যবতীর গর্ভজাত পুত্রকে আপনার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, তবেই আমি ইঁহাকে আপনার হস্তে সম্প্রদান করিতে পারি।' গঙ্গার গর্ভজাত পুত্র দেবব্রত (পরে ভীষ্ম) বিদ্যমান থাকিতে শান্তনু ঐ কথায় সম্মত হইতে পারিলেন না এবং নিতান্ত বিষণ্ণচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। পিতৃভক্ত মহামতি ভীষ্ম পিতার বিষাদের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং দাশরাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজে সিংহাসন গ্রহণ করিবেন না ও চিরকৌমার্য অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। অতঃপর শান্তনুর সহিত সত্যবতীর বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইঁহার চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।

শান্তনুর মৃত্যুর পর সত্যপরায়ণ ভীষ্ম বৈমাত্র ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদ অল্পদিন মধ্যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তখন ভীষ্ম বিচিত্রবীর্যকে রাজা করিলেন ও কাশীরাজের অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাদ্বয়কে হরণ করিয়া আনিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ দিলেন। বিচিত্রবীর্যও নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে কালকবলিত হইলেন। ইহাতে সত্যবতী স্বামী নির্বংশ হইলেন বলিয়া যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন এবং ভীষ্মের সহিত পরামর্শ করিয়া নিজ কানীন পুত্র ব্যাসদেব দ্বারা পুত্রবধূদ্বয়ের ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামক দুই পুত্র উৎপাদন করাইলেন।

পৌত্রদ্বয়ের বয়ঃপ্রাপ্তিকাল পর্যন্ত সত্যবতী ভীষ্মের আশ্রয়ে পরমসুখে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর পাণ্ডু বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কালক্রমে পাণ্ডু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে সত্যবতী পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত বনবাস আশ্রয় করিলেন এবং তপশ্চরণ করিতে করিতে দেহপাত করিলেন।

৩। ঋচীক ঋষির পত্নী, বিশ্বামিত্রের ভগিনী এবং শুনঃশেফের জননী। সশরীরে স্বর্গারোহণের পর পৃথিবীর হিতকামনায় স্রোতস্বতীরূপে হিমাচল হইতে প্রবাহিতা; সেই হইতেই ইঁহার নাম কৌশিকী।

সত্যবাক্ (-বাচ্)—১। সত্যবাদী। সত্য হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। মুনি। বি; পু।

সত্যবাক্য—সত্য কথা, যথার্থ কথা। কর্মধা। বি; ক্লী।

সত্যবাদী (-বাদিন্)—১। সত্যভাষী, সত্যবক্তা। উপপত্; সত্য—বদ্ (বলা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সত্যবাদিনী**। ২। মুনি। বি; পু।

সত্যবান্ (-বৎ)—১। সত্যযুক্ত, সত্যপরায়ণ। সত্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সত্যবতী**। ২। জনৈক মুনি; শাল্বদেশীয় জনৈক নৃপতি। বি; পু।

রাজা সত্যবানের উপাখ্যান সঙ্ক্ষেপতঃ এইরূপ:—

দ্যুমৎসেন রাজার ঔরসে তৎপত্নী শৈব্যার গর্ভে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার শৈশব অবস্থাতেই দ্যুমৎসেন দৈববশে অন্ধীভূত ও শত্রু কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া ভার্যা ও পুত্রসহ বনবাস আশ্রয় করিলে ইনি অসীম ভক্তি সহকারে জনকজননীর সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং নিজে ফলমূল ও জলাদি আহরণ করিয়া তাঁহাদের জীবনরক্ষা করিতেন।

সত্যবান্ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলে একদা অশ্বপতি রাজার দুহিতা সাবিত্রী পিতৃনির্দেশে মনোমত পতির অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে বনমধ্যে ইঁহাকে দেখিতে পান এবং ইঁহার অসীম মাতাপিতৃভক্তি ও ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া ঐশ্বর্য-সুখভোগকামনা পরিহার করিয়া এই নিরন্ন কুটীরবাসীর সুখদুঃখ-ভাগিনী হইবার অভিলাষিণী হন। অনন্তর জনকের অনুমতিক্রমে ইঁহাদের উভয়ের পরিণয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।

বিবাহের এক বৎসর পরেই সত্যবান্ দৈববশে মৃত্যুমুখে পতিত হন। যমরাজ ইঁহাকে লইতে আসিলে সাবিত্রী স্তবস্তুতি দ্বারা তাঁহাকে পরিতুষ্ট করেন। ধর্মরাজ সাবিত্রীর অতুলনীয় পাতিব্রত্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে পতির পুনর্জীবন লাভের এবং তাঁহার শ্বশুরের নষ্ট চক্ষু ও হৃতরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির বর প্রদান করেন। তদনুসারে সত্যবান্ পুনর্জীবন লাভ করেন এবং দ্যুমৎসেন চক্ষুঃ ও স্বীয় রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হন।

সত্যব্রত—১। সত্যপরায়ণ। সত্য হইয়াছে ব্রত যাহার, বহু। বিণ। ২। জনৈক নৃপ; ভীষ্ম। বি; পু।

সত্যব্রত সামশ্রমী—১৮৪৬ খ্রীঃ ২৮শে মে পাটনাতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা রামদাস ইংরাজরাজের অধীনে মুঙ্গের ও পাটনায় উচ্চপদে কর্ম করিতেন। ১৮৫৪ খ্রীঃ তিনি সপরিবারে কাশীধামে গিয়া বসতি করেন। তথায় সামবেদজ্ঞ নন্দরাম ত্রিবেদীর নিকট সত্যব্রত শিক্ষারম্ভ করেন। তৎপরে কাশীধামের সরস্বতী মঠে গৌড় স্বামীর নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসর বয়সে অধ্যয়ন শেষ হইলে বুন্দির মহারাজ নানাদেশ হইতে সুবিখ্যাত পণ্ডিত সমবেত করিয়া তাঁহাদের সম্মতিক্রমে সত্যব্রতকে "সামশ্রমী" উপাধি দিয়াছিলেন। এই সময় ইনি অযোধ্যা, কান্যকুব্জ, কাম্পিল্য ও মুসৌরী প্রভৃতি দেশ পর্যটন করিয়া হরিদ্বারে সমাগত হন। তৎকালে তথায় কুম্ভমেলায় নানাদেশ হইতে বহুসংখ্যক রাজা, বড় বড় ধনী ও পণ্ডিত আসিয়াছিলেন। এই সময় কোন একটি বিচারে সামশ্রমী জয়লাভ করিলে কাশ্মীরের মহারাজ রণবীর সিংহ ইঁহাকে পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। ইনি ভারতের নানা তীর্থ পর্যটন করিয়াছিলেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ নবদ্বীপ-নিবাসী পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পৌত্রীর (মথুরানাথ পদরত্নের কন্যার) সহিত ইঁহার উদ্বাহ হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় ইঁহাকে এসিয়াটিক সোসাইটির বিব্লিয়থিকা ইণ্ডিকার জন্য সামবেদ

মুদ্রাঙ্কনের ভার অর্পণ করেন। এই সময় গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষাতে ইঁহাকে হিন্দুশাস্ত্র ও বেদের পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত কার্যে লিপ্ত থাকিয়া ইনি বেদপ্রচারের সঙ্গে বৈদিক গ্রন্থ-প্রস্থ এবং "কম্রনন্দিনী" নাম্নী মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। ইনি স্বীয় মুদ্রাঙ্কিত বেদ বঙ্গদেশে স্বল্পমূল্যে প্রচার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির ব্যয়ে ও আনুকূল্যে যে বেদ মুদ্রিত হয়. তাহাতে ইনি "নিরুক্ত" নামক বেদাঙ্গ অর্থাৎ বেদের অভিধান প্রচারের ভার প্রাপ্ত হন। ১৮৮৯ খ্রীঃ ইনি "উষা" নামে বৈদিক পত্রিকা প্রচার করেন। ইনি বেদ ছাড়া কবিতা, বিজ্ঞান ও স্বরচিত অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রচার করেন। ইনি বৌদ্ধ ও জৈনদিগের ধর্মপুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। আজীবন ১৪।১৫ জন ছাত্রকে অন্নবস্ত্র ও পুস্তকাদি দান করিয়া বিদ্যাদান করিয়াছেন। ইঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন করিবার জন্য নানা দেশ হইতে ছাত্রবৃন্দ আসিতেন। তন্মধ্যে লাহোরের জগন্নাথ নিরুক্তরত্ন লাহোরের অ্যাংলো বৈদিক কলেজের অধ্যাপক রাম শাস্ত্রী, জালন্ধরের নরদেব শাস্ত্রী, লাহোরের আর্যপ্রভা সম্পাদক সন্তরাম বেদরত্ন, চাম্পারণ—শিকারপুরের জগন্নাথপ্রসাদ প্রমুখ পণ্ডিতগণ প্রধান। ইনি বেদ সম্বন্ধে নানাভাবে নানারূপ আলোচনা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইঁহার লিখিত ৬০।৭০ খানি গ্রন্থ আছে। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদের লেকচারার ছিলেন। ১৯১০ খ্রীঃ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া ১৯১১ খ্রীঃ ১লা জুন ইনি কলিকাতা শুঁড়িপাড়ার স্বীয় বাটীতে দেহত্যাগ করেন।'

সত্যভঙ্গ—প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, অঙ্গীকারানুযায়ী কার্য না করা। ৬তৎ। বি ; পু।

সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের পত্নী, রাজা সত্রাজিতের কন্যা। ইঁহার অভিলাষপূরণার্থ কৃষ্ণ দেবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া ইঁহাকে পারিজাত আনিয়া দিয়াছিলেন। ইনি পুণ্যকব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া ভর্তাকে পারিজাত বৃক্ষে বন্ধনপূর্বক নারদকে দান করেন। ইঁহার গর্ভে কৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্তপুত্রের জন্ম হয়। যদুবংশ ধ্বংসকালে শ্রীকৃষ্ণ তনুত্যাগ করিলে অন্যান্য যাদব-মহিলাগণ সহ ইনি অর্জুন কর্তৃক হস্তিনায় নীতা হন এবং পরে বনাশ্রয়ে তপশ্চরণে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। বি ; স্ত্রী।

সত্যভাষণ—সত্যকথন, সত্য বলা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সত্যভাষী (-ভাষিন্)-সত্যবাদী, সত্য কথা বলে এরূপ। উপতৎ ; সত্য-ভাষ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সত্যভাষিণী**।

সত্যযুগ-চারি যুগের প্রথম যুগ। সত্যনামক যে যুগ, বা সত্যবহুল যে যুগ, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

সত্যলোক-সপ্তলোকান্তর্গত সর্বোপরিস্থ লোক ['লোক' দ্রঃ]। সত্য নামক লোক, মধ্যপ। বি ; পু।

সত্যসন্ধ—সত্য-প্রতিজ্ঞ। সত্যা সন্ধ্যা (প্রতিজ্ঞা) যাহার, বহু। বিণ।

সত্যা—১। যথার্থা। সত্য+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। সত্যভামা ; ব্যাস-জননী সত্যবতী ; রাম-জায়া সীতা। বি ; স্ত্রী।

সত্যাকৃতি—সত্যকরণ, শপথকরণ। সত্য (প্রতিজ্ঞা)—আ—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সত্যাগ্রহ, সত্যগ্রহ—সত্যগ্রহণ, কোন সদুদ্দেশ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার সিদ্ধি পর্যন্ত অটল থাকা। সত্যে আগ্রহ, ৭তৎ ও সত্যের গ্রহ, ৬তৎ। বি ; পু।

সত্যানুরাগ—সত্যনিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা সত্যে আসক্তি। ৭তৎ। বি ; পু।

সত্যানুরাগী (-রাগিন্)—সত্যনিষ্ঠ, সত্য-প্রিয়। ৭তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সত্যানুরাগিণী**।

সত্যানুসন্ধান—সত্যের অন্বেষণ, সত্য বস্তুর খোঁজ। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সত্যাপন, সত্যাপনা—সত্যকরণ, প্রতিজ্ঞাকরণ। সত্য শব্দ+ক্রিঞ্চ সত্যাপি (নামধাতু), তদুত্তরে অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ...+অন ভাব+আপ্। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সত্যাসত্য—সত্য ও মিথ্যা। দ্বন্দ্ব। বি ; ক্লী।

সতি্য—সত্য। <সত্য। বি বা বিণ।

সত্যেন বসু—(১৮৮২—১৯০৮ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত বিপ্লবী ও অগ্নিমন্ত্রের সাধক। জন্ম মেদিনীপুরে। ইনি ও কানাইলাল নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। বিচারে ইঁহার ফাঁসি হয়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(১৮৪২—১৯২৩ খ্রীঃ)। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয় পুত্র ইনি বিলাত গিয়া বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ইনি কিছুদিন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আহমদাবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিয়া ১৮৯৬ খ্রী শোলাপুরের সেসন জজের পদে প্রতিষ্ঠিত হন। শেষ বয়সে পেনসন লইয়া কলিকাতায় স্বীয় বাটীতে অবস্থান করিতেন। সাহিত্যালোচনায় ইঁহার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ইনি ঈশ্বরবিষয়ক অনেকগুলি সংগীত রচনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-(১৮৮২—১৯২২ খ্রীঃ))। সুপ্রসিদ্ধ কবি। ইনি অক্ষয়কুমার দত্তের পৌত্র। নিবাস—চুপী গ্রাম, বর্ধমান। ইনি রবীন্দ্রনাথের শিষ্যগণের অগ্রগণ্য। ইনি বহু কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লর্ড (Lord S. P. Sinha, Baron of Raipur)—বীরভূম জেলার অন্তর্গত রায়পুর গ্রামে ১৮৬৩ খ্রীঃ ২৪শে মার্চ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৮৭৭ খ্রীঃ বীরভূম জেলা স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে, এবং দুই বৎসর পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে এফ. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে ভ্রাতা নরেন্দ্রপ্রসন্নের সহিত ইনি ইংলণ্ডে গমন করিয়া আইন শিক্ষার নিমিত্ত তত্রত্য Lincoln's Inn নামক আইন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন, এবং তথায় অনেকগুলি পারিতোষিক লাভ করিয়া ৫৭০ গিনি প্রাপ্ত হন। ১৮৮৬ খ্রীঃ ইনি ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই বৎসর ইঁহার ভ্রাতা এন. পি. সিংহও (N. P. Sinha) ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া Indian Medical Service বিভাগে সরকারী কর্ম গ্রহণ করেন। উক্ত অব্দেই সত্যেন্দ্রপ্রসন্নও কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন। প্রথম প্রথম ইনি কিছুমাত্র পসার করিতে পারেন নাই। সিটি কলেজে আইনের অধ্যাপনা করিয়া এবং পাইকপাড়া এস্টেটের পরামর্শদাতৃরূপে কার্য করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিতেন মাত্র। পরে ১৮৯৪ খ্রীঃ ফার (Farr) নামক জনৈক এটর্নিকে একটি মকদ্দমায় ইঁহাকে জেরা করিতে হয়। সেই জেরাতে ইনি যেরূপ দক্ষতা প্রকাশ করেন, তাহাতেই ইঁহার যশঃ চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে। সেই সময় হইতে ইঁহার প্রসার প্রতিপত্তি বাড়িতে থাকে এবং অর্থাগমের পথ উন্মুক্ত হয়। ১৯০৪ খ্রীঃ জানুয়ারি মাসে ইনি Standing Counsel নিযুক্ত হন, এবং ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রিল হইতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত অস্থায়িভাবে Advocate Generalএর পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৯০৮ খ্রীঃ মার্চ মাসে পুনর্বার উক্ত পদে অস্থায়িভাবে নিযুক্ত হইয়া তিন মাস পরেই স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৯০৯ খ্রীঃ ২৩শে মার্চ তারিখে লর্ড

মিন্টো ও লর্ড মর্লের অভিপ্রায়ানুসারে ভারতসম্রাট্ কর্তৃক ভারত গভর্নমেন্টের কার্যকরী সমিতিতে (Executive Councilএ) ব্যবস্থাসচিব (Law Member) রূপে ইঁহার নিয়োগবার্তা সরকারী বিজ্ঞাপনে প্রচারিত হয়। এই উচ্চ পদ লাভ ভারতবাসীর ভাগ্যে এই প্রথম। ১৭ই এপ্রিল ইঁহার কার্যভার গ্রহণ তোপধ্বনি দ্বারা বিঘোষিত হয়। সংবৎসরকাল এই কার্য করিবার পর ইনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিয়া পুনরায় হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৯১৫ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি ইনি গভর্নমেন্টের নিকট সম্মানসূচক 'নাইট' (স্যর) উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং উক্ত অব্দে ডিসেম্বর মাসে বম্বে নগরে জাতীয় মহাসমিতির (Indian Nation Congressএর) সভাপতি নির্বাচিত হইয়া অতি যোগ্যতাসহকারে সেই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কার্য নির্বাহ করেন। ১৯১৬ খ্রীঃ ইনি পুনবার প্রতিনিধি Advocate General নিযুক্ত হন।

১৯১৪-১৮ খ্রীষ্টাব্দের বিশ্বব্যাপী ইউরোপীয় মহাসমরকালে সামরিক মন্ত্রণাসমিতিতে (War-Conferenceএ), স্যর জেম্‌স্ মেস্টন ও বিকানীরের মহারাজের সহিত, ইনিও একজন সদস্য নিযুক্ত হইয়া বিলাত গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বাঙ্গালা গভর্নমেন্টের এগজিকিউটিভ কাউনসিলের (শাসনপরিষদের) অন্যতম সদস্যরূপে কর্ম করেন। উক্ত মহাযুদ্ধের অবসানে যখন সন্ধিবৈঠক (Peace Conference) বসে, তখন ভারত গভর্নমেন্টের মনোনীত প্রতিনিধি হইয়া তাহাতে যোগদান করেন। অতঃপর ইংলণ্ডে গমন করিলে, ইনি মহাসম্মানসূচক 'লর্ড' উপাধিতে ভূষিত হইয়া সহকারী ভারতসচিব (Under-Secretary of State for India) রূপে পার্লামেন্ট মহাসভায় আসন গ্রহণ করেন। এতাদৃশ গৌরবজনক উপাধি ও সমুচ্চ পদ বাঙ্গালীর ভারতবাসীর ভাগ্যে এই প্রথম। পরে ১৯২০ খ্রীঃ মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ডের প্রবর্তিত সংস্কারবিধি অনুসারে প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন পূর্ণ গভর্নরের শাসনাধীন হওয়া স্থির হইলে, লর্ড সিংহ বিহার উড়িষ্যা প্রদেশের প্রথম গভর্নর নিযুক্ত হন। এতদ্দেশে ইংরাজ শাসনের সূত্রপাত হইতে এতাবৎকাল কোন ভারতবাসীই প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন নাই। পর বৎসর ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং ১৯২৮ খ্রীঃ ৪ঠা মার্চ ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন।

সত্র—'সত্র' দ্রঃ।

সত্রাজিৎ—ইনি যদুবংশে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণপত্নী সত্যভামা ইঁহার কন্যা। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, সূর্যদেব ইঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া সুপ্রসিদ্ধ স্যমন্তক মণি ইঁহাকে প্রদান করেন। ইনি ভ্রাতৃবাৎসল্যবশতঃ উহা স্বীয় সহোদর প্রসেনকে দেন। প্রসেন মৃগয়ায় যাইয়া সিংহ কর্তৃক হত হইলে ঐ সিংহকে জাম্ববান্ বধ করে। অনন্তর জাম্ববান্‌কে পরাজিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ উহা গ্রহণপূর্বক সত্রাজিৎকে দান করেন। কিন্তু শতধন্বা অক্রূরের দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সত্রাজিৎকে নিহত করিয়া স্যমন্তকমণি গ্রহণ করেন।

সদন—গৃহ, ভবন; সমীপ, নিকট। সদ (গমন করা) + অনট্ অধি। বি; ক্লী।

সদনুষ্ঠান—সৎকার্য, পরোপকার; হিতসাধন; ধর্মকার্য। কর্মধা। বি; ক্লী।

সদয়—দয়াযুক্ত, কৃপালু। দয়ার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সদর—১। উচ্চ, মুখ্য, প্রধান; জেলা সম্বন্ধীয়; প্রকাশ্য; বহিঃস্থ, বাহিরের। বিণ। ২। প্রধান কর্মস্থান; জেলার প্রধান নগর; বহিঃপৃষ্ঠ, বাহিরের দিক (শাল প্রভৃতির); বৈঠকখানা; বহির্বাটী। আ-মু। বি।

সদর-আলা—সবজজ। আ-মু। বি।

সদর্প—গর্বসমন্বিত, গর্বিত, দৃপ্ত। দর্পের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সদর্পে—দর্পসহকারে, গর্বের সহিত। দর্পের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সদসৎ—ভাল ও মন্দ; যাহা আছে ও যাহা নাই তাহা; ন্যায় ও অন্যায়; ধার্মিক ও পাপী। সৎ ও অসৎ, দ্বন্দ্ব। বি বা বিণ।

সদস্য—সভাসদ্, সভ্য; যজ্ঞাদি স্থলে বিধিদর্শী। সদস্ (সভা) + ক্য কুশলার্থে। বি; পু।

সদা—সর্বদা, সকল সময়ে। সর্ব শব্দ + দাচ্ কালার্থে। অ।

সদাগতি—১। সর্বদা গমনশীল। সদা গতি যাহার, বহু। বিণ। ২। আত্মা; বায়ু; সূর্য। বি; পু।

সদাগর—বণিক্, ব্যবসায়ী। ফা-মু। বি।

সদাচার—১। উত্তম আচার, সাধু ব্যবহার, ধর্মমূলক আচরণ। সন্ (সৎ) যে আচার, কর্মধা। বি; পু। ২। সাধু-আচরণবিশিষ্ট, সচ্চরিত্র। সন্ (সৎ) আচার যাহার, বহু। বিণ।

সদাচারী (-চারিন্)—সদাচারসম্পন্ন, উত্তম আচারযুক্ত, সাধু ব্যবহারকারী। সদাচার শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে; অথবা সৎ—আ—চর্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী - **সদাচারিণী**।

সদাত্মা (-ত্মন্)—সদন্তঃকরণবিশিষ্ট, সদাশয়। সন্ (সৎ) আত্মা যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সদানন্দ—১। সর্বদা হর্ষযুক্ত, সদা প্রফুল্ল। সদাই আনন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। শিব, মহাদেব। বি; পু।

সদাব্রত—অন্নসত্র; সদাদান। সুপ্‌সুপেতি। বি; ক্লী।

সদাযোগী (-গিন্) বিষ্ণু, নারায়ণ। সদাই যিনি যোগী, সুপ্‌সুপেতি। বি; পু।

সদালাপ—সাধু কথোপকথন, উত্তম বিষয়ে কথাবার্তা। কর্মধা। বি; পু।

(-লাপিন্)—সাধু আলাপকারী, মিষ্টালাপী। সদালাপ শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সদালাপিনী**।

সদাশয়—মহাশয়, উন্নতচেতাঃ, সহৃদয়। সন্ হইয়াছে আশয় (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ।

সদাশয়তা—সহৃদয়তা, মহানুভাবতা। সদাশয় + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সদাশিব—মহাদেব। সদাই যিনি শিব (শুভদ), সুপ্‌সুপেতি। বি; পু।

সদিচ্ছা—সাধু অভিলাষ, সাধু সংকল্প। সতী যে ইচ্ছা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদুত্তর—যথার্থ উত্তর, প্রকৃত জবাব; শ্রেষ্ঠ উত্তর। কর্মধা। বি; ক্লী।

সদুদ্দেশ্য—সাধু উদ্দেশ্য, মহৎ অভিপ্রায়, সাধু সংকল্প। কর্মধা। বি; ক্লী।

সদুপায়—উৎকৃষ্ট উপায়, সাধু উপায়। কর্মধা। বি; পু।

সদৃশ—তুল্য, অপরূপ; যোগ্য। সমান—দৃশ্ (দেখা) + টক্ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**সদৃশী**।

সদেশ—সমানদেশীয়, একদেশস্থ; সমীপস্থ। সমান দেশ যাহার, বহু। বিণ।

সদ্গতি—উত্তমা গতি; মুক্তি; সাধু পরিণাম। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্গোপ—জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।

সদ্বংশ—উচ্চ কুল, সম্ভ্রান্ত বংশ। কর্মধা। বি; পু।

সদ্বিচার—ন্যায় বিচার, বিবাদের ন্যায়সংগত মীমাংসা; ন্যায়সংগত তর্ক। কর্মধা। বি; পু। [কর্মধা। বিণ।

সদ্বিচারক—সুবিচারক, ন্যায়বিচারকারী।

সদ্বিবেচনা—সদ্বিচার, উত্তম মীমাংসা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সদ্বৃত্ত—১। সদাশয়, সদ্ব্যবহার। সৎ যে বৃত্ত, কর্মধা। বি; ক্লী। ২। সচ্চরিত্রযুক্ত, সচ্চ-

বিত্র ; সুগোল। সৎ হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সদ্বৃত্তি—সদাচার ; সদ্ব্যবহার ; সদ্ব্যাখ্যান গ্রন্থ বিঃ। কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সদ্ব্যবহার—সাধু ব্যবহার ; ভদ্রতাযুক্ত আচরণ, শিষ্ট ব্যবহার। কর্মধা। বি ; পু।

সদ্ব্যয়—সাধুসম্মত ব্যয়, ধর্মকার্যে খরচ। কর্মধা। বি ; পু।

সদ্ব্যয়ী (-য়িন্)—সাধুসম্মত ব্যয়শীল, সৎকার্যে ব্যয়কারী, যে ভাল বিষয়ে খরচ করে। সদ্ব্যয়+ইন্ আছে অর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সদ্ব্যয়িনী**।

সদ্ভাব—১। সত্তা, স্থিতি ; সাধুতা। সৎএর ভাব, ৬তৎ। ২। প্রণয়, বন্ধুতা, সৌহৃদ্য। সন্ (সৎ) যে ভাব, কর্মধা। বি ; পু।

সদ্ম (সদ্মন্)—১। আবাস, গৃহ। সদ্ (গমন করা)+মন্ অধি। ২। জল। সদ্+মন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

সদ্যঃ (সদ্যস্)—তৎক্ষণে, তখনি, বর্তমান সময়ে ; এইমাত্র ; টাটকা। সমে অহ ন, নিত্য, নিপাতনে। অ।

সদ্যঃপক্ক—সদ্যঃ পরিপাকপ্রাপ্ত ; তৎক্ষণাৎ পাক করা। সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সদ্যঃপাতী (-তিন্) সদ্যঃপতনশীল, পতনোন্মুখ। সদ্যস্—পত্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -**তিনী**।

সদ্যঃপ্রসূত—বর্তমান সময়ে উৎপন্ন, সবে মাত্র জাত। সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সদ্যঃপ্রসূতা সবে মাত্র উৎপন্না ; কিছু পূর্বে বা সবে মাত্র যে সন্তান প্রসব করিয়াছে। সুপ্‌সুপা। বিণ ; স্ত্রী।

সদ্যঃপ্রাণহর—তৎক্ষণাৎ প্রাণনাশক, অচিরে জীবনবিনাশক। প্রাণের হর (হারক বা নাশক)=প্রাণহর, ৬তৎ ; সদ্যঃ (তৎক্ষণে) যে প্রাণহর, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সদ্যঃস্নাত—যে সবেমাত্র স্নান করিয়াছে এমন। সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সদ্যোজাত—তৎক্ষণাৎ উৎপন্ন, নবোৎপন্ন। সদ্যঃ জাত, সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সদ্যোমাংস—অপর্যুষিত মাংস, টাটকা মাংস। সদ্যঃ মাংস, সুপ্‌সুপা। বি ; ক্লী।

সধন—ধনশালী, ধনবান্। ধনের সহিত বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সধবা—সভর্তৃকা, পতিমতী, যাহার স্বামী জীবিত এরূপ (স্ত্রী), এয়ো। ধবের (পতির) সহিত বর্তমান যে (যে স্ত্রী), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সধর্ম—১। তুল্যধর্ম, এক ধর্ম। সমান যে ধর্ম, কর্মধা। বি ; পু। ২। সধর্মা, একধর্মাক্রান্ত, সমানধর্মী ; সদৃশ। সহ (সমান) ধর্ম যাহার, বহু। বিণ।

সধর্মচারিণী—সহধর্মিণী, পত্নী। সহ ধর্ম আচরণ করে যে, উপতৎ ; সহ—ধর্ম—চর্ (আচরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সধর্মা (সধর্মন্)—একধর্মাক্রান্ত ; একরূপ ; সদৃশ, তুল্য। সমান হইয়াছে ধর্ম যাহার, বহু। (সমাসে অন্ প্রত্যয়)। বিণ ; পু বা স্ত্রী।

সধর্মিণী—১। পত্নী। সধর্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। ২। একধর্মাক্রান্তা ; সদৃশী। বিণ ; স্ত্রী।

সধর্মী (সধর্মিন্)—এক ধর্মাক্রান্ত ; একরূপ ; সদৃশ, তুল্য। সধর্ম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সধর্মিণী**।

সন—১। সহ, সাহচর্য, সাহিত্য ; সম, তুল্য। প্রা কপ্র। বিণ। ২। সাল, শক, অব্দ, বৎসর। আ। বি।

সনক—জনৈক মুনি। ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্র। ব্রহ্মা ইঁহাকে ও ইঁহার ভ্রাতৃগণকে সংসারী হইবার জন্য অনুরোধ করিলে ইনি তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। সন্ (সেবা করা)+অক কর্তৃ। বি ; পু।

সনৎ—ব্রহ্মা। সন্+অৎ কর্তৃ। বি ; পু।

সনৎকুমার—ব্রহ্মার মানসপুত্র ; মহাতপাঃ ও পরম ধর্মজ্ঞ বলিয়া ইনি অন্যান্য মুনিঋষিগণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন ; রাজর্ষি বৈণ্যের অশ্বমেধযজ্ঞকালে গৌতম ও অত্রির মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইলে, সকলে ইঁহাকে মধ্যস্থ মান্য করিয়া সে বিবাদের ভঞ্জন করেন। সনৎ-এর (ব্রহ্মার) কুমার (পুত্র), ৬তৎ। বি ; পু।

সনদ—১। নদী সহিত। নদের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। ২। সনন্দ, প্রমাণ-পত্র ; দলিল। আ। বি।

সনন্দ—১। নন্দসহিত ; আনন্দযুক্ত। নন্দের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। ২। জনৈক মুনি, ব্রহ্মার মানসপুত্র। বি ; পু। ৩। প্রমাণস্বরূপ লিখিত পত্রাদি, দলিল। আ-মু। বি। [অ।

সনসন—অতি দ্রুত গমনের শব্দ। বাংপ্র।

সনাক্ত—চিহ্নিতকরণ, চিনাইয়া দেওয়া, নিশানদিহি ; অভিজ্ঞান, সঠিক নির্দেশ, identification. ফা-মু। বি।

সনাতন—১। নিত্য, সদাকালস্থায়ী, চিরস্থায়ী। সনা (সদা)+টন ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সনাতনী**। ২। ব্রহ্মা ; বিষ্ণু ; শিব। বি ; পু।

৩। পরমভক্ত সাধুশীল বৈষ্ণব। ইঁহার ভ্রাতার নাম রূপ। উভয়েই গৌড়ের মুসলমানরাজ হুসেন সাহের অধীনে কর্ম করিতেন। রূপ ধর্মার্থ সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনবাসী হইলে সনাতন গৃহে থাকিয়া সংসার ধর্ম করিতে লাগিলেন এবং কার্যকুশলতা প্রদর্শন করিয়া ক্রমে রাজমন্ত্রী হইলেন। অতঃপর ইনি ঘোর সংসারী হইয়া উঠিলেন এবং ন্যায়ান্যায় বিচার না করিয়া কেবল স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া লইতে লাগিলেন।

ইঁহার বাটীর নিকটে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস ছিল। নিজ ভদ্রাসন প্রসারিত করা আবশ্যক হওয়ায় ইনি সেই ব্রাহ্মণের বাস্তুভূমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে তিনি বিস্তর অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু ইনি তাঁহার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত না করায় ব্রাহ্মণ অনন্যোপায় হইয়া বৃন্দাবনে যাইয়া রূপের শরণাপন্ন হইলেন। রূপ ও সনাতন উভয়েই সংস্কৃত বিদ্যায় বিলক্ষণ সুপণ্ডিত ছিলেন। রূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একখানি পত্রে "য-রী, র-লা, ই-রং, ন-য়" এই আটটি অক্ষর লিখিয়া দিয়া ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করিলেন। সনাতন অষ্টাক্ষর দ্বারা এক শ্লোকটি পূরণ করিয়া লইলেন,—

> যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী।
> রঘুপতেঃ ক গতোত্তরকোশলা।
> ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
> ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

শ্লোকের মর্মার্থ বোধ হইলে সনাতনের চৈতন্যোদয় হইল। অতঃপর ইনি ব্রাহ্মণকে স্ববাসে থাকিতে দিলেন এবং নিজে সংসারত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন ও রাজকার্যে আস্থাহীন হইয়া গৃহে বসিয়া ধর্মালোচনা করিতে লাগিলেন। রাজার বিশেষ আদেশ পাইয়াও ইনি রাজকার্যে মনোযোগ না করায় ইনি ইঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। অনন্তর একদা ইনি সুযোগ পাইয়া কারারক্ষককে সপ্ত সহস্র মুদ্রা উৎকোচ প্রদানপূর্বক পলায়ন করিলেন এবং চৈতন্যদেবের নিকট দীক্ষিত হইয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্বক ধর্মচর্চায় জীবন উৎসর্গ করিলেন।

সনাতনের পিতৃদত্ত নাম অমর ও মুসলমান-রাজদত্ত নাম সাকর মল্লিক। সনাতন অনুমান ১৪৮৮ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ ও ১৫৫৮ খ্রীঃ দেহত্যাগ করেন।

সনাতন-ধর্ম—অবিনশ্বর ধর্ম, চিরস্থায়ী ধর্ম ; বেদোক্ত ধর্ম। কর্মধা। বি ; পু।

সনাথ—নাথযুক্ত, সস্বামিক। নাথের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সনাথা—নাথযুক্তা, সস্বামিকা ; সভর্তৃকা, সধবা। বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সন্নির্বন্ধ—নির্বন্ধযুক্ত, আগ্রহাতিশয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সন্নে—সঙ্গে, সহিত। কপ্র। অ।

সন্ত—সাধু, পুণ্যাত্মা। সংস্কৃত বহুবচনান্ত পদ, বাঙ্গালায় বিসর্গ লোপ। বি।

সন্তত—ব্যাপ্ত, বিস্তীর্ণ; অবিরত। সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্ততি—১। সন্তান, পুত্র বা কন্যা; গোত্র, বংশ; বিস্তার; শ্রেণী। সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ক্তি করণ। ২। অবিচ্ছেদ; ব্যাপ্তি। সম্—তন্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। ৩। অবিচ্ছেদে; সন্তত, সর্বদা। প্রা কপ্র। ক্রি-বিণ।

সন্তদাস বাবাজী—বৃন্দাবনের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ও বৈষ্ণব চারিসম্প্রদায়ের ব্রজ-বিদেহী মোহান্ত শ্রী ১০৮ স্বামী সন্তদাস বাবাজীর পূর্বাশ্রমের নাম তারাকিশোর চৌধুরী। ইনি ১২৬৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার দিনে শ্রীহট্ট জেলার বামৈ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরকিশোর চৌধুরী। ইনি ৩ হইতে ৫ বৎসরের মধ্যে রামায়ণ ও মহাভারত গ্রন্থের সমস্ত কথা শিক্ষা করেন। ৬ বৎসর বয়সে বিদ্যারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার সংস্কৃত শ্লোক শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১০ বৎসর বয়সে ইঁহার মাতৃবিয়োগ হয়। ইনি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীহট্টের মিশন স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাস করিয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পান। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হইয়া হিন্দুয়ানী ছাড়িয়া দেওয়ায় ইঁহার পিতৃদেব খরচ বন্ধ করেন। তাহাতে ইনি বিদ্যাসাগর কলেজে যান। এফ. এ. পরীক্ষার ফল ভাল হওয়ায় ইনি পিতার নিকট হইতে আবার খরচ পাইতে থাকেন। ক্রমে monotheistic view হইতে ইঁহার agnostic view হয়। ৺বিজয়দাস দত্তের সাংঘাতিক পীড়ার সময় তাঁহার ভগবৎ উপাসনায় শান্তিলাভের কথা ইঁহার মনের উপর এক অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করে। ফলে ইনি ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাসের সঙ্গে একদিন ব্রাহ্ম-সমাজে যোগদান করেন ও অতঃপর কেশবচন্দ্র পরিচালিত ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলনে ও আনন্দমোহন এবং সুরেন্দ্রনাথ পরিচালিত রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া পড়েন। ইঁহার পিতা এই সময় কলিকাতায় আসিয়া ইঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ পরিত্যাগ করিতে বলেন ও খরচপত্র বন্ধ করেন, এবং এমন কি এক দিন দা লইয়া ইঁহার মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হইয়া-ছিলেন, তথাপি ইনি ভীত বা সংকল্পচ্যুত হন নাই। ১৪ বৎসর বয়সে ইঁহার বিবাহ হয়। বি. এ. পাস করার পর ইনি শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। শিক্ষকতা করিবার সময় ইনি দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস করেন। অতঃপর ইনি সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। এই সময় ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি বড় বড় সাধুর সহিত ইঁহার তর্কবিতর্ক হইলেও কেহই ইঁহাকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই। কিন্তু কলিকাতায় এক অস্ট্রেলিয়ান সার্কাসের সাহেবকে চোখের দৃষ্টিতে উত্তেজিত বাঘকে বশীভূত করিতে দেখিয়া ইঁহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হয় এবং এরূপে ইনি সদ্গুরু-লাভের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন এবং গুরু ঐরূপ বশীকরণ শক্তি দ্বারা শিষ্যের আভ্যন্তরীণ পাশবিক বৃত্তিসকল বিশুদ্ধ করিতে পারেন বলিয়া ইঁহার বিশ্বাস হয়। অতঃপর ইনি পুনরায় হিন্দু হইয়া পড়েন। এই সময় ২৪ পরগনার মজিলপুর গ্রাম নিবাসী কালীনাথ দত্তের পরামর্শে ও যোগসাধনায় আকৃষ্ট হইয়া ইনি তাঁহার গুরু জগৎবাবুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন, এবং প্রাণায়ামাদি অভ্যাসের ফলে ইঁহার শরীরে এক অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু তখনও ইনি উপবীত পরিত্যাগী ছিলেন। কিছুকাল পরে তত্ত্বকৌমুদী প্রভৃতি পত্রিকাতে ব্রাহ্মসমাজের সাধনের অপূর্ণতামূলক প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ইনি সিটি কলেজের অধ্যাপকতা ত্যাগ করেন। অতঃপর পিতার অনুরোধে আইন পরীক্ষায় পাস করেন। ইহার পর হবিগঞ্জ ও শ্রীহট্টে ওকালতি করিয়া অল্প-দিনে ইঁহার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। অতঃপর ইনি সাময়িকভাবে কলিকাতায় আসেন এবং জগৎবাবুর নিকট দ্বিগুণ উৎসাহে যোগসাধন আরম্ভ করিয়া সাধন-মার্গে সবিশেষ উন্নতিলাভ করেন। কিছু-কাল পরেই কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করিয়া অল্পকালমধ্যে ইনি বিরাট পসার করেন। কিন্তু অত্যল্প-কালমধ্যে যোগসাধনার প্রতি ইঁহার বিরাগ জন্মে এবং ইনি অন্য গুরু গ্রহণ করিতে মনস্থ করেন। গুরুলাভের চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া এক ছুটির দিনে মধ্যাহ্নে কলিকাতার গঙ্গাতীরে বসিয়া গঙ্গাদেবীর নিকট কাতরভাবে মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলে ইনি দিব্যদৃষ্টিতে গঙ্গোত্রী গোমুখীস্থান ও তথায় বিরাজমান উমা-মহেশ্বরকে দেখিতে পান। মহেশ্বর তৎকালে ইঁহাকে একটি একাক্ষরী বীজমন্ত্রের উপদেশ দিয়া তাহার জপের দ্বারা যথার্থ সদ্গুরুর লাভের সন্ধান বলিয়া দেন। ফলে ১৩০১ সালে শ্রাবণ মাসের জন্মাষ্টমী তিথিতে ইনি গুরু কাঠিয়া বাবাজীর নিকট পূর্ণ দীক্ষা লাভ করেন; এবং দীক্ষা অন্তে গুরুর সহিত ব্রজপরিক্রমা করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থাশ্রমে বাস করেন। অতঃপর ওকালতি ছাড়িয়া ও সংসার ত্যাগ করিয়া ইনি শ্রীবৃন্দাবনে একটি মন্দির প্রস্তুত করেন। ইনি বহু ধর্মগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি বহু শিষ্য-সেবক রাখিয়া গিয়াছেন। কিছুদিন যাবৎ আমাশয় রোগে ভুগিয়া কলিকাতা শিবপুরের নূতন নিম্বার্ক আশ্রম হইতে বৃন্দাবন যাত্রাকালে পথিমধ্যে ১৩৪২ সালের ২২শে কার্তিক শুক্রবার রাত্রে ইঁহার তিরোভাব হইয়াছে।

সন্তপ্ত—সন্তাপযুক্ত; ক্লিষ্ট; উত্তপ্ত; অগ্নি দ্বারা বিশুদ্ধ। সম্—তপ্ (তপ্ত করা বা হওয়া)+ক্ত কর্ম বা কর্তৃ। বিণ।

সন্তরণ—পার-গমন; সাঁতার। সম্—তৃ (পার হওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সন্তরণপটু—সন্তরণকুশল, সাঁতার দিতে দক্ষ। ৭তৎ। বিণ।

সন্তর্পণ—১। সম্যক্ তৃপ্তকরণ। সম্-ণিজন্ত তৃপ বা তর্পি (তৃপ্ত করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। তৃপ্তিজনক; প্রীতিদায়ক। সম্—তর্পি+অন কর্তৃ। বিণ।

সন্তর্পণে—সতর্কভাবে, সাবধানে, সতর্কতার সহিত। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সন্তান—১। গোত্র, বংশ; অপত্য, সন্ততি, পুত্র বা কন্যা; দেবতরু বিঃ। সম্—তন্+ঘঞ্ করণ। ২। অবিচ্ছেদ; বিস্তার; প্রবাহ। সম্—তন্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সন্তানক—বিস্তৃতিকারী, বিস্তারক, ব্যাপক। সম্—তন্ (বিস্তার করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সন্তানিকা**।

সন্তানপরম্পরা—অপত্যপরম্পরা, পুত্র-কন্যার পুত্রকন্যা, তাহাদের পুত্রকন্যা ইত্যাকার পর্যায়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সন্তানবাৎসল্য—অপত্যস্নেহ, পুত্রকন্যার প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। বি; ক্লী।

সন্তানসন্ততি-১। সন্তানপরম্পরা। ৬তৎ। ২। অপত্য, পুত্রকন্যাদি। দ্বন্দ্ব [এস্থলে দুইটি শব্দই একার্থক]। বি; স্ত্রী।

সন্তানোচিত—পুত্রকন্যার ৬তৎ। বিণ।

সন্তাপ—উত্তাপ; কর্মপীড়া; মনস্তাপ; অন্ত-র্দাহ। সম্—তপ্ (তপ্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সন্তাপন—১। তাপদান। সম্-ণিজন্ত

তপ্‌=তাপি (তাপ দেওয়া)+অনট্‌ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। সন্তাপজনক। সম্‌—তাপি+অন কর্তৃ। বিণ। ৩। কন্দর্পের বাণ বিঃ। বি; পু।

সন্তাপিত—১। উক্ত; সন্তপ্ত। সন্তাপ+ইত যুক্তার্থে। ২। ক্লেশিত। সম্‌—ণিজন্ত তপ্‌=তাপি (তাপ দেওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্তাপী (-পিন্‌)—সন্তাপযুক্ত, মর্মপীড়াপ্রাপ্ত, অন্তর্দাহবিশিষ্ট। সন্তাপ শব্দ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সন্তাপিনী**।

সন্তুষ্ট—সন্তোষযুক্ত; প্রসন্ন; প্রীত; তৃপ্ত। সম্‌—তুষ্‌ (তুষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্তুষ্টচিত্ত—১। প্রসন্ন অন্তঃকরণ, তৃপ্ত মনঃ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। প্রসন্নচেতাঃ, তৃপ্তমনাঃ। বহু। বিণ।

সন্তুষ্টচেতাঃ (-চেতস্‌)—প্রসন্নমনাঃ, হৃষ্টচিত্ত। সন্তুষ্ট হইয়াছে চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সন্তোষ—প্রীতি, তৃপ্তি; আহ্লাদ, আনন্দ। সম্‌—তুষ্‌+অল্‌ ভাব। বি; পু।

সন্তোষকর—তৃপ্তিকর, আনন্দজনক। উপতৎ; সন্তোষ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ।

সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়—বাং ১৩০০ সালে কলিকাতায় ইঁহার জন্ম হয়। ইনি পালি ভাষায় অভিজ্ঞ, এবং একাধারে কবি, গল্পলেখক ও দার্শনিক। বাং ১৩২২ সালে ইনি বাণরী নামক মাসিক পত্রিকায় সম্পাদক নিযুক্ত হন। অনন্তর স্বনামখ্যাত ৺শিশিরকুমার ঘোষের প্রতিষ্ঠিত 'আনন্দবাজার পত্রিকা' নামক সংবাদ-পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। ইনি "ইণ্ডিয়ান মেডিকাল জার্নাল" নামক একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় সম্পাদক ও বাঙ্গালা 'পুষ্পপাত্র' মাসিক পত্রিকার পরিচালক ছিলেন।

সন্তোষজনক—তৃপ্তিকর, আহ্লাদজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**সন্তোষজনিকা**।

সন্ত্রস্ত—সম্যক্‌ ভীত। সম্‌ (সম্যক্‌) ত্রস্ত, প্রাদি। বিণ।

সন্ত্রাস—সম্যক্‌ ভীতি, অতিশয় ভয়। সম্‌ (সম্যক্‌) যে ত্রাস, প্রাদি। বি; পু।

সন্ত্রাসবাদ—বিপ্লববাদ, ভীতিমূলক রাজদ্রোহবাদ, terrorism. মধ্যপ। বি; পু।

সন্ত্রাসিত—অতিশয় ভয়প্রাপিত; অতি ভীত। সম্‌ (সম্যক্‌) ত্রাসিত, প্রাদি। বিণ।

সন্দ—সন্দেহ, সংশয়। বাংপ্র। বি।

সন্দংশ—সাঁড়াশি; সন্না, চিমটা, কাতারি, জাঁতি প্রভৃতি; কামড়। সম্‌—দন্‌শ্‌ (দংশন করা)+অন্‌ কর্তৃ। বি; পু।

সন্দংশিকা, সন্দংশী—সন্দংশ (সমস্ত অর্থে)। সন্দংশ শব্দ+কণ্‌ স্বার্থে+আপ্‌, ২য় পক্ষে সন্দংশ+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

সন্দর্ভ—১। সংগ্রহ; গ্রন্থন; রচনা; বিস্তার। সম্‌—দৃভ্‌+অল্‌ ভাব। ২। গ্রন্থ, পুস্তক। সম্‌—দৃভ্‌+অল্‌ কর্ম। বি; পু।

সন্দর্শন—১। অবলোকন, দেখা; জ্ঞান। সম্‌—দৃশ্‌ (দেখা)+অনট্‌ ভাব। ২। প্রদর্শন, দেখান। সম্‌—ণিজন্ত দৃশ্‌=দর্শি (দেখান)+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

সন্দষ্ট—যাহা দংশন করা বা সাঁড়াশি প্রভৃতি দ্বারা ধরা হইয়াছে এরূপ; সংযুক্ত, সংলগ্ন; সংশ্লিষ্ট। সম্‌ দন্‌শ্‌ (কামড়ান)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্দিগ্ধ—সন্দেহযুক্ত; সন্দিহান; সংশয়িত। সম্‌—দিহ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্দিগ্ধচিত্ত—১। সন্দেহযুক্ত মন। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। যাহার মন সন্দেহে পূর্ণ এমন। বহু। বিণ।

সন্দিগ্ধমনাঃ (-মনস্‌)—সন্দিগ্ধচিত্ত। বহু। বিণ।

সন্দিগ্ধমনা <সন্দিগ্ধমনাঃ।

সন্দিষ্ট—১। কথিত; আদিষ্ট, আজ্ঞাপিত। সম্‌—দিশ্‌ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। আদেশ, আজ্ঞা। সম্‌—দিশ্‌+ক্ত ভাব। বি, ক্লী।

সন্দিহান—সন্দেহকারী, সংশয়যুক্ত, সংশয়ী। সম্‌—দিহ্‌+শান কর্তৃ। বিণ।

সন্দীপন—১। উত্তেজন; প্রজ্বলন; প্রোৎসাহিতকরণ। সম্‌—দীপ্‌+ণি+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী। ২। উত্তেজক, বৃদ্ধিকারক। সম্‌—দীপি+অনট্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সন্দীপনী**। বিণ—**সন্দীপিত**।

সন্দীপ্ত—উত্তেজিত; প্রজ্বলিত; প্রোৎসাহিত। সম্‌—দীপ্‌+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্দেশ—১। আদেশ, আজ্ঞা; সংবাদ, সমাচার, খবর, বার্তা। সম্‌—দিশ (বলা)+অল্‌ ভাব। বি; পু। ২। ছানা যোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

সন্দেশবহ, সন্দেশহর—বার্তাবহ, দূত। ৬তৎ, ২য় পক্ষে উপতৎ; সন্দেশ—হৃ+অল্‌ কর্তৃ। বি; পু।

সন্দেহ—বৈধজ্ঞান, সংশয়; অর্থালংকার-বিঃ ['অলংকার' দ্রঃ]। সম্‌—দিহ্‌ (লেপন করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

সন্দেহজনক—সংশয়জনক, সংশয়কর সন্দেহ উৎপাদনকারী। ৬তৎ। বিণ।

সন্দেহভঞ্জন—সন্দেহ দূর করা; সন্দেহ দূর হওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সন্দোহ—সম্যক্‌ দোহন; সমূহ। সম্‌—দুহ্‌ (দোহন করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

সন্ধান—সন্ধি, মিলন; সংঘটন; মন্ত্র প্রস্তুতকরণ, গাঁজান; প্রাপ্তি; অন্বেষণ; রহস্য; তত্ত্ব; উদ্দেশ; বন্ধন; মিশ্রণ; বাণযোজন। সম্‌—ধা+অনট্‌ ভাব। বি; ক্লী।

সন্ধানসূত্র—অন্বেষণের উপায়, খুঁজিয়া লইবার খেই। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সন্ধানা—সন্ধান করা, তাক করা, শরাদি ছোড়া। ক্রি।

সন্ধানার্থ—অন্বেষণের নিমিত্ত। সন্ধান হইয়াছে অর্থ (প্রয়োজন) যাহার, বহু; অথবা সন্ধানের নিমিত্ত ইহা এই বাক্যে নিত্য। বিণ।

সন্ধানিত—অন্বেষিত; সংঘটিত, সংযোজিত। সন্ধান+ইত সংজাতার্থে। বিণ।

সন্ধানী (সন্ধানিন্‌)—অন্বেষণকারী; অনুসন্ধান পটু; যে খোঁজ খবর জানে। সন্ধান+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সন্ধানিনী**।

সন্ধানী—যে খোঁজ খবর জানে ও দেয়। বাংপ্র। বিণ।

সন্ধি—মিলন; বিজিগীষু এবং অরির ব্যবস্থা-পূর্বক ঐক্য; দেহের অস্থি প্রভৃতির সংযোগস্থল [জীবগণের দেহে দুইশত দশটি সন্ধি আছে। তন্মধ্যে হস্ত ও পদে ৬৮, কোষ্ঠে ৫৯ এবং গ্রীবায় ঊর্ধ্বভাগে ৮৩। সন্ধিসমূহ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত—চেষ্টাশীল ও স্থির। চেষ্টাশীল সন্ধি হস্ত, পদ, হনুদ্বয় (চোয়াল) এবং কটিদেশে অবস্থান করে; আর স্থির সন্ধি সকল দেহের অন্যান্য অংশে থাকে। আকৃতিভেদে সন্ধিসকলের আটটি নাম আছে, যথা—কোর, উদূখল, সামুদ্গ, প্রতর, তুন্নসেবনী, কাকতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খাবর্ত]; সত্য ত্রেতাদি যুগের মধ্য সময়; দিনরাত্রি বা তিথিদ্বয়ের মিলনক্ষণ; গাঁট; কবজা; জোড়; সুড়ঙ্গ; সিঁধ; নাটকাঙ্গ বিঃ, ব্যাকরণে—বর্ণদ্বয়সংযোগ-জাত বর্ণবিকার বিঃ [সন্ধি দুই প্রকার—স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি; স্বরবর্ণের সহিত স্বরবর্ণের যে সন্ধি হয় তাহা স্বরসন্ধি; আর ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জন-বর্ণের যে সন্ধি হয় তাহার নাম ব্যঞ্জন-সন্ধি]। সম্‌—ধা (ধারণ করা)+কি ভাব। বি; পু।

সন্ধিক্ষণ—সন্ধি সময়, দুই কাল বা দুইটি বিষয়ের মিলনকাল। ৬তৎ। বি; পু।

সন্ধিচোর—সিঁদেল চোর। ৬তৎ। বি; পু।

সন্ধিত—মিলিত ; বদ্ধ ; যাহা গাঁজিয়া উঠিয়াছে এরূপ। সন্ধা শব্দ (মিলন) + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

সন্ধিৎসু—সন্ধানেচ্ছু। সম্—সমস্ত ধা+উ কর্তৃ। বিণ।

সন্ধিপূজা-দুর্গোৎসবকালে অষ্টমীর শেষ ও নবমীর আরম্ভক্ষণে পূজা। সন্ধিকালীন যে পূজা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

সন্ধিবাত—দেহের মধ্যস্থলে জাত বাতরোগ, গেঁটে বাত। মধ্যপ। বি ; পু।

সন্ধিবিগ্রহ—সন্ধি ও যুদ্ধ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

সন্ধুক্ষিত-উদ্দীপিত ; প্রজ্বলিত, উত্তেজিত। সম্—ধুক্ষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্ধেয়—সন্ধিযোগ্য, মিলনার্হ। সম্—ধা (ধারণ করা) + য কর্ম। বিণ।

সন্ধ্যা—দিবা ও রাত্রির সন্ধিকাল ; তৎকালে উপাস্য মন্ত্রদেবতা [সন্ধ্যা তিনটি—প্রাতঃ-সন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা] ; প্রতিষ্ঠা ; চিন্তা ; যুগসন্ধি ; নদী বিঃ। সন্ধি শব্দ+কা+আপ্, অথবা সম্—ধ্যৈ (ধ্যান করা) + অ কর্ম + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সন্ধ্যাংশ—সত্য ত্রেতাদি যুগের আদ্য ও অন্ত্য অংশ ; যুগসন্ধি। ৬তৎ। বি ; পু।

সন্ধ্যাগায়ত্রী—প্রভাতাদিকালে উপাসনা ও গায়ত্রী। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

সন্ধ্যাতারা—সন্ধ্যাকালে উদিত নক্ষত্র, সাঁঝের তারা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সন্ধ্যাদীপ—সন্ধ্যাকালীন প্রদীপ, সন্ধ্যা-কালে প্রজ্বলিত দীপ। ৬তৎ। বি ; পু।

সন্ধ্যাবন্দনা—সন্ধ্যাকালীন বন্দনা, সন্ধ্যাহ্নিককালে কৃত উপাসনা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

সন্ধ্যারাগ—সন্ধ্যাকালীন রক্তিমা, সূর্যাস্ত-কালে রক্তাভ রাগ। ৬তৎ। বি ; পু।

সন্ধ্যাহ্নিক-সন্ধ্যা ও দেবপূজাদি। সন্ধ্যা ও আহ্নিক, দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

সন্নত—প্রণত ; শব্দিত, ধ্বনিত। সম্—নম্ (নত হওয়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্নতি—প্রণতি ; নম্রতা ; অবনতি ; শব্দ, ধ্বনি। সম্ নম্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সন্নদ্ধ—১। বর্মিত, সাঁজোয়া-পরা ; অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ; বূহ-বিন্যাসযুক্ত ; শ্রেণীবদ্ধ ; বদ্ধোদ্যত ; উৎপন্ন। সম্—নহ্ (বন্ধন করা) + ক্ত কর্ম কর্তৃ। ২। বদ্ধ। সম্—নহ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্না—১। অবসাদগ্রস্তা ; ক্ষীণা ; হীনা। সন্ন+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। চিমটার ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র যন্ত্র, মোচনা। <সন্দংশিকা। বি।

সন্নাহ—বর্ম, সাঁজোয়া ; পরিচ্ছদ। সম্—নহ্ (বন্ধন করা) + ঘঞ্ করণ। বি ; পু।

সন্নিকট—অতি নিকট, অত্যন্ত কাছে। সম্ (সম্যক্) নিকট, প্রাদি। বি ; স্ত্রী।

সন্নিকর্ষ—সান্নিধ্য, পার্শ্ব, নৈকট্য ; বিষয়েন্দ্রিয়। সম্বন্ধ ; ন্যায়ে—সামান্যলক্ষণ জ্ঞানলক্ষণা যোগজ এই ত্রিবিধ অলৌকিক প্রত্যক্ষসাধন উপায়। সম্—নি—কৃষ্ (কর্ষণ করা) + অল্ ভাব। বি ; পু।

সন্নিকৃষ্ট—সন্নিহিত, সমীপস্থ ; নিকটবর্তী। সম্—নি কৃষ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্নিধান, সন্নিধি—১। সামীপ্য, নৈকট্য ; স্থিতি ; আশ্রয় ; আবির্ভাব, সমাগম। সম্—নি—ধা (ধারণ করা) + অনট্, কি ভাব। ২। সাধুদিগের স্থান। সৎ-গণের নিধান বা নিধি, ৬তৎ। ৩। উত্তম নিধি। সৎ যে নিধান বা নিধি, কর্মধা। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

সন্নিধাপন—সংস্থাপন। সম্—ণিজন্ত ধা (-ধাপি) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সন্নিধাপনী—মুদ্রা বিঃ (অঙ্গুষ্ঠ উচ্চ করিয়া মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়ের সংযোগ)। সম্ ণিজন্ত ধা=ধাপি+অনট্ করণ+ ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সন্নিপতিত—উপস্থিত ; একত্র মিলিত ; অবতীর্ণ ; মৃত। সম্—নি—পত্ (পড়া) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্নিপাত—উপস্থিতি ; একত্র মিলন ; ত্রিদোষজ বিকার-রোগ বিঃ ; সমূহ ; নাশ ; যুদ্ধ। সম্—নি—পত্ (পড়া) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সন্নিপাতন—উপস্থাপন ; অবতারণ। সম্—নি—পাতি+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সন্নিবদ্ধ—দৃঢ়বদ্ধ ; গ্রথিত। সম্—নি—বন্ধ্ + ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্নিবন্ধন—১। সম্যক্‌রূপে একত্র সংকলন ; গ্রন্থন ; দৃঢ়বন্ধন। সম্—নি—বন্ধ্ (বাঁধা) + অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। উত্তম ভাষাগ্রন্থযুক্ত ; উত্তম প্রীতিদানযুক্ত। সৎ (উত্তম) হইয়াছে নিবন্ধন যাহার, বহু বিণ।

সন্নিবিষ্ট—উপবিষ্ট ; নিকটস্থ ; সম্মুখে উপস্থিত ; সংক্রান্ত। সম্—নি—বিশ্ (প্রবেশ করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্নিবৃত্ত—নিবৃত্ত, ক্ষান্ত ; প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত। সম্—নি—বৃত্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সন্নিবৃত্তি-নিবৃত্তি, বিরতি ; অপগম ; প্রত্যাবর্তন। সম্—নি—বৃত্ (থাকা) + ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সন্নিবেশ—১। বিন্যাস ; স্থিতি ; সংযোগ ; মিলন। সম্—নি—বিশ্+অল্ ভাব। ২। স্থান ; আশ্রম ; পুরবহিঃস্থ প্রদেশ ; নিকট। ...+অল্ অধি। বি ; পু।

সন্নিভ—তুল্য, সদৃশ, অনুরূপ। সম্—নি—ভা (দীপ্তি পাওয়া) + ড কর্তৃ। বিণ।

সন্নিহিত—১। সমীপস্থ, নিকটবর্তী ; সম্যক্ স্থাপিত। সম্—নি—ধা (ধারণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সন্নিধান, সামীপ্য। ...+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

সন্ন্যস্ত—নিক্ষিপ্ত ; অর্পিত ; স্থাপিত ; ত্যক্ত। সম্—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা) + ক্ত কর্ম। বিণ।

সন্ন্যাস—চতুর্থ আশ্রম, ভিক্ষু-ধর্ম ; সংসার-বাসনা-পরিহার ; কাম্যকর্ম পরিত্যাগ ; রোগ বিঃ। সম্—নি—অস্ (ক্ষেপণ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সন্ন্যাসধর্ম সংসারবাসনা ত্যাগরূপ ধর্ম ; ভিক্ষু ধর্ম ; কাম্যকর্ম পরিত্যাগরূপ ধর্ম। সন্ন্যাসই যে ধর্ম, কর্মধা। বি ; পু।

সন্ন্যাসী (-সিন্)—চতুর্থ আশ্রমী, ভিক্ষু ; সংসারত্যাগী ; সংসারবাসনাপরিত্যাগী। সন্ন্যাস+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী, -সিনী। [কর্মধা। বি ; পু।

সন্মার্গ—সৎপথ, ধর্মপথ। সৎ যে মার্গ,

সন্মার্গী (সন্মার্গিন্)—সৎপথাবলম্বী, ধর্ম-পথে বিচরণকারী, সাধুশীল। সন্মার্গ+ ইন্। বিণ ; পু।

সপ—বড় মাদুর বিঃ। আ-মূ। বি।

সপক্ষ-১। একপক্ষাবলম্বী ; অনুকূল ; তুল্য। সমান হইয়াছে পক্ষ যাহাদের, বহু। ২। পক্ষযুক্ত, পাখনাবিশিষ্ট। পক্ষের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সপক্ষতা—সহায়তা, আনুকূল্য। সপক্ষ শব্দ (অনুকূল) + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সপত্ন—বিপক্ষ, শত্রু। সহ শব্দ—পত্ (পড়া) + ন কর্তৃ। বি ; পু।

সপত্নী—সমানপতিকা স্ত্রী, সতীন। সমান হইয়াছে পতি যাহার, বহু। বি ; স্ত্রী।

সপত্নীক-সস্ত্রীক। পত্নীর সহ বর্তমান যে, বহু+ক আগম। বিণ ; পু।

সপরিবার-পরিজনবর্গ-সমন্বিত, স্ত্রীপুত্রাদি-যুক্ত। পরিবারের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সপরিবারে—পরিজনবর্গসমভিব্যাহারে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির সহিত। পরিবারের সহ বর্তমান এরূপে, বহু। ক্রি-বিণ। [অ।

সপসপ—আর্দ্রতার লক্ষণ-প্রকাশ। বাংপ্র।

সপসপে—আর্দ্রভাব প্রকাশক, ভিজিয়াছে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

সপাং, সপাৎ—বস্ত্রাদির আস্ফালন বা তদ্দ্বারা প্রহারের শব্দ, swish. বাংপ্র। অ।

সপাসপ—জোরে বেত্রাঘাতাদির শব্দ ; তাড়াতাড়ি ডাল ঝোল মাখানো ভাত প্রভৃতি খাইবার শব্দ। বাংপ্র। বি।

সপিণ্ড—সনাভি, সপ্তপুরুষাভ্যন্তর্বর্তী জ্ঞাতি। সমান পিণ্ড যাহাদের, বহু। বিণ।

সপিণ্ডীকরণ—প্রেতত্ব মোচনার্থ করণীয় শ্রাদ্ধ ; পিতৃপিণ্ডের সহিত প্রেতপিণ্ডের সংমিশ্রণ [মরণ দিবস হইতে এক বৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণের পর মানব প্রেতদেহ ত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। পুত্রের অন্নপ্রাশন, অরক্ষণীয়া কন্যার বিবাহ প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইলে এক বৎসরের পূর্বেও সপিণ্ডীকরণ হয়। ইহাকে অপকর্ষ সপিণ্ডন বলে]। সপিণ্ড + অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সপিণ্ডী)- কৃ (করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সপীনা, সফিনা—আদালতে হাজির হইবার আদেশপত্র, সমন। < ইং 'subpœna'. বি।

সপেটা—ফল বিঃ। পো-মু। বি।

সপ্ত—সপ্তম, সাতের পূরণ। সপ্তন্ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সপ্তী**।

সপ্ত (সপ্তন্)—সাত সংখ্যা, ৭। সপ্ (একত্রিত হওয়া) + তন্ কর্ম। বিণ।

সপ্তক—১। সপ্তসংখ্যা, ৭ ; সাতটা বস্তুর সমষ্টি ; (সংগীতে) সপ্তস্বরের সমষ্টি [ষড়্‌জ হইতে নিষাদ পর্যন্ত সাতটি স্বর লইয়া এক একটি সপ্তক হয় ; সপ্তক তিনটি—উদারা, মুদারা ও তারা]। সপ্তন্ (সাত) + কণ্। বি ; ক্লী। ২। সপ্তসংখ্যক ; সপ্তম। বিণ।

সপ্তকী—সাত-নর কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার। সপ্তন্ শব্দ (সাত)—কৈ (শব্দ করা) + ড কর্তৃ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সপ্তগ্রাম—স্বরের সাতটি আশ্রয় [সংগীতের ষড়্‌জাদি সাতটি স্বরের যাহা হইতে প্রথম স্বর আরম্ভ করা যায়, তাহাই সেই স্বরের গ্রাম]। দ্বিগু। বি ; পু।

সপ্তচত্বারিংশ—৪৭ এই সংখ্যার পূরক। সপ্তচত্বারিংশৎ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সপ্তচত্বারিংশী**।

সপ্তচত্বারিংশৎ—১। সাতচল্লিশ সংখ্যা, ৪৭। সপ্ত অধিক যে চত্বারিংশৎ, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ।

সপ্তচত্বারিংশত্তম—৪৭ এই সংখ্যার পূরক, সপ্তচত্বারিংশ। সপ্তচত্বারিংশৎ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সপ্তচত্বারিংশত্তমী**।

সপ্তচ্ছদ—সপ্তপর্ণ, ছাতিম গাছ। সপ্ত (সাত) ছদ (পত্র) যাহার, বহু। বি ; পু।

সপ্তজিহ্ব—অগ্নি। সপ্ত (সাত) জিহ্বা (অর্থাৎ জ্বালা) যাহার, বহু। বি ; পু। [অগ্নির সাতটি জিহ্বা এই—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরূপিণী। মতান্তরে আবহ, প্রবহ, উদ্বহ, সংবহ, বিবহ, নিবহ, পরিবহ—এই সাত বায়ুই অগ্নির সপ্তজিহ্বা।]

সপ্ততি—১। সত্তর সংখ্যা, ৭০। সপ্তগুণিত যে দশ, মধ্যপ, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যক। বিণ ; স্ত্রী।

সপ্ততিতম—৭০ সংখ্যার পূরক। সপ্ততি + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**তমী**।

সপ্তত্রিংশ—৩৭ এই সংখ্যার পূরক। সপ্তত্রিংশৎ + ডট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, -**শী**।

সপ্তত্রিংশৎ- সাঁইত্রিশ (৩৭)। সপ্তদ্বারা অধিকা যে ত্রিংশৎ, কর্মধা। বিণ বা বি ; স্ত্রী।

সপ্তত্রিংশত্তম—৩৭ এই সংখ্যার পূরক, সপ্তত্রিংশ। সপ্তত্রিংশৎ + তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সপ্তত্রিংশত্তমী**।

সপ্তদশ—১৭ এই সংখ্যার পূরক। সপ্তদশন্ + ডট পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সপ্তদশী**।

সপ্তদশ (সপ্তদশন্)—সতর সংখ্যক ; সতর সংখ্যা। সপ্তাধিক যে দশ, মধ্যপ। বিণ বা বি।

সপ্তদ্বীপ—১। জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর—এই সাত মহাদ্বীপ। কর্মধা। বি ; পু। ২। সাতটি দ্বীপ-বিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সপ্তদ্বীপপতি- অগ্নিধ্র মেধাতিথি বপুষ্মান জ্যোতিষ্মান দ্যুতিমান্ ভব্য সবন—এই সাত। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

সপ্তদ্বীপা—১। ধরণী, পৃথিবী। সপ্ত (সাত) দ্বীপ আছে যাহাতে, বহু ('সপ্তদ্বীপ' দ্রঃ)। বি ; স্ত্রী। ২। সাতটি দ্বীপ সমন্বিতা। বিণ ; স্ত্রী।

সপ্তধা সাত প্রকার ; সাতবার ; সাত ভাগে বা দিকে। সপ্তন্ শব্দ + ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

সপ্তপত্র, সপ্তপর্ণ—সপ্তচ্ছদ, ছাতিম গাছ। সপ্ত পত্র, পর্ণ যাহার, বহু। বি ; পু।

সপ্তপদী—বিবাহকালীন মণ্ডলিকা মধ্যে পদচালনা। সপ্ত পদের সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

সপ্তপাতাল—অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল ও পাতাল—এই সাতটি অধোলোক। কর্মধা। বি ; ক্লী।

সপ্তম—সাত সংখ্যার পূরক। সপ্তন্ (সাত) + মট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সপ্তমী**।

সপ্তমী—১। সাত সংখ্যার পূরণকারিণী। সপ্তম + ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। তিথি বিঃ। বি ; স্ত্রী। [দ্রঃ]।

সপ্তমীতৎপুরুষ—সমাস বিঃ ('সমাস'

সপ্তর্ষি—মরীচি অত্রি অঙ্গিরাঃ পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু বশিষ্ঠ—এই সাত ঋষি [কথিত আছে যে, এই সাত ঋষি সাতটি নক্ষত্র হইয়া অতি উচ্চে ধ্রুবলোকের নিম্নে বিরাজ করিতেছেন]। সপ্ত (সাত) যে ঋষি, কর্মধা। বি ; পু। [সংস্কৃত ভাষায় ইহা বহুবচনান্তরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।]

সপ্তর্ষিমণ্ডল—সাতটি বিশেষ নক্ষত্রের চক্র [কথিত আছে যে, বশিষ্ঠাদি সপ্ত ঋষি এই সাত নক্ষত্ররূপে বিরাজিত। ইহাকে সাধারণ লোকে 'সাতভাই' বলিয়া থাকে। ইউরোপে সপ্তর্ষিমণ্ডল 'বৃহৎ ভল্লুক' নামে অভিহিত]। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সপ্তলোক—ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—উপরিস্থ এই সাতটি লোক। সপ্ত যে লোক, কর্মধা। বি ; পু।

সপ্তশতী—দেবীমাহাত্ম্যসূচক গ্রন্থ, চণ্ডী (সাত শত শ্লোক থাকায় ইহা সপ্তশতী নামে অভিহিত) ; সাত শত। সপ্ত (সাত) শতের সমাহার, দ্বিগু। বি ; স্ত্রী।

সপ্তশলাক—বিবাহের শুভাশুভ দিন নির্ণয়ার্থ জ্যোতিষোক্ত চক্র বিঃ। সপ্ত শলাকা আছে যাহাতে, বহু। বি ; পু।

সপ্তসপ্তি, সপ্তাশ্ব—সূর্য। সপ্ত সপ্তি বা অশ্ব (ঘোটক) যাহার, বহু। [গায়ত্রী, উষ্ণিক্‌, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্, জগতী এই সাত ছন্দই ৭ অশ্ব]। বি ; পু।

সপ্তসমুদ্র—সপ্তসাগর। কর্মধা। বি ; পু।

সপ্তসাগর—লবণ ইক্ষু সুরা সর্পিঃ দধি দুগ্ধ জল—এই সাত বিভিন্ন পদার্থময় সাত সমুদ্র। কর্মধা। বি ; পু।

সপ্তসাম—রথন্তর বৃহৎ সাম বামদেব্য বৈরূপ পাবমান বৈরাজ চান্দ্রমস—এই সাত সাম। কর্মধা। বি ; ক্লী।

সপ্তস্বর—ষড়্‌জাদি সাতটি স্বর, ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ। [ইহাদের সংক্ষিপ্ত নাম—সা ঋ গ ম প ধ নি। ইংরেজী নাম—C D E F G A B. সংগীতশাস্ত্রে কথিত আছে যে, ময়ূর, বৃষভ, ছাগ, ক্রৌঞ্চ, কোকিল, ঘোটক এবং হস্তী, এই সাত জন্তুর স্বর লইয়া যথাক্রমে ষড়্‌জাদি স্বরের উৎপত্তি। এই সাতটি স্বর লইয়া এক একটি সপ্তক হয়। সপ্তক তিনটি—উদারা, মুদারা ও তারা। প্রথম সপ্তক (সা—নি) উদারা (খাদ) ; দ্বিতীয় সপ্তক (সা—নি) মুদারা (খাদ অপেক্ষা উচ্চ) ; তৃতীয় সপ্তক (সা- নি) তারা (চড়া)। এই সাতটি স্বরের আবার কোমল, অতি কোমল, তীব্র (কড়ি), অতি তীব্র প্রভৃতি ভেদ আছে।] বাংপ্র। বি।

সপ্তস্বর্গ—সপ্তস্বর। কর্মধা। বি ; পু।

সপ্তস্বরা—বাদ্যযন্ত্র বিঃ, জলতরঙ্গ [ইহাতে কাংস্যাদি নির্মিত সাতটি জলপূর্ণ পাত্র

সজ্জিত করিয়া বাজানো হয়]। বহু। বি ; স্ত্রী।

সপ্তাংশু, সপ্তার্চিঃ (-র্চিস্)—অগ্নি ; শনিগ্রহ। সপ্ত অংশু, অর্চিঃ (কিরণ) যাহার, বহু। বি ; পু।

সপ্তাঙ্গ—স্বামী অমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বল—রাজ্যের এই সাত অঙ্গ। সপ্ত যে অঙ্গ, কর্মধা। বি ; ক্লী।

সপ্তাহ—সাত দিন, হপ্তা। সপ্ত অহন্‌এর সমাহার, সমাহার দ্বিগু। বি ; পু।

সপ্রতিভ—প্রতিভান্বিত, মেধাবী, অতিশয় বুদ্ধিমান্ ; সতর্ক। প্রতিভার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সপ্রমাণ—প্রমাণযুক্ত, প্রমাণিত। বহু। বিণ।

সফর—পর্যটন ; রাজকর্মচারীদিগের এলাকা-মধ্যে ভ্রমণ। আ। বি।

সফর, সফরী—পুঁটিমাছ। স্ফুর্+অচ্ কর্তৃ ; সফর+ঈপ্। বি ; পু, স্ত্রী।

সফল—ফলযুক্ত ; নিষ্পন্ন ; সুসিদ্ধ। ফলের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সফলকাম—সিদ্ধমনোরথ, যাহার অভিপ্রায় সুসিদ্ধ হইয়াছে এরূপ। সফল হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ।

সফলতা—সাফল্য, সিদ্ধি ; কৃতকার্যতা। সফল+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সফলীকৃত—পূর্বে যাহা সফল ছিল না একণে সফল করা হইয়াছে। সফল শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (= সফলী)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সফিনা—বিচারালয়ে হাজির হইবার আজ্ঞাপত্র, ডাক। <ইং 'subpœna'. বি।

সফেদ—শুভ্র, সাদা। ফা। বিণ।

সফেদা—তণ্ডুলচূর্ণ, চাউলের গুঁড়া ; সীসা হইতে প্রস্তুত সাদা রঙ বিঃ ; খরমুজ বিঃ। ফা-মু। বি।

সফেন—ফেনযুক্ত, ফেনাবিশিষ্ট। ফেনের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সফোক্লেজ (Sophocles)—খ্রীঃ পূঃ ৪৯৫—৪০৬ অব্দ। সুবিখ্যাত গ্রীক নাট্যকার। ইনি প্রায় ১০০খানি নাটক রচনা করেন।

সব—সমস্ত ; সকল। <সর্ব। বি।

সবংশে—বংশের সহিত, কুলজাত সকল লোকের সহিত। বংশের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সবজান্তা—(প্রায় ব্যঙ্গার্থে) সর্বজ্ঞ, যে সবই জানে। বাংপ্র। বিণ।

সবজি—উদ্ভিজ্জ দ্রব্য ; শাক ; কাঁচা উদ্ভিদ্ বা তরকারি। ফা-মু। বি।

সবর্ণ—সমানবর্ণযুক্ত ; তুল্যবর্ণ ; সমানজাতীয় ; সদৃশ ; ব্যাকরণে—একস্থানোচ্চারিত (বর্ণ)। সমান বর্ণ যাহাদের, বহু। বিণ।

সবল—বলবান্, ক্ষমতাবিশিষ্ট। বলের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবলতা—বলবত্তা, সামর্থ্য। সবল+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সবলোট—যে সব লুটিয়া ভোগ করে এমন ; লম্পট। বাংপ্র। বিণ।

সবহারা—নিঃস্ব ; হৃতসর্বস্ব। বাংপ্র। বিণ।

সবহুঁ—সকলই। প্রা। কপ্র। সর্ব।

সবাই—সকলে। বাংপ্র। বিণ।

সবাক্ (-বাচ্)—বাক্যযুক্ত। বাক্যের সহ বর্তমান, বহু। বিণ।

সবাক্‌চিত্র—বাক্যযুক্ত চলচ্চিত্র, টকি। কর্মধা। বি ; ক্লী।

সবাস—গন্ধযুক্ত ; গৃহযুক্ত, গৃহস্থ। বাসের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবাসাঃ (সবাসস্)—বস্ত্রপরিহিত। বাসস্-এর (বস্ত্রের) সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ ; পু, বা স্ত্রী।

সবিকল্পক—(বেদান্তে) জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় ভেদ-জ্ঞান ; (স্যায়ে) বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান। বিকল্পের সহ বর্তমান যে, বহু। বি ; ক্লী।

সবিতা (সবিতৃ)। ১। জনয়িতা, উৎপাদক। সূ (প্রসব করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সবিত্রী**। ২। সূর্য ; ঈশ্বর। বি ; পু।

সবিত্রী—১। জনয়িত্রী, উৎপাদিকা। সবিতৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। জননী, মাতা। বি ; স্ত্রী।

সবিদ্য—বিদ্বান্ ; কৃতবিদ্য। বিদ্যার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবিধ—সদৃশ ; নিকট। সমান হইয়াছে বিধা যাহার, বহু। বিণ।

সবিনয়—বিনয়যুক্ত, বিনীত। বিনয়ের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবিনয়ে—বিনয়ের সহিত, বিনীতভাবে। বহু। ক্রি-বিণ।

সবিরাম—বিরামযুক্ত, বিচ্ছেদবিশিষ্ট, যাহা থামিয়া থামিয়া হয় এরূপ, একটানা নয় এমন, intermittent. বিরামের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সবিশেষ—সম্যক্-প্রকার। বিশেষের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবিস্তর—প্রচুর ; অধিক। বিস্তরের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবিস্তার—বিস্তৃতিযুক্ত ; অসংক্ষিপ্ত, বাহুল্য-বিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সবিস্ময়—বিস্ময়যুক্ত, বিস্মিত, আশ্চর্যান্বিত। বিস্ময়ের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবুক্তগীন, আমীর—(শাসনকাল ৯৭৭—৯৯৮ খ্রীঃ)। ইনি ৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর রাজা হন। ইহার পুত্রের নাম সুলতান মামুদ।

সবুজ—হরিদ্বর্ণ, শ্যামল। ফা-মু। বিণ।

সবুর—ধৈর্যধারণ ; অপেক্ষা ; বিলম্ব, তর। ফা-মু। বি বা বিণ।

সবৃদ্ধি, সবৃদ্ধিক—বৃদ্ধিযুক্ত ; সুদ-সমেত। বৃদ্ধির সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সবে—১। সকলে। কপ্র। ২। সাকল্যে, মোট ; কেবল, শুদ্ধ, মাত্র ; এখনই, এই মাত্র। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সব্য—বাম, বাঁ ; প্রতিকূল ; দক্ষিণ, ডাইন। সূ (প্রসব করা)+য কর্ম। বিণ।

সব্যসাচী (-সাচিন্)—বাম হস্তে শর-ক্ষেপক, উভয় হস্তেই শরক্ষেপণপটু, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ; যে উভয় হস্তেই সমান কার্য করিতে পারে। সব্য (বাম)—সচ্ (ক্ষেপণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু।

সভর্তৃকা—পতিযুক্তা, সধবা। ভর্তার সহ বর্তমানা যে (যে স্ত্রী), বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সভা—পরিষৎ, সমিতি, সমাজ, কোন কার্যের নিমিত্ত যে স্থানে বহু লোক মিলিত হয়, দরবার। সহ শব্দ—ভা+ক্বিপ্ অধি। বি ; স্ত্রী।

সভাগৃহ—সভাভবন, যে গৃহে সভা হয়। ৪তৎ বা ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সভাজন—১। ভাজনযুক্ত। ভাজনের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। ২। পূজা ; কুশল-প্রশ্ন ; সম্ভাষণ ; আনন্দন। সভাজ্ (সেবা করা, সম্ভাষণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ৩। সভাসৎ, সভ্য। সভার জন, ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সভাতল—সভাস্থান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সভানায়ক—সভাপতি। ৬তৎ। বি ; পু।

সভানেতা (-নেতৃ)—সভার নায়ক বা চালক, সভাপতি। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু। [স্ত্রী।

সভানেতৃত্ব—সভাপতিত্ব। ৬তৎ। বি ;

সভানেত্রী—সভার নায়িকা বা পরি-চালিকা, সভার কর্ত্রী। ৬তৎ। বিণ বা বি ; স্ত্রী। [৬তৎ। বি ; পু।

সভাপতি—সভার অধ্যক্ষ, সমিতির কর্তা।

সভাপতিত্ব—সভাপতির পদ, সভার অধ্যক্ষের অধিকার। সভাপতি+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সভাভঙ্গ—সভার কার্যশেষ, সভা হইতে সকলের প্রস্থান। ৬তৎ। বি ; পু।

সভাসৎ (-সদ্)—সভ্য, পারিষদ, সভাস্থ ; সামাজিক ; বিজ্ঞ। উপতৎ ; সভা—সদ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ বা বি।

সভাসমিতি—পরিষৎ, সভা। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী। [দুইটি শব্দই একার্থক।]

সভাসীন—সভায় উপবিষ্ট, সভায় উপস্থিত। সভাতে আসীন, ৭তৎ। বিণ।
সভাস্থল—সভাস্থান, সভার ক্ষেত্র। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
সভ্য—সভাসদ, সদস্য; সামাজিক; সদ্বংশজাত, শিষ্ট, ভদ্র, সাধুশীল; যাহার সমাজ বা জীবনযাত্রা উন্নত; দ্যূতকর; সভাসংক্রান্ত। সভা শব্দ+য্য। বিণ।
সভ্যজগৎ—ভদ্রতাযুক্ত সংসার; শিষ্ট সমাজ; আর্যাবর্ত। কর্মধা। বি; ক্লী।
সভ্যতা—সামাজিকতা, শিষ্টতা, ভদ্রতা; সমাজ বা জীবনযাত্রার উৎকর্ষ। সভ্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।
সভ্যনির্বাচন—সভাসদ মনোনয়ন, সভার উপযুক্ত ব্যক্তি বাছিয়া লওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।
সভ্যভব্য—ভদ্রতাযুক্ত; পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সভ্য অথচ ভব্য, কর্মধা। বিণ।
সম্—সম্যক্; প্রকৃষ্ট; শোভন; তুল্য; সংগত; সংযোগ; সামীপ্য; আভিমুখ্য; সমূহ; সমুচ্চয়। সো+ডম্ কর্তৃ। অ।
সম—১। সমান, তুল্য; সকল, সমস্ত; ঋজু; অবন্ধুর; সাধু; যুগ্ম। সম্ (অবিকল হওয়া)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। গীত-বাদ্যাদি বিষয়ে লয়, তালের মধ্যে অধিকতর জোরে উচ্চারিত বা বাদিত অংশ; অর্থালংকার বিঃ। বি; ক্লী।
সমকক্ষ—তুল্য প্রতিযোগী। সম (সমান) যে কক্ষ (প্রতিযোগী), কর্মধা, অথবা সম হইয়াছে কক্ষ (প্রতিযোগিতা) যাহার, বহু। বিণ। [বি; পু।
সমকাল—তুল্য কাল, এক সময়। কর্মধা।
সমকালীন—তুল্যকালে উৎপন্ন, এক সময়ে উদ্ভূত। সমকাল+ঈন ভবার্থে। বিণ।
সমকোণ—এক সরল রেখা অন্য এক সরল রেখার উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান হইলে উভয়পার্শ্বস্থ উৎপন্ন কোণদ্বয় যদি পরস্পর সমান হয়, তবে তাহাদের প্রত্যেকটি সমকোণ, right angle. কর্মধা। বি; পু।
সমক্ষ—১। চক্ষুর সমীপে। অক্ষির সমীপে, অব্যয়ী। অ। ২। ইন্দ্রিয়গোচর; প্রত্যক্ষ; সম্মুখবর্তী। অক্ষের (ইন্দ্রিয়ের) অভিমুখে, অব্যয়ী। বিণ।
সমগ্র—সমস্ত, সমুদয়। সম (সকল)—গ্রহ্ (লওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।
সমজ, সমঝ—বুদ্ধি, জ্ঞান; বিবেচনা; বোধ, বুঝা। হি। বি।
সমজদার, সমঝদার—বোদ্ধা, জ্ঞানী; যে বুঝিতে পারে এরূপ। হি-মু। বিণ।
সমজাতীয়—একজাতীয়, তুল্যজাতিবিশিষ্ট, এ কশ্রেণীস্থ। সমজাতি+ঈয়। বিণ।
সমজানো, সমঝানো—বুঝা বা বুঝানো। হি-মু। ক্রি।
সমঝ—'সমজ (২)' দ্রঃ।
সমঝদার—'সমজদার' দ্রঃ।
সমঝা—সমজানো (তাহা দ্রঃ)।
সমঞ্জস—উচিত; যোগ্য; সমীচীন; অভ্যস্ত; সত্য; সুজন। সম্ (সম্যক্) হইয়াছে অঞ্জস (যাথার্থ্য) যাহার, বহু। বিণ।
সমতল—সমানভূমি, অবন্ধুর। সম (সমান) হইয়াছে তল যাহার, বহু। বিণ।
সমতা, সমত্ব—সাম্য, তুল্যতা; অবন্ধুরতা; ঋজুতা। সম+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।
সমতীত—সম্যক্ অতীত, গত। সম্ অতি—ই (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সমতুল—যোগ্য; তুলনীয়। সমা তুলা যাহার, বহু। বিণ।
সমতুল্য—সমকক্ষ, সমান সমান। বাংপ্র। বিণ।
সমত্রিভুজ—যে ত্রিভুজের তিনটি বাহুই পরস্পর সমান তাহা, equilateral triangle. সম ত্রিভুজ যাহার, বহু। বি; ক্লী।
সমদর্শন, সমদৃষ্টি—১। সমান দৃষ্টি, একরকম নজর, তুল্যভাবে দর্শন। কর্মধা। বি; ক্লী, স্ত্রী। ২। সমান দৃষ্টিসম্পন্ন, তুল্যভাবে দর্শনকারী, সমদর্শী। বহু। বিণ।
সমদর্শিতা—সমদর্শীর ভাব, সকলকে সমান দেখা; নিরপেক্ষতা; বিবেকিতা। ['সমদর্শী' দ্রঃ।] সমদর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।
সমদর্শী (-দর্শিন্)—সর্বত্র বা সকলকে একরূপ দর্শনকারী; নিরপেক্ষ; পণ্ডিত; বিবেকী; তত্ত্বজ্ঞানী। উপতৎ; সম (সমান)—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-দর্শিনী**। বি, **-দর্শিতা**।
সমধিক—অত্যন্ত অধিক, প্রচুর। সম্ (সম্যক্) যে অধিক, প্রাদি। বিণ।
সমন—আহ্বান; আদালতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান বা আদেশপত্র। <ইং 'summons'. বি।
সমন্ততঃ (-তস্), **সমন্তাৎ**—সকল দিকে; সর্বত্র; চতুর্দিকে। সমন্ত+তস্, আৎ ৭মী স্থানে। অ। [ক্লী।
সমন্তপঞ্চক—কুরুক্ষেত্রস্থ তীর্থ বিঃ। বি;
সমন্তভদ্র—বুদ্ধদেব। সমন্তাৎ (সকল দিকে) ভদ্র, ৭তৎ। বি; পু।
সমন্তাৎ—'সমন্ততঃ' দ্রঃ।
সমন্ত্রক—মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রপূত। মন্ত্রের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।
—সংগতি; সংযোগ, মিলন; ঐক্য; অবিরোধ। সম্ অনু- ই+অল্ ভাব। বি; পু।
সমন্বিত—সংগত, মিলিত, সংযুক্ত; অবিরুদ্ধ। সম্—অনু—ই+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সমপদস্থ—তুল্যরূপ পদে স্থিত, তুল্যসম্মানযুক্ত, সমান আধিপত্যবিশিষ্ট। সম যে পদ সে সমপদ, কর্মধা; সমপদ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।
সমপৃষ্ঠ—সমতল, অবন্ধুর, অনুচ্চাবচ। সম (সমান) পৃষ্ঠ যাহার, বহু। বিণ।
সমপ্রাণ—সুহৃদ্ সখা, বন্ধু। সম (তুল্য) হইয়াছে প্রাণ যাহার, বহু। বিণ।
সমবয়সী—এক বয়সী, সমান বয়ঃক্রমবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।
সমবয়স্ক—তুল্যবয়সবিশিষ্ট; একবয়সী। সম (সমান) হইয়াছে বয়ঃ (বয়স্) যাহার, বহু। বিণ।
সমবস্থা—১। অবস্থা, দশা। সম্—অব—স্থা+ও ভাব+আপ্। ২। সমতা, সাম্য। সম অবস্থা, কর্মধা (শকন্ধ্বাদি)। বি; স্ত্রী।
সমবায়—মিলন; নিত্য সম্বন্ধ; সমূহ, গণ; যৌথ অনুষ্ঠান। সম্—অব—ই+অল্ ভাব। বি; পু।
সমবায়-সমিতি—অনেকে মিলিত হইয়া একযোগে কার্য করিবার ও পরস্পরকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সম্মিলনী (co-operative society)। বি; স্ত্রী।
সমবায়ী (-য়িন্)—নিত্যসম্বন্ধী; উপাদানীভূত। সমবায়+ইন্। বিণ; পু।
সমবেত—মিলিত; একত্রিত, নিত্যসম্বদ্ধ, নিত্যযুক্ত। সম্—অব—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সমবেদনা, -ব্যথা—তুল্যযাতনা, সহানুভূতি, অন্যের সুখদুঃখাদিতে সুখদুঃখানুভব। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বি; পু।
সমভাব—সমতা, তুল্যতা, সাদৃশ্য। ৬তৎ।
সমভিব্যাহার—সঙ্গ, একত্র সংযোগ, একত্র গমন। সম্—অভি—বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।
সমভিব্যাহারী (-হারিন্)—সঙ্গী, একত্র গমনকারী; সহগামী; সহিত। সম্—অভি—বি—আ—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সমভিব্যাহারিণী**।
সমভিব্যাহৃত—একত্রিত, সঙ্গে চলিত, সহোচ্চারিত; সহিত। সম্—অভি—বি—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।
সমভিহার—পৌনঃপুন্য; আতিশয্য। সম্—অভি—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।
সমমণ্ডল—গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে উত্তরবৃত্ত ও দক্ষিণবৃত্ত পর্যন্ত দুই ভূভাগ (temperate zone). বি; ক্লী।

সময়—১। কাল; যোগ্যকাল, সুযোগ; শপথ; প্রতিজ্ঞা; অবসর, ফুরসৎ; মৃত্যু-কাল; নিয়ম; কড়ার; আচার; সংকেত; নির্দেশ; সিদ্ধান্ত; সীমা; কর্তব্যনির্বাহ। সম্—ই (গমন করা)+অন্ কর্তৃ বা সম (সমান)—যা (যাওয়া)+ড কর্তৃ; অথবা সম শব্দ—মি (ক্ষেপণ করা)+অল্ অধি। বি; পু। ২। সৌভাগ্যশালী। সম্ (সম্যক্) অয় (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ।

সময়নিষ্ঠ—নির্দিষ্ট সময়ে কার্যকারী, punctual. বহু। বিণ। বি, **-নিষ্ঠা**।

সময়সেবক, সময়সেবী (-সেবিন্)—সময়ের উপাসক; সময়ের মূল্যজ্ঞ; সময়ের গতি বুঝিয়া তদুপযুক্ত ভাবে কার্যকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সময়সেবিকা, সময়সেবিনী**।

সময়ানুবর্তী (-র্তিন্)—যে কালের ধারা মানিয়া চলে এমন; সময়ের উপযোগী। উপতৎ; সময়—অনু—বৃৎ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, **-র্তিনী**।

সময়ান্তর—অন্য সময়, ভিন্ন কাল। নিত্য। বি; ক্লী।

সময়যোগ্য—সমকক্ষ, তুল্যপদস্থ, প্রতিদ্বন্দ্বী। সম (তুল্য) যে যোগ্য, কর্মধা। বিণ।

সময়োচিত, সময়োপযোগী (-যোগিন্)—সময়ের উপযুক্ত, কালোপযুক্ত, সময়যোগ্য। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-তা -যোগিনী**।

সমর—যুদ্ধ, রণ, সংগ্রাম। সম্—ঋ (গমন করা)+অল্ অধি; অথবা মরের (মরণ-শীলের) সহিত বর্তমান যে, বহু। বি; ক্লী বা পু।

সমরকৌশল—রণনৈপুণ্য, যুদ্ধপটুতা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সমরজয়ী (-জয়িন্)—রণবিজয়ী, যুদ্ধ-জয়কারী। ৭তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সমরজয়িনী**।

সমরপোত—রণতরী, যুদ্ধ জাহাজ। ৪তৎ। বি; পু। [স্ত্রী।

সমরভূমি—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। বি;

সমরশয্যা—যুদ্ধস্থলরূপ শয্যা, রণক্ষেত্ররূপ বিছানা। রূপক। বি; স্ত্রী।

সমরশায়ী (-শায়িন্)—রণশয্যায় শয়ন-কারী, সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে করিতে জীবনবিসর্জনকারী। উপতৎ; সমর—শী (শয়ন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সমরশায়িনী**।

সমরসচিব—যুদ্ধমন্ত্রী। মধ্যপ। বি; পু।

সমরসিংহ—মিবারের (বা চিতোরের) রাণা। ইনি দিল্লী ও আজমীরের শেষ হিন্দু রাজা মহাবীর পৃথ্বীরাজের ভগিনী-পতি ছিলেন। কান্যকুব্জেশ্বর জয়চন্দ্রের আহ্বানে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী আক্রমণ করিলে ইনি শ্যালকের সঙ্গে যোগ দিয়া আক্রমণকারীর গতিরোধের চেষ্টা করেন। নারায়ণ (বা তিরাওরি) নামক স্থানের উভয় যুদ্ধেই ইনি শ্যালকের সহিত উপস্থিত ছিলেন। প্রথমবারের যুদ্ধে ইহারই শৌর্য-প্রভাবে ও রণকৌশলে মহম্মদের পরাজয় ঘটে। দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে ইনি পৃথ্বী-রাজের সহিত বীরশয্যায় শয়ন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন (১১৯৩ খ্রীঃ)।

সমরাঙ্গন—রণক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সমরাশি—যে সকল রাশি দুই ভাগে সমান বিভক্ত হইতে পারে এরূপ (২, ৪, ৬, ৮ প্রভৃতি)। কর্মধা। বি; পু।

সমরু—জন্ম ১৭২০ খ্রীঃ। কেহ কেহ বলেন, ইনি একজন জার্মান কসাইএর পুত্র। একখানি ফরাসী জাহাজে নাবিকরূপে ইনি ভারতে আসেন। পরে ফরাসী সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করেন। সেই সময় ইনি সম্নর (Sumner) বা সমর্স্ (Somers) নাম গ্রহণ করেন। সেনাগণ ইহাকে সম্বর (Sombre) এবং দেশীয়গণ সমরু (Sumru) বলিত। কিছুদিন পরে ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈনিক-বিভাগে কার্য করেন। পরে যথাক্রমে ফরাসিগণের, অযোধ্যার নবাবের ও সিরাজউদ্দৌলার অধীনে কর্ম করেন। অনন্তর গ্রেগরী নামক একজন আর্মে-নিয়ানের ভৃত্যস্বরূপে মীরকাসিমের অধীনে কর্ম করেন। শেষোক্ত কার্যকালে ১৭৬৩ খ্রীঃ অক্টোবর মাসে ইনি পাটনাতে ৫১ জন ইংরাজ ও অপরজাতীয় ১০০ জনকে ধৃত ও নিহত করিয়া অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্তর ভরতপুর ও জয়পুর সরকারে এবং দিল্লীর উজির নাজফ খাঁর অধীনে কিছুদিন নিযুক্ত থাকেন। পরে সরধানা দেশে একটি মূল্যবান্ সম্পত্তি লাভ করিয়া সেইখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন এবং সমরু বেগমের সহিত তথায় বাস করিতে থাকেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ ৪ঠা মে আগ্রা শহরে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইনি অশিক্ষিত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। যুদ্ধনৈপুণ্য ইঁহার কিছুমাত্র ছিল না, এবং ইনি যে সৈন্যদলের পরিচালক ছিলেন, তাহাও হীনচরিত্র ছিল। ইঁহার প্রকৃত নাম ওয়াল্টার রেণহার্ড (Walter Reinhard)।

সমরু (বেগম)—ইঁহার প্রকৃত নাম জেবলনিসা। জাতিতে জর্জীয়ান। ইনি কাশ্মীরে জন্মগ্রহণ করেন। সমরুর সহিত ইনি সরধানাতে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্পত্তি ও সেনাদলের অধিকারিণী হন এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্ম অবলম্বন করেন। কিছুদিন পরে ইনি লেভাস্সোল (Levassoult) নামক একজন ফরাসীকে বিবাহ করেন। সমরু বেগমের বিদ্রোহী সেনাদলের হস্ত হইতে কষ্টে আত্মরক্ষা করিয়া লেভাস্-সোল আত্মহত্যা করেন। সমরু বন্দী হন। পরে ইঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ জর্জ টমাসের সহিত সখ্য স্থাপিত হইলে ইনি মুক্তি এবং স্বাধিকার পুনঃপ্রাপ্ত হন। ইনি সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, এবং ১৮০৩ খ্রীঃ এসাইয়ের যুদ্ধে পরাভূত হইয়া জেনারেল লেকের অধীনতা স্বীকার করেন। সেই সময় হইতে ইনি সৈন্যদল ছাড়াইয়া দিয়া ইংরাজের সহিত সখ্যভাবে কালযাপন করেন। সমরু বেগম প্রভূত ধনশালিনী ছিলেন এবং বিবিধ খ্রীষ্টীয় ধর্মসম্প্রদায়কে বিস্তর দান করিয়াছিলেন। কলিকাতার বিশপের হস্তে দানার্থে ৫০০০০৲ টাকা দিয়াছিলেন এবং মিরাটে কয়েকটি গির্জা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইনি উচ্চপদবিশিষ্টার ন্যায় চলিতেন এবং ভারতের উচ্চতম কর্মচারিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুব্যয়ে আপ্যায়িত করিতেন। ৮০ বৎসরের অধিক বয়সে সমরু বেগম ১৮৩৬ খ্রীঃ ২৭শে জানুয়ারি দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে আনুমানিক ৭০-৮০ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান। এই টাকার কিয়দংশ দানকার্যে নিযুক্ত করিয়া অবশিষ্টাংশ পৌত্র ডাইস সমবরুকে (Dyce Sombre) দিয়া যান।

সমরেন্দ্র সিং—মিবারের (বা উদয়পুরের) সুপ্রসিদ্ধ রানা মহাবীর প্রতাপ সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথম অবস্থায় ইনি কোন কারণে প্রতাপ সিংহের বিরাগভাজন হন ও তৎকর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া ক্ষোভে ও ঘৃণায় পিতৃরাজ্য পরিত্যাগপূর্বক প্রতাপের প্রবল বৈরী মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত যোগদান করিয়া তাঁহার অধীনে সৈনাপত্য গ্রহণ করেন। অনন্তর মোগলদিগের সহিত হলদিঘাটের বিখ্যাত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ যৎকালে প্রিয়তম অশ্ব চৈতককে আরূঢ় হইয়া রণক্ষেত্র ত্যাগ করেন, সেই সময়ে দুইজন যুবক সেনানী তাঁহার প্রাণনাশের নিমিত্ত তাঁহার অনুসরণ করে। জ্যেষ্ঠের এই ঘোর সংকট উপস্থিত দেখিয়া সমরেন্দ্র অনুতাপের বৃশ্চিকদংশনে অস্থির হইয়া পড়েন এবং মুসলমান সেনানীদ্বয়ের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের প্রাণসংহার-

পূর্বক জ্যেষ্ঠের জীবনরক্ষা করেন। অতঃপর উভয় ভ্রাতার মিলন হয়। কেহ কেহ ইহার নাম "শক্ত সিংহ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

সমর্থ—শক্তিশালী, বলবান্ ; ক্ষমতাবিশিষ্ট ; যোগ্য ; পারক ; প্রশস্ত ; হিত ; উপযুক্ত ; অভীষ্ট। সম্—অর্থ্ + অন্ কর্তৃ। বিণ।

সমর্থক—স্থিরীকারক, মীমাংসক ; দৃঢ়ীকারক, পোষক। সম্-অর্থ+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সমর্থিকা**।

সমর্থন, সমর্থনা—স্থিরীকরণ, বিবেচনা, মীমাংসা ; দৃঢ়ীকরণ ; প্রতিপোষণ ; নিশ্চয় ; উৎসাহ ; সম্ভাবনা। সম্—অর্থ (যাচ্ঞা করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে …+অন ভাব+আপ্। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সমর্থিত—স্থির কৃত ; বিবেচিত ; মীমাংসিত ; দৃঢ়ীকৃত ; উৎসাহিত ; সম্ভাবিত। সম্—অর্থ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমর্পণ—দান ; সম্যক্ অর্পণ ; স্থাপন। সম্—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সমর্পণীয়—দেয় ; স্থাপনযোগ্য। সম্—ঋ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সমর্পিত—প্রদত্ত ; স্থাপিত। সম্—ণিজন্ত ঋ বা অর্পি (অর্পণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমল—মলযুক্ত ; মলিন। মলের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। [স্ত্রী।

সমশ্রেণী—একশ্রেণী, একদল। কর্মধা। বি ;

সমশ্রেণীভুক্ত—একশ্রেণীভুক্ত, এক দলের অন্তর্গত। ৬তৎ বা ৩তৎ। বিণ।

সমষ্টি—সম্যক্ ব্যাপ্তি ; সামগ্র্য, সমস্ত ; গণিতে—যোগফল, মোট। সম্—অশ্ (ব্যাপা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমষ্টীভূত—সমগ্রীভূত, যাহা পূর্বে সমষ্টি ছিল না একণে সমষ্টি হইয়াছে। সমষ্টি শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=সমষ্টী)—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমসন—সমাস ; সমাসকরণ ; সংক্ষেপ। সম্—অস্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সমসাময়িক—সমকালিক, এককালে বিদ্যমান। সম যে সময় সে সমসময়, কর্মধা ; তদুত্তরে ফিক। বিণ। স্ত্রী—**সমসাময়িকী**।

সমস্ত—সমুদায়, সকল, সমগ্র ; সংক্ষিপ্ত ; কৃতসমাস ; সংক্ষিপ্ত। সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমস্যমান—যাহাদের সমাস করা হইতেছে এরূপ। সম—অস্ (ক্ষেপণ করা)+শান কর্ম। বিণ।

া—১। মিলন, মিশ্রণ ; সংঘটন। সম্—অস্+য ভাব+আপ্। ২। শ্লোক-পূরণার্থ প্রশ্নোত্তররূপ সংক্ষিপ্ত বাক্য ; সমাধানার্থ প্রশ্ন, problem ; জটিল বিষয় ; কিংকর্তব্যবিমূঢ় ভাব বা অবস্থা। সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+য কর্ম+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সমস্যাপূরণ—জটিল প্রশ্নের মীমাংসা ; সমস্যা মিটানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সমাংশ—তুল্যাংশ, তুল্য ভাগ। কর্মধা। বি ; পু।

সমাংস—মাংসযুক্ত। বহু। বিণ।

সমাকর্ষী (-কর্ষিন্)—১। অতি নির্হারী গন্ধ, দূরগামী গন্ধ। সম্—আ-কৃষ (কর্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি ; পু। ২। আকর্ষণকারী। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সমাকর্ষিণী**।

সমাকীর্ণ—ব্যাপ্ত, সংকুল, সমাচ্ছন্ন। সম্—আ-কৄ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাকুল—ব্যাকুল ; হতবুদ্ধি ; ব্যাপ্ত সংপৃক্ত। সম্ (সম্যক্) আকুল, প্রাদি বিণ।

সমাক্রান্ত—আক্রান্ত ; গৃহীত ; ব্যাপ্ত বিস্তৃত ; অধিষ্ঠিত। সম্-আ-ক্রম্ (গমন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাগত—আগত, উপস্থিত ; মিলিত সম্—আ—গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাগতি, সমাগম—আগমন, উপস্থিতি সঙ্গম। সম্—আ—গম্ (গমন করা)+ক্তি, অল্ ভাব। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

সমাঘাত—সম্যক্ আঘাত, সংগ্রাম, যুদ্ধ সম্ (সম্যক্) যে আঘাত, প্রাদি। বি ; পু

সমাচার—১। শিষ্টাচার, উত্তম আচরণ সম্—আ—চর্+ঘঞ্ ভাব। অথবা স (উত্তম) যে আচার, কর্মধা। বি ; পু ২। সংবাদ, খবর। বাংগ্র। বি।

সমাচ্ছন্ন—আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা। সম্—আ—ছদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাজ—১। সমূহ, গণ ; সম্প্রদায় ; পরস্পর নির্ভরশীল মানবসমূহ। সম্—অজ্ (গমন করা)+ঘঞ্ কর্তৃ। ২। সভা, সমিতি ; বৈ'কবদের শবসমাধি। সম্—অজ্+ঘঞ্ আধি। ৩। এক সঙ্গে গমন। সম্—অজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সমাজচ্যুত—সমাজভ্রষ্ট, সম্প্রদায় হইতে বহিষ্কৃত। ৫তৎ। বিণ।

সমাজতত্ত্ব—সামাজিক বৃত্তান্ত, সম্প্রদায়-সম্বন্ধীয় ব্যাপার। বি ; ক্লী।

সমাজতন্ত্রী (-তন্ত্রিন্)—সমাজতন্ত্র মতাবলম্বী, socialist. সমাজতন্ত্র +ইন্ আছে অর্থে। বিণ।

সমাজনীতি—সমাজের নিয়ম, সম্প্রদায়ের বিধি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সমাজপতি—সমাজের অধ্যক্ষ, সম্প্রদায়ের নেতা। ৬তৎ। বি ; পু।

সমাজপতিত—সমাজচ্যুত, এক-ঘরে। ৫তৎ। বিণ। [বিণ।

সমাজবদ্ধ—দলবদ্ধ, সংঘীভূত। ৩তৎ।

সমাজবহির্ভূত—সমাজত্যক্ত ; সমাজে অপ্রচলিত। ৫তৎ। বিণ।

সমাজবিরুদ্ধ—সমাজের প্রতিকূল, সামাজিক রীতির বিপরীত। ৬তৎ। বিণ।

সমাজরহিত—সমাজশূন্য, সম্প্রদায়বিহীন, সমাজচ্যুত। ৩তৎ। বিণ।

সমাজশক্তি—সমাজের ক্ষমতা, সম্প্রদায়ের সামর্থ্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সমাজশাসন—সমাজবিধি, সামাজিক নিয়ম ; সামাজিক শাস্তি। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সমাজসংস্কার—সমাজের শোধন, সমাজের কুনিয়ম নিবারণপূর্বক সুনিয়মের প্রবর্তন। ৬তৎ। বি ; পু।

সমাজসংস্কারক—সমাজের দোষসংশোধন-কারী, সমাজের মন্দ নিয়ম নিবারণপূর্বক সুনিয়মের প্রবর্তক। ৬তৎ। বিণ।

সমাজহিত—সমাজের ইষ্ট, সম্প্রদায়ের উপকার। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সমাজহিতৈষী (-ষিন্)—সমাজের হিত-সাধনেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -ষিণী।

সমাদর—অতিশয় আদর ; সম্মান। সম্ (সম্যক্) যে আদর, প্রাদি। বি ; পু।

সমাদরণীয়—অতিশয় আদরণীয় ; অত্যন্ত মাননীয়। সম্ (সম্যক্) আদরণীয়, প্রাদি। বিণ।

সমাদৃত—অতিশয় আদৃত ; সম্মানিত। সম্ (সম্যক্) আদৃত, প্রাদি। বিণ।

সমাধা, সমাধান—সিদ্ধান্ত ; মীমাংসা ; নির্ণয় ; নিষ্পত্তি ; বিরোধ-ভঞ্জন ; সমর্থন ; ধ্যান ; অনুসন্ধান ; নিয়ম ; প্রতীকার। সম্—আ—ধা (ধারণ করা)+ঙ ভাব+আপ্, পক্ষে …+অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সমাধি—১। সমাধান ; সমর্থন ; বিরোধ-ভঞ্জন ; ইন্দ্রিয়নিরোধ ; ধ্যান ; একাগ্রতা ; জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য [ইহা দুই প্রকার—সবিকল্প ও নির্বিকল্প। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের ভেদজ্ঞান থাকিলে সবিকল্প, এবং জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদজ্ঞান না থাকিলে নির্বিকল্প] ; নিয়ম ; নিবেশ ; আরোপ ; গৌণ ; নিদ্রা ; কারণসমূহ ; আশ্রিতরক্ষণ-চিন্তা ; ভূগর্ভে শবনিধান, গোর ; অলংকার বি:। সম্—আ—ধা (ধারণ করা)+কি ভাব। ২। ঈশ্বর। …+কি অধি। বি ; পু।

সমাধিক্ষেত্র, সমাধিস্থান—যেখানে শবসমূহ ভূগর্ভে নিহিত করা হয়, কবর ;

গোরস্থান, burial ground, graveyard. ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সমাধি-প্রস্তর, -শিলা—কবরের উপরে স্থাপিত পাথর, tombstone. ৬তৎ। বি; পু, স্ত্রী।

সমাধিমগ্ন—সমাধিস্থ, একাগ্রভাবে ধ্যাননিমগ্ন। ৭তৎ। বিণ।

সমাধিমন্দির—সমাহিত শবের উপর নির্মিত মন্দির; শবের চিতাভস্ম প্রোথিত করিয়া তদুপরি রচিত মন্দির। মধ্যপ। বি; ক্লী।

সমাধিশিলা—'সমাধি-প্রস্তর' দ্রঃ।

সমাধিস্তম্ভ—ভূগর্ভ-নিহিত শবোপরি নির্মিত স্তম্ভ, tomb. মধ্যপ। বি; পু।

সমাধিস্থ—সমাধিযুক্ত, একাগ্রভাবে ধ্যাননিমগ্ন। উপতৎ; সমাধি-স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

সমাধিস্থল—একাগ্রচিত্তে পরমেশ্বর চিন্তার স্থান; সমাধিক্ষেত্র, শবনিধানস্থান, গোরস্থান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সমাধ্যায়ী (-য়িন্)—তুল্য অধ্যয়নকারী, সহাধ্যায়ী, সহপাঠী। উপতৎ; সম—অধি—ই+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সমাধ্যায়িনী**।

সমান—১। তুল্য; সদৃশ; অভিন্ন। সম (সমান) মান (পরিমাণ) যাহার, বহু; বা সম্ আ নী (লইয়া যাওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। দেহান্তর্গত নাভিমধ্যস্থ বায়ু ['পঞ্চ প্রাণ' দ্রঃ]। বি; পু।

সমানধর্মা (-র্মন্)—তুল্যধর্মা, একধর্মাক্রান্ত। বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সমানয়ন—আনয়ন, আনা; মিলন। সম্-আ—নী+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমানাধিকরণ—১। পদার্থসমূহের সাধারণ গুণ বা ধর্ম। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। একই আধার বিশিষ্ট। বহু। বিণ। **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি**—যে বহুব্রীহি সমাসের সমস্যমান পদগুলির বিভক্তি এক।

সমানীত—আনীত; মিলিত। সম্—আ—নী (লইয়া যাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমানুপাত—দুই বা বহু রাশির পরস্পর সমান সম্বন্ধ, proportion. সম (সমান) যে অনুপাত, কর্মধা। বি; পু।

সমান্তর, সমান্তরাল—সর্বত্র সমদূরবর্তী। সম (সমান) হইয়াছে অন্তর বা অন্তরাল (ব্যবধান) যাহাদের, বহু। বিণ। **সমান্তর সরলরেখা, সমান্তরাল সরলরেখা**—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) যে দুই বা ততধিক বিভিন্ন সরল রেখা উভয় দিকে উত্তরোত্তর বর্ধিত হইলে কখনই মিলিত বা নিকটবর্তী হয় না, parallel lines.

সমান্তরিক—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) যে চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের দুই দুইটি ভুজ পরস্পর সমান্তর, parallelogram. সমান্তর+ইক আছে অর্থে। বি; ক্লী। (সামান্তরিক শব্দটিই অধুনা প্রচলিত।)

সমাপক—সমাপ্তকারক; সম্পূর্ণকারী। সম্—ণিজন্ত আপ্—আপি (পাওয়ানো)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সমাপিকা**।

সমাপত্তি—সমকালে উপস্থিতি; পরস্পর আপাত; যদৃচ্ছা সংগতি। সম্—আ—পদ্ (যাওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সমাপন—সমাপ্তি; শেষ-করণ; পরিচ্ছেদ; সমাধান; বধ। সম্—ণিজন্ত আপ্ (=আপি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমাপন্ন—প্রাপ্ত; উপস্থিত; সমাপ্ত; হত; আপদগ্রস্ত। সম্—আ—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাপিকা-ক্রিয়া—যে ক্রিয়াতে বাক্য শেষ হয়। বি; স্ত্রী।

সমাপিত—সমাপ্তি-প্রাপিত, সম্পাদিত, শোধিত; নিষ্পন্ন; মারিত, নিহত। সম্—ণিজন্ত আপ্ (=আপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাপ্ত—সম্প্রাপ্ত; সম্পূর্ণ। সম্-আপ্ (পাওয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাপ্তি—সমাপন, শেষ; প্রাপ্তি, পাওয়া। সম্—আপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সমাবরণ—এক গ্রহের পিছন দিক দিয়া অন্য গ্রহের গমন, occultation. সম্ আ—বৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমাবর্জিত—বক্রীকৃত, নামিত, যাহাকে নোয়ান হইয়াছে এরূপ। সম্—আ—বৃজ্ (বর্জন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাবর্তন—প্রত্যাবর্তন, প্রত্যাগমন; ব্রহ্মচর্যসমাপনানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগমন। সম্—আ—বৃত্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। **সমাবর্তন উৎসব**—(বিশ্ববিদ্যালয়ের) উপাধিবিতরণ উপলক্ষে অনুষ্ঠান, পদবী সম্মান বিতরণোপলক্ষে সভার অধিবেশন, convocation.

সমাবিদ্ধ—যোজিত; সংঘটিত। সম্—আ—ব্যধ্ (বিদ্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাবিষ্ট—প্রবিষ্ট; অভিনিবিষ্ট, মনোযোগী; আক্রান্ত। সম্—আ—বিশ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাবৃত—সংবেষ্টিত, পরিবৃত; আবৃত। সম্—আ—বৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাবৃত্ত—প্রত্যাবৃত্ত, প্রত্যাগত; ব্রহ্মচর্য সমাপনানন্তর গৃহস্থাশ্রমে প্রত্যাগত। সম্—আ—বৃত্ (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাবেশ—১। প্রবেশ; মনোযোগ; সংস্থিতি। সম্—আ—বিশ্ (প্রবেশ করা)+অল্ ভাব। ২। একত্র স্থাপন বা অবস্থান। সম্—আ—ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি)+অল্ ভাব। বি; পু।

সমাবেশিত—প্রবেশিত; অভিনিবেশিত; স্থাপিত; সহাবস্থিত। সম্—আ—ণিজন্ত বিশ্ (=বেশি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমায়াত—সমাগত; উপস্থিত। সম্—আ—যা (যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমাযোগ—১। সংযোগ; প্রয়োজন। সম্—আ—যুজ্+ঘঞ্ ভাব। ২। পরিচ্ছদ। ...+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

সমারম্ভ—আরম্ভ, অনুষ্ঠান; সমারোহ, আড়ম্বর। সম্—আ—রম্ভ্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সমারাধন—আরাধনা, পূজা; পরিচর্যা, সেবা। সম্—আ—রাধ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমারাধিত—সম্যক্ পূজিত, সংসেবিত। সম্—আ—রাধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমারূঢ়—কৃতারোহণ, আরোহণ করিয়াছে এরূপ। সম্—আ—রুহ্ (উৎপন্ন হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমারোহ—অত্যুন্নতি; আড়ম্বর, জাঁকজমক, ঘটা। সম্—আ—রুহ্+অল্ ভাব। বি; পু।

সমালব্ধ—রঞ্জিত; লেপিত; মেলিত; হত। সম্—আ—লভ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমালভন, সমালম্ভন—বিলেপন; হনন, বধ। সম্—আ—লভ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সমালম্ভ—বিলেপন; হনন, বধ। সম্—আ—লভ্ (পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সমালোচক—সমালোচনাকারী, দোষ-গুণের বিচারক। সম্—আ—লোচ্+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সমালোচিকা**।

সমালোচন, সমালোচনা—সম্যক্ আলোচনা; দোষ-গুণের বিচার। প্রাদি। বি; ক্লী ও স্ত্রী।

সমালোচিত—কৃতসমালোচন, যাহার দোষ-গুণের বিচার করা হইয়াছে এরূপ। সম্ (সম্যক্) আলোচিত, প্রাদি। বিণ।

সমালোচ্য—সমালোচনার যোগ্য, যাহার দোষ-গুণের বিচার করা উচিত বা করিতে হইবে। সম্—আ—লোচ্+য কর্ম। বিণ।

সমাশ্রয়—আশ্রয়, অবলম্বন; সহায়। সম্—আ—শ্রি+অল্ ভাব। বি; পু।

সমাশ্রিত—আশ্রিত; অবলম্বিত। সম্—আ—শ্রি (আশ্রয় করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাস—সংক্ষেপ; সমর্থন; সংগ্রহ; মিলন;

ব্যাকরণে—দুই বা ততোধিক পদের এক-পদীকরণ*। সম্—অস্ (ক্ষেপণ করা)+ ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

*সমাস ছয় প্রকার,—দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব।

দ্বন্দ্ব—যে সমাসে সমস্যমান প্রত্যেক পদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে। যথা—অন্ন ও বস্ত্র=অন্নবস্ত্র ; রূপ ও রস ও গন্ধ ও শব্দ ও স্পর্শ=রূপরসগন্ধশব্দস্পর্শ।

বহুব্রীহি—যে সমাসে মুখ্যভাবে সমস্যমান পদসমূহের অর্থপ্রতীতি না হইয়া অন্য পদার্থ মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। ইহার ব্যাসবাক্যে একটি যদ্ শব্দের প্রয়োগ থাকে। যথা—পীত হইয়াছে অম্বর যাহার তিনি পীতাম্বর (শ্রীকৃষ্ণ)।

কর্মধারয়—বিশেষ্যের সহিত বিশেষণের সমাসকে কর্মধারয় সমাস কহে। কর্মধারয় সমাসে উত্তর পদের অর্থ প্রধানভাবে থাকে। যথা—নীল যে উৎপল=নীলোৎপল।

(ক) কর্মধারয় সমাসে কোন কোন স্থলে মধ্যপদের লোপ হয়। উহাকে মধ্য-পদলোপী কর্মধারয় বলে। যথা—হিমালয় নামক পর্বত=হিমালয়-পর্বত।

(খ) সমান ধর্মবাচক পদের প্রয়োগ না থাকিলে উপমেয় ও উপমান পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপমিত কর্মধারয় সমাস কহে। যথা—মুখ চন্দ্রসদৃশ=মুখচন্দ্র।

(গ) উপমেয় পদে উপমানের আরোপ করিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে রূপক কর্মধারয় কহে। ইহাতে উপমেয় পদে রূপ শব্দের যোগ থাকে। যথা—বিদ্যারূপ ধন=বিদ্যাধন।

(ঘ) উপমানবাচক পদের সহিত সমান ধর্মবাচক পদের যে সমাস তাহার নাম উপমান কর্মধারয়। যথা—শশের ন্যায় ব্যস্ত=শশব্যস্ত।

তৎপুরুষ—দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে। ইহাতে উত্তরপদের অর্থ প্রধানভাবে থাকে।

তৎপুরুষ সমাস ছয় প্রকার—দ্বিতীয়া-তৎপুরুষ, তৃতীয়াতৎপুরুষ, চতুর্থীতৎপুরুষ, পঞ্চমীতৎপুরুষ, ষষ্ঠীতৎপুরুষ ও সপ্তমী-তৎপুরুষ।

(ক) দ্বিতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে দ্বিতীয়াতৎ-পুরুষ কহে। যথা—স্বর্গকে গত=স্বর্গগত।

(খ) তৃতীয়া-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে তৃতীয়াতৎ-পুরুষ কহে। যথা—রজ্জু দ্বারা বদ্ধ=রজ্জুবদ্ধ।

(গ) চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে চতুর্থীতৎপুরুষ কহে। যথা—যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি=যজ্ঞভূমি।

(ঘ) পঞ্চমী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে পঞ্চমীতৎপুরুষ কহে। যথা—মুখ হইতে ভ্রষ্ট=মুখ-ভ্রষ্ট।

(ঙ) ষষ্ঠী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে ষষ্ঠীতৎপুরুষ কহে। যথা—দীনের বন্ধু=দীনবন্ধু।

(চ) সপ্তমী-বিভক্ত্যন্ত পদ পূর্বে থাকিয়া সমাস হইলে তাহাকে সপ্তমীতৎপুরুষ কহে। যথা—দিবাতে নিদ্রা=দিবা-নিদ্রা।

নঞ্ অব্যয় পূর্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে নঞ্তৎপুরুষ কহে। যথা—ন উক্ত=অনুক্ত।

দ্বিগু—তদ্ধিতার্থে, উত্তরপদ পরে, ও সমাহার বুঝাইলে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, তাহাকে দ্বিগু সমাস কহে। তদ্ধিতার্থে, যথা—পঞ্চ (পাঁচটি) গো দ্বারা ক্রীত=পঞ্চগু। উত্তরপদ পরে, যথা—পঞ্চ হস্ত প্রমাণ ইহার=পঞ্চহস্ত-প্রমাণ [এখানে প্রমাণ শব্দ উত্তরপদ পরে থাকায় পঞ্চ ও হস্ত এই দুই পদের দ্বিগু সমাস হইয়াছে]। সমাহারে, যথা—ত্রি (তিন) লোকের সমাহার=ত্রিলোকী।

অব্যয়ীভাব—অব্যয় পদ পূর্বে থাকিয়া যে সমাস হয়, এবং যাহাতে পূর্বপদার্থেরই প্রাধান্য থাকে, তাহাকে অব্যয়ীভাব সমাস কহে। যথা—আত্মাকে অধি (অধিকার করিয়া)=অধ্যাত্ম।

নিত্য—যে সমাসে সমস্যমান পদ দ্বারা সমাস-বাক্য হয় না, অন্য পদের দ্বারা সমস্ত পদের অর্থ প্রকাশ করিতে হয়, তাহাকে নিত্যসমাস কহে। যথা—অন্য গ্রাম=গ্রামান্তর।

উপপদ—কৃদন্তপদের পূর্বে যে পদ থাকে, তাহাকে উপপদ কহে। উপপদের সহিত কৃদন্ত-পদের যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। যথা—কুম্ভ করে যে সে কুম্ভকার।

প্রাদি—প্র পরা প্রভৃতি উপসর্গের সহিত তৎপুরুষ সমাস হইলে তাহাকে প্রাদি সমাস বলে। যথা—সম্ (সম্যক্) যে আদর সে সমাদর।

সমাসক্ত—অত্যাসক্ত ; সংলগ্ন ; যুক্ত ; লগ্ন ; অভিনিবিষ্ট। সম্ (সম্যক্) আসক্ত, প্রাদি। বিণ।

সমাসঙ্গ—অত্যাসক্তি ; অভিনিবেশ ; সংযোগ। সম্—আ—সন্জ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমাসন্ন—১। সন্নিহিত, অতি নিকটবর্তী। সম্—আ—সদ্ (পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। ২। প্রাপ্ত। সম্—আ—সদ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাসীন—সম্যক্ আসীন, উপবিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

সমাসোক্তি—কাব্যের অলংকার বিঃ, personification. মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

সমাহত—আহত, তাড়িত। সম্—আ—হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাহরণ—সংগ্রহ, সঞ্চয় ; একত্রীকরণ ; সংক্ষেপ। সম্—আ—হৃ (হরণ করা)+ অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সমাহার—সংগ্রহ, আহরণ ; সংক্ষেপ ; মেলন ; সমূহ ; দ্বিগু ও দ্বন্দ্ব সমাস বিঃ, সম্—আ—হৃ (হরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পুং।

সমাহিত—১। সমাধিনিষ্ঠ, একাগ্রভাবে ধ্যানমগ্ন ; অভ্রান্তচিত্ত ; অবহিত। সম্—আ—ধা+ক্ত কর্ম-কর্তৃ। ২। নিষ্পাদিত ; মীমাংসিত ; স্থাপিত ; সংগৃহীত, সঞ্চিত ; অঙ্গীকৃত ; দত্ত ; বিশোধিত ; ভূগর্ভে নিহিত (শবদেহ)। ...+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাহৃত—সংগৃহীত, সঞ্চিত, আহৃত ; একত্রীকৃত ; সংক্ষিপ্ত। সম্—আ—হৃ (হরণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমাহৃতি—সমাহার, সংগ্রহ ; আহরণ ; সংক্ষেপ। সম্—আ—হৃ (হরণ করা)+ ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমিৎ (সমিধ্)—ইন্ধন, জ্বালানিদ্রব্য ; হোমাগ্নিপ্রজ্বলনার্থ কাষ্ঠাদি। সম্—ইন্ধ্ (দীপ্তি করা)+ক্বিপ্ কর্ম। বি ; স্ত্রী।

সমিতা—গোধূমচূর্ণ, ময়দা। সম্—ই+ক্ত কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি ; স্ত্রী।

সমিতি—সভা ; সঙ্গ ; যুদ্ধ। সম্—ই (যাওয়া)+ক্তি অধি। বি ; স্ত্রী।

সমিধ্—'সমিৎ (২)' দ্রঃ।

সমিধ—১। যজ্ঞকাষ্ঠ ; ইন্ধন, জ্বালানি দ্রব্য। সম্—ইন্ধ্ (দীপ্তি করা)+ক করণ। ২। অগ্নি। ...+ক কর্ম। বি ; পুং।

সমিন্ধন—১। উদ্দীপন ; উত্তেজিতকরণ। সম্—ইন্ধ্+অনট্ ভাব। ২। অগ্নি-জ্বালনার্থ কাষ্ঠাদি, ইন্ধন। ...+অনট্ করণ। বি ; ক্লী।

সমীকরণ—সমানকরণ ; তুল্যকরণ ; অনুরূপকরণ ; একজাতীয়করণ ; গণিতে—অজ্ঞাত সংখ্যা নির্ণয় করিবার প্রক্রিয়া বিঃ, equation. সম (সমান)+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=সমী)—কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমীক্ষ—সাঙ্খ্যদর্শন। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+অল্ করণ। বি ; পু।

সমীক্ষণ—সম্যক্ দর্শন ; পর্যবেক্ষণ ; যত্ন ; আলোচনা ; অনুসন্ধান। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমীক্ষা—১। বুদ্ধি ; প্রকৃতি ; সাংখ্যোক্ত চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ; মীমাংসা-শাস্ত্র। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+ঙ করণ+আপ্। ২। দৃষ্টি ; আলোচনা ; বিবেচনা ; সম্যক্ জ্ঞান ; অন্বেষণ ; যত্ন। সম্—ঈক্ষ্+ঙ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সমীক্ষিত—সম্যক্ দৃষ্ট ; অন্বেষিত ; আলোচিত। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমীক্ষ্য—১। সাঙ্খ্যদর্শন। 'সমীক্ষ' দ্রঃ। সমীক্ষ+ষ্ণ্য স্বার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া, বিবেচনাপূর্বক। সম্—ঈক্ষ্ (দেখা)+যপ্ অনন্তরার্থে। বিণ।

সমীক্ষ্যকারিতা—বিবেচনাপূর্বক কার্যকরণ, পরিণামদর্শিতা। 'সমীক্ষকারী' দ্রঃ। সমীক্ষ্যকারিন্+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সমীক্ষ্যকারী (-কারিন্)—বিবেচনাপূর্বক কার্যকারী, পরিণামদর্শী। সমীক্ষ্য (সম্যক্ দেখিয়া অর্থাৎ বিবেচনা করিয়া) করে যে, উপপদ ; সমীক্ষ্য—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **—কারিণী**।

সমীচীন—যথার্থ ; উপযুক্ত ; যুক্তিযুক্ত ; উত্তম। সম্যচ্ শব্দ+ঈন। বিণ।

সমীপ—সন্নিহিত, নিকট। সম্ (সংগত) হইয়াছে অপ্ (জল) যাহাতে, বহু। বিণ।

সমীপবর্তী (-বর্তিন্)—নিকটবর্তী, নিকটস্থ। উপপদ ; সমীপ—বৃত্ (থাকা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সমীপবর্তিনী**।

সমীপস্থ—সমীপবর্তী, নিকটস্থিত। উপপদ ; সমীপ—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

সমীর, সমীরণ—১। বায়ু, বাতাস। সম্—ঈর্ (গমন করা)+অন্, অন কর্তৃ। বি ; পু। ২। প্রেরণ, নিয়োগ। সম্—ঈর্ (প্রেরণ করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

সমীহ—সম্মান, সমাদর, খাতির ; মান্য ব্যক্তির সমক্ষে সঙ্কুচিত ভাব। বাংপ্র। বি।

সমীহা—১। চেষ্টা ; উদ্যোগ ; সন্ধান ; ইচ্ছা। সম্—ঈহ্+অ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। সম্ভ্রমপ্রদর্শন। বাংপ্র। বি।

সমীহিত—১। চেষ্টিত, উদ্যুক্ত ; অভীষ্ট, বাঞ্ছিত। সম্ ঈহ্ (চেষ্টা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সম্যক্ চেষ্টা ; ইচ্ছা। সম্ ঈহ্+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমুখ, সুমুখ—সম্মুখ। বাংপ্র। বি।

সমুচয়—সমুচ্চয়। বাংপ্র। বি।

সমুচিত উপযুক্ত ; যথাযোগ্য ; সমঞ্জস। সম্ (সম্যক্) যে উচিত, প্রাদি। বিণ।

সমুচ্চ—অত্যুচ্চ, অতিশয় উঁচু। সম্ (সম্যক্) উচ্চ, প্রাদি। বিণ।

সমুচ্চয়—সমাহার ; সমূহ ; রাশি ; বহু পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয় (চ এবং ও অপিচ তথা ইত্যাদি দ্বারা সূচিত) ; অর্থালংকার বিঃ। সম্-উৎ-চি (চয়ন করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সমুচ্চর, সমুচ্চার—সম্যক্ উচ্চারণ ; পরিবর্জন, পরিত্যাগ। সম্-উৎ—চর্ (গমন করা)+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সমুচ্চিত—সংগৃহীত ; রাশীকৃত ; সমুচ্চয়যুক্ত। সম্—উৎ—চি+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুচ্ছলিত—সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ, 'ছয়লাপ'। সম্—উৎ—শল্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুচ্ছেদ সম্যক্ উচ্ছেদ, বিনাশ, ধ্বংস ; উন্মূলন। প্রাদি। বি ; পু।

সমুচ্ছ্রয়, সমুচ্ছ্রায় অত্যুন্নতি, অত্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠা ; বৃদ্ধি ; কলহ, বিরোধ। সম্—উৎ—শ্রি+অল্, ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সমুচ্ছ্রিত—বর্ধিত ; অত্যুন্নত। সম্—উৎ—শ্রি (সেবা করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুচ্ছ্বসিত—উচ্ছ্বাসযুক্ত ; পুনরুজ্জীবিত। সম্—উৎ—শ্বস্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুচ্ছ্বাস—নিশ্বাস ; প্রশ্বাস ; স্ফূর্তি, স্ফীতি ; বৃদ্ধি। সম্—উৎ—শ্বস্ (নিশ্বাস ফেলা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সমুৎকীর্ণ—ক্ষোদিত ; বিদ্ধ ; ভগ্ন ; বিদীর্ণ। সম্ (সম্যক্) উৎকীর্ণ, প্রাদি। বিণ।

সমুৎক্রম—উচ্চগতি, ঊর্ধ্বগমন। সম্-উৎ—ক্রম্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সমুত্থ, সমুত্থিত—উত্থিত ; উদিত ; উৎপন্ন। সম্-উৎ—স্থা+ড, ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুত্থান—সম্যক্ উত্থান ; উদয় ; উৎপত্তি ; উদ্যোগ। সম্—উৎ—স্থা+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমুত্থিত—'সমুত্থ' দ্রঃ।

সমুৎপত্তি উদ্ভব, উৎপত্তি। সম্—উৎ—পদ্ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমুৎপন্ন—উৎপন্ন, সমুদ্ভূত। সম্—উৎ—পদ্ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুৎপাট, সমুৎপাটন—উন্মূলন, উৎপাটিতকরণ। সম্—উৎ—ণিজন্ত পট্=পাটি (গমন করানো)+ঘঞ্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

সমুৎপাটিত—উন্মূলিত, সমূলে বিনাশিত। সম্—উৎ—ণিজন্ত পট্=পাটি (গমন করানো)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুৎফুল্ল—অতিশয় প্রফুল্ল ; সম্যক্ বিকসিত। সম্ (সম্যক্) উৎফুল্ল, প্রাদি। বিণ।

সমুৎসাদিত—বিনাশিত ; নির্মূলীকৃত। সম্ উৎসাদিত, প্রাদি। বিণ।

সমুৎসুক—অতিশয় ঔৎসুক্যশীল, আগ্রহান্বিত। সম্ (সম্যক্) উৎসুক, প্রাদি। বিণ।

সমুৎসৃষ্ট—সম্যক্ পরিত্যক্ত। সম্—উৎ—সৃজ্ (ত্যাগ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদয়—১। সমূহ, সকল ; সমুত্থান, সম্যক্ উদয় ; যুদ্ধ। সম্—উৎ—ই (গমন করা) +অল্ ভাব। বি ; পু। ২। জ্যোতিষে—ষন্নাড়ীচক্রান্তর্গত চতুর্থ নাড়ী ; লগ্ন। বি ; স্ত্রী।

সমুদায়—সমূহ ; সকল ; উত্থান, উদয় ; যুদ্ধ। সম্—উৎ—ই+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সমুদিত—১। উত্থিত, উদিত ; উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ই+ক্ত কর্তৃ। ২। সম্যক্ কথিত। সম্—বদ্ (বলা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদীরণ—উচ্চারণ ; সম্যক্ কথন। সম্—উৎ—ঈর্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমুদীরিত—১। উচ্চারিত ; সম্যক্ কথিত। সম্-উৎ—ঈর্+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। উদীরণ। ……+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী।

সমুদ্গত—উত্থিত, উদিত ; উৎপন্ন। সম্—উৎ-গম্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্গম—উত্থান, উদয় ; উৎপত্তি। সম্—উৎ—গম্ (গমন করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সমুদ্গীত—উচ্চৈর্গীত। সম্—উৎ—গৈ (গান করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদ্গীর্ণ—উত্তোলিত ; বান্ত, উদ্গীর্ণ ; উচ্চারিত। সম্—উৎ—গৄ (ভক্ষণ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

সমুদ্দিষ্ট—সম্যক্ উদ্দিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

সমুদ্ধত—অশিষ্ট, অবিনীত ; গর্বিত। সম্—উৎ—হন্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্ধরণ, সমুদ্ধার—উন্মূলন ; উত্তোলন ; মোচন ; বমন। সম্ (সম্যক্) উদ্ধরণ বা উদ্ধার, প্রাদি। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও পু।

সমুদ্ধর্তা (-র্তৃ)—উদ্ধারকর্তা; উন্মূলন-কর্তা; ঋণপরিশোধকর্তা। সম্—উৎ—ধৃ (ধারণ করা) বা হৃ (হরণ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**সমুদ্ধর্ত্রী**।

সমুদ্ধৃত—মোচিত; উন্মূলিত; উত্তোলিত; বান্ত। সম্ (সম্যক্) উদ্ধৃত, প্রাদি। বিণ।

সমুদ্ভব—১। উদ্ভব, উৎপত্তি। সম্—উৎ—ভূ (হওয়া)+অল্ ভাব। ২। কারণ। ...+অল্ করণ। বি; পুং। ৩। উদ্ভূত, উৎপন্ন। ...+অন্ কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্ভাসিত—প্রদীপ্ত; উজ্জ্বলীকৃত; শোভিত। সম্ (সম্যক্) উদ্ভাসিত, প্রাদি। বিণ।

সমুদ্ভূত—উদ্ভূত, উৎপন্ন, জাত। সম্—উৎ—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্যত—সম্যক্ উদ্যত, উদ্যুক্ত। সম্ (সম্যক্) উদ্যত, প্রাদি। বিণ।

সমুদ্যম—সম্যক্ উদ্যম, উদ্যোগ, প্রচেষ্টা। সম্—উৎ—যম্ (বিরত হওয়া)+অল্ ভাব। বি; পুং।

সমুদ্র—১। পয়োধি, সাগর। সম্—উন্দ (ক্লিন্ন হওয়া)+রক্ অধি, যাহাতে জল চন্দ্রোদয় হেতু ক্লিন্ন হয়; অথবা সম্ উৎ—রা (দান করা)+ড কর্তৃ; অথবা মুদ্রার (রত্নের) সহিত বর্তমান যে, বহু। বি; পুং। ২। মুদ্রাযুক্ত; মুদ্রিত; ছাপা। মুদ্রার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সমুদ্রকান্তা—নদী। সমুদ্র হইয়াছে কান্ত যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

সমুদ্রগ—সাগর-গামী। উপতৎ; সমুদ্র গম্ (যাওয়া) +ড কর্তৃ। বিণ।

সমুদ্রগুপ্ত—আর্যাবর্তের জনৈক নরপতি। ইনি গুপ্তবংশের দ্বিতীয় রাজা। ইঁহার পিতার নাম প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। এই চন্দ্রগুপ্তই ৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্তাব্দ প্রচলিত করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩২ বৎসর রাজত্ব করেন এবং রাজ্যের সীমা কেরল ও কাঞ্চী পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া ভারতের অধিকাংশ স্থানে স্বীয় আধিপত্য বদ্ধমূল করেন। ভারত-জয়ের পর ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং সেই ঘটনা স্মরণীয় করিবার জন্য স্বমুদ্রায় অশ্বের মূর্তি খোদিত করেন।

সমুদ্রদয়িতা—নদী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সমুদ্রমন্থন—সমুদ্রকে মন্থন করা। ৬তৎ। বি; ক্লী। মহর্ষি দুর্বাসার শাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীহীন হইলে লক্ষ্মী সমুদ্র-গর্ভে গিয়া বাস করেন। তাহাতে ত্রিলোক হয়। পরে ব্রহ্মার উপদেশে দেব ও অসুরগণ মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড, এবং বাসুকিকে মন্থনরজ্জু করিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিতে থাকেন। এইরূপে মথিত হইলে সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ধন্বন্তরি, অমৃত, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবাঃ প্রভৃতি উত্থিত হয়। দেবগণ তাহা ভাগ করিয়া লন। মন্থনকার্য শেষ হইলে মহাদেব পুনরায় সমুদ্রমন্থনে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে ভীষণ হলাহলের উৎপত্তি হয়। মহাদেব তাহা পান করিয়া কণ্ঠদেশে ধারণ করেন।

সমুদ্রমেখলা—১। সাগরবেষ্টিতা। সমুদ্র হইয়াছে মেখলা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

সমুদ্রযান—অর্ণবপোত, জাহাজ। সমুদ্রের বা সমুদ্রগামী যান, ৬তৎ বা মধ্যপ। বি; ক্লী।

সমুদ্রীয়—সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সমুন্নত—সম্যক্ উন্নত, উচ্চ। প্রাদি। বিণ।

সমুন্নতি—সম্যক্ উন্নতি; বৃদ্ধি; সমৃদ্ধি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সমুন্নদ্ধ—উদ্বদ্ধ; গর্বিত; পণ্ডিতম্মন্য; অধ্যক্ষ; উৎপন্ন। সম্—উৎ—নহ্ (বন্ধন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুন্নয়, সমুন্নয়ন—উৎক্ষেপণ; উন্নীতকরণ; উদ্ভাবন। সম্—উৎ—নী (লইয়া যাওয়া) +অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

সমুপেত—সমাগত, উপস্থিত। সম্—উপ—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সমুল্লসিত—সম্যক্ উল্লসিত; উল্লাসযুক্ত; দীপ্ত; ক্রীড়াশীল। প্রাদি। বিণ।

সমুল্লেখ, সমুল্লেখন—খনন; আঁচড়ানো; কোদা; কুন্দন; কথন। সম্—উৎ—লিখ্+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পুং ও ক্লী।

সমূল, সমূলক—মূল-সহিত; কারণযুক্ত, সহেতুক। মূলের সহ বর্তমান যে, বহু; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ক আগম। বিণ।

সমূলে—মূল সহিত, গোড়া শুদ্ধ, জড়সমেত। মূলের সহ বর্তমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সমূহ—১। সমুদায়, গণ। সম্—উহ্ (বহন করা)+ঘঞ্ কর্ম। ২। সম্যক্ তর্ক। সম্—উহ্ (তর্ক করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং। ৩। বিস্তর, অনেক; ঘোরতর, দারুণ; বিষম; অতিশয়; অত্যন্ত ('—ক্ষতি')। বাংপ্র। বিণ।

সমৃদ্ধ—সমৃদ্ধিযুক্ত, বিলক্ষণ সম্পন্ন; উৎপন্ন। সম্ (সম্যক্) ঋদ্ধ, প্রাদি। বিণ।

সমৃদ্ধি—সম্যক্ বৃদ্ধি; অধিক সম্পত্তি; সমুন্নতি; শ্রেয়ঃ। সম্ (সম্যক্) ঋদ্ধি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সমৃদ্ধিশালী (-শালিন্)—ঐশ্বর্যশালী, ধনবান্; উন্নতিশালী। উপতৎ; সমৃদ্ধি—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী, **-শালিনী**। [বিণ।

সমৃদ্ধিসম্পন্ন—ঐশ্বর্যশালী, ধনবান্। ৩তৎ। বিণ।

সমেত—সহিত; সংগত; সংযুক্ত; সংমিলিত; উপস্থিত; প্রাপ্ত। সম্—আ—ই (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্পৎ (সম্পদ্), **সম্পত্তি**—ঐশ্বর্য, বিভব; ধন; লক্ষ্মী; বিষয়; উৎকর্ষ; গুণোৎকর্ষ; শোভা; গৌরব। সম্—পদ্ (গমন করা, পাওয়া)+ক্বিপ্, ক্তি কর্ম। বি; স্ত্রী।

সম্পত্তি—'সম্পৎ' দ্রঃ।

সম্পন্ন—১। নিষ্পন্ন; সম্পূর্ণ; যুক্ত; সহিত ('শক্তি—')। সম্—পদ্+ক্ত কর্ম। ২। সম্পত্তিশালী। সম্—পদ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্পর্ক—সংসর্গ; সম্বন্ধ; সংযোগ, মিলন। সম্—পৃচ্ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সম্পর্কবর্জিত—সম্বন্ধশূন্য। ৩তৎ। বিণ।

সম্পর্কশূন্য—সম্পর্কবর্জিত, সম্বন্ধশূন্য। ৬তৎ। বিণ।

সম্পর্কিত—সম্পর্কযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্পর্ক শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

সম্পর্কী (সম্পর্কিন্)—সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্পৃক্ত, সম্বদ্ধ। সম্পর্ক শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পুং। স্ত্রী—**সম্পর্কিনী**।

সম্পর্কীয়—সম্বন্ধীয়, সম্বন্ধবিশিষ্ট। সম্পর্ক শব্দ+ঈয় সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সম্পাত—পতন ('অশনি—'); গমন; উড্ডয়ন; প্রবেশ। সম্—পত্ (পড়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সম্পাতি—পক্ষী বিঃ। সম্—পত্ (পড়া)+ইঞ্ কর্তৃ; অথবা সম্পা (বিদ্যুৎ)—অত্ (গমন করা)+ই কর্তৃ। বি; পুং।

[পক্ষিবর সম্পাতি গরুড়ের জ্যেষ্ঠপুত্র ও জটায়ুর অগ্রজ। ইনি চিরজীবী গৃধ্ররাজ। বলবিক্রমে উভয় ভ্রাতাই অদ্বিতীয় ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে ইঁহারা দেবরাজ ইন্দ্রকে সমরে পরাস্ত করেন। অতঃপর ইঁহারা সূর্যের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলে তদীয় প্রখর কিরণে জটায়ু দগ্ধপ্রায় হইয়া পতিত হইতে আরম্ভ করিলে সম্পাতি নিজ পক্ষদ্বয় বিস্তীর্ণ করিয়া অনুজকে রক্ষা করেন। তাহাতে জটায়ু নিরাপদে ভূতলে অবতীর্ণ হন, কিন্তু অগ্রজ দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের উপর পতিত হন, ও তথায় পক্ষহীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। দীর্ঘকাল পরে কপি-সৈন্য রামজায়া সীতার অন্বেষণে বহির্গত

হইয়া ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি তাহাদিগকে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত বলিয়া দেন। রামচরিত শ্রবণে ইঁহার পক্ষদ্বয়ের পুনরুদ্গম হয়।]

সম্পাদক নির্বাহক, সম্পন্নকারী; সংবাদ-পত্রের প্রবন্ধাদি সংকলক; গ্রন্থাদি রচনার অধ্যক্ষ, editor. সম্—ণিজন্ত পদ্ বা পাদি (গমন করানো)+ণক কর্তৃ। বিণ বা বি; পু। স্ত্রী—**সম্পাদিকা**।

সম্পাদকীয় সম্পাদকসম্বন্ধীয় বা সম্পাদককর্তৃক লিখিত, editorial. সম্পাদক+ঈয়। বিণ।

সম্পাদন--নির্বাহ, নিষ্পাদন। সম্-ণিজন্ত পদ্ (--পাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সম্পাদিত—নির্বাহিত, নিষ্পাদিত। সম্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+ক্ত কর্ম বিণ।

সম্পাদ্য-সম্পাদনযোগ্য, নিষ্পাদনীয়। সম্—ণিজন্ত পদ্ (=পাদি)+য কর্ম। বিণ।

সম্পীড়ন—নিষ্পীড়ন; ক্লেশপ্রদান; প্রেরণ। সম্—পীড়্ (পীড়া দেওয়া)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সম্পুট, সম্পুটক—সমুদ্গক, কৌটা, পেটরা, খুঙি, ঠোঙা প্রভৃতি। সম্—পুট্ +ক কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। বি; পু।

সম্পূর্ণ—পরিপূর্ণ; সমাপ্ত; সমগ্র, সমূহ। সম্ (সম্যক্) পূর্ণ, প্রাদি। বিণ।

সম্পূর্ণরূপে--পরিপূর্ণভাবে, সম্যক্রূপে, নিঃশেষে। বহু। ক্রি-বিণ।

সম্পৃক্ত—সম্পর্কযুক্ত, সম্বদ্ধ; গ্রথিত; মিশ্রিত। সম্—পৃচ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্পোষ্য—পোষণের যোগ্য; অভাবপূরণের উপযোগী। সম্—পুষ্+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

সম্প্রতি—ইদানীং, অধুনা, এক্ষণে। অ।

সম্প্রতীতি-সম্যক্ প্রতীতি; সম্পূর্ণ বিশ্বাস; নিশ্চিত ধারণা; খ্যাতি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সম্প্রদাতা (-দাতৃ)—সম্প্রদানকর্তা, যে দান করে। সম্—প্র--দা (দেওয়া)+ তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সম্প্রদাত্রী**।

সম্প্রদান—১। সম্যক্ প্রদান; দান, সমর্পণ ('কন্যা —')। প্রাদি। ২। দানীয় ব্যক্তি, যাহাকে কিছু দান করা যায়। সম্ —প্র—দা+অনট্ সম্প্র। ৩। কারক বিঃ ['কারক' দ্রঃ]। বি; ক্লী।

সম্প্রদায়—গুরুপরম্পরাগত উপদেশ; সমাজ; স্বজাতীয় দল, সংঘ। সম্—প্র— দা (দেওয়া)+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

সম্প্রদায়ভুক্ত—সমাজভুক্ত, সমাজের অন্তর্গত। ৬তৎ। বিণ।

সম্প্রয়োগ—ধনাদি-বিনিয়োগ, টাকাকড়ি খাটানো; সাপেক্ষতা; সম্পর্ক; সুরত-ক্রীড়া। সম্ প্র—যুজ্ (যোগ করা) +ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সম্প্রসারণ—বিস্তারণ; প্রসারিতকরণ; ব্যাকরণে য ব র ল স্থানে যথাক্রমে ই উ ঋ ঌ হওয়া; মুগ্ধবোধে—'জি' সংজ্ঞা। সম্ (সম্যক্) প্রসারণ, প্রাদি। বি; ক্লী।

সম্প্রহার—সম্যক্ প্রহার; যুদ্ধ; গমন। সম্ – প্র—হৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সম্প্রাপ্তি—লাভ; উপস্থিতি; সমাগতি। সম্—প্র—আপ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী। বিণ—**সম্প্রাপ্ত**।

সম্প্রীতি—সম্যক্ প্রণয়; হর্ষ। সম্ প্রী (প্রীত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সম্বদ্ধ-১। সম্বন্ধযুক্ত; মিলিত। সম্--বন্ধ্ (বাঁধা)+ক্ত কর্তৃ। ২। সন্নদ্ধ, বদ্ধ। সম্-বন্ধ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্বন্ধ—১। সম্পর্ক; সংসর্গ; সংযোগ। সম্ —বন্ধ্ (বাঁধা)+অল্ ভাব। ২। সখ্য, মিত্রতা; কুটুম্বিতা; ব্যাকরণে--জন্য জনকত্বাদি। সম্-বন্ধ্+অল্ করণ। বি; পু। ৩। বিবাহের প্রস্তাব। বাংপ্র। বি।

সম্বন্ধসূচক—সম্পর্কবাচক; সংসর্গজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সূচিকা**।

সম্বন্ধী (সম্বন্ধিন্)-১। সম্বন্ধবিশিষ্ট, সম্পর্কী। সম্বন্ধ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সম্বন্ধিনী**। ২। কুটুম্ব; শ্যালক। বি; পু।

সম্বন্ধীয়—সম্বন্ধযুক্ত; সম্পর্কীয়। সম্বন্ধ শব্দ +ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

সম্বর—শম্বর (সমস্ত অর্থে); পাঞ্জাবের লবণহ্রদ বিঃ। সম্ব্ (গমন করা)+ অয়ন্ কর্তৃ। বি; পু।

সম্বরণ—সংবরণ (সমস্ত অর্থে)। সম্—বৃ+ অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সম্বরা—১। সংবরণ করা; সাঁতলানো। ক্রি। ২। সাঁতলাইবার মসলা, ফোড়ন; সাঁতলানো। বাংপ্র। বি।

সম্বর্ধন, সম্বর্ধনা—'সংবর্ধন' দ্রঃ।

সম্বল—পাথেয়; সংস্থান, অবলম্বন; পুঁজি। সম্ব্ (গমন করা)+অলচ্ করণ। বি; ক্লী বা পু।

সম্বলহীন—নিঃসম্বল, উপায়রহিত; সংস্থান-শূন্য। ৩তৎ। বিণ।

সম্বলিত—সংবলিত (সকল অর্থে)।

সম্বাধ-১। বাধা; সংকট; ভয়; সংঘর্ষ; ভিড়; সংকুচিত যোনি। সম্—বাধ্ (বাধা দেওয়া)+অল্ ভাব, বা অন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। অপ্রশস্ত, সংকীর্ণ, সরু। সম্ (সম্যক্) বাধা যাহাতে, বহু। বিণ।

সম্বিৎ—সংবিত (তাহা দ্রঃ)।

সম্বিৎহারা—জ্ঞানহারা, চৈতন্যরহিত। বাংপ্র। বিণ।

সম্বুদ্ধ—জাগরিত, চেতনাযুক্ত; প্রবুদ্ধ, সম্যক্ জ্ঞানপ্রাপ্ত। সম্—বুধ্ (জানা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সম্বুদ্ধি, সম্বোধন—আহ্বান; আমন্ত্রণ; অভিভাষণ; অভিমুখীকরণ। সম্—বুধ্ (জানা)+ক্তি, অনট্ ভাব। বি; যথা-ক্রমে স্ত্রী ও ক্লী। [ধিত।

সম্বোধন—'সম্বুদ্ধি' দ্রঃ। বিণ- **সম্বো-**

সম্বোধনচিহ্ন--'যতিচিহ্ন' দ্রঃ।

সম্বোধি—পরম জ্ঞান। সম্—বুধ্+ইন্ ভাব। বি; পু।

সম্ভব—১। উৎপত্তি; জন্ম; সম্ভাবনা; যুক্তি; সংকেত; উপায়; যোগ্যতা। সম্ -- ভূ (হওয়া)+অল্ ভাব। ২। কারণ। সম্—ভূ+অল্ কর্ম। বি; পু। ৩। উৎপন্ন। সম্- ভূ+অন্ কর্তৃ। বিণ। ৪। সম্ভাবনাবিশিষ্ট, সম্ভবপর, হইলেও হইতে পারে এরূপ। বাংপ্র। বিণ।

সম্ভবপর-সম্ভাবনাযুক্ত; যোগ্যতাবিশিষ্ট; যুক্তিপ্রধান। ৭তৎ। বিণ।

সম্ভবাতীত—অসম্ভাবিত, যোগ্যতারহিত; কারণশূন্য। ২তৎ। বিণ।

সম্ভাবন, সম্ভাবনা—উৎকট-কোটিক সংশয়, 'যদি এ প্রকার হয়' এইরূপ তর্ক; নিশ্চয়-প্রধান সন্দেহ; সুখ্যাতি; সৎকার; ঘটনযোগ্যতা, probability; গৌরব; পূজা; অনুগ্রহ; চিন্তা; ব্যাকরণে —ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়; কাব্যা-লংকার বিঃ। সম্—ণিজন্ত ভূ=ভাবি (হওয়ানো)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ••• +অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সম্ভাবনীয়—সম্ভাব্য, probable. সম্ —ভূ+ণিচ্+অনীয় কর্ম। বিণ।

সম্ভাবিত—সম্ভাবনাবিশিষ্ট, নিশ্চয়-প্রধান সন্দেহের বিষয়ীভূত; প্রত্যাশিত; চিন্তিত; বিখ্যাত; পূজিত, সম্মানিত; অনুগৃহীত। সম্—ণিজন্ত ভূ (=ভাবি)+ ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্ভাব্য—যাহা ঘটিবে বলিয়া অনুমান করা যায়, সম্ভাবনীয়; প্রতর্ক্য; প্রশংসনীয়, শ্লাঘ্য। সম্—ণিজন্ত ভূ-ভাবি (হওয়ানো) +ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

সম্ভার—১। সংগ্রহ; সমূহ, রাশি। সম্—ভৃ (ধারণ করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। উপকরণ। সম্—ভৃ+ঘঞ্ কর্ম। বি; পু।

সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্ভাষা—আলাপ, পরস্পর কথোপকথন; সম্বোধন, অভি-ভাষণ। সম্—ভাষ্ +অল্ ভাব, ২য় পক্ষে •••+অনট্ ভাব, ৩য় পক্ষে •••+অল ভাব +আপ্। বি; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী। বিণ—**সম্ভাষিত**।

সম্ভাষী (সম্ভাষিন্)—আলাপী, আলাপকারী। সম্—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সম্ভাষিণী**।

সম্ভূত—উদ্ভূত, উৎপন্ন, সঞ্জাত। সম্—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্ভূতি—উৎপত্তি ; বিভূতি, ক্ষমতা। সম্—ভূ (হওয়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সম্ভূয়-সমুত্থান—অংশীদিগের মিলিত হইয়া বাণিজ্য, যৌথ কারবার ; তদ্ঘটিত বিবাদ। সম্—ভূ (হওয়া)+যপ্ অনন্তরার্থে=সম্ভূয় (মিলিত হইয়া), তদুত্তরে সম্—উৎ—স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্ভৃত—যত্নসিদ্ধ ; দত্ত ; লব্ধ ; সঞ্চিত ; বর্ধিত ; জনিত ; পূর্ণ ; সংকলিত ; প্রস্তুত। সম্—ভৃ+ক্ত কর্ম। বিণ ; ত্রি।

সম্ভোগ—উপভোগ ; শৃঙ্গার বিঃ, রতিক্রীড়া। সম্ ভুজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সম্ভ্রম—ভয় ; হর্ষভয়াদি-জনিত আবেগ, সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদির জন্য ব্যস্ততা ; ঘূর্ণন ; ভ্রান্তি ; সম্মান ; মর্যাদা ; ইজ্জত ; আদর। সম্—ভ্রম্+অল্ ভাব। বি ; পু।

সম্ভ্রান্ত—সম্ভ্রমযুক্ত, মর্যাদাশালী ; আদরণীয়, মাননীয় ; সম্যক্ ভ্রান্ত। সম্ ভ্রম্ (ভ্রমণ করা)+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্মত—অনুমত, অনুমোদিত ('শাস্ত্র—') ; স্বীকৃত ; অভিপ্রেত ; প্রিয় ; রাজী, সম্মতিযুক্ত। সম্—মন্+ ক্ত কর্ম বা কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্মতি—অনুমতি ; অভিপ্রায় ; অভিমত ; মত ; ইচ্ছা ; সম্মান। সম্—মন্ (বোধ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সম্মতিদাতা (-দাতৃ)—সম্মতিদানকারী, মতদাতা, অনুমতিদায়ক ; অনুমোদক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দাত্রী**।

সম্মান—১। সম্যক্ পরিমাণ। সম্—মা (পরিমাণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। সমাদর, পূজা, মর্যাদা, খাতির। সম্—মান্ (পূজা করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সম্মানন, সম্মাননা—সম্মান প্রদর্শন, সমাদর, পূজা ; সংবর্ধনা। সম্—মান্ (পূজা করা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ···+অন ভাব+আপ্। বি ; ক্লী, স্ত্রী।

সম্মানরক্ষা-মর্যাদারক্ষা, মান রাখা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সম্মানাস্পদ—সম্মানের পাত্র, সমাদরভাজন, মাননীয়। ৬তৎ। বিণ বা বি ; ক্লী।

সম্মানিত—পূজিত, সমাদৃত। সম্—মান্ (পূজা করা)+ক্ত কর্ম . বিণ।

সম্মার্জন—পরিষ্করণ ; শোধন ; মার্জনাকরণ। সম্—মার্জ্ (মাজা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্মার্জনী—শোধনী ; খেঙ্রা, ঝাঁটা ঝাড়ন, ব্রুস্, ঝাড়ন ইত্যাদি। সম্—মার্জ্ (মাজা)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সম্মিত—তুল্যপরিমাণ ; যাহা ঠিকমত মাপা হইয়াছে এমন, সদৃশ ; অনুমত, অনুযায়ী। সম্-মা (পরিমাণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সম্মিলন, সম্মেলন- সম্যক্ মিলন, একত্র হওয়া ; সংযোগ ; সাক্ষাৎকার। প্রাদি। বি ; ক্লী। [বি ; স্ত্রী।

সম্মিলনী—সভা, সমিতি। সম্মিলন+ঈপ্।

সম্মিলিত—সম্যক্ মিলিত, একত্রীভূত, সংযুক্ত। প্রাদি। বিণ।

সম্মিশ্রণ, সংমিশ্রণ—যোগ ; মিলন ; ভালোভাবে মিশানো। সম্—মিশ্র+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সম্মুখ—১। আভিমুখ্য। মুখের সমীপ, অব্যয়ী। অ বা বি ; ক্লী। ২। মুখামুখি। সম্মুখ (১) +অ অস্ত্যর্থে। বিণ।

সম্মুখবর্তী (-বর্তিন্)—সম্মুখস্থ, অভিমুখে স্থিত। উপপদ তৎ ; সম্মুখ—বৃত্ (থাকা) +ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সম্মুখবর্তিনী**।

সম্মুখসংগ্রাম, -সমর—সম্মুখযুদ্ধ, মুখামুখি লড়াই। কর্মধা। বি ; পু।

সম্মুখস্থ—সম্মুখে স্থিত, অভিমুখে অবস্থিত। উপপদ তৎ ; সম্মুখ—স্থা (থাকা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্মুখীন—সম্মুখবর্তী, সামনাসামনি। সম্মুখ +ঈন। বিণ।

সম্মূঢ়—অত্যন্ত মোহযুক্ত ; সম্মোহিত। সম্—মুহ্+ক্ত কর্ত্তৃ। বিণ।

সম্মেলন-সমিতি, সভা ; সভা বা উৎসবস্থানে জনতা ; একত্র সমাগম। বি ; ক্লী।

সম্মোদ—আমোদ, প্রীতি, হর্ষ। সম্—মুদ্ (হৃষ্ট হওয়া)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সম্মোহ-মুগ্ধকরণ, বিমুগ্ধ করা। সম্—মুহ্ (মুগ্ধ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

সম্মোহন-১। মুগ্ধকরণ, বিমুগ্ধ করা। সম্—ণিজন্ত মুহ্ (=মোহি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। মোহজনক। ··· +অন কর্ত্তৃ। বিণ। ৩। কন্দর্পের বাণ বিঃ। বি ; পু।

সম্মোহিত—সম্যক্ মোহপ্রাপ্ত ; সাতিশয় বিমোহিত। প্রাদি। বিণ।

সম্যক্ (সম্যচ্)—১। উত্তমরূপে। সম্—অন্চ্ (গমন করা)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। অ। ২। মনোজ্ঞ ; যোগ্য ; শুদ্ধ ; সম্পূর্ণ ; সত্য ; সহিত। বিণ। স্ত্রী- **সমীচী**।

সম্রাজ্ঞী—সম্রাটের পত্নী ; রাজেশ্বরী। সম্রাজ শব্দ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী। (শুদ্ধ—সংরাজ্ঞী)।

সম্রাজ্ঞী—রাজেশ্বরী, মহারাণী। সম্ (সম্যক্ মহতী) রাজ্ঞী, প্রাদি। বি ; স্ত্রী। (শুদ্ধ সংরাজ্ঞী)।

সম্রাট্ (সম্রাজ্)—রাজসূয়-যজ্ঞকারী সর্বভূমীশ্বর রাজা, মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্তী, রাজাধিরাজ। সম্—রাজ্ (শোভা পাওয়া)+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

সয়—সহে, সহ্য হয় বা সহ্য করে। বাংপ্র। ক্রি। [বহ। বিণ।

সযত্ন—যত্নসহিত, যত্নসমন্বিত ; সচেষ্ট ; উদ্যুক্ত।

সযত্নে—যত্নসহকারে, যত্নপূর্বক। যত্নের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। বিণ।

সয়া—সখা, মিতা ; সখীর স্বামী। বাংপ্র। বি ; পু। স্ত্রী—**সই**।

সর—১। দধি দুগ্ধাদির সারভাগ ; বাণ ; বাণ-তূণ। সৃ (গমন করা)+অল্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। ২। সরোবর ; মধু ; জল ; মাল্য, নর, ছড়া। বি ; ক্লী। ৩। গমন। সৃ+অল্ ভাব। বি ; পু।

সরঃ (সরস্)—১। সরোবর, দীঘিকা, পুষ্করিণী। সৃ (গমন করা)+অস্ অধি। ২। জল। সৃ+অস্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

সরকার—লেখক কর্মচারী, রাজপুরুষ ; শাসনকর্তৃপক্ষ ; মালিক, কর্তা ; যে কর্মচারী মনিবের সাংসারিক কার্যে সাহায্য করে, অথবা প্রাপ্য টাকাকড়ি আদায় প্রভৃতি বাহিরের কর্ম করে ; রাজস্ব সংগ্রহের বিভাগস্বরূপ কতিপয় পরগনার সমষ্টি। ফা। বি।

সরকারি—সরকারের পদ বা কর্ম। ফা-মূ। বি।

সরকারী—প্রকাশ্য, সদর ; সাধারণের ; রাজকীয় ; সরকারসম্বন্ধীয়, গভর্নমেন্টের। ফা-মূ। বিণ।

সরখেল উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

সরগরম—প্রস্তুত, উৎসাহপূর্ণ, ব্যগ্র ; লোকসমাকুল ; জমকাল, জাঁকাল। ফা-মূ। বিণ।

সরজ—নবনীত, ননী। সর—জন্ (জন্মা) +ড কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

সরজমিন, সরেজমিন—ভূপৃষ্ঠ, স্থান ; কোন ব্যাপার বা ঘটনাসম্বন্ধীয় স্থান, অকুস্থান ; বরাবর। ফা। বি।

সরঞ্জাম—আবশ্যক উপকরণ, নির্বাহ, আঞ্জাম ; আসবাবপত্র। ফা। বি।

সরট—কৃকলাস ; টিকটিকি। সৃ (গমন করা)+অটন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

সরণ-১। গমন, যাওয়া। সৃ (গমন করা) +অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। ২। গমনশীল। সৃ+অন কর্ত্তৃ। বিণ।

সরণি, সরণী—পথ ; রীতি ; শ্রেণী। সৃ (গমন করা) + অনি করণ। বি ; স্ত্রী।

সরদার, সর্দার—প্রধান নেতা, চাঁই, মণ্ডল ; সামন্ত ভূপতি। ফা। বি।

সরদারি, সর্দারি—প্রাধান্য, নেতৃত্ব, মণ্ডলত্ব, মরুব্বিয়ানা। ফা-মূ। বি।

সরপুরিয়া সর দিয়া তৈয়ারী মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

সরপোশ আচ্ছাদন, গেলাস প্রভৃতির ঢাকনি বা ঢাকনা। ফা। বি।

সরফরাজ বাহাদুর, সর্দার, মণ্ডল, মাতব্বর, মুরুব্বি, কর্তা, প্রধান, চাঁই। ফা। বিণ বা বি।

সরফরাজ খাঁ—বাঙ্গালার একজন নবাব, সুবিখ্যাত মুর্শিদকুলি খাঁর দৌহিত্র। মুর্শিদকুলির পুত্রসন্তান না থাকায় তিনি মৃত্যুকালে স্বীয় দৌহিত্র সরফরাজ খাঁকে আপনার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার জামাতা শুজাউদ্দিন কৌশলে স্বয়ং সুবাদারী গ্রহণ করিয়া পুত্র সরফরাজকে আপনার দেওয়ান নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খ্রীঃ শুজাউদ্দিনের মৃত্যু হইলে, সরফরাজ খাঁ মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ইনি নিতান্ত অলস, অকর্মণ্য ও দুশ্চরিত্র ছিলেন বলিয়া রাজ্যের কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি মন্ত্রণা করিয়া দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে বিহারের শাসনকর্তা আলিবর্দি খাঁর নামে সুবাদারী সনন্দ আনয়ন করেন। সেই সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া আলিবর্দি-সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। নবাবও তাঁহার গতিরোধার্থ অগ্রসর হন। পথে ঘিরিয়া (বা ঘরিয়া) নামক স্থানে উভয়দলে সাক্ষাৎ হয়। যুদ্ধে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন (১৭৪০ খ্রীঃ)।

সরফরাজি—বাহাদুরি, মোড়লি, মাতব্বরী, মুরুব্বিয়ানা, চালাকি, অনাবশ্যক কর্তৃত্বপ্রদর্শন ; আস্ফালন। ফা-মূ। বি।

সরবত—শর্করামিশ্রিত সুমিষ্ট স্নিগ্ধ পানীয়, পানা, শর্করোদক। আ-মূ। বি।

সরবতী—১। সরবত সম্বন্ধীয় ; সরবতের জন্য আবশ্যক। বিণ। ২। লেবু বিঃ। আ-মূ। বি।

সরবরাহ- যোগান ; আয়োজন। ফা। বি।

সরবরাহকার—যোগানিয়া, যোগানদার। ফা-মূ। বি।

সরম—লজ্জা, হায়া, লাজ। ফা। বি।

সরবস- সর্বস্ব। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

সরমা—গন্ধর্বরাজ শৈলূষের দুহিতা, বিভীষণ-পত্নী* ; কুকুরী। সহ শব্দ—রম্ (ক্রীড়া করা) + অন্ কর্তৃ + আপ্। বি ; স্ত্রী।

* বিভীষণ-পত্নী সরমা মানসসরোবরের তীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ সময়ে বর্ষাগমে মানসসরোবর কন্যার সন্নিহিত স্থান পর্যন্ত বর্ধিত হয়। কন্যার জননী তাহা দেখিয়া "সরঃ মা বর্ধত" বলিয়াছিলেন। এইহেতু কন্যার নাম সরমা হইল। ইনি স্বামীর ন্যায় ধর্মপরায়ণা বলিয়া সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তির পাত্রী ছিলেন। ইহার পুত্র তরণীসেনও বিলক্ষণ সাধুশীল ও ধর্মভীরু ছিলেন। রামজায়া সীতা রাবণ-কর্তৃক হৃতা হইয়া লঙ্কায় নীতা হইলে একমাত্র ইনিই তাঁহার প্রিয়কারিণী ও প্রিয়ম্ভাষিণী সখী ছিলেন। বিভীষণ লঙ্কার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলে সরমা রাজমহিষী হইয়া অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন।

সরয়ু, সরযূ—কৈলাস পর্বতস্থ মানসসরোবর হইতে নিঃসৃতা নদী [সরঃ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম সরযূ। এই নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী। কালপূর্ণ হইলে রাম ভ্রাতৃগণ সহ এই নদীতে অবতরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন। সেই সময়ে রামচন্দ্রের অনুগামী বহুসংখ্যক ব্যক্তি সরযূতে আপন আপন দেহবিসর্জন করে]। সৃ (গমন করা) + অয়ু, অযু কর্তৃ, অথবা সর শব্দ (মানসসরোবর) যা (যাওয়া) + ডু, ডূ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

সরল-১। ঋজু, অবক্র, সোজা, উদার, অকপট ; সাধু ; অকঠিন, সহজ ('— অর্থ') ; অনাড়ম্বর, সাদাসিধা। সৃ (চলা) + অল কর্তৃ। বিণ। ২। পীতদ্রু, দেবদারু গাছ ; রজন উৎপাদক বৃক্ষ ; চির গাছ, pine. বি ; পু।

সরলচিত্ত—১। অকপট হৃদয়, উদার মনঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। অকপটচেতাঃ, উদারমনাঃ। সরল হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সরলতা—ঋজুতা, সোজাভাব ; অকপটতা, উদারতা। সরল + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সরলপ্রকৃতি-১। ঋজুস্বভাব, অকপটস্বভাব। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অকপটস্বভাববিশিষ্ট ; উদারপ্রকৃতি। বহু। বিণ।

সরলমতি-১। সরলচিত্ত, অকপটহৃদয়। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। উদারচেতাঃ, অকপটমনাঃ। বহু। বিণ।

সরলা দেবী—১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জানকীনাথ ঘোষালের ঔরসে শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর ('স্বর্ণকুমারী দেবী' দ্রঃ) গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ইনি কবিবর রবীন্দ্রনাথের ভাগিনেয়ী। বাল্যকাল হইতেই সাহিত্যে ও সংগীতে ইহার অনুরাগ লক্ষিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তদশ বর্ষ বয়সে ইংরাজী সাহিত্যে সম্মানের সহিত বি. এ. উপাধি লাভ করেন। ডিউক ও ডচেস্ অব্ কনট যখন কলিকাতায় আসেন, তখন বেথুন কলেজের সর্বশ্রেষ্ঠ বালিকা বলিয়া ইনি তাঁহাদের নিকট পরিচিতা হন এবং তাঁহাদের সমক্ষে পিয়ানো বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া প্রশংসা লাভ করেন। পিয়ানো ব্যতীত বেহালা, সেতার প্রভৃতি বহু প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বাদ্যযন্ত্রচালনায় ইনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ইহার কণ্ঠস্বরও অতি সুমিষ্ট। ইনি অনেক গানের স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন এবং 'শতগান' নামক একখানি স্বরলিপির পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন।

অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 'ভারতী'তে ইহার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। উনবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকাদির যে সমালোচনা প্রকাশিত করেন, তাহাতে ইহার এতদূর সূক্ষ্ম সমালোচনাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল যে, সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সুধীগণ মুক্তকণ্ঠে ইহার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন।

জননীর নিকট হইতে ইনি যেরূপ সাহিত্যানুরাগ লাভ করিয়াছেন, পিতার নিকট হইতে সেইরূপ স্বদেশপ্রেম শিক্ষা করিয়াছেন। স্বদেশের উন্নতিবিধায়ক অনেক অনুষ্ঠানের সহিত ইনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং ইহার রচিত অনেকগুলি স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কবিতা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী স্থান লাভ করিবার যোগ্য। ইনি কয়েক বৎসর অতিশয় যোগ্যতার সহিত 'ভারতী' মাসিকপত্র সম্পাদন করিয়াছিলেন।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইনি লাহোর নিবাসী পণ্ডিত রামভুজ দত্ত চৌধুরীকে বিবাহ করেন। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হইয়াছে।

সরলোন্নত—ঋজুভাবে উন্নত, সোজা অথচ উঁচু, খাড়া। সরল অথচ উন্নত, কর্মধা। বিণ।

সরষে—সর্ষপ। বাংপ্র। বি।

সরস—১। রসযুক্ত ; সুস্বাদ ; মধুর ; সরেস ; ভাল ; চিত্তাকর্ষক ; নূতন। রসের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। ২। সরোবর। বি ; ক্লী। ৩। পয়োধর, স্তন। প্রা কপ্র। বি।

সরসতা—রসযুক্ততা ; মধুরতা, নূতনত্ব। সরস + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সরসিজ—পদ্ম। সরসি (সরোবরে) জন্মে

যে, অলুক্ উপতৎ ; সরসি—জন্ (জন্মা) +ড কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

সরসী—সরোবর। সৃ (গমন করা)+অস্ অধি+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সরসীরুহ—সরসিজ, পদ্ম। উপতৎ ; সরসী (সরোবর)—রুহ (জন্মা)+ক কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

সরস্বতী—বাগ্দেবী, বীণাপাণি [ইনি নিখিলবিদ্যার অধীশ্বরী বলিয়া কথিত ; ইনি ভগবান্ বিষ্ণুর অন্যতমা পত্নী] ; বাক্য ; বিদ্যা ও শিল্পের দেবতা ; স্ত্রীরত্ন, উত্তমা স্ত্রী ; সোমলতা ; নদী বিঃ ; * কেকয়দেশ হইতে অযোধ্যা আসিতে পথে গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গম [এ গঙ্গা ভাগীরথী নহে, 'সীতা' নামে গঙ্গার শাখা ; সীতার অন্বেষণের জন্য পূর্বদিগ্‌গামী বানরেরা এই নদী পার হয়] ; নদী ; গঙ্গা। সরস্+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

*ইহার আধুনিক নাম "সরসুতি"। ভারতে প্রথম আর্য উপনিবেশ স্থাপনের সময়ে পঞ্জাব প্রদেশে এই নদীর তীর প্রসিদ্ধিলাভ করে। কারণ এইখানেই আর্যগণ প্রথম বাস স্থাপন করেন। নদীটি সরমুর নামক স্থানে উদ্গত ও অম্বালা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে এবং অনেক স্থলে বালুকামধ্যে লুক্কায়িত, মধ্যে মধ্যে আবার দৃষ্টিগোচর হইয়া ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর বেগে থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্রস্থ বহুসংখ্যক মন্দিরের পার্শ্বদেশ দিয়া কর্ণাল জেলায় এবং পাতিয়ালা রাজ্যে প্রবেশপূর্বক পরিশেষে ঘর্ঘরানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস যে অন্তঃসলিলারূপে প্রবাহিত হইয়া নদীটি পরিশেষে প্রয়াগধামে গঙ্গা ও যমুনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পঞ্জাবের সারস্বত ব্রাহ্মণগণ এই নদীর নাম হইতেই স্বীয় নাম গ্রহণ করিয়াছেন। বৈদিক কালে সরস্বতী নদী পবিত্রতার জন্য আর্যগণের পূজ্য ছিল।

সরস্বান্ (সরস্বৎ)—সরোবর ; সমুদ্র ; নদ। সরস্ (জল)+বতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

সরহদ্দ—সীমানা, সীমা। ফা-আ-মূ। বি।

সরহস্য—রহস্যযুক্ত ; সমন্ত্রক। বহু। বিণ।

সরা—১। মাটির ঢাকন। <সরাব। বি। ২। গমন করা, প্রস্থান করা, চলা, নড়া ; নিঃসৃত বা নির্গত হওয়া ; ব্যবহার করা। বাংপ্র। ক্রি।

সরাই—পথিকনিবাস, পান্থশালা, চটি। ফা। বি।

সরাগ—রাগযুক্ত, অনুরক্ত ; রঞ্জিত ; রক্তবর্ণ। রাগের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সরানো—১। দীর্ঘ চওড় রাস্তা, সরণি। বি। ২। চালিত করা, চালানো, নড়ানো, নাড়া ; স্থানান্তরিত করা, গোপনে স্থানান্তরিত করা, লুকানো, চুরি করা। বাংপ্র। ক্রি।

সরাসরি—মোটামুটিভাবে, সংক্ষিপ্ত বা স্থূলভাবে। ফা-মূ। ক্রি-বিণ।

সরাসরী—সংক্ষিপ্ত ; স্থূল ; মোটামুটিভাবে ('— বিচার')। ফা-মূ। বিণ।

সরি—১। নির্ঝর, ঝরনা। সৃ (গমন করা) +ই কর্ত্তৃ। বি ; পু বা ক্লী। ২। সরিৎ, নদী। প্রা কপ্র। বি।

সরিৎ—নদী। সৃ (গমন করা)+ইৎ কর্ত্তৃ। বি ; স্ত্রী।

সরিৎপতি—সমুদ্র, সাগর। ৬তৎ। বি ; পু।

সরিৎসুত—গঙ্গাপুত্র, ভীষ্ম। ৬তৎ। বি ; পু।

সরিষা—তৈলবীজ বিঃ, সর্ষপ। বাংপ্র। বি।

সরীসৃপ—সর্প-বৃশ্চিক-ভেকাদি যে সকল জন্তু বুকে হাঁটিয়া চলে। যঙ্‌লুগন্ত সৃপ্ (পুনঃ পুনঃ গমন করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

সরু—ক্ষীণ, কৃশ, সূক্ষ্ম ; মিহি, পাতলা। বিণ।

সরুচাকলি—কলাইবাটা-চাউলবাটা দ্বারা প্রস্তুত পাতলা পিষ্টক বিঃ। বাংপ্র। বি।

সরূপ—সদৃশ, তুল্য। সমান হইয়াছে রূপ যাহার, বহু। বিণ।

সরূপতা—সাদৃশ্য, তুল্যতা। 'সরূপ' দ্রঃ। সরূপ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সরেজমিন—'সরজমিন' দ্রঃ।

সরেস—উত্তম, শ্রেষ্ঠ ; সুন্দর, মনোহর। বাংপ্র। বিণ।

সরোজ—১। সরোবরজাত। উপতৎ ; সরস্ (সরোবর)—জন্ (জন্মা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ। ২। সরসিজ, পদ্ম। বি ; ক্লী।

সরোজন্ম (-জন্মন্)—পদ্ম। সরস্এ (সরোবরে) জন্ম যাহার, বহু। বি ; ক্লী।

সরোজিনী—পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড় ; পদ্মবহুল পুষ্করিণী। সরোজ (পদ্ম)+ইন্ সমূহার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সরোজিনী নাইডু—১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৩ই ফেব্রুয়ারি হায়দ্রাবাদে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণগ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। অঘোরনাথ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এডিনবরা নগরে ডি. এস্-সি উপাধি লাভ করেন। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি হায়দ্রাবাদে নিজাম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজীবন এই দেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য যত্নশীল ছিলেন। সরোজিনী অঘোরনাথের প্রথম সন্তান এবং পিতা কর্ত্তৃক উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হন। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হন এবং লণ্ডনে কিংস্ কলেজে অধ্যয়ন করেন। স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় ইনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে প্রত্যাগমন করেন। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বেই ডাক্তার এম. গোবিন্দরাজলু নাইডুর সহিত ইনি বিবাহিত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু উভয় পক্ষের অভিভাবকগণের আপত্তি জন্য এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয় নাই। ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমনের পর ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মহা আন্দোলনের মধ্যে ইনি ইঁহার প্রণয়পাত্রকে বিবাহ করেন। ইনি ইংরাজী কবিতা রচনায় জন্য অসামান্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইঁহার দুইখানি ইংরাজী কবিতা পুস্তক 'The Golden Threshold' এবং 'The Bird of Time' ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সমালোচকগণ কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছে। কুমারী তরু ও অরু দত্তের পর আর কোনও বাঙ্গালী রমণী ইংরাজী কবিতা রচনায় এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। অতঃপর ইনি স্বদেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ইং ১৯২৫ অব্দের কংগ্রেসের অধিবেশনে ইনি সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ইনি উত্তর প্রদেশের রাজ্যপালের পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সরোদ—শারদা, বীণা বিঃ, শরদ। <সারদা। বি।

সরোদনে—রোদনসহকারে, কাঁদিতে কাঁদিতে। রোদনের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সরোবর—পদ্মাদিযুক্ত জলাশয়, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী। সরস্এর মধ্যে বর, ৭তৎ। বি ; পু।

সরোরুহ—সরসিজ, পদ্ম। উপতৎ ; সরস্—রুহ্ (জন্মা)+ক কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

সর্গ—সৃষ্টি ; স্বভাব, প্রকৃতি ; নিয়ম ; ত্যাগ ; নিশ্চয় ; মোক্ষ ; মোহ ; যত্ন ; গ্রন্থের অধ্যায়। সৃজ্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

সর্গবন্ধ—অধ্যায়বিশিষ্ট কাব্য ; মহাকাব্য গ্রন্থ। সর্গ (অধ্যায়) হইয়াছে বন্ধ (বন্ধন) যাহার, বহু। বি ; পু।

সর্জ্জ—শালগাছ। সৃজ্ (ত্যাগ করা)+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু।

সর্জ্জন সৃষ্টি ; ত্যাগ। সৃজ্ (সৃষ্টি করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সর্জ্জরস—শাল-নির্যাস, শালের আঠা ; ধুনা। ৬তৎ। বি ; পু।

সর্জি, সর্জী—ক্ষারমৃত্তিকা, সাজিমাটি। সৃজ্+ই কর্ম, পক্ষে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সর্জিকা—সাজিমাটি ; সোডা। সর্জি+কণ্+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সর্ত্ত—শর্ত্ত (তাহা দ্রঃ)।

সর্দি—কফ, অভিষ্যন্দ, নাকঝরা ; ঠাণ্ডা। ফা। বি।

সর্দিগরমি—শীত ও গ্রীষ্ম ; গ্রীষ্মের সঙ্গে সঙ্গে শীতভোগহেতু রোগ। বাংপ্র। বি।

সর্প—১। গমন, যাওয়া। সৃপ (যাওয়া)+অল্ ভাব। ২। নাগ, সাপ। সৃপ্+অন্ কর্ত্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী—**সর্পী**।

সর্পণ—গমন, যাওয়া। সৃপ্ (যাওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

সর্পভুক্ (-ভুজ্)—১। সর্পখাদক, সাপ-খেকো। উপতৎ ; সর্প—ভুজ্ (খাওয়া) +কিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ। ২। গরুড় ; গোখা ; ময়ুর। বি ; পু।

সর্পরাজ—বাসুকি, অনন্তদেব। সর্পসমূহের রাজা, ৬তৎ। বি ; পু।

সর্পসত্র—সর্পনাশক যজ্ঞ, সর্পকুল ধ্বংসের নিমিত্ত যজ্ঞ। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

সর্পাঘাত—সর্পদংশন, সাপে কামড়ানো। সর্প দ্বারা আঘাত, ৩য়াতৎ। বি ; পু।

সর্পিঃ (সর্পিস্)—আজ্য, ঘৃত। সৃপ্ (গমন করা)+ইস্ কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী।

সর্পিণী—১। বিসর্পণশীলা, গামিনী। 'সর্পী' দ্রঃ। সর্পিন্+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। স্ত্রীজাতীয় সর্প, সর্পী ; বাম দিকে হস্তচালনারূপ তালক্রিয়া বিঃ। সর্প+ঈপ্, নিপাতনে। বি ; স্ত্রী।

সর্পিল—সর্পের গতিভঙ্গির ন্যায় আঁকাবাঁকা, কুটিল ; ইস্ক্রুপের শিরার মত। সৃপ+ইল কর্ত্তৃ। বিণ।

সর্পী (সর্পিন্)—বিসর্পণশীল, গমনকারী। সৃপ্+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সর্পিণী**।

সর্ব—১। সমুদায়, সকল। সর্ব্ (গমন করা)+অন্ কর্ত্তৃ। সর্ব। ২। শিব ; বিষ্ণু। সৃ (গমন করা)+বন্ করণ। বি ; পু।

সর্বংসহ—সকল সহিষ্ণু, যে সমস্ত সহ্য করে। উপতৎ ; সর্ব—সহ্+খ কর্ত্তৃ। বিণ।

সর্বংসহা—১। সকল সহকারিণী। সর্বংসহ+আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। বি ; স্ত্রী।

সর্বকর্ত্তা (-কর্তৃ)—সর্বস্রষ্টা ; সকলের প্রভু ; ঈশ্বর। ৬তৎ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**সর্বকর্ত্রী**।

সর্বক্ষণ—অনুক্ষণ, সর্বদা। কর্মধা। বি ; পুং বা ক্রি-বিণ।

সর্বগ—সর্বত্র গমনশীল ; সর্বব্যাপী। উপতৎ ; সর্ব (সকল)—গম্ (যাওয়া)+ড কর্ত্তৃ। বিণ। [বিণ।

সর্বগত—সর্বত্রস্থিত ; সর্বব্যাপী। ২তৎ।

সর্বগামী (-গামিন্)—সর্বগ, সর্বত্র গমন-শীল। সর্ব—গম্ (যাওয়া)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সর্বগামিনী**।

সর্বগুণাধার—সকল গুণের আশ্রয়, সকল গুণযুক্ত। সর্ব যে গুণ সে সর্বগুণ, কর্মধা ; তাহার আধার, ৬তৎ। বি ; পু।

সর্বগুণান্বিত—সকল গুণযুক্ত। সর্ব যে গুণ সে সর্বগুণ, কর্মধা ; তদ্দ্বারা অন্বিত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ।

সর্বজনস্বীকৃত—সকল লোকের অনু-মোদিত। ৩তৎ। বিণ।

সর্বজনীন—সকল-লোক-হিতকর ; সর্বজন সম্বন্ধীয় বিখ্যাত। সর্ব যে জন সে সর্বজন, কর্মধা ; সর্বজন শব্দ+খীন হিতার্থে। বিণ।

সর্বজ্ঞ—১। সকল বিষয়ে জ্ঞানবান্, সমস্তবিৎ, যে সব জানে। উপতৎ ; সর্ব—জ্ঞা (জানা)+ড কর্ত্তৃ। বিণ। ২। শিব ; বুদ্ধদেব। বি ; পু।

সর্বতঃ (-তস্)—সকল দিকে ; সকল প্রকারে ; সকল বিষয়ে। সর্ব শব্দ (সকল)+তস্ অধিকরণে ৭মী স্থানে। অ।

সর্বতোভদ্র—১। পূজাদি কর্মে ঘটাধার চতুষ্কোণ মণ্ডল বিঃ ; ধনীদিগের চতুর্দিকে দ্বারযুক্ত গৃহ বিঃ ; জ্যোতিষে—শুভাশুভ নির্ণয়ার্থ মণ্ডল বিঃ ; চিত্রকাব্য বিঃ। সর্বতঃ (সকল দিকে বা সকল বিষয়ে) ভদ্র (শুভজনক), ৭তৎ। বি ; পু বা ক্লী। ২। বিষ্ণুর রথ। বি ; পু।

সর্বতোভাবে—সর্বপ্রকারে, সম্পূর্ণরূপে। সর্বতঃ (সকল বিষয়ে) ভাব হইয়াছে যাহাতে, অলুক্ বহু। ক্রি-বিণ।

সর্বতোমুখ—১। সকলদিগভিমুখ, যাহার মুখ সকল দিকে। সর্বতঃ (সকল দিকে) মুখ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**সর্বতোমুখী**। ২। ব্রহ্মা ; শিব ; আত্মা। বি ; পু।

সর্বত্যাগ—সকল পরিত্যাগ, যাবতীয় বিষয়-ভোগ বর্জন। ৬তৎ। বি ; পু।

সর্বত্যাগী (-গিন্)—সকল ত্যাগকারী ; যাবতীয় বিষয়ভোগ বর্জনকারী, বিষয়-ভোগে নিঃস্পৃহ। উপতৎ ; সর্ব (সকল)—ত্যজ্ (ছাড়া)+ঘিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু।

সর্বত্র—সকল দিকে ; সকল দেশে বা স্থানে ; সকল কালে ; সকল বিষয়ে সর্ব (সকল)+ত্র ৭মী স্থানে। অ।

সর্বথা—সকলপ্রকারে ; ভৃশ, অত্যন্ত ; হেতু ; স্বীকার ; নিশ্চয়। সর্ব (সকল)+থাচ্ প্রকারার্থে। অ।

সর্বদমন—১। সকল দমন-কর্ত্তা, সকলের শাসক। সর্ব—ণিজন্ত দম=দমি (দমন করা)+অন কর্ত্তৃ। বিণ। ২। রাজা দুষ্মন্তের পুত্র। শকুন্তলার গর্ভে ইহার জন্ম। ইনি পরে ভরত নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। ('ভরত' দ্রঃ)। বি ; পু।

সর্বদর্শী (-দর্শিন্) ১। সকলদ্রষ্টা ; অভিজ্ঞ। উপতৎ ; সর্ব (সকল)—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সর্বদর্শিনী**। ২। ঈশ্বর ; বুদ্ধ। বি ; পু।

সর্বদা—সকল সময়ে। সর্ব শব্দ (সকল)+দা কালার্থে ৭মী স্থানে। অ।

সর্বদেশীয়—সকল দেশসম্বন্ধীয়, সকল দেশের। সর্ব যে দেশ সে সর্বদেশ, কর্মধা ; তদুত্তরে খীয় ইদমর্থে। বিণ।

সর্বনাম (-নামন্)—সকলের নাম ; ব্যাকরণে সর্ব প্রভৃতি যে সকল শব্দ বিশেষ্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সর্বনাশ—সকলের ধ্বংস, সমস্ত ক্ষয় ; মহা-বিপদ্। ৬তৎ। বি ; পু।

সর্বনাশী (-নাশিন্)—সবনেশে, সকল ধ্বংসকারী, সমস্ত ক্ষয়কারক। উপতৎ ; সর্ব নশ্ (নষ্ট করা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সর্বনাশিনী**।

সর্বনাশী সর্বনাশিনী, সমুদায়ধ্বংসকারিণী, সমস্তক্ষয়কারিণী। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

সর্বনিয়ন্তা (-নিয়ন্তৃ)—সকলের নিয়মন-কর্ত্তা, সকলের পরিচালক। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সর্বনিয়ন্ত্রী**।

সর্বপ্রধান—সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের উৎকৃষ্ট। ৭তৎ। বিণ।

সর্ববাদিসম্মত—সকল সম্প্রদায় কর্ত্তৃক স্বীকৃত, সকল মতবাদীর অনুমোদিত। সর্ববাদী দ্বারা সম্মত, ৩তৎ। বিণ।

সর্ববাদী (-বাদিন্)—সকল প্রকার মত-বাদী ; সকল সম্প্রদায়। কর্মধা। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সর্ববাদিনী**।

সর্ববিৎ (-বিদ্)—সর্বজ্ঞ, যে সব জানে। উপতৎ ; সর্ব (সকল)—বিদ্ (জানা)+কিপ্ কর্ত্তৃ। বিণ।

সর্বব্যাপক—সর্বত্র ব্যাপ্তিশীল, যাহা সকল ব্যাপিয়া আছে। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**সর্বব্যাপিকা**।

সর্বব্যাপিত্ব—সর্বত্র ব্যাপ্তিশীলতা, সকল স্থানে বা সকল বস্তুতে ব্যাপিয়া থাকা বা থাকিবার শক্তি। সর্বব্যাপিন্+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সর্বব্যাপী (-ব্যাপিন্)—১। সর্বত্র ব্যাপ্তি-

লীল, সকলে অবস্থিত। সর্ব—বি—আপ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সর্বব্যাপিনী**। ২। ঈশ্বর; বায়ু। বি; পু।

সর্বভক্ষ—হুতাশন, অগ্নি। সর্ব (সকল) ভক্ষণ করে যে, উপতৎ; সর্ব—ভক্ষ্ (খাওয়া)+অন কর্তৃ। বি; পু।

সর্বমঙ্গলময়—১। সকল মঙ্গলের আধার। সর্ব যে মঙ্গল সে সর্বমঙ্গল, কর্মধা; তদুত্তরে ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**সর্বমঙ্গলময়ী**। ২। ঈশ্বর। বি; পু।

সর্বমঙ্গলা—ভগবতী, দুর্গা। সর্ববিষয়ে মঙ্গল হয় যাঁহা হইতে, বহ। বি; স্ত্রী।

সর্বময়—১। সর্বাত্মক, সকলস্বরূপ। সর্ব শব্দ (সকল)+ময়ট্। বিণ। ২। ঈশ্বর। বি; পু। স্ত্রী—**সর্বময়ী**।

সর্বরী—রজনী, রাত্রি। সৃ (গমন করা)+ বনিপ্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সর্বলোক—সকল জন; সমস্ত প্রাণী; ত্রিভুবন। কর্মধা। বি; পু।

সর্বলোকপিতামহ—ব্রহ্মা। সর্বলোকের পিতামহ, ৬তৎ। বি; পু। [ব্রহ্মার আদেশে স্বায়ম্ভুব মনু যাবতীয় জীবজন্তু সৃষ্টি করেন, সুতরাং তিনি সকলের পিতা, আবার ব্রহ্মা সেই আদি পিতার পিতা, সুতরাং তিনি সকলের পিতামহ।]

সর্বশঃ (-শস্)—সর্ব সর্ব; সকল প্রকারে; সর্ববিষয়ে, universally. সর্ব শব্দ+ চশস্। অ।

সর্বশক্তি—সকল বিষয়ে সামর্থ্য; সকল প্রকার ক্ষমতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সর্বশক্তিমত্তা—সকলশক্তিযুক্তত্ব, সকলপ্রকার শক্তির অধীশ্বরত্ব। সর্বশক্তিমৎ+ তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সর্বশক্তিময়—সকল শক্তিপূর্ণ, সকলপ্রকার ক্ষমতাশালী। সর্বশক্তি+ময়ট্। বিণ।

সর্বশক্তিমান্ (-মৎ)—১। সকল শক্তিশালী, সকল প্রকার ক্ষমতাবিশিষ্ট। সর্বশক্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সর্বশক্তিমতী**। ২। ঈশ্বর। বি; পু। [৬তৎ। বিণ।

সর্বশ্রেষ্ঠ—সর্বপ্রধান, সকলের উৎকৃষ্ট।

সর্বসমক্ষ—সকলের সম্মুখ। ৬তৎ। বি: স্ত্রী বা অ।

সর্বসম্মত—সকলের স্বীকৃত, সকল লোকের অনুমোদিত। ৬তৎ। বিণ।

সর্বসম্মতি—সকলের স্বীকৃতি, সকল লোকের অনুমোদন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সর্বসাধারণ—ইতর ভদ্র সকল লোক; যাবতীয় লোক। কর্মধা। বি; পু।

সর্বস্ব—সকল ধন; সমস্ত সম্পত্তি। সর্ব (সকল) যে স্ব (ধন), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সর্বস্বদক্ষিণ—১। যাহাতে সমস্ত ধন দক্ষিণা দিতে হয় এরূপ বহ। বিণ। ২। বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞ। বি; পু।

সর্বস্বান্ত—১। সর্বক্ষয়, সমস্ত সম্পত্তিনাশ। সর্বস্বের অন্ত, ৬তৎ। বি; পু। ২। যাহার সমস্ত ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে, দরিদ্র দশায় উপনীত। সর্বস্বের অন্ত যাহার, বহ। বিণ।

সর্বস্রষ্টা (-স্রষ্টৃ)—সকলের সৃষ্টিকর্তা, বিশ্বনির্মাতা। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সর্বস্রষ্ট্রী**।

সর্বাঙ্গ—সকল অবয়ব; সকল বিষয়। সর্ব যে অঙ্গ, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সর্বাঙ্গসম্পন্ন—সকল অবয়ববিশিষ্ট; ত্রুটিহীন। ৩তৎ। বিণ।

সর্বাঙ্গসুন্দর—সকল বিষয়ে সুন্দর বা পরিপাটী। ৭তৎ। বিণ। স্ত্রী—**সর্বাঙ্গসুন্দরী**।

সর্বাঙ্গীণ—সকল অঙ্গ-ব্যাপক; সকলবিষয়ক। সর্বাঙ্গ+ঈন সম্বন্ধার্থে। বিণ।

সর্বাণী—শিবানী, ভবানী; শংকরী। সর্ব (শিব)+ঈপ্ পত্নী অর্থে। বি; স্ত্রী।

সর্বাধিকারী (-কারিন্)—যাহার সকল বিষয়ে অধিকার আছে এরূপ; পদবি বিশেষ। সর্বাধিকার+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু বা বিণ। স্ত্রী, **-কারিণী**।

সর্বান্তর্যামী (-যামিন্)—১। সকলের অন্তরের ভাবজ্ঞ, যিনি সকলের অন্তরের কথা জানেন। সর্বের (সকলের) অন্তর্যামী, ৬তৎ। বিণ; পু। ২। ঈশ্বর। বি; পু।

সর্বাপেক্ষা—১। সকলের জন্য প্রতীক্ষা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। সকলের চেয়ে। ৬তৎ। অ। [দ্রঃ)।

সর্বাপেক্ষা ভাল—ভাল বিঃ। ('ভাল'

সর্বার্থ—যাবতীয় প্রয়োজন; সকল প্রকার তাৎপর্য। কর্মধা। বি; পু।

সর্বার্থসাধিকা—১। সকল প্রয়োজন সিদ্ধকারিণী। সর্বার্থের সাধিকা, ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী। ২। দুর্গা। বি; স্ত্রী।

সর্বার্থসিদ্ধ—১। বুদ্ধদেব। সর্বার্থে সিদ্ধ, ৭তৎ। বি; পু। ২। জনৈক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ। রাম-রাজত্বকালে ইনি পথে একটি কুকুরকে প্রহার করিলে কুকুর আসিয়া রামের নিকট অভিযোগ করিল। রাম ব্রাহ্মণকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলে, "ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় নহেন" মন্ত্রিগণ এই কথা বলিলেন। কুকুর দণ্ডের জন্য রামচন্দ্রের নিকট অনেক অনুরোধ করিয়া বলিল, "আমার প্রতি যদি আপনার কৃপা থাকে, তবে এই ব্রাহ্মণকে কুলপতি পদ প্রদান করুন, এবং উঁহাকে কালঞ্জরের অধ্যক্ষ করিয়া দিন।" রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "শাস্তির পরিবর্তে এমন পুরস্কার প্রার্থনা করিতেছ কেন?" কুকুর কহিল, "আমি পূর্বে ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলাম। সকল প্রকার সৎকর্ম সম্পাদন করিয়াও এই দশা প্রাপ্ত হইয়াছি।"

সর্বাশী (-শিন্)—১। সর্বভুক্, সকল প্রকার ভোজনকারী, যে যাহা পায় তাহাই খায়। উপতৎ; সর্ব—অশ্ (খাওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সর্বাশিনী**। ২। বহ্নি। বি; পু।

সর্বেশ্বর—১। সকলের প্রভু। সর্বের ঈশ্বর, ৬তৎ। বিণ। ২। শিব। বি; পু।

সর্বেসর্বা—সকলের উপর কর্তা, একমাত্র কর্তা। বাংপ্র। বিণ।

সর্বোত্তম—সর্বশ্রেষ্ঠ, সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ।

সর্বোপরি—সকলের উপর। ৬তৎ। অ।

সর্বৌষধি—কুষ্ঠ মাংসী হরিদ্রা বচা শৈলের চন্দন মুরা রক্তচন্দন কর্পূর মুস্তা এই কয়টি। সর্বা যে ওষধি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সর্ষপ—সরিষা। সৃ (গমন করা)+অপ কর্তৃ। বি; পু।

সলজ্জ—সব্রীড়, লজ্জিত। লজ্জার সহ বর্তমান যে, বহ। বিণ।

সলা—যুক্তি, মন্ত্রণা, পরামর্শ। আ-মু। বি।

সলাজ—সলজ্জ, লজ্জাযুক্ত। <সলজ্জ। বিণ।

সলিতা—পলিতা, সলতে, দীপের সূত্র বা কার্পাসবর্তি। বাংপ্র। বি।

সলিম—১। ভারতে পাঠান-সাম্রাজ্যের পুনঃ স্থাপনকর্তা শের শাহের দ্বিতীয় পুত্র। ১৫৪৫ অব্দে শের শাহ্ কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নয় বৎসর অতি সুনিয়মে রাজ্যশাসন করেন। ১৫৫৪ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

২। সুবিখ্যাত মোগল বাদশাহ্ আকবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৬০৫ অব্দে আকবর কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি জহাঙ্গীর নাম ধারণ করিয়া দিল্লীশ্বর হন ('জহাঙ্গীর' দ্রঃ)।

সলিল—জল। সল্+ইল্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সলিলক্রিয়া—তর্পণাদি; জল দ্বারা চিতা ধৌতকরণ। ৩তৎ। বি; স্ত্রী।

সলিলজ—১। জলজাত। উপতৎ; সলিল (জল)—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। জলজ, পদ্ম। বি; স্ত্রী।

সলিল-সমাধি—জলমধ্যে কবর, শবদেহ জলে নিক্ষেপ, জলমজ্জনে মৃত্যু। ৭তৎ। বি; পু।

সলীল—লীলাযুক্ত; ভঙ্গী-সহিত; কৌতু-

হলী; কৌতুকী। লীলার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। স্ত্রী— **সলীলা**।

সল্লকী—শজারু; বাবলা গাছ। সল্ (গমন করা)+অক কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সশঙ্ক—শঙ্কাযুক্ত, ভীত। শঙ্কার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সশঙ্কচিত্ত—১। ভীত মনঃ। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। শঙ্কিত চিত্তবিশিষ্ট, ভীতমনাঃ। সশঙ্ক হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সশঙ্কে—শঙ্কার সহিত, ভীতভাবে। বহু। ক্রি-বিণ।

সশঙ্কিত—সশঙ্ক, ভীত, ত্রস্ত। বাংপ্র। বিণ।

সশব্দে—শব্দ সহকারে, শব্দ করিতে করিতে। শব্দ সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সশরীরে—শরীরের সহিত, মূর্তিমান্ হইয়া। শরীরের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সশস্ত্র—শস্ত্রযুক্ত, অস্ত্রধারী। শস্ত্রের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সসংজ্ঞ—সংজ্ঞাযুক্ত, সচেতন। সংজ্ঞার সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সসজ্জ—সজ্জিত। সজ্জার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সসত্ত্বা—গর্ভবতী। সত্ত্বের (প্রাণীর) সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ; স্ত্রী।

সসম্ভ্রম—সম্ভ্রমযুক্ত, ত্বরাবিশিষ্ট; সগৌরব। সম্ভ্রমের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সসম্ভ্রমে—সম্ভ্রমসহকারে, ত্বরার সহিত; সগৌরবে, সাদরে। সম্ভ্রমের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সসম্মানে—সম্মানসহকারে, মর্যাদার সহিত। বহু। ক্রি-বিণ।

সসাগরা—সাগর-সহিতা। সাগরের সহ বর্তমানা যে, বহু। বিণ; স্ত্রী।

সসেমিরা—সংকটাবস্থা; মুমূর্ষু দশা; কঠিন সমস্যা। বি। [সংস্কৃত দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা পুস্তকে আছে—উজ্জয়িনীর রাজপুত্র একাকী বনমধ্যে বিপন্ন হইয়া রাত্রে এক ভালুকের সহিত মিত্রতা করিয়া পরে মিত্রদ্রোহী হন। তখন ভালুক রাজপুত্রকে চপেটাঘাত করিয়া স-সে-মি-রা এই চারি বর্ণ বলিয়া চলিয়া যায়। রাজকুমার ক্ষিপ্ত হইয়া সসেমিরা সসেমিরা' উচ্চারণ করিতে থাকেন। পরে কবি কালিদাস বধূরূপ ধরিয়া শ্লোক পূরণ করিলে, কুমারের চিত্তবৈকল্য দূর হয়। এই শ্লোকের প্রথম চরণে স, দ্বিতীয় চরণে সে, তৃতীয় চরণে মি, ও চতুর্থ চরণে রা ছিল।]

সসৈন্য—সেনাসমন্বিত, সৈন্যযুক্ত। সৈন্যের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সসৈন্যে—সেনার সহিত। সৈন্যের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সস্তা—স্বল্পমূল্য, সুলভ। কা-বু। বিণ।

সস্ত্রীক—স্ত্রীযুক্ত, পত্নীর সহিত। স্ত্রীর সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ। [বিণ।

সস্নেহ—স্নেহযুক্ত, বাৎসল্যবিশিষ্ট। বহু।

সস্নেহে—স্নেহসহকারে, বাৎসল্যের সহিত। স্নেহের সহ বিদ্যমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সস্পৃহ—স্পৃহাযুক্ত, উৎসুক, অভিলাষী। স্পৃহার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সস্মিত—সহাস্য, হাস্যযুক্ত। স্মিতের (হাস্যের) সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সস্বেদ—ঘর্মযুক্ত। স্বেদের (ঘর্মের) সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সহ—১। সাহিত্য; সাদৃশ্য; বিদ্যমানতা; সাফল্য; সমৃদ্ধি; সম্বন্ধ। সহ্ (সহা)+অল্ ভাব। অ। ২। সহিষ্ণু; সমর্থ; সহায়। সহ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। ৩। সহ্য কর, অপেক্ষা কর; সহ্য করে। প্রা কপ্র। ক্রি।

সহকর্মী (-কর্মিন্)—সাহায্যকারী, সহকারী; একসঙ্গে কার্যকারী। সুপ্‌সুপা। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কর্মিণী**।

সহকার—১। সুগন্ধ আম্রবৃক্ষ। সহ—কৃ (বিকীর্ণ করা)+ণ্ কর্তৃ। ২। সহকারিতা, সহায়তা, সাহায্য, সহযোগ। সহ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সহকারিতা—সহকারীর ভাব, সাহায্যকারিতা, সহায়তা করা। 'সহকারী' দ্রঃ। সহকারিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সহকারী (-কারিন্)—সাহায্যকারী, assistant. সহ—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহকারিণী**।

সহকৃৎ-সহকারী, সহায়তাকারী। সহ শব্দ—কৃ (করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

সহগমন—সঙ্গে গতি, অনুগমন; সহমরণ, অনুমরণ ['সতীদাহ' দ্রঃ]। সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

সহগম্য—সঙ্গে গমনীয়। সুপ্‌সুপা। বিণ।

সহগামী (-গামিন্)—সঙ্গে সঙ্গে গমনকারী, অনুগামী, অনুবর্তী, সমভিব্যাহারী, সঙ্গী; আনুষঙ্গিক। উপতৎ; সহ—গম্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

সহচর—সঙ্গী; বয়স্য, সখা। উপতৎ; সহ—চর্ (গমন করা)+ট কর্তৃ। বিণ।

সহচরী—সখী; পত্নী। সহচর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সহচারী (-চারিন্)—সহচর, সঙ্গী; বয়স্য, সখা। উপতৎ; সহ (সহিত)—চর্ (গমন করা) +ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহচারিণী**।

সহজ-১। সহজাত; স্বাভাবিক, নৈসর্গিক; অনায়াসসিদ্ধ; সোজা। উপতৎ; সহ—জন্ (জন্মা) +ড কর্তৃ। বিণ। ২। সহোদর। বি; পু।

সহজজ্ঞান—সংস্কারজাত বোধ, instinct. কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সহজপ্রবণ—স্বভাবতঃ নত; যে সকল বস্তুকে অল্পমাত্র আয়াসেই নত করা যায়। সহজে প্রবণ, সুপ্‌সুপা। বিণ।

সহজপ্রবণতা- বস্তুর স্বভাবতঃ নত হওয়া রূপ গুণ; যে গুণ থাকায় কোন বস্তুকে অনায়াসে বাঁকানো যায়। সহজপ্রবণ শব্দ +তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সহজবিশ্বাস—স্বভাবতঃ প্রত্যয়; অনায়াসে জাত প্রত্যয়; স্বাভাবিক ধারণা। কর্মধা। বি; পু।

সহজবিশ্বাসী (-সিন্)—অনায়াসে বিশ্বাসকারী, একটুতে যে বিশ্বাস করে। সুপ্‌সুপা। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহজবিশ্বাসিনী**।

সহজলব্ধ—অনায়াসপ্রাপ্ত, যাহা অনায়াসে পাওয়া গিয়াছে এরূপ। সুপ্‌সুপা। বিণ।

সহজশত্রু—স্বাভাবিক বৈরী; অংশীদার; বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদি। কর্মধা। বি; পু।

সহজাত—সহোৎপন্ন, এক সঙ্গে উদ্ভূত; জন্মসহ উৎপন্ন, inherent. সুপ্‌সুপা। বিণ।

সহজাতসংস্কার—সহজ জ্ঞান, instinct. কর্মধা। বি; পু।

সহজানন্দ—(বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিশেষের মতে) পারমার্থিক আনন্দ। কর্মধা। বি; পু।

সহজিয়া—১। বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষের সাধনপদ্ধতি (এই ধর্মমতের নাম 'কর্তাভজা')। বি। ২। প্রাকৃতিক। বাংপ্র। বিণ।

সহজিয়া ধর্ম—আউল চাঁদ নামক ফকিরের উপদেশে রামশরণ পাল কর্তৃক এই ধর্ম প্রচারিত হয়। সহজ ধর্মের ব্যুৎপত্তি এইরূপ—পরমাত্মার সহজাত বলিয়া জীবের নাম সহজ; এবং জীবের যে সনাতন ধর্ম তাহাই সহজ ধর্ম। এই ধর্মের কোন ভেক নাই, আচরণ নাই, লৌকিকতা নাই, এবং ধর্মাচরণে জাতিগত কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা নাই। সকল জাতীয় স্ত্রী-পুরুষ বৈঠকে সমবেত হইয়া ধর্মাচরণ করিতে পারিবে। এই ধর্মে স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ নিষিদ্ধ, কিন্তু যে রমণী সহজ ধর্ম গ্রহণ করিবে, তাহাকে নারীভাবে না দেখিয়া তাহার সহিত আলাপাদি করিবে। ইহাতে গুরুর নাম মহাশয় এবং শিষ্যের নাম বরাতি। এই ধর্মের ১০টি নিয়ম

যথা—(১) সত্য বলা, সঙ্গে চলা। (২) মিথ্যা বলিবে না। (৩) পরদার করিবে না। (৪) হিংসা করিবে না। (৫) বধ করিবে না। (৬) চুরি করিবে না। (৭) উৎসৃষ্ট বস্তু খাইবে না। (৮) মাংস ভক্ষণ করিবে না। (৯) মদ্যপান করিবে না। (১০) প্রতিবাসীর সহিত প্রণয় রাখিবে এবং মাতাপিতার সমাদর করিবে।

শুক্রবার এই ধর্মের উপাসনার প্রধান দিন। রামশরণ পাল কর্তা-মহাশয় নামেও অভিহিত ছিলেন, এজন্য এই ধর্ম 'কর্তাভজা' নামেও প্রসিদ্ধ। রামশরণের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র নফর 'মহাশয়' হইয়াছিলেন। রামশরণের স্ত্রী শচী মাতা বা সতী মাতা নামে প্রসিদ্ধ।

সহজে—অনায়াসে, সাধারণতঃ; সামান্য কারণে, একটুতেই। বাংপ্র। ক্রি-বিণ।

সহজেতর—অস্বাভাবিক, অনৈসর্গিক, অলৌকিক। সহজ (স্বাভাবিক) হইতে ইতর (ভিন্ন), ৫তৎ। বিণ।

সহদেব—১। পঞ্চম পাণ্ডব। সহ (সহিত) —দিব্ (ক্রীড়া করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

পাণ্ডু রাজার কনিষ্ঠা পত্নী মাদ্রীর ক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ঔরসে নকুল ও সহদেব দুই যমজ ভ্রাতার জন্ম হয়। মাদ্রী পাণ্ডুর সহমৃতা হইলে সহদেব সহোদরসহ বিমাতা কুন্তীর যত্নে অপত্যনির্বিশেষে লালিত-পালিত হন এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত কৃপ ও দ্রোণের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। অসিমুষ্টিধারণে ইনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে ইঁহার শ্রুতসেন নামক পুত্রের জন্ম হয়। ইনি ভানুমতী নাম্নী এক যাদবীরও পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি আজীবন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞাবহ থাকিয়া ভ্রাতৃগণসহ সর্বপ্রকার সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞকালে ইনি দক্ষিণ দিকে গমন করিয়া তত্রত্য রাজন্যবর্গের নিকট কর আদায় করিয়াছিলেন। ইনি ভ্রাতৃগণসহ দ্বাদশ বৎসর বনবাসে অতিবাহিত করেন এবং অজ্ঞাতবাসের বৎসর বিরাট-রাজভবনে তন্ত্রিপাল নামে গোশালাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি সাধ্যানুসারে বীরত্ব প্রদর্শন করেন, এবং অষ্টাদশ দিবসের যুদ্ধে শকুনিকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। যুধিষ্ঠিরের সহিত মহাপ্রস্থানে যাত্রা করিয়া অত্যধিক পাণ্ডিত্যাভিমান জন্য পাপস্পর্শ হেতু ইনি সুমেরুশিখরে পতিত হন।

২। মগধেশ্বর জরাসন্ধের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরব-পক্ষ অবলম্বন করেন এবং চতুর্থ দিবসের যুদ্ধে অভিমন্যুর হস্তে নিপতিত হন।

সহধর্মচারিণী—সহধর্মিণী, পত্নী। সহ—ধর্ম —চর্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্; যে স্ত্রী একসঙ্গে ধর্মাচরণ করে। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

সহধর্মিণী—পত্নী। সহ-ধর্ম+ইন্+ঈপ্।

সহন—১। সহ্যকরণ, ক্ষমা; প্রতীক্ষা। সহ্ (সহা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। সহিষ্ণু। সহ্+অন কর্তৃ। বিণ।

সহনীয়—সহনযোগ্য, সহ্য। সহ্ (সহা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

সহপাঠী (-পাঠিন্)—সতীর্থ, এক সময়ে এক গুরুর শিষ্য; এক বিদ্যালয়ে বা এক শ্রেণীতে অধ্যয়নকারী। উপতৎ; সহ—পঠ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহপাঠিনী**।

সহবত—সঙ্গগুণে অভ্যস্ত ব্যবহার, সংসর্গজ শিক্ষা; সংসর্গ। আ-মু। বি।

সহবাস—একসঙ্গে বাস, একত্র অবস্থান; স্ত্রী-পুরুষের একত্র সম্ভোগ, রমণ, রতিক্রিয়া। সহ—বস্ (বাস করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সহভাবী (-ভাবিন্)—সহিত উৎপন্ন; সহায়, সাহায্যকারী; সহচর। সহ (সহিত)—ভূ (হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহভাবিনী**।

সহমরণ—মৃতপতির সহিত মরণ, অনুমরণ, সহগমন ['সতীদাহ' দ্রঃ]। সহ (সহিত) —মৃ (মরা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

সহমৃতা—মৃতপতির সহিত মৃতা, অনুমৃতা। সুপ্‌সুপা। বিণ; স্ত্রী।

সহযাত্রা—একত্র গমন, একসঙ্গে প্রস্থান। সুপ্‌সুপা। বি; স্ত্রী।

সহযাত্রী (-যাত্রিন্)—একসঙ্গে গমনকারী। সহযাত্রা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহযাত্রিণী**।

সহযোগ—সংযোগ, মিলন। সহ—যুজ (যুক্ত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সহযোগিতা—সহকারিতা, কোন বিষয়ে এক সঙ্গে যোগ দেওয়া; এক সঙ্গে কার্যকরণ। সহযোগিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সহযোগী (-যোগিন্)—সহকারী, সঙ্গে যোগদাতা, সাহায্যকারী, সহকর্মী; একসঙ্গে কার্যকারী। সহ—যুজ্ (যুক্ত হওয়া)+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহযোগিনী**।

সহর—'শহর' শব্দের আগের বানান।

সহর্ষ—হর্ষযুক্ত, আনন্দিত। হর্ষের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সহসা—১। শীঘ্র, হঠাৎ; অকস্মাৎ; অবিমর্ষ। সহ—সো (নাশ করা)+ডা কর্তৃ। অ। ২। হাস্যকারিণী। হসের (হাস্যের) সহ বর্তমানা যে, বহু। বিণ; স্ত্রী।

সহস্র—১। দশ শত সংখ্যা, ১০০০। সমান শব্দ হস (হাস্য করা)+র কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। তৎসংখ্যক, হাজার। বিণ।

সহস্রকর, সহস্রকিরণ—সূর্য। সহস্র হইয়াছে কর, কিরণ যাহার, বহু। বি; পু।

সহস্রতম—১০০০ সংখ্যার পূরণ। সহস্র+তমট্ পূরণার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-তমী**।

সহস্রধা—সহস্রবার; সহস্রপ্রকার। সহস্র+ধাচ্ প্রকারার্থে। অ।

সহস্রবাহু, সহস্রভুজ—কার্তবীর্যার্জুন; বিষ্ণু। বহু। বি; পু।

সহস্রলোচন—দেবরাজ ইন্দ্র। সহস্র হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। বি; পু।

সহস্রশঃ (-শস্)—সহস্র সহস্র, বহুসংখ্যক। সহস্র+শস্ বীপ্সার্থে। অ।

সহস্রাংশু—সূর্য। সহস্র হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

সহস্রাক্ষ—ইন্দ্র; বিষ্ণু। সহস্র হইয়াছে অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু। বি; পু।

সহস্রার—শিরোমধ্যস্থ অধোমুখ সহস্র-দল-পদ্ম। সহস্র অর (দল, কোণ) যাহার, বহু। বি; ক্লী।

সহস্রাস্য—বিষ্ণু। সহস্র আস্য (মুখ) যাঁহার, বহু। বি; পু।

সহস্রী (সহস্রিন্)—সহস্রাধিপতি; সহস্রযুক্ত। সহস্র শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

সহা—সহ্য করা; সহনীয় হওয়া। ক্রি। সহ্ ধাতুজ।

সহাধ্যায়ী (-য়িন্)—সহপাঠী, এককালে এক গুরুর শিষ্য; এক বিদ্যালয়ের বা এক শ্রেণীর ছাত্র। সহ (সহিত)—অধি—ই+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সহাধ্যায়িনী**।

সহানুভূতি—অপরের সুখদুঃখে তাদৃশ অনুভব, সহবেদনা। সহ (সমান) অনুভূতি, সুপ্‌সুপা। সহ—অনু—ভূ+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সহানো—সহ্য করানো। বাংপ্র। ক্রি।

সহায়—সহচর; সাহায্যকারী। সহ—ই (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ।

সহায়তা—সাহায্য; সহায়সমূহ। সহায় শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সহায়তাকারী (-কারিন্)—সাহায্য-কর্তা, পৃষ্ঠপোষক। উপতৎ; সহায়তা—কৃ

(করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

সহাস, সহাস্য—হাস্যযুক্ত, সস্মিত। হাসের, হাস্যের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সহাস্যবদনে—হাস্যযুক্ত আননে, হাসিমুখে, হাসিতে হাসিতে। সহাস্য হইয়াছে বদন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সহি, সই—১। সমান; অনুযায়ী; উপযুক্ত; ('মানান—')। বিণ। ২। তথাস্তু; প্রমাণ; সম্মতি, স্বীকার। বাংপ্র। অ। ৩। স্বাক্ষর, নামলিখন। আ-মূ। বি।

সহিত—১। সমভিব্যাহৃত; সংযুক্ত। সম্-ধা+ক্ত কর্ম। ২। হিতযুক্ত; হিতকর। হিতের সহ বর্তমান যে, বহু; অথবা সম্ (সম্যক্) যে হিত, প্রাদি। বিণ। ৩। সঙ্গে, সাথে। বাংপ্র। অ।

সহিষ্ণু—সহনশীল, ধৈর্যযুক্ত; ক্ষমী, ক্ষমাবান্। সহ্ (সহা)+ইষ্ণু কর্তৃ শীলার্থে। বিণ।

সহিষ্ণুতা—সহনশীলতা, তিতিক্ষা, ক্ষমা। সহিষ্ণু শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সহিস—অশ্বরক্ষক, ঘোড়ার পরিচালক। আ-মূ। বি।

সহৃদয়—প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ, হৃদয়বান্, উদার; সামাজিক; গুণগ্রাহী; বিদ্বান্। হৃদয়ের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সহৃদয়তা—উদারচিত্ততা, মহত্ত্ব; সামাজিকতা। 'সহৃদয়' দ্রঃ। সহৃদয়+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। [দ্রঃ)।

সহোক্তি—অর্থালংকার বিঃ ('অলংকার'

সহোঢ়—দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্র বিঃ, গর্ভবতী কুমারীর বিবাহানন্তর জাত পুত্র। ঊঢ়ার (বিবাহিতার) সহ বর্তমান যে, বহু। বি; পু।

সহোদর—একমাতৃ-গর্ভজাত ভ্রাতা। সহ (সমান) হইয়াছে উদর যাহার, বহু। বি; পু। স্ত্রী—**সহোদরা**।

সহ্য—১। সহনযোগ্য, সহনীয়। সহ (সহা) +য কর্ম। বিণ। ২। পর্বত বিঃ, পশ্চিমঘাট পর্বত। বি; পু।

সহ্যাদ্রি—পশ্চিমঘাট পর্বত। সহ্য নামক যে অদ্রি (পর্বত), মধ্যপ। বি; পু।

সা—সাহা এই জাতিগত উপাধির সংক্ষেপ; স্বরগ্রামের প্রথম স্বর, ষড়্‌জ। বাংপ্র। বি।

সা আলম—দ্বিতীয় আলমগীরের পুত্র আলী গৌহর দ্বিতীয় সা আলম নাম ধারণ করিয়া ১৭৫৯ খ্রীঃ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৭২৮ খ্রীঃ ১৫ই জুন ইহার জন্ম হয়। পিতার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া ইনি অযোধ্যার নবাব উজির সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। মীরজাফর যখন নবাব নাজিমের পদে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে সুজাউদ্দৌলার সহায়তায় আলী গৌহর বঙ্গদেশ অধিকার করিবার মানসে বেহার পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, কিন্তু পাটনা হইতে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আবার ইনি বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। যুদ্ধের ফলে মেজর কার্নাক কর্তৃক ইনি ১৭৬১ খ্রীঃ বন্দীকৃত হন। পরে মীরকাসিম ইঁহাকে বঙ্গদেশ হইতে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিলে ইঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে দেওয়া হয়। বক্সারের যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা পরাজিত হইলে, সা আলম ইংরাজের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। ১৭৬৫ খ্রীঃ এলাহাবাদে অবস্থিতিকালে সা আলম ক্লাইভকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিস্বরূপে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করেন। ১৭৭১ খ্রীঃ সা আলম মাধোজী সিন্ধিয়ার হস্তে পড়েন ও তৎকর্তৃক দিল্লীর সম্রাট্ বলিয়া অধিষ্ঠিত হন। এই সময়ে কোম্পানিও বার্ষিক দেয় ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন। ১৭৮৮ খ্রীঃ রোহিলা-নায়ক দিল্লী আক্রমণ করিয়া সা আলমের চক্ষু দুইটি উৎপাটিত করেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের সাহায্যে আবার ইনি সিংহাসন অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু একপ্রকার উঁহাদের বন্দী হইয়া রহিলেন। ১৮০৩ খ্রীঃ মহারাষ্ট্রীয় যুদ্ধের অবসানে ইনি ইংরাজদের সাহায্যাধীনে আসেন। ইংরাজেরা ইঁহাকে দিল্লীর সিংহাসনে আবার বসাইলেন। ১৮০৬ খ্রীঃ ১০ই নভেম্বর ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

সাইকেল—দ্বিচক্রযান। <ইং 'cycle'. বি। [<সাধু। বি।

সাউ—বৈশ্যজাতি বিঃ; পদবি বিঃ।

সাউকার—বণিক্। বাংপ্র। বি।

সাউখড়, সাউখুর—দাতা; দেনাশোধ সম্বন্ধে যাহার কথার ঠিক থাকে এমন। বাংপ্র। বিণ। বি, **-খুড়ি, -খুরি**।

সাং—সাকিন বা সাকিম শব্দের সংক্ষেপ।

সাংকর্য—সঙ্করত্ব, মিশ্রণ। সংকর+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সাংকেতিক—১। সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অঙ্ক করিবার প্রক্রিয়া বিঃ, practice. বি; ক্লী। ২। সংকেতসম্বন্ধীয়; সংকেতসূচক; সংকেত দ্বারা সূচিত; সংকেতকারক। সংকেত+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**সাংকেতিকী**।

সাংক্রামিক—সংক্রমণশীল। সংক্রম শব্দ +ফিক। বিণ। স্ত্রী—**সাংক্রামিকী**।

সাংখ্য—'সাঙ্খ্য' দ্রঃ।

সাংগ্রামিক—১। যুদ্ধসম্বন্ধীয়; যুদ্ধোপযোগী; রণকুশল, সমরনিপুণ। সংগ্রাম +ফিক। বিণ। স্ত্রী—**সাংগ্রামিকী**। ২। সেনাপতি। বি; পু।

সাংঘাতিক—'সাঙ্ঘাতিক' দ্রঃ।

সাংবৎসর, সাংবৎসরিক—বার্ষিক; সমস্ত বৎসরের। সংবৎসর শব্দ+ষ্ণ, ফিক। বিণ। স্ত্রী—**সাংবৎসরী, সাংবৎসরিকী**।

সাংবাদিক—সংবাদ সম্বন্ধীয়; সংবাদপত্র-সম্বন্ধীয় কার্যকারক, journalist; নৈয়ায়িক, logician. সংবাদ+ফিক। বিণ।

সাংশয়িক—সংশয়াপন্ন, সন্দিহান; অকৃতনিশ্চয়; অস্থিরমতি। সংশয়+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**সাংশয়িকী**।

সাংসর্গিক—সংসর্গজাত। সংসর্গ+ফিক। বিণ। স্ত্রী—**সাংসর্গিকী**।

সাংসারিক—সংসার বা জীবনযাত্রা-সম্বন্ধীয়; সংসারাসক্ত; পারিবারিক। সংসার শব্দ+ফিক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সাংসারিকী**।

সাংসারিকতা—সংসারাসক্তি। সাংসারিক তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সাঁ, সাঁই সাঁই, সোঁ—অনুকার শব্দ; বেগসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

সাঁইত্রিশ—সপ্তত্রিংশৎ, ৩৭। বাংপ্র। বি।

সাঁওতাল—ভারতের আদিম বা অসভ্য জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি। বিণ—**সাঁওতালী**।

সাঁকো—সেতু, পুল; বাঁধ। বাংপ্র। বি।

সাঁচ্চা, সাচ্চা—সত্য, যথার্থ; প্রকৃত, খাঁটি, আসল ('— জরি')। হি। বিণ।

সাঁজ—১। সন্ধ্যা; সান্ধ্য দীপ। বাংপ্র। বি। ২। তদ্দিনে প্রস্তুত, টাটকা; সদ্যোধৌত। <সদ্যঃ। বিণ।

সাঁজ-সেঁজুতি—বালিকাদিগের সান্ধ্যব্রত বিঃ। বাংপ্র। বি।

সাঁজা—দইয়ের বীজ, দম্বল। বাংপ্র। বি।

সাঁজোয়া—কবচ, বর্ম, কঞ্চুক। বাংপ্র। বি।

সাঁঝ—সন্ধ্যা; সান্ধ্যদীপ। বাংপ্র। বি।

সাঁঝবাতি—সন্ধ্যার পরে লোকচলাচল-নিয়ামক আইন, curfew order. বাংপ্র। বি।

সাঁট, সাট—ইশারা; সংক্ষেপ, স্বল্পতা। বাংপ্র। বি।

সাঁটা—লাগানো, আঁটা, (প্রাচীরাদিতে) মারা। বাংপ্র। ক্রি।

সাঁড়ক—বাঁশের চওড়া চটা বা বাখারি। বাংপ্র। বি।

সাঁড়াশি—শক্ত বড় চিমটা, উত্তপ্ত লৌহাদি ধরিবার জন্ত কর্মকারের যন্ত্র বিঃ। <সন্দংশ। বি।

সাঁতরানো, সাঁতারা—সাঁতার দেওয়া বা কাটা। বাংপ্র। ক্রি।

সাঁতলানো—সম্বরা দেওয়া, সম্বরা করা। বাংপ্র। ক্রি।

সাঁতার-সন্তরণ। বাংপ্র। বি।

সাঁধা, সাঁধানো, সান্ধানো—প্রবেশ করা, প্রবিষ্ট হওয়া, ঢুকা। বাংপ্র। ক্রি।

সাঁপি—পাশা, শব্দ। বাংপ্র। বি।

সাকল্য—সমস্ত, সমুদায়, সমষ্টি, মোট। সকল শব্দ+ষ্য। বি; ক্লী।

সাকাঙ্ক্ষ—আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সস্পৃহ, লুব্ধ। আকাঙ্ক্ষার সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সাকার—আকৃতিবিশিষ্ট, সাবয়ব। আকারের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাকারবাদ—উপাসনায় ঈশ্বরের কল্পিত মূর্ত্তির প্রয়োজন আছে এই মতবাদ। ৬তৎ। বি; পু।

সাকারবাদী (-বাদিন্)—ঈশ্বরের মূর্ত্তি স্বীকারকারী, যে নিরাকার ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করে। উপতৎ; সাকার—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সাকারবাদিনী**।

সাকারোপাসক—ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার আরাধনা-কর্ত্তা, প্রতিমা-পূজক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-পাসিকা**।

সাকারোপাসনা—ঈশ্বরের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহার আরাধনা, প্রতিমা-পূজা। সাকারের উপাসনা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সাকিন, সাকিম—নিবাস, বাড়ি, ঠিকানা। আ। বি।

সাকেত—অযোধ্যাপুরী। সহ শব্দ আ—কিত+অল্ অধি। বি; ক্লী বা পু।

সাক্ষর—অক্ষরযুক্ত; বিদ্যাবান্। অক্ষরের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাক্ষাৎ—১। প্রত্যক্ষ; সম্মুখ; মূর্তিমান্। সহ শব্দ—অক্ষ (অক্ষি শব্দজ)-অত্ (গমন করা)+কিপ্ কর্ত্তৃ। অ। ২। দর্শন, দেখা; সমক্ষ। বাংপ্র। বি।

সাক্ষাৎকর্ত্তা (-কর্ত্তৃ)—সাক্ষাৎকারী; যে দেখা করে, প্রত্যক্ষকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সাক্ষাৎকর্ত্রী**।

সাক্ষাৎকার—প্রত্যক্ষকরণ; দেখা করা। সাক্ষাৎ—কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

সাক্ষাৎকারী (-কারিন্)—সাক্ষাৎকর্ত্তা, যে সাক্ষাৎ করিতে আসে, visitor. সাক্ষাৎ—কৃ+ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ; পু।

সাক্ষাৎসম্বন্ধ—প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ; দৃষ্ট ব্যাপার, বাস্তু ব্যাপার। সুপ্‌সুপা। বি; পু।

সাক্ষি-সাক্ষ্য। বাংপ্র। বি।

সাক্ষী (সাক্ষিন্)—সাক্ষাৎদ্রষ্টা, প্রত্যক্ষ-দর্শী; উপদ্রষ্টা। সহ শব্দ—অক্ষি শব্দ (চক্ষু)+ক+ইন্। বিণ; পু। স্ত্রী—**সাক্ষিণী**। **সাক্ষিগোপাল** কেবল সাক্ষিস্বরূপে উপস্থিত, নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থিত ব্যক্তি; দেবমূর্ত্তি বিঃ। পুরী যাইবার পথে সাক্ষীগোপাল নামক স্থানে ইনি অবস্থিত। কথিত আছে যে, সাক্ষ্য দিয়া ঐ নামে অভিহিত হইয়াছেন। শ্রীক্ষেত্রযাত্রীরা অবশ্য দ্রষ্টব্য জ্ঞানে ইঁহাকে দর্শন করিতে যায়।

সাক্ষ্য—সাক্ষীর কর্ম, এজাহার। সাক্ষিন্+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সাক্ষ্যমঞ্চ—সাক্ষ্য দিবার স্থান, সাক্ষীর কাঠগড়া। ৬তৎ। বি; পু।

সাগর—১। সমুদ্র; সংখ্যা বিঃ; মৃগ বিঃ। সগর শব্দ+ষ্ণ। বি; পু। সগররাজার ষষ্টি সহস্র পুত্র অপহৃত যজ্ঞাশ্বের অন্বেষণে প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ঘ ও এক যোজন প্রস্থ ভূমিতল খনন করেন। এই খাত জলপূর্ণ হইলে সগরের নামানুসারে "সাগর" এই নাম প্রাপ্ত হয়।

২। হুগলী নদীর পতন-মুখস্থিত দ্বীপ বিঃ। স্থানটি গঙ্গাসাগরসংগম নামে অভিহিত এবং হিন্দুর চক্ষে অতীব পবিত্র। পৌরাণিক প্রবাদ এই যে, এইখানে রাজা ভগীরথ গঙ্গা আনয়ন করিয়া সগররাজের ভস্মীভূত ৬০ হাজার বংশধরকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন হইতে আরম্ভ করিয়া এই স্থানে তিন দিন স্নান করিয়া হিন্দুগণ পারত্রিক মঙ্গল লাভ করেন। এই সময়ে এখানে বহু লোকের সমাগম হয় ও মেলা বসে। সাগর দ্বীপ বঙ্গদেশের জেলা ২৪ পরগনার অন্তর্গত। ইহার কিয়দংশে আবাদ হইয়াছে; অপরাংশ ব্যাঘ্রাদি হিংস্রপশু-সংকুল নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ। দ্বীপের একাংশে সরকারী আলোকগৃহ ও টেলিগ্রাফ আফিস আছে।

সাগরগর্ভ—সমুদ্রের অভ্যন্তরভাগ। ৬তৎ। বি; পু।

সাগরগামিনী—১। স্রোতস্বতী, নদী। উপতৎ; সাগর—গম্+ণিন্ কর্ত্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী। ২। সমুদ্রে গমনকারিণী, যে (স্ত্রী) সমুদ্রে যাইতেছে। বিণ; স্ত্রী। পু—**সাগরগামী**।

সাগরনেমি, সাগরমেখলা—ধরিত্রী, পৃথিবী। সাগর (সমুদ্র) হইয়াছে নেমি (বেড়), মেখলা (কটিভূষণ) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী।

সাগরশাখা—সাগরের যে সংকীর্ণ অংশ স্থলভাগে প্রবেশ করিয়াছে, খাড়ি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সাগরসংগম—সাগরের সহিত নদীর মিলনস্থান। ৬তৎ। বি; পু।

সাগরাম্বরা—১। সমুদ্ররূপ বস্ত্রে আচ্ছাদিতা। সাগর হইয়াছে অম্বর (বস্ত্র) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। ২। পৃথিবী। বি; স্ত্রী।

সাগু, সাবু—তালাদিবর্গের বৃক্ষবিশেষের মজ্জা হইতে প্রাপ্ত পালো। মালয়ী শব্দ। বি।

সাগ্নিক অগ্নিহোত্রী বিপ্র। অগ্নির সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বি; পু।

সাঙ্খ্য, সাংখ্য—১। কপিল-প্রণীত দর্শন-শাস্ত্র। সংখ্যা+ষ্ণ। বি; ক্লী। ২। জ্ঞানী। সংখ্যা (জ্ঞান)+ষ্ণ। বি; পু।

সাঙ্গ ১। অঙ্গযুক্ত, সর্বাবয়ববিশিষ্ট; পূর্ণাঙ্গ। অঙ্গের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। ২। সমাপ্ত, শেষ। বাংপ্র। বিণ।

সাঙ্গা-১। অঙ্গযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। জিনিসপত্র রাখিবার নিমিত্ত ভিত্তি-গাত্রস্থ বংশাধার তক্তা বা তাক; বাঁশের আলনা; হিন্দুমতে নিকা, বিধবাবিবাহ। <সঙ্গ। বি।

সাঙ্গাত, সেঙ্গাৎ, সেঙাত—মিত্র, সখা। বাংপ্র। বি।

সাঙ্গোপাঙ্গ—১। অঙ্গ ও উপাঙ্গ সমেত ('—বেদ') সদলবল। বহু। বিণ। ২। দলবল (চলতি—সাঙ্গপাঙ্গ)। বাংপ্র। বি।

সাঙ্ঘাতিক, সাংঘাতিক নাশজনক, মারাত্মক। সঙ্ঘাত+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**সাঙ্ঘাতিকী**।

সাচার—আচারবান্, আচারনিষ্ঠ, আচারান্বিত। আচারের সহ বর্ত্তমান যে, বহু। বিণ।

সাচিব্য ১। মন্ত্রিত্ব, মন্ত্রণাকার্য। সচিব+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী। ২। সাহায্য; মূল্যসুলভতা। বাংপ্র। বি।

সাচ্চা—'সাঁচ্চা' দ্রঃ।

সাজ—বেশ; শোভা; অলংকার; উপকরণ; সরঞ্জাম। <সজ্জা। বি।

সাজগোজ—পোশাক-পরিচ্ছদ; পোশাক-পরিধান। বাংপ্র। বি।

সাজঘর—অভিনেতৃগণের সাজিবার ঘর, green-room. বাংপ্র। বি।

সাজন্ত—শোভন; মানানসই; সজ্জিত, শোভিত। বাংপ্র। বিণ।

সাজপোশাক—বেশভূষা, সজ্জা ও পরিচ্ছদ। বাংপ্র। বি।

সাজশ—মন্দকার্যে সহযোগিতা ('যোগ—')। <আ 'সাজিশ'। বি।

সাজ-সরঞ্জাম—বিবিধ উপকরণ; সাজ-পোশাক; কোন কার্যের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহ। বাংপ্র। বি।

সাজা—১। শাস্তি, দণ্ড; দখল; মোট, সমষ্টি, অবিভক্ত অবস্থা, শরিকানির ন্যায় যাহাতে সকলের অধিকার আছে। বি। ২। সজ্জিত করা বা হওয়া, প্রস্তুত হওয়া বা করা; শোভা পাওয়া; উপযুক্ত হওয়া, মানানো; সেবন বা ভোগের যোগ্য করা ('তামাক —')। বাংপ্র। ৩। সাজে, শোভা পায়। প্রা কপ্র। ক্রি।

সাজাত্য—সজাতীয়তা; একরূপতা। সজাতি+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সাজানো—সজ্জিত করা, গুছানো, সুবিন্যস্ত করা। বাংপ্র। ক্রি।

সাজি—১। পুষ্পাধার, পুষ্পচয়নপাত্র। বাংপ্র। বি। ২। সাজিয়া, সজ্জিত হইয়া। কপ্র। ক্রি।

সাজিমাটি ক্ষার-মৃত্তিকা, সর্জিকাক্ষার। বাংপ্র। বি।

সা-জোয়ান-খুব বলবান্ ব্যক্তি, হৃষ্টপুষ্ট জোয়ান, মোটা মরদ। বাংপ্র। বি।

সাঞ্চারিক—সঞ্চারযোগ্য। সঞ্চার শব্দ+ ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী- **সাঞ্চারিকী**।

সাঞ্চি ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত গ্রাম বিঃ। কতকগুলি বৌদ্ধস্তূপ এইস্থানে অবস্থিত; সেইজন্য স্থানটি প্রসিদ্ধ। সাঞ্চির নিকটবর্তী স্থানের রাজার কন্যা 'দেবী'কে অশোক বিবাহ করেন। দেবীর গর্ভে তিনটি সন্তান জন্মে। তাঁহার অন্যতর পুত্র মহিন্দ এবং একমাত্র কন্যা সংঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সাট—গুপ্তমন্ত্রণা, যোগসাজশ, সড়; সংকেত; সংক্ষেপ। বাংপ্র। বি।

সাটিন—মসৃণ রেশমী বস্ত্র বিঃ। <ইং 'satin'. বি।

সাড়, সাড়—চেতনা, সংজ্ঞা; স্পর্শজ্ঞান। বাংপ্র। বি।

সাড়ম্বর—আড়ম্বরযুক্ত, জাঁকজমকবিশিষ্ট বহু। বিণ।

সাড়া—শব্দ, রব, রোল; বাক্য, কথা; আহ্বান, ডাক; উত্তর, জবাব; জাগরণ, উত্তেজনা। বাংপ্র। বি।

সাড়ে—সার্ধ, অর্ধ সহিত। [এক দুই সংখ্যা বাদে অপর সংখ্যার পূর্বে সাড়ে বসে।] <সার্ধ। বিণ।

সাত—৭; ৭-সংখ্যক। <সপ্তন্। বি বা বিণ। **সাত জন্মে**-কোন কালেও, জীবনে কখনও। **সাত তাড়াতাড়ি**—অতিশয় ব্যস্ততা। **সাতেও নাই পাঁচেও নাই** কোন সংস্রবে নাই।

সাতচল্লিশ—৪৭; ৪৭-সংখ্যক। <সপ্তচত্বারিংশৎ। বি বা বিণ।

সাতত্য—অবিচ্ছেদ, অবিরাম। সতত শব্দ +ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সাতনর, -নরী—মালা বা হার বিঃ। বাংপ্র। বি।

সাতপাঁচ—১। বহুবিধ, নানাপ্রকার, এলোমেলো। বিণ। ২। নানাবিষয়। বাংপ্র। বি।

সাতা-সাত বিন্দু বা চিহ্নযুক্ত তাসের কাগজ। বাংপ্র। বি।

সাতাইশ, সাতাশ—২৭-সংখ্যা; ২৭-সংখ্যক। <সপ্তবিংশতি। বি বা বিণ।

সাতাত্তর—৭৭; ৭৭-সংখ্যক। <সপ্তসপ্ততি। বি বা বিণ।

সাতানব্বই—৯৭-সংখ্যা; ৯৭-সংখ্যক। <সপ্তনবতি। বি বা বিণ।

সাতান্ন-৫৭-সংখ্যা; ৫৭-সংখ্যক। <সপ্তপঞ্চাশৎ। বি বা বিণ।

সাতাশ—'সাতাইশ' দ্রঃ।

সাতাশি, সাতাশী—৮৭-সংখ্যা; ৮৭-সংখ্যক। <সপ্তাশীতি। বি বা বিণ।

সাতাশে—মাসের সপ্তবিংশতি দিবস। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সাতিশয়—অত্যন্ত, অধিক। অতিশয়ের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাতুরায়—ইঁহার সম্পূর্ণ নাম সাতকড়ি রায়। আনুমানিক ১২০৯ সালে নদীয়া জেলায় শান্তিপুরের নিকটবর্তী বৈচিগ্রামে ব্রাহ্মণকুলে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম পীতাম্বর রায়। বাল্যে পাঠশালার বিদ্যাশিক্ষা শেষ করিয়া ইনি শান্তিপুরের গোস্বামী ও অপর জমিদারদিগের নিকট কার্য করিতেন। ইনি ব্যবসায়ী কবিওয়ালা ছিলেন না, গান বাঁধিয়া কবিওয়ালাদিগকে দিতেন। কিন্তু কাহারও নিকট কিছুমাত্র পারিশ্রমিক লইতেন না। মূল্য লইয়া গান দেওয়াকে ইনি বিদ্যাবিক্রয় করা জ্ঞান করিতেন। প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা ভোলা ময়রা ইঁহার নিকট হইতে অনেক গান পাইয়াছিল। পরে ইনি কলিকাতা গরাণহাটার শিবচন্দ্র সরকারের শখের দলে অবৈতনিক বাঁধনদারের কার্যও করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে ইনি নদীয়া রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের পক্ষে বারাসত মহকুমার মোক্তারী কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১২৭৩ সালে ইনি দেহত্যাগ করেন।

সাত্ত্বিক—সত্ত্বগুণসম্বন্ধীয়, সত্ত্বগুণযুক্ত, সত্ত্বগুণজাত; সত্য; সৎ, সাধু। সত্ত্ব শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সাত্ত্বিকী**।

সাত্ত্বিকদান—সত্ত্বগুণযুক্ত দান, কর্তব্যবোধে উপকারপ্রত্যাশী না হইয়া দেশ, কাল ও উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় প্রদত্ত দান। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সাত্ত্বিকপূজা—ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য হইয়া ঈশ্বরপ্রীত্যর্থ যথাবিধি দেবারাধনা। সাত্ত্বিকী যে পূজা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সাত্ত্বিকযজ্ঞ—ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ঈশ্বরে চিত্তসমর্পণপূর্বক যথাবিধি যজ্ঞানুষ্ঠান। কর্মধা। বি; পু।

সাত্ত্বিকাহার—আয়ুঃ প্রাণ বল স্বাস্থ্য সুখ ও প্রীতিবর্ধক সরস স্নেহযুক্ত স্থায়িসারবিশিষ্ট চিত্ততৃপ্তিকর ভক্ষ্য ভোজন। কর্মধা। বি; পু।

সাত্ত্বিক—১। সত্ত্বগুণসম্বন্ধীয়; সত্ত্বগুণ-জাত; সত্য; সৎ। সত্ত্ব শব্দ+ষ্ণিক (কোন মতে ষিকন্ হে ত্ লোপ)। বিণ। স্ত্রী—**সাত্ত্বিকী**। ২। মনের ভাব বিঃ, ইহার ক্রিয়া অষ্টবিধ (যথা—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, প্রলয়)। বি; পু।

সাত্যকি—যদুবংশীয় শিনিতনয় সত্যকের পুত্র। সত্যক শব্দ+ফি অপত্যার্থে। বি; পু।

সাত্যকির অপর নাম যুযুধান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের শিষ্য ও বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। অর্জুনের নিকটেও ইনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। কুরুক্ষেত্র-সমরে ইনি পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়া ঘোর সংগ্রামে কুরু সৈন্যের ধ্বংসসাধন করেন। চতুর্দশ দিনের সংগ্রামে জয়দ্রথ বধ দিবসে ইনি যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুনের সংবাদ জানিবার জন্য সিংহবিক্রমে কৌরবদিগের ব্যূহভেদ করেন এবং তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া মহারথগণকে পরাস্ত করেন। কিন্তু পরে ভূরিশ্রবার নিকট পরাজিত হন। ভূরিশ্রবা ইঁহার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে অর্জুন তাঁহার দক্ষিণ বাহু ছেদন করেন। তখন ইনি তাঁহার প্রাণসংহার করেন। যদুবংশ-ধ্বংস-কালে সাত্যকিও বিনাশ প্রাপ্ত হন। অঙ্গদ নামে ইঁহার এক পুত্র ছিল।

সাথ—সঙ্গ, সঙ্গে, সহিত। বাংপ্র। বি।

সাথী—সঙ্গী, সহায়, সহগামী। বাংপ্র। বি।

সাদৎ আলি—১। অযোধ্যার নবাববংশের প্রতিষ্ঠাতা। পারস্য দেশে ইঁহার জন্ম। ইনি বাণিজ্যোপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং উত্তরোত্তর প্রতিষ্ঠান্বিত ও প্রভাবসম্পন্ন হইয়া দিল্লীশ্বর মহম্মদ শাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। সৈয়দ ভ্রাতৃযুগলের বিনাশের পর মহম্মদ শাহ্ স্বাধীনতা লাভ করিয়া ইঁহাকে আলাহাবাদ ও অযোধ্যার সুবাদার

(শাসনকর্তা) নিযুক্ত করেন। নাদির শাহের আক্রমণ ও লুণ্ঠন হেতু দিল্লীশ্বর দুর্বল হইয়া পড়ায় সাদৎ আলি আগ্রা ও বঙ্গদেশের মধ্যবর্তী তাবৎ ভূভাগে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপনপূর্বক একপ্রকার স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৭৩৯ খ্রীঃ ইহার মৃত্যু হয়।

২। অযোধ্যার জনৈক নবাব। নবাব আসফউদ্দৌলার মৃত্যুর পর গভর্নর-জেনারেল সার জন শোর স্বয়ং লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া ইহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)।

সাদন—অবসাদন, অবসন্নকরণ, দূরীকরণ; বিনাশন। ণিজন্ত সদ্=সাদি (অবসন্ন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সাদর—আদরযুক্ত, প্রীতিবিশিষ্ট। আদরের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাদরসম্ভাষণ—আদরযুক্ত আলাপ, আদর সহকৃত কথোপকথন। কর্মধা। বি; ক্লী।

সাদরে—আদরের সহিত, আদর করিয়া। আদরের সহ বর্তমান যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাদা—শুভ্র, শুক্ল, ধবল; অলিখিত (কাগজ); সহজ, সোজা; অনলংকৃত; সরল। ফা-মূ। বিণ।

সাদাসিধা, -সিধে—সরলমতি; সোজা-সুজি, মোটামুটি, জটিলতাশূন্য; আড়ম্বর-রহিত; অধিকমসলাবিহীন। বাংপ্র। বিণ।

সাদি—১। গজারোহী; অশ্বারোহী; রথা-রোহী; সারথি। সদ্ (গমন করা)+ইঞ্ কর্তৃ। বি; পুং। ২। বিবাহ। আ-মূ। বি।

সাদী (সাদিন্)—সাদি (১) তাহা দ্রঃ। সদ্ (গমন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বি বা বিণ; পুং। স্ত্রী—**সাদিনী**।

সাদী (শেখ)—(১১৭৪—১২৯২ খ্রীঃ)। বিখ্যাত পারসিক কবি। ইহার রচিত গুলিস্তান ও বোস্তান বিশেষ প্রসিদ্ধ।

সাদৃশ্য—একরূপতা, তুল্যতা; আলেখ্য। সদৃশ শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সাধ—বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, স্পৃহা, রুচি, শখ, অভিলাষ; সন্তোষ; আদর, যত্ন; সাধ-ভক্ষণ, দোহদ; তৎসম্বন্ধীয় অনুষ্ঠান বিঃ। <শ্রদ্ধা। বি।

সাধক—সাধনকর্তা, নিষ্পাদক; আরাধক, পূজক; যদ্দ্বারা উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়। ণিজন্ত সিধ্ (=সাধি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সাধিকা**।

সাধন—১। সাধনা; আরাধনা; সিদ্ধি। সাধ্ (সিদ্ধ হওয়া)+অনট্ ভাব। ২। করণকারক বিঃ; হেতু; সাধক, সহায়; বাহন; উপায়; সম্পত্তি; যুদ্ধোপকরণ; সৈন্য; শিশ্ন, মেঢ্র। সাধ্+অনট্ করণ। ৩। সম্পাদন, নিষ্পাদন; দাপন; গমন; বিনাশন; অনুগমন; অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। ণিজন্ত সিধ্=সাধি (সাধন করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সাধনক্ষম—সাধনসমর্থ, সাধনকার্যে পটু। ৭তৎ। বিণ।

সাধনমার্গ—আরাধনাদ্বারা সিদ্ধিলাভের পথ। ৬তৎ। বি; পুং।

সাধনা—আরাধনা; সম্পাদন; সিদ্ধি; উদ্দেশ্যলাভের জন্য যত্ন, ব্রত; অভ্যাস, শিক্ষা। ণিজন্ত সাধ্=সাধি (সাধন করা)+অন ভাব+স্ত্রীলিঙ্গে আপ্। বি; স্ত্রী।

সাধনীয়—সাধনযোগ্য, সাধ্য; আরাধ্য। ণিজন্ত সাধ্ (=সাধি)+অনীয় কর্ম। বিণ।

সাধভক্ষণ—গর্ভিণীর দোহদ ভোজন; অভিলষিত ভোজ্য গ্রহণ। বাংপ্র। বি।

সাধর্ম্য—সমান ধর্মবত্তা; সাদৃশ্য, সাম্য। 'সধর্ম' দ্রঃ। সধর্ম+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সাধা—১। সাধন করা; সম্পাদন করা, সিদ্ধ করা; ঘটান; সমাধান করা; সাধনা করা; আরাধনা করা; অনুরোধ করা, অনুনয় করা; যাচ্‌ঞা করা, যাচা, মাগা; অযাচিত ভাবে কিছু করা; তাগাদা করা, আদায় করা। ক্রি। ২। অভ্যস্ত, শিক্ষা দ্বারা মার্জিত। বাংপ্র। বিণ। **বাদ সাধা**—বাধা জন্মাইয়া পণ্ড করা; শত্রুতা করিয়া অভীষ্টলাভে বঞ্চিত করা।

সাধারণ—একবিধ, তুল্য; সামান্য; সার্ব-জনীন; নির্বিশেষ; বর্গের সকলের; সমস্ত লোক। ধারণার সহিত বর্তমান যে সে সাধারণ, বহু; তদুত্তরে ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**সাধারণী**।

সাধারণতঃ (-তস্)—সাধারণভাবে, সামান্যতঃ, সচরাচর। সাধারণ+তস্। অ।

সাধারণতন্ত্র—যেখানে প্রজার প্রতিনিধিবর্গ কর্তৃক রাষ্ট্র চালিত হয়, republic. মধ্যপ। বি; ক্লী।

সাধারণপ্রচলিত—সাধারণের মধ্যে চলিত, ইতরভদ্র নির্বিশেষে ব্যবহৃত। ৭তৎ। বিণ।

সাধারণ্য—সাধারণের ধর্ম, সাধারণত্ব; সাধারণের সমবায়। সাধারণ+ষ্য। বি; ক্লী।

সাধারণস্ত্রী—বারাঙ্গনা, গণিকা, বেশ্যা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বি।

সাধাসাধি—সাধ্যসাধনা, অনুনয়। বাংপ্র।

সাধি—সাধন করি বা করিয়া, সিদ্ধ করি বা করিয়া; যাচি বা যাচিয়া। কপ্র। ক্রি।

সাধিত—নিষ্পাদিত; বিনাশিত; দণ্ডিত; দাপিত; শোধিত; প্রমাণাদি দ্বারা বিভা-বিত। ণিজন্ত সিধ্=সাধি (সাধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সাধিমা (সাধিমন্)—সাধুতা। সাধু শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পুং।

সাধিষ্ঠান—দেহস্থ ষট্‌চক্রমধ্যে দ্বিতীয় চক্র। অধিষ্ঠানের সহ বর্তমান যে, বহু। বি; ক্লী।

সাধু—১। সৎ; সজ্জন, সুশীল, সৎ-স্বভাব, ধার্মিক; মহৎ; সুন্দর; সদ্বংশজাত; হিত; সমর্থ; নিপুণ; উচিত। সাধ্ (সাধন করা)+উ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সাধু, সাধ্বী**। ২। বুদ্ধ, মুনি; সুদখোর; বণিক; মহাশয় ব্যক্তি [সাধুর লক্ষণ এই—"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানে চ কুপ্যতি। ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদিত্যেতৎ সাধুলক্ষণম্॥" অর্থাৎ যিনি সম্মানিত হইলেও হৃষ্ট হন না, অবমানিত হইয়াও ক্রোধ করেন না এবং ক্রুদ্ধ হইলেও রূঢ়বাক্য বলেন না, তিনিই প্রকৃত সাধু]। বি; পুং।

সাধুতা—সজ্জনতা, ধর্মশীলতা। সাধু+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সাধুবাদ—'সাধু সাধু' এইরূপ বলা, ধন্য-বাদ, প্রশংসা। সাধু শব্দ—বদ্ (বলা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

সাধুবৃত্ত সচ্চরিত্র, সৎস্বভাববিশিষ্ট। সাধু হইয়াছে বৃত্ত যাহার, বহু। বিণ।

সাধুভাষা—সংস্কৃত ভাষা; বিশুদ্ধ ভাষা; মার্জিত বা সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষা, কথ্য বা চলিত ভাষা হইতে স্বতন্ত্র লেখ্য ভাষা। সাধ্বী যে ভাষা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সাধুশীল—সৎপ্রকৃতি, সৎস্বভাব, সচ্চরিত্র। সাধু হইয়াছে শীল (স্বভাব) যাহার, বহু। বিণ।

সাধুসঙ্গ—সৎসংসর্গ, সজ্জনদিগের সহবাস। ৬তৎ। বি; পুং।

সাধুসম্মত—সজ্জনানুমোদিত, ধার্মিক ব্যক্তি-গণ কর্তৃক স্বীকৃত। ৩তৎ। বিণ।

সাধে—ইচ্ছায়, সাধ করিয়া, শুধু শুধু, অকারণে। বাংপ্র। অ।

সাধ্বী—সাধুশীলা, সুচরিত্রা; সতী; পতি-ব্রতা। সাধু শব্দ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সাধ্য—১। সাধনীয়; শক্য, নিবর্তনীয়; জ্ঞেয়; জেয়; প্রতিবিধেয়; প্রতিকার্য। সাধ্ (সাধন করা)+ণ্যৎ কর্ম। বিণ। স্ত্রী—**সাধ্যা**। ২। সাধ্যি, সম্পাদনের ক্ষমতা বা যোগ্যতা। বাংপ্র। বি।

সাধ্যতা—সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম। সাধ্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সাধ্যমত—ক্ষমতানুযায়ী, যথাসাধ্য। ৬তৎ। বিণ।

সাধ্যসাধনা আরাধনা; উপাসনা সাধাসাধি, অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি। বাংপ্র। বি।

সাধ্যাতিরিক্ত—ক্ষমতার অতিরিক্ত, সাধ্যাতীত। ৬তৎ। বিণ।

সাধ্যাতীত—ক্ষমতার অতীত, সাধ্যাতিরিক্ত। ২তৎ। বিণ।

সাধ্যানুসারে—ক্ষমতানুযায়ী, শক্তি অনুসারে; যথাসাধ্য। সাধ্যের অনুসার আছে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাধ্যাসাধ্য—শক্য ও অশক্য। দ্বন্দ্ব। বিণ।

সান—১। সাড়া, চেতনা। ২। অবগুণ্ঠন, ঘোমটা; মান; গুপ্তমন্ত্রণা, সড়; শব্দ; ইঙ্গিত, ইশারা, সংকেত, ঠার। প্রা কপ্র। বি।

সান ইয়াৎ সেন, ডাঃ (Sun Yat Sen, Dr.)—(১৮৬৬-১৯২৫ খ্রীঃ)। চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্ ও নবাচীনের জন্মদাতা।

সানক, সানকি—চিনা মাটির থালা। আ-মূ। বি।

সানন্দ—সহর্ষ, আহ্লাদিত। আনন্দের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সানন্দে—আহ্লাদের সহিত, সহর্ষে, আহ্লাদপূর্বক। বহু। ক্রি-বিণ।

সানা—১। তাঁতের দীর্ঘ কঙ্কতবৎ যন্ত্র বিঃ যাহার মধ্য দিয়া টানার সুতা পৃথক্ ভাবে প্রসারিত থাকে। বাংপ্র। ২। দুর্ভেদ্য কবচ, বর্ম। প্রা কপ্র। বি। ৩। শান্ত হওয়া; পর্যাপ্ত হওয়া; চৈতন্য হওয়া; চটকাইয়া মাখা, থাসা। কপ্র। ক্রি।

সানাই—কাঠনির্মিত বংশী বিঃ, একপ্রকার বাঁশী। ফা-মূ। বি।

সানানো—সান বা চৈতন্য জন্মানো, অনুভূতি জন্মানো, টের পাওয়ানো; পর্যাপ্ত হওয়া; পোষানো। বাংপ্র। ক্রি।

সানু—গিরি-তট, পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূমি; অগ্রভাগ; বন। সন্ (দেওয়া) +ঞুণ্ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু।

সানুকম্প—অনুকম্পাযুক্ত, কৃপান্বিত; সদয়। অনুকম্পার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সানুকূল—অনুকূল, প্রসন্ন, সদয়, সহায়। <অনুকূল। বিণ।

সানুজ—১। অনুজসহিত। অনুজের সহ বর্তমান যে, বহু। ২। সানুজাত। উপতৎ; সানু শব্দ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

সানুদেশ—পর্বতের উপরিস্থ সমতল ভূভাগ। সানুই যে দেশ, কর্মধা। বি; পু।

সানুনয়—অনুনয়যুক্ত, সবিনয়। অনুনয়ের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সানুনয়ে—অনুনয়ের সহিত, সবিনয়ে, বিনীতভাবে। বহু। ক্রি-বিণ।

সানুনাসিক—অনুনাসিক বর্ণযুক্ত, নাসিকা দ্বারা উচ্চারিত হয় এমন বর্ণবিশিষ্ট। অনুনাসিকের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সানুবন্ধ সনির্বন্ধ, নিরন্তর। বহু। বিণ।

সানুমান্ (-মৎ)-ভূধর, পর্বত। সানু শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বি; পু।

সান্ত—সসীম, সীমাবিশিষ্ট, যাহার শেষ আছে এরূপ। অন্তের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সান্তপন—ব্রত বিঃ, গোময় গোমূত্র দুগ্ধ দধি ঘৃত কুশোদক—এই ছয় দ্রব্য ক্রমশঃ ছয় দিন ভক্ষণ ও এক রাত্রি উপবাসরূপ ব্রত। সম্—পিজন্ত তপ্ (=তপি)+ অনট্ ভাব+ক। বি; ক্লী।

সান্তর—ব্যবধান-বিশিষ্ট, ব্যবহিত; সচ্ছিদ্র; বিরল, ফাঁক ফাঁক। অন্তরের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সান্তরতা—যে গুণ থাকাতে জড় বস্তুর পরমাণুগণের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ বা অন্তর থাকে তাহা। সান্তর+তা ভাব। বি; স্ত্রী।

সান্তানিক-সন্তানসম্বন্ধীয়; প্রসরণশীল। সন্তান+ষ্ণিক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী,-কী।

সান্তারা কমলালেবু বিঃ ('নাগপু ী—')। <পো 'cintra'. বি।

সান্ত্বন, সান্ত্বনা—সমাধাসন প্রিয়বচন দ্বারা প্রবোধদান। সান্ত্ব (শান্ত করা)+ অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ···+অন ভাব+ আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সান্ত্বনাদান—আশ্বাসপ্রদান, প্রবোধ দেওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সান্ত্বনিত—সান্ত্বনাপ্রাপ্ত, যাহাকে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এরূপ। সান্ত্বনা শব্দ+ ইত যুক্তার্থে। বিণ। [বি।

সান্ত্রী—প্রহরী, সিপাহী। <ইং 'sentry'.

সান্দীপনি—জনৈক মুনি, কৃষ্ণ-বলরামের আচার্য। সন্দীপন (মুনি বিঃ)+ষ্ণি অপত্যার্থে। বি; পু। [বারাণসীর অদূরস্থ অবন্তীপুরে ইঁহার আশ্রম ছিল। সর্বশাস্ত্রে বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য-হেতু কৃষ্ণ-বলরাম ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। শিক্ষান্তে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা-দানের প্রস্তাব করিলে মুনিবর স্বীয় পুত্রের উদ্ধার প্রার্থনা করেন। প্রভাসতীর্থে স্নানের সময় ইঁহার পুত্রকে পঞ্চজন নামক দৈত্য হরণ করিয়াছিল। কৃষ্ণ-বলরাম দৈত্যকে বধ করিয়া গুরুপুত্রকে পিতার নিকট আনিয়া দেন। শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার রাজা হইলে সান্দীপনি তদ্বংশ্য যাদবগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হন।]

সান্দ্র—নিবিড়; ঘন; মৃদু; স্নিগ্ধ; মনোজ্ঞ। সহ—অন্দ্+রক্ কর্তৃ। বিণ।

সান্ধ্য—সন্ধ্যাকালীন; সন্ধ্যাসম্বন্ধীয়। সন্ধ্যা শব্দ+ষ্ণ তবার্থে। বিণ। স্ত্রী—সান্ধ্যী।

সান্ধ্যগগন—সন্ধ্যাকালীন আকাশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

সান্ধ্য-তারা—সন্ধ্যাকালে উদিত শুক্র-গ্রহ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সান্ধ্য-দীপ—সন্ধ্যাকালে প্রজ্বলিত প্রদীপ। কর্মধা। বি; পু।

সান্নিধ্য—সামীপ্য, নৈকট্য। সন্নিধি শব্দ+ ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সান্নিপাতিক-সন্নিপাতজনিত, ত্রিদোষজ, বাতপিত্ত-কফজ। সান্নিপাত+ষ্ণিক তবার্থে। বিণ। স্ত্রী—সান্নিপাতিকী।

সান্ন্যাসিক—সন্ন্যাসী সম্বন্ধীয়। সন্ন্যাস শব্দ +ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—সান্ন্যাসিকী।

সান্বয়—অন্বয়সহিত; বংশ-সহিত। অন্বয়ের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাপ-ভুজঙ্গ, নাগ। <সর্প। বি। **সাপে নেউলে**—ভীষণ শত্রুতা।

সাপট—ঝাপট; আস্ফালন, গর্ব, দম্ভ। বাংপ্র। বি।

সাপটা—সামান্য, ইতর বিশেষ বিহীন; যাহা জোটে তাহাই। বাংপ্র। বিণ।

সাপটানো—জাপটানো, জাপটাইয়া ধরা, জড়া না, সামলানো। বাংপ্র। ক্রি।

সাপত্ন, সাপত্ন্য—১। রিপু, শত্রু। সপত্ন শব্দ (শত্রু)+ষ্ণ, ষ্ণ্য স্বার্থে। বি; পু। ২। বিপক্ষতা, শত্রুতা; সপত্নীত্ব, সতীনগিরি। সপত্নী+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সাপরাধ—অপরাধযুক্ত, দোষান্বিত; অপরাধী, দোষী। অপরাধের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাপিণ্ড্য—সপিণ্ডত্ব, জ্ঞাতিত্ব। সপিণ্ড শব্দ +ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সাপুড়িয়া, সাপুড়ে—অহিতুণ্ডিক, সর্পখেলক; সর্পমারক; সর্পবৈদ্য। বাংপ্র। বি।

সাপেক্ষ—অপেক্ষাযুক্ত; পরস্পর আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্ট, সাকাঙ্ক্ষ। অপেক্ষার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাপ্রু, তেজ বাহাদুর—(১৮৭৫—১৯৪৯ খ্রীঃ)। বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী ও উদারনৈতিক নেতা। গান্ধী-আরউইন চুক্তির সময় ইনি ও ডাঃ জয়াকর মধ্যস্থতার অংশ গ্রহণ করেন।

সাফ, সাফা-নির্মল, বিশুদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ; পরিষ্কার, স্পষ্ট; সাদা, শুভ্র। আ-মূ। বিণ।

সাফকবালা—সম্পূর্ণ বিক্রয়ের দলিল। আ-মু। বি।

সাফল্য—সফলতা, সিদ্ধি, সার্থকতা; কৃতকার্যতা। সফল+ষ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সাফাই—১। নির্মল, পরিষ্কৃত, বিশুদ্ধ; দোষক্ষালক। বিণ। ২। নির্মলতা, পরিষ্কৃতি, বিশুদ্ধতা; দোষক্ষালন; আরোপিত অপরাধের খণ্ডন। আ-মু। বি।

সাবধান—অপ্রমত্ত, অবহিত, মনোযোগী, সতর্ক; সতর্ক করিবার জন্ত উক্তি (take care)। অবধানের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাবকাশ—১। অবকাশবিশিষ্ট, যাহার অবসর আছে। বহু। বিণ। ২। অবসর, সুযোগ, ফুরসত। বাংপ্র। বি।

সাবধানতা—অপ্রমত্ততা, অবধান, সতর্কতা। সাবধান+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সাবধানী—সতর্ক, হুঁশিয়ার। বাংপ্র। বিণ।

সাবন—১। সবনসম্বন্ধীয়; সূর্যসম্বন্ধীয়। সবন শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**সাবনী**। ২। দিবারাত্র, এক সূর্যোদয় হইতে অপর সূর্যোদয় পর্যন্ত কাল; ত্রিংশৎ-দিবারাত্রযুক্ত মাস; যজমান; যজ্ঞশেষ; বরুণ। বি; পু।

সাবয়ব—অবয়ববিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সাবর্ণ, সাবর্ণি—সূর্যপুত্র, অষ্টম মনু। সবর্ণা শব্দ+ষ্ণ, ফি অপত্যার্থে। বি; পু।

সাবলীল—স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ, অবাধ; অনায়াসকৃত। বহু। বিণ।

সাবাড়—শেষ, সমাপ্ত, ব্যয়িত। বাংপ্র। বিণ।

সাবান—বস্ত্র গাত্রাদির পরিষ্কৃতি-সাধক কৃত্রিম ক্ষারপদার্থ বিঃ, soap পো-মু। বি। [মু। বিণ।

সাবালক—প্রাপ্তবয়স্ক; major. আ-

সাবাস—প্রশংসাসূচক শব্দ, সাধুবাদ, বাহবা। ফা-মু। অ।

সাবিত্র—১। সবিতৃসম্বন্ধীয়। সবিতৃ শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**সাবিত্রী**। ২। যজ্ঞোপবীত। বি; ক্লী। ৩। ব্রাহ্মণ; শিব; অষ্টম বসু [ইনি স্বর্গে দেবদানব-যুদ্ধে সুমালী রাক্ষসকে বধ করেন]। বি; পু।

সাবিত্রী—১। সবিতৃসম্বন্ধীয়া। 'সাবিত্র' দ্রঃ। সাবিত্র+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সূর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; গায়ত্রী; ব্রহ্মপত্নী; দুর্গা। বি; স্ত্রী।

৩। সত্যবান্ রাজার পত্নী। ইনি রাজা অশ্বপতির একমাত্র তনয়া। অশ্বপতি দুহিতাকে নিজ মনোমত বর মনোনীত করিয়া লইতে বলেন।

পিতার আদেশে সাবিত্রী অমাত্যগণসহ দেশ পর্যটনে বহির্গত হইলেন, কিন্তু কোথাও মনোমত বর পাইলেন না। অবশেষে ইনি বনবাসী রাজকুমার সত্যবান্‌কে দেখিতে পাইলেন। অসামান্ত রূপগুণযুক্ত সত্যবান্ একান্ত ভক্তিপরায়ণ হইয়া বনাশ্রমে বৃদ্ধ মাতাপিতার সেবা করিতেছেন দেখিয়া গুণবতী সাবিত্রী তৎপ্রতি সমাকৃষ্টা হইলেন এবং মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিলেন।

দেবর্ষি নারদ অশ্বপতিকে সত্যবানের সহিত কন্তার বিবাহ দিতে নিষেধ করিলেন; কারণ তিনি বলিলেন, সত্যবানের আর এক বৎসর মাত্র পরমায়ুঃ আছে, তৎপরে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তখন অশ্বপতি দুহিতাকে অন্য বরের অন্বেষণ করিতে বলিলে, সাবিত্রী উত্তর করিলেন, 'যাঁহাকে একবার পতি বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্তকে পতি স্বীকার করিতে হইলে দ্বিচারিণী হইতে হইবে; তদপেক্ষা সত্যবানের সহিত বিবাহ হইয়া তাঁহার এক বৎসর পরে বৈধব্য-যন্ত্রণা ভোগ করাও সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ।' সাবিত্রীর মনের এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া মহামতি নারদ রাজাকে কন্তার ইচ্ছানুরূপ কার্য করিতে উপদেশ দিলেন। তদনুসারে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহান্তে সাবিত্রী রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পরমানন্দে পর্ণকুটিরবাসিনী হইলেন ও তাবৎ কার্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। ইঁহার আন্তরিক পরিচর্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অন্ধ শ্বশুর দ্যুমৎসেন ও তাঁহার পত্নী বনবাস-ক্লেশ অনেকটা বিস্মৃত হইলেন। সত্যবান্‌ও লক্ষ্মী-স্বরূপা পত্নীর সহবাসে স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন।

নারদনির্দিষ্ট সময়ের তিন দিবস পূর্বে সাবিত্রী ত্রিরাত্র-ব্রত অবলম্বন করিয়া উপবাসে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর নির্দিষ্ট দিবসে সত্যবান্ ফলমূলাদির আহরণ নিমিত্ত কুটির ত্যাগে উদ্যত হইলে ইনিও শ্বশুর ও শ্বশ্রূর অনুমতি লইয়া পতির অনুগমন করিলেন। মৃত্যুকালের কিঞ্চিৎ পূর্বে সত্যবান্ অসুস্থতা বোধ করিয়া পত্নীর ক্রোড়ে মস্তক সংস্থাপনপূর্বক নিদ্রাগত হইলেন। ক্ষণপরে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

অতঃপর যমদূতগণ সত্যবান্‌কে লইতে আসিল; কিন্তু তাহারা প্রদীপ্ত বহ্নিজ্বালাসদৃশী সতীর অঙ্ক হইতে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইল। তখন যমরাজ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সতীর অঙ্ক স্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত সাবিত্রীকে অনুরোধ করিলেন। সতী যমরাজকে স্তবস্তুতিতে সন্তুষ্ট করিলে তিনি বর দিতে চাহিলেন। সাবিত্রী প্রথমতঃ শ্বশুরের পুনশ্চক্ষুঃ প্রাপ্তি ও রাজ্যোদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। যমরাজ তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে পরিত্যাগ করিতে বলিলে সতী তাহাতে অসম্মতা হইলেন। তখন ধর্মরাজ পুনরপি বর প্রদানে উদ্যত হইলে সাবিত্রী পতির প্রাণভিক্ষা করিলেন। কৃতান্ত তদ্ভিন্ন অন্য বর প্রার্থনা করিতে বলিলে সাবিত্রী সত্যবানের ঔরসে নিজ গর্ভে একশত পুত্র জন্মের বর চাহিলেন। যমরাজ না বুঝিয়া তথাস্তু বলিয়া সত্যবান্‌কে ত্যাগ করিতে বলিলেন। তখন সতী বলিলেন, "আপনি যদি আমার পতিকে লইয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার ঔরসে আমার শত পুত্র কিরূপে জন্মিবে? এইরূপে সাবিত্রী কৌশলে সত্যবান্‌কে পুনর্জীবিত করিলেন।"

একদা সীতা রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আমাকে সত্যবানের সহধর্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই একান্ত বশবর্তিনী জানিও।"

সাবিত্রীপতিত-উপনয়নযোগ্য কাল অতীতে উপনীত ব্রাহ্মণ। ৬তৎ। বি; পু।

সাবিত্রীব্রত—জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতে স্ত্রীলোকের কর্তব্য ব্রত বিঃ। ৬তৎ। বি; ক্লী। [বি।

সাবুদ—প্রমাণ, সাক্ষ্য। <আ 'সুবুৎ'।

সাবেক—আগেকার, প্রাচীন; অবশিষ্ট। আ-মু। বিণ।

সাব্যস্ত—সুব্যবস্থ, সুনিশ্চিত; স্থিরীকৃত, মীমাংসিত। বাংপ্র। বিণ।

সাভারকর, বিনায়ক দামোদর, -বীর—(১৮৮৩—১৯৬৬ খ্রীঃ)। বহুনির্যাতিত দেশকর্মী ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিন্দু নেতা। জন্ম নাসিকে। ইনি সাতবার হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। ইনি নানা ভাষাবিদ্, কবি ও প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ছিলেন। ইনি বহু বৎসর আন্দামানে নির্বাসনে ও রত্নগিরিতে বন্দী অবস্থায় কাটান।

সাম (সামন্)—বেদ বিঃ; বেদমন্ত্র; গানবিশেষ; সাধনা, সান্ত্বনা, প্রিয়বচন; সন্ধি। সো (নাশ করা)+মন্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সামগ—সামগায়ক বিপ্র, সামবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ। উপতৎ; সামন্ (সামবেদ)—গৈ (গান করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

সামগর্ভ—বিষ্ণু। সাম হইয়াছে গর্ভে যাহার, বহু। বি; পু।

সামগ্র্য, সামগ্রী—সাকল্য, সমুদায় ; কারণকলাপ, যে বস্তুসমূহ দ্বারা কার্য সাধিত হয় ; দ্রব্য। সমগ্র+ষ্ণ্য, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সামঞ্জস্য—সমঞ্জসতা, সংগতি ; ঔচিত্য, উপযুক্ততা ; সমীচীনতা ; মিল। সমঞ্জস শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সামঞ্জস্যবিধান, -সম্পাদন, -সাধন—সংগতি-বিধান ; সমীচীনতা-সম্পাদন ; একরূপতা-করণ, মিলনকরণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সামনা—উপাদান, উপকরণ, মালমসলা ; সম্মুখ। বাংপ্র। বি।

সামনা-সামনি—সম্মুখা-সম্মুখি, মুখামুখি ; সম্মুখ। বাংপ্র। অ।

সামনে—সম্মুখে, সমক্ষে। বাংপ্র। অ।

সামন্ত—অধীন ভূপতি ; সমীপস্থ রাজা ; শ্রেষ্ঠ প্রজা, মণ্ডল ; উপাধি বিঃ। সম্ (সংলগ্ন) অন্ত যাহার সে সমন্ত (স্ববিষয়ান্তর ভূমি), বহ ; তদুত্তরে ষ্ণ্য তদীশ্বরার্থে। বি ; পু।

সামন্ত সেন—বঙ্গের সেনবংশীয় রাজগণের আদি পুরুষ। ইনি দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন এবং কর্ণাটের একজন সামন্ত রাজা ছিলেন। কালক্রমে ইনি কর্ণাটপতির কোপে পড়িয়া ভয়ে পলায়ন করেন এবং ভাগীরথীতীরস্থ নবদ্বীপ-নামক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ক্রমে রাজত্ব করিতে প্রবৃত্ত হন (খ্রীঃ ১০ম শতাব্দীর শেষ ভাগ)। কেহ কেহ বলেন, ইহার পিতা বীর সেনই বঙ্গে সেনরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

সামন্তেশ্বর—মণ্ডলেশ্বর, রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্। সামন্তগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

সামবাদ—প্রিয়বচন, প্রীতিকর বাক্য। সামই যে বাদ, কর্মধা। বি ; পু।

সামবায়িক—১। সমবায়সম্বন্ধীয়। সমবায় শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী— **সামবায়িকী**। ২। মন্ত্রী, অমাত্য। বি ; পু।

সাময়িক—সময়োচিত, কালোপযুক্ত ; নিয়মানুযায়ী ; কালীন ; সময়াবশেষে যাহা ঘটে, অল্পকালস্থায়ী। সময়+ষ্ণিক অর্হার্থে। বিণ।

সামরিক—সমর-সম্বন্ধীয় ; যুদ্ধোপযোগী। সমর+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**সামরিকী**। **সামরিক আইন**—সমর বিভাগে প্রচলিত কঠোর দণ্ডাদি বিধানের আইন, martial law.

সামরিক-বিচারালয়—যুদ্ধসম্বন্ধীয় আদালত, যেখানে অপরাধী সৈন্যাদির বিচার হয়, Court-Martial. কর্মধা। বি ; পু।

সামরিক-বিধান—যুদ্ধসম্বন্ধীয় বিধি, যুদ্ধের আইন, Martial-Law. কর্মধা। বি ; ক্লী।

সামর্থ্য—সমর্থতা, ক্ষমতা, বল, শক্তি ; যোগ্যতা। সমর্থ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সামর্ষ—রুষ্ট, ক্রুদ্ধ। অমর্ষের (ক্রোধের) সহ বর্তমান যে, বহ। বিণ।

সামলা—শালের পাগড়ি। আ। বি।

সামলানো—সংবরণ বা রোধ করা ; সংযত করা ; সাবধান করা বা হওয়া ; সযত্নে রক্ষা করা ; গোপন করা ; লুকানো ; আত্মসংবরণ করা, প্রকৃতিস্থ হওয়া ; আরোগ্যলাভ করা, বাঁচিয়া উঠা। বাংপ্র। ক্রি।

সামাজিক—১। সমাজসম্বন্ধীয় ; সমাজবদ্ধ ; সুরসিক ; সভ্য ; মিশুক, সহৃদয় ; রসজ্ঞ। সমাজ শব্দ+ষ্ণিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সামাজিকী**। ২। লৌকিকতা, ক্রিয়াকর্মে প্রদত্ত অর্থ ও বস্ত্রাদি। বাংপ্র। বি। **সামাজিক নিয়ম**—সমাজের নির্দিষ্ট নিয়ম, যে নিয়মে সমাজের লোক সকল পরিচালিত হয়। **সামাজিক প্রথা**—সমাজসম্বন্ধীয় পদ্ধতি, সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি।

সামাজিকতা—১। সভ্যতা ; রসজ্ঞতা ; লৌকিকতা। সামাজিক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী। ২। লৌকিকতা বা লোকতা। বাংপ্র। বি।

সামান্য—১। মনুষ্যত্ব গোত্বাদি জাতি, সাধর্ম্য ; প্রকার ; অর্থালংকার বিঃ। সমান+ষ্ণ্য। বি ; ক্লী। ২। সাধারণ ; বিশিষ্টতাবিহীন ; বর্গের সকলের ; সর্ববিষয়ক। ৩। অল্প, তুচ্ছ। বাংপ্র। বিণ।

সামান্যতঃ (-তস্)—সামান্যরূপে, সাধারণতঃ, সাধারণ প্রকারে ; সচরাচর। 'সামান্য' দ্রঃ। সামান্য+তস্। অ।

সামাল ১। সামলানো ; সাবধানতা ; গোপন ; রক্ষা ; আত্মসংবরণ। বি। ২। সামলাও, সাবধান হইও। বাংপ্র। অ।

সামিয়ানা—চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, বিতান, আচ্ছাদনী ; পাইল। [নূতন বানান 'শামিয়ানা'।] ফা-মূ। বি।

সামিল—অন্তর্ভূত, অন্তর্গত ; অন্তর্ভুক্ত ; সঙ্গীয় ; সংবলিত। [নূতন বানান 'শামিল'।] আ। বিণ।

সামীপ্য—সান্নিধ্য, নৈকট্য। সমীপ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সামুদ্র, সামুদ্রক, সামুদ্রিক—১। সৈন্ধব লবণ ; দেহস্থ চিহ্ন-ঘটিত শুভাশুভ-লক্ষণ-সূচক শাস্ত্র। সমুদ্র শব্দ+ষ্ণ, কণ্, ষ্ণিক। বি ; ক্লী। ২। সমুদ্রসম্বন্ধীয়। বিণ।

সামুদ্রিক—'সামুদ্র' দ্রঃ।

সাম্পান—ছোট নৌকা বিঃ। চীনা শব্দ। বি।

সাম্প্রতিক—আজকালকার, কিছুকাল পূর্বের ; বর্তমান ('— কাল')। সম্প্রতি+ষ্ণিক ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

সাম্প্রদায়িক—সম্প্রদায় সম্বন্ধীয়, দলাদলি-ঘটিত, জাতীয়, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সংঘটিত। সম্প্রদায়+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

সাম্প্রদায়িকতা—স্ব স্ব সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। সাম্প্রদায়িক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সাম্প্রদায়িকতাবাদী (-দিন্)—যে সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করে এমন। উপতৎ; সাম্প্রদায়িকতা—বদ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ।

সাম্য—সমতা, সমানত্ব, তুল্যতা, সাদৃশ্য ; মনের রাগদ্বেষাদিবর্জিত ভাব। সম শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সাম্যবাদ—মত বিঃ (এই মতে সকল লোকই সমান ; পৃথিবীতে যে সকল ধনরত্ন আছে, তাহাতে সকলেরই সমান অধিকার ; কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ ধনী কেহ ভিক্ষুক, ইত্যাদি সামাজিক বিধান অন্যায়মূলক, ইত্যাদি)। ৬তৎ। বি ; পু।

সাম্যবাদী (-বাদিন্)—সাম্যবাদকারী ; সকলেই সমান এইরূপ মতাবলম্বী। 'সাম্যবাদ' দ্রঃ। উপতৎ ; সাম্য—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী— **সাম্যবাদিনী**।

সাম্যসংস্থাপক সাম্যের প্রতিষ্ঠাতা, উচ্চনীচভেদজ্ঞান-রাহিত্যরূপ মতপ্রবর্তক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-স্থাপিকা**।

সাম্যসংস্থাপন-সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা, সকলেই একরূপ এই মতের প্রবর্তন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সাম্রাজ্য—সার্বভৌমত্ব ; সর্বপ্রধান রাজ্য ; সম্রাটের অধিকৃত স্থান, সম্রাটের অধীন বা একশাসনান্তর্গত রাষ্ট্রসমূহ। সম্রাজ্ শব্দ+ষ্ণ্য ইদমর্থে। বি ; ক্লী।

সাম্রাজ্যসংস্থাপন—সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা, একচ্ছত্র রাজ্যস্থাপন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সায়—সায়ংকাল, সন্ধ্যা ; শর, বাণ। সো+ঘঞ্ কর্তৃ। ২। নাশ ; অবসান, শেষ। সো+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ৩। সম্মতি, অনুমোদন ; সাড়া। বাংপ্র। বি।

সায়ংকাল—সন্ধ্যাকাল। কর্মধা। বি ; পু।

সায়ংকৃত্য—সন্ধ্যাকালীন আহ্নিক। শুপ্‌সুপা। বি ; ক্লী।

সায়ংসন্ধ্যা—সন্ধ্যাকালীন উপাসনা। সায়ং কর্তব্যা সন্ধ্যা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী [যাদনী,

পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি এবং শ্রাদ্ধদিবসে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ]।

সায়ক—শর, বাণ; খড়্গ। সো (নাশ করা)+ণক কর্তৃ। বি; পু।

সায়ন্তন—সন্ধ্যাকালীন, সন্ধ্যাকালকর্তব্য (কার্য)। সায়ম্ (সন্ধ্যাকাল)+ট্যুল ভবার্থে। বিণ। স্ত্রী—**সায়ন্তনী**।

সায়ম্—দিনান্ত, দিনাবসান, সন্ধ্যাকাল। সো+ডম্ কর্তৃ। অ।

সায়র—সাগর; বৃহৎ জলাশয়, সরোবর। কপ্র। বি। [বি।

সায়া—নারীদিগের পরিধেয় ঘাগরা। পোর্তু।

সায়াহ্ন—দিনান্ত, সন্ধ্যাকাল, দিনমানকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিলে তাহার পঞ্চম ভাগের নাম সায়াহ্ন। অহন্-এর (দিনের) সায় (অবসান), ৬তৎ। বি; পু।

সায়াহ্নকৃত্য—সন্ধ্যাকৃত্য, সন্ধ্যাকালীন করণীয় কার্য, সায়ংকালীন সন্ধ্যাবন্দনাদি। ৭তৎ। বি; ক্লী।

সাযুজ্য—সহযোগ, অভেদ; পঞ্চপ্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তি বিঃ। সহ শব্দ—যুজ্ (যোগ করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ+ষ্য। বি; ক্লী।

সার—১। উৎকর্ষ; অতিশয়; বীরত্ব; মজ্জা; দৃঢ়তা। সৃ (গমন করা)+ঘঞ্ ভাব। ২। শ্রেষ্ঠাংশ; সদ্বস্তু; সংক্ষেপ; বৃক্ষের মজ্জা বা শক্ত অংশ; বল; সর। সৃ+ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ৩। রহস্য; জল; ধন; নবনীত; বৃক্ষাদির উত্তেজক বা মৃত্তিকার উর্বরতাসাধক বস্তু; অর্থালংকার বিঃ। বি; ক্লী। ৪। ন্যায্য; শ্রেষ্ঠ; স্থায়ী। বিণ। ৫। সারি, শ্রেণী। বাংপ্র। বি।

সারক—রেচক, ভেদজনক; জারক। ণিজন্ত সৃ=সারি (গমন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সারিকা**।

সারগর্ভ—সারযুক্ত, সারপূর্ণ, যাহার অভ্যন্তরে শ্রেষ্ঠাংশ বা উৎকর্ষ আছে। সার আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ।

সারগ্রাহিতা—সারভাগ গ্রহণ করা, মর্মগ্রহণ করিবার শক্তি, মর্মগ্রাহিতা। 'সারগ্রাহী' দ্রঃ। সারগ্রাহিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সারগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—সারভাগ বা শ্রেষ্ঠাংশ গ্রহণকারী। উপতৎ; সার শব্দ—গ্রহ্ (লওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সারগ্রাহিণী**।

সারঙ্গ, শারঙ্গ—চাতকপক্ষী; ময়ূর; ভ্রমর; সিংহ; হস্তী; হরিণ; চিত্রমৃগ; ধনুক; মেঘ; চন্দন; কর্পূর; ছত্র; রাগ বিঃ; পক্ষী বিঃ; রাজহংস; বস্ত্র; বিবিধ বর্ণ; কামদেব; কেশ; স্বর্ণ; আভরণ; পদ্ম; বাদ্য বিঃ, সারঙ্গী বা সারেঙ্গ; শঙ্খ; পুষ্প; কোকিল; পৃথিবী; রাত্রি; দীপ্তি। সৃ (গমন করা)+অঙ্গচ্ কর্তৃ। বি; ক্লী।

সারঙ্গিক—ব্যাধ। সারঙ্গ (মৃগ)+ষ্ণিক বধ করে অর্থে। বি; পু।

সারঙ্গী, শারঙ্গী—১। বাদ্যযন্ত্র বিঃ, সারঙ্। বি; স্ত্রী। ২। সারঙ্গবাদক। বাংপ্র। বি।

সারণ—১। অপসারণ, চালন, শোধরান। ণিজন্ত সৃ=সারি (গমন করানো)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। ২। অতিসার রোগ। ...+অন কর্তৃ। বি; পু।

৩। লঙ্কেশ্বর রাবণের মন্ত্রী। একদা সারণ রাবণের আদেশে বানরের রূপ ধরিয়া রামের সৈন্যবলাদির সন্ধান করিতে রামের শিবিরে আসিলে বিভীষণ ইহাকে চিনিতে পারেন। রাম ইহার প্রতি সদ্ব্যবহার করিয়া ছাড়িয়া দেন।

৪। বিহার রাজ্যের একটি জেলার নাম। ইহার প্রধান নগর ছাপরা।

সারণি—পথ। সারি+অনি কর্তৃ। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

সারণিক—পথিক। সরণি (পথ)+ষ্ণিক।

সারণী, -ণি—ক্ষুদ্র নদী; জ্যোতিষের গ্রহগণের দেশান্তর ভেদে গণিত গ্রন্থ; তালিকা। ণিজন্ত সৃ (=সারি)+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সারথি—রথাদি চালক; সহায়, সাহায্যকারী। ণিজন্ত সৃ=সারি (গমন করানো)+অথিন্ কর্তৃ; অথবা রথের সহ বর্তমান যে সে সরথ, বহু; তদুত্তরে ষ্ণি। বি; পু।

সারথ্য—সারথির কর্ম, রথাদিচালন; সাহায্য। সারথি শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সারদা—সরস্বতী, বাগ্দেবী; দুর্গা। সার দান করেন যিনি, উপতৎ; সার শব্দ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সারদাচরণ মিত্র—ইনি ১৮৪৮ খ্রীঃ ১৭ই ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। এণ্ট্রান্স, এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায় প্রত্যেকটিতে ইনি প্রথম স্থান এবং এম. এ. পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৮৭১ খ্রীঃ ইনি রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এণ্ট্রান্স পাস করিয়া ৫ বৎসরের মধ্যে আর কেহ এ পরীক্ষায় আজ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই। ১৮৭৩ খ্রীঃ ইনি বি. এল্. পরীক্ষা দিয়া পর বৎসরেই হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০২ ও ১৯০৩ খ্রীঃ ইনি অস্থায়িভাবে হাইকোর্টের অন্যতম জজের পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীঃ স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অবসর গ্রহণ করিলে সারদাচরণ স্থায়িভাবে এই পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯০৮ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে ইনি পদত্যাগ করিয়া অধিকতর মনোযোগের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। ইনি কয়েকবার সাহিত্যসভার ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে অনেক পরিশ্রম করেন। ইনি বিদ্যাপতির পদাবলীর একটি সটীক সংস্করণ প্রকাশিত করেন। কায়স্থকারিকা সংকলন করিয়াও সামাজিক সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। ইনি নিষ্ঠাবান হিন্দু, এবং ভারতে একলিপি-বিস্তারকল্পে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। ইনি বারাণসীধামে প্রতিষ্ঠিত ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের অন্যতম সম্পাদক, এবং ভারতবর্ষীয় কায়স্থ সভার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৭ খ্রীঃ ইনি কালগ্রাসে পতিত হন।

সারদারঞ্জন রায়—বিদ্যাসাগর কলেজের সুযোগ্য অধ্যক্ষ। ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে সন ১২৬৫ সালের ১২ই জ্যৈষ্ঠ সোমবার মাতুলালয়ে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম কালীনাথ হইলেও শ্যামসুন্দর মুন্সী নামেই তিনি সমধিক পরিচিত ছিলেন। সারদারঞ্জন গ্রাম্য বিদ্যালয় হইতে মাইনর পাস করিয়া ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে ভর্তি হন। তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হন। বাল্যকাল হইতে ইনি ক্রিকেট খেলা ও ব্যায়াম চর্চা করিয়া বল সঞ্চয় করেন। ঢাকা কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কলিকাতায় আসিয়া সংস্কৃত কলেজে এম. এ. পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু গণিতে ইঁহার অসামান্য অধিকার দেখিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজের গণিতাধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী রেজিস্ট্রার মিঃ ম্যাস ইঁহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্ররূপে এম. এ. পরীক্ষা দিতে বাধ্য করেন। এম. এ. পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া পি. আর. এস. পরীক্ষার জন্য ইনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের চেষ্টায় ইনি আলিগড় এম. এ. ও. কলেজের গণিতাধ্যাপক নিযুক্ত হন। আলিগড় হইতে ইনি শিক্ষাবিভাগের তদানীন্তন ডিরেক্টার ক্রফ্‌ট সাহেবের অনুরোধে বহরমপুর কলেজে আসেন। পরে ইনি ঢাকা কলেজের অধ্যাপক হন।

ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ বুথ সাহেবের সহিত ইঁহার বনিবনাও না হওয়ায় বুথ সাহেব সারদারঞ্জনকে কটক জেলাতে বদলী করাইলে ইনি কর্মত্যাগ করেন। অতঃপর ইনি মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউসনের (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজের) অধ্যাপক হন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যক্ষ নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মৃত্যুর পরে সারদারঞ্জন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সারদারঞ্জন গণিত-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-পূর্বক অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি, ট্রিগণমেট্রি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। পরে ইনি সংস্কৃত সাহিত্য চর্চা আরম্ভ করিয়া রঘু, ভট্টি, কুমার, শকুন্তলা, উত্তর-চরিত, কিরাত, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী প্রভৃতি বহু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থের ব্যাখ্যা রচনা করেন। ১৩৩২ সালের ১৫ই কার্তিক দেওঘরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সারনাথ—উত্তর প্রদেশে বারাণসী জেলায় অবস্থিত গ্রাম বিঃ। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পরে শাক্যমুনি সর্বপ্রথমে এই স্থানে ধর্ম প্রচার করেন। এখানে অনেক বৌদ্ধস্তূপের ও অপরাপর হর্ম্যের ধ্বংসাবশেষ ভূমি খনন করিয়া আবিষ্কার করা হইয়াছে। ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জন খননলব্ধ বৌদ্ধ যুগের নিদর্শনগুলি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এইখানেই সাজাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পূর্বে সারনাথ "মৃগদাব" নামে অভিহিত হইত। এই স্থানে হরিণ-শালা ছিল। সারনাথ সারঙ্গনাথ শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া কথিত।

সারবত্তা—সসারতা, সারপূর্ণতা, শ্রেষ্ঠত্ব। সারবৎ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সারবন্দী—শ্রেণীবদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

সারবান্ (-বৎ)—সারবিশিষ্ট, সারপূর্ণ; শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্ট। সার শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী- **সারবতী**।

সারভূত—সারস্বরূপ, সারত্বপ্রাপ্ত, সসার, শ্রেষ্ঠ। সার—ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সারমেয়—কুকুর। সরমা (কুকুরী)+ঢেয় অপত্যার্থে। বি; পু। স্ত্রী- **সারমেয়ী**।

সারল্য—সরলতা, ঋজুতা, অকৌটিল্য। সরল শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সারস—১। স্বনামপ্রসিদ্ধ জলচর পক্ষী; হংস। সরস্ (সরোবর)+ষ্ণ। বি; পু। স্ত্রী—**সারসী**। ২। সরোবর-সম্বন্ধীয়। বিণ। ৩। পদ্ম। বি; ক্লী।

সারসংগ্রহ—শ্রেষ্ঠাংশ সংকলন, প্রধান প্রধান ভাগের আহরণ। ৬তৎ। বি; পু।

সারসংকলন—সারসংগ্রহ, শ্রেষ্ঠাংশের সংগ্রহ, প্রধান প্রধান বিষয়ের মর্ম আহরণ; চুম্বককরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সারস্বত—১। সমুদ্রসম্বন্ধীয়। সরস্বৎ (সমুদ্র)+ষ্ণ সম্বন্ধার্থে। ২। সরস্বতী-সম্বন্ধীয়। সরস্বতী+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**সারস্বতী**। ৩। দেশ বিঃ (পঞ্জাবে বা কাশ্মীরে); ব্রহ্মার দিনরূপ কল্প বিঃ; বিল্বদণ্ড। বি; পু। ৪। ব্রাহ্মণশ্রেণী বিঃ ('সরস্বতী' দ্রঃ)।

৫। জনৈক মুনি। ইনি নিজ সুকৃতি-প্রভাবে সরস্বতী-নদীতীরে সাতটি তীর্থ সংস্থাপন করিয়াছিলেন; সেই সমস্ত তীর্থ ইঁহার নামানুসারে সারস্বত তীর্থ নামে খ্যাত। অথবা সরস্বতীতীরে ইঁহার সমস্ত প্রভাব প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইনি নিজেও 'সারস্বত' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইঁহার আদি নাম 'মনঙ্কর'।

সারহীন—সারশূন্য, অসার, অকেজো। ৩তৎ। বিণ।

সারা—১। সাঙ্গ করা, সমাপ্ত করা, শেষ করা; আরোগ্যলাভ করা; ভাল হওয়া; সংশোধন করা; জীর্ণ সংস্কার করা, মেরামত করা; সংকটে বা দুর্দশায় পাতিত করা, মুশকিলে ফেলা। ক্রি। ২। সমস্ত, সমগ্র, সব; সম্পূর্ণ; আকুল, হয়রান, বিপন্ন। বাংপ্র। বিণ।

সারাংশ—শ্রেষ্ঠাংশ, প্রধান ভাগ, মূল্যবান্ ভাগ। কর্মধা। বি; পু।

সারানো—সাঙ্গ করানো, সমাপ্ত করানো; আরোগ্য করা বা করানো; ভাল করা বা করানো; সংশোধন করানো, মেরামত করানো। বাংপ্র। ক্রি।

সারার্থ—মুখ্য অর্থ, নিষ্কর্ষ অর্থ, প্রধান তাৎপর্য। কর্মধা। বি; পু।

সারাল, -লো—সারবান্, সারবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

সারি, সারী—শালিক পক্ষিণী; পাশগুটিকা, পাশার গুটি। সৃ (গমন করা)+ইঞ্ কর্তৃ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সারি—ছত্র, পঙ্‌ক্তি, শ্রেণী, আলি; নৌকার মাঝিমাল্লাদের গান বিঃ। বাংপ্র। বি। **সারি সারি**—শ্রেণীবদ্ধভাবে, অনেক-গুলি সারিতে।

সারিকা—শালিক পক্ষিণী; শুকের পত্নী; পাশার গুটি। সৃ+ইঞ্ কর্তৃ+কন্+আপ্। বি; স্ত্রী।

সারিগামা, সারেগামা—স্বরগ্রামের সংক্ষেপ; কোন কার্য বা বিষয়ের প্রথম অংশ বা আরম্ভ, সূচনা। বাংপ্র। বি।

সারিবন্দী—শ্রেণীবদ্ধ। বাংপ্র। বিণ।

সারী (সারিন্)—সারবিশিষ্ট, সসার। সার+ইন্ যুক্তার্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সারিণী**।

সারী—'সারি' দ্রঃ।

সারূপ্য—সমানরূপতা; মুক্তি বিঃ, যাহাতে ঈশ্বরের তুল্য রূপবিশিষ্ট হওয়া যায়। সরূপ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সারেং, সারেঙ্গ—জাহাজ-চালক। <ইং 'serang'. বি।

সার্কাস—ব্যায়ামকৌশল ও সিংহ-ব্যাঘ্রাদির ক্রীড়াপ্রদর্শন। <ইং 'circus'. বি।

সার্জ—তেরছাবোনা পশমী কাপড় বিঃ। <ইং 'serge'. বি।

সার্জন—ইংরাজীমতে শস্ত্র-চিকিৎসক; চিকিৎসক, surgeon; পুলিস প্রহরী, sergeant. ইং। বি।

সার্ট—কোটের নীচে পরিধেয় জামা, কামিজ। <ইং 'shirt'. বি।

সার্টিফিকেট—লিখিত প্রমাণপত্র; প্রশংসা-পত্র। <ইং 'certificate'. বি।

সার্থ—১। সমূহ; সঙ্গী, সাথী। সৃ (গমন করা)+থন্ কর্তৃ। ২। বণিক্‌সমূহ। অর্থের সহিত বর্তমান যে, বহু। বি; পু। ৩। অর্থযুক্ত; ধনবান্। বিণ।

সার্থক—অর্থযুক্ত; অন্বর্থ; সফল; চরিতার্থ। অর্থের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সার্থকতা—অন্বর্থতা, অর্থানুযায়িতা; সফলতা। সার্থক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সার্থকতাসম্পাদন—অন্বর্থতা সাধন; সাফল্য সাধন; সফলীকরণ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সার্থকনামা (-নামন্)—নামের উপযুক্ত কার্যকারী; সৎকার্যদ্বারা প্রতিথনামা। সার্থক হইয়াছে নাম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সার্থবাহ—দলবদ্ধ হইয়া বাণিজ্যকারী; বণিক্; পথপ্রদর্শক। সার্থ শব্দ—বহ্ (বহন করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

সার্ধ—অর্ধ-সহিত; অর্ধসংযুক্ত, সাড়ে। অর্ধের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সার্ব—সর্বহিতকর; সর্বসম্বন্ধীয়। সর্ব+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**সার্বী**।

সার্বজনীন—সর্বলোকহিত; সকলের প্রয়োজনীয় বা উপযোগী; সর্বজনবিদিত। সর্বজন+ীন। বিণ।

সার্বত্রিক—সর্বত্রব্যাপী, সর্বত্রস্থিত, সর্বস্থানের উপযোগী। সর্বত্র+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**সার্বত্রিকী**।

সার্বদেশিক—সর্বদেশসম্বন্ধীয়; সকল দেশের উপযোগী। সর্ব যে দেশ সে সর্বদেশ, কর্মধা; তদুত্তরে ষ্ণিক। বিণ।

সার্বভৌম—সর্বভূমীশ্বর, রাজচক্রবর্তী, সম্রাট্; বিশ্বব্যাপী; পণ্ডিতের উপাধি

বিঃ ; উত্তর দিগ্‌গজ কুবেরের বাহন [মৈনাক পর্বতের পরবর্তী সিদ্ধাশ্রমের সরোবরে এই হস্তী বিচরণ করিত]। সর্বা যে ভূমি সে সর্বভূমি, কর্মধা ; তদুত্তরে ষ্ণ। বি ; পু।

সার্বলৌকিক—সর্বলোক-সম্বন্ধীয় ; সর্বজন-বিদিত, সর্বত্রপ্রসিদ্ধ। সর্বলোক+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী- **সার্বলৌকিকী**।

সার্ষপ—সর্ষপ-সম্বন্ধীয় ; সর্ষপ-জাত। সর্ষপ শব্দ+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সার্ষপী**।

সার্ষ্টি—মুক্তি বিঃ ; নির্বাণ ; ঈশ্বরের তুল্য ঐশ্বর্যশালী হওয়া। ঋষ্টির সহ বর্তমান, বহু। বি ; স্ত্রী।

সাল—১। প্রাচীর ; বৃক্ষ ; সর্জবৃক্ষ, শালগাছ। সল (গমন করা)+ঘঞ্ আধ। বি ; পু। ২। অব্দ, বৎসর, বঙ্গাব্দ,—ইহা গণনা করিতে হইলে খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৫৯৩ বা ৫৯৪ বিয়োগ করিতে হয়। ফা। বি।

সালংকারা—অলংকারযুক্তা ; আভরণ-ভূষিতা। অলংকার সহ বর্তমানা যে, বহু। বিণ ; স্ত্রী।

সাল-তামামি—বৎসরের শেষ ; বাৎসরিক বিবরণ। ফা। বি।

সালতি - সাল কাঠের লম্বা ডোঙ্গা বা ডিঙ্গা, ছিপ, সরু নৌকা বিঃ। বাংপ্র। বি।

সালনির্যাস—সর্জরস, শালের আঠা ; ধুনা। ৬তৎ। বি ; পু।

সালবমিসরি—ভৈষজ্য কন্দ বিঃ। আরবী। বি।

সালসা—রক্তপরিষ্কারক মূল বা পুষ্টিকারক ঔষধ বিঃ। <ইং 'Sarsa Parilla'. বি।

সালার জঙ্গ (সার্)—ইহার পূর্ণ নাম নবাব মীর তুরাব আলি খান, সালার জঙ্গ, সিরাজ-উদ-দৌলা, মুখতার-উল-মুল্ক ডি-সি-এল, জি-সি-এস-আই। ইনি ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে ইহার পিতার মৃত্যু হয়। ইহার পিতামহ ও পিতৃব্য হায়দরাবাদের নিজামের প্রধান উজীর ছিলেন। ইনি প্রথমে ৭ বৎসর ফারসী ও আরবী শিক্ষা করেন। ১৯ বৎসর বয়সে ইনি ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হন। অতি অল্প বয়স হইতেই বিষয় কর্মে ইহার হাতেখড়ি হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল তারিখে ইহার পিতৃব্য সিরাজ-উল-মুল্কের মৃত্যু হয়। ইহার বয়স তখন ২৪ বৎসর। রাজ্যের রেকর্ড-কিপার লালা বাহাদুরের চেষ্টায় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে পূর্ণ দরবারে নিজাম বাহাদুর ইহাকে প্রধান উজীরের পদে নিযুক্ত করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত ইনি শাসন ব্যাপারের বহু সংস্কার সাধন করেন। ইনি কেবল সুদক্ষ শাসন-কর্তাই ছিলেন না—ইনি অসাধারণ রাজনীতিজ্ঞও ছিলেন। ইহার রাজনীতিকুশলতার পরিচয় দিবার সময়ও আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে দিল্লীর সান্নিধ্যে সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। দক্ষিণ ভারতে হায়দরাবাদ তৎকালে সর্বপ্রধান মুসলমান রাজ্য ছিল। সিপাহীরা দিল্লীতে বাদশাহের বংশধরকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল। হায়দরাবাদের প্রজারা মোগল বাদশাহ বংশের অনুরাগী ছিল। সেইজন্য তাহাদের সমগ্র সহানুভূতি সিপাহীগণের উপর গিয়া পড়িল। রাজ্যের মুসলমান অধিবাসীরা বিলক্ষণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চাহিল। আর এই সঙ্গীন সময়েই নিজাম নাসির-উদ-দৌলারও মৃত্যু হইল। ইনি তখন সবেমাত্র চারি বৎসর মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। বয়সে যুবক হইলেও এই স্থির-মস্তিষ্ক তীক্ষ্ণবুদ্ধি উজীর তৎক্ষণাৎ নিজ কর্তব্য নির্ধারণ করিয়া লইলেন। ইনি সিদ্ধান্ত করিলেন, হায়দরাবাদ নিরপেক্ষ থাকিবে। একজন বৃটিশ সামরিক কর্মচারী বলেন, মন্ত্রীর এই কার্যের ফলে দক্ষিণ-ভারত রক্ষা পায়। নিজামের কার্যের পুরস্কার স্বরূপ বৃটিশরাজ নিজামকে এক লক্ষ টাকা মূল্যের ও মন্ত্রীকে ত্রিশ হাজার টাকা মূল্যের বৃটেন-জাত দ্রব্য উপঢৌকন দেন এবং রায়চুড় ও ধারাসেও নামক দুইটি স্টেট নিজামকে প্রত্যর্পণ করা হয় ও কোরাপুর স্টেট উপঢৌকন স্বরূপ দেওয়া হয়।

মহারানী ভিক্টোরিয়া ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইহাকে কে-সি-এস-আই উপাধি প্রদান করেন। ডিউক অব সাদারল্যাণ্ডের নিমন্ত্রণে ইনি ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে গমন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি প্রচুর সম্মান লাভ করেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ইহাকে সম্মানজনক ডি-সি-এল উপাধি দান করেন। মন্ত্রিত্ব-লাভের পর হইতেই ইনি বেরার প্রদেশ নিজামের জন্য ফিরাইয়া পাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বিলাতে গিয়াও ইনি এ বিষয়ে বহু প্রয়াস পান। কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেণ্ট ইহাকে গ্র্যাণ্ড কম্যাণ্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া উপাধি দেন। ১৮৭৭ অব্দের ১লা জানুয়ারী দিল্লীর ইম্পিরিয়াল অ্যাসেম্বলীতে ইহার সম্মানার্থ ১৭টি তোপ দাগা হয়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী কলেরা রোগে ইহার মৃত্যু হয়।

সালিয়ানা—বার্ষিক। ফা-মু। বিণ।

সালিস—মধ্যস্থ। আ-মু। বি।

সালিসি—মধ্যস্থতা। আ-মু। বি।

সালিসী—মধ্যস্থসম্বন্ধীয় ; মধ্যস্থ দ্বারা কৃত। আ-মু। বিণ।

সালু—লাল সুতী কাপড় বিঃ। বাংপ্র। বি।

সালোক্য—মুক্তি বিঃ, তুল্যলোক-বাসরূপ মুক্তি। সহ (সমান) যে লোক সে সলোক, কর্মধা ; তদুত্তরে ষ্ণ্য। বি ; স্ত্রী।

সাশ্রয়—১। আশ্রয়যুক্ত ; অবলম্বনবিশিষ্ট, আধার-সমন্বিত। আশ্রয়ের সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ। ২। ব্যয়লাঘব। বাংপ্র। বি।

সাশ্রু—অশ্রুযুক্ত, বাষ্পবারিবিশিষ্ট। অশ্রুর সহ বিদ্যমান যে, বহু। বিণ।

সাশ্রুনয়নে, সাশ্রুলোচনে—অশ্রুপূর্ণনেত্রে, সজলচক্ষে, কাঁদিতে কাঁদিতে। সাশ্রু হইয়াছে নয়ন বা লোচন যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাষ্টাঙ্গ—অষ্টাঙ্গযুক্ত। অষ্ট যে অঙ্গ সে অষ্টাঙ্গ, দ্বিগু ; তাহার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম—অষ্টাঙ্গযুক্ত নমস্কার ['নমস্কার' দ্রঃ]। কর্মধা। বি ; পু।

সাস্না—গরুর গলকম্বল। সস্ (নিদ্রা যাওয়া)+নণ্ কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সাহংকার—অহংকারযুক্ত, অহংকৃত ; সগর্ব। অহংকারের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সাহচর্য—সহায়তা, সঙ্গ ; সামানাধিকরণ্য। সহচর শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সাহজিক—স্বাভাবিক। সহজ+ষ্ণিক। বিণ।

সাহস—বলপূর্বক কৃত দুষ্কর্ম ("মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং। পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতম্।" অর্থাৎ নরহত্যা, চৌর্য, পরদারগমন, বিরোধ এবং অসত্য-কথন—এই পাঁচ প্রকার সাহস); উৎসাহ ; বেগ ; দম্ভ ; অবিমৃষ্যকৃতি, অবিবেচিত কর্ম ; সহসা কৃত কর্ম ; ভয়রাহিত্য, নির্ভরতা ; অধ্যবসায়। সহস্ (বল)+ষ্ণ। বি ; ক্লী।

সাহসপূর্বক—উৎসাহ সহকারে ; নির্ভয়তার সহিত। সাহস হইয়াছে পূর্বে যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ।

সাহসিক—সাহস কর্মকারী ; উৎসাহযুক্ত ; নির্ভয়। সাহস শব্দ+ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**সাহসিকী**।

সাহসিকতা—সাহসিকের ভাব। সাহসিক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সাহসী (সাহসিন্)—সাহসের কাজ করে যে এমন; সাহসযুক্ত, নির্ভীক। সাহস শব্দ +ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ। [বাংপ্র। বি।
সাহা—বিবিধ বণিকজাতির উপাধি বিঃ।
সাহানা—রাগিণী বিঃ। ফা। বি।
সাহায্য—সহায়তা, আনুকূল্য। সহায় শব্দ+ য্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।
সাহায্যকারী (-কারিন্)—সহায়তাকারী, আনুকূল্যকারী, পৃষ্ঠপোষক। উপতৎ; সাহায্য—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।
সাহায্যপ্রার্থী (-প্রার্থিন্)—সহায়তা প্রার্থনাকারী, আনুকূল্যলাভেচ্ছু। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-প্রার্থিনী**।
সাহি—সাধিয়া। প্রা কপ্র। ক্রি।
সাহিত্য—১। সঙ্গ, সংসর্গ; একক্রিয়ান্বয়িত্ব, সহযোগ। সহিত শব্দ+য্য ভাবার্থে। ২। কাব্যশাস্ত্র; চিত্তাকর্ষক রচনা, belles-lettres; কবিতা গল্প প্রবন্ধ উপন্যাস আখ্যায়িকা প্রভৃতি রচনা, literature. সম্ (সম্যক্) যে হিত সে সহিত, নিত্য; তদুত্তরে য্য করে অর্থে। বি; স্ত্রী।
সাহিত্যকর্ম (-কর্মন্)—সাহিত্য-সৃষ্টি, কবিতা গল্প উপন্যাস ইত্যাদি রচনা। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।
সাহিত্যচর্চা—কাব্যশাস্ত্রের আলোচনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
সাহিত্যচর্চী (-চর্চিন্)—কাব্যশাস্ত্রের আলোচনাকারী, সাহিত্যসেবী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-চর্চিনী**।
সাহিত্যজগৎ—সাহিত্যসম্বন্ধীয় লোক, কাব্যশাস্ত্ররূপ বিশ্ব। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
সাহিত্যরথী (-রথিন্)—প্রধান সাহিত্যসেবী, শ্রেষ্ঠ কাব্যশাস্ত্রলেখক। ৭তৎ। বিণ; পু।
সাহিত্যব্যবসায়ী (-সায়িন্)—কাব্যশাস্ত্র-লেখক, সাহিত্যশাস্ত্র-প্রণয়ন দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী। ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ব্যবসায়িনী**।
সাহিত্যসম্রাট্ (-সম্রাজ্)—সাহিত্যের সকল শাখায় যিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন এমন ব্যক্তি। ৭তৎ। বি; পু।
সাহিত্যসেবক—সাহিত্যের উপাসক; কাব্যশাস্ত্র প্রণেতা। ৬তৎ। বিণ।
সাহিত্যসেবা—সাহিত্যের উপাসনা; কাব্যশাস্ত্রপ্রণয়ন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
সাহিত্যসেবী (-সেবিন্)—সাহিত্যসেবক; কাব্যশাস্ত্রপ্রণেতা। উপতৎ; সাহিত্য—সেব্ (সেবা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-সেবিনী**।
সাহিত্যাকাশ—সাহিত্যজগতের আকাশ। ৬তৎ। বি; পু।
সাহিত্যাচার্য—সাহিত্য-গুরু; কাব্যশাস্ত্রের উপাধ্যায়। সাহিত্যে আচার্য, ৭তৎ। বিণ বা বি; পু।
সাহিত্যামোদী (-মোদিন্)—সাহিত্যানুরাগী; কাব্যশাস্ত্রপ্রিয়। সাহিত্যের আমোদ, ৬তৎ; তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু স্ত্রী, **-মোদিনী**।
সাহিত্যালোচনা—সাহিত্যচর্চা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
সাহিত্যিক—সাহিত্যসম্বন্ধীয়; সাহিত্যসেবক; কাব্যশাস্ত্রপ্রণেতা। সাহিত্য শব্দ +ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**সাহিত্যিকী**।
সাহুকার, সাউকার—বড় মহাজন যে হুণ্ডির কাজ করে। বাংপ্র। বি। বি, **-কারি**।
সাহেব—সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, মানী লোক; মহাশয়; প্রভু, প্রতিপালক; প্রধান, সর্দার; ইউরোপীয় পুরুষ, নকল ইউরোপীয় বা বিদেশী। <আ 'সাহিব'। বি।
সাহেবধনী—জনৈক উদাসীন। ইনি একটি ধর্মমত প্রবর্তন করেন। ঐ মত কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ। এই মতাবলম্বীদিগের উপাসনার স্থান "আসন" নামে অভিহিত, প্রকৃতপক্ষে আসন একখানি চৌকিমাত্র। প্রতি বৃহস্পতিবারে এই মতাবলম্বীরা ঐ আসনের নিকটে গিয়া মিলিত হইয়া সাধনা করে।

সাহেবধনীর প্রথম শিষ্য দুঃখীরাম পাল, রঘুনাথ দাস ও একজন মুসলমান। নদীয়া জেলায় দোগাছিয়া গ্রামে দুঃখীরামের এবং বাগাড়ে গ্রামে রঘুনাথের বাস ছিল। সাহেবধনী হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই শিষ্য করিয়াছিলেন, এজন্য এই সম্প্রদায়ীরা সর্বজাতীয় ব্যক্তিকেই গ্রহণ করে।

দুঃখীরামের পুত্র চরণ পাল হইতে এই সম্প্রদায়ের অনেক উন্নতি হয়। প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হয়।

সাহেবি, সাহেবিয়ানা—ইউরোপীয়ের তুল্য আচরণ; সাহেবীধরন বা চালচলন। আ-মূ। বি।
সাহেবী—সাহেবের ন্যায়। আ-মূ। বিণ।
সিউনি—বংশনির্মিত জলসেচনী। বাংপ্র। বি।
সিউলী—খেজুর রস ও গুড় প্রস্তুতকারী জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি।
সিংহ—১। পশুরাজ, মৃগেন্দ্র, কেশরী; রাশিঃ বি; উপাধি বিঃ; রাশিচক্রের এক রাশি; (অন্ত শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। হিন্স্ (হিংসা করা)+অন্ কর্তৃ অথবা সিচ্ (সেক করা)+ক কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**সিংহী**।
২। রামায়ণে কথিত চন্দ্রগিরি পর্বতস্থ এক প্রকার পক্ষী [যেমন 'রূক' (roc) পক্ষী]। ইহারা এত বৃহৎ যে, তিমি মৎস্য ও হস্তী লইয়া নীড়ে আরোহণ করিত।
সিংহগ্রীব—সিংহের ন্যায় উন্নত গ্রীবাবিশিষ্ট। বহু। বিণ। [বি।
সিংহদরজা—সিংহদ্বার; কটক। বাংপ্র।
সিংহদ্বার—সিংহমূর্তি-চিহ্নিত প্রবেশদ্বার, তোরণ, কটক। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।
সিংহধ্বনি, সিংহনাদ—সিংহের গর্জন; হুংকার। ৬তৎ। বি; পু।
সিংহবাহিনী—পার্বতী, দুর্গা। উপতৎ; সিংহ—বাহি (বহান)+ণিন্ কর্তৃ+ ঈপ্। বি; স্ত্রী।
সিংহবাহু—জনৈক বঙ্গাধিপ। ইনি বুদ্ধদেবের সমকালে জীবিত ছিলেন। ইঁহার পুত্র বিজয়সিংহ কোন কারণে নির্বাসিত হইয়া লঙ্কাদ্বীপে গমনপূর্বক আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া তত্রত্য সিংহাসন অধিকার করেন। সিংহবংশের রাজ্য বলিয়া অতঃপর লঙ্কার নাম সিংহল হয়। [উপমান। বিণ।
সিংহবিক্রান্ত—সিংহবৎ পরাক্রমশালী।
সিংহমুখ—সিংহের মুখ; হস্তীর ভূষণ বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।
সিংহল—লঙ্কাদ্বীপ। সিংহ শব্দ+ল অস্ত্যর্থে। বি; স্ত্রী।
সিংহশিশু—সিংহশাবক। ৬তৎ। বি; পু।
সিংহাবলোকন ন্যায়—ন্যায় বিঃ ('ন্যায়' দ্রঃ)।
সিংহাসন—সিংহমূর্তি-চিহ্নিত আসন, রাজাসন। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।
সিংহাসনচ্যুত—রাজাসন হইতে ভ্রষ্ট, রাজ্যচ্যুত। ৫তৎ। বিণ।
সিংহাসনাধিরূঢ়—সিংহাসনে উপবিষ্ট। ২তৎ। বিণ।
সিংহাসনাধিষ্ঠিত—সিংহাসনে স্থাপিত; সিংহাসনারূঢ়, রাজাসনে অবস্থিত। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, ৭তৎ। বিণ।
সিংহাসনারূঢ়—রাজাসনে উপবিষ্ট; রাজ্যাধিকারপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ।
সিংহিকা—১। জনৈক রাক্ষসী*, রাহুর মাতা। সিংহী শব্দ+কণ্+আপ্। বি; স্ত্রী।

*লঙ্কার নিকটস্থ সাগরগর্ভে এই রাক্ষসীর বাস ছিল। জলের উপর জীবজন্তুর ছায়া পতিত হইলে রাক্ষসী মায়াবলে তাহাদিগকে আকর্ষণ করিয়া ভক্ষণ করিত। হনুমান যৎকালে লঙ্কায় গমন করিতেছিলেন, সেই সময়ে সিংহিকা

তাহাকে গ্রাস করে; কিন্তু কপিবর ইহার উদর বিদীর্ণ করিয়া নির্গত হন। তাহাতেই রাক্ষসী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ২। দক্ষরাজতনয়াগণের অন্যতম। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইহার বিবাহ হইলে তাঁহার ঔরসে ইহার গর্ভে গন্ধর্বগণের জন্ম হয়।

সিংহী—স্ত্রী-সিংহ; রাহুর মাতা সিংহিকা। সিংহ শব্দ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সিঁড়ি—সোপান, ধাপ, মই। বাংপ্র। বি।

সিঁথা, সিঁথি—সীমন্ত, কেশবীথি; মাথার সম্মুখভাগে দুই পাশে আঁচড়ান চুলের মধ্য রেখা; ঐস্থানে পরিবার গহনা। বাংপ্র। বি।

সিঁদুর—সিন্দূর। বাংপ্র। বি।

সিঁধ—সন্ধি-চৌর্য; চুরি করিবার জন্য গৃহ-প্রাচীরে কৃত গর্ত। <সন্ধি। বি।

সিঁধকাঠি—সিঁধ কাটিবার যন্ত্র, ছোট শাবল বিঃ। বাংপ্র। বি।

সিঁধাল, সিঁধেল—সন্ধিচোর; সিঁধচোর। বাংপ্র। বি।

সিকতা—১। বালুকা, বালি। সিচ্ (সেক করা)+অতক্ কর্তৃ+আপ্। ২। বালুকাময় দেশ। সিকতা শব্দ+অ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সিকতাময়—সিকতাযুক্ত, বালুকাময়। সিকতা শব্দ+ময়ট্। বিণ।

সিকা, সিকে—দড়ির ঝুলানো আলনা; সিকি, চার-আনি। <সিক্য। বি।

সিকি—এক-চতুর্থাংশ; টাকার ৪ ভাগের ১ ভাগ, ৪ আনা মূল্যের মুদ্রা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সিকিম—দার্জিলিঙ্গ পর্বতের উত্তরদিকে অবস্থিত একটি স্বাধীন রাজ্য। তিব্বত-বাসীরা এই স্থানকে ডিজং নামে অভিহিত করে। ডিজং অর্থে "ধান্তের দেশ"। আদিম অধিবাসীরা লেপ্চা নামে আখ্যাত। ১৬৪১ খ্রীঃ পেঞ্চুনামিগে নামক জনৈক তিব্বত দেশীয় ব্যক্তি লেপ্চা-গণকে পরাজয় করিয়া সিকিমের রাজত্ব অধিকার এবং রাজ্যমধ্যে বৌদ্ধ লামা ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেন। রাজধানী টুমলঙ্গ নামক স্থানে অবস্থিত। তিব্বত দেশে অবস্থিত টুম্বি উপত্যকায় রাজার গ্রীষ্মাবাস। অধুনা রাজা গাংটক (বা গাণ্টক) নামক স্থানে বাস করেন। নেপালের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, সিকিমরাজের অনেক ভূসম্পত্তি নেপাল-রাজের হস্তগত হয়। নেপালের সহিত ১৮১৪ খ্রীঃ ইংরাজের যুদ্ধ সংঘটিত হইলে ইংরাজ সিকিমরাজের সহিত সখ্য স্থাপন করেন। ১৮১৬ খ্রীঃ নেপাল যুদ্ধের অবসানে ইংরাজ সিকিমকে নেপাল কর্তৃক বিজিত সম্পত্তি সখ্যের পুরস্কার স্বরূপে প্রত্যর্পণ করেন। সিকিমের আয়তন ২৭৪৪ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা ১,৬২,১৮৯। সিকিমের জনবসতি প্রতি বর্গ মাইলে ৫৯ জন।

সিক্কা—বাদশাহী বা কোম্পানির আমলের মুদ্রা; পূর্ণ ১ তোলা ওজনের টাকা। আ-মু। বি।

সিক্ত—আর্দ্রীকৃত; অভিবৃষ্ট, যাহার উপর জল ছড়ানো হইয়াছে এরূপ। সিচ্ (সেক করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সিক্থ, সিক্থক—মধূচ্ছিষ্ট মধুত্থ, মোম। সিচ্ (সেক করা)+থক্ কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্। বি; ক্লী।

সিগারেট—ক্ষুদ্র চুরুট। <ইং 'cigarette'. বি।

সিজ—স্নুহীবৃক্ষ, মনসা গাছ। বাংপ্র। বি।

সিঝা—জলে ফুটিয়া সিদ্ধ হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

সিঝানো—সিদ্ধ করা। বাংপ্র। ক্রি।

সিঞ্চন—সেচন। কপ্র। বি। বিণ—**সিঞ্চিত**।

সিঞ্চা—সেচন করা। কপ্র। ক্রি।

সিটকানো, সিটকনো—ঘৃণা অবজ্ঞা প্রভৃতি হেতু নাসাদি কুঞ্চিত করা, কুঞ্চিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [বি।

সিটি—শিস, বাঁশির আওয়াজ। বাংপ্র।

সিড়সিড়—শিহরন, চুলকানি, কাতুকুতু প্রভৃতির অনুভব। বাংপ্র। অ।

সিত—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ্; বাণ; শর; শুক্রাচার্য। সো (নাশ পাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বি; পু। ২। বদ্ধ; শুক্লবর্ণ-যুক্ত, শুভ্র, সাদা; নষ্ট; সম্পন্ন; জ্ঞাত। সি (বন্ধন করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ৩। রৌপ্য; চন্দন। বি; ক্লী।

সিতকণ্ঠ—১। শ্বেতবর্ণ কণ্ঠবিশিষ্ট। সিত (শুভ্র) হইয়াছে কণ্ঠ যাহার, বহু। বিণ। ২। দাত্যূহ পক্ষী, ডাক পাখি। বি; পু।

সিতপক্ষ—১। শুক্লপক্ষ। কর্মধা। ২। রাজহংস। সিত (শুক্ল) হইয়াছে পক্ষ (পাখা) যাহার, বহু। বি; পু।

সিতসপ্তি—অর্জুন। সিত (শুক্ল) হইয়াছে সপ্তি (অশ্ব) যাহার, বহু। বি; পু।

সিতাংশু—১। চন্দ্র; কর্পূর। সিত (শুক্ল) অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

সিতাভ—১। চন্দ্র; কর্পূর। সিত (শুক্ল) হইয়াছে আভা যাহার, বহু। বি; পু। ২। শ্বেত, সাদা। বিণ।

সিতি—১। শুক্লবর্ণ, সাদা রঙ; কৃষ্ণবর্ণ, কাল রঙ। সি (বন্ধন করা)+ক্তিক্ কর্তৃ। বি; পু। ২। শুক্লবর্ণযুক্ত, সাদা; কৃষ্ণবর্ণযুক্ত, কাল, নীল। বিণ। ৩। বন্ধন। সি+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সিতিকণ্ঠ—নীলকণ্ঠ, শিব; ময়ূর; ডাক পাখি। সিতি কণ্ঠ যাহার, বহু। বি; পু।

সিতিমা (সিতিমন্)—শুক্লত্ব; নীলিমা, কৃষ্ণত্ব। সিতি+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

সিতোপল—১। স্ফটিক। সিত (শুভ্র) যে উপল (প্রস্তর), কর্মধা। বি; পু। ২। কঠিনী, খড়ি। বি; স্ত্রী।

সিথান—মাথার বালিশ; শয়নকালে মস্তকের দিক্ বা মস্তকের নিম্নভাগ, শিয়র। <শিরঃস্থান। বি।

সিদ্ধ—১। সম্পন্ন; প্রমাণীকৃত, ফলিত; সফল, নিষ্পন্ন; প্রতিপাদিত; পারদর্শী, নিপুণ, পক্ব· ফুটানো; নিত্য। সিধ্ (নিষ্পন্ন করা)+ক্ত কর্ম। ২। প্রসিদ্ধ; সিদ্ধিবিশিষ্ট; মন্ত্রশক্তিবিশিষ্ট; সাধনায় উত্তীর্ণ; মুক্ত। সিধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ৩। দেবযোনি বিঃ; ত্রিকালজ্ঞ মুনি। বি; পু।

সিদ্ধকাম সফলকাম, সফলাভিপ্রায়, যাহার মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে। সিদ্ধ হইয়াছে কাম (কামনা) যাহার, বহু। বিণ।

সিদ্ধগঙ্গা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। সিদ্ধগণের গঙ্গা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধপীঠ যে স্থানে এক লক্ষ বলি, কোটি-সংখ্যক হোম এবং এক কোটি মহাবিদ্যা জপ হইয়াছে। কর্মধা। বি; পু।

সিদ্ধপুরুষ—সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মুক্ত মানব। কর্মধা। বি; পু।

সিদ্ধবিদ্যা—দশমহাবিদ্যা ['মহাবিদ্যা' দ্রঃ]। সিদ্ধা যে বিদ্যা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধমনোরথ—সফলকাম। সিদ্ধ হইয়াছে মনোরথ যাহার, বহু। বিণ।

সিদ্ধরস—পারদ, পারা। কর্মধা। বি; পু।

সিদ্ধসিন্ধু স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সিদ্ধান্ত—মীমাংসা, পূর্বপক্ষ নিরাসপূর্বক সিদ্ধপক্ষস্থাপন; নির্ধারণ; জ্যোতিঃশাস্ত্র বিঃ। সিদ্ধ হইয়াছে অন্ত যাহার, বহু। বি; পু। [বি; পু।

সিদ্ধান্তাচার—তন্ত্রোক্ত আচার বিঃ।

সিদ্ধান্তী (-ন্তিন্)—মীমাংসা-দর্শন-মতাব-লম্বী; মীমাংসক, সিদ্ধান্তকারী। সিদ্ধান্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সিদ্ধান্তিনী**।

সিদ্ধার্থ—১। কৃতার্থ, সিদ্ধমনোরথ। সিদ্ধ হইয়াছে অর্থ যাহার, বহু। বিণ। ২। বুদ্ধদেব। সিদ্ধ হয় অর্থ (প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য) যদ্দ্বারা, বহু। বি; পু।

সিদ্ধাশ্রম—স্বনামখ্যাত তপোবন বিঃ। এই স্থানে মহাত্মা বামন ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি সিদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার এইরূপ নাম হইয়াছে। তাড়কা ও সুবাহু রাক্ষস এই আশ্রম বিধ্বস্ত করিতে থাকে। বিশ্বামিত্র ঋষি রামলক্ষ্মণের সাহায্যে এই স্থান উপদ্রবশূন্য করিয়া এখানে স্বীয় যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সিদ্ধগণের আশ্রম, ৬তৎ। বি ; পু।

সিদ্ধি—১। নিষ্পত্তি ; ফলোৎপত্তি ; সফলতা, সম্পাদন ; পারদর্শিতা ; পাক ; বৃদ্ধি ; ঐশ্বর্য ; শুভ ; জয়লাভ ; অন্তর্ধান ; যোগ বিঃ ; প্রভাবসিদ্ধি, মন্ত্রসিদ্ধি, উৎসাহসিদ্ধি, রাজগণের এই ত্রিবিধ সিদ্ধি ; সাধনা দ্বারা লব্ধ অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ ক্ষমতা। সিধ্+ক্তি ভাব। ২। ভাঙ্। সিধ্+ক্তি করণ। বি ; পু।

সিদ্ধিদ—১। সিদ্ধিদাতা। উপতৎ ; সিদ্ধি শব্দ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ। ২। বটুকভৈরব। বি ; পু।

সিদ্ধিদাতা (-দাতৃ)—১। সাফল্যপ্রদানকারী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সিদ্ধিদাত্রী**। ২। গণেশ। বি ; পু।

সিদ্ধিযোগ—জ্যোতিষোক্ত যোগ বিঃ : —"শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া। গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্তিতঃ॥" অর্থাৎ শুক্রবারে নন্দা, বুধবারে ভদ্রা, শনিবারে রিক্তা, মঙ্গলবারে জয়া ও বৃহস্পতিবারে পূর্ণা যুক্ত হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধিদায়ক যোগ, মধ্যপ। বি ; পু।

সিদ্ধেশ্বরী—দেবী বিঃ। সিদ্ধা ঈশ্বরী (দেবী), কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সিধা—১। সরল, ঋজু, সোজা, সহজ ; দুরস্ত, শাসিত। বিণ। ২। অপক্ক খাদ্যদ্রব্য, অরন্ধিত চাউল ডাইল প্রভৃতি আবশ্যক বা নির্দিষ্ট খোরাক ; তণ্ডুল, চাউল। হি। বি।

সিনান—স্নান। প্রা কথ্য। বি।

সিনেমা—বায়োস্কোপ, চলচ্চিত্র। <ইং 'cinema'. বি।

সিন্দুক—বড় বাক্স। আ-মূ। বি।

সিন্দুর—সিঁদুর, পারদ গন্ধকঘটিত লোহিত চূর্ণ বিঃ। স্যন্দ্ (ক্ষরিত হওয়া)+উর কর্তৃ। বি ; স্ত্রী। [সিন্দুর সীসকের উপধাতু, এজন্য ইহা সীসকের ন্যায় গুণসম্পন্ন। তদ্ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের সংযোগে জাত হওয়ায় ইহাতে অন্যবিধ গুণও দৃষ্ট হয়। ইহা উষ্ণবীর্য, বিসর্পবারক, কুষ্ঠ ও কণ্ডূ নাশক, বিষঘ্ন, ভগ্নসন্ধায়ক, এবং ব্রণের শোধক ও পূরক। ইহা এতদ্দেশীয় সধবা হিন্দু রমণীগণের প্রধান ভূষণ ও আয়তির চিহ্নস্বরূপ।]

[illegible]—সীমন্তে সিন্দুরের কৌটা (ইহা সধবার লক্ষণ)। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সিন্ধু—১। সমুদ্র ; নদ বিঃ ; দেশ বিঃ, Sind ; তদ্দেশবাসী ; রাগিণী বিঃ ; হস্তিমদ ; হস্তী। স্যন্দ্ (ক্ষরণ করা)+উ কর্তৃ। বি ; পু। ২। নদী। বি ; স্ত্রী।

৩। অন্ধমুনির পুত্র ও একমাত্র অবলম্বন। একদা নিশাকালে ইনি জল আনয়ন করিবার জন্য গমন করিয়া যৎকালে কুম্ভ পূর্ণ করিতেছিলেন, সেই সময় মৃগয়ার্থী রাজা দশরথ ইঁহার কুম্ভপূরণ শব্দকে জলহস্তীর শব্দ মনে করিয়া শব্দভেদী বাণপ্রহারে ইঁহার প্রাণসংহার করেন। পরে রাজা মুমূর্ষু সিন্ধুর নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্ধমুনির নিকট সেই সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইলে মুনিবর পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করেন এবং দশরথকেও পুত্রশোকে প্রাণ হারাইতে হইবে বলিয়া অভিসম্পাত দেন।

৪। পাকিস্তানের অন্তর্গত স্থান। মুসলমানগণের মতে "হিন্দ্" নামক ব্যক্তির ভ্রাতা "সিন্দ্" অনেক পুরুষ ব্যাপিয়া এই স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় নূঃ বা নোয়ার পুত্র বলিয়া কথিত। খ্রীঃ ৭১৬ অব্দ পর্যন্ত এই স্থানে হিন্দুর রাজত্ব ছিল। উক্ত সালে আরব খলিফের সৈন্য এই দেশ আক্রমণ করে। পরে নানা মুসলমান বংশের অধীন থাকিয়া সিন্ধু আকবর কর্তৃক দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। সিন্ধুদেশে অবস্থিত অমরকোট নামক স্থানে আকবর জন্মগ্রহণ করেন। উত্তরকালে নাদির সা ও আমেদ সা দুরাণীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া সিন্ধু তালপুরের মীরগণ কর্তৃক শাসিত হইতে থাকে। মীরগণ ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া মিয়ানীর যুদ্ধে পরাভব স্বীকার করে, এবং সিন্ধুদেশ ইংরাজের শাসনাধীনে আসে (১৮৪৩ খ্রীঃ অঃ)। ইংরাজের শাসনকালে করাচী নামক নগর পশ্চিম ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সিন্ধি ভাষা অনেকটা প্রাচীন প্রাকৃতের অনুসরণ করে।

৫। উত্তর ভারতের সুপ্রসিদ্ধ নদ। এই নদ মানসসরোবরের সন্নিকট কৈলাস পর্বতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং পঞ্জাবে পঞ্চনদের সহিত কিয়দ্দূর পর্যন্ত সংযুক্ত থাকিয়া সিন্ধুদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া আরব সাগরে পতিত হইয়াছে। সিন্ধু হিন্দুদিগের চক্ষে ভারতের সপ্ত পবিত্র নদীর অন্যতম। সোজা ভাবে ধরিলে সিন্ধু দৈর্ঘ্যে ১২০০ মাইল ; গতির বক্রভাব ধরিলে ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল। নদীর উপর উৎপত্তি-স্থানের দিকে অনেকগুলি বাঁশের ও দড়ির সেতু বিদ্যমান ; পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশের অংশে ইংরাজ-নির্মিত অনেকগুলি লৌহসেতু স্থাপিত। সিন্ধুনদ হইতে অনেক খাল কাটা হওয়ায় সিন্ধুদেশে শস্যসমৃদ্ধি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। সিন্ধু নদকে ইয়ুরোপীয়গণ "ইণ্ডাস্" নামে অভিহিত করেন ; এই "ইণ্ডাস্" হইতে ভারতবর্ষের নাম ইণ্ডিয়া হইয়াছে কোন কোন পণ্ডিত এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সিন্ধুদ্বীপ—সুপ্রসিদ্ধ জহ্নুমুনির পুত্র। জহ্নু ভরতবংশীয় আজমীঢ় নামক রাজার পুত্র। সুতরাং ইঁহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু সিন্ধুদ্বীপ তপঃপ্রভাবে বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। বি ; পু।

সিন্ধুনদ—নদী বিঃ Indus. সিন্ধু নামক নদ, মধ্যপ। বি ; পু।

সিন্ধুনাথ—সরিৎপতি, সমুদ্র। সিন্ধুর (নদীর) নাথ (পতি), ৬তৎ। বি ; পু।

সিন্ধুবার—নিসিন্দা গাছ ; সিন্ধুদেশীয় অশ্ব। সিন্ধু শব্দ—ণিজন্ত বৃ—বারি (আবরণ করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

সিন্ধুরাজ—সিন্ধুদেশের রাজা, জয়দ্রথ ['জয়দ্রথ' দ্রঃ]। ৬তৎ। বি ; পু।

সিন্নি—শিরনি, মুসলমানের দরগায় ও হিন্দুর সত্যনারায়ণ পূজায় নিবেদিত মিষ্টান্ন বা আটা দুধ কলা চিনি প্রভৃতির মিশ্রণ। ফা-মূ। বি।

সিপাই, সিপাহী—ভারতীয় সৈনিক, পদাতিক ; রক্ষী, প্রহরী। ফা। বি।

সিপাহীবিদ্রোহ—সিপাহী সৈন্যের ভারতীয় ইংরেজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ (১৮৫৭ খ্রীঃ)।

সিপ্রা—অবন্তিদেশস্থ নদী বিঃ ; কাঞ্চী। সিপ্র+আপ্। বি ; স্ত্রী।

সিম—শুঁটিবিশিষ্ট ফল বিঃ (ইহা তরকারিরূপে ব্যবহৃত হয়)। <শিম্ব। বি।

সিমন্তিনী—সীমন্তিনী, বধূ। প্রা কথ্য। বি।

সিমলা—হিমাচল প্রদেশের একটি জেলা ও শহর। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের অবসানে ইংরাজের হস্তে অনেক ভূমিখণ্ড আসে। তাহার অধিকাংশই ইংরাজ পূর্বাধিকারী রাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন। কেবল সিমলা জেলা নিজ হস্তে রাখা হয়। এই জেলা বেষ্টন করিয়া ২৮টি [illegible] পার্বত্য করদ রাজ্য আছে। [illegible] সিমলার ডেপুটী কমিশনারের কর্তৃত্বাধীন।

সিমলা শহর ভারত ও পঞ্জাব গভর্নমেণ্টের গ্রীষ্মাবাস। ভারতের গভর্নর-জেনারেল-গণের মধ্যে লর্ড আমহার্স্ট সর্বপ্রথমে এই স্থানে আগমন করেন (১৮২৭ খ্রীঃ)। ১৮৬৪ খ্রীঃ সার জন লরেন্স এই স্থানে রীতিমত গ্রীষ্মাবাস স্থাপন করিয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। সেই সময় হইতে সকল গভর্নর-জেনারেলই গ্রীষ্মকাল ও বর্ষাকাল সদলবলে এই স্থানে অতিবাহিত করিতেন। পূর্বে তাঁহারা "পিটরহফ" নামক প্রাসাদে বাস করিতেন। উত্তরকালে অবজরভেটরী হিল নামক পর্বতের উপর নূতন প্রাসাদ নির্মিত হয়।

সিমেণ্ট—মাটি ও চুনাপাথর মিশাইয়া প্রস্তুত চূর্ণ বিঃ, বিলাতী মাটি। <ইং 'cement'. বি।

সিয়ানো, সিয়নো—সেলাই করা। বাংপ্র। ক্রি।

সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন নবাব, আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র। ১৭৫৬ খ্রীঃ আলিবর্দি অপুত্রক অবস্থায় পরলোক-গত হওয়ায় সপ্তদশবর্ষীয় সিরাজ মুর্শিদাবাদের মসনদে অধিষ্ঠিত হন। এক্ষণে সিরাজ বাদশাহের নিকট হইতে পূর্ব প্রথানুসারে সুবাদারী সনন্দ আনাইবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন না। বর্গীর হাঙ্গামার পর হইতেই দিল্লীশ্বর ক্ষমতাশূন্য নামমাত্র সম্রাট্, আলিবর্দি ইহা বুঝিয়া দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং সেই সময় হইতেই সুবা বাঙ্গালা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

আলিবর্দি খাঁর সময়ে রাজা রাজবল্লভ ঢাকার নায়েব নাজিমের (অর্থাৎ সহকারী শাসনকর্তার) সহকারীর কার্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করিয়াছিলেন। সিরাজ ঐ অর্থ আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করায় রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস সমস্ত অর্থ ও পরিজনবর্গসহ কলিকাতায় ইংরেজ-দের আশ্রয়ে পলাইয়া আসেন। এই সময়ে ফরাসীদিগের সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হওয়ায় ইংরেজরা নবাবের অনুমতি না লইয়া কলিকাতায় দুর্গের জীর্ণোদ্ধার করিতে আরম্ভ করেন। সিরাজ ইংরেজপক্ষীয় কলিকাতায় অধ্যক্ষ ড্রেক সাহেবকে পত্র লিখিলেন যে, অবিলম্বে যেন কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করা হয় এবং কলিকাতার দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। ইংরেজরা কোনও প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন না।

সিরাজ ইহাতে অত্যন্ত কুপিত হইয়া প্রথমতঃ ইংরেজদিগের কাশিমবাজারস্থ কুঠি অধিকার করিলেন ও তৎপরে ৫০,০০০ সৈন্য সহ কলিকাতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ড্রেক সাহেব ভয় পাইয়া প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারী এবং যাবতীয় বালকবালিকা ও মহিলাদিগকে লইয়া জাহাজে আশ্রয় লইলেন। অবশিষ্ট ১৭০ জন যুদ্ধে অনভিজ্ঞ ইংরেজ কলিকাতায় রহিলেন; তাঁহারা হলওয়েল নামক এক সাহেবকে আপনাদের অধ্যক্ষ মনোনীত করিলেন এবং বিপুল বিক্রমে চারি দিন কাল নবাবের সৈন্যদিগকে বাধা দিলেন। হীনবল হইয়া পঞ্চম দিনে তাঁহারা এই নিয়মে আত্মসমর্পণ করিলেন যে, নবাব তাঁহাদের প্রাণহানি করিবেন না।

অপরাধীদিগকে দণ্ডস্বরূপ অবরুদ্ধ রাখি-বার নিমিত্ত ইংরেজদিগের কলিকাতায় দুর্গে "অন্ধকূপ" নামে একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল। গৃহটি দৈর্ঘ্য-বিস্তারে ১২ হাতের অধিক ছিল না এবং তাহাতে দুইটিমাত্র অতি ক্ষুদ্র গবাক্ষ ছিল। আত্মসমর্পণ করার পর ১৪৬ জন ইংরেজকে নবাব-পক্ষের জনৈক সেনানায়ক সিরাজের অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে ঐ রাত্রির জন্য অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। একে জ্যৈষ্ঠ মাসের নিদারুণ গ্রীষ্ম, তাহার উপর যথেষ্ট বায়ু না পাইয়া ১৪৬ জনের মধ্যে ১২৩ জন ইংরেজ তৃষ্ণায় ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন (২১শে জুন ১৭৫৬ খ্রীঃ)। এই শোচনীয় ঘটনা ইতিহাসে "অন্ধকূপ হত্যা" নামে প্রসিদ্ধ। এক্ষণে অনেক ঐতিহাসিক প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, এ ঘটনা আদৌ সত্য নহে।

সে যাহা হউক, কলিকাতার ইংরেজ-দিগের দুরবস্থার সংবাদ মাদ্রাজে উপস্থিত হইলে, তত্রত্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ওয়াটসন নামক জনৈক নৌসেনাধ্যক্ষকে প্রধান সেনাপতি করিয়া তাঁহার সহিত কয়েক-খানি রণপোত এবং তাহাতে ক্লাইভ সাহেবকে ও তৎসহ ৯০০ গোরা ও ১৫০০ সিপাহী সৈন্যকে কলিকাতার পুনরুদ্ধারার্থ প্রেরণ করিলেন। ইহারা পথে বজবজ অধিকার করিয়া ভাগীরথী দিয়া কলি-কাতায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং জাহাজ হইতে দুর্গের উপর গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। নবাবের সৈন্যগণ ভয় পাইয়া দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ক্লাইভ অবাধে দুর্গসহ কলিকাতা পুনরধিকার করিলেন (জানুয়ারি, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। অতঃপর নবাবের সহিত ইংরেজ-দের সন্ধি হইল যে, ইংরেজেরা বিনা শুল্কে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পাইবেন, এবং নবাব ইংরেজদের ক্ষতিপূরণস্বরূপ কিছু টাকা দিবেন।

সন্ধি হইল বটে, কিন্তু সিরাজ ইংরেজ-দিগকে বাঙ্গালা হইতে বিদূরিত করিবার নিমিত্ত গোপনে ফরাসীদিগের সহিত চক্রান্ত করিতে লাগিলেন। ক্লাইভ ইহা জানিতে পারিয়া ফরাসীদিগের বাঙ্গালায় প্রধান কার্যক্ষেত্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। পরে ফরাসীরা সন্ধি-সূত্রে উক্ত স্থান ফিরিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু তদবধি বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রভাব বিলুপ্ত হইল।

এদিকে নবাবের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারে মর্মপীড়িত হইয়া তাঁহার কোষাধ্যক্ষ মহতাব জগৎশেঠ, বক্সী ও সেনাপতি মিরজাফর, নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, কলিকাতার অন্তঃ-পাতী হালসিবাগাননিবাসী উমিচাঁদ (বা আমীন চাঁদ) প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সাহায্যার্থ ক্লাইভকে আমন্ত্রণ করিয়া পত্র লিখিলেন। ক্লাইভও সাদরে তাঁহাদের চক্রান্তে যোগ দিলেন। স্থির হইল, ক্লাইভ নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবেন, যুদ্ধের সময়ে মিরজাফর নিজ সেনাদল লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, এবং যুদ্ধে জয়লাভ ঘটিলে, মিরজাফর নবাব হইবেন ও ইংরেজরা বিস্তর টাকা পাইবেন।

সমস্ত ষড়্‌যন্ত্র স্থির হইয়া গেলে, ক্লাইভ ১০০০ গোরা ও ২১০০ সিপাহী সৈন্য এবং ৮টি কামান লইয়া মুর্শিদাবাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাবও ৩৫,০০০ পদাতি ও ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০টি কামান লইয়া আক্রমণকারীর গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন এবং মুর্শিদাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূরবর্তী ভাগীরথীতীরস্থ পলাশী নামক গ্রামের বহিঃস্থ মাঠের এক আম্র-কাননে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। ক্লাইভ সসৈন্যে তথায় আসিয়া উপনীত হইলে নবাব তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। মিরজাফর কোন পক্ষেই যোগ দিলেন না; তিনি নিজ সেনাদলসহ অদূরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। নবাবের অন্যতম বিশ্বস্ত ও প্রভুভক্ত সেনাপতি মিরমদন ও মোহনলাল নিজ নিজ সেনাদল লইয়া ইংরেজসৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেনাপতি মিরমদন ইংরেজ পক্ষের গোলার আঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন। তদ্দর্শনে নবাব অত্যন্ত ভয় পাইলেন। মিরজাফরের ঔদাসীন্য দেখিয়া তিনি

সমস্তই বুঝিতে পারিলেন এবং করজোড়ে অতি কাতরকণ্ঠে তাঁহাকে স্বদেশরক্ষার্থ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। মিরজাফর উত্তর করিল, 'অতকার মত যুদ্ধ কাণ্ড থাকুক, আগামী কল্য ইংরেজদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেই চলিবে।' সিরাজ এই চাটুবাক্যে প্রতারিত হইয়া নিজ সৈন্যগণকে প্রত্যাবর্তন করিতে আদেশ দিলেন। তাহার ফলে তাঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। সেই সুযোগে ক্লাইভ তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনায়াসে জয়লাভ করিলেন (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। সেই হইতে এদেশে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত। সুতরাং পলাশীবিজয়ী ক্লাইভই প্রকৃতপক্ষে ভারতে ইংরেজ-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা।

সিরাজ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উষ্ট্রারোহণে ও তৎপরে মুর্শিদাবাদ হইতে নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন, এবং একদা ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর নিজ কন্যার নিমিত্ত খাদ্য ও পানীয় আহরণের নিমিত্ত ভগবান্-গোলার নিকট তীরে উঠিয়া এক ফকিরের আশ্রমে উপনীত হইলেন। উক্ত ফকির পূর্ব হইতেই তাঁহার প্রতি বিরূপ ছিল। সুতরাং সে সুবিধা পাইয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া মিরজাফরের অনুচরগণের হস্তে অর্পণ করিল। পরে মিরজাফরের পুত্র মিরণের আদেশে জনৈক ঘাতক অতি নিষ্ঠুরভাবে ইঁহার প্রাণনাশ করিল। কিছুদিন পরে মিরণও বজ্রাঘাতে প্রাণ হারাইল।

সিরাজের ইতিহাস ও পলাশী যুদ্ধের অনেক ঐতিহাসিক তথ্য এখনও ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপের মধ্য হইতে সঠিক নিরূপিত হয় নাই।

সিরিশ—চর্মশৃঙ্গাদি গলাইয়া প্রস্তুত একপ্রকার আঠাল বস্তু, glue. ফা-মূ। বি। **সিরিশ-কাগজ**—সিরিশ ও কাচের গুঁড়া-মাখানো কাগজ, glass-paper.

সির্কা—গুড় ও অন্য মিষ্ট রস সন্ধিত করিলে যে অম্ল উৎপন্ন হয়, শুক্ত, vinegar. ফা। বি।

সিলেট (বা শ্রীহট্ট)—পূর্ব পাকিস্তানের একটি জেলা ও শহর। পূর্বে এই জেলা হিন্দু রাজ্যের অধীন ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানগণ সর্বপ্রথমে এই জেলা আক্রমণ করে। তখন সামসুদ্দিন নামক পাঠানরাজ গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কথিত আছে, দৈবীবিদ্যাসম্পন্ন সাহ জলাল নামক ফকিরের সহায়তায় স্থানীয় হিন্দুরাজা গৌর গোবিন্দকে পরাভূত করিয়া মুসলমান সৈন্য এই জেলা অধিকৃত করে। ১৭৬৫ খ্রীঃ ইংরাজ বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রাপ্ত হইলে, এই জেলা বঙ্গ-প্রদেশভুক্ত হইয়া যায়। সিলেটের আদি নাম শ্রীহট্ট। জেলায় কয়েকটি প্রাচীন দেবমন্দির ও দুইটি পীঠস্থান বিদ্যমান। শহরে সুপ্রসিদ্ধ ফকির সাহ জলালের সমাধি অবস্থিত। ভৌগোলিক হিসাবে শ্রীহট্ট বরাবর বাঙ্গালার অংশ, কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে ১৮৭৪ খ্রীঃ এই জেলা, নিকটবর্তী কাছার জেলার সহিত চীফ কমিশনারের অধীন আসামপ্রদেশভুক্ত হইয়া যায়। সিলেট শহর সুরমা নদীতীরে অবস্থিত। সিলেটের কমলালেবু, চুন, শীতলপাটি ও বেতের পেটরার বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি আছে।

সিল্ক—রেশম, রেশমী কাপড়। <ইং 'silk'. বি।

সিস্টার নিবেদিতা—১৮৬৭ খ্রীঃ ব্রিটেনের ডাঙ্গানন নামক স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। পূর্বনাম মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ইংলণ্ডে বেদান্ত প্রচার করিতে-ছিলেন, সেই সময় ভারতের ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্রের দিকে নিবেদিতার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি ক্রমশঃ বেদান্ত ধর্মের প্রাণ উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। পরে ইনি বিবেকানন্দের সংস্রবে আসিয়া তাঁহার শিষ্যা হইলেন। নিবেদিতা নাম গ্রহণ করিলেন এবং ভারতীয় ধর্মকে আপনার ধর্ম বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। নিবেদিতা এদেশে আসিয়া ভারতবাসীর হিতসাধনে জীবন উৎসর্গ করেন। কলিকাতার বোসপাড়ায় একটি বাড়িতে নিবেদিতা বাস করিতেন। সেই বাড়িতে ইনি একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। এদেশের রমণীগণের সর্ববিধ শিক্ষাবিধান তদীয় জীবনের সংকল্প ছিল, এই সংকল্প অনুসারেই উক্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইঁহার মতে ত্যাগ ও প্রেমই ভারতবর্ষের শিক্ষার ভিত্তি এবং জাতীয়তার উদ্বোধনই সে শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল। ভারতের ভাস্কর্য, চিত্রকলা প্রভৃতি শিল্পের উপর নিবেদিতার সবিশেষ অনুরাগ ছিল। ভারতশিল্পের প্রাণ যে আধ্যাত্মিকতা ইহা ইনি বিশ্বাস ও অনুভব করিতেন। কথিত আছে, বৈদেশিক চিত্রকরের অনুকরণে অঙ্কিত ছবি অপেক্ষা মেয়েদের হাতের অঙ্কিত আলপনা ইঁহার অধিক আদরের সামগ্রী ছিল। একটি বালিকার অঙ্কিত শতদল পদ্মের ছবি ইনি আপনার ঘরে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক ডাক্তার কুমার-স্বামী একদিন তাহা দেখিয়া খুব প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ে ইতিহাসের পাঠ দিবার সময় ইনি তন্ময় হইয়া যাইতেন; রাজপুতরমণী পদ্মিনীর উপাখ্যান বলিতে বলিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। ভারতবর্ষের কথা উঠিলেই ইনি ভাবে বিভোর হইতেন। ভারতবর্ষই ইঁহার ধ্যান ও তপস্যা ছিল। মেয়েদের বলিতেন, "তোমরা সকলে জপ কর, ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ! ভারতবর্ষ!" সত্যসত্যই নিবেদিতা ভারতকে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতেন। ভারতের সনাতন ধর্ম ইঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; ভারতীয় সভ্যতায় ইনি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। নিবেদিতা ভারতের প্রায় সকল তীর্থেই ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এমন কি সুদূর বদরি-কাশ্রম পর্যন্ত গমন করেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে প্রায়ই যাইতেন। যখনই যাইতেন, দীন-হীন-ভাবে প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। দেবীদর্শন করিবার অধিকারে ইনি বঞ্চিতা ছিলেন। ইনি রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের একান্ত ভক্ত ছিলেন। নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে গিয়া লিখিতেন "Nivedita of Ramkrishna—Vivekananda." সিস্টার নিবেদিতা ইংরাজীতে ধর্ম ও শিক্ষাবিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "The master as I saw him", "Hints on Education", "Kali the mother", "The Cradle Tales of Hinduism", "An Indian Study of Love and Death" প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর এই পরহিতব্রতা ও ধর্মপ্রাণা রমণীর মৃত্যু হয়। ধর্মের জন্য ইনি আজীবন তপস্যা করিয়াছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইঁহার এই জীবনব্যাপী তপস্যাকে সতীর তপস্যার সহিত তুলনা করিয়াছেন।

সিসিরো—রোমের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ও মহাবাগ্মী। খ্রীঃ পূঃ ১০৬ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। সাহিত্য, দর্শন ও ব্যবহারশাস্ত্রাদি বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া ইনি ২৬ বৎসর বয়ঃ-ক্রমকালে ব্যবহারাজীবের বৃত্তি অবলম্বন করেন। পরে ইঁহার হৃদয়ে বাগ্মী হইবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে এবং উক্ত বিদ্যা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত ইনি গ্রীস দেশে ও কিছুদিন আথেন্স নগরে অতিবাহিত

করেন। অনন্তর রোমে প্রত্যাগত হইয়া ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইলেন। অতঃপর বিবিধ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া খ্রীঃ পূঃ ৬৩ অব্দে ইনি কন্সালের পদ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ইঁহার কিছুদিন পরেই শত্রুগণের চক্রান্তে স্বদেশ হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। পরে খ্রীঃ পূঃ ৫৭ অব্দে রোমীয়গণের আহ্বানে ইনি স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পম্পে ও সীজারের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সিসিরো প্রথমতঃ পম্পের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাঁহার সহিত গ্রীসে গমন করিলেন; কিন্তু ফার্সেলিয়া নামক স্থানের যুদ্ধের পর ইটালিতে প্রত্যাগত হইলেন ও সীজারের বন্ধুজন মধ্যে পরিগণিত হইবেন। অতঃপর ইনি রাজনীতিক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে সময়াতিপাত করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীজার নিহত হইলে ইনি পুনর্বার রাজনীতির আসরে অবতীর্ণ হইলেন। সীজারের প্রধান সহায় ও সেনাপতি আণ্টনি ইঁহার ঘোর শত্রু ছিলেন। সীজারের হত্যাব্যাপারে ইনি সম্পূর্ণ নির্দোষ হইলেও আণ্টনির চক্রান্তে ইঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইল। তচ্ছ্রবণে সিসিরো প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিলেন; ইত্যোমধ্যে বিপক্ষীয় লোকেরা পথিমধ্যে ইঁহাকে ধরিয়া শিরশ্ছেদন করিল (খ্রীঃ পূঃ ৪৩)।

সিসৃক্ষা—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা। সনন্ত সৃজ্‌ + অ ভাব + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সিসৃক্ষু—সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাযুক্ত; সর্গকামী। সনন্ত সৃজ্‌ + উ কর্তৃ। বিণ।

সীকর—শীকর, অতি সূক্ষ্ম জলকণা। সীক্‌ (সেক করা) + অরন্‌ কর্তৃ। বি; পু।

সীজার, জুলিয়স—সুপ্রসিদ্ধ রোমীয় মহাবীর। খ্রীঃ পূঃ ১০০ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়; সুতরাং ইনি সিসিরোর সমসাময়িক। ইনি অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। বাগ্মিতায় একমাত্র সিসিরোই ইঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। রাজনীতি বিষয়ে ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। যুদ্ধবিদ্যায়ও ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন।

খ্রীঃ পূঃ ৮৩ অব্দে সীজার সিনার কন্যা কর্ণেলিয়ার পাণিগ্রহণ করেন এবং জুপিটারদেবের প্রধান পুরোহিতের পদের নিমিত্ত মনোনীত হন, কিন্তু সিনার বিষম শত্রু সীলার চক্রান্তে সীজারকে দেশত্যাগ করিয়া এশিয়ায় পলায়ন করিতে হয়। খ্রীঃ পূঃ ৭৮ অব্দে সীলা কালগ্রাসে পতিত হইলে, সীজার স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ও খ্রীঃ পূঃ ৭৪ অব্দে 'পণ্টিফেক্স্‌' পদে নিযুক্ত হইয়া সাধারণ সম্প্রদায়ের নেতা হইলেন। অতঃপর ইনি বিভিন্ন পদে কার্য করিয়া উত্তরোত্তর খ্যাত্যাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৬৭ অব্দে কর্ণেলিয়া মৃত্যুমুখে পতিতা হইলে, সীজার পম্পের আত্মীয়া পম্পিয়ার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে একদা কোন দেবোৎসবদিবসে পম্পিয়া ক্লডিয়স নামক এক পুরুষকে নিজ গৃহে স্থান দান করাতে সীজার পত্নীর সহিত বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিলেন, কিন্তু ক্লডিয়সের নামে অভিযোগ উপস্থিত করিলেন না। ইহার কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া সীজার উত্তর করিলেন, "সীজারের পত্নী সকল অবস্থাতেই সন্দেহের অতীতা হওয়া উচিত।"

অতঃপর ইনি 'কন্সল' নিযুক্ত হন এবং অসাধারণ কুশলতা প্রদর্শনপূর্বক ক্রসস্‌ ও পম্পে এতদুভয়ের মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিয়া ও তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া রাজ্যশাসন সংক্রান্ত প্রথম 'ত্রি সংযোগ' (Triumvirato) স্থাপন করেন (খ্রীঃ পূঃ ৬০)। এই সময়ে ইনি পম্পের সহিত নিজ দুহিতা জুলিয়ার বিবাহ দেন এবং স্বয়ং কালপুর্ণিয়া নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। ইহার দুই বৎসর পরে ইনি গল্‌ দেশে সমরাভিযান করেন, এবং নয় বৎসরে তৎকাল-পরিজ্ঞাত প্রায় সমস্ত পাশ্চাত্য জগৎ রোমের পদানত করেন। খ্রীঃ পূঃ ৫৫ অব্দে ইনি বৃটেন দ্বীপ প্রথম আক্রমণ করেন, এবং পর বৎসর দ্বিতীয় বার আক্রমণ করিয়া টেম্‌স্‌ নদী উত্তীর্ণ হন ও উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বভাগ বশীভূত করেন।

ইত্যোমধ্যে খ্রীঃ পূঃ ৫৩ অব্দে কাসিয়স এশিয়াতে নিপতিত হন, এবং পম্পে সীজারের ক্ষমতাবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সাধারণ সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়া সম্ভ্রান্ত দলে যোগদান করেন। পম্পের প্ররোচনায় সেনেট সভা সীজারকে পদত্যাগ করিতে এবং তাঁহার সৈন্যগণকে বিদায় দিতে আদেশ করিলেন। তাহার ফলে কতিপয় বর্ষব্যাপী গৃহযুদ্ধ আরব্ধ হইল। সীজার প্রায় সর্বত্রই জয়লাভ করিলেন। খ্রীঃ পূঃ ৪৮ অব্দে পম্পে পরাজিত হইয়া মিশরে পলায়ন করিলেন; সীজারও তাঁহার অনুগামী হইলেন। পরে আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে পম্পের ছিন্ন মস্তক ইঁহার নিকট আনীত হইলে ইনি অশ্রুবারি দ্বারা বিধৌত করিলেন। এই সময়ে ইনি মিশরের রাজকুমারী অদ্বিতীয়া রূপসী ক্লিওপ্যাট্রার রূপে মুগ্ধ হন, এবং তাঁহার গর্ভে ইঁহার এক পুত্রসন্তান জন্মে। অতঃপর ইনি মিশরের রাজা টলেমিকে পরাস্ত করিয়া ক্লিওপ্যাট্রাকে তত্রত্য সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও উক্ত রাজ্যকে রোম সাম্রাজ্যের অধীন করেন।

এইরূপে সীজার রোমে অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন ও ক্রমে সম্রাটের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। ইঁহার আজীবন চেষ্টায় রোম সাধারণ-তন্ত্রের স্থলে একপ্রকার রাজতন্ত্রে পরিণত হইল। সীজারকে রাজা হইতে দেখিয়া ব্রুটস, কাসিয়স প্রভৃতি ষষ্টিসংখ্যক প্রধান ব্যক্তি ঈর্ষান্বিত হইয়া ইঁহার জীবননাশের জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে লাগিল। অবশেষে খ্রীঃ পূঃ ৩৪ অব্দে এই মহাপুরুষ সেনেটে ঘাতকের হস্তে প্রাণ দিলেন।

সীজার পঞ্জিকার সংস্কার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, লাটিন ব্যাকরণে ইনি অপাদানকারকের (Ablative case) প্রচলন করেন।

সীতা—১। লাঙ্গল-পদ্ধতি; স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। সি + ক্ত কর্তৃ + আপ্‌। ২। রামজায়া, জানকী। সীতা (লাঙ্গল-পদ্ধতি) + ক ইদমর্থে + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি সীরধ্বজ জনক একদা লাঙ্গল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার সীতা (অর্থাৎ লাঙ্গল-পদ্ধতি) মধ্যে একটি কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন এবং সীতা হইতে উদ্ভূতা বলিয়া কন্যার নামও সীতা রাখেন। এই হেতু কন্যাটি 'অযোনিসম্ভবা' নামেও খ্যাতা এবং তদ্ভিন্ন মৈথিলী, বৈদেহী, জানকী নামেও পরিচিতা।

বয়োবৃদ্ধিসহকারে সীতা রূপে গুণে অতুলনীয়া হইয়া উঠিলেন। রাজা জনক কন্যার উপযুক্ত পাত্রের চিন্তায় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন, এবং অবশেষে এক বৃহৎ শিবধনু সংস্থাপন করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যিনি সেই শরাসন আকর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তিনি সীতারত্ন প্রাপ্ত হইবেন। বিভিন্ন দেশের রাজারা সেই ধনুকে জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক তাহা উত্তোলনেও অসমর্থ ও বিফলমনোরথ হইয়া প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে দশরথাত্মজ রামচন্দ্র মহর্ষি বিশ্বামিত্রসহ মিথিলায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং সেই ধনু অনায়াসে উত্তোলন করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ নিমিত্ত আকর্ষণ করিতে করিতে তাহা দুই খণ্ডে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। অতঃপর রাজা জনক রামের হস্তে সীতাকে অর্পণ করিলেন।

বিবাহান্তে জানকী একান্ত পতিপ্রাণা

হইয়া সর্বদা স্বামীর ও অন্যান্য পরিজনবর্গের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্তা হইলেন। এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাল পরম সুখে অতিবাহিত হইল।

দশরথ বার্ধক্যহেতু রাজকার্যে অসমর্থ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, রামের বিমাতা কৈকেয়ীর চক্রান্তে তাঁহাকে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনবাসে গমন করিতে হইল। সীতা স্বামীর অনুগমনে কৃতসংকল্প হইলেন। রাম অনেক নিষেধ করিয়াও ইঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। ইঁহারা মহর্ষি অত্রির আশ্রমে উপস্থিত হইলে, জানকী ঋষিপত্নী অনসূয়া কর্তৃক যথোচিত সৎকৃতা ও উৎকৃষ্ট বস্ত্রালংকারে ভূষিতা হইলেন।

দণ্ডকারণ্যে অবস্থিতিকালে একদা সীতা বিরাধ রাক্ষস কর্তৃক হৃতা হইলে রামলক্ষ্মণ রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া ইঁহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর যখন ইঁহারা পঞ্চবটীতে অবস্থান করেন তখন ভগ্নী শূর্পণখার প্ররোচনায় রাবণ মারীচ রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া দণ্ডকারণ্যে উপনীত হইল। মারীচ রাক্ষস মায়া-বলে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করিয়া সীতার সম্মুখে বিচরণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে জানকী বিমুগ্ধ হইয়া ভর্তাকে উক্ত মৃগ ধরিয়া দিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাম সীতার অনুরোধ রক্ষার্থ লক্ষ্মণকে কুটীরে রাখিয়া মৃগের অনুসরণে গমন করিলেন। রাম-বাণাহত মারীচ মৃত্যুকালে রামের স্বরের অনুকরণে 'হা সীতে, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া প্রাণপরিত্যাগ করিল। তচ্ছ্রবণে সীতা রাম বিপন্ন হইয়াছেন মনে করিয়া দেবরকে ভর্তার সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন। সেই অবকাশে রাবণ যোগীর বেশে ভিক্ষার্থ সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে বল-পূর্বক ধরিয়া নিজ রথে আরোহণপূর্বক লঙ্কায় লইয়া পলায়ন করিল। সীতা রোদন করিতে করিতে নিজ অলংকার উন্মোচন-পূর্বক রামের পরিজ্ঞানার্থ গমনপথে বিক্ষিপ্ত করিলেন।

বৈদেহী লঙ্কায় অশোকবনে রক্ষিতা হইলেন। কোন রমণীর প্রতি অসদভি-প্রায়ে বল প্রয়োগ করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে, রাবণের প্রতি এইরূপ অভিসম্পাত থাকায় সেই দুর্বৃত্ত জানকীর পাতিব্রত্য ক্ষুণ্ণ করিবার চেষ্টা করিতে পারিল না। প্রত্যুত সে ইঁহাকে নিজের প্রতি অনুরাগিণী করিবার প্রবৃত্তি দিবার নিমিত্ত কতকগুলি রাক্ষসী চেড়ী নিযুক্ত করিয়া দিল। চেড়ীগণ ইঁহার প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একমাত্র ত্রিজটাই কিঞ্চিৎ সদ্ব্যবহার করিত। তদ্ভিন্ন রাবণানুজ বিভীষণের পত্নী সরমা ধর্মপরায়ণা ও ইঁহার প্রিয়কারিণী ছিলেন। তিনি নানা-প্রকার প্রবোধবাক্যে ইঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিতেন। এইরূপে দশ মাস অতি কষ্টে অতিবাহিত হইল। অনন্তর হনুমান্ অশোকবনে উপনীত হইয়া ইঁহাকে রামের নিদর্শন প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার সংবাদ প্রদান করিলে ইনি আনন্দিত হইলেন। পরে রামচন্দ্র কপিকটক সমভিব্যাহারে সাগর উত্তীর্ণ হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন এবং রাবণকে সবংশে সংহার করিয়া পত্নীর উদ্ধার সাধন করিলেন।

অতঃপর ইনি রামের নিকট নীতা হইলে, রাম ইঁহাকে অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা নিজ চরিত্রের বিশুদ্ধতা সর্বজনসমক্ষে সপ্রমাণ করিতে বলিলেন। জানকী ভর্তার ইচ্ছানুরূপ কার্য করিয়া তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন; ইনি যে নিতান্ত পবিত্রচরিত্রা সে বিষয়ে কাহারও অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। রাম অবাধে পত্নীকে গ্রহণ করিলেন। অনন্তর চতুর্দশ বর্ষান্তে রাম ইঁহার ও লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যায় প্রতিগমনপূর্বক রাজপদে অভিষিক্ত হইলে ইনি রাজমহিষী ও ভর্তার প্রিয়কারিণী হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগি-লেন। এইরূপে সপ্তবিংশতি বৎসর পরমানন্দে অতিবাহিত হইল।

সীতা দীর্ঘকাল দুশ্চরিত্র রাবণের আলয়ে একাকিনী অবস্থিতি করিয়াছিলেন বলিয়া অযোধ্যার প্রজারা ইঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া নানাপ্রকার কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। রাম গুপ্তচরের মুখে এই তত্ত্ব অব-গত হইয়া সীতাকে নিতান্ত নিষ্কলঙ্কচরিত্রা জানিয়াও কেবল প্রজারঞ্জনের জন্য পতি-প্রাণা পত্নীর বিসর্জনে স্থিরসংকল্প হইলেন, ও লক্ষ্মণের প্রতি তদুপযোগী আদেশপ্রদান করিলেন। অতুল ভ্রাতৃভক্ত লক্ষ্মণ নিতান্ত অনিচ্ছায় ইঁহাকে তপোবন প্রদর্শনচ্ছলে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। ইনি নির্বাসনব্যাপার অবগত হইয়া নিদারুণ মনোবেদনায় আত্মঘাতিনী হইবার অভিলাষিণী হইলেন। কিন্তু তৎ-কালে ইনি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সুতরাং কেবল ভর্তার বংশ-রক্ষার অনুরোধে সেই দারুণ সংকল্প হইতে নিবৃত্তা হইলেন। মহর্ষি বাল্মীকি তপোবলে ইঁহাকে নিতান্ত পূতচরিত্রা জানিয়া নিজ আশ্রমে পরম যত্নে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। যথাকালে ইনি কুশ ও লব নামক যমজ পুত্র প্রসব করিলে মুনিবর অপত্যনির্বি-শেষে তাঁহাদিগকে লালনপালন করিয়া বিবিধ বিদ্যায় সুপণ্ডিত করিলেন এবং স্বরচিত রামায়ণ কণ্ঠস্থ করাইয়া তাহা গান করিতে শিক্ষা দিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া কুশীলব ও অন্যান্য শিষ্যগণসহ অযোধ্যায় উপনীত হই-লেন। কুশীলব মধুরকণ্ঠে রামায়ণ গান করিয়া রামচন্দ্রের চিত্ত দ্রবীভূত করিলেন। অনন্তর রাম বালকদ্বয়কে নিজপুত্র জানিতে পারিলেন। তখন বাল্মীকি সীতার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রতার কথা জ্ঞাপন করিয়া ইঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করি-লেন। রামচন্দ্রও তাহাতে সম্মত হইলেন। অতঃপর সীতা অযোধ্যায় আনীতা হইলে রাম ইঁহাকে প্রজাদের সমক্ষে পুনর্বার কোন অলৌকিক উপায়ে নিজ বিশুদ্ধ-চরিত্রতা প্রতিপন্ন করিতে বলিলেন। তাহা শুনিয়া সীতাদেবী সলজ্জভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে বসুন্ধরার নিকট এইরূপ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন:—"আমি যেমন রাঘব ভিন্ন অন্য কাহাকেও মনোমধ্যে চিন্তা করি নাই, সেইরূপ মাধবী পৃথিবীরও এক্ষণে আমাকে নিজগর্ভে স্থানদান করা কর্তব্য; আমি যেমন সর্বদা কায়মনোবাক্যে কেবল রামেরই অর্চনা করিয়াছি, সেইরূপ মাধবীদেবীও আমাকে এক্ষণে নিজগর্ভে বিবর প্রদান করুন; আমি যেমন শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমি রামচন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহাকেও জানি না, সেইরূপ মাধবীদেবীও স্বগর্ভে আমাকে স্থান দান করুন।" আশ্চ-র্যের বিষয় এই যে, এই কথা বলিবামাত্র বসুধা দ্বিধা বিভক্ত হইল, এবং জানকী তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এইরূপে পতি-প্রাণা সীতার ভবলীলার অবসান হইল।

সীতাকান্ত, সীতানাথ, সীতাপতি—শ্রীরামচন্দ্র। ৬৩৫। বি; পু।

সীতাকুণ্ড—মুঙ্গের চট্টগ্রাম ও চন্দ্রনাথ তীর্থ প্রভৃতি স্থানের উষ্ণপ্রস্রবণ বিঃ।

সীতাভোগ—চাউলগুঁড়ি, ময়দা, ক্ষীর, ছানা যোগে প্রস্তুত মিষ্টান্ন বিঃ। বাংপ্র। বি।

সীতারাম রায়—বঙ্গের একজন বিখ্যাত জমিদার ও রাজা। যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুরে ইঁহার বাস ছিল। ইনি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিয়া পার্শ্ববর্তী ভূম্যধিকারিগণের ভূমি আত্মসাৎ করিয়া আপনার সৈন্যসংখ্যা বর্ধিত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইনি এতদূর ক্ষমতা-

শালী হইয়া উঠিলেন যে, স্বয়ং রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া প্রকাশ্যে সুবাদারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। মুরশিদকুলি খাঁ তৎকালে বাঙ্গালার সুবাদার। তিনি ইঁহার দমনার্থ কয়েক বার সৈন্য প্রেরণ করিয়া অকৃতকার্য হইলেন। ফলতঃ সীতারাম রায় সর্ববিষয়েই স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতে লাগিলেন। পরন্তু ইনি ঐশ্বর্যমদে মত্ত হইয়া ক্রমশঃ বিলাসী হইয়া উঠিলেন ও রাজকার্যে অমনোযোগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ইঁহার রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সেই সুযোগে নবাবের সৈন্য মহম্মদপুর আক্রমণ করিয়া ইঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করে। কেহ কেহ বলেন, ইঁহাকে মুর্শিদাবাদে লইয়া গিয়া শূলে দেওয়া হইয়াছিল; অপর কাহারও মতে ইনি বিষপানে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন।

সীতারাম অনেক সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। কথিত আছে যে, ইনি বহুসংখ্যক কোদাল সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করিতেন, এবং যেখানে জলের অভাব দেখিতেন, সেইখানেই এক একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া দিতেন। অদ্যাপি মহম্মদপুরে সীতারাম রায়ের অনেক কীর্তির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

সীৎকার, সীৎকৃতি—অব্যক্ত মুখশব্দ, ইস্ ইস্ শব্দকরণ। সীৎ (অব্যক্ত শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্তি ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

সীধু—পক্ব ইক্ষুজাত মদ্য বিঃ; মধু। সিধ্ + উ কর্ম। বি; ক্লী।

সীন থিয়েটারের দৃশ্যপট। <ইং 'scene'. বি।

সীবন—সূচীকর্ম, সেলাই। সিব্ (সেলাই করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

সীবনী—সূচী, ছুঁচ। সিব্ (সেলাই করা) + অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সীমন্ত—১। কেশবীথী, সিঁথি। সীমার অন্ত, ৬তৎ। বি; পু। ২। মস্তক। বি; ক্লী।

সীমন্তক—সিন্দূর। সীমন্ত (সিঁথি)—কৈ (শোভা পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

সীমন্তিত—সীমন্তবিশিষ্ট; দুই ভাগে বিভক্ত; সিঁথি-কাটা। সীমন্ত+ইত যুক্তার্থে। বিণ।

সীমন্তিনী—সধবা নারী, রমণী; বধূ। সীমন্ত+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সীমন্তোন্নয়ন—গর্ভবতী নারীর সংস্কার বিঃ। গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে এই সংস্কার কৃত হয়। সীমন্তের উন্নয়ন, ৬তৎ। বি; ক্লী।

সীমা (সীমন্)—অবধি, শেষ, অন্ত; মর্যাদা; সমুদ্রবেলা। সি (বন্ধন করা)+ইমন্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

সীমা—অবধি, শেষ, অন্ত; মর্যাদা; সাগরবেলা। সীমন্ শব্দ+ডাপ্। বি; স্ত্রী।

সীমানা—সীমা, অবধি, শেষ; চৌহদ্দি; সমীপ, নিকট; প্রান্ত। বাংপ্র। বি।

সীমান্ত—সীমা, শেষ। ৬তৎ। বি; পু।

সীমান্তপ্রদেশ—অধিকৃত দেশের শেষ সীমায় অবস্থিত স্থান, frontier. সীমার অন্ত=সীমান্ত, ৬তৎ; সীমান্তস্থিত যে প্রদেশ, মধ্যপ। বি; পু।

সীমান্তবাণিজ্য—সীমান্তপ্রদেশে ব্যবসায়। ৭তৎ। বি; ক্লী।

সীমান্তর—ভিন্ন সীমা। নিত্য। বি; ক্লী।

সীমাবচ্ছিন্ন—সীমাবিশিষ্ট, সসীম। ৩তৎ। বিণ।

সীমাবদ্ধ—সীমাবিশিষ্ট, সসীম, সান্ত, সীমা দ্বারা নির্দিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

সীমাবদ্ধকরণ—অধিকৃত স্থানের সীমা চিহ্নিত করিয়া লওয়া। সীমাবদ্ধ-কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী। [বিণ।

সীমাশূন্য—সীমাহীন, অসীম, অনন্ত। ৩তৎ।

সীর—সূর্য; লাঙ্গল। সি (বন্ধন করা)+ রক্ কর্তৃ। বি; পু।

সীরধ্বজ—সীতার পিতা মিথিলাধিপতি জনক। সীর (লাঙ্গল) হইয়াছে ধ্বজ (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

সীরপাণি—বলরাম। সীর (লাঙ্গল) আছে পাণিতে (হস্তে) যাঁহার, বহু। বি; পু।

সীল—জলজন্তু বিঃ। < ইং 'seal'. বি।

সীল, সীলমোহর—গলিত গালা ইত্যাদির উপর নামাঙ্কিত ছাপ; নামমুদ্রা। <ইং 'seal'. বি।

সীস, সীসক—সীসা। সীস=সি (বন্ধন করা)+ক্বিপ্ ভাব (=সী)—সো (ছেদন করা)+ড কর্তৃ। সীসক=সীস+কণ্ স্বার্থে। বি; ক্লী। [ইহা রঙ্গের ন্যায় গুণসম্পন্ন, এবং সর্বপ্রকার মেহবিনাশক। শোধিত সীসক প্রভৃতি বলদায়ক, ব্যাধিবিনাশক, আয়ুর্বর্ধক, অগ্নিপ্রদীপক, অকালমৃত্যুবারক। অশোধিত সীসক কুষ্ঠ, গুল্ম, মেহ, কণ্ডু, বায়ু, ভগন্দর প্রভৃতি রোগোৎপাদক।]

সীসা—সীস ধাতু, সীসক, lead. বাংপ্র। বি।

সু—১। সৌন্দর্য; উৎকর্ষ; পূজা; শুভ; সমৃদ্ধি; আতিশয্য; অনুমতি; নির্ভর; অনায়াস; অত্যন্ত কষ্ট। সূ (প্রসব করা)+ড়ু ভাব। অ। ২। প্রসব। বি; পু। ৩। উৎকৃষ্ট, উত্তম, ভাল, সৎ, সাধু; সুন্দর। বিণ। [বি।

সুঁড়ি—অপ্রশস্ত পথ, গলিপথ। বাংপ্র।

সুঁতী ক্ষুদ্র খাল, নালা, ক্ষুদ্র জলপথ। <স্রোতস্। বি।

সুঁদরি—গাছ বা তাহার কাঠ বিঃ (সুন্দরবনে জন্মে)। বাংপ্র। বি।

সুঁদি—শালুক ফুল, কুমুদ। বাংপ্র। বি।

সুকঠিন—অতীব কঠিন; অত্যন্ত দৃঢ়; অতিশয় দুষ্কর। সু (অতি) কঠিন, প্রাদি। বিণ।

সুকণ্ঠ—১। মধুর কণ্ঠ। সু (সুন্দর) কণ্ঠ, কর্মধা। বি; পু। ২। মনোহর কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) কণ্ঠ (কণ্ঠস্বর) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**সুকণ্ঠী**।

সুকন্যা—রাজা শর্যাতির কন্যা ও চ্যবন ঋষির পত্নী। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

শর্যাতি একদা মৃগয়ার্থ পরিজনবর্গসহ বহির্গত হইয়া চ্যবন ঋষির আশ্রমের নিকট শিবির সন্নিবেশ করেন। সুকন্যা সখীগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক বল্মীক-স্তূপের নিকট উপস্থিত হন, এবং তন্মধ্যে দুইটি রত্নবৎ সমুজ্জ্বল পদার্থ দর্শন করিয়া বালসুলভ চাপল্য ও কৌতূহলবশতঃ তাহা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করেন। ঐ দুইটি উজ্জ্বল পদার্থ বল্মীক-স্তূপান্তর্গত চ্যবনের চক্ষু। মুনিবর এইরূপে চক্ষু হারাইয়া অন্ধ হইলেন। এবং ক্রোধান্ধ হইয়া অভিসম্পাত প্রদানপূর্বক রাজার সৈন্যগণের মলমূত্রত্যাগ রহিত করিয়া দিলেন। শর্যাতি অনন্যোপায় হইয়া ঋষির হস্তে সুকন্যাকে ভার্যার্থে অর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন।

সুকন্যা স্বামিসহবাসে বনাশ্রমে মহাসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন। অতঃপর ইনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সন্তুষ্ট করিয়া স্বামীর চক্ষুরত্ন লাভের বর প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বরে চ্যবন যৌবনও পুনঃপ্রাপ্ত হন। তাঁহার ঔরসে ইঁহার প্রমথি নামক পুত্রের জন্ম হয়।

সুকর—সুসাধ্য, অনায়াসসাধ্য, সহজ। সু—কৃ (করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

সুকর্মা (সুকর্মন্)—১। বিশ্বকর্মা; যোগ বিঃ। বি; পু। ২। সৎকার্যকারী; কর্মঠ। সু (উৎকৃষ্ট) হইয়াছে কর্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুকীর্তি—মহতী কীর্তি, সুখ্যাতি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুকুমার—১। অতি মৃদু; অত্যন্ত কোমল; অতি বালক; কান্ত। সু (অতিশয়) যে কুমার, প্রাদি। বিণ। ২। সৎপুত্র। কর্মধা। বি; পু।

সুকুমারবিদ্যা—সাহিত্য প্রভৃতি মনোরঞ্জক শাস্ত্র। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সুকুমারবৃত্তি—কোমল স্বভাব; চিত্রণকার্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সুকুমারমতি—১। অতিকোমল চিত্ত। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। অতিকোমলচেতাঃ; অতি সরস হৃদয়বিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সুকুমার রায়—(১২৯৪—১৩৩০ বঙ্গাব্দ)। প্রসিদ্ধ শিশু সাহিত্যিক। পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়। 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু' প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি রচনা করেন।

সুকৃত—১। পুণ্য; ধর্ম; দয়া; পুরস্কার; শুভ; সৌভাগ্য। সু (উত্তম) যে কৃত (কর্ম), প্রাদি। বি; ক্লী। ২। পুণ্যবান্, ধার্মিক। সু (উত্তম) হইয়াছে কৃত (কর্ম) যাহার, বহু। ৩। সুবিহিত; সুন্দররূপে নির্মিত। সু—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সুকৃতি—সৎকর্ম, পুণ্য; শুভ; ভাগ্য। সু—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সুকৃতী (-তিন্)—সৎকর্মকারী, পুণ্যবান্, ধার্মিক; ভাগ্যবান্। সুকৃত শব্দ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সুকৃতিনী**।

সুকেতু—তাড়কা রাক্ষসীর পিতা। সু (সুন্দর) কেতু যাহার, বহু। বি; পু।

সুকেশ—১। সুন্দর কেশবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) হইয়াছে কেশ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**সুকেশা, সুকেশী**। ২। ধর্মভীরু জনৈক রাক্ষস [গন্ধর্বকন্যা দেববতীর সহিত ইহার বিবাহ হয়, এবং মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামে ইহার তিন পুত্র জন্মে]। বি; পু।

সুকেশিনী—সুকেশী, সুন্দর কুন্তলবিশিষ্টা। সু (সুন্দর) যে কেশ=সুকেশ (প্রাদি), তাহা আছে এই স্ত্রীর এই অর্থে সুকেশ+ইন্+ঈপ্। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

সুকেশী—১। সুন্দর কেশবিশিষ্টা (স্ত্রী)। সু (সুন্দর) কেশ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অপ্সরোবিশেষ। বি; স্ত্রী।

সুকৌশল—অতিশয় নৈপুণ্য; সুন্দর উপায়। সু (সুন্দর) যে কৌশল, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুক্ত, সুক্তনি, সুক্তো—তিক্ত ব্যঞ্জন বিঃ। বাংপ্র। বি।

সুখ—১। হর্ষ, আনন্দ; প্রীতি; স্বাচ্ছন্দ্য; স্বস্তি; তৃপ্তি। সুখ্ (হৃষ্ট করা)+অল্ ভাব। বি; ক্লী। ২। প্রীতিকর; প্রিয়; সুখজনক। সুখ্+অন্ কর্তৃ। বিণ। **সুখের পায়রা**—সুদিনের বন্ধু, শুধু সুখভোগের জন্য বন্ধু।

সুখকর—১। সুখজনক; প্রিয়। উপতৎ; সুখ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। স্ত্রী—**সুখকরী**। ২। সুকর, সুসাধ্য। সুখ—কৃ+খল্ কর্ম। বিণ।

সুখজাত—১। সুখযুক্ত, সুখী। জাত (উৎপন্ন) হইয়াছে সুখ যাহার, বহু। ২। সুখ হইতে উৎপন্ন। ৫তৎ। বিণ।

সুখতলা, সুকতলা—জুতার ভিতরে তলার উপরকার চামড়া বিঃ। বাংপ্র। বি।

সুখদ—সুখদাতা, আনন্দদায়ক; প্রিয়। উপতৎ; সুখ—দা (দেওয়া)+ড কর্তৃ। বিণ।

সুখদায়ক- সুখদ, আনন্দদায়ক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী- **সুখদায়িকা**।

সুখদুঃখ—আনন্দ ও নিরানন্দ; স্বচ্ছন্দ ও অস্বচ্ছন্দ। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

সুখবর—শুভ সংবাদ। বাংপ্র। বি।

সুখবাসর—আনন্দদায়ক দিবস। কর্মধা। বি; পু। [বি; পু।

সুখভোগ—আনন্দ উপভোগ। ৬তৎ।

সুখময় সুখপূর্ণ, আনন্দপূর্ণ; প্রিয়। সুখ শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**সুখময়ী**।

সুখরাত্রি কার্তিকী অমাবস্যাতে পূজ্যা লক্ষ্মী। সুখা রাত্রি যাহা হইতে, বহু। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বি; ক্লী।

সুখলেশ বিন্দুমাত্র সুখ, সামান্য সুখ।

সুখশয্যা—সুখজনক বিছানা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [বিশ্রাম। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সুখশান্তি সুখ ও চিত্তস্থৈর্য; আনন্দ ও

সুখশ্রাব্য—শ্রুতিসুখকর, শুনিতে মিষ্ট। ৩তৎ বা সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সুখসংবাদ—সুখের বার্তা, শুভ সমাচার। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; পু।

সুখসম্পৎ (-সম্পদ্)—আনন্দ ও ঐশ্বর্য। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

সুখসাধ—সুখকর অভিলাষ; সুখের বাসনা। ৬তৎ। কপ্র। বি।

সুখসুপ্ত—সুখে নিদ্রিত, আনন্দিতভাবে নিদ্রাগত। ৩তৎ বা সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সুখসেবা—সুখভোগ; সুখের উপাসনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুখসেব্য—যাহা সেবনে আরাম এবং তৃপ্তি হয় এমন। ৩য়াতৎ বা সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সুখস্পর্শ—সুখকর স্পর্শবিশিষ্ট, যাহার স্পর্শে সুখ জন্মে। সুখকর হইয়াছে স্পর্শ যাহার, বহু। বিণ।

সুখস্মৃতি—সুখকর স্মরণ, যাহা মনে পড়িলে সুখ হয় এরূপ অতীত ঘটনা; পূর্বানুভূত সুখের স্মরণ। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুখস্বচ্ছন্দতা, -স্বাচ্ছন্দ্য—আনন্দ ও সুস্থতা। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী, ক্লী।

সুখস্বপ্ন—সুখজনক স্বপ্ন; সুখলাভের স্বপ্ন। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; পু।

সুখাগার—সুখজনক গৃহ। কর্মধা। বি; ক্লী।

সুখাদ্য—সুভোজ্য, উত্তম আহার্য, হিতকর ও তৃপ্তিকর ভোজ্যবস্তু। সু (উত্তম) যে খাদ্য, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুখাধার—সুখময় স্থান; স্বর্গ। সুখের আধার, ৬তৎ। বি; পু।

সুখান্বেষী (-ষিন্)—সুখের অনুসন্ধানকারী, যে সুখ খুঁজিয়া বেড়ায় এমন। সুখ অন্বেষণ করে যে, উপতৎ; সুখ—অনু—ইষ্+ণিন্ কর্তৃ বিণ; পু। স্ত্রী—**সুখান্বেষিণী**। [৬তৎ। বিণ।

সুখাবহ—সুখদ, সুখজনক। সুখের আবহ,

সুখাসন—শ্রাদ্ধকালে চৌকি, সাঁচ্চার মখমল, গোলাবপাশ, রূপার ডিবা, পিকদান প্রভৃতি দান। বি; ক্লী।

সুখাসীন—সুখে উপবিষ্ট। ৩তৎ বা সুপ্‌সুপেতি। বিণ। [বিণ।

সুখিত—সুখযুক্ত; সুখী। সুখ+ইত যুক্তার্থে।

সুখী (সুখিন্)—সুখযুক্ত, আনন্দিত; সুখে অভ্যস্ত, বিলাসী। সুখ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সুখিনী**।

সুখৈশ্বর্য সুখসম্পদ্। দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী।

সুখোষ্ণ—ঈষৎ তপ্ত, যাহাতে আরাম হয় এমন উষ্ণ। সুপ্‌সুপেতি। বিণ।

সুখ্যাতি—সুপ্রসিদ্ধি, সুযশঃ। সু (শোভনা) যে খ্যাতি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুগঠিত—সুন্দরভাবে নির্মিত, সুগঠনসম্পন্ন। সু—গঠ (গড়া)+ক্ত কর্ম। বাংপ্র। বিণ।

সুগত—১। মনোরম গতিবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) গত (গতি) যাহার, বহু। বিণ। ২। বুদ্ধদেব। সু (সুন্দর) গত (জ্ঞান) যাহার, বহু। বি; পু।

সুগন্ধ—১। সদ্গন্ধবিশিষ্ট। সু (উত্তম) হইয়াছে গন্ধ যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম গন্ধ। সু যে গন্ধ, প্রাদি। বি; পু।

সুগন্ধময়—সদ্গন্ধপূর্ণ, সুবাসবিশিষ্ট। সুগন্ধ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, **-ময়ী**।

সুগন্ধি—১। সদ্গন্ধবিশিষ্ট, সুরভি। সুগন্ধ+ই যুক্তার্থে। বিণ। [এস্থলে বলা আবশ্যক যে, গন্ধের সহিত সমবায়-সম্বন্ধ থাকিলেই ই প্রত্যয় হয়, সংযোগ-সম্বন্ধ থাকিলে হয় না। পুষ্পের সহিত গন্ধের সমবায়-সম্বন্ধ, সুতরাং 'সুগন্ধি পুষ্প' এইরূপ হয়; কিন্তু বায়ুর সহিত গন্ধের সংযোগ-সম্বন্ধ মাত্র বলিয়া "সুগন্ধি বায়ু" হয় না, "সুগন্ধ বায়ু" হয়। কেহ কেহ বলেন, সংযোগ-সম্বন্ধের বিদ্যমানতা থাকিলে 'সুগন্ধি বায়ু'ও হয়]। ২। গন্ধদ্রব্য। বি; পু।

সুগভীর—অতিশয় গভীর, অত্যন্ত অতলস্পর্শ। সু (অতি) গভীর, প্রাদি। বিণ।

সুগম—অনায়াসগম্য; অনায়াসলভ্য; অনায়াসবোধ্য; সুজ্ঞেয়; সুকর, সহজ। সু—গম্+খল্ কর্ম। বিণ।

সুগভীর—অতিশয় গভীর, অতীব গাম্ভীর্য-যুক্ত। প্রাদি। বিণ।

সুগম্য—অনায়াসে গমনযোগ্য, সুগম। সু—গম্ (যাওয়া)+য কর্ম। বিণ।

সুগহন—অতি নিবিড়। প্রাদি। বিণ।

সুগুপ্ত—অতিশয় গুপ্ত, অত্যন্ত গোপনীয়। প্রাদি। বিণ।

সুগোল—সম্যক্ গোলাকার, সম্পূর্ণ গোল। সু (সম্যক্) গোল, প্রাদি। বিণ।

সুগ্রীব—১। সুন্দরগ্রীবাবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) গ্রীবা যাহার, বহু। বিণ। ২। জনৈক কপিরাজ; সর্প বিঃ; শ্রীকৃষ্ণের অশ্ব বিঃ। বি; পুং।

সূর্যের ঔরসে ঋক্ষরজার ক্ষেত্রে কপিবর সুগ্রীবের জন্ম হয়। ইহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হইলে ইনি পত্নী রুমার সহিত তাঁহার অধীনে সুখে বাস করিতে থাকেন। একদা বালি মায়াবী দৈত্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার অনুসরণে এক গুহামধ্যে প্রবেশ করেন এবং সুগ্রীবকে গুহাদ্বার রক্ষা করিতে নিযুক্ত করিয়া যান। সংবৎসরেও বালি প্রত্যাগত হইলেন না দেখিয়া তাঁহাকে নিহত মনে করিয়া সুগ্রীব দৈত্য-ভয়ে গুহাদ্বার সুবৃহৎ প্রস্তর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং অমাত্যগণের পরামর্শে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে বালি দৈত্যকে বধ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলেন এবং সুগ্রীবকে রাজত্ব করিতে দেখিয়া অত্যন্ত রোষাবিষ্ট হইলেন। অনন্তর তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া সুগ্রীব অনুচরগণসহ ঋষ্যমূক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মতঙ্গমুনির অভিশাপ হেতু বালি তথায় যাইতে না পারায় ইনি সেই স্থানে নির্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিলেন ('বালি' দ্রঃ)।

অতঃপর দশানন সীতাকে হরণ করিলে, রামচন্দ্র পত্নীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সুগ্রীবের সহায়তায় সীতার পুনরুদ্ধার হইবে জানিয়া ইহার সহিত মিত্রতা করিলেন ও বালিকে বধ করিয়া ইহাকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিলেন। অনন্তর সুগ্রীব সীতার অনুসন্ধানার্থ চতুর্দিকে প্রধান প্রধান বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। হনুমান্ লঙ্কায় জানকীকে দেখিয়া আসিলে সুগ্রীব কপিকটক সহ রামের অনুবর্তী হইয়া লঙ্কায় উপনীত হইলেন। ইহার সহায়তায় রাম সমরে বিজয়ী হইয়া সীতার উদ্ধার সাধনপূর্বক অযোধ্যায় গমন করিলে ইনিও তাঁহার সহিত তথায় গমন করিলেন এবং পরে কিষ্কিন্ধ্যায় প্রত্যাগত হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিলেন। যথাকালে রামচন্দ্র দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে সুগ্রীব বালিতনয় অঙ্গদকে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন এবং রামের অনুগমন করিয়া সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

সুচরিত—১। সাধু আচরণ। প্রাদি। বি; ক্লী। ২। সচ্চরিত্র। সু (উত্তম) চরিত যাহার, বহু। বিণ।

সুচরিত্র—১। সাধু চরিত্র। প্রাদি। বি; ক্লী। ২। সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (শোভন) চরিত্র যাহার, বহু। বিণ।

সুচারু—অতি মনোহর, অতিশয় মনোজ্ঞ। প্রাদি। বিণ।

সুচারুরূপে—সুন্দররূপে, অতিশয় মনোজ্ঞ-ভাবে। সুচারু রূপ যাহাতে, বহু। ক্রি-বিণ। [প্রাদি। বিণ।

সুচিক্কণ—সমুজ্জ্বল, অতিশয় চকচকে।

সুচিত্রিত—সুন্দররূপে অঙ্কিত; সু—চিত্র্ (চিত্র করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সুচির—১। অতি দীর্ঘকাল। প্রাদি। অ; ক্লী। ২। দীর্ঘকালস্থায়ী। বিণ।

সুচেতাঃ (সুচেতস্)—সন্তুষ্টচিত্ত; হৃষ্টমনাঃ; সতর্ক। সু (সন্তুষ্ট) হইয়াছে চেতঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুছন্দ—সুঠাম, সুগঠিত, সুকান্তি, কান্তিযুক্ত; শোভান্বিত। বহু। প্রা কপ্র। বিণ।

সুছাঁদ—সুছন্দ; সুগঠন। বাংপ্র। বিণ।

সুজন—সুজন, সাধু পুরুষ। প্রাদি। বি; পুং। [তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সুজনতা—ভদ্রতা, সাধুতা। সুজন শব্দ+

সুজনি—একপ্রকার মোটা এবং কারুকার্য-যুক্ত বিছানার চাদর। বাংপ্র। বি।

সুজন্মা (সুজন্মন্) সুজাত, বিবাহিত পতির ঔরসজাত; সদ্বংশজাত; সম্যক্ উৎপন্ন; সুন্দর। সু জন্ম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুজয়, সুজেয়—অনায়াসে জেতব্য, যাহাকে সহজে জয় করা যায় এরূপ। সু (অনায়াস)—জি (জয় করা)+খল্, য কর্ম। বিণ।

সুজলবতী—শোভনজলবিশিষ্টা, প্রচুর জল-শালিনী। সু যে জল সে সুজল, প্রাদি; সুজল+বতু অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুজলা—প্রচুর জলশালিনী। সু (শোভন, প্রচুর) জল যাহাতে (যে স্ত্রীতে), বহু। বিণ; স্ত্রী।

সুজা উদ্দৌলা—ইনি অযোধ্যার নবাব উজিরে সফদর জংয়ের পুত্র। ইহার প্রকৃত নাম জালাল উদ্দিন হায়দার। ইনি ১৭৩১ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭৫৩ খ্রীঃ পিতৃরাজ্যে অধিষ্ঠিত হন। সাহ আলম যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন, তখন ইনি তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ইনি পলাতক মীরকাশিমকে আশ্রয় দান করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বনে ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন (১৭৬৪ খ্রীঃ)। ঐ অব্দে মেজর কার্ণাক কর্তৃক পাটনায় পরাভূত হইয়া বক্সারে গমন করেন। সেখানে ২৩শে অক্টোবর হেক্টর মনরোর হস্তে পরাজিত হন। তাহার পরে রোহিলা ও মহারাষ্ট্রীয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজসৈন্যের হস্তে আবার বিধ্বস্ত হইয়া সন্ধি প্রার্থনা করেন এবং ১৭৬৫ খ্রীঃ কার্ণাকের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন। ক্লাইভ অযোধ্যা প্রদেশ ইহাকে ফিরাইয়া দেন এবং ইহার সহিত সখ্য স্থাপন করেন। মীরকাশিমকে কিছুদিন আশ্রয় দিয়া এবং যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া সুজা উদ্দৌলা তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ ২৯শে জানুয়ারি সুজা উদ্দৌলার মৃত্যু হয়।

সুজাত—সুজন্মা (সকল অর্থে)। সু (উত্তমরূপে) জাত, প্রাদি। বিণ।

সুজি—মোটা গোধূমচূর্ণ। বাংপ্র। বি।

সুজেয় -'সুজয়' দ্রঃ।

সুট—একসঙ্গে পরিধেয় পরিচ্ছদ বা ভূষণ। <ইং 'suit'. বি।

সুটকেস--পোশাক-পরিচ্ছদাদি রাখিবার বহনযোগ্য পেটিকা বিঃ। <ইং 'suit-case'. বি।

সুঠাম- সুগঠিত; সুগঠন, সুশ্রী, সুগঠিততনু, সুন্দরকায়; সৌষ্ঠবসম্পন্ন। বাংপ্র। বিণ।

সুড়ঙ্গ গর্ত, মাটির ভিতর দিয়া নির্মিত পথ; সিঁধ। বাংপ্র। বি।

সুড়সুড় শিহরন, কাতুকুতু, চুলকানি প্রভৃতির অনুভব; সর্পাদির গতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। ক্রি—সুড়-সুড়ানো।

সুড়সুড়ি—কাতুকুতু বা শিহরনজনক স্পর্শ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

সুডৌল, সুডৌল—সৌষ্ঠবসম্পন্ন।

সুত—১। জাত, উৎপন্ন; সম্বদ্ধ। সু+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। পুত্র। বি; পুং।

সুতক—জননাশৌচ, পুত্র বা কন্যা জনন হেতু শরীরাশুদ্ধি। সুত শব্দ+কন্। বি; পুং।

সুতনু—১। সুন্দর দেহ। প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দর দেহবিশিষ্ট। বহু। বিণ। স্ত্রী —সুতনু, সুতনু।

সুতপাঃ (-পস্)—১। তপস্বী। সু (উত্তম) হইয়াছে তপঃ যাহার, বহ। বিণ; পু। ২। সূর্য। বি; পু।

সুতবান্ (-বৎ)—পুত্রবান্। সুত+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সুতবতী**।

সুতরাম্, সুতরাং—অত্যন্ত; অগত্যা, অতএব; অবশ্য। সু+তরাম্। অ।

সুতল—১। উত্তমতলবিশিষ্ট (গৃহাদি)। সু (উত্তম) হইয়াছে তল যাহার, বহ। বিণ। ২। তৃতীয় তল ['পাতাল' দ্রঃ]। প্রাদি। বি; স্ত্রী। ৩। শুইল, শয়ন করিল। প্রা কপ্র। ক্রি।

সুতলি—সরু দড়ি। বাংপ্র। বি।

সুতহিবুক—জ্যোতিষোক্ত যোগ বিঃ [বিবাহকালে লগ্ন, লগ্নের চতুর্থ, পঞ্চম, নবম বা দশম স্থানে বৃহস্পতি অথবা শুক্র থাকিলে সুতহিবুক যোগ হয়। এই যোগ বিবাহকালীন লগ্নের যাবতীয় দোষ বিনাশপূর্বক সুখ বৃদ্ধি করে]। বি; পু।

সুতা-১। জাতা; সম্বন্ধা। সুত+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। কন্যা। বি; স্ত্রী। ৩। সূক্ষ্ম রজ্জু, সরু দড়ি। <সূত্র। বি।

সুতার—সুস্বাদ, সুরস। বাংপ্র। বিণ।

সুতিক্ত—অতি তিক্ত, অতিশয় কটু, অত্যন্ত তিক্ত। সু (অতিশয়) তিক্ত, প্রাদি। বিণ।

সুতী (সুতিন্)—১। সুতবিশিষ্ট, পুত্রবান্, সন্তানবান্। সুত বা সুতা+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**সুতিনী**। ২। কার্পাস সূত্রনির্মিত। বাংপ্র। বিণ।

সুতীক্ষ্ণ—১। অতি তীক্ষ্ণ; খুব ধারাল। প্রাদি। বিণ। ২। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি। বনে রাম ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনি রামকে অগস্ত্যের আশ্রম-পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। বি; পু।

সুতীব্র—অতিশয় তীব্র, অত্যুগ্র, অতি তীক্ষ্ণ। প্রাদি। বিণ।

সুতুঙ্গ—উত্তুঙ্গ, অত্যুচ্চ। প্রাদি। বিণ।

সুতুলি—সুতলি (তাহা দ্রঃ)।

সুদ—কুসীদ, বৃদ্ধি, ধনাদির বিনিয়োগ হইতে লাভ। ফা। বি।

সুদকষা—প্রাপ্য সুদ নির্ণয় করিবার নিয়ম বা প্রক্রিয়া। ফা-সু। বি। [বিণ।

সুদক্ষ—সুনিপুণ, অতিশয় পটু। প্রাদি।

সুদক্ষিণ—১। উত্তম দক্ষিণাযুক্ত। সু (উত্তম) দক্ষিণা যাহার, বহ। বিণ। ২। বিদর্ভের রাজ বিঃ। বি; পু।

সুদক্ষিণা—১। উত্তম দক্ষিণাযুক্তা। বহ। বিণ; স্ত্রী। ২। দিলীপ রাজার পত্নী। বি; স্ত্রী।

সুদখোর-কুসীদপ্রিয়, যে সুদ খুব ভালবাসে; বৃদ্ধিজীবী। ফা-সু। বিণ বা বি।

সুদতী-১। সুদশনা, উত্তম-দন্তযুক্তা। বহ। বিণ; স্ত্রী। ২। সুন্দরী স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

সুদম—অনায়াসে দমনীয়, অনায়াসে শাসনীয়; অতি সহজে জেয়। সু (অনায়াস)-দম্ (দমন করা)+খল্ কর্ম। বিণ।

সুদর্শ, সুদর্শন—১। বিষ্ণুর চক্রাস্ত্র, রাথাচক্র। সু (সুন্দর)—দৃশ্ (দেখা)+খল্, অন কর্ম। [পুরাণে লিখিত আছে যে, মহাদেবের আদেশে বিশ্বকর্মা দেবগণের তেজোংশাংশ দ্বারা একটি চক্র প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন; মহাদেব আবার তাহা দৈত্য-দানবগণের বিনাশার্থে বিষ্ণুকে প্রদান করেন; এইরূপে সুদর্শন-চক্রের সৃষ্টি হয়।] শালগ্রাম বিঃ ['শালগ্রাম' দ্রঃ]; হস্তী বিঃ; লঙ্কাযুদ্ধে মহোদর নামক রাক্ষস এই হস্তীর উপর চড়িয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বি; পু। ২। প্রিয়দর্শন; সুদৃশ্য, দেখিতে সুন্দর। বিণ। ৩। সুন্দর দর্শন। সু—দৃশ্+অনু, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও স্ত্রী।

সুদর্শনসরঃ (-সরস্)—রামায়ণ-বর্ণিত মধ্যস্থ পর্বতস্থিত সরোবর [এই সরোবরে স্বর্ণ-কেশররঞ্জিত উজ্জ্বল রক্তপদ্ম আছে বলিয়া কথিত]। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

সুদামা (-মন্)—১। উত্তম দামযুক্ত। সু (উত্তম) দাম যাহার, বহ। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। মেঘ; সমুদ্র; পর্বত বিঃ [কেকয় হইতে অযোধ্যা আসিবার পথে এই পর্বত। ইহার উপরিভাগে শ্রীবিষ্ণুর এক পদচিহ্ন ছিল]; দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। বি; পু।

৩। জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী। ইনি কৃষ্ণবলরামের সহিত একসঙ্গে সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যা-শিক্ষা করিয়াছিলেন। কালক্রমে শ্রীকৃষ্ণ পরম ঐশ্বর্যশালী ও যশস্বী হইয়া দ্বারকায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন; কিন্তু ইনি সেই নিঃস্ব ব্রাহ্মণই রহিলেন, এমন কি ক্রমে ইঁহার দিনপাত হওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। অতঃপর ইনি নিজ ব্রাহ্মণীর পরামর্শে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। কথিত আছে যে, ইনি তাঁহাকে উপহার দিবার নিমিত্ত ভিক্ষালব্ধ একমুষ্টি চিপিটক মাত্র লইয়া গমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যবন্ধুকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং ইঁহার ভক্তিদত্ত চিপিটক-মুষ্টি ভক্ষণ করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। সুদামা লজ্জাবশতঃ নিজ দারিদ্র্যের কথা শ্রীকৃষ্ণকে জ্ঞাপন করিতে না পারিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, কিন্তু গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি তৎ-পূর্বেই প্রচুর ধনরত্ন প্রেরণ করিয়াছেন। বি; পু।

সুদায়-যৌতুকাদি দেয় ধন; ঘোর বিপদ্, মহাসংকট। সু (উত্তম বা অতিশয়) যে দায়, প্রাদি। বি; পু। [বি; স্ত্রী।

সুদিন—শুভদিন; সৌভাগ্যের দিন। প্রাদি।

সুদী—কুসীদদানের অঙ্গীকৃত; সুদের আদানপ্রদানঘটিত। বাংপ্র। বিণ।

সুদীন-অতি দীন। প্রাদি। বিণ।

সুদীর্ঘ—অতিদীর্ঘ, অতিশয় লম্বা। প্রাদি। বিণ।

সুদুঃখিত—অতীব দুঃখযুক্ত। প্রাদি। বিণ।

সুদুর্লভ—অতীব দুর্লভ। প্রাদি। বিণ।

সুদুশ্চর—অতিদুঃখে আচরণীয়; অতীব দুষ্কর। প্রাদি; সু—দুর্—চর্ (করা)+অল্ কর্ম। বিণ।

সুদুষ্কর—অতীব দুঃসাধ্য, বহুক্লেশসম্পাদ্য। প্রাদি। বিণ। [প্রাদি। বিণ।

সুদুস্তর—অতীব দুস্তর, অতি দুরুত্তীর্ণ।

সুদূর—১। অতি দূরস্থিত। প্রাদি। বিণ। ২। বহুদূর। বি; স্ত্রী।

সুদূরপরাহত—অতিদূরে বাধাপ্রাপ্ত, অসম্ভাবিত, যাহা ঘটা কঠিন এরূপ। সুদূরে পরাহত, ৭তৎ। বিণ। [বিণ।

সুদৃঢ়-অতিশয় দৃঢ়, অতি কঠিন। প্রাদি।

সুদৃশ্য—সুন্দর, সুশ্রী। প্রাদি। বিণ।

সুদ্ধ, সুদ্ধু—সমেত; পর্যন্ত, even. বাংপ্র। অ।

সুধন্বা (সুধন্বন্)—১। জনৈক নৃপ; বিশ্বকর্মা; অনন্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে ধনু বা ধনুঃ যাহার, বহ। বি; পু। ২। উত্তম-ধনুর্ধারী। বিণ; পু।

সুধর্মা (সুধর্মন্)—১। ধর্মশীল, অতি ধার্মিক। সু (উত্তম) হইয়াছে ধর্ম যাহার, বহুব্রীহি সমাসে অন্ প্রত্যয়। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। দেবসভা। বি; পু।

সুধর্মা, সুধর্মী—দেবসভা। সু (উত্তম) ধর্ম যে স্থানে, বহ। বি; স্ত্রী।

সুধা—পীযূষ, অমৃত; পুষ্পরস; বিদ্যুৎ; চন্দ্রিকা; জল; চুন। সু (সুখে)—ধে (পান করা)+ড কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুধাংশু-চন্দ্র। সুধা হইয়াছে অংশু (কিরণ) যাহার, বহ। বি; পু।

সুধাকর, সুধানিধি—চন্দ্র। সুধার আকর বা নিধি, ৬তৎ। বি; পু।

সুধাধবলিত-চূর্ণদ্বারা শুভ্রীকৃত, চুনকাম-করা। সুধা (চূর্ণ) দ্বারা ধবলিত (শুভ্রীকৃত), ৩তৎ। বিণ।

সুধানো—জিজ্ঞাসা করা। বাংপ্র। ক্রি।

সুধাপাত্র—সুধাপূর্ণ পাত্র। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

সুধাপান—অমৃত খাওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [৬তৎ। বিণ।
সুধাপূর্ণ—অমৃতপরিপূর্ণ, অমৃতে ভরা।
সুধাভুক্ (-ভুজ্)—দেবতা। উপতৎ; সুধা—ভুজ্ (খাওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।
সুধাময়—অমৃতময়; চূর্ণময়। সুধা শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**সুধাময়ী**।
সুধামুখ—সুধাপূর্ণ বদন, অতি মিষ্টভাষী মুখ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।
সুধারা—উত্তম ধারা বা ব্যবস্থা, সুশৃঙ্খলা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।
সুধাসিক্ত—অমৃতে অভিষিক্ত, অমৃতে ভিজা। ৩তৎ। বিণ।
সুধী—১। সুবুদ্ধি, উত্তম বুদ্ধিবিশিষ্ট। সু (উত্তমা) ধী (বুদ্ধি) যাহার, বহু। বিণ। ২। পণ্ডিত। বি; পু। ৩। সুন্দর বুদ্ধি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।
সুধীর—অতি ধীর, সুশান্ত। প্রাদি। বিণ।
সুধু—শুদ্ধ, কেবল; অকারণ, অনর্থক। বাংপ্র। অ।
সুনন্দ—১। আনন্দজনক। সু—ণিজন্ত নন্দ—নন্দি (আনন্দিত করা)+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। বলরামের মুষল। বি; স্ত্রী।
সুনন্দা—১। আনন্দজনিকা। সুনন্দ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উমার জনৈক সখী; ইন্দুমতীর সখী। বি; স্ত্রী।
সুনয়ন—১। সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট। সু (শোভন) নয়ন যাহার, বহু। বিণ। ২। মৃগ, হরিণ। বি; পু। ৩। সুন্দর চক্ষু। প্রাদি। বি; স্ত্রী।
সুনয়না—১। সুন্দর নেত্রবিশিষ্টা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। নারী, কামিনী। বি; স্ত্রী।
সুনাভ—১। সুন্দর নাভিবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) নাভি যাহার, বহু। বিণ। ২। মৈনাক পর্বত। বি; পু।
সুনাম (-মন্)—সুখ্যাতি, যশঃ, প্রশংসা। সু (শোভন) হয় নাম যদ্দারা, বহু। বি; স্ত্রী।
সুনাসা—সুন্দর নাসিকা। প্রাদি। বি; স্ত্রী।
সুনিপুণ—সুদক্ষ, অতিশয় পটু। প্রাদি। বিণ।
সুনিয়ন্ত্রিত—সুসংযত, ভাল রকম নিয়ম বাঁধা, সুনিয়মে পরিচালিত। প্রাদি। বিণ।
সুনিয়ম—উত্তম বিধান, সুব্যবস্থা, সুধারা, সুশৃঙ্খলা। প্রাদি। বি; পু।
সুনির্ণীত—উত্তমরূপে অবধারিত বা স্থিরীকৃত, সুনির্দিষ্ট। প্রাদি। বিণ।
সুনির্দিষ্ট—উত্তমরূপে নির্ধারিত। সু (শোভনরূপে) নির্দিষ্ট, প্রাদি। বিণ।
সুনির্মল—অতিশয় নির্মল, অতি স্বচ্ছ; অতি পবিত্র। প্রাদি। বিণ।
সুনির্মিত—সুন্দররূপে গঠিত। প্রাদি। বিণ।
সুনিশ্চয়—সম্পূর্ণ নিশ্চয়, সঠিক। প্রাদি। ক্রি-বিণ।
সুনিশ্চিত—সম্পূর্ণ অবধারিত, সঠিক। সু (অতিশয়) নিশ্চিত, প্রাদি। বিণ।
সুনীতি—১। উত্তম নীতিমান্। সু (উত্তম) নীতি যাহার, বহু। বিণ। ২। ধ্রুবের মাতা, উত্তানপাদ রাজার স্ত্রী ['ধ্রুব' দ্রঃ]। ৩। উত্তম নীতি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ—(জন্ম ১৮৯০ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্। ইঁহার রচিত বহু পুস্তকের মধ্যে 'The Origin and Development of the Bengali Literature' বইখানি বিশেষ প্রসিদ্ধ।
সুনীল—গাঢ় নীলবর্ণ। প্রাদি। বিণ।
সুনীলবরণী—গাঢ় নীলবর্ণা, ঘন নীল রঙের। কপ্র। বিণ।
সুন্দ—জনৈক কপি; তাড়কা রাক্ষসীর স্বামী; দৈত্য বিঃ, উপসুন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ['উপসুন্দ' দ্রঃ]। সুন্দ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।
সুন্দর—মনোহর, সুশ্রী, সুরূপ, সুদর্শন, সুদৃশ্য। সুন্দ্ (শোভা পাওয়া)+অরন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সুন্দরী**। বি—**সুন্দরতা**।
সুন্দরবন—বঙ্গোপসাগরাভিমুখী জঙ্গলাবৃত ভূখণ্ডবিশেষ। এই ভূখণ্ডের উত্তর সীমা ২৪ পরগনা, খুলনা ও বাখরগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিম সীমা হুগলী নদীর পতনস্থান; পূর্ব সীমা মেঘনা নদীর পতনস্থান; এবং দক্ষিণ সীমা বঙ্গোপসাগর। এই ভূখণ্ডে সুন্দরী কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মে; সেই জন্য কেহ কেহ বলেন, "সুন্দরী" হইতে "সুন্দরবন" নাম উৎপন্ন। অপর কেহ কেহ "সুন্দরী বন", "সিন্দুর বন", "সমুদ্রবন", "চন্দ্রদ্বীপ", লবণ প্রস্তুতকারী "চন্দ্রভণ্ড" বা "বণ্ডভণ্ড" নাম হইতে স্থানের নামকরণ করেন। ভূখণ্ডের দক্ষিণ সীমা ব্যাঘ্র, গণ্ডার, গোক্ষুর সর্প প্রভৃতি হিংস্র জীবসংকুল নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। উত্তর সীমার দিকে কতক দূর ব্যাপিয়া স্থানে স্থানে "আবাদ" হইয়াছে। খাঁজাহান নামক জনৈক মুসলমান সামন্ত সর্বপ্রথমে "আবাদ" করিবার উদ্যোগ করেন। তাঁহার কার্যের ফল অদ্যাপি যশোহর অঞ্চলে পরিদৃষ্ট হয়। ১৪৫৯ খ্রীঃ অঃ তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে। বর্তমান প্রণালীতে আবাদ করিবার প্রথা যশোহরের সর্বপ্রথম ইংরাজ জজ হেনকেল সাহেব ১৭৮৪ খ্রীঃ প্রবর্তিত করেন। ভূখণ্ডটি জলপথ পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপে বিভক্ত। কৃষিকার্যের জন্য বৃষ্টির জলের অপেক্ষা করিতে হয় না। এ স্থানের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাউল, কাষ্ঠ, মধু প্রভৃতি নৌকাযোগে বঙ্গদেশে নানাস্থানে আনীত হয়। মাতলা নামক নদীর তীরে "পোর্ট ক্যানিং" নামক একটি শহর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রতিষ্ঠাতৃগণের উদ্দেশ্য, এই স্থানটিকে বঙ্গের অন্যতর বন্দর রূপে পরিণত করা। উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায়, পোর্ট ক্যানিং কোম্পানি "ফেল" হইয়া যায়। পরে ১৮৬৮ খ্রীঃ গভর্নমেণ্ট স্থানটি কিনিয়া লন। রেলযোগে ঐ স্থান হইতে কতক পরিমাণে সুন্দরবনের চাউল ও কাঠ আনা হয়। বর্তমানে সুন্দরবনের কতকাংশ পশ্চিমবঙ্গের এবং বাকী অংশ পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত।
সুন্দরী—১। সুরূপা, সুদৃশ্যা। 'সুন্দর' দ্রঃ। সুন্দর+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুরূপা স্ত্রী; অর্ধসম বৃত্ত বিঃ; সুঁদরীগাছ। বি; স্ত্রী।
সুন্নত—মুসলমান ও ইহুদীর লিঙ্গচর্মচ্ছেদ সংস্কার বিঃ। আ। বি।
সুন্নী—হজরত মহম্মদের চারি খলিফার আদেশানুবর্তী মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ। আ। বি।
সুপক্ব—ভাল রকম পাকা, উত্তমরূপে পরিণত বা পরিপাক প্রাপ্ত; সুসিদ্ধ। প্রাদি। বিণ।
সুপচ—১। লঘুপাক (দ্রব্য), যাহা সহজে পরিপাক হয়। সু—পচ্ (পাক করা)+খল্ কর্ম। ২। সুষ্ঠু পাচক। সু—পচ্+অন্ কর্তৃ। বিণ।
সুপণ্ডিত—অতিশয় বিদ্বান্। প্রাদি। বিণ।
সুপত্র—সুন্দরপত্রযুক্ত; সুন্দরবাহনযুক্ত; সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট। সু (সুন্দর) পত্র যাহার, বহু। বিণ।
সুপথ—সৎপথ; সুরীতি; সদাচার। প্রাদি। বি; পু।
সুপর্ণ—সুন্দর পর্ণ বা পক্ষযুক্ত। সু (সুন্দর) হইয়াছে পর্ণ যাহার, বহু। বিণ।
সুপর্ণা, সুপর্ণী—১। গরুড়জননী, বিনতা; পদ্মিনী। সু (সুন্দর) হইয়াছে পর্ণ যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী। ২। উত্তমপত্রযুক্তা। বিণ; স্ত্রী।
সুপর্ব (সুপর্বন্)—সুন্দর পর্ব। প্রাদি। বি; স্ত্রী।
সুপর্বা (সুপর্বন্) দেবতা; বাণ; বাঁশ। সু (সুন্দর) পর্ব যাহার, বহু। বি; পু।
সুপাত্র—অতি যোগ্যপাত্র, অতিশয় উপযুক্ত ব্যক্তি; উত্তম আধার। প্রাদি। বি; স্ত্রী।
সুপারি, সুপুরি—গুবাক, গুয়া, betelnut. বাংপ্র। বি।
সুপারিশ—কাহারও নিমিত্ত অনুরোধ বা উপরোধ। ফা-মু। বি।

সুপার্শ্ব—১। লঙ্কেশ্বর রাবণের জনৈক সুশীল সচিব। ইনি অতিশয় শান্তস্বভাব ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, দশানন পুত্রশোকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া সীতার প্রাণনাশে উদ্যত হইলে ইনি তাঁহাকে স্ত্রী-হত্যা মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত করেন।

২। সম্পাতি গৃধ্রের পুত্র। সূর্য্যকে আক্রমণ করিতে যাইয়া সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইলে সুপার্শ্ব পিতাকে বিন্ধ্যাচলে আহার যোগাইতেন। একদা ইনি যে সময়ে মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেই সময়ে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সুপার্শ্ব দুইজনকেই ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইলে রাবণ ইঁহার শরণাপন্ন হয়।

সুপুরুষ—সুন্দর পুরুষ, সুশ্রী নর, রূপবান্ মানব। প্রাদি। বি; পু।

সুপ্ত—১। নিদ্রিত; শয়িত। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। নিদ্রা; শয়ন। স্বপ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

সুপ্তি—নিদ্রা; শয়ন; স্বপ্ন। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সুপ্তোত্থিত—নিদ্রা হইতে উত্থিত, ঘুমের পর জাগরিত। অগ্রে সুপ্ত পশ্চাৎ উত্থিত, কর্মধা। বিণ।

সুপ্রণালী—সুনিয়ম; উত্তম পদ্ধতি। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠ—অতিশয় প্রতিষ্ঠান্বিত, অতি বিখ্যাত, সুপ্রসিদ্ধ। সু (উত্তমা) প্রতিষ্ঠা যাহার, বহু। বিণ।

সুপ্রতিষ্ঠা—১। অতিশয় প্রতিষ্ঠান্বিতা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তম প্রতিষ্ঠা, সুখ্যাতি; পঞ্চাক্ষরা বৃত্তি বিঃ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুপ্রতিষ্ঠিত—উত্তমরূপে প্রতিষ্ঠিত। প্রাদি। বিণ।

সুপ্রতীক—দিগ্গজ বিঃ, ঈশানকোণের হস্তী। সু (উত্তম) হইয়াছে প্রতীক (অবয়ব) যাহার, বহু। বি; পু।

সুপ্রতীত—উত্তমরূপে জ্ঞাত; সম্যক্ প্রমাণী-কৃত। প্রাদি। বিণ।

সুপ্রভ—সুন্দর প্রভাযুক্ত। সু (সুন্দরী) প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

সুপ্রভা—১। সুন্দর প্রভাযুক্তা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সুষ্ঠু দীপ্তি; অতিশয় ঔজ্জ্বল্য। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুপ্রভাত—১। সুন্দর বা শুভসূচক প্রাতঃকাল। প্রাদি। বি; ক্লী। ২। অতীব দীপ্তিবিশিষ্ট। সু (অতিশয়) হইয়াছে প্রভাত (দীপ্ত) যাহার, বহু। বিণ।

সুপ্রশস্ত—সুবিস্তৃত; অতিশয় শ্রেষ্ঠ, সুযোগ্য। প্রাদি। বিণ।

সুপ্রসন্ন—অতীব প্রসন্ন। প্রাদি। বিণ।

সুপ্রসাদ—সাতিশয় প্রীতি, অত্যন্ত প্রসন্নতা। প্রাদি। বি; পু।

সুপ্রসিদ্ধ—সুবিখ্যাত, সাতিশয় খ্যাতি-প্রাপ্ত; সর্বলোকে সুবিদিত। প্রাদি। বিণ।

সুফল—১। উত্তম ফল, শ্রীফল, বেল; দাড়িম্ব; গয়া প্রভৃতি তীর্থে পাণ্ডার শেষ আশীর্বাদ। প্রাদি। বি; ক্লী। ২। উত্তম ফলযুক্ত, সুন্দর ফলোৎপাদক; প্রচুর ফলবিশিষ্ট। সু (উত্তম) ফল যাহার, বহু। বিণ।

সুবচনী—দেবী বিঃ। সু—বচ্ (বলা)+অনট্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুবদন—১। সুন্দর মুখ। প্রাদি। বি; ক্লী। ২। সুন্দর মুখবিশিষ্ট। বহু। বিণ। স্ত্রী—**সুবদনা, সুবদনী**।

সুবর্ণ—১। সুন্দর-বর্ণবিশিষ্ট; সুরূপ; সুন্দর-অক্ষরযুক্ত। বহু। বিণ। ২। স্বর্ণ, সোনা; হরিচন্দন; ১৬ মাষা পরিমিত সোনা; ধন। বি; ক্লী।

সুবর্ণকার—স্বর্ণকার, সেকরা। উপতৎ; সুবর্ণ (সোনা)—কৃ (করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

সুবর্ণখচিত—স্বর্ণজড়িত, যাহার মাঝে মাঝে সোনা বসানো এরূপ। ৩তৎ। বিণ।

সুবর্ণপ্রতিমা—স্বর্ণনির্মিতা প্রতিমা, সোনার প্রতিমূর্তি। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

সুবর্ণবণিক্ (-বণিজ্)—সোনারবেনে। ৬তৎ। বি; পু।

সুবর্ণময়—স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্মিত; স্বর্ণব্যাপ্ত। সুবর্ণ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**সুবর্ণময়ী**।

সুবল—শ্রীকৃষ্ণের বাল্যসখা গোপ বালক বিঃ। বহু। বি; পু।

সুবলচন্দ্র মিত্র—ইনি ১২৭৯ সালে জ্যৈষ্ঠ-মাসে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র মিত্র। ইনি প্রথমতঃ অবলাকান্ত সেনের প্রেসে কাজ করিতেন। এইখান হইতেই ইঁহার ছাপা-খানার কার্যে অভিজ্ঞতা জন্মে। অবলা-কান্তের মৃত্যুর পর ইনি একটি ছোট প্রেস লইয়া কার্য আরম্ভ করেন। এই প্রেসের নাম দেন 'নিউ বেঙ্গল প্রেস'। অর্থপুস্তক লিখিয়া ইনি এই প্রেসে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে থাকেন। অন্যান্য লোকের অর্থপুস্তক থাকিলেও ক্রমে ইঁহার প্রকাশিত অর্থপুস্তক আদরের সহিত গৃহীত হয়। এই সময়ে ইনি Constant Companion নামক একখানি ইংরাজী Phrase-Book এবং ইংরাজী ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনচরিত প্রকাশ করেন। ইনি যেমন অধ্যবসায়সম্পন্ন, তেমনই অসাধারণ শ্রমশীল ছিলেন। সকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পরিশ্রম করিয়াও ইনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না। এই অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে ভাগ্যলক্ষ্মী ইঁহার প্রতি প্রসন্ন হন; ইনি ক্রমেই উন্নতিলাভ করিতে থাকেন। এই সময়ে ইঁহার তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'সরল বাঙ্গালা অভিধানে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন। ইহাতে শব্দকোষের সহিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কতকগুলি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা অভিধানে জীবনচরিত সংকলন এই প্রথম। সুতরাং এই অভিধান সাধারণের নিকট সমাদর লাভ করে। এই সময়ে ইনি সটীক সানু-বাদ মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কৃত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি কতকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সরল বাঙ্গালা অভিধানে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ইহাতে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক জীবনচরিত ভিন্ন বর্তমান সময়ের অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জীবনীও প্রকা-শিত হয়; তদ্ব্যতীত গ্রন্থপরিচয়, সংস্কৃত প্রবাদ প্রভৃতি আরও অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করেন। এই সময়ে নিউ বেঙ্গল প্রেস মানিকতলা স্ট্রীটে ছাতুবাবুর বাজারের পাশে একটি বাড়িতে ছিল। কার্যবাহুল্যবশতঃ তথায় স্থান সংকুলান না হওয়ায় কলেজ স্ট্রীটে প্রেস উঠাইয়া আনেন। এইখানে আসিবার পর ইঁহার ইংরাজী বাঙ্গালা অভিধান (Anglo Bengali Dictionary), বাঙ্গালা ইংরাজী অভিধান, সরল বাঙ্গালা অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ, ছাত্রবোধ অভিধান, পকেট ইংরাজী বাঙ্গালা, বিগিনার্স বাঙ্গালা ইংরাজী অভি-ধান, Vernacular Manual, রচনা শিক্ষা এবং আরও অন্যান্য অনেক পুস্তক প্রকাশিত হয়। ইনি এই সব গ্রন্থ সংকলন ও প্রণয়ন করিয়া ছাত্রগণের বিশেষ উপকার করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কার্যের জন্য সুবল বাবুকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। যথেষ্ট লোকজন সত্ত্বেও ইনি স্বয়ং সকল কার্যের তত্ত্বাবধান করিতেন। অনবরত পরিশ্রমে এই সময় হইতে ইঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ডাক্তার ও আত্মীয় বন্ধুগণ ইঁহাকে বিশ্রাম লইতে উপদেশ দেন। কিন্তু কর্মের উত্তেজনায় ইঁহাকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, ইনি কাজ ছাড়িয়া এক মুহূর্তও বসিয়া

থাকিতে পারিতেন না। বাজে গল্প করিতে বা আমোদপ্রমোদে সময় নষ্ট করিতে ইঁহাকে কেহ কখন দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। এরূপ শ্রমশীলতা ও অধ্যবসায়ের প্রভাবেই ইনি সামান্য অবস্থা হইতে লক্ষাধিক মুদ্রার অধিকারী হইয়াছিলেন।

বিশ্রামহীন পরিশ্রমের ফলে ইঁহার স্বাস্থ্য ক্রমেই মন্দ হইতে থাকে। চিকিৎসকগণের পরামর্শে দার্জিলিং, পুরী প্রভৃতি স্থানে বেড়াইয়া আসিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে ১৩২০ সালে ১৪ই বৈশাখ রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥০ টার সময় ৪১ বৎসর মাত্র বয়সে ইনি দেহত্যাগ করেন। ইনি সাহিত্য সভার একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং উক্ত সভা হইতে প্রকাশিত 'সাহিত্য-সংহিতা'র কয়েক বৎসর সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। ইনি আহিরীটোলা বঙ্গ বিদ্যালয়ের সেক্রেটারী ছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক রায় বাহাদুর রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী এম্. এ. রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ বসু, বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এম. এ. বি. এল. (Principal, Uttarpara College) এবং কবিরাজ প্রবোধচন্দ্র বিদ্যানিধি ইঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইনি বাল্যে শ্যামবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এজন্য মৃত্যুকাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে গ্রন্থাদি দান করিয়া সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার সামান্য সামান্য দানও অনেক ছিল, কিন্তু তাহা এত গোপনভাবে অনুষ্ঠিত হইত যে, কেহই তাহা জানিতে পারিত না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইনি অতিমাত্র কঠোর হইলেও, যে ইঁহার সংস্রবে আসিয়াছে, সেই ইঁহার স্বভাব-কোমল হৃদয়ের মধুরতা ও উদারতা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছে। ইনি স্পষ্টবাদী অথচ প্রিয়ভাষী ছিলেন। স্পষ্ট কথা এমনই সরলতার সহিত বলিতেন যে, তাহাতে কেহ ক্রোধ করিবার অবসর পাইত না।

সুবলিত—উত্তম বলিযুক্ত; মনোহর ভঙ্গি-বিশিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

সুবহ—অনায়াস-বাহ্য, সুখে বহনীয়। সু (অনায়াস)—বহ্ + খল্ কর্ম। বিণ।

সুবা—প্রদেশ; রাজস্ব আদায়ের হিসাব নিমিত্ত রাজ্যের বিভাগ বিঃ, province. আ। বি।

সুবাজ—সম্পর্ক, দূর সম্বন্ধ। বাংপ্র। বি।

সুবাদার—প্রদেশের শাসনকর্তা; সেনাদলের কাপ্তেন। আ-মু। বি।

সুবাস—১। সৌরভ; উত্তম বাসস্থান; সুখে বাস। প্রাদি। বি; পু। ২। সুগন্ধ। সু (উত্তম) বাস যাহার, বহু। বিণ।

সুবাসিত—সুবাসযুক্ত, সৌরভবিশিষ্ট। সুবাস + ইত জাতার্থে। বিণ।

সুবাসিনী—১। সৌরভযুক্তা। বিণ। ২। সুবাসযুক্তা রমণী; পিত্রালয়বাসিনী স্ত্রী। সুবাস + ইন্ অস্ত্যর্থে + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুবিচার—উত্তম বিচার, পক্ষপাতশূন্য মীমাংসা। প্রাদি। বি; পু।

সুবিচারক—ন্যায়বিচারকারী; পক্ষপাতশূন্য বিচারকর্তা। প্রাদি। বিণ।

সুবিৎ (সুবিদ্)—পণ্ডিত, বিজ্ঞ; গুণবান্। সু—বিদ্ (জানা) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বিণ।

সুবিধা—সদুপায়; সুযোগ। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুবিধি—উত্তম বিধান, সুনিয়ম। সু (উত্তম) যে বিধি, প্রাদি। বি; পু।

সুবিমল—অতিশয় নির্মল, অতি স্বচ্ছ। প্রাদি। বিণ।

সুবিশাল—অতিশয় প্রকাণ্ড, অতি বৃহৎ। প্রাদি। বিণ। [প্রাদি। বিণ।

সুবিস্তীর্ণ—অতি বিস্তৃত; অতিশয় বিশাল।

সুবিস্তৃত—অতি বিস্তৃত, অতি বৃহৎ, সুবিশাল। প্রাদি। বিণ।

সুবুদ্ধি—১। উৎকৃষ্টা মতি, উত্তম জ্ঞান। সু (উত্তমা) যে বুদ্ধি, প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। উত্তমবুদ্ধিশালী। সু (উত্তম) হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

সুবুদ্ধি শিরোমণি—যশোহর জেলার অন্তর্গত চৌগাছা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। একদা সুবুদ্ধি শিরোমণি নদীয়া জেলার অন্তর্গত আঙ্গুলিয়া গ্রামে আগমন করেন এবং ভবানন্দ মজুমদারের প্রিয়পাত্র জনৈক অধ্যাপকের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত মজুমদারের নিকট গমন করেন। এই সময়ে ভবানন্দের অবস্থা উন্নত ছিল না। তিনি শিরোমণির নিকট নিজ জীবনের ভাবী অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় সুবুদ্ধি বলেন যে, অমুক সময় হইতে আপনার সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে, এবং তদবধি আপনি চিরকাল সুখে কালযাপন করিবেন। ইঁহার কিছু কাল পরে ভবানন্দ মহারাজ মানসিংহের অনুগ্রহে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিপতি হইয়া সুবুদ্ধি শিরোমণিকে আনয়ন করেন এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থ প্রদানপূর্বক নদীয়ায় আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু সুবুদ্ধি তখন অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ায় স্বীয় বাসস্থান পরিত্যাগ করিতে সম্মত হন নাই। পরে তদীয় প্রপৌত্র নদীয়াবাসী হইয়াছিলেন।

সুবৃত্ত—১। সচ্চরিত্র, সংস্বভাব। সু (উত্তম) বৃত্ত যাহার, বহু। ২। সম্পূর্ণ গোল। প্রাদি। বিণ।

সুবৃহৎ—অতি বৃহৎ, সুবিশাল। প্রাদি। বিণ।

সুবেল—ত্রিকূট পর্বত। ইহা লঙ্কায় অবস্থিত ও দুই যোজন বিস্তৃত। এই পর্বতের উপরিভাগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রাক্ষস শার্দূল ও অপর দশজন রাবণের অনুচর রামের কার্য পর্যবেক্ষণ করিয়াছিল; একদা রামও এই পর্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিয়া লঙ্কাপুরী দর্শনে বিস্ময়মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সু (উত্তম) বেলা যাহার, বহু। বি; পু।

সুবেশ—১। সুন্দর বেশধারী। বহু। বিণ। ২। সুন্দর বেশ। প্রাদি। বি; পু।

সুবোধ—১। উত্তম জ্ঞান। সু (উত্তম) যে বোধ, প্রাদি। বি; পু। ২। উত্তম-বুদ্ধিযুক্ত; সাতিশয় বুদ্ধিমান্, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী; শান্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে বোধ যাহার, বহু। বিণ।

সুবোধ্য—সুখবোধ্য, অনায়াসবোধ্য, যাহা সহজে বুঝা যায় এরূপ। প্রাদি। বিণ।

সুব্যক্ত স্পষ্টরূপে প্রকটিত; উত্তমরূপে প্রকাশিত প্রাদি। বিণ।

সুব্যবস্থা—উত্তম বন্দোবস্ত, উত্তম বিধান। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুব্রত—শোভন ব্রতানুষ্ঠাতা; ধর্মপরায়ণ। সু (শোভন) ব্রত যাহার, বহু। বিণ।

সুব্রহ্মণ্য আয়ার—মাদ্রাজের সুবিখ্যাত স্বদেশহিতৈষী। জন্ম ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। ইনি প্রথমতঃ স্কুলের শিক্ষকরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। পরে অধ্যাপনা ছাড়িয়া সংবাদপত্র চালনায় প্রবৃত্ত হন। ইনি মাদ্রাজের মহাজন সভা ও "হিন্দু" সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মাদ্রাজের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় পত্রিকা "স্বদেশমিত্রম্" ইনিই প্রচার করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গজনিত স্বদেশী আন্দোলনের সময় ইনি রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া ধৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। ইনি জাতীয় মহাসমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশনে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, সুব্রহ্মণ্য আয়ার তাঁহাদের অন্যতম। ওয়েলবি কমিশনে সাক্ষ্য প্রদানের নিমিত্ত ইনি ১৮৯৬ খ্রীঃ ইংলণ্ডে গমন করেন। গোপালকৃষ্ণ গোখলে, মিঃ ওয়াচা, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ঐ কমিশনে সাক্ষ্য দিতে গিয়াছিলেন। ইনি সমাজ সংস্কারেও অগ্রণী ছিলেন। আপন বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। ইঁহার জীবনে একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতি সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯১৬ খ্রীঃ ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

সুব্রাহ্মণ— সদাচারী বিপ্র, আচার বিনয়াদি গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ। সু (উত্তম) যে ব্রাহ্মণ, প্রাদি। বি; পু।

সুভগ—সুন্দর, প্রিয়দর্শন; প্রিয়; ভাগ্যবান্; সুখদ। সু (উত্তম) হইয়াছে ভগ যাহার, বহু। বিণ।

সুভগম্মন্য—যে আপনাকে সুভগ অর্থাৎ সুন্দর বা প্রিয় মনে করে এরূপ। উপতৎ; সুভগ শব্দ—মন (বোধ করা) +খশ্ কর্তৃ। বিণ।

সুভগা—ভাগ্যবতী; সুন্দরী; সুখদা; পতিপ্রিয়া, স্বামিসোহাগিনী। বহু। বিণ; স্ত্রী।

সুভদ্র—১। সৌভাগ্যশালী, ভাগ্যবান্। সু (উত্তম) ভদ্র (সৌভাগ্য) যাহার, বহু। বিণ। ২। লঙ্কায় সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত চতুর্দিকে শতযোজন বিস্তৃত বহুশাখাবিশিষ্ট বটবৃক্ষ। একদা পক্ষিরাজ গরুড় মহাকায় হস্তী ও কচ্ছপকে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণার্থ ঐ বৃক্ষের একটি শাখায় উপবেশন করিয়াছিলেন। বি; পু।

সুভদ্রা—১। সৌভাগ্যশালিনী, ভাগ্যবতী। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। অর্জুনের দ্বিতীয়া পত্নী। বি; স্ত্রী। [বসুদেবের ঔরসে তৎপত্নী রোহিণীর গর্ভে সুভদ্রার জন্ম; সুতরাং ইনি শ্রীকৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভগিনী। যৌবনসীমায় পদার্পণ করার পর একদা ইনি অর্জুনের দৃষ্টিপথে পতিতা হইলে, তিনি ইহার রূপে মুগ্ধ হন এবং পরে কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে ইহাকে হরণ করিয়া বিবাহ করেন। ইহার গর্ভে অর্জুনের অভিমন্যু নামক মহাবীর পুত্রের জন্ম হয়।

পাণ্ডবগণের বনবাসকালে ইনি পুত্রসহ পিত্রালয়ে অবস্থিতি করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময় ইনি দ্রৌপদীসহ পাণ্ডবশিবিরে বাস করিতেন। বীর-তনয় অভিমন্যুর নিধনে ইনি অত্যন্ত শোকসন্তপ্তা হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে পুত্রবধূ উত্তরার গর্ভে পৌত্র পরীক্ষিতের জন্ম হইলে ইনি কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা প্রাপ্ত হন। পাণ্ডবগণ মহাপ্রস্থান করিলে ইনি পৌত্রসহ হস্তিনাপুরে অবস্থিতি করেন, এবং পরে শেষ জীবন তপশ্চরণে অতিবাহিত করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু—কটকের ভূতপূর্ব উকীল সরকার রায় বাহাদুর জানকীনাথ বসুর ৬ষ্ঠ পুত্র। ইনি ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কটকের সরকারী স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে কিছুদিন পড়িয়াছিলেন। ১৯১ খ্রীষ্টাব্দে স্কটিশ চার্চ কলেজে ভরতি হইয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স লইয়া বি. এ. পাস করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে ইনি ইংলণ্ডে গমন করেন এবং কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ভরতি হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে চতুর্থ স্থান অধিকার করিয়া আই. সি. এস. হন। ইনি ঐ পরীক্ষায় ইংরাজী রচনায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। এই সময়ে ভারতে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ায় সুভাষচন্দ্র সিবিলিয়ানের চাকরি গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইংলণ্ড ত্যাগের পূর্বে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কেমব্রিজ হইতে দর্শনে ট্রাইপস ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ইনি কংগ্রেসের প্রচার বিভাগের সম্পাদক ও জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহাকে গ্রেপ্তার করিয়া ৬ মাস কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অগস্ট মাসে মুক্তিলাভ করিয়া সুভাষচন্দ্র আবার কংগ্রেসের কার্য আরম্ভ করেন ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক হন। এই সময় উত্তরবঙ্গে প্রবল বন্যা হয় এবং সুভাষচন্দ্র তিন মাস কাল প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া দেশবাসীর সেবা করেন। এই কার্যে ইনি দেশবাসীর হৃদয় জয় করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে Forward পত্রিকার ম্যানেজার ও সহকারী সম্পাদক হন। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে ইনি বিনা বাধায় কাউন্সিলার নির্বাচিত হন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল সর্বসম্মতিক্রমে কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হন। ইনি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে অন্তরীণ হন। প্রথমে কলিকাতায় পরে বহরমপুর এবং তৎপরে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত হন। জেলে ইহার যক্ষ্মা ব্যাধির উপক্রম হয়। অন্তরীণ অবস্থায় ইনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গভর্নমেণ্ট ইহাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাইয়া পুনরায় দেশের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি গোপনে ভারত ত্যাগ করেন। প্রথমে ইনি কাবুলে যান। সেখান হইতে মস্কো পথে বার্লিন যান। পরে জাপানে গিয়া আজাদ হিন্দ্ গভর্নমেণ্টের প্রতিষ্ঠা করেন ইহার বাহিনী কোহিমা পর্যন্ত আসিয়া ভারতের মাটিতে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে টোকিও যাত্রার পথে ইনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হয়।

সুভাষিত - ১। উত্তমরূপে কথিত। বিণ। ২। সুবচন। প্রাদি। বি; ক্লী।

সুভিক্ষ—প্রচুর ভিক্ষা ও ভক্ষ্যবিশিষ্ট; যেস্থানে সহজেই ভিক্ষা মিলিয়া থাকে। সু (প্রচুর) ভিক্ষা আছে যাহাতে, বহু। বিণ।

সুভ্রূ—সুন্দর ভ্রূবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সুমত—প্রিয়; সুবোধ। সু—মন্ (বোধ করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সুমতি—১। সুবুদ্ধি; করুণা, দয়া। প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। সুন্দর-মতিযুক্ত। সু (সুন্দরী) মতি যাহার, বহু। বিণ।

সুমধুর—অতীব মধুর, অতি মিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

সুমধ্যম- উত্তম কটিবিশিষ্ট। সু (উত্তম) মধ্যম (কটি) যাহার, বহু। বিণ।

সুমনাঃ (সুমনস্)—১। মহামনা, উদারচিত্ত, প্রীত। সু (শোভন) মনঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী। ২। দেবতা; পণ্ডিত। বি; পু। ৩। পুষ্প। বি; ক্লী।

সুমন্ত্র —রাজা দশরথের সারথি। সু (উত্তম) মন্ত্র (মন্ত্রণা) যাহার, বহু। বি; পু।

সুমন্দ—মৃদু মন্দ। প্রাদি। বিণ।

সুমালী—জনৈক রাক্ষস, সুকেশ নামক ধর্মভীরু রাক্ষসের পুত্র এবং লঙ্কেশ্বর দশাননের মাতামহ। এই রাক্ষস ভ্রাতা মাল্যবান্ ও মালীর সহিত তপশ্চরণ করিয়া ব্রহ্মাকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁহার বরে ত্রিভুবনে অজেয় হইয়া উঠে। ইহাদের আদেশে বিশ্বকর্মা লঙ্কাদ্বীপ নির্মাণ করেন। ইহাদের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া দেবগণ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন, তিনি ইহাদিগকে বারংবার যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তখন ইহারা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া পাতালে আশ্রয় গ্রহণ করে।

দীর্ঘকালান্তে সুমালী মর্ত্যভ্রমণে বহির্গত হইয়া বিশ্রবার পুত্র কুবেরের ঐশ্বর্য দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া নিজ দুহিতা কৈকসীকে বিশ্রবার নিকট প্রেরণ করে। মুনিবর রাক্ষসীকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলে তাহার গর্ভে রাবণাদির জন্ম হয়। রাবণ ব্রহ্মার বরে সুরাসুরবিজয়ী হইয়া লঙ্কায় রাজ্যস্থাপন করিলে সুমালী ও স্বগণসহ তথায় পুনর্বার বাস করিতে লাগিল। দশানন স্বর্গজয়ার্থ গমন করিলে তথায় অষ্টম বসু সাবিত্রের হস্তে সুমালীর পতন হয়।

সুমিত্রা—রাজা দশরথের তৃতীয়া ভার্যা। সু (উত্তম) মিত্র যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি; স্ত্রী। [ইহার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন দুই যমজ পুত্রের জন্ম হয়। লক্ষ্মণ রামসহ বনবাসে গমন করিলে ও পুত্রশোকে দশরথ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, ইহি পতি-

বিয়োগে ও পুত্রবিরহে নিতান্ত ম্রিয়মাণা হইয়াছিলেন। বনবাসান্তে রামলক্ষ্মণ অযোধ্যায় প্রত্যাগত হইলে ইনি অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করেন। কৌশল্যার পরলোকগমনের পর ইনি দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠের সহিত বন-গমন-সময়ে সুমিত্রা লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। একণে রামকে পিতা, জানকীকে মাতা এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। বৎস, তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।"

সুমিষ্ট—অতিশয় মিষ্ট, অতি মধুর, খুব মিঠা। প্রাদি। বিণ।

সুমুখ—১। সুন্দরমুখযুক্ত; বিদ্বান্। বহ। বিণ। স্ত্রী **সুমুখা, সুমুখী**। ২। গরুড়ের পুত্র। বি; পু। ৩। সম্মুখ, সমক্ষ। বাংপ্র। বি।

৪। জনৈক নাগ, ঐরাবত-বংশোদ্ভব আর্যকের পুত্র। ইনি মাতলি-তনয়া গুণকেশীর পাণিগ্রহণ করেন। একদা গরুড় ইঁহাকে ভক্ষণ করিবার দিন স্থির করিয়া গমন করেন। এই কথা শুনিয়া মাতলি ইঁহাকে ইন্দ্রালয়ে লইয়া যান। বিষ্ণুর আদেশে ইন্দ্র ইঁহাকে দীর্ঘায়ুঃ প্রদান করেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া গরুড় ইন্দ্রালয়ে গমনপূর্বক নিজবলের পরিচয় প্রদান করিয়া বিষ্ণুর সমক্ষে ইন্দ্রের সহিত স্পর্ধা করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন বিষ্ণু নিজবাহু গরুড়ের স্কন্ধোপরি সংস্থাপন করিলে পক্ষিবর গুরুভারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়েন এবং স্তবস্তুতি দ্বারা বিষ্ণুকে প্রীত করিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। অনন্তর বিষ্ণু পদাঙ্গুলি দ্বারা সুমুখকে গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হয়।

সুমুখা—১। সুন্দরমুখযুক্তা। বহ। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

সুমুখী—১। সুন্দরমুখযুক্তা। বহ। বিণ; স্ত্রী। ২। চন্দ্রমুখী স্ত্রী; একাদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

সুমেধাঃ (সুমেধস্)—উত্তমবুদ্ধিযুক্ত। সু (উত্তম) মেধা যাহার, বহুব্রীহি (সমাসে অস্ প্রত্যয়)। বিণ; পু বা স্ত্রী।

সুমেরু—ভূমধ্যস্থ পর্বত বিঃ; পৃথিবীর উত্তর প্রান্ত; জপমালার মধ্যস্থিত গুটিকা। সু—মি+রু কর্তৃ। বি; পু।

সুমেরুবৃত্ত—উত্তর মেরুর ২৩।০ অক্ষাংশ অন্তরে অবস্থিত রেখা। সুমেরু সূচক যে বৃত্ত, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

সুয়া—সোহাগিনী, প্রিয়া; আদরিণী। বাংপ্র। বিণ; স্ত্রী।

সুযাত্রা—১। মনোহর গতিযুক্তা। বহ। বিণ; স্ত্রী। ২। শুভযাত্রা, মঙ্গলজনক গমন। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুযুক্তি—উত্তম যুক্তি; সৎপরামর্শ। সু (শোভনা) যে যুক্তি, প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুয়ো—সৌভাগ্যবতী। ('সুয়োরানী')। বাংপ্র। বি; স্ত্রী।

সুযোগ—(জ্যোতিষমতে) উত্তম যোগ; উত্তম অবসর; সদুপায়; সুবিধা। প্রাদি। বি; পু। [বিণ।

সুযোগ্য—সাতিশয় উপযুক্ত। প্রাদি।

সুযোধন—দুর্যোধনের নামান্তর। সু—যুধ্ (যুদ্ধ করা)+অন কর্ম। বি; পু।

সুর—১। দেব; সূর্য; সুধীজন, পণ্ডিত। সু (আধিপত্য করা)+রক্ কর্তৃ কিংবা সুর (প্রভুত্ব করা)+ক কর্তৃ; অথবা সু—রাজ (দীপ্তি পাওয়া)+ড কর্তৃ। বি; পু। ২। কণ্ঠস্বর; রাগিণী; তাললয়যুক্ত স্বপ্তস্বর ['সপ্তস্বর' দ্রঃ]। বাংপ্র। বি।

সুরকি, সুর্কি—ইটের গুঁড়া। বাংপ্র। বি।

সুরক্ত—উত্তমরূপে রঞ্জিত; অতিশয় অনু-রক্ত; সুমধুর; শ্রবণসুখকর, সুশ্রাব্য। সু—রন্‌জ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সুরগুরু—বৃহস্পতি। ৬তৎ। বি; পু।

সুরঙ্গ—১। সুড়ঙ্গ। সু রন্‌জ্+ঘঞ্ অধি। বি; ক্লী। ২। উত্তম রঙ। প্রাদি। বি; পু। ৩। আলতা; হিঙ্গুল; কমলা লেবু। বহ। বি ক্লী।

সুরজ্যেষ্ঠ—ব্রহ্মা। ৭তৎ। বি; পু।

সুরঞ্জিত—উত্তমরূপে রঞ্জিত, সুন্দরভাবে রঙ করা। প্রাদি। বিণ।

সুরত—১। রতিক্রীড়া, শৃঙ্গার। সু—রম্ (রমণ করা)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। ২। আকৃতি, মূর্তি, চেহারা; ভাব, প্রকার; সুযোগ; উপায়, কৌশল। আ। বি।

সুরতহাল শবদেহের ভাব, লাশের অবস্থা; স্থানীয় তদন্ত; আদালতে এজাহার। আ। বি।

সুরতি—১। গুটিকাপাত করা, চাঁদা তুলিয়া জুয়াখেলা বা ভাগ্যনির্ণয়, lottery. পো-মু। ২। পানের সহিত খাইবার তাম্রকূট বটিকা বা গুঁড়া; খৈনী। হি। বি।

সুরথ—১। উৎকৃষ্ট রথযুক্ত। সু (উত্তম) রথ যাহার, বহ। বিণ। ২। বিদর্ভরাজ শ্বেতের ভ্রাতা [কনিষ্ঠকে রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া শ্বেত বনে গমন করেন]। বি; পু।

সুরদারু—দেবদারু গাছ। ৬তৎ। বি; পু।

সুরদীর্ঘিকা—স্বর্গঙ্গা, মন্দাকিনী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুরধনুঃ (-নুস্)—ইন্দ্রধনু, রামধনুক। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সুরধুনী, সুরনদী, সুরনিম্নগা—গঙ্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুরপতি—দেবরাজ, বাসব, ইন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

সুরপথ—গগন, আকাশ। ৬তৎ। বি; পু।

সুরবর্ত্ম (-বর্ত্মন্)-গগন, আকাশ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সুরবাহার—বীণাজাতীয় একপ্রকার বাদ্য-যন্ত্র। বাংপ্র। বি।

সুরবৈরী (-বৈরিন্)—অসুর, দৈত্য। ৬তৎ। বি; পু।

সুরবোধ—সুরজ্ঞান, তাললয়বিশিষ্ট স্বরের জ্ঞান। বাংপ্র। বি।

সুরভি—১। বসন্তকাল; চৈত্রমাস; সুগন্ধ দ্রব্য; সুবাস। সু—রভ্+ই কর্তৃ। বি; পু। ২। সদগন্ধযুক্ত; প্রিয়; বিদ্বান্, পণ্ডিত; মনোহর; বিখ্যাত; ধার্মিক। বিণ।

সুরভি, সুরভী—১। দেবগবী, নন্দিনীর মাতা; গবী; পৃথিবী; তুলসী; মাতৃকা বিঃ। সু—রভ্+ই কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; স্ত্রী।

২। দক্ষরাজের কন্যাগণের একতমা। মহর্ষি কশ্যপের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। যাবতীয় চতুষ্পদ জন্তু ইঁহারই গর্ভে জন্মি-য়াছে। ইনি পাতালে বরুণালয়ে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহার স্তন হইতে নিরন্তর ক্ষীরধারা প্রবাহিত হইত। ঐ ক্ষীরধারা হইতে ক্ষীরোদসাগর উৎপন্ন। এই ক্ষীরোদসাগর হইতেই চন্দ্রদেব উদ্ভূত; অমৃতও এই সমুদ্র হইতে উত্থিত। ইহা হইতেই পিতৃগণের স্বধা উৎপন্ন হয়। এক সময়ে সুরভি গগনপথে গমন করিবার সময় দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দুই পুত্র, বলীবর্দ শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া লাঙ্গল টানিতেছে। কৃষক তাহাদিগকে মধ্যে মধ্যে বিষম প্রহার করিতেছে। ইহা দেখিয়া সুরভির নেত্র হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। এক বিন্দু অশ্রু ইন্দ্রের দেহে পতিত হইলে ইন্দ্র সুরভিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সুরভি পুত্রের কষ্টে বিচলিত হইয়াছেন। তখন সকলে বুঝিতে পারিল, বহুপুত্রা সুরভি যখন পুত্রের কষ্টে এইরূপ ব্যাকুল, তখন পুত্রের তুল্য আর কিছুই নাই। বি; স্ত্রী।

সুরভিত সুগন্ধিত; প্রসিদ্ধ, খ্যাত। সুরভি শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

সুরভূমি দেবলোক, স্বর্গ; প্লক্ষাদি দ্বীপ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুরমা—অতি রমণীয়া, সাতিশয় মনোহরা। সু—রম্+অন্ কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী।

সুরম্য—অতি রমণীয়, সাতিশয় মনোহর। প্রাদি। বিণ।

সুররিপু, সুরশত্রু—অসুর, দৈত্য। ৬তৎ। বি; পু।

সুরর্ষি—দেবর্ষি, নারদাদি। সুর অপচ ঋষি, কর্মধা। বি; পু। [বি; পু।

সুরলোক—দেবলোক, স্বর্গ। ৬তৎ।

সুরশ্রী—সুরলক্ষ্মী; দেবতার সৌভাগ্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুরস—সুস্বাদ; মধুর; মিষ্ট; কাব্যে রসযুক্ত। বহু। বিণ। [বি; স্ত্রী।

সুরসদ্ম (-সদ্মন্)—দেবলোক, স্বর্গ। ৬তৎ।

সুরসরিৎ, সুরসিন্ধু—দেবনদী; গঙ্গা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুরসা—১। উত্তমরসযুক্তা; উত্তম স্বাদ-বিশিষ্টা; মধুরা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। মেদিনী; দুর্গা; তুলসী; উনবিংশত্যক্ষর ছন্দ বিঃ। বি; স্ত্রী।

৩। নাগমাতা। হনুমান্ যৎকালে জানকীর অন্বেষণে লঙ্কাগমনার্থ সাগর-লঙ্ঘন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার বলপরীক্ষার্থ ইনি সুর, সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ কর্তৃক প্রেরিতা হইয়া রাক্ষসী মূর্তিতে তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যতা হন। তদ্দর্শনে হনুমান্ যেমন আত্মকলেবর বর্ধিত করিতে লাগিলেন, ইনিও তদনুরূপ আপনার মুখ অধিকতর ব্যাদান করিতে লাগিলেন। হনুমান্ এই সংকটে এক বুদ্ধি খাটাইলেন। তিনি অতি ক্ষুদ্র দেহ ধারণ করিয়া ইঁহার মুখবিবরে প্রবেশ করিলেন এবং অবিলম্বে পুনর্বার বহির্গত হইলেন। কপিবরের অসাধারণ ধৈর্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও কার্য-কুশলতা দর্শনে ইনি পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে প্রস্থান করেন। বি; স্ত্রী।

সুরসাল—উত্তম রসযুক্ত, সুমধুর রসবিশিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

সুরসিক—উত্তম রসজ্ঞ, সুন্দর রসবোধ-বিশিষ্ট; মধুরালাপী; রঙ্গরসনিপুণ। প্রাদি। বিণ।

সুরসুন্দরী, সুরাঙ্গনা—দেবাঙ্গনা; স্বর্বেশ্যা, অপ্সরাঃ; মৎস্য বিঃ; যোগিনী বিঃ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুরা—মদ্য গৌড়ী পৈষ্টী মাধ্বী এই ত্রিবিধ। [গুড় হইতে উৎপন্ন সুরা গৌড়ী; তণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সুরা পৈষ্টী এবং পুষ্পরস হইতে প্রস্তুত সুরা মাধ্বী। সুরা গুরুপাক, মলরোধক, বল, শুক্র, পুষ্টি, মেদঃ ও কফ উৎপাদক, এবং শোথ, গুল্ম, অর্শ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি ব্যাধিনাশক। নিয়মিতরূপে সুরাপান অমৃততুল্য গুণদায়ক, এবং অনিয়মিত পান দেহনাশক।] সুর (প্রভুত্ব করা)+ক কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

সুরাগ—সুন্দর বর্ণ, ভাল রঙ্গ। প্রাদি।

সুরাগরঞ্জিত—উত্তম বর্ণে রঞ্জিত, সুন্দর রঙ্গে অনুলিপ্ত। সুরাগ দ্বারা রঞ্জিত, ৩তৎ। বিণ।

সুরাঙ্গনা—'সুরসুন্দরী' দ্রঃ।

সুরাচার্য—দেবগুরু, বৃহস্পতি। সুরগণের আচার্য, ৬তৎ। বি; পু।

সুরাজীব—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। সুরা হইয়াছে আজীব (জীবিকা) যাহার, বহু। বি; পু।

সুরাজীবী (-জীবিন্)—শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। উপতৎ; সুরা জীব্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু।

সুরাট—একটি জেলা ও শহর। যে স্থানে ইংরাজ সর্বপ্রথমে কুঠি স্থাপন করিয়া ভারতে ইংরাজরাজত্বের বীজ বপন করিয়াছিলেন, বর্তমান শহর সেই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত। সুরাট প্রাচীন কাল হইতেই ভারতের সামুদ্রিক বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র বলিয়া বিখ্যাত। দিল্লীর পাঠান রাজগণ হিন্দু রাজার হস্ত হইতে জেলাটি কাড়িয়া লন। পরে ইহা আহম্মদাবাদের মুসলমান রাজগণের হস্তে যায়। পরি-শেষে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া আকবর, জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সময়ে ভারতের অন্যতম প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৫৭৩ খ্রীঃ পর্তুগীজগণ সুরাটের সন্নিকটস্থ সমুদ্রে আধিপত্য স্থাপন করে। ১৬০৮ খ্রীঃ তাপ্তী নদীর মুখে একখানি ইংরাজের জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়। জাহাজের কাপ্তেন ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের স্বাক্ষরিত একখানি লিপি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে দিবার জন্য আনেন। পরবৎসর আর একখানি ইংরাজের জাহাজ এখানে আসে। ১৬১২ খ্রীঃ গুজরাটের শাসনকর্তা ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া, সুরাট, কাম্বে, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদিগকে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রদান করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজকে পরাভূত করিয়া ইংরাজ সুরাটে কুঠি স্থাপন করেন এবং অল্পদিন পরে মোগল সম্রাটের নিকট হইতে রীতিমত সনন্দ আনাইয়া লন। ১৬৬৮ খ্রীঃ ইংরাজ বম্বে শহর প্রাপ্ত হইলে, সুরাটের বাণিজ্যসমৃদ্ধি ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং বাণিজ্য-কেন্দ্র পরিশেষে বম্বে শহরেই স্থাপিত হয়। সুরাট শহর তাপ্তী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। সুরাট জেলা প্রাচীন "সৌরাষ্ট্র" প্রদেশের অংশবিশেষ।

সুরাপান—মদ্যপান, মদ খাওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সুরাপায়ী (-পায়িন্)—মদ্যপানকর্তা, মদিরাপানে অভ্যস্ত। উপতৎ; সুরা—পা+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সুরাপায়িনী**।

সুরারি—দেবশত্রু, অসুর, দৈত্য। সুরগণের অরি, ৬তৎ। বি; পু।

সুরাষ্ট্র—সৌরাষ্ট্র দেশ; সুরাট নগর। প্রাদি। বি; পু।

সুরাসার—প্রায় জলহীন ও গন্ধবর্ণশূন্য, শোধিত সুরা, স্পিরিট, alcohol. ৬তৎ। বি; পু।

সুরাসুর—দেব ও দৈত্য। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

সুরাহা—সুপথ; সুবিধা, শুভলক্ষণ। ফা-মু। বি।

সুরী—দেবী। সুর+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সুরু—সূত্রপাত, আরম্ভ; আদি, প্রথম ভাগ। আ। বি।

সুরুক—সূত্র, clue. ফা-মু। বি।

সুরুচি—১। উত্তম রুচি, অশ্লীলতাবর্জিত রুচি; উৎকৃষ্ট অনুরাগ। প্রাদি। বি; স্ত্রী। ২। উত্তমরুচিবিশিষ্ট। বহু। বিণ। ৩। রাজা উত্তানপাদের প্রধানা মহিষী এবং পরমভাগবত ধ্রুবের বিমাতা। বি; স্ত্রী।

সুরুচিবান্ (-বৎ)—সুরুচিসম্পন্ন, উত্তম রুচিযুক্ত। সুরুচি+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী **সুরুচিবতী**।

সুরুচিসংগত, -সম্মত—সুরুচির অনু-মোদিত, শ্লীলতাযুক্ত, রুচিবিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

সুরুচিসম্পন্ন—সভ্যজনোচিত প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট। ৩তৎ। বিণ।

সুরুয়া—মাংসের ক্বাথ, যূষ, ঝোল। ফা-মু। বি।

সুরূপ—১। রূপবান্; অতি সুন্দর; পণ্ডিত। সু (সুন্দর) রূপ যাহার, বহু। বিণ। ২। উত্তম রূপ, সুন্দর আকৃতি, মনোহর শ্রী। সু (শোভন) যে রূপ, প্রাদি। বি; ক্লী।

সুরেন্দ্র—দেবেন্দ্র, দেবরাজ, বাসব। সুরগণের ইন্দ্র, ৬তৎ। বি; পু।

সুরেন্দ্রজিৎ—ইন্দ্রজিৎ, রাবণপুত্র মেঘনাদ। উপতৎ; সুরেন্দ্র জি (জয় করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি; পু।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু)—ইনি নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষের পুত্র। ১২৭৫ সালে ২৮শে অগ্রহায়ণ ইনি কলিকাতা শ্যামপুকুরে মাতুলালয়ে জন্ম-গ্রহণ করেন। ইনি মেট্রোপলিটন শ্যাম-পুকুর ব্রাঞ্চ স্কুল, শ্যামবাজার বঙ্গবিদ্যালয়, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি প্রভৃতি বিদ্যালয়ে

অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নকালে ইঁহার কবিতার সুমধুর আবৃত্তি শুনিয়া শিক্ষকগণ মুগ্ধ হইতেন। অতঃপর চিত্রবিদ্যায় অনুরাগবশতঃ ইনি আর্ট স্কুলে প্রবেশ করেন। এই সময়ে ইনি মাতুলপুত্র বিখ্যাত অভিনেতা চুনীলাল দেব, নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া প্রায়ই অভিনয় দর্শনে যাইতেন। তাহাতে ইঁহার হৃদয়ে ক্রমে অভিনয়ানুরাগের সঞ্চার হয়। অতঃপর ইনি পাড়ার বালকদের লইয়া কাগজের সিন আঁকিয়া 'লক্ষ্মণবর্জন' অভিনয় করেন। সে অভিনয় দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে শখের থিয়েটারে পলাসীর যুদ্ধ অভিনয় করেন। তাহাতে ইঁহার অভিনয়-নৈপুণ্যদর্শনে প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক প্রেমানন্দ ভারতী ইঁহাকে Young G. C. Ghose বলিয়া অভিহিত করেন। গিরিশ বাবু ইঁহাকে কয়েকটি আফিসে কাজের যোগাড় করিয়া দেন, কিন্তু চাকরিতে আসক্তি না থাকায় সে সকল কাজ স্থায়ী হয় নাই। ইঁহার অভিনয়ে অনুরাগ দেখিয়া অমৃতলাল মিত্র ইঁহাকে ষ্টার থিয়েটারে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করেন। কিন্তু পিতাপুত্রে অভিনয় করিতে গিরিশ বাবু সম্মত হন নাই। পরিশেষে অনেকের অনুরোধে তিনি সম্মতি দিতে বাধ্য হন। অমৃত বাবু ইঁহাকে ষ্টারে লইয়া যান। এই সময় হইতে ক্রমেই ইঁহার অভিনয়-প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ হইতে থাকে, এবং ইঁহার অভিনয়নৈপুণ্য দর্শনে দর্শকগণ বিমুগ্ধ হন। ক্রমে ইনি বহু নায়কের ভূমিকা অভিনয় করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি যে কেবল গুরুগম্ভীর ভূমিকার অভিনয়েই সুদক্ষ তাহা নহে, হাস্যরসের অভিনয়েও ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তৎকালে বঙ্গীয় রঙ্গালয়ে ইঁহার ন্যায় প্রতিভাসম্পন্ন অভিনেতা ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর ইনি কিছুদিন মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যানেজারের কার্য করেন। পরে মনোমোহন থিয়েটারে অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত হন। পরে পুনরায় ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। বঙ্গীয় ১৩৩৯ সালের ১২ই অগ্রহায়ণ ইঁহার জীবননাটকের যবনিকা-পতন হয়।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গুরু) —কলিকাতা তালতলার প্রসিদ্ধ ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র। ১৮৪৮ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ডভেটন কলেজে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ঐ বৎসরেই রমেশচন্দ্র দত্ত ও বিহারীলাল গুপ্তের সহিত ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার মানসে ইংলণ্ডে যান। তিন জনেই প্রতিষ্ঠার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সুরেন্দ্রনাথের বয়স লইয়া গোলমাল হয়, এবং ইনি আদালতের আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু মকদ্দমা উঠিবার পূর্বেই কর্তৃপক্ষীয়গণ ইঁহাকে পরীক্ষোত্তীর্ণের তালিকাভুক্ত করিয়া লন। ১৮৭১ খ্রীঃ ভারতে আসিয়া ইনি সিলেটের আসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট স্বরূপে কার্য করেন। আদালতের নথি কাটাকুটি করিয়াছেন এই হেতুবাদে ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত হইলে বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট তদন্ত করিয়া ইঁহাকে নিয়মবিরুদ্ধ কার্য করার জন্য মাসিক ৫০৲ টাকা অনুকম্পা-বৃত্তি দিয়া কর্ম হইতে অপসারিত করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে ১৮৭৬ খ্রীঃ কলিকাতা মেট্রপলিটন ইন্‌স্টিটিউসনে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনায় ২০০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত করেন। তাহার পর নবপ্রতিষ্ঠিত সিটি কলেজে কিছুদিন অধ্যাপনা করিয়া ১৮৮১ খ্রীঃ ইনি ফ্রি চর্চ ইন্‌স্টিটিউসনের ইংরাজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত হন। এইখান হইতে ১৮৮২ খ্রীঃ বৌবাজারে নিজ প্রতিষ্ঠিত একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিবার জন্য গমন করেন। এই বিদ্যালয়টি কালে রিপন কলেজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৮৭৬ খ্রীঃ ২৬শে জুলাই আনন্দমোহন বসুর সহযোগিতায় ইনি Indian Association নামক সমিতি স্থাপিত করিয়া বহুকাল পর্যন্ত অতিশয় যোগ্যতার সহিত উহার সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীঃ ইনি "বেঙ্গলী" পত্রের স্বত্ব কিনিয়া লন এবং ইহার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তৎকালে উহা সাপ্তাহিক ছিল। উত্তরকালে ইহা দৈনিক পত্রে পরিণত হয় এবং ইহার স্বত্ব বিক্রয় করেন। কিন্তু সম্পাদনভার ইঁহার হস্তে বরাবরই ন্যস্ত ছিল। পরে ইনি উহার স্বত্ব পুনর্গ্রহণ করিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে অনেক দিন পর্যন্ত উহার পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরিশেষে উহার স্বত্ব সম্পূর্ণরূপে হস্তান্তর করিয়া দিয়াছিলেন। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবার বয়স কমাইয়া ২১ হইতে ১৯ বৎসর করা হইলে ইনি ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করেন ও ভারতের নানা প্রদেশে বক্তৃতাদি করিয়া লোকমত গঠন করেন। লর্ড লিটনের সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধেও অনেক সভাসমিতি আহূত করেন। ইনি চিরকালই নিয়মাধীন আন্দোলনের পক্ষপাতী এবং ইংরাজজাতির ন্যায়পরায়ণতায় আস্থাবান্। ইঁহার ধারণা এই যে দেশের অভিযোগ ও অভাব ইংরাজজাতির সমক্ষে ধীরভাবে জানাইলে আজ হউক বা কিছুদিন পরেই হউক, তাঁহারা তাহার প্রতিকার করিবেন। ১৮৭৬ খ্রীঃ কলিকাতা মিউনিসিপাল সভায় সদস্যরূপে প্রবেশ করিয়া ১৮৯৯ খ্রীঃ ২৭ জন সদস্যের সহিত উহার সংস্রব ত্যাগ করেন। ১৮৯৩ খ্রীঃ ইনি উক্ত সভার প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করেন, এবং ১৮৯৭ খ্রীঃ যখন নূতন মিউনিসিপাল আইনের পাণ্ডুলিপি ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করা হয়, তখন ইনি তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮৮৩ খ্রীঃ একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় যে হাইকোর্টের জজ নরিস সাহেব জবরদস্তি করিয়া শালগ্রাম শিলা আদালতে লইয়া যান। এই সংবাদ অবলম্বনে বেঙ্গলী পত্রে ইনি জজ সাহেবের আচরণ সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য প্রকাশিত করেন। ইহার ফল আদালত অবজ্ঞা করার অপরাধে ইনি অভিযুক্ত হইয়া হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চের বিচারাধীনে আসেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, নরিস সাহেব বাদী প্রতিবাদী উভয়েরই সম্মতিক্রমে শালগ্রাম শিলা আদালতে লইয়া যাইতে আদেশ করেন। প্রকৃত কথা অবগত হইয়াই সুরেন্দ্রনাথ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। দোষী সাব্যস্ত হইয়া দুই মাসের জন্য সিভিল জেলে থাকিতে হইবে, এই দণ্ডে ইনি দণ্ডিত হইলেন। কেবলমাত্র রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, অর্থদণ্ডই যথেষ্ট। কিন্তু এককের মত বলিয়া তাহা গ্রাহ্য হয় নাই। নরিস সাহেবের জন্যই সুরেন্দ্রনাথের এই দুর্গতি ঘটে, কিন্তু ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে যখন সুরেন্দ্রনাথ সহযোগিগণের সহিত ভারতবিষয়ক আন্দোলন করিতে ইংলণ্ডে যান, তখন ব্রিষ্টল নগরে একটি সভা আহ্বান উপলক্ষে নরিস সাহেব অযাচিত হইয়া ইঁহাদের অনেক সাহায্য করিয়াছিলেন। জাতীয় মহাসমিতি (Indian National Congress) সংস্থাপন বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ইনি ১৮৯৫ খ্রীঃ পুনা নগরে এই সমিতির ১১শ অধিবেশনে এবং ১৯০২ খ্রীঃ আমেদা-

বাদে ইঁহার ১৮শ অধিবেশনে সভাপতি-পদে বৃত হন। ১৮৯৭ খ্রীঃ Royal Commission of Indian Expenditure নামক সমিতির সমক্ষে ইনি যে সাক্ষ্য প্রদান করেন, তাহাতে ইঁহার রাষ্ট্রনীতি-বিষয়ক গভীর জ্ঞান সম্যক্ প্রতিভাত হইয়াছিল। জুরি নোটিফকেশন প্রধানতঃ ইঁহারই আন্দোলনের ফলে প্রত্যাহৃত হয়। বঙ্গব্যবচ্ছেদ উপলক্ষে এ প্রদেশে যে ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মূলে ইনি অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। ১৯০৬ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে বরিশালে যে প্রাদেশিক সমিতি বসাইবার আয়োজন হয়, তাহা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশে বন্ধ হইয়া যায়। অভিযানগমনের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ধৃত হন এবং অবজ্ঞা করা অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। কলিকাতা হাইকোর্টে আপীলের ফলে সুরেন্দ্রনাথের নির্দোষিতা প্রমাণিত হয় এবং দণ্ড রহিত হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ মে মাসে ইনি কলিকাতার সংবাদপত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে Press Conference নামক সমিতিতে নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। বিগত অর্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ সুরেন্দ্রনাথ অশ্রান্তভাবে সাধারণহিতকর কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। এমন কোন রাষ্ট্রনীতিবিষয়ক সভাসমিতি নাই—এমন কোন সাধারণের আলোচ্য বিষয় নাই, যাহার সহিত সুরেন্দ্রনাথ সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ইঁহার বক্তৃতা-শক্তি অসাধারণ। বক্তৃতা করিয়া লোক মাতাইবার ক্ষমতা ইঁহার অসীম, এবং কি বক্তৃতায়, কি সংবাদপত্রে লিখিত মন্তব্যে, ইঁহার তেজস্বিতা ও নির্ভীকতা পদে পদে দৃষ্ট হইত। বর্তমান সময়ে ভারতে যে সকল মনীষী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাবান্, সুরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কার্যই ইঁহার মূলমন্ত্র। ইঁহার ন্যায় কার্যময় জীবন অধুনা অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারী সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া ইনি ভারত গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্যরূপে কয়েক বৎসর কার্য করিয়াছেন। মতের অনৈক্যবশতঃ ১৯১৮ খ্রীঃ হইতে ইনি কংগ্রেসের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া Moderate Conference নামক সমিতির সৃষ্টি করেন, এবং পরে তাহার নাম National Liberal League রাখেন। কিন্তু উহার অস্তিত্বের কোন নিদর্শন আর দৃষ্ট হয় না। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড কৃত সংস্কারবিধি প্রবর্তিত হইলে সুরেন্দ্রনাথ তাহা সাদরে গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯২০ খ্রীঃ গভর্নমেণ্টের নিকট 'স্যর' উপাধি প্রাপ্ত হন, এবং বার্ষিক ৬৪০০০৲ টাকা বেতনে বঙ্গীয় গভর্নমেণ্টের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্ত শাসন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। মন্ত্রিত্বকালে কলিকাতা মিউনিসিপাল আইন ইঁহার অক্ষয় কীর্তি। ইং ১৯২৫ সালের ৭ই অগস্ট এই মহামনস্বী স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

সুরেশ—দেবরাজ, ইন্দ্র। সুরদিগের ঈশ, ৬তৎ। বি ; পু।

সুরেশচন্দ্র দত্ত—কলিকাতার হাটখোলার বিখ্যাত দত্তবংশে ১৮৫০ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের একজন পরম ভক্ত শিষ্য। পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি, সাধক সহচর, নারদসূত্র বা ভক্তি-জিজ্ঞাসা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত, কাজের লোক প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি খ্যাতি অর্জন করেন।

সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস (কর্নেল)—কৃষ্ণনগরের সাত ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রাম ইঁহার পৈতৃক বাসস্থান। ১৮৬১ খ্রীঃ ইনি রানাঘাটে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গিরিশচন্দ্র সামান্য কেরানীর কর্ম করিতেন। সুরেশ বাল্যকাল হইতেই নির্ভীক ছিলেন এবং যুদ্ধের গল্প শুনিতে ও কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে ভালবাসিতেন। সাহসিকতার পরিচয় দিয়া ইনি স্থানীয় নীলকরগণের প্রিয় হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিয়া ইনি ভবানীপুরের London Missionary Society বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রবেশ করেন। লেখাপড়ায় তাদৃশ মনোযোগী না হওয়ায় এবং খ্রীষ্টানগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করায় পিতার সহিত ইঁহার মনোবিবাদ ঘটে। ইনি গৃহত্যাগ করিয়া বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ Ashton সাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করতঃ খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হন। পরে চাকরির চেষ্টা করিতে থাকেন। ১৭ বৎসর বয়সে Assistant Stewardরূপে B. S. N. কোম্পানির একখানি জাহাজে ইনি লণ্ডনে যান এবং সেইখানে সংবাদপত্রবিক্রেতা হইয়া ও পরে কুলির কার্য করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করেন। এই সময়ে ইনি রসায়ন, গণিত, জ্যোতিষ, লাটিন ও গ্রীক কিছু কিছু শিক্ষা করেন। তৎপরে ব্যায়াম-কৌশল দেখাইবার জন্য একটি সার্কাস কোম্পানী কর্তৃক নিযুক্ত হন। হিংস্র পশুদমন শিক্ষা করিয়া ১৮৮২ খ্রীঃ লণ্ডন প্রদর্শনীতে ইনি বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেন। সার্কাস দলের সঙ্গে হামবর্গ নগরে গমন করিলে সেখানে পশু দমনকারী জামবাক ও পরে জোগ কার্ল কর্তৃক নিযুক্ত হন। জার্মান দেশের জনৈক ভদ্রবংশসম্ভূতা যুবতী সার্কাসে সুরেশের সহিত ক্রীড়া করিত। সে ইঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সুরেশ প্রথমে তাহাকে উৎসাহ দিতেন না। পরে ইনিও উহার প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। যুবতীর আত্মীয়গণ ইহাতে বিরক্ত হইয়া সুরেশের প্রাণসংহার করিবার সংকল্প করিলে, সুরেশ একটি বড় সার্কাস কোম্পানির অধীনে কর্ম লইয়া আমেরিকায় পলায়ন করেন (১৮৮৫ খ্রীঃ)। ইনি ব্রেজিল রাজ্যে আসিয়া ক্রীড়া দেখাইতে ও বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এখানে অনেক ভাষা শিক্ষা করিলেন এবং সার্কাস পরিত্যাগ করিয়া রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিলেন। স্থানীয় একজন চিকিৎসকের কন্যার সহিত ইঁহার প্রণয় জন্মিল। তাঁহারই ইচ্ছায় এবং তাঁহার প্রীতিসম্পাদনকল্পে ইনি ব্রেজিল গভর্নমেণ্টের অধীনে সেনানীর কর্ম তিন বৎসরের জন্য গ্রহণ করিলেন। এ কর্ম ইঁহার এত ভাল লাগিল যে, তিন বৎসর গত হইলে পুনরায় সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিলেন। ১৮৯১ খ্রীঃ ইনি সেই চিকিৎসককন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি কর্পোরাল হইতে পদাতির প্রথম সার্জেণ্ট পদে উন্নীত হন। ব্রেজিলের নৌসেনা বিদ্রোহী হইয়া যখন নাথেরয় (Nitheroy) নগর আক্রমণ করে, তখন সুরেশ ৫টি মাত্র সেনার অধিনায়ক হইয়া অপরিসীম সাহস দেখাইয়া শত্রুগণকে পরাভূত করেন। এই কার্যের পুরস্কারস্বরূপে ইনি ১৮৯৩ খ্রীঃ First Lieutenant পদে উন্নীত হন।

সুরেশ এখন রাজ্যের মধ্যে সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন এবং বিবিধ বিজ্ঞানে ও ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইনি চিকিৎসাশাস্ত্রে অস্ত্রোপচারে বিলক্ষণ নৈপুণ্যলাভ করেন। ইনি ক্রমে লেফটেনাণ্ট কর্নেলের পদ এবং মৃত্যুর কিছু পূর্বে কর্নেলের পদ লাভ করেন। ১৯০৫ খ্রীঃ ২২শে সেপ্টেম্বর রাই ও ডি জেনেরো নগরে ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে। ইনি তিনটি পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহার আত্মনির্ভরতা, বীরত্ব ও সুদূর রাজ্যে যুদ্ধকার্যে প্রতিষ্ঠালাভ বাঙ্গালী জাতির গৌরবের বিষয়।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—বাঙ্গালা ১২৭৬ সালের ১৮ই চৈত্র ইনি কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পৈতৃক নিবাস

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁশমালী গ্রাম। ইঁহার পিতার নাম গোপালচন্দ্র সমাজপতি। ইনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর পুত্র। ইনি মাতামহের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হন। ১৪।১৫ বৎসর বয়সে সুরেশচন্দ্র বাঙ্গালা লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমে "পতাকা" ও "সমাচার-চন্দ্রিকা"য় ইঁহার রচনা প্রকাশিত হইত। বাঙ্গালা ১২৯২-৯৩ সালে ইনি "সুরভি ও পতাকা"য় রীতিমত লিখিতে আরম্ভ করেন। ১২৯৬ সালে মাঘ মাসে ইনি "সাহিত্য-কল্পদ্রুম" নামক মাসিক পত্রের সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। এই পত্রখানি ১২৯৭ সালের বৈশাখ মাসে "সাহিত্য" নামে প্রচারিত হয়। তদবধি আজীবন ইনি সাতিশয় যোগ্যতার সহিত এই পত্রের সম্পাদকতা করিয়া গিয়াছেন। এই পত্রে পুস্তকাদির সমালোচনায় ইনি যথেষ্ট স্পষ্টবাদিতা ও প্রয়োজনানুসারে তীব্র ব্যঙ্গ-প্রয়োগ-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেন। ইনি যেমন সুনিপুণ লেখক, তেমনই সুমিষ্ট বক্তা ছিলেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী—ডাক্তার, এম. ডি. (M. D.)—ইনি রায়বাহাদুর ডাক্তার সূর্যকুমার সর্বাধিকারীর ৪র্থ পুত্র। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত ভুরসুট বামুনপাড়া গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। বৌবাজার স্কুল, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ ও সেন্ট্রাল কলেজে শিক্ষা সমাপন করিয়া ইনি চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার্থে মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে প্রথম হইতেই ক্লাসের ও ইউনিভার্সিটির প্রধান পুরস্কার, বৃত্তি ও পদক লাভ করিয়া এম্. ডি. পর্যন্ত সকল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন।

পঠদ্দশায় হাসপাতালের তত্ত্বাবধানকার্যে (duty) থাকিবার সময় সুরেশপ্রসাদ অধ্যাপকগণের পক্ষেও দুশ্চিকিৎস্য রোগের তথ্য উদ্ভাবন করিয়া তাঁহাদিগকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করিতেন। McLeod, সাণ্ডার্স প্রভৃতি অধ্যাপকগণ ইঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহার সহিত পুত্রবৎ ব্যবহার করিতেন। Mc.Leod সাহেব নিজ ব্যয়ে ইঁহাকে বিলাত পাঠাইয়া I. M. S. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে বলেন কিন্তু বিলাত যাইলে মাতৃহৃদয়ে আঘাত লাগিবে এই আশঙ্কায় ইনি তাহাতে অসম্মত হন। সাণ্ডার্স সাহেব ইঁহাকে মেও হাসপাতালে প্রধান কর্ম দেন, এবং ভবিষ্যতে ইনি অধ্যক্ষপদে উন্নীত হইতে পারিবেন এরূপ আশাও দেন। কিন্তু ইনি পরাধীনতা-পাশে আবদ্ধ থাকিতে পারিলেন না; ইনি বীডন স্ট্রীটে থাকিয়া নিজ কার্য আরম্ভ করিলেন।

সুরেশপ্রসাদ পিতৃ-প্রদর্শিত পন্থা অবলম্বনে Physician হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু মাতার আদেশে জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণকন্যার অতি কঠিন স্ত্রীরোগের চিকিৎসার জন্য ইনি অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হন। তাহা হইতেই ইঁহার ভাবী জীবনের পথ উন্মুক্ত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণ-কন্যার রোগ দুরারোগ্য বলিয়া ইঁহার গুরু Dr. Joubert সাহেব তাহাতে হাত দিতে অসম্মত হন। ঐ ব্রাহ্মণকন্যা এ কথা গোপন করিয়া সুরেশপ্রসাদের মাতার করুণা ভিক্ষা করেন। তাঁর আদেশে সুরেশপ্রসাদ নিজব্যয়ে এই গুরুভার বহন করিয়া তাহাতে সম্ভবাতীত ফললাভ করেন। এই ব্যাপার ক্রমে Joubert সাহেবের কর্ণগোচর হইলে তিনি উপযাচক হইয়া সুরেশের সহিত সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাকে লইয়া রোগিণীকে দেখিতে যান। রোগিণীর অবস্থা দেখিয়া তিনি মুক্তকণ্ঠে গদ্গদ স্বরে বলেন,—আজ শিষ্য হইতে গুরুর মুখ উজ্জ্বল হইল। ইতঃপূর্বে ভারতবর্ষীয় কোন অস্ত্রচিকিৎসক এরূপ দুঃসাধ্য কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। মাতার আশীর্বাদে সুরেশপ্রসাদ এই আশাতীত ফললাভ করিয়া অস্ত্রচিকিৎসায় মনোযোগ দেন, এবং অল্পকাল মধ্যেই ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় অস্ত্র-চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

Joubert সাহেব স্বয়ং „ বিলাতী চিকিৎসাসম্বন্ধীয় সংবাদপত্রে নিজের এই ত্রুটি এবং শিষ্যের অতুল কীর্তি ঘোষণা করেন। তাহাতে এই ভারতীয় অস্ত্র-চিকিৎসকের উপর ইউরোপীয় অস্ত্র-চিকিৎসাবিশারদগণের দৃষ্টি পতিত হয়। কলিকাতায় St. Xaviers Collegeএ যে মেডিকেল কংগ্রেস (Medical Congress) হয়, তাহাতে বিলাত হইতে সমাগত Hart সাহেব সুরেশকে দেখিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেন, এবং সেই ক্ষীণকায় তরুণবয়স্ক চিকিৎসককে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া বলেন, "Look here, young man, we are not supposed to undertake these terrific duties till we are forty, and are not supposed to cure till we have killed a hundred ; but you have beaten us all."

মেডিকেল কলেজে যথেষ্ট ছাত্রের স্থান হয় না বলিয়া ডাক্তার নীলরতন সরকার, ডাক্তার কালীকৃষ্ণ বাগচি ও ৺অমূল্যচরণ বসুর সহযোগে সুরেশপ্রসাদ College of Surgeons এবং Physicians of Bengal নামে চিকিৎসা-বিদ্যালয় অপার সার্কুলার রোডে স্থাপন করেন। পরে উহা বেলগাছিয়া আলবার্ট ভিক্টর হাসপাতালের সহিত সম্মিলিত হইয়া প্রভূত সুফল প্রসব করিতেছে এবং সেখানেও বিনা পারিশ্রমিকে ইনি এরূপ চমকপ্রদ অস্ত্রচিকিৎসা করিতেন যে, বিলাতের Sir Victor Hossifyর মত মহারথিগণও ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারেন নাই।

ইনি Calcutta Universityর Fellow, এবং Syndicateএর Member ছিলেন। Universityর পক্ষ হইতে ইনি মেডিকেল কলেজের অবৈতনিক ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হন।

বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মহাসমরে মেসপটেমিয়া দেশে তুরস্ক সৈন্যের সহিত ইংলণ্ডীয় বাহিনীর যে তুমুল যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হয়, তাহাতে আহতগণের শুশ্রূষার নিমিত্ত বেঙ্গল অ্যাম্বুলান্স কোর (Bengal Ambulance Corps) নামক যে বাঙ্গালী পরিচারক-সমিতি গঠিত হয়, তাহা প্রধানতঃ সুরেশপ্রসাদের ঐকান্তিক যত্ন ও নেতৃত্বের ফল। ১৯১৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সুরেশপ্রসাদ ভারত গভর্নমেন্টের নিকট "সি. আই. ই." উপাধি লাভ করেন। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে ইনি পরলোক-গমন করিয়াছেন।

সুরেশ্বর—দেবরাজ ইন্দ্র ; মহাদেব। সুরগণের ঈশ্বর, ৬তৎ। বি ; পু।

সুরেশ্বরী - দুর্গা ; গঙ্গা। সুরগণের ঈশ্বরী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সুর্কি—'সুরকি' দ্রঃ।

সুর্ভি—সুরভি (তাহা দ্রঃ)।

সুর্মা—রসাঞ্জন, স্রোতোঞ্জন ; আন্টিমনি নামক ধাতু ও গন্ধকযোগে খনিজ বিঃ, stibnite. ফা। বি।

সুর্ণা, সুর্ণো—যে আংটায় শিকল বা আলতারাক আটকানো হয়। বাংপ্র। বি।

সুলক্ষণ—১। উত্তম লক্ষণ। প্রাদি। বি ; স্ত্রী। ২। উত্তম লক্ষণাক্রান্ত। বহু। বিণ।

সুলতান—মুসলমান সম্রাট্, বাদশাহ ; তুরস্করাজের উপাধি। তু। বি ; পু। স্ত্রী —**সুলতানা**।

সুলভ—১। অনায়াস-লভ্য, সহজ-প্রাপ্য ; অযত্নসিদ্ধ, যাহা বিনা যত্নে সিদ্ধ হয় এমন। সু (অনায়াসে)—লভ্+খল্ কর্ম। বিণ। ২। অল্পমূল্য, সস্তা। বাংপ্র। বিণ।

সুললিত—অতি মনোজ্ঞ, সাতিশয় সুন্দর; অতি কোমল। প্রাদি। বিণ।

সুলেখক—শ্রেষ্ঠ লিপিকর; সুন্দর প্রবন্ধ রচয়িতা। প্রাদি। বিণ।

সুলোচন—১। মৃগ, হরিণ। সু (সুন্দর) হইয়াছে লোচন যাহার, বহু। বি; পু। ২। সুন্দর নেত্রবিশিষ্ট। বিণ।

সুলোহিত—সাতিশয় রক্তবর্ণ, গাঢ় লাল। প্রাদি। বিণ।

সুশর্মা (সুশর্মন্)—১। অতি সুখী। সু (অতিশয়) হইয়াছে শর্ম (সুখ) যাহার, বহু। বিণ; পু।

২। ত্রিগর্তদেশের রাজা। শ্যালক ও সেনাপতি কীচকের বাহবলে বিরাটরাজ ইহার রাজ্য অধিকার করিয়া লইলে ইনি দুর্যোধনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্তর ভীমের হস্তে কীচকের নিধন হইলে, ইনি দুর্যোধনকে বিরাটরাজের গবীসমূহ হরণ করিতে প্ররোচিত করিয়া স্বয়ং কুরুসৈন্যের সহিত গমনপূর্বক বিরাটরাজকে বন্দী করেন, কিন্তু পরে ছদ্মবেশী ভীমের নিকট পরাজিত হন। ভারতযুদ্ধে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণদত্ত সেনার অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন, এবং দশম দিবসের যুদ্ধে অর্জুনের হস্তে নিপতিত হন। বি; পু।

সুশাসন—উত্তমরূপে দমন; ন্যায়সংগতভাবে রক্ষণাবেক্ষণ। প্রাদি। বি; ক্লী।

সুশাসিত—উত্তমরূপে দমিত; ন্যায়সংগতভাবে পালিত। প্রাদি। বিণ।

সুশিক্ষা—উত্তম উপদেশ; উত্তম অধ্যয়ন; সুন্দর অভ্যাস। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুশিক্ষিত—উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত। প্রাদি। বিণ। [প্রাদি। বিণ।

সুশীতল, সুশীত—অতিশয় শীতল।

সুশীল—সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব। সু (উত্তম) শীল (চরিত্র) যাহার, বহু। বিণ।

সুশীলতা—সচ্চরিত্রতা, নম্রতা, বিনয়। সুশীল শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সুশৃঙ্খল—সুনিয়মিত, উত্তমরূপে ব্যবস্থিত। সু (উত্তমা) শৃঙ্খলা যাহার, বহু। বিণ।

সুশৃঙ্খলা—১। সুনিয়মিতা, সুন্দরভাবে ব্যবস্থিতা। বহু। বিণ; স্ত্রী। ২। সুনিয়ম, উত্তম রীতি, সুন্দর বন্দোবস্ত। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুশোভন—অতিশয় শোভাকর, অতি সুন্দর। প্রাদি। বিণ।

সুশোভিত—অতিশয় শোভাযুক্ত, অতি সুন্দর; সুন্দররূপে প্রকাশিত। সুপ্-সুপেতি। বিণ।

সুশ্রাব্য—শ্রুতিমধুর, শুনিতে মিষ্ট। সু—শ্রু (শুনা)+ষ্যণ্ কর্ম। বিণ।

।—১। শ্রীমান্, সুরূপ। সু (সুন্দর) শ্রী যাহার, বহু। বিণ। ২। সুন্দর কান্তি; মনোরম সৌন্দর্য। প্রাদি। বি; স্ত্রী।

সুন্দর কান্তিযুক্ত, সৌষ্ঠবসম্পন্ন। সু ( ) শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

সুশ্রীকতা—সুরূপতা, মনোহর সৌন্দর্য। সুশ্রীক+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সুশ্রুত—১। সম্যক্ আকর্ণিত, যাহা সুন্দরভাবে শুনা হইয়াছে। প্রাদি। ২। উত্তম শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট, বেদে পণ্ডিত। সু (উত্তম) শ্রুত (শাস্ত্রজ্ঞান) যাহার, বহু। বিণ। ৩। বিশ্বামিত্রপুত্র চিকিৎসাগ্রন্থপ্রণেতা জনৈক মুনি; তৎপ্রণীত গ্রন্থ। সুশ্রুত+অ কৃতার্থে। বি; পু। ৪। সুন্দর শ্রবণ। প্রাদি। বি; ক্লী।

সুশ্লিষ্ট—দৃঢ়যুক্ত, সুসংযুক্ত। প্রাদি। বিণ।

সুষনি, সুষুনি—জলজ শাক বিঃ, সুনিষণ্ণক। বাংপ্র। বি।

সুষম—অতি সমান; সুন্দর। সু (অতিশয়) সম, প্রাদি। বিণ।

সুষমা—১। অতি সমানা; সুন্দরী। নিত্য। বিণ; স্ত্রী। ২। পরম শোভা। সু যে সমা, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

সুষমাময়—সাতিশয় শোভাময়, অতিশয় শোভাযুক্ত। সুষমা শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**সুষমাময়ী**।

সুষি, সুষির—১। শোষণ, শুষ্ককরণ। শুষ+ইক্, ইর ভাব। ২। বিবর, গর্ত। শুষ্+ইক্, ইর কর্তৃ। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

সুষুপ্ত—১। সুষুপ্তি, গভীর নিদ্রা। সু—স্বপ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। গভীরভাবে নিদ্রিত। সু—স্বপ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সুষুপ্তি—গাঢ় নিদ্রা। সু—স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সুষুম্না—মেরুদণ্ডবাহ নাড়ী; সূর্যরশ্মি। সুষু (অব্যক্ত শব্দ)—ম্না (অভ্যাস করা)+ড কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

সুষুম্নাকাণ্ড—মেরুমজ্জা, spinal chord. কর্মধা। বি; পু বা ক্লী।

সুষেণ—১। বিষ্ণু। সু (উত্তম) সেনা (সৈন্য) যাঁহার, বহু। বি; পু।

২। কপিবর, বালিরাজের শ্বশুর। যুদ্ধবিদ্যার ন্যায় চিকিৎসাবিদ্যাতেও ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। রাবণের শক্তিশেলপ্রহারে লক্ষ্মণ হতচৈতন্য হইলে, ইঁহারই পরামর্শক্রমে হনুমান্ ঔষধ আনয়ন করিয়া দেন এবং লক্ষ্মণও তদ্দ্বারা সুস্থতা লাভ করেন। বি; পু।

সুষ্ঠু—অতিশয় সুন্দর; শ্রেষ্ঠ; প্রধান; সত্য। সু—স্থা (থাকা)+কু কর্তৃ। বিণ।

সুসংবাদ—শুভ বার্তা, সুসমাচার। সু (শুভ) যে সংবাদ, কর্মধা। বি; পু।

সুসংযত—দৃঢ়বদ্ধ; যথাবিধি নিয়মযুক্ত। সু (উত্তম) সংযত, প্রাদি। বিণ।

সুসংস্কৃত—উত্তমরূপে পক্ব; উত্তমসংস্কারসম্পন্ন। প্রাদি। বিণ।

সুসংগত—উত্তম যুক্তিযুক্ত; সুযোগ্য। প্রাদি। বিণ।

সুসজ্জ—উত্তমরূপে সজ্জিত। সু—সজ্জ্+অল্ কর্ম; কিংবা সু (উত্তমা) সজ্জা (সাজ) যাহার, বহু। বিণ।

সুসজ্জা—১। উত্তমরূপে সজ্জিতা। সুসজ্জ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উত্তম বা সুন্দর সজ্জা, বেশ ভাল সাজ। কর্মধা। বি; স্ত্রী। [প্রাদি। বিণ।

সুসজ্জিত—উত্তমরূপে সজ্জিত, সুবিন্যস্ত।

সুসজ্জীভূত—উত্তমরূপে সজ্জিত, যাহা পূর্বে সুসজ্জিত ছিল না এক্ষণে হইয়াছে। সুসজ্জ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=সুসজ্জী) —ভূ (হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সুসভ্য অতিশয় সভ্য, অতি ভদ্র, উত্তম শিক্ষিত। প্রাদি। বিণ।

সুসময়—ভাল সময়, সুখের অবস্থা, সুদিন। সু (উত্তম) যে সময়, প্রাদি। বি; পু।

সুসমৃদ্ধ—অতিশয় সমৃদ্ধিশালী, অত্যন্ত ধনবান্। প্রাদি। বিণ।

সুসম্পন্ন ১। উত্তমরূপে নিষ্পন্ন; সম্যক্ সাধিত। সুপ্‌সুপেতি। ২। অতিশয় ঐশ্বর্যশালী, বিলক্ষণ সংগতিপন্ন। প্রাদি। বিণ।

সুসহ—সুখসহ, অনায়াসে সহনীয়। সু (অনায়াস)—সহ্ (সহা)+খল্ কর্ম। বিণ।

সুসাধ্য—অনায়াসে সাধনীয়, সুকর। প্রাদি। বিণ।

সুসার—প্রতুল, কুলানো; সচ্ছল অবস্থা, সংগতি; অবসর; সাহায্য, সুযোগ। বাংপ্র। বি।

সুস্থ—স্বাস্থ্যযুক্ত, নীরোগ; সচ্ছন্দ; সুখী; সুস্থির; সুন্দর। সু—স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ। বিণ।

সুস্থকায়, সুস্থদেহ—১। নীরোগ শরীর। কর্মধা। বি; ক্রমে পু ও ক্লী। ২। নীরোগ-শরীরবিশিষ্ট, সচ্ছন্দ। বহু। বিণ।

সুস্থচিত্ত—১। স্থির মনঃ, নিশ্চিন্ত অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। স্থিরমনাঃ, সুস্থিতহৃদয়। বহু। বিণ।

সুস্থতা—নীরোগতা; সচ্ছন্দতা; সুখ; সুস্থিরতা। সুস্থ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সুস্থির—অতি স্থির, অচঞ্চল; নীরোগ; স্বাস্থ্যযুক্ত। প্রাদি। বিণ।

সুস্নাত—উত্তমরূপে কৃতস্নান; মাঙ্গল্য দ্রব্য-

ধারা স্নাত। সু—স্না (স্নান করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। [বিণ।

সুস্নিগ্ধ—সুশীতল; অতি মৃদু। প্রাদি।

সুস্পষ্ট—অতিশয় স্পষ্ট। প্রাদি। বিণ।

সুস্বর—মিষ্টস্বর। প্রাদি। বি; পু।

সুস্বাদ—১। উত্তম স্বাদ বা মিষ্টতা। কর্মধা। বি; পু। ২। উত্তম স্বাদযুক্ত। বহু। বিণ।

সুস্বাদু—উত্তম স্বাদবিশিষ্ট। প্রাদি। বিণ।

সুস্মিতা—সুন্দর ঈষৎহাস্যযুক্তা। সু (সুন্দর) স্মিত (হাস্য) যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

সুহৃৎ (সুহৃদ্)—সদানুমত সঙ্গী, সখা ['সখা' দ্রঃ]; সহৃদয়। সু (শোভন) হইয়াছে হৃৎ (হৃদয়) যাহার, বহু। বি; পু।

সুহৃদয়—প্রশস্তমনাঃ, সদন্তঃকরণ, উদারচিত্ত; শুদ্ধচিত্ত। সু (উত্তম) হইয়াছে হৃদয় যাহার, বহু। বিণ। [বিণ বা বি; পু।

সুহৃদ্বর—সুহৃৎ-শ্রেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ বন্ধু। ৭তৎ।

সুহৃদ্বরেষু—বন্ধু বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকট লিখিত চিঠির পাঠ। স্ত্রী, -স্বাসু।

সুহ্ম—১। দেশ বিঃ (কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহাকে বঙ্গদেশের অন্তর্গত রাঢ় অঞ্চল বলিয়া মনে করেন)। সুন্ভ্ (দীপ্তি পাওয়া)+অন্ কর্তৃ। ২। তদ্দেশীয় লোক। সুহ্ম+অ বাস করে অর্থে। বি; পু।

সূক্ত, সূক্তি—সদ্বচন, উত্তম বাক্য; বেদের ঋক্‌সমষ্টি। সু (উত্তম) যে উক্ত বা উক্তি (বচন), কর্মধা। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূক্ষ্ম—১। অল্প; ক্ষুদ্র; সংকীর্ণ; সরু; মিহি; ক্ষীণ; অতীন্দ্রিয়। সূচ্ (সূচনা করা)+স্মন্ কর্ম। বিণ। ২। অর্থালংকারবিঃ। বি; ক্লী। ৩। অণু। বি; পু।

সূক্ষ্মকোণ—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) সমকোণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রকোণ। বি; পু।

সূক্ষ্মদর্শিতা—সূক্ষ্মদর্শীর ভাব, বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা। সূক্ষ্মদর্শিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সূক্ষ্মদর্শী (-দর্শিন্)—বিলক্ষণ বিচক্ষণ; সাতিশয় বুদ্ধিমান্। সূক্ষ্ম দর্শন করে যে, উপতৎ; সূক্ষ্ম শব্দ—দৃশ্ (দেখা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সূক্ষ্মদর্শিনী**।

সূক্ষ্মবুদ্ধি—১। তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, সুবুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী ২। তীক্ষ্ণবুদ্ধিবিশিষ্ট, সাতিশয় বুদ্ধিমান্। বহু। বিণ।

সূক্ষ্মভূত—আকাশাদি পঞ্চ স্থূল ভূতের সূক্ষ্মাংশ বিঃ। কর্মধা। বি; ক্লী।

সূক্ষ্মশরীর—পঞ্চপ্রাণ, দশেন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি—এই সপ্তদশ-সম্মিলিত যোগসাধন দেহ। কর্মধা। বি; ক্লী।

সূক্ষ্মাগ্র—তীক্ষ্ণাগ্র, সরু আগাবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম—পুঙ্খানুপুঙ্খ; তন্ন তন্ন। সূক্ষ্ম হইতে অনুসূক্ষ্ম, ৫তৎ। বিণ।

সূচক—জ্ঞাপক; ব্যঞ্জক, প্রকাশক; কথিত। ণিজন্ত সূচ্=সূচি (জ্ঞাপন করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সূচিকা**।

সূচন, সূচনা—জ্ঞাপন; সূত্রপাত; সংকেত বা চিহ্নাদি দ্বারা জানানো; কথন; হিংসন; অভিনয়; দোষ আবিষ্করণ, দোষ বাহির করা। সূচ্ (জ্ঞাপন করা ইত্যাদি)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে …+ অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূচনীয়, সূচ্য—জ্ঞাপনীয়, কথনীয়। সূচ+অনীয়, য কর্ম। বিণ।

সূচি, সূচী—১। সীবনী, সূচ, ছুঁচ। সিব (সেলাই করা)+চট্ করণ+ঈপ্। ২। জ্ঞাপনী; গ্রন্থাদির বিষয়তালিকা, নির্ঘণ্ট; সূক্ষ্ম অগ্রভাগ; নর্তকী বা গায়িকাদের করাদির অভিনয়; প্রথম, আরম্ভ। সূচ্ (সূচনা করা)+ই কর্ম। বি; স্ত্রী।

সূচিক—সূচীকর্মকারী, সেলাই-ব্যবসায়ী, দরজী। সূচ+কণ্ জাবত্যর্থে। বি; পু।

সূচিকা—১। জ্ঞাপিকা; প্রকাশিকা। সূচক+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সূচী, সূচ, ছুঁচ। সূচী শব্দ+কণ্ স্বার্থে+ আপ্। বি; স্ত্রী।

সূচিকাভরণ—সূচ্যগ্রপরিমিত সেব্য আয়ুর্বেদীয় ঔষধ বিঃ। সূচিকা দ্বারা ভরণ যাহার, বহু। বি; ক্লী।

সূচিত—কথিত; জ্ঞাপিত; হিংসিত; যোগ্য। সূচ্ (সূচনা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সূচী—'সূচি' দ্রঃ।

সূচীকটাহ ন্যায়—'ন্যায়' দ্রঃ।

সূচীকর্ম (-কর্মন্)—সীবনীদ্বারা নিষ্পন্নকার্য, সেলাই কাজ। সূচী সাধ্য কর্ম, মধ্যপ। বি; ক্লী।

সূচীজীবী (-জীবিন্)—সীবন কার্য দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, দরজী। সূচী—জীব্ (বাঁচা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, -বিনী।

সূচীভেদ্য—সূচী দ্বারা বেধনীয়; খুব নিবিড়। ৩তৎ। বিণ।

সূচীমুখ—১। ব্যূহ বিঃ। বহু। বি; পু। ২। সরু মুখ। মধ্যপ। ৩। ছুঁচের ডগা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সূচী-শিল্প—সীবনীদ্বারা সম্পাদিত কারুকার্য, ছুঁচ দিয়া ফুল তোলা প্রভৃতি কারিগরি কাজ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

সূচ্য—'সূচনীয়' দ্রঃ।

সূচ্যগ্র—ছুঁচের আগা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

সূচ্যগ্রপরিমিত—ছুঁচের আগার সমান; অতি সামান্যমাত্র। ৩তৎ। বিণ।

সূত—১। প্রসূত; উৎপন্ন, জাত। সূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। সূর্য; সারথি; সূত্রধর-জাতি; স্তুতিপাঠক; পুরাণবক্তা জনৈক মুনি। বি; পু। ৩। জনিত, উৎপাদিত; প্রেরিত। সূ+ক্ত কর্ম। বিণ।

সূতক—জন্ম; জননাশৌচ, পুত্র বা কন্যা জন্ম হেতু শরীরাশুদ্ধি। সূত শব্দ+কণ্। বি; ক্লী।

সূতকাশৌচ—সন্তান জন্ম জন্য অশৌচ। সূতক জন্য অশৌচ, মধ্যপ। বি; ক্লী। [কন্যা বা পুত্র জননে পিত্রাদি সপিণ্ডবর্গের স্বজাত্যুক্ত সম্পূর্ণ অশৌচ হয়। পুত্রজননে বিপ্র-প্রসূতির বিশ দিন, এবং কন্যাজননে এক মাস অশৌচ হয়। শূদ্রার কন্যাপুত্র জননে এক মাস অশৌচ হয়।]

সূতপুত্র—সূর্যতনয়, কর্ণ। ৬তৎ। বি; পু।

সূতি—প্রসব; উৎপত্তি, জন্ম; প্রভব; সন্তান; সূচীকার্য। সূ (প্রসব করা, উৎপন্ন হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

সূতিকা—নবপ্রসূতা স্ত্রী; প্রসবের পর প্রসূতির জ্বর ও উদরাময়ের আকারে দুরারোগ্য ব্যাধি বিঃ। সূত+কণ্+ আপ্। বি; স্ত্রী।

সূতিকাগার, সূতিকাগৃহ—প্রসবগৃহ, আঁতুড় ঘর। ৬তৎ। বি; ক্লী। [সূতিকাগৃহ দীর্ঘে আট হাত এবং প্রস্থে চারি হাতের ন্যূন না হয়। ইহা পূর্বদ্বার বা উত্তরদ্বারবিশিষ্ট, এবং মনোহর হওয়া উচিত।]

সূত্র—তন্তু, সূতা; নাট্যশাস্ত্রের উপক্রম; ব্যবস্থা দর্শনাদি শাস্ত্রকারের প্রথম প্রণীত সংক্ষিপ্ত বাক্য ["স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবৎ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥" অর্থাৎ স্বল্পাক্ষরবিশিষ্ট সন্দেহশূন্য সারবান্ সর্বতোগামী সকল এবং নির্দোষ বাক্যই সূত্র বলিয়া পণ্ডিতগণ কর্তৃক অভিহিত হইয়াছে]; গতিক; ধারা; বিধান; নিয়ম; ছুতো। সূত্র্ (গাঁথা ইত্যাদি)+অল্ করণ। বি; ক্লী।

সূত্রকার—সূত্ররচয়িতা। উপতৎ; সূত্র—কৃ+ষণ্ কর্তৃ। বিণ বা বি; পু।

সূত্রধর—ছুতার মিস্ত্রী। সূত্র—ধৃ+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

সূত্রধার—নাট্য-প্রস্তাবক প্রধান নট; সূত্রধর জাতি, ছুতোর; ইন্দ্র। উপতৎ; সূত্র শব্দ —ধৃ (ধারণ করা)+ষণ্ কর্তৃ। বি; পু।

সূত্রপাত—সূতা ফেলা অর্থাৎ কার্যের সূচনা, আরম্ভ। ৬তৎ। [সূত্রধরেরা বা রাজমিস্ত্রীরা, কোন কার্য করিবার পূর্বে সূতা

ধরিয়া ঠিক করিয়া লও, তাহা হইতেই এই শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে]। বি ; পু।

সূদন—১। বিনাশক, হন্তা। ণিজন্ত সূদ্—সূদি (বধ করা) + অন কর্ত্তৃ। বিণ। ২। হনন, বধ। সূদি + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী। [বিণ।

সূদিত—বিনাশিত, হত। সূদি + ক্ত কর্ম।

সূনা—১। জাতা ; বিকচা। সূন + আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। বধস্থান, বধাভূমি ; মাংসবিক্রয়স্থান, কসাইখানা ; উনন শিলনোড়া ঝাঁটা উদুখলমুষল কলসী-পিঁড়া—গৃহস্থের এই পাঁচ সূনা [এই পঞ্চস্থানে অজ্ঞাতসারে প্রাণিহত্যা হয় বলিয়া ইহারা সূনা নামে অভিহিত। পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থের এই পঞ্চসূনাজনিত পাপের ক্ষয় হয় ('পঞ্চযজ্ঞ' দ্রঃ)]। সূ + ন অধি + আপ্। বি ; স্ত্রী।

সূনু—১। অনুজ ; পুত্র ; সূর্য। সূ (প্রসব করা) + নুক্ কর্ম। বি ; পু। ২। পুত্রী, কন্যা। বি ; স্ত্রী।

সূনূ—কন্যা। সূনু + ঊঙ্। বি ; স্ত্রী।

সূনৃত—১। সত্য ও প্রিয় বাক্য ; শুভ। সু যে ঋত, প্রাদি ; অথবা সু—নৃত্ + ক কর্ত্তৃ। বি ; ক্লী। ২। সত্য ও প্রিয়ভাষী। বিণ।

সূপ—১। ব্যঞ্জন বিঃ, ডাল ; ঝোল। সূ (প্রসব করা) + পক্ কর্ম। বি ; পু। ২। রন্ধনকর্ত্তা, পাচক। সূ + পক্ কর্ত্তৃ। বিণ।

সূপকার—রন্ধনকর্ত্তা, পাচক। উপতৎ ; সূপ (ব্যঞ্জন)—কৃ (করা) + ষণ্ কর্ত্তৃ। বিণ বা বি ; পু। স্ত্রী—**সূপকারী**।

সূর—১। সূর্য। সূ (প্রসব করা) + রক্ কর্ত্তৃ। ২। শূর, বীর ; পণ্ডিত। সূর্ + ক কর্ত্তৃ। বি ; পু। [বি ; পু।

সূরসূত—সূর্যের সারথি, অরুণ। ৬তৎ।

সূরি—১। কবি ; বিচক্ষণ পণ্ডিত ; জনৈক যাদব। সূর্ (স্তুতি করা) + ই কর্ত্তৃ। ২। সূর্য। সূ (প্রসব করা) + ক্রি কর্ত্তৃ। বি ; পু।

সূরী (সূরিন্)—জ্ঞানী, বিজ্ঞ। সূর্ (স্তুতি করা) + ণিন্ কর্ত্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সূরিণী**।

সূর্প, সূর্পণখা—শূর্পাদি দ্রঃ।

সূর্য—দিবাকর। সৃ (গমন করা) + ক্যপ্ কর্ত্তৃ, যিনি গমন করেন ; হিন্দুশাস্ত্রমতে সূর্যের গতি আছে, এই জন্যই ইহার নাম 'সূর্য' হইয়াছে। বি ; পু।

পুরাণে কথিত আছে যে, কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে ইহার জন্ম ; এই হেতু ইহার এক নাম 'আদিত্য'। ইনি সপ্তাশ্বযুক্ত রথে পরিভ্রমণ করেন। অরুণ ইহার সারথি।

ইনি বিশ্বকর্মার তনয়া সংজ্ঞার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহার বৈবস্বত মনু ও যম নামে দুই পুত্রের এবং যমুনানাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অতঃপর সংজ্ঞা পতির তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া নিজের অনুরূপ ছায়ানাম্নী এক কামিনীর সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাকে ভর্ত্তার নিকট রাখিয়া পলায়ন করেন। ছায়ার গর্ভে ইহার শনি নামক পুত্রের ও তপতীনাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অনন্তর ইনি প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া সংজ্ঞার অন্বেষণে বহির্গত হন এবং তাঁহাকে উত্তরকুরু-বর্ষে অশ্বিনীরূপে ভ্রমণ করিতে দেখিতে পান। তখন ইনিও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সহিত বিচরণ করিতে থাকেন। সেই সময়ে ইঁহার অশ্বিনীকুমার নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হয়। অতঃপর বিশ্বকর্মা ইঁহার তেজোহ্রাস করিয়া দিলে সংজ্ঞা পতিসহ সুখে বাস করিতে লাগিলেন। ইহার ঔরসে কপিরাজ সুগ্রীব এবং কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণের জন্ম হয়। রাবণ ত্রিলোকবিজয়কালে সূর্যলোকে উপস্থিত হইলে ইনি প্রকারান্তরে পরাজয় স্বীকার করেন।

সূর্যের অন্যান্য প্রসিদ্ধ নাম—অরুণ, আদিত্য, তপন, দিবাকর, ভাস্কর, ভানু, মার্ত্তণ্ড, মিহির, রবি, বিভাকর, বিবস্বান্, সহস্রাংশু, সূরি ইত্যাদি।

পাশ্চাত্ত্য জ্যোতিষবিজ্ঞানে সূর্যের স্বরূপ এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে,—সূর্য একটি গোলাকার জড়পিণ্ড। ইহার ব্যাস ৮৬৯০০০ মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ। সূর্যের আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা ১৩,৩২০০০ গুণ বৃহৎ। সূর্যের দেহ পৃথিবীর ন্যায় গাঢ় নহে। ইহার অভ্যন্তরভাগ দ্রব পদার্থ দ্বারা গঠিত। গলিত ধাতুসমূহ ইহার দেহের উপাদান। সূর্য আপনার তেজে আপনি জ্বলিতেছে, এবং সেই উত্তাপে তদীয় উপাদানভূত ধাতুসমুদায় দগ্ধ ও দ্রবাবস্থায় পরিণত হইয়া রহিয়াছে। সূর্যের এই দ্রবদেহ বেষ্টন করিয়া কদম্বকেশরের ন্যায় একটি আচ্ছাদন রহিয়াছে। ইহাকে প্রতিগোলক কহে। ইহা সূর্যের অভ্যন্তর-ভাগ অপেক্ষা অধিকতর তরল এবং এতাদৃশ উত্তপ্ত যে, ইহার বহির্ভাগ প্রায় বাষ্পাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গোলক সূর্যকে বেষ্টন করিয়া নিরন্তর সঞ্চালিত হইতেছে, এবং তাহাতে সর্বদা ঝড় তুফান ঘটিতেছে। তাহাতে সূর্যের অভ্যন্তরভাগ আলোড়িত হইয়া তত্রত্য দ্রব পদার্থসমূহ ফোয়ারার আকারে মধ্যে মধ্যে বহু সহস্র মাইল ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই সকল ফোয়ারা সৌরমুকুট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সূর্যের অভ্যন্তরভাগ দ্রব হইলেও জলাদির ন্যায় তরল নহে, ঈষৎ গাঢ়। ইহা হইতে সময়ে সময়ে বুদ্বুদ উঠে। এক একটি বুদ্বুদ এত বেগে উত্থিত হয় যে, তজ্জন্য সূর্যের দেহে বৃহদাকার গহ্বর পরিদৃষ্ট হয়। এই সকল গহ্বরকে সৌর কালিমা বা সৌর কলঙ্ক বলে। এক এক সময় কোন কোন গহ্বরের মুখের পরিসর ৬৬০০০ মাইল হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্যের জড়মান অধিক এজন্য তাহার শক্তিও অধিক, এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও পৃথিবী অপেক্ষা বেশী। এই আকর্ষণের বলে পৃথিব্যাদি গ্রহগণ সূর্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছে [সৌর-জগৎ দ্রঃ]। [বি ; পু।

সূর্যকর—রবিকিরণ, রৌদ্র। ৬তৎ।

সূর্যকান্ত—মণি বিঃ, আতস মণি। সূর্যবৎ কান্ত (কমনীয়), মধ্যপ ; অথবা সূর্য কান্ত (প্রিয়) যাহার, বহু। বি ; পু।

সূর্যকুমার—সূর্যের পুত্র। ৬তৎ। বি ; পু।

সূর্যকুমার সর্বাধিকারী (রায় বাহাদুর)—হুগলি জেলার রাধানগর গ্রামে ১৮৩২ খ্রীঃ ৩১শে ডিসেম্বর ইহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই তীক্ষ্ণ মেধা, প্রগাঢ় শ্রমশীলতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা গুণে ইনি সকলের অনুরাগভাজন হইয়া শিক্ষা শেষ করেন, এবং হিন্দু কলেজে ও ঢাকা কলেজে উচ্চবৃত্তি ও পারিতোষিক লাভ করিয়া চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার্থ মেডিকেল কলেজে প্রবিষ্ট হন। তথায় অধ্যয়ন শেষ করিয়া তৎকালীন উচ্চ উপাধি জি. এম. সি. বি. লাভ করেন। অতঃপর সরকারী কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দূর দেশে ভ্রমণপূর্বক শেষে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের সৈনিক বিভাগের চিকিৎ-সক পদে নিযুক্ত হন। গাজীপুরে অবস্থান-কালে মিউটিনির (সিপাহী বিদ্রোহের) সূত্রপাত হয়। সৈনিক বিভাগের ইংরাজ কর্মচারিগণ এ সংবাদ পাওয়া দূরে থাকুক, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার পূর্বেই ডাক্তার সর্বাধিকারী অনুগত ভৃত্যগণের সাহায্যে দূরদেশে মিউটিনির সূচনার সংবাদ পান, এবং সেই সংবাদের সাহায্যেই স্থানীয় ইংরাজ কর্মচারিগণ ভাবী বিপদ্ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সমর্থ হন। উত্তরোত্তর পদ বৃদ্ধি হওয়ায় ডাক্তার সর্বাধিকারী সৈনিকবিভাগের ব্রিগেড সার্জন পদে উন্নীত হন। তৎকালে ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে সাতিশয় শ্লাঘা ও গৌরবের বিষয় ছিল। জেনারেল নীল সর্বাধিকারীর

গুণের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সর্ববিষয়ে ইহার সমর্থন করিতেন।

লক্ষ্ণৌ উদ্ধারের জন্ত হেভেলকের সহিত যে সেনাদল অগ্রসর হয়, ডাক্তার সর্বাধিকারী তাহার চিকিৎসাধ্যক্ষ ছিলেন। অতঃপর বিহারে কুমারসিংহের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয়, ডাক্তার সর্বাধিকারী তাহারও চিকিৎসাধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন। ইহার কথায় বহু নির্দোষ পল্লীবাসী প্রাণ-দণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভ করে। ইহার নির্ভীক স্বাধীনতানিবন্ধন উপরিতন কর্ম-চারীদিগের সহিত মনোমালিন্ত হওয়ায় ইনি সৈনিকবিভাগের কার্য ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। ইনি প্রথমতঃ শ্রীরামপুরে, পরে কলিকাতায় চিকিৎসা ব্যবসায় করেন। অল্পদিনের মধ্যেই ভিষক্‌প্রধান সর্বাধিকারীর যশঃ-সৌরভ দেশদেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সর্বাধিকারীর স্থায় আর্তবন্ধু মহাপ্রাণ চিকিৎসক প্রায় দেখা যায় না। অর্থের প্রতি ইঁহার লক্ষ্য ছিল না। কত সহস্র সহস্র দীন দরিদ্র ইঁহার চিকিৎসায় প্রাণ-দান পাইয়াছে, ঔষধ পাইয়াছে, পথ্য পাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না। নিজ ব্যবসায়ে এতাদৃশ গুরুতর পরিশ্রমের মধ্যেও ডাক্তার সর্বাধিকারী প্রগাঢ় অধ্যবসায়সহকারে বিদ্যালোচনা করিতেন। সেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন ইঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইনি কলিকাতা ইউনি-ভার্সিটির মেম্বর, সিণ্ডিকেটের মেম্বর, পরিশেষে ফ্যাকল্‌টি অব মেডিসিনএর প্রেসিডেণ্ট হন।

উড়িষ্যা দুর্ভিক্ষের সময় ইনি ও ইঁহার অগ্রজ অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দেশের লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন। ইনি বিলাস ও আড়ম্বরপ্রিয়তার বিরোধী ছিলেন, এবং ব্যবসায়, সাহিত্যচর্চা ও দেশহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও ধর্মকর্মে রত থাকিতেন। রাজদ্বারে ইঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল। ইঁহারই চেষ্টায় কলি-কাতায় প্রথম প্লেগের আবির্ভাবকালে রাজবিধান কঠোর হইতে পারে নাই। সকল ইংরাজ ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে, কেবল ডাক্তার সর্বাধিকারী ও ডাক্তার সরকারের মতের উপর নির্ভর করিয়া তৎকালীন ছোটলাট সার জন উডবর্ণ কলিকাতায় মিলিটারী সার্চ (Military Search) এবং Segregation নিয়ম বন্ধ করিয়া রাজপ্রতিনিধির বিরাগভাজন হইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

চিকিৎসা-কার্য ও তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে ডাক্তার সর্বাধিকারী ভারতবর্ষের ও ব্রহ্ম-দেশের বহুস্থানে পর্যটন করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতেই ইঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া-ছিল। নিতান্ত অক্ষম হইবার পর সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত মধুপুরে গিয়া বাস করেন। তথায় লোকের জলকষ্ট দেখিয়া দীর্ঘিকা খনন করিয়া দেন এবং তদ্দেশবাসীর হিতার্থ নানাবিধ অনুষ্ঠান করেন। মধুপুরে ইঁহার দেহত্যাগ হয়। ইঁহার চিতাভস্মের উপর সমাধি-স্তম্ভ নির্মিত হইয়াছে, এবং শ্মশানে দাহার্থ আগত জনগণের বিশ্রামার্থ এক রম্য বিশ্রামাগার প্রস্তুত হইয়াছে। ডাক্তার সর্বাধিকারী মেডিকেল সোসাইটি ও College of Surgeons and Physiciansএর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। এই উভয় স্থানেই ইঁহার প্রতিমূর্তি সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ফেরার, পামার, বেলি, কোর্টস, পাটিজ, সাণ্ডার্স, স্মিথ প্রভৃতি ইংরেজ ডাক্তারগণ ইঁহার সহিত চিকিৎসা বিষয়ে পরামর্শ করিয়া ধন্ত জ্ঞান করিতেন। অগ্রজ প্রসন্নকুমার, বন্ধুবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামতনু লাহিড়ীর আনুকূল্যে ইনি সর্বদা ছাত্রহিতকর কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কোয়েটা, টিউটি-কোরিণ, কামাখ্যা, সর্বত্রই ডাক্তার সর্বাধি-কারীর গুণ ঘোষণা করে না, এরূপ শিক্ষিত বাঙ্গালী অতীব বিরল।

সূর্যকুমার চক্রবর্তী (ডাঃ গুডিভ চক্রবর্তী)—১৮২৪ খ্রীঃ ঢাকা জেলার অন্তর্গত কনকসার নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রামে ইনি ভূমিষ্ঠ হন। ইঁহার পিতা ৺রাধামাধব চক্রবর্তী ঢাকার সদর কোর্টের উকীল ছিলেন। ইনি প্রথমে কুমিল্লার গভর্নমেণ্ট স্কুলে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কলিকাতা হেয়ার স্কুলে প্রবিষ্ট হন। ১৮৩৪ খ্রীঃ জুনিয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি লাভ করিয়া মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। সেই সময় গুডিভ সাহেব মেডিকেল কলেজের অন্ততম অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ইঁহাকে বড় ভাল-বাসিতেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ সূর্যকুমার ডাক্তার গুডিভের তত্ত্বাবধানে গভর্নমেণ্ট হইতে একটি বৃত্তি পাইয়া চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষার জন্ত বিলাত যাত্রা করেন। তথায় অবস্থানকালে প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, হিডেনবার্গ প্রভৃতি স্থানের পণ্ডিতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ইনি তাঁহাদের নিকট নানা বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন। ১৮৫০ খ্রীঃ প্রশংসার সহিত এম. ডি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি প্রথমে কলিকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর পরে বঙ্গদেশের মেডিকেল সার্ভিসে চাকুরি প্রাপ্ত হন। ইঁহার পূর্বে আর কোন বাঙ্গালী "কভ্‌ন্যাণ্টেড" সার্ভিসে প্রবেশ করেন নাই। ক্রমে ইনি একজন বিচক্ষণ ও সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইনি ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী নামে পরিচিত ছিলেন। বিলাতে অবস্থান-কালে গুডিভের প্রভাবে ইনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৪ খ্রীঃ সূর্য-কুমার পরলোকগমন করেন। বিলাতে অবস্থানকালীন তথায় একটি ইংরাজ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সূর্যগ্রহণ—রাহু কর্তৃক সূর্যগ্রাস, সূর্যে গ্রহণ লাগা। ৬তৎ। বি; ক্লী। [পৌরাণিক-মতে রাহুগ্রহ সূর্যকে গ্রাস করে বলিয়া সূর্যগ্রহণ হয়। বৈজ্ঞানিক-মতে চন্দ্রের ছায়া পৃথিবীর উপর পতিত হইলে সূর্য-গ্রহণ দৃষ্ট হয়।]

সূর্যঘড়ি—সূর্যকিরণে রক্ষিত ফলকাদির ছায়াপাত দ্বারা সময়নিরূপক যন্ত্র, sun-dial. বাংপ্র। বি।

সূর্যতনয়, সূর্যাত্মজ—বৈবস্বত মনু; যম; শনি; সুগ্রীব; কর্ণ। সূর্যের তনয়, আত্মজ (পুত্র), ৬তৎ। বি; পু।

সূর্যতনয়া, সূর্যাত্মজা—যমুনানদী; তপতী। সূর্যের তনয়া, আত্মজা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সূর্যপ্রভ—সূর্যসদৃশ প্রভাবশালী, সূর্যের স্থায় জ্যোতিষ্মান্‌। সূর্যের প্রভার স্থায় প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

সূর্যবংশ—সূর্যের সন্তানপরম্পরা; আদি-পুরুষ সূর্য হইতে আগত কুল। ৬তৎ। বি; পু। [বি; ক্লী।

সূর্যমণ্ডল—সূর্যের পরিবেশ। ৬তৎ।

সূর্যমুখ, সূর্যমুখী—স্বনামখ্যাত পুষ্প বিঃ। সূর্যের দিকে মুখ যাহার, বহু। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

সূর্যরশ্মি—সূর্যের কিরণ। ৬তৎ। বি; পু।

সূর্যলোক—সূর্যের ভুবন; সৌরজগৎ। ৬তৎ। বি; পু।

সূর্যসারথি—অরুণ। ৬তৎ। বি; পু।

সূর্যসিদ্ধান্ত—বরাহমিহির কৃত জ্যোতিষ-গ্রন্থ বিঃ। সূর্যের সিদ্ধান্ত আছে যাহাতে, বহু। বি; ক্লী।

সূর্যস্তব—সূর্যের স্তোত্র বিঃ। বি; ক্লী।

সূর্যা—নববধূ। সৃ (গমন করা) + ক্যপ্‌, কর্তৃ + আপ্‌। বি; স্ত্রী।

সূর্যাবর্ত—সূর্যমুখী ফুলের গাছ। সূর্য—আ—বৃত (ঘুরা) + অন্‌ কর্তৃ। বি; পু।

সূর্যার্ঘ্য—সূর্যকে প্রদেয় অর্ঘ্য। মধ্যপ। বি; পু (বেদ বিশেষে ক্লী)।

সূর্যালোক—রৌদ্র। ৬তৎ। বি; পু।

সূর্যাস্ত—সূর্যের অস্তগমন, সূর্য ডুবিয়া যাওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

সূর্যেন্দুসংগম—অমাবস্যা। সূর্য ও ইন্দু—সূর্যেন্দু, দ্বন্দ্ব ; সূর্যেন্দুর সংগম, অর্থাৎ সমসূত্রপাতে অবস্থান হয় যাহাতে (যে তিথিতে), বহু। বি ; পু। [বি ; পু।

সূর্যোদয়—সূর্যের প্রকাশ, সূর্য উঠা। ৬তৎ।

সৃক্কণী, সৃক্কণী—ওষ্ঠপ্রান্ত, কষ। সৃজ্ (সৃজন করা)+কনিন্, বনিন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সৃগাল—শৃগাল, শিয়াল। সৃজ্+কালন্ কর্তৃ। বি ; পু। স্ত্রী **সৃগালী**।

সৃজন—নির্মাণ, সৃষ্টি। সৃজ্ (নির্মাণ করা)+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**সৃজিত**। [ব্যাকরণানুসারে 'সর্জন', 'সৃষ্ট']।

সৃজা—সৃজন করা, সৃষ্টি করা, নির্মাণ করা, রচা। সৃজ্ ধাতুজ। কপ্র। ক্রি।

সৃঞ্জয়—শ্বিত্য নামক রাজার পুত্র। দেবর্ষি নারদ ও পর্বতের সহিত ইহার সখ্য ছিল। একদা তাঁহারা ইহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইহার বয়ঃস্থা রূপসী কন্যা তথায় উপস্থিত হন। নারদ তাঁহাকে ভার্যার্থে প্রার্থনা করিলে ইনি পরমানন্দে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করেন। ইনি দীর্ঘকাল অপুত্রক থাকায় মনোদুঃখে কালযাপন করিতেন। নারদের বরে ইহার 'সুবর্ণষ্ঠীবী' নামক পুত্রের জন্ম হয়। কিছুকাল পরে দস্যুগণ এই পুত্রকে হরণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করে। তাহাতে ইনি নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়া পড়েন। নারদ নানাপ্রকার উপদেশ বাক্যে ইহার শোক দূরীভূত করেন। কথিত আছে যে, তাঁহার বরে ইহার পুত্র পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বি ; পু।

সৃত—গত, অতীত। সৃ (গমন করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

সৃতি—১। মার্গ, পথ। সৃ+ক্তি করণ। ২। গতি। সৃ (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

সৃষ্ট—নির্মিত, ঈশ্বর-রচিত, কৃত ; যুক্ত ; নিশ্চিত ; ত্যক্ত। সৃজ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

সৃষ্টি—১। নির্মাণ ; ঈশ্বরের রচনা, creation. সৃজ্+ক্তি ভাব। ২। স্বভাব, প্রকৃতি, নিসর্গ ; জগৎ, বিশ্ব ; শিল্প। সৃজ্+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

সৃষ্টিকর্তা (-কর্তৃ)—১। নির্মাতা, রচয়িতা। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কর্ত্রী**। ২। জগৎ-নির্মাতা, ব্রহ্মা ; পরমেশ্বর। বি ; পু।

সৃষ্টিক্রিয়া—রচনাকার্য, বিশ্বনির্মাণ ক্রিয়া। সৃষ্টিই ক্রিয়া, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

সৃষ্টিচাতুর্য—নির্মাণকৌশল ; বিশ্বসৃষ্টি-বিষয়ে নৈপুণ্য। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

সৃষ্টিনাশ—বিশ্বসংহার, জগতের ধ্বংস। ৬তৎ। বি ; পু।

সৃষ্টিপ্রক্রিয়া—সৃষ্টি-প্রকরণ, বিশ্বসৃষ্টির প্রকার। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সৃষ্টিরক্ষা—জগৎরক্ষা, বিশ্বের পালন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সৃষ্টিস্থিতি—উৎপত্তি ও অবস্থান ; নির্মাণ ও পালন। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়—নির্মাণ রক্ষা ও সংহার, বিশ্বের উৎপত্তি অবস্থান ও বিনাশ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

সে—ব্যক্তিবাচক সর্বনাম (সামান্য লোক-সম্বন্ধে) ; ব্যক্তি বা বস্তুবাচক বিশেষণ ('সে লোক', 'সেবস্তু')। বাংপ্র। বিণ বা সর্ব।

সেই—তাহাই ; সমধিক নির্দেশে (যেমন 'সেই ব্যক্তি আমার বন্ধু')। বাংপ্র। বিণ।

সেউনি—সেচনী। কপ্র। বি।

সেঁউতি—নৌকার জলসেচনী। বাংপ্র। বি।

সেঁওতি—সাদা গোলাপফুল বিঃ ; পুষ্প বিঃ। <সেবন্তী। বি।

সেঁকা, সেকা—উত্তাপ দেওয়া ; অগ্নিতাপে পাক করা। বাংপ্র। ক্রি।

সেঁজুতি—সন্ধ্যাদীপ, সাঁঝের বাতি। <সন্ধ্যাবর্তি। বি। [বাংপ্র। বি।

সেঁকো, শেঁকো—বিষ বিঃ, শঙ্খবিষ।

সেঁতসেঁতে, স্যাঁতসেঁতে—ভিজা ভিজা, আর্দ্রবৎ, damp. বাংপ্র। বিণ।

সেঁতানো—ভিজা ভিজা হওয়া, আর্দ্র হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

সেক—১। সেচন, সিক্তকরণ। সিচ্ (সিক্ত করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। গাত্রে তাপপ্রয়োগ। বাংপ্র। বি।

সেকরা—স্বর্ণকার জাতি ; অলংকারনির্মাতা, goldsmith. বাংপ্র। বি।

সেকাল—প্রাচীন কাল। বাংপ্র। বি।

সেকেণ্ড—এক মিনিট কালের ষষ্টিতম অংশ, $\frac{১}{৬০}$ মিনিট। <ইং 'second'. বি।

সেকেন্দর (বা সিকন্দর) লোদী—দিল্লীর জনৈক পাঠান নরপতি, বহ্লোল লোদীর পুত্র। ১৪৮৮ খ্রীঃ বহ্লোল কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি সাতিশয় হিন্দুদ্বেষী ছিলেন। ইনি হিন্দুদিগের তীর্থ-পর্যটন রহিত করিয়া দিয়াছিলেন। ১৪৯৪ খ্রীঃ ইনি বিহার জয় করিয়া স্বরাজ্য-ভুক্ত করেন। ১৫১৭ খ্রীঃ ইহার মৃত্যু হয়।

সেকেন্দর শাহ্—আলেকজাণ্ডারের নামান্তর ('আলেকজাণ্ডার' দ্রঃ)।

সেকেন্দর (বা সিকন্দর) শাহ্—বঙ্গের স্বাধীন মুসলমান নরপতি, সমসুদ্দিন ইলিয়াসের পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৩৬১ খ্রীঃ ইনি রাজা হন এবং গৌড়নগর পরিত্যাগ করিয়া তাহার অনতিদূরস্থ পাণ্ডুয়া-নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। পাণ্ডুয়ার সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদ ইহারই নির্মিত। ইহার আমলে বহু পীর (মুসলমান ধর্মপ্রচারক) এতদ্দেশে আসিয়া ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহাদের প্ররোচনায় অনেক নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ইসলামধর্ম পরিগ্রহ করে। ইহার বৃদ্ধাবস্থায় ইহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিদ্রোহী হন। সেই বিদ্রোহ নিবারণ করিতে যাইয়া ইনি যুদ্ধে নিহত হন।

সেকেন্দ্রা—উত্তরপ্রদেশে আগ্রা জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রাম জৌনপুরের সেকেন্দর লোদী কর্তৃক ১৪৯৫ খ্রীঃ অঃ স্থাপিত হয়। এইস্থানে সম্রাট্ আকবরের সমাধি-হর্ম্য প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া গ্রামটির এত প্রসিদ্ধি। এই সমাধি-হর্ম্য আকবর স্বয়ং নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তৎপুত্র সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ১৬১৩ খ্রীঃ ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। এই সমাধি-মন্দিরের নির্মাণপ্রণালী ও অপূর্ব কারুকার্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইতে হয়।

সেকেলে—প্রাচীনকালের, আগেকার, বর্তমানে অপ্রচলিত। বাংপ্র। বিণ।

সেক্রেটারি—সম্পাদক, কার্যনির্বাহক, সচিব, চিঠিপত্র লেখা হিসাব রাখা ইত্যাদি বিষয়ক সহকারী। <ইং 'secretary'. বি।

সেক্সপীয়ার (বা সেক্সপীয়র), **উইলিয়াম**—ইংলণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাটককার। ১৫৬৪ খ্রীঃ এপ্রিল মাসে আভন নদীতীরস্থ স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড নগরে ইহার জন্ম হয়। ইনি পিতার তৃতীয় সন্তান। ইহার পিতার নাম জন সেক্সপীয়ার। যিনি উত্তরকালে নিজ রচনায় জগৎকে বিমুগ্ধ করিয়াছেন, ও নিজে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই মহা-কবির ভাগ্যে বাল্যে অধিক বিদ্যানুশীলন ঘটে নাই। উইলিয়াম জন্মভূমিতে ফ্রি-স্কুল অর্থাৎ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা ও সামান্য লাটিন শিক্ষা করেন। পরে ১৫৭৮ খ্রীঃ অর্থাৎ চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার অবস্থা অত্যন্ত হীন হওয়ায় ইহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হয়।

ইহার পাঁচ বৎসর পরে ইনি আনি হাতাওয়ে নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। আনি পতি অপেক্ষা ৮ বৎসরের বড় ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন,

আমি কুমারী অবস্থায় অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলেন বলিয়া যাহাতে তাঁহার গর্ভজাত সন্তান জারজ বলিয়া পরিগণিত না হয়, এই উদ্দেশ্যে আমির আত্মীয়স্বজন বিশেষ উদ্যোগী হইয়া তাড়াতাড়ি সেক্সপীয়ারের সহিত তাঁহার পরিণয়ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। বিবাহের তিন চারি বৎসর পরে সেক্সপীয়ারের নামে এক অভিযোগ উপস্থিত হয় যে, ইনি জনৈক ভদ্রলোকের বাগান হইতে হরিণ চুরি করিয়াছেন। এই অভিযোগের পর ইঁহাকে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে হয়। কিংবদন্তী আছে যে, এই মহাকবি লণ্ডন নগরে প্রথমে থিয়েটারের বহির্দেশে ভদ্রলোকদিগের অশ্ব ধারণ করিয়া জীবিকার্জন করিতেন; পরে ১৫৯২ খ্রীঃ রঙ্গমঞ্চে নটরূপে আবির্ভূত হন এবং নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। নটরূপে ইনি উচ্চ অঙ্গের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু অসামান্য প্রতিভাবলে নাটক রচনায় ইনি অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ১৬১৬ খ্রীঃ ২৩শে এপ্রিল সেক্সপীয়ার কালগ্রাসে পতিত হন। ইঁহার মৃত্যুর পর স্বদেশে ও বিদেশে (বিশেষতঃ জার্মানীতে) ইঁহার অসাধারণ প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও মানবচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণক্ষমতা সম্যক্ উপলব্ধ হয়। ইঁহার জন্মস্থান একপ্রকার তীর্থক্ষেত্র; ইহা সকল দেশের পণ্ডিতের দর্শনীয় হইয়াছে। ইঁহার নাটকগুলি যে সে অভিনেতৃগণ দ্বারা অভিনীত হইতে পারে না। বরবেজ (Burbage), ম্যাকলিন (Macklin), কীন (Kean), গ্যারিক (Garrick), ম্যাক্রেডি (Macready), আরভিং (Irving), সিডন্স্ (Siddons), বীরবম ট্রী (Tree) প্রভৃতি অভিনেতৃগণ ইঁহার নায়কনায়িকার ভূমিকায় যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে সেক্সপীয়ার নামযুক্ত নাটকগুলি পণ্ডিতবর বেকনের মস্তিষ্কপ্রসূত। এ সম্বন্ধে এখনও বাদানুবাদ চলিতেছে।

সেখ—সম্ভ্রান্ত বা প্রধান ব্যক্তি, মানী লোক, বৃদ্ধ ব্যক্তি; মহাশয়; মোহাম্মদীয় পুরোহিত; মুসলমান সম্প্রদায় বিঃ, যাহারা মোহাম্মদের বংশাবলী। আ-মু। বি।

সেথায়—সেস্থান। বাংপ্র। বি।

সেথাকার—তথাকার, সেই স্থানের। বাংপ্র। বিণ। [বি।

সেগুন—বৃক্ষ বিঃ বা তাহার কাঠ। বাংপ্র।

সেঙ্গা—বিধবাবিবাহ, নিকা। বাংপ্র। বি।

সেঙ্গাত—সখা, মিতা, বন্ধু; সম্বন্ধী, শ্যালক। বাংপ্র। বি।

সেঁচ—জলসেক। বাংপ্র। বি।

সেচক—সেককর্ত্তা। সিচ্ (সিক্ত করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সেচিকা**।

সেচন—সেক, উক্ষণ; আর্দ্রীকরণ, ভিজানো; সেঁচা। সিচ্+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

সেচনী—সেচনপাত্র, সিউনি। সিচ্ (সিক্ত করা)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সেঁচা- সেচন করা; জলাশয় হইতে জল তুলিয়া ফেলা। বাংপ্র। ক্রি। [বি।

সেজ—কাচাবরণবিশিষ্ট বাতিদান। বাংপ্র।

সেজো, সেজ—তৃতীয়, বড় ও মেজোর পরবর্ত্তী ('সেজো কাকা', 'সেজো বোন')। বাংপ্র। বিণ।

সেট্—গণ, সমূহ; একরকমের বা একসঙ্গে ব্যবহার্য দ্রব্যাদির সমবায়; সংযোগ। <ইং 'set'. বি। [ফা। বি।

সেতার—বাদ্যযন্ত্র বিঃ; বীণা বিঃ।

সেতারী—সেতার বাজাইতে দক্ষ ব্যক্তি। ফা-মু। বি।

সেতু—জলবন্ধ, জাঙ্গাল, ক্ষেত্রাদির আইল, ভেড়ি, বাঁধ; পুল, সাঁকো। সি (বন্ধন করা)+তুন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

সেতুবন্ধ—ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতু; কথিত আছে যে, রামের আদেশে হনুমান্ এই সেতু বন্ধন করেন। লঙ্কা হইতে পুষ্পক বিমান আরোহণে প্রত্যাগমনকালে রামচন্দ্র সীতাকে এই সেতু দেখাইয়া বলিলেন,—"এই অগাধ অপার সাগরের সেতুবন্ধন সেতুবন্ধ নামে বিখ্যাত পবিত্র তীর্থ হইবে।" সেতুর বন্ধ (বন্ধন) যথায়, বহু। বি; পু। [বাংপ্র। বি।

সেথা, সেথায়—সেখানে, সেই স্থানে।

সেথো—সহযাত্রী, সঙ্গী। বাংপ্র। বি।

সেন—বীরত্বব্যঞ্জক উপাধি বিঃ; জাতীয় পদবী বিঃ। বাংপ্র। বি।

সেনা—সৈন্য; সৈন্যদল। সি (বন্ধন করা)+ন কর্ম+আপ্। বি; স্ত্রী।

সেনাঙ্গ—সৈন্যদলের অবয়ব—হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি এই চারি প্রকার। সেনার অঙ্গ, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সেনাচর—সৈন্যভুক্ত ব্যক্তি। সেনা—চর্+অন্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

সেনানায়ক—সেনাপতি, সৈন্যাধ্যক্ষ। ৬তৎ। বি; পু। [বি; পু।

সেনানিবাস—শিবির, ছাউনি। ৬তৎ।

সেনানিবেশ—শিবির, সৈন্যদিগের ছাউনি। ৬তৎ। বি; পু।

সেনানী—সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনাপতি; কার্ত্তিকেয়। উপতৎ; সেনা—নী+ক্বিপ্ কর্ত্তৃ। বি; পু।

সেনাপতি- সৈন্যাধ্যক্ষ, সেনানায়ক; কার্ত্তিকেয়। ৬তৎ। বি; পু।

সেনামুখ—সেনার অগ্রভাগ; ৩ হস্তী, ৩ রথ, ৯ অশ্ব, ১৫ পদাতি—এতৎ সংখ্যক সৈন্য। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সেপাই—সিপাহী (তাহা দ্রঃ)।

সেপ্টেম্বর—ইংরাজী বৎসরের নবম মাস। <ইং 'September'. বি।

সেবক—১। সেবাকারী, পরিচারক, ভৃত্য। সেব্ (সেবা করা)+ণক কর্ত্তৃ। ২। সীবনকর্ত্তা, দরজী প্রভৃতি। সিব্ (সেলাই করা)+ণক কর্ত্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সেবকা**। ['সেবিকা' মতান্তরে।]

সেবকাধম—১। অধম সেবক, নিকৃষ্ট দাস। ৭তৎ। ২। দাস হইতে নিকৃষ্ট, চাকর অপেক্ষা নীচ। ৫তৎ। বিণ।

সেবন-১। সেবা; ভজনা; উপাসনা; উপভোগ। সেব্ (সেবা করা)+অনট্ ভাব। ২। সূচীকর্ম, সেলাই। সিব্ (সেলাই করা)+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী।

সেবনী—সূচী, সূচ, ছুঁচ। সিব্ (সেলাই করা)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

সেবনীয়—সেবনযোগ্য; ভোগ্য; উপাস্য। সেব্ (সেবা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

সেবমান—যে সেবা করিতেছে; শুশ্রূষাপরায়ণ। সেব+শান কর্ত্তৃ। বিণ।

সেবা—পরিচর্যা; উপাসনা; উপভোগ; আশ্রয়। সেব্ (সেবা করা)+অ ভাব +আপ্। বি; স্ত্রী। ২। সেবা করা, পরিচর্যা করা, উপাসনা করা; সেবন করা, উপভোগ করা। কপ্র। ক্রি।

সেবাইত—সেবায়ত (তাহা দ্রঃ)।

সেবাকার্য—পরিচর্যার কর্ম, চাকরের কাজ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

সেবাদাসী—পরিচর্যার নিমিত্ত রক্ষিতা দাসী; এক শ্রেণীর বৈষ্ণবের রক্ষিতা রমণী। সেবার নিমিত্ত রক্ষিতা দাসী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

সেবাব্রত—১। সেবারূপ নিয়ম, পরিচর্যারূপ কার্য। সেবা রূপ ব্রত, রূপক বা সেবাই ব্রত, কর্মধা। বি; পু বা স্ত্রী। ২। সেবা রূপ নিয়মপালনকারী, পরিচর্যারূপ পুণ্যকর্মে রত। বহু। বিণ।

সেবাব্রতী (-ব্রতিন্)- সেবাকারী; স্বেচ্ছাসেবক। সেবাব্রত+ইন্ আছে অর্থে। বি; পু, বা বিণ। স্ত্রী, -**ব্রতিনী**।

সেবায়ত, সেবায়েত—দেবমন্দিরাদির উপস্বত্বের মালিক; দেববিগ্রহের সেবক বা পূজারী। বাংপ্র। বি।

সেবিকা—পরিচারিকা, দাসী। <সেবকা। বি; স্ত্রী।

সেবিত—কৃত-সেবন; উপাসিত; আরা-

ষিত ; উপভুক্ত ; আশ্রিত। সেব্ (সেবা করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

সেবী (সেবিন্)-যে সেবন করে, উপভোক্তা। সেব+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**সেবিনী**।

সেব্য—সেবনীয় ; উপাস্য ; আরাধ্য ; উপভোগ্য ; প্রভু। সেব্ (সেবা করা)+ ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

সেব্যমান—আরাধ্যমান ; যাহাকে সেবা করা যায় এরূপ। সেব্ (সেবা করা)+ শান কর্ম। বিণ।

সেমই, সেমুই—ময়দার পিণ্ড হইতে প্রস্তুত সূত্রাকার খাদ্য বিঃ। বাংপ্র। বি।

সেয়াই—কালি, মসী। ফা-মূ। বি।

সেয়ান, সেয়ানা চতুর, চালাক, ধূর্ত ; বয়ঃস্থ, অধিকবয়স্ক ; জ্ঞানবান্। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

সের ওজন বিঃ, ১/৪০ মণ, প্রায় ২ পাউণ্ড।

সের আলি—ইহার পিতার নাম উলি (Wulli), খাইবারী জাতীয় ; নিবাস আফগানিস্থান। ১৮৬২ খ্রীঃ সের আলি পেশোয়ারের কমিশনারের অশ্বারোহী আরদালী স্বরূপে নিযুক্ত ছিল। জ্ঞাতি-হিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সের আলি পেশোয়ারের সন্নিকট একটি স্থানে স্ববংশীয় জনৈক শত্রুকে নিহত করে। বৃটিশ রাজ্যের মধ্যে এইরূপ হত্যা নিষিদ্ধ বলিয়া সের আলি হত্যাপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। পরে এই দণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড পাইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ মে মাসে আন্দামান দ্বীপে আসে। সে সময়ে ভারতের বড়লাট লর্ড মেও আন্দামান দ্বীপ পরিদর্শন করিতে যান, তখন সের আলি হোপ টাউনে নাপিতের কার্য করিতে থাকে। ১৮৭২ খ্রীঃ ৮ই ফেব্রুয়ারি লর্ড মেও হ্যারিয়েট পর্বত হইতে সূর্যাস্ত দর্শন করিয়া যখন জাহাজে উঠিতে যান, সেই সময়ে সের আলি ইঁহাকে ছুরিকাঘাতে আহত করে। আঘাতের কিছুক্ষণ পরেই লর্ড মেওর প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। আন্দামান দ্বীপের উপনিবেশের চিফ কমিশনার জেনারেল স্টুয়ার্ট (যিনি উত্তরকালে ভারতের প্রধান সেনাপতি হইয়াছিলেন) সের আলির বিচার করেন। বিচারফলে ঐ বৎসরে ১১ই মার্চ সের আলি ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণত্যাগ করে। এই শোচনীয় হত্যাকাণ্ডের মূলে যে কি রাষ্ট্রনৈতিক ষড়্‌যন্ত্র ছিল, অনুসন্ধানের দ্বারা তাহা নির্ণীত হয় নাই।

শের শাহ—দিল্লীর পাঠান সম্রাট্। ইনি আফগান জাতীয় সুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার বাল্য নাম ফরিদ। ইনি প্রথমে বিহারের অধিপতি মোহাম্মদ লোহানীর নিকট কার্য করিতেন। রিক্তহস্তে এক ব্যাঘ্রকে নিহত করায় ইনি প্রভুর নিকট সের শাহ উপাধি প্রাপ্ত হন। স্বীয় প্রতিভাবলে ইনি যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৫৪০ খ্রীঃ ইনি মোগল সম্রাট্ হুমায়ুনকে কনৌজে পরাজিত করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকেন এবং ক্রমে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। হুমায়ুন পারস্যে পলায়ন করেন। কিন্তু ইনি অধিক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পান নাই। কলিঞ্জার নামক স্থানের দুর্গ জয় করিতে গিয়া বারুদের গুদামে অগ্নিসংযুক্ত হওয়ায় ইনি দগ্ধদেহে ১৫৪৮ খ্রীঃ ২৪শে মে দেহত্যাগ করেন। ইনি রাজ্যের নানাস্থানে সুপথ নির্মাণ ও কূপ খনন করিয়া দিয়া প্রজাগণের অনেক উপকার করিয়া দিয়াছিলেন। কথিত আছে, ইনিই প্রথম ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র সলিম শাহ দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। [বিণ।

সেরা—শ্রেষ্ঠ, প্রধান, উৎকৃষ্ট, উত্তম। বাংপ্র।

সেরা, সেরী—সের-পরিমিত (বাটখারা প্রভৃতি)। বাংপ্র। বিণ।

সেরূপ—সেইপ্রকার, সে রকম। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

সেরেফ, স্রেফ—শুদ্ধ, কেবল। আ-মূ।

সেরেস্তা—দপ্তর, কার্যালয়, আপিস। ফা-মূ। বি।

সেরেস্তাদার—দপ্তর বা অফিসের বড় কর্মচারী, বড় কেরানী বিশেষ। ফা-মূ। বি। [বাংপ্র। বি।

সেলাই—সীবন কর্ম, সেলাইয়ের জোড়।

সেলাখানা—সেলেখানা (তাহা দ্রঃ)।

সেলাম—দক্ষিণ হস্ত কপালে ঠেকাইয়া অভিবাদন বা নমস্কার (অহিন্দুর প্রতি সম্মান প্রদর্শনে)। আ-মূ। বি।

সেলামী—নজর, উপহার, দক্ষিণা ; জমিজমা প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়কালে জমিদারকে প্রদেয় অর্থ। আ-মূ। বি।

সেলেখানা—অস্ত্রাগার, arsenal. উর্দু, আ-ফা। বি।

সেসন—অধিবেশন ; স্কুল-কলেজের অধ্যয়নের নির্দিষ্ট কাল ; ফৌজদারী মকদ্দমা বিচার নিমিত্ত জজের অধিবেশন। <ইং 'session'. বি।

সেসাদ্রি (শেষাদ্রি) আয়ার—মহীশূর রাজ্যের বর্তমান উন্নত অবস্থা প্রধানতঃ স্যার শেষাদ্রি আয়ারের অক্লান্ত চেষ্টার ফল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন মাদ্রাজ প্রদেশে মালাবার জেলায় কুমারপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম বি. এ.। ইহার পর ইনি আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কালিকটের কালেক্টারের আফিসে সরকারী অনুবাদকের কার্য আরম্ভ করেন। মহীশূরের ভূতপূর্ব দেওয়ান রঙ্গ চার্লু অতঃপর ইঁহাকে মহীশূরে আহ্বান করিয়া রাজকার্যে নিযুক্ত করিয়া দেন। ইনি প্রথমে সেরেস্তাদার, পরে ডেপুটী কমিশনার ও অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম করেন। তাহার পর ইনি উক্ত রাজ্যের আইন প্রণয়নের ভার প্রাপ্ত হন। দেওয়ান রঙ্গ চার্লুর দেহান্তের পর ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ৩৮ বৎসর বয়সে ইনি মহীশূর রাজ্যের দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে মহীশূর-রাজ ত্রিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। ইনি রাজ্যের উন্নতি সাধনার্থ রেলপথ নির্মাণ উপলক্ষে আরও বিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। কৃষিকার্যের সুবিধার্থ ইনি সাড়ে তিন শত মাইল খাল খনন করাইয়াছিলেন। ইহাতেও এক কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল। রেল বিস্তার ও খাল খননের ফলে রাজ্যের আয় সওয়া আট লক্ষ টাকা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি দুর্ভিক্ষের ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে অপরাপর ঋণ পরিশোধের পর রাজকোষে ১৭৬,০০০,০০ টাকা সঞ্চিত হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেওয়ান বাহাদুর রাজ্যের আয় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করেন। এতদ্ব্যতীত, রাজ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং ভূতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, কৃষি, বিজ্ঞান, আবহাওয়া, স্বাস্থ্য প্রভৃতি কয়েকটি সরকারী বিভাগ গঠনপূর্বক তাহাদের কার্য সুচারুরূপে চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহাকে সি. এস. আই. এবং ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কে. সি. এস. আই. উপাধি প্রদান করেন। মহীশূর-রাজের নিকট হইতে ইনি "রাজধুরন্ধর" উপাধি পাইয়াছিলেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ৩২ বৎসর মহীশূরের রাজকার্য করিয়া ইনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর ইনি ধর্মচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর ইঁহার লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটে।

সেহ—সেই ; সে-ও, সেই লোকও। প্রা কপ্র। সর্ব।

সেহা—প্রজার খাজনা আদায়ের রোজ হিসাব, এই হিসাব বহি। ফা। বি।

সৈংহ—সিংহসম্বন্ধীয় ; সিংহসদৃশ। সিংহ শব্দ+ক। বিণ। স্ত্রী—**সৈংহী**।

সৈংহিক, সৈংহিকেয়—সিংহিকাপুত্র, রাহু। সিংহিকা+ক, ফেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

সৈকত—১। সিকতাবহুল, বালুকাময় (স্থান)। সিকতা (বালুকা)+ঞ। বিণ। ২। বালুকাময় তট, পুলিন। বি ; ক্লী।

সৈকতপুলিন—নদ্যাদির জলসন্নিহিত বালুকাময় তট। কর্মধা। বি ; ক্লী।

সৈকতবাহিনী—বালুকাময় ভূমির মধ্য দিয়া প্রবাহিতা ('— নদী')। উপতৎ ; সৈকত শব্দ—বহ্ (বহা)+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সৈনাপত্য—১। সেনাপতির কার্য বা পদ। সেনাপতি শব্দ+ঞ্য। বি ; ক্লী। ২। সেনাপতিসম্বন্ধীয়। বিণ।

সৈনিক—সেনাসম্বন্ধীয় ; সেনাসমবেত, সেনাদলভুক্ত (পুরুষাদি)। সেনা+ঞিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সৈনিকী**।

সৈনিকপুরুষ—যোদ্ধৃ পুরুষ, যোদ্ধা। কর্মধা। বি ; পু।

সৈনিকবেশ—যোদ্ধৃবেশ, যোদ্ধার পরিচ্ছদ। কর্মধা। বি ; পু।

সৈন্ধব—১। সিন্ধুসম্বন্ধীয়, সামুদ্রিক। সিন্ধু+ঞ। বিণ। স্ত্রী—**সৈন্ধবী**। ২। সমুদ্রজাত লবণ। বি ; ক্লী।

সৈন্য—সেনা, শ্রেণীবদ্ধ যোদ্ধা,—মৌল ভৃত্য সুহৃৎ শ্রেণী দ্বিষৎ বন্ধ—এই ছয় প্রকার। সেনা শব্দ+ঞ্য। বি ; ক্লী।

সৈন্যসঞ্চালন—সেনা পরিচালনা, সেনাদিগকে অগ্রসর করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সৈন্যসমাবেশ—সেনাসমবায়, সেনাসকলের একত্র মিলন ; সেনাসংগ্রহ। ৬তৎ। বি ; পু।

সৈন্যসামন্ত—সেনাদল ও সমীপবর্তী অনুগত রাজগণ বা শ্রেষ্ঠ প্রজাবৃন্দ। দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

সৈন্যাধ্যক্ষ—সেনাপতি। সৈন্যের অধ্যক্ষ, ৬তৎ। বি ; পু।

সৈয়দ—মুসলমান-ধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদের দৌহিত্র হুসেনের বংশধরগণের উপাধি ; সবিশেষ মান্য ব্যক্তি। আ। বি।

সৈরন্ধ্রী, সৈরিন্ধ্রী—পরগৃহস্থিতা, স্বাধীনা শিল্পকারিণী ; দ্রৌপদী ; দময়ন্তী। সীর (লাঙ্গল)-ধৃ (ধারণ করা)+ক কর্তৃ+ক+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সো—সে ; সেই। প্রা কপ্র। সর্ব।

সোঁ—অনুকার শব্দ, বেগে গমন বা গতির শব্দ। বাংপ্র। অ।

সোঁটা—দণ্ড, লাঠি। বাংপ্র। বি।

সোঁদা—গন্ধ বিঃ, শুষ্ক মাটিতে জল পড়িলে যেরূপ গন্ধ হয়। বাংপ্র। বি।

সোঁদাল—বৃক্ষ বিঃ, আরগ্বধ (লম্বা লাঠির মত ফল ও হলদে রঙের ফুল হয়)। বাংপ্র। বি।

সোঙরা—স্মরণ করা। প্রা কপ্র। ক্রি।

সোজা—সরল, ঋজু, অবক্র ; সহজ, সুকর, সুগম ; সম্মুখ। বাংপ্র। বিণ। [বিণ।

সোজাসুজি—সরলভাবে। বাংপ্র। ক্রি-

সোডা—ক্ষার বিঃ, সাজিকা, carbonate of soda. <ইং 'soda'. বি।

সোডাওয়াটার—কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাসযুক্ত জল। <ইং 'soda-water'. বি।

সোৎকণ্ঠ—উৎকণ্ঠাযুক্ত ; আগ্রহান্বিত, উদ্বিগ্ন। উৎকণ্ঠার সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সোৎপ্রাস—১। শ্লেষবাক্য ; ঈষদ্ধাস্যযুক্ত বাক্য। সহ—উৎ—প্র—অস্ (হওয়া) +ঘঞ্ ভাব। বি ; পু। ২। বৃদ্ধিযুক্ত ; সোল্লুণ্ঠ (বাক্য)। বিণ।

সোৎসাহ—উৎসাহান্বিত, উদ্যমযুক্ত। উৎসাহ সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সোৎসাহে—উৎসাহের সহিত, উদ্যম সহকারে। বহু। ক্রি-বিণ।

সোদর, সোদর্য—সহোদর, একগর্ভজাত ভ্রাতা। সহ (সমান) উদর যাহার সহিত সে সোদর, বহু ; ২য় পক্ষে তদুত্তরে ষ্য স্বার্থে। বি ; পু।

সোনা—স্বর্ণ ধাতু। বাংপ্র। বি। **সোনা ফলা**—অতি উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপন্ন হওয়া ; অত্যধিক অর্থ ও সম্পদ্ বা ফসল পাওয়া।

সোনামুখী—পত্র বিঃ ; সোঁদালের পাতা। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বি।

সোনামুগ—একপ্রকার উৎকৃষ্ট মুগকলাই।

সোনার-বেনে—সুবর্ণবণিক, হিন্দুজাতি বিঃ। বাংপ্র। বি। [বাংপ্র। বিণ।

সোনালী—স্বর্ণাভ ; সুবর্ণরঞ্জিত ; স্বর্ণবর্ণ।

সোন্মাদ—উন্মাদগ্রস্ত, ক্ষিপ্ত। উন্মাদের সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সোপকরণ—উপকরণাদি সহিত, ব্যঞ্জনাদিযুক্ত। বহু। বিণ।

সোপরর্দ—বিচারার্থে প্রেরণ বা প্রেরিত। ফা-মু। বি বা বিণ।

সোপাধি, সোপাধিক—উপাধিবিশিষ্ট ; সগুণ। উপাধির সহ বর্তমান যে, বহু। বিণ।

সোপান—আরোহণী, সিঁড়ি। সহ—উপ—অন্ (গমন করা)+অল্ করণ। বি ; ক্লী। [৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সোপানশ্রেণী—সিঁড়িসমূহ, ধাপসকল।

সোপানাবলী, -বলি—সোপানশ্রেণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সোম—১। শংকর, শিব। উমার সহ বর্তমান যে, বহু। ২। চন্দ্র ; কুবের ; বায়ু ; যম ; অমৃত ; সোমলতার রস ; বসু বিঃ। সু (প্রসব করা)+ম কর্তৃ। বি ; পু। ৩। সৌম্য, সুন্দর, মনোহর। বিণ।

সোমক্ষয়—অমাবস্যা। সোমের (চন্দ্রের) ক্ষয় হয় যাহাতে, বহু। বি ; পু।

সোমগিরি—উত্তর সমুদ্রে অবস্থিত সুরগণেরও অগম্য পর্বত। উত্তর সমুদ্রে সূর্যোদয় না হইলেও সোমগিরি সমস্ত আলোকিত করিতেছে। এই পর্বত উত্তরদিকের শেষ সীমা। রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে লিখিত আছে যে, এখানে দেবশ্রেষ্ঠ শম্ভু ব্রহ্মর্ষিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছেন।

সোমতীর্থ—প্রভাসতীর্থ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সোমত্ত—গৃহ সংসার করিতে সমর্থা (নারী), যৌবনবতী, বয়ঃপ্রাপ্তা। বাংপ্র। বিণ।

সোমদত্ত—জনৈক নৃপ। ইঁহার পিতার নাম বাহ্লিক ও পুত্রের নাম ভূরিশ্রবাঃ। দেবকরাজতনয়া দেবকীর স্বয়ংবর সভায় ইনি উপস্থিত ছিলেন। যদুবংশীয় বীর শিনি বসুদেবের নিমিত্ত দেবকীকে বলপূর্বক হরণ করিতে উদ্যত হইলে ইনি তাঁহাকে বাধা দিতে যাইয়া যুদ্ধে পরাজিত হন। শিনি সর্বজনসমক্ষে ইঁহাকে পদাঘাত করেন। দারুণ লজ্জায় ও মনোদুঃখে ইনি তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হন এবং আশুতোষকে তুষ্ট করিয়া এই বর লাভ করেন যে, ইঁহার পুত্র শিনির পৌত্রকে পরাস্ত করিয়া সর্বজনসমক্ষে পদাঘাত করিতে সমর্থ হইবে। কুরুক্ষেত্র সমরে ইনি কৌরব পক্ষ অবলম্বন করেন এবং চতুর্দশ দিবসের নিশাযুদ্ধে সাত্যকির হস্তে নিপতিত হন। বি ; পু।

সোমনাথ—অপর নাম দেওপত্তন, প্রভাস পত্তন, বেরাওল পত্তন, বা পত্তন সোমনাথ। বম্বে প্রদেশে জুনাগড় রাজ্যের অন্তর্গত প্রাচীন শহর। শহরের নিকটবর্তী স্থানে প্রভাস যজ্ঞ, শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গারোহণ ও শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ দাহন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে স্থানটি রাজপুতবংশীয় রাজগণের হস্তে ছিল। শহরের প্রাচীরের বহির্ভাগে সোমনাথ নামধেয় মহাদেবের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির ছিল। গজনীর মামুদ যখন খ্রীষ্টীয় ১০২৪-২৬ অব্দে এই স্থান আক্রমণ করেন, সেই সময়ে তিনি মহাদেবের বহুমূল্য রত্নাদি লইয়া যান। চলিয়া যাইবার

সময়ে তিনি এখানে জনৈক মুসলমান শাসনকর্তা রাখিয়া যান। পরে "ঝাজা" নামক রাঠোরবংশীয় অন্যতম শাখার বংশধরগণ এই স্থান অধিকার করিয়া মন্দিরের পূর্বগৌরব পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৩০০ খ্রীঃ আবার স্থানটি মুসলমানগণের হস্তে যায়। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর পোরবন্দরের রানা কিছুকাল এখানে শাসনদণ্ড চালনা করেন। "সোমনাথের ফটক" গজনীর মামুদ স্বদেশে লইয়া যান, এইরূপ জনশ্রুতি। ১৮৪২ খ্রীঃ আফগান যুদ্ধের অবসানে ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড এলেনবরার আদেশে কথিত ফটক মামুদের সমাধি-হর্ম্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মহা সমারোহে ভারতে আনয়ন করা হয়। পরে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই ফটক প্রকৃত সোমনাথের ফটক নহে। এই ফটক অধুনা আগ্রার দুর্গে রক্ষিত আছে।

সোমপ, সোমপা—যজ্ঞে সোমরস পানকারী। উপতৎ; সোম শব্দ—পা (পান করা)+ড, ক্বিপ্, কর্তৃ। বি; পু।

সোমযাগ—সোমরসপানাঙ্গক বর্ষত্রয়সাধ্য যজ্ঞ বিঃ। বি; পু।

সোমযাজী (-যাজিন্)—সোমযাগকারী। উপতৎ; সোম—যজ্+ণিন্ কর্তৃ। বি; পু। [পু।

সোমরস—সোমলতার রস। ৬তৎ। বি;

সোমলতা, সোমলতিকা—স্বনামখ্যাত লতা বিঃ। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

সোমসিদ্ধান্ত—১। চন্দ্রপ্রণীত জ্যোতিষগ্রন্থ বিঃ। মধ্যপ। ২। পণ্ডিত বিঃ। বি; পু।

সোমাশ্রম—হিমালয়ের সন্নিকটে অবস্থিত পৌরাণিক আশ্রম (এই আশ্রমে দেবতা গন্ধর্বগণ বাস করেন)। বি; পু।

সোমেশচন্দ্র বসু (ব্রহ্মচারী)—অসাধারণ মস্তিষ্কবান্ সোমেশচন্দ্র বসু দেববর্মা ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ১৭ই আশ্বিন তারিখে (১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম উমেশচন্দ্র বসু। অলৌকিক মানসিক গণনা শক্তিপ্রভাবে ইনি ইউরোপ ও আমেরিকায় সুপরিচিত হইয়াছেন। ইনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয় ঢাকা জগন্নাথ কলেজে ভরতি হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি এফ. এ. পরীক্ষায় ফেল হন ইহার কয়েক বৎসর পরে Accountantship পরীক্ষা দেন; পরীক্ষা প্রশ্নপত্রে ২০টি অঙ্ক ৪ ঘণ্টায় উত্তর দিতে হইবে। ইনি ১ ঘণ্টায় সমস্ত উত্তর লিখিয়া দেন। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি চাকুরি আরম্ভ করিলেন। ১৯০৯ হইতে ১৯১৫ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ইনি মানসিক গণনাশক্তির অসাধারণ চর্চা করেন। অভ্যাসের দ্বারা ইনি ক্রমে ১০০ শত রাশিকে ১০০ শত রাশি দ্বারা গুণ করিতে সমর্থ হন। প্রকাশিত গণিত পুস্তকে বর্গমূল ও ঘনমূল মাত্র নির্ণয় করিবার প্রণালী লিখিত আছে। ইনি প্রথমে চতুর্থ হইতে পঞ্চদশ মূল পর্যন্ত নির্ণয় করিবার প্রণালী উদ্ভাবন করিলেন। এবং মানসিক গণনা দ্বারা ২।৩ মিনিটের মধ্যে বড় বড় রাশির পঞ্চদশ মূল নির্ণয় করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ইনি ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ডাক্তার হ্যারিসন মহোদয়ের সভাপতিত্বে মানসিক গণনাশক্তি প্রদর্শনকালে ৩০টি রাশিকে ৩০টি রাশি দ্বারা অর্ধঘণ্টায় গুণ করিয়া শুদ্ধফল বলিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে অধ্যাপক হ্যারিসন বলিয়াছিলেন যে, এযাবৎ একমাত্র জার্মানীর গস্ সাহেব (Goss) ৩০টি রাশিকে ৩০টি রাশিদ্বারা ৩ ঘণ্টায় গুণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিন্তু মিঃ বসু তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়াছেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। প্রায় তিন মাসকাল ইনি লণ্ডনে ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে ইনি নানা স্থানে আহূত হইয়া স্বীয় অদ্ভুত গণনা-কুশলতা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বিলাতের বন্ধুগণের পরামর্শে ইনি ২১শে সেপ্টেম্বর আমেরিকা যাত্রা করেন এবং ২৮শে সেপ্টেম্বর কানাডা রাজ্যের কুইবেক নগরে উপস্থিত হন। বিপ্লববাদী সন্দেহে ইঁহাকে বন্দী করা হয়। পঁয়তাল্লিশ দিন পরে মুক্তি পাইয়া যুক্তরাজ্যে চলিয়া যান। যুক্তরাজ্যে অবস্থানকালে প্রেসিডেন্ট উইলসনের পরিবারের লোকেরা ১৫০০৲ টাকা মাসিক বেতনে ইঁহাকে চাকুরি দিতে চাহিয়াছিলেন, ইনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর আমেরিকার নিউইয়র্ক (New York) নগরে তথাকার কতিপয় Ph. D. ও অন্য বহু পণ্ডিত ব্যক্তির অনুরোধে ইনি ৬০ রাশিকে ৬০ রাশি দ্বারা গুণ করিয়া বিশুদ্ধ ফল বলিয়া দিয়াছিলেন। যুক্তরাজ্য হইতে পুনরায় ইংলণ্ডে যাইয়া ইনি প্রায় চারি মাস কাল তথায় অবস্থান করেন, তৎপরে দেশে ফিরিবার পথে ফ্রান্সে এক মাসকাল অবস্থানকালে প্যারি শহরে জনৈক গণিতশাস্ত্রবিদ্ ইঁহাকে প্রশ্ন করেন—"১৮৭৩ খ্রীঃ ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীর শেষ দিনের বেলা ১০টা পর্যন্ত কত সেকেণ্ড?" ২০ মিনিট চিন্তার পর ইনি সহাস্যবদনে যথাযথ উত্তর বলিয়া দিলেন। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতায় প্রত্যাগত হন। লক্ষ বর্ষ বা কোটি বর্ষ পূর্বে বা পরে কোন্ মাসের কোন্ তারিখে কি বার, বা কোন্ বারে কি তারিখ ছিল বা হইবে তাহাও ইনি অতি সহজে বলিতে পারিতেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সোয়াদ—স্বাদ। বাংপ্র। বি।

সোয়ারি—আরোহী; তানপুরা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের যে কাষ্ঠখণ্ডের উপরে তার থাকে তাহা; তাল বিঃ। ফা। বি।

সোয়াস্তি—স্বস্তি, শান্তি, সুখ। <স্বস্তি। বি। [কোলাহল। ফা-মূ। বি।

সোর—তুমুল শব্দ, চিৎকারধ্বনি, কলরব,

সোরগোল—তুমুল চিৎকার, গণ্ডগোল। ফা-মূ। বি।

সোরা—লবণজাতীয় দ্রব্য বিঃ, nitre. ফা-মূ। বি।

সোরাই—জলের কুজা। আ-মূ। বি।

সোরাবজী (মিস্ কর্নেলিয়া)—ইনি ১৮৬৬ খ্রীঃ নাসিক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি রেভাঃ সোরাবজী ফরসেট্জীর কন্যা। ইনি উচ্চশিক্ষিতা মহিলা। ১৮৮৭ খ্রীঃ ইনি বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। আমেদাবাদ নগরস্থ গুজরাট কলেজে ইনি কিছুদিন ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করেন। পরে কর্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৮৮ খ্রীঃ অক্স্ফোর্ডে বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রবেশ করেন, এবং তথায় আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন। কয়েক বৎসর যাবৎ ইনি বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের অধীনে, যে সকল দেশীয় রমণীগণের সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে, আইন ও মামলা মকদ্দমা বিষয়ক ব্যাপারে তাঁহাদের পরামর্শদাত্রী রূপে নিযুক্ত থাকেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৫শে জুন ইনি প্রথম শ্রেণীর Kaiser-i-hind পদক লাভ করেন।

সোলন (Solon)—আথেন্সের সুপ্রসিদ্ধ ব্যবস্থাপ্রণেতা ও গ্রীসের সাতজন মহাপ্রাজ্ঞের অন্যতম। ইঁহার জন্মাব্দ খ্রীঃ পূঃ ৬৪০ বা ৬৩৮ এবং মরণাব্দ খ্রীঃ পূঃ ৫৫৯ বা ৫৫৮। সালামিস দ্বীপ ইঁহার জন্মভূমি। আথেন্স নগরে দর্শন-বিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া আরও জ্ঞানলাভার্থ ইনি নানা দেশে পর্যটন করেন এবং তৎপরে ফিরিয়া আসিয়া প্রথমে বাণিজ্যদ্বারা জীবিকা-নির্বাহে প্রবৃত্ত হন। সেই সময়ে ইনি মধ্যে মধ্যে কবিতা রচনা করিতেন, এবং

ক্রমে কবি বলিয়াও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। সালমিস আথেন্সের হস্তচ্যুত হওয়ায় ইনি তৎসম্বন্ধে এরূপ একটি উদ্দীপনাময়ী কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করেন যে, তাহাতে উক্ত স্থান পুনরধিকার করিবার চেষ্টা স্থিরীকৃত হয়, এবং তদর্থে সৈন্য প্রেরণ করিয়া সোলনকে তাহার নেতৃত্ব প্রদান করা হয়। ইঁহার চেষ্টায় দ্বীপটি পুনরধিকৃত হইলে ইনি রাজ্যমধ্যে প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হন।

অতঃপর রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের অনুরোধে ইনি উহার উন্নতিকল্পে কতকগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন। সেই সকল ব্যবস্থায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া লোকে চমৎকৃত হয় এবং ইঁহার যশঃ চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হয়। অনন্তর ইনি পুনর্বার বিদেশদর্শনে বহির্গত হন এবং সাইপ্রস, এসিয়া মাইনর, মিসর প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করিয়া দশ বৎসর অতিবাহিত করেন। কথিত আছে যে, এই সময় ইনি একদা লীডিয়া-রাজ ক্রীজসের সভায় উপস্থিত হইলে, তিনি আপনার অগাধ ধনরত্নরাজি প্রদর্শন করিয়া এই মহাপণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন,– "বলুন দেখি, জগতে আমা অপেক্ষা সুখী ব্যক্তি কেহ আছে কি ?" সোলন বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, "ধনৈশ্বর্য সুখের প্রকৃত নিদান নহে ; বিশেষতঃ জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে ব্যক্তি সুখে কালযাপন করিতে না পারে, তাহাকে সুখী বলা যাইতে পারে না।" বলা বাহুল্য এইরূপ উত্তরে ক্রীজস মনে মনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাপণ্ডিতের প্রতি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া উপেক্ষাসূচক ভ্রূকুটী প্রদর্শন করিলেন।

কিছুকাল পরে ক্রীজস পারসিয়ার সাইরস কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হইলেন। সাইরস ক্রীজসকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত তাঁহার হস্তপদ বন্ধনপূর্বক তাঁহাকে জ্বলন্ত চিতায় আরোপিত করিলে ক্রীজস মহাপ্রাজ্ঞ সোলনের উক্তির সারবত্তা হৃদয়ংগম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে 'হা সোলন! সোলন্!' বলিয়া আক্ষেপ করিয়া উঠিলেন। সাইরস কর্তৃক এরূপ আক্ষেপোক্তির কারণ জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি সোলনের সহিত সাক্ষাৎকারের বৃত্তান্ত আনুপূর্বিক বর্ণন করিলেন। তাহা শুনিয়া সাইরসের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ক্রীজসকে মুক্তি প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সদ্ভাবসংস্থাপনপূর্বক তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে সোলন দুইজন রাজার জ্ঞানোন্মেষের ও একজনের জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিলেন। [বাংপ্র। বি।

সোলা—জলজ উদ্ভিদ্ বিঃ বা তাহার কাঠ।

সোলে—আপস নিষ্পত্তি। আ-মূ। বি।

সোলেনামা—আপস নিষ্পত্তি পত্র। আ-মূ। বি।

সোসর—সদৃশ, সমান। কপ্র। বিণ।

সোঽহং (-হম্)– ব্রহ্ম ও আমি অভিন্ন, তিনিই আমি। সঃ+অহং।

সোহাগ—১। অতিশয় আদর, অতিশয় ভালবাসা। <সৌভাগ্য। ২। কন্যার বিবাহদিনে এয়োস্ত্রী এবং কুমারীগণের সহিত কন্যার জননীর প্রতিবেশিনীগণের নিকট হইতে তণ্ডুলাহরণ। বাংপ্র। বি।

সোহাগ মাগা, সোহাগ সাধা - সোহাগের তণ্ডুল আহরণ করা।

সোহাগা—টঙ্কণ, borax (ইহা স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতুসমূহ গলাইতে ব্যবহৃত হয়)। বাংপ্র। বি।

সোহাগিনী, সোহাগী—আদরিণী, আদুরী ; সুভগা ; ভাগ্যবতী। বাংপ্র। বি বা বিণ।

সোহিনী– রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

সৌকর্য—১। শুকরতা, সুসাধ্যতা ; অনায়াস ; সুবিধা। সুকর+ষ্য ভাবার্থে। ২। শূকরত্ব। শূকর+ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌকুমার্য—সুকুমারতা, মৃদুতা, কোমলতা। সুকুমার+ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌক্ষ্ম্য—সূক্ষ্মতা। সূক্ষ্ম+ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌখীন—বিলাসী, সুখভোগপরায়ণ (বাবু); যাহাতে সখ মিটে, মনোহর। আ। বিণ।

সৌখীনতা—বিলাসিতা ; বাবুগিরি। সৌখীন (আ) +তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

সৌখ্য—সুখধারা ; সুখসমূহ। সুখ+ষ্য। বি ; ক্লী।

সৌগন্ধ, সৌগন্ধ্য—সদ্গন্ধ, সৌরভ। সুগন্ধ +অ, ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌজন্য—সুজনতা, শিষ্টাচার, সদ্ব্যবহার। সুজন শব্দ+ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌজাত্য—জন্মের উৎকর্ষ। সুজাত+ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌজাত্যবিদ্যা—উৎকৃষ্ট সন্তান উৎপাদনবিষয়ক বিদ্যা, জন্মোৎকর্ষতত্ত্ব। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

সৌত্র, সৌত্রিক—১। সূত্রসম্বন্ধীয় ; সূত্রানুযায়ী। সূত্র+অ, ষ্ণিক। বিণ। ২। ব্রাহ্মণ ; (ব্যাকরণে) গণপাঠযুক্ত ধাতুবৎ দৃষ্ট প্রয়োগ নয় অথচ কেবল শব্দবিশেষ সাধনার্থ স্বীকৃত সূত্রনিবেশিত ধাতু। বি ; পু।

সৌদামনী, সৌদামিনী—বিদ্যুৎ, অপ্সরা বিঃ। সুদামন্ (মেঘ)+অ ভবার্থে+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

সৌদাস—ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা। একদা ইনি মৃগয়া করিবার সময় ব্যাঘ্ররূপী দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইয়া তাহাদের মধ্যে একজনকে বিনাশ করেন। অপর জন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে এইরূপ ভয় দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়। একদা রাজা সৌদাস অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেছিলেন। এই যজ্ঞে বশিষ্ঠ যাজকতা করেন। পলায়িত রাক্ষস বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট সমাংস অন্নভোজন প্রার্থনা করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ তাহার উদ্যোগ করিয়া দেন ; তখন রাক্ষস গোপনে সমাংস অন্নের সহিত নরমাংস মিশ্রিত করিয়া দিল। ঋষি বশিষ্ঠ ভোজনের সময় নরমাংস প্রদত্ত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রাজাকে অভিশাপ দিলেন,—"যে খাদ্য আমায় দিয়াছ তাহাই তোমার খাদ্য হউক।" বিনা অপরাধে এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া রাজাও অভিশাপ দিবার জন্য জলগণ্ডূষ লইলে মহিষী ইঁহাকে নিরস্ত করিলেন। তখন তাঁহার পাদদেশে সেই তেজোযুক্ত জল পতিত হইলে তাঁহার চরণদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গেল। তদবধি তাঁহার নাম হইল "কল্মাষপাদ"।

সৌধ—সুধা-ধবলিত গৃহ ; রাজভবন, প্রাসাদ। সুধা (চুন)+অ সংসর্গার্থে। বি ; ক্লী বা পু।

সৌধকিরীটিনী—প্রাসাদরূপ কিরীটশোভিতা, অর্থাৎ বহুতর সমুচ্চ ও মনোহর সৌধযুক্তা। সৌধ রূপ কিরীট, রূপক ; সৌধকিরীট+ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

সৌধময়—১। প্রাসাদময়, হর্ম্যাকীর্ণ, অট্টালিকাপূর্ণ। সৌধ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী, -ময়ী। ২। সুধাধবলিত, চুনকাম-করা। প্রা কপ্র। বিণ।

সৌধমালা—প্রাসাদশ্রেণী, সুধা-ধবলিত গৃহশ্রেণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সৌধশিখর—সৌধচূড়া, প্রাসাদের উপরিভাগ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

সৌধশ্রেণী—সৌধমালা, প্রাসাদশ্রেণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সৌন্দর্য—সুশ্রীকতা, সুরূপতা। সুন্দর শব্দ +ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌন্দর্যপ্রিয়—সুশ্রীকতার অনুরাগী, যে সৌন্দর্য দেখিতে ভালবাসে এরূপ। বহু। বিণ।

সৌন্দর্যময়—সৌন্দর্যপূর্ণ, শোভাময়। সৌন্দর্য+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—সৌন্দর্যময়ী।

সৌপ্তিক—১। সুপ্তসম্বন্ধীয়। সুপ্ত শব্দ+ ফিক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সৌপ্তিকী**। ২। মহাভারতের পর্ব বিঃ। বি ; ক্লী।

সৌবর্চল—লবণ বিঃ ; সোরা। সুবর্চল+ ষ্ণ। বি ; ক্লী।

সৌবীর—সিন্ধুনদতীরবর্তী প্রাচীন দেশ বিঃ। সুবীর+অণ্ স্বার্থে। বি ; ক্লী।

সৌভদ্র, সৌভদ্রেয়—সুভদ্রাপুত্র, অভিমন্যু। সুভদ্রা+ষ্ণ, ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

সৌভরি—জনৈক মুনি। তপস্যা দ্বারা ইনি যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিতে অভিলাষী হইয়া ইনি রাজা মান্ধাতার নিকট তাঁহার একটি কন্যা ভার্যার্থে প্রার্থনা করেন। মনোনয়নার্থ কন্যাগণের নিকট প্রেরিত হইয়া ইনি যোগবলে দিব্যদেহ ধারণ করিলে কন্যাগণ সকলেই ইঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন। পত্নীগণ সমভিব্যাহারে ইনি বনাশ্রমে বাস করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যোগবলে প্রভূত ধনৈশ্বর্যের অধিপতি হইয়া বহুকাল সংসারাশ্রমে সুখে অতিবাহিত করেন। সেই সময়ে ইঁহার অনেকগুলি পুত্রকন্যাও জন্মে। অনন্তর ইনি পুনর্বার সংসার পরিত্যাগ করিয়া তপশ্চরণে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। বি ; পু।

সৌভাগিনেয়—সুভগা স্ত্রীর পুত্র। সুভগা +ঢেয় অপত্যার্থে। বি ; পু।

সৌভাগ্য—১। শুভাদৃষ্ট ; প্রিয়ত্ব ; সৌন্দর্য। সুভগ শব্দ+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ২। যোগ বিঃ। বি ; পু।

সৌভাগ্যক্রমে—শুভাদৃষ্টবশতঃ, জোর কপাল হেতু। সৌভাগ্যের ক্রম আছে যাহাতে, বহু। ক্রি বিণ।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী—শুভাদৃষ্টরূপ শ্রী ; সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রূপক বা ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সৌভাগ্যবশতঃ (-তস্)—সৌভাগ্যক্রমে। সৌভাগ্যের বশ, ৬তৎ ; তদুত্তরে তস্ পঞ্চম্যর্থে। অ।

সৌভাগ্যবান্ (-বৎ)—শুভাদৃষ্ট-সম্পন্ন, জোর কপালবিশিষ্ট। সৌভাগ্য শব্দ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সৌভাগ্যবতী**।

সৌভাগ্যশালী (-শালিন্)—সৌভাগ্যবান্, শুভাদৃষ্টসম্পন্ন। সৌভাগ্য—শালৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**সৌভাগ্যশালিনী**।

সৌভাগ্যসূর্য—শুভাদৃষ্টরূপ রবি। রূপক। বি ; পু।

সৌভ্রাত্র—সুভ্রাতৃত্ব, ভ্রাতৃগণের পরস্পর প্রীতি। সু (উত্তম) যে ভ্রাতা সে সুভ্রাতা, কর্মধা ; সুভ্রাতৃ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

সৌমনা—উদয়পর্বতের এক শৃঙ্গ। কোন সময়ে বিষ্ণু ত্রৈলোক্য আক্রমণকালে এই শৃঙ্গে এক পদ এবং সুমেরুশিখরে অন্য পদ অর্পণ করিয়াছিলেন।

সৌমিত্র, সৌমিত্রি—সুমিত্রাতনয়, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। সুমিত্রা+ষ্ণ, ফি অপত্যার্থে। বি ; পু।

সৌম্য—১। সোমপুত্র, চন্দ্রতনয়, বুধগ্রহ। সোম+ষ্ণ্য। বি ; পু। ২। সুন্দর ; সুদৃশ্য ; সাধু ; শান্তমূর্তি ; নিপুণ। বিণ। স্ত্রী—**সৌম্যী**।

সৌম্যভাব—শান্তভাব, সাধুভাব। কর্মধা। বি ; পু।

সৌম্যমূর্তি—১। শান্ত আকৃতি, সুন্দর অবয়ব। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। শান্ত আকৃতিবিশিষ্ট, সুন্দরকায়। বহু। বিণ।

সৌম্যাকৃতি—১। শান্ত আকৃতি, সুন্দর আকার। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। শান্ত আকৃতিবিশিষ্ট, সুদৃশ্যবপুঃ। বহু। বিণ।

সৌর—১। বৈবস্বত মনু ; যম ; শনি ; কর্ণ ; সুগ্রীব। সুর (সূর্য)+ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পু। ২। সূর্যসম্বন্ধীয়। সুর+ষ্ণ ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**সৌরী**।

সৌরকর, সৌরকিরণ—সূর্যকিরণ, রৌদ্র। কর্মধা। বি ; পু।

সৌরকরলেখা—সূর্যকিরণের রেখা, সূর্যের কিরণমালা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

সৌরকরোজ্জ্বল, সৌরকরোদ্ভাসিত—সূর্যকিরণে প্রকাশিত, সূর্যের করে সমুজ্জ্বল। ৩তৎ। বিণ।

সৌরজগৎ—সূর্য ও তাহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণকারী গ্রহ-উপগ্রহাদি মণ্ডল, Solar System. কর্মধা। বি ; ক্লী।

সূর্য সৌর জগতের কেন্দ্রস্বরূপ। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ ইহাকে বেষ্টন করিয়া স্ব স্ব কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য একটি গোলাকার জড়পিণ্ড, ইহার ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ এবং ইহার আকার পৃথিবীর আকারের প্রায় ১৩,৩২,০০০ গুণ। কিন্তু ইহা পৃথিবীর ন্যায় গাঢ় নহে ; ইহার গাঢ়তা পৃথিবীর গাঢ়তার চারি ভাগের এক ভাগ মাত্র, সুতরাং সূর্য পৃথিবী অপেক্ষা এত বৃহৎ হইলেও ইহার ওজন পৃথিবী অপেক্ষা মাত্র ৩,৩৩,০০০ গুণ ভারী। জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিতগণ বহু পর্যবেক্ষণ দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্যের অভ্যন্তর ভাগ দ্রব দ্রব্যদ্বারা গঠিত, এবং নানাবিধ গলিত ধাতুই উহার উপাদান। সূর্যের এই দ্রবময় দেহ বেষ্টন করিয়া কদম্বপুষ্পের কেশরের ন্যায় যে একটি আচ্ছাদন রহিয়াছে উহাকে প্রভাগোলক বা কেশর বলা যায়। উহা সূর্যদেহের অভ্যন্তর ভাগ অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত তরল ধাতুদ্বারা গঠিত। উহা সাতিশয় উত্তপ্ত বলিয়া প্রায় বাষ্পাকারে অবস্থান করে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে সূর্যের তেজ নিয়ত বিক্ষিপ্ত হইতে হইতে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া বহু কোটি বৎসর পরে এত কম হইয়া যাইবে যে, সূর্যের দেহ কঠিন অবস্থায় পরিণত হইবে, এবং সূর্যোত্তাপের অভাবে এই পৃথিবী মানববাসের অযোগ্য হইয়া পড়িবে। কিন্তু অপর কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। সূর্যের তেজ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকিলেও মধ্য মধ্যে উল্কারাশি উহার মধ্যে পতিত হইয়া আগুনে কাঠ বা কয়লা দেওয়ার ন্যায় উহার উত্তাপের সমতা রক্ষা করিতেছে। সুতরাং সূর্যের তেজ কখনও একেবারে নির্বাপিত হইবার আশঙ্কা নাই। সৌরজগতে নয়টি প্রধান গ্রহ আছে। তাহা এই,—বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস বা হর্শেল, এবং নেপচুন ও প্লুটো।

বুধ—ইহা সূর্যের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী গ্রহ। সূর্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব ৩৫৯,৫৮০০০ মাইল। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে ইহার প্রায় ৮৮ দিন লাগে। ইহার ব্যাস প্রায় ৩০০৮ মাইল এবং ইহার দেহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৮ ভাগের এক ভাগ মাত্র। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ইহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ১৫ ভাগের ১ ভাগ। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা গাঢ়তর পদার্থ দ্বারা গঠিত। বুধের দৈহিক উত্তাপ অত্যল্প, কিন্তু ইহা সূর্যের অধিক নিকটবর্তী হওয়ায় ইহাতে সূর্যকিরণের উত্তাপ পৃথিবীস্থ সূর্যকিরণের উত্তাপ হইতে প্রায় ৭ গুণ অধিক। ইহার দেহের বর্ণ সংসার ন্যায়, কিন্তু সূর্যকিরণের প্রতিফলনে ইহাকে তারার ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যায়। ইহার একমুখ নিয়ত সূর্যের দিকে থাকে, এজন্য ইহার একাংশে নিয়ত দিন ও অপরাংশে নিয়ত রাত্রি থাকে। সূর্যের উদয়াস্ত কালেই প্রায় ইহার উদয়াস্ত হইয়া থাকে, এজন্য মুক্তচক্ষে ইহাকে দর্শন করা দুঃসাধ্য। বুধের কোন উপগ্রহ এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

শুক্র—সৌরজগতে বুধের পরই শুক্রকে দেখা যায়। সূর্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব ৬,৭১,৯০,০০০ মাইল। কিন্তু এই দূরত্ব সর্বদা সমান থাকে না, কখনও অল্প কখন বা অধিক হয়। স্বীয় কক্ষে ভ্রমণ করিতে

করিতে শুক্র যখন সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যগত হয়, তখন পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব ২৫৭,৬০,০০০ মাইলের কিছু বেশী হইয়া থাকে। আবার যখন ইহা পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে, তখন ইহার দূরত্ব ১৬ কোটি মাইলেরও অধিক হয়। শুক্র যে কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহা পৃথিবীর কক্ষের অন্তর্গত। সুতরাং পৃথিবী হইতে উহাকে কখনও সূর্যের অগ্রে এবং কখন বা সূর্যের পশ্চাতে চলিতে দেখা যায়। শুক্র যখন সূর্যের অগ্রে থাকে তখন উহা সূর্যোদয়ের পূর্বে উদিত হয়, এবং তখন আমরা উহাকে প্রভাতী তারা বা শুকতারা বলিয়া থাকি; আবার যখন সূর্যের পশ্চাতে থাকে, তখন উহা সূর্যাস্তের পরে অস্ত যায়; সে সময়ে উহাকে পশ্চিমাকাশে দীপ্তি পাইতে দেখা যায়, এবং তখন উহাকে সন্ধ্যা-তারা বলা হয়। শুক্রের ব্যাস ৭৪৮০ মাইল এবং ইহার দেহের আয়তন পৃথিবীর ৫ ভাগের ৪ ভাগ অপেক্ষা বেশী। ইহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ৪ ভাগের ৩ ভাগ এবং দেহের গাঢ়তা পৃথিবীর গাঢ়তা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন। ইহার দেহ রজতশুভ্র, এজন্য অধিকতর সৌরকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় ইহাকে সকল সময়েই অধিক উজ্জ্বল দেখা যায়। ইহার গতি পৃথিবী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুত। ইহা প্রায় ২২৪ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, এবং প্রায় ২৩।০ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তন করে। শুক্র গ্রহের এ পর্যন্ত কোন উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয় নাই।

পৃথিবী—প্রাচীন কালে পৃথিবী অচলা বলিয়া ধারণা ছিল। এদেশে আর্যভট্ট নামে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্ ইহাকে সচলা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন, এবং ইহার আহ্নিকগতি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী বরাহ প্রভৃতি জ্যোতির্বিদগণ এই মত গ্রহণ করেন নাই। পরে পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদিগের দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, বাস্তবিকই পৃথিবী অচল জড়পিণ্ড নহে; অন্যান্য গ্রহের ন্যায় ইহারও গতি আছে, এবং ইহা স্বীয় কক্ষপথে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ১২ মিনিট ৩ সেকেণ্ডে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহা ২৪ ঘণ্টায় একবার নিজ দেহের আবর্তন করে, ইহাতেই আমরা দিবারাত্রি অনুভব করিয়া থাকি। সূর্য হইতে পৃথিবী ৯,২৯,৫০,০০০ মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে। এই দূরত্ব সকল সময়ে সমান থাকে না। পৃথিবীর মেরুদণ্ডের দৈর্ঘ্য ৭৯০০ মাইল, এবং উহার নিরক্ষদেশের ব্যাস ৭৯২৭ মাইল। পণ্ডিতগণ অনুমান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ উহার পৃষ্ঠদেশের ন্যায় কঠিন নহে, কিন্তু তাহার গাঢ়তা পৃষ্ঠদেশের গাঢ়তা অপেক্ষা অধিক। কোন কোন পণ্ডিতের মতে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ পারদের ন্যায় তরল, আবার কাহারও কাহারও মতে উহা সীসার ন্যায় কঠিন। পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ উত্তপ্ত। পৃথিবীর একটি উপগ্রহ আছে; এই উপগ্রহ চন্দ্র।

চন্দ্র · পৃথিবী যেমন সূর্যের আকর্ষণে উহার চতুর্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও সেইরূপ পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের এক আবর্তন পূর্ণ করিতে ২৭ দিন ৮ ঘণ্টা সময় লাগে; এবং (অমাবস্যায়) সূর্যের সহিত একবার মিলিত হইবার পর পুনরায় সূর্যের সহিত সম্মিলিত হইতে প্রায় ২৯॥০ দিন লাগে। ইহাই চান্দ্রমাস। চন্দ্র পৃথিবী হইতে ২,৩৮,৮৩৫ মাইল দূরে অবস্থিত। তবে এই দূরত্ব সকল সময়ে সমান থাকে না। যখন চন্দ্র পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী হয়, তখন ইহা ২,৫২,৯৫০ মাইল দূরে এবং সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হইলে ২২৪,৭২০ মাইল দূরে অবস্থান করে। চন্দ্রের ব্যাস প্রায় ২১৫০ মাইল এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ৫০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। চন্দ্রের দেহ পৃথিবীর দেহ অপেক্ষা শীতল ও কঠিন। চন্দ্রে জলবায়ুর কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এককালে ইহাতে জল ছিল, এবং বিশাল সমুদ্রও ছিল, এক্ষণে জলরাশি জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। ইহার পৃষ্ঠদেশে অনেক পর্বত ও তুষারাবৃত বিশাল প্রান্তর দেখা যায়। চন্দ্রে যে কলঙ্ক দৃষ্ট হয়, উহা প্রকৃতপক্ষে কলঙ্ক নয়। ঐ সকল উন্নত পর্বতের ছায়া, গহ্বর ও উপত্যকা প্রভৃতির যে সকল স্থানে সূর্যালোক পতিত হয় না, সেই সকল স্থানই কলঙ্কবৎ প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রমণ্ডলস্থ পর্বতসমূহে গহ্বরাদি দৃষ্টে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এককালে চন্দ্রমণ্ডলে ভীষণ অগ্ন্যুৎপাত ঘটিত, কারণ ঐ সকল পর্বত আগ্নেয়গিরির অনুরূপ। চন্দ্র সর্বদা এক মুখ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া ঘুরিতেছে। পণ্ডিতেরা সেই দিকই দেখিতে পাইয়া তাহার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। কেহ কেহ কল্পনা করেন যে, চন্দ্রের অলক্ষিত অপর পৃষ্ঠে জলবায়ুর বিদ্যমানতা, সুতরাং জীবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে।

মঙ্গল—পৃথিবীর কক্ষের বাহিরেই মঙ্গল গ্রহ। পৃথিবী হইতে ইহাকে উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেখা যায়। সূর্য হইতে মঙ্গলের গড় দূরত্ব ১৪,১৫,৩৬,০০০ মাইল। পৃথিবীর কক্ষ মঙ্গলের কক্ষের মধ্যে থাকায়, মঙ্গল কদাপি পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী হয় না, কোন কোন সময় পৃথিবীই মঙ্গল ও সূর্যের মধ্যবর্তী হইয়া থাকে। তখন পৃথিবী হইতে মঙ্গলের দূরত্ব, ৪৮৫,৮৬,০০০ মাইল হয়। মঙ্গলের ব্যাস প্রায় ৫০০০ মাইল, এবং ইহার আয়তন পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। ইহা প্রায় ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তন করিয়া থাকে। ইহা ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। মঙ্গলের লোহিত আভার কারণ অনুসন্ধান করিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে, ইহাতে জল আছে। তাঁহারা দূরবীক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে সাগর ও জল-প্রণালী সকল বিদ্যমান। ইহাতে পাহাড়-পর্বত দেখা যায় না, তবে উদ্ভিদ্‌পূর্ণ বিস্তৃত প্রান্তর দৃষ্ট হয়। এই সকল জলপ্রণালীর অবস্থিতি দর্শনে বোধ হয় যে, কোন বুদ্ধিমান্ প্রাণী স্থলভাগে জলাভাব দূর করিবার জন্য ঐ সকল প্রণালী খনন করিয়াছে। সুতরাং ইহাতে আমাদের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী ও ক্ষমতাশালী জীব বাস করিতেছে বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মঙ্গল পৃথিবী অপেক্ষা অধিক শীতল, এবং ইহার বায়ু অপেক্ষাকৃত লঘু। মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ আছে। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হল নামক জনৈক আমেরিকান পণ্ডিত এই উপগ্রহ দুইটির আবিষ্কার করেন। ইহাদের একটিকে শম ও অপরটিকে দম বলা যায়। দম মঙ্গলের কেন্দ্র হইতে ১৪,৬৫০ মাইল দূরে থাকিয়া ৩০ ঘণ্টা ১৮ মিনিটে একবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করে, এবং শম ৫৮৫০ মাইল দূরে থাকিয়া ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি—সৌরজগতে যত গ্রহ আছে বৃহস্পতি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার ব্যাস ৮৮,৪৩৯ মাইল, এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১৩৯০ গুণ। ইহা সূর্য হইতে ৪৮,৩২,৮৮,০০০ মাইল দূরে অবস্থান করিয়া ৪৩৩২॥০ দিনে একবার স্বীয় কক্ষে আবর্তন করিয়া থাকে। বৃহস্পতি ৯ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ৪০ সেকেণ্ডে একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তন করে। পৃথিবী স্বীয় কক্ষে চলিতে চলিতে যখন সূর্য ও

বৃহস্পতির মধ্যবর্তী হয়, তখন পৃথিবী হইতে বৃহস্পতির দূরত্ব প্রায় ৩৯০,৩৩৮,০০০ মাইল হয়। তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণ দ্বারা ইহাকে চন্দ্র অপেক্ষা অনেক বড় দেখা যায়। অন্যান্য গ্রহগণ যেমন স্বয়ং তেজোবিহীন, কেবল সূর্যালোকে প্রদীপ্ত হয়, বৃহস্পতি সেরূপ নহে, ইহার নিজের তেজ আছে। এজন্য অনেকে বৃহস্পতিকে দ্বিতীয় সূর্যরূপে উল্লেখ করেন। বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা অধিক তরল, এজন্য উহা সর্বদা বাষ্পাবরণে আচ্ছাদিত ও মেঘাবৃত থাকে। ইহার দেহের বর্ণ রজতবৎ শুভ্র। কিন্তু উহাতে সঞ্চরমাণ মেঘমালা দূরবীক্ষণ সংযোগে ঈষৎ রক্তাভ দেখা যায়। ইহার গাত্রে সময়ে সময়ে নানা আকারের দাগ দেখা যায়। কোন কোন দাগের দৈর্ঘ্য ২৮,০০০ মাইল পর্যন্ত হইয়া থাকে। বৃহস্পতি গ্রহের বারটি উপগ্রহ আছে। তন্মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতির্বিদ্ গ্যালিলিও স্বনির্মিত দূরবীক্ষণ দ্বারা ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে ৪টি উপগ্রহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। পরে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা দেশে বার্নার্ড নামক জ্যোতির্বিদ্ পঞ্চম উপগ্রহের আবিষ্কার করেন। অতঃপর ইহার আরও সাতটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল উপগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে অবস্থান করিয়া বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

শনি—শনি বৃহস্পতি অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ছোট। ইহার ব্যাস প্রায় ৭৫,০৩৩ মাইল। শনির আয়তন পৃথিবীর আয়তন অপেক্ষা ৮৪৯ গুণ বড়। ইহার দেহের গাঢ়তা পৃথিবীর দেহের গাঢ়তার ৯ ভাগের এক ভাগ মাত্র, সুতরাং তাহা জল অপেক্ষা তরল অবস্থাপন্ন। শনি সূর্য হইতে ৮৮,৬০,৬৫,০০০ মাইল দূরে অবস্থান করিয়া প্রায় ১০,৭৫৯ দিনে অর্থাৎ সৌর ২৯৷০ বৎসরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে এবং প্রায় ১০ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ১৭ সেকেণ্ডে একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তন করিয়া থাকে। সাধারণতঃ শনিকে হরিদ্রাবর্ণ দেখা যায়। দূরবীক্ষণ দ্বারা দর্শন করিলে শনির দেহে তিনটি চক্র পরিদৃষ্ট হয়। চক্রগুলি অঙ্গুরীয়কের ন্যায় গোলাকার, এবং গৃহপৃষ্ঠের সহিত অসংলগ্ন হইয়া কুম্ভকারচক্রের ন্যায় ইহার দেহ বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে। এতদ্ব্যতীত ৯টি উপগ্রহ শনিকে বেষ্টন করিয়া ঘূর্ণিত হইতেছে। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হাইগেন নামক জ্যোতির্বিদ্ সর্বপ্রথম শনির একটি উপগ্রহের আবিষ্কার করেন। তৎপরে ক্যাশিনি ১৬ বৎসর পর্যবেক্ষণের ফলে আর চারিটি উপগ্রহ দেখিতে পান। শতাধিক বৎসর পরে পণ্ডিতবর হর্শেল কর্তৃক আর দুইটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে শনির আর একটি উপগ্রহ, এবং অল্পদিন পূর্বে নবম ও দশম উপগ্রহটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম আবিষ্কৃত উপগ্রহটির নাম টাইটান; ইহা বুধগ্রহ অপেক্ষাও বৃহৎ। এইরূপে তিনটি চক্র ও দশটি উপগ্রহে পরিশোভিত হইয়া গ্রহরাজ শনি সূর্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতেছে।

হর্শেল বা ইউরেনাস—হিন্দু জ্যোতিষে এই গ্রহের উল্লেখ নাই। উইলিয়ম হর্শেল ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহার আবিষ্কার করেন। হর্শেল তৎকালীন ইংলণ্ডেশ্বরের নামানুসারে ইহার নাম 'জর্জতারা' রাখেন। ফরাসী দেশে আবিষ্কর্তার নামানুসারে ইহাকে 'হর্শেল' বলা হয়। লাটিন ভাষায় ইহার ইউরেনাস নামকরণ হয়। এই ইউরেনাস নামের তাৎপর্য গ্রহণ করিয়া কেহ কেহ বাঙ্গালায় ইহাকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করেন। হর্শেলের ব্যাস ৩০,৮৭৫ মাইল, এবং আয়তনে পৃথিবীর ৫৯ গুণ। ইহা সূর্য হইতে প্রায় ১৭৮,১৯,৪৪,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া ৩০,৬৮৬ দিনে অর্থাৎ সৌর ৮৪ বৎসরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহার গতি সর্বাপেক্ষা দ্রুত। ইহা প্রায় ৯৷০ ঘণ্টায় একবার স্বীয় মেরুদণ্ডে আবর্তন করে। এ পর্যন্ত ইহার ৫টি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

নেপচুন—ইহাও নূতন আবিষ্কৃত গ্রহ। হিন্দু জ্যোতিষ শাস্ত্রে ইহার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আদম্‌স্ নামক জনৈক ইংরাজ এবং লাভেরিয়ে নামক এক ফরাসী জ্যোতির্বিদ্ অতি তীক্ষ্ণ দূরবীক্ষণের সহায়তায় এবং গণিতের জটিল গণনা মীমাংসার পর এই গ্রহের আবিষ্কার করেন। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে ইহার নেপচুন নামকরণ হয়। নেপচুন শব্দ গ্রীক ভাষায় জলাধিপতির নাম বলিয়া কেহ কেহ ইহাকে বাঙ্গালায় বরুণ বলিয়া অভিহিত করেন। নেপচুনের ব্যাস ৩৭,২০৫ মাইল, এবং ইহার আয়তন পৃথিবীর আয়তনের ১০৩৷০ গুণ। ইহা সূর্য হইতে ২৭৯,১৭,৫০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্বের প্রায় ৩০ গুণ। ইহা ৬০,১২৬ দিনে বা প্রায় ১৬৪ বৎসরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ইহার মেরুদণ্ডাবর্তনের কালের পরিমাণ এখনও নির্ধারিত হয় নাই। নেপচুনের একটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা নেপচুন হইতে ২২৩,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া প্রায় ৫ দিন ২১ ঘণ্টায় একবার উহাকে প্রদক্ষিণ করে।

প্লুটো—সৌরজগতের নবম গ্রহ প্লুটো ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আরিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফ মানমন্দিরে সি. ডব্লিউ. টমবাক কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ইহার ব্যাস ৩৬৫০ মাইল। সূর্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব ৩,৬৭,১০,০০,০০০ মাইল। ইহার কোন উপগ্রহ আছে কিনা তাহা জানা যায় নাই।

গ্রহকণিকা বা গ্রহাণুপুঞ্জ—মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে থাকিয়া প্রায় দেড় হাজার খুব ছোট গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।

সিরিজ নামে একটি ছোট গ্রহ বিজ্ঞানী পিয়াজি কর্তৃক ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়। গ্রহাণুপুঞ্জের বেশির ভাগ গ্রহের ব্যাস ৫০ মাইলের মধ্যে। সিরিজ (ব্যাস ৪০০ মাইল), প্যালাস (৩০৪), ভেস্‌টা (২৪০) ও জুনো (১২০)—ইহাদের মধ্যে বৃহত্তম। একটি বড় গ্রহ ভাঙিয়া গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি বলিয়া বিজ্ঞানীদের ধারণা।

সৌরভ, সৌরভ্য—সদ্গন্ধ, সুবাস; সৌন্দর্য; কুঙ্কুম। সুরভি+ষ্ণ, ষ্ণ্য। বি; ক্লী।

সৌরভময়—সদ্গন্ধপূর্ণ, সুবাসবিশিষ্ট। সৌরভ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**সৌরভময়ী**।

সৌরভশালী (-শালিন্)—সদ্গন্ধযুক্ত, সুবাসবিশিষ্ট। সৌরভ—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**সৌরভশালিনী**।

সৌরভসম্ভার—সৌরভরাশি, সুবাসসমূহ। ৬তৎ। বি; পু।

সৌরভেয়—সুরভিসম্বন্ধীয়। সুরভি+ঢেয়। বিণ। স্ত্রী, **-য়ী**।

সৌরভ্য—'সৌরভ'। দ্রঃ।

সৌরমণ্ডল—সূর্যমণ্ডল, সূর্যের পরিবেশ। কর্মধা। বি; ক্লী।

সৌরাজ্য—সাধুরাজযুক্তত্ব, উত্তম রাজত্ব। সু যে রাজা সে সুরাজা, কর্মধা; সুরাজন্+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

সৌরাজ্যসুখ—সুশাসনপূর্ণ রাজত্বজনিত সুখ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

সৌরাষ্ট্র—১। সুরাট দেশ। সুরাষ্ট্র শব্দ+ষ্ণ। ২। সুরাটের লোক। বি; পু।

সৌরি—১। যম; শনিগ্রহ। সুর (সূর্য)+ষ্ণি অপত্যার্থে। ২। । সূরি শব্দ+ষ্ণি। বি; পু।

সৌরিক—সুরা সম্বন্ধীয়; শৌণ্ডিক, মদ্যবিক্রেতা। সুরা+ষ্ণিক। বিণ।

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়—প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইহার

জন্ম হয়। ইনি 'আঁখি', 'কাজরী', 'বাদলা', 'পিয়ারী', 'নেপথ্যে' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা। কয়েক বৎসর পূর্বে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সৌষ্ঠব—সুরূপতা, সৌন্দর্য; উৎকর্ষ; আধিক্য। সুষ্ঠু শব্দ+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সৌসাদৃশ্য—সম্পূর্ণ সাদৃশ্য, উত্তম মিল। সু (উত্তম) সদৃশ=সুসদৃশ, প্রাদি; তদুত্তরে ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সৌহার্দ, সৌহৃদ—সখ্য, মিত্রতা, বন্ধুতা; সৌজন্য। সুহৃদ্+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সৌহার্দ্য, সৌহৃদ্য—সখ্য, মিত্রতা, বন্ধুত্ব; সৌজন্য। সুহৃদ্+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

সৌহার্দ্যবন্ধন—মিত্রতারূপ বন্ধন, প্রণয়রূপ বাঁধন। রূপক। বি; স্ত্রী।

সৌহৃদ—'সৌহার্দ' দ্রঃ।

সৌহৃদ্য—'সৌহার্দ্য' দ্রঃ।

স্কন্ধ—অংস, কাঁধ; দেহ; বৃক্ষকাণ্ড, গাছের গুঁড়ি; সেনাধ্যক্ষ; যুদ্ধ; ব্যূহ; রাজা; পথ; ছন্দ বিঃ; গ্রন্থপরিচ্ছেদ; ককুদ, ষাঁড়ের ঝুঁটি; বৌদ্ধমতে—জ্ঞানের পঞ্চ অংশ, বিষয়প্রপঞ্চ—রূপস্কন্ধ, বিষয়জ্ঞান-প্রপঞ্চ—বেদনাস্কন্ধ, আলয়বিজ্ঞানপ্রপঞ্চ—বিজ্ঞানস্কন্ধ, নামপ্রপঞ্চ—সংজ্ঞাস্কন্ধ, বাসনা-প্রপঞ্চ সংস্কারস্কন্ধ। 'ক' অর্থে মস্তক, তাহার দ্বিতীয়ার ১বচনে কং (মস্তককে), তদুত্তরে ধা (ধারণ)+ড কর্তৃ। বি; পু।

স্কন্ধদেশ—অংস, কাঁধ। কর্মধা। বি; পু।

স্কন্ধবাহ, স্কন্ধবাহক—স্কন্ধদ্বারা শকট বা ভার বহনকারী, বেহারা। ৩তৎ। বি; পু।

স্কুল—বিদ্যালয়, পাঠশালা। <ইং 'school'. বি।

স্ক্রিন (Francis Henry Skrine, I. C. S.)—জন্ম ১৮৪৭ খ্রীঃ। ইনি ১৮৬৮ খ্রীঃ ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও বঙ্গদেশে নিযুক্ত হইয়া ভারতে আগমনপূর্বক প্রথমে সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট-রূপে কর্ম করেন। এই সময়ে দেশের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় ইনি বিহার জেলার রিলিফ কার্যে প্রেরিত হন (১৮৭৪ খ্রীঃ)। ১৮৭৭ খ্রীঃ মাদ্রাজে রিলিফ কার্য আরম্ভ হইলে মাদ্রাজ গভর্নমেণ্ট বেঙ্গল গভর্নমেণ্টের নিকট একজন অভিজ্ঞ কর্মচারী চাহিয়া পাঠান, তাহাতে স্ক্রিন সাহেবই তথায় প্রেরিত হন, এবং সেই কার্যে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৮৯৩-৯৪ অব্দে ইনি ভাগলপুর বিভাগের কমিশনারের কার্য করেন এবং ১৮৯৫ খ্রীঃ কলিকাতার কাস্টমস নিযুক্ত হইয়া নিজ আফিসের ও শুল্কসংগ্রহ প্রথার বিবিধ সংস্কার সাধন করেন। ১৮৯৬ খ্রীঃ ইনি চট্টগ্রামের কমিশনার হইয়া যান, এবং পর বৎসর রাজকার্য হইতে অবসর লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। ইনি অতি অমায়িক ও মধুর প্রকৃতির লোক ছিলেন, এতদ্দেশীয়-দিগকে ভালবাসিতেন, এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে সতত যত্ন চেষ্টা করিতেন। ভারতে অবস্থানকালে ইনি 'An Indian Journalist' নাম দিয়া খ্যাতনামা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একখানি জীবন-চরিত প্রণয়ন করতঃ নিজ ব্যয়ে তাহা মুদ্রিত করেন, এবং শম্ভুচন্দ্রের বিধবা পত্নীর গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় ঐ পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সমস্তই বিধবাকে অর্পণ করেন। তদ্ব্যতীত 'The Laborious Days of Sir Charles Eliot', 'The Life of Sir W. W. Hunter, K. C. S. I., 'The Expansion of Russia, 'Fontenoy' প্রভৃতি পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া স্ক্রিন সাহেব যথোচিত যশস্বী হইয়াছেন।

স্ক্রু, স্ক্রুপ—ইস্ক্রুপ, পেঁচ বা পেঁচের গজাল। <ইং 'screw'. বি।

স্খলৎ—স্খলিত হইতেছে এরূপ, স্খলনশীল। স্খল্ (স্খলিত হওয়া)+শতৃ কর্তৃ। বিণ। পু—**স্খলন্**। স্ত্রী—**স্খলন্তী**। ক্লী—**স্খলৎ**।

স্খলন—পতন; বিচ্যুতি; মোচন; পিছলন; উছুট; প্রতিঘাত; অর্ধোচ্চারণ; স্থান-চ্যুতি; ধাক্কা; বিকল হওয়া, বিকৃতি; ভ্রম হওয়া, অনির্দিষ্ট বাক্যকথন; বিফল হওয়া; ক্ষোভ। স্খল্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্খলিত—পতিত; বিচ্যুত; ভ্রষ্ট; চলিত; অর্ধোচ্চারিত; প্রতিহত; কুণ্ঠিত। স্খল্ +ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্খলিতচরণ, স্খলিতপদ—কুণ্ঠিত চরণ-বিশিষ্ট, যাহার পা যথাস্থানে পতিত হইতেছে না এরূপ। বহু। বিণ।

স্খলিতবচনে—জড়িত বাক্যে, অর্ধোচ্চারিত কথায়। বহু। ক্রি-বিণ।

স্খলিতবসন—যাহার কাপড় খুলিয়া পড়িয়াছে এমন। বহু। বিণ।

স্টালিন (Stalin)—(১৮৭৯—৯৫৩ খ্রীঃ)। সোভিয়েত রাশিয়ার ভূতপূর্ব রাষ্ট্রনেতা।

স্টিভেনসন, রবার্ট লুই (Stevenson, Robert Louis)—(১৮৫০—১৮৯৪ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত স্কটল্যাণ্ডদেশীয় কবি ও লেখক। ইনি 'Kidnapped', 'Treasure Island', 'Dr Jekyll and Mr Hyde' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

স্টীমার—বাষ্পচালিত জাহাজ। <ইং 'steamer'. বি।

স্টেশন—রেলগাড়ি প্রভৃতি থামিবার জায়গা ও তাহার বাড়ি। <ইং 'station'. বি।

স্টো, মিসেস হ্যারিয়েট বীচার (Stowe, Mrs. Harriet Elizabeth Beecher)—(১৮১১—১৮৯৬ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত মার্কিন মহিলা ঔপন্যাসিক। ইনি 'Uncle Tom's Cabin' নামক উপন্যাসের রচয়িতা।

স্ট্যাম্প—চিঠি ইত্যাদির টিকিট। <ইং 'stamp'. বি।

স্তন—বক্ষোজ, কুচ, পয়োধর। স্তন্ (শব্দ করা)+অল্ কর্ম। বি; পু।

স্তনন—মেঘধ্বনি; শব্দ; আর্তস্বর। স্তন্ (শব্দ করা ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্তনন্ধয়, স্তনপ—স্তন্যপায়ী শিশু। উপতৎ; স্তন শব্দ—ধে (পান করা)+খশ্ কর্তৃ, ২য় পক্ষে স্তন শব্দ—পা (পান করা)+ড কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**স্তনন্ধয়ী, স্তনপা**।

স্তনবৃন্ত—স্তনের বোঁটা, চুচুক। ৬তৎ। বি; পু।

স্তনান্তর—১। স্তনদ্বয়ের মধ্যভাগ, বক্ষঃ, বুক। স্তনদ্বয়ের অন্তর, ৬তৎ। ২। অপর স্তন। নিত্য। বি; ক্লী।

স্তনিত—১। শব্দিত। স্তন্ (শব্দ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ। ২। মেঘধ্বনি; রতিকালীন শব্দ। স্তন্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী। [ক্লী।

স্তন্য—স্তনদুগ্ধ। স্তন+ষ্য ভাবার্থে। বি;

স্তন্যজীবী (-জীবিন্), **স্তন্যপায়ী** (-পায়িন্)—যে বা যাহা শৈশবে মাতার স্তনদুগ্ধ পান করিয়া জীবিত থাকে (যেমন মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি)। উপতৎ; স্তন্য শব্দ—জীব্ (বাঁচা), পা (পান করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-জীবিনী, -পায়িনী**।

স্তন্যপান—স্তনদুগ্ধ খাওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্তব, স্তবন—স্তুতি, গুণখ্যাপন, প্রশংসা; স্তোত্র। স্তু (স্তুতি করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

স্তবক—১। গুচ্ছ, থোলো, ছড়া, কাঁদি; সমূহ। স্থা (থাকা)+অবক কর্তৃ। ২। স্তব, স্তুতি। স্তব+কণ্ স্বার্থে। বি; পু।

স্তবকিত—গুচ্ছীকৃত, তোড়া বাঁধা। স্তবক শব্দ+ইত জাতার্থে। বিণ।

স্তবপাঠ, -গান—মহিমাগান, প্রশংসা-কীর্তন। ৬তৎ। বি; পু, ক্লী।

স্তবন—'স্তব' দ্রঃ।

-গুণকথন ও অনুনয়। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী। (দুইটি শব্দই একার্থক।)

স্তব্ধ—অস্পন্দ, জড়ীভূত, দূরীভূত, মূর্ছিত; বধির; অনম্র। স্তন্ভ্‌+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্তব্ধতা—স্পন্দহীনতা, জড়ীভূত ভাব, নিশ্চলতা। স্তব্ধ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

স্তব্ধীভূত—নিস্পন্দীভূত, জড়ভাবপ্রাপ্ত; নড়নচড়নশূন্য। স্তব্ধ শব্দ+চ্বি (স্তব্ধী)—ভূ+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্তম্ব—তৃণাদির গুচ্ছ; কাণ্ডহীন বৃক্ষ। স্থা (থাকা)+অম্বচ্‌ কর্তৃ। বি; পু।

স্তম্ভ—১। জড়ীভাব; স্তম্ভবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান; দৃঢ়ভাব; রোধ, প্রতিবন্ধ। স্তন্ভ্‌+অল্‌ ভাব। ২। থাম, খুঁটি; গাছের গুঁড়ি। স্তন্ভ্‌ (স্তব্ধ হওয়া)+অল্‌ কর্তৃ। বি; পু।

স্তম্ভন—১। জড়ীকরণ; দৃঢ়ীকরণ; অবরোধ; নিবারণ; মন্ত্রাদিদ্বারা শক্তিহীন ও নিশ্চলকরণ। স্তন্ভ্‌ (স্তব্ধ করা)+অনট্‌ ভাব। ২। জড়ীকরণ-সাধন। স্তন্ভ্‌+অনট্‌ করণ। বি; ক্লী। ৩। কন্দর্পের বাণ বিঃ। স্তন্ভ্‌+অন কর্তৃ। বি; পু।

স্তম্ভিত—জড়ীকৃত, নিস্পন্দীকৃত; দৃঢ়ীকৃত; নিবারিত; রুদ্ধ। ণিজন্ত স্তন্ভ্‌—স্তম্ভি (স্তব্ধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্তর—ভূমি প্রভৃতির বিভাগ বিঃ, পলি; থাক্‌, স্তবক, শয্যা। স্তৃ (আস্তরণ করা)+অল্‌ কর্ম। বি; পু।

স্তাবক—স্তুতিকারক; গুণগানকারী; চাটুকার। স্তু+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—স্তাবিকা।

স্তিমিত—১। আর্দ্র, সিক্ত; নিশ্চল, জড়। স্তিম্‌ (আর্দ্র হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। আর্দ্রতা, জড়তা, নিশ্চলতা। স্তিম্‌+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

স্তুত—কৃতস্তুতি; প্রশংসিত; কীর্তিত। স্তু (স্তব করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্তুতি—স্তব, গুণকথন, প্রশংসা। স্তু (স্তব করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

স্তুতিপাঠক—১। স্তবকর্তা, বন্দী। ৬তৎ। বিণ। ২। মাগধজাতি, ভাট। বি; পু।

স্তুতিবাণী—স্তুতিবাক্য, প্রশংসাবাক্য। স্তুতিসূচিকা বাণী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

স্তুতিবাদ—প্রশংসাসূচক বাক্য। মধ্যপ। ৬তৎ। বি; পু।

স্তুত্য—স্তবার্হ, প্রশংসার যোগ্য। স্তু (স্তব করা)+ক্যপ্‌ কর্ম। বিণ।

স্তূপ—রাশি, পুঞ্জ, গাদা, ঢিবি; ঢিবির ন্যায় চৈত্য মন্দিরাদি। স্তূপ্‌ (উন্নত হওয়া)+অন্‌ কর্তৃ, অথবা স্তু+পক্‌ কর্ম। বি; পু।

স্তূপাকার—রাশীকৃত, গাদা করা। স্তূপ হইয়াছে আকার যাহার, বহু। বিণ।

স্তূপীকৃত—রাশীকৃত, গাদা করা। স্তূপ শব্দ+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্তূপী)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্তূয়মান—স্তুত, যাহার স্তব করা হইতেছে। স্তু+শান কর্ম। বিণ।

স্তেন—১। তস্কর, চৌর। স্তেন্‌ (চুরি করা)+অন্‌ কর্তৃ। বি। ২। চৌর্য, চুরি। স্তেন্‌+অল্‌ ভাব। বি; পু।

স্তেয়—চৌর্য, চুরি। স্তেন (চুরি)+য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

স্তৈন, স্তৈন্য—চৌর্য। স্তেন (চোর)+ষ্ণ, ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

স্তোক—১। ঈষৎ, অল্প। স্তুচ্‌ (প্রসন্ন করা)+ঘঞ্‌ কর্ম। বিণ। ২। চাতক; মিথ্যা প্রবোধ বা স্তুতি (বাক্য)। বি; পু।

স্তোতা (স্তোতৃ)—স্তাবক, স্তুতিকারক। স্তু (স্তব করা)+তৃন্‌ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—স্তোত্রী।

স্তোত্র—স্তুতি, স্তব, গুণগান। স্তু (স্তব করা)+ত্র ভাব। বি; ক্লী।

স্তোত্রগীত—স্তবগান, স্তুতিসংগীত। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্তোত্রপাঠ—স্তবপাঠ, স্তুতির আবৃত্তি। ৬তৎ। বি; পু।

স্তোভ—স্তম্ভন; অগৌরব; বাধাদান; নিরর্থক শব্দ; বৃথা আশ্বাস, মিথ্যা প্রবোধ। স্তুভ্‌ (রোধ করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

স্তোম—১। রাশি; সমূহ; সঙ্ঘ। স্তোম্‌ (শ্লাঘা করা)+অল্‌ কর্ম। ২। স্তব, স্তুতি। স্তোম+অল্‌ ভাব। বি; পু। ৩। ধন; মস্তক; ভাটক; শস্য। স্তোম্‌+অল্‌ কর্ম। বি; ক্লী।

স্ত্রী—নারী, যোষিৎ; পত্নী, ভার্যা; মাদী, স্ত্রী জাতীয়। স্ত্যৈ (শব্দ করা)+ড্রট্‌ কর্ম+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী। স্ত্রী চারিপ্রকার—১। পদ্মিনী, (২) চিত্রিণী, (৩) শঙ্খিনী ও (৪) হস্তিনী ('নারী' শব্দ দ্রঃ)।

স্ত্রী-আচার—বিবাহকালীন স্ত্রীলোকদিগের কৃত অনুষ্ঠান বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

স্ত্রীচরিত্র—নারীর চরিত্র, স্ত্রীজাতির প্রকৃতি। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীচিহ্ন—যোনি, ভগ। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীজননী—কেবল কন্যা-প্রসবিনী। ৬তৎ। বিণ; স্ত্রী।

স্ত্রীজাতি—নারীজাতি, নারীসম্প্রদায়, স্ত্রীলোক। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীজিত—স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বশীভূত (পুরুষ)। ৩তৎ। বিণ; পু।

স্ত্রীত্ব—স্ত্রীর ধর্ম; স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রী শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি; ক্লী।

স্ত্রীধন—স্ত্রীলোকের স্বকীয় সম্পত্তি। ৬তৎ। বি; ক্লী। [৬তৎ। বি; পু।

স্ত্রীধর্ম—ঋতু, রজঃ; স্ত্রীলোকের কর্তব্য।

স্ত্রীধর্মিণী—ঋতুমতী, রজস্বলা। স্ত্রীধর্ম+ইন্‌ অস্ত্যর্থে+ঈপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

স্ত্রীধর্ষণ—স্ত্রীলোকের উপর বলাৎকার। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্ত্রীপুংস—স্ত্রীপুরুষ, মিথুন। স্ত্রী ও পুমান্‌, দ্বন্দ্ব। বি; পু।

স্ত্রীপুংসলক্ষণা—স্ত্রী ও পুরুষের লক্ষণযুক্তা নারী। বহু। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীপুরুষ—নারী ও পুরুষ; স্বামী ও স্ত্রী। দ্বন্দ্ব। বি; পু।

স্ত্রীপ্রত্যয় কোন শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তিত করিবার জন্য যে বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি যোগ করা হয় তাহা। মধ্যপ। বি; পু।

স্ত্রীবশ, স্ত্রীবিধেয়—স্ত্রৈণ, স্ত্রীর বশীভূত। ৬তৎ। বি; পু। [বি; ক্লী।

স্ত্রীবীর্য—নারীর বল; রেতঃ। ৬তৎ।

স্ত্রীমূর্তি—নারীমূর্তি, স্ত্রীলোকের আকৃতি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীরত্ন—উত্তমা স্ত্রী। স্ত্রীসমূহের মধ্যে রত্ন, ৭তৎ। বি; ক্লী। [বি; ক্লী।

স্ত্রীলিঙ্গ—স্ত্রীবাচক শব্দ। ('লিঙ্গ' দ্রঃ)।

স্ত্রীলোক—নারী। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীশিক্ষা—স্ত্রীজাতির শিক্ষা, স্ত্রীলোকের অধ্যয়নাদি জন্য জ্ঞান। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীসংগম—স্ত্রীসহবাস, রমণ [পর্বদিবস ব্যতীত স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া, বীর্যবর্ধক দ্রব্য আহার ও উত্তম বস্ত্র পরিধানপূর্বক তাম্বূল ভক্ষণ করিয়া ও সুসজ্জিত হইয়া, এবং স্ত্রীর প্রতি অনুরাগী ও পুত্রাভিলাষী হইয়া, রাত্রিকালে স্ত্রীসংগম বিধেয়। অপরিমিতভোজী, ধৈর্যহীন, ক্ষুৎপিপাসার্ত, মলমূত্রাদির বেগে পীড়িত, বালক, বৃদ্ধ বা রোগীর স্ত্রীসংগম অবিধেয়]। বি; পু।

স্ত্রীসভা—স্ত্রীলোকের সভা। স্ত্রীদিগের সভা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রীসুলভ নারীজাতির স্বভাবসিদ্ধ, যাহা স্ত্রীলোকে সচরাচর দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ। [৬তৎ। বি; পু।

স্ত্রীস্বভাব—স্ত্রীপ্রকৃতি, নারীজাতির স্বভাব।

স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীজাতির স্ববশবর্তিতা, পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকের সর্বত্র অবাধে গমনাগমন ও পুরুষবৎ স্বাধীনভাবে কার্যানুষ্ঠানশক্তি। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্ত্রৈণ—১। স্ত্রীজিত, স্ত্রীর বশীভূত (পুরুষ)। বিণ; পু। ২। স্ত্রীত্ব; স্ত্রী-স্বভাব; স্ত্রীসমূহ। স্ত্রী+ষ্ণ। বি; ক্লী। ৩। স্ত্রীসম্বন্ধীয়। বিণ।

স্ত্রৈণতা—স্ত্রীর বশীভূত হওয়া। 'স্ত্রৈণ' দ্রঃ। স্ত্রৈণ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

স্থ—স্থিত, বিদ্যমান, বর্ত্তমান। স্থা (থাকা) +ড কর্তৃ। বিণ।

স্থগ—ধূর্ত্ত। স্থগ্ (সংবরণ করা) +অন্ কর্তৃ। বিণ।

স্থগন—গোপন; আচ্ছাদন। স্থগ্ (সংবরণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্থগিত—আচ্ছাদিত, আবৃত; তিরোহিত; নি তিত। স্থগ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্থণ্ডিল—যজ্ঞার্থ পরিস্কৃত ভূমি; সমতল ভূমি; বালুকাদি দ্বারা প্রস্তুত হোমার্থ মণ্ডল বিঃ। স্থল্+ইল অধি। বি; ক্লী।

স্থপতি—১। কঞ্চুকী, অন্তঃপুররক্ষক; শিল্পী বিঃ, রাজমিস্ত্রী; সারথি; সূত্রধর; বার্হস্পত্যযাগকর্ত্তা; অধিপতি, অধীশ্বর। স্থ (বর্ত্তমান) যে পতি, কর্মধা। বি; পু। ২। শ্রেষ্ঠ। বিণ।

স্থপতিবিজ্ঞান—স্থপতির কার্য, গৃহাদি নির্মাণ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্থপতিশালা—সূত্রধরের কার্যালয়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্থবির—১। স্থির; বৃদ্ধ; জীর্ণ। স্থা (থাকা)+কির কর্তৃ। বিণ। ২। ব্রহ্মা। বি; পু। [('স্থায়' দ্রঃ)।

স্থবিরলগুড় ন্যায়—স্থায় বিঃ।

স্থবিষ্ঠ, স্থবীয়ান্ (-য়স্)—অতিশয় স্থূল, অত্যন্ত মোটা। স্থূল শব্দ+ইষ্ঠ, ঈয়সু অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী—**স্থবিষ্ঠা, স্থবীয়সী**।

স্থল, স্থলী—অকৃত্রিম ভূমি; প্রদেশ; স্থান; ডাঙ্গা; বিষয়; পদ; থলি; থালি; পাত্র; তাঁবু; থাল। স্থল্ (থাকা) +অন্ কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

স্থলকমলিনী—স্থলপদ্ম। স্থল-জাতা কমলিনী, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

স্থলচর—স্থলবাসী, যাহারা স্থলে বিচরণ করে এরূপ। উপতৎ; স্থল শব্দ—চর্ (বিচরণ করা) +ট কর্তৃ। বিণ।

স্থলপথ—ডাঙ্গা-পথ, ডাঙ্গার রাস্তা। ৬তৎ। বি; পু।

স্থলপদ্ম-স্বনামপ্রসিদ্ধ পুষ্প। স্থল জাত পদ্ম, মধ্যপ। বি; ক্লী।

স্থলবাণিজ্য—স্থলপথে ব্যবসায় কার্য। মধ্যপ। বি; ক্লী।

স্থলাভিষিক্ত-স্থলীয়, একের স্থানে স্থাপিত ব্যক্তি, প্রতিনিধি। ৭তৎ। বিণ।

স্থলী—'স্থল' দ্রঃ। [বিণ।

স্থলীয়—স্থানীয়। স্থল+ীয় ইদমর্থে।

স্থা—১। স্থিতা। স্থা (থাকা)+ড কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। স্থিতি, অবস্থান, থাকা। স্থা+ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

স্থাণু—১। শিব; স্তম্ভ; কীল, গোঁজ, খুঁটা; বল্মীক, উইঢিপি। স্থা (থাকা)+ণু কর্তৃ। বি; পু। ২। স্থবির; স্থির। বিণ।

স্থাণুবৎ—স্থাণুসদৃশ; নিশ্চল, নিস্পন্দ। স্থাণু+বতিচ্ তুল্যার্থে। অ; বিণ।

স্থাতব্য—স্থিতিযোগ্য, থাকিবার উপযুক্ত। স্থা (থাকা)+তব্য অধি। বিণ।

স্থাতা (-তৃন্)—অবস্থানকারী। স্থা+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্থাত্রী**।

স্থান—১। স্থল, জায়গা; ভাজন, পাত্র; পদ; পরিবর্ত্ত; আধার; অবকাশ; গ্রন্থসন্ধি; ব্যবসায়; বাটী। স্থা+অনট্ অধি। ২। স্থিতি; স্থৈর্য; সন্নিবেশ। স্থা (থাকা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্থানে অস্থানে—স্থান কাল পাত্র বিচার না করিয়া।

স্থানচ্যুত—পদচ্যুত। স্থান (পদ) হইতে চ্যুত (ভ্রষ্ট), ৫তৎ। বিণ।

স্থানত্যাগ- স্থান ছাড়িয়া যাওয়া, পদ-ত্যাগ। ৬তৎ। বি; পু।

স্থানত্যাগী (-গিন্)—স্থানত্যাগকারী, যে স্থান ছাড়িয়াছে এরূপ। উপতৎ; স্থান —ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

স্থানদান—আশ্রয়দান। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্থানমাহাত্ম্য- কোন স্থানবিশেষ বা তীর্থক্ষেত্রে লক্ষিত দৈব প্রভাব; স্থানের বৈশিষ্ট্য। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্থানসমাবেশ—স্থানের সংকুলান। ৬তৎ। বি; পু।

স্থানান্তর—অন্য স্থান, বিভিন্ন স্থান। নিত্য। বি; ক্লী।

স্থানান্তরিত—অন্য স্থানে নীত, বিভিন্ন স্থানে রক্ষিত। স্থানান্তর+ইত জাতার্থে। বিণ।

স্থানাভাব—স্থানের অভাব, স্থানের অনটন। ৬তৎ। বি; পু।

স্থানিক-১। স্থানাধ্যক্ষ। স্থান+ইক। বি; পু। ২। স্থানীয়, স্থানসম্বন্ধীয়। বিণ।

স্থানীয়—১। স্থানসম্বন্ধীয় বা বিষয়ক; তুল্য; প্রতিনিধিস্বরূপ। স্থান+ীয় সম্বন্ধার্থে। ২। স্থাতব্য, স্থিতিযোগ্য। স্থা (থাকা)+অনীয় অধি। বিণ।

স্থানে—১। যুক্ত, সদৃশ; উচিত; সত্য; সুতরাং। স্থান শব্দের ৭মীর ১বচন। অ। ২। স্থলে, জায়গায়। অধিকরণ-পদ। বি; ক্লী।

স্থানেশ্বর, স্থাণ্বীশ্বর—কুরুক্ষেত্র, বর্ত্তমান থানেশ্বর। বি; পু।

স্থাপক—১। স্থাপনকর্ত্তা, প্রতিষ্ঠাতা। ণিজন্ত স্থা—স্থাপি (রাখা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্থাপিকা**। ২। নাট্যে—প্রস্তাবনানন্তর কাব্যার্থস্থাপক নট। বি; পু।

স্থাপত্য- স্থপতির কর্ম, গৃহনির্মাণাদি কার্য। স্থপতি+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি; ক্লী।

স্থাপন, স্থাপনা- অর্পণ, রাখা; আরোপণ; নিবেশন; প্রতিষ্ঠা। ণিজন্ত স্থা বা স্থাপি (রাখা)+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে ... +অন ভাব+আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

স্থাপয়িতা (-তৃ)- স্থাপক, স্থাপনকর্ত্তা। স্থাপি+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্থাপয়িত্রী**।

স্থাপিত- ন্যস্ত, অর্পিত; নিবেশিত; আরোপিত; নিশ্চিত। ণিজন্ত স্থা—স্থাপি (রাখা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্থাবর—১। স্থিতিশীল, স্থায়ী, অচল; অচেতন। স্থা (থাকা)+বর কর্তৃ। বিণ। ২। স্থিতিশীল পদার্থ, বৃক্ষভূম্যাদি। বি; ক্লী। ৩। পর্বত। বি; পু।

স্থাবরজঙ্গম—১। স্থিতিশীল ও গতি-শীল, চল এবং অচল, চরাচর। দ্বন্দ্ব। বিণ। ২। স্থিতিশীল ও গতিশীল পদার্থ, মনুষ্যপশ্বাদি প্রাণী ও বৃক্ষভূম্যাদি পদার্থ। বি; ক্লী।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক—স্থিতিশীল ও গতি-শীল; মনুষ্যপশ্বাদি ও বৃক্ষভূম্যাদিসমন্বিত। স্থাবরজঙ্গম হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

স্থাবরসম্পত্তি- বৃক্ষভূমিগৃহাদি রূপ সম্পত্তি, যে সম্পত্তিকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্থাবির—বৃদ্ধত্ব। স্থবির (বৃদ্ধ)+ষ্ণ ভাবার্থে। বি; ক্লী।

স্থায়িতা, স্থায়িত্ব—স্থিতিশীলতা; স্থিরতা। স্থায়িন্+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্থায়ী (স্থায়িন্)- স্থিতিশীল, টেকসই; স্থির; অচঞ্চল। স্থা (থাকা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী— **স্থায়িনী**।

স্থাল—থাল। স্থা+অলচ্ অধি। বি; ক্লী।

স্থালী- হাঁড়ি, পাকপাত্র; থালী। স্থা (থাকা)+অলচ্ অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

স্থিত—কৃতাবস্থান; বর্ত্তমান; স্থিতিশালী; স্থির; উর্দ্ধ, দণ্ডায়মান; প্রতিজ্ঞাবিশিষ্ট। স্থা (থাকা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্থিতি—১। অবস্থান, থাকা, বিদ্যমানতা; স্থিরতা; অবধারণ; পালন; মর্যাদা; অবস্থা। স্থা (থাকা)+ক্তি ভাব। ২। স্থান, স্থল। স্থা+ক্তি অধি। বি; স্ত্রী।

স্থিতিক্রিয়া- অবস্থানকার্য; পালনকার্য। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্থি তি স্থা প ক—স্থিতিস্থাপকতাগুণবিশিষ্ট পদার্থ, যে পদার্থের অবস্থান্তর করিলেও পুনর্বার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। ৬তৎ। বি ; পু। [বঙ্গভাষায় এই শব্দটি বিশেষণরূপেই সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ; সেই জন্য এই গুণ বুঝাইতে অনেকে 'স্থিতিস্থাপকতা' শব্দের ব্যবহার করেন।]

স্থিতিস্থাপকতা—গুণ বিঃ, যে গুণ-প্রভাবে কোন পদার্থ সংকুচিত হইলেও প্রসারিত হইয়া এবং প্রসারিত হইলেও সংকুচিত হইয়া পুনর্বার পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, elasticity. স্থিতিস্থাপক+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

স্থির—স্থায়ী ; কঠিন, দৃঢ় ; বাক্য, মন বা কর্ম দ্বারা নিশ্চল ; অচঞ্চল ; নির্ধারিত ; নিশ্চিত ; নিয়ত। স্থা (থাকা)+কির কর্তৃ। বিণ।

স্থিরতর—অতিস্থির ; অপেক্ষাকৃত অধিক স্থির ; দৃঢ়তর ; চিরস্থায়ী ; সুনিশ্চিত। স্থির শব্দ+তর অতিশয় বা উৎকর্ষ অর্থে। বিণ।

স্থিরতা, স্থিরত্ব স্থৈর্য, নিশ্চয় ; অব-ধারণ। স্থির+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী ও ক্লী।

স্থিরদৃষ্টি—১। অচঞ্চল দৃষ্টি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। অচঞ্চল দৃষ্টিযুক্ত, অনিমেষ-নেত্রে দর্শনকারী। বহু। বিণ।

স্থিরনিশ্চয়—১। দৃঢ় সংকল্প। কর্মধা। বি ; পু। ২। দৃঢ় সংকল্পযুক্ত, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। বহু। বিণ।

স্থিরনেত্র-১। অচঞ্চল চক্ষুঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। অচঞ্চল নয়নবিশিষ্ট, যাহার চক্ষুঃ নড়িতেছে না। বহু। বিণ।

স্থিরপ্রতিজ্ঞ—দৃঢ় প্রতিজ্ঞাযুক্ত, স্থির-সংকল্প। স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার, বহু। বিণ।

স্থিরমতি—স্থিরবুদ্ধি, ধীর। বহু। বিণ।

স্থিরযৌবন—১। স্থায়ী যৌবন। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। স্থায়ী যৌবনবিশিষ্ট, চিরযুবা। বহু। বিণ।

স্থিরা—১। স্থায়িনী ; দৃঢ়া ; নিশ্চলা। স্থির +আপ্। বিণ ; স্ত্রী। ২। পৃথিবী। বি ; স্ত্রী। [অজ্ঞ জনসাধারণের ধারণা —পৃথিবী নিশ্চল, সূর্যই পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।]

স্থিরীকরণ—অবধারণ, নির্ণয় ; দৃঢ়ীকরণ। স্থির শব্দ+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী) —কৃ (করা)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্থিরীকৃত—অবধারিত, নির্ণীত ; দৃঢ়ীকৃত ; নিশ্চলীকৃত। স্থির+অভূততদ্ভাবার্থে চ্বি (=স্থিরী)—কৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্থূল—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; পীবর, মোটা, গুরু, প্রকাণ্ড ; পুষ্ট ; অর্ভাক্ষ ; অসূক্ষ্ম। স্থূল্+অন্ কর্তৃ। বিণ।

স্থূলকায়—১। পীবর তনু। কর্মধা। বি ; পু। ২। পীবর তনুবিশিষ্ট। স্থূল কায় যাহার, বহু। বিণ।

স্থূলকোণ—(জ্যামিতিশাস্ত্রে) সমকোণ অপেক্ষা বৃহত্তর কোণ। কর্মধা। বি ; পু।

স্থূলচাপ—তুলা পরিষ্কার করিবার যন্ত্র, ধুনধারা। কর্মধা। বি ; পু।

স্থূলতা, স্থূলত্ব—পীনতা ; পুষ্টতা ; মোটার ভাব ; আধিক্য ; বৃহত্ত্ব। স্থূল+তা, ত্ব ভাবে। বি ; স্ত্রী, ক্লী।

স্থূলনাস—স্থূল নাসিকাবিশিষ্ট। স্থূল (বৃহৎ) হইয়াছে নাসা যাহার, বহু। বিণ।

স্থূলবুদ্ধি—১। মোটা বুদ্ধি, বিষয়বোধে অসমর্থা ধী। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। মোটা বুদ্ধিবিশিষ্ট। বহু। বিণ।

স্থূলাঙ্গ—১। মোটা শরীর। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। পীবরতনু, মোটা-শরীরবিশিষ্ট। বহু। বিণ। স্ত্রী—**স্থূলাঙ্গা, স্থূলাঙ্গী**।

স্থূলোদর—১। মোটা পেট, ভুঁড়ি। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। মোটা পেটবিশিষ্ট, ভুঁড়িওয়ালা। বহু। বিণ। স্ত্রী, **-দরা, -দরী**।

স্থৈর্য—স্থিরতা ; অবধারণ ; দৃঢ়তা। স্থির+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

স্থৌল্য—স্থূলতা। স্থূল+ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; [ক্লী।

স্নপন—স্নান করানো ; অভিষেককরণ ; আর্দ্রকরণ ; ক্ষালন, ধৌতকরণ ; স্নান। ণিজন্ত স্না (=স্নপি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্নপিত—অভিষেচিত ; ক্ষালিত ; আর্দ্রীকৃত ; স্নাত। ণিজন্ত স্না (=স্নপি)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্নাত—কৃতস্নান, অভিষিক্ত। স্না (স্নান করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্নাতক—ব্রহ্মচর্যসমাপনপূর্বক সমাবর্তন সময়ে স্নানকারী ; ব্রহ্মচর্যসাধনপূর্বক গৃহস্থাশ্রমে প্রবিষ্ট ব্যক্তি। স্নাত+কণ্। বি ; পু।

স্নাতকোত্তর—বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাধিলাভের পরবর্তী, post-graduate. স্নাতক হইতে উত্তর (পরবর্তী), ৫তৎ। বিণ।

স্নাতানুলিপ্ত—স্নানান্তে যে চন্দনাদি মাখিয়াছে এমন। অগ্রে স্নাত পশ্চাৎ অনুলিপ্ত, কর্মধা। বিণ।

স্নান—অবগাহন, মার্জন ; সর্বাঙ্গক্ষালন (মতান্তরে—মান্ত্র ভৌম আগ্নেয় বায়ব্য, দিব্য বারুণ এবং মানস—এই সপ্তবিধ স্নান ; অন্যমতে ষোড়শপ্রকার স্নান নির্দিষ্ট হইয়াছে)। স্না+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্নানযাত্রা—জ্যৈষ্ঠীপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত জগন্নাথের স্নানরূপ মহোৎসব। বি ; স্ত্রী।

স্নানাগার—স্নানের গৃহ, নাহিবার ঘর। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্নানীয়—স্নানসম্বন্ধীয় ; স্নানোপযোগী। স্নান শব্দ+ীয়। বিণ।

স্নাপক—যে স্নান করায় এমন। ণিজন্ত স্না (=স্নাপি)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্নাপিকা**।

স্নাপন—স্নান করানো। স্নাপি+অনট্ [ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্নায়বিক—স্নায়ুসম্বন্ধীয়। স্নায়ু+ইক সম্বন্ধার্থে। বিণ। স্ত্রী, **-কী**।

স্নায়ী (স্নায়িন্)—স্নানকারী। স্না+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্নায়িনী**।

স্নায়ু—দেহস্থ পেশীর অগ্রভাগ, সর্বশরীরব্যাপী সূক্ষ্ম শিরাবিশেষ (Nerve) [শিরাসমূহ মেদের স্নেহভাগ গ্রহণ করিয়া স্নায়ুরূপে পরিণত হয়। স্নায়ু দেহের মাংস, অস্থি, মেদঃ ও সন্ধি সকলের বন্ধনস্বরূপ ; ইহা শিরা অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়। দেহের সন্ধিসমূহ বহুতর স্নায়ু দ্বারা আবদ্ধ আছে, এজন্য মানবগণ ভারবহনে সমর্থ হয়। মানবদেহে সর্বশুদ্ধ ৯০০ স্নায়ু আছে। তন্মধ্যে হস্তপদে ৬০০, কোষ্ঠে ২৩০, এবং গ্রীবার উপরিভাগে ৭০টি স্নায়ু রহিয়াছে]। স্না+উন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী বা স্ত্রী।

স্নায়ুমণ্ডল—সর্বশরীরে পরিব্যাপ্ত স্নায়ুসমূহ, Nervous system. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্নায়ুশূল—স্নায়ুর তীব্র ব্যথা রোগ, neuralgia. ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্নিগ্ধ—স্নেহের পাত্রীভূত ; স্নেহযুক্ত ; মসৃণ ; চিক্কণ ; কোমল ; সুখস্পর্শ ; শীতলকারক ; মধুর ; রম্য। স্নিহ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্নিগ্ধকর—শীতলতাজনক, তৃপ্তিদায়ক। উপতৎ ; স্নিগ্ধ—কৃ (করা)+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্নিগ্ধকরী**।

স্নিগ্ধকান্তি—১। মনোরম কান্তি, রমণীয় লাবণ্য। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। রমণীয় কান্তিযুক্ত। বহু। বিণ।

স্নিগ্ধগম্ভীর—রমণীয় অথচ গাম্ভীর্যযুক্ত। স্নিগ্ধ অথচ গম্ভীর, কর্মধা। বিণ।

স্নিগ্ধগাম্ভীর্য—কোমল গাম্ভীর্য, মনোরম গম্ভীর ভাব। কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্নিগ্ধতা—চিক্কণতা ; কোমলতা ; শীতলতা ; স্নেহ। স্নিগ্ধ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

স্নিগ্ধদৃষ্টি—১। কোমল দৃষ্টি, মধুর দৃষ্টি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। কোমল দৃষ্টিসম্পন্ন। বহু। বিণ।

স্নিগ্ধশ্যামল—মনোরম শ্যামবর্ণবিশিষ্ট। কর্মধা। বিণ।

স্নিগ্ধসৌরভ—কোমল সদগন্ধ, অতীব্র সুবাস। কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্নিগ্ধোজ্জ্বল—কোমল দীপ্তিশালী, মধুর দীপ্তিবিশিষ্ট; রমণীয় অথচ শোভাময়। কর্মধা। বিণ।

স্নুষা—পুত্রবধূ। স্নু (ক্ষরিত হওয়া)+সক্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্নুহি, স্নুহী—মনসা গাছ। স্নুহি+ই কর্তৃ। বি; স্ত্রী।

স্নেহ-প্রেম, বাৎসল্য, নিজের অপেক্ষা নিম্নতর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা; তৈলাদি দ্রব বস্তু; চিক্কণতা। স্নিহ্ (স্নিগ্ধ হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

স্নেহগর্ভ—স্নেহপূর্ণ, যাহার ভিতরে ভালবাসা আছে এরূপ। স্নেহ আছে গর্ভে (অভ্যন্তরে) যাহার, বহু। বিণ।

স্নেহপরিপ্লুত—স্নেহ দ্বারা ব্যাপ্ত, স্নেহ মাখান। ৩তৎ। বিণ।

স্নেহপালিত-বাৎসল্যসহকারে লালিত, ভালবাসার সহিত বর্ধিত। ৩তৎ। বিণ।

স্নেহপুত্তলি—স্নেহের পুতুল, অতিশয় স্নেহের বস্তু। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্নেহপ্রফুল্ল বাৎসল্য হেতু বিকসিত। ৩তৎ। বিণ।

স্নেহপ্রবণ-বাৎসল্যের অনুরাগী, অতিশয় স্নেহশীল। ৭তৎ। বিণ।

স্নেহপ্রিয়—প্রদীপ। স্নেহ (তৈল) হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বি; পু।

স্নেহবন্ধন—বাৎসল্যরূপ বাঁধন, স্নেহের বাঁধন। রূপক। বি; ক্লী।

স্নেহবান্ (-বৎ)—স্নেহযুক্ত, প্রীতিমান্, বাৎসল্যশালী। স্নেহ+বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্নেহবতী**। [ক্লী।

স্নেহভাজন—স্নেহের পাত্র। ৬তৎ। বি;

স্নেহময়—বাৎসল্যযুক্ত, স্নেহপূর্ণ; তৈলাদিবস্তুযুক্ত। স্নেহ শব্দ+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**স্নেহময়ী**।

স্নেহশালী (-শালিন্)—বাৎসল্যবিশিষ্ট, স্নেহপূর্ণ। স্নেহ—শাল্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্নেহশালিনী**।

স্নেহশীল—বাৎসল্যপরায়ণ, স্নেহ করাই যাহার স্বভাব। বহু। বিণ। [বিণ

স্নেহসিক্ত—স্নেহার্দ্র, স্নেহ-মাখা। ৩তৎ

স্নেহসিন্ধু—স্নেহসমুদ্র, বাৎসল্যরূপ সাগর রূপক। বি; পু। [স্ত্রী

স্নেহসুধা—স্নেহরূপ অমৃত। রূপক। বি

স্নেহহীন—স্নেহশূন্য, বাৎসল্যবর্জিত। ৩তৎ বিণ। [বিণ

স্নেহাকৃষ্ট—স্নেহ দ্বারা অভিমুখীকৃত। ৩তৎ

স্নেহার্দ্র—স্নেহসিক্ত, স্নেহ-মাখা। ৩তৎ। বিণ।

স্নেহাস্পদ—স্নেহভাজন, স্নেহের পাত্র। ৬তৎ। বিণ বা বি; ক্লী।

স্নেহী (স্নেহিন্)—স্নেহবান্, বাৎসল্যযুক্ত, প্রীতিমান্। স্নেহ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্নেহিনী**।

স্নেহোপহার—স্নেহসহকারে প্রদত্ত উপঢৌকন, স্নেহপূর্ণ যৌতুক। মধ্যপ। বি; পু।

স্পন্দ, স্পন্দন—ঈষৎ কম্পন, স্ফুরণ; চলন; নড়াচড়া। স্পন্দ্+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

স্পন্দনশূন্য, স্পন্দরহিত স্পন্দহীন, নড়নচড়নরহিত। ৩তৎ। বিণ।

স্পন্দিত—ঈষৎ কম্পিত, স্ফুরিত; চলিত। স্পন্দ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্পর্ধা, স্পর্ধনা—প্রতিযোগিতা, পরাভিভবেচ্ছা, অন্যকে পরাভূত করিবার বাঞ্ছা; মাৎসর্য প্রকাশ; আস্পর্ধা, দর্প; সংঘর্ষ; সাদৃশ্য; সদৃশীকরণ। স্পর্ধ্+অ, অন ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্পর্ধিত—স্পর্ধাযুক্ত, অন্যকে পরাভূতকরণেচ্ছু। স্পর্ধ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্পর্ধী (স্পর্ধিন্)—স্পর্ধাকারী; সদৃশ। স্পর্ধ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্পর্ধিনী**।

স্পর্শ—১। ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণ বিঃ; ছোঁয়া, ঠেকাঠেকি। স্পৃশ্ (ছোঁয়া)+অল্ ভাব। ২। বায়ু; রোগ; বর্গ্য বর্ণ। স্পৃশ্+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

স্পর্শক, স্পর্শজ্যা-যে সরল রেখা বৃত্তের পরিধিকে স্পর্শ করে কিন্তু কখনও ছেদ করে না, tangent. স্পৃশ্+ণক কর্তৃ; স্পর্শকারিণী জ্যা, মধ্যপ। বি; পু বা ক্লী, স্ত্রী।

স্পর্শন-১। স্পর্শ; ছোঁয়া; গ্রহণ। স্পৃশ্ (ছোঁয়া ইত্যাদি)+অনট্ ভাব। ২। দান, বিতরণ। স্পর্শ্+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্পর্শবর্ণ—ক হইতে ম পর্যন্ত অক্ষর। মধ্যপ। বি; পু।

স্পর্শমণি—স্পর্শ-প্রস্তর, পরশপাথর, যে কাল্পনিক পাথরের স্পর্শমাত্রে লৌহাদি বস্তু সোনা হইয়া যায়, philosopher's stone. মধ্যপ। বি; পু।

স্পর্শরেখা, স্পর্শিনী (জ্যামিতিতে) যে রেখা বৃত্তের পরিধি কেবলমাত্র স্পর্শ করে, কিন্তু বর্ধিত করিলেও ছেদ করে না, tangent বি; স্ত্রী।

স্পর্শসুখ—স্পর্শজনিত আনন্দ। মধ্যপ। বি; ক্লী।

স্পর্শী (স্পর্শিন্)—১। স্পর্শকারী। স্পৃশ্ (ছোঁয়া)+ণিন্ কর্তৃ। ২। স্পর্শযুক্ত। স্পর্শ+ইন অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্পর্শিনী**।

স্পর্শেন্দ্রিয়—স্পর্শজ্ঞানজনক ইন্দ্রিয়, ত্বগিন্দ্রিয়। মধ্যপ। বি; ক্লী।

স্পষ্ট-ব্যক্ত, স্ফুট, প্রকাশিত, খোলাখুলি। স্পশ্+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্পষ্টবক্তা (-বক্তৃ)—স্পষ্টভাষী, যে স্পষ্ট কথা বলে। সুপ্ সুপেতি। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্পষ্টবক্ত্রী**।

স্পষ্টবাদিতা, স্পষ্টবাদিত্ব স্পষ্ট বাক্যকথন। স্পষ্টবাদিন্ শব্দ+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্পষ্টবাদী (-বাদিন্)—স্পষ্টবক্তা। উপতৎ; স্পষ্ট—বদ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্পষ্টবাদিনী**।

স্পষ্টভাষী (-ভাষিন্)—স্পষ্টবক্তা, যে স্পষ্ট কথা বলে এরূপ। উপতৎ; স্পষ্ট—ভাষ্ (বলা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্পষ্টভাষিণী**।

স্পষ্টশ্রুত—স্পষ্টভাবে আকর্ণিত, যাহা পরিষ্কাররূপে শোনা গিয়াছে। সুপ্-সুপেতি। বিণ।

স্পষ্টীকৃত—সুব্যক্ত, যাহা পূর্বে স্পষ্ট ছিল না এক্ষণে স্পষ্ট করা হইয়াছে। স্পষ্ট+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্পষ্টী)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্পিরিট—সুরাসার, শোধিত সুরা। <ইং 'spirit'. বি।

স্পৃশ্য—স্পর্শযোগ্য। স্পৃশ্+য কর্ম। বিণ।

স্পৃষ্ট—১। কৃতস্পর্শ, যাহা ছোঁয়া হইয়াছে এরূপ। স্পৃশ্ (ছোঁয়া)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। স্পর্শ। স্পৃশ্+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

স্পৃষ্টি—স্পর্শ। স্পৃশ্+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

স্পৃহণীয়—অভিলষণীয়, বাঞ্ছনীয়; লোভনীয়; শ্লাঘ্য; আশ্চর্য। ণিজন্ত স্পৃহ্=স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

স্পৃহয়ালু-স্পৃহাশীল, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত; লোভী। ণিজন্ত স্পৃহ্=স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+আলু কর্তৃ। বিণ।

স্পৃহা—ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা; লোভ; গ্রহণেচ্ছা। ণিজন্ত স্পৃহ্=স্পৃহি (বাঞ্ছা করা)+ঙ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

স্পেন্সার, হার্বার্ট (Spencer, Herbert)-(১৮২০—১৯০৩ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ইংরেজ দার্শনিক। ইনি ক্রমবিবর্তনবাদের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

স্প্রিং—স্থিতিস্থাপক ইস্পাত প্রভৃতির কুণ্ডলী হাল তার প্রভৃতি; কামানি। <ইং 'spring'. বি।

স্ফটিক, স্ফটীক—সূর্যকান্তমণি, শুভ্র স্বচ্ছ প্রস্তর বিঃ, ফটিক পাথর। স্ফুট্ (বিকাশ করা)+ইক, ঈক কর্তৃ। বি; পু।

স্ফটিকনির্মিত—ফটিক অপেক্ষা স্বচ্ছ। স্ফটিক নির্মিত হইয়াছে যৎকর্তৃক, বহু। বিণ।

স্ফটিকাচল—কৈলাস পর্বত। স্ফটিকময় যে অচল, মধ্যপ কর্মধা। বি ; পু।

স্ফটিকাধার—স্ফটিকনির্মিত পাত্র ; স্ফটিক পাথরের আবরণ। স্ফটিক নির্মিত যে আধার, মধ্যপ। বি ; পু।

স্ফটিকারি—ফটকিরি। ৬তৎ। বি ; পু।

স্ফাতি—উন্নতি ; বৃদ্ধি। স্ফায়্ (বাড়া)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্ফার—১। বৃদ্ধিযুক্ত ; বৃহৎ ; প্রচুর। স্ফায়্ (বাড়া)+র কর্তৃ, নিপাতনে, অথবা স্ফর্ (স্ফূর্তি পাওয়া)+ঘঞ্ কর্তৃ। বিণ। ২। বিকাশ ; স্ফূর্তি। স্ফর্+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

স্ফারণ—বিকাশ ; স্ফূর্তি ; কম্পন ; আস্ফালন। ণিজন্ত স্ফর্ (=স্ফারি)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্ফাল—স্ফূর্তি ; আস্ফালন ; বিকাশ ; সঙ্ঘটন। স্ফল্ (স্ফূর্তি পাওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

স্ফীত—প্রবৃদ্ধ ; ফুলিয়া উঠিয়াছে এরূপ ; ফাঁপা ; হৃষ্ট। স্ফায়্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্ফীতি—প্রবৃদ্ধি ; ফুলিয়া উঠা ; হর্ষ। স্ফায়্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্ফুট—বিকসিত, প্রফুল্ল ; ব্যক্ত ; স্পষ্ট ; বিশদ ; প্রদীপ্ত ; বিদীর্ণ, ফুটা ; নিশ্চিত ; সামান্যতঃ প্রতীয়মান। স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া)+ক কর্তৃ। বিণ।

স্ফুটন —বিকাশপ্রাপ্তি ; ব্যক্ত হওন। স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া)+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্ফুটনাঙ্ক—জল ফুটিবার উপযোগী তাপমাত্রা, boiling point. ৬তৎ। বি ; পু।

স্ফুটনোন্মুখ—বিকাশোন্মুখ, অর্ধবিকশিত। ৭তৎ। বিণ।

স্ফুটবাক্ (-বাচ্)—যাহার কথা ফুটিয়াছে এরূপ। স্ফুট হইয়াছে বাক্ (বাক্য) যাহার, বহু। বিণ।

স্ফুটি, স্ফুটী—পাদস্ফোটরোগ ; ফুটি ফল। স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া)+ই কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

স্ফুটিত—বিকসিত ; বিস্তারিত ; ব্যক্তীভূত ; ছিদ্রিত ; বিদীর্ণ। স্ফুট্ (বিকসিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্ফুরণ, স্ফুরণা—স্পন্দন, ঈষৎ কম্পন ; দীপ্তি। স্ফুর্+অনট্ ভাব, ২য় পক্ষে … +অন ভাব+আপ্। বি ; ক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

স্ফুরৎ—স্ফূর্তিযুক্ত ; কম্পমান, দীপ্যমান। স্ফুর্+শতৃ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্ফুরন্তী**।

স্ফুরিত—কম্পিত ; দীপ্ত, উজ্জ্বল ; স্পন্দিত ; প্রতিবিম্বিত। স্ফুর্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্ফুলিঙ্গ—অগ্নিকণা, আগুনের ফিনকি, spark. স্ফু (অনুকরণ শব্দ)—লিঙ্গ্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি ; পু।

স্ফূর্তি—কম্প ; স্পন্দ ; প্রতিভা ; হর্ষ ; বিকাশ। স্ফুর্+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্ফূর্তিজনক—হর্ষোৎপাদক, আমোদজনক ; উৎসাহজনক। ৬তৎ। বিণ।

স্ফূর্তিমান্ (-মৎ)—স্ফূর্তিযুক্ত ; বিকাশ-প্রাপ্ত ; হৃষ্ট। স্ফূর্তি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্ফূর্তিমতী**।

স্ফূর্তিলাভ—হর্ষপ্রাপ্তি, আমোদ পাওয়া ; বিকাশলাভ। ৬তৎ। বি ; পু।

স্ফূর্তিব্যঞ্জক—হর্ষসূচক ; আনন্দজ্ঞাপক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী **স্ফূর্তিব্যঞ্জিকা**।

স্ফোটক—ব্রণ, ফোড়া, আব। ‘স্ফোট’ দ্রঃ। স্ফোট+কণ্। বি ; ক্লী।

স্ফোটন—বিদারণ ; ভঙ্গ ; বিকাশন। ণিজন্ত স্ফুট্+অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্ফোটনী—ছিদ্রকারক যন্ত্র, সূচ, তুরপুণ প্রভৃতি। ণিজন্ত স্ফুট্ (=স্ফোটি)+অনট্ করণ+ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

স্ব—১। আত্মা, স্বয়ং। স্বন্ (শব্দ করা)+ড কর্তৃ। সর্ব ; পু। ২। ধন। বি ; পু বা ক্লী। ৩। জীবাত্মা ; জ্ঞাতি। বি ; পু। ৪। স্বকীয়। বিশেষণীয় সর্বনাম। **স্ব স্ব**—নিজ নিজ ; পৃথক্ পৃথক্।

স্বঃ (স্বর্)—স্বর্গ ; পরলোক ; নিরবচ্ছিন্ন সুখ। স্বৃ (শব্দ করা)+বিচ্ অধি। অ।

স্বকীয়—স্বীয়, আত্মসম্বন্ধীয়। স্ব শব্দ+তদুত্তরে ঈয়। বিণ।

স্বকুল—নিজের বংশ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বকৃত—নিজ কৃত, নিজকর্তৃক অনুষ্ঠিত। ৩তৎ। বিণ।

স্বকৃতভঙ্গ—কুলীন বংশে যে প্রথম কুলপ্রথা ভঙ্গ করিয়াছে, স্বয়ং কুলপ্রথা লঙ্ঘনকারী কুলীন। বহু। বিণ।

স্বখাত—নিজের খনিত, নিজকর্তৃক খাদ করা (জলাশয়)। ৩তৎ। বিণ।

স্বখাতসলিল—নিজ কর্তৃক খনিত জলা-শয়ের জল। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বখাদ—স্বখাত। বাংপ্র। বি।

স্বখাদসলিল—নিজের কাটা খাল। বাংপ্র। বি।

স্বগত—১। আত্মগত, মনোগত। ২তৎ। বিণ। ২। (নাটে) আলাপ্য ব্যক্তি ভিন্ন দর্শকের শ্রবণযোগ্য বাক্য ; মনে মনে বলা। বি ; ক্লী।

স্বগতোক্তি—নাট্যাভিনয়ে মনে মনে বলা, soliloquy. কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

স্বচ্ছ—অতি নির্মল, প্রতিবিম্বধারণক্ষম, যাহার ভিতর দিয়া দেখা যায় এরূপ ; শুভ্র। সু (অতিশয়) অচ্ছ, প্রাদি। বিণ।

স্বচ্ছত্ব—অতিশয় নির্মলতা, প্রতিবিম্বধারণক্ষমতা ; শুভ্রতা। স্বচ্ছ শব্দ +তা, ত্ব ভাবার্থে। বি ; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

স্বচ্ছন্দ—১। স্বাধীন ; সুস্থ ; বাধাশূন্য। স্ব হইয়াছে ছন্দ যাহার, বহু। বিণ। ২। স্বেচ্ছা ; স্বেচ্ছাচার ; সুখ। স্ব (নিজের) ছন্দ (ইচ্ছা), ৬তৎ। বি ; পু।

স্বচ্ছন্দচিত্ত—১। সুস্থ চিত্ত, শান্ত মনঃ। কর্মধা। বি ; ক্লী। ২। সুস্থচেতাঃ, নিশ্চিন্তমনাঃ। স্বচ্ছন্দ হইয়াছে চিত্ত যাহার, বহু। বিণ।

স্বজন—আত্মীয়ব্যক্তি, জ্ঞাতি। কর্মধা বা ৬তৎ। বি ; পু।

স্বজনত্যাগ—আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বজনপ্রীতি—আত্মীয়গণকে ভালবাসা। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বজনী—সখী, সজনী। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

স্বজাতি—নিজশ্রেণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বজাতিদ্রোহ—নিজজাতির বিরুদ্ধাচরণ বা অনিষ্টসাধন। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বজাতিদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—নিজ-জাতির বিরুদ্ধাচারী বা অনিষ্টসাধক। উপতৎ ; স্বজাতি—দ্রুহ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-দ্রোহিণী**।

স্বজাতিপ্রেম (-প্রেমন্)—নিজজাতির উপর অনুরাগ, নিজের জাতিকে ভালবাসা। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

স্বজাতিসুলভ—নিজজাতির স্বাভাবিক, যাহা স্বশ্রেণীতে সচরাচর বা অধিক দেখা যায়। ৭তৎ। বিণ।

স্বজাতীয়—নিজজাতিসম্বন্ধীয়, নিজশ্রেণীর। স্বজাতি শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

স্বতঃ (-তস্)—স্বয়ং, নিজ হইতে। স্ব+তস্। অ।

স্বতঃপরতঃ (-তস্)—নিজ হইতে ও পর হইতে ; নিজের পক্ষে ও অন্যের পক্ষে। অ।

স্বতঃপ্রবৃত্ত—নিজ হইতে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় রত বা ব্যাপৃত। বিণ।

স্বতঃসিদ্ধ—আপনা হইতে সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত অন্য যুক্তির প্রয়োজন হয় না, axiom. অলুক্ ৫তৎ বা সুপ্সুপেতি। বি বা বিণ।

স্বতঃস্ফূর্ত—আপনাআপনি সঞ্জাত বা বিকাশপ্রাপ্ত। সুপ্সুপেতি। বিণ।

স্বতন্ত্র—স্বাধীন, আত্মবশ ; পৃথক্। স্ব হইয়াছে তন্ত্র (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ।

স্বতন্ত্রতা—স্বাধীনতা ; স্বেচ্ছাচারিতা ; পার্থক্য। স্বতন্ত্র+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

স্বত্ব—ধনাদিতে স্বামিত্ব ; দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়াধিকার। স্ব+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

স্বত্বত্যাগ—অধিকার-ত্যাগ, স্বামিত্ব ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বত্বত্যাগপত্র—অধিকারত্যাগের কাগজ, দানপত্র, বিক্রয়কোবালা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [রূপ। বাংপ্র। বি।

স্বত্বসাব্যস্ত—সম্পত্তিতে স্বামিত্বের নির্ধা-

স্বত্বাধিকার—ধনাদিতে স্বামিত্ব এবং দখল ; ভোগদখলের অধিকার। স্বত্ব ও অধিকার, দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

স্বত্বাধিকারী (-কারিন্)- দান বিক্রয়ের অধিকারবিশিষ্ট, স্বামী, প্রভু, মালিক। স্বত্বের (স্বামিত্বের) অধিকারী, ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-কারিণী**।

স্বদেশ—নিজদেশ, জন্মভূমি। স্ব (নিজের) দেশ, ৬তৎ। বি ; পু। [বিণ।

স্বদেশজাত-নিজদেশে উৎপন্ন। ৭তৎ।

স্বদেশদ্রোহ—নিজদেশের অনিষ্টচিন্তা। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বদেশদ্রোহী (-দ্রোহিন্)—নিজদেশের বিরুদ্ধাচারী, স্বদেশের অনিষ্টকারী। উপতৎ ; স্বদেশ- দ্রুহ্ (অনিষ্ট করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বদেশদ্রোহিণী**।

স্বদেশপ্রিয়—নিজদেশের প্রতি অনুরক্ত। স্বদেশ হইয়াছে প্রিয় যাহার, বহু। বিণ।

স্বদেশপ্রেমিক—নিজদেশের প্রতি অনুরাগপরায়ণ, যে জন্মভূমিকে অতিশয় ভালবাসে এরূপ। ৭তৎ। বিণ।

স্বদেশসেবক—নিজদেশের সেবাকারী, জন্মভূমির উন্নতির জন্য চেষ্টিত। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, **-সেবিকা**।

স্বদেশসেবী (-সেবিন্)—স্বদেশসেবক, নিজদেশের হিতার্থী। উপতৎ ; স্বদেশ—সেব্ (সেবা করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বদেশসেবিনী**।

স্বদেশহিতৈষী (-ষিন্)—নিজদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ৬তৎ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-হিতৈষিণী**।

স্বদেশানুরাগ—নিজদেশের প্রতি ভালবাসা। ৭তৎ। বি ; পু।

স্বদেশী (-শিন্)—নিজদেশীয় ; নিজদেশবাসী। স্বদেশ+ইন্ অস্ত্যর্থে (অথবা স্বদেশী বাংপ্র)। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বদেশিনী**।

স্বদেশীয়—নিজদেশসম্বন্ধীয়, নিজদেশজাত। স্বদেশ শব্দ+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

স্বধর্ম—নিজধর্ম, নিজজাতির অনুষ্ঠেয় ধর্ম ; নিজের কর্তব্য কার্য। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বধর্মত্যাগ—নিজ ধর্ম ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বধর্মত্যাগী (-ত্যাগিন্)—নিজধর্ম বর্জনকারী, নিজের ধর্ম ছাড়িয়া অন্য ধর্মের উপাসক। উপতৎ ; স্বধর্ম—ত্যজ্ (ত্যাগ করা)+ঘিন কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, **-ত্যাগিনী**।

স্বধর্মপালন—নিজধর্মের অনুষ্ঠান, স্বধর্মানুসারে কার্য করা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বধর্মভ্রষ্ট—নিজধর্ম হইতে বিচ্যুত, নিজজাতীয় ধর্ম ত্যাগকারী। ৫তৎ। বিণ।

স্বধা—১। পিতৃলোকের উদ্দেশে প্রদত্ত জলপিণ্ডাদি। স্বদ্ (আস্বাদন করা)+আ কর্ম। ২। জলপিণ্ডদানের মন্ত্র। স্বদ্+আ করণ। অ। ৩। মাতৃকাদেবী বিঃ, পিতৃলোক-পত্নী। বি ; স্ত্রী।

স্বধাভুক্ (-ভুজ্)-পিতৃলোক ; পূর্বপুরুষ। উপতৎ ; স্বধা—ভুজ্ (ভোজন করা)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

স্বন, স্বনন—শব্দ, ধ্বনি। স্বন্ (শব্দ করা)+অল্, অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্বনামখ্যাত-নিজনামে প্রসিদ্ধ, নিজের নামে সর্বত্র পরিচিত। স্বর নাম স্বনাম, ৬তৎ ; তদ্দ্বারা খ্যাত, ৩তৎ। বিণ।

স্বনামধন্য—নিজনামে প্রশংসনীয়, পিত্রাদির নামের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া নিজের উদ্যমে প্রশংসাপ্রাপ্ত। স্বর নাম=স্বনাম, ৬তৎ ; তদ্দ্বারা ধন্য, ৩তৎ। বিণ।

স্বনিত—১। শব্দিত, ধ্বনিত। স্বন্ (শব্দ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। শব্দ ; মেঘধ্বনি। স্বন্+ক্ত ভাব। বি ; ক্লী।

স্বপক্ষ—নিজের দল ; আপন মত বা স্বার্থের পোষকতা। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বপন, স্বপ্ন—সুপ্তি, নিদ্রা ; সুষুপ্তের বিজ্ঞান, অর্থাৎ নিদ্রিতাবস্থায় বিষয়ানুভব। স্বপ্ (নিদ্রা যাওয়া)+অনট্, নঙ্ ভাব। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও পু।

স্বপ্নঘোর—স্বপ্নের মোহ, স্বপ্নজনিত বিভ্রম। বাংপ্র। বি।

স্বপ্নচারিতা—নিদ্রাবস্থায় বিচরণ, somnambulism. স্বপ্নচারিন্+তা। বি ; স্ত্রী।

স্বপ্নজাল—স্বপ্নসমূহ ; জটিল স্বপ্ন। স্বপ্নের জাল (সমূহ), ৬তৎ, অথবা স্বপ্ন জাল সদৃশ, উপমিত। বি ; ক্লী।

স্বপ্নতত্ত্ব—স্বপ্নবিষয়ক রহস্য, স্বপ্নের স্বরূপ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বপ্নদোষ-স্বপ্নাবস্থায় শুক্রস্খলন। ৭তৎ। বি ; পু।

স্বপ্নভাষিত—স্বপ্নকালে কথিত বাক্য। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

স্বপ্নরাজ্য—স্বপ্নে কল্পিত রাজ্য ; অমূলক কল্পনা। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

স্বপ্নলব্ধ-স্বপ্নদর্শনকালে প্রাপ্ত, নিদ্রিতাবস্থায় প্রাপ্ত। ৭তৎ। বিণ।

স্বপ্নাদেশ-স্বপ্নকালে প্রাপ্ত আদেশ। মধ্যপ। বি ; পু।

স্বপ্নাদ্য—স্বপ্নে লব্ধ, স্বপ্নে যার উৎপত্তি। বাংপ্র। বিণ।

স্বপ্নাবস্থা—নিদ্রিত অবস্থা ; স্বপ্নদর্শনের কাল। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বিণ।

স্বপ্নাবির্ভূত—স্বপ্নে প্রকাশিত। ৭তৎ।

স্বপ্নাবিষ্ট—স্বপ্নে অভিভূত, স্বপ্নাবস্থাযুক্ত। ৩তৎ। বিণ।

স্বপ্নাবেশ-স্বপ্নের আবির্ভাব, স্বপ্নের ঘোর। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বপ্নোত্থিত—স্বপ্নদর্শনের পর জাগরিত ; নিদ্রোত্থিত। ৫তৎ। বিণ।

স্ববশ—স্বাধীন, আত্মবশ, নিজায়ত্ত। ৬তৎ। বিণ।

স্বভাব-আত্মভাব, প্রকৃতি ; স্বাভাবিক অবস্থা। কর্মধা বা ৬তৎ। বি ; পু।

স্বভাবকুলীন-যে কুলীনবংশে কুলপ্রথা যথাযথ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে কখনও তাহার লঙ্ঘন হয় নাই। বিণ।

স্বভাবগত—প্রকৃতিগত, স্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত। ২তৎ। বিণ।

স্বভাবগুণ-প্রাকৃতিক গুণ ; স্বভাবের উৎকর্ষ। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বভাবজ—প্রকৃতিজাত, আপনা হইতে উৎপন্ন। উপতৎ ; স্বভাব—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

স্বভাবজাত—প্রকৃতিজাত, স্বভাব হইতে উৎপন্ন, স্বাভাবিক। ৫তৎ। বিণ।

স্বভাবতঃ (-তস্)—আত্মভাববশতঃ, প্রকৃতিবশে, আপনা হইতে। স্বভাব+তস্ ৫মী স্থানে। অ।

স্বভাববিরুদ্ধ—প্রকৃতিবিরুদ্ধ, স্বভাবের বিপরীত, অস্বাভাবিক। ৬তৎ। বিণ।

স্বভাবশোভা-প্রকৃতির সৌন্দর্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বভাবসংগত-প্রকৃতিসংগত, স্বভাবের অনুকূল, স্বাভাবিক। ২তৎ। বিণ।

স্বভাবসরল-স্বভাবতঃ অকপট ; আপনা হইতে ঋজু। ৩তৎ। বিণ।

স্বভাবসিদ্ধ—প্রকৃতিসিদ্ধ ; আপনা হইতে নিষ্পন্ন। ৩তৎ। বিণ।

স্বভাবসুন্দর—স্বভাবতঃ মনোহর, আপনা হইতে সুশ্রী। ৩তৎ। বিণ।

স্বভাবসুলভ—স্বভাবতঃ সহজপ্রাপ্য ; প্রকৃতিসুলভ, স্বভাবজাত। ৩তৎ বা ৭তৎ। বিণ।

স্বভাবোক্তি—স্বভাব-বর্ণন ; অর্থালংকার বিঃ। ['অলংকার' দ্রঃ।] স্বভাবের উক্তি, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বভূ-ব্রহ্মা ; শিব ; বিষ্ণু ; কন্দর্প। স্ব—ভূ (হওয়া)+ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

স্বয়ং—'স্বয়ম্' দ্রঃ।

স্বয়ংকৃত—১। আত্মকৃত, স্বানুষ্ঠিত। ৬তৎ

বা সুপ্‌ সুপা। বিণ। ২। কৃত্রিম পুত্র। বি; পু।

স্বয়ংপ্রভা মেরুসাবর্ণি ঋষির কন্যা। ময়দানবের প্রণয়িনী হেমা অপ্সরার প্রিয়-সখী। হেমার অনুরোধে স্বয়ংপ্রভা ময়দানবের পুরী রক্ষা করিতেন। সীতান্বেষণে রত হনুমানাদির সহিত সেইখানে ইঁহার সাক্ষাৎকার হয়। বি; স্ত্রী।

স্বয়ংবর—১। স্বয়ং অর্থাৎ নিজে পতিকে বরণ, স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ। স্বয়ম্‌—বৃ (বরণ করা)+অল্‌ ভাব। ২। যে বিবাহে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতি গৃহীত হয়; যে স্থানে স্ত্রী কর্ত্তৃক স্বয়ং পতি গৃহীত হয়। ...+অল্‌ অধি। বি; পু।

স্বয়ংবরা—স্বয়ং পতিগ্রাহিণী। স্বয়ম্‌ (নিজে)—বৃ+অন্‌ কর্ত্তৃ+আপ্‌। বিণ; স্ত্রী।

স্বয়ংসিদ্ধ—নিজের দ্বারা সিদ্ধ, অন্যের উপদেশ ব্যতীত নিজের চেষ্টায় সিদ্ধি-প্রাপ্ত। স্বয়ং (নিজ) দ্বারা সিদ্ধ, ৩তৎ বা সুপ্‌সুপা। বিণ।

স্বয়ম্‌ (স্বয়ং)—আপনি, নিজে। সু ই বা অয় (গমন করা)+অম্‌ কর্ত্তৃ। অ।

স্বয়ম্বর স্বয়ংবর (তাহা দ্রঃ)।

স্বয়ম্ভু, স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা; বিষ্ণু; মহাদেব। স্বয়ম্‌—ভূ (হওয়া)+ভু, ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃ। বি; পু।

স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ কণ্ঠধ্বনি; ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তবিধ গানাঙ্গধ্বনি, সুর ['সপ্তসুর' দ্রঃ]; স্বন; অ ই প্রভৃতি বর্ণ; (তন্ত্রে) প্রাণাদি বায়ুর ব্যাপার বিঃ। স্বৃ (শব্দ করা)+অল্‌ ভাব। বি; পু।

স্বরগ্রাম—সংগীতের সপ্তস্বর (ষ, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি)। ৬তৎ। বি; পু।

স্বরচিত—নিজপ্রণীত, আপনা কর্ত্তৃক লিখিত। ৩তৎ। বিণ।

স্বরধরযন্ত্র—স্বরধারণকারী যন্ত্র বিঃ, যে যন্ত্রে মনুষ্যাদির স্বর অবিকল গৃহীত ও বাদিত হয়, 'গ্রামোফোন'। স্বরের ধর (ধারক)=স্বরধর, ৬তৎ; এমন যে যন্ত্র, কর্মধা। বি; ক্লী।

স্বরবর্ণ—(ব্যাকরণ) অ আ হইতে ঔ পর্যন্ত বর্ণসমূহ। কর্মধা। বি; পু।

স্বরবিজ্ঞান—স্বরবিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান, যে বিদ্যা দ্বারা স্ব সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মে। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্বরবিবর্ত—স্বরের পরিবর্তন, কণ্ঠধ্বনির পরিবর্তন; স্বরের কম্পন। ৬তৎ। বি; পু।

স্বরভঙ্গ—গলা ভাঙ্গা। ৬তৎ। বি; পু।

স্বরভঙ্গী—স্বরের শোভা, স্বরচাতুরী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরলহরী—স্বরতরঙ্গ, ঢেউএর ন্যায় কাঁপানো স্বর। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরলিপি—(সংগীতে) সুর, তাল, মান লয় প্রভৃতির নির্দেশক সাংকেতিক লিপি বা লিখন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরসন্ধি সন্ধি বিঃ। ৬তৎ। বি; পু।

স্বরাজ—বিজিত জাতির জেতার অধীনে স্বহস্তে রাজ্যশাসন, স্বায়ত্তশাসন, 'সেল্‌ফ গভর্নমেন্ট', self-government. <স্বরাজ্য। বি।

স্বরাজ্য—১। নিজ রাজ্য, আপনার রাজাধিকার। ৬তৎ। ২। আত্মশাসিত রাজ্য, প্রজাদের নিজেদের দ্বারা রাজকার্য পরিচালন। স্বশাসিত যে রাজ্য, মধ্যপ। বি; ক্লী।

স্বরাট্‌ (স্বরাজ্‌) স্বয়ং দীপ্ত ঈশ্বর; বেদের ছন্দঃ বিঃ। স্ব (নিজে)—রাজ্‌ (দীপ্তি পাওয়া)+ক্বিপ্‌ কর্ত্তৃ। বি; পু।

স্বরাষ্ট্র নিজ রাজ্য; রাজ্যের আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষা ইত্যাদ বিষয় বা তাহার দপ্তর। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্বরাষ্ট্রসচিব—নিজের রাজ্যের আভ্যন্তরিক বিষয়সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী অমাত্য। স্বরাষ্ট্র বিষয়ে সচিব, ৭তৎ। বি; পু।

স্বরিত—১। আক্ষিপ্ত। স্বর্‌ (আক্ষেপ করা)+ক্ত কর্ম। ২। স্বরবিশিষ্ট। স্বর শব্দ+ইত যুক্তার্থে। বিণ। ৩। তৃতীয় স্বর, উদাত্ত-অনুদাত্ত-মিলিত স্বর। বি; পু।

স্বরীশ্বর দেবরাজ, স্বর্গাধিপতি, ইন্দ্র। স্বর্‌-এর (স্বর্গের) ঈশ্বর, ৬তৎ। বি; পু।

স্বরূপ—১। স্বভাব, প্রকৃতি; প্রকৃত অবস্থা। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; ক্লী। ২। বিজ্ঞ, পণ্ডিত; সুন্দর; সদৃশ। স্ব শব্দ নিরূপ্ত রূপ্‌—রূপি+অন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ।

স্বরূপচিন্তা—প্রকৃত রূপ ধ্যান, যাথার্থ্যের মনন। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বরূপতঃ (-তস্‌)—যথার্থতঃ। অ।

স্বরূপনির্ণয় যাথার্থ্য নিরূপণ, প্রকৃত অবস্থা নির্ধারণ। ৬তৎ। বি; পু।

স্বরূপযোগ্যতা—কার্যসাধনযোগ্যতা, কার্য-সিদ্ধকরণসমর্থতা। স্বরূপযোগ্য+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী। বিণ, -যোগ্য।

স্বরূপসম্বন্ধ—অভিন্নসম্বন্ধ, তৎস্বরূপতা। দুইবার ৬তৎ। বি; পু।

স্বর্গ—ত্রিদিব, দেবলোক; ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য—এই সাত লোক; নির-বচ্ছিন্ন সুখ, অবিমিশ্র আনন্দ। ['স্বঃ' দ্রঃ।] স্বর্‌ গৈ+ড কর্ম; অথবা সু—ঋজ্‌+ঘঞ্‌ কর্ম। বি; পু।

স্বর্গকাম—স্বর্গাভিলাষী, দেবলোক-লাভেচ্ছু। স্বর্গ হইয়াছে কাম (কাম্য) যাহার, বহু। বিণ।

স্বর্গকামী (-কামিন্‌)—স্বর্গাভিলাষী, স্বর্গ-লাভেচ্ছু। উপতৎ; স্বর্গ—কামি+ণিন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী, **-কামিনী**।

স্বর্গগত—মৃত। ২তৎ। বিণ।

স্বর্গঙ্গা—স্বর্গগঙ্গা, মন্দাকিনী। স্বর-এর গঙ্গা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্গণিকা—স্বর্গবেশ্যা, অপ্সরা। স্বর্‌-এর গণিকা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্গত—স্বর্গগত, মৃত। স্বর্‌কে গত, ২তৎ। বিণ। [বি; স্ত্রী।

স্বর্গতি—স্বর্গে গমন; মরণ, মৃত্যু। ৭তৎ।

স্বর্গধাম (-ধামন্‌)—স্বর্গলোক, দেবলোক। স্বর্গই যে ধাম, কর্মধা। বি; ক্লী।

স্বর্গপতি—দেবরাজ, ইন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

স্বর্গবধূ সুরাঙ্গনা, অপ্সরা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্গবাসী (-বাসিন্‌)—দেবলোকে বাস-কারী। উপতৎ; স্বর্গ—বস্‌ (বাস করা)+ণিন্‌ কর্ত্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্বর্গবাসিনী**।

স্বর্গভোগ—স্বর্গে সুখ উপভোগ, দিব্যসুখ-লাভ। ৬তৎ। বি; পু।

স্বর্গসুখ—স্বর্গের সুখ; দুঃখলেশশূন্য সুখ; সুবিমল আনন্দ। স্বর্গ জাত সুখ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

স্বর্গাচল—সুমেরুপর্বত। স্বর্গের অচল, ৬তৎ। বি; পু।

স্বর্গারূঢ়—স্বর্গগত, মৃত। ২তৎ। বিণ।

স্বর্গারোহণ—স্বর্গগমন, দেবলোকে যাওয়া; মৃত্যু। ৭তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বর্গী (স্বর্গিন্‌)—সুর, দেবতা। স্বর্গ+ইন্‌ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

স্বর্গীয়, স্বর্গ্য—স্বর্গসম্বন্ধীয়; স্বর্গবাসী; স্বর্গসুখদ। স্বর্গ+ঈয়, য্য। বিণ।

স্বর্ণ—সুবর্ণ, কাঞ্চন, সোনা; সুবর্ণকর্ষ। [ইহা শীতবীর্য, বল ও বীর্যবর্ধক, গুরুপাক, রসায়নগুণযুক্ত, মধুর, তিক্ত ও কষায়-রসাত্মক, পুষ্টিকর, মেধা ও স্মৃতিবর্ধক, কান্তিজনক, আয়ুর্বর্ধক, শরীরের দৃঢ়তা-সাধক, স্থাবরবিষ, জঙ্গমবিষ ও ক্ষয়, উন্মাদ, জ্বর প্রভৃতি রোগনাশক। অশোধিত স্বর্ণ বল ও বীর্যবিনাশক, রোগোৎপাদক। দাহে রক্তবর্ণ, ছেদনে শ্বেতবর্ণ, কষিলে কুঙ্কুমবর্ণ, স্নিগ্ধ কোমল ও গুরুত্ববিশিষ্ট স্বর্ণ উৎকৃষ্ট। দাহে, ছেদনে ও কষিলে শ্বেতবর্ণ, আঘাত সহনাক্ষম, গুরুত্বহীন, কঠিন, রুক্ষ, বিবর্ণ স্বর্ণ নিকৃষ্ট। পুরাণে কথিত আছে যে, অগ্নির বীর্য

হইতে ইহার উৎপত্তি]। সু (সুন্দর) হইয়াছে অর্ণ (বর্ণ) যাহার, বহ ; অথবা সু—বর্ণ্ (পাওয়া) + অন্ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্ণকার—সুবর্ণকার, সেকরা। উপতৎ ; স্বর্ণ শব্দ—কৃ (করা) + অণ্ কর্তৃ। বি ; পু।

স্বর্ণকুমারী দেবী—১২৬৪ সালে (১৮৫৭ খ্রীঃ) ভাদ্র মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। ইনি বাল্যকালে পিতৃগৃহে বাঙ্গালা সংস্কৃত ভাষা এবং বিবাহের পর স্বামীর নিকট ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন। ইঁহার স্বামীর নাম জানকীনাথ ঘোষাল। বঙ্গসাহিত্য-সমাজে স্বর্ণকুমারীই মহিলামণ্ডলী মধ্যে সর্বপ্রথম উপন্যাস প্রণয়ন করেন। ইঁহার প্রথম উপন্যাস দীপনির্বাণ। তাহার পর ইনি ছিন্নমুকুল, হুগলীর ইমামবাড়া, স্নেহলতা, বিদ্রোহ, মিবাররাজ, ফুলের মালা, কাহাকে, নবকাহিনী, বসন্ত উৎসব, গাথা, বাল্যবিনোদ প্রভৃতি বহু উপন্যাস, কবিতাপুস্তক, নাটিকা ও শিশুপাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার 'ফুলের মালা' ও 'কাহাকে' ইংরাজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে। ইনি ১২৯১ হইতে ১৩০২ সাল পর্যন্ত ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। পরে ইঁহার কন্যা সরলা দেবী বি. এ. ঐ পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে স্বর্ণকুমারী কন্যার হস্ত হইতে "ভারতী"র সম্পাদনভার পুনর্গ্রহণ করেন এবং বাং ১৩২১ সালের চৈত্র পর্যন্ত সুচারুরূপে উহার সম্পাদনানন্তর অন্য হস্তে উক্ত ভার অর্পণ করেন। ১৯১৩ খ্রীঃ ২রা মে ইঁহার পতিবিয়োগ ঘটে। বাং ১৩৩৯ সালে ইনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্বর্ণখচিত - সুবর্ণমণ্ডিত, যাহার মাঝে মাঝে সোনা বসানো এরূপ। ৩তৎ। বিণ।

স্বর্ণদী, স্বর্নদী—সুরনদী, মন্দাকিনী ; গঙ্গা। স্বর্এর (স্বর্গের) নদী, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্ণপক্ষ—সুবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট ; গরুড়। স্বর্ণময় পক্ষ যাহার, বহ। বি ; পু।

স্বর্ণপ্রতিমা—স্বর্ণনির্মিত প্রতিকৃতি, সোনার প্রতিমা। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্ণপ্রসূ—সুবর্ণ-প্রসবকারিণী, স্বর্ণ উৎপাদিকা, যাহাতে প্রচুর সোনা জন্মে। ৬তৎ। বিণ ; স্ত্রী।

স্বর্ণমণ্ডিত—সুবর্ণে আবৃত, সোনার মোড়া, স্বর্ণভূষিত। ৩তৎ। বিণ।

স্বর্ণময়—সুবর্ণময় ; সুবর্ণনির্মিত। স্বর্ণ শব্দ + ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**স্বর্ণময়ী**।

স্বর্ণময়ী (মহারানী)—বঙ্গদেশান্তর্গত মুর্শিদাবাদের অদূরস্থ কাশিমবাজার নামক স্থানের প্রাতঃস্মরণীয়া দানশীলা ভূম্যধিকারিণী। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ভাটাকুল গ্রামে এক ঘর অতি নিঃস্ব তিলিজাতীয় গৃহস্থের বাস ছিল। এই দরিদ্র তিলিবংশে ১৮২৭ খ্রীঃ একটি অতি সুরূপা সর্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাই উত্তরকালে 'মহারানী' স্বর্ণময়ী নামে প্রসিদ্ধা হন। সর্বসুলক্ষণাক্রান্তা বলিয়া একাদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাশিমবাজারের সুবিখ্যাত 'কান্ত' বাবুর প্রপৌত্র কৃষ্ণনাথের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। তাঁহার ঔরসে ইঁহার দুইটি কন্যা জন্মে ; কিন্তু তাহারা অল্প বয়সেই কালগ্রাসে পতিত হয়। স্বামীর তত্ত্বাবধানে ইনি বাঙ্গালা লিখিতে পড়িতে ও কিঞ্চিৎ অঙ্ক কষিতে শিখিয়াছিলেন। এই সামান্য শিক্ষাই উত্তরকালে জমিদারী কার্য বুঝিবার পক্ষে ইঁহার পরম সহায় হইয়াছিল।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার স্বামী কৃষ্ণনাথ আত্মহত্যা করেন, আত্মহত্যা করিবার পূর্বে একখানি 'উইল' করিয়া গিয়াছিলেন। তদনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্বর্ণময়ীর স্ত্রীধন ব্যতীত অন্য যাবতীয় সম্পত্তি অধিকার করিয়া বসিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘোর দুর্দিনে স্বর্ণময়ী রাজীবলোচন রায় নামক এক সুদূরদর্শী কার্যদক্ষ মহাত্মাকে পরামর্শদাতা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহার পরামর্শে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টে কোম্পানির নামে স্বামীর উইল অগ্রাহ্য করাইবার নিমিত্ত মকদ্দমা উপস্থিত করিলেন। প্রায় তিন বৎসর মকদ্দমা চলার পর ১৮৪৭ খ্রীঃ ১৫ই নভেম্বর স্বর্ণময়ী জয়লাভ করিলেন। উইল করিবার সময় কৃষ্ণনাথ প্রকৃতিস্থ ছিলেন না, ইহা প্রতিপন্ন হওয়ায় উইল নামঞ্জুর হইয়া গেল, তাঁহার বিধবা পত্নী তাঁহার পরিত্যক্ত সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইলেন। মকদ্দমার ব্যয় নির্বাহার্থ বিস্তর টাকা ঋণ হইয়াছিল। রাজীবলোচনের সুপরিচালনগুণে ক্রমে সে সমস্ত ঋণ পরিশোধিত হইল এবং জমিদারিরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হইল।

স্বর্ণময়ী যথানিয়মে হিন্দু বিধবার কর্তব্য পালন করিতেন। অগাধ আয়ের প্রায় সমস্তই দান ধ্যানে ও পরোপকারে নিয়োজিত করিতেন। ইঁহার দানশৌণ্ডিতা ও লোকহিতকর কার্যানুষ্ঠানে সন্তুষ্ট হইয়া গভর্ণমেন্ট ইঁহাকে ১৮৭১ খ্রীঃ 'মহারানী' ও ১৮৭৮ খ্রীঃ সি. আই. (C. I.) উপাধি প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন এবং ইঁহার উত্তরাধিকারীকে 'মহারাজ' উপাধি দান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। দেওয়ান রাজীবলোচনও ১৮৭৫ খ্রীঃ 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন। সুবিস্তৃত জমিদারি এবং তদুদ্ভূত ৬ হইতে ৮ লক্ষ টাকা আয় রাখিয়া স্বর্ণময়ী ১৮৯৭ খ্রীঃ অগস্ট মাসে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সাধারণের হিতসাধনকল্পে ইঁহার সর্বপ্রধান কয়েকটি দানের কথা এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে ;—বহরমপুরে জলের কলের নিমিত্ত দেড় লক্ষ টাকা, উত্তরবঙ্গের দুর্ভিক্ষ নিবারণে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা, মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি শিক্ষার্থিনী ছাত্রীদিগের হোস্টেল নির্মাণে ১ লক্ষ টাকা, ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্রদিগের হোস্টেল নির্মাণে ১০ সহস্র টাকা। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক বিদ্যালয় ও চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা, কূপ ও পুষ্করিণী খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন ও অন্যান্য লোকহিতকর কার্যে ইনি বিস্তর দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের ছোটলাট ক্যাম্বেল সাহেব বহরমপুর কলেজের বি. এ. ক্লাস তুলিয়া উহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করিলে এই দানশৌণ্ডা দরিদ্র-পালিকা উক্ত কলেজের সমস্ত পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া উহাকে পুনর্বার প্রথম শ্রেণীর কলেজরূপে পরিণত করেন। এই ব্যাপারে ইঁহার বার্ষিক ১৬ হইতে ২০ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত। ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক, গ্রন্থকার, ঋণগ্রস্ত, কন্যাদায়গ্রস্ত প্রভৃতিকে প্রদত্ত দানের সংখ্যা ও পরিমাণ নিরূপণ করা অসাধ্য।

স্বর্ণমুদ্রা—গিনি, মোহর। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্ণমৃগ—সীতা হরণোদ্দেশে রাবণের আদেশক্রমে মারীচ কর্তৃক গৃহীত মৃগমূর্তি। মধ্যপ। বি ; পু।

স্বর্ণলতা—জ্যোতিষ্মতী সোনালী লতা। স্বর্ণবর্ণা লতা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্ণশীর্ষ—স্বর্ণবর্ণ মস্তকবিশিষ্ট, যাহার মাথা সোনার মত। স্বর্ণবর্ণ হইয়াছে শীর্ষ (মস্তক) যাহার, বহু। বিণ।

স্বর্ণসিন্দূর—মকরধ্বজ। স্বর্ণঘটিত সিন্দূর, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্ণসুযোগ—অতি উত্তম সুবিধা, শ্রেষ্ঠ অবসর, 'মাহেন্দ্রক্ষণ', golden opportunity. স্বর্ণবৎ মূল্যবান্ সুযোগ, মধ্যপ। বি ; পু।

স্বর্ণাক্ষর—স্বর্ণখচিত অক্ষর, সোনার ন্যায় উজ্জ্বল অক্ষর। মধ্যপ। বি ; পু।

স্বর্ণাঙ্গুরীয়, স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক—স্বর্ণনির্মিত অঙ্গুরীয়; সোনার আঙটি। মধ্যপ। বি ; ক্লী।

স্বর্ণালংকার—স্বর্ণভূষণ, সুবর্ণনির্মিত আভরণ, সোনার গহনা। মধ্যপ। বি ; পু।

স্বর্নদী—'স্বর্ণদী' দ্রঃ।

স্বর্বধূ, স্বর্বেশ্যা—সুরাঙ্গনা, অপ্সরা। স্বর্-এর (স্বর্গের) বধূ, বেশ্যা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বর্বৈদ্য—দেববৈদ্য, অশ্বিনীকুমারদ্বয়। স্বর্-এর (স্বর্গের) বৈদ্য, ৬তৎ। বি ; পু।

স্বর্লোক—স্বর্গলোক, দেবলোক, সুরলোক। স্বঃ (স্বর্গ) যে লোক, কর্মধা। বি ; পু।

স্বল্প—অতিশয় অল্প ; অতি সামান্য ; অতি ক্ষুদ্র। সু (অতিশয়) যে অল্প, প্রাদি। বিণ।

স্বল্পদৃষ্টি—ক্ষীণদৃষ্টি, যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ এরূপ। স্বল্পা দৃষ্টি যাহার, বহু। বিণ।

স্বল্পভাষী (-ভাষিন্)—অতি অল্প বাক্যালাপী, যে খুব কম কথা বলে এরূপ উপতৎ ; স্বল্প—ভাষ্ (বলা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বল্পভাষিণী**।

স্বল্পমাত্র—অতি অল্প পরিমাণ। স্বল্পা হইয়াছে মাত্রা (পরিমাণ) যাহার, বহু। বিণ।

স্বশাসন—দেশবাসী কর্তৃক শাসন, autonomy. ৩তৎ। বি ; ক্লী।

স্বসা (স্বসৃ)—ভগিনী। সু—অস্ (হওয়া) + ঋ কর্তৃ। বি ; স্ত্রী।

স্বস্তি—আশীর্বাদ ; পুণ্য ; শুভ, মঙ্গল ; স্বীকার, তৃপ্তি, সন্তোষ ; সোয়াস্তি, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম, শান্তি। সু-অস্ (হওয়া) + ক্তি ভাব। অ।

স্বস্তিক-১। পিটুলি দ্বারা নির্মিত এক-প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য ; শুভসূচক বস্ত্রচিহ্ন বিঃ ; আসন বিঃ, চতুষ্ক ; সর্পফণা ; সর্পফণাকৃতি হস্তপাত্র, হাতের ঠোঙা ; চতুষ্পথ, চৌরাস্তা। স্বস্তি + কণ্। বি ; পু। ২। সম্মুখে বারান্দা বা চাঁদনিযুক্ত প্রাসাদ। বি ; ক্লী বা পু।

স্বস্তিকাসন—'আসন' দ্রঃ।

স্বস্তিবাচন—'স্বস্তি স্বস্তি' অর্থাৎ মঙ্গল হউক—এই বাক্য পাঠ বা ব্রাহ্মণের দ্বারা বলান, শুভকার্য সূচনায় স্বস্তি শব্দের উচ্চারণ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বস্তিবাচনিক—স্বস্তিবাচনসম্বন্ধীয় ; স্বস্তি-বাচনকারক। স্বস্তিবাচন + ষ্ণিক। বিণ।

স্বস্ত্যয়ন—কুগ্রহশান্তির নিমিত্ত মঙ্গল কর্মের অনুষ্ঠান, গ্রহাদি দোষ হইতে পরিত্রাণ-প্রাপ্তির জন্য মাঙ্গল্য কর্মের অনুষ্ঠান। স্বস্তির (মঙ্গলের) অয়ন (প্রাপ্তি) হয় যাহা হইতে, অথবা স্বস্তির অয়ন (আগমন) হয় যদ্দ্বারা, বহু। বি ; ক্লী।

স্বস্থ—১। নিরুদ্বিগ্ন ; প্রকৃতিস্থ ; সুস্থ। স্ব শব্দ—স্থা (থাকা) + ড কর্তৃ। ২। স্বর্গস্থ ; মৃত। স্বর্ (স্বর্গ)—স্থা + ড কর্তৃ। বিণ।

স্বস্থান—নিজ অধিকৃত স্থান ; নিজের পদ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বস্রীয়—১। ভগিনীসম্বন্ধীয়। স্বসৃ (ভগিনী) + ঈয়। বিণ। ২। ভগিনীর পুত্র, ভাগিনেয়। বি ; পু।

স্বাক্ষর—সহি, দস্তখত। স্ব (নিজের) অক্ষর (লেখা), ৬তৎ। বি ; পু।

স্বাক্ষরিত—স্বাক্ষরযুক্ত, নিজের সহিযুক্ত। স্বাক্ষর + ইত যুক্তার্থে। বিণ।

স্বাগত—সুখে আগমন ; শুভাগমন ; কুশল। সু (সুখে বা শোভন) যে আগত (আগমন), প্রাদি। বি ; ক্লী।

স্বাগতপ্রশ্ন—সুখে আগমন হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা ; কুশল জিজ্ঞাসা। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বাচ্ছন্দ্য—স্বচ্ছন্দতা ; স্বাধীনতা ; আরাম ; স্বাস্থ্য। স্বচ্ছন্দ + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

স্বাতন্ত্র্য—স্বতন্ত্রতা, স্বাধীনতা ; পার্থক্য, ভিন্নতা। স্বতন্ত্র + ষ্ণ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

স্বাতি, স্বাতী—সূর্যের পত্নী বিঃ ; নক্ষত্র বিঃ। স্ব শব্দ—অত্ (গমন করা) + ই কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে ঈপ্। বি ; স্ত্রী।

স্বাদ—১। আস্বাদ, রস। স্বাদ্ + অল্ কর্ম। ২। রসানুভব, চাকা ; লেহন, চাটা ; প্রীতি। স্বাদ্ + অল্ ভাব। বি ; পু।

স্বাদগ্রহণ—আস্বাদ লওয়া ; খাইয়া বা উপভোগ করিয়া দেখা। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বাদগ্রাহী (-গ্রাহিন্)—আস্বাদগ্রহণকারী ; রসানুভবকারী ; চাকনদার। উপতৎ ; স্বাদ—গ্রহ্ (লওয়া) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বাদগ্রাহিণী**।

স্বাদন—১। রসানুভব, চাকা। স্বাদি (আস্বাদন করা) + অনট্ ভাব। ২। রস। স্বাদি + অনট্ কর্ম। বি ; ক্লী।

স্বাদিত—ভক্ষিত, আস্বাদিত, লীঢ় ; প্রীত। স্বাদি + ক্ত কর্ম। বিণ।

স্বাদু—সুস্বাদু ; মিষ্ট ; মধুর ; মনোজ্ঞ। স্বাদ্ (আস্বাদন করা) + উণ্ কর্তৃ। বিণ।

স্বাধিকার—নিজ অধিকার, নিজপদ ; নিজের দখল ; আপনার কর্তব্য। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বাধিষ্ঠান—লিঙ্গমূলস্থ সুষুম্না নাড়ীর অন্তর্গত ষড়্‌দল পদ্ম। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বাধীন—আত্মবশ, স্বতন্ত্র, স্বচ্ছন্দ ; বিজাতির অনধীন ('— দেশ')। স্ব (নিজের) অধীন, ৬তৎ। বিণ।

স্বাধীনতা—আত্মবশতা, স্বাতন্ত্র্য, স্বাচ্ছন্দ্য। স্বাধীন শব্দ + তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

স্বাধীনপতিকা, -ভর্তৃকা—নায়িকা বিঃ, নায়ক যাহার অনুগত ; ইহার লক্ষণ—

"কান্তো রতিগুণাকৃষ্টো ন জহাতি যদন্তিকম্।
বিচিত্রবিভ্রমা সক্তা সা স্যাৎ স্বাধীনভর্তৃকা।"

নায়ক যাহার রতিগুণে আকৃষ্ট হইয়া সন্নিধি ত্যাগ করে না, সেই বিলাসবিভ্রম-শালিনী স্ত্রীকে স্বাধীনভর্তৃকা বলা যায় ['নায়িকা' দ্রঃ]। স্ব অর্থাৎ (নিজের) অধীন হইয়াছে পতি, ভর্তা যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বি ; স্ত্রী।

স্বাধ্যায়—১। বেদাধ্যয়ন, বেদপাঠ। স্ব শব্দ—অধি—ই + ঘঞ্ ভাব। ২। বেদাংশ বিঃ। … + ঘঞ্ কর্ম। বি ; পু।

স্বাধ্যায়নিরত—বেদাধ্যয়নে আসক্ত। ৭তৎ। বিণ।

স্বাধ্যায়বান্ (-বৎ), **স্বাধ্যায়ী** (-য়িন্)—বেদাধ্যয়নকারী। স্বাধ্যায় (বেদাধ্যয়ন) + বতু, ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু।

স্বান—শব্দ, ধ্বনি। স্বন্ (শব্দ করা) + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

স্বান্ত—শব্দিত, ধ্বনিত। স্বন্ (শব্দ করা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্বাপ—নিদ্রা, সুপ্তি ; স্বপ্ন ; পক্ষাঘাত ; অচৈতন্য। স্বপ্ + ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

স্বাবমাননা—আত্মাবমাননা, নিজে অপমান, self-contempt. ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বাবলম্ব, স্বাবলম্বন—নিজের শক্তির উপর নির্ভর, পরপ্রত্যাশী না হইয়া নিজে কার্যসাধন চেষ্টা। স্ব—অব—লম্ব্ + অল্, অনট্ ভাব। বি ; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

স্বাবলম্বী (-লম্বিন্)—স্বাবলম্বনশীল, নিজের শক্তির উপর নির্ভরকারী। উপতৎ ; স্ব—অব—লম্ব্ + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বাবলম্বিনী**।

স্বাভাবিক—স্বভাবসিদ্ধ ; নৈসর্গিক, প্রাকৃতিক ; অবিকৃত। স্বভাব + ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**স্বাভাবিকী**।

স্বামিজী মহারাজ—ইঁহার বাল্য নাম শিবদয়াল সিংহ। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম দিলওয়ালী সিংহ। ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয়। অতি অল্প বয়স হইতেই ইনি ঈশ্বরারাধনায় মনোনিবেশ করেন এবং নাগরী, গুরুমুখী ও ফারসী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া ফার্সীতে ঈশ্বরবিষয়ক একখানি উচ্চভাব-সম্পন্ন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পরে ইনি আরবী ও সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন।

স্বামিজী প্রথমতঃ নিজ বাটীতে থাকিয়া

প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বালকগণকে বিনাবেতনে শিক্ষাদান করিতেন। পরে কিছুদিনের জন্ত আগ্রা ও. অযোধ্যা যুক্তরাজ্যের বাঁদা শহরে সরকারী ডাক-বিভাগে কার্য করেন। কিন্তু ইহাতে ভজনপূজনের ব্যাঘাত হয় বলিয়া অল্পদিনের মধ্যেই চাকরি ছাড়িয়া দেন। অতঃপর ইহার পিতার অনুরোধে ইহার শ্বশুর ইহাকে বলভগড় রাজধানীতে রাজপুত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দেন। এখানে ইনি বেতন ব্যতীত প্রত্যহ রাজবাটী হইতে যে রসদ (সিধা) পাইতেন, তাহার কিয়দংশ নিজের জন্ত রাখিয়া অবশিষ্ট সমস্ত দীনদুঃখীদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু এ কার্যও স্বামিজীর মনঃপূত হইল না। বাল্যকাল হইতে যাঁহার চিত্ত ঈশ্বরে সমর্পিত, তাঁহার পক্ষে অন্ত কোন বিষয়-কর্মে মনোনিবেশ করা দুঃসাধ্য। স্বামিজী হঠাৎ একদিন চাকরি ছাড়িয়া দিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার দুই দিন পরে ইহার পিতার মৃত্যু হইল।

পিতার মৃত্যুর পর স্বামিজী নিজবাটীতে থাকিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর স্বামিজী এক অন্ধকারময় নির্জন গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই গৃহে ইনি একাদিক্রমে পাঁচ ছয় দিবস সাধনায় রত থাকিতেন, আহার বা মলমূত্র ত্যাগের জন্ত একবারও উঠিতেন না। ১৮৬১ খ্রীঃ হইতে ইনি অল্প সময় মাত্র সমাগত লোকমণ্ডলীকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। ইহার উপদেশে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ইহার জীবিতকালের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রায় আট দশ সহস্র স্ত্রীপুরুষ ইহার শিষ্য হন। তন্মধ্যে প্রায় একসহস্র নানা সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীও ছিলেন। অনেক বাঙ্গালীও ইহার মতাবলম্বী ছিলেন। তন্মধ্যে মেট্রপলিটান কলেজের অধ্যাপক এবং ইণ্ডিয়ান নেশনের সম্পাদক সুবিখ্যাত স্বর্গীয় এন. ঘোষ একজন।

স্বামিজীর প্রবর্তিত মতের নাম রাধাস্বামী মত। এই মতে চারিটি কথা আছে,— সত্যনাম, সত্য অনুরাগ, সত্যগুরু ও সৎ সঙ্গ। এই মতের অপর নাম সন্তমৎ। স্বামিজীর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক উপাখ্যান প্রচলিত আছে। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬০ বৎসর বয়সে স্বামিজী স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন। কথিত আছে যে, তিনি মৃত্যুর পনর দিন পূর্বে শিষ্যগণের নিকট আপনার মৃত্যুর দিন প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং নির্দিষ্ট দিবসে সমাধিস্থ হইয়া দেহত্যাগ করেন। স্বামিজী-প্রণীত হিন্দী ভাষায় লিখিত দুইখানি গ্রন্থ আছে—সারবচন নজ্যম্ ও সারবচন নস্তর।

স্বামিত্ব—অধিকার, স্বত্ব ; প্রভুত্ব ; রাজত্ব ; ভর্তৃত্ব। স্বামিন্ শব্দ+ত্ব ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

স্বামী (স্বামিন্)—১। স্বত্ববিশিষ্ট ; অধিকারী ; প্রভু ; পালক। স্ব শব্দ (ধন) +মিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বামিনী**। ২। রাজা ; গুরু ; পতি ; ভর্তা ; পরমহংস ; পণ্ডিত ব্রাহ্মণ বা সন্ন্যাসীর উপাধি বিঃ। বি ; পু।

স্বায়ত্ত—নিজের বশীভূত, নিজের অধীন। ৬তৎ। বিণ।

স্বায়ত্তশাসন—আপনাদের ইচ্ছাধীনে শাসনকার্য নির্বাহ, বিজেতা রাজার অধীনে আপনাদের প্রবর্তিত বিধানে দেশের শাসনকার্য নির্বাহ করা। কর্মধা। বি ; ক্লী।

স্বায়ত্তীকরণ—নিজবশে আনয়ন। স্বায়ত্ত +চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বায়ত্তী)—কৃ (করা) + অনট্ ভাব। বি ; ক্লী।

স্বায়ম্ভুব—১। স্বয়ম্ভু সম্বন্ধীয়। স্বয়ম্ভু শব্দ +ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**স্বায়ম্ভুবী**। ২। স্বয়ম্ভুর (ব্রহ্মার) পুত্র, প্রথম মনু। বি ; পু।

স্বারাজ্য—১। ঈশ্বরত্ব। স্বরাজ (ঈশ্বর) +ষ্য ভাবার্থে। ২। ইন্দ্রত্ব ; স্বর্গরাজ্য। স্বারাজ্ (ইন্দ্র) + ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী।

স্বারাট্ (স্বারাজ্)—বাসব, ইন্দ্র। স্বর্ (স্বর্গ)—রাজ্ (দীপ্তি পাওয়া) + ক্বিপ্ কর্তৃ। বি ; পু।

স্বারোচিষ—দ্বিতীয় মনু। স্বরোচিস্ শব্দ +ষ্ণ অপত্যার্থে। বি ; পু।

স্বার্জিত—স্বোপার্জিত, স্বয়ং লব্ধ। স্ব দ্বারা অর্জিত, ৩তৎ। বিণ।

স্বার্থ—নিজপ্রয়োজন, আত্মকার্য ; আপনার ইষ্ট বা লাভ ; স্বকীয় ধন ; কোন শব্দের নিজস্ব অর্থ (meaning). স্ব (স্বকীয়) যে অর্থ, কর্মধা ; অথবা স্বর (অর্থাৎ নিজের) অর্থ, ৬তৎ। বি ; পু।

স্বার্থচিন্তা—আত্মকার্যচিন্তা, নিজ ইষ্টসিদ্ধির ভাবনা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বার্থত্যাগ—আত্মকার্য পরিত্যাগ, নিজের ইষ্ট ছাড়িয়া দেওয়া। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বার্থত্যাগী (-ত্যাগিন্)—আত্মকার্যত্যাগকারী, পরের উপকারার্থ যে নিজের ইষ্ট ত্যাগ করে। উপতৎ ; স্বার্থ—ত্যজ্ (ছাড়া) + ঘিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বার্থত্যাগিনী**।

স্বার্থপর, স্বার্থপরায়ণ—নিজপ্রয়োজন সাধনে তৎপর, অন্তের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্বক কেবল নিজপ্রয়োজন সিদ্ধি বিষয়ে যত্নবান্। স্বার্থ পর (প্রধান) পরায়ণ (প্রধান অবলম্বন) যাহার, বহু। বিণ। বি—**স্বার্থপরতা, স্বার্থপরায়ণতা**।

স্বার্থবিসর্জন—স্বার্থত্যাগ, আত্মকার্য-পরিত্যাগ ; নিজ ইষ্ট চেষ্টা বর্জন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বার্থসাধন—আত্মকার্যসাধন, অন্তের প্রয়োজনের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শনপূর্বক নিজ কার্যসম্পাদন। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বার্থসিদ্ধি—আত্মকার্যসিদ্ধি, নিজ ইষ্ট-সিদ্ধি। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বার্থান্ধ—অন্ধভাবে স্বার্থসাধনে তৎপর, অন্তের মুখের দিকে না চাহিয়া যে নিজ ইষ্টসাধন করে। ৩তৎ। বিণ।

স্বার্থান্বেষণ—নিজ ইষ্টসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ, আপনার ভাল খুঁজিয়া বেড়ানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

স্বার্থান্বেষী (-ষিন্)—যে আপনার ভাল খুঁজিয়া বেড়ায় এরূপ। উপতৎ ; স্বার্থ—অনু—ইষ্ (খোঁজা) + ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্বার্থান্বেষিণী**।

স্বার্থিক—স্বকার্যসাধনে তৎপর ; স্বার্থপর ; স্বার্থে বিহিত (প্রত্যয়)। স্বার্থ শব্দ+ ষ্ণিক। বিণ। স্ত্রী—**স্বার্থিকী**।

স্বাশ্রয়—১। স্বাবলম্বন, আপনার উপর নির্ভর। ৬তৎ। বি ; পু। ২। আত্মাশ্রয়-বিশিষ্ট, যে আপনার উপর নির্ভর করে এরূপ। স্ব (আত্মা) আশ্রয় যাহার, বহু। বিণ।

স্বাস্থ্য—১। সুস্থতা, নীরোগতা, আরোগ্য ; উদ্বেগহীনতা ; সন্তোষ ; সুখ। স্বস্থ শব্দ +ষ্য ভাবার্থে। বি ; ক্লী। ২। দৈহিক অবস্থা। বাংপ্র। বি।

স্বাস্থ্যকর—সুস্থতাজনক, আরোগ্যদায়ক ; সুখকর। উপতৎ ; স্বাস্থ্য—কৃ (করা)+ ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্বাস্থ্যকরী**।

স্বাস্থ্যজনক—স্বাস্থ্যকর ; স্বাস্থ্যপ্রদ। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী, -**জনিকা**।

স্বাস্থ্যপ্রদ—আরোগ্যদায়ক, সুস্থতাজনক, স্বাস্থ্যকর ; সুখদ, স্বাচ্ছন্দ্যজনক। উপতৎ ; স্বাস্থ্য—প্র—দা+ড কর্তৃ। বিণ।

স্বাস্থ্যভঙ্গ-সুস্থতার হানি, নীরোগতার নাশ। ৬তৎ। বি ; পু।

স্বাস্থ্যরক্ষা—সুস্থতা রক্ষা করা, যাহাতে শরীর সুস্থ থাকে এরূপ নিয়মানুসারে চলা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যসুখ—সুস্থতাজন্ত সুখ, নীরোগতা-জনিত আনন্দ। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্বাস্থ্যহানি—স্বাস্থ্যভঙ্গ, দেহ অসুস্থ হওয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্বাহা—১। দেবোদ্দেশে অগ্নিতে প্রদত্ত ঘৃতাদি, দেবোদ্দেশে হবির্দানের মন্ত্র। সু—আ—হ্বে+ড করণ। অ। ২। * অগ্নিদেবের পত্নী। ...+ডা কর্ম। বি; স্ত্রী। ৩। দুর্গা। বি; স্ত্রী।

* অগ্নিপত্নী স্বাহা পতির দাহিকাশক্তি বলিয়া বর্ণিতা। প্রকৃতিদেবী হইতে ইঁহার উদ্ভব। বিষ্ণুকে কামনা করিয়া ইনি কঠোর তপশ্চরণ করিলে বিষ্ণু প্রীত হইয়া ইঁহাকে দর্শন দেন এবং অগ্নি-পত্নী হইবার নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করেন। ব্রহ্মাও ইঁহাকে অগ্নির ভার্যা হইতে অনুরোধ করিয়া এই বর প্রদান করেন যে, মন্ত্রের শেষে 'স্বাহা' শব্দ উচ্চারণপূর্বক হবিঃ প্রদান করিলে সকল দেবতাই তাহা প্রাপ্ত হইবেন। তদনুসারে ইনি অগ্নি-দেবকে পতিরূপে গ্রহণ করেন।

স্বাহানাথ, স্বাহাপতি, স্বাহাপ্রিয়—স্বাহাদেবীর স্বামী, অগ্নি। স্বাহার নাথ, পতি, প্রিয়, ৬তৎ। বি; পু।

স্বিন্ন—স্বেদযুক্ত, ঘর্মাক্ত; সিক্ত, আর্দ্র, পক্ব। স্বিদ্ (ঘামা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্বীকরণ—স্বীকার (সকল অর্থে)। তাহা দ্রঃ। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী) —কৃ+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্বীকর্তব্য—অঙ্গীকার্য, স্বীকার্য, স্বীকার করিবার উপযুক্ত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ+তব্য কর্ম। বিণ।

স্বীকার—অঙ্গীকার; প্রতিগ্রহ, পরিগ্রহ; মানিয়া লওয়া; সম্মতি; গ্রহণ; আয়ত্তী-করণ। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী) —কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

স্বীকারোক্তি—স্বীকারসূচক বাক্য। মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

স্বীকার্য—যাহা স্বীকার করিতে হইবে বা করা আবশ্যক; যাহা অঙ্গীকার করা উচিত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী) —কৃ+ঘ্যণ্ কর্ম। বিণ।

স্বীকৃত—অঙ্গীকৃত; পরিগৃহীত; সম্মত; যে স্বীকার করিয়াছে; আয়ত্তীকৃত, প্রতিশ্রুত। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ (করা)+ক্ত কর্ম, কর্তৃ। বিণ।

স্বীকৃতি—স্বীকার (সকল অর্থে)। স্ব+চ্বি অভূততদ্ভাবার্থে (=স্বী)—কৃ (করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

স্বীয়—স্বকীয়, আত্মীয়, নিজ। স্ব+ঈয় ইদমর্থে। বিণ।

স্বীয়া—১। স্বকীয়া, আত্মীয়া। স্ব শব্দ+ঈয়+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নায়িকা বিঃ, নায়কের প্রতি অনুরক্তা স্ত্রী [নায়িকা দ্রঃ]। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছা—নিজ-ইচ্ছা, যদৃচ্ছা; স্বচ্ছন্দ। স্ব অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাকৃত—নিজ ইচ্ছা অনুসারে অনুষ্ঠিত, আপনার ইচ্ছাপূর্বক অনুষ্ঠিত বা বিহিত। ৩তৎ। বিণ। [ক্রি-বিণ।

স্বেচ্ছাক্রমে—নিজের ইচ্ছানুসারে। বহু।

স্বেচ্ছাচার—নিজ ইচ্ছামত কার্যকরণ; অসংযত আচরণ; স্বাধীনতা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছা শব্দ—চর্ (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

স্বেচ্ছাচারিতা—স্বাধীনতা; অবাধ্যতা। স্বেচ্ছাচারিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছাচারী (-চারিন্)—নিজের ইচ্ছামত কার্যকারী; স্বতন্ত্র; স্বাধীন; অবাধ্য। স্বেচ্ছা—চর্ (আচরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্বেচ্ছাচারিণী**।

স্বেচ্ছাধীন—নিজের ইচ্ছামত কার্যকারী; নিজ-ইচ্ছানুযায়ী। ৬তৎ। বিণ।

স্বেচ্ছাধীনতা—নিজের ইচ্ছামত কার্য-করণ; স্বেচ্ছাচারিতা। স্বেচ্ছাধীন+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছানুবর্তিতা—নিজের ইচ্ছার অনুসরণ, স্বেচ্ছাচার। স্বেচ্ছানুবর্তিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

স্বেচ্ছানুবর্তী (-বর্তিন্)—স্বেচ্ছাচারী; অবাধ্য; স্বাধীন। স্বেচ্ছার অনুবর্তী, ৬তৎ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্বেচ্ছানু-বর্তিনী**।

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত—নিজ ইচ্ছা দ্বারা প্রেরিত, আপনার ইচ্ছায় প্রবৃত্ত। ৩তৎ। বিণ। [৩তৎ। বিণ।

স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত—নিজের ইচ্ছায় নিযুক্ত।

স্বেচ্ছামৃত্যু—১। নিজ ইচ্ছানুসারে মরণ, আপন ইচ্ছায় তনুত্যাগ। স্বেচ্ছায় মৃত্যু, ৩তৎ। বি; পু। ২। নিজ ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগকারী, আপন ইচ্ছায় যাহার মৃত্যু হয়। স্বেচ্ছায় মৃত্যু যাহার, বহু। বিণ। ৩। ভীষ্ম। বহু। বি; পু।

স্বেচ্ছাসেবক—নিজ ইচ্ছাক্রমে বিনা বেতনে পরিচর্যাকারী, কাহারও আদেশ ব্যতীত নিজের ইচ্ছায় আর্তের সেবা-কারী। স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত যে সেবক, মধ্যপ। বি; পু। স্ত্রী, **-সেবিকা**।

স্বেদ—ক্লেদ; ঘর্ম; বাষ্প; তাপ; উষ্মা। স্বিদ্ (ঘামা ইত্যাদি)+অল্ ভাব। বি; পু।

স্বেদজ—উষ্মজাত (কৃমি দংশমশকাদি)। উপতৎ; স্বেদ—জন্ (জন্মা)+ড কর্তৃ। বিণ।

স্বেদজল—ঘর্মবারি, ঘামজল। স্বেদই জল, কর্মধা। বি; ক্লী।

স্বেদন—ঘর্মনিঃসারণ, ভাপরা দেওয়া। ণিজন্ত স্বিদ্ (=স্বেদি)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

স্বেদস্রাব—ঘর্মনিঃসরণ, ঘাম ঝরিয়া পড়া। ৬তৎ। বি; পু।

স্বেদস্রুতি—ঘর্মনিঃসরণ, ঘাম বাহির হওয়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

স্বেদাক্ত—স্বেদযুক্ত, ঘর্মাক্ত, ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা অক্ত (যুক্ত), ৩তৎ। বিণ।

স্বেদাপ্লুত—ঘর্মাপ্লুত, ঘামে ভিজা। স্বেদ দ্বারা আপ্লুত, ৩তৎ। বিণ।

স্বৈর—১। স্বেচ্ছাধীনতা, অবাধ্যতা, যথেচ্ছাচার। স্ব শব্দ—ঈর্ (গমন করা) +অল্ ভাব। বি; ক্লী। ২। আত্মবশ, স্বাধীন, স্বচ্ছন্দ; অসংযত। ...+অন্ কর্তৃ। বিণ।

স্বৈরগতি—নিজ ইচ্ছানুসারে গমন, আপন ইচ্ছামত চলা। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

স্বৈরচার—স্বেচ্ছাচার, যথেচ্ছ ব্যবহার। স্বৈর—চর্ (আচরণ করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

স্বৈরচারিণী—স্বেচ্ছাচারিণী, যথেচ্ছা-চারিণী; ব্যভিচারিণী। স্বৈর শব্দ—চর্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরচারিতা—স্বেচ্ছাচারিতা; ব্যভিচার। স্বৈরচারিন্ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

স্বৈরচারী (-চারিন্)—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী। স্বৈর—চর্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু।

স্বৈরতা—স্বেচ্ছাচারিতা; স্বাধীনতা; অবাধ্যতা; ব্যভিচারিতা। স্বৈর+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

স্বৈরন্ধ্রী, স্বৈরিন্ধ্রী—সৈরন্ধ্রী; স্বাধীন-বৃত্তি রমণী; দ্রৌপদী। স্বৈর—ধৃ+ক কর্তৃ +ঈপ্ নিপাতনে। বি বা বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরবৃত্তি—যথেচ্ছাচারিতা, নিজ ইচ্ছানুরূপ আচরণ। কর্মধা। বিণ; স্ত্রী।

স্বৈরাচার—স্বৈরচার। স্বৈর আচার, কর্মধা। বি; পু।

স্বৈরী (স্বৈরিন্)—স্বেচ্ছাচারী, যথেচ্ছাচারী, ব্যভিচারী। স্বৈর (স্বেচ্ছচার)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু স্ত্রী—**স্বৈরিণী**। বি—**স্বৈরিতা**।

স্বোপার্জিত—স্বার্জিত, নিজের অর্জিত। স্ব দ্বারা উপার্জিত, ৩তৎ। বিণ।

স্মর—১। কন্দর্প। স্মৃ+অল্ কর্ম। ২। বেদ-ব্যাখ্যাতা। স্মৃ+অন্ কর্তৃ। ৩। স্মরণ। স্মৃ+অল্ ভাব। বি; পু। ৪। স্মরণকর্তা। বিণ। ৫। স্মরণ কর। কপ্র। ক্রি।

স্মরগরল—কামবিষ, তীব্র সম্ভোগেচ্ছা। মধ্যপ। বি; পু।

স্মরগুরু—কন্দর্পের পিতা, শ্রীকৃষ্ণ, বিষ্ণু

[হরকোপানলে মদন ভস্মীভূত হইবার পর মহাদেবের বরে কৃষ্ণের ঔরসে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্ন নামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন]। ৬তৎ। বি ; পু।

স্মরণ—স্মৃতি, পূর্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞান, মনে পড়া ; চিন্তন ; অর্থালংকার বিঃ। স্মৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্মরণপট—স্মৃতিরূপ পট ; স্মৃতিরূপ আলেখ্য। রূপক। বি ; পু।

স্মরণপথ—স্মৃতির পথ, স্মৃতির বিষয়। ৬তৎ। বি ; পু।

স্মরণশক্তি—স্মৃতিশক্তি, মনে রাখিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্মরণাতীত—স্মৃতির অতিরিক্ত, যতদূর স্মরণ হয় তাহারও অধিক। ২তৎ। বিণ।

স্মরণার্থে—স্মরণ করিবার জন্য, স্মৃতিরক্ষার নিমিত্তে। স্মরণের নিমিত্ত ইহা, নিত্য। অ। [memorial. বিণ।

স্মরণিক—যাহা স্মৃতিরক্ষা করে এমন,

স্মরণীয়—স্মর্তব্য, স্মরণযোগ্য। স্মৃ (স্মরণ করা)+অনীয় কর্ম। বিণ।

স্মরদশা—কামদশা, দশবিধ মদনাবস্থা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। ইহা দশ প্রকার, যথা —"নয়নপ্রীতিঃ প্রথমং চিত্তাসঙ্গস্ততোঽথ সংকল্পঃ। নিদ্রাচ্ছেদ স্তনুতা বিষয়নিবৃত্তিস্ত্রপানাশঃ। উন্মাদো মূর্চ্ছা মৃতিরিত্যেতাঃ স্মরদশা দশৈব স্যুঃ॥" নয়নপ্রীতি, চিত্তাসঙ্গ, সংকল্প, অনিদ্রা, তনুতা, বিষয়নিবৃত্তি, ত্রপানাশ, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, মৃত্যু। মতান্তরে—"অভিলাষশ্চিন্তা স্মৃতিগুণকথনোদ্বেগসংপ্রলাপাশ্চ। উন্মাদোঽথ ব্যাধির্জড়তা মৃতিরিতি দশাত্র কামদশাঃ॥" অর্থাৎ অভিলাষ, চিন্তা, স্মৃতি, গুণবর্ণন, উদ্বেগ, প্রলাপ, উন্মাদ, ব্যাধি, জড়ভাব এবং মৃত্যু, এই দশবিধ স্মরদশা। অন্যমতে—"দৃঙ্মনঃসঙ্গসংকল্পা জাগরঃ কৃশতারতিঃ। হ্রীত্যাগোন্মাদমূর্চ্ছান্তা ইত্যনঙ্গদশা দশ॥" অর্থাৎ দৃষ্টিসঙ্গ, মানসসঙ্গ, সংকল্প, জাগরণ, ক্ষীণতা, বস্তুবৈরাগ্য, লজ্জাত্যাগ, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মৃত্যু, এই দশ প্রকার স্মরদশা। অপিচ—"অঙ্গেষ্বসৌষ্ঠবং তাপঃ পাণ্ডুতা কৃশতারুচিঃ। অধৃতিঃ স্যাদনালম্বস্তন্ময়োন্মাদমূর্চ্ছনাঃ। মৃতিশ্চেতি ক্রমাজ্জ্ঞেয়া দশ স্মরদশা ইহ॥" অর্থাৎ দেহের সৌন্দর্যহীনতা, তাপ, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশতা, অনমুরাগ, অধৈর্য, তন্ময়ভাব, উন্মত্ততা, মূর্চ্ছা এবং মরণ এই দশবিধ স্মরদশা। [বি ; স্ত্রী।

স্মরপ্রিয়া—কন্দর্পপত্নী, রতিদেবী। ৬তৎ।

স্মরহর, স্মরারি-শিব, মহাদেব। স্মরের হর (হরণকারী) বা অরি (শত্রু), ৬তৎ। বি ; পু। [অসুরপীড়িত দেবগণের প্ররোচনায় মদন ধ্যাননিরত মহাদেবের প্রতি সম্মোহন বাণ ক্ষেপণ করিলে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ হয় ; তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার ললাটনিঃসৃত প্রলয়াগ্নিবৎ জ্ঞানজ্যোতিঃ মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিল।]

স্মরা—স্মরণ করা। কপ্র। ক্রি।

স্মর্তব্য—স্মরণীয়, স্মরণযোগ্য। স্মৃ (স্মরণ করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

স্মারক—স্মৃতিকারক, স্মরণজনক ; উদ্বোধক ; স্মৃতিরক্ষাকারী। ণিজন্ত স্মৃ=স্মারি (স্মরণ করান)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**স্মারিকা**।

স্মারণ—মনে করানো, চিত্তে উদ্বোধন। ণিজন্ত স্মৃ+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী। বিণ—**স্মারিত**।

স্মার্ত-স্মৃতিসম্বন্ধীয় ; স্মৃতিশাস্ত্রবেত্তা। স্মৃতি+অ। বিণ। স্ত্রী—**স্মার্তী**।

স্মিত—১। ঈষৎ হাস্য, মৃদুহাসি। স্মি (ঈষদ্ধাস্য করা)+ক্ত ভাব। বি ; স্ত্রী। ২। হসিত, হাস্যযুক্ত ; বিকসিত ; বিস্মিত। স্মি+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্মৃত—স্মরণের বিষয়ীভূত, যাহা স্মরণ করা হইয়াছে এরূপ। স্মৃ+ক্ত কর্ম। বিণ।

স্মৃতি—১। স্মরণ, কালান্তরের জ্ঞান, পূর্বানুভূতের জ্ঞান ; চিন্তা। স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি ভাব। ২। ধর্মসংহিতা (মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গোতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই বিংশতিজন ধর্মশাস্ত্র-প্রয়োজক-প্রণীত ধর্মসংহিতা) ; খাদ্যাখাদ্য ব্রতপূজাদির নিয়ম প্রায়শ্চিত্ত দায়ভাগ ও অপরাধাদির দণ্ডাদি বিষয়-সংবলিত হিন্দুশাস্ত্র বিঃ। স্মৃ (স্মরণ করা)+ক্তি কর্ম। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিচিহ্ন—স্মরণনিদর্শন, যাহা দেখিলে মনে পড়ে এমন বস্তু। স্মৃতিজনক যে চিহ্ন, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিনিদর্শন—স্মরণচিহ্ন, যাহা পূর্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ; অভিজ্ঞান। স্মৃতিসাধক যে নিদর্শন, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিপট—স্মরণপট, স্মরণরূপ আলেখ্য। রূপক। বি ; পু।

স্মৃতিপথ—স্মরণপথ। ৬তৎ। বি ; পু।

স্মৃতিমত্তা—স্মরণশীলতা। স্মৃতিমৎ শব্দ+তা ভাবার্থে। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিমন্দির—স্মরণসূচক মন্দির, মৃতের স্মরণার্থ নির্মিত মন্দির। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিমান্ (-মৎ)—স্মরণযুক্ত, স্মরণশীল। স্মৃতি+মতু অস্ত্যর্থে। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্মৃতিমতী**।

স্মৃতিরক্ষা—স্মরণসূচক বস্তু স্থাপন। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিশক্তি—স্মরণশক্তি, মনে রাখিবার ক্ষমতা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিশাস্ত্র—মন্বাদি প্রণীত ধর্মশাস্ত্র। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

স্মৃতিস্তম্ভ—স্মরণসূচক স্তম্ভ, মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থে নির্মিত থাম। মধ্যপ। বি ; পু।

স্মের—হাসিমাখা ; হাস্যযুক্ত, হাসিহাসি (স্মেরানন)। স্মি+র কর্তৃ। বিণ।

স্যন্দ-ক্ষরণ, গলন ; গমন ; বেগ। স্যন্দ্ (ক্ষরণ করা)+অল্ ভাব। বি ; পু।

স্যন্দন—১। রথ। স্যন্দ্+অনট্ করণ। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। বায়ু ; জল। স্যন্দ্+অন কর্তৃ। বি ; পু। ৩। ক্ষরণ ; বেগ ; গমন। স্যন্দ্+অনট্ ভাব। বি ; স্ত্রী।

স্যন্দী (স্যন্দিন্)—ক্ষরণশীল, গলনশীল। স্যন্দ্+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**স্যন্দিনী**।

স্যমন্তক-শ্রীকৃষ্ণের ভূষণ মণি। স্যম্ (শব্দ করা)+অন্ত কর্ম+কণ্। বি ; পু।

সত্রাজিৎ সূর্যের উপাসনা করিয়া এই মণি প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ এই মণি দর্শনে উহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। অতঃপর সত্রাজিতের ভ্রাতা প্রসেনজিৎ ঐ মণি ধারণ করিয়া মৃগয়ায় গিয়া সিংহকর্তৃক নিহত হন। জাম্ববান্ সিংহকে বধ করিয়া ঐ মণি গ্রহণ করেন। এদিকে সত্রাজিৎ সন্দেহের বশবর্তী হইয়া প্রকাশ করেন যে, শ্রীকৃষ্ণই মণির লোভে তাঁহার ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া মণি অপহরণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ আত্মদোষক্ষালনার্থ মণির অনুসন্ধানে গমন করেন, এবং সন্ধান পাইয়া জাম্ববানের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। জাম্ববান্ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বীয় কন্যা জাম্ববতীর সহিত উক্ত মণি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ ঐ মণি সত্রাজিৎকে দেন। সত্রাজিৎ স্বীয় কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহাকে ঐ মণি উপহার দেন।

স্যাণ্ডার্সন্, স্যার ল্যান্সেলট্ (Sir Lancelot Sanderson, Kt., K. C., M. A., Lh. B., Bar-at-Law)—কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ইনি সম্ভ্রান্তবংশীয়। ১৮৬৩ খ্রীঃ বিলাতে ইহার জন্ম হয়। ইনি কেম্ব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ হইতে B. A. ও LL. B. উপাধি অর্জন করেন, এবং আইন শিক্ষার নিমিত্ত Inner Templeএ প্রবিষ্ট হইয়া ব্যারিস্টার হন। ইনি ১৮৯৫ খ্রীঃ M. A. উপাধি লাভ করেন এবং ১৯০৩ খ্রীঃ

King's Counsel হন। ১৯১০ খ্রীঃ ইনি Unionist পক্ষে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিয়া ১৯১৫ খ্রীঃ পর্যন্ত মহাসভার সভ্য ছিলেন। শেষোক্ত অব্দের শেষভাগে কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পদ প্রাপ্ত হইয়া ইনি এতদ্দেশে আগমন করেন। আদালতের সংস্কারের প্রতি ইনি বিশেষ মনোযোগী এবং সুবিচারক ও আইনবিষয়ে সুদক্ষদর্শী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। সাংসারিক জীবনে ইঁহার শিষ্ট ব্যবহারে ও বিনয়নম্র সৌজন্যে সকলেই প্রীতি লাভ করিত।

স্যাণ্ডো, ইউজীন (Sandow, Eugene)—(১৮৬৭—১৯২৫ খ্রীঃ)। বিখ্যাত জার্মান কুস্তিগীর। ইনি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় প্রথম হন। ইনি ৪৮ ইঞ্চি হইতে ৬২ ইঞ্চি পর্যন্ত নিজের বক্ষ বিস্তৃত করিতে পারিতেন।

স্যাঁৎসেঁতে—'সৈঁতসেঁতে' দ্রঃ।

স্যূত—১। যাহা সেলাই করা হইয়াছে এরূপ; গ্রথিত; প্রোত। সিব্ (সেলাই করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। সূত্রনির্মিত আধারপাত্র, থলিয়া, বগলি, গেঁজে। বি; পু।

স্যূতি—সেলাইকরণ; তন্তুসন্তান, (কাপড়-চোপড় ইত্যাদি) বোনা। সিব্ (সেলাই করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

স্রংসন, স্রংসনা—অধঃপতন; স্খলন; বিচ্যুতি; বিশ্লেষণ। স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+অনট্ ভাব; ২য় পক্ষে ···+অন ভাব +আপ্। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

স্রংসী (-সিন্)—অধঃপতনশীল; স্খলনশীল; চ্যুতিশীল। স্রন্স্ (পতিত হওয়া)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্রংসিনী**।

স্রক্ (স্রজ্)—মাল্য, মালা, হার। সৃজ্ (নির্মাণ করা)+ক্বিপ্ কর্ম। বি; স্ত্রী।

স্রগ্ধর—মাল্যধারী। স্রক্-এর ধর, ৬তৎ বিণ।

স্রগ্ধরা—১। মাল্যধারিণী। স্রগ্ধর+আপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। একবিংশত্যক্ষর ছন্দঃ বিঃ। বি; স্ত্রী।

স্রব, স্রবণ—ক্ষরণ; স্রুন; গলন; চ্যুতি স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+অল্, অনট্ ভাব বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

স্রবৎ—ক্ষরণশীল; পতনশীল। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+শতৃ কর্তৃ। বিণ। পু—**স্রবন্** স্ত্রী—**স্রবন্তী**। ক্লী—**স্রবৎ**।

স্রষ্টা (স্রষ্টৃ)—১। বিধাতা, ব্রহ্মা। সৃজ (সৃষ্টি করা)+তৃন্ কর্তৃ। বি; পু। ২ সৃষ্টিকর্তা, নির্মাতা। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্রষ্ট্রী**।

স্রস্ত—চ্যুত; ক্ষরিত; বিগলিত; শিথিল, অপগত। স্রন্স্ (ভ্রষ্ট হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্রাব—ক্ষরণ; পতন; ভ্রংশ। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

স্রাবক—ক্ষরণকারক, যে ক্ষরণ করায়। স্রু+ণক কর্তৃ। বিণ।

স্রুত—ক্ষরিত, গলিত, পতিত। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

স্রুতি—ক্ষরণ, গলন, পতন। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

স্রেফ—'সেরেফ' দ্রঃ।

স্রোত, স্রোতঃ (স্রোতস্)—১। জলপ্রবাহ। স্রু (ক্ষরিত হওয়া)+ত, তস্ কর্তৃ। ২। ইন্দ্রিয়পথ। স্রু+ত, তস্ অপা বা অধি। বি; ক্লী।

স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী—১। স্রোতযুক্তা। স্রোতস্+বতু, বিন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। নদী। বি; স্ত্রী।

স্রোতস্বান্ (-স্বৎ), **স্রোতস্বী** (-স্বিন্)—স্রোতযুক্ত। স্রোতস্ (স্রোত)+বতু, বিন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**স্রোতস্বতী, স্রোতস্বিনী**।

স্রোতস্বিনী—'স্রোতস্বতী' দ্রঃ।

স্রোতস্বী—'স্রোতস্বান্' দ্রঃ।

স্রোতোজল—স্রোতবিশিষ্ট জল, যাহাতে প্রবাহ আছে এরূপ জল। ৬তৎ। বি; ক্লী।

স্রোতোবহ—নদ। স্রোতস্—বহ্ (বহা) +অন্ কর্তৃ। বি; পু।

স্রোতোবাহিত—স্রোতের দ্বারা চালিত। ৩তৎ। বিণ।

স্রোতোবেগ—স্রোতের ক্ষিপ্রগতি, স্রোতের প্রাবল্য। ৬তৎ। বি; পু।

স্রোতোহীন—স্রোতঃশূন্য, প্রবাহরহিত। ৩তৎ। বিণ।

স্লেট—সেলেট, লিখিবার পাথর ইত্যাদির ফালি। <ইং 'slate'. বি।

হ

হ—১। ত্রয়স্ত্রিংশ ব্যঞ্জনবর্ণ, ইহার উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ। ২। সম্বোধন; নিন্দা; নিয়োগ, কোপ; নিগ্রহ; চিন্তন; মৃত্যু; পাদপূরণ। হা+ড ভাব। অ। ৩। উপদেশ; ধারণা। ৪। বিষ্ণু; শিব; চন্দ্র; আকাশ; স্বর্গ; মঙ্গল; শূন্য, ০; রক্ত; হেতু। হন্ (বধ করা) বা হা (ত্যাগ করা)+ড কর্তৃ। বি; পু।

হইচই, হইহই—গোলমাল, চিৎকার। বাংপ্র। বি।

হইতে, হতে—থেকে, বাঙ্গালায় অপাদানের বিভক্তি। বাংপ্র। অ।

হইয়া—১। হইবার পর। অস-ক্রি। ২। পক্ষে বা প্রতিনিধিরূপ ('তাহার —'); মধ্য দিয়া, via ('কলিকাতা —')। বাংপ্র। অ।

হওন—হওয়া। বাংপ্র। বি।

হওয়া—১। উৎপন্ন হওয়া, জন্মা; ঘটা; বাড়া; সঞ্চিত হওয়া, জমা; বিদ্যমান থাকা; যাপিত হওয়া; অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া; সম্বন্ধযুক্ত হওয়া; প্রতিনিধিরূপে বা পক্ষে কিছু করা। ক্রি। ২। পরিণতি; সম্পাদন; অন্ত; মৃত্যু। বাংপ্র। বি। **হবে হবে করা**—কোন কাজ নিয়া গড়িমসি করা। **হয় হয় করা**—কাহারও কথায় সায় দিয়া যাওয়া।

হংকার—গর্ব, দেমাক। <অহংকার। প্রা কপ্র। বি।

হংস—১। হাঁস। হন্ (বধ করা)+স কর্ম। ২। বিষ্ণু; পরব্রহ্ম; শিব; ব্রহ্মা; নির্লোভ যতি; সূর্য; অজপামন্ত্র; দেহস্থ বায়ু বিঃ; মেরুর উত্তরদিকস্থ পর্বত বিঃ; গুরু; নরপতি; (অন্য শব্দের পরবর্তী হইলে) শ্রেষ্ঠ। হন্+স কর্তৃ। বি; পু। স্ত্রী—**হংসী**।

৪। জনৈক ক্ষত্রিয় বীর, ডিম্বকের ভ্রাতা। দুই ভ্রাতায় তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করে এবং তাঁহার নিকট বর ও অস্ত্র লাভ করিয়া অস্ত্রের অজেয় হইয়া উঠে। ক্রমে ইহারা ঘোরতর অত্যাচারী হইয়া সকলকে সন্ত্রস্ত করিয়া তুলে। একদা ইহারা ঋষিবর দুর্বাসাকে অবমানিত করিয়া তাঁহার কৌপীন ছিন্ন করিয়া দেয়। মুনিবর নিজ তপস্খলনাশঙ্কায় নিজে ইহাদিগকে ভস্মীভূত না করিয়া দ্বারকায় গমনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত জ্ঞাপন করেন। কৃষ্ণ ইহাদিগের বিনাশসাধনে প্রতিশ্রুত হন। অতঃপর পিতার রাজসূয় যজ্ঞে হংস কৃষ্ণের নিকট কর চাহিলে তিনি তৎপ্রদানে অস্বীকৃত হন। ইহাতে উভয় পক্ষে পুষ্করক্ষেত্রে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ হংসের প্রাণ সংহার করেন। ডিম্বক ভ্রাতৃশোকে যমুনায় ঝম্প প্রদানপূর্বক জীবন বিসর্জন করে।

হংসগামিনী—১। হংসবৎ গমনশীলা, হংসের ন্যায় সবিলাস গমনকারিণী। হংসের ন্যায় গমন করে যে, উপতৎ; হংস—গম্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ব্রহ্মাণী দেবী। বি; স্ত্রী।

হংসনাদ—হংসের রব বা শব্দ, হাঁসের ডাক। ৬তৎ। বি; পু।

হংসনাদিনী—১। হংসবৎ শব্দকারিণী।

উপতৎ; হংস—নদ্+ণিন্ কর্তৃ+স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। সুন্দরী বিঃ, ইহার লক্ষণ—"গজেন্দ্রগমনী তন্বী কোকিলালাপ-ভাষিণী। নিতম্বে গুর্বিণী যা স্যাৎ সা স্মৃতা হংসনাদিনী॥" অর্থাৎ যাহার গতি গজেন্দ্রের ন্যায়, কণ্ঠস্বর কোকিলতুল্য, এবং যে পৃথু-নিতম্বশালিনী, সেই স্ত্রী হংসনাদিনী নামে অভিহিতা। বি; স্ত্রী।

হংসনাভ—পুরাণোক্ত পর্বত বিঃ। হংস নাভিতে (মধ্যস্থলে) যাহার, বহু। বি; পু। [৬তৎ। বি; পু।

হংসপথ—আকাশমার্গ। হংসদিগের পথ,

হংসপাকযন্ত্র—আয়ুর্বেদশাস্ত্রোক্ত ঔষধ পাক করিবার যন্ত্র বিঃ। পাকের যন্ত্র, ৬তৎ; হংসাকার পাকযন্ত্র, মধ্যপ। বি; ক্লী। [বি; পু।

হংসবাহন—হংসাসন, ব্রহ্মা। বহু।

হংসবাহিনী—বাগ্দেবী, সরস্বতী। হংসকে বহন করান যিনি, উপতৎ; হংস-বহ্+ণিচ্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হংসমালা—হংসশ্রেণী; পাতিহাঁস। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [বহু। বি; পু।

হংসযান—হংসবাহন; চতুরানন, ব্রহ্মা।

হংসরথ—ব্রহ্মা। হংস হইয়াছে রথ যাঁহার, বহু। বি; পু।

হংসরাজ—১। হংসশ্রেষ্ঠ। ৭তৎ। বিণ। ২। উদ্ভিদ্ বিঃ, Maiden-hair-form. বি; পু।

হংসী—১। স্ত্রী হাঁস। হংস+ঈপ্। ২। মৃদুলগমনা স্ত্রী। বি; স্ত্রী

হংসোদক—স্বচ্ছ সলিল, নির্মল বারি। হংসপ্রিয় উদক (জল), মধ্যপ। বি; ক্লী।

হক—১। ন্যায্য, যথার্থ, উচিত। বিণ। ২। স্বত্ব, অধিকার; ন্যায্য প্রাপ্য বা দাবি। আ-বৃ। বি।

হকদার—স্বত্ববান্, অধিকারী; যথার্থ পাওনাদার, ন্যায্য দাবিদার। আ-মৃ। বিণ।

হকার—১। হ্, এই বর্ণমাত্র। হ+কার স্বার্থে। বি; পু। ২। আহ্বান। প্রা কপ্র। ৩। ফেরিওয়ালা। <ইং 'hawker'. বি।

হকিকৎ—১। প্রকৃত বিবরণ, সত্যবৃত্তান্ত। ২। সত্যতা, যাথার্থ্য। আ। বি।

হজ—মুসলমানদিগের মক্কাতীর্থ দর্শন। আ-মৃ। বি।

হজম—পরিপাককরণ; আত্মসাৎকরণ; জীর্ণ। আ। বি। **অপমান হজম করা**—অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না লওয়া। **কথা হজম করা**—গোপনীয় কথা কাহারও নিকট না বলিয়া থাকা।

হজমী—পরিপাককারক, পাচক। আ-মৃ। বিণ।

হজরত—প্রভু, মহাশয়; সাধুমহাপুরুষ; পীর। আ। বি বা বিণ।

হট্—হঠাৎ, অকস্মাৎ; শীঘ্র, সত্বর। বাংপ্র। অ।

হটকা—লম্বা, ঢেঙ্গা, কৃশ। বাংপ্র। বিণ।

হটা—পিছাইয়া যাওয়া; নিরস্ত হওয়া; পরাজিত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

হটানো—পিছনে বিতাড়িত করা, নিরস্ত করা; পরাভূত করা। বাংপ্র। ক্রি।

হট্ট—ক্রয়বিক্রয়স্থান, বাজার; হাট। হট্ (দীপ্তি পাওয়া)+ট কর্তৃ। বি; পু।

হট্টগোল—গোলমাল, গণ্ডগোল, কোলাহল। বাংপ্র। বি।

হট্টবিলাসিনী—গন্ধদ্রব্য বিঃ; বেশ্যা। হট্টে (হাটে অর্থাৎ সাধারণ স্থানে) বিলসিত হয় যে, উপতৎ; হট্ট—বি—লস্+ণিন্ কর্তৃ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হট্টমন্দির—হাটের চালা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

হঠ—১। বলাৎকার; হঠাৎ লুঠ; পশ্চাদাপত্তি। হঠ্+অল্ ভাব। বি; পু। ২। অবিবেচনা; সবলে অনুষ্ঠিত। প্রা কপ্র। বি বা বিণ।

হঠকারিতা—হঠাৎকার্যকরণ; অবি-বেকিতা, অবিমৃষ্যকারিতা; গোঁয়ারতমি। হঠকারিন্+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

হঠকারী (-কারিন্)-হঠাৎকার্যকারী; অবিবেকী; অবিমৃষ্যকারী; গোঁয়ার। উপতৎ; হঠ-কৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**হঠকারিণী**।

হঠযোগ--কৃচ্ছ্রসাধ্য যোগ বিঃ, প্রাণায়াম, নেতি ধৌতি প্রভৃতি শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন-রূপ কৌশল বিঃ। হঠসাধ্য যোগ, মধ্যপ। বি; পু। [সবলে। অ।

হঠাৎ—সহসা, অকস্মাৎ, অতর্কিতভাবে;

হঠাৎকার—হঠকারিতা। হঠাৎ—কৃ+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

হড়কা—১। হড়হড়ে, পিচ্ছিল, পিছল। বিণ। ২। সহসা আকর্ষণ; হঠাৎ আগত নদীর বান। বাংপ্র। বি।

হড়কানো—পিছলাইয়া পড়া; স্বস্থান হইতে সরিয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

হড়বড়—দ্রুত এবং অস্পষ্টভাবে কথন; ব্যস্ততা। বাংপ্র। অ। বিণ—**হড়বড়ে**।

হড়হড়—১। পিচ্ছিলভাব, পিচ্ছিলতা। বি। ২। পিচ্ছিলপথে গড়াইয়া যাওয়ার অনুকরণশব্দ; দ্রুত এবং বলপূর্বক টানিয়া লইয়া যাওয়ার অনুকারধ্বনি (এই অর্থে 'হিড়হিড়' শব্দও প্রযুক্ত হয়)। বাংপ্র। অ।

হড়হড়ে—পিচ্ছিল, পিছল। বাংপ্র। বিণ।

হড়ি—যূপকাষ্ঠ, হাড়িকাঠ। হঠ্ (বন্ধন করা)+ই অধি। বি; পু।

হড্ড—অস্থি, হাড়। হঠ্+ড কর্তৃ। বি; ক্লী।

হণ্টার, স্যার উইলিয়ম (Sir William Wilson Hunter)। জন্ম ১৮৪০ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই। ইনি সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬২ খ্রীঃ বঙ্গদেশে আসেন। এই দেশেই ইহার কার্যক্ষেত্র ছিল। ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি Annals of Rural Bengal প্রণয়ন করেন। ইনি ১৮৭১ খ্রীঃ 'Director General of Statistics' পদে অধিষ্ঠিত হন, এবং ১৮৭৫-৭৭ খ্রীঃ ১০ খণ্ডে Statistical Account of Bengal প্রকাশিত করেন। পরে মোট ১২৮ খণ্ডে স্থানীয় বিবরণী (Local Gazetteers) প্রচারিত করেন। ইহা হইতেই Imperial Gazetteer of India উত্তরকালে সংকলিত হয়। ছয় বৎসর যাবৎ ইনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন (১৮৮১-৮৭)। Education Commission নামক শিক্ষা সমিতির সভাপতির কার্যে ১৮৮২-৮৩ খ্রীঃ নিযুক্ত ছিলেন। Rulers of India নামক ধারাবাহিক গ্রন্থাবলীতে ইনি ভারতের অনেকগুলি শাসনকর্তার জীবন-বৃত্তান্ত লিখিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডের Times পত্রিকার ভারতীয় সংবাদদাতা ছিলেন। ভারতের একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস লিখিতে ইনি সংকল্প করিয়া-ছিলেন, কিন্তু সময়াভাবে কেবলমাত্র ভারতে ইংরাজের অধিকার বিষয় লইয়া দুই খণ্ডে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। প্রথমটি ১৮৯৯ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয়টি ইহার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ খ্রীঃ ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে Vice-Chancellor পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। পর বৎসরে ইনি অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে গমন করেন। ইনি ১৮৭৮, ১৮৮৪ ও ১৮৮৭ খ্রীঃ যথাক্রমে সি. আই., সি. এস. আই., ও কে. সি. এস. আই. উপাধি লাভ করেন। গ্লাসগো ও কেমব্রিজ হইতে L. L. D. উপাধিও পাইয়াছিলেন। ইনি সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। এদেশীয়দিগের সহিত ইহার বিশেষ সহানুভূতি দৃষ্ট হইত। রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত Bengal Academy of Music নামক সংগীত সমিতির ইনি 'পেট্রন' ছিলেন এবং সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সমিতি-দত্ত

"সংগীতাচার্য" উপাধিসূচক স্বর্ণকেয়ূর হস্তে পরিয়া উপস্থিত হইতেন। ইনি ভারতীয় ভাষার শব্দগুলি ইংরাজি অক্ষরে প্রতিলিপি করিবার যে প্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছিলেন, তাহাই এখন গভর্নমেণ্ট ও সাধারণের অনুমোদিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। ইহা Hunterian System of Transliteration নামে অভিহিত। ১৯০০ খ্রীঃ ৭ই ফেব্রুয়ারি এই মহাত্মার দেহত্যাগ ঘটে। [বি ; স্ত্রী।

হণ্ডা—হাঁড়ি। হিন্‌ড+অ কর্ম+আপ্।

হণ্ডিকা, হণ্ডী—হাঁড়ি। হণ্ডী—হিন্‌ড (অনাদর করা)+অ কর্ম+ঈপ্। হণ্ডিকা—হণ্ডী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি ; স্ত্রী।

হত—নাশিত ; মৃত, নষ্ট ; প্রতিহত ; ব্যাহত ; দগ্ধ ; নিরাশ ; কুৎসিত ; তুচ্ছ ; গুণিত। হন্ (বধ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

হতক—নষ্টপ্রায় ; ভীরু, কাপুরুষ ; নীচ ; হতভাগা ; মৃত। হত শব্দ+কণ্। বিণ।

হতগৌরব—গৌরবহীন। বহু। বিণ।

হতচেতন—লুপ্তসংজ্ঞ, চেতনাশূন্য, মূর্চ্ছিত। হতা চেতনা যাহার, বহু। বিণ।

হতচ্ছাড়া—শ্রীহীন, লক্ষ্মীছাড়া, অভাগা, পোড়াকপালিয়া। <হতশ্রী। বিণ।

হতজ্ঞান—হতবুদ্ধি, জ্ঞানহারা। হত হইয়াছে জ্ঞান যাহার, বহু। বিণ।

হতপ্রভ—প্রভাহীন, জ্যোতিঃশূন্য। হতা হইয়াছে প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

হতপ্রায়—মৃতপ্রায়, প্রায় নিহত, নষ্টপ্রায়। প্রায় হত, সুপ্‌সুপা। বিণ।

হতবল—১। নষ্ট শক্তি। কর্মধা। বি ; স্ত্রী। ২। বলহীন, দুর্বল। বহু। বিণ।

হতবুদ্ধি—বুদ্ধিহীন, জ্ঞানহারা, স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। হতা হইয়াছে বুদ্ধি যাহার, বহু। বিণ।

হতভম্ব—কর্তব্যবুদ্ধিশূন্য, বিচারমূঢ়, হতবুদ্ধি, অবাক্। বাংপ্র। বিণ।

হতভাগা—ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট ; গালি বিঃ। বাংপ্র। বিণ ; পু।

হতভাগিনী—ভাগ্যহীনা, দুরদৃষ্টসম্পন্না। হত যে ভাগ (ভাগ্য) সে হতভাগ, কর্মধা ; তদুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ ; স্ত্রী।

হতভাগী—অভাগিনী, পোড়াকপালী। বাংপ্র। বিণ ; স্ত্রী।

হতভাগ্য—ভাগ্যহীন, দুরদৃষ্ট, অভাগা। হত হইয়াছে ভাগ্য যাহার, বহু। বিণ।

হতমান—১। নষ্ট সম্মান। কর্মধা। বি ; পু। ২। মানহীন, অবমানিত। বহু। বিণ।

হতশ্রদ্ধ—শ্রদ্ধাহীন, আস্থাশূন্য ; অনুরাগবিহীন ; অবজ্ঞাপরায়ণ, উপেক্ষাকারী। হতা শ্রদ্ধা যাহার, বহু। বিণ।

হতশ্রদ্ধা—অবজ্ঞা, তাচ্ছিল্য, অনাদর। বাংপ্র। বি।

হতশ্রী—শ্রীহীন, শোভাশূন্য ; লক্ষ্মীহীন, হতচ্ছাড়া, অভাগা। হতা শ্রী যাহার, বহু। বিণ।

হতাদর—১। অবজ্ঞাত ; অনাদৃত। হত হইয়াছে আদর যাহার, বহু। বিণ। ২। অনাদর, অসম্মান। কর্মধা। বি ; পু।

হতাশ—আশাশূন্য ; নিরাশ ; বন্ধ্য ; দুষ্ট ; দুর্বল ; নির্দয়। হতা আশা যাহার, বহু। বিণ।

হতাশা—১। আশাশূন্যা ইত্যাদি। বহু। বিণ ; স্ত্রী। ২। আশাহানি, নৈরাশ্য। হতা যে আশা, কর্মধা। বি ; স্ত্রী।

হতাশ্বাস—১। আশ্বাসহীন, নিরাশ। বহু। বিণ। ২। নিরাশা। কর্মধা। বি ; পু।

হতি—হনন, বধ ; ব্যাঘাত, বাধা ; গুণন। হন্ (বধ করা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

হ'তে—'হইতে' দ্রঃ।

হতোৎসাহ—১। বিনষ্ট উৎসাহ। কর্মধা। বি ; পু। ২। উদ্যমহীন, নিরুৎসাহ, নিশ্চেষ্ট। হত উদ্যম যাহার, বহু। বিণ।

হতোস্মি—হত হইলাম, মারা পড়িলাম, মরিলাম। সংস্কৃত হতঃ+অস্মি। অ।

হতুকি—হরীতকী। বাংপ্র। বি।

হত্তেল—হরিতাল। বাংপ্র। বি।

হত্যা—১। হনন, বধ, খুন। হন্ (বধ করা) +ক্যপ্ ভাব+আপ্। বি ; স্ত্রী। ২। দেবমন্দিরে ধরনা বা ধন্না (দেওয়া)। বাংপ্র। বি।

হত্যাকাণ্ড—হত্যাব্যাপার, বধবিষয়ক ঘটনা ; বধের কার্য। ৬তৎ। বি ; পু বা ক্লী।

হত্যাকারী (-কারিন্)—বধকারী, ঘাতক, যে হত্যা করে। উপতৎ ; হত্যা—কৃ (করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী—**হত্যাকারিণী**।

হত্যাপরাধ—হত্যার জন্য দোষ ; বধজন্য পাপ। হত্যা জনিত যে অপরাধ, মধ্যপ। বি ; পু।

হদিস—তত্ত্ব, সন্ধান ; হিসাব ; মুসলমানগণের ইতিহাস ; ধর্মশাস্ত্র ব্যবস্থা, পরম্পরাগত মোহাম্মদের উপদেশবাণী। আ। বি।

হদ্দ—১। সীমা, শেষ, অবধি। বি। ২। অত্যন্ত, অধিক, খুব ; চূড়ান্ত ; বড় জোর। আ-মু। বিণ। (অন্য শব্দের সহিত—**সরহদ্দ**=সীমা ; **বেহদ্দ**—সীমাতিরিক্ত ; অত্যধিক।)

হদ্দমুদ্দ—বড় জোর, খুব বেশী হয় ত। আ-মু। অ।

হনন—হত্যা, বধ ; গুণন। হন্ (বধ করা) +অন ভাব। বি ; ক্লী।

হননীয়—বধযোগ্য। হন্+অনীয় কর্ম। বিণ।

হনহন—দ্রুতগমনের ভাব। বাংপ্র। অ।

হনু—১। গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল। হন্ (বধ করা)+উ কর্ম। বি ; পু বা স্ত্রী। ২। হইলাম বা হইনু ক্রিয়ার সংক্ষেপ। বাংপ্র। ক্রি।

হনুমান্ (-মৎ), **হনূমান্** (-মৎ)—১। কপি বিঃ, মুখপোড়া বানর। হনু, হনূ শব্দ+মতু অস্ত্যর্থে। বি ; পু।

২। কপিজাতীয় মহাবীর। রামায়ণে বর্ণিত হইয়াছে যে, অঞ্জনা নাম্নী বানরীর ক্ষেত্রে পবনদেবের ঔরসে এই মহাবীরের জন্ম হয়। কথিত আছে যে ইনি অতি শৈশবে একদা ক্ষুধাতুর হইয়া মাতার অনুপস্থিতিকালে সূর্যকে ভক্ষ্যদ্রব্য জ্ঞানে তদ্ভক্ষণার্থ গমন করেন এবং তথায় রাহুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকেই গ্রাস করিতে ধাবিত হন। রাহু ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলে, তিনি ঐরাবতে আরোহণপূর্বক ইহার নিকট উপস্থিত হন। হনুমান্ তখন ঐরাবতকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবরাজ কুলিশপ্রহারে ইঁহাকে সুমেরুশিখরে পাতিত করিলেন। তাহাতে ইঁহার বাম হনু ভাঙ্গিয়া গেল। পবনদেব মৃতপুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া পর্বতগুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবগণ উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে পুনর্জীবন ও নানা বর প্রদান করিলেন। অতঃপর হনুমান্ সূর্যের নিকট নানা শাস্ত্র শিক্ষা করেন।

ইনি কিষ্কিন্ধ্যারাজ বালীর ভ্রাতা সুগ্রীবের প্রিয়সুহৃদ্ ও পার্শ্বচর ছিলেন এবং সর্বদা তাঁহার নিকট থাকিতেন। বালীকর্তৃক সুগ্রীব বিতাড়িত হইলে, ইনি তৎসহ ঋষ্যমূক পর্বতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অতঃপর রামচন্দ্রের বনবাসকালে সীতা দশানন কর্তৃক হৃতা হইলে, রাম লক্ষ্মণের সহিত প্রিয়ার অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূকে উপনীত হন। হনুমানের যত্নে সুগ্রীবের সহিত তাঁহার মৈত্রী স্থাপিত হয়। অনন্তর রাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিলে ইনি পুনর্বার সুগ্রীবের সহিত কিষ্কিন্ধ্যায় বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ইনি রাম ও সুগ্রীবের আদেশে সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিলেন ও পরে সম্পাতির পরামর্শে লঙ্কাগমনার্থ যাত্রা করিলেন। সাগর লঙ্ঘনকালে ইনি সিংহিকারাক্ষসীর প্রাণসংহার করিলেন এবং তদনন্তর সুরসাকে প্রীত করিয়া লঙ্কায় উপনীত

হইলেন ও অশোকবনে সীতার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে রামের অভিজ্ঞান প্রদর্শনপূর্বক শুভসংবাদ প্রদানে আশ্বস্ত করিলেন। অনন্তর রাবণের বলাবল পরীক্ষার নিমিত্ত হনুমান্ তাঁহার প্রমোদ-কানন ভাঙ্গিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিলেন ও রাক্ষস সেনাসহ অক্ষয়কুমারকে বধ করিলেন। তৎপরে ইন্দ্রজিতের নাগপাশে স্বেচ্ছায় বন্দী হইয়া দুর্গমধ্যে নীত হইলেন। তথায় দুষ্ট রাক্ষসগণ ইঁহার লাঙ্গুল বস্ত্রাবৃত করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। হনুমান্ সেই অগ্নিসহ লঙ্কার এ চাল ও চাল করিয়া লাফাইয়া সমস্ত লঙ্কানগরী ভস্মীভূত করিলেন, এবং পরিশেষে হস্ত ও পদ দ্বারা লাঙ্গুলের আগুন নিবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহাতে ইঁহার করতল ও পদতল পুড়িয়া কাল হইয়া গেল, কিন্তু আগুন নিবিল না। তখন হনুমান্ বিপন্ন হইয়া সীতার শরণাপন্ন হইলে, রামজায়া ইঁহাকে মুখামৃতদানে লাঙ্গুলাগ্নি নির্বাপিত করিতে বলিলেন। ইনি সে কথার মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া দহ্যমান লাঙ্গুল স্বীয় মুখবিবরে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। তাহাতে ইঁহার মুখমণ্ডলও পুড়িয়া কাল হইয়া গেল। হনুমান্ আপনার দুরবস্থায় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া সীতার নিকট রোদন করিতে লাগিলেন। জানকী দুঃখিতা হইয়া বর দিলেন, 'অদ্যাবধি তোমার বংশের সকলেই "মুখপোড়া" হইবে'। তদবধি হনুমান্-বংশের মুখ কাল হইয়াছে।

হনুমান্ রামের নিকট প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে রাম লঙ্কাসমরের নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। ইনি ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কা পর্যন্ত সাগরের উপর এক সেতু বন্ধন করিয়া দিলে রাম লক্ষ্মণ কপিকটক সহ তদ্দ্বারা রাবণরাজ্যে উপনীত হইলেন। যুদ্ধে হনুমান্ অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়া বিস্তর রাক্ষস সৈন্যের প্রাণসংহার করেন। রাবণের শক্তিশেল প্রহারে লক্ষ্মণ হতজ্ঞান হইলে ইনি ঔষধ আনয়ন করিয়া তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন। রাম সমরে বিজয়ী হইয়া সীতা ও লক্ষ্মণ সহ অযোধ্যায় প্রতিগমন করিলে ইনিও তৎসহ তথায় গমন করেন। রাম দেহত্যাগ করিবার সময় হনুমান্কে চিরায়ুঃ হইবার বর প্রদান করিয়া যান। তদনুসারে ইনি গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থিতি করিতে প্রবৃত্ত হন। এ সমস্ত ত্রেতাযুগের ঘটনা। অতঃপর দ্বাপরে পাণ্ডবগণের বনবাসকালে মহাবীর বৃকোদর ইঁহার নিকট উপস্থিত হইলে ইনি ভীমকে নিজ লাঙ্গুল উত্তোলন করিতে বলেন। বলদৃপ্ত ভীম তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া লজ্জায় মস্তক অবনত করেন। তখন হনুমান্ আত্মপরিচয়-প্রদানপূর্বক তাঁহাকে প্রীত করেন।

হনু—হনূ, গণ্ডস্থলের উপরিভাগ, চোয়াল। হন (বধ করা)+উ কর্ম+উপ্। বি; স্ত্রী।

হনুমান্—'হনূমান্' দ্রঃ।

হন্ত—খেদ; বিষাদ; করুণা; হর্ষ; উল্লাস; সম্ভ্রম; বাক্যারম্ভ। হন্+ত ভাব। অ।

হন্তব্য হননযোগ্য, বধ্য; তুপ্য। হন্ (বধ করা)+তব্য কর্ম। বিণ।

হন্তা (হন্তৃ)—ঘাতক, বধকারক। হন্ (বধ করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**হন্ত্রী**।

হন্তারক—হন্তা, হত্যাকারী, নাশক; ব্যাঘাতক, বিঘ্নদাতা; প্রতিবন্ধক। বাংপ্র। বিণ বা বি।

হন্দর—১। বিদেশীয় পরিমাণ বিঃ, ১১২ পাউণ্ড ওজন, প্রায় ১ মণ ১৫ সের। <ইং 'hundredweight'. ২। তাসখেলায় শত গণনা (পর পর ৫ খানি তাস বা ভিন্ন ভিন্ন রঙ্গের চারখানি গোলাম, বিবি, সাহেব এবং টেক্কা একহাতে আসিলে হন্দর বা শত হয়)। <ইং 'hundred'. বি।

হন্যমান—যাহাকে হত্যা করা হইতেছে এরূপ। হন্ (বধ করা)+শান কর্ম। বিণ।

হন্যা, হন্যে—মারিবার বা দংশন করিবার জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া ধাবনশীল, ইতস্ততঃ ধাবমান। বাংপ্র। বিণ।

হপ্তা—সপ্তাহ, সাত দিনকাল। সপ্তাহ শব্দের অপভ্রংশ অথবা ফা-মূ। বি।

হবচন্দ্র, হবুচন্দ্র—কল্পিত গল্পের নির্বোধ রাজা; (তদনুসারে) বোকা, হাঁদা। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হবন—যজ্ঞ, হোম। হু+অনট্ ভাব। বি; স্ত্রী। [বি; স্ত্রী।

হবনী—হোমকুণ্ড। হু+অনট্ অধি+ঈপ্।

হবনীয়—১। হোম করিবার যোগ্য। হু+অনীয় কর্ম। ২। হোমার্থ আবশ্যক (বস্তু)। হু+অনীয় করণ। বিণ।

হবা—ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমান পুরাণোক্ত আদি নারী, Eve. আ। বি।

হবিঃ (হবিস্)—১। আজ্য, ঘৃত; হবনীয় দ্রব্য; জল। হু (হোম করা)+ইস্ করণ বা কর্ম। ২। হোম। হু+ইস্ ভাব। বি; স্ত্রী।

হবিত্রী—হোমকুণ্ড। হু (হোম করা)+ইত্র অধি+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হবিবুল্লা খাঁ—আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব আমীর, পূর্ববর্তী আমীর আব্দুর রহিম খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৯০১ খ্রীঃ ইনি কাবুলের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ ইনি লর্ড মিণ্টোর আমন্ত্রণে ভারত পরিদর্শন করেন। এ দেশে অবস্থানকালে ইনি ভারতীয় মুসলমানদিগকে গোহত্যায় ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করেন, এবং বদান্যতা ও সহৃদয়তার অনেক পরিচয় দেন। ১৯১৮ খ্রীঃ ইনি গুপ্তঘাতক কর্তৃক হত হন।

হবির্গেহ—হবনীয় দ্রব্যাদি রক্ষার নিমিত্ত গৃহ। হবিস্-এর গেহ, ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

হবিষ্য—১। ঘৃতান্ন, হবিষ্যান্ন, আতপান্নের সহিত সিদ্ধ ডাইলাদি ও ঘৃত। 'হবিঃ' দ্রঃ। হবিস্ (ঘৃত)+য্য যুক্তার্থে। ২। ঘৃত। হবিস্ শব্দ+য্য স্বার্থে। বি; স্ত্রী। ৩। হবিষ্যান্ন ভোজন। বাংপ্র। বি।

হবিষ্যান্ন—ব্রতাদিতে ভক্ষণীয় দ্রব্য বিঃ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হবিষ্যাশী (-শিন্)—হবিষ্যান্নভোজনকারী। উপতৎ; হবিষ্য—অশ্ (ভোজন করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**হবিষ্যাশিনী**।

হবিষ্যি, হবিষ্যি—হবিষ্যান্ন, ঘৃত-মিশ্রিতান্ন। <হবিষ্য। বি। **হবিষ্যি করা**—মহাগুরু নিপাতে বা উপনয়নের পর হবিষ্যান্ন ভোজন করা।

হবু—ভাবী, ভবিষ্যৎ, উত্তরকালবর্তী। <ভব্য। বিণ।

হবুচন্দ্র—'হবচন্দ্র' দ্রঃ।

হব্য—১। আজ্য, ঘৃত; আহুতিসাধন দ্রব্য। হু (হোম করা)+য কর্ম বা করণ। ২। হোম। হু+য ভাব। বি; স্ত্রী।

হব্যকব্য—শ্রাদ্ধকালীন দৈব ও পৈত্র্য অন্ন। হব্য ও কব্য, দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

হব্যবাহ, হব্যবাহন—অগ্নি। হব্য বহন করেন যিনি, উপতৎ; হব্য—বহ্+ঘণ্ কর্তৃ; দ্বিতীয় পক্ষে ৬তৎ। বি; পু।

হব্যাশন—হুতাশন, অগ্নি। হব্য অশন (ভোজন) যাহার, বহু। বি; পু।

হ-য-ব-র-ল—১। অসম্বদ্ধ বাক্যাবলী, ক্রমশূন্য এবং পরস্পর সম্বন্ধবর্জিত বাক্যসমূহ। বি। ২। ক্রমশূন্য, বিশৃঙ্খল; বিপর্যস্ত; গোলমেলে। বাংপ্র। বিণ।

হয়—অশ্ব, ঘোটক; ইন্দ্র। হয় (গমন করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

হয়গ্রীব—শালগ্রাম বিঃ [শালগ্রাম দ্রঃ]; জনৈক দৈত্য; এই দৈত্য বেদ হরণ করায় নারায়ণ মৎস্যাবতারে ইঁহার প্রাণনাশ করেন। হয়ের (ঘোটকের) গ্রীবার ন্যায় গ্রীবা যাহার, বহু। বি; পু।

হয়তো—সম্ভবতঃ। বাংপ্র। অ।

হররাম—নাকাল, উত্ত্যক্ত ; লাঞ্ছিত। আ। বিণ।

হররানি-নাকানিচোবানি, লাঞ্ছনা, কষ্টভোগ। আ। বি।

হর—১। হরণকর্তা; বহনকারী, বাহক। হৃ+অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। রুদ্র, শিব; অগ্নি; গর্দভ; ভাজক অঙ্ক, সামান্য ভগ্নাংশের নিম্নের অঙ্ক, denominator. ৩। হরণ। হৃ+অল্ ভাব। ৪। ভাগ। হৃ+অল্ কর্ম। বি; পু। ৫। নানা, অনেক; নানাবিধ; অনেক রকম; প্রত্যেক। ফা। বিণ।

হরকত—ক্লেশ; লাঞ্ছনা, নিপীড়ন; ক্ষতি; বাধা। আ। বি।

হরকরা—পত্রবাহক; বার্তাবাহক, দূত; চর, প্রণিধি। ফা-মূ। বি।

হরগৌরী—শিবদুর্গা, মহাদেব ও পার্বতী; অর্ধনারীশ্বর মূর্তি বিঃ। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

হরগৌরী শংকর জ্যোতির্বিনোদ—ইনি ১৮৭২ খ্রীঃ অব্দে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত 'গড়বেতা' গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। গণিতশাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বলিয়া ছাত্রাবস্থায় অনেক পদক ও পুরস্কার লাভ করেন। কাব্য ও জ্যোতিষে 'আদ্য', 'মধ্য' প্রভৃতি পরীক্ষায় বৃত্তিসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। জ্যোতিষশাস্ত্রে সরকারী পরীক্ষায় বঙ্গদেশের মধ্যে ইনিই প্রথম উত্তীর্ণ হন। ইহা ছাড়া 'একাউন্টেন্টশিপ' পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়া 'ইস্টার্ন বেঙ্গল রেলওয়ে আফিসে' বহুদিন একাউন্টেন্টের কার্য করেন। ইনি জীবনের বিভিন্ন সময়ে গুপ্তপ্রেস, বাগচী, বিশুদ্ধ-সিদ্ধান্ত, বঙ্গবাসী ও হিন্দী পঞ্জিকা প্রভৃতির গণক ও সংশোধকের কার্য করেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রসম্বন্ধে ইনি বহুসংখ্যক মৌলিক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার "জ্ঞানদা" চতুষ্পাঠীতে শিক্ষা লাভ করিয়া বহু ছাত্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত জ্যোতিষী বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইনি কোষ্ঠী প্রভৃতি প্রস্তুত ও বিচারকার্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯১৮ খ্রীঃ অব্দে জ্যোতির্বিনোদ মহাশয় ভবলীলা সাঙ্গ করেন।

হরচূড়ামণি—মহাদেবের শিরোভূষণ চন্দ্র। ৬তৎ। বি; পু।

হরজ—ক্ষতি, হানি। আ-মূ। বি।

হরণ—অপহরণ, অন্যায়ভাবে গ্রহণ; চুরি; গ্রহণ; আকর্ষণ; বহন; ভাগকরণ। হৃ (হরণ করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

হরতন—তাসের চিহ্ন বিঃ, hearts. <ডচ্ 'harten'. বি।

হরতাল—ধর্মঘট, হাটবাজার ও কাজকর্ম বন্ধ। গুজরাটী শব্দ। বি।

হরদম—অনুক্ষণ, নিরন্ত, সর্বদা, সকল সময়। ফা। ক্রি-বিণ।

হরনেত্র—শিবের চক্ষু। ৬তৎ। ২। অর্ধমুদিত চক্ষুঃ। বি; ক্লী।

হরফ·বর্ণ, অক্ষর। বর্ণমালা। <আ 'হর্ফ'। বি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (মহামহোপাধ্যায়, সি. আই. ই.)—২৪ পরগনার অন্তর্গত নৈহাটী গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য বংশে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম। পিতার নাম কমললোচন ন্যায়রত্ন। ইনি ন্যায়শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শৈশবে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় হরপ্রসাদ এক প্রকার নিঃসহায় ও নিঃসম্বল হন। সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে ইনি কলিকাতায় আগমন করেন। অর্থাভাবে সে উদ্দেশ্য বিফল হইবার উপক্রম হইলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ইঁহাকে বাসস্থানাদি দিয়া যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। কলেজে পঠদ্দশায় দীর্ঘ অবকাশকালে ইনি ভট্টপল্লীর জয়রাম তর্কভূষণের নিকট ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার প্রভৃতি অধ্যয়ন করিতেন। ক্রমে ইনি সংস্কৃত কলেজের এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হন। মহামহোপাধ্যায় নীলমণি ন্যায়ালংকার সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ইনি ঐ পদে নিযুক্ত হইয়া অতীব যোগ্যতার সহিত উক্ত কার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইঁহার অধ্যক্ষতায় কলেজের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে। ইঁহার বিদ্যাবত্তা দর্শনে গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে "মহামহোপাধ্যায়" এবং দিল্লীর করোনেশন দরবার উপলক্ষে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে "সি. আই. ই" উপাধি প্রদান করেন। ৺সারদাচরণ মিত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ পরিত্যাগ করিলে শাস্ত্রী মহাশয় উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হন। বর্ধমান শহরে ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে সাহিত্য সম্মিলনীর যে অষ্টম অধিবেশন হয়, তাহাতে ইনি সভাপতি নির্বাচিত হইয়া অতি সুচারুরূপে উহার কার্য পরিচালনা করেন। প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনে ইনি সবিশেষ অনুরাগী। এজন্য ইনি বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রত্নতত্ত্ব সমিতি বিভাগে সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি কেবল সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন তাহা নহে; ফরাসী, জার্মান, তিব্বতীয়, পালি প্রভৃতি ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ইনি নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়ন করিয়াছেন,—ভারতমহিলা, মেঘদূত (বঙ্গানুবাদ), বাল্মীকির জয়, কাঞ্চনমালা, কালিদাসের ব্যাখ্যা এবং কয়েকখানি স্কুলপাঠ্য পুস্তক। ইঁহার বাঙ্গালা লেখার ধরন যেমন খাঁটি তেমনি অনুকরণে দুঃসাধ্য। সন ১৩৩৮ (ইং ১৯৩১) সালে ইঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে।

হরবোলা—নানা ভাষাভাষী, যে অনেক রকম বুলি বলিতে পারে; বহুরূপী। বাংপ্র। বি বা বিণ। [বি; স্ত্রী।

হরমনোরমা—শিবপ্রিয়া কালী। ৬তৎ।

হররা—আমোদ-আহ্লাদসূচক চিৎকারধ্বনি, কলরব, গররা। <ইং 'hurrah'. অ।

হরষ—আনন্দ, আহ্লাদ, হর্ষ। <হর্ষ। বি।

হরষিত—হর্ষিত, হৃষ্ট, আনন্দিত। কপ্র। বিণ।

হরা—হরণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

হরি—১। ব্রহ্মা; বিষ্ণু; শিব; ইন্দ্র; যম; অগ্নি; সূর্য; চন্দ্র; বায়ু; কিরণ; সিংহ; পশু; অশ্ব; ইন্দ্রের অশ্ব; সর্প; ভেক; হংস; বানর; কোকিল; ময়ূর; শুক; জম্বুদ্বীপের বর্ষ বিঃ। হৃ (হরণ করা)+ই কর্তৃ। বি; পু। ২। হরিদ্বর্ণযুক্ত; পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। বিণ। ৩। হরণ করি বা করিয়া। কপ্র। ক্রি।

হরিগুণ—বিষ্ণুর মহিমা, হরির মাহাত্ম্য। ৬তৎ। বি; পু।

হরিচন্দন—দেবতরু বিঃ; কুঙ্কুম; গোশীর্ষ নামক শ্বেতচন্দন; চন্দ্রিকা। ৬তৎ। বি; ক্লী বা পু।

হরিজন—অস্পৃশ্য জাতি। ৬তৎ। বি; পু।

হরিণ—১। মৃগ; শিব; সূর্য; বিষ্ণু; পাণ্ডুবর্ণ। হৃ (হরণ করা)+ইন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। পাণ্ডুবর্ণযুক্ত। বিণ।

হরিণনয়না, -লোচনা—মৃগনেত্রা, হরিণের ন্যায় আয়ত নেত্রবিশিষ্টা। হরিণের নয়নের বা লোচনের ন্যায় নয়ন বা লোচন যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

হরিণবাড়ি—আলিপুরের জেলখানা। বাংপ্র। বি।

হরিণাক্ষী—মৃগলোচনা। হরিণের অক্ষির ন্যায় অক্ষি যাহার (যে স্ত্রীর), বহু। বিণ; স্ত্রী।

হরিণাঙ্ক—শশাঙ্ক, চন্দ্র। হরিণ হইয়াছে অঙ্ক (চিহ্ন) যাহার, বহু। বি; পু।

হরিণী—মৃগী; স্ত্রী বিঃ; অপ্সরা বিঃ; সপ্তদশাক্ষর ছন্দঃ বিঃ। হরিণ+ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হরিৎ—১। সবুজবর্ণযুক্ত। হৃ (হরণ করা)+ইৎ কর্তৃ। বিণ। ২। নীলপীতমিশ্র বর্ণ,

সবুজ রঙ; সূর্যের অশ্ব; সিংহ। বি; পু। ৩। তৃণ, ঘাস, সবুজবর্ণ দূর্বাতৃণাদি। বি; স্ত্রী বা পু।

হরিত—১। হরিৎ বর্ণ, সবুজ রঙ। হৃ (হরণ করা)+ইতন্ কর্তৃ। বি; পু। ২। হরিদ্বর্ণ, সবুজ। বিণ।

হরিতাল—১। স্বনামখ্যাত ধাতু বিঃ, হত্তেল। [হরিতাল দুই প্রকার—পত্র হরিতাল ও পিণ্ড হরিতাল। পত্র হরিতাল স্বর্ণবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, অভ্রসদৃশ স্তবকবিশিষ্ট, অত্যধিক গুণশালী, এবং রসায়ন কার্যে প্রশস্ত। আর পিণ্ড হরিতাল স্তবকশূন্য, পিণ্ডাকার, অত্যল্প সত্ত্বযুক্ত, গুরুত্বহীন, এবং স্বল্পগুণশালী। হরিতাল কটুরসাত্মক, স্নিগ্ধ, উষ্ণবীর্য ও কষায়রসযুক্ত। বিষ, কণ্ডু কুষ্ঠ, রক্তদোষ, কফ প্রভৃতি রোগনাশক]। হরিতা শব্দ—অল্ (ভূষিত করা)+ক কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ২। পীতবর্ণ পক্ষী বিঃ, হরিয়াল পাখি। বি; পু।

হরিতালিকা, হরিতালী—দূর্বাঘাস; ছায়াপথ, Milky way; ভাদ্রমাসের শুক্লচতুর্থী। হরিতালী—হরিতা শব্দ+অল (ভূষিত করা)+অন্ কর্তৃ+ঈপ্; হরিতালিকা—হরিতালী+কণ্ স্বার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী।

হরিতাশ্ম (-শ্মন্)—মরকত মণি; হীরাকস; তুঁতিয়া। হরিত (সবুজ) যে অশ্ম (প্রস্তর), কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হরিদশ্ব সূর্য। হরিৎ হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। বি; পু।

হরিদাস—নারায়ণের কিঙ্কর, বিষ্ণুর সেবক। ৬তৎ। বি; পু।

হরিদাস সাধু—মুসলমানজাতীয় জনৈক পরম ভক্ত বৈষ্ণব। পূর্ব রেলওয়ের দত্তপুকুর স্টেশনের অদূরস্থ বুড়নগ্রাম ইঁহার জন্মভূমি। ইনি হরিভক্তপরায়ণ হইয়া সতত হরিনাম করিতে ভালবাসিতেন। ক্রমে ইনি সংসারে বীতরাগ হইয়া সর্বকর্মপরিহারপূর্বক কেবল হরিনামজপে কালহরণ করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তদুদ্দেশ্যে ফুলিয়া গ্রামের নিকটস্থ বনে কুটীর নির্মাণ করিয়া তথায় পরমানন্দে নিরত হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদা ভক্ত অদ্বৈতের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট ভক্তি-বিষয়ক উপদেশ শ্রবণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

মুসলমান বংশে জন্মিয়া পৈতৃক ধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া 'কাফের' হিন্দুর ভজনীয় হরিনাম জপ করিতে থাকায়, কাজি ইঁহার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল এবং নানা উপায়ে ইঁহাকে ইসলাম ধর্মে পুনঃপ্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে বিফলপ্রযত্ন হইয়া অবশেষে নবাবের নিকট ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিল। নবাব নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও কেবল কাজির অনুরোধে বাইশ বাজারে প্রহার করিয়া ইঁহাকে মারিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন। পদাতিকগণের নিকট ২২ বাজারে বেত্রাঘাত খাইয়াও ইনি মরিলেন না, কিন্তু গভীর ধ্যানমগ্ন হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে রহিলেন। তদ্দর্শনে লোকে মনে করিল, ইঁহার প্রাণাত্যয় ঘটিয়াছে। তখন কাজি নবাবকে বলিল, এই কাফেরের শবদেহ সমাধিস্থ করা উচিত নয়, গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করাই কর্তব্য। নবাবের আদেশে তাহাই করা হইল। অতঃপর ইনি গঙ্গাসলিলে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে কিয়দ্দূর যাইয়া তীরে উঠিলেন এবং নবাবকে দর্শন দিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তখন নবাব বুঝিলেন, হরিদাস প্রকৃত সাধু পুরুষ। অনন্তর তিনি ইঁহার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া ইঁহাকে যথেচ্ছ বিচরণের অনুমতি প্রদান করিলেন।

অতঃপর হরিদাস ফুলিয়া গ্রামে স্বীয় বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন এবং নবানুরাগে প্রফুল্লচিত্তে সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইনি প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম জপ না করিয়া শয়ন করিতেন না। ইঁহার সাধুশীলতায় ও ভক্তিপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া সকলে ইঁহার মুসলমানবংশে জন্ম বিস্মৃত হইয়া ইঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ইহা জনৈক দুর্বুদ্ধি জমিদারের অসহ্য হইল। সেই দুর্বৃত্ত ইঁহার সাধনার বিঘ্নোৎপাদন জন্য একদা নিশাকালে এক রূপসী বারাঙ্গনাকে ইঁহার কুটীরে প্রেরণ করিল। হরিদাস সমস্ত বুঝিতে পারিয়া বেশ্যাকে আপনার হরিনাম জপ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। সমস্ত রাত্রিতে হরিদাসের নামজপ শেষ হইল না দেখিয়া স্বৈরিণী প্রভাতে স্বগৃহে গমন করিল। সন্ধ্যাকালে সে পুনর্বার আসিয়া দর্শন দিল। দ্বিতীয় রাত্রিও পূর্ববৎ নামজপে শেষ হইল। কিন্তু সে দিন এক আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিল। সাধুর অনুকরণে বেশ্যাও কয়েকবার হরিনাম জপ করিল। তৃতীয় রাত্রিতে সে পুনর্বার আগমন করিল এবং সেদিন অপেক্ষাকৃত একাগ্রমনে হরিনাম জপ করিল। প্রভাতে নামজপ শেষ করিয়া সাধু বেশ্যার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তখন সেই বারাঙ্গনার কঠোর হৃদয় হরিনাম সুধারসে গলিয়া গিয়াছে। সে আত্মকৃত পাপের নিমিত্ত অনুতপ্তা হইয়া সাধুর পদপ্রান্তে পতিতা হইল এবং হরিনামে দীক্ষিতা হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তখন হরিদাস তাহাকে মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিতে বলিলেন। বেশ্যা তদনুরূপ করিলে সাধু তাহাকে নিজ কুটীরে হরিনাম জপ করিবার অনুমতি দিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর হরিদাস নবদ্বীপে গমনপূর্বক ভক্ত বৈষ্ণবদিগের সহিত মিলিত হইলেন। চৈতন্যদেবও ইঁহাকে বিলক্ষণ শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। তিনি ইঁহাকে আলিঙ্গন দানে প্রীত করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেব নীলাচলে গমন করিলে হরিদাসও তাঁহার অনুগামী হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া ইনি ভক্ত বৈষ্ণবগণে পরিবৃত হইয়া মনের সুখে হরিনাম করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। অবশেষে সময় উপস্থিত হইলে হরিদাস তাঁহাদের সম্মুখে হরিনাম করিতে করিতে তনুত্যাগ করেন।

হরিদাস সাধু (২) সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাষ্ট্রদেশের কোন এক পল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পনর কি ষোল বৎসর বয়সের সময় ত্রৈলঙ্গদেশীয় জনৈক সন্ন্যাসী এই পল্লীতে আগমন করেন, এবং হরিদাসের বাটীর অদূরে এক বৃক্ষতলে অবস্থান করেন। তিনি কুবেরপন্থী বৈষ্ণব। গ্রামের স্ত্রীপুরুষ সকলে আসিয়া তাঁহাকে সন্দর্শন করিত। হরিদাসও তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। তবে অন্যের অপেক্ষা ইনি অধিক সময় তথায় অবস্থিতি করিতেন। ক্রমে হরিদাস সন্ন্যাসীকে ভক্তি করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীও ইঁহার উপর প্রীত হইলেন। অবশেষে একদিন রাত্রিকালে ইনি সংসারের মায়া ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর সহিত কোথায় চলিয়া গেলেন। গ্রামের লোকেরা সন্ন্যাসীকে বা হরিদাসকে আর দেখিতে পাইল না। হরিদাস সন্ন্যাসীর সহিত পুষ্করে গিয়া মস্তক মুণ্ডনপূর্বক যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিলেন। পরে তথা হইতে কুরুক্ষেত্রে গেলেন। এইখানে থাকিয়া হরিদাস কঠোর নিয়ম পালনপূর্বক যোগশিক্ষা করিতে লাগিলেন। ত্রিশ বৎসর শিক্ষার পর ইনি সমাধিসিদ্ধ হইলেন। অতঃপর কাশী, প্রয়াগ, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা প্রভৃতি নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবে উপস্থিত হন। এই সময় ইঁহার কতকগুলি শিষ্য জুটিয়াছিল। পঞ্জাবে আসিয়া ইনি অনেক অলৌকিক কার্য সাধন করেন। তাহাতে

ইহার নাম চারিদিকে বিখ্যাত হইয়া পড়ে। এই খ্যাতি শুনিয়া মহারাজ রণজিৎ সিংহ ইহাকে আহ্বান করেন। তিনি ইহার যোগবল পরীক্ষার্থ ইহাকে এক লৌহ-সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া ঐ সিন্দুক ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। চল্লিশ দিন পরে ঐ সিন্দুক উত্তোলিত হইলে ইহাকে জীবিত দেখা যায়। রণজিৎ সিংহ আর একবার ইহাকে দশ মাস ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখেন। দশ মাস পরেও ইনি জীবিত অবস্থায় উত্থিত হন। আরও অনেক স্থানে ইনি এইরূপে ভূগর্ভে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালীন পলিটিক্যাল এজেন্ট কাপ্তেন ওয়েড, ডাক্তার ম্যাক্‌গ্রেগর ডাক্তার মরে, জেনারেল ভেঞ্চুরা প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় এই সকল ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ভূগর্ভে অবস্থানকালে ইনি সমাধি অবলম্বনে থাকিতেন, সুতরাং ইহার কোনই ক্ষতি হইত না। মহারাজ রণজিৎ সিংহ ও অন্যান্য ধনিগণ ইহাকে বহু অর্থ পুরস্কার দিয়াছিলেন। সেই সকল অর্থে ইনি পুষ্কর, কুরুক্ষেত্র, কর্ণাল প্রভৃতি স্থানে মঠ ও ধর্মশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনি অতিশয় ক্রোধী এবং ইন্দ্রিয়পর ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইহার মৃত্যুও একটি আশ্চর্য ঘটনা। একদা ইনি শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "অদ্য আমি দেহত্যাগ করিব " শিষ্যগণ কাঁদিয়া আকুল। মহাপুরুষ নির্বিকারচিত্তে একটি নির্ঝরের ধারে গিয়া শয়ন করিলেন, এবং যোগনিদ্রায় মগ্ন হইলেন। সে নিদ্রা আর ভাঙ্গিল না। ইনি প্রায় অশীতিবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু কেহ কখন ইহাকে ত্রিশ বৎসরের অধিকবয়স্ক বলিয়া অনুমান করেন নাই। শুনা যায়, ইনি খরস্রোতা নদীর উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেন।

হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ, মহামহোপাধ্যায়—(১৮৭৬—১৯৬১ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত। পিতা কোটালিপাড়ার গঙ্গাধর বিদ্যালংকার। ইনি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। সটীক মহাভারতের এক বিরাট সংস্করণ প্রকাশ ইহার অক্ষয় কীর্তি।

হরিদ্বার—তীর্থস্থান বিঃ। এই তীর্থস্থানটি উত্তরপ্রদেশে সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। বৈষ্ণবগণ ইহাকে "হরিদ্বার" এবং শৈবগণ "হরদ্বার" নামে অভিহিত করেন। শহরটি শৈবালিক পর্বতের পাদমূলে, যেখানে গঙ্গা বহির্গত হইয়া সমভূমিক্ষেত্রে পতিত হইয়াছে সেই স্থানের সন্নিকট গঙ্গার দক্ষিণ তীরে বিদ্যমান। অপর পারে চণ্ডী পাহাড় পরিদৃষ্ট হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্থানটিকে "গঙ্গাদ্বার" নামে বর্ণনা করিয়াছেন। "গঙ্গাদ্বার" মন্দির ও "হরি-কি-চরণ" নামক স্নানের ঘাট এ স্থানের প্রধান পবিত্রস্থল। প্রস্তরের উপর উৎকীর্ণ বিষ্ণুর চরণ ঘাটের উর্ধ্বতন প্রাচীরে গ্রথিত আছে। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর এখানে মেলা হইয়া থাকে। শেষোক্ত মেলার নাম কুম্ভমেলা। এই মেলায় কোন কোন বারে অন্যূন তিন লক্ষ লোকের সমাগম হয়। হরিদ্বার হইতে যাত্রীরা শৈব তীর্থ কেদারনাথে ও বৈষ্ণব তীর্থ বদ্রীনারায়ণে গমন করেন। এই উভয় তীর্থ গড়ওয়ালে অবস্থিত। "মায়া" নামে হরিদ্বার ভারতের সপ্ততীর্থের অন্যতম ; যথা "অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা। পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।" হরিদ্বারের নিকটে মায়াপুর নামক ক্ষুদ্র গ্রাম দৃষ্ট হয়। ইহাই হুয়েনৎসাং বর্ণিত "ম-য়ু-লু"। এখানে মায়াদেবীর মূর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, মূর্তিটি দুর্গা বা শক্তির ; অপর কেহ কেহ বলেন, বুদ্ধদেবের মাতা মায়াদেবীর। সে যাহা হউক, এখানে বৌদ্ধ মূর্তির নিদর্শনও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়। হরিদ্বার একসময়ে কপিল বা কুপিল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রবাদ এই যে, কপিল মুনি এই স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন। "কপিল স্থান" নামক একটি স্থান কপিল মুনির আশ্রম বলিয়া যাত্রীদিগকে দেখান হইয়া থাকে। হরিদ্বার হইতে গঙ্গার খাল কাটা আরম্ভ হইয়াছে।

হরিদ্রা—হলুদ, হলদি ; নিশা, রাত্রি। হরি—দ্রু+ড কর্তৃ+আপ্। বি ; স্ত্রী।

হরিদ্রাভ—পীতাভ ; পীতবর্ণবিশিষ্ট। হরিদ্রার আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

হরিধ্বনি হরি হরি শব্দ, সশব্দে হরিনাম উচ্চারণ। হরি এই যে ধ্বনি, কর্মধা বি ; পু।

হরিনাথ দে—সন ১২৮৪ সালের ২৯শে শ্রাবণ রবিবার আড়িয়াদহে (দক্ষিণেশ্বর) জন্ম। পিতা ৺রায় ভূতনাথ দে মধ্যপ্রদেশের বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। চতুর্দশ বর্ষ বয়সে Entrance পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। Presidency Collegeএ দুই বৎসর পড়িয়া Language-এ Duff Scholarship লইয়া F. A. পাস করেন। ঐ কলেজ হইতেই B. A.তে অতি সম্মানের সহিত উচ্চস্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হন। ইনি Latin ভাষায় M. A. পরীক্ষা দেন এবং তাহাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। M. A. পাস করিয়া States Scholarship লইয়া ইনি বিলাত যাত্রা করেন। সেখানে ইনি Cambridgeএ অধ্যয়ন করিতে থাকেন। মনোযোগ না দেওয়ায় প্রথমবার I. C. S.-এ উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই কিন্তু ঐ সময়েই Greekএ প্রথম স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয়বারে পাস হন, এবং Colonial Service পাইয়া Ceylonএ Joint Magistrateএর পদ প্রাপ্ত হন। তখন ইনি Cambridgeএ Classical Triposএ First Class পান।

Arabic ও Hebrew ভাষায় ইনি সর্বোচ্চ পরীক্ষায় প্রথম হন। পাঠদশাতেই ইনি Greek, Latin, English ও বাঙ্গালা ভাষায় সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখিতে পারিতেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি France, Germany, Switzerland, Spain, Portugal, Italy প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করিয়া তত্রত্য ভাষার সর্বোচ্চ পরীক্ষাগুলি পাস করেন ও সেই সেই ভাষায় মাতৃভাষার ন্যায় কথা বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। ইউরোপের যাবতীয় সভ্যজাতির ভাষায় ইনি বিশেষরূপ সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। Cambridge-এ অবস্থানকালে সংস্কৃত ভাষাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ইনি I. E. S. পদ লাভ করিয়া ২২ বৎসর বয়সে Dacca Govt. Collegeএর ইংরাজীর অধ্যাপক হইয়া ফিরিয়া আসেন। তখনকার দিনে I. E. S. পাওয়া বড়ই দুরূহ ছিল। এই বয়সেই ইনি কুড়িটি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। এখানে আসিয়া ইনি একটির পর একটি ভাষায় ৩ মাস, ৬ মাস, বড় জোর কোনটিতে এক বৎসর অন্তর M. A. পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইনি ১৪টি ভাষায় M. A. পরীক্ষা দিয়াছেন, এখানে আসিয়া মৃত্যুকাল পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। ঢাকা হইতে Presidency Collegeএ আসেন, সেখানে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর Hooghly Collegeএ অধ্যক্ষ হইয়া যান। তাহার কিছুদিন পরে Imperial Libraryর Librarian হন। ১৯০৭ সালে চীনের প্রধান মন্ত্রী ইহার গৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আর কোনও ভারতবাসী এই উচ্চতম সম্মানের পদ পান নাই। ইনি জীবনে যত Scholarship পাইয়াছেন এত বোধ হয় আর কেহ

পাইয়াছেন কি না সন্দেহ। ইনি প্রায় লক্ষ টাকা Scholarship পাইয়াছেন। পুস্তক সংগ্রহে ইঁহার এক অদ্ভুত আগ্রহ ছিল। যত পুরাতন ও মূল্যবান্ পুস্তক যেখানে পাইতেন অতিরিক্ত দাম দিয়াও তাহা কিনিতেন। ইঁহার নিজের পুস্তকাগারে প্রায় ষাট হাজার টাকার নানা ভাষার মূল্যবান্ পুস্তক ছিল। ইনি দৈনিক ১৭।১৮ ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন। ইনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন কিন্তু কখনও প্রকাশ্যে বা সকলকে জানাইয়া দান করিতেন না। কত গরীব ছাত্র ইঁহার দয়ায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া সম্মানের সহিত জীবিকা অর্জন করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কত কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্যক্তি ইঁহার সাহায্যে দায় হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। ইনি নিজের হাতে টাকা না থাকিলে ঋণ করিয়াও লোককে সাহায্য করিতেন, কদাচ নিজের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পশ্চাৎপদ হইতেন না।

ইনি Palgraveএর Golden Treasuryর চতুর্থ ভাগের চমৎকার note বই তৈয়ারি করেন। Boswel's Life of Johnsonএর note, ও শকুন্তলার কিয়দংশ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। অনেক কবিতা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কবিতায় অনুবাদ করেন। Herold নামক মাসিক পত্রিকায় ইঁহার অনেকগুলি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছিল। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে তিব্বতী ও চীনা ভাষায় লিখিত নাগার্জুনীয়ম্ ও তাঞ্জোর নামক পুঁথিগুলির অনুবাদ করিতেছিলেন। সেগুলি অতি প্রাচীন ও বহুমূল্য। ৩৪ বৎসর বয়সে অকালে টাইফয়েড রোগে ইঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইনি ৩৪টি ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৯১১ অব্দের ৩১শে অগস্ট ইঁহার মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষে ইঁহার ন্যায় ভাষাবিৎ কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই। এমন কি জগতে ইঁহার ন্যায় এরূপ অল্প বয়সে এরূপ ভাষাজ্ঞানী জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না সন্দেহ।

হরিনাথ মজুমদার-সাধারণতঃ ইনি কাঙ্গাল হরিনাথ নামে প্রসিদ্ধ। ১২৪ সালে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালি গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইনি 'প্রভাকরে' অনেক প্রবন্ধ লিখেন এবং স্বয়ং গ্রামবার্তা-প্রকাশিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই মাসিক পত্র পরে পাক্ষিক ও সাপ্তাহিক হইয়াছিল। ইনি বিজয়বসন্ত, দক্ষযজ্ঞ, বিজয়া, অক্রূর-সংবাদ, পরমার্থগাথা মাতৃমহিমা, ব্রহ্মাণ্ডবেদ প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন। তদ্ভিন্ন ইঁহার অনেকগুলি বাউলসংগীতও আছে। সেগুলি ফকির চাঁদের বাউলসংগীত নামে প্রসিদ্ধ। বাং ১৩০৩ সালে ৬৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোক গমন করেন।

হরিনীল—ইন্দ্রনীল মণি। ৬তৎ। বি ; পু।

হরিনেত্র—শ্বেতপদ্ম। হরির (বিষ্ণুর) নেত্রের ন্যায় নেত্র অর্থাৎ নেত্রস্বরূপ দল যাহার, বহ। বি ; ক্লী।

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়—সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও বিবিধ সদ্গ্রন্থ-প্রকাশক। বাং ১২৭৮ সালে হাওড়া জেলার অন্তর্গত কল্যাণপুর গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম প্রেমচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। ইনি কলিকাতা ও হুগলি নর্ম্যাল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া কিছুদিন সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন। এই পাঠাবস্থায় চতুর্দশ বৎসর বয়সে "লবণ-সংহার" নামক প্রথম নাটক রচনা করেন। সেই সময় হইতে মৃত্যুর পূর্বকাল পর্যন্ত ইনি বহু নাটক প্রণয়ন করেন। ইঁহার নাটকীয় প্রতিভা সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। সুবিখ্যাত শান্তরসাস্পদ নাটক "জয়দেব" বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে বহুদিন অভিনীত হইয়াছিল। পদ্মিনী, জয়মতী, রামনির্বাসন, ক্ষণাদেবী প্রভৃতি নাটক ইঁহারই রচিত।

ইনি কলিকাতায় 'শাস্ত্র-প্রকাশ-কার্যালয়' নামক পুস্তকাগার স্থাপন এবং তথা হইতে নানা সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ প্রকাশ ও অল্পমূল্যে বিক্রয় করিয়া সংস্কৃত পাঠার্থী নিঃস্ব ছাত্রগণের মহোপকার সাধন করিয়াছেন। ইনি ভাগবত উপনিষদাদি বহু ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্বে ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

হরিপ্রিয়—চন্দন বিঃ ; শঙ্খ ; কদম্ববৃক্ষ। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

হরিপ্রিয়া—লক্ষ্মী ; তুলসী ; পৃথিবী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

হরিপ্রেম (-প্রেমন্)—হরিভক্তি, বিষ্ণুর প্রতি অনুরাগ। ৭তৎ। বি ; ক্লী।

হরিবংশ—মহাভারতের পরিশিষ্ট পুরাণ বিঃ। বি ; ক্লী।

হরিবর্ষ—জম্বুদ্বীপের নববর্ষের এক বর্ষ ৬তৎ। বি ; ক্লী।

হরিবাসর—১। একাদশীযুক্ত দিন ; দ্বাদশীর প্রথম পাদ। ৬তৎ। বি ; ক্লী। ২ (বাঙ্গার্থে) সারা দিন উপবাস। বাংপ্র বি।

হরিবোল হরিহরিধ্বনি, হরিনাম উচ্চারণ ; শ্মশানে শবানয়নকালীন শব্দ বাংপ্র। বি।

হরিভক্ত—হরির প্রতি ভক্তিমান্, বিষ্ণু উপাসক, বৈষ্ণব। ৬তৎ। বিণ।

হরিভক্তি—হরিপ্রেম, হরির প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত অনুরাগ। ৭তৎ। বি ; স্ত্রী।

হরিমটর—হরিনামরূপ মটরদানা ; হরিনামামৃতপান, হরিনাম সংকীর্তনে উপবাসে দিন যাপন ; (ব্যঙ্গার্থে) উপবাস। বাংপ্র। বি।

হরিমন্দির—বিষ্ণুমন্দির, বিষ্ণুর গৃহ ; তিলক বিঃ। ৬তৎ। বি ; ক্লী। [বি।

হরিয়াল—ঘুঘুজাতীয় পক্ষী বিঃ। বাংপ্র।

হরিলুট, হরিলোট—তুলসীতলায় নারায়ণের উদ্দেশে নিবেদিত মিষ্টান্নাদি সকলের মধ্যে বিতরণ। বাংপ্র। বি।

হরিশয়ন—১। বিষ্ণুর নিদ্রা। ৬তৎ। ২। আষাঢ় মাসের শুক্লদ্বাদশী হইতে কার্তিক মাসের শুক্লদ্বাদশী পর্যন্ত চারিমাস কাল। হরির শয়ন হয় যাহাতে, বহু। বি ; ক্লী।

হরিশ্চন্দ্র—সূর্যবংশীয় জনৈক নৃপ। হরির ন্যায় চন্দ্র (অর্থাৎ রমণীয় বা আহ্লাদজনক), উপমান কর্মধা ; ইঁহার সন্ধিকার্য —হরি + চন্দ্র=হরিশ্চন্দ্র, নিপাতনসিদ্ধ। বি ; পু।

হরিশ্চন্দ্র রাজা ত্রিশঙ্কুর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শৈব্যা নাম্নী আত্মসদৃশ ধর্মপরায়ণা এক কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইঁহার রোহিতাশ্ব নামক পুত্রের জন্ম হয়।

একদা মহর্ষি বশিষ্ঠ সুরলোকে হরিশ্চন্দ্রের বহুল গুণকীর্তন করেন। তাহা শুনিয়া বিশ্বামিত্র ইঁহাকে পরীক্ষা করিতে সংকল্পারূঢ় হন এবং ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার রাজ্য সহিত সর্বস্ব দান প্রার্থনা করেন। মুক্তহস্ত হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ মুনিবরকে সমস্ত দান করেন। অনন্তর বিশ্বামিত্র দানের দক্ষিণা চাহিলেন এবং দক্ষিণা না পাইলে দানগ্রহণে অসম্মত হইলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র শিশুপুত্র রোহিতাশ্বসহ শৈব্যাকে কাশীস্থ এক ব্রাহ্মণের নিকট দাসীত্বে বিক্রয় করিলেন এবং তত্রত্য শ্মশান-চণ্ডালের নিকট নিজেও বিক্রীত হইলেন। এইরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিয়া ইনি বিশ্বামিত্রকে দক্ষিণা প্রদান করিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একদা রোহিতাশ্ব সর্প-দংশনে কালগ্রাসে পতিত হইল। শৈব্যা মৃতপুত্রকে বক্ষে করিয়া রোদন করিতে করিতে কাশীস্থ শ্মশানক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। কিন্তু পুত্রের সৎকার করিবার উপযুক্ত অর্থসংগতি তাঁহার ছিল না। চণ্ডালবৃত্তিধারী হরিশ্চন্দ্র পত্নীকে চিনিতে না পারিয়া সৎকারের কড়ির জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন।

অবশেষে উভয়ে পরস্পরের পরিচয় পাইয়া মৃতপুত্র সম্মুখে বহুল বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে বিশ্বামিত্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রাজার ধর্মনিষ্ঠতায় প্রীত হইয়া রোহিতাশ্বকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং হরিশ্চন্দ্রকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১২৩০ সালে (খ্রীঃ ১৮২৪) কলিকাতার দক্ষিণ ভবানীপুরে ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম রামধন মুখোপাধ্যায়। বাল্যে দারিদ্র্যনিবন্ধন ইহার বিদ্যাশিক্ষা সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় নাই, কিন্তু প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও তীক্ষ্ণ মেধার বলে পরে স্বীয় চেষ্টায় ইনি ইংরাজী ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রীঃ কলিকাতা মিলিটারি অডিটর জেনারেল কার্যালয়ে ২৫৲ টাকা বেতনের কার্যে প্রবিষ্ট হইয়া অল্পদিনের মধ্যেই ১০০৲ শত টাকা বেতনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে ইনি ঐ আফিসে ৪০০৲ শত টাকা বেতনে এসিস্টান্ট মিলিটারি অডিটর পদ প্রাপ্ত হন। ইহার লিখিবার শক্তি যথেষ্ট ছিল। "হিন্দু পেট্রিয়ট" ইহার অসাধারণ কীর্তি। ১৮৫৫ খ্রীঃ এই পত্রিকার সম্পাদনভার ইনি একক গ্রহণ করেন। এক সময়ে এই পত্র এতাদৃশী উন্নতি লাভ করিয়াছিল যে, ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং বাহাদুর পর্যন্ত এই পত্র পাঠ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় ইনিই লেখনী সঞ্চালন দ্বারা বঙ্গবাসীকে রাজদ্রোহিতার কলঙ্ক হইতে মুক্ত করেন এবং তাহাদিগকে একান্ত রাজভক্ত বলিয়া প্রকাশ করেন। তৎকালে নীলকরের অত্যাচারে বঙ্গদেশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইনি নির্ভীকভাবে স্বীয় পত্রিকায় সেই সকল অত্যাচার-কাহিনী প্রকাশ করেন, এবং 'নীলকমিশনে' নীলকরদিগের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। নীলকরগণ ইহার নামে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে নালিশ করে, এবং তাহার ফলে ইহার মৃত্যুর পর ইহার বিষয়সম্পত্তি বিক্রয় করাইয়া দেয়। ব্যক্তিগত হিসাবে ইহার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এ কথা একরূপ নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, ইহারই আলোচনার ফলে এ দেশ হইতে নীলকরের অত্যাচার দূরীভূত হয়। ইহার মত পরিশ্রমী লোক সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কি নিঃস্বার্থ পরোপকার, কি দেশহিতৈষণা, কি বিদ্যাবত্তা সকল বিষয়েই ইনি অসাধারণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ১২৬৮ সালের ১২ই আষাঢ় (খ্রীঃ ১৮৬১, ১৪ই জুন) এই মহানুভাবের দেহত্যাগ হয়। ইহার স্মরণার্থে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন গৃহের নিম্নতলে "হরিশ লাইব্রেরী" নামে একটি পুস্তকাগার স্থাপিত হইয়াছে। রামজী বোমান-জী নামক জনৈক পার্শি হরিশ্চন্দ্রের একখানি জীবনচরিত রচনা করিয়াছিলেন। পুস্তকের নাম "Lights and Shades of the East".

হরিশ্চন্দ্র সাহু - ইহার পিতা গোপালচন্দ্র সাহু বেনারসে বাস করিতেন এবং অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ২৭ বৎসর বয়সে ১৮৫৯ খ্রীঃ পরলোকগমন করেন। ঐ বৎসরেই হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। হরিশ্চন্দ্র কবি ও সমালোচক স্বরূপে উত্তর ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার রচিত গ্রন্থের সংখ্যা অন্যূন ১০০ খানি। তন্মধ্যে "সুন্দরী তিলক", "প্রসিদ্ধ মহাত্মাকা জীবন চরিত্র" ও "কবিব বচসুধা" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। "হরিশ্চন্দ্রিকা" নামধেয় একখানি সাময়িক পত্র ইনি অনেক বৎসর যাবৎ যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত করিয়াছিলেন। দেশীয় সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ মিলিত হইয়া ইহাকে "ভারতেন্দু" উপাধি দান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীঃ এই মহাত্মার লোকান্তরগমন ঘটে।

হরিষ—হর্ষ। কপ্র। বি।

হরিসংকীর্তন শ্রীহরির নামোচ্চারণ, হরিনামগান। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

হরিসভা হরিনাম প্রচারার্থে সমিতি, হরিগুণ গানাদির জন্য সম্মেলনী। হরি উদ্দিষ্টা সভা, মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।

হরিহর- হরি ও হরের সম্মিলিত মূর্তি। সমাহার দ্বন্দ্ব। বি ; পু।

হরিহরাত্মা (-ত্মন্) (হরিহর-আত্মা)—(হরিহরের মিলিত মূর্তির ন্যায়) অভিন্নহৃদয়, প্রগাঢ় বন্ধুত্ব, একাত্মতা। হরিহরের (অর্থাৎ তৎসদৃশ অভিন্ন) আত্মা, ৬তৎ। বি ; পু।

হরীতকী - স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিঃ ; তাহার ফল, হত্তুকি। হরি শব্দ—হৃ (গমন করা) +ক্ত কর্তৃ + কণ্ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী। [হরীতকী মধুর, অম্ল তিক্ত, কটু ও কষায় গুণযুক্ত ; ইহা উষ্ণবীর্য, অগ্নিবর্ধক, মেধাকর, রসায়ন গুণান্বিত, নেত্ররোগে হিতকর, লঘুপাক, আয়ুর্বর্ধক, পুষ্টিকর, এবং শ্বাস, ক্রিমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ, গ্রহণী প্রভৃতি রোগনাশক। কথিত আছে যে, এক সময়ে ইন্দ্রের অমৃতপানকালে এক বিন্দু অমৃত ভূতলে পতিত হইলে তাহা হইতে হরীতকীর উদ্ভব হয়। হরীতকী সাত প্রকার ; যথা—বিজয়া, রোহিণী, পুতনা, অমৃতা, অভয়া, জীবন্তী ও চেতকী। ইহাদের আকার ও গুণ পৃথক্ পৃথক্। চেতকী হরীতকী অতিশয় ভেদকারক। হরীতকী চিবাইয়া খাইলে জঠরাগ্নির বৃদ্ধি, পেষণ করিয়া খাইলে মলশোধন ও ভেদ, সিদ্ধ করিয়া খাইলে মলরোধ এবং ভাজিয়া খাইলে বাতাদি ত্রিদোষ নাশ হয়। আহারান্তে হরীতকী সেবনে অন্নপানাদিজনিত দোষ ও বাতাদি জন্য দোষ নিবারিত হয়। বর্ষাকালে সৈন্ধব লবণের সহিত, শরৎকালে ইক্ষুচিনির সহিত, হেমন্তে শুণ্ঠীচূর্ণের সহিত, শীতে পিপুলচূর্ণের সহিত, বসন্তে মধুর সহিত, এবং গ্রীষ্মে ইক্ষুগুড়ের সহিত হরীতকী সেবনে সাতিশয় উপকার হয়। এইরূপ সেবনকে ঋতু হরীতকী সেবন কহে। পথশ্রান্ত, দুর্বল, উপবাসক্লিষ্ট, পিত্তাধিক ধাতুযুক্ত, গর্ভিণী, ইহাদের হরীতকী সেবন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।]

হরুঠাকুর—ইহার প্রকৃত নাম হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাঙ্গী। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। ১১৪৫ সালে (১৭৩৯ খ্রীঃ) অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতা সিমুলিয়ায় ইহার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম কল্যাণচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। লেখাপড়া না জানিলেও হরেকৃষ্ণের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির অভাব ছিল না।

অর্থার্জনের জন্য হরেকৃষ্ণ কবির দল করিলেন, এবং তন্তুবায়জাতীয় রঘুনাথ দাস নামক কবিওয়ালার দ্বারা স্বরচিত সংগীতগুলি সংশোধন করাইয়া লইয়া গাওনা করিতেন। হরেকৃষ্ণের সংগীতনৈপুণ্যে তাঁহার খ্যাতি-প্রতিপত্তি ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, এই সঙ্গে সঙ্গে অর্থাগমের পথও প্রশস্ত হইয়া আসিল। হরুঠাকুর যে কেবল কবিতা রচনা করিতেন তাহা নহে, তাঁহার সমস্যা পূরণেরও অসাধারণ শক্তি ছিল। মহারাজ নবকৃষ্ণের সভায় বহুবার পণ্ডিতমণ্ডলীর সমক্ষে বহু সমস্যার পূরণ করিয়া দিয়া হরেকৃষ্ণ প্রচুর পুরস্কার ও খ্যাতিলাভ করিতেন।

রাম বসু যেমন বিরহ গানের রাজা ছিলেন, হরেকৃষ্ণ সখীসংবাদে তদ্রূপ ছিলেন। হরুঠাকুরের গুরুভক্তিও অসাধারণ ছিল। যে রঘুনাথ দাসের নিকট তিনি স্বীয় গান সংশোধন করিয়া লইতেন, তাঁহাকে আজীবন সম্মান দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। ১২১৯ সালে ৭৪ বৎসর বয়সে হরুঠাকুর পরলোকগমন করেন।

হরে—১। হে হরি। হরি শব্দের সম্বোধন। ২। হরণ করে। কপ্র। ক্রি।

হরেক—নানা, বহু, অনেক। ফা-মূ। বিণ।

হরে-দরে—কমি-বেশী ভাঙ্গিয়া এক করিলে, গড়ে। বাংপ্র। অ।

হর্তা (হর্তৃ)—১। হরণকর্তা; বহনকারী, বাহক; সংহারক। হৃ (হরণ করা) + তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। ২। চোর। বি; পু। স্ত্রী—**হর্ত্রী**।

হর্তা-কর্তা-বিধাতা—সংহারক নির্মাতা ও বিধানকর্তা, অর্থাৎ সর্বময়কর্তা বা প্রভু; সর্বেসর্বা। দ্বন্দ্ব। বাংপ্র। বিণ; পু।

হর্ম্য—ধনীদিগের বাসভবন, ইষ্টকালয়। হৃ (হরণ করা) + য কর্তৃ। বি; ক্লী।

হর্ম্যতল—হর্ম্যের তলভাগ, অট্টালিকা-তল; ঘরের মেঝে। ৬তৎ। বি; ক্লী।

হর্যক্ষ কুবের; সিংহ। হরি (হরিদ্বর্ণ) হইয়াছে অক্ষি (চক্ষুঃ) যাহার, বহু। বি; পু।

হর্যশ্ব—১। বাসব, ইন্দ্র। হরি (হরিবর্ণ) হইয়াছে অশ্ব যাহার, বহু। বি; পু। ২। পাঞ্চালের জনৈক নৃপ। ইঁহার পঞ্চ পুত্রের জন্ম হইলে, তাঁহাদেরই দ্বারা রাজ্যশাসন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইবে বলিয়া ইনি অন্য পুত্রের আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত হন। পরে ঐ সমস্ত পুত্রের দ্বারা রাজ্য সুশাসিত হইত বলিয়া উহার নাম 'পঞ্চাল' হয়।

হর্শেল, উইলিয়ম—প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্। ইনি জনৈক জার্মান বাদ্যকরের পুত্র। ১৭৩৮ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ১৭৫৯ খ্রীঃ সেনা-বিভাগে বাদ্যকরের কার্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে গমনপূর্বক তথায় বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ঐ কার্য পরিত্যাগ করিয়া দূরবীক্ষণনির্মাণে মনোযোগ দিলেন, এবং ১৭৭৪ খ্রীঃ অসাধারণ প্রতিভাবলে দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া আকাশমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ক্রমাগত সাত বৎসরের পর্যবেক্ষণ ফলে ১৭৮১ খ্রীঃ মার্চ মাসে ইনি নূতন হর্শেল গ্রহের আবিষ্কার করিলেন। ইংলণ্ডরাজ ইঁহাকে রাজসম্মানে সম্মানিত করিয়া জায়গীর দান করিলেন। হর্শেলের এই আবিষ্কৃত গ্রহ তদীয় নামানুসারে হর্শেল নামে পরিচিত।

হর্ষ আনন্দ, আহ্লাদ। হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া) + অল্ ভাব। বি; পু।

হর্ষণ—১। হর্ষজনক, আনন্দদায়ক। ণিজন্ত হৃষ্—হর্ষি (হৃষ্ট করা) + অন্ কর্তৃ। বিণ। ২। জ্যোতিষোক্ত যোগ বিঃ। বি; পু। ৩। হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ। হৃষ্ (হৃষ্ট হওয়া) + অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

হর্ষদেব—কাশ্মীরের জনৈক রাজা। ইনিই প্রসিদ্ধ রত্নাবলী গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া বিখ্যাত। ইনি ১১১৩ খ্রীঃ হইতে ১১২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

হর্ষপ্রফুল্ল—আনন্দে উৎফুল্ল, আহ্লাদে বিকশিত। ৩তৎ। বিণ।

হর্ষবর্ধন—জনৈক নৃপ, অপর নাম শিলাদিত্য। ৬তৎ। বি; পু।

হর্ষিত—১। তোষিত, আনন্দপ্রাপিত। ণিজন্ত হৃষ—হর্ষি (হৃষ্ট করা) + ক্ত কর্ম। ২। আনন্দিত, হৃষ্ট। হর্ষ + ইত জাতার্থে। বিণ। [বিণ।

হর্ষোৎফুল্ল—আনন্দে প্রফুল্ল। ৩তৎ।

হর্ষোচ্ছ্বাস হর্ষ জন্য স্ফীতি; আনন্দের বৃদ্ধি। মধ্যপ বা ৬তৎ। বি; পু।

হল্ পাণিনি ব্যকরণ মতে ব্যঞ্জনবর্ণ। বি; পু।

হল—১। লাঙ্গল, হাল। হল (কর্ষণ করা) + অল্ করণ। বি; ক্লী। ২। সোনার লেপ, গিল্টি। আ। ৩। লম্বা চওড়া ঘর, দালান। <ইং 'hall'. বি।

হলকর্ষণ—লাঙ্গলদ্বারা ভূমিতে চাষ দেওয়া। ৩তৎ। বি; ক্লী।

হলকা—বহ্নিজ্বালা; অগ্নিশিখা; ঝাঁজ, উত্তাপ; সমূহ, বর্গ, গণ; হাতীর পাল; ঘোড়ার গলায় পরাইবার চর্ম-বেষ্টনী; তরঙ্গ। আ। বি।

হলঘর—লম্বা বড় ঘর, ঘেরা দালান। ইং-মূ। বি।

হলচালক—লাঙ্গলচালনাকারী, চাষী। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী. **-চালিকা**।

হলচালন, হলচালনা—লাঙ্গলচালনা, হাল চালান। ৬তৎ। বি; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

হলদী—হরিদ্রা, হলুদ। <হলদ্দী। বি।

হলদে—পীত, হরিদ্রাবর্ণ। বাংপ্র। বিণ।

হলদ্দী—হরিদ্রা, হলুদ। হল (কর্ষণ করা) + শতৃ কর্তৃ-হলৎ (কর্ষণকারী বা কৃষক); হলৎ—দে (পালন করা) + ড কর্তৃ + ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হলধর কৃষক; বলরাম। হল—ধৃ + অন্ কর্তৃ। বি; পু।

হলন্ত—অন্তে ব্যঞ্জনবর্ণযুক্ত। হল্ অন্তে যাহার, বহু বিণ।

হলফ—দিব্য, শপথ। আ-মূ। বি।

হলহল—ঢিলা হওয়ার ভাব। বাংপ্র। অ। বিণ—**হলহলে**।

হলা—১। (নাট্যে) সখীর প্রতি স্ত্রীলোকের সম্বোধন (ইহার বিকৃত উচ্চারণে বাঙ্গালায় হ্যালা শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে)। অ। ২। সুরা; পৃথিবী; সখী। বি; স্ত্রী।

হলায়ুধ—১। বলরাম। হল (লাঙ্গল) হইয়াছে আয়ুধ (প্রহরণ) যাঁহার, বহু। ২। "ব্রাহ্মণসর্বস্ব" প্রণেতা (কথিত আছে, ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন)। বি; পু।

হলাহল—কালকূট বিষ, তীব্র বিষ। হল—আ—হল্ (কর্ষণ করা) + অন্ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু। [বাংপ্র। বি।

হলাহলি—পরস্পর বন্ধুত্ব, মাখামাখি ভাব।

হলী (হলিন্)—কৃষক, হলধারী; বলরাম। হল শব্দ + ইন্ অস্ত্যর্থে। বি; পু।

হলুদ—হরিদ্রা। <হলদ্দী। বি।

হল্য—হলসম্বন্ধীয়; কর্ষণযোগ্য; হল দ্বারা কৃষ্ট (ক্ষেত্রাদি)। হল + য্য। বিণ।

হল্লা—গোলযোগ, চিৎকার, গোলমাল, গণ্ডগোল। বাংপ্র। অ।

হস, হসন—হাস্য। হস্ (হাসা) + অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

হসন্ত- যে ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরযুক্ত নহে, হলন্ত; ব্যঞ্জন অক্ষরের দক্ষিণ পার্শ্বের স্বরই নত্তার চিহ্ন (্) যুক্ত। বিণ। [স্ত্রী।

হসন্তী—হাস্যকারিণী। হসৎ + ঈপ্। বিণ;

হসিত—১। হাস্যকারী; সহাস্য, হাস্যযুক্ত; বিকসিত। হস্ (হাসা) + ক্ত কর্তৃ। বিণ। ২। হাস্য। হস্ + ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

হস্ত—কর, হাত, মণিবন্ধ হইতে অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত; ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ; করিশুণ্ড, হাতীর শুঁড়; (কেশ শব্দের পরে থাকিলে) গুচ্ছ। হস্ (হাসা) + তন্ কর্তৃ। বি; পু।

হস্তকণ্ডূয়ন—হাত চুলকানো, হাত সুড়সুড় করা। ৬তৎ। বি; ক্লী।

হস্তকৌশল—হস্তচালনার নৈপুণ্য, হাত চালাইবার ফিকির। ৬তৎ। বি; ক্লী।

হস্তক্ষেপ—হস্তার্পণ, হাত দেওয়া; কোন কার্যে যোগদান বা বাধাপ্রদান; হাত চালনা। ৬তৎ। বি; পু।

হস্তক্ষেপণ—হস্তচালনা, হাত চালা; হস্তার্পণ, হাত দেওয়া। ৬তৎ। বি; ক্লী।

হস্তগত—হস্তস্থিত, অধিকারে আগত, অধিকৃত, আয়ত্ত। ২তৎ। বিণ।

হস্তচালনা—বাহসঞ্চালন, হাত নাড়া। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

হস্তপ্রসারণ-হস্ত বিস্তৃত করা, হাত বাড়ানো। ৬তৎ। বি; ক্লী।

হস্তবান্ (-বৎ) ক্ষিপ্রহস্ত, লঘুহস্ত। হস্ত + বতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**হস্ত-বতী**।

হস্তবুদ—জমাবন্দি, হাসেল ও নাবেক হিসাব, হিস্তজমা। ফা-মূ। বি।

হস্তরেখা—করতলের রেখা—যাহা দেখিয়া অদৃষ্ট গণনা করা যায়। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

হস্তরেখা-বিচার হাতের রেখা দেখিয়া অদৃষ্টের শুভাশুভ নির্ণয়। ৬তৎ। বি ; পুং।
হস্তলাঘব হাত সাফাই, লঘুহস্ততা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
হস্তলিখিত - হাতে লেখা। ৩তৎ। বিণ।
হস্তলিপি হস্তাক্ষর, হাতের লেখা। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী। [বি ; পুং।
হস্তলেখ - অভ্যাসের নিমিত্ত লিখন।
হস্তসূত্র—হস্তধৃত সূত্র, হাতের সুতা ; বলয়। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।
হস্তা—নক্ষত্র বিঃ, অশ্বিন্যাদি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে ত্রয়োদশ নক্ষত্র। হস্ত + আপ্। বি ; স্ত্রী।
হস্তাক্ষর হস্তলিপি, হাতের লেখা। হস্ত লিখিত যে অক্ষর, মধ্যপ। বি ; পুং।
হস্তান্তর—অন্য হস্ত, অপর হাত ; অপরের অধিকার। অন্য হস্ত, নিত্য। বি ; স্ত্রী।
হস্তান্তরিত—অন্য হস্তগত ; অপরের অধিকারে প্রদত্ত। হস্তান্তর + ইত জাতার্থে। বিণ।
হস্তাবর্তন—১। হস্তদ্বারা আলোড়ন। ৩তৎ। ২। হস্তঘূর্ণন, হাত ঘোরানো। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
হস্তামলক—হস্তস্থিত আমলকী ফল ; অতি সহজে বোধগম্য বা দর্শনীয় বিষয় ; বেদান্ত গ্রন্থ বিঃ। মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।
হস্তার্পণ— হাত দেওয়া। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
হস্তিদন্ত—গজদন্ত, হাতীর দাঁত ; নাগদন্তক, গৃহভিত্তিতে অর্ধপ্রোথিত কীলক ; মুলক। হস্তীর দন্ত, ৬তৎ। বি ; পুং।
হস্তিদন্তখচিত - হস্তিদন্ত দ্বারা মণ্ডিত, যাহার মাঝে মাঝে হাতীর দাঁত বসানো আছে এরূপ। ৩তৎ। বিণ।
হস্তিনাপুর - উত্তরপ্রদেশে মীরাট জেলায় অবস্থিত অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন নগর, ইহাই পাণ্ডবগণের রাজধানী ছিল। মহাভারত বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে পরীক্ষিতের বংশধরগণ এই স্থানে কিছুকাল থাকিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। উত্তরকালে গঙ্গার প্রবল বন্যায় শহর ভাসিয়া যায় এবং রাজধানী কৌশাম্বী নগরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। বর্তমান কালে হস্তিনাপুর একটি সামান্য গ্রাম। ইহারই নিকটে আধুনিক দিল্লী নগরী নির্মিত। হস্তিনা (অর্থাৎ হস্তী নামক রাজার দ্বারা) নির্মিত যে পুর, অলুক্ মধ্যপ। বি ; স্ত্রী।
হস্তিনী—করিণী ; স্ত্রী বিঃ ['স্ত্রী' দ্রঃ]। হস্তিন্ + ঈপ্। বি ; স্ত্রী।
হস্তিপ, হস্তিপক—হস্তিরক্ষক, মাহুত। উপতৎ ; হস্তিন্ (হাতী) - পা (পালন করা) + ড কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদ্ধিতে কণ্। বি ; পুং।
হস্তিমদ—মত্ত হস্তীর গণ্ডদ্বয় শুণ্ডের ছিদ্রদ্বয় চক্ষুর্দ্বয় ও শিশ্ন এই সাত স্থান হইতে ক্ষরিত জল। হস্তীর মদ, ৬তৎ। বি ; পুং।
হস্তিমূর্খ—অতিনির্বোধ, অত্যন্ত মূর্খ, আকাট বোকা। হস্তিসদৃশ মূর্খ, উপমান কর্মধা। বি বা বিণ ; পুং।
হস্তিশালা—গজবন্ধনস্থান, বারি, হাতীশাল। হস্তীর শালা, ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।
(হস্তিন্)—করী, গজ, হাতী ; চন্দ্রবংশীয় জনৈক নৃপ, হস্তিনাপুরের নির্মাতা। হস্ত (শুঁড়) + ইন্ অস্ত্যর্থে বি ; পুং।
হস্ত্য—হস্ত দ্বারা কৃত, হাতে প্রস্তুত। হস্ত + য্য কৃতার্থে। বিণ।
হস্ত্যায়ুর্বেদ—হস্তিচিকিৎসা বিদ্যা বা শাস্ত্র। বি ; পুং। [ভাব। অ।
হা বিষাদ ; পীড়া ; কুৎসা ; শোক। হা + ড
হাই জৃম্ভণ, আলস্যজনিত মুখব্যাদান। <হাফিক্কা। বি।
হাই-আমলা—বরকে কন্যার বশীভূত করণার্থ আমলকী মেথি প্রভৃতির দলা বা পিণ্ড। বাংপ্র। বি।
হাইকোর্ট প্রাদেশিক সর্বোচ্চ বিচারালয়, বড় আদালত। <ইং 'High Court'. বি।
হাইড্রোজেন—জলজান, উদজান ; মৌলিক বায়বীয় পদার্থ বিঃ। < hydrogen'. বি।
হাইফেন—'যতিচিহ্ন' দ্রঃ।
হাইল—হাল, নৌপরিচালন-দণ্ড, কর্ণ। বাংপ্র। বি।
হাউই—শধূপ, আতসবাজি বিঃ। <আ 'হবাই'। বি। [বি।
হাউচাউ - গোলমাল, চেঁচামেচি। বাংপ্র।
হাউমাউ— উচ্চ ক্রন্দনধ্বনি, চিৎকার শব্দ ; রূপকথায় রাক্ষসীর গর্জনধ্বনি। বাংপ্র। বি। [আ। বি।
হাওদা—হস্তিপৃষ্ঠে বসিবার আসন বা গদি।
হাওয়া - বায়ু বাতাস ; সামান্য স্পর্শ, অল্প সংসর্গ ; ভাব, অবস্থা ; সাধারণের মনোভাব ; সংস্কার ; জল-বায়ু। আ 'হবা'। বি।
হাওলা তত্ত্বাবধান, জিম্মা। আ-মু। বি।
হাওলাত—ঋণ, কর্জ, ধার ; ন্যাস, আমানত। <আ 'হবালৎ'। বি।
হাওলাতী ঋণরূপে গৃহীত, ধার করা। আ-মু। বিণ।
হাঁ, হ্যাঁ, হেঁ—১। বদনব্যাদান, মুখ বিবৃতি, ব্যাত্ত মুখ, খোলা মুখ। বি। ২। স্বীকারাদিসূচক শব্দ ; ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে। বাংপ্র। অ।
হাঁইফাঁই—ব্যস্ততা ; উদ্বিগ্নতা ; ক্ষিপ্রতা ; অতিভোজন অতিশ্রম বা শ্বাসরোগ জন্য অতিমাত্র শ্বাসত্যাগ, হাঁপানি। বাংপ্র। বি।
হাঁক—উচ্চস্বরে আহ্বান, ডাক ; উচ্চ শব্দ, চিৎকার। বাংপ্র। বি।
হাঁকডাক প্রসার প্রতিপত্তি, খ্যাতি ; প্রতিষ্ঠা। বাংপ্র। বি।
হাঁকপাঁক ব্যাকুলতাপ্রকাশ, তাড়াতাড়ি। বাংপ্র। বি।
হাঁকা—উচ্চস্বরে আহ্বান করা, ডাক দেওয়া, ডাকা ; উচ্চশব্দ করা ; চিৎকার করা। বাংপ্র। ক্রি।
হাঁকানো- উচ্চস্বরে শব্দ করানো, ডাকানো ; গাড়ি পালকি প্রভৃতি চালানো ; তাড়িত করা, দূর করিয়া দেওয়া। বাংপ্র। ক্রি।
হাঁকার উচ্চশব্দ ; উচ্চশব্দে আহ্বান বা তিরস্কারকরণ। বাংপ্র। বি।
হাঁকাহাঁকি—পরস্পরকে উচ্চ শব্দে আহ্বান, উচ্চশব্দে ডাকাডাকি ; উচ্চকণ্ঠে বাক্‌কলহ, চিৎকার করিয়া কথা কাটাকাটি। বাংপ্র। বি।
হাঁকুপাঁকু—অত্যন্ত অস্থিরতা ; অতিশয় উদ্বিগ্নতা। বাংপ্র। বি।
হাঁচা হাঁচি ত্যাগ করা। বাংপ্র। ক্রি।
হাঁচি— নাক সুড়সুড় করার জন্য নাক ও মুখ দিয়া সশব্দে বায়ু নির্গমন। বাংপ্র। বি।
হাঁটকানো— ঘাঁটা, তন্নতন্ন করিয়া খোঁজা। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। ক্রি।
হাঁটা—পদব্রজে গমন করা, চলা।
হাঁটাহাঁটি বারংবার পদব্রজে যাতায়াত, আনাগোনা। বাংপ্র। বি।
হাঁটু—অঙ্গ বিঃ, জানু। বাংপ্র। বি।
হাঁটু গাড়া হাঁটুর উপর ভর দিয়া বসা।
হাঁটুনি – পায়ে হাঁটিয়া চলন, পদব্রজে গমন। বাংপ্র। বি।
হাঁড়া—প্রকাণ্ড মৃৎপাত্র ; বড় হাঁড়ি। <হণ্ড। বি।
হাঁড়ি— ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র ; পিত্তলাদি ধাতুনির্মিত কলস বা পাত্র। < হণ্ডী। বি। **হাঁড়িভাঙ্গা**—সাধারণের সমক্ষে গুপ্তবিষয় প্রকাশ করা।
হাঁড়িখাকী—যে গোপনে হাঁড়ি হইতে তুলিয়া খায় এরূপ স্ত্রীলোক ; গালাগালির ভাষা। বাংপ্র। বি।
হাঁড়িচাঁচা—কাঁচর ম্যাচর শব্দকারী পক্ষী বিঃ। বাংপ্র। বি।
হাঁদা- মোটা, হেঁড়ে ; জড়বুদ্ধি, নির্বোধ, বোকা। হি-মু। বিণ।
হাঁদারাম—নিরেট বোকা, হদ্দ বোকা। হি-মু। বিণ।
হাঁ-না—মতামত, সম্মতি-অসম্মতি ; প্রত্যুত্তর, জবাব। বাংপ্র। বি।

হাঁপ—দীর্ঘশ্বাস ; শান্তির নিশ্বাস ; দীর্ঘ এবং কঠিন পরিশ্রমের পর বিশ্রামকালীন শ্বাসত্যাগ। বাংপ্র। বি।

হাঁপানি—শ্বাসরোগ বিঃ, হাঁপ, asthma. বাংপ্র। বি।

হাঁপানো—পরিশ্রমাদি জন্য দ্রুত শ্বাসত্যাগ ; ব্যস্ত হওয়া ; উদ্বিগ্ন হওয়া। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। বি।

হাঁপাহাঁপি—ব্যস্ততা ; ব্যগ্রতা ; সত্বরতা।

হাঁস—পক্ষী বিঃ, হংস। <হংস। বি।

হাঁসকল—কপাট ঝুলাইবার জন্য চৌকাঠের উপর প্রোথিত হংসাকার লৌহদণ্ড। বাংপ্র। বি।

হাঁসপাতাল, হাসপাতাল—দাতব্য-চিকিৎসালয়, রোগীদিগের বিনাব্যয়ে চিকিৎসার স্থান। <ইং 'hospital'. বি।

হাঁসফাঁস—কষ্টকর শ্বাসত্যাগের লক্ষণ-প্রকাশ, হাঁপানির ভাব। বাংপ্র। বি।

হাঁসিয়া—বস্ত্রাদির দশা, কাপড়ের পাড়, শাল প্রভৃতির কলকাদার পাড়। বাংপ্র। বি।

হাঁসিয়াদার—কলকাদার পাড় বিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

হাঁসুলি, হেঁসো—অর্ধচন্দ্রাকার কণ্ঠাভরণ বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাঁ-হাঁ—নিবারণাদিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হাকিনী—যোগিনী বিঃ। বি ; স্ত্রী।

হাকিম—বিচারক, শাসক, শাসনকর্তা। আ-মু। বি। ভাববাচক বি—**হাকিমি**।

হাকিমী—বিচারকের উপযুক্ত ('— চাল') ; ইউনানী চিকিৎসাপ্রণালী সংক্রান্ত ('— দাওয়াই')। আ-মু। বিণ।

হাঘরে—যে ঘরের জন্য হায় হায় করিয়া বেড়ায়, গৃহহীন ; নিরাশ্রয় ; অতিদরিদ্র ; যাযাবর জাতি বিঃ। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হাঙর—হিংস্র জলজন্তু বিঃ। হা শব্দ—অঙ্গ শব্দ—রা (দান করা)+ড কর্তৃ। বি ; পু।

[হাঙরের শরীর অনেকটা বোয়াল মাছের মত। ইহাদের মুখে অত্যন্ত ধারাল অনেকগুলি দন্ত আছে, তদ্দ্বারা মনুষ্যাদির দেহ অত্যল্পকাল মধ্যে কাটিয়া লয়। ইহারা বিশুদ্ধ জলে প্রায়ই বাস করে না ; লবণাক্ত জলই ইহাদের প্রিয় বাসস্থল। চৈত্রাদি মাসত্রয়ে কলিকাতার নিকটবর্তী গঙ্গায় মধ্যে মধ্যে ইহাদের উপদ্রব হয়। কিন্তু বর্ষার সমাগমে যখন জল আবিল হইতে থাকে, তখন আর ইহাদিগকে ঐ স্থানে দেখা যায় না।]

হাঙ্গাম, হাঙ্গামা—উৎপাত, উপদ্রব ; লড়াই, দাঙ্গা ; ফেসাদ ; উচ্চ শব্দ, চিৎকার। ফা। বি।

হাজত—অপরাধীর বিচারের পূর্বকালীন কারাগৃহ-বাস ; বিচারার্থ অপরাধীকে পুলিসের তত্ত্বাবধানে অথবা কারাগৃহে রক্ষণ। আ। বি।

হাজরা—হাজার সৈন্যের অধিপতি ; জাতীয় উপাধি বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাজরি—উপস্থিতি ; সাহেবদের ভোজন। আ-মু। বি।

হাজা—১। জলপ্লাবনে শস্যাদি পচিয়া যাওয়া ; অত্যধিক জল ব্যবহার জন্য পদাদিতে ক্ষত ; পাঁকুই। বি। ২। জলে ভিজিয়া নষ্ট বা ক্ষত হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

হাজার—সহস্র, দশশত, ১০০০ সংখ্যা ; বহুসংখ্যক ; বহুপরিমাণ। আ-মু। বি বা বিণ। **হাজার হউক**—বিপক্ষে যত কারণই থাকুক।

হাজার-করা—প্রতি সহস্রে। ফা-মু। অ।

হাজারী—হাজার সৈন্যের অধিপতি ; জাতীয় উপাধি বিঃ। ফা-মু। বি।

হাজির—উপনীত, উপস্থিত। আ। বিণ।

হাজিরা, হাজিরি—উপস্থিতি ; উপস্থিতির হিসাবপুস্তক। আ-মু। বি।

হাজী—মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া প্রত্যাগত মুসলমান, যে হজ্জ করিয়াছে। আ। বি বা বিণ।

হাট—সাময়িক বাজার, গঞ্জ। <হট্ট। বি।

হাটুরে—হাটে বসিয়া বিক্রয়কারী, যে হাটে গিয়া বিক্রয় করে। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হাড়—শরীরের মাংসের মধ্যস্থ কঠিন অংশ বিশেষ, অস্থি। <হড্ড। বি। **হাড় জুড়ানো**—জ্বালাতনকারী ব্যক্তির সঙ্গ হইতে মুক্তিলাভ ইত্যাদ হেতু প্রাণে স্বস্তি অনুভব করা। **হাড় জ্বালানো**—অনবরত অত্যধিক জ্বালাতন করা। **হাড়ে হাড়ে**—অত্যধিক মাত্রায় ; পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে।

হাড়কাঠ, হাড়িকাঠ—পশু-বলিদানার্থ যূপকাষ্ঠ, ভুসলা। বাংপ্র। বি।

হাড়গিলা, -গিলে—গলদেশে থলিবিশিষ্ট দীর্ঘপাদ পক্ষী বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাড়গোড়—অস্থি ইঃ ; হস্তপদাদি সমস্ত শরীর। বাংপ্র। বি।

হাড়ভাঙ্গা—অস্থিচূর্ণকারী ; অতিকঠোর ('— পরিশ্রম')। বাংপ্র। বিণ।

হাড়হদ্দ—অস্থিপর্যন্ত সমস্ত ; নাড়ীনক্ষত্র, অতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব ; আমূল। বাংপ্র। বি।

হাড়ী—নিম্নশ্রেণীর হিন্দুজাতি বিঃ। <হড্ডিক বা হড্ডিপ। বি।

হাডুডুডু—ক্রীড়া বিঃ, কপাটি খেলা ; উক্ত ক্রীড়াকালীন উচ্চারিত শব্দ। বাংপ্র। বি।

হাত—কর, ভুজ, বাহু ; ২৪ অঙ্গুলি পরিমাণ ; অধিকার ; কর্তৃত্ব ; নিপুণতা ; অভ্যাস। <হস্ত। বি। **হাত করা**—বাধ্য বা আয়ত্ত করা। **হাত চালানো**—তাড়াতাড়ি করা। **হাত দেওয়া**—(কার্য) আরম্ভ করা ; সাহায্য করা ; স্পর্শ করা। **হাত দেখা**—কররেখা দেখিয়া অদৃষ্ট বিচার করা ; হাতের নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা। **হাত পাতা**—প্রার্থী হওয়া ; টাকা ইঃ চাওয়া।

হাতকড়ি—হস্তবন্ধন-শৃঙ্খল, হাত বাঁধিবার শিকল, hand-cuff. বাংপ্র। বি।

হাত-চালা—অপহৃত দ্রব্যের সন্ধানের জন্য মন্ত্রবলে হস্তপ্রসারণ। বাংপ্র। বি।

হাতছানি—হস্তদ্বারা সংকেত, হাতের ইশারা। বাংপ্র। বি।

হাতটান—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ ; চৌর্যস্বভাব, চুরির অভ্যাস। বাংপ্র। বি।

হাতড়ানো—হাত দিয়া খোঁজা। বাংপ্র। ক্রি।

হাত-তালি—করতালি, দুই করতল-সংযোগে উৎপাদিত শব্দ। বাংপ্র। বি।

হাততোলা—অনুগ্রহস্বরূপ লব্ধ অর্থ বা গ্রাসাচ্ছাদন ; অনুগ্রহপ্রদত্ত। বাংপ্র। বি বা বিণ।

হাতধরা—করতলস্থ, আয়ত্ত ; বাধ্য, বশীভূত। বাংপ্র। বিণ।

হাতফের—হস্তান্তর ; হাত বদলাই। বাংপ্র। বি।

হাতভারী—ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ। বাংপ্র। বিণ।

হাতযশ—খ্যাতি ; নৈপুণ্য, দক্ষতা। বাংপ্র। বি।

হাতল—আংটা, ধরিবার কড়া ; অস্ত্রাদির বাঁট, handle. বাংপ্র। বি।

হাতসই—এক হাত পরিমাণ। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। বি।

হাতসাফাই—ক্ষিপ্রহস্ততা, হস্তলাঘব।

হাতা—দর্বী ; জামার হাত। বাংপ্র। বি।

হাতানো—হস্তগত করা ; বাগানো। বাংপ্র। ক্রি। [বাংপ্র। বি।

হাতাহাতি—হস্তে হস্তে যুদ্ধ ; মারামারি।

হাতি—হস্তী। বাংপ্র। বি।

হাতিয়ার—অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধোপকরণ ; শিল্পকর্ম-সাধনের যন্ত্র। হিন্দী। বি।

হাতিয়ারপাতি—সমস্ত যন্ত্র, যন্ত্রপাতি ; অস্ত্রশস্ত্র। বাংপ্র। বি।

হাতিশাল—হস্তিশালা। বাংপ্র। বি।

হাতী—১। করী, গজ, মাতঙ্গ। <হস্তী। বি। ২। হস্ত-পরিমিত। বাংপ্র। বিণ।

হাতুড়ি—লৌহাদি ধাতু পিটিবার মুদ্গর ; প্রেক ঠুকিবার যন্ত্র বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাতুড়ে—অনভিজ্ঞ চিকিৎসক, অশিক্ষিত বৈদ্য। বাংপ্র। বি।

হামা—১। আক্রমণ; বাধাদান; ব্যাঘাত-করণ; জলস্রোতে উৎপন্ন গর্ত; বৃক্ষাশ্রিত গৃহাদি, কণ্ঠদেশ, গলা। বি। ২। হত্যা করা, নাশ করা; ক্ষতি করা; আঘাত করা, প্রহার করা; বিদ্ধ করা; ত্যাগ করা, ক্ষেপণ করা। বাংপ্র। ক্রি।

হামাদার—আক্রমণকারী। বাংপ্র। বি।

হানি—১। ত্যাগ; ক্ষতি, অপচয়। হা (ত্যাগ করা)+নি ভাব। ২। গতি। হা (গমন করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

হানিকর—ক্ষতিজনক, অপকারক, অনিষ্ট-সাধক। উপতৎ; হানি–কৃ+ট কর্তৃ। বিণ।

হানিবল—কার্থেজ নগরের সুপ্রসিদ্ধ মহাবীর। খ্রীঃ পূঃ ২৪৭ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা হামিলকারও কার্থেজের একজন প্রসিদ্ধ সেনানায়ক ছিলেন। ইনি শৈশবে পিতৃশিবিরে লালিত পালিত হন, এবং নবম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পিতার আদেশে প্রতিজ্ঞা করেন যে, যাবজ্জীবন রোমের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। ইনি প্রথমে পিতা ও ভগিনীপতির অধীনে সেনানীরূপে কার্য করিয়া সমরকৌশল শিক্ষা করেন। পিতার মৃত্যুর পর ইনি স্পেনদেশস্থ কার্থেজীয় অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক নিযুক্ত হন, এবং পরে ভগিনীপতি গুপ্তঘাতকের হস্তে নিপতিত হইলে, ২৫ বৎসর বয়সের পূর্বেই কার্থেজীয় সমস্ত সৈন্যের প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিন বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় সমগ্র স্পেন জয় করেন। খ্রীঃ পূঃ ২১৮ অব্দে হানিবল ৯০ হাজার পদাতি, ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ৩৭টি গজ লইয়া ইটালী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পীরেনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া গলদিগকে পরাজিত করিলেন। অনন্তর ইনি দুরতিক্রম্য বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আল্‌প্‌স্ পর্বত পার হইয়া ইটালীতে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ইঁহার গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় সৈন্যের অধিকাংশই পার্বত্য দেশের শীতে ও বরফে মারা পড়িয়াছিল। ইটালীতে ইঁহার মাত্র ২০ হাজার পদাতি ও ৬ হাজার অশ্বারোহী অবশিষ্ট ছিল। এই সামান্য সৈন্য লইয়াই ইনি ইটালীয়দিগকে পরাভূত করিতে লাগিলেন। রোমের সেনাপতি সিপিও ইঁহার গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন। হানিবল শত্রুদিগকে পরাস্ত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া প্রায় রোমের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

রোমীয়েরা সম্মুখ সমরে ইঁহাকে পরাস্ত করিতে না পারিয়া পরামর্শ করিল যে, অতঃপর হানিবলের স্বদেশ আক্রমণ করা যাউক, তাহা হইলে ইঁহাকে ইটালী পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ ধাবিত হইতে হইবে, ইটালী অনায়াসেই শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। সিপিও এই কার্যের ভার পাইলেন। তিনি অন্য পথ দিয়া কার্থেজের দ্বারদেশে উপনীত হইলে, হানিবল স্বদেশরক্ষার্থ ধাবিত হইলেন, কিন্তু এবারে পরাজিত হইলেন এবং দারুণ মনঃক্ষোভে ও লজ্জায় দেশে দেশে পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রোমীয়েরাও ইঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে হানিবল বিষপান করিয়া শত্রুহস্তে পতন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন (খ্রীঃ পূঃ ১৮৩)।

হানিমান—(Samuel Christian Friedrich Hahneman)—প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতি-ষ্ঠাতা। ১৭৫৫ খ্রীঃ ১০ই এপ্রিল স্যাক্‌সন দেশে মাইসেন (Meissen) নগরে ইঁহার জন্ম হয়। চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইনি ১৭৭৯ খ্রীঃ এম. ডি. উপাধি লাভ করেন। Cullen's Materia Medica নামক গ্রন্থ অনুবাদ করিবার সময় পেরুভিয়ান বার্কের (Peruvian bark) পরস্পর বিরোধিভাবাপন্ন গুণাবলী বিবৃত হইয়াছে দেখিয়া ইঁহার মনে ভৈষজ্যশাস্ত্রের অসন্তোষজনক অবস্থা প্রতিভাত হয়। অনেক দিবস চিন্তা ও পরীক্ষাদি করিয়া ইনি সদৃশ চিকিৎসার সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ়প্রত্যয় হইলেন। এই চিকিৎসার মূল মন্ত্র Similia Similibus Curanter (Like cures like), ইহার ভাবার্থ এই,—যে গুণবিশিষ্ট ঔষধ সুস্থ শরীরে ব্যবহার করিলে রোগবিশেষ যর উৎপত্তি হয়, সেই রোগ সেই গুণবিশিষ্ট ঔষধ দ্বারা প্রশমিত হয়। কিছু দিন পরে পরীক্ষা দ্বারা ইনি দেখিলেন যে, অল্পমাত্রায় ঔষধ সেবন করিলে অধিকতর ফলপ্রদ হয়। ১৭৯৬ খ্রীঃ ইনি স্বমত প্রচারিত করিলেন। সেই সময় হইতে ইনি চারিদিক্ হইতে বাধা পাইতে লাগিলেন। ইঁহার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ এত প্রবল হইয়া উঠিল যে, ১৮২১ খ্রীঃ ইনি লাইপজিক (Leipzic) নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময় হইতে ১৮৩৫ খ্রীঃ পর্যন্ত Grand Duke of Anhalt-kothen নামক সামন্ত রাজার চিকিৎসকরূপে কার্য করিয়া হানিমান পারিস নগরে গমন করেন। সেইখানে ১৮৪৩ খ্রীঃ ২রা জুলাই ইনি লোকান্তরিত হন। ইঁহার সাহস ও সহিষ্ণুতা অপরিসীম; স্বমত স্থাপনকল্পে ইনি উপস্থিত অর্থাগমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন এবং নিজের শরীরের উপর নানা পরীক্ষা করিয়া সমধিক শারীরিক কষ্টও সহ্য করিয়াছিলেন। পরে সাফল্য লাভ করিয়া চিকিৎসাপ্রণালী সম্বন্ধে জগতে একটি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহার প্রণীত প্রধান গ্রন্থ অর্গানন (Organon) ১৮১০ খ্রীঃ ড্রেসডন নগরে প্রথমে প্রচারিত হয়।

হাপর—ভস্ত্রা; স্বর্ণকারের অগ্নিকুণ্ড; কামারের জাঁতা; ছোট ডোবা; কাদার গর্ত বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাপরানো—তরল দ্রব্য সশব্দে খাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

হাপুস—১। তরল দ্রব্য খাওয়ার শব্দ। বাংপ্র। বি। ২। অশ্রুপূর্ণ, সজল। বিণ।

হাফ অর্ধ, আধ। <ইং 'half'. বিণ।

হাফহাতা কনুই পর্যন্ত হাতাযুক্ত ('—জামা')। বাংপ্র। বিণ।

হাব—আহ্বান; স্ত্রী লোকদিগের শৃঙ্গারচেষ্টা বিঃ। হ্বে (আহ্বান করা)+ঘঞ্ ভাব। বি; পুং।

হাবভাব ১। রকমসকম; ভাবভঙ্গী। বাংপ্র। বি। ২। নারীদের শৃঙ্গারভাব-জনিত মানসিক বিক্রিয়া ও ছলাকলা ইত্যাদি। দ্বন্দ্ব। বি; পুং।

হাবলা—হাবার মত, হেবলা, হেবা। বাংপ্র। বিণ।

হাবশী, হাবসী—আবিসিনিয়ার অধি-বাসী, কাফ্রী। আ-মূ। বি।

হাবা—বাক্‌শক্তিশূন্য, মূক, বোবা, জড়; নির্বোধ; পাগলা। বাংপ্র। বিণ।

হাবাত, হাভাত অন্নকষ্ট, অন্নাভাব; অতিদারিদ্র্য। বাংপ্র। বি।

হাবাতে, হাভাতে—অন্নক্লিষ্ট, যে অন্না-ভাবে অত্যন্ত কষ্ট পায়, ভাতের কাঙ্গাল; অতি দরিদ্র; অভাগা। বাংপ্র বিণ।

হাবিলদার—ভারতীয় সৈন্যদলের নায়ক বিঃ। আ-ফা মূ। বি।

হাবুডুবু—জলে নাকানিচোকানি, ডুবা উঠা। বাংপ্র। বি।

হাম—রোগ বিঃ, মিলমিলা, measles. বাংপ্র। বি।

হামড়ি, হুমড়ি হামাগুড়ি; কোন কিছু করিবার বা লইবার জন্য ব্যগ্র আগ্রহ; উপুড়। বাংপ্র। বি।

হামবড়া—অহম্মন্য, আস্ফালি; অহংসর্বস্ব। হি। বিণ।

হামলানো—১। বৎসের অদর্শনে গাভীর চিৎকার শব্দ। বি। ২। হাম্বা হাম্বা করিয়া ডাকা; ব্যগ্র হওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

হামা, হামাগুড়ি—করতল ও জানুর উপর ভর দিয়া চলা। বাংপ্র। বি।

হামানদিস্তা—কোন শক্ত দ্রব্য চূর্ণ করিবার জন্ত কিনারা উঁচু লৌহপাত্র ও লৌহদণ্ড। ফা-মূ। বি।

হামাম—উষ্ণ জলে স্নান করিবার ঘর। ফা-মূ। বি।

হামিদা বেগম—সুপ্রসিদ্ধ দিল্লীশ্বর আকবরের জননী।

হামেশা—নিয়ত, সর্বক্ষণ, সর্বদা, প্রায়ই। ফা-মূ। ক্রি-বিণ।

হামেহাল—সকল অবস্থায়, সর্বভাবে, সকল সময়েই। ফা-আ-মূ। অ।

হাম্বা—গাভীর রব। বাংপ্র। অ।

হাম্বির—রাগিণী বিঃ। বাংপ্র। বি।

হাম্বীর—মেওয়ারের জনৈক রানা। ইনি মুসলমানদিগের কবল হইতে চিতোর পুনরুদ্ধার করিয়া অক্ষয় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

হায়—খেদসূচক অব্যয় শব্দ। বাংপ্র। অ।

হায়দার আলি—জন্ম আনুমানিক ১৭১৭ হইতে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে। ইঁহার পিতা ফত্তে মহম্মদ মহীশূররাজের জনৈক জায়গীরদার ও সৈনিক কর্মচারী ছিলেন। বাল্যে হায়দারও ঐ রাজ্যের সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করেন। ১৭৫৫ খ্রীঃ দিন্দিগুলের সৈনিক-শাসনকর্তার কার্য করিয়া ৪ বৎসর পরে মহীশূরের সৈন্যাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন ও ফত্তে বাহাদুর উপাধি পান। ক্রমশঃ ইঁহার প্রভাব এতদূর বাড়িয়া উঠে যে, ১৭৬৬ খ্রীঃ ইনি মহীশূরাধিপতি কৃষ্ণরাজ ওদিয়ারকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া সেই সিংহাসন নিজে অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নিজামের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া ১৭৬৭ খ্রীঃ হায়দার কর্ণাটিক প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং নিজাম প্রত্যাবৃত্ত হইলেও একাই যুদ্ধকার্যের পরিচালনা করেন। দুই বৎসর পরে ইনি মাদ্রাজ অভিমুখে অগ্রসর হইলে মাদ্রাজের গভর্নর ইঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। পরবৎসর বোম্বে গভর্নমেন্টের সহিতও ইঁহার সন্ধিস্থাপন হয়।

মহারাষ্ট্রীয়গণ অনেকবার মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করিয়া হায়দার আলিকে বিপর্যস্ত করে, কিন্তু ইংরাজগণ ইঁহার সাহায্য করিলেন না। ১৭৭৮ খ্রীঃ যখন ইংরাজ ফরাসীর মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন দক্ষিণ দেশে প্রভূতশক্তিসম্পন্ন হায়দার আলি মাদ্রাজ গভর্নর কর্তৃক প্রেরিত দূতকে অভ্যর্থনা করেন; কিন্তু সখ্যপ্রস্তাব কার্যকর হইল না দেখিয়া হায়দার ১৭৮০ খ্রীঃ মাদ্রাজ প্রদেশ আক্রমণ এবং আর্কট ও অন্যান্য স্থান অধিকার করেন। ১৭৮১ খ্রীঃ ১লা জুলাই পোর্টো নোভো (Porto Novo) নামক স্থানে স্যার আয়ার কুটের (Sir Eyre Coote) হস্তে পরাভূত হন। ১৭৮২ খ্রীঃ ৭ই ডিসেম্বর হায়দার আলির মৃত্যু হয়। তখন ইংরাজের সহিত ইঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল। হায়দারের মৃত্যুর পর ইঁহার পুত্র টিপু সুলতান এই যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। হায়দার নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু নির্ভীকতা, অদম্য অধ্যবসায় ও যুদ্ধনিপুণতায় ইনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার শক্তিমত্তায় সকলেই শঙ্কিত ছিল। ইতিহাসে এইরূপ লিখিত আছে যে, যদি ফরাসীগণের সাহায্য বিশেষভাবে পাইতেন, তাহা হইলে ইনি ইংরাজকে দক্ষিণ প্রদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে পারিতেন।

হায়দারাবাদ বা হায়দ্রাবাদ অন্ধ্রপ্রদেশের অন্তর্গত স্থান। পূর্বে হায়দ্রাবাদ ছিল দক্ষিণ ভারতে স্বনামখ্যাত নিজাম রাজ্য ও তাহার রাজধানী। নিজাম রাজ্য ধনে মানে এবং রাষ্ট্রনৈতিক হিসাবে ভারতে দেশীয় রাজ্যসকলের শীর্ষস্থানীয়। ১৭১৩ খ্রীঃ অঃ সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আসফজা নামক জনৈক তুর্কমান সেনাধ্যক্ষ "নিজাম-উল্-মুল্‌ক্" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া দক্ষিণপ্রদেশের সুবাদার পদে নিযুক্ত হন। উত্তরকালে মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা দৃষ্টে করিয়া ইনি দিল্লীর অধীনতাপাশ ছেদনপূর্বক স্বাধীনভাবে দক্ষিণে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৪৮ খ্রীঃ ইঁহার মৃত্যু হইলে, সিংহাসন লইয়া ইঁহার উত্তরাধিকারীদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরাজ ও ফরাসীগণ পরস্পর বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৭৬১ খ্রীঃ ইংরাজ দক্ষিণ দেশে দৃঢ়ভাবে আপন প্রভুত্ব স্থাপিত করিলে, ইঁহাদের সাহায্যে নিজাম আলি সিংহাসন প্রাপ্ত হইয়া ১৮০৩ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। ইনিই ইংরাজকে পূর্বপ্রদত্ত উত্তর সরকার নামক স্থানে বাহাল রাখেন, এবং টিপু সুলতানের সহিত যুদ্ধে ইংরাজের সহায়তা করেন। এই যুদ্ধের ফলে যে সকল ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিলেন, রাজ্য-রক্ষার্থে নিযুক্ত সৈন্যের ব্যয় নির্বাহকল্পে সেই সমস্ত ভূখণ্ড ১৮০০ খ্রীঃ ইংরাজকে প্রদান করেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ নিজাম ও ইংরাজের মধ্যে যে নূতন সন্ধি স্থাপিত হয়, তদনুসারে নিজাম "হায়দ্রাবাদ কন্টিঞ্জেন্ট" নামক সৈন্যদলের ব্যয় নির্বাহার্থে ইংরাজ হস্তে "বেরার" প্রদেশ প্রদান করেন। ব্যয়ের পর উদ্বৃত্ত টাকা নিজামকে দেওয়া হইত। ১৯০২ খ্রীঃ ভারত রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন এই প্রদেশে চিরকালের জন্ত পাট্টা-সূত্রে ইংরাজের পক্ষে গ্রহণ করেন, এবং "হায়দ্রাবাদ কন্টিঞ্জেন্ট" ইংরাজ সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যায়। হায়দ্রাবাদ শহর মুসি নদীর তীরে অবস্থিত। ১৫৮৯ খ্রীঃ গোলকুণ্ডাধিপতি কুতবসাহী বংশের পঞ্চম নৃপতি মহম্মদ কুলী এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। "কুতবসাহী"-গণের আধিপত্য সময়ে এই শহরে অনেকগুলি বৃহৎ অট্টালিকা ও মসজিদ নির্মিত হয়। উত্তরকালে শহর সমেত জেলাটি মোগল সম্রাটের হস্তে আসে। পরিশেষে এখানে নিজাম-উল্-মুলকের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

হায়ন—১। বর্ষ, বৎসর। হা (গমন করা) + অনট্ কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু। ২। ধান্ত; অগ্নিশিখা। বি; পু। [বি।

হায়রাণ—উৎপীড়ন, ক্লেশপ্রদান। আ-মূ।

হায়া লজ্জা, শরম। আ-মূ। বি।

হার ১। মুক্তাদির মালা, কণ্ঠভূষণ বিঃ। হৃ (হরণ করা) + ঘঞ্ কর্তৃ। বি; পু। ২। হারক; বাহক; ভাজক। বিণ। ৩। যুদ্ধ, ভাগ। হৃ + ঘঞ্ ভাব। বি; পু। ৪। অনুপাত; হিসাব; দর; শস্য তৈলাদির পরিমাণপাত্র; পরাজয়। বাংপ্র। বি।

হারক—১। হরণকর্তা, বহনকারী, বাহক; দ্যূতকার। হৃ (হরণ করা) + ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**হারিকা**। ২। চোর; ধূর্ত; ভাজক অঙ্ক। বি; পু।

হারা—১। বিহীন, যাহার নষ্ট হইয়াছে বা মারা গিয়াছে এমন; (যেমন 'বাঘহারা বাঘিনী', 'পুত্রহারা জননী'); যাহা হারাইছে এমন ('হারানিধি')। বিণ। ২। পরাভূত হওয়া; বিফলকাম হওয়া; রোগা হইয়া যাওয়া। বাংপ্র। ক্রি।

হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী—কবিরাজ হারাণচন্দ্র চক্রবর্তী পাবনা জেলার নাকালিয়া নামক বিশুদ্ধ পণ্ডিত-পল্লীতে বৌদ্ধবিজয়ী 'কুসুমাঞ্জলি' প্রণেতা পণ্ডিত-প্রবর উদয়নাচার্য ভাদুড়ীর বংশে ১৮৪৯ খ্রীঃ ২৮শে জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা আনন্দচন্দ্র চক্রবর্তী এবং মাতা আনন্দময়ী দেবী। ইঁহার খুল্লপিতামহ গোবিন্দ ভট্টাচার্যের বিদ্যালয়ে ইনি ১৪ বৎসর বয়সে প্রবিষ্ট হন এবং সাহিত্য, অলংকার ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। ১৯ বৎসর বয়সে মুর্শিদাবাদ জেলায় সৈদাবাদে গমন করিয়া বৈদ্যকুলচূড়ামণি গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট ইনি ৪ বৎসর

আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন। অতঃপর কাশ্মীর মহারাজ আয়ুর্বেদ বিভালয়ে ৫০০৲ টাকা বেতনে চাকুরি করিতে অস্বীকৃত হইয়া ইনি দেশে আসিয়া ৩ বৎসর চিকিৎসাকার্য করেন। অনন্তর এক চিকিৎসা উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়া এক মাসে ইনি ৫০০৲ টাকা উপার্জন করেন এবং দেশে ফিরিয়া অর্থাভাবে কলিকাতা আসিতে না পারায় ১২৮০ সালে রাজসাহীতে গমন করেন। তথায় অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার খুব প্রতিপত্তি হয়। রাজসাহীর ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার ম্যাকেঞ্জী সাহেবের স্ত্রীর হৃদরোগের চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করায় তথাকার সিভিল সার্জন ফ্রেঞ্চ মুলারের সহিত তাঁহার খুব সদ্ভাব হয়। ফলে তাঁহার সাহায্যে মৃতদেহ পরীক্ষা করিয়া ইনি শারীর-তত্ত্বে বিশেষ জ্ঞানলাভ করেন এবং আয়ুর্বেদে ইঁহার অমূল্য দান তদীয় সুশ্রুত-সংহিতার ভাষ্যে অনেক জিনিস পরিষ্কার করিয়া লিখিতে সমর্থ হন।

স্যার আশুতোষ মুখার্জি ও দ্বারিক চক্রবর্তীর কথায় ১৯২৪ খ্রীঃ ইনি কলিকাতায় আগমন করেন ও ব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইনিই আধুনিক যুগে সর্বপ্রথম আয়ুর্বেদের শল্যচিকিৎসা প্রবর্তন করেন। ইনি রক্তমোক্ষণ দ্বারা বহু কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছেন। ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় ইনি অদ্বিতীয় ছিলেন। মূঢ়গর্ভ, অশ্মরী ও চক্ষুরোগে আয়ুর্বেদমতে অস্ত্রোপচার করিয়া ইনি পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসকগণকেও বিস্ময়বিমূঢ় করিয়াছেন। ইনি পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অনুকরণের আদৌ পক্ষপাতী ছিলেন না। ইঁহার মতে প্রাচীন আয়ুর্বেদ আধুনিক পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞান-সম্মত। আয়ুর্বেদের উৎসাহকল্পে ইনি রাজসাহী শহরে আয়ুর্বেদ কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রায় ৭০০০০৲ টাকার কোম্পানির কাগজ, বার্ষিক ৪২০০৲ টাকা মুনাফার মালিকানী সম্পত্তি এবং শহরের প্রাসাদ-তুল্য বাড়ি ও অন্যান্য আসবাবাদি দান করিয়া গিয়াছেন। ইনি জয়পুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পুণা আয়ুর্বেদ মহামণ্ডলের পরীক্ষক ও প্রশ্নকর্তা ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি ইঁহার ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। ইনি নির্ভীক, স্পষ্টবাদী, বিলাসিতার ঘোর বিরোধী এবং অত্যন্ত শ্রমসহিষ্ণু ছিলেন। ইঁহার চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে ইনি কখনও কোন প্রার্থীকে ইঁহার বাড়ি হইতে রিক্তহস্তে যাইতে দিতেন না। ১৩৪২ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার অপরাহ্নে ইঁহার ৪৬নং গ্রে স্ট্রীটের ভবনে নিয়মানুযায়ী রোগী দেখার পর সহসা হৃদ্‌-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ৮৬ বৎসর বয়সে ছয় পুত্র ও দুই বিধবা কন্যা রাখিয়া ইনি পরলোকগমন করেন।

হারাণচন্দ্র রক্ষিত (রায় সাহেব)—২৪ পরগনার অন্তর্গত মজিলপুর গ্রামে ১৭৭২ সালে আষাঢ় মাসে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম হরিদাস রক্ষিত। ইনি সেক্‌সপিয়ার-প্রণীত গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদ করিয়া যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্মান প্রাপ্ত হন। ১৯০৩ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারি সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব উপলক্ষে গভর্নমেন্ট ইঁহাকে 'রায় সাহেব' উপাধি প্রদান করেন। ইনি রাণী ভবানী, বঙ্গের শেষবীর, মন্ত্রের সাধন, জ্যোতির্ময়ী, কামিনীকাঞ্চন, প্রতিভাসুন্দরী প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন।

হারানো–পরাভূত করা, পরাস্ত করা, খোয়ানো। বাংপ্র। ক্রি।

হারাম—মুসলমান ধর্মবিরুদ্ধ; মুসলমান-দিগের অস্পৃশ্য; শূকর। আ-মু। বি।

হারামজাদ, -জাদা—গালি বিঃ। আ-ফা-মু। স্ত্রী—**হারামজাদী**।

হারাহারি—ভাগবাঁটোয়ারা; মোটামুটি। বাংপ্র। বি।

হারি, হারী—১। পরাভব, পরাজয়। হৃ (হরণ করা)+ইঞ্ ভাব। ২। পথিকশ্রেণী। হৃ+ইঞ্ কর্তৃ। বি; স্ত্রী। ৩। সুন্দর, মনোহর। বিণ।

হারিকেন—ঝড়ে যাহার মধ্যকার আলো নিবিয়া যায় না এরূপ লণ্ঠন বিঃ। <ইং 'hurricane'. বি।

হারিত—১। অপহারিত; পরাভূত, পরাজিত। ণিজন্ত হৃ বা হারি (হরণ করান)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। হরিদ্বর্ণ-যুক্ত। হরিত+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**হারিতী**। ৩। শুকপক্ষী। বি; পু।

হারিদ্র—১। হরিদ্রাবর্ণ, হলদে। হরিদ্রা শব্দ+ষ্ণ। বিণ। স্ত্রী—**হারিদ্রী**। ২। স্বর্ণ। বি; ক্লী।

হারী (হারিন্)—১। অপহারক; বাহক; মনোজ্ঞ, মনোহর। হৃ (হরণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। ২। হারবিশিষ্ট, হারপরিহিত। হার+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী-**হারিণী**।

হারীত—শুকপক্ষী; ধর্মসংহিতাকার জনৈক মুনি। হরীত+ষ্ণ। বি; পু।

হারুন-অল-রশিদ—(৭৬৬—৮০৯ খ্রীঃ)। বোগদাদের প্রসিদ্ধ খলিফা। পত্নীর নাম জোবায়েদা। ইনি গ্রীকরাজ নাইসি-ফোরাসকে পরাস্ত করেন এবং জার্মান সম্রাট্ শার্লিমেন ও চীনের সম্রাটের সহিত সখ্য স্থাপন করেন।

হার্ডিঞ্জ, হেন্‌রি (পরে লর্ড)—ভারতবর্ষের অন্যতম গভর্নর-জেনারেল। ১৭৮৫ খ্রীঃ ৩০শে মার্চ ইংলণ্ডে ইঁহার জন্ম হয়। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ইনি এক পদাতিসেনাদলে এন্‌সাইনের পদে নিযুক্ত হন এবং তাহার ৪ বৎসর পরে লেফ্‌টে-নান্টের পদ ও ১৮০৪ খ্রীঃ কাপ্তেনের পদ প্রাপ্ত হন। অতঃপর ইনি মহাবীর ডিউক অভ ওয়েলিংটনের অধীনে সমগ্র পেনিনসুলার সমরে যুদ্ধ করেন এবং ভিমীরা ও ভিটোরিয়ার যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হন। এই সময়ে ইনি উচ্চশ্রেণীর বীরত্বসম্পন্ন সাহসিক যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ান এল্‌বা দ্বীপ হইতে পলায়ন করিলে ইনি ইংরাজদিগের সহযোগী প্রুশীয় সৈন্যের অন্যতম প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, এবং লিগনি নামক স্থানের যুদ্ধে বাম বাহুতে এরূপ দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হন যে, সেই বাহু ছেদন করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার দুই দিন পরে প্রখ্যাত ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে ওয়েলিংটন নেপোলিয়ানকে বন্দী করেন; কিন্তু ইনি সে দিন শয্যাগত থাকায় সেই খ্যাতির ভাগ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তথাপি পার্লামেন্ট ইঁহাকে "স্যার" উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করেন, এবং বার্ষিক ৩০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন। ১৮২৮ খ্রীঃ ওয়েলিংটন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলে, ইনি তদধীনে প্রথমতঃ সমর-বিভাগের সেক্রেটারী ও পরে আয়র্ল্যাণ্ডের প্রধান সেক্রেটারীর পদ প্রাপ্ত হন।

১৮৪৪ খ্রীঃ লর্ড এলেনবরা পদত্যাগ করিলে ডিরেক্টর সভা স্যার হেনরি হার্ডিঞ্জকে ভারতবর্ষের গভর্নর-জেনারেল করিয়া প্রেরণ করিলেন। পূর্বে ইঁহার একখানি হাত কাটা গিয়াছিল বলিয়া লোকে সাধারণতঃ ইঁহাকে "হাতকাটা গভর্নর" বলিত। তৎকালে ভারতবর্ষে দেশীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে একমাত্র শিখ-রাজাই প্রবল পরাক্রান্ত ছিল। মহারাজ রণজিৎ সিং নানা প্রদেশ জয় করিয়া একটি বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইংরেজদিগের সহিত তাঁহার যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহা তিনি যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ১৮৩৯

খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হইলে রাজ্যমধ্যে বড়ই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল।

১৮৪৫ খ্রীঃ ১৩ই ডিসেম্বর খালসারা শতদ্রু পার হইয়া ফিরোজপুরের ইংরেজ সেনানিবাস আক্রমণ করিল। ক্রমে শিখগণ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। ইতোমধ্যে জম্মুর রাজা গোলাপ সিংহ পঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী হইয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া লাহোরের অদূরস্থ মিয়ানমির নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলে, গোলাপ সিংহ লাহোর দরবারের পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। হার্ডিঞ্জ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৮৪৬ খ্রীঃ ২৩এ ফেব্রুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। এই সন্ধির পর পার্লামেন্ট সভা হার্ডিঞ্জকে "লর্ড" উপাধি প্রদান করিলেন এবং তিন পুরুষ পর্যন্ত বার্ষিক ৩০০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া দিলেন। অতঃপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিও বার্ষিক ৫০০০ পাউণ্ড বৃত্তি নির্ধারণ করিয়া ইঁহাকে পুরস্কৃত করিলেন। ১৮৪৮ খ্রীঃ ইনি পদত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করেন। ১৮৫২ খ্রীঃ ওয়েলিংটন কালগ্রাসে পতিত হইলে ইনি ইংলণ্ডের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন, এবং ১৮৫৫ খ্রীঃ ফীল্ডমার্শালের পদে উন্নীত হন। ১৮৫৭ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর ইঁহার মৃত্যু হয়।

হার্ডিঞ্জ—১৯১০ খ্রীঃ স্বষ্ট পেনসার্স্টের প্রথম ব্যারন, এবং ভারতের ভূতপূর্ব রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর-জেনারেল। ইঁহার পূর্বে ইঁহার পিতামহ হার্ডিঞ্জ ১৮৪৪ হইতে ১৮৪৮ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতের শাসনকর্তা বা গভর্নর-জেনারেল ছিলেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জুন বর্ণনীয় হার্ডিঞ্জের জন্ম হয়। হ্যারো এবং কেমব্রিজস্থ ট্রিনিটী কলেজে ইনি শিক্ষালাভ করেন। নানারূপ রাজকার্যে নিয়োগের পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে নবেম্বর ইনি ভারতের রাজপ্রতিনিধি ও গভর্নর-জেনারেল নিযুক্ত হন।

হার্ডিঞ্জের আমলে দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গ পুনরায় সংযুক্ত হয় এবং ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী নগরীতে স্থানান্তরিত হয়, এবং এই সময়ে বিহার ও উড়িষ্যা বাঙ্গালাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একজন স্বতন্ত্র ছোটলাটের অধীন হয়। হার্ডিঞ্জের শাসনকালে ভারত-সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ সপত্নীক এদেশে আগমন করেন। হার্ডিঞ্জের চেষ্টায় সম্রাট্ কর্তৃক দিল্লীতে নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। দিল্লীর এই নূতন রাজধানীতে শোভাযাত্রা করিয়া প্রবেশকালে হার্ডিঞ্জ অলক্ষ্যে প্রক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে সাংঘাতিকভাবে আহত হন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত না হইয়া ভারতবর্ষে অবস্থানপূর্বক এ দেশের জলবায়ুতে আরোগ্যলাভ যে সম্ভব ইহাই সপ্রমাণ করেন। গভর্নমেণ্ট কোন উল্লেখ না করিলেও উক্ত দুর্ঘটনাকালে সন্নিকটস্থ বাঙ্গালীর ডাক্তারখানা হইতে যে প্রথম সাহায্য পান হার্ডিঞ্জ স্বয়ং তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করেন। হার্ডিঞ্জের শাসনকাল অবসানের পূর্বেই ইউরোপে অভূতপূর্ব মহাসমর আরম্ভ হয়। হার্ডিঞ্জ এই যুদ্ধের জন্য ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপ, ঈজিপ্ট, পূর্ব আফ্রিকা, পারস্য উপসাগর ও চীনে অন্যূন দুই লক্ষ সেনা প্রেরণ করেন। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষে যাহাতে শান্তির বিঘ্ন না হয়, তৎকল্পে হার্ডিঞ্জ ভারত-রক্ষা আইন প্রবর্তিত করেন। এই আইনে এদেশীয় এবং ইউরোপীয় পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কোন বিচার ভেদ নাই। এরূপ যুদ্ধবিপ্লবের সময় সাধারণের কার্যাবলী যতই আইনসংগত হউক না কেন, মুহূর্তে তাহা বিসদৃশ ভাব অবলম্বন করিতে পারে বিবেচনায় স্থানীয় গভর্নমেণ্টসমূহ সামরিক উদ্দেশ্য ব্যতীতও এই আইন প্রয়োগ করিতেছেন। নির্দিষ্ট কালের অতিরিক্ত চারি মাস কার্য করিয়া ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে ইনি পদত্যাগপূর্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন।

হার্ডি, টমাস (Hardy, Thomas)—(১৮৪০–১৯২৮ খ্রীঃ)। সুবিখ্যাত ইংরেজ কবি ও ঔপন্যাসিক। 'Far from the Madding Crowd', 'Jude the Obscure' প্রভৃতি ইঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

হার্দ, হার্দ্য—১। হৃদ্যতা, প্রণয়, স্নেহ। হৃদ্ শব্দ+অ, ষ্য। বি; ক্লী। ২। হৃদ্গত; মনোজ্ঞ। বিণ। [বিণ।

হার্দিক- আন্তরিক, সহৃদয়। হৃদ্+ফিক।

হার্মোনিয়াম—বাক্সের আকারবিশিষ্ট ধ্বন্যাত্মক বাদ্যযন্ত্র বিঃ। <ইং 'harmonium'. বি।

হার্য—হরণীয়, গ্রহণীয়, গ্রাহ্য; বিভাজ্য; বহনীয়; নিবার্য। হৃ+ঘঞ্ কর্ম। বিণ।

হাল—১। লাঙ্গল; বলরাম; শালিবাহন রাজা। হল শব্দ+অ। বি; পু। ২। অবস্থা, দশা; বর্তমান কাল। বি। ৩। বর্তমান; ইদানীন্তন, আধুনিক; নব, নূতন। আ। বিণ। ৪। গাড়ির চাকার লৌহবেষ্টনী; লৌহাদির লম্বা পাটি; নৌকার কর্ণ। বাংপ্র। বি।

হালকা—লঘু, ভারহীন। <লঘুক। বিণ।

হালখাতা—নূতন বৎসরের হিসাবের খাতা। বাংপ্র। বি।

হালত—অবস্থা, দশা। আ। বি।

হালহেড- (Nathaniel Brassy Halhed)-জন্ম ১৮৫১ খ্রীঃ ২৫শে মে। ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম গ্রহণ করিয়া বঙ্গদেশে আসেন। ১৭৭৬ খ্রীঃ A Code of Gentoo Laws on Ordinations of the Pandits, from a Persian Translation অভিধেয় একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ১৭৭৮ খ্রীঃ ইনি একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন। হুগলিতে স্থাপিত একটি মুদ্রাযন্ত্রে এই ব্যাকরণখানি মুদ্রিত হয়। এই মুদ্রাযন্ত্রটি হালহেডের বিশেষ উদ্যোগ ও যত্নে স্থাপিত হয় এবং এইটিই ভারতে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১৭৮৭ খ্রীঃ ইনি ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। ইঁহার সংগৃহীত প্রাচ্যবিষয়ক হস্তলিপিগুলি বৃটিশ মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষীয়েরা কিনিয়া লন। ১৮৩০ খ্রীঃ ১৮ই ফেব্রুয়ারি হালহেড পরলোকগমন করেন।

হালাল—মুসলমানদিগের ধর্মসংগত, বৈধ; জবাই, পশুর ও পক্ষীর কণ্ঠচ্ছেদন। আ-মু। বিণ বা বি। বিপরীতার্থক শব্দ—**হারাম**।

হালাহল—কালকূট বিষ। হলাহল+অ স্বার্থে। বি; ক্লী বা পু।

হালি—১। নবোৎপন্ন, অচিরজাত; নূতন; হরিদ্বর্ণ, সবুজরঙের; পত্রাদির গজযুক্ত। বিণ। ২। আঁটি, ভড়পা, নৌকার হাল। বাংপ্র। বি।

হালিক—হলবিষয়ক; কৃষক। হল+ফিক ইদমর্থে। বিণ।

হালিডে, স্যর ফ্রেডারিক জেম্‌স্‌, K. C. B.—বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রথম ছোটলাট (Lieutenant-Governor)। ১৮০৬ খ্রীঃ Surrey প্রদেশে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি বাল্যে রাগবীতে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে হেলিবারির East India Collegeএ প্রবেশ করেন। ১৮২৪ খ্রীঃ ইনি হেলিবারি হইতে বাঙ্গালার সিভিল সার্ভিসে নিযুক্ত হন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে ইনি ভারতবর্ষে আগমন করেন, এবং অবস্তন নানা পদে কার্য করিবার পর ১৮৫৪ খ্রীঃ ১লা মে ইনি বঙ্গরাজ্যের লেফটেনাণ্ট-গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত হন।

ইঁহার শাসনকালে প্রথম বাঙ্গালাদেশের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিশেষ চেষ্টা হয়।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালরা হঠাৎ গভর্নমেণ্টের বিপক্ষে

বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ছোটলাট ইহা দমন করিবার জন্ম সৈন্ত প্রেরণ করেন এবং ইহার প্রস্তাবানুসারে সামরিক আইন (martial law) জারি হইলে বিদ্রোহ নিবারিত হয়।

১৮৫৬ খ্রীঃ বাঙ্গালায় চৌকিদারী বা স্থানীয় পুলিস আইন প্রচারিত হয়।

ইহার আমলে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনারগণের উপর শহরের উন্নতি ও সংস্কার সম্বন্ধে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কর নির্ধারণ ও আদায় করিবার ক্ষমতাও তাঁহারা প্রাপ্ত হন।

হালিডে সাহেবের সময় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ সিপাহীবিদ্রোহ ঘটে। নিম্ন বঙ্গে ইহার প্রথম সূচনা পরিলক্ষিত হয়। চর্বি-সংযুক্ত টোটার গুজব দমদমায় প্রচারিত হয়; তৎপরে বহরমপুরে ১৯নং এল. আই.-পল্টন বিদ্রোহী হইয়া উঠে। উহার এক মাসের মধ্যেই বারাকপুরে সৈন্দদলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। এইরূপে বাঙ্গালা-দেশে, তৎপরে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ইহা বিস্তারিত হইয়া যায়।

এই সময় বাঙ্গালাদেশের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকুচিত করা হইয়াছিল।

১৮৫৯ খ্রীঃ ১লা মে ইনি অবসর গ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ খ্রীঃ (Civil) Knight Commander of the Order of the Bath উপাধিতে ভূষিত হন। তৎপরে ভারত-সচিবের সদস্য নিযুক্ত হন।

১৯০১ খ্রীঃ ৯৫ বৎসর বয়সে ভূতপূর্ব ছোটলাট স্যর ফ্রেডরিক হালিডের মৃত্যু হয়।

হালুইকর মিষ্টান্নাদি নির্মাতা, যে ব্যক্তি লুচি মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত করে; মোদক জাতি। আ-মু। বি বা বিণ।

হালুয়া—মোহনভোগ, সুজি চিনি ঘৃত প্রভৃতি সংযোগে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্য বিঃ। আ-মু। বি।

হাল্কা—পাতলা; লঘু, অল্পভারবিশিষ্ট। বাংপ্র। বিণ।

হাশিয়া—শাল ইত্যাদির পাড়। <আ 'হাশিঅহ্'। বি। [বি; পু।

হাস হাস্য। হস্ (হাসা)+ঘঞ্ ভাব।

হাসপাতাল—'হাঁসপাতাল' দ্রঃ।

হাসা—হাস্য করা। বাংপ্র। ক্রি।

হাসান—হাস্য করানো। বাংপ্র। ক্রি।

হাসান ইমাম (সৈয়দ)—স্যার আলি ইমামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা অগস্ট পাটনা জেলার নেওরা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে ইহার জন্ম হয়। শৈশবে ইহার স্বাস্থ্য ভাল না থাকায় বিদ্যারম্ভে বিলম্ব ঘটে। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে জননীর অভিপ্রায়ানুসারে ইনি বিলাত যাত্রা করেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইনি ব্যারিস্টার হইয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে ইহার পসার জমিয়া যায়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টে আগমন করেন। এখানেও অচিরে ইহার প্র্যাকটিস জমিয়া যায়। কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার লরেন্স জেঙ্কিন্সের অনুরোধে ইনি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতির পদ গ্রহণ করেন। কলিকাতার জলবায়ু ইহার সহ্য না হওয়ায় ১৯১৩ অব্দে ইনি অবসর গ্রহণপূর্বক পাটনায় প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় ব্যারিস্টারি করিতে আরম্ভ করেন। এবারেও ইহার পূর্ববারের বিস্তৃত ব্যবসায় পুনরধিকার করিতে বিলম্ব ঘটিল না। রাজনীতিক্ষেত্রে ইনি চরমপন্থী। কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে ইনি সভাপতিত্ব করেন। জাতীয়তাবোধ ইহার এত তীক্ষ্ণ যে ইনি সকলকে উপদেশ দিয়া থাকেন- তুমি প্রথমে ভারতবাসী, তারপর অন্য কিছু। সর্বাগ্রে মাতৃভূমি ভারতবর্ষ তোমার প্রণম্য। পরে তুমি যে প্রদেশের অধিবাসী তাহার কথা তোমার চিন্তনীয় বিষয়। তারপর তোমার সম্প্রদায়। এই ধারণা অনুসারে কি ব্যবস্থাপক সভায়, কি মিউনিসিপালিটীতে, কি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে সর্বত্রই ইনি স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের বিরোধী। ইহার মতে—আমরা হিন্দুও নই, আমরা মুসলমানও নই। আমরা ভারতবাসী। ইনি আলিগড়ের মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় ও বারাণসীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সমান পরিমাণে চাঁদা দিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলিম ছাত্রগণ সমভাবে ইহার নিকট হইতে অর্থসাহায্য পাইত।

১৯১৭ খ্রীঃ ইনি বিহার প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজনীতির সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাও ইনি স্বীকার করেন। অনুন্নত শ্রেণীর ও মহিলা-সমাজের অবস্থার উন্নতিসাধন ইহার জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। আত্মীয়স্বজনের বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ইহার দুই কন্যাকে পর্দার অবরোধ হইতে মুক্তি দান-পূর্বক প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় পূর্ণ-শিক্ষিত করেন। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে ইনি ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইহার কন্যাদ্বয়কে বিলাতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। ইহারই চেষ্টায় টিকারীর মহারাজ ভারতীয় নারীশিক্ষার্থে তাঁহার তিন কোটি মুদ্রা মূল্যের সমগ্র সম্পত্তি দান করিয়া যান। ইনি টিকারী বোর্ড অব ট্রাস্টের সর্বপ্রধান সদস্য। মিঃ ইমাম কংগ্রেসের গোঁড়াভক্ত, জাতীয়তার পরম অনুরক্ত এবং সাম্প্রদায়িকতার ততোধিক বিরোধী। মিঃ ইমাম তাঁহার বাল্যবন্ধু মিঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের সহযোগিতায় "সার্চলাইট" নামক একখানি সংবাদপত্র ১৯১৯ অব্দের ১৫ই জুন হইতে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ১৯১৮ অব্দের জুলাই মাসে বোম্বাই নগরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে ইনি সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতির পদে নির্বাচিত হন। রাউলাট আইনের প্রতিবাদকল্পে যখন মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন, তখন কংগ্রেসের নেতৃগণের মধ্যে ইনি সর্বাগ্রে তাহার সমর্থন করেন। রিফর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত হইতে বিলাতে যে হোমরুল লীগ, ডেপুটেশন প্রেরিত হয়, ইনি তাহা পরিচালন করেন। বিলাতে অবস্থানকালে ইনি তুর্ক সাম্রাজ্য ভাগ-বাঁটোয়ারা করার প্রস্তাবেরও বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন। ১৯১৯ অব্দের নবেম্বর মাসে ইনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তুর্কগণের পক্ষ সমর্থনার্থ ভারতীয় মুসলিম ডেপুটেশনের সহিত পুনরায় লণ্ডনে গমন করেন। ১৯২১ অব্দের এপ্রিল মাসে ডেপুটেশনের কাজ শেষ করিয়া ইনি ভারতে পুনরাগমন করেন। লী কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদান-কালে ইনি ভারতের জাতীয়তার দাবির সমর্থন করিয়াছিলেন। সন ১৩৪০ সালের ৫ই বৈশাখ মঙ্গলবার ইনি পরলোকগমন করেন। [বাংপ্র। বি।

হাসাহাসি—পরস্পর আলাপ ও হাস্য।

হাসি—হাস, হাস্য। <হাস্য। বি।

হাসিকা—যে হাসায় এরূপ (স্ত্রী); পরিচারিকা। ণিজন্ত হস্ বা হাসি (হাসান)+ণক কর্তৃ+আপ্। বিণ; স্ত্রী। [বাংপ্র। বি বা বিণ।

হাসিখুশি—সহাস্য আনন্দ; প্রফুল্ল।

হাসিল—সফল, সিদ্ধ, সম্পন্ন; প্রাপ্ত; আদায়; কৃষ্ট, আবাদী। আ। বিণ।

হাসিহাসি—সহাস্য, প্রফুল্ল। বাংপ্র। বিণ।

হাস্নোহানা—শ্বেতবর্ণ ছোট সুগন্ধ ফুল বিঃ। জাপানী (=পদ্মফুল)। বি।

হাস্য—১। হাসি। হস্ (হাসা)+ঘ্যণ্ ভাব। বি; স্ত্রী। ২। কাব্যের রস বিঃ ['কাব্যরস' দ্রঃ]। হাস+ক্য। বি; পু।

হাস্যকর—হাস্যজনক। উপহাস; হাস্য—কৃ+ট কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী, -করী।

হাস্যকৌতুক—হাসি-ঠাট্টা, হাস্য-পরিহাস ; তামাশা। দ্বন্দ্ব। বি ; স্ত্রী।

হাস্যজনক—হাস্যোৎপাদক, যাহাতে হাসি পায়। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**হাস্যজনিকা**। [বি ; পু।

হাস্যপরিহাস—হাসি তামাশা। দ্বন্দ্ব।

হাস্যপ্রদীপ্ত—হাস্য দ্বারা প্রকাশিত ; হাস্য দ্বারা শোভমান। ৩তৎ। বিণ।

হাস্যময়—হাস্যযুক্ত। হাস্য+ময়ট্। বিণ। স্ত্রী—**হাস্যময়ী**।

হাস্যমুখ—১। হাস্যযুক্ত বদন। মধ্যপ। বি ; ক্লী। ২। হাস্যযুক্ত মুখসম্পন্ন। হাস্য আছে মুখে যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**হাস্যমুখী**।

হাস্যরঞ্জিত—হাস্য হেতু রাগযুক্ত, হাস্য-শোভিত। ৩তৎ। বিণ।

হাস্যরস—কাব্যরস বিঃ ('রস' দ্রঃ)।

হাস্যরসাত্মক—হাস্যরসযুক্ত, যাহাতে হাসির বিষয় আছে এরূপ। হাস্যরস হইয়াছে আত্মা যাহার, বহু। বিণ।

হাস্যরসিক—হাস্যরসে নিপুণ, যে খুব হাসাইতে পারে এরূপ। হাস্যরস শব্দ+ ষ্ণিক জাতার্থে। বিণ। স্ত্রী—**হাস্যরসিকা**।

হাস্যলহরী—হাসির তরঙ্গ, প্রবল হাস্য। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

হাস্যসংবরণ—হাস্যসংযতকরণ, হাসি সামলানো। ৬তৎ। বি ; ক্লী।

হাস্যালাপ—হাস্যযুক্ত কথোপকথন, রসালাপ। হাস্যযুক্ত যে আলাপ, মধ্যপ। বি ; পু।

হাস্যোদ্দীপক—হাস্যের উত্তেজক, যাহা শুনিলে বা দেখিলে হাসি পায় এরূপ, হাস্যকর, হাস্যজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী—**হাস্যোদ্দীপিকা**।

হাহা—১। বিস্ময়, আশ্চর্য ; কষ্ট ; শোক ; হাস্যধ্বনি। অ। ২। গন্ধর্ব বিঃ। হা শব্দ —হা (ত্যাগ করা)+ক্বিপ্‌ কর্তৃ+ড। বি ; পু।

হাহাকার—শোকধ্বনি ; কলরব ; অশ্বাদি-প্রেরণধ্বনি। হাহা—কৃ (করা)+ঘঞ্‌ ভাব। বি ; পু।

হাহাহুহু—গন্ধর্বদ্বয়। বি ; পু।

হিউগো, ভিকটর মেরি (Hugo, Victor Marie)—(১৮০২—১৮৮৫ খ্রীঃ)। প্রথিতযশা ফরাসী কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। 'Les Miserables', 'Notre Dame' ইঁহার প্রসিদ্ধ রচনা।

হিং—বনামধ্যাত গন্ধদ্রব্য। <হিঙ্গু। বি।

হিংচা, হিঞ্চা, হিঞ্চে—জলজাত তিক্ত শাক বিঃ, হিলমোচিকা, হেলেঞ্চাশাক। <হিলমোচিকা। বি।

হিংলী, হিঙ্গলী—একপ্রকার তামাকগাছ এবং তাহার পাতা। বাংপ্র। বি।

হিংসক—১। ঘাতক, বধকারী। হিন্‌স্‌ (বধ করা)+ণক কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**হিংসিকা**। ২। হিংস্র জন্তু ; শত্রু। বি ; পু।

হিংসন, হিংসা—বধ, হনন ; পরানিষ্ট-সাধন প্রবৃত্তি, ইহা দুই প্রকার,—প্রাণিবধ জন্য ও প্রাণিপীড়ন জন্য। হিন্‌স্‌ (বধ করা)+অনট্‌ ভাব, ২য় পক্ষে ···+ অন্‌ ভাব+আপ্‌। বি ; যথাক্রমে ক্লী ও স্ত্রী।

হিংসা—ঈর্ষা। বাংপ্র। বি।

হিংসালু—হিংসাশীল, হিংস্রপ্রকৃতি। হিংসা শব্দ+আলু যুক্তার্থে। বিণ।

হিংসিত—হত, যাহাকে হিংসা করা যায় এরূপ। হিন্‌স্‌ (হিংসা করা)+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

হিংসুক—১। হিংসাশীল ; বধকারী। হিন্‌স্‌+উক কর্তৃ। ২। হিংসুটে। বাংপ্র। বিণ।

হিংসুটে—হিংসাশীল ; পরশ্রীকাতর। বাংপ্র। বিণ।

হিংস্য—হননীয়, বধ্য। হিন্‌স্‌ (বধ করা)+ ঘ্যণ্‌ কর্ম। বিণ।

হিংস্র, হিংস্রক—হিংসাকারক, হিংসা-শীল ; অনিষ্টকারী। হিন্‌স্‌ (বধ করা) +র কর্তৃ, ২য় পক্ষে তদুত্তরে কণ্‌। বিণ।

হিংস্রপ্রকৃতি—হিংসা-স্বভাববিশিষ্ট, অতি-শয় হিংসুটে। বহু। বিণ।

হিঃ—হাস্যাদিমূলক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হিঁচড়ানো, হেঁচড়ানো—জোরপূর্বক ঘষটাইয়া টানা। বাংপ্র। ক্রি।

হিঁদু—হিন্দু। বাংপ্র। বি।

হিঁদুয়ানি—হিন্দুত্ব, হিন্দুর ধর্ম, হিন্দুর আচার-ব্যবহার। বাংপ্র। বি।

হিঁয়ালি—প্রহেলিকা, কূটপ্রশ্ন, গূঢ়ার্থক প্রশ্ন, riddle. বাংপ্র। বি।

হিকমত—জ্ঞান, চাতুরী, সন্ধি, ফিকির। আ। বি।

হিক্কা—রোগ বিঃ, হেঁচকি। হিক্‌ (শব্দ করা)+অ ভাব+আপ্‌। বি ; স্ত্রী।

হিঙ্গু—হিঙ, বৃক্ষবিশেষের উগ্রগন্ধ নির্যাস, asafœtida. হিম শব্দ—গম্‌ (গমন করা)+ডু কর্তৃ। বি ; পু।

হিঙ্গুল, হিঙ্গুলি, হিঙ্গুলু—পারদমিশ্র দ্রব্য বিঃ, হিঙুল। [ইহা তিক্ত, কষায় ও কটুরসবিশিষ্ট, চক্ষুরোগ, কফ, পিত্ত, কুষ্ঠ, জ্বর, প্লীহা প্রভৃতি রোগনাশক ও বিষদোষনিবারক। ইহা তিন প্রকার—চর্মার, শুকতুণ্ডক ও হংসপাদ। চর্মার হিঙ্গুল শ্বেতবর্ণ ; শুকতুণ্ডক পীতবর্ণ, এবং হংসপাদ জবাপুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণ। হংসপাদ হিঙ্গুলই উৎকৃষ্ট।] হিঙ্গু শব্দ—লা (গ্রহণ করা)+ড, ডি, ডু কর্তৃ। বি ; ক্লী বা পু।

হিজড়া, -ড়ে—ক্লীব, নপুংসক। বাংপ্র। বি।

হিজরা, -রী—মুসলমানী শক। <আ 'হিজরাত'। বি।

হিজরাত—পলায়ন, বিশেষতঃ মুসলমানধর্ম-প্রবর্তক মহম্মদের মক্কা হইতে মদিনায় পলায়ন [মুসলমানেরা সেই সময় হইতে তাঁহাদের হিজরা বা হিজরী শাক গণনা করিয়া থাকেন। উহা ৬১২ খ্রীঃ জুলাই মাস হইতে আরব্ধ হইয়াছে]। আ। বি।

হিজল—একপ্রকার গাছ। <হিজ্জল। বি।

হিজলী-বাদাম—কাজু বাদাম, cashew-nut. বাংপ্র। বি।

হিজিবিজি—আঁকাবাঁকা, বোধাতীত, যাহা বুঝা যায় না ; অবোধ্য ; আঁকাবাঁকা দাগ টানা। বাংপ্র। বিণ।

হিজ্জল—হিজল গাছ। হি (গমন করা)+ ক্বিপ্‌ কর্তৃ=হিৎ (গমনকারী) ; হিৎ জলে যে, বহু। বি ; পু।

হিঞ্চে—'হিংচা' দ্রঃ।

হিটলার, হের আডোলফ (Hitler, Herr Adolf)—(১৮৮৯—১৯৪৫ খ্রীঃ)। জার্মানীর চ্যান্সেলার ও প্রেসিডেন্ট। জন্মস্থান উত্তর অস্ট্রিয়া। ইঁহারই জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে। জার্মানী পরাজিত হয়। ইনি আত্মহত্যা করেন।

হিড়হিড়—গড়াইয়া যাওয়া বা টানিবার শব্দ বা ভাব। বাংপ্র। অ।

হিড়িক—হাঙ্গামা, একঘেয়ে ভাব ; জোর, ঠেলা, ভিড় ; সুযোগ। বাংপ্র। বি।

হিড়িম্ব—জনৈক রাক্ষস। হিন্‌ড্‌+কিম্ব কর্তৃ। বি ; পু। [পাণ্ডবগণ জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করিয়া বারণাবত হইতে পলায়ন করিবার সময় রাত্রিকালে এই রাক্ষসের বনমধ্যে উপস্থিত হইলে পথশ্রান্তি জন্য ভীম ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবচতুষ্টয় ও কুন্তীদেবী নিদ্রাগত হইলেন, এবং ভীম-সেন জাগিয়া থাকিয়া তাঁহাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে হিড়িম্ব তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া ভগিনী হিড়িম্বাকে তাঁহাদিগকে বধ করিয়া আনিতে আদেশ করিল। হিড়িম্বা তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া বলিষ্ঠদেহ ভীমের প্রতি প্রণয়ানুরাগিণী হইয়া পড়িল ও ভ্রাতার আদেশ পালনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। তখন হিড়িম্ব সক্রোধে ভীমের প্রতি ধাবিত হইলে তাঁহার হস্তে প্রাণত্যাগ করিল।]

হিড়িম্বজিৎ—ভীমসেন। উপতৎ; হিড়িম্ব—জি (জয় করা)+কিপ্‌ কর্তৃ। বি; পুং।

হিড়িম্বা—জনৈকা রাক্ষসী, হিড়িম্বের ভগিনী। হিন্‌ড+কিম্ব কর্তৃ+আপ্‌। বি; স্ত্রী। [জতুগৃহদাহের পর পাণ্ডবগণ বারণাবত হইতে প্রচ্ছন্নভাবে বনপথে পলায়ন করিতে করিতে হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্যে উপস্থিত হন এবং রাত্রি সমাগত হওয়ায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন। কেবল ভীমসেন জাগরিত থাকিয়া তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে থাকেন। হিড়িম্বা তাঁহাদের বধার্থে ভ্রাতা কর্তৃক প্রেরিতা হয়, কিন্তু সে বলশালী ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়ে। অতঃপর হিড়িম্ব ভীমের সহিত যুদ্ধে নিহত হইলে রাক্ষসী স্তবস্তুতি দ্বারা কুন্তীকে সন্তুষ্ট করিয়া ভীমের ভার্যা হয় এবং স্বামীর সহিত বনান্তরে গমন করে। ইহার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হইলে, ভীম ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। রাক্ষসী পুত্রের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকে।]

হিণ্ডেনবুর্গ, প্রেসিডেণ্ট (Hindenburg, President Marshal Paul Von)-(১৮৪৭—১৯৩৪ খ্রীঃ)। পোসেনে জন্ম। ইনি প্রথমে জার্মান সৈন্যের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। পরে জার্মানীর রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি হন।

হিত—১। যোগ্য; পথ্য; অনুকূল; প্রিয়; উপকারক; কল্যাণকর। ধা (পোষণ করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। গমন; প্রাপ্তি; শুভ, মঙ্গল; উপকার। হি (গমন)+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

হিতকর, হিতকারী (-কারিন্‌) মঙ্গলজনক; উপকারক; প্রিয়কারী। উপতৎ; হিত—কৃ (করা)+ট, ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ। স্ত্রী—**হিতকরী, হিতকারিণী**।

হিতকাম--হিতৈষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। হিত হইয়াছে কাম (ইচ্ছা) যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী, **-কামা**।

হিতবাদী (-বাদিন্‌) সৎপরামর্শদাতা; হিতভাষী। উপতৎ; হিত—বদ্‌+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**হিতবাদিনী**।

হিতাকাঙ্ক্ষা-মঙ্গলকামনা। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

হিতাকাঙ্ক্ষী (-কাঙ্ক্ষিন্‌)—মঙ্গলাভিলাষী, শুভানুধ্যায়ী। উপতৎ; হিত—আ—কাঙ্ক্ষ+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**হিতাকাঙ্ক্ষিণী**।

হিতার্থী (-র্থিন্‌)—মঙ্গলপ্রার্থী, শুভানুধ্যায়ী। উপতৎ; হিত—অর্থ (চাওয়া)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**হিতার্থিনী**।

হিতাহিত—শুভাশুভ, ভালমন্দ; কর্তব্যাকর্তব্য; ন্যায়ান্যায়। হিত ও অহিত, সমা দ্বন্দ্ব। বি; ক্লী বা বিণ।

হিতৈষণা—মঙ্গলসাধনেচ্ছা। হিতের (মঙ্গলের) এষণা (ইচ্ছা), ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

হিতৈষী (-ষিন্‌)—হিতাভিলাষী, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। উপতৎ; হিত (মঙ্গল)—ইষ্‌ (ইচ্ছা করা)+ণিন্‌ কর্তৃ। বিণ; পুং। স্ত্রী—**হিতৈষিণী**। বি—**হিতৈষিতা**।

হিতোক্তি—হিতকর বাক্য; প্রিয় বাক্য। হিতা (প্রিয়া) যে উক্তি, কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হিতোপদেশ—১। সৎপরামর্শদান। হিত (উপকারক) যে উপদেশ, কর্মধা। ২। বিষ্ণুশর্মপ্রণীত নীতি-গ্রন্থ বিঃ। হিত উপদেশ আছে যাহাতে, বহু। বি; পুং।

হিন্তাল—বৃক্ষ বিঃ, হেঁন্তাল গাছ। হীন যে তাল, কর্মধা। বি; পুং। [ফা। বি।

হিন্দী- উত্তরভারতবাসী হিন্দুর ভাষা।

হিন্দু—ভারতীয় আর্য জাতি। কেহ কেহ বলেন হিমালয় ও বিন্দু (সরোবর বিঃ) এই দুই শব্দের যথাক্রমে আদ্য ও অন্ত্য অংশ গ্রহণ করিয়া 'হিন্দু' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, কারণ উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে বিন্দু সরোবর পর্যন্ত তাবৎ ভূভাগই হিন্দুদিগের বাসস্থান। অপর একদল বলেন আর্যেরা প্রথমতঃ মধ্য এসিয়ায় বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশবৃদ্ধি হেতু স্থান ও খাদ্যের অভাব ঘটিতে থাকায় তাঁহাদের মধ্যে দুই সম্প্রদায় নূতন বাসস্থানের অন্বেষণে বহির্গত হন। এক সম্প্রদায় পশ্চিমাভিমুখে যাইয়া ইউরোপে বসতি স্থাপন করেন, এবং অপর সম্প্রদায় দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া পঞ্জাবের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হন। এই স্থানে দ্বিতীয় সম্প্রদায় আবার দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল পারস্যে গমন করেন এবং অপর দল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমস্থ গিরিসংকট দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই শেষোক্ত দল প্রথমতঃ পঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধুনদের তীরে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পারসীকেরা "সিন্ধু" কথাটিকে "হিন্দু" এইরূপ উচ্চারণ করিত; এই জন্য সিন্ধুতীরবাসী আর্যগণও তাহাদের দ্বারা "হিন্দু" নামে অভিহিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে "আর্য" নামের পরিবর্তে ঐ "হিন্দু" নামই সাধারণের মধ্যে অধিক প্রচলিত হইয়াছে। সাধারণতঃ হিন্দুস্থান বলিলে সমস্ত ভারতবর্ষকে বুঝায়।

হিন্দুত্ব—হিন্দুভাব, আর্যজাতির সাধারণ ধর্ম। হিন্দু+ত্ব ভাবার্থে। ফা-মু। বি; ক্লী।

হিন্দুধর্ম—হিন্দুরা চরমে একমাত্র নিরাকার পরব্রহ্ম (অর্থাৎ পরমেশ্বর) স্বীকার করেন কিন্তু 'বিশ্বের সমস্তই তাঁহার অংশ' এই জ্ঞানে অসংখ্য দেবদেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সাকার উপাসনাই ইদানীন্তন হিন্দুদিগের মুখ্যধর্ম। ইঁহারা বলেন, সাকার উপাসনা দ্বারা মনঃশুদ্ধি হইলে জ্ঞানযোগ হয়, এবং সেই জ্ঞানযোগ ব্যতিরেকে নিরাকার ব্রহ্মকে মনোমধ্যে ধারণা বা তাঁহার উপাসনা করিবার যোগ্য হইতে পারা যায় না। ইঁহাদের মতে মানুষ নানা জাতিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্বশ্রেষ্ঠ। এই ধর্মের প্রধান শাস্ত্র বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্র। দেবার্চনা, গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ-ভোজন, তীর্থদর্শন, দান প্রভৃতি অনুষ্ঠান ইহার অঙ্গ। কালভেদে হিন্দুদের মধ্যে নানাপ্রকার মতভেদ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব এই তিনটি মত প্রধান।

হিন্দুয়ানি হিন্দুত্ব, হিন্দুভাব। ফা-মু। বি।

হিন্দুসমাজ—হিন্দুদিগের সমষ্টি, দলবদ্ধ আর্যজাতি। ৬তৎ। ফা-মু। বি; পুং।

হিন্দুস্থান-হিন্দুদিগের বাসভূমি, ভারতবর্ষ; আর্যাবর্ত, উত্তরভারত। ৬তৎ। ফা-মু। বি; ক্লী।

হিন্দুস্থানী—ভারতবর্ষীয়; উত্তরভারতীয় হিন্দীভাষী। ফা-মু। বিণ।

হিন্দোল, হিন্দোলা—১। দোলন, ঝুলন। হিন্দোল (দোলা)+অল্‌ ভাব, ২য় পক্ষে তদুত্তরে আপ্‌। ২। (সংগীতের) রাগ বিঃ। যথাক্রমে পুং ও স্ত্রী।

হিন্দোলী—ঝুলি; ঢুলি। হিন্দোল+ঈপ্‌। বি; স্ত্রী।

হিবুক—(জ্যোতিষে জন্মকুণ্ডলীতে) লগ্ন হইতে চতুর্থস্থান। বি; ক্লী।

হিব্রু—জাতি বিঃ, ইহুদীজাতি; হিব্রু ভাষা। হিব্রু। বি।

হিম—১। তুষার, নীহার; শীতলস্পর্শ; শৈত্য; চন্দনদ্রব। হন্‌ (বধ করা)+মক্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। হিমগিরি, হিমালয় পর্বত; চন্দনবৃক্ষ; ঋতু বিঃ; শীতকাল; চন্দ্র। বি; পুং। ৩। শীতল। বিণ; স্ত্রী।

হিমকটিবন্ধ—যে কাল্পনিক বৃত্তরেখা দ্বারা পৃথিবী বিভক্ত হইয়াছে তাহারই হিমপ্রধান যে স্থান পৃথিবীর কটিবন্ধস্বরূপ, Cold-Zone. কর্মধা। বি; পুং।

হিমকর—চন্দ্র; কর্পূর। হিম (শীতল) কর (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পুং।

হিমগিরি—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্বত। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; পু।

হিমদীধিতি, হিমদ্যুতি—চন্দ্র। হিম (শীতল) হইয়াছে দীধিতি বা দ্যুতি (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

হিমধামা (-মন্)—চন্দ্র ('হরিণীহীন হিমধামা'—বিত্তাপতি)। হিম ধাম (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

হিমবর্ষী (-বর্ষিন্)—তুষারবর্ষণকারী। উপতৎ; হিম—বৃষ্ (বর্ষণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**হিমবর্ষিণী**।

হিমবান্ (-বৎ)—১। হিমালয় পর্বত। হিম+বতু অস্ত্যর্থে। বি; পু। ২। শীতল, ঠাণ্ডা। বিণ; পু। স্ত্রী—**হিমবতী**।

হিমবাহ—অতি ধীরগতিবিশিষ্ট তুষারস্রোত, glacier. ৬তৎ। বি; পু।

হিমমণ্ডল—হিমকটিবন্ধ, পৃথিবীর মেরু সন্নিহিত তুষারময় স্থান। হিম প্রধান মণ্ডল, মধ্যপ। বি; ক্লী।

হিমরেখা—চিরতুষাররেখা, অত্যুচ্চ পর্বতের যে সীমার উপরে চিরদিন বরফ জমিয়া থাকে, snowline. মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

হিমশিম—পরিশ্রান্ত; খুবই জব্দ; ক্লান্ত, হয়রান। বাংপ্র। বিণ।

হিমশিলা—করকা, শিল; বরফ। হিম গঠিতা শিলা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

হিমশীতল—হিমসদৃশ শীতল, হিমের ন্যায় ঠাণ্ডা। উপমান। বিণ।

হিমশীর্ণ—হিমের দ্বারা ক্ষীণ; হিমপাতে শুষ্ক। ৩তৎ। বিণ।

হিমশৈল—হিমাদ্রি, হিমালয় পর্বত। কর্মধা বা ৬তৎ। বি; পু।

হিমাংশু—হিমকর, চন্দ্র। হিম (শীতল) অংশু (কিরণ) যাহার, বহু। বি; পু।

হিমাগম—হেমন্ত ঋতু। হিমের আগম হয় যাহাতে, বহু। বি; পু।

হিমাঙ্ক—যে তাপমাত্রায় জল জমিয়া বরফ হয়, freezing point. মধ্যপ। বি; পু।

হিমাঙ্গ—১। শীতল দেহ, তাপহীন শরীর; প্রাণশূন্য দেহ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২। শীতল দেহবিশিষ্ট, মৃত। বহু। বিণ।

হিমাচল—হিমালয় পর্বত। কর্মধা, ৬তৎ বা মধ্যপ। বি; পু। [৩তৎ। বিণ।

হিমাচ্ছন্ন—হিমে আবৃত, তুষারে ঢাকা।

হিমাদ্রি—হিমালয় পর্বত। হিম (শীতল) যে অদ্রি (পর্বত), কর্মধা; অথবা হিমের (তুষারের) অদ্রি, ৬তৎ। বি; পু।

হিমাদ্রিজা—উমা, পার্বতী। উপতৎ; হিমাদ্রি—জন (জন্মা)+ড কর্তৃ +আপ্। বি; স্ত্রী।

হিমাদ্রিতনয়া, হিমাদ্রিসুতা—উমা, পার্বতী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী।

হিমানী—হিমসংহতি, জমাট বরফ, বরফ। হিম শব্দ+ঈপ্ সংহতি অর্থে। বি; স্ত্রী।

হিমালয়—ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় পূর্ব-পশ্চিম ব্যাপী পর্বত বিঃ। হিমের আলয়, ৬তৎ। বি; পু।

এই পর্বতশ্রেণীর দৈর্ঘ্য পূর্বে ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তিস্থান হইতে পশ্চিমে সিন্ধুনদের উৎপত্তিস্থান পর্যন্ত ১৫০০ মাইল। ইহার উচ্চতা সর্বস্থানে সমান নহে। ইহার সর্বোচ্চ শিখর "এভারেস্ট" নামক শৃঙ্গের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২৯,০২৮ ফুট। গডউইন অস্টেন নামক (অধুনা পরিমাপিত) শিখর উচ্চতা হিসাবে এভারেস্টের অব্যবহিত নিম্নে। এই শিখরের উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২৮,২৫০ ফুট। কাঞ্চনজঙ্ঘা উচ্চতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে; ইহার উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ২৮,১৪৬ ফুট। হিমালয় প্রদেশে পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের উদ্ভিজ্জ, পুষ্প, পশু, পক্ষী ও সরীসৃপ দৃষ্ট হয়। চমরী ও কস্তুরী মৃগ এখানে বহুল সংখ্যায় বিদ্যমান। শাল, শিশু, দেবদারু, শুক প্রভৃতি নানাজাতীয় বৃক্ষ এখানে জন্মে। হিন্দুর চক্ষে হিমালয় সাতিশয় পবিত্রস্থান। ইহার পাদমূলে নানাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত, এবং ইহার মধ্য হইতে সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদ উৎপন্ন। গ্রীক ভাষায় হিমালয়ের অভিধা "ইমোডস্" (Emodos) বা ইমায়স্ (Imaos)। কোন কোন তত্ত্ববিৎ বলেন যে, যেস্থানে হিমালয় পর্বত অবস্থিত, অতি প্রাচীনকালে তথায় সমুদ্র ছিল।

হিন্দুপুরাণ মতে হিমালয় পর্বতসমূহের রাজা। ইহা স্বভাবতঃ হিমপূর্ণ। হেমন্তকালে সূর্যের দক্ষিণায়ন হয়। সুতরাং সূর্য অতি দূরে থাকায় ইহার হিমালয় নাম সার্থক হয়। পর্বতরাজ, পিতৃগণ-দুহিতা মেনার (নামান্তর মেনকা) পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে ইহার মৈনাক নামক পুত্র এবং গঙ্গা ও উমা নামে দুই কন্যার জন্ম হয়। মহাদেবের সহিত কন্যাদ্বয়ের বিবাহ হয়।

হিমাহ্ব, হিমাহ্বয়—বর্ষ বিঃ। হিম আহ্বা, আহ্বয় (নাম) যাহার, বহু। বি; পু।

হিমিকা—হিমকণা, শিশির কুজ্ঝটিকা। হিম শব্দ+কণ্ ক্ষুদ্রার্থে+আপ্। বি; স্ত্রী। [আ। বি

হিম্মত—সাহস, বীরত্ব, তেজস্বিতা, পৌরুষ।

হিম্মতওয়ালা—শক্তিমান্; সাহসী; মনস্বী। আ-মূ। বিণ।

হিয়া—হৃদয়, অন্তঃকরণ। কপ্র। বি।

হিরণ—কাঞ্চন, স্বর্ণ; রেতঃ; বরাটক, কড়ি। হৃ+অনট্ কর্ম, নিপাতনে। বি; ক্লী। ২। পীতবর্ণ। বিণ।

হিরণ্ময়—১। সুবর্ণময়। হিরণ্য (স্বর্ণ)+ময়ট্ বিকারার্থে। বিণ। স্ত্রী—**হিরণ্ময়ী**। ২। পরব্রহ্ম; নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষ বিঃ। বি; পু।

হিরণ্য—স্বর্ণ; রৌপ্য; রেতঃ; ধন; বরাটক; কড়ি; দ্রব্য; পরিমাণ বিঃ। হৃ (হরণ করা)+কন্যণ্ কর্ম। বি; ক্লী।

হিরণ্যকশিপু জনৈক দৈত্যরাজ। হিরণ্য হইয়াছে কশিপু (গ্রাসাচ্ছাদন বা শয্যা) যাহার, বহু। বি; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দিতির গর্ভে এই দৈত্যের জন্ম হয়। ইহার ভ্রাতার নাম হিরণ্যাক্ষ। হিরণ্যাক্ষ বিষ্ণুর হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইলে হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার তপস্যায় নিযুক্ত হয় এবং তাঁহার নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হয় যে, সে জীবজন্তু ও অস্ত্রের অবধ্য হইবে, এবং ভূতলে, জলে বা শূন্যে ও দিবাভাগে বা রাত্রিকালে ইহার মৃত্যু হইবে না। এইরূপ বরে দৃপ্ত হইয়া হিরণ্যকশিপু যথেচ্ছাচার প্রণালীতে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ইহার পত্নীর নাম কয়াধু। তাহার গর্ভে ইহার চারিটি পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে প্রহ্লাদ সর্বকনিষ্ঠ। প্রহ্লাদ পরম বিষ্ণুভক্ত ছিল, কিন্তু হিরণ্যকশিপু ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী। পিতার তাড়নায় বা শিক্ষকের উপদেশে প্রহ্লাদ হরিনাম ত্যাগ না করায় হিরণ্যকশিপু তাহার প্রাণনাশের আদেশ দিল। সর্পবিষে, জলন্ত অগ্নিতে, জলমজ্জনে, হস্তিপদতলে, অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের মৃত্যু হইল না দেখিয়া দৈত্যরাজ আশ্চর্যান্বিত হইয়া পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি এই সমস্ত সংকট হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইলে?' প্রহ্লাদ উত্তর করিল, 'সর্ববিপদভঞ্জন হরিই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন।' হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি কোথায় থাকে?' শিশু প্রহ্লাদ কহিল, 'তিনি সর্বদা সর্বত্র আছে।' দৈত্যরাজ পুনরপি জিজ্ঞাসা করিল, 'তোর হরি এক্ষণে এই স্ফটিকস্তম্ভে আছে কি?' প্রহ্লাদ উত্তর করিল, 'আছেন বৈকি।' ইহা শুনিয়া দৈত্য সেই স্ফটিকস্তম্ভ পদাঘাতে ভাঙিয়া ফেলিল। অমনি তাহা হইতে এক নরসিংহমূর্তি নির্গত হইয়া হিরণ্যকশিপুকে স্বীয় জানুদ্বয়ের উপর স্থাপনপূর্বক দিবা ও রাত্রির সন্ধিকালে নখ দ্বারা বিদারণ করিয়া সংহার করিলেন।

হিরণ্যগর্ভ—ব্রহ্মা। হিরণ্য (স্বর্ণ) হইয়াছে গর্ভ (উৎপত্তি কারণ) যাহার, বহু। কথিত

আছে যে, সুবর্ণময় অণ্ড হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি। বি; পু।

হিরণ্যবাহ, হিরণ্যবাহু—মহাদেব; শোণনদ। হিরণ্য শব্দ—বহ্ (বহন করা) + অণ্, উণ্ কর্তৃ। বি; পু।

হিরণ্যরেতাঃ (-রেতস্)—মহাদেব; অগ্নি; সূর্য। হিরণ্য হইয়াছে রেতঃ যাহার, বহু। বি; পু।

হিরণ্যাক্ষ—জনৈক দৈত্য। হিরণ্য হইয়াছে অক্ষি (চক্ষু) যাহার, বহু। বি; পু।

মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে তৎপত্নী দিতির গর্ভে ইহার জন্ম হয়। ব্রহ্মবরে দৃপ্ত হইয়া এই দৈত্য সর্বত্র অযথা অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, এমন কি স্বর্গরাজ্য হরণমানসে দেবতাদিগকে পর্যন্ত সমরে পরাস্ত করে। কথিত আছে যে, হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর বিষ্ণু বরাহ মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া ইহার প্রাণসংহার করেন এবং পৃথিবীকে পাতাল হইতে উদ্ধার করেন।

হিরাকস—কষায় দ্রব্য বিঃ, লৌহের কষ, কাসীস, iron sulphate. বাংপ্র। বি।

হিলমোচি, হিলমোচিকা, হিলমোচী—হিঞ্চে শাক। বি; স্ত্রী।

হিলসা—ইলিস মাছ। বাংপ্র। বি।

হিলিমিলি—আঁকাবাঁকা, ঢেউখেলানিয়া, এলোমেলো। বাংপ্র। বিণ।

হিলোল—হিল্লোল, তরঙ্গ। কপ্র। বি।

হিল্লা, হিল্লে—আশ্রয়, গতি, উপায়। আ-মূ। বি।

হিল্লোল—১। তরঙ্গ, ঢেউ। হিল্লোল (দোলা) + অন্ কর্তৃ। ২। দোলন। হিল্লোল + অল্ ভাব। বি; পু।

হিবার রেজিন্যাল্ড (ডি. ডি.)—কলিকাতার বিশপ। ইংরাজী ১৭৮৩ খ্রীঃ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৮২২ খ্রীঃ কলিকাতার বিশপ মিডলটনের মৃত্যুর পর ইনি বিশপ হন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানের চিহ্নস্বরূপ ইহাকে (D. D.) ডিপ্লোমা প্রদান করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জুন ল্যামবেথের গির্জায় ইনি বিশপের পদে অভিষিক্ত (consecrated) হইয়া ১৬ই জুন সপত্নীক ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা করেন। শ্রীরামপুরের ব্যাপটিষ্ট মিশনারী কেরি ও মার্শম্যানের সহিত বিশপ হিবার সাক্ষাৎ করেন ও বিভিন্ন স্কুল ও দাতব্যালয়গুলি পরিদর্শন করেন। বিশপসংশ্লিষ্ট কর্তব্যব্যপদেশে ইনি ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান স্থান ও সিংহল ভ্রমণ করেন। ট্রিচিনাপোলীতে স্নানের সময় সন্তরণ করিতে করিতে ইহার মস্তকের শিরা ছিঁড়িয়া যায় ও তাহাতেই মৃত্যু হয়। তদীয় দেহাবশেষ কলিকাতার সেন্ট জন গির্জায় সমাহিত হয়।

হিষ্টিরিয়া—রোগ বিঃ, একপ্রকার মূর্ছা-রোগ। <ইং 'hysteria'. বি।

হিসাব, হিসেব—নিকাশ, গণনা, বিচার; আয়ব্যয় স্থিরীকরণ; হার। আ। বি।

হিসাবনবিস—হিসাবরক্ষক, জমাখরচ লেখক। আ-মূ। বি।

হিসাবী, হিসেবী—যে ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করে, বিবেচক; হিসাবসংক্রান্ত। আ-মূ। বিণ।

হিস্যা, হিস্সা, হিস্সে—অংশ, ভাগ। আ-মূ। বি।

হিস্যাদার, হিস্সাদার—অংশীদার, ভাগী। আ-ফা। বিণ।

হিহি—হাস্যশব্দ; শীতকম্পনজনিত শব্দ। বাংপ্র। অ।

হীন—বর্জিত, রহিত, উন; নিন্দনীয়, অধম, নীচ। হা + ক্ত কর্ম। বিণ।

হীনচেতাঃ (-চেতস্)—নীচমনাঃ, অনুদার-চিত্ত। হীন চেতঃ (চিত্ত) যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

হীনতা—নীচতা; উনতা, ক্ষুদ্রত্ব। হীন + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

হীনপ্রকৃতি—১। নীচ স্বভাব। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। নীচস্বভাববিশিষ্ট, নীচান্তঃ-করণ, ক্ষুদ্রাশয়। বহু। বিণ।

হীনপ্রভ—ক্ষীণজ্যোতিঃ, স্বল্প দীপ্তিবিশিষ্ট। হীনা প্রভা যাহার, বহু। বিণ।

হীনপ্রাণ—নীচান্তঃকরণ, ক্ষুদ্রাশয়, সংকীর্ণ-চেতাঃ; দুর্বল। বহু। বিণ।

হীনবর্ণ—নিকৃষ্টজাতি; অনুজ্জ্বল বর্ণ, মলিন রঙ। কর্মধা। বি; পু।

হীনবল—ক্ষীণতেজাঃ, দুর্বল। বহু। বিণ।

হীনবুদ্ধি—১। ক্ষীণ বুদ্ধি। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। ক্ষীণবুদ্ধিবিশিষ্ট; নীচবুদ্ধি। বহু। বিণ।

হীনবৃত্তি—১। নীচ বৃত্তি, নিন্দিত ব্যবসায়। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। নীচবৃত্তিবিশিষ্ট; নিন্দিত উপায়ে জীবিকা-নির্বাহকারী; নীচপ্রকৃতি। বহু। বিণ।

হীনবেশ—১। মলিন পরিচ্ছদধারী, ছিন্ন-বস্ত্রাদি পরিহিত। বহু। বিণ; পু। ২। ছিন্নবস্ত্রাদি; মলিন পরিচ্ছদ। কর্মধা। বি; পু।

হীনভাব—হীনাবস্থা; দৈন্য। কর্মধা। বি; পু।

হীনমতি—নীচমনাঃ, ক্ষুদ্রাশয়। বহু। বিণ।

হীনশক্তি—১। ক্ষীণা ক্ষমতা। কর্মধা। বি; স্ত্রী। ২। দুর্বল, নিস্তেজ। বহু। বিণ।

হীনাঙ্গ—বিকলাঙ্গ; অঙ্গহীন। হীন হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—হীনাঙ্গী।

হীনাবস্থ—দৈন্যযুক্ত, দীন, দুর্গত। হীনা অবস্থা যাহার, বহু। বিণ; স্ত্রী।

হীন্তাল—বৃক্ষ বিঃ, হেঁতালগাছ। হীন এমন তাল (নিপাতনে)। বি; পু।

হীয়মান—ক্ষীয়মাণ, যাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে এরূপ। হা (ত্যাগ করা) + শানচ্ কর্ম। বিণ।

হীরক—রত্ন বিঃ, হীরে। হীর + কণ্ স্বার্থে। বি; স্ত্রী বা পু। [হীরক চারি প্রকার—শ্বেত, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ; ইহারা যথাক্রমে ব্রাহ্মণাদি চারি জাতি বলিয়া কথিত হয়। হীরকের পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক এই তিন প্রকার ভেদ আছে। সুগোল, দীপ্তিমান্, বৃহত্তর হীরক পুরুষ-জাতীয়; ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ। ষট্‌কোণযুক্ত ও রেখাবিন্দুবিশিষ্ট হীরক স্ত্রীজাতীয়; ইহা স্ত্রীজাতির কান্তিবর্ধক ও সুখদ। ত্রিকোণ-যুক্ত ও অতিশয় দীর্ঘাকার হীরক নপুংসক-জাতীয়; ইহা অকর্মণ্য ও তেজোহীন। শোধিত হীরক আয়ুঃ, বল, বীর্য ও পুষ্টি-বর্ধক। অশোধিত হীরক কুষ্ঠ, পাণ্ডু, পঙ্গুতা প্রভৃতি রোগোৎপাদক।]

হীরকখচিত—হীরকমণ্ডিত, হীরা-বসানো। তত্‌। বিণ।

হীরকজুবিলি—ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে অনুষ্ঠেয় উৎসব বিঃ, diamond jubilee. সং-ইং শব্দ। বি।

হীরকাঙ্গুরীয়—হীরকখচিত অঙ্গুরি, হীরা-বসানো আঙটি। হীরকখচিত যে অঙ্গুরীয়, মধ্যপ। বি; পু।

হীরা—১। লক্ষ্মী। হৃ (হরণ করা) + ক কর্তৃ + আপ্। বি; স্ত্রী। ২। হীরক। বাংপ্র। বি।

হীরামন, হীরেমন—শুকপক্ষী বিঃ। বাংপ্র। বি।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—১৭ই জানুয়ারী ১৮৬৮ খ্রীঃ চোরবাগানের দত্ত বংশে ইহার জন্ম হয়। ইহাদিগের আদি বাসস্থান গড়-গোবিন্দপুর। যখন ফোর্ট উইলিয়ম নির্মিত হয় তখন ইহারা বাস্তুর বিনিময়ে চোর-বাগান মুক্তারাম বাবুর স্ট্রীটে আসিয়া বসতি করেন। সে প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরেরও অধিককালের কথা। ইহার পিতামহ ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত মহাশয় সে সময়ে কলিকাতায় বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র ৺দ্বারকানাথ দত্ত ইহার পিতা। তিনি ১৮৮৪ সালে চোরবাগান হইতে উঠিয়া শ্যামপুকুর ১৩৯ কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে বাড়ি নির্মাণ করিয়া

প্রকাশ করেন। হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার [illegible]।

[illegible] হইতে হীরেন্দ্রবাবু পর পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষাদি কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। ১৮৮৯ খ্রীঃ তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাস করিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিয়া স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। পরবর্তী বৎসর রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এব তৎপর বর্ষে বি. এল. পরীক্ষায় উত্তী হইয়া [illegible] করেন।

১৮৯১ অব্দে এপ্রিল মাসে হাইকোর্টে এটর্ণিশিপ পরীক্ষায় পাশ করিয়া হাইকোর্টে এটর্ণির কাজে enrolled হন।

ইঁহার সহিত অনেক সৎ প্রতিষ্ঠানের যোগ ছিল, যেমন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইনি সাহিত্য পরিষদের একজন foundation member. ইনি কয়েক বৎসর ইহার সম্পাদকতা করিয়াছেন এবং ১৩৩২ সালে ইহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের (National Council of Educationএর) ইনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যাদবপুরে যে প্রকাণ্ড Technical Institut স্থাপিত হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন এই Institute জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রধান কীর্তি।

বেঙ্গল থিওসফিক্যাল সোসাইটির সহিত ইঁহার অনেক দিনের সম্পর্ক। ইনি ছিলেন স্থানীয় থিওসফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি এবং মাদ্রাজস্থ মূল সভার কার্যকরী সমিতির সদস্যদের একজন প্রধান। ইনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন; যথা, গীতায় ঈশ্বরবাদ, উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব), বেদান্ত পরিচয়, জগৎগুরুর আবির্ভাব, কর্মবাদ ও জন্মান্তর অবতার তত্ত্ব 'শিক্ষা না সেবা?' ও Philosophy of the Gods. এতদ্ব্যতীত নানা সাময়িক পত্রিকায় ইঁহার বহুবিধ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

হুইট্‌নি (William Dwight Whitney) —জন্ম ১৮২৭ খ্রীঃ ৯ই ফেব্রুয়ারি ম্যাসাচুসেটস্ প্রদেশে নরথামটন নগরে। ইনি ১৮৪৯-৫০ খ্রীঃ ইয়েল (Yale) নগরে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ১৮৫০ খ্রীঃ জার্মানীতে সংস্কৃত ভাষায় অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৫৪ খ্রীঃ এই ভাষায় অধ্যাপনা করেন। প্রাচ্যবিষয়ক অনেক পুস্তক ও প্রবন্ধ ইনি রচনা করিয়াছেন। ১৮৭৯ খ্রীঃ ইঁহার প্রণীত সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। এখানি প্রামাণিকরূপে গৃহীত হইয়া থাকে। Century Dictionary নামে যে একখানি ইংরাজী অভিধান অনেকগুলি খণ্ডে প্রকাশিত হয়, ইনি তাহার প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৪ খ্রীঃ ৭ই জুন ইঁহার পরলোকগমন ঘটে।

হুইটম্যান, ওয়াল্ট (Whitman, Walt)—(১৮১৯-১৮৯২ খ্রীঃ)। সুপ্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি। গদ্যকবিতা লিখিয়া ইনি পৃথিবীবিখ্যাত হন।

হুইল—মাছ ধরিবার ছিপের সহিত সংলগ্ন চক্র; চক্রযুক্ত ছিপ। <ইং 'wheel'. বি।

হুঁ—সম্মতিসূচক শব্দ; সন্দেহ প্রতিজ্ঞা কোপপ্রকাশক শব্দ; ভীতিপ্রদর্শক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হুঁকা, হুঁকো- তামাকের ধূম সেবন করিবার জন্য যন্ত্র বিঃ, নলিচাযুক্ত নারিকেলের সচ্ছিদ্র খোল। আ-মূ। বি।

হুঁকারি—তামাকখোর। আ-মূ। বিণ।

হুঁপো—চিচিঙ্গা। বাংপ্র। বি।

হুঁশ চৈতন্য, সংজ্ঞা; সাবধানতা। ফা-মূ। বি।

হুঁশিয়ার—চৈতন্যবিশিষ্ট, চেতনাবান্; সাবধান; সজাগ; চালাক; সপ্রতিভ। ফা-মূ। বিণ।

হুংকার—হুঙ্কার (তাহা দ্রঃ)।

হুক--কপাটাদি রুদ্ধ করিবার জন্য বক্রাগ্র লৌহকীলক, ছিটকিনি। <ইং 'hook'. বি। [বি।

হুকুম—আজ্ঞা, আদেশ, অনুমতি। আ-মূ।

হুকুমজারি—আদেশঘোষণা, আজ্ঞাপ্রচার। আ-মূ। বি।

হুকুমত—প্রভুত্ব। আ। বি।

হুকুমনামা—আজ্ঞাপত্র, আদেশপত্র। আ-মূ। বি।

হুগলী—১। নদী। গঙ্গা নদী কলিকাতার ৪০ মাইল উত্তরে শান্তিপুরের নিকটবর্তী স্থানে হুগলী নাম ধারণ করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছে, এবং তথা হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে গিয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। হুগলী নদী ভাগীরথী, জলঙ্গী ও আংশিকভাবে মাথাভাঙ্গা (চূর্ণী), এই নদীত্রয়ের সমষ্টি। প্রকৃত প্রস্তাবে, হুগলী নামধেয়া গঙ্গানদী কলিকাতার দক্ষিণ, "টলীর নালার" সরাসর কালীঘাটের পার্শ্ব দিয়া গড়িয়া হইয়া বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। সেইজন্য কালীঘাটের পার্শ্ব দিয়া যে ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত, তাহাকে লোকে "আদি গঙ্গা" বলে। এই জলপথ অবলম্বনে মুকুন্দরাম বর্ণিত ধনপতি বণিক্ সিংহল গমন করিয়াছিলেন। গঙ্গা "মজিয়া" যাওয়ায় এই জলপথ আর নাই। হুগলী নদীর পূর্ব তীরে কলিকাতা শহর অবস্থিত। পশ্চিম তীরে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কয়েকটি শহর বিদ্যমান। নদীর উপরি জুবিলী ব্রীজ, বিবেকানন্দ ব্রীজ (বালি ব্রীজ) ও হাওড়া ব্রীজ নামক তিনটি সেতু আছে।

২। পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা ও শহর। এই জেলায় ত্রিবেণীর নিকট সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) নামক স্থানে, পৌরাণিক সময় হইতে মোগল সম্রাটগণের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটি জল-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এখানে বড় বড় জাহাজ আসিত। সরস্বতী নদী "মজিয়া" যাইবার পরে পর্তুগীজগণ এখান হইতে তাঁহাদের কুঠি উঠাইয়া ১৫৩৭ খ্রীঃ হুগলী শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৩২ খ্রীঃ মুসলমানগণ এই শহর অধিকার করিয়া তাঁহাদের কার্যস্থল সাতগাঁও হইতে উঠাইয়া আনেন। ১৬৪০ খ্রীঃ ইংরাজ ডাক্তার বাউটন মোগল-সম্রাটের কন্যাকে কঠিনরোগমুক্ত করিয়া কোম্পানির জন্য হুগলীতে কুঠি স্থাপন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। উত্তরকালে বঙ্গের নবাবসৈন্যের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে কিছুকালের জন্য ইংরাজকে হুগলীর কুঠি ত্যাগ করিতে হয়। পরিশেষে মোগলসম্রাট্ ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ইঁহাদিগকে পুনরায় হুগলীতে কার্য করিতে আহ্বান করেন। এই সন্ধির শর্তানুসারে ইংরাজ সুতানুটি নামক স্থানে (বর্তমান কলিকাতায়) দুর্গসমন্বিত কুঠি প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি পান। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে ওলন্দাজগণ চুঁচুড়ায় কুঠি স্থাপন করেন। ১৮২৫ খ্রীঃ তাঁহারা সুমাত্রা দ্বীপের বিনিময়ে ইংরাজকে চুঁচুড়া ছাড়িয়া দেন। বর্ধমান বিভাগের সরকারী কার্যালয় সকল অধুনা এই চুঁচুড়ায় অবস্থিত। ১৬১৬ খ্রীঃ দিনেমারগণ শ্রীরামপুরে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ১৮৪৫ খ্রীঃ ভারতে অধিকৃত সমস্ত স্থানই ইঁহারা ইংরাজকে ১২৷৷০ লক্ষ টাকায় বিনিময়ে ছাড়িয়া দেন। দিনেমারগণ শ্রীরামপুরকে "ফ্রেডারিক্স্ নগর" নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৬৮৮ খ্রীঃ চন্দননগর ফরাসীগণের হস্তে যায়। ইংরাজ দুইবার এই স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮১৬ খ্রীঃ হইতে চন্দননগর আবার ফরাসীদিগের অধিকারে আসে। হুগলী জেলায় তারকেশ্বর, বাঁশবেড়িয়া, শেওড়াফুলি, মাহেশ, খানাকুলকৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থানে হিন্দুদিগের কয়েকটি [illegible] তেকাদি

আছে। কয়েক বৎসর হইল হুগলী জেলা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া "হাওড়া" জেলা স্থাপিত হইয়াছে। রাজস্বসম্বন্ধীয় তত্ত্বাবধান ও হিসাব রক্ষা ভিন্ন অপর সকল বিষয়েই "হাওড়া" জেলা হুগলী জেলা হইতে স্বতন্ত্র। হুগলী শহরে একটি সুবৃহৎ ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত আছে। মহম্মদ মহসীন নামক জনৈক ধার্মিক মুসলমান কর্ত্তৃক প্রদত্ত অর্থে এই মসজিদটি নির্মিত হয়।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—'হুম্' এইরূপ শব্দকরণ। হুম্ (অনুকরণ শব্দ)—কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভাব। বি; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

হুজুক, হুজুগ—আন্দোলন; জল্পনা, গুজব; ফ্যাশান; গোলযোগ, গণ্ডগোল; মজা, তামাশা। আ-মূ। বি।

হুজুকপ্রিয়—যে সহজেই হুজুকে মাতিয়া উঠে এমন; কোন বিষয়ে সাময়িকভাবে অতিরিক্ত হইচই যাহার ভাল লাগে এমন। বহু। আ-মূ। বিণ।

হুজুকে—হুজুকপ্রিয়। বাংপ্র। বিণ।

হুজুর প্রভু, মহাশয়: ধর্মাবতার। আ। বি। [বিণ—হুজ্জতে।

হুজ্জত—গণ্ডগোল, বচসা; জেদ। আ। বি।

হুট অবিবেচনা; হঠাৎ। বাংপ্র। অ।

হুটোপাটি—লাফালাফি, কোলাহল প্রভৃতি, বালকোচিত দৌরাত্ম্য; হুড়াহুড়ি। বাংপ্র। বি।

হুড় জনতা, ভিড়; ঠেলাঠেলি; প্রকোপ, ঠেলা। বাংপ্র। বি।

হুড়কা—১। অর্গল, দ্বার রুদ্ধ করিবার কাষ্ঠদণ্ড। <হুড়্ক। বি। ২। পতিসংসর্গত্যাগিনী; পতিসহবাসভীতা ('—স্ত্রী')। বাংপ্র। বিণ। [বাংপ্র। অ।

হুড়মুড়—বড় ভারী জিনিস পড়িবার শব্দ।

হুড়হুড়—বেগে জল প্রভৃতি পড়ার শব্দ; গুড়গুড়। বাংপ্র। অ।

হুড়া, হুড়ো—তাড়না, ঠেলা, তাগাদা। বাংপ্র। বি।

হুড়াহুড়ি—জনতার বেগ; ঠেলাঠেলি; মারামারি। বাংপ্র। বি।

হুড়ুক্ক—মত্ত ব্যক্তি; বাদ্য বিঃ; হুড়কা। হুড় শব্দ—কৈ+ড কর্ত্তৃ। বি; পু।

হুড়ুম—মুড়ি। <হুড়ুম। বি।

হুড়ুম্ব—ভাজা চিঁড়া; মুড়ি, হুড়ুম। বি; পু।

হুণ্ডি—টাকা দিবার বরাত চিঠি; দেয় টাকা পরিশোধ করিবার অঙ্গীকারপত্র ('—কাটা')। বাংপ্র। বি।

হুত—১। দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত (ঘৃতাদি দ্রব্য); তর্পিত। (হোম করা)+ক্ত কর্ম। বিণ। ২। হোম করা অগ্নি। বি; পু। ৩। হোম। হু+ক্ত ভাব। বি; ক্লী।

হুতাশ, হুতাশন—অনল, অগ্নি। উপভুৎ; হুত—অশ্ (খাওয়া)+যণ্ কর্ত্তৃ, হুত অশন যাহার, বহু। বি; পু।

হুতাশ—হত হইলাম এইরূপ চিন্তা; নৈরাশ্য; আতঙ্ক, ভয়। বাংপ্র। বি।

হুতি—হোম। হু (হোম করা)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

হুতুম, হুতোম—বড় পেচক বিঃ। বাংপ্র। বি।

হুদ্দা, হুদ্দো—অধিকারের বা কার্যক্ষেত্রের সীমানা। বাংপ্র। বি।

হুনরী, হুনুরী—নিপুণ শিল্পী, দক্ষকারিগর। ফা-মূ। বি।

হুপ—হনুমানের ডাক। বাংপ্র। বি।

হুবহু—অবিকল, যথাযথ; অনর্গল। আ-ফা-আ। ক্রি-বিণ।

হুম্, হুম্ সম্মতি; নিষেধ; বিতর্ক; স্মৃতি; প্রশ্ন। অ।

হুমকি—ভীতিপ্রদর্শন, ভর্জন, হুংকার। বাংপ্র। বি।

হুমড়ি—উপুড় হামাগুড়ি, গ্রহণের জন্য আগ্রহ প্রদর্শন। বাংপ্র। বি।

হুমায়ুন—দিল্লীর দ্বিতীয় মোগল সম্রাট; আর্যাবর্তে মোগল-সাম্রাজ্য-সংস্থাপক বাবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইঁহার আর তিন ভ্রাতা ছিলেন। তন্মধ্যে কামরান পশ্চিম-পঞ্জাব ও আফগানিস্থানের এবং অপর দুই ভ্রাতা অন্য দুই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। এইটি নিতান্ত অবিবেচনার কার্য হইল, কারণ বাবর ভারত-বিজয়ের নিমিত্ত যে দেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা হুমায়ুনের হস্তবহির্ভূত হওয়ায় ইনি দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইলেন। দিল্লীতে মোগলরাজ্য স্থাপিত হইলেও ভারতবর্ষে পাঠানদের আধিপত্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। এই সকল পাঠান রাজগণের মধ্যে গুজরাটপতি বাহাদুর শাহ্ অত্যন্ত পরাক্রান্ত ছিলেন।

মিবারপতি সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর বাহাদুর শাহ ১৫২৯ অব্দে চিতোর অবরোধ করিয়া উহা অধিকার করেন। চিতোরের রাজপুত মহিলারা জ্বলন্ত চিতায় জীবন বিসর্জন করিয়া ধর্মরক্ষা করিলেন। সংগ্রামের বিধবা বনিতা কর্ণাবতী এই ঘোর সংকটে হুমায়ুনের সাহায্যপ্রার্থিনী হইলে, তিনি বাহাদুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বাহাদুর পরাজিত হইয়া চিতোর পরিত্যাগপূর্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। হুমায়ুন তাঁহার অনুসরণ করিতে করিতে মালব জয় করিয়া গুজরাটে প্রবিষ্ট হইলেন। বাহাদুর রাজ্য ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। হুমায়ুন চম্পানগরের গিরিদুর্গ জয় করিয়া প্রভূত ধনরত্ন প্রাপ্ত হইলেন।

হুমায়ুন যৎকালে বাহাদুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে শের খাঁ নামক জনৈক পাঠানসর্দার পূর্বাঞ্চলে প্রবল হইয়া উঠেন। হুমায়ুন গুজরাটবিজয় গৌরবে স্ফীত হইয়া শের খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইনি প্রথমতঃ শেরের চুণার দুর্গ অবরোধ করিলেন। অতঃপর হুমায়ুন বিনা বাধায় পাটনা ও গৌড় অধিকার করিলেন। শের খাঁ জঙ্গলে আশ্রয় লইলেন। ইতোমধ্যে বর্ষাসমাগমে সমগ্র বঙ্গদেশ জলপ্লাবিত হওয়ায় হুমায়ুনের পশ্চাদ্গমন রুদ্ধ হইল। এই সুযোগে শের আশ্রয়স্থান হইতে বহির্গত হইয়া বিহার, বারাণসী ও চুণার জয় করিয়া লইলেন, এবং কনৌজ ও জৌনপুর আক্রমণ করিলেন। হুমায়ুন ঘোর সংকটে পতিত হইলেন। বর্ষা অপগত হইবামাত্র ইনি গৌড় হইতে আগ্রার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে বক্সার নামক স্থানে শেরের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ হইল। হুমায়ুন পরাজিত হইলেন। ইঁহার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। ইনি নিজে অশ্বারোহণে গঙ্গা পার হইয়া পলায়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে ইঁহার ঘোটক রণশ্রমে কাতর হইয়া জলে ডুবিয়া মরিল। হুমায়ুন নিজেও প্রাণ হারাইতেছিলেন; কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সেই সময়ে একজন ভিস্তী নিজ মসকের উপর বসিয়া গঙ্গা পার হইতেছিল। সে বাদশাহের দুর্দশা দেখিয়া ইঁহাকে নিজের পার্শ্বদেশে বসাইয়া গঙ্গা পার করিয়া দিল। কথিত আছে যে, হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হইয়া ঐ ভিস্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ তাহাকে অর্ধদিনের নিমিত্ত নিজ সিংহাসন ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। হুমায়ুন আগ্রায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, ইঁহার ভ্রাতারা ইঁহার বিরুদ্ধে ষড়্যন্ত্র করিতেছেন। ইঁহার উপস্থিতিতে সে চক্রান্ত ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু শের খাঁ বিপুল সেনাবল সংগ্রহ করিয়া আগ্রার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। কনৌজ নগরে মোগলসৈন্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। হুমায়ুন পরাজিত হইয়া পরিজনবর্গসহ পলায়ন করিলেন। শের খাঁ এক্ষণে "শের সাহ্" উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর

সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। হিন্দুস্থানে পুনর্বার পাঠান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল (১৫৪০ খ্রীঃ)। কামরান শের সাহের প্রভাব বুঝিয়া তাঁহাকে পঞ্জাবপ্রদেশ ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন।

শেরের নিকট পরাজিত হইয়া হুমায়ুন প্রথমতঃ সিন্ধুপ্রদেশে গমন করিলেন। তৎকালে কামরানের শ্বশুর আর্ঘূণবংশীয় হুসেন সাহ্ সিন্ধুর রাজা ছিলেন। তিনি হুমায়ুনকে আশ্রয় দেওয়া দূরে থাকুক, নানাপ্রকারে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে হুমায়ুন্ জগদ্বিখ্যাত আকবরের জননীকে বিবাহ করেন। অতঃপর ইনি যোধপুররাজ মালদেবের শরণাপন্ন হইবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন; কিন্তু সেখানে আশ্রয় না পাইয়া অমরকোটে উপনীত হইলেন। তত্রত্য রাজা রানাপ্রসাদ ইঁহার প্রতি সদয় হইয়া আশ্রয় দান করিলেন।

অমরকোটে অবস্থানকালে ভুবনবিখ্যাত আকবরের জন্ম হয় (১৪ই অক্টোবর, ১৫৪২ খ্রীঃ)। আকবর ভূমিষ্ঠ হইবার সময় হুমায়ুন কার্যবশতঃ তথা হইতে একদিনের পথ দূরে অবস্থিত করিতেছিলেন। পুত্রের জন্মসংবাদ ইঁহার নিকট নীত হইল। কিন্তু ইঁহার তখন এমনই দুরবস্থা যে, এই সুসংবাদে ইনি বন্ধুবান্ধব ও অনুচরগণকে কিছুই উপহার দিতে পারিলেন না। ইঁহার নিকট কেবল একটি মৃগনাভির কৌটা ছিল। ইনি সেই কৌটা খুলিয়া সকলকে একটু একটু মৃগনাভি দিলেন, এবং প্রার্থনা করিলেন যে, এই কস্তুরীর ন্যায় ইঁহার পুত্রের যশঃসৌরভও যেন দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হয়। রানাপ্রসাদ ক্রমে হুমায়ুনের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করায় হুমায়ুন সে আশ্রয়ও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। এই সময়ে ইঁহার অন্যতম কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিণ্ডাল কামরানের অধীনে হীরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। হুমায়ুন হিণ্ডালের আশ্রয়ে সপুত্র হামিদকে রাখিয়া পারস্যে পলায়ন করিলেন (১৫৪৪ খ্রীঃ)। পারস্যপতি শাহ টমাস্প্ ইঁহার প্রতি সদয় হইলেন। পারসীক সৈন্যের সহায়তায় কাবুল অধিকার করিতে পারিলে টমাস্পের হস্তে কান্দাহার অর্পণ করিবেন, হুমায়ুন এইরূপে প্রতিজ্ঞা করায় টমাস্প্ ইঁহার সাহায্যার্থে ১৪,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য দিলেন (১৫৪৫ খ্রীঃ)। তাহাদের সহায়তায় হুমায়ুন কান্দাহার অধিকার করিলেন, কিন্তু ইনি চতুরতা করিয়া পারসীকদিগকে দূর করিয়া দিলেন। অনন্তর ইনি কামরানের হস্ত হইতে কাবুলও কাড়িয়া লইলেন (১৫৪৬ খ্রীঃ)। অতঃপর নয় বৎসরকাল হুমায়ুন কাবুলে রাজত্ব করেন। এই সময়ে কামরান বার বার বিদ্রোহ উপস্থিত করায় হুমায়ুন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎপাটিত করেন। কামরান আর্ঘূণপত্নীর সহিত মক্কায় গমন করেন এবং কিছুকাল পরে উভয়েই তথায় কালগ্রাসে পতিত হন।

কয়েক বৎসর পরে সুযোগ পাইয়া হুমায়ুন পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন এবং সিকন্দর সুরকে দূরীভূত করিয়া সাহিন্দে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর ইনি বিনা বাধায় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন (১৫৫৫ খ্রীঃ)। হুমায়ুন এইরূপে নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন বটে, কিন্তু ইঁহাকে অধিক দিন সে সুখ ভোগ করিতে হইল না। অতঃপর ছয় মাসের মধ্যেই ইনি একদা প্রাসাদের মর্মরপ্রস্তরনির্মিত সোপানাবলী আরোহণ করিবার সময় পদস্খলিত হইয়া পতিত হইলেন, এবং সেই আঘাতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

হুয়েনৎ-সাং (Huen Tsang)—চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক। স্যাং (Tsang) বংশের দ্বিতীয় চীনসম্রাট্ টৈ সং (Tia Tsung) যখন রাজত্ব করেন, সেই সময়ে ইনি চীন রাজ্য হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন (৬২৯ খ্রীঃ)। ইনি তাতার ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। তীর্থদর্শনই ইঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ৬৪৫ খ্রীঃ ইনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ইঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকের নাম "সি-ইউ-কি" (Si-yu-ki)। ইঁহাতে ভারতের তাৎকালিক অবস্থার অনেক প্রয়োজনীয় বিবরণ পাওয়া যায়। ইনি যখন ভারত ভ্রমণ করেন তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হর্ষবর্ধন দ্বিতীয় শিলাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া উত্তর ভারতে রাজত্ব করিতেন। হুয়েনৎ-সাং যখন ভারতে ছিলেন তখন বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস হইয়া আসিতেছিল। ইনি গয়ার নিকটস্থ নালন্দা নামক প্রসিদ্ধ স্থানে ৫ বৎসর বৌদ্ধ, হিন্দুধর্ম ও দর্শন শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, সে সময়ে ভারত ১৩৯টি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তাহার মধ্যে ১১০টিতে স্বয়ং ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইঁহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য—পশ্চিমে ও উত্তর-পশ্চিমে কপিশা, গান্ধার ও কাশ্মীর; উত্তরে মথুরা, কান্যকুব্জ, কপিলবাস্তু, বারাণসী, বৈশালী ও মগধ; দক্ষিণে উড়িষ্যা, কলিঙ্গ ও মহারাষ্ট্র; এবং গুজরাটের বলভি। ইনি বঙ্গদেশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছিলেন—(১) পুণ্ড্র বা উত্তরবঙ্গ; (২) কামরূপ বা আসাম; (৩) সমতল বা পূর্ববঙ্গ; (৪) কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ; ও (৫) তাম্রলিপ্ত (তমলুক)। শেষোক্ত স্থানটি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল, এবং এইখান হইতে সিংহল ও অন্যান্য বিদেশীয় বন্দরে অর্ণবপোত গমন করিত। ইনি চালুক্যগণের বীরত্ব এবং মালব ও মগধে বিদ্যাচর্চার অনুশীলন দেখিয়া বিমোহিত হইয়াছিলেন। তখন পাটলিপুত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং গুজরাট ধন ও বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তখন রাজ্যশাসনপ্রণালী উদারনীতিক ছিল; প্রজাগণ করভারে অবনত ছিল না। রাজ্যের উচ্চতম কর্মচারীরা ভরণপোষণার্থে ভূমি পাইতেন, রাজকীয় ভূমির উৎপন্ন শস্য চারি ভাগে বিভক্ত হইত। এক ভাগ শাসনব্যয়ে প্রযুক্ত হইত; আর এক ভাগ সাধারণ রাজকর্মচারিগণের ভরণপোষণে ব্যয়িত হইত। তৃতীয় ভাগ বিদ্বজ্জনের পুরস্কার জন্য নির্দিষ্ট থাকিত, এবং চতুর্থ ভাগ দান বা ধর্মানুষ্ঠানে নিয়োগ করা হইত। মিগাস্থিনিসের ন্যায় হুয়েনৎ-সাংও ভারতবাসীদিগের চরিত্রের বহুল প্রশংসা করিয়াছেন। ইনি বলেন, ইহারা সৎ, সত্যবাদী ও ধার্মিক এবং ধর্মবিষয়ে উদারচরিত। ইঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম সমপ্রভাবে নিজ নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। কোন ধর্মাবলম্বী অপর ধর্মাবলম্বীর উপর অত্যাচার করিতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত ইঁহার চক্ষে পড়ে নাই। ইঁহার সময়ে কাশ্মীর, প্রয়াগ ও উজ্জয়িনী আবার হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত হইয়াছিল। বৌদ্ধবিহার অপেক্ষা হিন্দুমন্দিরের সংখ্যাই অধিকতর দৃষ্ট হইয়াছিল।

হুরী—স্বর্গের পরী; নদী প্রভৃতিতে মৎস্য ধরিবার ফাঁদ বিঃ। আ-মু। বি।

হুল—অস্ত্রাদির অতি সূক্ষ্ম ফলক; শরীর বেধকারক ভ্রমরাদির অঙ্গ বিঃ, হুল; ধনুকের সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। সংস্কৃত শূল শব্দজ। বি।

হুলস্থুল, হুলুস্থুল—অত্যন্ত গোলযোগ, কোলাহল; ভীষণ বিপত্তি; উচ্চ শব্দ; তুমুল কাণ্ড। বাংপ্র। বি।

হুলহুলী—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলধ্বনি বিঃ, হুলুধ্বনি। হুল + ক কর্তৃ, স্ত্রিং, তদুত্তরে ঈপ্,। বি; পুং।

হুলা, হুলো—মদ্দা বিড়াল। বাংপ্র। বিণ বা বি।

হুলিয়া—পলাতক ব্যক্তির (আসামীর) আকৃতির বিবরণ। আ-মু। বি।

হুলু, হুলুধ্বনি—স্ত্রীলোকদিগের মঙ্গলধ্বনি বিঃ, উলু উলু শব্দ ; জোকার। বাংপ্র। বি ; পু।

হুল্লোড়—দলবদ্ধ হইয়া হল্লা ও আমোদ-প্রমোদ। বাংপ্র। বি।

হুশিয়ার—হুঁশিয়ার (তাহা দ্রঃ)। বিণ। বি, -রি। [বাংপ্র। বি।

হুস্—কাক প্রভৃতি পক্ষী তাড়াইবার শব্দ।

হুস্‌হুস্—অনুকার শব্দ। বাংপ্র। অ।

হুসেন শাহ্—জনৈক পাঠান বঙ্গাধিপ। 'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্' দ্রঃ।

হুসেন বিলগ্রামি (সৈয়দ)—গয়া জেলার সাহিবগঞ্জ নগরে ১৮৪২ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ১৪ বৎসর বয়সে ইঁহার পিতা ইঁহাকে ইংরেজী শিখাইতে আরম্ভ করেন। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া মিঃ বিলগ্রামি কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হন। এখানে ইনি বি. এ. পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন। ১৮৬৮ খ্রীঃ ইনি লক্ষ্ণৌ ক্যানিং কলেজের আরবী ভাষার অধ্যাপক হইয়া গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যার তালুকদারগণের মুখপত্র "লক্ষ্ণৌ টাইমস্" সংবাদপত্রের পরিচালনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৭৩ খ্রীঃ হায়দ্রাবাদের প্রধান উজীর স্যার সালার জঙ্গের আমন্ত্রণে ইনি হায়দ্রাবাদে গমন করেন। ইঁহার অবশিষ্ট জীবন প্রধানতঃ হায়দ্রাবাদের সহিত সংশ্লিষ্ট। হায়দ্রাবাদে ইনি স্যার সালার জঙ্গের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। স্যার সালার জঙ্গ বিলাত যাত্রাকালে ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া যান। তথায় ইনি মহারানী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎ লাভ করেন। পরে ইনি হায়দ্রাবাদের শিক্ষাসচিবের পদে নিযুক্ত হন। ঐ সঙ্গে ইনি শিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষের কার্য করিতে থাকেন। কিছুকাল ইনি স্বয়ং নিজামের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি হায়দ্রাবাদে যে স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ভারতে তাহাই বোধ হয় সর্বপ্রথম মুসলমান স্ত্রী-বিদ্যালয়। ইনি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের তিনটি শ্রমিক-প্রধান কেন্দ্রে তিনটি শ্রমশিল্পঘটিত বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লুপ্তপ্রায় আরবী গ্রন্থ মুদ্রণের জন্য ইনি একটি সমিতি গঠন করেন। ইনি দুইবার মুসলমান শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। শিক্ষা সম্বন্ধে ইঁহার অভিজ্ঞতা দর্শনে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেণ্ট ইঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সদস্যপদে নিযুক্ত করেন। ১৯০৭ খ্রীঃ তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড মর্লে ইঁহাকে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্যপদে মনোনীত করেন। ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ইনিই সর্বপ্রথম মুসলমান সদস্য।

হুহু—বায়ু এবং জল প্রভৃতির প্রবাহের অনুকরণ শব্দ ; অগ্নিপ্রজ্বলন শব্দ ; ক্লেশাদি প্রকাশক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হুহুংকার—হুম্ হুম্ শব্দকরণ, হুঙ্কার। হুহুম্ (অনুকরণ শব্দ) কৃ (করা)+ঘঞ্ ভাব। বি ; পু।

হুঙ্কার, হুঙ্কৃত, হুঙ্কৃতি—'হুম্' এইরূপ শব্দকরণ। হুম্ (অনুকরণ শব্দ) কৃ (করা)+ঘঞ্, ক্ত, ক্তি ভাব। বি ; যথাক্রমে পু, ক্লী ও স্ত্রী।

হূণ হূন—ভারতবর্ষের উত্তরস্থ ম্লেচ্ছদেশ বিঃ ; তদ্দেশীয় ম্লেচ্ছজাতি বিঃ [অধুনা জার্মানদিগকে অন্য ইউরোপীয়েরা ঐ নামে অভিহিত করিতেছেন]। বি ; পু।

হূত—আহূত, যাহাকে আহ্বান করা হইয়াছে এরূপ। হ্বে (আহ্বান করা)+ক্ত কর্ম। বিণ।

হূতি—আহ্বান, সম্বোধন, ডাকা। হ্বে (ডাকা)+ক্তি ভাব। বি ; স্ত্রী।

হূম্—'হুম্' দ্রঃ।

হূয়মান—যাহাকে আহ্বান করা হইতেছে এরূপ। হ্বে+শান কর্ম। বিণ।

হূহু—গন্ধর্ব বিঃ। হ্বে (আহ্বান করা)+ ড়ু কর্ম, দ্বিত্ব। বি ; পু।

হৃৎ (হৃদ্), হৃদয়—বক্ষঃস্থল ; মনঃ ; অন্তঃকরণ ; অভিপ্রেত ; অন্তর্গত ভাব। হৃ (হরণ করা)+ক্বিপ্, কয়ন্ কর্তৃ। বি ; ক্লী।

হৃত—অপহৃত, অন্যায়পূর্বক গৃহীত ; চোরিত ; আনীত ; ছিন্ন ; আকৃষ্ট। হৃ (হরণ করা) +ক্ত কর্ম। বিণ।

হৃতসর্বস্ব—যাহার যাবতীয় সম্পত্তি অপহৃত হইয়াছে এরূপ। বহু। বিণ।

হৃৎকম্প—অন্তঃকরণের কম্পন, বক্ষঃস্থলের স্পন্দন, বুকের কাঁপুনি। ৬তৎ। বি ; পু।

হৃৎপদ্ম—হৃদয়রূপ কমল। রূপক। বি ; ক্লী।

হৃৎপিঞ্জর—হৃদয়রূপ পিঁজরা, হৃদয়রূপ খাঁচা। রূপক। বি ; ক্লী।

হৃৎপিণ্ড—অন্তঃকরণস্থিত রক্তাদির আধার। হৃদ্ই যে পিণ্ড, কর্মধা ; অথবা হৃদের পিণ্ড, ৬তৎ। বি ; পু।

হৃদয়—'হৃৎ' দ্রঃ।

হৃদয়কন্দর—অন্তঃকরণ-রূপ গহ্বর, চিত্ত-গুহা। রূপক। বি ; পু।

হৃদয়গত—মনোগত, আন্তরিক। ২তৎ। বিণ।

হৃদয়গ্রন্থি—হৃদয়বন্ধন, মনের বাঁধন। ৬তৎ। বি ; পু।

হৃদয়গ্রাহী (-গ্রাহিন্)—হৃদ্গত ; চিত্তাকর্ষক ; মনোহর ; উপযুক্ত। উপতৎ ; হৃদয়—গ্রহ্ (গ্রহণ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -হিণী।

হৃদয়ংগম—হৃদ্গত, বোধগম্য ; মনোহর ; উপযুক্ত। উপতৎ ; হৃদয়—গম্ (গমন করা)+খ কর্তৃ। বিণ।

হৃদয়তন্ত্রী—হৃদয়রূপ বীণা ; অন্তঃকরণরূপ তার। রূপক। বি ; স্ত্রী।

হৃদয়পট—হৃদয়রূপ আলেখ্য, চিত্তরূপ ছবি। রূপক। বি ; পু।

হৃদয়বল্লভ—১। হৃদয়ের অতি প্রিয়। ৬তৎ। বিণ। ২। পতি, ভর্তা ; নায়ক। বি ; পু।

হৃদয়বান্ (-বৎ)—সহৃদয়, মনস্বী ; উদারচিত্ত, মহামনাঃ। হৃদয়+মতুপ্ প্রশস্তার্থে। বিণ। বি, -বত্তা। স্ত্রী, -বতী।

হৃদয়বিদারক—হৃদয়বিদীর্ণকারী, মর্মভেদী, যাহাতে অন্তঃকরণ ফাটিয়া যায় এরূপ, অতি দুঃখজনক। ৬তৎ। বিণ। স্ত্রী - **হৃদয়বিদারিকা**।

হৃদয়বীণা—হৃদয়রূপ বীণাযন্ত্র। রূপক। বি ; স্ত্রী।

হৃদয়বেধী (-বেধিন্)—হৃদয়বিদ্ধকারী, মর্মভেদী, চিত্তের অতি যন্ত্রণাদায়ক। উপতৎ ; হৃদয়—বিধ্ (বিদ্ধ করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী **হৃদয়বেধিনী**।

হৃদয়ভেদী (-ভেদিন্)—চিত্তবিদ্ধকারী, মর্মঘাতী, মর্মান্তিক। উপতৎ ; হৃদয়—ভিদ্ +ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**ভেদিনী**।

হৃদয়মণি—হৃদয়ের রত্নস্বরূপ। ৬তৎ। বি ; পু।

হৃদয়মন্দির—হৃদয়রূপ দেবালয়, চিত্তরূপ গৃহ। রূপক। বি ; ক্লী।

হৃদয়রাজ্য—হৃদয়রূপ রাজত্ব, অন্তঃকরণরূপ রাজ্য। রূপক। বি ; ক্লী।

হৃদয়রানী, -রাণী—হৃদয়েশ্বরী, প্রিয়তমা। বাংপ্র। বি ; স্ত্রী।

হৃদয়লক্ষ্মী—হৃদয়ের লক্ষ্মীস্বরূপা, চিত্তের শ্রীরূপিণী। ৬তৎ। বি ; স্ত্রী।

হৃদয়স্পর্শী (-স্পর্শিন্)—মর্মস্পর্শী ; হৃদয়-বিদারক। উপতৎ ; হৃদয়—স্পৃশ্ (স্পর্শ করা)+ ণিন্ কর্তৃ। বিণ ; পু। স্ত্রী, -**স্পর্শিনী**।

হৃদয়হীন—সহৃদয়তাশূন্য, দয়ামায়াশূন্য, কঠোরচিত্ত। ৩তৎ। বিণ।

হৃদয়ানন্দ—চিত্তের আনন্দবর্ধক, মনের আহ্লাদজনক। হৃদয়ের আনন্দ (আনন্দকর), ৬তৎ। বিণ।

হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব—ভবানন্দ মজুমদারের জনৈক সভাসদ্। ইনি গর্গগোত্রে

উৎপন্ন। গণিত ও ফলিত উভয়প্রকার জ্যোতিষশাস্ত্রেই ইঁহার অসামান্য নৈপুণ্য ছিল। এই সময়ে বঙ্গদেশে যত জ্যোতির্বিদ্ ছিলেন, হৃদয়ানন্দ তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইনি যেমন ভবানন্দের বিশ্বাসভাজন ও সম্মানপাত্র ছিলেন, তদ্রূপ তদীয় পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রের শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন। ইনি "জ্যোতিঃসার-সংগ্রহ" নামক একখানি জ্যোতিষগ্রন্থ রচনা করেন।

হৃদয়ালু—সহৃদয়, প্রশস্তমনাঃ। হৃদয়+আলু অস্ত্যর্থে। বিণ। বি, -লুতা।

হৃদয়েশ—প্রাণেশ্বর, স্বামী, পতি। হৃদয়ের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

হৃদয়েশ্বর—প্রাণেশ্বর, পতি, ভর্তা। হৃদয়ের ঈশ্বর (অধিপতি), ৬তৎ। বি; পু।

হৃদয়েশ্বরী—প্রাণেশ্বরী, প্রিয়তমা, পত্নী। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। [পু বা ক্লী।

হৃদাকাশ—হৃদয়রূপ গগন। রূপক। বি;

হৃদাসন—হৃদয়রূপ আসন, অন্তঃকরণরূপ উপবেশনস্থান। হৃদ্ (হৃদয়) রূপ আসন, রূপক। বি; ক্লী।

হৃদি—হৃদয়, অন্তঃকরণ। কপ্র। বি।

হৃদিকা—কৃপাচার্যের জননী। বি; স্ত্রী।

হৃদিকাসুত—কৃপাচার্য। ৬তৎ। বি; পু।

হৃদিপট—হৃদয়পট। বাংপ্র। বি; পু।

হৃদিপদ্ম—হৃদয়রূপ পদ্মফুল, হৃৎকমল। বাংপ্র। বি; ক্লী।

হৃদিলগ্ন—হৃদয়ে সংযুক্ত, হৃদয়ে মিলিত। অলুক্ ৭তৎ। বিণ।

হৃদ্গত—হৃত, মনোগত, চিত্তস্থ। ২তৎ। বিণ।

হৃদ্বিলাসী (-লাসিন্)—হৃদয়ে ক্রীড়াকারী, অন্তঃকরণে বিহারকারী। হৃদ্—বি-লস্ (ক্রীড়া করা)+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**হৃদ্বিলাসিনী**।

হৃদ্বিহারী (-হারিন্)—হৃদয়ে বিহারকারী, হৃদয়বাসী। হৃদ্—বি—হৃ+ণিন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**হৃদ্বিহারিণী**।

হৃদ্য—হৃদয়গ্রাহী; রুচির; মনোহর। হৃদ্ বা হৃদয় শব্দ+য্য। বিণ।

হৃদ্যতা—প্রণয়, সদ্ভাব, সৌহার্দ্য। হৃদ্য শব্দ+তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

হৃদ্রোগ—অন্তঃকরণের দুর্বলতা সম্বন্ধীয় ব্যাধি, যে রোগে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে, heart-disease. ৬তৎ। বি; পু।

হৃষিত, হৃষ্ট—হর্ষপ্রাপ্ত, আনন্দিত, পুলকিত, প্রীত; বিস্মিত; বর্মিত, সাঁজোয়াপরা। হৃষ্+ক্ত কর্তৃ। বিণ।

হৃষীক—জ্ঞানেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়। হৃষ্ (মিথ্যা ব্যবহার করা)+ঈকক কর্তৃ। বি; ক্লী।

হৃষীকেশ—বিষ্ণু, নারায়ণ। হৃষীকের ঈশ, ৬তৎ। বি; পু।

হৃষীকেশ লাহা—রাজা হৃষীকেশ লাহা সি. আই. ই. ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে চুঁচুড়াতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার দ্বিতীয় পুত্র। ইনি হিন্দু স্কুল হইতে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৬৯ খ্রীঃ প্রেসিডেন্সী কলেজে ভরতি হন। সেখানে দেড় বৎসর অধ্যয়ন করিয়া ইনি মেসার্স কেলী এণ্ড কোম্পানিতে শিক্ষানবিসরূপে প্রবিষ্ট হন এবং ব্যবসায় সংক্রান্ত আমদানি ও রপ্তানি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর ইনি ইঁহার পিতার ফার্ম মেসার্স প্রাণকৃষ্ণ লাহা এণ্ড কোম্পানিতে প্রবিষ্ট হন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইনি নিজ পরিবারবর্গের অন্যান্য লোকের শিক্ষার জন্য কৃষ্ণদাস লাহা এণ্ড কোম্পানি নামে একটি নূতন ফার্ম স্থাপন করেন। ইনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। নিজের কার্য ছাড়া ইনি দেশের নানাবিধ জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি ৩৬½ বৎসর চব্বিশ পরগনা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন; তন্মধ্যে শেষ ৪½ বৎসর ইনি ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বে-সরকারী চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি ক্রমান্বয়ে দীর্ঘ ২৬ বৎসর ধরিয়া বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার্স অব কমার্সের সভাপতি ছিলেন। দীর্ঘ ত্রয়োদশ বর্ষ ধরিয়া ইনি বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি এবং এক বৎসর উক্ত এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। ইনি দীর্ঘ ১৫ বৎসর ধরিয়া বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন এবং এই সময়ের মধ্যে ইনি বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত একসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইনি ব্যবস্থাপক সভা, পোর্ট ট্রাস্ট, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট, কলিকাতা কর্পোরেশন, ই. আই. রেলওয়ে, ই. বি. রেলওয়ে, বেঙ্গল টেলিফোন, কলিকাতা ট্রাম কোম্পানি, নর্দার্ন অ্যাসিওরেন্স আয়রণ এণ্ড স্টীল কোম্পানি, সারা সিরাজগঞ্জ রেলওয়ে প্রভৃতি আরও অনেক প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাজা উপাধিতে ভূষিত হন এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কলিকাতার শেরিফ হন।

ইঁহার দান ছিল অসীম এবং দেশের কার্যে ইনি নিজেকে সর্বতোভাবে নিয়োজিত রাখিতেন। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত ইঁহার আন্তরিক দরদ ছিল। ইঁহারই চেষ্টায় ১৯৩৪ খ্রীঃ হৃষীকেশ পার্কে একটি স্বদেশী শিল্পদ্রব্যের মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ইনি চুঁচুড়া ওয়াটার ওয়ার্কসে ১ লক্ষ টাকা ও কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭৫ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। ইনি ১৯১৩ সালে বর্ধমান বন্যা সাহায্যভাণ্ডার সম্পর্কে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। ইনি উক্ত ভাণ্ডারে এক লক্ষ টাকারও অধিক অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং নিজে ৫ হাজার টাকা দিয়াছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ ১৬ই মে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে ইনি ৯৬ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটস্থিত নিজ বাটীতে পরলোকগমন করেন।

মৃত্যুকালে ইনি দুই পুত্র কুমার সুরেন্দ্রনাথ লাহা এম-এস-সি, ডাঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, দুই কন্যা, ৫টি পৌত্র, ৪টি পৌত্রী, দুইটি প্রপৌত্র, ৫টি প্রপৌত্রী, ৪টি দৌহিত্র, ২টি দৌহিত্রী, এবং অনেক আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন।

হৃষ্ট—'হৃষিত' দ্রঃ।

হৃষ্টচিত্ত—১। প্রফুল্ল অন্তঃকরণ। কর্মধা। বি; ক্লী। ২ প্রফুল্লচেতাঃ, আনন্দিতমনাঃ। বহু। বিণ।

হৃষ্টপুষ্ট—আনন্দিত ও স্থূল; মোটাসোটা। কর্মধা। বিণ। [বিণ।

হৃষ্টমনাঃ (-মনস্) প্রফুল্লমনা। বহু।

হৃষ্টরোমা (-রোমন্)—১। রোমাঞ্চিত, পুলকযুক্ত। হৃষ্ট হইয়াছে রোম যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

হৃষ্টি—হর্ষ, আনন্দ, পুলক। হৃষ্ (তুষ্ট হওয়া)+ক্তি ভাব। বি; স্ত্রী।

হে—সম্বোধন; আহ্বান, ডাকা; অসূয়া। হ্বে (ডাকা)+ডে ভাব। অ।

হেঁ—সম্মতিসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হেঁই—অনুনয়সূচক শব্দ। বাংপ্র। অ।

হেঁচকা—১। হঠাৎ প্রদত্ত, সহসাকৃত। বিণ। ২। হঠাৎ জোরে টান, ঝাঁকানি। বাংপ্র। বি।

হেঁচকি—হিক্কা। বাংপ্র। বি।

হেঁজিপেঁজি—নগণ্য, সামান্য, যে খ্যাতনামা নয়। বাংপ্র। বিণ।

হেঁট, হেট—অবনত; বিনীত; নিম্নদেশ; তল। বাংপ্র। বিণ।

হেঁটমুখ, -মুণ্ড—নতানন, অধোবদন; লজ্জিত। বাংপ্র। বিণ।

হেঁড়ে—বড়, প্রকাণ্ড; হাঁড়ির মত। বাংপ্র। বিণ।

হেতাল—বৃক্ষ বিঃ। <হিন্তাল। বি।

হেঁয়ালি—প্রহেলিকা; দুর্বোধ বিষয় বা প্রশ্ন, সমস্যা। বাংপ্র। বি। [বি।

হেঁসেল—পাকশালা, রন্ধনালয়। বাংপ্র।

হেঁসো—বক্রাকার অস্ত্র বিঃ, কাস্তের মত দা; কণ্ঠভূষণ বিঃ, হাঁসুলি। বাংপ্র। বি। [হেকিমি

হেগ্‌ (Martin H. Haug)—ওয়াটেম্বর্গ প্রদেশে অস্টডরফ (Ostdorf) নগরে ১৮২৭ খ্রীঃ ইঁহার জন্ম হয়। ১৮৫৯ খ্রীঃ ইনি পুনা কলেজে সংস্কৃত অধ্যাপনা করিতে আসেন। ভারতে ১৮৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত থাকিয়া দেশে ফিরিয়া যান। ১৮৬৩ খ্রীঃ ইনি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের একটি সানুবাদ সংস্করণ বাহির করেন। ইনি জেন্দ-পহলভী ভাষায় একখানি অভিধানও প্রণয়ন করেন। বেদ ও জেন্দাবেস্তায় ইঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ১৮৭৬ খ্রীঃ ৩রা জুন ইঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

হেগেল (Hegel, George Wilhelm Friedrich)—(১৭৭০—১৮৩০ খ্রীঃ)। খ্যাতনামা জার্মান দার্শনিক। স্টাটগার্টে জন্ম। ইনি কয়েকখানি উচ্চশ্রেণীর দর্শন-গ্রন্থের রচয়িতা। বাংপ্র। [বি।

হেট—গরু প্রভৃতিকে চালাইবার শব্দ।

হেড—মাথা; প্রধান। ইং <'head'. বি বা বিণ।

হেডক্লার্ক—প্রধান করনিক; আফিসের বড়বাবু। ইং 'head clerk'. বি।

হেডপণ্ডিত—প্রধান পণ্ডিত। বাংপ্র। বি।

হেডমাস্টার—প্রধান শিক্ষক। < ইং 'headmaster'. বি।

হেতু—কারণ; প্রয়োজন; বীজ, মূল; অর্থালংকার বিঃ। হি (গমন করা) + তুন্‌ কর্তৃ। বি; পু।

হেতুতা—হেতুধর্ম, কারণত্ব। হেতু + তা ভাবার্থে। বি; স্ত্রী।

হেতুবাদ—হেতুকথন। ৬তৎ। বি; পু।

হেতুমান্‌ (-মৎ)—হেতুবিশিষ্ট। হেতু+ মতু অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**হেতুমতী**।

হেন্তের—অস্ত্রশস্ত্র। বাংপ্র। বি।

হেত্বাভাস—নিকৃষ্ট হেতু; দুষ্ট হেতু; ব্যভিচার বিরুদ্ধতা অসিদ্ধি সৎপ্রতিপক্ষতা বাধ—এই পাঁচ হেতুদোষ। হেতুর আভাস, ৬তৎ। বি; পু।

হেথা—এখানে, অত্র। বাংপ্র। অ।

হেদানো—প্রিয়বিরহে কাতর হওয়া; খেদ প্রকাশ করা। বাংপ্র। ক্রি।

হেদে, হ্যাদে—সম্বোধনে। বাংপ্র। অ।

হেন—এরূপ, এমন। কপ্র। অ।

হেনস্তা—হীনাবস্থা, দুর্দশা। হীনাবস্থা শব্দজাত। বাংপ্র। বি।

হেনা—সুগন্ধি পুষ্প ও তাহার গাছ; মেহেদি গাছ। <আ 'হিনা'। বি।

হেপাজত—রক্ষণাবেক্ষণ, তত্ত্বাবধান. care, custody. আ-মূ। বি।

হেম—১। স্বর্ণ, সোনা। হি (গমন করা) +ম কর্তৃ। বি; ক্লী। ২। মাষক-পরিমাণ, একমাষা; কৃষ্ণবর্ণ অশ্ব; বুধ। বি; পু।

হেম (হেমন্‌)—স্বর্ণ; ধুতুর, কেশর; হিম। হি (গমন করা)+মন্‌ কর্তৃ। বি; ক্লী।

হেমকান্তি—১। স্বর্ণপ্রভা; সোনার ন্যায় বর্ণ। ৬তৎ। বি; স্ত্রী। ২। স্বর্ণাভ, স্বর্ণবর্ণবিশিষ্ট। হেমের কান্তির ন্যায় কান্তি যাহার, বহু। বিণ।

হেমকূট—গন্ধর্বদিগের বাসভূমি পর্বত বিঃ। হেম (স্বর্ণ) হইয়াছে কূট (শৃঙ্গ) যাহার, বহু। বি; পু।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ কবি। হুগলি জেলার অন্তঃপাতী গুলিটা নামক গ্রামে বাং ১২৩১ সালে (১৮৩৮ খ্রীঃ) ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট তৎকালপ্রচলিত শিক্ষা লাভ করেন। পরে বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে খিদিরপুরে আসিয়া হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন ও তৎপরে উক্ত বিদ্যালয় প্রেসিডেন্সি কলেজে পরিণত হইলে তাহাতেও অধ্যয়ন করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইনি বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ইঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া বিষয়কর্মে প্রবিষ্ট হইতে হয়। সেই সময়ে ইনি বি. এ. ও বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অনন্তর কিছুদিন মুনসেফের পদে কাধ করিয়া ১৮৬২ খ্রীঃ কলিকাতার হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আরম্ভ করেন। এই কার্যে বিদ্যা, বুদ্ধি, সাধুতা, বিচক্ষণতা ও কার্যকুশলতায় পরিচয় প্রদান করিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন এবং যথেষ্ট অর্থও উপার্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত মুক্তহস্ত ও ব্যয়শীল হওয়ায় ইনি কিছুই সঞ্চয় করিতে পারেন নাই। শেষ দশায় অন্ধ হইয়া ইনি বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন, এমন কি ইঁহাকে অন্যের অর্থসাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। বাং ১৩১০ সালে ১০ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিবসে ইনি ভবযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন।

ইনি একজন স্বভাবকবি। ইনি মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের টীকা রচনা ও সমালোচনা করিয়া স্বকীয় বিদ্যাবুদ্ধি ও কাব্যপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। ইঁহার রচিত কবিতাগ্রন্থের মধ্যে চিন্তাতরঙ্গিণী, বৃত্রসংহার কাব্য, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা, বীরবাহুকাব্য ও কবিতাবলী সমধিক প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ইনি বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেগুলি অতুলনীয়।

হেমচন্দ্র সূরি—ইনি খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাট প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম চাচিঙ্গ, মাতার নাম পাহিনী। ইনি বাল্যে চংদেব নামে অভিহিত হইতেন। তৎকালে ঐ প্রদেশে জৈনধর্ম বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ইঁহার মাতা ঐ ধর্মের প্রতি আস্থাপরায়ণা ছিলেন। আট বৎসর বয়সে ইনি দেবচন্দ্র আচার্য নামক জনৈক জৈন পুরোহিত কর্তৃক জৈনধর্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার পিতা হিন্দুধর্মের অনুরাগী, সুতরাং তিনি পুত্রকে এই কার্য হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য যথেষ্ট প্রয়াসী হন, কিন্তু বালক চংদেবের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দর্শনে ইঁহাকে বিফলমনোরথ হইতে হয়। অতঃপর ইনি উদয়ন মন্ত্রীর নিকট থাকিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন, এবং অসাধারণ প্রতিভাবলে একজন দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া উঠেন। এই সময় হইতেই ইনি হেমচন্দ্র নামে আখ্যাত হন। অনন্তর রাজা কুমারপাল মালবে আসিয়া ইঁহার পাণ্ডিত্য দর্শনে বিমুগ্ধ হন, এবং ইঁহাকে নিজের কাছে রাখেন। শেষ বয়সে ইনি আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া ১১৭৪ খ্রীঃ ৮৪ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। ইনি বৈশ্য-জাতীয় শ্বেতাম্বর জৈন ছিলেন। রাজা কুমারপালের আশ্রয়ে থাকিয়া ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন,—প্রাকৃত ব্যাকরণ, লিঙ্গানুশাসন, অনেকার্থশব্দসংগ্রহ, অভিধান-চিন্তামণি, ত্রিষষ্টিশলাকা পুরুষচরিত, রামায়ণ, দেশী শব্দ সংগ্রহ (প্রাকৃত অভিধান)।

হেমন্ত—হিমঋতু, কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস ['ষড়্‌ঋতু' দ্রঃ]। হন্‌ (বধ করা) + মন্ত কর্তৃ। বি; ক্লী বা পু।

হেমপীঠ—স্বর্ণনির্মিত আসন। হেমনির্মিত পীঠ, মধ্যপ। বি; ক্লী।

হেমপুষ্প—চম্পকবৃক্ষ। হেমবর্ণ পুষ্প যাহার, বহু। বি; পু।

হেমময়—স্বর্ণময়, স্বর্ণনির্মিত। হেম শব্দ+ ময়ট্‌। বিণ। স্ত্রী—**হেমময়ী**।

হেমলতা—স্বর্ণজীবন্তী; স্বর্ণলতা। হেমবর্ণা লতা, মধ্যপ। বি; স্ত্রী।

হেমহার—স্বর্ণনির্মিত হার, সোনার হার। হেম নির্মিত যে হার, মধ্যপ। বি; পু।

হেমা—১। ময়দানবের প্রণয়িনী ও মন্দোদরীর জননী। ময়দানবের মৃত্যু হইলে পর ইনি তাঁহার আশ্চর্য পুরীর অধিকারিণী হন। বি; স্ত্রী। ২। গৌরবর্ণা স্ত্রী। বি; স্ত্রী।

হেমাঙ্গ—স্বর্ণ অঙ্গবিশিষ্ট। হেম (স্বর্ণ) হইয়াছে অঙ্গ যাহার, বহু। বিণ। স্ত্রী—**হেমাঙ্গী**।

হেমাঙ্গিনী—স্বর্ণসদৃশ উজ্জ্বল বর্ণযুক্তা। হেমবৎ যে অঙ্গ সে হেমাঙ্গ=মধ্যপ+তদ্যুত্তরে ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্ এ অও প্র। বিণ; স্ত্রী।

হেমাদ্রি—সুমেরুপর্বত। হেমের (স্বর্ণের) অদ্রি (পর্বত), ৬তৎ। বি; পুং।

হেমাভ—স্বর্ণাভ, সুবর্ণের আভাযুক্ত। হেমের আভার ন্যায় আভা যাহার, বহু। বিণ।

হেমিংওয়ে (Hemingway, Ernest) - (১৮৯৮—১৯৬১ খ্রীঃ)। প্রখ্যাত মার্কিন ঔপন্যাসিক। ইনি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান। 'A Farewell to Arms', 'The Snows of Kilimanjer' প্রভৃতি ইঁহার রচনা।

হেমেন্দ্রকুমার রায় (১৮৮৮—১৯৬৩ খ্রীঃ)। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। ইনি দেড়শো পোকার কাণ্ড, কিংকং, যখের ধন প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ—১৮৭৬ খ্রীঃ ২৪শে সেপ্টেম্বর যশোহর জেলার চৌগাছা গ্রামে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা গিরীন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। ১৮৯৩ খ্রীঃ হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন, এবং তথা হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩০৪ সালে ইঁহার প্রথম উপন্যাস 'বিপত্নীক' প্রকাশিত হয়। তৎপরে, অধঃপতন, প্রেমের জয়, নাগপাশ, মৃত্যুমিলন, অদৃষ্টচক্র, অশ্রু, প্রেমমরীচিকা, মুক্তার মালা প্রভৃতি উপন্যাস এবং কয়েকটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। শিশুদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ইঁহার রচিত 'আষাঢ়ে গল্প' ও 'রবিনসন ক্রুসো' নামক দুইখানি পুস্তক আছে। বর্তমান জার্মানী সংক্রান্ত নানা বিষয় অবলম্বন করিয়া ইনি নবীন জার্মানী নামে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। ইনি সাময়িক পত্র পরিচালন করিয়া বঙ্গদেশে যশস্বী হইয়াছেন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি বিখ্যাত 'বন্দে মাতরম্' পত্রের পরিচালনা করেন। বাঙ্গালা ১৩১৭ সাল হইতে ১৩২১ সাল পর্যন্ত ইনি 'আর্যাবর্ত' নামে একখানি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রের সম্পাদকতা করেন। ইনি কিছুদিন 'বসুমতী' নামক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদনা করিয়াছেন। বিগত ইউরোপীয় মহাসমরকালে ইনি সংবাদপত্রসমূহের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া গভর্নমেন্ট কর্তৃক বসোরা নামক ইংরাজাধিকৃত স্থানে, বিলাতে এবং ফ্রান্সে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রলাল রায়—কবি হেমেন্দ্রলাল রায় পাবনা জিলার অন্তর্গত ফুলকোচা গ্রামে ১৮৯২ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ব্রজদুলাল রায় এবং মাতার নাম ত্রৈলোক্যসুন্দরী।

৺ব্রজদুলাল রায়ের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল এবং সংগীতশাস্ত্রে ইনি অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

কবি হেমেন্দ্রলাল শৈশবে সিরাজগঞ্জ বি. এল. স্কুলে অধ্যয়ন করিতেন, গ্রাম হইতে প্রত্যহ ছয় মাইল পায়ে হাঁটিয়া ইঁহাকে শহরের স্কুলে পড়িতে আসিতে হইত। স্কুলের পাঠ শেষে ইনি রাজসাহী গভর্নমেণ্ট কলেজ এবং তৎপরে কলিকাতা সিটি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। রাজসাহী কলেজে অধ্যয়ন করার সময়ই ইঁহার কবি-খ্যাতি বন্ধু-মহলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

অধুনালুপ্ত 'হিন্দুস্থান' নামক দৈনিকের সহকারী সম্পাদকরূপে হেমেন্দ্রলাল প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেন; ইহার পর হইতে দীর্ঘকাল ইঁহাকে বিভিন্ন দৈনিক-পত্রে কার্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু ইঁহার সম্পাদনার খ্যাতি প্রথম প্রমাণিত হয় 'বাঁশরী' নামক সাপ্তাহিকে। হেমেন্দ্র-লালের সম্পাদনায় 'বাঁশরী'র উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া 'মহিলা' নামক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের একখানি সচিত্র সাপ্তাহিকের সম্পাদনার ভার ইঁহার উপর অর্পণ করা হয়। বহুদিক্ হইতে বিচার করিয়া বলা যাইতে পারে, সচিত্র বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের, বর্তমানে যাহা standard তাহার প্রথম রূপ পাইয়াছিল, উক্ত 'মহিলা'র সম্পাদনায়। ইহার পর সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'খাদি প্রতিষ্ঠানে'র প্রচার-বিভাগে হেমেন্দ্রলাল বহুকাল আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, এবং ইঁহাদের যুগ্মসম্পাদনায় 'রাষ্ট্রবাণী' নামক রাজনৈতিক পত্র প্রকাশিত হয়। 'রাষ্ট্রবাণী'র পর হেমেন্দ্র-লাল প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া 'বেঙ্গল কেমিক্যাল' নামক শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রচারবিভাগে কর্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু পরোক্ষভাবে ইঁহার পরেও মৃত্যু পর্যন্ত ইনি 'উদয়ন' প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদনা-বিভাগের সহিত যুক্ত ছিলেন।

এই কর্মব্যস্ততার মধ্য হইতেই মন্থর গতিতে ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়। 'প্রবাসী', 'ভারতী' প্রভৃতি পত্রিকা হইতে গ্রহণ করিয়া ইঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ফুলের ব্যথা' ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর ধীরে ধীরে 'মায়াকাজল' এবং কাব্য অনুবাদ গ্রন্থ 'মণীদীপা' বাহির হয়। কাব্যগ্রন্থগুলিই সম্ভবতঃ সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইঁহার খ্যাতির প্রধান উপজীব্য।

'ঝড়ের দোলা' হেমেন্দ্রলালের রচিত একখানি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস, কিন্তু উপন্যাস অপেক্ষা গল্পের ছন্দোবদ্ধ স্বল্পপরিসরতাই ইনি অতঃপর বাছিয়া লইয়াছিলেন। ইঁহার রচিত গল্পগ্রন্থ দুইখানির নাম যথা-ক্রমে 'মায়া মৃগ' ও 'পাঁকের ফুল'।

কবি হেমেন্দ্রলাল শিশু-সাহিত্য রচনাতেও দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। 'গল্পের ঝরনা', 'গল্পের আলপনা', 'মায়াপুরী', 'পাঁচ সাগরের ঢেউ', 'দুর্গম পথের যাত্রী' ইত্যাদি শিশুদের জন্য রচিত। ইহা ছাড়া 'আরব্য উপন্যাসের' অনুবাদের ভার পাইয়া মৃত্যুর পূর্বে তাহার একখণ্ড মাত্র রচনা করিতে পারিয়াছিলেন। হেমেন্দ্রলালের রচিত রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই; যেগুলি হইয়াছে তন্মধ্যে 'রিক্ত-ভারত' (সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ) এবং 'বিলাতে গান্ধীজী' উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই ইঁহার মৃত্যু হয়।

হেয়—ত্যাগযোগ্য, ত্যাজ্য; তুচ্ছ। হা (ত্যাগ করা)+য কর্ম। বিণ।

হেয়ার, ডেভিড (David Hare)—ভারতে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা-প্রচলনে যে সকল ইংরেজ কায়মনোবাক্যে উদ্যোগী ছিলেন, হেয়ার সাহেব তাঁহাদের শীর্ষস্থানীয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ১৭৭৫ খ্রীঃ স্কটলণ্ডে এই মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। ঘড়ি নির্মাণের ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া ইনি ১৮০০ খ্রীঃ কলিকাতায় আসেন। অল্প-দিনেই কিছু সংগতি করিয়া ১৮১৬ খ্রীঃ এই কার্য গ্রে নামক এক আত্মীয়কে সমর্পণ করেন। ১৮১৪ খ্রীঃ রাজা রামমোহন রায়ের সহিত কলিকাতায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে হেয়ার পরামর্শ করেন। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Edward Hyde East ও কতিপয় বাঙ্গালী বন্ধুর সহায়তায় ১৮১৭ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বৎসরেই বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক প্রচারকল্পে ইনি School Book Society স্থাপন করেন। পুস্তকাদি

প্রণয়নে রাজা রামমোহন রায় ইঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। পর বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে ইনি আর একটি সমিতি স্থাপিত করেন। ইহার উদ্দেশ্য কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইংরাজী ও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ইনি ও রাজা রাধাকান্ত দেব এই সমিতির সেক্রেটারী-পদে আসীন ছিলেন। ইনি কেবল বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন না। ছাত্রগণের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক উন্নতির উপর ইনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন, মধ্যে মধ্যে বাড়িতে যাইয়া ইহাদের সংবাদ লইতেন। কথিত আছে, ইনি বিদ্যালয়ের দৈনিক কার্য শেষ হইবার সময় দ্বারদেশে তোয়ালে হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন, এবং স্বহস্তে ছাত্রদিগের মুখ মুছিয়া দিতেন। ইনি যে বাড়িতে থাকিতেন, সেখানে কোন ছাত্র ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে, ইঁহার বাড়ির সংলগ্ন একটি মিষ্টান্নের দোকানে তাহাদিগকে জলযোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। ছাত্রগণ ইঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা করিত, এবং ইনিও পুত্রের ন্যায় তাহাদিগকে স্নেহ যত্ন করিতেন। ইনি সংবাদপত্র বিষয়ক কঠোর আইন রদ করিবার পক্ষে বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। যাহাতে মরিসস ও বুরবন উপনিবেশে ভারতীয়গণ যাইতে না পায়, ও সুপ্রীম কোর্টে দেওয়ানী মকদ্দমা জুরি দ্বারা বিচারিত হয়, সে বিষয়েও ইনি বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

১৮৩৮ খ্রীঃ ইনি Calcutta Court of Requests নামক আদালতে জজ পদে অধিষ্ঠিত হন। এই আদালত এখন ছোট আদালত নামে অভিহিত। ১৮৪২ খ্রীঃ ১লা জুন ইনি বিসূচিকা রোগে দেহত্যাগ করেন। কলিকাতা গোলদীঘির এক কোণে ইঁহাকে সমাহিত করা হয়। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তক ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের অনেকেই সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাইবার জন্য আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসরের ১লা জুন ইঁহার কবরের নিকট সমবেত হন। ইঁহার একটি প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছে এবং যে বাড়িতে ইনি বাস করিতেন, সেই বাড়িতে স্মরণ-চিহ্ন-স্বরূপ গভর্নমেন্ট একটি মর্মরফলক স্থাপিত করিয়াছেন। ছোট আদালতের দক্ষিণে যে রাস্তায় ইঁহার বাড়ি ছিল, সেই রাস্তাটি হেয়ার ষ্ট্রীট নামে বহুদিন যাবৎ অভিহিত আছে।

হেরফের—একের স্থানে অন্য, অদল-বদল, গোলমাল। হি-মূ। বি।

হেরম্ব—গণপতি, গণেশ; মহিষ; শৌর্য-গর্বিত পুরুষ। হ শব্দের ৭মীর ১ বচনে হে (শিবেতে)—রম্ব্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

হেরা—নিরীক্ষণ করা, দেখা। কপ্র। ক্রি।

হের্‌ৎজ, হাইনরিখ রুডোলফ Hertz Heinrich Rudolf)—(১৮৫৭-১৮৯৪ খ্রীঃ)। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান বিজ্ঞানী। ইনি বিদ্যুতের তরঙ্গ সম্বন্ধে মূল্যবান্ তথ্য আবিষ্কার করেন।

হেলঞ্চা—হেলেঞ্চা শাক। বি; স্ত্রী।

হেলন উপেক্ষা, অবজ্ঞা, অনাদর। হেড্ (অনাদর করা)+অনট্ ভাব। বি; ক্লী।

হেলা—১। অবজ্ঞা, অনাদর; অনায়াস, অবলীলা; বিলাস। হেড্ (অনাদর করা)+অ ভাব+আপ্। ২। স্ত্রী-লোকের ভাব বিঃ, হাব। হিল (হাবভাব করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

হেলান—ঠেস। বাংপ্র। বি।

হেলানো—ঝোঁকানো, নত করা; দোলানো। বাংপ্র। ক্রি।

হেলাফেলা—অবজ্ঞাত ও পরিত্যক্ত। বাংপ্র। বিণ।

হেলী, এডমাণ্ড (Halley Edmund)—(১৬৫৬-১৭৪২ খ্রীঃ)। ইংরেজ জ্যোতির্বিদ্। ইঁহারই আবিষ্কৃত ধূমকেতুর নাম 'Halley's Comet'.

হেলে—১। বিষবিহীন সর্প বিঃ; ঐ সর্পের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হার। বি। ২। হেলিয়া, বাঁকিয়া। অস-ক্রি। ৩। হাল-বাহক, যাহা হালে জোতা হয়। বাংপ্র। বিণ।

হেলেঞ্চা—'হিংচা' দ্রঃ।

হেষা—হ্রেষা, অশ্বধ্বনি। হ্রেষ্ (অশ্বধ্বনি করা)+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

হেস্টিংস্, ওয়ারেন—বাঙ্গালার (Fort William in Bengal) প্রথম গভর্নর-জেনারেল। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী অক্স-ফোর্ড প্রদেশস্থ চার্চিল নামক স্থানে ১৭৩২ খ্রীঃ ৬ই ডিসেম্বর ইঁহার জন্ম হয়। ইনি ওয়েস্টমিনস্টার বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন এবং ১৭৫০ খ্রীঃ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কেরানী নিযুক্ত হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন। ১৭৫৮ হইতে ১৭৬১ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি মুর্শিদাবাদে নবাবের নিকট ইংরেজপক্ষের রেসিডেন্টরূপে অবস্থিতি করেন, এবং তৎপরে কলিকাতা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য নিযুক্ত হন। ১৭৬৯ খ্রীঃ ডিরেক্টর সভা ইঁহাকে মান্দ্রাজ কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ করেন। ক্লাইভ সাহেব যে দ্বিবিধ শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। এ কারণে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ বাঙ্গালার নিমিত্ত একজন সুদক্ষ শাসন-কর্তার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ওয়ারেন হেস্টিংসকে এই কার্যের উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া ১৭৭২ খ্রীঃ ইঁহাকে বাঙ্গালার গভর্নর নিযুক্ত করিলেন।

ইনি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কোম্পানীর ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ হইয়াছে। ইনি প্রথমতঃ নবাবের বৃত্তি অর্ধেক কমাইয়া দিলেন। বাদশাহ শাহ্ আলম ইতঃপূর্বেই মারহাট্টাদিগের পরামর্শে ইংরেজদের অমতে এলাহাবাদ ছাড়িয়া দিল্লী চলিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য হেস্টিংস তাঁহার বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং তাঁহাকে প্রদত্ত কোড়া ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি অযোধ্যার নবাবকে ৫০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করিলেন। এই সমস্ত অর্থ দ্বারা কোম্পানির ঋণের কতক পরিশোধিত হইল। অতঃপর ইনি দেশের সর্বপ্রকার শাসনভার নবাবের হাত হইতে স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, এবং রাজস্ব সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলায় এক এক জন সাহেব কালেক্টর নিযুক্ত করিলেন। ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার ক্ষমতা মুসলমান কাজীর হস্তেই রহিল। ১৭৭২ খ্রীঃ "রেগুলেটিং অ্যাক্ট" নামে একটি আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ হইল। তদ্দ্বারা স্থির হইল,—(১) অতঃপর বাঙ্গালার গভর্নর ইংরেজাধিকৃত ভারত-বর্ষের গভর্নর-জেনারেল হইবেন, (২) তিনি বার্ষিক আড়াই লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন, (৩) তাঁহার কাউন্সিলে অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় চারিজন সদস্য থাকিবেন ও তাঁহারা প্রত্যেকে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বেতন পাইবেন, (৪) গভর্নর-জেনারেলকে এই সদস্যগণের অধিকাংশের মতানুসারে কার্য করিতে হইবে, (৫) বোম্বাই ও মান্দ্রাজের গভর্নরেরা গভর্নর-জেনারেলের অধীন হইবেন, (৬) বিচারার্থ কলিকাতায় "সুপ্রীম কোর্ট" নামে একটি বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, (৭) তাহাতে একজন "চীফ জাস্টিস" অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ও তিনজন 'পিউনি জজ' অর্থাৎ অধস্তন বিচারপতি থাকিবেন, এবং (৮) পূর্বোক্ত কর্মচারিগণ সকলেই ইংলণ্ডের অধিপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই আইন ১৭৭৩ খ্রীঃ জারি হইলে ইনি প্রথম গভর্নর-জেনারেল এবং বারওয়েল, মনসন,

ক্লেভারিং ও ফ্রান্সিস নামক চারিজন সাহেব ইঁহার মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। স্যার ইলাইজা ইম্পে নামক হেষ্টিংসের এক সহাধ্যায়ী সুপ্রীম কোর্টের প্রথম চীফ জাষ্টিস হইলেন।

এই সময়ে মহারাজ নন্দকুমার নামক কলিকাতার এক ব্রাহ্মণ জমিদার মন্ত্রি-সভায় এই বলিয়া নালিশ করিলেন যে, তাঁহার পুত্র গুরুদাসকে নবাবসরকারে চাকুরি করিয়া দিবার সময় হেষ্টিংস ৩ লক্ষ টাকা উৎকোচ লইয়াছিলেন। সদস্যগণ ইঁহাকে ঐ টাকা কোম্পানির নামে জমা করিয়া দিতে বলিলেন। হেষ্টিংস অভি-যোগ সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া তাহাতে অসম্মত হইলেন। সুপ্রীম কোর্ট হইবার পূর্বে মহা-রাজ নন্দকুমার জাল করার অপরাধে এক-বার অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইলে পুনরায় ১৭৭৫ খ্রীঃ ৬ই মে মহারাজ নন্দকুমার জাল করার অপরাধে অভিযুক্ত হন। অতঃপর সুপ্রীম কোর্টে নন্দকুমারের বিচারের এক প্রহসন হয়। বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইলে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হয়। হেষ্টিংস অর্থাভাবে পড়িয়া বারাণসীর রাজা চৈৎসিংহের নিকট ৫ লক্ষ টাকা সাহায্য চাহিলেন। চৈৎসিংহ টাকা দিতে অস্বীকৃত হইলে ইনি তাঁহার দণ্ড-বিধানার্থ স্বয়ং বারাণসী গমন করিলেন। অবশেষে চৈৎসিংহ পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইয়া সমস্ত ধনসম্পত্তি ও পরিজনবর্গ লইয়া গোয়ালিয়রে পলায়ন করিলেন। তাঁহার একটি দুর্গে ৫০ লক্ষ মাত্র টাকা পাওয়া গেল। উহা সৈন্যদিগের ভাগ্যে পড়িল। গভর্নমেণ্ট কিছু পাইলেন না। অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা কোম্পানির নিকট ২ কোটি টাকা ধারিতেন, কিন্তু ঐ টাকা পরিশোধ করিবার সংগতি তাঁহার ছিল না। হেষ্টিংস আসফউদ্দৌলাকে ঋণ পরিশোধের নিমিত্ত পীড়াপীড়ি করিলে তিনি আপনার অসংগতি জানাইলেন এবং বেগমদিগের ধন গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গভর্নর-জেনারেলের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন। বেগমরা চৈৎসিংহকে সাহায্য করিয়াছেন, এই অপরাধে হেষ্টিংস তাঁহাদের দণ্ডবিধানার্থ নবাবের অভি-প্রায়ানুসারে ফৈজাবাদে একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইনি বেগমদিগের নিকট ৭৫ লক্ষ টাকামাত্র প্রাপ্ত হইলেন।

এই সমস্ত কার্যের নিমিত্ত ডিরেক্টর সভা ইঁহাকে তিরস্কার করিয়া পত্র লেখায় ইনি ১৭৮৩ খ্রীঃ পদত্যাগ করেন, কিন্তু ইঁহাকে আরও দুই বৎসর এতদ্দেশে থাকিতে হয়। অবশেষে ১৭৮৫ খ্রীঃ ইনি এদেশের নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করেন। ইঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ ফ্রান্সিস সাহেব তৎ-পূর্বেই ১৭৮০ খ্রীঃ পদত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করিয়াছিলেন। ইনি ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে তত্রত্য কর্তৃপক্ষ ইঁহাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করিলেন; এমন কি, তাঁহারা ইঁহাকে "লর্ড" উপাধি দিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসের চেষ্টায় সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী এডমণ্ড বার্ক, ফক্স, শেরিডান প্রমুখ ইংরাজগণ ইঁহার বিরুদ্ধ-বাদী হন। তাঁহাদের যত্নে পার্লামেণ্টের 'কমন্স্' সভা 'লর্ডস্' সভার নিকট ইঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করেন। বার্ক সাহেব একাদিক্রমে তিন দিন বক্তৃতা করিয়া ইঁহার দোষোদ্‌ঘাটন করেন। Burke's Impeachment of Warren Hastings ইংরাজী ভাষায় এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ; লর্ড মেকলের গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইঁহার যে পরিচয় আছে তাহাও প্রণিধান-যোগ্য। ১৭৮৮ খ্রীঃ ১৩ই ফেব্রুয়ারি মকদ্দমার বিচার আরম্ভ হইয়া ১৭৯৫ খ্রীঃ ২৩শে এপ্রিল শেষ হয়। বিচারে ইনি নির্দোষ প্রতিপন্ন হইয়া অব্যাহতি লাভ করেন বটে, কিন্তু তাহাতেই ইনি সর্বস্বান্ত হন। অবশেষে কোম্পানির দত্ত বৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া ইঁহাকে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ ২২শে অগস্ট হেষ্টিংস কালগ্রাসে পতিত হন।

ইঁহার সময়ে এতদ্দেশে বাঙ্গালা মুদ্রা-যন্ত্র সৃষ্ট হইয়া বাঙ্গালা পুস্তক ছাপা আরম্ভ হয় এবং হালহেড সাহেবের রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্গভাষায় প্রথম ব্যাকরণ। ১৭৮২ খ্রীঃ "কলিকাতা মাদ্রাসা" নামক মুসল-মানদিগের বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৭৮৪ খ্রীঃ সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার উইলিয়ম জোন্স এতদ্দেশের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানার্থ "এশিয়াটিক সোসাইটি" নামে একটি সভা স্থাপন করেন। ইনি জমিদারদের হস্ত হইতে শান্তিরক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া পুলিসপ্রহরীর ব্যবস্থা করেন।

হেস্তনেস্ত—শেষ মীমাংসা, চরম নিষ্পত্তি; হয় কি না হয়। সংস্কৃত অস্তিনাস্তি শব্দজ। অ।

হৈ—আহ্বান, ডাকা; সম্বোধন; নিষেধ; পাদপূরণ। হে+ঐ ভাব। অ।

হৈচৈ, হৈহৈ—গোলমাল, কোলাহল। বাংপ্র। বি।

হৈতুক—১। হেতুক, হেতুসংক্রান্ত। বিণ। ২। যে ব্যক্তি যুক্তিপ্রদর্শন করিয়া সৎ-কর্মের অনুষ্ঠানে সন্দিহান হয়। হেতু+ কণ্। বি; পু।

হৈম—১। হিমসম্বন্ধীয়; শীতল। হিম+ক ইদমর্থে। ২। হেমসম্বন্ধীয়, সৌবর্ণ, সুবর্ণ-ময়। হেমন্ (স্বর্ণ)+ক ইদমাত্তর্থে। বিণ। স্ত্রী—**হৈমী**।

হৈমকিরণ—সুবর্ণময় রশ্মি; স্বর্ণতুল্য জ্যোতিঃ। কর্মধা। বি; পু।

হৈমদ্যুতি—সুবর্ণময় প্রভা, স্বর্ণজ্যোতিঃ। কর্মধা। বি; স্ত্রী।

হৈমন্ত—১। হেমন্ত ঋতু; কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাস। হেমন্ত+ক স্বার্থে। বি; পু। ২। হেমন্তকালীন; হিমসম্বন্ধীয়। হেমন্ত+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী—**হৈমন্তী**।

হৈমন্তিক—হেমন্তসম্বন্ধীয়; হেমন্তোদ্ভব। হেমন্ত শব্দ+ঠিক। বিণ। স্ত্রী—**হৈম-ন্তিকী**।

হৈমবত—১। হিমালয়সম্বন্ধীয়। 'হিমবান্' দ্রঃ। হিমবৎ শব্দ+ক ইদমর্থে। বিণ। স্ত্রী- **হৈমবতী**। ২। ভারতবর্ষ। বি; ক্লী।

হৈমবতী—১। হিমালয়সম্বন্ধীয়া। হৈমবত +ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। উমা, পার্বতী; গঙ্গা। হিমবৎ+ক অপত্যার্থে+ঈপ্। বি; স্ত্রী। [বি; পু।

হৈহয়—দেশ বিঃ; তদ্দেশীয় রাজা কার্তবীর্য।

হো—সম্বোধন, আহ্বান। হ্বে (ডাকা)+ ডো ভাব। অ।

হো চি মিন—মধ্য ভিয়েৎনামের কিম-লিয়েন গ্রামে ১৮৯০ খ্রীঃ ১৯শে মে হো চি মিনের জন্ম হয়। ফ্রান্সে অবস্থান-কালে ইনি ঔপনিবেশিক কম্যুনিস্ট। যুব আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন। ১৯২৫ হইতে ১৯২৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ইনি চীনা বিপ্লবী মহলে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৫৪ সালে ভিয়েৎনাম স্বাধীনতা অর্জন করিলে ইনি উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট-পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৬৯ খ্রীঃ ৩রা সেপ্টেম্বর ইনি পরলোক গমন করেন। [বিণ।

হোঁৎকা—মোটা; গোঁয়ার, মূর্খ। বাংপ্র।

হোঁদল—পেট মোটা, তুন্দিল, ভুঁড়েল। বাংপ্র। বিণ।

হোপা—চিচিঙ্গা। বাংপ্র। বি।

হোগল, হোগলা—জলময় স্থানজাত উদ্ভিজ্জ বিঃ; তন্নির্মিত ছই। বাংপ্র। বি।

হোটেল—মূল্য লইয়া সাধারণের নিমিত্ত ভোজন ও শয়ন-গৃহ, পান্থনিবাস। <ইং 'hotel'. বি।

হোড়—১। লোপ্‌ত্র, চোরিত দ্রব্য। হোড্ (পাওয়া)+অল্ কর্ম। বি; ক্লী। ২। নৌকা বিঃ, হড়ি নৌকা। হোড্

(গমন করা)+অল্ করণ। বি; পু। ৩। জলপ্লাবিত, জলময়। হড়্+অল্ কর্ম। বিণ।

হোতা (হোতৃ)—১। যজ্ঞকারী। হু (হোম করা)+তৃন্ কর্তৃ। বিণ; পু। স্ত্রী—**হোত্রী**। ২। ঋগ্‌বেদজ্ঞ পুরোহিত। বি; পু।

হোত্র—১। যাগ, হোম। হু (হোম করা)+ত্র ভাব। ২। হবিঃ; ঘৃত। হু+ত্র করণ। বি; ক্লী।

হোত্রী (হোত্রিন্)—হোতা, হোমকর্তা, যাজ্ঞিক। হোত্র (হোম)+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**হোত্রিণী**। [স্ত্রী।

হোত্রী—যজ্ঞকারিণী। হোতৃ+ঈপ্। বিণ;

হোত্রীয়—১। হোতৃসম্বন্ধীয়। 'হোতা' দ্রঃ। হোতৃ শব্দ+ীয় সম্বন্ধার্থে। ২। হোত্রসম্বন্ধীয়। হোত্র+ীয়। বিণ। স্ত্রী—**হোত্রীয়া**। ৩। হবির্গৃহ। বি; ক্লী।

হোথা—সেস্থানে। বাংপ্র। অ।

হোম—দেবোদ্দেশে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে ঘৃতক্ষেপণ। হু+ম ভাব। বি; পু।

হোমকুণ্ড—যজ্ঞার্থ কুণ্ড। ৬তৎ। বি; ক্লী।

হোমরা চোমরা—পদমর্যাদাবিশিষ্ট, সম্ভ্রান্ত, জাঁকজারিওয়ালা। ফা-মু। বিণ।

হোমাগ্নি, হোমানল—হোমের জন্য প্রজ্বলিত বহ্নি, হোমের আগুন। ৬তৎ। বি; পু।

হোমার—বিখ্যাত গ্রীক কবি। গ্রীস দেশে স্মার্ণা নগরের অদূরবর্তী স্থানে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার মাতার নাম মিলানোপাস। স্মার্ণার ফিমিয়াস নামক জনৈক স্কুল-মাস্টার ইঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহারই যত্নে ইনি প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হন। ফিমিয়াসের মৃত্যুর পর ইনি দেশভ্রমণে যাত্রা করেন। ইথেকা দ্বীপে গমন করিয়া ইনি চক্ষুরোগাক্রান্ত হন, এবং তত্রত্য মেনটস নামক জনৈক সদাশয় লোকের যত্নে কথঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর ইনি কলোফন নামক স্থানে উপনীত হইলে ইঁহার চক্ষুরোগের বৃদ্ধি হয়, এবং অল্পদিনের মধ্যেই অন্ধ হইয়া যান। এই অবস্থায় দেশে প্রত্যাগমন পূর্বক জীবিকার জন্য কিউমি নামক স্থানে এক চর্মবিক্রেতার দোকানে বসিয়া ট্রয়যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কবিতার আবৃত্তি করিতেন। লোকে তাহা শুনিয়া মুগ্ধ হইত এবং তাঁহাকে অর্থ দান করিত। কিছুদিন পরে ইনি কিয়স দ্বীপে গমন করিয়া তথায় একটি বিদ্যালয় স্থাপনপূর্বক অধ্যাপনা করিতে থাকেন। তথাকার লোকে ইঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। এই স্থানেই ইনি বিবাহ করেন এবং ইঁহার দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। অন্ধ অবস্থাতেই ইনি ট্রয় যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে ইলিয়াড ও ওডিসি নামক মহাকাব্যদ্বয় রচনা করেন। এই কাব্য দুইখানিই ইঁহাকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

হোমিওপ্যাথি—জার্মান ডাক্তার হানিমান কর্তৃক উদ্ভাবিত চিকিৎসাপ্রণালী বিঃ। < ইং 'homeopathy'. বি।

হোমী (হোমিন্)—হোমকর্তা, যে হোম করে। হোম+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু। স্ত্রী—**হোমিনী**।

হোরা—লগ্ন; রেখা; রাশি পরিমাণের অর্ধাংশ; সার্ধ-দ্বিদণ্ড পরিমিত কাল, ১ ঘণ্টা, ৬০ মিনিট; শাস্ত্র বিঃ। হোড়্ (গমন করা)+অন্ কর্তৃ+আপ্। বি; স্ত্রী।

হোলাকা—বসন্তোৎসব, হোলি। বি; স্ত্রী।

হোলি, হোলী—বসন্তোৎসব, আবির খেলা। <হোলাকা। বি।

হো-হো—উচ্চহাস্য শব্দ। বাংপ্র। বি।

হৌজ, হোজ—জলাধার, পাকা ছোট পুকুর। আ। বি।

হৌস—বাণিজ্যালয়; বণিক্‌সম্প্রদায়। <ইং 'house'. বি।

হ্যাংলা—অতি লোভী; যে হীনভাবে লোভ জানায় এমন। বাংপ্র। বিণ।

হ্যাঁ হাঁ। বাংপ্র। অ।

হ্যাঁগা—প্রশ্নার্থ সম্বোধনসূচক শব্দ। বাংপ্র। অ। [বিণ।

হ্যাঁচকা—হঠাৎ জোরে আকৃষ্ট। বাংপ্র।

হ্যাঁচকানো—ঝটকা মারা, হঠাৎ জোরে টানা। বাংপ্র।। ক্রি।

হ্যাগার্ড (Haggard, Sir Henry Rider)—(১৮৫৬—১৯২৫ খ্রীঃ)। বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক। 'She', 'King Solomon's Mines' প্রভৃতি ইঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস।

হ্যাট সাহেবী টুপী। <ইং 'hat'. বি।

হ্যামসুন, নুট (Hamsun, Knut)—(১৮৫৯—১৯৫২ খ্রীঃ)। নরওয়ের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। ইনি 'Growth of the Soil' নামক পুস্তকখানি লিখিয়া ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার পান।

হ্রদ—অকৃত্রিম সুবৃহৎ জলাশয়। হ্রাদ্ (শব্দ করা)+অন্ কর্তৃ। বি; পু।

হ্রদিনী—সরিৎ, নদী। হ্রদ+ইন্ অস্ত্যর্থে +ঈপ্। বি; স্ত্রী।

হ্রসিমা (-মন্)—হ্রস্বতা, খর্বতা; লঘুতা। হ্রস্ব শব্দ+ইমন্ ভাবার্থে। বি; পু।

হ্রসিষ্ঠ, হ্রসীয়ান্ (হ্রসীয়স্)—অতিশয় ক্ষুদ্র। হ্রস্ব+ইষ্ঠ, ঈয়স্ অতিশয়ার্থে। বিণ। স্ত্রী, -ষ্ঠা, -য়সী।

হ্রস্ব—১। খর্ব; লঘু; ক্ষুদ্র; অল্প, কম; ছোট। হ্রস্ (খর্ব হওয়া)+ব কর্তৃ। বিণ। ২। একমাত্রা কালে উচ্চার্য বর্ণ; বামন, বেঁটে। বি; পু।

হ্রস্বতা, হ্রস্বত্ব—খর্বতা; ক্ষুদ্রত্ব, লঘুত্ব। হ্রস্ব+তা, ত্ব ভাবার্থে। বি; যথাক্রমে স্ত্রী ও ক্লী।

হ্রস্বতেজাঃ (-তেজস্)—ক্ষীণতেজাঃ, ক্ষীণশক্তি, নিস্তেজ। হ্রস্ব হইয়াছে তেজঃ যাহার, বহু। বিণ; পু বা স্ত্রী।

হ্রস্বদীপ্তি—ক্ষীণ দীপ্তিবিশিষ্ট, স্বল্প-জ্যোতিঃ। বহু। বিণ।

হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান—লঘুগুরুবোধ, ছোট বড় জ্ঞান; সাধারণ জ্ঞান [প্রকৃত অর্থে হ্রস্বস্বর ও দীর্ঘস্বরের জ্ঞান]। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, দ্বন্দ্ব; তাহাদের জ্ঞান, ৬তৎ। বি; ক্লী।

হ্রাদ—১। শব্দ, নাদ, ধ্বনি। হ্রাদ্ (শব্দ করা) +অল্ ভাব। বি; পু।

হ্রাদিনী—১। শব্দকারিণী। হ্রাদ (শব্দ) +ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। বজ্র; বিদ্যুৎ; নদী। বি; স্ত্রী।

হ্রাদী (হ্রাদিন্)—শব্দকারী। হ্রাদ+ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

হ্রাস ক্ষয়; অল্পীভাব, ন্যূনতা; কমি; শব্দ। হ্রস্+ঘঞ্ ভাব। বি; পু।

হ্রাসপ্রাপ্ত—ন্যূনতাপ্রাপ্ত, ক্ষয়িত, অল্পীভূত। ২তৎ। বিণ।

হ্রাসবৃদ্ধি—ক্ষয় ও বর্ধন, কমা বাড়া। দ্বন্দ্ব। বি; স্ত্রী।

হ্রী লজ্জা, লাজ। হ্রী (লজ্জিত হওয়া)+ ক্বিপ্ ভাব। বি; স্ত্রী।

হ্রীমান্—লজ্জিত, লজ্জাবিশিষ্ট। হ্রী+মতুপ্ প্রশস্তার্থে। বিণ। স্ত্রী—**হ্রীমতী**।

হ্রেষা—অশ্বধ্বনি, ঘোড়ার ডাক। হ্রেষ+অ ভাব+আপ্। বি; স্ত্রী।

হ্লাদ, হ্লাদন—আহ্লাদ; আনন্দ। হ্লাদ (আমোদিত হওয়া)+অল্, অনট্ ভাব। বি; যথাক্রমে পু ও ক্লী।

হ্লাদিনী—১। আহ্লাদযুক্তা। হ্লাদ+ ইন্ অস্ত্যর্থে+ঈপ্। বিণ; স্ত্রী। ২। ভগবৎশক্তি বিঃ; ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তি। বি; স্ত্রী।

হ্লাদী (হ্লাদিন্)—আহ্লাদযুক্ত। হ্লাদ+ ইন্ অস্ত্যর্থে। বিণ; পু।

সরল বাঙ্গালা অভিধান

দ্বিতীয় ভাগ

সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অ

অকল্পিতা—গীতিকাব্য। হেমলতা দেবী প্রণীত। কবিতার মধ্যে প্রাণের অনুভূতি আছে।

অকালবোধন—নাট্যরসিক গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। শ্রীরামচন্দ্র অকালে ভগবতীর আরাধনার জন্য যে বোধন বসাইয়াছিলেন, সেই কাহিনী লইয়া ইহা রচিত।

অগস্তিমতম্—প্রাচীন সংস্কৃত রত্নশাস্ত্র। রামদাস সেন কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে রত্নের উৎপত্তি, মুক্তা, হীরক, মরকত প্রভৃতি রত্নসমূহের লক্ষণ, গুণ ও পরীক্ষা কথিত হইয়াছে। ইহা মহর্ষি অগস্ত্য কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ [শৌরীন্দ্র-মোহন ঠাকুর কৃত 'মণিমালা' দ্রঃ]।

অগ্নি-পরীক্ষা—উপন্যাস। রাসবিহারী মণ্ডল প্রণীত। জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র ও অরুণপ্রকাশ মিত্র দুই ভাই। জ্যেষ্ঠ জ্যোতিপ্রকাশ জজকোর্টের একজন উকিল—তাঁহার স্ত্রীর নাম প্রভা আর কনিষ্ঠ অরুণপ্রকাশের স্ত্রীর নাম নীহারবাসিনী।

প্রভার পিসিমা রাজলক্ষ্মীর সংসারে একমাত্র কন্যা উষাই সম্বল। উষা সুন্দরী. বিবাহ হইবার ছয় মাস পরেই সে বিধবা হয়—সে থাকে গ্রামে তাহার পিতৃ-গৃহে মাতার কাছে। উষার অসাধারণ রূপে গ্রামের একদল যুবক মুগ্ধ হইয়া তাহার চরিত্র কলঙ্কিত করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু উষা সে ধরনের যুবতী নহে। মাতা আর উপায়ান্তর না দেখিয়া জামাতা জ্যোতিপ্রকাশের শরণাপন্ন হন এবং আদালতে নালিশ জানানো হয়—আদালতের বিচারে আসামী পাঁচজনের জরিমানা হয়। মকদ্দমার সময় রাজলক্ষ্মী ও উষা জ্যোতিপ্রকাশের বাড়ীতেই ছিলেন, মকদ্দমা হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী একা গ্রামে গেলেন, উষা এইখানেই থাকিয়া গেল, কারণ জ্যোতিপ্রকাশ বলিলেন যে, উষাকে এখন গ্রামে লইয়া গেলে হয়ত অপমানিত যুবকেরা প্রতিশোধ লইবার জন্য কোন জঘন্য কাজও করিয়া বসিতে পারে।

উষা ও নীহারের মধ্যে খুব ভাব হইয়াছে—এই দুইটি যুবতীকে দেখিলে প্রাণ আনন্দে ভরিয়া উঠে, মনে হয় দুইজনেরই এক মন, এক প্রাণ। প্রভা কিন্তু ইহা বড় পছন্দ করে না, কিন্তু নানা বাধাবিপত্তির মধ্যেও এই দুইটি প্রাণীর সম্বন্ধ ক্রমে দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতে লাগিল। অরুণ আইন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, সে এখন বাড়ীতেই থাকে। উষা ও নীহারের মধুর সম্পর্ক তাহার কাছেও ভাল লাগিল। একদিন সংবাদ আসিল যে, নীহারের মায়ের শরীর অসুস্থ হইয়াছে, তাঁহাকে লইয়া নীহারের পিতা বিশ্বেশ্বর বাবু চেঞ্জে যাইবেন, সুতরাং নীহারেরও তাঁহাদের সঙ্গে যাওয়া প্রয়োজন। নীহার সেখানে চলিয়া গেলে উষাই অরুণের সেবাযত্ন করিতে লাগিল, ইহা ছাড়া সংসারের কাজ তো সে করেই। ইহার পর উষা তাহার মায়ের অসুখের সংবাদ জানিতে পারে, অরুণ উষাকে লইয়া তাহাদের গ্রামে প্রস্থান করে, কিন্তু রাজলক্ষ্মীর তখন শেষ মুহূর্ত—তারপর চিরবিদায়। এইবার উষার আপন বলিতে পৃথিবীতে কেহই রহিল না। শ্রাদ্ধাদির পর উষাকে আবার প্রভাদের এখানে চলিয়া আসিতে হয়। উষার আসিবার কয়েকদিন পরে অরুণ পরীক্ষা দিতে কলিকাতায় চলিয়া যায়, এবং ফিরিবার সময় নীহারকে লইয়া ফিরিয়া আসে। কিছুদিন পরে অরুণ পরীক্ষায় পাসের সংবাদ জানিতে পারে এবং ভবানীপুরে তাহার শ্বশুরের প্রদত্ত বাটীতে আসিয়া প্র্যাকটিস করিতে আরম্ভ করে, সঙ্গে স্ত্রী নীহার ও তাহার অন্তরঙ্গ বান্ধবী উষাও আসিল।

এইখানে থাকিতেই নীহারের একটি পুত্রসন্তান হয়—পুত্রটিকে উষা প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসে, সে সংসারের সমস্ত কাজ ভুলিয়া যায় এই ছেলেটির জন্য। ছেলে হইবার সময় নীহারের যে স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহা আর কোনক্রমে ভাল হইল না। শেষে ডাক্তারের পরামর্শে তাহারা নীহারকে লইয়া হাওয়া পরিবর্ত্তনের জন্য গিরীডিতে চলিয়া আসে। এখানে আসিয়া ডাক্তারের মুখে শুনিতে পায়, নীহারের 'থাইসিস্' রোগ হইয়াছে—সে ক্রমে শীর্ণা ও শুষ্কা হইয়া পড়িল। সেদিন সত্যই নীহার বিদায় নিল—কলিকাতা হইতে নীহারের বাবা ও মা এবং জ্যোতিপ্রকাশ আসিয়াছিলেন। তারপর তাঁহারা সকলে চলিয়া গেলেন।

অরুণ আজ বুঝিয়াছে—উষা কত নিষ্ঠা, সংযম ও সাধনার মধ্যে তাহার ও পুত্র

কিরণের সেবা-যত্ন করিতেছে। তাহার মধ্যে সে দেখিতে পাইল একটি দেবী মূর্তি—তাহা স্বর্গের পবিত্রতা-মাখা। এদিকে উষার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলিতেছিল না এমন নহে, কিন্তু সে তাহার নারীর পবিত্র আদর্শ হইতে এতটুকু টলিল না। অরুণ, উষা ও কিরণ আবার ভবানীপুরে চলিয়া আসে। এখানে আসিলে আত্মীয়-বান্ধব সকলে অরুণকে বিবাহ করিতে বলে কিন্তু অরুণ তাহাতে রাজী হয় না। একদিন উষাও অরুণকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করে কিন্তু অরুণ কথাটা তখন এড়াইয়া গেলেও পরের দিন সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া উষাকে জানাইল যে, সে তাহাকে বিবাহ করিবে, উষা আর একদিন ভাবিবার সময় চাহে।

সেদিন উষা প্রাণ খুলিয়া অরুণকে জানায় যে, অরুণকে দিবার তাহার আর কিছুই বাকী নাই, কেবল দেহ বাকী আছে, তাহাও ইচ্ছা করিলে দিতে পারে নানা বিপদের মধ্যেও সে তাহার সেবা করিয়া আসিয়াছে, —স্বামীর অধিক পূজা করিয়া আসিয়াছে, ইচ্ছা হইলে অরুণ উষাকে গ্রহণ করিতে পারে।

এইবার অরুণের অন্তরে বিবেক জাগরিত হয়, তাই সে বলিয়া উঠে যে, নিজের স্বার্থের জন্ম সে উষার এই নারীত্বের অবমাননা করিতে পারে না —নারীর সম্মানকে ধ্বংস করিতে পারে না। উষার কাছে কাতর ক্ষমা প্রার্থনা করে, আর বলে—"আমি তোমার বন্ধু! এর বেশী কিছু চাই না।" উষা যে সমস্ত বিপদের মধ্যে নারীত্বের ও মাতৃত্বের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে, তাহাতে তাহার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিষ্ঠা জাগিয়া উঠে।

অগ্নিপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

অগ্নিবীণা—বাঙ্গালা কবিতা-পুস্তক। কাজী নজরুল ইসলাম প্রণীত। এই কবিতা-পুস্তকে কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা স্থান পাইয়াছে।

অঙ্গিরাঃসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অচলায়তন—নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। হিন্দুধর্ম আজকাল কিরূপ বাহাড়ম্বরমাত্রে পর্যবসিত এবং প্রাণহীন ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে তাহা প্রদর্শন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

অজন্তা—খ্যাতনামা শিল্পী অসিতকুমার হালদার প্রণীত। দাক্ষিণাত্যে ইন্দ্রাদ্রি-পর্বতের গাত্রে খোদিত অজন্তা গুহায় ভারতের চিত্র-শিল্পের অতি প্রাচীন যে নিদর্শন উৎকীর্ণ আছে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। লেখক ও তাঁহার কয়েকটি শিল্পী বন্ধু অজন্তার চিত্রাবলীর অনুশীলনার্থ অজন্তায় যাইয়া কলাবিদের চক্ষে যাহা দেখিয়া আসিয়াছেন, তাহাই তাহার ভূমিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকগণের সমক্ষে ধরিয়াছেন।

অঞ্জলি—গীতিকাব্য। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। ইহাতে ভক্তির পরিচায়ক কতকগুলি কবিতা আছে।

অত্রিসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অথর্বোপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

অদৃষ্ট—বাঙ্গালা উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে এক ব্যক্তি আপনার ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন বর্ণনা করিয়াছে।

অদৃষ্টের খেলা—বাঙ্গালা উপন্যাস। মাণিক ভট্টাচার্য প্রণীত। সুরেশ চট্টোপাধ্যায় একজন ডেপুটি। তাঁহার স্ত্রীর নাম সুশীলাসুন্দরী,—দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ ফণীন্দ্র এবং কনিষ্ঠ মণীন্দ্র। কন্যার নাম শান্তি। ফণীন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে—তাঁহার স্ত্রীর নাম উষা। মেহেরপুরের কোর্টে সুরেশবাবু একদিন এক নির্দোষ ব্যক্তিকে এক মাস সশ্রম কারাবাসের শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই লোকটির নাম সঞ্জীবচন্দ্র রায়—তিনি জেলে থাকিতেই মারা যান। এ সংবাদ শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন, কিন্তু মেয়েটিকে সুরেশবাবু আশ্রয় দেন। মেয়েটির নাম ইন্দু—সুরেশবাবুর স্ত্রী ও অন্যান্য সকলে এই ছোট মেয়েটিকে আপনাদের ঘরের সন্তান বলিয়াই স্নেহ করিতে ও ভালবাসিতে লাগিলেন।

ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার সময় বুদ্ধদেব গঙ্গোপাধ্যায় নামক এক স্বদেশভক্তের একমাত্র পুত্র গৌরাঙ্গের সঙ্গে মণীন্দ্রের বিশেষভাবে পরিচয়লাভ ঘটে। মণীন্দ্র ও গৌরাঙ্গ দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। ক্রমে এই বন্ধুত্বের মধ্যে চিরস্থায়ী আত্মীয়তা গড়িয়া উঠে। সুরেশবাবু ও বাড়ির অন্যান্য লোক গৌরাঙ্গের অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে এতই আনন্দিত হন যে, শান্তিকে তাহার হাতে সঁপিয়া দেন। বিবাহের পর একদিন বুদ্ধদেববাবু জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ফিরিয়া আসেন। পুত্রকে নিজের আদর্শানুযায়ী নানাপ্রকার উপদেশ দিলেন।...... এইবার গৌরাঙ্গের মাতা জাহ্নবী অসুস্থ হইয়া শয্যা লইলেন—সেদিন আবার বুদ্ধদেববাবুকে ধরিয়া লইবার জন্ম পুলিসের লোক আসিল, বিদায় লইবার সময় জাহ্নবী এই সংবাদ শুনিলেন—স্বামীকে অর্ডিন্যান্সে ধরিতে আসিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি হার্টফেল করিয়া মারা যান। বুদ্ধদেব মৃতা স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূর ভার সুরেশবাবুর উপর রাখিয়া বিদায় লইলেন।

কিছুদিন পরে গৌরাঙ্গ সুরেশবাবুর সাহায্যে ব্যারিস্টারি পড়িবার জন্ম বিলাতে যাত্রা করিলেন।

ইন্দু সুরেশবাবুর গৃহে থাকিয়াই লেখাপড়া করিতে থাকে—ইন্দুর বিবাহের কথা তাহার কাছে তুলিলে সে জানায় যে, লেখাপড়া না করিয়া সে কখন বিবাহ করিবে না।

এদিকে সুশীলাসুন্দরীর বড় সাধ মণীন্দ্রের বিবাহ হোক, তারপর এক শুভদিনে কলিকাতা-নিবাসী গণেশ মুখোপাধ্যায় নামক এক ধনী উকিলের একমাত্র কন্যা কমলার সঙ্গে মণীন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। গণেশবাবু এখন ওকালতি ছাড়িয়া দিয়াছেন, কারণ তিনি এক বিশাল জমিদারির অধিকারী হইয়াছেন। এই জমিদারিলাভের মধ্যে একটা ইতিহাস ছিল।

গৌরাঙ্গ বিলাত হইতে ব্যারিস্টারি পাস করিয়া আসিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। যেমনি প্রচুর পয়সা আয় করিতে লাগিলেন তেমনি মুক্তহস্তে স্বামি-স্ত্রী মিলিয়া দেশের সৎ কাজে টাকা দান করিতে লাগিলেন।

মণীন্দ্রের ইতোমধ্যে একটি পুত্রসন্তান হইয়াছে। বি-এল পড়িতে পড়িতে পড়া ছাড়িয়া দিয়া দেশের অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিল। জাতীয় কলেজের অধ্যাপক হইল এবং স্বদেশী সভাসমিতিতে বক্তৃতা গান ইত্যাদিতে দেশটাকে মাতাইয়া তুলিল। এইবার তাহার উপর গভর্নমেন্টের নজর পড়িল। তাহাকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে ধরিয়া লইয়া গেল। প্রথমে চেষ্টা করিয়া কিছুতেই তাহাকে ছাড়ানো গেল না—সুরেশবাবু দারুণ শোকে ও দুঃখে সসম্মানে গভর্নমেন্টের কাজে ইস্তফা দিতে মনস্থ করিলেন।

গৌরাঙ্গ সঞ্চিত সমস্ত অর্থ দেশের ভাণ্ডারে অর্পণ করিয়া অসহযোগব্রত গ্রহণ করিলেন।

সুশীলাসুন্দরী পুত্রশোকে অধীরা হইয়া পড়িলেন এবং কিছুদিন পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

ইতোমধ্যে একদিন সুরেশবাবুর কাছে কমলার বাবা গণেশবাবু বলিলেন—ইন্দুর ঠাকুরদাদাই নিজ জমিদারি তাঁহাকে উইল করিয়া দিয়া গিয়াছেন; তাহার অর্ধেক

ইন্দুর প্রাপ্য আর অর্ধেক তাঁহার। --আজ জানিতে পারা গেল, ইন্দুর ঠাকুরদাদা এই ইন্দুকে নানাস্থানে খুঁজিয়াও কোন সন্ধান করিতে পারেন নাই— প্রিয় বন্ধু গণেশবাবুর উপরই সমস্ত ভার দিয়া যান। এই সংবাদে সকলে আনন্দে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়েন।

একদিন সংবাদ আসিল মণীন্দ্র অসুস্থ দেহ লইয়া মুক্তিলাভ করিয়া আসিতেছে—তারপর সেদিন উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহার পূর্বে কমলা রোগশয্যায় শায়িতা হইয়াছিল। কমলা সে শয্যা ত্যাগ করিয়া আর উঠিতে পারে নাই; মণীন্দ্র আসিবার কিছুদিন পরে সে মারা যায়। ইহার পূর্বে সকলেই জানিতে পারে যে, ইন্দু মণীন্দ্রকে ভালবাসে।

দশ বৎসর পরে আমরা জানিতে পারি মণীন্দ্র ইন্দুকেই বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে—এখন কমলার গর্ভজাত সন্তানটির বয়স ১২ বৎসর হইয়াছে। ইন্দুরই প্রাপ্য জমিদারির টাকায়ই কলিকাতায় 'কমলা আশ্রম' নামক একটি নারী-চিকিৎসাগার খোলা হইয়াছে. আর 'সুশীলাশ্রম' নামে একটি আদর্শ নারী-শিক্ষালয় স্থাপন করা হইয়াছে।

বিদেশের এক পরিব্রাজক এই আদর্শ প্রতিষ্ঠান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন। ইহাদের প্রশংসা লোকের মুখে ধরে না।

অদ্ভুত-রামায়ণম্—মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। বাল্মীকি ইহার বক্তা এবং ভরদ্বাজ মুনি শ্রোতা। ইহা ২৭ সর্গে বিভক্ত। ইহাতে রামসীতার অদ্ভুত জন্মবৃত্তান্ত, অম্বরীষের উপাখ্যান, নারদ ও পর্বতমুনির আশ্চর্য বৃত্তান্ত এবং সীতাদেবী কর্তৃক সহস্রস্কন্ধ রাবণবধ এই সকল অদ্ভুত বিষয় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষ রাজার শ্রীমতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। নারদ ও পর্বত উভয়েই তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বিষ্ণুর মায়ায় উভয়কেই বিফলমনোরথ হইতে হয়। ইহাতে তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুকে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিবার অভিশাপ প্রদান করেন। তদনুসারে বিষ্ণু রামরূপে দশরথ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সীতাদেবী মন্দোদরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলে মন্দোদরী গর্ভ নিঃসারণ করিয়া কুরুক্ষেত্র নামক স্থানে তাঁহাকে প্রোথিত করিয়া যান। অতঃপর যজ্ঞভূমি কর্ষণ করিতে করিতে রাজর্ষি জনক ঐ কন্যারত্ন প্রাপ্ত হন। পরে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রামচন্দ্রের বনবাসকালে লঙ্কাধিপতি দশানন সীতাদেবীকে হরণ করিলে রামচন্দ্র কপিকটক সাহায্যে দশাননকে বিনাশ করেন। অতঃপর তিনি অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিয়া সীতাপ্রমুখাৎ সহস্রস্কন্ধ রাবণের বৃত্তান্ত অবগত হন, এবং তাহার যথার্থ পুষ্করদ্বীপে যাত্রা করেন। কিন্তু রামচন্দ্র সসৈন্যে পরাজিত হন। তখন সীতা কালিকামূর্তি ধারণ করিয়া সহস্রস্কন্ধ রাবণকে সংহার করেন। প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে আত্মজ্ঞানেরও উপদেশ আছে।

অধঃপতন—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে অতুলচন্দ্র নামে একজন আধুনিক শিক্ষিত যুবক ও তাঁহার বিশ্বাসঘাতিনী স্ত্রী সুধাময়ীর চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। কঠোর দারিদ্র্যে পড়িয়া অতুলচন্দ্রের অধঃপতনের সূচনা হয়। তাহার পর ক্রমে যখন তিনি জানিতে পারিলেন, তাঁহার স্ত্রী অবিশ্বাসিনী, তখন স্ত্রীলোকমাত্রকেই তিনি অবিশ্বাসিনী মনে করিতে থাকেন। সুধাময়ী বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সে পাপে ডুবিতেছে। তাহার হৃদয় অনুশোচনায় ব্যথিত হইত। সে পতির নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিল। কিন্তু অতুলচন্দ্র ক্ষমা করিলেন না। অগত্যা সুধাময়ী আত্মহত্যা করিল।

অধিকারতত্ত্ব—ধর্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। এই গ্রন্থে অধিকার ভেদে ধর্মানুষ্ঠানের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান—ব্রাহ্মধর্ম প্রচারক নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পরলোকবাসীর সহিত ইহলোকবাসীর আলাপ পরিচয় বিষয়ক প্রবন্ধ-পুস্তক।

অধ্যাত্ম-রামায়ণম্—মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত রামচরিতাখ্যায়ক সংস্কৃত কাব্যবিশেষ। ইহা বাল, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, যুদ্ধ এবং উত্তর এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে প্রায় ৪০০০ শ্লোক আছে। ইহাতে কর্মকাণ্ড, ভক্তিযোগ, ধর্ম এবং রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ কাণ্ডের পঞ্চম সর্গ রামগীতা নামে পরিচিত।

অন দি ইভ (On the Eve)—আইভান টুর্গেনিভ প্রণীত একটি রুশীয় উপন্যাস। ইহাতে হেলেনের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

অনর্ঘরাঘবম্—সংস্কৃত নাটক। মুরারিমিশ্র বিরচিত। প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ কৃত বিষমপদ ব্যাখ্যা সমন্বিত। ইহাতে রামচন্দ্রের বাল্যলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া সীতাপরিণয়, বনবাস, রাবণবধ, অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। রাজা নরসিংহ দেবের পুত্র ভৈরব দেবের আদেশে শ্রীরুচি মুখোপাধ্যায় ইহার একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অনাগত—বাঙ্গালা উপন্যাস। প্রফুল্লকুমার সরকার প্রণীত। কাশীপুরস্থ ডাঃ মৈত্র মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সংসারে রহিলেন বিধবা পত্নী শ্যামমোহিনী, পুত্র মোহিত ও কন্যা অনিন্দিতা। মোহিত খুব বড় বিদ্বান্ না হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হইতে পারিয়াছিল—ছোটবেলার সে যেমন ডানপিটে ছেলে বলিয়া পরিচিত ছিল এখনও পালের সর্দার বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বোন অনিন্দিতা সুন্দরী, শিক্ষিতা, কোমলস্বভাবা—সর্বগুণে ভূষিতা। অনিন্দিতার অন্তরঙ্গ সখী হইল প্রতিমা· সে অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী ধনী করুণাবাবুর আদরের কন্যা। অনিন্দিতার মধ্যস্থতায় মোহিত ও প্রতিমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। প্রতিমা মোহিতকে ভালবাসে, কিন্তু মোহিত প্রথমে কিছুতেই ধরা দেয় নাই। ইতোমধ্যে করুণাবাবু ও তাঁহার স্ত্রী সুবোধ নামক এক বিলাতফেরত ছেলের সঙ্গে প্রতিমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু প্রতিমা তাহাতে রাজী হয় না। মোহিত একটি দলের সর্দার—এই দল কোন সময় চুরি ডাকাতি করে, কোন সময় নারীকে নির্যাতনের হাত হইতে উদ্ধার করে, আবার কোন সময় অন্যকে সৎপথে আনিতেও চেষ্টা করে। এই দলে অনেকে আছে, তাহাদের মধ্যে নরেশ, সুরেশ, মহেন্দ্র প্রধান। কিশোর নামে যে যুবকটি সম্প্রতি আসিয়াছে তাহার জীবনের ইতিহাস ব্যথাপূর্ণ। তাহার পিতা গোলোকনাথ দরিদ্র ছিলেন এবং শেষে ঘোর মাতাল হইয়া পড়েন—একদিন ঐ অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার শবদাহকালে একটি লোকও আসে না, মাতা পুত্র মিলিয় তাঁহার শেষ কার্য সম্পন্ন করিয়া আসেন। গৃহে ফিরিয়া দুঃখে মাতা মলিনা গঙ্গার জলে আত্মবিসর্জন করেন—কিশোর এইবার সম্পূর্ণ একা। সুদীর্ঘ সাত বৎসর পরে সে অন্নের জন্য কুলির কাজ গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।—কারখানার ম্যানেজার সাহেব এক সতীলক্ষ্মী যুবতীর সতীত্ব নাশ করিবার চেষ্টা করে, কিশোর মোহিতের দলের সাহায্যে সেই যুবতীর সম্মান রক্ষা করে।

কিশোর মোহিতদের সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসে এবং মোহিতের বাড়িতেই

বাস করিতে থাকে—এইখানে থাকিতে কিশোর ও অনিন্দিতা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলে। ইহা নরেশ জানিতে পারিয়া হিংসায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে, কারণ অনিন্দিতাকে সে তাহার পার্শ্বে পাইবার আশা করিয়া আসিতেছিল। কিশোরের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য রোহিণীবাবু নামে এক ভদ্রলোকের সাহায্যে নরেশ কিশোরকে পুলিসে ধরাইয়া দেয়। মোহিত বাড়ি আসিয়া যখন ইহা জানিতে পারে তখন তাহার বিবেক জাগ্রৎ হয়—যে নির্দোষ তাহার শাস্তি হওয়া উচিত নয়, দোষী সে নিজে। তাই নিজে গিয়া পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করে—রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, চুরি ও ডাকাতি অপরাধে তাহার শাস্তি হয়। আলিপুরের জেলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে প্রতিমা মোহিতের সঙ্গে দেখা করিতে আসে—মোহিত তাহার ভুল বুঝিতে পারে। এইবার তাহার অন্তরের দুর্বলতা জাগিয়া উঠে। মোহিত স্বীকার করে যে, প্রতিমাকে সে ভালবাসে—উভয়ের অন্তর আনন্দ ও নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়।

এদিকে কিশোর শাস্তি হইতে মুক্তি পাইয়া অনিন্দিতার কাছে ফিরিয়া আসে। বিদায় লইবার সময় অনিন্দিতা যাইতে বাধা দেয়—মোহিত ও অন্যান্য সকলে যাহারা ভুল পথে চালিত হইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে চাহিয়াছিল তাহার জন্য ইহারা দুঃখ করে। যাহাদের জন্য স্বাধীনতার প্রয়োজন অর্থাৎ দরিদ্র শ্রমিকগণ—তাহাদের দুঃখ কত বেশী, এই দেশ কত অজ্ঞ ও দরিদ্র, তাই এই দেশের এই দীন কুলি-মজুরদের বাঁচাইবার সাধনাই একমাত্র ব্রত। প্রথমে দরিদ্র লোকের অন্নকষ্ট দূর করিতে হইবে এবং পরে স্বাধীনতার কথা। জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করাই আজ আমাদের কর্তব্য, তাহাদের অন্নের সংস্থান করাই একমাত্র বড় কাজ। তাহারা আজ হইতে স্বামি-স্ত্রী রূপে সেই ব্রত গ্রহণ করিল।

অনাথবন্ধু—বাঙ্গালা উপন্যাস। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। আদর্শ হিন্দু একান্নবর্তী পরিবার কিরূপ হওয়া উচিত, এবং তাহার উপযোগিতা কি, এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অনাথ বালক—চন্দ্রশেখর কর প্রণীত ক্ষুদ্র বাঙ্গালা উপন্যাস। ইহাতে বাঙ্গালার গ্রাম্য জীবনের একখানি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

অনামী—কবিতা গ্রন্থ। দিলীপকুমার রায় প্রণীত। এই গ্রন্থ চারি খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে—অনামী, রূপান্তর, পত্রগুচ্ছ ও অঞ্জলি। অনামী, রূপান্তর ও অঞ্জলিতে গ্রন্থকারের কতকগুলি মূল কবিতা ও বাকীগুলি বাঙ্গালা অনুবাদ কবিতা স্থান পাইয়াছে। পত্রগুচ্ছে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় কয়েকজন লেখক ইত্যাদির পত্র স্থান পাইয়াছে - পত্রগুলি গ্রন্থকারকে বিভিন্ন সময়ে লেখা হইয়াছিল।

অনিন্দ্যা। উপন্যাস। কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত প্রণীত। স্ত্রী-পাঠ্য ছোট গল্প। টেনিসনের অনুকরণে রচিত।

অনুগীতা—ধর্মবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ। শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত মহাভারতের অংশবিশেষ। ইহাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ধনঞ্জয়কে আত্মতত্ত্বের উপদেশপ্রদান বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে উত্তঙ্কোপাখ্যান, অশ্বত্থামার নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র হইতে উত্তরার গর্ভরক্ষা, এবং যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞের বিবরণ আছে।

অনুতপ্তা—অনুরূপা দেবী প্রণীত বাস্তবতাপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র গল্প। ডেপুটী হরেন্দ্রনাথের পত্নীবিয়োগ তাঁহার পক্ষে মর্মন্তুদ হইল। একমাত্র পুত্র বিনয় কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। বাড়িতে একমাত্র অনূঢ়া কন্যা লীলা। হরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য দিন দিন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। লীলার পিতৃভক্তির প্রাবল্য ও ঐকান্তিক যত্ন তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। কিন্তু লীলাকে আর বেশীদিন রাখা চলে না। সুকুমার নামে একটি কৃতবিদ্য পাত্রের সহিত লীলার বিবাহ হইয়া গেল। লীলা পিতাকে ত্যাগ করিয়া শ্বশুরবাটী যাইতে একেবারে অস্বীকৃত, কিন্তু পিতার একান্ত জিদে অগত্যা কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাটী চলিয়া গেল। লীলার শাশুড়ী, সাধারণতঃ শাশুড়ীদিগের আচরিত দুর্ব্যবহার বধূর প্রতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন, স্বামী সুকুমারও কঠোর শাসনে লীলাকে পীড়া দিতে ছাড়িল না। কিছুদিন পরে হরেন্দ্রনাথের পীড়া বৃদ্ধি পাইলে তিনি লীলাকে আনিবার জন্য পুত্র বিনয়কে পাঠাইলেন। লীলাকে পাঠানো দূরে থাকুক, তাহার শাশুড়ী ও স্বামী বিনয়কে অপমান করিল। লীলা বিনয়কে বুঝাইয়া বলিল যে সে যেন বাড়ি যাইয়া পিতাকে বলে যে লীলা স্বেচ্ছায় আসিল না। কারণ শ্বশুরবাড়ির এই দুর্ব্যবহার পিতার কর্ণগোচর করাইয়া লীলা তাঁহাকে ক্লেশ দিতে পারিবে না। সে অকৃতজ্ঞার ন্যায় স্নেহময় পিতার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিল।

অনুপ্রাস—অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সাহিত্যে, ধর্মে, চলিত কথাবার্তায়, কত সময় কত ভাবে আমরা অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া থাকি তাহা এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের রসজ্ঞতার পরিচয় আছে।

অন্তঃশীলা—বাঙ্গালা উপন্যাস। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। করোনারের কোর্টে করোনার সাহেব রায় দিতেছেন—'খগেন্দ্রনাথ রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী দেবী ক্ষণিক উন্মাদনার বশে আত্মহত্যা করিয়াছেন।' সাবিত্রী ছিল অত্যন্ত সাধারণ শ্রেণীর মেয়ে, তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি সমস্তই ছিল সাধারণ মেয়ের মত, আবার সাধারণ মেয়েদের যে অসাধারণত্ব বর্তিয়া থাকে, সাবিত্রীর মধ্যেও তাহার অভাব ছিল না, কিন্তু খগেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে তাহা কোন দিনই ধরা পড়ে নাই। খগেন্দ্রনাথ সাবিত্রীকে কোন দিন ভালবাসেন নাই, কিন্তু তাঁহার অন্তরের আদর্শ তাহাকে ভালবাসিয়াছিল—নিজের বুদ্ধি দিয়া প্রকৃত প্রাকৃত সাবিত্রীকে অতিপ্রাকৃত করিতে চাহিয়াছিলেন। সাবিত্রী যে অন্যের নিকট শিখিতে প্রস্তুত ছিল না তাহা নহে বরং বন্ধু রমলার প্রভাব তাহার মধ্যে নানাভাবে ব্যক্ত হইয়াছিল, তথাপি সে খগেন্দ্রের নিকট কিছু ভুলক্রমেও শিখিতে চাহে নাই। খগেন্দ্রনাথের সমস্ত চেষ্টা সাবিত্রীর মধ্যে বিরুদ্ধভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিল—তিনি যে প্রেম বাস্তবতঃ সাবিত্রীকে দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্বকৃত আদর্শ সাবিত্রীর। এই বিরোধই সাবিত্রীর মৃত্যুর মূল কারণ। সাবিত্রীর আত্মহত্যা খগেন্দ্রনাথের সমগ্র চেতনাকে আলোড়িত করিয়াছিল, তাঁহার মন চিন্তার বিক্ষোভে ও অন্তরের তরঙ্গাঘাতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। এই সময় সাবিত্রীর মৃতদেহের সৎকার উপলক্ষে রমলার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রমলা আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্না মহিলা—বন্ধুমহলে একচ্ছত্র নেত্রী বলিয়াই পরিচিতা। তিনি সহজসেবানিপুণা, অন্যায়ের প্রতি যেমন তাঁহার একটা গভীর বিরাগ আছে, দুঃখের প্রতি তেমনি তাঁহার একটা অপরিসীম সহানুভূতিও আছে, আর এই সহানুভূতি বিচারবুদ্ধি দ্বারা মার্জিত ও সংযত। রমলার জীবনে যে স্বাভাবিক সামঞ্জস্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল, তাহার পরিচয় খগেন্দ্রনাথ পূর্বে কোন দিন পান নাই। রমলার সাহায্যে সাবিত্রীর মৃতদেহের সংকারের সময় সুজন ও বিজন বলিয়া দুইটি যুবক-ছাত্রের সঙ্গে খগেন্দ্রনাথের

পরিচয় হয়, পরে সুজনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়। সুজন আধুনিক ধরনের বুদ্ধিবাদী হইয়াও রমলার সংস্পর্শে উচ্চতর ও মহান্ সাম্যের সন্ধান পাইয়াছিল। সুজনের সঙ্গে অন্তরের ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয়ের সংঘর্ষের ফলেই খগেন্দ্রনাথের জীবনে এক নূতন সূচনার আরম্ভ হইল। এতদিন তিনি সম্পূর্ণ বুদ্ধির ব্যাপারী ছিলেন, কিন্তু সেই বুদ্ধি শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে সমস্ত কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারিল না—তাঁহাকে শান্তি দিতে পারিল না। যে বুদ্ধি বলিতে সমস্তই বুঝায় সে ত সাবিত্রীর মৃত্যুরহস্য তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে পারে নাই! তবে কি বুদ্ধিই সব নহে? এই চিন্তাই খগেন্দ্রনাথকে অন্তর্মুখী করিয়া দিল—তাঁহার নিজেকে অনুসন্ধান করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। একান্তে সেই আত্মবোধের জন্য তিনি রমলার নিকট হইতে দূরে কাশী চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার এক মাসীর কাছে গিয়া উঠিলেন। পরে সেখানে নানা অসুবিধার জন্য নিজে একটা বাড়ি ভাড়া করিয়া বাস করিতে মনস্থ করিলেন। তারপর ভ্রমণ-বিলাসী এক আধুনিক সাধুর সহিত বাহির হইয়া পড়িলেন। কাশীতে থাকিতে খগেন্দ্রনাথ ও রমলার মধ্যে বহু পত্র-বিনিময় হয় এই পত্রের মধ্যে রমলা বুঝিতে পারিলেন যে খগেন্দ্রনাথ রমলাকে কি ভাবে দেখিয়া আসিতেছেন, আর খগেন্দ্রনাথও জানিতে পারেন যে, রমলা তাঁহার হৃদয়ের কোন্ স্থান অধিকার করিয়া আছেন। খগেন্দ্রনাথ পত্র ছাড়াও রমলাকে তাঁহার ডায়েরী পাঠাইয়া দেন, তাহাতে রমলার কাছে যেন সবই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

গ্রন্থের শেষ দৃশ্যে আমরা দেখিতে পাই রমলা সুজনকে সঙ্গে লইয়া নিরুদ্দিষ্ট খগেন্দ্রনাথের উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছেন—ট্রেনে সুজন রমলার হাতে একখানি পত্র দেন, সে পত্র খগেন্দ্রনাথ সুজনকে লিখিয়াছিলেন। এই চিঠির মধ্যেও খগেন্দ্রনাথ তাঁহার বুদ্ধিবাদের হার স্বীকার করিয়াছেন—তিনি চলিয়াছেন নূতনের সন্ধানে, তাই বুদ্ধিবাদী খগেন্দ্রনাথ অন্তঃসলিল স্রোতের টানে আজ অসীমের দিকে চলিয়াছেন জীবনের পূর্ণপরিণতির প্রবল কামনা লইয়া। ইহাই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

অন্তর্যামী—কাব্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। ভক্তের প্রাণের ও জীবনের অনুভূতি এই কাব্যখানিতে পদ্মের পাপড়ির মত ভাবে ও সৌরভে ভরিয়া আছে।

অন্নদামঙ্গল—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। কবি-গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় বিরচিত। ইহাতে শিবের বিবাহ, শিব ও শিবানীর কলহ, পার্বতীর অন্নপূর্ণা-মূর্তি ধারণ, পৃথিবীতে অন্নদার পূজাপ্রচার, ভবানন্দ মজুমদারকে অন্নদার কৃপা প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাব্য ইহারই অন্তর্গত।

অন্নপূর্ণা—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এখানি 'যোগেশ্বরী' নামক উপন্যাসের পরিশিষ্ট। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কাম ধর্মের উপদেশ, নীতি ও কর্তব্যের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য।

অন্নপূর্ণার মন্দির—বাঙ্গালা উপন্যাস। নিরুপমা দেবী প্রণীত। গ্রামের নাম তারাপুর। রামশংকর ভট্টাচার্যের সংসার বলিতে তিনি নিজে, তাঁহার স্ত্রী জাহ্নবী, এক ভ্রাতৃবধূ, দুই কন্যা—বড়টি সতী আর ছোটটি সাবিত্রী এবং দুই পুত্র—বড়টি হইল হরিশংকর, ছোটটি কালী।

সতীর অন্তরঙ্গ সখী কমলা-সে ঐ গ্রামের ধনী জমিদারের একমাত্র আদরের দুহিতা। ধনীর কন্যা হইলে যেরূপ হইয়া থাকে, কমলারও সেইরূপ হইল-সংসারে সুখভোগের অন্ত নাই। কিন্তু সে যাহাই হউক কমলা সতীকে অন্তরের সহিত ভালবাসে, আর সতীও কমলা ছাড়া কিছুই বড় একটা জানে না।

এই গ্রামের আর এক বনিয়াদী গৃহস্থ হইল নারায়ণ মৈত্র, লোকটি বেশ হিসাবী। মৈত্র মহাশয়ের স্ত্রী স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার এক বৃদ্ধা শ্যালিকা আসিয়া গৃহস্থালীর ভার গ্রহণ করেন। ইঁহার নাম অন্নপূর্ণা দেবী বৃদ্ধারও নিজের কিছু অর্থ আছে বলিয়াই লোকে জানে। মৈত্র মহাশয়ের সংসারে সন্তানের মধ্যে একমাত্র সম্বল বিশ্বেশ্বর। বিশ্বেশ্বর ছেলেটি চমৎকার। মৈত্র মহাশয় তাহাকে কখনও চোখের আড়াল করিতে দিতেন না, তাই বিশ্বেশ্বরের এণ্ট্রান্স পাস করিবার পর বিদেশে গিয়া পড়া হইল না।...একদিন নারায়ণ মৈত্র সকলের মায়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিশ্বেশ্বর পিতার নির্দেশিত পথে চলিয়া ক্রমে পাকা সংসারী হইয়া উঠিতে লাগিল। এবার বিশ্বেশ্বর যখন গ্রামের একটু-আধটু উপকারে নিজে মন দিল, তখন গ্রামের লোক সবাই বিশ্বেশ্বরের প্রশংসা করিতে লাগিল।

একদিন কমলা পুকুরে পড়িয়া গিয়াছিল, সেইদিন বিশ্বেশ্বরই তাহাকে সেই জল হইতে উঠাইয়াছিল—ঠিক ঐ দিন কমলা ঠিক করিয়াছিল—সে বিশ্বেশ্বরকে বিবাহ করিবে। সতী সখীর জন্য বিশ্বেশ্বরের কাছেই প্রস্তাব করিল কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল, কারণ বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ।......বাহিরের ধুমধামের মধ্যে চাঁদপুরের জমিদার নরেন্দ্রনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে কমলার বিবাহ হইয়া গেল; কিন্তু তাহার অন্তরের সংবাদ সেই অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিলেন না, কেবল কতকটা বুঝিয়াছিল সতী।

রামশংকর ভট্টাচার্য মহাশয়ের সংসারের দারিদ্র্যের চরমতম দৃশ্য দেখিয়া গ্রামের আর কেহ সহানুভূতি দেখাক বা না দেখাক, গ্রামের পরোপকারী সেই সুদর্শন যুবক বিশ্বেশ্বর স্থির থাকিতে পারে নাই, তাই অভাব-অনটনে জর্জরিত অকালবৃদ্ধের জন্য তারাপুরের কুঠিতেই ১০৲ মাহিনার একটি কাজ যোগাড় করিয়া দিল। সেদিন অন্নপূর্ণা ঠাকুরানীর 'সাবিত্রী ব্রত' উদ্‌যাপন দিবসে জাহ্নবী দেবী সতী ও সাবিত্রীকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে আসিয়া ছিলেন। গোলমাল মিটিয়া গেলে অন্নপূর্ণা দেবী সতীর সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের সম্বন্ধের কথা তুলিলেন, জাহ্নবীও মত দিলেন। মানুষ আশা করে, দেবতা সে আশা ভাঙ্গিয়া দেন। সতীর ভাগ্যেও তাহাই হইল—বিশ্বেশ্বর বিবাহে সম্পূর্ণ অমত করিল। বৃদ্ধ রামশংকর আর উপায়ান্তর না দেখিয়া নবগ্রামবাসী স্বনামখ্যাত বৃদ্ধ তিনকড়ি লাহিড়ীর সহিত সতীর বিবাহ দিলেন—বর অনুগ্রহ করিয়াই কেবলমাত্র তিন শত টাকা পণ লইলেন। সতী একটুও দুঃখ করিল না, কেবল একটা অব্যক্ত দুঃখ ও অভিমানে তাহার বুকখানি ভরিয়া উঠিল।

এই বিবাহের কিছুদিন পরে রামশংকর প্রাণত্যাগ করিলেন—এদিকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হরিশংকর সেই অভাগিনী কমলার স্বামী দুশ্চরিত্র নরেন্দ্র ভাদুড়ীর মোসাহেব হইয়া তাহাদেরই সখের থিয়েটার পার্টিতে মত্ত থাকিয়া নানা পাপ কার্যের মধ্যে দিনগুলি কাটাইতেছিল। ইতোমধ্যে বিশ্বেশ্বর সতীদের অর্থাভাব দেখিয়া সাহায্য করিতে চাহিয়াছে, কিন্তু সতীরা সে সাহায্য গ্রহণ করে নাই।

সেদিন অকস্মাৎ দুঃসংবাদ আসিল—সতীর বর মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। সকলে কান্নাকাটি করিতে আরম্ভ করিল, কেবল সতী ছাড়া—সে একটুও দুঃখ প্রকাশ করিল না। এ কথা সে পূর্বেই জানিত, যেদিন তাহার বিবাহ হয় সেই দিনই এ-কান্না কাঁদিয়া রাখিয়াছিল। এমনি করিয়া সতীর উপর দিয়া দুঃখের অভিনয়-নির্যাতন চলিতে লাগিল। ইহার মধ্যে

জাহ্নবী অসুখে পড়িলে জমিদার নরেন্দ্র ভাদুড়ী সতীর নিকট লিখিত একদিন একখানা প্রেম-পত্র তাহাদের দ্বারে রাখিয়া গেল—তারপর আরও একখানা।…

ঘাটে জল আনিতে যাইবার সময় সতী শিহরিয়া উঠিল—এ-যে সেই নরেন্দ্র ভাদুড়ী!…জমিদার নরেন্দ্র ভাদুড়ী নানা লোভ দেখাইল—সতীকে সে রাজরানী করিবে, তাহাদের আর কোন দুঃখ থাকিবে না, কেবল বিনিময়ে তাহার প্রেম প্রার্থনা করে।…কাঁপিতে কাঁপিতে সতী গৃহে ফিরিয়া আসিল।…

সতী আর কত সহ্য করিবে? একটি একটি করিয়া সে সংসারের সমস্ত দুঃখের স্বাদই পাইয়াছে, এখন আর সে সহ্য করিতে পারে না।…তাহার জীবন যে আজ ব্যর্থ হইয়া গেল তাহার সন্ধান কে করিবে?

সতী সুদীর্ঘ এক ব্যথাপূর্ণ চিঠি লিখিয়া বিশ্বেশ্বরের ঘরে রাখিয়া আসিল—"সংসারের চক্ষে আমি দোষী, অপরাধীর বেশেই গেলাম, কিন্তু আপনার কাছে একথাগুলো না বলিয়া কেন যে যাইতে পারিলাম না, তাহা বুঝিতে পারি না।

"পাঁচ দিন পূর্বে ঝড়ের দিন বৈকালে আমাদের খিড়কীর পুকুরঘাটের কথা আপনার মনে আছে কি? সেদিন আপনি যাহাকে যাইতে দেখিয়াছিলেন, সে চাঁদপুরের জমিদার নরেন ভাদুড়ী। আর পুকুরঘাটে যে বসিয়া ছিল, সে আমি।… আমি দোষী! সত্যই আমি সেই পাপিষ্ঠের প্রলোভনে পতিত হইয়াছি। আমার সাধ্য নাই যে, এ প্রলোভন হইতে আপনাকে ফিরাই, কিন্তু শুনুন, আমি তাহাকে প্রতারণা করিয়াছি। প্রতারণা কেন বলি—সে যাহা চাহিয়াছিল, আমি তাহার অনেক বেশী দিতে সম্মত হইয়াছি, সে দেহ চাহিয়াছিল, আমি তাহাকে আত্মা দিয়াছি।…স্পষ্ট কথা বলি—সে আমায় অনেক টাকা দিতে চাহে। যেদিন তুমি তাহাকে দেখিয়াছ, তারপর আর একদিন, গত পরশু, যেদিন চাঁদপুরের কুঠীর মহাজনের ঢেঁটরা দিয়া যায় যে, তিনদিনের মধ্যে উঠিয়া যাইতে হইবে। সেদিন দুপুরবেলা আবার আসে। আমার পায়ের গোড়ায় হাজার টাকার নোট ফেলিয়া দেয়। আমি সে টাকা গ্রহণ করিয়াছি। আজ রাত্রে সে আসিয়া ঘাটের দ্বারে দাঁড়াইবে, আমি তাহার সঙ্গে চলিয়া যাইব—এইরূপ কথা আছে। আমি চলিলাম, আজ আমি নিশ্চয়ই যাইব, কিন্তু তাহার কাছে নয়,—আর একজনের কাছে।"…

পত্র পড়িতে পড়িতে বিশ্বেশ্বরের চোখ দুইটি ভিজিয়া উঠিল—আজ বৃন্ত বা তাহার বিবেকও কশাঘাত করিতে লাগিল। ঠিক এমনি সময় অন্নপূর্ণা দেবী সংবাদ পাইয়া বিশ্বেশ্বরকে জানাইল—রামশংকরের বাড়ি মহাজনেরা দখল করিয়াছে। অন্নপূর্ণা দেবীর নির্দেশক্রমে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যদের বাড়ির দিকে ছুটিল। সেখানে উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির হইল। বাড়ির ভিতরে সতী বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।…বিশ্বেশ্বর…মহাজনদের টাকা দিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার পর হইতে অন্নপূর্ণা দেবী ও বিশ্বেশ্বর সাবিত্রীদের সংসারের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলেন।…হরিকেও বিশ্বেশ্বর সুপথে আনিল।

সাবিত্রীর এখন বিবাহের বয়স হইয়াছে—একটি ভাল বর দেখিয়া বিবাহ দিতে হইবে। বিবাহে যাহা খরচ হইবে তাহা অন্নপূর্ণাই বহন করিবেন।…বিবাহের নির্দিষ্ট দিনে বিবাহের বর বরাসনে উপবেশন করিলেন কিন্তু এমনি সময় বরকর্তা টাকার জন্য আপত্তি করিলেন। নগদ তিন হাজার টাকা ও গহনা যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ছাড়া নগদ আরও এক হাজার টাকা দিতে হইবে, কারণ দেখাইল যে, কন্যার দিদির চরিত্র ভাল ছিল না। এই কথা শুনিয়া বিশ্বেশ্বর আগুন হইয়া উঠিল—বর ও বরযাত্রীরা বিদায় নিতে বাধ্য হইল।

এই অবস্থায় বিশ্বেশ্বর গম্ভীরভাবে বলিল—"এ বিয়ে আমিই এই রাত্রে করব।"…তারপর মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

কালের আবর্তনের মধ্যে বিশ্বেশ্বর ও সাবিত্রীর বিবাহের পর দুইটি বৎসর গত হইল। ইহার মধ্যে বিশ্বেশ্বর একটি সন্তানের পিতা হইয়াছে। এদিকে জাহ্নবীও প্রাণত্যাগ করিয়াছেন কিন্তু এইটুকু আনন্দে মরিতে পারিলেন—সাবিত্রী সুখী হইয়াছে আর হরিশংকরও বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে।

শ্রাবণ মাসের একটি দিনে অন্নপূর্ণা দেবীর বড় সাধের বিগ্রহ ও মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইল।…এইটুকু আশ্চর্য—ঠিক এমন একটি দিনেই বিশ্বেশ্বরের বিবাহ হইয়াছিল।…সে সময় অন্নপূর্ণা দেবী বিশ্বেশ্বরকে বলিতেছিলেন—"বিশু,…যারা মানুষের আর সমাজের অত্যাচারে জর্জরিত হয়, তাদের কষ্টই সবচেয়ে বেশী। এই সম্পত্তির এই ব্যবস্থা কর, যেন নিঃস্ব লোক কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পায়।… এই সামান্য অর্থে যদি একটি মেয়েরও চোখের জল ঘোচে তাহ'লেই আমার এ অর্থ সার্থক হবে।"

বিশ্বেশ্বর ভক্তি-অবনতচিত্তে সে আজ্ঞা পালন করিল। 'অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার' অন্নপূর্ণা দেবীর নির্দেশিত কার্যেই উৎসর্গ করা হইল।

অপরাজিত—বাঙ্গালা উপন্যাস। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অপূর্ব এক জমিদারের বাড়ির রাঁধুনীর ছেলে। দেখিতে অতি সুন্দর, বেশ চেহারা। বড়বাবুর মেয়ে লীলা তাহার সমবয়সী, এবং দুজনে বেশ সম্প্রীতি। লীলার মাতাও অপূর্বকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন।

কিছুদিন পরে অপূর্বের মায়ের জেঠা-সম্পর্কীয় একজন আসিয়া অপূর্ব ও তাহার মাকে তাঁহাদের বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং সেখানে তাহাদিগকে বসবাস করিতে বলিয়া ও তাঁহার যাহা স্থাবর সম্পত্তি ছিল তাহা দিয়া তিনি কাশীবাসী হইলেন।

অপূর্বের সেই পাড়াগেঁয়ে জীবন ভাল লাগিল না। সে স্কুলে ভরতি হইল, এবং বেশ বুদ্ধিমান্ ছিল বলিয়া ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া ক্রমশঃ আই. এ. পর্যন্ত পড়িয়াছিল। অধ্যয়নে তাহার সবিশেষ আগ্রহ। আই. এ. পর্যন্ত কলেজে পড়িলেও বাহিরে সে বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছিল।

অর্থাভাববশতঃ তাহাকে অনেক কষ্ট সহিতে হইয়াছিল। ছেলে পড়াইয়া কোনরকমে কলিকাতায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত। ইত্যবসরে তাহার মাতা স্বর্গারোহণ করিল। তখন সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইল বটে কিন্তু কি যেন কি হইয়া গেল। সংসারে আপনার বলিতে কেহ নাই। শ্যামবাজারে এক জেঠাইমা থাকিতেন; সেখানে গেল, যদি দয়া করিয়া চাকরি না হওয়া পর্যন্ত দুটি খেতে দেন। তাঁহারা বেশ অবস্থাপন্ন। কিন্তু তাঁহারা সেখানে তাহাকে একটু জল পর্যন্তও দেন নাই।

ঠাকুরবাড়িতে প্রসাদ খাইয়া থাকিতে থাকিতে এক বাঙ্গালীর আফিসে একটা চাকরি জুটিল। এই সময়ে তাহার এক সহপাঠী বন্ধুর সহিত দেখা হইল। সে তাহাকে সঙ্গে লইয়া তাহার মাতুলালয়ে গেল। সেখানে তাহার মামাত ভগ্নীর বিবাহ। আফিসে ছুটি লইয়া মহানন্দে রেল স্টীমার ও নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গের পল্লীগ্রামে এক বনেদী জমিদারের বাড়ি গিয়া উঠিল।৲ বন্ধু অপূর্বকে তাহার যে মামাত বোনটির বিয়ে তাহাকে দেখাইল।

অপূর্ব দেখিল মেয়েটি পরমাসুন্দরী। বন্ধুর মামীমা তাও অপূর্বকে তাঁহার ভাগিনেয়ের বন্ধু বলিয়া এবং দেখিতেও বেশ রূপবান্ বলিয়া বড়ই স্নেহ-যত্নসহকারে আহারাদি করাইলেন।

বিবাহের রাত্রে বর আসিলে দেখা গেল যে, বরটি পাগল। মেয়ের মা সে বরে কন্যাকে কিছুতেই দিবেন না, এদিকে লগ্নও অতিক্রান্তপ্রায়। তখন সকলে মিলিয়া অপূর্বর সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ দিয়া দিল।

বৎসর দেড়েক পরে অপূর্ব তাহার স্ত্রীকে লইয়া তাহার মায়ের জেঠামশায়ের সেই বাড়িতে রাখিল। সেখানে পাড়ার মেয়ে-ছেলেরা অপূর্বর বৌকে ভালবাসে। অপূর্ব কলিকাতায় চাকরি করে ও মাঝে মাঝে বাড়ি যায়।

পত্নী অন্তঃসত্ত্বা হইলে অপূর্ব তাহাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিল। সেখানে বধূটি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া গতাসু হইল। পুত্রটি সেইখানেই থাকে। পাঁচ ছয় বৎসরের হইলে অপূর্ব তাহাকে লইয়া কলিকাতায় গেল। সেখানে আর থাকিতে তাহার মন না লাগায় সে দিন কতক নানাদেশে চাকরি লইয়া ঘুরিল। অতঃপর তাহার নিজের পিত্রালয় নিশ্চিন্দিপুরে খোকাকে লইয়া গেল। সেখানে তাহার জ্ঞাতিসম্পর্কে এক ভাইয়ের বাড়িতে উঠিল। তাহার বাল্য-সঙ্গী রাণুদিদি বিধবা হইয়া ভাইয়ের বাড়িতেই আছে। সে অপূর্বকে ও তাহার পুত্রকে দেখিয়া মহাখুশী। অপূর্ব এখন দুই চারিখানি বই ও সংবাদপত্রাদিতে প্রবন্ধ লিখিয়া কিছু রোজগার করে। দেশে কিছু সম্পত্তি কিনিয়া পুত্রকে রাণু-দিদির হাতে দিয়া সে দেশান্তরে চাকরি করিতে চলিয়া গেল। দেশের কথা একরূপ বিস্মৃতই হইয়াছিল।

জমিদার-কন্যা লীলা উচ্চশিক্ষিতা হইয়াছিল। কিন্তু চরিত্র নষ্ট করিয়া অনুতাপে অবশেষে আত্মহত্যা করিয়াছিল।

আর শ্যামবাজারের জেঠাইমাকে তাঁহার ছেলেরা বধূর পরামর্শে কাশীবাসিনী করিয়া দিয়াছে। সেখানে তাঁহার অতি কষ্টে দিন যায়।

অপরাজিতা—কবিতাপুস্তক। রচয়িতা যতীন্দ্রমোহন বাগচী। কয়েকটি ইংরাজী কবিতার অনুবাদও গ্রন্থমধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে।

অপূর্ব নৈবেদ্য—কবিতাগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক লিখিত। অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতায় কবি আপনার হৃদয়ের অকৃত্রিম নৈবেদ্য সাজাইয়াছেন। প্রত্যেক কবিতাতেই কবির ভাবুকতা, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা ও করুণা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অপূর্ব বীরাঙ্গনা—কাব্যগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। রামায়ণ ও মহাভারতের ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া কবি কৈকেয়ী, ঊর্মিলা, চন্দ্রাবলী ও কুজার অভিভাষণ কবিতাকারে নিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রারম্ভে কবি মাইকেলের উদ্দেশে একটি বন্দনা গাহিয়া আমূল অমিত্রাক্ষরছন্দে "বীরাঙ্গনা" কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন।

অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা—দেবেন্দ্রনাথ সেন-বিরচিত কবিতাপুস্তক। কবির স্বাভাবিক ভক্তির মধুর উৎস প্রত্যেক কবিতায় উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে।

অপূর্ব শিশুমঙ্গল—কবিতাগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক বিরচিত। ইহাতে ক্ষুদ্র শিশুদিগের বিষয়ে রচিত কবিতা আছে। তাহাতে হাস্যের সহিত গাম্ভীর্যের ও আনন্দের সহিত বিষাদের সমন্বয় এবং তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার মধ্যে গভীর মনস্তত্ত্বের মীমাংসা করা হইয়াছে।

অবকাশরঞ্জিনী—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে পিতৃহীন যুবক, পতিপ্রেমে দুঃখিনী কামিনী, বিধবা কামিনী, চট্টগ্রামের সৌভাগ্য, ভগ্নাশা-বিদেশী, আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি ২২টি কবিতা আছে।

অবতার—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। স্টার থিয়েটারে অভিনীত। যাহারা বাহিরে ধর্মের ভান করিয়া লোকের নিকট আপনাদিগকে ধার্মিক ও ভগবদ্ভক্ত বলিয়া খ্যাপন করে, এবং ভিতরে অধর্মাচার করে, সেই সকল ভণ্ডকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে।

অবসর—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। বরদাচরণ মিত্র, এম. এ. প্রণীত। ইহাতে ৩১টি কবিতা আছে।

অভয়া—রজনীকান্ত সেন প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট ভগবদ্ভক্তিবিষয়ক সঙ্গীত আছে। স্বাভাবিক সারল্য ইহাদের প্রাণ। নিদারুণ ব্যাধি যখন কবির জীবন বেদনাময় করিয়া তুলিয়াছিল, এগুলি সেই সময়ের লেখা।

অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস রচিত। মহর্ষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে এবং মেনকা নাম্নী অপ্সরার গর্ভে শকুন্তলার জন্ম। অতি শৈশবে মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া ইনি কণ্ব মুনি কর্তৃক প্রতিপালিতা হন। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত মৃগয়া করিতে করিতে তপোবনে আগমন করেন ও ইঁহার রূপলাবণ্য দর্শনে বিমুগ্ধ হন। তিনি ইঁহাকে গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন। মহর্ষি কণ্ব আশ্রমে ফিরিয়া এক দৈববাণীতে শকুন্তলার বিবাহ তাহার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার কথা জানিতে পারেন। অতঃপর তিনি শিষ্যসমভিব্যাহারে ইঁহাকে দুষ্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্বাসার অভিশাপে রাজা ইঁহাকে অপরিচিতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া বিদায় দেন। পরে এক জেলের নিকট শকুন্তলাকে প্রদত্ত নিজ নামাঙ্কিত অঙ্গুরী দেখিয়া তাঁহার শকুন্তলার বৃত্তান্ত মনে পড়ে। একদা মহারাজ দুষ্মন্ত স্বর্গ হইতে প্রত্যাগমনকালে মরীচির আশ্রমে স্বীয় পুত্রকে দর্শন করিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসায় সমস্তই অবগত হইলেন। অতঃপর পতিপত্নীর পুনর্মিলন হইল।

অভিধান-চিন্তামণি—সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। জৈন পণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি প্রণীত। নারায়ণচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক কৃত অনুবাদ-সহ প্রকাশিত। ইহাতে দেবাদিদেবকাণ্ড, দেবকাণ্ড, মর্ত্যকাণ্ড, ভূমিকাণ্ড, তির্যক্‌কাণ্ড এবং সামান্যকাণ্ড—এই কয়টি কাণ্ড আছে। ইহা একখানি প্রামাণিক কোষ-গ্রন্থ। অনুবাদক গ্রন্থশেষে বিস্তৃত সূচীপত্র ও গ্রন্থকারের জীবনবৃত্তান্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

অভিশপ্ত সাধনা—উপন্যাস। শৈলবালা ঘোষজায়া প্রণীত। উপন্যাসের আখ্যান-ভাগ এই প্রকার- নায়িকা কুমারী রাবেয়া বেগ জনৈক ভারতপ্রবাসী মুসলমান আরব-ব্যবসায়ীর সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যা। ভারতবর্ষেই পিতার মৃত্যু হওয়ার পর মিথ্যা ঋণে সমস্ত ব্যবসায় নষ্ট হইয়া যায়। ভাগ্য-বিতাড়িত রাবেয়া তখন তাহার পিতৃবন্ধু জনৈক বৃটিশ কর্নেলের নিকট আশ্রয় পায়। এই সময় সিস্টার কার্টার নাম্নী এক সহৃদয়া ইংরেজ রমণীর সঙ্গে রাবেয়ার পরিচয় ঘটে। রাবেয়া টাইপিং শিখিয়াছিল—সে কাহারও গলগ্রহ হইয়া থাকা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে স্বীয় উপার্জনের উপর নির্ভর করা শ্রেয় মনে করিল।

পেশোয়ার প্রবাসী বৃদ্ধ অধ্যাপক সিংহ একজন খ্যাতনামা পণ্ডিত ও জ্যোতিষী এবং উক্ত কর্নেলের বন্ধু। অধ্যাপক সিংহ বৃদ্ধবয়সে দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া জ্যোতিষ আলোচনায় নিরত ছিলেন। কর্নেলের পরিচয়পত্রে রাবেয়া অধ্যাপক সিংহের নিকট টাইপিস্টের চাকুরি পায়।

অধ্যাপক রাবেয়াকে স্বীয় কন্যাবৎ স্নেহ করিতে থাকেন। রাবেয়া অধ্যাপকের সহকারী খাঁ সাহেবের গৃহে বাসস্থান লাভ করে। এই খাঁ সাহেব পেশোয়ারবাসী ও সরকারী চাকুরি হইতে অবসরপ্রাপ্ত। ইঁহার বাড়িতে রাবেয়া পরিবারভুক্ত হইয়া পড়ে।

ইতঃপূর্বে ট্রেনে রাবেয়ার সঙ্গে দৈবাৎ অধ্যাপকের ভাগিনেয় মিঃ মতি চৌধুরীর পরিচয় হইয়াছিল। মিঃ চৌধুরী একজন চালিয়াৎ ও অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির যুবক ছিল। সে রাবেয়ার নিকট কথাচ্ছলে একদিন অসবর্ণ বিবাহের প্রস্তাব করে; কিন্তু রাবেয়া মিঃ চৌধুরীকে কোন উত্তর দেয় না। তাহার মনেও যে একটু মোহ না আসিয়াছিল এমন নহে। সে নিজের জন্মরাশি অধ্যাপকের দ্বারা গণনা করাইয়া জানিতে পারে যে, তাহার পক্ষে বিবাহ অতীব বিষময়, কারণ উহাতে প্রেমাস্পদের হাতে অপঘাত মৃত্যু অনিবার্য। এই সময়ে রাবেয়ার ভাগ্যও অত্যন্ত খারাপ যাইতেছিল। অধ্যাপক তাহাকে বলেন যে, পুরুষকারের শক্তি দ্বারা ভাগ্যলিপিকে পরিবর্তিত করা যাইতে পারে। রাবেয়ার পক্ষে উচিত তাহার প্রেমাস্পদের সান্নিধ্য হইতে দূরে অবস্থান করা।

রাবেয়া তাই চৌধুরীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলে রূপমোহে অন্ধ চৌধুরী একদিন সুযোগ পাইয়া রাবেয়ার প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করে; কিন্তু মিঃ নাগ নামক একটি যুবক অধ্যাপক সিংহের সমভিব্যাহারে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া রাবেয়াকে লাঞ্ছনা হইতে উদ্ধার করে ও চৌধুরীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করে। ইহার পর মর্মাহতা রাবেয়া টাইপিস্টের চাকুরি ত্যাগ করিয়া মিলিটারী হাসপাতালে নার্সের কার্যগ্রহণ করে। তাহার উদ্দেশ্য ছিল যে, সে এই মানবসেবার মধ্য দিয়া পুরুষকার সহায়ে ভাগ্যলিপিকে খণ্ডন করিবে। তাহার নার্সের কার্যগ্রহণে পূর্বপরিচিতা সিস্টার কার্টার প্রভূত সাহায্য করেন। রাবেয়ার কর্মত্যাগে অধ্যাপক সিংহ ও পূর্ববর্ণিত খাঁ সাহেব অতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাবেয়ার ভবিষ্যৎ কল্যাণ ভাবিয়া কোন প্রকার বাধা প্রদান করেন নাই।

এদিকে মাতুল কর্তৃক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত মিঃ চৌধুরী রাবেয়ার প্রতি প্রতিহিংসা গ্রহণে কৃতসংকল্প হইয়া স্বীয় নাম গোপন করিয়া সৈন্যবিভাগে চাকুরি লয়। দুই বৎসর পরে পীড়িত অবস্থায় কঙ্কালসার চৌধুরী ঘটনাক্রমে রাবেয়ার হাসপাতালেই চিকিৎসিত হইবার জন্য প্রেরিত হয়। তখন মিঃ চৌধুরী রাবেয়ার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এই সময় রাবেয়া একদিন তাহার দক্ষিণ করতলে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পায় যে, তাহার জীবনী রেখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। রাবেয়া অধ্যাপক সিংহের নিকট চাকুরিকালে কিঞ্চিৎ জ্যোতিষ বিদ্যা আলোচনা করিয়াছিল। হস্তরেখা দ্বারা রাবেয়া যখন দেখিতে পাইল যে, মৃত্যু অতি সন্নিকট তখন তাহার ভাগ্যলিপির কথা স্মরণ হওয়ায় হৃদয় অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়িল। ইহারই মধ্যে একদিন রাত্রে সুযোগ পাইয়া পাপিষ্ঠ চৌধুরী রাবেয়াকে লুক্কায়িত ক্ষুর দ্বারা হত্যা করিবার প্রয়াস পায়; কিন্তু রাবেয়া পুরুষকারের সহায়বলে রক্ষা পায়; কিন্তু চৌধুরী তাহাকে হত্যা করিতে অসমর্থ হইয়া নিজেই ঐ ক্ষুরদ্বারা আত্মহত্যা করে।

জীবনের প্রারম্ভ হইতেই রাবেয়া বহু দুঃখ-লাঞ্ছনার দ্বারা নিপীড়িতা হইতেছিল; এবার এই লাঞ্ছনা আর তাহার সহ্য হইল না। এই শোচনীয় ঘটনায় সে মনে ভয়ানক আঘাত পায় এবং স্নায়বিক অবসাদে কয়েকদিন পরে তাহারও মৃত্যু ঘটে।

জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী এইরূপে সত্য ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইল—গ্রন্থকর্ত্রী এইরূপ দেখাইয়াছেন।

অভিশাপ কৌতুকপূর্ণ পৌরাণিক গীতিনাট্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিষ্ণুভক্ত অম্বরীষের কন্যা শ্রীমতীর বিবাহ লইয়া নারদ ও পর্বতের বিষ্ণুকে অভিশাপ প্রদান অবলম্বনে এই নাটক রচিত।

অভিষেক-নাটকম্ মহাকবি ভাস প্রণীত। বীররসপ্রধান সপ্তাঙ্ক নাটক। ইহাতে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর ও লঙ্কাকাণ্ডে উক্ত ঘটনাবলী অভিনয়াকারে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

অভেদী—ধর্মবিষয়ক বাঙ্গালা রূপক। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। অন্বেষণচন্দ্রকে নায়ক করিয়া রূপকচ্ছলে গ্রন্থকার সহজ ও সরল ভাষায় আত্মজ্ঞান, মায়া, ধর্ম প্রভৃতির উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত ইহাতে অনেক সামাজিক দোষেরও প্রকটন করা হইয়াছে।

অমরকোষ—সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ। অমরসিংহ প্রণীত। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর কর্তৃক দেবনাগরাক্ষরে প্রকাশিত। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহ ও তাহাদের লিঙ্গাদি নির্ণীত হইয়াছে। ইহাই অমরার্থচন্দ্রিকা নামে প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার ভানুজী দীক্ষিত প্রণীত পাণিনি ব্যাকরণসম্মত টীকা প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন ত্রৈলোক্যনাথ দত্ত, ভুবনচন্দ্র বসাক ও হরগোবিন্দ রক্ষিত (এইচ. টি. কোলব্রুক কৃত ইংরাজী টীকা সহিত) প্রভৃতির সংস্করণ আছে। গ্রন্থখানি পদ্যে রচিত বলিয়া অতি সহজে অভ্যাস করা যায়। সংস্কৃত শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা অতি আদরণীয় ও মূল্যবান্ গ্রন্থ।

অমরসিংহ-উপন্যাস। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। সিপাহীবিদ্রোহমূলক গল্প। কুমার সিংহের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

অমরাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বীরেন্দ্রনাথ নামে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের সহিত সরোজিনী নাম্নী এক সুশীলা ও ধর্মপরায়ণা বালিকার প্রণয় হইয়াছিল। বীরেন্দ্র তাহার পাণিগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু তাঁহার পিতা আর একটি পাত্রীর সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। সরোজিনী ঈপ্সিত বরে প্রদত্তা না হওয়ায় চিরকুমারী থাকিয়া বীরেন্দ্রের পদধ্যান করিতে প্রতিজ্ঞা করেন। অচিরকাল মধ্যে বীরেন্দ্রের পত্নীর মৃত্যু হয় এবং তিনি সানন্দে সরোজিনীকে বিবাহ করেন।

অমিতাভ—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ভগবান্ বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্যন্ত ঘটনা এই গ্রন্থে সুললিত ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবি ইহাতে বুদ্ধদেবকে মানুষিকভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং গ্রন্থের ভূমিকায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের একত্ব সম্বন্ধে বহুবিধ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বুদ্ধের অন্যতম নাম অমিতাভ; তদনুসারেই এই গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে।

অমিতার প্রেম—বাঙ্গালা উপন্যাস। আশালতা দেবী প্রণীত। ডাক্তার ভবানীবাবু টালিগঞ্জে নূতন বাড়ি করিয়াছেন—তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে স্ত্রী মারা যান। কন্যা অমিতা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পুত্র অমল দিল্লীতে থাকেন। সেখানে চাকুরিস্থলে তিনি পুত্রকন্যা ও স্ত্রী লইয়াই বাস করেন।

চারুলতা ও অমিয় দুইজনে ভাই বোন। তাহাদের বাসস্থান ঐ টালিগঞ্জ অঞ্চলে। চারুলতা ও অমিতার মধ্যে খুব ভাব। চারুলতার মধ্যস্থতায় অমিয় ও অমিতার

মধ্যে একটা নূতন ভাবের আদানপ্রদান আরম্ভ হয়। অমিয় হইল কবি, শিক্ষিত, সুশ্রী ও সচ্চরিত্র যুবক, আর অমিতা রূপে গুণে, বিদ্যাবুদ্ধিতে ও মনের দৃঢ়তায় আদর্শ যুবতী। দিনের পর দিন নানারকম ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়া অমিয় ও অমিতার ভালবাসা গভীর হইতে গভীরতর হইয়া উঠে। অমিতার বাবা দেবতুল্য লোক, তিনি দূর হইতে এই দুইজনের মনের অবস্থা জানিতেন, কিন্তু কোন দিন আপত্তি করেন নাই, বরং আনন্দিতই হইতেন, কারণ তাঁহার উদার দৃষ্টিতে ইহাদের অবাধ মেলা-মেশার মধ্যে অন্যায় আচার-ব্যবহার দেখেন নাই। এই ভাবে কিছুদিন গত হয়। এক সময় অমিতার দাদা অমল ও বৌদি বীণা এইখানে আসেন, কারণ কোন কার্যোপলক্ষে অমলকে বিলাত যাইতে হইবে—অমলের বিলাতে অবস্থানকালে বীণা ও তাঁহার ছেলেমেয়ে ভবানীবাবুর কাছেই থাকিবেন। বীণার প্রথমেই ইচ্ছা হয় তাঁহার ভাই হেমন্তের সঙ্গে অমিতার বিবাহ দেন—সেই জন্য প্রথমেই বীণা ও অমল উভয়ে মিলিয়া অমিয় ও অমিতার মেলা-মেশায় বাধা দেন। নানা রকম অছিলায় বীণা হেমন্ত মল্লিককে অমিতার সঙ্গে ভাব জন্মাইবার জন্য সুযোগ দেন, কিন্তু অমিতা তাহা পছন্দ করিত না, তাই বলিয়া ভদ্রতার গণ্ডিও কখনও অতিক্রম করে নাই।

আজকাল আর অমিতা ও অমিয়ের মধ্যে দেখাশুনা একরকম হয় না, ইহাতে তাহাদের মন দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ে।

অমিতার দাদা বিলাত চলিয়া যান, তারপর উচ্চশিক্ষার নাম করিয়া অমিয়ও বিলাত গমন করে—সেখানে অমিয় অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করিলেও অমিতার কথা জিজ্ঞাসা করিত না কিন্তু ভবানী-বাবুকে সে প্রায়ই চিঠি লিখিত। ক্রমে অমিয়ের অন্তর বেদনার ভারে ভারী হইয়া উঠে।

তারপর সেখান হইতে সে আবার দেশে চলিয়া আসে—এই অপ্রত্যাশিত আগমনে ভবানীবাবু বিস্মিত হন আর অমিয়ের অন্তরের বার্তা জানিতে পারেন।

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর অমিয় ও অমিতার মধ্যে আবার একটু একটু আলাপ হয়—ভবানীবাবুই ইহাদের আলাপ করিবার সুযোগ দেন।

সেদিন অমিয়দের বাড়িতে একটি ছোটখাট পার্টি ছিল—সেই সময় অমিতা অমিয়কে ডাকিয়া পাঠায়। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আদর-অভ্যর্থনার ভার অন্য একজনের উপর দিয়া অমিয় চলিয়া আছে।

এই দিনই পাকাভাবে স্থির হইয়া যায় —অমিয় ও অমিতা পবিত্র স্বামি-স্ত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারে প্রবেশ করিবে।

অমিয় নিমাইচরিত—শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। এই গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গদেবের বাল্য-লীলা, কৈশোরলীলা, পাঠাবস্থা, যৌবনে সন্ন্যাসগ্রহণ, জগতে প্রেম ও ভক্তিসহ হরিনামপ্রচার প্রভৃতি লীলাসমূহ সুমধুর ভাষায় বর্ণিত হওয়ায় ইহা ভাবুক ও প্রেমিক পাঠকবর্গের পরম প্রীতিকর হইয়াছে। পুস্তকখানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থকার স্বয়ং এই গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন।

অমৃত রজনীকান্ত সেন প্রণীত একখানি ক্ষুদ্র কবিতার পুস্তক। প্রত্যেক কবিতা অষ্টপদী। রোগশয্যায় শায়িত হইয়া মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে থাকিয়াও কবি আপনার স্বদেশবাসীর জন্য কবিতামৃত বিতরণ করিয়াছেন। প্রত্যেক কবিতাই কারুণ্যে ও মাধুর্যে মহিমময়, পরম উপভোগ্য।

অমৃত মদিরা—বাঙ্গালা কবিতা গ্রন্থ। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বর-বিষয়ক, সমাজবিষয়ক, প্রকৃতিবিষয়ক এবং ব্যঙ্গাত্মক ৬৩টি কবিতা আছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই গ্রন্থকার অন্ধ অবস্থায় রচনা করেন।

অযোধ্যার বেগম—বাঙ্গালা ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। ইংরাজ-রাজত্বের সূচনায় অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। এই সময় রোহিলা যুদ্ধ, চৈৎসিংহের রাজ্যধ্বংস এবং অযোধ্যার বেগমদিগের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার সংঘটিত হয়। সামাজিক ও নৈতিক যে সকল কারণসমন্বয়ে এই সকল ঘটনা উপস্থিত হয়, গ্রন্থকার এই পুস্তকে ঐতিহাসিক বিবরণ অবিকৃত রাখিয়া সেই সমুদায় বিস্তৃতভাবে বর্ণন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

অরক্ষণীয়া—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। অরক্ষণীয়া কন্যাদায়ের একখানি উজ্জ্বল চিত্র। গোলোকনাথ, প্রিয়নাথ ও অনাথনাথ তিন সহোদর। জ্যেষ্ঠের মৃত্যু হইলে মধ্যম প্রিয়নাথ কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত পৃথগন্ন হইলেন। গোলোকনাথের বিধবা পত্নী স্বর্ণমঞ্জরী দেবর অনাথনাথের আশ্রয়ে রহিলেন। অল্পদিন পরেই দরিদ্র কেরানী প্রিয়নাথের মৃত্যু হইলে স্ত্রী দুর্গামণি ও কন্যা জ্ঞানদা অগত্যা অনাথনাথের গলগ্রহ হইলেন। স্বর্ণমঞ্জরীর দেবর ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদির প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এবং দুর্গামণি ও জ্ঞানদার প্রতি বিসদৃশ বিতৃষ্ণা। স্বর্ণমঞ্জরীর ভগিনীপুত্র অতুল বাল্যকাল হইতেই এই বাটীতে যাতায়াত করে। জ্ঞানদা ও অতুল উভয়েই পরস্পরের প্রতি আসক্ত। প্রিয়নাথ মৃত্যুর প্রাক্কালে অতুলের নিকট হইতে আশা পাইলেন যে অতুল জ্ঞানদার ভার গ্রহণ করিবে। কিন্তু জ্ঞানদা ক্রমেই অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিল, অতুলও ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ভীষণ ম্যালেরিয়ার দুর্গামণিকে শয্যাগত করিল। অতুলের আশা তিনি ত্যাগ করিলেন। দেবরের চেষ্টায়ও যা'হোক একটা পাত্রের হস্তেও যখন জ্ঞানদাকে সমর্পণ করা গেল না, তখন দুর্গামণি আর সহ্য করিতে পারিলেন না—তিনি কালের করালগ্রাসে পতিত হইলেন। শ্মশানক্ষেত্রে অতুল গেল। দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইলে জ্ঞানদা নদীকূলে যাইয়া উপবেশন করিল—বোধ হয় ঘৃণ্য জীবনের অবসান করিবার অভিপ্রায়। চিতাগ্নির লেলিহান জিহ্বা অতুলের মোহ ঘুচাইল। রূপের নেশা তাহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইল। সকলে শ্মশানভূমি ত্যাগ করিলে অতুল জ্ঞানদার নিকট গিয়া তাহার হাত ধরিয়া সত্য সত্যই তাহার ভার গ্রহণ করিল এবং বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া গেল।

অরণ্যবাস—উপন্যাস। অবিনাশচন্দ্র দাস প্রণীত। পার্বত্য ও আরণ্য প্রদেশে অন্নক্লেশ-প্রপীড়িত একজন শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবনসংগ্রামের ইতিহাস। ছোটনাগপুরের লোকপালিকা শক্তির প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

অরুণোদয়—বাঙ্গালা উপন্যাস। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বুড়ীর নাম কাদম্বিনী, কিন্তু পাড়ার ছোট-বড় সকলেই মাসী বলিয়া তাহাকে ডাকে। সংসারে তাহার আপন বলিতে কেহই ছিল না—বুড়ীর একমাত্র সম্বল কলিকাতায় একটা ছোট গলির উপর একখানি বাড়ী।

বাড়ীর নীচের তলায় তিনখানি ঘর সে যাহাদের কাছে ভাড়া দিল, তাহারা সংসারে দুই স্বামি-স্ত্রী—দুই জনেই ছেলে-মানুষ। আর তাহাদের একটি ছেলে। স্বামীর নাম বীরেন্দ্র, স্ত্রী নারায়ণী, আর

ছেলেটির নাম দেবেন্দ্র, কিন্তু তাহাকে সকলে দেবু বলিয়া ডাকে।

ইহাদের আসিবার পর হইতেই বুড়ী দেবুকে খুব বেশী স্নেহ করিতে আরম্ভ করে, সে দেবু ছাড়া কিছুই জানে না—দেবুই যেন তাহার সর্বস্ব, আর দেবুও বুড়ীকে 'মা মা' বলিয়া অস্থির। ক্রমে দুই তিন মাস গত হইল -এই দেবুকে এত আদর করিবার জন্য বীরেন বুড়ীকে অনেক দিন রূঢ় কথাও শুনাইয়াছে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় বুড়ী বাড়ীখানা দেবুর নামে যাহাতে লিখিয়া দেয়। তারপর বাড়ীভাড়াও বীরেন কেবলমাত্র ১০৲ টাকা ছাড়া এই চার মাসের মধ্যে কিছু দেয় নাই। বুড়ী নারায়ণীর মারফত অনেকদিন শাসাইয়াছে—সে নূতন ভাড়াটিয়া আনিবে, অন্ততঃ একখানি ঘর অন্যের কাছে ভাড়া না দিলে তাহার চলে না।

সেদিন বুড়ী সত্যই নূতন ভাড়াটিয়া আনিল, দেবুদের একখানি ঘর ইহাদের জন্য ছাড়িয়া দিতে হইল। তাহারাও স্বামি-স্ত্রী, স্বামীর নাম মাধব স্ত্রী বীণা আর তাহাদের অপরূপ সুন্দরী একটি মেয়ে, নাম পিণ্টুলী। এইবার দেবুর আর একজন সঙ্গী জুটিল—বুড়ী, নারায়ণী ও বীণা প্রায়ই জল্পনা-কল্পনা করিত—দেবু আর পিণ্টুলীর মধ্যে বিবাহ হইলে বেশ মানাইবে।

সেদিন কথায় কথায় নানা কথা উঠিয়া পড়িল—বীরেন মদ খায় ইত্যাদি, কিন্তু বাড়ী ভাড়া যদি না দিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা উঠিয়া গেলেই পারে; কিন্তু বুড়ী এ কথাগুলি শুধু তাহাকে ভয় দেখাইবার জন্যই বলিল……বীরেন বাড়ী আসিলে স্বামি-স্ত্রী ঠিক করিল, তাহারা বুড়ীর বাড়ী ছাড়িয়া যাইবে।—কার্যতঃ তাহাই করিল। বুড়ী দেবুর জন্য প্রথম প্রথম ভাবিত কিন্তু তারপর ভুলিয়া গেল—এইবার বুড়ীর পিণ্টুলীই সব।

দেবুরা চলিয়া যাইবার পর এক দুর্ঘটনা ঘটিল—পিণ্টুলীর বাবা ও মা তাহাকে বুড়ীর কাছে রাখিয়া না বলিয়া পলাইয়া চলিয়া গেল।—এইবার পিণ্টুলীর মুখে বুড়ী জানিতে পারিল, বীণা তাহার আপনার মা নয়।

সে যাহা হউক—বুড়ী তাহার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী পিণ্টুলীকে লালনপালন করিতে লাগিল। এখন পিণ্টুলী স্কুলে পড়ে, গান বাজনা কত কি সে শেখে।…

এমনি ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল—পিণ্টুলী এখন বেশ বড় হইয়াছে, রূপ-গুণ যেন আর ধরে না। এখন তাহার বিবাহের উপযুক্ত বয়সই হইল।…

সেদিন পিণ্টুলীদের স্কুলে পুরস্কার-বিতরণী সভা। সভায় বহু নরনারী উপস্থিত ছিল। শিক্ষয়িত্রী নিজে প্রতিমা দেবীর ওরফে পিণ্টুলীর পরিচয় করাইয়া দিলেন—পড়াশুনা খুব ভাল জানে, গান আরও ভাল জানে ইত্যাদি…।

উদ্বোধন-সংগীত গাহিতে উঠিয়া পিণ্টুলীর চোখে চোখ পড়িয়া যায় এক যুবকের সঙ্গে—এ আর কেহই নয়, এ সেই দেবু।

সভা ভাঙ্গিয়া গেলে দেবু তাহার ছোট বোন পুষ্পকে দিয়া প্রতিমাকে ডাকাইল—পুষ্পও পিণ্টুলীদের স্কুলে পড়ে, তাহাকে সে গান শিখাইতে পারিবে কিনা। পিণ্টুলী রাজী হয় এবং তারপর সে দেবুদের বাড়ী যায় -সেখানে দেবুর মা নারায়ণী প্রতিমাকে পিণ্টুলী বলিয়া চিনিতে পারে। নারায়ণী পিণ্টুলীকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—"ছেলেবেলায় একদিন বলেছিলাম পিণ্টুলী, তোকে আমার বউ করব, সে কথা তোর মনে আছে মা?"

পিণ্টুলী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—আছে। নারায়ণীও বলিল,—"ভগবান্ আমার মুখ রাখলেন।"

অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েষ্টার্ন ফ্রন্ট (All Quiet on the Western Front)—এরিক মারিয়া রেমার্ক প্রণীত উপন্যাস। মূল উপন্যাস জার্মান ভাষায় রচিত। উহার নাম 'Im Western Nichts Neues'. জার্মান যুদ্ধের সময় সৈনিকদের জীবন লইয়া গ্রন্থখানি রচিত।

অলংকার কৌস্তুভ—কবি কর্ণপুর বিরচিত অলংকার গ্রন্থ। ইহা চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত; ইহাতে অনূন ১২২২ শ্লোক আছে। ইহার টীকার নাম কিরণ।

অলিভার টুইস্ট (Oliver Twist)—চার্লস্ ডিকেন্স প্রণীত উপন্যাস। ইহাতে অলিভার টুইস্ট, ফেগিন, স্যাক্সি প্রভৃতির কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

অশোক—চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। মৌর্যবংশীয় মহারাজ অশোক বা প্রিয়দর্শীর জীবনী ও ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। বর্তমানকাল পর্যন্ত অশোকসম্বন্ধে যে ভাষায় যাহা কিছু লিখিত বা আলোচিত হইয়াছে তাহার সারভাগ উক্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মৌর্যশাসনকালে ভারতবর্ষে কলাবিদ্যার কিরূপ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার কথাও লেখক আলোচনা করিতে ভুলেন নাই।

অশোকগুচ্ছ—কবিতাগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক লিখিত। কবির কয়েকটি অতি সুন্দর কবিতা এই পুস্তকে প্রদত্ত হইয়াছে। শেষে কবির কতকগুলি ইংরাজী কবিতাও আছে।

অশোকানুশাসন—চারুচন্দ্র বসু ও ললিত-মোহন কর প্রণীত। মহারাজ অশোক আপনার রাজ্যের বহুস্থলে পর্বতগাত্রে, গুহামধ্যে অথবা শিলাস্তম্ভগাত্রে প্রজাগণের কল্যাণকর বিবিধ আদেশবার্তা উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে ইহার অপেক্ষা প্রাচীনতর লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রত্নলিপি-তত্ত্ববিদ্গণের মতে উক্ত লিপিসমূহ অনুমান খ্রীঃ পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অশোকানু-শাসনে দুই জাতীয় অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী। ব্রাহ্মীলিপি বাম হইতে দক্ষিণে ও খরোষ্ঠীলিপি দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত হইত। অশোকানুশাসনের ভাষা প্রাকৃত। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত যতগুলি অশোকলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, লেখক তাহার সবগুলি একত্র সংগ্রহ করিয়া সংস্কৃত ভাষায় রূপান্তরিত ও বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত করিয়াছেন।

অশ্রু—উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। বর্ণনীয় বিষয়ের চমৎকারিত্বে, ভাষার গাম্ভীর্য ও মাধুর্যে এবং সুন্দর চরিত্রচিত্রণে গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে।

অশ্রুকণা- বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। সজল আঁখির কোলে টল-টল অশ্রুবিন্দুর মত কবিতাগুলি শোকাশ্রুতে ভরা। শোকই ইহার প্রাণ, তাই নামকরণ হইয়াছে অশ্রুকণা।

অশ্রুমতী—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। অশ্রুমতী চিতোরের মহারানা প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহের কন্যা। আকবরের প্রধান সেনাপতি রাজপুত কুলকলঙ্ক মানসিংহ একদা প্রতাপসিংহের হস্তে অপমানিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রতিশোধস্বরূপ জনৈক মুসলমান দ্বারা অশ্রুমতীকে অপহরণ করিয়া লইয়া যান এবং উক্ত মুসলমানের সহিত অশ্রুমতীর বিবাহ দেন। কিন্তু পরে ইনি আকবর-পুত্র সেলিমের প্রণয়-ভাগিনী হইয়াছিলেন। একদা সেলিম অশ্রুমতীকে অবিশ্বাসিনী জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করেন। অশ্রুমতী মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যান। এই অবসরে প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ তাহার সংজ্ঞাহীন দেহ লইয়া চিতোরে গমন করেন। অশ্রুমতী পরে আজীবন

যোগিনীবেশে কৌমার্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়—মহামতি বাগভট্ট প্রণীত প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ। মহামহোপাধ্যায় বিজয়রত্ন সেন কবিভূষণ কর্তৃক অনূদিত ও অরুণ দত্ত কৃত টীকাসহ প্রকাশিত। ইহা যে কেবল অষ্টাঙ্গহৃদয় গ্রন্থেরই অনুবাদ তাহা নহে, অনুবাদক মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে ইহাতে প্রচলিত সমগ্র আয়ুর্বেদ গ্রন্থেরই আলোচনা করিয়াছেন, এবং স্থানে স্থানে আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসার সহিত হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মত সন্নিবিষ্ট করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। অনুবাদের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল। আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মধ্যে যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার মূল সূত্র নিহিত আছে, অনুবাদক মহাশয় তাহাও এক স্থলে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অষ্টাবক্রসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

অহল্যাবাই—যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে মারাঠা দেশীয়া প্রসিদ্ধ রমণী অহল্যাবাইএর জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। অহল্যাবাই দেশের ও দশের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কত কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহা লেখক বিস্তৃতভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল।

অ্যাজ ইউ লাইক ইট (As You Like It)—উইলিয়াম সেক্স্পীয়ারের মিলনান্তক নাটক। ইহাতে ডিউক, ফ্রেডারিক, ফ্রেডারিকের মেয়ে সিলিয়া, ডিউকের মেয়ে রোজালিণ্ড, সার রোল্যাণ্ডের পুত্র অরল্যাণ্ডো প্রভৃতির কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে।

অ্যাণ্টনী অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা (Antony and Cleopetra)—সেক্স্পীয়ারের লিখিত নাটক। জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর অ্যাণ্টনী মিশর-অভিযানে যান। সেখানে তিনি ক্লিওপেট্রার প্রেমে পড়েন। পরে অক্টেভিয়াস সীজারের সহিত যুদ্ধে অ্যাণ্টনী নিহত হন। ক্লিওপেট্রা সর্প দ্বারা বক্ষঃস্থল দষ্ট করাইয়া মৃত্যু বরণ করেন।

আ

আইন-ই-আকবরি—মোগল সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ। সম্রাট্ আকবরের জনৈক পারিষদ মহাপণ্ডিত আবুল ফজল এই গ্রন্থের প্রণেতা। আকবর বাদশাহের সমসাময়িক ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রদেশের ইতিহাস, প্রচলিত কথা, রাজস্বের আয়ব্যয় প্রভৃতি অতি সুন্দর ও বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

আঁধারে আলো—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত একটি ক্ষুদ্র শিক্ষাপ্রদ গল্প। সত্যেন্দ্র পিতৃহীন জমিদার, কলিকাতায় এম এ. পড়ে, সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার সুদক্ষ মাতার উপর ন্যস্ত। মাতা রাধারাণী নাম্নী একটি সুলক্ষণা পাত্রীর সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহ উপস্থিত করিলেন, কিন্তু সত্যেন্দ্র বিবাহে সম্মতি দিল না। সে কলিকাতার বাসায় থাকে। একদিন গঙ্গাস্নান করিতে যাইয়া একটি সুন্দরী বারবনিতাকে দেখিয়া আকৃষ্ট হয়। রমণীর নাম বিজলী। সত্যেন্দ্র তাহাকে ভদ্রগৃহস্থের মহিলা বলিয়া মনে করে। এইরূপে প্রত্যহ স্নানের ঘাটে সাক্ষাৎকার হইতে লাগিল। অবশেষে সত্যেন্দ্র একদিন বিজলীর বাটী যাইয়া স্বচক্ষে গণিকালয়ের লীলা দেখিল এবং ঘৃণাবশে বিজলীর সংসর্গ-আশা ত্যাগ করিল। সত্যেন্দ্র বিজলীর বাটী ত্যাগ করিলে পর বিজলী ও ব্যবসায় উঠাইয়া দিল। বিজলী আঁধারে আলোক পাইল। সত্যেন্দ্র বাটী আসিয়া রাধারাণীকে বিবাহ করিল। কিছুকাল পরে পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কলিকাতার বাটীতে সত্যেন্দ্র নানাপ্রকার আমোদ আহ্লাদের সহিত বাইনাচও দিল এবং বিজলীকেও বায়না করিয়া আনিল। বিজলী তাহাদের বাটী আসিলে সত্যেন্দ্র রাধারাণীকে বিজলীঘটিত বৃত্তান্ত শুনাইল। রাধারাণী বিজলীকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া আনিয়া 'দিদি' সম্বোধনে প্রীত করিয়া তাহার স্বামীর পরিচয় দিলে বিজলী চমৎকৃত হইয়া গেল এবং স্বীয় কাহিনী বর্ণনা করিয়া প্রস্থান করিল। যৌবনের পিচ্ছিল পথে এইরূপ গল্প একটি ফলপ্রদ মহৌষধ।

আকবরনামা—এখানি দিল্লীর মোগল-সম্রাট্ আকবরের রাজত্বের ইতিহাসগ্রন্থ। আকবরের সুপণ্ডিত অমাত্য আবুল ফজল ইহার প্রণেতা।

আকিঞ্চন—কবিতাপুস্তক। বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র প্রণীত। এই পুস্তকের অধিকাংশ কবিতায় তাঁহার হৃদয়ের নানারসের নানাভাব ব্যক্ত হইয়াছে।

আক্কেলসেলামী—প্রহসন। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। ইয়ং বেঙ্গলদিগের বিলাতী ফ্যাসান এবং তাহার মন্দ পরিণাম প্রদর্শন উদ্দেশ্যে ইহা লিখিত। ইহা নব্য বাঙ্গালীদিগের সাহেবিয়ানার পক্ষে চাবুকস্বরূপ।

আঙ্কল টমস কেবিন (Uncle Tom's Cabin)—মিসেস হ্যারিয়েট এলিজাবেথ বীচার স্টো লিখিত উপন্যাস (১৮৫২ খ্রীঃ)। ইহাতে ক্রীতদাস টমের কাহিনী বর্ণিত আছে।

আচারদীপ—নাগদেব ভট্ট প্রণীত হিন্দু-আচার নির্ণয় বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে ৮০টি শ্লোক আছে। আচার-মাতৃকা, আত্মচিন্তন, শৌচবিধি, আচমনবিধি, ভোজনবিধি প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত আছে।

আচারনির্ণয়—তন্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে কায়স্থদিগের উৎপত্তি, ব্রাহ্মণদিগের কর্তব্য, সুযোগ্য রাজার প্রতি সুতপা নামক ব্রাহ্মণের উপদেশবাক্য, কলিযুগে শূদ্রদিগের ক্ষত্রিয়-কর্ম-কারিত্ব কথন, চিত্রাঙ্গদের প্রতি ব্রাহ্মণগণের শাপ ও বগলা-জপ-মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

আচারপ্রবন্ধ—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দেশীয় পরম পবিত্র সদাচারপালন ঐহিক ও পারত্রিক হিতসাধনে কিরূপ কার্যকর, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার প্রথমে উপক্রমণিকাধ্যায়ে সদাচারের গুণকীর্তন ও তাহার আবশ্যকতা কীর্তিত হইয়াছে। অতঃপর পাঁচটি অধ্যায়ে নিত্যাচারপ্রকরণ কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অধ্যায়ে প্রাতঃকৃত্য, দ্বিতীয় অধ্যায়ে পূর্বাহ্নকৃত্য, তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যাহ্নকৃত্য, চতুর্থ অধ্যায়ে অপরাহ্ন, সায়াহ্ন ও রাত্রিকৃত্য এবং পঞ্চম অধ্যায়ে এই প্রকরণের উপসংহার। তৎপরে সাতটি অধ্যায়ে নৈমিত্তিকাচার-প্রকরণ কথিত হইয়াছে। ইহাতে গার্ভসংস্কার, শৈশব সংস্কার, কৈশোর সংস্কার, যৌবন সংস্কার, শ্রাদ্ধকৃত্য এবং ব্রত পূজা পর্বাদির বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

আত্মজীবনচরিত—জীবনচরিতবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। কার্তিকেয় চন্দ্র রায় লিখিত। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর-নিবাসী, নবদ্বীপ রাজবংশের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রায় একশত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজ গুণে অনেকেরই শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র ছিলেন। এই জীবনচরিতের একটু বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে শতবর্ষের পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থার সহিত নবদ্বীপ রাজবংশের ইতিহাসও আলোচিত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্বপ্রকাশ—বাঙ্গালা দার্শনিক গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম. এ., ডি. এল. প্রণীত। ইহাতে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রসমূহের ইতিবৃত্ত, ন্যায়-দর্শন মতে জীবাত্মার অস্তিত্ব ও নাস্তিক-

দিগের মত খণ্ডন, জীবাত্মার স্বরূপ এবং তাহার উর্ধ্বগতি ও অধোগতি, অদৃষ্ট, ঈশ্বর, পূর্বজন্ম, সংসার, সুখ, দুঃখ, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়সমূহ যুক্তি ও প্রমাণপ্রয়োগসহকারে আলোচিত হইয়াছে।

আত্মতত্ত্ববিবেক দার্শনিক গ্রন্থ। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ব্রাহ্মধর্মের দার্শনিকতার ভিত্তি হইতে ইহার উৎপত্তি।

আদর্শ বন্ধু -বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহা Damon and Pythias নামক গ্রীসদেশীয় দুই বন্ধুর আখ্যান অবলম্বনে রচিত।

আদ্যের গম্ভীরা হরিদাস পালিত প্রণীত। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় যে গম্ভীরা-উৎসব প্রচলিত আছে, তাহার বিবরণ ও ইতিহাস ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক যথেষ্ট পরিশ্রমসহকারে গম্ভীরা-উৎসবের সহিত বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে আধুনিক যুগের সাহিত্য বিষয়ক ষোলটি প্রবন্ধ আছে। ইহার সকল প্রবন্ধই সমালোচনামূলক।

আধুনিকী -নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। এই পুস্তকে সর্বসমেত নয়টি প্রবন্ধ রহিয়াছে। ইহাতে বর্তমান আধুনিকতার কথা গ্রন্থকার সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সাহিত্য, সমাজ, নারী-পুরুষ—সর্বত্রই যে একটা অবাঞ্ছিত পরিবর্তন আসিয়াছে তাহাও ইহাতে সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই পরিবর্তন ভাল কি মন্দ, তাহার ইঙ্গিতও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। সবশেষ প্রবন্ধে গ্রন্থকার ফরাসী কবি 'বোদেলের' পরিচয় দিয়াছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ আপন বৈশিষ্ট্যের জন্য মূল্যবান্।

আধ্যাত্মিকা—ধর্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত। কিরূপে আত্মজ্ঞান ও পরমা শান্তি লাভ হয়, ব্রাহ্মণকন্যা আধ্যাত্মিকাকে উপলক্ষ করিয়া রূপকচ্ছলে তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। তৎসহ বিষয়ী লোকদিগের মতিগতি কিরূপ প্রসঙ্গক্রমে তাহাও স্থানে স্থানে আলোচিত হইয়াছে।

আনন্দমঠ—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১৭৭০ খ্রীঃ) বঙ্গদেশ যৎকালে শ্মশানের আকার ধারণ করে, তৎকালে পদচিহ্ন গ্রামনিবাসী মহেন্দ্রনাথ সিংহ নামক জনৈক জমিদার জনশূন্য গ্রাম ত্যাগ করিয়া স্ত্রী কল্যাণী ও শিশুকন্যা সুকুমারীকে নিয়া নগরাভিমুখে যাইতেছিলেন। পথে এক চটীতে স্ত্রী ও কন্যাকে রাখিয়া তিনি দুগ্ধ অন্বেষণে বহির্গত হইলে কতকগুলি অনাহারক্লিষ্ট দস্যু আসিয়া কল্যাণী ও সুকুমারীকে হরণপূর্বক জঙ্গলে লইয়া যায়, কিন্তু শেষে তাহাদিগের মধ্যে পরস্পর মারামারি উপস্থিত হইলে, সেই সুযোগে কল্যাণী কন্যাকে লইয়া পলায়ন করেন, এবং সত্যানন্দ নামক ব্রহ্মচারীর দৃষ্টিপথে পতিত হন। এই সময়ে মুসলমানদিগের অত্যাচার হইতে দেশকে উদ্ধার করিবার জন্য সত্যানন্দ সন্তানসম্প্রদায় নামে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন। যে স্থলে ঐ দল থাকিত, তাহা গভীর অরণ্যমধ্যে স্থাপিত এবং আনন্দমঠ নামে অভিহিত। ভবানন্দ, জীবানন্দ, ধীরানন্দ প্রভৃতি সত্যানন্দের শিষ্য ও তাঁহার সহকারী। সত্যানন্দ কল্যাণী ও সুকুমারীকে লইয়া আনন্দমঠে রাখিলেন, এবং মহেন্দ্রের অন্বেষণে ভবানন্দকে প্রেরণ করিলেন। এদিকে মহেন্দ্র চটীতে প্রত্যাগমন করিয়া অপত্যকলত্রকে না দেখিয়া সাহায্যপ্রত্যাশায় নগরাভিমুখে চলিলেন। পথে একদল সিপাহী দস্যুবোধে ইহাকে বন্দী করিল। ভবানন্দ ইহা দেখিয়া নিজে ইচ্ছাপূর্বক বন্দী হইলেন, এবং কৌশলে মহেন্দ্রকে মুক্ত করিয়া লইয়া মঠে আসিলেন। তথায় সত্যানন্দের নিকট সন্তানধর্মের বিবরণ শুনিয়া মহেন্দ্রও এই ধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলেন। কিন্তু এই ধর্মে দীক্ষিত হইলে স্ত্রীপুত্রের মুখদর্শন নিষিদ্ধ। সুতরাং মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যাকে পুনরায় পদচিহ্নে রাখিয়া আসিবার জন্য যাত্রা করিলেন। পথে এক বৃক্ষতলে বসিয়া মহেন্দ্র কল্যাণীর নিকট এই সন্তানধর্মের কথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে সুকুমারী কল্যাণীর রক্ষিত বিষের কৌটা লইয়া খেলা করিতে করিতে একটি বিষবড়ি মুখে ফেলিয়া দেয়। কল্যাণী ব্যস্তভাবে তাহার মুখের ভিতর হইতে বড়িটি বাহির করিয়া ফেলিলেও কিঞ্চিৎ বিষ উদরস্থ হওয়ায় সুকুমারী অচেতন হইয়া পড়িল। তখন তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী মনে করিয়া কল্যাণীও সেই বিষবড়িটি খাইয়া ফেলিলেন। দেখিতে দেখিতে কল্যাণীর মৃত্যু-লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এমন সময় "হরে মুরারে মধুকৈটভারে" গাহিতে গাহিতে সত্যানন্দ তথায় উপস্থিত হইলেন। মহেন্দ্রও বিভোর প্রাণে তাঁহার সহিত গাহিতে লাগিলেন, "হরে মুরারে মধুকৈটভারে"। এই সময়ে সেই পথ দিয়া কয়েকজন সিপাহী যাইতেছিল, তাহারা বিদ্রোহী জ্ঞানে সত্যানন্দ ও মহেন্দ্রকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। সত্যানন্দ গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন। সেই গীতের সংকেতে জীবানন্দ বৃক্ষতলে আসিয়া সুকুমারী ও কল্যাণীকে দেখিলেন। বমনের সহিত পেটের বিষ বাহির হইয়া যাওয়ায় সুকুমারী তখন সুস্থ হইয়াছে। জীবানন্দ তাহাকে আপনার ভগ্নী নিমাইমণির নিকট লইয়া গিয়া কন্যার লালনপালনের ভার দিলেন। জীবানন্দের পত্নী শান্তি সেইখানেই ছিল। ভগ্নীর অনুরোধে জীবানন্দ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ব্রত ভঙ্গ হইল। ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্ত মৃত্যু; জীবানন্দ যথাসময়ে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন সংকল্প করিয়া মঠে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সেই দিন রাত্রিতেই শান্তি পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া মঠে আসিল, এবং সত্যানন্দের নিকট সন্তানধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিল। স্বামীর গৃহীত ধর্মকার্যে সহায়তা করাই শান্তির উদ্দেশ্য। এদিকে ভবানন্দ কল্যাণীকে দেখিতে পান এবং বনৌষধি দ্বারা তাঁহাকে আরোগ্য করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসেন। কিন্তু কল্যাণীর রূপে ভবানন্দের সংযম ভাসিয়া যায়। তিনি সুযোগ মত কল্যাণীর নিকটে গিয়া তাঁহার প্রণয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া ব্রতভঙ্গের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জীবন বিসর্জনে কৃতসংকল্প হন। মহেন্দ্র ও সত্যানন্দ সিপাহী কর্তৃক নীত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সন্তানসম্প্রদায় বিক্রমপ্রকাশপূর্বক তাঁহাদের উদ্ধার সাধন করে। মহেন্দ্র জানিতেন, কল্যাণীর মৃত্যু হইয়াছে, সুতরাং তিনি এক্ষণে নির্বিঘ্নে সন্তানধর্মে দীক্ষিত হইলেন। ইহার পর ইংরাজসেনার সহিত সন্তানদিগের এক যুদ্ধ বাধিল। সেই যুদ্ধে ভবানন্দ অসীম পরাক্রমপ্রকাশপূর্বক জীবন বিসর্জন দিয়া প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ করিলেন। সেই যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য পরাজিত হয়। ইহার পর মহেন্দ্র স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া পদচিহ্নে বাস করেন। অতঃপর মাঘী পূর্ণিমার দিন ইংরাজের সহিত সন্তানসম্প্রদায়ের আর এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। তাহাতেও সন্তানগণ জয়লাভ করে, কিন্তু সে যুদ্ধে জীবানন্দ প্রাণবিসর্জন করেন। শান্তি বিস্তর অন্বেষণের পর স্বামীর মৃতদেহ বাহির করিলে এক অপরিচিত মহাপুরুষ আসিয়া ঔষধ প্রয়োগে জীবানন্দকে পুনর্জীবিত করেন। তখন জীবানন্দ শান্তির সহিত হিমালয়ে গমন করিয়া তপস্যায় জীবন অতিবাহিত করেন। এদিকে যুদ্ধজয়ের পরই মহাপুরুষ সত্যানন্দের নিকট উপস্থিত হন, এবং তাঁহাকে গৃহীত

ব্রতের সফলতা ও বর্তমানে হিন্দু রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অসম্ভাব্যতা বুঝাইয়া দিয়া জ্ঞানলাভার্থ হিমালয়শিখরে লইয়া যান। ১৭৭০ খ্রীঃ এবং তৎপরে যে সন্ন্যাসি-বিদ্রোহ ঘটে, তাহাই এই উপন্যাসের মূলভিত্তি। কিন্তু উপন্যাসবর্ণিত যুদ্ধ দুইটি বীরভূমে ঘটে নাই, উত্তর বাঙ্গালায় ঘটিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে লিখিত আছে। ইতিহাসে সন্ন্যাসিগণ লুণ্ঠনকারী দস্যু বলিয়া বর্ণিত, কিন্তু গ্রন্থকার ইহা-দিগকে স্বদেশপ্রেমিক ও জন্মভূমির উদ্ধার-প্রয়াসী ভক্ত সন্তানরূপে চিত্রিত করিয়াছেন।

"বন্দে মাতরম্" নামক সুপ্রসিদ্ধ গানটি এই গ্রন্থেই সন্নিবেশিত। কথিত আছে যে, গ্রন্থকার কোন এক সময়ে এই গানটি রচনা করিয়া ফেলিয়া রাখেন। তখন এই উপন্যাস রচনা করিবার চিন্তাও তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। কোন সময়ে 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রের প্রবন্ধের অভাব হওয়ায় তিনি এই গানটি প্রকাশ করিতে উদ্যত হন, কিন্তু বন্ধুগণের পরামর্শে নিরস্ত হন। তাঁহারা বলেন যে, এই গানটিই আপনার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে, অন্য ভাবে এইটির প্রয়োগ করিলে ভাল হয়। ইহার পর আনন্দমঠ রচনাকালে উক্ত গীতটি উহাতে সন্নিবেশিত করেন।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম. এ., বি. এল. ও অরবিন্দ ঘোষ আনন্দমঠের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

আনন্দময়ী - কবিতা পুস্তক। রজনীকান্ত সেন প্রণীত। ইহাতে ভক্তিরসাত্মক কয়েকটি সুন্দর সুন্দর কবিতা আছে। গ্রন্থের সকল কবিতাই শিব-পার্বতী সম্বন্ধে লিখিত।

আনন্দ রহো—ঐতিহাসিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। রানা প্রতাপ-সিংহের সহিত আকবরের যুদ্ধের সময়ের কতকগুলি বিবরণ লইয়া ইহা রচিত। এই নাটকে বেতাল চরিত্র নূতন।

আপস্তম্ব সংহিতা 'সংহিতা' দ্রঃ।

আবুহোসেন—বাঙ্গালা কৌতুকপূর্ণ গীতি-নাট্য। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। এই গীতিনাট্যখানি আরব্য উপন্যাসের "এব্‌নে হোসেন" নামক কাহিনী অবলম্বনে রচিত। আবুহোসেন বোগদাদ নিবাসী জনৈক যুবক। বোগদাদের খালিফ হারুণ উল্ রসিদ একরাত্রিতে ছদ্মবেশে আবুর অতিথি হইয়া কথায় কথায় জানিতে পারেন যে, অন্ততঃ এক-দিনের জন্য বাদসাহ হইলে আবু জনৈক প্রতারক ইমামকে শাস্তি দেন। খালিফ আবুর পেয় সুরার সহিত অহিফেনের চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আবুকে অজ্ঞান করাইয়া স্বপ্রাসাদে লইয়া যান। পরদিন প্রভাতে সকলে তাঁহাকে বাদশা বলিয়া সম্বোধন করে। বিস্মিত আবু দরবারে গমন করিয়া ইমামকে ডাকাইয়া দণ্ডিত করিয়া পূর্ব অভিলাষ পূর্ণ করেন। রাত্রি-কালে খালিফ পুনরায় অজ্ঞান করাইয়া আবুকে গৃহে পাঠাইয়া দেন। আবু এক-দিন বাদশাহ হইয়া খালিফের পালিতা কন্যা রোসেনার সহিত প্রণয়ে পড়েন। পরে ইহাদের বিবাহ হয়। নানারূপ কৌশল করিয়া আবু বাদশার নিকট হইতে অর্থ আনিতেন।

আমরা ও তাঁহারা—অধ্যাপক ধূর্জটি-প্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। "বিরোধের কথা", "সুরের কথা", "সংগীতের কথা", "মনের কথা", "দেশের কথা" ও "স্ত্রী পুরুষের কথা" শীর্ষক ছয়টি মূল্যবান্ প্রবন্ধ এই পুস্তকের মধ্যে আছে। প্রবন্ধ-গুলির মধ্য দিয়া গ্রন্থকার বিষয়গুলি সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

আমার গুপ্তকথা বাঙ্গালা উপন্যাস। উপেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রণীত। ইহা ইংরাজী "জোসেফ উইলমট্" বা বিলাতী গুপ্তকথা নামক গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে লিখিত।

আমার জীবন—জীবনচরিত। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কবির মৃত্যুর পর ইহা প্রকাশিত হয়। নবীনচন্দ্র তাঁহার জীবনের সকল কাহিনী ইহাতে বিবৃত করিয়াছেন।

আমার বাল্যকথা ও বোম্বাই প্রবাস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে বহু প্রসিদ্ধ লোকের চরিত্র ও কর্ম, বহু দর্শনীয় স্থান, বহু সমাজের ও পারিবারিক রাজনীতির কথা ও অভি-জ্ঞতার বর্ণনা আছে। গ্রন্থমধ্যে অনেক-গুলি চিত্র আছে।

আমিত্বের প্রসার—যদুনাথ মজুমদার প্রণীত। বেদান্তশাস্ত্রের সার তত্ত্ব ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। ইহার প্রথম খণ্ডে পঞ্চযজ্ঞ, চতুরাশ্রম ও চাতুর্বর্ণ্যের শাস্ত্রযুক্তি সম্মত অতি বিশদ ও সরল ব্যাখ্যা আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রেয় ও প্রেয়, দেবাসুরসংগ্রাম, প্রাণায়াম, বৈরাগ্যমেবাভয়ং, কুকুরের স্বর্গারোহণ, কোকিলের অভিশাপ, নিশীথ-স্বপ্নসংবাদ, মধুবিদ্যা, প্রজাপতির আদেশ, মায়া, আনন্দ, ঈশ্বরের স্বরূপ কি প্রভৃতি নানা প্রবন্ধ আছে। কিরূপ কার্যপদ্ধতির অনুসরণ করিলে আত্মপ্রসার লাভ হয় তাহা লেখক দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমিত্বের প্রসার ও আমিত্বের সংহার যে একবস্তু এবং ভেদজ্ঞান ও অভিমান যে সর্ব অনর্থের মূল তাহা এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আমিষ ও নিরামিষ আহার - প্রজ্ঞা-সুন্দরী দেবী প্রণীত। ইহাতে আমিষ ও নিরামিষ আহারের বিষয় এবং রন্ধন-বিষয়ক অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য বর্ণিত হইয়াছে।

আয়ুর্বেদ ও নব্য রসায়ন (১ম ভাগ)—অধ্যাপক পঞ্চানন নিয়োগী প্রণীত। এই গ্রন্থে আয়ুর্বেদের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ এবং নব্যরসায়নের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ তাহা আলোচিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দুজাতির মধ্যে কীদৃশ জ্ঞান বিদ্যমান ছিল, গ্রন্থকার নানাবিধ প্রমাণের সহিত তাহার পরিচয় দিয়াছেন। আয়ুর্বেদের উন্নতির সহিত রসায়নশাস্ত্রের যে উন্নতি হইয়াছিল এবং হিন্দুগণ যে ধাতুসমূহের ব্যবহারে সম্যক্ অভিজ্ঞ ছিলেন, বহু প্রাচীনকালেও এমন কি অথর্ববেদ ও কৌশিকী সূত্র রচনার সময়েও আয়ুর্বেদ ও রসায়নশাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল, তাহা গ্রন্থকার সুন্দরভাবে দেখাইয়া-ছেন। প্রত্যেক ধাতু ও তাহার যৌগিকতা সম্বন্ধে প্রাচীন ভারতে কিরূপ জ্ঞান ছিল তাহা সংগ্রহ করিয়াছেন।

আরব্য উপন্যাস যোগেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক পারস্য হইতে ভাষান্তরিত বাঙ্গালা উপন্যাস। পারস্যাধিপতি শারিয়ার নামক এক নৃপতি নারী চরিত্রে সন্দিহান হইয়া প্রত্যহ রজনীতে এক একটি রমণীকে বিবাহ করিতেন, এবং প্রভাতে তাহার মস্তকচ্ছেদন করিতেন। এইরূপে বহু রমণী নিহত হইলে মন্ত্রিকন্যা শাহারজাদী ইচ্ছাপূর্বক রাজাকে বিবাহ করেন এবং প্রভাতের অব্যবহিত পূর্বে ভগিনীর অনুরোধে তাহাকে শুনাইবার জন্য এক মনোহর গল্প আরম্ভ করেন। সেই গল্প শেষ না হওয়ায় এবং রাজার তাহা শুনিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকায়, তিনি সেদিন আর শাহারজাদীকে বধ করিলেন না। এইরূপে প্রত্যহ রাত্রিশেষে শাহার-জাদী এক একটি গল্প বলিয়া সম্রাটের মনোহরণ করেন। এইরূপে শাহারজাদী এক হাজার এক রাত্রি ধরিয়া গল্প বলিয়া-ছিলেন। পারস্য ভাষায় আলেফ লয়লা (একাধিক সহস্র রজনী) নামক পুস্তকে এই গল্পগুলি সংগৃহীত হইয়াছে।

আর্মস অ্যাণ্ড দি ম্যান (Arms and the Man)—বার্নার্ড শ'-রচিত নাটক। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা আরও তিনটি নাটকের সহিত 'Plays Pleasant and Un-

pleasant' নামে একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। মেজর পেটকফ, তাঁহার কন্যা রেইনা, রেইনার প্রেমিক সারজিউস, পলাতক সৈন্য ব্লান্টস্‌লি, কৃষককন্যা লুকার কথা বলা হইয়াছে। শেষ পর্য্যন্ত রেইনার সঙ্গে ব্লান্টস্‌লির বিবাহ হয়।

আর্য্যগাথা (২য় ভাগ)—গীতিকাব্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। এই সংগ্রহের কবিতাগুলি কবির তরুণ বয়সের রচনা। ইহার প্রথম ভাগে কবির কয়েকটি মৌলিক সংগীত ও দ্বিতীয় ভাগে কতিপয় প্রসিদ্ধ ইংরাজী, স্কচ ও আইরিশ সংগীতের অনুবাদ আছে।

আলাদীন বা আশ্চর্য প্রদীপ—নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। আরব্য উপন্যাসের আলাদীনের গল্প লইয়া এই নাটক রচিত।

আলালের ঘরের দুলাল—বাঙ্গালা নবন্যাস। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় ইহাই প্রথম নবন্যাস। ইহাতে বালকগণের শিক্ষা-বিষয়ে পিত্রাদি অভিভাবকগণ অযত্ন করিলে কিরূপ বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈদ্যবাটীর জমিদার বাবুরাম বাবুর পুত্র মতিলাল। একমাত্র সন্তান বলিয়া বাবুরাম তাহাকে শাসন বা শিক্ষা বিষয়ে যত্ন না করায় মতিলাল অতিশয় কুচরিত্র হইয়া উঠে, এবং তদনুরূপ সঙ্গিগণ-সহ নানাপ্রকার অসৎকার্য করিতে থাকে। ইহাতে তাহার সকল সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। পরিশেষে মতিলাল কাশীবাসী হয় এবং সৎসঙ্গে তাহার ধর্মবুদ্ধির উদয় হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" নাম গ্রহণ করিয়া এই নবন্যাসখানির রচনা করেন। বঙ্গীয় সিভিলিয়ানগণের প্রাদেশিক পরীক্ষায় এই পুস্তকখানি পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট আছে। G. D. Oswell নামক জনৈক ইংরেজ ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

আলিবাবা—বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আলিবাবা ও কাসিম দুই ভ্রাতা। জ্যেষ্ঠ কাসিম ধনবান্, কিন্তু কনিষ্ঠ আলিবাবা কাঠ কাটিয়া দিনপাত করিত। একদা সে বনে কাঠ কাটিতে গিয়া ডাকাতদের রক্ষিত গুপ্তধনের সংবাদ পায়, এবং অনেক ধনরত্ন লইয়া বাটীতে আসে। কাসিম ইহা জানিতে পারিয়া এবং ঐ গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়া ধন আনয়নের জন্য বনে গমন করে, এবং দস্যুহস্তে তাহার জীবন বিনষ্ট হয়। অতঃপর দস্যুগণ আলিবাবাকে আপনাদের ধনাপহারী জানিতে পারিয়া তাহাকে বিনাশ করিবার জন্য ছদ্মবেশে তাহার গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করে, কিন্তু আলিবাবার বাঁদী মর্জিনা দস্যুগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তাহাদের বিনাশ সাধন করে। আলিবাবা এই জীবনদাত্রী বাঁদীর সহিত স্বীয় পুত্র হোসেনের বিবাহ দেন।

আলো ও ছায়া—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। কামিনী সেন প্রণীত। ইহাতে ছোট বড় অনেকগুলি কবিতা আছে।

আলোচনা—ধর্মবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই গ্রন্থে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ধর্মবিষয়ক উপদেশ আছে। এই সঙ্গে গ্রন্থকার কয়েকটি স্বদেশপ্রীতিবর্ধক প্রবন্ধও প্রকটিত করিয়াছেন।

আশাকানন—সাঙ্গরূপক কাব্য। মানবের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে রূপকচ্ছলে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইহার প্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহাতে প্রথমে নিদ্রাবেশে আশার সহিত সাক্ষাৎ ও পরিচয়ের পর আশাকাননে প্রবেশ করিয়া একে একে মানবের মনোগত বৃত্তিসমূহের পরিচয় ও কার্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

আষাঢ়ে—দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ইহাতে কয়েকটি হাসির গল্প কবিতাকারে প্রদত্ত হইয়াছে। "কেরাণী", "হরিনাথের শ্বশুর-বাড়ী যাত্রা" প্রভৃতি হাস্যোদ্দীপক পদ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল অসাধারণ প্রতিভা দেখাইয়াছেন।

আহ্নিকতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে গৃহস্থের দৈনন্দিন কর্তব্য কর্মসমূহের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে।

ই

ইংরাজবর্জ্জিত ভারতবর্ষ—পিয়ের-লোটীর ফরাসী গ্রন্থ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনূদিত। ইহাতে সিংহল, ত্রিবাঙ্কুর, তাঞ্জোর, হায়দরাবাদ, উদয়পুর, বারাণসী প্রভৃতি ভারতসাম্রাজ্যের নানা প্রসিদ্ধ স্থানের বর্ণনা আছে। একজন বিদেশীর চক্ষে ভারতবর্ষ কিরূপ লাগিয়াছিল, তাহার আভাস এই গ্রন্থে আছে।

ইংরেজের জয়—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ ইংরাজ-সেনাপতি লর্ড ক্লাইব কর্তৃক কর্ণাটের রাজধানী আরকট অবরোধ ও তাহাতে বিজয়লাভ এবং পলাশীর যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে। অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ যে অলীক এবং নবাব সিরাজদ্দৌলা যে প্রকৃতপক্ষে নররাক্ষস ছিলেন না, তদ্বিষয়ে গ্রন্থকার বহু প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

ইতিকথা—বাঙ্গালা উপন্যাস। নিখিলনাথ রায় প্রণীত। ইহাতে রাজস্থান, রিয়াজ-উস্-সালাতীন প্রভৃতি ইতিহাস গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত কয়েকটি ঐতিহাসিক ক্ষুদ্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ইন্দিরা—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইন্দিরা মহেশপুরের জমিদার হরমোহন দত্তের কন্যা। মনোহরপুর গ্রামে ইহার শ্বশুরালয়। শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় পথিমধ্যে কালাদীঘি নামক স্থানে ইন্দিরা দস্যুগণ কর্তৃক আক্রান্ত হন। তাহারা ইহার বস্ত্রালংকারাদি কাড়িয়া লইয়া ইহাকে বনে ছাড়িয়া দেয়। পরে ইনি এক ব্রাহ্মণের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ঐ ব্রাহ্মণের অনুরোধে কৃষ্ণদাস বসু ইহাকে কলিকাতায় আনয়ন করেন। সেখানে কৃষ্ণদাসের শ্যালিকাকন্যা সুভাষিণী ইন্দিরাকে পাচিকারূপে নিযুক্ত করিয়া শ্বশুর রামরাম বাবুর বাড়িতে লইয়া যায়। তথায় কুমুদিনী নামে পরিচিতা হন। সুভাষিণী ক্রমে ইন্দিরার প্রকৃত পরিচয় অবগত হন। সুভাষিণীর স্বামী রমণবাবু উকীল। একদা তিনি জনৈক মক্কেলকে বাড়িতে আহারের নিমন্ত্রণ করেন। কুমুদিনী পরিবেষণ করিতে গিয়া চিনিলেন যে, ঐ লোকটিই তাঁহার স্বামী উপেন্দ্রনাথ মিত্র। তখন সুভাষিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ইন্দিরা রাত্রিকালে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, কিন্তু নিজের পরিচয় গোপন রাখেন। সেই রাত্রিতেই ইন্দিরা স্বামীর সহিত তাঁহার নিজের বাসায় আসেন এবং আট দিন সেইখানেই থাকেন। পরে বিশেষ প্রয়োজনে উপেন্দ্রবাবুকে দেশে ফিরিতে হইল। কিন্তু তিনি কুমুদিনীর প্রেমে এরূপ মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়িল। অবশেষে কুমুদিনীকে বাড়িতে লইয়া যাওয়াই স্থির করিলেন, এবং ইহাকে দস্যুকর্তৃক আক্রান্তা ইন্দিরা বলিয়া পরিচয় দিতে সংকল্প করিলেন। দেশে যাইবার সময় তিনি ইন্দিরাকে মহেশপুরে রাখিয়া গেলেন। ইন্দিরা বাড়িতে আসিয়া মাতা পিতা ভগ্নী প্রভৃতিকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। দুই দিন পরে উপেন্দ্র

তথায় আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, কুমুদিনী তাঁহারই পত্নী ইন্দিরা। তখন তিনি ইন্দিরাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তথায় শ্বশুর শাশুড়ী প্রভৃতি পূর্ববৃত্তান্ত সমস্ত অবগত হইয়া ইন্দিরাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ইন্দুমতী—উপন্যাস। ফণীন্দ্রনাথ পাল প্রণীত। ইহাতে সামাজিক কথা ও পারিবারিক জীবনের ছবি অঙ্কিত হইয়াছে।

ইন্দ্রাণী- উপন্যাস। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। রাজীবলোচনের বড় কন্যার নাম ইন্দ্রাণী। তিনি প্রগতি-পন্থীর ঘোর বিরোধী, কিন্তু যুগের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলিয়া চলিতে হয় বলিয়া কন্যাকে শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ে পাঠাইলেন। ইন্দ্রাণী একটি একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাস করিয়া যাইতে লাগিল। পাঠাবস্থায় যদিও রাজীবলোচন কন্যার বিবাহের কথা তুলিয়াছেন কিন্তু কন্যা তাহাতে বড় একটা কান দেয় নাই। যে বৎসর ইংরাজীতে ফার্স্ট-ক্লাস অনার্স লইয়া ইন্দ্রাণী বি. এ. পাস করিল সেইবার সে পিতার কাছে নিজের বিবাহ করিবার ইচ্ছা জানাইল এবং সুদর্শন সেন নামক এক এম. এ. পাস যুবককে অসবর্ণ বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রথমতঃ সে একজন বেকার যুবক, আর দ্বিতীয়তঃ সে কায়স্থ, সেই জন্য পিতা এ বিবাহে মত দিলেন না।

একদিন ইন্দ্রাণী ও সুদর্শনের আইনানুযায়ী রাঁচীতে বসিয়া বিবাহকার্য হইয়া গেল যদিও উভয় অভিভাবকের অনুপস্থিতিতে। সুদর্শন এইবার স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে লইয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইল। এখানে সুদর্শনের মা সৌদামিনী, তাহার দুই বৌদি নীরদা ও নীতা রাগ ও বিরক্তি প্রকাশ করেন, কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাদের কোন কথায় জবাব দেয় নাই—কেবল মনে মনে ভাবিয়াছে যে, সে একদিন নিজের ব্যবহারে ইঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে।

ইহার পর ইন্দ্রাণী ও সুদর্শনের সঙ্গে সংসারের সকলে ছোটখাট বিষয় লইয়াও দিবারাত্র ঝগড়া বিবাদ করিয়া চলিয়াছেন, ইন্দ্রাণী কিন্তু খুব সংযত হইয়া তাঁহাদের নির্দেশিত কাজ করিয়া যায়, তাহাতেও তাহার নিস্তার নাই। বিবাহের পর হইতে সুদর্শনকে সংসারের অংশমত কতকগুলি খরচ দিতে হয়। সুদর্শন দুই বেলা টিউশনি করিয়া যাহা কিছু পায় তাহা দিয়াই সে এ সমস্ত খরচ চালাইতেছে। সংসারের দিক হইতে এখন তাহাকে একটি চাকরি না করিলে চলিবে না, কারণ ক্রমে ক্রমে সংসারের আরও কয়েকটি খরচের টাকা তাহাকে দিতে হয়। যদিও দুই বেলা টিউশনি ছিল, এখন তাহার একটি হাতছাড়া হইল—অনেক দিন হইতেই কাজের চেষ্টা দেখিতেছে কিন্তু কোন সুবিধা করিতে পারিল না। সুদর্শনের কাজের সুবিধার জন্য ইন্দ্রাণীই চেষ্টা করিতেছে, এমন কি পরিচিত অনেকের কাছে পত্রও দিতেছে, তবু কোন ফল হইল না। শেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজে একটি টিউশনি লইল, কিন্তু তাহাতে বিপদ্, কারণ দুই দাদা ইহার ঘোর বিরোধী। সেখানে সে কি আর করিবে, একদিন পড়াইয়া কাজে ইস্তফা দেয়। ইহার কয়েকদিন পরেই ইন্দ্রাণী দিনাজপুরে এক স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড্‌মিসট্রেসের পদ লাভ করে। সংসারের কাছ হইতে ঘৃণা-অশ্রদ্ধা সমানভাবে তাহাদের প্রতি বর্ষিত হইতেছে—অর্থের অভাবেই তাহাদের আজ সংসারে এতদূর নিম্নে স্থান হইয়াছে, তাই ইন্দ্রাণী এই কাজ গ্রহণ করিল। সংসারের কাহারও কথায় এবার কান দিল না। সুদর্শন ও ইন্দ্রাণী সকলের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একদিন দিনাজপুরে চলিয়া আসিল।

এখানে আসিবার পর ক্রমে ক্রমে ইন্দ্রাণীর মনের ভাব পরিবর্তিত হয়—বাড়িতে থাকিতে রান্না করা ছাড়াও ইন্দ্রাণীকে অনেক ছোটখাট কাজ করিতে হইত, কিন্তু এখানে চাকর সমস্ত কাজ করিয়া দেয়, কেবল রান্নার কাজ নিজে সম্পন্ন করে। তারপর তাহাও করিবার জন্য ঠাকুর রাখা হইল। সুদর্শনের কাজ যদিও মাঝে মাঝে প্রথম প্রথম ইন্দ্রাণী করিয়া দিত কিন্তু এখন আর ইন্দ্রাণী তাহার বড় একটা খোঁজও লয় না—সুদর্শনকে এখন চাকরের উপরই নির্ভর করিতে হয়। আজকাল সুদর্শনের ঘরে কোন দিন ইন্দ্রাণীকে দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবলমাত্র মাহিনা পাইলে ইন্দ্রাণী হাত খরচের জন্য কয়েকটি টাকা দিবার সময় একবার দেখা দেয়। এখন ইন্দ্রাণীর কত কাজ—ক্রমে ক্রমে সে সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল। চারিদিকে তাহার পরিবর্তন আসিয়াছে—ব্যবহার, চেহারা, এমন কি পোশাকে পর্যন্ত পরিবর্তন আসিয়াছে। আজকাল নানা সভা-সমিতিতেও ইন্দ্রাণী একজন প্রধানা। কলিকাতার 'যুগনারী সমিতি'র একটা শাখা এখানে সে খুলিয়াছে—সেই বাড়ি বাড়ি গিয়া চাঁদা ইত্যাদি সংগ্রহ করে। এমনি করিয়া ইন্দ্রাণী যেন সুদর্শনের কাছ হইতে বহু দূরে সরিয়া গিয়াছে। বাড়িতে থাকিতে অর্থের অভাবে সুদর্শনের একমাত্র আপন বলিতে ইন্দ্রাণীই ছিল, সেই টাকার অভাব ঘুচিয়াছে বলিয়া সে তাহার কাছ হইতে যেন দূরে সরিয়া গিয়াছে। বাড়িতে মা, দাদা ও বৌদিদিদেরও টাকা পাঠাইয়া ইন্দ্রাণী বশ করিয়াছে। এখানে ছোট বড় ঘটনার উপলক্ষে ইন্দ্রাণী সুদর্শনকে আঘাতও দিয়াছে, কিন্তু সে ব্যথা সুদর্শন নিজে ছাড়া কাহাকেও জানিতে দেয় নাই। কোন সভা-সমিতি বা কোন নিমন্ত্রণে যাইতে হইলে, প্রথম প্রথম ইন্দ্রাণী সুদর্শনকে বলিয়া যাইত, তারপর ক্রমে ক্রমে এইরূপ বলাও ইন্দ্রাণী প্রয়োজন বলিয়া মনে করে নাই।

সেদিন ডাকঘরে চিঠি আনিতে গেলে কয়েকটি যুবক সুদর্শনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাট্টা করে, সে ঠাট্টা সে সহ্য করিয়াছিল। তাহারই ত অন্যায়, সে বসিয়া খাকবে আর স্ত্রী ইন্দ্রাণী চাকরি করিবে?—রবিবার বিকালে অস্পৃশ্যদের এক সভায় ইন্দ্রাণীর একটি 'পেপার' পড়িবার কথা চতুর্দিকে প্রচার করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—সেই সভার পক্ষ হইতে একটি যুবক ইন্দ্রাণীকে ডাকিতে আসিলে সুদর্শন সেই যুবককে ইন্দ্রাণীর আদেশ ব্যতীত ফিরাইয়া দেয় এবং বলে—"আমি ইন্দ্রাণী দেবীর স্বামী—আমি চাই না যে, তিনি কোন মিটিংএ বক্তৃতা দেন।" যুবকটি চলিয়া যায়। ইন্দ্রাণী সুদর্শনের আদেশ অমান্য করিয়া মিটিংএ চলিয়া গেল—এই ঘটনার জন্যই সুদর্শনের মন ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইবারে আর সুদর্শনের সহ্য হইল না—দিনাজপুর ছাড়িয়া সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

সুদর্শন চলিয়া গেলেও ইন্দ্রাণীর প্রথম প্রথম সুদর্শনের জন্য প্রাণ কাঁদিয়া উঠে নাই—এইভাবে কয়েক মাস অতিবাহিত হইল। তারপর কয়েকটি টাকা কি ভাবিয়া হাত খরচের জন্য ইন্দ্রাণী স্বামীকে পাঠাইয়া দেয়, প্রায় মাসখানেক পরে সেই মনি অর্ডার 'রিফিউজড' হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহাতে ইন্দ্রাণীর অন্তর কাঁপিয়া উঠে—তারপর চারুলতা নামক একজন অন্তরঙ্গ শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে ঐ বিষয়ে আলাপ হয়। ইন্দ্রাণী এইবার সত্যই বুঝিতে পারে নারীর চাকরি বাহিরে নহে—যদি তাহার কোন চাকরি থাকে, তবে তাহা সংসারে—গৃহকোণে। এই চাকরির চেয়ে ঘরের চাকরি সম্মানজনক।

ইন্দ্রাণী শিক্ষয়িত্রীর পদ ছাড়িয়া দিয়া

কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সেখানে আসিয়া শুনিয়া সুখী হইল যে, তাহার স্বামী পাটনা ব্রাঞ্চে এক সওদাগরী আফিসে চাকরি পাইয়াছে এবং বাঁকিপুরের দিকে বাড়ি লইয়া বাস করিতেছে। চাকরে তাহার সেবাযত্ন করে। ইন্দ্রাণী এখানে সৌদামিনী ও অন্যান্য কর্তৃক একটু তিরস্কৃত হইলেও তাহা হাসিমুখে সহ্য করিয়া স্বামীর কাছে চলিয়া আসে—তারপর নারীর যাহা বড় কাজ, স্ত্রীর যাহা বড় চাকরি সেই স্বামিসেবার ভার গ্রহণ করিল।

এই গ্রন্থে গ্রন্থকার দেখাইয়াছেন—"নারীর ধর্ম ও কর্ম সেবা করা আর তাহা করিতে হইবে সংসারে বসিয়া। শত দুঃখ কষ্ট হইলেও তাহাকে সহ্য করিতে হইবে। সম্মানজনক যদি কোন কাজ তাহার থাকে তবে তাহা সংসারের গৃহকর্ম—এই গৃহকর্ম ও সেবা-যত্ন তাহাকে প্রকৃত শান্তি ও সুখ আনিয়া দিবে।

ইয়ুরোপে তিন বৎসর—বাঙ্গালা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। রমেশচন্দ্র দত্ত, আই. সি. এস. প্রণীত। ইহাতে ইউরোপবাসিগণের আচার-ব্যবহার এবং নানাদেশের বর্ণনা-বিষয়ক কতকগুলি পত্রের সারাংশ আছে।

ইলিয়াড, দি (Iliad, The)—মহাকবি হোমার-রচিত মহাকাব্য। ইলিয়াডের বিষয়বস্তু প্রধানতঃ ট্রোজান যুদ্ধের ভিত্তির উপর রচিত। প্যারিস, মেনেলাউস, হেলেন, ইউলিসিস, আকিলিজ, আগামেমনন প্রভৃতির কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ইসলাম কাহিনী—রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাব, ইসলামধর্ম প্রচার, মহরম বা কারবালার করুণ বিবরণ, ওম্মিয়া বংশ, আব্বাস বংশ, হারুণ-অল-রসিদের বৃত্তান্ত, বোগদাদ নগরের ধ্বংসকাহিনী, খলিফাগণের শাসন নীতি প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

ঈ

ঈনিড (Aenied)—ভার্জিল-রচিত মহাকাব্য। ট্রয়ের অধিবাসী বীর ঈনিয়াস এই কাব্যের নায়ক। ইহাতে ঈনিয়াস, রানী ডাইডো, লাভিনিয়া, টার্নাস প্রভৃতির কথা বলা হইয়াছে।

ঈশ উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

উ

উচ্ছৃঙ্খল—নিরুপমা দেবী প্রণীত। চন্দ্রমোহন বাবুর তিন পুত্র বিনোদ, কুমুদ ও প্রমোদ এবং দুই কন্যা মনোরমা ও অনুপমা। মণীশ ও মৃন্ময়ী ইহাদিগের প্রতিবেশী ও বাল্যসাথী। চন্দ্রমোহনবাবুর মৃত্যু হইলে বিনোদ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন এবং কুমুদ ও প্রমোদ কলিকাতায় উচ্চশিক্ষা পাইতে লাগিল। প্রমোদ মেধাবী ও চিন্তাশীল; কবিতা-রচনায় তাহার বিশেষ আনন্দ। তাহার অন্তরঙ্গ বন্ধু মণীশ কবি বলিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করে, কিন্তু মৃন্ময়ী ও অনুপমা বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাহার কবিতা শ্রবণ করে। মৃন্ময়ী ও প্রমোদের মধ্যে অনুরাগের উন্মেষ ছিল। কিন্তু ভিন্ন-শ্রেণীর বলিয়া বিবাহ অসম্ভব হওয়ায় মৃন্ময়ীর অন্যত্র বিবাহ হইয়া গেল, অনুপমার বিবাহ পূর্বেই হইয়াছিল। কুমুদ অধ্যয়ন শেষ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ পাইল। প্রমোদ এখান হইতে ডাক্তারি পাস করিল। চন্দ্রমোহনের মৃত্যুর কিছু-কাল পরে বিনোদ ও কুমুদ গৃহলক্ষ্মীদের পরামর্শে পৃথগন্ন হইলেন। প্রমোদ অবিবাহিত ও মাতৃভক্ত। সে মাতাকে লইয়া স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে লাগিল। মাতার একান্ত অনুরোধে প্রমোদ মৃন্ময়ীর শ্বশুরবাটীর গ্রামের একটি সুন্দরী বালিকা ইন্দিরাকে বিবাহ করিল। ইন্দিরা লক্ষ্মী বউ। কিছুদিন পরে প্রমোদ মাতৃহীন হইল। অতঃপর সে ইন্দিরাকে তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া বিলাত যাত্রা করিল। এদিকে ইন্দিরারও কিছুদিন পরে পিতৃবিয়োগ হইল। ইন্দিরার বিমাতা পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলেন। ইন্দিরা কুমুদের আশ্রয়ে রহিল ও দাসীর ন্যায় সংসারের কর্ম করিতে লাগিল। দুই বৎসর পরে প্রমোদ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া বুঝিল যে তাহার সহোদর সহোদরা তাহাকে অস্পৃশ্যজ্ঞানে বর্জন করিতে অভিলাষী। ইন্দিরা কুমুদের আশ্রয়ে বরিশালে আছে এই সংবাদ পাইয়া প্রমোদ তথায় গমন করিল এবং ইন্দিরা স্বামীর সহিত যাইতে প্রস্তুত কিনা এই কথা প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিলে সে লজ্জায় অপরের সমক্ষে কিছু বলিতে পারিল না। তাহাতে প্রমোদ মনে করিল যে সেও বুঝি তাহাকে ত্যাগ করিতে চাহে। প্রমোদ রাগ করিয়া একটি শ্বেতাঙ্গিনীকে বিবাহ করিল। উচ্ছৃঙ্খলতার বশে সে মদ্যপায়ী হইয়া উঠিল। প্রমোদ স্বদেশে আসিবার পূর্বেই অনুপমা বিধবা হইয়াছিল। সে পিত্রালয়ে আসিয়া ইন্দিরাকে লইয়া গেল। ইন্দিরার দেহে ক্ষয়রোগ দেখা দিল। অনুপমা চেষ্টা করিয়াও প্রমোদ কোথায় আছে এবং কেমন আছে কিছুই জানিতে পারিল না। অবশেষে অনুপমা ইন্দিরা ও বৃদ্ধা শাশুড়ীকে লইয়া পুরী গেল। মৃন্ময়ী ও তাহার স্বামীও তাহাদের সঙ্গে গমন করিল। প্রমোদ যে পুরীতে সিবিল সার্জন হইয়া আছে তাহা ইহারা জানিত না। ইন্দিরার প্রায় শেষ সময় সিবিল সার্জন প্রমোদ আহ্বান পাইয়া সমাগত হইল এবং রোগিণীকে চিনিতে পারিয়া আকুল হইয়া উঠিল। ইন্দিরা স্বামীকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া সানন্দে প্রাণত্যাগ করিল। প্রমোদের শ্বেতাঙ্গিনী স্ত্রীও তাহাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। অনুপমার উপদেশে প্রমোদ জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি লোকহিতকর কার্যে নিয়োজিত করিল।

উচ্ছ্বাস—কবিতাগ্রন্থ। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকাসংবলিত। লেখকের অতি অল্প বয়সের কতিপয় কবিতা ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

উজ্জ্বল নীলমণি—সংস্কৃত অলংকারগ্রন্থ। রূপ গোস্বামী বিরচিত। ইহা গদ্য ও পদ্যে সংকলিত। পঞ্চদশ প্রকরণে এই গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গাররস, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবসমূহ এবং কৃষ্ণপ্রেম বিবৃতি সহকারে বিষয়সমূহ আলংকারিক বস্তুনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিবৃত হইয়াছে।

উড়িষ্যার চিত্র যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। গ্রন্থকার সিংহ মহাশয় রাজ-কার্যোপলক্ষে একাদিক্রমে সাত বৎসর কাল উড়িষ্যার নানা স্থানে অবস্থান করিয়া এই চিত্রগুলি সংগ্রহ করেন। এই সকল চিত্রে তিনি উড়িষ্যার তখনকার দিনের অবস্থাসমূহ যতদূর সম্ভব অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

উৎকলখণ্ড—ইহাতে ইন্দ্রদ্যুম্নোপাখ্যান, কাক চতুর্ভুজের বিবরণ, মার্কণ্ডেয় হ্রদের বিবরণ, পুরীর সীমানির্দেশ প্রভৃতি বিষয় কথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের ব্যবস্থানুসারে ৺জগন্নাথদেবের পর্বাদি নির্বাহিত হয়।

উত্তরগীতা—পঞ্চগীতার অন্তর্গত ('পঞ্চগীতা' দ্রঃ)।

উত্তররাম-চরিতম্—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। রামায়ণের শেষভাগ অবলম্বনে এই গ্রন্থ রচিত। ইহাতে সীতার বনবাস হইতে সীতার ভাগীরথীগর্ভে প্রবেশ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ বিবৃত হইয়াছে।

উদ্ভ্রান্ত প্রেম—বাঙ্গালা গদ্যকাব্য। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থে প্রণয়িনী-বিয়োগ-বিধুর সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ভাব অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থকার কখন বা প্রণয়িনীর মুখচন্দ্র স্মরণ করিয়া অশ্রুবিসর্জ্জনে সহৃদয় পাঠকের চিত্ত বিগলিত করিয়াছেন, কখন বা বাসন্তী প্রকৃতির রমণীয় শোভাসন্দর্শনে সর্বসৌন্দর্যের সারভূতা প্রিয়তমার উদ্দেশ্যে নেত্রজলে বক্ষঃস্থল সিক্ত করিয়াছেন, আবার কখন বা হৃদয়াবেগে ক্ষিপ্তবৎ হইয়া জাহ্নবীতীরে অথবা ভীষণ শ্মশান-ভূমিতে ভ্রমণ করিতে গিয়া খেদোক্তিচ্ছলে বহুবিধ কল্পনা ও কবিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

উদ্বাহতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য বিরচিত। এই গ্রন্থে বিবাহ কাহাকে বলে, বিবাহ কয় প্রকার, বিবাহের পাত্র-পাত্রী বিচার, কালনিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আছে।

উপদেশ—বাঙ্গালা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে শ্রীমৎ পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামীর অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হইয়াছে। উপনিষৎ অনেকগুলি; এস্থলে কতকগুলির পরিচয় প্রদত্ত হইল।

(১) ঈশোপনিষৎ—ইহাতে জ্ঞান ও কর্ম এতদুভয়েরই অনুসরণ করা কর্তব্য, এবং ঈশ্বর ও প্রকৃতি উভয়ের বিষয়ই আলোচনীয়, ইহা বিবৃত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধেও ইহাতে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। ইহা বাজসনেয়সংহিতোপনিষৎ নামেও পরিচিত।

(২) কঠোপনিষৎ—ইহাতে বাজশ্রবা-পুত্র নচিকেতার পিতৃসত্যরক্ষার্থ যমালয়-গমন, যমের নিকট আত্মজ্ঞানশ্রবণ প্রার্থনা, যম কর্তৃক আত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা, চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা, আত্মার একত্ব, পরমাত্মার সর্বব্যাপিত্ব, আত্মানাত্মবিবেক এবং যোগ-বিধি কথিত হইয়াছে।

(৩) কেনোপনিষৎ—ইহাতে একমাত্র ব্রহ্ম যে ইন্দ্রিয়ের শক্তি ও পরিচালক, তাহা কথিত হইয়াছে, এবং বলদৃপ্ত দেবগণ ব্রহ্মবিত্তার মহিমায় কি প্রকারে ব্রহ্মই সমুদায় শক্তির মূল বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) প্রশ্নোপনিষৎ—ইহাতে পিপ্পলাদ ঋষি ছয়জন শিষ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইহার অধ্যায়ের নাম প্রশ্ন। প্রথম প্রশ্নে আদি ভূত ও আদি চৈতন্য হইতে প্রাণিসমূহের উৎপত্তি এবং দেবযান ও পিতৃযানের বিষয় কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রশ্নে শরীরধারক শক্তিসমূহের মধ্যে প্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন এবং প্রাণকে জগদাত্মা হিরণ্যগর্ভরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। তৃতীয় প্রশ্নে প্রাণের শারীর ও জাগত ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ কথিত হইয়াছে। চতুর্থ প্রশ্নে নিদ্রাবস্থায় বিষয়পুঞ্জ ও ইন্দ্রিয়সমূহ মনে এবং সুষুপ্তিকালে মন, বিষয় ও জীবাত্মা একমাত্র পরমাত্মাতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, পরমাত্মাই এই সকলের প্রতিষ্ঠা, ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চম প্রশ্নে ওঁকারের আংশিক ও পূর্ণ সাধনের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ প্রশ্নে যোড়শ কলাবিশিষ্ট পুরুষ এবং পরম পুরুষে এই ষোড়শ কলার লয় দ্বারা অমরত্বলাভ কথিত হইয়াছে।

(৫) মুণ্ডকোপনিষৎ ইহা তিন ভাগ বিভক্ত। প্রথম মুণ্ডকে পরা ও অপরা বিদ্যার বিভাগ, অপরা বিদ্যার অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের ফল নশ্বর স্বর্গপ্রাপ্তি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় মুণ্ডকে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং প্রণবযোগে ব্রহ্মসাধনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় মুণ্ডকে ব্রহ্মসাধন, তৎফল এবং ব্রহ্মনির্বাণের বিষয় কথিত হইয়াছে।

(৬) মাণ্ডুক্যোপনিষৎ - ইহাতে ওঁকারের ব্যাখ্যা ব্যপদেশে আত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় এবং এই অবস্থাত্রয়াতীত নিত্য অপরিবর্তনীয় চতুর্থ অবস্থা, ওঁকারের ব্যাখ্যা কথিত হইয়াছে।

(৭) ঐতরেয়োপনিষৎ—ইহাতে সৃষ্টিতত্ত্ব, জন্মান্তর ও অমৃতত্ব প্রাপ্তি কথিত হইয়াছে। পরিশেষে ব্রহ্মের সর্বাধারত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৮) তৈত্তিরীয়োপনিষৎ—ইহা তিন অধ্যায় বা বল্লীতে বিভক্ত। প্রথম শিক্ষা বল্লীতে ব্রহ্মোপলব্ধির সহায়স্বরূপ কতকগুলি ধ্যান এবং উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে পঞ্চকোষের বর্ণনা, নানাজাতীয় জীবের সুখের তারতম্য এবং ব্রহ্মানন্দের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় ভৃগু বল্লীতে বরুণ ও ভৃগুর কথোপকথনচ্ছলে পঞ্চকোষ বর্ণন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ তপস্যার আবশ্যকতা কথিত হইয়াছে।

(৯) শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—ইহাতে ব্রহ্মের বিশ্বাতীত নির্গুণ ভাব, বিশ্বরূপ সগুণ ভাব, প্রকৃতি ও তাহার বিভিন্ন রূপ, ব্রহ্ম ও জীবের সম্বন্ধ, ব্রহ্মদর্শন ও সাধনপ্রণালী, মুক্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

(১০) জাবালোপনিষৎ—এই দেহমধ্যেই যাবতীয় তীর্থ ও স্বর্গাদি লোকসমূহ বিরাজিত ইহা প্রদর্শন, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর বিধি, পরমহংস সম্প্রদায় প্রভৃতি ইহাতে কথিত হইয়াছে।

(১১) পরমহংসোপনিষৎ—ইহাতে পরমহংসদিগের স্বরূপ, লক্ষণ ও কার্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(১২) সন্ন্যাসোপনিষৎ—ইহাতে সন্ন্যাসধর্মের ইতিকর্তব্যতা, সন্ন্যাসীদিগের আহারবিধি, দীক্ষাবিধি, যোগবিধি, যোগের ফল প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(১৩) আরুণেয়োপনিষৎ—ইহাতে পরমহংস সন্ন্যাস, সন্ন্যাসের অধিকারী, দণ্ডাদি ধারণবিধি, ব্রহ্মচর্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৪) কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষৎ—ইহাতে সন্ন্যাসীদিগের ভিক্ষা, বাস, আহার প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৫) পিণ্ডোপনিষৎ—ইহাতে মৃত্যুর পর পুত্রাদি প্রদত্ত পিণ্ড দ্বারা কিরূপে ভোগোচিত শরীরের উৎপত্তি হয়, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

(১৬) আত্মোপনিষৎ—ইহাতে বাহ্যাত্মা, অন্তরাত্মা ও পরমাত্মা—এই ত্রিবিধ আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে।

(১৭) চুলিকোপনিষৎ—ইহাতে আত্মদর্শনের উপায়, জীবের ভোগ, ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৮) নীলরুদ্রোপনিষৎ - ইহাতে যোগসিদ্ধিদাতা পরমগুরু নীলরুদ্রের স্তব কথিত হইয়াছে।

উপপুরাণ—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। নারসিংহ, বায়বীয়, শিবধর্ম, নারদীয়, নন্দিকেশ্বর, বৃহন্নন্দিকেশ্বর, কাপিল, বারুণ, কালিকা, দেবী, শাম্ব, মাহেশ্বর, আদিত্য প্রভৃতি অনেকগুলি উপপুরাণ আছে।

উভয় সংকট—বাঙ্গালা প্রহসন। এক স্ত্রী বিদ্যমানে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করিলে সংসারে কিরূপ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, তাহাই এই প্রহসনে বর্ণিত হইয়াছে। মহারাজ বাহাদুর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রণীত হইয়া তাঁহারই ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হয়।

উমা—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। অসংযতচিত্ত যুবক যুবতী একত্র বাস করিলে যে বিপদ্ ঘটে এবং সুখের সংসারে দুঃখের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

উল্কা—অনুরূপা দেবী প্রণীত উপন্যাস। উল্কা যেমন পতনভরে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক হইয়া যায় এবং যাহার সংস্পর্শে আসে তাহাকেই জ্বালাইয়া পোড়াইয়া দেয়, এই

উপন্যাসে "মন্মথ" তেমনি নিজেও জ্বলিল, প্রিয়তম বন্ধু শৈলেনকেও জ্বালাইল এবং সরলা বালিকা 'লক্ষ্মীর' জীবনও ব্যর্থ করিয়া দিল।

শৈলেন শুধু মন্মথের সতীর্থ নহে, উভয়ে উভয়ের প্রতি অকৃত্রিম প্রণয়ে আসক্ত। শৈলেন ও মন্মথ পাঠাবস্থায় একদিন ট্রেনে ভ্রমণ করিবার কালে গাড়ির মধ্যে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার একটি তরুণী সঙ্গিনীকে দেখিয়া তাহাদের পরিচয় লইয়া জানিল যে ব্রাহ্মণ তাঁহার জনৈক যজমানের এই অনাথা কন্যাটিকে লইয়া তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট যাইতেছেন। আত্মীয়টি কাশীতে বাস করেন। তরুণীর নাম লক্ষ্মী।

শৈলেন বিবাহ করিয়াছে এবং কর্মস্থল বাঁকিপুরে সস্ত্রীক বসবাস করিতেছে। মন্মথ অখণ্ডনীয় যুক্তিতর্কের বলে চির-কৌমার ব্রত অবলম্বন করিয়াছে। শৈলেন কিন্তু ট্রেনে-দেখা সেই ব্রাহ্মণ ও তাঁহার সঙ্গিনীকে ভুলিতে পারে নাই। শৈলেন ব্রাহ্মণকে পত্র লিখিয়া জানিল যে কাশীতে লক্ষ্মীর আত্মীয়ের কোন সন্ধান না পাইয়া ব্রাহ্মণ তাহাকে লইয়া অগত্যা বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছেন। শৈলেন ব্রাহ্মণকে বাঁকিপুরে আনাইয়া চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে একটি মন্দিরে পূজারী নিযুক্ত করিয়া দিল ও লক্ষ্মীর জন্য পাত্রানুসন্ধান করিতে লাগিল। শৈলেনের আন্তরিক ইচ্ছা যে মন্মথের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহ হয়। সে পত্র লিখিয়া মন্মথকে বাঁকিপুরে আনাইল। শৈলেন স্বীয় মনোভাব তাহার নিকট প্রকাশ করিল না। শৈলেন প্রায়ই মন্দিরে যাইয়া লক্ষ্মীর তত্ত্বানুসন্ধান লইয়া আসিত। শৈলেনের সহিত লক্ষ্মীর নিভৃতে আলাপ একদিন মন্মথকে একটু বিচলিত করিল। সে মনে ভাবিল যে শৈলেন তাহার চিররুগ্ণা স্ত্রী তড়িতাকে একটি সতীন আনিয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। শৈলেন ও তড়িতা আদর্শ স্বামি-স্ত্রী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তড়িতার হৃদরোগ ছিল। শৈলেন মন্মথের সহিত লক্ষ্মীর বিবাহের দিন স্থির করিয়া মন্মথের দাদা ও মাতাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিল। শৈলেনের স্ত্রী তড়িতা বা মন্মথ এই বিষয়ের কিছুই জানিল না। মন্মথের ধারণা জন্মিয়াছিল যে শৈলেনই লক্ষ্মীকে বিবাহ করিবে। একদিন শৈলেন মন্দিরে গিয়াছে, ইত্যবসরে তাহার টেবিলের উপরে একখানি লুকায়িত চিঠি পাইয়া মন্মথ তাহার কদর্থ করিয়া বুঝিল যে আর দুই দিন পরেই লক্ষ্মীর সহিত শৈলেনের বিবাহ হইবে। সে কর্তব্য-বোধে তড়িতার নিকট গিয়া শৈলেনের এই গোপন অভিসন্ধি জানাইল। পতি-গতপ্রাণা তড়িতা প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। কিন্তু মন্মথের অকাট্য প্রমাণে তড়িতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া চিরকালের মত সংজ্ঞা হারাইল। স্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুতে শৈলেন উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরেই মন্মথ তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া দাবদাহে দগ্ধ হইতে লাগিল। শৈলেন যে লক্ষ্মীর সহিত মন্মথের বিবাহের বন্দোবস্ত করিতেছিল তাহা জানিতে পারিয়া মন্মথ দারুণ দুঃখে ও ক্ষোভে সংসারত্যাগী হইয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিল। সে চিরকৌমারব্রত পালন করিল। শৈলেন তড়িতার স্মৃতি বক্ষে লইয়া বাঁকিপুরেই অবশিষ্ট জীবন কাটাইয়া দিল। লক্ষ্মী ও পূজারী সেই হইতে মন্দির ত্যাগ করিয়া কাশীধামে চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মী কুমারী হইয়াও বিধবার বেশ পরিধান করিয়া অনাথ আশ্রমের সেবায় আত্মনিয়োগ করিল। মন্মথ সন্ন্যাসীর ন্যায় তীর্থ পর্যটন করিয়া হৃদয়ের জ্বালা কতক পরিমাণে নিবারণ করিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত—বাঙ্গালা সমালোচনা-গ্রন্থ। বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। ইহা প্রসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামক কাব্যত্রয়ের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা। অধুনাতন শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই মত এই যে, আর্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন, তাঁহারা মধ্য এসিয়া হইতে আসিয়া ভারতের আদিম অধিবাসী অনার্যগণকে নির্বাসিত ও বিতাড়িত করিয়া এদেশে আধিপত্যবিস্তার ও বসতিস্থাপন করেন। ক্রমে তাঁহারা ঐ সকল অনার্য বা শূদ্রজাতিকে দাসরূপে পরিণত করিয়া আপনাদের প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকেন। কালে ব্রাহ্মণগণ স্বার্থসাধনোদ্দেশে বর্ণভেদ প্রথা প্রচারিত করিয়া পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য স্থাপন ও আপনাদিগকে অকর্মণ্য করিয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্রও স্বীয় কাব্যত্রয়ে এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত বীরেশ্বর এই সকল মতের প্রতিবাদকল্পে এই পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, এবং এই সকল মতকে ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

ঊনবিংশ সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ঊর্মিকা—কবিতা-গ্রন্থ। রমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। উক্ত গ্রন্থের ছন্দ ও সংগীত বিশেষভাবে পাঠকের হৃদয় আকর্ষণ করে।

ঊশনঃ সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

ঋ

ঋগ্বেদ সংহিতা—রমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক অনূদিত। ভাষ্য, সংক্ষিপ্ত টীকা, বাঙ্গালা অনুবাদসহ। ঋগ্বেদ প্রাচীন আর্যগণের অতুলনীয় কীর্তি। ইহা কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র। এই সকল মন্ত্র যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা যায় না। বিশ্বামিত্রাদি ঋষিগণ ইন্দ্রাদি দেবগণের উদ্দেশে এই সকল মন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। ইহার কিয়দংশ আর্যদিগের ভারত আগমনের পূর্বে এবং কিয়দংশ তৎপরে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই সকল মন্ত্রপাঠে প্রাচীন আর্যগণের পুরাবৃত্ত, আচারব্যবহার, রীতিনীতি এবং সমাজবন্ধন প্রভৃতি অনেকাংশে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

ঋতুসংহার—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। ইহাতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শিশির ও বসন্ত এই ছয় ঋতুর প্রকৃতি যথাক্রমে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাই আদিরসাত্মক।

এ

একাকার—বাঙ্গালা নাট্যলীলা। অমৃতলাল বসু প্রণীত। নব্য সংস্কারক দল জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া সাম্যনীতি প্রচারের চেষ্টা করে। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে।

একাক্ষরকোষ—পুরুষোত্তম দেব কৃত অভিধান। ইহাকে একাবলী কোষের পরিশিষ্ট বলিলেও বলা যায়। কেহ কেহ একাবলীকেই ইহার পরিশিষ্ট বলেন।

একাবলী কোষ—পুরুষোত্তম দেব প্রণীত একখানি অভিধান। ইহাতে ক হইতে ক্ষ পর্যন্ত ৩৪টি ক্রমপঠিত বর্ণের প্রত্যেক বর্ণে কেবল এক এক স্বরবর্ণ যোগ করিয়া তাহার অর্থ লিখিত হইয়াছে।

একেই কি বলে সভ্যতা—বাঙ্গালা প্রহসন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত।

কলিকাতাবাসী জনৈক বৈষ্ণবের নব বাবু নামক ইংরাজীশিক্ষিত পুত্র "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" সভার প্রধান পৃষ্ঠপূরক। এই সভায় মদ্যপান, অখাদ্য ভক্ষণ ও বেশ্যাদের নৃত্যগীত হইত। একদিন নব বাবু উক্ত

সভায় গমন করিবার পরে তাহার পিতা এক বাবাজীকে ব্যাপার দেখিবার জন্ত পাঠাইয়া দেন। পথে মাতাল কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া "জ্ঞান-তরঙ্গিণী" সভার তথ্য অবগত হইবার পর বাবাজী নব বাবু ও তাহার বন্ধু কালীবাবুকে দেখিতে পান। তাঁহারা কিঞ্চিৎ উৎকোচ দিয়া বাবাজীর মুখ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে সভায় গমন করিয়া বন্ধুগণ সহিত মগুপান, বক্তৃতা ও বেশ্যাগণের সহিত আমোদ-প্রমোদ করিয়া সভার কার্য সম্পন্ন করিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় স্ত্রী, ভগ্নী ও অন্যান্ত পুরমহিলারা তাস খেলিতেছেন, এমন সময়ে নব বাবু অত্যন্ত মাতাল অবস্থায় গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রায় জ্ঞানশূন্ত হইয়া পড়িলেন। কর্তা আসিয়া সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং পরদিনই সপরিবারে বৃন্দাবন যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। নব বাবুর স্ত্রী হরকামিনী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া খেদ করিয়া বলিলেন—"বেহায়ারা আবার বলে কি যে আমরা সাহেবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? —একেই কি বলে সভ্যতা!" এই প্রহসনের রচনাকাল ১৮৫৯ হইতে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে।

এটা কোন্ যুগ ?—সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। পঞ্জিকাকারেরা বলেন, কলির পাঁচ হাজার বৎসর অতীত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে, কলিযুগের পরিমাণ বারশত বৎসর। তাহা হইলে বর্তমান কালে কোন্ যুগ চলিতেছে, এই বিষয়ই এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত। ইহাতে পূর্বে আর্য-রমণীদের কিরূপ অবস্থা ছিল; তাঁহারা কিরূপভাবে শিক্ষিত হইতেন ও ধর্মালোচনা করিতেন, কতকগুলি আর্যরমণীর দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্বক ইহা বর্ণিত হইয়াছে।

এলিসেস এডভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড (Alice's Adventures in Wonderland)—লিউইস ক্যারল প্রণীত রূপকথা। এলিস নামে একটি অল্পবয়স্কা বালিকা নানা অদ্ভুত জীবজন্তুর রাজ্যে গিয়া পড়ে। সে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিল তাহা এই পুস্তকে লিখিত আছে।

এষা—কাব্যগ্রন্থ। অক্ষয়কুমার বড়াল বিরচিত। লেখকের স্ত্রী-বিয়োগের পর এই উপলক্ষে ও মর্মস্পর্শী কাব্য প্রকাশিত হয়।

ঐ

ঐকতানিক স্বরসংগ্রহ—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ। দক্ষিণাচরণ সেন প্রণীত। ইহাতে সংগীতের স্বরলিপি, স্বরগ্রাম, মাত্রা বা কালের নিয়ম এবং কতকগুলি ঐকতানে বাদনোপযোগী "গৎ" প্রদত্ত হইয়াছে।

ঐতিহাসিক উপন্যাস—বাঙ্গালা উপন্যাস। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত। ইহাতে "সফল স্বপ্ন" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" এই দুইটি গল্প আছে। গজনন্ নগরাধিপতি সবক্তাজিন প্রথমে দাস ছিলেন, পরে রাজ্যাধিপতি হন, ইহাই সফল স্বপ্নের মূল আখ্যান। ইহা 'রোমানস্ অব হিস্টরী নামক ইংরাজী গ্রন্থের একটি উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। অঙ্গুরীয় বিনিময়ের আখ্যানভাগ এইরূপ—মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজী সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের কন্যা রোসিনারাকে পার্বত্যপথ হইতে অপহরণ করিয়া আনিয়া কিছুকাল স্বীয় দুর্গে রাখিয়া দেন। তথায় উভয়ের মধ্যে প্রণয়সঞ্চার ও বিবাহের প্রস্তাব হয়। ইহার পর মোগলগণ উক্ত দুর্গ অধিকার করে এবং রোসিনারাকে সম্রাট্সদনে পাঠাইয়া দেয়। সম্রাট্ কন্যার মুখে শিবাজীর গুণ-কীর্তন শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। মোগলসম্রাটের সহিত শিবাজীর সন্ধি হইবার পর তাঁহার আহ্বানে শিবাজী দিল্লী গমন করেন এবং ঘটনাচক্রে বন্দী হন। কৌশলক্রমে তিনি পলায়ন করেন এবং আসিবার সময় রোসিনারাকে সঙ্গে লইবার অভিপ্রায়ে স্বীয় অঙ্গুরীয় তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। রোসিনারা স্বজাতিয়ের নিকট অপদস্থ হইবার সম্ভাবনায় শিবাজীর অঙ্গুরীয়ের সহিত নিজ অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া ঐ অঙ্গুরীয় এবং এক বিদায়লিপি শিবাজীর নিকট পাঠাইয়া দেন।

ঐতিহাসিক রহস্য—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। রামদাস সেন প্রণীত। ইহাতে ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের সমালোচনা, কালিদাস, বররুচি, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের বিবরণ, প্রাচীনকালে হিন্দুদিগের নাট্যাভিনয়, বেদপ্রচার, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের গ্রন্থাবলীর বিবরণ, ভারতের প্রাচীন সংগীতশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

ও

ওডিসি (Odyssey)- হোমার-রচিত মহাকাব্য। ওডিসি হোমারের প্রসিদ্ধ কাব্য ইলিয়াডের উপসংহার। ইহাতে ট্রয়যুদ্ধ শেষ হইবার পর ইউলিসিসের ভাগ্যবিপর্যয় ও নানা দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

ওথেলো (Othelo)—মহাকবি সেক্স্পীয়ার-রচিত ইংরাজী নাটক। ইহাতে বীরযোদ্ধা ওথেলো ও ডেসডেমোনার কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

ওয়ার অ্যাণ্ড পীস (War and Peace)—লিও টলস্টয় প্রণীত উপন্যাস। ১৮০৫ হইতে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে রাশিয়ার যে দুর্দশা হইয়াছিল তাহা ইহাতে বর্ণিত আছে।

ওয়ে অভ অল ফ্লেশ, দি (Way of All Flesh, The)—সামুয়েল বাটলার রচিত বিয়োগান্ত উপন্যাস।

ওলাউঠা সংহিতা বাঙ্গালা চিকিৎসা গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর কালী প্রণীত। ইহাতে ওলাউঠা সম্বন্ধে বহুবিধ জ্ঞাতব্য তত্ত্ব, ওলাউঠার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা, প্রথম শিক্ষার্থীর ওলাউঠা শিক্ষা, বাল-বিসূচিকা এবং ওলাউঠানিবারণার্থ ফলদায়ক উপায়সমূহ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

ক

কঙ্কণ চোর—উপন্যাস। হরিসাধন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মগধেশ্বর মহারাজ মহানন্দের মাহিষী মুরলার কঙ্কণ চুরি লইয়া এই উপন্যাস রচিত। ইহাতে সমসাময়িক যুগের আচারব্যবহার ও রীতিনীতির চিত্র লেখকের ভাষায় অঙ্কিত হইয়াছে।

কঙ্কাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কাবতী এক ব্রাহ্মণের কন্যা। তাহার প্রতিবাসী খেতু নামক বালকের সহিত তাহার প্রণয় হয়। কিন্তু অর্থলোভী ব্রাহ্মণ প্রচুর অর্থ পাইবার আশায় এক বৃদ্ধের সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ দিবার ইচ্ছা করেন। এইরূপ মানসিক আঘাত পাইয়া কঙ্কাবতী পীড়িত হয়, এবং বিকারের ঘোরে সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করে। পরে খেতুর সহিত কঙ্কাবতীর বিবাহ হয়। গ্রন্থে পরিহাস-চ্ছলে অনেক সামাজিক দোষ কীর্তিত হইয়াছে।

কঠ উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

কড়ি ও কোমল—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্নেহমমতাদি মানবের মানসিক বৃত্তিসমূহ, প্রেম, ভালবাসা, বিরহ প্রভৃতি বহুবিধ-বিষয়ক অনেকগুলি কবিতা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থকার আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রী ও অন্যান্য বন্ধুবান্ধবগণকে যে সকল পদ্যময় পত্র লিখিয়াছিলেন সেগুলিও ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

কণ্ঠমালা—বাঙ্গালা উপন্যাস। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত মাধবীলতা নামক উপন্যাসের পরিশিষ্ট। নিজের স্বভাবদোষে কি অনিষ্ট ঘটিতে পারে, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কথানিবন্ধ—গল্পগ্রন্থ। বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন ভারত বিষয়ক ছয়টি এবং বর্তমান বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে দুইটি গল্প আছে। ইংরাজী আইডিল (Idyll) জাতীয় কতিপয় কবিতাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কথাসরিৎ সাগর—সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ। উমেশচন্দ্র গুপ্ত কবিরত্ন কর্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত। ইহা অত্যদ্ভুত উপন্যাসমালায় পূর্ণ বৃহৎ কথা নামক অতি প্রাচীন গ্রন্থের সারসংগ্রহ। কাশ্মীররাজ শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত মহাকবি সোমদেব ভট্ট রাজাদেশে বৃহৎ কথার সারসংকলনপূর্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কৌশাম্বীর অধিপতি বৎসরাজ উদয়নের পুত্র চক্রবর্তী নরবাহন দত্তের জন্মবৃত্তান্ত ও চরিতবর্ণনাই ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়।

কথোপকথন—উদ্বোধন গ্রন্থাবলী। স্বর্গগত স্বামী বিবেকানন্দের সহিত নানা লোকের কথোপকথনের বিবরণ ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থ হইতে স্বামীজির বিবিধ বিষয়ক মূল্যবান্ মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের উন্নতির উপায়, ভারতের বর্তমান সমস্যার কথা, হিন্দুধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা, ভারতীয় স্ত্রীজাতির বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি বহু বিষয়ের ভাবিবার কথা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

কনকাঞ্জলি-বাঙ্গালা গীতিকাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। ইহাতে প্রেম-বিষয়ক কতকগুলি কবিতা বিবৃত হইয়াছে।

কপালকুণ্ডলা—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবক গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমনকালে রসুলপুরের মোহানার সন্নিকট সমুদ্রের পশ্চিম তটদেশে সঙ্গিগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এক কাপালিকের নয়নগোচর হন। কাপালিকের পালিতা কপালকুণ্ডলা নাম্নী একটি ষোড়শী কুমারী ইহাকে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষ করিয়া হিজলীর ভবানীমন্দিরে পূজক অধিকারীর নিকট লইয়া আসেন। অধিকারীর পরামর্শে নবকুমার ইহাকে বিবাহ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করেন। মেদিনীপুরে চটির নিকটে মতিবিবি নাম্নী একটি যবনবেশা রমণীর সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হয়। মতিবিবি ইঁহার পরিচয় পাইয়া সেই চটিতে কপালকুণ্ডলাকে দর্শন করেন এবং নিজের গাত্র হইতে অলংকার খুলিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেন। মতিবিবি নবকুমারের প্রথম পরিণীতা ভার্যা পদ্মাবতী। বাধ্য হইয়া ইঁহার মাতাপিতা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করায় ইনি স্বামী কর্তৃক বালিকা অবস্থায় পরিত্যক্তা হন। এই পরিচয় ইনি এখন স্বামীর নিকট গোপন রাখিলেন। কিন্তু সেইদিন হইতে স্বামিসঙ্গলাভের জন্য ইঁহার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে লইয়া সপ্তগ্রামে পৈতৃক ভবনে আসিলেন। এক বৎসর পরে মতিবিবি সপ্তগ্রামে আসিয়া বাস করিলেন এবং স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। স্বামীর প্রেম ভিক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যাতা হই। ইনি অভীষ্টসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। ইনি পুরুষোচিত বেশ ধারণ করিয়া কপালকুণ্ডলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন; উদ্দেশ্য—নবকুমারের মনে সন্দেহ উপস্থিত করিয়া স্বামি-স্ত্রীর বিচ্ছেদসাধন। ঘটনাক্রমে কপালকুণ্ডলা এক রাত্রিতে ননন্দা শ্যামাসুন্দরীর জন্য স্বামিবশ করিবার ঔষধ আহরণ করিতে একাকিনী বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুরুষবেশী মতিবিবির সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। নবকুমার গোপনে ইহা দেখিলেন। পরদিন প্রাতে কপালকুণ্ডলার গৃহে অপরিচিত পুরুষের লিখিত একখানি পত্রও পাইলেন, ইহাতে কপালকুণ্ডলার চরিত্রের উপর বিশেষ সন্দিহান হইয়া নবকুমার রাত্রিকালে আবার কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিলেন। পূর্ববর্ণিত কাপালিকও এই সময় মতিবিবির সহিত মিলিত হইয়া কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মতিবিবির উদ্দেশ্য সপত্নীর নির্বাসন; কাপালিকের উদ্দেশ্য কপালকুণ্ডলাকে ভবানীর চরণে বলিদান। কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে লইয়া কপালকুণ্ডলার সহিত পুরুষবেশধারিণী মতিবিবির গোপনে মিলন দেখাইলেন। নবকুমার কাপালিকের প্রদত্ত সুরাপানে উত্তেজিত-মস্তিষ্ক হইয়া কপালকুণ্ডলার চরিত্রহীনতায় কৃতনিশ্চয় হইলেন, এবং কাপালিকের নির্দেশে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিবার পূর্বে স্নান করাইবার জন্য নদীতীরে লইয়া গেলেন। তটে দাঁড়াইয়া নবকুমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কপালকুণ্ডলা নিজের নির্দোষতা প্রমাণ করিলেন; কিন্তু আর গৃহে ফিরিবেন না, একথাও বলিলেন। এমন সময় তরঙ্গাঘাতে নদীতট ভাঙ্গিয়া গেলে কপালকুণ্ডলা জলে পড়িয়া গেলেন। নবকুমারও ইঁহার উদ্ধারসাধনমানসে জলে ঝাঁপ দিলেন। উভয়ের মধ্যে কেহই আর ফিরিলেন না।

কপালকুণ্ডলা গ্রন্থকারের রচিত দ্বিতীয় উপন্যাস। বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়।

এই উপন্যাসখানি নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া কলিকাতায় অনেক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছে। বঙ্গীয় সিভিলিয়ান এইচ, এ, ডি, ফিলিপ্‌স্ সাহেব ১৮৮৫ খ্রীঃ কপালকুণ্ডলার একখানি ইংরাজী অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পরবৎসর মিঃ ক্লেম (Klemn) জার্মান ভাষায় ইহার অনুবাদ করেন।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী—বাঙ্গালা কাব্য। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কবিকঙ্কণ কর্তৃক প্রণীত। দক্ষালয়ে সতী প্রাণত্যাগ করিয়া হিমালয়ের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলে মহাদেবের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কিছুদিন পরে পার্বতীর কার্তিক ও গণেশ নামে দুই পুত্র জন্মে। একদা অন্নকষ্টহেতু শিবের সহিত পার্বতীর কলহ হইলে পার্বতী ক্রোধভরে কৈলাস ত্যাগ করেন। অনন্তর সখী পদ্মার উপদেশে তিনি পৃথিবীতে নিজ পূজা প্রচারের চেষ্টা করেন। তাঁহার মায়ায় ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর শিবশাপে কালকেতু ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ করেন। একদা মৃগয়া হইতে প্রত্যাগমনকালে ভগবতী গোধিকারূপে তাঁহাকে দর্শন দেন। কালকেতু তাঁহাকে বন্ধন করিয়া স্বগৃহে লইয়া আসেন। অতঃপর ভগবতী স্ব-রূপ প্রকাশ করিলে কালকেতু তাঁহাকে বহু স্তুতি করেন। ভগবতীর বরে কালকেতু প্রভূত ধনের অধীশ্বর হন। অনন্তর কলিঙ্গরাজের সহিত যুদ্ধে বন্দী হইলে কালকেতু ভগবতীর স্তব করিয়া মুক্তিলাভ করেন। পরে স্বীয় পুত্রকে

রাজা সমর্পণ করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। অনন্তর ভগবতী স্ত্রীলোকদিগের নিকট পূজা লইতে অভিলাষ করেন। রত্নমালা নাম্নী জনৈকা অপ্সরা মর্ত্যধামে খুল্লনারূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ধনপতি সদাগরের দ্বিতীয়া ভার্যা হন। রাজাদেশে ধনপতি গৌড়দেশে গমন করিলে তাঁহার প্রথমা ভার্যা লহনা খুল্লনাকে সাতিশয় যন্ত্রণা দিতে থাকেন এবং তাঁহাকে ছাগচারণে নিযুক্ত করেন। অনন্তর খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিয়া চণ্ডীর প্রসাদাৎ পুনরায় পূর্বসৌভাগ্য লাভ করেন। অতঃপর ধনপতি বাণিজ্যার্থ সিংহলে গমনকালে চণ্ডীকে উপহাস করায় পথিমধ্যে ঝড়বৃষ্টিতে তাঁহার বাণিজ্যতরণী সমস্ত ডুবিয়া যায় ও তিনি সিংহলে গিয়া বন্দী হন। পরে তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত নানা বিপদের মধ্য দিয়া সিংহলে গমন করেন, এবং দেবী-কৃপায় পিতাকে মুক্ত করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হন। এই সকল আখ্যায়িকা লইয়া এই কাব্যখানি রচিত।

কবিকথা (১ম ভাগ) হরিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। উপক্রমণিকায় প্রাচীন বাঙ্গালা কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, কাশীরামদাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র, মদনমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র এই সাত জনের জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে।

কবিকাননিকা—বাঙ্গালা রহস্যগ্রন্থ। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ইহাতে রহস্যচ্ছলে কাননিকা নাম্নী এক কবিতাপ্রিয়া ও কল্পনাকুশলা রমণীর অদ্ভুত চিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

কবিকাহিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে জনৈক কবি আপনার হৃদয়ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

কবিতাসংগ্রহ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে কবিবর ঈশ্বর গুপ্ত রচিত নৈতিক ও পারমার্থিক, সামাজিক ও ব্যঙ্গবিষয়ক, যুদ্ধবিষয়ক, ঋতুবর্ণনবিষয়ক এবং প্রেমবিষয়ক কবিতাসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কবিরহস্যম্—সংস্কৃত ধাতুরূপগ্রন্থ। হলায়ুধ প্রণীত। ইনি ভট্টনারায়ণের বংশধর ও গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী ছিলেন। ইনি ব্রাহ্মণসর্বস্ব, ন্যায়সর্বস্ব, মৎস্যসূক্ততন্ত্র, অভিধান রত্নমালা প্রভৃতি অনেকগুলি গ্রন্থের প্রণেতা। কবিরহস্য গ্রন্থে কবিতাচ্ছলে ধাতুরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। এক একটি শ্লোক মধ্যে এক একটি ধাতুর একই বিভক্তিতে কত প্রকার রূপান্তর হইতে পারে, তাহা বিস্তৃতভাবে দেখানো হইয়াছে।

কবি হেমচন্দ্র—অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রণীত। ইহাতে কবি হেমচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী, তাঁহার রচনাসমূহের ধারাবাহিক তালিকা এবং তাঁহার কাব্যসমূহের সমালোচনা আছে। হেমচন্দ্রের কাব্যের বিশেষত্ব কি, বাঙ্গালাসাহিত্য ও বাঙ্গালী জাতি তাহাতে কি পরিমাণে লাভবান্ হইয়াছে, এই সকল কথা বিশেষ দক্ষতার সহিত লেখক আলোচনা করিয়াছেন।

কমলাকান্ত পদাবলী—বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ। শ্রীকান্ত মল্লিক কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে সাধকপ্রবর কমলাকান্ত ভট্টাচার্যের রচিত অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের দপ্তর—বাঙ্গালা রহস্যাত্মক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি সরস হাস্যরসাত্মক প্রবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধেই কৌশলে সমাজ, রাজনীতি, শিক্ষা প্রভৃতির দোষের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে। এই প্রবন্ধগুলি ধারাবাহিকভাবে 'বঙ্গদর্শন' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

কমলে কামিনী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। ব্রহ্মদেশের রাজা বীরভূষণের সহিত কাছাড় সিংহাসন লইয়া মণিপুরের রাজা গম্ভীর সিংহের মনোবাদ উপস্থিত হয়। কাছাড় মণিপুরের অধীন। কাছাড় দেশবাসিগণের অভিপ্রায়ানুসারে গম্ভীর সিংহ স্বরাজ্যের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করেন। ব্রহ্মাধিপতি কনিষ্ঠা মহিষীর অনুরোধে স্বীয় শ্যালককে রাজা করিতে চান। এই সূত্রে ব্রহ্মদেশের রাজার সহিত মণিপুররাজের যুদ্ধ ঘটে। কাছাড়ই যুদ্ধক্ষেত্র। সেইখানে শিখণ্ডিবাহন ব্রহ্ম সেনাপতিকে পরাজিত করিয়া স্বীয় শিবিরে লইয়া আসেন। পথে যুদ্ধদর্শনাভিলাষিণী ব্রহ্ম রাজকন্যা রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে কমলমালা নিক্ষেপ করেন। শিখণ্ডিবাহনও একবার ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া ইন্দীবরাক্ষী রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হন। ব্রহ্মাধিপতি সাত দিবসের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ করিলে, মণিপুর শিবিরে নানা উৎসবের আয়োজন হয়। একটি মণ্ডপ নির্মিত হইয়া সেখানে রাসলীলা অভিনয়ের উদ্যোগ হয়। রণকল্যাণী রাধিকা, তাঁহার সহচরী সুরবালা দূতী এবং শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজিয়া লীলাভিনয়ে যোগদান করেন। মণিপুরাধিপতি রাধিকাভিনেত্রীর পরিচয় জানিতেন না। তাঁহাকে "কমলে কামিনী" আখ্যা দেন। ব্রহ্মদেশাধিপতি কন্যার মনোভাব জানিতে পারিয়া তাঁহার সহিত শিখণ্ডিবাহনের গোপনে বিবাহ দেন, এবং তাঁহাকেই কাছাড়ের রাজা করিবার সম্মতি মণিপুররাজকে জ্ঞাপন করেন। পরে মণিপুরাধিপতিকে সদলে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। ইঁহারা উপস্থিত হইলে ব্রহ্মরাজ অবগত হন যে, শিখণ্ডিবাহন মণিপুর-অধিপতির জ্যেষ্ঠা মহিষীর পুত্র। সূতিকাগারে এই পুত্রটিকে গজমতিহারাধার কৌটার সহিত ধুনি ধাত্রী, ঈর্ষাপরায়ণা কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারীর অনুরোধে, বিন্দু-সরোবরে রাখিয়া আসে। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী নাম্নী এক বিধবা রমণী তীর্থযাত্রাকালে এই শিশু ও কৌটাটি সঙ্গে লইয়া যান। কোন সন্ন্যাসী এই শিশুতে রাজলক্ষণ দেখিয়াছিল বলিয়া পাঁচ বৎসর পরে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী ইহাকে মণিপুরে ফিরাইয়া আনিয়া পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতে লাগিলেন এবং অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষার্থে রাজসেনাপতি সমরকেতুর অধীন করিয়া দেন। শিখণ্ডিবাহন এ পর্যন্ত ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকেই মাতা বলিয়া জানিতেন। এই সকল বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ব্রহ্মরাজ বলিলেন যে, আমি মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড় সিংহাসন দিব না; আমি আপনার জামাতাকে ঐ সিংহাসনে বসাইব। কে জামাতা—এই কথা জিজ্ঞাসিত হইলে ব্রহ্মরাজ বলিলেন যে, শিখণ্ডিবাহনই তাঁহার জামাতা। তখন মণিপুররাজের আনন্দের সীমা রহিল না।

কর্পূরমঞ্জরী—বাঙ্গালা নাটক। ইহা কর্পূরমঞ্জরী নামক একখানি সংস্কৃত সট্টকজাতীয় নাটকের অনুবাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অনুবাদিত। "কর্পূরমঞ্জরী" প্রাকৃত ভাষায় রচিত। গ্রন্থখানি বিদ্ধশালভঞ্জিকা নাটিকারচয়িতা রাজশেখরের লেখনীসম্ভূত। কৌলসম্প্রদায়ভুক্ত ভৈরবানন্দ একটি আশ্চর্য দেখাইতে অনুরুদ্ধ হইয়া একটি রমণীকে ধ্যানবিমানে আনয়ন করেন। পরিচয়ে প্রকাশ পাইল যে, তিনি রাজ্ঞীর মাতৃষসার কন্যা, নাম কর্পূরমঞ্জরী। রাজ্ঞী তাঁহাকে পঞ্চদশ দিবস প্রাসাদে রাখিলেন। সেখানে রাজা কর্পূরমঞ্জরীর প্রেমে আবদ্ধ হইলেন। রাজ্ঞী ভৈরবানন্দের শিষ্যা হইলে, গুরুদক্ষিণাস্বরূপ ঘনসারমঞ্জরী নাম্নী এক রাজকন্যার সহিত রাজার বিবাহ দিতে প্রতি-

প্রস্তুত হন। বিবাহ সম্পন্ন হইলে প্রকাশ পাইল যে, ধনসারমঞ্জরী কর্পূরমঞ্জরীর অপর নাম।

কর্মকথা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। ইহাতে দার্শনিক তথ্যপূর্ণ অনেকগুলি সুচিন্তিত প্রবন্ধ আছে। কর্মভিন্ন মনুষ্যের গতি নাই, কর্মেই তাহার ক্ষমতা ও অধিকার ইহাই প্রত্যেক প্রবন্ধে লেখক বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথার্থ বৈরাগ্য কাহাকে বলে, মুক্তির পথ কি ইত্যাদি বিষয়ে লেখকের জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। কর্মকাণ্ড-ব্যাখ্যায় বিজ্ঞান কখন নিরস্ত হয় তাহাও লেখক দেখাইয়াছেন।

কর্মদেবী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ঔরিন্টপতির কন্যা কর্মদেবী যশল্মীরের রাজপুত্র সাধুর রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বরমাল্য প্রদান করেন এবং রাঠোরাধিপতির পুত্র অরণ্যকমলকে প্রত্যাখ্যান করেন। বিবাহান্তে যাত্রাকালে অরণ্যকমল পথিমধ্যে সাধুকে আক্রমণ করিলে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। যুদ্ধে সাধু নিহত হন। তখন কর্মদেবী স্বহস্তে আপনার এক বাহু কাটিয়া পিতৃকুলকবির নিকট পাঠাইয়া দেন, এবং অপর বাহু শ্বশুরের নিকট প্রেরণ করিয়া পতিসহ চিতায় প্রবেশ করেন।

কর্মফল ও জন্মান্তর রহস্য—আশুতোষ দেব, এম. এ. প্রণীত। কর্মদ্বারা যে জন্মান্তর সংঘটিত হয় ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। কর্মের উপাদান, কর্মফল, কর্মরহস্য, পুরুষকার ও দৈব, পুরুষকার দ্বারা অদৃষ্ট খণ্ডন, কর্মসম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের অভিপ্রায়, কর্মযোগ, জন্মান্তর প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই সকল বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য বহুবিধ আর্যশাস্ত্র ও পাশ্চাত্ত্য মতের সমালোচনা করা হইয়াছে।

কর্মযোগের টীকা ও অন্যান্য গল্প—গল্পগ্রন্থ। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। এই পুস্তকে কর্মযোগের টীকা, দীক্ষা, গোলাপজাম, পিয়াসী, ডিটেকটিভের স্ত্রীলাভ, পূজার আসর, মল্লার স্বয়ংবর প্রভৃতি বারটি ছোট ছোট গল্প আছে। ইহা হাস্যরস-প্রধান।

কলিকাতার ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব বাহাদুর ইংরাজী ভাষায় যে The Early History and Growth of Calcutta নামক পুস্তক রচনা করিয়াছেন, ইহা তাহারই অনুবাদ। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে অধুনাতন কাল পর্যন্ত কলিকাতা মহানগরীর অবস্থার পরিবর্তন লিখিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব অবস্থা কিরূপ ছিল, পরে কাহার কর্তৃক ইহার সংস্কার আরব্ধ হয়, ইহার পরিমাণ ও অধিবাসীর সংখ্যা, বাণিজ্যবিবরণ, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, সংবাদপত্র প্রকাশ প্রভৃতি সকল বিষয়ই সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

কল্কিপুরাণ—সংস্কৃত পুরাণ। ইহাতে কলির উৎপত্তি, কলিচরিত্র বর্ণন, শ্রীহরির কল্কিরূপে জন্মগ্রহণ, পরশুরামের নিকট শিক্ষা, মহাদেবের বরপ্রাপ্তি, পদ্মাবতীর উপাখ্যান, অনন্ত মুনির উপাখ্যান, পদ্মাবতীর সহিত কল্কির বিবাহ, কল্কি কর্তৃক কীকটদেশ আক্রমণ ও জিনবধ, ম্লেচ্ছনিধন, কুথোদরী রাক্ষসীর বিবরণ, মরু কর্তৃক কল্কি সমীপে রামচরিত্র বর্ণন, কল্কিসমীপে কলিপীড়িত ধর্মের আগমন ও ধর্মকে অভয়দান, কল্কিদেবের দিগ্বিজয়, শশিধ্বজ রাজার উপাখ্যান, রুক্মিণীব্রত, কল্কিদেবের বৈকুণ্ঠ ধামে গমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

কল্পতরু—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নির্বোধ ভণ্ড ইন্দ্রিয়পরবশ ব্যক্তি সংসারে কত অনর্থ ঘটাইতে পারে, প্রবঞ্চকেরা কিরূপে মানুষকে ফাঁদে ফেলিয়া আত্মোদর পূরণ করে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

কল্পলেখা কবিতাগ্রন্থ। কবি শাহাদাৎ হোসেন প্রণীত। এই গ্রন্থে মোট আঠারটি কবিতা আছে। কবিতাগুলি ছন্দ, ভাব ও ভাষা—সকল দিক্ দিয়াই সুন্দর হইয়াছে।

কস্তুরী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি নানা রসের কবিতা আছে।

কাউণ্ট অভ মন্টি-ক্রস্টো (Count of Monte-cristo, The)—ফ্রান্সের ঔপন্যাসিক আলেকজাণ্ডার ডুমার বিখ্যাত উপন্যাস। এডমণ্ড ডান্টেস নামে এক নাবিকের কাহিনী ইহাতে বিবৃত আছে।

কাঙ্গাল ফিকির চাঁদ ফকিরের গীতাবলী—বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ। হরিনাথ মজুমদার প্রণীত। ইহাতে বাউলের সুরে বৈরাগ্য ও পরমার্থ বিষয়ক অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

কাঞ্চীকাবেরী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের সমসাময়িক উড়িষ্যার ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

কাত্যায়ন-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

কাদম্বরী—বাঙ্গালা উপাখ্যানগ্রন্থ। তারাশংকর তর্করত্ন প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত কাদম্বরী গ্রন্থের গদ্যাংশ বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে। রাজা শূদ্রক একদা এক শুকপক্ষী প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে তাহার আত্মবিবরণ বর্ণনা করিতে বলিলেন। শুক তাঁহার নিকট স্বীয় অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে আরও অনেকগুলি উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশেষে চন্দ্রাপীড়ের সহিত গন্ধর্বতনয়া কাদম্বরীর এবং বৈশম্পায়নের সহিত মহাশ্বেতার মিলন বর্ণিত হইয়াছে।

কাব্যগ্রন্থাবলী (১ম, ২য় ও ৩য় ভাগ)—প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কতকগুলি খণ্ড কবিতা লইয়া এই কাব্য রচিত। কবিতাগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবির কবিত্বে পূর্ণ।

কাব্যচিন্তা—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। ইহাতে মহাভারত, রামায়ণ এবং ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ কৃত কাব্যসমূহের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কাব্যসমূহের ঐতিহাসিকত্ব, দোষ, গুণ, রস প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

কাব্যনির্ণয়—বাঙ্গালা অলংকার-গ্রন্থ। পণ্ডিত লালমোহন ভট্টাচার্য বিদ্যানিধি প্রণীত। বাঙ্গালা কাব্যের অলংকার, দোষ, গুণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালার কবিগণ একাল পর্যন্ত যে সকল ছন্দে কবিতা লিখিয়া আসিতেছেন, তাহার লক্ষণ ও উদাহরণাদিও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত অলংকার-শাস্ত্রের অনুকরণে রচিত।

কাব্যসুন্দরী—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। ইহাতে বঙ্কিমবাবুর রচিত উপন্যাসসমূহের ঔপন্যাসিক সুন্দরীগণের চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। উপন্যাসে বঙ্কিমবাবু যে সকল প্রধান স্ত্রী-চরিত্র সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন (কুন্দনন্দিনী, শৈবলিনী, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি, দুর্গেশনন্দিনী, লবঙ্গলতা, বিমলা প্রভৃতি), সেই সকল স্ত্রীচরিত্রকে বিশেষরূপে অনুচিত্র করিয়া দেখানোই এই গ্রন্থের

কামিনী ও কাঞ্চন—বাঙ্গালা উপন্যাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। সংসারে কামিনী ও কাঞ্চনই যে যাবতীয় অনর্থের মূল, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কায়স্থের বর্ণনির্ণয়—নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। বঙ্গীয় কায়স্থগণ যে চিত্রগুপ্তের বংশজ এবং ক্ষত্রিয়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ

প্রাচীন ও নব্য স্মৃতি হইতে এতদনুকূল মত, পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্য নাটকাদিতে কায়স্থগণ কিরূপে বর্ণিত হইয়াছেন তদ্বিবরণ, এ সম্বন্ধে ইতিহাসের বর্ণনা, শিলালিপি প্রভৃতির বর্ণনা, অন্যান্য দেশীয় কায়স্থসমাজের অবস্থা প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

কায়পরিণয়—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। বিবাহের দোষে একটি ভদ্র পরিবারের মধ্যে কিরূপ অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিসংবাদের সৃষ্টি হয় তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালাচাঁদ গীতা—বাঙ্গালা ধর্মবিষয়ক পদ্যগ্রন্থ। শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। কোন এক ব্যক্তির মনে সহসা এরূপ বৈরাগ্য হইল যে, তিনি ভাবিলেন, মরণের পর যখন স্ত্রীপুত্রাদির সহিত বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী, তখন পূর্ব হইতেই তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করা কর্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ ব্যক্তি বনগমন করেন। এইরূপে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া পরিশেষে গ্রন্থকার ইহাতে এই জড় জগৎ শ্রীভগবানেরই বিকাশ, শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং তৎস্বরূপ কিরূপ চিত্তমুগ্ধকর, শ্রীভগবানের সহিত জীবের ও জীবের সহিত জীবের কিরূপ সম্বন্ধ প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

কালাপাহাড়—বাঙ্গালা উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দেবদ্বেষী কালাপাহাড়ের নাম এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। উড়িষ্যার লোকে অদ্যাপি কালাপাহাড়ের নাম শুনিলে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। বাঙ্গালার পাঠান নরপতি সুলেমান কিরাণীর অধীনে সেনাপতিরূপে কালাপাহাড় কর্তৃক উড়িষ্যা বিজয়রূপ ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়াই শ্রীশচন্দ্র এই উপন্যাস লিখিয়াছেন।

কালিকাপুরাণ সংস্কৃত উপপুরাণ। কামদেবের জন্ম, মহাদেবকে কামবশ করিতে ব্রহ্মার উদ্যোগ, দক্ষালয়ে মহামায়ার জন্মগ্রহণ, শিববিবাহ, দক্ষযজ্ঞ, অরুন্ধতী উপাখ্যান, সৃষ্টিবর্ণন, বরাহ উপাখ্যান, মনুমীন সংবাদ, নরকাসুরের উপাখ্যান, হিমালয়গৃহে দেবীর জন্ম, মদনভস্ম, শিববিবাহ, বেতাল ভৈরবোপাখ্যান, মন্ত্রোপদেশ, পূজাবিধি, কামাখ্যাবিবরণ, ত্রিপুরাতন্ত্রানুসারে পূজাপ্রকরণ, শারদাতন্ত্র, মুদ্রান্যাস কবচাদি, মন্ত্ররহস্য, তীর্থবিবরণ, ব্রহ্মপুত্রের উৎপত্তি, পরশুরাম উপাখ্যান, রাজনীতি, সদাচার, শক্রোত্থান, বিষ্ণুযজ্ঞ প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কালিদাস—বিজয়চন্দ্র মজুমদার প্রণীত। এই গ্রন্থে মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে লেখক নিজের একটি স্বাধীন মত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মতে কালিদাস খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক। কালিদাসের গ্রন্থাবলীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্নভাবে গুপ্ত-নৃপতিগণের উল্লেখ আছে এবং তিনি কুমার গুপ্তের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন, তাহা লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ইহাতে কালিদাসের গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কয়েকটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধও আছে।

কালিদাস—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটক-সমূহের অতি বিশদ আলোচনা ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। কালিদাসের চরিত্র বিশ্লেষণ অতিশয় যোগ্যতার সহিত বিহিত হইয়াছে।

কালীক্ষেত্রদীপিকা—বাঙ্গালা পুরাতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। সূর্যকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক-ধর্মের বিবরণ, শক্তিপূজার বিবরণ, পীঠ-স্থানের উৎপত্তি, কালীঘাটের উৎপত্তি কালীঘাটের আদিম ও আধুনিক অবস্থা, কালীমূর্তির প্রথম আবিষ্কার, কালীর সেবায়েত ও অধিকারিগণের বিবরণ, কালীর দেবোত্তর সম্পত্তি, নকুলেশ্বর শিবের বিবরণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কাশীখণ্ড বঙ্গানুবাদ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। ইহা স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত। ইহাতে বৌদ্ধধর্ম সামুদ্রিক প্রকরণ, স্মৃত্যুক্ত আচার ব্যবস্থা, কাশীমাহাত্ম্য, পিশাচ-লোক, যমলোক, চন্দ্রলোক, নক্ষত্রলোক প্রভৃতি লোকসমূহের বর্ণন, ধ্রুবচরিত্র, বারাণসীরহস্য, দিবোদাসের উপাখ্যান, দুর্গাসুরের বৃত্তান্ত, শিবলিঙ্গসমূহের উৎপত্তি বিবরণ, ব্যাসশাপ উপাখ্যান প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

কাশী পরিক্রমা—কাব্য। জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত ও নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত (পরিষদ্ গ্রন্থাবলী)। ভূকৈলাসের রাজা ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল মহাশয় অন্যূন একশত বৎসর পূর্বে তাঁহার কাশীপর্যটন বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহাতে কাশীর তৎকালীন যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত হওয়া যায়। সম্পাদক মহাশয় পরিশিষ্টে কাশীর পুরাকথার আলোচনা করিয়াছেন।

কাহিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে গান্ধারীর আবেদন, পতিতা, ভাষা ও ছন্দ, সতী, নরকবাস, লক্ষ্মীর পরীক্ষা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পদ্যরচিত কাহিনীসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে।

কিং লিয়ার (King Lear) - মহাকবি সেক্‌স্পীয়ার-রচিত বিয়োগান্ত নাটক। বৃটেনের রাজা লিয়ারের তিন কন্যা গনেরিল, রিগান ও কর্ডেলিয়ার কথা ইহাতে বলা হইয়াছে।

কিঞ্চিৎ জলযোগ—বাঙ্গালা প্রহসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে এক ডাক্তার এবং তাঁহার স্বাধীন-প্রকৃতি স্ত্রীর চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। সংসারে সন্দেহই যে অশেষ অনর্থের মূল, এবং দম্পতির হৃদয়ে পরস্পরের উপর সন্দেহ উপজাত না হইলেই যে এই সংসার শান্তির আগার হয়, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

কিরাতার্জুন—নবীনচন্দ্র দাস কবিগুণাকর, এম. এ., বি. এল. প্রণীত। এখানি সুকবি ভারবি-কৃত সংস্কৃত কিরাতার্জুনীয় কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

কিরাতার্জুনীয় (বঙ্গানুবাদ)—মতিলাল বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক অনুবাদিত। ইহা মহাকবি ভারবি-প্রণীত সংস্কৃত কিরাতার্জুনীয় কাব্যের বঙ্গানুবাদ।

কিশোর—গল্পগ্রন্থ। জলধর সেন প্রণীত। ইহাতে তেরটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প আছে। গল্পগুলি কিশোরদিগের জন্য এবং কিশোরদিগের কথা লইয়া লিখিত।

কুঙ্কুম—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গোবিন্দচন্দ্র দাস প্রণীত। ইহাতে প্রেম ও অন্যান্য-বিষয়ক কতকগুলি কবিতা আছে।

কুমারসম্ভব—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা মহাকবি কালিদাস কৃত কুমারসম্ভব নামক সংস্কৃত কাব্যের পদ্যানুবাদ। ইহাতে উক্ত মহাকাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। হিমালয়-গৃহে পার্বতীর জন্ম, তাঁহার শিবারাধনা, মহাদেবের তপস্যা-ভঙ্গার্থ দেবগণ কর্তৃক মদনের নিয়োগ, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, পার্বতীর তপস্যা ও সিদ্ধি, মহাদেবের সহিত পার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। হরিভূষণ ভট্টাচার্য কুমারসম্ভব নামে একখানি বাঙ্গালা নাটক লিখিয়াছেন। সেখানি ন্যাশন্যাল থিয়েটারে ১৮৮২ খ্রীঃ প্রশংসার সহিত অভিনীত হইয়াছিল।

কুরুক্ষেত্র—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকার রৈবতক নামক কাব্যে শ্রীকৃষ্ণের আদ্যলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন। আলোচ্য কাব্যে তাঁহার মধ্যলীলা প্রদর্শিত

হইয়াছে। একদিকে শ্রীকৃষ্ণ ধর্মরাজ্য স্থাপনে সমুদ্যত, অন্যদিকে মহর্ষি দুর্বাসা ব্রাহ্মণ্যধর্মের গৌরব রক্ষার্থ অনার্যপতি বাসুকিকে লইয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। এদিকে অতি লোভী দুর্যোধনের লোভের ফলে কৌরব পাণ্ডবে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধে অর্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়া অর্জুনকে ধর্মযুদ্ধে উৎসাহ প্রদানপূর্বক অধর্মের উচ্ছেদ ও ধর্মরাজ্য স্থাপনে প্রবৃত্ত হইলেন। দুর্বাসার চক্রান্তের ফলে অভিমন্যু অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইল। পুত্রশোকাকুল পার্থ 'ক্ষপ্রহলে যুদ্ধ করিতে না পলেন। যুদ্ধে অধার্মিক ক্ষত্রিয়কুল ভস্মীভূত হইল, ভারতে নব ধর্মরাজ্য স্থাপিত হইল। সে ধর্মরাজ্যের পাদমূলে জ্ঞানরূপী শ্রীকৃষ্ণ, বলরূপী ধনঞ্জয়, এবং ভক্তিরূপিণী ভদ্রা। এই তিনের সম্মিলনে যে প্রেমরাজ্যের উদ্ভব হইল তাহাতে আর্য ও অনার্যের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়া গেল। এই নব প্রেমরাজ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাসদেব মহাভারত গান করিতে লাগিলেন।

কুলপুরোহিত—গল্পগ্রন্থ। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত। ইহাতে কুলপুরোহিত, বারবেলা, মেয়ের বাপ, সঙ্গিহারা, বিধবা প্রভৃতি ১৫টি মনোহর গল্প সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় সকল গল্পই সামাজিক ও সাংসারিক নিত্য দৃষ্ট ঘটনা অবলম্বনে রচিত।

কুলীনকুলসর্বস্ব—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত কৌলীন্য প্রথার বিষময় ফল প্রদর্শন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ইহাতে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান, ঘটকের কপট ব্যবহার, কুলকামিনীগণের আচারব্যবহার, শুক্রবিক্রয়ীর দোষকীর্তন, বিরহিণীগণের বিয়োগপরিবেদন এবং নানাবিধ রহস্য বর্ণিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহাই বাঙ্গালায় সর্বপ্রথম নাটক। এই নাটকখানি লিখিয়া রামনারায়ণ তর্করত্ন রঙ্গপুরের জমিদার কালীচরণ রায় চৌধুরীর প্রতিশ্রুত পারিতোষিক পান।

কুহু ও কেকা - কবিতাগ্রন্থ। খ্যাতনামা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। তাঁহার কবিতায় একটা স্বাতন্ত্র্য পাওয়া যায়, নূতনভাবে কবি আপনার ভাবগুলিকে ফুটাইয়া তুলেন। ছন্দ ও ভাষার উপর তাঁহার কিরূপ অধিকার, তাহার পরিচয় এই গ্রন্থে আছে।

কূর্মপুরাণ -'পুরাণ' দ্রঃ।

কৃতজ্ঞতা - বাঙ্গালা উপন্যাস। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বঙ্গসমাজের একটি চিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার প্রয়াস পাইয়াছেন।

গ্রন্থকার তখনকার দিনের ওয়ার্ড ইনস্টিটিউটের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বলিয়াছেন যে, তখন ওয়ার্ড ইনস্টিটিউটে সর্ববিধ জঘন্য কাণ্ডই ঘটিত। যত বড়লোকের নাবালক ছেলেরা এখানে থাকিত এবং ইনস্টিটিউটের মধ্যে মদ্য পান এবং বেশ্যাকে নিয়া জঘন্য আমোদপ্রমোদ প্রভৃতি সকল রকম কার্যই চলিত। ছেলেরা হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া এই সমস্ত দুষ্কার্য সাধন করিত। গ্রন্থকার কুণ্ডলা গ্রামের অন্যতর জমিদার-পুত্র দীনেন্দ্রকুমারকে ওয়ার্ড ইনস্টিটিউটের মধ্যে রাখিয়া অনেক গুহ্য কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

কৃপণের ধন -বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। হলধর নামক এক ব্যক্তি সাতিশয় কৃপণ ছিলেন। তাঁহার এক ভগ্নী মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট একটি কন্যা ও দশ হাজার টাকা রাখিয়া যান। কিন্তু ঐ কন্যার অধিক বয়স হইলেও টাকা বাহির করিতে হইবে বলিয়া হলধর তাহার বিবাহ দেন নাই। শেষে মধু নামক এক চতুর ব্যক্তি অনেক কৌশলে তাঁহার নিকট হইতে ঐ টাকা ও আরও কিছু বেশী টাকা আদায় করিয়া তাঁহার ভাগিনেয়ীর বিবাহ সংঘটন করেন। কলসী উৎসর্গ নাম দিয়া ইহার কিয়দংশ কোন কোন থিয়েটারে মধ্যে মধ্যে অভিনীত হইত।

কৃষকের সর্বনাশ - সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ভারতীয় কৃষকসম্প্রদায়ের কিরূপে সর্বনাশ হইতেছে, গ্রন্থকার তাহার আলোচনা করিয়াছেন। কি করিলে ইহাদিগের উন্নতি হইতে পারে, তাহাও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।

কৃষি উপদেশ—কৃষিগ্রন্থ। নৃত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়, এম. এ., এম. আর. এস. প্রণীত। আমন ধান্য, আশু ধান্য, সরিষা, পাট প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সার কথা ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

কৃষ্ণকান্তের উইল—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায় একখানি উইল করেন। তদ্দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দলালকে আট আনা, পুত্র হরলাল ও বিনোদলাল প্রত্যেককে তিন আনা, গৃহিণীকে এক আনা ও কন্যা শৈলবতীকে এক আনা দিবেন বলিয়া লিখিত হয়। হরলাল ইহাতে আপত্তি করিলে এবং বিধবা বিবাহ করিব বলিয়া ভয় দেখাইলে, কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া উইলখানি বদলাইলেন। এই উইল মতে হরলাল এক পাই মাত্র পাইবার অধিকারী হইলেন। হরলাল লেখক ব্রহ্মানন্দকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়া আর একখানি উইল প্রস্তুত করাইলেন, তাহাতে হরলালের বার আনা প্রাপ্য বলিয়া লিখিত হইল। হরলাল এই উইলখানিতে কৃষ্ণকান্ত ও সাক্ষিগণের দস্তখত জাল করিলেন। ব্রহ্মানন্দ এই জাল উইলখানির সহিত আসল উইল পরিবর্তিত করিতে অসমর্থ হইলে, তাঁহার বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণী হরলালের অনুরোধে রাত্রিকালে কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার আভলাষিত পরিবর্তন করিয়া আসিলেন। পরে যখন বুঝিলেন যে, হরলাল তাঁহাকে বিবাহ করিতে অসম্মত, তখন তিনি আসল উইলখানি তাঁহাকে দিলেন না। গোবিন্দলালের সহানুভূতিতে বিগলিত হইয়া তাঁহার ইষ্টসাধন অভিপ্রায়ে আসল উইলখানি যথাস্থানে রাখিয়া জাল উইল ফিরাইয়া লইতে রোহিণী আবার কৃষ্ণকান্তের কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবার কিন্তু ধরা পড়িয়া গেলেন। গোবিন্দলালের অনুরোধে কৃষ্ণকান্ত রোহিণীকে কোন দণ্ড না দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। গোবিন্দলালের ভালবাসায় নিরাশ হইয়া রোহিণী বারুণী পুষ্করিণীতে আত্মহত্যা করিতে চেষ্টা করিলে গোবিন্দলাল তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। এইবার গোবিন্দলালও রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে ভুলিবার জন্য জমিদারিতে গমন করিলেন। ক্রমে রোহিণী-গোবিন্দলালবিষয়ক কলঙ্করটনা গোবিন্দলালের পত্নী ভ্রমরের কর্ণগোচর হইলে তিনি স্বামীকে একখানি পত্র লিখিয়া পিত্রালয়ে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে গোবিন্দলাল দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে না বলিয়া ভ্রমর পিত্রালয়ে চলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইলেন। ভ্রমর ফিরিয়া আসিবার পর, কৃষ্ণকান্ত পীড়িত হইলেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে একখানি উইল প্রস্তুত করিলেন। তাহাতে গোবিন্দলালের প্রাপ্য (আট আনা) ভ্রমরকেই দান করিলেন। গোবিন্দলাল স্ত্রীর অধিকৃত বিষয় ভোগ করিতে অস্বীকার করিলেন এবং স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে বাসনা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর মাতার সঙ্গে কাশীধামে গেলেন।

সেখানে কিছুদিন থাকিয়া অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে অদৃশ্য হইলেন। এদিকে রোহিণীও দেশত্যাগ করিলেন। ভ্রমরের মনোবেদনা শেষে কঠিন পীড়ায় পরিণত হইল। তাঁহার পিতা মাধবীনাথ বন্ধু নিশাকরকে সঙ্গে লইয়া প্রসাদপুরে গেলেন। সেইখানে গোবিন্দলাল রোহিণীকে লইয়া গোপনে বাস করিতেছিলেন। নিশাকর কৌশলে রোহিণীকে বাড়ির বাহির করিয়া আনিলে, গোবিন্দলাল বিশ্বাসহন্ত্রীকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন। খুনী মকদ্দমায় গোবিন্দলাল ভ্রমরের অর্থবল প্রয়োগে অব্যাহতি পাইলেন। কিন্তু আবার নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। কিছুকাল পরে অর্থসাহায্যের জন্য গোবিন্দলাল ভ্রমরকে পত্র লিখিলেন। ভ্রমর তখন কঠিন-পীড়ার ক্রান্তা। ভ্রমরের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে গোবিন্দলাল আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং পরদিনেই আবার নিরুদ্দিষ্ট হইলেন। বার বৎসর পরে সন্ন্যাসিবেশে একবার তাঁহার সাধের উদ্যানে ভ্রমরের স্বর্ণময়ী প্রতিমূর্তি দর্শন করিয়া আবার অদৃশ্য হইলেন।

এই উপন্যাসখানি ১৮৯৫ খ্রীঃ বিষবৃক্ষের অনুবাদকর্ত্রী মিসেস নাইট ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণকুমারী--বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ উদয়পুরের রানা ভীমসিংহের কন্যা কৃষ্ণকুমারীর চিত্র দর্শনে রাজকন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া বয়স্য ধনদাসকে দূতস্বরূপে উদয়পুরে প্রেরণ করেন। জগৎসিংহের প্রণয়িনী বিলাসবতী যাহাতে এই বিবাহ না ঘটে, সেই অভিপ্রায়ে সখী মদনিকাকে উদয়পুরে পাঠান। মদনিকা পুরুষবেশে মদনমোহন নাম গ্রহণ করিয়া কিছুদিন উদয়পুরে অবস্থান করে। সে কৃষ্ণকুমারীর নাম করিয়া মরুরাজ্যের অধিপতি মানসিংহকে এক পত্র লেখে, তাহাতে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর অনুরাগের পরিচয় থাকে। এদিকে মদনিকা আবার মানসিংহের দূতী সাজিয়া কৃষ্ণকুমারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মানসিংহের একখানি চিত্রপট তাঁহাকে দেখায়। তাহাতে মানসিংহের প্রতি কৃষ্ণকুমারীর প্রণয় সঞ্চারিত হয়। মানসিংহও বিবাহ প্রস্তাব করিয়া উদয়পুরে দূত পাঠান। ভীমসিংহের ইচ্ছা জয়পুরাধিপতিকে কন্যাদান করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী মানসিংহকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। মহারাষ্ট্রাধিপতি মানসিংহের জন্য উদয়পুরের রানাকে অনুরোধ করেন। ভীমসিংহ বিষম সংকটে পড়িলেন। মহিষী অহল্যাদেবী ও হিতাকাঙ্ক্ষিণী তপস্বিনীও বিচলিতচিত্তা হইলেন। কৃষ্ণকুমারীও অস্থির হইয়া পড়িলেন। কৃষ্ণকুমারী এই সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, চিতোররাজ-সতী পদ্মিনী যেন তাঁহার নিকট আসিয়া বলিতেছেন যে—"কুলমানরক্ষার জন্য যে যুবতী আপনার প্রাণদান করে, সুরলোকে তার আদরের সীমা নাই।" মন্ত্রীর পরামর্শে স্থির হইল যে, কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করিলেই সকল বিপদ্ দূর হয়। রাজভ্রাতা বলেন্দ্র সিংহ জ্যেষ্ঠের অনুরোধে গভীর রাত্রে কৃষ্ণকুমারীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া হত্যার্থে অসি উত্তোলন করিলে, কৃষ্ণকুমারী জাগরিতা হইয়া বলেন—"একি কাকা!" বলেন্দ্র অসি ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। কৃষ্ণকুমারী যখন শুনিলেন যে, তাঁহার পিতার ইচ্ছাতেই তাঁহাকে হত্যা করা হইতেছে, তখন অসিখানি তুলিয়া লইয়া পদ্মিনীর উদ্দেশে "জননি, এই আমি এলেম" এই কথাগুলি বলিয়া সেই খড়্গ দ্বারা আত্মঘাতিনী হইলেন। ভীমসিংহ উন্মত্ত হইলেন, এবং মহিষীও গৃহান্তরে গমন করিয়া প্রাণবিসর্জন করিলেন।

১৮৬০ খ্রীঃ ৬ই অগস্ট আরম্ভ হইয়া উক্ত সালের ৭ই সেপ্টেম্বর ইহার রচনা শেষ হয়। ইহার গানগুলি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনী—ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। সদ্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এই গ্রন্থের অভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিত।

কৃষ্ণচরিত্র—বাঙ্গালা আলোচনাগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ ও ইয়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতামতের আলোচনা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তিনি যে একজন আদর্শপুরুষ ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

কৃষ্ণাষ্টমী—পৌরাণিক নাট্যগীতি। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। পাপভারপীড়িতা ধরণী গোলোকে গমন করিয়া ভগবানকে আপনার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিলে, ভগবান্ পৃথিবীর ভার হরণার্থ বসুদেবের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বসুদেব কংসভয়ে তাঁহাকে নন্দালয়ে রাখিয়া আসেন।

কেদার রায় বা বঙ্গের শেষবীর—বাঙ্গালা নাটক। অনাথবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। প্রবল-প্রতাপ দ্বাদশ ভৌমিক অর্থাৎ বার ভূঁইয়ার মধ্যে কেদার রায় শ্রেষ্ঠ ভৌমিক। তিনি হিন্দু-মুসলমানকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়া মোগল সম্রাটের অধীনতা-পাশ ছেদনপূর্বক পূর্ববঙ্গের অন্তর্গত শ্রীপুরনগরে স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের প্রয়াস পান। তাঁহার দমনার্থ রাজা মানসিংহ প্রেরিত হন। কেদার রায় যুদ্ধে জয়লাভ করেন বটে, কিন্তু জনৈক হিন্দু গুপ্তঘাতকের হস্তে হত হন।

কেন উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

কেনিলওয়ার্থ (Kenilworth)--স্যার ওয়ালটার স্কট-প্রণীত ইংরাজী উপন্যাস। মহারানী এলিজাবেথকে বিবাহ করিবার জন্য আর্ল অভ লিস্টার ও লর্ড সাসেক্সের মধ্যে এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। শেষ পর্যন্ত লিস্টারের পত্নী এমিকে এক প্রাসাদে হত্যা করা হয়। সেই করুণ কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

কেশবচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থ। চিরঞ্জীব শর্মা প্রণীত। ইহাতে ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের জীবনবৃত্তান্ত ও তাঁহার কার্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

কোরান--বঙ্গানুবাদ। ফিলিপ বিশ্বাস কর্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে কোরানের কতকগুলি সুরা উদ্ধৃত করিয়া তাহার ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং বাইবেল সম্বন্ধে কোরানের অনুকূল মতসমূহ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ক্যো ভেডিস (Quo Vadis)—সিয়েংকিউইজ প্রণীত উপন্যাস। সম্রাট্ নিরোর সময়ে রোমে অত্যাচার ও বিলাসলীলা যখন চরমে উঠিয়াছিল, সেই সময়ের ইতিহাসের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থখানি রচিত।

ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশমেণ্ট (Crime and Punishment)—ডস্টয়েফস্কি-রচিত বিশ্ববিখ্যাত রুশ উপন্যাস। রাস্কল্নিকোভ এই গ্রন্থের নায়ক। সে এক ধনবতী বৃদ্ধাকে হত্যা করে। শেষপর্যন্ত সে পুলিসের নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

ক্ষিতীশ বংশাবলী-চরিত—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত। ইহাতে নবদ্বীপ রাজবংশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। মুসলমান রাজত্বকালে ও ইংরাজদিগের প্রথম অধিকার সময়ে নবদ্বীপ রাজবংশের অধিকারস্থ প্রদেশসমূহের অবস্থা, দেশের

রীতি, নীতি, ধর্ম, বিচারপ্রণালী, শাসন-পদ্ধতি, বাণিজ্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে রাজবংশীয়গণের বাসস্থান, দিল্লীর সম্রাট্-প্রদত্ত ফরমান, রাজা ও রাজপুত্রদিগের রচিত সংস্কৃত কবিতা, বিচারের মীমাংসা পত্র, পৈত্রিক সম্পত্তি দানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

খ

খাদ্য—ডাক্তার চুনীলাল বসু প্রণীত। ইহাতে স্বাস্থ্যের সহিত খাদ্যের সম্বন্ধ, পরিপাকযন্ত্র ও পরিপাকক্রিয়া, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান ও তাহাদিগের গুণ, বয়সভেদে আহারের পরিমাণ ও সময়, পরিমিত ভোজন, আমিষ ও নিরামিষ ভোজন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি সুন্দরভাবে সাধারণের বোধগম্য করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

খাদ্যকথা—নরেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। খাদ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা, খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান, খাদ্যের পরিপাক-প্রণালী, খাদ্যসমূহের গুণাগুণ, খাদ্যের মাত্রানিরূপণ, খাদ্যের বিচার ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

গ

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (দেওয়ান)—চণ্ডী-চরণ সেন প্রণীত। বাঙ্গালা ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন। তিনি কি উপায় অবলম্বন করিয়া প্রভূত সম্পত্তি-শালী ও স্ব স্ব প্রভুর অনুগ্রহভাজন হইয়া-ছিলেন, এই সমস্ত বিষয় গ্রন্থকার উপ-ন্যাসাকারে অলদক্ষরে এই গ্রন্থে বিবৃত করিয়াছেন।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী—বাঙ্গালা কাব্য-গ্রন্থ। দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সূর্যবংশীয় রাজা ভগীরথ তপস্যাপ্রভাবে স্বর্গ হইতে গঙ্গাকে মর্ত্যালোকে আনয়ন করিয়া কপিলশাপে ভস্মীভূত পূর্বপুরুষ-গণের উদ্ধারসাধন করেন, ইহাই এই গ্রন্থের মূল আখ্যায়িকা। ইহাতে গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থিত অনেক গ্রাম ও নগরাদির অন্যূন শতবর্ষ পূর্বের অবস্থা বর্ণিত আছে।

গঙ্গামঙ্গল—একখানি প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। দ্বিজ মাধব বিরচিত, মুন্সী আবদুল করিম কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে ধরাতলে গঙ্গার অবতরণ-কথা ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। মাধব বা মাধবাচার্য সংস্কৃত ভাষায় অতীব সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার ভাষা যেমন বিশুদ্ধ, তেমনই পাণ্ডিত্যব্যঞ্জক।

গণেশ গীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

গণেশমঙ্গল—কবিতাগ্রন্থ। বিখ্যাত কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। গণেশের দুইটি ইংরাজী ও বাঙ্গালা কবিতা ইহাতে আছে।

গয়াকাহিনী—গয়ার ইতিহাস-মূলক গ্রন্থ। অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মহামহো-পাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের লিখিত ভূমিকাসংবলিত। গয়ার ইতিহাস-সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে নিবদ্ধ হইয়াছে।

গরুড় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

গল্পগুচ্ছ—রবীন্দ্রনাথ-প্রণীত গল্পসংগ্রহ। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের ১৯২১ সালের পরবর্তী রচনাসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গল্পাঞ্জলি—গল্পপুস্তক। লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে "বাল্যবন্ধু", "রসময়ীর রসিকতা", "আদরিণী" প্রভৃতি ছয়টি গল্প আছে। ইহাদের মধ্যে "বাল্যবন্ধু" গল্পটি উপভোগ্য।

গান—বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। ইহাতে কবির বিভিন্ন গ্রন্থে প্রকাশিত দেশবিশ্রুত মনোহর গানগুলি একত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানে রচয়িতার ভাবুকতা ও কবিত্বশক্তির সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

গীতগোবিন্দ (সটীক সানুবাদ)- সংস্কৃত গীতিগ্রন্থ। জয়দেব গোস্বামী প্রণীত। প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন কর্তৃক অনুবাদিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাবলম্বনে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহার পদগুলি সরল ও সুমধুর ভাষায় গীতিচ্ছন্দে লিখিত হইয়াছে।

গিরিধর-কৃত "গীতগোবিন্দ" জয়দেবের প্রথম বঙ্গানুবাদ। স্যার এডউইন আরনল্ড গীতগোবিন্দ ইংরাজী পদ্যে অনুবাদিত করিয়াছেন। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মূল ও অনুবাদ সহ একটি সংস্করণ বাহির করিয়াছেন। শ্যামলাল বসাক ইহার কেবল বঙ্গানুবাদ বাহির করিয়াছেন। ইহার আরও অনেক (মূল ও অনুবাদ) সংস্করণ আছে। গীতগোবিন্দের বাঙ্গালা পদ্যানুবাদেরও অভাব নাই।

গীতসূত্রসার—বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থখানিতে হিন্দু সংগীতের মর্ম স্থূলভাবে প্রকটিত হইয়াছে। রাগ রাগিণী গ্রাম ও ঠাট সম্বন্ধে অনেক মৌলিক চিন্তাও ইহাতে লক্ষিত হয়। ইহাতে অনেকগুলি হিন্দী ও বাঙ্গালা গান ইংরাজী স্বরলিপিযোগে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কতকগুলি গান বাঙ্গালা স্বরলিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গীতা—'ভগবদ্গীতা' দ্রঃ।

গীতাঞ্জলি—কাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহার প্রত্যেক গানে কবির অতুলনীয় প্রতিভার বিকাশ, ভাব ও ছন্দের লহরী তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে। যে ইংরাজী "গীতাঞ্জলি" লিখিয়া প্রতীচ্যে তিনি সম্মানের প্রথম মাল্য লাভ করিয়া নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন, সেই গীতাঞ্জলিতে এই গ্রন্থের প্রায় পঞ্চাশটি গান প্রদত্ত হইয়াছে।

গীতাপাঠ—দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। প্রাচীন ও প্রবীণ লেখক জীবনব্যাপী সাধনার ফলে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহার পরিচয় এই গ্রন্থে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

গীতায় ঈশ্বরবাদ—দার্শনিক গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ লেখক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে ষড়্দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং সাংখ্য পাতঞ্জল ও বেদান্তদর্শনের আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঐ সকল দর্শনের সহিত গীতার কি সম্বন্ধ এবং গীতায় কি ভাবে ঐ সকল দার্শনিক মত বিচারিত ও মীমাংসিত হইয়াছে, তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও লেখকের অসাধারণ মনীষা ব্যক্ত হইয়াছে।

গীতাসার—'নবগীতা' দ্রঃ।

গীতিমাল্য—কাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা কবির পরিণতজীবনের সংগীতের পবিত্র মাল্য। ভগবানের কাছে আত্মনিবেদন নানাভাবে, নানামূর্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। "ওগো শেফালিবনের মনের কামনা", "ওগো পথিক, দিনের শেষে" প্রভৃতি গানগুলি ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে।

গুড আর্থ, দি (Good Earth, The) —পার্ল বাক রচিত উপন্যাস (১৯৩১ খ্রীঃ)। ওয়াং লু নামে চীনা চাষী ও ও-লানের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

।' দ্রঃ।

গুরুগোবিন্দ সিং—বাঙ্গালা জীবন-বৃত্তান্ত। তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সংকলিত। ইহাতে শিখসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, নানক প্রভৃতি শিখগুরুদিগের জীবনবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছে। দশম গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনচরিত ও কার্যাদি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গৃহলক্ষ্মী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ)—বাঙ্গালা স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ। গিরিজা-

প্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। কিরূপ কার্য করিলে গৃহিণীগণ সুগৃহিণী হইতে পারেন, কিরূপ ভাবে চলিলে সংসারের সুখ-সৌভাগ্য বর্ধিত হয়, স্বামীর সহিত ও অন্যান্য পরিজনবর্গের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ শিক্ষা দিলে সন্তান সুসন্তান হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় এই গ্রন্থে বিশদ ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

গৈরিক—কাব্য। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে কবির হিমালয়সংক্রান্ত কবিতা আছে। ইহার অধিকাংশ কবিতাতেই কবির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় আছে।

গোপাল চম্পূ—জীবগোস্বামিকৃত। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত এবং পূর্বচম্পূ ও উত্তরচম্পূ এই দুই ভাগে বিভক্ত। ভাগবতের দশম স্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্বচম্পূতে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত, বংশাদি-বর্ণন, দৈত্যাদি-বধ, কালিয়দমন, পূর্বরাগ, ঋতু-বর্ণন, গোবর্ধনধারণ, অন্নভিক্ষা, দানলীলা, শঙ্খচূড়বধ প্রভৃতি এবং উত্তরচম্পূতে ব্রজানুরাগ, অক্রূরসহ মথুরাগমন, সান্দীপনীর নিকট অধ্যয়ন, গুরুদক্ষিণা, উদ্ধব-সংবাদ, জরাসন্ধবধ, বলভদ্রবিবাহ, নরকবধ, পারিজাতহরণ, দ্বারকালীলা, ব্রজে পুনরাগমন, রাধাকৃষ্ণের পুনর্মিলন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ১৫১০ শকে ইহার রচনা সমাপ্ত হয়।

গোবর গণেশের গবেষণা—হরিদাস হালদার প্রণীত। ইহাতে ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র ও নীতি বিষয়ক কয়েকটি রহস্যাত্মক প্রবন্ধ আছে।

গোবিন্দদাসের করচা—বাঙ্গালা পদ্য-গ্রন্থ। জয়গোপাল গোস্বামি কর্তৃক সংকলিত। ইহাতে ভক্ত কবি গোবিন্দ-দাস শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন। গোবিন্দদাস চৈতন্যদেবের ভৃত্য ছিলেন। প্রভুর তিরোভাবের পর তিনি এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন।

গোলেবকাওলী—বাঙ্গালা উপন্যাস। সার্কাস্তানের রাজার দ্বিতীয়া মহিষী গর্ভবতী হইলে রাজা জ্যোতিষী দ্বারা গণনা করাইয়া জানিতে পারেন যে, এই গর্ভে সর্বসুলক্ষণাক্রান্ত পুত্র জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু তাহার মুখদর্শনে রাজাকে অন্ধ হইতে হইবে। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা ঐ মহিষীকে নগরের বহির্ভাগে এক পৃথক্ বাটীতে রাখিয়া দিলে তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহার নাম তাজলমুলুক রাখা হয়। ঐ পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদা দৈবক্রমে পুত্রসহ রাজার সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি অন্ধ হন। বকাওলী পুষ্প দ্বারা রাজার চক্ষু আরোগ্য হইতে পারে, এই সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহার প্রথমা মহিষীর চারি পুত্র ঐ পুষ্পান্বেষণে গমন করেন। তাজলমুলুকও ছদ্মবেশে তাঁহাদের সহিত যান। রাজপুত্রচতুষ্টয় পুষ্পাহরণে বিফলপ্রযত্ন হইলে তাজলমুলুক এক দৈত্যের সহায়তায় পরীদেশে গমনপূর্বক বকাওলী নাম্নী পরীর উদ্যানস্থিত বকাওলী পুষ্প আহরণ করেন এবং বকাওলীর নিদ্রিতাবস্থায় তাঁহার সহিত স্বীয় হার ও অঙ্গুরীয় বিনিময় করিয়া আসেন। বকাওলী অনেক অনুসন্ধানের পর তাজল-মুলুককে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। অতঃপর ইন্দ্রের (?) শাপে বকাওলী পাষাণত্ব প্রাপ্ত হইলে রাজকুমার সুখভোগ ছাড়িয়া বকাওলীর নিকট অবস্থিতি করেন। দ্বাদশ বর্ষান্তে শাপ-মোচন হইলে তিনি বকাওলী ও অন্যান্য পত্নীগণকে লইয়া সুখে রাজ্যভোগ করিতে থাকেন।

গোস্টস (Ghosts) ইবসেন-রচিত বিখ্যাত নাটক (১৮৮১ খ্রীঃ)। মিসেস আলভিং, পাদরী ম্যাণ্ডারস্ প্রভৃতির কথা ইহাতে বলা হইয়াছে।

গৌড়রাজমালা—ইতিহাস-গ্রন্থ। রমা-প্রসাদ চন্দ প্রণীত। ইহাতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত গৌড় বা বাঙ্গালাদেশের রাজাদিগের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় পাশ্চাত্ত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিরচিত এই প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। পূর্ববর্তী পণ্ডিতগণের মতামত উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকটির পাদটীকায় তাহার নজির দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থ হইতে গৌড়ীয় নরপালগণের ধারা-বাহিক উত্থান ও পতনের বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়।

গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রের কর্তৃক সম্পাদিত। গৌড়ের ইতিহাস-সংক্রান্ত যে-সকল উৎকীর্ণ লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, রাজসাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি কর্তৃক তাহা গৌড়লেখমালা নামে সংকলিত হইয়া বাহির হয়। ইহাতে পাল নরপালগণের রাজ্যকালীন কয়েক-খানি প্রধান প্রধান খোদিত লিপি প্রদত্ত হইয়াছে। কতিপয় লিপির চিত্রও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

গৌতম-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

গৌরাঙ্গসুন্দর (শ্রী)—বাঙ্গালা জীবন-চরিত। শ্যামলাল গোস্বামী কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে মহাপ্রভু চৈতন্য-দেবের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। গৌরাঙ্গের জন্ম, বাল্য ও যৌবনলীলা, শিক্ষা, পরিণয়, ভাবান্তর, নিত্যানন্দের সহিত মিলন, ভক্ত-সম্মিলন, জগাই মাধাই উদ্ধার, সংকীর্তন, বিবিধ অদ্ভুত ঘটনা, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণ, নীলাচল যাত্রা, দক্ষিণ-ভ্রমণ, গৌড়াগমন, বৃন্দাবন-যাত্রা, সনাতনের শিক্ষা, আত্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যা, মায়াবাদ খণ্ডন, ব্রহ্মনিরূপণ, নীলা-চলে পরম ধামে গমন প্রভৃতি সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে মুরারি গুপ্ত, অদ্বৈতাচার্য, রূপ, সনাতন, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, রঘুনাথ দাস, রামচন্দ্র পুরী, জগদানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে।

গ্রাম্যবিভ্রাট—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃত-লাল বসু প্রণীত। মিউনিসিপ্যালিটীর কমিশনারির জন্য ভোট-গ্রহণ উপলক্ষে মফঃস্বলে কিরূপ বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাহাই এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

গ্রীক ও হিন্দু—প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রীকজাতি এবং হিন্দুজাতি একবংশোৎপন্ন হইলেও কালে কিরূপ প্রাকৃতিক কারণবশতঃ তাহারা কি প্রকার বিভিন্নপ্রকৃতি হইয়াছে, এবং তাহাদের কার্য ও কার্যক্ষেত্র কতদূর রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে, কিরূপভাবে চেষ্টা করিলে হিন্দুজাতি পুনরায় উন্নত হইতে পারে ইত্যাদি বিষয় এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

গ্রেট হাঙ্গার, দি (Great Hunger, The)—যোহান বোয়ার-রচিত নরওয়ে-জিয়ান উপন্যাস (১৯১৮ খ্রীঃ)। পীয়ার হোম্‌স্, মার্নে উথং প্রভৃতির কথা ইহাতে বলা হইয়াছে।

গ্রোথ অব দি সয়েল (Growth of the Soil)—ক্নুট হামসুন-লিখিত বিখ্যাত উপন্যাস। এই উপন্যাস লিখিয়া হামসুন নোবেল প্রাইজ পান। আইজাক, আইঙ্গার, এলসিউস, সাইভার্ট প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

চ

চক্ষুদান—বাঙ্গালা প্রহসন। মহারাজ বাহাদুর স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে পরকীয়া-প্রেমরত স্বামীকে তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী কিরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে।

চণ্ডকৌশিক—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা সংস্কৃত চণ্ডকৌশিক নাটকের অনুবাদ।

পুরাণোক্ত মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত।

চণ্ডী—'মার্কণ্ডেয় পুরাণ' দ্রঃ।

চণ্ডীদাস—রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বের অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের চণ্ডীদাসের প্রেমপূর্ণ গীতাবলী ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে চণ্ডীদাসের জীবনবৃত্তান্ত, তাঁহার বাসস্থান, জন্মকাল, শিক্ষা, দীক্ষা, কবিতাবলীর টীকা এবং তাহার সমালোচনা প্রভৃতিও সন্নিবেশিত হইয়াছে।

চণ্ডীদাসের পদাবলী (পরিষদ্-গ্রন্থাবলী)—নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। এই গ্রন্থে অমর কবি চণ্ডীদাসের সমগ্র পদাবলী সংগৃহীত হইয়াছে। ভূমিকায় সম্পাদক চণ্ডীদাসের পদাবলীর পাঠোদ্ধার, পরিচার, কবির জীবনী ও জন্মস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। পরিশিষ্টে পদাবলীর অন্তর্গত দুরূহ ও অপ্রচলিত শব্দের তালিকা ও অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে।

চতুর্দশপদী কবিতাবলী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। চতুর্দশ পদবিশিষ্ট কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইউরোপে অবস্থানকালে কবি ইতালীয় কবি পেত্রার্কের ধরনে এইগুলি রচনা করিয়াছিলেন (খ্রীঃ ১৮৬৫-৬৭)। এই কবিতাগুলির আকার ইউরোপীয় sonnet নামক কবিতাবিশেষের অনুরূপ।

চন্দ্রগুপ্ত—নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। মৌর্যবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের প্রসঙ্গ অবলম্বনে উক্ত নাটক রচিত। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দকর্তৃক নির্বাসিত হন। পরে চাণক্য নামে একজন কূটনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি নন্দবংশের উচ্ছেদ করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীকরাজ সেলুকস তাঁহার সাম্রাজ্য আক্রমণ করিলে চন্দ্রগুপ্ত সেলুকসকে পরাস্ত করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করেন।

চন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই উপন্যাসখানা নব পরিকল্পনায় মাধুর্য ও স্নেহ দুইই আছে। তরুণ জমিদার চন্দ্রনাথের সংসারে এক মাতুল ও মাতুলানী ব্যতীত আর কেহ নাই। পৃথগন্ন খুল্লতাত মণিশঙ্করের সহিত চন্দ্রনাথের পিতার আমল হইতেই মনোবাদ চলিয়া আসিতেছে। চন্দ্রনাথ কাশীধামে বেড়াইতে গিয়া তাহার পিতার পাণ্ডা হরিদয়ালের বাসায় উঠিল। হরিদয়ালের বাসায় একটি সুন্দরী অনাথা ব্রাহ্মণ-কন্যা রন্ধন করিত। রমণীর সরযূ নাম্নী সুন্দরী একা শবরীয়া কন্যাকে দেখিয়া চন্দ্রনাথের বড় ভাল লাগিল। চন্দ্রনাথ সরযূকে বিবাহ করিয়া বাটী লইয়া আসিল। কিছুদিন পরে প্রকাশ পাইল যে সরযূর মাতা বিধবা হইবার পর তাঁহার চরিত্র নষ্ট হয়। তিনি অল্পদিন পরেই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাশীতে আসেন। হরদয়াল অনাথা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে আশ্রয় দেন। প্রকৃত বৃত্তান্ত হরদয়ালও জানিতেন না। চন্দ্রনাথ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সরযূকে জিজ্ঞাসা করিলে সে অস্বীকার করিল না। চন্দ্রনাথ অগত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধে গর্ভবতী সরযূকে ত্যাগ করিল। সরযূ অনন্যোপায় হইয়া কাশী আসিয়া হরদয়ালের বাটী ত আর আশ্রয় পাইল না, তাহার মাতাও ইতোমধ্যে নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন। কৈলাস খুড়ো নামক একজন সদাশয় সংসারত্যাগী ব্রাহ্মণ সরযূকে আশ্রয় দিলেন। সরযূর একটি পুত্র সন্তান হইল—নাম হইল বিশু। বিশু কৈলাসের প্রাণ-স্বরূপ হইয়া উঠিল। চন্দ্রনাথ অনুরুদ্ধ হইলেও দ্বিতীয় সংসার করিতে পারিল না এবং সরযূ নিজে নিরপরাধিনী জানিয়া সে কাশীতে আসিয়া সরযূ ও পুত্রকে বাটী লইয়া গেল। বৃদ্ধ কৈলাস বিশুর শোক সংবরণ করিতে না পারিয়া অল্পকাল পরেই ৺কাশীলাভ করিলেন।

চন্দ্রশেখর—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। প্রতাপ নামক জনৈক বালকের সহিত শৈবলিনী নাম্নী এক বালিকার বাল্যপ্রণয় সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রতাপ ও শৈবলিনী যখন জানিতে পারিল যে, তাহারা পরস্পর জ্ঞাতি-সম্বন্ধে আবদ্ধ সুতরাং বিবাহ অসম্ভব, তখন উভয়ে গঙ্গায় ডুবিয়া মরিবার পরামর্শ করিল। উভয়ে সাঁতার দিয়া গঙ্গার মাঝখানে গেল। প্রতাপ ডুবিল, কিন্তু শৈবলিনী ভয়ে ডুবিতে পারিল না, ফিরিয়া আসিল। চন্দ্রশেখর নামক জনৈক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ প্রতাপকে জল হইতে উদ্ধার করিলেন। চন্দ্রশেখরের সহিত শৈবলিনীর বিবাহ হইল। শৈবলিনী বেদগ্রামে স্বামিগৃহে গিয়া বাস করিতে লাগিল। প্রতাপ রূপসী নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়া মুঙ্গেরে চলিয়া যান। অতঃপর ফস্টর নামক জনৈক ইংরাজ শৈবলিনীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। চন্দ্রশেখর পত্নীবিচ্ছেদে কাতর হইয়া গৃহত্যাগী হন। তৎকালে মীরকাশিম বাঙ্গালার নবাব। ইংরাজদিগের সহিত তাঁহার মনোবিবাদ চলিতেছিল। নবাবের সেনাপতি গুরগণ খাঁ যাহাতে যুদ্ধ বাধে, তাহার চেষ্টায় ফিরিতেছিল। মীরকাশিমের মহিষী গুরগণের ভগিনী দলনী বেগম ইহা বুঝিতে পারিয়া গুরগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য একদা রাত্রিকালে দাসীসহ গুরগণের নিকট গমন করিলেন। কিন্তু গুরগণ তাঁহার অনুরোধ শুনিলেন না, অধিকন্তু তাঁহার সর্বনাশে বদ্ধপরিকর হইলেন। দলনী ফিরিয়া গিয়া দেখিল দুর্গদ্বার রুদ্ধ। সে নিরাশ্রয়া হইয়া পথে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে চন্দ্রশেখর তথায় উপস্থিত হইলেন। তিনি দলনীকে লইয়া প্রতাপের বাসায় রাখিয়া দিলেন। এদিকে প্রতাপ শৈবলিনী হরণের সংবাদ পাইয়া ফস্টরকে আহত করিয়া সেই রাত্রিতেই শৈবলিনীকে আপনার বাসায় আনিলেন। ইংরেজপক্ষীয় লোক আসিয়া প্রতাপের বাসা আক্রমণ করিল, এবং প্রতাপকে ও শৈবলিনীভ্রমে দলনী বেগমকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পরদিন নবাব সংবাদ পাইলেন যে, দলনী প্রতাপের বাসায় আছে। তিনি দলনীকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। লোকেরা বেগমকে চিনিত না, সুতরাং দলনীভ্রমে শৈবলিনীকে আনিল। তাহারই মুখে নবাব শুনিলেন যে, ইংরাজেরা দলনীকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। শৈবলিনী নবাবের অনুমতি লইয়া প্রতাপকে উদ্ধার করিবার জন্য ইংরাজের নৌকার অনুসরণ করিল, এবং পাগলিনী সাজিয়া প্রতাপের নৌকায় উপস্থিত হইল। শৃঙ্খলমুক্ত প্রতাপ ও শৈবলিনী গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া পলায়ন করিলেন। প্রতাপকে লইয়া শৈবলিনী স্বীয় নৌকায় উঠিল, এবং রাত্রিকালে অজ্ঞাতসারে পলায়ন করিয়া এক জঙ্গলাকীর্ণ পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তথায় ঝড়-বৃষ্টিতে মৃতপ্রায়া হইলে চন্দ্রশেখরের গুরু রমানন্দ স্বামী তাহাকে লইয়া এক গুহামধ্যে রক্ষা করেন। তথায় শৈবলিনী অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, এবং স্বামিসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়। রমানন্দ স্বামী তাহাকে সপ্তাহব্যাপী কৃচ্ছ্র-ব্রত সাধনের উপদেশ দেন। শৈবলিনী আদিষ্ট ব্রতের অনুষ্ঠান করে। এই সময় চন্দ্রশেখর আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। অনুতাপে, চিন্তায় এবং নরকের ভীষণ দৃশ্য স্মরণে শৈবলিনী তখন

উন্মাদিনী। গুরুর আদেশে চন্দ্রশেখর তাহাকে বেদগ্রামে আনয়ন করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, এবং যোগক্রিয়া অবলম্বনে শৈবলিনীর মুখে অবগত হইলেন যে, সে কেবল প্রতাপের দর্শনলালসায় ফষ্টরের সহিত অবস্থান করিয়াছিল, ইহা ব্যতীত সে আর কোন দোষের কার্য করে নাই; এক্ষণে সে স্বামীর পদসেবার জন্ম লালায়িত। উদারহৃদয় চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ক্ষমা করিলেন।

এদিকে নবাবের আদেশে সেনাপতি তকি খাঁ মুর্শিদাবাদগামী ইংরাজদের নৌকা আক্রমণ করিলেন। কিন্তু দলনীকে পাইলেন না। যে নৌকায় আহত ফষ্টর ছিল, দলনীও সেই নৌকায় ছিল। তাহা পূর্বেই পলায়ন করিয়াছে। কিন্তু আহত ফষ্টর কিছুদূর গিয়া পাছে নবাবের লোক তাহার নৌকা আক্রমণ করে, এই ভয়ে সে এক স্থানে দলনীকে নামাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। বিশাল প্রান্তর মধ্যে একা দলনী বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রমানন্দ স্বামী তাঁহাকে তকি খাঁর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তকি খাঁ নবাবকে মিথ্যা সংবাদ দিল যে, দলনী ইংরাজদের নিকট যাইতে উদ্যত। ক্রুদ্ধ নবাব তাহাকেই বিষদানে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। দলনী হাসিতে হাসিতে স্বামীর আদেশ পালন করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। ইহার পর ইংরেজদিগের সহিত নবাবের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। নবাব কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। প্রতাপ নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। পরে নবাব জানিতে পারিলেন যে, দলনী নিষ্পাপ-হৃদয়া। তখন আর তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। বিশ্বাসঘাতক তকি খাঁ নিহত হইল। এই সময়ে শৈবলিনীর সহিত প্রতাপের সাক্ষাৎ হইল। শৈবলিনী প্রতাপকে বলিল, তুমি থাকিতে আমি স্বামী লইয়া সুখী হইতে পারিব না। মহাপ্রাণ প্রতাপ তখন উধুয়ানালার যুদ্ধে জীবন দিয়া আত্মত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। অতঃপর শৈবলিনীকে লইয়া চন্দ্রশেখর সংসারী হইলেন।

চমৎকারচন্দ্রিকা (শ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। কবি কৃষ্ণদাস কর্তৃক অনূদিত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামিকর্তৃক সম্পাদিত। পণ্ডিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তী যে সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচমৎকারচন্দ্রিকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, ইহা তাহারই পদ্যানুবাদ। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

চরকসংহিতা—সংস্কৃত আয়ুর্বেদ গ্রন্থ। ভুবনমোহন বসাক কর্তৃক প্রকাশিত। চরক ঋষি প্রণীত। ইহাতে শারীর সংস্থান, বিবিধ বৃক্ষলতাদির গুণাগুণ, ঋতুবিশেষে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, রোগোৎপত্তির কারণ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন চরকসংহিতার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

চরিতকথা—সুপণ্ডিত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। ইহাতে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় কয়েকজন মনীষীর চরিত্রালোচনামূলক নয়টি প্রবন্ধ আছে। ইহাতে অনেক নূতন কথা সম্পূর্ণ নূতনভাবে বিবৃত হইয়াছে।

চাঁদবিবি—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আহম্মদ নগরের সুলতান ইব্রাহিম খাঁর সহিত বিজাপুরের সুলতান আদিলশার কোন কারণে মনোমালিন্য ঘটে। তজ্জন্য আদিলশা ও তাঁহার পিতৃব্যপত্নী চাঁদবিবি আহম্মদ নগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে আহম্মদ নগরের বিশ্বাসঘাতক উজীর দেশরক্ষার ছলে মোগল-সৈন্যের সহায়তা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু চাঁদবিবি যখন দেখিলেন যে, মোগলসৈন্য আহম্মদ নগর প্রবেশে উদ্যত, তখন তিনি বৈরিতা ভুলিয়া গিয়া আহম্মদ নগরের রক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। বীররমণী অসীম বীরত্বসহকারে বিশ্বাসঘাতক উজীর ও মোগলের আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিলেন। যুদ্ধশেষে বিফলকাম উজীরের গুপ্ত অস্ত্রাঘাতে তাঁহার জীবনান্ত হইল। আহম্মদ নগরপতি ইব্রাহিম যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্র বাহাদুরকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই বীর্যবতী রমণী অমরধামে প্রস্থান করিলেন।

চার অধ্যায়—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। নরেশ দাশগুপ্ত একজন বিলাত-প্রত্যাগত অধ্যাপক। তাঁহার স্ত্রী মায়াময়ীর বাতিকের শুচিবায়ু রোগ ছিল। ইহাদের সন্তানের মধ্যে একমাত্র কন্যা এলা। এলার পিতাকে অকারণ স্ত্রীর অনেক অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল কিন্তু মায়ের অবিচার, অত্যাচার এলাকে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছিল। পিতা শান্তির আশায় কন্যাকে শহরে পাঠাইলেন। এলার ম্যাট্রিক পাস করার পর তাহার মাতার মৃত্যু হয় এবং এলার সমস্ত পরীক্ষা পাসের পর অবিবাহিতা অবস্থায়ই তাহার পিতার মৃত্যু ঘটে। ইহার পর সে তাহার কাকা ডাকবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সুরেশবাবু ও তাঁহার স্ত্রী মাধবীর নিকটে সাদরে আশ্রয় পাইল। কিন্তু কাকার বাড়িতে এলার বিবাহের প্রতি বিমুখতার জন্য তাহাকে কাকীর কাছে অপ্রিয় হইতে হয়। এই সময় ইন্দ্রনাথ এই শহরে আসিলেন—দেশের ছাত্রেরা তাঁহাকে রাজচক্রবর্তীর মত মানে। একদিন সুরেশবাবুর বাড়িতেও তিনি আসিলেন। এলা ইন্দ্রনাথের নিকটে একটা কোন কাজের প্রার্থিনী হইল। ইন্দ্রনাথ তাহাকে কাজ দিলেন। কলিকাতার নব প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের নারায়ণী স্কুলের কর্ত্রীপদ এইবার এলা লাভ করিল, যদিও এলাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইল যে, সংসারের বন্ধনে সে কোন দিন বদ্ধ হইতে পারিবে না—সে সংসারের নহে সমাজের। এলা সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিয়া নবযুগের আহ্বানে যোগ দিল। তারপর পাঁচ বৎসর অতীত হইয়াছে।

এই পাঁচ বৎসর পরে ইন্দ্রনাথ ও এলার সঙ্গে আমরা দেখা পাই কলিকাতার এক চায়ের দোকানে। এই দোকানটি কানাই গুপ্ত নামক এক পুলিসের পেনসনভোগী সাব ইন্সপেক্টরের। ইন্দ্রনাথ বিজ্ঞানের অধ্যাপক অথচ তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ রুদ্ধ। ইউরোপে থাকাকালীন কোন পলিটিক্যাল বদনামীর সহিত কখন কখন দেখাসাক্ষাৎ হওয়ার জন্য অধ্যাপকপদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়, শেষে ইংলণ্ডের কোন খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্যের সুপারিশে অধ্যাপকপদ জুটিল কিন্তু তাহা একজন অযোগ্য অধিনায়কের অধীনে। পরে ইন্দ্রনাথ জার্মান ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিবার একটা প্রাইভেট ক্লাস খুলিলেন, সেই সঙ্গে বোট্যানি ও জিওলজিতে কলেজের ছাত্রদের সাহায্য করিবার ভার নিলেন। এই প্রচেষ্টার মধ্যে একটি গোপন অনুষ্ঠানের শিকড় দেখা দিয়াছিল। ইন্দ্রনাথ এখন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের নেতারূপে দেখা দেন।

এই উপন্যাসের আর একটি প্রধান চরিত্র অতীনের। মোকামাঘাটে স্টীমারে এলা ও অতীন পরস্পরকে দেখে। এই প্রথম দর্শনেই উভয়ে উভয়ের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। তারপর এলার প্রতি আকর্ষণই অতীনকে দেশসেবার পথে অগ্রসর করে। অতীনের বৈশিষ্ট্যে এলা মুগ্ধা হইয়া তাহাকে এই দেশব্যাপী নব-জাগরণের মধ্যে লইয়া আসিল, তাই বলিয়া নিজের কাছে নহে—সমস্ত দেশের কাছে। এলা ও অতীনের তর্ক ও আলোচনার মধ্যে জানিতে পারা যায় যে, নারীর নিকট

হইতে পুরুষ শিখিতেছে না, পুরুষই নারীকে অনেক শিক্ষা দিতেছে। এলা সুন্দরী তরুণী, শিক্ষিতা হইয়াও অতীনের নিকট অকপটে স্বীকার করিতেছে – 'পুরুষ নারীর চেয়ে অনেক বড়।'

এলা একদিন বড় উৎসাহে ও আশায় অতীনকে দেশসেবার কার্যে লইয়া আসিয়াছিল। সে নিজে দেশের কাছে বাক্‌দত্তা হইলেও অতীনের সান্নিধ্যে আসিয়া এই ব্রতভঙ্গ করিতে অনুরোধ করে। এই বিপদপূর্ণ পথে অতীনের সহধর্মিণী হইবার অনুমতি ভিক্ষা করে। কিন্তু অতীনের স্বাধীনতা নাই, তাহার প্রকৃতির স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সে নিজে সম্পূর্ণ পরাধীন মন লইয়া দেশের নরনারীকে জাগ্রৎ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। কিন্তু এলা লজ্জাসংকোচ ত্যাগ করিয়া সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিল— ইহার মূল কারণ হইল অক্টোপাশ বটু; সেও এই দলের লোক। এই বটু সুন্দরী এলাকে পাইবার জন্য যে পাশবিক লালসা লইয়া আসিয়াছিল, তাহা এলার পক্ষে ঘৃণার্হ। সে ঐ অশুচি বটুর কাছে কিছুতেই আত্মসমর্পণ করিবে না— তাহাতে ব্রত যদি ভঙ্গ হয় তো হউক।

অতীন ও এলা তাহাদের পবিত্র হৃদয়, উচ্চ আদর্শ লইয়া যে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল তাহাতে তাহাদের জয়মাল্য পাওয়া তো দূরের কথা, পরাজয়ের গ্লানি আসিয়া তাহাদিগকে গ্রাস করিল।

অতীনের দলের লোক দেশসেবার নামে অনাথা বিধবার সর্বস্ব লুঠ করিয়াছিল। বটু তাহার দুর্দমনীয় লালসা ও অপবিত্র হৃদয় লইয়া এলাকে লাভ করিবার জন্য অতীনকে পুলিসের হাতে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা করিল। শাস্তি যাহাতে বেশী হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেও ত্রুটি করিল না।

ইন্দ্রনাথ এই দলের নেতা—কখনও হঠাৎ বাঁশী বাজাইয়াছেন, কখন টর্চ লইয়া আবার কখনও সাংকেতিক ভাষায় পত্র লিখিয়া অতীনকে স্থান হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু পরাজয়ের শঙ্কা তিনিও করিয়াছেন।

যে উৎসাহ ও উদ্যম লইয়া দেশের শত শত পবিত্র তরুণ-তরুণী গোপন রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে যোগ দিয়াছিল—যে অতীন ও এলা দেশের জন্য আপনাদিগকে উৎসর্গ করিয়াছিল সে ব্রত উদ্‌যাপিত না হইয়া অসমাপ্ত রহিয়া গেল।

'চার অধ্যায়ের' মূল কথা এই—'নিজের আত্মাকে নিজের প্রকৃতি হত্যা করিলে মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব নষ্ট হইয়া থাকে; জাতির মনুষ্যত্ব নষ্ট হইলে, আত্মার বিনাশ ঘটিলে সে জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।'

চার্বাক-দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

চাহার দরবেশ—উর্দু উপন্যাস। জলধর সেন কর্তৃক বাঙ্গালায় অনূদিত। কনস্ট্যান্টিনোপলের সুলতান আজাদবক্তের সন্তান না হওয়ায় মন্ত্রীর উপদেশানুসারে তিনি প্রত্যহ রাত্রিকালে একাকী ছদ্মবেশে সমাধিস্থানে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। একদা তিনি কিছুদূরে চারিজন দরবেশকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া গোপনে থাকিয়া তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের জীবনবৃত্তান্ত শ্রবণ করেন। পরে প্রভাতে তাঁহাদিগকে সভামধ্যে আনয়ন করিয়া তাঁহাদের নিকট নিজের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন ও তাঁহাদের অবশিষ্ট দুইজনের জীবন-কাহিনী শ্রবণ করেন।

চিত্র ও চরিত্র—খণ্ডকাব্য। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। দেশের দীন-দুঃখীর নিদারুণ দুর্দশা ও সমাজের শোচনীয় অবস্থা ইহাতে প্রকটিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কবি কাব্যের ভিতর দিয়া কেমন করিয়া লোকশিক্ষার আয়োজন করিতে পারেন, এই সহানুভূতিমূলক গ্রন্থে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

চিত্রাঙ্গদা—বাঙ্গালা নাট্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা পিতার একমাত্র সন্তান বলিয়া আদরে লালিতা পালিতা হইয়াছিলেন এবং পুরুষোচিত শস্ত্রাদি বিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়া রাজকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। এমন সময় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তীর্থ ভ্রমণার্থ তথায় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া চিত্রাঙ্গদা আত্মহারা হইয়া পড়েন, কিন্তু ব্রহ্মচর্য-ব্রতাবলম্বী অর্জুন তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি অনঙ্গদেবের উপাসনা করেন। অনঙ্গদেবের প্রভাবে অর্জুন তাঁহাকে বরণ করেন। চিত্রাঙ্গদা এক বর্ষকাল তাঁহার সহিত নির্জনে বাস করিলে অর্জুন তথা হইতে চলিয়া যান।

চিনিবাস চরিতামৃত—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। চিনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক নব্য যুবক নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সমাজসংস্কার, বিধবা-বিবাহ, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি আন্দোলন উপস্থিত করেন, এবং কয়েকজন যুবক ও কয়েকজন রমণীকে লইয়া একটি দল বাঁধিয়া ভারত-উদ্ধারার্থ বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করেন। শেষে গভর্নমেণ্টের নিকট তিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। এদিকে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা সুতা কাটিয়া দিনপাত করেন। চিনিবাস তাঁহাকে মাতা বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক। শেষে তাঁহার মাতা নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে তাড়াইয়া দেন।

চিন্তাতরঙ্গিণী—বাঙ্গালা খণ্ডকাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। জনৈক জমিদারপুত্র গুরুজন কর্তৃক বিষয়রক্ষার্থ জালকরণ ও মিথ্যাকথনের জন্য প্রণোদিত হন, কিন্তু তিনি উহাতে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করেন, এই মূল ঘটনা অবলম্বনে প্রাচীনেরা নব্যসম্প্রদায়ের মনোভাব না বুঝিয়া কার্য করিলে কিরূপ বিষময় ফলের উৎপত্তি হয়, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

চৈতন্যচন্দ্রামৃত—সংস্কৃত কোষকাব্য। প্রবোধানন্দ সরস্বতী প্রণীত। প্রবোধানন্দ দাক্ষিণাত্য বৈদিকশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। ইনি যৎকালে কাশীবাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে চৈতন্যদেব কাশীধামে উপস্থিত হন। প্রবোধানন্দ প্রথমে তাঁহার সহিত অনেক বাদানুবাদ করেন, পরিশেষে তাঁহার অলৌকিক মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার স্তুতি করেন। এই স্তুতিই এই গ্রন্থ। ইহাতে স্তুতি, প্রণাম, আশীর্বাদ, গৌরভক্তমহিমা, অভক্তের নিন্দা, অবতার-মহিমা প্রভৃতি ১২টি বিভাগ আছে।

চৈতন্যচন্দ্রোদয়—সংস্কৃত নাটক কবি কর্ণপুর প্রণীত। ইহাতে কলি ও অধর্মের অভিনয়, স্বানন্দাবেশ, দানবিনোদ, তীর্থাটন, মহামহোৎসব, ভক্তিবৈরাগ্যাদির অভিনয়, প্রেম ও মৈত্রীর অভিনয়, শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎসহচরবর্গের লীলামাহাত্ম্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ভক্তিরসপ্রধান নাটক। ৬ষ্ঠ অঙ্কে সার্বভৌমানুগ্রহ নামক প্রসঙ্গে ইহাতে মায়াবাদদর্শনের মত বিবৃত হইয়াছে। ১৪৯৪ শকে এই নাটক লিখিত হয়। কুলনগরনিবাসী পুরুষোত্তম (প্রেমদাস সিদ্ধান্তবাগীশ) ১৬৩৪ শকে ইহার বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করেন।

চৈতন্যচরিতামৃত (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত। ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে অন্ত্যলীলা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পয়ারছন্দে রচিত। রচনাকাল খ্রীঃ ১৫৭২-৮২। মুরারি গুপ্ত ও স্বরূপ দামোদরের কড়চা, বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্যভাগবত" ও কবি কর্ণপুরের "চৈতন্যচন্দ্রোদয়" গ্রন্থ হইতে "চৈতন্যচরিতামৃতের" উপাদান সংগৃহীত।

চৈতন্যভাগবত (শ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব-

গ্রন্থ। বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে বিভক্ত। আদিখণ্ডে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে গয়াধামে গমন পর্যন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। মধ্য খণ্ডে চিত্তের ভাবান্তর, কৃষ্ণপ্রেমাবেশ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীনিবাস প্রভৃতি ভক্তগণের সহিত সম্মিলন, সংকীর্তন, ভক্তগণের নিকট ঐশ্বর্য প্রকাশ, পাষণ্ডী উদ্ধার প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। অন্ত্য খণ্ডে সংসারে বীতরাগ হইয়া কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাগ্রহণ, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামধারণ, নীলাচলে গমন, গৌড়দেশে পুনরাগমন, সর্বত্র নামপ্রচার, পরে নীলাচলে পুনর্গমন ও অবস্থিতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ভক্তগণ চৈতন্যের মৃত্যুর উল্লেখে অনিচ্ছুক বলিয়া চৈতন্যের মৃত্যু ইহাতে বর্ণিত হয় নাই। গ্রন্থরচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ ১৫৩৫।

চৈতন্যমঙ্গল (শ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণবগ্রন্থ। লোচনদাস ঠাকুর বিরচিত। ইহা সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড ও শেষখণ্ড এই চারি খণ্ডে বিভক্ত। সূত্রখণ্ডে ভগবানের গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবার পূর্বাভাষ; আদিখণ্ডে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম, বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, বিবাহ, পিতৃকৃত্য সমাধানার্থ গয়াধামে গমন; মধ্যখণ্ডে নামপ্রচার, সন্ন্যাসগ্রহণ ও নীলাচলে গমন, এবং শেষখণ্ডে চৈতন্যদেবের অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পয়ার ছন্দে রচিত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীঃ ১৫৩৭। গুরু নরহরি সরকারের আজ্ঞায় লোচনদাস এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

চৈতন্যলীলা—বাঙ্গালা নাটক। প্রথম ভাগ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে চৈতন্যদেবের জন্ম হইতে হরিনাম প্রচার পর্যন্ত লীলাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ "নিমাই সন্ন্যাস" উত্তরকালে রচিত হইয়া থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল।

চোখের বালি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর [illegible]। মহেন্দ্র কলিকাতার কোনও সঙ্গতিপন্ন সম্ভ্রান্ত বংশের সুবোধ ও সচ্চরিত্র সন্তান। তাঁহার বিধবা জননী রাজলক্ষ্মী ও তাঁহার বন্ধু বিহারীর প্রশ্রয় পাইয়া মহেন্দ্র সকল বিষয়েই আপন ইচ্ছানুসারে চলিতেন। অতঃপর তিনি আপনার বিধবা খুড়ী অন্নপূর্ণার আত্মীয়া আশালতা নাম্নী একটি সুন্দরী কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া অধিকাংশ সময় নববধূসহবাসে যাপন করিতে লাগিলেন। ইহাতে বৃদ্ধা জননী অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কিছুদিনের জন্য বারাসতে আপনার পিত্রালয়ে চলিয়া গেলেন। তথায় বিনোদিনী নামে তাঁহার এক বিধবা আত্মীয়কন্যা অতিশয় ভক্তি ও যত্নের সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রাজলক্ষ্মী কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় বিনোদিনীকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। কলিকাতায় বিনোদিনী তাঁহার সংসার পরিচালনায় দক্ষিণ-হস্তস্বরূপ হইল।

আশালতা নবাগতা বিনোদিনীকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং বিনোদিনী তাঁহার সহিত 'চোখের বালি' সই পাতাইলেন। সখিত্বের নিদর্শন এই 'চোখের বালি' নামটি স্বয়ং বিনোদিনীর নির্বাচিত। তাহার একটি বিশিষ্ট কারণ এই যে, বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের প্রথমে বিবাহের কথাবার্তা হয়, কিন্তু নানা কারণে বিবাহ হয় নাই। যে আসন বিনোদিনীর প্রাপ্য ছিল, আশা তাহা অধিকার করায় বিনোদিনী আশাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি ইচ্ছাপূর্বক অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া 'চোখের বালি' নামটি বাছিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সরলা আশা এই নামের অন্তর্নিহিত গূঢ় শ্লেষের মর্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া বিনোদিনীকে প্রকৃত হিতকারিণী বলিয়াই স্থির করিলেন এবং সেই বিশ্বাসে তাঁহার স্বামীর সহিত বিনোদিনীর আলাপ পরিচয় করিয়া দিলেন।

কালক্রমে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীতে বেশ একটু মাখামাখি ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হইল। মহেন্দ্রের বন্ধু বিহারী ইহাতে অনিষ্ট সংঘটনের সম্ভাবনা দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া মহেন্দ্র ও আশা উভয়কেই সতর্ক করিয়া দিলেন, কিন্তু তাঁহারা সে কথা কানেই তুলিলেন না। এদিকে বিনোদিনী মহেন্দ্রের উপর মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন। মহেন্দ্র কিছুদিন ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে আশা কিছুদিনের জন্য কাশীতে পিতৃব্যের নিকট গমন করিলেন। এই সুযোগে মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রণয়াকর্ষণের অধিকতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিনোদিনীও মহেন্দ্রকে প্রণয়ের বঁড়শিতে বিদ্ধ করিয়া খেলাইতে লাগিলেন। পরন্তু ইতোমধ্যে বিনোদিনী বিহারীর নৈতিক প্রভাবের বশীভূত হইয়া পড়িলেন এবং মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া বিহারীকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তুতঃ মহেন্দ্রের অহংকার চূর্ণ করাই বিনোদিনীর উদ্দেশ্য ছিল, কারণ মহেন্দ্র বড়াই করিতেন যে, তাঁহার চরিত্র দূষিত হইবার নহে। এক্ষণে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ায় বিনোদিনী তাঁহার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রণয়পাত্রীর ঔদাসীন্যে বিরক্ত হইয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিলেন, তাঁহার মোহ কাটিল; তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ানা। ইহা দেখিয়া মহেন্দ্রের অত্যন্ত কষ্ট হইল। তিনি জননীর নিকট গিয়া ও পূর্ব আচরণের নিমিত্ত অনুতাপ প্রকাশ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। মাতা পুত্রকে ক্ষমা করিলেন। অতঃপর মহেন্দ্র পত্নী আশা ও বন্ধু বিহারীর সহিত পুনর্মিলিত হইলেন। রাজলক্ষ্মী বিনোদিনীকেও ক্ষমা করিলেন। বিহারী বিনোদিনীর ভার গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে পত্নীত্বেও গ্রহণ করিতে চাহিলেন। কিন্তু বিনোদিনী এক্ষণে তাহাতে অস্বীকৃতা হইলেন। রাজলক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বিনোদিনী কাশীতে বাস করিবার নিমিত্ত চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র, আশা ও বিহারী একত্র থাকিয়া আর্তত্রাণে ও লোকহিতকর কার্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন।

ছ

ছত্রপতি শিবাজী—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর কার্যকলাপ ও জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। শিবাজীর পূর্বে ও সমকালে ভারতের অবস্থা, মহারাষ্ট্র দেশের অবস্থা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। লেখক যে প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিক এই গ্রন্থ তাহার পরিচায়ক। প্রসঙ্গাধীন কয়েকখানি চিত্র ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত ছত্রপতি শিবাজী নামধেয় একখানি নাটক বাঙ্গালা ১৩১৪ সালের ভাদ্র মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

ছবি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত একটি ক্ষুদ্র গল্প। পেগুর সন্নিকটস্থ ইয়েদিন গ্রামের একজন ধনী অধিবাসীর কন্যা মা-শোয়ে অত্যন্ত রূপবতী। মা-শোয়ের পিতা হঠাৎ একদিন একমাত্র কন্যা মা-শোয়েকে ফেলিয়া পরলোকগমন করিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বা-কো

নামক তদীয় অন্তরঙ্গ বন্ধুর হস্তে কন্যা ও অর্থসম্পত্তির ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। কিন্তু বা-কোও অল্পদিন পরে বন্ধুর অনুগমন করিলেন। বা-কোর পুত্র বা-চিন চিত্রকর। মা-শোয়ের পিতার নিকট বা-কো ঋণগ্রস্ত ছিলেন। মা-শোয়ের পিতার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে তিনি কন্যাকে বা-চিনের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কিন্তু উভয়ের পিতার মৃত্যু হওয়ায় বা-চিন পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইল। অভিমানের বশে উভয়ে উভয়ের প্রতি আপাততঃ বিদ্বিষ্ট হইয়া পড়িল। অবশেষে মা-শোয়ে ক্রোধের বশে টাকার জন্য রাজদ্বারে বা-চিনের নামে অভিযোগ করিল। বা-চিন তাহার যাবতীয় সম্পত্তি বিক্রয় করিল এবং চিরদিনের মত দেশত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্বাহ্ণে মেয়াদের শেষ দিনে ঋণের টাকা লইয়া মা-শোয়ের বাটীতে উপস্থিত হইল। মা-শোয়ে তাহাকে পীড়িত দেখিয়া অভিমান ভুলিয়া গেল এবং বা-চিনকে বাটীতে রাখিয়া তাহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। গল্পটি সামান্য হইলেও অভিমানের মধুর সুরে ঝংকৃত।

ছবি ও গান—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি কবিতা ও গান সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ 'উপনিষৎ' দ্রঃ।

ছায়াপথ—বাঙ্গালা উপন্যাস। পূর্ণেন্দু গুপ্ত প্রণীত। ধর্মভাবের সহিত সমন্বয় করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে ধর্ম কি, বৈরাগ্য কি, প্রেম কাহাকে বলে, বৈষ্ণবধর্ম বিশ্বধর্ম কেন, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের মধ্যে কোন্ পথ শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি কঠিন সমস্যাসমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

ছায়াময়ী—বাঙ্গালা কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে এক বৃদ্ধ পরলোকগতা দুহিতার ছায়ামূর্তির সহিত বিমানে উঠিয়া পরলোকের বৃত্তান্ত এবং যমালয়ের ভীষণ দৃশ্য দর্শন করিলেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে কবির তরুণ বয়সের অনেকগুলি পত্র একত্র সংকলিত হইয়াছে।

ছিন্নমুকুল—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। আধুনিক উন্নতিশীল বঙ্গীয় সমাজের কয়েকটি চরিত্র-কথা এবং একটি প্রণয়কাহিনী ও আনুষঙ্গিক ঘটনাপরম্পরা ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে।

ছিন্নহস্ত—উপন্যাস। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত। একখানি ইংরাজী উপন্যাসের অনুবাদ।

জ

জগৎশেঠ—নিখিলনাথ রায় প্রণীত। জগৎশেঠগণ নানাকারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার রাজনীতিক ইতিহাসের সহিত বিজড়িত ছিলেন। এই গ্রন্থ প্রকাশে বাঙ্গালার ইতিহাসের এই বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় পরিস্ফুট হইল। ইহাতে মানিক চাঁদ, ফত্তে চাঁদ প্রমুখ শেঠগণের কাহিনী সংকলিত হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে জগৎশেঠগণ বাঙ্গালাদেশে কিরূপ গৌরব বিস্তৃত করিয়াছিলেন, তাহার আভাস এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। কিরূপে তাঁহারা এদেশে সমৃদ্ধির উচ্চতম সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং পরে কিরূপে ক্রমশঃ তাঁহাদের সম্পত্তি নষ্ট হওয়ায় শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হয়—এই কৌতূহলজনক উত্থান ও পতনের ইতিবৃত্ত অতি মনোজ্ঞ ভাষায় ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

জনা—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞকালে অর্জুন যজ্ঞাশ্ব লইয়া নীলধ্বজ রাজার রাজধানীতে উপস্থিত হইলে রাজপুত্র প্রবীর ঐ যজ্ঞাশ্ব আবদ্ধ করে। ইহাতে অর্জুনের সহিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় রাজা পুত্রকে অশ্ব ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন, কিন্তু প্রবীর জননী জনার দ্বারা উৎসাহিত হইয়া অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করে। যুদ্ধে প্রবীরের মৃত্যু হইলে নীলধ্বজ কৃষ্ণার্জুনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। জনা ইহাতে মর্মাহতা হইয়া জাহ্নবীগর্ভে জীবন বিসর্জন করেন।

জন্মান্তররহস্য—সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য কৃত। আত্মা কি, আত্মা কোথায় থাকে, তাহাকে কিরূপে জানা যায় নিদ্রা ও মৃত্যু কি, মৃত্যুকালে আত্মা কিরূপে দেহ হইতে বহির্গত হয়, মৃত্যুর পর আত্মা কোথায় যায়, সেখানে কি অবস্থায় থাকে, এবং তাহা পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে কি না; এবং হিপ্‌নটিজম্, মেস্‌মেরিজম্, বশীকরণ, ছায়ামূর্তি দর্শন, ভূতের নিকট ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সংবাদগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

জপজী—গুরু নানক প্রণীত। কিরণচাঁদ দরবেশ কর্তৃক অনুদিত। দরবেশ মহাশয় নানকের অমৃতময় বাণী বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিয়া ভক্তিমার্গাবলম্বী পাঠকগণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন।

জাঁ ক্রিস্তফ (Jean Christophe)—ফরাসী লেখক রোমাঁ রোলাঁ-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। ইহা বার খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম চার খণ্ডে ক্রিস্তফের বাল্য ও কৈশোর, দ্বিতীয় চার খণ্ডে তাহার যৌবন ও তৃতীয় চার খণ্ডে পরিণতবয়স্ক ক্রিস্তফের জীবনের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া লেখক সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

জাতিভেদ—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য প্রণীত। লেখক ইহাতে জাতিভেদের মূল অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

জামাই বারিক—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। কেশবপুরের জমিদার বিজয়বল্লভবাবু বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাঁহার বাড়িতে অনেকগুলি ঘরজামাই ছিল। তাহাদের জন্য তিনি একটি পৃথক্ আবাস নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার নাম 'জামাই বারিক'। কাহারও ইচ্ছামত বাড়ির ভিতরে যাইবার বা স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার অধিকার ছিল না। শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী যে দিন যাহাকে পাস পাঠাইয়া দিতেন, কেবল সেই দিনই সে বাড়ির ভিতর গিয়া স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইত। বেলেডাঙ্গানিবাসী অভয়কুমার নামক এক যুবক এই দলের মধ্যে ছিলেন। তিনি গর্বিতা পত্নী কামিনী কর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া দেশে চলিয়া যান। কিছুদিন পরে শ্বশুর তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেলে তিনি পত্নীকর্তৃক অধিকতর লাঞ্ছিত হন। তখন তিনি ক্ষোভে ও অভিমানে বৃন্দাবনে চলিয়া যান। অভয়কুমার চলিয়া গেলে তাঁহার স্ত্রী কামিনীর মনে অনুতাপ উপস্থিত হয়। শেষে কামিনী ভবী ময়রাণী ও তাহার স্বামী 'ময়রা বুড়া'কে সঙ্গে লইয়া গোপনে বৃন্দাবনে গমন করে। ময়রা বুড়া মাধব বৈরাগীবেশে এবং ভবী ও কামিনী বৈষ্ণবীবেশে তথায় অবস্থান করে। অতঃপর অভয়কুমার কামিনীকে বৈষ্ণবী জ্ঞানে তাহার সহিত কণ্ঠী বদল করেন। পরে তাহাকে কামিনী বলিয়া চিনিতে পারেন।

জাল প্রতাপচাঁদ—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বর্ধমানের মহারাজ তেজচন্দ্রের পুত্র প্রতাপচাঁদ অষ্টাবিংশ বর্ষ বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হন, কিন্তু লোকে মৃত্যুর কথায় বিশ্বাস করিল না। ১৫ বৎসর পরে এক সন্ন্যাসী বর্ধমানে আসিলে সকলেই তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া নির্দেশ করিল। তখন তেজচন্দ্র পরলোকে

তাঁহার পোষ্যপুত্র মহাতাপ চন্দ্র রাজ্যের মালিক। ক্রমে এই প্রতাপচাঁদের আগমনবার্তা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। আদালতে মকদ্দমা হইল। মকদ্দমায় প্রতাপচাঁদ হারিয়া গেলেন। এই পুস্তকে এই প্রতাপচাঁদের কাহিনী এবং মকদ্দমার কথা লিখিত হইয়াছে।

জালিয়াৎ ক্লাইব—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ক্লাইব সম্বন্ধে ইহা একখানি মৌলিক গ্রন্থ; অজ্ঞাতপূর্ব বহু তথ্যপূর্ণ। বিসদৃশ শুনাইলেও ক্লাইবকে জালিয়াৎ বলা কেন নিন্দার্হ নয় গ্রন্থকর্তা তাহা প্রস্তাবনায় প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

জিজ্ঞাসা—রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত। ইহাতে অধ্যাত্ম তত্ত্ববিষয়ক, বিজ্ঞানবিষয়ক ও জ্যোতিষবিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জীবনপ্রভাত (মহারাষ্ট্রীয়)—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজী মুসলমানের অত্যাচার হইতে দেবব্রাহ্মণাদির রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া মোগলবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, এবং মহারাষ্ট্রীয় জাতিকে যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া মুসলমানাধিকৃত বহু দুর্গ বলে ও কৌশলে হস্তগত করেন। শিবাজীর প্রতি ভবানীর আদেশ ছিল, হিন্দুর সহিত যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত; সুতরাং আওরঙ্গজেবের সেনাপতি জয়সিংহ যখন শিবাজীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, তখন শিবাজী তাঁহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না, এবং তাঁহার পরামর্শে আওরঙ্গজেবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিলেন। সন্ধির পর শিবাজী স্বীয় প্রতাপে মোগলদিগের অনেকগুলি অনধিকৃত দুর্গ অধিকার করিয়া দিলেন। কিন্তু কপটাচারী আওরঙ্গজেব শেষে শিবাজীকে দিল্লীতে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। শিবাজী কৌশলে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইয়া পুনরায় মোগলের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন; এই সময়ে জয়সিংহের মৃত্যু হইল। সুতরাং এবার শিবাজী নিষ্কণ্টক হইলেন, মহারাষ্ট্রীয়গণের জাতীয় জীবন প্রভাত হইল।

জীবনবেদ—বাঙ্গালা জীবনবৃত্তান্ত। ইহাতে ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম নেতা কেশবচন্দ্র সেনের স্ববর্ণিত জীবনতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে।

জীবনসন্ধ্যা—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। ইহাতে মোগলসম্রাট্ আকবরের সহিত রাজপুতবীর প্রতাপ সিংহের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রতাপ সিংহের মৃত্যুতে রাজপুতের জাতীয় জীবনের অবসান হয়, এই জন্যই ইহা জীবনসন্ধ্যা নামে অভিহিত হইয়াছে।

জীবনস্মৃতি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। জীবনের সকল স্মৃতি-কথা সন্নিবেশিত না হইলেও কবি ইহাতে আপনার তরুণ বয়সের কথা নূতন ধরনে বর্ণনা করিয়াছেন।

জীবন্মুক্তি গীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

জুড দি অবসকিয়োর (Jude the Obscure)—টমাস হার্ডি-প্রণীত ইংরাজী উপন্যাস (১৮৯৫ খ্রীঃ)। টমাস হার্ডি ইহাতে মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে যে চিরন্তন সংগ্রাম চলিতেছে তাহারই চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহাতে জুড, সুশানা, স্কুলমাস্টার ফিলটসন, আরাবেল্লা প্রভৃতির কাহিনী বর্ণিত আছে।

জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar)—সেক্সপীয়ার-রচিত বিখ্যাত বিয়োগান্ত নাটক। সীজার, কেসিয়াস, কাস্কা, অক্টেভিয়াস, অ্যাণ্টনি, লেপিডাস, ব্রুটাস, পোর্শিয়া প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা হইয়াছে।

জেন্দ্-আবেস্তা (Zend-Avesta)—জরথুস্ট্র-রচিত পারসীকদের ধর্মগ্রন্থ (খ্রীঃ পূঃ ৬০০—২৫০)। ইহা পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত।

জেলের খাতা—বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। জেলে অবস্থানকালে পাল মহাশয় এই দার্শনিক তত্ত্বপূর্ণ গ্রন্থখানি রচনা করেন।

জৈমিনি দর্শন—ইহার অপর নাম মীমাংসা বা পূর্বমীমাংসা। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাতে বেদের মীমাংসা এবং শ্রুতি-স্মৃতির মীমাংসা গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে ন্যায়শাস্ত্রের পথ অবলম্বন করিয়া বেদের বিষয় মীমাংসিত হইয়াছে।

জৈমিনি ভারত—পুরাণ গ্রন্থ। বঙ্গানুবাদ। রোহিণীনন্দন সরকার কর্তৃক অনুবাদিত। ইহাতে মহাভারতীয় অশ্বমেধ পর্ব লিখিত হইয়াছে। ব্যাসদেবের শিষ্য মহর্ষি জৈমিনি কর্তৃক ইহা রচিত।

জ্ঞান ও কর্ম—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, অন্তর্জগৎ, বহির্জগৎ, জ্ঞানের সীমা, জ্ঞানলাভের উপায়, জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য এই কয়টি বিষয় ইহার প্রথম ভাগে আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে পুত্রকন্যার প্রতি কর্তব্য, পিতামাতার প্রতি কর্তব্য, সামাজিক নীতিসিদ্ধ কর্ম, রাজনীতিসিদ্ধ কর্ম প্রভৃতির আলোচনা আছে।

জ্ঞানদাস—বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। রমণীমোহন মল্লিক কর্তৃক সম্পাদিত। জ্ঞানদাস প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে কবি জ্ঞানদাসের জীবনচরিত এবং তাঁহার রচিত কতকগুলি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। পদগুলি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত।

জ্যোতির্ময়ী—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। অর্থপিশাচ পিতা পুত্রের বিবাহে কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিকে সর্বস্বান্ত করিতে চেষ্টা করে, এরূপ চেষ্টার পরিণাম কিরূপ বিষময়, বিষকুম্ভপয়োমুখ ব্যক্তি কপট বন্ধুতার ভান করিয়া কিরূপে সর্বনাশ করে, এই পুস্তকে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

জ্যোতিষদর্পণ—অপূর্বচন্দ্র দত্ত প্রণীত। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আকাশমণ্ডল, সূর্য, সৌরজগৎ, পৃথিবী, চন্দ্র প্রভৃতি সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য সকল সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল তথ্য বুঝাইবার জন্য বহুসংখ্যক চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে।

ঝ

ঝড়ের দোলা—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। বিবাহের কয়েক মাস পরেই অমলা বিধবা হইল; দাম্পত্য সম্বন্ধে সে বঞ্চিত হইয়াছিল, সুতরাং মাতাল দুশ্চরিত্র স্বামীর মৃত্যুতে তাহার মনে বিন্দুমাত্র দুঃখ ছিল না; কিন্তু তাহা হইলেও রমেশ যখন বন্ধুর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশের ছলে সদ্য বিধবা তরুণী বন্ধুপত্নীর নিকটে অসময়ে প্রণয় নিবেদন করিয়া বসিল, তখন অমলা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, কিন্তু কঠোর প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও রমেশ মৃত বন্ধুর গৃহে আনাগোনা বন্ধ করিতে পারিল না, এবং ধীরে ধীরে অমলাও তাহাকে অবহেলা করিবার শক্তি হারাইয়া বসিল।

ভ্রাতার মৃত্যুর পরেই তাহাদের কোন বন্ধুর প্রতি ভ্রাতৃবধূর এই সখ্য দেবর হরিচরণ সহ্য করিতে পারিতেছিল না। অমলার প্রতি নিষ্ঠুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য সে প্রকাশ্যেই তাহাদের গৃহের বহিঃকক্ষে বীভৎস নরক জমাইয়া তুলিল; অমলা প্রথমে স্নেহের অনুযোগ করিল। তাহার পর নিবিড় ঘৃণায় স্বামিগৃহ ত্যাগ করিয়া রমেশকেই সঙ্গে লইয়া বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যতীনের গৃহে পৌঁছিল।

যতীনের গৃহেও বন্ধুত্বসূত্রে রমেশের আনাগোনা প্রত্যহই চলিতেছিল ; অমলা হৃদয়ের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহার পর ভ্রাতাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিল তাহার নিজের কর্তব্যের কথা। উদার-হৃদয় যতীন অমলার প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়ার কোনও ইঙ্গিতই করিলেন না, কিন্তু অমলা সেই জন্যই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, ভ্রাতার ক্ষোভের কারণ সে কখনই হইবে না।

কিন্তু এ সংকল্প তাহার টিঁকিল না,—সেদিন বর্ষার রাত্রে তাহার মন অকারণে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ভিজিতে ভিজিতে রমেশ যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মন কেমন যেন বিমুখ হইয়া উঠিল না ; রমেশের সঙ্গে সেদিন অমলার ব্যবহারে যে নৈকট্যভাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হয়ত খুব বেশী নহে, কিন্তু যতীনের স্ত্রী নীরদা তাহাদের দেখিতে পাইয়া গভীর সন্দেহ করিয়া বসিল এবং স্বামীর নিকটে তীব্র ভাষায় তাহার বর্ণনা করিল। ইহা শুনিতে পাইয়া মনের উষ্মায় অমলা যতীনকে কঠোর বাক্যে পীড়ন করিয়া রমেশের সঙ্গে ভ্রাতৃগৃহ ত্যাগ করিল।

তাহার পর হইতে যতই কাল যাইতে লাগিল, ততই সে মনে মনে সংকুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু অপরাধের বোঝা স্বীকার করিয়া ভ্রাতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। রমেশের নিকটই সে শুনিতে পাইয়াছিল যতীন তাহাকে কখনই ক্ষমা করিবে না, সুতরাং অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে কোনও দিন সেখানে ফিরিয়া যাইবার আশাও সে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু রমেশের সান্নিধ্য হইতে তাহার মনের পরিচয় সে ভাল করিয়া পাইল, উভয়ের মধ্যে যে একটা স্থূল দেহগত আকর্ষণ মাত্র ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহা আর কাহারও কাছে গোপন রহিল না।

দেবর হরিচরণ একদিন মাত্র আসিয়া অমলাকে সাবধান করিয়াছিল, অমলা ভাবিয়াছিল, তাহার পর সেও তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছে ; কিন্তু অমলার প্রতি তাহার একটা গোপন মমত্ববোধ অমলা সম্বন্ধে হরিচরণকে উদাসীন হইতে দিল না। একদিন, তাহার নিকটেই অমলা শুনিতে পাইল, যতীন তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য একদিন এই গৃহেই আসিয়াছিল, রমেশ অমলাকে না জানাইয়াই তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে।

রমেশের সাজানো মিথ্যার জাল এমনি করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। যতীনের প্রতি দুরন্ত ঈর্ষায় রমেশ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু অমলা আর তাহাকে প্রশ্রয় দিল না। নির্মমভাবে সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া এইবার বহুদিন পরে স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল এবং দেবরের নিকট গভীর অন্তর্বেদনা জানাইয়া মনের দুঃখভার লাঘব করিয়া লইল।

তাহার পর সুস্থ মনে সে যতীনের রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, নীরদা এতদিন পরে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

ঝান্সীর রাণী—ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। লক্ষ্মীবাইএর চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় ঝান্সি-বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসাকারে লিখিত বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ কোন স্থানে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। সিপাহীযুদ্ধে বীর রমনী লক্ষ্মীবাইয়ের অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় ইহাতে বিস্তারিতভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

ট

টমকাকার কুটীর—বাঙ্গালা উপন্যাস। চণ্ডীচরণ সেন অনূদিত। কিছু দিন পূর্বে আমেরিকা ভূখণ্ডে দাসব্যবসায়ের প্রথা ছিল। এই দাসব্যবসায়ে আমেরিকাবাসিগণ কিরূপ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতেন, এই পুস্তকে গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি Mrs. Beecher Stowe-কৃত Uncle Tom's Cabin নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

ট্যালিসম্যান, দি (Talisman, The) —ওয়ালটার স্কট প্রণীত উপন্যাস (১৮৮৫ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের প্রথম রাজা রিচার্ড জেরুজালেমে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিতে যাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই পটভূমিকার উপর কাহিনীটি রচিত। স্যার কেনেথ, স্যালাডিন, রিচার্ড, এডিথ মন্টসেয়ার্ট প্রভৃতির কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

টেমিং অব দি শ্রু, দি—(Taming of the Shrew, The)—মহাকবি সেক্স্পীয়ার-রচিত হাস্যরসাত্মক নাটক। ব্যাপটিস্টা, ক্যাথারিনা, পেট্রোচিও প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

টেম্পেস্ট (Tempest)—সেক্স্পীয়ার রচিত মিলনান্ত নাটক। প্রস্পেরো, অ্যান্টোনিয়ো, মিরাণ্ডা, ফার্ডিনাণ্ড প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

টেল অব টু সিটিজ, এ (Tale of Two Cities, A)—চার্লস্ ডিকেন্স-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৫৯ খ্রীঃ)। ফরাসী বিদ্রোহের সময়ে লণ্ডন ও প্যারিস শহরের কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। ডাঃ ম্যানেট, লুসি, সিডনী কার্টন, চার্লস্ ডার্নে প্রভৃতির বর্ণনা ইহাতে আছে।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড—রবার্ট লুই স্টিভেন্‌সন রচিত অ্যাডভেঞ্চারমূলক উপন্যাস (১৮৮৩ খ্রীঃ)। কাহিনীটি জিম হকিন্স নামে একটি ছেলে বলিয়া চলিয়াছে।

ঠ

ঠগীকাহিনী—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে এতদ্দেশে ঠগ নামক এক দস্যুসম্প্রদায়ের অত্যাচারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্নমেন্ট বহু চেষ্টা করিয়া সেই সকল দস্যুসম্প্রদায়কে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিয়া এবং প্রাণদণ্ড প্রভৃতির দ্বারা এই উৎপাতের নিবারণ করেন। এই পুস্তকে উক্ত ঠগসম্প্রদায়ের অন্যতম দলপতি আমির আলির জীবন বৃত্তান্ত ও দস্যুতার ভীষণ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্নেল মেডোজ টেলর (Meadows Taylor) সাহেব কৃত কন্‌ফেসন্‌স্ অফ এ ঠগ (Confessions of a Thug) নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ড

ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড, দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব (Doctor Jekyll and Mr. Hyde, The Strange Case of)—আর. এল. স্টিভেন্সন প্রণীত বিচিত্র উপন্যাস।

ডন কুইক্সোট ডি লা মাঞ্চা (Don Quixote de la Mancha)—স্পেনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্ভেন্টিস রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। ডন কুইক্সোট নামে এক খামখেয়ালী নাইটের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা ইহাতে লেখা হইয়াছে।

ডল্‌স্ হাউস, দি (Doll's House, The)—হেনরিক ইবসেন রচিত বিখ্যাত সমাজ সমস্যামূলক নাটক (১৮৭৯ খ্রীঃ)। নায়িকা নোরা হেলমারের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ডিভাইনা কমেডিয়া (Divina Comedia)—দান্তে রচিত মধ্যযুগের বিরাট কাব্যগ্রন্থ।

ডিমমিস—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহাতে এক স্বামী ও স্ত্রীর আনন্দজনক কলহ ও তাহার নিষ্পত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

ডেভিড কপারফিল্ড (David Copperfield)—চার্লস্ ডিকেন্স রচিত সুবৃহৎ ইংরাজী উপন্যাস। ডেভিড কপারফিল্ডের বাল্যকাল হইতে পরবর্তী জীবনের ঘটনাসমূহ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

ঢ

ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। ১ম ও ২য় খণ্ড। ইহার প্রথম খণ্ডে ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ, শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণ, প্রধান প্রধান তীর্থস্থানের বিবরণ এবং প্রাচীন কীর্তি ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বিবরণ সবিস্তারে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্বকালে আধুনিক ঢাকা জেলা উত্তরাপথের রাজনীতিক আন্দোলনের সহিত কিরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা এই গ্রন্থে যে প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে, এযাবৎ কোন প্রাদেশিক ইতিবৃত্তে সে প্রণালী অনুসৃত হয় নাই।

ত

তত্ত্বকুসুমাঞ্জলি (প্রথম ভাগ)—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। শংকরাচার্য প্রণীত। শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক অনুবাদিত। ইহা ভগবান্ শংকরাচার্য প্রণীত কতকগুলি উপদেশ, নিষ্ঠা ও তত্ত্বানুশীলনে পূর্ণ। প্রবন্ধ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারঃ—পূজাদিব্যবস্থানিরূপক সংস্কৃত গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য বিরচিত। ইহাতে দীক্ষার নিয়ম, পুরশ্চরণ, যন্ত্রপদ্ধতি, পূজাপদ্ধতি, ন্যাসাদি, মন্ত্রনিরূপণ, জপরহস্য, সাধনার নিয়ম, সিদ্ধিলক্ষণ, মন্ত্রের দোষগুণ বিচার, হোমের নিয়ম, কবচ, মুদ্রাপ্রকরণ, যোগ-প্রক্রিয়া প্রভৃতি তন্ত্রোক্তমতে কথিত হইয়াছে।

তরুবালা—বাঙ্গালা মিলনান্ত সামাজিক নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ঔপন্যাসিক পবিত্র প্রণয় বা free loveএর কুহকে মুগ্ধ জনৈক যুবকের পরিণাম ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাজ্জব ব্যাপার—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। স্ত্রী-স্বাধীনতা দ্বারা কিরূপ কুফল উৎপন্ন হয়, এবং আধুনিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তা রমণী কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

তান্তিয়া ভীল—বাঙ্গালা জীবনচরিত। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি তান্তিয়া ভীলের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তান্তিয়া প্রথম জীবনে সামান্য কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত; কিন্তু লোকের ও পুলিসের উৎপীড়নে শেষে তাহাকে বাধ্য হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ১১ বৎসর কাল সে নির্বিঘ্নে দস্যুতা করে। পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে তান্তিয়া ধৃত হয় ও বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

তিথিতত্ত্বম্—সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত। হৃষীকেশ শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত। প্রত্যেক তিথিতে যে কিছু ব্রত, নিয়ম, পূজা প্রভৃতি করণীয় কার্য আছে, তৎসমস্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত জন্মতিথি, গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতির বিষয়ও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিলে দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্বকর্মার দ্বারা এক কন্যা নির্মাণ করান। বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুন্দর বস্তু হইতে তিল তিল সৌন্দর্য সংগ্রহ করিয়া সেই কন্যাকে নির্মাণ করেন বলিয়া তাহার নাম তিলোত্তমা হয়। পরে তিলোত্তমা ঐ দৈত্যদ্বয়ের নিকট গমন করিলে উহারা উভয়েই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাতে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে পরস্পরের প্রহারে পরস্পর নিহত হয়। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে এই কাব্যখানি ১৮৬০ খ্রীঃ রচিত হয়, এবং তিনিই ইহার মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপে গ্রন্থকার ইহার হস্তলিপি-খানি মহারাজ বাহাদুরকে উপহার দেন। সেখানি মহারাজ বাহাদুরের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

তৈত্তিরিয় উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

তোষণী—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা-গ্রন্থ। সনাতন-গোস্বামিবিরচিত। ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীধর স্বামীর টীকায় যে সকল অর্থ ব্যক্ত হয় নাই, অথবা ব্যক্ত হইলেও অপরিস্ফুট, সেই সকল অর্থ ব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয়। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাতিশয় আদরণীয়। ১৪৭৬ শকাব্দায় ইহার রচনা শেষ হয়। জীব গোস্বামী আবার ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লঘুতোষণী নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

ত্রিপিটক—পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রদত্ত যাবতীয় ধর্মোপদেশ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। সুত্ত (সূত্র), বিনয় এবং অভিধম্ম (অভিধর্ম)—এই তিন খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—ইতিহাসবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাস, রাজবংশাবলী, ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের বিবরণ, ত্রিপুরার ভাষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

থ

থেই (Thais)—ফ্রান্সের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রান্স-রচিত বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস। মিশরের রূপোপজীবিনী থেই-এর কাহিনী ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

থ্রী মাস্কেটিয়ার্স (Three Musketeers)—আলেকজাণ্ডার ডুমা-প্রণীত সুবিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৪ খ্রীঃ)। এই গ্রন্থের নায়ক ডি' আর্টাগ্নান, তাহার তিন বন্ধু পোরথস, এথস ও এরামিসের কাহিনী এই উপন্যাসে লিখিত হইয়াছে।

থ্রী মেন ইন এ বোট (Three Men in a Boat)—ইংরাজ সাহিত্যিক জেরোম কে জেরোম-লিখিত হাস্যরসাত্মক কাহিনী (১৮৮৯ খ্রীঃ)। তিনটি বাতিক-গ্রস্ত লোকের এক নৌকায় করিয়া টেম্‌স্ নদীতে ভ্রমণের কাহিনী ইহাতে লেখা আছে।

দ

দক্ষযজ্ঞ—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পুরাণবর্ণিত দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পুরাণবর্ণিত চরিত্র ভিন্ন ইহাতে একটি অতিরিক্ত তপস্বিনীর চরিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

যতীনের গৃহেও বন্ধুত্বসূত্রে রমেশের আনাগোনা প্রত্যহই চলিতেছিল ; অমলা হৃদয়ের সহিত অবিরত যুদ্ধ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িল, এবং তাহার পর ভ্রাতাকেই প্রশ্ন করিয়া বসিল তাহার নিজের কর্তব্যের কথা। উদার-হৃদয় যতীন অমলার প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়ার কোনও ইঙ্গিতই করিলেন না, কিন্তু অমলা সেই জন্যই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, ভ্রাতার ক্ষোভের কারণ সে কখনই হইবে না।

কিন্তু এ সংকল্প তাহার টিকিল না,—সেদিন বর্ষার রাত্রে তাহার মন অকারণে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, ভিজিতে ভিজিতে রমেশ যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন তাহার মন কেমন যেন বিমুখ হইয়া উঠিল না ; রমেশের সঙ্গে সেদিন অমলার ব্যবহারে যে নৈকট্যভাব প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা হয়ত খুব বেশী নহে, কিন্তু যতীনের স্ত্রী নীরদা তাহাদের দেখিতে পাইয়া গভীর সন্দেহ করিয়া বসিল এবং স্বামীর নিকটে তীব্র ভাষায় তাহার বর্ণনা করিল। ইহা শুনিতে পাইয়া মনের উষ্মায় অমলা যতীনকে কঠোর বাক্যে পীড়ন করিয়া রমেশের সঙ্গে ভ্রাতৃগৃহ ত্যাগ করিল।

তাহার পর হইতে যতই কাল যাইতে লাগিল, ততই সে মনে মনে সংকুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু অপরাধের বোঝা স্বীকার করিয়া ভ্রাতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে তাহার আর প্রবৃত্তি হইল না। রমেশের নিকটই সে শুনিতে পাইয়াছিল যতীন তাহাকে কখনই ক্ষমা করিবে না, সুতরাং অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে কোনও দিন সেখানে ফিরিয়া যাইবার আশাও সে পরিত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু রমেশের সান্নিধ্য হইতে তাহার মনের পরিচয় সে ভাল করিয়া পাইল, উভয়ের মধ্যে যে একটা স্থূল দেহগত আকর্ষণ মাত্র ধীরে ধীরে প্রবল হইয়া উঠিতেছে, তাহা আর কাহারও কাছে গোপন রহিল না।

দেবর হরিচরণ একদিন মাত্র আসিয়া অমলাকে সাবধান করিয়াছিল, অমলা ভাবিয়াছিল, তাহার পর সেও তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছে ; কিন্তু অমলার প্রতি তাহার একটা গোপন মমত্ববোধ অমল সম্বন্ধে হরিচরণকে উদাসীন হইতে দিল না। একদিন, তাহার নিকটেই অমলা শুনিতে পাইল, যতীন তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য একদিন এই গৃহেই আসিয়াছিল, রমেশ অমলাকে না জানাইয়াই তাহাকে ফিরাইয়া দিয়াছে।

রমেশের সাজানো মিথ্যার জাল এমনি করিয়া ছিঁড়িয়া গেল। যতীনের প্রতি দুরন্ত ঈর্ষায় রমেশ জ্বলিয়া উঠিল, কিন্তু অমলা আর তাহাকে প্রশ্রয় দিল না। নির্মমভাবে সে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া এইবার বহুদিন পরে স্বামিগৃহে ফিরিয়া আসিল এবং দেবরের নিকট গভীর অন্তর্বেদনা জানাইয়া মনের দুঃখভার লাঘব করিয়া লইল।

তাহার পর সুস্থ মনে সে যতীনের রোগশয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, নীরদা এতদিন পরে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়া বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিল।

ঝান্সীর রাণী—ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। লক্ষ্মীবাইএর চরিত্রের কলঙ্ক দূর করিবার চেষ্টায় ঝান্সি-বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি উপন্যাসাকারে লিখিত বটে, কিন্তু ঐতিহাসিক বিবরণ কোন স্থানে ক্ষুণ্ণ করা হয় নাই। সিপাহীযুদ্ধে বীর রমনী লক্ষ্মীবাইয়ের অসামান্য বীরত্বের পরিচয় ইহাতে বিস্তারিতভাবে প্রকটিত হইয়াছে।

ট

টমকাকার কুটীর—বাঙ্গালা উপন্যাস। চণ্ডীচরণ সেন অনূদিত। কিছু দিন পূর্বে আমেরিকা ভূখণ্ডে দাসব্যবসায়ের প্রথা ছিল। এই দাসব্যবসায়ে আমেরিকাবাসিগণ কিরূপ নিষ্ঠুরতা ও হৃদয়হীনতার পরিচয় দিতেন, এই পুস্তকে গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি Mrs. Beecher Stowe-কৃত Uncle Tom's Cabin নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

ট্যালিসম্যান, দি (Talisman, The) —ওয়ালটার স্কট প্রণীত উপন্যাস (১৮৮৫ খ্রীঃ)। ইংলণ্ডের প্রথম রাজা রিচার্ড জেরুজালেমে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিতে যাইয়া অসুস্থ হইয়া পড়েন। সেই পটভূমিকার উপর কাহিনীটি রচিত। স্যার কেনেথ, স্যালাডিন, রিচার্ড, এডিথ, মন্টসেরাট প্রভৃতির কথা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

টেমিং অব দি শ্রু, দি—(Taming of the Shrew, The)—মহাকবি সেক্স্‌পীয়র-রচিত হাস্যরসাত্মক নাটক। ব্যাপটিস্টা, ক্যাথারিনা, পেট্রোচিও প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

টেম্পেস্ট (Tempest)—সেক্স্‌পীয়র-রচিত মিলনান্ত নাটক। প্রস্পেরো অ্যান্টোনিয়ো, মিরাণ্ডা, ফার্ডিনাণ্ড প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

টেল অব টু সিটিজ, এ (Tale of Two Cities, A)—চার্লস্ ডিকেন্স-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৫৯ খ্রীঃ)। ফরাসী বিদ্রোহের সময়ে লণ্ডন ও প্যারিস শহরের কথা ইহাতে বলা হইয়াছে। ডাঃ ম্যানেট, লুসি, সিডনী কার্টন, চার্লস্ ডারনে প্রভৃতির বর্ণনা ইহাতে আছে।

ট্রেজার আইল্যাণ্ড—রবার্ট লুই স্টিভেন্‌সন রচিত অ্যাডভেঞ্চারমূলক উপন্যাস (১৮৮৩ খ্রীঃ)। কাহিনীটি জিম হকিন্স নামে একটি ছেলে বলিয়া চলিয়াছে।

ঠ

ঠগীকাহিনী—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গল্পগ্রন্থ। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় সংকলিত। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে এতদ্দেশে ঠগ নামক এক দস্যুসম্প্রদায়ের অত্যাচারে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্নমেণ্ট বহু চেষ্টা করিয়া সেই সকল দস্যুসম্প্রদায়কে ধৃত ও কারারুদ্ধ করিয়া এবং প্রাণদণ্ড প্রভৃতির দ্বারা এই উৎপাতের নিবারণ করেন। এই পুস্তকে উক্ত ঠগ-সম্প্রদায়ের অন্যতম দলপতি আমির আলির জীবন বৃত্তান্ত ও দস্যুতার ভীষণ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কর্নেল মেডোজ টেলর (Meadows Taylor) সাহেব কৃত কন্‌ফেসনস্ অফ এ ঠগ (Confessions of a Thug) নামক পুস্তক অবলম্বনে লিখিত।

ড

ডক্টর জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড, দি স্ট্রেঞ্জ কেস অব (Doctor Jekyll and Mr. Hyde, The Strange Case of)—আর. এল. স্টিভেনসন প্রণীত বিচিত্র উপন্যাস।

ডন কুইক্সোট ডি লা মাঞ্চা (Don Quixote de la Mancha)—স্পেনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সার্ভেন্টিস রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ। ডন কুইক্সোট নামে এক খামখেয়ালী নাইটের বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা ইহাতে লেখা হইয়াছে।

ডল্‌স্ হাউস, দি (Doll's House, The)—হেনরিক ইবসেন রচিত বিখ্যাত সমাজ সমস্যামূলক নাটক (১৮৭৯ খ্রীঃ)। নায়িকা নোরা হেলমারের কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

ডিভাইনা কমেডিয়া (Divina Comedia)—দান্তে রচিত মধ্যযুগের বিরাট কাব্যগ্রন্থ।

ডিসমিস—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ইহাতে এক স্বামী ও স্ত্রীর আনন্দজনক কলহ ও তাহার নিষ্পত্তি বর্ণিত হইয়াছে।

ডেভিড কপারফিল্ড (David Copperfield)—চার্লস্ ডিকেন্স রচিত সুবৃহৎ ইংরাজী উপন্যাস। ডেভিড কপারফিল্ডের বাল্যকাল হইতে পরবর্তী জীবনের ঘটনাসমূহ এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

ঢ

ঢাকার ইতিহাস—যতীন্দ্রমোহন রায় প্রণীত। ১ম ও ২য় খণ্ড। ইহার প্রথম খণ্ডে ঢাকার ভৌগোলিক বিবরণ, শিল্প-বাণিজ্যের বিবরণ, প্রধান প্রধান তীর্থস্থানের বিবরণ এবং প্রাচীন কীর্তি ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহের বিবরণ সবিস্তারে প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে ঢাকার প্রাচীন ইতিহাস অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। গুপ্ত, পাল ও সেন রাজত্বকালে আধুনিক ঢাকা জেলা উত্তরাপথের রাজনৈতিক আন্দোলনের সহিত কিরূপভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, তাহা এই গ্রন্থে যে প্রণালীতে বর্ণিত হইয়াছে, এযাবৎ কোন প্রাদেশিক ইতিবৃত্তে সে প্রণালী অনুসৃত হয় নাই।

ত

তত্ত্বকুসুমাঞ্জলি (প্রথম ভাগ)—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। শংকরাচার্য প্রণীত। শশিভূষণ বিদ্যাবিনোদ কর্তৃক অনুবাদিত। ইহা ভগবান্ শংকরাচার্য প্রণীত কতকগুলি উপদেশ, নিষ্ঠা ও তত্ত্বানুশীলনে পূর্ণ। প্রবন্ধ অনুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারঃ—পূজাদিব্যবস্থানিরূপক সংস্কৃত গ্রন্থ। মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য বিরচিত। ইহাতে দীক্ষার নিয়ম, পুরশ্চরণ, যন্ত্রপদ্ধতি, পূজাপদ্ধতি, ন্যাসাদি, মন্ত্রনিরূপণ, জপরহস্য, সাধনার নিয়ম, সিদ্ধিলক্ষণ, মন্ত্রের দোষগুণ বিচার, হোমের নিয়ম, কবচ, মুদ্রাপ্রকরণ, যোগ-প্রক্রিয়া প্রভৃতি তন্ত্রোক্তমতে কথিত হইয়াছে।

তরুবালা—বাঙ্গালা মিলনান্ত সামাজিক নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। উপন্যাসিক পবিত্র প্রণয় বা free loveএর কুহকে মুগ্ধ জনৈক যুবকের পরিণাম ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

তাজ্জব ব্যাপার-বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। স্ত্রী-স্বাধীনতা দ্বারা কিরূপ কুফল উৎপন্ন হয়, এবং আধুনিক স্বাধীনতাপ্রাপ্তা রমণী কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

তান্তিয়া ভীল—বাঙ্গালা জীবনচরিত। প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি তান্তিয়া ভীলের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তান্তিয়া প্রথম জীবনে সামান্য কৃষিবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত; কিন্তু লোকের ও পুলিসের উৎপীড়নে শেষে তাহাকে বাধ্য হইয়া দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়। ১১ বৎসর কাল সে নির্বিঘ্নে দস্যুতা করে। পরিশেষে বিশ্বাসঘাতকের কৌশলে তান্তিয়া ধৃত হয় ও বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

তিথিতত্ত্বম্—সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত। হৃষীকেশ শাস্ত্রী কর্তৃক অনূদিত। প্রত্যেক তিথিতে যে কিছু ব্রত, নিয়ম, পূজা প্রভৃতি করণীয় কার্য আছে, তৎসমস্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত জন্মতিথি, গ্রহণ, সংক্রান্তি প্রভৃতির বিষয়ও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য-মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। সুন্দ ও উপসুন্দ নামক দৈত্যদ্বয় স্বর্গ হইতে দেবগণকে বিতাড়িত করিলে দেবগণ মন্ত্রণা করিয়া বিশ্বকর্মার দ্বারা এক কন্যা নির্মাণ করান। বিশ্বকর্মা ব্রহ্মাণ্ডের সকল সুন্দর বস্তু হইতে তিল তিল সৌন্দর্য সংগ্রহ করিয়া সেই কন্যাকে নির্মাণ করেন বলিয়া তাহার নাম তিলোত্তমা হয়। পরে তিলোত্তমা ঐ দৈত্যদ্বয়ের নিকট গমন করিলে উহারা উভয়েই তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহাতে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হইলে পরস্পরের প্রহারে পরস্পর নিহত হয়। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত হইয়াছে। ইহাই বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত প্রথম কাব্য। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে এই কাব্যখানি ১৮৬০ খ্রীঃ রচিত হয়, এবং তিনিই ইহার মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ভার বহন করেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপে গ্রন্থকার ইহার হস্তলিপিখানি মহারাজ বাহাদুরকে উপহার দেন। সেখানি মহারাজ বাহাদুরের পুস্তকাগারে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

তৈত্তিরিয় উপনিষৎ-'উপনিষৎ' দ্রঃ।

তোষণী—শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা-গ্রন্থ। সনাতন-গোস্বামিবিরচিত। ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্রীধর স্বামীর টীকায় যে সকল অর্থ ব্যক্ত হয় নাই, অথবা ব্যক্ত হইলেও অপরিস্ফুট, সেই সকল অর্থ ব্যক্ত ও পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হয়। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের সাতিশয় আদরণীয়। ১৪৭৬ শকাব্দায় ইহার রচনা শেষ হয়। জীব গোস্বামী আবার ইহাকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লঘুতোষণী নামে এক টীকা রচনা করিয়াছেন।

ত্রিপিটক—পালিভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রদত্ত যাবতীয় ধর্মোপদেশ এই গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে। সুত্ত (সূত্র), বিনয় এবং অভিধম্ম (অভিধর্ম)—এই তিন খণ্ডে গ্রন্থটি বিভক্ত।

ত্রিপুরার ইতিবৃত্ত—ইতিহাসবিষয়ক বাঙ্গালা গ্রন্থ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহাতে অতি প্রাচীনকাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত ত্রিপুরার ইতিহাস, রাজবংশাবলী, ত্রিপুরার অধিবাসীদিগের বিবরণ, ত্রিপুরার ভাষা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

থ

থেই (Thais)—ফ্রান্সের সুবিখ্যাত সাহিত্যিক আনাতোল ফ্রান্স-রচিত বিশ্ব-বিখ্যাত উপন্যাস। মিশরের রূপোপজীবিনী থেই-এর কাহিনী ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

থ্রী মাস্কেটীয়ার্স (Three Musketeers)—আলেকজাণ্ডার ডুমা-প্রণীত সুবিখ্যাত উপন্যাস (১৮৪৪ খ্রীঃ)। এই গ্রন্থের নায়ক ডি' আর্টাগ্নান, তাহার তিন বন্ধু পোরথস, এথস ও এরামিসের কাহিনী এই উপন্যাসে লিখিত হইয়াছে।

থ্রী মেন ইন এ বোট (Three Men in a Boat)—ইংরাজ সাহিত্যিক জেরোম কে জেরোম-লিখিত হাস্যরসাত্মক কাহিনী (১৮৮৯ খ্রীঃ)। তিনটি বাতিকগ্রস্ত লোকের এক নৌকায় করিয়া টেম্‌স্ নদীতে ভ্রমণের কাহিনী ইহাতে লেখা আছে।

দ

দক্ষযজ্ঞ—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পুরাণবর্ণিত দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পুরাণবর্ণিত চরিত্র ভিন্ন ইহাতে একটি অতিরিক্ত তপস্বিনীর চরিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

দত্তসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। দত্তা একখানি মনোরম উপন্যাস। জগদীশ, রাসবিহারী ও বনমালী তিনটি বাল্যবন্ধু ও সহপাঠী। কালক্রমে জগদীশ এলাহাবাদে গিয়া আইনব্যবসায় আরম্ভ করিলেন বনমালী ও রাসবিহারী ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। বনমালী কলিকাতায় থাকিয়া ব্যবসায় করিতে লাগিলেন এবং প্রচুর অর্থোপার্জন করিলেন। বনমালী মৃতদার, সংসারে একমাত্র আদরিণী ও বুদ্ধিমতী কন্যা বিজয়া।

জগদীশও মৃতদার; তাঁহার একমাত্র পুত্র নরেন্দ্র। জগদীশ অসদ্‌বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন, পল্লীর বসত-বাটী পর্যন্ত বনমালীর নিকট ঋণে আবদ্ধ হইল। নরেন্দ্র মেধাবী, বনমালী গোপনে অর্থসাহায্য করিয়া নরেনকে বিলাত পাঠাইলেন, নরেন চিকিৎসা-বিদ্যায় কৃতী হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিল। সুরা সেবনের ফলে জগদীশের অপঘাত মৃত্যু ঘটিল।

রাসবিহারীর পুত্র বিলাসবিহারী দাম্ভিক ও নীচভাবাপন্ন। বনমালী মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার বন্ধু রাসবিহারীর উপর অর্পণ করিয়া যান। বনমালীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল যে, জগদীশের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন। বিজয়ার স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করা হয় বলিয়া সম্ভবতঃ তিনি তাঁহার মনোভাব বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া যান নাই, তবে জগদীশের পুত্রের প্রতি তাঁহার দয়াপ্রকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

বনমালীর মৃত্যু হইলে বিলাস প্রত্যহ বিজয়ার সংবাদ লইতে আসিত। রাসবিহারী কুচক্রী ও ধর্মধ্বজী। রাসবিহারী বিজয়াকে কলিকাতা হইতে পল্লীতে লইয়া গেল; অভিপ্রায়—বিজয়াকে করতলগত করিয়া বিলাসের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বনমালীর প্রভূত ভূসম্পত্তির মালিক হওয়া।

নরেন্দ্র পল্লীর বাটীতে গিয়া কিছুদিন রহিল। বিজয়ার সহিত তাহার নূতন পরিচয় হইল। বিজয়ার বাটীতে নরেন্দ্রের যাতায়াত রাসবিহারীর পক্ষে বড় প্রীতি-দায়ক হইল না। সে নরেন্দ্রের বাটীটুকু লইয়া সমাজের মন্দিররূপে পরিগণিত করিবার অছিলায় তাহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিল। ধর্মের নামে বিজয়া অগত্যা সম্মত হইল। নরেন্দ্রকে বাটী ত্যাগ করিতে হইল এবং সমারোহে ঐ বাটীতে মন্দির স্থাপিত হইল। দয়াল নামক একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মকে আনিয়া আচার্য পদে অভিষিক্ত করা হইল এবং ঐ বাটীতে থাকিবার আশ্রয় দেওয়া হইল। বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ যে সুনিশ্চিত তাহা রাসবিহারীর চেষ্টায় সর্বত্র প্রচারিত হইল। কিন্তু বিজয়া ও নরেন্দ্র উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত হইল। বনমালী জীবিত-কালে নরেন্দ্রকে দুইখানি পত্রে জানাইয়া-ছিলেন যে বিজয়ার সহিত তিনি তাহার বিবাহ দিবেন। বিজয়া এই পত্রের বিষয় অবগত ছিল না। পরে নরেন্দ্রের নিকট হইতে পত্র দুইখানি পাইয়া সে বিচলিত হইয়া উঠিল। কিন্তু বিলাসের সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব এত বেশী দূর গড়াইয়াছিল যে সে অবশেষে বিবাহের দিন পর্যন্ত স্থির করিতেও সম্মতি দিল। কিন্তু ব্যাধের পাশ হইতে বিজয়াকে মুক্ত করিলেন দয়াল। দয়াল একদিন বিজয়াকে বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন, নরেন্দ্রও আসিল। দয়াল হিন্দুমতে নরেন্দ্রের সহিত বিজয়ার শুভবিবাহ সম্পন্ন করাইয়া দিলেন—রাসবিহারীর চক্র ব্যর্থ হইল।

দর্পচূর্ণ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিতা হিন্দুরমণীর অহংকার, কাল্পনিক স্বাধীনতা ও স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা এই গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। বড়লোকের মেয়ে ইন্দু উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে। ইন্দুর পিতা তাঁহার বন্ধুপুত্র নরেন্দ্রর সহিত ইন্দুর বিবাহ দিয়াছেন। নরেন্দ্রর আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছল নহে জানিয়াও ইন্দুর পিতা কন্যার অনুরাগের আভাস পাইয়া নরেন্দ্রর সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন। ইন্দু স্বামীকে ভাল-বাসে বটে, কিন্তু সাধারণ নারীর ন্যায় আনুগত্য বা বশ্যতা স্বীকার করে না। নরেন্দ্র স্থির, ধীর ও নীরব। নিজের আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও স্ত্রীর অমিত-ব্যয়ে বাধা দেন না। নরেন্দ্রর ভগিনী বিমলা ও তাহার স্বামী গগন নরেন্দ্রর বাটীর কিছু দূরে বাস করেন। বিমলা সাধ্বী ও একান্ত পতি অনুরক্তা। বিমলার সহিত ইন্দুর বিশেষ প্রণয়, কিন্তু উভয়ের মনোভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইন্দু স্বামীর প্রতি বিরক্ত হইয়া পিত্রালয়ে চলিয়া গেল। ইতোমধ্যে নরেন্দ্র পিতৃঋণের দায়ে কারারুদ্ধ হইল। বিমলা তখন "পশ্চিমে"। সে দাদার বিপদের সংবাদ পাইয়া গহনা বন্ধক দিয়া নরেন্দ্রকে উদ্ধার করিল। পরিশেষে ইন্দুর পিত্রালয়ে বাস অসহ্য হইয়া উঠিলে সে ফিরিয়া আসিল এবং এই সকল বিষয় অবগত হইয়া দারুণ মর্মপীড়া অনুভব করিল। তাহার মনোভাব অচিরেই পরিবর্তিত হইল এবং দর্প চূর্ণ হইল।

দর্শন—দর্শন প্রধানতঃ ছয়টি, যথা—বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা। ইহাই ষড়্‌দর্শন। ইহা ব্যতীত আরও কতকগুলি দর্শন আছে।

(১) বেদান্ত—বেদব্যাস প্রণীত। ইহার মতে প্রথমে এক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মমাত্র ছিলেন। তাঁহা হইতে প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতে সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের উদ্ভব হইল। এই গুণত্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতি মায়া ও অবিদ্যারূপে দ্বিধা বিভক্ত হইলেন। মায়াশ্রিত চৈতন্য ঈশ্বর এবং অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্য জীব। জীব অবিদ্যার বশীভূত। এই অবিদ্যাকে অতিক্রম করিতে পারি-লেই জীব মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হয়। একমাত্র জ্ঞান দ্বারাই অবিদ্যাকে অতিক্রম করা যায়। এই জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই সত্য। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় অবিদ্যার বশীভূত জীব এই জগৎকে সত্য জ্ঞান করে। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা এই ভ্রম নিরাকৃত হইলে ব্রহ্মানন্দের উদয় হয়।

(২) সাংখ্য মহর্ষি কপিল প্রণীত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ বিরতি হইলেই পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লব্ধ হয়। কিরূপে এই ত্রিবিধ দুঃখের নিবৃত্তি হয়, তাহাও ইহাতে কথিত হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়। ইহার মতে প্রকৃতি দ্বারাই জগৎকার্য সম্পন্ন হইতেছে। অষ্টাঙ্গ যোগাদি দ্বারা নিঃশ্রেয়স্ বা মোক্ষ লাভ করা যায়। মোক্ষ বলিতে ঈশ্বর-প্রাপ্তি নহে, দুঃখনিবৃত্তি। কারণ ঈশ্বর বলিয়া যে কিছু আছে, এরূপ প্রমাণ নাই। পুরুষ নিত্য ও অকর্তা। শরীরভেদে পুরুষ বহু। কারণ পুরুষ যদি একই হইত, তবে একের জন্মমরণে ও সুখদুঃখে সকল শরীরেরই অধিষ্ঠাতা পুরুষ জাত, মৃত বা সুখী ও দুঃখী হইত। জগৎ মিথ্যা বা ভ্রান্তি নহে, সত্য।

(৩) পাতঞ্জল—ইহা মহর্ষি পতঞ্জলি প্রণীত। ইহাতে যোগের বিষয় বিশেষ-রূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। পদার্থ নির্ণয়াংশে ইহা সাংখ্যদর্শনের সহিত একমত। তবে ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতে যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ নামে চারিটি পাদ আছে। প্রথম পাদে যোগের লক্ষণ সমাধি, দুঃখাদি

ও চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের উপায় কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, কর্মাদির বিবরণ ও আসনাদির লক্ষণ প্রদর্শিত হইয়াছে। তৃতীয় পাদে যোগের অন্তরঙ্গস্বরূপ ধ্যান ধারণা সমাধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। চতুর্থ পাদে সিদ্ধিপঞ্চক নিরূপণ, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, সাকারবাদ সংস্থাপন ও কৈবল্য বিবৃত হইয়াছে। ইহার মতে যোগ দ্বারাই ক্লেশাদি ও অবিদ্যা নিরাকৃত হয়, এবং মোক্ষলাভ ঘটে।

(৪) ন্যায়—অক্ষপাদ গৌতম এই দর্শনের প্রণেতা। ইহার মতে পদার্থ ষোড়শ প্রকার, যথা,—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান। এই ষোড়শ পদার্থ সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান উপজাত হয়। সকলের কর্তা জীবাতিরিক্ত এক পরমেশ্বর আছেন। অনুমান ও শ্রুত্যাদিই তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

(৫) বৈশেষিক—কণাদ উলূক ইহার প্রণেতা। ইহার মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। আত্মতত্ত্বের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই এই জ্ঞান জন্মে। ধর্মাধর্ম দ্বারা সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়। অভাবাদি সপ্ত পদার্থ ব্যতীত পদার্থান্তর নাই।

(৬) মীমাংসা—মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত। শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের যে স্থলে বিরোধ ঘটে, সেই স্থলে বিরোধের মীমাংসা করাই এই দর্শনের উদ্দেশ্য। ইহার এক একটি বিষয়ের সিদ্ধান্তকে অধিকরণ কহে। অধিকরণের পাঁচটি অঙ্গ আছে, যথা,—বিষয়, বিশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, সংগতি। ইহার মতে দেবগণ মন্ত্রাত্মক, শরীরী নহেন। বেদ অপৌরুষেয় এবং নিত্য।

(৭) চার্বাক দর্শন—ইহা বৃহস্পতির শিষ্য চার্বাক প্রণীত। ইহার মতে এই স্থূল দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত আর কোন আত্মবস্তু নাই। সুতরাং যতকাল জীবিত থাকিবে, সুখে থাকিবার চেষ্টা করিবে এবং ঋণ করিয়াও ঘৃত ভক্ষণ করিবে। কারণ পরলোক বা জন্মান্তর বলিয়া কিছুই নাই বেদ ভণ্ড, ধূর্ত ও রাক্ষসদিগের রচিত। স্বর্গ, নরক, মুক্তি প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা যজ্ঞাদি ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি কেবল অলস ব্রাহ্মণদিগের উপজীবিকা মাত্র। কেননা এখানে শ্রাদ্ধ করিলে যদি স্বর্গস্থ পিতৃলোকের তৃপ্তি হয়, তবে প্রাঙ্গণে খাদ্যাদি নিবেদন করিয়া দিলে প্রাসাদোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না কেন? এই জগতের কর্তা কেহই নাই, স্বভাবানুসারে সমস্তই হইতেছে।

(৮) বৌদ্ধদর্শন—এই দর্শনের মতে জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, দেবতা সুগত প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ এই চতুর্বিধ তত্ত্ব। মার্গতত্ত্বই মোক্ষ। বাহ্যবস্তুমাত্রই অলীক। ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। চর্মাসন, কমণ্ডলু ও চীরধারণ, মুণ্ডন, পূর্বাহ্নভোজন, সমূহাবস্থান, রক্তবস্ত্র পরিধান এইগুলি যতিধর্মের অঙ্গ। সকল বস্তুই ক্ষণিক, অর্থাৎ প্রথম ক্ষণে উৎপন্ন ও দ্বিতীয় ক্ষণে বিনষ্ট হয়। আত্মাও ক্ষণিক জ্ঞানরূপ।

(৯) আর্হতদর্শন—ইহার মতে আত্মা ক্ষণিক নহে, স্থায়ী। জীবের পরিমাণ দেহ সদৃশ এবং অর্হৎই পরমেশ্বর, তিনি রাগ-দ্বেষাদিবর্জিত ও সর্বজ্ঞ। সম্যগ্‌দর্শন, সম্যগ্‌জ্ঞান ও সম্যক্‌চরিত্র এই রত্নত্রয়ের সাধন দ্বারা পরমপদ প্রাপ্তি হয়।

(১০) রামানুজ দর্শন—ইহার মতে পদার্থ তিন প্রকার : চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীববাচ্য, ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নির্মল জ্ঞানস্বরূপ, নিত্য ও অনাদি কর্মরূপ অবিদ্যা দ্বারা বেষ্টিত। কেশাগ্রকে শত ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগকে আবার শতাংশ করিলে যেরূপ সূক্ষ্ম হয়, জীব তদ্রূপ সূক্ষ্ম। ভগবদারাধনা ও তৎ-পদপ্রাপ্তি জীবের লক্ষ্য। অচেতনস্বরূপ জড়াত্মক ভোগ্য জগৎ অচিৎ পদবাচ্য। ঈশ্বর হরি পদবাচ্য এবং তিনি সকলের নিয়ামক। তিনি জগতের কর্তা, অন্তর্যামী, অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞানৈশ্বর্যাদিশালী। চিৎ অচিৎ সমুদায়ই তাঁহার শরীরস্বরূপ পুরুষোত্তম বাসুদেবাদি তাঁহার সংজ্ঞা। তিনি পরম কারুণিক, ভক্তবৎসল, এবং ভক্তগণের অভীষ্ট ফলপ্রদ। তিনি লীলাবশতঃ মূর্তি পরিগ্রহ করেন। স্বাধ্যায়াদি উপাসনা দ্বারা বিজ্ঞানলাভ হইলে ভগবান্‌ স্বীয় ভক্তগণকে নিত্যপদ প্রদান করেন। ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে তাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় এবং পুনর্জন্ম নিবারিত হয় চিৎ ও অচিতের সহিত ঈশ্বরের ভেদ অভেদ ও ভেদাভেদ তিনই আছে।

(১১) পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন—ইহার মতে জীব সূক্ষ্ম ও ঈশ্বর সেবক ; বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য ; প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম এই তিন প্রমাণ। অঙ্কন, নামকরণ ও ভজন এই তিন প্রকারে ঈশ্বরের সেবা করা যায় রামানুজ দর্শনের সহিত ইহার অনেকাংশে ঐক্য আছে। কেবল ইহার মতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ আছে। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চারিটি পুরুষার্থ। তন্মধ্যে মোক্ষ নিত্য, অন্য তিনটি অস্থায়ী। ঈশ্বরপ্রসাদ ব্যতীত মোক্ষ লব্ধ হয় না। আবার জ্ঞান ব্যতীত ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করা যায় না।

(১২) নকুলীশ পাশুপতদর্শন—ইহার মতে মহাদেবই পরমেশ্বর ; এবং জীবগণ পশু। জীবের অধিপতি বলিয়া পরমেশ্বরকে পশুপতি বলা যায়, তিনি সর্বকার্যের কারণস্বরূপ। মুক্তি দুই প্রকার—চরমদুঃখনিবৃত্তি ও পরমৈশ্বর্যপ্রাপ্তি। তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির সাধন। ইহাতে প্রধান ধর্মসাধনকে চর্যাবিধি বলে। চর্যাবিধি দুই প্রকার—ব্রত ও দ্বার। ত্রিসন্ধ্যা ভস্মস্নান, ভস্মে শয়ন ও উপহার, ইহাকে ব্রত বলে। উচ্চহাস্য, মহাদেবের গুণগান, নৃত্য, বৃষের ন্যায় চীৎকার, প্রণাম ও জপ ইহাই উপহার। ক্রাথন, স্পন্দন, মন্থন, শৃঙ্গারণ, অবিতৎকরণ, অবিতদ্ভাষণ এই ষট্‌ কর্মকে দ্বার বলে।

(১৩) শৈবদর্শন ইহাতে শিবই পরমেশ্বর এবং জীবগণ পশুরূপে উল্লিখিত : ইহার মতে জীবের কর্মানুসারে পরমেশ্বর ফল প্রদান করেন। পদার্থ তিন প্রকার—পতি, পশু এবং পাশ। ভগবান্‌ শিব, যাঁহারা শিবত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং তৎপদপ্রাপ্তির উপায়সমূহ পতিশব্দবাচ্য। জীবাত্মা পশুশব্দবাচ্য। এই জীবাত্মা দেহাদি-ভিন্ন, সর্বব্যাপী, নিত্য, অপরিচ্ছিন্ন ও কর্তৃস্বরূপ। পাশ চারি প্রকার—মল, কর্ম, মায়া, রোধশক্তি।

(১৪) প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ইহাতেও ভক্তবৎসল মহাদেবই জগদীশ্বর বলিয়া স্বীকৃত। ইহার মতে জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ নাই। ভেদ না থাকিলেও যে ভেদজ্ঞান জন্মে, ইহাই ভ্রম। জীব যখন জানিতে পারে যে, আমাতেও সর্বজ্ঞত্বাদিরূপ ঈশ্বরত্ব ধর্ম আছে, তখনই তাহার পূর্ণ ভাবের আবির্ভাব হয়।

(১৫) রসেশ্বর দর্শন—ইহারও মতে মহাদেবই পরমেশ্বর এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ নাই। তবে একমাত্র প্রত্যভিজ্ঞাই যে মুক্তির সাধন, ইহা যথার্থ নহে। মুমুক্ষুদিগকে প্রথমতঃ দেহের স্থৈর্য সাধন করিতে হয়, পরে যোগাভ্যাস দ্বারা জ্ঞানোদয় হইলে মুক্তিলাভ ঘটে। সুতরাং অগ্রে পারদরসের দ্বারা দেহের স্থৈর্য সম্পাদন করিবে। তাহা হইলে দেহ সত্ত্বেই মুক্তিলাভ ঘটিবে, সুতরাং জীবন্মুক্ত হইবে। দেবদৈত্য ঋষি প্রভৃতি অনেকেই এইরূপে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। সকল ধাতুর মধ্যে পারদই শ্রেষ্ঠ ধাতু, ইহা মহাদেব হইতে

উৎপন্ন। ইহাতে পায়দের অশেষ গুণ কীর্তি হইয়াছে।

(১৬) শাংকর দর্শন শংকরাচার্য প্রণীত। ইহার মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা ও অবিদ্যাবিজৃম্ভিত। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলেই মুক্তিলাভ হয়। বেদ বেদান্তাদি অধ্যয়নপূর্বক শমদমাদি সম্পন্ন হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লব্ধ হয়। নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইহামূত্র ফলভোগে বিরাগ, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব এই সাধন-চতুষ্টয় দ্বারা জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির উপায়ান্তর নাই।

দশকুমারচরিত—সংস্কৃত উপাখ্যানগ্রন্থ। আচার্য দণ্ডি-প্রণীত। ইহাতে দশটি কুমারের অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

দশমহাবিদ্যা—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রণীত। সতীর দেহ ধ্বংস হইলে মহাদেব বিলাপ করিতে করিতে অচেতন হন। তখন নারদ আসিয়া বীণাবাদন করিতে থাকিলে মহাদেব পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলেন যে, আমি সতীকে দর্শন করিতেছি। নারদ জিজ্ঞাসা করেন, সতী কোথায়? তখন মহাদেব মহাকাশ মধ্যে সিংহ, কন্যা প্রভৃতি দশটি রাশির স্থানে দশটি মহা-পুরীতে দশমহাবিদ্যাকে দেখাইয়া দেন, এবং প্রসঙ্গক্রমে তত্ত্বকথার বহু রহস্য নারদকে বুঝাইয়া দেন।

দানকেলীকৌমুদী- সংস্কৃত ভাণ নামক রূপক কাব্য। রূপগোস্বামি-প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণ যমুনার পারঘাটে দান আদায়ের জন্য শ্রীরাধা এবং তাঁহার সহচরীবৃন্দকে অবরোধ করিয়া যে কৌতুক ক্রীড়া করিয়া-ছিলেন, তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা এক অঙ্কে সমাপ্ত। ১৪৭১ শকে ইহা রচিত হয়।

দায়ভাগ-সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। জীমূত-বাহন প্রণীত। ইহাতে বিষয়াধিকারীর নিরূপণ, পৈতৃক ধনবিভাগ, দায়াদনিরূপণ, পুত্রাদির ধনাধিকারিত্ব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

দিদি—নিরুপমা দেবী প্রণীত। এই মনোরম উপন্যাস মনোবিজ্ঞানের চমৎকার বিশ্লে-ষণের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছে। আখ্যায়িকাভাগে বিশেষ অভিনব বৈচিত্র্য না থাকিলেও বর্ণনা ও ভাষার লালিত্যে এবং মানবচরিত্রের কুবৃত্তির কোন সংস্পর্শ না থাকায় উপন্যাসখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। জমিদারপুত্র অমরনাথ কলেজে অধ্যয়নকালে দেবেন্দ্রের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। দেবেন্দ্র তাদৃশ সংগতিপন্ন নহে। ছুটিতে অমর শিকার-ব্যপদেশে দেবেন্দ্রের পল্লীভবনে গিয়া থাকে। দেবেন্দ্রের একটি অনাথা বিধবা প্রতিবেশিনীর কন্যা চারু অত্যন্ত রূপবতী। ঘটনাচক্রে অমরনাথের সহিত এই দরিদ্র পরিবারের পরিচয় হয় এবং সে চারুর বিবাহের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়। অমরের পিতা হঠাৎ সুরমা নাম্নী একটি জমিদার-দুহিতার সহিত অমরের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। অমর এই বিবাহের জন্য প্রস্তুত ছিল না। কারণ চারুর জন্য তাহার হৃদয়ে একটু স্থান হইয়াছিল। সে লজ্জায় এই বিবাহের সংবাদ দেবেন্দ্র বা আর কাহাকেও দেয় নাই। কিছুদিন পরে আর একটি ছুটিতে সে দেবেন্দ্রের বাটী যায় এবং চারুর মাতা অত্যন্ত পীড়িতা শুনিয়া উভয়ে তাঁহাকে দেখিতে যায়। চারুর মাতা কন্যাকে অমরের হস্তে সমর্পণ করিয়া চিরকালের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। অমর যে বিবাহিত সে কথা বলিবার অবকাশ পাইল না। আর উপায়ান্তর না দেখিয়া সে চারুকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া রাখিল এবং তাহার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিল। চারু অত্যন্ত সরল। সে অমর ব্যতীত আর কাহারও আশ্রয়ে যাইতে চাহিল না। অমর অগত্যা পিতা ও পত্নীর বাধাসত্ত্বেও চারুকে বিবাহ করিল। অমরের পিতা ও সুরমা অমরের এই গর্হিত কার্যে ক্ষমা করিতে পারিলেন না। সুরমা বুদ্ধিমতী, অভিমানিনী ও দেবীস্বরূপা। অমর পিতা ও বাটীর সহিত সর্ব সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় রহিল এবং দুঃখের মধ্যেও অধ্যবসায় বলে মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইল। কিছুকাল পরে অমরের পিতা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া তাহাকে বাটী যাইবার জন্য সংবাদ দেন। অমর চারুকে লইয়া বাটী গেল। পিতা তাহাকে ক্ষমা করিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সুরমার অভিমান চারুর সরলতার স্পর্শে মন্দীভূত হইল। স্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও চারুর মায়ায় সুরমা শ্বশুরালয় ত্যাগ করিয়া পিতার অনুরোধ সত্ত্বেও পিত্রালয়ে যাইতে পারিল না। অমর চারুর একনিষ্ঠ সেবী জানিয়া সুরমা এই সংসারেই রহিয়া গেল। চারুর পুত্র অতুল সুরমার প্রাণপ্রতিম হইয়া উঠিল। কিন্তু কালক্রমে অমরের চিত্তে নব ভাবের উন্মেষ লক্ষ্য করিয়া সুরমা অমরের সংসার ত্যাগ করিয়া একেবারে পিত্রালয়ে গিয়া উঠিল। অমর চিত্তের অস্থিরতা দমন করিবার জন্য পশ্চিমে নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; অবশেষে চারুর একটি অনাথা আত্মীয় কন্যার সহিত সুরমার বাল্যবন্ধু ও তাহার পিতার জমিদারির কার্যাধ্যক্ষ প্রকাশের বিবাহ হইল। অমর এই কন্যাটির বিবাহের ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আর একটি নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি হইল। এই সম্পর্কের জন্য সুরমাকে বহুকাল পরে অমরের বাটীতে আসিতে হইল। সুরমার অভিমান আর টিকিল না। অমরের অপরাধ সে মার্জনা করিয়াছিল এবং অতঃপর আর স্বামিগৃহ ত্যাগ করিল না। পরিশেষে চারুর প্রতি একনিষ্ঠতার ব্যতিক্রম ঘটিল দেখিয়াও আমরা অমরকে কর্তব্যহীন বলিতে পারিলাম না।

দীপনির্বাণ—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণ-কুমারী দেবী প্রণীত। হিন্দু রাজাদিগের মধ্যে যখন পরস্পর গৃহবিচ্ছেদ চলিতে-ছিল, সেই সময় যবনেরা সুযোগ বুঝিয়া কিরূপে হিন্দু রাজাদিগের অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল, দীপনির্বাণ গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্রী তাহাই সুন্দরভাবে চিত্রিত করিয়াছেন।

দুই বোন—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রাজারামবাবুর দুই কন্যা শর্মিলা ও ঊর্মিমালা এবং এক পুত্র হেমন্ত। তিনি ধনী জমিদার ছিলেন—শর্মিলার বিবাহের পর বড় ছেলে হেমন্ত আর ছোট মেয়ে ঊর্মিমালা তাঁহার পত্নীহীন ঘরে বর্তমান ছিল। হেমন্ত পড়াশুনায় খুব ভাল—উচ্চ শিক্ষার মানসে ফরাসী জার্মান ভাষা শিক্ষা করিবার সঙ্গে সঙ্গে আইন পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। ঠিক এমন সময় তাহাকে এক গোপন রোগে আক্রমণ করিল তারপর সেই রোগেই তাহার মৃত্যু হইল। নীরদ মুখুজ্জে হেমন্তের পূর্ব-সহাধ্যায়ী—হেমন্তের শুশ্রূষার সময় তাহার প্রতি রাজারামবাবুর শ্রদ্ধা বাড়িয়া যায়। রাজা-রামবাবুর ইচ্ছা হয় যে, হেমন্তের নামে একটা হাসপাতাল স্থাপন করেন—উহা হইবে দেবোত্তর সম্পত্তি, আর ঊর্মিমালা তাহার সেবায়েত হইবে। সেদিন ঊর্মি-মালাকে রাজারামবাবু জানাইলেন যে, হেমন্তের নামে যে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহাতে ঊর্মিমালা যদি নীরদের সঙ্গিনী হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তারপর ঠিক হয় এই দেশের ও বিলাতের শিক্ষার পালা শেষ হইলে নীরদের সঙ্গে ঊর্মিমালার বিবাহ হইবে। ইহার অল্পদিনের মধ্যে রাজা-রামবাবুর মৃত্যু হইল—এইবার ঊর্মিমালার তত্ত্বাবধানের ভার তাহার ভাবী স্বত্বাধিকারী নীরদনাথ হইল।

শর্মিলার স্বামীর নাম শশাঙ্ক। সে উচ্চ শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার—গভর্নমেণ্ট অফিসে মোটা মাহিনার চাকরি করে। শশাঙ্কের নিজের কোন কাজের দিকে বড় একটা খেয়াল নাই—সমস্তই শর্মিলাকে দেখিতে হয়। শশাঙ্কের খাওয়া-নাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ছোটখাট কাজেও শর্মিলা তত্ত্বাবধায়িকা, কিন্তু শশাঙ্ক অফিসে অন্য-রূপ—সেখানে এই অফিসের কাজে সব ভুলিয়া যায়, এখানে তাহার এতটুকু ত্রুটি কেহ কোনদিন ধরিতে পারে নাই। কোন সাহেবকে তাহার উচ্চ পদে নিয়োগ করার জন্য শশাঙ্ক শর্মিলার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সে কাজ ত্যাগ করে। তারপর নিজেই শর্মিলার আত্মীয় মথুরবাবু নামক এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে। শশাঙ্কের ইচ্ছা নহে যে, নীরদের সঙ্গে ঊর্মিমালার বিবাহ হয়, নীরদও শশাঙ্ককে বড় একটা পছন্দ করে না, তাই উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাইবার প্রাক্কালে ঊর্মিমালাকে সে শশাঙ্কের বাড়ি যাইতে নিষেধ করিয়া যায়।

নীরদের বিলাত যাইবার কিছুদিন পরে শর্মিলা অসুখে পড়ে—ঠিক এই সময় দুইটি ব্যবসায় সংক্রান্ত কাজ শশাঙ্কের হাতে আসে, কাজেই শর্মিলার সেবা-শুশ্রূষার দিকে তেমন লক্ষ্য করিতে পারে না, আবার শর্মিলাও শশাঙ্কের সেবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়ে; তাই ঊর্মি-মালাকে সে ডাকিয়া পাঠায়।

ঊর্মিমালা এখানে আসিবার পর শশাঙ্কের কাজে বাধা পড়ে। শশাঙ্ক কোম্পানির স্টীম-লঞ্চে কোন কাজ তদন্ত করিতে যায়, ঊর্মিমালা সঙ্গে যাইবার জন্য ধরিয়া বসে—তারপর 'পোকার খেলা' শিক্ষা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখা, এরোপ্লেন উড়া দেখিবার জন্য দমদম পর্যন্ত যাওয়া—এই রকম সমস্ত কাজে ও খেলায় বালা হয় শশাঙ্কের সঙ্গিনী। যে শশাঙ্ক এই সমস্ত কোন কাজে আনন্দ পাইত না, এখন তাহার কাছে ঊর্মিমালার জন্য ইহার সমস্তই ভাল লাগে। ঊর্মিমালা সংসারের কাজ ফেলিয়াও এই ধরনের আমোদ-প্রমোদ লইয়া মাতিয়া আছে। শর্মিলা এই সব দেখিয়া কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে—ঊর্মিমালা সংসারের কাজে অনভিজ্ঞা, ইহা সত্য, কিন্তু তাহার জন্য শশাঙ্কের ব্যবসায়-সংক্রান্ত যে কাজের ক্ষতি হয়, ইহা শর্মিলার সহ্য হয় না। তাই বলিয়া মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদও করে না। কেবল নিঃশব্দে সহ্য করিয়া যায়। সেদিন রোগশয্যায় বসিয়া অনেক কথা ভাবিতে ভাবিতে শর্মিলা একটু শান্তি পায় যে, তাহার অবর্তমানে স্বামী ঊর্মিমালাকে পাইয়া সুখী হইবে। সে আরও বুঝিতে পারে, সে নিজে চলিয়া গেলে শশাঙ্কের ক্ষতি হইবে, কিন্তু ঊর্মিমালা চলিয়া গেলে শশাঙ্কের কাছে সমস্তই শূন্য বলিয়া মনে হইবে।

সেদিন হোলিখেলার উৎসব উপলক্ষে শশাঙ্ক ও ঊর্মিমালা দুইজন সমস্ত দিন কাজের ক্ষতি করিয়াও হাসি-তামাশার মধ্যে সারাদিনটি কাটাইয়া দিয়াছে। সেই দিন রাত্রে ঊর্মিমালার যৌবন-মন চঞ্চল হইয়া উঠে, তারপর দিন শশাঙ্কের অনুপ-স্থিতিতে শর্মিলার কাছ হইতে বিদায় লইয়া বাড়ি চলিয়া আসে। শশাঙ্ক ঊর্মিমালাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে ঊর্মিমালার ওখানে উপস্থিত হয়। সেই সময় ঊর্মিমালার কাছে নীরদের লিখিত চিঠি হইতে সে জানিতে পারে—নীরদ সেখানে এক ইয়ুরোপীয় মহিলাকে বিবাহ করিবে, আর হেমন্তের নামে যদি কিছু টাকা ব্যয় করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে সেখানে তাহা করিতে পারা যায়, তাহাতে মৃত ব্যক্তির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখানো হইবে। ঊর্মিমালা এই বিবাহের সংবাদে দুঃখিত হইল না, বরং সুখী হইল। আবার শশাঙ্কদের বাড়ি সে চলিয়া আসে—আবার সেই আনন্দ! শশাঙ্কের কাজ পড়িয়া রহিল। এত দিন ধরিয়া শশাঙ্ক ব্যবসায়ের কোন কাজই দেখে নাই—তাই মথুরদাদা জানাইয়া গেলেন—ব্যবসায় ফেল পড়িয়াছে, তাহা তুলিবার আর কোন পথ নাই। গভীর দুঃখে শর্মিলা ভাবিতে থাকে—কেন সে মরিতে বসিয়াও মরিল না, তাহা হইলে তাহাকে এই দুঃসংবাদ শুনিতে হইত না। এইবার সে ঊর্মি-মালাকে ডাকিয়া বলে যে, তাহার এই চঞ্চলতার জন্য ব্যবসায় নষ্ট হইয়া গেল—সে শশাঙ্ককে লইয়া এইভাবে হাসি-আনন্দের মধ্যে দিন কাটাইয়াছে বলিয়া সমস্ত নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঊর্মি-মালার এইবার অনুতাপ হয়—তারপর একদিন শশাঙ্ক ও শর্মিলাকে না জানাইয়া উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা করে। বোম্বাই গিয়া পত্র লেখে—একখানা শশাঙ্কের কাছে আর একখানা শর্মিলার কাছে। সে যে অল্পকাল আসিয়া তাহাদের সংসারে অশান্তির সৃষ্টি ও বিশেষ ক্ষতি করিয়া গিয়াছে—তাহার জন্য পত্রে ক্ষমা চাহিয়াছে।

দুই ভগ্নী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রমণী দূষিতচরিত্রা হইলে কি ভয়ংকরী দানবী মূর্তি ধারণ করে, নিতান্ত আত্মীয়ারও কিরূপ সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, সোনার সংসার কিরূপে ছারখার করিয়া দেয়, তাহা এই পুস্তকে সুন্দররূপে চিত্রিত করা হইয়াছে।

দুর্গাদাস—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রখ্যাত মোগল-সম্রাট্ আওরঙ্গজেব, রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা মহিষী ও সন্তানগণকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে রাজপুতদিগের সহিত যে সমস্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাই ইহার প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। হিন্দু-জাতিকে পুনর্বার পূর্ব গৌরবের উচ্চ-সীমায় স্থাপন করাই দুর্গাদাসের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত তিনি প্রবলপ্রতাপ মোগল-সম্রাটের সৈন্যগণকে বারবার পরাস্ত করিয়াছিলেন। স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্মের নিমিত্ত মানুষ যাহা কিছু করিতে পারে, দুর্গাদাস সে সমস্তই করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তিনি জীবনের মহাব্রত উদ্‌যাপনে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার এই অকৃতকার্যতাতেই গ্রন্থকারের প্রধান কৃতিত্ব। হিন্দুজাতি নৈসর্গিক ও অন্যান্য কারণে অধঃপাতের পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছিল; দুর্গাদাসের মত লোক স্বদেশের জন্য স্বার্থত্যাগ ও সর্বস্ব বিসর্জন করিয়াও সে গতিরোধ করিতে সমর্থ হন নাই।

দুর্গেশনন্দিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গড় মান্দারণের অধিপতি বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা তিলোত্তমা সঙ্গিনী বিমলা সহ শৈলেশ্বরের মন্দিরে পূজা করিতে যান। অপরাহ্ন-কালে সহসা ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইলে বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ মন্দিরমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জগৎসিংহকে দেখিয়া তিলো-ত্তমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার হয়, জগৎসিংহও তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। পরে বিমলা জগৎসিংহের পরিচয় গ্রহণ করিয়া এবং এক পক্ষ পরে তাঁহাকে এই মন্দির মধ্যে আসিতে বলিয়া তিলোত্তমাসহ চলিয়া যায়। এক পক্ষ পরে বিমলা তথায় আসিয়া জগৎসিংহের সহিত তিলোত্তমার সাক্ষাৎ করাইবার জন্য তাঁহাকে গুপ্তপথে দুর্গমধ্যে লইয়া যান। কিন্তু অসাবধানতা বশতঃ তিনি গুপ্তদ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিতে ভুলিয়া যান। সেই পথে ওসমান নামক পাঠান সেনাপতির নেতৃত্বে কতকগুলি পাঠান সৈন্য দুর্গমধ্যে প্রবেশপূর্বক জগৎ-সিংহ, বীরেন্দ্রসিংহ, বিমলা এবং

তিলোত্তমাকে বন্দী করিয়া পাঠান-দুর্গে লইয়া যান। ওসমান আহত জগৎসিংহের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দেন, এবং কতলু খাঁর কন্যা আয়েষা স্বয়ং তাঁহার শুশ্রূষা করিতে থাকেন। এই সময় হইতে আয়েষা জগৎসিংহের প্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। বীরেন্দ্রসিংহ মোগলের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কতলু খাঁর আদেশে তাঁহার শিরশ্ছেদন হয়। মৃত্যুকালে তিনি বিমলাকে প্রতিশোধ লইতে বলিয়া যান। বিমলা প্রতিশোধের অবসর খুঁজিতে লাগিলেন। এদিকে জগৎসিংহ নানা কারণে তিলোত্তমার উপর সন্দিহান হইয়া একদা তাঁহার উপর রূঢ় বাক্য প্রয়োগ করিলেন। আয়েষা ক্রমশঃ জগৎসিংহের প্রতি অধিকতর অনুরাগিণী হইয়া পড়েন, কিন্তু সে অনুরাগ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত কেবল তাঁহার হৃদয়-মধ্যেই গুপ্ত রহিল। কেবল একদা ওসমানের রূঢ় বাক্যে মর্মপীড়িতা হইয়া তাঁহার ও জগৎসিংহের সমক্ষে আপনার হৃদয়ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। আয়েষার প্রণয়প্রার্থী ওসমানের হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। অতঃপর কতলু খাঁর জন্মদিবস উৎসবকালে বিমলা নৃত্যগীত করিতে করিতে কতলু খাঁর বক্ষে ছুরিকা-ঘাত করিয়া তাঁহাকে নিহত করেন, এবং তিলোত্তমাসহ দুর্গ হইতে পলায়ন করিয়া অভিরাম স্বামীর আশ্রয়ে থাকেন। কতলু খাঁ মৃত্যুকালে জগৎসিংহকে ডাকাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন, এবং তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। জগৎসিংহের নিকট রূঢ়-বাক্য শুনা অবধি তিলোত্তমা পীড়িতা হইয়া পড়িয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহার সেই পীড়া সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠিলে অভিরাম স্বামী জগৎসিংহকে তাঁহার নিকট আনয়ন করেন। পরে তিলোত্তমা আরোগ্য লাভ করিলে উভয়কে গড় মান্দারণে লইয়া গিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। আয়েষা এই বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া তিলোত্তমাকে বহুমূল্য অলংকার উপঢৌকন দেন, এবং হৃদয়ভাব গোপন করিয়া প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিয়া গিয়া আয়েষা বিষাক্ত হীরকাঙ্গুরীয় চোষণে প্রাণবিসর্জন করিবার সংকল্প করেন, কিন্তু শেষে তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার হৃদয়ের দৃঢ়তার পরিচয় দেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' ১৮৬৫ খ্রীঃ প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাই বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব-প্রথম উপন্যাস।

চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় The Chieftain's Daughter নাম দিয়া এই উপন্যাসের একখানি ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত করেন।

দৃষ্টি-প্রদীপ (বাঙ্গালা উপন্যাস)—বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এই উপন্যাসের আখ্যানভাগ মোটামুটি এই :—একটি বাঙ্গালী পরিবার চাকুরি উপলক্ষে কার্শিয়াংএর চা-বাগানে গিয়া বাস করে। এই পরিবারে সর্বসমেত পাঁচটি প্রাণী—বাপ, মা, দুইটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ইহাদের সংসার বেশ ভালভাবেই চলিতে-ছিল, কিন্তু বাপের মদের মত্ততার জন্য কিছুদিন পরে চাকুরি যায়। সুতরাং তাহাদিগকে নিজেদের পরিত্যক্ত পল্লী-ভবনেই পুনরায় ফিরিয়া আসিতে হয়। কিন্তু এদিকে দেশে তাহাদের যে সামান্য কিছু জায়গা-জমি ছিল, তাহা পূর্বেই জ্ঞাতিদের কাছে বিক্রয় করিয়া ফেলা হইয়াছিল। এইবার ইহারা নিরুপায় হইয়া সেই জ্ঞাতিদের নির্দয় অনুকম্পার উপর নির্ভর করিয়া পল্লীতে বাস করিতে লাগিল। এদিকে দৈন্য সংসারকে এমনি ভাবে জড়াইয়া ফেলিল যে, সংসার সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িল। ইহারই দুর্ভাবনায় বাপ পাগল হইয়া মারা যায়। অনাথা মাতা কায়ক্লেশে ছেলে-মেয়েদের লইয়া দিন কাটায়, তাহার ভাগ্যে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ছাড়া আর কোন পুরস্কারই মিলে না। আশাহতা মায়ের জীবনের বিরাট পরিবর্তন হয়। তারপর দুঃখের নিপীড়নের মধ্য দিয়া তাহাকে মৃত্যুকে বরণ করিতে হয়। ছোট ছেলে জিতু দিনপঞ্জী হিসাবে এ কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছে।

দেবকৌতুক—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণ-কুমারী দেবী প্রণীত। কামজায়া রতি ও বিষ্ণুজায়া লক্ষ্মী এই দুইটি দেবীর বিবাদই এই উপন্যাসখানির প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। বহু বাদানুবাদের পর অবশেষে স্থির হইল যে, মনুষ্যের উপর যিনি যে ভাবের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেন, তদনুসারে উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার বিচার হইবে। বিচারে লক্ষ্মীদেবীরই জয় হইল। গ্রন্থকর্ত্রী প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, স্ত্রীলোক কেবল আপনার শারীরিক বাহ্য সৌন্দর্য দ্বারা পুরুষের চিত্ত হরণ করিতে পারে না, প্রত্যুত রমণীর মানসিক সৌন্দর্য দ্বারাই পুংষের হৃদয় মুগ্ধ হয়।

দেবগণের মর্ত্যে আগমন—বাঙ্গালা উপন্যাস। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। একদা সভাধিষ্ঠিত দেবরাজ ইন্দ্র, বরুণের প্রমুখাৎ মর্ত্যে ইংরাজ-রাজত্বের অসাধারণত্ব এবং কলিকাতার আশ্চর্য আশ্চর্য কাহিনী শ্রবণে মর্ত্যভূমি দর্শনার্থ ইচ্ছুক হন, এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সঙ্গে লইয়া বরুণের সহিত মর্ত্যে যাত্রা করেন। ইঁহারা প্রথমে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। তথা হইতে সাহারাণপুর, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা প্রভৃতি স্থানসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া বাষ্পীয় শকটযোগে কলিকাতায় উপস্থিত হন, এবং কলিকাতা ও কালীঘাট দর্শনানন্তর দার্জিলিং হইয়া পুনরায় স্বর্গে প্রত্যাগমন করেন। দেবগণ যে যে স্থানে গমন করিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের দর্শনীয় বিষয়ের ও তত্রত্য প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-গণের বিবরণ বরুণের নিকট শ্রবণ করেন। দেবগণ পৃথিবীর অত্যাচার ও অনাচার সকল দেখিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হন, এবং স্বর্গে গমন করিয়া এক সভা করেন। সেই সভায় পৃথিবীকে ধ্বংস করিবার প্রস্তাব হয়, সর্বসম্মতিক্রমে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইলে পিতামহ ব্রহ্মা সংক্রামক রোগ, ম্যালেরিয়া, দুর্ভিক্ষ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী প্রভৃতি দূতগণকে পৃথিবী ধ্বংসার্থ প্রেরণ করেন।

দেবদাস—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। জমিদারপুত্র দেবদাস বাল্যকাল হইতেই দুর্দান্ত ও পাঠে অমনোযোগী। দেবদাসের প্রতিবেশিকন্যা পার্বতী তাহার বাল্য-সাথী। উভয়ের জীবন বাল্যক্রীড়ার মধ্য দিয়া বর্ধিত হইতেছিল। পার্বতী কৈশোরে পদার্পণ করিলে তাহার মাতা-পিতা বিবাহের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। দেবদাসও কলিকাতায় থাকিয়া অধ্যয়ন করিতে লাগিল। দেবদাসের সহিত পার্বতীর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া পার্বতীর পিতামহী দেবদাসের মাতা-পিতার নিকট লজ্জিত হইলেন, কারণ পার্বতীর পিতা ছোট ঘর এবং নিতান্ত সন্নিকটস্থ প্রতিবেশী, এরূপ ক্ষেত্রে বিবাহ অসম্ভব। পার্বতী ও দেবদাস উভয়েই উভয়ের প্রতি আসক্ত। প্রস্তাব প্রত্যা-খ্যাত হওয়ায় পার্বতীর পিতা একচ মৃতদার প্রৌঢ় জমিদারের সহিত পার্বতীর বিবাহ দিলেন। পার্বতী শুষ্কপ্রাণে শ্বশুরালয়ে গমন করিল বটে, কিন্তু গৃহিণী-পনায় স্বামিগৃহের সকলেরই মনোরঞ্জন করিল। দেবদাস হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য গণিকা ও মদ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ক্রমান্বয়ে জটিল ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইল। এইরূপে আরও কয়েক বৎসর অতীত হইলে পর দেবদাসের ব্যাধি ভীষণ আকার ধারণ করিয়া তাহাকে একেবারে গ্রাস করিতে উদ্যত দেখিয়া সে পশ্চিমের হাওয়া ত্যাগ করিয়া বাড়ি

ফিরিল। পথে এক ষ্টেশনে নামিয়া গোশকট আরোহণে ষোল ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া যখন পার্বতীকে শেষ দেখা দিবার জন্ত তাহার শ্বশুরালয়ের সীমানায় পৌঁছিল, তখন তাহার প্রাণবায়ু পরিত্যাগের আর বিলম্ব নাই। হতভাগ্য দেবদাস মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং পার্বতীর স্বামি-পুত্রের চেষ্টায় ডোম দ্বারা তাহার গতি করানো হইল। সব ফুরাইয়া গেলে পার্বতী সংবাদ পাইয়া উন্মত্তার ন্তায় হইল।—এ চিত্র সমাজের পক্ষে হানিকর, বিষয়ের বর্ণনাও ফুটিয়া উঠে নাই।

দেবদাসী—অনুরূপা দেবী প্রণীত একটি ক্ষুদ্র গল্প। দাক্ষিণাত্যে দেবমন্দিরে যে সকল অনাথা দেবদাসী বাস করে তাহাদিগের পাপজীবন সুবিদিত। ত্রিণাবেলীর পিঙ্গলেশ্বর মন্দিরের একটি করুণ কাহিনী এই গল্পে বর্ণিত হইয়াছে। বিশোকা নাম্নী একটি অনাথা বালিকা এই মন্দিরে লালিতপালিত হইয়া গীত-বাদ্যাদি শিক্ষা করিয়া যথাকালে দেবদাসীর পদে বৃতা হয়। আরত্রিকের পর তাহার নৃত্যগীত ক্রমে দর্শকের দল বাড়াইয়া তুলিল। বিশোকার অসামান্ত রূপ ও সুললিত কণ্ঠে ত্রিণাবেলীর তরুণ রাজা আকৃষ্ট হইলেন। একদিন রাজা গোপনে বিশোকার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিবার সংকল্প জানাইলেন। বিশোকা রাজার নিকট শুনিয়া বিস্মিত হইল যে সে নামে মাত্র দেবদাসী, প্রকৃতপক্ষে সে পুরোহিতের ভোগবিলাসিনী। এই কথা শুনিয়া বিশোকা অত্যন্ত বিচলিতা হইয়া গেল। তবে কি পিঙ্গলেশ্বর তাহার স্বামী নহেন। রাজার সহিত বিশোকার এই গোপন আলাপ অবগত হইয়া পুরোহিত স্বয়ং বিশোকার কক্ষে আসিয়া জানাইয়া গেলেন যে বাস্তবিক দেবদাসীরা সকলেই পুরোহিতের ভোগ্যা। বিশোকা এই উক্তি শুনা অবধি ঘৃণায় কাতর হইয়া পড়িল। সে দেবতার সমক্ষে বসিয়া তাহার হৃদয়ের বেদনা জ্ঞাপন করিয়া দেহ-ত্যাগ করিল এবং ইহজীবনের মত মানবের হস্ত হইতে রক্ষাপ্রাপ্ত হইল।

দেবী চৌধুরাণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। জমিদার হরবল্লভ রায়ের পুত্র ব্রজেশ্বর যথাক্রমে প্রফুল্ল, নয়নতারা এবং সাগর নাম্নী তিনটি রমণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রফুল্ল একটু অমূলক অপবাদে স্বামিগৃহে স্থান পান নাই। কিন্তু পিতৃভবনে দারিদ্র্যকষ্ট অসহ্য হওয়ায় একদিন মাতার সহিত প্রফুল্ল অনাহূত ভাবে পতিগৃহে আসিলেন। শ্বশুর তাঁহাকে বাগদীর মেয়ে বলিয়া তাড়াইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু রাত্রি হওয়ায় সে দিন আর তাঁহার যাওয়া হইল না। কনিষ্ঠা সপত্নী সাগরের সহায়তায় সেই রাত্রিতে তিনি স্বামিসহবাস লাভ করিলেন। বিদায়কালে ব্রজেশ্বর স্বনামাঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয় প্রদান করিলেন। প্রফুল্ল গৃহে ফিরিয়া গেলেন। কিছুদিন পরে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হইল। অতঃপর দুর্লভ চক্রবর্তী নামক জনৈক লোক প্রফুল্লকে নিদ্রিতাবস্থায় হরণ করিয়া পালকিযোগে লইয়া যায়। বনপথে যাইতে যাইতে বাহকেরা ডাকাতের ভয়ে পালকি ফেলিয়া পলায়ন করে। প্রফুল্ল বনের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি ভগ্ন অট্টালিকা দেখিতে পান এবং তথায় জনৈক মুমূর্ষু বৈষ্ণবের প্রদত্ত প্রভূত ধন লাভ করেন। অতঃপর প্রফুল্ল বিখ্যাত দস্যুসর্দার ভবানী পাঠকের নয়নগোচর হন। ভবানী ইঁহাকে পাঁচ বৎসর কাল শাস্ত্র, সংযম, মল্লযুদ্ধ প্রভৃতি শিক্ষা দেন। শিক্ষান্তে প্রফুল্ল দস্যুদলের নেত্রী হইয়া দেবী চৌধুরাণী নামে অভিহিত হন। ব্রজেশ্বর পিতার আদেশে কনিষ্ঠা পত্নী সাগরের পিতার নিকট টাকা ধার করিতে আসিলেন, কিন্তু পাইলেন না। ফিরিবার পথে দেবী চৌধুরাণীর আদেশে তাঁহার দল ব্রজেশ্বরকে ধরিয়া দেবীর বজরায় আনয়ন করে। সেই বজরায় সাগরও ছিল। দেবী চৌধুরাণী ব্রজেশ্বরকে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিলেন এবং স্বামীর পূর্বপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়টিও প্রদান করিলেন। সাগরকে লইয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে অঙ্গুরীতে নিজের নাম দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, প্রফুল্লই—যাঁহাকে মৃতা বলিয়া ধারণা ছিল—দেবী চৌধুরাণী। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে টাকা প্রত্যর্পণ করিবার কথা। কিন্তু হরবল্লভ রায় টাকা পরিশোধের কোন ব্যবস্থা না করিয়া দেবীকে ধরাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে রঙ্গপুরের কালেক্টর গুডল্যাড সাহেবের নিকট গমন করিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে দেবী বজরা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, এমন সময় লেফটেনাণ্ট ব্রেনান্‌কে সঙ্গে লইয়া হরবল্লভ দেবীকে ধরিতে আসিলেন। ইহার অনতিকাল পূর্বে ব্রজেশ্বর পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে দেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। দেবী কৌশল করিয়া ব্রেনান্‌কে বজরায় আনাইয়া বন্দী করিলেন। দেবীকে সনাক্ত করিবার জন্ত হরবল্লভও বজরায় আসিলেন। আকাশে ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ের মুখে সিপাহী সৈন্তকে সন্ত্রস্ত ও বিদলিত করিয়া দেবীর বজরা বায়ুবেগে ছুটিল। পরদিন ব্রেনান্‌কে মুক্তি দেওয়া হইল। দেবীসহচরী নিশি হরবল্লভকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া স্বীয় ভগিনীর সহিত ব্রজেশ্বরের বিবাহ হইবে এইরূপে প্রতিশ্রুত করাইয়া তাঁহাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন। অতঃপর দেবী দস্যুদলের সংস্রব ত্যাগ করিয়া ব্রজেশ্বরের সহিত নববধূবেশে শ্বশুরালয়ে আসিলেন। প্রফুল্ল সংসারাশ্রমে আসিয়া সকলের প্রীতিভাজন হইয়া গৃহধর্ম পালন করিতে লাগিলেন।

দেবীপুরাণ—সংস্কৃত উপপুরাণ। ইহাতে ঘোর দৈত্যের উপাখ্যান, সনৎকুমারীর যোগ, শক্রধ্বজোৎসব বিবরণ, ভগবতীর সহিত ঘোরের যুদ্ধ ও দেবীহস্তে ঘোর দৈত্যের নিধন, বিবিধ দেবীব্রত, দেবীস্বরূপ নিরূপণ, গ্রহযোগ বিবরণ, মাস ও তিথি-বিশেষে দেবীপূজা ও তাহার ফল, বিনায়ক যাগ, দুর্গ ও পুরদ্বারাদি নির্মাণবিধি, তীর্থবিবরণ, অষ্টম পাতাল বর্ণন, দেবীর পূজা-বিধান, বিবিধ ব্রত ও দানাদি নিরূপণ, আয়ুর্বেদকথন, দেহশুদ্ধি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ইহার বক্তা বশিষ্ঠ ও শ্রোতা ঋষিগণ।

দেবী ভাগবত—সংস্কৃত পুরাণ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। মূল গ্রন্থ মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত। ইহাতে আঠার হাজার শ্লোক আছে। শক্তির লীলা-মাহাত্ম্য এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।

দেশী ও বিলাতী—গল্পের বই। প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে কয়েকটি দেশী গল্প এবং বিলাতী গল্প আছে। বিলাতে গিয়া আমাদের দেশের ছাত্রগণ সাধারণতঃ কিরূপভাবে জীবন যাপন করেন, তাহার পরিচয় বিলাতী গল্পগুলিতে আছে। [গ্রঃ।

দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা—'বত্রিশ সিংহাসন'

দ্বাদশ কবিতা—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।

ধম্মপদ—বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। চারুচন্দ্র বসু প্রণীত। হিন্দুদিগের ভগবদ্গীতার ন্তায় ধম্মপদ গ্রন্থ বৌদ্ধদিগের নিকট আদরণীয়। বুদ্ধ তথাগত ইহাতে স্বীয় ধর্মের মূল মর্ম সংক্ষিপ্ত ভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্রের সুত্ত (সূত্র) পিটকের

অন্তর্গত। কোন্‌গুলি সৎ কর্ম এবং কোন্‌গুলি অসৎ কর্ম ইহাই নানা আকারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার টীকাকার বুদ্ধঘোষ বলেন যে, এই পুস্তকের সকল উক্তিই বুদ্ধদেবের নিজের। মূল গ্রন্থখানি পালি ভাষায় রচিত।

ধর্মতত্ত্ব—বাঙ্গালা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে সুখ কি, দুঃখ কি, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, ভক্তি ও ভক্তির মূল উদ্দেশ্য কি, ভগবদ্গীতার মর্ম, অনুশীলন কি, দয়া কাহাকে বলে, প্রভৃতি বিষয়সমূহ গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। হিন্দুদর্শন ও ইয়ুরোপীয় দর্শন এতদুভয়েরই আলোচনা করিয়া ধর্মের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

ধর্মতত্ত্বদীপিকা—বাঙ্গালা ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। ব্রহ্মধর্ম যে পরম সত্যধর্ম ইহা প্রদর্শন, এবং তদ্বিষয়ক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ধর্মতত্ত্ববিবেক—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। ব্রাহ্মধর্ম যে পরম সত্যধর্ম তাহার প্রদর্শন, এবং তদ্বিষয়ক তত্ত্বসমূহের ব্যাখ্যানই ইহার উদ্দেশ্য।

ধর্মনীতি—বাঙ্গালা নীতিগ্রন্থ। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। ধর্মপ্রবৃত্তি, কর্তব্যাকর্তব্য-নিরূপণ, আত্মবিষয়ক কর্তব্য কর্ম, গৃহকর্ম ও অন্যের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, উদ্বাহ, দম্পতির পরস্পর ব্যবহার, সন্তানের প্রতি মাতাপিতার কর্তব্য, শিক্ষাদান প্রণালী, বালকদিগের পাঠ্যপুস্তক, মাতাপিতার প্রতি সন্তানের ব্যবহার, প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ধর্মপাল—ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্ত রাজবংশের লোপ হইলে, গৌড়দেশে প্রজাবৃন্দকর্তৃক পালবংশীয় প্রথম নরপতি গোপালদেব রাজপদে বৃত হন। "গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যে আশ্রয়ভিখারী চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়া আর্যাবর্তে সার্বভৌম পদ লাভ করিয়াছিলেন।" এই সর্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করিয়া বর্তমান উপন্যাস লিখিত হইয়াছে।

ধর্মপূজা-বিধান—রামাই পণ্ডিত বিরচিত। এসিয়াটিক সোসাইটীর একখানি তালপত্রের পুঁথি অবলম্বনে ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। গ্রন্থের ভূমিকায় বৌদ্ধধর্মের স্তরানুক্রমিক আলোচনা আছে। ইহাতে বৌদ্ধধর্মের উত্থান-পতনের কৌতূহলজনক ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্মমঙ্গল (শ্রী)—বাঙ্গালা কাব্য। ঘনরাম চক্রবর্তী প্রণীত। শ্রীধর্মের পূজার প্রচার জন্য দেবীশাপে অম্বুবতী অপ্সরা মর্তে রঞ্জাবতী নামে জন্মগ্রহণ করেন। রাজা কর্ণসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। রঞ্জাবতী পুত্রকামনায় ধর্মের নিকট শালে ভর দিয়া জীবনত্যাগ করিলে ধর্মের কৃপায় পুনর্জীবন ও পুত্রবর লাভ করেন। পরে তাঁহার লাউসেন নামে পুত্রের জন্ম হয়। লাউসেন হইতে পৃথিবীতে ধর্মের পূজা প্রচারিত হয়।

"ধর্মমঙ্গল" হাকন্দ পুরাণ অবলম্বনে রচিত। "ধর্ম" দেব সম্বন্ধে প্রথমে ময়ূরভট্ট, পরে খেলারাম (১৫২৭ খ্রীঃ), ও তাঁহার পরে রূপরাম গ্রন্থ রচনা করেন। ঘনরাম এই সকল গ্রন্থ হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া "ধর্মমঙ্গল" গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৭১৩ খ্রীঃ এই গ্রন্থরচনা সমাপ্ত হয়। উপাখ্যান ভাগের পূর্বাংশ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ "রঞ্জাবতী" নামে একখানি নাটক রচনা করেন।

ধূপছায়া—গল্পের বই। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে ছয়টি মৌলিক গল্প ও আটটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ আছে।

ধূমকেতু—অনুরূপা দেবী প্রণীত একটি রহস্যমূলক গল্প। কৃপণ তারিণী দত্ত উচ্চ সুদে টাকা ধার দিয়া লক্ষাধিক টাকা সঞ্চয় করিয়াছে। তারিণীর স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। সংসারে থাকিবার মধ্যে আছে কেবল একটি দৌহিত্রী, নাম সুহাসিনী। সুহাসিনী বয়স্থা হইলেও তারিণী বিবাহের কোন চেষ্টাই করিল না, কিন্তু সে ধনী বলিয়া ঘটকেরা স্বেচ্ছায় সম্বন্ধ আনিতে ছাড়িল না। তারিণী বেশী ব্যয়ে ভাল পাত্রে দৌহিত্রীর বিবাহ দিতে একান্ত অসম্মত। অবশেষে একটি দরিদ্রা বিধবার পুত্র অপ্রকাশের সহিত সুহাসিনীর বিবাহ হইয়া গেল। অপ্রকাশ আশা করিয়াছিল যে তারিণী তাহার অধ্যয়নের ব্যয় যোগাইবেন। কিন্তু তারিণী তাহাতে সম্মত হইল না। তারিণীর পৌত্রসম্পর্কীয় দেবনাথ দেখিল যে তারিণী জামাতাকে কিছুতেই সাহায্য করিতে ইচ্ছুক নহে। তখন অপ্রকাশের প্রতি করুণাপরবশ হইয়া সে কিছুদিন তারিণীর বাটীতে বাস করিল এবং তাহার কৃপণস্বভাবের সমর্থন করিয়া অচিরকাল মধ্যে তাহার পরম স্নেহভাজন হইয়া উঠিল। এমন সময় হ্যালির ধূমকেতু গগনে দেখা দিল এবং ১৮ই মে তারিখে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে বলিয়া পণ্ডিতগণ ঘোষণা করিলেন। দেবনাথ তারিণীকে বুঝাইল যে পৃথিবীর ধ্বংস যখন অনিবার্য তখন টাকা লইয়া আর কি হইবে। তারিণী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দৌহিত্রী জামাতার নামে লিখিয়া দিল। দেবনাথও পাঁচ হাজার টাকা পাইল। ১৮ই মে ভালভাবেই কাটিল, কিন্তু তারিণী আর দানপত্র প্রত্যাহার করিল না।

ধ্রুবতারা—উপন্যাস। যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রণীত। লেখকের আধুনিক বাঙ্গালী সমাজের চিত্র স্বভাবানুযায়ী হইয়াছে।

নকুলীশ পাশুপত দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

নন্দকুমার (মহারাজ)—বাঙ্গালা ইতিহাস-বিষয়ক গ্রন্থ। চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে বঙ্গের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, মহারাজ নন্দকুমারে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পর বঙ্গদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণ তন্তুবায় কৃষক প্রভৃতির উপর যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। ১৭৬৫ সালের ১০ই অগস্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদের স্বার্থসাধনের নিমিত্ত লবণ, তামাক ও গুবাকের বাণিজ্য সম্বন্ধে যে নিয়ম প্রচার করেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে আছে। কি কারণে ও কিরূপে বিচারপতি ইম্পে নন্দকুমারের ফাঁসি দিয়াছিলেন, তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ গ্রন্থকার এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নন্দবিদায়—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। অতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত। মথুরাধিপতি কংস যজ্ঞচ্ছলে কৃষ্ণ ও বলরামকে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে হত্যা করিবার সংকল্প করেন। তাঁহার আদেশানুসারে অক্রুর বৃন্দাবনে গমন করিয়া নন্দ ও অন্যান্য গোপগণসহ রামকৃষ্ণকে মথুরায় আনয়ন করেন। কৃষ্ণ মথুরায় আগমনপূর্বক কংসের সকল ষড়্‌যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া তাঁহাকে সংহার করেন, এবং জনকজননী বসুদেব ও দেবকীকে কারামুক্ত করেন।

নবকথা—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

'অঙ্গহীনা' প্রভৃতি সপ্তদশটি গল্পের সমষ্টিতে 'নবকথা'র সৃষ্টি। ইহাদের কয়েকটি মুখরোচক বটে, কিন্তু অপরগুলি অবান্তর বিষয়ের ভাবে আচ্ছন্ন। আমরা দুই একটি গল্পের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিলাম।

(১) 'অঙ্গহীনা'- শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় দরিদ্র কেরানী। একটি পুত্র ও তিনটি কন্যা। পুত্রটি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। যাহা কিছু পৈত্রিক সম্পত্তি ছিল তাহা ঘুচাইয়া জ্যেষ্ঠা কন্যাকে পাত্রস্থ করিয়াছেন। মধ্যমা শৈলবালার বিবাহের জন্য বিশেষ ভাবনা। পুত্র আশুর সহপাঠী মোহিনী জমিদারপুত্র এবং চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পালটি ঘর। মোহিনী প্রায়ই আশুদের বাটী যাতায়াত করে। তাহার ও শৈলবালার মধ্যে প্রণয়োন্মেষ দেখা দিল। শ্যামাচরণ মোহিনীর পিতার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলেন। কারণ মোহিনীর পিতার প্রার্থনা মত যৌতুক দিবার তাঁহার সাধ্য নাই। অগত্যা শৈলবালার বিবাহ অন্যত্র স্থির করিতে হইল। বিবাহের কিছুদিন পূর্বে দৈবক্রমে একদিন শৈলবালার বামহস্তের একটি অঙ্গুলি কাটিয়া গেল। বিবাহের আসরে সে অঙ্গহীনা বলিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িল, সুতরাং বরপক্ষীয়েরা বিবাহের আসর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। শ্যামাচরণের জাতি যাইবার উপক্রম। আশু ছুটিয়া মোহিনীর বাসায় গিয়া তাহাকে সমুদয় কহিয়া তাহাকে লইয়া আসিল। মোহিনীর সহিত শৈলবালার বিবাহ হইয়া গেল।

(২) হিমানী—একটি করুণ রসপূর্ণ ক্ষুদ্র প্রণয়কাহিনী। মণিভূষণ মেধাবী ছাত্র, কলেজে অধ্যয়ন করে। কলেজের অধ্যাপক কালিদাস মিত্র দেশীয় খ্রীষ্টান, মণিভূষণ হিন্দু। তাহার প্রতি অধ্যাপকের বিশেষ স্নেহ। মণিভূষণ অধ্যাপক মহাশয়ের বাড়ীতে প্রায়ই গিয়া থাকে। হিমানী নাম্নী অধ্যাপক মহাশয়ের একটি কন্যাকে মণিভূষণ প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল—হিমানীও সুযোগ্য প্রতিদান দিল। কিন্তু উভয়ে ভিন্ন জাতীয়, সুতরাং বিবাহ অসম্ভব। মণিভূষণ একদিন নিতান্ত অনিচ্ছায় হিমানীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। মণিকে অন্যত্র বিবাহ করিতে হইল। কিন্তু হিমানী আর বিবাহ করিল না। মণি স্ত্রী নবদুর্গাকে ভালবাসিতে পারিল না। মণির মাথার অসুখ হওয়ায় ডাক্তারের উপদেশ অনুসারে নবদুর্গাকে পিত্রালয়ে পাঠাইতে হইল। ইতঃপূর্বে হিমানীর পিতৃবিয়োগ হওয়ায়, সে কৃষ্ণনগরে থাকিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেছে। নবদুর্গারও পিত্রালয় কৃষ্ণনগরে। নবদুর্গা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া হিমানীর চিকিৎসাধীনে নীতা হইল। হিমানীর পরিচয় পাইতে বিলম্ব হইল না। নবদুর্গার জীবনাশা নাই দেখিয়া হিমানী একদিন মণির বাসাবাটীতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে একেবারে বিস্মিত করিয়া দিল। হিমানীর অনুরোধে মণি কৃষ্ণনগরে গমন করিল। হিমানী স্বীয় দেহের রক্ত নবদুর্গার দুর্বল দেহে চালনা করিল, কারণ নবদুর্গার জীবনীশক্তি একেবারেই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছিল। মণির নিকট শেষ বিদায় লইয়া হিমানী স্বীয় অঙ্গের শিরাপথের আবদ্ধ স্থান উন্মোচন করিয়া স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করিল। ইহজগতে মিলনের আশা নাই দেখিয়া হিমানী স্বীয় দেহের রক্ত মণির স্ত্রীর দেহে সঞ্চারিত করিয়া দয়িতসেবার অভিনব পথ আবিষ্কার করিয়া লইল।

নবগীতা—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে গণেশগীতা, যমগীতা, জীবন্মুক্তি গীতা, হংসগীতা, পাণ্ডবগীতা, গীতাসার, নারদগীতা, পিতৃগীতা, সপ্তশ্লোকী গীতা এই নয়টি গীতা আছে। আত্মতত্ত্ব-নিরূপণ এই সকল গীতার উদ্দেশ্য। মূলের সহিত অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে।

নবনাটক—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত। গণেশ বাবু নামক জনৈক জমিদার পত্নীপুত্র বিদ্যমানেও অধিক বয়সে পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার নববিবাহিতা স্ত্রীর উৎপীড়নে, প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র দেশত্যাগী হন। প্রথমা পত্নী যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্বন্ধনে জীবন ত্যাগ করেন। পরিশেষে নব প্রণয়িনীর প্রদত্ত বশীকরণ ঔষধ সেবনের ফলে গণেশ বাবু নিজে দুঃসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে, গণেন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ভ্রাতৃদ্বয় "বহু বিবাহের অনিষ্টকারিতা দেখাইয়া যিনি উৎকৃষ্ট নাটক লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে"—এই মর্মে একটি বিজ্ঞাপন দেন। তাহার ফলে রামনারায়ণ তর্করত্ন এই "নব-নাটক"খানি লেখেন।

নববোধন—বাঙ্গালা উপন্যাস। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত। রূপনাথ চক্রবর্তী নামক জনৈক অধ্যাপক ব্রাহ্মণ স্বীয় পত্নী কমলাকে তাহার পিত্রালয় হইতে আনয়ন জন্য গমন করেন। তত্রত্য মুসলমান ফৌজদার রূপবতী কমলাকে হস্তগত করিবার জন্য সিপাহী পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে পথে বাধা দেন। রূপনাথ লাঠির জোরে সিপাহীদিগকে পরাজিত করিয়া পত্নীকে স্বভবনে আনয়ন করেন, এবং ফৌজদারের ভয়ে জমিদার রণজিৎ রায়ের আশ্রয় লন। ফলে ফৌজদারের সহিত রণজিতের বিবাদ উপস্থিত হয়। ফৌজদার যুদ্ধযাত্রা করেন। যুদ্ধে রূপনাথের ও তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শংকরের অধিনায়কত্বায় রণজিৎ দুইবার জয়লাভ করেন। তৃতীয়বারে ফৌজদার সুবাদারের নিকট সাহায্য লইয়া বহু সৈন্যসহ আক্রমণ করেন। এই সময়ে রণজিতের দেওয়ান রামরূপ ও কৃষ্ণকান্ত নামক এক ব্যক্তি রণজিতের বিপক্ষে ফৌজদারের সহায়তা করেন। কৃষ্ণকান্তের কন্যা চন্দ্রার সহিত শংকরের প্রণয় হইয়াছিল। এদিকে কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী পার্বতী শংকরের প্রণয় প্রার্থনা করে; কিন্তু প্রত্যাখ্যাত হইয়া শেষে শংকরের অনিষ্ট করিতে উদ্যত হয়। পার্বতীর উত্তেজনায় ও মন্ত্রণায় কৃষ্ণকান্ত রণজিতের বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করেন। তৃতীয়বারের যুদ্ধে ফৌজদার জয়ী হন, এবং রণজিৎ, রূপনাথ ও কমলা যুদ্ধস্থলে প্রাণবিসর্জন করেন। যুদ্ধকালে পার্বতী রামরূপকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করে। যুদ্ধশেষে শংকরের সহিত চন্দ্রার বিবাহ হয়। শংকর রূপনাথের স্মরণার্থ একটি মেলা প্রতিষ্ঠিত করেন।

নবীন তপস্বিনী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। জননী ও ছোটরানীর অনুরোধে রাজা রমণীমোহন বড়রানী প্রমদাকে সাতিশয় নিগৃহীত করেন। কিন্তু গোপনে কখন কখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। ইহাতে তাঁহার গর্ভ হইলে, রাজা ভয়ে, তাঁহার সহিত সহবাস অস্বীকার করিয়া বড়রানীর চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিলে বড়রানী অদৃশ্যা হন। কালে জননী ও ছোটরানীর মৃত্যু হইলে রাজা বড়রানীর প্রতি স্বীয় দুর্ব্যবহার জন্য সাতিশয় অনুতপ্ত ও শোকান্বিত হইলেন। বড়রানী একটি পুত্র প্রসব করিয়া রাজাকে কাতরপূর্ণ একখানি পত্র লেখেন। রাজা গোপনে গোপনে সত্তর বৎসর ধরিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করেন, কিন্তু বিফলকাম হন। রাজার বিবাহের জন্য রাজ-সভাপণ্ডিত বিদ্যাভূষণের কন্যা কামিনী নির্বাচিত হন। রাজা আদৌ বিবাহ করিতে অস্বীকৃত

হন এবং প্রকাশ্য সভায় বড়রানীর প্রেরিত পত্রখানি পাঠ করান। এমন সময়ে বিদ্যাভূষণ একটি তাপসকুমারকে ধৃত করিয়া সভায় আনিয়া বলেন যে, এই যুবকটি "হাঘরের" ছেলে, ও সে কামিনীকে জাদু করিয়া তাঁহার মাতার নিকট ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল। কামিনীর সহিত সেই যুবকের মাতা তপস্বিনীকে সভায় আনয়ন করা হইল। তপস্বিনীকে দেখিয়া রাজা বুঝিলেন যে, তিনিই বহুদিন নিরুদ্দিষ্টা বড়রানী, আর যুবকটি তাঁহারই পুত্র বিজয়। তখন রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইয়া প্রমদাকে গ্রহণ করিলেন এবং বিজয়ের সহিত কামিনীর বিবাহ দিলেন। জলধর নামে রাজার একটি নামেমাত্র মন্ত্রী ছিল। সে রতিকান্ত সদাগরের স্ত্রী মালতীতে আসক্ত হইয়া তাহার স্বামীকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায়ে রাজার স্বাক্ষরিত একটি আজ্ঞাপত্র গ্রহণ করে। তাহাতে লেখা ছিল যে, রাজার পীড়ার শান্তির জন্য হোঁদল কুঁতকুঁতের বাচ্চার তেলের প্রয়োজন, সেই নিমিত্ত সদাগরকে আরব দেশে গিয়া সেই জন্তু আনিতে হইবে। সদাগর মালতী ও তাহার মামাতো ভগিনী মল্লিকার পরামর্শে লুকায়িত থাকিলে, জলধর মালতীর কক্ষে প্রবেশ করে। তৎক্ষণাৎ সদাগর দ্বারে আঘাত করিলে জলধরকে লুকাইবার অভিপ্রায়ে চিটা গুড় ও তুলা মাখাইয়া. খিড়কির দ্বারে একটি লোহার পিঞ্জরে প্রবিষ্ট করানো হয়। পরে হোঁদল কুঁতকুঁতের ধাড়ী ধরা হইয়াছে, এই কথা রটনা করিয়া জলধরকে সেই অবস্থায় রাজসমীপে লইয়া যাওয়া হয়। জলধরের জগদম্বা নাম্নী একটি কদাকার ও কোন্দলপটু স্ত্রী ছিল। তাহার নিকট জলধর সর্বদাই লাঞ্ছিত ও প্রহৃত হইত।

নয়শো রূপেয়া—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত। এক সময়ে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণসমাজে কন্যাবিক্রয়-প্রথা ছিল। উক্ত প্রথার দোষকীর্তন করাই এই নাটকের উদ্দেশ্য।

নলদময়ন্তী—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পুরাণবর্ণিত নলদময়ন্তীর উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে।

নলিনীবসন্ত—বাঙ্গালা নাটক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কঙ্কন দেশের রাজা বৈজয়ন্ত সর্বদা কেবল যাদুবিদ্যার আলোচনা করিয়া পরিশেষে ভ্রাতার কাপট্যে রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং কন্যা নলিনীর সহিত পর্বত, অরণ্য প্রভৃতি নানা স্থানে দ্বাদশ বৎসর যাপন করিয়া পরে স্বীয় কুহকবিদ্যার বলে শত্রুপক্ষকে দমনপূর্বক রাজ্য অধিকার করিলেন। সেক্সপীয়রের 'Tempest' নাটক অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত।

নলোদয়—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। ইহাতে নলদময়ন্তীর উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে।

নষ্টনীড়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বাঙ্গালা বড় গল্প। ভূপতি, তাহার স্ত্রী চারু এবং ভূপতির ছোট ভাই অমলের কথা ইহাতে বলা হইয়াছে।

নসীরাম—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে গৌড়াধিপতি যোগেশনাথের পুত্র অনাথনাথের সহিত বিরজা নাম্নী এক ললনার প্রেমের চিত্র এবং ভক্তপ্রবর নসীরামের চরিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

নাগানন্দ-সংস্কৃত নাটক। হর্ষদেব প্রণীত। ইহার আখ্যানভাগ এইরূপ বিদ্যাধর রাজপুত্র জীমূতবাহন সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে করিতে পর্বতপ্রমাণ নাগাস্থি দর্শনে কৌতূহলী হন এবং জানিতে পারেন যে, এ সকল গরুড়ের ভুক্তাবশেষ। নাগগণ প্রত্যহ গরুড়কে এক একটি নাগ বলি দিতে বাধ্য হয়। অতঃপর তদ্দিবসে শঙ্খচূড় নামক নাগ গরুড়ের বলিস্বরূপে আগমন করিলে জীমূতবাহন স্বীয় জীবনদানে তাহাকে বাঁচাইতে ইচ্ছা করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্বক বধ্য শিলায় উপবেশন করেন। যথাসময়ে গরুড় আসিয়া তাঁহাকে গ্রহণ করে ও তাঁহার রক্ত পান করিতে থাকে। ইহাতেও জীমূতবাহন কাতর হইলেন না, বরং পরার্থে জীবন যাইতেছে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। গরুড় ইহাতে সাতিশয় বিস্মিত হইল। এই সময়ে জীমূতবাহনের পিতা, মাতা, পত্নী মলয়বতী প্রভৃতি বিলাপ করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হন। জীমূতবাহন তাঁহাদিগকে প্রবোধদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। গরুড়ের মনে ইহাতে নির্বেদ উপস্থিত হয়, এবং সে অতঃপর নাগহিংসা পরিত্যাগ করিতে প্রতিজ্ঞা করে। পরে জীমূতবাহনের মাতা, পিতা, পত্নী প্রভৃতি অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে উদ্যত হইলে দেবী গৌরী আসিয়া তাঁহাদিগকে নিবারণপূর্বক জীমূতবাহনকে পুনর্জীবিত করিয়া দেন।

নাট্যবিকার—বাঙ্গালা সামাজিক প্রহসন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। থিয়েটার দর্শনে বা কুরুচিপূর্ণ পুস্তকপাঠে ভদ্রমহিলাগণের মধ্যে সময়ে সময়ে যে কিরূপ ঘোরতর মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহা প্রদর্শন করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।

নারদগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

নারদীয় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

নারায়ণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ছোটনাগপুরের অন্তর্গত অনন্তপুর গ্রামে বীরচন্দ্র সাহীদেব নামে ইংরাজের অধীন এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র রামচন্দ্র অকালে কালকবলিত হইলে বৃদ্ধ বীরচন্দ্র পৌত্রী নারায়ণীকে লইয়া পুত্রশোক কথঞ্চিৎ নিবারণ করিলেন। আনন্দদেব নামক এক রাজকর্মচারী রাজাকে উন্মাদ প্রমাণিত করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে স্বয়ং রাজ্যাধিকারী হইবার চেষ্টা করেন, এবং নারায়ণীর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যত হন। রতন নামক বীরচন্দ্রের অনুগত একজন ব্রাহ্মণের চেষ্টায় তুলসী নাম্নী এক বীরস্বভাবা রমণী নারায়ণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নিযুক্ত হন, এবং তিনি স্বেচ্ছায় নিজ স্বামী সদাশিবের সহিত নারায়ণীর বিবাহ দেন। তুলসীর পিতা শৈলজানন্দ ইংরাজ রাজত্ব উচ্ছেদের জন্য গোপনে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছিলেন। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় তাঁহার সে ষড়্‌যন্ত্র বিফল হইলে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। নারায়ণী জলমগ্না হইয়া আত্মহত্যা করেন, তাঁহাকে উদ্ধার করিতে গিয়া বীরচন্দ্রও জলমগ্ন হন। রাজবিদ্রোহের নেতা বলিয়া সদাশিব ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। অতঃপর রতন বৈরাগ্য অবলম্বন করে।

নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব—বাঙ্গালা প্রবন্ধ গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে নারীজাতির প্রকৃতি, তাহাদের শিক্ষার আবশ্যকতা, স্ত্রীজাতির শিক্ষাভাবহেতু বিষময় ফল, নারীজাতির স্বাধীনতা প্রভৃতি বিষয়সমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

নিগ্রো জাতির কর্মবীর—বাঙ্গালা জীবনী গ্রন্থ। বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। ইহাতে আমেরিকার প্রসিদ্ধ কর্মবীর বুকার ওয়াশিংটনের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াশিংটন নিগ্রো ক্রীতদাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধ্যবসায়বলে কিরূপে উন্নতি লাভ করিয়া জগৎপ্রসিদ্ধ হন, তাহা এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। বুকার ওয়াশিংটন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আত্মজীবন-চরিত প্রণয়ন করেন। ইহা উক্ত গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ।

নিদান—সংস্কৃত আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। মূলগ্রন্থ মাধব কর প্রণীত। ইহা চরক, সুশ্রুত প্রভৃতি বহুবিধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ হইতে সংকলিত। ইহাতে রোগ-

সকলের উৎপত্তি, কারণ, রূপ ও তাহার ভাবিকলাদির বিষয় লিখিত হইয়াছে।

নিদ্রিত পুরী—বাঙ্গালা উপন্যাস। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

মলিনা এক ব্রাহ্মণবিধবার একমাত্র কন্যা। প্রদ্যোৎ নামে এক কায়স্থ জমিদার-পুত্র নিজেকে তাহাদের কাছে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেয়—তারপর মলিনাকে বিবাহ করে। মলিনার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিলে সে মলিনাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। দুঃখে মলিনা 'লেকে' আত্মহত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু এক সন্ন্যাসী তাহাকে উদ্ধার করেন, পরে সেই সন্ন্যাসীই তাঁহার এক পরিচিতা মহিলার বাড়িতে মলিনাকে 'লেডী-কম্পেনিয়নের' কাজ যোগাড় করিয়া দেন। এই মহিলার নাম সুচন্দ্রা।

সুচন্দ্রার পিতা ছিল না। তাহার পিতা প্রচুর অর্থ রাখিয়া মারা যান। তাঁহার মৃত্যুর পর সুচন্দ্রা বীরেনকে বিবাহ করে। উপস্থিত বীরেনই সমস্ত সম্পত্তির মালিক—সুচন্দ্র তাহাকে সমস্ত দান-পত্র করিয়া দিয়াছে। বীরেন এইবার সুচন্দ্রাকে অবহেলা করিয়া এক স্ত্রীলোকের সহিত প্রেম করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সুচন্দ্রা ইহা জানিয়াছে। ইতোমধ্যে বীরেন আবার মলিনার সঙ্গেও প্রেমের খেলা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ইহার পর স্বামি-প্রেম হইতে বঞ্চিতা অভাগিনী সুচন্দ্রার মৃত্যু হয়।

এইবার সেই সন্ন্যাসীই মলিনাকে মৈত্রেয়ী নামে একটি মেয়ের সঙ্গিনীর কাজ সংগ্রহ করিয়া দেন। মৈত্রেয়ী গরীবের মেয়ে। ভাগ্যক্রমে খুব বড়লোকের সঙ্গে বিবাহ হইল, কিন্তু বড়লোক হইলে কি হইবে, সে খুব বৃদ্ধ। এখন সে বিধবা। তাহার বেশভূষা দেখিলে তাহাকে বিধবা বলিয়া মনে হয় না। মৈত্রেয়ী ভালবাসা পায় নাই, নিজেও ভালবাসে নাই। সর্বদা আমোদ-আহ্লাদে মত্ত আছে—কত রকমের যে লোক তাহার কাছে আসে যায়, তাহার ঠিক নাই কিন্তু এইটুকু আশ্চর্য—মৈত্রেয়ীর মধ্যে শত চাপল্য ও লঘুতা থাকিলেও তাহার অন্তরটি এমন একটি শুচি-শুভ্র ভাব দ্বারা আবৃত যে, মলিনার তাহাকে বড় ভাল লাগে।

অমলা মৈত্রেয়ীর বন্ধু। সে বৎসর মৈত্রেয়ী, মলিনা ও তাহার ছেলে সুকু দার্জিলিংএ বেড়াইতে আসে। অমলা নাম্নী সেই মেয়েটি এবং তাহার স্বামী তড়িৎবাবুও এই সময় দার্জিলিংএ আসে। এইখানে তাহাদের দেখা হয়। মলিনা ও সুকুর সঙ্গেও পরিচয় হয়। অমলা বনেদী ঘরের মেয়ে—আদরযত্নের মধ্যে লালিতা-পালিতা হইয়াছিল, দুঃখকষ্টের ধার কোন দিন ধারে নাই। তাহার ছেলে-মেয়ে হয় নাই, তাই সুকুর উপর তাহার বড় স্নেহ। সুকু অমলাকে মাসীমা বলিয়া ডাকে। অমলা তড়িৎকে মলিনার কথা আভাসে জানাইয়াছে। একদিন তাহার বাড়িতে তড়িৎকে দেখিয়া মলিনার সন্দেহ হয়, তড়িৎবাবুই তাহার নিজের স্বামী প্রদ্যোৎ। তারপর একদিন অমলার এখানেই দুই-জনের মুখোমুখি দেখা হয়, এবং মলিনা মূর্ছিতা হইয়া পড়ে। বাসায় আসিয়া ক্রমে অসুখ বাড়ে। একদিন মলিনা মৈত্রেয়ীকে সব কথা জানায় ও কলিকাতায় ফিরিবার পূর্বদিন বিকালে তড়িতের সঙ্গে নির্জনে দেখা হয়। তড়িৎ মলিনার কাছে ক্ষমা চায়—মলিনা ক্ষমা করে। তড়িৎ সুকুকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে চায় ও ভার গ্রহণ করিতে প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করে। মলিনা তাহাতে সম্মতি জানায়।……সেদিন রাত্রে বাহিরে ঝড় হইতেছিল—মলিনা সেই রাত্রিতেই অমলার কাছে চিঠি লিখিয়া তাহা অমলার ঘরে রাখিয়া আসিবার জন্য বাহিরে বাহির হয়—সেই ঝড়ের মধ্যেই তাহার শোচনীয় মৃত্যু ঘটে।

'নিদ্রিত পুরী'র একটা রূপক অর্থ আছে—বর্তমান বাঙ্গালী জীবনে তমের জড়তা ও অজ্ঞানের নিদ্রা আসিয়াছে।

নির্বাসিতের বিলাপ—বাঙ্গালা কাব্য। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। কোন এক ব্যক্তি হত্যাপরাধে আন্দামান দ্বীপে চির নির্বাসিত হয়। সেই নির্বাসিত ব্যক্তি সমুদ্রতটে বসিয়া কখন বিলাপ করে, কখন স্বকৃত কার্য স্মরণ করিয়া অনুতাপে আত্মগ্লানি করিতে থাকে, কখন বা কল্পনায় সমুদ্র পার হইয়া প্রত্যাবর্তন করে, কখন বা স্বপ্নে স্বীয় স্ত্রীপুত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া অপার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

নিশীথচিন্তা বাঙ্গালা প্রবন্ধ গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি চিন্তাপূর্ণ ভাবময় প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিসর্গসন্দর্শন—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রণীত। ইহাতে চিন্তা, সমুদ্রদর্শন, বীরাঙ্গনা, নভোমণ্ডল, ঝটিকার রজনী এই কয়টি পদ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নিষ্কৃতি—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গিরিশ ও হরিশ দুই সহোদর খুলতাত ভ্রাতা রমেশের সহিত একান্নবর্তী। গিরিশ কলিকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব। হরিশও পশ্চিমে থাকিয়া আইন ব্যবসায় করেন। রমেশ দাদার টাকা লইয়া কয়েকবার কারবার করিয়া ফেল হইয়াছেন এবং বাড়ি বসিয়া অন্নধ্বংস করিতেছেন। সংসারে অনাবিল শান্তি বিরাজিত। রমেশের স্ত্রী শৈলজার উপর সংসারের যাবতীয় ভার ন্যস্ত। গিরিশ ও তাঁহার স্ত্রী সিদ্ধেশ্বরী উভয়েই দেবতুল্য মানুষ। কিছুদিন পরে হরিশ স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া কলিকাতার বাটীতে আসিলেন এবং কলিকাতাতেই ওকালতি আরম্ভ করিলেন। হরিশের স্ত্রী নয়নতারা সংসারে শৈলজার একাধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া নানাপ্রকারে সংসারে অশান্তির স্রোত বহাইল। ফলে, রমেশ স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া দেশের বাটীতে বাস করিতে চলিয়া গেল। এই বাটী গিরিশ স্বীয় অর্থে ক্রয় করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের পৈত্রিক বাটী রূপনারায়ণের গর্ভে প্রবেশ করায় গিরিশের পিতা কলিকাতায় আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। হরিশ পল্লীর বাটী হইতে রমেশকে উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে মামলা রুজু করিয়া দিলেন। গিরিশের কোন বিষয়েই লক্ষ্য নাই, মামলা পরিচালনা করেন হরিশ। শৈলজার গহনাগুলি মামলা ও সংসারের খরচে রমেশ প্রায় শেষ করিয়া দিয়াছে। একদিন একটি আত্মীয়কন্যার বিবাহোপলক্ষে গিরিশ দেশের বাটীতে গিয়াছেন। শৈলজাকে নিরাভরণা দেখিয়া গিরিশের প্রাণে বাজিল। তিনি রমেশকে জব্দ করিবার জন্য বাটী প্রভৃতি পল্লীর সম্পত্তি শৈলজার নামে লিখিয়া দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন এবং আশ্বস্ত হইয়া বাঁচিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে হরিশ অগ্রজের এই কাণ্ডকারখানা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন—মামলাও আর চলিল না। এই গল্পের উপাখ্যানভাগ অপেক্ষা চরিত্র-চিত্রণ ও সহজ সরল স্বাভাবিকতা পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে।

নীরদা উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে মাতৃভক্তি ও একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

নীলদর্পণ—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। স্বরপুর গ্রামে গোলোকচন্দ্র বসু নামে জনৈক মধ্যবিত্ত লোক বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম সাবিত্রী এবং পুত্রদ্বয়ের নাম নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। নবীনমাধব নীলকরগণের অত্যাচার হইতে গ্রামের প্রজাদিগকে রক্ষা করিতেন বলিয়া নীলকুঠির

বড় সাহেব আই. আই. উড্ ইহাকে শাসন করিবার জন্ত ইহার নিরীহ পিতাকে মিথ্যা ফৌজদারী মকদ্দমায় ফেলিয়া তাঁহার কারাদণ্ড করান। কারাগারে গোলোকচন্দ্র উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। নীলকুঠির ছোট সাহেব পি. পি. রোগ সাধুচরণ ঘোষ নামক জনৈক প্রজার কন্তা ক্ষেত্রমণিকে স্বীয় কক্ষে আনয়ন করিয়া তাহার প্রতি অবৈধ বলপ্রয়োগ করিতে উদ্যত হন। নবীনমাধব তোরাপ নামক জনৈক মুসলমান প্রজার সাহায্যে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করেন। কিন্তু রোগ সাহেব গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুষি মারায় তাহার গর্ভস্রাব হয় এবং কয়েক দিন যন্ত্রণাভোগের পর তাহার মৃত্যু হয়। গোলোকচন্দ্রের মৃত্যুর পর নবীনমাধবের সহিত একদিন উড্ সাহেবের নীল বোনা লইয়া বিবাদ হয়। সাহেব নবীনমাধবকে অপমানসূচক কথা বলায় নবীনমাধব ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পদাঘাত করেন। সাহেবও নবীনমাধবের মস্তকে সাংঘাতিকভাবে লগুড়াঘাত করেন। সেই আঘাতে নবীনমাধব সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। সাবিত্রী পতিপুত্রশোকে উন্মাদিনী হন। উন্মত্তাবস্থায় তিনি কনিষ্ঠা পুত্রবধূর গলায় পা দিয়া মারিয়া ফেলেন। পরে চৈতন্য হইলে স্বকৃত কার্য অবলোকনে তিনিও প্রাণত্যাগ করেন।

'নীলদর্পণ' গ্রন্থকারের রচিত প্রথম নাটক। 'নীলদর্পণ' ইওরোপের অনেক ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর কথায়, "এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই।"

নেড়া হরিদাস—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। আজকাল এক শ্রেণীর জুয়াচোর সাধু বৈষ্ণব সাজিয়া নিরীহ লোকের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের উদর পূর্তি করিতেছে। নেড়া হরিদাস ঐ শ্রেণীর একজন পাকা জুয়াচোর বৈষ্ণব। ইহার ভণ্ডামির ব্যাপার ইহাতে লিখিত হইয়াছে।

নৈবেদ্য—বাঙ্গালা গল্প গ্রন্থ। জলধর সেন প্রণীত। ইহাতে পাঁচটি সুন্দর গল্প সন্নিবেশিত হইয়াছে।

নোটার ডেম ডি প্যারিস (Notre Dame de Paris)—ভিক্টর হিউগোর বিখ্যাত উপন্যাস। ১৪৮২ খ্রীষ্টাব্দের প্যারিসকে লইয়া ইহার ঘটনা গড়িয়া উঠিয়াছে। ক্লড ফ্রোলো, এসমারেল্ডা, কোয়াসিমোডো, ফীবাস প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

নৌকাডুবি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। রমেশচন্দ্র নামক এক হিন্দু যুবক হেমনলিনী নাম্নী একটি ব্রাহ্মকুমারীকে ভালবাসিতেন; কিন্তু রমেশের পিতা সুশীলা নাম্নী একটি হিন্দু বালিকার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর রমেশ নবোঢ়া ভার্যাকে লইয়া নৌকাযোগে বাড়ি আসিতেছিলেন। ইতোমধ্যে পথে প্রবল ঝড় উত্থিত হওয়ায় নৌকাখানি জলমগ্ন হইল। রমেশ ভাসিতে ভাসিতে এক চরের উপর উঠিলেন। ঝড় থামিলে পর তিনি দেখিলেন, ঐ চরের অপর প্রান্তে একটি নবোঢ়া বালিকা পড়িয়া আছে। রমেশ স্বতঃই তাহাকে আপনার বিবাহিতা পত্নী মনে করিয়া বাড়ি লইয়া আসিলেন। কয়েক মাস অতিবাহিত হইয়া গেলে রমেশ স্বীয় ভ্রম জানিতে পারিলেন; কিন্তু একথা বালিকাকে জানিতে দিলেন না। তিনি গোপনে গোপনে বালিকার আত্মীয়-স্বজনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি নানা কৌশলে বালিকার নিকট হইতে তাঁহার পরিচয় জানিবারও চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এইমাত্র জানিতে পারিলেন যে, বালিকাটি ব্রাহ্মণকন্যা এবং তাঁহার নাম কমলা। নিরুপায় হইয়া রমেশ কমলাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া বোর্ডিং-স্কুলে রাখিয়া দিলেন। তথায় কমলা রমেশের পত্নী পরিচয়েই থাকিল। অতঃপর রমেশ পুনর্বার সেই ব্রাহ্মকুমারী হেমনলিনীর অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবারও উপক্রম হইয়া উঠিল। কিন্তু রমেশের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী অক্ষয় কমলার ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিল এবং কমলা যে রমেশের বিবাহিতা পত্নী, তাহা প্রচার করিয়া দিল। তখন রমেশ লজ্জায় ও ঘৃণায় তাড়াতাড়ি প্রকৃত ব্যাপার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া খুলিয়া বলিবারও অবসর না পাইয়া কমলাকে লইয়া স্টীমারযোগে কলিকাতা পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রমেশ আপনার চরিত্র ও কমলার ধর্ম অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেভাবে চলিতে লাগিলেন, তাহাতে বালিকার মনে সময়ে সময়ে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইতে লাগিল, কিন্তু সরলা বালিকা প্রকৃত ব্যাপার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না।

অতঃপর রমেশ কমলাকে লইয়া গাজিপুরে বাস করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে একদিন কমলা হঠাৎ আসল কথা জানিতে পারিল। রমেশ হেমনলিনীকে ভুলিতে পারেন নাই। তিনি হেমনলিনীকে আদ্যন্ত সমস্ত কথা জানাইবার জন্য একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবক্রমে পত্রখানি ডাকে দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঐ পত্র কোনক্রমে কমলার হস্তগত হইলে পত্রপাঠে কমলার চক্ষু ফুটিল। প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিয়া তিনি লজ্জায় ম্রিয়মাণা হইলেন। অতঃপর কমলা রমেশের আশ্রয় হইতে পলায়ন করিয়া কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। তথন নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর কমলা আপনার প্রকৃত স্বামীর সন্দর্শন লাভ করিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রা জানিয়া পত্নীভাবে সাদরে গ্রহণ করিলেন।

ন্যায়দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

প

পঞ্চগীতা—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ভূধর চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইহাতে বঙ্গানুবাদ সহ গুরুগীতা, ভগবতী গীতা, রামগীতা, শিবগীতা, উদ্ধবগীতা, এই পাঁচখানি গীতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। আত্মতত্ত্বনিরূপণই এই সকল গীতার উদ্দেশ্য।

পঞ্চতন্ত্র সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিষ্ণুশর্মা প্রণীত। ইহাতে গল্পচ্ছলে ও উদাহরণচ্ছলে রাজনীতি, ধর্মনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পঞ্চদশী—সংস্কৃত উপনিষৎ। শ্রীমদ্ভাগবত বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর কৃত। ইহাতে আত্মতত্ত্বনির্ণয়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে প্রকৃতি ও প্রকৃতি হইতে স্থূল সূক্ষ্ম চরাচরের উৎপত্তি, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের স্বরূপ নির্ণয়, বিজ্ঞানময়াদি কোষপঞ্চকের নিরূপণ, দ্বৈতাদ্বৈত বিচার দ্বারা পরমাত্মার অদ্বৈতস্বরূপনির্ণয়, তত্ত্বমসি মহাবাক্যের বিচার, চিত্রপটের অবস্থান্তরের ন্যায় পরমাত্মার জগদ্রূপে পরিণতি, আত্মজ্ঞান লাভে তৃপ্তি, কূটস্থ বিচার, অব্যক্ত পরমাত্মাকে সাকার রূপে ধ্যান, অধিকারিভেদে বিহিত ইহার নিরূপণ, আত্মজ্ঞান লাভে পরমানন্দ প্রাপ্তি, ইত্যাদি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিষয় ইহাতে নিরূপিত হইয়াছে।

পঞ্চভূত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চভূতকে প্রশ্নকর্তা বা শ্রোতা এবং কবি আপনাকে বক্তারূপে কল্পনা করিয়া ইহাতে মানব-চরিত্রের এবং কতকগুলি মানবীয় রীতি ও ব্যবহারের আলোচনা করিয়াছেন।

পঞ্চরাত্র মহাকবি ভাসকৃত সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ। [illegible] ভট্টাচার্য

কুন্ত। মহাভারতের উপাখ্যান লইয়া মূল নাটকখানি রচিত।

পঞ্চস্তোত্র—শংকরাচার্য বিরচিত। বাণী-নাথ নন্দী কর্তৃক সংকলিত। ইহাতে নির্গুণমাষ্টক স্তোত্র, অন্নপূর্ণা স্তোত্র, হরি-স্তুতি, শিবস্তোত্র এবং যমুনাষ্টক স্তোত্র—এই পাঁচটি স্তোত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে। মূলের সহিত বঙ্গানুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে।

পঞ্চানন্দ—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে যে কয়েকটি প্রস্তাব আছে, তাহার সকল-গুলিই বিদ্রূপোক্তিতে পূর্ণ। পঞ্চানন্দ সমাজের কোন নেতৃদলকেই ছাড়েন নাই, —সকলকেই অল্পাধিক ব্যঙ্গ-কষাঘাত করিয়াছেন।

পণ্ডিত মশাই—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কুঞ্জ বোষ্টমের সহোদরা কুসুম যখন পঞ্চমবর্ষীয়া, তখন বৃন্দাবনের সহিত তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহের অল্পকাল পরেই কুঞ্জের মাতার সম্বন্ধে একটা অলীক দুর্নাম রটে, তাহাতে বৃন্দাবনের পিতা পুত্রের পুনরায় বিবাহ দেন। কুঞ্জের মাতাও রাগে সপ্তমবর্ষীয়া কন্যা কুসুমকে কোন এক স্থানে লইয়া গিয়া কণ্ঠীবদল করান বলিয়া জনশ্রুতি রটে। ইহার অল্পকাল পরেই কুঞ্জের মাতা ইহলোক ত্যাগ করেন, সুতরাং প্রকৃত কণ্ঠীবদল হইয়াছিল কিনা তাহা কুঞ্জ বা কুসুম বড় হইয়াও জানিতে পারে নাই। যাহা হউক, কুসুম বিধবার ন্যায় ভ্রাতার সংসারে দিনপাত করিত। বৃন্দাবনেরও অল্পকাল পরে পিতৃবিয়োগ হয়। তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রীও চরণ নামে একটি পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হয়। কুসুম শিক্ষিতা, রূপবতী ও বুদ্ধিমতী। কুঞ্জ ফিরি করিয়া যাহা কিছু উপার্জন করে তাহাতে কুসুম স্বীয় সূচীকার্যজাত উপার্জনের সহিত কোনপ্রকারে সংসার চালাইয়া দেয়। বৃন্দাবন সুশিক্ষিত। বাটীতে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করিয়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে স্বয়ং শিক্ষাদান করে। সে সংগতিপন্ন ও উদারপ্রকৃতিক। বৃন্দাবন কুসুমকে পুনরায় গ্রহণ করিবার চেষ্টা পাইলেও কুসুম অভিমানভরে এবং কণ্ঠী-বদলের নামে বৃন্দাবনের ঘর করিতে সম্মতা হইল না। চরণ মাঝে মাঝে আসিয়া কুসুমের নিকট বাস করে এবং তাহাকে মাতৃজ্ঞানে ভালবাসে। কুঞ্জ একটি অবস্থাপন্ন বিধবার একমাত্র সন্তান ব্রজেশ্বরীকে বিবাহ করে এবং শ্বশুরালয়ে গিয়া বাস করিতে থাকে। কিছুদিন পরে কুসুমকেও সে তাহার শ্বশুরালয়ে লইয়া যায়। বৃন্দাবনের গ্রামে কলেরা দেখা দেয়। মহামারী প্রবল মূর্তিতে গ্রামকে গ্রাস করিল। বৃন্দাবনের মাতা এই রোগে প্রাণ হারাইলেন। একমাত্র পুত্র চরণও রোগে আক্রান্ত হইল। কুসুম ইতোমধ্যে কণ্ঠীবদল যে অলীক তাহা অবগত হইয়া স্বামীর ঘর করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। এক্ষণে শাশুড়ীর মৃত্যু ও চরণের পীড়ার সংবাদ পাইয়া একাকিনী বৃন্দাবনের বাটী আসিয়া উপস্থিত হইল। বৃন্দাবন কুসুমকে দেখিয়া চরণের নিকট লইয়া গেল। কুসুম চরণকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইল কিন্তু মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারিল না। বৃন্দাবন পুত্রের মৃত্যুতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিল এবং পাঠশালাটির ব্যয়নির্বাহের জন্য যাবতীয় সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিয়া কেশব নামক একজন শিক্ষিত বন্ধুর হস্তে অর্পণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিল। কুসুম পুত্র হারাইয়াছে কিন্তু স্বামী হারাইতে একেবারে অসম্মতা হওয়ায় তাহাকেও সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবন চিরকালের মত পিতৃ-ভবন ত্যাগ করিল।

পথের পাঁচালী—বিভূতিভূষণ বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালা উপন্যাস। লেখকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'অপরা-জিতা'র ইহা দ্বিতীয় খণ্ড। অপুর্ব নামে একটি বালকের বাল্য ও কৈশোর জীবন লইয়া বইখানি রচিত হইয়াছে। ইহাতে সর্বজয়া, দুর্গা, রাণীদি, অপুর্বর পিসিমা প্রভৃতির কথা লেখা আছে।

পদকল্পতরু (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থ। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে বৈষ্ণবদাস কর্তৃক সংকলিত। ইহাতে প্রাচীন বৈষ্ণব পদকর্তৃগণের পদসমূহ সন্নি-বেশিত হইয়াছে।

পদকল্পলতিকা—বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদগ্রন্থ। গৌরীমোহন দাস কর্তৃক সংকলিত। শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকাহিনী অবলম্বনে প্রাচীন কবিগণ যে সকল পদ রচনা করিয়াছেন, ইহাতে তাহারই কতকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

পদাঙ্কদূতম্—সংস্কৃত কাব্য। শ্রীকৃষ্ণ-সার্বভৌম বিরচিত। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিলে বিরহকাতরা রাধা উন্মাদপ্রায় হন, এবং কুঞ্জবহির্ভাগে শ্রীকৃষ্ণের পদাঙ্ক (পদচিহ্ন) দর্শনে তাহাকেই দূতরূপে মথুরায় শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে অনুরোধ করেন। এই ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য রচিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

পদ্মা—সচিত্র কবিতা গ্রন্থ। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে প্রেম, প্রকৃতি-বর্ণন ও অন্যান্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পদ্মাবতী—মিলনান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। একদা ইন্দ্রপত্নী শচী, কুবেরপত্নী মুরজা এবং মন্মথসঙ্গিনী রতিদেবী এক পর্বতোপরি যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ একটি সুবর্ণ পদ্ম লইয়া তথায় উপস্থিত হন, এবং শচী, মুরজা ও রতির মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা সুন্দরী তাঁহাকেই সেই পদ্মটি গ্রহণ করিতে বলিয়া চলিয়া যান। ইহাতে তিনজনের মধ্যে কে অধিক সুন্দরী, ইহা লইয়া বিবাদ আরম্ভ হয়। এই সময়ে বিদর্ভরাজ ইন্দ্রনীল মৃগয়াব্যপদেশে তথায় উপস্থিত হইলে, দেবীত্রয় তাঁহাকেই এই বিষয়ের মধ্যস্থতা করিতে অনুরোধ করেন। ইন্দ্রনীল রতিকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া নির্দেশ করেন। ইহাতে শচী ও মুরজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। এদিকে রতিদেবী মাহেশ্বরী পুরীর অধীশ্বর যজ্ঞসেনের কন্যা পদ্মাবতীকে স্বপ্নে ইন্দ্রনীলের মূর্তি প্রদর্শন করেন, এবং চিত্রকরী বেশে ইন্দ্রনীলের চিত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করেন। ইহাতে পদ্মাবতী ইন্দ্রনীলের প্রতি অনুরাগিণী হন। রাজা ইন্দ্রনীলও পদ্মাবতীকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং ছদ্মবেশে পদ্মাবতীর স্বয়ংবর সভায় গমন করেন। পদ্মাবতী তাঁহাকে রাজবংশসম্ভূত নহে জানিয়া হতাশ হইয়া পীড়িতা হন। ইহাতে স্বয়ংবর বন্ধ হইয়া যায়, এবং স্বয়ংবরোদ্দেশে সমাগত রাজন্যবৃন্দ স্ব স্ব স্থানে প্রতিগমন করেন। পরে ঘটনাক্রমে ইন্দ্রনীলের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হইয়া পড়িলে রাজা যজ্ঞসেন ইন্দ্রনীলের হস্তে পদ্মাবতীকে অর্পণ করেন। ইহাতে রাজন্যবৃন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রনীলকে আক্রমণ করেন। এই অবসরে শচী ও মুরজার অনুরোধে কলি সারথিবেশে আসিয়া পদ্মাবতীকে হরণপূর্বক তাঁহাকে ইন্দ্রনীলের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করেন। পতির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে পদ্মাবতী আত্মহত্যার উদ্যোগ করিলে রতিদেবী কাঠুরিয়া পত্নীবেশে আসিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন, এবং মহর্ষি অঙ্গিরার আশ্রমে রাখিয়া আসেন। এই সময়ে মুরজা জানিতে পারেন যে, পদ্মাবতী তাঁহারই শাপভ্রষ্টা আত্মজা। তিনি শচীকেও সকল কথা বলিলেন। এদিকে ইন্দ্রনীল যুদ্ধে জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু পদ্মা-বতীকে না দেখিয়া তাঁহার অনুসন্ধানে

বহির্গত হইলেন। পরে অঙ্গিরার আশ্রমে উভয়ের মিলন হয়। শচী ও মুরজাও আসিয়া দম্পতিকে আশীর্বাদ করেন।

'পদ্মাবতী নাটক' গ্রীক পুরাণোক্ত একটি ঘটনার অনুকরণে রচিত। Discordia (বিবাদাধিষ্ঠাত্রী দেবী) একটি আপেল ফল Juno, Pallas এবং Venus এই তিন দেবীর সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলেন যে, ইহা সর্বাপেক্ষা সুন্দরীর জন্য। ট্রয় নগরীর যুবরাজ Parisকে মধ্যস্থ মানা হইলে তিনি Venusকে ঐ ফলটি দেন। Venus ইহাতে তুষ্ট হইয়া Helena নাম্নী রাজকন্যাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করেন। ইহাতে Juno এবং Pallas কুপিতা হইয়া প্যারিসের সর্বনাশ সাধন করে ট্রয় নগরীর অবরোধ সম্পাদন করেন।

পদ্মিনী—ঐতিহাসিক নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আলাউদ্দীন গুজরাটজয়ে যাত্রা করিলে চিতোরের রানা লক্ষ্মণসিংহ গুজরাটের সাহায্যার্থে গমন করেন। চিতোর অরক্ষিত বিবেচনা করিয়া আলাউদ্দীন গুপ্তপথে আসিয়া চিতোর আক্রমণ করেন। কিন্তু রানার পিতৃব্য ভীমসিংহের নিকট পরাজিত হন। যুদ্ধের পর তিনি ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর অলৌকিক রূপলাবণ্যের কথা শ্রবণ করিয়া ভীমসিংহের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করেন, এবং একবার পদ্মিনীকে দেখিবার জন্য ভীমসিংহের নিকট প্রার্থনা করেন। ভীমসিংহ সম্রাট্‌কে দর্পণে স্বীয় পত্নীর প্রতিবিম্ব দেখান। তদ্দর্শনে আলাউদ্দীন উন্মত্তপ্রায় হন, এবং কৌশলে ভীমসিংহকে বন্দী করেন। পদ্মিনী স্বামীকে মুক্ত করিবার জন্য সাত শত দাসীসহ সম্রাটের শিবিরে যাইতে স্বীকৃতা হন। তখন সাতশত রাজপুতবীর শিবিকায় আরোহণ করিয়া সম্রাটের শিবিরে প্রবেশপূর্বক ভীমসিংহকে মুক্ত করে। অতঃপর আলাউদ্দীন বহু সৈন্যসহ চিতোর আক্রমণ করেন। সে যুদ্ধে চিতোরের রাজপুতবৃন্দ একে একে সমরশয্যায় শায়িত হইলে পদ্মিনীপ্রমুখ অন্তঃপুরচারিণীগণ অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জন করেন।

পদ্মিনী উপাখ্যান—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। রাজপুতানার অন্তর্গত চিতোরের অধিপতি রানা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনীর প্রচলিত আখ্যান অবলম্বনে এই কাব্য রচিত।

পদ্যাবলী—সংস্কৃত কোষকাব্য। রূপ গোস্বামি সংকলিত। যৎকালে রূপ রামকেলীতে গৌড় বাদশাহের মন্ত্রিত্বকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে তাঁহার নিকট নানা স্থান হইতে পণ্ডিতমণ্ডলী সমাগত হইতেন; তাঁহাদেরই নিকট হইতে এই পদ্যাবলী সংগৃহীত বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহাতে কৃষ্ণমহিমা, ভজন মাহাত্ম্য, ভক্তগরিমা, অষ্টবিধ নায়িকা, দানলীলা, নন্দপ্রণাম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পরমকল্যাণ গীতা—পরমহংস শিবনারায়ণস্বামিকৃত। লোকে যাহাতে ধর্মাধর্ম বিনির্ণয়ে সমর্থ এবং উত্তমরূপে ব্যবহার ও পরমার্থ কার্য বুঝিয়া তদনুষ্ঠানে রত হয়, তদুদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ রচিত। ইহাতে সৃষ্টি, জীব, ঈশ্বর, অবিদ্যা, দ্বৈতজ্ঞান, অদ্বৈতজ্ঞান প্রভৃতির বিচারপূর্বক একমাত্র পূর্ণ পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, ও তৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণিত হইয়াছে। ঈশ্বরের সাকার নিরাকার ভেদ, সৎসঙ্গ, গুরু, মন্ত্র, যোগ, চন্দ্রমা ও সূর্য নারায়ণের বিবরণ, তীর্থাদির বিবরণ, একাদশী ও ব্রতাদির ব্যাখ্যা, বেদে অধিকারী অনধিকারীর নিরূপণ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

পরলোকতত্ত্ব—বাঙ্গালা আধ্যাত্মিক গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু প্রণীত। ইহাতে স্থুলদেহ ও সূক্ষ্মদেহের বিবরণ, কারণ শরীররূপা প্রকৃতি ও প্রলয়, সৃষ্টি, মৃত্যু, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা, পরলোকের বিবরণ, পরলোকগমনের পথ, স্বর্গ ও নরক, সপ্তলোকের অবস্থান ও বিবরণ, মুক্তিবিষয়ক বিচার, সগুণমুক্তি, যমনচিকেতা-সংবাদ প্রভৃতি সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত হইয়া বিবৃত হইয়াছে।

পরলোকরহস্য—কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত। অনেকে পরলোক সম্বন্ধে সন্দিহান। এই সন্দেহ নিরাকরণ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। বহুবিধ বৈদিক প্রমাণ, যুক্তি এবং প্রকৃত ঘটনা দ্বারা ইহাতে পরলোকের অস্তিত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

পরাশরসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

পরিণীতা—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুচরণ কোন ব্যাঙ্কের সামান্য কেরানী। কন্যা পাঁচটি ও তদুপরি বিবাহযোগ্যা ললিতা নাম্নী একটি অনাথা ভাগিনেয়ী। দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহে গুরুচরণের বহুবাজারের পৈতৃক বসতবাটী ধনী প্রতিবেশী নবীন রায়ের নিকট বাঁধা পড়িয়াছে। গুরুচরণের বাটীর একপার্শ্বে নবীন রায়ের বাটী ও অপর পার্শ্বে একটি ব্রাহ্ম পরিবারের বাটী। এই তিনটি পরিবারের মধ্যে বেশ সৌহার্দ্য আছে। নবীন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র শেখর তরুণ এটর্নি। ললিতার অধ্যাপনার ভার শেখর স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। শিক্ষকতার গুণে ও ললিতার মেধার জোরে সে বেশ শিক্ষিতা হইয়াছে। শেখরের মাতা ললিতাকে গর্ভজাতা কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন। শেখরের অর্থভাণ্ডার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ললিতার করায়ত্ত। সে অবাধে স্বীয় প্রয়োজনে শেখরের অর্থ ব্যয় করে। ব্রাহ্ম প্রতিবেশিনী মনোরমার ভ্রাতা গিরীন্দ্র ধনী, সৎ ও সুশিক্ষিত। গিরীন্দ্র ভগিনীর বাটীতে আসিয়া ললিতাকে দেখিয়া ও তাহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। গিরীন্দ্র গুরুচরণের আবদ্ধ বাটী স্বীয় অর্থে খালাস করিয়া দিল এবং বহুপ্রকারে গুরুচরণকে সাহায্য করিতে লাগিল। গুরুচরণ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। একদিন ক্রীড়াচ্ছলে ললিতা ও শেখরের মধ্যে মালাবদল হইয়া গেল। গুরুচরণ অসুস্থ হওয়ায় সপরিবারে মুঙ্গেরে গিরীন্দ্রের বাটীতে গমন করেন এবং তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুই বৎসর পরে, ললিতার সহিত গিরীন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া শেখর অন্যত্র স্বীয় বিবাহে সম্মতি দিল। ললিতাকে বিবাহ করিবার বাসনা থাকিলেও গিরীন্দ্র যখন তাহার মুখে শুনিল যে সে বিবাহিতা, তখন অগত্যা সে গুরুচরণের কন্যা কালীকে বিবাহ করিল। শেখরের বিবাহের আয়োজন হইতেছে এমন সময় গুরুচরণের স্ত্রী কন্যা জামাতাসহ বাটী বিক্রয় করিবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় আসিলেন। শেখর শুনিয়া আশ্চর্য হইল যে গিরীন্দ্র ললিতাকে বিবাহ করে নাই। সে মাতাকে জানাইল যে ললিতাই তাঁহার পুত্রবধূ। নির্দিষ্ট দিনেই বিবাহ সম্পন্ন হইল, শুধু পাত্রী বদল হইল মাত্র। শেখরের মাতা ললিতাকে পুত্রবধূরূপে পাইয়া আনন্দিতা হইলেন।

পরিব্রাজক—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। বিবেকানন্দ স্বামি-প্রণীত। ইহাতে স্বামী বিবেকানন্দের কলিকাতা হইতে ফ্রান্স পর্যন্ত গমনের পথিমধ্যস্থ ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

পলাশবন—বাঙ্গালা উপন্যাস। অবিনাশচন্দ্র দাস, এম. এ., বি. এল. কৃত। দেবেন্দ্র নামক জনৈক ব্রাহ্মণযুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অধ্যয়ন ও ধর্মচিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে

পলাশবন গ্রামের কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী নামে এক ধর্মপরায়ণ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের কন্যা যোগমায়াকে বিবাহ করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দেবেন্দ্রের সহাধ্যায়ী বন্ধু সত্যেন্দ্র বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত পলাশবনে আসিয়া দেবেন্দ্রের বাড়ীতেই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ক্রমে সত্যেন্দ্রের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া পড়িল। সুরমা নাম্নী একটি বালিকার সহিত সত্যেন্দ্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। সত্যেন্দ্রের পীড়ার অবস্থায় সুরমার পিতা হরিনাথ বাবু সুরমা সমভিব্যাহারে সত্যেন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। সত্যেন্দ্রের এইরূপ মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া সকলেই ভীত হইলেন। অনন্তর সকলের পরামর্শে সত্যেন্দ্রের এইরূপ অবস্থাতেই হরিনাথ বাবু সুরমাকে সত্যেন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সুরমাও মুমূর্ষু সত্যেন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করিলেন।

পলাশীর যুদ্ধ—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। সুপ্রসিদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অবলম্বনে এই মহাকাব্য রচিত হইয়াছে। ইহা বঙ্গভাষায় একখানি উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় কাব্য।

পল্লীবৈচিত্র্য দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। পল্লীগ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা হইতে আরম্ভ করিয়া চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চড়ক পর্যন্ত যে সমস্ত পূজা পার্বণ উৎসবাদি হইয়া থাকে তাহারই চিত্র গ্রন্থকার অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

পল্লীসমাজ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বলরাম মুখুজ্যে তদীয় মিতা বলরাম ঘোষালের সহিত পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর ত্যাগ করিয়া পশ্চিম বঙ্গের কুঁয়াপুকুর গ্রামে আসিয়া বসতি করেন ও স্বীয় উদ্যমে জমিদারি অর্জন করেন। কালক্রমে মিতায় মিতায় বিবাদ এমন কি মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মুখুজ্যে মহাশয়ের মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, যাবতীয় সম্পত্তি মুখুজ্যে ও ঘোষাল পরিবারের মধ্যে তিনি সমভাবে বণ্টন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। মুখুজ্যে বাটীতে একটি নাবালক পুত্র ও তাহার অভিভাবিকা এবং সম্পত্তির অর্ধাংশভাগিনী সহোদরা রমা আছে। রমা বালবিধবা, বুদ্ধিমতী ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে সুসমর্থা। ঘোষাল পরিবারের দুইটি ভাগ—বড় তরফে ভাইপো বেণী ও ছোট তরফে তারিণী। মামলা মকদ্দমা দলাদলি প্রভৃতির ফলে বুড়া তারিণী একাকী, রমা ও বেণী তাহার বিরুদ্ধাচারী। তারিণীর পুত্র রমেশ ও রমা বাল্যসাথী। রমেশের সহিত রমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া তারিণী অপদস্থ হন, যেহেতু ঘোষালেরা ছোট ঘর। রমার অন্যত্র বিবাহ হয়, কিন্তু ৬ মাসের মধ্যেই সে বিধবা হয়। রমেশ রুড়কী কলেজে অধ্যয়ন করে। হঠাৎ তারিণীর মৃত্যু হওয়ায় রমেশ বাধ্য হইয়া বাটী আসিয়া বসিল। তাহার সরল প্রাণ, উদার হৃদয় ও পল্লীহিতকর কার্য বেণীর ও রমার স্বেচ্ছাচারিতার বিঘ্নস্বরূপ হইল। রমেশ সংসারে একাকী, মাতৃবিয়োগ বাল্যকালেই ঘটিয়াছিল। বেণী ও রমার চক্রান্তে রমেশ কারাক্লেশ ভোগ করিল। রমেশকে বিপদে ফেলিয়া রমার অত্যন্ত অনুতাপ আরম্ভ হইল। সে রোগে পড়িল এবং রমেশ জেল হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে রমা তাহার নাবালক ভ্রাতাকে রমেশের হস্তে সমর্পণ করিয়া ও সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার হস্তে ন্যস্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বেণীর মাতা লক্ষ্মীস্বরূপিণী বিশ্বেশ্বরীকে লইয়া একেবারে পল্লী ত্যাগ করিয়া কাশীধামে প্রস্থান করিল।

পাঠান রাজবৃত্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে সুলতান মাহমুদ গজনী হইতে আরম্ভ করিয়া দিল্লীর পাঠানবংশীয় সম্রাট্‌গণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

পাণিনি দর্শন 'দর্শন' দ্রঃ।

পাণ্ডবগৌরব—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। দণ্ডীপর্ব অবলম্বনে ইহা লিখিত। দুর্বাসা মুনির শাপে স্বর্বেশ্যা উর্বশী অশ্বরূপে বনে অবস্থিতি করেন। তিনি দিবসে অশ্ব ও রজনীতে স্বীয় মূর্তি ধরিতেন। একদা মহারাজ দণ্ডী অরণ্যে মৃগয়া করিতে আসিয়া এই অপূর্ব অশ্ব দর্শনে উহাকে লইয়া যান। শ্রীকৃষ্ণ নারদের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া দণ্ডীর নিকট অশ্ব প্রার্থনা করেন, কিন্তু দণ্ডী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি বলপূর্বক অশ্বিনী গ্রহণের অভিলাষ করেন। দণ্ডী প্রাণভয়ে সেই অশ্বে আরোহণ করিয়া ত্রিভুবন পরিভ্রমণ করেন, কিন্তু কোথাও আশ্রয় না পাইয়া অবশেষে গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হন। অর্জুনপত্নী সুভদ্রা এই সময়ে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। তিনি দণ্ডীকে ভদ্রবস্থ দেখিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দেন। ইহাতে পাণ্ডবগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়, যুদ্ধে দেবগণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করেন, এবং দুর্যোধনাদি পাণ্ডবদিগের সহায় হন। এই যুদ্ধে অষ্টবজ্র একত্র হইলে তদ্দর্শনে উর্বশীর শাপবিমোচন হয়, এবং সে স্বর্গে গমন করে।

পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। দুর্যোধনের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় পরাভূত হইয়া পাণ্ডবগণ দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং এক বৎসর বিরাটগৃহে অজ্ঞাতবাস করিতে বাধ্য হন।

পাতঞ্জলদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

পাথার—কাব্য। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। কাব্যখানি পুরীর সিন্ধুতীরে রচিত। ইহাতে সাগরসম্ভাষণমূলক কবিতা আছে। সাগরের নানা ভাবের ও নানা রঙ্গের ছবি কাব্যের নানাস্থানে পরিস্ফুট হইয়াছে।

পারিবারিক প্রবন্ধ—সামাজিক নীতিগ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বাল্যবিবাহের ফল কিরূপ, দাম্পত্যপ্রণয় কাহাকে বলে, বিবাহ কি, স্ত্রীশিক্ষা, সতীর ধর্ম, স্ত্রীজাতির লজ্জাশীলতা, গৃহিণীপনা, কুটুম্বিতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথিসেবা, পরিচ্ছন্নতা, পশ্বাদি পালন, ভৃত্যের প্রতি ব্যবহার, মাতাপিতা ও পুত্রকন্যার প্রতি ব্যবহার, কন্যাপুত্রের বিবাহ, বহুবিবাহের দোষ, বৈধব্যব্রত, একান্নবর্তিতা, দলাদলি প্রভৃতি অনেকগুলি প্রবন্ধ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে।

পার্থপরাজয় নাটক—বাঙ্গালা নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। মণিপুর রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে অর্জুনের বভ্রুবাহন নামে এক পুত্র জন্মিয়াছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ-যজ্ঞে ব্রতী হইলে অর্জুন অশ্বরক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। যজ্ঞীয় অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করিলে বভ্রুবাহন তাহাকে ধৃত করে। ইহাতে যে যুদ্ধ ঘটে, সেই যুদ্ধে সসৈন্যে অর্জুন নিহত হন। পরে অর্জুনের উলূপী নাম্নী পত্নী নাগলোক হইতে মৃতসঞ্জীবনী মণি আনয়ন করিয়া সকলকে জীবিত করেন। ইহাই নাটকের বর্ণনীয় বিষয়।

পাষাণী—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। গৌতমপত্নী অহল্যা তপস্বী স্বামীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। মহর্ষি তপস্যার্থ এক বৎসর কাল দূরে গমন করিলে ইন্দ্র আসিয়া অহল্যার নিকট অতিথি হন। ভোগলালসায় অহল্যা তাঁহার হস্তে আপনার সর্বস্ব অর্পণপূর্বক শিশুপুত্র শতানন্দকে মারিয়া পলায়ন করেন। এই দিন হইতেই অহল্যার পাষাণত্বের আরম্ভ। কিছুদিন পরে ইন্দ্র তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অহল্যা হৃদয়ে নরকযন্ত্রণা লইয়া

সংসারময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই সময়ে রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাম তাঁহাকে উপদেশ দেন। সীতার বিবাহসভায় প্রবেশ করিয়া অহল্যা সর্বসমক্ষে গৌতমের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন। গৌতম তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। সে স্পর্শে পাষাণী আবার মানবী হইল। পুরাণবর্ণিত ঘটনার সহিত এই নাটকখানির সাদৃশ্য নাই।

পাষাণের কথা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রি-লিখিত ভূমিকা সংবলিত। "বাঘেলখণ্ডে বেরুট নামক স্থানে একটি প্রকাণ্ড স্তূপ ছিল, কালের কুটিলগতিতে বৌদ্ধদ্বেষীদিগের উৎপীড়নে সে স্তূপের অনেক ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রেলিং-এর যে অংশটুকু অভগ্ন ছিল, কানিংহাম সাহেব তাহা তুলিয়া আনিয়া কলিকাতার বড় জাদুঘরে আবার সেইরূপে খাটাইয়া রাখিয়াছেন।" (ভূমিকা) এই স্তূপেরই একখানা পাথরের মুখ দিয়া লেখক ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসের এক অধ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন।

পাঁচালী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) - দাশরথি রায় প্রণীত। ইহাতে কৃষ্ণকালী বর্ণন, অক্রূরসংবাদ, রুক্মিণীহরণ, শ্রীরাধিকার কলঙ্কভঞ্জন, কুরুক্ষেত্র, প্রহ্লাদচরিত্র, শিববিবাহ ও আগমনী এই কয়টি পালা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পাঁচুঠাকুর—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থ। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভণ্ড ধার্মিক, দেশহিতৈষী, সমাজহিতৈষী, সামাজিক বহুবিধ আচারব্যবহার, রাজনীতি প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া ইহাতে শ্লেষপূর্ণ কৌতুককর অনেকগুলি গদ্য ও পদ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

পিকউইক পেপার্স, দি (Pickwick Papers, The)—চার্লস ডিকেন্সের বিখ্যাত হাস্যরসাত্মক উপন্যাস। পিকউইক, সাম ওয়েলার, স্নোডগ্রাস, নাথেনিয়েল উইঙ্কল, বাজফাজ, কাফি, রুপিন্স প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

পিলগ্রীমস প্রোগ্রেস, দি (Pilgrim's Progress, The)—জন বানিয়ানের বিখ্যাত রূপকগ্রন্থ। বইখানির পুরা নাম 'Pilgrim's Progress from this world to that which is to come.' ইহাতে ইহার নায়ক ক্রিশ্চান-এর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

পুণ্যপ্রভা—বাঙ্গালা উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমায় একবার ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বিধিকৃষ্ণপুর গ্রামের তারানাথ সপরিবারে আর্তত্রাণে অগ্রসর হইলেন, পরন্তু তাঁহার এই পরদুঃখকাতরতাই তাঁহার পক্ষে কাল হইল। অশেষ অত্যাচারপরায়ণ গ্রামের জমিদার হরিগোপাল চোরনগরনিবাসী রাজা কালীকান্তের সহিত মিলিত হইয়া তারানাথের সর্বনাশের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

বাল্যকালে এই কালীকান্ত তারানাথের আশ্রয়ে প্রতিপালিত ও যৌবনে তারানাথ কর্তৃক ব্যবসায় বাণিজ্যে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি পূর্ব আশ্রয়দাতার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশে উদ্যত হইলেন। একদিন রাত্রিকালে তারানাথের বাড়িতে ডাকাতি হইল। ডাকাতেরা পুণ্যপ্রভাকে বলপূর্বক ধরিয়া লইয়া যাইয়া কালীকান্তের হস্তে অর্পণ করিল। কালীকান্ত পুণ্যপ্রভার একান্ত অসম্মতিতেও বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচারের ফলে জেলার পোদ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপরাধীরা বিচারে দণ্ডিত হইয়া কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিল। পুণ্যপ্রভা অতিকষ্টে কালীকান্তের হস্ত হইতে আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়া মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন, এবং প্রেমাঙ্কুর নামক জনৈক সদাশয় যুবককে পতিত্বে বরণ করিলেন। অনন্তর তিনি আর্তত্রাণে জীবন উৎসর্গ করিলেন। বিবাহের পর নবদম্পতি বিধিকৃষ্ণপুর ত্যাগ করিলেন; কিন্তু হরিগোপালের বিধবা বনিতা ও তাঁহার পুত্রবধূরা তারানাথের প্রারব্ধ ক্ষুধিত ভোজনযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

পুরশ্চরণবোধিনী—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত। তদাত্মজ মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে পুরশ্চরণের লক্ষণ, ফল, তিথ্যাদি নিরূপণ, গৃহনির্ণয়, ভোজনবিধি, পুরশ্চরণের পূর্বানুকৃত্য, পূজাবিধি, জপের নিয়ম, জপরহস্য, মালাজপ, মন্ত্রচৈতন্য, ন্যাসাদি, জপবিশেষে ফল, মাল্যসংস্কার, হোমবিধি, তর্পণ, অভিষেক, কুমারীপূজা, গ্রহণ পুরশ্চরণ, খণ্ডপুরশ্চরণ, মাসপুরশ্চরণ, তিথিপুরশ্চরণ, সংক্রান্তি ও ধাতুভেদে পুরশ্চরণ বিধি প্রভৃতি পুরশ্চরণের বহুবিধ নিয়ম ও প্রয়োগাদি সন্নিবেশিত হইয়াছে। বহুবিধ তন্ত্র ও পুরাণাদি হইতে ইহার ব্যবস্থা ও প্রমাণাদি সংকলিত হইয়াছে।

পুরাণম্—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ব্যাসাদি মুনি প্রণীত। মহাপুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ (১৮)। যথা—

(১) ব্রহ্মপুরাণ—ইহা পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ এই দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব ভাগে দেবাসুরাদির ও দক্ষাদি প্রজাপতিগণের উৎপত্তি, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, দ্বীপ, সমুদ্র, বর্ষ, স্বর্গ এবং পাতালের বর্ণন, নরক বিবরণ, পার্বতীর জন্ম ও বিবাহ, দক্ষের উপাখ্যান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে তীর্থযাত্রা বিধি, পুরুষোত্তম বিবরণ, শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণন, যমলোক বর্ণন, শ্রাদ্ধবিধি, বর্ণাশ্রম ধর্মকীর্তন, বিষ্ণুধর্মযুগ বিবরণ, প্রলয় বর্ণন, যোগকথন, ব্রহ্মনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

(২) পদ্মপুরাণ—ইহা পঞ্চখণ্ডে বিভক্ত, যথা—সৃষ্টি খণ্ড, ভূমি খণ্ড, স্বর্গ খণ্ড, পাতাল খণ্ড ও উত্তর খণ্ড। সৃষ্টিখণ্ডে সৃষ্টির আদিক্রম, পুষ্করমাহাত্ম্য, ব্রহ্মযজ্ঞ বিধি, বেদপাঠ, দানধর্ম কীর্তন, পার্বতীর বিবাহ, তারকাসুরের উপাখ্যান, গোমাহাত্ম্য, কালকেয়াদি দৈত্যবধ, গ্রহপূজাবিধি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ভূমিখণ্ডে মাতাপিতার পূজ্যত্ব, শিবশর্মার উপাখ্যান, বৃত্রবধ, পৃথুচরিত, বেণ রাজার উপাখ্যান, ধর্মকথন, নহুষ ও যযাতির উপাখ্যান, হুণ্ড বিহুণ্ড দৈত্যের বিবরণ, চ্যবনকুঞ্জল সংবাদ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। স্বর্গখণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, লোকসংস্থিতি, তীর্থ বিবরণ, নর্মদার উৎপত্তি, কুরুক্ষেত্রাদি তীর্থবিবরণ, কাশী, গয়া, প্রয়াগ প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তন, বর্ণাশ্রম ধর্মকথন, কর্মযোগ নিরূপণ, ব্যাসজৈমিনি সংবাদ, সমুদ্র মন্থনের উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পাতালখণ্ডে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক, অগস্ত্য ঋষির আগমন, রাবণোপাখ্যান, রামচন্দ্রকে অশ্বমেধের উপদেশ দান, জগন্নাথ বিবরণ, বৃন্দাবন মাহাত্ম্যকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণের নিত্য লীলা কথন, পৃথ্বীবরাহ সংবাদ, যম ব্রাহ্মণ সংবাদ, কৃষ্ণস্তোত্র, দধীচি উপাখ্যান, শিবমাহাত্ম্য, দেবরাতসুতোপাখ্যান, গৌতম উপাখ্যান প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে। উত্তরখণ্ডে পর্বতোপাখ্যান, জালন্ধরের কথা সগরোপাখ্যান, গঙ্গামাহাত্ম্য, প্রয়াগাদি মাহাত্ম্য, আত্মাদি দান মাহাত্ম্য, একাদশী-মাহাত্ম্য, বিষ্ণুর সহস্র নাম, কার্তিকের ব্রত-মাহাত্ম্য, মাঘস্নানের ফল, নৃসিংহোৎপত্তি, জম্বুদ্বীপান্তর্গত তীর্থসমূহের

মাহাত্ম্য, ভাগবত মাহাত্ম্য, ভক্তি কীর্তন, মৎস্যাদি অবতার, ভৃগু কর্তৃক বিষ্ণুর মহিমা পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়সমূহ কীর্তিত হইয়াছে।

(৩) বিষ্ণুপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আদি সৃষ্টি, দেবাদির উৎপত্তি, সমুদ্রমন্থন, ধ্রুবচরিত্র, পৃথু উপাখ্যান, প্রহ্লাদচরিত্রদ্বীপ ও বর্ষ নিরূপ পাতাল ও নরক বর্ণন, ভরতের উপাখ্যান, মুক্তি মার্গ কথন, মন্বন্তর কথন, বেদব্যাসের উদ্ভব, নরক নিবারক কর্ম ও সর্বকর্ম নিরূপণ, বর্ণাশ্রম ধর্মনির্ণয়, শ্রাদ্ধবিধান, সদাচার, সূর্যবংশ ও চন্দ্রবংশের বিবরণ, কৃষ্ণাবতার, কৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা ও যৌবনলীলা, অষ্টাবক্র উপাখ্যান, কলিচরিত্র, চতুর্বিধ লয়, ব্রহ্মজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়সমূহ কীর্তিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে নানাবিধ ধর্মকথা, ব্রতনিয়মাদি, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, বেদান্ত, জ্যোতিষ প্রভৃতির বিবরণ, বংশবর্ণন প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(৪) বায়ু পুরাণ-ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সর্গাদির লক্ষণ, মন্বন্তরভেদে রাজাদিগের বংশনিরূপণ, গয়াসুর বধ, মাস মাহাত্ম্য, দানধর্ম, রাজধর্ম, পৃথিবী, পাতাল ও আকাশচারী নির্ণয়, ব্রতাদি প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে নর্মদাতীর্থবর্ণন, রেবাবতী ও সাগরসংগম বর্ণন, অন্যান্য তীর্থমাহাত্ম্য প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(৫) ভাগবত—ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। প্রথম স্কন্ধে সূতসমীপে ঋষিদিগের আগমন, ব্যাসচরিত্র বর্ণন, পরীক্ষিৎ উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় স্কন্ধে পরীক্ষিতের নিকট শুকদেবের আগমন, ব্রহ্মনারদসংবাদ, অবতার কথন, পুরাণ লক্ষণ, সৃষ্টি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় স্কন্ধে বিদুরোপাখ্যান, মৈত্রেয় বিদুর সংবাদ, সৃষ্টি প্রকরণ, কপিল কর্তৃক সাংখ্যযোগ কথন ইত্যাদি আলোচিত হইয়াছে। চতুর্থ স্কন্ধে দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র, পৃথু উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম স্কন্ধে প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যান, তদ্বংশবর্ণন, ব্রহ্মাণ্ডস্থ লোকসমূহের বিবরণ, নরকসংস্থান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যান, দক্ষসৃষ্টি প্রকরণ, বৃত্রাসুরের আখ্যান, বায়ুগণের জন্ম প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে। সপ্তম স্কন্ধে প্রহ্লাদচরিত্র, বর্ণাশ্রম ধর্ম, বাসনা ও কর্ম আলোচিত হইয়াছে। অষ্টম স্কন্ধে গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তর নিরূপণ, সমুদ্রমন্থন, বলি উপাখ্যান, মৎস্যাবতার কথিত হইয়াছে। নবম স্কন্ধে চন্দ্র ও সূর্যবংশ বিবৃত হইয়াছে। দশম স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যৌবনলীলা, ভূভারহরণ বর্ণিত হইয়াছে। একাদশ স্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ নারদ ও উদ্ধবের নিকট কর্ম, ভক্তি, মুক্তি প্রভৃতির লক্ষণ কীর্তন করিয়াছেন। দ্বাদশ স্কন্ধে ভবিষ্যৎ কলিযুগের বিবরণ, পরীক্ষিতের মোক্ষলাভ, মার্কণ্ডের তপস্যা প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে।

(৬) নারদীয় পুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে সংক্ষেপে সৃষ্টিপ্রকরণ, নানাবিধ ধর্মকথা, মোক্ষধর্ম, শুকোৎপত্তি, পশুপাশবিমোক্ষণ, মন্ত্রশোধন, দীক্ষা, পূজা, কবচ, গণেশাদি স্তোত্র, পুরাণলক্ষণ, দান ও দানের কাল, বিবিধ ব্রত নিরূপিত হইয়াছে। উত্তরভাগে একাদশী ব্রত, বশিষ্ঠ-মান্ধাতা-সংবাদ, রুক্মাঙ্গদ রাজার উপাখ্যান, বসুশাপ, গঙ্গা ও কাশ্যাদিমাহাত্ম্য, পুরুষোত্তমক্ষেত্র, প্রয়াগাদি তীর্থমাহাত্ম্য, গৌতম উপাখ্যান, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, মোহিনীচরিত্র প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে।

(৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ—ইহাতে ধর্মনামক পক্ষিগণের বিবরণ, বলরামের তীর্থযাত্রা, হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, হৈহয় উপাখ্যান, মদালসার আখ্যান, অলর্কচরিত, সৃষ্টিকথন, নয় প্রকার পুণ্যনিরূপণ, কল্পান্ত, যক্ষসৃষ্টি, রুদ্রাদি সৃষ্টি, মনুবিবরণ, দুর্গাকথা, মার্তণ্ডের জন্ম, খনিত্রচরিত, অবিক্ষিৎ উপাখ্যান, কিমিচ্ছব্রত, ইক্ষ্বাকুচরিত, তুলসীচরিত, রামচন্দ্রের উপাখ্যান, কুশের বংশনিরূপণ, চন্দ্রবংশ কীর্তন, পুরূরবা উপাখ্যান, যদুবংশ কথন, কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন, যোগ ধর্ম প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

(৮) অগ্নিপুরাণ—ইহাতে সৃষ্টিপ্রকরণ, বিষ্ণুপূজাদি নিয়ম, অগ্নিকার্য, দীক্ষাবিধি, দেবালয়াদি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা, শালগ্রাম লক্ষণ ও পূজা, ন্যাসাদি, প্রতিষ্ঠাবিধি, ব্রহ্মাণ্ড নিরূপণ, তীর্থমাহাত্ম্য, দ্বীপ বিবরণ, জ্যোতিশ্চক্র নির্ণয় ও জ্যোতিষশাস্ত্র, ষট্‌কর্ম, কোটি হোমবিধি, ব্রহ্মচর্যাদি ধর্ম, শ্রাদ্ধবিধি, গ্রহযাগ, প্রায়শ্চিত্ত বিধি, ব্রতাদি, নরক বর্ণন, সন্ধ্যাবিধি, গায়ত্রীর অর্থ, লিঙ্গস্তোত্র, রাজাদিগের অভিষেক ও ধর্মকৃত্য, স্বপ্নাধ্যায়, শকুনাদি নিমিত্ত বর্ণন, যুদ্ধ, দীক্ষা, নীতিকথন, রত্নলক্ষণ, ধনুর্বিদ্যা, ব্যবহারবিধি, আয়ুর্বেদ, পশু চিকিৎসা, নানাবিধ পূজাবিধি, শান্তিকর্ম, ছন্দঃশাস্ত্র, শব্দানুশাসন, প্রলয়-লক্ষণ, নরকবর্ণন, গোপশাস্ত্র, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়সমূহ কীর্তিত হইয়াছে।

(৯) ভবিষ্যপুরাণ—ইহাতে আদিত্য চরিত, সৃষ্টিলক্ষণ, সংস্কার লক্ষণ, তিথি নিরূপণ, তিথিবিশেষে বৈষ্ণব পর্ব, শৈব সৌর প্রভৃতি উপাসকভেদে তিথি নিয়ম, বিবিধ ব্রত নিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

(১০) ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—ইহা চারি খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম ব্রহ্মখণ্ডে সৃষ্টি নিরূপণ, নারদ ও ব্রহ্মার বিবাদ, শিবসকাশে জ্ঞানলাভ ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকৃতি খণ্ডে সাবর্ণির সহিত নারদের কৃষ্ণ মাহাত্ম্যযুক্ত বিবিধ কথোপকথন, প্রকৃতি বর্ণন, প্রকৃতিমাহাত্ম্য ও পূজাদি নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় গণেশখণ্ডে কার্তিক গণেশের জন্ম, পরশুরাম উপাখ্যান, পরশুরামের সহিত গণেশের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বৃন্দাবনে গোপীদিগের সহিত রাসক্রীড়াদি, পুতনাদি বধ, মথুরাগমন, কংসবধ, দ্বারকা নির্মাণ, জরাসন্ধবধ, নরকবধ প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

(১১) লিঙ্গপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে যোগ ও কল্পকথন, লিঙ্গোৎপত্তি, লিঙ্গপূজা, দধীচি উপাখ্যান, যুগধর্মনির্ণয়, ভুবনকোষ বর্ণন, ত্রিপুরাসুরের উপাখ্যান, লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা, শিবব্রত, সদাচারকথন, প্রায়শ্চিত্ত, কাশীবর্ণন, অন্ধকোপাখ্যান, বরাহচরিত, নৃসিংহচরিত, জলন্ধর বধ, শিবের সহস্র নাম, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, মদনভস্ম, পার্বতীর সহিত শিবের বিবাহ, বিনায়ক উপাখ্যান, শিবের নৃত্য, উপমন্যু উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে বিষ্ণুমাহাত্ম্য কীর্তন, অম্বরীষ উপাখ্যান, সনৎকুমার নন্দী সংবাদ, শিবমাহাত্ম্য, সূর্যপূজাবিধি, শিবপূজাবিধি, দানপ্রকরণ, শ্রাদ্ধপ্রকরণ, প্রতিষ্ঠা বিধি, গায়ত্রী মহিমা প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে।

(১২) বরাহপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে রভ্যচরিত, শ্রাদ্ধবিধি, গৌরীর উৎপত্তি, বিনায়কাদির উপাখ্যান, ব্রতনির্ণয়, অগস্ত্যগীতা ও রুদ্রগীতা কীর্তন, মহিষাসুর বধার্থ ত্রিশক্তি হইতে দেবীর উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য, তীর্থকথন, দ্বাত্রিংশৎ প্রকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থমাহাত্ম্য ও তীর্থশ্রাদ্ধ বিধি, যমলোক বর্ণন, কর্মবিপাক, বিষ্ণুব্রত নিরূপণ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে পুলস্ত্য কুরুরাজ সংবাদ, সর্বতীর্থ মাহাত্ম্য, বহুবিধ ধর্মলক্ষণ প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে।

(১৩) স্কন্দপুরাণ—ইহা সাত খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম মাহেশ্বর খণ্ডে দক্ষযজ্ঞ,

সমুদ্রমন্থন, পার্বতীর বিবাহ, কার্তিকের জন্ম, তারকাসুর যুদ্ধ, পঞ্চতীর্থ আখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, তারক বধ, ব্রহ্মাণ্ড বিবরণ, তীর্থ বিবরণ, পাণ্ডবোপাখ্যান, মহাবিদ্যাসাধন, মহিষাসুর বধ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় বৈষ্ণব খণ্ডে পৃথ্বীবরাহ আখ্যান, কুলাল উপাখ্যান, পুরুষোত্তম মাহাত্ম্য, অম্বরীষ ও ইন্দ্রদ্যুম্ন উপাখ্যান, রথযাত্রা বিধি, দোলযাত্রা, যোগ ও মোক্ষ নিরূপণ, দশাবতার কথন, তীর্থমাহাত্ম্য, ব্রতবিবরণ, মাসমাহাত্ম্য, যোগমাহাত্ম্য, ত্রয়োদশ তীর্থবিবরণ প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। তৃতীয় ব্রহ্মখণ্ডে গালবোপাখ্যান, বহুবিধ তীর্থমাহাত্ম্য, ঋষিবংশ নিরূপণ, বর্ণাশ্রম ধর্মকথন, রামচরিত বর্ণন, জীর্ণোদ্ধার বিধি, জাতিভেদ ও স্মৃতিধর্ম নির্ণয়, দানমাহাত্ম্য, ব্রতমাহাত্ম্য, শালগ্রামলক্ষণ, তারক বধ, জ্ঞানযোগ, শিবমাহাত্ম্য, শবরোপাখ্যান, রুদ্রাধ্যায় প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে। চতুর্থ কাশীখণ্ডে বিন্ধ্যনারদ সংবাদ, পতিব্রতা চরিত, অগ্ন্যাদির উৎপত্তি, লোকবর্ণন, গঙ্গামাহাত্ম্য, কাশীমাহাত্ম্য, কলাবতীর উপাখ্যান, কার্যাকার্য নিরূপণ, গৃহী ও যোগীর ধর্মনির্দেশ, দিবোদাস উপাখ্যান, কাশীবর্ণন, কাশীস্থ স্থানসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম অবন্তীখণ্ডে মহাকাল বনের উপাখ্যান, প্রায়শ্চিত্তবিধি, তীর্থকথন, লিঙ্গ সংখ্যা, হিরণ্যাক্ষবধোপাখ্যান, অন্ধক বধ, দানধর্ম, ঋষ্যশৃঙ্গ উপাখ্যান, বহুবিধ তীর্থবিবরণ কথিত হইয়াছে। ষষ্ঠ নাগরখণ্ডে লিঙ্গোৎপত্তি, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, বৃত্রাসুর বধ, বহুবিধ তীর্থ, নদী এবং ব্রতাদির ফল বিবৃত হইয়াছে। সপ্তম প্রভাসখণ্ডে লিঙ্গবিবরণ, শাম্ব আদিত্য সংবাদ, বহু তীর্থকথা, তীর্থকথা উপলক্ষে বহু উপাখ্যান কথিত হইয়াছে।

(১৪) বামনপুরাণ—ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাগে দক্ষযজ্ঞ বিনাশ, মদন দহন, প্রহ্লাদ ও নারায়ণের যুদ্ধ, দেবাসুর সংগ্রাম, দুর্গাচরিত, তপতী উপাখ্যান, পার্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ, কৌশিকী উপাখ্যান, অন্ধকবধ, জাবালি চরিত, বায়ুগণের জন্ম, বলি উপাখ্যান প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে মাহেশ্বরী, ভাগবতী, সৌরী এবং গাণেশ্বরী সংহিতা কথিত হইয়াছে।

(১৫) কূর্মপুরাণ—ইহার পূর্বভাগে বর্ণাশ্রমধর্ম, জগতের উৎপত্তি, কালপরিমাণ, ভগবতীর সহস্র নাম, যোগ, ভৃগুবংশচরিত্র, দেবাদির উদ্ভব, দক্ষযজ্ঞ, কশ্যপবংশ বিবরণ, কৃষ্ণচরিত্র, যুগধর্ম, কাশী ও প্রয়াগ মাহাত্ম্য প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে ঈশ্বরগীতা, ব্যাসগীতা তীর্থমাহাত্ম্য, বর্ণাচার, বিপ্রাদি চারি বর্ণের বৃত্তি, সংকরজাতি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

(১৬) মৎস্যপুরাণ—ইহাতে মনুমৎস্য-সংবাদ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, দেবাদির উদ্ভব, মন্বন্তর নিরূপণ, পিতৃবংশবিবরণ, শ্রাদ্ধকাল, চন্দ্রোৎপত্তি, চন্দ্রবংশ কীর্তন, কার্তবীর্য উপাখ্যান, ভৃগুশাপে বিষ্ণুর পৃথিবীতে জন্ম, পুরুবংশকীর্তন, ক্রিয়াযোগ, বহুবিধ ব্রত, দানাদি পুণ্যকর্ম, তারকোৎপত্তি, পার্বতীর জন্ম, তপস্যা ও বিবাহ, কার্তিকের জন্ম, তারক বধ, পিতৃগাথা, সাবিত্রী উপাখ্যান, বিবিধ উৎপাত ও গ্রহশান্তিবিধি, বামন-মাহাত্ম্য, প্রতিমালক্ষণ, প্রতিমা ও দেবালয় প্রতিষ্ঠা, ভাবী রাজবংশ, মহাদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

(১৭) গরুড়পুরাণ—ইহার পূর্বখণ্ডে সংক্ষেপে সৃষ্টিবর্ণন, পূজাবিধি, দীক্ষাবিধি, যোগাধ্যায়, বিষ্ণুর সহস্র নাম, বিবিধ পূজা ও স্নানাদি পদ্ধতি, দেবপ্রতিষ্ঠা, দানধর্ম, প্রায়শ্চিত্তবিধি, দ্বীপ ও নরক বিবরণ, জ্যোতিষ ও সামুদ্রিক বিবরণ, রত্নপরীক্ষা, তীর্থমাহাত্ম্য, মন্বন্তর নিরূপণ, গ্রহযাগ, অশৌচবিধি, নীতি, চন্দ্রবংশ, সূর্যবংশ, অবতার, রামায়ণ, হরিবংশ, আয়ুর্বেদ, গৃহীর নিত্য কর্ম, যুগধর্ম, যোগ, বৈষ্ণব মাহাত্ম্য, ব্রহ্মজ্ঞান প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডে পূর্বযোনিতে গমনের কারণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, যমলোকের পথ, ষোড়শ শ্রাদ্ধ, যমপুরী, প্রেতপীড়া, প্রেতত্বের কারণ ও তাহা হইতে মুক্তির উপায়, মৃত্যুর পূর্ব ও পশ্চাৎ কার্য, নারায়ণ বলি, বৃষোৎসর্গমাহাত্ম্য, কর্মবিপাক, কৃত্যাকৃত্যবিচার, সপ্তলোক বিবরণ, ব্রহ্মজীব নির্ণয়, আত্যন্তিক লয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে।

(১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—ইহার পূর্বভাগে কর্মনিরূপণ, ব্রহ্মার জন্ম, লোকসৃষ্টি, কল্প ও মন্বন্তর বিবরণ, ব্রহ্মার মানসী সৃষ্টি, রুদ্রের উৎপত্তি, মহাদেবের বিভূতি, ঋষি সৃষ্টি, সপ্তদ্বীপ ও অধোলোক বিবরণ, ঊর্ধ্বলোকবর্ণন, যুগতত্ত্ব, যুগলক্ষণ ও প্রজালক্ষণ, যজ্ঞ, পৃথিবীদোহন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যভাগে সপ্তর্ষি ও দেবাদির উৎপত্তি, ঋষিবংশ নিরূপণ, শ্রাদ্ধবিধান, বৈবস্বতী সৃষ্টি, ইক্ষ্বাকুবংশ ও অত্রিবংশ কীর্তন, যযাতি উপাখ্যান, যদুবংশ, কার্তবীর্য উপাখ্যান, সগরোৎপত্তি, পরশুরামচরিত, দেবাসুর যুদ্ধ, বলির বংশনিরূপণ, ভবিষ্য রাজবংশ বিনির্ণয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। উত্তর ভাগে ভাবী মানবগণের চরিত্র, প্রলয়, কালপরিমাণ, চতুর্দশ লোক ও নরক বর্ণন, প্রাকৃতিক লয়, শিবপুরী বর্ণন, জীবগণের গুণানুসারে গতি, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

পুরাবৃত্তসার—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পশ্চিমে মিশর হইতে পূর্বে পারস্য সাম্রাজ্য পর্যন্ত নানা জনপদবাসী কতকগুলি প্রধান প্রধান প্রাচীনজাতীয় লোকদিগের স্থূল স্থূল পূর্ব বিবরণসমূহের বর্ণন এবং মনুষ্যসমাজ যে নিয়ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধনশীল, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে হিন্দু ও অন্যান্য জাতিদিগের শাস্ত্রে লিখিত জলপ্লাবনের বিবরণ, প্রাকৃতিক ব্যবস্থানুসারে মানবগণের বর্ণভেদ, ভাষাভেদ, নানাদেশে মনুষ্যসঞ্চারের বিবরণ, মনুষ্যসমাজ, শাসন ও ব্যবস্থাপ্রণালী, শিল্প ও যুদ্ধপ্রণালী, অগ্নির ব্যবহার, লিপির পর্যায়ক্রম, মুদ্রাপ্রচলন, মিশরীয়, ইহুদী ও ফিনিসীয়দিগের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

পুরুবিক্রম বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মহাবীর সেকন্দর শা (Alexander) ভারতবিজয় করিতে আসিলে পঞ্জাবদেশীয় মহারাজ পুরু অসীম পরাক্রমে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পুরু পরাজিত হইলে তাঁহার অসামান্য বীরত্বদর্শনে মুগ্ধ হইয়া সেকন্দর তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, এবং বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়া চলিয়া যান। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত হইয়াছে।

পুরুষপরীক্ষা—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিদ্যাপতি বিরচিত। ইহাতে গল্পচ্ছলে দান, দয়া, সত্য ধর্ম, বিদ্যা প্রভৃতি এবং বিদগ্ধাদি ভেদে নায়ককথা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা শিবসিংহ নরপতির আজ্ঞানুসারে লিখিত হইয়াছিল।

পুষ্পপাত্র—গল্পগ্রন্থ। চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে নানারসের বারটি গল্প আছে।

পুষ্পমালা বাঙ্গালা কাব্য। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে সামাজিক, ভক্তিবিষয়ক, আত্মতত্ত্ববিষয়ক ও শোকোদ্দীপক কতকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

পুষ্পাঞ্জলি ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্বদেশানুরাগকে বেদব্যাসরূপে এবং জ্ঞানসঞ্চয়কে মার্কণ্ডেয়রূপে কল্পনা করিয়া তাঁহাদের কথোপকথনচ্ছলে দেবীরূপা পৃথিবীর (ভারতবর্ষের), এবং পৌরাণিক, আধুনিক, শাস্ত্রীয় ও লৌকিক বিবিধ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রণীত। শালিকোটের রাজা শালিবান এক চর্মকারতনয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন, এবং তাহার কথায় প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র পূর্ণচন্দ্রকে বিনাশের নিমিত্ত এক কূপমধ্যে নিক্ষেপ করেন। সন্ন্যাসী গোরক্ষনাথ আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে রক্ষা করিলে পূর্ণচন্দ্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরে গুরুর আদেশানুসারে পূর্ণচন্দ্র পঙ্কনদের অধীশ্বরী সুন্দরার পাণিগ্রহণপূর্বক পুনরায় সংসারাশ্রমে প্রবিষ্ট হন। রাজা পরে চর্মকারতনয়ার ষড়যন্ত্র অবগত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন। "রাজা রাসালু" গ্রন্থ অবলম্বনে এই নাটকখানি রচিত হয়।

পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

পূর্ববঙ্গে পালরাজগণ—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর প্রণীত। প্রায় সহস্রবর্ষ পূর্বে পাল উপাধিধারী এক রাজবংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। বর্তমান গ্রন্থে লেখক তাঁহাদের ইতিহাস ও কীর্তিকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

পৃথ্বীরাজ—কাব্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ভারতের শেষ হিন্দুসম্রাট্ দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজ ইহার নায়ক; হিন্দুস্বাধীনতার অবনতি ইহার বর্ণনীয় বিষয়। পৃথ্বীরাজ, গোবিন্দ, মহম্মদ ঘোরী, সংযুক্তা প্রভৃতি চরিত্রের ক্রমবিকাশ অতি সুন্দরভাবে কবি অঙ্কিত করিয়াছেন।

পোড়া মহেশ্বর—বাঙ্গালা উপন্যাস। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। খলসীর বিলের নিকটবর্তী সরাবপুর গ্রামে এক শিব আছেন। প্রবাদ ছিল যে, শিবের মস্তকে স্পর্শমণি নিহিত আছে। এক সময়ে জনৈক সন্ন্যাসী স্পর্শমণির লোভে ঐ স্থানে উপস্থিত হয়। সে প্রতি রাত্রে এই বলিয়া চীৎকার করিত, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করিতেছে।" এই চীৎকার শুনিয়া গ্রামের লোকেরা ছুটিয়া আসিত এবং দেখিত, সন্ন্যাসী ঐরূপ চীৎকার করিতেছে। দুই এক দিন আসিয়া তাহারা সন্ন্যাসীকে পাগল স্থির করিল, এবং আর আসিল না। তখন সন্ন্যাসী একদিন সত্যসত্যই শিবকে দগ্ধ করিতে লাগিল। শিব চীৎকার করিলেন, কিন্তু তাহা সন্ন্যাসীর চীৎকার মনে করিয়া কেহই আসিল না। এদিকে অগ্নির তেজে মহাদেবের মস্তক বিদীর্ণ হইয়া স্পর্শমণি বাহির হইলে সন্ন্যাসী তাহা লইয়া প্রস্থান করিল। তদবধি এই শিব পোড়া মহেশ্বর নামে অভিহিত হইলেন।

পোষ্যপুত্র—অনুরূপা দেবী প্রণীত। জমিদার চন্দ্রকান্তের একমাত্র পুত্র বিনোদ বাল্যেই মাতৃহীন হইয়াছিল। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে বিনোদ যেন ক্রমে উচ্ছৃঙ্খলতার দিকে চলিতে লাগিল। চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে সাহায্য পাইয়া রজনীনাথ নামক একটি মেধাবী দরিদ্র বালক সুশিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতায় ওকালতি করিতেছেন এবং যথেষ্ট পসার প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বিনোদ মেধাবী ও দেশভক্ত। চন্দ্রকান্ত বিনোদকে রজনীনাথের তত্ত্বাবধানে কলিকাতায় রাখিলেন। বিনোদ উচ্চশিক্ষা লাভ করিল এবং শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য বিলাত যাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল। রজনীনাথও তাহাতে সম্মতি দিলেন, কিন্তু পরমহিন্দু চন্দ্রকান্ত কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকে সংসারজালে আবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইলেন। রজনীনাথের কন্যা শান্তিকে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিবার বাসনা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু শান্তি নিতান্ত বালিকা বলিয়া তাহা আর হইল না, সুতরাং চন্দ্রকান্ত অন্যত্র বিনোদের বিবাহের স্থির করিলেন। বিনোদ বিলাত যাইবার জন্য একান্তই সমুৎসুক, সে বিবাহ করিবে না এবং বিলাত যাইবেই এই কথা পিতাকে জানাইলে পিতা রুষ্ট হইয়া তাহাকে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। বিনোদ একেবারেই বাড়ি ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হইল। অনেক চেষ্টা করিয়া বিনোদের কোন সন্ধান না পাইয়া চন্দ্রকান্ত অবশেষে হেমেন্দ্র নামক তাঁহার একটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্য গ্রহণ করিলেন। বিনোদ কিছুকাল এ দেশ সে দেশ ঘুরিয়া অত্যন্ত রুগ্ণ অবস্থায় একদিন বৃন্দাবনে আসিয়া একটি ভদ্র পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এই অপরিচিত গৃহস্থের বাটীতে থাকিয়া বিনোদ সুস্থ হইল। গৃহকর্ত্রী সিদ্ধেশ্বরীর একটি অনূঢ়া কন্যা শিবানী ব্যতীত সংসারে আর কেহ ছিল না। বিনোদ পালটি ঘর অবগত হইয়া তাহার সহিত শিবানীর বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলে, বিনোদ নিরাপত্তিতে বিবাহ করিয়া বসিল। বিনোদ এখানে নীরদ নামে নিজের পরিচয় দিল। সিদ্ধেশ্বরী উপার্জনহীন জামাতার প্রতি ক্রমে বীতশ্রদ্ধ হইয়া কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। বিনোদ এইস্থানে থাকিয়া গোপনে এলাহাবাদ হইতে এম. এ. পাস করিল। সিদ্ধেশ্বরীর কটুবাক্য ও তদুপরি শিবানীর মৌখিক ঘৃণাপ্রকাশ বিনোদকে অত্যন্ত ব্যথিত করিল। বিনোদ দারুণ ক্ষোভে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বিনোদ মাদুরায় গিয়া একটি বিশাল তাঁতশালা খুলিয়া বেশ চালাইতে লাগিল। তাহার অবস্থাও বেশ সচ্ছল হইল। এই স্থানে থাকিবার কালে একবার তাহার ভীষণ কলেরা রোগ হইল। সে বৃন্দাবনে তার করিল যে, এই তার পৌঁছিবার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইবে। শিবানীর একটি পুত্র হইয়াছিল। নাম অমূল্য। শিবানী অতঃপর বিধবার ন্যায় জীবন যাপন করিতে লাগিল।

মাদুরায় যোগেন্দ্র নামে একটি বাঙ্গালী চাকরি করিত। যোগেন্দ্রের সহিত বিনোদের বন্ধুত্ব হইল। বিনোদ সেখানেও নীরদ নামে পরিচিত। যোগেন্দ্রের স্ত্রী মণিমালা রজনীনাথের শ্যালককন্যা। রজনীনাথের স্ত্রী স্বাস্থ্যলাভের জন্য পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে মাদুরায় আসিলেন। যোগেন্দ্রের বাঙ্গালী বন্ধু বিনোদের সহিত তাঁহাদের সত্বর পরিচয় হইল, এবং শান্তি ও বিনোদের মধ্যে অনুরাগের উন্মেষ দেখা দিল। এক রজনীনাথ ব্যতীত তাঁহার পরিবারের কেহই বিনোদকে চিনিত না, সুতরাং বিনোদের প্রকৃত পরিচয় কেহই জানিল না। শান্তির সহিত হেমেন্দ্রের বিবাহ একপ্রকার স্থির আছে, কাজেই বিনোদ যখন শান্তির নিকট প্রণয় নিবেদন করিল, তখন শান্তি বিনোদকে নিরুৎসাহ করিয়া দিল।

হেমেন্দ্রের সহিত শান্তির বিবাহ হইল। কিছুকাল পরে চন্দ্রকান্ত শান্তিকে লইয়া তীর্থপর্যটনে বাহির হইলেন। বৃন্দাবনে আসিয়া তাঁহারা শিবানীর বাটীর নিকটে রহিলেন। শিবানীর সহিত শান্তির আলাপ হইল। বিনোদের অঙ্গুরীয় ও তাহার মাতার ছবি লইয়া শান্তি চন্দ্রকান্তকে দেখাইল। শিবানী বিনোদের পরিণীতা স্ত্রী এই প্রমাণ পাইয়া চন্দ্রকান্ত, শিবানী, শিশু অমূল্য ও সিদ্ধেশ্বরীকে লইয়া দেশে ফিরিলেন। দুষ্টপ্রকৃতিক হেমেন্দ্র আকস্মিক শরিকের উদ্ভব হইল দেখিয়া চন্দ্রকান্তকে অত্যন্ত মর্মপীড়া দিল এবং শান্তিকে লইয়া বাটী ত্যাগ করিল। শিবানী বিনোদের স্ত্রী নয় এই প্রমাণ করিবার জন্য হেমেন্দ্র ও তাহার কৃত্রিম মিত্র যোগেশ চেষ্টা করিতে লাগিল। বিনোদ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস লইল, কিন্তু গুরুর আদেশে সে পুনরায় বৃন্দাবন গেল এবং শিবানীর মৃত্যু হইয়াছে এই অলীক সংবাদে একান্ত মর্মাহত হইয়া

ঘটনাচক্রে কাশী আসিয়া পড়িল। হেমেন্দ্র শান্তিকে লইয়া কাশীতে রাখিয়াছিল। শান্তির সহিত বিনোদের হঠাৎ সাক্ষাৎ হইল। শান্তি কঠিন রোগে পড়িল। রজনীনাথ ও চন্দ্রকান্ত ভার পাইয়া আসিলেন। শান্তি আরোগ্যলাভ করিল। বিনোদের ছদ্মনাম আর টিকিল না। হেমেন্দ্র স্বীয় দুষ্কৃতির জন্য পরিতাপ করিয়া চন্দ্রকান্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং বিনোদকে দাদা বলিয়া তাহার পদধূলি গ্রহণ করিল। শিবানী স্বামীকে পাইয়া বিধবার বেশ ত্যাগ করিল। চন্দ্রকান্তের পরিবারে শান্তি দেখা দিল।

পৌরাণিক কথা—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ প্রণীত। ইহাতে শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত বিষয় সকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভাগবতের বর্ণনানুসারে কালনির্ণয়, সৃষ্টি প্রকরণ, অবতার, ধ্রুব ভরতাদি মহাত্মার চরিত্র, শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব, বৃন্দাবনতত্ত্ব প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

পৌরাণিক পঞ্চরং—বাঙ্গালা প্রহসন। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। একদা মদন ও বসন্ত কৌতুক করিবার জন্য সিংহলের সেনাপতি ও তাঁহার ভৃত্যের রূপ ধারণ করিয়া সেনাপতি রণবীরের বাটীতে উপস্থিত হন। এদিকে রণবীরও সেই দিন যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তখন এই দুই রণবীর লইয়া একটা বিভ্রাট বাধিয়া গেল। অনেক কৌতুকের পর শেষে মদন ও বসন্ত আত্মপ্রকাশ করিলে এই বিভ্রাটের শান্তি হইল।

এই প্রহসনখানি রোমান নাটককার Plautus রচিত Amphytrion নাটক অবলম্বনে প্রণীত।

প্যারাডাইস লষ্ট (Paradise Lost) —মহাকবি মিল্টনের প্রসিদ্ধ মহাকাব্য। এই মহাকাব্য রচনা ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় এবং শেষ হয় ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

এই গ্রন্থের প্রথম সর্গ শুরু হয় নরকের দৃশ্য লইয়া। শয়তান ও তাহার সঙ্গীরা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া নরকে অবস্থান করিতেছিল। ইহাতে আদম ও ইভ, মহাপ্লাবন প্রভৃতির কথা লেখা আছে।

প্রকৃতি পরিচয়—বাঙ্গালা বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ। জগদানন্দ রায় প্রণীত। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত ভূমিকাসংবলিত। বড় বড় বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানবিষয়ক আবিষ্কারগুলি সুখপাঠ্য করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

প্রণয়পরীক্ষা—বাঙ্গালা নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। মানগড়ের জমিদার শান্তবাবুর দুই সংসার—মহামায়া ও সরলা। শান্তবাবু উভয় স্ত্রীকেই ভালবাসিতেন। কিন্তু কাহাকে স্বামী অধিক ভালবাসেন, ইহা জানিবার জন্য মহামায়া দাসীর দ্বারা এক বেদেনীর নিকট হইতে ঔষধ লইয়া শান্তবাবুকে খাওয়াইয়া দেন। সে ঔষধের গুণে শান্তবাবু নিদ্রিতাবস্থায় সরলার গৃহের দিকে যান। ইহাতে মহামায়ার মনে ঈর্ষার উদয় হয়। সরলা যে ব্যভিচারিণী তাহা তিনি স্বামীকে বুঝাইয়া দেন। মহামায়া এক রাত্রিতে দাসীকে সরলা সাজাইয়া অন্য এক ব্যক্তির সহিত তাহার মিলনব্যাপার প্রদর্শন করিলে শান্তবাবু ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া সরলাকে পদাঘাতপূর্বক গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। অতঃপর সমস্ত রহস্য প্রকাশ হইয়া পড়ে। শান্তবাবু বহু অনুসন্ধানে সরলাকে পুনঃপ্রাপ্ত হন। মহামায়া ভয়ে পলাইয়া যান। পথে তিনি ব্যাঘ্র কর্তৃক নিহতা হন।

জাল সদানন্দের সহিত জাল সরলার মিলন-ঘটিত ব্যাপার সেক্সপীয়রের Much Ado About Nothing নামক নাটকোক্ত ডন জন ও হিরোবেশিনী হিরোর পরিচারিকার সাক্ষাৎ বিষয়ক ঘটনার অনুরূপ।

প্রতাপ (রাণা)—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রবলপ্রতাপ মোগল-সম্রাট্ আকবরের সহিত প্রতাপের যুদ্ধই ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের চরিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, প্রতাপের চরিত্র ঠিক সেই ভাবেই চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতাপের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী আকবরের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, তাহা সর্বজনসম্মত বলিয়া বোধ হয় না। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে প্রতাপের ভ্রাতা শক্তসিংহ এবং আকবরের অন্যতম সভাসদ্ ও রাজকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী জোশী সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শক্ত অসংযতচিত্ত ও ইন্দ্রিয়ভোগাসক্ত; শক্ত ধর্ম ও সাধুতায় বিশ্বাসহীন; অথচ ক্ষত্রিয়বংশে জাত বলিয়া শক্ত বীর ও সর্বত্র ন্যায়ের পক্ষপাতী। পৃথ্বীরাজ সকল কথায় কবিত্ব লইয়াই ব্যস্ত। তিনি আকবরের কোন দোষই দেখিতে পান না। তাঁহার এই ভাব দূর করিবার জন্যই গ্রন্থকার অতি সুকৌশলে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ খুসরোজের বৃত্তান্ত স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই খুসরোজেই জোশীর চরিত্র অতি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

প্রতাপসিংহ—বাঙ্গালা উপন্যাস। দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। সম্পদ্শূন্য, ধনজনগৃহশূন্য পথের ভিখারী হইয়াও রানা প্রতাপসিংহ কেবল হৃদয়বল, অতুলনীয় বীরত্ব, অপরিমেয় স্বদেশানুরাগ, অপরিসীম সহিষ্ণুতা, অমানুষিক তেজ, অচিন্তনীয় সাহস ও শক্তি সম্বল করিয়া কি কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা গ্রন্থকার এই পুস্তকে চিত্রিত করিয়াছেন।

প্রতাপাদিত্য—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। নিখিলনাথ রায় প্রণীত। যে যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্য প্রবলপ্রতাপ মোগলসম্রাট্‌কে ২০ বৎসর কাল উপেক্ষা করিয়া পূর্ববঙ্গে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহাতে সেই মহাপুরুষের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী ও কীর্তিকথার প্রকৃত তত্ত্ব বহু প্রাচীন কাগজপত্র দেখিয়া বিবৃত হইয়াছে।

প্রতাপাদিত্য- বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ইহাতে বঙ্গবীর প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ মহাকবি ভাসকৃত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। গুরুবন্ধু ভট্টাচার্য কৃত। কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন ও অবন্তীর রাজা মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তার কাহিনী অবলম্বন করিয়া মূল নাটকখানি রচিত। ['বাসবদত্তা' দ্রঃ।]

প্রতিভাসুন্দরী—বাঙ্গালা উপন্যাস। হারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অন্যতম রত্ন জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ বরাহের পুত্র মিহির ও সিংহলরাজ চন্দ্রচূড়ের কন্যা খনা বা প্রতিভাসুন্দরীর কাহিনী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

প্রত্যর্পণ—নিরুপমা দেবী প্রণীত উপন্যাস। এই উপন্যাসখানি গ্রন্থকর্ত্রীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "দিদির" সহিত তুলিত হইতে পারে। জমিদার রাধাকান্ত বাবুর একমাত্র কন্যাসন্তান কমলা। অরুণকুমার নামক একটি বালককে রাধাকান্ত বাবু জামাতৃপদে অভিষিক্ত করিবার মানসে বাল্যকাল হইতে স্বগৃহে রাখিয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন। রাধাকান্ত বাবুর সংসারে নীহার নাম্নী তাঁহার একটি অনাথা আত্মীয়কন্যা ও তাহার রুগ্না মাতা প্রতিপালিত হইতেছিল। অরুণ ও কমলার বিবাহ হইয়া গেল; কিন্তু রাধাকান্ত বাবু নীহারের বিবাহ দিবার পূর্বেই দেহত্যাগ করিলেন। তিনি

নীহারের বিবাহের জন্য উইলে যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া গেলেন। অল্পদিন পরে নীহারের মাতাও মারা গেলেন। বাল্যকাল হইতেই অরুণ, কমলা ও নীহার একত্রে ক্রীড়াকৌতুকাদি করিয়া আসিয়াছে, কাজেই নীহার বয়স্থা হইলেও অরুণদার নিকট বসিয়া গল্পগুজবাদি করিতে কুণ্ঠিতা হয় না। নীহার ও অরুণের মধ্যে এই নিঃসংকোচ আলাপ কমলার ঈর্ষার বিষয় হইয়া উঠিল। নীহারের জন্য পাত্র দেখিতে কমলা অরুণকে ধরিয়া বসিল। উভয়ের মধ্যে একটু অপ্রিয় বচসা হওয়ায় অরুণ রুষ্ট হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং যাইবার পূর্বে জানাইয়া গেল যে সে স্বাধীনভাবে জীবিকানির্বাহের উপায় করিয়া লইবে। ইতোমধ্যে দেওয়ানের সাহায্যে কমলা নীহারের জন্য একটি পাত্র স্থির করিল। গাত্রহরিদ্রার দিনে অরুণ হঠাৎ বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল এবং দেওয়ানের এই পাত্রটি তাহার শ্যালক ও নিতান্ত অপাত্র বলিয়া তাহার সহিত নীহারের বিবাহ হইতে পারে না বলায় কমলা প্রকৃতই বিচলিতা হইল। সে অরুণকে তখনই অন্য পাত্র স্থির করিতে বলিল, কিন্তু তখনই পাত্র পাওয়া যায় না দেখিয়া অরুণ নীহারকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং তাহাকে ভগিনীপতির আশ্রয়ে রাখিল। একটি সুপাত্র সংগ্রহ হইল। পণের টাকার জন্য অরুণ হঠাৎ একদিন বাটী উপস্থিত হইয়া খাজাঞ্চীখানা হইতে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া চলিয়া আসিল। ইতঃপূর্বে সে দেওয়ানকে পত্র লিখিয়া আরও পাঁচ হাজার টাকা লইয়াছিল। অরুণের দ্বিতীয়বারের এই বাটপাড়ির ন্যায় আচরণে কমলা অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া আদেশ দিল যে অরুণকে যেন কখনও আর বাটীতে প্রবেশাধিকার না দেওয়া হয়। নীহার কিন্তু কিছুতেই এ বিবাহে সম্মতা হইল না। অরুণের প্রতি তাহার আবাল্য অনুরাগ প্রবলভাবে দেখা দিল, কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিল না। নীহারের জিদে অরুণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কমলার নিকটে রাখিয়া আসিবার জন্য লইয়া গেল, কিন্তু বাটীর দ্বারে আসিয়া দেখিল যে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। অগত্যা সে নীহারকে লইয়া ফিরিল এবং দারুণ বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া মধ্যপথে নীহারকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া যথা ইচ্ছা যাইবার উপদেশ দিল। নীহার অল্পদূর যাইয়াই মূর্ছিত হইয়া পড়িল। অরুণ গাড়ীর জানালা দিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া তাহাকে পুনরায় সঙ্গে লইল এবং স্বয়ং তাহাকে বিবাহ করিয়া তাহার হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিল। অরুণ প্রফেসরি লইয়া সংসার চালাইতে লাগিল। কালক্রমে তাহাদের একটি কন্যা হইল। নীহার যক্ষ্মারোগে পড়িল এবং ক্রমে ক্ষয় পাইতে লাগিল। তাহার মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া সে অরুণকে না জানাইয়া কন্যা লীলাকে লইয়া কমলার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নীহারের মৃত্যুকাল উপস্থিত এই মর্মের তার পাইয়া অরুণও অগত্যা বাটী আসিল। নীহার লীলাকে কমলার করে সমর্পণ করিয়া এবং তাহার স্বামীকে কমলাকে প্রত্যর্পণ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গেল।

প্রথমা—(কবিতা পুস্তক)। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রণীত। এই পুস্তকে কতকগুলি খণ্ড কবিতা স্থান পাইয়াছে। কবিতাগুলি সুন্দর হইয়াছে—ছন্দ ও ভাবগৌরবে এগুলি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে।

প্রদীপ—বাঙ্গালা কাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। ইহাতে প্রকৃতি ও প্রেমসম্বন্ধীয় কতকগুলি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রফুল্ল—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। যোগেশচন্দ্র ঘোষ সওদাগরী অফিসে কার্য করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে যথেষ্ট উন্নতাবস্থায় উপনীত হন, এবং সচ্চরিত্রতার জন্য সকলের বিশ্বাসভাজন হন। তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা রমেশ এটর্নি হইয়াছিলেন, এবং কনিষ্ঠ সুরেশ বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগ না দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন। যোগেশের স্ত্রীর নাম জ্ঞানদা এবং পুত্রের নাম যাদব। রমেশের স্ত্রীর নাম প্রফুল্ল। মাতা উমাসুন্দরী বৃন্দাবনবাসে ইচ্ছুক হইলে যোগেশ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া আসিবার উদ্যোগ করেন, এমন সময় সংবাদ আসে যে, যে ব্যাঙ্কে তাঁহার টাকা জমা ছিল, তাহা 'ফেল' হইয়াছে। এদিকে পাওনাদার ও ব্যাপারীদের টাকা দিতে হইবে। যোগেশ বাড়ী বেচিয়া ঋণমুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু কূটবুদ্ধি রমেশ বাড়ী বেনামী করিয়া পাওনাদারদিগকে ফাঁকি দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু যোগেশ ইহাতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে স্ত্রী ও মাতার অনেক অনুরোধে ইহাতে সম্মতি দিলেন বটে, কিন্তু সুনাম নষ্ট হইল ভাবিয়া একেবারে উন্মত্তপ্রায় হইলেন, এবং দিবারাত্র মদ খাইতে লাগিলেন। এই সময় সংবাদ আসিল যে, ব্যাঙ্ক 'ফেল' হয় নাই। কিন্তু চতুর রমেশ এ সংবাদ গোপন করিয়া উন্মত্তাবস্থায় যোগেশের নিকট সমস্ত সম্পত্তি লিখাইয়া লইল। কাঙ্গালীচরণ নামক জনৈক ধূর্ত ব্যক্তি জগমণি নাম্নী এক রমণীর সহিত মিলিয়া একটি ডাক্তারখানা খুলিয়াছিল। সুরেশ তথায় যাতায়াত করিত। রমেশ তাহাদিগকেও হাত করিল, এবং চুরি অপরাধে সুরেশকে পুলিসে ধরাইয়া দিল। সুরেশ জেলে গেল। রমেশ তাহাকে কারামুক্তির প্রলোভন দেখাইয়া তাহার অংশ লিখাইয়া লইতে গেল, কিন্তু সুরেশ তাহাতে স্বীকৃত হইল না। জ্ঞানদা পুত্র ও শাশুড়ীসহ অন্য এক বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন, পরে সে বাড়ীখানি বাধ্য হইয়া বিক্রয় করিয়া একটি সামান্য ভাড়াটিয়া ঘরে পুত্রসহ বাস করিতে লাগিলেন। সুরেশের কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া জননী উমাসুন্দরী উন্মাদরোগগ্রস্তা হইলেন। প্রফুল্ল তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। যোগেশ মদ খাইয়া নীচ সংসর্গে কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং জ্ঞানদা ঘটিবাটি পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইতে লাগিলেন। শেষে সব ফুরাইয়া আসিল। বাড়ী ভাড়ার জন্য তিনটি টাকা ছিল। যোগেশ জ্ঞানদাকে ভীষণ পদাঘাত করিয়া তাহা কাড়িয়া লইয়া গেলেন। সে পদাঘাতে জ্ঞানদার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে লাগিল। মেজবউ প্রফুল্ল বহু চেষ্টায় জ্ঞানদার সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে কয়েকটি টাকা দিয়া গেলেন, কিন্তু স্বামীর ভয়ে বাড়ীতে লইয়া যাইতে পারিলেন না। জ্ঞানদার আসন্ন মৃত্যু দেখিয়া বাড়ীওয়ালা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। অভাগিনী জ্ঞানদা যাদবের হাত ধরিয়া পথে বাহির হইলেন। শেষে রাস্তায় পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। রমেশ নিষ্কণ্টক হইবার জন্য মদন নামক এক পাগলের দ্বারা যাদবকে ধরিয়া আনিয়া এক নিভৃত কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, এবং অনাহারে তাহাকে মারিয়া ফেলিবার উদ্যোগ করিলেন। মদনের মুখে প্রফুল্ল সকল সংবাদ অবগত হইয়া যাদবের রক্ষার্থ ছুটিয়া আসিয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় অস্থির যাদবকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং তাহাকে খাইতে দিলেন। পাপিষ্ঠ রমেশ পত্নীকে চলিয়া যাইতে বলিল, কিন্তু প্রফুল্ল যাইতে চাহিল না, অধিকন্তু স্বামীকে এই শিশুহত্যা হইতে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিল। তখন রমেশ গলা

টিপিয়া প্রফুল্লকে মারিয়া ফেলিলেন। এমন সময় কনিষ্ঠ সুরেশ পুলিস সহ তথায় উপস্থিত হইলেন। রমেশ, কাঙ্গালীচরণ ও জগমণি ধৃত হইল। উন্মাদিনী উমা-তারা প্রাণত্যাগ করিলেন। সোনার সংসার ছারখার হইল। যোগেশের সাজানো বাগান শুকাইয়া গেল।

প্রবন্ধলহরী - বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। জ্ঞানেন্দ্র-লাল রায় প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি প্রবন্ধ আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি সামাজিক, কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং কতকগুলি ধর্মবিষয়ক। বঙ্কিম-বাবু, তাঁহার সাহিত্যসেবা, দেবী চৌধুরাণীর নিষ্কাম ধর্ম ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার মূল, বর্ত্তমানে তাহার অনুপকারিতা ও সংস্কারের আবশ্যকতা প্রদর্শিত হইয়াছে। দানধর্ম ও জমিদার-দিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও কতকগুলি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

প্রবাসচিত্র - ভ্রমণবৃত্তান্ত। রায়বাহাদুর জলধর সেন প্রণীত। লেখক আপনার হিমালয়-ভ্রমণের কতকগুলি চিত্র ইহাতে অঙ্কিত করিয়াছেন।

প্রবোধচন্দ্রিকা—বাঙ্গালা আখ্যানগ্রন্থ। মৃত্যুঞ্জয় তর্কালংকার প্রণীত। বিক্রমাদিত্য-তনয় বৈজপাল স্বীয় পুত্র শ্রীধরাধরকে বিদ্যাশিক্ষার্থ আচার্য প্রভাকরের নিকট সমর্পণ করেন। প্রভাকর রাজপুত্রের নিকট বর্ণবিচার হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলংকার প্রভৃতি শাস্ত্রের বহু উপদেশ প্রদানপূর্বক হিতোপদেশ প্রদানা-ভিপ্রায়ে লৌকিক ও শাস্ত্রীয় নানা কথা সমন্বিত বহুবিষয়ের বহুবিধ উপাখ্যান বর্ণন করেন।

প্রবোধপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে প্রাণিতত্ত্বনিরূপণ প্রসঙ্গে দুঃখের ক্লেশানুভব হেতুই লোকে সুখান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়, লৌকিক উপায়ে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, স্বর্গীয় সুখ অস্থায়ী, তত্ত্বজ্ঞানই অবিনশ্বর সুখলাভের একমাত্র উপায় ইত্যাদি শাস্ত্রীয় মীমাংসাসমূহ পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তর-চ্ছলে কথিত হইয়াছে।

প্রভাতসংগীত—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে মানবের হৃদয়গত ভাব ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলম্বনে লিখিত অনেকগুলি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

প্রভাতী—বাঙ্গালা কবিতা পুস্তক। দেব-কুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে প্রেম ও প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ক কতকগুলি কবিতা স্থান পাইয়াছে।

প্রভাস—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। কবি নবীনচন্দ্র কৃষ্ণচরিত অবলম্বনে রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস নামে তিন ভাগ কাব্য প্রণয়ন করেন। রৈবতকে শ্রীকৃষ্ণের আদিলীলা, কুরুক্ষেত্রে মধ্যলীলা এবং প্রভাসে অন্ত্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধাবসানে ভারতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল, এবং আর্য ও অনার্য পরস্পর ভেদ ভুলিয়া কৃষ্ণপ্রেম গান করিতে লাগিল। চক্রী মহর্ষি দুর্বাসার ইহা সহ্য হইল না, তাঁহার চেষ্টায় যাদবগণ সুরাপায়ী হইল, এবং প্রভাসক্ষেত্রে উৎসবস্থলে আত্মকলহের সৃষ্টি করিয়া পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন দুর্বাসার প্ররোচনায় কতকগুলি অনার্য সৈন্য অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহাদের উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিল। যদুবংশ ধ্বংস হইল। অনার্য রমণী জরুর শরাঘাতে শ্রীকৃষ্ণ যোগাবলম্বনে তনুত্যাগ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শেষলীলা এবং প্রেমরাজ্যস্থাপন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রমিথিউস আনবাউণ্ড (Prometheus Unbound) শেলী লিখিত বিখ্যাত নাট্যকাব্য। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইহা রচনা শুরু করেন। পর বৎসর ইহা শেষ হয়। প্রমিথিউস মানুষের জন্য আগুন চুরি করিয়া আনেন। এজন্য জিউস ক্রুদ্ধ হন। তিনি প্রমিথিউসকে পাহাড়ের গায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখেন। শেষ পর্যন্ত প্রমিথিউস মুক্তিলাভ করেন।

প্রশ্ন উপনিষৎ - 'উপনিষৎ' দ্র:।

প্রাচীন ভারত - ইতিহাসগ্রন্থ। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, ভারতের সভ্যতা, বৈদেশিক বাণিজ্য, যুদ্ধ, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি বিবরণসমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে এবং বৈদেশিক ভ্রমণকারী মেগাস্থিনিস, প্লিনি ষ্ট্রাবো, টলেমি, ফাহিয়ান, হিউ-এনথসঙ্গ প্রভৃতি মনীষিগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিকী—জগদানন্দ রায় প্রণীত। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে সহজ ও সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসকল বর্ণিত হইয়াছে।

প্রাচীন মুদ্রা (১ম ভাগ)—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস রচনার একটি প্রধান উপাদান মুদ্রা। এই গ্রন্থে ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভ হইতে মুসলমানবিজয়কাল পর্যন্ত ভারতের প্রাচীন মুদ্রাসমূহের পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার—রজনীনাথ দত্ত সম্পাদিত। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুগণ যে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করিতেন এবং তদ্দ্বারা যে পৃথিবীর নানাদেশে বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের লিখিত ইতিহাসের প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাতে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

প্রাণতোষিণী—সংস্কৃত তন্ত্র। রামতোষণ বিদ্যালংকার দ্বারা সংকলিত। উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে সৃষ্টি-প্রকরণ হইতে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপ, দীক্ষা, পূজাপদ্ধতি, সাধনাপ্রণালী, সিদ্ধি, জপপ্রকরণ, কবচ, মন্ত্র, তন্ত্রোক্ত দুর্গোৎ-সববিধি, দ্বাদশমাসিক কৃত্য, যোগপ্রকরণ, যোগফল, যাত্রাবিধি, বশীকরণাদি, বীরাচার ও পশ্বাচার পদ্ধতি, পঞ্চ মকার প্রকরণ, কুলাচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে। খড়দহনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাসের ইচ্ছাক্রমে ও আনুকূল্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। ১৮৪২ শকে ইহা লিখিত হয়।

প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিশাস্ত্র। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত। ইহাতে প্রায়শ্চিত্তের লক্ষণ, গঙ্গামাহাত্ম্য, গোবধাদি পাপ ও তৎপ্রায়শ্চিত্ত, চণ্ডালাদি অস্পৃশ্য জাতির অন্নভক্ষণ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়াছে। চণ্ডীচরণ স্মৃতিভূষণ কর্তৃক টীকা সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রিয়দর্শিকা—বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতি-রিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহা প্রাচীন কবি শ্রীহর্ষদেব প্রণীত সংস্কৃত প্রিয়দর্শিকা নাটকের বঙ্গানুবাদ। রাজা দৃঢ়বর্মা স্বীয় কন্যা প্রিয়দর্শিকাকে বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলে প্রত্যাখ্যাত কলিঙ্গরাজ ক্রোধে তাঁহাকে বন্দী করেন। কঞ্চুকী বিজয়সেন প্রিয়দর্শিকাকে লইয়া গোপনে আরণ্যরাজ বিন্ধ্যকেতুর গৃহে স্থাপন করেন। এদিকে বৎসরাজের সৈন্য আসিয়া বিন্ধ্যকেতুকে সমরে পরাস্ত করে, এবং প্রিয়দর্শিকাকে তাহার কন্যাভ্রমে বৎসরাজের নিকট লইয়া যায়। বৎসরাজের মহিষী বাসবদত্তা প্রিয়দর্শিকার মাতৃষসা-পুত্রী হইলেও তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া পরিচারিকারূপে রাখিয়া দেন। একদা বৎসরাজ উদ্যানে পুষ্পচয়ননিরতা আরণ্যকাকে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগী হন। মহিষী বাসবদত্তা এই অনুরাগ জানিতে পারিয়া আরণ্যকাকে বন্দী করিয়া রাখেন। আরণ্যকাও রাজার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে পাইবার আশা নাই দেখিয়া আত্মহত্যার

অভিপ্রায়ে বিষভক্ষণ করেন। ঠিক এই সময়েই সমস্ত কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং বাসবদত্তা জানিতে পারেন যে, আরণ্যকাই প্রিয়দর্শিকা। রাজার শুশ্রূষায় মৃতপ্রায়া আরণ্যকা বা প্রিয়দর্শিকা আরোগ্য লাভ করেন। পরে বাসবদত্তাই তাঁহাকে রাজার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এই নাটকখানিতে কতকটা রত্নাবলীর ছায়া দৃষ্ট হয়।

প্রেম—বাঙ্গালা উপদেশ গ্রন্থ। অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। ছাত্রদিগের জন্য এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হইয়াছে। যৌবনের প্রথমাবস্থায় ছাত্রগণ পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ যে কোন স্থানে প্রাণের সমগ্র অনুরাগ সমর্পণ করিতে লালায়িত হয়। অনেক সময়েই ইহার পরিণাম বিষময় হয়। কিন্তু যদি ঠিক এই সন্ধিক্ষণে—চিত্তের ভাবান্তর হইবার পূর্বেই, কোন উচ্চ লক্ষ্য ছাত্রদিগের সম্মুখে উপস্থিত করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে এই সকল ছাত্র দ্বারা দেশের মুখোজ্জ্বল, পরিবারের সুখশান্তি এবং আত্মীয়স্বজনের গৌরব বর্ধনের সম্ভাবনা; অন্যথা কেবল তরলভাবপূর্ণ উপন্যাস পাঠ, নিরাশ প্রেমগীতিরচনা, অথবা উচ্ছৃঙ্খল কলঙ্কিত জীবন যাপনের আয়োজন করিয়া রাখা হয়। প্রহার, ভর্ৎসনা, শাসন দ্বারা বালকের চরিত্র সংশোধিত হয় না; সুমিষ্ট বাক্য ও সহানুভূতি দ্বারা এবং ধীরে ধীরে পবিত্রতার দিকে আকর্ষণ করিয়া কিরূপে ছাত্রজীবনকে উন্নত করিতে হয়, গ্রন্থকার তাহা এই পুস্তকে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন।

প্রেম প্রবাহিনী—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল চক্রবর্তী প্রণীত। সংসারে একমাত্র প্রেমই যে প্রকৃত পদার্থ, এবং তাহা লাভ করা যে আয়াসসাধ্য, ইহাই এই কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রেমের জয়—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। ইহাতে একটি সঙ্গতিপন্ন ভদ্র হিন্দু পরিবারের গার্হস্থ্যচিত্র প্রকটিত।

ফ

ফাউস্ট (Faust)—জার্মানীর বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার গ্যেটের রচিত নাট্যকাব্য। ফাউস্ট, শয়তান মেফিস্টোফিস, মার্গারেট প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

ফোরসাইট সাগা, দি (Forsyte Saga, The)—জন গলসওয়ার্দীর বিখ্যাত উপন্যাস। ইহা ছয় খণ্ডে সম্পূর্ণ। ফোরসাইট, আইরীন, সোম্স, জেলিয়ান, অ্যানেট প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

ফ্রেঞ্চ রিভলিউশন, দি (French Revolution, The)—টমাস কার্লাইল রচিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ (১৮৩৭ খ্রীঃ)। ইহা ২০ খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থের বিখ্যাত চরিত্রের মধ্যে Robespierre, Danton, Barras, Marat প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ব

বঙ্কিমচন্দ্র—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। ইহাতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কৃত উপন্যাসগুলির, এবং ঐ সকল উপন্যাসে চিত্রিত প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির সমালোচনা অতিশয় যোগ্যতার সহিত করা হইয়াছে।

বঙ্কিম-জীবনী—বাঙ্গালা জীবনবৃত্তান্ত। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই গ্রন্থে অমর কবি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত তৎসহিত তাঁহার কবিত্বের সমালোচনা, পুস্তকাবলীর বিবরণ, অপ্রকাশিত রচনাসমূহ, তাঁহার পূর্বে ও পরে বঙ্গভাষার অবস্থা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (প্রথম ভাগ)—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে বঙ্গভাষার আদিম উৎপত্তিকাল হইতে ইংরেজ-প্রভাবের পূর্বকাল পর্যন্ত বঙ্গভাষার অবস্থা, ক্রমোন্নতি, তৎকালীন লিখিত গ্রন্থসমূহের এবং গ্রন্থকারগণের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সহিত বঙ্গভাষার সামঞ্জস্য, বৌদ্ধ যুগে বঙ্গভাষার অবস্থা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বিশেষ লক্ষণ, গৌড়ীয় যুগে ও শ্রীচৈতন্যের সমকালে বঙ্গভাষার অবস্থান্তর ও শ্রীবৃদ্ধি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, কবিকঙ্কণ, কাশীদাস, কৃত্তিবাস, ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের বঙ্গসাহিত্যের উপর ক্রমিক প্রভাব ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত অনেক অজ্ঞাতনামা কবি ও বহু কাব্যের আলোচনাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রণয়নোদ্দেশ্যে ইহা লিখিত।

বঙ্গভাষার লেখক—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত। এই গ্রন্থে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া বহু বিখ্যাত বাঙ্গালা লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গবিজেতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। রাজা টোডরমল্ল যখন বাঙ্গালার শাসনকর্তা ছিলেন, সেই সময়ে একটি বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। টোডরমল্লের চেষ্টায় সেই বিদ্রোহাগ্নি শীঘ্রই নির্বাপিত হয়। এই সময়ে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে অনেক বাঙ্গালী যুবক অসাধারণ সাহস ও বিক্রমের পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই যুবক ইন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের নায়ক।

বঙ্গসংসার—সামাজিক উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে দম্পতির মধ্যে মিথ্যা সন্দেহের পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

বঙ্গসুন্দরী—বাঙ্গালা কাব্য। বিহারিলাল চক্রবর্তী প্রণীত। ইহাতে বঙ্গরমণীর দেবী, চিরপরাধীনা, করুণাময়ী, বিষাদিনী, প্রিয় সখী, বিরহকাতরা, প্রিয়তমা এবং পতির দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের বার্তা শ্রবণে অভাগিনী মূর্তি, এই আট প্রকার অবস্থা অসাধারণ দক্ষতা ও কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে।

বঙ্গাধিপ পরাজয় বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। প্রতাপচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বঙ্গের শেষ বীর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। প্রতাপাদিত্য যখন বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের রাজরাজেশ্বর, তখন বাঙ্গালার অবস্থা কিরূপ ছিল, প্রতাপাদিত্যের রাজ্য সংগঠন ও মানসিংহের হস্তে তাঁহার পরাজয় ইত্যাদি ঘটনাসমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ বৃহদাকার উপন্যাসগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় বিরল।

বঙ্গীয় সাহিত্যসেবক—বাঙ্গালা জীবনীগ্রন্থ। শিবরতন মিত্র সংকলিত। ইহাতে অকারাদি ক্রমে প্রাচীন ও আধুনিক মৃত বঙ্গীয় সাহিত্যিকবৃন্দের জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে।

বঙ্গের ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে প্রথম ভারতবিজয়ী মুসলমানগণের বিবরণ, ঘোরি রাজবংশ, প্রথম বঙ্গবিজেতা মুসলমানগণের বৃত্তান্ত, মুসলমান অধিকারের পর বাঙ্গালার স্বাধীন হিন্দু ও মুসলমান নরপতিগণ, শের শাহের বংশ বিবরণ, পাঠান অধিকারের অবসান, মোগল সম্রাটের অধীন বাঙ্গালার শাসনকর্তৃগণের বৃত্তান্ত, পলাশীর যুদ্ধ, বাঙ্গালায় ইংরাজাধিকার প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

বত্রিশ সিংহাসন—বাঙ্গালা গল্পগ্রন্থ। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রণীত। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে সেকালের ভাষায় এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই সময়ে

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিলাতে কাঠের হরপ প্রস্তুত হয়, এবং বিলাত হইতে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বিলাত হইতে এই দেশে যাঁহারা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কর্ম করিতে আসিতেন, তাঁহাদের পাঠের ও শিক্ষার জন্য "বত্রিশ সিংহাসন" প্রকাশিত হয়।, বাঙ্গালীর বাঙ্গালা শিক্ষার পক্ষেও তখন এই পুস্তকখানি প্রধান পুস্তক বলিয়া সমাদৃত হইয়াছিল। দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার মুখে দ্বাত্রিংশৎটি গল্প শ্রবণ করিয়া নরপতি ভোজরাজ সিংহাসনে আরোহণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। সেই মনোহর গল্পগুলি এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থখানি সংস্কৃত দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা অবলম্বনে রচিত।

বন্যা—বাঙ্গালা উপন্যাস। সীতা দেবী প্রণীত। আধুনিক-পন্থী প্রতুলচন্দ্রের বিবাহ হইয়াছিল অল্প বয়সে—কাজেই অল্প বয়সে বিবাহের ফল বোধ হয় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন। তাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, কন্যা সুবর্ণকে তিনি ভাল করিয়া মানুষ করিবেন। তাঁহার স্ত্রী নারায়ণীর এ সব ভাল লাগিত না, তাই বারবার স্বামীর অনুরোধ সত্ত্বেও সুবর্ণকে কলিকাতা যাইতে দেন নাই। ভিতরে ভিতরে নারায়ণী কন্যার বিবাহেরও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পাত্রও মিলিল, ছেলেটির বাড়ি ভাটগ্রামে, কলেজে পড়ে, অবস্থাও মন্দ নহে, তবে পিতা নাই। নারায়ণী চুপিচুপি একদিন স্বামীর বিনা অনুমতিতেই কন্যার বিবাহ দিলেন। ইহার পর খবর শুনিয়া প্রতুলচন্দ্র একবার আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাগে দুঃখে গৃহে প্রবেশ করেন নাই।

কিছুদিন পরে নারায়ণী মৃত্যুশয্যায় শায়িতা অবস্থার খবর পাইয়া প্রতুল দেশে ফিরিলেন। সুবর্ণ তখন শ্বশুরালয়ে। নারায়ণীর অনুরোধে তাহাকে আনিতে পাঠান হইল, কিন্তু শাশুড়ী পাঠাইলেন না। প্রতুলচন্দ্র একবার নিজেও গেলেন, কিন্তু অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সেইদিন রাত্রে সুবর্ণ মাকে দেখিবার জন্য লুকাইয়া পলাইয়া আসিল। কিন্তু নারায়ণী বাঁচিলেন না, আর ঐভাবে রাত্রে পলাইয়া আসিবার অপরাধে সুবর্ণেরও শ্বশুরগৃহে স্থান হইল না। প্রতুলচন্দ্র জামাতাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, সেও সুবর্ণকে চাহে কি না কিন্তু সে মাতৃভক্ত সন্তান, মাতার অবাধ্য হয় নাই।

এবার প্রতুলচন্দ্র ঠিক করিলেন, সুবর্ণকে কলিকাতায় লইয়া আসিবেন, তাহাকে আবার শিক্ষা দিবেন—নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন। সুবর্ণের হাত হইতে লোহা, শাঁখা তিনি পূর্বেই ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এবার নামটিও বদলানো হইল। সুবর্ণের নাম হইল—সুপর্ণা। সুপর্ণাকে তিনি কিছুদিন পরে দিল্লীতে তাঁহার বন্ধু তারণ বাবুর বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। সেখান হইতে তাহার পড়াশুনার ব্যবস্থা ঠিক হইল।

তারণ বাবুর এক কন্যা অমিতা—তাহার সঙ্গে সুপর্ণার খুব ভাব হইল। অমিতাও তাহাকে এক যুবকের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। যুবকটির নাম সুদর্শন। সুদর্শন এই বৎসর ডাক্তারি পাস করিয়াছে।

সুপর্ণাও লেখাপড়া শিখিতে লাগিল এবং একদিন ডাক্তারি পড়িতে লাগিল। সুদর্শন এসময় তাহাকে অনেক সাহায্য করিত—তাহা সুপর্ণার খুব ভালই লাগিল। কিন্তু যেদিন সুদর্শন জানাইল যে, সে সুপর্ণাকে ভালবাসে, সেদিন সে বড় ব্যথা পাইল, তবু তাহাকে কহিল যে, সুদর্শন যেন তাহাকে ভুলিয়া যায়।

ইতোমধ্যে সুপর্ণার স্বামী শ্রীবিলাস বড় হইয়াছে, সে এখন সুপর্ণাকে ফিরাইয়া গৃহে লইতে চাহে। পিতার পত্রে এই সংবাদ শুনিয়া সে কলিকাতা ফিরিল। সেখানে তাহার স্বামী ক্ষমা চাওয়ায় সে আবার সেই ভাটগ্রামে ফিরিয়া গেল। কিন্তু শাশুড়ী মারা গেলেও ননদের অত্যাচারে সে আবার নিজের গ্রামে ফিরিয়া আসিল। সেখানে গিয়া দেখে সুদর্শন সেখানে ডাক্তারি করিতেছে। সেও সেখানে প্রাক্টিস আরম্ভ করিল। কিন্তু শ্রীবিলাস এবার কৌশলে রোগী দেখাইবার অছিলায় অন্য লোক দিয়া নৌকাযোগে সুপর্ণাকে লইয়া পলাইল কিন্তু তাহাকে বাঁচাইল সুদর্শন—তবে অজয় নদীর জলে যে প্রাণ দিল সে শ্রীবিলাস।

বরাহপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বরুণা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। কেরলরাজ মানবেন্দ্র রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া ছদ্মবেশে কর্ণাধিপতি শিববর্মার মন্ত্রিরূপে এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র অভিরাম ছদ্মবেশে রাজপুত্র পুণ্ডরীকের অনুচররূপে অবস্থিতি করেন। আর কেরলরাজের কন্যা বরুণা এক কিরাতের গৃহে প্রতিপালিতা হন। পুণ্ডরীক মৃগয়া করিতে গিয়া অলক্ষ্যে বরুণার গান শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি ঐ সংগীতকারিণীকে দেখিতে চাহিলে বরুণা কিরাতবেশে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন, এবং সংগীতকারিণীকে রাজকুমারী বলিয়া পরিচয় দেন। পুণ্ডরীক সেই রাজকুমারীকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু বহু চেষ্টায় তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। গৃহে আসিয়া তিনি উন্মত্তবৎ হন। তখন রাজা অভিরাম প্রমুখাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাকে কন্যা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করেন। অভিরাম বেদেনীবেশধারিণী বরুণাকে আনিয়া উপস্থিত করিলে পুণ্ডরীক তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন। ইহাতে সত্যপালক রাজা তাঁহার বধাজ্ঞা দেন। পরে মন্ত্রীর অনুরোধে রাজা তাঁহাকে স্বীয় মনোমত পাত্রীসংগ্রহের নিমিত্ত এক বৎসর অবসর দেন, এবং পাত্রী না পাইলে বরুণাকে বিবাহ অথবা জীবনদান করিতে হইবে, এইরূপ আদেশ করেন। রাজপুত্র বহু অন্বেষণেও রাজকুমারীর কোন সন্ধান পান না। শেষে তিনি বিপন্নাবস্থায় জলে ঝাঁপ দিলে বরুণা তাঁহাকে উদ্ধার করে। এক বৎসর পরে তিনি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বরুণাকে বিবাহ করেন। রাজার পালিতা কন্যা মাধবীর সহিত অভিরামের বিবাহ হয়।

বর্তমান ভারত—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত। "বর্তমান ভারত" প্রথমে প্রবন্ধাকারে "উদ্বোধন" নামক পাক্ষিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভারতসমাগত যাবতীয় জাতির মানসিক ভাবরাশিসমুদ্ভূত দ্বন্দ্ব সহস্রবর্ষব্যাপী কাল ধরিয়া তাহাদিগকে পরিচালিত এবং ধীরে ধীরে শ্রেণীবদ্ধ, উন্নত, অবনত, পরিবর্তিত করিয়া দেশে সুখদুঃখের পরিমাণ কিরূপে কখন হ্রাস, কখন বৃদ্ধি করিয়াছে এবং বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন আচার-ব্যবহার, কার্যপ্রণালীর মধ্যেও এই আপাত-অসম্বদ্ধ ভারতীয় জাতিসমূহ কোন্ সূত্রেই বা আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া সমভাবে পরিচয় দিতেছে এবং কোন্ দিকেই বা ইহাদের ভবিষ্যৎ গতি, সেই গুরুতর দার্শনিক বিষয় "বর্তমান ভারতে" আলোচিত হইয়াছে।

বলিদান—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। করুণাময় বসু চাকুরিজীবী, তাঁহার আয় অতি অল্প। তাঁহাকে তিন কন্যার বিবাহ দিতে হইবে। তিনি নিজের বাড়িখানি বাঁধা দিয়া অতি কষ্টে জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলেন। তিনি অঙ্গীকৃত পণের টাকা সমস্তই দিলেন, কিন্তু তাহাতেও বরের ও তাহার মাতার মন

না। তাঁহারা কন্যাটিকে নানাপ্রকারে বিষম জ্বালাযন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। অত্যাচারের মাত্রা এতদূর বাড়িয়া উঠিল যে, মেয়েটি আর সহ্য করিতে না পারিয়া পিত্রালয়ে পলাইয়া আসিল। এদিকে করুণাময়ের দ্বিতীয়া কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইল। অর্থাভাবে করুণাময় এক বৃদ্ধ বিপত্নীকের হস্তে কন্যারত্নকে তুলিয়া দিয়া কোনরকমে জাতিরক্ষা করিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই সেই কন্যাটি বিধবা হইল এবং মনোদুঃখে জলে ডুবিয়া মরিল। এদিকে করুণাময়ের ঋণ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার এক ধনবান্ প্রতিবেশী কপট মিত্ররূপে তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। এই ধনবানের দুলালচাঁদ নামে এক অকালকুষ্মাণ্ড পুত্র ছিল। ধনবান স্বীয় অর্থের বিনিময়ে দুলালচাঁদের নিমিত্ত করুণাময়ের কনিষ্ঠা কন্যার পাণি প্রার্থনা করিল। করুণাময় অনন্যোপায় হইয়া এই ঘৃণিত প্রস্তাবেই সম্মত হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু বিবাহের রাত্রিতে আর একটি ভাল পাত্র জুটিল। সে বিনা পণেই করুণাময়ের কনিষ্ঠ কন্যার পাণিগ্রহণে সম্মত হইল। করুণাময় উভয় সংকটে পড়িয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার পতিব্রতা পত্নীও এই লোমহর্ষণ দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া পতির শবদেহের উপর পতিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন।

বসন্ত উৎসব—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। দুইটি প্রেমিক ও দুইটি প্রেমিকার চরিত্র ও পরস্পর মিলন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পাত্রপাত্রীর উক্তিগুলি গীতাকারে নিবদ্ধ।

বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। এতদ্দেশীয় কুলীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা নিবারণ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে বহুবিবাহের দোষ কীর্তিত হইয়াছে, এবং তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণসমূহও উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং বিবাহের যুক্তি খণ্ডন করা হইয়াছে।

বাগ্‌দত্তা—অনুরূপা দেবী প্রণীত। উমাকান্ত ভট্টাচার্য সার্বভৌম মহাশয়ের দুই পুত্র—ভক্তিনাথ ও শচীনাথ। ভক্তিনাথ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ, কিন্তু শচীনাথ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে অধ্যয়ন করে, সুতরাং পাশ্চাত্যভাবাপন্ন। ভক্তিনাথের বিবাহ হইয়াছে, শচীনাথ এখনও কুমার।

উমাকান্ত ভট্টাচার্যের গ্রামবাসী হরিনারায়ণ ও শিবনারায়ণ নামক দুই অভিন্নহৃদয় সহোদর। হরিনারায়ণ তাঁহার একমাত্র মাতৃহীন পুত্র মনীশকে সহোদর শিবনারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শিবনারায়ণ ও তাঁহার স্ত্রী করুণাময়ী মনীশকে পুত্রাপেক্ষা অধিক ভালবাসেন। মনীশ ও শচীনাথের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব। শিবনারায়ণের পুত্র সত্য 'ডানপিটে ছেলে', গৌরী নাম্নী একটি বালিকা তাহার খেলার সাথী। শচীনাথ কলিকাতার যে মেসে থাকে তাহার পাশের বাটীতে একটি মেয়েকে দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিল। মেয়েটির নাম কমলা। কমলার সহোদর ভ্রাতা শচীনাথের সহিত ভগিনীর বিবাহ দিতে আপত্তি নাই। কিন্তু রাঢ়ী বারেন্দ্র মিলনে সার্বভৌম মহাশয়ের আপত্তি হইতে পারে এই ভয় করিয়া শচীনাথ প্রকারান্তরে পিতার মত লইল। কিন্তু ইতোমধ্যে কমলার ভ্রাতৃবিয়োগ হওয়ায় তাহারা কাশী চলিয়া গেল। শচীনাথ আর তাহাদের সন্ধান পাইল না। মনীশেরা একবার কাশীতে বেড়াইতে গেল এবং অনাথা কমলাকে পাইল। কমলা আশ্রয়হীনা। মনীশেরা তাহাকে দেশে লইয়া আসিল। মনীশ ও কমলা উভয়ে উভয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত। কিন্তু মনীশের সহিত কমলার বিবাহ হইল না। কমলার এক মাতুল আসিয়া উদয় হইলেন এবং প্রচুর টাকা দাবি করিলেন। শিবনারায়ণ পণদানে অস্বীকৃত হইলেন। কমলার মাতুল কমলাকে লইয়া গেলেন। ঘটনাক্রমে শচীনাথ কমলার সন্ধান পাইয়া তাহাকে বিবাহ করিল। শচীনাথ কমলাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিত কিন্তু মনীশগতপ্রাণা কমলা শচীনাথকে ভালবাসিতে পারিল না। একদিন পাড়ার একটি বাড়িতে আগুন লাগিল। কমলার ইঙ্গিতে শচীনাথ অগ্নিকুণ্ডে ঝম্পপ্রদান করিয়া একটি রমণী ও তাহার পুত্রকে উদ্ধার করিল। কিন্তু শচীনাথ প্রাণ হারাইল। সার্বভৌম মহাশয়ের সহিত কমলা কাশীবাস করিতে লাগিল। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পরে মনীশের সহিত একদিন কমলার কাশীতে দেখা হইল। মনীশ প্রতিজ্ঞা করিল যে আর কখনও তাহার সহিত দেখা করিবে না। মনীশ চিরকৌমারব্রত অবলম্বন করিয়াছিল।

গ্রন্থকর্ত্রী এই পুস্তকে বিবাহকার্যে রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ যে বর্তমান যুগে সমাজের পক্ষে হিতকর নহে তাহার প্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

বাঙ্গালার বেগম—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত বেগমদিগের কীর্তিকাহিনী বিজড়িত। এই গ্রন্থে লেখক লুৎফুন্নিসা, আমিনা, আলিবর্দী বেগম, মণিবেগম, ঘসিটি, জিন্নতুন্নিসা এই ছয়জন বেগমের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বাঙ্গালার প্রাগৈতিহাসিক যুগ প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্যবিজয়, তৃতীয় পরিচ্ছেদে মৌর্যাধিকার ও শকাধিকার, চতুর্থ পরিচ্ছেদে গুপ্তাধিকারকাল, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে গুপ্তরাজবংশের উত্থান ও পতন, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদে পালবংশের অভ্যুদয়, গুর্জর রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব, দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও পালবংশের অধঃপতন এবং একাদশ ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সেনরাজবংশ ও মুসলমানবিজয় সম্বন্ধে যাবতীয় ঐতিহাসিক তথ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল মূর্তির চিত্র আছে তাহা হইতে গৌড়মগধের প্রাচীন ভাস্কর্যকলার ক্রমবিকাশের আভাস পাওয়া যায়।

বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। এই গ্রন্থ চারি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। প্রথম পরিচ্ছেদে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা অক্ষরের প্রবর্তন কাল আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে কাল-বিভাগ, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের জীবনচরিত ও গ্রন্থসমালোচনা, ভাষার অবস্থা ও ছন্দের নিয়ম প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যদেবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, বৃন্দাবন দাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রভৃতি কবিগণের জীবনবৃত্তান্ত ও গ্রন্থসমূহের আলোচনা করা হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ভারতচন্দ্র রায় হইতে ঈশ্বর গুপ্ত, দাশরথি রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত এবং রচিত গ্রন্থসমূহ সমালোচিত হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার অবস্থাভেদে তিনটি কাল কল্পিত হইয়াছে—আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন।

চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী যে কাল তাহাই আদ্য, চৈতন্যদেবের সময় হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত যে কাল তাহাই মধ্য, এবং ভারতচন্দ্রের সময় হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ইদানীন্তন কাল নামে কথিত হইয়াছে।

বাঙ্গালী চরিত্র—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। চাকুরিজীবী বাঙ্গালীর বক্তৃতা কতদূর অসার, স্বদেশ-হিতৈষিতা কিরূপ মৌখিক ও বিড়ম্বনাময়, কল্পনাপ্রিয় বঙ্গীয় যুবকের বিবাহরহস্য ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর গান - বাঙ্গালা সংগীতপুস্তক। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে রামপ্রসাদ সেন হইতে আধুনিক সংগীত-রচয়িতাদিগের পর্যন্ত সংগীতসমূহ প্রভূত পরিশ্রমে সংগৃহীত হইয়া সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচয়িতৃগণের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্তও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

বাঙ্গালীর বল - বাঙ্গালা উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। যে সময়ে পাঠান সুলতান গিয়াসুদ্দীন বঙ্গবিজয় করেন, সেই সময়ে বীরভূম অঞ্চলে বীরসিংহ নামক জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। গিয়াসুদ্দীন বহু কৌশলে ও বহু কষ্টে তাঁহাকে নিহত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। রাজগুরু ধ্রুবগোস্বামী সংসার-বিরাগী সন্ন্যাসী হইয়াও রাজ্যরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে তাঁহার সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়।

বাজীরাও--বাঙ্গালা ইতিহাস। সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ইহাতে পেশওয়া বাজীরাওএর জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা যে চৌথপদ্ধতি প্রচলিত করেন, তাহা এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। মারাঠাগণ কেবল লুঠপাট করিতে দক্ষ, পরন্তু দেশহিতকর প্রজাপালন প্রথার প্রবর্তনা বিষয়ে অমনোযোগী, এই ধারণা দূর করিবার জন্য গ্রন্থকার অনেক যুক্তিতর্কের প্রয়োগ করিয়াছেন।

বাড়তির পথে বাঙালী—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার প্রণীত। এই পুস্তকে অর্থনীতির সমস্যা-বিষয়ক কতকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। বাঙালীর এই সমস্যার সমাধান কি প্রকারে হইতে পারে তাহার সুন্দর ইঙ্গিতও ইহার মধ্যে রহিয়াছে। বাঙালীর যে দিন দিন উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে—তাহার পরিচয় এই গ্রন্থের সাহায্যে জানিতে পারা যায়—প্রবন্ধগুলি যেমনি মূল্যবান্ ও প্রয়োজনীয়, তেমনি এইগুলির মধ্যে গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছে।

বাণিজ্য - বাঙ্গালা ব্যবসায় বিষয়ক গ্রন্থ। গিরীন্দ্রকুমার সেন, এম. এ. প্রণীত। ইহাতে বাণিজ্যিক নাম ও সংজ্ঞাদি, ব্যবসায়ের ব্যক্তিগণ, মালের শুল্ক ও গুদামজাত করণ ব্যবস্থা, দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় বিধি, জলে স্থলে মালবহন, বিমা ও য়্যাভারেজ, দাবি পত্রের নিদর্শনপত্র, বাণিজ্যে বিনিময়, ব্যাঙ্কিং ও মহাজনী, ব্যবসাদারী চিঠিপত্র প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে ব্যবসাদারী চলিতভাষার বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী ও ইংরাজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

বাবু - বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। যাহারা আপনাদের ক্ষমতা না বুঝিয়া স্ত্রীস্বাধীনতা প্রবর্তিত করিতে উদ্যত, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ করিয়া এই প্রহসন রচিত হইয়াছে।

বামন-পুরাণ 'পুরাণ' দ্রঃ।

বামুন-বাগ্দী—(বাঙ্গালা উপন্যাস)। অরবিন্দ দত্ত প্রণীত। নিতাই বাগ্দীর পুত্র, কন্যা, ভগিনী ও স্ত্রী এবং তৎপরে সে স্বয়ং কাল বিসূচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করার পর তাহার আড়াই বৎসরের শিশুপুত্রটি অদৃষ্ট-গুণে প্রবল জমিদার সুরেন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে আশ্রয় পাইল। সুরেন্দ্রর মাতা মহেশ্বরী তাহাকে আপন করিয়া লইলেন। জমিদারের স্ত্রীর নাম শৈলবালা; পুত্র বলাই ও কন্যা শান্তি। বলাইএর নামের সঙ্গে নাম মিলাইয়া এই বাগ্দী ছেলেটির নাম রাখা হইল কানাই। গৃহের সকলে কানাইকে আপনাদের ছেলের মত দেখিলেও বাহিরের লোক বা আত্মীয়স্বজন সে চক্ষে দেখিতেন না। শান্তি, কানাই ও বলাই দিন দিন বড় হইতে লাগিল।

শান্তির বিবাহ সময় উপস্থিত হইল—এই সময় আত্মীয়েরা যেভাবে কানাইএর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিল, তাহা তাহার বালক হৃদয়ে লাগিয়া রহিল।...পিতৃগৃহ ত্যাগ করিবার সময় কানাই ও বলাই শান্তির সঙ্গে গিয়াছিল, সেখানেও সকলে কানাইএর প্রতি বাগ্দীছেলে বলিয়া যেরূপ অবজ্ঞা করিয়াছিল, তাহাও তাহার হৃদয় হইতে মুছিবার নহে।...তারপর কানাই ক্রমে ক্রমে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করিতে লাগিল।

বহুদিন হইতে মহেশ্বরীর ইচ্ছা যে, সেতু-বন্ধ-রামেশ্বর তীর্থ দর্শন করেন। একদিন তিনি তাঁহার মাতুল তারিণীর সঙ্গে কানাই ও বলাইকে লইয়া তীর্থ যাত্রায় বাহির হইলেন। হাওড়া স্টেশনে খাঁটালের এক ভদ্রলোকের স্ত্রী কলেরা রোগে আক্রান্তা হইয়া পড়িলে তাহার জন্য কানাই এক দোকান হইতে ঔষধ আনিতে চলিয়া গেল—এদিকে ট্রেন ছাড়িবার সময় হইল। তারিণী নানারূপ মিথ্যা কথা বলিয়া মহেশ্বরী ও বলাইকে লইয়া ট্রেনে উঠিয়া পড়িলেন—তারিণী ভাবিয়াছিলেন, এই বাগ্দী-ছেলে কানাইটাকে পথেই রাখিয়া যাইবেন। মহেশ্বরীর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার তীর্থযাত্রা করা হইল না। ট্রেন যে স্টেশনে গিয়া থামিল, সেখান হইতে তাঁহারা আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া কানাইএর সন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সন্ধান অনেক দিন ধরিয়া চলিতে লাগিল।

এদিকে কানাই সেই ভদ্রলোকের পরিবারাদির সঙ্গে খাঁটালে চলিয়া আসিল। ভদ্রলোকের নাম গণপতি মিত্র, স্ত্রীর নাম মহামায়া। তাঁহাদের সন্তানের মধ্যে একটিমাত্র কন্যা - তাহার নাম নলিনী। এখানে আসিয়া কানাই নিজ চরিত্রগুণে সকলের মন অধিকার করিল। গণপতিবাবু কানাইকে খুব স্নেহ করিতেন, কেবল মহামায়া মাঝে মাঝে নিজ স্বার্থের জন্য কানাইকে লক্ষ্য করিয়া ও কন্যাকে মধ্যে রাখিয়া দু'-এক কথা বলিতেন। নলিনী কানাইকে অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিত ও ভালবাসিত—ক্রমে এই পরিবারটির সঙ্গে কানাইয়ের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। গণপতিবাবু এক মহাজনের অধীনে তাহার কাজ জুটাইয়া দিলেন। কানাই তাহার উপার্জিত অর্থের দ্বারা স্থানীয় দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্য করিত। ইহা ছাড়া দরিদ্রকে ঔষধ দেওয়া, তাহাদের সেবা-যত্ন করা এবং অন্যান্য পরোপকারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিল। নিজে যে বাগ্দী-সন্তান সে-কথা স্পষ্টতঃ প্রকাশ না করিলেও কানাই নিজ হস্তে রান্না করিয়া খাইত। ইতো-মধ্যে মাহামায়ার দৃষ্টিও কানাইয়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া উঠে। তিনি তাহার কাছে নলিনীর বিবাহের কথা তুলিলেন এবং কানাই যদি নলিনীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাঁহারা সুখী হন, আর কন্যাদায় হইতে উদ্ধার পান, কিন্তু কানাই যে বাগ্দীর সন্তান এই কথা ভাবিয়া এ বিবাহে অমত প্রকাশ করে। ইহাতে মহামায়া আবার ভীষণভাবে চটিয়া যান এবং সর্ব-

দাই নানারূপ কথা বলিয়া ব্যথা দিতে থাকেন। কানাই কেবল অন্তরের বেদনা চাপিয়া রাখিল। এই সময়ে শহরে এক অগ্নিকাণ্ড হয়—তাহাতে কানাই নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া লোকের প্রাণ ও ঘরবাড়ি রক্ষা করে। লোকে শতমুখে তাহার প্রশংসা করিতে থাকে। এই সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইলে মহেশ্বরী, শৈলবালা, বলাই ইত্যাদি কানাইকে খুঁজিতে গাঁটালে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা কানাইকে লইয়া দেশে চলিয়া আসেন—কানাইয়ের অনুরোধে নলিনীর জন্য সম্বন্ধ ঠিক করা এবং বিবাহের সমস্ত ব্যয় বহন করা সমস্তই মহেশ্বরী করিলেন।

ইহার তিন বৎসর পরে জমিদারির সকল ভার কানাইয়ের উপর পতিত হয়। কানাই নিজ বুদ্ধি ও ব্যবহারে ছোট-বড় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া জমিদারির কার্য পরিচালনা করিতে লাগিল। নিতাই বাগ্দীর বাস্তুভিটায় 'মাতৃনিবাস' নামে কানাইয়ের বাসভবন নির্মিত হইল – সুখেন্দুই ইহা নির্মাণ করাইলেন। কানাই সুখেন্দুর নিকট হইতে যে টাকা বেতনস্বরূপ পাইত, তাহার কিছু কিছু এই গৃহে বসিয়া দরিদ্রকে দান করিত। ইহার মধ্যে সুখেন্দুর সঙ্গে গ্রামের প্যারীমোহনের বিবাদ হয়—এই বিবাদে প্যারীমোহনের পক্ষের একটি লোক জখম হয়। কানাই এই বিবাদ আপষে মিটাইতে চাহিল কিন্তু তাহা সে পারিয়া উঠিল না। শেষে আদালত পর্যন্ত গিয়া গড়ায়—প্যারীমোহন কানাইকে সাক্ষী মানিলেন। কানাইয়ের সাক্ষ্যের উপর সুখেন্দুর জয়-পরাজয় নির্ভর করে—সত্য সাক্ষ্য দিলে সুখেন্দুর জেল হয়, আবার সত্য ছাড়া মিথ্যা কথা বলা তাহা দ্বারা অসম্ভব। কানাই মহা বিপদে পতিত হয়—চিন্তা করিয়া কূলকিনারা করিতে পারে না। ভাবিতে ভাবিতে জ্বরে পড়িল—অসুখ ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করে। ইতোমধ্যে সুখেন্দু মামলায় জয়লাভের সংবাদ লইয়া মহেশ্বরীর কাছে উপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু কানাই এ সংবাদ জানিবার পূর্বে চির-বিদায় লইয়া পরপারে গমন করিয়াছে।

বামুনের মেয়ে—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কুলীন বামুনের ঘরে কুলের গৌরবের কুপরিণামের কদর্য কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত হইয়াছে। চাটুজ্যে পরম কুলীন, জমিদার ও সমাজের নেতা। জগদ্ধাত্রী তাঁহার ভাতি-ভাগিনেয়ী। জগদ্ধাত্রীর পিতা কন্যাকে প্রিয় মুখুজ্যে নামক একজন কুলীনের হস্তে সমর্পণ করিয়া জামাতাকে স্বগৃহে স্থাপন করেন। কাল-ক্রমে তিনি ও তাঁহার স্ত্রী পরলোকগত হন। প্রিয় মুখুজ্যে উদাসীন প্রকৃতির লোক, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায় অভিজ্ঞ হইলেও রোগিমহলে বিশেষ প্রতিপত্তি নাই। চিকিৎসাব্যবসায় দ্বারা তিনি অর্থোপার্জন করেন না, পরন্তু দুঃস্থ রোগীদিগকে ঔষধের সহিত পথ্যের মূল্যও দেন। সন্ধ্যা তাঁহার বিদুষী কন্যা। কুলীন কন্যা সুতরাং বয়স্থা হইলেও তাহার বিবাহ হয় নাই। জগদ্ধাত্রী স্বামীর পাগলামি-ভাবের জন্য তাহার প্রতি অত্যন্ত অপ্রসন্ন, কিন্তু তাঁহার একমাত্র সন্তান সন্ধ্যার পিতার প্রতি অচলা ভক্তি। সন্ধ্যাও বাড়ি বসিয়া অনেক রোগীর চিকিৎসা করে এবং তাহার হাতযশও বেশ আছে। প্রতি-বেশিপুত্র অরুণ চক্রবর্তী সন্ধ্যার বাল্যসহচর। অরুণ বিলাত হইতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী হইয়া স্বদেশে আসিয়াছে এবং মহাকুলীনগণের রোষে পতিত হইয়া সমাজচ্যুত হইয়াছে। প্রিয় মুখুজ্যে তাহাকে প্রশ্রয় দেন বলিয়া সে প্রায়ই তাঁহার বাটীতে আসে। অরুণ ও সন্ধ্যা পরস্পর পরস্পরকে গোপনে ভালবাসিত এই বিষয় লইয়া চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ফলে অরুণ সন্ধ্যাদের বাটী আসা বন্ধ করে। চাটুজ্যের স্ত্রী কঠিন রোগে পড়িলে চাটুজ্যে মহাশয় বালবিধবা শ্যালী জ্ঞানদাকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আনয়ন করেন। চাটুজ্যে মহাশয়ের স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিত হইলে জ্ঞানদাকে তাঁহার নাবালক পুত্রের রক্ষণা-বেক্ষণ করিবার জন্যই সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন এবং তাহার সঙ্গে স্বীয় কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে থাকেন, তাহার ফলে জ্ঞানদা গর্ভবতী হয়। এক্ষেত্রে চাটুজ্যে মহাশয় ভ্রূণহত্যার দ্বারা কুলগৌরব অব্যাহত রাখিবার প্রয়াস পান, কিন্তু জ্ঞানদার একান্ত জিদে তাহা আর হইয়া উঠিল না। এদিকে একটি প্রৌঢ় কুলীন পাত্রের সহিত সন্ধ্যার বিবাহ স্থির হইল। চাটুজ্যে মহাশয় সন্ধ্যাকে বিবাহ করিয়া শূন্য সংসার পূর্ণ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করেন, কিন্তু সন্ধ্যার মাতাপিতার অসম্মতিতে যখন সন্ধ্যালাভ ভাগ্যে ঘটিল না, তখন তিনি সন্ধ্যার পিতা-মহীর কুৎসা রটাইয়া বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য গোপনে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যার বিবাহের প্রাক্কালে কয়েকটি লোক হঠাৎ বিবাহবাটীতে উপস্থিত হইয়া জানাইল যে সন্ধ্যার পিতামহীকে যে বৃদ্ধ মহাকুলীন বিবাহ করিয়াছিলেন তিনি অর্থলোভে হীরু নাপিত নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার নাম করিয়া স্বীয় স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করেন। সন্ধ্যার পিতামহী কখনও স্বামিরূপ দেখে নাই সুতরাং হীরুকে স্বামিজ্ঞানে গ্রহণ করে। এই মিলনের ফলে প্রিয় মুখুজ্যের জন্ম হয়। পরে এই ঘৃণ্য বিষয় প্রকাশ পাইলে তিনি কাশী-বাসিনী হন। জগদ্ধাত্রীর মাতা কাশী হইতে প্রিয় মুখুজ্যেকে জামাতৃরূপে গ্রহণ করেন। বিবাহ আসরে এই কদর্য উক্তি উত্থাপিত হইলে সন্ধ্যার পিতামহী নীরব রহিলেন দেখিয়া বরপক্ষ কালবিলম্ব না করিয়া বিবাহবাটী ত্যাগ করিল। প্রিয় মুখুজ্যে ক্ষোভে ও দুঃখে কন্যাসহ বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জ্ঞানদা ভ্রূণহত্যার ভয়ে চাটুজ্যে মহাশয়ের গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন পর্যন্ত প্রিয় মুখুজ্যের সহিত গমন করিল। চাটুজ্যে মহাশয়ও আর একটি কুলীন কন্যাকে বিবাহ করিয়া শূন্য সংসার পূর্ণ করিলেন।

বায়ু-পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বারাণসী-নগেন্দ্রনাথ সোম প্রণীত। হিন্দুর পরমতীর্থ কাশীর বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে।

বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায় প্রণীত। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ অবলম্বনে তৎকালীন সামাজিক অবস্থা, ধর্মতত্ত্ব, রাজনীতি, বাল্মীকির অভ্যুদয়কাল প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ভূবৃত্তান্তে রামায়ণ-বর্ণিত দেশ-সমূহের আধুনিক নাম ও অবস্থান নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণবর্গে কর্মকাণ্ড এবং আচার ব্যবহারাদি আলোচিত হইয়াছে। তৃতীয় ক্ষত্রিয়বর্গে রাজ্যের অবস্থা, রাজধর্ম এবং সামরিক ব্যাপারাদি বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ নিকৃষ্টবর্গে জাতি-বিচার ও জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

বাল্মীকির জয়—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত। সত্য ও ত্রেতা-যুগের সন্ধি-সময়ে এক অমাবস্যার রজনীতে ছায়াপথ বিদীর্ণ করিয়া ঋভুগণ হিমালয়শৃঙ্গে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা তথায় দাঁড়াইয়া গান করিলেন, "সকলেই ভাই, ভাই।" পরে তাঁহারা শূন্যপথে স্বস্থানে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাদের এই গান শুনিলেন তিনজন—বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও দস্যু বাল্মীকি। গান শুনিয়া বিশ্বামিত্র ভাবি-লেন, আমি কি বাহুবলের সাহায্যে সকলকে ভাই ভাই করিতে পারিব না? বশিষ্ঠ ভাবিলেন, আমি বিদ্যাবলে সকলকে

এক করিব। আর দস্যু বাল্মীকি দস্যুতা পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপে কাঁদিতে লাগিলেন। প্রভাতে বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের সাক্ষাৎ হইল। বশিষ্ঠ তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে লইয়া গিয়া কামধেনুর প্রসাদে তাঁহার রাজোচিত অতিথি সৎকার করিলেন। কামধেনুর প্রভাব দেখিয়া বিশ্বামিত্র তাহাকে কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইলেন এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া রাজাধন ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। শেষে ব্রাহ্মণত্ব না পাইয়া নিজে সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তপোবল নিঃশেষিত হওয়ায় তিনি শূন্য হইতে কৌশাম্বী নগরে যজ্ঞস্থানে পড়িয়া গেলেন। এদিকে বাল্মীকি তখন দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া পরদুঃখমোচনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যজ্ঞস্থলে দুই পক্ষে ঘোরতর বিবাদ বাধিয়াছে। বাল্মীকি তন্নিবারণের জন্য করুণস্বরে গান করিতেছেন। সে গান শুনিয়া চরাচর মুগ্ধ হইল, বিবাদ মিটিয়া গেল। বাল্মীকির জয় হইল। পরে বাল্মীকি রামায়ণ প্রণয়ন করিলেন। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র স্বর্গে গেলেন, বাল্মীকি গেলেন না, তিনি জগতে ভ্রাতৃভাব স্থাপনার্থ প্রাণপণ করিতে লাগিলেন। তখন বিরাটমূর্তি আবির্ভূত হইয়া বাল্মীকির জয় ঘোষণা করিলেন।

চট্টগ্রামের ব্যবহারাজীব R. R. Sen, "The Triumph of Valmiki" নাম দিয়া ১৯০৯ খ্রীঃ এই গ্রন্থখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ রচনা করেন।

বাল্মীকি-প্রতিভা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে বাল্মীকি দস্যুরাজরূপে কল্পিত। দস্যুগণ কালীর নিকট বলি দিবার জন্য একটি বালিকাকে আনয়ন করিলে তাহার ক্রন্দন শুনিয়া বাল্মীকির দয়ার উদ্রেক হয়, এবং তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ক্রমে এই দয়া হইতে প্রেমের উদ্ভব, পরে তাহা হইতে কবিতার উৎপত্তি। দস্যু বাল্মীকির এইরূপ ক্রমপরিবর্তন ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

বাসবদত্তা—বাঙ্গালা উপাখ্যান গ্রন্থ। মদনমোহন তর্কালংকার প্রণীত। ইহা প্রাচীন কবি সুবন্ধু কৃত সংস্কৃত গদ্যকাব্য বাসবদত্তার মূল উপাখ্যান অবলম্বনে বাঙ্গালা পয়ারাদি ছন্দে রচিত। মহেন্দ্রনগরে চিন্তামণি নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র কন্দর্পকেতু একদা স্বপ্নে অপরূপ রূপলাবণ্যসম্পন্না এক কামিনীকে সন্দর্শন করিয়া উন্মাদের ন্যায় প্রিয়বন্ধু মকরন্দের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হন। পরে বিন্ধ্যাটবীতে উপস্থিত হইয়া এক জম্বুবৃক্ষের তলে রাত্রিযাপন করিতে থাকেন। ঐ বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট শুকশারিকার কথোপকথন শ্রবণে কন্দর্পকেতু জানিতে পারেন যে, তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট কামিনী কুসুমপুরের রাজা অনঙ্গশেখরের কন্যা এবং তাঁহার নাম বাসবদত্তা। বাসবদত্তার স্বয়ংবরসভা অনুষ্ঠিত হইলে তিনি কাহারও গলায় বরমাল্য অর্পণ না করিয়া প্রত্যাগমন করেন, এবং স্বপ্নে কন্দর্পকেতুকে সন্দর্শন করিয়া একান্ত অধীরা হন। তখন বাসবদত্তা কন্দর্পকেতুর অন্বেষণের নিমিত্ত তমালিকা নাম্নী শারিকার দ্বারা পত্র প্রেরণ করেন। কন্দর্পকেতু শারিকার নিকট হইতে ঐ পত্র গ্রহণপূর্বক তাহার সহিত কুসুমপুরে গমন করেন, এবং তথায় গোপনে বাসবদত্তার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরে উভয়ে সেই রজনীতেই পলায়নপূর্বক বিন্ধ্যাটবীতে আগমন করেন। তথায় আসিয়া রাজপুত্র নিদ্রাগত হন। নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি বাসবদত্তাকে দেখিতে না পাইয়া ক্রন্দন করিতে থাকেন, এবং এক বৎসর পর্যন্ত অনুসন্ধানের পর গঙ্গাসাগরসংগমে দেহত্যাগ করিতে উদ্যত হন। এমন সময় আকাশবাণী শ্রবণে আশান্বিত হইয়া কন্দর্পকেতু বিন্ধ্যাটবীতে প্রত্যাগমন করেন, এবং বাসবদত্তাকে প্রস্তরমূর্তিরূপে দেখিতে পান। তাঁহার করস্পর্শে বাসবদত্তা পুনরুজ্জীবিত হইলে তিনি তাঁহার নিকট অবগত হন যে, বাসবদত্তাকে লইয়া দুই রাজার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মুনির আশ্রম ধ্বংস হয়। ইহাতে মুনি কোপাবিষ্ট হইয়া শাপপ্রদানে বাসবদত্তাকে প্রস্তরময়ী করেন, এবং প্রিয়করস্পর্শে তাহার শাপবিমোচন হইবে, ইহাও বলিয়া দেন। অনন্তর রাজপুত্র বাসবদত্তাকে লইয়া মকরন্দের সমভিব্যাহারে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন।

বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার (১ম ও ২য় খণ্ড)—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। কিরূপ নিয়মপ্রণালী অবলম্বন করিয়া জগদীশ্বর এই জগৎ পালন করিতেছেন এবং কোন্ নিয়মানুযায়ী চলিলে মানব উপকার ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কিরূপ অপকার প্রাপ্ত হয়, ইহা প্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। জর্জ্ কুম্ব্ সাহেব প্রণীত 'কন্‌ষ্টিটিউশন অফ্ ম্যান্'-নামক গ্রন্থাবলম্বনে ইহা লিখিত।

বিক্রমোর্বশী—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। একদা উর্বশী কুবেরভবন হইতে প্রত্যাগমনকালে কেশী দৈত্য কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ায় মহারাজ পুরুরবা সেই দৈত্যকে বধ করিয়া উর্বশীকে উদ্ধার করেন। পরে উর্বশী দেবসভায় নাট্যাভিনয়কালে অসাবধানতাবশতঃ পুরুরবার নাম উচ্চারণ করিয়া ফেলিলে নাট্যাচার্য ভরতের শাপে সে স্বর্গ হইতে বিতাড়িতা হইয়া পুরুরবার নিকট আগমন করে, এবং তাঁহার মহিষী হইয়া কালযাপন করিতে থাকে। হরেস্ হেম্যান উইলসন্ সাহেব কৃত ইহার একটি ইংরাজী অনুবাদ দৃষ্ট হয়।

বিচিত্রিতা—কবিতা-গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। এই পুস্তকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা আছে—প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার সঙ্গে একটি করিয়া ছবি রহিয়াছে। ছবিগুলি রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণ কর্তৃক অঙ্কিত হইয়াছে। ছবি ও কবিতা উভয়ই সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থখানিকে কবিতা-জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছে।

বিজয়বসন্ত—বাঙ্গালা পারিবারিক নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। জয়পুরের রাজা জয়সেন বৃদ্ধবয়সে দুর্জয়ময়ী নাম্নী এক রমণীর পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রথমা স্ত্রীর পুত্র বিজয় ও বসন্তকে উপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে দুর্জয়ময়ী বিজয়ের রূপে মুগ্ধা হইয়া তাহার প্রতি আসক্ত হইলেন, কিন্তু বিজয় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করায় তিনি ক্রোধে 'বিজয় তাঁহাকে প্রণয় সম্ভাষণ করিয়াছে' রাজার নিকট এই কথা বলিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ পুত্রদ্বয়ের মস্তকচ্ছেদনের আজ্ঞা দিলেন। বিজয়-বসন্তের অস্ত্রশিক্ষক বলবন্ত তাঁহাদের হত্যার ভার লইয়া গোপনে তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। বিজয়ের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া দুর্জয়ময়ী উন্মাদিনীর ন্যায় হইলেন, এবং আক্ষেপসহকারে আপনার হৃদয়ের পাপবাসনা ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। তারপর তিনি পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করিলেন। অতঃপর রাজা বহু অনুসন্ধানের পর বিজয়-বসন্তকে প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।

বিদগ্ধমাধব—সংস্কৃত নাটক। রূপ গোস্বামী কৃত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের বেণুবাদন বিলাস, মদনলেপ, শ্রীরাধিকার সহিত সম্মিলন, রাধিকা কর্তৃক বেণুহরণ,

রাধিকাপ্রসাদন, শরদ্বিহার প্রভৃতি লীলা বর্ণিত হইয়াছে। বৃন্দাবনস্থ কেশীতীর্থে নানা দিগ্দেশাগত ভক্তমণ্ডলীর সমক্ষে গোপেশ্বর মহাদেবের স্বপ্নাদেশ হেতু এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

বিদগ্ধ-মুখমণ্ডনং—বসন্তকুমার কবিরাজ কর্তৃক সংকলিত। ইহাতে কৌতুককর ও প্রহেলিকাপূর্ণ কতকগুলি সংস্কৃত কবিতা, টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ প্রকাশিত হইয়াছে।

বিদ্ধশালভঞ্জিকা—সংস্কৃত নাটিকা। কবি রাজশেখর প্রণীত। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর মল্লের গুপ্ত প্রেমলীলা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাজা চিত্রশালায় মৃগাঙ্কাবলীর চিত্র ও একটি দারুময়ী প্রতিমূর্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। পরে মৃগাঙ্কাবলীর সহিত তাঁহার পরিণয় হয়।

বিদ্যাপতি পদাবলী—বিদ্যাপতিরচিত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত। ইহাতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা ও মৈথিলী ভাষার সম্মিলনে পদ্যে লিখিত। উপক্রমণিকায় বিদ্যাপতির জীবনচরিত ও মৈথিলী বর্ণমালা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। টীকায় মূলস্থ দুর্বোধ শব্দের অর্থ ও ভাব বিবৃত হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার প্রণীত। ইহাতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত ও তৎকৃত কার্যাদি বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুবলচন্দ্র মিত্র প্রধানতঃ এই জীবনচরিতখানি অবলম্বন করিয়া ইংরাজী ভাষায় একখানি জীবনচরিত লিখিয়াছেন।

আর দুইখানি বিদ্যাসাগর জীবনচরিত আছে। একখানি শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও আর একখানি চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিদ্যাসুন্দর—বাঙ্গালা কাব্য। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় প্রণীত। ইহা আদিরস-প্রধান কাব্য। বর্ধমানাধিপতি বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন, যিনি তাঁহাকে বিচারে পরাজিত করিতে পারিবেন, তাঁহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন। অনেক রাজপুত্র তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইলেন। কাঞ্চী নগরের রাজকুমার সুন্দর বিদ্যালাভার্থ বর্ধমানে আসিয়া এক মালিনীর বাটীতে আশ্রয় লইলেন। ঐ মালিনী রাজকন্যাকে ফুল যোগাইত। সুন্দর একদা একটি বিচিত্র মালা গাঁথিয়া মালিনীর হাত দিয়া তাহা বিদ্যার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বিদ্যা ঐ মালা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং সুন্দরের প্রতি অনুরক্ত হইলেন। সুন্দর কালীমন্ত্রের প্রভাবে এক সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিয়া সেই পথে নিত্য বিদ্যার নিকট যাতায়াত করিতে থাকেন এবং মাল্যবিনিময়ে তাঁহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। কিছুদিন পরে বিদ্যার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, এবং সুন্দরও বিদ্যার কক্ষে ধরা পড়েন। রাজাজ্ঞায় সুন্দরের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। তাঁহাকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইলে তিনি কালীদেবীর স্তুতি করিতে থাকেন। কালী আসিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করেন। রাজা সুন্দরের অদ্ভুত প্রভাবদর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহারই হস্তে কন্যাকে সম্প্রদান করেন। এই কাব্যখানি কবিকৃত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থের অন্তর্গত। বিদ্যাসুন্দর বিষয়ক গ্রন্থ বররুচি প্রথমে রচনা করেন। তিনি উজ্জয়িনীই ঘটনাস্থল বলিয়া নির্দেশ করেন। নিমতানিবাসী কায়স্থ কৃষ্ণরাম যে বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তাহাতে বর্ধমান নগরের উল্লেখ ছিল না; রামপ্রসাদের গ্রন্থে ছিল। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের গ্রন্থ অবলম্বনে স্বীয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণরামের মালিনীর নাম বিমলা। রামপ্রসাদ বিধু ব্রাহ্মণী নামে একটি চরিত্রের সৃষ্টি করেন। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমক্ষে গায়ক নীলমণি কণ্ঠাভরণ কর্তৃক প্রথম গীত হয়।

মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থ অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করিয়া স্বপ্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে ১৮৬৬ খ্রীঃ ৬ই জানুয়ারি উহার প্রথম অভিনয় প্রদর্শন করেন।

বিদ্রোহ—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। অষ্টম শতাব্দীর মধ্য সময়ে মিবারের আদিরাজ গুহের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র নাগাদিত্যের সময়ে যে ভীষণ ভীলবিদ্রোহ ঘটে, তাহারই আদিকারণ অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসখানি রচিত হইয়াছে।

বিধবা বিবাহ—বাঙ্গালা বিয়োগান্ত নাটক। উমেশচন্দ্র মিত্র প্রণীত। কীর্তিরাম ঘোষ নামক জনৈক গৃহস্থের বিধবা কন্যা সুলোচনার সহিত প্রতিবেশী রামকান্ত বসুর পুত্র মন্মথ গুপ্তপ্রণয়ে আবদ্ধ হয়। পরে এই কথা প্রকাশ পাইলে সুলোচনা লজ্জায় ও অনুতাপে বিষভক্ষণে আত্মহত্যা করে। একাদশীর দিন বলিয়া মৃত্যুকালে কেহ তাহাকে একবিন্দু জলপান করিতে দেয় নাই। এইখানি বাঙ্গালা ভাষায় সর্বপ্রথম বিয়োগান্ত নাটক।

বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপাদনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

বিধবাবিবাহ শাস্ত্রবিরুদ্ধ—প্রসন্নকুমার শর্মা প্রণীত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া যে গ্রন্থ প্রচার করেন, তাহার প্রতিবাদরূপে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

বিধুর বিয়ে—সামাজিক উপন্যাস। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত। কন্যাদায়ের কঠোরতা ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত ইহাতে বর্তমান হিন্দুসমাজের অনেক দোষগুণের কথাও আলোচিত হইয়াছে।

বিপত্নীক—বাঙ্গালা উপন্যাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রণীত। শরৎ প্রবোধ দুই বন্ধু। প্রবোধ লীলা নাম্নী এক সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিলেন। শরৎ চিরকৌমার্য ব্রত অবলম্বন করিয়া অবিবাহিত থাকিবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। কোন কারণে শরৎ ও লীলা কিছুদিন একত্র থাকিতে বাধ্য হইলেন। সেই সময়ে লীলা শরৎকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। শরৎ ইহা বুঝিয়া তাঁহার পূর্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া প্রভা নাম্নী এক কুমারীর পাণিপীড়ন করিলেন। অতঃপর তিনি ওকালতি করিতে যাইতেছেন বলিয়া পশ্চিমে গেলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই প্রবোধের প্রাণসংকট পীড়ার সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে হইল। প্রবোধের মৃত্যু হওয়ায় শরৎ ওকালতি ছাড়িয়া দিলেন এবং পুনর্বার কলিকাতায় বাস করিতে লাগিলেন। এদিকে প্রভার মৃত্যু হওয়ায় সুযোগ পাইয়া লীলা একদিন শরৎকে বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন কি না, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শরৎ তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে লীলা হতাশ হইয়া ভগ্নহৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। শরৎ যাবজ্জীবন 'বিপত্নীক' থাকিয়া সাহিত্যসেবায় মনোনিবেশ করিলেন।

বিপ্রদাস—উপন্যাস। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বলরামপুরের ধনী ও ক্ষমতাশালী জমিদার স্বর্গীয় যজ্ঞেশ্বর মুখোপাধ্যায় দুই বিবাহ করিয়াছিলেন, প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান বিপ্রদাস এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দয়াময়ীর গর্ভের পুত্রসন্তান দ্বিজদাস ও কন্যা কল্যাণী। বিপ্রদাসের স্ত্রীর নাম সতী ও তাহাদের পুত্রের নাম বাসু।

বিপ্রদাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু শশধরের সঙ্গে কল্যাণীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এখন বিপ্রদাস সমস্ত জমিদারির দেখাশুনা করে, দ্বিজদাস এম. এ. ক্লাসে পড়ে আর কৃষাণ-মজুরদের সভাসমিতি লইয়াই ব্যস্ত থাকে। দ্বিজদাস নিজে সংসারে বিপ্রদাস ও দয়াময়ীকে ভক্তি করে কিন্তু বৌদি সতীকে তাহার চেয়েও বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধা করে আর সুখ-দুঃখের কথাও কেবল তাহার কাছেই জানায়। বিপ্রদাস কিন্তু দয়াময়ীকে দেবীজ্ঞানে পূজা করিয়া আসিয়াছে আর দয়াময়ীর স্নেহও বিপ্রদাসের উপর অজস্রধারায় বর্ষিত হইতেছে। দয়াময়ী নিষ্ঠাবতী মহিলা—তাঁহাকে পুরা সনাতনী বলা চলে।

সতীর এক বিলাতফেরত কাকা ও তাঁহার কন্যা বন্দনা বলরামপুরে বেড়াইতে আসিলেন। ভদ্রলোককে ম্লেচ্ছ সাহেব বলিয়াই লোকে জানে। পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি সবই তাঁহার সাহেবী ধরনের। বন্দনা ও তাহার বাবা এ বাড়িতে আসিলে তাহাদের বাহিরের দিক দিয়া আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হয় নাই। এখানে আসিবার পরই বন্দনা ও দ্বিজদাসের মধ্যে একটু ঘনিষ্ঠতা হয়—বন্দনা দ্বিজদাসের কাছ হইতেই জানিতে পারে—কেবল দ্বিজদাস ছাড়া এ বাড়ির কেহই তাঁহাদের ছোঁয়া জলটুকুও স্পর্শ করিবেন না, এমন কি বন্দনার দিদি সতীও না।

যদিও এইরূপ ঠিক হইয়াছিল যে, বন্দনা সতীর কাছে কয়েকদিন থাকিবে, কিন্তু অভিমান করিয়া সে তাহার বাবার সঙ্গেই রওনা হয়। বিপ্রদাস বন্দনাদের ষ্টেশনে পৌছাইয়া দিতে যায়—তারপর তাহাকেও উহাদের সঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয়। কলিকাতায় সকলে দ্বিজদাসের বাড়িতে আসিয়া উঠে। ওদিকে বন্দনা আসিবার সময় একটু জলও স্পর্শ করিয়া আসে নাই জানিয়া দয়াময়ী সতী ও দ্বিজদাস আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। এখানে আসিবার পর দয়াময়ীর মনের ভাব পরিবর্তন হয়, ছোঁওয়া-ছুঁইয়ির গোঁড়ামি একরকম দূর হয়—এমন কি তিনি ইহাও মনে মনে ঠিক করেন যে, বন্দনার সহিত দ্বিজদাসের বিবাহ দিবেন। কিন্তু ইহাতে বাধা পড়ে—যখন তিনি জানিতে পারেন যে, সুধীর নামক এক কায়স্থ যুবকের সঙ্গে বন্দনার বিবাহ পূর্বেই স্থির হইয়া গিয়াছে। বিপ্রদাস ব্যতীত তাহার সংসারের সকলে বলরামপুরে চলিয়া আসেন, এদিকে বন্দনা ও তাহার বাবা বোম্বাই রওনা হইলেও পথ হইতে বন্দনার এক মাসীর কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহাদিগকে কলিকাতায় মাসীর বাসাতে থাকিতে হয়—কয়েকদিন পরে বন্দনার বাবা কার্য-স্থানে গমন করেন।

এদিকে বিপ্রদাস কলিকাতার বাড়িতে অসুস্থ হইয়া পড়ে—তাহাকে সেবা করিবার ভার পড়ে বন্দনা ও বিপ্রদাসের পুরাতন ঝি অনুদির উপর। এইবার বন্দনার অন্তরের ভাব পরিবর্তন হয়, এমনি কি বিপ্রদাসের পূজা-আহ্নিকের যোগাড়-যন্ত্র করিবার মধ্যে বিপ্রদাস বন্দনার অন্তরের দেবী-রূপটি দেখিতে পায়। ইহার পর ছোটখাট ঘটনার মধ্যে বন্দনা নিজেকে এই পরিবারটির আচার-ব্যবহারের মধ্যে মিলাইয়া দেয়। বন্দনা বোম্বাই যাইবার পূর্বে সুধীরের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দেয় এবং পরে অনাদি নামক একটি সৎ যুবকের সঙ্গে তাহার বিবাহ এক রকম স্থির হয়। ওদিকে দ্বিজদাসের সঙ্গে মৈত্রেয়ী নামক একটি মেয়ের বিবাহের কথা উঠে, কেবল দ্বিজদাস ব্যতীত দয়াময়ী ইত্যাদি সকলেই সর্বান্তঃকরণে তাহাকেই ঘরে বধূভাবে গ্রহণ করিবেন, এইরূপ স্থির করেন।

দয়াময়ীর বড় সাধের পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইবার মধ্যে এক অঘটন ঘটিয়া গেল। সেদিন ভগ্নীপতি শশধরকে কোন কার্যের জন্য বিপ্রদাস অপমান করে। অপমানিত শশধর দয়াময়ীর কাছে ইহার প্রতীকারের জন্য উপস্থিত হইলে দয়াময়ী বিপ্রদাসকে ক্ষমা চাহিতে বলেন, বিপ্রদাস তাহাতে রাজী হয় না। শেষে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, বিপ্রদাসকে এই গৃহ পরিত্যাগ করিতে হয়। যে ভাবগাম্ভীর্যতার মধ্যে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার অবসান হয়, তাহা সত্যই বেদনাদায়ক। উৎসব-কার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে বিপ্রদাস, তাহার স্ত্রী সতী ও পুত্র বাসুকে লইয়া বড় সাধের গৃহ ও পূজনীয় মা এবং স্নেহভাজন ভাইকে ছাড়িয়া চলিয়া যায়।...পশ্চিমের নানাস্থান ঘুরিয়াও বিপ্রদাস কোথাও কোন সুবিধা করিতে পারে না। যখন হরিদ্বারে উপস্থিত হয় তখন সতীর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সেখান হইতে কাশী চলিয়া আসিলে সেইখানেই তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়।

এদিকে দয়াময়ী ঢাকার তাঁহার মেয়ের বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলেন, আর বন্দনাও অনাদিকে সঙ্গে করিয়া পিতার কাছে চলিয়া যায়।

সতীর শ্রাদ্ধকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য বিপ্রদাস বাসুকে লইয়া আবার বলরামপুরে উপস্থিত হয়—সতীর মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া দয়াময়ীও চলিয়া আসেন, দ্বিজদাস বন্দনাকে সংবাদ দিয়া আনাইয়াছে। শ্রাদ্ধকার্য সুসম্পন্ন হইয়া গেলে কয়েকদিন পরে দ্বিজদাসের সঙ্গে বন্দনার বিবাহকার্য গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সম্পন্ন হয়। বন্দনা বাসুকে পুত্ররূপে লালন-পালন করিবার ভার বিপ্রদাসের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়াছে।

বিবাহকার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে বিপ্রদাস দয়াময়ীকে লইয়া তীর্থ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ে, দয়াময়ী এ গৃহে একদিন ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু বিপ্রদাস আর ফিরিবে না।

বিবাহ বিভ্রাট—বাঙ্গালা সামাজিক নাট্যলীলা। অমৃতলাল বসু প্রণীত। গোপীনাথ সরকার কলিকাতানিবাসী গৃহস্থ। ইঁহার ভদ্রাসন বাড়ি বন্ধক পড়িয়াছে এবং চারি দিকেই ইঁহার দেনা। পাওনাদারগণ তাগাদা করিলেই ইনি পুত্রের বিবাহের ফুলশয্যার পরদিনই সমস্ত দেনা পরিশোধ করিবেন বলিয়া তাহাদিগকে আশ্বাস দিতেন। পুত্র নন্দলাল কলেজে সেকেণ্ড ইয়ার ক্লাসে পড়িতেছেন। মন্মথনাথ মিত্র নামক জনৈক গৃহস্থ পাস-করা পাত্র লাভের আশায় চার হাজার টাকা নগদ দিতে স্বীকৃত হইয়া নন্দলালের সহিত কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন। বিবাহ করিতে গিয়া, ছাঁদনাতলায় নন্দলাল আরও কিছু টাকা আদায় করিলেন। মিস্টার সিং নামক বিলাতফেরত ডাক্তার ও বিলাসিনী কারফরমা নাম্নী উচ্চশিক্ষিতা মহিলার পরামর্শে বিলাত যাইবার অভিপ্রায়ে নন্দলাল শ্বশুরপ্রদত্ত সমস্ত টাকা লইয়া বাসরঘর হইতে প্রস্থান করিলেন। সন্ধান পাইয়া পিতা ও শ্বশুর হাওড়া রেলওয়ে ষ্টেশনে আসিয়া দেখিলেন, নন্দলাল সাহেবী পোশাক পরিয়া মিস্টার সিংহ ও মিসেস্ কারফরমার সঙ্গে ট্রেনের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছেন। গৃহে ফিরিবার জন্য কাতরভাবে অনুরুদ্ধ হইলেও ইনি পিতা ও শ্বশুরের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সমস্ত টাকা লইয়া বিলাত যাত্রা করিলেন। বাসি বিবাহ না হওয়ায় 'বিবাহ বিভ্রাট' ঘটিল।

বিবেক চূড়ামণি (সানুবাদ)—শংকরাচার্য প্রণীত। ইহাতে মায়াময় সংসারের

অসারতা প্রতিপাদনপূর্বক তত্ত্বজ্ঞানের মহিমা ও সুখ কীর্তিত হইয়াছে।

বিয়ে পাগলা বুড়ো—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। রাজীব মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক অতিবৃদ্ধ বিপত্নীক ব্রাহ্মণ পুনরায় দারপরিগ্রহ করিবার জন্য লালায়িত ছিলেন। পণ্ডিতির উমেদার জনৈক ব্রাহ্মণ ঘটক সাজিয়া বৃদ্ধের বিবাহের সম্বন্ধ আনিলে, বৃদ্ধ বর বেশে গ্রামের একটি উদ্যানে বিবাহ করিতে যান। সেখানে বালকগণ কেহ কন্যার অভিভাবক ও কেহ কেহ স্ত্রীবেশে কন্যার আত্মীয়া সাজিয়া বিবাহকার্যে সাহায্য করেন। রতা নাপতে কন্যা সাজিয়া বাসরে বৃদ্ধের সহিত রসালাপ করে। প্রাতে বধূ লইয়া বৃদ্ধ বাড়িতে আসিয়া স্বীয় কন্যাগণকে বধুর মুখ দেখাইবার উদ্দেশ্যে তাহার ঘোমটা খুলিয়া দেখেন যে, সে গ্রামের বৃদ্ধা ভুমনী পেঁচোর মা।

বঙ্কিম বাবু বলেন—"বিয়ে পাগলা বুড়ো জীবিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া লিখিতে হইয়াছিল।"

বিলাত ভ্রমণ—অক্ষয়কুমার নন্দী প্রণীত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহা একখানি কৌতূহলপ্রদ এবং বহু তথ্য ও সৎপ্রসঙ্গপূর্ণ ভ্রমণকাহিনী। এই পুস্তকে অনেক কল-কারখানার কথা, প্রদর্শনীর কথা, বিদেশের আবহাওয়া, আচার-ব্যবহার, খুঁটিনাটি নানা বিষয় ছাড়াও সাধারণ লোক-চরিত্রের কথাও গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা—বালিকার ধর্মশাস্ত্রে ভক্তি, মেথরের সাধুতা, হোটেলঝির নিজ দেশের সাধুতার উপর বিশ্বাস এবং মাতাপিতার সন্তানগণকে লইয়া উপাসনা করা ইত্যাদি। তারপর য়ুরোপের ছোট বড় সকল ঘরের সামাজিক ও পারিবারিক, রাজনীতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথাও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পরিশিষ্টে গ্রন্থকার নিজ জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিলাপ—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার নিমিত্ত শোক-প্রকাশ ও তদীয় গুণবর্ণনোপলক্ষে এই নাটক রচিত।

বিল্বমঙ্গল—বাঙ্গালা ভক্তিমূলক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিল্বমঙ্গল নামক জনৈক ধনী যুবক চিন্তামণি নাম্নী এক বেশ্যার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া যথাসর্বস্ব নষ্ট করেন। বিল্বমঙ্গল ও চিন্তামণি কেহ কাহাকেও না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। নদীপারে চিন্তামণির বাড়ি ছিল। একদা বিল্বমঙ্গলের পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপস্থিত। শ্রাদ্ধের দিন নদীপার নিষিদ্ধ বলিয়া বিল্বমঙ্গল সেদিন চিন্তামণির নিকট গেলেন না। কিন্তু রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। তিনি শাস্ত্রাদেশ অগ্রাহ্য করিয়া চিন্তামণির নিকট চলিলেন। নদীতে নৌকা নাই। কিরূপে পার হইবেন ভাবিতে ভাবিতে বিল্বমঙ্গল নদীতে ঝাঁপ দিলেন। একটা পচা মড়া ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহাই ধরিয়া নদী পার হইয়া চিন্তামণির বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু বাটীর দ্বার রুদ্ধ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য বিল্বমঙ্গল প্রাচীরগাত্রলম্বিত এক সর্পকে রজ্জু ভাবিয়া তদবলম্বনে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক বাড়ির ভিতরে পড়িলেন—পড়িয়াই মূর্ছিত হইলেন। কিরূপে তিনি আসিয়াছেন ইহা অনুসন্ধান করিয়া চিন্তামণি সকলই জানিতে পারিলেন। তখন তিনি তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"এই মন, আমি বেশ্যা, যদি আমায় না দিয়ে হরিপাদপদ্মে দিতে, তোমার কাজ হ'ত, তোমায় আর অধিক কি বলব।" চিন্তামণির কথায় বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে বৈরাগ্যের উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহত্যাগ করিলেন। পরে সোমগিরির নিকট দীক্ষিত হইলেন। পরে একদা নদীতটে অহল্যা নাম্নী এক বণিক্-পত্নীকে দেখিয়া আবার মুগ্ধ হন, এবং ঐ বণিকের গৃহে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া তাঁহার স্ত্রীকে এক রাত্রির জন্য প্রার্থনা করেন। অতিথিবৎসল বণিক্ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া পত্নীকে বিল্বমঙ্গলের নিকটে পাঠাইয়া দেন। তখন বিল্বমঙ্গলের হৃদয়ে আবার তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হয়। তিনি চক্ষুকেই পরম শত্রু জ্ঞান করিয়া কাঁটা দিয়া তাহা বিদ্ধ করিয়া ফেলেন, এবং মাতৃসম্বোধন করিয়া অহল্যাকে বিদায় দেন। অতঃপর তিনি বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ রাখালবালক বেশে তাঁহার সঙ্গে ফেরেন, এবং তাঁহাকে দুগ্ধাদি সেবন করান। পরে বণিক্-পত্নীর সহিত বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা করিলে রাখালবালক আসিয়া বিল্বমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। এদিকে বিল্বমঙ্গল চলিয়া গেলে চিন্তামণিও চঞ্চলচিত্তা হন। এই সময় এক পাগলিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তাহার গভীর জ্ঞানপূর্ণ উন্মাদবাক্য শ্রবণে তাঁহারও হৃদয়ে বৈরাগ্যের সঞ্চার হইতে থাকে। বাড়ির ভাড়াটিয়া থাক এক ভণ্ড সাধকের পরামর্শে তাঁহাকে বিষদানে হত্যা করিয়া তাঁহার অর্থাদি হস্তগত করিতে উদ্যত হয়। পাগলিনী ও ভিক্ষুকের নিকট চিন্তামণি ইহা অবগত হন। তখন চিন্তামণি পাগলিনী ও ভিক্ষুকের সহিত বৃন্দাবন যাত্রা করেন। থাক ও সাধক তাঁহার অর্থাদি অপহরণে উদ্যত হইয়া পুলিস কর্তৃক ধৃত হয়, এবং বিষভোজনে উভয়ে প্রাণত্যাগ করে। এদিকে চিন্তামণি বৃন্দাবন গিয়া বিল্বমঙ্গলের সহিত মিলিত হন। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তখন বিল্বমঙ্গলের অন্ধত্ব অপনীত হইয়াছিল। বিল্বমঙ্গল চিন্তামণিকে গুরু বলিয়া অভিবাদন করেন। পরে উভয়ে শ্রীকৃষ্ণের যুগলমূর্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। পাগলিনী এবং ভিক্ষুকও সৎসঙ্গের ফলে কৃষ্ণদর্শনে সমর্থ হয়।

বিশ্বকোষ—বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব কর্তৃক সম্পাদিত ও খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এই অভিধান প্রণয়ন আরম্ভ করিয়া দুইটি খণ্ডমাত্র প্রকাশিত করেন। ইহাতে শব্দের অর্থ, নানাদেশীয় লোকের জীবনচরিত, নানা স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবু ইহার একটি হিন্দী সংস্করণও বাহির করিতেছেন।

বিশ্বনাথ—বাঙ্গালা সত্যমূলক আখ্যান। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। বিশ্বনাথ এক-জন বিখ্যাত ডাকাতের সর্দার ছিল। এক-সময়ে তাহার নামে সমগ্র বাঙ্গালা কম্পিত হইত। বিশ্বনাথ খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। বিশে ডাকাত বা বিশ্বনাথ বাবুর নাম বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রসিদ্ধ ছিল। নিজের অকুতোভয়তা এবং সহৃদয়তাবলে বিশ্বনাথ দস্যু-ব্যবসায়কেও লোকমনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে এদেশে কিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও অরাজকত্ব বিরাজ করিত, বিশ্বনাথই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিশ্বনাথ দিবাভাগে সূর্যালোকে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া ডাকাতি করিত। কৃষ্ণনগর হইতে দশ মাইল দূরে আশা নগরে বাগ্দীর ঘরে বিশ্বনাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। নলহে, কৃষ্ণসর্দার, মেঘা প্রভৃতি বিশ্বনাথের অনুচরগণ এক একজন দিক্‌পালবিশেষ ছিল। তাহার দলে ৫০০ লোক ছিল। একবার শারদীয়া পূজার সময়ে অর্থের "অভাব হইলে

বিশ্বনাথ কালনার গদি হইতে দশ হাজার টাকা অসীম সাহসের সহিত লুঠ করিয়া আনিল। আর একবার নদীয়ার নীলকর ফেডি সাহেবের কুঠি লুণ্ঠন করিয়াছিল—ডাকাতির দিন রাত্রিতে ফেডি-পত্নী কাল হাঁড়ি মাথায় দিয়া জলে ডুবিয়া থাকিয়া আপনার প্রাণরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ফেডিকে ডাকাতেরা ধরিয়া লইয়া গেল, এবং সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে হত্যা করিবার মত প্রকাশ করিল। এইরূপ ভাবে নিরস্ত্রকে হত্যা না করিয়া বিশ্বনাথ সাহেবকে প্রতিশ্রুতি করাইয়া লইল যে, তিনি মুক্তির পর কোন প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবেন না। পরন্তু মুক্ত হইয়া ফেডি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সকল কথা বলিয়া প্রতীকার প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণনগরের ম্যাজিস্ট্রেট ইলিয়ট সাহেব সিপাহীর সাহায্যে অনেক কষ্টে বিশ্বনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়াছিলেন।

বিষবৃক্ষ—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ দত্ত নৌকাযোগে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। ঝড়বৃষ্টির জন্য তিনি পথে এক স্থানে নামিতে বাধ্য হন, এবং আশ্রয় অনুসন্ধান করিতে করিতে এক জীর্ণ বাটীতে উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধকে মৃত্যুশয্যায় শয়ান দেখিতে পান। বৃদ্ধের পার্শ্বে তাঁহার কন্যা কুন্দনন্দিনী বসিয়া ছিল। বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে নগেন্দ্র কুন্দকে কলিকাতায় আনিয়া ভগ্নী কমলমণির নিকট রাখিয়া দেন। অতঃপর পত্নী সূর্যমুখীর অনুরোধে তাহাকে বাড়িতে লইয়া যান। সূর্যমুখীর ভ্রাতৃসম্পর্কীয় তারাচরণের সহিত কুন্দের বিবাহ হইল। কিছুদিন পরে তারাচরণের মৃত্যু হইলে কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহে স্থান পাইল। নগেন্দ্র কুন্দের রূপ-লাবণ্য দর্শনে তৎপ্রতি আসক্ত হইলেন, কুন্দও নগেন্দ্রের প্রতি অনুরাগিণী হইল। সূর্যমুখী ইহা বুঝিয়া ব্যথিত হইলেন। দেবীপুরের জমিদার দেবেন্দ্র কুন্দকে তারাচরণের গৃহে দেখিয়া তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। এক্ষণে সে হরিদাসী বৈষ্ণবী-বেশে ভিক্ষাচ্ছলে আসিয়া নগেন্দ্রের বাড়িতে কুন্দকে দুই একবার দেখিয়া এবং গোপনে তাহার সহিত দুই একটা বাজে কথা কহিয়া গেল। হীরা দাসী অনুসন্ধান করিয়া সূর্যমুখীকে জানাইল যে, দেবেন্দ্রই হরিদাসী বৈষ্ণবী। এদিকে সূর্যমুখী পত্র দ্বারা কমলমণিকে নগেন্দ্রের মনোভাব বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন। কমলমণি আসিয়া কুন্দকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে চাহিলেন। কুন্দ প্রথমে যাইতে চাহিল না, শেষে যখন শুনিল যে, তাহার জন্য এই গৃহের সুখশান্তি নষ্ট হইতেছে, তখন সে যাইতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু নগেন্দ্রকে না দেখিয়া সে থাকিতে পারিবে না। অনেক ভাবিয়া শেষে সে একদিন গোপনে খিড়কি পুকুরে ডুবিয়া মরিতে গেল। কিন্তু সেই সময়ে নগেন্দ্রকে সম্মুখে দেখিয়া সে ডুবিয়া মরিতে পারিল না। তারপর হরিদাসী বৈষ্ণবীর ব্যাপার শুনিয়া সূর্যমুখী কুন্দকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। কুন্দ গোপনে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল। কুন্দের অদর্শনে নগেন্দ্রনাথ অস্থির হইয়া পড়িলেন, এবং সূর্যমুখীই কুন্দকে তাড়াইয়াছে শুনিয়া পত্নীর উপর রোষভাব প্রকাশ করিয়া গৃহত্যাগের সংকল্প করিলেন। এমন সময় কুন্দ আবার আপনিই আসিয়া দেখা দিল। তখন সূর্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিধবা কুন্দের সহিত স্বামীর বিবাহ দেওয়াইলেন। বিবাহের পর সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিলেন। নগেন্দ্রনাথ এবার অনুতপ্ত হইলেন, এবং চারিদিকে সূর্যমুখীর অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠাইলেন। শেষে স্বয়ং সূর্যমুখীর অনুসন্ধানে গমন করিলেন। স্নেহময়ী কমলমণিও কুন্দের প্রতি আর ফিরিয়া চাহেন না। কুন্দের কাঁদিয়া দিন কাটিতে লাগিল। এদিকে দেবেন্দ্রের কুহকে পড়িয়া পাপিষ্ঠা হীরা আপনার ধর্ম হারাইল। দেবেন্দ্র তাহার সর্বনাশ করিয়া শেষে পদাঘাতে তাহাকে তাড়াইয়া দিল। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে পীড়িত হন। এক ব্রহ্মচারী চিকিৎসা করাইয়া তাঁহাকে আরোগ্য করেন, এবং নগেন্দ্রনাথকে তাঁহার সংবাদ প্রেরণ করেন। নগেন্দ্র কাশীতে থাকিয়া বিলম্বে এই সংবাদ পান। তিনি মধুপুরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন যে, গৃহদাহে সূর্যমুখীর মৃত্যু হইয়াছে। নগেন্দ্র ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং বিষয় সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দান করিয়া সন্ন্যাসী হইবার সংকল্প করেন। দানপত্র লিখিবার মানসে তিনি গোবিন্দপুরে আসেন, এবং রাত্রিতে সূর্যমুখীর শয়নগৃহে অবস্থান করেন। প্রভাতের কিছু পূর্বে সূর্যমুখী তাঁহাকে দর্শন দেন। গৃহদাহে গৃহস্বামিনীই মরিয়াছিল, সূর্যমুখী পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাঁহাকেই মৃতা জ্ঞান করিয়াছিল। তারপর ব্রহ্মচারীর সহিত তিনি গোবিন্দপুরে আসিয়া নগেন্দ্রের আগমনবার্তা শুনিলেন, এবং গোপনে একাকিনী তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। দেখা দিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু নগেন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ায় অগত্যা দেখা দিতে হয়। নগেন্দ্রনাথ গৃহে আসিয়া কুন্দের সহিত সাক্ষাৎ না করায় কুন্দ হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পায়। সেই সময়ে পাপিষ্ঠা হীরা তাহার নিকট বিষের মোড়ক রাখিয়া চলিয়া যায়। কুন্দনন্দিনী সকল জ্বালা জুড়াইবার জন্য বিষ ভক্ষণ করে। প্রাতঃ-কালে সকলের সহিত দেখা করিয়া সূর্য-মুখী যখন কুন্দকে দেখিতে আসিলেন, তখন কুন্দের অন্তিমকাল। শেষে নগেন্দ্রের পায়ে মাথা রাখিয়া কুন্দ ইহলোক ত্যাগ করিল। হীরা পাগল হইয়া বেড়াইতে লাগিল। আর মদ্যপ দেবেন্দ্র বহু কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করিল।

১৮৮৪ খ্রীঃ মিসেস্ নাইট্ Poison-tree নাম দিয়া ইহার একখানি ইংরাজী অনু-বাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

বিষাদ—নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। অযোধ্যার রাজা অলর্কের মাতা অতিশয় কৃষ্ণপরায়ণা ছিলেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে চারি পুত্র মাতার উপদেশে সন্ন্যাসা-শ্রম গ্রহণ করিয়া ভগবানের আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হন। কনিষ্ঠ অলর্ক রাজা হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃচতুষ্টয় কনিষ্ঠকেও সাধনমার্গে আনিবার জন্য চেষ্টিত হন। তখন জ্যেষ্ঠ মাধব ছদ্মবেশে অলর্কের নিকট অবস্থিতি করেন, এবং অল্প-দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বশীভূত করিয়া ফেলেন। কাশ্মীররাজ জিৎসিংহের ভগ্নী সরস্বতী রাজার স্ত্রী। রাজা তাঁহার মুখ দেখেন না। এদিকে মাধবের চক্রান্তে কনোজের রাজা অযোধ্যা অধিকার করিতে অগ্রসর হইলেন। জিৎসিংহও ভগ্নীর দুঃখবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অযোধ্যা আক্রমণ করিলেন। রাজা কিন্তু উজ্জ্বলা নাম্নী এক বেশ্যাকে লইয়া উন্মত্ত। পতি-প্রাণা সরস্বতী তখন বালকবেশে রাজপুরী পরিত্যাগ করিলেন, এবং বিষাদ নামে আত্মপরিচয় দিয়া উজ্জ্বলার গৃহে দাসত্ব স্বীকারপূর্বক স্বামি-সন্দর্শনে ও পতিসেবায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। পরে মাধবের ষড়যন্ত্রে রাজা উজ্জ্বলাকে স্বীয় সিং-হাসন প্রদান করিলেন। সে রাজাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে বাসনা করিল। রাজা বন্দী হইলেন। বিষাদ বহু কৌশলে রাজাকে মুক্ত করি-লেন। জিৎসিংহ নগর অধিকার করিয়া উজ্জ্বলাকে বন্দী করিলেন। পরে রাজার

ও স্বয়ম্বতীর অনুসন্ধানের জন্ত চারিদিকে চর প্রেরিত হইল। বিষাদ রাজাকে লইয়া বনমধ্যস্থ এক পর্ণকুটীরে স্থাপিত করিলেন। রাজা তাঁহার নিকট উজ্জ্বলার বিশ্বাসঘাতকতা ও বিষাদের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইলেন। তিনি চিরদুঃখিনী সরস্বতীকে আদর করিয়া আলিঙ্গন করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে জিৎসিংএর দুইজন চর তথায় উপস্থিত হইল এবং রাজাকে ধরিতে উদ্যত হইল। বিষাদ দ্বারসম্মুখে গিয়া বাধা দিলেন। তখন জনৈক চর তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিল। এমন সময় জিৎসিংহ ও মন্ত্রী তথায় উপস্থিত হইলেন। বিষাদ বা সরস্বতী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন মাধব তাঁহার নিকট আসিয়া স্বীয় গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন, এবং উদ্দেশ্য সাধনার্থ এরূপ কুটিল পন্থার অনুসরণ জন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। পরে উজ্জ্বলার গুপ্ত আঘাতে মাধবের মৃত্যু হইল। উজ্জ্বলাও নদীতে ঝাঁপ দিল।

বিষাদচরিত্র কতকটা Beaumont and Fletcher কৃত Philaster নামক নাটকের Bellario চরিত্রের অনুরূপ।

বিষ্ণুপুরাণ - 'পুরাণ' দ্রঃ।

বিষ্ণুসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

বিসর্জন—নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। গ্রন্থকার রাজর্ষি উপন্যাসে যে সকল কথা বলিয়াছেন, ইহাতেও সেই সকল পাত্র-পাত্রী লইয়া সংক্ষেপে সেই সকল ঘটনারই বর্ণনা করিয়াছেন।

বীরপূজা—উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিষধের রাজা বীরেন্দ্রসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীয় অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ভবানীপ্রসাদ সিংহাসনের অধিকারী হন; কিন্তু তিনি প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়ায় তাঁহার পিতৃব্য অনন্তরাম রাজকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। ক্রমে অনন্তরামের হৃদয়ে রাজ্যলোভ জন্মিল; তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র ভবানীকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু ভবানী তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অনন্তরাম নানা উপায়ে ভবানীর প্রাণনাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু ভবানীপ্রসাদ বিশ্বস্ত ভৃত্য জনার্দনের সহায়তায় সকল বিপদ্ হইতে মুক্তিলাভ করেন এবং আজমীররাজ্যে উপস্থিত হইয়া রাজার অধীনে সৈনিক কার্যে নিযুক্ত হন ভবানী তথায় প্রসাদ নামে পরিচিত হন ক্রমে প্রসাদের বাহুবলে আজমীররাজ শত্রুকুল দমন করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন শেষে অনন্তরাম আজমীর আক্রমণ করেন, এবং যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বন্দী হন। ভবানী গোপনে তাহাকে কারামুক্ত করিয়া দিলে অনন্তরাম এই উপকারের প্রতিদানস্বরূপে ভবানীর দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া পলায়ন করেন এবং পরিশেষে অনুতাপের তাড়নায় আজমীর রাজ্যের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রসাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদানপূর্বক আত্মহত্যা করেন। রাজকুমারী উর্মিবালা প্রথম হইতেই ভবানীপ্রসাদের প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছিলেন, ভবানীও তাঁহাকে ভালবাসিয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে ভবানীপ্রসাদ স্বীয় পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বীরবাহু—কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। কনোজের যুবরাজ বীরবাহু একদা পত্নীসহ উদ্যানবিহার করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক যোগিনী আসিয়া সংবাদ দিল যে, পাঠানেরা রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। শুনিয়া বীরবাহু তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, এবং পিতার অনুমতি লইয়া পাঠানদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে বীরবাহু আহত হইলে পাঠানেরা রাজপুরী লুণ্ঠন করিয়া তাঁহার পত্নী হেমলতাকে ধরিয়া লইয়া গেল। বীরবাহু চৈতন্য পাইয়া যবন-ধ্বংসে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং শ্বশুর কলিঙ্গরাজের সৈন্য লইয়া অর্ণবপোতে আরোহণপূর্বক পাঠান ধ্বংস করিতে যাত্রা করিলেন। পথে ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় পোত জলমগ্ন হইল, কিন্তু দৈবকৃপায় বীরবাহু রক্ষা পাইলেন। তখন তিনি একাকী দিল্লীশ্বরের নিকট গিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা করিলেন, এবং যুদ্ধে পাঠানরাজকে নিহত করিয়া হেমলতার উদ্ধারসাধনপূর্বক দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

বীরাঙ্গনা কাব্য—কাব্যগ্রন্থ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহা পত্রচ্ছলে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা, সোমের প্রতি তারা, দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী, দশরথের প্রতি কেকয়ী, লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পণখা, অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদী, দুর্যোধনের প্রতি ভানুমতী, জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা, শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী, পুরুরবার প্রতি উর্বশী, নীলধ্বজের প্রতি জনা, এই একাদশখানি পত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি Ovid's Heroic Epistles পুস্তকের অনুকরণে রচিত।

বীরাঙ্গনাপত্রোত্তর কাব্য—হেমচন্দ্র মিত্র প্রণীত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত বীরাঙ্গনা কাব্যে যে সকল নায়িকা নায়কগণকে অনুযোগ বা প্রেমসম্ভাষণ করিয়া পত্র লিখিয়াছেন, ইহাতে নায়কগণ সেই সকল নায়িকাকে যথাযোগ্য উত্তর দান করিয়াছেন।

বুড়ো-শালিকের ঘাড়ে রোঁ—প্রহসন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ভক্তপ্রসাদ নামক জনৈক ভণ্ড বৈষ্ণব জমিদার হানিফ গাজী নামক প্রজার স্ত্রী ফতেমার রূপের কথা শুনিয়া গঙ্গাধর খানসামার পিসি পুঁটীর সহকারিতায় পঞ্চাশ টাকা দিয়া তাহাকে অন্ধকার রাত্রিতে একটি ভগ্ন শিবের মন্দিরের নিকটে আনয়ন করে। ইতঃপূর্বে সে হানিফ গাজীকে অপমানসূচক কথা বলিয়াছিল, এবং এক বাচস্পতির ব্রহ্মোত্তর জমি বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। ফতেমা স্বামীকে ভক্তপ্রসাদের অবৈধ প্রস্তাবের কথা বলিয়াছিল এবং তাহারই পরামর্শে পুঁটির সঙ্গে নির্ধারিত স্থানে আসিয়াছিল। হানিফ ও বাচস্পতি পরামর্শ করিয়া মন্দিরমধ্যে লুকাইয়াছিল। যথাসময়ে হানিফ মুখ আবৃত করিয়া বাহিরে আসিয়া ভক্তপ্রসাদকে বিলক্ষণ "উত্তম মধ্যম" দিয়া অপসৃত হইল। পরে বাচস্পতি আসিয়া উপস্থিত হইলে এই গর্হিত আচরণ যাহাতে প্রকাশ না পায়, সেই অভিপ্রায়ে ভক্তপ্রসাদ তাঁহার ব্রহ্মোত্তর জমি ছাড়িয়া দিতে এবং তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পঞ্চাশ টাকা দিতে স্বীকৃত হইল। হানিফও সেখানে আসিলে ভক্তপ্রসাদ তাহাকে দুই শত টাকা দিতে অঙ্গীকার করিল।

বুদ্ধদেব—নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে ও বুদ্ধদেব অবতার রূপে কল্পিত হইয়াছে।

বুদ্ধদেব-চরিত কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রণীত। ইহাতে বুদ্ধদেবের জন্ম, বিবাহ, গৃহত্যাগ, সন্ন্যাস, দুঃখনিবারণের উপায় চিন্তা, সাধনা, সিদ্ধিলাভ, ধর্মপ্রচার, দেহত্যাগ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শেষে বৌদ্ধধর্ম ও তাহার আচার-ব্যবহার, কতকগুলি নীতিপূর্ণ গল্প, বৌদ্ধধর্মের উন্নতি ও অবনতি কথিত আছে।

বৃত্রসংহার—কাব্য। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মহাবীর বৃত্র মহাদেবের বরলাভ করিয়া এবং ত্রিশূল প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। ইন্দ্র সুমেরুপর্বতে গিয়া নিয়তিদেবের আরাধনা করিতে থাকেন, শচীদেবী নৈমিষারণ্যে চপলাসহ অবস্থান করেন এবং দেবগণ পাতালে

লুকাইয়া থাকেন। অতঃপর দানবরাজের পত্নী ঐন্দ্রিলা শচীদেবীর রূপগুণ শ্রবণে তাঁহাকে স্বীয় দাসীত্বে নিয়োগ করিবার অভিপ্রায়ে স্বামীকে অনুরোধ করিলে দৈত্যরাজ পুত্র রুদ্রাপীড়কে শচীকে হরণের জন্য প্রেরণ করেন। রুদ্রাপীড় ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শচীকে হরণ করিয়া আনে। এদিকে ইন্দ্র বহুদিন পরে মহাদেবের নিকট গমন করেন। মহাদেব তাঁহাকে দধীচি মুনির অস্থিতে বজ্রনির্মাণপূর্বক বৃত্রকে সংহার করিতে উপদেশ দেন। ইন্দ্র দধীচির নিকট গমন করিলে দধীচি পরার্থে আত্মজীবন দান করেন। তখন দেবরাজ তাঁহার অস্থি লইয়া বিশ্বকর্মার দ্বারা বজ্রাস্ত্র প্রস্তুত করেন। এদিকে শচী দৈত্যভবনে বন্দিনীরূপে অবস্থান করেন। রুদ্রাপীড়ের পত্নী ইন্দুবালা সর্বদা তাঁহার নিকট অবস্থিতি ও সান্ত্বনা দান করিতে থাকেন। ঐন্দ্রিলা তদ্দর্শনে পুত্রবধূকে শাস্তি দিতে ও শচীকে পদাঘাত করিতে উদ্যত হইলে অগ্নি ও জয়ন্ত আসিয়া শচী ও ইন্দুবালাকে সুমেরু পর্বতে লইয়া যান। রমণীর উপর অত্যাচার করায় মহাদেব বৃত্রের উপর ক্রুদ্ধ হন। অতঃপর ইন্দ্রসহ মিলিত হইয়া দেবগণ বৃত্রকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে রুদ্রাপীড় নিহত হন। বৃত্রও আপনার উপর শিবের কোপ বুঝিতে পারেন। শেষে যুদ্ধে বজ্রাস্ত্রের প্রহারে বৃত্র নিহত হন, এবং দেবগণ পুনর্বার স্বর্গরাজ্য লাভ করেন।

বৃহৎ ধর্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

বেণীসংহার—সংস্কৃত নাটক। ভট্টনারায়ণ প্রণীত। দ্যূতে পরাজিত পাণ্ডবগণের সমক্ষে কুরুরাজ-সভামধ্যে দুঃশাসন রজস্বলা দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ করিলে, দ্রৌপদী প্রতিজ্ঞা করেন, এই অবমাননার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত তিনি বেণীবন্ধন করিবেন না। ভীম দুঃশাসনের রক্তে দ্রৌপদীর বেণী রচনা করিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করেন। অতঃপর বনপ্রত্যাগত পাণ্ডুপুত্রগণ পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রার্থনা করিয়াও যখন সন্ধি করিতে পারিলেন না, তখন দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। সেই যুদ্ধে ভীষ্ম দ্রোণাদি সহ সভ্রাতৃক দুর্যোধন নিহত হইলেন। মহাবীর ভীমসেন দুঃশাসনের রক্তে পাঞ্চালীর কেশ বন্ধন করিয়া দিয়া স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। মহাভারতীয় এই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইয়াছে। কিন্তু মহাভারতীয় বর্ণনা হইতে ইহার বর্ণনাপ্রণালী স্বতন্ত্র। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত ইহার এক নাটকীয় অনুবাদ আছে। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বংশের আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ কৃত মূল নাটকখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

বেণু ও বীণা—কবিতাগ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। এই সংগ্রহে অনেকগুলি সুন্দর কবিতা আছে।

বেতাল পঞ্চবিংশতি—কথাগ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। উজ্জয়িনীরাজ শঙ্কুর মৃত্যুর পর বিক্রমাদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করিলে একদা এক সন্ন্যাসী আসিয়া রাজাকে একদিন রজনীতে তাঁহার সাধনাস্থলে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য স্বীকৃত হইয়া যথাকালে সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপনীত হন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে দুই ক্রোশ দূরবর্তী এক শ্মশানে শিরীষ বৃক্ষে লম্বমান শব আনয়ন করিতে অনুজ্ঞা করেন। রাজা নিঃশঙ্কচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া সেই শব লইয়া প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ঐ শবদেহে আবিষ্ট বেতাল রাজাকে পঞ্চবিংশতি উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়া পঞ্চবিংশতিটি প্রশ্ন করেন। রাজা তাহার যথাযথ উত্তর দিলে বেতাল সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে উপদেশ দেন যে, ঐ সন্ন্যাসী রাজাকে হত্যা করিয়া সিদ্ধিলাভের মানস করিয়াছে। এক্ষণে কৌশলে উহাকে হত্যা করিতে পারিলে রাজা সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। বেতালের উপদেশানুসারে বিক্রমাদিত্য ঐ সন্ন্যাসীকে খড়্গাঘাতে নিহত করিয়া সিদ্ধিলাভপূর্বক স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করেন। হিন্দী "বৈতাল পচিসী" নামক গ্রন্থ হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। শিবদাস ভট্ট কর্তৃক রচিত "বেতাল পঞ্চবিংশকা" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

বেতালে বহু রহস্য—চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের কোন কোন উপাখ্যান অবলম্বনে আধুনিক বঙ্গীয় সমাজের কতকগুলি রীতিনীতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

বেদপ্রকাশিকা—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। উমেশচন্দ্র বটব্যাল প্রণীত। ইহা বটব্যাল মহাশয়ের বেদসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রবন্ধের একত্র সমাবেশ।

বেদান্তদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

বেদৌরা—বাঙ্গালা নাটক। ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। আরব্য উপন্যাসের একটি উপাখ্যান অবলম্বনে এই নাটক লিখিত। খাদেমান রাজ্যের রাজপুত্র কমরলজমান বিবাহ করিতে অসম্মত হওয়ায় পিতৃ-আজ্ঞায় কারারুদ্ধ হন। তথায় এক পরী ও দৈত্যের চেষ্টায় নিদ্রিতাবস্থায় চীনরাজকুমারী বেদৌরা তাহার শয্যায় আনীতা হন। তাঁহাকে দেখিয়া রাজকুমার মুগ্ধ হন। রাজকুমারীও তাঁহাকে দেখিয়া তৎপ্রতি অনুরাগিণী হইয়া পড়েন। উভয়ের অজ্ঞাতসারে পরস্পর অঙ্গুরীয় বিনিময় হয়। পরে বেদৌরা পরী কর্তৃক স্বস্থানে নীতা হন। প্রভাতে উভয়ে উভয়ের অদর্শনে ব্যাকুল ও উন্মাদপ্রায় হন। বেদৌরার ধাত্রীপুত্র মার্জমানের চেষ্টায় উভয়ের মিলন হয়। বিবাহান্তে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমনকালে কমরলজমান পরীর কৌশলে বেদৌরা হইতে বিচ্ছিন্ন হন। অতঃপর পুনরায় মার্জমান উভয়ের মিলন ঘটাইয়া দেন।

বেয়োউল্‌ফ্ (Beowulf) ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম মহাকাব্য। ইহার পঙ্‌ক্তি-সংখ্যা তিন হাজারেরও উপর। টিউটনদের সাহিত্যে ইহাই সব চেয়ে পুরাতন বড় কাব্য। যোদ্ধা বেয়োউল্‌ফ্ দৈত্য গ্রীণ্ডেলকে হত্যা করিয়া জীল্যাণ্ডের রাজা হ্রথ্‌গারের উপকার করে। পরে বেয়োউল্‌ফ্ গ্রীণ্ডেলের মার সহিত যুদ্ধ করে। শেষে এক দুর্ধর্ষ ড্রাগনের সহিত যুদ্ধে ড্রাগনের বিষ তাহার দেহে সঞ্চারিত হইলে সে মারা যায়।

বৈকুণ্ঠের উইল—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বৈকুণ্ঠ মজুমদার দোকানদারি করিয়া অবস্থার উন্নতি করিয়াছেন। বৈকুণ্ঠের স্ত্রী একমাত্র শিশুপুত্র গোকুলচন্দ্রকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। বৈকুণ্ঠ পুনরায় দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয়া স্ত্রী ভবানীর একটি পুত্র, নাম বিনোদ। গোকুল একান্ত সরল ও নির্বোধ, বিনোদ চতুর ও বুদ্ধিমান্। ভবানী স্বীয় গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় গোকুলকে স্নেহ করেন, গোকুলেরও মাতৃভক্তি অপরিসীম। গোকুলের বিদ্যাশিক্ষার প্রতি আসক্তি নাই দেখিয়া বৈকুণ্ঠ তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া দোকানের কাজ শিখাইতে লাগিলেন। কালক্রমে গোকুল ব্যবসায়ে দক্ষ হইল, দোকানেরও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল। বিনোদ কলিকাতায় থাকিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। বৈকুণ্ঠ শেষ দশায় অবগত হইলেন যে বিনোদ অসৎসংসর্গে মিশিয়া কুপথে গিয়াছে। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইলেন। বিনোদকে সংবাদ দেওয়া সত্ত্বেও সে বাটী আসিল না। বৈকুণ্ঠ স্ত্রী ভবানীর সম্মতি অনুসারে যাবতীয় সম্পত্তি গোকুলের নামে উইল করিয়া ইহলোক

ত্যাগ করিলেন। বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর পর গোকুলের স্ত্রীর প্ররোচনায় গোকুলের শ্বশুর নিমাই রায় গোকুলের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া সপুত্র জামাতার সংসারে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। সুখের সংসারে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত হইল। কুচক্রীর পরামর্শে গোকুল আপাততঃ রুক্ষভাব ধারণ করিলেও ভবানীর প্রতি তাহার ভক্তি ও বিনোদের প্রতি অকপট ভ্রাতৃস্নেহ অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় বহিতে লাগিল। বহুপ্রকারে বিব্রত্ত হইতে থাকিলেও ভবানীর গোকুলের প্রতি স্নেহ কিছুমাত্র খর্ব হইল না। অবশেষে সাংসারিক অশান্তি এরূপ ভীষণ হইয়া উঠিল যে বিনোদ অগত্যা এম. এ. পড়া ত্যাগ করিয়া চাকরি লইল এবং মাতা ভবানীকে বাটী হইতে লইয়া গেল। মাতা চলিয়া গেলে গোকুলের বুক ভাঙ্গিয়া গেল। পরিশেষে গোকুলের মাতৃভক্তি ও ভ্রাতৃস্নেহ জয়লাভ করিল, শ্বশুর জামাতার গৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং বিনোদ ও ভবানী বাটী ফিরিয়া আসিলেন। বিনোদ অসৎসংসর্গ ত্যাগ করিল। উইল থাকা সত্ত্বেও গোকুল বিনোদকে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিল না।

বৈশেষিক দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

বোধেন্দু বিকাশ—বাঙ্গালা নাটক। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহা সংস্কৃত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ হইলেও মূল গ্রন্থাপেক্ষা ইহাতে অনেক স্থলে বর্ণনাবৈচিত্র্য আছে।

বোম্বাই চিত্র—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে সাধু তুকারামের কাহিনী, সিন্ধুদেশের বিবরণ, দেশের সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ, পরিচ্ছদ প্রভৃতি, পারসীগণের বিবরণ, বোম্বায়ের রায়তগণের অবস্থা ও ভূমির বন্দোবস্ত, পঞ্চায়েত ও আদালত, সিন্ধুর পূর্বকাহিনী, মুসলমানাধিকার, ইংরাজের অধিকার, বিজাপুরের বিবরণ, তালিকোটের যুদ্ধ, মহারাষ্ট্র প্রভাব, বোম্বাই শহরের বিবরণ, ইতিহাস, চাঁদবিবি, শিবাজী প্রভৃতির বৃত্তান্ত, মারহাট্টা যুদ্ধ, অহল্যাবাই, পিণ্ডারী যুদ্ধ, ইংরাজের বোম্বাই অধিকার, বোম্বায়ের জনসংখ্যা, ধর্মসম্প্রদায় পারসীগণের আচার-ব্যবহারাদির বিবরণ, বাণিজ্য মন্দির ও উৎসবাদির বিবরণ, সিংহলের বিবরণ প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

বৌঠাকুরাণীর হাট—বাঙ্গালা উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য যৎকালে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার পিতৃব্য বসন্তরায় মোগলের অধীনতা স্বীকার করিয়া রায়গড়ের রাজা ছিলেন। ইহাতে প্রতাপ পিতৃব্যের উপর সাতিশয় ক্রুদ্ধ হন। প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভা বসন্তরায়ের অত্যন্ত অনুগত ছিলেন, বসন্তরায়ও তাঁহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন। উদয়াদিত্য সাতিশয় ধীরপ্রকৃতি, এজন্য প্রতাপ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিভার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু প্রতাপ জামাতার সহিতও কঠোর ব্যবহার করিতেন। একদা জামাতা রামচন্দ্র রাজবাটীতে আসিয়া তাঁহার অনুচর রমাই ভাঁড় দ্বারা শাশুড়ীঠাকুরাণীর অপমান করাইলে প্রতাপ তাঁহার শিরশ্ছেদের আদেশ দেন, কিন্তু উদয়াদিত্যের কৌশলে তিনি মুক্ত হইয়া পলায়ন করেন। অনন্তর প্রতাপ পুত্রকে কারাগারে আবদ্ধ করেন। কিন্তু উদয়াদিত্য কোন প্রকারে অব্যাহতি পাইয়া বসন্তরায়ের নিকট চলিয়া যান। তখন প্রতাপ সৈন্য প্রেরণ করিয়া বসন্তরায়কে হত্যাপূর্বক উদয়াদিত্যকে বন্দী করেন। পরে উদয়াদিত্য পিতার নিকট রাজ্যত্যাগের শপথ করিয়া কাশী চলিয়া যান। বিভা পিতার অনুমতি লইয়া স্বামিগৃহে গেলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ রামচন্দ্র তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন না। অতঃপর বিভা কাশী গিয়া উদয়াদিত্যের নিকট রহিলেন। চন্দ্রদ্বীপের যে বাজারের নিকট বিভার নৌকা লাগিয়াছিল, সেই বাজার সেই সময় হইতে "বৌঠাকুরাণীর হাট" নামে অভিহিত হইল।

ব্যাক টু মেথুজেলা (Back to Methuselah)—জর্জ বার্ণার্ড শ' রচিত বিরাট নাটক। ইহা পাঁচটি অংশে বিভক্ত। এই নাটকে শ' তাঁহার মহামানবের আদর্শবাদের আলোচনা করিয়াছেন।

ব্রজবিলাস—"কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য" প্রণীত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় যৎকালে এদেশে বিধবাবিবাহের প্রচলনে উদ্যত হন, তৎকালে নবদ্বীপনিবাসী ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় বিধবাবিবাহের অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করিয়া যশোহর হিন্দুধর্মরক্ষিণী সভায় এক বক্তৃতা করেন। ঐ বক্তৃতা সমাচারচন্দ্রিকা নামক সংবাদপত্রে মুদ্রিত হয়। উক্ত বক্তৃতার প্রতিবাদকল্পে এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা।

ব্রজাঙ্গনা কাব্য—মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। ইহাতে কৃষ্ণবিরহিণী শ্রীরাধিকা বংশীধ্বনি, জলধর, ময়ূরী, পৃথিবী, সারিকা, কুসুম, মলয়মারুত প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রতমালা—রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে বাঙ্গালাদেশের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় প্রচলিত স্ত্রীলোকদিগের অনুষ্ঠেয় কতকগুলি ব্রত ও তাহাদের 'কথা' প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বাঙ্গালা দর্শনগ্রন্থ। সীতানাথ দত্ত প্রণীত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বিষয়ক আলোচনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে ধর্মবিশ্বাসের মূলীভূত তত্ত্বসমূহের মৌলিকতা ও অনতিক্রমণীয়তা, অধ্যাত্মবাদ, ঈশ্বরের আধারত্ব ও একত্ব, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, সত্যধর্মে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয়বিধ ভাবের আবশ্যকতা, অনুভববাদ ও মায়াবাদ খণ্ডন, ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ও নিত্যত্ব প্রভৃতি, জগতের আপাতঅমঙ্গলকর ঘটনাবলী প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং লক্ষণ, ঈশ্বর সত্য ও আনন্দ স্বরূপ, ঈশ্বরানুরাগ, ব্রহ্মানন্দ, পরলোক, স্বর্গ ও নরক, মুক্তি প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে উপনিষদের কতকগুলি সূত্রের ব্যাখ্যা সহ ঈশ্বর ও ব্রাহ্মধর্মবিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ব্লু বার্ড, দি (Blue Bird, The)—বেলজিয়ামের বিখ্যাত নাট্যকার মরিস মেটারলিঙ্ক-প্রণীত রূপক নাটক। তিতিল ও মিতিল নামে দুই বালক-বালিকা নীল পাখি ধরিবার জন্য নানা দুঃসাহসিক কার্য করে। শেষে বাড়ি ফিরিয়া তাহারা বুঝিতে পারে, মানসিক আনন্দই শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

ভ

ভক্তমাল গ্রন্থ—বৈষ্ণব চরিত-গ্রন্থ। লালদাস বাবাজী প্রণীত। বলাইচাঁদ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে বহু ভক্তচরিত্রের সহিত ভগবত্তত্ত্ব, জীবতত্ত্ব,

মায়াতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে দুইটি বিভাগ আছে — চরিত্র বিভাগ এবং তাত্ত্বিক বিভাগ। চরিত্র বিভাগে ভক্তগণের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাত্ত্বিক বিভাগে ভক্তি ও তৎসম্পর্কীয় অন্যান্য বিষয় বিবৃত হইয়াছে। ভক্তির লক্ষণ, সৎসঙ্গ, ভক্তের মাহাত্ম্য, বৈষ্ণব ধর্মে জাতিভেদবুদ্ধির নিষেধ, বৈষ্ণবের শালগ্রাম পূজাধিকার, সম্প্রদায় প্রকরণ, চারি সম্প্রদায়ের প্রণালী, হরিভক্ত নীচজাতিরও শ্রেষ্ঠত্ব, বৈষ্ণবের নিকট দেবীর মন্ত্রগ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধ কি না, এতদ্বিষয়ক বিচার ও মীমাংসা, নামকীর্তন প্রভৃতি বিষয়সমূহ তাত্ত্বিক বিভাগের বর্ণনীয় বিষয়। গৌরাঙ্গদেবের বিবরণ, হনুমান্, বিভীষণ, অম্বরীষ, বিদুর, সুদামা ব্রাহ্মণ, দ্রৌপদী, রুক্মাঙ্গদ রাজা, ময়ূরধ্বজ, রন্তিদেব, পরীক্ষিৎ, শুকদেব গোস্বামী, বলি, অক্রূর, বোপদেব, নিম্বাদিত্য, লালাচার্য, বিল্বমঙ্গল, কবীর প্রভৃতি বহু ভক্তের কাহিনী চরিত্র বিভাগে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত, হরিভক্তিবিলাস, ভক্তিরসামৃত সিন্ধু প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থ হইতে ভক্তিসম্বন্ধীয় শ্লোকসকল প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।

কোন কোন মতে "ভক্তমাল" রচয়িতার নাম কৃষ্ণদাস বাবাজী। এই গ্রন্থখানি নাভাজীকৃত হিন্দী "ভক্তমাল" ও প্রিয়দাস কৃত তাহার টীকা অবলম্বনে রচিত হয়।

ভক্তিযোগ— অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রণীত। ভক্তি কি, ভক্তির অধিকারী কে, কাম ক্রোধাদি রিপুদমনের উপায়, প্রবৃত্তি দমন, ভক্তিপথের সহায়, চৈতন্যদেব-কথিত পঞ্চাঙ্গ সাধন, ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বাহ্যতঃ ভেদ থাকিলেও মূলতঃ সকল ধর্মই এক, এবং সকল ধর্মেরই লক্ষ্য একমাত্র ঈশ্বর, আর ভক্তিই এই ঈশ্বরপ্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়, ইহা প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

ভক্তির জয়—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। ইহাতে ভক্তপ্রবর যবন হরিদাসের জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু—সংস্কৃত সংগ্রহগ্রন্থ। রূপগোস্বামী বিরচিত। ইহা পূর্ব বিভাগ, পশ্চিম বিভাগ, দক্ষিণ বিভাগ ও উত্তর বিভাগ, এই চারি ভাগে বিভক্ত। পূর্ব বিভাগে ভক্তি, সাধন, প্রেম, ভাব প্রভৃতি বিষয়, পশ্চিম বিভাগে শান্ত দাস্যাদি ভাব, দক্ষিণ বিভাগে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক, ব্যভিচারী প্রভৃতি ভাব, এবং উত্তরবিভাগে গৌণ ও মুখ্যরস বিচার, মৈত্রী, বৈর, সংযোগ প্রভৃতি ভাব ও রস এবং রসাভাসাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভক্তিবিলাস—সংস্কৃত ধর্মকার্য ব্যবস্থাপক গ্রন্থ। শ্রীমৎ গোপাল কর্তৃক সংগৃহীত। ইহার নামান্তর হরিভক্তিবিলাস। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের যাবতীয় কর্তব্য কার্যের অনুষ্ঠান, প্রকারনির্ণয় প্রভৃতি বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

ভক্তিসাধন—বিপিনচন্দ্র পাল প্রণীত। ইহা মার্কিন সাধু থিওডোর পার্কারের উপদেশের অনুবাদ। থিওডোর পার্কারের যে সকল মত ব্রাহ্মসমাজের উপযোগী ও আলোচ্য, তাহাই ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি ও মনুষ্যত্ব কাহাকে বলে, প্রার্থনার নিয়ম কি, সত্য ও জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য কি ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভক্তিরত্নাকর—নরহরিদাস প্রণীত। ইহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে: গোপাল ভট্ট, নরোত্তম, লোকনাথ, শ্যামানন্দ ও সন্তোষ দত্তের বিবরণ; সনাতন, রূপ ও জীব গোস্বামীর বংশাবলী ও চরিত্র; শ্রীনিবাসের জন্ম ও মহাপ্রভুর সন্ন্যাস, শ্রীনিবাসের মাতাপিতার বিবরণ; জগাই মাধাই উদ্ধার, শ্রীনিবাসের শ্রীক্ষেত্রদর্শন ও গৌড়মণ্ডল ভ্রমণ; শ্রীনিবাসের বৃন্দাবন ভ্রমণ ও আচার্য উপাধি লাভ; নরোত্তমের দীক্ষা ও ঠাকুর উপাধি লাভ; মথুরা-মাহাত্ম্য কীর্তন ও বৃন্দাবনের লীলাস্থলসমূহ দর্শন; গোস্বামী, যোগপীঠ, কালীয়হ্রদ এবং তিন প্রভুর লীলা বর্ণন; রাসস্থলী দর্শন প্রসঙ্গে সংগীতশাস্ত্রের সবিস্তর বর্ণন, অষ্টকালীয় লীলা ও বারমাসিক লীলা, গোস্বামিগণের গ্রন্থ লইয়া গৌড়ে আগমন; বীরহাম্বীর রাজার কথা; গৌরীদাস ও হৃদয় চৈতন্যের কথা; যাজিগ্রাম, কাটোয়া, নবদ্বীপ প্রভৃতি ভ্রমণ; রামচন্দ্রের কবিরাজ উপাধি লাভ; শ্রীখণ্ডে নরহরি ঠাকুরের কীর্তন ও ভক্তসম্মিলন; জাহ্নবী, ঈশ্বরী ও বড় গঙ্গাদাসের বিবরণ; নিত্যানন্দের বিবাহ; মুরারিগুপ্তের কথা; অদ্বৈতপ্রভুর জন্মস্থানের কথা; জীবগোস্বামী লিখিত সংস্কৃত পত্রাবলী, মুর্শিদাবাদে বহুলা, বুধরী বোরাকুলীর রাধাবিনোদসেবা, জয়গোপাল দাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কথা; রামচন্দ্র কবিরাজের বিবরণ; হরিরাম, রামকৃষ্ণাচার্য ও মোহনরায়ের কথা; বালুচরের গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর উপাখ্যান।

ভগবদ্গীতা—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। ইহা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ উপস্থিত হইলে অর্জুন কৌরব পক্ষে আত্মীয়গণকে উপস্থিত দেখিয়া এবং যুদ্ধে তাঁহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে বুঝিয়া যুদ্ধ হইতে বিরত হইবার ইচ্ছা করেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে যে সকল উপদেশ দিয়া ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে কথিত। Schlegel গীতাকে "the most philosophical poem of the world" বলিয়াছিলেন। স্যার এড্উইন আর্নল্ড The Song Celestial নাম দিয়া ইংরেজী পদ্যে ইহার অনুবাদ করিয়াছেন।

ভগ্নহৃদয়—গীতিকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে নিরাশ প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর ভগ্নহৃদয়ের উচ্ছ্বাস বর্ণিত হইয়াছে।

ভবভূতি ও তাঁহার কাব্য—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ভবভূতির সময়ে দেশে ধর্মের অবস্থা, সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি কিরূপ ছিল, সে সময়ে তান্ত্রিক মত কিরূপ প্রবল ছিল, ভবভূতির পরিচয় ও তাঁহার জন্মস্থান এবং সময় নিরূপণ, তৎকালে ভবভূতির কাব্যের কিরূপ আদর হইয়াছিল, বাল্মীকি ও ব্যাসের আপেক্ষিক প্রাচীনত্ব নিরূপণ, কবির কাব্যে বর্ণিত স্থানসমূহের ও ঘটনাপুঞ্জের আলোচনা, কালিদাসের সহিত ভবভূতির তুলনা, অন্যান্য কাব্যের সহিত ভবভূতির প্রণীত কাব্যের তুলনা, ভবভূতির রচনাকৌশল প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ভাগবতপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

ভাগের পূজা—বাঙ্গালা উপন্যাস। শৈলবালা ঘোষজায়া, বিজয়রত্ন মজুমদার, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রায় জলধর সেন বাহাদুর, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি যোলজন লেখক-লেখিকা কর্তৃক লিখিত।

প্রসাদের মা একজন নিষ্ঠাবতী মহিলা—তিনি সন্ধ্যা-পূজা ইত্যাদি সৎকার্যে সময় অতিবাহিত করেন। তাহা ছাড়া গ্রামের অন্যান্য মেয়েদের দুঃখের কথা শুনিয়া তাহার প্রতিকার করিতেও তিনি চেষ্টা করিয়া থাকেন। এই বিধবা মহিলার কনিষ্ঠ ভাই নির্মল। নির্মল ও প্রসাদ প্রায় সমবয়সী। তাহারা দেশের অসহযোগ-আন্দোলনে যোগ দিয়া পিকেটিং ও

অন্যান্য গ্রামের মঙ্গলকার্য করিয়া থাকে। সেদিন গ্রামের সুন্দরী গয়লা-বধূকে রাত্রে মুখ বাঁধিয়া অরুণ বাগ্দী ও অন্য একজনে বাহির করিয়া লইয়া যাইতেছিল—এমন সময় গয়লা-বধূ চীৎকার করিয়া উঠে এবং প্রসাদ ও নির্মল এই বিপদে দৌড়াইয়া যায় বলিয়া গয়লা-বধূ এ-যাত্রা রক্ষা পায়। এই ঘটনার জন্য গ্রামের ছোট খুড়া মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান হয়, তাঁহার চাকর অরুণ বাগ্দী এই কার্য করিয়াছে, সুতরাং খুড়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল। ছোট খুড়া আসিয়া উলটাভাবে সমস্ত দোষ গয়লা-বধূর উপর চাপান এবং তাহাতে খুড়ার সঙ্গে নির্মলের খুব বচসা হয়। এই রাত্রেই খুড়া চক্রান্ত করিয়া গ্রামের জমিদার কমলের সাহায্যে গয়লা-বধূকে বাহির করাইয়া নিয়া একস্থানে লুকাইয়া রাখেন এবং পরদিন নির্মলের নামে দুর্নাম প্রচার করিতে থাকেন। সেদিন যখন গয়লা-বধূর সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল তখন নির্মল, প্রসাদ, কমল, ,খুড়া মহাশয়, প্রসাদের মা ও গয়লারা উপস্থিত ছিলেন।—খুড়া মহাশয় যখন নির্মলের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া দিলেন, তখন নির্মল খুব রাগ করিয়া খুড়ার গলা চাপিয়া ধরে কিন্তু তরুণ যুবক জমিদার কমল খুড়াকে রক্ষা করে। ইহার পূর্বে খুড়া গয়লাদিগকে নির্মলের বিরুদ্ধে চটাইয়া দিয়াছিলেন, তাই তাহারা এইবার নির্মলকে আক্রমণ করিলে কমলই তাহাদের ফিরাইয়া দেয়। কমল প্রসাদের মায়ের মধুর ও কোমল কথায় নিজের দোষ বুঝিতে পারে, তাই কাঁদিয়া প্রসাদের মায়ের পায়ের উপর পড়ে—তিনি কমলের অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহাকে নিজের বুকে টানিয়া লন। কমল গয়লা-বধূকে বাহির করিয়া দেয় এবং এই সমাজ-পরিত্যক্তা গয়লা-বধূকে প্রসাদের মা আশ্রয় দেন।

কমলের অন্তরে এখনও পাপ লাগিয়া আছে—প্রসাদের মায়ের কাছে পবিত্র শিশুটি বলিয়া নিজেকে প্রকাশ করিলেও সে পাপকার্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে এইবার গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিয়া উক্ত কার্য করিতে লাগিল। এদিকে প্রসাদ সমাজ-পরিত্যক্তা গয়লা-বধূর একখানি ছবি আঁকে, ক্রমে এই ছবি আঁকা প্রেমে পরিণত হয়। পরে প্রসাদ জানিতে পারে—গয়লা-বধূও প্রসাদকে ভালবাসে। কিছুদিন পরে প্রসাদের মা নির্মল ও গয়লা-বধূকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন এবং এখানে বাস করিতে থাকেন। প্রসাদ দেশের কাজ করিবার জন্য গ্রামেই রহিয়া গেল।

এদিকে অমল নামে এক উচ্চশিক্ষিত সৎ যুবকের সাহচর্যে কমলের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়।—কমল অমলকে লইয়া দেশ চলিয়া আসে এবং পূর্ণ উদ্যমে পল্লীসংস্কার কার্য করিতে থাকে। প্রসাদ কোনক্রমে গ্রামে আর রহিতে পারিল না, তাহার প্রাণ গয়লা-বধূ মালতীকে দেখিবার জন্য কাঁদিয়া উঠিল। তারপর প্রসাদ কলিকাতা আগমন করে। মালতী নিজের সংযমের উপর সন্দিহান হইয়া পড়ে এবং যে রাত্রে প্রসাদ কলিকাতায় উপস্থিত হয়, সেই রাত্রেই সে সে-গৃহ হইতে একাকিনী বাহির হইয়া পড়ে। নানাস্থান ঘুরিতে ঘুরিতে এক বারবনিতা-পল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এখানে বাড়িওয়ালী তাহাকে বারবনিতা করিবার জন্য খুব চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া মালতীর উপর নানারূপ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করে। একদিন চারু নাম্নী এক বারবনিতা তাহার ভাইয়ের সাহায্যে মালতীকে 'প্রকৃতি' পত্রিকার সম্পাদকের কাছে পাঠাইয়া দিল। সেস্থান হইতে কমল তাহাকে আনিয়া প্রসাদের মায়ের কাছে আনিয়া দেয়। প্রসাদের মা সকলকে লইয়া বাড়ি চলিয়া আসেন। এদিকে নিজেকে প্রসাদের প্রতি মোহ হইতে রক্ষা করিবার জন্য মালতী নানা চিন্তা করিতে লাগিল, তারপর একদিন প্রসাদের সঙ্গে মালতীদের পুরোহিত-কন্যা শচীর বিবাহের কথা প্রসাদের মায়ের কাছে তুলিল। প্রসাদ গয়লা-বধূ মালতীকে ভালবাসে—প্রাণ দিয়াই ভালবাসে কিন্তু সে কখনই আশা করিতে পারে নাই যে, মালতী এই প্রস্তাব করিতে পারিবে, তাই দুঃখে ও অভিমানে সে বাড়ি ছাড়িয়া কলকাতার দিকে রওনা হইল। পথিমধ্যে তাহার এক বিপদ্ উপস্থিত হয়। উমানাথবাবু নামে এক ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রবধূ ও তাঁহার ঝিকে লইয়া হাওড়া হইতে এলাহাবাদের দিকে রওনা হইয়াছেন কিন্তু পূর্ব ষ্টেশনে তিনি কোন কারণে নামিয়া যান, আর উঠিতে পারেন নাই। পুনঃ উঠিতে গিয়া তিনি হোঁচট খাইয়া পড়িয়া যান এবং গুরুতরভাবে আহত হন। গাড়ি চলিয়া গেল, পরে উমানাথবাবুর 'তার' পাইয়া এই ষ্টেশনে ষ্টেশনমাষ্টার ভদ্রলোকের পুত্রবধূ ও ঝিকে নামাইয়া রাখেন। প্রসাদ এই অসহায়া মেয়ে দুইটিকে ফেলিয়া যাইতে পারিল না। পরের ট্রেনে উমানাথবাবু পায়-মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রসাদ্ এই অসহায় উমানাথবাবুর অনুরোধে তাঁহাদিগকে লইয়া এলাহাবাদ চলিয়া যায়। উমানাথবাবু প্রসাদকে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন না। তিনি তাঁহার কন্যা চপলার সঙ্গে প্রসাদের সম্বন্ধের প্রস্তাব করিয়া তাহার মায়ের কাছে 'তার' করিলেন। ইতোমধ্যে প্রসাদও মালতীর কথা ভুলিয়া গিয়া চপলার দিকেই একটু ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রসাদের মা নির্মল প্রভৃতিকে লইয়া এলাহাবাদ চলিয়া আসিলেন। তারপর মহাসমারোহে প্রসাদ ও চপলার বিবাহ হইয়া গেল। তিন দিন পরে নববধূ লইয়া তাঁহারা সকলে দেশে ফিরিলেন, কিন্তু এক দুর্ঘটনা দেখিতে পান—দীঘির জলে গয়লা-বধূ মালতীর মৃতদেহ ফুলিয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে।

ভাগ্যচক্র—ঐতিহাসিক নাটক। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। বাঙ্গালার খ্যাতনামা সীতারাম রায়ের বিবরণ লইয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। ইহাতে ঐতিহাসিক সীতারামের প্রকৃত রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভানুমতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। চট্টগ্রাম অঞ্চলের জমিদার অনাথনাথ নিজ জমিদারি সমুদ্রতটস্থ সুবর্ণদ্বীপে সপরিবারে গিয়াছিলেন। দৈববশে সেই দিন রাত্রিতে প্রবল ঝড় ও জলপ্লাবন হয়। তাহাতে অনাথনাথের পত্নী ও পুত্র ভাসিয়া যায়, তিনি নিজে বহুকষ্টে রক্ষা পান। এক বেদে দম্পতির পালিতা কন্যা ভানুমতী তাঁহার পুত্রকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিল, কিন্তু ভাসমান অবস্থায় পুত্র যে আঘাত পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। অতঃপর অনাথনাথ ও ভানুমতী বিপন্ন প্রজাগণের যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া নিজ জমিদারিতে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং ভানুমতীকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করেন। অতঃপর জানিতে পারেন যে, ভানুমতী তাঁহারই ঔরসজাতা কন্যা। পূর্বে জলমগ্ন অবস্থায় এক সিদ্ধ বৈরাগী তাহাকে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালন করেন। এক্ষণে অতুল ধনের অধীশ্বরী হইয়াও ভানুমতী আর সংসারে থাকিলেন না, সন্ন্যাসধর্ম অবলম্বন করিলেন। অনাথনাথও ভানুমতীর উপদেশানুসারে প্রভূত সম্পত্তি, দেবালয়, অতিথিশালা, অনাথ আশ্রম প্রভৃতি সৎকার্যের নিমিত্ত দান করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

ভারত উদ্ধার—বাঙ্গালা ব্যঙ্গকাব্য। রামদাস শর্মা বিরচিত। এই রামদাস শর্মা আর কেহই নহেন, সুপরিচিত রহস্য-লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যৎকালে ভারতের কতকগুলি চঞ্চলপ্রকৃতি যুবকের মস্তিষ্ক কি উপায়ে ইংরাজদিগকে বিতাড়িত করিয়া ভারতের উদ্ধারসাধন করা যায়, এই চিন্তায় আলোড়িত হইতেছিল, এবং তজ্জন্য নানা স্থানে সভা সমিতি সংস্থাপন করিয়া বক্তৃতাস্রোতে চতুর্দিক্ প্লাবিত করিতেছিল, তৎকালে ঐ সকল অস্থিরমতি যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া রামদাস শর্মা এই ক্ষুদ্র ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন।

ভারত কুসুম—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। লেখিকার পঞ্চদশ বর্ষ বয়সে লিখিত 'কবিতাহার' নামক পুস্তকের পর ইহা লিখিত হয়। ইহাতে 'দীনবন্ধু অস্তাচলে' প্রভৃতি কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর কবিতা আছে।

ভারতমঙ্গল—কাব্য। আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত। জ্ঞান ও ভাব নামক ধর্মের পুত্রদ্বয় এবং ইচ্ছা নাম্নী কন্যা একদা মর্ত্ত্য পরিভ্রমণে বহির্গত হন। তাহাতে অধর্মাসুর চিন্তিত হইয়া ভণ্ডাসুর দ্বারা কৌশলে তাঁহাদিগকে বন্দী করিলেন। পরে দেবগণ বহু চেষ্টার পর তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন করেন। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধারলাভের পর দেবগণ উৎসবের অনুষ্ঠান করেন এবং ব্রহ্মোপাসনায় প্রবৃত্ত হন। এই উপাসনার ফলে ভারতে দামোদরের তীরে এক শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই শিশু রামমোহন রায়। ইনি পরে সত্যধর্ম প্রচার করিয়া ভারতের মঙ্গল সাধন করেন, ইহাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভারতরহস্য—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক গ্রন্থ। রামদাস সেন প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন ভারতে সোমযাগ কিরূপে নিষ্পন্ন হইত, আর্য্যজাতির যুদ্ধাস্ত্রসমূহের বিবরণ, প্রাচীন-কালে ভারতেও যে কামান বন্দুক প্রভৃতির প্রচলন ছিল, প্রমাণ প্রয়োগসহ তাহা প্রদর্শন এবং কামান বারুদ প্রভৃতির প্রস্তুত-প্রণালী, ধনুর্বিদ্যা, অসিবিদ্যা, রাজসূয় যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ, যুদ্ধবিষয়ক বিবিধ বিবরণ, বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়—অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত। এই পুস্তক দুই ভাগে বিভক্ত। ইহাতে ভারতবর্ষী বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর প্রভৃতি উপাসকসম্প্রদায় ও ঐ সকল সম্প্রদায়মধ্যে যে সকল অবান্তর ভেদ আছে, তৎসমুদয়ের নির্দ্দেশ ও ইতিবৃত্ত সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। হিন্দুজাতির মধ্যে কিরূপে বৈদিক ধর্মের প্রচলন ও প্রাদুর্ভাব হয় এবং কি প্রকারেই বা বৈদিক ধর্মের পর পৌরাণিক ও তান্ত্রিকাদি ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, বহু প্রমাণপ্রয়োগপুরঃসর অতি বিস্তৃতভাবে তাহা আলোচিত হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে সাংখ্য, পাতঞ্জল প্রভৃতি দর্শন, বৌদ্ধধর্ম, পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রধান প্রধান মতবাদসমূহ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। উইলসন সাহেব কয়েকখানি পারসীক, সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তক অবলম্বনে ইংরেজীতে "রিলিজস্ সেক্টস্ অব হিণ্ডুস্" নামক যে প্রবন্ধ এসিয়াটিক রিসার্চ নামক পুস্তকাবলীতে প্রকাশ করেন, প্রধানতঃ সেই প্রবন্ধাবলম্বনে ইহার প্রথম ভাগ রচিত।

ভারতললনা ঐতিহাসিক নিবন্ধগ্রন্থ। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে জ্ঞান-শালিনী, বিদুষী, বীর্য্যবতী ও বুদ্ধিমতী ভারতীয়া কতকগুলি রমণীর পুণ্যকাহিনী আলোচিত হইয়াছে। ভদ্রা, ঋষিদাসী, খনা, লীলাবতী, পদ্মিনী, মীরাবাই, দুর্গাবতী, ধাত্রী পান্না, রাণী ভবানী, অহল্যাবাই প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী-দিগের সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনী প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতীয় নাট্যরহস্য—রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত সংগীত ও অলংকার শাস্ত্রানুযায়ী নাট্যপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে। প্রাচীনকালে কিরূপে নাট্যাভিনয় হইত, নাটকের লক্ষণ কি, রঙ্গমঞ্চের নির্মাণপ্রণালী, অভিনয়-প্রণালী, কতিপয় সংস্কৃত নাটকের ও তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ, ইউরোপীয় ট্যাবলু ভিভাণ্ট নামক সজীব প্রতিমূর্তি প্রদর্শনপ্রণালী প্রভৃতি বিষয় এই গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে।

ভারতীয় বিদুষী—ঐতিহাসিক নিবন্ধ গ্রন্থ। মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে লেখক প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাচীন ভারতের শেষ যুগ পর্যন্ত বিদুষীগণের একটি সুশৃঙ্খল বর্ণনা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

ভারতের ভ্রমণবৃত্তান্ত—বাঙ্গালা ভ্রমণ-বিষয়ক গ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। গ্রন্থকার দার্জিলিং হইতে রাজপুতানা ও হিমালয় হইতে বোম্বাই পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছেন, শুনিয়াছেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ভারতের দ্রষ্টব্য দেশগুলির বিশদ বর্ণনা, নানাবিধ কিংবদন্তী ও গল্প আছে।

ভাষাতত্ত্ব (১ম খণ্ড)—শ্রীনাথ সেন প্রণীত। ইহাতে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত হইতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হইতে বঙ্গভাষার উৎপত্তি। সংস্কৃত লিখিত ভাষা এবং প্রাকৃত কথিত ভাষা। সংস্কৃত ভাষাই যে কথিত ভাষায় রূপান্তরিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় পরিণত হইয়াছে, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ভাষাপরিচ্ছেদ—বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন কৃত সংস্কৃত ন্যায়দর্শনবিষয়ক ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত। ভাষাপরিচ্ছেদের সহিত উহার টীকা সিদ্ধান্তমুক্তাবলীরও অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। দ্রব্য, গুণ, আত্মা প্রভৃতির নিরূপণই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভিকার অব ওয়েকফিল্ড, দি (Vicar of Wakefield, The)—অলিভার গোল্ডস্মিথ-রচিত ইংরেজী উপন্যাস (১৭৬৬ খ্রীঃ)। ধর্মযাজক ডাক্তার প্রিমরোজের সাংসারিক ও ধর্মজীবনের কাহিনী অবলম্বনে ইহা রচিত।

ভূপ্রদক্ষিণ—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। চন্দ্র-শেখর সেন প্রণীত। ইহাতে নানা দেশের বিবরণ লিখিত হইয়াছে। এ দেশের সহিত তুলনা করিয়া ইউরোপ, তুর্কি, মরক্কো, জাপান, চীন, আমেরিকা ও রুশিয়া রাজ্যের বৃত্তান্তসমূহ আলোচিত হইয়াছে।

ভ্যাগাবণ্ডস (Vagabonds)—নুট হ্যামসুন প্রণীত নরওয়েজিয়ান উপন্যাস। ইহাতে এডেভার্টের যাযাবর জীবন-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

ভ্রান্তি—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। নবাব মুরশিদকুলি খাঁর আমলে রাজসাহীতে উদয়নারায়ণ নামে এবং রাজমহলে শালিগ্রাম রায় নামে দুই-জন জমিদার ছিলেন। একদা শালিগ্রামের পুত্র নিরঞ্জন বন্ধু পুরঞ্জন সহ রাজসাহীতে শিকার করিতে গমন করেন। তথায় নিরঞ্জন উদয়নারায়ণের পালিতা বন্ধুকন্যা ললিতাকে সন্দর্শন করিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হন, এবং পুরঞ্জনও উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এক দিবস নিরঞ্জন যখন উদ্যানে ললিতার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন দূর হইতে কে মাধুরীকে আহ্বান করায় "আমাকে ডাকিতেছে" বলিয়া ললিতা চলিয়া যান। ইহাতে নিরঞ্জন তাঁহাকে উদয়নারায়ণের কন্যা মাধুরী বলিয়াই স্থির করেন। অতঃপর তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাধুরীকে বিবাহ করিবার অভি-

লাষ প্রকাশ করেন। তাঁহার পিতা উদয়নারায়ণকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিলে উদয়নারায়ণ তাহাতে সম্মত হন। কিন্তু শালিগ্রামের কুলপ্রথা রক্ষার জন্য তাঁহাকে কন্যা লইয়া রাজমহলে যাইতে হয়। নিরঞ্জন মাধুরীকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া মর্মাহতা ললিতা গৃহত্যাগ করেন। মাধুরীও পুরঞ্জনকে ভালবাসিয়াছিল, সুতরাং এ বিবাহে তাহার সম্মতি ছিল না। এদিকে বিবাহের পূর্বে নিরঞ্জন যখন শুনিতে পাইলেন যে, বন্ধু পুরঞ্জনও মাধুরীকে ভালবাসেন, তখন তিনি পুরঞ্জনের সহিত মাধুরীর বিবাহ দেওয়াইতে পিতাকে অনুরোধ করিলেন এবং পিতা তাহাতে সম্মত না হওয়ায় তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন। এদিকে বিবাহের সময় তাঁহাকে না পাওয়ায় উদয়নারায়ণ অস্থির হইলেন। শেষে পুরঞ্জনের সহিত মাধুরীর বিবাহ হইল। উদয়নারায়ণ শালিগ্রামকে শাস্তি দিবার ভয় দেখাইলে শালিগ্রাম সত্য কথা বলিলেন। কিন্তু উদয়নারায়ণ তাহা বিশ্বাস না করায় শালিগ্রাম ক্রোধভরে বলিলেন, বেশ্যাকন্যার সহিত তিনি স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিবেন না। ক্রুদ্ধ উদয়নারায়ণ নবাবের দৌহিত্র সরফরাজ খাঁর সহিত চক্রান্ত করিয়া সপুত্র শালিগ্রামকে কারারুদ্ধ করিলেন। রঙ্গলাল ও গঙ্গা তাঁহাদিগকে উদ্ধার করে। এই রঙ্গলাল নিরঞ্জন ও পুরঞ্জনের বন্ধু। গঙ্গা একজন নর্তকী। সে রঙ্গলালকে যথার্থ ভালবাসিয়া তাঁহার আজ্ঞাবাহিনী হইয়াছিল। এদিকে বন্ধুবিচ্ছেদে কাতর হইয়া পুরঞ্জন মাধুরীকে ত্যাগ করিয়া বন্ধুর অন্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ শালিগ্রাম মাধুরীকে সরফরাজ খাঁর হস্তে সমর্পণ করেন। গঙ্গা তাহাকে রক্ষা করে। অতঃপর উদয়নারায়ণ বিদ্রোহী হন, এবং তাঁহার হস্তে শালিগ্রাম নিহত হন। শেষে যুদ্ধে উদয়নারায়ণের পরাজয় হয়। রঙ্গলাল ও গঙ্গার চেষ্টায় ললিতার সহিত নিরঞ্জনের এবং মাধুরীর সহিত পুরঞ্জনের মিলন হয়। উদয়নারায়ণ বিষপানে আত্মহত্যা করেন।

ভ্রান্তিবিনোদ—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। এতদ্দেশীয় কতকগুলি রুচি এবং রীতিনীতির ভ্রান্তিপ্রদর্শনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে কয়েকটি প্রবন্ধে অনেক সামাজিক ও ব্যবহারিক দোষের উল্লেখ ও তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ্রান্তিবিলাস—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। সোমদত্ত নামক জনৈক বণিকের দুই যমজ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উভয় পুত্রের আকৃতিতে কিছুমাত্র ভেদ ছিল না। প্রতিবাসিনী এক দুঃখিনী রমণীও ঐ সময়ে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করিয়া মরিয়া যায়। সোমদত্ত তাহাদের প্রতিপালন করেন। নিজ পুত্রদ্বয়ের নাম চিরঞ্জীব ও পালিত দুইটির নাম কিঙ্কর রাখা হয়। পরে একসময় জলপথে গমনকালে জাহাজ ডুবিয়া যাওয়ায় এক পুত্র, একটি কিঙ্কর এবং স্ত্রী সোমদত্তের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। সোমদত্ত এক পুত্র ও এক কিঙ্করবালককে লইয়া দেশে আসেন। কিছুদিন পরে ঐ পুত্র মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণের নিমিত্ত কিঙ্করকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যায়। এদিকে ঐ অনুদ্দিষ্ট পুত্র ঘটনাক্রমে জয়স্থলে আনীত হইয়াছিল, এবং এক শ্রেষ্ঠীর কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হওয়ায় সে অতুল ধনের অধীশ্বর হইয়াছিল। একদা দৈবযোগে মাতা ও ভ্রাতার অন্বেষণকারী চিরঞ্জীব ঐ নগরে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহাকে সকলেই ঐ নগরবাসী চিরঞ্জীব বলিয়া জ্ঞান ও তদ্রূপ ব্যবহার করে। এমন কি শ্রেষ্ঠিকন্যা পর্যন্ত তাহাকে স্বীয় স্বামিবোধে তদ্রূপ আচরণ করিতে থাকে। ইহাতে একদিনেই নগরে বিষম গোলযোগ বাধিয়া উঠে। ঘটনাক্রমে ঐ দিন উহাদের পিতাও ঐ নগরে উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে রাজার সমক্ষে বিচার আরম্ভ হইলে সকলের ভ্রম ভাঙ্গিয়া যায়, এবং সোমদত্ত পুনর্বার স্বীয় পত্নী পুত্রের সহিত মিলিত হন। ইহা ইংরাজ কবি সেক্সপীয়ার রচিত Comedy of Errors নামক গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত।

ম

মডেল ভগিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। বিকৃত শিক্ষা দ্বারা মানবের কিরূপ অধঃপতন সাধিত হয়, এবং সমাজের কিরূপ অনর্থ ঘটে, পাপের ফল কিরূপ বিষময়, পুণ্যের পরিণাম কিরূপ সুখকর, তাহাই এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইংরাজীশিক্ষায় শিক্ষিতা এবং ইংরাজী ভাবভাবের অনুকরণপ্রিয়া কমলিনীর সহিত এক শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু কমলিনী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া আপনার শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত পবিত্র প্রণয়ে মত্ত হইলেন। এই প্রণয়ের কি ভীষণ পরিণাম হইয়াছিল তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। অবশেষে কমলিনীর অনুতাপ আসিল। মৃত্যুকালে তিনি স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ক্ষমা করেন। অতঃপর কমলিনীর মৃত্যু হয় এবং ব্রাহ্মণ বনগমন করিয়া তপস্যায় নিযুক্ত হন।

মণি-দীপা—সচিত্র কাব্য অনুবাদ গ্রন্থ। কবি হেমেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। প্রাচীন ভারতীয় কাব্য সাহিত্যের মধ্যে যে সব স্থান 'লিরিক' ভাবধারা আশ্রয় করিয়াছে, এই গ্রন্থে অনুবাদের জন্য সেই অংশগুলিই কেবলমাত্র নির্বাচন করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্য হইতে ঋক্‌বেদের উষার স্তুতি এবং সরস্বতীর বন্দনা, কালিদাসের উমার তপস্যা (কুমারসম্ভব) ও উত্তর মেঘ এবং ভবভূতি, শ্রীহর্ষদেব, ভর্তৃহরি, উদ্ভট প্রভৃতি পরবর্তী সংস্কৃত কবিদের কাব্যের কোন কোন অংশ অনুবাদ করা হইয়াছে। হিন্দী কাব্যের প্রধানতঃ মীরাবাই, কবীর, দাদুদয়াল, সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি, তামিল কবিদের মধ্যে তায়ুমানবর ও তিরুবল্লুবর এবং ইহা ছাড়া আরও কোন কোনও অজ্ঞাতনামা কবির খণ্ড কাব্য অনুবাদ করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে জয়দেব হইতে কয়েকটি গীত এবং সাঁওতালী গান, গুজরাটী গান এবং জয়দেব, বিদ্যাপতি প্রভৃতির প্রাচীন বাংলা কাব্যকে আধুনিক বাংলায় রূপান্তরিত করা হইয়াছে। একবর্ণ, দ্বিবর্ণ ও বহুবর্ণের চিত্রে গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

মণিমালা—রত্নবিষয়ক গ্রন্থ। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহার মূলভাগ সংস্কৃত অভিধান, বৈদ্যক, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে সংগৃহীত এবং হিন্দী, বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় অনূদিত। ইহা ব্যতীত ইংরাজী, ফরাসী, পারসী, আরবী গ্রন্থ হইতে প্রধান নবরত্ন ও উপরত্ন সম্বন্ধীয় বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। মণিমালা বহু পরিশ্রমের ও অনুসন্ধানের ফল। ইওরোপে ইহার এত আদর যে অধুনা যাঁহারা রত্ন বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই মণিমালা হইতে অংশবিশেষ উদ্ধার এবং গ্রন্থকারের অভিমত প্রামাণিকভাবে গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

মণির বর—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত। ইহাতে রমানাথ নামক এক যুবকের ভালবাসা ও মহত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। রমানাথ মণিকে ভালবাসিলেও এবং কোন বাধা না থাকিলেও তাহাকে স্বয়ং বিবাহ না করিয়া সুপাত্রে অর্পণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা

করিল। কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইয়া শেষে যখন স্বয়ং বিবাহের জন্য উদ্যত হইল, তখন অসম্ভাবিতরূপে বাধা পাইল। অবশেষে অপরের হস্তে মণিকে সম্প্রদান করিয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিল। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া হিন্দুসমাজের সামাজিক একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

মথুরামাহাত্ম্য—রূপ গোস্বামী প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন পৌরাণিক বচনসমূহ দ্বারা মথুরার সংস্থান ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়—টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। মদ্যপান যে সবিশেষ অনিষ্টকর, এবং তদ্দ্বারা সমাজের কিরূপ দুর্গতি হইয়াছে, ভণ্ড ব্যক্তিরা অখাদ্য ভোজন করিয়াও কিরূপে সমাজমধ্যে সগর্বে বিচরণ করিতেছে, ইত্যাদি বিষয় তখনকার বাঙ্গালায় গল্পচ্ছলে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। "টেকচাঁদ ঠাকুর" প্যারিচাঁদ মিত্রের কল্পিত নাম।

মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত (মাইকেল)—বাঙ্গালা বিস্তৃত জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে প্রসিদ্ধ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনবৃত্তান্ত বিস্তৃতরূপে লিখিত হইয়াছে, এবং তৎপ্রণীত কাব্য ও নাটকাদির সমালোচনা করা হইয়াছে। মাইকেলের ও অন্যান্য কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চিত্রও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

মধুস্মৃতি—কবিশেখর নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ কাব্যালংকার প্রণীত। মধুস্মৃতি মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের একখানি সুবিস্তৃত জীবন-স্মৃতি। উপাদান এবং উপকরণ বাহুল্যে বঙ্গভাষায় জীবনচরিত শ্রেণীর গ্রন্থাবলীর মধ্যে ইহা অদ্বিতীয়। অধিকন্তু তৎকালীন বঙ্গসমাজের সমসাময়িক ইতিহাসের অনেকটা স্থান এতদ্দ্বারা আলোকিত হইয়াছে। রচনার মাধুর্যে ইহা অতীব সুখপাঠ্য এবং উপাদেয় হইয়াছে। মহাকবির ইংরাজী এবং বাঙ্গালা অনেক অপ্রকাশিত রচনায় গ্রন্থকলেবর পরিপূর্ণ। বহু অপূর্বপ্রকাশিত পত্রাবলীতে গ্রন্থ সুশোভিত। এই গ্রন্থ রচনা করিয়া ইনি বঙ্গদেশের প্রাচীন বিদ্যাপীঠ ভট্টপল্লী হইতে কবিশেখর উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। নগেন্দ্রবাবুর গ্রন্থে কাব্যশ্রী দেখিয়া বিবুধ-জননী সভা তাঁহাকে 'কাব্যালংকার' উপাধি প্রথম প্রদান করেন।

মনসার ভাসান—বাঙ্গালা পাঁচালী গ্রন্থ। ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস প্রণীত। চম্পাই নগরবাসী চাঁদ সওদাগর নামক জনৈক গন্ধবণিক্ মনসাদেবীকে অত্যন্ত দ্বেষ করিতেন। ইহাতে মনসার ক্রোধে তাঁহার ছয় পুত্র নষ্ট হয়, এবং তিনি স্বয়ং বাণিজ্যে গমন করিলে মনসাদেবী তাঁহার সমস্ত পণ্যদ্রব্য নষ্ট করিয়া দেন ও তাঁহাকে সাতিশয় ক্লেশ প্রদান করেন। তথাপি চাঁদ সওদাগর মনসাদেবীর উপর বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ করিলেন না। পরিশেষে তাঁহার নখিন্দর নামে এক পুত্র জন্মে। নিছনি নগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। চাঁদ পূর্বেই অবগত হন যে, মনসার কোপে বিবাহের রাত্রিতেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইবে। এই দুর্ঘটনার প্রতিবিধানার্থ তিনি সাতাই পর্বতের উপর এক লৌহময় বাসরঘর প্রস্তুত করেন, এবং বিবাহের পর বরকন্যা তথায় রাত্রিযাপন করেন। কিন্তু সেই লৌহময় গৃহমধ্যেই সর্পাঘাতে নখিন্দরের মৃত্যু হইল। তখন পতিব্রতা বেহুলা মৃতপতিক্রোড়ে কলার ভেলায় উঠিয়া ভাসিতে ভাসিতে ছয় মাসে ত্রিবেণীতে গমন করেন। তথায় নেতা ধোপানী দেবতাদের কাপড় কাচিত। বেহুলা তাহার সাহায্যে দেবলোকে উপস্থিত হইয়া নৃত্যগীত দ্বারা দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া মৃতপতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। পরে চাঁদ সওদাগর মনসার পূজা করিবেন, বেহুলা এইরূপ আশ্বাস দিলে মনসাদেবী চাঁদের পূর্ববিনষ্ট ছয় পুত্রকে বাঁচাইয়া দেন, এবং জলমগ্ন সমস্ত ধনসম্পত্তি সহ নৌকাগুলিকে জল হইতে তুলিয়া দেন। তখন বেহুলা সেই সমস্ত ধনসম্পত্তি, পতি ও ভাসুরদিগকে লইয়া দেশে আগমন করেন। অতঃপর চাঁদ সওদাগর পূর্ব বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া মনসার পূজা করেন। অনুমান আড়াই শত বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়।

মনুসংহিতা—সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। ইহা দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সৃষ্টিপ্রকরণ, কালনির্ণয় এবং ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ধর্ম কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ধর্মের লক্ষণ, ধর্মানুষ্ঠানযোগ্য দেশাদি, জাতকর্মাদি সংস্কারবিধি, ব্রতাচারাদি এবং গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে বিবাহ, পঞ্চযজ্ঞ, দানফল, অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধাদি নিত্যকার্য নিরূপিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে চারিবর্ণের জীবিকাবিধি, গৃহস্থের পালনীয় কর্তব্য কর্মসমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রাদ্ধ, খাদ্যাখাদ্য বিধান, শৌচাশৌচ, দ্রব্যের শুদ্ধি, স্ত্রীজাতির কর্তব্যাকর্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে বানপ্রস্থ ধর্ম ও সন্ন্যাসবিধি, সপ্তম অধ্যায়ে রাজধর্ম, অষ্টম অধ্যায়ে ব্যবহারবিধি কথিত হইয়াছে। নবম অধ্যায়ে স্ত্রীপুরুষের ধর্ম, দায়ভাগ, দণ্ডবিধি এবং শূদ্রধর্ম নিরূপিত হইয়াছে। দশম অধ্যায়ে বর্ণসংকরোৎপত্তি, ব্রাহ্মণাদির আপৎকালে উপজীবিকা নির্দেশ, এবং একাদশ অধ্যায়ে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণীত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ে শুভাশুভ কর্মের ফল, কর্তব্যাকর্তব্য কর্ম, কর্মজন্য জন্মান্তর, বৈদিক কর্ম, পরমাত্মজ্ঞান ও মোক্ষসাধন বিবৃত হইয়াছে।

মনের মিল—বাঙ্গালা উপন্যাস। সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ফুলছড়ি গ্রামটি ছোট হইলেও দলাদলি ও শঠতা সেখানে লাগিয়াই আছে। শশী নামে এক সচ্চরিত্র যুবক এই গ্রামে বাস করিত—সংসারে তাহার এক বিধবা বৌদি ছাড়া আর কেহই ছিল না। গ্রামের সমাজপতি জমিদার সদুবাবুর মোসাহেব ঐ গ্রামস্থ চরণের ইচ্ছা ছিল শশীর বৌদি বিন্দুর সহিত অবৈধ প্রণয় স্থাপন করে, কিন্তু যখন সম্পূর্ণ অকৃতকার্য হইল, তখন বিন্দুর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই সকল অসৎ কাজের একমাত্র সহায় ছিল তাহার শ্যালক তারিণী। এই অবস্থায় শশী ঐ গ্রামেরই নিতাই নামক একটি শিক্ষিত, সচ্চরিত্র ও ধনী যুবকের শরণাপন্ন হয়। নিতাই এইবার চরণের ভণ্ডামি সমাজের কাছে ধরাইয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

এদিকে একদিন মাছ ধরিতে আসিয়া অন্য এক পাড়ার খ্রীষ্টান মিশনারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সুচিত্রার সঙ্গে নিতাইয়ের পরিচয় হয়—ক্রমে এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠে। নিতাইয়ের সংসারে কেহ ছিল না। সে কেবল একটি মুসলমান বালককে মানুষ করিবার ভার লইয়াছিল—ছেলেটির নাম কাসিম, নিতাই তাহাকে ডাকে কাশী বলিয়া। নিতাই কাশীকে মিশনারী স্কুলে ভরতি করিয়া দিল। তারপর নিতাই ও সুচিত্রা উভয়ে উভয়ের চরিত্রগুণে আকৃষ্ট হইল। নিতাই জানিতে পারে সুচিত্রা খ্রীষ্টান নহে—হিন্দু। এই সময় একদিন সুচিত্রার বাল্যবন্ধু বিজলী মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া সুচিত্রার কাছ হইতে হাণ্ডনোট দিয়া এক হাজার টাকা কর্জ লইল—এই টাকা সমস্তই স্কুল-ফণ্ডের। ইহার কয়েকদিন পরে পত্র আসিল—মিশন হোম হইতে বড় সাহেব

এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি লইয়া আগামী কল্য আসিতেছেন—আসিয়াই মিশনের বাড়ি তুলিবার কাজ আরম্ভ করিবেন। সুচিত্রা এইবার মহাচিন্তায় পড়িল—কালই যে স্কুল-ফণ্ডের টাকা সাহেবের হাতে দিতে হইবে! সে তো বিজলীকে টাকা এক মাসের জন্ম ধার দিয়াছে!—নিতাই আসিলে সুচিত্রা সব কথা তাহাকে খুলিয়া বলিল—নিতাই সমস্ত ভার নিজের মাথায় লইল।

ওদিকে চরণকে শাস্তি দিবার জন্ম এক সুযোগে নিতাই তারিণীকে হাত করিল। বাগ্দীপাড়ায় ক্ষেত্রমণির সঙ্গে চরণের অবৈধ প্রণয় আছে, তাহা সমাজের কাছে ধরাইয়া দিতে হইবে, আবার পরামর্শ করিয়া সদুবাবু ইত্যাদি সমাজপতিদের কাছে প্রমাণ করিবে যে, চরণ ক্ষেত্রমণির রান্না ভাত ইত্যাদি খায়। ঐ একদিনে তাহাকে তিনটি কাজ করিতে হইল—বিজলী যে মিথ্যাভাবে সুচিত্রার কাছ হইতে স্কুল-ফণ্ডের এক হাজার টাকা লইয়াছে, তাহাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করিল। তারপর ক্ষেত্রমণিকেও তারিণীর সাহায্যে হাত করিয়া তাহার এক বোনঝির ছেলের অন্নপ্রাশনের উৎসবে চরণকে নিমন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করে—চরণ নিমন্ত্রণ রক্ষা করিবার সময় অর্থাৎ ক্ষেত্রমণির রান্না ভাত খাইবার সময় ধরা পড়ে। এক কৌশলে সদুবাবু ও তাহার দলের লোক আসিয়া চরণের অবস্থা দেখিতে পায়। সদুবাবুর লোক যেমনই হউক, সমাজ-শাসনের বেলায় খুব কঠিন ও কর্তব্যপরায়ণ। চরণের শাস্তি হইল গেল—সে সমাজে আর কোন স্থান পাইল না, বাধ্য হইয়া তাহাকে সেই ক্ষেত্রমণির কাছে থাকিতে হইল।

মিশনে ইতোমধ্যে সাহেব এঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন—টাকা চাহিলে সুচিত্রা টাকা আনিবার কথা বলিয়া ভিতরে চলিয়া গিয়া নানা কথা ভাবিয়া আত্মহত্যার জন্ম জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, কিন্তু নিতাই আসিয়া জল হইতে তাহাকে তুলিল এবং নিজের বাড়ি হইতে বাকী টাকা দিয়া তিন হাজার টাকা পূর্ণ করিয়া সাহেবকে দিল।

এই কৃতজ্ঞতার কথা সুচিত্রা ভুলিতে পারিল না—সুচিত্রা নিজেকে নিতাইয়ের কাছে সমর্পণ করিল, নিতাই তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিল।—এমনি করিয়া খ্রীষ্টানের অন্নে লালিত ও প্রতিপালিত সুচিত্রার সঙ্গে ব্রাহ্মণ যুবক নিতাইয়ের মনের মিল হইল।

মন্ত্রশক্তি—অনুরূপা দেবী প্রণীত একখানি প্রসিদ্ধ উপন্যাস। জমিদার হরিবল্লভ পরম বৈষ্ণব। তাঁহার পুত্র রমাবল্লভের একমাত্র কন্যাসন্তান রাধারাণী ব্যতীত বিপুল সম্পত্তি ভোগ করিবার আর কেহ নাই। বাটী সংলগ্ন মন্দিরে গৃহদেবতা গোপীবল্লভ অধিষ্ঠিত আছেন। জাঁকজমক সহকারে তাঁহার নিত্য পূজার্চনাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। রাধারাণী বিবাহযোগ্যা হইলেও ভাল ঘরের উপযুক্ত পাত্র মিলিতেছে না বলিয়া তাহার বিবাহ হইতেছে না। রাধারাণী শৈশব হইতেই একান্ত দেবানুরক্তা। সে বিবাহ করিতে পারিবে না, কারণ গোপীবল্লভের চরণে সে আত্মমন উৎসর্গ করিয়াছে। তাহা হইলেও তাহার পিতা ও পিতামহ পাত্রানুসন্ধানে বিরত নাই।

এই পরিবারে এইরূপ নিয়ম প্রবর্তিত ছিল যে, যে পুরোহিত মন্দিরের পূজারি নিযুক্ত হইবেন, তিনি তদীয় দেহত্যাগের পূর্বে তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে যাঁহাকে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত করিয়া যাইবেন তিনিই অবিসংবাদী ভাবে ঐ পদে কার্য করিবেন। পূজারী বৃদ্ধ পুরোহিতের ছাত্রগণের মধ্যে আশুনাথ সর্বাপেক্ষা পুরাতন ছাত্র, সুতরাং টোলে অধ্যাপনা করিবার ও মন্দিরে পূজা করিবার অধিকার স্বায়তঃ তাহারই। কিন্তু বৃদ্ধ পুরোহিত মৃত্যুর পূর্বে অম্বরনাথ নামক একটি তরুণ ও নবাগত ছাত্রের উপর এই গুরুভার সমর্পণ করিয়া দেহত্যাগ করিলেন। গুরুর এই পক্ষপাতপূর্ণ নির্বাচনে আশুনাথ ও টোলের অধিকাংশ ছাত্র ঈর্ষান্বিত হইল এবং তাঁহার টোল ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। অম্বরনাথ ধীর, শান্ত ও অকৃতী হইলেও মূর্খ নহে। কিন্তু তাহার পূজাপদ্ধতিতে রাধারাণী সন্তুষ্ট হইল না। কথকতা করিতে বসিয়াও অম্বর আসর জমাইতে পারিল না। অম্বর তাহার ত্রুটির জন্য মর্মাহত হইল; রাধারাণী পিতাকে বলিয়া অবশেষে অম্বরকে তাড়াইয়া আশুনাথকে পূজার ভার দিল। মাতাপিতৃহীন অম্বর জমিদারের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া তাহার এক আত্মীয়ের বাটী থাকিয়া শাস্ত্রচর্চা করিতে লাগিল।

হরিবল্লভ মৃত্যুর পূর্বে উইল করিয়া গেলেন যে পঞ্চদশ বৎসরের পূর্বে রাধারাণীর বিবাহ না হইলে তাঁহার দৌহিত্র মৃগাঙ্কমোহন যাবতীয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। সুতরাং রমাবল্লভ কন্যার বিবাহের জন্ম পাত্রানুসন্ধানে একান্ত মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু রাধারাণী বিবাহে অসম্মতা, সে দেবতার পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়াছে; সুতরাং কেমন করিয়া মানুষকে বিবাহ করিবে?

মৃগাঙ্কমোহন উচ্ছৃঙ্খল যুবক। সে মাতাপিতৃহীন ও তাহার ধনবতী ভগিনীর আশ্রয়ে পালিত। ভগিনীর আর কেহ নাই, তিনি ভ্রাতাকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসেন। মৃগাঙ্ক অজ্ঞা নাম্নী একটি দরিদ্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া একটি ভদ্রলোকের কুলরক্ষা করিল।

মৃগাঙ্ক পাল্টি ঘর বলিয়া অবশেষে আর পাত্র না পাইয়া রমাবল্লভ তাহাকে আনাইয়া রাধারাণীকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মৃগাঙ্ক অসম্মত হইল। মৃগাঙ্ক অম্বরের সহিত রাধারাণীর বিবাহের প্রস্তাব করিল। কন্যার পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় দেখিয়া এবং অম্বর ব্যতীত পালটি ঘরের আর পাত্র পাওয়া যায় না দেখিয়া রমাবল্লভ কন্যাকে ডাকিয়া হরিবল্লভের উইলের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং অম্বরকে বিবাহ করিবার জন্ম কন্যাকে অনুরোধ করিলেন। রাধা াণী অপটু অম্বরকে বিবাহ করিতে একেবারেই অসম্মতা। কিন্তু পিতার অবস্থা বিবেচনা করিয়া অগত্যা সম্মত হইল, কিন্তু শর্ত করাইয়া লইল যে বিবাহের পরদিনই অম্বর ইহজন্মের মত রাধারাণীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। অম্বর আহূত হইয়া আসিল এবং রমাবল্লভের কাতরতা দেখিয়া উক্ত শর্তে রাধারাণীকে বিবাহ করিল এবং বিবাহের পরদিনই আসামে কয়েকটি টোল স্থাপন করিবার জন্ম তথায় চলিয়া গেল। রমাবল্লভ আপাততঃ আশ্বস্ত হইলেন, এবং রাধারাণীও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। কিন্তু বিবাহে উচ্চারিত মন্ত্র শক্তি বিস্তার করিতে লাগিল। অম্বরের সৌম্য মূর্তি রাধারাণীর মানসপটে স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল এবং অম্বর যে মূর্খ নহে তাহার প্রমাণও মিলিতে লাগিল। অম্বর আসামে যাইয়া অভীষ্ট সাধন করিল এবং জনসমাজে পণ্ডিত বলিয়া তাহার খ্যাতি প্রচারিত হইল। রমাবল্লভের স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়া জামাতাকে আনাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অটল অম্বর তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না। অল্পকাল পরেই কৃষ্ণপ্রিয়ার মৃত্যু হইল। মন্ত্রশক্তি অমিততেজে রাধারাণীকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল, রমাবল্লভও উদ্বিগ্নভাবে কালযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞার কঠোর বাঁধ সব প্রতিহত করিয়া দিল। রমাবল্লভ জামাতাকে

প্রকারান্তরে আনাইবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থপ্রযত্ন হইলেন।

অম্বর আসামে কালাজ্বরে আক্রান্ত হইল এবং ক্রমে মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অবশেষে তাহার দিন সংক্ষেপ হইয়া আসিল দেখিয়া অম্বর হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা শেষকালে মিটাইবার আশায় শ্বশুরালয়ের উদ্দেশ্যে ট্রেনে উঠিল। ট্রেন শিয়ালদহে পৌঁছিলে তাহার দেহ প্রাণহীনের ন্যায় জড়বৎ পড়িয়া আছে দেখিয়া তাহাকে কুলিরা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিবার জন্ম লইয়া চলিল। রমাবল্লভ ও রাধারাণী সেই সময়ে প্লাটফর্মের অপর পার্শ্বস্থ একটি ট্রেনে আসাম যাইবার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাধারাণী ট্রেনের কক্ষ হইতে কুলি-বাহিত অম্বরের অসাড় দেহ দেখিয়া চীৎকার করিয়া তাহার পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। রমাবল্লভ অবিলম্বে অম্বরকে লইয়া নিকটস্থ একটি ডাক্তার বন্ধুর বাটীতে উঠিলেন। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হইল না, কিন্তু রোগীর সম্বন্ধে ডাক্তারেরা হতাশ হইয়া পড়িলেন। রাধারাণী স্বামীর মৃতপ্রায় দেহ বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া সারারাত্রি কাটাইয়া দিল। অম্বর সংজ্ঞালাভ করিলে রাধারাণী তাহাকে জানাইল যে তাহার প্রতিজ্ঞার খণ্ডন হইয়া গিয়াছে, কারণ রাধারাণী আর সে রাধারাণী নাই। সে নবজীবন লাভ করিয়াছে। পতিব্রতা অজার গুণে মৃগাঙ্ক অসৎপথ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধিলাভ করিল।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাঙ্গালা জীবনচরিত। মন্মথনাথ ঘোষ বিরচিত। গ্রন্থকার মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে শুধু পণ্ডিত কিংবা বদান্ত ধনী বলিয়া মনে হয় না। পরন্ত মনস্বী, স্বদেশপ্রেমিক, তেজস্বী সমাজ-সংস্কারক, বিচক্ষণ রাজনৈতিক, শক্তিধর সংবাদপত্র-সম্পাদক ও সুরসিক লেখক বলিয়া ইঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থে যে কেবল কালীপ্রসন্নের উদার মহান্ হৃদয়ের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই নহে, উহাতে অতীত যুগের বাঙ্গালার একটি মনোজ্ঞ ছবিও দিব্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মহানাটক—সংস্কৃত নাটক। ইহাতে রামচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। উইলসন সাহেবের মতে দামোদর মিশ্র ইহার রচয়িতা।

মহানির্বাণতন্ত্র—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। স্বয়ং শিব এই তন্ত্রের বক্তা। ইহাতে উপাসনা, গৃহকর্ম, দায়ভাগ, অনুষ্ঠানপ্রণালী, শক্তি-উপাসনা, সাকার ও নিরাকার উপাসনার ভেদ প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

মহানিশা—উপন্যাস। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত। হুগলী জেলার পাণ্ডুয়া স্টেশন হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে বাকুল গ্রামে রাধিকাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস। তিনি গাঁতিদার মহাজন ছিলেন এবং তাঁহার তিন কুলে কেহ কোথাও বাঁচিয়া আছে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। তাঁহার বয়স তিনকালে গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে এবং মনটি অত্যন্ত কঠোর হইয়া উঠিয়াছে। গৃহে তাঁহার একমাত্র সঙ্গী ছিল প্রভুভক্ত সরকার বিহারী। সে-ই বিগ্রহের সেবা করে, আরতি করে, ভোগ দেয়, যাবতীয় গৃহকর্ম করে এবং প্রভুর রুক্ষ মেজাজের সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করে।

রাধিকাপ্রসন্ন তাঁহার কন্যা শশিবালাকে পরিত্যাগ করেন। তাঁহার জামাতার সহিত কলহ হয় এবং তিনি জীবনে আর কখনও শ্বশুরের দ্বারে উপস্থিত হইবেন না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া যান। শশিবালার কন্যা সৌদামিনীর এক অলস, চরিত্রহীন এবং নেশাখোর ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়। সে তাহার স্ত্রী সৌদামিনী এবং অনূঢ়া কন্যা অপর্ণাকে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় রাখিয়া মারা যায়। সৌদামিনী বহুদিন ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া পরে এক ভদ্রগৃহস্থের বাটীতে পাচিকা বৃত্তি অবলম্বন করেন। সেখানে তাঁহার মনিবগৃহিণীর জ্ঞাতি ভ্রাতুষ্পুত্র নির্মলচন্দ্র অপর্ণাকে এক বৎসর পরে বিবাহ করিবে এইরূপ আশা দেয়। কিছুদিন পরে সৌদামিনী শুনিতে পান যে, নির্মলচন্দ্র তাঁহার পিতৃবন্ধুর এক কন্যাকে রেঙ্গুনে বিবাহ করিয়াছেন। নির্মলও সৌদামিনীকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার আশার মূলে কুঠারাঘাত করেন। ইতোমধ্যে সৌদামিনীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়ায় তিনি তাঁহার মাতামহ রাধিকাপ্রসন্নকে অনুযোগপূর্ণ এক পত্র লিখিয়া তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করেন।

রাধিকাপ্রসন্ন বাহ্যতঃ অত্যন্ত রুক্ষ স্বভাববিশিষ্ট লোক ছিলেন, কিন্তু ফল্গু নদীর মত অন্তরে তাঁহার দৌহিত্রী সৌদামিনী এবং তাঁহার কন্যার প্রতি যথেষ্ট মমতা ছিল। তিনি পত্রের কথা বিহারীর নিকট বলেন। বিহারী প্রভুর অজ্ঞাতসারে একদিন সৌদামিনী এবং তাঁহার কন্যা অপর্ণাকে বাকুলের বাটীতে লইয়া আসেন। রাধিকাপ্রসন্ন তাহাদের অপ্রত্যাশিত আগমনে অসন্তোষ প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মূল গল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট—আমরা আর একটি উপাখ্যানের সহিত পরিচিত হই। মুরলীধর বাল্যে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে প্রতিপালিত হন, এবং পরে মাতুলালয় ত্যাগ করিয়া রেঙ্গুনে ব্যবসায় দ্বারা প্রচুর অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি সেখানে ইংরেজ অংশীদারের সহিত এক বিস্তৃত সওদাগরী অফিসের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার দুইটি সন্তান, জ্যেষ্ঠ পুত্রসন্তানটির নাম ব্রজরাজ, দ্বিতীয়টি কন্যা-সন্তান, নাম ধীরা। ব্রজরাজ পিতার সদ্‌গুণের অধিকারী না হইয়া বিলাসিতা এবং কুসঙ্গে সময় অতিবাহিত করিত। পিতার ইংরাজ অংশীদারের কন্যাকে বিবাহ করা তাহার চরম লক্ষ্য ছিল এবং তাহার ব্যবহার ও কার্যপ্রণালীতে সে তাহার পিতার মনে মর্মান্তিক বেদনা দিয়াছিল। বৃদ্ধ এবং অসুস্থ মুরলীধরের জীবনের ধ্রুবতারা ছিল—তাঁহার অন্ধ কন্যা ধীরা। পিতার অসুখে তাহার একনিষ্ঠ সেবা শ্রদ্ধার জিনিস। তিনি তাঁহার কন্যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া অশান্তি অনুভব করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল তাঁহার বাল্যবন্ধুর পুত্র নির্মলকুমার। বৃদ্ধ মুরলীধর পুত্রাধিক স্নেহের বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে তাঁহার বিস্তৃত ব্যবসায় পরিদর্শন করিবার ভার দিলেন এবং নির্মলকুমার কর্মপটুতার দ্বারা এ স্নেহ-মমতার যে উপযুক্ত পাত্র তাহা প্রমাণ করিল। মুরলীধরের অন্তিম শয্যায় নির্মল অঙ্গীকার করিল যে, সে ধীরাকে বিবাহ করিবে এবং মুরলীধর উইল করিয়া গেলেন যে, তাঁহার বিষয়সম্পত্তির এবং ব্যবসায়ের অংশ নির্মলকুমার পাইবে এবং ধীরার জীবদ্দশায় সে আর বিবাহ করিতে পারিবে না। অঙ্গীকার মত নির্মলকুমার ধীরাকে বিবাহ করিলেন। তিনি স্ত্রীকে যথেষ্ট যত্ন করিতেন, কিন্তু ধীরার বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে তাঁহার প্রতি নির্মলকুমারের মনোভাবকে আর যাহাই হউক না কেন ভালবাসা বলা যায় না। তাঁহারা নদীবক্ষে এক বজরায় করিয়া ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এক পূর্ণিমা রজনীতে ধীরা নদীগর্ভে ঝাঁপ দিল।

এদিকে রাধিকাপ্রসন্নের মৃত্যুর পর তাঁহার এক জ্ঞাতি আসিয়া তাঁহার গৃহ ও বিষয়সম্পত্তি অধিকার করেন। গত্যন্তর নাই দেখিয়া বিহারী সৌদামিনী ও অপর্ণাকে লইয়া ত্রিবেণীতে গিয়া

বনবাস করিতে থাকে। বিহারীর চরিত্র এক অপরূপ সৃষ্টি। সে যেরূপ ভাবে অসহায়া সৌদামিনী ও তাঁহার কন্যাকে সকল বিপদ্‌ হইতে রক্ষা করে তাহা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য। নানা রোগে ভুগিয়া সৌদামিনীর মৃত্যু হয় এবং বিহারীকে অপর্ণার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। ধীরার মৃত্যুর পর নির্মলকুমার দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ক্ষতবিক্ষত চিত্তের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি বিহারীর আশ্রয়ে অপর্ণার সহিত দেখা করেন এবং নির্মলকুমার ও অপর্ণার বিবাহ হয়।

মহাভারতম্‌ - সংস্কৃত মহাকাব্য। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। মহারাজ জনমেজয় ব্রহ্মবধ পাপ হইতে মুক্তিলাভ জন্য ইহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। ইহা অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত। প্রথম আদিপর্বে কুরুবংশের বিবরণ, ভীষ্মের উপাখ্যান, পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম, পাণ্ডুর অভিশাপ, দুর্যোধনাদি শত ভ্রাতা ও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতার জন্ম, পাণ্ডুর মৃত্যু, পাণ্ডুপুত্রগণের হস্তিনায় আগমন ও শিক্ষা, দ্রোণাচার্যের বিবরণ, কুরুপাণ্ডবগণের অস্ত্রশিক্ষা, দ্রুপদের নির্যাতন, জতুগৃহদাহ, পাণ্ডবগণের ছদ্মবেশে ভ্রমণ, দ্রৌপদীর স্বয়ংবর, লক্ষ্যবেধ, পাণ্ডবগণের রাজ্যপ্রাপ্তি, খাণ্ডবদাহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সভাপর্বে ময়দানব কর্তৃক সভা নির্মাণ, ভীমাদির দিগ্বিজয়, রাজসূয় যজ্ঞ, দুর্যোধনের ঈর্ষা, দ্যূতক্রীড়া, দ্রৌপদীর নির্যাতন, পাণ্ডবগণের বনবাস প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। তৃতীয় বনপর্বে যুধিষ্ঠিরাদির কাম্যকবনে অবস্থিতি, ঘোষযাত্রা, চিত্ররথ কর্তৃক দুর্যোধনের বন্ধন ও অর্জুন কর্তৃক উদ্ধার, জয়দ্রথ কর্তৃক দ্রৌপদী হরণচেষ্টা, দুর্বাসাপারণ, অর্জুনের তপস্যা ও পাশুপত অস্ত্রলাভ, অর্জুন কর্তৃক নিবাতকবচ বধ, নলোপাখ্যান, রামচরিত, যুধিষ্ঠিরবকসংবাদ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। চতুর্থ বিরাটপর্বে পাণ্ডবগণের ছদ্মবেশে বিরাট-ভবনে অবস্থান, দুর্যোধন কর্তৃক গোধন হরণ ও অর্জুন কর্তৃক উদ্ধার, কৃষ্ণের আগমন, সন্ধি প্রস্তাব প্রভৃতি আখ্যাত হইয়াছে পঞ্চম উদ্যোগপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের উদ্যোগ বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ ভীষ্মপর্বে অর্জুন সমীপে শ্রীকৃষ্ণের গীতাকথন, ভীষ্মের সহিত দশ দিবসব্যাপী যুদ্ধ, ভীষ্মের শরশয্যা প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সপ্তম দ্রোণপর্বে দ্রোণের সেনাপতিত্ব, অভিমন্যু-বধ, জয়দ্রথবধ, দ্রোণবধ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টম কর্ণপর্বে কর্ণের সেনাপতিত্ব ও নিধন; নবম শল্যপর্বে শল্যবধ, দুর্যোধনের দ্বৈপায়ন হ্রদে প্রবেশ, বলরামের তীর্থযাত্রা বিবরণ, ভীম ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ, দুর্যোধনের ঊরুভঙ্গ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। দশম সৌপ্তিক পর্বে অশ্বত্থামা কর্তৃক রজনীতে পঞ্চ পাণ্ডব ব্যতীত সমস্ত সৈন্যের বিনাশ, দুর্যোধনের মৃত্যু, অর্জুনের সহিত অশ্বত্থামার যুদ্ধ, অর্জুনের ব্রহ্মাস্ত্র ও অশ্বত্থামা কর্তৃক ব্রহ্মশিরা অস্ত্রত্যাগ, অশ্বত্থামার শিরোমণি প্রদান, কৃষ্ণ কর্তৃক উত্তরার গর্ভরক্ষা প্রভৃতি আখ্যাত হইয়াছে। একাদশ স্ত্রী-পর্বে ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারী প্রভৃতির বিলাপ, কৃষ্ণের প্রতি গান্ধারীর অভিশাপ, অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। দ্বাদশ শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরের শোক, মোক্ষধর্ম-কথন, ব্যাসের উপদেশ, যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক, যুধিষ্ঠিরের নিকট ভীষ্ম কর্তৃক রাজধর্ম, আশ্রমধর্ম, দানধর্ম, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি কীর্তিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অনুশাসন পর্বে যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ভীষ্ম কর্তৃক বিবিধ উপাখ্যান ও ধর্মকথন। চতুর্দশ অশ্বমেধ পর্বে যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের বিবরণ, মরুত্ত রাজার যজ্ঞবৃত্তান্ত, উত্তঙ্কোপাখ্যান, অশ্বসহ অর্জুনের পৃথিবী পর্যটন, অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্তি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। পঞ্চদশ আশ্রমবাসিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্রাদির বনগমন, ব্যাস কর্তৃক সকলকে মৃত আত্মীয়গণ প্রদর্শন, দাবদাহে ধৃতরাষ্ট্রাদির মৃত্যু প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। ষোড়শ মৌষল পর্বে যদুবংশ বিনাশ এবং সপ্তদশ মহাপ্রস্থানিক পর্বে ভ্রাতৃগণসহ যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান ও ভীমাদির মৃত্যু কথিত হইয়াছে। অষ্টাদশ স্বর্গারোহণ পর্বে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গে আত্মীয়গণের সহিত সম্মিলন, মহাভারতের মাহাত্ম্যাদি ও ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। সমগ্র মহাভারতের শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষ।

বর্ধমান রাজবাটী হইতে, হিতবাদী প্রেস হইতে এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক ইহার মূলানুযায়ী এক একটি বাঙ্গালা অনুবাদ গদ্যে প্রকাশিত হয়। কাশীরাম দাস বাঙ্গালা পদ্যে ইহার এক অনুবাদ করেন। মূল মহাভারত হইতে এই অনুবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বটতলা হইতে ইহার অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কাশীরামের রচনার পূর্বে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন:—সঞ্জয়; (পরাগল খাঁর আদেশে) কবীন্দ্র পরমেশ্বর; (পরাগল-পুত্র ছোটা খাঁর আদেশে) শ্রীকর নন্দী (কেবল অশ্বমেধ পর্ব); ষষ্ঠীধর সেন রাজেন্দ্রদাস (আদি পর্ব); গোপীনাথ দত্ত (দ্রোণপর্ব); গঙ্গাদাস সেন (আদি ও অশ্বমেধ পর্ব)। প্রতাপচন্দ্র রায় মূল অনুযায়ী বাঙ্গালা গদ্যে মহাভারতের একখানি অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। তাহার একখানি ইংরাজী অনুবাদও তৎকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। রাজকৃষ্ণ রায় ইহার এক পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করেন। প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সমগ্র মহাভারতখানি নাট্যকাব্যে প্রণয়ন করেন।

মহামতি রাণাডে - বাঙ্গালা জীবনচরিত-বিষয়ক গ্রন্থ। সখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। ইহাতে বোম্বাইবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সংস্কারক ও বিচারপতি মহাদেব রাও গোবিন্দ রাণাডের জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে।

মহাবংশ—প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ। ইহা পালি ভাষায় লিখিত। বঙ্গদেশীয় জনৈক নরপতি সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ পিতাকর্তৃক নির্বাসিত হইয়া সাতশত অনুচর লইয়া সিংহলে গমন করেন এবং পাণ্ডবংশীয় এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তথায় রাজ্যস্থাপন করেন। ইহাই বর্তমান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়।

মহাবীরচরিত— সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। রামচরিত্র বর্ণনই ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে রামের বিবাহ হইতে বনবাস, সীতাহরণ, লঙ্কাযুদ্ধ, রাবণবধ, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পর্যন্ত ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। তবে রামায়ণে এই সকল বিষয় যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে কোন কোন স্থানে তাহা হইতে বিভিন্নভাবে সেই সকল বিষয় প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার একটি বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র—(জীবনী) সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই বিরাট জীবনীগ্রন্থ চারি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথমে কাশিমবাজারের প্রাচীন ইতিহাস, তাহার মধ্যে কাশিমবাজার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণকান্ত নন্দী ওরফে কান্তমুদীর প্রায় সম্পূর্ণ জীবনীও দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরের পর বৎসর ধারাবাহিকরূপে তাঁহার জীবনের প্রায় প্রত্যেক ঘটনাই সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। তৃতীয় ভাগে 'জীবন-স্মৃতি' ও 'জীবন-মালঞ্চ' ধরা হইয়াছে। 'রাজর্ষির' জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি ঘটনা গল্পাকারে বলা হইয়াছে। চতুর্থ ভাগে

পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে কয়েকখানি মাসিক ও দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত মহারাজের জীবনী পুনর্মুদ্রিত করা হইয়াছে।

মহিলা-বাঙ্গালা কাব্য। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রণীত। নারীজাতিই যে মানব-জীবনের সর্বক্ষণে সর্বতোভাবে সহায়, শৈশবে মাতৃরূপে এবং যৌবনে জায়ারূপে রমণীই যে পুরুষকে স্নেহ ও ভালবাসা প্রদানে সঞ্জীবিত করিয়া রাখে, অশান্তিময় সংসারে নানামূর্তি ধারণ করিয়া রমণীই শান্তির পবিত্র নিকেতন সৃষ্টি করে, এই তত্ত্বই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

মহেশ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। 'মহেশ' একটি করুণ কাহিনী। দরিদ্র গফুর ও তাহার একাদশবর্ষীয়া কন্যা কোনমতে অনশনে ও অর্ধাশনে কাল-যাপন করে। প্রবলপ্রতাপ ব্রাহ্মণ জমিদার শিবুবাবুর অত্যাচারে গফুর জর্জরিত। গফুরের একটি বলদ আছে, নাম মহেশ। মহেশকে গফুর খাদ্য ও পানীয় দিতে পারে না। ক্ষেতের বিচালি ঋণের দায়ে শিবুবাবুর কবলিত হইয়াছে, বৃষ্টিহীন দেশে জলের অভাবে বড়ই ক্লেশ পাইতে হয়। মহেশ একবার ছাড়া পাইয়া শিবুবাবুর বাগান লণ্ডভণ্ড করিল বলিয়া গফুরের পৃষ্ঠে দণ্ড পড়িল। সুতরাং মহেশকে গফুর আর ছাড়িয়া দিত না। মহেশ রজ্জুবদ্ধ থাকিয়া অনশনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিল। একদিন গফুর তৃষ্ণার্ত হইয়া বাটী আসিল এবং কন্যার নিকট জল চাহিলে সে বলিল যে জল নাই, জল আনিবার জন্য চেষ্টা করিয়াও সে একটু আনিতে পারে নাই। কিন্তু গফুর রাগে কন্যাকে চপেটাঘাত করিতে বালিকা পুনরায় মৃৎকলস লইয়া জল আনিবার জন্য আর একবার চেষ্টা করিতে গেল। বালিকা অল্প একটু জল আহরণ করিয়া বাটী প্রবেশ করিতেই তৃষ্ণার্ত মহেশ বালিকার কলস হইতে জলপান করিবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু কলস বালিকার কক্ষ-চ্যুত হইয়া পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল। বালিকা কাঁদিয়া উঠিতেই পিপাসায় কাতর গফুর ছুটিয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সে মহেশের মস্তকে এমন এক প্রচণ্ড লগুড়া-ঘাত করিল যে মহেশ তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। শিবুবাবুর ভয়ে গফুর আর বিলম্ব না করিয়া কন্যার হাত ধরিয়া চিরকালের মত স্বীয় কুটীর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা—অনুরূপা দেবী প্রণীত সুবৃহৎ উপন্যাস। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল মৃত্যুঞ্জয় বসুর একমাত্র পুত্র অরবিন্দ ও দুই কন্যা শরৎশশী ও উষারাণী। বর্ধমান নিবাসী দীনবন্ধু মিত্রের কন্যা মনোরমা পরম সুন্দরী ও গুণবতী। দীনবন্ধুর প্রতিবেশী নিতাই-এর সহিত কলিকাতায় কর্মসূত্রে অরবিন্দের আলাপ হয়। নিতাই একদিন অরবিন্দকে বর্ধমানে লইয়া যায় এবং মনোরমাকে দেখায়। অরবিন্দ মনো-রমাকে বিবাহ করিতে চায়, কিন্তু অর্থগৃধ্নু পিতা সামান্য যৌতুক লইয়া দরিদ্রের কন্যাকে বধূরূপে আনয়ন করিতে অসম্মত হন। অবশেষে স্ত্রীর ইচ্ছায় তিনি সম্মতি দিলেন। বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু দান প্রভৃতি লইয়া তিনি দীনবন্ধুকে যৎপরোনাস্তি মনোবেদনা দিলেন এবং মনোরমাকেও একপ্রকার স্বগৃহে আবদ্ধ রাখিলেন। মনোরমার মাতা দুর্গাসুন্দরী কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলে দীনবন্ধু কন্যাকে আনিবার জন্য মৃত্যুঞ্জয় বসুর দ্বারস্থ হইলেন। মৃত্যুঞ্জয় মনোরমাকে পাঠাইলেন বটে, কিন্তু চিরকালের জন্য। মৃত্যুঞ্জয় জিদের বশে ও প্রচুর যৌতুকের লোভে কৃতী ও বিদ্বান্ পুত্র অরবিন্দের সহিত ধনিকন্যা ব্রজসুন্দরীর বিবাহ দিলেন। মনোরমা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় শ্বশুরগৃহ হইতে নির্বাসিতা হইয়াছিল। পিতৃগৃহে গিয়া সে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিল। পুত্রটির নাম হইল অজিত। দুর্গাসুন্দরী আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দীনবন্ধু কন্যার দুর্দশা চিন্তা করিতে করিতে রোগে পড়িলেন এবং প্রাণ হারাইলেন। অল্পদিন পরে মৃত্যুঞ্জয় বসুরও লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটিল। কিন্তু পুত্র অরবিন্দ মনোরমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল-বাসিলেও এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর প্রতি আসক্তি না থাকিলেও পিতৃজিদ বজায় রাখিল। অরবিন্দের মাতা ও ভগিনী শরৎশশী উভয়েই মনোরমাকে ত্যাগ করার জন্য বিশেষ দুঃখিত, কিন্তু অরবিন্দ পিতৃসত্য-পালনে বদ্ধপরিকর দেখিয়া তাঁহারা মনোরমাকে পুনরানয়নের জন্য আর জিদ করিতে পারিলেন না। অজিত মেধাবী ছাত্র। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইয়াছে এবং কলিকাতায় হিন্দু হোস্টেলে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা দিবার সময় সে দুর্গাসুন্দরীর মৃত্যুসংবাদ পাইল। পরীক্ষার ফল ভাল হইল না। কাজেই তাহাকে তিনটি জায়গায় ছাত্র পড়াইয়া বি. এ. পড়ার ব্যয় নির্বাহ করিতে হইল। সে ধনী পিতার দরিদ্র পুত্র। একদিন ইডেন হোস্টেলে একটি রচনা-প্রতিযোগিতায় অরবিন্দ সভাপতি হইলেন। অজিত-রচিত "মা"-শীর্ষক কবিতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইল। অরবিন্দ অজিতের হস্তে মেডেল দিতে যাইয়া আর আত্ম-সংবরণ করিতে না পারিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। অরবিন্দ বাড়ি ফিরিলেন এবং শয্যা গ্রহণ করিলেন। ব্রজসুন্দরী সংবাদ সংগ্রহ করিয়া অজিতকে আনিবার জন্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু অজিত আসিল না। তিনি বাল্যাবস্থায় অজিতকে একবার শরৎশশীর কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ননদের বাটীতে দেখিয়াছিলেন। শরৎ মতলব করিয়া অজিতকে আনাইয়াছিল, যদি অরবিন্দকে দিয়া তাহাদিগকে পুনর্গ্রহণ করাইতে পারে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তৎপরে শরৎ ও অরবিন্দের মাতা উভয়েই কালের কোলে বিশ্রাম লাভ করেন। ব্রজসুন্দরী বন্ধ্যা, সপত্নীপুত্রের প্রতি তাঁহার মমতার সঞ্চার হইতে লাগিল। পিতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অজিত তাঁহাকে গোপনে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইল। কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া সে কৃতকার্য হইতে পারিল না। একদিন গভীর রাত্রিতে সে চোরের মত অরবিন্দের প্রাসাদোপম বাড়িতে প্রবেশ করিয়া পিতাকে দেখিয়া আসিল, অরবিন্দ নিদ্রা-ঘোরে পুত্রস্পর্শ অনুভব করিয়া শব্দ উচ্চারণ করিতেই অজিত ভয়ে পলাইয়া গেল। অরবিন্দের শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অজিতের হোস্টেলে অনুপস্থিতি ও বিসদৃশ.বাহ্য ভাব দেখিয়া সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাহাকে হোস্টেল হইতে বিতাড়িত করিলেন। নিঃসম্বল অজিত একটি মেসে উঠিল এবং পীড়িত হইয়া শয্যা গ্রহণ করিল। মেসের লোকেরা তাহাকে হাঁসপাতালে পাঠাইল। অজিত আরোগ্য-লাভ করিয়া হাঁসপাতাল হইতে বাহির হইয়া মেসে গিয়া দেখিল যে তাহার জিনিসপত্র কিছু নাই; একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া সে নিতাইএর বাসায় উঠিল। নিতাই চেষ্টা করিয়া তাহাকে বর্ধমান পাঠাইল। অজিত বাড়ি.গিয়া দেখিল যে দুঃখিনী মাতা শয্যাশায়িনী হইয়া রহিয়াছেন। মনোরমার জীবনদীপ নির্বাণোন্মুখ হইল। তাহার শেষ আশা একবার শেষকালের জন্য স্বামি-সন্দর্শন। কিন্তু অভাগিনীর আশা পূর্ণ হইল না। এদিকে অরবিন্দের শারীরিক অবস্থায় ব্রজসুন্দরী অত্যন্ত বিচলিতা হইয়া স্বয়ং বর্ধমান গেল। মুমূর্ষু মনোরমা পুত্র অজিতকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করতঃ

দুঃখজ্বালার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া চিরকালের মত চক্ষু মুদিল।

মাণ্ডুক্য উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

মাদার (Mother)—ম্যাক্সিম গোর্কি রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। প্যাভেলের মাতার প্রাণস্পর্শী কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু।

মাধবনিদানম্—সংস্কৃত আয়ুর্বেদগ্রন্থ। মাধব কর প্রণীত। ইহাতে ব্যাধির পঞ্চ লক্ষণ, জ্বরনিদান, অতিসার নিদান প্রভৃতি রোগ লক্ষণসমূহ বর্ণিত হইয়াছে। গণ্ডালের ঠাকুর সাহেব প্রণীত A Short History of the Aryan Medical Science গ্রন্থে দেখা যায় যে, এই মাধব কর সায়নের ভ্রাতা এবং মাধবাচার্য নামে খ্যাত ছিলেন। গোলকুণ্ডা প্রদেশে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাধবীকঙ্কণ-উপন্যাস। রমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। বীরনগরের জমিদার বীরেন্দ্রনাথ দত্ত মৃত্যুকালে স্বীয় জমিদারি ও শিশুপুত্র নরেন্দ্রের ভার দেওয়ান নবকুমারের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। কিন্তু নবকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সমস্ত জমিদারি আপনার নামে আয়ত্ত করিয়া লইলেন, এবং নরেন্দ্রকে পোষ্যবৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। নবকুমারের কন্যা হেমলতার সহিত নরেন্দ্রের প্রণয় জন্মিয়াছিল, কিন্তু নবকুমার তাহাতেও বাধা দিলেন। তিনি শ্রীশ নামক এক মাতা-পিতৃহীন বালককে ভাবী জামাতা স্থির করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। একদা শ্রীশ ও নরেন্দ্রের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় উদ্ধতপ্রকৃতি নরেন্দ্র শ্রীশকে জলে ফেলিয়া দেন। মাঝিরা তাঁহাকে উদ্ধার করে। নবকুমার ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রকে বাড়ি হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করেন। অভিমানী নরেন্দ্র দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যান। যাইবার সময় তিনি প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ হেমলতার হস্তে মাধবীলতার এক কঙ্কণ পরাইয়া দেন। পরে নরেন্দ্র রাজমহলে গিয়া সুজার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হন। কাশীতে জয়সিংহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সুজা পলায়ন করেন। নরেন্দ্র সেই যুদ্ধে আহত হইয়া মোগল শিবিরে নীত হন। শাজাহানের কন্যা জেহান আরার দাসী জেলেখার শুশ্রূষায় তিনি আরোগ্যলাভ করেন। জেলেখা নরেন্দ্রকে ভালবাসে ও তাঁহাকে পাইবার জন্য উন্মত্ত হয়। জেহান আরা এই সংবাদ অবগত হইয়া নরেন্দ্রের প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন। জেলেখা কৌশলে তাঁহার প্রাণরক্ষা করে অতঃপর নরেন্দ্র যশোবন্তসিংহের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইলে জেলেখা দেওয়ানা রূপে তাঁহার অনুগমন করে। একদা জেলেখা তাঁহার মুখে হেমলতার নাম শুনিয়া ঈর্ষান্বিতা হয়। এদিকে শ্রীশের সহিত হেমলতার বিবাহ হইয়াছিল। নবকুমার পরলোকগমন করিলে শ্রীশই জমিদার হইয়াছিলেন। শ্রীশ তীর্থভ্রমণোপলক্ষে সস্ত্রীক আগ্রায় আসিয়াছিলেন। নওরোজার দিন জেলেখা নরেন্দ্রকে স্ত্রীবেশ ধারণ করাইয়া নওরোজার বাজারে লইয়া যায়। তথায় নরেন্দ্র হেমলতাকে মুহূর্তের জন্য দেখিতে পান। অতঃপর তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিয়া জেলেখার একখানি পত্র পান। সে পত্রে জেলেখা আত্মহৃদয়ভাব ব্যক্ত করিয়াছে এবং মথুরায় গোলোকনাথের মন্দিরে গেলে হেমের সহিত সাক্ষাৎ হইবে লিখিয়াছে। পত্র লিখিবার পর জেলেখা আত্মহত্যা করে। নরেন্দ্র গোলোকনাথের মন্দিরে গিয়া হেমলতার সাক্ষাৎ পান। হেমলতা তাঁহাকে পূর্বপ্রণয় বিস্মৃত হইতে বলিয়া তাঁহার বিদায়কালীন প্রদত্ত মাধবীকঙ্কণটি ফিরাইয়া দেন। নরেন্দ্র সেই কঙ্কণ যমুনা-জলে নিক্ষেপ করিয়া সন্ন্যাসী হন। হেমলতা স্বামী ও পুত্রকন্যা লইয়া সংসারে সুখী হন। ১৯০৯ খ্রীঃ গ্রন্থকার স্বয়ং "The slave girl of Agra" নাম দিয়া মাধবীকঙ্কণের ইংরাজী অনুবাদ বাহির করেন।

মান—বাঙ্গালা নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। এই নাটকখানি শ্রীকৃষ্ণের মধুরলীলা অবলম্বনে রচিত। শ্রীরাধার 'মান'ই ইহার প্রধান লক্ষীভূত বিষয়। এই নাটকখানিতে কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার চেষ্টা স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়।

মানময়ী গার্লস্ স্কুল—বাঙ্গালা নাটক। রবীন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত। কলিকাতার উপকণ্ঠে জমিদার দামোদর চৌধুরী বাস করেন—তাঁহার স্ত্রী মানময়ীর নামে গার্লস্ স্কুল স্থাপিত হয়। উক্ত স্কুলের জন্য গ্রাজুয়েট শিক্ষক ও একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষয়িত্রীর—(উভয়ে স্বামি-স্ত্রী হওয়া চাই) প্রয়োজন হওয়ায় একটি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। মানসমোহন মুখোপাধ্যায় ও কুমারী নীহারিকা গঙ্গোপাধ্যায় মিথ্যা স্বামি-স্ত্রী সাজিয়া উক্ত পদদ্বয়ের জন্য দরখাস্ত করে। জমিদার সানন্দে তাহাদিগকে নিয়োগ করিলেন।—যথাসময়ে মানসমোহন ও নীহারিকা আসিল। সঙ্গে হারানিধি নামক এক ভৃত্য আসিল। দামোদরবাবু খুব ভাল লোক এবং পত্নীগতপ্রাণ, দু-এক কথার মধ্যেই মানসমোহন ও নীহারিকাকে আপন করিয়া লইলেন, এবং মানসের সহিত মধুর নাতি-ঠাকুরদা সম্পর্কও পাতাইয়া ফেলিলেন।

মানস ও নীহারিকার জীবন-নাট্যে এখান হইতেই স্বামি-স্ত্রীর অভিনয় শুরু হইল। নীহারিকা ভাবিয়াছিল যে, কাজের জন্য যতটুকু দরকার তাহার বেশী কিছুই হইবে না, এবং তাহার সম্পর্কও যতদূর সম্ভব এড়াইয়া চলিবে, কিন্তু কার্যতঃ অন্যরূপ ঘটিল। নীহারিকা দেখিল—দামোদর ও মানময়ীর স্নেহের উপদ্রব ক্রমশঃই মাত্রা ছাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে নীহারিকার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল,—মানসমোহন তাহাকে ধৈর্য ধরিতে অনুরোধ করে। এইভাবে কোনক্রমে দিন দশেক কাটিলে তাহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিবার জন্য নীহারিকা মানসকে অনুরোধ জানাইল। মানসমোহন তাহাকে অন্ততঃ একটি মাস সমস্ত সহ্য করিয়া থাকিতে অনুরোধ করে। এদিকে স্কুলের সেক্রেটারী রাজেন্দ্র বাড়োড়ীর সন্দেহ হয় যে, মানসমোহন দামোদরের কন্যা চপলার প্রেমে পড়িয়াছে। সে হারানিধিকে হাত করিয়া তাহার নিকট গোপনে খবর লয়। রাজেন্দ্র ঈর্ষার আগুনে জ্বলিতে থাকে, কারণ চপলাকে সে ভালবাসে। এমনিভাবে দিন যায়। নীহারিকার পক্ষে এই মিথ্যা স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ রাখা সাধ্যাতীত হইয়া পড়ে। সে পুনরায় ছুটির জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি আরম্ভ করে। দামোদর অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটি মঞ্জুর করিলেন। কলিকাতা যাত্রার পূর্ব দিন তাঁহারা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং কর্তা-গিন্নীর মনে যে একটা সংশয় জাগিয়াছিল, তাহার জন্যই মানস ও নীহারিকার একই ঘরে বিছানার ব্যবস্থা করিলেন। তারপর যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহাতে বাধ্য হইয়া মানসমোহন খোলা জানালা দিয়া নীচে বাগানে লাফাইয়া পড়ে—শব্দ শুনিয়া তাঁহারা উপস্থিত হন। তার পরদিন প্রাতে নীহারিকার বিদায়সভায় নানা অনুষ্ঠানের পরে রাজেন এক পত্রে নীহারিকাকে জানাইল—মানসমোহন চপলাকে ভালবাসে। এদিকে হারু রাজেনের প্ররোচনায় দামোদরবাবুর কাছে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে—মাস্টার ও মাস্টারনী স্বামি-স্ত্রী নয়। সত্যাসত্য জানিবার জন্য দামোদরবাবু এবং তাঁহার স্ত্রীর আগ্রহ বাড়ে।

গভীর অভিমানে নীহারিকা ঘরে আসিয়া মানসকে বলিল,—"অভিনয়!

কেবল অভিনয়! উঃ, আমি চলে গেলে যা ইচ্ছা তাই করতে পারতেন। আমাকে এরকম অপমান ক'রে লাভ কি?"—এই কথা বলিবার কারণ হইতেছে, নীহারিকা জানিতে পারিয়াছে যে, মানসমোহন চপলাকে ভালবাসে, আর নীহারিকা বাহ্যিক আচারব্যবহারে মানসের প্রতি এতদিন ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকিলেও অন্তরে তাহার স্বস্তি ছিল না। তাহা ছাড়া মানসমোহনের প্রতি নীহারিকার একটু শ্রদ্ধাও বাড়িয়াছিল কারণ ফার্গ্যাণ্ডিস্ নামক এক অ্যাংলো সাহেব নীহারিকার কাছে কিছু টাকা পাইত, তাহা মানসমোহন পরিশোধ করিয়া দিয়াছিল। এই ফার্গ্যাণ্ডিসের টাকা পরিশোধ না করিবার জন্য সে নীহারিকাকে অনেক সময় ভয় দেখাইয়া আসিয়াছিল।

এদিকে নীহারিকা যে ট্রেনে চলিয়া যাইবে তাহার সময় নিকটবর্তী হইতে লাগিল। নীহারিকা দুঃখে ও অভিমানে ফোঁপাইতে আরম্ভ করিল। মানস কেবলই প্রবোধ দেয়,—'এ সব মিথ্যা…'। কিন্তু নীহারিকার কান্না যেন ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এতদিনকার রুদ্ধ ভালবাসার গোপন উৎস আজ তাহার বুক ছাপাইয়া উঠিল!…

তারপর দামোদরবাবু, মানময়ী এবং রাজেন গভীর সন্দেহ লইয়া আসিয়া দেখিলেন—উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনাবদ্ধ। এইভাবে তাহাদের সন্দেহ দূর হইল!… এতদিন ধরিয়া মানস ও নীহারিকা যে মিথ্যা স্বামি-স্ত্রীর অভিনয় করিয়াছিল, আজ তাহা সত্য হইল।

মানসী—বাঙ্গালা কাব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে প্রেম, মিলন, বিরহ, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। মৌখিক দেশহিতৈষীদিগকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি কবিতা লিখিত হইয়াছে।

মায়াকানন—বিয়োগান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। সিন্ধুদেশের সন্নিকটবর্তী "মায়াকাননে" একটি পাষাণময়ী দেবীমূর্তি ছিল। সূর্য যে দিন কন্যারাশিতে গমন করে, সেই দিনে কেহ দেবীমূর্তির চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলে সে আপনার ভাবী স্ত্রী বা স্বামীকে দেখিতে পাইত। গান্ধারদেশের ভূতপূর্ব রাজা মকরধ্বজ, ধূমকেতু নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া বণিক্‌বেশে সিন্ধুদেশে বাস করিতেন। তাঁহার কন্যা ইন্দুমতী সখী সুনন্দার সহিত একদিন মায়াকাননে আসিয়া মূর্তিপদে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। পরক্ষণেই সিন্ধুরাজপুত্র অজয় আসিয়াও ঐরূপ করিলেন। তখন পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইলেন। অজয়ের পরিচয় ইন্দুমতী পাইলেন। কিন্তু অজয় ইন্দুমতীর পরিচয় না পাইলেও ইহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না বলিয়া দেবীর সম্মুখে অঙ্গীকার করিলেন। অজয়ের পিতার ইচ্ছা যে পাঞ্চালরাজদুহিতার সহিত অজয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু অজয়ের মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া অজয়ের ভগিনী শশিকলার মুখে প্রকৃত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া রাজা অত্যন্ত হতাশ হলেন। কয়েকদিন পরে রাজা লোকান্তর গমন করিলে অজয় পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। পাঞ্চালরাজ পুনরায় তাঁহার সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। অজয় অসম্মতিভাব প্রকাশ করিলে, পাঞ্চালরাজের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিল। তপস্বিনী অরুন্ধতী সিন্ধুরাজ্যে বাস করিতেন, এবং ইন্দুমতী ও অজয়কে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। ভবিষ্যতে বিপদের আশঙ্কা করিয়া তিনি রাজমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ধূমকেতুর নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, গান্ধারের ভূতপূর্ব রাজা কন্যা ইন্দুমতীর সহিত সিন্ধুরাজ্যে গোপনে বাস করিতেছেন। ধূমকেতু এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া ইন্দুমতীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়া অজয়ের নিকট এক দূত পাঠাইলেন। ধূমকেতুর ইচ্ছা, তাঁহার পুত্র জয়কেতুর সঙ্গে ইন্দুমতীর বিবাহ হয়। অরুন্ধতীর অনুরোধে ইন্দুমতী সিন্ধুরাজ্যের মঙ্গলার্থে ধূমকেতুর নিকট যাইতে স্বীকৃত হন। অজয় দেখিলেন, পাঞ্চালরাজ অথবা গান্ধাররাজের সহিত যুদ্ধ অনিবার্য এবং ইন্দুমতীকে পাইবার আশাও নাই। তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন। পরে কথিত দিবসে গান্ধারদূতের হস্তে ইন্দুমতীকে দিবার অভিপ্রায়ে মায়াকাননে আসিয়া দেখিলেন যে, ইন্দুমতী দেবীমূর্তির সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইয়াছেন এবং তাঁহার সখী সুনন্দাও বিষ ভক্ষণে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। অজয়ও উন্মত্ত হইয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জন করিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি আসিয়া বলিলেন যে, ইন্দিরা নাম্নী এক প্রাচীনবংশীয়া পরম রূপবতী রাজকন্যা রতিদেবী কর্তৃক অভিশপ্তা হইয়া পাষাণমূর্তি ধারণ করিয়া মায়াকাননে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহা হইতে অধিকতর সুন্দরী মূর্তি তাঁহার সম্মুখে আত্মঘাতিনী হইলে তিনি শাপমুক্তা হইবেন; ইন্দুমতী আত্মঘাতিনী হইবামাত্র পাষাণমূর্তি ভূপতিত হইল। পরে দৈববাণী হইল যে, অজয় ও ইন্দুমতী গন্ধর্বকুলে জাত, দুর্বাসার অভিশাপে উঁহারা মানবজন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। দৈববাণীর নির্দেশে শশিকলা গান্ধাররাজপুত্র জয়কেতুর সহিত বিবাহিতা হইয়া পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

মায়াতরু—নাট্যগীতি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। চিত্রভানু নামক জনৈক গন্ধর্বের কন্যার সহিত মানবের পাণিগ্রহণের গল্প ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

মায়ার খেলা—বাঙ্গালা গীতিনাট্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। একদা নববসন্ত যামিনীতে মায়াকুমারীগণ মায়ার খেলা খেলিতে ইচ্ছা করিল। নায়ক অমরকুমার তাহাদের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া স্ত্রীর মনোমত নায়িকার অন্বেষণে বাহির হইল। শান্তা তাঁহাকে ভালবাসিতেন, কিন্তু তিনি শান্তার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না; পরন্তু প্রমদাকে দেখিয়া আত্মহারা হইলেন। প্রমদাও তাঁহাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। প্রমদাকে ভালবাসিয়া যাহারা তাঁহার উপাসনা করিতেছিল, প্রমদা তাহাদের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। অতঃপর অমর প্রমদার নিকট স্বীয় বাসনা ব্যক্ত করিলে সখীগণ তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিল। অমর নিরাশ হইয়া গৃহে আসিলেন এবং শান্তার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে মন প্রাণ সমর্পণ করিলেন। উভয়ের মিলনকালে সহসা বিরহ-কাতরা প্রমদা দীনভাবে তথায় প্রবেশ করিলেন। অমর সংকটে পড়িলেন। কিন্তু শেষে শান্তার সহিতই অমরের মিলন হইল। প্রমদা শূন্যহৃদয় লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

এই গীতিনাট্যখানি শিক্ষিত মহিলাগণ দ্বারা বেথুন কলেজে প্রথম অভিনীত হয়।

মার্কণ্ডেয় চণ্ডী 'চণ্ডী' দ্রঃ।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

মার্চেন্ট অব ভেনিস, দি (Merchant of Venice, The)—সেক্সপীয়ার রচিত বিখ্যাত নাটক (১৫৯৬ খ্রীঃ)। বাসানিও, অ্যাণ্টনিয়ো, পোর্শিয়া, শাইলক, নেরিসা, জেসিকা, লরেঞ্জো, গ্রাশিয়ানো প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে।

মালঞ্চ—কাব্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। দেবেন্দ্রনাথ সেন কর্তৃক সম্পাদিত। কবির যৌবনকালের রচনা। ইহার কবিতাগুলিতে দুর্লভ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে যে সৌরভ, যে সহানুভূতি ও যে কোমলতা আছে, তাহা অনেক কবির কবিতায় দেখা যায় না।

মালতী মাধবম্ সংস্কৃত নাটক। মহাকবি ভবভূতি প্রণীত। রচনাকাল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। বিদর্ভ দেশে কুণ্ডিনপুর নগরে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার ভূরিবসু ও দেবরাত নামে দুই মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিদ্বয় সৌহৃদ্যবশতঃ পরস্পর প্রতিজ্ঞা করেন যে, উভয়ের মধ্যে পুত্র ও কন্যা জন্মিলে তাহাদিগকে পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিতে হইবে। যথাকালে দেবরাতের মাধব নামে পুত্র ও ভূরিবসুর মালতী নামে এক সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। মালতী বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে নন্দন নামক অন্য এক রাজসচিব মালতীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজাও তজ্জন্য ভূরিবসুকে অনুরোধ করেন। রাজার অসন্তোষের ভয়ে ভূরিবসু ইহাতে অসম্মত করিতে পারিলেন না। কিন্তু এদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গের সম্ভাবনা দর্শনে পদ্মাবতী নগরবাসিনী কামন্দকী নাম্নী পরিব্রাজিকাকে কৌশলে মাধবের সহিত মালতীর মিলনব্যাপার সম্পাদনের ভারার্পণ করিলেন। তৎকালে মাধব স্বীয় বয়স্য মকরন্দসহ কামন্দকীর আশ্রমে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। মালতী বা মাধব কেহই স্ব স্ব পিতার প্রতিজ্ঞার কথা জানিতেন না। অনন্তর কামন্দকীর চেষ্টায় পরস্পর সন্দর্শনে উভয়েরই হৃদয়ে প্রণয়বীজ অঙ্কুরিত হইল, এবং কামন্দকী ও তাঁহার শিষ্যা অবলোকিতার যত্নে তাহা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া উঠিল। এই সময়ে নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকার সহিত মকরন্দের প্রণয় জন্মিল। অতঃপর রাজাজ্ঞায় নন্দনের সহিত মালতীর বিবাহোদ্যোগ হইল। তখন মাধব মালতী লাভে হতাশ হইয়া রজনীতে গৃহত্যাগপূর্বক শ্মশানে প্রবেশ করিলেন। ঐ শ্মশানে করালী নামে এক কালী ছিলেন। অঘোরঘণ্ট নামক এক কাপালিক ও কপালকুণ্ডলা নাম্নী তাঁহার শিষ্যা মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নিদ্রিতা মালতীকে হরণ করিয়া তথায় আনিলেন; তাঁহারা মালতীকে বলিদানার্থ উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় মাধব আসিয়া কাপালিককে সংহারপূর্বক মালতীকে উদ্ধার করিলেন। অনন্তর কামন্দকীর কৌশলে মালতীবেশধারী মকরন্দের সহিত নন্দনের বিবাহ হইল, এদিকে কামন্দকীর আশ্রমে প্রকৃত মালতীর সহিত মাধবের পরিণয় হইয়া গেল। পরে মকরন্দ রাত্রিকালে মদয়ন্তিকাকে পরিচয় দিয়া এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আশ্রমে আসিবার পথে ধৃত হইলেন। রাজসৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। মাধব এ সংবাদ পাইয়া বয়স্যের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। এই সময়ে প্রতিহিংসাপরায়ণা কপালকুণ্ডলা আসিয়া মালতীকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। যুদ্ধে মাধব ও মকরন্দ জয়লাভ করিলেন। রাজা তাঁহাদিগের বীরত্বদর্শনে মুগ্ধ হইলেন। অতঃপর সকলেই মালতীর অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সৌদামিনী নামে কামন্দকীর এক শিষ্যা কপালকুণ্ডলার হস্ত হইতে মালতীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহাকে মাধবের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তখন সকলেরই মনোরথ পূর্ণ হইল।

লোহারাম শিরোরত্ন কৃত ইহার একখানি পদ্যানুবাদ আছে এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে অভিনীত হইবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন মূল মালতীমাধব অবলম্বনে একখানি নাটক রচনা করেন। ১৮৬৭ খ্রীঃ ৩১শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার এই নাটকখানি উক্ত রাজবাটীতে প্রথম অভিনীত হয়।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্—সংস্কৃত নাটক। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্র মহিষী ধারিণীর গৃহে পরিচারিকারূপে অবস্থিতা মালবিকার চিত্র দর্শনে অধীর হন। কিন্তু মহিষীর ক্রোধের ভয়ে তাহা অপ্রকাশ থাকে; পরে প্রকৃত মালবিকাকে দেখিবার জন্য তিনি কৌশলে অভিনয়ের উদ্যোগ করেন। তথায় অভিনেত্রীরূপে মালবিকাকে দেখিয়া রাজা মুগ্ধ হন। পরে একদা তিনি উদ্যানে মালবিকার সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছিলেন। দ্বিতীয়া মহিষী ইরাবতী ইহা দেখিয়া ক্রুদ্ধা হন, এবং ধারিণীকে বলিয়া মালবিকাকে কারারুদ্ধ করেন। রাজা কৌশলে বিদূষকের দ্বারা তাঁহাকে উদ্ধার করেন। অতঃপর ধারিণী মালবিকার উপর প্রসন্না হন। এই সময়ে প্রকাশ হয় যে, মালবিকা রাজা মাধবসেনের ভগিনী। মাধবসেন রাজ্যচ্যুত হইলে তাঁহার মন্ত্রী অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয় জন্য গোপনে লোকসমভিব্যাহারে মালবিকাকে বিদিশা-রাজ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু দৈবদুর্ঘটনায় মালবিকা সঙ্গিহীনা হইয়া রাজগৃহে পরিচারিকা পরিচয়ে উপস্থিত হইতে বাধ্য হন। অতঃপর মহিষী ধারিণী অগ্নিমিত্রের সহিত মালবিকার পরিণয়কার্য সম্পাদন করাইয়া প্রণয়িযুগলের মিলন করাইয়া দেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ইহার অনেক পূর্বে মূল অবলম্বনে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন।

মিঠেকড়া—বাঙ্গালা ব্যঙ্গকাব্য। শ্রীরাহু প্রণীত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কড়ি ও কোমল' কাব্যের কতকগুলি কবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে ইহা লিখিত। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ রাহু নাম ধারণ করিয়া এই ব্যঙ্গকাব্যখানি রচনা করিয়াছিলেন।

মিলন—অনুরূপা দেবী প্রণীত একটি ক্ষুদ্র গল্প। গল্পটি "উপন্যাস"ই বটে। সুধীরের সহিত সুধার বিবাহ হইয়াছে। ফুলশয্যার রাত্রির পর আর স্বামি-স্ত্রীতে দেখা নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই সুধাকে শ্বশুরালয়ে পাঠানো লইয়া সুধার পিতামহ ও শ্বশুরের মধ্যে বিবাদ হইয়া গেল। সুধীরের পিতা রুষ্ট হইয়া পুত্রের দ্বিতীয়বার বিবাহের আয়োজন করতঃ একেবারে দিন স্থির করিয়া ফেলিলেন। সুধীর গত্যন্তর না দেখিয়া দারান্তরতার এড়াইবার অভিপ্রায়ে গোপনে বিলাত যাত্রা করিল। কাজেই সুধীরের পিতার জিদ বজায় রহিল না। সুধীর বিলাত হইতে সিভিল সার্ভিস পাস করিয়া বোম্বাইয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের পদে কার্য করিতেছে। সুধীর একবার দেশে আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গেল। সুধার পিতামহের ও শ্বশুরের সংকল্প অটল রহিল। সুধা পূর্ববৎ পিত্রালয়েই বাস করিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে সুধার পিতা কন্যাকে লইয়া জব্বলপুরে তাঁহার এক ভগিনীর আলয়ে উপস্থিত হইলেন। একদিন অপরাহ্নে সুধা তাহার পিসীর পুত্র-কন্যার সহিত মার্বেল রকে বেড়াইতে গিয়াছে এমন সময় প্রবল ঝটিকা ও বারিবর্ষণ উপস্থিত হইল, সুধা দলভ্রষ্ট হইয়া একাকিনী বিপথে চলিল। অবশেষে ক্লান্তদেহে সে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে একটি বাঙ্গালোর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। সুধীর সেই সময় এই বাঙ্গালোটি ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতেছিল। সুধা এই অপরিচিত আশ্রমে রাত্রি কাটাইল। সুধীর তাহার নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া রাত্রিতেই তার করে। সকালে পত্র ও লোক আসিলে সুধীর বুঝিল যে এই পথভ্রষ্টা নারীই তাহার স্ত্রী সুধা। সুধাও রীতিমত প্রমাণ লইয়া তবে গৃহস্বামীকে নিজস্বামী বলিয়া গ্রহণ করিল। সুধা ও সুধীরের এই আকস্মিক মিলন সংঘটিত হওয়ায় সুধার পিতামহের

ও শ্বশুরের আর ক্রোধ ভাঙিবার প্রয়োজন হইল না।

মীমাংসাদর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

মীরকাশিম—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির মধ্যে সদ্ভাব-সংস্থাপনের এবং তাহাদের হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেমিকতার ভাব উদ্দীপিত করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি গ্রন্থের নায়ক ইংরেজকৃত বাঙ্গালার নবাব কাশিম আলি খাঁকে একজন প্রকৃত বীরপুরুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, এবং তকি খাঁকে সুন্দর বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তই গ্রন্থকার তারা চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

মীরকাশিম—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত। ইহাতে কাসিম আলি খাঁর সিংহাসনা-রোহণকাল হইতে ইংরেজ কোম্পানির হস্তে তাঁহার পরাভব ও পতন পর্যন্ত তাবৎ ঘটনা বিবৃত। ইহাতে লেখকের মৌলিকত্ব ও গবেষণাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

মীরাবাই—বাঙ্গালা ধর্মমূলক নাটক। রাজকৃষ্ণ রায় প্রণীত। দিল্লীশ্বর আকবর একদা চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী হরিভক্তি-পরায়ণা মীরাবাইকে দেখিবার জন্য তানসেনের সহিত বৈষ্ণববেশে চিতোরে আসেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার সংগীত শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ হন। রাণা কুম্ভ তাঁহার এক সহচরের মুখে এই সংবাদ শ্রবণে মীরাকে দুশ্চারিণী জ্ঞান করিলেন। সেই দুর্বৃত্ত সহচরও মীরা যে অবিশ্বাসিনী তাহা নানা কৌশলে রাণাকে বুঝাইলেন। মীরা স্বামিকর্তৃক তাড়িতা হইয়া বৃন্দাবনে গমনপূর্বক তথায় রূপগোস্বামীর শিষ্য হন। কিন্তু পরে কুম্ভ মীরাকে নির্দোষ বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং পত্নীর উদ্দেশে বৃন্দাবনে গমন করেন। মীরা স্বামীর সকল অপরাধ বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে ভগবানের যুগলরূপ দর্শন করান।

মুকুর—কবিতাপুস্তক। রমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। এই সংগ্রহে কবির কতিপয় সুন্দর সুন্দর স্বাভাবিক মাধুর্যপূর্ণ কবিতা আছে।

মুকুলমুঞ্জরা—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। পাণ্ডিয়ান অধিপতি বীরসেন তাঁহার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র মুকুল শ্রীবিহীন হয় বলিয়া দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন এবং এই দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভে ক্ষিতিধর নামে পুত্র হয়। নবরাজ্ঞী সপত্নীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়া একদা রাজাকে বলেন যে, মুকুল তাঁহার পুত্র ক্ষিতিধরকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। রাজা ইহা শুনিয়া মুকুলকে বধ করিতে আজ্ঞা দেন। মুকুল ও তাহার মাতা পলাইয়া গিয়া কেরোলী রাজ্যে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে বাস করেন। তথায় কেরোলী রাজকন্যা মুঞ্জরার সহিত তাহার প্রণয় হয়। কেরোলীরাজ প্রথমে মুকুলকে জানিতে পারেন নাই, পরে তাহার প্রকৃত পরিচয় অবগত হইয়া মুঞ্জরার সহিত মুকুলের বিবাহ দেন। ইহাই এই নাটকের প্রধান ঘটনা।

মুক্তি—অনুরূপা দেবী প্রণীত ক্ষুদ্র গল্প। পতিহীনা হিন্দু-রমণীর পক্ষে মৃত্যুই মুক্তি। রমেন্দু ধনীর সন্তান, মজঃফরপুরে নূতন ডাক্তারি করিতেছে। রমেন্দুর পিতার প্রতিবেশি-কন্যা সরলার সহিত তাহার আশৈশব প্রণয়। সরলার পিতা দরিদ্র হইলেও সরলার রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া রমেন্দুর মাতা তাহাকে বধূরূপে নিজগৃহে আনিবেন ইহা একরূপ স্থিরই ছিল। কিন্তু সরলার পিতা যক্ষ্মা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন দেখিয়া রমেন্দুর পিতা সরলার সহিত রমেন্দুর বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। একজন বিপত্নীক প্রৌঢ়ের সহিত সরলার বিবাহ হইয়া গেল। একদিন রাত্রিতে একটি দাসী আসিয়া রমেন্দুকে তাহাদের বাটী যাইবার জন্য ধরিয়া বসিল। রমেন্দু অগত্যা অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া গভীর রাত্রিতেই দাসীর অনুগমন করিল এবং রোগীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া সরলাকে দেখিয়া বুঝিল যে রোগী সরলার স্বামী। সরলার স্বামীর প্লেগ হইয়াছিল, তিনি রক্ষা পাইলেন না। রমেন্দু অসহায়া সরলাকে তাহার আশ্রয়ে লইয়া যাইতে চাহিল, কিন্তু রমেন্দু এখনও অবিবাহিত জানিতে পারিয়া সরলা কোনমতেই স্বীকৃতা হইল না। পরমেশ্বর অনাথাকে আশ্রয় দিলেন। সরলাও প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত স্বামীর অনুগমন করিল। সরলা মৃত্যুর পূর্বে রমেন্দুকে বিবাহ করিতে অনুরোধ জানাইল, কিন্তু পূর্বস্মৃতি স্মরণ করিয়া রমেন্দু যে বিবাহ করিবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারিল না।

মুগ্ধবোধং ব্যাকরণম্—বোপদেব গোস্বামী কৃত সংস্কৃত ব্যাকরণ।

মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। নিরক্ষর সামান্য ব্যক্তিরাও তোষামোদের সাহায্যে কৌশলে কিরূপে উচ্চ পদ লাভ করে ইহাতে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

মুণ্ডক উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

মুদ্রারাক্ষস—সংস্কৃত নাটক। বিশাখ দত্ত প্রণীত। মহামতি চাণক্য কূটনীতি বলে নন্দকে সংহার করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে পাটলিপুত্রের সিংহাসনে স্থাপিত করেন। অতঃপর নন্দের মন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের উচ্ছেদ ও নন্দবংশের সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ষড়্‌যন্ত্র করিতে থাকেন। কিন্তু কূটনীতিবিশারদ চাণক্য তাঁহার সকল ষড়্‌যন্ত্র বিফল করিয়া দেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্তের অমাত্য-পদ গ্রহণে বাধ্য করাইয়া চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই এই নাটকের মূল উপাখ্যান। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পণ্ডিত হরিনাথ কৃত গদ্যানুবাদ কিছুদিন বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছিল।

মূল গ্রন্থের প্রণেতা সামন্তোপাধিক বটেশ্বর দত্তের পৌত্র, মহারাজ পৃথুর পুত্র কুমার বিশাখ দত্ত। এই পরিচয় সূত্রধারের বক্তৃতায় পাওয়া যায়। উইলসন্ সাহেব অনুমান করেন, আজমীরের চৌহান দলপতি পৃথুরায়ই গ্রন্থকর্তার পিতা। তাহা হইলে গ্রন্থরচনার কাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দী।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী—বাঙ্গালা ইতিহাস-গ্রন্থ। নিখিলনাথ রায়, বি. এল. প্রণীত। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন কাহিনী, তথায় রাজধানী স্থাপন ও তাহার ক্রমোন্নতি, শেঠবংশের বিবরণ, আলিবর্দী হইতে শেষ নবাব মীরকাশিমের শাসন-কালের কাহিনী, পলাশী ও উধুয়ানালার যুদ্ধবিবরণ, মহারাজ নন্দকুমার, দেবীসিংহ, কান্তবাবু ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বিবরণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। নিখিলনাথ রায়, বি. এল. প্রণীত। ইহাতে প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের অবস্থা, তথাকার প্রসিদ্ধ স্থানসমূহের ও রাজবংশের বিবরণ, পাঠান ও মোগল শাসনের বিবরণ, মুর্শিদাবাদে মুসলমান নবাবদিগের কাহিনী, তথায় বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মৃগাঙ্কলেখা—সংস্কৃত নাটিকা। ত্রিমল দেবের পুত্র বিশ্বনাথ দেব প্রণীত। কামরূপ রাজকন্যা মৃগাঙ্কলেখার সহিত কলিঙ্গরাজ

কর্পূরতিলকের প্রণয়-ঘটিত উপাখ্যান ইহার বর্ণনীয় বিষয়।

মৃচ্ছকটিক—সংস্কৃত নাটক। কবি শূদ্রক প্রণীত [ইহার আখ্যানভাগের জন্য "বসন্তসেনা" নাটক দ্রঃ]। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাটকাকারে ইহার এক বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন গ্রন্থকার অবন্তীর রাজা ছিলেন। গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি শত বৎসর রাজত্ব করিয়া পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া স্বেচ্ছাক্রমে অগ্নিতে প্রবেশ করেন। মহাকবি ভাসের "চারুদত্ত" নাটক প্রকাশিত হইবার পর জানা গিয়াছে, মৃচ্ছকটিক উক্ত গ্রন্থের অনুকরণে রচিত হইয়াছিল।

মৃণালিনী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মগধের রাজপুত্র হেমচন্দ্র মথুরাবাসী জনৈক শ্রেষ্ঠীর কন্যা মৃণালিনীর সহিত প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরে গোপনে উভয়ের উদ্বাহকার্য সম্পন্ন হয়। এই সময়ে হেমচন্দ্রের অনুপস্থিতির অবসরে তাঁহার পিতৃরাজ্য মগধ যবন-সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খিলিজি কর্তৃক অধিকৃত হয়। হেমচন্দ্রের পরমহিতৈষী গুরু মাধবাচার্য মৃণালিনীকে গোপনে গৌড়ে শিষ্য হৃষীকেশশর্মার গৃহে রাখিয়া আসিলেন। পরে হেমচন্দ্রকে যবনবিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। হেমচন্দ্র উত্তেজিত হইয়া যাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু মৃণালিনীকে ভুলিতে পারিলেন না। তিনি গিরিজায়া নাম্নী এক ভিখারিণীকে মৃণালিনীর অনুসন্ধানে নিযুক্ত করিলেন। চতুরা গিরিজায়া মৃণালিনীর বাসস্থান অবগত হইয়া হেমচন্দ্রকে সংবাদ দিলেন। কিন্তু মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে লইয়া নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। সেই দিন রাত্রিকালে মৃণালিনীও কুচরিত্রা অপবাদে হৃষীকেশ কর্তৃক গৃহবহিষ্কৃতা হইয়া গিরিজায়া সহ নবদ্বীপে গেলেন। হেমচন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া জনার্দন শর্মার গৃহে অবস্থান করেন, এবং মৃণালিনী এক পাটনীর গৃহে থাকিয়া গিরিজায়া দ্বারা হেমচন্দ্রের অনুসন্ধান করান। এই সময়ে লক্ষ্মণসেন বাঙ্গালার রাজা। নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী। লক্ষ্মণসেনের ধর্মাধিকরণিক পশুপতি স্বদেশদ্রোহী হইয়া বখ্‌তিয়ার খিলিজির সহিত যোগ দিলেন, এবং তাঁহার প্ররোচনায় সভাস্থ পণ্ডিতগণ রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অতঃপর বঙ্গদেশ তুর্কজাতীয়গণ দ্বারা অধিকৃত হইবে, ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। মাধবাচার্য সভামধ্যে উপস্থিত হইয়া রাজার এই সংস্কার দূর করিতে প্রয়াস পাইলেন, এবং তাঁহাকে মগধরাজ-পুত্র হেমচন্দ্রের সাহায্য লইতে বলিলেন। পশুপতি স্বীয় অভীষ্টের বিঘ্নজ্ঞানে হেমচন্দ্রকে গুপ্তভাবে হত্যা করিতে প্রয়াসী হইলেন, কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বিফল হইল। জনার্দন শর্মার পালিতা কন্যা মনোরমা পশুপতির স্ত্রী। কিন্তু কোন নিগূঢ় কারণে এই সম্বন্ধ অপ্রকাশিত ছিল, এবং পশুপতি তাহাকে স্বগৃহে স্থান দেন নাই। মনোরমা পশুপতিকে এই ভয়ানক কার্য হইতে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইল। এদিকে পশুপতি-প্রেরিত চর কর্তৃক হেমচন্দ্র আহত হইলে মনোরমা তাঁহার শুশ্রূষা করে। গিরিজায়া গুপ্তভাবে ইহা দেখিয়া মনোরমাকে তাঁহার নবপ্রণয়িনী স্থির করিল, এবং হেমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে বলে, মৃণালিনী বিবাহার্থ মথুরায় গমন করিয়াছে। আবার মাধবাচার্যের মুখে হেমচন্দ্র অবগত হইলেন যে, মৃণালিনী কুচরিত্রা বলিয়া হৃষীকেশ তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। অতঃপর হেমচন্দ্র মৃণালিনীর পত্র পাইয়া তাহা ছিঁড়িয়া ফেলেন, পরে উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে মৃণালিনী যখন বলিলেন যে, হৃষীকেশ তাঁহাকে কুচরিত্রা বলিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, তখন তিনি স্বীয় উরুস্থিতা মৃণালিনীর মস্তক ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। ভাবিলেন, পাপিষ্ঠা নিজমুখে দোষ স্বীকার করিয়াছে। অতঃপর বখ্‌তিয়ার খিলিজি আসিয়া নগর অধিকার করিলে লক্ষ্মণসেন গুপ্তপথে পলায়ন করিলেন। যবনসৈন্য নাগরিকগণের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র যথাসাধ্য সে অত্যাচারের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে হৃষীকেশের পুত্র ব্যোমকেশ যবন-সেনা কর্তৃক আহত হইল। সে মৃত্যুকালে হেমচন্দ্রকে বলিয়া গেল যে, মৃণালিনী নিষ্কলঙ্কচরিত্রা। হেমচন্দ্রের হৃদয় হইতে সন্দেহমেঘ অপনীত হইল, তিনি মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নগরবিজয়ের পর পশুপতি বখ্‌তিয়ারের নিকট পুরস্কারপ্রার্থী হইলে বখ্‌তিয়ার বলপূর্বক তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্মে দীক্ষিত করিলেন। অনুতপ্ত পশুপতি স্বগৃহে গমন করিয়া দেখিলেন যে, যবনসেনা তাহাতে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। পশুপতি পূর্বে সেই গৃহে মনোরমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহার উদ্ধারার্থ অগ্নিরাশি মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। মনোরমা পূর্বেই তথা হইতে পলায়ন করিয়াছিল। পশুপতির মৃত্যুর পর সে চিতারোহণে দেহত্যাগ করিল। এক্ষণে মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে দক্ষিণদেশে রাজ্যস্থাপন করিতে আদেশ দিলেন। হেমচন্দ্র মনোরমা-প্রদত্ত প্রভূত ধন লইয়া দক্ষিণদেশে রাজ্যস্থাপন করিলেন। হেমচন্দ্রের ভৃত্য দিগ্বিজয়ের সহিত গিরিজায়ার বিবাহ হইল।

মেঘদূতম্—সংস্কৃত খণ্ডকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। কোন যক্ষ প্রভু কুবের কর্তৃক এইরূপে অভিশপ্ত হইয়াছিল যে, এক বৎসর তাহাকে প্রিয়াবিরহ সহ্য করিতে হইবে। এতদনুসারে সে রামগিরি পর্বতে আসিয়া বাস করিতেছিল। পরে আষাঢ়ের প্রথম দিবসে নবজলধর সন্দর্শনে তাহার প্রিয়াবিরহ-সন্তপ্ত হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে তখন সেই মেঘকে দূতরূপে কল্পনা করিয়া তাহাকে স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট গমন করিতে বলিল, এবং তাহার নিকট স্বীয় বিরহকাতর হৃদয়ের সুগভীর প্রেমোচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিতে লাগিল। ইহা পূর্বমেঘ ও উত্তরমেঘ এই দুই ভাগে বিভক্ত। মেঘদূতের মল্লিনাথ-কৃত টীকাই প্রসিদ্ধ। বিলাতের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটি মল্লিনাথের পূর্ববর্তী টীকাকার বল্লভদেবের টীকা প্রকাশিত করেন। উইলসন সাহেব The Cloud Messenger নামে ইহার একটি পদ্যানুবাদ ইংরাজীতে প্রকাশিত করেন।

মেঘনাদবধ কাব্য—বাঙ্গালা মহাকাব্য। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। এই কাব্য ইহার প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কবিগুরু বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণ অবলম্বনে বীরবাহুর মৃত্যুর পর হইতে ইন্দ্রজিতের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটনা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সর্বত্র রামায়ণের ঘটনা অবলম্বিত হয় নাই। রামচন্দ্রের প্রেত-পুরীতে গমন ও পিতৃসন্দর্শন, প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ প্রভৃতি অতিরিক্ত বিষয়গুলি কবি নিজ কল্পনা দ্বারা বা ইউরোপীয় গ্রন্থের ভাব অবলম্বনে রচনা করিয়াছেন।

মেজ বউ—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। সংসারে বধূদিগের কিরূপ ধৈর্যশালিনী ও নম্রস্বভাবা হওয়া উচিত, শ্বশুর, শাশুড়ী ও অন্যান্য পরিজনদিগের উপর তাঁহাদের কিরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহপরায়ণা হওয়া কর্তব্য, সকলের সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতে পারিলে সংসারে কিরূপ শান্তি বিরাজ করে এবং তদ্বিপরীতে সংসার কেমন অশান্তি ও দুঃখের আগার হয়, স্বামীর সুখে দুঃখে স্ত্রীলোকের কি প্রকার ব্যবহার

করা বিষয়, একটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার ও তদন্তর্গত মেজ বউ প্রমদার চরিত্র চিত্রিত করিয়া এই গ্রন্থে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

মেদিনী সংস্কৃত কোষগ্রন্থ। ইহাতে সংস্কৃত শব্দসমূহের অর্থ, লিঙ্গ, একার্থক শব্দ, দ্ব্যর্থক শব্দ প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ভুবনচন্দ্র বসাক কর্তৃক দেবনাগরাক্ষরে ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

মোগলবংশ ইতিহাস গ্রন্থ। রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে চেঙ্গিস খাঁ, তৈমুরলঙ্গ, বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের অবসান কাল পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে মোগল শাসনকালে ভারতের অবস্থা, মোগলদিগের শাসনপ্রণালী, সাম্রাজ্যের উন্নতি ও অবনতি সবিস্তারে প্রদর্শিত হইয়াছে।

ম্যাক্‌বেথ—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহা ইংরাজ কবি সেক্সপীয়র প্রণীত ম্যাক্‌বেথ নাটকের অনুবাদ। ম্যাক্‌বেথ স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা ডন্‌ক্যানের সেনাপতি। একদা কোন যুদ্ধজয়ের পর প্রত্যাগমন কালে ডাকিনীগণ তাঁহাকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করে। ইহাতে ম্যাক্‌বেথের হৃদয়ে উচ্চ আশার সঞ্চার হয়। পরে পত্নী লেডী ম্যাক্‌বেথের প্ররোচনায় ইনি রাজাকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণপূর্বক আনয়ন করিয়া রাত্রিকালে তাঁহাকে হত্যা করেন, এবং সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া অন্যান্য বিপক্ষগণেরও প্রাণবধ করেন। তখন রাজপুত্রদ্বয় ইংলণ্ডে পলায়ন করেন, এবং ইংলণ্ডরাজের সৈন্যসাহায্যগ্রহণপূর্বক ম্যাক্‌বেথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। যুদ্ধে ম্যাক্‌বেথ নিহত হইলে দেশে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। ইহার পূর্বেই লেডী ম্যাক্‌বেথের মৃত্যু হইয়াছিল।

ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান (Man and Super-Man)—জর্জ বার্নার্ড শ' রচিত বিয়োগান্ত নাটক। হোয়াইটফিল্ড, র‍্যামসডেন, ট্যানার, অ্যান হোয়াইটফিল্ড, রবিন্‌সন প্রভৃতির কথা ইহাতে লেখা আছে। নাট্যকার এই নাটকে ডন জুয়ান, শয়তান ইত্যাদি কাল্পনিক চরিত্রের মধ্য দিয়া তাঁহার মহামানবের আদর্শবাদ যুক্তি-তর্কের দ্বারা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

য

যৎকিঞ্চিৎ—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে গল্পচ্ছলে ঈশ্বরতত্ত্ব ও আত্মবিজ্ঞানবিষয়ে বহু উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। 'টেকচাঁদ ঠাকুর' প্যারিচাঁদ মিত্রের কল্পিত নাম।

যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা—বাঙ্গালা সংগীত-বিষয়ক গ্রন্থ। স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। এখানি নবস্থাপিত বঙ্গ-সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সেতারযন্ত্র-শিক্ষার্থ প্রচারিত হয়। ইহাতে অধ্যাপক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী ও বঙ্গসংগীত বিদ্যালয়ের সেতার অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনেকগুলি "গৎ" গ্রন্থকার সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত প্রাচীন ওস্তাদগণ রচিত অনেক "গৎ"ও ইহাতে স্বরলিপিবদ্ধ হইয়া রক্ষিত হইয়াছে। ইংরাজী সংগীতে প্রচলিত স্বরসংযোগ (Harmony) কি প্রণালীতে হিন্দু-সংগীতে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহাও ইহাতে দেখানো হইয়াছে। অনেকগুলি সংস্কৃত ছন্দঃ কি কৌশলে তালসংগত হইয়া গৎএর অলংকারস্বরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাও এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যমগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

যমজভগিনীকাব্য বা সিরাজ-দ্দৌলা উপন্যাস ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন প্রণীত। কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

যমসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

যমালয়ে জীবন্ত মানুষ—বাঙ্গালা কৌতুকপূর্ণ উপন্যাস। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। একদা যমরাজ সংবাদ পাইলেন যে লোচনপুরের জমিদারের সহিত প্রমোদপুরের জমিদারের দাঙ্গা হওয়ায় প্রমোদপুরের জমিদারের নায়েব হত হইয়াছে, এবং লোচনপুরের জমিদারের লোকেরা সেই মৃতদেহ গোপনে রাখিয়াছে। ইহা শুনিয়া ঐ মৃত ব্যক্তিকে আনিবার জন্য যমরাজ দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু পুলিসের ভয়ে উক্ত জমিদার তখন মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিয়াছে এবং সেই স্থানে লোচনপুরের কাছারির নায়েব কুড়রাম দত্ত শয়ন করিয়া রহিয়াছে। যমদূতেরা তাহাকেই যমালয়ে আনয়ন করে। কুড়রাম যমালয়ে পৌঁছিয়া শিবের নাম জাল করিয়া একটি আদেশপত্র লিখেন। যেন শিব যমকে পদচ্যুত করিয়া কুড়রামকে নিযুক্ত করিয়াছেন। আদেশপত্র পাইয়া যম কুড়রামকে রাজ্যভার ছাড়িয়া দেন। কুড়রাম যমালয়ে রাজা হন। এদিকে যম ব্রহ্মা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা বিষ্ণু তখন মহেশ্বরকে সঙ্গে লইয়া যমালয়ে উপস্থিত হন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কুড়রামকে পুনর্বার পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন ও যমকে সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন।

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

যাদুকরী—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। পাহাড় দ্বীপের রাজা অবলা সিংহের পত্নী তাড়িতা যাদুবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। তিনি গোপনে এক কাফ্রি ভৃত্যের সহিত প্রণয়াসক্ত হওয়ায় রাজা ঐ ভৃত্যকে হত্যা করেন। তাড়িতা ইহা জানিতে পারিয়া ক্রোধে যাদুবিদ্যা-প্রভাবে রাজার অর্ধাঙ্গ প্রস্তরময় ও রাজ্য শ্মশানবৎ করে। পরে প্রতিবেশী রাজা হরদমসিংহ এক দৈত্যের কৃপায় রাজাকে ও রাজ্যকে পূর্বাবস্থ করেন। এই নাটকখানি আরব্য উপন্যাসের গল্পবিশেষ অবলম্বনে রচিত।

মুক্তবেণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। মতিলাল রায় প্রণীত। পাঠাবস্থায় প্রিয়রঞ্জন পিতৃহীন হইলেও সে পূর্বের মত লেখাপড়া ও খেলাধূলা লইয়া রহিল। জমিদারি বিষয়সম্পত্তি সকলই তাহার মা দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। এমনি সময় প্রিয়রঞ্জনের মা তাঁহার এক বাল্যসখীর অন্তিমকালের অনুরোধে প্রিয়রঞ্জনের জন্য এক কন্যাকে গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন। প্রিয়রঞ্জন প্রথমে একটু আপত্তি করিলেও পরে মায়ের আদেশ পালন করিল। বিবাহের পরই প্রিয়রঞ্জনের জ্বর হয়- নববধূ জ্যোৎস্না যেমন রুগ্ণ স্বামীকে লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল, তেমনি লজ্জা ও অপমানে একেবারে ম্রিয়মাণা হইয়া পড়িল, কারণ তাহার ভাই নিধুবাবুর দৌরাত্ম্য ও চৌর্যবৃত্তি সর্বদা লাগিয়াই ছিল। নিধুবাবু একদিন চুরি করিয়া ধরা পড়িলে বাড়ি হইতে পলাইয়া গেল। রঞ্জন সারিয়া উঠিয়া হাওয়া পরিবর্তনের জন্য জ্যোৎস্নাকে লইয়া পুরীতে চলিয়া গেল। সেখানে কিছুদিন বেশ সুখেই কাটাইয়া আসিল—এমনি সময় নিধুবাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। সে গুণ্ডার দলে মিশিয়া এইবার ধরা পড়িয়াছে, রঞ্জন অনেক চেষ্টা করিয়াও নিধুর জেলে যাওয়া বন্ধ করিতে পারিল না।

বিবাহের পর বন্ধু-বান্ধবীদের খাওয়ান হয় নাই বলিয়া রঞ্জন একদিন সকলকে নিমন্ত্রণ করিল - নিমন্ত্রণে অমর রায়, টুনু, মিস্ চক্রবর্তী ইত্যাদি সকলেই আসিল। ভোজনান্তে প্রায় সকলে চলিয়া গেলে রঞ্জন মিস্ চক্রবর্তীকে গাড়ি করিয়া দিয়া আসিতে গেল। বড় 'হল'-ঘরের মধ্যে তখন অমর রায় টুনুর কোলের উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিয়াছিল। সে টুনুকে

বিবাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াও সমাজের দায়ে অন্যত্র বিবাহ করিয়াছিল—এইজন্য সে দুঃখ প্রকাশ করিতেছিল। জ্যোৎস্না অমরকে রঞ্জন বলিয়া ভ্রম করিল, তাই জ্যোৎস্নার অন্তরে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। এই সময় আর একটি দুষ্টগ্রহ আসিয়া উপস্থিত হইল—রঞ্জনের মাসতুত ভাই তিনকড়ি বি. টি. পড়িবার জন্য রঞ্জনের এখানে আসিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নাও প্রাইভেট্ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—তিনকড়ি তাহাকে পড়াইবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল কিন্তু জ্যোৎস্না রাজী হইল না। এই সময় রঞ্জন টুনুর টেলিগ্রাম পাইয়া টুনুর ভাই সুকুমারের অসুখ দেখিতে পাটনা চলিয়া গেল। জ্যোৎস্না ইহাকে টুনুর মিথ্যা চক্রান্ত মনে করিয়া স্বামীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনকড়ির নিকট পড়িতে ও তাহার সঙ্গে থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিতে আরম্ভ করিল। রঞ্জন পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয় দেখিল, মা তাঁহার গুরুদেবকে দেখিতে কাশী চলিয়া গিয়াছেন, তারপর জ্যোৎস্না তাহার সঙ্গে আর প্রাণ খুলিয়া কোন কথা বলে না। রঞ্জন ইহাতে একটু মনমরা হইয়া পড়িল, তাই বাহিরেই সমস্ত দিন কাটাইয়া আসিত। জ্যোৎস্না ভুলের বশবর্তী হইয়া এবং রঞ্জনের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য এসকল কাজ করিত, প্রকৃতপক্ষে স্বামীই ছিল তাহার একমাত্র কাম্য ও সাধনা; তিনুকে সে ঘৃণা করিত। রঞ্জনকে একদিন বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হইয়া জ্যোৎস্না রাগ করিয়া তিনুকে লইয়াই চলিয়া গেল। তিনু বায়োস্কোপে না গিয়া তাহাকে লইয়া বালিগঞ্জে লেকের কাছে গেল, জ্যোৎস্না তখন তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া ভয়ে গাড়ির মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িল। তিনকড়ি জ্যোৎস্নাকে স্পর্শ করিতে গিয়া, সেই অবস্থা দেখিয়া ভয়ে দ্রুত গাড়ি চালাইতে লাগিল। পিক্‌চার প্যালেসের সামনে আসিয়া দেখিতে পাইল রঞ্জন দাঁড়াইয়া আছে। জ্যোৎস্নার তখন জ্ঞান ফিরিয়া আসিয়াছিল। সেদিন বায়োস্কোপ অর্ধেক দেখানো হইয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহারা বাড়িতে চলিয়া গেল। সেই হইতে জ্যোৎস্না কৃতকর্মের অনুশোচনায় আহার-নিদ্রা সমস্তই ত্যাগ করিল। রঞ্জন নিরুপায় হইয়া মাকে খবর দিয়া আসিল। মা'য়ের একান্ত অনুরোধে জ্যোৎস্না আহার করিতে আরম্ভ করিল এবং স্বামীর সঙ্গে তাহার পুনর্মিলন হইল; এই সময় হঠাৎ টুনুর টেলিগ্রামে সুকুমারের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া রঞ্জন পাটনা চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না আবার পূর্বমূর্তি ধারণ করিল। পাটনা হইতে রঞ্জন পত্রে জানাইল যে, সে অনাথা টুনুকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিতেছে। ঠিক এই সময় একদিন রাত্রিকালে কারামুক্ত নিধু আসিয়া হাজির হইল—জ্যোৎস্না নিধুকে লইয়া সেই রাত্রে না বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিন্তু নিধু পথিমধ্যে পুলিসের হাতে ধরা পড়িল, আর জ্যোৎস্না ভাগ্য-বিপর্যয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাড়িতে গিয়া দাসী হইয়া রহিল। সেখানে গৃহকর্ত্রীর দুই কন্যার অত্যাচার ও জামাতার লুব্ধদৃষ্টিতে অতিষ্ঠ হইয়া সেখান হইতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় ছুটিয়া চলিল।

এদিকে রঞ্জনের সংসারেও সুখ নাই। সকলেই দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িল। তারপর একদিন সন্ন্যাসীবেশে তিনকড়ি ও রুগ্ন চেহারা লইয়া নিধু আসিয়া হাজির হইল। তিনকড়ি ইতঃপূর্বে তাহার কৃত-কর্মে অনুতপ্ত হইয়া পলাইয়া গিয়াছিল। তিনু ও নিধুর মুখে সকল কথা শুনিয়া জ্যোৎস্নার চরিত্র-সম্বন্ধে যে মিথ্যা ধারণা ছিল তাহা রঞ্জনের মন হইতে দূর হইল এবং সে জ্যোৎস্নাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য উন্মাদ হইয়া উঠিল। একদিন অমর রায়ের এক পত্রে সে জানিতে পারে যে, জ্যোৎস্না নয়াগড়ে শিশুদের জন্য এক আশ্রম খুলিয়া বসিয়াছে। রঞ্জন সেখানে ছুটিয়া গেল এবং বহুদিন পরে হারানিধি স্ত্রীকে পাইল স্বামি-স্ত্রী উভয়েই আনন্দিত হইল। কয়েক দিন পরে তাহারা বাড়ি রওনা হইবার উদ্যোগ করিল। হঠাৎ টুনুর টেলিগ্রাম আসিল—মায়ের ভীষণ অসুখ। রঞ্জন তাড়াতাড়ি আসিয়া গাড়িতে উঠিল কিন্তু জ্যোৎস্না টুনুর নাম দেখিয়া আবার উন্মাদ হইয়া উঠিল, তারপর সে আশ্রমে আসিয়া উঠিল। রঞ্জন তখন রাগ করিয়া বলিল সে আর জ্যোৎস্নার মুখ দর্শন করিবে না। জ্যোৎস্নাও বলিল—আর দেখিতে হইবে না।

রঞ্জনের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া বাড়ির সকলে না বুঝিলেও টুনু জ্যোৎস্নার এই আচরণের অর্থ বুঝিল। সে আশ্রমে উপস্থিত হইল। সেই উৎসবের দিন অমর রায়ের সঙ্গে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল সে সকলই তাহাকে বলিল। জ্যোৎস্না তখন তাহার ভুল বুঝিতে পারিয়া আকুল আবেগে টুনুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। টুনুও তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিল।

যুগলাঙ্গুরীয়—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। তাম্রলিপ্ত (তমলুক) নগরবাসী ধনদাস শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ীর সহিত প্রতিবাসী শচীসুত শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুরন্দরের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অকস্মাৎ ধনদাস কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। ইহাতে পুরন্দর দুঃখিত হইলেন। তিনি হিরণ্ময়ীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে সিংহলে গমন করিলেন। ইহার তিন বৎসর পরে ধনদাস সপরিবারে কাশীধামে গিয়া গুরু আনন্দস্বামীর আদেশে এক যুবার সহিত হিরণ্ময়ীর বিবাহ দিলেন। বিবাহকালে আনন্দস্বামী বর ও কন্যার চক্ষু আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর গুরুদেব দুইজনকে দুইটি অঙ্গুরীয় দিয়া বলিয়া দিলেন যে, অদ্য হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে এই অঙ্গুরীয় ধারণ নিষেধ। পাঁচ বৎসর পরে এই অঙ্গুরীয় দেখিয়া স্বামি-স্ত্রী পরস্পরকে চিনিতে পারিবে। বিবাহের পর হইতেই বরকন্যার আর সাক্ষাৎ হইল না। কিছুদিন পরে হিরণ্ময়ী মাতা-পিতৃহীনা হইয়া দারিদ্র্যদশায় পতিতা হই-লেন। ক্রমে পাঁচ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। তখন তাম্রলিপ্তের রাজা মদনদেব হিরণ্ময়ীকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং পুরন্দরের উপর এখনও ইঁহার ভালবাসা অক্ষুণ্ণ আছে, ইহা বুঝিতে পারিলেন। তখন তিনি পুরন্দরের সহিত ইঁহার সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন এবং কাশীধামে পুরন্দরের সহিতই যে হিরণ্ময়ীর বিবাহ হইয়াছিল, তাহাও বলিলেন। আনন্দস্বামী গণনা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্বামিসন্দর্শন ঘটিলে হিরণ্ময়ীর বৈধব্য ঘটিবে। এই জন্যই কৌশলে পাঁচ বৎসরের জন্য পতিপত্নীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ীর নিকট একটি কৌটা ছিল। তন্মধ্যে একখানি পত্রের অর্ধাংশ পাওয়া যায়। অপরার্ধ রাজার নিকট ছিল। সেই পত্র দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হইল, ধনদাসই এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর উভয়ের মিলনের আর কোন বাধা রহিল না।

যেমন কর্ম তেমনি ফল—বাঙ্গালা প্রহসন। মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর প্রণীত। দুই ব্যক্তি এক কুলস্ত্রীর নিকট কুৎসিত প্রস্তাব করিলে ঐ রমণী পতির সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ দুই জনকে যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছিলেন। পাথু-

রিয়াঘাটা রাজভবনে এই প্রহসনখানি বিদ্যাসুন্দর নাটকের সঙ্গে প্রথমে অভিনীত হয়।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণম্—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে যোগ ও আত্মজ্ঞান সম্বন্ধীয় কূট বিষয় সকল কথিত হইয়াছে। ইহা বৈরাগ্যপ্রকরণ, মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ, উৎপত্তি প্রকরণ, স্থিতি প্রকরণ, উপশম প্রকরণ, নির্বাণ প্রকরণ—এই ছয় প্রকরণে বিভক্ত। বৈরাগ্য প্রকরণে দেহ, সংসার ও বিষয়াদির অনিত্যতা প্রদর্শিত হইয়াছে। মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ, এবং মুমুক্ষু ব্যক্তির কার্যাদি কথিত হইয়াছে। উৎপত্তি প্রকরণে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা, চিত্তের অবস্থা, সুখ দুঃখ, ভোক্তা ভোগ্য, এবং প্রসঙ্গক্রমে নানাবিধ উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। স্থিতি প্রকরণে একমাত্র মনোমধ্যে কিরূপে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিকশিত হইয়াছে তদ্বর্ণন, তৎপ্রসঙ্গে শুক্র ও অপ্সরার উপাখ্যান, সদসৎ নিরাকরণ, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির স্বরূপবর্ণন নানা উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে। উপশম প্রকরণে চিত্তদমন, তৃষ্ণা ও তাহার চিকিৎসা, সঙ্গবিচার, মুক্তামুক্তবিচার, ইন্দ্রিয়ানুশাসন প্রভৃতি বিরোচনাদির আখ্যান সহ কথিত হইয়াছে। নির্বাণ প্রকরণে অবিদ্যা ও তন্মাহাত্ম্য, অবিদ্যা নিরাকরণোপায়, ভুশুণ্ডোপাখ্যান, সমাধি, পরমার্থযোগ, বাহ্যপূজা, দেবতা তত্ত্ববিচার, আত্মজ্ঞানোপদেশ, বিভূতিযোগ, অণিমাদি ঐশ্বর্য, চূড়ালা উপাখ্যান, ইক্ষ্বাকু মনু সংবাদ, বৈরাগ্য বর্ণন, জ্ঞানবিচার, নির্বাণোপদেশ, বিশ্বরূপ বর্ণন, বিবিধ জগৎ বর্ণন, নাস্তিক্যবাদ নিরাকরণ, কর্ম নিরূপণ, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ের বর্ণন, সিন্ধুনির্বাণ কথন, ব্রহ্মাণ্ড ও সপ্তদ্বীপাদি বর্ণন প্রভৃতি বহু উপাখ্যান সহকারে আলোচিত হইয়াছে। ইহার বক্তা বশিষ্ঠ ও শ্রোতা রামচন্দ্র।

যোগেশ—বাঙ্গালা কাব্য। ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। যোগেশ নামক এক শিক্ষিত যুবক মন্দাকিনী নাম্নী এক যুবতীকে ভালবাসেন এবং তাঁহাকে নিজ মনোভাব জ্ঞাপন করেন। ইহাতে মন্দাকিনী কঠোর বাক্যে তাঁহাকে তিরস্কার করায় মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী এবং স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া যোগেশ চলিয়া যান এবং বাঙ্গালার প্রান্তভাগে ভৈরব পর্বততলে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা আসিয়া তাঁহাকে এই দুরাশা হইতে নিবৃত্ত করাইবার চেষ্টা করেন; পর্বতবাসিনী ভৈরবীও তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দেন, কিন্তু যোগেশ কিছুতেই মন্দাকিনীকে ভুলিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি সংসারেও ফিরিলেন না। এদিকে তাঁহার মাতা ও ভগিনী প্রাণত্যাগ করিলেন। পত্নী নর্মদার দুঃখের সীমা রহিল না; তথাপি তিনি পতিপদ চিন্তা হইতে বিরত হইলেন না। যোগেশের মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। অন্তিম সময়ে মন্দাকিনী আসিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। মৃত্যুর পর যোগেশের আত্মা যমলোকে নীত হইল। সাধ্বী নর্মদাও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে প্রাণত্যাগ করিয়া সতীলোকে আনীতা হইয়াছিলেন। যোগেশের আত্মা যমলোকের যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে পত্নীর অপার সুখ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

র

রঘুবংশম্ সংস্কৃত মহাকাব্য। মহাকবি কালিদাস প্রণীত। রামচন্দ্রের পিতামহ মহাত্মা রঘুর বংশবর্ণনই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে রঘুর পিতা মহারাজ দিলীপ হইতে রামচন্দ্রের অধস্তন ২১শ পুরুষ অগ্নিবর্ণের সময় পর্যন্ত বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে যে রামচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে লিখিত। এই মহাকাব্য ১৯শ সর্গে বিভক্ত।

রঙ্গমতী—কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহার নায়ক বীরেন্দ্র রঙ্গমতী নামক পার্বত্য প্রদেশের রাজা মুকুটরায়ের পুত্র। ইনি কুসুমিকা নাম্নী এক বালিকাকে ভালবাসেন। ইনি দিল্লী গিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার্থ আওরঙ্গজেবের সৈনিক পদ গ্রহণ করেন। এক যুদ্ধে শিবাজীর সহিত ইহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ইহাকে স্বীয় অসি প্রদানপূর্বক স্বদেশে প্রেরণ করেন। বীরেন্দ্র স্বদেশে আসিয়া কিরূপে মোগলহস্ত হইতে ভারতকে উদ্ধার করিবেন, এই চিন্তায় অভিনিবিষ্ট থাকেন। পরে সায়েস্তা খাঁ পর্তুগীজদস্যু বেপ্পামিনকে দমনার্থ আগমন করিলে তাঁহার সহিত যোগ দিয়া ইনি বেপ্পামিনকে পরাজিত করেন। এই সময়ে কুসুমিকার পিতা অন্য এক ব্যক্তির সহিত কুসুমিকার বিবাহ দিতে উদ্যত হইলে কুসুমিকা এক সন্ন্যাসিনীর সাহায্যে বীরেন্দ্রের নিকট লিপি প্রেরণ করেন। যুদ্ধান্তে সেই লিপি প্রাপ্ত হইয়া বীরেন্দ্র কুসুমিকার নিকট আগমন করেন। তখন বিবাহের সমস্ত প্রস্তুত, কিন্তু কুসুমিকা সন্ন্যাসিনী-দত্ত ঔষধ-প্রভাবে মূর্ছিতা। বীরেন্দ্র তাঁহাকে মৃত জ্ঞান করিয়া কাতর হইলেন। যুদ্ধে তিনি আহত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ক্ষত স্থান হইতে শোণিতস্রাব হওয়ায় তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অনন্তর সংজ্ঞালাভ করিয়া প্রিয়তমের ঐ অবস্থা দর্শনে কুসুমিকাও মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিলেন। এমন সময়ে পর্তুগীজ দস্যুগণ রঙ্গমতী আক্রমণ করিল। সে আক্রমণে রঙ্গমতী শ্মশান হইল।

রজনী—উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা শহরে রজনী নাম্নী এক দরিদ্র জন্মান্ধ অবিবাহিতা কায়স্থকন্যা রামসদয় মিত্র নামক জনৈক ধনীর গৃহে ফুল বেচিতে যাইত। মিত্রজার দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী লবঙ্গলতা রজনীকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। একদিন মিত্রজার প্রথমপক্ষের পুত্র শচীন্দ্রনাথ রজনীর চক্ষু পরীক্ষা করেন। তাঁহার স্পর্শে এবং তাঁহার কথা শুনিয়া রজনী তৎপ্রতি অনুরাগিণী হন। লবঙ্গলতা নিজ কর্মচারীর পুত্র গোপাল বসুর সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থির করেন, এবং বিবাহের সমস্ত ব্যয় দিতে স্বীকৃতা হন। গোপালের প্রথমপক্ষের স্ত্রী চাঁপা এই বিবাহে বাধা দিবার চেষ্টা করে। শচীন্দ্রের প্রতি অনুরাগবশতঃ রজনীও এই বিবাহে অসম্মত হন। শেষে চাঁপা আসিয়া গোপনে রজনীর সহিত পরামর্শ করে। তাহার পরামর্শে তাহার ভ্রাতা হীরালালের সহিত রজনী পলাইয়া যায়। নৌকায় যাইতে যাইতে হীরালাল রজনীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করে। রজনী ইহাতে অসম্মতা হইলে সে ইহাকে একটা চড়ায় নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া প্রস্থান করে। অসহায়া অন্ধ যুবতী শচীন্দ্র প্রাপ্তির আশা সুদূরপরাহত বুঝিয়া আত্মহত্যার অভিপ্রায়ে গঙ্গায় ঝাঁপ দেয়। এই সময়ে একখানি নৌকা আসিয়া তাহাকে উদ্ধার করে। নৌকারোহী এক ইতর ব্যক্তি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়, এবং কিছুদূর গিয়া সে রজনীর উপর অত্যাচারের চেষ্টা করে। এমন সময় অমরনাথ নামক এক যুবক আসিয়া তাহাকে রক্ষা করেন। অমরনাথ কাশীতে জনৈক ব্যক্তির নিকট এক অন্ধ রমণীর বৃত্তান্ত এবং অন্যে তাহার সম্পত্তি উপভোগ করিতেছে শুনিয়া ঐ রমণীর সাহায্যার্থে আগমন করেন। রজনীকে উদ্ধার করিয়া জানিতে পারেন যে, রজনীই সেই রমণী। পরে অনুসন্ধানে অবগত হন যে, রামসদয় মিত্র যে সম্পত্তি উপভোগ করিতেছেন, উহাই রজনীর সম্পত্তি। রামসদয়ের পিতা

বাঙ্গারাম একদা কোনও কারণে পুত্রের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে উইল করিয়াছিলেন, তদনুসারে তাঁহার সম্পত্তিতে রজনীরই অধিকার জন্মে। অমরনাথ রজনীকে লইয়া তাহার মেসো রাজচন্দ্র দাসের নিকট আসিলেন। বিষয় উদ্ধারের পর অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করিবেন, ইহা স্থির হইল। রজনীর হৃদয় শচীন্দ্রগত হইলেও অকৃতজ্ঞতার ভয়ে সে ইহাতে সম্মত হইল। শচীন্দ্রনাথও সমস্ত জানিতে পারিয়া বিষয় ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন। বিষয় হস্তান্তর হয় দেখিয়া রামসদয় লবঙ্গলতার পরামর্শে রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত না থাকায় লবঙ্গলতা এক সন্ন্যাসীর সাহায্যে শচীন্দ্রের মন যাহাতে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে শচীন্দ্রের মন রজনীর উপর অনুরক্ত হইল বটে, কিন্তু তিনি কঠিন মানসিক পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন, এবং সর্বদা মনশ্চক্ষে রজনীকে দেখিতে লাগিলেন। লবঙ্গলতা দেখিলেন, রজনীকে না পাইলে শচীন্দ্রের জীবন সংশয়। সপত্নীপুত্র হইলেও লবঙ্গ শচীন্দ্রকে গর্ভজাত পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। তিনি রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহচেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রজনী বড় গোল বাধাইল। সে লবঙ্গলতাকে বিষয় ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিল, কিন্তু পাণিপ্রার্থী অমরনাথকে নিরাশ করিয়া অকৃতজ্ঞ হইতে চাহিল না। অমরনাথও কেবল রজনীকেই চান, তাহার সম্পত্তি চাহেন না। লবঙ্গলতা বিষম সংকটে পড়িলেন। এবার তিনি অমরনাথকে ডাকিয়া তাঁহাকে ভয় দেখাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অমরনাথ ভয় পাইলেন না। তখন লবঙ্গলতা সকাতরে অমরনাথকে অনুরোধ করিলেন। অমরনাথ আর পারিলেন না, লবঙ্গলতার সুখের জন্য আত্মবিসর্জন করিলেন। তিনি রজনীকে ছাড়িলেন, আপনার সমস্ত সম্পত্তি রজনী ও শচীন্দ্রকে দান করিলেন। তারপর লবঙ্গলতার নিকট বিদায় লইয়া মহাপ্রাণ অমরনাথ সন্ন্যাসী হইলেন। রজনীর সহিত শচীন্দ্রের বিবাহ হইয়া গেল। সন্ন্যাসীর ঔষধের প্রভাবে রজনীর অন্ধতা ঘুচিল। তিনি স্বামীর সঙ্গে সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন।

লর্ড লিটনের "Last Days of Pompeii" নামক উপন্যাসের অন্তর্গত অন্ধ পুষ্পনারী নিডিয়া (Nydia) চরিত্রের কিয়দংশ অবলম্বনে রজনীর চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

রত্নরহস্য—রামদাস সেন কর্তৃক সংকলিত। ইহাতে গজমুক্তা, ফণিমুক্তা, প্রবাল, বৈদূর্য প্রভৃতি রত্নসম্বন্ধীয় স্থূল স্থূল জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। রত্নের গুণাগুণ, উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, বর্ণাদি, মূল্যাদি প্রভৃতি ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণ, বৃহৎ সংহিতা, মুক্তাবলী, রাজনির্ঘণ্ট, মণিপরীক্ষা প্রভৃতি বহু প্রাচীন গ্রন্থ হইতে ইহার বিষয়সকল সংকলিত হইয়াছে।

রত্নাবলী—সংস্কৃত নাটিকা। কাশ্মীররাজ হর্ষদেব প্রণীত। রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দী। সিংহলাধিপতি বৎসরাজ উদয়নের সহিত স্বীয় কন্যা রত্নাবলীর বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রীর সঙ্গে রত্নাবলীকে প্রেরণ করেন। পথে ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় জলযান মগ্ন হইলে রত্নাবলী ভাসিতে ভাসিতে গিয়া কিছুদূরে কূল প্রাপ্ত হন। তথায় বৎসরাজের মন্ত্রী ইঁহাকে দেখিতে পান। তিনি ইঁহার পরিচয় অবগত হইয়া ইঁহাকে বৎসরাজমহিষী বাসবদত্তার নিকট লুকাইয়া রাখেন। তথায় বৎসরাজের প্রতি ইনি অনুরাগিণী হন, বৎসরাজও ইঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। বাসবদত্তা ইহা জানিতে পারিয়া রত্নাবলীকে অনেক যন্ত্রণা দেন। তথাপি রত্নাবলী বৎসরাজকে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। পরে সিংহলরাজমন্ত্রী বৎসদেশে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে চিনিতে পারেন। তখন বাসবদত্তা স্বামীর সহিত ইঁহার পরিণয়কার্য সম্পাদন করেন।

বেলগাছিয়া শৌখিন নাট্যালয়ে অভিনীত হইবার জন্য রামনারায়ণ তর্করত্ন মূল অবলম্বনে একখানি রত্নাবলী নাটক রচনা করেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রণয়ন করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মূল নাটকের একখানি বঙ্গানুবাদ নাটকাকারে রচনা করেন।

রবিন্‌সন্‌ ক্রুশো (Robinson Crusoe, The Life and Strange Surprising Adventures of)—ইংরাজ সাহিত্যিক ড্যানিয়েল ডিফো রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ (১৭১৯ খ্রীঃ)। জাহাজ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে রবিনসন ক্রুশো এক নির্জন দ্বীপে গিয়া পড়ে। সেই দ্বীপে তাহার জীবনযাত্রার কাহিনী এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে।

রমলা—বাঙ্গালা উপন্যাস। মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত। হাজারিবাগ প্রবাসী যোগেশচন্দ্র ঘোষ নামক এক অবসরপ্রাপ্ত ধনী ভদ্রলোকের নিমন্ত্রণ পাইয়া রজত নামক একটি তরুণ শিল্পী তাঁহার বাড়ি বসিয়া কয়েকখানা ছবি আঁকিয়া দিবার জন্য তথায় উপস্থিত হয়। পথে রজতের সঙ্গে তাহার বাল্যবন্ধু যতীনের দেখা হয়। সে একজন ইঞ্জিনিয়ার। রজতের গন্তব্য স্থানের ঠিকানা লইয়া সে বিদায় লইল। পরের দিন ভোরে রজত যোগেশবাবুর বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হয়। যোগেশবাবুর সংসারে এক কন্যা ও সংগীতজ্ঞ সুদর্শন মুসলমান সাধক কাজীসাহেব ছাড়া আর কেহই ছিল না—এই কাজীসাহেব যোগেশবাবুর সংসারের একজন হইয়া গিয়াছেন এবং বহুবৎসর ধরিয়া এই পরিবারেই বাস করিতেছেন। রজতকে তাহার নির্দিষ্ট ঘরে লইয়া যাইবার সময় রমলা নাম্নী একটি তরুণীকে মাধবী রজতের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেয়—রজতের মনে পড়িল, এই তরুণীকে সে পথে দেখিয়াছিল। রমলা সম্পর্কে যোগেশবাবুর বন্ধুকন্যা, এবং মাধবীর বান্ধবী।

আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়া রজত ও রমলা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসে, এদিকে মাধবীও গোপনে রজতকে ভালবাসিয়া ফেলে। এমন সময় যতীন আসিয়া হাজারিবাগে উপস্থিত হয়। তারপর যোগেশবাবুর গৃহে প্রায়ই যাওয়া আসা করিতে আরম্ভ করে, এবং ক্রমে রমলার প্রতি আকৃষ্ট হয়। একদিন যতীন রমলার কাছে বিবাহের প্রস্তাব করায় রমলা হাসিমুখে তাহা প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু যতীন ও রমলার কথাবার্তা বলা ও একসঙ্গে বেড়ানো সমানভাবে চলিতে থাকে। ইহা দেখিয়া রজত ব্যথিত হয়, তারপর একদিন হাজারিবাগ হইতে সে রওনা হয়। এদিকে রমলাও সেদিন চলিয়া আসে—পথে আবার দুইজনে দেখা হয়। রজত ও রমলা বিবাহের পর কিছুদিন পুরীর নিকট বাস করিয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে রজতের মামা অধ্যাপক তুলসীবাবুর গৃহে আগমন করিলে তিনি এই নবদম্পতিকে সাদরে গৃহে তুলিয়া লইলেন। তুলসীবাবু রজতের মা-বাবার কাছে মানুষ হইয়াছিলেন, তাই মাতাপিতৃহীন ভাগিনেয় রজতকে অপত্যস্নেহে লালনপালন করিয়া আসিয়াছেন।

এদিকে রমলা হাতছাড়া হইয়া গেলে যতীন মাধবীকে বিবাহ করিল এবং একভাবে দিন কাটাইতে লাগিল।

মাধবী যতীনকে পাইয়া সুখী হয় নাই, কারণ মাধবী যতীনের মধ্যে যে রূপটি দেখিতে চায় বা স্ত্রী হইয়া স্বামীকে যেরূপভাবে পাওয়া উচিত তাহার কিছুই সে একরকম পায় নাই বলিলেও চলে। যতীন ইঞ্জিনিয়ারী মন লইয়া মাধবীকে সুখী করিতে পারিল না, সে কেবল সংসারের টাকা দিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চায়।

রজতের ছোট সংসার বেশ সুখেই চলিতেছিল। এই সময়ে তাহার একটি ছেলে হইল ;—কিন্তু এ আনন্দ বেশীদিন স্থায়ী হইল না—তুলসীবাবু একদিন হার্টফেল করিয়া মারা গেলেন। রজত সংসার লইয়া খুব কষ্টে পড়িল—নানা অভাবের মধ্যে রজতের দিন কাটিতে লাগিল, তারপর আর একটি মেয়ে হইল। এদিকে যতীন বুঝিতে পারে, সে মাধবীর প্রতি অন্যায় করিয়াছে—মাধবী এখন অন্যান্য বন্ধুদের লইয়া আনন্দে দিন কাটাইতে থাকে। কোনদিন সিনেমা, কোনদিন ছোটখাট পার্টি ইত্যাদি। একদিন মাধবী এক যুবক বন্ধুকে লইয়া সিনেমা দেখিতে যায়, এবং রজতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তারপর ওদিকে যতীন একদিন আসিয়া রমলাদের দারিদ্র্যের অবস্থা দেখিয়া ব্যথিত হয়—যতীন এখন বুঝিতে পারে, মাধবী সত্যই দূরে সরিয়া গিয়াছে। মাধবী প্রতিদিন রজতের এখানে যাওয়া-আসা করে, আর মাঝে মাঝে রজতের সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয়। রজতকে এমনিভাবে কাছে পাইয়া মাধবীর মনে যে চঞ্চলতা আসে নাই, তাহা নহে ; কিন্তু সংযমের বাঁধ ভাঙ্গে নাই। রমলাকে দেখিয়া যতীনেরও মনে একটু চঞ্চলতা আসিল, সেদিন যতীন একতাড়া নোট দিয়া রমলাদের সাহায্য করিবার জন্য রমলার হাত ধরিয়া টানাটানি করিবার সময় রজত গৃহে প্রবেশ করে এবং আশ্চর্যান্বিত হয়, একটু পরে মাধবীও আসিয়া উপস্থিত হয়। রমলা সহ্য করিতে না পারিয়া যতীন ও মাধবীকে বাহির হইয়া যাইতে বলে। মাধবী ভুল বুঝিতে পারে। রজত রমলাকে এখন হইতে একটু একটু অবিশ্বাস করিতে লাগিল, কিন্তু রমলার পক্ষে তাহা সহ্য করা একেবারে অসম্ভব হইল। যতীনের কলকারখানা সেই রাত্রেই পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায় এবং আগুনের কাছে ছুটাছুটি করিবার সময় একটা লৌহশলাকা দ্বারা সে আহত হয় এবং অজ্ঞান হইয়া পড়ে। মাধবী খবর পাইয়া যতীনকে গৃহে আনিয়া সেবাযত্ন করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে যতীন আরোগ্যলাভ করিলে সে মাধবীকে লইয়া নিরুদ্দেশের যাত্রায় বাহির হয়।

রজত ও রমলা উভয়ে উভয়ের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া কেহ কাহারও মনে শান্তি পাইতেছিল না। তারপর ক্রমে তাহাদের সন্দেহ দূর হইল। একদিন ঠিক হইল—তাহারা যোগেশবাবুর হাজারিবাগের বাড়ি গিয়া থাকিবে। যোগেশবাবুর মৃত্যু হইয়াছে—তিনি তাঁহার বাড়ি কাজীসাহেবের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। রজত ও রমলা কাজীসাহেবের নিমন্ত্রণ পাইয়া হাজারিবাগে আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর ক্রমে শিল্পী রজতের নাম চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রজত অর্থও প্রচুর আয় করিতে লাগিল। এইবার ইহাদের সংসার বেশ সচ্ছলতার মধ্যে চলিতে লাগিল। ওদিকে যতীন ও মাধবী দেশে ফিরিয়াছে। যতীন ব্যবসায়ীর জীবন একেবারে ছাড়ে নাই, সে এক নূতন সৃষ্টির স্বপ্নে মত্ত হইয়াছে। সুন্দরবনে অনেক জমি কিনিয়া নূতন আদর্শে গ্রাম বসাইয়াছে। গঙ্গার মোহানায় কাছে ছোট দ্বীপ লইয়া সেখানে পল্লী নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাহার দেশের ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত বহু লোককে বিনামূল্যে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছে। এই দ্বীপটির নামকরণ মাধবীর নামে করা হইয়াছে।

নানা দুঃখের মধ্যে দিন কাটাইলেও এই দুইটি পরিবার স্বর্গসুখ পাইতে লাগিল।

রসমঞ্জরী—বাঙ্গালা পদ্যগ্রন্থ। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র প্রণীত। ইহা সংস্কৃত সাহিত্য-দর্পণাদি অলংকারগ্রন্থের মর্মানুবাদ।

রসায়নী বিদ্যা ও তাহার উৎপত্তি (নব্য)—বাঙ্গালা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ। ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রণীত। রসায়ন বিদ্যাবিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদিগের কি পর্যন্ত জ্ঞানোন্নতি হইয়াছিল, এই পুস্তকে তাহাই কথিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ধাতুর জারণ, মারণ, স্বর্ণসিন্দুর, মকরধ্বজ প্রভৃতি ধাতব ঔষধাদি প্রস্তুতকরণ, তাহাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ও ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

রসাবিষ্কার রূপক—বাঙ্গালা রূপকজাতীয় গ্রন্থ। রাজশ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃশ্যের অবতারণা করিয়া নাট্যশাস্ত্রোক্ত অষ্ট রসের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ১৮৮১ খ্রীঃ ১২ই ফেব্রুয়ারি এই গ্রন্থান্তর্গত দৃশ্যগুলি পাথুরিয়াঘাটা রাজবাটীতে প্রথম অভিনীত হয়।

রাজেশ্বর দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

রাঙা শাঁখা—অনুরূপা দেবী প্রণীত। এই গল্পে গ্রন্থকর্ত্রী দেশপ্রীতি ও দেশসেবার পরিস্ফুট চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। গল্পটি সমাজের পক্ষে শিক্ষাপ্রদ। জমিদার দীনদয়াল মিত্র তাঁহার জ্ঞাতি ভ্রাতা কৃষ্ণদয়াল মিত্রের সহিত একটি জমিদারির দখল লইয়া অনেক মামলা মকদ্দমা করিয়া অবশেষে একটি বড় মামলায় যখন জজকোর্ট ও হাইকোর্টেও হারিলেন, তখন তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি ও পৈতৃক ভবন ঋণের দায়ে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পরাজয়ের শোক তিনি বহন করিতে পারিলেন না, কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি পরলোকগমন করিলেন। সংসারে শোকসন্তপ্তা স্ত্রী দয়াময়ী, একমাত্র পুত্র মিহির ও লক্ষ্মীসদৃশী পুত্রবধূ অন্নপূর্ণা রহিল। দীনদয়াল মৃত্যুর পূর্বে বিলাতে আপীলের অভিলাষ অন্নপূর্ণার নিকট জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং শ্বশুরের মৃত্যুর পর অন্নপূর্ণা বিলাতে আপীল করিবার জন্য মিহিরকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু টাকা নাই, কাজেই মিহির একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অন্নপূর্ণার টাকায় আপীল করিল এবং তাহারই স্ত্রীধনজাত অর্থে পৈতৃক ভবন উদ্ধার করিল। দারিদ্র্যসত্ত্বেও মিহির দেশে স্বীয় ব্যয়ে ও কয়েকটি যুবকের সাহায্যে একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া তাহাতে শিক্ষকতা করিতে লাগিল এবং তাঁত প্রভৃতি বসাইয়া স্বীয় পল্লীকে স্বাবলম্বী ও উদ্যমশীল করিতে প্রয়াস পাইল। অন্নপূর্ণার ইচ্ছায় তাহার শেষ অলংকারটুকুও মিহির দেশসেবার ব্যয় করিল। অন্নপূর্ণার রাঙা শাঁখা ব্যতীত অপর কোন অঙ্গাভরণ আর রহিল না। মিহির শত্রু কৃষ্ণদয়ালকেও প্রীত করিতে সমর্থ হইল। কৃষ্ণদয়াল মিহির-স্থাপিত স্কুলের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এককথায় কৃষ্ণদয়ালও মিহিরের দেশসেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। বিলাতে আপীলে মিহির জয়লাভ করিল। মিহির জয়লাভে কিছুমাত্র উদ্দৃপ্ত না হইয়া কৃষ্ণদয়ালের নিকট গিয়া বলিল যে, ঐ জমিদারি কৃষ্ণদয়ালেরই রহিল, কিন্তু অতঃপর যেন ভাই-ভাই আর মামলা মকদ্দমা না হয় এবং পল্লীর সকল মামলাই যেন সালিশী দ্বারা বিচার হইয়া নিষ্পত্তি হইয়া যায়। কৃষ্ণদয়াল মিহিরের ত্যাগের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়া গেলেন ; কিন্তু তিনি জমিদারি লইলেন না। উপরন্তু পল্লীর এক সভায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে অতঃপর মামলা

মকদ্দমা আদালতে উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে বক্তৃতাদি দিলেন এবং বিবাদ বিসংবাদ ভুলিয়া গিয়া মিহিরের অভিভাবক হইয়া রহিলেন।

মিহির বহুমূল্যের একজোড়া জড়োয়া বলয় ক্রয় করিয়া অন্নপূর্ণাকে দিতে গেলে সে বলিল যে, তাহার আর অলংকারে প্রয়োজন নাই। তাহার শেষ সম্বল রাঙ্গা শাঁখাই বজায় থাকুক এবং ঐ বহুমূল্য বলয়ের মূল্য দেশসেবায় ব্যয় করা হউক।

রাজগী—নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম. এ., ডি. এল. প্রণীত। দ্বিজেশ পূর্ববঙ্গের এক রাজোপাধিধারী জমিদার বংশের পোষ্যপুত্র। কৈশোরে সঙ্গদোষে তাহার পদস্খলন হয়। যৌবনে সে উপযুক্ত শিক্ষক পাইয়া নিজেকে সংশোধন করিতে সবে আরম্ভ করিয়াছিল, এমন সময়ে ঘটনাচক্রে তাঁহার সাহচর্যে বঞ্চিত হইয়া পুনরায় অধঃপতনের পথে দ্রুত ধাবমান হইতে থাকে। দুই বৎসর পরে সে আবার ঐ সদ্গুরুর সাহচর্য লাভ করে, কিন্তু পূর্বের অভ্যাস একেবারে ছাড়িতে পারে না। গুরু নরেনবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত; তিনি ছাত্র দ্বিজেশকে নব্য পাশ্চাত্ত্য সমাজতত্ত্ব শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এবং তাহার সমগ্র জমিদারি পরার্থে দান করিবার পরামর্শ দেন। দ্বিজেশ ট্রাস্টিস্বরূপ সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালন করিবে এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রজার হিতকল্পে বিনিযুক্ত হইবে, ইহাই তাঁহার পরামর্শ ছিল। দ্বিজেশ এই পরামর্শ গ্রহণ করে। অসদ্ব্যয়ে তাহার বহু টাকা ঋণ হইয়াছিল। সম্পত্তির কিয়দংশ ছাড়িয়া দিয়া ঋণ শোধ করিয়া সে তাহার সম্পত্তি দুই ভাগ করিয়া এক ভাগ তাহার গুরু নরেন্দ্রকে ও এক ভাগ তাহার স্ত্রী সাবিত্রীকে দেয়। সাবিত্রী গর্বিতা কিন্তু অন্তরে ঘোর পতিপরায়ণা। সে নীরবে গোপনে পতির পাদপূজা করিত, তাহা ধরা পড়িয়া যাওয়ায় স্বামি-স্ত্রীর মিলন হইল। স্ত্রীও তাহার অংশ স্বামীর গুরুকে দান করিল। কিন্তু নরেন্দ্র সে সম্পত্তির ভার গ্রহণ অসম্ভব বুঝিয়া তাহা দ্বিজেশকে প্রত্যর্পণ করিল। দ্বিজেশ ও সাবিত্রী মিলিয়া মিশিয়া সামান্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া প্রজাদিগকে তাহার গুরু প্রদর্শিত পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

রাজতরঙ্গিণী—সংস্কৃত ইতিহাস গ্রন্থ। ইহার প্রথমাংশ কহ্লণ পণ্ডিত রচিত। দ্বিতীয়াংশ যোণরাজ কৃত। তৃতীয়াংশ যোণরাজের ছাত্র শ্রীধর পণ্ডিত কৃত এবং চতুর্থাংশ প্রাজ্যভট্ট বিরচিত। প্রথমাংশে অগ্রে পৌরাণিক বিবরণ, পরে ২৪৪৮ খ্রীঃ পূঃ গোনর্দ নৃপতির শাসনকাল হইতে ৯৪৯ শকে সংগ্রামদেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়াংশে রাজাদিগের বিবরণ, শেষাংশে আকবরের সেনাপতি কাসিম খাঁ কর্তৃক কাশ্মীরবিজয় হইতে শাহ আলমের রাজত্বকালের বিবরণ পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।

রাজভক্তি—দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহার ভাষা বাঙ্গালা বটে, কিন্তু দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত। সারদাচরণ মিত্র প্রবর্তিত "একলিপি বিস্তার-পরিষদ্" নামক সভার ব্যয়ে প্রকাশিত। সমগ্র ভারতে এক প্রকার লিপি প্রচার করা এই সভার উদ্দেশ্য। এই গ্রন্থ সেই উদ্দেশ্যের অনুযায়ী।

রাজমালা—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। কৈলাসচন্দ্র সিংহ প্রণীত। ইহাতে ত্রিপুরার ও ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস কীর্তিত হইয়াছে।

রাজর্ষি—বাঙ্গালা উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য একটি বালিকার কথায় মর্মাহত হইয়া ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে বলিদান রহিত করেন। ইহাতে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া রাজভ্রাতা নক্ষত্ররায়কে রাজার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেন। কিন্তু ভ্রাতৃস্নেহমুগ্ধ নক্ষত্ররায় তাহাতে সম্মতি দিলেও শেষে অসম্মত হন। পরিশেষে রঘুপতির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া নক্ষত্ররায় রাজার পালিত পুত্র ধ্রুবকে হত্যা করিবার জন্য মন্দিরে লইয়া যান। রাজা এই সংবাদ পাইয়া ধ্রুবকে উদ্ধার করিয়া রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রতি নির্বাসনদণ্ড বিধান করেন। ইহাতে রঘুপতি প্রতিহিংসা সাধনার্থ উন্মত্ত হইয়া রাজমহলে গমনপূর্বক সা সুজার সহিত যোগ দেন, এবং অনেক কৌশলে তাঁহাকে বাধ্য ও নক্ষত্ররায়কে হস্তগত করিয়া মোগলসৈন্যসহ গোবিন্দমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ভ্রাতা নক্ষত্ররায় মোগলসৈন্য লইয়া রাজ্যগ্রহণাভিপ্রায়ে আসিতেছে শুনিয়া গোবিন্দমাণিক্যের হৃদয়ে সংসারবিরাগের আবির্ভাব হয়, এবং তিনি নক্ষত্ররায়কে রাজ্য সমর্পণপূর্বক বনবাসী হন। শেষে রঘুপতিও নক্ষত্ররায়ের নিকট অপমানিত হইয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে গোবিন্দমাণিক্যের নিকট গমনপূর্বক তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করেন, এবং তাঁহার নিকট বাস করিতে থাকেন। এই আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকার "বিসর্জন" নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছেন।

রাজলক্ষ্মী (শ্রীশ্রী)—বাঙ্গালা উপন্যাস। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত। এদেশে ইংরাজশাসনের প্রথম আমলে হুগলী জেলার বিজন গ্রামে শংকরীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক সংগতিপন্ন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণজমিদার বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম কাত্যায়নী। তাঁহার দুই পুত্র,—জ্যেষ্ঠ ভবানীপ্রসাদ ও কনিষ্ঠ রমাপ্রসাদ। ভবানীপ্রসাদের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পত্নীর নাম যশোদা। তাঁহার এক কন্যাও জন্মিয়াছিল। কন্যাটি দেখিতে অতি সুশ্রী হওয়ায় শংকরীপ্রসাদ আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন লক্ষ্মী। রমাপ্রসাদের বিবাহ হয় নাই। তদ্ভিন্ন শংকরীপ্রসাদের সংসারে রঘুদয়াল নামে এক গোয়ালা ভৃত্য ছিল। রঘুদয়ালের দেহে যেমন অসাধারণ বল, লাঠিখেলায় ও অন্যান্য শস্ত্রের পরিচালনেও তেমনি অসামান্য নৈপুণ্য ছিল।

কালক্রমে শংকরীপ্রসাদ স্বর্গারোহণ করিলেন। তখন রমাপ্রসাদের বয়স ১৩।১৪ বৎসর এবং লক্ষ্মীর বয়স ৪ বৎসর মাত্র। তাঁহার মৃত্যুর পরেই তাঁহার আত্মীয়স্বজন বিষয়সম্পত্তি সমস্ত বেচিয়া লইল। তাঁহার সংসারে অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। ভবানীপ্রসাদ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হইলেন। প্রভুভক্ত উদারচরিত রঘুদয়াল অন্যত্র নানাপ্রকার কার্য করিয়া কিছু কিছু উপার্জন করিয়া আনিয়া মৃত প্রভুর পরিজনবর্গের উদরান্নের সংস্থান করিয়া দিতে লাগিল। ওদিকে শংকরীপ্রসাদের আত্মীয়গণ ক্রমে তাঁহার বাড়িখানিও আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু রঘুদয়াল থাকিতে বাড়ির লোকদিগকে বহিষ্কৃত করা সহজ কথা নয়। কাজেই অগ্রে রঘুদয়ালকে বাড়ি হইতে অপসারিত করা তাহাদের প্রথম কর্তব্য হইল। তাহারা কূটকৌশলজাল বিস্তারপূর্বক তাহাকে কারারুদ্ধ করাইল। আবার বালক রমাপ্রসাদ মাতা কাত্যায়নীর প্রদত্ত একটি মোহর ভাঙ্গাইতে গিয়া মিথ্যা চুরির অভিযোগে পুলিসের হস্তে অর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি রঘুদয়ালের সহিত একই হাজতে থাকিতে পাইলেন। রাত্রিকালে রঘুদয়াল রমাপ্রসাদকে লইয়া হাজত হইতে পলায়ন করিয়া দেশত্যাগী হইল।

রঘুদয়ালের অনুপস্থিতিকালে সুযোগ পাইয়া পূর্বোক্ত দুষ্টাশয় আত্মীয়গণ শংকরী-

প্রসাদের পরিজনবর্গকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া বাড়িটি দখল করিয়া লইল। কাত্যায়নী দেবী পুত্রবধূ যশোদা ও পৌত্রী লক্ষ্মীকে লইয়া পথের ভিখারী হইলেন। তাঁহারা ভিক্ষান্নে কোনওরূপে জীবন রক্ষা করিতে করিতে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইলেন। কাশীতেও তাঁহারা মহাবিপদে পতিত হইলেন, এবং যশোদা অতিকষ্টে আপনার অমূল্য সতীত্বরত্ন রক্ষা করিলেন। ভবানীপ্রসাদ গৃহত্যাগ করিয়া কাশীতে দীনদয়াল নামক জনৈক পশ্চিমা ধনী সওদাগরের সহিত মিলিত হন, এবং আপনার অটুট অধ্যবসায় ও অকৃত্রিম সাধুতার বলে দীনদয়ালের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া ক্রমে তাঁহার কারবারের অংশী ও প্রধান কর্মকর্তা হইয়া পড়েন। এই সময়ে তিনি অমরসিংহ নাম ধারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি 'রাজা অমরসিং' নামে পরিচিত হন। এইরূপে ঐশ্বর্যশালী হইয়া তিনি বিজন গ্রামে আপনার জননী প্রভৃতি পরিবারবর্গের অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করেন। কিন্তু সে লোক তাঁহাদের কোনও অনুসন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া গেলে তিনি তাঁহাদের আশা পরিত্যাগ করিয়া বিষণ্ণচিত্তে কালযাপন করিতে লাগিলেন, কিন্তু তথাপি আর দারপরিগ্রহ করিলেন না। যে সময়ে কাত্যায়নী পুত্রবধূ ও পৌত্রীসহ বারাণসীতে উপস্থিত হন, সে সময়ে উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। রাজা অমরসিংহ দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদিগের জন্য একটি অন্নসত্র খুলিয়াছিলেন। অনাহারে যৎপরোনাস্তি ক্লিষ্ট ও জীর্ণশীর্ণ হইয়া কাত্যায়নী যশোদা ও লক্ষ্মীকে লইয়া সেই অন্নসত্রে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সেই অন্নসত্রেও মাতা ও দুহিতা মিথ্যা চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত হইয়া অমরসিংহের নিকট নীতা হইলেন। এদিকে রঘুদয়াল এবং রমাপ্রসাদও ঘটনাচক্রের আবর্তে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে স্বর্গীয় শংকরীপ্রসাদের পরিজনবর্গ সকলেই একত্র মিলিত হইয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

রাজসিংহ—ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রূপনগরের রাজা বিক্রমশোলাঙ্কীর কন্যা চঞ্চলকুমারী একদা এক তসবিরওয়ালীর নিকট সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের একখানি ছবি ক্রয় করিয়া সর্বসমক্ষে তাহা পদাঘাতে চূর্ণ করেন। তসবিরওয়ালী দরিয়া নাম্নী এক যুবতী দ্বারা এই সংবাদ বাদশাহের প্রধানা বেগম উদিপুরীর কর্ণগোচর করে। বাদশাহ আওরঙ্গজেব উদিপুরীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা বেগমের তামাকু সাজাইয়া দিবেন। অতঃপর সম্রাট্ বিবাহের প্রস্তাব করিয়া চঞ্চলকুমারীকে আনয়নের জন্য বিক্রমশোলাঙ্কীর নিকট মবারক নামক এক সেনাপতিকে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। এই মবারক সম্রাটের দুহিতা জেবউন্নিসার প্রণয়ভাগী ছিল। এদিকে বাদশাহের অন্যতমা হিন্দুমহিষী যোধপুরী বেগম বাদশাহের আন্তরিক অভিপ্রায় জানাইয়া চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আসিতে নিষেধ করিয়া এক দূতী প্রেরণ করেন। বিক্রমশোলাঙ্কী একজন সামন্ত রাজা মাত্র, সম্রাটের আদেশের অন্যথাচরণ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। চঞ্চলকুমারী সখী নির্মলার সহিত পরামর্শ করিয়া মেবারপতি রাজসিংহের নিকট আশ্রয় প্রার্থনাসূচক এক পত্র ও রাখী পাঠাইয়া দিলেন। কুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্র এই পত্র লইয়া চলিলেন। পথিমধ্যে অনন্ত মিশ্র দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন। দস্যুরা তাঁহার নিকট হইতে পত্র ও রাখী কাড়িয়া লইল। দৈবযোগে রাজসিংহ সেই স্থানে মৃগয়ার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি দস্যুদিগকে নিহত করিয়া সেই পত্র প্রাপ্ত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ সঙ্গী একশত সৈন্য লইয়া চঞ্চলকুমারীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি বাদশাহ-সৈন্যের প্রত্যাগমন-পথে সৈন্য সজ্জিত করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং সম্রাটের সৈন্যগণ যখন চঞ্চলকুমারীকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল, তখন ভীমবেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার কৌশলে একশত রাজপুতের নিকট দুই হাজার মোগল-সৈন্য পরাজিত হইল। চঞ্চলকুমারী রাজসিংহের সহিত উদয়পুরে গমন করিলেন। মবারক হতাবশিষ্ট সৈন্য লইয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়া বিক্রমশোলাঙ্কীকে এক পত্র লেখেন। বিক্রম তদুত্তরে বলেন, আপনি যেদিন বাদশাহের রোষাগ্নি হইতে আমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন, সেইদিন আমি আপনার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিব, তৎপূর্বে বিবাহ করিলে আপনাকে আমার অভিশাপগ্রস্ত হইতে হইবে। এদিকে বাদশাহ অপমানিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া রাজসিংহকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায়ে জিজিয়া করের প্রবর্তন করেন। রাজসিংহ সন্ধিস্থাপনার্থ মাণিকলাল নামক এক বিশ্বাসী ভৃত্যকে প্রেরণ করেন। নির্মলকুমারীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। চঞ্চলকুমারী নির্মলাকেও একখানি পত্র দিয়া তাহার সহিত প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে উদিপুরী বেগমকে তামাকু সাজিয়া দিবার জন্য আমন্ত্রণ ছিল। নির্মলকুমারী কৌশলে বেগম-মহলে প্রবেশ করিয়া যোধপুরী বেগমের সহায়তায় উদিপুরীর নিকট সেই পত্র প্রেরণ করিল। মাণিকলালও সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রস্থান করে। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধোদ্যম করেন। এদিকে মবারক নিজ প্রণয়িনী দরিয়ার সহিত বাস করায় জেবউন্নিসার বিষনয়নে পতিত হইলেন। জেবউন্নিসা ছল ধরিয়া সর্পদংশনে তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, পরে মাণিকলালের চেষ্টায় পুনর্জীবিত হইয়া মবারক উদয়পুরে চলিয়া যান। মবারকের দণ্ডের পর জেবউন্নিসার হৃদয়ে অনুতাপের আগুন জ্বলিল ; কেননা তিনি মবারককে ভালবাসিয়াছিলেন। অতঃপর সম্রাট্ বিশাল বাহিনী সজ্জিত করিয়া রাজসিংহের ধ্বংসের জন্য যাত্রা করিলেন। উদিপুরী ও জেবউন্নিসাও তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তথায় রাজসিংহের কৌশলে সম্রাট্ সৈন্যসহ এক রন্ধ্র-পথে প্রবেশ করিলেন। অমনই রন্ধ্রের উভয় মুখ বন্ধ হইয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা বাহিরে ছিল। রাজসিংহ উদিপুরী ও জেবউন্নিসাকে বন্দী করিয়া আনিলেন। জেবউন্নিসার হৃদয়ে তখন অনুতাপের আগুন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছিল। নির্মলকুমারীর কৌশলে মবারকের সহিত তাহার মিলন হইল। অতঃপর ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত হইয়া সম্রাট্ রাজসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন। রাজসিংহ তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিলেন, এবং জেবউন্নিসা ও উদিপুরীকেও ছাড়িয়া দিলেন। ছাড়িয়া দিবার পূর্বে চঞ্চলকুমারী উদিপুরীর দ্বারা তামাক সাজাইয়া লইলেন। কিছুদিন পরে সম্রাট্ সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করিয়া আবার রাজসিংহের বিরুদ্ধে দিলীর খাঁকে পাঠাইলেন। এবার বিক্রমশোলাঙ্কীও আসিয়া রাজসিংহের সহিত যোগ দিলেন। রাজসিংহের পরাক্রমে মোগলসৈন্য পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে মবারকও সম্রাটের পক্ষ হইয়া আসিয়াছিলেন। দরিয়ার নিক্ষিপ্ত বন্দুকের গুলিতে তাঁহার মৃত্যু হইল। অতঃপর চঞ্চলকুমারীর সহিত রাজসিংহের বিবাহকার্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল।

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত—কর্নেল টড প্রণীত ইংরাজী রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে

সংকলিত। টড সাহেব বিপুল অর্থব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া রাজস্থানের ঘটনাবলী ও প্রসিদ্ধ বীরগণের আখ্যায়িকা-সমূহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ বরদাকান্ত মিত্র কর্তৃক অনুদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অঘোরনাথ বরাট "রাজস্থান" নাম দিয়া ইহার এক সংস্করণ বাহির করেন। বসুমতী আফিস হইতে উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ইহার এক সংস্করণ বাহির করেন।

রাজা গণেশ—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। রাজা গণেশনারায়ণ সাতগড়ার প্রসিদ্ধ ভাদুড়িয়া বংশসম্ভূত জনৈক জমিদার। তৎকালে পাণ্ডুয়া বাঙ্গালার রাজধানী ছিল, এবং সৈয়দ আসলতান রাজা ছিলেন। তাঁহার পালিত পুত্র আলিম সা সাতিশয় অত্যাচারী ও হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। পাঠানের অত্যাচার হইতে প্রজাবৃন্দকে রক্ষা করিবার জন্য গণেশনারায়ণ প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তিনি আলিম সার চক্ষুঃশূল হইয়াছিলেন। তাঁহাকে নিহত করিবার জন্য আলিম সা অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টা বিফল হয়। আলিম সা এক হিন্দুরমণীর উপর অত্যাচারের উপক্রম করিলে গণেশ তাহাকে রক্ষা করেন। ইহার পর আলিম সা দেবীকোটের মহামায়ার মন্দির ভাঙ্গিতে ও দেবীপ্রতিমা চূর্ণ করিতে আদেশ দেন। গণেশনারায়ণ প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া মন্দির ও দেবীকে রক্ষা করেন। অতঃপর আসলতানের মৃত্যু হইল। আলিম সা সামসুদ্দিন সানি নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এবার তিনি হিন্দুদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিলেন। ইহার ফলে গণেশনারায়ণ বিদ্রোহী হইলেন। সুলতানের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। সুলতান পরাজিত হইলেন, গণেশনারায়ণ দুর্গ অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিলেন। আলিম সা যে হিন্দু বালিকার উপর অত্যাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই বালিকা, এবং গণেশের স্ত্রী করুণাময়ীও এই কার্যে প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন।

রাজা ও রাণী—বাঙ্গালা নাটক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। জালন্ধরের রাজা বিক্রমদেব পত্নী সুমিত্রার রূপে মুগ্ধ হইয়া অন্তঃপুরমধ্যে বাস করিতেছিলেন। এদিকে রাণীর পিত্রালয়ের আত্মীয়স্বজনেরা রাজকার্য অধিকার করিয়া প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। রাণী সুমিত্রা ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া বৈদেশিক আত্মীয়গণকে দূর করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজাকে রাজকার্য পর্যালোচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইতে চাহিলেন না। তখন রাণী প্রজাবৃন্দের মঙ্গলার্থ রাজার সম্মুখ হইতে দূরে থাকিবার আশায় রাজ্য হইতে প্রস্থান করিলেন। ইহাতে রাজা উত্তেজিত হইয়া বিদেশীদিগকে বন্দী করিলেন। এদিকে সুমিত্রা ছদ্মবেশে পিত্রালয় কাশ্মীরে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ভ্রাতা কুমারকে সকল কথা বলিলেন। সমস্ত শুনিয়া কুমার সিংহাসনারূঢ় পিতৃব্যের অনুমতি লইয়া জালন্ধরের অত্যাচার দমনার্থ যাত্রা করিলেন, এবং পথিমধ্যে বিক্রমদেবের ভয়ে পলায়িত দুইজন সেনাপতিকে বন্দী করিয়া বিক্রমদেবের সহিত সন্ধিস্থাপনার্থ চলিলেন। কিন্তু বিক্রমদেব সন্ধি না করিয়া কাশ্মীর আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। কুমার ও সুমিত্রা ফিরিয়া আসিয়া কাশ্মীররাজের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কাশ্মীররাজ সৈন্য দিলেন না। তখন বন্দী হইবার ভয়ে কুমার ও সুমিত্রা বনমধ্যে পলাইয়া গেলেন। শেষে প্রজাদের উপর অত্যাচার হইতেছে শুনিয়া এবং বন্দী হইলে সম্মান লাঘব হইবে ভাবিয়া কুমার আত্মজীবন বলি দিলেন। সুমিত্রা তাঁহার ছিন্ন মুণ্ড আনিয়া বিক্রমদেবকে উপহার দিয়া স্বয়ং প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাজাবলী—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রণীত। বিদ্যালংকার মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ও মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাট্‌দিগের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রন্থ ছাপার অক্ষরে প্রথম প্রকাশিত হয়। কত জন হিন্দু নৃপতি ভারতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কত জন ক্ষত্রিয় এবং কত জন হিন্দুজাতির কোন্ বর্ণভুক্ত ছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ইতিহাস রাজাবলী গ্রন্থে বিবৃত আছে। হিন্দু রাজত্বের পর কিঞ্চিদধিক সাড়ে ছয় শত বৎসর কাল এই ভারতভূমি যে যে মুসলমান নরপতির শাসনাধীন ছিল, তাহারও বিবরণ এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। পরিশিষ্টে মুসলমান রাজত্বের অবসানে কোম্পানির শাসনভার প্রাপ্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

রাজাবাহাদুর—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। বিদ্যাবুদ্ধিশূন্য ধনিসন্তানেরা উপাধি পাইবার লোভে কিরূপ উন্মত্ত হয়, এক পূর্ববঙ্গবাসী জমিদারের চরিত্র চিত্রিত করিয়া তাহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাধারাণী—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মাহেশের রথের দিন রাধারাণী নাম্নী একটি একাদশবর্ষীয়া দরিদ্রা বালিকা রুগ্ণা মাতার পথ্যসংগ্রহের জন্য একছড়া বনফুলের মালা গাঁথিয়া মেলাস্থলে বিক্রয়ার্থ লইয়া যান। কিন্তু মালাছড়াটি বিক্রয় হইল না, অগত্যা রাধারাণী নিরাশচিত্তে অন্ধকারে গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে জনৈক ভদ্র যুবক ইঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ইঁহার অবস্থার বিষয় অবগত হইলেন। তিনি দুইটি ডবল পয়সা বলিয়া দুইটি টাকা দিয়া মালাছড়াটি কিনিয়া লইলেন, এবং বালিকাকে তাঁহার মাতার কুটীরে পোঁছাইয়া দিলেন। বালিকা বলিলেন, আপনি ভ্রমবশতঃ ডবল পয়সার পরিবর্তে টাকা দিয়াছেন; আপনি অপেক্ষা করুন, আমি আলো জ্বালিয়া দেখিয়া আসি। বালিকা ঘরে গিয়া আলো জ্বালিয়া দেখিলেন, টাকাই বটে। কিন্তু তিনি বাহিরে আসিয়া আর ভদ্রলোকটিকে দেখিতে পাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে বাজারের কাপড়ওয়ালা এক জোড়া কাপড় আনিয়া বলিল যে, একজন ভদ্রলোক ইহা রাধারাণীর জন্য কিনিয়া পাঠাইয়াছেন। তারপর রাধারাণী ঘরের মধ্যে একখানি নোট কুড়াইয়া পাইলেন। উহার এক পৃষ্ঠায় রুক্মিণীকুমার রায়ের নাম লেখা ছিল। রাধারাণী বুঝিতে পারিলেন, উক্ত উপকারী ভদ্রযুবকের নাম রুক্মিণীকুমার রায়। রাধারাণী নোটখানি খরচ করিলেন না, তুলিয়া রাখিলেন। রাধারাণী বাস্তবিক দরিদ্রকন্যা নহে। জ্ঞাতির সহিত তাঁহার মাতার মকদ্দমা চলিতেছিল। ঐ মকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হইয়া তাঁহার মাতা বাসগ্রাম রাজপুর ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুরে একটি কুটীরে বাস করিতেছিলেন। এই সময়ে বিলাতে আপীলের ফলে রাধারাণীর জয় হইল। রাধারাণী বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। উকিল কামাখ্যাবাবু ইঁহাদের বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি এক্ষণে রাধারাণী ও তাঁহার মাতাকে আপনার বাড়িতে লইয়া গিয়া রাধারাণীর মাতার চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। কিন্তু চিকিৎসা নিষ্ফল হইল। রাধারাণী মাতৃহীনা হইয়া

কামাখ্যাবাবুর বাড়িতে বাস করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার সম্পত্তিও কামাখ্যা-বাবুর তত্ত্বাবধানে রহিল। অতঃপর রাধারাণীর বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া কামাখ্যাবাবুর কন্যা বসন্তকুমারীর নিকট শুনিলেন যে, রাধারাণী রুক্মিণীকুমার রায় ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। কিন্তু রুক্মিণীকুমার রায় যে কে, ইহা কেহই বলিতে পারিলেন না। কামাখ্যাবাবু তাঁহার অনুসন্ধান জন্য সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলেন। রাধারাণী অবিবাহিতা রহিলেন, এবং কামাখ্যাবাবুর মৃত্যুর পর নিজেই স্বীয় সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি রাজপুরে একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করাইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন, এবং বাড়ির নিকটেই "রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ" নাম দিয়া একটি অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাধারাণীর বয়স যখন উনবিংশতি বৎসর, তখন কামাখ্যাবাবুর কন্যা বসন্তকুমারীর পত্র লইয়া জনৈক ধনবান্ ব্যক্তি রাধারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। পরে কথাবার্তায় উভয়েই জানিতে পারিলেন যে, এই রাধারাণীই সেই মালাবিক্রয়িণী দরিদ্রা বালিকা, আর এই আগন্তুকই সেই উপকারী রুক্মিণীকুমার রায়। আগন্তুক অতঃপর নিজ পরিচয় দিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, রুক্মিণীকুমার নাম ধারণ করিয়া তিনি কখন কখন ছদ্মবেশে বেড়াইতেন। দেবেন্দ্র-নারায়ণের প্রথমা স্ত্রী বহুদিন পূর্বেই কাল-কবলিত হইয়াছেন, তদবধি তিনি দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তখন উভয়ে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

রামকৃষ্ণকথামৃত—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। শ্রীম কথিত। রামকৃষ্ণ পরমহংস স্বীয় ভক্ত-মণ্ডলীর নিকট সরল ভাষায় আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক যে সমস্ত উপদেশ দিয়াছিলেন, এই পুস্তকে তাহাই সংকলিত হইয়াছে। ঈশ্বরের স্বরূপ কি, কিরূপে তাঁহাকে পাওয়া যায়, ভক্তি কাহাকে বলে, জ্ঞান কাহাকে বলে, যোগ কি, প্রেমের লক্ষণ কি, ইত্যাদি বহু তত্ত্বকথার নিগূঢ় ভাব গল্পচ্ছলে এই সকল উপদেশের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে।

রামগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে রামতনু লাহিড়ীর জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কৃষ্ণনগর রাজবংশের বিবরণ, প্রাচীন ও নব্যদলের সংঘর্ষণ, সামাজিক বিপ্লব, ব্রাহ্মধর্মের প্রসার, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের কার্যকলাপাদিও সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ—বাঙ্গালা নাটক। বৈকুণ্ঠনাথ বসু প্রণীত। সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের জীবনকাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। ইহাতে ভক্ত রামপ্রসাদের চাকরি, সাধনা, সংগীত, দেবীর কৃপা, রামপ্রসাদের মুক্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রামপ্রসাদের মুখে যে সকল গীত দেওয়া হইয়াছে, তৎ-সমুদায় তাঁহারই রচিত।

রামরসায়ন (ক্লী)—রঘুনন্দন গোস্বামী বিরচিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় ইহাতেও রামচরিত বর্ণিত হইয়াছে। তবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে ইহার অনেক প্রভেদ আছে। ইহাতে রামের জন্ম হইতে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে। তরণীসেন বধ, রাবণ বধার্থ রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব প্রভৃতি ইহাতে নাই। রামচন্দ্র রাক্ষসবধ ও সীতা উদ্ধার করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলে এবং সিংহাসনে বসিলে অগস্ত্যমুনি তাঁহার নিকট রাবণের পূর্ব বিবরণ, হিরণ্যকশিপু ও প্রহ্লাদ উপাখ্যান এবং ভুষণ্ডীকাক চরিত্র বর্ণন করেন। অতঃপর রামচন্দ্র সীতা সহ রাজ্যসুখ সম্ভোগ ও প্রজা পালন করিতে থাকেন।

রামানুজ দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

রামায়ণম্—সংস্কৃত মহাকাব্য। মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত। ইহা আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তর এই সাত কাণ্ডে বিভক্ত। আদিকাণ্ডে অযোধ্যা ও দশরথের বিবরণ, রোমপাদ কর্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়ন, দশরথের পুত্রেষ্টি-যজ্ঞ, দেবগণ কর্তৃক রাবণবধার্থ বিষ্ণুর উপাসনা ও বিষ্ণুর রামরূপে জন্ম-গ্রহণ করিতে স্বীকার, রামলক্ষ্মণাদির জন্ম, যজ্ঞরক্ষার্থ বিশ্বামিত্র কর্তৃক রামকে আনয়ন, তাড়কা বধ, বিশ্বামিত্রের নিকট রামলক্ষ্মণের মন্ত্রলাভ, গঙ্গাবতরণ, সাগরোপাখ্যান, অহল্যা সন্দর্শন, জনকপুরে গমন, বিশ্বামিত্রের পূর্ব বৃত্তান্ত, ত্রিশঙ্কু উপাখ্যান, হরধনুর্ভঙ্গ, সীতা সহ রামের বিবাহ, লক্ষ্মণাদির বিবাহ, ভার্গববিজয় প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। অযোধ্যাকাণ্ডে রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মন্ত্রণা ও উদ্যোগ, কৈকেয়ী-মন্থরা সংবাদ, মন্থরার উপদেশে কৈকেয়ী কর্তৃক দশ-রথের নিকট বরপ্রার্থনা, রামের বনগমন, অযোধ্যাবাসীর শোকপ্রকাশ, রামের নিষাদপুরে আগমন, চিত্রকূটে অবস্থিতি, কৌশল্যাবিলাপ, দশরথ কর্তৃক সিন্ধুবধ বৃত্তান্ত কথন, দশরথের মৃত্যু, ভরতের অযোধ্যায় আগমন ও রামের উদ্দেশে যাত্রা, রামকর্তৃক ভরতকে অযোধ্যায় প্রতিপ্রেরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। অরণ্যকাণ্ডে রামের দণ্ডকারণ্যে স্থিতি, বিরাধ রাক্ষস বধ, পঞ্চবটী গমন, শূর্পণখা-বিবরণ, খরদূষণ বধ, শূর্পণখার রাবণসমীপে গমন, রাবণ-মারীচ সংবাদ, মারীচের মায়ামৃগ-রূপ ধারণ, রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ, সীতার অশোক-বনে অবস্থিতি, সীতাবিচ্ছেদে রামের বিলাপ ও জটায়ুর নিকট রাবণের সংবাদ-প্রাপ্তি, কবন্ধ-বধ, শবরী উপাখ্যান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সুগ্রীবাদি বানরগণের সহিত রামচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও সুগ্রীবসহ সখ্য, বালিবৃত্তান্ত ও বালিবধ, সুগ্রীব কর্তৃক সীতা অন্বেষণার্থ চতুর্দিকে বানরসৈন্য প্রেরণ, স্বয়ম্প্রভাবৃত্তান্ত, বানর সম্পাতি সংবাদ, সাগর তরণোদ্যোগ প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। সুন্দরকাণ্ডে হনুমানের সমুদ্রোত্তরণ ও লঙ্কাপ্রবেশ, সীতাসহ হনুমানের সাক্ষাৎ, হনুমানকর্তৃক বনভঙ্গকরণ ও রাক্ষসগণসহ যুদ্ধ, লঙ্কাদাহ, হনুমানের প্রত্যাবর্তন ও রামের নিকট সীতা সংবাদ প্রদান প্রভৃতি আখ্যাত হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডে সাগরবন্ধন, বানর-কটকসহ রামচন্দ্রের লঙ্কাগমন, বিভীষণের সহিত রামের মিত্রতা, যুদ্ধ, কুম্ভকর্ণ ইন্দ্র-জিতাদি রাক্ষসগণের নিধন, রাবণবধ, সীতা উদ্ধার, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, রামচন্দ্রের অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ও সিংহাসনে উপবেশন প্রভৃতি বর্ণিত হই-য়াছে। উত্তরকাণ্ডে রামসমীপে অগস্ত্যের আগমন, অগস্ত্য কর্তৃক রাবণের পূর্ববৃত্তান্ত কথন, রাবণের জন্ম, বরলাভ, দিগ্বিজয়, স্বর্গবিজয়, সুগ্রীবাদির স্ব স্ব রাজ্যে প্রত্যা-গমন, সীতার বনবাস, সারমের ব্রাহ্মণ-সংবাদ, শত্রুঘ্ন কর্তৃক লবণসংহার, শূদ্র-তাপস বিবরণ, পুরূরবার জন্মবৃত্তান্ত কথন, রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান, লবকুশের রামায়ণ গান, সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষ্মণবর্জন, লক্ষ্মণের দেহত্যাগ, রামচন্দ্র ও ভরতাদির লীলাসংবরণ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

কৃত্তিবাস পণ্ডিত রামায়ণ হইতে বঙ্গানু-বাদ করেন। মূল রামায়ণ হইতে ইহার কোন কোন স্থানে প্রভেদ দৃষ্ট হয়; কৃত্তি-বাসের রামায়ণে তরণীসেন বধ, রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব ও দেবী কর্তৃক নীলপদ্ম হরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু মূল রামায়ণে ইহা নাই।

গ্রিফিথ সাহেব ইংরাজী ভাষায় রামা-

য়ণের একটি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন। এক ইংরাজমহিলা "Iliad of the East" নাম দিয়া রামায়ণের একখানি মর্মানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

রামায়ণী কথা—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে রামায়ণোক্ত দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, কৌশল্যা, হনুমান প্রভৃতির চরিত্র আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক চরিত্রের দোষ, গুণ, উন্নত বা অবনত স্বভাবের আলোচনা করা হইয়াছে।

রামারঞ্জিকা—বাঙ্গালা স্ত্রীশিক্ষা গ্রন্থ। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের কিরূপ বিদ্যাশিক্ষা কর্তব্য, কি প্রকারে সন্তানদিগকে শিক্ষা দিতে হয়, তাঁহাদের কিরূপ সাহস ও সংযমের প্রয়োজন, পতিব্রতা স্ত্রীর লক্ষণ ও কর্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য, বৈদেশিক স্ত্রীলোকদিগের দৃষ্টান্ত, সাধ্বী স্ত্রীর পতিসেবা, ধর্ম ও অধর্ম ইত্যাদি স্ত্রীলোকের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম গ্রহণ করিয়া এইখানি ও অপর কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

রাস পঞ্চাধ্যায়—ভাগবতাচার্য বিরচিত। অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ইহা ভাগবতোক্ত রাস পঞ্চাধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ। এই অনুবাদ পয়ার ছন্দে গ্রথিত। ইহাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণিত হইয়াছে।

রিপ ভ্যান উইঙ্কল্ (Rip Van Winkle)—আরভিং-রচিত কাহিনী (১৮২০ খ্রীঃ)। ইহাতে রিপ ক্যাটকিল পর্বতে কুড়ি বৎসর ঘুমাইবার পর বাড়ি ফিরিয়া আসে। সে দেখে, তাহার স্ত্রী মারা গিয়াছে। পৃথিবীর রূপই পালটাইয়া গিয়াছে।

রেজারেকশন (Resurrection)—লিও টলস্টয়-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস (১৮৯৯ খ্রীঃ)। ইহাতে কাটুসা মাসলোভা, সোফিয়া আইভ্যানোভা, ডিমিট্রি প্রভৃতির কথা লিখিত হইয়াছে।

রৈবতক—বাঙ্গালা কাব্য। নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বর্ণনাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। যৎকালে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজত্ব করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক দস্যু আসিয়া জনৈক ব্রাহ্মণের গাভী হরণ করে। অর্জুন সেই দস্যুকে মারিয়া ব্রাহ্মণের গাভী উদ্ধার করিয়া দেন। এই দস্যু অনার্যবংশীয় নাগরাজ চন্দ্রচূড়। তাহার মৃত্যুকালে তাহার এক অষ্টমবর্ষীয়া অনাথা কন্যার কথা শুনিয়া অর্জুন সেই কন্যার অনুসন্ধানার্থে আট বৎসর ভ্রমণ করিতে করিতে দ্বারকায় উপনীত হন, এবং তথায় সুভদ্রাকে দেখিয়া মুগ্ধ হন। এদিকে ভারতে তখন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে হিংসা দ্বেষ অত্যাচার প্রভৃতি প্রবল হইয়াছিল, এবং ব্রাহ্মণগণও অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই সকল দমন করিয়া ভারতে এক বিরাট্ ধর্মরাজ্যস্থাপনের জন্য কৃষ্ণ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। ব্যাস ও অর্জুন তাঁহার সহায় হইলেন। মহর্ষি দুর্বাসা তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মরক্ষার্থ ষড়যন্ত্র করিতে থাকিলেন এবং অনার্যপতি নাগরাজ বাসুকিকে আপনার পক্ষভুক্ত করিয়া কৃষ্ণের বিরুদ্ধে তাহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ আপনার সংকল্প সিদ্ধির জন্য যাদব ও পাণ্ডবে সম্বন্ধ স্থাপনার্থ সুভদ্রাকে অর্জুনের হস্তে অর্পণ করিতে উদ্যত হইলে বলদেব তাহাতে অসম্মত হইলেন। তখন অর্জুন কৃষ্ণের উপদেশানুসারে সুভদ্রাকে হরণ করিলেন।

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর-খৈয়াম—নরেন্দ্র দেব প্রণীত। সুললিত কবিতায় পারস্যের অমর কবি ওমর খৈয়ামের রোবাইয়াতের অনুবাদ। ইংরেজ কবি ফিটজেরাল্ড সর্বপ্রথম রোবাইয়াতের ইংরেজী অনুবাদ করিয়া এই রত্নগুলিকে জগতের কাছে পরিচিত করিয়া দেন। বহু অনুসন্ধানে এযাবৎ ১২০০ মূল রোবাইয়াৎ সংগৃহীত হইয়াছে। রোবাইগুলি ইয়োরোপের প্রায় সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রাশিয়ার শুকোভস্কি, ডাঃ ডেলিসন রস, মিঃ হেরন এলেন ট্যালবট, হুইনফীল্ড, জনসন, পেইন গ্যালিয়েনী প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। নরেন্দ্র বাবু প্রধানতঃ ফিটজেরাল্ডের অনুসরণ করিয়াছেন। অনুবাদ অতি সুললিত।

রোমাবতী—বাঙ্গালা উপন্যাস। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত। পূর্বকালে কৈরাত নামক স্থানের রাজা পুরঞ্জয়ের অধিক বয়সে রোমাবতী নামে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে তাঁহার বিবাহার্থ রাজা স্বয়ংবর-সভা আহ্বান করেন। কিন্তু বর মনোনীত না হওয়ায় রোমাবতী কাহাকেও বরমাল্য প্রদান করিলেন না। পরিশেষে একদিন প্রাসাদশিখরে দাঁড়াইয়া ইন্দ্রজাল বিদ্যা দর্শনকালে রোমাবতী এক অপরিচিত পুরুষকে দেখিয়া তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করেন। কিন্তু পরে তাঁহার কোন উদ্দেশ না পাইয়া রোমাবতী একদা গোপনে সখী মাধবিকার সহিত গৃহ পরিত্যাগ করেন, এবং এক পর্বতে উপস্থিত হইয়া তপস্বীর বেশ ধারণপূর্বক তপস্যায় নিযুক্ত হন। এদিকে ঐ পুরুষ- তাঁহার নাম রঞ্জন এবং তিনি জনৈক রাজপুত্র—রোমাবতীকে দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন। তিনিও গৃহাগত হইয়া রোমাবতীর অদর্শনে একান্ত অধীর হন। তখন তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া রোমাবতীর সন্ধানে বহির্গত হন, এবং বহু অন্বেষণের পর রোমাবতীর পিতার নিকট আগমন করেন। কিন্তু তাহার পূর্বেই রোমাবতী পলায়ন করিয়াছিলেন। তখন মাধব রোমাবতীর অন্বেষণে যাত্রা করেন। এদিকে রঞ্জনও স্থির থাকিতে না পারিয়া গৃহত্যাগী হন, এবং বহু বিপদ্ অতিক্রমপূর্বক যথায় রোমাবতী তপস্বীর বেশে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হন। তথায় পরস্পরের পরিচয়ে পরস্পরকে চিনিতে পারেন। এই সময়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাধবও তথায় উপস্থিত হন। পরে সকলে রোমাবতীর পিতৃভবনে প্রত্যাগমন করিলে রোমাবতীর সহিত রঞ্জনের এবং মাধবিকার সহিত মাধবের পরিণয়কার্য সম্পাদিত হয়।

রোমিও জুলিয়েত—বাঙ্গালা নাটক। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা ইংরাজ কবি সেক্সপীয়ারের রোমিও-জুলিয়েট গ্রন্থের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

ল

লাস্ট ডেজ অব পম্পিয়াই, দি (Last Days of Pompeii, The)—বালওয়ার লিটন-প্রণীত উপন্যাস (১৮৩৪ খ্রীঃ)। পম্পিয়াই শহরের ধ্বংসের পূর্বের ঘটনা। ইহাতে Glaucus ও Ione নামে দুইজন গ্রীকের প্রেম এবং Arbaces নামে এক বালিকার অভিভাবকের ষড়যন্ত্রের কথা লেখা আছে।

লিখিতসংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

লিঙ্গপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

লীলাবতী—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় কাশীপুরের জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি। কাশীধামে অবস্থানকালে ইঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারা অপহৃত হন এবং পরে পুত্র অরবিন্দ গৃহত্যাগ করিয়া যান। হরবিলাস পোষ্যপুত্র করণাভিপ্রায়ে ললিতমোহন নামক একটি যুবককে বাটীতে

রাখিয়া প্রতিপালন করেন। হরবিলাসের কনিষ্ঠা কন্যা লীলাবতী ও ললিতমোহন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হন। ইঁহাদের বিবাহ দিবার জন্য লীলাবতীর মাতুল, শিক্ষক এবং অন্যান্য লোকে হরবিলাসকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ললিতমোহনের বিশিষ্টরূপ কৌলীন্য মর্যাদা না থাকায় হরবিলাস তাঁহাকে কন্যাদানে অনিচ্ছুক হন এবং শ্রেষ্ঠকুলীন ও গুলিখোর নদেরচাঁদের সহিত বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন। নদেরচাঁদ স্বয়ং লীলাবতীকে দেখিতে আসে, এবং লীলাবতীর সম্মুখে আপনার মূর্খতা ও অসভ্যতার পরিচয় দেয়। লীলাবতীকে পাইবার আশা না থাকায় ললিতমোহন গৃহত্যাগ করেন ও লীলাবতী মানসিক কষ্টে শয্যাশায়িনী হন। তাঁহার মানসিক ভাব অবগত হইয়া হরবিলাস ললিতের হস্তেই তাঁহাকে সম্প্রদান করিবেন স্থির করেন। যোগজীবন নামক এক সন্ন্যাসী হরবিলাসের বাড়িতে আসিয়া আপনাকে অরবিন্দ বলিয়া পরিচয় দেন, এবং অরবিন্দের পত্নী ক্ষীরোদবাসিনীর কতকগুলি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়া গৃহে স্থান পান। ললিতের অনুসন্ধান করিতে করিতে তাঁহার বন্ধু সিদ্ধেশ্বর কাশীতে গিয়া প্রকৃত অরবিন্দের সাক্ষাৎ পান, এবং যোগজীবনের আগমনের তিন দিন পরে ললিত ও অরবিন্দসহ সিদ্ধেশ্বর কাশীপুরে উপস্থিত হন। তখন অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, যোগজীবন পুরুষ নহে, রমণী। সে হরবিলাসের রক্ষিতা এক ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাতা চাঁপা। চাঁপা পূর্বে হরবিলাসের গৃহেই থাকিত, কিন্তু একদা অরবিন্দ তাহাকে পত্নীভ্রমে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হওয়ায় অসতী অপবাদে সে গৃহবহিষ্কৃতা হইয়া সন্ন্যাসিনী বেশে নানা স্থানে পর্যটন করে। হরবিলাস পোষ্যপুত্র গ্রহণে উদ্যত হইলে তাহা রহিত করিবার জন্যই চাঁপা অরবিন্দপরিচয়ে গৃহে আসিয়াছিল। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পাইল যে, নদেরচাঁদের মাতুল ভোলানাথ চৌধুরী তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। সে এখন অহল্যা নামে পরিচিতা। পুত্র, কন্যা ও চাঁপাকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হরবিলাস আনন্দসহকারে ললিতের সহিত লীলাবতীর বিবাহ দিলেন।

লে মিজারেব্‌ল্‌স্‌ (Les Miserables) —ফরাসী লেখক ভিক্টর হিউগো-রচিত বিখ্যাত উপন্যাস। গ্রন্থটি দুই খণ্ডে বিভক্ত। ইহাতে নায়ক জিন ভালজিনের কাহিনী লিখিত আছে।

লোক রহস্য—বাঙ্গালা বিদ্রূপাত্মক সামাজিক গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল, ইংরাজ স্তোত্র, বাবু, বসন্ত ও বিরহ, হনুমদ্বাবু সংবাদ, গ্রাম্য কথা, Theory, New Year's Day প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যঙ্গাত্মক প্রবন্ধ আছে। সকল প্রবন্ধেই সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক প্রভৃতি দোষের উপর বিদ্রূপাত্মক কশাঘাত আছে।

শ

শকুন্তলা—বাঙ্গালা সাহিত্যগ্রন্থ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত। মহাকবি কালিদাস রচিত অভিজ্ঞান শকুন্তলের ভাবাবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। মহারাজ দুষ্মন্তের মৃগয়ায় গমন, তপোবনমধ্যে শকুন্তলার দর্শন ও উভয়ের হৃদয়ে প্রগাঢ় অনুরাগ সঞ্চার, গান্ধর্ব বিবাহ, রাজার প্রত্যাগমন, শকুন্তলার প্রতি দুর্বাসার অভিশাপ, শকুন্তলার পতিগৃহে গমন ও স্বামিকর্তৃক প্রত্যাখ্যান, অপ্সরোলোকে বাস, দুষ্মন্তের অনুশোচনা, উভয়ের পুনর্মিলন প্রভৃতি ঘটনাসমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শকুন্তলা-তত্ত্ব—সমালোচনাগ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। মহাকবি কালিদাস প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের চমৎকারিত্ব প্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ দুষ্মন্ত, শকুন্তলা এবং নাটকীয় অন্যান্য চরিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া কাহার প্রকৃতি কিরূপ এবং কি কৌশলে কবি সেই সকল চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহাই বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। পরিশেষে মহাভারতীয় শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত নাটকীয় শকুন্তলা আখ্যানের কি প্রভেদ, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শকুন্তলা রহস্য—বাঙ্গালা সমালোচনা গ্রন্থ। বিহারিলাল সরকার সংকলিত। ইহাতে পদ্মপুরাণান্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যানের সহিত মহাকবি কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান-শকুন্তলের আলোচনা করা হইয়াছে।

শঙ্কর দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

শঙ্করবিজয়—বাঙ্গালা জীবনচরিত বিষয়ক গ্রন্থ। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে শিবের শঙ্করাচার্যরূপে জন্ম, শিক্ষা, সন্ন্যাসগ্রহণ, শঙ্করের শিবদর্শন, দিগ্বিজয়, হস্তামলকাদি শিষ্যগণের বিবরণ, কাপালিক বধ, শঙ্করাচার্যের ইহলোকত্যাগ ও কৈলাসগমন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। শঙ্করাচার্যকে শিবাবতাররূপে বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

শঙ্করাচার্য—বাঙ্গালা নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। ইহাতে মহাত্মা শঙ্করাচার্যের জন্ম হইতে চরিত্র বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার শঙ্করকে শিবের অবতাররূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। ইহা মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়।

শঙ্করাচার্যচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে শঙ্করাচার্যের জন্ম, শিক্ষা, সন্ন্যাসগ্রহণ, ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি, দিগ্বিজয়, মোক্ষলাভ প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

শঙ্খ—গীতিকাব্য। অক্ষয়কুমার বড়াল প্রণীত। গাম্ভীর্য ও ভাবগর্ভতা শঙ্খের বিশেষত্ব।

শরৎ সরোজিনী—বাঙ্গালা নাটক। উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। শরৎ রিষড়ার একজন সদ্‌গুণশালী জমিদার। তিনি কখনও বিবাহ করিবেন না, স্থির করিয়াছিলেন। ভগিনী সুকুমারী ব্যতীত তাঁহার আর কেহ ছিল না। সরোজিনী নাম্নী এক প্রতিবেশিনী-কন্যা অল্পবয়সে মাতাপিতৃহীনা হইয়া তাঁহার গৃহে প্রতিপালিতা হন। শরৎ তাঁহাকে স্বীয় ভগ্নীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। মতিলাল নামে তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী জমিদার ছিলেন। মতিলালের গৃহে বিনয় নামক একটি বালক প্রতিপালিত হইতেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে আট হাজার টাকার সহিত তাঁহাকে মতিলালের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। মতিলাল ঐ টাকাগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য বিনয়কে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন, এবং দস্যুর দ্বারা তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করেন। শরৎ তাঁহাকে রক্ষা করেন। এদিকে মতিলাল শরতের ভগিনী সুকুমারীকে বিবাহ করিবার জন্য ঘটকী পাঠাইয়া দেন। সরোজিনী তাহাকে অপমান করিয়া বিদায় করেন। ইহাতে মতিলাল শরতের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে থাকেন। সরোজিনী এই সংবাদ কলিকাতায় শরতের নিকট পাঠাইলে শরৎ বিনয়কে বাড়িতে পাঠাইয়া দেন। এই সময় বিনয় ও সুকুমারীর মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হয়। সরোজিনী পূর্ব হইতেই শরৎকে ভালবাসিয়াছিল। কয়েকদিন পরে মতিলাল সুকুমারীকে হরণ করিবার জন্য শরতের বাড়িতে ডাকাতি করান। দৈবক্রমে শরৎ তাহার পূর্বক্ষণেই উপস্থিত হওয়ায়

দস্যুরা হতাহত হইয়া পলায়ন করে। অনন্তর শরৎকে পাইবার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া সরোজিনী গোপনে গৃহত্যাগ করেন। শরৎ তাঁহার অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তখন মতিলাল সুকুমারী ও বিনয়কে হরণ করিয়া লইয়া যান, এবং জাল দলিল প্রস্তুত করিয়া তিনি শরতের বিষয়ের অধিকারী বলিয়া আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করেন। কিন্তু তাঁহার উপপত্নী ভ্রাতৃজায়ার চেষ্টায় তাহা বিফল হয় এবং তাহারই হস্তে মতিলাল জীবন বিসর্জন করেন। পরে নানা বিঘ্নবিপদ্ অতিক্রম করিয়া শরৎ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করেন। সরোজিনী তাঁহার অনুরাগের বিষয় অবগত হইয়া তথায় উপস্থিত হন। পরে সরোজিনীর সহিত শরতের এবং সুকুমারীর সহিত বিনয়ের শুভ মিলন হয়।

শর্মিষ্ঠা—বাঙ্গালা মিলনান্ত নাটক। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত। দৈত্যরাজ-কন্যা শর্মিষ্ঠা শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিলে মহারাজ যযাতি আসিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। অনন্তর শুক্রাচার্যের ক্রোধ অপনোদনার্থ দৈত্যরাজ শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাসীত্বে নিযুক্ত করিয়া দেন। উদ্ধারকর্তা যযাতির উপর দেবযানীর প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া শুক্রাচার্য প্রিয় শিষ্য কপিলকে প্রতিষ্ঠানপুরে পাঠান, এবং তথা হইতে যযাতিকে আনাইয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দেন। দেবযানীর সহিত শর্মিষ্ঠা পরিচারিকারূপে রাজধানীতে আনীত হন, এবং তিনি রাজার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়া পড়েন। পরে গোপনে গান্ধর্ব মতে রাজার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইহার কিছুকাল পরে রাজা দেবযানীর সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে একটি উদ্যানে উপস্থিত হইলে শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত পুত্রত্রয় পিতৃসম্বোধনে রাজার নিকট উপস্থিত হয়। দেবযানী তখন সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া ক্রোধভরে সখী পূর্ণিকার সহিত রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া পিতার নিকট যাত্রা করেন। সেই সময়ে শুক্রাচার্য কন্যা দৌহিত্র দর্শনাভিপ্রায়ে রাজধানী অভিমুখে আসিতেছিলেন। পথে দেবযানীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কন্যার মুখে সমস্ত অবগত হইয়া কন্যার অনুরোধে তিনি রাজাকে জরাগ্রস্ত হইবার শাপ দেন। পরে অনুতপ্ত হইয়া দেবযানী অভিশাপ প্রত্যাহার করিতে বলিলে, শুক্রাচার্য রাজাকে সহস্র বৎসরের জন্য পুত্রে জরাভার সমর্পণ করিয়া যৌবন উপভোগ করিবার বর দেন। দেবযানীর দুই পুত্র এবং শর্মিষ্ঠার গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম পুত্র পিতার জরাভার গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে রাজা তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। পরে শর্মিষ্ঠার কনিষ্ঠ পুত্র পিতার জরাভার গ্রহণ করিলে রাজা পুনঃ যৌবন প্রাপ্ত হইয়া রাজকার্য করিতে থাকেন। তখন শুক্রাচার্য স্বহস্তে শর্মিষ্ঠাকে রাজার করে সমর্পণ করেন, এবং পুরুর দ্বারা তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে বলিয়াই যে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দেন। দেবযানীও সপত্নীভাব ত্যাগ করিয়া শর্মিষ্ঠাকে সাদরে গ্রহণ করেন।

শব্দকল্পদ্রুমঃ—সংস্কৃত অভিধান গ্রন্থ। রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর কর্তৃক সম্পাদিত। অ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষ পর্যন্ত যাবতীয় স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের অন্তর্গত শব্দসমূহের সংস্কৃত অর্থ, প্রতিশব্দ, উৎপত্তি, ধাতু প্রভৃতি, স্মার্ত ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় বিবিধ পৌরাণিক আখ্যায়িকা ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুম সম্পাদন ও প্রচার রাধাকান্ত দেবের বহুদিনের পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থব্যয়ের ফল। এই সুবিস্তৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি জগদ্ব্যাপী যশ উপার্জন করিয়াছিলেন। প্রথম সংস্করণ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করেন। বহুকাল পরে হরিচরণ বসু, হিতবাদীর এবং বসুমতীর স্বত্বাধিকারিদ্বয় (পৃথক্ পৃথক্) ইহার এক একটি সংস্করণ বাহির করিয়া বিক্রয় করেন।

শশাঙ্ক—ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মুসলমানবিজয়ের পূর্বে বাঙ্গালী জাতির ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক ইহার প্রধান চরিত্র। লেখক উত্তরাপথের সপ্তম শতাব্দীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

শাণ্ডিল্য-সূত্র—সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র (ভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ)। স্বপ্নেশ্বরবিদ্ বিরচিত। উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। ইহাতে আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মজ্ঞান, যোগ, সমাধি, ভক্তি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ইহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে।

শাতাতপ-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

শাপাবসানম্—সংস্কৃত নাটক। নৃত্যগোপাল রায় কবিরত্ন প্রণীত। শাপান্তে অভিমন্যুর চন্দ্রলোকে গমন, এই আখ্যান অবলম্বনে নাটকখানি আনুমানিক ১৮৯০ খ্রীঃ রচিত।

শারীর স্বাস্থ্য-বিধান—ডাক্তার চুনীলাল বসু প্রণীত। স্বাস্থ্যরক্ষার মূলতত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞতা হেতু সংসারে সর্বদা অনর্থ ঘটিয়া থাকে। আমাদের সংসারে দৈনন্দিন সকল কার্য স্ত্রীলোকদিগের হস্তেই ন্যস্ত থাকে; সুতরাং তাঁহাদিগের মধ্যে স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মগুলি প্রচারিত হইলে বিশেষ সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। এই উদ্দেশ্য লইয়া বর্তমান পুস্তক প্রণীত হইয়াছে। ইহাতে লেখক পাশ্চাত্ত্য স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীর সহিত আয়ুর্বেদোক্ত নিয়মাবলীর সামঞ্জস্য করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য বিধিগুলি এদেশের উপযোগী নহে, অতএব তাহা বর্জনীয়।

শাস্তি কি শাস্তি—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বিধবাবিবাহের ফল কিরূপ, ইহাই লক্ষ্য করিয়া এই নাটক রচিত হইয়াছে। প্রসন্নকুমার নামক এক ধনী ব্যক্তির দুই কন্যা (ভুবনমোহিনী ও প্রমদা) ও এক শুদ্ধাচারপরায়ণা বিধবা পুত্রবধূ ছিল। প্রসন্নকুমারের জ্যেষ্ঠ জামাতা মৃত্যুকালে আপনার সমস্ত সম্পত্তি স্ত্রীর নামে উইল করিয়া বন্ধু প্রকাশবাবুকে তাহার "একজিকিউটর" করিয়া যান। ক্রমে প্রকাশবাবুর সহিত বিধবা ভুবনমোহিনীর গুপ্ত প্রণয় সংঘটিত হয়। এদিকে প্রমদা বিবাহরাত্রিতেই বিধবা হয়। বালিকা কন্যার ব্রহ্মচর্য অসহ্য হওয়ায় এবং ভুবনমোহিনীর অধঃপতন দর্শনে প্রসন্নকুমার প্রমদার আবার বিবাহ দেন, কিন্তু প্রমদা তাহাতেও সুখী হইল না। তাহার স্বামী নানাপ্রকারে অর্থ নষ্ট করিয়া প্রমদাকে কষ্ট দিতে লাগিলেন। এদিকে প্রকাশবাবুর সহিত গুপ্ত প্রণয়ের ফলে ভুবনমোহিনীর গর্ভ হইল। তখন প্রকাশ তাহাকে ত্যাগ করিলেন। ভুবনমোহিনী ভিখারিণীর অনাথাশ্রমে আশ্রয় লইল। প্রসন্নকুমারের স্ত্রী এই সকল দুর্ঘটনা সহ্য করিতে না পারিয়া ইহলোক ত্যাগ করিলেন। প্রসন্নকুমারও শেষে ভুবনমোহিনীকে হত্যা করিয়া আত্মহত্যা করিলেন।

শিখ ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী সম্পাদিত। ইহাতে শিখজাতির উৎপত্তি, শিখধর্মের ক্রমোন্নতি, বিস্তার এবং প্রাধান্যলাভ, শিখগুরুগণের কাহিনী, তাঁহাদিগের অসাধারণ আত্মত্যাগ ও স্বদেশহিতৈষণা, শিখরাজ্যের উত্থান ও পতনকাহিনী, পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ, ইংরাজের সহিত শিখদিগের যুদ্ধ, ইংরাজের পঞ্জাব অধিকার প্রভৃতি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শিখগুরুগণকৃত গ্রন্থসমূহের বিবরণ আছে।

কানিংহাম সাহেবের History of the Shikhs গ্রন্থ অবলম্বনে ইহা লিখিত। কিন্তু কানিংহামের গ্রন্থে দ্বিতীয় শিখযুদ্ধের বিবরণ নাই। ইহাতে উক্ত বিবরণও প্রদত্ত হইয়াছে।

শিখা—বাঙ্গালা গীতিকাব্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহাতে প্রেম, শোক, প্রাকৃতিক দৃশ্য ও অন্যান্য বিষয়ক অনেকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শিবগীতা—'পঞ্চগীতা' দ্রঃ।

শিবাজীর জীবনচরিত—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত। ইহাতে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর জন্মবৃত্তান্ত, তাঁহার স্বদেশহিতৈষণা, মোগল বাদশাহের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, স্বজাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব স্থাপন, কূট রাজনীতিজ্ঞানে পারদর্শিতা, উদারতা, যুদ্ধকৌশল প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত মহারাষ্ট্র ও মোগল রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীর পূর্ববৃত্তান্ত, পণ্ডিত তুকারাম ও বামনের বৃত্তান্তও আলোচিত হইয়াছে। সভাসদ্, চিটনীস, পবাড়াসংগ্রহ প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় গ্রন্থ এবং কতকগুলি ইংরাজী, হিন্দী ও সংস্কৃত গ্রন্থের সাহায্যে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে।

শিবোপনিষৎ—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। ইহাতে জীবের সুখদুঃখ বিচার, আশু সিদ্ধিলাভের উপায়, পঞ্চবায়ুর স্বরূপ, সমাধিযোগ, বৈরাগ্যযোগ, কর্মযোগ, শান্তিলাভের উপায়, সঙ্গনিরূপণ, ব্রহ্মযোগ, আত্মযোগ, ধর্মাধর্ম বিনির্ণয়, মৃত্যুবিবরণ, মুক্তি, বিভূতিলাভের উপায়, জপযোগ, কৈবল্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শিলাচক্রার্থবোধিনী—সংস্কৃত ব্যবস্থাগ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত ও তদাত্মজ রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শালগ্রামশিলার উৎপত্তি, শিলালক্ষণ, কোন্ শিলা পূজ্য ও ত্যাজ্য, চিহ্নানুসারে শিলার নাম, চক্রলক্ষণপরীক্ষা, পূজাবিধি, পূজাধিকারী, মহাস্নান প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শিলাচক্রবিবেক ও বাণলিঙ্গলক্ষণ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা বহুবিধ পুরাণ তন্ত্রাদি হইতে সংকলিত।

শুক্রনীতি—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। মহর্ষি শুক্রাচার্য প্রণীত। ইহাতে রাজনীতি, রাজাদিগের কর্তব্যাকর্তব্য, রক্ষকাদি নিয়োগ, প্রজাপালন, সামন্তাদি রাজা, দণ্ডবিধি, আয়ব্যয় ব্যবস্থা, শাসনপত্র, পাট্টা কবুলতি, ভাগপত্র প্রভৃতির বিবরণ, ভৃত্যকার্য, সাধারণ সম্বন্ধে বিবিধ বিধান সামদানাদি উপায় প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে।

শুদ্ধিতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীলোকের সহমরণ ব্যবস্থা, যোগসিদ্ধি প্রকরণ, অশৌচসংকর, গুরু লঘু অশৌচের মিলনে ব্যবস্থা, অশৌচান্তদিনে কর্তব্যকর্ম, স্ত্রী-বালকাদির অশৌচ নিরূপণ, প্রবাসস্থ ব্যক্তির মৃত্যুতে অশৌচ, সপিণ্ডাদির অশৌচ, মৃত্যুবিশেষে অশৌচ প্রভৃতি বিবিধ অশৌচ ব্যবস্থা, অশৌচকালে সন্ধ্যাদি নিত্যকর্মের বর্জনীয়তা, দ্রব্যশুদ্ধি বিচার, মুমূর্ষু-কর্তব্য, কুশপত্র দাহের ব্যবস্থা, তর্পণবিধি, পূরকপিণ্ডদান, ষোড়শ দান ও বৃষোৎসর্গাদি কর্ম, প্রেতকার্যে অধিকারী নিরূপণ, ব্যবস্থাসমূহের সারসংগ্রহ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে আরও নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা ও ব্যবস্থা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

শুভ-বিবাহতত্ত্ব—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। বিবাহের উদ্দেশ্য কি, সহধর্মিণীকে লইয়া কিরূপে সংসারযাত্রা নির্বাহ করিতে হয়, কিরূপ পাত্রীকে বিবাহ করা উচিত ইত্যাদি বিষয় হইতে আরম্ভ করিয়া ফুলশয্যা, বৌভাত, নিমন্ত্রণপত্র এবং বিবাহের প্রীতি উপহার কবিতা পর্যন্ত এই পুস্তকে বিস্তৃতভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য জাতির কুলনির্ণয়, বিবাহ বিষয়ে জ্যোতিষোক্ত বিধি, বিবাহের মন্ত্রসমূহের অনুবাদ প্রভৃতি দ্বারা গ্রন্থকার এই প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির কলেবর অলংকৃত করিয়াছেন। বিবাহসংস্কার ও পুত্রোৎপাদনের সহিত ধর্মের কিরূপ সম্বন্ধ, বিবাহবিষয়ক নিষিদ্ধ বিধি প্রভৃতি সহজভাবে শাস্ত্রীয় প্রমাণের সহিত আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থকার ব্যাস, মনু, চরক প্রভৃতি আর্য ঋষিগণের সহিত ডারুইন, স্পেন্সার, সক্রেটীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামতসমূহও উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বহুকাল পূর্বে আর্য ঋষিগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত সত্য।

শূন্য পুরাণ—বাঙ্গালা কাব্য। রামাই পণ্ডিত প্রণীত। শূন্যবাদ ও ব্রহ্মজ্ঞান বর্ণনা করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহাতে শূন্যমূর্তি হইতে ধর্মের উৎপত্তি, ধর্ম হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের উদ্ভব, ধর্মের ঘর্ম হইতে আদ্যাশক্তি প্রকৃতির জন্ম, জলপ্লাবন, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্মপূজা, পূজানিয়ম, যমরাজের বৃত্তান্ত, বারমাসি, মুক্তিস্নান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শূরসুন্দরী—বাঙ্গালা কাব্য। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দিল্লীশ্বর আকবর শাহ শ্যালক মানসিংহের অপমানকারী উদয়পুরাধিপতিকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, দিল্লীর অন্তঃপুর মধ্যে নৌরোজা নামক শখের বাজার স্থাপন করেন। তথায় ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই রমণী। এই বাজারে উক্ত রানার ভ্রাতুষ্কন্যা ও পৃথ্বীরায়ের পত্নী শূরসুন্দরীকে আনয়নপূর্বক সম্রাট্ তাঁহার উপর অবৈধ অত্যাচার করিতে উদ্যত হন। কিন্তু শূরসুন্দরী তরবারি ধারণপূর্বক তাঁহাকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে বাদশাহ তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনও কোন রাজপুতরমণীকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিবেন না বলিয়া এক অঙ্গীকার-পত্র লিখিয়া দেন।

শ্রাদ্ধতত্ত্বম্—সংস্কৃত স্মৃতিগ্রন্থ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য প্রণীত। ইহাতে শ্রাদ্ধের নিয়ম, ইতিকর্তব্য, শ্রাদ্ধকাল, আদ্যশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট, পার্বণ শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, শ্রাদ্ধাধিকারী, সপিণ্ডীকরণ প্রভৃতি শ্রাদ্ধসম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে।

শ্রীকণ্ঠ—রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রণীত। ইহাতে সুললিত ও মধুর ভাষায় মহাকবি ভবভূতির উত্তরচরিত, বীরচরিত এবং মালতীমাধব এই তিনখানি কাব্য সমালোচিত হইয়াছে।

—বাঙ্গালা উপন্যাস। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ১ম পর্ব।—ছেলেবেলায় খেলার মাঠে শ্রীকান্তের সহিত ইন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। ইন্দ্রনাথই সেদিন কতকগুলি মুসলমান দুর্বৃত্তের হাত হইতে শ্রীকান্তের জীবনরক্ষা করে এবং সেই হইতেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়। একদিন রাত্রে ইন্দ্রনাথ শ্রীকান্তকে মাছ চুরি করিতে লইয়া যায় এবং সে যে ভাবে জেলেদের কবল হইতে সেই অন্ধকার রাত্রে বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করে তাহা অদ্ভুত। এত বিপদ্ মাথায় করিয়া মাছ চুরি করিবার কারণ শ্রীকান্ত একদিন জিজ্ঞাসা করে—তাহাতে ইন্দ্র তাহাকে জানায় যে, যেখানে সে তাহাকে লইয়া যায় সেটা তাহার অন্নদাদিদির বাড়ি এবং সে তাহাকে সাহায্য করিবার জন্যই উহা করিয়া থাকে। অন্নদাদিদি মুসলমানী, কেননা তাহার স্বামী এখন মুসলমান। তবে একদিন তাহারা হিন্দু ছিল—তাহার স্বামী বড় ভগ্নীকে হত্যা করিয়া ফেরার হয় কিন্তু

পরে যখন অন্নদা তাহাকে চিনিতে পারে, তখন সে মুসলমান, তবু অন্নদা স্বামীর অপরাধ বিস্মৃত হইয়া চলিয়া আসে। অন্নদার স্বামী এখন সাপখেলা দেখাইয়া জীবিকানির্বাহ করে আর ইন্দ্র ইহার কাছে শুধু মন্ত্রতন্ত্র শিখিবার আশায় আসে। এ পরিচ্ছেদের অবসান হয় অন্নদার স্বামীর মৃত্যু এবং তাহার নিরুদ্দেশে।

ইহার পর শ্রীকান্তকে আমরা দেখি তাহার ছেলেবেলার রাজপুত্র বন্ধুর প্রমোদ-সভায়। সেখানে পিয়ারী নামে এক বাইজী আসিয়াছিল। সে-ই তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করে।

এবার শ্রীকান্ত পিয়ারীকে চিনিতে পারে যে, সে-ই তাহাদের গ্রামের রাজলক্ষ্মী, যে একদিন খেলাচ্ছলে তাহাকে বৈঁচির মালা দিয়া বর করিয়াছিল। কিন্তু সে যে সত্যই এমনি করিয়া তাহার প্রেম স্বীকার করিতে পারে, তাহা শ্রীকান্ত কখনই ভাবে নাই।

তবু, শ্রীকান্ত বাড়ির পথে নামিল। কিন্তু বাড়ি ফেরা হইল না, এক সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে স্থির করিল। সন্ন্যাসীদের সহিত পর্যটন মন্দ লাগিতেছিল না, এমনি সময় ছোটবাঘিয়া গ্রামে রামবাবুর সহিত তাহার পরিচয় হইল। ইহার সহিত ঘনিষ্ঠতায় শ্রীকান্তের জীবনের চাকা ঘুরিয়া গেল। হঠাৎ সেই গ্রামে মহামারী উপস্থিত হওয়ায় সন্ন্যাসীরা গ্রাম পরিত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু রামবাবু পীড়িত হওয়ায় শ্রীকান্ত রহিয়া গেল। শ্রীকান্তের সেবায় ইহারা সুস্থ হইলেন, কিন্তু শ্রীকান্ত পীড়িত হইল। এবার ইহারা কিন্তু নির্বিবাদে শ্রীকান্তকে ফেলিয়া মহামারীর ভয়ে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। ভাগ্যক্রমে একজন রেল কোম্পানির কর্মচারী শ্রীকান্তের অনুরোধে পিয়ারীকে খবর দিয়াছিল, তাই শ্রীকান্ত এ যাত্রা বাঁচিয়া গেল।

২য় পর্ব। কিছুদিন পরে একটা চাকুরি পাইয়া শ্রীকান্ত রেঙ্গুনগামী জাহাজে চড়িয়া বসিল। এই জাহাজেই তাহার সহিত উল্লেখযোগ্য আলাপ হইল অভয়া আর রোহিণীবাবুর সঙ্গে। অভয়া রেঙ্গুনে স্বামিসন্ধানে আসিয়াছে, রোহিণী তাহার গ্রামের লোক।

রেঙ্গুনে প্রথমে কিছুদিন খুঁজিয়া কোন ফল হইল না—তবে অভয়াকে ভাল না বুঝিলেও এটুকু শ্রীকান্ত বুঝিতে পারিল যে, রোহিণী অভয়াকে লইয়া সংসার পাতিতে চাহে। এমনি সময়ে আবার অভয়ার স্বামীর খোঁজ মিলিল। যে অফিসে শ্রীকান্ত কাজ করে, সেইখানেই একটা চুরির 'কেসে' তাহার চাকরি যাওয়ার অবস্থা হইল। নিষ্পত্তিটা শ্রীকান্তের হাতেই ছিল, কাজেই সে সব জানিতে পারিল। এমন কি সে যে নূতন সংসার পাতিয়াছে তাহাও জানিল। তবু চাকরির ভয় দেখাইয়া শ্রীকান্ত তাহাকে অভয়ার ভার লইতে রাজী করাইয়া লইল। কিন্তু যাহা হইবার নয় তাহা হয় না, তবে রোহিণী অভয়াকে বোধ হয় ভালবাসিয়াছিল, এখন তাহাকে অবলম্বন করিয়া অভয়াকে উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। ইহার পরের ঘটনা, শ্রীকান্ত দেশে রাজলক্ষ্মীর কাছে ফিরিল। তাহার সহিত কিছুদিন পাটনা, প্রয়াগ, কাশী প্রভৃতি ভ্রমণ করিয়া শ্রীকান্ত নিজের গ্রামে ফিরিল। কিন্তু পরের দিন সকালেই রাজলক্ষ্মী যখন সকল লজ্জার মাথা খাইয়া শ্রীকান্তকে ফিরাইয়া লইতে আসিল, তখন আত্মীয় অনাত্মীয় গ্রামবাসীদের সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হইবার এবং উপভোগ করিবার জিনিস মিলিল।

৩য় পর্ব। পাটনায় আসিয়া শ্রীকান্ত কিছুদিন ম্যালেরিয়ায় ভুগিল, তাহার পর রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে তাহার জমিদারি গঙ্গামাটিতে লইয়া আসিল। এখানে ভদ্রলোক নাই—ছোট জাতে ভরা গ্রাম, তাই বোধ হয় রাজলক্ষ্মী সংসার পাতিবার উপযুক্ত মনে করিয়াছিল। গ্রামে আসিয়াই স্টেশনে এক তরুণ সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ হইল। রাজলক্ষ্মীর তাহাকে বড় ভাল লাগিল—সেই হইতে সে সাধুর দিদি হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী একদিন সকলকে দুঃখ দিয়া চলিয়া গেলেন।

পরের ঘটনা, নায়েব কুশারী মহাশয়ের কথা। কুশারীরা দুই ভাই—ছোট ভাই, যদুনাথ পণ্ডিত লোক খুব সাদাসিধে, যদুনাথ তাঁহার শিক্ষক-কন্যা সুনন্দাকে হঠাৎ বিবাহ করিয়া আসিয়াছিলেন—সেই হইতে কুশারী গৃহিণী তাঁহার উপর তেমন প্রসন্ন ছিলেন না। তবু বেশ দিন কাটিতেছিল, কিন্তু যেদিন সুনন্দা শুনিল যে, তাহার ভাসুরের সমস্ত সম্পত্তিই পাপার্জিত, সেইদিন সে আলাদা কুটিরে গিয়া সংসার পাতিল। কুশারী মহাশয়ের অন্য কেহ ছিল না, কাজেই তাঁহার গৃহিণীরও আক্ষেপ করিবারই কথা। ইহাদের সংসারে রাজলক্ষ্মী মিলন ঘটাইল।

তারপর একদিন রাজলক্ষ্মী তীর্থ করিবে বলিয়া বাহির হইল, শ্রীকান্ত ভাবিল রাজলক্ষ্মী তাহাকে আর চাহে না, তাই সেও ভাবিল একটু ঘুরিয়া আসে। পথে ছেলেবেলার সতীর্থ ব্যাঙের সঙ্গে দেখা হইল। সে রেলওয়ে সব-ওভারসিয়ার—হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় শ্রীকান্ত তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। কিন্তু ব্যাঙ বাঁচিল না—শ্রীকান্ত আরও অনেকের সেবা করিতে করিতে অসুস্থ হইয়া পড়িল। সেই সময় সেই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাহার দেখা হইল। তিনি শ্রীকান্তকে তাঁহার দিদি রাজলক্ষ্মীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

পথে গরুর গাড়ির চালক ১০।১২ বৎসরের বালক যখন বলিল যে, সে রাস্তা চেনে না, মামার কথাতেই আসিয়াছে, তখন শ্রীকান্ত নিরুপায়। সেই রাত্রে যেখানে সে আশ্রয় পাইল সেটা দরিদ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়ি। এখানে শ্রীকান্ত পীড়িত হইয়া পড়িল কিন্তু সেবার ত্রুটি হইল না।

সুস্থ হইয়া শ্রীকান্ত বাড়ি ফিরিল, তখন রাজলক্ষ্মী ফিরিয়াছে। সে বুঝিল যে, এ কাহার উপর অভিমান! তাহা ছাড়া যখন সে দেখিল যে, শ্রীকান্তের দরখাস্তের উত্তরে 'রেঙ্গুন অফিস' তাহাকে আবার চাকরিতে যোগদান করিতে লিখিয়াছে, তখন সেও চোখের জল না ফেলিয়া থাকিতে পারে নাই। কেননা এ দরখাস্তের কথাও সে আগে জানিত না।

৪র্থ পর্ব। কাশী হইতে শ্রীকান্ত ফিরিতেছিল—পথে এক রাঙাঠাকুর্দার সঙ্গে দেখা। গ্রামসম্পর্কে একটা কি সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এত যত্ন করিবার কথা নহে। জোর করিয়া লইয়া গিয়া আদর-যত্নের পর রাঙাদিদি যখন তাঁহার নাতনী পুঁটুর সাথে শ্রীকান্তকে বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার ইচ্ছা স্থির করিয়াছেন বলিয়া ফেলিলেন, তখন শ্রীকান্ত কাঠ হইয়া গেল। এ যাত্রায়ও রাজলক্ষ্মী তাহাকে বাঁচাইল। পুঁটুর বিবাহের টাকাকড়ি সাহায্য করিবার কথা দিলে তবে রাঙাঠাকুর্দা তাহাকে মুক্তি দিলেন।

আবার ট্রেন—পথে আর একজনের সঙ্গে দেখা। এখানে কন্যাদায় ছিল না—কেন না এ শ্রীকান্তের বন্ধু গহর। গহর কবি—নিরালা বনের ভিতর তাহার বন্ধু শ্রীকান্তকে পাইয়া খুশী হইল। তাহার রামায়ণের রচনা দেখাইল, আর স্থানীয় আখড়ার বৈষ্ণবী বান্ধবী কমললতার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল,—কমল শ্রীকান্তকে আশ্রমের অতিথি করিয়া লইল। কিছুদিন পরে আবার শ্রীকান্ত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। আসিয়া দেখে রাজলক্ষ্মী আসিয়াছে। সকল কথা শুনিয়া রাজলক্ষ্মী যেন কেমন হইয়া গেল—বিশেষতঃ বৈষ্ণবী

কমলির অত সেবাযত্নের কি প্রয়োজন ছিল? তাই সে একবার শ্রীকান্তকে লইয়া কমলকে না দেখিয়া থাকিতে পারিল না। তবে কমলদর্শনের পর সে যে খুশী হইয়াছিল, এ কথা বোঝা গেল না। তাহারা ফিরিল।

ইহার কিছুদিন পরে গহরের পত্র আসিল, সে মৃত্যুশয্যায় একবার শ্রীকান্তকে দেখিতে চাহে। শ্রীকান্ত আসিল, কিন্তু দেখা হইল না। কমলের এত সেবা-যত্ন শুধু যে বৃথাই হইল তাহা নহে, মুসলমানকে এভাবে সেবাশুশ্রূষা করার অপরাধে তাহার আশ্রমচ্যুতির দণ্ড হইল।

এই সবগুলি ভবঘুরে শ্রীকান্ত-হৃদয়কে বিচলিত করিয়া ফেলিয়াছিল সত্য কিন্তু সব চেয়ে সে ব্যথা পাইল কমলের কথায়, কারণ কমল তাহাকে ভালবাসিয়াছে।

কমলকে বৃন্দাবনের ট্রেনে তুলিয়া নিজেও উঠিয়া পড়িল এবং সাঁইথিয়া হইতে শ্রীকান্ত আবার ফিরিল।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়—বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থ। মালাধর বসু প্রণীত। রাধিকাপ্রসাদ দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইতে ব্রজলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা ও দেহত্যাগ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদবলম্বনেই এই গ্রন্থ রচিত। প্রকাশক বলিয়াছেন যে, ইহা বঙ্গভাষার আদি কাব্য। ইহা ১৪০২ শকে রচিত হইয়াছিল।

শ্রীবাৎস্যচরিতম্ জগচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। ইহাতে লেখক প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, চট্টগ্রামের বর্তমান ব্রাহ্মণগণের পূর্বপুরুষগণ রাঢ়দেশ হইতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এই চট্টগ্রামের কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণবংশের বিবরণও ইহাতে প্রদত্ত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—সংস্কৃত ধর্মগ্রন্থ। বেদ-ব্যাস প্রণীত। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত, এবং ছয়টি করিয়া অধ্যায়ে এক একটি ষট্‌ক হইয়াছে। ইহার প্রথম ষট্‌কে কর্মযোগ, দ্বিতীয় ষট্‌কে জ্ঞানযোগ এবং তৃতীয় ষট্‌কে ভক্তিযোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। নিষ্কামভাবে অর্থাৎ কেবলমাত্র ঈশ্বর প্রীতি উদ্দেশে কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া ও সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভক্তির দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিলে জীব পরম পদ প্রাপ্ত হয়, ইহাই ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে। দামোদর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৯টি টীকা ও ভাষ্যসহ এবং অনুবাদ ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা সহিত ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। স্বামী কৃষ্ণপ্রসন্ন শঙ্করভাষ্য ও ভাষ্যের ব্যাখ্যা সহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন।

Sir Edwin Arnold সাহেব "The Song Celestial" নামে ইংরাজী ভাষায় গীতার একখানি পদ্যানুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতম্—সংস্কৃত পুরাণগ্রন্থ। মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত। ইহা দ্বাদশ স্কন্ধে বিভক্ত। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্রাহ্মণ কর্তৃক তক্ষকদংশনে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া মৃত্যুর পূর্বে হরিকথা শ্রবণের অভিলাষ করেন। তদনুসারে শুকদেব আসিয়া তাঁহার নিকট এই গ্রন্থ বর্ণন করেন। ইহা ভক্তিমূলক গ্রন্থ। ইহাতে সৃষ্টিবিবরণ, সাংখ্যযোগ, দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবোপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, প্রহ্লাদ-চরিত্র, বলি উপাখ্যান, দশাবতার, আত্মতত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা, কৈশোরলীলা, যৌবনলীলা, যদুবংশধ্বংস, শ্রীকৃষ্ণ ও উদ্ধব সংবাদে ভক্তিযোগ, জ্ঞান-যোগ এবং ক্রিয়াযোগ বর্ণন, কলির ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্ণন, যুগধর্ম, পরমার্থ তত্ত্বনির্ণয় প্রভৃতি বিষয়সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে ইহার একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। প্যারিমোহন সেন ইহার এক পদ্যানুবাদ প্রকাশিত করিয়াছেন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ—'উপনিষৎ' দ্রঃ।

ষ

ষড়্দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

ষোড়শী—১। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত কয়েকটি গল্পের সমষ্টি (১৩১৩ বঙ্গাব্দ)। ২। এই নামে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেনাপাওনা' নামে উপন্যাসটি নাট্যরূপে রূপান্তরিত হয়।

সংসার—বাঙ্গালা গার্হস্থ্য উপন্যাস। রমেশ-চন্দ্র দত্ত প্রণীত। কয়েকটি সাংসারিক ঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস লিখিত। ইহাতে পরিশেষে বিধবার বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। বিধবা বিবাহের অনুকূলে এই পুস্তক লিখিত। গ্রন্থকার স্বয়ং "The Lake of the Palms" নামে ইহার একখানি ইংরাজী অনুবাদ বাহির করিয়াছেন।

সংহিতা—সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। বঙ্গানুবাদিত। পঞ্চানন তর্করত্ন কর্তৃক অনূদিত। ইহাতে অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনাঃ, অঙ্গিরাঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ এই কয়টি সংহিতা আছে।

১। অত্রি-সংহিতা—ইহার বক্তা মহর্ষি অত্রি ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদির কার্যনিরূপণ, রাজকার্য, শমদমাদি, প্রায়শ্চিত্ত, অশৌচ, ব্রত, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও ভোজনপাত্রনিরূপণ, দানের মাহাত্ম্য, জলের শুদ্ধাশুদ্ধিবিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

২। বিষ্ণু-সংহিতা—ইহার বক্তা বিষ্ণু, শ্রোতা পৃথিবী। ইহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়ের কার্যাকার্য, রাজনীতি, রাজদণ্ড-নিরূপণ, ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ, সাক্ষী, অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা, বিষপরীক্ষা, কোষপরীক্ষা, দ্বাদশবিধ পুত্রের বিবরণ, ধনবিভাগ, প্রেতকৃত্য, অশৌচ দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়, ভার্যানিরূপণ, স্ত্রীধর্ম, দশবিধ সংস্কার, অধ্যয়নের নিয়ম, গুরু-নিরূপণ, পাপ ও নরক কথন, প্রায়শ্চিত্ত, পণ্ডিত নিরূপণ, গৃহস্থের কর্তব্যাকর্তব্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্যনির্ণয়, শ্রাদ্ধবিধি, দানমাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

৩। হারীত-সংহিতা ইহার বক্তা হারীত ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে বর্ণাশ্রমধর্ম নিরূপিত হইয়াছে।

৪। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা—ইহার বক্তা যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে চারিবর্ণ ও চারি আশ্রমের কার্যাকার্য, রাজবিধি, প্রতিভূকরণ, ঋণদান, সাক্ষি-নিরূপণ, দায়ভাগ, সীমানিরূপণ, রাজদণ্ড-নিরূপণ, প্রেতকৃত্য ও অশৌচবিধি, আপদ্ধর্ম, বানপ্রস্থাশ্রমীর কর্তব্যাকর্তব্য, ধ্যানাদি নির্ণয়, প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়-সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

৫। উশনঃ-সংহিতা—ইহার বক্তা উশনাঃ ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে চাতুর্বর্ণের কর্তব্যাকর্তব্য, শৌচাশৌচ-নিরূপণ, অধ্যয়নকাল, ভোজনবিধি, শ্রাদ্ধবিধি, অশৌচকালকথন, প্রেতকার্য, পাপানুরূপ প্রায়শ্চিত্ত, এই সকল বিষয় কথিত হইয়াছে।

৬। অঙ্গিরঃ-সংহিতা ইহাতে চারি-বর্ণের কার্যানুযায়ী প্রায়শ্চিত্তের বিধান কথিত হইয়াছে।

৭। যম-সংহিতা—ইহাতে পাতকানু-যায়ী প্রায়শ্চিত্তবিধি কীর্তিত হইয়াছে।

৮। আপস্তম্ব-সংহিতা—ইহার বক্তা আপস্তম্ব ও শ্রোতা ঋষিবৃন্দ। ইহাতে আপৎকালে বা অজ্ঞানবশতঃ কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিরূপিত হইয়াছে।

৯। সম্বর্ত-সংহিতা—ইহার বক্তা সম্বর্ত এবং শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে মানবের শ্রেয়ঃসাধন কর্ম অর্থাৎ মানব কিরূপে শুদ্ধচিত্ত হইয়া উন্নতি লাভ করিতে পারে তদ্বিষয় ও প্রায়শ্চিত্তবিধি কীর্তিত হইয়াছে।

১০। কাত্যায়ন-সংহিতা—ইহাতে নিত্যকার্য, শ্রাদ্ধবিধি, সাগ্নিকের হোমবিধি, সান্ধ্যোপাসনা, পঞ্চযজ্ঞ, বলিবৈশ্ব, অমাবস্যাশ্রাদ্ধ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, প্রেতশ্রাদ্ধ প্রভৃতি বিষয়সমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছে।

১১। বৃহস্পতি-সংহিতা—ইহার বক্তা বৃহস্পতি ও শ্রোতা ইন্দ্র। ইহাতে দানের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

১২। পরাশর-সংহিতা ইহার বক্তা মহর্ষি পরাশর এবং শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে কলিযুগে চারিবর্ণ এবং চারি আশ্রমের কার্যাকার্য, অশৌচবিধি, বিবাহবিধি, পাপমুক্তির উপায়, দ্রব্যশুদ্ধি, গোপালন ও গোপ্রায়শ্চিত্ত, অগম্যাগমন প্রায়শ্চিত্ত, অভক্ষ্যভক্ষণ-প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

১৩। ব্যাস-সংহিতা—ইহার বক্তা মহামুনি বেদব্যাস ও শ্রোতা মুনিগণ। ইহাতে সংস্কারবিধি, মানবের নিত্যকর্তব্য কর্ম, দানের ফল নিরূপণ, এই সকল বিষয় বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

১৪। শঙ্খ-সংহিতা—ইহাতে চারিবর্ণের কার্যাকার্য, দশবিধ সংস্কার, অভিযেক-সৎকার, ব্রহ্মচর্য, আচমনবিধি, মন্ত্রনিরূপণ, তর্পণ, স্থানভেদে দানের ফলাধিক্য, অশৌচবিধি, দ্রব্যশুদ্ধি, ব্রতনিরূপণ প্রভৃতি বিষয়সমূহ কথিত হইয়াছে।

১৫। লিখিত-সংহিতা—ইহাতে জলাশয় খননের মাহাত্ম্য, গয়ায় পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধকার্য, পতিত শবস্পর্শে বা তাহার শ্রান্তকরণে প্রায়শ্চিত্ত, বিবাহবিধি, শুদ্ধিপ্রকরণ, এই সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

১৬। দক্ষ-সংহিতা—ইহাতে দ্বিজগণের নিত্যকর্ম, কার্যাকার্যনিরূপণ, স্ত্রীলোকের কর্তব্য কর্ম, শৌচ, অশৌচ, ইন্দ্রিয়বিজয়, এই সকল বিষয় লিখিত হইয়াছে।

১৭। গৌতম-সংহিতা—ইহাতে ব্রাহ্মণের বেশভূষাদি কথন, নিষিদ্ধ ও কর্তব্য কার্য, চারি আশ্রমের বিবরণ, বর্ণ-সংকরোৎপত্তি, বেদাধ্যয়ন, স্নাতকব্রতাবলম্বীর কার্যাকার্য, বর্ণভেদ, কার্যভেদ, দণ্ডবিধি, অশৌচ ও শ্রাদ্ধবিধি, অধ্যয়নের নিষিদ্ধকাল, অভক্ষ্য-নিরূপণ, স্ত্রীকর্তব্য, পাপ ও তদনুসারে রোগ, সংসর্গনিরূপণ, প্রায়শ্চিত্ত, দায়ভাগ প্রভৃতি বিষয়সমূহ নিরূপিত হইয়াছে।

১৮। শাতাতপ-সংহিতা—ইহাতে পাপানুসারে রোগোৎপত্তি, প্রায়শ্চিত্ত, পাতকানুযায়ী মৃত্যু, দৈবনিহত ব্যক্তির উদ্ধারার্থ দান, এই সকল বিষয় নির্ণীত হইয়াছে।

১৯। বশিষ্ঠ-সংহিতা—ধর্ম নিরূপণ, রাজার করগ্রহণবিধি, ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ কার্য, সুদনিরূপণ, দ্রব্যের শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ, সপিণ্ড-নিরূপণ, অশৌচবিধি, রজস্বলা স্ত্রীর নিষিদ্ধ কার্য, পরিব্রাজকের কার্য, শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন, উপনয়নকাল, স্নাতকব্রত, অনধ্যায়, ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিরূপণ, দত্তক পুত্রবিধি, ব্যবহার (আদালতের) কার্য, দ্বাদশ প্রকার পুত্র, দায়ভাগ, রাজকার্য, প্রায়শ্চিত্ত, ইহাতে এই সকল বিষয় নিরূপিত হইয়াছে।

সংগীততরঙ্গ—বাঙ্গালা সংগীত গ্রন্থ। রাধামোহন সেন প্রণীত। ইহাতে সংগীতশিক্ষা, রাগরাগিণীর বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণবিষয়ক সংগীত প্রভৃতি বিষয়সমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সংগীত-সার বাঙ্গালা সংগীতগ্রন্থ। ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত। এই গ্রন্থখানি দুই ভাগে বিভক্ত। ঔপপত্তিক (theoretical) ও ক্রিয়াসিদ্ধ (practical)। গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্রাবলম্বনে আর্যসংগীতের বিশেষত্ব ও মূলতত্ত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে; পরে অধুনা প্রচলিত হিন্দুস্থানী সংগীতের বিবরণ, বিবিধ তালের পার্থক্য প্রদর্শন, সেতার শিক্ষার নিয়ম ও স্বরলিপিপ্রণালী বর্ণন, শেষে স্বরলিপিসংযোগে অনেকগুলি রাগরাগিণীর "আলাপ" সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সতী-নাটক—পৌরাণিক নাটক। মনোমোহন বসু প্রণীত। প্রজাপতি দক্ষ স্বীয় জামাতা শিবের উপর রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অপমানিত করিবার জন্য এক যজ্ঞের আয়োজন করেন, এবং সেই যজ্ঞে শিব ভিন্ন আর সকলকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী নারদের মুখে এই বার্তা পাইয়া শিবের নিষেধ সত্ত্বেও পিত্রালয়ে গমন করেন, এবং যজ্ঞস্থলে পিতার মুখে শিবনিন্দা শ্রবণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। পরে শিবের ক্রোধে যজ্ঞ বিনষ্ট হয়। এই পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পৌরাণিক চরিত্র ভিন্ন ইহাতে শান্তিরাম নামক এক পাগল অথচ ভক্তের চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে।

স দ্ভা ব শ ত ক—বাঙ্গালা কবিতাপুস্তক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ইহাতে সুনীতি প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি সদ্ভাবসম্পন্ন একশত কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সধবার একাদশী—বাঙ্গালা প্রহসন। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। জীবনচন্দ্র রায় নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির পুত্র অটলবিহারী কুসংসর্গে পড়িয়া মদ্যপায়ী হয়, এবং কাঞ্চন নাম্নী এক বেশ্যাতে অনুরক্ত হইয়া বহু অর্থ নষ্ট করে। অটল রূপগুণসম্পন্না পত্নী কুমুদিনীর দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। নিমচাঁদ দত্ত তাহার প্রধান সঙ্গী ছিলেন। নিমচাঁদ ইংরাজী ভাষায় সুশিক্ষিত, কিন্তু মাতালের অগ্রগণ্য। নিমচাঁদের ইংরাজীতে পাণ্ডিত্য দেখিয়া অটলবিহারী তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়ে। অটলের পিতা এবং খুড়শ্বশুর গোকুলবাবু অটলের চরিত্রসংশোধনের জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু অটলের মাতার আদরেই তাঁহাদের সকল যত্নচেষ্টা বিফল হইয়া যায়। আত্মহত্যা করিবার ভয় দেখাইয়া অটল মাতার নিকট হইতে বাড়িতে বৈঠকখানায় কাঞ্চনকে আনিবার অনুমতি পায়। একদিন কাঞ্চন নকুলেশ্বরবাবুর বাগানে গিয়াছিল। নিমচাঁদের মুখে ইহা শুনিয়া অটল উন্মত্তাবস্থায় কাঞ্চনের সম্মুখে গলায় দড়ি দিয়া আত্মহত্যা করিতে যায়। অটলের মাতা ইহা শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন, এবং পুত্রকে কাঞ্চনের হাতে হাতে সঁপিয়া দিলেন। অটলের বাড়িতে একদিন মেয়ে মজলিস হয়। গোকুলবাবুর স্ত্রী অনঙ্গমঞ্জরী তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। অটলবিহারী তাঁহাকে বৈঠকখানায় আনিবার অভিপ্রায়ে এক হিজড়াকে নিযুক্ত করে এবং তাহাকে একটি চেনধারিণী রমণীকে চিনাইয়া দেয়। পরে নিজে মোগল-বেশ ধারণ করিয়া বৈঠকখানায় অপেক্ষা করে। পরিবেশণকালে অনঙ্গমঞ্জরী আপনার চেনছড়াটি কুমুদিনীকে পরিতে দেন। হিজড়া অনঙ্গমঞ্জরী ভ্রমে কুমুদিনীকেই বৈঠকখানায় আনয়ন করে। অটলের পিতৃব্য রামধন রায় এই সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া মোগলবেশী অটলকে এবং পার্শ্বের কক্ষে লুকায়িত নিমচাঁদকে বিলক্ষণ প্রহার করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, "সধবার একাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমনি অসাধারণ দোষও আছে। এই প্রহসন বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত নহে। ইহার প্রায় সকল নায়ক নায়িকাগুলিই জীবিত ব্যক্তির প্রতিকৃতি; তদ্বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা।"

সন্তান-রামকানাই দত্ত প্রণীত। জৈনধর্মের

আদি তীর্থংকর ঋষভদেব, বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বুদ্ধদেব ও খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যিশুখ্রীষ্ট, এই তিনজন মহাপুরুষের জীবন, মত ও বিশ্বাসের আলোচনা এই গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে।

সন্ন্যাসিনী (বা মীরাবাই)—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। চিতোরের রানা কুম্ভ মীরাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপ্রেমমুগ্ধা মীরা ঐহিক সুখে নিতান্ত উদাসীনা ছিলেন। রানার মাতা চিতোরের কুলদেবতা কাত্যায়নীর পূজা করিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ দেন। তাহাতে মীরা সন্ন্যাস লইয়া গৃহত্যাগ করেন। পরে রানা কুম্ভ শ্রুতি নামে এক রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রুতি রত্নসিংহ নামে এক রাঠোর যুবকের প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ছিলেন। রানা কুম্ভের পুত্র উদয়সিংহ পিতাকে হত্যা করেন। কুম্ভের প্রজ্বলিত চিতায় যখন শ্রুতি উঠিতে যাইবেন, এমন সময় রত্নসিংহের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মীরাও ঘটনাচক্রে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। হতাশার প্রতিমূর্তি কঙ্কালসার রত্নসিংহ জীবনে যাহাকে 'ধ্রুবতারা' বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহাকে সহমরণে যাইতে দেখিয়া সেই চিতার নিকটেই জীবনান্ত লাভ করিলেন। এই গ্রন্থে কতকগুলি সুন্দর সুন্দর গীত সন্নিবিষ্ট আছে।

সন্ন্যাসী—বাঙ্গালা উপন্যাস। দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত। মানব-মন কিরূপ চঞ্চল, কিরূপে তাহাকে সংযত করিতে হয়, 'সংসারে শত প্রলোভনের মধ্যে থাকিয়াও কি প্রকারে আত্মজয় করিতে পারা যায়, প্রলোভন দ্বারা কিরূপে অধঃপতন সাধিত হয় গল্পচ্ছলে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তশ্লোকী গীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

সমাজচিন্তা—বাঙ্গালা সামাজিক প্রবন্ধ গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। স্বাধীনতাই যে সমাজের উন্নতির মূল ভিত্তি, এবং বর্তমান প্রাচ্য সমাজে তাহার অসদ্ভাব বলিয়া ইহা এখনও অনুন্নত অবস্থাপন্ন, সুতরাং স্বাধীনতার উপর ইহাকে স্থান করা কর্তব্য, ইহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহাতে ইউরোপীয় সমাজের সামাজিক ভাব, রাজনীতি, চরিত্র প্রভৃতি এবং এতদ্দেশীয় সমাজের অবস্থা বিস্তৃতভাবে পর্যালোচিত হইয়াছে।

সমাজ-তত্ত্ব—বাঙ্গালা সমাজবিষয়ক গ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। প্রাচীন হিন্দুসমাজ কিরূপ উচ্চ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎপ্রদর্শন এবং তৎপ্রতি লোকের সানুরাগ দৃষ্টি আকর্ষণই ইহার উদ্দেশ্য। কিরূপে মনুষ্যোৎপত্তি ও সমাজ-সৃষ্টি হইয়াছিল, কিরূপে বর্ণভেদের সৃষ্টি হইল, যুগভেদের ঐতিহাসিক প্রমাণ, জাতিভেদের মধ্যে সাম্য, একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি হইতে কি প্রকারে নানাজাতির সৃষ্টি হইল, হিন্দুর শিক্ষাপ্রণালী কিরূপ হিতকর, প্রাচীন আর্যসমাজের কৌলীন্য, কুললক্ষণ, কৌলীন্য ও বিবাহ, হিন্দু সমাজে বালিকা বিবাহ কেন প্রচলিত ও তাহা কিরূপ হিতকর, বিধবা-বিবাহের অনুপকারিতা ও অনুপযোগিতা, হিন্দুসমাজে জাতিভেদের মধ্যে দাস্য প্রণালীর উপকারিতা, স্বদেশবাৎসল্য প্রভৃতি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। হিন্দুসমাজের সহিত পাশ্চাত্ত্য সমাজও তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে।

সম্বন্ধনির্ণয়—বাঙ্গালা ইতিহাস গ্রন্থ। লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত। ইহাতে কৌলীন্য লক্ষণ, শ্রোত্রিয়লক্ষণ, কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণের ও পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গদেশে আগমনবৃত্তান্ত, অন্যান্য শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের বৃত্তান্ত, ঋষিগণের উৎপত্তি ও গোত্র, মনু-বংশাবলী, চতুর্দশ মনুর বিবরণ, গোত্র ও প্রবর নিরূপণ, কায়স্থ বংশাবলী ও কায়স্থ কুলীনদিগের বিবরণ, সংকরজাতির উৎপত্তি, নবশাখ জাতি, বৈদ্যজাতির বিবরণ, কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের শাখাপ্রশাখা নিরূপণ, গাঁইগোত্র, মেল, কৌলীন্য, কুলীন, বংশজ ও শ্রোত্রিয়গণের নিরূপণ, বারেন্দ্র সমাজ, অগ্রদানীর বিবরণ, বংশমর্যাদা, কৌলীন্য-দোষ, ঘটকগণের কারিকা প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

সম্বর্ত-সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

সরোজিনী নাটক-বাঙ্গালা নাটক। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। যে সময়ে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণের উদ্যোগ করেন, সেই সময়ে চিতোররাজ লক্ষ্মণসিংহের প্রতি দেবী চতুর্ভুজার প্রত্যাদেশ হয় যে, যদি রাজকন্যা সরোজিনীকে তাঁহার নিকট বলি দেওয়া হয় এবং তাঁহার দ্বাদশ পুত্র একে একে রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে চিতোরের মঙ্গল, নতুবা ইহা পাঠানের হস্তগত হইবে। জনৈক মুসলমান ছদ্মবেশে চতুর্ভুজার মন্দিরে অবস্থান করিত, এবং সেই ব্যক্তিই কৌশলে এইরূপ প্রত্যাদেশ করিয়াছিল। রাজা তাহার বাক্যকেই দেবীবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সরোজিনীকে বলি দিতে উদ্যত হন, কিন্তু বিজয়সিংহ নামক জনৈক রাজপুতবীর তাঁহাকে রক্ষা করে। পরে আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিলে একাদশ রাজকুমার একে একে যুদ্ধে প্রাণবিসর্জন করে। এই সময়ে ছদ্মবেশী মুসলমানের ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া যায়। কিন্তু তখন মুসলমানেরা নগরে প্রবেশ করিয়াছে। তখন লক্ষ্মণসিংহ যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, এবং রাজপুতমহিলারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া আপনাদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করেন।

সাংখ্যকারিকা—সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত। মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ কি উপায়ে নিরাকৃত হয়, তৎপ্রদর্শনই ইহার উদ্দেশ্য। প্রকৃতি হইতে ভূতপ্রপঞ্চ এবং ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি হইয়াছে, এই সকলের বিচার দ্বারা আত্মজ্ঞান লব্ধ হয় এবং আত্মজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হইয়া থাকে, ইহাই ইহাতে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শন-'দর্শন' দ্রঃ।

সাগর সংগীত বাঙ্গালা কাব্য। চিত্তরঞ্জন দাশ প্রণীত। সাগরের অনন্তরূপে মুগ্ধ কবির আকুল আহ্বান ইহাতে কবিতাকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাহ্যপ্রকৃতির সাগর দেখিয়া কবি আপনার অন্তরে এক মহাসাগরের অস্তিত্ব অনুভব করিয়াছেন এবং 'ছন্দাতীত ছন্দে' তাহাকে গাঁথিয়া লইবার জন্য তাঁহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। বন্ধুকে দেখিলে যে আনন্দ হয়, সিন্ধুকে দেখিলে কবির সেইরূপ আনন্দ, সিন্ধুর উৎসবে কবির 'সুখের রাশি' ফুল হইয়া ফুটে, সমগ্র দুঃখভার সংগীতরূপে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। সাগরবক্ষে যে গান কখনও ব্যথার সুরে কখনও বা নিবিড় আনন্দের সুরে ঝংকৃত হয়, সেই গান গগনে, পবনে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেন ব্যাপ্ত হইয়া আছে। তাই কবির নিকট সিন্ধু, 'অনন্তের গায়ক', গীতই তাঁহার ধ্যান। কবি তাহাকে 'যন্ত্রী' বলিয়া সম্ভাষণ করিতেন, আর 'যন্ত্র' বলিতেছেন আপনাকে।

কবি কল্পনা করেন, তিনি ও সাগর এক অনাদি, অনন্ত, নিত্য মহাপ্রাণ হইতে ভাসিয়া আসিয়াছেন, জন্মে জন্মে তাঁহাদের মিলন হইয়াছে, জন্মে জন্মে বিচ্ছেদ হইয়াছে, আবার মিলন হইয়াছে।

ঋষি অরবিন্দ "Hindu Review" নামক পত্রে ইহার একটি সুন্দর ইংরাজী ছন্দানুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সাজাহান—বাঙ্গালা নাটক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। মোগল সম্রাট্ সাজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব পিতাকে বন্দী এবং ভ্রাতৃগণকে হত্যা করিয়া দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। বৃদ্ধ সম্রাট্ সাজাহান আগ্রা দুর্গে বন্দী থাকিয়া অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। কন্যা জাহানারা তাঁহার সেবায় জীবনপাত করিতে থাকেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক রচিত।

সামাজিক প্রবন্ধ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে স্বদেশী-সমাজের বিভিন্ন উপাদানসমূহের মধ্যেও জাতীয় ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্ধিত হইতে পারে কি না, ইহার বিচারপূর্বক জাতীয় ভাবপরিগ্রহের পথ যে আমাদের পক্ষে একেবারেই রুদ্ধ নহে, ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইওরোপপ্রচলিত সমাজতত্ত্ববিষয়ক কতক-গুলি মতের উল্লেখ ও তদ্বিষয়ে ভ্রমপ্রদর্শন করা হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে এদেশে ইংরাজের আগমনে যে সকল ফল জন্মিয়াছে, তাহার বিচার করা হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ভারতীয়গণের সহিত ইংরাজের সংস্রব যে ভাবে হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা সমালোচিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইংরাজ আগমনের ভাবী ফল কি তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আমাদের সমাজের গতি জাতীয় প্রকৃতির অনুযায়ী পথে সংস্থাপনার্থ যাহা যাহা কর্তব্য, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে।

সামুদ্রিক শিক্ষা—বাঙ্গালা জ্যোতির্বিদ্যা-বিষয়ক গ্রন্থ। রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গুরু-শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিত। ইহাতে সামুদ্রিক লক্ষণ, সামুদ্রিক চিহ্ন দেখিয়া লগ্ননির্ণয়, অঙ্গুলীর আকৃতিবিশেষে ফলাফল, হস্ততল ও অন্যান্য দেহস্থ রেখাদর্শনে ফলবিচার প্রভৃতি বিষয়সমূহ আলোচিত হইয়াছে।

সারদামঙ্গল—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। বিহারিলাল চক্রবর্তী প্রণীত। ইহাতে কবিতা দেবী ও হিমাচল প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বিরহতপ্ত হৃদয়নিঃসৃত কবিতাসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

সাবাস আটাশ—বাঙ্গালা প্রহসন। অমৃতলাল বসু প্রণীত। একবার মতদ্বৈধ হওয়ায় এবং আপনাদিগকে অপমানিত বিবেচনা করিয়া কলিকাতার আটাশ জন মিউনিসিপাল কমিশনার কার্য ত্যাগ করেন। ইহাদিগকে প্রশংসা করিয়া এবং অন্য যাঁহারা অপমানিত হইয়াও কার্য ত্যাগ করেন নাই, তাঁহাদিগকে বিদ্রূপ করিয়া এই প্রহসন লিখিত হইয়াছে।

সাবিত্রীতত্ত্ব—চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। ইহাতে মহাভারতোক্ত সাবিত্রীচরিত্রের আলোচনা করা হইয়াছে। সাবিত্রীর জন্ম, বিবাহ, পাতিব্রত্য, যমের সহিত কথোপকথন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে সংযম, পতিপরায়ণতা, ধর্মবল প্রভৃতি বিষয়সমূহও বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

সাহিত্যচিন্তা—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। সাহিত্যের আদর্শ কিরূপ হওয়া উচিত, আর্যসাহিত্য ও ইংরাজীসাহিত্যে প্রভেদ কি, সাহিত্যে ট্রাজেডির ফল কিরূপ ভয়াবহ, আর্য-সাহিত্যে প্রেম ও বীরত্ব কিরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে, বিলাতী প্রেমের সহিত আর্যসাহিত্যের প্রেমের কতদূর বিভিন্নতা ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

সিন্ধুগাথা—বাঙ্গালা গীতি-কবিতা। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহাতে সিন্ধু, সমুদ্র দর্শনে, জলধি, অভিশপ্তা, সমুদ্রস্নানে, মধ্যাহ্নে সমুদ্র, ডলফিন্স্ নোজ, পারাবার, খেলা, প্রবাসে বর্ষা, বঙ্কিমচন্দ্র, আয়েষা, শিখা, সমুদ্রগর্জন শ্রবণে, হৃদয় ও সিন্ধু, সিন্ধুর প্রতি বিদায়োক্তি প্রভৃতি ৪৮টি কবিতা আছে।

সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। সিপাহী-বিদ্রোহ কি কারণে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ইহাতে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর রাজনীতিই যে এই বিপ্লবের অন্যতম কারণ তাহা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। মূলতানেশ্বর মূল-রাজের নির্যাতন, রণজিৎমহিষী ঝিন্দনের নির্বাসন, ছত্র সিংহের অবমাননা, রণজিৎ-তনয় দলিপের রাজ্যগ্রহণ, ঝান্সী প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা প্রভৃতি কার্য যে বিপ্লবের কারণ, তাহা গ্রন্থকার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

সিরাজদ্দৌলা—বাঙ্গালা ঐতিহাসিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে অধিরোহণ করিলে মীরজাফর, রাজা রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ, মহাতাব চাঁদ প্রভৃতি তৎকালীন প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এবং নবাবের মাতৃষসা ঘসেটী বেগম তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য ষড়্যন্ত্র করেন, এবং ইংরাজগণের সহিত যোগ দেন। জহরা নাম্নী এক প্রতিহিংসাপরায়ণা রমণীও সিরাজের উচ্ছেদকামনায় এই চক্রান্তে যোগ দেন। ইহার ফলে ইংরাজের সহিত সিরাজের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ইংরাজ-সেনাপতি ক্লাইভ পলাশী প্রান্তরে মোগলবাহিনীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। শেষে নবাব পলায়ন করেন ও বন্দী হইয়া ঘাতকের হস্তে জীবন বিসর্জন করেন।

সীতার বনবাস—বাঙ্গালা পৌরাণিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। রামায়ণবর্ণিত ঘটনা অবলম্বনে এই নাটক লিখিত। ইহাতে সীতার বনগমন হইতে সীতার পাতাল প্রবেশ পর্যন্ত ঘটনাসমূহ বর্ণিত হইয়াছে।

সীতারাম—বাঙ্গালা উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। সীতারাম রায় ভূষণার জমিদার। ইহার তিন পত্নী—শ্রী, নন্দা ও রমা। শ্রীর কোষ্ঠীতে "প্রিয়প্রাণহন্ত্রী হইবে" এইরূপ ফল থাকায় সীতারামের পিতা শ্রীকে গৃহে স্থান দেন নাই। শ্রী দরিদ্রা মাতার গৃহেই থাকিত। শ্রীর ভ্রাতার নাম গঙ্গারাম দাস। গঙ্গারাম এক ফকিরকে অপমানিত করায় কাজীর বিচারে তাঁহাকে জীবিতাবস্থায় প্রোথিত করিবার দণ্ড প্রদান করা হয়। শ্রী গিয়া সীতারামকে ভ্রাতার রক্ষার জন্য অনুরোধ করিলে সীতারাম গুরু চন্দ্রচূড় ঠাকুরের সহিত পরামর্শ করিয়া বহু লাঠিয়ালসহ যেখানে গঙ্গারামের কবরের ব্যবস্থা হইতেছিল, তথায় উপস্থিত হন, এবং কাজীকে আপনার যথাসর্বস্ব, শেষে জীবন পর্যন্ত দিয়া গঙ্গারামকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু কাজী তাহাতে সম্মত না হওয়ায় বলপূর্বক ইনি গঙ্গারামকে উদ্ধার করেন। গঙ্গারামের উদ্ধারের পর নির্জনে শ্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি শ্রীকে গ্রহণ করিবার অভিলাষ ব্যক্ত করেন। শ্রীকে এতদিন কেন গ্রহণ করা হয় নাই জিজ্ঞাসা করিলে সীতারাম জ্যোতির্গণনার কথা বলেন। শুনিয়া শ্রী বলেন, "আমি এখন হইতে তোমার শত যোজন তফাতে থাকিব।" শ্রী অন্ধকারে অন্তর্হিতা হইলেন। সীতারাম অনেক অনুসন্ধানেও তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইলেন

না। তখন তিনি শ্রীকে ভুলিবার জন্য রাজ্যস্থাপনে মন দিলেন। তিনি শ্যামপুরে একটি নগর স্থাপন করিয়া তাহার নাম মহম্মদপুর রাখিলেন। তারপর গঙ্গারামের উপর নগর রক্ষার এবং চন্দ্রচূড় ঠাকুরের উপর রাজকার্যের ভার দিয়া তিনি দিল্লী গমন করিলেন। এই সময়ে ভূষণার ফৌজদার নগর আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। সীতারামের কনিষ্ঠা পত্নী রমা ইহা শুনিয়া অত্যন্ত ভীতা হইলেন, এবং মুরলা নাম্নী দাসীর দ্বারা রাত্রিকালে গঙ্গারামকে ডাকাইয়া আনিয়া শিশুপুত্রের রক্ষার্থ মুসলমানের হস্তে নগর সমর্পণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। গঙ্গারাম রমার রূপে মুগ্ধ হইলেন। কয়েক দিন এইরূপে গোপনে যাতায়াতের পর রমা বুঝিতে পারিলেন যে, গঙ্গারামের সহিত এরূপ সাক্ষাৎ অবৈধ। তখন যাতায়াত বন্ধ হইল। গঙ্গারাম ভূষণায় গিয়া ফৌজদারকে নগর ছাড়িয়া দিতে স্বীকার করিলেন, এবং পুরস্কার-স্বরূপ রমাকে চাহিলেন। ফৌজদার তাহাতেই সম্মত হইয়া নগর আক্রমণ করিলেন। এদিকে শ্রী জগন্নাথের পথে যাইতে যাইতে জয়ন্তী নাম্নী এক সন্ন্যাসিনীর সহিত মিলিত হন, এবং তাঁহার নিকট সন্ন্যাসধর্ম শিক্ষা করেন। পরে জয়ন্তী গুরু গঙ্গারাম স্বামীর আদেশে শ্রীকে সঙ্গে লইয়া মহম্মদপুর যাত্রা করেন। যেদিন ফৌজদার নগর আক্রমণ করিতে আসেন, সেই দিন রাত্রিতে তাঁহারাও তথায় উপস্থিত হন। চন্দ্রচূড় নগররক্ষার্থ কোন উদ্যোগ না দেখিয়া গঙ্গারামের নিকট যান, কিন্তু গঙ্গারাম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। চন্দ্রচূড় নিরস্ত হইয়া চলিয়া গেলে জয়ন্তী গঙ্গারামের নিকট উপস্থিত হন, এবং ভয় দেখাইয়া তাঁহার নিকট হইতে একগাড়ি গোলাবারুদ লইয়া নদীর ঘাটে যান। দৈবক্রমে সীতারাম মহারাজ উপাধি ও দ্বাদশ ভৌমিকের উপর আধিপত্যের সনন্দ লইয়া দিল্লী হইতে সেই দিন নগরপ্রান্তে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। তিনি একা কামানের সাহায্যে মুসলমান সেনাকে পরাস্ত করিয়া নগররক্ষা করিলেন। অতঃপর প্রকাশ্য সভায় গঙ্গারামের বিচার হয়। বিচারে গঙ্গারামের শূলদণ্ডের আদেশ হয়। শ্রীর অনুরোধে জয়ন্তী রাজাকে বলিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। গঙ্গারাম দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময়ে শ্রী সীতারামকে দেখা দিলেন, এবং রাজপ্রাসাদে না থাকিয়া নবনির্মিত চিত্তবিশ্রামে বাস করিতে লাগিলেন। সীতারাম রাজকার্য ছাড়িয়া সর্বদা শ্রীর নিকট থাকিতেন। ইহাতে রাজ্যমধ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজ্য ছারখার হয় দেখিয়া জয়ন্তী শ্রীকে স্থানান্তরিত করিলেন। সীতারাম ক্রুদ্ধ হইয়া জয়ন্তীকে বিবস্ত্রা করিয়া বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন। দণ্ডদানকালে নন্দা আসিয়া জয়ন্তীকে রক্ষা করিলেন। ইহার পূর্বেই রমার মৃত্যু হইয়াছিল। সীতারাম এবার হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হইয়া কুল-কামিনীগণকে ধরিয়া আনিয়া তাহাদের উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। চন্দ্রচূড় ঠাকুর ব্যথিত হইয়া রাজ্য ত্যাগ করিলেন। রাজকোষ শূন্য, সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল ও হ্রাসপ্রাপ্ত। এই সুযোগে ফৌজদার আবার নগর আক্রমণ করিলেন। সেনাপতি মৃন্ময় যুদ্ধে নিহত হইলেন। সীতারাম চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। এই সময়ে শ্রী ও জয়ন্তী আসিয়া সীতারামকে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে বলিলেন। তারপর তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নাম গান করিতে করিতে সীতারাম, নন্দা ও সন্তানগণকে লইয়া মোগল সৈন্য ভেদ করিয়া চলিলেন। পথে জনৈক মোগল সৈনিক একটি কামান পাতিয়া তাহাতে আগুন দিবার উপক্রম করিতেছিল, শ্রী গিয়া কামানের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। সৈনিক একটু সরিয়া দাঁড়াইল। এই অবসরে সীতারাম তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন। পরে জানা গেল সে ব্যক্তি গঙ্গারাম। এইরূপে শ্রীর কোষ্ঠীর 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' ফল ফলিল। অতঃপর সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হইল। শ্রী ও জয়ন্তী অদৃশ্যা হইলেন। সীতারাম ও নন্দা ধৃত হইয়া মুর্শিদাবাদ গমনকালে পথে বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

সীতারাম রায়—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রণীত। ইহাতে সীতারামের সমসাময়িক ইতিহাস বা মুসলমান শাসনের কথা, সভাসিংহের বিদ্রোহ, সীতারামের জীবনবৃত্তান্ত, সামান্য অবস্থা হইতে ক্রমে স্বাধীনরাজ্যস্থাপন, কীর্তি, রাজ্যের পতন প্রভৃতি বিষয় বহু ইতিহাস ও জনপ্রবাদের আলোচনা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে।

সুরধুনী কাব্য—বাঙ্গালা কাব্য। দীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। ইহাতে গঙ্গাকে হিমালয়ের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। গঙ্গা বয়ঃপ্রাপ্তা হইয়া স্বামী সমুদ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য পিত্রালয় হইতে যাত্রা করেন, এবং বহুপথ অতিক্রম করিয়া শেষে সাগরের সহিত মিলিতা হন। এই পথের মধ্যে যে সকল প্রসিদ্ধ স্থান আছে, ইহাতে একে একে তৎসমুদায়ের বর্ণনা করা হইয়াছে; এবং ঐ সকল স্থানে যে সকল প্রসিদ্ধ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদেরও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

সুরুচির কুটীর—বাঙ্গালা সামাজিক উপন্যাস। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা বিধবাবিবাহের অনুকূলে লিখিত। যথার্থ সৎপথে থাকিলে পরিণাম যে অতি সুখকর হয়, ইহাই এই পুস্তকে প্রদর্শিত হইয়াছে। বিপদে কিরূপ আত্মসংযমের প্রয়োজন, কিরূপে গৃহস্থালী করিতে হয়, কিরূপে প্রতিবেশীদিগের উপকার করিতে পারা যায়, সন্তানগণের প্রতিপালন ও শিক্ষার প্রণালী কি, ইত্যাদি স্ত্রীশিক্ষণীয় বিষয়সমূহ ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

সুরেন্দ্রবিনোদিনী—বাঙ্গালা নাটক। উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত। নায়ক সুরেন্দ্র নায়িকা বিনোদিনীকে বাল্যকাল হইতেই ভালবাসিতেন, বিনোদিনীও সুরেন্দ্রকে ভালবাসিতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই ভালবাসা প্রণয়ে পরিণত হয়। বিনোদিনীর পিতামহ সমস্তই জানিতেন। তিনি বিবাহরূপ বন্ধন দ্বারা উভয়কে চিরসম্মিলিত করিয়া দিবার জন্য ইচ্ছা করেন। ইতোমধ্যে বিনোদিনীর পিতৃষ্বসৃপুত্র হরিপ্রিয় রঙ্গ দেখিবার অভিপ্রায়ে কৌশলে উভয়ের মনে সন্দেহ জাগাইয়া দেয়। ইহাতে উভয়ের চিরবিচ্ছেদের উপক্রম হইলে হরিপ্রিয় আবার চেষ্টা করিয়া সে সন্দেহের অপনোদনপূর্বক উভয়ের মিলনে সহায়তা করে। পরে উভয়ে পুনর্বার মিলিত হইলে সুরেন্দ্র স্বীয় ভগিনীকে হরিপ্রিয়ের হস্তে অর্পণ করেন।

সুশীলার উপাখ্যান—বাঙ্গালা স্ত্রীপাঠ্য গ্রন্থ। মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন ভাগে সমাপ্ত। ইহাতে বালিকাগণের সুশিক্ষা, সৎপাত্রে অর্পণ, স্বামীর সহিত ব্যবহার, গৃহিণীপণা, সন্তানসন্ততিগণের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান, প্রতিবাসীদিগের উপকার-সাধন, ধর্মচর্যা প্রভৃতি বিষয়সমূহ গল্পচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে।

সুশ্রুত-সংহিতা—বাঙ্গালা চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থ। নগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত সম্পাদিত। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সূত্রস্থান, শারীরস্থান, চিকিৎসিতস্থান, কল্পস্থান, এই কয়টি ভাগ আছে। সূত্রস্থানে দেহ ও পীড়ার বিবরণ, বৈদ্যলক্ষণ, আয়ুর্বিজ্ঞান, দ্রব্যবিজ্ঞান, জল, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, তৈল, মাংস ও ফলমূলাদির বিস্তৃত

বিবরণ, ধাতু মদ্যাদির বিবর প্রভৃতি; শারীর স্থানে শরীরস্থ স্নায়ু, শিরা, অস্থি প্রভৃতির বিবরণ, ভ্রূণতত্ত্ব, গর্ভলক্ষণ, গর্ভিণীর চিকিৎসা প্রভৃতি; চিকিৎসিত স্থানে অস্ত্রচিকিৎসা, বিবিধ অস্ত্র, অস্ত্রপ্রয়োগবিধি, এবং রস রক্তাদির বিবরণ কথিত হইয়াছে। বিষ-চিকিৎসাপ্রণালীও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উত্তর তন্ত্রে বহুবিধ ব্যাধি ও তাহাদের লক্ষণ এবং চিকিৎসার বিধান প্রদত্ত হইয়াছে।

সৃষ্টি—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। চন্দ্রশেখর বসু কর্তৃক সংগৃহীত। ইহাতে অব্যক্ত অবধি স্থাবর জঙ্গম পর্যন্ত সৃষ্টিবিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান বিষয়ে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত আছে তৎসমুদায়কে ইওরোপীয় সিদ্ধান্তের সহিত এক করিয়া আলোচিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য; আদিম সূক্ষ্মভূত আকাশ হইতে এই সৃষ্টি বহুকালক্রমে বর্তমান আকারে পরিণত হইয়াছে; সৃষ্টিকর্তা প্রথমে অচেতন, পরে উদ্ভিদ্, তৎপরে পশ্বাদি এবং শেষে মানব সৃষ্টি করিয়াছেন; পরমেশ্বরের শক্তির এক ক্ষুদ্রাংশ দ্বারা এই বিশ্ব রচিত হইয়াছে; পরমেশ্বরই এই সৃষ্টির নিয়ন্তা, এবং তিনি সর্গভেদে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিরাট্, প্রজাপতি প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত; প্রেততত্ত্ববাদীদিগের কথিত আধ্যাত্মিক শরীর ও সূক্ষ্ম শরীর একই পদার্থ, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বিবৃত হইয়াছে।

সেকাল ও একাল—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। কিছুদিন অর্থাৎ কলেজী ধরনের শিক্ষার পূর্বে এদেশের সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এদেশীয়েরা মোটা ভাত মোটা কাপড় লইয়া, পল্লীর ইতরভদ্রের মধ্যে আত্মীয়তাসূচক একটা-না-একটা সম্পর্ক পাতাইয়া, সুস্থ শরীরে সরল ও শান্তচিত্তে কিরূপে কালাতিপাত করিতেন, রূপার পৈঁচে, কাঁসার মল পরিয়া, অতিথি অভ্যাগত ও পোষ্যবর্গকে লইয়া কুললক্ষ্মীরা বাঙ্গালার গৃহে গৃহে কেমন অন্নপূর্ণা মূর্তিতে বিরাজিতা হইতেন, ধনী লোকেরা দানধ্যান করিয়া, আশ্রিত প্রতিপালনে আপনাদের অর্থের সদ্ব্যয় করিয়া বিশুদ্ধ আমোদপ্রমোদে কিরূপে কালাতিপাত করিতেন, বিদেশী রাজপুরুষেরা অধীন কর্মচারীদিগের উপর কিরূপ সদ্ব্যবহার দেখাইতেন, এবং তাহাদের গৃহে চন্দ্রপুলি খাইয়া পাণ চিবাইতে চিবাইতে কেমন আলবোলা টানিতেন, কর্মচারীরা কিরূপ অপরূপ ভাষায় সাহেবদিগের সহিত কথোপকথন করিতেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কিরূপে তিন্তিড়ীপত্র দ্বারা ক্ষুন্নিবারণ করিয়া অকাতরে ছাত্রদিগকে বিদ্যা ও অন্নদান করিতেন, এই সকল পুরাতন কাহিনী ইহাতে আলোচিত হইয়াছে, এবং তৎসহিত একালে উক্ত অবস্থাসমূহ যেরূপ বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে, তাহাও বিবৃত হইয়াছে। কেন সমাজের এইরূপ পরিবর্তন হইল, কেন দেশের সেই শান্তি ও সরলতার স্থলে অশান্তি, অভাব ও কুটিলতার আবির্ভাব হইল, তাহাও আলোচিত হইয়াছে।

স্কন্দপুরাণ—'পুরাণ' দ্রঃ।

স্ত্রীচরিত্র—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে স্ত্রীজাতির স্বভাব ও কার্যাদির কারণ, নারীজাতির দয়া, ধর্ম, প্রতিহিংসাবৃত্তি প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনাদ্বারা স্ত্রীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতিতে যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে, এবং এই উভয় প্রকৃতির সহযোগিতায় যে বিশ্বকার্য সুনির্বাহিত হয়, অন্যথা বিশৃঙ্খলা ঘটে, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

স্থপতিবিজ্ঞান (বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা) —বাঙ্গালা শিল্পগ্রন্থ। দুর্গাচরণ চক্রবর্তী প্রণীত। ইহাতে ইমারত প্রস্তুত ও ইট, কাঠ, সুরকি প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহারপ্রণালী লিখিত হইয়াছে।

স্বদেশ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। বঙ্গদেশের বর্তমান অবস্থা কি এবং কি উপায়ে দেশের উদ্ধার হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে কবি যাহা বুঝিয়াছেন, তাহাই দার্শনিকভাবে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। লেখকের মতে মানুষমাত্রেরই কতকগুলি অধিকার আছে। সে সমস্ত অধিকার রক্ষা করিয়া চলিতে প্রত্যেকে বাধ্য, কেবল নিজে রক্ষা করিতে কেন, রক্ষা করিয়া তাহা আবার পুত্রপৌত্রাদিকে অক্ষুণ্ণ অবস্থায় দিয়া যাইতে বাধ্য। তাই তিনি স্বদেশবাসিগণকে কেবল পরমুখাপেক্ষী হইয়া না থাকিয়া আত্মপদের উপর নির্ভর করিয়া দণ্ডায়মান হইতে এবং আপনাদের অধিকারগুলি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে কাতরকণ্ঠে অনুরোধ করিয়াছেন।

স্বদেশিনী—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রণীত। ইহাতে আশীর্বাদ, রাখীসংক্রান্তি, আবাহনগীত, রাখীমন্ত্র, মাতৃস্তোত্র, মিলনগীত, শিবাজী উৎসব, বঙ্গভঙ্গে কৃষকের গান প্রভৃতি কতকগুলি স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বদেশী সমাজ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে এতদ্দেশের বর্তমান সমাজের ও ধর্মের কথা আলোচিত হইয়াছে, এবং এই বহুতর ধর্মাবলম্বী দেশবাসীকে দেশের উন্নতির নিমিত্ত একতা অবলম্বন করিতে বলা হইয়াছে।

স্বর্ণলতা—বাঙ্গালা উপন্যাস। ডাক্তার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কৃষ্ণনগরের অনতিদূরে শশিভূষণ ও বিধুভূষণ নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। শশিভূষণের পত্নীর নাম প্রমদা, বিধুভূষণের পত্নীর নাম সরলা। প্রমদা মুখরা, কটুভাষিণী, কলহপ্রিয়া; সরলা লজ্জাশীলা, মৃদুভাষিণী, সরলস্বভাবা। শশিভূষণ অর্থোপার্জন করিতেন, আর বিধুভূষণ বসিয়া বসিয়া খাইতেন, এজন্য প্রমদা সর্বদাই সরলাকে গঞ্জনা দিতেন। পরিশেষে তাঁহার চক্রান্তে উভয় ভ্রাতা পৃথক্ হইলেন। পৃথক্ হইলে বিধুভূষণের অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। তখন তিনি অর্থোপার্জনের আশায় কলিকাতা গমন করিলেন। সেখানে বিধুভূষণ অনেক কষ্টে চাকুরি সংগ্রহ করিয়া মাসে মাসে পুত্র গোপালের নামে বাটীতে টাকা পাঠাইতেন, কিন্তু প্রমদার চক্রান্তে সে টাকা বা চিঠি কিছুই সরলার হস্তগত হইত না। এইরূপে পাঁচ বৎসর অতিবাহিত হইল। সরলা স্বামীর কোন উদ্দেশ না পাইয়া এবং অভাবের নিদারুণ যন্ত্রণায় নিপীড়িত হইয়া কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন। পাঁচ বৎসর পরে বিধুভূষণ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার আসিবার কয়েক দিন পরেই সরলা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বিধুভূষণ পত্নীশোকে একান্ত কাতর হইয়া পুত্র গোপালের সহিত কলিকাতায় আসিলেন এবং তাহাকে স্কুলে ভরতি করিয়া দিয়া ও একস্থলে আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ঢাকায় চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় হেম নামক এক ধনিসন্তানের সহিত গোপালের বিশেষ বন্ধুত্ব হইল। হেমের পিতার নাম বিপ্রদাস চক্রবর্তী। বিপ্রদাসবাবুর কন্যার নাম স্বর্ণলতা। স্বর্ণলতা ও গোপাল উভয়ের দেখাসাক্ষাতে ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ের সঞ্চার হইল। কিন্তু গোপাল নির্ধন বলিয়া বিপ্রদাসবাবু তাহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না। পরিশেষে নানা ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া গোপাল ও স্বর্ণলতা অনেক দুঃখভোগের পর পরস্পর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন ও সংসার পাতিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে লাগিলেন। এদিকে শশিভূষণ মনিবের তহবিল তছরু-

পের জন্য দায়ী হইলেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তিই স্ত্রীর নামে বেনামী করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীর এই বিপদে প্রমদা তাঁহাকে এক পয়সাও দিলেন না। শশিভূষণের চাকরি ও সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইল। প্রমদাও শেষে নৌকাডুবি হইয়া সমস্ত অর্থ হইতে বঞ্চিত হইলেন। তাঁহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

এই উপন্যাসখানির কিয়দংশ নাটকাকারে গ্রথিত হইয়া "সরলা" নামে ষ্টার থিয়েটারে প্রথমে অভিনীত হয়। এই উপন্যাসখানির একটি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

স্বপ্নপ্রয়াণ—বাঙ্গালা কাব্য। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ইহাতে রূপকচ্ছলে মানবীয় বৃত্তিসমূহের গুণ ও কার্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। কবি স্বপ্নাবস্থায় মনোরাজ্যে নীত হইয়া তথা হইতে ক্রমে বিলা পুর, বিষাদপুর, রসাতল প্রভৃতি স্থান ভ্রমণপূর্বক পরিশেষে শান্তিধামে উপনীত হইয়াছেন। বাসনাই যাবতীয় অনর্থের মূল, এবং তত্ত্বজ্ঞান ও পরমার্থচিন্তাই একমাত্র শান্তি, ইহাই এই কাব্যে প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস—ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রণীত। পাণিপথের যুদ্ধে আহম্মদ সাহ পরাজিত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। অতঃপর হিন্দু মুসলমান সকলে জাতিভেদ ভুলিয়া মাতৃসেবার ভার গ্রহণ করিলে সাহ আলম শিবাজী-বংশসম্ভূত রামচন্দ্রের মস্তকে রাজমুকুট অর্পণ করিলেন। অতঃপর ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে শাসনপ্রণালী নির্ধারিত হইল। পরে কিরূপে ভারতের উন্নতির পথ মুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয় আলোচিত হইয়াছে, এবং এতদ্দেশীয় প্রাচীন রীতিনীতির শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে কতিপয় বৈদেশিক পণ্ডিতের মত কথিত হইয়াছে। পাণিপথের যুদ্ধ যেরূপে পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে অন্যরূপে সমাপ্ত হইলে কিরূপ হইত, এই চিন্তা হইতেই এই গ্রন্থের উৎপত্তি।

স্বাধীনতার ইতিহাস—বাঙ্গালা ইতিহাসগ্রন্থ। দুর্গাদাস লাহিড়ী প্রণীত। ইহাতে আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস, স্পেন, ইটালী, বেলজিয়ম, কিউবা, ফিলিপাইন, ভোট, শ্যাম, সাইবিরিয়া প্রভৃতি দেশের ইতিহাস, স্বদেশপ্রাণ গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, জর্জ ওয়াশিংটন, নেপোলিয়ান বোনাপার্ট প্রভৃতি বীরপুরুষগণের জীবনচরিত ও চিত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

স্বামী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। এই আখ্যায়িকাটি সমাজের পক্ষে তথা অভিভাবকগণের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ—বর্ণনা-কৌশলও অতি সুন্দর। পিতৃহীনা সৌদামিনী নিঃসন্তান মাতুলের আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়াছে। মাতুল একজন নিরীশ্বরবাদী, ভাগিনেয়ীকে ইংরাজী ও বাঙ্গালায় সুশিক্ষিতা এবং স্বীয় মতে দীক্ষিতা করিয়াছেন। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইল দেখিয়া তাহার মাতা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন কিন্তু সৌদামিনীর অভিভাবক মাতুল মহাশয়ের উদ্বেগ হইতেছিল না। প্রতিবেশী জমিদারপুত্র নরেন্দ্র কলেজের ছাত্র। সে প্রায়ই ছুটিতে বাটী আসে এবং সৌদামিনী ও তাহার মাতুলের সহিত দর্শনশাস্ত্রবিষয়ে তর্ক করে। সৌদামিনীর তর্কের শৃঙ্খলা ও ধারায় নরেন্দ্র মুগ্ধ হয় এবং জাতিকুল হিসাবে সৌদামিনী গ্রহণযোগ্যা না হইলেও তাহাকে লাভ করিবার জন্য সে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে থাকে। সৌদামিনী ভাল না বাসিলেও যৌবনের চঞ্চল আবেগে নরেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। সৌদামিনী বয়স্থা হইল, অবশেষে একটি মৃতদার পাত্র জুটিল। মাতুল মহাশয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাত্র দেখিয়া আসিলেন এবং ঐ পাত্রে ভাগিনেয়ীকে সমর্পণ করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তিনি হঠাৎ ইহধাম ত্যাগ করিলেন। সৌদামিনীর বিবাহ হইল। স্বামী ঘনশ্যাম পরমবৈষ্ণব—তিতিক্ষা ও ধৃতির অবতার। তাঁহার প্রতি সৌদামিনীর তাচ্ছিল্য লক্ষ্য করিয়াও ঘনশ্যাম বিরক্ত হইলেন না। নরেন্দ্র চরমুখে সৌদামিনীর স্বামীর প্রতি অনাসক্তির সংবাদ অবগত হইয়া তাহাকে গোপনে গৃহত্যাগ করাইয়া স্বীয় ভোগবহ্নিতে আহুতি দিবার মানস করিল এবং একদিন প্রকৃতই রজনীযোগে সৌদামিনীকে লইয়া পলায়ন করিল এবং কলিকাতায় আসিয়া একটি ব্যবসায় তাহাকে রাখিল। সৌদামিনীর চমক ভাঙ্গিল এবং প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ংগম করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র ভুল বুঝিতে পারিয়া এবং সৌদামিনীর প্রচ্ছন্ন স্বামিভক্তির পরিচয় পাইয়া অনুতপ্ত হইল এবং ঘনশ্যামকে কলিকাতায় আনাইল। দেবতুল্য ঘনশ্যাম সমস্তই জানিতে পারিয়াছিলেন—তিনি সৌদামিনীকে ক্ষমা করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলেন।

হংসগীতা—'নবগীতা' দ্রঃ।

হজরত মোহাম্মদ—রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত। ইহাতে হজরত মোহাম্মদের জীবনবৃত্তান্ত ও তৎকর্তৃক ইসলাম ধর্মপ্রচার বর্ণিত হইয়াছে।

হঠাৎ নবাব—বাঙ্গালা প্রহসন। এক দোকানদার সহসা কিছু অর্থ পাইয়া বড়লোকের মত চলিতে ইচ্ছা করে, এবং বড়লোকের মত পোশাক, বহু ভৃত্য, নৃত্যশিক্ষক, সংগীতশিক্ষক, অস্ত্রশিক্ষক, বিদ্যাশিক্ষক প্রভৃতি নিযুক্ত করে। তাহার কন্যা এক যুবককে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু সেই যুবক বড়লোক নহে বলিয়া তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ হইল না। তখন ঐ যুবা সঙ্গীদের সহিত ষড়্যন্ত্র করিয়া ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন, এবং আপনাকে তুর্কের নবাব বলিয়া পরিচিত করিলেন। বড়লোক জামাতা হইবে ভাবিয়া দোকানদার তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহ দিল।

প্রহসনখানি বিখ্যাত ফরাসী নাটককার Moliere কৃত "The Shopkeeper turned Gentleman" নামধেয় নাটকের মর্মানুবাদ।

হরতত্ত্বদীধিতিঃ—সংস্কৃত ব্যবস্থা গ্রন্থ। হরকুমার ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত। তদাত্মজ রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কর্তৃক প্রকাশিত। ইহাতে শৈব শাক্তাদি পঞ্চোপাসকের উপাসনার বিষয়, দীক্ষা প্রকরণ, গুরুলক্ষণ, দীক্ষাগ্রহণের কালাকাল, দীক্ষিত গৃহিগণের কর্তব্য, নিত্যকর্ম, শিবলিঙ্গ পূজা, আচমনবিধি, পূজানিয়ম, ন্যাসাদি, ধ্যান, যন্ত্র, নিত্যহোম, জপ, শ্যামাপূজার কালনিরূপণ, রটন্তী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, বৈধহিংসা, মাংসভক্ষণবিধি, বলিনিয়ম, আচার প্রকরণ, মন্ত্রসিদ্ধি, কুলমার্গ, গাণপত্যাচার, কাম্যকর্মের অধিকারী নির্ণয়, আশ্রমবিধি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। বিবিধ পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতাদি হইতে ইহার ব্যবস্থাসমূহ সংকলিত হইয়াছে।

হরিদাস সাধু—বাঙ্গালা জীবনচরিতবিষয়ক গ্রন্থ। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় প্রণীত। রণজিৎসিংহের রাজত্বকালে পঞ্জাবে হরিদাস সাধু নামে এক যোগী আসিয়া বিবিধ অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত সাধু পুরুষের জীবনচরিত এবং তৎকৃত কার্যাদি বিবৃত হইয়াছে।

হরিভক্তি রসামৃতসিন্ধু—সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রান্তর্গত ভক্তিগ্রন্থ। রূপ গোস্বামী

প্রণীত। শাস্ত্রে অলংকারের দশটি অবশ্য-লেখ্য বিষয় থাকিতে কবি কর্ণপূর কৌস্তুভালংকারে শান্তরসের অন্তর্গত মুখ্য ভক্তিরসকে পল্লবিত না করায় রূপ গোস্বামী উক্ত রসকে শাখাপ্রশাখাসহ বিস্তৃতকরণাভিপ্রায়ে এই গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে ভক্তির সামান্য লক্ষণ, সাধনভক্তি, রাগানুগা, ভাবভক্তি, প্রেমভক্তি, অবলম্বন, উদ্দীপন, বিভাব, শান্ত, প্রীত, বৎসল, ভক্তিরস এবং হাস্য, বীর, করুণ প্রভৃতি রস ও রসাভাস-সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। বহু শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা ইহার প্রত্যেক বিষয় সমর্থিত ও উদাহরণযুক্ত করা হইয়াছে। ১৪৬৩ শকাব্দে এই গ্রন্থের রচনা শেষ হয়।

হরিভক্তিবিলাস—বৈষ্ণব স্মৃতিগ্রন্থ। গোপালভট্ট প্রণীত। ইহা বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ধর্মকার্যের ব্যবস্থাপক গ্রন্থ। ইহার মতানুসারেই বৈষ্ণবগণ যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন। ইহাতে বৈষ্ণবদিগের ব্রত, পূজা, দীক্ষা, সন্ধ্যাবন্দনা, বৈষ্ণবাচার, ভক্তিমাহাত্ম্য, ভক্তমাহাত্ম্য, দ্বাদশমাসিক কার্য, মালাজপ, বাস্তুযাগ, মন্ত্রবিচার প্রভৃতি কার্য ও তৎসম্বন্ধে বিধি নিরূপিত হইয়াছে। ইহার অধ্যায়ের নাম বিলাস। ২০ বিলাসে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য কৃত স্মৃতিগ্রন্থের ব্যবস্থার সহিত ইহার কোন কোন ব্যবস্থার অনৈক্য আছে। সনাতন গোস্বামী সংক্ষেপে এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গোপালভট্টকে প্রদান করেন। গোপালভট্ট আবার বহু পুরাণাদির মত উদ্ধৃত করিয়া বিস্তৃতভাবে ইহার প্রচার করেন। ইহার নামান্তর ভগবদ্ভক্তিবিলাস।

হরিমঙ্গল—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত। ইহাতে কবির নিজের এবং অপরাপর কয়েকজন কবির কবিতা একত্র সংকলিত হইয়াছে। কতিপয় সংস্কৃত স্তব ও ইংরাজী কবিতাও ইহাতে আছে।

হরিশ্চন্দ্র—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। সূর্যবংশীয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্র আপনার সর্বস্ব ব্রাহ্মণকে দান করিয়া সত্যরক্ষার্থ শেষে পত্নী-পুত্রকে ও আপনাকেও বিক্রয় করিয়াছিলেন, এই পৌরাণিক উপাখ্যান এই নাটকে বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত "চণ্ডকৌশিক" নাটক অবলম্বনে এইখানি রচিত হইয়াছে। স্টার থিয়েটারে ইহার প্রথম অভিনয় হয়। মনোমোহন বসুও এই নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করিয়াছেন।

হরিষে বিষাদ—বাঙ্গালা উপন্যাস। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। নলিনের একমাত্র ভগ্নী মনোরমা ভিন্ন সংসারে আর কেহ ছিল না। নলিন লালবিহারীবাবুর বাসায় পাচকের কার্য করিতেন। লালবিহারীবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী বিধুমুখী বালক নলিনকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। গ্রামের জমিদার রায় মহাশয়ের সহিত নলিনের প্রতিবেশী নকড়ীর দেনা-পাওনা লইয়া বিবাদ বাধে। নকড়ী সামান্য গৃহস্থ। রায় মহাশয় পারিষদগণের পরামর্শে কৌশলে তাহাকে চোর বলিয়া ধরাইয়া দেন। লালবিহারীবাবুর নিকট বিচার হয়। নলিন দরিদ্র নকড়ীকে রক্ষা করিবার জন্য বিধুমুখীকে অনুরোধ করেন। বিচারে নকড়ী খালাস পায় এবং রায় মহাশয় মিথ্যা এজেহার দেওয়ার জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সময়ে বিধুমুখী ও নলিনের ভালবাসা দেখিয়া লালবিহারীবাবুর মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। কিন্তু সে সন্দেহের কোন প্রমাণ পাইলেন না। পরে তিনি বিধুমুখীর অনুরোধে নলিনকে মেডিকেল কলেজে ভরতি করিয়া দিয়া সন্দেহের মূল কারণ দূরীভূত করেন। এদিকে রায় মহাশয় কারামুক্ত হইয়া প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হইলেন। একদিন তাঁহার এক পশ্চিমা ভৃত্যের সহিত নকড়ীর বিবাদ বাধিল। নকড়ী তাহাকে যথেষ্ট প্রহার দিল। রায় মহাশয় গোপনে ভৃত্যকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়া নকড়ীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করিলেন, এবং একটা পচা লাস আনিয়া সনাক্ত করিয়া দিলেন। পূর্বে নলিন নকড়ীকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ভগ্নী মনোরমাকে সাক্ষী মানা হইল। মনোরমাকে আদালতে লালবিহারীবাবুর নিকট সাক্ষ্য দিতে হইল। পরে বিধুমুখী তাঁহাকে স্বগৃহে আনাইলেন। নকড়ী দায়রা সোপরদ্দ হইল। লালবিহারী মনোরমাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। কয়েকদিন তাঁহার বাড়িতে থাকিয়া মনোরমা বাড়ি যাইতে চাহিলে তিনি স্বীয় লোকজন দিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন। লোকেরা তাঁহার আদেশমত মনোরমাকে তাঁহার বাড়িতে না লইয়া গিয়া ডেপুটি বাবুর সোনাপুরের বাড়িতে লইয়া গেল। গগন নামক একজন ভৃত্য মনোরমাকে ভক্তি করিত। সে কলিকাতায় গিয়া নলিনকে এ সংবাদ দিল। নলিন তৎক্ষণাৎ সোনাপুরে চলিলেন। যে গাড়িতে নলিন যাইতেছিলেন, সেই গাড়িতে লালবিহারী বাবুও যাইতেছিলেন। পথে অন্য গাড়ির সহিত সেই গাড়ির সংঘর্ষ হইল। ডেপুটি বাবু তাহাতে প্রাণ হারাইলেন। নলিন তাড়াতাড়ি যে বাড়িতে মনোরমা ছিল, সেখানে গিয়া দেখিলেন, ভাবী বিপদের আশঙ্কায় মনোরমা আত্মহত্যা করিয়াছেন। ভগ্নীকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া নলিনের আনন্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার হরিষে বিষাদ হইল। দায়রার বিচারে নকড়ীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার মাতা বহুকষ্টে লাটসাহেবের নিকট গিয়া পুত্রের প্রাণভিক্ষা করিলেন। লাটসাহেব কাগজপত্র দেখিয়া নকড়ীকে অব্যাহতি দিলেন। পুত্রের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া বৃদ্ধা আনন্দিতা হইলেন। কিন্তু লাটসাহেবের আদেশ পৌঁছিবার পূর্বক্ষণে নকড়ীর ফাঁসি হইয়া গেল। বৃদ্ধার হরিষে বিষাদ হইল। তিনি দেহত্যাগ করিলেন। যে ভৃত্যের খুনের জন্য নকড়ীর ফাঁসি হইল, সে ধরা পড়িল। নকড়ীর ফাঁসি হওয়ায় রায় মহাশয়ের গৃহে আনন্দোৎসব হইতেছিল, এমন সময় পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিল। রায় মহাশয়ের হরিষে বিষাদ হইল। বিচারে তাঁহার দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল।

হস্তামলক—সংস্কৃত আত্মতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে আত্মার স্বরূপ নির্ণীত হইয়াছে, এবং জীব যে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, কেবল মোহবশে বদ্ধ ও পৃথক্ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্র সিংহ কর্তৃক শংকরভাষ্য ও বঙ্গানুবাদসহ ইহার এক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।

হাতেম-তাই (আরায়েশ মাহফিল)—বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত। ইহা একখানি পারস্য গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। ইমন রাজ্যের রাজপুত্র হাতেম-তাই সাতটি সমস্যা পূরণ করিয়া দিবার জন্য এক স্ত্রীলোকের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া নানা স্থান পর্যটন করেন, এবং বহুবিধ দুঃখক্লেশ ভোগের পর সমস্যার পূরণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই বৃত্তান্তই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

হামির—বাঙ্গালা নাটক। প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রণীত। রাজপুতবীর হামিরের কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত হইয়াছে।

হারানিধি—বাঙ্গালা সামাজিক নাটক। গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রণীত। মোহিনীমোহন নামক জনৈক ধনী ব্যক্তির সহিত হরিশ নামক এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। কোন সময়ে মোহিনীমোহনের দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হইলে হরিশ জামিন হইয়া জনৈক মহাজনের নিকট হইতে টাকা আনিয়া দেন। কিন্তু পরে

মোহিনীমোহন টাকা না দেওয়ায় দেনার দায়ে হরিশের সর্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায়; মোহিনীমোহন হরিশের সম্পত্তি নিলামে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেন। বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর প্রবঞ্চনায় হরিশ পথের ভিখারী হন। হরিশের সুশীলা নামে এক কন্যা ছিলেন। সুশীলার স্বামী অঘোর বিমাতার বাক্স ভাঙ্গিয়া চুরি করিয়া পলায়ন করেন, এবং ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া শেষে আপনার মৃত্যুসংবাদ প্রচার করেন। তাহার পর তিনি কলিকাতায় আসিয়া লুকাইয়া বেড়ান নব নামে হরিশের এক দূরসম্পর্কের ভাই ছিলেন, তিনি হরিশের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া হরিশের বাড়িতেই বাস করিতেন। এই সময়ে জামাতা অঘোরের সহিত নবর সাক্ষাৎ হয়। তখন হরিশকে বিপন্মুক্ত করিবার জন্য অঘোর ও নব পরামর্শ করেন। মোহিনীবাবুর কাদম্বিনী নামে এক রক্ষিতা রমণী ছিল। মোহিনীবাবু তাহাকে তাড়াইয়া দিলে সে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে যায়, কিন্তু হরিশের পুত্র নীলমাধব তাহাকে রক্ষা করেন। তখন কাদম্বিনীও আসিয়া নব ও অঘোরের সহিত যোগ দেয়। ইহাদের কৌশলে বিপন্ন হইলে মোহিনীর চৈতন্যোদয় হয়, এবং তিনি সমস্ত সম্পত্তি হরিশকে ফিরাইয়া দিয়া কন্যার সহিত নীলমাধবের বিবাহ দেন। সুশীলা স্বামীকে পুনঃপ্রাপ্ত হন।

হারীত দর্শন—'দর্শন' দ্রঃ।

হারীত সংহিতা—'সংহিতা' দ্রঃ।

হিতপ্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। ইহা গদ্য ও পদ্যে রচিত। বিষ্ণুশর্মা প্রণীত হিতোপদেশ গ্রন্থাবলম্বনে ইহা রচিত।

হিতে বিপরীত—বাঙ্গালা প্রহসন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ভজহরিবাবু অতিশয় কৃপণ ছিলেন। ৬০ বৎসর বয়সে তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি আবার বিবাহ করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার পৌত্র কুঞ্জবিহারী কিছুতেই পিতামহের নিকট টাকাকড়ি বাহির করিতে না পারায় শেষে তিনি বৃদ্ধকে জব্দ করিবার জন্য এক থিয়েটার পার্টির সহায়তায় ভজহরির বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিলেন, এবং এক বালককে পাত্রী সাজাইয়া তাহার সহিত ভজহরির বিবাহ দিলেন। শেষে পাত্রীরূপী বালক চাবি সংগ্রহ করিয়া ভজহরির বাক্স হইতে টাকা লইয়া যখন কুঞ্জকে দিলেন, তখন বৃদ্ধের ভুল ভাঙ্গিল। কুঞ্জ সেই টাকা লইয়া আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিলেন।

হিতোপদেশ—সংস্কৃত নীতিগ্রন্থ। বিষ্ণুশর্মা প্রণীত। পণ্ডিত বিষ্ণুশর্মা কোন রাজার পুত্রচতুষ্টয়কে শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত হইয়া গল্পচ্ছলে ইহাতে নীতিকথাসমূহ বিবৃত করিয়াছেন। ইহাতে মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি এই চারিটি বিষয় আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দু আচারব্যবহার—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। মনোমোহন বসু প্রণীত। হিন্দুর পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা কিরূপ ছিল, এবং নব্য শিক্ষাপ্রভাবে তাহা এক্ষণে কিরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহার কিরূপ প্রতিবিধান আবশ্যক, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুত্ব—বাঙ্গালা সামাজিক গ্রন্থ। চন্দ্রনাথ বসু প্রণীত। হিন্দুধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য কি, তাহা প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দুশাস্ত্রের একটি মহামন্ত্র 'সোঽহং' ইহার রহস্য কি, লয় কাহাকে বলে, হিন্দুর নিষ্কাম ধর্মবাদ কিরূপ শ্রেষ্ঠ, হিন্দুশাস্ত্রের লক্ষ্য কত সুদূরগামী, পুত্রের প্রয়োজন কি, আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা কিরূপ হিতকর, বিবাহের অর্থ কি, হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা ও প্রতিমাপূজার তাৎপর্য কি, হিন্দুশাস্ত্রে সমদর্শিতা কিরূপ বিশ্বব্যাপিনী, ইত্যাদি বিষয়সমূহ ইহাতে বিবৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের প্রমাণ—বাঙ্গালা প্রবন্ধগ্রন্থ। পূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। সংশয়ী জনগণের হৃদয়ে হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রণিধান করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে হিন্দুধর্মের প্রকৃতি, ব্রহ্মবাদ, মায়াবাদ, হিন্দুধর্মের শিক্ষাপ্রণালী, হিন্দুধর্মের স্বতঃ ও পরতঃ প্রমাণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে।

হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা—বাঙ্গালা ধর্মগ্রন্থ। রাজনারায়ণ বসু প্রণীত। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম হইতে হিন্দুধর্ম যে শ্রেষ্ঠ, বহুবিধ শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ইহাই এই গ্রন্থে প্রতিপাদিত এবং ব্রাহ্মধর্ম যে হিন্দুধর্ম হইতে অভিন্ন ইহাও কথিত হইয়াছে।

হিমালয়—বাঙ্গালা ভ্রমণবৃত্তান্ত। জলধর সেন প্রণীত। এই পুস্তকে হরিদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া বদরিকাশ্রম পর্যন্ত ভ্রমণকাহিনী এবং গন্তব্যস্থানের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

হীরকচূর্ণ—বাঙ্গালা নাটক। অমৃতলাল বসু প্রণীত। বরোদার মহারাজ মলহর রাও গাইকোয়াড় ভত্রত্য রেসিডেণ্ট কর্নেল ফেয়ারকে বিষ প্রয়োগ দ্বারা হত্যাচেষ্টার অপরাধে অভিযুক্ত হন, এই ঘটনা অবলম্বনে নাটকখানি রচিত।

হুগলীর ইমামবাড়ী—বাঙ্গালা উপন্যাস। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রণীত। এই উপন্যাসখানিতে দানবীর ফকীরবেশী ক্রোরপতি মহম্মদ মহসীনের এবং তদীয় বৈপিত্রিক ভগিনী মুন্নার মহিমা বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ইমামবাড়ীর আনুপূর্বিক ইতিহাস ও হুগলীর ইতিহাস সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে।

হুতোম প্যাঁচার নক্সা—বাঙ্গালা সামাজিক ব্যঙ্গকাব্য। বঙ্গীয় সমাজের দূষিত চিত্র প্রদর্শন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় রচিত। ইহা গ্রাম্য বা কথোপকথনের ভাষায় লিখিত। ইহাতে পূর্বকালের চড়ক, বারোয়ারি, কবির গান, জামাই তামাশা, শহরে অবতার, স্নানযাত্রার কাণ্ড প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কালীপ্রসন্ন সিংহ এই গ্রন্থখানির রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

হোমশিখা—বাঙ্গালা কবিতাগ্রন্থ। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। ইহাতে কতকগুলি উচ্চশ্রেণীর কবিতা আছে।

হ্যামলেট (Hamlet)—সেক্সপীয়ার-রচিত বিয়োগান্ত নাটক (১৬০৩—০৪ খ্রীঃ)। হ্যামলেট ছিলেন ডেনমার্কের যুবরাজ। তাঁহার পিতাকে তাঁহার কাকা ক্লডিয়াস বিষ দিয়া হত্যা করেন। হ্যামলেটের মৃত পিতার প্রেতাত্মা তাঁহাকে সব কথা বলিয়া দেয়। তাহার পর নানা সংঘাতের মধ্য দিয়া হ্যামলেট দ্বন্দ্বযুদ্ধে মারা যান।

সরল বাঙ্গালা অভিধান

তৃতীয় ভাগ

-(:•:)-

আদালতে এবং মহাজনী ও জমিদারী সেরেস্তায় ব্যবহৃত ও অন্যান্য কতিপয় আরবী, ফারসী ও ইংরাজী শব্দ।

অ

অকু—চুরি দাঙ্গা ইত্যাদি ঘটনা Occurrence of offence.

অকুয়াৎ—দুষ্কার্যসকল Misdeeds.

অছি—মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিরক্ষক Executor; কর্মাধ্যক্ষ Manager.

অজ জমা—সুদ খরচ প্রভৃতি বাদে আসল জমা।

অজুহাত—বর্ণনা; কারণনির্দেশ Grounds, reasons.

অদুল—হুকুম অমান্য করা Disobedience of orders.

অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট—অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট Honorary magistrate.

অন্দর—মধ্য।

অফিসিয়াল এসাইনি—যে গভর্নমেণ্ট কর্মচারী দেউলিয়ার সম্পত্তির ভার গ্রহণ করে Government officer in charge of the property of insolvents; official assignee.

অলল—অনির্দিষ্ট Indefinite.

অলি—অভিভাবক Guardian.

অষ্টম—বাকী খাজানার জন্য পত্তনি তালুকের নিলাম।

অসিয়তনামা—চরমপত্র Will.

আ

আইন—ব্যবহারশাস্ত্র Law.

আইন্দা—আগামী Next.

আইয়াম—সময় Time.

আইল—বাঁধ Dam.

আউল—প্রথম।

আউওল জমি—সর্বোৎকৃষ্ট জমি, যাহাতে সকল রকম শস্য ষোল আনা রকম জন্মে First class land where crops of all kinds grow in full.

আওলাদ—বালকবালিকাসকল Issues; বৃক্ষাদি Trees &c.; appurtenances.

আওহাল—অবস্থা Condition.

আক্সার—সর্বদা Frequently.

আখর—বিবাদ Misunderstanding.

আখিরি—শেষ End; বৎসরের হিসাব নিকাশের শেষ সময় Time for closing the accounts of the year.

আখের—ভবিষ্যৎ Future.

আখেরাজাত—ব্যয়াদি Expenses.

আঞ্জাম—বন্দোবস্ত Arrangement and supply.

আড়ৎ—যে স্থান হইতে পণ্যদ্রব্য অন্যত্র নীত হয় Warehouse; depot.

আড়ত—দোকান Shop, place of business.

আদম শুমার—লোকসংখ্যা করা Census

আদমী—মানুষ।

আদাওত—দ্বেষ, বৈরতা Grudge, enmity.

আদালত—বিচারালয় Court of justice.

আন্‌লফুল এসেম্ব্লি—অবৈধ জনতা Unlawful assembly of five or more persons.

আপস্—পরস্পর Among themselves.

আপস্ (করা)—মিটাইয়া ফেলা Settle, compromise.

আপীল—নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে বিচারপ্রার্থনা Appeal.

আপেলাণ্ট—যে আপীল করে Apellant.

আফিস—কার্যস্থান Office.

আফ্‌শোষ—পরিতাপ, দুঃখ।

আব্‌ওয়াব—(বাব শব্দের বহুবচন) অতিরিক্ত কর, বাজে খাজনা Miscellaneous cesses.

আব্‌কার—মাদকবিক্রয়ী।

আব্‌কারী—মাদকসম্বন্ধীয় Excise.

আবরু—সম্মান, ইজ্জত।

আবাদ—চাষ করা জমি Cultivated land.

আম—সাধারণ General

আম্‌দানী—আয় Income, import.

আম্-মোক্তার—সমস্ত বিষয়ে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী An officer invested with powers to act in all matters.

আমল—অধিকারকাল Period of rule; স্বীকার admission; অধিকার possession.

আমল্‌নামা—অধিকার পাইবার হুকুমপত্র A written authority to take possession of land or other property.

আম্‌লা—কর্মচারী Agent, officer.

আমানত—টাকা গচ্ছিত রাখা Deposit.

আমিন—যে জমির জরিপ করে Surveyor.

আমীর—ধনী বড়লোক।

আমুল মামুল—পূর্বাপর যেরূপ হইয়া আসিতেছে As usual, according to custom.

আয়্‌মা—বিদ্বান্ বা ধার্মিক মুসলমানকে মোগল সম্রাট্ কর্তৃক যে জমি দান করা হইয়াছে Land granted by the

Moghul Government either rent-free or subject to a small quit rent, to learned and pious Mahomedans.

আয়মাল—গ্রাম এবং পরগনা।

আয়েন্দা—পরবর্তী, আগামী Succeeding, coming.

আরজি—আবেদন Petition, plaint.

আরিন্দা—বাহক Peon, bearer.

আর্গুমেন্ট—মকদ্দমার বিষয় লইয়া বিচারকের সমক্ষে উভয় পক্ষের উকিলগণের বাদানুবাদ Argument.

আলতাম্‌গা—চিরকালের জন্য রাজস্ব দিতে হইবে না এমন জমি A perpetual rent-free grant.

আলবৎ—অবশ্য।

আলাত—কাজ করিবার যন্ত্র Tools.

আলামত—চিহ্ন Mark, sign.

আস্‌নাই—অবৈধ প্রণয় Illicit love.

আসল—মূলধন Principal ; প্রকৃত true.

আসল জমা—আব্‌ওয়াব-রহিত ধার্য জমা The original rent, without extra cesses.

আসামী—প্রজা Tenant ; খাতক debtor ; প্রতিবাদী defendant or accused.

আস্‌বাব—দ্রব্যসামগ্রী।

আস্তাবল—অশ্বশালা।

আহ্‌মক্‌—নির্বোধ। [সকল।

আহোয়াল—বর্তমান অবস্থা; কারণ-

ইওয়াজ—বিনিময় করা Exchange.

ইক্‌রার—স্বীকার।

ইক্‌রারনামা—স্বীকৃতিপত্র Agreement.

ইজন্‌নামা—চরমপত্র Will.

ইজমাল—যুক্ত অধিকার Joint possession, or tenancy.

ইজ্‌লাস—'এজলাস' দেখ।

ইজা—এক পৃষ্ঠার ঠিক অঙ্ক পৃষ্ঠায় আনিয়া যোগ দেওয়া; জের (In accounts) Brought forward (B. F.).

ইজারা—নির্দিষ্ট জমায় মেয়াদী বন্দোবস্ত Farm, lease, contract, monopoly.

ইজারাদার—যে নির্দিষ্ট জমায় মেয়াদী বন্দোবস্ত করে Lease-holder, farmer.

ইজাহার—প্রকাশ করিয়া বলা, সাক্ষ্য দেওয়া Deposition, statement.

ইজ্জত—সম্মান Respect.

ইজ্জতাদার—সম্মানিত Respected.

ইত্তিলা—অবগতি করা Report, information.

ইদ্দৎ—যে সময়ের মধ্যে মুসলমান বিধবার পুনর্বিবাহ নিষেধ The period during which Mahomedan widows are prohibited from marrying.

ইনকম্‌ ট্যাক্স—আয়কর Income-tax.

ইন্‌ছাপ—বিচার।

ইন্‌টরপ্রেটর—দোভাষী Interpreter.

ইন্তজাম—বন্দোবস্ত।

ইন্তজার প্রতীক্ষা, প্রত্যাশা।

ইন্‌ফরমার—গোয়েন্দা Informer.

ইন্‌ফরমেশন—ফৌজদারী অভিযোগ Information.

ইন্‌ফসলী—মুক্তিপত্র A release.

ইন্‌সাফ বিচার Doing justice.

ইনাম—পারিতোষিক Gift ; জমিদান A grant of land by Government as a reward for services rendered or for charitable or religious purposes.

ইব্রা—ত্যাগ করা Giving up.

ইম্‌তিহান—পরীক্ষা Examination.

ইম্‌সন (ইম্‌সাল্‌)—বর্তমান বৎসর Present year.

ইমান্‌, ঈমান্‌—আস্তিকতা, বিশ্বাস ; ধর্ম Faith ; religion. [dum.

ইয়াদ্দস্ত—স্মারক-লিপি Memoran-

ইরসাল—জমিদারের নিকট প্রেরিত টাকা A remittance.

ইসম—নাম Name. [names.

ইসমনবীশী—নামের ফর্দ List of

ইসাদী—সাক্ষী Witness.

ইসারা—সংকেত।

ইস্যু—বিচার্য বিষয় Issue, point for determination.

ইস্তফা ত্যাগ করা Relinquishment.

ইস্তমুরার—চিরস্থায়ী Perpetual.

ইস্তমুরারদার—যে প্রজা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমি গ্রহণ করে Ryat with right of occupancy without increase of rent ; the holder of a *Jaigir* or a perpetual farm or lease.

ইস্তাহার—বিজ্ঞাপন Advertisement, notice ; ঘোষণাপত্র proclamation.

উ

উইল—চরমপত্র Will.

উকিল—ব্যবহারাজীব Vakil, lawyer ; (নাবালিকা মুসলমানীর বিবাহে Vakil উপস্থিত থাকা আবশ্যক)।

উছিলা—ছল।

উঠ্‌বন্দী জমা—বঙ্গদেশে, বৎসরে বৎসরে যে পরিমাণ জমি চাষ করা হয় তাহার নিরিখ In Bengal, a settlement where the cultivator pays rent only for the land actually cultivated in each year.

উদ্বাস্তু—বাটীর সংলগ্ন জমি Land adjoining the homestead ; ভিটা-ছাড়া, Evacuee.

উমর—বয়স Age.

উমরভোর—চিরজীবন All through life.

উমেদ—ভরসা Expectation.

উমেদার—কর্মপ্রার্থী A candidate for employment.

উল্‌টা—বিপরীত Contrary.

উশুল—(ওয়াসিল) আদায় করা ; পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া Realization.

এ

এওজ—প্রতিনিধি Substitute.

এওজে—পরিবর্তে In lieu of.

একুইউজ্‌ড্‌—(ফৌজদারী মকদ্দমায়) অভিযুক্ত Accused (In a criminal case).

এক্‌কাট্টা—একত্রিত In combination.

এক্‌জাই—একত্রীকরণ Bringing together.

এক্‌জাই চালান—বৎসরের মধ্যে যতবার জমিদারের নিকট খাজানার টাকা পাঠান হইয়াছে, তাহার সমষ্টি চালান A statement of all remittances made to the Zemindar during the year.

এক্‌জিকিউটার—অছি, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিরক্ষণে নিযুক্ত কর্মচারী Executor, one appointed by the deceased to administer his property.

একটিন—অস্থায়ী Acting, officiating.

এক্‌তরফা—একপক্ষ শুনিয়া *Ex-parte*

এক্‌তার—ক্ষমতা Power, right.

এক্‌রার—স্বীকৃতি Agreement, confession.

এক্‌সা—এক প্রকার।

এক্‌সাইজ—আবগারী Excise.

এক্‌উইট্যাল—নিরপরাধ প্রমাণিত হওয়া Acquittal. [tion.

এখতেলাফ—নিয়মলঙ্ঘন Contraven-

এগ্রীমেণ্ট—চুক্তি Contract, agreement.

এজমাল—('ইজমাল' দ্রঃ)।

এজলাস—বৈঠক, কাছারি।

এজাহার—('ইজাহার' দ্রঃ)।

এটর্ণী—ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মচারী Authorized agent ; মকদ্দমার তদ্বিরকারী উকীল Solicitor ; attorney.

এড্‌ভোকেট্ জেনারেল—গভর্ণমেন্টের উচ্চতম ব্যবহারজীবী কর্মচারী The highest law-officer of the Government.

এড্‌মিনিস্ট্রেটার জেনারেল—অন্যের সম্পত্তিরক্ষণে নিযুক্ত হাইকোর্টের কর্মচারী Administrator-general, officer appointed by the High Court to administer the property of others.

এডাল্‌টারি—বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত অবৈধ সহবাস Adultery.

এতেলা—('ইত্তেলা' দ্রঃ)।

এন্‌টাইসিং এওয়ে এ ম্যারেড্ উওম্যান—স্ত্রী বাহির করা Enticing away a married woman.

এস্তাফাস—রায় দিবার পূর্বে সম্পত্তি বিক্রয় হওয়া Sale before judgment.

এন্তেকাল—মৃত্যু Death ; হস্তান্তর transfer ; ক্রোক attachment.

এন্তেজারি—('ইন্তজার') দ্রঃ।

এপ্রুভার—গোয়েন্দা Approver, informer.

[এফিডেভি]ট—শপথপূর্বক বলা Affidavit.

এবডাক্‌সন্—ছল বা বলপূর্বক লইয়া যাওয়া Abduction.

এবনে—পুত্রসন্তান Son of.

এভিডেন্স—প্রমাণ Proof, evidence.

এমারত—ইষ্টকালয় Brick-built house.

এলাকা—অধিকারের সীমা Jurisdiction.

এসল্‌ট—মারপিট Assault.

এসাইনী—যাহাকে বিষয় হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইয়াছে Assignee, one to whom property has been assigned.

এসেসার—যে কর নির্ধারণ করে Assessor ; one who fixes rates of rents ; দায়রার মকদ্দমায় যে জজের সহিত বসিয়া বিচারের সহায়তা করে One who assists the judge in Sessions trials.

এস্তাওয়া—ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল জমার হার Progressive rate of rent in newly cultivated land.

ও

ওকালত নামা—উকিল নিয়োগ পত্র Document appointing a Vakil to act for the executant.

ওকালতি—মক্কেলের পক্ষে উকিলের কর্তব্য Pleading conduct of a pleader's business.

ওছিয়ৎ-নামা—উইল।

ওজরদার—আপত্তিকারী Objector, claimant.

ওজরদাবি—দাবি Claim. [off.

ওজেবাদ—মুসমা, কাটাইয়া দেওয়া Set

ওটবন্দী জমা—('উঠবন্দী জমা' দ্রঃ)।

ওথ—শপথ Oath.

ওয়াকফ—ধর্মোদ্দেশে ন্যাস Religious endowment made by Mahomedans. [with.

ওয়াকিফ—জ্ঞাত থাকা Acquainted

ওয়াক্তে—গত তারিখ The day preceding. [nable.

ওয়াজিব—যথার্থ True ; সংগত Reaso-

ওয়াদা—পরিশোধ করিবার সময় Time for repayment. [back.

ওয়াপস—প্রত্যর্পণ Returning, taking

ওয়ালেদ—সন্তানসন্ততি Children.

ওয়াসিল বাকি—প্রজার নিকট কত টাকা বৎসরের মধ্যে আদায় হইয়াছে আর কত বাকি আছে তাহার হিসাব Paper showing receipts from tenants during a year and the balance due.

ওয়াসীলাত—বৈধ অধিকারীর প্রাপ্য যে টাকা বেদখলকারী আদায় করিয়া লইয়াছে Mesne profit.

ওরফে—অপর নাম Alias.

ওলদে—অমুকের পুত্র Son of.

ওলায়েতি—(বেলায়তি) বাঙ্গালায় ও ওড়িশায় (উড়িষ্যায়) প্রচলিত অব্দবিশেষ An era prevalent in Bengal and Orissa.

ওজি—সরবরাহকার One who supplies orders.

ক

কট—নিয়ম, শর্ত Condition, term.

কট্‌কোবালা—যে বন্ধকী কোবালায় এইরূপ শর্ত থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা পরিশোধ না হইলে বন্ধকী বিষয় মহাজনের হস্তগত হইবে Mortgage by conditional sale.

কড়্‌চা—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার নাম, আদায় ও বাকীর হিসাব থাকে Paper showing the name of each tenant, the amount of rent paid by him, and the amount outstanding. [tract.

কন্‌ট্রাক্‌ট্—চুক্তি Agreement, con-

কন্‌ফেসন—আসামী কর্তৃক অপরাধস্বীকার Confession, admission of guilt by the accused.

কন্‌ভিক্‌ট—কয়েদী One convicted and sentenced to imprisonment.

কন্‌ভিক্‌সন—অপরাধ প্রমাণিত হওয়া Conviction.

কন্‌স্টেবল—শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত নিয়মিত পুলিস কর্মচারী Constable, Pahara-walla. [*dhan*.

কবিন্‌নামা—স্ত্রীধনপত্র Deed for *Stri*-

কবুল—স্বীকার Admission, acknowledgment.

কবুল—বাদীর দাবি স্বীকার Confession of judgment, admission of plaintiff's claim.

কবুলিয়ত—পাট্টার অনুরূপ অংশ Counterpart of a lease ; যে পত্র দ্বারা গ্রহীতা পাট্টা গ্রহণ স্বীকার করে Document by which the lessee accepts the lease.

কম্‌পাউণ্ড—মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলা Settle a criminal case out of court.

কম্‌প্রোমাইস—মকদ্দমার আপসে নিষ্পত্তি Amicable settlement of a case.

কম্‌প্লেনাণ্ট—(ফৌজদারী মকদ্দমার) অভিযোক্তা Complainant.

কম্‌বখ্‌ত—মন্দভাগ্য। [age.

কমিসন—দস্তুরী Commission, broker-

করার—নিয়ম, শর্ত Condition, term.

করারী—নির্দিষ্ট, নির্ধারিত।

কলমবন্দ—লিপিবদ্ধ।

কস্‌বা—শহর Town.

কস্‌বী—বেশ্যা Woman of the town.

কসম—শপথ Oath.

কসরত—বৃত্তি।

কসুর—অপরাধ।

কাহাতক—কতক্ষণ, কতদূর।

কাউন্‌টারফিটিং—অবৈধ অনুকরণ Counterfeiting.

কাত—খাৰ্দ-হিসাবে As per.

কানুন—আইন Law.

কানুনগো—যে কর্মচারী গ্রামের জমি

ইত্যাদির হিসাব রাখে Village-registrar.

কায়েম—স্থির Fixed.

কায়েম মোকাম—স্থলাভিষিক্ত Representative.

কায়েমী পাট্টা—যে পাট্টা দ্বারা প্রজা চিরস্থায়ী অধিকার পায়, কিন্তু যাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার শর্ত থাকে A lease which gives a permanent right of occupancy to the lessee but provides for enhancement of rent.

কারকুন—গোমস্তার উপরস্থ কর্মচারী Officer above the rank of Gomasta.

কার্পরদাজ—কর্মচারী Agent or officer.

কালেব—রকম Kind.

কাহিল—পরাজয়; দুর্বল।

কিংস্ এভিডেন্স—যে আসামী অপরাধ অভিযোগে মুক্ত হইয়া অন্য আসামীর বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় King's evidence.

কিড্‌ন্যাপিং—অপ্রাপ্তবয়স্কাকে অভিভাবকের অধিকারচ্যুত করিয়া লইয়া যাওয়া Kidnapping.

কিতা—দফা Item, piece; জমির টুকরা piece of land. [mouza.

কিসমত—মৌজার ক্ষুদ্রাংশ Portion of a

কিস্তি—খাজানা দিবার সময় Time for payment of revenue.

কিস্তিবন্দী—ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার নিয়ম Deed of instalment.

কিস্তির কারবার—লেনদেনের কারবার Money-lending business.

কুত—অনুমান Estimate; সংখ্যা number. [entirely.

কুল—গড়ে, সমস্ত On the whole,

কেত্তা—খণ্ড Piece.

কেভিয়্যাট—কোন কার্য স্থগিত রাখিবার হুকুম প্রার্থনা Caveat; a process in a court to stop proceedings.

কেরামত—বুজরুকি।

কেরায়া—ভাড়া Rent, hire.

কোর্ট—আদালত Court.

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্—যে বিভাগে নাবালকের বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয় The department of Government which looks after the estates of minors.

কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর—যে পুলিস কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গভর্নমেন্টের পক্ষে মকদ্দমা চালায় Police officer conducting cases in a criminal court.

কোর্ট ফি—আদালতে অভিযোগ বা দরখাস্ত করিতে হইলে তজ্জন্য যে স্ট্যাম্প খরচ দিতে হয়।

কোর্ফা—জোতদারের অধীন প্রজা Undertenure holder.

কোবালা—বিক্রয়পত্র Deed of sale, conveyance, title deed.

কৌন্‌সুলী—উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারাজীব Counsel, barrister.

কৌল—স্বীকারপত্র Agreement or contract, admission.

ক্রায়ার—হাইকোর্টে সেসন আদালতে যে কর্মচারী বিচারের ঘোষণা করে Crier.

ক্রিমিন্যাল্ কোর্ট—ফৌজদারী আদালত Criminal court.

ক্রিমিন্যাল্ ইন্‌টিমিডেসন—ভয়প্রদর্শন Criminal intimidation.

ক্রিমিন্যাল্ প্রোসিডিওর কোড—দণ্ডসম্বন্ধীয় আইনের কার্যবিধি Criminal procedure code.

ক্রিমিন্যাল্ মিস্‌এপ্রোপ্রিয়েসন—অবৈধ আত্মসাৎকরণ Criminal misappropriation.

ক্রোক—আটক, আবদ্ধ Attachment.

ক্রোক সাজোয়াল—আবদ্ধভূমির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্মচারী Officer engaged to look after attached property.

ক্লার্ক অব্ দি ক্রাউন—হাইকোর্টের সেসন আদালতের উচ্চ কর্মচারী Officer who puts up cases at the High Court Sessions and empannels the jury.

খ

খটি—ধান বা চাউল ক্রয়বিক্রয়ের স্থান Rice-market.

খৎ—ঋণপত্র, তমস্সুক Bond acknowledging a debt.

খতম—নিষ্পত্তি, শেষ Finality.

খতিয়ান—যে কাগজে পৃথক্ নামে হিসাব থাকে Ledger book.

খন্দ—যাহাতে রবি ফসল জন্মে The land on which the *Rabi* crops grow.

খরিতা—পত্র Kharita.

খস্‌ড়া—পাণ্ডুলিপি, মুসাবিদা Draft.

খস্‌ড়াবহি—রোজ বহি Day-book.

'—স্বামী Husband.

খাইখালাসী—উপস্বত্ব হইতে ঋণপরিশোধের শর্তবিশিষ্ট Usufructuary.

খাজাঞ্চি—কোষাধ্যক্ষ Treasurer.

খাতক—কর্জগ্রহীতা Debtor.

খাতাবহি—আয়ব্যয়ের হিসাব বহি A book containing accounts of receipts and disbursements.

খাতিরজমা—নিশ্চয়তা Certainty.

খানাতল্লাস—অপহৃত দ্রব্য বা আসামীর ধৃতির জন্য গৃহাদির অনুসন্ধান House-search. [land.

খানাবাড়ী—বসতবাড়ি Home-stead

খামার—অল্প দিনের মেয়াদে বিলি করা জমিবিশেষ Land of which rent is paid in kind, or of which the produce is divided between cultivator and the zemindar; যে স্থানে ধান বা খড় রাখা হয় a place where paddy and straw are piled.

খারিজ—বাদ দেওয়া Strike off.

খারিজ দাখিল—নামপরিবর্তন Mutation of names.

খাস—স্বকীয় One's own, special.

খাস্‌খামার—যে জমি অধিকারীর খাস দখলে আছে Land in immediate possession of the proprietor.

খাস্ মহাল—রাজার নিজের তত্ত্বাবধানে চালিত মহাল Estate held directly under Government.

খিদ্‌মত—চাকুরি Service.

খিয়ানত—ক্ষতি Mischief.

খিল্ জমি—যে জমি আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু আবাদ করিলে ফসল হইতে পারে Fallow land fit for cultivation.

খুবসুরত—সুমুখ, সুদৃশ্য।

খুস্কি—অনাবৃষ্টি Drought.

খেরাজ—রাজস্ব Revenue.

খেরাজী জমি—Revenue-paying land.

খেলাপ—নিয়মলঙ্ঘন Violation, lapse; মিথ্যা false.

খেসারত—ক্ষতিপূরণ Damage.

খোদ—নিজে Personally.

খোদকস্তা রাইয়ৎ—যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, সেইখানেই চাষ করে A resident cultivator; a hereditary cultivator with a right of occupancy.

খোদ্ হাকিমী—যে ক্ষমতা নাই তাহা আপনাতে আরোপের চেষ্টা করা Un-

warrantable assumption of authority.

খোরদা—ক্ষুদ্র Small.

খোরপোষ—খোরাকি Maintenance.

খোরাকি—খাইবার জন্য দত্ত অর্থ Diet-money ; subsistence-allowance.

খোলাসা—চুম্বক Abstract.

খোস্—আপন খুশি Pleasure.

খোস্কবালা—যে কবালা দ্বারা বিক্রেতা আপন খুশিতে বিনা কড়ারে নিজ স্বত্ব চিরকালের জন্য হস্তান্তর করে A voluntary, unconditional transfer of property.

খোস্ খত—ভাল হাতের লেখা Good handwriting.

খোস্ খরিদ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রয় Private purchase.

খোস্বাই—সুগন্ধ।

গ

গঞ্জ—শস্যাদির ক্রয়বিক্রয়ের স্থান A mart.

গদি—মহাজনদিগের কারবারের স্থান The place of business of the Mahajans.

গদিয়ান—আড়তের প্রধান কর্মচারী Chief officer of a *gadi*.

গয়রহ—(গঃ) সমূহ And the rest.

গররাজি—অসম্মত।

গরলায়েক—যে জমিতে ফসল জন্মিতে পারে না Barren land.

গর্ হাজির—অনুপস্থিতি Absence.

গস্ত—মাল খরিদ করা Buying goods.

গস্তিদার—যে দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় One on the look-out for goods.

গাওয়া—সাক্ষী Witness.

গাফলত—অমনোযোগ Negligence.

গার্জিয়ান, গার্জেন—আদালত কর্তৃক নিযুক্ত নাবালকের অভিভাবক Guardian appointed by the court to look after a minor.

গিরবি—বন্ধক দেওয়া Pawn, mortgage.

গিরিমেন্ট—(এগ্রীমেন্ট শব্দের অপভ্রংশ) চুক্তি Agreement. [Per, by.

গুজরত—যাহার দ্বারা প্রেরিত, মারফত

গুজরা—দাখিল করা Submit.

গুজরান—জীবিকা Livelihood.

গুজস্তা—সাবেক Previous.

গুজস্তা জমি—যে জমি প্রজাবিলি আছে Land under occupation by tenants.

গুজস্তা হকুক—সাবেক স্বত্ব Former right.

গুম—গোপন করা Conceal.

গোস্তাকি—ঔদ্ধত্য Impudence ; অবজ্ঞা প্রদর্শন (আদালতের প্রতি) Contempt of court.

গ্রীভাস্ হার্ট—যে আঘাতে অঙ্গহানি হয় বা আহত ব্যক্তি ২০ দিন যাবৎ কাজকর্ম করিতে অশক্ত হয় Grievous hurt.

ঘ

ঘাএল—আহত Wounded.

ঘাটওয়ালা—পর্বতীয় পথ বা পারঘাটা-রক্ষককে যে জমি দেওয়া যায় (বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে) Land given rent-free or on a small rent to public ferrymen or officers employed in guarding passes in the hills (prevalent in the districts of Bankura and Birbhum).

ঘাটতি—কম Deficit.

চকবন্দী—জমিবিভাগ Dividing land into plots.

চকমিলন—চারিদিকে সমান-উচ্চ কক্ষসমষ্টি A square of buildings all of the same form and height.

চড়া—নদীমধ্যে ভূভাগ Sandbank.

চর—নদীকূলে ক্রমসঞ্চিত উচ্চ ভূভাগ, চড়া Alluviated land ; a sandbank in the current of a river, deposited by the water ; যেখানে পশু চরে pasture.

চশম্—চক্ষু।

চশম্ খোর—চক্ষুর্লজ্জাশূন্য।

চাকরান—যে জমি পাইক, নাপিত প্রভৃতি বেতনের পরিবর্তে ভোগ করে Service-land.

চাকলা—কতকগুলি পরগনার সমষ্টি A collection of a certain number of paraganas.

চাপ্রাস—তক্মা Badge.

চাপাদার—ওজনকালে যাহারা পাল্লায় মাল তোলে ও নামায় Coolies who assist in weighments.

চাম্পার্টি—অন্যের মকদ্দমার স্বত্ব কিনিয়া মকদ্দমা চালানো Champerty.

চারা—প্রতিবিধান Remedy, help.

চার্জ—অভিযুক্ত ব্যক্তিতে অপরাধ আরোপ করা Charge (against an accused) ; সেসন্ জজ্ কর্তৃক জুরিগণকে মকদ্দমা সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হয় The instructions given by the judge to the jurors in Sessions trials.

চালান—আসামীকে আদালতে প্রেরণ Sending up for trial ; টাকা পাঠানো remitting money ; প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা invoice.

চাষবাস—কৃষিকার্য Cultivation.

চাহারম্ জমি—যে জমিতে চার আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding a quarter produce.

চাহারম্ পত্তনি—ছে-পত্তনিদারের অধীন তালুক An under tenure granted by the ছে-পত্তনিদার।

চিঠা—যে কাগজে জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে লেখা থাকে Paper giving details of measurement of land.

চিফ্কোর্ট—হাইকোর্ট হইতে নিম্নশ্রেণীর আদালত Chief Court.

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্নওয়ালিস বঙ্গীয় জমিদারগণের সহিত চিরনির্দিষ্ট হারে খাজানা দিবার যে বন্দোবস্ত করেন Permanent settlement.

চুকভুল—ভ্রম Error.

চুকানীদার—জোতস্বত্বহীন প্রজাবিশেষ Raiyats holding no right of occupancy.

চুগল—লাগান ভাঙান।

চুটকী—কয়ালদিগের দস্তুরী Perquisites of weighman.

চেকমুড়ী—চেকের বামার্ধ Counter-foil.

চেয়ার—কাষ্ঠাসনবিশেষ।

চেরাকী—পীরস্থানে প্রত্যহ প্রদীপ দিবার খরচের জন্য যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হয় Rent-free land granted for meeting the expenses of lighting the shrine of *Pirs*.

চোরাই মাল—অপহৃত বস্তু Stolen property.

চৌকি—সদরথানা The principal police station of a district ; মুনসেফের এলাকাভুক্ত স্থান The jurisdiction of a munsiff.

চৌধুরী—কোন গ্রামের বা ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তি Headman of a village or trade-guild.

ইত্যাদির হিসাব রাখে Village-registrar.

কায়েম—স্থির Fixed.

কায়েম মোকাম—স্থলাভিষিক্ত Representative.

কায়েমী পাট্টা—যে পাট্টা দ্বারা প্রজা চিরস্থায়ী অধিকার পায়, কিন্তু যাহাতে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার শর্ত থাকে A lease which gives a permanent right of occupancy to the lessee but provides for enhancement of rent.

কারকুন—গোমস্তার উপরস্থ কর্মচারী Officer above the rank of Gomasta.

কার্পরদাজ—কর্মচারী Agent or officer.

কালেব—রকম Kind.

কাহিল—পরাজয় ; দুর্বল।

কিংস্ এভিডেন্স—যে আসামী অপরাধ অভিযোগে মুক্ত হইয়া অন্য আসামীর বিরুদ্ধে রাজার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় King's evidence.

কিড্ন্যাপিং—অপ্রাপ্তবয়স্কাকে অভিভাবকের অধিকারচ্যুত করিয়া লইয়া যাওয়া Kidnapping.

কিতা—দফা Item, piece, জমির টুকরা piece of land.

কিসমত—মৌজার ক্ষুদ্রাংশ Portion of a mouza.

কিস্তি—খাজানা দিবার সময় Time for payment of revenue.

কিস্তিবন্দী—ক্রমে ক্রমে টাকা দিবার নিয়ম Deed of instalment.

কিস্তির কারবার—লেনদেনের কারবার Money-lending business.

কুত—অনুমান Estimate ; সংখ্যা number.

কুল—গড়ে, সমস্ত On the whole, entirely.

কেতা—খণ্ড Piece.

কেভিয়েট—কোন কার্য স্থগিত রাখিবার হুকুম প্রার্থনা Caveat ; a process in a court to stop proceedings.

কেরামত—বুজরুকি।

কেরায়া—ভাড়া Rent, hire.

কোর্ট—আদালত Court.

কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্—যে বিভাগে নাবালকের বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয় The department of Government which looks after the estates of minors.

কোর্ট ইন্‌স্‌পেক্টর—যে পুলিস কর্মচারী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গভর্নমেন্টের পক্ষে মকদ্দমা চালায় Police officer conducting cases in a criminal court.

কোর্ট ফি—আদালতে অভিযোগ বা দরখাস্ত করিতে হইলে তজ্জন্য যে ষ্ট্যাম্প খরচ দিতে হয়।

কোর্ফা—জোতদারের অধীন প্রজা Undertenure holder.

কোবালা—বিক্রয়পত্র Deed of sale, conveyance, title deed.

কৌন্‌সুলী—উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারাজীব Counsel, barrister.

কৌল—স্বীকারপত্র Agreement or contract, admission.

ক্রায়ার—হাইকোর্টে সেসন আদালতে যে কর্মচারী বিচারের ঘোষণা করে Crier.

ক্রিমিন্যাল্ কোর্ট—ফৌজদারী আদালত Criminal court.

ক্রিমিন্যাল্ ইন্‌টিমিডেসন—ভয়প্রদর্শন Criminal intimidation.

ক্রিমিন্যাল্ প্রোসিডিওর কোড—দণ্ডসম্বন্ধীয় আইনের কার্যবিধি Criminal procedure code.

ক্রিমিন্যাল্ মিস্‌এপ্রোপ্রিয়েসন—অবৈধ আত্মসাৎকরণ Criminal misappropriation.

ক্রোক—আটক, আবদ্ধ Attachment.

ক্রোক সাজোয়াল—আবদ্ধভূমির তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত কর্মচারী Officer engaged to look after attached property.

ক্লার্ক অব্ দি ক্রাউন—হাইকোর্টের সেসন আদালতের উচ্চ কর্মচারী Officer who puts up cases at the High Court Sessions and empannels the jury.

খ

খটি—ধান বা চাউল ক্রয়বিক্রয়ের স্থান Rice-market.

খৎ—ঋণপত্র, তমসুক Bond acknowledging a debt.

খতম—নিষ্পত্তি, শেষ Finality.

খতিয়ান—যে কাগজে পৃথক্ নামে হিসাব থাকে Ledger book.

খন্দ—যাহাতে রবি ফসল জন্মে The land on which the *Rabi* crops grow.

খরিতা—পত্র Kharita.

খস্‌ড়া—পাণ্ডুলিপি, মুসাবিদা Draft.

খস্‌ড়াবহি—রোজ বহি Day-book.

খসম—স্বামী Husband.

খাইখালাসী—উপস্বত্ব হইতে ঋণপরিশোধের শর্তবিশিষ্ট Usufructuary.

খাজাঞ্চি—কোষাধ্যক্ষ Treasurer.

খাতক—কর্জগ্রহীতা Debtor.

খাতাবহি—আয়ব্যয়ের হিসাব বহি A book containing accounts of receipts and disbursements.

খাতিরজমা—নিশ্চয়তা Certainty.

খানাতল্লাস—অপহৃত দ্রব্য বা আসামীর ধৃতির জন্য গৃহাদির অনুসন্ধান House-search.

খামারবাড়ী—বসতবাড়ি Home-stead land.

খামার—অল্প দিনের মেয়াদে বিলি করা জমিবিশেষ Land of which rent is paid in kind, or of which the produce is divided between cultivator and the zemindar ; যে স্থানে ধান বা খড় রাখা হয় a place where paddy and straw are piled.

খারিজ—বাদ দেওয়া Strike off.

খারিজ দাখিল—নামপরিবর্তন Mutation of names.

খাস—স্বকীয় One's own, special.

খাস্‌খামার—যে জমি অধিকারীর খাস দখলে আছে Land in immediate possession of the proprietor.

খাস্ মহাল—রাজার নিজের তত্ত্বাবধানে চালিত মহাল Estate held directly under Government.

খিদমত—চাকুরি Service.

খিয়ানত—ক্ষতি Mischief.

খিল্ জমি—যে জমি আপাততঃ পতিত আছে, কিন্তু আবাদ করিলে ফসল হইতে পারে Fallow land fit for cultivation.

খুবছুরত—সুমুখ, সুদৃশ্য।

খুস্কি—অনাবৃষ্টি Drought.

খেরাজ—রাজস্ব Revenue.

খেরাজী জমি—Revenue-paying land.

খেলাপ—নিয়মলঙ্ঘন Violation, lapse ; মিথ্যা false.

খেসারত—ক্ষতিপূরণ Damage.

খোদ—নিজে Personally.

খোদ্‌কস্তা রাইয়ৎ—যে প্রজা যে গ্রামে বাস করে, সেইখানেই চাষ করে A resident cultivator ; a hereditary cultivator with a right of occupancy.

খোদ্ হাকিমী—যে ক্ষমতা নাই তাহা আপনাতে আরোপের চেষ্টা করা Un-

warrantable assumption of authority.

খোর্‌দা—ক্ষুদ্র Small.

খোর্‌পোষ—খোরাকি Maintenance.

খোরাকি—খাইবার জন্য দত্ত অর্থ Diet-money; subsistence-allowance.

খোলাসা—চুম্বক Abstract.

খোস্—আপন খুশি Pleasure.

খোস্‌কবালা—যে কবালা দ্বারা বিক্রেতা আপন খুশিতে বিনা কড়ারে নিজ স্বত্ব চিরকালের জন্য হস্তান্তর করে A voluntary, unconditional transfer of property.

খোস্ খত—ভাল হাতের লেখা Good handwriting.

খোস্ খরিদ—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্রয় Private purchase.

খোস্‌বাই—সুগন্ধ।

গ

গঞ্জ—শস্যাদির ক্রয়বিক্রয়ের স্থান A mart.

গদি—মহাজনদিগের কারবারের স্থান The place of business of the Mahajans.

গদিয়ান—আড়তের প্রধান কর্মচারী Chief officer of a *gadi*.

গয়রহ—(গঃ) সমূহ And the rest.

গররাজি—অসম্মত।

গর্‌লায়েক—যে জমিতে ফসল জন্মিতে পারে না Barren land.

গর্ হাজির—অনুপস্থিতি Absence.

গস্ত—মাল খরিদ করা Buying goods.

গস্তিদার—যে দ্রব্যাদির অনুসন্ধান করিয়া বেড়ায় One on the look-out for goods.

গাওয়া—সাক্ষী Witness.

গাফলত—অমনোযোগ Negligence.

গার্জিয়ান, গার্জেন—আদালত কর্তৃক নিযুক্ত নাবালকের অভিভাবক Guardian appointed by the court to look after a minor.

গিরবি—বন্ধক দেওয়া Pawn, mortgage.

গিরিমেণ্ট—(এগ্রীমেণ্ট শব্দের অপভ্রংশ) চুক্তি Agreement. [Per, by.

গুজরত—যাহার দ্বারা প্রেরিত, মারফত

গুজরা—দাখিল করা Submit.

গুজরান—জীবিকা Livelihood.

গুজস্তা—সাবেক Previous.

গুজস্তা জমি—যে জমি প্রজাবিলি আছে Land under occupation by tenants.

গুজস্তা হকুক—সাবেক স্বত্ব Former right.

গুম—গোপন করা Conceal.

গোস্তাকি—ঔদ্ধত্য Impudence; অবজ্ঞা প্রদর্শন (আদালতের প্রতি) Contempt of court.

গ্রীভাস্ হার্ট—যে আঘাতে অঙ্গহানি হয় বা আহত ব্যক্তি ২০ দিন যাবৎ কাজকর্ম করিতে অশক্ত হয় Grievous hurt.

ঘ

ঘাএল—আহত Wounded.

ঘাটওয়ালা—পর্বতীয় পথ বা পারঘাটা-রক্ষককে যে জমি দেওয়া যায় (বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় এইরূপ ব্যবস্থা আছে) Land given rent-free or on a small rent to public ferrymen or officers employed in guarding passes in the hills (prevalent in the districts of Bankura and Birbhum).

ঘাটতি—কম Deficit.

চক্‌বন্দী—জমিবিভাগ Dividing land into plots.

চক্‌মিলন—চারিদিকে সমান-উচ্চ কক্ষসমষ্টি A square of buildings all of the same form and height.

চড়া—নদীমধ্যে ভূভাগ Sandbank.

চর—নদীকূলে ক্রমসঞ্চিত উচ্চ ভূভাগ, চড়া Alluviated land; a sandbank in the current of a river, deposited by the water; যেখানে পশু চরে pasture.

চশম্—চক্ষু।

চশম্ খোর—চক্ষুর্লজ্জাশূন্য।

চাকরান—যে জমি পাইক, নাপিত প্রভৃতি বেতনের পরিবর্তে ভোগ করে Service-land.

চাকলা—কতকগুলি পরগনার সমষ্টি A collection of a certain number of paraganas.

চাপ্‌রাস—তক্মা Badge.

চাপাদার—ওজনকালে যাহারা পাল্লায় মাল তোলে ও নামায় Coolies who assist in weighments.

চাম্পার্টি—অন্যের মকদ্দমার স্বত্ব কিনিয়া মকদ্দমা চালানো Champerty.

চারা—প্রতিবিধান Remedy, help.

চার্জ—অভিযুক্ত ব্যক্তিতে অপরাধ আরোপ করা Charge (against an accused); সেসন্ জজ্ কর্তৃক জুরি-গণকে মকদ্দমা সম্বন্ধে যে উপদেশ দেওয়া হয় The instructions given by the judge to the jurors in Sessions trials.

চালান—আসামীকে আদালতে প্রেরণ Sending up for trial; টাকা পাঠানো remitting money; প্রেরিত দ্রব্যের তালিকা invoice.

চাষবাস—কৃষিকার্য Cultivation.

চাহারম্ জমি—যে জমিতে চার আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding a quarter produce.

চাহারম্ পত্তনি—ছে-পত্তনিদারের অধীন তালুক An under tenure granted by the ছে-পত্তনিদার।

চিঠা—যে কাগজে জমির পরিমাণ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে লেখা থাকে Paper giving details of measurement of land.

চিফ্‌কোর্ট—হাইকোর্ট হইতে নিম্নশ্রেণীর আদালত Chief Court.

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত—১৭৯৩ খ্রীঃ লর্ড কর্নওয়ালিস বঙ্গীয় জমিদারগণের সহিত চিরনির্দিষ্ট হারে খাজানা দিবার যে বন্দোবস্ত করেন Permanent settlement.

চুকভুল—ভ্রম Error.

চুকানীদার—জোতস্বত্বহীন প্রজাবিশেষ Raiyats holding no right of occupancy.

চুগল—লাগান ভাঙান।

চুটকী—কয়ালদিগের দস্তুরী Perquisites of weighman.

চেক্‌মুড়ী—চেকের বামার্ধ Counter-foil.

চেয়ার—কাষ্ঠাসনবিশেষ।

চেরাকী—পীরস্থানে প্রত্যহ প্রদীপ দিবার খরচের জন্য যে নিষ্কর ভূমি প্রদত্ত হয় Rent-free land granted for meeting the expenses of lighting the shrine of *Pirs*.

চোরাই মাল—অপহৃত বস্তু Stolen property.

চৌকি—সদরথানা The principal police station of a district; মুনসেফের এলাকাভুক্ত স্থান The jurisdiction of a munsiff.

চৌধুরী—কোন গ্রামের বা ব্যবসায়ের প্রধান ব্যক্তি Headman of a village or trade-guild.

চৌবং—চতুর্থবার For the fourth time.

চৌহদ্দি—চতুঃসীমা Boundaries on all the four sides.

ছ

ছটাক—৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ হাত প্রস্থ ভূমি A chattak represents land measuring 5 cubits long and 4 cubits wide.

ছাএল—আবেদনকারী Complainant ; petitioner.

ছাড়্‌চিঠি—যে চিঠি দেখাইলে কোন ব্যক্তি বা দ্রব্যকে ছাড়িয়া দেওয়া যায় Passport.

ছাড়্‌পত্র—(লাদাবী) ত্যাগপত্র Deed of discharge or release.

ছানি—পুনর্বিচার প্রার্থনা Application for review or re-trial.

ছাহম—জমি বাটাওয়ারা Division of land.

ছে-পত্তনী—দরপত্তনীদারের অধীনে পত্তনীদার Holder of a tenure under the first tenure holder.

ছোট আদালত—যে আদালতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেনা-পাওনার মকদ্দমার নিষ্পত্তি হয় Small Cause Court.

ছোলে—(সোলে) আপস Am'cable settlement.

জ

জওজ—স্বামী Husband.

জওজে—স্ত্রী Wife ; স্বামী husband.

জওয়াব—উত্তর Answer ; প্রতিবাদীর পক্ষ সমর্থন defence ; written statement.

জওয়াবদিহি—দায়িত্ব Responsibility.

জওয়াবল্‌জওয়াব—প্রতিবাদীর উত্তরের উত্তর Rejoinder.

জঙ্গলবুড়ী তালুক—জঙ্গলবিশিষ্ট তালুক, যাহা প্রথমে অল্প খাজানায় দেওয়া হয়, এবং যাহার জঙ্গল প্রজাকে পরিষ্কার করিতে হয় An estate overrun witl jungles, held on easy terms foı a certain number, of years oı condition of its being cleared ; এই সকল জমিকে বাখরগঞ্জে "হাওলা" ও মেদিনীপুরে "মণ্ডলী" বলে।

জনাব—সম্মানসূচক সম্বোধন An addres of honour ; "your honour".

জমাতুমারী—প্রজার মুকাবিলায় জমা Rent ascertained by confronting the tenants.

জমাবন্দী—রাজস্ব ধার্য করা Assessment of rent.

জমায়েত—জনতা Crowd ; assembly.

জর—স্বর্ণ।

জরিপ—জমির মাপকরণ Surveying.

জরীপেশ্‌গী অগ্রিম প্রদান Advance.

জরু—স্ত্রী Wife.

জরেশ্‌মন—দেয় অর্থ Consideration-money.

জলকর—জলবিষয়ক স্বত্ব Fishery rights.

জবর্‌দস্ত—বলপ্রয়োগশীল High-handed.

জবরদস্তি—বলপ্রয়োগ High handedness.

জবানবন্দি—সাক্ষী প্রভৃতির উক্তি Deposition, statement.

জবানী—মৌখিক Oral, verbal.

জব্দ—বাজেয়াপ্ত Confiscated ; দণ্ড করা punish.

জহান—পৃথিবী।

জামানত—জামিনস্বরূপ যাহা রক্ষিত হয়, প্রতিভূ Security.

জামিন—অন্য ব্যক্তির কার্যের জন্য যে দায়িত্ব গ্রহণ করে Surety, guarantee.

জামিন্‌নামা—জামিনস্বীকার পত্র Bail-bond.

জায়—বিস্তারিত বিবরণ Details.

জায়েজ—আইনসঙ্গত Lawful.

জায়েব—সিদ্ধ Settled.

জারি—বাহির করা ; কার্যে পরিণত করা Taking out, executing.

জাল—কৃত্রিম নাম স্বাক্ষর বা দলিলাদি প্রস্তুত করা Forgery, counterfeiting.

জাল্‌সাজি—কৃত্রিমকারী Forger, counterfeiter.

জাবেদা—রীতি Custom.

জাবেদা আপীল—রীতিমত আপীল Regular appeal.

জাবেদা নকল—স্বাক্ষরিত নকল Attested copy.

জাবেদা বহি—দৈনিক হিসাব Journal.

জাঁকর, জাঁকড়—ফিরাইয়া লইবার শর্তে দেওয়া Delivery on inspection.

জাঁকর বহি—যাহাতে পাকা হিসাব লেখা হয় না Suspense account book.

জিন্দিগি—জীবন Life.

জিম্মা—অধিকার Custody, possession.

জুডিসিয়াল্ ইন্‌কোয়ারী—কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক নালিশী বিষয়ের তদন্ত Judicial enquiry.

জুমুল—সমষ্টি Total.

জুরী—সেসন আদালতে জজের সহিত বসিয়া যাহারা বিচারের সহায়তা করে Those who sit with the judge and assist him at Sessions trials.

জেওরত—জহরত, হীরা মুক্তাদি Jewellery.

জের—পূর্ব পৃষ্ঠার মোট অঙ্ক পর পৃষ্ঠায় আনয়নসূচক নাম "Brought forward".

জেরা—প্রতিপ্রশ্ন Cross-examination.

জেরায়ত—ফসল Crops.

জেলখানা—কারাগার Prison.

জেলা—জজ ও কালেক্টারের অধিকারভুক্ত স্থান District.

জোত—জমিদারের অধীনে প্রজার কৃষিস্বত্বযুক্ত জমি Holding ; লাঙ্গল plough.

জোতদার—কৃষিস্বত্বযুক্ত জমির মালিক ; Holder of the right of cultivation ; cultivator.

ঝ

ঝুঁকি—দায়িত্ব Responsibility.

টংকিত—যে জমি অনুমান দ্বারা মাপ করা হয় Land measured not actually but by guess.

টর্ণীনামা—মোক্তারনামা Power of attorney.

টুক্‌রা দাখিলা—ক্ষুদ্র দাখিলা Slip receipts.

টুকিয়া রাখা—স্মরণার্থে লিখিয়া রাখা Noting down.

টেলিগ্রাম—তারের খবর।

টোক্ ফর্দ—স্মরণার্থে ফর্দ Memorandum-list.

ট্রাঙ্ক—টিনের বাক্স।

ট্রান্‌স্‌পোর্টেশন—দ্বীপান্তর করা Transportation.

ট্রান্‌স্‌ফার অব্‌ প্রপার্টি—সম্পত্তির হস্তান্তর হওন Transfer of property.

ট্রায়াল—মকদ্দমার বিচার Trial (of a case).

ট্রাস্ট—ন্যাস Trust.

ট্রাস্টী—ন্যাসী Trustee.

ট্রেস্‌পাস—অনধিকার প্রবেশ Trespass.

ঠ

ঠগ—লুণ্ঠন জন্ত হত্যাকারী One who strangles men for the purposes of robbery ; a Thug.

ঠিকা—অস্থায়ী Temporary.

ঠিকাদার—যে নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত কোন কার্যের ভার বা কোন ব্যবসায় ভাড়া লয় Contractor, lessee.

ঠিকুজি—গ্রহগণনাপত্র Horoscope.

ড

ডাকহরকরা—ডাকের পত্রবাহক Postal runner.

ডাঙ্গা—জলহীন ভূমি Dry land.

ডিক্রীজারী—ডিক্রীতে প্রাপ্ত টাকা আদায়ের জন্ত উপায় অবলম্বন Execution of a decree.

ডিনোভা—পুনর্বার *De-nova.*

ডিপজিসন—এজাহার Deposition, statement. [tation.

ডিপোর্টেসন—স্থানান্তরিত করা Depor-

ডিফামেসন—মানহানি করা Defamation, injuring one's reputation.

ডিফেণ্ড্যাণ্ট—(দেওয়ানী মকদ্দমার) প্রতিবাদী Defendant.

ডিভোর্স—বিবাহবন্ধনচ্ছেদ Divorce.

ডিস্কাউণ্ট—ছাড় দেওয়া Deduction percentage remitted.

ডিস্চার্জ—অভিযোক্তার পক্ষে সন্তোষজনক প্রমাণাভাবে অভিযুক্তকে মুক্তি প্রদান Releasing an accused for want of satisfactory evidence on the part of the complainant.

ডিস্মিস—বাদীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা Disallowing the plaintiff's claim.

ডিসিনিয়েল সেটেলমেণ্ট—দশশালার বন্দোবস্ত Decennial settlement.

ডিহি—মৌজার সমষ্টি An aggregate of mouzahs. [*Dihi.*

ডিহিদার—গ্রামমণ্ডল Headman of a

ডোনার—দাতা Donor.

ডোনী—দানগ্রহীতা Donee.

ডৌল—কবুলিয়ত Settlement-deed ; দাঁড়া, নিয়ম form.

ড্যামেজ—ক্ষতিপূরণ Dam ge.

ঢেরাসহি—যে লিখিতে জানে না তাহার দস্তখতজ্ঞাপক চিহ্ন Cross mark.

ত

তকমিনা—খামার জমি ও ফসলের বিবরণ-পত্র A paper showing details of Khamar land and its produce.

তকরারী—মহাজনী জমাখরচ Double entry (in book-keeping).

তকসিম—বাটোয়ারা, বিভাগ Partition, allotment.

তকসির—অপরাধ Offence.

তকাজা—(তাগাদা) প্রাপ্য টাকা চাওয়া Demand for payment of debt.

তখ্ত—সিংহাসন Throne.

তগির—ত্যাগ Relinquishment ; কর্মচ্যুতি Dismissal.

তঞ্চক—প্রতারক Deceitful, fraudulent. [dication.

তজবীজ—তল্লাস Search ; বিচার adju-

তদন্ত—অনুসন্ধান Investigation, inquiry. [quiry.

তদারক—তদন্ত Investigation, in-

তদ্বির—যোগাড় বা ব্যবস্থা করা Taking steps or looking after.

তন্কা দেশভেদে টাকা বা রূপেয়ার নাম Rupee.

তন্কি—অনুসন্ধান Enquiry.

তন্খা—বৃত্তি Allowance.

তপ্পা—কয়েক মৌজার সমষ্টি An aggregate of mouzahs.

তফ্রিক—বিভিন্ন Different.

তফ্শীল—বিবরণ Schedule, details.

তফায়েত করা—পৃথক্ করা Separate.

তমসুক—খত, ঋণস্বীকার পত্র Bond.

তম্বি—ধমক দেওয়া Rebuke.

তরজমা—অনুবাদ Translation.

তর্তফাত—ইতরবিশেষ Distinction, difference.

তর্তিপ—একাদিক্রমে Successively.

তরফ—পক্ষে On the part, or on behalf of ; তহসিলদারের হদ্দা Jurisdiction of a Tahsildar.

তরমিম—পরিবর্তন, সংশোধন Modification ; অংশ portion.

তরিবত—সভ্যতা Etiquette.

তলব—ডাকা Summon ; বেতন wages.

তলব বাকী—খাজানার কোন কিস্তির বাকী An instalment of rent fallen overdue.

তলবানা—আদালতের সমন বা অন্ত হুকুম কোন ব্যক্তির উপর জারি করিবার পারিশ্রমিক Fee for serving a process.

তল্লাসী—খোঁজ Search.

তশ্খিস—ধার্য বা নির্ধারণ Act of fixing or ascertaining.

তস্দিক—প্রমাণ Attestation ; বিচারপতির গোচর করা bringing to the notice of the court.

তস্লিফ—বিচারকের প্রতি প্রযোজ্য সম্বোধন "Your Honour" (in addressing the court).

তসরুফ—নষ্ট করা বা আত্মসাৎ করা Misappropriation ; mischief.

তহকীক—তদন্ত Enquiry.

তহমত—অপবাদ Accusation.

তহমতী—অপরাধী, আসামী Accused.

তহরির—লিখিবার জন্ত পারিশ্রমিক Fee for writing. [funds.

তহবিল—মজুত টাকা Cash in hand,

তহবিলদার—ধনাধ্যক্ষ Treasurer.

তাইদ—সাহায্য Help.

তাইদ এজাহার—পোষক বিবরণ Corroborative statement.

তাকিদ্, তাগিদ্—স্মরণ করাইয়া দেওয়া Reminder.

তাগাদা—বার বার চাওয়া।

তাগাবী—যোত্রহীন প্রজাকে যে ঋণ দেওয়া হয় Advance made to destitute tenants to help them in cultivation.

তামাদি হওয়া—নির্দিষ্ট সময় অতীত হওয়ার জন্ত বাতিল অগ্রাহ্য হওয়া Be barred by limitation.

তায়দাদ—সময় Deed by which a free grant is made ; সংখ্যা, পরিমাণ valuation. [tory.

তালিকা—ফিরিস্তি, ফর্দ List, inven-

তালিম—শিক্ষিত Tutored.

তালুক—জমিদারি অপেক্ষা অল্প বৃহৎ ভূসম্পত্তি Landed property less in extent than a Zemindari.

তাহুত—গবর্নমেণ্ট বা জমিদারকে দেয় খাজানা Rent payable to Government or the Zemindar.

তুমার—প্রজার মুকাবিলায় মহালের আয়সম্বন্ধে তদন্ত An enquiry into the resources of a mahal by confronting the tenants.

তুমার জমা—স্থানীয় তদন্তের পর রাজস্ব নির্ধারণ Rent ascertained after local enquiry.

তুলকালাম—লম্বা বাক্য, গোলমাল।

তেজারত—টাকা ধার দেওয়া ব্যবসায় Money lending business.

তেতম্মা—অতিরিক্ত Supplementary.

তেরিজ—সংকলন Addition; জমির বিবরণযুক্ত পত্র A zemindary paper giving particulars of landed property.

তৈমিতি—পেয়াদা জাতীয় কর্মচারী A menial of the peon class.

তোক—কয়েক মৌজার সমষ্টি An aggregate of a certain number of mouzahs.

তোশা—খাদ্যদ্রব্য Articles of provision.

তোশাখানা—খাদ্যভাণ্ডার A depository of articles of provision.

তৌজি—প্রাপ্য খাজানার বিবরণপত্র Collection paper, rent-roll.

তৌজিনবিশ—যে কর্মচারী খাজানার বিবরণপত্র রাখে Rent-roll keeper.

তৌজিভুক্ত জমি যে জমি বিবরণ পত্রভুক্ত হইয়াছে Recorded land.

তৌজিমহাল যে মহাল কালেক্টরের রক্ষিত বিবরণপত্রের অন্তর্গত A mahal registered or recorded in the collector's rent-roll.

তৌফিক—বৃদ্ধি Excess, increase.

থ

থাকবস্ত জমির সীমানির্দেশজ্ঞাপক কাগজ Paper showing the boundaries of land.

থেফ্‌ট—চুরি Theft.

থোকা—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার আদায় বাকী প্রভৃতি হিসাব পৃথক্‌ পৃথক্‌ ফর্দে লিখিত হয়; কড়চা; হিসাব বাকী Paper showing in separate lists the amounts realized and outstanding from individual tenants.

দ

দখল—অধিকার Possession.

দখলকার, দখলিকার—অধিকারী Occupant, possessor.

দখল দেহানি—দখল দেওয়া Delivery of possession.

দখলী স্বত্ব—ভোগ করিবার অধিকার Right of occupancy.

দজ্জাল—অতিশয় দুর্দান্ত।

দফ্‌তর—কাগজপত্রসমূহ, সেরেস্তা Record.

দফ্‌তরখানা—যেখানে কাগজপত্র থাকে Record office.

দফা—পরিচ্ছেদ Paragraph, item.

দফাদার—তত্ত্বাবধায়ক Superviser; head-contractor.

দফে—একবার।

দরইজারদার—ইজারদারের নিকট হইতে যে ইজারা লয়, কটকিনাদার Under-farmer.

দরখাস্তকারী—(সাএল) আবেদনকারী Petitioner.

দরপত্তনী—পত্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী Tenure held immediately under the pattanidar.

দরপাট্টা—পাট্টাদারের নিকট যে পাট্টা গ্রহণ করা হয় Sub-lease.

দরপেশ—উত্থাপন করা Raise (the question).

দরবস্ত হকুক—সমস্ত স্বত্ব All rights.

দরবার—যেখানে প্রকাশ্যভাবে বিচারাদি কার্য করা হয় বা সম্মানিত ব্যক্তির অভ্যর্থনা করা হয় Court, audience or reception hall.

দরোবস্ত—সম্পূর্ণ, সমুদয় Entirely; all.

দলিল—তমসুক Bond, debenture; দস্তাবেজ, নিদর্শনপত্র deed (paper), document.

দলিলদাতা—যে দলিল দেয় Executant of a deed.

দলিল প্রমাণ—দলিল দেখাইয়া যে প্রমাণ দেওয়া হয় Documentary evidence.

দলিল বন্ধ করা—দলিল আদালত কর্তৃক আবদ্ধ রাখা Impounding a document.

দশশালা বন্দোবস্ত—দশ বৎসরের মেয়াদ লর্ড কর্নওয়ালিস জমিদারের সহিত যে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন Revenue fixed by Lord Cornwallis by the decennial settlement.

দস্তক—(ওয়ারেন্ট) ধৃত করিবার হুকুমপত্র Writ, warrant; ছাড় হুকুম a passport.

দস্তবদস্ত—হাতে হাতে By hand, directly.

দস্তবরদারী—পরিত্যাগ Relinquishment.

দস্তাবেজ—দলিলাদি কাগজ, Document, anything in writing producible in evidence.

দস্তী সওয়াল—কোন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা Motion.

দস্তুর—নিয়ম, আচার Practice, usage.

দস্তুর মাফিক—প্রথানুযায়ী According to the usual practice.

দস্তুরী—কোন কার্য সম্পন্ন করিবার পারিশ্রমিক বা নির্দিষ্ট বৃত্তি Commission, dusturi.

দাখিল—আদালতে দলিলাদি বা জমিদারী কাছারিতে খাজানা জমা দেওয়া Filing, submitting.

দাখিল খারিজ—প্রজার নাম পরিবর্তন Mutation of names.

দাগ সংখ্যা, চিহ্ন The numbers put on land separately afte survey.

দাঙ্গা—মারামারি Affray, fracas, riot.

দাঁড়া—দস্তুর, রেওয়াজ Usage.

দাদ্‌খাঁ—প্রার্থী Applicant; দাবিকারক claimant.

দাদ্‌তোলা—বৈরনির্যাতন Taking revenge.

দাদন—অগ্রিম দেওয়া Advances.

দাদন্‌দার—যে দাদন লয় One who receives advances.

দাদনী—কোন কার্য সম্পাদন জন্য যে টাকা অগ্রিম দেওয়া হয় Money advanced for work.

দাদ ফরিয়াদ—বিচারার্থ আবেদন Prayer for justice.

দায়ের—বিচারার্থ আদালতে রুজু করা Institute a case; বিচারাধীন pending trial.

দালাল—যে ব্যক্তি মহাজনের মাল বিক্রয় করিয়া দেয় Broker.

দালালি—দালালের প্রাপ্য পারিশ্রমিক Brokerage, commission.

দাবি—দাওয়া Claim.

দাবিদার—ফরিয়াদি Plaintiff; আপত্তিকারী objector, claimant.

দাবৎ—দ্বিতীয়বার For the second time.

দিলদরিয়া—অতিশয় স্ফূর্তিবাজ।

দুয়েম্ জমি—যে জমিতে বার আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding twelve annas of crop.

দুরস্ত—ঠিক Correct.

দেউলিয়া—ব্যবসায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া দেনা দিতে অপরাগ Bankrupt, insolvent.

দেওয়ান—জমিদারের বা বৃহৎ কারবারের সর্বপ্রধান কর্মচারী Chief officer of a Zemindar or a large business office.

দেওয়ানী আদালত—যেখানে স্বত্বের বিচার হয় Civil court.

দেন্‌মোহর—মুসলমানগণের বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে যে যৌতুক দেয় বা দিবে বলিয়া স্বীকার করে Dower paid or pro-

mised to a bride (in marriage among the Mussalmans).

দোজমি—যে জমিতে বৎসরে দুইবার ফসল জন্মে Land yielding two crops a year.

দোয়াবর—কল্যাণীয় Blessed.

দোয়েম—দ্বিতীয়।

দোবরা—যাহার বিচার পূর্বে হইয়া গিয়াছে *Res judicata.*

দো সীমানা—পরস্পর পার্শ্বে স্থিত উভয় জমির সাধারণ সীমা Common boundary between two lands.

দোহাই—দিবা।

ধরাট—যাহা বাদ বা ধরিয়া দেওয়া যায় Premium ; allowance.

নকলনবীশ, নকলনবিস—প্রতিলিপি-কারক Copyist.

নক্‌শা—মানচিত্র Map, plan.

নগদ—রোক Cash, ready money.

নগদী—পাইকজাতীয় কর্মচারী A menial of the *paik* class.

নজর—উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে সম্মানসূচক যে অর্থ দেওয়া হয় Present, *nazar* ; দৃষ্টি sight.

নজরবন্দী—আবদ্ধ বা দৃষ্টির অন্তর্গত রাখা Confinement ; surveillance.

নজরবাজী—যে ভেলকি দেখায় Juggler.

নজীর—পূর্ব-বদ্ধ বিধি-চলিত ব্যবহার Precedent, ruling.

নট্ গিল্‌টি—নির্দোষ Not guilty.

নথি—কোন মকদ্দমার কাগজপত্রের সমষ্টি File, record.

নথির সামিল করা—নথির সহিত রাখা To file, to put up with the records.

নদীর বাঁক—নদীর বিস্তার Reach or stretch of a river.

নন্‌সুট—দেওয়ানী মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হওয়া Non-suit.

নমুনা—দৃষ্টান্ত Sample.

নম্বর খারিজ—মকদ্দমা নথি হইতে বিচ্যুত করা Strike off the file.

নম্বরী মকদ্দমা—রীতিমত মামলা Regular suit.

নয়া আবাদী—নূতন হাসিল করা জমি Newly reclaimed land.

নবিসিন্দা—লেখক Writer of a document.

নাকচ—রদ করা To quash ; annul.

নাখেরাজ (লাখেরাজ)—নিষ্কর ভূমি Rent-free land.

নাজাই—কমিপড়া Falling short.

নাজিম—শাসনকর্তা Governor ; administrator.

নাজীর—আদালতের উচ্চকর্মচারিবিশেষ Bailiff ; sheriff.

নাজেহাল পেরেশান—জ্বালাতন।

নাতান (নাতোয়ান)—যে দরিদ্র প্রজা নিয়মিত সময়ে খাজানা দিতে অক্ষম Destitute tenant incapable of paying rent in due time.

নানকর জমি—খোরপোষের জন্য প্রদত্ত জমি Maintenance-land.

নাফা—লভ্য Profit.

নামঞ্জুর—অগ্রাহ্য Rejected.

নামতবদীল (করা)—নাম পরিবর্তন করা Mutation of names.

নায়েক পতিত—যে পতিত জমি আবাদের উপযুক্ত Fallow land fit for cultivation.

নালিশ—মকদ্দমা Complaint, suit, case, charge.

নালিশী আইয়াম—যে সময় সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হইয়াছে Period under dispute.

নালিশের কারণ—নালিশের হেতু বা বিষয় Cause or ground of action.

নাহক—অবিচার বা অন্যায় কার্য করা To do injustice or wrong.

নিকর বাকী—প্রজার অসামর্থ্য হেতু যে খাজানা বাকী পড়িয়াছে তাহার সমষ্টি An aggregate of bad debts due from destitute tenants.

নিকাশ—হিসাব ঠিক করা Settlement or adjustment of accounts.

নিকাশীপোতা—জমিদারের কর্মচারিগণ হিসাব নিকাশের সময় যে টাকার জন্য দায়ী হয় Amount for which Zemindari officers are held liable at time of adjustment of accounts.

নিগাবানি—তত্ত্বাবধান করা Supervise.

নিজ—স্বীয় Personal, private.

নিজজোত—মালিক বা রাজস্বদাতা যে জমি স্বয়ং চাষ করে, কিংবা বেতনভোগী চাষী দ্বারা চাষ করায় Land cultivated by the proprietor or rent-payer personally or through hired men.

নিজাম—শাসনকর্তা Administrator.

নিট—খরচ খরচা বাদ Nett.

নিম্ ওসক্ তালুকদার—দরপত্তনীদার Undertenure holder.

নিরিখ—হার, যেকদার Rate.

নিরিখবন্দী—হারের ফর্দ A table of rates.

নিরিখের মকদ্দমা—কর বৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করিয়া যে মকদ্দমা উপস্থিত করা হয় Enhancement-suit.

নিলাম—প্রকাশ্যভাবে সর্বোচ্চ প্রাপ্ত মূল্যে বিক্রয় Public Sale ; Auction.

নিলাম খরিদ্দার—যে নিলামে কিনিয়া লইয়াছে Auction-purchaser.

নিস্পি—অর্ধেক Half.

নুনখারাজী—যে সকল লাখেরাজ জমি ৫০ বিঘার ন্যূন বলিয়া বাজেয়াপ্ত হয় নাই Rent-free land that has not been resumed on account of its being less than 50 bighas in measurement.

নেহাত (নেহায়ত)—যারপরনাই।

প

পঞ্চক জমা—সামান্য খাজানা Quit-rent.

পঞ্চায়েত—গভর্নমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত গ্রাম্য ব্যক্তিগণ যাঁহারা গ্রামের স্বাস্থ্যাদির তত্ত্বাবধান করেন A body of villagemen appointed by Government to look after the sanitation &c. of the village ; বাদী ও প্রতিবাদী কর্তৃক নির্বাচিত সালিশ A body of arbitrators elected by the litigating parties to settle the dispute between them.

পটিদার—গ্রামের অংশবিশেষের অধিকারী Owner of a portion of a village.

পণ্‌ফাজিলি—বিক্রয়ের পর দেনা শোধান্তে উদ্বৃত্ত টাকা Surplus of sale-proceeds.

পতিত-জমি—যে জমিতে বর্তমান সময়ে চাষ হয় নাই Waste or fallow land.

পতিতাবাদ—পতিত জমিতে আবাদ করা Reclamation of waste land.

পত্তন—জমিদারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে ও সময়ের জন্য জমি লওয়া Farming lease.

পত্তনীদার—যে পত্তনী লয় Farmer, leaseholder.

পয়্‌কারী—ভাগপ্রজা ; যে প্রজা নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত অন্তের জমি চাষ করিয়া দিয়া ফসলের নির্দিষ্ট অংশ পায় One who cultivates another's land for a fixed period and gets a stipulated portion of the yield.

পয়্‌কাস্ত—যে প্রজা এক গ্রামে থাকিয়া অন্ত গ্রামের জমি চাষ করে Non-resident tenant.

পয়্‌মায়েশ—মাপ, জরিপ Measure- [ment.

পয়্‌মাল—নষ্ট Damaged.

পয়মালী জমি—যে জমি জরিপ করিয়া বাহির করা হইয়াছে Land found on measurement.

পয়স্তি—(পিবস্তি) নদী ভরাট ; বন্তার পর পলি পড়িলে কিংবা নদীর স্রোত সরিয়া যাওয়ায় চড়া পড়িলে যে জমি আবাদের উপযুক্ত হয় Alluvial accretions.

পর্‌ওয়ানা—বিজ্ঞান ; নিয়োগপত্র ; আবদ্ধ করিবার হুকুম Notice, letter of appointment, warrant.

পরগণা—জেলার বিভাগ A portion of a district.

পর্‌জারী—হলফ লইয়া আদালতে মিথ্যা-কথন Perjury.

পরতল—সন্দেহস্থলে দ্বিতীয়বার জরিপ A resurvey in case of doubt.

পলী—জলমধ্যে ভূমির গঠন Deposit.

পসিদা—গোপন করা Concealing ; নামঞ্জুর করা Rejecting.

পাইক—পদাতিক Footman ; যে খাজানা আদায় করে A menial who realizes rent.

পাইকস্ত রাইয়ত যে প্রজা এক জমিদারের অধিকারে বাস করিয়া অন্ত জমিদারের অধিকারে চাষ করে A non-resident tenant.

পাইকার—ব্যাপারী Petty trader.

পাউণ্ড—খোঁয়াড়, যেখানে গরু ছাগল ধৃত হইয়া রক্ষিত হয় Pound.

পাওনা—স্থিত জমা Assets ; প্রাপ্য dues.

পাকা মৌরসী—যে মৌরসীর নির্দিষ্ট সময় মধ্যে কর বৃদ্ধি হইতে পারে না Lease by which rent cannot be raised during the settlement.

পাটোয়ারী—যে জমিদারির হিসাব রাখে Keeper of Zemindari accounts.

পাট্টা—জমিদার প্রজাকে ভূমি দখল্‌ দিবার জন্ত যে প্রমাণ-পত্র লিখিয়া দেন A lease granted by a Zeminder to a tenant for a determined period.

পাট্টাগ্রহীতা—যে ইজারা লয় Lessee.

পাট্টাদাতা—যে ইজারা দেয় Lessor.

পাট্টাসেলামী—পাট্টা গ্রহণ করিবার সময় গ্রহীতা দাতাকে খাজানা ব্যতীত এককালীন যে কিছু টাকা দেয় A bonus paid to the lessor when a lease is taken.

পাপরস্থয়ে নালিশ আদালতের অনুমতি লইয়া বিনা স্ট্যাম্প দানে সংগতিহীন ব্যক্তির নালিশ Suit *in forma pauperis*.

পাব্‌লিক প্রসিকিউটার—দায়রা বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে গভর্নমেণ্টের পক্ষে যে মকদ্দমা চালায় Public Prosecutor ; officer who conducts criminal cases on behalf of Government in the Sessions court or before magistrates.

পার্মানেন্ট সেটল্‌মেন্ট—('চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' দ্রঃ) Permanent settlement.

পার্শেল—ডাকে মোড়ক পাঠানো।

পাল্টানালিশ—যে ব্যক্তি যে সময়ে নালিশ করিয়াছে, সেই সময়ে তাহার নামে আসামী কর্তৃক নালিশ Counter-action.

পাঁচহাটা জমি—ঢালু জমি Sloping [land.

পিটিসন—দরখাস্ত, প্রার্থনা Petition, prayer.

পিন্যাল্‌ কোড—দণ্ডবিধির আইন Penal [code.

পুলিস কমিশনার—শহরের শান্তিরক্ষা বিভাগের প্রধান কর্মচারী Police Commissioner ; head of the Police of a Presidency Town.

পুলিস জমাদার—কনষ্টেবলের উপরস্থ কর্মচারী Head-constable.

পুলিস ডায়েরী—থানার কর্মচারী কর্তৃক লিখিত দৈনিক ঘটনার বিবরণ Diary of occurrences kept by a police officer.

পুলিস ষ্টেশন—থানা Police station.

পুঁজী—রেস্ত ; হস্তস্থিত টাকা Capital stock in hand.

পেটাও—কোরফা, সিক্‌মী ; অধীন Subordinate, dependant.

পেয়াদা মসীল—যে প্রজার নিকট খাজানা বাকী, সে যতক্ষণ দেয় টাকা না দিতে পারে ততক্ষণ তাহার নিকট যে পেয়াদা হাজির থাকে A peon employed in realizing arrears from defaulters and not withdrawn till payment is made.

পেশ—দাখিল করা To submit, to file in court.

পেশ্‌কার—যে কর্মচারী কাগজপত্র পড়িয়া শুনায় An officer whose duty is to read out papers.

পোদ্দার—যে স্বর্ণ, রৌপ্য, পয়সা প্রভৃতির ব্যবসায় বা পরখ করে Money changer, money tester.

পোষ্টাফিস—ডাকঘর।

প্রক্লামেশন—আসামী পলাতক হইলে তাহার সম্পত্তি বিক্রয় করিবার বিজ্ঞাপন Proclamation ; notice for the sale of the property of an absconding accused.

প্রাইমা ফেসি—একপক্ষ শুনিয়া *Prima-facie*.

প্রীভি কাউন্সিল—ইংরাজের উচ্চতম আদালত The highest law-court of the British Government.

প্রেসিডেণ্ট—নজির Precedent, ruling.

প্রোবেট—আদালতে উইল প্রমাণ Probate.

প্রোসিডিওর কোড—কার্যবিধির আইন Procedure code.

প্রোসিডিংস্‌—আদালতের কার্যাবলী Proceedings.

প্লী—অভিযুক্তের জবাব Plea.

প্লীডার—ব্যবহারাজীব, উকিল Pleader, lawyer.

ফ

ফতোয়া—মুসলমান বিচারকের লিখিত ব্যবস্থা Written judgment or opinion.

ফয়সলা—বিচারকের আদেশ, রায় Judgment.

ফয়সালা—ডিক্রি, নিষ্পত্তি. Decree, final order.

ফর্দ—ফিরিস্তি, তালিকা List, inventory ; কাগজের খণ্ড leaf or sheet of paper.

ফস্‌লী—বৎসরের উৎপন্ন শস্যাদি The harvest of the year ; বেহারে প্রচলিত রাজস্ব সম্বন্ধীয় বৎসর The revenue year commencing from 1st July, current in Behar.

ফার্‌খত—ছাড় Acquittance ; মুক্তিপত্র release ; বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার পত্র deed of divorce.

ফাল্‌তো—অপ্রয়োজনীয়, বাজে।

ফাশ—প্রকাশিত হওয়া Disclosed.

ফাঁক—দোষ Flaw, defect.

ফাঁড়ি—থানার অধীন শান্তিরক্ষকগণের কর্মস্থান Outpost.

ফি—প্রত্যেক Each; পারিশ্রমিক fee; আদালতের প্রাপ্য dues.

ফিরিস্তি—তালিকা List, inventory.

ফিল—অতিরিক্ত Excessive, supplementary; হাতি elephant.

ফিলখানা—হাতিশালা।

ফেয়াল, জামীন—সদাচরণ জন্য জামীন Security for good behaviour.

ফের্ফার—পরিবর্তন Alteration, contradiction.

ফেরার—পলাতক Absconder.

ফেরারী জমি—যে জমির প্রজা পলায়ন করিয়াছে Land the tenant of which has absconded.

ফেরেব—চাতুরী Fraud.

ফেল্ফওর—তৎক্ষণাৎ সম্পাত Peremptory.

ফেল্সাকী—গর্ভস্রাব Miscarriage, [abortion.

ফোর্জারী—জাল করা Forgery.

ফৌজ্দারী—শাসনকার্যে নিযুক্ত কর্মচারী Officer performing magisterial duties.

ফৌজ্দারী আদালত—শাসন-আইন-সম্বন্ধীয় বিচারালয় Criminal court.

ফৌজ্দারী মকদ্দমা—শাসন-আইন-সম্বন্ধীয় মকদ্দমা Criminal case.

ফৌত—মৃত্যু Death.

ফৌত্জমি—যে জমির জমা কাগজে আছে, কিন্তু নির্ণয় নাই Land the rent-roll of which is shown in the papers but which cannot be identified or traced.

ফৌতি—মৃত ব্যক্তি Deceased person.

বকলম (বঃ)—যে লিখিতে জানে না, তাহার নাম অন্য কর্তৃক স্বাক্ষর By the pen of; signing by a person for another who cannot sign his name.

বকেয়া বাকী—অতীত বৎসরের বাকী Arrears of rent of a previous year.

বখ্ত—ভাগ্য।

বখ্শী—বেতনাধ্যক্ষ, কর্মচারী।

বখীল, বখিল—কৃপণ।

বজ্জিন—একই Exactly the same.

বদ্জাত—মন্দপ্রকৃতি।

বদ্মাশ—অসদুপায়ে জীবিকা নির্বাহকারী, চোর, জালিয়াৎ।

বদ্মাশী—গর্হিত উপজীবিকা Bad livelihood.

বনকর—বনোৎপন্ন; বনভূমি হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব Forest produce, revenue derived from forest land.

বনাম—প্রতিপক্ষের নাম In the name of, *versus*.

বন্দর—হাট Mart, যেখানে জাহাজ আসিয়া অবস্থান করে Port.

বন্ধক—গিরবী Mortgage, pawn.

বয়—বিক্রয় Sale.

বয়্নামা—প্রকাশ্য নিলামে জমির বিক্রয়-পত্র Sale certificate.

বয়্বল ওয়ফা—কট্কবালা Deed of conditional sale.

বয়সিদ্ধ করা—বন্ধকী সম্পত্তি অধিকার করা Foreclosing a mortgage.

বয়্সোলতানি—বাকী খাজনার দায়ে নিলামে জমিদারি বিক্রয় Sale of Zemindari for arrears of revenue.

বয়্হেবা—দানবিক্রয় Sale of a gift.

বয়ান—বিস্তারিত Detailed statement.

বর্ওক্ত—সর্বক্ষণ Always.

বর্কন্দাজ—পেয়াদা Peon, *barkandaz*.

বর্তরফ—পদচ্যুতি Dismissal.

বর্বাদ—নষ্ট করা, উচ্ছন্ন যাওয়া।

বরাত—অন্য ব্যক্তিকে স্বত্বপ্রদান পত্র Assignment; বিবাহ উপলক্ষে শোভাযাত্রা wedding procession; অংশ।

বহাল—নিযুক্ত করা Engage; স্থিত রাখা confirm.

বা—সহিত With (যেমন, বামেহনত—মেহনতের সহিত)।

বাকী—অনাদায়ী প্রাপ্য; Arrears; অবশিষ্ট remainder.

বাকীকাটা—জমাখরচের ফল দেখানো Strike a balance.

বাকী কৈফিয়ত—অনাদায়ী রাজস্বের হিসাব A statement of outstanding balance.

বাকী খাজানা—কিস্তির নির্দিষ্ট দিনে যে খাজানা দাখিল হয় নাই Revenue not paid on due date.

বাকী জায়—যে কাগজে অনাদায়ী রাজস্বের পরিমাণ দেখানো হয় An account showing a deficit or balance of revenue or rent, due from tenants.

বাগাত—উদ্যানভূমি Garden land.

বাগিচা—ক্ষুদ্র বাগান।

বাছাই করা—পছন্দ করা Select.

বাজাপ্ত—'বাজেয়াপ্ত' দ্রঃ।

বাজার—ক্রয় বিক্রয়ের স্থান Market for purchase and sale; ব্যবসায়ের উন্নতি বা অবনতির ভাব State of business transactions.

বাজার দর—প্রচলিত দর Prevailing price.

বাজে খরচ—সামান্য বিষয়ে খরচ Contingent expenses.

বাজে জমা—রাজস্ব ব্যতীত অন্যান্য জমা Income or profit other than the legal revenue or rent.

বাজে জমি—যে জমির উপর কর নির্ধারিত হয় না Land not subject to taxation.

বাজেয়াপ্ত—নিজাধিকৃত Resumed or confiscated.

বাজেয়াপ্ত করা—অন্যের অধিকার বিচ্যুত করিয়া নিজ অধিকারে আনা Escheat, confiscate.

বাট্পাড়—দস্যু; রাহাজান Robber, highway man; প্রতারক deceiver.

বাট্টা—দরের তারতম্য নিমিত্ত যাহা ধরাট দেওয়া যায় Difference or rate of exchange.

বাণীকার—অবৈধ কার্যে যে উৎসাহ দেয় বা সাহায্য করে Instigator, abettor.

বাতিল করা—নামঞ্জুর করা Repeal, cancel.

বান—বন্যা, হাজা Flood, inundation.

বান্হাউস—যেখানে আবদ্ধ সওদাগরী মাল থাকে Bonded ware-house.

বান্দা পর্ওয়ার—দুঃস্থ-প্রতিপালক Supporter of the poor.

বামাল—অভিযোগের বিষয়ীভূত দ্রব্য *Corpus delicti*.

বায়না—কোন দ্রব্য ক্রয় করিবার স্বীকৃতি-স্বরূপে বিক্রেতাকে অগ্রিম প্রদত্ত অর্থ Earnest-money.

বায়নানামা—ক্রয়বিক্রয় করিবার স্বীকৃতি-পত্র A written contract for sale entered into on payment of earnest-money.

বায়া—প্রকাশ্য নিলামে যাহার স্বত্ব বিক্রয় হয় The party whose rights are sold at a public sale.

বার—ব্যবহারাজীবের সমষ্টি Bar, lawyers collectively.

বার্বর্দারী—যাতায়াতের খরচ Travelling allowance.

বাবুকর—(ছোটনাগপুরে প্রচলিত) সেলামী Royalty (prevailing in Chota Nagpore).

বাসেন্দা—বসতকারী Inhabitant.

বাস্তু—যে জমির উপর গৃহনির্মাণ করিয়া বাস করা যায় Home-stead land.

বাঁটোয়ারা—বিভাগ Partition.

বাঁধ—আইল Dam ; embankment.

বাঁশগাড়ী—বাঁশ পুতিয়া আদালত হইতে কোন জমির দখল লওয়া Posting a bamboo on land as a symbol of possession.

বিঘা—২০ কাঠা বা ৬৪০০ বর্গ হাত পরিমিত ভূমি A piece of land consisting of 20 cattahs or 6400 square cubits.

বিতং—বিস্তারিত বিবরণ Details.

বিমর্জিম (বিং বা বি)—অনুসারে According to ; as per.

বিমার—পীড়িত Sick.

বিরত্ত—বৃত্তি Grant or endowment ; fees to family priest.

বিল—হিসাব Account ; টাকা আদায় করিবার জন্য যে হিসাব দাতার নিকট পাঠানো হয় bill.

বিলকুল—সমুদয় Total ; একেবারে altogether.

বিলায়ত—রাজ্য, দেশ।

বিলি করা—বিতরণ করা Distribute.

বিষণ্ বিরত্ত—বৈষ্ণবগণকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to Vaishnavas.

বিস্‌মোল্লা, বিসমিল্লা—ঈশ্বর।

বিস্মিম (বিঃ)—নামের পূর্বে ব্যবহৃত A word used before names.

বুজরুগী—বাচালতা।

বুনিয়াদী—পুরুষানুক্রমে শ্রেষ্ঠ Of a noble pedigree.

বে-আইন—বিধিবিরুদ্ধ Illegal.

বে-আবরু—অসম্ভ্রম ; লজ্জাহানি Outrage of modesty.

বে-ইখ্‌তিয়ার—সংযমহীন Helpless ; one unable to control himself.

বে-ইমান—অকৃতজ্ঞ Ungrateful ; বিশ্বাসঘাতক treacherous.

বেওকুব, বে-ওকুফ—নির্বোধ।

বেওয়া—বিধবা।

বেওয়ারিস—(লাওয়ারেস্) যাহা কেহ দাবি করে না Unclaimed ; যাহার উত্তরাধিকারী নাই heirless.

বেকবুল—অস্বীকৃত Not admitted.

বেকসুর—অপরাধহীন Innocent.

বেগম—ধনবানের স্ত্রী।

বেগর—বিহীন Without.

বেগানা—অপরিচিত Stranger.

বেগার—বলপূর্বক কার্য করানো Forced labour.

বেজাই, বেজায়—অত্যন্ত।

বেঞ্চ—আদালত Bench.

বেনামিদার—অন্যের সম্পত্তি যাহার নামে আছে Ostensible holder.

বেমাক্কা—অসুবিধাকর।

বেমালুম—অজ্ঞাতভাবে।

বেয়াড়া—দোষযুক্ত, মানানসই নয় এরূপ।

বেরিজ—'রসদ' দ্রঃ।

বেল—জামিন Bail.

বেলমোক্তা—সর্বসমেত In all, in the aggregate.

বেলমোক্তা পাট্টা—যে পাট্টার শর্তানুসারে জমিদার নির্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত অতিরিক্ত কিছু দাবি করিতে পারিবেন না Lease according to the terms of which the Zemindar cannot claim anything more than the fixed rent.

বেলিফ—দেনদারকে ধৃত করিয়া ডিক্রির টাকা আদায় করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত আদালতের কর্মচারী Bailiff.

বেশক—নিঃসন্দেহ Undoubtedly.

বেসরকারী—রাজকীয় নহে এরূপ।

বেসিজিল—অনুপস্থিত ; যাহা পাওয়া যাইতেছে না Missing ; বিশৃঙ্খল disordered.

বেহুদা—নির্বোধ Fool, idiot.

বৈঠক—অধিবেশন Sitting.

বৈতলমাল্—সাধারণ ভাণ্ডার বা তহবিল Common funds.

বোনাফাইডি সু-অভিপ্রায়ে Bonafide ; in good faith ; অবহিত হইয়া with due care and attention.

বোর্ড অভ্ রেভেনিউ—রাজস্বসম্বন্ধীয় উচ্চতম বিভাগ The highest department of state for dealing with revenue matters ; Board of Revenue.

ব্যারিস্টার—উচ্চশ্রেণীর ব্যবহারাজীব Barrister, counsel.

ব্রীচ্ অভ্ কন্‌ট্রাক্ট—চুক্তিভঙ্গ Breach of contract.

ব্রীচ্ অভ্ ট্রাস্ট—বিশ্বাসঘাতকতা Breach of trust.

ভ

ভরাট—নদীর কোন অংশ চড়া পড়িয়া ভরাট হইলে যে জমি বাড়ে Sandbank ; alluvium.

ভাওলী—যে জমির খাজানা শস্য দ্বারা দেওয়া হয় Land of which rent is paid in kind.

ভাগাড়—যেখানে গোমহিষাদির মৃতদেহ ফেলিয়া দেওয়া হয় Place where carcasses of animals are thrown.

ভাতা—আহারার্থে অতিরিক্ত বৃত্তি Deputation-allowance.

ভার্ডিক্ট—(জুরির) মত Verdict (opinion) of the jury.

ভাঁটি—মদ চুয়াইবার স্থান Distillery.

ভেটেরা—চটিরক্ষক Inn-keeper ; manager of a *serai*.

ম

মকরর—নিযুক্ত করা Engage.

মকররী—চিরস্থায়ী Fixed, permanent.

মকররী রাইয়ত—যাহারা চিরকালের জন্য চিরনির্দিষ্ট খাজানা দেয় Tenants holding lease in perpetuity on a permanently fixed rate of rent.

মজকুর—উল্লিখিত Cited above, aforesaid.

মজকুরীতালুক—অধীন তালুক, যাহার খাজানা জমিদারের মারফতে দেওয়া হয় Subordinate *taluk* paying revenue through the zemindar or other superior holder.

মজমুন—মর্ম Purport, drift.

মজহরে—উপরে উল্লিখিত।

মজুদ্—বর্তমান।

মজুবাত—হেতুবাদ Grounds ; আপত্তি objections.

মঞ্জুর করা—অনুমোদন করা Approve, sanction ; বহাল করা confirm, restore ; স্বীকার করা admit, adopt.

মতায়েন—নিযুক্ত করা Engage.

মদদমাস—ধার্মিক মুসলমানগণের ভরণপোষণার্থে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted for the support of Mahomedan devotees.

মদিউন—আদালতে প্রমাণিত ঋণী Judgment-debtor.

মনকির—অধিকার করা Take possession.

মনকুজী—গত বৎসরের অনাদায়ী বাকী Arrears for previous year.

মনাকমা—যে জমির নাম চিঠায় আছে,

কিন্তু প্রজার দখলে নাই Land which is shown in the *chita* but is not in the possession of any tenant.

মনি অর্ডার—ডাকে টাকা পাঠানো Money-order.

মফ্‌লেস—যোত্রহীন Pauper.

মফস্বল—সদর হইতে দূরে অবস্থিত Mofussil, interior.

মফস্বল জমা—মোট জমা Gross rent.

মরকুমা—লেখক Writer.

মরগেজ—সম্পত্তি বন্ধক দেওয়া Mortgage.

মরাই—ধানের গোলা Store-house for paddy.

মর্গ—যেখানে শবদেহ রাখা হয় Morgue; dead house.

মর্জি—ইচ্ছা will, whim.

মবলগ—মোট সংখ্যা; টাকার সমষ্টি Total figure.

মবলগ বক্সি—শব্দে লিখিত মোট সংখ্যা Total written in words.

মবলগে—মোটের উপর On the whole.

মস্‌করা—তামাশা, রঙ্গ Joke, jesting.

মস্‌নদ—গদি, তাকিয়া।

মস্তরী—ক্রেতা Purchaser.

মস্তাজের—ইজারাদার Lessee.

মহাজন—যে লেনদেনের কারবার করে Money-lender.

মহাত্রাণ (বা মহত্তরাণ)—শূদ্রের ভোগার্থ নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to Sudras.

মহাফেজ—সেরেস্তার কাগজপত্রাদি যাহার জিম্মায় থাকে Record-keeper.

মহাল—সকর ভূমি A piece of land separately assessed with public revenue.

মাইনর—অপ্রাপ্তবয়স্ক, নাবালক Minor, under age.

মাইরি—শপথবিশেষ By Mary.

মাওজা—মিলিত Combined.

মাজুল—কর্মচ্যুত Dismissed.

মাড়োচা (মারুচা)—প্রজাদিগের বিবাহ উপলক্ষে জমিদার যে কর আদায় করে Tax on marriage levied on the tenant by the Zemindars.

মাতব্বর—সিদ্ধ Valid, বিশ্বাসযোগ্য reliable.

মাথট—আবওয়াব; বাজে আদায়; নির্দিষ্ট রাজস্বের অতিরিক্ত কর A cess.

মাফ—মার্জনা Exemption.

মামুল—চিরাগত প্রথা Long-standing usage.

মামুলী স্বত্ব—যে স্বত্ব চিরকাল ভোগ হইয়া আসিতেছে Easement.

মায়—সহিত Together with, including.

মারুভার—ইচ্ছা করিয়া খুন করা Murder.

মাল—রাজস্ব Revenue; ধনসম্পত্তি property.

মাল আদালত—রাজস্বসম্বন্ধীয় আদালত Revenue court.

মাল-আসাওয়াব—সম্পত্তি Property.

মালগুজার, মালগুজারদার—যে রাজস্ব দেয় One who pays revenue or rent.

মালগুজারী—জমা, রাজস্ব Revenue, rent.

মালামাল—সম্পত্তি Goods and chattels.

মালিকী স্বত্ব—অধিকারীর স্বত্ব Proprietary right.

মালুম হওয়া—বোধ হওয়া Appear, be realized.

মাসকাবার—মাসিক আয় ব্যয়ের হিসাব Monthly statement of income and expenditure.

মাসুল—শুল্ক, কর, ভাড়া Fee, freightage, duty, toll.

মাহবরা—অনুশীলন।

মিছিল—নথি Record.

মিজা—সমষ্টি Total.

মিতি—ভবিষ্যৎ সুদ Interest for a period to come.

মিনাহ—বাদ দেওয়া Deduct.

মিয়াদ—সময় Time, limit.

মিয়াদী ইজারা, মিয়াদী পাট্টা—কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য যে ইজারা বা পাটা দেওয়া হয় A lease for a certain period of time.

মিরাশ—বংশানুক্রমে ভোগ-করা সম্পত্তি Property enjoyed from generation to generation.

মিসৃচিফ—ক্ষতি Injury, mischief.

মিসিল—সেরেস্তা, নথি Record.

মুঅজ্জল—(মুসলমান বিবাহে) যে যৌতুক তৎক্ষণাৎ দিতে হয় Prompt dower.

মুও অজ্জিল—(মুসলমান বিবাহে) যে যৌতুক পরে দেওয়া হয় Deferred dower.

মুকদ্দম—গ্রামের মণ্ডল যে গ্রামস্থ লোকের মধ্যে বিবাদের মীমাংসা করে Headman of a village who settles the disputes among the villagers.

মুকাবিলা—সম্মুখীন হওয়া।

মুচলেকা—আদালতের হুকুম তামিল করিবার স্বীকৃতিপত্র Penal recognizance.

মুজরাই—গায়কদিগকে প্রদত্ত নিষ্কর ভূমি Rent-free land granted to musicians.

মুতফরক্কা—নানাবিষয়ক Miscellaneous.

মুৎসুদ্দী—ভারপ্রাপ্ত লোক।

মুতালেক—সংক্রান্ত Pertaining to.

মুদাকত—যাহার দ্বারা পূর্বে অধিকৃত Formerly held by.

মুদ্দত—নির্দিষ্ট সময় Fixed period of time.

মুর্দা—শব Corpse.

মুদ্দাই—বাদী Plaintiff.

মুদ্দালেহে—প্রতিবাদী Defendant.

মুন্সী—যে কর্মচারী পত্রাদির মুসাবিদা করে Officer who drafts letters &c.

মুন্সেফ—স্বত্ব বিচারের নিম্নতম আদালতের বিচারপতি Officer presiding over the lowest civil court.

মুরস—পূর্বপুরুষ Ancestor.

মুর্দাফরাস—মড়ার বস্ত্রাদি বিক্রেতা।

মুলতুবি—পরবর্তী কোন দিনে বিচারের জন্য স্থগিত Postponed, adjourned.

মুনিয়া—মজুর Labourer, servant.

মুসমা—বাদ দেওয়া Set off.

মুসাবিদা—পাণ্ডুলিপি, পূর্বলেখন Draft.

মেওয়ার বাগান—ফলের বাগান Orchard.

মেজাজ—মস্তিষ্ক; মন।

মেহনৎআনা, মেহনতানা—পারিশ্রমিক Remuneration for labour.

মেহেরবাণী—দয়া Kindness; বন্ধুত্ব friendship.

মোকাম—ঠিকানা Address; বাড়ি residence.

মোকাবিলা—মিলাইয়া দেখা Comparison, confronting.

মোক্তসর—সংক্ষেপ Abridgment.

মোক্তার—মকদ্দমার তদ্বিরকারক Law agent; ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী authorized agent.

মোক্তারকার—প্রধান অধ্যক্ষ Superintendent.

মোক্তারভন্—এটর্নি দ্বারা Through attorney.

মোখালেফ—শত্রু Opponent, enemy.

মোজাহিম—আপত্তি Objection.

মোজাহিমদার—আপত্তিকারী, Objector; দাবিদার claimant.

মোট—সর্বসমেত Total.

মোটামুটি—মোটের উপর Roughly speaking, gross.

মোতাফা—মৃত ব্যক্তি Deceased.

মোতাজক—অধীনে।

মোতাবেক—অনুযায়ী According to.

মোজা—কিন্তু But.

মোফত—বিনামূলে, অমনি For nothing, without paying for.

মোয়াজী—জমির সমষ্টি Total quantity of land.

মোলাহেজা—বিচার করা Consider ; দেখা।

মোসন—নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আবেদন Motion.

মৌকুফ—স্থগিত Suspended.

মৌকুফ করা—রহিত করা Abolish, remit ; সাজা মাফ করা Reprieve.

মৌকুফি খাজানা—খাজানা হাজত রাখা Rent kept in abeyance, suspended rent.

মৌজা—গ্রাম Village ; নির্দিষ্ট চৌহদ্দিভুক্ত বিশেষ নামে খ্যাত স্থান A parcel of land with a particular name and having fixed boundaries.

মৌজুদ—উপস্থিত Present, in hand.

মৌরসী—পুরুষানুক্রমিক Ancestral, hereditary.

মৌরসী পাট্টা—চিরদিনের জন্য প্রদত্ত পাট্টা Lease granted in perpetuity.

ম্যাজিস্ট্রেট—জেলার শান্তিরক্ষাবিষয়ক প্রধান ফৌজদারী কর্মচারী Head officer of a district for administrating criminal work and maintaining the peace.

য

যাচাই—দর ঠিক করা Appraise.

যোত্রহীন—সংগতিহীন Insolvent.

যৌতুক—বিবাহ বা অন্নপ্রাশনাদি উপলক্ষে দান Dower.

যৌথ—একত্র Jointly.

যৌথ কারবার—Joint-stock business.

র

রদ—রহিত, মৌকুফ Veto, cancel.

রদ্দজওয়াব—জবাবের জবাব Rejoinder.

রফত—অভ্যাস।

রফাদফা—মীমাংসিত Decided, settled.

রফানামা—নিষ্পত্তিপত্র Deed of compromise.

রসদ—খাদ্যদ্রব্যাদি Provisions ; সৈন্যাদির জন্য সংগৃহীত খাদ্যাদির ভাণ্ডার store of grain laid in for an army ; বেরিজ খাজানা অনাদায়ের বা খরচের প্রদর্শিত কারণ অগ্রাহ্য করিয়া জমিদার কর্মচারীর নিকট হইতে যে টাকা আদায় করে Compensation exacted from or fine imposed upon his officer by a zemindar for default in realizing rent or unsatisfactory explanation of expenses incurred ; হিস্‌সা, অংশ share.

রসদি—বর্ধনশীল Progressive.

রসুম—ফি, বৃত্তি, শুল্ক Fees, duties.

রহিত—খণ্ডিত Abrogated.

রাইয়ত—প্রজা, চাষী Tenant, cultivator, raiyat, farmer.

রাজীনামা—সম্মতিপত্র Deed of compromise.

রাজীরাগবত—ইচ্ছাপূর্বক সম্মতি Voluntary consent.

রাতিব—দৈনিক খাদ্য Daily ration.

রায়ট—হাঙ্গামা Riot.

রাহা—পথ, রাস্তা Road.

রাহাখরচ—বারবরদারী, পাথেয় Travelling allowance.

রাহাগির—পথিক, ভ্রমণকারী Traveller, wayfarer.

রাহাজান—পথদস্যু Robber, highwayman.

রাহাজানি—রাজপথে দস্যুতা Highway robbery.

রিগারাস ইম্‌প্রিজন্‌মেণ্ট—সশ্রম কারাদণ্ড Rigorous imprisonment.

রিজয়েণ্ডার—(আদালতে) প্রতিপক্ষের জওয়াবের জওয়াব Rejoinder, reply to a reply.

রিটার্ন—কৈফিয়ত বিবরণপত্র Return, statement.

রিপ্লাই—(আদালতে) এক পক্ষের বক্তৃতার পর অপর পক্ষের জওয়াব।

রিভারসনার—ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী Reversioner.

রিমাণ্ড—হাজতে দেওয়া Remand.

রিসিভার—মকদ্দমার বিষয়ীভূত সম্পত্তি রক্ষণের জন্য আদালত কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী Officer appointed by the Court to look after property pending litigation ; Receiver.

রুপেয়া—টাকা Rupee.

রুপোস হওয়া—লুকাইয়া থাকা Absconding.

রুলিং—নজির, Ruling, precedent.

রুবকারী—বিজ্ঞাপন, হুকুমপত্র Report, notice, order, circular.

রেওয়া—সালতামামি ; আয়ব্যয়, দেনা পাওনা, লাভ লোকসান ইত্যাদি বুঝিবার কাগজ An annual statement showing receipts and expenses, debts and dues, profits and losses.

রেওয়াজ—রীতি, দস্তুর Custom, practice.

রেগুলার স্থট—নম্বরী মকদ্দমা Regular suit.

রেজাবন্দী—সম্মতি, অনুমতি Consent, order.

রেট—হার Rate.

রেপ—বলাৎকার Rape.

রেস্ জুডিকেটা—যে বিষয় পূর্বে মীমাংসিত হইয়াছে *Res judicata*.

রেসুবত—উৎকোচ, ঘুষ Bribe.

রেসি—বৃদ্ধি সুদ Increase, interest.

রেসিডেণ্ট—করদ রাজগণের নিকট অবস্থিত গভর্নমেণ্ট কর্মচারী Government officer in the courts of tributary princes.

রেস্পণ্ডেণ্ট—যে পক্ষের বিরুদ্ধে আপীল করা হয় Respondent ; the party against whom an appeal is preferred.

রোএদাদ—বিজ্ঞাপন, বিবরণ Report, return.

রোক—নগদ টাকা Cash, ready money.

রোকড়—জমাখরচের খাতা Cash-book,

রোকড়িয়া—যে টাকাকড়ি রাখে বা টাকাকড়ির কারবার করে Cash-keeper, banker.

রোকা হুণ্ডি—বাহককে লিখিত অর্থ দিবার অনুমতিপত্র Bill of exchange.

রোখসোদ—অবসর, কর্মচ্যুতি Leave, dismissal.

রোজনামচা, রোজনামা—যাহাতে দৈনিক ঘটনা বিবৃত করা হয় Diary, journal.

রোজিনা—ভরণপোষণার্থে দত্ত দৈনিক বৃত্তি Daily allowance for maintenance.

রোড সেস—পথকর Road cess.

রোশনাই—আলোক Illumination, light.

ল

ল—আইন Law.

লওয়াজিমা—জমিদারিবিষয়ক কাগজপত্রাদি Zemindari documents.

লপ্ত—সংযুক্ত Connected.

লম্বরদার—গ্রামের মণ্ডল Headman of

a village, chief of a proprietary body. [gist.

লব্জ—বাক্য, শর্ত, মর্ম Words, terms, gist.

লহনা—বাকী Outstanding; খাজানা ছাড়া অন্য রকমের পাওনা extra cesses.

লাইবেল—গ্লানি Defamation.

লাইসেন্স—ব্যবসায় করিবার অনুমতিপত্র Licence.

লাইসেন্স ট্যাক্স—ব্যবসায় কর License tax.

লাওয়ারিস—বেওয়ারিস, যাহার কোন উত্তরাধিকারী বা দাবিদার নাই Unclaimed, heirless.

লাখেরাজদার—যে নিষ্কর ভূমি ভোগ করে Holder of rent-free land.

লাগায়েদ—Up to.

লাটবন্দী—যথাসময়ে খাজানা না দেওয়ায় প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয়ার্থে প্রস্তুতীকৃত Lotted up for sale.

লাদাবী—কোন দাবি না দেওয়া Disclaimer.

লায়েক জমি—যাহাতে আবাদ করিলে ফসল জন্মিতে পারে Land capable of yielding crops when cultivated.

লাল জমি—উৎকৃষ্ট আবাদী জমি Good land for cultivation purposes.

লীগ্যাল রিমেমব্র্যান্সার—গভর্নমেণ্টের মকদ্দমার তদ্বিরার্থে নিযুক্ত উচ্চতর কর্মচারী Officer whose duty is to manage law suits with which Government is connected.

লেজার—প্রত্যেক ব্যক্তির বা দ্রব্যের নামে পৃথক্ হিসাব Ledger.

লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্নর—গভর্নর-জেনারেলের অব্যবহিত নিম্ন কর্মচারী Lieutenant Governor; administrator next in rank to the Governor-General.

লোক্‌সান জমা—ফৌত্তি বা ফেরারি প্রজার জমিজমা যে পর্যন্ত পুনর্বার বিলি না হয় Right of occupying and cultivating land held in abeyance on account of the death or absconding of the last farmer.

লোকসান জরিপ—লোকসান জমির পৃথক্ পৃথক্ জরিপ Survey of each piece of land lying undisposed of on account of the death or absconding of the last farmer.

ল্যাংবোট—যে পরের মুখ চাহিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরে Long boat. [der.

ল্যাভেণ্ডার—সুগন্ধিদ্রব্যবিশেষ Lavender.

শ

শহাদত—সাক্ষ্য Testimony.

শর্ত—কড়ার Term, stipulation.

শরাকত—একত্রে কার্য করা Participation, partnership.

শরীক—অংশীদার Partner, shareholder.

শাদি, শাদী—বিবাহ Marriage.

শামিল—যুক্ত করা Annex to, put up with; অন্তর্গত, মিলিত।

শালি—যাহাতে আমন ধান জন্মে Land for growing autumnal (*aman*) crops.

শাবালক—প্রাপ্তবয়স্ক Adult, major.

শাস্‌মাহী—ষাণ্মাসিক Half yearly.

শাহিদ—সাক্ষী Witness.

শিক্‌মী—পেটাও, অধীন Subordinate, dependent.

শিরপামামুল—প্রচলিত নিয়মে পারিতোষিক দান Usual reward.

শিকস্তী—জমির যে অংশ নদী দ্বারা ভঙ্গ হইয়া কমী হইয়াছে Deluvian.

শীল—দেনার দায়ে সম্পত্তি জব্দ করা।

শুকা—অনাবৃষ্টিবশতঃ ফসল নষ্ট হওয়া Failure of crops owing to drought.

শুদামদ—অনেক দিন হইতে চলিত Prescriptive, long-standing.

শুরু, সুরু—আরম্ভ।

শেহা—যে কাগজে দৈনিক আয়ব্যয়ের হিসাব ও বাকী কাটা হয় An account showing daily receipts, disbursements, and closing balance.

শেহার খতিয়ান—যে কাগজে প্রত্যেক প্রজার উসুল, বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ ফর্দে লিখিত হয় Statement showing in separate sheets the payments made by individual tenants and the amounts outstanding against them.

সওয়াল জবাব—মকদ্দমার বাদপ্রতিবাদ Pleading.

সকুনৎ—বাসস্থান Residence.

সতরঞ্জ—চতুরঙ্গ ক্রীড়া Gems of chess.

সদর্—প্রধান কার্যস্থল Sadar; প্রধান অংশ।

সদর্ জমা—সরকারী রাজস্ব Government revenue.

সদর্ ফর্দ—উপরের পৃষ্ঠা Front leaf.

সদর মালগুজার—জমিদারগণের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি, যাহার মারফতে অন্যেরা তাহাদের স্ব স্ব রাজস্ব জমা দেয় Head of the land-owning community through whom others pay their quota of Government revenue.

সনক্ত, সনাক্ত—নিশানদিহি Identification.

সনদ—ভূমি বা সম্মানদানসূচক পত্র Sanad, grant; নিয়োগপত্র letter of appointment.

সন্‌পতিত—এক বৎসরের পতিত Lying fallow for one year.

সনহাল—চলিত বৎসর Current year.

সনাত পতিত—বহুদিনের পতিত Lying fallow for several years.

সনাতি পতিত—গো-ভাগাড় The place where dead cattle are thrown.

সপিনা সাক্ষীকে তলব করিবার হুকুমপত্র Subpœna.

সফা—পৃষ্ঠা Page.

সরখত—আমীন প্রভৃতির নিয়োগপত্র Letter appointing an *Ameen* &c.

সরঞ্জামী খরচ—আদায় তহসিল জন্য যে খরচ দিতে হয় Establishment charges for collection purposes.

সরহদ্দ—সীমানা Boundary, jurisdiction. [liquor.

সরাব, সরাপ—মদ wine, spirituous liquor.

সরাসরি ক্ষমতা—অবিস্তারিতভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা Summary power.

সরাসরি মকদ্দমা—স্বত্ব সাব্যস্ত ভিন্ন মকদ্দমা Summary trial.

সরে জমিন্ তদন্ত—স্থানীয় তদন্ত Local investigation.

সরে জমিন্ তহকীক—স্থানীয় তদারক Local enquiry.

সরে হাল—বর্তমান সনের প্রথম The first of the current year.

সল্‌তনত—রাজত্ব Government.

সলাবদ্ জমা—চিরস্থায়ী বা নির্দিষ্ট জমা Permanent or fixed revenue.

সবজজ—মুনসেফের উপরিস্থ বিচারক A judge next higher in rank to the Munsiff.

সব্‌জুডিসি—বিচারাধীন *Sub-judici.*

সহরদ্দ—'সরহদ্দ' দ্রঃ।

সাএব—আবেদনকারী Petitioner.

সাগা—কাহার প্রভৃতি জাতির মধ্যে প্রচলিত বিবাহপ্রথাবিশেষ A form of

marriage prevailing among the *Kahars* and other tribes.

সাজাদিনশিন—মুসলমানদিগের প্রধান ধর্মযাজক Chief Mahomedan priest.

সাজোয়াল—আবদ্ধ সম্পত্তির রক্ষণার্থ নিযুক্ত কর্মচারী Officer placed in charge of attached property.

সাতান, সাতোয়াম—সংগতিপন্ন Well-to-do, capable of paying rent in due time.

সাদা—ষ্ট্যাম্পহীন কাগজ Blank or unstamped paper.

সাদা রোসনাই—কাগজ ও আলোর খরচ Charge for paper and light.

সাদেব—প্রকাশ্য Public.

সানি—দ্বিতীয় Second.

সানি বিচার—পুনর্বিচার Review.

সাফ্ বিক্রয়—শর্তরহিত বিক্রয় Unconditional sale.

সাফাই—দোষমুক্ত হওয়া Be exonerated.

সাফাই সাক্ষ্য—যে সাক্ষ্য আসামীর দোষমুক্তির জন্য দেওয়া হয় Rebutting evidence.

সাফিনামা—রফার সম্মতিসূচক আবেদন Petition consenting to a compromise.

সায়রাত—আসল জমা ব্যতীত জলকর, বনকর, ফলকর, ঘাসকর ও হাট বাজার ইত্যাদির আয় Other souces of Government revenue than land tax.

সাযোগ—অবৈধ যোগ, ষড়্‌যন্ত্র Conspiracy.

সারাকালি—জমির দৈর্ঘ্য প্রস্থাদির পরিমাণের গুণফল Product of the measurement of the length and breadth of a piece of land.

সালগুজস্তা—গত বৎসর Last year.

সালতামামি নিকাশী জমাখরচ—যে কাগজে সংবৎসরের আয়, ব্যয়, লাভ, লোকসান, মুনাফা প্রভৃতি লিখিয়া মোট হস্তবুদ ও মুনাফা দেখান হয় Statement of showing the receipts, expenses, and losses or profits of the year.

সালী জমি—ধান্যোৎপাদক জমি Paddy land.

সালিয়ানা—বাৎসরিক Annual.

সালিস—মধ্যস্থ *Salis*, arbitration.

সালিসি একরারনামা—অচলনামা, সালিসবিচারে সম্মতিপত্র Agreement to abide by the award of the arbitrators.

সালিসির রোএদাদ বা ফয়সালা—সালিসবিচারের চরম নিষ্পত্তি Arbitration award.

সিজিল—নিয়মিতভাবে রক্ষিত দফ্‌তর Regularly kept record, register.

সিভিল কোর্ট—দেওয়ানী আদালত Civil court.

সিভিল প্রোসিডিওর কোড—দেওয়ানী কার্যবিধি Civil Procedure Code.

সুদের সুদ—চক্রবৃদ্ধি Compound interest.

সুনা জমি—যাহাতে আশু বা ভাদোই, অর্থাৎ আউস ধান, ইক্ষু, রবিশস্য ও তামাক প্রভৃতি জন্মে Land on which the *Bhadoi* crops, such as *Aus* paddy, sugar-cane, tobacco &c. are grown.

সুন্নত—লিঙ্গাগ্রত্বক্‌চ্ছেদ Circumcision.

সুয়েম জমা—উচ্চ High (ছেয়ম), যাহাতে আট আনা রকম ফসল জন্মে Land yielding eight annas of crops.

সুরতহাল—ঘটনাস্থলে এজাহার গ্রহণ Examining witnesses at the place of occurrence.

সুবে—প্রদেশ Province.

সেক্রেটারী—সচিব Secretary.

সেক্রেটারী অব্ স্টেট্ ফর্ ইণ্ডিয়া—লণ্ডন মন্ত্রিসভার ভারতসচিব Highest officer for India under the Crown; Secretary of State for India.

সেগা—বিভাগ Division.

সেপত্তনী—দরপত্তনীদারের নিকট গৃহীত পত্তনী Tenure held under the Darpatnidar.

সেমাহী—ত্রৈমাসিক Quarterly.

সেরেস্তা—পদ্ধতি Procedure; কার্যালয় office; বিভাগ department.

সেরেস্তাদার—সেরেস্তারক্ষক Seristadar, highest ministerial officer of the court.

সেলামী—নজর Money offer as a token of respect.

সেলের বন্দী—পত্তনীর পাট্টা ও কবুলিয়ত লেখাপড়ার পূর্বে গ্রহীতার নাম-স্বাক্ষরিত মুসাবিদা The draft of *patta* and *kabuliyat* approved and signed by the lessee prior to engrossment and execution.

সেবৎ—তৃতীয়বার Third time.

সেসন্স কোর্ট—দায়রা; ফৌজদারী মকদ্দমার বিচার জন্য উচ্চ আদালত Sessions court.

সোহরত—ঘোষণা Proclamation.

হ

হক—স্বত্ব Right, ownership.

হক্‌সফা—অগ্রক্রয়াধিকার Right of pre-emption.

হকিকত—বিবরণ Particulars, facts.

হকিয়ত—স্বত্ব সাব্যস্তের নালিশ Suit for settlement of rights.

হকুক—মালিকীস্বত্ব Proprietary right.

হদ্দ জবাব—প্রত্যুক্তি Rejoinder.

হদ্দ তলব—পাওনার সমষ্টি Total demand.

হমিসাইড—নরহত্যা Homicide.

হর্‌কত, হরজ—দোষ, ক্ষতি Harm, injury.

হরকসম—নানাপ্রকার Of various kinds.

হরদম—সাধামত, অনবরত।

হরবোলা—যে সকল রকম বুলি বলিতে পারে mimic.

হলফান—শপথ করিয়া On oath or affirmation.

হস্তবুদ—স্থিত জমা, জমিদারের মোট আয় Papers showing area and rent of landed property; rent-roll.

হাওয়ালা—চিরস্বত্ববিশিষ্ট জমি Land having permanent rights.

হাওয়ালে—জিম্মায় In charge.

হাওলাত—বিনা খতে টাকা ধার A loan made without a bond.

হাজা—বান, অতিবৃষ্টি Inundation.

হাজির জামিন—আসামীদের হাজিরের জন্য যে জামিন হয় Bail.

হাজির জামিনি—আসামীকে হাজির করিবার দায়ী হইয়া জামিন যে অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া দেয় Bail-bond.

হাতচিঠা—যে খাতায় মহাজনেরা ক্রেতাকে দেয় ও প্রাপ্য টাকার হিসাব লিখিয়া দেয় The paper in which the seller enters the transactions with the buyer and which is handed to him.

হাতিয়ার—যন্ত্রাদি Implements.

হানা—জলস্রোতের ক্রিয়ায় জমিতে যে গর্ত হয় Breach caused by the action of water.

হাম্‌কালেব—সমজাতীয় Analogous.

হাম্‌রাও—মারফত Through.

হামাল—জরায়ুস্থ শিশু Fœtus in the womb.

হামি—পৃষ্ঠপোষক Supporter, patron.

হামেসা—সর্বদা Always.

হামেহাল—অবিরত Constantly.

হায়্রান—কষ্ট দেওয়া Harrassing.

হারকেন—একপ্রকার আলোকাধার Hurricane.

হার্হারি—পরিমাণের অনুপাতে *Pro rata*, proportionate.

হার্মোনিয়ম—বাদ্যযন্ত্রবিশেষ Harmonium.

হার্ট—আঘাত Hurt.

হাল্ পাওনা—বর্ত্তমানের প্রাপ্য Current demands.

হালবাকী—অব্যবহিত পূর্ব সময়ের বাকী Recent arrears.

হাসিল জমি—যাহাতে ফসল হইতেছে Land yielding crops.

হিজিরা—মহম্মদের মদীনাতে পলায়নের সময়ে আরব্ধ মুসলমানী অব্দ Hejira, the Mahommedan era beginning with the flight of Mahommed to Medina (16th July, 622, of the Christian era).

হিসাবকিতাব—জমাখরচবিষয়ক কাগজ Accounts.

হিসাবদিহি—দায়িত্ব Responsibility.

হিস্যা, হিস্সা—অংশ Share.

হিস্যাদার—অংশী Sharer.

হিস্যারসদ—তুল্যাংশ Equal share, proportional part.

হুকুমত—শাসন-শক্তি Government.

হুজুরী মাল্গুজার—যে একা এক সরকারে খাজানা দাখিল করে Party paying revenue direct to Government; a small Zemindar.

হুজুরী বা খারিজা তালুক—যে তালুকের রাজস্ব একাএক সরকারে দাখিল করিতে হয় Taluk the revenue of which is paid direct to Government.

হুণ্ডি, হুণ্ডী—অর্থকারবারবিশেষের নিদর্শনপত্র Bill of exchange.

হুণ্ডি আনা—হুণ্ডি করিবার জন্য যে অর্থ দেওয়া হয় Exchange of price paid for a bill of exchange.

হুণ্ডিওয়ালা—যে মহাজন হুণ্ডির কারবার করে Exchange merchant.

হুর্মুৎ—সম্ভ্রম Dignity, reputation.

হুর্মুৎদার—সম্ভ্রান্ত Respectable.

হুর্মুৎবহ—মানহানিকর উক্তি লেখা ইত্যাদির জন্য আসামী ফরিয়াদিকে যে অর্থ আদালত কর্ত্তৃক দিতে বাধ্য হয় Damages for libel.

সরল বাঙ্গালা অভিধান

চতুর্থ ভাগ

—— ** ——

প্রবাদরূপে প্রচলিত সংস্কৃত শ্লোকাবলী।

অ

অকালমেঘবদ্বিত্তমকস্মাদেতি
যাতি চ।

সম্পদ্ অকালোদিত মেঘের ন্যায় হঠাৎ আসে, এবং হঠাৎ চলিয়া যায়।

অগুণস্য হতং রূপম্।

নির্গুণ ব্যক্তি রূপবান্ হইলেও তাহার রূপ বৃথা।

অঙ্কমারুহ্য সুপ্তং হি হত্বা
কিং নাম পৌরুষম্।

ক্রোড়ে শয়ন করিয়া যে ব্যক্তি নিদ্রিত আছে, তাহাকে হত্যা করায় পৌরুষ নাই। ['সদেমিরা' দ্রঃ।]

অঙ্গারঃ শতধৌতেন
মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।

অঙ্গার অর্থাৎ কয়লাকে যতই ধৌত করা যাউক না কেন, তাহার কৃষ্ণবর্ণত্ব ঘুচিবে না। 'কয়লা ধুলেও যায়না ময়লা'। সেইরূপ অসাধুর দুষ্ট প্রকৃতি শত উপদেশেও পরিবর্তিত হইবে না।

অচিন্ত্যং হি ফলং সূতে
সদ্যঃ সুকৃতপাদপঃ।

পুণ্যরূপ বৃক্ষ সদ্যই অভাবনীয় ফল দান করে।

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে

'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া' দ্রঃ।

অজীর্ণে ভোজনম্ বিষম্

অনভ্যাসে বিষং বিদ্যা
বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।
অরোগে তু বিষং বৈদ্যঃ
অজীর্ণে ভোজনং বিষম্॥

বিদ্যা অভ্যস্ত না থাকিলে তাহা বিষতুল্য হয় ; বৃদ্ধের যুবতী ভার্যা বিষতুল্য ; রোগ আরাম হইলে বৈদ্যকে বিষবৎ বোধ হয় ; এবং ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ না হইলে ভোজন বিষের ন্যায় হইয়া থাকে।

অতিভুক্তিরতীবোক্তিঃ
সদ্যঃ প্রাণাপহারিণী॥

অতিরিক্ত ভোজন এবং অতিরিক্ত বাচালতা সদ্য প্রাণনাশক।

অতৃণে পতিতো বহ্নিঃ
স্বয়মেবোপশাম্যতি।

অগ্নি তৃণশূন্য স্থলে পতিত হইলে তাহা নিজেই নির্ব্বাণ হইয়া যায়।

অথবা বহ্নিসেবনম্

বসন্তে ভ্রমণং পথ্যম্
অথবা **নিম্বভোজনম্।**
অথবা যুবতী ভার্যা
অথবা বহ্নিসেবনম্॥

বসন্তকালে ভ্রমণ, অথবা নিম্ব ভক্ষণ, কিংবা যুবতী ভার্যাসহবাস, বা অগ্নিসেবন বিধেয়।

অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ

মাসমেকং নরো যাতি
দ্বৌ মাসৌ মৃগশূকরৌ।
অহিরেকদিনং যাতি
অদ্য ভক্ষ্যো ধনুর্গুণঃ॥

এক ব্যাধ বনে শিকার করিতে গিয়াছিল। সে এক হরিণ শিকার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে এক বরাহকে দেখিতে পাইয়া তাহার উপর শরত্যাগ করিল। আহত বরাহও ক্রোধে ব্যাধকে আক্রমণ করিল। তখন ব্যাধের আঘাতে বরাহ এবং বরাহের আঘাতে ব্যাধ প্রাণত্যাগ করিল। সেই স্থান দিয়া এক সর্প যাইতেছিল, বরাহের দেহের চাপে সেও মরিয়া গেল। এমন সময় এক শৃগাল তথায় উপস্থিত হইল, এবং একসঙ্গে এতগুলি আহার্য দেখিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইল। তখন সে এই আহার্য-গুলিকে কতদিন ধরিয়া ভক্ষণ করিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া স্থির করিল, এই মানুষের দেহ দ্বারা আমার এক মাস আহার চলিবে, আর এই মৃগ ও শূকর দ্বারা দুই মাসের আহার নির্বাহ হইবে। সর্পের দ্বারাও এক দিন চলিবে। কিন্তু আজ আর এগুলিকে খাওয়া হইবে না, আজ এই চর্মনির্মিত ধনুকের ছিলা দ্বারাই ভোজনকার্য সম্পন্ন করি। এইরূপ স্থির করিয়া শৃগাল যেমন সেই ধনুকের ছিলা খাইতে গেল, অমনি গুণমুক্ত হওয়ায় ধনুকের অগ্রভাগ সবেগে আসিয়া তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, এবং সেই আঘাতেই শৃগাল পঞ্চত্ব লাভ করিল।

অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া

সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্বং
পঞ্চ ব্যাঘ্রাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্বা অদ্য যুদ্ধং
ত্বয়া ময়া॥

এক শূকর বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক সিংহের সম্মুখে পড়িল। তখন সে বিপৎকালে ধৈর্যধারণ করিয়া সাহসের সহিত বলিল, আমি পূর্বে সাতটা সিংহ, পাঁচটা ব্যাঘ্র এবং তিনটা হস্তীকে পরাজয় করিয়াছি ; আজি দেবগণ দেখুন, তোমার সহিত আমার যুদ্ধ হইবে।

অধরেঽমৃতং হি যোষিতাং
হৃদি হলাহলমেব কেবলম্।

রমণীদিগের অধরে অমৃত, কিন্তু হৃদয়ে হলাহল বিষ থাকে।

অধর্মবিষবৃক্ষস্য পচ্যতে স্বাদু কিং
ফলম্?

অধর্মরূপ বিষবৃক্ষে কি সুমিষ্ট ফল ফলে ?

অনন্যগামিনী পুংসাং কীর্তিরেকা
পতিব্রতা।

পুরুষের একমাত্র কীর্তিই পতিব্রতা স্ত্রীর ন্যায় জীবনে মরণে অনুগমন করে।

অনবসরে যাচিতমিতি সৎপাত্রমপি
কুপ্যতে দাতা।

সৎপাত্রও যদি অসময়ে যাচ্ঞা করে, তাহা হইলে দাতা কুপিত হন।

অনুভবতি হি মূর্ধ্না
পাদপস্তীব্রমুষ্ণং
শময়তি পরিতাপং ছায়য়া
সংশ্রিতানাম্।

বৃক্ষ স্বীয় মস্তকে তীব্র উত্তাপ সহ্য করিয়াও আশ্রিত পথিকের আতপক্লেশ নিবারণ করে। ভাবার্থ—মহৎ ব্যক্তি নিজে কষ্ট সহ্য করিয়াও আশ্রিত ব্যক্তির ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন।

অনুসৃত্য সতাং বর্ত্ম যৎস্বল্পমপি
তদ্বহু।

সাধুদিগের পথ অবলম্বন করিয়া স্বল্প লাভ করিলেও তাহা বহু ফলপ্রদ হয়।

অনুহুঙ্কুরুতে ঘনধ্বনিং নহি
গোমায়ুরুতানি কেশরী।

সিংহ মেঘগর্জন শুনিলে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া থাকে, কিন্তু শৃগালের ডাকে সাড়া দেয় না।

অন্তঃসারবিহীনানামুপদেশো ন
বিদ্যতে।

অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দিলে বিফল হয়।

অন্নচিন্তা চমৎকারা
দরিদ্রস্য গুণাঃ সর্বে
ভস্মাচ্ছাদিতবহ্নিবৎ।
অন্নচিন্তা চমৎকারা
কাতরে কবিতা কুতঃ॥

একদা কবি কালিদাস গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া রাজসভায় যাইতেছেন, এমন সময় তাঁহার পত্নী বলিলেন, আজ গৃহে তণ্ডুল নাই। কালিদাস ভাবিতে ভাবিতে রাজসভায় গমন করিলেন। সেদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে যে সকল সমস্যা পূরণ করিতে বলিলেন, কালিদাস তাহার কোনটিই পূরণ করিতে পারিলেন না। তখন বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কালিদাস বলিলেন, দরিদ্রের গুণসমূহ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় থাকে, অর্থাৎ তাহার স্ফুরণ হয় না; অন্নচিন্তা চমৎকার; সে চিন্তায় যে কাতর তাহার আর কবিত্বশক্তি কিরূপে বিকশিত হইবে?

অন্নমূলং বলং পুংসাং
অন্নমূলং বলং পুংসাং
বলমূলং হি জীবনম্।
তস্মাৎ যত্নেন সংরক্ষেৎ
বলঞ্চ কুশলো ভিষক্॥

পুরুষের বল অন্নমূলক অর্থাৎ অন্ন দ্বারাই বল সংরক্ষিত হয়, এবং প্রাণ বলমূলক অর্থাৎ বল দ্বারাই প্রাণ রক্ষিত হয়; অতএব সযত্নে বল রক্ষা করাই চিকিৎসকের কর্তব্য।

অন্যে পরে কা কথা
জাতঃ সূর্যকুলে পিতা দশরথঃ
ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী
যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে
প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি
বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥

যিনি সূর্যবংশে উদ্ভূত, রাজরাজেশ্বর দশরথ যাঁহার জনক, সত্যপরায়ণা সীতা যাঁহার সহধর্মিণী, লক্ষ্মণ যাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যাঁহার ভুজবল জগতে অতুলনীয়, এবং যিনি স্বয়ং প্রত্যক্ষ বিষ্ণুর অবতার, সেই রামচন্দ্রও যখন বিধাতা কর্তৃক বিড়ম্বিত হইয়াছিলেন, তখন অন্যে যে হইবে, তাহার আর বেশী কথা কি?

অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি
ভোজনং যত্র কুত্রাপি
শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতীতীরে
অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি॥

একদা জ্যোতিষশাস্ত্র-বিশারদ কোন ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে একটি মৃতের মস্তক দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার ললাটলিপি পাঠ করিয়া দেখিলেন তাহাতে লিখিত আছে, "ইহার ভোজন যেখানে সেখানে, শয়ন হাটের চালায়, মরণ গোমতীতীরে অর্থাৎ গোভাগাড়ে হইবে, এবং ইহার পরে আরও যে কি ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে।" ইহা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির যাহা ঘটিবার ঘটিয়াছে, এখন এই শেষ মাথাটার আবার কি দুর্গতি হইতে পারে? কৌতূহলাক্রান্ত ব্রাহ্মণ তখন ইহার পরীক্ষার জন্য মাথাটিকে লইয়া গৃহে আসিলেন, এবং একটা হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া এক গুপ্তস্থানে তাহা রাখিয়া দিলেন। করোটির কোন ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিল কিনা তাহা জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ প্রত্যহ গোপনে হাঁড়ি খুলিয়া দেখিতেন। ইহাতে সন্দেহ হওয়ায় একদিন তাঁহার পত্নী হাঁড়ি খুলিয়া ঐ মাথাটি দেখিতে পাইল, এবং দেখিয়া ভাবিল, এ নিশ্চয়ই আমার স্বামীর প্রণয়পাত্রী ছিল; মৃত্যুর পরও উহাকে ভুলিতে না পারায় স্বামী ইহার মাথাটিকে আনিয়া ঘরের ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছে। যাহা হউক, ইহার উপযুক্ত প্রতিফল দিতে হইবে। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণী হিংসাবশে মাথাটিকে চূর্ণ করিল, এবং সেই চূর্ণগুলি লইয়া বিষ্ঠা মধ্যে নিক্ষেপ করিল। পরে এই ঘটনা প্রকাশ পাইলে ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার ভাগ্যে যে 'অপরন্বা কিং ভবিষ্যতি' অর্থাৎ পরে আবার কি হইবে লেখা ছিল, তাহা এই।

অপ্রিয়স্য চ পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা
চ দুর্লভঃ।

অপ্রিয় হিতকর বাক্যের বক্তা ও শ্রোতা উভয়ই দুর্লভ; অর্থাৎ কেহই এরূপ বাক্য বলিতে বা শুনিতে চায় না।

অমৃতং বালভাষিতং

শিশুর কথাবার্তা বড় শ্রুতিমধুর। তাহারা অসংগত কথা বলিলেও তাহাতে বিরক্তি জন্মে না।

অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
ইতরতাপশতানি যথেচ্ছয়া
বিতর তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ
মা লিখ মা লিখ॥

কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, হে বিধাতঃ! তুমি আমার অদৃষ্টে অন্য যত প্রকার দুঃখ দিতে পার দাও, কিন্তু অরসিক লোকের কাছে রসের নিবেদনরূপ দুঃখ আমার অদৃষ্টে লিখিও না লিখিও না।

অর্থস্য পুরুষো দাসঃ
অর্থস্য পুরুষো দাসো
দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ
বদ্ধশ্চার্থেশ্চ কৌরবৈঃ॥
বদ্ধোঽস্ম্যর্থৈশ্চ কৌরবৈঃ॥

(বদ্ধোঽস্ম্যর্থৈশ্চ কৌরবৈঃ॥) ইতি পাঠান্তরম্।

ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে মহারাজ! মানব অর্থের দাস, কিন্তু অর্থ কাহারও দাস নহে; ইহা অতি সত্য বাক্য বলিয়া জানিবে। কারণ এই দেখ, কৌরবেরা আমাকে অর্থ দ্বারাই বশীভূত করিয়াছে।

অর্থাতুরাণাং ন গুরুর্ন বন্ধুঃ।

অর্থগৃধ্নু লোকের গুরু বা বন্ধু কেহই নাই।

অর্থেন সর্বে বশাঃ
মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি
পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি
সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতে।

অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽ-
প্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জয় শৃণু সখে
অর্থেন সর্বে বশাঃ ॥

অর্থ না থাকিলে মাতা নিন্দা করেন, পিতা রুষ্ট হন, ভ্রাতা সম্ভাষণ করে না, ভৃত্য ক্রোধ প্রকাশ করে, পুত্র অবাধ্য হয়, পত্নী আলিঙ্গন করে না, এবং বন্ধুবান্ধবেরা পাছে কিছু প্রার্থনা কর এই ভয়ে আলাপ করে না ; অতএব ভাই ! অর্থ উপার্জন কর, অর্থের দ্বারা সকলেই বশীভূত হয় ।

অর্ধো ঘটো ঘোষমুপৈতি নূনম্ ।

কলস অর্ধপূর্ণ হইলেই শব্দ করে। ভাবার্থ—স্বল্পবিত্ত ব্যক্তি বাচাল হয়। উনা কলসীর দুনা শব্দ।

অস্তু তে স হি কল্যাণং
ব্যসনে যো ন মুহ্যতি ।

যে ব্যক্তি বিপদে মুহ্যমান হয় না, সে শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হয়।

অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ
অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ
সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা
নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ ॥

দ্বিজগণ সন্তোষশূন্য হইলে বিনষ্ট হন, রাজারা সর্বদা সন্তোষপরায়ণ হইলে বিনষ্ট হন, বেশ্যারা লজ্জাশীলা হইলে তাহাদের আদর হয় না, এবং কুলস্ত্রী লজ্জাহীনা হইলে নিন্দিতা হন।

অসারে খলু সংসারে
অসারে খলু সংসারে
সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্ ।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ
গঙ্গাম্ভঃশম্ভুসেবনম্ ॥

অসার সংসারে কাশীবাস, সাধুসঙ্গ, গঙ্গোদকপান এবং পরমেশ্বরের সেবা এই চারিটিই সার কার্য।

অসারে খলু সংসারে
সারং শ্বশুরমন্দিরম্
হিমালয়ে হরঃ শেতে
হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥

অসার সংসারে শ্বশুরগৃহই সারবস্তু। এইজন্য মহাদেব হিমালয়ে ও নারায়ণ মহার্ণবে অবস্থান করেন [পার্বতীর পিতা হিমালয় এবং কমলার উৎপত্তিস্থান সমুদ্র]।

অহিংসা পরমো ধর্মঃ
অহিংসা পরমো ধর্ম
ইত্যেবং পরমা মতিঃ ।
অহিংসা পরমং দানমিত্যেবং
কবয়ো বিদুঃ ॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, অহিংসা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এবং অহিংসাই শ্রেষ্ঠ দান।

আ

আতুরে নিয়মো নাস্তি
আতুরে নিয়মো নাস্তি
বালে বৃদ্ধে তথৈব চ ।
কুলাচাররতে চৈব এষ
ধর্মঃ সনাতনঃ ॥

আতুর অবস্থায় নিয়মপালনের আবশ্যকতা নাই এবং বালক ও বৃদ্ধকেও নিয়মের অধীন হইতে হয় না ; আর যাঁহারা কুলাচারনিষ্ঠ, তাঁহাদেরও নিয়ম পালন না করিলে চলে, ইহা শাশ্বত ধর্ম।

আত্মবন্মন্যতে জগৎ
আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো
ঋষেঃ সুতঃ ।
তপস্বিনস্তু তা মেনে
আত্মবন্মন্যতে জগৎ ॥

লোমপাদ রাজা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন নিমিত্ত বেশ্যাদিগকে প্রেরণ করিলে, বেশ্যাগণ যখন ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রমে উপস্থিত হইল, তখন স্ত্রীপুংভেদজ্ঞানরহিত ঋষ্যশৃঙ্গ তাহাদিগকে তপস্বী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। যে যেরূপ ব্যক্তি, সে জগতের সকল লোককেই সেইরূপ জ্ঞান করে।

আত্মানং সততং রক্ষেৎ
আপদর্থে ধনং রক্ষেৎ
দারান্ রক্ষেদ্ধনৈরপি ।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ
দারৈরপি ধনৈরপি ॥

বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ধন সঞ্চয় করিবে ; ধনের দ্বারা স্ত্রীকে রক্ষা করিবে ; এবং স্ত্রীর দ্বারা বা ধনের দ্বারা সর্বদা আত্মরক্ষা করিবে। ইহা রাজধর্ম।

আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ
ত্যজেদেকং কুলস্যার্থে
গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে
আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥

বংশের মঙ্গলের জন্য এক ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবে, গ্রামের মঙ্গলের জন্য বংশকেও ত্যাগ করিবে ; দেশের মঙ্গলের জন্য গ্রামকেও ত্যাগ করিবে ; এবং নিজের জীবন রক্ষার জন্য পৃথিবীকেও পরিত্যাগ করিবে।

আয়ুর্মর্মাণি রক্ষতি
নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ
পর্বতাৎ পতিতস্য চ ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য
আয়ুর্মর্মাণি রক্ষতি ॥

অতল জলতলে ডুবিলেও, পর্বতশিখর হইতে পতিত হইলেও এবং তক্ষকে দংশন করিলেও আয়ু মর্মকে রক্ষা করে, অর্থাৎ আয়ু থাকিলে মৃত্যু হয় না।

আয়ুর্যাতি দিনে দিনে
লোকঃ পৃচ্ছতি সদ্বার্তাং
শরীরে কুশলং তব ।
কুতঃ কুশলমস্মাকম্
আয়ুর্যাতি দিনে দিনে ॥

লোকে জিজ্ঞাসা করে "তোমার শারীরিক মঙ্গল ত ?" কিন্তু আমাদিগের মঙ্গল কোথায় ; যেহেতু দিন দিন আমাদের আয়ুঃক্ষয় হইয়া যাইতেছে।

আবেষ্টিতো মহাসর্পৈশ্চন্দনো
কিং বিষায়তে ?

বৃহৎকায় সর্পগণের দ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও চন্দন কি বিষত্ব প্রাপ্ত হয় ? ভাবার্থ সাধু যেখানেই থাকুন না, তিনি সাধুই থাকেন।

আশা বৈতরণী নদী
ক্রোধো বৈবস্বতো রাজা
আশা বৈতরণী নদী ।
বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ
সন্তোষো নন্দনং বনম্ ॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্য এক সময়ে রাক্ষসের প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে বলিয়াছিলেন, মানবের ক্রোধ কৃতান্তসদৃশ, আশা বৈতরণী নদীর ন্যায় অপার, বিদ্যা কামধেনু তুল্য, এবং সন্তোষ স্বর্গের নন্দনকাননের ন্যায় সুখকর।

আহুঃ সপ্তপদী মৈত্রী ।

যাহার সহিত একত্র সাত পা গমন করা যায় তাহার সহিত মিত্রতা হয়।

ইন্দ্রোঽপি লঘুতাং যাতি স্বয়ং-
প্রখ্যাপিতৈর্গুণৈঃ ।

ইন্দ্রও যদি নিজের গুণ নিজে খ্যাপন করেন, তবে তিনিও লঘুত্ব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করে।

উ

উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব
কুটুম্বকম্ ।

উদারহৃদয় ব্যক্তিগণের সমগ্র পৃথিবীই আত্মীয়।

উদিতে তু সহস্রাংশৌ ন খদ্যোতো
ন চন্দ্রমাঃ ।

সূর্য উদিত হইলে তখন জোনাকি বা চন্দ্র সকলেরই জ্যোতি ম্লান হইয়া যায়, এবং

তাহাদের আর কোন প্রয়োজনই থাকে না।

উদিতে পরমানন্দে ন ত্বং নাহং ন বৈ জগৎ।

ব্রহ্মানন্দের উদয় হইলে তখন আর তুমি, আমি বা জগৎ, কিছুই ভেদজ্ঞান থাকে না।

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ-
মুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি
কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু
পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি
কোঽত্র দোষঃ॥

যে পুরুষ উদ্যোগী, লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, ভাগ্যে যাহা আছে তাহাই হইবে, এই কথা কাপুরুষেরাই বলিয়া থাকে। অতএব স্বীয় শক্তি দ্বারা দৈবকে দূর করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। সবিশেষ যত্ন করিলেও যদি কার্য সিদ্ধ না হয়, তাহাতে আর দোষ কি?

উদ্বাহুরিব বামনঃ

মন্দঃ কবিযশঃ-প্রার্থী
গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদু-
দ্বাহুরিব বামনঃ॥

মহাকবি কালিদাস রঘুবংশ কীর্তনের পূর্বে স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন, দীর্ঘাকৃতি পুরুষ কর্তৃক লভ্য অর্থাৎ বৃক্ষের উন্নত শাখাস্থিত ফলের লোভে বামন হাত বাড়াইলে লোকে যেমন তাহাকে উপহাস করে, তদ্রূপ আমি মূঢ় হইয়াও কবিযশঃ-প্রার্থী হওয়ায় লোকের নিকট উপহাসাস্পদ হইব।

উপদেশো হি মূর্খাণাং
প্রকোপায় ন শান্তয়ে।

মূর্খকে উপদেশ দিলে তাহাতে তাহার ক্রোধের উদয় হয়, সে শান্ত হয় না।

উষ্ণো দহতি চাঙ্গারঃ শীতঃ
কৃষ্ণায়তে করম্।

কয়লা উষ্ণ থাকিলে হাত পুড়াইয়া দেয় এবং শীতল থাকিলে হাত ময়লা করে। ভাবার্থ—নীচ ব্যক্তি শত্রু হইলে অনিষ্ট করে, মিত্র হইলে লোকনিন্দা হয়।

ঋ

ঋদ্ধিশ্চিত্তবিকারিণী।

সম্পৎ চিত্তের বিকার আনয়ন করে।

এ

এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে

অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি
যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে
এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে॥

যেস্থানে গুণী ব্যক্তি নাই, সেস্থানে নির্গুণ ব্যক্তিও গুণবান্ বলিয়া পূজিত হয়; যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ড বৃক্ষও বৃক্ষমধ্যে গণনীয় হইয়া থাকে।

ক

কঃ পরঃ প্রিয়বাদিনাম্।

প্রিয়ভাষী ব্যক্তির কেহই শত্রু হয় না।

কঃ প্রাজ্ঞো বাঞ্ছতি স্নেহং
বেশ্যাসু সিকতাসু চ।

কোন্ বিজ্ঞ ব্যক্তি বেশ্যাতে ও বালুকাতে স্নেহ পাইতে ইচ্ছা করে? অর্থাৎ বেশ্যাতে ও বালুকাতে স্নেহ-রস কিছুমাত্র নাই।

কণশঃ ক্ষণশশ্চৈব বিদ্যামর্থং চ
সাধয়েৎ।

একটু একটু করিয়া এবং বহু সময় ব্যাপিয়া বিদ্যা ও অর্থ উপার্জন করিবে।

কন্যা নাম মহদ্দুঃখং ধিগহো
মহতামপি।

কন্যা জন্মিলে মহৎ ব্যক্তিগণকেও সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

কপালমূলং খলু সর্বদুঃখম্

কিংবাত্মভূঃ শিবশক্তিবিষ্ণুঃ
কপালদুঃখং ন করোতি দূরম্।
স্বকর্মভোগং কুরুতে হি জীবঃ
কপালমূলং খলু সর্বদুঃখম্॥

কি বিরিঞ্চি, কি শিব, কি শক্তি, কি বিষ্ণু কেহই অদৃষ্টের দুঃখ দূর করিতে সমর্থ নহেন, জীবগণ স্ব স্ব কর্মানুসারে ফল-ভোগ করিয়া থাকে; সুতরাং অদৃষ্টই সকলের মূল।

কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ

কর্মণা বাধ্যতে বুদ্ধির্ন বুদ্ধ্যা
কর্ম বাধ্যতে।
সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং
হরিণমন্বগাৎ॥

বুদ্ধি কর্মের (অদৃষ্টের) বশীভূত হয়, কিন্তু কর্ম বুদ্ধির বশীভূত হয় না; যেহেতু রামচন্দ্র বুদ্ধিমান্ হইয়াও স্বর্ণমৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।

কস্য নাভ্যুদয়ে হেতুর্ভবেৎ
সাধুসমাগমঃ।

সাধুর সহিত মিলন কাহার উন্নতির হেতু না হয়?

কা কস্য পরিদেবনা

একবৃক্ষে যদা রাত্রৌ নানা-
পক্ষিসমাগমঃ।
প্রভাতে তু দিশো যান্তি
কা কস্য পরিদেবনা॥

রাত্রিকালে নানা পক্ষী এক বৃক্ষে আসিয়া বাস করে, কিন্তু রজনী প্রভাত হইলেই তাহারা নানাদিকে চলিয়া যায়; অতএব কাহার প্রতি কি বেদনা?

কা কস্য পরিবেদনা

কস্য মাতা কস্য পিতা কস্য
ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়ঃপ্রাণৈর্ন সম্বন্ধঃ
কা কস্য পরিবেদনা॥

মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ কাহার? যখন এই দেহের সহিতই প্রাণের কোন সম্পর্ক নাই, তখন অন্যের সহিত কি সম্পর্ক থাকিতে পারে?

কা চিন্তা মরণে রণে

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা
ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
বিষমে দুর্গমে বাপি
কা চিন্তা মরণে রণে॥

যদি শ্রীহরির চরণ চিন্তা করা যায়, এবং তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি থাকে, বিষম বা দুর্গম স্থানে এবং মৃত্যুতে বা সংগ্রাম-স্থলে চিন্তা কি?

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ॥
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ।
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥

কে তোমার স্ত্রী এবং কে তোমার পুত্র? এই সংসারের ব্যাপার অতিশয় বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ, হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।

কান্তা রূপবতী শত্রুঃ।

ঋণকর্তা পিতা শত্রু-
র্মাতা চ ব্যভিচারিণী॥
কান্তা রূপবতী শত্রুঃ
পুত্রঃ শত্রুরপণ্ডিতঃ।

ঋণকর্তা পিতা ও দুশ্চরিত্রা মাতা শত্রু। রূপবতী ভার্যা শত্রুতুল্য। কারণ তজ্জন্য অনেক বিপদে পতিত হইতে হয়। মূর্খ পুত্রও শত্রুতুল্য।

কামক্রোধৌ হি বিপ্রাণাং
মোক্ষদ্বারার্গলাবুভৌ।

কাম ও ক্রোধ এই দুইটি ব্রাহ্মণের মুক্তিদ্বারের অর্গলস্বরূপ।

কামাতুরাণাং ন ভয়ং ন লজ্জা।

কামার্ত্ত ব্যক্তিদিগের ভয় বা লজ্জা কিছুই থাকে না।

কালস্য কুটিলা গতিঃ

যাবৎ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণা
যাবন্নাস্তি নিরিন্দ্রিয়ম্।
তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্যা
কালস্য কুটিলা গতিঃ॥

যে পর্যন্ত প্রাণ কণ্ঠাগত না হয়, এবং যে পর্যন্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিষ্পন্দ না হয়, সে পর্যন্ত চিকিৎসা করাইবে ; কারণ কালের গতি অতিশয় কুটিল, অর্থাৎ কালচক্রে কখন কি ঘটে বলিতে পারা যায় না।

কালে দত্তং বরং হ্যল্পমকালে বহুনাপি কিম্।

সময়ে অল্প দেওয়াও ভাল, কিন্তু অসময়ে বহু দিলেও কোন ফল হয় না।

কালেন ফলতে তীর্থং সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ।

তীর্থের ফল কালক্রমে ফলে, কিন্তু সাধু-সমাগমের ফল সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া যায়।

কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।

অনন্ত কাল এবং বিশাল পৃথিবী রহিয়াছে।

কাশ্মীরজস্য কটুতাপি নিতান্তরম্যা।

কুঙ্কুমের কটুত্বগুণ থাকিলেও উহা সাতিশয় রমণীয়।

কিং কিং করোতি ন নিরর্গলতাং গতা স্ত্রী।

স্ত্রী স্বেচ্ছাচারিণী হইলে সে কি না করিতে পারে ? অর্থাৎ সে সকল কাজই করিতে পারে।

কিং জীবিতেন পুরুষস্য নিরক্ষরেণ।

মূর্খ পুরুষের জীবন ধারণ নিষ্ফল।

কিমাশ্চর্যমতঃপরম্

অহন্যহনি ভূতানি
গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি
কিমাশ্চর্যমতঃপরম্॥

বকরূপী ধর্ম মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এ সংসারে আশ্চর্য কি ? তদুত্তরে যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, প্রত্যহই শত শত জীব যমালয়ে গমন করিতেছে ; কিন্তু যাহারা অবশিষ্ট থাকিতেছে, তাহারা ইহা দেখিয়া আপনাদিগকে অমর বলিয়া মনে করিতেছে ; অতএব ইহা হইতে আশ্চর্য আর কি থাকিতে পারে ?

কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

সুন্দরকায় লোকের অঙ্গে সামান্য বস্তুও অলংকারের ন্যায় শোভা পায়।

কীর্তির্যস্য স জীবতি

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং
চলজ্জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্বং
কীর্তির্যস্য স জীবতি॥

চিত্ত, বিত্ত অর্থাৎ ধন, জীবন এবং যৌবন এ সমস্তই চঞ্চল অর্থাৎ অস্থায়ী ; কিন্তু কীর্তিমান্ ব্যক্তি চিরজীবী অর্থাৎ তিনি জীবন ত্যাগ করিলেও জীবিত বলিয়া গণ্য।

কুতো বিদ্যার্থিনঃ সুখম্।

বিদ্যাশিক্ষার্থী লোকের সুখ কোথায় ? সুখভোগের চেষ্টা করিলে বিদ্যা হয় না।

কুপুত্রমাসাদ্য কুতো জলাঞ্জলিঃ।

কুপুত্র হইলে তাহার নিকট জলপিণ্ড লাভের আশা নাই।

কুপুত্রেণ কুলং যথা

একেনাপি কুবৃক্ষেণ
কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্বং
কুপুত্রেণ কুলং যথা॥

বনে একটিমাত্র কুবৃক্ষ থাকিলে তাহার কোটরজাত বহ্নি দ্বারা যেমন সমগ্র বন ভস্মীভূত হয়, তেমনই বংশের মধ্যে একটি মাত্র কুপুত্র জন্মিলে তাহার দোষে সমস্ত বংশ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কুবাক্যান্তং চ সৌহৃদম্।

বন্ধুত্বের সীমা কুবাক্য পর্যন্ত, অর্থাৎ কুবাক্য বলিলেই বন্ধুত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

কুভোজ্যেন দিনং নষ্টম্।

কুখাদ্য ভোজন করিলে তজ্জন্য সেই দিনটাই নানা অসুখে নষ্ট হইয়া যায়।

কুরহস্যসহায়ে হি ভৃত্যে ভৃত্যায়তে প্রভুঃ।

প্রভু যদি ভৃত্যকে আপনার কুকার্যের সহায়স্বরূপে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি ভৃত্যের নিকট আর প্রভু থাকেন না, ভৃত্যের মতই হইয়া যান।

কৃতং কর্ম শুভাশুভম্

না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম
কল্পকোটিশতৈরপি।
অবশ্যমেব ভোক্তব্যং
কৃতং কর্ম শুভাশুভম্॥

কর্মের ভোগ না হইলে শতকোটি কল্পেও তাহার ক্ষয় হয় না। জীবগণ শুভ বা অশুভ যেরূপ কর্মই করুক, অবশ্যই তাহাকে তাহার ফল ভোগ করিতে হয়।

কো ন যাতি বশং লোকঃ মুখে পিণ্ডেন পূরিতঃ।

মুখে অন্ন তুলিয়া দিলে কোন্ ব্যক্তি না বশীভূত হয় ?

ক্ব গতা মথুরাপুরী

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলা।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

যদুপতির অধিকৃত মথুরাপুরী এখন কোথায় ? রামচন্দ্রের পালিত অযোধ্যাই বা এখন কি দশা হইয়াছে ? এই সকল চিন্তা করিয়া মন স্থির কর, এবং এই জগৎ নশ্বর বলিয়া জ্ঞান করিও।

কথিত আছে, রূপ গোস্বামীর ভ্রাতা সনাতন এক ব্রাহ্মণের ভূমি হরণে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনবাসী রূপের নিকট গিয়া আবেদন করেন। তাহাতে রূপ ভ্রাতাকে য মী র লা ইরং ন য় এই কয়টি অক্ষর লিখিয়া পাঠাইলে সনাতন ঐ আটটি অক্ষর দ্বারা উক্ত কাবতাটি রচনা করেন, এবং কবিতার মর্মার্থ অবগত হইয়া ভূমি হরণ-বাসনা পরিত্যাগ করেন।

ক্ষময়া কিং ন সিধ্যতি ?

ক্ষমা দ্বারা কোন্ কার্য সিদ্ধ না হয় ?

ক্ষারং পিবতি পয়োধের্বর্ষ-ত্যম্ভোধরো মধুরমম্ভঃ।

মেঘ সমুদ্রের লোনা জল পান করিয়া মধুর জলধারা দান করে। সজ্জনের স্বভাবই এই।

ক্ষীণে কস্যাস্তি গৌরবম্

বনানি দহতো বহ্নেঃ সখা
ভবতি মারুতঃ।
স এব দীপনাশায় ক্ষীণে
কস্যাস্তি গৌরবম্॥

অগ্নি যখন বন দহনে প্রবৃত্ত হয়, তখন বায়ু তাহার বন্ধুস্বরূপ হইয়া তাহার সাহায্য করে ; আবার সেই বায়ুই প্রদীপ নির্বাণ করিয়া দেয়। অতএব ক্ষীণ হইলে কাহারও গৌরব থাকে না। দুর্বলের সহায় কেহ হয় না।

খ

খণ্ডিতা এব শোভন্তে বীরাধর-পয়োধরাঃ।

বীরের অঙ্গ, রমণীর অধর ও পয়োধর ক্ষত অবস্থাতেই বেশী শোভা পায়।

খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং—
খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং
নূনং ফলতি সাধুষু।
দশাননঃ হরেৎ সীতাং
বন্ধনং স্যান্মহোদধেঃ॥

দুর্জনের দুষ্কর্মের ফল সঙ্গদোষে সাধুকে ভোগ করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ,—রাবণ সীতাহরণ করিল, ফলে তাহার পুরীর নিকট থাকায় মহাসাগর বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল।

গ

গজভুক্তকপিত্থবৎ
আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেল-
ফলাম্বুবৎ।
নির্গচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্ত-
কপিত্থবৎ॥

যেমন নারিকেল ফলে কোথা হইতে জল আসে তাহা কেহই জানিতে পারে না, তেমনই লক্ষ্মীও অদৃশ্যভাবে আগমন করেন; গজ কর্তৃক ভক্ষিত কপিত্থফলের বহির্ভাগ ঠিক থাকিলেও ভিতর যেমন অসার, তেমনই লক্ষ্মী যখন চলিয়া যান, তখন বাহির ঠিক থাকে, কিন্তু ভিতর সারশূন্য হইয়া পড়ে। [এখানে গজ শব্দের অর্থ হস্তী নহে,—একপ্রকার ক্ষুদ্র কীট-বিশেষ। উহারা কয়েৎবেলের বৃন্তের নিকটে ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া ফলের অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক মধ্যস্থ শস্য নিঃশেষে ভক্ষণ করে; ফলটি তখন শূন্যগর্ভ হইয়া পড়ে।]

গতস্য শোচনা নাস্তি
কৃতস্য করণং নাস্তি
মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি
ইতি বেদবিদাং মতম্॥

পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যেমন মৃত ব্যক্তির আর পুনর্বার মরণ নাই, সেইরূপ কৃত কর্মেরও আর করণ নাই, এবং যে বিষয় গত হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য অনুশোচনা করাও অকর্তব্য।

গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ।

সম্পদ্ গুণানুরাগী, অর্থাৎ গুণ থাকিলে সম্পত্তি আপনা হইতে আসে।

গুণী গুণং বেত্তি
গুণী গুণং বেত্তি
ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি
ন বেত্তি নির্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ॥

গুণী ব্যক্তিই গুণবানের গুণ বুঝিতে পারে, নির্গুণ তাহা বুঝিতে পারে না; এবং বলবান্ ব্যক্তিই বলীর বল জানিতে পারে, দুর্বল পারে না। কোকিলই বসন্তকালের গুণ বুঝিতে সমর্থ হয়, কিন্তু কাক তাহা বুঝিতে পারে না, এবং হস্তীই সিংহের বল বুঝিতে পারে, মূষিক তাহা কখনও অনুভব করিতে পারে না।

গৃহিণী গৃহমুচ্যতে
ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী
গৃহমুচ্যতে।
তয়া হি সহিতঃ সর্বান্ পুরুষো-
ঽর্থান্ সমশ্নুতে॥

কেবল গৃহকেই গৃহ বলা যায় না, গৃহিণীকেই গৃহ বলে; যেহেতু গৃহিণীর সহিত একত্র হইয়া পুরুষ যাবতীয় পুরুষার্থ উপভোগ করিয়া থাকে।

ঘ

ঘনাম্বুনা রাজপথে হি পিচ্ছিলে
ক্বচিদ্ বুধৈরপ্যপথেন গম্যতে।

বৃষ্টিজলে রাজপথ পিচ্ছিল হইলে বিজ্ঞ ব্যক্তিও কখন কখন অপথে গমন করেন।

চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ
সুখানি চ
সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যা-
নন্তরং সুখম্।
চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ
সুখানি চ॥

সুখের পর দুঃখ এবং দুঃখের পর সুখ উপস্থিত হয়; সুখ ও দুঃখ চক্রের ন্যায় বিঘূর্ণিত হইতেছে।

চণ্ডালোঽপি নরঃ পূজ্যঃ যস্যাস্তি
বিপুলং ধনম্।

প্রভূত ধনশালী হইলে চণ্ডালও জনসমাজে সম্মানিত হয়।

চিত্তে বাচি ক্রিয়ায়াং চ সাধুনা-
মেকরূপতা।

সাধুদিগের মনে, বাক্যে ও কাজে এক।

চিন্তা জরো মনুষ্যাণাং
চিন্তা জরো মনুষ্যাণাং
বস্ত্রাণামাতপো জরঃ।
অসৌভাগ্যং জরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং
মৈথুনং জরঃ॥

চিন্তা মনুষ্যের জরস্বরূপ, রৌদ্র বস্ত্রের জরের সদৃশ, দুর্ভাগ্য নারীজাতির জরতুল্য, এবং মৈথুন ঘোটকের জরের ন্যায়।

ছ

ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি
ক্ষতে প্রহারা নিপতন্ত্যভীক্ষ্ণং
ধনক্ষয়ে মূর্ছতি জাঠরাগ্নিঃ।
আপৎসু বৈরাণি সমুদ্ভবন্তি
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি।

ক্ষত স্থানেই প্রহারসকল পুনঃপুনঃ পতিত হইয়া থাকে; ধন নাশ পাইয়া দারিদ্র্য দশা উপস্থিত হইলেই ক্ষুধার বৃদ্ধি হয়; আপৎকালে নানাপ্রকার শত্রুতা উৎপন্ন হয়; ছিদ্র পাইলেই অনর্থসকল বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। (তুঃ—ভাঙা পা গর্তে পড়ে।)

জ

জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ
আততায়িনমায়ান্তমপি
বেদান্তগং রণে।
জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ
ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ।

বেদবিদ্ ব্রাহ্মণও যদি আততায়ী হইয়া হননার্থ আগমন করে, তবে তাহাকেও বধ করিবে, ইহাতে ব্রহ্মহত্যার পাপ স্পর্শ করিবে না।

জিতক্রোধেন সর্বং হি জগদেতদ
বিজীয়তে।

যে ক্রোধ জয় করিয়াছে সে এই জগৎকে জয় করিয়াছে।

জ্ঞানস্যাভরণং ক্ষমা।

ক্ষমা জ্ঞানের আভরণস্বরূপ।

ত

তক্রান্তং খলু ভোজনম্।

ভোজন তক্রান্ত হওয়া অর্থাৎ ভোজনের শেষ সময়ে ঘোল খাওয়া ভাল।

তত্র মৌনং হি শোভনম্
ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং
কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তার-
স্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

কোকিলেরা বর্ষাকালে নীরব থাকে এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া কোন কবি বলিতেছেন, কোকিলেরা যে বর্ষাকালে মৌনভাব ধারণ করে, ইহা খুব ভাল কাজ করে, কারণ যে সময়ে ভেকগণ বক্তা হয়, সে সময়ে কোকিলের নীরব থাকাই শোভা পায়।

তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ

কাকস্য চঞ্চুর্যদি স্বর্ণযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।
একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ।

কাকের চঞ্চু যদি স্বর্ণ দ্বারা মণ্ডিত হয়, চরণদ্বয় মাণিক্যবিজড়িত হয়, এবং এক একটি পালকে যদি গজমতি মুক্তা থাকে, তথাপি সে কাকই থাকে, কখনও রাজহংস হইতে পারে না।

তদ্বষ্টং যন্ন দীয়তে

দ্বিজায় দত্তা পাদুশ্চ
শতবর্ষীয়জর্জরা।
তৎফলাদশ্বলাভো মে
তদ্বষ্টং যন্ন দীয়তে॥

একদা কালিদাস কোন স্থানে যাইতে যাইতে পথিমধ্যে দেখিলেন, এক ব্রাহ্মণ নগ্নপদে তপ্তবালুকাপূর্ণ পথ অতিক্রম করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছেন। ইহা দেখিয়া কালিদাস স্বীয় পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। পরে কিছুদূর গেলে তিনি এক অশ্ব প্রাপ্ত হইলেন, এবং তাহাতে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে পথের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, এক ব্রাহ্মণকে আমার বহুদিনের জীর্ণ পাদুকা প্রদান করিয়া তাহার ফলে এক অশ্বলাভ করিয়াছিলাম, এবং তদারোহণে আমি এস্থানে উপনীত হইয়াছি। অতএব আমি দেখিতেছি, যাহা দান করা না হয়, তাহাই নষ্ট হয়।

তস্য তদেব মধুরং যস্য মনো
যত্র সংলগ্নম্।

যাহার মন যাহাতে অনুরক্ত, তাহার নিকট সেইটিই সর্বাপেক্ষা মনোহর। (তুঃ—যার সাথে যার মজে মন, কিবা হাড়ি কিবা ডোম।)

তিষ্ঠত্যেকাং নিশাং চন্দ্রঃ
শ্রীমান্ সম্পূর্ণমণ্ডলঃ।

চন্দ্র পূর্ণ জ্যোতিঃশালী এবং ষোড়শকলাবিশিষ্ট হইয়া এক রাত্রিমাত্র থাকে। ভাবার্থ—সুখ অধিকক্ষণ স্থায়ী নয়।

তৃণবন্মন্যতে জগৎ

অবংশো পতিতো রাজা
মূর্খপুত্রশ্চ পণ্ডিতঃ।
অধনশ্চ ধনং প্রাপ্য
তৃণবন্মন্যতে জগৎ।

হীনবংশজাত ব্যক্তি যদি রাজপদ পায়, মূর্খের পুত্র যদি পণ্ডিত হয়, এবং দরিদ্র ব্যক্তি যদি সহসা প্রচুর ধন পায়, তাহা হইলে তাহারা জগৎকে তৃণের ন্যায় মনে করে।

তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং
লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং
ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ।
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং
সুরপতি ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরির্হরপদং
তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

দরিদ্র ব্যক্তি প্রথমে শত মুদ্রা পাইতে ইচ্ছা করে। যদি সে শত মুদ্রা পায়, তবে অতঃপর সে সহস্র মুদ্রা পাইতে অভিলাষী হয়। তাহাও পাইলে তখন সে লক্ষ মুদ্রা চায়। লক্ষপতি হইলে আবার সে রাজা হইতে ইচ্ছা করে। রাজা হইলে তখন পুনর্বার সে সম্রাট্ হইবার বাঞ্ছা করে। যদি সম্রাট্ হয়, তাহা হইলে সে ইন্দ্রত্ব প্রার্থনা করে, ইন্দ্র হইলে তখন আবার ব্রহ্মত্ব লাভের বাঞ্ছা হয়। ব্রহ্মত্ব পাইলে বিষ্ণুপদ লাভের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, এবং বিষ্ণুপদ লব্ধ হইলে তখন আবার শিবত্বকে অভিলাষ করে। এইরূপে আশা উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে। অতএব তৃষ্ণার শেষ সীমান্তে কেহই গমন করিতে পারে না, অর্থাৎ কাহারও আশা নিবৃত্ত হয় না।

তৃষ্ণৈকা তরুণায়তে।

দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই জীর্ণ হইয়া আসে, কেবল একমাত্র বাসনাই চিরদিন নূতন থাকে।

তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ

কৃতান্যপি কর্মাণি
রাজভিঃ সগরাদিভিঃ।
অথ তান্যেব কর্মাণি
তে চাপি প্রলয়ং গতাঃ॥

সগরাদি কত কত রাজা সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া কত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিলেন; কিন্তু সেই সকল কর্ম এবং সেই সকল নরপতিও তিরোহিত হইয়াছেন; সুতরাং সংসার অনিত্য।

তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।

তেজস্বী ব্যক্তির বয়স বিবেচিত হয় না।

তেষাং বারাণসী গতিঃ

মাতাপিতৃপরিত্যক্তা যে
ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষামন্যগতির্নাস্তি তেষাং
বারাণসী গতিঃ॥

মাতা পিতা এবং বন্ধুবান্ধবগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহাদের আর অন্য কোন উপায় নাই, তাহাদের কাশীধামই একমাত্র উপায়।

তে হি নো দিবসা গতাঃ

নবে দারপরিগ্রহে।
মাতৃভিশ্চিন্ত্যমানানাং
তে হি নো দিবসা গতাঃ॥

সীতানির্বাসনের পূর্বক্ষণে রামচন্দ্র অতীত কাহিনী স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, পিতা বিদ্যমানে আমাদের শুভ পরিণয়োৎসবকালে জননীগণ কত আনন্দে আমাদের বিষয় চিন্তা করিয়াছিলেন। আমাদের সে আনন্দের দিন চলিয়া গিয়াছে।

দণ্ডেন গোগর্দভৌ

শক্যো বারয়িতুং জলেন
হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ।
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন
শমদো দণ্ডেন গোগর্দভৌ॥

জলের দ্বারা অগ্নিকে শান্ত করা যায়; ছত্রের দ্বারা বৃষ্টি এবং রৌদ্র নিবারণ করা যায়; শাণিত অঙ্কুশ দ্বারা হস্তীকে দমন করা যায়, এবং দণ্ডাঘাতে গো এবং গর্দভকে শাসন করা যাইতে পারে।

দারিদ্র্যদোষেণ করোতি পাপম্।

দারিদ্র্যবশতঃ লোকে পাপ কার্য করিয়া থাকে।

দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো
বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী।

বহু গুণের মধ্যে একটি মাত্র দোষ থাকিলে তাহা সেই গুণসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, অর্থাৎ তখন তাহার সে দোষ কেহই দেখিতে পায় না, ইহা যে কবি বলিয়াছেন তিনি জানেন না যে, একমাত্র দারিদ্র্য দোষে যাবতীয় গুণই নষ্ট হইয়া যায়।

দারুভূতো মুরারিঃ

একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা
চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী
মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা বসতি জলধৌ
বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং
দারুভূতো মুরারিঃ॥

কোন রাজা জনৈক কবিকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, শ্রীহরি কাষ্ঠময় হইয়া জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করিতেছেন কেন? কবি এতদুত্তরে বলিয়াছিলেন, শ্রীহরির এক পত্নী সরস্বতী, তিনি স্বভাবতঃই মুখরা; অন্য ভার্যা লক্ষ্মী, তিনি চঞ্চলা; একমাত্র পুত্র মদন, তিনি অবাধ্য; নিজে সমুদ্র মধ্যে সর্পশয্যায় শয়ান, এবং সর্পভুক্ গরুড় বাহন; নিজ গৃহের এই সমস্ত ব্যাপার স্মরণ করিয়া মুরারি মনোদুঃখে কাষ্ঠরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন।

দুরারোহপরিভ্রংশবিনিপাতো
হি দারুণঃ।

যাহাতে আরোহণ দুষ্কর, তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পতিত হওয়া অত্যন্ত নিদারুণ হয়।

দুর্লভং ভারতে জন্ম মানুষ্যং
তত্র দুর্লভম্।

কর্মভূমি ভারতবর্ষে জন্ম দুর্লভ; তন্মধ্যে আবার মনুষ্যত্ব দুর্লভ।

দেশায় তস্মৈ নমঃ

ছেত্তং চন্দনচূতচম্পকবনং
রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলগণে
কাকে চ বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গে তুরগে খরে চ
সমতা কর্পূরকার্পাসয়ো-
রেবং যত্র বিচারণা গুণিগণা
দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

মূর্খের নিকট গুণের আদর নাই, এই ঘটনাকে উপলক্ষ করিয়া কোন কবি বলিতেছেন, যে দেশে চন্দন, আম্র, চম্পক প্রভৃতি বৃক্ষরাজিকে ছেদন করিয়া সেওড়া গাছকে যত্নসহকারে রক্ষা করা হয়, যে দেশে হংস, ময়ূর এবং কোকিলকে সংহার করিয়া কাকের উপর আদর প্রকাশ করা হয়, যেখানে হস্তী এবং অশ্বের সহিত গর্দভের তুলনা করা হয়, এবং যে দেশে কর্পূর ও কার্পাসে সমজ্ঞান করা হয়, সেই বিচারশূন্য দেশকে নমস্কার।

দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ

অতিথির্বালকশ্চৈব রাজা
ভার্যা তথৈব চ।
অস্তি নাস্তি ন জানন্তি
দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ॥

অতিথি, বালক, রাজা এবং পত্নী ইহারা আছে কি নাই তাহা বিবেচনা করে না, কেবল দাও দাও ইহাই বলিতে থাকে।

দৈবী বিচিত্রা গতিঃ

কান্তং বক্তি কপোতিকাকু-
লতয়া কান্তান্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশানিতশরঃ
শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা
শ্যেনোঽপি তেনাহত-
স্তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং পরিগতৌ
দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

এক বৃক্ষের উপর কপোত ও কপোতী বসিয়াছিল। সহসা তাহারা দেখিল, সেই বৃক্ষমূলে এক ব্যাধ আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং উপরে এক শ্যেন পক্ষী তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উড়িতে লাগিল। ইহা দেখিয়া কপোতী কপোতকে বলিল, হে নাথ, অদ্য আমাদের অন্তিমকাল উপস্থিত; কারণ ঐ দেখ বৃক্ষতলে ব্যাধ আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ধনুকে শর-যোজনা করিয়াছে এবং আকাশে বাজপক্ষী উড়িতেছে, সুতরাং আমাদের আর জীবনরক্ষার উপায় নাই। কপোতিকা এইরূপ বলিতেছে, এমন সময় এক সর্প আসিয়া ব্যাধকে দংশন করিল। ব্যাধ তৎক্ষণাৎ মৃতপ্রায় হইয়া ভূতলে পতিত হইল। এই সময়ে তাহার হস্তস্থিত বাণ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া বাজপক্ষীকে বিদ্ধ করিল। তখন তাহারা উভয়েই যমালয়ে গমন করিল। অতএব দেখ, দৈবের গতি অতি বিচিত্র।

দোষা বাচ্যা গুরোরপি

কিন্তু রোষপরীতেন গুরুণা
জায়তে গুণঃ।
শত্রোরপি গুণা বাচ্যা
দোষা বাচ্যা গুরোরপি॥

গুরু রোষযুক্ত হইলেও তাহা হইতে গুণ দর্শে; কিন্তু শত্রুরও গুণ থাকিলে তাহা ব্যক্ত করিবে, এবং গুরুরও দোষ থাকিলে তাহা ব্যক্ত করিবে।

দোষোঽপি গুণতাং যাতি
প্রভোর্ভবতি চেৎ কৃপা।

প্রভুর যদি অনুগ্রহ দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ভৃত্যের দোষও গুণ হয়।

দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি

ফলন্তু ক্ষালনাৎ শুধ্যেৎ
গোময়েন গৃহস্তথা।
ক্ষারযোগেন বস্ত্রঞ্চ
দ্রব্যং মূল্যেন শুধ্যতি॥

জল দ্বারা ধৌত করিলেই ফল শুদ্ধ হয়; গোময় দ্বারা লেপন করিলেই গৃহ শুদ্ধ হয়; ক্ষার সংযোগ হইলেই বস্ত্র শুদ্ধ হয়; এবং মূল্য দিয়া ক্রয় করিলেই দ্রব্য শুদ্ধ হইয়া থাকে।

ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে
প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ধন ও জীবনকে পরহিতের জন্য উৎসর্গ করেন।

ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ

দাতুঃ ক্ষ্মামখিলাং প্রদায় হরয়ে
পাতালমূলং বলিঃ
শক্তুপ্রস্থবিসর্জনাৎ স চ মুনিঃ
স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং
কুন্তী সমারোহিতা
হা সীতা পতিদেবতাগমদধো
ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥

বলিরাজ বামনরূপী ভগবান্‌কে সমগ্র ভূমণ্ডল দান করিয়া পাতালে গমন করিলেন, আর ঋচীকনামা মুনি এক প্রস্থ শক্তু দান করিয়া স্বর্গবাসী হইলেন; কুন্তী বাল্যকাল হইতে অসতী হইয়াও স্বর্গগামিনী হইলেন, কিন্তু সীতা পতিব্রতা হইয়াও পাতালে গমন করিলেন। অহো, ধর্মের গতি কি সূক্ষ্ম!

ধর্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তং

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।
অহশ্চ রাত্রিশ্চ উভে চ সন্ধ্যে
ধর্মোঽপি জানাতি নরস্য বৃত্তম্॥

সূর্য, চন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, পৃথিবী, জল, মন, যম, দিন, রাত্রি, উভয় সন্ধ্যাকাল এবং ধর্ম ইহারা মানবের চরিত্র বুঝিতে পারে।

ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্

জল্পন্তি সূরয়ঃ সর্বে ধর্মো
রক্ষতি ধার্মিকম্।
এতজ্জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ

ধরণীপাল মাধব কোন সময়ে সুলোচনা নাম্নী দাসীর ধর্মনাশে উদ্যত হইলে দাসী ভয়াকুলচিত্তে বলিয়াছিল, পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, ধর্মই ধার্মিক ব্যক্তিকে রক্ষা করেন, আমি আজ তাহার পরীক্ষা করিব, দেখি আমার ভাগ্যে কি ঘটে।

ন চ দৈবাৎ পরং বলম্

ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্ন চ
ব্যাধিসমো রিপুঃ।
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ
দৈবাৎ পরং বলম্॥

বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, ব্যাধির তুল্য শত্রু নাই, পুত্রস্নেহের তুল্য স্নেহ নাই, এবং দৈববল হইতে বল নাই।

ন কূপখননং কার্যং প্রদীপ্তবহ্নিনা গৃহে।

গৃহে আগুন জ্বালিয়া কূপ খনন যুক্তিযুক্ত নয়।

ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ।

সাধুদিগের বাক্যের কখন অন্যথা হয় না।

ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ

স্থাতব্যং পঞ্চভিঃ সার্ধং
গন্তব্যং পঞ্চভিঃ সহ।
ভোক্তব্যং পঞ্চভিঃ সার্ধং
ন দুঃখং পঞ্চভিঃ সহ।

পাঁচ জনের সঙ্গে একত্র বাস করিবে, পাঁচ জনের সহিত গমন করিবে এবং পাঁচ জনের সঙ্গে মিলিয়া ভোজন করিবে কারণ পাঁচ জনের সহিত থাকিলে দুঃখ অনুভব করা যায় না।

ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ

ন মাতা শপতে পুত্রং ন
দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন
দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ॥

মাতা কখন পুত্রকে অভিশাপ দেন না; পৃথিবী কখন জীবের দোষগ্রহণ করে না; সাধু ব্যক্তি কখনও পরহিংসায় প্রবৃত্ত হন না, এবং দেবতা কখন সৃষ্টি নাশ করেন না।

ন ধর্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।

ধার্মিক ব্যক্তির বয়সের অপেক্ষা থাকে না।

ন নিম্বো মধুরায়তে

শর্করাশতভারেণ নিম্ববৃক্ষ
উপার্জিতঃ।
পয়সা সেচিতো নিত্যং ন
নিম্বো মধুরায়তে॥

যদি শতভার চিনি দিয়া নিমগাছ উৎপন্ন করা যায়, এবং তাহার মূলে প্রত্যহ দুগ্ধ সেচন করা যায়, তাহা হইলেও নিম কখন মধুর হয় না।

ন ভূতং ন ভবিষ্যতি

অন্নদানাৎ পরং দানং ন
ভূতং ন ভবিষ্যতি।
অন্নেন ধার্যতে সর্বং
জগদেতচ্চরাচরম্॥

অন্নদানের তুল্য শ্রেষ্ঠ দান আর নাই এবং পরেও হইবে না; যেহেতু সমগ্র চরাচর জগৎ এক অন্ন দ্বারাই পালিত হইতেছে।

ন যযৌ ন তস্থৌ

তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গ-
যষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃত-
মুদ্বহন্তী।
মার্গাচলব্যতিকরাকুলিতেব
শৈলাধিরাজতনয়া
ন যযৌ ন তস্থৌ॥

পার্বতী মহাদেবকে পতিকামনা করিয়া যখন তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাদেব জটিল তপস্বিবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া শিবনিন্দা করিতে লাগিলেন। ইহা পার্বতীর অসহ্য হওয়ায় তিনি সে স্থান ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব স্বীয় মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। এই ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে মহাকবি কালিদাস বলিতেছেন, শৈলরাজ-তনয়া পার্বতী সহসা সম্মুখে আরাধ্য মহেশ্বরকে সন্দর্শন করিয়া কম্পিত ও রোমাঞ্চিত দেহে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত যে পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা সেই ভাবেই রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন; গমনপথে পর্বত বাধা পড়িলে নদী যেরূপ অগ্রসরও হইতে পারে না, অথচ স্থির হইয়াও থাকিতে পারে না, পার্বতীও সেইরূপ অগ্রসরও হইতে পারিলেন না, এবং তথায় স্থিরভাবে দাঁড়াইতেও পারিলেন না।

নয়ে চ শৌর্যে চ বসন্তি সম্পদঃ।

নীতিতে এবং শৌর্যে সম্পদ্ অবস্থান করে।

নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্

বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন
বিনয়েন চ।
পুত্রে যশসি তোয়ে চ
নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্॥

বিদ্যা, তপস্যা, দান, বিনয়, পুত্র, যশঃ এবং জলাশয় খনন দ্বারা মানবের পুণ্যলক্ষণ প্রকাশিত হইয়া থাকে।

নরাণাং মাতুলক্রমঃ

গোরক্ষী সহদেবশ্চ নকুলো
হয়রক্ষকঃ।
বৈরাটে কুরুদায়াদৌ
নরাণাং মাতুলক্রমঃ॥

শল্য নৃপতিকে ব্যঙ্গ করিয়া কর্ণ বলিয়াছিলেন, পাণ্ডবগণ অজ্ঞাতবাসকালে বিরাটভবনে থাকিয়া পরসেবা করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু যুধিষ্ঠিরাদি তিনজন মহৎকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, আর সহদেব গোরক্ষক এবং নকুল অশ্বপালক হইয়াছিলেন; অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্যদিগের কার্য মাতুলের গুণানুসারে হইয়া থাকে।

নলিনীদলগতজলমতিতরলম্

নলিনীদলগতজলমতিতরলম্।
তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্॥
ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা।
ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

পদ্মপত্রস্থিত জল যেমন অতিশয় চঞ্চল, জীবের জীবনও সেইরূপ চঞ্চল। সাধুসঙ্গই এই সংসাররূপ সমুদ্র পার হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ।

নবধা কুললক্ষণম্

আচারো বিনয়ো বিদ্যা
প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপো দানং
নবধা কুললক্ষণম্॥

সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, ধর্মে নিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপস্যা ও দান ব্রাহ্মণের এই নয় প্রকার কুলের লক্ষণ।

ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে

ক্ষণং বিশ্রম্যতাং জাল্ম
স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।
ন বাধতে তথা স্কন্ধো যথা
বাধতি বাধতে॥

একদা এক রাজা শিবিকারোহণে যাইতেছিলেন। শিবিকার জনৈক বাহক সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় ভৃত্যেরা অন্য বাহকের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কবি কালিদাস তথায় দীনভাবে ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন। ভৃত্যেরা তাঁহাকেই ধরিয়া আনিয়া শিবিকাবাহন কার্যে নিযুক্ত করিল। কালিদাসও কোন কথা না বলিয়া তাহাই করিতে লাগিলেন। কিন্তু অনভ্যাসবশতঃ কিয়দ্দূর গিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন রাজা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া উপরিউক্ত শ্লোকের প্রথমার্ধ বলিলেন। ইহার অর্থ—রে বাহক, যদি তোমার স্কন্ধে বেদনা বোধ হয়, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর। উক্ত কবিতার মধ্যে 'বাধতি' পদটি অশুদ্ধ প্রয়োগ হওয়ায় কালিদাস শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধ বলিয়া উহার উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, রাজন! আপনার কথিত 'বাধতি' পদ আমার কর্ণে যেরূপ বেদনা প্রদান করিয়াছে, আমার স্কন্ধ সেরূপ বেদনা বোধ করে নাই। উত্তর শুনিয়া রাজা স্তম্ভিত হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন এবং উক্ত বাহকের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত হইলেন।

ন হি তাপয়িতুং শক্যং সাগরাম্ভস্তৃণোল্কয়া।

তৃণাদি দ্বারা সমুদ্রের জলরাশিকে উত্তপ্ত করা যায় না। ভাবার্থ—ধীর ব্যক্তিদিগের চিত্ত সহজে বিচলিত হয় না।

ন হি তুল্যো ন হি তুল্যো
গোবিন্দনামে।
গোকোটিদানং গ্রহণে চ কাশী
মাঘে প্রয়াগে যদি কল্পবাসী।
সুমেরুগিরিতুল্যহিরণ্যদানে
ন হি তুল্যো ন হি তুল্যো
গোবিন্দনামে।

কোটি গো দান করিলে, কিংবা গ্রহণে কাশীতে গঙ্গাস্নান করিলে, অথবা মাঘমাসে প্রয়াগতীর্থে কল্পবাস করিলে, বা সুমেরু-পর্বততুল্য সুবর্ণ দান করিলে যে ফল হয়, তাহা একমাত্র গোবিন্দনামের সমান নহে, অর্থাৎ হরিনামে তদপেক্ষা অধিক ফললাভ হইয়া থাকে।

ন হি দুষ্করমস্তীহ কিঞ্চিদধ্য-
বসায়িনাম্।

অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির কোন কাজই দুষ্কর হয় না।

ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ
গুর্বীং প্রসববেদনাম্
বিদ্বানেব হি জানাতি
বিদ্যার্জনপরিশ্রমম্।
ন হি বন্ধ্যা বিজানীয়াৎ
গুর্বীং প্রসববেদনাম্॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিই বিদ্যা উপার্জনের পরিশ্রম কিরূপ গুরুতর তাহা জানেন, যে মূর্খ, সে ইহা জানে না; বন্ধ্যা নারী কখনও সন্তানপ্রসবের বেদনা কিরূপ গুরুতর তাহা বুঝিতে পারে না।

ন হি বন্ধ্যাস্মৃতে দুঃখং যথা
হি মৃতপুত্রিণী।

বন্ধ্যা রমণীর পুত্র না হওয়ায় দুঃখ থাকে বটে, কিন্তু যাহার পুত্র মারা গিয়াছে সেরূপ রমণীর দুঃখের ন্যায় দুঃখ সে অনুভব করিতে পারে না।

ন হি সর্ববিদঃ সর্বে।

সকলেই সকল বিষয় জানে না।

ন হি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে
শ্লাঘ্যং নীরসকাষ্ঠতাড়নশতং
শ্লাঘ্যঃ প্রচণ্ডাতপঃ
শ্লাঘ্যং পঙ্কবিলেপনং পুনরিহ
শ্লাঘ্যোঽতিদাহানলঃ।
যৎ কান্তাকুচকুম্ভবাহুলতিকা-
হিল্লোললীলাসুখং
লব্ধং কুম্ভবর ত্বয়া নহি সুখং
দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে॥

কোন কবি কলসকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, তোমাকে প্রস্তুত করিবার সময় তুমি প্রথমে শুষ্ক কাষ্ঠ দ্বারা যে প্রহৃত হইয়াছিলে তাহা তোমার শ্লাঘনীয়; পরে তুমি যে প্রচণ্ড রৌদ্রে পড়িয়াছিলে ইহাও তোমার পক্ষে শ্লাঘ্য; অতঃপর পঙ্কলেপন করিয়া তোমাকে যে প্রচণ্ড অনলে দগ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাও একণে তোমার গর্বের বিষয়; যেহেতু তুমি যুবতী রমণীর কক্ষে আরোহণ করিয়া তাহার কুচকুম্ভ ও বাহুলতার স্পন্দনসুখ অনুভব করিতেছ। অতএব হে কলস, দুঃখ ব্যতীত কখনও সুখলাভ হয় না।

ন হি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি
মুখে মৃগাঃ।

নিদ্রিত সিংহের মুখে মৃগ স্বয়ং আসিয়া প্রবেশ করে না। চেষ্টা দ্বারা কার্য সিদ্ধ করিতে হয়।

নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা
নাস্তি গ্রামঃ কুতঃ সীমা
নাস্তি বিদ্যা কুতো যশঃ।
নাস্তি জ্ঞানং কুতো মুক্তি-
র্নাস্তি ভক্তিঃ কুতস্তু ধীঃ॥

গ্রাম না থাকিলে তাহার আবার সীমা কোথায়; বিদ্যা না থাকিলে তাহার আবার যশঃ কোথায়; জ্ঞান না থাকিলে তাহার আবার মুক্তি কোথায়; এবং ভক্তি যাহার নাই, তাহার জ্ঞানই বা কোথায়।

নাস্ত্যহো স্বামিভক্তানাং পুত্রে
চাত্মনি বা স্পৃহা।

প্রভুভক্ত ব্যক্তির পুত্রে বা আত্মায় স্পৃহা থাকে না। প্রভুর মঙ্গলার্থে সে জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে।

নাহংকারাৎ পরো রিপুঃ
ন চাপত্যসমঃ স্নেহো ন চ
দৈবাৎ পরং বলম্।
ন চ বিদ্যাসমো বন্ধুর্নাহংকারাৎ
পরো রিপুঃ॥

অপত্যস্নেহের তুল্য আর স্নেহ নাই, দৈববলের তুল্য বল নাই, বিদ্যার সমান বন্ধু নাই, এবং অহংকারের ন্যায় শত্রু নাই।

নিঃসারস্য পদার্থস্য প্রায়ে-
ণাড়ম্বরো মহান্।

সারহীন বস্তুর আড়ম্বর প্রায়ই বেশী হয়।

নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে
মাতুলো যস্য গোবিন্দঃ
পিতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সোঽভিমন্যুঃ রণে শেতে
নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে॥

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহার মাতুল, ত্রিভুবন-বিজয়ী ধনঞ্জয় যাহার পিতা, সেই অভিমন্যুও যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল; অতএব কেহই নিয়তিকে বাধা দিয়া রাখিতে পারে না।

নির্ধনস্য কুতঃ সুখম্।

দরিদ্র ব্যক্তির সুখ কোথায়?

নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানম্
নির্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমু
সাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

দীপ নির্বাণ হইয়া গেলে তাহাতে আর তৈল দিয়া ফল কি? চোর পলাইয়া গেলে আর সাবধান হওয়ার কি প্রয়োজন? যৌবনকাল অতীত হইয়া গেলে বনিতা উপভোগের আর সুখ কি? এবং জল চলিয়া গেলে আর সেতুবন্ধনের কি দরকার?

নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্।

বাসনাশূন্য ব্যক্তির নিকট গৃহই তপো-বন-স্বরূপ।

নীচো বদতি ন কুরুতে
বদতি ন সাধু করোত্যেব।

নীচ ব্যক্তি মুখে অনেক বলে বটে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না; সাধু ব্যক্তি মুখে কিছু বলেন না, কার্যে তাহা প্রদর্শন করেন।

নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ
দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয়
মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্।
ব্যাধিতস্যৌষধং পথ্যং
নীরুজস্য কিমৌষধৈঃ॥

শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, হে কুন্তিনন্দন! দরিদ্রকে ভরণ কর, ঐশ্বর্য-শালীকে ধনদান করিও না; কারণ যে ব্যক্তি রুগ্ণ, তাহারই ঔষধের প্রয়োজন, সুস্থ ব্যক্তির ঔষধে প্রয়োজন কি?

প

পঙ্কো হি নভসি ক্ষিপ্তঃ
ক্ষেপ্তুঃ পততি মূর্ধনি।

উপর দিকে পাঁক ছুঁড়িলে তাহা যে ছোঁড়ে তাহারই মাথায় পড়ে।

পঞ্চভির্মিলিতৈঃ কিং
যজ্জগতীহ ন সাধ্যতে।

পাঁচজনে মিলিয়া কাজ করিলে জগতে কোন্ কার্য না সিদ্ধ হয়?

পথি নারী বিবর্জিতা
আসনং চালয়েৎ দৃষ্ট্বা
পথি নারী বিবর্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি
অতিক্রোধো নিবার্যতে॥

আসন দেখিয়া চালনা করিয়া বসিতে হয়, পথে স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইতে নাই, জাগরণ করিলে ভয় থাকে না, এবং অত্যন্ত ক্রোধ ত্যাগ করিবে।

পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং
শিরীষপুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ।

অতি কোমল শিরীষ কুসুম ভ্রমরের পদভার সহ্য করিতে পারে, পক্ষীর পদভার সহিতে পারে না।

পন্থা বাতেন শুধ্যতি
রজসা শুধ্যতে নারী
কাষ্ঠং শুধ্যতি তক্ষণাৎ।
তাম্রমম্লযোগেন
পন্থা বাতেন শুধ্যতি॥

নারীজাতি ঋতুমতী হইলে শুদ্ধ হয়; কাষ্ঠ তক্ষণ দ্বারা অর্থাৎ রেঁদা করিলে শুদ্ধ হয়; তাম্র অম্লরসযোগে শুদ্ধ হয় এবং পথ বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে।

পরসদননিবিষ্টঃ কো লঘুত্বং ন
যাতি।

পরাশ্রয়ে থাকিলে কাহার না গৌরবহানি হয়।

পরহস্তং গতা গতা
লেখনী পুস্তিকা জায়া
পরহস্তং গতা গতা।
যদি বা পুনরায়াতি
ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দিতা॥

লেখনী, পুস্তক এবং স্ত্রী যদি পরহস্তগত হয়, তবে তাহা একেবারেই গিয়াছে স্থির করিতে হইবে। যদি বা তাহা পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়, তবে তাহা আর পূর্ব-মত পাওয়া যায় না, ভ্রষ্ট, নষ্ট অথবা মর্দিত অবস্থায় হস্তগত হয়।

পরহস্তগতং ধনং
পুস্তকস্থা চ যা বিদ্যা
পরহস্তগতং ধনম্।
কার্যকালে সমুৎপন্নে ন সা বিদ্যা
ন তদ্ধনম্॥

পুস্তকলিখিত অর্থাৎ পুঁথিগত বিদ্যার এবং পরহস্তগত ধনে কার্যকালে কোনই ফল পাওয়া যায় না; তখন সে বিদ্যা বিদ্যা বলিয়া এবং সে ধন ধন বলিয়া গণনীয় হইতে পারে না।

পরোপকারজং পুণ্যং ন স্যাৎ
ক্রতুশতৈরপি।

পরোপকারে যে পুণ্য হয়, তাহা শত শত যজ্ঞ সম্পাদনেও হয় না।

পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং
পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং
সর্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধর্মে ... মহাত্মনঃ॥

পরকে উপদেশ দিবার সময়ে সকল লোকই পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে, এবং তাহা করাও সহজ, কিন্তু নিজের ধর্মানুষ্ঠান কোন কোন মহাত্মারই দৃষ্ট হয়।

পশ্চাৎ তু ঝন্ঝনায়তে
সুবর্ণসদৃশং পুষ্পং ফলে
রত্নং ভবিষ্যতি।
আশয়া সেবিতো বৃক্ষঃ
পশ্চাৎ তু ঝন্ঝনায়তে॥

কোন ব্যক্তি শণ গাছ রোপণ করিয়া পরে বলিয়াছিল, ইহার সোনার মত ফুল দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার ফলে নিশ্চয়ই রত্ন জন্মিবে; এই আশায় যত্নের সহিত বৃক্ষটিকে পালন করিলাম, কিন্তু অবশেষে ফলে কেবলমাত্র ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল।

পাণৌ পয়সা দগ্ধে তক্রং ফুৎকৃত্য
পামরাঃ পিবন্তি।

উষ্ণ দুগ্ধে হস্ত দগ্ধ হইলে নির্বোধ লোকেরা ঘোলেও ফুঁ দিয়া খায়।

পাপাত্মনাং পাপশতেন কিং বা
গোমূত্রযোগেন পয়ো বিনষ্টং
তক্রস্য গোমূত্রশতেন কিং বা।
অত্যল্পপাপৈর্বিপদঃ শুচীনাং
পাপাত্মনাং পাপশতেন
কিং বা॥

দুগ্ধে বিন্দুমাত্র গোমূত্র সংযোগ হইলেই তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তক্র অর্থাৎ ঘোলে শত শত বিন্দু গোমূত্র দিলেও তাহার আর কোন ক্ষতি হয় না। এইরূপ সাধু ব্যক্তিরা অল্পমাত্র পাপের সংস্পর্শেই বিপন্ন হইয়া পড়েন, কিন্তু পাপীদের শত শত পাপের অনুষ্ঠানেও কোনই ভয় নাই।

প্রণামান্তঃ সতাং কোপঃ।

প্রণত হইলেই সাধুদিগের ক্রোধের নিবৃত্তি হয়।

প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ
হবির্বিনা হরির্যাতি
বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ
প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥

এক ব্রাহ্মণের চারি জামাতা ছিল। তাহাদের জ্যেষ্ঠের নাম হরি, মধ্যমের নাম মাধব, তৃতীয়ের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, এবং চতুর্থের নাম ধনঞ্জয়। এই চারি জামাতা এক সময়ে শ্বশুরালয়ে বহুদিন বাস করায় শ্যালকগণ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে দূর করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। পরে একদিন আহারকালে ঘৃত না দেওয়ায় জ্যেষ্ঠ হরি অপমান বোধ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু অন্য তিন জন গেল না। তখন অন্যদিন ভোজনকালে আসন না দেওয়ায় মধ্যম মাধব চলিয়া গেল। আর একদিন কদর্য অন্ন দেওয়ায় তৃতীয় পুণ্ডরীকাক্ষ প্রস্থান করিল, কিন্তু ধনঞ্জয় কিছুতেই গেল না। তখন শ্যালকেরা একদিন তাহাকে রীতিমত প্রহার করায় সে শ্বশুরালয় ত্যাগ করিল।

প্রাণিনাং হি নিকৃষ্টাপি
জন্মভূমিঃ পরা প্রিয়া।

জন্মভূমি অতি নিকৃষ্ট হইলেও তাহা প্রাণিগণের অত্যন্ত প্রিয়। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

প্রাণেভ্যোঽপি হি ধীরাণাং
প্রিয়া শত্রুপ্রতিক্রিয়া।

ধীরপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের শত্রুতার প্রতিকার প্রাণ হইতেও প্রিয়তর।

প্রায়েণ ভূমিপতয়ঃ প্রমদা লতাশ্চ
যঃ পার্শ্বতো ভবতি তং
পরিবেষ্টয়ন্তি।

রাজা, স্ত্রীজাতি এবং লতা, ইহারা পার্শ্বস্থিত আশ্রয়কে প্রায়ই অবলম্বন করিয়া থাকে।

প্রায়েণ সাধুবৃত্তানামস্থায়িন্যো
বিপত্তয়ঃ।

সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের বিপদ্ প্রায়ই স্থায়ী হয় না।

প্রাপ্তকালো ন জীবতি
নাকালে ম্রিয়তে কশ্চিৎ
বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশাগ্রেণৈব সংস্পৃষ্টঃ
প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হইলে শত শত বাণের দ্বারা বিদ্ধ করিলেও কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয় না, কিন্তু সময় উপস্থিত হইলে কুশাগ্র দ্বারা স্পৃষ্ট হইলেও মারা যায়।

ফ

ফলেন পরিচীয়তে
একভূরুভয়োরেকদলয়োরেক-
কাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ
ফলেন পরিচীয়তে॥

একই ক্ষেত্রে শালি ধান ও শ্যামা ধান জন্মে; উভয়েরই দল, কাণ্ড প্রভৃতি একরূপ, কিন্তু ফলের দ্বারাই উভয়ের প্রভেদ জানিতে পারা যায়।

বকঃ পরমদারুণঃ
ন জানাসি রাঘব ত্বং
বকঃ পরমদারুণঃ।
নিজাবিভক্ষকো গৃধ্রঃ
সজীবভক্ষকো বকঃ॥

লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে বলিলেন, হে রাঘব! বক ধার্মিক নয়, সাতিশয় নিষ্ঠুর; কারণ

গৃধ্র নির্জীব জীবকে ভক্ষণ করে, কিন্তু বক সজীব প্রাণীকেই ভক্ষণ করিয়া থাকে।

বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ

শনৈঃ শনৈঃ ক্ষিপেৎ পাদৌ
প্রাণিনাং বধশঙ্কয়া।
পশ্য লক্ষ্মণ পম্পায়াং
বকঃ পরমধার্ম্মিকঃ॥

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিতেছেন, হে লক্ষ্মণ! এই পম্পা সরোবরে দেখ, জীবহত্যায় আশঙ্কায় বক অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে পাদক্ষেপ করিতেছে, অতএব বোধ হইতেছে বক পরম ধার্মিক।

বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখম্।

ভিক্ষা করিয়া খাওয়াও ভাল, তথাপি পরের ধন লওয়া ভাল নয়।

বরং রামাদ্ রাবণাৎ

রামাদপি চ মর্ত্তব্যং
মর্ত্তব্যং রাবণাদপি।
উভয়োর্যদি মর্ত্তব্যং
বরং রামাদ্ রাবণাৎ॥

লঙ্কেশ্বর রাবণ যখন মারীচকে মায়ামৃগরূপে পঞ্চবটীতে যাইবার আদেশ দেন, তখন মারীচ তাহাতে অসম্মত হয়। ইহাতে দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হইলে মারীচ মনে মনে ভাবিল, মৃগরূপে রামচন্দ্রের নিকটে গেলেও মরিতে হইবে, এবং না গেলেও রাবণের হাতে মরিতে হইবে। অতএব যখন দুইদিকেই মৃত্যুর সম্ভাবনা, তখন রামের হাতে মরাই ভাল, রাবণের হাতে মরিয়া ফল কি?

বরং হি মানিনো মৃত্যুর্ন দৈন্যং স্বজনাগ্রতঃ।

মানী ব্যক্তির মৃত্যুও ভাল, তথাপি স্বজনের নিকট দৈন্য প্রকাশ ভাল নয়।

বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ

গুরুরগ্নির্দ্বিজাতীনাং বর্ণানাং
ব্রাহ্মণো গুরুঃ।
পতিরেকো গুরুঃ স্ত্রীণাং
সর্বত্রাভ্যাগতো গুরুঃ॥

অগ্নি দ্বিজগণের গুরু বলিয়া কথিত; ব্রাহ্মণ সকল বর্ণেরই গুরু; স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র গুরু, এবং অতিথি সকলেরই গুরু।

বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া

অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে
প্রভাতে মেঘডম্বরে।
দম্পত্যোঃ কলহে চৈব
বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া॥

ছাগলের যুদ্ধে, ঋষিশ্রাদ্ধে এবং প্রাতঃকালে মেঘের আড়ম্বরে, আর পতিপত্নীর কলহের আরম্ভকালে যথেষ্ট আড়ম্বর থাকিলেও শেষে কাজ খুব কমই হয়।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্ধং
কৃষিকর্মণি।
তদর্ধং রাজসেবায়াং
ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ॥

বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন অর্থাৎ বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধনাগম হয়, কৃষিকার্যের দ্বারা তাহার অর্ধেক পাওয়া যায়, রাজসেবা অর্থাৎ চাকরি দ্বারা তাহারও অর্ধেক লব্ধ হয়, কিন্তু ভিক্ষায় কিছুমাত্র লাভ হয় না, হয় না।

বিক্রীতে করিণি কিমঙ্কুশে বিবাদঃ।

হাতী বিক্রয় হইয়া গেলে, তাহার অঙ্কুশ লইয়া বিবাদে ফল কি?

বিদেশে বন্ধুলাভো হি
মরাবমৃতনির্ঝরঃ।

বিদেশে বন্ধুলাভ, মরুভূমিতে অমৃতনির্ঝর প্রাপ্তির ন্যায় প্রীতিপ্রদ।

বিদ্যাতুরাণাং ন সুখং ন নিদ্রা।

বিদ্যালাভার্থ ব্যাকুল ব্যক্তির সুখানুরাগ বা নিদ্রা থাকে না।

বিদ্যারত্নং মহাধনম্

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব
চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানেন ন ক্ষয়ং যাতি
বিদ্যারত্নং মহাধনম্॥

জ্ঞাতিগণ যাহাকে ভাগ করিয়া লইতে পারে না, চোর যাহাকে হরণ করিতে পারে না, এবং দান করিলেও যাহার ক্ষয় হয় না, সেই বিদ্যারত্ন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধন।

বিদ্যা ভয়স্য নিষ্ফলা।

যে কথা কহিতে ভয় পায় তাহার বিদ্যা নিষ্ফল হয়।

বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে

বিদ্বত্ত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ
নৈব তুল্যং কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা
বিদ্বান্ সর্বত্র পূজ্যতে॥

বিদ্যাবত্তা ও নৃপত্ব কখনও সমান হয় না; কারণ রাজা কেবল নিজের দেশেই সম্মানার্হ, কিন্তু বিদ্বান্ ব্যক্তি স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র পূজ্য।

বিনা যুদ্ধেন কেশব

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেন ভিদ্যতে
যা চ মেদিনী।
তদর্ধং নৈব দাস্যামি
বিনা যুদ্ধেন কেশব॥

পাণ্ডবদিগের পক্ষ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন দুর্যোধনের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করেন, তখন দুর্যোধন বলিয়াছিলেন, হে কৃষ্ণ! অতিতীক্ষ্ণ সূচীর অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ মৃত্তিকা ভেদ হয়, আমি বিনা যুদ্ধে তাহার অর্ধেক ভূমিও পাণ্ডবদিগকে প্রদান করিব না।

বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্

হীয়তে হি মতিস্তাত
হীনৈঃ সহ সমাগমাৎ।
সমৈশ্চ সমতামেতি
বিশিষ্টৈশ্চ বিশিষ্টতাম্॥

হে বৎস! হীনলোকের সহিত সহবাসে মতি হীন হয়, সমানের সহিত সহবাসে মতি সমভাবে থাকে, এবং সাধুলোকের সহবাসে মতি সৎস্বভাবাপন্ন হয়।

বিষকুম্ভং পয়োমুখম্

পরোক্ষে কার্যহন্তারং
প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদিনম্।
বর্জয়েত্তাদৃশং বন্ধুং
বিষকুম্ভং পয়োমুখম্॥

যে অসাক্ষাতে কার্যহানি করে এবং সম্মুখে থাকিলে প্রিয়বাক্য বলে, সেরূপ বিষকুম্ভ পয়োমুখ মিত্রকে পরিত্যাগ করিবে।

বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং
ছেত্তুমসাম্প্রতম্

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত
এবার্হতি ক্ষয়ম্।
বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্ধ্য স্বয়ং
ছেত্তুমসাম্প্রতম্॥

ব্রহ্মার বরে তারকাসুর দুর্জয় হইয়া উঠিলে তাহার নিধনার্থ দেবগণ ব্রহ্মাকে অনুরোধ করেন। ইহাতে ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, আমার নিকট হইতেই বরলাভ করিয়া সেই দৈত্য উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমার দ্বারা তাহার বিনাশ উচিত হয় না। কারণ, বিষবৃক্ষকেও বর্ধিত করিয়া স্বহস্তে তাহাকে ছেদন করা অনুচিত।

বিষস্য বিষমৌষধম্

দৃষ্টিং দেহি পুনর্বালে
হরিণায়তলোচনে।
শ্রূয়তে হি পুরা লোকে
বিষস্য বিষমৌষধম্॥

মহাকবি কালিদাস কোন সময়ে এক যুবতী রমণীকে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছিলেন, হে মৃগনয়নে! তুমি একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত করায় আমার প্রাণ অতীব ব্যাকুল হইয়াছে, অতএব তুমি আর একবার ফিরিয়া চাও। কেননা শুনা যায়, বিষই বিষের ঔষধ।

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য

বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য নির্বুদ্ধেস্তু কুতো বলম্।
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ॥

কোন বনে এক সিংহ বাস করিত। বনের অন্যান্য পশুদের সহিত তাহার এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে, প্রত্যহ এক একটা পশু তাহার ভোজনার্থ প্রেরিত হইবে। এই নিয়মানুসারে একদিন এক বৃদ্ধ শশকের পালা পড়িল। সে চতুরতা করিয়া অনেক বিলম্বে সিংহের নিকটে উপস্থিত হইল। ইহাতে সিংহ অতিশয় ক্রুদ্ধ হওয়ায় শশক বলিল, প্রভো, এই বনে আর এক সিংহ আসিয়া নিজেকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়াছে। সে আমাকে আটক করিয়াছিল, কিন্তু আমি পুনরায় তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি। সিংহ ইহা শুনিয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইল, এবং কহিল, সে দুর্বৃত্ত কোথায়? তখন শশক তাহাকে সঙ্গে লইয়া এক গভীর কূপের নিকট উপস্থিত হইল, এবং কূপমধ্যে সিংহ লুকায়িত আছে বলিল। সিংহ কূপের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার নিজের প্রতিবিম্ব কূপের জলে পড়িল। ঐ প্রতিবিম্বকে বিপক্ষ-জ্ঞানে সিংহ কূপের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, এবং অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। এইজন্য কথিত হইয়াছে, যাহার বুদ্ধি আছে সেই অধিক বলবান্, নির্বোধ ব্যক্তির শারীরিক বল থাকিলেও তাহা কিছুই নয়। কারণ দেখ, মহাবলবান্ সিংহও বুদ্ধিমান্ শশকের কৌশলে বিনষ্ট হইল।

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্বত্রৈবং বিচারে তু ভোজনেঽপ্যপ্রবর্তনম্॥

বিপৎকালে বৃদ্ধের উপদেশ গ্রহণ করিবে, কিন্তু সর্বত্র এইরূপে বৃদ্ধের মত গ্রহণ করিলে আহার কার্যও হইবে না। [কারণ স্বীয় পরিপাক-শক্তির অল্পতা হেতু বৃদ্ধ সকলকেই ভোজন হইতে নিবৃত্ত হইবার উপদেশ দিয়া থাকেন।]

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী

অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ কুরূপা চেৎ পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী॥

তস্কর চৌরকার্যে অক্ষম হইলে সাধু হয়, রমণী রূপহীনা হইলে পতিব্রতা হয়, মনুষ্য রোগী হইলেই দেবতায় প্রতি ভক্তিমান্ হয়, এবং বেশ্যা বৃদ্ধা হইলেই ধর্মানুরাগিণী হয়।

বৈশাখে নরবানরৌ

অশীতাস্তরবো মাঘে ফাল্গুনে পশুপক্ষিণৌ।
চৈত্রে জলচরাঃ সর্বে বৈশাখে নরবানরৌ॥

মাঘ মাসে বৃক্ষসকলের শীত যায়, ফাল্গুন মাসে পশুপক্ষীদের শীত যায়, জলচর জন্তু সকল চৈত্র মাসে শীতহীন হয়, এবং বৈশাখ মাসে মানুষ ও বানর জাতির শীত দূর হয়।

ব্যাঘ্রস্য চোপবাসস্য পারণং পশুমারণম্।

ব্যাঘ্র ব্রতাদি জন্য উপবাস করিলে পশু হত্যা করিয়া উপবাসের পারণ করে। দুর্জন ব্যক্তি ধর্মার্থে ব্যয় করিলে পরের রক্ত শোষণ করিয়া তাহা পূরণ করে।

ভ

ভক্ষ্যমাণো নিরুদয়ঃ সুমেরুরপি হীয়তে।

অর্জন না করিয়া সঞ্চিত অর্থ খাইতে থাকিলে সুমেরুর ন্যায় সঞ্চয়ও ফুরাইয়া যায়।

ভগবান্ ভূততাং গতঃ

চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্য মাহাত্ম্যাৎ ভগবান্ ভূততাং গতঃ॥

কোন দেশে ভগবান্ নামক এক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তায় রাজার সাতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমাত্যেরা ইহা দেখিয়া ভগবানের হিংসা করিত, এবং কিরূপে তাঁহাকে দূরীভূত করিবে, তাহাই পরামর্শ করিত। একদা তাহারা চক্রান্ত করিয়া দ্বারবান্‌কে বলিয়া দিল, রাজার আদেশ—ভগবান্‌কে আর বাটীতে প্রবেশ করিতে দিও না। দ্বারবান্ সেই মত কার্য করিল। এদিকে রাজা ভগবান্‌কে না দেখিয়া চঞ্চল হইলেন, এবং সভাসদ্বর্গকে তাঁহার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন সকলেই বলিল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাজবৈদ্যও ইহার সাক্ষ্য দিল। রাজা অত্যন্ত শোক প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছুকাল পরে একদিন রাজা নগরভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন দেখিয়া ভগবান্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু বহু অনুচরের জনতা ভেদ করিয়া রাজার নিকটবর্তী হইতে পারিলেন না। তখন তিনি এক বৃক্ষে আরোহণপূর্বক চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "হে মহারাজ! আমি সেই ভগবান্ পণ্ডিত।" রাজা ইহা শুনিয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র পারিষদবর্গ বলিয়া উঠিলেন, "মহারাজ! ভগবান্ পণ্ডিত ভূতযোনি প্রাপ্ত হইয়া এই বৃক্ষে বসিয়া আপনাকে আহ্বান করিতেছে; অতএব সত্বর এ পথ পরিত্যাগ করুন।" রাজা ইহাতে বিশ্বাস করিয়া অন্য পথে চলিয়া গেলেন। তখন ভগবান্ পণ্ডিত দুঃখ করিয়া বলিলেন, "কেবল রাজসেবা করিলেই কোন ফল হয় না, তাহার সহিত চক্রেরও অর্থাৎ জনমণ্ডলীরও সেবা করিতে হয়। অহো! আজি চক্রের মাহাত্ম্যে অর্থাৎ দশচক্রে পড়িয়া ভগবান্‌কে ভূত হইতে হইল।"

ভঙ্গেঽপি হি মৃণালানামনুবধ্নন্তি তন্তবঃ।

মৃণালকে ভাঙ্গিয়া দুই খণ্ড করিলেও তাহাদের সূত্র সকল পরস্পরের সহিত সংলগ্ন থাকে। সাধুদের বন্ধুত্ব ভঙ্গ হইলেও স্নেহ যায় না।

ভজন্তি বৈতসীং বৃত্তিং রাজানঃ কালবেদিনঃ।

সময়জ্ঞ রাজা বেতসী লতার বৃত্তি অবলম্বন করেন, অর্থাৎ সময় বুঝিয়া শত্রুর নিকট নত হন, আবার সময় বুঝিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ান।

ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ

কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥

বিধাতা সুন্দর বস্তু সৃষ্টি কল্পনা করিয়া প্রথমে পদ্মের সৃষ্টি করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, দিবাশেষে পদ্ম মলিন হইয়া যায়। তখন তিনি চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন, কিন্তু রাত্রিশেষ হইলেই চন্দ্রের জ্যোতি ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া বিধাতা দিবা ও রজনীতে সমপ্রফুল্ল রমণীবদন সৃষ্টি করিলেন। মনুষ্য কার্য করিতে করিতে ক্রমশঃ অধিক বিজ্ঞ হইয়া থাকে।

ভবত্যুদয়কালে হি সৎকল্যাণপরম্পরাঃ।

উন্নতির সময়ে পরের পর কল্যাণকর ব্যাপারসমূহ স্বতঃই আসিয়া থাকে।

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র

সমুদ্রমন্থনে লেভে হরির্লক্ষ্মীং হরো বিষম্।
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা ন চ পৌরুষম্॥

সমুদ্র-মন্থনকালে হরি লক্ষ্মীকে লাভ

করিলেন, এবং শিবের ভাগ্যে বিষ লাভ হইল। অতএব ভাগ্যই সর্বত্র ফলে, বিদ্যা বা পৌরুষ কিছুই ফলদানে সমর্থ নহে।

ভিক্ষুকো ভিক্ষুকং দৃষ্ট্বা
শ্বতুল্যং গুরগুরায়তে।

কুকুর যেমন অপর কুকুরকে দেখিলে গর্জন করে, ভিক্ষুকও তদ্রূপ অন্য ভিক্ষুককে দেখিলে গর্জন করিতে থাকে।

ভুঙ্‌তে পশ্যন্তি বর্বরাঃ
রাজা পশ্যতি কর্ণাভ্যাং
ধিয়া পশ্যতি পণ্ডিতঃ।
পশুঃ পশ্যতি গন্ধেন
ভুক্তে পশ্যন্তি বর্বরাঃ॥

রাজা কর্ণ দ্বারা অর্থাৎ চরমুখে বার্তা প্রাপ্তি দ্বারা দর্শন করেন, পণ্ডিতগণ বুদ্ধির দ্বারা দর্শন করেন, পশুগণ গন্ধ দ্বারা দর্শন করে, অর্থাৎ ঘ্রাণ দ্বারা সমস্ত জানিতে পারে, এবং মূর্খেরা কোন কার্য সম্পন্ন হইয়া গেলে তবে দেখিতে পায়, অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অভাবে তাহারা কোন কার্যের ফল কি হইবে, তাহা পূর্বে বলিতে পারে না।

ভেকো মকমকায়তে
দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য
ন গর্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দমপানীয়ং
ভেকো মকমকায়তে॥

কোকিল দিব্য আম্রফল ভক্ষণ করিয়াও গর্বিত হয় না, কিন্তু ভেক কর্দমযুক্ত জল পান করিয়া গর্বে মকমক্ শব্দ করিতে থাকে।

ম

মতিরেব বলাদ্ গরীয়সী।

বুদ্ধি বল হইতে শ্রেষ্ঠ।

মধুরেণ সমাপয়েৎ
কুর্যাৎ ক্ষীরান্তমাহারং
দধ্যন্তং ন কদাচন।
লবণাম্লকটূষ্ণানি
বিদাহীনি চ যানি তু।
তদ্দোষং হর্তুমাহারং
মধুরেণ সমাপয়েৎ॥

দুগ্ধ সেবন করিয়া ভোজন শেষ করিতে হয়, দধি পান করিয়া আহার শেষ করিবে না; কারণ লবণ, অম্ল, কটু ও উষ্ণ দ্রব্য শেষে খাইলে উদরের জ্বালা জন্মে, এই জন্য ঐ সমস্ত দোষনিবারণের নিমিত্ত মধুর ভোজন দ্বারা আহার শেষ করিবে।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ
যবাভাবে তু গোধূমং
মুদ্গাভাবেঽপি মাষকম্।

মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ
ঘৃতাভাবে তু তৈলকম্॥

যবের অভাবে গোধূম অর্থাৎ গম, মুগের অভাবে মাষকলায়, মধুর অভাবে গুড়, এবং ঘৃতের অভাবে তৈল দেওয়া যাইতে পারে।

মনঃপূতং সমাচরেৎ
দৃষ্টিপূতং ন্যসেৎ পাদং
বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ।
সত্যপূতং বদেদ্বাক্যং চ
মনঃপূতং সমাচরেৎ॥

উত্তমরূপে দেখিয়া পা ফেলিতে হয়, কাপড়ে ছাঁকিয়া জল খাইতে হয়, সত্যবাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, এবং মনের পবিত্রতাজনক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

মন এব মনুষ্যাণাং কারণং
বন্ধমোক্ষয়োঃ।

মনই মানুষের সংসারে বন্ধন ও মুক্তির কারণ।

মনস্বী কার্যার্থী ন গণয়তি
দুঃখং ন চ সুখম্।

মনস্বী ব্যক্তি কার্যকালে সুখদুঃখ গ্রাহ্য করে না।

মন্যে দুর্জনচিত্তবৃত্তিহরণে
ধাতাপি ভগ্নোদ্যমঃ।

দুর্জন লোকের মনের ভাব জানিতে বোধ হয় বিধাতাও সমর্থ নহেন।

মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ
বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

চারি বেদ এবং স্মৃতি সকল পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন, এবং এমন মুনি দেখি না, যাঁহার মত ভিন্ন নহে; সুতরাং ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহামধ্যে বিলীন, অর্থাৎ অতি নিগূঢ় রহস্যে সমাচ্ছন্ন; অতএব মহাজনগণ যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথেরই অনুসরণ করা বিধেয়।

মহানপি প্রসঙ্গেন নীচং
সেবিতুমিচ্ছতি।

মহৎ ব্যক্তিও কার্যানুরোধে নীচের তোষামোদ করিয়া থাকেন।

মহান্ মহত্যেব করোতি বিক্রমম্।
তৃণানি নোন্মূলয়তি প্রভঞ্জনঃ
মৃদূনি নীচৈঃ প্রণতানি সর্বতঃ।
সমুচ্ছ্রিতানেব তরূন্ প্রবাধতে
মহান্ মহত্যেব করোতি
বিক্রমম্॥

প্রভঞ্জন যেরূপ সম্যক্ প্রণত নগণ্য কোমল তৃণকে উন্মূলিত না করিয়া কেবল উন্নতবৎ উচ্চশির তরুবরগণকেই নিপী-ড়িত করে—সেইরূপ মহৎ ব্যক্তি মহৎ ব্যক্তির নিকটেই বিক্রম প্রকাশ করেন।

মহীপতীনাং বিনয়ো হি ভূষণম্।

রাজাদের বিনয়ই ভূষণস্বরূপ।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥

ধন, জন, যৌবনের গর্ব পরিত্যাগ কর; কারণ কাল এক মুহূর্ত মধ্যে এই সমস্ত হরণ করিয়া লইতে পারে। অতএব এই মায়াময় সংসার পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানলাভপূর্বক ব্রহ্মপদপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টিত হও।

মানে ম্লানে কুতঃ সুখম্।

মান মলিন হইলে অর্থাৎ মর্যাদা নষ্ট হইলে আর সুখ কি?

মিতং চ সারং চ বচো হি বাগ্মিতা।

পরিমিত এবং সসার বাক্যকথনই প্রকৃত বাগ্মিতা।

মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ
কন্যা বরয়তে রূপং মাতা
বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি
মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ॥

বিবাহকালে কন্যা বরের রূপ ইচ্ছা করে, মাতা বরের ধন এবং পিতা বরের বিদ্যাবত্তা ইচ্ছা করেন। বান্ধবগণ প্রার্থনা করেন, বর সৎকুলজ হউক; এবং অন্যান্য লোকে মিষ্টান্নের প্রত্যাশা করিয়া থাকে।

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ
জিহ্বা টলতি ধীরস্য
পাদষ্টলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

ধীর ব্যক্তিরও জিহ্বা কখন কখন বিচলিত হয়, হস্তীরও সময়ে সময়ে পদস্খলন হয়, ভীমেরও কখনও কখনও রণে ভঙ্গ হয়, এবং মুনিদিগেরও কোন-না-কোন সময়ে মতিভ্রম হইয়া থাকে।

মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা
কুগ্রামবাসো কুজনস্য সেবা
কুভোজনং ক্রোধমুখী চ ভার্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা
বিনাগ্নিনা সংদহতে শরীরম্॥

কুগ্রামে বাস, অসদ্ব্যক্তির সেবা, মন্দ আহার, ক্রোধপরায়ণা ভার্যা, মূর্খ পুত্র এবং বিধবা কন্যা, এইগুলি অগ্নি ব্যতীত সর্বাঙ্গ দগ্ধ করে।

মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্

শক্যো বারয়িতুং জলেন
হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন
শমিতো দণ্ডেন গোগর্দভৌ।
ব্যাধির্ভেষজসংগ্রহৈশ্চ
বিবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষম্
সর্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং
মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্॥

জলের দ্বারা অগ্নি, ছত্রের দ্বারা বৃষ্টি ও রৌদ্র, শাণিত অঙ্কুশের দ্বারা গজরাজ, দণ্ড দ্বারা গো এবং গর্দভ, ঔষধ দ্বারা ব্যাধি, এবং মন্ত্র দ্বারা বিষ নিবারিত হয়। এইরূপে সকলেরই শাস্ত্রীয় ঔষধ আছে। কিন্তু মূর্খের কোন ঔষধ নাই।

মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ

দুষ্টা ভার্যা শঠং মিত্রং
ভৃত্যশ্চোত্তরদায়কঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসঃ
মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ॥

অসচ্চরিত্রা ভার্যার সহিত, শঠ মিত্রের সহিত, উত্তরদাতা ভৃত্যের সহিত এবং সর্পপূর্ণ গৃহে বাস করিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু ঘটে।

মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ

বরং রামশরো গ্রাহ্যো ন চ
বৈভীষণং বচঃ।
অসহ্যং জ্ঞাতিদুর্বাক্যং
মেঘান্তরিতরৌদ্রবৎ॥

রাবণ বলিয়াছিলেন, বরং রামের বাণের আঘাত সহ্য করা যায়, কিন্তু বিভীষণের বাক্য সহ্য হয় না। কারণ জ্ঞাতির দুর্বাক্য মেঘমুক্ত রৌদ্রের ন্যায় নিতান্ত অসহ্য।

মৌনিনঃ কলহো নাস্তি।

মৌনী ব্যক্তির কাহারও সহিত কলহ হয় না।

য

য পলায়তে স জীবতি

চিরকালং বনে বাসশ্চলদ্বৃক্ষো
ন দৃশ্যতে।
অবিচারপুরীদোষাৎ
যঃ পলায়তি স জীবতি॥

এক ব্যাধ কপোত ধরিবার জন্য গাছের ডালপালায় দেহ আচ্ছন্ন করিয়া জাল হস্তে অগ্রসর হইতেছিল; ইহা দেখিয়া এক বৃদ্ধ কপোত বলিল, আমি বহুদিন এই বনে বাস করিতেছি, কিন্তু কখনও চলন্ত গাছ দেখি নাই; সুতরাং অবিচার-পুরীদোষ-হেতু যে পলায়ন করে, সেই রক্ষা পায়।

যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং
যেষাং পক্ষে জনার্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ
যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ॥

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে ভীষ্মদেব বলিয়াছিলেন, যাঁহাদের পক্ষে স্বয়ং শ্রীহরি অবস্থান করিতেছেন, সেই পাণ্ডুপুত্রগণেরই জয় হইবে; কারণ যেখানে শ্রীকৃষ্ণ সেইখানেই ধর্ম বিরাজমান; আবার যেখানে ধর্ম, সেইখানে জয়ও অবশ্যম্ভাবী।

যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি
কোঽত্র দোষঃ।

যত্ন করিলেও যদি কার্যসিদ্ধি না হয় তাহা হইলে আর দোষ কি?

যত্রাকৃতিস্তত্র গুণা বসন্তি।

সৌম্য আকৃতির মধ্যে নিশ্চয়ই সদ্গুণসমূহ থাকে।

যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা
করোমি॥

ধর্ম কি তাহা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না; অধর্ম কাহাকে বলে তাহাও জানি, কিন্তু তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না। হে হৃষীকেশ! তুমি আমার হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া আমাকে যেরূপ কার্যে নিযুক্ত করিতেছ, আমি অবশভাবে তাহাই সম্পাদন করিতেছি।

যথারণ্যং তথা গৃহম্

মাতা যস্য গৃহে নাস্তি
ভার্যা চাপ্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং
যথারণ্যং তথা গৃহম্॥

যাহার গৃহে মাতা নাই, এবং পত্নী নিষ্ঠুরভাষিণী, তাহার বনে গমন করাই উচিত, কেননা তাহার নিকট বন ও গৃহ দুইই সমান।

যদন্নং ভক্ষয়েন্নিত্যং জায়তে
তাদৃশী প্রজা।

নিত্য যেমন অন্ন ভক্ষণ করিবে, তেমনই সন্তান জন্মিবে।

যদ্ধাত্রা নিজভালপট্টলিখিতং
তৎ প্রোজ্ঝিতুং কঃ ক্ষমঃ।

বিধাতা কপালে যাহা লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে কেহই সমর্থ নয়।

যদি কিঞ্চিৎ বরে দোষঃ

আদৌ তাতো বরং পশ্যেত্ততো
বিত্তং ততঃ কুলম্।
যদি কশ্চিৎ বরে দোষঃ
কিং ধনেন কুলেন কিম্।

কন্যার বিবাহকালে পিতা অগ্রে বরকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন; পরে সম্পত্তি ও বংশমর্যাদা দেখিবেন। কারণ যদি বরে কিছু দোষ থাকে তাহা হইলে তাহার ধনেই বা কি হইবে এবং কুলেই বা কি হইবে?

যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্

করোতু নাম নীতিজ্ঞো
ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ
যদ্বিধের্মনসি স্থিতম্॥

নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নিরন্তর যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাহার ফল বিধাতার মনে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ

ন দোষো মগধে মদ্যে
অন্নে যোনৌ কলিঙ্গকে।
ওড্রে ভ্রাতৃবধূভোগে
গৌড়ে মৎস্যস্য ভোজনে॥
দুহিতুর্মাতুলস্যাপি
বিবাহে দ্রাবিড়ে তথা।
যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ
পারম্পর্যং বিধীয়তে॥

মগধদেশে মদ্যপানে দোষ নাই; কলিঙ্গে অন্নবিচার বা যোনিবিচার নাই; উড়িষ্যায় ভ্রাতৃবধূ উপভোগে দোষ নাই; গৌড়ে মৎস্য ভক্ষণে দোষ নাই; এবং দ্রাবিড় দেশে মাতুলকন্যা বিবাহে আপত্তি নাই; অতএব যে দেশে যেরূপ আচার পরম্পরাসিদ্ধ, তথায় সেইরূপ আচরণ করিতে হয়।

যাচনান্তং হি গৌরবম্।

যাচ্ঞা করিলেই গৌরব নষ্ট হয়।

যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে
দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য
সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

দেবতা, তীর্থক্ষেত্র, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ঔষধ এবং গুরু ইহাদিগকে যে যেমন কামনা করিয়া চিন্তা করে, সে তেমনই ফল পায়।

যান্তি ন্যায়প্রবৃত্তস্য তির্যঞ্চোঽপি
সহায়তাম্।

ন্যায়সংগত কার্যে প্রবৃত্ত ব্যক্তির পশুপক্ষ্যাদি তির্যক্ জাতিরাও সহায়তা করে।

**যা যস্য প্রকৃতিঃ স্বভাবজনিতা
কেনাপি ন ত্যজ্যতে।**

যাহা যাহার প্রকৃতিসিদ্ধ, তাহা কোনরূপেই সে ত্যাগ করে না।

যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ

**মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ
যে চ বিশ্বাসঘাতকাঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে
যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥**

যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন এবং বিশ্বাসঘাতক, সে চন্দ্র-সূর্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত নরকে বাস করে।

**যুক্তিহীনবিচারে তু ধর্মহানিঃ
প্রজায়তে**

**কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন
কর্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীনবিচারে তু
ধর্মহানিঃ প্রজায়তে॥**

যুক্তি অনুসরণ না করিয়া কেবলমাত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে কোন কার্য করিবে না। কারণ, যুক্তিশূন্য বিচারে ধর্মনাশ হইয়া থাকে।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে

**ভার্যা মে নটকী চেয়মহঞ্চ
যবনাধমঃ।
জামাতা হড্ডিকশ্চৈব
যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে॥**

এক যবনের সহিত এক নটীর প্রণয় হয়। তখন উভয়ে বিদেশে গিয়া আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করে, এবং জনৈক ব্রাহ্মণের আলয়ে বাস করিতে থাকে। কালক্রমে ঐ যবনের ঔরসে নটীর গর্ভে এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে যবন তাহার বিবাহার্থ পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু অন্যত্র মনোমত পাত্র না পাওয়ায় যে ব্রাহ্মণের গৃহে বাস করিতেছিল, তাহারই পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিল। ঐ ব্রাহ্মণের পুত্রও বস্তুতঃ ব্রাহ্মণ নহে, ব্রাহ্মণের রক্ষিতা হাড়িজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তাহার জন্ম। বিবাহের কিছুদিন পরে একদা উভয় বৈবাহিক বসিয়া কথোপকথন করিতেছিল, এমন সময়ে সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় ছদ্মবেশী যবন সন্ধ্যাহ্নিকের কথা জানাইয়া বৈবাহিকের নিকট হইতে বিদায় চাহিল। তখন ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলিল, বৈবাহিক মহাশয়! আর তোমার সন্ধ্যাহ্নিকে প্রয়োজন কি? তুমি জাতিচ্যুত হইয়াছ, কারণ আমার যে পুত্রকে তুমি কন্যাদান করিয়াছ, সে হাড়িনীর গর্ভজাত। বৈবাহিকের কথা শুনিয়া যবন হাসিয়া বলিল, বেহাই মহাশয়! এ চতুরতায় আপনিই পরাজিত হইয়াছেন; আর যোগ্যের সহিত যোগ্যের সম্মিলন হইয়াছে। আমার ভার্যা নটী, আমি স্বয়ং যবন, এক্ষণে আমার জামাতা হাড়ি হইল; সুতরাং বিধাতা উপযুক্ত ব্যক্তির সহিত উপযুক্ত পাত্রের মিলন করিয়া দিয়াছেন।

র

রসমূলা হি ব্যাধয়ঃ।

রসই সকল ব্যাধির মূল।

**রিপুষ্বপি হি ভীতেষু সানুকম্পা
মহাশয়াঃ।**

মহাশয় ব্যক্তিগণ ভয়ার্ত শত্রুর প্রতিও কৃপালু হন।

ল

**লঙ্কেশ্বরো হরতি দাশরথেঃ কলত্রং
প্রাপ্নোতি বন্ধনমথ
দক্ষিণসিন্ধুরাজঃ।**

রাবণ রামের ভার্যা সীতাকে হরণ করিল, আর দক্ষিণ সমুদ্র বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইল। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।"

['খলঃ করোতি দুর্বৃত্তং' দ্রঃ।]

লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ

**লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যো
দেবোঽপি তং বারয়িতুং
ন শক্তঃ।
অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে
ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি॥**

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজ্যে এক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়াই অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ব্রাহ্মণ এজন্য নানাবিধ শান্তিস্বস্ত্যয়নের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুতেই উহার শান্তি না হওয়ায় নরপতিকে সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত করিলেন। বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণের দুঃখকাহিনী শুনিয়া বলিলেন, অতঃপর পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ষষ্ঠদিনে সূতিকা ষষ্ঠীপূজার পূর্বে আমাকে সংবাদ দিবেন। যথাকালে ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ ষষ্ঠদিনে রাজাকে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বিক্রমাদিত্য তথায় গিয়া সূতিকাগৃহের দ্বারে শয়ন করিয়া রহিলেন। গভীর রাত্রিতে বিধাতা ঐ বালকের অদৃষ্টলিপি লিখনার্থ তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং গৃহপ্রবেশের পথ না পাইয়া রাজাকে দ্বার ত্যাগ করিতে বলিলেন। বিক্রমাদিত্য বলিলেন, আপনি এই শিশুর অদৃষ্টে যাহা লিখিবেন, তাহা প্রত্যাগমনসময়ে বলিয়া যাইবেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে দ্বার ছাড়িতে পারি। বিধাতা তাহাই স্বীকার করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং শিশুর অদৃষ্টের ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া প্রত্যাগমন সময়ে বলিলেন, এই শিশুর পরমায়ু এক বৎসর মাত্র। ইহা শুনিয়া রাজা বিধাতাকে অনেক স্তবস্তুতি করিয়া শিশুর দীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিলে বিধাতা বলিলেন, আমি একটি শ্লোকের এক পাদ বলিয়া যাইতেছি; কেহ ইহার অপর তিন পাদ পূরণ করিতে পারিলে এই বালক পুনর্জীবিত হইয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হইবে। এই শ্লোকের এক পাদ এই—"লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" বিধাতা চলিয়া গেলেন। রাজা প্রভাতে উঠিয়া ব্রাহ্মণকে প্রবোধদানপূর্বক প্রস্থান করিলেন। বৎসর গতে ব্রাহ্মণপুত্রের মৃত্যু হইল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া তথায় আগমন করিলেন, এবং ব্রাহ্মণপুত্রের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। তিনি সর্বদাই "লব্ধব্যমর্থং" এই কথা উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে তিনি অন্য এক রাজ্যে উপস্থিত হইয়া দেবশর্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। সেই ব্রাহ্মণের নিকট তদ্দেশের রাজপুত্রী, মন্ত্রিপুত্রী, সাধুপুত্রী এবং প্রহরিকন্যা অধ্যয়ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ স্বীয় মূর্খ পুত্রের উপর তাহাদের অধ্যাপনার ভার দিয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন। বিপ্রপুত্র সেইদিন ছাত্রীগণকে অধ্যয়ন করাইয়া বলিলেন, তোমাদের শিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে, এক্ষণে গুরুদক্ষিণা প্রদান কর। ছাত্রীরা দক্ষিণা দিতে প্রতিশ্রুত হইলে ব্রাহ্মণকুমার বলিলেন, তোমরা চারিজনেই আমাকে পতিত্বে বরণ কর। কন্যাগণ ইহা শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইল, কিন্তু পূর্বে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হওয়ায় অগত্যা বলিল, আপনি অদ্য রাত্রিকালে অমুক মন্দিরে উপস্থিত থাকিবেন, আমরা তথায় গিয়া আপনার গলে মালা দিব। এইরূপ স্থির করিয়া কন্যাগণ প্রস্থান করিল। ছদ্মবেশী বিক্রমাদিত্য অদূরে বসিয়া সমস্তই শুনিলেন। তিনি ব্রাহ্মণপত্নীর নিকট গিয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। ব্রাহ্মণী পুত্রকে যথেষ্ট তিরস্কার করিয়া এক গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে বিক্রমাদিত্য নির্দিষ্ট সময়ে মন্দিরে গিয়া রহিলেন। যথাকালে রাজকন্যা উপস্থিত হইয়া সম্বোধন করিলে রাজা কেবল হুঁ বলিয়া প্রত্যুত্তর দিলেন।

রাজকন্যাও নির্বিচারে তাঁহার গলায় মালা দিলেন। তখন বিক্রমাদিত্য বলিয়া উঠিলেন, "লব্ধব্যমর্থম্।" রাজকন্যা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিলেন ; কিন্তু আর উপায় কি ? তখন তিনি কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" অতঃপর মন্ত্রিকন্যা আসিয়া মাল্য অর্পণ করিলে রাজা বলিলেন, "লব্ধব্যমর্থং লভতে মনুষ্যঃ।" মন্ত্রিকন্যা কহিলেন, "দেবোঽপি তং বারয়িতুং ন শক্তঃ।" এইরূপে সাধুকন্যা আসিয়া মাল্য দিলে রাজা উক্ত দুই পাদ আবৃত্তি করিলেন, সাধুকন্যা বলিলেন, "অতো ন শোচামি ন বিস্ময়ো মে।" কিয়ৎক্ষণ পরে প্রহরিকন্যা আসিয়া মালা দিল। রাজা ঐ তিন পাদ কবিতা আবৃত্তি করিলেন। তখন প্রহরিকন্যা বলিলেন, "ললাটলেখা ন পুনঃ প্রয়াতি।" এইরূপে শ্লোকের শেষ পাদ পূর্ণ হইবামাত্র মৃত ব্রাহ্মণপুত্র বাঁচিয়া উঠিল। তখন রাজা আত্মপরিচয়প্রদানপূর্বক পত্নীগণকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য এই যে, যাহার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা ঘটিবেই ; দৈবও তাহার অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না, অতএব ইহাতে শোক বা আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই, ললাটলিপি কিছুতেই খণ্ডিত হয় না। ['স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং' দ্রঃ।]

লাভঃ পরং গোবধঃ

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য
মনসা কল্যাণমং যত্নয়া
উক্তস্তদ্বিপরীতকং কৃতমহো
গোক্ষুরমাত্রং দদৌ।
নার্থো মূর্খজনালয়ে ন চ সুখং
নো বা যশো লভ্যতে
লব্ধেত্থং কবিভূপতৌ হরিহরে
লাভঃ পরং গোবধঃ ॥

কোন বৈদ্য এক মূর্খ রোগীকে শুণ্ঠী ও গোক্ষুরের পাচন সেবনের ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। মূর্খ রোগী একটি গোহত্যা করিয়া তাহার ক্ষুর লইয়া পাচন সেবন করিল। বৈদ্য পরে ইহা জানিতে পারিয়া দুঃখসহকারে বলিলেন, আমি শুণ্ঠী ও গোক্ষুরবৃক্ষের পাচনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহার বিপরীত করিলে, অর্থাৎ গোহত্যা করিয়া তাহার ক্ষুর সেবন করিলে ; সুতরাং মূর্খের নিকট কি অর্থ, কি সুখ, কি যশঃ কিছুরই লাভের প্রত্যাশা নাই। আমি হরিহর নামক সদ্বৈদ্য ও শ্রেষ্ঠচিকিৎসক, লাভের মধ্যে আমাকে গোহত্যা পাপে পাপী হইতে হইল।

শ

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ

স্বর্ণমুদ্রা ভবেত্তাম্রং
বণিক্‌পুত্রশ্চ মর্কটঃ।
সারল্যং সরলে কুর্যাৎ
শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ ॥

যে ব্যক্তি সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরল ব্যবহারই করিবে, এবং যে ব্যক্তি শঠ, তাহার সহিত শঠতাচরণ করিবে।

কোন ব্রাহ্মণের সহিত জনৈক বণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ একসময়ে তীর্থ-দর্শনের অভিলাষ করিলেন। তাঁহার কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল। ব্রাহ্মণ তাহা বন্ধু বণিকের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থে যাইতে মনস্থ করিলেন এবং সঞ্চিত অর্থ সহ বণিকের নিকট উপস্থিত হইলেন। বণিক্ বলিল, "আপনি উহা ঐ পেটিকায় চাবি দিয়া রাখিয়া যান, আবার ফিরিয়া আসিয়া লইবেন। আমি উহা স্পর্শও করিব না।" ব্রাহ্মণ তাহাই করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিছুদিন পরে বণিক্ ঐ পেটিকা উন্মোচন করিয়া দেখিল উহা স্বর্ণমুদ্রায় পূর্ণ। বণিক্ লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি আত্মসাৎ করিল, এবং তদনুরূপ তাম্রমুদ্রা দ্বারা পেটিকা পূর্ণ করিয়া রাখিল। পরে ব্রাহ্মণ তীর্থ হইতে প্রত্যাগত হইয়া বন্ধুর নিকট হইতে পেটিকা লইলেন, এবং উহা খুলিয়া দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িলেন। পরে ব্রাহ্মণ বণিক্‌কে এই ব্যাপার জ্ঞাপন করিলে বণিক্ বলিল, "আমি উহার কিছুই জানি না, আপনি যেমন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তেমনই রহিয়াছে।" ব্রাহ্মণ আর কিছু বলিলেন না এবং বণিকের সহিত কোনরূপ বিবাদ না করিয়া বরং উত্তরোত্তর বন্ধুত্ব বাড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে ব্রাহ্মণ একদা বণিকের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ একটি বানর পুষিয়া তাহাকে শিক্ষিত করিয়াছিলেন। একণে তিনি বণিক্‌পুত্রকে লুকাইয়া রাখিয়া তাহার অলংকারাদি ঐ বানরকে পরাইয়া দিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন। পরে সন্ধ্যা-সমাগমে বণিক্ স্বীয় পুত্রের অনুসন্ধানে ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, "ভাই, বলিব কি, তোমার পুত্র আমার গৃহে আসিয়া বানরে পরিণত হইয়াছে। ঐ দেখ তোমার বানররূপী পুত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি।" বণিক্ মহাক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণকে যথোচিত তিরস্কার করিলেন, এবং শেষে বিচারালয়ে ব্রাহ্মণের নামে অভিযোগ আনয়ন করিলেন।

বিচারক কর্তৃক আহূত হইয়া ব্রাহ্মণ বানরসহ বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং বিচারকের প্রশ্নের উত্তরে পূর্বোক্ত শ্লোকটি পাঠ করিলেন। উহার অর্থ এই যে, পেটিকাবদ্ধ স্বর্ণমুদ্রা যেরূপে তাম্রমুদ্রা হয়, সেইরূপে বণিক্‌পুত্রও বানর হইয়াছে। যে সরল ব্যবহার করে, তাহার সহিত সরলতা করিবে, এবং যে শঠতা করে তাহার সহিত শঠতাচরণ করাই বিধেয়।

অতঃপর বিচারক, ব্রাহ্মণের মুখে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বণিক্‌কে শঠতার জন্য দণ্ডপ্রদান করিলেন। পরে ব্রাহ্মণের অর্থ ব্রাহ্মণকে, এবং বণিকের পুত্র বণিক্‌কে প্রত্যর্পণ করাইলেন।

শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্

শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থা
শনৈঃ পর্বতলঙ্ঘনম্।
শনৈঃ কর্ম চ ধর্মশ্চ
এতে পঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥

পথ অতিক্রম, কন্থা (কাঁথা সেলাই), পর্বতলঙ্ঘন, কর্ম এবং ধর্ম এই পাঁচটি কার্য ক্রমে ক্রমে সাধিত হয়।

শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্

পরোপকার-সচ্চর্যা-
জ্ঞানং যত্র ন ভাস্বরম্।
বৃথা বহতি তজ্জীবঃ
শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্ ॥

হনুমান্ সীতাদেবীর অনুসন্ধানার্থ যখন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় গমন করিতে-ছিলেন, তখন সমুদ্রমধ্যস্থ মৈনাকগিরি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল, হে পবননন্দন ! তুমি সাতিশয় ক্লান্ত হইয়াছ, সুতরাং কিয়ৎকাল আমার উপর বিশ্রাম করিয়া আমাকে চরিতার্থ কর ; কারণ যে দেহে পরোপকার এবং সদাচার জ্ঞানের বিকাশ না হয়, সে দেহ ধারণ করাই নিষ্ফল ; যেহেতু এই দেহ যাবতীয় ব্যাধির আধারমাত্র।

শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং
সমিৎকুশং
জলান্যপি স্নানবিধি-
ক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্তসে
শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্ ॥

মহাদেবকে পতিকামনা করিয়া পার্বতী যখন হিমাদ্রিশিখরে তপস্যা করিতেছিলেন, তখন মহাদেব জটিল ব্রহ্মচারীর বেশে তথায় আগমনপূর্বক পার্বতীকে জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন, তোমার ক্রিয়াসাধন সমিৎ ও কুশ দুষ্প্রাপ্য হয় নাই তো? তোমার স্নানবিধির জলও তো যথেষ্ট পাওয়া যায়? এবং তুমি নিজশক্তি অনুসারে তপস্যাচরণ কর তো, অর্থাৎ ক্ষমতার অতিরিক্ত তপস্যায় প্রবৃত্ত হও নাই তো? কেননা শরীরই ধর্মসাধনের মূল, অর্থাৎ দেহ সুস্থ থাকিলেই তবে ধর্মাচরণ হয়।

শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্

জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ
ভার্যাঞ্চ গতযৌবনাম্।
রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং
শস্যঞ্চ গৃহমাগতম্॥

যে অন্ন ভোজন করিলে সহজে জীর্ণ হইয়া যায় তাদৃশ অন্নই প্রশংসনীয়; যে পত্নী সৎপথে থাকিয়া যৌবন অতিবাহিত করিয়াছে সেই পত্নীই প্রশংসার্হা; যে বীর যুদ্ধ জয় করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছে সেই বীরই প্রশংসার পাত্র, এবং যে শস্য ক্ষেত্র হইতে গৃহে আনীত হইয়াছে সেই শস্যই প্রশংসনীয়।

শাপাদপি শরাদপি

অগ্রতো মে চতুর্বেদাঃ
পৃষ্ঠতঃ সশরং ধনুঃ।
উভাভ্যাঞ্চ সমর্থোঽহং
শাপাদপি শরাদপি॥

সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়া রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রতিগমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে পরশুরাম উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে রাম! আমার সম্মুখে চারি বেদ এবং পৃষ্ঠদেশে সশর শরাসন রহিয়াছে; অতএব শাপপ্রয়োগ এবং বাণপ্রয়োগ এই উভয় দ্বারাই তোমাকে পরাজয় করিতে পারি।

শীলং হি বিদুষাং ধনম্।
চরিত্রই পণ্ডিতদিগের ধনস্বরূপ।

শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ়সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ।

বীর, কৃতজ্ঞ এবং দৃঢ় বন্ধুত্বসম্পন্ন ব্যক্তির নিকট লক্ষ্মী স্বয়ং উপযাচিকা হইয়া বাসের জন্য যান।

শূরা হি প্রণতিপ্রিয়াঃ।
বীর্যশালী ব্যক্তিগণ প্রণতিপ্রিয়, অর্থাৎ প্রণত হইলেই তাহারা সন্তুষ্ট হয়।

শ্যালকো গৃহনাশায়।
শ্যালক গৃহনাশের হেতু, অর্থাৎ বাড়িতে শ্যালক থাকিলে সে সংসারে নানা অনর্থ ঘটাইয়া থাকে।

শ্রবণসুখসীমা হরিকথা।
হরিকথা শ্রবণই কর্ণের চরম সুখ।

শ্রেয়াংসি কেন তৃপ্যতে।
মঙ্গল লাভ করিয়া কে তৃপ্ত হয়? অর্থাৎ যত ভাল হউক আরও ভাল চায়।

ষ

ষট্কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ

ষট্কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রস্তথা
প্রাপ্তশ্চ বার্তয়া।
ইতি মন্ত্রিদ্বিতীয়েন মন্ত্রঃ
কার্যো মহীভুজা॥

মন্ত্রণা ষট্কর্ণগত হইলে অর্থাৎ তিনজনে শুনিলে উহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং উহার বার্তা প্রাপ্তি হইলেও মন্ত্রভেদ হইয়া যায়। অতএব রাজা একমাত্র মন্ত্রীকে লইয়া মন্ত্রণা করিবেন।

সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি।
সংসর্গ হইতেই দোষ বা গুণ হয়।

সকলগুণভূষা চ বিনয়ঃ।
বিনয়ই সকল গুণের ভূষণস্বরূপ।

সংকটে হি পরীক্ষ্যন্তে প্রাজ্ঞাঃ
শূরাশ্চ সঙ্গরে।
বিপদে বিজ্ঞের এবং সংগ্রামে বীরের পরীক্ষা হয়।

সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ

শর্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ
প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্মঃ
সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

চন্দ্র রাত্রিকালের প্রদীপস্বরূপ, প্রভাতে সূর্য প্রদীপক, ধর্ম ত্রিভুবনের দীপতুল্য, এবং সৎপুত্র বংশের প্রদীপসদৃশ।

সত্যং কণ্ঠস্য ভূষণম্।
সত্যবাক্য কণ্ঠের ভূষণস্বরূপ।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ
ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
অপ্রিয়স্যাহিতস্যাপি
প্রিয়স্যাপি হিতং বদেৎ॥

সর্বদা সত্য অথচ প্রিয় বাক্য বলিবে, সত্যবাক্য যদি অপ্রিয় হয়, তবে তাহা বলা উচিত নয়; প্রিয় ব্যক্তিকে—অপ্রিয় ও অহিত জ্ঞান করিলেও হিতবাক্য বলিবে।

সন্তোষ এব পুরুষস্য পরং
নিধানম্।
সন্তোষই পুরুষের শ্রেষ্ঠ রত্ন।

স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ

আশাং দত্ত্বা ন দত্তাদ্ যো
দাতারং প্রতিষেধকঃ।
স্বয়ং দত্ত্বা হরেদ্ যস্তু
স পাপিষ্ঠস্ততোঽধিকঃ॥

এক রাক্ষস পাটনীবেশধারণপূর্বক গঙ্গায় নৌকা বাহন করিত, এবং কোন পারার্থী ব্রাহ্মণ আসিলে তাহাকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া নদীর মধ্যস্থলে লইয়া গিয়া একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে সে সেই ব্রাহ্মণকে হত্যা করিয়া ভক্ষণ করিত। সে জিজ্ঞাসা করিত, "আমি নৌকায় আরোহণ করাইয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থলে আনিয়া বহু ব্রাহ্মণকে হত্যাপূর্বক ভক্ষণ করিতেছি। অতএব আমার অপেক্ষা পাপিষ্ঠ আর কে আছে?" একদা এক ব্রাহ্মণ এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আশা দিয়া তাহার পূরণ না করে, কেহ দান করিতে গেলে যে তাহাতে বাধা দেয়, এবং যে নিজে দান করিয়া নিজে কাড়িয়া লয়, সে তোমার অপেক্ষাও পাপিষ্ঠ।

সফরী ফরফরায়তে

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী
ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ
সফরী ফরফরায়তে॥

রোহিত মৎস্য অগাধ জলে বাস করিয়াও কিছুমাত্র বিকারী অর্থাৎ অহংকৃত হয় না, কিন্তু পুটিমাছ গণ্ডূষপরিমিত জলে থাকিয়াই ফরফর করিয়া বেড়ায়।

সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং

বিফলান্যন্যশাস্ত্রাণি,
বিবাদাস্তাসু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং
চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥

অন্য সকল শাস্ত্রই বিফল, কারণ তাহাদের মধ্যে কেবল বিরোধ বর্তমান। একমাত্র জ্যোতিষশাস্ত্রই সফল, কেননা চন্দ্র-সূর্য নিয়মিতরূপে উদিত হইয়া ইহার সফলতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

সমূলস্তু বিনশ্যতি

সর্পস্য বিরোধেন
দরোদরনিবাসিনঃ।
শিংশপামূলপত্রাভ্যাং
সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

একদা এক রাজপুত্র নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে এক সূক্ষ্মতম সর্প সূত্রাকারে তাঁহার নাসারন্ধ্র দিয়া উদরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। ইহাতে রাজপুত্রের উদর ক্রমেই স্ফীত ও শরীর কৃশ হইতে লাগিল। চিকিৎসকেরা উদরীরোগ জ্ঞানে নানাবিধ ঔষধ প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজপুত্র

জীবনে হতাশ হইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। একদা পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি এক শিংশপা বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া ছিলেন। সেই বৃক্ষের মূলদেশস্থ গর্তে এক সর্প বাস করিত। সে রাজপুত্রকে নিদ্রিতজ্ঞানে রাজপুত্রের উদরস্থ সর্পকে রূঢ়ভাবে সম্বোধনপূর্বক বলিল, 'ওরে মন্দমতি, তুই নির্দোষ রাজপুত্রের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার জীবননাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিস্; কিন্তু রাজকুমার যদি এই শিংশপা বৃক্ষের মূল ও পত্রের রস পান করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তোর জীবন বিনষ্ট হয়।' গর্তস্থ সর্পের কথা শুনিয়া উদরস্থ সর্প ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'ওরে দুর্বুদ্ধি! রাজপুত্র যদি এই শিংশপা পত্রের রস তোর গর্তমধ্যে ঢালিয়া দেন, তাহা হইলে তুইও সবংশে বিনষ্ট হইবি!' রাজপুত্র সর্পদ্বয়ের এইরূপ বিসংবাদ শ্রবণে হৃষ্টমনে গাত্রোত্থান করিলেন, এবং শিংশপার মূল ও পত্রের রস ভক্ষণ করিয়া ঐ রস গর্তমধ্যেও ঢালিয়া দিলেন। ইহাতে উদরস্থ সর্প এবং গর্তস্থ সর্প উভয়েই বিনষ্ট হইল। রাজপুত্র আরোগ্যলাভ করিলেন, এবং বৃক্ষমূল খননপূর্বক গর্তস্থ ধনরত্ন লইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন। অতএব দেখ, মর্মজ্ঞের বিবাদে অর্থাৎ আত্মকলহে গর্তস্থ ও উদরস্থ সর্প শিংশপা পত্রের রস দ্বারা সমূলে বিনষ্ট হইল।

সম্পূর্ণকুম্ভো ন করোতি শব্দম্।

কলস পূর্ণ থাকিলে আর শব্দ করে না।

**সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতি-
রিচ্যতে॥**

যশস্বী ব্যক্তির অপযশ মৃত্যু অপেক্ষা অধিক কষ্টকর।

সরসা বিরসায়তে

**কবিতা বনিতা চৈব সুখদা
স্বয়মাগতা।
বলাদাকৃষ্যমাণা চেৎ
সরসা বিরসায়তে॥**

কবিতা এবং বনিতা যদি স্বেচ্ছাপূর্বক স্বয়ং আগমন করে, তাহা হইলেই উহারা প্রীতিকর হয়; কিন্তু যদি বলপূর্বক টানিয়া আনা হয়, তাহা হইলে সরস হইলেও রসহীন হইয়া পড়ে।

স রামঃ কিং করিষ্যতি

**লঙ্কা দগ্ধা বনং ভগ্নং
লঙ্ঘিতশ্চ মহোদধিঃ।
যৎ কৃতং রামদূতেন স রামঃ
কিং করিষ্যতি॥**

লঙ্কাবাসীরা হনুমানের বীরত্ব দেখিয়া বলিয়াছিল, যে রামের দূত আসিয়া লঙ্কা দগ্ধ করিল, মধুবন ভগ্ন করিল, এবং সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করিল, সেই রাম স্বয়ং আসিয়া যে কি করিবে, তাহা বলা যায় না।

সর্বদেবময়োঽতিথিঃ।

অতিথি সকল দেবতার স্বরূপ।

**অতিদর্পে হতা লঙ্কা
অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতিদানে বলির্বদ্ধঃ
সর্বমত্যন্তগর্হিতম্॥**

অতি দর্প হেতু লঙ্কার রাক্ষসকুল ধ্বংস হইয়াছে, অতি অভিমান হেতু কুরুগণের নিপাত হইয়াছে, এবং অতি দান হেতু বলি পাতালে বন্দী হইয়াছে; সুতরাং কোন কাজেরই অতিশয় পরিণামে অতীব দুঃখজনক।

স বারিচর মোদতে

**দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং
পচতি যো নরঃ।
অঋণী চাপ্রবাসী চ
স বারিচর মোদতে॥**

বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি অঋণী ও অপ্রবাসী হইয়া দিবসের অষ্টম ভাগে অর্থাৎ সন্ধ্যাকালে শাকান্নও ভোজন করে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ সুখী।

সসেমিরা।

জনৈক রাজপুত্র অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়া মৃগের অনুসরণে একা গভীর অরণ্যে প্রবেশপূর্বক পথ হারাইয়া ফেলেন। পরে সন্ধ্যাসমাগমে রাত্রিযাপনার্থ এক উচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করেন। কিয়ৎক্ষণ পরে এক ভল্লুক ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিল। তদ্দৃষ্টে রাজপুত্র সাতিশয় শঙ্কিত হইলে ভল্লুক তাঁহাকে অভয় দিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা সংস্থাপন করিল। গভীর রজনীতে এক প্রকাণ্ডকায় ব্যাঘ্র ঐ বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার আহার্য বহু উর্ধ্বে থাকায় সে বৃক্ষমূলে বসিয়া গর্জন করিতে লাগিল। পরে একজন জাগিবে ও একজন ঘুমাইবে এই নিয়ম করিয়া রাজপুত্র ভল্লুকের উরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। নীচে হইতে ব্যাঘ্র তাঁহাকে ফেলিয়া দিবার জন্য অনেক প্রলোভন দেখাইল, কিন্তু ভল্লুক তাহাতে কর্ণপাত করিল না। রাত্রিশেষে রাজপুত্র জাগরিত হইলেন, ভল্লুক ঘুমাইতে লাগিল। এই সময়ে ব্যাঘ্রের প্রলোভন ও ভীতিদর্শনে মুগ্ধ হইয়া রাজপুত্র ভল্লুককে ঠেলিয়া দিলেন, কিন্তু ভল্লুক নীচে প'ড়ল না, মধ্যে একটা ডাল ধরিয়া আত্মরক্ষা করিল। প্রভাতে ব্যাঘ্র প্রস্থান করিলে রাজপুত্র গাছ হইতে নামিলেন। তখন ভল্লুক 'স-সে-মি-রা' বলিয়া তাঁহার গণ্ডদেশে চারিটি চপেটাঘাত করিল। ইহাতে রাজপুত্রের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন বটে, কিন্তু নিয়ত 'সসেমিরা' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বৈদ্যেরা উন্মাদ রোগ স্থির করিয়া বহু চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন রাজার সভাসদ্ জনৈক পণ্ডিত আসিয়া রোগ আরোগ্য করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। পণ্ডিত সভাস্থলে রাজপুত্রকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজকুমার, আপনার কি হইয়াছে?" রাজপুত্র উত্তর করিলেন, "সসেমিরা।" তখন পণ্ডিত বলিলেন,—

"সদ্ভাবপ্রতিপন্নানং বঞ্চনে কা বিদগ্ধতা।
অঙ্কে কুমারমারোপ্য হত্বা কিন্নাম
পৌরুষম্॥"

অর্থাৎ বন্ধুত্বহেতু যে তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহাকে বঞ্চনা করার ফল কি? শিশুকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া হত্যা করিলে তাহাতে কি পৌরুষ আছে? পণ্ডিতের কথা শুনিয়া রাজপুত্র 'স' অক্ষর ছাড়িয়া 'সেমিরা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন, "শুনুন রাজকুমার!"—

"সেতুবন্ধে সমুদ্রে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে।
ব্রহ্মহা মুচ্যতে পাপৈর্মিত্রদ্রোহী
ন মুচ্যতি॥"

অর্থাৎ সেতুবন্ধ, সমুদ্র, গঙ্গাসাগরসংগম প্রভৃতি তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যাকারী ব্যক্তিও পাপ হইতে মুক্ত হয়, কিন্তু মিত্রদ্রোহীর মুক্তি নাই। রাজপুত্র দ্বিতীয় অক্ষরও ছাড়িয়া দিয়া 'মিরা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—

"মিত্রদ্রোহী কৃতঘ্নশ্চ যে চ
বিশ্বাসঘাতকাঃ।
তিষ্ঠন্তি নরকে ঘোরে
যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥"

অর্থাৎ মিত্রদ্রোহী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তি, এবং যাহারা বিশ্বাসঘাতক, তাহারা চন্দ্রসূর্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত ভীষণ নরকে অবস্থান করে। রাজপুত্র এবার কেবল 'রা' বলিতে লাগিলেন। পণ্ডিত বলিলেন,—

"রাজাঽসি রাজপুত্রোঽসি
যদি কল্যাণমিচ্ছসি।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যো
দেবতারাধনং কুরু॥"

অর্থাৎ হে রাজন্, আপনি এবং হে রাজপুত্র, আপনি যদি মঙ্গলকামনা করেন, তবে

দান ও দেবপূজাদি কার্য করুন। রাজপুত্র সম্পূর্ণ নিরাময় হইলেন।

সাধারণত এই প্রবাদটি মন্দ অবস্থা জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত হয়। যেমন "কেমন আছ হে?" উত্তর—"অমনি সসেমিরা গোছ আছি।"

সানুকূলে জগন্নাথে বিপ্রিয়ঃ
সুপ্রিয়ো ভবেৎ।

ঈশ্বর অনুকূল থাকিলে অনিষ্ট হইতেও ইষ্ট লাভ হয়।

সিধ্যন্তি কুত্র সুকৃতানি বিনা শ্রমেণ।
শ্রম ব্যতীত সৎকার্য সিদ্ধ হয় না।

সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে
কো ভাতি ভালে বরবর্ণিনীনাং
কা রৌতি দীনা মধুযামিনীষু।
কস্মিন্ বিধত্তে শশিনং মহেশঃ
সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে॥

প্রশ্ন—রমণীগণের ললাটে কি শোভা পায়? উত্তর—সিন্দূরবিন্দু। প্রশ্ন-কোন্ স্ত্রী বসন্তকালের রজনীতে কাতরা হইয়া রোদন করে? উত্তর—বিধবা। প্রশ্ন—মহাদেব কোন্ অঙ্গে চন্দ্রকে ধারণ করেন? উত্তর—ললাটে।

সুতপ্তমপি পানীয়ং শময়ত্যেব
পাবকম্।
অত্যুষ্ণ জলও অগ্নিকে নির্বাপিত করে।

সেবকায়ে পুরাতনে
নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী
নূতনং গৃহম্।
সর্বত্র নূতনং শস্তং সেবকায়ে
পুরাতনে।

নূতন বস্ত্র, নূতন ছত্র, নবীনা স্ত্রী, নূতন গৃহ প্রভৃতি নূতন সকলই প্রশস্ত, কিন্তু ভৃত্য ও অন্ন পুরাতনই ভাল।

স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে।
স্তুতিবাদ করিলে কে না সন্তুষ্ট হয়?

স্ত্রিয়া নাস্তি স্বতন্ত্রতা
পিতা রক্ষতি কৌমারে
ভর্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাস্তু স্থবিরে কালে
স্ত্রিয়া নাস্তি স্বতন্ত্রতা॥

স্ত্রীলোককে বাল্যকালে পিতা রক্ষা করেন, যৌবনকালে স্বামী রক্ষা করেন, এবং বৃদ্ধকালে পুত্র রক্ষা করেন। অতএব কোনকালেই স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা নাই।

স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
গুরোশ্চ পুত্রে বরমাল্যদানে
দিষ্ট্যা প্রদত্তং খলু কার্তিকায়।
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি
কুতো মনুষ্যাঃ॥

এক রাজকুমারী জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। একদা ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করিলে ব্রাহ্মণের পুত্র রাজকুমারীকে পড়াইতে আসিলেন। অধ্যয়ন করিতে করিতে দৈবাৎ রাজকুমারীর হাত হইতে কলমটা পড়িয়া গেলে ব্রাহ্মণপুত্র তাহা কুড়াইয়া দিলেন। ইহাতে রাজকুমারী গুরুপুত্রের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে গুরুপুত্র বলিলেন, যদি আমা হইতে তোমার কোন উপকার হইয়া থাকে, তবে আমার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার কর। রাজকুমারী ইহাতে প্রতিশ্রুত হইলে গুরুপুত্র বলিলেন, তুমি আমাকে পতিত্বে বরণ কর। অগত্যা রাজকুমারী ইহাতেই স্বীকৃত হইলেন, এবং বলিলেন, অদ্য রাত্রিতে আপনি হরমন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিবেন, তথায় গিয়া আমি আপনাকে মাল্যদান করিব। অধ্যাপকের ভৃত্য কার্তিক অদূরে থাকিয়া সকল কথাই শুনিল, এবং অধ্যাপক সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাগত হইলে তাঁহাকে সমস্ত ঘটনা বলিয়া দিল। অধ্যাপক কৌশলে পুত্রকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এদিকে কার্তিক হরমন্দিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, এবং রাজকুমারী আসিয়া গুরুপুত্রকে আহ্বান করিলে সে 'হুঁ' বলিয়া উত্তর দিল। রাজকুমারী তাহার গলে বরমাল্য অর্পণ করিয়া শেষে যখন পরিচয় পাইলেন, তখন সাতিশয় দুঃখিতভাবে বলিলেন, আমি গুরুপুত্রকে বরমাল্য দিতে আসিয়া শেষে ভৃত্য কার্তিকের গলায় মালা দিলাম। অতএব বুঝিলাম, স্ত্রীলোকের চরিত্র এবং পুরুষের ভাগ্য, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, দেবতারাও বুঝিতে অক্ষম।

স্ত্রী পুংবচ্চ প্রভবতি যদা তদ্ধি
গেহং বিনষ্টম্।

যে গৃহে স্ত্রীলোক পুরুষের ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, সে গৃহ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়।

স্ত্রীবচঃপ্রত্যয়ো হন্তি
বিচারং মহতামপি।

স্ত্রীবাক্যে বিশ্বাস করিলে মহতেরও বিচারবুদ্ধি লোপ পায়।

স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী
আত্মবুদ্ধিঃ শুভকরী
গুরুবুদ্ধির্বিশেষতঃ।
পরবুদ্ধির্বিনাশায়
স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ংকরী॥

আপনার বুদ্ধি কল্যাণকরী, বিশেষতঃ গুরুবুদ্ধি অতিশয় মঙ্গলদাত্রী; পরের বুদ্ধি বিনাশের কারণ, এবং স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়কারিণী।

স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি
শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যাম্
আদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্মং
স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥

আপনার অপেক্ষা নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতেও শ্রদ্ধাসহকারে উত্তমা বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অন্ত্যজ জাতির নিকট হইতেও ধর্মশিক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না, এবং অসদ্বংশ হইতেও স্ত্রীরত্ন গ্রহণ করিবে।

স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি সিংহঃ
জানাম্যহং সর্প তব প্রভাবং
কণ্ঠস্থিতো গর্জসি শংকরস্য।
স্থানং প্রধানং ন বলং প্রধানং
স্থানস্থিতঃ কাপুরুষোঽপি
সিংহঃ।

গরুড় ভ্রমণ করিতে করিতে একদা শিবসমীপে উপস্থিত হইলে, শিবের কণ্ঠস্থিত সর্প তাঁহাকে দেখিয়া গর্জন করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গরুড় বলিলেন, রে সর্প! তোমার ক্ষমতা আমি বিলক্ষণ জানি, শিবের কণ্ঠে আছ বলিয়া তুমি গর্জন করিতেছ। অতএব স্থানই প্রধান, বল প্রধান নহে; স্থানবিশেষে বাস করিলে কাপুরুষেও সিংহের ন্যায় পরাক্রম দেখায়।

স্বকার্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ
অপমানং পুরস্কৃত্য
মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠকে।
স্বকার্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ
কার্যধ্বংসে চ মূর্খতা॥

বিজ্ঞ ব্যক্তি অপমানকে সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ অপমান স্বীকার করিয়া, এবং মানকে পশ্চাতে রাখিয়া কার্যোদ্ধার করিবে, কারণ কার্য নষ্ট হইলে কেবল মূর্খতা প্রকাশ পায়।

স্বল্পা বিদ্যা ভয়ংকরী
বিদ্যয়া পূজ্যতে লোকে
বিদ্যয়া সুখমশ্নুতে।
বিদ্যা শুভকরী কিন্তু
স্বল্পা বিদ্যা ভয়ংকরী॥

বিদ্যা দ্বারা লোকে সম্মান লাভ করে, বিদ্যা দ্বারা লোকে সুখভোগ করিয়া থাকে, বিদ্যা অতিশয় শুভকরী; কিন্তু স্বল্প বিদ্যা (সামান্য জ্ঞান) অতীব ভয়ানক।

(১) কোন গ্রামে এক হাতুড়ে কবিরাজ বাস করিতেন। তাঁহার পঠিত বিদ্যা কিছু ছিল না, কেবল পেঁড়ের বচন

দেখিয়া চিকিৎসা করিতেন। পোঁতের এক স্থানে লিখিত ছিল, "নেত্ররোগে সমুৎপন্নে কর্ণৌ ছিত্বা কটিং দহেৎ।" অর্থাৎ নেত্ররোগ জন্মিলে কান দুইটি ফুঁড়িয়া দিয়া কটিদেশ পোড়াইয়া দিবে। ইহা অশ্বচিকিৎসার ব্যবস্থা, কিন্তু কবিরাজ তাহা জ্ঞাত ছিলেন না। একবার তাঁহার নিকট জনৈক নেত্ররোগী উপস্থিত হইলে তিনি তাহার প্রতি পূর্বোক্ত ব্যবস্থার প্রয়োগ করিলেন। তাহাতে হিতে বিপরীত ফল হইল।

(২) এক গ্রামে জনৈক বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য বাস করিতেন। তিনি কখনও কোন অধ্যাপকের টোলে পদার্পণ করেন নাই, কেবল নানাস্থান হইতে কতকগুলি বচন সংগ্রহ করিয়া আপনার বিদ্যার পরিচয় দিতেন। গ্রামের সকলেই নিরক্ষর কৃষক, সুতরাং ভট্টাচার্য মহাশয়ই গ্রামের মধ্যে একজন মহাপণ্ডিত ও ব্যবস্থাদাতা। একবার ভট্টাচার্য মহাশয় দেখিলেন, একটি বচনে লেখা আছে –

"কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধিশক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি
শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥"

অর্থাৎ বিনা জলসেকে তৈলে ভর্জিত দ্রব্য, পায়স, দধি ও ছাতু, এই সকল দ্রব্য শূদ্রগৃহে কৃত হইলেও ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিতে পারে; এস্থলে ক্লীবলিঙ্গান্ত পায়স শব্দে ঘনীভূত দুগ্ধ (ক্ষীর); পায়স শব্দ পুংলিঙ্গান্ত হইলে তাহার অর্থ পরমান্ন। কিন্তু ব্রাহ্মণের এতটা জ্ঞান ছিল না; সুতরাং তিনি ব্যবস্থা দিলেন, ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের গৃহে পরমান্ন ভোজন করিতে পারে। ব্যবস্থানুসারে কার্যও হইল। পার্শ্ববর্তী গ্রামের ব্রাহ্মণেরা ইহা জানিতে পারিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়কে পতিত করিলেন। শেষে তিনি শূদ্রান্ন-ভক্ষণজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ

হতমশ্রোত্রিয়ে দানং
হতং সৈন্যমনায়কম্।
হতা রূপবতী বন্ধ্যা
হতো যজ্ঞস্ত্বদক্ষিণঃ॥

শ্রোত্রিয়কে দান না করিলে সে দান বিফল হয়; সেনাপতিবিহীন সৈন্য বিনাশ প্রাপ্ত হয়; রূপবতী নারী বন্ধ্যা হইলে তাহার রূপ বৃথা হয়; এবং দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ।

হিতকর অথচ মনোহর অর্থাৎ প্রিয় বাক্য জগতে দুর্লভ।

সরল বাঙ্গালা অভিধান

পঞ্চম ভাগ

প্রবাদ ও প্রবচন

যে জাতির পুরাতত্ত্ব নাই, সে জাতি জাতিই নহে; আর যে ভাষায় প্রবাদ ও প্রবচন নাই, সে ভাষা ভাষামধ্যে পরিগণিত হয় না; উভয়েই আধুনিক। প্রবাদ-প্রবচন বহুকালাগত জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত বাক্য। পুরাতন বলিয়া বা পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত হইলেও ইহার রসহানি ঘটে না; এইটিই ইহার বিশেষত্ব। প্রবাদ ও প্রবচন জাতীয় অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তি। ইহার রচনাকাল বা রচয়িতার নাম নির্দেশ করা সহজ নহে। তবে ইহা কোন্ শ্রেণী কর্তৃক বা কোন্ কার্য পারদর্শনে রচিত, তাহা বেশ বুঝা যায়। "হালে পানি পায় না"—এটি নৌকার মাঝির উক্তি; "তার পোয়া বার"—এটি পাশা খেলা হইতে গৃহীত; "হাতের পাঁচ"—এটি তাসখেলা হইতে উৎপন্ন। প্রবাদ জনসাধারণের উক্তি, এইজন্য ইহার ভাষা সরল; ইহার উদ্দেশ্য স্থায়িভাবে সাধারণ হৃদয়ে অবস্থান করিবে, এইজন্য ইহার রচনা সরল; ইহা সহজেই স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া যাইবে, এইজন্য ইহার ভাষা সংক্ষিপ্ত। তোমার প্রতিবেশী তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিবে, তুমিও তাহার প্রতি তদ্রূপ করিবে—এই সুদীর্ঘ উপদেশটি "আরশিতে মুখ দেখা" এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে নিহিত আছে। মোট কথা, প্রবাদ সংক্ষিপ্ত, সরল, সরস, অভিজ্ঞতা-প্রসূত উপদেশবাক্য।

সকল দেশেই প্রবাদ ও প্রবচনের প্রচলন আছে, আর সেই প্রবাদ-প্রবচন তদ্দেশীয় উপকরণেই গঠিত। সভ্য এবং অভিজ্ঞ জাতিদিগের মধ্যে ধর্মনীতি ও বিষয়-কার্যনীতি প্রায়ই সমভাবাপন্ন. তবে অভিব্যক্তির আকার জাতীয় ভাবের অনুরূপ। "তিলক কাটলেই বৈষ্ণব হয় না"—এইটি হিন্দু জাতির উক্তি; "Cowls do not make monks"—এইটি রোমান্ ক্যাথলিক খ্রীষ্টানের উক্তি। উভয়েরই ভাবার্থ বাহ্য আড়ম্বরে ধার্মিক হওয়া যায় না, আন্তরিক ভক্তি ও নিষ্ঠা আবশ্যক।

কোন প্রবচনের আক্ষরিক অনুবাদ করিলে অনূদিত বাক্যটি বাস্তব পক্ষে প্রবচন বলিয়া পরিগণিত হয় না। "To kill two birds with one stone" "এক ঢিলে দুইটি পাখী মারা"—বস্তুতঃ এই বাক্যটি উপরি উক্ত ইংরেজী প্রবাদের ভাষান্তর মাত্র; "রথ দেখা ও কলা বেচা"—এইটিই উহার অনুরূপ বাঙ্গালা প্রবাদ। "বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর" এই প্রবাদটি ইংরেজীতে অনুবাদ করিলে "The Brahmin has gone home, now hold up the plough"—এইরূপ হওয়া দাঁড়ায়, কিন্তু এটি প্রবচন হইল না; ইংরাজেরা ইহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবে না। "When the cat is away, the mice are at play"—এইটি বলিলে উহারা উপরি উক্ত বাঙ্গালা প্রবচনের অর্থ সহজেই অবগত হইবে।

উচ্চাঙ্গ সাহিত্যে প্রবচনের স্থান অল্প। তবে পাঠকের বা শ্রোতার মনে ভাববিশেষ দৃঢ় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে উপযোগী প্রবচনের ব্যবহার দোষাহ নহে। সামাজিক বা পারিবারিক কথোপকথনে প্রবচন বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়, অথচ, অনেকেই উহার মূল, এবং কেহ কেহ উহার ভাবার্থও অবগত নহেন। তাঁহাদের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে বর্ণমালানুসারে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রচলিত বহুসংখ্যক প্রবাদ ও প্রবচন ব্যাখ্যা বা ভাবার্থ সহিত এবং স্থানে স্থানে অনুরূপ ইংরেজী বা সংস্কৃত প্রবচনসহ প্রদত্ত হইল।

অ

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত।

আকাশে মেঘ নাই, ঝড় বৃষ্টির কোন লক্ষণ নাই, এমন সময়ে বজ্রাঘাত হইল অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বিপদ্ সংঘটন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "A bolt from the blue."

অকাল কুষ্মাণ্ড।

অসময়ের কুমড়া, ঐ কুমড়া কোন কাজেই আসে না। অপদার্থ, গোঁয়ার, মূর্খ ব্যক্তি।

অকাল গেল সুকাল এল
খেয়ে কাঁটালের কোষ,
এখন কি ব'লে পালাবে বোন্‌পো,
দিয়ে মাসীর দোষ।

দুর্ভিক্ষের সময়ে ভগ্নীপুত্র মাসীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইল, এবং মাসীর গাছের কাঁটাল খাইয়া দিন কাটাইল। পরে দুর্ভিক্ষের উপশম হইলে সে মাসীর নানাপ্রকার মিথ্যা দোষ ধরিয়া পলাইয়া গেল। অসময়ে উপকার পাইয়া সময়ে তাহা অস্বীকার করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

অকালে কি না খায়।

দুর্ভিক্ষের সময়ে খাদ্যাখাদ্যের বিচার থাকে না। তখন লোকে যাহাই সম্মুখে পায় তাহাই আহার করিতে বাধ্য হয়। "Necessity knows no law."

অকালে না নোয় বাঁশ,
বাঁশ করে ট্যাশট্যাশ।

অসময়ে অর্থাৎ পাকিয়া গেলে বাঁশকে নোয়ানো যায় না, নোয়াইতে গেলে কট্‌কট্ শব্দ করে। শিশুকাল হইলে নীতিশিক্ষা না দিলে, উত্তরকালে সহস্র উপদেশ দিলেও কোন ফল হয় না। "Train up a child in the way he should go." "As the spring is bent, the tree is inclined."

অকালের তাল বড় মিষ্ট।

যে দ্রব্যটি যে সময়ে পাইবার কোন আশা নাই, সেটি সেই সময়ে পাইলে বড়ই আনন্দ হয়।

অকেজো বউ লাউ কুটতে দড়।

যে বউ গৃহকর্ম করিতে বিশেষ পটু নয়, সে লাউ কোটার মত অতি সহজ কাজ করিবার জন্য ব্যস্ত হয়। কঠিন কাজ ফেলিয়া সহজ কার্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অগস্ত্য যাত্রা।

সুমেরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া সূর্য ভ্রমণ করে দেখিয়া বিন্ধ্য পর্বত সূর্যকে বলিল, —তুমি সুমেরুকে যেরূপে প্রদক্ষিণ কর,

আমাকেও সেইরূপে প্রদক্ষিণ করিবে। সূর্য ইহাতে অসম্মত হইলে বিন্ধ্যপর্বত অত্যন্ত বর্ধিত হইয়া সূর্যের গমনাগমন-পথ রুদ্ধ করিল। তখন বিন্ধ্য সূর্যকিরণকে আচ্ছন্ন করাতে চতুর্দিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। জগৎস্থ প্রজাগণ কল্পান্তকাল উপস্থিত হইল বিবেচনা করিয়া বিন্ধ্যের অনেক উপাসনা করিলেও বিন্ধ্য কিছুতেই স্বীয় দেহ সংকুচিত না করাতে সকল লোক একত্র হইয়া বিন্ধ্যপর্বতের গুরু অগস্ত্যের নিকট যাইয়া ইহার প্রতীকার প্রার্থনা করিল। সকলের উপকারের নিমিত্ত অগস্ত্য বিন্ধ্যের নিকট উপস্থিত হইলে পর্বত মস্তক অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন অগস্ত্য বলিলেন, ওহে বিন্ধ্যগিরি, আমি যাবৎ দক্ষিণ দিক্ হইতে না ফিরি, তাবৎ তুমি এই ভাবে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া অগস্ত্য গমন করিলেন, এবং পুনর্বার আর কখন উত্তর-দিকে আসিলেন না। সুতরাং বিন্ধ্য-গিরিও আর মস্তক উত্তোলন করিতে পারিল না। ভাদ্রমাসের প্রথম দিনে মুনি বিন্ধ্যাচলের নিকট হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তজ্জন্য মাসের প্রথম দিন মাত্রেই "অগস্ত্য যাত্রা" বলিয়া খ্যাত। এই যাত্রার পর তিনি আর প্রত্যাগত হন নাই বলিয়া এই দিনে যাত্রা নিষেধ।

অঘটির (বা আদেখ্‌লের) ঘটি হ'ল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।

যার কখন ঘটি ছিল না, যা যে কখন ঘটি দেখে নাই, সে যদি কোন সূত্রে একটা ঘটি পায়, তাহা হইলে সে ক্রমাগতই জল খাইতে থাকে। যে কখন কোন বিষয় উপভোগ করিবার সুযোগ পায় নাই, সে সুযোগ পাইয়া সেই বিষয়ের অত্যধিক ব্যবহার করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অঙ্গার হাজার ধুইলেও ময়লা ছাড়ে না।

কুলোক কখন তাহার কুপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারে না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

অজগরের দাতা রাম।

অজগর সর্প নিশ্চলভাবে এক স্থানে পড়িয়া থাকে। তাহার মুখের কাছে কোন প্রাণী উপস্থিত হইলে তবে সে ভক্ষণ করিতে পায়। রামই তাহার আহার যোগাইয়া দেন। ভগবানই দীন-দুঃখীর রক্ষক, এই প্রবাদে ইহাই সূচিত হইতেছে।

অজার যুদ্ধে আঁটুনি সার।

ছাগল অনেক দূর হইতে লম্ফ দিয়া প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে আসে, কিন্তু নিকটে আসিয়াই আর তাহার সে ভাব থাকে না। "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।" "Much ado about nothing." "The mountain in labour producing a mouse."

অজ্ঞানে করে পাপ, জ্ঞান হলে হরে। সজ্ঞানে করে পাপ, সঙ্গে সঙ্গে ফেরে॥

অজ্ঞান অবস্থায় কোন ব্যক্তি পাপ করিলে, জ্ঞান হইলে সে পাপ হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানকৃত পাপ কখনই খণ্ডিত হয় না।

অজ্ঞানে বাপান্ত করে, জ্ঞানবানে তাই কি ধরে?

অজ্ঞ লোক যদি একটা অপকর্ম করে, জ্ঞানী তাহার অপরাধ গ্রহণ করেন না। "নীচ যদি উচ্চ ভাষে, সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।"

অজ্ঞানের কালে জানে না; অমানুষের কালে মানে না।

শিশু জানে না বলিয়াই অপকর্ম করে, আর অমানুষ (মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তি) সে অপকর্মকে অপকর্ম বলিয়া স্বীকার করে না।

অতিথি সর্বময় গুরু।

অতিথি গুরুর ন্যায় পূজ্য। "সর্বদেব-ময়োঽতিথিঃ।"

অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

অধিক বাড়াবাড়ি করিলেই পতন নিশ্চয়। রাবণ সাতিশয় দর্পী ছিল বলিয়া তাহার নিধন ঘটিয়াছিল। "সর্বমত্যন্ত-গর্হিতম্।"

অতিদানে বলির পাতালে হোল ঠাই।

বলি অত্যধিক দানশীল ছিল বলিয়া, ত্রিপাদ ভূমি-প্রার্থনা উপলক্ষে বামন অবতারে হরি তাহাকে পাতালে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। "সর্বমত্যন্তগর্হিতম্।" [বলি বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের পৌত্র। তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করিয়া ক্রমে ইনি একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি হইয়া উঠেন। ত্রিলোক জয়-কামনায় ইনি যুদ্ধার্থ স্বর্গে গমনপূর্বক সমরে ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরাভূত করিয়া ত্রিভুবনের অধীশ্বর হন। দেবগণ রাজ্যচ্যুত হইয়া বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলে বিষ্ণু দেবগণের উপকারার্থে কশ্যপের ঔরসে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর বলি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলে বামনদেব তথায় উপস্থিত হইয়া বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি দান প্রার্থনা করেন। বলি দানপ্রদানে সম্মত হইলে বামন দুই পদ দ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য অবরোধ করিয়া নাভিনির্গত তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান নির্দেশ করিতে বলেন। বলি তখন স্বীয় মস্তক অবনত করিয়া তদুপরি পদস্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। বামন তাহাই করিয়া ইহাকে রসাতলে প্রেরণ করেন।]

অতি প্রণয় যেখানে, নিত্য যাবে না সেখানে; যদি যাবে নিত্যি, ঘটবে একটি কীর্তি।

যেখানে খুব ভালবাসা থাকে, সেখানে নিয়ত যাওয়া আসা করিবে না; করিলে কোন একটা কলহ বা বিরোধ ঘটিয়া থাকে।

অতি প্রেমে অমিত বিচ্ছেদ।

যেখানে ভালবাসার বাড়াবাড়ি, সেখানে বিচ্ছেদের তীব্রতা অধিক। "যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্মা।"

অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর, অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।

যে স্ত্রীলোক বাল্যকাল হইতেই গৃহিণী-পনায় সুপক্ক হয়, সে প্রায়ই স্বামীর ঘর করিতে পায় না। আর অতিশয় সুন্দরীর অদৃষ্টে প্রায়ই ভাল বর জুটে না। কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ হইলে, সকল সময়ে তাহার উপযোগী বস্তু মিলিবার সুবিধা হয় না।

অতি বাড় বেড় নাকো ঝড়ে ভেঙে যাবে। অতি ছোট হোয়ো নাকো ছাগলে মুড়াবে॥

গাছ যদি খুব বড় হয়, তাহা হইলে তাহার ঝড়ে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা, আর যদি খুব ছোট হয়, তাহা হইলে ছাগলাদি জন্তু তাহাকে খাইয়া ফেলিতে পারে। অতিশয় গর্ব বা অতিরিক্ত নম্রতা ভাল নয়, সকল বিষয়ে মাঝামাঝি থাকা ভাল। "Observe the golden mean."

অতি বাড় ভাল নয়।

"অত্যুচ্ছ্রায়ঃ পতনায়।"

অতি বুদ্ধির গলায় (বা হাতে) দড়ি।

অতিবুদ্ধি লোক বেশী চালাকি করিতে গিয়া শেষে নিজেই ঠকিয়া যায়।

অতি বুদ্ধির হা ভাত।

যে বেশী মাত্রায় চতুরতা করিতে যায়, তাহার অন্ন জোটে না।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

চোরের মনে দুরভিসন্ধি থাকে, কিন্তু মুখে অতিশয় ভক্তি দেখাইয়া

লোকের মন মুগ্ধ করে, এবং এমন ভাব দেখায় যে, সে যেন সাধু পুরুষ। দুষ্ট লোকে তাহাদের দুরভিসন্ধি গোপন করিবার উদ্দেশ্যে অতিশয় ভক্তির ভান করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। কেহ অসংগত মাত্রায় ভক্তি প্রকাশ বা আনুগত্য স্বীকার করিলে তাহার সদভিপ্রায় সম্বন্ধে স্বভাবতঃই সন্দেহ হয়।

অতি মন্থনে বিষ উঠে।

ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থনকালে প্রথমে অমৃত উঠে। কিন্তু দেবাসুরে অমৃত লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, পুনর্বার সমুদ্র মন্থন করা হয়, তাহার ফলে বিষ উঠিয়াছিল। কোন ভাল কথা লইয়াও বেশী আন্দোলন করিলে তাহা মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

"মধু চটকাতে চটকাতে তিক্ত হইয়া যায়।"

অতি মেঘে অনাবৃষ্টি।

খুব বেশী মেঘের আড়ম্বর হইলে প্রায়ই বৃষ্টি হয় না। অধিক আড়ম্বরে কাজ ভাল হয় না।

অতির কিছুই ভাল নয়।

দান, দয়া, ধর্ম, মান, অহংকার প্রভৃতি কোন বিষয়েই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

"Too much of anything is bad."

অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।

এক রাজার একটি গাভী ছিল। গাভী একদিন দুধ দিতে দুরন্তপনা করায় রাজা রাগিয়া বলিলেন, কাল সকালে উঠিয়া যাহাকে দেখিতে পাইব তাহাকেই গাইটা বিলাইয়া দিব। এক তাঁতী পথ দিয়া যাইতে যাইতে রাজার কথা শুনিতে পাইল। শুনিয়া সে স্থির করিল, কাল অতি প্রত্যূষে আসিয়া রাজাকে দেখা দিতে হইবে, তাহা হইলে আমিই গাভীটি পাইব। এই ভাবিতে ভাবিতে সে ঘরে গেল। ঘরে গিয়া ভাবিয়া দেখিল গাই আনিতে হইলে দড়ি চাই। ঘরে কাপড় বুনিবার সূতা ছিল; সেই সূতা সমস্ত পাকাইয়া সে মোটা দড়ি প্রস্তুত করিল। বুড়া মা ছিল, পাছে দুধ দেখিয়া বুড়ীর লোভ হয় এই আশঙ্কায় তাঁতী মায়ের চক্ষু নষ্ট করিয়া দিল। এইরূপ করিয়া সে পরদিন অতি প্রত্যূষে রাজার বাড়ির দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সকালে রাজা বাটীর বাহির হইয়াই তাঁতীকে দেখিতে পাইলেন, এবং তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁতী আপনার অভিপ্রায় জানাইল। শুনিয়া রাজা ক্রোধে দ্বারবান্ দ্বারা তাহাকে প্রহার করাইয়া তাড়াইয়া দিলেন। তাঁতী লোভে পড়িয়া মার খাইল, অধিকন্তু তাহার সকল সূতাগুলিও গেল। বেশী লাভ করিবার দুরাশা করিলে, মূলধন পর্যন্ত নষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

অতি সোদর হয়, গালে তুলে দেয়, টিকলে ত (গিললে ত) হয়।

তোমাকে কেহ না হয় সহোদর ভাইয়ের মত যত্ন করিয়া কোন দ্রব্য খাওয়াইয়া দিল, কিন্তু তোমার গিলিবার শক্তি না থাকিলে কোন ফল হইবে না। ব্যবহার করিতে না জানিলে, কোন বস্তু লইয়া লাভ নাই।

অদন্তের দাঁত হলো, কামড় খেতে খেতে প্রাণ গেল।

যে শিশুর সবে মাত্র দাঁত উঠিয়াছে, তাহার মুখের কাছে আঙুল লইয়া গেলে সে তৎক্ষণাৎ তাহা কামড়াইয়া দিবে। কেহ কোন নূতন বস্তু পাইয়া তাহার অত্যধিক ব্যবহার করিলে এই প্রবাদ প্রয়োগ হয়।

অদন্তের হাসি, দেখতে ভালবাসি।

যাহার দাঁত নাই অর্থাৎ যে নিতান্ত শিশু, তাহার হাসি বড়ই মধুর। পতিতদন্ত বৃদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রবাদটি বিদ্রূপস্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

অদৃষ্টে করলা-ভাতে বীচি কচ্ কচ্ করে তাতে; পড়লো বীচি বুড়োর পাতে।

অদৃষ্টে করলা-ভাতে মাত্র জুটিয়াছে, তাহারও পাকা বীচি কচ্ কচ্ করিতেছে। যার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন নয়, তার কোন সুখ হয় না।

অধর্মের পথ বড়ই সরল।

ধর্মপথে চলিতে গেলে, অনেক অসুবিধা ভোগ বা ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; অবশ্য পরিণামে সুফল লাভ হয়। কিন্তু আপাতমনোরম অধর্মপথে লোকে সহজেই চলিতে পারে।

অধিকন্তু ন দোষায়।

বেশীতে দোষ কিছুই নাই (সুকার্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য)।

অধিক (অনেক) সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

শিবের গাজনে অনেক বেশী সন্ন্যাসী হইলে তাহাদের মধ্যে বিরোধ বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়া শেষে গাজন পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। অনেকে এক কাজে নিযুক্ত হইলে গোলমালে সেই কাজ পণ্ড হয়। "Too many cooks spoil the broth."

অনটনের তিন গুণ ব্যয়।

কতকগুলি দ্রব্য একসঙ্গে কিনিতে পারলে দরে সস্তা হয়, কিংবা সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থাভাববশতঃ পৃথক্ পৃথক্ সময়ে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ডে কিনিতে হইলে, সেই সকল দ্রব্যের জন্য অধিক ব্যয় হইয়া যায়।

অনটনের সংসারে দুন ব্যয়।

অভাবগ্রস্তের দুন অর্থাৎ দ্বিগুণ খরচ হয়।

অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।

যাহার চন্দনের ফোঁটা পরা অভ্যাস নাই, তাহাকে চন্দন পরাইয়া দিলে চন্দন যত শুকাইতে থাকে ততই তাহার কপাল চড়চড় করিতে থাকে। যে যে-কাজে অভ্যস্ত নয় তাহাকে সেরূপ কাজে লাগাইলে (সে কাজ খুব ভাল হইলেও) সে কষ্ট বোধ করে।

অনাথের দৈব সখা।

হরিই দীনবন্ধু।

অনাহ্বানের নিমন্ত্রণ না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

অনাহূত ব্যক্তি যতক্ষণ না নিমন্ত্রণবাড়িতে আহার করিয়া আঁচায়, ততক্ষণ সে বিশ্বাস করিতে পারে না যে সেখানে নির্বিঘ্নে তাহার আহার-কার্য সম্পন্ন হইবে। কার্য শেষ না হইলে বুঝা যায় না যে কাহারও প্রার্থনা বা আশা পূরণ হইল। "There's many a slip 'twixt the cup and the lip."

অনেক কালের ছিল পাপ, বড় ছেলে সতীনের বাপ।

পাপের প্রতিফল কোন না কোন সময়ে পাইতেই হইবে।

অনেক খাবে ত অল্প খাও।

যদি দীর্ঘকাল বাঁচিতে চাও তাহা হইলে মিতাহারী হও।

অনেক গর্জনের পর এক ফোঁটা বৃষ্টি।

"বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।" "Much ado about nothing." "The mountain in labour producing a mouse."

অনেক (গভীর) জলের মাছ।

যে সকল মাছ গভীর জলে থাকে, তাহারা বেশী লাফালাফি করে না। অবিচলিত-চিত্ত গভীর-স্বভাব ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

অন্ধকারে ঢিল ছোড়া (বা মারা)।

অন্ধকারে ঢিল ছুড়িলে তাহা কাহাকেও লাগিতে পারে, না লাগিতেও পারে। কি ফল হইবে তাহা না জানিয়া আন্দাজে কোন কাজ করা।

অন্ধকে দর্পণ দেখানো।

অন্ধের সম্মুখে দর্পণ ধরিলে সে কিছুই দেখিতে পায় না। নির্বোধকে শাস্ত্রজ্ঞান দান।

অন্ধ জাগো, না কিবা রাত্রি কিবা দিন।
অন্ধের পক্ষে দিবা রাত্রি দুইই সমান। যে অন্যের কার্যের ফলভোগী হইতে অক্ষম, বা যাহার কষ্টের অবস্থা অপরিবর্তনীয়, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

অন্ধের কিবা রাত্রি কিবা দিন।
অন্ধ যে সে দিবাভাগেই কি আর রাত্রিতেই বা কি কোন সময়েই দেখিতে পায় না। সকল অবস্থাই যাহার পক্ষে তুল্য-মূল্য, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযোজ্য।

অন্ধের যষ্টি (বা নড়ি)।
অন্ধ লাঠির সাহায্য ব্যতিরেকে এক পাও চলিতে পারে না। অসহায়ের একমাত্র অবলম্বন।

অন্নচিন্তা চমৎকারা, ঘরে ভাত নাই জীয়ন্তে মরা।
অন্নচিন্তার ন্যায় আর চিন্তা নাই। যার অন্নের সংস্থান নাই সে একপ্রকার জীবন্মৃত।

অন্নদানের পরে আর দান নাই।
অন্নদান সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।
ভাল চাউলের ভাতে ঘি দিলে তবে খাইতে সুস্বাদু হইবে, ভাল পাত্রে কন্যা দান করিলে তবে সে সুখ লাভ করিবে।

অন্ন নাই ঘরে তার মানে কিবা করে।
যার ঘরে অন্নের সংস্থান নাই, বাহিরে তার মান মর্যাদা সকলই বৃথা।

অন্ন বিনা ছন্নছাড়া।
অন্নাভাবে দুরবস্থা।

অন্য লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।
মুদী চিনির পরিবর্তে "ভুরা" (গুড়ের নিকৃষ্টাংশ) দিয়া খরিদ্দারকে ঠকায়, কিন্তু আমি সেয়ানা বলিয়া আমাকে ঠকাইতে পারে না। (ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের হীরা মালিনী উপরি উক্ত বাক্যটি বলিয়াছিল।)

অপব্যয় করো না, অভাবও হবে না।
আয় অল্প হইলেও অপব্যয় না করিলে অভাব হয় না। "Waste not, want not."

অপব্যয়ে লক্ষ্মী ছাড়ে।
বৃথা ব্যয় করিলে শীঘ্রই ধনহীন হইতে হয়।

অবলার মুখেই বল।
স্ত্রীলোক অতিশয় কলহ-পটু; শারীরিক বল না থাকিলেও তাহাদের বাক্য-বল যথেষ্ট আছে।

অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা।
অবস্থা যেরূপ তাহা বুঝিয়া তদনুরূপ ব্যবস্থা করা। "Cut your coat according to your cloth."

অবাক্ (কাল) কল্লি ভবি অম্বলে দিলি আদা।
অম্বলে আদা দেওয়া রন্ধনশাস্ত্রের নিষেধ। যাহা কর্তব্য নয় তাহা করিয়া কার্য নষ্ট করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অবিয়স্তীর ঠুনকোর ব্যথা।
যে স্ত্রী সন্তান প্রসব করে নাই তাহার স্তনে "ঠুনকো" হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা হইবার নয় তাহা হইলেই এই প্রবাদ লোকে ব্যবহার করে। "না বিইয়ে কানায়ের মা।"

অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে।
ঢেঁকিরে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে॥
যে বুঝিতে পারিবে না, তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা নিষ্ফল; সে কিছুতেই বুঝিতে পারিবে না। ঢেঁকিকে যতই বুঝাও সে ধান ভানা কাজ ছাড়িতে পারিবে না।

অবোধের গোবধে আনন্দ।
নির্বোধের দুষ্কর্মে আনন্দ, অজ্ঞানের পাপ-পুণ্য বোধ নাই।

অবোধের সাত খুন মাপ।
অজ্ঞানের কৃত গুরুতর অপরাধও মার্জনীয়।

অবোলা চলে বড়, অফলা ফলে বড়।
যে পথে চলিবার সময় অপরের সহিত কথা না কহিয়া সময় নষ্ট না করে, সে অনেকটা পথ চলিতে পারে; আর যে গাছে ফল জন্মায় না, সে গাছে ফল ধরিলে, ফলগুলি সংখ্যায় অনেক হয়।

অভজ্রা বরষা কাল, হরিণী চাটে বাঘের গাল। শোন রে হরিণি তোরে কই, সময় গুণে সবই সই।
ঘোরতর বর্ষায় বাঘ আহারাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে, হরিণী গিয়া তাহার গাল চাটিতেছে। তখন বাঘ দুঃখ করিয়া বলিতেছে—ওগো হরিণি, তুমি আমার খাদ্য হইলেও এখন আসিয়া স্বচ্ছন্দে আমার গাল চাটিতেছ, সময় মন্দ হওয়ায় আমিও তাহা সহ্য করিতেছি। প্রবল ব্যক্তি বিপদে পড়িলে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তাহার সম্মুখীন হইয়া অপমান করিতে সাহসী হয়।

অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।
সাগর শুকাইয়া যাইবে ইহা নিতান্ত অসম্ভব; কিন্তু অভাগা লোক সেই প্রচুর জলের অধিপতি সাগরের নিকট জলপ্রার্থনা করিলে তাহাও শুকাইয়া যায়। যাহার অদৃষ্ট মন্দ, সে সৌভাগ্যশালীর নিকট গিয়াও নিরাশ হয়।

অভাগার ঘোড়া মরে, ভাগ্যবানের মাগ মরে।
যার ঘোড়া মরে সে অভাগা, অর্থাৎ তাহার অর্থহানি ঘটিল, কিন্তু যার স্ত্রী মরে সে ভাগ্যবান্ পুনর্বার বিবাহ করিয়া সে অর্থ ও নূতন গৃহিণী লাভ করিতে পারিবে।

অভাগিনীর দুটো পুত, একটা দানা একটা ভূত।
মন্দভাগিনীর পুত্রভাগ্যও ভাল হয় না। তাহার দুইটি পুত্র—একটি দানবপ্রকৃতি ও একটি ভূতপ্রকৃতি।

অভাবে স্বভাব নষ্ট।
অভাব উপস্থিত হইলে লোকের সৎস্বভাবও নষ্ট হইয়া যায়। সাধুও অভাবে পড়িয়া অসাধুর কার্য করে।

অভিমানী দুয়ো নেটি পেটি সুয়ো।
লোকের দুইটি স্ত্রী থাকিলে যেটি "সুয়ো" সে স্বামি-সোহাগিনী হয়, কাজে কাজেই "দুয়ো" স্ত্রীটি অভিমানপূর্ণা হইয়া পড়ে।

অভিমানে বলির পাতালে হলো ঠাঁই।
বড় দাতা ছিল বলিয়া বলির অভিমান ছিল, তাই বামনরূপী হরি তাহাকে পাতালে বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ["অতি দানে বলির পাতালে হ'ল ঠাঁই" দ্রঃ]।

অভিমানে বালির দত্ত যান গড়াগড়ি।
"দত্ত কারও ভৃত্য নয় শুন মহীপাল।
একত্রে বসতি মোরা করি চিরকাল।"
এই কথা দত্তবংশের জনৈক প্রতিনিধি বল্লালসেনকে সগর্বে বলিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ঘোষ, বসু, মিত্রের ন্যায় কৌলীন্য মর্যাদা পাইলেন না।—অতিরিক্ত অহংকার প্রকাশ করিয়া অসম্মানিত ভাবে গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন।

অভেদাত্মা হরিহর।
দুইটি বন্ধু যদি সমধর্মী হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি "হরিহরাত্মা" এই পদটি

প্রযুক্ত হয়, কারণ হরি ও হর অভেদাত্মা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত।

অমাবস্যার চাঁদ।

অমাবস্যায় চন্দ্র উদিত হয় না, পূর্ণিমাতেই চন্দ্রের উদয় হইয়া থাকে। অসম্ভব ঘটনা বর্ণন স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

অমাবস্যার প্রদীপ টিপ্ টিপ্ করে।

অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে প্রদীপের ক্ষীণ আলোক যেমন বিশেষ কার্যকর নয়, সেইরূপ ঘোর বিপদে বা শোকে লোকের ক্ষীণ সান্ত্বনা বিশেষ ফলপ্রদ হয় না।

অমৃত যে কি পদার্থ খেয়ে দেখি না জল।

অমৃত অতি সুস্বাদু পদার্থ বলিয়াই ধারণা ছিল, ইহা পান করিয়া বুঝিলাম যে, ইহা জল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে বস্তু কখন ব্যবহৃত হয় নাই, মনে হয় ব্যবহার করিলে না জানি কতই সুখী হইব। পরে ব্যবহারের সময় দেখা যায় সে বস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর পদার্থ।

অরণ্যে রোদন।

বিপদে পড়িয়া ঘোর অরণ্যে রোদন করিলে কেহই শুনিতে পায় না, সুতরাং কাহারও সাহায্যার্থে আসিবার সম্ভাবনা থাকে না। নিষ্ফল আবেদনের উদাহরণ স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

**অরাঁধুনীর হাতে প'ড়ে ক (রুই) মাছ কাঁদে।
না জানি রাঁধুনী আমায় কেমন করে রাঁধে॥**

কই মাছ বেশ সুস্বাদু মাছ; কিন্তু রাঁধুনী ভাল না হইলে তাহাও বিস্বাদ হইয়া যায়। উপযুক্ত লোকের হাতে না পড়িলে উত্তম বস্তুর সদ্ব্যবহার হয় না।

**অরুচির অম্বল, শীতের কম্বল,
বর্ষার ছাতি, ভট্টাচার্যের পুঁথি।**

অরুচির অবস্থায় অম্বল খুব প্রীতিকর হয়; শীতকালে কম্বল লোকের অত্যন্ত প্রিয়; বর্ষাকালে ছাতা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এবং অধ্যাপক পণ্ডিতগণের ব্যবস্থা ও ক্রিয়া-কলাপাদির জন্য পুঁথি সর্বদাই আবশ্যক। অতিশয় প্রয়োজনীয় বস্তু বা বিষয় সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

অর্গুণ নেই বর্গুণ আছে।

ভিতরে কোন গুণ নাই, বাহিরেই কেবল আস্ফালন। "শিমুলের ফুল যথা বাহিরে সুন্দর।" অর্গুণ=অন্তর্গুণ। বর্গুণ=বহির্গুণ।

অর্থই অনর্থের মূল।

সংসারে অর্থের জন্যই সকল অনর্থ ঘটিয়া থাকে। "Money is the root of all evil."

অলক্ষ্মীর দ্বিগুণ ক্ষুধা।

যে লক্ষ্মীছাড়া ও অন্নহীন, তাহারই ক্ষুধা প্রবল।

অলভ্যের বাণিজ্য, কচ্‌কচিই সার।

যে কাজে লাভ নাই সে কাজ করিতে গেলে ঝগড়া বিবাদ ছাড়া আর কিছু লাভ হয় না।

অল্প জলের পুঁটি মাছ ফর্ ফর্ করে।

"শফরী ফর্ফরায়তে।" ক্ষুদ্রপ্রাণ পুঁটি মাছ সামান্য জলে লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। যাহার জ্ঞান অল্প, সেই বেশী অহংকার করিয়া থাকে।

অল্প জলের মাছ।

চঞ্চল-প্রকৃতি, অসার ব্যক্তি।

অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।

সামান্য বিদ্যা বড় ভয়ানক; তাহাতে লোকের মনে অহংকারাদি প্রবৃত্তি সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। "A little learning is a dangerous thing."

**অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়;
বেশী বৃষ্টিতে সাদা হয়।**

অল্প বৃষ্টিতে যেমন কাদা হয়, এবং বেশী বৃষ্টিতে যেমন সব ধুইয়া গিয়া পরিষ্কার হয়, তেমনি শোকে অল্প ক্রন্দনে শোক বৃদ্ধি হয়, এবং অপ্রতিহতভাবে ক্রন্দন ও অশ্রুপাত করিলে, শোকের অনেকটা লাঘব হয়।

**অল্প শোকে কাতর,
অধিক শোকে পাথর।**

সামান্য দুঃখে লোকে হা-হুতাশ করে, ছটফট করে, শোকপ্রকাশ করে। কিন্তু গভীর দুঃখ পাইলে লোকে সে শোক প্রকাশ করিতে না পারিয়া পাথরের ন্যায় নীরব নির্বাক্ নিঃসাড় থাকে।

অশ্বতরী গর্ভ ধরে আপন মরণে।

এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, অশ্বতরী গর্ভবতী হইলে প্রসব করিবার সময় যন্ত্রণা পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইচ্ছা করিয়া যে বিপজ্জনক কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী।

অশ্বত্থামা হত ইতি গজ।

যখন দ্রোণাচার্য যুধিষ্ঠিরকে পুত্র অশ্বত্থামার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তখন যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, "অশ্বত্থামা হত"; কিন্তু কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা হইল জানিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "ইতি গজ", অর্থাৎ অশ্বত্থামা নামে একটি হাতী মরিয়াছে। দ্রোণাচার্য কিন্তু বুঝিলেন, তাঁহার পুত্রই মরিয়াছে। পরিষ্কার করিয়া কোন কথা না বলা, কতকটা প্রকাশ আর কতকটা গোপন করা, এইরূপ স্থলেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অশ্বত্থের ছায়াই ছায়া।

অশ্বত্থ গাছ দীর্ঘজীবী ও সুবৃহৎ এবং তাহার ছায়াও সুশীতল। মহতের আশ্রয়ই বাঞ্ছনীয়।

অসৎ কার্যের বিপরীত ফল।

অসৎ কার্যের ফল কখনই শুভ হয় না।

অসারে জলসার।

যখন আর কিছুমাত্র আশা নাই, তখন কোন সামান্য উপায় অবলম্বনে কার্য-সিদ্ধির চেষ্টা।

অসারের তর্জন গর্জন সার।

কাপুরুষ বা দুর্বলচেতা লোক কেবল হাঁকডাক করিতেই মজবুত; তাহার দ্বারা কোন কাজই হয় না। যে মেঘ খুব ডাকে, তাতে বৃষ্টি হয় না। যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কামড়ায় না। "A barking dog seldom bites."

**অসৈরণ সইতে নারি,
সিকেয় পোঁদ দিয়ে ঝুলে মরি।**

অসহ্য ব্যাপার সহ্য না হওয়ায় সিকায় বসিয়া ঝুলিতেছি। অসহনীয় ঘটনা দর্শনে প্রযোজ্য।

অহংকার করিলেই ধ্বংস হয়।

অহংকারে পতন নিশ্চয়।

অহংকারে ছারখার।

"Pride goeth before destruction."

অহংকারে পথ দেখতে পায় না।

অহংকারী লোক গর্বে মাথা উঁচু করিয়া চলে, সুতরাং সে নীচের দিকে না চাওয়ায় পথ দেখিতে পায় না।

অহিংসা পরমো ধর্মঃ।

কাহারও হিংসা বা অনিষ্ট না করাই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এখানে অহিংসা শব্দটি জীবহিংসা ও মনুষ্য সম্বন্ধে অসূয়া হইতে বিরতি এই উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে।

আ

আঁটকুড়ের পুত।

আঁটকুড়ের পুত্র হওয়া অসম্ভব। গালা-গালিসূচক বাক্য।

আঁটি চোষা।

পদার্থের সার অংশে বঞ্চিত হওয়া।

ঁম কস্তুমি সার।

কেবল "সরগরম করা"; কাজে কিছুই নয়।

আঁত পাওয়া ভার।

অন্ত পাওয়া কঠিন; বড় চাপা লোক।

আঁতে ঘা দেওয়া।
মর্মপীড়া দেওয়া।

আকালে কিনা খায়, পাগলে কিনা কয়?
আকালে অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সময় লোকে সকলই খাইয়া থাকে, খাদ্যাখাদ্য বিচার করে না, পাগলও সেইরূপ বাচ্য অবাচ্য সকলই বলে। কোন অল্পজ্ঞান লোকের অনুচিত কথা ধর্তব্য না করিবার জন্য লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করে।

আকালের ভাত যুগের খোঁটা।
আকালের সময় খাইতে দিয়া তাহাকে চিরকাল সেজন্য খোঁটা দেওয়া। অসময়ে কোন উপকার করিয়া পরে তাহার উল্লেখ করিয়া খোঁটা দিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আকাশে ধুলো ছুড়লে, আপন চোখে পড়ে।
শূন্যে ধুলা ছুড়িলে তাহা আসিয়া নিজের চোখেই পড়ে। আত্মীয়সম্পর্কীয়-গণের গ্লানি করিলে তাহাতে আপনাকেই হীন হইতে হয়।

আকাশে ফাঁদ পেতে বনের পাখী ধরা।
শূন্যে ফাঁদ পাতিয়া বনের পাখী ধরা যায় না। বৃথা চেষ্টা সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

আকাশে ফেলিলে ছেপ নিজের গায়ে পড়ে।
উপর দিকে থুতু ফেলিলে তাহা নিজের গায়ে পড়ে।

আক্কেল গুড়ুম্।
"অবাক্" বা "হতভম্ব" হইয়া যাওয়া।

আক্কেল সেলামি।
নির্বুদ্ধিতার দণ্ড দান। "ঝকমারির মাশুল"।

আগ নাংলা (নাঙ্গলে) যে দিকে যায়, পাছ নাংলা (নাঙ্গলে) সেই দিকে যায়।
একই জমিতে দুই তিনখানা লাঙ্গল দিয়া চাষ দিবার সময় যে আগে লাঙ্গল দিতেছে সে যেদিকে যাইবে, পিছনের লাঙ্গলগুলিও ঠিক সেই দিকেই যাইবে। অন্ধভাবে অন্যের কার্যের অনুকরণ করা।

আগাছার বাড় বড়।
আগাছা শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া থাকে। অপ্রয়োজনীয় বস্তুরই প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়।

আগুন কি কাপড়ে ঢেকে রাখা যায়।
আগুন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখা যায় না; কাপড় পুড়িয়া গিয়া আগুন বাহির হইয়া পড়ে। গুণ বা পাপ কখন চাপা থাকে না, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িবেই পড়িবে।

আগুন পোহাতে গেলে ধোঁয়া সহ্য করতে হয়।
কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে সুখ লাভ হয় না। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" "No rose without thorns."

আগুনের কাছে ঘি।
আগুনের নিকট ঘি থাকিলে গলিবেই গলিবে। প্রবলের নিকট দুর্বল পরাভূত হয় ইহাই এই প্রবাদের অর্থ। পুরুষের নিকটে নারী কামাকুলা হয়; "ঘৃতকুম্ভ-সমা নারী তপ্তাঙ্গারসমঃ পুমান্।"

আগে আপন সামাল কর, শেষে গিয়ে পরকে ধর।
আগে আপনাকে সামলাইয়া অর্থাৎ নিরাপদ্ করিয়া পরে অন্যকে নিরাপদ্ করিবার চেষ্টা করিবে। "Physician! heal thyself."

আগে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে (বা নির্বংশের বেটা)। পিছে গেলেও ভেড়ের ভেড়ে (বা নির্বংশের বেটা)॥
অগ্রবর্তী হইলেও গালাগালি, আর পশ্চাতে থাকিলেও গালাগালি। যেখানে কোন অবস্থাতেই প্রশংসা লাভের আশা নাই, পরন্তু নিন্দাভাজন হইতে হয়।

আগে গেলে বাঘে খায়, পাছে গেলে সোনা পায়।
পথে যে আগে যায়, বাঘ আসিয়া আক্রমণ করিলে তাহাকেই ধরিয়া থাকে, কিন্তু যে পশ্চাতে যায়, সে নির্ভয়ে চারিদিক্ দেখিয়া যাইতে পারে, সুতরাং পথে কোথাও সোনা রূপা পড়িয়া থাকিলে সে কুড়াইয়া পায়। দলের আগে থাকিতে নাই। "ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ।"

আগে জামাই কাঁঠাল খান না, শেষে জামাই ভোঁতাও পান না।
'যাচলে জামাই কাঁঠাল খান না' দ্রঃ।

আগে তেঁত, শেষে মিঠে।
বৈদ্যক শাস্ত্রমতে তিক্ত দ্রব্য দিয়া আহার আরম্ভ করিবে, মিষ্ট খাইয়া আহার শেষ করিবে। অপর অর্থ—যাহা অগ্রে অপ্রীতিকর বলিয়া মনে হয়, শেষে তাহাই আনন্দ প্রদান করে।

আগে দর্শনধারী (বা ভাজি) শেষে গুণবিচারী।
আগে দেখিতে ভাল হইলে তবে সে আদর পায়; তাহার গুণাগুণ পরে বিচার করা হয়। লোকে চটক দেখিয়াই প্রথমে ভুলে। বাহ্য চাকচক্য না থাকিলে কেবল গুণে আকৃষ্ট হইতে কিছু সময়ের আবশ্যক হয়।

আগে দেও কড়ি, তবে দিব বড়ি।
"রোকা কড়ি, চোকা মাল।" "ফেল কড়ি মাখ তেল।" নগদ দাম দাও, তবে জিনিস দিব।

আগে দেখ, পরে লও, শেষে দাও কড়ি।
জিনিস পছন্দ করিয়া আগে হস্তগত করিবে, তার পরে তার দাম দিবে। নতুবা জিনিস দেখাশুনা না করিয়া দাম দিলে তোমাকে ঠকিতে হইবে।

আগে না বুঝিলে বাছা যৌবনের ভরে, পশ্চাতে কাঁদিতে হবে নয়নের ঝোরে।
যৌবনের অহংকারে ভাল মন্দ বিবেচনা না করিয়া কাজ করিলে পরে সে জন্য দুঃখে বা অনুতাপে কাঁদিতে হয়।

আগে পিঠে দড়, তবে ঘোড়ার উপর চড়।
যদি লাফাইতে, তাল সামলাইতে, আছাড় খাইতে শক্তি থাকে, তবেই ঘোড়ার পিঠে চড়িবে। কোন কঠিন কার্য করিবার সম্যক্ভাবে উপযুক্ত হইলে তবে সেই কার্যে অগ্রসর হইবে, নতুবা সে কার্য ত সাধন করিতে পারিবেই না, পরন্তু তাহাতে বিপদে পড়িবে।

আগে ভাল ছিল জেলে জালদড়া বুনে, কি কাজ করিলে জেলে এঁড়ে গরু কিনে।
জেলে যখন জাল বুনিয়া মাছ ধরিয়া কাটাইত, তখন বেশ সুখে ছিল। কিন্তু হঠাৎ তাহার চাষ করিতে ইচ্ছা হইল। সে জাল বেচিয়া এঁড়ে গরু কিনিয়া চাষ আরম্ভ করিল। কিন্তু চাষে অজন্মা হইল, এঁড়ে গরুও মরিয়া গেল; এদিকে জাল-দড়াও নাই, সুতরাং তাহার আর দিন-পাতের উপায় রহিল না। চিরাভ্যস্ত কার্য ত্যাগ করিয়া যে অনভ্যস্ত অপর কার্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহার মঙ্গল হয় না। লোভবশতঃ পৈতৃক ব্যবসা ত্যাগ করিলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল কল্লে তাঁতী এঁড়ে গরু কিনে।" "চাষ করে খাচ্ছিল আবদুল ছিল ভাল, চৌকিদারির কাজ নিয়ে আবদুল পরানে মল।"

আগে হাঁটে, পাঁঠা কাটে, প্রদীপ উস্কোয়, দই বাঁটে।

ভাণ্ডারী, কাণ্ডারী, রাঁধুনী বামুন, যশ পায় না এই সাত জন।

ইহারা ঠিক ঠিক কাজ করিলে কোন প্রশংসাই পায় না, কিন্তু একটু বেঠিক হইলেই বহুলভাবে নিন্দাভাজন হয়।

আগে হলেম আমি, পিছে হল মা। হাসতে হাসতে দাদা হোল, বাবা হোল না।

অর্থহীন হেঁয়ালি—

অসম্ভব কথা সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

আঙ্গুল ঘুরিয়ে পাঁচিল দেওয়া।

ক্ষুদ্র চেষ্টায় বৃহৎ কর্ম করিবার প্রয়াস পাইলে ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

আঠার মাসে বৎসর।

বার মাসেই বৎসর হয়, আঠার মাসে বৎসর হয় না। দীর্ঘসূত্রতা সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত।

আড়াই আঙ্গুল দড়ি, সৃষ্টি জুড়ে বেড়ি।

সামান্য উপায় দ্বারা বৃহৎ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা।

আড়ে হাতে লাগা।

প্রাণপণ চেষ্টা বা ভয়ানক শত্রুতা করা।

আতি চোর, পাতি চোর, হ'তে হ'তে সিঁদেল চোর।

সামান্য সামান্য দুষ্কর্ম করিতে করিতে লোকে শেষে গুরুতর অপকর্ম করিয়া ফেলে।

আত্ম রেখে ধর্ম তবে পিতৃকর্ম।

আগে আপনার রক্ষার উপায় করিবে, পরে পৈতৃক কার্য করিবে। "আপনি বাঁচলে বাপের নাম।" "আত্মানং সততং রক্ষেৎ।" স্বার্থপরতার উদাহরণস্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আদরে ভোজন, কি করে ব্যঞ্জন।

আদর করিয়া ভোজন করাইলেই খুব তৃপ্তি হয়। ইহাতে ব্যঞ্জন না হইলেও চলে। প্রীতিতেই পেট ভরে ইহাই ভাবার্থ। "Better is dinner of herbs where love is, than a stalled ox and hatred therewith." এ সম্বন্ধে দাশরথি রায়-সংক্রান্ত একটি উপাখ্যান আছে। একদা এক দরিদ্র ব্যক্তি দাশরথি রায়কে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। আয়োজন অতি সামান্য—শাকান্ন মাত্র। তবে মাননীয় অতিথিকে সমাদর করিয়া গৃহস্বামী সুখাদ্যের অভাব মোচনের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার গৃহিণী স্বয়ং রন্ধন করিয়াছিলেন, গৃহস্বামী স্বয়ং পরিবেষণ করিতে করিতে সামান্য আয়োজনের জন্য ত্রুটি স্বীকার ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছিলেন। দাশরথি রায়ও অন্ন হইতে পরমান্ন পর্যন্ত সকল জিনিসের এবং রন্ধনপারিপাট্যের অজস্র প্রশংসা করিতেছিলেন। এক ধনী ব্যক্তি তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, দাশরথি কখনও ভাল জিনিস খায় নাই, তাই এই সামান্য জিনিস খাইয়া এত প্রশংসা করিতেছে। অতএব একদিন উহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বহুমূল্য উৎকৃষ্ট জিনিস খাওয়াইলে অবশ্যই ইহার অপেক্ষা অনেক অধিক প্রশংসা করিবে। এই ভাবিয়া তিনি দাশরথিকে নিমন্ত্রণ করিলেন, দাশরথিও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত সময়ে দাশরথি ঐ ধনীর বাড়িতে গিয়া ভোজন করিতে ব'সলেন। ধনী ব্যক্তি নিকটে একটি চেয়ারে বসিয়া আলবোলায় তামাক টানিতে লাগিলেন। পাচক ব্রাহ্মণ পরিবেষণ করিতে লাগিল। দাশরথি নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। অবশেষে ধনী ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে দাশরথি বলিলেন, "আপনি যে সকল আহার্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই মূল্যবান্ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু লুচি যতই উৎকৃষ্ট ঘৃত ও ময়দায় প্রস্তুত হউক না কেন, তাহাতে ময়ান না দিলে তাহা আহার করা যায় না। আপনার একটুখানি ত্রুটি হইয়াছে। সেই গৃহস্থ ব্যক্তির সামান্য খাদ্যে প্রেম ময়ান দেওয়া ছিল; তাই তাহা অত ভাল লাগিয়াছিল। আপনার এখানে সেই প্রেম ময়ানের অভাবেই সব মাটি হইয়াছে।"

আদা কাঁচকলা সম্বন্ধ (আধা কাঁচকলা সম্বন্ধ)।

আদা কাঁচকলা একত্র থাকিলে তাহা সিদ্ধ হয় না। আদা রেচক, কিন্তু কাঁচকলা ধারক, পরস্পর বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট। তাহা হইতে পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন। "Hammer and tongs." কেহ কেহ এই প্রবাদের অন্যরূপ অর্থও করেন,—"আধা কাঁচকলার সম্বন্ধ" অর্থাৎ জ্ঞাতিত্ব সম্বন্ধ। যাহার সহিত একটা কাঁচকলাও "আধ" খানা করিয়া বিভক্ত করিয়া লইতে হয়। এই হেতু অনেক ক্ষেত্রেই জ্ঞাতি বিরোধের সৃষ্টি হইয়া থাকে। তাই শত্রুতা বুঝাইতে, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-দ্বেষের ভাব বুঝাইতে এই প্রবাদটা প্রচলিত আছে।

আদা জল খেয়ে লাগা।

কষ্ট স্বীকার করিয়া একমনে কার্যসিদ্ধিকল্পে নিযুক্ত হওয়া।

আদাড় গাঁয়ে শিয়াল বাঘ (বা রাজা)।

বুনো গাঁয়ে শৃগালই বাঘের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বিদ্বান্ লোক যেখানে নাই সেখানে স্বল্পবিদ্য লোকই পাণ্ডিত্য প্রদর্শন করে। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোহপি দ্রুমায়তে।"

আদার ব্যাপারী জাহাজের খপর কেন।

আদা জাহাজে করিয়া বিদেশে রপ্তানী হয় না; স্থানীয় হাটে বাজারেই খরিদ বিক্রয় হয়। সেইজন্য আদা ব্যবসায়ীর জাহাজের খবর জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। অনধিকারচর্চাস্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "The cobbler must stick to his last."

আদা শুকালেও ঝাল যায় না।

আদা কাঁচা অবস্থায় ঝাল—শুকাইয়া গেলেও সে ঝাল যায় না। স্বাভাবিক ধর্ম কোন কালেই লোপ পায় না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" "যার যা রীত, ছাড়ে কদাচিৎ।" মহৎ লোকে হীনাবস্থ হইলেও তাহার মহত্ত্ব তিরোহিত হয় না। দুষ্ট লোক দমিত হইলেও তাহার দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ করে না।

আদি (বা আদ্যি) কহিলে মানুষ রুষ্ট।

কাহারও "কুলের কথা" ভাল লাগে না। অপ্রীতিকর কথায় সকলেই বিরক্ত হয়।

আদুরে গোপাল

"নাই দিয়া যাহার ইহকাল পরকাল নষ্ট করা হইয়াছে।" "আলালের ঘরের দুলাল।"

আনারস বলে কাঁঠাল ভাই, তুমি বড় খসখসে।

আপনার দোষ না দেখিয়া পরের দোষ দেখা। "চালুনি বলে ধুচুনি ভায়া তুমি বড় ফুটো।" "The pot calls the kettle black."

আন কাপাস, নে তুলো।

আগে কাপাস আনিলে পরে তুলা পাওয়া যায়। আগে উপাদান সংগ্রহ কর, তার পর উপাদান-গঠিত বস্তু পাইবে।

আন্ মাগীর আন্ চিন্তে, দুয়ো মাগীর পতি চিন্তে।

অন্যান্য রমণীর সাংসারিক অনেক প্রকার ভাবনা আছে। কিন্তু যে রমণীর সতীন থাকে এবং তজ্জন্য পতির অপ্রিয় হয়, সে সকল কাজের মধ্যেই স্বামীর ভাবনা ভাবিয়া থাকে।

আন্ সতীনে নাড়ে চাড়ে, বুন্ সতীনে পুড়িয়ে মারে।

অন্য সতীনে কেবল ঝগড়াঝাঁটি করে, কিন্তু আপনার ভগিনী যদি সতীন হয়, সে

অন্য সতীন অপেক্ষা বেশী যন্ত্রণা দেয়। আপনার লোকেই অধিক পরিমাণে অনিষ্ট করে। "নিম তেঁতো নিশিন্দে তেঁতো, তেঁতো মাকাল ফল, তার চেয়ে তেঁতো কন্থে বুন্ সতীনের ঘর।"

আপন কোটে পাই, চিঁড়ে কুটে খাই।
করায়ত্ত ব্যক্তি বা বস্তুকে লইয়া যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই করিতে পারা যায়।

আপন কোলে ঝোল (বা সবাই) টানে।
স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লোক বেশী দৃষ্টি রাখে। পরার্থে দৃষ্টি কাহারও থাকে না।

আপন গ্রামে কুকুর রাজা।
নিজের গণ্ডীর মধ্যে সামান্য লোকও নিজেকে বড় মনে করে।

আপন ঘরে সবাই রাজা।
নিজের ঘরে লোকে যেরূপ প্রভুত্ব করিতে পারে, অন্য স্থানে সেরূপ করিতে পারে না।

আপন ঘোল কেউ টক বলে না।
নিজের জিনিসকে কেহ নিন্দা করিয়া তাহার মূল্য হ্রাস করিতে ইচ্ছা করে না।

আপন (আপনার) চরকায় তেল দাও।
চরকায় তেল দিলে তাহা সহজে ঘুরিবে এবং তাহাতে বেশী সুতা কাটা হইলে বেশী লাভ হইবে। ভাবার্থ—আপনার কার্যে মনোযোগী হও। অনধিকারচর্চা বা পর-চর্চা করিবে না।

আপন চেয়ে পর ভাল, দেশ হতে বিদেশ ভাল।
অনেক সময় পরমাত্মীয়ের নিকট হইতে উপকার বা সাহায্যের পরিবর্তে উপেক্ষা, অনাদর ও অবজ্ঞা মাত্র লাভ হইয়া থাকে, পরন্তু অনাত্মীয়ের নিকট হইতে যথেষ্টই সাহায্য পাওয়া যায়।

আপন ছাগল বেঁধে রাখি, পরের ছাগল হাততালি দি।
হাততালি দিলে ছাগল দৌড়িয়া পলায়, এবং তাহাকে ধরিতে কষ্ট পাইতে হয়। নিজে সাবধান হইয়া পরের অনিষ্ট চেষ্টা।

আপন ছিদ্র জানে না, পরের ছিদ্র খোঁজে।
আপন দোষ কেহই দেখে না। লোকে কেবল পরের দোষই দেখিয়া বেড়ায়। "ছুঁচ বলে চালুনি তোর পিছে কেন ছ্যাদা।" "The pot calls the kettle black."

আপন (আপনার) নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ।
থ্যাঁদা নাক দর্শন যাত্রাপক্ষে অশুভ। এজন্য আপনার নাক কাটিয়া অপরের বিদেশে যাত্রায় বাধা দেওয়া। নিজের অনিষ্ট করিয়াও পরের অনিষ্ট চেষ্টা। "Cutting off one's nose to spite the face."

আপন পাঁজি (ধন) পরকে দিয়ে, দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়ে।
জ্যোতিষী নিজের পঞ্জিকা অন্যের হস্তে দিয়া শেষে দিন দেখিবার জন্য মাথায় হাত দিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। আপনার প্রয়োজনীয় বস্তু পরের হাতে দিয়া কার্যকালে অনেক অসুবিধা ভোগ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আপন পাঁঠা লেজে কাটি।
আপনার পাঁঠাকে মাথার দিকে না কাটিয়া লেজের দিকে কাটিলেও কাহারও কিছু বলিবার অধিকার থাকে না। আপনার বিষয় সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারা যায়, তাহাতে বাধা দিবার কাহারও অধিকার নাই।

আপন পায়ে (আপনি) কুড়াল মারা।
আপনি আপনার পায়ে কুড়ালির আঘাত করিলে সে জন্য কেহ দোষী নয়। জানিয়া শুনিয়া নির্বুদ্ধিতাবশতঃ নিজের ক্ষতি করা।

আপন বুদ্ধিতে তর, পরের বুদ্ধিতে মর।
আপনার বুদ্ধি অনুসারে বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে কার্যসিদ্ধি হয়, আর পরের বুদ্ধিতে চলিলে কার্য নষ্ট হয়। [সকল স্থলে এই প্রবাদের সার্থকতা নাই।]

আপন বুদ্ধিতে ফকির হই, পরের বুদ্ধিতে বাদশা নই।
এমন অনেক লোক আছে যে নিজের "গোঁ" অনুসারে চলিয়া সবস্বান্ত হইবে, তবুও অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া নিজের অবস্থার উন্নতি করিবে না।

আপন বেলা আঁটি সাটি, পরের বেলা দাঁতকপাটি।
আপনার স্বার্থের দিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি আছে, পরের মঙ্গল সম্বন্ধে নিতান্ত উদাসীন।

আপন বেলা চাপন চোপন, পরের বেলা ঝুরঝুরে মাপন।
অনেকে ধান চাল মাপিবার সময় যখন নিজে লয়, তখন মাপিবার পাত্রে বেশ চাপিয়া মাপিয়া লয়। আর পরকে দিবার সময় আলগা আলগা মাপিয়া দেয়। আপনার দিকে বেশী টানে, অপরকে সামান্যমাত্র দেয়।

আপন ভাল পাগলেও বুঝে।
যার সামান্যমাত্র জ্ঞান আছে, সেও নিজের স্বার্থ বেশ বুঝে।

আপন মান আপনি রাখ, কাটা কান চুল দিয়ে ঢাক।
কোন দুষ্কর্মের জন্য কান কাটা গেলে সেই কাটা কান চুল দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া আপনার মানসম্ভ্রম আপনি রক্ষা কর। ঘরের কুৎসা বাহিরে প্রকাশ করিতে নাই। "Don't wash your dirty linen before the public."

আপন হাত জগন্নাথ।
কাহাকেও কিছু দিতে হইলে জগন্নাথের ন্যায় হস্ত-হীন (ঠুঁটো) হওয়া। খুব কৃপণতাস্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আপনার আপনি, ডোর আর কোপনি।
ডোর কৌপীনধারী সন্ন্যাসীর ন্যায়, অন্য লোকের সম্বন্ধে ভাবনা-রহিত হওয়া। কেবল আপনার জন্যই চিন্তা করা।

আপনার কিছু নয়, জগৎ কেবল মায়াময়।
সংসারে আপনার বলিতে কেহ বা কিছুই নাই, কারণ জগৎ মায়াপূর্ণ।

আপনার ছাগল লেজের দিক থেকে কাটি।
'আপন পাঁটা লেজে কাটি' দ্রঃ।

আপনার ছেলেটি খায় এতটি, বেড়ায় যেন লাটিমটি (কিংবা ঠাকুরটি); পরের ছেলেটা খায় এতটা, বেড়ায় যেন বাঁদরটা।
আপনার ছেলেটি অতি অল্পমাত্রায় খায়, এবং ঘুরঘুর করিয়া লাটিমটির ন্যায় বেড়াইয়া কেমন আনন্দ দেয়, আর অপরের ছেলেটি রাক্ষসের মত যেমন বেশী খায়, বাঁদরের মত তেমন লাফালাফি করিয়া বেড়ায়। মন্দ হইলেও নিজের বস্তুটি আপন চক্ষে ভাল দেখায়, ভাল হইলেও পরের বস্তুটি আপনার চক্ষে মন্দ দেখায়।

আপনারটা সবাই বড় দেখে।
নিজের বস্তু আপনার চক্ষে অন্যের বস্তু অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ মনে হয়।

আপনার টাকা থাক, পরের বিকিয়ে যাক।
পরের অনিষ্ট হয় হউক, নিজের স্বার্থ বজায় থাকিলেই হইল। ("তোর টাকা থাক মোর বিকিয়ে যাক" দ্রঃ)

আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারা।
জানিয়া শুনিয়া নিজের সর্বনাশ করা।

আপনার বিড়াল পথ্যি পায় না।
যার আপনারই খাইবার সংস্থান নাই, তার পক্ষে পরের সাহায্য করা অসম্ভব।

আপনার বেলা পাঁচ কড়ায় গণ্ডা।
সাধারণতঃ চারি কড়ায় গণ্ডা হয়। কিন্তু নিজের হিসাব বুঝিয়া লইবার সময় পাঁচ কড়ায় গণ্ডা ধরা, অর্থাৎ বেশী করিয়া লওয়া। নিজের স্বার্থটি বিলক্ষণ বুঝা।

আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা, পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।
নিজের জন্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা করা, অপরের জন্য তদ্বিপরীত করা।

আপনার মত জগৎ দেখা।
আপনি যেমন জগতের সকল লোককে তেমনি দেখা। ভাল লোক সকলকেই ভাল মনে করে, যে মন্দ লোক সে মনে করে সকলেই বুঝি আমার মতন। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

আপনার মান আপন হাতে (বা কাছে)।
যে আপনার মান রাখিয়া চলিতে পারে, সকলেই তাহাকে সম্মান করে, তদ্বিপরীতে সে সকলেরই অশ্রদ্ধাভাজন হয়।

আপনি গেলে ঘোল পায় না, চাকরকে পাঠায় দুধের তরে।
'মনিব গেলে ঘোল পায় না' দ্রঃ।

আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শংকরাকে ডাকে।
যার নিজেরই খাইবার সংস্থান নাই, তার আবার খাইবার জন্য অপরকে ডাকা নির্বুদ্ধিতার কার্য।

আপনি বড় ভাল, তাই লোককে বলে কাল।
যে ব্যক্তি নিজের মন্দ স্বভাব জানিয়াও অপরের স্বভাবের নিন্দা করে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদটি বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

আপনি বাঁচলে বাপের নাম।
নিজে কোন উপায়ে বাঁচিয়া থাকিতে পারিলে পিতৃপুরুষের নাম বজায় থাকে। "আত্ম রেখে ধর্ম।" "চাচা আপন বাঁচা।" "Self-preservation is the first law of Nature."

আপনি যেমন তেমন, জগৎ দেখি তেমন।
যে নিজে দুশ্চরিত্র, সে অপর সকলকেই দুশ্চরিত্র মনে করে। "আত্মবৎ মন্যতে জগৎ।"

আপনি রইলেন ভর পানিতে পোলারে পাঠালেন চর।
জনৈক পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া এক পুকুরে স্নান করিতে নামিয়াছিল। পুকুরের ঘাটের জলে কয়েকটা গাঙদাড়া মাছ ভাসিতেছিল। ঐ লোকটি তাহাদিগকে কুম্ভীরের বাচ্চা মনে করিয়া বলিল, আপনি অর্থাৎ কুম্ভীর নিজে গভীর জলে থাকিয়া ছেলেদের চর পাঠাইয়াছে, অর্থাৎ ঘাটে কেহ নামিয়াছে কি না দেখিতে পাঠাইয়াছে। সত্বর কুম্ভীরের আগমনাশঙ্কায় লোকটি জলে না নামিয়া পলায়ন করিল।

আপনি শুতে জায়গা পায় না (বা ঠাঁই নাই) শংকরাকে ডাকে।
যার নিজেরই থাকিবার স্থান নাই, তার পক্ষে থাকিবার জন্য অপরকে ডাকা নির্বুদ্ধিতার কার্য।

আপ্ ভালা ত জগৎ ভালা।
নিজের মন ভাল হ'লে, সকলেই ভাল বলিয়া বোধ হয়।

আপ্ রুচি খানা, পর রুচি পরনা (পিন্‌না)।
নিজের রুচি অনুসারে আহার করিবে, অন্যের রুচি অনুসারে বেশ-ভূষা করিবে। (অন্যের চক্ষে যাহাতে ভাল দেখায় সেই ভাবে বেশ-ভূষা করিবে)।

আবর তাঁতী গোবর খায়, স্ত্রীর বাক্যে মরতে যায়।
প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্বে তন্তুবায় জাতি অতিশয় নির্বোধ ছিল; এমন কি ইহাদের সাধারণ জ্ঞান পর্যন্ত ছিল না; ইহারা উলুখড়ের জঙ্গলকে জল মনে করিয়া তন্মধ্যে সাঁতার দিত, ইত্যাদি। এই জন্য এই প্রবাদটি নিতান্ত নির্বুদ্ধি লোক সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

আবাগের বেটা ভূত।
আবাগের—অভাগ্যের, হতভাগ্যের। বাক্যটি গালাগালিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়।

আবালে না নোয়ালে বাঁশ, বাঁশ করে ট্যাঁস ট্যাঁস।
"কাঁচায় নয় না বাঁশ" দ্রঃ।

আমড়া গাছে আম হয় না।
আমড়া গাছে আমড়াই ফলে, আম ফলে না। যাহার স্বভাব মন্দ তাহার নিকট সদ্ব্যবহারের আশা করা যায় না। "You cannot make a silk purse out of a sow's ear."

আম না পেয়ে আঁটি চোষা।
সার বস্তুর অভাবে অসার বস্তু উপভোগ করিতে বাধ্য হওয়া।

আম শুকালে আমসি, যৌবন ফুরালে কাঁদতে বসি।
আম শুকাইয়া আমসি হইলে আমের যেমন আর তেমন আদর থাকে না, তেমনই স্ত্রীলোকের যৌবন কাল অতীত হইলে তাহার আর সেইরূপ আদর থাকে না।

আমার আমার যত কর, চিনির বলদ বয়ে মর।
বলদ কেবল চিনির বস্তা বহিয়াই থাকে, চিনি খাইতে পায় না; সংসারী কেবল সংসারের ভারই বহিয়া থাকে, সংসারের সুখ উপভোগ করিতে পায় না।

আমার নাম নিতাই, এক খাই, এক খিতাই।
নিতাই নামক কোন ব্যক্তি এক দিকে খাইতেছে, অপর দিকে ভবিষ্যতে খাইবার জন্য সংস্থানও করিয়া লইতেছে। যে আপাততঃ কোন অভীষ্ট বস্তু পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহা পাইবার চেষ্টা করে তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

আমার বুদ্ধি শোন, ঘর দোর ভেঙ্গে ফেলে নটে শাক বোন।
সকলেই আপনার বুদ্ধিকে প্রধান বলিয়া মনে করে। যে নিতান্ত নির্বোধ, আপনার ভালমন্দ বুঝিতে পারে না, সে অপরকে পরামর্শ দিয়া সেই অনুসারে চলিতে বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আমিও ফকির হলেম, দেশেও অকাল (বা মন্বন্তর) এল।
এক ব্যক্তি জীবিকানির্বাহের অন্য উপায় না দেখিয়া শেষে ফকিরি গ্রহণ করিল; আশা—ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ হইবে। কিন্তু ফকিরি গ্রহণের পরই দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহার ভিক্ষা পাওয়াও দুষ্কর হইয়া উঠিল। কোনও কার্যে অসম্ভাবিতরূপে বাধা পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

আমি কি নাচতে জানি নে, মাজার ব্যথায় সে পারি নে।
আমি নাচিতে জানি, কিন্তু কোমরে ব্যথা বলিয়াই নাচিতে পারি না। মিছা ওজর করিয়া নিজের অপারকতা গোপন করা।

আমি কি নেড়ি ভেড়ি, আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়ি।
একজনকে গরীব বলিয়া উপহাস করিলে সে দম্ভপ্রকাশ করিয়া আপনার সম্পদের প্রমাণ দিবার জন্য বলিয়াছিল, আমি যে সে লোক নই, আমার পাঁচখানা কাপড় ধোপার বাড়িতে কাচিতে গিয়াছে। কিছু না থাকিলেও বড়াই করিয়া নিজের সম্পদের প্রমাণ দেওয়া।

আমে দুধে এক হয়,
আদাড়ের আঁটি আদাড়ে যায়।

আম ও দুধ দুইই উৎকৃষ্ট বস্তু। আমের রস নিঙড়াইয়া দুধে দিলে তাহা দুধের সঙ্গে মিশিয়া যায়, কিন্তু তাহার অসার আঁটি আস্তাকুড়ে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যোগ্য যোগ্যের সহিত মিলিত হয়; নিষ্প্রয়োজনীয় বস্তু পরিত্যক্ত হয়।

আমে ধান, তেঁতুলে বান।

যে বৎসর আম বেশী জন্মে, সে বৎসরে ধানও বেশী জন্মে, যে বৎসর তেঁতুল বেশী জন্মে, সে বৎসর বর্ষার আধিক্য হয় ও বান ডাকে।

আয় বুঝে ব্যয়।

"Cut your coat according to your cloth." "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।"

আর কি নেড়া বেলতলায় যায়।

যে একবার ঠকিয়াছে, সে ভবিষ্যতে সাবধান হয়।

আর গাব খাব না, গাবতলা দিয়ে যাব না।
গাব খাব না ত খাব কি,
গাবের মত আছে কি॥

একদা গাব ফল খাইবার সময় গাবের আঁটি এক কাকের গলায় লাগিয়া গিয়াছিল। কাক যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া সেই সময় প্রতিজ্ঞা করিল যে, আর কখনও গাব খাইব না—এমন কি গাবগাছের তলা দিয়াও যাইব না। কিছুক্ষণ পরে গাবের আঁটি গলা হইতে উঠিয়া যাওয়াতে কাকের যেমনই যন্ত্রণার অবসান হইল, অমনি বলিল, যদি গাবই না খাইলাম, তবে আর খাইব কি? যাহারা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ বা ক্ষণিক সুখের তৃপ্তিসাধন জন্য কোন কর্ম করিয়া বিষম বিপদ্ ভোগ করিবার সময় প্রতিজ্ঞা করে—এই কর্ম আর কখনও করিব না, পরে কিন্তু বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাহা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

আরসলাও পাখী,
মুন্সেফও হাকিম।

ডানা থাকিলেও আরসলাকে পাখী বলা যায় না; বিচারকার্য করিলেও মুন্সেফকে হাকিম বলা যায় না। কেননা তিনি জজের ভয়ে সদাই সন্ত্রস্ত থাকেন। এবং কাগজপত্র নাড়াচাড়া ছাড়া তাঁহার দণ্ড দিবার কোন ক্ষমতা নাই।

আরের দাঁত, আর ছিরে বুড়োর মাড়ি।

অপর লোকে দন্ত দ্বারা যে কার্য সাধন করিতে পারে, বৃদ্ধ শ্রীরাম সে কার্য মাড়ির দ্বারাই সম্পন্ন করে। অপরে বহু আয়াসে বা সুবিধাযোগে যে কাজ করিতে পারে, ব্যক্তিবিশেষ অসুবিধা সত্ত্বেও সে কাজ অনায়াসে করিতে সমর্থ হয়।

আরের মন আর দিকে,
চোরের মন বোঁচকার দিকে।

কোন লোক কেবল আপনার স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

আলস্য হেন ধন থাকতে দুঃখের আবার অভাব?

অলস লোকে দুঃখ ভোগ করে ইহা সুনিশ্চিত।

আলালের ঘরের দুলাল।

"আদুরে গোপাল"। যে যুবক বাল্যকাল হইতে অগাধ আদর পাইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়।

আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ চুলকায়।

ঈপ্সিত বস্তু দর্শনে যাহার লালসা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, তাহার সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আলোর পরই আঁধার।

আলোকের পরই অন্ধকার আসিয়া থাকে, সুখের পরই দুঃখ আসে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

আশা আর ফুঁ আছে,
দুধ আর বাটি নাই।

গরম দুগ্ধ ফুঁ দিয়া খাইবার প্রবল ইচ্ছা আছে, কিন্তু দুগ্ধ নাই ও দুগ্ধের বাটিটি পর্যন্তও নাই। ইচ্ছা আছে, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তুরই অভাব হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।

আশা হইতে চেষ্টা, আর চেষ্টা হইতে সাফল্য। কিন্তু যতটা আশা করা যায়, ততটা সফলতা লাভ হয় না। তাই আশার পরিমাণ অধিক হইলে বেশী পরিমাণে সাফল্য লাভ করা যায়। বাসা বড় হইলে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়।

আশাই পরম দুখ,
নৈরাশ্য পরম সুখ।

একটি আশা পূর্ণ হইলে আর একটি আশা জন্মে; কাজেই সুখ ভোগ আর হয় না। আশা ত্যাগ করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখলাভ হয়। "আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমম্ সুখম্।"

আশা করেছেন কাণ্ড, পাকলে খাবেন ডেও।

কাও—কাক, ডেও—ডাঁফল। খুব দূরবর্ত্তী আশা যাহারা করিয়া থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

আশা বৈতরণী নদী।

আশা বৈতরণী নদীর ন্যায়; অপর পারে যাওয়া কষ্ট ও সময়সাধ্য।

আশায় মরে চাষা।

চাষা প্রচুর ফসল পাইবার আশায় চাষ করে, কিন্তু যদি সুবৃষ্টি না হয় তাহা হইলে ফসল জন্মে না, চাষীকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

আশার অর্দ্ধেক ফল।

যতটা আশা করা যায় তাহা সম্পূর্ণভাবে না পাইলে আংশিক ফলেই সন্তুষ্ট হইতে হয়। "যথা লাভ।"

আশার শেষ নাই।

দরিদ্র শতপতি হইতে চায়, শতপতি সহস্রপতি হইবার বাসনা করে, সহস্রপতি লক্ষপতি হইতে কামনা করে, লক্ষপতি কোটিপতির ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে, কোটিপতি রাজা হইতে চায়, রাজা সম্রাট্ হইবার ইচ্ছা করে। পরন্তু আশার শেষ নাই।

আশ্বিন মাসে কুঠে পাঁঠাতেও কড়ি।

দুর্গাপূজার সময়ে সকল প্রকার পাঁঠাই চড়া দরে বিক্রীত হয়। উপযুক্ত সময়েই লোকে লাভবান্ হয়। দরকার পড়িলে, মন্দ জিনিসও ভাল জিনিসের দরে বিক্রীত হয়।

আষাঢ়ে গল্প।

কল্পনামূলক অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য গল্প। "Traveller's Tales." "Stories of Baron Mounchasen."

আষাঢ়ে না হলে সুত,
হা সুত যো সুত।
ষোলতে না হলে পুত,
হা পুত যো পুত॥

আষাঢ় মাসের দিবাকাল দীর্ঘ, সে মাসে যদি সুতা কাটা না হইল, তাহা হইলে সুতার জন্য কষ্ট পাইতে হয়; আর ষোল বৎসর বয়সে স্ত্রীলোকের যদি পুত্র না জন্মে, তাহা হইলে আর তাহার পুত্র জন্মিবার সম্ভাবনা অল্প। উপযুক্ত সময়ে কোন কার্য না হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি।

লোকের যখন দুর্দশা ঘটে, তখন সে সুবুদ্ধির কাজ করিতে পারে না। লোকের অবস্থা শোচনীয় হইলে তাহার কার্যকলাপও দুর্বুদ্ধিপ্রসূত হইয়া থাকে।

আসমান জমি তফাত।

আকাশে ও পাতালে যত তফাত, তত তফাত।

আসল ঘরে মশাল নেই,
ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া।

"ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন বাহিরে কোঁচার

পত্তন।" আমোদপ্রমোদের আসরে আলো জ্বালিবার সংগতি নাই, অথচ ঢেঁকিশালায় চাঁদোয়া খাটাইয়া বড়মানুষি দেখাইতেছে।

আসল চেয়ে সুদ মিষ্টি।

মহাজনেরা আসল অপেক্ষা সুদকেই অধিকতর প্রিয় জ্ঞান করে। সেরূপ পুত্র অপেক্ষা পৌত্র অধিক স্নেহভাজন হয়।

আসলে খোঁজ নেই, তার সুদের খবর।

কর্জ দেওয়া আসল টাকা ফিরিয়া পাইবার আশা নাই, কিন্তু সেই টাকার সুদ পাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়া। বৃহৎ ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রে দৃষ্টি।

আসেন লক্ষ্মী, যান বালাই।

যাহার উপস্থিতিতেও লাভ নাই, গেলেও ক্ষতি নাই, তাহার সম্বন্ধে বলা হয়।

আস্কে খায় তার ফোঁড় গণে না।

আস্কে পিঠের ভিতর দিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে, কিন্তু খাইবার সময় লোকে কতগুলি ছিদ্র আছে তাহা গণিয়া খায় না। খায় দায়, বেড়ায়, কিন্তু কোথা হইতে খাওয়াদাওয়া চলিতেছে, কিসে কি হইবে এসকল খোঁজ যে রাখে না, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

আসতেও একা, যেতেও একা, কার সঙ্গে বা কার দেখা।

লোকে জন্মগ্রহণকালে একাই আসে, এবং মৃত্যুকালে একাই চলিয়া যায়, সুতরাং পৃথিবীতে তার কারও সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। "তুমি কার কে তোমার, কারে বল রে আপন" ইহাই এই প্রবাদের অর্থ।

আহার নিদ্রা ভয়, যত বাড়াও তত হয়।

আহার, নিদ্রা ও ভয় ইহাদিগকে যত বাড়াইবে ততই বাড়িবে।

আহ্লাদে আটখানা, লেজা মুড়ো নিয়ে দশখানা।

যে সামান্য বিষয় উপলক্ষে অযথা আনন্দ প্রকাশ করে, তাহার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

আহ্লাদে পুতুল।

কেবল আমোদপ্রমোদে রত দায়িত্বজ্ঞানশূন্য লোককে 'আহ্লাদে পুতুল' বলা হয়।

ইঁচোড়ে পাকা।

কাঁঠাল এঁচোড় অবস্থায় কোনরূপে পাকিয়া গেলে তাহার স্বাদ গন্ধ কিছুই থাকে না, তাহা খাইতে অতি বিশ্রী হয়। সেইরূপ যে ছেলে অল্পবয়সে বিজ্ঞ সাজে, এবং বিজ্ঞের মত কথা কয় তাহাকে ইঁচোড়ে পাকা বলে। তাহার দ্বারা কোন কাজ হয় না।

ইচ্ছা থাকে যার, উপায় হয় তার।

মনে যদি কাজ করিবার প্রকৃত ইচ্ছা থাকে, তবে কাজ যতই দুরূহ হউক, তাহার একটা না একটা উপায় হইয়া থাকে। "Where there is a will there is a way."

ইচ্ছার ভার বোঝা বোধ হয় না।

যে কাজ করিবার ইচ্ছা আছে, সে কাজ করিতে কোন কষ্ট বোধ হয় না।

ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

কাহাকেও ইট ছুঁড়িয়া মারিলে সে পাটকেল ছুঁড়িয়া মারে। অপকার করিলেই প্রত্যপকার পাইতে হয়। "Tit for tat."

ইটে নাই, ভিটে নাই, বাহিরে মর্দানি।

ইটে অর্থাৎ ঘরের ইট বা ভিত নাই, ভিটে পর্যন্ত নাই, অথচ বাহিরে বড়মানুষী চাল দেখানো। "ফতো নবাবি।" "বাহিরে কোঁচার পত্তন, ভিতরে ছুঁচোর কীর্তন।"

ইল্লত যায় ধুলে, স্বভাব যায় মলে।

কোন জিনিস বা স্থান অপরিষ্কার হইলে ধুইলে তাহা পরিষ্কার হয়, কিন্তু হাজার ধোয়া মোছাতেও স্বভাবের দোষ যায় না, মরিলে তবে স্বভাবের দোষ দূর হয়। "যার যা রীত, ছাড়ে কদাচিৎ।" "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

ইস্তক জুতা সেলাই নাগাদ চণ্ডীপাঠ।

মুচির কাজ জুতা সেলাই হইতে ব্রাহ্মণপণ্ডিতের কাজ চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করিতে পারে। সামান্য বা নীচ কার্য হইতে মহৎ কাজ পর্যন্ত করিতে পারিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঈশ্বর যদি করেন কর্তা যদি মরেন, তবে ঘরে বসে কীর্তন শুনবো।

কোন মুখরা স্ত্রীলোক অপরের বাড়িতে কীর্তন শুনিতে গিয়াছিল। কিন্তু বসিবার স্থান লইয়া সেখানে অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সঙ্গে তাহার ঝগড়া বাধিল। তখন ঐ মুখরা স্ত্রীলোক রাগিয়া তাহাদিগকে শুনাইয়া বলিল, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের কর্তা (স্বামী) মারা যান, তাহা হইলে আমি তখন নিজের ঘরে বসিয়া কীর্তন শুনিব। ক্ষুদ্র অভিলাষ পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে নিজের বৃহৎ অনিষ্ট সহ্য করিবার ইচ্ছা—এই প্রবাদে সূচিত হয়।

ঈশ্বর যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য।

এক সময়ে কোন রাজার একটি অঙ্গুলী ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাতে রাজা কাতরতা প্রকাশ করিলে মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" ইহাতে রাজা মনে মনে মন্ত্রীর উপর ক্রুদ্ধ হইলেন। একদিন তিনি মন্ত্রিসমভিব্যাহারে মৃগয়ায় গিয়াছিলেন। রাজা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সৈন্যসামন্তগণকে রাখিয়া মন্ত্রীর সহিত অরণ্যমধ্যে অগ্রসর হইলেন, এবং একটি শুষ্ক কূপ দেখিতে পাইয়া মন্ত্রীকে ঠেলিয়া তাহাতে ফেলিয়া দিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, "একি মহারাজ?" রাজা উপহাস করিয়া উত্তর করিলেন, "ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" অতঃপর রাজা ঘুরিতে ঘুরিতে একদল দস্যুর হাতে পড়িলেন। দস্যুরা তাঁহাকে কালীর নিকট বলি দিতে উদ্যত হইল। কিন্তু বলিদানের সময় রাজার অঙ্গুলীতে ক্ষত দেখিয়া ছাড়িয়া দিল। তখন রাজা মন্ত্রীর কথার সারবত্তা হৃদয়ংগম করিয়া মন্ত্রীকে উদ্ধার করিলেন, এবং স্বীয় দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন মন্ত্রী বলিলেন, "মহারাজ! আপনি আমাকে কূপে ফেলিয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন, কূপের ভিতর থাকায় দস্যুরা আমাকে দেখিতে পায় নাই। আপনার অঙ্গে ক্ষত ছিল বলিয়া আপনি উদ্ধার পাইলেন, কিন্তু আমার অক্ষত শরীর, দস্যুরা আমাকে নিশ্চয়ই বলি দিত; সুতরাং ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্য।" ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমরা সকল সময়ে বুঝিতে না পারিলেও, মোটের উপর বোঝা উচিত যে, তাঁহার কার্যাবলী জগতের মঙ্গলেচ্ছাসম্ভূত।

উ

উই ইন্দুর কুজন, ভাল ভাঙ্গে তিন জন; ছুচ সোহাগা সুজন, ভাল করে তিন জন।

উই, ইঁদুর এবং অসাধু লোক ইহারা ভাল ভাল জিনিস নষ্ট করিয়া ফেলে। আর সুচ, সোহাগা এবং সাধু ব্যক্তি সর্বদা জগতের হিত করিয়া থাকে।

উঁচায় বাড়ি বড় ভয়,
পড়লে বাড়ি সয়ে যায়।
মারিতে উদ্যত লাঠি দেখিয়া কতই লাগিবে ভাবিয়া লোকে ভয় পায়, কিন্তু সেই লাঠি মাথায় পড়িয়া গেলে আঘাত সহ্য হইয়া যায়। কাজ করিবার আগে ভয় হয়, কিন্তু করিতে আরম্ভ করিলে কঠিন কাজও সম্পন্ন হইয়া যায়।

উচিত কথায় আহাম্মুখ রুষ্ট।
"হক্" কথা বলিলে নির্বুদ্ধি লোক রাগ করে।

উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট,
উচিত কথায় মানব রুষ্ট।
দেবতা বা দেবতুল্য সাধুগণ উচিত কথায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু মানুষকে উচিত কথা বলিলে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে।

উচিত কথায় বন্ধুও বিগড়ায়।
হক কথা বাললে বন্ধুও রুষ্ট হয়। অপ্রিয় সত্যও কাহাকে বালবে না। "মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং।"

উঁচু হবে তো নীচু হও।
"বড় হবে ত ছোট হও।" নম্রতাই মহত্ত্বের লক্ষণ।

উচোট খেয়ে প্রণাম।
"হুচোট খেয়ে পদ্মনাভ!" ইচ্ছা করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করা নয়—পড়িয়া গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, কাজেই তখন প্রণাম স্বীকার করা। দায়ে পাড়য়া কার্যগতিকে কোন ভাল কাজ করা। "Making a virtue of necessity."

উচ্ছের কচি, পটোলের বিচি, ছাগের (বা শাকের) ছা, মাছের মা এইগুলো বেছে খা।
কাঁচ উচ্ছে, পাকা পটোল, কাঁচ পাঁঠার মাংস (বা কাঁচ শাক), আর বড় মাছ—এইগুলি উপাদেয় খাদ্য।

উজাড় বনে শিয়াল রাজা।
যেখানে বাধা দিবার উপরওয়ালা কেহ নাই, সেইখানে সামান্য লোকও বেশী কর্তৃত্ব করে।

উঠ্ (বা উঠ্) ছুঁড়ি তোর বিয়ে,
বাড়া ভাত খেয়ে।
কোন কথাবার্তা বা সম্ভাবনা নাই, এরূপ কাজ হঠাৎ তাড়াতাড়ি করিতে হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

উঠন্ত বৃক্ষ পত্রেই চেনা যায়।
চারা গাছের পাতার আকার দেখিয়াই অনুমান করিতে পারা যায় যে, সে গাছ কিরূপ তেজী হইবে। কাজের আরম্ভ দেখিলেই সে কাজ কিরূপ হইবে বুঝা যায়।

উঠন্তি মুল পত্তনেই চেনা যায়।
কোন কার্যের পরিণাম কিরূপ, আরম্ভেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। "The childhood shows the man, as morning shows the day." "Coming events cast their shadows before."

উঠে পড়ে লাগা।
সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কোন কার্য যেমন করিয়া হউক সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা।

উড়তে না পেরে পোষ মানা।
পোষা পাখী উড়িতে পারে না, কাজেই পোষ মানিয়াছে, খাঁচা হইতে বাহির করিলেও পলায় না। নিরুপায় হইয়া কোন কার্য করিতে বাধ্য হওয়া।

উড়তে পারে না ফুর্‌ফুর্ করে।
কাজ করিবার শক্তি নাই, তথাপি কাজ করিতে যাওয়া।

উড়ে এসে জুড়ে বসা।
যাহার কোন দাবি বা সম্বন্ধ নাই, তাহার কোন স্থান অধিকার বা কোন কার্য করিবার চেষ্টা।

উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।
বাতাসে খৈ উড়িয়া যাইতেছে, তাহা আর সংগ্রহ করিবার উপায় নাই দেখিয়া সেইগুলি গোবিন্দায় নমঃ বলিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া দিল। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া বাধ্য হইয়া কোন সৎকার্য করা। "Making a virtue of necessity."

উদ খেতে ক্ষুদ নেই,
মেউলে বাজায় শিঙ্গে।
উদ-উদক, জল। এক মুঠা ক্ষুদ মুখে দিয়া জল খাইবে, এমন সম্বল নাই, অথচ বাঁশী ফুঁকিয়া বেড়ায়। যার খাবার সংস্থান নাই, তার বাহ্য আস্ফালন।

উদর চিরলে ক বেরোয় না।
গণ্ডমূর্খ। "ক অক্ষর গোমাংস।"

উদর সর্বস্ব।
যে কেবল আহারের চেষ্টা লইয়া আছে। ঘোর পেটুক।

উদুখলে ক্ষুদ নাই, চাঁটগায় বরাত।
যার ঘরে অন্নসংস্থান নাই, সে আবার অপর লোককে অন্য স্থানে টাকা লইবার বরাত দেয়।

উদে (উদবিড়ালে) মাছ ধরে,
খটাশে তিন ভাগ করে।
উদবিড়ালে কষ্ট করিয়া মাছ ধরিয়া আনিল, আর খটাশ আসিয়া তাহাতে ভাগ বসাইল। একের পরিশ্রমের ফল অপরে উপভোগ করে।

উদোর বোঝা (বা পিণ্ডি)
বুধোর ঘাড়ে।
একের দায়িত্ব বা দোষ অপরের ঘাড়ে চাপানো।

উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত ভাল।
ভাল করিবার উপদেশ দেওয়া অপেক্ষা ভাল কাজ করিয়া সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাই ভাল। "Example is better than precept."

উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিতে নাই।
অন্যত্র খাইবার আশায় প্রস্তুত অন্ন ত্যাগ করিয়া গেলে সেদিন অদৃষ্টে প্রায় অন্ন জোটে না। বর্তমান সুযোগ কখন পরিত্যাগ করিবে না।
"There is a tide in the affairs of men,
Which taken at the flood, leads on to fortune."

উপর থেকে প'ড়ে গেল
জন পাঁচ সাত,
যার যেখানে ব্যথা
তার সেখানে হাত।
পাঁচ সাতজন লোক কোন উঁচু জায়গা হইতে নীচে পড়িয়া গেলে কেহ অপরের আহত স্থানে হাত বুলায় না, যাহার যেখানে ব্যথা লাগিয়াছে, সে সেইখানেই হাত বুলায়। লোকে স্বার্থটাই আগে দেখে।

উপরোধে ঢেঁকি গেলা।
অনুরোধে দুঃসাধ্য কাজ করিতে যাওয়া।

উপবাসে যাবে দিন,
ধার করলে হবে ঋণ।
ঘরে কোন সংস্থান না থাকিলে উপবাস করিলে একটা দিন কাটিয়া যায়, কিন্তু ধার করিয়া দিন চালাইতে গেলে ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ঋণগ্রস্ত হইয়া উদর পূর্ণ করিবে না।

উপোসের কেউ নয়,
পারণার গোঁসাই।
কষ্ট করিবে না, অথচ ফল উপভোগ করিতে যত্নবান্।

উভয় সংকট।
এদিকে গেলেও বিপদ্, ওদিকে গেলেও বিপদ্, এইরূপ অবস্থা। "রামেও মারবে, রাবণেও মারবে।" "না যাইলে রাজা বধে, যাইলে ভুজঙ্গ, রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।" "The horns of a dilemma."

উরুৎ বেয়ে রক্ত পড়ে,
চোখ গেলরে বাবা।
একের সহিত অন্যের কোন সম্বন্ধ নাই।

অসম্বদ্ধ বাক্য সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়। [সমগ্র বাক্যটি এইরূপঃ—এখান হ'তে মারলেম তীর লাগলো কলাগাছে, উরুৎ বেয়ে রক্ত পড়ে চোখ গেলরে বাবা।]

উলুবনে মুক্তো ছড়ানো।

উলু ঘাসের জঙ্গলে মুক্তা ছড়াইয়া দিলে মুক্তার জ্যোতি বা সৌন্দর্য কিছুই দেখা যায় না। যে যাহার আদর করিতে জানে না বা মূল্য বুঝে না, তাহার সমক্ষে সেই বস্তু বা বিষয়ের উপস্থাপন করা। "Casting pearls before swine." "বানরের গলায় মুক্তার হার।"

উলুবনে সাঁতার দেওয়া।

নির্বুদ্ধিতার কার্য করা। কথিত আছে, এক "হাবা" তাঁতী জ্যোৎস্না রাত্রিতে উলুবনকে জল মনে করিয়া তাহাতে সাঁতার দিয়াছিল।

উলোর মেয়ের কুলুজী,
অগ্রদ্বীপের খোঁপা।
শান্তিপুরের হাত নাড়া,
গুপ্তিপাড়ার চোপা॥

যথাক্রমে উপরি উক্ত বিষয়ের জন্য, উপরি উক্ত চারিটি স্থানের স্ত্রীলোকের প্রসিদ্ধি ছিল।

উলটা বুঝলি রাম।

হিন্দুস্থানী গল্প হইতে এই প্রবাদের সৃষ্টি। ঘটনাক্রমে যখন বিপরীত কার্য হইয়া পড়ে, তখন এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

উলটে চোরা মশান গায়।

মশান=শ্রীমন্তের মশানের পালা। চোর অপরাধ স্বীকার করা ত দূরের কথা, ধর্মকাহিনী শুনাইতে উদ্যত।

উলকো মাটিতে বিড়াল হাগে।

নরম লোক পাইলে সকলে তাহার উপর আধিপত্য প্রকাশ করে।

উন পাঁজুরে বরা খুরে (লক্ষ্মী-ছাড়া বা শকুনখোর)।

দুশ্চরিত্র অন্নহীনকে এই উক্তিটি দ্বারা গালাগালি দেওয়া হয়।

উন বর্ষায় দুনো শীত।

যে বৎসরে বর্ষা কম, সেই বৎসরে শীত বেশী হয়।

উন ভাতে দুন বল,
ভরা ভাতে রসাতল।

পরিমিত আহারে শক্তিবৃদ্ধি হয়; অপরিমিত আহারে নানা রোগ জন্মে, বলক্ষয় হয়, এবং পরিশেষে মৃত্যু ঘটে।

এ

এই ডুমুরের গরব কর,
পাকলে ডুমুর পড়ে মর।

যে ডুমুর ফলের জন্য গর্ব প্রকাশ করিতেছ, সেই ডুমুর পাকিলে ঝরিয়া মাটিতে পড়িয়া যায়; সুতরাং সৌন্দর্যের গর্ব করা বৃথা।

এই বিড়াল বনে গেলে
বন-বিড়াল হয়।

বিড়াল পোষা অবস্থায় যখন ঘরে থাকে, তখন বেশ শান্তস্বভাব। কিন্তু সেই বিড়াল কিছুদিন বনে বাস করিলে ভয়ংকর প্রকৃতির বন বিড়াল হইয়া উঠে। অবস্থান্তর ঘটিলে স্বভাবেরও বিকৃতি ঘটে। "যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ।"

এই মানুষ বনে গেলে
বন-মানুষ হয়।

দুষ্ট সমাজ সংস্পর্শে ও শিক্ষার বিকৃতি গুণে মানুষ দুষ্টভাবাপন্ন হয়।

এঁচোড়ে পাকিলে শীঘ্রই
গোল্লায় যায়।

ছেলেবয়সে "জেঠিয়ে" গেলে তার আর উন্নতি ঘটে না।

এঁটে ধরলে চিঁ চিঁ করে
ছেড়ে দিলে লম্ফ মারে।

ভীরু লোকে কায়দায় পড়িলে জব্দ হয়, আবার স্বাধীনতা পাইলেই মহা আস্ফালন করে।

এঁটো খায় মিঠার লোভে,
যদি এঁটো মিঠা লাগে।

এঁটো জিনিস মিষ্ট হইলেই লোকে এঁটো খায়, কিন্তু মিষ্ট না হইলে খায় না। লাভ না থাকিলে লোকে নীচ কর্ম করে না।

এঁটো (বা আঁস্তাকুড়ের) পাতা
কখন স্বর্গে যায় না।

এঁটো পাতা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলে তাহা শুকাইয়া ঝড়ে উড়িয়া উপর দিকে উঠে; কিন্তু উপরে উঠিলেও তাহা বেশী দূর যাইতে পারে না, কিছুদূর উঠিয়াই নীচে পড়িয়া যায়। নীচ কখন উচ্চপদ লাভের উপযুক্ত হয় না।

এঁড়ে গরু, মা টেনে দো।

কোন ব্যক্তির দুধের দরকার হওয়ায় একটি গরু দেখিয়া সে একজনকে উহার দুগ্ধ দোহন করিতে বলিল। লোকটি গরুর কাছে গিয়া বলিল, "মহাশয়, এ যে এঁড়ে গরু।" পূর্বোক্ত লোকটি বলিল, "তা হোক, তুই টেনে দো।" যাহা অসম্ভব তাহা করিতে যাওয়া। "চাউল নাই, তবে তাতে ভাত রাঁধ।"

এক আঁচড়ে চেনা যায়।

সামান্য চিহ্নেই বস্তু বা ব্যক্তির গুণাগুণ বুঝা যায়। কৃপণ লোকে পয়সা খরচের ভয়ে তেল মাখে না, তার গায়ে একটি আঁচড় দিলেই গায়ের খড়ি দেখা যায়।

এক ওয়াকিফহাল,
সাত নবিসিন্দা।

একজন পারদর্শী সাতটি শিক্ষানবিসের তুল্য। সাতজন শিক্ষানবিস যাহা করিতে অক্ষম, একজন বিশেষজ্ঞ তাহা করিতে সমর্থ।

এক কলসী জল তুলে
কাঁকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি
বাগদিনীর ভাত।

কথিত আছে, একসময়ে মহাদেব কৃষিকার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি কুচুনী পাড়ায় আসিয়া চাষ আরম্ভ করিলেন, বহুদিন কৈলাসে গেলেন না। তখন ভগবতী বাগদীর মেয়ের বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। বাগদিনীকে দেখিয়া মহাদেব মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবতী প্রস্তাব করিলেন, যদি তুমি আমার সহিত সমভাবে কাজ করিতে পার, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া প্রতিপালন করিতে পারি। মহাদেব তাহাতেই সম্মত হইলেন। এদিকে ভগবতীর মায়ায় জমির জল সব শুকাইয়া গেল, বৃষ্টিও নাই, মহাদেব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবতী বলিলেন, "এস কলসী করিয়া জমিতে জল তুলিয়া দিই।" মহাদেব কলসী লইয়া জল তুলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু দুই এক কলসী জল তুলিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। তখন ভগবতী শ্লেষ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "এক কলসী জল তুলিয়াই তুমি কোমরে হাত দিয়া বসিয়া পড়িলে, আর এই ক্ষমতা লইয়া তুমি বাগদিনীর ভাত খাইতে চাও?" কার্যে পুরুষের অক্ষমতা সম্বন্ধে এই প্রবাদটি স্ত্রীলোক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়।

এক কলসী দুধে
এক ফোঁটা চোনা।

দুধে চোনা অর্থাৎ গোমূত্র পড়িলে কলসীর দুধ কাটিয়া নষ্ট হইয়া যায়। অনেক ভাল কাজ করিয়া শেষে একটি মন্দ কাজ করিলে ভাল কাজের জন্য সব সুনাম নষ্ট হয়।

এক কাটে ভারে, এক কাটে ধারে।

অস্ত্রের ধার ও ভার দুই না থাকিলে কোন জিনিস কাটা যায় না। সেইরূপ

মানুষের এক পয়সার জোরে লোকে বাধ্য হয়, আর এক বিনয়াদি গুণে বাধ্য হয়, কিন্তু গুণ বা পয়সা না থাকিলে কেহ বাধ্য হয় না। 'ধারে কাটে আর ভারে কাটে' দ্রঃ।

এক কান কাটা শহরের বার দে যায়, দু'কান কাটা শহরের ভিতর দে যায়।

যে অল্পমাত্রায় "বেহায়া", তাহার কতকটা লজ্জাভয় আছে, সে আত্মগোপন করিয়া লোকনয়নের বহির্ভূত থাকিতে চেষ্টা করে, কিন্তু যে পূর্ণমাত্রায় "বেহায়া" তাহার লজ্জাভয় কিছুই নাই, ইহাই এই উক্তির অর্থ।

এক কানে শুনে, অন্য কানে বেরোয়।

এক কান দিয়া শুনিতেছে, আর অন্য কান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে, কথাতে কিছুই মনোযোগ দিতেছে না। যে উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া তদনুসারে কার্য করে না, তাহারই সম্বন্ধে এ উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এককে আর, দেখবে বেগার।

বেগার ধরিয়া কাজ করাইলে কাজ প্রায় ঠিক হয় না, এককে আর হইয়া যায়।

এক ক্ষুরে মাথা মুড়ানো।

সকলেরই এক দশা। "All tarred with the same brush."

এক গাঁয়ে (বা দেশে) ঢেঁকি পড়ে, আর (বা অন্য) গাঁয়ে (বা দেশে) মাথাব্যথা।

এক গাঁয়ে ঢেঁকিতে চাল কুটা হইতেছে, সে শব্দে অন্য গাঁয়ের লোকের মাথা ধরিতেছে। অনধিকারচর্চা সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

এক গাছের ছাল অন্য গাছে জোড়া লাগে না।

পর কখনও আপন হয় না।

এক গুল্‌লে (বা গুলতিতে) দুই পাখী মারা।

একটি গুলতি দ্বারা দুইটি পাখী বধ করা। এক কার্য করিবার উপলক্ষে সেই সঙ্গে অপর একটি কার্য সম্পন্ন করা। "Killing two birds with one stone."

এক চির পান দু চির হ'ল, সোনার সিংহাসনে ভাগ বসিল।

সপত্নী আগমনে প্রথমা স্ত্রীর আক্ষেপোক্তি। স্বামী বিভক্ত হইয়া দুই স্ত্রীর হইল, এবং প্রথমা স্ত্রীর প্রভুত্বও ক্ষুণ্ণ হইল—এই ভাব সূচিত হইয়াছে।

এক চোখে কাঁদা, এক চোখে হাসা।

কপটাচারীরা এক চোখে কাঁদে, অন্য চোখে হাসে, অর্থাৎ বাহিরে খুব কাতরতা প্রকাশ করে, কিন্তু মনে মনে হাসিতে থাকে। কিংবা হরিষে বিষাদ। একই সময়ে একটি সুসংবাদ ও আর একটি দুঃসংবাদ পাইলেও এইরূপ অবস্থা হয়।

এক ছেলে তার ফুলের শয্যে, পাঁচ ছেলে তার কাঁটার শয্যে।

যার একটি মাত্র পুত্র, সে ছেলেকে অনেক আদর যত্নে রাখে, কিন্তু অনেকগুলি সন্তান জন্মিলে ছেলেদের আর তেমন আদর থাকে না।

এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না সেই বা কেমন বঁড়শি। এক ডাকেতে সাড়া দেয় না সেই বা কেমন পড়শী।

এক টান বা খেঁচ দিলে যে বঁড়শিতে মাছ বেঁধে না, তাহা ভাল বঁড়শি নয়। আর যে প্রতিবাসী একবার ডাকিলেই সাড়া দেয় না, সে সৎপ্রতিবেশী নয়। উভয়েই উপকারে আসে না।

এক পয়সা নাই থলিতে, লাফিয়ে বেড়ায় গলিতে।

এদিকে অন্নের সংস্থান নাই, কিন্তু বাহিরে খুব "গরগরম" করা আছে।

এক পাঁঠা তিনবার কাটা।

"এক মুরগি সাত জায়গায় জবাই।" যেমন, একখানি পুস্তক রচনা করিয়া একাধিক ব্যক্তিকে পৃথক্‌ভাবে উৎসর্গ কর, বা একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একাধিক সভায় পাঠ করা।

এক পাগলে রক্ষা নাই, সাত পাগলের মেলা।

একটি বিরক্তিকর বস্তুই যথেষ্ট, তাহার উপর আবার অপর বিরক্তিকর বস্তু উপস্থিত হইলে সমধিক জ্বালা সহ্য করিতে হয়।

এক পা জলে, এক পা স্থলে।

"দু নৌকায় পা।" কিংকর্তব্যবিমূঢ় হওয়া। দুইটি পরস্পর বিরোধী কার্য এক সময়ে সম্পন্ন করিবার প্রয়াস করা।

এক পুতের আশা, আর নদীর তীরে বাসা।

একটিমাত্র পুত্রের পিতামাতাকে কখন যে সেই পুত্রটির লোকান্তরগমনে অপুত্রক হইতে হইবে এই দুশ্চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হয়। "এক পুত্রের আশ, নদীকূলে বাস, ভাবনা বার মাস।"

'একবরে' ভাতারের মাগ চিংড়িমাছের খোলা, 'দোজবরে' ভাতারের মাগ নিত্যি করেন গোলা, 'তেজবরে' ভাতারের মাগ সঙ্গে বসে খায়, 'চারবরে' ভাতারের মাগ কাঁধে চ'ড়ে যায়।

এক বরের স্ত্রী হেলাফেলা, দোজবরের স্ত্রী গলার মালা।

দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী প্রথম পক্ষের পত্নীর অপেক্ষা স্বামীর অধিকতর আদরণীয়া হয়।

একবারের রোগী আর বারের রোজা।

যে একবার রোগ ভোগ করিয়াছে, সে অন্যবারে সেই রোগের প্রতিকার করিতে সমর্থ হয়। লোক একবার কোন বিষয়ে ঠকিলে পরের বারে তাহাতে সাবধান হইয়া থাকে।

এক ব্যঞ্জন ভাত তাও আবার নুনে বিষ।

একটিমাত্র পুত্র যদি দুশ্চরিত্র হয়, তাহা হইলে পিতার কষ্টের আর অবধি থাকে না।

এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কব কার।

দুইই সমান দোষী হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Six of one and half a dozen other."

এক মন হলে সমুদ্র শুকায়।

একতা অবলম্বন করিয়া কার্য করিলে সমুদ্রের অপরিমিত জল শুকাইতে পারা যায়। সমবেত হইয়া কার্য করিলে অসাধ্যও সাধিত হয়, প্রবল শত্রুও বলহীন হয়।

এক মাঘে শীত যায় না।

একটি বিপদ্ হইতে মুক্তি পাইলে যে আর বিপদ্ ঘটিবে না, এটি মনে করিবে না।

এক মানিক সাত রাজার ধন।

মানিক (বৃহদাকার চুনি) বড়ই মূল্যবান্ রত্ন। প্রিয়পুত্র বা অপর স্নেহ-পাত্রকে "সাত রাজার ধন মানিক" বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

এক মায়ের এক পুত, খায় দায় যমের দূত।

একমাত্র পুত্র অত্যধিক আদর পাইয়া দুর্দমনীয় হইয়া উঠে।

এক মুখে দুই কথা।

এক মুখে দুই প্রকার কথা। যে প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা করে না, বা সাক্ষাৎভাবে তাহা অস্বীকার করে, তৎসম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এক মুরগি কবার জবাই ?
"এক পাঁটা তিনবার কাটা" দ্রঃ।

এক যাত্রায় পৃথক্ ফল।
একসঙ্গে একই কার্য আরম্ভ করিয়া একজন যদি পুরস্কৃত এবং অপর জন যদি তিরস্কৃত হয়, তাহা হইলে তাহাদের এক যাত্রায় পৃথক্ ফল বলা হয়।

এক রত্তি দড়ি, সকল ঘর বেড়ি।
ক্ষুদ্র সলিতা সহযোগে প্রজ্বালিত প্রদীপ সমস্ত ঘরকেই আলোকিত করে। বস্তু সামান্য হইলেও কার্যকর হয়।

এক লাউয়ের বিচি, কেউ কচে কচর্‌কচর্ কেউ বা আছে কচি।
একটা লাউএরই কতকটা অংশ পাকিয়া গিয়া বিচি কচ্‌কচ্ করিতেছে, আবার কতক অংশ কচি আছে। এক মাতা-পিতার সন্তানেরা বিভিন্ন প্রকৃতি হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

একলা ঘরের গিন্নী হব, চাবিকাটি ঝুলিয়ে নাইতে যাব।
কোন প্রভুত্বাভিলাষিণী রমণীর উক্তি—
এমন ঘরে বিবাহ হইবে যে, শাশুড়ী ননদ প্রভৃতি কেহ থাকিবে না, আমি স্বয়ং গৃহিণী হইব, সুতরাং বাক্স সিন্দুকের চাবিও আমার আঁচলে ঝুলবে। একাধিপত্য করিবার ও ঐশ্বর্য দেখাইবার অভিলাষ এই উক্তিটিতে সূচিত করে।

একা ঘরের একা ভাই খেতে বড় সুখ, মারতে গেলে ধরতে নাই তাই বড় দুখ।
একান্নবর্তিতা প্রথার অনুকূলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

একা রামে রক্ষা নাই দোসর লক্ষ্মণ (কিংবা সুগ্রীব দোসর)।
একা রামের বিক্রমই সহ্য করা যায় না, তাহার উপর সঙ্গে লক্ষ্মণ আছে। যে একাই কাজ করিতে পারে, অপরকে তাহার সহায় হইতে দেখিলে লোকে এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

এ কি ছেলের হাতের পিঠে (বা মোয়া) ?
ছেলের হাতের পিঠে যে কেহ ভুলাইয়া লইতে পারে। কোন পাকা লোকের নিকট হইতে কেহ কিছু ভুলাইয়া লইবার চেষ্টা করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

এ কি মোর জ্বালা, মেয়ে চামকাটি ডালা, কানে দু'টা ঘুরঘুরে গলায় মতির মালা।
মেয়ে দেখিতে চামকাটা ডাইনীর মত; সে আবার কানে ঘুরঘুরে এবং গলায় মতির মালা পরিয়া দেহের শোভা বাড়াইয়াছে। অসহনীয় বিষয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

একুশ কোড়া শুনে খান, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান।
কথিত আছে যে, কোন রাজকন্যা তাহার উপপতির দারুণ প্রহার সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু স্বামী যদি তার গায়ে একটি ফুল ছুঁড়িয়া মারিত, অমনই তাহার আঘাতে মূর্ছিত হইত। অত্যধিক "সুখী শরীরের" (delicacy of health) বা অভিমানীর (sensitiveness) ভান সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এ কূল ও কূল দু'কূল গেল।
"ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ।" এদিকও নষ্ট হইল, ওদিকও নষ্ট হইল; কোন দিকেই কোন উপায় রহিল না।

একেন পাপ শতেন কিংবা।
একটি পাপকার্য করিলেও তাহা পাপ, আর একশত পাপকার্য করিলেও তাহা পাপ। একটা মন্দ কাজ করিয়া যাহারা আরও পাঁচটা পাপ করিতে উদ্যত হয়, তাহারাই এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

একে মনসা তায় ধুনার গন্ধ।
স্বভাবতঃই কোপনপ্রকৃতি ব্যক্তি সামান্য উত্তেজনা পাইলেই অধিকতরভাবে ক্রোধান্বিত হয়।

একে ক্বণু ঝণু, দুইয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।
ইহা অধ্যয়ন-বিষয়ক প্রবাদ। একটি ছাত্র একা পড়িতে বসিলে তাহার পড়ায় ভাল মন যায় না, ক্বণু ঝণু করে; দুই জনে বসিলে পরস্পরের সাহায্যে ভাল পড়া হয়। কিন্তু তিন জন হইলে গোলমাল হয়; আর চারি জন একত্র মিলিত হইলে গল্প ও খেলার হাট বসিয়া যায়, পড়া আদৌ হয় না।

এখন না শুনলে বঁধু যৌবনের ভরে, পশ্চাতে কাঁদিতে হবে অঝরঝরে।
কেহ কথা না শুনিয়া কষ্ট পাইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

এগুনে দর্শনধারী পশ্চাৎ গুণবিচারী।
লোকে প্রথমেই প্রিয়দর্শন বস্তু বা ব্যক্তিকে ভালবাসে, তারপর গুণ বিচার করিয়া দেখে। ("আগে দর্শনধারী" দ্রঃ।)

এগুলেও নির্বংশের বেটা (কিংবা ভেড়ের ভেড়ে) পেছুলেও নির্বংশের বেটা।
এদিকে গেলেও মন্দ, ওদিকে গেলেও মন্দ, এইরূপ উভয়সংকট অবস্থা। প্রাণপণে কার্য করিয়াও কিছুতেই অপরের সন্তোষ উৎপাদন করিতে না পারা।

এণ্ড যায়, ব্যাণ্ড যায়, খোলসে বলে আমিও যাই।
চ্যাং মাছ ও ব্যাঙকে লাফাইতে দেখিয়া খোলসে মাছও সেইরূপ লাফ দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য হইল না। যে যে-কাজ করিতে অক্ষম, সমর্থ অপরের অনুকরণ করিতে গিয়া সে সকলের হাস্যভাজন হয়।

এড়ে (বা ছেড়ে) দিয়ে তেড়ে ধরা।
কোন সুযোগ একবার চলিয়া গেলে তাহা ধরিবার চেষ্টা নিষ্ফল।

এত সুখ যদি তোর কপালে, তবে কেন তোর কাঁথা বগলে ?
তুমি মুখে বলছ বেশ সুখে আছ, কিন্তু বাহ্য লক্ষণ দেখিয়া ত তাহা মনে হয় না। কাহারও অযথা আত্মগৌরব বর্ণনায় অবিশ্বাস—এই প্রবাদটি সূচিত করে।

এ তো মুলোবাড়ী নয়, এ যে বেগুনবাড়ী।
মুলোর চাষ বৎসরে একবার হয়, এবং একবার উপড়াইয়া লইলেই ফুরাইয়া যায়। আর বেগুনের চাষ বার মাসই হয়। এবং বার মাসই কিছু কিছু ফল পাওয়া যায়। যেস্থানে এক সময়ে কিছু সাহায্য পাওয়া যায়, সেই স্থানকে মুলোবাড়ী বলা যায়; যেস্থানে অল্প পরিমাণে হইলেও সর্বদাই সাহায্য পাওয়া যায়, সে স্থানকে বেগুনবাড়ী বলা যায়।

এত সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়।
ইহার বুদ্ধি এত সূক্ষ্ম যে নাই বলিলেও হয়। বুদ্ধিহীন লোক সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

এনে দাও কাছে মারি, বাপের পুণ্যে নড়তে নারি।
অলস ব্যক্তি সম্বন্ধে এই উক্তিটি প্রযোজ্য।

এবারকার রোগী, সেবারকার রোজা।
'একবারের রোগী, আরবারের রোজা' দ্রঃ।
আজ যে সাহায্যপ্রার্থী কাল সে সাহায্য দিতে পারে এরূপ অর্থও হয়।

এমনি যায় না মাস, আবার দুদিন বেশী।
কষ্টের উপর আরও কষ্ট আসিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

এয়সা দিন নেহি রহেগা।
কথিত আছে, কোন বাদশার অঙ্গুরীয়ের উপরে এই প্রবাদটি খোদিত ছিল। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

এলো শ্রাদ্ধের গুঁতো দক্ষিণা।
বিশৃঙ্খল শ্রাদ্ধের দক্ষিণা গুঁতো অর্থাৎ প্রহার লাভ হইয়া থাকে। যে কাজে কোন শৃঙ্খলা নাই, সেখানে লাভ না হইয়া লোকসানই হয়।

ও

ওঝার ঘাড়ে বোঝা।
যে ব্যক্তি যে বিপদের প্রতিকার করে, তাহারই বিপদ্‌প্রাপ্ত হওয়া।

ওঝার বেটা বনগরু।
পণ্ডিতের মূর্খ পুত্র।

ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে (নেকড়ায় আগুন দিয়ে)।
'উঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' দ্রঃ।

ওল, কচু, মান, তিনই সমান।
সকলগুলিই তুল্য-মূল্য।

ঔ

ঔষধ ধরেছে।
যাহা বলা হইয়াছে বা অপর সম্বন্ধে যাহা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।

ঔষধার্থে সুরাপান।
ধর্মশাস্ত্র অনুসারে সুরাপান নিষিদ্ধ, তবে প্রাণরক্ষার্থে উহার ব্যবহারে দোষ নাই। বিশেষ সংকটে পড়িলে অবৈধ কার্য অনিবার্য।

ক

কংস রাজার বদ (বধ) ফরমাশ।
অন্যায় ও অসম্ভব আদেশ সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ক অক্ষর গোমাংস।
ক অক্ষর গোমাংস স্বরূপ অর্থাৎ গোমাংস যেরূপ অস্পৃশ্য, সেইরূপ বর্ণমালাও যাহার নিকট অস্পৃশ্য হইয়া রহিয়াছে। ঘোর মূর্খ —বর্ণপরিচয়ও হয় নাই।

কইতে জানলে ঠকি না, বসতে জানলে উঠি না।
বুঝিয়া কাজ করিলে ঠকিতে হয় না।

কই মাছের প্রাণ।
কই মাছ সহজে মরে না। উনুনে চাপাইবার পরও লাফায়।

কখনও খেও না তালে আর ঘোলে; কখনও ভুলো না ঢেমনের বোলে।
কদাচ বিরুদ্ধ ভোজন করিও না এবং লম্পটের কথাতেও কখনও বিশ্বাস করিও না।

কচি খুকী, কুলোয় শুয়ে ভুলোয় দুধ খান।
নির্বুদ্ধি বয়ঃস্থা স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কচি পাঁঠা, পাকা মেষ, দইয়ের আগা ঘোলের শেষ; এইগুলো খেতে বেশ।

কচু পোড়া খাও।
গালাগালিস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কচু পোড়াইয়া কেহ খায় না - ভাতে দিয়াই খায়।

কচুবনের কালাচাঁদ।
যে লম্পট-স্বভাব ব্যক্তি রমণীদিগকে ভুলাইবার জন্য কচুগাছের জঙ্গলে লুকাইয়া বসিয়া থাকে, তাহাকে কচুবনের কালাচাঁদ বলে।

কচুর বেটা ঘেঁচু, বড় বাড়েন ত মান।
কচুজাতীয় মূলের মধ্যে মানই সর্বাপেক্ষা বড়। নীচ যতই বড় হউক, তাহাকে নীচই থাকিতে হইবে।

ক টি ছেলে, না পুড়িয়ে খাব।
অসংগত উত্তর।

কড়ি দিয়ে কানা গরু কেনা।
অজ্ঞতাবশতঃ অর্থ ব্যয় করিয়া প্রবঞ্চিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কড়ি দিয়ে কিনবো দই, গোয়ালিনী মোর কিসের সই?
যদি পয়সা দিয়া কাহারও নিকট কিছু কিনিতে হইল, তবে সে কিসের আত্মীয়?

কড়ি দিয়ে খাই দই, কি ক'রবে মোর গয়লা সই।
যে কোন বিষয়ে কাহারও নিকট বাধ্য নহে, সে এই প্রবাদের ব্যবহার করিয়া থাকে।

কড়ি দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়া।
অর্থকে অর্থ গেল, অথচ আপনাকে পরিশ্রম করিতে হইল।

কড়ি নেবে গুণে, পথ চলবে জেনে।
টাকা পয়সা কাহারও নিকট হইতে লইবার সময় গণিয়া লইতে হয়, এবং পথের কোথায় কি আছে জানিয়া পথ চলিতে হয়।

কড়ি ফটকা চিঁড়ে দই, কড়ি বিনে বন্ধু কই।
পয়সা দিলে চিঁড়েও মিলে, দইও মিলে। অর্থেই সব পাওয়া যায়- অর্থের তুল্য বন্ধু নাই।

কড়ির জিনিস পড়িস না।
মূল্যবান্ বস্তু সাবধানে রাখিতে হয়।

কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে।
বৃদ্ধের যে বিবাহ হয়, অর্থই তাহার মূল।

কড়ি হলে বাঘের দুধ মেলে।
অর্থব্যয়ে সকল কার্যই সম্পন্ন হয়।

কণ্টক বিনা কমল নাই, কলঙ্কশূন্য চন্দ্র নাই।
জগতে কিছুই নির্দোষ নাই। "No rose without thorns."

কতই বা দেখব আর, ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।
যে অবস্থার অতিরিক্ত বেশভূষা করিয়া হাস্যাস্পদ হয়, তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

কতই সাধ ছিল রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে।
নৈরাশ্যব্যঞ্জক উক্তি।

কতই সাধ হয় চিতে, ফোগলা দাঁতে মিশি দিতে।
যাহা হইবার নয় সে সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি।

কতক্ষণ রহে শিলা শূন্যেতে মারিলে?
কবি কাশীরাম দাসের এই পংক্তিটি বাঙ্গালার প্রবাদ বাক্যরূপে চলিতেছে।

কত জলে কত মুসুরি ভেজে দেখ!
অর্থাৎ যাহা জানিতে না তাহা এখন অবগত হও।

কত ধানে কত চাল (জান না?) কোন কাজের হিসাব রাখ না।

কত শত গেল রথী, শেওড়াতলার চক্রবর্তী।
অপারক ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

কথা টলার চেয়ে পা টলা ভাল।
অঙ্গীকার পালন করা প্রধান কর্তব্য।

কথা বেচে খাওয়া।
লোককে ঠকাইয়া জীবিকা নির্বাহ করা। "Living by one's wits."

কথায় কথা বাড়ে, ভোজনে পেট বাড়ে।
তর্কস্থলে কথা বন্ধ করিলেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। যত বেশী আহার করা যাইবে, আহারের স্পৃহা ততই বাড়িয়া যাইবে।

কথায় চিঁড়ে ভেজে না।
কেবল বাক্যব্যয়ে কোন কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

কথায় কথা, কাজের নহে।
বাজে কথা, উহার কোন মূল্য নাই।

কথার গুণে বার্তা নষ্ট।
বলিবার দোষে উদ্দিষ্ট বিষয় ফলদায়ক হয় না।

কথার নাই মাথা,
বেঙে খায় চিঁড়ে দই।
নিতান্ত অবিশ্বাস্য কথা।

কথা শুনে পেটের ভাত চাল
হয়ে যায়।
ভয়ের বা বিপদের সংবাদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কথা শুনে হরিভক্তি উড়ে গেল।
নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় কথা।

কদম গাছের কানাই।
লম্পট ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

কনের ঘরের মাসী,
বরের ঘরের পিসী।
দুই পক্ষে যোগ দিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

কনের মা কাঁদে আর টাকার
পুঁটুলি বাঁধে।
কন্যা বিক্রয়স্থলে মাতার যেমন হয়, সেইরূপ একদিকে শোক, অপর দিকে অর্থলালসা প্রকাশ পাইলে এই বাক্যের প্রয়োগ হয়।

কপট প্রেমে লুকোচুরি,
মুখে মধু হৃদে ছুরি।
কপট প্রণয়স্থলে মুখে মিষ্ট কথা বলে', মনে মনে অনিষ্ট চেষ্টা করে।

কপাল ছাড়া পথ নাই।
যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহা ঘটিবেই।

কপাল ভাঙ্গলে জোড়া লাগে না।
অদৃষ্ট একবার অপ্রসন্ন হইলে শীঘ্র আর সে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

কপাল সঙ্গে সঙ্গে যায়।
যাহার অদৃষ্ট মন্দ, তাহার কোন স্থানেই সুখ নাই।

কপালে নাইকো ঘি,
ঠক্‌ঠকালে হবে কি।
যাহা অদৃষ্টে নাই, তাহা শত চেষ্টাতেও পাইবে না।

কপালের এমনি ফের, যাব বিয়ে
কর্তে কাটি শংকর ঘোষের বেড়।
অদৃষ্ট মন্দ হইলে, আনন্দের কার্য করি‍তে গিয়া পরিশ্রমের কার্য করিতে হয়।

কপালের লিখন, না যায় খণ্ডন।
অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবেই।

কম্বলের লোম বাছলে থাকে কি?
যেখানে সকলেই মন্দ, সেখানে মন্দ লোক বাছা চলে না। "ঠক বাছতে গাঁ উজাড়।"

কয়লা না ছাড়ে ময়লা।
দুষ্ট লোককে যতই উপদেশ দাও, সে মন্দ স্বভাব ছাড়ে না।

কর গোবিন্দ বাপের শ্রাদ্ধ,
আরও বামুন আছে।
বাপের শ্রাদ্ধ কর, পুরোহিতের অভাব হইবে না।

কর যদি তাড়াতাড়ি,
ভুলের হবে বাড়াবাড়ি।
"The more haste, the less speed."

কর্জ করে যেই, কষ্ট পায় সেই।
ঋণী দুঃখী, অঋণীই সুখী।

কর্তা মুগের ডাল খান না।
কেন খান না? পান না তাই খান না।
দুষ্প্রাপ্য জিনিসে বৈরাগ্য প্রকাশ। "Grapes are sour."

কর্তা যে ঘি খান, তা এক আঁচড়েই
মালুম।
যাহার গায়ে আঁচড়ে খড়ি ফুটে সে নিশ্চয়ই ঘি খায় না বলিয়া বুঝা যায়। পরীক্ষাতেই বিদ্যা প্রকাশ হইয়া পড়ে।

কর্তার ইচ্ছায় কর্ম,
উলুবনে কীর্তন।
যাঁহার হাতে কর্তৃত্ব থাকে, তাঁহার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ হইয়া থাকে। তাহাতে অপরের প্রতিবাদ বৃথা হয়।

কলমে কায়স্থ চিনি,
গোঁপেতে রাজপুত।
চিকিৎসক চিনতে পারি
যার ঔষধ মজবুত॥
কলমে অর্থাৎ লেখার কায়দা দেখিয়া কায়স্থ চেনা যায়; গোঁফের বহর দেখিয়াই রাজপুত জাতি চিনিতে পারা যায়; আর যাহার ঔষধে রোগ আরাম হয়, তাহাকেই চিকিৎসক বলিয়া চেনা যায়।

কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কত
থাকে।
যদি আয় না থাকে, তবে পূর্বসঞ্চিত ধন ব্যয় করিতে করিতে শীঘ্রই শেষ হইয়া যায়।

কলার ভেলায় সমুদ্র পার।
সামান্য উপায়ে বৃহৎ কার্য সম্পাদনের বৃথা চেষ্টা।

কলুর ছেলে, গয়লার গাই
গৃহস্থকে পুষতে নাই।
কলুর ছেলে কেবল ঘানিগাছে বসিয়া থাকিতে পারে, অন্য কাজ পারে না গোয়ালার গাভীও রাত্রে চোরা খায়, অন্য খাবার পছন্দ করে না, সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে উহা অসুবিধাজনক।

কলুর বলদ।
কলুর বলদের চক্ষু ঢাকা থাকে। সে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়া একই কার্য করিতে জানে। যে নিজের ভালমন্দ না বুঝিয়া কেবল পরের উপদেশমত কাজ করে, তাহার সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

কল্লার (বা ছুঁচের) ঘাড় বোল্লায়
(বা বোলতায়) ভাঙ্গে।
ছুঁচের শাস্তি আছেই।

কষ্টে যত্ন মেলে রত্ন।
যত্ন করিয়া কার্য করিলে কার্যসিদ্ধি ঘটে।

কষ্ট দিয়ে দান, আর পিত্তি মেরে
ভোজন।
পিত্তি পড়িলে আর ভোজনে সুখ বা রুচি থাকে না; অনেক কষ্ট দিয়া দান করিলে গ্রহীতার মনে সুখ হয় না। উভয়ই দুঃখপ্রদ।

কষ্ট বই ইষ্ট নাই।
"নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।" "No pain, no gain."

কষ্ট বিনা কৃষ্ণ মিলে না।
ঐকান্তিক যত্ন বা সাধনা না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না।

ক'ষতে ক'ষতে বাঁধন ছেঁড়ে।
অধিক টানে বন্ধন-রজ্জু ছিন্ন হইয়া যায়। আধিক্যের কুফল বুঝাইতে ব্যবহৃত।

কাঁচপোকায় আরশুলা ধরা।
এমন অবস্থায় পড়া যে যখন তাহা হইতে আর নিষ্কৃতি লাভের আশা থাকে না।

কাঁচা গাঁথুনির দুনো খাটুনি।
গাঁথিবার সময় একবার পরিশ্রম করিতে হয়, এবং শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় এজন্য সেগুলি সরাইবার জন্য আবার পরিশ্রম করিতে হয়।

কাঁচা গাঁথুনির নাই আঁটুনি।
কাঁচা গাঁথুনির আঁট নাই, অর্থাৎ মজবুত কম।

কাঁচা শুয়ে ঢিল মারা।
অপ্রীতিকর কার্যে লিপ্ত থাকিলে, নিজেরই অনিষ্ট হয়।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরা।
অপরিণত বয়সেই চরিত্রহীন হওয়া।

কাঁচা মাটিতে পা দেওয়া।
যাহার ভিত্তি দৃঢ় নহে, তাহার উপর নির্ভর করিলে ইষ্টলাভ হয় না।

কাঁচায় নোয় না বাঁশ,
পাকলে করে ট্যাসট্যাস।
বাঁশ পাকিলে আর নোয়ানো যায় না। বাল্যকালে সুশিক্ষা না দিলে, সন্তান দুর্নীত হয়, উত্তরকালে তাহাকে আর সংশোধন করিতে পারা যায় না।

কাঁটা গাছের তলায় থাকা।
সর্বদাই শঙ্কিত ও অসুখী থাকা।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
শত্রু দ্বারাই শত্রুকে শাসন করিতে হয়।

কাঁঠালের আমসত্ত্ব।
অসম্ভব বস্তু বা ব্যাপার। যেমন, "সোনার পাথরবাটি।"

কাঁড়ানো চালে তিন ঘা পাড়।
যে কার্য সম্পন্ন হইয়াছে, সে সম্বন্ধে পরিশ্রম করা নিষ্প্রয়োজন। পাড়—ঢেঁকির আঘাত।

কাঁধে কুড়ুল, বনময় খোঁজা।
যাহা আপনার কাছেই আছে, অপর স্থানে তাহার অন্বেষণ।

কাক ও কোকিল একই বর্ণ, কিন্তু স্বরে ভিন্ন ভিন্ন।
সাধু ও অসাধু আকৃতিতে চেনা যায় না, কাজে চেনা যায়।

কাক খায় কাঁঠাল, বকের মুখে আঠা।
কাক চুরি করিয়া কাঁঠাল খাইয়া শাস্তি পাইবার ভয়ে বকের মুখে আঠা লাগাইয়া দিল। ফলে বক উত্তমমধ্যম প্রহার লাভ করিল। একজনের অপরাধে অন্য জনের শাস্তি।

কাক মরল ঝড়ে, পেঁচা বলে আমার শাপ লাগল হাড়ে হাড়ে।
কাক চিরকালই পেঁচার শত্রু। যে কারণেই ঘটুক না কেন, শত্রু নিপাত হওয়াতে পেঁচা আপনার বীরত্বের ও কৃতিত্বের আস্ফালন করিতে লাগিল। কোন প্রবল ব্যক্তি বিপদে পড়িলে অত্যাচারিত দুর্বল ব্যক্তি মনে করে যে, তাহার অভিসম্পাতেই প্রবল এইরূপ বিপন্ন হইয়াছে।

কাক সকলের মাংস খায়, কাকের মাংস কেহ খায় না।
প্রবঞ্চক সকলকেই ঠকায়, তাহাকে কেহ ঠকাইতে পারে না।

কাকে নিয়ে গেল কান, কাকের পিছনে পিছনে ছোট।
আপনার কানে হাত দিয়া না দেখিয়া কাকের পশ্চাৎ ধাবিত হওয়া। নিজে বিবেচনা না করিয়া অপরের কথায় উত্তেজিত হওয়া।

কাকের ডিমও সাদা হয়, বিদ্বানের ছেলেও গাধা হয়।
কাকের ডিম শ্বেতবর্ণ হইলেও তৎপ্রসূত শাবক কৃষ্ণবর্ণ হয়; বিদ্বানের ঔরসজাত সন্তানও মূর্খ হইতে পারে।

কাকের পাছে (বা পিছে) ফিঙে লাগা।
কাহাকেও অনবরত উত্ত্যক্ত করা।

কাকের বাসায় কোকিলের ছা, জাত স্বভাবে কাড়ে রা (রব)।
কেহ আপনার স্বভাব পরিত্যাগ করে না।

কাকের মাস, কাকে খায় না।
সমধর্মী ব্যক্তিরা পরস্পরের অনিষ্ট করে না।

কাকের লুকানো।
কাক কোন খাদ্যাদি লইয়া গিয়া এমন জায়গায় লুকাইয়া রাখে যে, একটু পরে সে তাহা আর খুঁজিয়া পায় না।

কাঙলা আপনা সামলা।
অগ্রে আপনাকে রক্ষা করা কর্তব্য। পরে পরোপকার।

কাঙালকে শাকের ক্ষেত দেখাতে নাই।
যাহাতে লোকের লোভ বাড়ে, এমন কাজ করিতে নাই।

কাঙালী মেরে কাছারি গরম।
গরীবকে মারিয়া আসর সরগরম করা।

কাঙালের কথা বাসি হলেই খাটে।
সামান্য লোকের উপদেশ কেহ প্রথমে গ্রহণ করে না, পরে ঠেকিয়া বুঝে যে, তাহার উপদেশ অনুসারে চলিলে বিপদ্ ঘটিত না।

কাঙালের (বা কাঙাল-পুতের) ঘোড়া-রোগ।
যে যাহার অধিকারী নয়, তাহা পাইবার জন্য অযথা আকাঙ্ক্ষা করা।

কাঙালের ঠাকুর ব্যাধি।
যে খাইতে পায় না, তাহার বাড়িতে ঠাকুর রাখিয়া সেবা করিবার আকাঙ্ক্ষা। অবস্থার অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা।

কাঙালের মরণ বিটকেল।
কাঙাল সুখে মরিতে পায় না, অনেক কষ্ট পাইয়া মরে।

কাঙালের মুড়কিই সন্দেশ।
আপনার অবস্থায় যাহা সম্ভবপর তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া। "গরীবের রাঙতাই সোনা।"

কাঙালের রাঙতাই সোনা।
আপনার অবস্থায় যাহা পাওয়া সম্ভব, তাহাই মূল্যবান্ জ্ঞান করা।

কাচে কাঞ্চনে সমান।
মুড়ি মিছরির একদর। কোন্‌টা অল্পমূল্য, কোন্‌টা বহুমূল্য তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই; কিংবা সংসার-বিরাগী—যাহার পক্ষে কাচ ও কাঞ্চন সমানভাবেই উপেক্ষণীয়।

কাছা খুলতে দেরি হয়,
অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইবার হইলে, নিমেষ-মধ্যেই হয়।

কাছা দিতে কোঁচা আঁটে না। আর কোঁচা দিতে কাছা আঁটে না।
"Cannot make both ends meet."

কাজ আটকালে বুদ্ধি যোগায়।
যখন কাজ আটকায়, তখন কাজ সম্পন্ন করিবার বুদ্ধি আপনা হইতেই আসে। গল্পে আছে, এক কাক কলসীতে জল খাইতে গিয়া দেখিল যে, জল এত অল্প আছে যে মুখ বাড়াইয়া পাওয়া যায় না। তখন সে কলসীতে কতকগুলা নুড়ি ফেলিয়া দিলে জল উপরে উঠিল; কাক এই উপায়ে জল খাইয়া তৃষ্ণা দূর করিল। "Necessity is the mother of invention."

কাজ সেরে বসি, শত্রু মেরে হাসি।
কাজ হাসিল করিয়া আনন্দ করিবে। "He laughs best who laughs last."

কাজির কাছে হিঁদুর পরব।
ভিন্নমতাবলম্বীর নিকটে স্বীয় মতের পোষকতা পাওয়া যায় না।

কাজির বিচার।
তোমার অর্ধেক আমার অর্ধেক। মাঝামাঝি রকম সামঞ্জস্য করা।

কাজে কম, খেতে যম।
যে ভৃত্য অধিক খায় অথচ কাজ অল্প করে তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কাজে কুড়ে, খেতে দেড়ে, বচনে মারে ভেড়ে ফুঁড়ে।
কাজে কিছুই নয় বটে, কিন্তু রীতিমত খায় এবং কটু বচন ব্যবহার করিয়া মানুষকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া মারে।

কাজের বেলা পায় না খুঁজে, খাবার বেলা আগে।
পরিশ্রমে বিমুখ, কিন্তু ভোজনে অগ্রগামী ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য।

কাজের বেলায় কাজি, কাজ ফুরুলে পাজি।
কাহারও দ্বারা স্বকার্য উদ্ধার করিয়া লইয়া পরে তাহাকে অগ্রাহ্য করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কাজের মধ্যে চাষ, রোগের মধ্যে কাশ।
এই উভয়ই অত্যন্ত কষ্টদায়ক।

কাজের মধ্যে দুই, খাই আর শুই।
অলস ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া প্রযোজ্য।

কাটতে কাটতে নির্মূল।
("ছিল ঢেঁকি" দ্রঃ।)

কাটা কইয়ের ন্যায় ছটফট করা।
সাতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করা।

কাটা কান চুল দিয়ে ঢাকি।
('আপনার মান দ্রঃ।)

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।
কষ্টের উপর কষ্ট।

কাটিলে রক্ত নাই,
কুটিলে মাংস নাই।
নিতান্ত সারহীন পদার্থ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কাঠ খায় আঙ্গরা হাগে।
উনান কাঠ খায়, অঙ্গার মলরূপে নিঃসারণ করে। যে মন্দ কাজ করিবে, সে মন্দ ফল পাইবে।

কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা।
রামচন্দ্রের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালীর সাহায্যের ন্যায় অতি সামান্য ব্যক্তিও বৃহৎ কার্যে সাধ্যানুসারে সাহায্য করিতে পারে।

কাঠের বিড়াল হউক না,
ইঁদুর ধরলেই হ'ল।
উপায় যেমন তেমন হউক না কেন, কার্যসিদ্ধি হইলেই হইল।

কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে,
চিনি নইলে খাবু নি,
চিন্তামণি চিন্তা করে
যোগান তারে অমনি।
অপ্রত্যাশিত স্থলেও ভগবান্ লোকের অভিলাষ পূর্ণ করেন।

কান কাঁদেন সোনারে,
সোনা কাঁদেন কানরে।
('কান চায় সোনারে' দ্রঃ।)

কান চায় সোনারে,
সোনা চায় কানেরে।
সোনা পরিলে কানের শোভা হয়, সুতরাং কান সোনাকে চায়; আবার সোনাও কানে যাইতে চায়, কেন না, কানে গেলে তাহার সৌন্দর্য বাড়ে। পরস্পর অনুরক্ত লোকে পরস্পরের সান্নিধ্য অভিলাষ করে।

কান টানিলে মাথা
আপনি আসে।
এক বিষয়ে চাপ দিলে, অপরে অন্য বিষয় সম্বন্ধেও অধীনতা স্বীকার করে।

কান নিয়ে গেল কাকে,
কাকের পাছে পাছে ছোটা।
('কাকে নিয়ে গেল কান' দ্রঃ।)

কানা (বা অন্ধ) ক'বার
নড়ি হারায়।
যাহা যাহার একমাত্র অবলম্বন তৎসম্বন্ধে সে সাতিশয় সতর্ক থাকে।

কানা, কুঁজো, খোঁড়া,
তিন অসতের গোড়া।
কথিত আছে, এই তিন প্রকার লোক সৎপ্রকৃতিক হয় না।

কানা, খোঁড়ার একগুণ বাড়া।
কথিত আছে, সাধারণ লোকের যেরূপ চরিত্র হয়, ইহাদের চরিত্র তাহা হইতে কতকটা স্বতন্ত্র।

কানা গরু বামুনকে দান।
অপ্রয়োজনীয় বস্তু দান করিয়া পুণ্যলাভের চেষ্টা।

কানা গরুর ভিন্ন মাঠ (বা গোঠ)।
"মুরারেস্তৃতীয়ঃ পন্থাঃ।" স্বতন্ত্র প্রকৃতির লোকের সকলই অন্যের অননুরূপ।

কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন।
যাহার যে গুণ নাই, তাহা সেই লোকে আরোপিত হওয়া।

কানা পুতে পোষে,
রাজার বউ শোষে।
পুত্র কানা অর্থাৎ নিতান্ত অকর্মণ্য হইলেও, পিতামাতাকে প্রতিপালন করিয়া থাকে, আর কন্যা রাজার স্ত্রী হইলেও অর্থাৎ খুব বড়মানুষের ঘরে পড়িলেও পিতামাতাকে প্রতিপালন করা দূরে থাক, তাঁহাদের নিকট হইতে নানা রকমে নানা দ্রব্য চাহিয়া লইয়া থাকে।

কানা পুতের নানা রোগ।
যে স্বভাবতঃই ক্লিষ্ট, তাহার নানা কষ্ট উপস্থিত হয়।

কানা মেঘের বৃষ্টি, সর্বত্র নহে দৃষ্টি।
খামখেয়ালী বড়লোকের নজর যাহার উপর পড়ে, সেই অর্থলাভ করে-- সর্বসাধারণে উপকৃত হয় না।

কানায়ে ভাগিনা।
রাধার সঙ্গে আয়ান ঘোষের ভাগিনা শ্রীকৃষ্ণের প্রেম—মামী ভাগনের প্রেম। লম্পট আত্মীয় সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কানু ছাড়া কীর্তন নাই।
যে সকল প্রসঙ্গেই একই কথার উত্থাপন করে, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

কাপড় হলে পচা,
আঙুল হয় খোঁচা।
কাপড় যখন পচিয়া যায়, নিজের আঙুল একটু লাগিলেই ছিঁড়ে। অদৃষ্টে যাহার ক্ষতি আছে, সামান্য উপলক্ষেও তাহা ঘটিয়া থাকে; তখন মিত্রও শত্রুতে পরিণত হয়।

কাপড়ে আগুন ঢাকা।
পাপকে মিথ্যার আবরণে চাপা দিবার চেষ্টা।

কামলা আপনি সামলা।
কামলা—রোগবিশেষ (jaundice)। "Physician! Heal thyself."

কামাতে পারে না নাপিত,
ধামাভরা ক্ষুর।

কামাতে কামাতে যায়
রঘুনাথপুর।
কাজ জানে না, শুধু কথা শিখিয়া রাখিয়াছে।

কামারকে ইস্পাত ফাঁকি।
কামারকে অস্ত্র গড়িতে দিয়া ইস্পাতের বদলে যদি লোহা দেওয়া যায়, তবে আপনাকেই ফাঁকি দেওয়া হয়। সে অস্ত্রে ধার হয় না।

কামার বুড়ো লে লোহা শক্ত হয়।
শক্তিহীন বৃদ্ধ কামার লোহা পিটিতে অসমর্থ হইয়া বলে লোহা শক্ত হইয়াছে।

কামারের কাছে ছুঁচ
বেচিতে আসা।
চতুর লোকের কাছে চালাকি করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

কামারের কাছে লোহা চুরি।
যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ তাহাকে সে বিষয়ে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করা।

কামারের কাছে লোহা জব্দ।
বলবান্ই বলবান্‌কে দমন করিতে পারে।

কামারের কুমোর বৃত্তি।
যে যে কাজে অপটু, সে সে কাজ করিতে গেলে সফলকাম হয় না।

কায়েতের ঘরে বিড়ালটাও
আড়াই অক্ষর পড়ে।
কায়স্থ ঘরে সকলেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। 'কায়েতের ঘরের মূর্খ' গালাগালি স্বরূপে ব্যবহৃত হয়। কায়েত প্রায়ই মূর্খ হয় না।

কায়েতের ছেলের
কলমের আগায় ভাত।
লেখাপড়া করিয়া কায়স্থ অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ হয়।

কায়েতের মূর্খ, কলুর বলদ।
কায়স্থ মূর্খ হইলে সাতিশয় নির্বুদ্ধি হয়।

কারও ঘর পোড়ে,
কেহ আগুন পোহায়।
কাহারও সর্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস। একের বিপদে অপরের সুখভোগ।

কারও শাকে বালি,
কারও দুধে চিনি।
কাহারও প্রয়োজনীয় বিষয়ে বিঘ্ন, কাহারও প্রয়োজনীয় বিষয়ের অতিরিক্তও বিদ্যমান।

কার কপালে কেবা খায়।
সকলেই নিজ নিজ অদৃষ্টানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করে।

কারণ বই কার্য নাই।
সকল কার্যের কারণ থাকিবেই থাকিবে। "*No smoke without fire.*"

কার শ্রাদ্ধ কেবা করে, খোলা কেটে বামন মরে।
যাহার কার্য সে মনোযোগী নয়, অপরে তাহার জন্য বৃথা খাটিয়া মরে। বিশৃঙ্খল অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

কার সাধ্য কেবা মারে খোদা যারে রাজি।
ঈশ্বর সুপ্রসন্ন থাকিলে অপরে কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

কারুর ঘর পোড়ে, কেউ ধোঁয়া খায়।
"কারও সর্বনাশ, কারও পৌষ মাস।"
('কারও শাকে বালি' দ্রঃ।)

কারে পড়লে আল্লার নাম।
বিপদের সময়ই লোকে ভগবানের নাম করে, সম্পদের সময় তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে।

কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস।
কাহারও সর্বনাশ হইতেছে, কিন্তু তাহাতে আর একজনের লাভ হওয়ায় সে আনন্দিত হইয়াছে।

কাল কাপড় রুখু মাথা, লক্ষ্মী বলেন থাকবো কোথা।
("ছেঁড়া কাপড় রুখু মাথা" দ্রঃ।)

কালনেমির লঙ্কাভাগ।
অতিরিক্ত আশা করিয়া নিরাশ হওয়া; যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা অল্প, তাহা ঘটিবে বলিয়াই স্থির করা। [রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে হতচেতন হইয়া পড়িলে মহাবীর হনুমান্ যৎকালে গন্ধমাদন পর্বতে ঔষধ আনিতে গমন করেন, সেই সময়ে কালনেমি রাবণের আদেশে ও লঙ্কার অর্ধেক রাজ্য প্রাপ্তির প্রলোভনে পড়িয়া গন্ধমাদনে যাইয়া হনুমান্‌কে ভুলাইবার চেষ্টা করে এবং অবশেষে তাহার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়।] "Building castles in the air."

কাল বামন, কটা শূদ্র, বেঁটে মুসলমান, ঘরজামাই, পোষ্যপুত্র, পাঁচ জনাই সমান।
কথিত আছে, এই পাঁচ প্রকার লোক প্রায় কখনই ভাল হয় না।

কাল যায়, আর জল যায়।
জলস্রোতের ন্যায় সময় শীঘ্র শীঘ্রই চলিয়া যায়।

কাল রাম রাজা হবে, না আজ রামের বনবাস।
আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপদ্; আশায় নৈরাশ্য।

কাল হাঁড়ি কিম্বা পাত, তবে দেখবি জগন্নাথ।
যখন পুরী যাইবার রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই, তখন লোককে হাঁটিয়া জগন্নাথ দর্শনে যাইতে হইত। পথের স্থানে স্থানে চটী ছিল, সেই চটীতে ঐ দেশের কালো রঙের হাঁড়িতে রাঁধিয়া খাইয়া কেয়াবনের ভিতর দিয়া পথিকদিগকে পথ অতিবাহন করিতে হইত। এইরূপ কষ্ট করিয়া যাইতে পারিলে জগন্নাথ দেখা যাইত।

কালা পুরুত, তোতলা যজমান।
এইরূপ মণি-কাঞ্চনযোগে মন্ত্র পড়াইবার কাজ কিছুতেই এগোয় না।

কালা বলে গায় ভাল, অন্ধ বলে নাচে ভাল।
যে ব্যক্তি যে বিষয়ে অনধিকারী, সে যদি সেই বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করে, তবে এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

কালা শুনে ঢাকের বাদ্যি, কালা বলে মোর বিয়ের বাদ্যি।
অপরের কোন কার্যে নিজের কার্য আরোপ করা।

কালি কলম পাত, যেমন তেমন হাত।
যদি কালি, কলম ও লিখিবার ভাল বা কলা পাত ভাল হয় তাহা হইলে কাঁচা হাতেও ভাল লেখা হয়। উত্তম উপায় ও উপকরণ হইলে কার্যও উত্তম হয়।

কালি কলম মন, লেখে তিন জন।
কালি ও কলম ভাল হইলে, এবং মনঃসংযোগ করিলে তবে লেখা সুন্দর হয়।

কালি ছিলাম বসে স্বর্ণপিঁড়ে, আজ বসেছি আঁস্তাকুড়ে।
অবস্থার বিপর্যয় সম্বন্ধে আক্ষেপোক্তি। সুখের পর দুঃখ।

কালির অক্ষর নাইকো পেটে, চণ্ডী পড়েন কালীঘাটে।
মূর্খের চণ্ডীপাঠ। বিশেষতঃ কালীঘাটে চণ্ডীপাঠের একটা দুর্নাম আছে।

কালি রাম রাজা হবে, আজি বনবাস।
আনন্দে অপ্রত্যাশিত নিরানন্দ। আশায় অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য।

কালীঘাটের কাঙ্গালী।
"নাছোড়বান্দা" কাঙ্গালী।

কালীঘাটের চণ্ডীপাঠ (যে দেয় পয়সা তারই শিরে)।
আগে কোন কোন ব্যবসাদার ব্রাহ্মণ কালীঘাটে চণ্ডীপাঠ করিতে বসিত, এবং যাত্রীরা দুই চারি পয়সা দিলে তাহার পয়সা অনুযায়ী দুই চারি শ্লোক পড়িয়া দিত।

কালে আবজায় তুলে বেচে, তার বাড়া কি ফলল আছে?
উপযুক্ত সময়ে বীজ বপন করিয়া যথোপযুক্ত সময়ে শস্য কাটিয়া বিক্রয় করিলে প্রচুর লাভ হয়। অসময়ে চাষ করিলে শস্য উৎপন্ন হয় না।

কালে কালে কতই হ'ল, পুলি পিঠের লেজ বেরুল (বা বেগুনের হাড় হ'ল)।
অপ্রত্যাশিত আশ্চর্যজনক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

কালের আবার কালাকাল।
মৃত্যু কখন ঘটিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

কালোয় কালোয় ধলো হয় না।
সমজাতীয় বা সমধর্মীর মিশ্রণে ভিন্ন জাতি বা ভিন্ন ধর্ম উৎপন্ন হয় না। "Two blacks do not make a white."

কাশীতে ভূমিকম্প।
কথিত আছে, কাশী শিবের ত্রিশূলের উপরে অবস্থিত, সুতরাং কাশীতে ভূমিকম্প হয় না। অসম্ভব ঘটনা-স্থলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

কাহারও সর্বনাশ, কাহারও পৌষ মাস।
("কারো সর্বনাশ কারো পৌষ মাস" দ্রঃ)।

কি অপূর্ব সৃষ্টি, মা তেঁত ছা মিষ্টি।
পলতা তিক্ত, কিন্তু পটোল কেমন মিষ্টি। কু হইতে সু উৎপন্ন হয়।

কি দিব কি দিব খোঁটা; গয়ায় ম'রেছে বাপ-বেটা।
খোঁটা দেওয়া অর্থাৎ নিন্দা করিবার অন্য কিছুই নাই; কেবল গয়ায় পিতৃকৃত্য করিতে যাইয়া পিতা এবং পুত্র উভয়েই মরিয়াছে, এইরূপ বলিয়াই নিন্দা প্রচার করে।

কিনতে ছাগল, বেচতে পাগল।
জিনিস কিনিবার সময় ছাগলের ন্যায় তাড়াতাড়ি কেনা। আর বিক্রয় করিবার সময় তাহা লইয়া পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়।

কি বলবো ভাসুর ঘরে; নইলে তোর ছেলে মোর ছেলে মারে?
উহা এত চীৎকার সহকারে বলা হইতেছে যে, ভাসুর সবই শুনিতেছেন। ইহা কোন কোন্দলকারিণী পল্লীমহিলার উক্তি।

কিবা জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ,
যেই বুঝে সেই শ্রেষ্ঠ।

"বয়সে না বড় হয়,
বড় হয় জ্ঞানে।"

বয়সের ছোট বড়য় কিছু আসে যায় না, যে বুদ্ধিমান্ তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলা যায়।

কিসে নাই কি, (তার) পান্তা ভাতে ঘি।

পান্তা ভাতে ঘি দিয়া খাওয়া রীতিবিরুদ্ধ ও হাস্যজনক।

কিসের নাই কি,
বেগুন পোড়ায় ঘি।

বেগুন পোড়া তেল মাখিয়াই খাইতে হয়; ঘি মাখিয়া খাইলে অযথা বড়মানুষি দেখাইয়া হাস্যাস্পদ হইতে হয়। অপর বিষয়ে অর্থব্যয় নাই, অযথা অপব্যয়।

কিসের মাসী, কিসের পিসী,
কিসের বৃন্দাবন।
মরা গাছে ফুল ফুটেছে,
মা বড় ধন॥

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরীয়সী।"

কীচক বধ।

কীচক অসদভিপ্রায়ে দ্রৌপদীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিলে ভীম নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাহার অঙ্গবিকৃতি করিয়া দেন। ভয়ানকভাবে প্রহৃত হওয়ায় অঙ্গ-বিকৃতি ঘটিলে কীচকবধ বলে।

কীল খেয়ে কীল চুরি করা।

নীরবে অপমান সহ্য করা ও অপরের গোচরে না আনা।

কীলিয়ে কাঁঠাল পাকানো।

উপযুক্ত সময় আসিবার পূর্বে কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করা।

কুঁজী, না ঐ খুঁজি।

যে যাহা ভালবাসে তাহা পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

কুঁজোর কি অনিচ্ছা
যে চিৎ হয়ে শোয়।

সামর্থ্যহীনতার জন্য অভিলাষ পূর্ণ না হইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

কুঁড়ে গরুর এঁটুলি সার।

অলস ব্যক্তি মুখেই আস্ফালন করে—কাজে কিছু করিবার সামর্থ্য নাই।

কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ।

['কানা গরু' দ্রঃ।]

ঘরে বাস,
খাট-পালঙ্কের আশ।

আপনার যাহা অবস্থার উপযুক্ত, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

কুঁড়ো খেয়ে ভুঁড়ো।

কুঁড়ো=চাউলের অংশবিশেষ, ভুঁড়ো=মোটা-পেট।

কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।

কুঁদ এক প্রকার যন্ত্র; ইহাতে ফেলিলে বাঁকা কাঠও সোজা কাটা হইয়া যায়। শক্ত লোকের হাতে দুষ্ট লোক সোজা হয়।

কুকুরকে নাই দিলে
মাথায় চড়ে (বা উঠে)।

নীচকে অযথা প্রশ্রয় দিলে তাহাতে প্রশ্রয়দাতার অনিষ্ট হয়।

কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে।

শত্রুর শক্তি যে কত নগণ্য তাহা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। কেন না কুকুর ক্ষুদ্র জীব, সে যত ক্রোধেই দংশন করুক, তাহা কখনই হাঁটুর উপর হইবে না।

কুকুরের পেটে ঘি হজম হয় না।

যে যাহাতে অভ্যস্ত নয়, ভাল জিনিস হইলেও তাহা তাহার প্রীতিকর হয় না।

কুকুরের মুগের (বা ঘি) পত্তি,
কুকুর বলে আমার একি বিপত্তি।

যাহা যাহার অভ্যস্ত, তাহা অপেক্ষা অধিকতর উৎকৃষ্ট বস্তু তাহাকে দিলে সে তাহা উপভোগ করিতে কষ্ট বোধ করে।

কুকুরের লেজে ঘি দিলে
সোজা হয় না।

বহু চেষ্টাতেও স্বভাব অতিক্রম করা যায় না।

কুজনের নাহি লাজ
নাহি অপমান।
সুজনের এক কথা মরণ সমান॥

বেহায়ার কিছুতেই লজ্জা অপমান বোধ নাই, ভদ্রলোককে সামান্য কটু কথা বলিলেই সে মৃতবৎ হয়।

কুটুম্বের মধ্যে শালা,
গহনার মধ্যে বালা।

উভয়েই আদরণীয় বা শ্রেষ্ঠ।

কুঠে মুরগির ঠোঁটে বল।

যাহার শারীরিক শক্তি নাই, সে কেবল বচনসর্বস্ব।

কুড়ি হইলেই বুড়ী।

স্ত্রীলোকদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

কুড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে।

অমাবস্যার দিন কৃষকেরা লাঙ্গল চষে না। এজন্য কুড়ে কৃষাণ অর্থাৎ অলস কৃষিমজুর অমাবস্যার অনুসন্ধান করে।

কুড়ে পাটুনীর মুখে আঁটুনি।

অকর্মণ্য পাটুনীর মুখের কথাই সর্বস্ব। "বচন-বাগীশ।"

কুড়ের পাতে ব'সে খেও,
বেয়োর কাছেও না যেও।

বেয়ো, বাও অর্থাৎ উপদংশ রোগগ্রস্ত ব্যক্তি। উপদংশের ভীষণতা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

কুড়েরে বলে কুড়ে—
আমি ঘুমাই,
তুই দোর ভাড়া দে।

কুড়েরে কুড়ে, বায় বয়,
না, দোরটা দিলে ভাল হয়।

উভয়েই এমনই অলস যে, কেহই একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া উঠিয়া দোর বন্ধ করিয়া উভয়কেই ঠাণ্ডা বাতাস হইতে রক্ষা করিবে না। ["পি পু ফি শু", "গোঁফ-খেজুরে" দ্রঃ।]

কুড়ের বাক্যে মরি পুড়ে।

কুড়ে লোক কাজ কিছু করিতে পারে না, কেবল বসিয়া বসিয়া কথায় কথায় রাজা বাদশা মারে। উহা বড়ই বিরক্তিকর।

কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথে।

অলস ও পরিশ্রমবিমুখ লোকে তীর্থস্থানে গিয়া ভিক্ষায় জীবিকানির্বাহ করে।

কুপুত্র যদ্যপি হয়,
কু-মাতা কখন নয়।

পুত্র মাতার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলেও, মাতা পুত্রের প্রতি কখন স্নেহ-শূন্যা হন না।

কুব্জার মন্ত্রণা।

দুষ্ট মন্ত্রণা। কুব্জা দাসী মন্থরা কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিয়া রামের বনবাস সংঘটন করিয়াছিল।

কুমীরের সঙ্গে বাদ করে
জলে বাস করা।

যে যেখানে প্রবল, তাহার সহিত বিবাদ করিয়া সেখানে থাকা চলে না।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রা।

কেহ অত্যন্ত বেশী ঘুম-কাতুরে হইলে, তাহাকে সহজে জাগাইতে না পারা গেলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ।

কেহ কোন প্রয়োজনীয় কাজে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করিয়া সহসা তাহাতে অবহিত হইলে লোকে বলে কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে।

কুয়ো হয়, আমের ভয়,
তাল তেঁতুলের কিছুই নয়।

কুয়ো অর্থাৎ কুয়াশায় আম্রের মুকুলই নষ্ট হয়; তাল বা তেঁতুলের কোন অনিষ্টই হয় না।

কুলো, কেলে, বেনা;
অভাবে সোনা।
টাকা পয়সা কড়ি,
অভাবে গড়াগড়ি।

এক স্বর্ণকারের পুরোহিত স্বর্ণকারের পিতৃশ্রাদ্ধ করিতে আসিয়া সেখানে কুশ বা কাশ কিছুই না পাইয়া কৃতির "হস্তকুশ"-

এর জন্য বচন আওড়াইলেন,—"কুশো কেশে, বেনা, অভাবে সোন্না।" সুতরাং সোন্না বা চিমটা হাতে করিয়াই স্বর্ণকার তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ করিল। তারপর দক্ষিণাদানের সময় সে পুরোহিতকে ধরিয়া আছাড় দিল ; পুরোহিত উঠানে গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কেন ? দক্ষিণার টাকা চাই, অভাবে পয়সা চাই।" যজমান কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, "প্রভু, যে শাস্ত্রে লেখা আছে, 'কুশো, কেশে, বেনা ; অভাবে সোন্না,' সেই শাস্ত্রেই লেখা আছে, 'টাকা পয়সা কড়ি ; অভাবে গড়াগড়ি'।

কুসংবাদ বাতাসের আগে ধায়।
সুসংবাদ অপেক্ষা কুসংবাদ শীঘ্রই লোকের শ্রুতিগোচরে আসে। "Evil news runs apace."

কৃপণের ধন বর্বরেই খায়।
কৃপণের ধন কোন সৎকার্যে ব্যয়িত হয় না, অসৎলোকেই প্রতারণা করিয়া ইহা উপভোগ করে।

কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে।
একজন গণনীয় ব্যক্তি। কথিত আছে, কৃষ্ণ ও বিষ্ণু নামক ভ্রাতৃদ্বয় এক সময়ে শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া কলিকাতায় খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।

কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুল।
সামান্য বিষয় হইতে গুরুতর বিষয়ের উদ্ভব হইল।

কেঁচো দিয়ে কাতলা ধরা।
সামান্য উপকরণে বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিলে অথবা একজনের সাহায্যে অপরের অনিষ্ট সাধন করিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য। "Making a cat's paw of one."

কে আছগো পুতভিক্ষি,
স্নান করগে রটন্তী।
রটন্তী চতুর্দশীতে গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে এই প্রবাদ। এ স্নানে পুত্রের কল্যাণ হয়।

কেউ মরে, কেউ হরি হরি বলে।
একের দুঃখে অন্যের আনন্দপ্রকাশ।

কেউ মরে বিল ছেঁচে,
কেউ খায় কই।
একের পরিশ্রমের ফল অপরে ভোগ করিল।

কে জানে তার লেখাজোখা,
তিন চাঁড়ালের তিন টাকা।
মৎস্যজীবী চাঁড়ালেরা অতি নিরীহ জাতি। কোন শঠ নদী পার হইবার সময় তিনজন চাঁড়ালকে মাছ ধরিতে দেখিয়া বলিল, "কেবল মাছই ধরিবি খাজনা দিবি না ?" মৎস্যজীবী তিন জন ভয়ে ভয়ে বলিল, "আজ্ঞা, কত দিতে হবে ?" শঠ ক্রুদ্ধভাবে উত্তর দিল, "তিন জনের তিন সিকে।" তাহাদের শিকেতে (টাকা রাখিবার গেঁজে) টাকা ছিল, তাহারা ভাবিল, যদি শিকে নিয়ে যায় তবে ত সব টাকাই যাইবে। তাই তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তিন শিকেতে কাজ নেই ; তিনজনে তিনটে টাকাই দেওয়া যাউক, আর হাতে পায়ে ধরা যা'ক। তখন তাদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি করজোড়ে নিবেদন করিল,— "কে জানে তার লেখাজোখা ; তিন চাঁড়ালের তিন টাকা।"

কেমন (তোমার যেমন) ভালবাসা,
মুসলমানের মুরগি পোষা।
স্বার্থসাধনের অভিপ্রায়ে যত্ন করা।

কোঁদলে জাত নষ্ট।
বিবাদই সকল অনিষ্টের মূল।

কোকিল বধূ.
ছেলে ধরতে জানেন না।
কোকিল সন্তান প্রতিপালন করিতে জানে না। যে "ন্যাকামি" করে, তাহার উদ্দেশে প্রযোজ্য।

কোথাকার জল কোথায় মরে।
সূচনাতেই কোন কাজের পরিণাম জানা যায় না।

কোথায় রাম রাজা হবেন
না বনবাস।
অপ্রত্যাশিত শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইলে বা সুখের কল্পনা ভাঙ্গিয়া গেলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

কোন কালে নাইক গাই,
চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।
না জানার জন্য কোন কাজে হাস্যাস্পদ হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "কোন জন্মে ছিল না ডুলি, আগে দুই পা তুলি।"

কোন্ কালে বা চুরি করেছি ;
ঘরে ভাত নেই তাই এসেছি।
একজন অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া ঐ কথা বলিয়াছিল। যে যা' না করিয়াছে, তাহাকে তা' করিতে দেখিলে লোকে এই প্রবাদ বাক্য ব্যবহার করে।

কোন্ কালে (বা জন্মে) হবে পো
নেকড়া-কানি তুলে থো।
দূর ভবিষ্যতে যে কার্য হইবে তাহার জন্য উদ্যোগ করা।

কোন্ বা বিয়ে
তার দু পায় আলতা।
যে বিবাহ এক রকম দায় উদ্ধার হওয়া, সেই বিবাহের কনেকে দু পায়ে আলতা পরাইয়া সাজাইবার আবশ্যকতা নাই। ...কাজ বিনা আড়ম্বরে করিতে হয়।

কোল টানা ছ।
"ছ" অক্ষরটি লিখিতে গেলে কোলের দিকে একটি রেখাপাত করিতে হয়। আপনার দিকে টানা।

কোলে মরে ত পোষাণী দেয় না।
নিজের প্রতিপালন করিবার সামর্থ্য নাই, অথচ অপরকেও প্রতিপালন করিতে দিবে না। অথবা স্নেহাধিক্যবশতঃ কেহ প্রাণ থাকিতে সন্তানকে অপরের হস্তে দেয় না।

ক্ষুধা পেলে দু হাতে খেতে চায়।
জঠরজ্বালা মানুষকে জ্ঞানশূন্য করে।

ক্ষুধার চোটে পাটকিলে কামড়।
ক্ষুধার জ্বালায় অভক্ষ্যও খাইতে বাধ্য হইতে হয়।

ক্ষুরের ধার ছুঁতে কাটে।
তীক্ষ্ণধার বস্তু স্পর্শ করিবামাত্রই কাটে।

ক্ষেতের চাষে দুঃখ নাশে।
চাষের কাজে দুঃখ দূর হয়।

ক্ষেপই হারে, জনম হারে না।
মানুষ একবারই ঠকে, সমস্ত জীবনটাই ঠকিয়া কাটায় না।

খ

খঞ্জনের নৃত্য দেখে
চড়াই নৃত্য করে।
উৎকৃষ্টের অনুকরণ-চেষ্টায় নিকৃষ্টের হাস্যভাজন হওয়া।

খড়ম পায় দিয়ে গঙ্গা পার।
অসাধ্য সাধনের প্রয়াস।

খড়ের আগুন।
যে লোকের প্রথমটায় কাজে খুব উৎসাহ, শোরগোল, হইচই দেখা যায় ; কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় না।

খয়ের খাঁ।
যে প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য অপরের সর্ববিধ অনিষ্ট করিতে প্রস্তুত। (খয়ের খাঁ অর্থে প্রভুর হিতৈষী।)

খল যায় রসাতল।
খলের পরিণাম কখনই ভাল হয় না।

খাঁচায় পুরে খোঁচা মারা।
করায়ত্ততাপূর্বক শক্তিহীন করিয়া তাহার উপরে অত্যাচার করা।

খাঁদা নাকে তিলক পরা।
নাক খাঁদা হইলে তাহাতে তিলক পরা সাজে না।

খাঁদা নাকে নথ,
আর গোদা পায় মল।
বড় বিশ্রী, বেমানান। যাহাকে যাহা সাজে না, তাহা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

খাই দাই কাঁসি বাজাই
রগড়ের ধার ধারি না।
("ভাত খাই কাঁসি বাজাই" দ্রঃ।)

খাই দাই ভুলিনি,
তত্ত্বকথা ছাড়ি নি।
সংসারে থাকিয়াও ধর্মচর্চা করা যাইতে পারে। অথবা, আমাকে যত খাওয়াও পরাও না কেন, তাতে আমি ভুলি না, আমার যাহা ঈপ্সিত, তাহা আমি ছাড়িব না।

খাওয়াবে হাতীর ভোগে,
দেখিবে বাঘের চোখে।
ছেলেকে ভালবাসিয়া ভাল করিয়া খাওয়াইবে, কিন্তু প্রশ্রয় দিবে না, সর্বদা কঠোর শাসনে রাখিবে।

খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে,
কাল কল্লে এঁড়ে (গরু) কিনে।
এক তাঁতী তাঁত বুনিয়া এক রকমে সংসার চালাইতেছিল। একদিন সে হাটে কাপড় বেচিয়া ফিরিবার সময় সস্তায় পাইয়া একটি এঁড়ে গরু কিনিয়া আনিল। চাষের কাজে খুব লাভ এই স্থির করিয়া সে তাঁত সুতা সব বেচিয়া আর একটি গরু কিনিয়া চাষ আরম্ভ করিল। চাষের কাজ তাহার এই প্রথম; সুতরাং চাষে লাভ না হইয়া যথেষ্ট লোকসান হইল, শেষে সে দেনদার হইয়া পড়িল। যে যে বিষয়ে পারদর্শী, তাহা ত্যাগ করিয়া অপর অজ্ঞাত বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে, তাহার ক্ষতিই হইয়া থাকে। "অতি লোভে তাঁতী নষ্ট।"
"যখন চাষবাস ক'রে খাচ্ছিল আবদুল
তখন ছিল ভাল,
চৌকিদারির কাজ নিয়ে
আবদুল জানে মারা গেল।"

খাট্ ভাঙ্ লে ভূমিশয্যা।
যখন যে অবস্থায় পড়িবে, সেইরূপেই চলিতে হইবে।

খাটে খাটায় সোনার ক্ষিতি
(বা লাভের গাঁতি),
তার অর্ধেক মাথায় ছাতি,
ঘরে বসে পুছে বাত,
তার কপালে হা ভাত।
যে চাষীকে দিয়া চাষ করায় এবং নিজেও সেই সঙ্গে চাষ করে, সে পূর্ণভাবে লাভবান্ হয়; যে নিজে খাটে না, কেবল ছাতা মাথায় দিয়া কাজ দেখে, সে অপেক্ষাকৃত অল্প লাভ করে; যে ক্ষেত্রে আদৌ যায় না, কেবল ঘরে বসিয়া সংবাদ লয়, তাহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

খাব না খাব না অনিচ্ছে,
তিন রেক চেলে একটা উচ্ছে।
প্রথমে ক্ষুধা নাই বলিয়া খাইতে আপত্তি প্রকাশ করিয়া, শেষে একটি উচ্ছে ভাতে দিয়াই তিন রেক চাউলের ভাত খাইয়া ফেলিল।

খাবার বেগুন
আর বেচবার বেগুন।
ঘরে খাবার জন্যে ছোট বেগুন রাখিবে, তাহাতে খাওয়া চলিবে, আর বড় বেগুন বেচিয়া লাভ হইবে।

খাবার বেলা নেবার মা,
উলু দেবার বেলা মুখে ঘা।
খাইতে বিলক্ষণ প্রস্তুত, কিন্তু কাজে সহায়তা করিতে বিমুখ।

খাবার সময় শোবার
(শুইবার) চিন্তা।
যখনকার যেটি তখনকার সেইটিই চিন্তনীয়। তদ্বিপরীত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

খায় না খায় সকালে নায়,
হয় না হয় তিনবার যায়,
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?
আহার হউক না হউক যে সকাল সকাল স্নান করে, বাহ্যের বেগ থাকুক না থাকুক দিনে তিনবার পায়খানায় যায়, তাহার শরীর কখন অসুস্থ হয় না, বৈদ্যও তাহার নিকট পয়সা পায় না। "আঁতে খালি দাঁতে নুন, পেটের ভরে তিন কোণ, দু'সন্ধ্যে বাহ্যে যায়, তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

খায় না দেয় না পাপী সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে।
কৃপণের ও পাপীর ধন নিজের ভোগে আসে না; তার ধন চোরে কিংবা পরে প্রবঞ্চনা করিয়া লয়।

খায় মালসাট মেরে,
উঠে হাঁটু ধরে।
এত খায় যে সহজে উঠিতে পারে না, হাঁটু ধরিয়া উঠিতে হয়। পেটুকের লক্ষণ।

খাল কেটে কুমীর আনা।
বাহিরের বিপদ্ ঘরে আনা।

খাল (বা নদী) পার হয়ে
কুমীরকে কলা দেখানো।
বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া কাহাকেও তুচ্ছ জ্ঞান করিলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

খিচুড়ি পাকানো।
কোন কার্য বিশৃঙ্খল অবস্থায় উপস্থাপিত করা।

খিড়কি দিয়ে হাতী গলে,
সদরে বাধে ছুঁচ।
পশ্চাৎ ভাগ দিয়া বৃহৎ ব্যাপারও চলিয়া যায়; কিন্তু প্রকাশ্যে সামান্যও দেওয়া কষ্টকর।

খুঁট-আঁখুরে গাঁয়ের বালাই।
"খুঁট-আঁখুরে", যাহারা খুঁটিয়া খুঁড়িয়া অর্থাৎ বিশেষ চেষ্টা করিয়া অক্ষর লিখিতে পারে, অর্থাৎ অল্প লেখাপড়া জানে; তাহারা "লেখাপড়া জানে" এইরূপ অহংকারে গ্রামের মধ্যে অনেক প্রকার অশান্তির সৃষ্টি করে।

খুঁটি না থাকলে ঘর আপনি পড়ে।
সহায় না থাকিলে সংসারে দাঁড়ানো যায় না।

খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।
নিম্ন অবস্থার লোকের উচ্চাবস্থের সমকক্ষ হইবার নিষ্ফল প্রয়াস।

খুচরো কাজের মুজরো নাই।
সামান্য সামান্য কাজের হিসাব দেওয়া যায় না এবং তাহাতে বিশেষ লাভ হয় না।

খুদের জাউ পায় না
ক্ষীরের জন্য কাঁদে।
দরিদ্রের উচ্চাভিলাষ স্থলে ব্যবহৃত।

খুন করিলে খুনে,
পরের কথা শুনে।
অর্থলোভে অপরের অনুজ্ঞায় ব্যবসায়ী ঘাতক নরহত্যা করে।

খেজুর গাছ তেলপানা হয়েছে।
এক কথক একস্থানে কথকতা করিতেছিল। নরকবর্ণনের সময় সে ইহার ভীষণত্ব বর্ণন করিয়া বলিল, পাপীদিগের সেখানে অনন্ত দুর্গতি হইয়া থাকে। সেখানে কর্কশ খেজুর বৃক্ষের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাইবার সময় পাপীর দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। সেখানে কথকের একজন রক্ষিতা স্ত্রীলোক ছিল; সে নরকে পাপীদিগের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া রাত্রিকালে কথককে বলিল, আমি আর পাপ কর্ম করিব না; উঃ! খেজুর গাছের উপর দিয়া যখন টানিয়া লইয়া যাইবে, তখন কি যন্ত্রণা! কথক তখন প্রমাদ ভাবিয়া বলিল, ওরে পাগলি, খেজুর গাছ কি আর এখন সেইরূপ আছে, সত্যযুগ থেকে পাপীদিগকে টানিতে টানিতে "খেজুর গাছ এখন তেলপানা হইয়াছে।"

খেতে পায় না পচা পুঁটি
হাতে পরে হীরের আংটি।
দরিদ্র ব্যক্তি বাহ্য আড়ম্বর প্রদর্শন করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

খেতে পেলে শুতে চায়।
একটা উপকার পাইয়া কেহ আরও উপকার পাইতে ইচ্ছা করিলে লোকে ইহার ব্যবহার করে।

খেদাই না, তোর উঠান চষি।
তোমাকে তাড়াইয়া দিব এ কথা বলি না, কিন্তু তোমার উঠানে চাষ করিব। কাজেই তোমাকে বাধ্য হইয়া যাইতে হইবে। মুখে কিছু না বলিয়া কার্যতঃ লোকের অনিষ্ট করা।

**খেয়ার কড়ি দিয়ে
ডুব দিয়ে পার হওয়া।**
যে পরিশ্রম লাঘবের জন্য অর্থব্যয় করিলাম, কার্যতঃ সেই পরিশ্রমই করিতে হইল—অথচ অর্থব্যয়ও হইল।

**খেয়ে দেয়ে যায় শুতে,
বিধাতা নে যায় মুলো চুরি করতে।**
এক ব্যক্তি সঙ্গীর পরামর্শে চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িয়া শেষে জেলে গেল। এইরূপ লোকের আক্ষেপোক্তি।

**খেলতে জানলে
কানা কড়ি দিয়েও খেলা যায়।**
যে কার্যে পারক সে উপায়হীনতার জন্য চিন্তা করে না; উপস্থিত উপাদানেই কার্য সমাধা করে।

খৈয়ে বন্ধনে পড়া।
কথিত আছে, জনৈক হাবা তাঁতী দুই হাত দিয়া একটি থাম বেষ্টন করে; পরে দুই হস্তে অঞ্জলি মিলিত করিয়া একজন লোকের প্রদত্ত খৈ তাহাতে ধারণ করে। পরে হস্ত দুইটি খুলিবার সময়ে বিপদে পড়ে—হাত খুলিতে গেলে খৈগুলি পড়িয়া যায়। শেষে নাকি 'চাঁই' (প্রধান) আসিয়া থাম ভাঙ্গিয়া তাহার হাত মুক্ত করিয়াছিল। নির্বুদ্ধিতার জন্য কষ্টে পড়িলে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

**খোঁটার জোরে মেড়া লড়ে।
খোঁটার বলে গাড়ল যুঝে।**
পৃষ্ঠপোষক বা কোন প্রকার সহায় থাকিলে গুরুতর কার্যে অগ্রসর হইতে সাহসী ব্যক্তির সম্বন্ধে এই প্রবাদ উক্ত হয়।

**খোঁড়ার পা খানায়
(বা খালে) পড়ে।**
যে যে বিপদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে অসমর্থ, তাহার সেই বিপদই ঘটে।

**খোদাকে কে দেখেছে;
আক্কেলে মালুম হয়।**
অর্থাৎ কর্মের দ্বারাই কর্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

**খোদা যা' গ'ড়বেন,
তা' মনে মনেই জানেন।**
অর্থাৎ কর্ম কিরূপ হইবে, তা' কর্মকর্তাই জানেন।

খোদার উপর খোদকারী।
ভগবানের সৃষ্টিকে নূতন রূপ দেওয়ার হাস্যকর উদাহরণ।

খোদার খাসী।
মুসলমানে খোদার নামে উৎসর্গ করিয়া যে খাসী পালন করে, তাহাকে প্রচুর আহার দিয়া অতি যত্নে রাখে। হৃষ্টপুষ্ট লোক সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

খোদার না দোয়ায় চলে।
অর্থাৎ জগদীশ্বরের নৌকা তাঁহার কৃপাতেই চলিয়া যায়।

খোশ খবরের ঝুটাও ভাল।
সুসংবাদ মিথ্যা হইলেও তাহা আপাততঃ শুনিতে সুখজনক।

**খোষে তৈল নাই,
কলাবড়ার সাধ।**
যে বিষয়ে অভাব আছে, বা যাহা অবস্থায় কুলায় না, তৎসম্বন্ধে আকাঙ্ক্ষা করাই অন্যায়।

গ

গঙ্গা গঙ্গা, না জানি কত রঙ্গ চঙ্গা।
অদৃষ্টপূর্ব বস্তু বড়ই সুন্দর বলিয়া লোকের ধারণা থাকে। "অমৃত যে কি পদার্থ খেয়ে দেখি না জল।"

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা।
কোনরূপ আয়াস বা অর্থব্যয় স্বীকার না করিয়া অপরের অর্থে অপরের উপকার। "মাছের তেলে মাছ ভাজা।"

গঙ্গা মড়া আলেন না।
গঙ্গায় যতই মড়া ভাসাইয়া দাও, গঙ্গা বলেন না যে, আর আমি সহিতে পারি না। যাহা দাও তাহাই স্বীকার করিয়া লয়, কার্যে অক্ষমতা জানায় না।

**গঙ্গায় ময়লা ফেললে
গঙ্গার মাহাত্ম্য যায় না।**
নিন্দাবাদে মহতের মহত্ত্ব নষ্ট হয় না।

**গঙ্গার জল গঙ্গায় রৈল,
পিতৃপুরুষ উদ্ধার হ'ল।**
পিতৃতর্পণকালে গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া আবার গঙ্গাতেই ফেলিতে হয়। ইহাতে গঙ্গাজলেরও লোকসান নাই, পিতৃলোকেরও তৃপ্তি হয়। বিনা প্রয়াসে কার্যসিদ্ধি।

গঙ্গার দুকূল ভাঙে না।
স্পষ্ট অর্থ।

গজ কচ্ছপী।
পুরাণে বর্ণিত গজকচ্ছপের ন্যায় ঘোরতর যুদ্ধ।

গড্ডলিকা-প্রবাহ।
ভেড়ার দল। দলের একটা ভেড়া যে দিকে যায়, ভাল মন্দ বিচার না করিয়া সকলগুলিই সেই দিকে গিয়া থাকে। নিজের বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা না করিয়া অন্ধভাবে অপরের অনুসরণ।

**গতর নাই চোপায় দড়,
মেজে খায় তার পালি বড়।**
অলস অথচ কলহ করিতে মজবুত; ভিক্ষা করিয়া জীবিকানির্বাহ করে, অথচ যে পালিতে চাউল ভিক্ষা করিবে সেটি ছোট নয়।

গতর পোষা।
গতর অর্থাৎ শরীর পোষণ করা। পরিশ্রম না করিয়া শরীরকে তোয়াজ করা, অলসভাবে কালযাপন করা।

গদাই লশকরী চাল।
কচ্চি কর্বো, হচ্চে হবে, যাচ্চি যাব, এইরূপ ভাব। দীর্ঘসূত্রতা।

**গব্য থাকলে আগে পাছে;
কি ক'রবে তা'র শাকে মাছে?**
ভোজনকালে প্রথমে ঘৃত ও শেষে দুগ্ধ বা দধি যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে শাক, মাছ প্রভৃতির বিশেষ প্রয়োজনই হয় না। ("যদি থাকে আগাপাছা" দ্রঃ।)

গভীর জলের মীন।
স্থিরবুদ্ধি চাঞ্চল্যহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

গয়ার পাপ (বা ভূত) বিদায় করা।
গয়ায় পাপ করিলে তাহার খণ্ডন সহজে হয় না। গয়ায় পিণ্ডদান করিলে পিতৃলোক প্রেতযোনি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে; সুতরাং গয়ায় যে ভূত উদ্ধার লাভ করে না, তাহার উদ্ধার সুকঠিন। যাহাকে সহজে তাড়াইতে পারা যায় না, তাহাকে তাড়ানো।

গরজ বড় বালাই।
গরজ পড়িলে লোকে অপকর্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

গরজে গয়লা ঢেলা বয়।
গয়লার বাঁকে যদি একদিকে দুধের হাঁড়ি থাকে, তাহা হইলে ভার সমান রাখিবার জন্য অপর দিকে ইট বা অন্য ভারী জিনিস চাপাইতে হয়। আবশ্যক প'ড়লে পরিশ্রমসাধ্য অনাবশ্যক কার্য করিতে হয়।

**গরব কর যৌবনের ভরে,
কাঁদতে হবে অঝ ঝর ঝোরে।**
যৌবন গত হইলে দুষ্কার্যের জন্য অনুতাপ করিতে হয়।

**গরীবের কথা বাসী হলে,
ভাল লাগে (বা ফলে)।**
লোকে সামান্য ব্যক্তির পরামর্শ গ্রহণ করে না, পরে কিন্তু বুঝিতে পারে যে, তাহার পরামর্শ শুনিলে ভাল হইত।

গরীবের ঘোড়া রোগ।
("কাঙ্গালের ঘোড়া রোগ" দ্রঃ।

গরীবের রাং (বা রাংতাই) সোনা।
যাহার যাহা আছে, তাহার পক্ষে তাহাই মূল্যবান্।

গরু, জরু, ধান, রাখ বিদ্যমান।
গরু, স্ত্রী এবং ধান্য এই তিনটিকে আপনার তত্ত্বাবধানে রাখিবে। পরের হাতে পড়িলেই ইহারা নষ্ট হইয়া যায়।

গরু মেরে বামুনকে জুতা দান।
গোবধ করিয়া পাপক্ষালনার্থ গোচর্মে নির্মিত জুতা ব্রাহ্মণকে দান করা। পাপ-কার্যের সাহায্যে পুণ্যসঞ্চয়ের চেষ্টা।

গরু যার, গোবর তা'র।
অর্থ স্পষ্ট।

গর্তের সাপ খুঁচিয়ে বা'র করা।
অনুপস্থিত বিপদ্‌কে ইচ্ছা করিয়া ডাকিয়া আনা।

গলা টিপলে দুধ বেরোয়।
বয়স এত অল্প যে, এখনও গলা টিপিলে দুধ বাহির হয়। শিশুর মুখে বুড়োর ন্যায় কথা শুনিলে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

**গলা নেই গান গায়,
মাগ নেই শ্বশুরবাড়ি যায়।**
উভয় কার্যই হাস্যাস্পদ।

**গলায় কাঁটা ফুটলে,
বিড়ালের পায়ে পড়ে।**
অর্থাৎ বিপদে পড়িলে ছোটলোকেরও সাহায্য লইতে হয়।

গলায় গলায় পিরীত।
অতিমাত্রায় প্রীতি বা প্রণয়। (বিদ্রূপ-চ্ছলে প্রযুক্ত।)

**গলার নীচে গেলে
আর মনে থাকে না।**
গলায় কাঁটা বিঁধলে লোকে যন্ত্রণা পাইয়া দেবতার "মানত" করে, কিন্তু যখন সে কাঁটা নামিয়া যায়, তখন আর সে "মানতের" কথা মনে থাকে না। কার্য উদ্ধার হইলে লোকে কৃতজ্ঞতাপ্রকাশে বিস্মৃত হয়। "বে ফুরলে ছাঁদলায় লাথি।"

**গাঁ বড় তার মাঝের পাড়া,
নাক নাই তার নাক নাড়া।**
ক্ষুদ্র বৃহতের ন্যায় আস্ফালন প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।
অপরের উপর অযাচিতভাবে কর্তৃত্ব করিবার চেষ্টা স্থলে ইহার প্রয়োগ হয়।

গাঁয়ের গুণে গ'ড়ে গরু বিকায়।
গ'ড়ে গরু অর্থাৎ অলস গরু। গ্রাম একযোগে থাকিলে অলস গরুও কর্মঠ গরু বলিয়া বিক্রয় হয়।

**গাই ছিল না হ'ল গাই ;
চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।**
অজ্ঞতার উদাহরণস্বরূপে ব্যবহৃত হয়। ("কোন কালে ছিল না গাই" দ্রঃ।)

**গাইতে গাইতে গায়েন,
বাজাতে বাজাতে বায়েন।**
"Practice makes perfect."

গাই নাই ত বলদ দুয়ে দে।
যেমন করিয়া হউক, খাটাইয়া লইয়া পারিশ্রমিক দেওয়া, তা সে কাজ সংগত হউক বা নাই হউক।

**গাই নেবে দুয়ে,
বলদ নেবে বেয়ে।**
গাভী দোহন করিয়া দুগ্ধ দেখিয়া ও বলদ লাঙ্গল বা গাড়ি যুড়িয়া দেখিয়া গ্রহণ করিবে।

**গাই বাছুরে পীরিত থাকলে
মাঠে গিয়ে দুধ দেয়।**
অনেক গরু দোহন করিবার সময় সবটা দুধ পাওয়া যায় না, গাভী দুগ্ধ লুকাইয়া রাখে। পরে বৎসসহ মাঠে চরিতে গিয়া বাছুরকে দুধ খাওয়ায়।

**গাঙ্গে গাঙ্গে দেখা হয় ত
বোনে বোনে দেখা হয় না।**
বহুদূরে প্রবাহিত নদীদ্বয়ের মিলন বরং সম্ভবপর, কিন্তু সহোদরা ভগিনীদ্বয়ের মিলন সম্ভবপর নয়। ('রাজায় রাজায়' দ্রঃ।)

গাছ থেকে ফল ভারী নয়।
যে যাহা হইতে উৎপন্ন, সে তাহা হইতে গুরু নয়। "The whole is greater than the part."

**গাছ থেকে প'ড়ে গেল
জন পাঁচ সাত,
যার যেখানে ব্যথা
তার সেখানে হাত।**
"উপর হ'তে পড়ে গেল জন পাঁচ সাত" দ্রঃ। "The wearer best knows where the shoe pinches."

**গাছে উঠতে পারে না,
বড় ছানাটি আমার।**
অতিরিক্ত আবদার।

**গাছে ওঠে প'ড়তে ;
আর জামিন হয় ম'রতে।**
গাছে উঠলে প্রায়ই পড়িবার ভয় থাকে এবং পরের টাকার জামিন হইলে প্রায়ই দণ্ড দিবার ভয় থাকে।

গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
কাঁঠাল এখনও গাছে রহিয়াছে, অথচ তাহা খাইতে গেলে পাছে গোঁফে আটা লাগে এই ভয়ে গোঁফে তেল দেওয়া হইতেছে। যাহা পাইব কি না কিছুই স্থিরতা নাই, তৎসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়া। "কালনেমির লঙ্কাভাগ।" "Building castles in the air."

**গাছে গরু চরানো,
মুখে ধান শুকানো।**
গাছে গরু চরানো আর মুখে ধান শুকানো সমান কথা। চড়বড় করিয়া বেশী বকিলে তাহাকে মুখে ধান শুকানো বলে।

**গাছে তুলতে সবাই আছে,
নামাতে কেউ নাই।**
বিপজ্জনক কার্য করিতে উৎসাহ দানে সকলেই তৎপর, কিন্তু বিপদ্ ঘটিলে রক্ষা করিতে কেহই অগ্রসর হয় না।

**গাছে তুলে দিয়ে
মই কেড়ে নেওয়া।**
বিপজ্জনক কার্যে পাতিত করিয়া উদ্ধারের উপায় হইতে বঞ্চিত করা।

গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।
কাজের আরম্ভেই কতক ফল পাওয়া।

গাছের খায় তলারও কুড়ায়।
সকল রকমেই লাভের চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

গাছের পাড়া, তলার কুড়ান।
(উপরের প্রবাদটি দ্রঃ।)

**গাজনের নেই ঠিকানা,
শুধুই বলে ঢাক বাজানা।**
কোথাও কিছুই নাই কেবল "সরগরম" করা।

গাড়িকাপর না, নাকাপর গাড়ি।
কখন গাড়ির উপর দিয়া নৌকা যায়, কখন বা নৌকার উপর দিয়া গাড়ি চলিয়া যায়। অবস্থা সব সময়ে সমান থাকে না।

গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা।
যে স্বভাবতঃই নির্বুদ্ধি, তাহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধ করা (সুকঠিন)।

**গাধা সকল বইতে পারে,
ভাতের কাঠি বইতে নারে।**
প্রবাদ এইরূপ যে, গাধা সকল ভার বহিতে পারে, কিন্তু ভাতের কাঠি চাপাইলেই সে শুইয়া পড়ে। যে খুব বেশী শ্রমসাধ্য কাজ করিতে পারে, সে একটি সামান্য কাজে অপারকতা দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "The last straw breaks the camel's back."

**গায়ে উড়ে খড়ি,
কলপ দেওয়া দাড়ি।**
ভিতরে অবস্থা মন্দ, কিন্তু বাহিরে আড়ম্বর প্রদর্শন।

গায়ে গু মাখলে যমে ছাড়ে না।
বিপদ্ এড়াইবার যতই চেষ্টা কর না, যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিবেই। অদৃষ্ট ফলিবেই।

গায়ে ফুঁ দিয়া বেড়ানো।
নির্ভাবনায় বাবুয়ানা ও স্ফূর্তি করিয়া বেড়ান।

গায়ের কালি ধু'লে যায়; মনের কালি ম'লে যায়।
অর্থাৎ মনের কালি চিরজীবন থাকে।

গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, মাথায় ফুলেল তেল।
অবস্থার বিপর্যয়ে কাজ করা।

গাল বাড়ায়ে চড় খাওয়া।
শখ করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা; জানিয়া শুনিয়া বা নির্বুদ্ধিতাবশতঃ অপমানিত হওয়া।

গিন্নীর উপর গিন্নীপনা, ভাঙ্গা পিঁড়ের আলপনা।
অনধিকারীর কর্তার উপরে কর্তৃত্ব ফলান।

গিন্নীর পাপে গৃহস্থ নষ্ট।
গৃহিণী অকর্তব্য কার্য করিলে সংসার সুখের হয় না। ("রাজার পাপে' দ্রঃ)।

গিন্নীর হাতে রাঙ্গা পলা, বৌয়ের হাতে সোনার বালা।
মর্যাদা উল্লঙ্ঘন করা।

গুটি পোকা গুটি করে, নিজের ফাঁদে নিজে মরে।
গুটি পোকা গুটি পাকাইতে পাকাইতে নিজের লালে নিজে বদ্ধ হয়। আপনার ফাঁদে আপনি পড়া। "The Engineer hoisted with his own petard."

গুড় অন্ধকারেও মিষ্ট লাগে।
যাহা ভাল, তাহা সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই ভাল।

গুড় দিয়ে খেলে, গুণচটও মিষ্ট লাগে।
ভালর সংস্রবে মন্দও ভাল হয়।

গুড়-ব্যাঘ্র।
সরল ভাষাকে সাধুভাষার আবরণে উপস্থিত করা। কথিত আছে, "কোথায় যাইতেছ?" এই প্রশ্ন জনৈক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দিল "ধুলি গ্রামে" (অর্থাৎ "বালি" গ্রামে)। "কাহার বাড়িতে?" উত্তর—নামটি মনে আসিতেছে না, নামটিতে মিষ্টত্ব ও ভয়ানকত্ব আছে—হাঁ, হাঁ, "গুড়-ব্যাঘ্র" ভবনে (অর্থাৎ মধু সিংহের বাড়িতে)।

গুণে কড়ি জলে ফেলি, সেও ভাল।
কাজ বুঝিয়া লওয়াই উচিত।

গুণে নুন দিতে নাই।
নির্গুণ ব্যক্তি সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত হয়।

গুণের ঘাট নাই।
ঘাট= ঘাটতি, কমতি, হ্রাস। নির্গুণ ব্যক্তি বা যে কোন অপকর্ম করিয়াছে তাহার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে প্রযোজ্য।

গুয়ের এ পিঠ ও পিঠ।
উভয়েই অপকৃষ্টতা বিষয়ে তুল্যমূল্য।

গুয়ে বলে গোবর দাদা, তোর গায়ে কেন গন্ধ।
নিজের বেশী দোষ সত্ত্বেও পরের সামান্য দোষ দেখা। "চালুনী বলে ছুঁচ তোর... কেন ছেঁদা।" "The pot calls the kettle black."

গুরু ছেড়ে গোবিন্দ ভজে, সে জন নরকে মজে।
ইষ্ট গুরু সর্বপ্রথমে পূজ্য।

গুরু-মারা বিদ্যে।
যাহার নিকট শিক্ষালাভ করা যায় তাহারই অনিষ্ট করা, বা বিদ্যায় শিক্ষককে অতিক্রম করা। (বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত)।

গুরু মোতে দাঁড়িয়ে, ত' শিষ্য মোতে পাক দিয়ে।
অর্থাৎ মূল অপেক্ষা শাখা প্রবল। ("বাঁশ চেয়ে কঞ্চি দড়" দ্রঃ।)

গুরুর কথা না শুনে কানে, প্রাণ যায় তার হেঁচকা টানে।
গুরুজনের উপদেশ অগ্রাহ্য করিলে বিপদে প'ড়িতে হয়।

গৃহ স্থির আগে করে, গৃহিণীর স্থির তার পরে।
পূর্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা না করিয়া কোন কাজ করিবে না।

গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না।
স্বদেশে বা স্বজন মধ্যে গুণশালী ব্যক্তিরও আদর নাই। "A prophet is not without honour save in his own country."

গেরস্ত কাওরা শোরে কড়ি।
কাওরা জাতীয় গৃহস্থ শূকরব্যবসায়েও লাভবান্ হয়।

গোঁগা ছেলের নাম তর্কবাগীশ।
যে ছেলে কথা কহিতেই পারে না, তাহার নাম রাখা হইয়াছে তর্কবাগীশ (তর্কে সুদক্ষ)। "কানাপুত্রের নাম পদ্মলোচন।" (বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত।)

গোঁপ (গোঁফ) খেজুরে।
এক কুড়ে গাছে উঠিয়া খেজুর পাড়িতে পরিশ্রম হইবে বিবেচনা করিয়া গাছতলায় পড়িয়া রহিল। আশা এই যে, যদি দৈবক্রমে এক আধটা খেজুর তাহার মুখে আসিয়া পড়ে। অনেকক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর একটা খেজুর তাহার গোঁফের উপর আসিয়া পড়িল। হাতটা বাহির করিয়া খেজুরটি মুখের মধ্যে দিলে খাওয়া চলিতে পারে, কিন্তু অত পরিশ্রম করিতে গোঁফ-খেজুরে কাতর। সেই সময় সেইখান দিয়া এক ব্যক্তিকে যাইতে দেখিয়া কুড়ে বলিল, ভাই, যদি দয়া করিয়া পা দিয়া খেজুরটা মুখের মধ্যে ফেলিয়া দাও, তবে বড় উপকার করা হয়। অত্যন্ত অলস ব্যক্তিদিগকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়। ['পি পু ফি শু' দ্রঃ।]

গোঁফ নাইকো কোনকালে, দাড়ি রেখেছেন তোবড়া গালে।
ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়।

গোঁয়ার গোবিন্দ।
হঠকারী "ষণ্ডামার্ক"।

গোঁয়ারের মরণ গাছের আগায়।
"বেদের মরণ সাপের হাতে"; হঠকারীর বিপদ্ গোঁয়ার্তুমিতে হয়।

গোকুলের ষাঁড়।
বৃন্দাবনে ষাঁড়ের বড় মান্য, অপরাধ করিলেও দণ্ডিত হয় না। যে হৃষ্টপুষ্ট হইয়া নির্ভাবনায় বিচরণ করে, এবং অপরের অনিষ্ট করিলেও শাস্তি পায় না।

গোজন্ম ঘুচে গন্ধর্বজন্ম হ'ল।
দুরবস্থা হইতে অপ্রত্যাশিত সুখের অবস্থাপ্রাপ্তি।

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা।
কাহারও সর্বনাশ করিয়া পরে তাহার সামান্য উপকার করিতে যাওয়া।

গোড়ায় গলদ।
প্রথমেই ত্রুটি।

গোনা গরু বাঘে ধরে (বা নেয়) না।
যে গোঠের গরু ঠিক গনা আছে, সে গোঠের গরু হারায় না। সুরক্ষিত দ্রব্য নষ্ট হয় না। "সাবধানের বিনাশ নাই।"

গোদা পায়ে আলতা।
যাহার পা গোদা, তাহার পায়ে আলতা পরিলে বিশ্রী দেখায়।

গোদা পায়ের লাথি।
অমূলক ভয়।
একজনের স্ত্রীর পায়ে ছিল মস্ত বড় গোদ; আর স্বামী ছিল গোবেচারী ভালমানুষ। স্ত্রী স্বামীকে সর্বদাই শাসন করিত—লাথি মারব। স্বামীর মনে বড় ভয় ছিল যে, অত বড় গোদা পায়ে লাথি, না জানি কি ভয়ংকর যন্ত্রণাই হইবে। একদিন স্ত্রী ক্রোধ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া স্বামীকে সত্য সত্যই লাথি মারিল। স্বামী তখন দেখিল, "ও হরি! যন্ত্রণা দূরে থাক, এই মাংসপিণ্ডের আঘাত যে পরম আনন্দদায়ক!" তাই তার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল।

গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ি,
এখন তুমি কার,
যখন যার কাছে থাকি,
তখন আমি তার।

ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য, পরের তোষামোদ করিয়া জীবিকানির্বাহ করে, এইরূপ লোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

গোদের উপর বিষফোঁড়া।

বিপদের উপর বিপদ্।

গোপাল সিংহের বেগার।

বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহ প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম করিতেন। তিনি রাজ্যমধ্যে আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ১৮ বৎসর বয়সের অধিক স্ত্রী-পুরুষ সকলকেই প্রভাতে ও সন্ধ্যায় হরিনাম করিতে হইবে, না করিলে দণ্ড পাইবে। একদা জনৈক সূত্রধর সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় বাড়ি আসিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক রাত্রিতে ঘুম ভাঙ্গিবার পর সে তাড়াতাড়ি স্ত্রীকে জাগাইয়া বলিল, "শীঘ্র মালাছড়াটা দাও, গোপাল সিংএর বেগারটা খাটিয়া দি। নতুবা রাজার কানে গেলে আর রক্ষা নাই।" রাজার অনেক গুপ্তচর ঘুরিয়া বেড়াইত; তাহাদের দ্বারা কথাটা রাজার কানে উঠিল। তখন রাজদরবারে সূত্রধরের তলব হইল। সূত্রধর কাঁপিতে কাঁপিতে সভায় গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল, "মহারাজ, আমি নিতান্ত দরিদ্র, সংসার প্রতিপালনের জন্য আমাকে দিনরাত খাটিতে হয়। ভগবানই আমাকে নাম করিবার সময় দেন না। এই জন্যই আপনার আদেশ পালনকে বেগার খাটা বলিয়া ফেলিয়াছি।" গোপাল সিংহ প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বার্ষিক এক শত টাকা আয়ের জমি দিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে বেগার খাটিতে আদেশ করিয়াছিলেন।

গোবর গণেশ।

স্থূলবুদ্ধি লোককে গোবর গণেশ বলে।

গোবর দিয়ে ঘাস এলান।

গোবরমাখা ঘাস গরুতে খায় না। মুখে কিছু না বলিয়া কার্যের দ্বারা অনিষ্ট করা। "খেদাই না, উঠান চষি।"

গোবরে পদ্মফুল।

নীচ বংশে ভাল লোকের আবির্ভাব দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। যেমন "দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।" "A promise in the dunghill."

গোবরে পোকার
পদ্মমধু খেতে সাধ।

নীচের উচ্চাভিলাষ।

গোভাগ্য মাই,
এঁটুলি ভাগ্য আছে।

এঁটুলি=গরুর গায়ে উৎপন্ন কীটবিশেষ। ভাগ্যে গরু টেঁকে না, শুধু গোয়ালে এটুঁলির উপদ্রব আছে। লোকে ভাল অংশ না পাইয়া মন্দ অংশ পাইলে তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

গো-মড়কে মুচির পার্বণ।

"কারও সর্বনাশ, কারও পৌষমাস।"

গোলা ত' খা ভালা।

বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে অনিষ্ট হইতে না দেখিয়া "তিতুমীর" তাহার মূর্খ শিষ্যদিগকে বলিয়াছিল "গোলা ত' খা ডালা!" তদবধি এটা প্রবাদবাক্যরূপে চলিয়া আসিতেছে।

গোলেমালে চণ্ডীপাঠ।

যখন গোল হয়, তখন চণ্ডীপাঠ ঠিক হইতেছে কি না তাহা কেহ ধরিতে পারে না। কাজে ফাঁকি দেওয়া।

গোলে হরিবোল।

কাজে ফাঁকি দেওয়া; অপরের সঙ্গে যোগ দিয়া গোলমাল করিয়া কাজ সারা।

গৌর হ'তে বাকী অনেক দিন।

তোমার পক্ষে পুণ্যাত্মা হওয়া সুকঠিন।

গ্রহণ লাগলে সবাই দেখে।

লোকে বিপদে পড়িলে সকলেই তাহাতে উল্লাস দেখায়।

গ্রহণের চাঁদ।

সকলেরই লক্ষ্য।

গ্রামের নাম তেঘরে,
তার উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া।

তেঘরে=যেখানে তিনটি মাত্র গৃহস্থের বাস আছে। অতি ক্ষুদ্র বস্তুর বিভাগ করা চলে না।

ঘটকালি করতে গিয়ে
বিয়ে করে এল।

অপরের কাজ করিতে গিয়া নিজের কাজ হাসিল করা।

ঘট গড়তে পারে না
মেটের বায়না নেয়।

ক্ষুদ্র কার্যে অক্ষম লোকের বৃহৎ কার্য করিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

ঘটি কেনা গঙ্গাস্নান।

দুই কাজ একসঙ্গে সারা। "রথ দেখা কলা বেচা।" "Killing two birds with one stone."

ঘটিরাম ডেপুটি।

নির্বুদ্ধি বিচারক (ঘটিরাম ডেপুটির চিত্র সধবার একাদশীতে চিত্রিত হইয়াছে)।

ঘটীর তলায় দিয়ে আটা,
যোগে যাগে কাল কাটা।

অভাব জন্য ফুটা ঘটীতে আটা লিপ্ত করিয়া কোনপ্রকারে কাল কাটানো।

ঘড়িকে ঘোড়া ছোটা।

এক মুহূর্তে ভয়ানক পরিবর্তন হইয়া যাইতে পারে। মুহূর্ত মধ্যে মস্ত পরিবর্তন।

ঘণ্টা বাজিয়ে দুর্গোৎসব
ইথু পুজোয় ঢাক।

যেমন কার্য তাহার অনুরূপ ব্যবস্থা না করিয়া বিপরীত ব্যবস্থা করা।

ঘন দুধের ফোঁটা,
বড় মাছের কাঁটা।

উৎকৃষ্ট বস্তুর অল্পও প্রার্থনীয়।

ঘরও ঢোকে, পা'ও কাঁপে।

লোভও সংবরণ করিতে পারে না, ভয়েও অস্থির হয়।

ঘরচোরকে পেরে
(বা এঁটে) উঠা দায়।

আপনার লোক অনিষ্টকারী হইলে সে অনিষ্ট নিবারণ করা সুকঠিন।

ঘরজামায়ের পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

ঘরজামাই ঘৃণ্য জীব, তাহার মরা বাঁচা সমান।

ঘরজ্বালানে, পরভুলানে।

যে ঘরের লোকসান করে, কিন্তু পরের ভাল করিয়া মন রাখে।

ঘর থাকতে বাবুই ভিজে।

নির্বোধেরা উপায় থাকিতে কষ্ট ভোগ করে।

ঘর নেই দোর বাঁধে,
মাগ নাই ছেলের জন্য কাঁদে।

ঘরই নাই, অথচ আগে দাওয়া বাঁধিতেছে, স্ত্রী নাই, অথচ সন্তান লাভের জন্য উৎসুক হইয়াছে। নিষ্ফল কার্য সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ
দেখলে ভয় পায়।

যে একবার ঠেকেছে, সে সেই কাজে আর দ্বিতীয়বার এগোয় না। "A burnt child dreads the fire."

ঘর পোড়ার কাঠ।

যেখানে সবই যাইতেছে, সেখানে যাহা কিছু আসে তাহাই যথেষ্ট।

ঘর ফাঁদলে দড়ি,
বিয়ে ফাঁদলে কড়ি।

ঘর প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেই দড়ির প্রয়োজন হয়। আর বিবাহের উদ্যোগ করিলেই টাকার দরকার।

ঘর বাঁধবে ছাইবে না,
ধার দিবে চাইবে না।

নির্বোধ লোকই ঘর তৈরি করিয়া তাহার চাল ছায় না, এবং টাকা ধার দিয়া তাগাদা করে না।

ঘরভেদেই রাবণ নষ্ট।

গৃহশত্রুই বিনাশের কারণ।

ঘরমুখো বাঙ্গালী,
রণমুখো সিপাই।

প্রবাসী বাঙ্গালী যখন ঘরমুখো হয় অর্থাৎ বাড়ি যাইতে প্রস্তুত হয়, তখন তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না; আর সিপাহী যখন রণমুখো হয় অর্থাৎ যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তখন কেহই তাহাকে বাধা দিতে পারে না।

ঘর-সন্ধানী বিভীষণ।

গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।

গৃহশত্রুই বিনাশের মূল।

ঘরামীর ঘর চেঁদা
(বা ঘরে জল পড়ে)।

ঘরামী অপরের ঘর সারিয়া বেড়ায়, কিন্তু নিজের ঘর সারিবার সময় পায় না।

ঘরামীর মটকা আদুল।

নিজের কাজে অমনোযোগিতা।

ঘরে ঘরে চুরি, তাই প্রাণ ধরি।

সকলের একই রূপ দুরবস্থা, তাই সান্ত্বনা।

ঘরে ছুঁচোর কীর্তন,
বাহিরে কোঁচার পত্তন।

গৃহে অন্ন-সংস্থান নাই, বাহিরে "লম্বাই চওড়াই" দেখানো।

ঘরে থাকতে মামা মিধি,
খেতে দেয় না দারুণ বিধি।

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন না থাকিলে কোন সুখই ভোগ হয় না।

ঘরে নাই অষ্টরম্ভা,
বাহিরে কোঁচা লম্বা।

গৃহে অন্ন নাই, বাহিরে খুব "সরগরম"।

ঘরে নাই ঘটী-বাটী;
কোমরে মেলাই চাবিকাঠি।

যাহার যাহা নাই তাহার অস্তিত্বে অপরের বিশ্বাস জন্মাইবার চেষ্টা করা।

ঘরে নাই দশটি, পথে পথে ফূর্তি।

যাহার ঘরে দেখিবার কেহ নাই সে নির্ভাবনায় বাহিরে আনন্দ করিয়া বেড়াইতে পারে। অথবা ঘরে দশ কড়ার সংস্থান নাই, বাহিরে অবস্থা গোপন করিয়া "ফূর্তি" করিয়া বেড়ানো।

ঘরে নাই ভাত, কোঁচা তিন হাত।

অন্নহীনের বাহিরে আস্ফালন।

ঘরে নাই ভাঙ (বা ভাজা) ভুজা,
নিত্য করেন গোঁসাই পূজা।

যাহার অন্ন নাই, তাহার পক্ষে ব্যয় করা সুকঠিন।

ঘরে বসে রাজা উজীর মারা।

ঘরে বসে বাহ্বাস্ফোট করা, অপরের সম্মুখে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য নাই। কাপুরুষতা লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ঘরে বসে রাজার মাকে
ডাইনী বলা।

অপরের অগোচরে তাহার কুৎসা করিতে সকলেই পারে।

ঘরে বসিয়ে মাহিনে দেয়;
এমন মনিব কোথায় পায়।

অর্থলাভ করিতে হইলে, পরিশ্রম করিতে হইবে।

ঘরে বাহিরে একমন,
তবে হয় কৃষ্ণভজন।

অন্তরে ও বাহিরে এক হইতে না পারিলে প্রকৃত ঈশ্বর আরাধনা হয় না।

ঘরে ভাত না থাকলে
শালগ্রামের সোনা বেচে খায়।

অর্থাৎ "অভাবে স্বভাব নষ্ট!" অভাবে পড়িলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

ঘরে ভাত নেই,
যত্নে ঘাটন নেই।

মৌখিক যত্ন লক্ষ্য করিয়া ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ইঁদুর বাস (কাপড়)
কাটলে ধরে রাখে কে?

আপনার লোকে অনিষ্ট করিলে, তাহা নিবারণ করা সুকঠিন।

ঘরের কড়ি দিয়ে নায় ডুবে মরা।

অর্থও গেল, প্রাণান্তও হইল।

ঘরের কত সুখ,
পৌষ মাস দেখে ভাতের দুখ।

পৌষ মাসে যে ভাতের কষ্ট পায়, তাহার নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

ঘরের খেয়ে বনের মোষ
তাড়ানো।

পারিশ্রমিক না লইয়া কোন পরিশ্রম করা। নিজের কোন লাভ নাই, এমন কাজ করা।

ঘরের গাছা পেটের বাছা।

ইহাদের মত হিতকারী কেহ নাই।

ঘরের ঢেঁকিই কুমীর।

গৃহশত্রুকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ঘরের ভাত খেয়ে বিলের
মহিষ তাড়ানো।

যাহাতে কোন লাভ নাই এমন কাজে লিপ্ত থাকা।

ঘরের ভাত দিয়ে শকুনি পোষে,
গোয়ালের গরু টেঁকে বসে।

কুলোক যত্নপালিত হইলেও সে অনিষ্ট করিবার অবসর অন্বেষণ করিতে বিমুখ হয় না।

ঘরের মধ্যে তিনজন,
হেগে গেল কোন্ জন।

যাহা স্বতঃই প্রমাণিত হয়, তৎসম্বন্ধে বিতণ্ডা করা নিষ্ফল।

ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

ইচ্ছা করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করা।

ঘরের ষাঁড়ে পেট ফাঁড়ে।

আত্মীয় লোক দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন।

ঘরে শাক সিজানো,
বাহিরে বাবুয়ানা।

সিজানো সিদ্ধ করা। ঘরে শাক সিদ্ধ করিয়া খাইয়া বাহিরে বাবুগিরি দেখানো। "ঘরে অষ্টরম্ভা বাহিরে কোঁচা লম্বা।"

ঘষতে ঘষতে পাথরও ক্ষয়ে যায়।

ক্রমাগত ঘর্ষণে পাথরও ক্ষয় পায়। নিয়ত অভ্যাস করিতে করিতে স্থূল বুদ্ধিও সূক্ষ্ম হয়। "Much rain wears the marble."

ঘষে মেজে রূপ,
ধরে বেঁধে সোহাগ।

স্বাভাবিক রূপ যদি না থাকে, তবে যতই ঘষ না কেন, সুন্দর হইবে না; হইলেও তাহা স্থায়ী নয়। আর যদি মনে আন্তরিক অনুরাগ না থাকে, তবে জোর করিয়া প্রণয় হইবে না। হইলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী।

ঘাটের নৌকা ঘাটে রৈল,
কাণ্ডারী কোথায় পালিয়ে
গেল।

কোন কার্যে কাহাকেও প্রবৃত্ত করিয়া তাহাকে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করা।

ঘাড়ে ভূত চেপেছে।

কুবুদ্ধি ঘটিয়াছে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল।

বিপদ্ হইতে নিষ্কৃতি লাভ।

ঘায়েই মাছি বসে।

কোন দুষ্কার্য করিলে লোকের দৃষ্টি তাহাতেই আকৃষ্ট হয়।

ঘা শুকালে চিহ্ন থাকে।

কাহারও নিকট মর্মান্তিক বেদনা পাইলে তাহার স্মৃতি চিরকাল থাকে।

ঘি আতুড়, খোল ঢাকা।

অধিকতর মূল্যবান্ বিষয়ে মনোযোগ নাই, আর সামান্য বিষয়ে দৃষ্টি থাকিলে

ইহা ব্যবহৃত হয়। "কঙ্কি খবরদার!" "Penny wise, pound foolish."

ঘি দিয়ে ভাজ নিমের পাতা, তবু না যায় তার জাতের জাতা।
যত চেষ্টা কর স্বভাব কখন পরিবর্তিত হয় না। "স্বভাবো মূর্ধ্নি বর্ততে।"

ঘি ভাত খেতে ঠোঁট পুড়লো।
গরম ভাতে ঘি মাখিয়া খাইতে ঠোঁটে ছেঁকা লাগিল। এই জন্যই তাহা ছাড়িয়া পলাইল। সুখের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া দুঃখ ভোগ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঘুঁটে (ঘষি) কুড় নির বেটা পদ্ম মোড়ল বা চন্দনবিলেস।
আত্মসম্মানের আধিক্য প্রচার করিবার চেষ্টা করিলে, তাহার পূর্ব কথা উল্লেখ করিয়া লোকে এইরূপ উক্তি করে।

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, তোমার একদিন আছে শেষে।
কোন লোক অপরে যন্ত্রণাভোগ করিতেছে দেখিয়া (যে যন্ত্রণা কিছুক্ষণ পরে তাহাকেও ভোগ করিতে হইবে) আনন্দ প্রকাশ করিলে ইহা প্রযোজ্য। "He laughs best who laughs last."

ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি।
কার্যের প্রথম অংশের সুখ অনুভব করিয়াছ, কিন্তু পরিণাম যে কিরূপ ক্লেশ-দায়ক, তাহা এখনও বুঝিতে পার নাই।

ঘুম নাই যোগীর, আর রোগীর।
যোগী যোগ সাধন করে, তাহার ঘুম নাই; আর রোগী রোগের যন্ত্রণায় ঘুমাইতে পারে না। উভয়েই নিদ্রাশূন্য।

ঘুমন্ত বাঘকে চিইও না।
প্রবল শত্রুকে উত্তেজিত করিবে না। "Do not rouse the sleeping lion."

ঘুমন্ত শৃগালে শিকার ধরে না।
অলস লোকে কোন কার্য সাধন করিতে পারে না। "The sleeping cat catches no mice."

ঘুষ পেলে আমলা তুষ্ট।
কর্মচারী ঘুষ পাইলেই সন্তুষ্ট হয়।

ঘোড়া চিনি কানে, দাতা চিনি দানে, মানুষ চিনি হালে, আর মণি চিনি জলে।
কান দেখিয়া ঘোড়ার শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা নিরূপিত হয়; দানকার্যেই দাতাকে চেনা যায়; অবস্থা দেখিয়া মানুষ চেনা যায়; আর হীরকাদি রত্ন স্বচ্ছ জলের সহিত মিলাইয়া পরীক্ষা করিতে হয়।

ঘোড়া চিনি কানে, রাজা চিনি দানে, মেয়ে চিনি হালে, পুরুষ চিনি কামে।
কান দেখিয়া ঘোড়ার উৎকৃষ্টতা নিকৃষ্টতা স্থির করা যায় দানশক্তি দেখিয়াই রাজার মহত্ত্ব জানা যায়; হাসি দেখিয়া স্ত্রীলোকের চরিত্র বুঝা যায়, এবং গলার আওয়াজ শুনিয়া পুরুষের স্বভাব নিরূপণ করা যায়।

ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়া।
যাহার সহায়তায় অপরের নিকট কোন কার্যসাধন জন্য প্রার্থী হইয়াছ, তাহাকে অগ্রাহ্য করিয়া সাক্ষাৎভাবে সেই অপরের নিকট ফললাভের চেষ্টা করা।

ঘোড়া থাকলে চাবুকের ভাবনা।
বেশীটা পাওয়া গেলে, অল্পটার জন্য ভাবনা নাই।

ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া।
বিলাসপ্রিয় অলসের উদ্দেশে প্রযুক্ত।

ঘোড়া ভেড়ার একদর।
"মুড়ি মিছরির একদর।" শ্রেষ্ঠতার আদর নাই।

ঘোড়ার কামড় ছাড়তে জানে না।
"নাছোড়বান্দা" উদ্দেশে কথিত।

ঘোড়ার গোয়ালে ভেড়া ঢোকা।
শ্রেষ্ঠের সহিত নিকৃষ্টের মিলনস্থলে ব্যবহৃত।

ঘোড়ার ঘাস কাটা।
বৃথা কার্যে সময় ক্ষেপণ করা।

ঘোড়ার ডিম।
কিছুই নয়। "আকাশ কুসুম।" "A mare's nest."

ঘোড়ার পেট, গাধার পিঠ, খালি থাকে কদাচিৎ।
ঘোড়ার জঠরানল বড়ই তীব্র; সুতরাং সর্বদাই ইহাকে আহার দিতে হয়। "As hungry as a horse." গাধার ভার বহিবার বিরাম নাই।

ঘোড়া হলে চাবুক আটকায় না।
বড়টা হইলে, ছোটটার জন্য ভাবিতে হয় না—সেটা সহজেই হয়।

ঘোমটার মধ্যে (বা ভিতরে) খেমটা নাচ।
গোপনে কুৎসিত আচরণ।

ঘোর কলিকাল।
(পাপাচারীর উদ্দেশে ব্যবহৃত।)

ঘোল কুল কলা, তিনে নষ্ট গলা।
গায়কের পক্ষে এই তিনটি দ্রব্যের ব্যবহার অনিষ্টকর

ঘোল খাবেন রামকৃষ্ণ, কড়ি দিবেন কালী (বা নিধি)।
একজনের সুখের জন্য অপরকে অর্থব্যয় করিতে হইলে এই প্রবাদটি তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

ঘোল মাগতে গিয়ে পিছনে ভাঁড়।
অর্থাৎ যাহা করিতে হইবে তাহা প্রকাশ্যে করাই ভাল।

চ

চকচক্ করলেই সোনা হয় না।
বাহ্য দৃশ্যে কোন বিষয় সঠিক বোঝা যায় না। "All that glitters is not gold." "Appearances are not to be trusted."

চক্ষু থাকিতে কানা (বা অন্ধ)।
চক্ষু আছে বটে, কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু অর্থাৎ বুঝিবার সামর্থ্য নাই। "None is so blind as will not see."

চক্ষুলজ্জার মাথা খাওয়া।
একেবারে লজ্জাহীন হইয়া কোন কথা বলা বা কোন কাজ করা।

চক্ষে চক্ষে যতক্ষণ, প্রাণ পোড়ে ততক্ষণ।
যতক্ষণ চোখের সামনে থাকে ততক্ষণই ভালবাসা; চক্ষুর অগোচরে গেলে আর মনে থাকে না। অস্থায়ী প্রণয়।

চক্ষে দেখলে শুনতে চায়, এমন নির্বোধ আছে কোথায়।
যে উপস্থিত চাক্ষুষ প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া শোনা কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে চায়, সে অতি নির্বোধ।

চক্ষে সরিষার ফুল দেখা।
বিপদে একেবারে উপায়হীন হইয়া স্তম্ভিত হওয়া। "To see stars."

চখের আড়াল হলেই মনের আড়াল হয়।
দেখাসাক্ষাৎ না থাকিলে আর মনে থাকে না। মৌখিক ভালবাসা। "Out of sight, out of mind."

চখের বালি।
যে বিরক্তি উৎপাদন করে। "An eye sore."

চড় মেরে গড়।
ইচ্ছা করিয়া লাথি মারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা।

চড় মেরে চড় খাওয়া।
ইচ্ছা করিয়া বিপদ্ ডাকিয়া আনা।

চড়ুকে হাসি।
যে বুক পিঠ ফুঁড়িয়া চড়কগাছে পাক খাইতেছে, সে নিশ্চয়ই যন্ত্রণা পাইতেছে, সুতরাং তাহার হাসি কেবলমাত্র লোক-দেখান। "কাষ্ঠ হাসি।"

চড়কে বাতিক।
চড়কে পাক খাওয়ার লোভে সন্ন্যাসী হওয়ার ইচ্ছা।

চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়োয়, রামা চড়ে ঘোড়া।
"লেখা পড়া যেমন তেমন" দ্রঃ।

চতুরের কাছে চতুরালী।
"সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি।"
"Greek meets a Greek."

চতুরের কতুর।
অতিমাত্রায় চতুর হইলে তাহাকে অবসন্ন হইতে হয়।

চ'তে গুরু ম'তে শিষ্য।
যেমন গুরু তেমনই শিষ্য; উভয়েই সমান।

চন্দ্রসূর্য অস্ত গেল জোনাকি ধরে বাতি; মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল ফার্সী পড়ে তাঁতী।
মহত্তের অভাব ক্ষুদ্রে পূর্ণ করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

চম্পট দেওয়া।
সরিয়া পড়া।

চরণামৃত চরণামৃত, না জানি কি অমৃত; খেয়ে দেখি, না জল।
অপরিচিত বস্তু বা ব্যক্তিকে খুব বড় বলিয়া ধারণা থাকে; কিন্তু পরিচয় হইলে দেখা যায় তাহা ঠিক সাধারণেরই মত।

চলতে না জানলেই উঠান বাঁকা।
কোন কাজে অকৃতকার্য হইয়া অপরের দোষ দেওয়া। "A bad workman quarrels with his tools."

চলতে পারে না তার বন্দুক ঘাড়ে।
একটি সামান্য কাজ করিতে যে অসমর্থ, তাহাকে শক্তিসাপেক্ষ অপর কাজ করিতে দেওয়া।

চলেছ যদি বঙ্গে কপাল যাবে সঙ্গে।
যেখানেই যাও না কেন, যাহা অদৃষ্টে আছে তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে। "অভাগা যায় বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে"—পাঠান্তর।

চল্লেই চল্লিশ বুদ্ধি, না চল্লেই হতবুদ্ধি।
যখন শুভাদৃষ্টবশতঃ কাজ চলে, তখন নানারূপ ফন্দি ফিকির বাহির হয়, আর সব ফন্দি ফিকিরেই কিছু-না-কিছু কাজ হয়; আর যখন দুরদৃষ্টের সঞ্চার হয়, তখন কোন ফন্দিই কাজে আসে না, সব কাজেই বিফল হইয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়।

চাঁদে কলঙ্ক আছে, গোলাপে কণ্টক।
জগতে নির্দোষ কিছুই নাই। "No rose without thorns."

চাঁদের কাছে জোনাকি পোকা।
চাঁদের আলোর কাছে জোনাকি পোকার আলো অতি নগণ্য। "চাকের কাছে ট্যামটেমী।"

চাঁদের হাট বাজার।
রূপের ছড়াছড়ি। (রূপসী স্ত্রীলোকের সমষ্টি।)

চাকরি মেঘের (বা তালপাতার) ছায়া, মিছা তার কর মায়া।
মেঘের বা তালপাতার ছায়া যেমন এই আছে এই নাই, সেইরূপ চাকরি কখন আছে কখন নাই; উহার উপর নির্ভর করিতে নাই।

চাচা আপন, চাচী পর; চাচীর মেয়ে বিয়ে কর।
মুসলমান সমাজের প্রবাদ; অর্থ স্পষ্ট।

চাচা আপন বাঁচা।
আগে আপনাকে রক্ষা কর তারপর পরের জন্য ভাবিও। "Self-preservation is the first law of Nature."

চাচা বল কাকা বল কলাটি পাঁচ কড়া।
যতই আত্মীয়তা কর না কেন, আমার আপনার স্বার্থ ছাড়িব না।

চাপ পড়লেই বাপ।
কায়দায় পড়িলেই লোকে সম্বন্ধ স্বীকার করে।

চামচিকে আবার পাখি।
বাহ্য আকার বড়র মত দেখাইলেই বড় হয় না।

চাল নাই, তার ধুচুনি নাড়া।
ধুচুনিতে চাল নাই, শুধু দৈন্য গোপন জন্য শূন্য ধুচুনি নাড়া দেওয়া।

চাল নাই, ধান নাই, গোলাভরা ইঁদুর।
গোলায় চাল ধান কিছুই নাই, শুধু ইঁদুরে ভরিয়া আছে। অন্তঃসারশূন্যতা।

চাল না চুলো, ঢেঁকি না কুলো। বিধাতা করেছে দোর ধুলো ধুলো॥
বাসস্থান নাই, অন্নের সংস্থান নাই, গৃহস্থের ব্যবহার্য দ্রব্যাদি কিছুই নাই। শুধু পরের দোরে দোরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পেট চালায়।

চালুনি ক'রে খোল বিলানো।
অসম্ভব।

চালুনি বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছেঁদা।
নিজের বহু দোষ দেখিতে পায় না, অথচ অপরের সামান্য দোষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। "The pot calls the kettle black."

চালুনি বলে, ধুচুনি ভাই, তুমি বড্ড ফুটো।
নিজের বড় দোষ না দেখিয়া পরের ছোট দোষ দেখা।

চালে খড় নাই, ঘরে বাতি।
ঘরের চালে খড় দিবার সামর্থ্য নাই, অথচ ঘরে বাতি জ্বালিয়াছে। "এ দিক নাই, ও দিক আছে।"

চালের দর কত? না মামার ভাতে আছি।
খায় দায় স্ফূর্তি করিয়া বেড়ায়, সংসারের কিসে কি হইতেছে হিসাব রাখে না, এরূপ লোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

চালের বাতায় মানিক থুয়ে, উলুবনে হাতড়ানো।
আপনার নিকটে যাহা আছে, তাহার জন্য অপর স্থানে অন্বেষণ করা "হাতে পাঁজি, মঙ্গলবার।"

চাষা কি জানে মদের স্বাদ।
নীচ কখন উচ্চ বিষয় বুঝিতে পারে না।

চাষার গদ্দি কাস্তের ঠোক্কর।
চাষা লোক আদর করিতে হইলে কাস্তের খোঁচা মারিয়া আদর করে। যাহার যেমন শিক্ষা তাহার ব্যবহারও সেইরূপ।

চাষার চাষ দেখে চাষ ক'রলে গোয়াল; ধানের সঙ্গে খোঁজ নেই, বোঝা বোঝা পোয়াল।
অব্যবসায়ী কর্তৃক কার্যের সুফল পাওয়া যায় না।

চাষার মুখ না আখার মুখ।
আখা=উনান। উনান যেমন অবিচারিত-ভাবে সকল দ্রব্যই ভস্ম করে, চাষা সেইরূপ যা পায়, তাই উদরসাৎ করে।

চাহিলেন জিরা, পাইলেন হীরা।
সামান্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিয়া, অপ্রত্যাশিত মূল্যবান্ বস্তু লাভ হইলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

চিঁড়ে কাঁচকলা।
এই দুইটি দ্রব্য একসঙ্গে কখন ব্যবহৃত হয় না। উভয়ের মধ্যে সদ্ভাবের কোন সম্ভাবনা নাই।

চিঁড়ের বাইশ ফের।
দাঁড়িপাল্লায় প্রথমে একটি করিয়া চিঁড়া রাখিবে, পরে দুই দিকের দুইটি চিঁড়াই বাম দিকের পাল্লায় দিয়া ডান দিকের

পাল্লায় তাহার ওজনে আর দুইটি চিঁড়া দাও। পুনরায় ঐ দুইটি চিঁড়া বাম পাল্লায় রাখিলে মোট চারিটি হইল ; এবার ডান দিকের পাল্লায় ঐ ওজনে চারিটি চিঁড়া দাও। আবার ঐ চারিটি বাম পাল্লায় রাখিলে মোট আটটি হইল। এবার ডান দিকে উহার ওজনে আটটি চিঁড়া রাখ। এইরূপে ফিরাইয়া ফিরাইয়া বাইশ বার ওজন করিলে মোট চিঁড়ার সংখ্যা হয় ৪১৪৭০৩, এবং উহার ওজন প্রায় দুই তিন মণ হয়। ইহারই নাম চিঁড়ার বাইশ ফের। সহজ বিষয় ক্রমে জটিল হইয়া পড়িলে তাহাকে চিঁড়ার বাইশ ফের বলা হয়।

চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।
সামান্য বস্তুর লোভে পুণ্য সঞ্চয়ে বঞ্চিত হওয়া। "জাতও গেল, পেটও ভরল না।"

চিৎপাতের কড়ি, উৎপাতে যায়।
বেশ্যাবৃত্তিতে উপার্জিত অর্থের অপব্যয় হইয়া থাকে।

চিনির পুতুল।
যাহারা সামান্যমাত্র পরিশ্রমে কাতর হইয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে ইহা প্রযোজ্য।

চিনির বলদ।
কেবল ভারবাহী, কিন্তু ফলভাগী নহে।

চিন্তের মায়ের চিন্তে
হাটের লোক শোয় কোথা?
চিন্তামণির মা হাটে গিয়া হাটের লোক দেখিয়া ভাবিতে লাগিল, হাটের এত লোক কোথায় শুইয়া থাকে? বৃথা চিন্তা সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

চিরকাল সমান যায় না।
"চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ।"

চিলকে বিল দেখানো ভাল নয়।
আপনার অনিষ্ট ডাকিয়া আনিবে না।

চিল পড়লে কুটাটাও নিয়ে
উঠে (বা যায়)।
শত্রু বা লোভী কিছু-না-কিছু ক্ষতি না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে
যদি না পড়ে ধরা।
চুরি বিদ্যা অর্থ সংগ্রহের অন্যতম উপায় ; কিন্তু ধরা পড়িলেই গোল।

চুলকে ঘা করা (বা ব্রণ তোলা)।
ইচ্ছা করিয়া বিপদ্ ডাকা।

চুল চিরে ভাগ করা।
অতি সূক্ষ্মাংশও ভাগ করা। "Splitting hairs."

চুল থাকে ত বাঁধি,
গুণ থাকে ত কাঁদি।
মাথায় চুল থাকিলেই তাহা বাঁধিবার প্রয়োজন হয়। লোকের গুণ থাকিলেই সেই সদ্গুণ স্মরণে তাহার জন্য কাঁদিতে হয়।

চুলোমুখো দেবতার
ঘুটের ছাই নৈবেদ্য।
ভালর জন্য ভাল এবং মন্দের জন্য মন্দ দ্রব্যই প্রদত্ত হইয়া থাকে।

চুলোর উপর ক্ষীর, মন নহে স্থির।
লোভীর নিকট লোভের বস্তু থাকিলে মন অস্থির হয়।

চূড়ার উপর ময়ূর-পাখা।
সৌন্দর্যের উপর সৌন্দর্য। মণিকাঞ্চন যোগ।

চূণ খেয়ে গাল পুড়েছে,
দই দেখলে ভয় হয়।
চুণ খাইয়া যাহার গাল পুড়িয়াছে সে দই দেখিলেও তাহাকে চুণ বলিয়া ভয় পায়। কারণ উভয়ই সমান। "A burnt child dreads the fire."

চেটায় (বা ছেঁড়া কাঁথায়) শুয়ে
লক্ষ টাকার স্বপন দেখা।
গরীবের উচ্চাভিলাষ।

চেতনেতে অচেতন,
প্রেমে টানে যার মন।
প্রেমের আবেগে লোকে জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞ হইয়া পড়ে।

চেনা বামনের পৈতায় কাজ কি?
বাহ্য প্রমাণ দেখাইয়া পরিচিতকে স্বীয় পরি্চয় দান করিতে হয় না।

চেরাগের নীচেই অন্ধকার।
যে অপর সকলকে উপদেশ দেয়, তাহার নিজের ব্যাপারেই অব্যবস্থা।

চৈতে কুয়ো, ভাদ্রে বান,
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যা'ন।
চৈত্র মাসে কুজ্ঝটিকা ও ভাদ্র মাসে বন্যা হইলে দেশে মড়ক উপস্থিত হয়।

চোখ বুজলেই অন্ধকার।
মরিলেই সব ফুরায়।

চোখে ধূলা দেওয়া।
জুয়াচোরেরা অনেক সময় চোখে ধূলা ছড়াইয়া দেয়। লোক চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে জুয়াচোর তাহার টাকাকড়ি লইয়া পলায়। ক্ষমতা সত্ত্বেও এমন কৌশলে ঠকানো যে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার সময় পায় না।

চোখে ভেলকি লাগা।
মোহাচ্ছন্ন হওয়া। ভ্রমে পতিত হওয়া।

চোখের দোষে সব হলদে।
চোখের নেবা রোগ জন্মিলে সকল জিনিসই হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। যাহার মন খারাপ, সে সকলকেই খারাপ দেখে। "All appear yellow to the jaundiced eye."

চোরকে বলে চুরি করতে,
গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।
দুই দিক্ বজায় রাখা। "Hunting with the hound and running with the hare."

চোর খোঁজে অন্ধকার।
সকলেই আপনার সুবিধা খোঁজে।

চোর চায় ছেঁচা বেড়া।
ছেঁচা বাঁশের বেড়া সহজে ভাঙ্গিয়া বাড়ির ভিতর প্রবেশ করা যায়। তাহাতে চুরির সুবিধা হয়। অন্যায় কার্যের সুযোগ অন্বেষণ করা।

চোর ছেঁচড় চোপায় দড়,
আগে দৌড়ে ঠাকুর ঘর।
চোর ও ছেঁচড়া লোকেরা মন্দ কাজ করিয়াও মুখে খুব সাফাই দেখায়, এবং তাহারা শপথ করিবার জন্য আগেই ঠাকুরঘরে ছুটিয়া যায়।

চোর ডাকাতের ভয়,
পেটে পুরলে রয়।
উদরসর্বস্বের প্রতি প্রযুক্ত।

চোর ধরিতে চোরকে
নিযুক্ত করা।
"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।" "Set a chief to catch a thief."

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
কার্যকালে উপস্থিত বুদ্ধির অভাবস্থলে ব্যবহৃত। "Locking up the stable-door after the horse is stolen."

চোর ভাল ত বেকুব ভাল না।
একটু সাবধান থাকিলে চোরের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়া যায়, কিন্তু বেকুব যে কখন কি বিপদ্ ঘটাইয়া বসিবে, তাহার কিছুই ঠিক নাই।

চোর মজে সাত ঘর মজিয়ে।
চোর ধরা পড়িলে অনেক নির্দোষ লোক না জানিয়া তাহার সহিত সংস্রব রাখার দরুন শাস্তিরক্ষকের হস্তে অযথা নিগ্রহ ভোগ করে।

চোরা গরুর সঙ্গে (বা অপরাধে)
কপিলার বন্ধন।
দোষীর সংসর্গে থাকিলে নিরপরাধ ব্যক্তিও তাহাদের সঙ্গে কষ্ট পায়। [ইন্দ্রদেব সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব হরণ করিয়া ধ্যানমগ্ন কপিল মুনির নিকট রাখিয়া আসেন। অশ্বরক্ষকগণ অনুসন্ধান করিতে করিতে ইহার নিকট অশ্ব দেখিয়া ইহাকে অশ্বচোর মনে করিয়া ইহার লাঞ্ছনা করে।]

চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।
দুষ্প্রবৃত্তি লোকে সৎপরামর্শ নেয় না।

চোরে কামারে দেখা নাই, সিঁধকাঠি গড়া।
কথিত আছে, চোর খানিকটা লোহা রাত্রিকালে কামারশালে ফেলিয়া দিয়া যায়, প্রাতঃকালে কামার সেই লোহা দেখিয়া বুঝিতে পারে যে, চোর সিঁধকাঠি প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা রাখিয়া গিয়াছে। তখন কামার তাহার সিঁধকাঠি গড়িয়া রাত্রিকালে সেইখানে রাখিয়া দেয়, চোর যথাসময়ে আসিয়া সেইখান হইতে সিঁধকাঠি লইয়া কামারের পারিশ্রমিক সেখানে রাখিয়া দেয়। পরস্পর অজ্ঞাত-ভাবে কার্যসাধন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

চোরে চায় ভাঙ্গা বেড়া।
দুষ্ট লোকে আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উপায় অন্বেষণ করে।

চোরে চোরে মাসতুত ভাই।
একদা একদল চোর গৃহস্থালীর অনেক জিনিসপত্র চুরি করে। ভোর হওয়ায় অসুবিধা দেখিয়া নিকটবর্তী এক আস্তা-বলের এক সইসের খাটিয়া লইয়া তাহার উপর চোরাই বাসন রাখিয়া চাদর ঢাকা দিল এবং চারিজনে খাটিয়া কাঁধে করিয়া যাইতে লাগিল এবং "বল হরি হরিবোল" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল— যেন মড়া পোড়াইতে যাইতেছে। পথে এক পাকা চোরের সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বলিয়া উঠিল, ঐ যে নল দেখা যায়। তখন চোরেরা দেখিল, একটা গাড়ুর নল বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ধরা পড়িবার ভয়ে তাহারা নলের উপর চাদর ঢাকা দিয়া চোরকে বলিল, 'ভাগ নেবে ত এস'; অর্থাৎ চোরাই মালের ভাগ লইবে এস, অপর পক্ষে শব বহনের ভাগ লও অর্থাৎ কাঁধ দাও। চোর সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, 'কবে মরেছে মেসো'; এবং আসিয়া কাঁধ দিল। সেই হইতে চোরে চোরে মাসতুত ভাই প্রবাদ সৃষ্ট হইয়াছে।

চোরের আবার পুরুত।
দু'জন ব্রাহ্মণ রাত্রে প্রতিবেশীর গাছে কাঁটাল চুরি করিতে গিয়াছে। কাঁটাল-গুলি কিছু উচ্চে থাকায় গাছে উঠিবার প্রয়োজন হওয়ায় ১ম ব্রাহ্মণ ২য় ব্রাহ্মণকে বলিল, "তুমি আমার কাঁধে উঠে ঐ ডাল ধ'রে গাছে চড় এবং কাঁটাল পাড়।" তা'তে ২য় ব্রাহ্মণ উত্তর করিল, "তুমি আমার কাঁধে চড়। তোমার কাঁধে আমি উঠিতে পারিব না, কেননা তুমি যে আমার পুরোহিত।" তাহা শুনিয়া ১ম ব্যক্তি চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "চোরের আবার পুরুত!" এই চিৎকারে প্রতিবেশী জাগিল, সুতরাং তাহাদের আর কাঁটাল চুরি করা হইল না।

চোরের উপর বাটপাড়ি।
একজন অপরকে ঠকাইয়া লইল, কিন্তু তাহাকে ঠকাইয়া আবার কেহ যদি লয় তাহা হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "Diamond cuts diamond." "The bit r bit."

চোরের উপর রাগ করিয়া ভুঁয়ে ভাত খাওয়া।
যাহার উপর রাগ করা হইল তাহার কোন ক্ষতি নাই, অথচ নিজেরই ক্ষতি হইল ইহাই এই প্রবাদের তাৎপর্য।

চোরের গরু গোয়ালে বাঁধা।
অপরের দোষ আপনার ঘাড়ে পড়া। অথবা, অপহৃত দ্রব্য গোপন করিয়া রাখা।

চোরের দশ দিন গৃহস্থের এক দিন।
পাপকর্ম কখনও চাপা থাকে না। "Murder will out."

চোরের ধন বাটপাড়ে লয়।
'চোরের উপর বাটপাড়ি' দ্রঃ।

চোরের মন পুঁই-আদাড়ে (বা বোঁচকার দিকে)।
সকলেই আপনার স্বার্থের চিন্তা করে, বা স্বার্থসিদ্ধির অবসর অন্বেষণ করে।

চোরের মন বোঁচকার দিকে।
আপনার স্বার্থের দিকে সকলেরই দৃষ্টি।

চোরের মার কান্না।
চোর চুরি করিতে গিয়া এমন মার খাইল যে গৃহে আসিয়া শয্যাগত হইল। চোরের মা ইহাতে খুব কষ্ট অনুভব করিল বটে, কিন্তু চেঁচাইয়া কাঁদিতে পারল না, কেননা সেরূপ করিলে চোরের চুরি ধরা পড়ে। কোনরূপ বিশেষ বিপদে পড়িয়া ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে, অথচ সেই কষ্ট চাপিয়া রাখিতে হইতেছে।

চোরের মার কুরকুটি, অন্ধকার ঘুরঘুটি।
অন্ধকারেই চুরি করিবার সুবিধা, সুতরাং চোরের মা অন্ধকারেই আনন্দ উপভোগ করে।

চোরের মার বড় গলা, খেতে চায় দুধ কলা।
চৌর্যলব্ধ ধনে চোরের মার আস্ফালন ও সুখভোগেচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

চোরের রাত্রিবাসই লাভ।
চোর গৃহস্থবাড়িতে চুরি করিতে গেল, কিন্তু গৃহস্থ সজাগ থাকাতে কিছুই চুরি করিতে পারিল না, কেবল সেখানে রাত্রিতে বাস করিতে পাইল ইহাই বা সামান্য লাভ। কোন বিশেষ লাভের প্রত্যাশায় গিয়া অল্প পরিমাণে লাভ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা।
"শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।"

চৌকিদারি কি ঝকমারি, মার খেতে প্রাণ গেল।
লাভ সামান্য, কষ্টই বেশী, সেই স্থলে ব্যবহৃত।

চৌধরী মাত দেখানো।
দাবাবড়ে খেলায় ব্যবহৃত। বিষম সংকটে ফেলা।

চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওল পরামানিক।
এদেশে ভূতচতুর্দশীর দিনে চৌদ্দ শাক খাওয়ার রীতি আছে। তাহাতে চৌদ্দ শাকের মধ্যে ওলের পাতা দেওয়া হয়। কতকগুলি প্রীতিকর একজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ভিন্নজাতীয় দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ছকড়া নকড়া করা।
ছকড়া বা নকড়া কড়ি অতি সামান্য, কেহ গ্রাহ্য করে না। সাতিশয় তাচ্ছিল্য প্রদর্শন স্থলে ব্যবহৃত।

ছল ক'রে জল আনা।
ব্রজধামে গোপীগণ যেমন কৃষ্ণদর্শনের জন্যই যমুনায় জল আনিতে যাইত, সেইরূপ এক কার্যসাধনের জন্য অন্য কার্যের অভিনয় করা।

ছাঁচের জলে খাবি খায়, সমুদ্র পার হ'তে যায়।
যে সামান্য কার্যে অশক্ত, তার বৃহৎ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা।

ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ী, যে আমার আমি তারি।
যখন যে আদর যত্ন করে, তখন তারই অধীন। দৃঢ় নীতিজ্ঞানশূন্য ব্যক্তি।

ছ্যাদা ঘটী চোরা গাই, চোর পড়শী, ধূর্ত ভাই। মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট, এই কয়টি বড় কষ্ট।
ঘটী ছেঁদা হইলে বড় কষ্টকর। যে গাই দুধ দুহিবার সময় দুধ চুরি করে সে গাইকে প্রতিপালন করা কষ্টকর। প্রতিবাসী চোর হইলে জিনিসপত্র চুরি যায়, আবার মাঝে মাঝে পুলিসের নির্যাতন ভোগ করিতে হয়। নিজের ভাই ধূর্ত, ছেলে

মুর্খ এবং স্ত্রী দুশ্চরিত্রা হইলে তাহা নিতান্ত কষ্টের বিষয় হয়।

ছাই চাপা আগুন।
যাহার ভিতরে তেজ আছে, কিন্তু বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় না তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছাইতে জানিনে গোড় চিনি।
কাজটি যদিও নিজ হাতে করিতে অসমর্থ, কিন্তু অপরকৃত কাজটি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে, তাহা বুঝিবার আমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে।

ছাই পায় না, মুড়কি জলপান।
যাহার যৎসামান্য পাইবারও আশা নাই, তাহার পক্ষে উচ্চতর বিষয়ে অভিলাষ হাস্যজনক।

ছাই পেতে (বা পাঁশ পেড়ে) কাটা।
নির্দয়ভাবে বৈরনির্যাতন করা।

ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।
দোষ করুক বা না করুক, কোন নিরীহ ব্যক্তির ঘাড়ে সকল দোষ চাপানো।

ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো।
কোন বৃহৎ কাজ অক্ষম ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন করাইবার চেষ্টা।

ছাগল বলে আলুনী খেলাম;
গৃহস্থ বলে প্রাণে ম'লাম।
যাহাদের তৃপ্তির জন্য অর্থব্যয় করা হয়, তাহাদের তৃপ্তি সাধন না হইলে, অথবা কোন কর্মে অপযশ হইলে, এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ছাগলে কি না খায়;
পাগলে কি না কয়?
ছাগল যেমন সমস্ত লতাপাতাই ভক্ষণ করে, পাগলও তেমনই বাচ্য অবাচ্য অনেক কথাই বলে।

ছাতা দিয়া মাথা রাখা।
উপকার করা। (সামান্য উপকার সম্বন্ধে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত।)

ছাতার বলে গাঁ আমার।
ছাতার পাখী পাখীদিগের মধ্যে নিকৃষ্ট; কিন্তু সে সবই আমার বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিলে যেমন অসম্ভব উক্তি হয়, তদ্রূপ।

ছাতারে কীর্তন।
ছাতার পাখীর দল যেখানে বসে সেইখানেই কিচির কিচির শব্দে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলে। কাজে কিছু নাই, কেবল গোলমাল।

ছাতুর হাঁড়িতে বাড়ি পড়া।
লণ্ডভণ্ড হওয়া।

ছায়া আর কায়া।
দেহের সহিত ছায়ার অভিন্ন সম্বন্ধ; দেহ যেখানে ছায়াও সেখানে। এইরূপ ভালবাসা বা সম্বন্ধ।

ছায়াতে ভূত দেখা।
অমূলক আশঙ্কা করা।

ছারপোকার বিয়েন।
প্রবাদ এইরূপ যে, ছারপোকা দিনে সাতবার অণ্ড প্রসব করে। (বহুসংখ্যক সন্তানপ্রসব স্থলে ব্যবহৃত।)

ছাল নাই কুকুরের বাঘা নাম।
এত ক্ষীণ ও রুগ্ণ কুকুর যে তাহার গায়ের ছাল উঠিয়া গিয়াছে, এদিকে তাহার নাম কিন্তু বাঘা। "কানাপুত্রের নাম পদ্মলোচন।" অযোগ্যকে অতিরিক্ত সম্মানসূচক আখ্যা দেওয়া।

ছিঁড়লো দড়া তো ছুটলো ঘোড়া।
শাসন অতিক্রম করিতে পারিলে লোকে অদম্য হইয়া উঠে।

ছিঁড়ে ছিঁড়ে কাটুনী,
পুড়ে-ঝুড়ে রাঁধুনী।
অভ্যাসেই অভিজ্ঞ হয়। "Practice makes perfect."

ছিকলি (শিকলি) কাটা টিয়ে।
যে একবার শাসন-বন্ধন অতিক্রম করিয়াছে, তাহাকে আবার অধীনে আনা সুকঠিন।

ছিল ঢেঁকি হলো শূল (বা তুল)
কাটতে কাটতে নির্মূল।
বড় জিনিস কাটিতে কাটিতে ক্রমশঃ ছোট হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ছিল না কথা দিলে গাল,
আজ না হয় হবে কাল।
আগে কথা কহিত না, এখন তবু গাল দিয়াছে (তাহা হইলেই কথা কহিয়াছে), আরও কিছু দিন পরে মনস্কামনা পূর্ণ হইতে পারে। যাহা একেবারে অপ্রাপ্য ছিল, তাহার কতকটা হস্তগত হইয়াছে, বাকীটাও আসিতে পারে। (গৃহস্থ কুলবধুকে বিপথে আনিবার জন্য লম্পটের চেষ্টা ও আশ্বাস।)

ছিলাম রোগী হলাম রোজা।
লোকে ঠেকিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করে।

ছুঁচ হয়ে ঢোকে,
ফাল হয়ে বেরোয়।
প্রবেশ করিবার সময় ছুঁচের মত সূক্ষ্ম হইয়া অর্থাৎ বন্ধুত্ব দেখাইয়া শেষে ফালের মত হইয়া অর্থাৎ ভয়ানক অনিষ্ট করিয়া বাহির হওয়া।

ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ।
যে কাজে লাভ নাই, অথচ অখ্যাতি হয়, সেইরূপ কার্য সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছুঁচোয় যদি আতর মাখে,
তবু কি তার গন্ধ ঢাকে?
দুষ্ট লোক সাধু সাজিয়া স্বভাব গোপন করিবার শত চেষ্টা করিলেও, মন্দ স্বভাব প্রকাশ হইয়া পড়িবেই।

ছুঁচোর গু ঔষধে লাগে,
ছুঁচো গিয়ে পর্বতে হাগে।
ছুঁচোর বিষ্ঠা কোন কাজের জন্য যদি দরকার হয়, তাহা হইলে সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নীচ লোকের নিকট সামান্য উপকার চাহিলেও সে গর্বে স্ফীত হইয়া উপকার করিতে চায় না।

ছুঁচোর গু পর্বত।
ছোটকে বড় করিয়া তোলা, অর্থাৎ অতি ক্ষুদ্র ছুঁচোর বিষ্ঠাকে পর্বতপ্রমাণ প্রচার করা।

ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,
তার মাইনে চোদ্দ সিকে।
অতি ঘৃণ্যের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক উক্তি।

ছেঁড়া কচুর পাত,
এক মাগকে ভাত দেয় না
আবার মাগের সাধ।
উপস্থিত কাজ শেষ করিবার ক্ষমতা নাই, অথচ আবার একটা কাজ করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে থাকে,
লাখ টাকার স্বপন দেখে।
দরিদ্রের উচ্চাভিলাষ।

ছেঁড়া কাপড় রুখু মাথা,
দুঃখ বলে যাব কোথা।
সর্বদা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া এবং রুখু মাথা করিয়া অর্থাৎ অপরিষ্কৃত ভাবে থাকিলে তাহাকে দুঃখ জড়াইয়া ধরে।

ছেঁড়া চুলে খোঁপা বাঁধা
(বা বিউনী গাঁথা)।
নিজের চুল নাই, পরের ছেঁড়া চুল লইয়া খোঁপা বাঁধিলে সে খোঁপা ভাল হয় না, অধিকন্তু বিরক্তিকর হয়। পরের স্বার্থে কাজে জড়াইয়া পড়া।

ছেঁড়া বস্তায় (বা ধুকড়ীর ভিতর)
খাসা চাল।
কুদর্শন হইলেও তাহার গুণ থাকিতে পারে।

ছেঁদো কথা, মাথার জটা;
খুলতে গেলেই বিষম ল্যাঠা।
মাথার জট যেমন সহজে খোলা যায় না, অসরল বাক্যও তেমনই সহজে বোধগম্য হয় না।

ছেড়ে দিয়ে তেড়ে ধরা।
সুযোগ হারাইয়া কার্যসিদ্ধির জন্য আবার প্রয়াস।

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।
আমি আর উপকার চাই না,—তোমার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেই আমি ধন্য হই।

ছেলে আমার তোতা পাখী।
যে অপ্রয়োজনীয় অধিক কথা কয়, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। তোতা পাখী—যে অর্থ না বুঝিয়া পাঠ বা অপরের কথিত বাক্য কণ্ঠস্থ করে।

ছেলে নষ্ট হাটে, বৌ নষ্ট ঘাটে।
ছেলে হাটে বাজারে যাইয়া নানারূপ দেখিয়া শুনিয়া দুষ্টস্বভাব হয়, আর বৌ ঘাটে নানারূপ লোকের সহিত কথা কহিয়া অনেক রকম দুষ্টামি শিখে।

ছেলে মারে কাপড় ছেঁড়ে, আপনার ক্ষতি আপনি করে।
নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

ছেলের চেয়ে ছেলের গু ভারী।
মূল অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যাপার অধিকতর কঠিন বা ব্যয়সংকুল স্থলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

ছেলের হাতে মোয়া।
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে ভোগা দিবে।
প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান্ লোককে যে প্রবঞ্চনা করিবার চেষ্টা করে, তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ছোট মুখে বড় কথা।
লোকের মর্যাদা রাখিয়া কথা না বলা।

ছোট সরাটি ভেঙ্গে গেছে, বড় সরাটি আছে.
নাচ কোঁদো কেন বৌ, আমার হাতের আন্দাজ (বা আটকাল) আছে।
"বৌ কাটকি" শাশুড়ী সম্বন্ধে ব্যবহৃত। শাশুড়ী একটি ছোট সরায় রোজ রোজ বৌকে ভাত দিত। সেটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া বৌ মনে করিল, আজ থেকে বড় সরায় বেশী ভাত পাইব। তাহাতে শাশুড়ী বলিল—তোমার বৃথা আনন্দ, কারণ আমার হাতের আন্দাজ আছে, যে পরিমাণে ভাত পাইয়া আসিতেছ, তাহার বেশী কিছুই পাইবে না।

জ

জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে, পালিয়ে বাঁচবি কোথা?
যমের হাত কেহই এড়াইতে পারে না।

জগতে ভাল কে, যার মনে লাগে যে।
সংসারে যে যাহাকে প্রিয় জ্ঞান করে সেই তাহাকে ভাল দেখে, অন্যের পক্ষে নয়। "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।"

জগন্নাথে গেলে হাড়ীর ঝাঁটা খেতে হয়।
কথিত আছে, যাহারা প্রথমে জগন্নাথ দেখিতে যায়, তাহারা প্রথমে হাড়ীর ঝাঁটা খাইলে পরে ঠাকুর দেখিতে পায়। অপমান বা কষ্ট স্বীকার না করিলে ইষ্ট লাভ হয় না।

জগা খিচুড়ি।
বহু আবশ্যক ও অনাবশ্যক দ্রব্যের দ্বারা পাক করা, যাহার স্বাদ ভাল হয় না।

জঙ্গলা কখন পোষ না মানে, সদা মন তার কেওড়া বনে।
যার যা অভিলষিত, সেই দিকেই তার টান।

জড় ভরত।
কথিত আছে যে মহারাজ ভরত বার্ধক্যে বানপ্রস্থাশ্রমে গিয়া এক হরিণের মায়ায় পতিত হইয়া হরিণজন্ম প্রাপ্ত হন। পরে তিনি এক ব্রাহ্মণের গৃহে জাতিস্মর-রূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ভগবদারাধনার ব্যাঘাত আশঙ্কায় কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিতেন না, কোন কায়িক চেষ্টাও করিতেন না, কেবল জড়ের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। এজন্য তাঁহাকে লোকে জড় ভরত বলিত। কার্যে অপটু জড়প্রায় লোককে জড় ভরত বলা হয়।

জন জামাই ভাগনা, তিন নহে আপনা।
জন অর্থাৎ মজুর, জামাতা এবং ভাগিনেয় এই তিন জনের যতই উপকার কর না কেন, ইহারা কখনই আপনার হইবে না।

জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলে ডাইন।
যে কাজ আজীবন করিয়া আসিলেও কেহ দোষ দিল না, সেই কাজে কেহ দোষ দিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

জন্ম মৃত্যু বিয়ে, তিন বিধাতা নিয়ে।
এই তিনটি ঘটনা বিধাতার অর্থাৎ নিয়তির নির্দেশে ঘটিয়া থাকে; এই তিন স্থলে মানুষের নিজের ইচ্ছানুসারে কাজ হয় না।

জন্মে দেখেনি লোহার মুখ, কোদালকে বলে গুণছুঁচ (বা ছুচ)।
অজ্ঞাত বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

জন্মের মধ্যে কর্ম নিমুর (বা নিমাইয়ের) চৈত্র মাসে রাস।
কথিত আছে, নিমু গোঁসাই বাৎসরিক পর্বের মধ্যে চৈত্রমাসে এক রাসযাত্রার অনুষ্ঠান করিতেন। যে একটিমাত্র কার্য করিয়া গর্ব প্রকাশ করে, বিদ্রূপচ্ছলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

জপতপ কর কি, মরতে জানলে হয়।
কেহ সমস্ত জীবন তপজপ করিল, নিত্য গঙ্গাস্নান করিল, কিন্তু মরিবার সময় বাড়িতে মরিল। আর কেহ তপজপ কাহাকে বলে জানে না, গঙ্গা কোন্ মুখে তাহার সংবাদ রাখে না, মৃত্যুকালে হয়ত তাহার গঙ্গালাভ ঘটিল।

জপ নেই, তপ নেই, ভস্ম মাখা গায়।

জপের সঙ্গে খোঁজ নেই ফটিকে রাঙ্গা খোপ।
ধর্মের ভান বা বাহ্য আড়ম্বর। ফটিক—জপের মালা।

জমি (বা ভুঁই) অভাবে উঠান চষা।
প্রয়োজনীয় কার্য না থাকিলে, অপ্রয়োজনীয় কার্যে লিপ্ত হওয়া।

জয়কেতে।
বিজয়ীর পক্ষ অবলম্বন করা। যখন যার নিকট স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা, তখন অপর পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া তাহার দিকে কাত হওয়া বা ঢলিয়া পড়া অর্থাৎ তাহারই জয়গান করা।

জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়।
যাহার প্রয়োজন সেই অগ্রসর হইবে, অভিলষিত বস্তু অগ্রসর হয় না।

জল খেয়ে জলের বিচার।
জল খাইয়া পরে তাহার ভাল মন্দ বিচারে কোন ফল নাই, খাইবার আগে বিচার করিবে। কাজ করিবার আগে তাহার দোষগুণ বিবেচনা করিবে।

জল খেয়ে জাতি জিজ্ঞাসা করা।
আগের কাজ পরে করা। অপরের হাতে জল খাইয়া তাহার পরে সে জল-আচরণীয় কি না জিজ্ঞাসা করায় ফল নাই। "Putting the cart before the horse."

জল জল বৃষ্টির (বা ইন্দ্রের) জল, বল বল বাহুর বল।
বৃষ্টির জলের তুল্য জল নাই, ছেঁচা জলে বেশীক্ষণ কাজ চলে না। নিজের বলই শ্রেষ্ঠ, পরের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিলে কাজ হয় না।

জল, জোলাপ, জুয়াচুরি,
তিন নিয়ে ডাক্তারি।
ডাক্তারেরা এই তিনটি বেশী ভাগ ব্যবহার করিয়া থাকে বলিয়া কথিত।

জল দিয়ে জল বার করা।
শত্রুকে দিয়া শত্রুর গুপ্ত মন্ত্রণা জানিতে হয়। "কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলা।" "Similia Similibus curantur."

জল নেড়ে জোঁকের বল বুঝা।
কথার আভাস দিয়া অন্যের মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা। "বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।"

জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ,
যে পারে সে ভাঙ্গে ঘাড়।
উভয় দিকেই বিপদ্। উভয় সংকট। "On the horns of a dilemma." "Between the devil and the deep sea."

জলে জল বাধে।
জমিতে একআধটু জল থাকিলে, সামান্য বৃষ্টিতেও জল দাঁড়ায়; শুকনা জমিতে সহজে জল জমে না। যাহার কিঞ্চিৎ অর্থসংগতি আছে, তাহারই অর্থাগম হয়। পয়সায় পয়সা আসে। "It never rains but pours."

জলে জল মিশে (যায়)।
সমপ্রকৃতি বস্তুরই মিলন হয়।

জলে তেলে মিশ খায় না।
বিষম-প্রকৃতি বস্তুর মিশ্রণ সম্ভবপর নহে।

জলে পাথর পচে না।
শক্তিশালীর বিনাশ সহজে ঘটে না।

জলে বাস করে কুমীরের
সঙ্গে বাদ।
যাহার অধীনে থাকিতে হয়, তাহার সহিত বিবাদ করিলে চলে না। "To live at Rome and strive with the Pope."

জলের আলপনা।
"কতক্ষণ জলের তিলক থাকে ভালে।" নশ্বর বস্তু সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

জলের কুমীর ডাঙ্গায় এলো।
অপ্রত্যাশিত বিপদ্ সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

জলের গতি নীচের দিকে।
জল নীচুদিকেই যায়। স্নেহ নিম্নগামী।

জলের ছিটে দিয়া লগীর
গুঁতো খাওয়া।
সামান্য অনিষ্ট করিয়া বিষম শাস্তি পাওয়া।
লগী দিয়া সালতি বাহিবার সময় একজন বাহকের অসাবধানতায় যদি অপরের গায়ে জলের ছিটে লাগে, তাহলে দ্বিতীয় বাহক তাহাকে "লগী পেটা" করে।

জলের তিলক।
যাহার কিছুমাত্র চিহ্ন পাওয়া যায় না, অথবা যাহা অতি অল্পকালমাত্র স্থায়ী।

জলের রেখা খলের পিরীত।
জলের রেখা যেমন অতি অল্পক্ষণস্থায়ী, খলের প্রীতিও সেইরূপ।

জলের শত্রু পানা,
মানুষের শত্রু কানা।

জহুরী না হলে জহর
চিনতে পারে না।
প্রকৃত গুণগ্রাহীই গুণীর গুণ বুঝিতে সমর্থ, অন্যে নহে।

জাগন্ত ঘরে চুরি নাই।
সাবধানের বিনাশ নাই।

জাতও গেল পেটও ভরল না।
ক্ষতি স্বীকার করিয়াও ইষ্ট লাভ হইল না।
জাত খোয়ালেই বৈষ্ণব। অর্থাৎ বৈষ্ণবের কোন নির্দিষ্ট জাতি নাই, সকল জাতিই বৈষ্ণব হইতে পারে।

জাত গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।
গোয়ালা দুধ খায় না আমানি খায়; যে যাহার ব্যবসায় করে, সে তাহা উপভোগ করিতে পায় না।

জাত ত বাক্সের ভিতর।
অর্থেই সকলে বশীভূত হয়। "অর্থস্য পুরুষো দাসঃ।"

জানিনি, পারিনি, নেইক ঘরে,
এ তিনকে দেবতা হারে।
জানি না, পারি না বা ঘরে নাই এইরূপ উত্তর শুনিবার পরে আর কোন কথা বা তর্কবিতর্ক চলে না।

জামাইয়ের জন্য মারে হাঁস,
গুষ্টিশুদ্ধ খায় মাস।
একজনের নামে কাজ করিয়া সকলে তাহার ফল উপভোগ করা।

জামিন হয় দিতে,
গাছে ওঠে মরতে।
উভয় কার্যেই অনিষ্ট সম্ভাবনা আছে।

জাল ছেঁড়া পলো ভাঙ্গা।
সিয়ানা ও দুর্দান্ত মাছের ন্যায় খুব ধড়িবাজ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

জাহাজের পাছে মকর।
অপরিহার্য সঙ্গী সম্বন্ধে প্রযোজ্য

জাহাজের সঙ্গে জালি বোট।
জালি বোট=jolly boat. একের সঙ্গে অপরটি থাকিবেই।

জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ানো।
মিথ্যা গ্লানি করিয়া সুচরিত্রে কালিমা প্রদান।

জিয়ন্তে মরা।
দুঃখে কষ্টে জীবন্মৃত।

জিলিপির পেঁচ (বা পাক)।
অসরল মন; "পেঁচোয়া" বুদ্ধিকে "অমৃতি জিলিপি" বা "জিলিপির পেঁচ" বলে।

জিব পুড়লো আপ্ত দোষে,
কি করবে আমার হরিহর
দাসে।
নিজের দোষে কষ্ট পাইলে, অপরে কি করিতে পারিবে?

জিবে দাঁতে সম্বন্ধ।
জিব ও দাঁত ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকে, কিন্তু দাঁত সুযোগ পাইলেই জিবের অনিষ্ট করে। দাঁতের কোন অসুখ হইলে, জিব সেইখানে স্বতঃই যায়, কিন্তু সময় পাইলে সেই দাঁতই জিবকে কামড়ায়।

জীব দিয়াছেন যিনি
আহার দিবেন তিনি।
অদৃষ্ট-বাদ। "Take no thought for the morrow."

জুতো মেরেছে, অপমান ত
করে নি।
নির্লজ্জের উক্তি।

জুয়াচোরের বাড়ী ফলার,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
"Seeing is believing." "There is many a slip betwixt the cup and the lip."

জেলের পাছায় টেনা,
নিকারির কানে সোনা।
জেলে মাছ ধরে, কিন্তু তাহার দারিদ্র্য যায় না; কিন্তু ঐ মাছ লইয়া যাহারা বিক্রয় করে, তাহারা ধনবান্ হয়।

জো পেলে জোলায় বোনে।
১। জোলা অর্থাৎ নীচুজমি, যেখানে শস্যবপনের সুবিধা হয় না; যদি জো অর্থাৎ জমির শস্যবপনোযোগী অবস্থা হয় তাহা হইলে কৃষক জোল জমিতেও শস্য বপন করে।
২। জোলা বস্ত্র বয়ন করে, চাষ করে না; কিন্তু যদি জমির জো হয়, তবে সেও বয়নের কাজ রাখিয়া বপন করিতে যায়।

জোর যার, মুলুক তার।
বলবানই দেশাধিপতি হয়। "Might is right."

জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে,
চোরের মায়ের বুকটি ফাটে।
জ্যোৎস্না রাত্রে চোরের মা পুত্রের ধৃত হইবার ভয়ে চিন্তিতা হয়।

জ্বলন্ত আগুনে ঘি দেওয়া
(বা পড়া)।
অধিকতর উত্তেজিত করা। "Adding fuel to fire."

জ্বালা দিতে নাই ঠাই,
জ্বালা দেয় সতীনের ভাই।
একে সতীনের জ্বালায় অস্থির, তাহার উপর আবার সতীনের ভাইয়ের জন্য জ্বালার উপর জ্বালা। "One woe treads upon another's heals."

ঝ

ঝকমারির মাশুল।
"ঝাকেস দেলামি"। নির্বুদ্ধিতার দণ্ড।

ঝড়ে কাক মলো,
ফকিরের কেরামত বাড়লো।
এক ফকির আস্ফালন করিতেছিল যে, সে এমন অলৌকিক ক্ষমতাবান্ যে, ইচ্ছা করিলে (সামনে বৃক্ষশাখায় এক কাককে দেখাইয়া) মন্ত্রপ্রয়োগে কাকটাকে মারিয়া ফেলিতে পারে। দৈবক্রমে ঝড় উঠিয়া কাকটা বৃক্ষশাখার আঘাতে মরিয়া গেল। ফলে লোকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল যে, হাঁ, ফকির শক্তিমান্ বটে।

ঝড়ো কাক।
ঝড়ে কাকের যেরূপ দুর্দশা হব, তদ্রূপ দুর্দশা-প্রাপ্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ঝাকের কই ঝাঁকে যাক্।
জনৈক গোস্বামী রাগী ভৃত্য সহ শিষ্য বাড়ি গিয়াছিল। শিষ্য বড় বড় ডিমওয়ালা কই মাছ আনিয়া গুরুদেবের আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল। গোস্বামী রন্ধন করিয়া আপনার ভাত বাড়িলেন এবং এক পাশে ভৃত্যকেও ভাত দিলেন। ভৃত্য দেখিল গোঁসাই আট দশটি বড় বড় মাছ লইয়াছেন, আর তাহাকে একটি ডিমশূন্য ছোট কই দিয়াছেন। ভৃত্য রাগিয়া মাছটা তুলিয়া লইল, এবং ঝাঁকের কই ঝাঁকে যাক বলিয়া গোস্বামীর ঝোলের পাত্রে তাহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল। ইহার ফলে ভৃত্যের অদৃষ্টেই সব মাছগুলা জুটিল।

ঝাঁকের কই ঝাঁকে যায়
(বা মিশে)।
সমপ্রকৃতি লোকেরা একত্র থাকিতে ভালবাসে। "Birds of a feather flock together."

ঝাড়ের দোষ।
বংশের বা আকরের দোষ।

ঝাড়ের বাঁশ পড়ে না।
অনেকে মিলিয়া থাকিলে বিপদ্ ঘটে না।

ঝাল দেখেছ, না কড়ি দেখেছ।
একসময়ে জনৈক ধনী পুকুর কাটাইবার জন্য জল সেঁচিতেছিলেন। কিন্তু তাহার ঝাল (যে স্থানে সেচনী দিয়া জল তুলিয়া ফেলা যায়) এত উঁচু ছিল যে, মজুরেরা তত দূরে জল ছেঁচিতে পারিত না। ইহাতে ধনী প্রতি সেচনীতে পাঁচ গণ্ডা কড়ি স্বীকার করিলেন। এক দরিদ্র মজুরের স্ত্রী ইহা শুনিয়া স্বামীকে যাইবার জন্য তাড়না করিলে মজুর বলিল, ঝাল দেখেছ, না কড়ি দেখেছ, অর্থাৎ সিউনী প্রতি পাঁচ গণ্ডা কড়ি শুনিয়াছ, কিন্তু ঝাল কিরূপ ভয়ানক তাহা তো দেখ নাই। কষ্ট না বুঝিয়া কেবল লাভ দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঝিকে মেরে বৌকে শিখানো।
কন্যাকে শাসন করিয়া বৌকে শিক্ষাদান। ইঙ্গিতে কার্যসাধন।

ঝি জব্দ কিলে, বৌ জব্দ শিলে,
পাড়াপড়শী জব্দ হয়
চোখে আঙুল দিলে।
প্রহারে কন্যা, বাটনা বাটিতে হইলে বৌ, আর সাক্ষাৎভাবে দোষ দেখাইয়া দিলে প্রতিবেশী জব্দ হয়।

ঝিনুকমাত্রেই কি মুক্তা থাকে?
সকল ঝিনুকের ভিতর মুক্তা হয় না। "All is not gold that glitters."

ঝির ঝি, করবে কি?
কন্যাই বড় উপকার করিল, তা আবার নাতনী উপকার করিবে।

ঝোপ বুঝে কোপ।
অবসর বুঝিয়া কার্যসাধন চেষ্টা।

ঝোলে অম্বলে এক করা।
ঝোলও ভাল জিনিস, অম্বলও সুখাদ্য। কিন্তু দুই একত্র মিশাইলে অখাদ্য হয়। যাহা পৃথক্ থাকা উচিত, তাহা অপরের সহিত মিশ্রিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ট

টক টসো আঁটিসারা,
শস্যশূন্য আঁশ ভরা
এই আম বিলাবার ধারা।
বিতরণার্থে নিকৃষ্ট দ্রব্যই ব্যবহৃত হয়।

টকের জ্বালায় দেশ ছাড়িলাম,
তেঁতুল তলায় বাসা।
অর্থ স্পষ্ট।

টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা?
পিরীত যথা।
আসবে কবে? বিচ্ছেদ যবে।
যখন প্রণয় থাকে তখন টাকা ধার দেওয়া হয়; কিন্তু আদায়ের সময় প্রায় আর প্রণয় থাকে না, তখন ঝগড়া বিবাদ হয়।

টাকা দিয়ে চিনি নারী,
নারী দিয়ে নর।
যে নারী অর্থের প্রলোভনে মুগ্ধা হয় না এবং যে পুরুষ স্ত্রীলোকের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রকৃত সতী ও সৎ।

টাকায় টাকা আনে।
জল জল বাধে। "Money begets money."

টাকা যার, মামলা তার।
যে বেশী টাকা খরচ করিতে পারে, মকদ্দমায় তারই জয় হয়।

টাক প্রকৃতি গোদ,
মরণে হয় শোধ।
টাক, স্বভাব, আর পায়ের গোদ কিছুতেই শোধরায় না। মরণ পর্যন্ত থাকে।

টায় টায় মিলিয়ে দেওয়া।
যেমন তেমন করিয়া গোঁজামিল দেওয়া। "ঘোড়াটাও টা সরাটাও টা।"

টিকে ধরাবার জামীন চাই।
নিঃসম্বল অবিশ্বাস্য ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত।

টিপ্পনী কাটা।
সকল বিষয়েই "খুঁত" ধরা।

টেনে বুনতে কুলায় না।
অভাবের সংসার, একদিকে আনিতে অন্যদিকে খরচ হয়।

টোপ ফেলিলে খায় না,
সেই বা কেমন বঁড়শি,
ইশারায় বোঝে না,
সেই বা কেমন পড়শী।
উভয়েই কোন উপকারে আসে না।

ঠ

ঠক বাছতে গাঁ উজোড় (বা শূন্য)।
সকলেই এক দলের।

ঠাকুরকে দেখিয়ে কলা,
নৈবিদ্যি নে ছুটে পালা।
প্রবঞ্চনা করা।

ঠাকুর ঘরে কে,
না আমি ত কলা খাই নে।
অন্য কথার উত্তর দিতে যাইয়া আপনার দুষ্ট মনোভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "He who excuses himself accuses himself."

ঠাকুরে করিলে হেলা,
রাখালে মারে ঢেলা।
ভগবান্ বিমুখ হইলে, সামান্য লোকেও অপমান করিতে পারে।

ঠাট ঠমকে বিকায় ঘোড়া।
বাহিরের জড়ং দেখিয়াই লোকে ভুলে।

ঠুঁটো জগন্নাথ।
যে কাজ করে না, হস্তহীন জগন্নাথের সঙ্গে তাহার তুলনা দেওয়া হয়।

ঠেঁটা লোকের মুখে আঁট, বাহিরে থেকে কাটে গাঁট।
ধূর্ত্ত লোক মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া প্রবঞ্চনা করে।

ঠেকে শিখে আর দেখে শিখে।
বুদ্ধিমান্ অপরের অজ্ঞতার ফল দেখিয়া নিজে সাবধান হয়; মূর্খ নিজে কষ্ট পাইবার পর বুঝিতে পারে।

ঠেলায় প'ড়ে ঢেলায় সেলাম।
একজন অপরকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিলে, অপর একজন বলিল, "আহা পড়িয়া গেলে?" সে উত্তর করিল, "পড়িব কেন ঢেলাকে সেলাম করিলাম!" প্রকৃত বিষয় গোপন করিয়া সম্ভ্রম রক্ষার চেষ্টা।

ঠেলার নাম বাবাজী।
"সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

ঠোঁক কাটা কাক।
যে সকল বিষয়েই "ঠোঁক" কাটিয়া বা "খুঁত" ধরিয়া থাকে।

ড

ডাইনে আনতে বাঁয়ে নেই।
আয় অল্প, কিছুতেই সংকুলন হয় না।

ডাইনের মায়া বুঝা ভার।
কপটীর কপটতা ভেদ করা সুকঠিন।

ডাইনের হাতে (বা কোলে) পো (পুত বা পুত্র) সমর্পণ।
যে ব্যক্তি হইতে অনিষ্ট ঘটিবে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন।

ডাকলে ডাক, বসলে ক্রোশ, পথ বলে মোর কিসের দোষ।
পথে চলিবার সময় কেহ ডাকিয়া কথা কহিলে এক ডাক পথ যাওয়ার সময় নষ্ট হয় (চিৎকার করিয়া ডাকিলে যতদূর হইতে শব্দ শুনা যায় ততটা এক ডাক পথ); আর একবার বসিলে এক ক্রোশ পথ দূরে পড়িতে হয়।

ডাঙ্গাতে বাঘের ভয়, জলেতে কুমীর।
উভয় সংকট।

ডানপিটের মরণ গাছের আগায়।
দুর্দান্ত লোকেরই প্রায় অপঘাত মৃত্যু হইয়া থাকে।

ডানা কাটা পরী।
সুরূপা রমণীর উদ্দেশে বিদ্রূপচ্ছলে ব্যবহৃত।

ডাল ছাড়া বাঁদর।
বানর যতক্ষণ ডালে থাকে, ততক্ষণই তাহার লাফালাফি, ডাল ছাড়িলে তাহার বিক্রম থাকে না। "জল ছাড়া মৎস্য।"

ডালভাঙা ক্রোশ।
এই ক্রোশের মাপ খুব দীর্ঘ। গাছের একটি ডাল ভাঙিয়া লইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে যে স্থানে ঐ ডাল শুষ্ক হইবে, সেই স্থান পর্যন্ত এক ক্রোশ, এরূপ পরিমাণ করা।

ডুব দিয়ে খাই পানি, আল্লা জানে আর আমি জানি।
রোজার দিনে ডুব দিয়া গোপনে জল খাওয়ার মত, যাহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে নিষিদ্ধ কর্ম করে, তাহাদের উদ্দেশে বলা হয়।

ডুব দিয়ে জল খেলে, শিবের বাপেও জানতে পারে না।
শিবের গাজনে সন্ন্যাসীদিগকে উপবাস দিতে হয়। কিন্তু যে সন্ন্যাসী স্নান করিতে গিয়া ডুব দিয়া জল খায়, তাহার জল খাওয়া কেহই জানিতে পারে না। গোপনে কোন কাজ করিয়া তাহা গুপ্ত রাখিতে পারিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূর।
যদি ডুবেছি ত' পাতাল দেখি, অর্থাৎ শেষ সীমা পর্যন্ত যাই।

ডুবে ডুবে জল খাওয়া।
অপরের অগোচরে কোন গোপনীয় কুকার্য করা।

ডুমুরের ফুল।
ডুমুরের ফুল দেখা যায় না। যে বস্তু কচিৎ দেখা যায়, যাহার দর্শন পাওয়া সুকঠিন, তাহার সম্বন্ধে ব্যবহৃত।

ডেকে শাল নেওয়া।
শখের বিপদ্; ইচ্ছা করিয়া বিপদে পড়া।

ডোল ভরা আশা, কুলো ভরা ছাই।
আশা অনেক, কিন্তু সফল হয় না।

ঢাক ঢাক গুড় গুড়।
প্রকৃত অবস্থা গোপন করিবার চেষ্টা।

ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জন।
সমূলে বিনাশ। "Throwing the rope after the bucket."

ঢাকের কড়িতে মনসা বিকানো।
মনসা পূজায় ঢাক বাজানোর খরচ দিবার জন্য মনসাকে বিক্রয় করা। প্রধান কার্যে ব্যয় অপেক্ষা আনুষঙ্গিক ব্যয় অধিক।

ঢাকের কাছে ট্যামটেমি।
টামটেমি অতি ক্ষুদ্র বাদ্যযন্ত্র। ঢাকের কাছে তাহা বাজাইলে তাহার অস্তিত্বই অনুভব করা যায় না। বড়র কাছে ক্ষুদ্র কিছুই নয়। "চাঁদের কাছে জোনাকির আলো।" "Holding a rush-light before the Sun."

ঢাকের বাঁয়া।
ঢাকের বাঁয়া বাদিত হয় না। অনাবশ্যক বস্তু।

ঢাকের বাজনা থামলে মিষ্টি।
ঢাকের বাদ্যে কর্ণজ্বালা উপস্থিত হয়, সুতরাং উহা থামিলেই মিষ্ট লাগে অর্থাৎ আরাম হয়।

ঢাল নাই তরওয়াল নাই, আখিরাম (বা নিধিরাম) সর্দার।
নিধিরাম নামক এক ব্যক্তি আপনাকে লেঠেল বা পালোয়ান দলের সর্দার বলিয়া বেড়াইত। একদিন গ্রামে ডাকাতি হইয়া গেল। ডাকাতির পর একজন জিজ্ঞাসা করিল, কিহে সর্দার, তুমি থাকিতে ডাকাতি হইয়া গেল? নিধিরাম সক্ষোভে উত্তর দিল, কি করি বল, ঢাল তরোয়াল পেলে দেখতাম ওরা কেমন ডাকাত। ('ধন নেই কড়ি নেই নিধিরাম পোদ্দার' দ্রঃ)। বড় নাম বা বড় কাজের উপযোগী কিছু দেখা না গেলে বা অসমর্থের আস্ফালন দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
কাহারও অনিষ্ট করিলেই তাহার নিকট হইতে অনিষ্ট পাইতে হয়। "Tit for tat."

ঢিল দিয়ে টেনে আনা।
আগে আলগা দিয়া পরে তাহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা। "ছেড়ে দিয়ে জেড়ে ধরা।"

ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা।
"কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।" "কণ্টকেনৈব কণ্টকম্।"

ঢেকশেলে যদি মাণিক পাই, তবে কেন পর্বতে যাই।
ঘরে বসিয়া সুখলাভ ঘটিলে, বাহিরে সুখান্বেষণে যাইবার প্রয়োজন নাই।

ঢেঁকি অবতার।
নির্বোধ।

ঢেঁকি কেন গাঁ বেড়াক না, গড়ে পড়লে হলো।
আপনার কাজ হইলেই হইল; যে আমার কাজ করিবে সে আর যাহাই করুক না কেন, আমার কাজের সময় তাহাকে পাইলেই যথেষ্ট।

ঢেঁকি ভ'জে স্বর্গে যাওয়া।—অসম্ভব।

ঢেঁকির কচকচি আর ঢাকের বাদ্যি চুপ করলেই ভাল।
"ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি।" কলহ-বিবাদ মিটিয়া গেলেই ভাল।

ঢেঁকির তন্থুলি।
ঢেঁকির মধ্যবর্তী কীলক। ইহা যেমন একদিকে আঘাত পাইলে অন্যদিকে যায়, এবং সেইদিকে আঘাত করিলে এদিকে আসে, সেইরূপ যাহারা কখন এদিক কখন ওদিক অর্থাৎ দুদিকের মন রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করে, তাহাদের সম্বন্ধে বলা হয়।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।
অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই যায়।

ঢেঁশকেল দিয়ে কটক যাওয়া।
সহজ কার্য সরলভাবে না করিয়া জটিল পথে যাওয়া।

ঢেউ দেখে না ডুবিও না।
ঢেউএর বহর দেখিয়াই যেন ভয়ে হাল ছাড়িয়া নৌকা ডুবাইয়া দিও না। বিপদে হতবুদ্ধি হইবে না, তাহার প্রতীকারের চেষ্টা করিবে। না নৌকা।

ঢের দেখেছি চুরি করতে, এমন দেখিনি ধুকড়ী পরতে।
অনেক চোর দেখিয়াছি, কিন্তু এমন ধুকড়ীপরা অর্থাৎ মার খাইতে মজবুত চোর আর কখনও দেখি নাই। অতিশয় নির্লজ্জ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ঢোলের পাছে কাঁসি।
এইরূপ অপরিহার্য সঙ্গী।

ঢ্যাকার আগে চলা।
ধাক্কা দিবার আগেই যাওয়া ভাল।

ত

তপ্ত জলে ঘর পোড়ে না।
গরম হইলেও জলের স্বাভাবিক শৈত্যগুণ নষ্ট হয় না। ঠাণ্ডা লোকে ক্রুদ্ধ হইলেও বিশেষ কোন অনিষ্ট করে না।

তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।
শাস্তি দিবার ছলে উপকার করা; অপকার করিবার ভান করিয়া উপকার করা।

তাঁতীকুলও গেল, বৈষ্ণবকুলও গেল।
এক তাঁতী তাঁত বোনায় আর সুখ নাই দেখিয়া এবং বৈষ্ণব হইলে বেশ আরামে বসিয়া খাওয়া যায় ভাবিয়া বৈষ্ণবের ভেক লইল। ভেক লইবার পর আখড়ার মোহান্ত তাহাকে ভিক্ষায় পাঠাইয়া দিল। তাঁতী দেখিল মহা বিপদ্। ঘরে বসিয়া তাঁত বোনা ছিল ভাল, এবার দোরে দোরে ঘুরিয়া ভিক্ষা করিতে হইবে। সে ভিক্ষায় আপনার অপারকতা জানাইলে তাহার নাম কাটিয়া তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল। এদিকে ভেক লওয়ায় তাঁতী সমাজেও তাহার আর স্থান হইল না। তাহার দুই কুলই গেল। একবার একাজ, একবার ওকাজ করিয়া সকল দিক্ নষ্ট করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

তাঁতী রাগে কাপড় ছেঁড়ে। আপনার ক্ষতি আপনি করে।
নির্বোধ লোক রাগে আপনারই অনিষ্ট করে।

তাঁর খোলা কামাই নেই।
তিনি সর্বদাই ব্যস্ত। "He has too many irons on the fire."

তাত সয় তবু বাত সয় না।
উত্তাপ সহ্য করিতে পারা যায়, তবু বাত অর্থাৎ শীতল বাতাস সহ্য হয় না।

তাবিজে কি করে, মুদোয় প্রাণ কেড়ে নেয়।
আসল বস্তুর অপেক্ষা আনুষঙ্গিক বস্তু অধিক আকর্ষক হইলে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

তালগাছের আড়াই হাত।
তালগাছকে এক হাত পরিমাণ ধরিয়া, তাহার আড়াই হাত খুব লম্বা ও উচ্চ।

তাল, তেঁতুল, মাদার, তিনে দেখায় আঁধার।
তাল, তেঁতুল ও মাদার গাছ ভিটায় থাকিলে, সে ভিটা অন্ধকার হইয়া থাকে।

তালপাতার ছায়া।
অল্পক্ষণস্থায়ী এবং শীতলতা দানে অসমর্থ।

তালপাতার সেপাই।
কৃশ, বলহীন ব্যক্তি।

তালপুকুর নামে ঘটি বোড়ে না।
নাম ডাক খুব আছে, কিন্তু ভিতরে কিছুই নাই।

তালপ্রমাণ বাড়ে, তিল প্রমাণ কমে।
বিপদ্ বা রোগ বেশী মাত্রায় বাড়িয়া যায়, আর অল্প অল্প করিয়া কমিতে থাকে।

তাল বাড়ে ঝোপে, খেজুর বাড়ে কোপে।
তালগাছ ঝোপে থাকিয়া অর্থাৎ পাতা ও ডাঁটা না কাটিলে বেশ বাড়িতে থাকে; আর খেজুর গাছের পাতা মাঝে মাঝে কাটিয়া দিলে তবে সে বাড়ে।

তাস তামাক পাশা, তিন কর্মনাশা।
ঐগুলি বৃথা সময় নষ্ট করিয়া আপন কার্যের ক্ষতি করে।

তিন কাল গেছে, এক কালে ঠেকেছে।
বাল্য যৌবন ও প্রৌঢ় কাল গত হইয়াছে। এখন শেষ কাল অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত।

তিন নকলে আসল খাস্তা।
একটা জিনিসের বার বার নকল করিতে গেলে ক্রমে তাহাতে আর আসলের কিছু দেখা যায় না, তাহা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া যায়।

তিন বামুন এক শূদ্র, কোথা যাও নির্বংশের পুত্র।
তিন বামুন ও এক শূদ্র মিলিয়া কোথাও যাইতে নাই।

তিন মাথা যার, বুদ্ধি নেবে তার।
"বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যং।" কোন বৃদ্ধ লোক যদি "উবু" হইয়া বসে, তাহা হইলে তাহার দুই হাঁটু হেঁট মাথার ঠিক দুই পাশে থাকে, যেন তিন মাথা দেখায়।

তিলক কাটিলেই বৈষ্ণব হয় না।
বাহাড়ম্বরে ধার্মিক হওয়া যায় না। আন্তরিক ভক্তির প্রয়োজন। "Cowls do not make monks."

তিল কুড়িয়ে তাল।
অর্থাৎ ক্ষুদ্রের সমষ্টিই বৃহৎ। যেমন "রাই কুড়িয়ে বেল।"

তিলকে তাল করা।
সামান্য বিষয়কে গুরুতর করিয়া তোলা। "Making a mountain of a mole hill."

তিল পড়লে তাল পড়ে।
তুমি যদি সামান্যও অনিষ্ট কর, তোমার উপরে গুরুতর অনিষ্টপাত হইতে পারে। "Tit for tat."

তীর্থের কাকের মত বসে থাকা।
পরপ্রত্যাশী হওয়া।

তুঁষের আগুন।
যে আগুন বা ক্রোধ সহজে নির্বাপিত বা প্রশমিত হয় না, ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিয়া থাকে।

তুক্ তাক্ ছয় মাস,
কপালে যা বার মাস।
চেষ্টাচরিত্র করিয়া দিনকতক সচ্ছলভাবে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা যাইতে পারে, কিন্তু অদৃষ্ট যদি মন্দ হয়, তাহা হইলে চিরকালই কষ্ট সহ্য করিতে হইবে।

তুফানে ছেড় না হাল,
নৌকা হবে বানচাল।
বিপদে অধীর হইয়া চেষ্টা ত্যাগ করিও না, তাহা হইলে বিপদের মাত্রা বাড়িয়া যাইবে।

তুফানেতে হাল ধরে না,
সেই বা কেমন মেয়ে,
কথা পড়িলে বুঝে না,
সেই বা কেমন মেয়ে।
এরূপ ক্ষেত্রে উভয়েই অপদার্থ বুঝিতে হইবে।

তুমি খাও ভাঁড়ে জল,
আমি খাই ঘাটে।
প্রথম জন অপেক্ষাও দ্বিতীয় ব্যক্তি দরিদ্র; ভাঁড় কিনিবারও তাহার সামর্থ্য নাই, সে ঘাটে গিয়া জল খায়।

তুমি ফের ডালে ডালে,
আমি ফিরি পাতায় পাতায়।
তোমা অপেক্ষাও আমি চতুর।

তুল ধোনা করা।
তুলা ধোনার ন্যায় নির্দয় প্রহার করা; বিপর্যস্ত করা।

তৃষ্ণা এগোয়, না জল এগোয়।
কোন অভিলষিত বস্তু যত্ন করিয়া অন্বেষণ না করিলে, সে আপনা হইতেই সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় না।

তেল তামাক ময়দা;
যত রগড়াও তত ফয়দা।
এই তিনটি দ্রব্য যত রগড়াইবে বা পিষিবে, ততই কার্যকর হইবে।

তেল থাক, থালি পেলেই বাঁচি।
"ভিক্ষা দিয়া কাজ নাই, কুকুরে ফিরিয়ে লও।" "সমূলে বিনাশ, বা ঢাকি সুদ্ধ বিসর্জন" এই ভাব।

তেল দাও, সিঁদুর দাও,
ভবি ভোলবার নয়।
যতই খোশামোদ কর না কেন, যতই প্রলোভন দেখাও না কেন, সে কিছুতেই প্রলুব্ধ হইবে না।

তেলা পোকা আবার পাখী,
ভেরেণ্ডা আবার গাছ।
উভয়েই নগণ্য (অবজ্ঞাসূচক উক্তি)। "আরসুলা আবার পাখী, ডেপুটী আবার হাকিম।" (সধবার একাদশী)।

তেলা মাথায় ঢাল তেল;
রুখু মাথায় ভাঙ্গ বেল।
যাহার অভাব নাই, তাহাকেই লোকে দান করে, আর যাহার অভাব আছে, তাহার অভাব পূরণ করা দূরের কথা, বেলের ন্যায় কঠিন দ্রব্যও তাহার মস্তকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করা হয় অর্থাৎ পীড়ন করা হয়।

তেলা মাথায় তেল দিতে
সবাই পারে।
প্রকৃত অভাবগ্রস্তের অভাবমোচনে কেহই চেষ্টা করে না। যাহার আছে, তাহাকে আরও অধিক দেয়।

তেলে জলে মিশ খায় না।
অ-সমপ্রকৃতিগণের মধ্যে মিল হয় না।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠা।
হঠাৎ অত্যন্ত রাগিয়া উঠা।

তৈয়ারী খানা ছোড় মৎ।
তৈয়ারী ভাত ছাড়িতে নাই। উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করিতে নাই।
"যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি
নিষেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবং নষ্টমেব হি॥"

তোমায় দেখিয়া দুঃখে
মোর বুক ফাটে,
তুমি খাও ভাঁড়ে জল,
আমি খাই ঘাটে।
তোমার জন্য আমি সাতিশয় দুঃখিত; কিন্তু কি করিব, তোমার অপেক্ষাও আমার অবস্থা শোচনীয়।

তোমার পীর সিন্নি খেয়েছে।
তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইয়াছে।

তোমার যেমন ভালবাসা,
মোসলমানের তেমনি মুরগী
পোষা।
স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ভালবাসার ভান।

তোমারে মারিবে যে,
গোকুলে বাড়িছে সে।
কংসের প্রতি যোগমায়ার ইঙ্গিত উল্লেখে, ইহা ব্যবহার করা হয়।

তোর ঢেকে রাখ,
মোর বিকিয়ে যাক।
তোমার বিক্রেয় দ্রব্য ঢাকা দিয়া রাখ, আমার জিনিসটা আগে বিকাইয়া যাউক। অপরকে চাপিয়া রাখিয়া নিজের লাভ কামনা করা।

তোর পায়ে গড়,
না তোর কাজের পায়ে গড়।
কাজের জন্যই তোমার খোশামোদ করিতেছি।

তোর লেগে মরি না,
তোর গুণের লেগে মরি।
ব্যক্তিগত হিসাবে আমি তোমাকে প্রশংসা করি না, কিন্তু তোমার গুণেই আমি মুগ্ধ হইয়া আছি।

তোর শিল, তোর নোড়া,
তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।
তোমার দ্রব্য দিয়াই, তোমার অনিষ্ট করিব। তোমারই অবলম্বিত যুক্তি দ্বারা তোমাকে পরাভূত করিব।

তোরে মেনে কুমীরে খাক,
আমায় শালুক তুলে দে।
তুমি সংকটে পড়িয়াও আমার কার্য করিয়া দাও। (স্বার্থপরতা সম্বন্ধে প্রযুক্ত)।

থ

থাক মান, যাক প্রাণ।
"Death before dishonour."

থাকরে কুকুর আমার আশে,
ভাত দিব তোরে পৌষ মাসে।
অনির্দিষ্ট বা সুদূর কাল পর্যন্ত কাহাকেও আশা দিয়া রাখা।

থাকলে তালুয়ের বাপের শ্রাদ্ধ হয়,
না থাকলে আপনার বাপের
শ্রাদ্ধ হয় না।
অর্থ থাকিলে অপ্রয়োজনীয় কার্যও সম্পন্ন করা যাইতে পারে, না থাকিলে অবশ্য কর্তব্য কার্যও করা হয় না।

থাকে যদি চুড়ো বাঁশী,
মিলবে রাধা হেন কত দাসী।
আমার নিজের গুণ থাকিলে কার্যসিদ্ধি হইবে। "ভাত ছড়ালে কাকের অভাব নাই।"

থালির মধ্যে হাতী পোরা।
অসম্ভব কার্য করিতে চেষ্টা করা।

থিয়ে তল যাবে,
তবু নুয়ে তব দিবে না।
"ভাঙ্গবে ত মচকাবে না।"
"Break but not bend", বরং অবসন্ন হইবে, তবু হীনতা স্বীকার করিবে না।

থুতু দিয়ে ছাতু গোলা।
অসম্ভবের উদাহরণ।

থোঁতা মুখ ভোঁতা হল।
উপযুক্ত শাস্তি হইল।

থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়।
বৈচিত্র্যাভাব। একঘেয়ে।

দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।
প্রজাপতি দক্ষ জামাতা শিবকে অবমানিত করিবার উদ্দেশ্যে শিবহীন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দক্ষের কন্যা

সতী অনিমন্ত্রিত হইয়াও যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলে দক্ষ শিবের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। পতিনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব ক্রোধে বীরভদ্রের সৃষ্টি করিয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন এবং দক্ষের শিরচ্ছেদন করেন। কোন বৃহৎ কার্য মহতী বাধা দ্বারা কোন প্রকারে পণ্ড হইয়া গেলে তাহাকে লোকে দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার কহে।

দক্ষযজ্ঞের চেয়েও অধিক।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের মাতৃশ্রাদ্ধের সময় মহাসমারোহ হইয়াছিল। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নিমন্ত্রিত হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র শিবচন্দ্রকে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পাঠান। শিবচন্দ্র আসিলে গঙ্গাগোবিন্দ সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া শ্রাদ্ধের বিরাট আয়োজন দেখাইলেন। দেখিয়া শুনিয়া শিবচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, এ যে দক্ষযজ্ঞের ব্যাপার! গঙ্গাগোবিন্দ উত্তরে বলিলেন, আজ্ঞে দক্ষযজ্ঞের চেয়েও অধিক। শিবচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রকম? গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই; আমার এই যজ্ঞে স্বয়ং শিবের (শিবচন্দ্রের) আগমন হইয়াছে।

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা,
পূর্বদ্বারী তার প্রজা;
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।

ঘরের দরজা দক্ষিণমুখী হইলে ঘরে রীতিমত আলোক ও বাতাস পাওয়া যায়; এজন্য দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্বশ্রেষ্ঠ। পূর্বদ্বারী ঘরে আলোক পাওয়া গেলেও বাতাস ভাল আসে না বলিয়া উহা দক্ষিণদ্বারী ঘর অপেক্ষা নিকৃষ্ট। পশ্চিমদ্বারী ঘরে মধ্যাহ্নের পর হইতে সূর্যের তাপ লাগায় উহা বড় গরম হয়, ভাল বাতাস পাওয়া যায় না, তাহার উপর বৃষ্টির সময়ে পশ্চিমে ঝাপটায় ঘরের ভিতর পর্যন্ত জল যায়; এজন্য পশ্চিমদ্বারী ঘর নিকৃষ্ট। উত্তরদ্বারী ঘরে আলোক ও বাতাসের অভাব; অধিকন্তু শীতকালে 'উত্তুরে' বাতাসে ভয়ানক ঠাণ্ডা বোধ হয়; একারণ কেহ সহজে উত্তরদ্বারী ঘর করিতে চায় না। কথিত আছে নিকৃষ্টতার দরুন নবাবী আমলে উত্তরদ্বারী ঘরের খাজনা লওয়া হইত না।

দধির অগ্র ঘোলের শেষ।

দধির পাত্রের উপরিভাগেই সার পদার্থ থাকে, এজন্য তাহা খাইতে অতিশয় সুস্বাদ; আর ঘোলের উপরে জলীয়াংশ, নীচে সার ভাগ থাকে, এ কারণ উহার নীচের অংশই সুমিষ্ট।

দয়া করে দেয় নুণ,
ভাত মারে দশ গুণ।

এক কৃপণ গৃহস্থ জনৈক ভিক্ষুকের সকাতর অনুনয় বিনয়ে বাধ্য হইয়া তাহাকে ভাত খাইতে দিল। গৃহিণী দয়াবশতঃ তাহাকে একটু লবণ দিলেন। ভিক্ষুক সে লবণসংযোগে পাত্রস্থ ভাতগুলি ত খাইলই, তদ্ব্যতীত সে আরও ভাত চাহিয়া লইয়া উদর পূর্ণ করিল। ইহা দেখিয়া গৃহস্থ ক্রোধে পূর্বোক্ত বাক্যটি বলিয়াছিল। --কেহ একটু প্রশ্রয় পাইয়া অধিকতর লাভের প্রত্যাশী হইলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "Give him an inch, and he will ask for an ell."

দয়ার পর ধর্ম নাই,
হিংসার পর পাপ নাই।

অর্থ স্পষ্ট।

দরকার পড়লে খোঁড়াও লাফায়।

নিজের গরজ পড়িলে খুব অকেজো ব্যক্তিও তখন কিছু কাজ করিবার চেষ্টা করে।

দরিদ্রদোষে গুণরাশি নাশে।

বহুতর গুণসত্ত্বেও দরিদ্র হইলে তাহার কোন গুণই স্ফূর্তিলাভ করিতে পারে না; অপিচ অভাবের তাড়নায় তাহার গুণসকল একে একে নষ্ট হইয়া যায়।

দর্পণে মুখ দেখা।

দর্পণে মুখ দেখিবার সময় যেমন মুখভঙ্গী করিবে দর্পণেও অবিকল তদ্রূপ প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইবে। লোকের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, লোকের নিকট অবিকল তেমন ব্যবহার পাইবে।

দর্পহারী ভগবান্ (মধুসূদন)।

ঈশ্বর সকলেরই দর্প চূর্ণ করেন।

দল ভাঙ্গলে যে, কৈ খাবে সে।

যে কষ্ট করিয়া পুকুরের জঙ্গাল সাফ করিল, সেই কৈ মাছ খাইবে। যে পরিশ্রম করিল, সেই পরিশ্রমের ফল পাইবে।

দশচক্রে ভগবান্ ভূত।

দশজনের ষড়্‌যন্ত্রে জীবিত ভগবান্ নামক পণ্ডিতকে ভূত হইতে হইয়াছিল [সংস্কৃত প্রবাদ—"ভগবান্ ভূততাং গতঃ" দ্রঃ]। দশ জনে কাহারও বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিলে সে যেমনই লোক হউক না কেন, তাহাকে নানারূপ নির্যাতন পাইতে হইবে।

দশ দিন চোরের,
এক দিন সাধের।

চোর চুরি করিয়া দশ দিন ফাঁকি দিতে পারে, কিন্তু তাহাকে এক দিন সাধুর হাতে ধরা পড়িতেই হইবে।

দশ পুত্র সম কন্যা যদি
সুপাত্রে পড়ে।

কন্যাকে যদি সুপাত্রে দান করা যায়, তবে সেই এক কন্যা হইতেই দশ পুত্রের কাজ হয়।

দশ মুখে ধর্ম।

দশ জনে যাহা ধর্ম বলিয়া প্রচার করে, তাহাই ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হয়।

দশ যেখানে, ধর্ম সেখানে।

যেখানে দশ জনে মিলিত হইয়া কাজ করে, সেখানে অন্যায় হয় না।

দশে মিলে করি কাজ,
হারি জিতি নাই লাজ।

সকল কাজই দশ জনের পরামর্শ বা সাহায্য লইয়া করা উচিত।

দশে যারে বলে ছি,
তার প্রাণে কাজ কি?

দশ জনে যাহার নিন্দা করে, তাহার জীবনধারণ বৃথা।

দশের মুখে জয়,
দশের মুখেই ক্ষয়।

দশ জনে অর্থাৎ সাধারণে যাহার প্রশংসা কীর্তন করে, সেই যশস্বী হয়; আবার দশ জনে যাহার দোষকীর্তন করে, সে প্রকৃত গুণবান্ হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব দশ জনকে মানিয়া চলা উচিত।

দশের লড়ি (লাঠি) একের বোঝা।

দশ জনের দশ খান লাঠি যদি একজনকে বহিতে হয়, তবে তাহা তাহার পক্ষে একটা ভারী বোঝা হইয়া পড়ে। কিন্তু দশ জনে যদি এক একখান লাঠি হাতে করিয়া লয়, তবে কাহারও ভার বোধ হয় না।

দশে লাগে ভূত ভাগে।

দশ জনে লাগিলে ভূতও ভয়ে পলাইয়া যায়। ভাবার্থ—দশ জনে মিলিয়া চেষ্টা করিলে অতি দুঃসাধ্য কার্যও সুসাধ্য হইয়া থাকে।

দাঁড়ালে পোয়া, বসলে ক্রোশ,
পথ বলে মোর কিসের দোষ।

পথ চলিতে চলিতে একবার দাঁড়াইয়া কাহারও সহিত কথা কহিলে এক পোয়া (প্রায় আধ মাইল) পথের ফেরে পড়িতে হয়, অর্থাৎ এক পোয়া পথ চলিতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় নষ্ট হয়। আর যদি বসা যায়, তবে এক ক্রোশ পথ অতিক্রম করিবার সময় কাটিয়া যায়।

দাঁড়িকে মাঝি করা,
মাঝ গাঙ্গে ডুবে মরা।

যে যে কাজে অনভ্যস্ত, তাহার উপর

সেই কার্যের ভার দিলে কাজ পণ্ড হইয়া যায়।

দাঁত আর ভাই, বিকল হইলে মন্দ।

দাঁত যতদিন না নড়ে, ততদিন বড়ই উপকারী; কিন্তু একবার নড়িলে আর রক্ষা নাই, তাহা তখন ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হয়। এইরূপ ভাইয়ের সহিত যতদিন ভাব ভালবাসা থাকে ততদিন খুবই ভাল; কিন্তু একবার মনোমালিন্য ঘটিলে তখন ভাই ভয়ানক শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।

দাঁত গেলে আঁত গেল।

যতদিন দাঁত থাকে, ততদিন ইচ্ছামত সকল জিনিস খাইয়া উদরের তৃপ্তিসাধন করা যায়; কিন্তু দাঁত ভাজিয়া গেলে আর ইচ্ছামত জিনিস খাইয়া উদরপূর্তিরূপ সুখলাভ করিতে পারা যায় না।

দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝা যায় না।

সংসারে আমাদের এমন উপকারী লোক অনেক আছে, যাহাদের জীবিত কালে আমরা বুঝিতে পারি না যে, তাহাদের নিকট হইতে কিরূপ সাহায্য পাইতেছি; কিন্তু তাহারা মরিয়া গেলে যখন সেই সাহায্যের অভাব হয়, তখন ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ংগম করিতে পারি।

দাঁত দেখি তোর বয়স কত!

দন্ত দেখিয়া গবাদি পশুর বয়স নির্ণয় করা হয় বলিয়া, কোন ব্যক্তিকে বয়সের বিষয়ে ব্যঙ্গ করিয়া বলা হয়।

দাঁতে দড়ি দিয়া পড়ে থাকা।

অনাহারে পড়িয়া থাকা। অনাহারে থাকিলে দাঁত নাড়িতে হয় না, সুতরাং যেন দড়ি দিয়া দাঁতকে বাঁধিয়া পড়িয়া থাকা হয়।

দাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।

ধাত্রীর কাছে গর্ভ গোপন রাখা অসম্ভব।

দাওয়া মাড়া যতদিন, বাপ খুড়া ততদিন।

এমন অনেক লোক আছে, তাহাদিগকে যতদিন দিতে থুতে পারিবে, তাহারা কেবল ততদিন বাবা, খুড়া প্রভৃতি সম্বোধনে আপ্যায়িত করিবে। "Fair weather friends."

দা-কুমড়া সম্বন্ধ।

দার সহিত কুমড়ার ছেদ্য-ছেদক সম্বন্ধ। অতিশয় শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিদ্বয়ের তুলনায় এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

দাতা কর্ণ।

অঙ্গাধিপতি মহাবীর কর্ণ সাতিশয় দাতা ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের প্রার্থনায় স্বীয় অক্ষয় কবচ ও কুণ্ডল কাটিয়া তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন; অতিথি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সৎকারার্থ স্বহস্তে স্বীয় পুত্রকে কাটিয়াছিলেন। এইজন্য অতিশয় দানশীল ব্যক্তিকে লোকে 'দাতা কর্ণ' এই আখ্যায় অভিহিত করে।

দাতা দান করে, বখিলের মুখ শুকায় (বুক ফাটে)।

দাতাকে দান করিতে দেখিলে কৃপণের মুখ শুকাইয়া যায়; অথবা এত অর্থ নষ্ট হইতেছে দেখিয়া তাহার বুক যেন ফাটিয়া যায়।

দাতার চেয়ে বখিল ভাল, ত্বরিত জবাব দেয়।

যে দাতা দিব বলিয়া আশ্বাস দেয়, অথচ শেষে দেয় না, সেরূপ দাতা অপেক্ষা কৃপণকে ভাল বলা যায়।

দাতার নারিকেল, বখিলের বাঁশ। কমে না বাড়ে বার মাস।

দাতা ব্যক্তি নারিকেল গাছ রোপণ করে। নারিকেল গাছের ফলের অধিকাংশই পরের ভোগে যায়, অল্পমাত্রই নিজের ভোগে আসে। আর কৃপণ বাঁশ গাছ রোয়। একখানা বাঁশ পুঁতিলে তাহা হইতে বহুতর বাঁশ জন্মিয়া আয়ের পথ প্রশস্ত করে। অথবা নারিকেল যত পাড়িবে তত ভাল ফলিবে, কিন্তু বাঁশ যত বেশী কাটিবে ঝড়ে তত নষ্ট হইবে।

দাদ ভাল করিতে শেষে কুষ্ঠকুঁড়ি হলো।

সামান্য বিষয়ের প্রতিকার করিতে গিয়া শেষে একটা ভয়ানক বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল।

দাদা বলেছে চষতে, তাই চষতেই আছি।

কাহারও আদেশানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, ভালমন্দ বিবেচনা না করিয়া কেবল কাজ করিয়া যাওয়া।

দাদারও চিঁড়ের ফলার।

এক গুলিখোর কোন নিমন্ত্রণ-বাড়িতে গিয়া পর্যাপ্তরূপে ভোজন করিয়াছিল। এত খাইয়াছিল যে, সে পথ চলিতে অশক্ত হইয়া এক নদীর ধারে শুইয়া পড়িল; তাহার উদরগত দধিমিশ্রিত চিপিটকরাশি ফুলিয়া উদরটিকে অস্বাভাবিকরূপে স্ফীত করিয়া দিল। এদিকে নদীতে জোয়ার আসিল। জোয়ারের জল তাহার গায়ে আসিয়া লাগিল, কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই। জোয়ারের জলে একটা মড়া ভাসিতে ভাসিতে আসিয়া তাহার গায়ে ঠেকিল। মড়ার পেটটাও খুব ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তখন গুলিখোর সেই মড়ার পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "দেখিতেছি দাদারও চিঁড়ের ফলার।" সমাবস্থ ব্যক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

দাদা হজম।

একবার এক গুলিখোর অন্য গুলিখোরদের কাছে পাতিলেবুর হজমী শক্তির প্রশংসা করিল। তাহা শুনিয়া অন্য এক গুলিখোর ইহার সমর্থন করিয়া বলিল, "একবার পেট ফাঁপায় কবিরাজের উপদেশমত পাতিলেবুর রস খাইতে গিয়া যেমন ছুরি দিয়া লেবুটি কাটিতে গেলাম, আর ছুরি নাই।" একজন জিজ্ঞাসা করিল "ছুরি কি হইল?" উত্তরে গুলিখোর বলিল, "ছুরি হজম।" তাহার কথায় সকলেই স্তম্ভিত হইল। তখন আর এক গুলিখোর বলিতে লাগিল, "একটা ঘটনা শুন। একবার আমার দাদার বদহজম হয়। দাদা সকাল সকাল স্নান করিয়া, পাতিলেবুর রস খাইয়া জামাটি গায়ে দিয়া বিছানায় শুইলেন, এবং ঘুমাইয়া পড়িলেন। মধ্যাহ্ন কালে দাদাকে ভাত খাইতে ডাকিতে গিয়া দেখি, বিছানায় জামাখানি পড়িয়া আছে, দাদা নাই।" এক শ্রোতা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদার কি হইল?" বক্তা বলিল, "দাদা হজম।" অত্যুক্তি সম্বন্ধে এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

দান যেমন, দক্ষিণাও তেমন।

কেহ একটা মেটে কলসী দান করিয়া তাহার দক্ষিণা পাঁচ টাকা দেয় না, আবার একটা স্বর্ণ কলস দান করিয়া তাহার দক্ষিণা পাঁচ পয়সা দেয় না। যেমন কাজ, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিকই হইয়া থাকে।

দামাল, সবাই সামাল।

শিশু যখন হাতে পায়ে ভর দিয়া চলিতে পারে, কিংবা অল্প অল্প হাঁটিতে পারে, সেই বয়সে তাহাকে দামাল ছেলে বলে। ঐ শিশুকে সর্বদা সাবধানে রাখিতে হয়।

দায় ঠেকিলে, শালগ্রামের পৈতা বেচে খায়।

নিতান্ত দায়ে পড়িলে লোকে শালগ্রামের পৈতা অর্থাৎ ঠাকুরের গহনা বেচিয়াও দিন চালায়। দায় উপস্থিত হওয়ায় ন্যায়ান্যায় বোধ রহিত হওয়া।

দায় পড়লে বাবা বলে।

লোকে বিপদে পড়িলেই যাহার নিকট সাহায্য প্রত্যাশা করে তাহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করে। বিপদ্ কাটিয়া গেলে আর বলে না।

দায় মোল্লায় রাজি, কি করবেন কাজি?

বাদী প্রতিবাদীতে মিল হইয়া গেলে, বিচারক আর কি করিতে পারেন?

দায়ে কাটা কুমড়া যেন।
দায়ে কাটা কুমড়া অর্থাৎ বলিদানের কুমড়া। তাহা রক্ষনার্থ ব্যবহৃত হয় না। অকর্মণ্য ব্যক্তির প্রতি প্রযোজ্য।

দায়ে বালি, কুড়ুলে শিল।
দা বালি দিয়া শাণ দিবে, এবং কুড়ুল শিলে ঘষিয়া শাণাইবে।

দিও কিঞ্চিৎ না ক'রো বঞ্চিত।
যাচককে অধিক না পার যৎসামান্যও দিও, একেবারে বঞ্চিত করিও না।

দিনগত পাপক্ষয়।
দিবসকৃত পাপনাশার্থ কৃতকর্ম। কিছুমাত্র মন না দিয়া অবহেলার সহিত কোন কার্য করা।

দিন গেল আলে ভালে, রাত হ'লে চেরাগ জ্বালে।
দিবাভাগ আলস্যে কাটাইয়া দিয়া রাত্রিতে কার্যের জন্য আলো জ্বালিল। সময়ে কোন কাজ সম্পন্ন না করিয়া অসময়ে সেই কাজ করিতে নিযুক্ত হওয়া।

দিন থাকতে বাঁধে আল, তবে খায় নানা শাল।
পূর্ব হইতে জমিতে আলি বাঁধিলে তবে জমিতে উপযুক্ত পরিমাণে জল থাকিবে, এবং তাহা হইলেই শালি ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইবে। সময়ে কাজ কর, তবে তাহার ফল পাইবে।

দিন যাবে, রবে না।
সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, সম্পদেই হউক বা বিপদেই হউক, দিন চলিয়া যাইবে, তাহা কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে না। "Time and tide wait for none."

দিন যায় কথা থাকে।
কাহাকেও কোন রূঢ় মর্মভেদী কথা বলিলে দিন চলিয়া যায়, কিন্তু সেই কথাটি তাহার চিরকাল মনে অঙ্কিত থাকে।

দিন যায় ত ক্ষণ যায় না।
ভাবী কোন বিষয়ের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা থাকিলে ব্যবহিত দিনগুলি কোন প্রকারে কাটিয়া যায়, কিন্তু নির্দিষ্ট সময় যতই নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই এক একটি মুহূর্ত যেন কাটিতে চায় না।

দিনে কেন সিঁধ? গরজ বড় বালাই।
অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অসময়েও উপার্জনের আশায় কার্য করে।

দিনে ডাকাতি।
লোকচক্ষুর সম্মুখে ছলে বলে কাহারও সম্পত্তি আত্মসাৎ করা।

দিনে তারা দেখা।
যাহা হইতে পারে না, এমন কোন বিষয়ের সহিত তুলনা দিতে হইলে প্রযোজ্য।

দুই নৌকায় পা দেওয়া।
দুইটি চলনশীল নৌকায় দুই পা দিয়া থাকিলে নৌকা একটু সরিলেই জলে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এইরূপ দুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্টা করিলে তাহা সফল হয় না, অধিকন্তু পরিণামে বিপদ্ ঘটে। "শ্যাম ও কুল দুই বজায় থাকে না।"

দুই সতীনের ঘরকন্না, ঘরে গিন্নী ভাত পায় না।
পরস্পরের আড়িতে রন্ধনাদির ব্যাপারও বন্ধ হইয়া যায়; সুতরাং ঘরের গিন্নী (শাশুড়ী প্রভৃতি) তাহাদের কলহের ফলে ভাত পান না।

দুই স্ত্রী যার, বড় দুঃখ তার।
কেননা দুই সতীনের ঝগড়ায় তাহাকে নিয়ত জ্বালাতন হইতে হয়।

দুই হাঁড়ি একত্র থাকলেই ঠোকাঠকি লাগে।
এক ঘরে দুই জন লোক থাকিলেই মধ্যে মধ্যে এক আধটু ঝগড়া হইয়া থাকে।

দুঃখী যায় সুখীর কাছে, দুঃখ যায় তার পাছে পাছে।
দুঃখীর অদৃষ্টে কোথাও সুখ মিলে না। "অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।"

দুঃখের উপর টনকের ঘা।
কষ্টের উপর আরও অধিক কষ্ট।

দুঃখের ভাত সুখ করে খাওয়া।
কষ্টেসৃষ্টে যাহা কিছু উপার্জন করা যায়, তদ্দারাই শান্তিতে থাকিয়া খাওয়া পরা।

দুঃখে শ্যাল কুকুর কাঁদে।
এত দুঃখ যে, তাহা দেখিয়া মানুষের কথা দূরে থাকুক, শেয়াল কুকুর প্রভৃতি জন্তুও কাঁদিতে থাকে।

দুধ কলা দাও যত, সাপের বিষ বাড়ে তত।
হিংসকের সহিত যতই সদ্ব্যবহার কর না কেন, তাহাতে তাহার হিংসা বাড়িবে বই কমিবে না। খলের যতই উপকার কর, সে কিছুতেই খলতা ত্যাগ করিবে না।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা।
হিংসকের যতই উপকার কর, সে অবসর পাইলেই অনিষ্ট করিবে।

দুধকে দুধ জলকে জল।
ভূরিভাগ জলমিশ্রিত দুগ্ধ দুগ্ধের ন্যায় দেখায়, আবার জলেরও কার্য করে। কপটী লোক যে যেমন, তাহার কাছে তেমন কথা কয়। "All things to all men."

দুধ ম'রে ক্ষীরটুকু।
শেষ বয়সে প্রথম বয়সের দোষগুণের পরিচয় দিবার জন্য বলা হয়।

দুধ রাখলেই পঞ্চামৃত।
এক দুধ সঞ্চয় করিতে পারিলেই ঘৃত, দধি, নবনীত প্রভৃতি পঞ্চামৃত পাওয়া যায়। লোকের সহিত এক ভালবাসা রাখিলেই সকল প্রকার উপকার পাওয়া যাইতে পারে।

দুধের মাছি।
মাছি ভাল মন্দ সকল জিনিসেই বসিয়া থাকে। যখন যাহা পায়, তখন তাহাই খায়। কিন্তু কতকগুলি মাছি কেবল দুধ সর ক্ষীর ননীই খায়। যে সকল লোক কাহারও সুখের সময় আত্মীয়তা করে, পরন্তু তাহার দুঃখ উপস্থিত হইলে সরিয়া পড়ে, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "Fair weather friends."

দুধের সাধ (তৃষ্ণা) কি ঘোলে মিটে?
দুধ হইতেই ঘোলের উৎপত্তি বটে, কিন্তু তাহাতে দুধের স্বাদ বা গুণ কিছুই নাই। নকলে আসলের সুখ পাওয়া যায় না।

দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়।
ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির মোক্তার তাহার সহিত বন্দোবস্ত করিলেন যে, বধ্যভূমিতে তাহাকে টাকা দিলে, ফাঁসি রহিত করাইতে পারিবেন। ফাঁসির দিন বধ্যভূমিতে দণ্ডিত ব্যক্তির আত্মীয় যখন মোক্তার বাবুকে চুক্তির টাকা গণিয়া দিলেন, তখন দণ্ডিত ব্যক্তিকে ফাঁসির মঞ্চে লওয়া হইয়াছে। মোক্তার বাবু টাকা লইয়া বলিলেন, "আমি তোমার ফাঁসি রদের জন্য চলিলাম, তুমি আপাততঃ দুর্গা ব'লে ঝুলে পড়।"

দুর্জনেরে পরিহরি, দূরে থেকে নমস্কার করি।
দুষ্ট লোকের নিকটে যাইবে না। "দুর্জনঃ পরিহর্তব্যঃ।"

দুর্ভিক্ষ অল্পকাল, স্মরণ থাকে চিরকাল।
বিপদ্ চিরকাল থাকে না, কিন্তু বিপৎকালে যে যেরূপ ব্যবহার করে, তাহা চিরকাল স্মরণ থাকে। "দুর্ভিক্ষমল্পং স্মরণং চিরায়।"

দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।
দুষ্ট লোক থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। "বরং শূন্যা শালা নচ খলু বরং দুষ্টবৃষভঃ।"

দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথা,
ঘুনিয়ে বসে পাশে (কাছে);
কথা দিয়ে কথা লয়,
প্রাণে বধে শেষে (পাছে)।

দুষ্ট লোক মিষ্ট কথা বলিয়া কাছ ঘেঁষিয়া বসে, এবং মিষ্ট কথায় মুগ্ধ করিয়া মনের কথা বাহির করিয়া লয়; পশ্চাৎ সেই কথা প্রকাশ করিয়া বিপন্ন করিয়া থাকে।

দুষ্টের আঠারগাছি পথ।

দুষ্ট লোক নানাপ্রকার ছল জানে।

দূরের কেশ ঘন দেখায়।

দূর হইতে দেখিলে পাতলা চুলও ঘন দেখায়। যাহার সহিত ব্যবহার করা হয় নাই, মন্দ হইলেও তাহাকে ভাল লোক বলিয়া বোধ হয়। "যে শোলটা পালিয়ে যায়, সেইটেই মস্ত হয়।"

দেঁতোর হাসি।

আন্তরিকতাশূন্য মৌখিক হাসি। "Sardonic Smile."

দেখছি কত দেখবো আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার।

কেহ ক্ষমতার অতীত আড়ম্বর দেখাইলে বিদ্রূপচ্ছলে ইহা প্রযোজ্য।

দেখতে কাল, খেতে ভাল।

এমন অনেক লোক আছে, যে বাহিরে দেখিতে কুৎসিত, কিন্তু ভিতরে গুণসম্পন্ন।

দেখতে খেঁকশিয়ালি,
যুদ্ধের সময় বাঘ।

দেখিতে খেঁকশিয়ালের মত ক্ষীণ, কিন্তু যুদ্ধের সময় ব্যাঘ্রের ন্যায় শক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ কার্যকালে সাহসী।

দেখতে পেলে শুনতে চায় না।

কেহ কোন ঘটনা যদি প্রত্যক্ষ করিতে পায়, তবে তাহা কেবল লোকমুখে শুনিয়া তৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করে না। "Seeing is believing."

দেখ তোর, না দেখ মোর।

অনেক লোক আছে, যাহারা একটু ফাঁক পাইলেই পরের জিনিস আত্মসাৎ করে।

দেখব কত কালে কালে,
গোঁফ রেখেছে (বুড়া)
তোবড়া গালে।

অসংগত আচরণ সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

দেখাদেখি চাষ, লাগালাগি বাস।

একজন চাষ আরম্ভ করিয়াছে দেখিলেই সকলে চাষের কাজে প্রবৃত্ত হয়। একজন একস্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিলে সকলেই ক্রমে ক্রমে সেই স্থানে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে।

দেখে শুনে আক্কেল গুড়ুম।

অসম্ভব ঘটনা দেখিয়া হতভম্ব হইয়া যাওয়া।

দেখে শুনে পেটের পিলে
চমকায়।

অদ্ভুত বা ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে উদরস্থ প্লীহাও চমকিত হইয়া উঠে।

দেখে শেখে, আর ঠেকে শেখে।

বুদ্ধিমান্ কোন ঘটনা দেখিয়া শিক্ষালাভ করে। আর নির্বোধ ঘটনাচক্রে পড়িলে তবে শিক্ষা লাভ করে। "ভূতে পশ্যন্তি বর্বরাঃ।"

দেদোর মর্ম দেদোয় জানে।

দাদের যে কি যন্ত্রণা, তাহা যাহার দাদ হইয়াছে সেই বুঝিতে পারে। "কত জ্বালা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

দেনার চেয়ে পাপ নাই।

ঋণের অপেক্ষা ভয়ানক পাপ আর নাই।

দেবতার বেলা লীলা খেলা,
পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।

দেবতারা অনেক নিন্দিত কার্য করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তাঁহাদের লীলা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; আর মানুষে যদি সেইরূপ কাজ করে, তবে মানুষের আর রক্ষা নাই, তাহা পাপ বলিয়া গণ্য হইবে। বড়লোকে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু গরীবে সে কাজ করিতে গেলে দোষাবহ হয়।

দেবর লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ স্বীয় ভ্রাতৃজায়া জানকীর প্রতি সাতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। এজন্য কেহ ভ্রাতৃজায়ার প্রতি তাদৃশ ভক্তি বা আনুগত্য প্রকাশ করিলে তাহাকে 'দেবর লক্ষ্মণ' বলা হয়।

দেবো ধন বুঝবো মন,
কেড়ে নিতে কতক্ষণ।

কেহ কাহাকেও কিছু দান করিয়া তাহার অসদাচরণ দেখিলে যদি দত্তবস্তু কাড়িয়া লয়, তবে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযোজ্য হইয়া থাকে।

দেয় থোয় রাখে মান,
তারে বলি যজমান।

যে পুরোহিতকে যথেষ্ট দান ধ্যান করে, এবং পুরোহিতের সম্মান রাখিয়া চলে, তাহাকেই প্রকৃত যজমান বলা যায়।

দেশগুণে বেশ।

যদি দেশপ্রচলিত হয়, তবে নিন্দিত কার্যও তথায় প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।" "Do in Rome, as Rome does."

দেশে মাই মা, ছেলে চায় তা।

কেহ অতিরিক্ত আবদার করিলে প্রযোজ্য।

দৈ খাবে মেধো,
কড়ি দেবে সেধো।

একজন লাভ করিবে, আর একজন তাহার জন্য বেগার খাটিবে।

দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

দেববেষী দৈত্যকুলে হরিভক্ত প্রহ্লাদ জন্মিয়াছিলেন। এজন্য নীচগৃহে অর্থাৎ যে গৃহে ধর্মকর্মাদির সেইরূপ আদর নাই, সেই গৃহে ভাল লোক জন্মিলে তাহাকে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ বলা হয়। "গোবর-গাদায় পদ্মফুল।"

দৈবজ্ঞ যদি বলে ঠিক্,
তবে কেন মাগে ভিক্।

দৈবজ্ঞ যদি গণনা করিয়া অদৃষ্টের কথা বলিতে পারিত, তবে সে নিজে কেন ভিক্ষুকের মত বেড়াইত? সে নিজের অদৃষ্ট নিজে গণিয়া ভবিষ্যতের উপায় করিতে পারিত।

দোদেল বান্দা কলমা চোর,
না পায় ভেস্তেহ্,
না পায় গোর।

দ্বিমনা ব্যক্তি অর্থাৎ সংশয়ী এবং মন্ত্রচোর স্বর্গও পায় না এবং গোরও পায় না; অর্থাৎ ইহাদের দুই দিক নষ্ট হইয়া অধোগতি হয়।

দোয়া গাইয়ের চাঁট সই।

যে গাভী দুগ্ধ দান করে, দোহন করিবার সময় তাহার চাঁট অর্থাৎ পদাঘাত সহ্য করি। যেমন, "গরজে, গোয়ালা ঢেলা বয়।"

দ্বিজ বলে দেওয়ান
ও বাত কহ কাকে।

ব্রাহ্মণ বলিল, ফকির! ও কথা কাহাকে বল; তোমার অপেক্ষা আমার অবস্থা আরও মন্দ; এবং তোমার অপেক্ষা আমি আরও বেশী ভুগিয়াছি।

ধ

ধন জন পরিবার,
কেহ নহে আপনার।

ধনই বল, লোকবলই বল, আর স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ বল, উহারা কেহই আপনার নয়; মৃত্যুর পর কেহই সঙ্গে যাইবে না, একাই যাইতে হইবে।

ধন জন যৌবন জোয়ারের জল।

ধন, পরিজন এবং যৌবন, এ সকলই জোয়ারের জলের ন্যায় অস্থায়ী।

ধন থাকলেই সিঁধের ভয়।

"ন্যাংটাকে নেই বাটপাড়ের ভয়।"

ধন দিয়ে মন বুঝে,
যৌবন দিয়ে আক্কেল বুঝে।
টাকাকড়ি দিয়া মন বুঝিয়া লয়, এবং যৌবন দান করিয়া বিবেচনা জানিয়া লয়।

ধন নাই কড়ি নাই
নিধিরাম পোদ্দার।
পোদ্দারেরা প্রায় পরের ধন লইয়া নাড়া-চাড়া করে। ধন কড়ি না থাকিলেও সেই জন্য নিধিরামের পোদ্দারি করিতে আটকায় না।

ধন পরিবাদও ভাল।
ধন না থাকিলেও যদি ধন আছে বলিয়া ঘোষিত হয়, তাহা মন্দ নহে। কেন না, ধনী বলিয়া লোকে সমাদর করে।

ধন বড় না ধর্ম বড়?
ধন অপেক্ষা ধর্মের মাহাত্মাই অধিক।

ধনসোহাগী মরেন
কুঁড়োর যাউ খেয়ে।
ধনের প্রতি অত্যন্ত মমতাপরায়ণ ব্যক্তি খরচের ভয়ে ভাল খায় দায় না।

ধনীর চিন্তা ধন ধন
নিরেনব্বুইএর ধাক্কা।
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ,
ফকিরের চিন্তা মক্কা।
যাহার যাহাতে অনুরাগ, সে তাহারই চিন্তা করে। "Every one to his taste."

ধনীর মাথায় ধর ছাতি,
নির্ধনের (কুলের) মাথায়
মার লাথি।
ধনীকে সমাদর কর, এবং যাহার ধন নাই, তাহাকে অনাদর কর। অথবা বংশের মাথায় লাথি মারিয়া অর্থাৎ বংশমর্যাদা বিবেচনা না করিয়া ধন থাকিলেই তাহাকে সম্মান কর।

ধনুক ভাঙ্গা পণ।
রাজর্ষি জনক পণ করিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি হরধনুতে গুণ যোজনা করিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি কন্যা সীতাকে সমর্পণ করিবেন। এইরূপ দৃঢ় ও ভীষণ প্রতিজ্ঞাকে 'ধনুক ভাঙা পণ' কহে।

ধনে অহংকার নহে,
অহংকার মনে।
ধনের মধ্যে যে অহংকার আছে তাহা নহে, মনেই অহংকার জন্মে।

ধনে ধন দেখে, পুতে পুত দেখে।
যাহার ধন আছে তাহারই আরও ধনাগম হয়, এবং যাহার পুত্র আছে তাহারই আবার পুত্র জন্মে। "জলেই জল বাঁধে।" "It never rains but pours."

ধনে সুখ নয়, মনে সুখ।
সন্তোষামৃত-তৃপ্তের অন্তরেই প্রকৃত সুখ।

ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।
যদি মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হয়, তবে সে দেশের রাজা পুণ্যাত্মা, এবং দেশও পুণ্যময়। মাঘের শেষে বৃষ্টি হইলে যদি সেই সময়ে জমিতে চাষ দেওয়া যায়, তবে তাহাতে প্রচুর শস্য জন্মে; লোকে বলে—"মাঘের মাটি, সায়ের পাটি।"

ধর কাছি ত ধরেই আছি।
কাহারও আদেশানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া, মন না দিয়া কেবল দায়ে পড়ার গোছে কাজে হাত দিয়া থাকিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ধর মাছ ভাগ আছে।
তুমি প্রাণপণ করিয়া পরিশ্রম কর, আমি সেই পরিশ্রমলব্ধ ফলের অংশ গ্রহণ করিব।

ধরলে চিঁ চিঁ, ছেড়ে দিলে সিংহী।
এমন অনেক লোক আছে, যাহাদিগকে চাপিয়া ধরিলেই কাকুতিমিনতি করে, আবার ছাড়িয়া দিলেই বাহিরে গিয়া সিংহের ন্যায় আস্ফালন করে এবং বিয়াল্লিশ লাফ ছাড়িতে থাকে।

ধরাকে সরা জ্ঞান।
অহংকারে মত্ত হইয়া কাহাকেও গ্রাহ্য না করা।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি।
যাহাতে কিছুমাত্র বেগ না পাইতে হয়, এমন কৌশলে কার্য সিদ্ধ করা।

ধ'রে আনতে বল্লে বেঁধে আনে।
এমন অনেক লোক আছে, যাহারা একটু আদেশ পাইলে আদেশের অতিরিক্ত কাজও করিয়া থাকে।

ধরেছ ত ছেড় না।
যে কাজে হাত দিবে, তাহা সিদ্ধ না করিয়া ছাড়িবে না।

ধরেছে তরকারি আপনার গুণ।
এক ব্যক্তি ওলের গুণের খ্যাতি শুনিয়া ওলের তরকারি খাইতেছিল। প্রথমে বেশ খাইতে লাগিল; কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে কুট্ কুট্ করিতে আরম্ভ করিল। সে ব্যক্তি তখন গম্ভীরস্বরে বলিল, ধরেছে তরকারি আপনার গুণ।—মন্দ-প্রকৃতির লোক সংসর্গ বা উপদেশের গুণে ভাল কাজ করিতে করিতে হঠাৎ স্বীয় নীচ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য করিতে আরম্ভ করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ধ'রে বেঁধে পিরীত,
মেজে ঘষে রূপ।
ইহার কোনটিই সফল হয় না।

ধরে ভজ ঘটানো।
জোরজবরদস্তি করিয়া কাহারও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভাল কাজ করানো। ইহা নিষ্ফল। "You cannot make a man honest by an Act of Parliament."

ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির।
ধার্মিকের উদাহরণস্থলে যুধিষ্ঠিরের নাম উল্লিখিত হয়। আবার কোন কোন স্থলে অতিশয় অধার্মিক ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যেও এই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়।

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে (চলে)।
ধর্মের এমনই কৌশল যে, পাপ কর্ম যতই গোপনে কর না কেন, তাহা কিছুতেই অপ্রকাশিত থাকে না। "ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ।"

ধর্মের ঘরে কুটের (কুড়ের)
অভাব নাই।
ধার্মিকসমাজেও কপটীর অসদ্ভাব নাই। "Every fold has its black sheep."

ধর্মের ঘরে পাপ সয় না।
যে বংশে চিরকাল ধর্ম রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, সে বংশে কেহ পাপ কার্য করিলে তাহা সহ্য হয় না, সঙ্গে সঙ্গেই পাপের ফল ফলিয়া যায়।

ধর্মের জয়, অধর্মের ক্ষয়।
ধর্ম কার্য করিলে তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী, এবং পাপানুষ্ঠান করিলে তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

ধর্মের ঢাক (ভেরী)
আপনি বাজে।
পাপ কার্য গোপনে অনুষ্ঠিত হইলে অথবা অনুষ্ঠাতার ইচ্ছাক্রমে পুণ্যকর্ম কিছুকাল অপ্রকাশিত থাকিলেও একদিন তাহা আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। "Murder will out."

ধর্মের ভরা ভেসে উঠে,
পাপের ভরা তল যায়।
যাহার সহিত ধর্মের সংস্রব আছে, তাহা মাঝ নদীতে ডুবিয়া গেলেও ভাসিয়া উঠে, আর পাপের সংস্রব থাকিলে তাহা তলাইয়া যায়। ধার্মিক বিপদে পড়ে বটে, কিন্তু উদ্ধার পায়, পরন্তু পাপী বিপদে পড়িলে তাহার ধ্বংস নিশ্চয়।

ধর্মের ষাঁড়।
ধর্মার্থ শ্রাদ্ধাদিতে উৎসৃষ্ট ষাঁড় সকলের অনিষ্ট করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, অথচ কেহ তাহাকে বাধা দেয় না। এইরূপ ভাবাপন্ন পরের অনিষ্টকারী স্বচ্ছন্দে বিচরণশীল লোককে ধর্মের ষাঁড় কহে।

ধর্মের সূক্ষ্ম গতি।

ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম, তাহা যে কিরূপভাবে চালিত হইয়া কোথা হইতে সুফল প্রদান করে, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না [সংস্কৃত প্রবাদ—'ধর্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ' দ্রঃ]।

ধাইয়ের কাছে কোঁক ছাপা।

যে ভিতরের সকল রহস্যই জানে, তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিবার চেষ্টা বৃথা।

ধান একগুণ, তৃণ শতগুণ।

ধানগাছ দুই চারিটি, কিন্তু ঘাস তাহার শতগুণ বেশী। গুণ ও গুণী অল্প, দোষ ও দোষী বিস্তর।

ধান গাছের কড়ি।

একজন পল্লীবাসী অজ্ঞ শহুরেকে বিদ্রূপ করিবার জন্য বলিল,—ধান গাছ, ওঃ, সে মস্ত বড় গাছ। তা থেকে কড়িকাঠ হয়। নির্বোধের এরূপ ভ্রান্তবিশ্বাস স্থলে প্রযোজ্য।

ধান নাই চাল নাই,
আন্দিরাম মহাজন।

বাঁকুড়া জেলায় আন্দিরাম (আনন্দরাম) নামে এক সামান্য অবস্থাপন্ন লোক ছিল। সে দেখিল, ধান চালের মহাজনীতে যথেষ্ট সমাদর আছে। তখন তাহার খেয়াল হইল, আমিও মহাজনী করিব। কিন্তু মহাজনীর মূলধন কোথায় পাইবে? তখন সে অপর এক মহাজনের নিকট গিয়া আপনার সংকল্প প্রকাশ করিল। উক্ত মহাজন রঙ্গ করিবার উদ্দেশে তাহাকে আশ্বাস দিলেন, এবং বলিয়া দিলেন, "তোমার নিকট যত খাতক আসিবে, তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিও, আমি তাহাদের প্রয়োজনমত ধান চাল সরবরাহ করিব।" আন্দিরাম মহাহ্লাদে ঘরে ফিরিল, এবং আপনাকে একজন মহাজন বলিয়া প্রকাশ করিল। তখন দলে দলে খাতক আসিতে লাগিল; আন্দিরাম তাহাদিগকে পূর্বোক্ত মহাজনের নিকট পাঠাইয়া দিতে থাকিল। উক্ত মহাজন খাতকদিগকে ধান চাল দিলেন, তিনি অবশ্য নিজের নামেই দিলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। আন্দিরামের আর আনন্দের সীমা নাই, সে একজন মহাজন হইয়াছে ভাবিয়া বুক ফুলাইয়া চলিত, খাতকের নিকট তাগাদা ও তম্বি করিত। এই ঘটনা হইতে উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি।

ধান নাই তার মান ত বড়।

পল্লীগ্রামে যাহার ঘরে ধান বাঁধা থাকে, সে সকলের নিকটেই সংগতিপন্ন বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু যাহার ঘরে ধান থাকে না, তাহাকে কেহই মানে না, কেন না, সে বড় হতভাগ্য, ঘরে লক্ষ্মী নাই।

ধান ভানতে শিবের
(মহীপালের) গীত।

কোন বিশেষ কথাবার্তার মধ্যে অন্য অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা উপস্থিত করিলে তাহাকে ধান ভানতে শিবের গীত, বা ধান ভানতে মহীপালের গীত বলে। [মহীপাল বাঙ্গালার রাজা ও একজন পুণ্যকর্মা লোক ছিলেন। বিক্রমপুরের নিকট তাঁহার রাজধানী ছিল; তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মহীপাল দীঘি এখনও বর্তমান।]

ধানের আগে উড়ি ফুলে।

উড়ি একপ্রকার ধান, ইহা জমিতে আপনা হইতে জন্মে, এবং ফলিয়া আপনিই ঝরিয়া যায়। ধান ফুলিবার আগেই এই উড়ি ধানের গাছ ফুলিয়া থাকে। ভিতরে সার নাই, তাড়াতাড়ি বাড়িয়া উঠিতে চায়, এমন মানুষের সম্বন্ধেই এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধান্য বৃক্ষ চেনেন না।

কোন বিষয় জানিয়া শুনিয়া তাহাতে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

ধামাধরা মানুষ।

অত্যন্ত খোশামুদে। যে বক্তার ছায়াপ্রায় কথায় স্বার্থহেতু সায় দেয়।

ধার করব তার বেলা কেন?

সকাল সকাল ধার করিয়া সকাল সকাল খাওয়াই ভাল। যে ধার করিতে এবং ধার করিয়া শোধ দিতে ভয় পায় না, পরন্তু নিশ্চিন্ত মনে ধার করিয়া থাকে, তাহার সম্বন্ধেই প্রযোজ্য।

ধার ক'রে কানে সোনা।

যাহারা কর্জ করিয়া বাবুগিরি করে তাহাদের প্রতি প্রযোজ্য।

ধার ক'রে হাতী কেনা।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা ধারে পাইলে দামী বড় বড় জিনিস স্বচ্ছন্দে কিনিয়া ফেলে। শেষে ধার শোধের সময় বিপন্ন হয়।

ধারে কাটে আর ভারে কাটে।

অস্ত্রে খুব ধার থাকিলে সহজে কাটিয়া যায়, অথবা বেশী ধার না থাকিলেও যদি তাহা ভারী হয়, তাহা হইলেও কাটিয়া যায়। এইরূপ যদি অর্থবল থাকে, তাহা হইলে কথা চলে বা সম্মান পাওয়া যায়, অথবা অর্থ না থাকিলেও যদি ক্ষমতা থাকে, তাহা হইলেও কথা চলে বা সম্মান পাওয়া যায়।

ধীর পানি পাথর কাটে।

উপর হইতে বিন্দু বিন্দু জল পড়িতে থাকিলে তাহাতে অতি কঠিন পাথরও কাটিয়া যায়। এইরূপ ধীরে ধীরে কার্য করিতে থাকিলে অতি দুষ্কর কার্যও সিদ্ধ হয়। 'Much rain wears the marble."

ধীরে জ্বাল ঘন কাটি,
তারে বলি দুধ আওটি।

ভাল রকমে দুধ আওটাইতে হইলে মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হয়, এবং কাটি দিয়া ঘন ঘন নাড়িতে হয়।

ধীরে ধীরে বোনে,
তাঁতী সকল জিনে।

তাঁতী ধীরে ধীরে কাপড় বুনিয়া বৃহৎ কাপড় প্রস্তুত করে, এবং প্রচুর লাভ পায়।

ধুগড়ির ভিতর খাসা চাল।

অনেক জিনিস বাহিরে দেখিতে বিশ্রী হইলেও তাহার ভিতরে সৌন্দর্য বা মাধুর্য থাকে। কোন কোন লোক বাহিরে দেখিতে অতি কুৎসিত, কিন্তু তাহার ভিতরে উৎকৃষ্ট গুণ বিদ্যমান।

ধুলো মুঠা ধরতে কড়ি
(সোনা) মুঠা হয়।

যাহার কপালের জোর থাকে, সে যে কাজে হাত দেয়, তাহাতেই প্রচুর লাভবান্ হয়।

ধেয়ে ধেপে খায়, বসে মারে তের।

একজন পরিশ্রম করিয়া যদি কম পায়, এবং অন্যে পরিশ্রম না করিয়াও যদি বেশী পায়, তবে তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

ধোঁয়ার হাত এড়াতে গিয়ে,
আগুনে পুড়ে মলুম।

সামান্য বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়া যদি কেহ বেশী বিপদে পড়ে, তবে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "From the frying pan to the fire."

ধোপা-ভাঁড়ারী।

ধোপার ভাঁড়ার পরের কাপড়েই পূর্ণ; তাহার নিজের কিছুই নাই। যেমন, "চিনির বলদ।"

ধোপার গাধা ভাতের কাটি
বয় না।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা অনেক বড় বড় দুষ্কর্ম অম্লানবদনে সমাধা করিবে, কিন্তু একটি ছোট দুষ্কর্মে কিছুতেই অগ্রসর হইবে না। "Straining at a gnat and swallowing a camel."

ন

নখদর্পণে আছে।

সকল কথাই উত্তমরূপে জানা আছে। নখরূপ দর্পণের ভিতর সকল বিষয়ই রহিয়াছে; তাহার দিকে একবার চাহিলেই সকল বিষয় যেন স্পষ্ট দেখা যায়, এবং সকল কথা বলা যায়। "At one's fingers' ends."

নখের ছিদ্রে কুড়াল লাগানো।

সামান্য কার্যসিদ্ধির জন্য বৃহৎ ব্যাপার আনিয়া উপস্থাপিত করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "মশা মারতে কামান পাতা।" "To break a butter-fly on the wheel."

ন গাঁ মাগিলে যা,
সাত গাঁ মাগিলেও তা।

অধিক পরিশ্রম এবং অল্প পরিশ্রমের ফল একরূপ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নটে খেটে আড়ায়ে,
শজনে বারমেসে।

সংসারে এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা সুখদ বটে, কিন্তু দুই চারি দিনের জন্য আমাদের উপভোগে আসে; আবার কোন কোন জিনিস তত সুখদ না হইলেও তাহা আমাদের চিরসহচর।

নড়তে পারে না, কামান ঘাড়ে।

ক্ষমতার অতীত কার্য করিতে যাওয়া।

নড়া দাঁত পড়া ভাল।

আত্মীয়ের সহিত মনোমালিন্য হইলে তাহার সহিত সংস্রব ত্যাগই মঙ্গল, নতুবা কাছে থাকিলে তাহার দ্বারা অনেক অনিষ্ট ঘটিবে।

নড়ির হাতে শালগ্রামের বিনাশ।

লাঠির কাছে শালগ্রামও ধ্বংস হইয়া যান। নীচ লোকের দ্বারা মহতের অপমান সংঘটিত হওয়া।

নদী এক কূল ভাঙে
আর এক কূল গড়ে।

সংসারের গতিও এইরূপ। একদিকে একজন উন্নতিলাভ করিতেছে, অপরদিকে একজন অবনত হইতেছে।

নদীকূলে বাস, ভাবনা বারমাস।

নদীর জল বাড়িয়া কখন ঘর ভাসাইয়া দেয় এজন্য সর্বদাই চিন্তিত থাকিতে হয়।

নদী নারী শৃঙ্গধারী,
এ তিনে না বিশ্বাস করি।

নদীতে কখন জল বাড়ে কমে, এবং তাহার কোথায় কিরূপ জলজন্তু আছে, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি লঘু, তাহাকে বিশ্বাস করিয়া কোন কথা বলিলে সে তাহা গোপনে রাখিতে পারে না। যাহার শিঙ আছে, সে জন্তুকে বিশ্বাস করা ভাল নয়।
"নদীনাং চ নখীনাং চ শৃঙ্গীণাং শস্ত্রপাণীনাং।
বিশ্বাসো নৈব কর্তব্যঃ স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ॥"

নদীর মুখে বালির বাঁধ।

এইরূপ কোন ঘটনা ঘটনাস্রোতের সম্মুখে সামান্য বাধা দিতে যাইয়া নিষ্ফল হইলে এই প্রবাদ প্রয়োগ করা হয়।

নদী শুকুলেও রেখা থাকে।

ধনী লোকের অবস্থা খারাপ হইলেও তাহার বংশগত চালচলন, আচার অনুষ্ঠান একেবারে নষ্ট হয় না।

নদের গোরাচাঁদ।

নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ। সর্বপ্রধান ব্যক্তি। বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়।

ননদেরও ননদ আছে।

যে শাসন করে তাহারও শাসক আছে। "বাবারও বাবা আছে।"

ননীর পুতুল নয় যে,
রোদে গ'লে যাবে।

অনেকে সন্তানসন্ততিকে এত আদর দেয় যে, লোকে তাহাদিগকে "ননীর পুতুল" আখ্যা দেয়। এই অত্যধিক আদরের বিরুদ্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

নব কার্তিক।

অতিরিক্ত বিলাসী লোককে লোকে নব কার্তিক অর্থাৎ কার্তিকের এক নূতন সংস্করণ বলিয়া থাকে।

নবাব আর কি?

মুসলমান রাজত্বকালে নবাবেরা প্রায়ই অত্যন্ত বিলাসী, স্বেচ্ছাচারপরায়ণ হইতেন, এবং যখন যাহা আদেশ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহা প্রতিপালিত হইত। যে ব্যক্তি উক্তরূপ আচরণ করে তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

নবাবপুত্র।

অত্যন্ত বিলাসী ও স্বেচ্ছাচারপরায়ণ।

নবাব সিরাজদ্দৌলা আর কি?

এইরূপ জনশ্রুতি যে, বাঙ্গালার নবাব সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত বিলাসী, স্বেচ্ছাচারী ও অত্যাচারপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অত্যাচারে বাধা দিবার কেহ ছিল না, যখন যাহা মনে করিতেন তাহাই করিয়া ফেলিতেন। উক্তরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি।

নবাবী চাল।

শুনা যায় নবাবেরা বহুমূল্য অতিসূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিতেন, মুক্তাভস্মের চুন দিয়া পান খাইতেন, প্রতিবারে গোলাপ-জলে করসি ফিরাইয়া তাহাতে আশি টাকা সেরের তামাকু সেবন করিতেন, ইত্যাদি। বিলাসিতা দেখান। "সিঙ্গুরের নবাব বাবু।"

নয় মণ তেলও পুড়বে না,
রাধাও নাচবে না।

পারিষদবর্গের উত্তেজনায় এক বাবুকে নিত্য নূতন আমোদপ্রমোদের আয়োজন করিতে হইত। ইহাতে তাঁহার অবস্থা ক্রমেই হীনতর হইয়া পড়িল। এই সময়ে জনৈক পারিষদ একদা প্রস্তাব করিল, সুন্দরী নর্তকী রাধার নৃত্য দেখিতে হইবে। তাহাই ঠিক হইল। রাধা বাবুকে চিনিত। সে বলিল, "নৃত্যের রাত্রিতে বাবু যদি নয় মণ তেল পোড়াইতে পারেন অর্থাৎ নয় মণ তৈল খরচ করিয়া আলো জ্বালাইতে পারেন তবেই আমি নাচিব।" শুনিয়া বাবু কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, তাহাই হইবে; সুবিধামত একদিন ইহার আয়োজন করা হইবে। পারিষদবর্গ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন জনৈক স্পষ্টভাষী পারিষদ বলিয়া উঠিল, "বৃথা আনন্দ; নয় মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।" বাস্তবিকই তাহাই ঘটিয়াছিল। যাহা ঘটা সম্ভব নয়, এরূপ কার্যের উদাহরণস্বরূপে প্রযোজ্য।

নরক গুলজার।

জনৈক ব্রাহ্মণ এক মদ্যপায়ীকে বলিলেন, "বাবু মদ ছাড়িয়া দাও; শাস্ত্রে আছে মদ খাইলে নরকে যাইতে হয়।" মদ্যপায়ী উত্তর করিল, "রামবাবু যে মদ খায়?" ব্রাহ্মণ বলিলেন, "সে নরকে যাইবে।" প্রঃ—শ্যামবাবু যে মদ খায়। উঃ—যাহারা মদ খায়, তাহারা সকলেই নরকে যাইবে। প্রঃ—আর কি করিলে নরকে যায়? উঃ—মিথ্যা বলিলে, চুরি করিলে, প্রবঞ্চনা করিলে, পরস্ত্রীতে গমন করিলে। প্রঃ—সকল বেশ্যাই কি নরকে যাইবে? উঃ—হাঁ। প্রঃ—যাহারা বেশ্যালয়ে যায়? উঃ।—তাহারাও নরকে যাইবে। মদ্যপায়ী সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল, "তবে ত 'নরক গুলজার'! যাও ঠাকুর, আমি আরও মদ খাইব।"

নরম মাটি পেলে বিড়ালে
আঁচড়ায়।

বিড়াল বিষ্ঠা ত্যাগ করিবার জন্য নরম জায়গায় মাটিই আঁচড়াইয়া থাকে। লোকে কোমলচিত্ত দেখিলে তাহাকে পাইয়া বসে, শক্ত লোকের কাছে ঘেঁষে না।

নরমের বাঘ, গরমের শিয়াল।

যে দুর্বলের নিকট মহা বিক্রম প্রকাশ করে, আর বলবান্ লোক দেখিলে একেবারে নত হইয়া যায়।

নয়নের যম।
দুর্বলের উপর অত্যাচারকারী, কিন্তু প্রবলের নিকট শান্ত।

নরুনে তাল গাছ কাটা।
ক্ষুদ্র উপায়ে বৃহৎ কার্যসাধনে উদ্যত হওয়া।

নরের মন নারায়ণ জানেন।
কেবল অন্তর্যামী ভগবানই মানুষের মনোগত ভাব বলিতে পারেন।

না আঁচালে বিশ্বাস নাই।
বৈদ্বিক লোকের নিমন্ত্রণে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। সন্দিগ্ধ কার্যের সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

নাই-এর ঘরে খাই খাই।
যাহার ঘরে খাদ্যদ্রব্যের অভাব, তাহারই ক্ষুধার উদ্রেক বেশী হয়, এবং সর্বদা খাই-খাই রব উঠিতে থাকে।

নাই কাজ ত খৈ (ধান) ভাজ।
প্রয়োজনীয় বিষয়ের অভাবে অপ্রয়োজনীয় সামান্য বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া সময় ও শক্তি নাশ করা।

নাই ঘরে খাই বড়।
ঘরে খাদ্যদ্রব্য না থাকিলে ক্ষুধার উপদ্রব কিছু বেশী হয়।

নাই দিলে কুকুর কাঁধে চড়ে।
ছোটলোক প্রশ্রয় পাইলে ক্রমে সে মাথায় উঠিতে চায়।

নাই ধন ত যাও বন।
ধন না থাকিলে কাহারও নিকট সম্মান পাওয়া যায় না, এমন কি স্ত্রীপুত্রাদিও তাহাকে গ্রাহ্য করে না, সুতরাং তাহার বনে যাওয়াই ভাল।

নাই বল্লে সাপের বিষও থাকে না।
সাধারণতঃ লোকের সংস্কার এইরূপ যে, 'নাই' কথাটা বড় অমঙ্গলসূচক; নাই বলিলে, এমন কি সাপের বিষ পর্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্যই গৃহিণীরা নাই কথার স্থলে 'বাড়ন্ত' বলেন।

নাই ভাত নুন দিয়ে খাব।
যাহা ঘটা অসম্ভব, অথচ তাহার প্রত্যাশা করিতেছে, এরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "চাল নাই, ভাতে ভাত রাঁধ।" "এঁড়ে গরু, না টেনে দো।"

নাই মাগ, নাই পুত, বেড়ায় যেন যমের দূত।
যাহার কেহ কোথাও নাই, যে কেবল গুণ্ডামি করিয়া বেড়ায়, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল।
একেবারে কিছু না পাওয়া অপেক্ষা যদি কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়, তাহাও মন্দের ভাল। "Half a loaf is better than none."

না উঠতেই এক কাঁদি।
কাজে হাত দিতে না দিতে তাহার কিঞ্চিৎ ফল পাওয়া। "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

নাও পর গাড়ি, গাড়ি পর নাও।
কখন নৌকার উপর গাড়ি যায়, কখন বা গাড়ির উপর নৌকা যায়। আজ একজন প্রবল হইয়া একজনের উপর অত্যাচার করিতেছে, কাল আবার হয়ত ঐ অত্যাচারিত ব্যক্তি প্রবল হইয়া অত্যাচারীর উপর অত্যাচার করিতে পারে। "চিরদিন কখনও সমান না যায়।"

না কথায় বালাই নাই।
'না' কথাটির মধ্যে কোন বিপদ্ নাই। জানি না বলিলে আর কোন প্রশ্ন উঠিতে পারে না, কোনরূপ বিবাদ বিসংবাদ হয় না বা কোনরূপ বেগও পাইতে হয় না। "বোবার শত্রু নাই।" "Speech is silver, silence is gold."

নাক না থাকলে গু খায়।
অবোধ ব্যক্তির সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

নাকফোঁড়া বলদ।
নাকফোঁড়া বলদকে যে দিকে চালাইবে, সেই দিকেই চলিবে। যে লোক অপরের অত্যন্ত বশীভূত, হুকুমে উঠে, হুকুমে বসে, তাহাকে নাকফোঁড়া বলদ বলে।

নাকে কাজ না নিঃশ্বাসে কাজ?
অর্থাৎ জীবন ধারণের জন্য নিশ্বাসই প্রয়োজনীয়, নাক নয়। অপকৃষ্ট উপাদান দ্বারা কোন কার্য সম্পাদন করিবার স্থলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমানো।
নাকে সরিষার তেল দিয়া ঘুমাইলে গাঢ় নিদ্রা হয়। যে ব্যক্তি উদ্বেগের কারণ সত্ত্বেও বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া কাল কাটাইতে থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত।

না খেলে যাবে দিন, ধার কল্লে হবে ঋণ।
সহজে ঋণ করিতে নাই।

না গজাতে ঘুণ ধরে, না উঠতে আছাড়।

বাসরেতে পতি মরে, বাসি বে'তে রাঁড়॥
কোন কাজে হাত দিবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল বাধা দ্বারা কার্য নষ্ট হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

নাচতে জানিনি আমায় ধরে এনেছে, যদি না নাচি, আমার ছেলে নেবে কে?
বাধার উপর বাধা, ওজরের উপর ওজর। কাজ না করিবার ফন্দি।

নাচতে জানে না, উঠানের দোষ (উঠান বাঁকা)।
কেহ কোন কাজে প্রবৃত্ত এবং অক্ষমতার জন্য তাহাতে অকৃতকার্য হইয়া যদি অকৃতকার্যতার জন্য একটা বাজে দোষ দেখায়, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "A bad workman quarrels with his tools."

নাচতে দাঁড়িয়ে ঘোমটা টানা।
নাচিবার জন্য আসরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় মুখে ঘোমটা দেওয়া। কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইবার পর লজ্জাবশতঃ ইতস্ততঃ বা সংকোচ বোধ করা।

না চাইতে ছাতাটা পাই, চাইলে বুঝি ঘোড়াটা পাব।
এক অশ্বারোহী মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিল। তাহার হাতে একটা ছাতা ছিল। ঘোড়ায় চড়িয়া ছাতা মাথায় দেওয়া কষ্টকর বোধ হওয়ায় এবং ছাতাটি বহন করিয়া লইয়া যাওয়া অসুবিধা বোধ করায় অশ্বারোহী এক পথিক চাষাকে ছাতাটা দিয়া চলিয়া গেল। চাষা ভাবিল আমি না চাইতেই যখন ছাতাটা পাইলাম, তখন চাহিলে বোধ হয় ঘোড়াটা পাইতাম। এই ভাবিয়া চাষা ঘোড়ার পিছনে ছুটিল। তাহা দেখিয়া অশ্বারোহী ঘোড়া থামাইল, এবং চাষা নিকটে আসিলে তাহার ছুটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তখন চাষা বলিল, "মহাশয়, দেখিতেছি আপনি বড়ই দয়ালু, আমাকে ঘোড়াটা দিন।" অশ্বারোহী ঘোড়ার পরিবর্তে তাহাকে এক ঘা চাবুক মারিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

নাচুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।
যে কুৎসিত কার্য করিতেছে, তাহার কোন সংকোচ নাই, কিন্তু যে তাহা দেখিতেছে, তাহার লজ্জাবোধ হইতেছে। "হাগুন্তির লাজ নাই, দেখুন্তির লাজ।"

নাচে ভাল, পাক দেয় মন্দ।
সরল ব্যবহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে কুটিল আচরণ করা অথবা মিষ্ট কথার মধ্যে এক একটি মর্মভেদী কথা বলা।

নাচের পা থামে না।
নৃত্য পূর্ণবেগে চলিতে থাকিলে, পা

আর থামিতে চায় না। কোন কার্য পূর্ণোদ্যমে করিতে করিতে সহজে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হওয়া।

ষাড়া বনে কীর্তন।
অনাবশ্যক স্থানে কার্য।

নাড়ীনক্ষত্র টেনে বাহির করা।
জন্মনক্ষত্র টানিয়া বাহির করা। কৌশলে ভিতরের সমস্ত গুহ্য বৃত্তান্ত জানিয়া লওয়া।

না ডুবুল সে; না ভাল মনে করেছিস।
নিষেধসূচক কথাতেই প্রবৃত্তি জাগিয়ে দেওয়া। যেমন "পাগলা সাঁকো নাড়িসনে; ভাল মনে করেছিস।"

নাতির নাতি স্বর্গে বাতি।
দীর্ঘজীবী ভিন্ন পৌত্রের পৌত্র দেখিতে পায় না। দীর্ঘজীবীরাই পুণ্যবান্; সুতরাং এইরূপ লোকই স্বর্গভোগের অধিকারী।

নাভোয়ানের দুনা মালগুজারি।
নাতোয়ান প্রজা যথাসময়ে খাজানা দিতে না পারায় তাহাকে দ্বিগুণ মালগুজারি অর্থাৎ জমিদারের খাজানা দিতে হয়। অর্থাৎ তাহাকে পরে সুদ সমেত খাজানার ডবল টাকা দিতে হয়। যাহার অর্থের অভাব, তাহাকেই দ্বিগুণ ব্যয়ভার বহন করিতে হয়।

না দেখে চলে যায়, পায় পায় হোঁচট খায়।
বিবেচনা না করিয়া কার্য করিলে পদে পদে বিপন্ন হইতে হয়।

নানা মুনির নানা মত।
লোকসকলের পরস্পর মত ভিন্ন ভিন্ন হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।"

না পড়াবি পো; ত' সহবতে নিয়ে থো!
পুত্রকে লেখাপড়া শিখানো উচিত। যদি সে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে সভ্যতা শিখাইবার জন্য সভ্য সমাজে রাখা উচিত।

না প'ড়ে পণ্ডিত।
যে বিষয় জানে না, সে বিষয়ে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে যাওয়া।

নাপিত দেখলে নখ বাড়ে।
প্রয়োজন না থাকিলেও প্রয়োজনীয় বস্তু দেখিলেই সকলের তাহাতে দরকার হয়। "ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হয়।"

নাপিতের আসি, ধোপার বাসি।
নাপিত যদি 'এখনই আসছি' বলিয়া যায়, তবে বহুক্ষণ পরেও তাহার দেখা পাওয়া যায় না। ধোপা কাপড় বাসি করিতে লইয়া গেলে তাহা আজ কাল করিয়া বহুদিন পরে তবে দেয়।

নাপিতের ষোল চুঙ্গা বুদ্ধি।
নাপিত বড় ধূর্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ। "নরাণাং নাপিতো ধূর্তঃ।"

না বিয়ায়ে কানায়ের মা।
যশোদা কৃষ্ণকে প্রসব না করিয়াও তাহার মা হইয়াছিলেন। কোন রমণী পরের সন্তানের উপর নিজের ছেলের মত দাবি করিলে তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

না বিয়েলেক মা, বিয়েলেক ঝি; ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়াপড়শী।
মা প্রসব করিল না, ঝি অর্থাৎ কন্যা সন্তান প্রসব করিল, এবং তজ্জন্য প্রতিবেশীরা ঝাল খাইয়া সারা হইল। যাহার জিনিস তাহার অপেক্ষা অপরের সেই জিনিসের উপর অধিক সহানুভূতি প্রকাশ।

না বুঝে ছিলাম ভাল, আধেক বুঝে পরাণ গেল।
কোন বিষয়ের আধাআধি জ্ঞান অপেক্ষা সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকাই ভাল। "Little learning is a dangerous thing."

না মরতেই ভূত।
কারণ না থাকিলেও কার্যের সম্ভাবনা দেখিলে প্রযোজ্য।

নামে গোয়ালা কাঁজি ভক্ষণ।
নামে মাত্র গোয়ালা, কিন্তু দুধের সহিত সম্পর্ক নাই, আমানি খাইয়া দিন কাটায়। নামের অনুযায়ী কার্য না দেখিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নামে ডাকে গগন ফাটে।
নামে ডাকে অর্থাৎ সুখ্যাতিতে আকাশ বিদীর্ণ হইয়া যায়, কিন্তু ভিতরে অসার। নামডাক খুব, কিন্তু কাজে কিছুই নয়।

নামে তালপুকুর, ঘটি ডোবে না।
বড়লোকের বংশ বটে, কিন্তু এখন এক পয়সারও সংস্থান নাই।

নায়কের ইচ্ছা উলুবনে গোড়।
"কর্তার ইচ্ছায় কর্ম," "কর্তার ইচ্ছায় উলুবনে কীর্তন।" কর্তার খামখেয়ালি কার্য।

না'র উপর গাড়ি, গাড়ির উপর না।
নদী পার হইবার সময় নৌকার উপর গাড়ি তুলিতে হয়; আবার স্থলপথে নৌকা লইয়া যাইতে হইলে, গাড়ির উপর নৌকা তুলিতে হয়। অর্থাৎ প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, পরস্পরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়।

না রাম না গঙ্গা।
কোন কথার উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকা।

নালা কেটে লোনা জল (কুমীর) আনা।
বিপদের কোন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে বিপন্ন হইতে হইল।

নাস্তিকের মুখে ধর্মকথা।
যে কখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ধর্মাধর্ম মানে না, সেও আবার সময়ে ধর্মোপদেশ দিতে যায়।

নিকামায়ে দরজী ছেলের মুখ সেলাই করে।
অর্থাৎ লোকে নিষ্কর্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না, ভাল হউক মন্দ হউক, একটা কাজ লইয়া থাকে। "নিষ্কর্মা লোক পুড়োর গঙ্গাযাত্রা করে।"

নিকুলে চুকুলে ঘর, কামালে জমালে বর।
ঘর লেপা মোছা করিলে বেশ পরিষ্কার দেখায়। আর বর কামাইলে এবং সাজিলে গুজিলে বেশ সুন্দর দেখায়।

নিগোঁসাইয়ের খোদাই রক্ষক।
যাহার দেখিবার কোন লোক নাই, ঈশ্বরই তাহাকে দেখেন। ঈশ্বরই নিরাশ্রয়ের আশ্রয়।

নিজে পায় না, শংকরাকে ডাকে।
আপনার পাইবার সম্ভাবনা নাই, আবার সঙ্গী শংকরাকে পাওয়াইয়া দিবার জন্য ডাকে। "আপনি ঠাকুর ভাত পায় না, শংকরাকে ডাকে।"

নিজের কুচ্ছ নিজে গাওয়া।
আপনার কলঙ্কের কথা, বা নিজের ঘরের দোষের কথা নিজে বলিয়া বেড়ান। "Washing one's dirty linen before the public."

নিজের কোলে ঝোল টানা।
স্বার্থপর ব্যক্তি কেবল আপনার দিকেই টানে, পরের মুখের দিকে চাহে না। "Looking after number one." "Each one for himself."

নিজের ঘোল কেউ টক বলে না।
নিজের জিনিস মন্দ হইলেও কেহ তাহাকে মন্দ বলিতে চায় না। "His geese are swans."

নিজের চরকায় তেল দাও।
আপনার কাজ গুছাইয়া লও, অনধিকার চর্চায় আবশ্যক কি। "Paddle your own canoe."

নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ।
গন্নাথাদা বা ছিন্ন-নাসিক ব্যক্তির দর্শন

যাত্রাকালে অমঙ্গলসূচক। আপনার অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিলে লোকে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে। "সতীনের বাটীতে গু গুলে খাওয়া।" "To cut off the nose to spite the face."

নিজের পাঁটা ল্যাজে কাটি।

অর্থাৎ নিজের জিনিস, যাহা ইচ্ছা করিতে পারি।

নিজের পায়ে কুড়ুল মারা।

বুদ্ধিদোষে নিজের অনিষ্ট নিজে করা।

নিজের বোন ভাত পায় না,
শালীর তরে মোণ্ডা।

নিকটসম্পর্কীয় লোকের মুখের দিকে না চাহিয়া দূরসম্পর্কীয় লোকের সাহায্য করিতে যাওয়া।

নিতে পারি, খেতে পারি,
দিতে পারি না,
বলতে পারি, কইতে পারি,
সইতে পারি না।

যে প্রতিদান করিতে ও প্রত্যুত্তর শুনিতে নারাজ।

নিত্য চাষার ঝি,
বেগুন ক্ষেত দেখে বলে
এ আবার কি?

নিত্য নামক এক চাষার কন্যার দৈবক্রমে বড়লোকের ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। সেখানে থাকিবার সময় মেয়েটি আপনাকে বড়লোকের কন্যা বলিয়া জানাইতে চেষ্টা করিত। একদিন সে বাড়ির অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাগানে বেড়াইতেছিল। বাগানের একপাশে বেগুন ক্ষেত ছিল। মেয়েটি যেন কখন বেগুনগাছ দেখে নাই এইরূপ ভান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এগুলো কি?" এক দাসীর ইহা নিতান্ত অসহ্য বোধ হওয়ায় উক্ত শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিল। কেহ জানিয়া শুনিয়া কেবল আপনার মান বাড়াইবার জন্য যদি অজ্ঞতার ভান করে, তবে তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "শান্তিরাম সিংহের বউ ধানগাছ চেনেন না।"

নিত্য রোগীকে দেখে কে?
নিত্য নাই তায় দেয় কে?

চিররুগ্‌ণের সেবা ও নিত্য অভাবগ্রস্তের সাহায্য করিতে সকলেই বিরক্ত হয়।

নিদানের বিধান নাই।

অর্থাৎ পরমায়ু শেষে আর কোন ব্যবস্থা নাই।

নিদেনকালে হরিনাম
(রসসিন্দূর)।

সমস্ত জীবনে ঈশ্বরকে না ডাকিয়া মৃত্যুকালে ডাকিবার চেষ্টা করা বৃথা। অথবা মৃত্যুকালে রসসিন্দূর প্রয়োগে কোন ফল নাই। সময়ে কার্য না করিয়া অসময়ে চেষ্টা করা।

নিদ্রা নাই নির্ধনীর,
নিদ্রা নাই শোকীর।

"ঘুম নাই যোগীর, আর ঘুম নাই রোগীর।"

নিবান আগুন আর জ্বেলো না।

কাহারও কোন অতীত ভয়ানক শোক-দুঃখের কথা উত্থাপন করিলে সে উহা তুলিতে নিষেধ করিবার উদ্দেশ্যে ইহা বলে।

নিমতলা দিয়া যাও নাই,
নিমফল কি খাও নাই?

কোন্ কু-কার্যের কি রকম কু-ফল, তাহা কি জান না?

নিম তেতো নিসিন্দে তেতো,
তেতো মাকাল ফল;
তার চেয়ে অধিক তেতো
বোন সতীনের ঘর।

দুই বোন সতীনের সর্বদা কলহে সে ঘরে কেহ টিঁকতে পারে না।

নিম নিসিন্দা যেথা,
মানুষ কি মরে সেথা?

নিম ও নিসিন্দা গাছের হাওয়া স্বাস্থ্যকর এবং রোগনাশক, সুতরাং অকাল মৃত্যু-নিবারক।

নিরাখালের খোদা রাখাল।

যে অসহায়, তাহার সহায় ঈশ্বর।

নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা।

এক গ্রামে এক ছুতার বাস করিত। সে প্রত্যহ কাঠের কাজ করিয়া এক টাকা দেড় টাকা উপায় করিত। কিন্তু প্রত্যহ যাহা উপায় করিত, প্রত্যহ তাহা খাইয়া ফেলিত, পরদিনের জন্য এক পয়সাও সঞ্চয় করিয়া রাখিত না। ছুতারের সহিত এক স্বর্ণবণিকের বন্ধুত্ব ছিল। ঐ বণিকের পুকুরে ছুতারের স্ত্রী প্রত্যহ স্নান করিতে ও জল আনিতে যাইত। ঘাটে বণিকের পত্নীর সহিত সাংসারিক গল্প চলিত। তাহাতে বণিকের পত্নী প্রত্যহ ইহাদের ভোজনের পারিপাট্যের কথা শুনিত, কিন্তু লজ্জায় আপনাদের শাকান্নের কথা ব্যক্ত করিত না। অপিচ সে প্রত্যহ বাটীতে আসিয়া বণিককে ভর্ৎসনা করিত। ছুতার রোজ আনে রোজ খায়, তাহার এত আহারের পারিপাট্য, আর তাহাদের এত অর্থ থাকিতেও শাকান্নভোজন! স্ত্রীর তিরস্কারে জ্বালাতন হইয়া বণিক্ ভাবিল, ইহার একটা প্রতীকার করিতে হইবে, নতুবা বাড়িতে তিষ্ঠানো দায় হইল। এই ভাবিয়া একদিন বণিক্ সন্ধ্যার পর বেড়াইতে বেড়াইতে বন্ধুর বাটীতে উপস্থিত হইল। ছুতার মহা আনন্দিত হইয়া বন্ধুকে বসাইল এবং জলযোগাদি করাইল। কিয়ৎক্ষণ পরে বণিক্ চলিয়া গেলে ছুতার দেখিল, বিছানার এক পাশে একটা টাকার তোড়া পড়িয়া আছে। বন্ধুই ইহা ফেলিয়া গিয়াছে ভাবিয়া ছুতার তোড়া লইয়া বণিকের বাটীতে উপস্থিত হইল। কিন্তু বণিক্ উহা নিজের বলিয়া স্বীকার করিল না। তখন ছুতার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া তোড়া খুলিয়া দেখিল, উহাতে ৯৯টি টাকা রহিয়াছে। ছুতার ভাবিল, আমি তো কিছুই সঞ্চয় করিতে পারি নাই, এক্ষণে ঈশ্বর আমাকে এই টাকাগুলি দিয়াছেন। কালি আর একটি টাকা দিয়া ইহাকে পুরা একশত করিব। পর দিবস ছুতার যাহা উপার্জন করিল, তাহা হইতে একটি টাকা সঞ্চয় করিয়া বাকী কয় আনায় মধ্যে আহারাদির ব্যয় নির্বাহ করিল। তারপর সেই একশত টাকাকে দুইশতে পরিণত করিবার জন্য তাহার বাসনা হইল এবং প্রত্যহ কিছু কিছু সঞ্চয় করায় তাহা ক্রমে চারিশত হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন তাহার সে ভোজনের পারিপাট্য আর নাই। এখন বণিকের যে দশা, তাহারও সেই দশা। বণিক্ ইহা শুনিয়া একদিন হাসিতে হাসিতে বলিল, "ভাই এবার আমাকে সেই নিরেনব্বইটি টাকা ফিরাইয়া দাও।" ছুতার বলিল, "সে কিরূপ?" তখন বণিক্ সকল কথা খুলিয়া কহিল, "তোমাকে নিরেনব্বুয়ের ধাক্কায় ফেলিবার জন্যই আমি স্বেচ্ছায় তোড়াটি ফেলিয়া গিয়াছিলাম।" ছুতার বন্ধুর টাকাগুলি ফেরত দিল, কিন্তু তাহাকে এই নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা সামলাইতে আজীবন পরিশ্রম করিয়া অনেক টাকা জমাইতে হইয়াছিল।

নির্গুণ পুরুষের (আদরে)
তিনগুণ ঝাল।

যেমন পচা আদার ঝাল বেশী, সেইরূপ যে পুরুষের কোন গুণ নাই, তাহার ক্রোধের মাত্রা অন্যের অপেক্ষা তিনগুণ বেশী হইয়া থাকে।

নির্ধনের ধন, অথর্বের যৌবন।

নির্ধন ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হইলে এবং অথর্ব অর্থাৎ যে দাঁড়াইতে বা চলিতে অশক্ত, তাহার যৌবন হইলে গর্বে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

নির্ধনের ধন হ'লে
দিনে দেখে তারা।

নির্ধন ব্যক্তি হঠাৎ ধনী হইলে সে দিনের

বেলা আকাশে তারা দেখে, অর্থাৎ সে অহংকারে সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করে।

নির্বিষ সাপের কুলোপানা চক্র।

যে পুরুষের কোন গুণ নাই, অথচ যথেষ্ট ক্রোধ আছে, অথবা যাহার ক্ষমতা নাই, কিন্তু মুখে বড়াই আছে!

নীচ যদি উচ্চ ভাষে,
সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে।

ইতর লোকে কোন অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ করিলে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতে কান দেন না; কারণ সেই কথা লইয়া ছোটলোকের সহিত বাদানুবাদ করিলে তাহাতে ভদ্রলোকেরই অপমান এবং ছোটলোককে প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

কোন কাজের উদ্যোগ করিতে করিতে কার্যের প্রয়োজন ফুরাইল। "সাজ করিতে দোল ফুরাইল।"

নুন খাই যার, গুণ গাই তার।

উপকারকের পক্ষ হইয়া কথা কহিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

নুন খেয়ে নিমকহারামি।

মুসলমান ধর্মে যাহার নুন খাওয়া যায়, তাহার অনিষ্ট করিলে তাহাকে নিমকহারামি বলে; ইহা অতিশয় পাপ।

নুন খেলে গুণ মানে।

যাহার নুন খাওয়া যায়, তাহার গুণ স্বীকার করিতে হয়। যাহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, তাহার উপকারের চেষ্টা করিতে হয়।

নূতন নূতন তেঁতুলের বীচি।
পুরানো হলে আতায় বাতায় গুঁজি।

নূতন অবস্থায় আদর; পুরাতন হইয়া গেলে অনাদর। "Familiarity breeds contempt."

নূতন নূতন ন'কড়া,
পুরান হ'লে ছ'কড়া।

সকল জিনিসেরই নূতনের দাম বেশী। নূতনে যেমন আদর থাকে, পুরাতনে তেমন আদর থাকে না।

নূতন যোগীর ভিক্ষা নাই।

যে নূতন যোগী সাজিয়াছে, সে সহজে ভিক্ষা পায় না; কারণ সে পুরাতন যোগীর ন্যায় তখনও বাক্‌চাতুরীতে অভ্যস্ত হয় নাই। কোন কার্য নূতন আরম্ভ করিলে তাহাতে প্রথম প্রথম তেমন ফল পাওয়া যায় না।

নেকড়ার আগুন।

নেকড়ার স্তূপে আগুন লাগিলে তাহা ধীরে ধীরে বহু সময় ব্যাপিয়া পুড়িতে থাকে। তাহার ভিতর আগুন থাকে, সহজে নিবে না। কোন কার্য ধীরে ধীরে বহুদিন ধরিয়া হইতে থাকিলে এবং কোন রাগ যে সময়ের মধ্যে থামিয়া যাওয়া উচিত সে সময়ের মধ্যে না থামিয়া মধ্যে মধ্যে জ্বলিয়া উঠিলে তাহাকে নেকড়ার আগুন বলা হয়।

নেকা আহ্লাদে চালশে কানা,
জল বলে খায় চিনির পানা।

ন্যাকা আবদারে চালশে ধরা লোক জল বলিয়া চিনির পানা খাইয়া ফেলে। যদি কোন লোক জানিয়া শুনিয়াও প্রয়োজনীয় জিনিসের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিস লয় এবং জিজ্ঞাসা করিলে বলে ভুলিয়া লইয়াছি, তবে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

নেঙটার গলায় মোতির মালা।

যাহার যাহা সাজে না তাহাকে সেই বস্তু দিয়া সাজানো।

নেঙটার নেই বাটপাড়ের ভয়।

যে উলঙ্গ, তাহার বাটপাড়ের ভয় নাই। কারণ বাটপাড়ে তাহার কি লইবে? যে নির্লজ্জ, তাহার লোকনিন্দার ভয় নাই।

নেঙটে ইঁদুর পাহাড় কাটে।

অতি ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারাও অতি বৃহৎ কার্য বা ভয়ানক অনিষ্ট সাধিত হইতে পারে।

নেটাপেটা সো, অভিমানে দো।

যে নেটাপেটা অর্থাৎ সর্বদা কাছে কাছে ঘুরে, সেই সুয়োরানী হইয়া আদর পায়, আর যে অভিমান করিয়া থাকে, সে দুয়োরানী হইয়া অনাদৃত হয়। যে সর্বদা কাছে থাকে, সেই বেশী আদর পায়, যে দূরে থাকে, সে আদর পায় না।

নেড়া আর কবার (কি)
বেলতলায় যায়?

যে একবার যে কাজে ঠকিয়াছে, সে আর সেই কাজে হাত দেয় না।

নেড়া মাথায় খোঁচার ভয়।

কাহারও কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিলে সে সেই ত্রুটির জন্য শঙ্কিত হইয়া থাকে।

নেবু কচলালে তেত হয়।

ভাল কথারও বার বার আন্দোলন করিলে তাহা বিরক্তিকর হইয়া থাকে।

নেয়ের এক নৌকা,
মিনেয়ের শতেক নৌকা।

যাহার নৌকা আছে, সে তাহার সেই নৌকাখানিই ব্যবহার করিতে পায়; কিন্তু যাহার নিজের নৌকা নাই, সে ভাড়া দিয়া অথবা চাহিয়া চিন্তিয়া লইয়া অনেক নৌকা ব্যবহার করিতে পারে।

নেশাতে বুক ফাটে,
কুকুরে মুখ চাটে।

নেশা না করিলে নেশার জন্য বুক ফাটিতে থাকে, আবার নেশা করিলেও কুকুর আসিয়া মুখ চাটিতে থাকে। নেশাখোর হওয়া এমনই দোষ।

ন্যাকা, বোকা, ঢলঢলে কাছা,
তিনে প্রত্যয় ক'রো না বাছা।

ন্যাকা অর্থাৎ যে জানিয়া শুনিয়াও অজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহাকে প্রত্যয় করিতে নাই। যে বোকা কিছুই বুঝিতে পারে না, তাহাকে প্রত্যয় করিতে নাই। প্রত্যয় করিলে বুদ্ধির দোষে কখন্ কি বিপদে ফেলিবে। আর যাহার কাছা ঢলঢলে অর্থাৎ সকল বিষয়েই আলগা বা শৃঙ্খলাশূন্য তাহাকেও প্রত্যয় করিতে নাই।

প

পক্ষীর মধ্যে ওঁচা,
নাম কাদাখোঁচা।

কাদাখোঁচা নামক পক্ষী পক্ষিজাতির মধ্যে অতি নিকৃষ্ট।

পচা আদা ঝালের গাদা।

মন্দ প্রকৃতির লোক মরিতে বসিলেও তাহার প্রকৃতির পরিবর্তন হয় না, পরন্তু তাহা আরও অধিক মন্দ হইয়া থাকে।

পচা শামুকে পা কাটে।

শামুক পচিয়া গেলে তাহার খোলায় পা কাটিয়া যায়।

পটোল তোলা।

সাধারণতঃ পটোল তোলা বলিলে মৃত্যু বুঝায়। কারণ, গাছ হইতে পটোল নিঃশেষে তুলিয়া লইলে গাছ মরিয়া যায়। সেইজন্য পটোল দুই চারিটি করিয়া তুলিতে হয়। "Kicking the bucket."

পট্টবস্ত্রে গুঞ্জফল মূল্য নাহি হয়;
ছিন্ন বস্ত্রে মোতির মূল্য
নাহি হয় ক্ষয়।

গুঞ্জফল অর্থাৎ কুঁচ যদি মহামূল্য পট্টবস্ত্রের মধ্যেও থাকে, তথাপি তাহা দামী হয় না; আর মোতি যদি ছেঁড়া কাপড়েও থাকে, তথাপি তাহার মূল্য কমে না। গুণহীন ব্যক্তি বহুমূল্য বসন-ভূষণে সজ্জিত হইলেও সম্মান পায় না, আর বিদ্বান্ ব্যক্তি ছিন্ন বস্ত্র পরিয়া থাকিলেও লোকে তাহাকে আদর করে।

পড়লে কথা বুঝতে নারে,
সেই বা কেমন পড়শী;
ছিপ ফেল্লে মাছ খায় না,
সেই বা কেমন বঁড়শী।

কথা পড়িলে প্রতিবেশী অর্থাৎ যে নিকটে নিকটে বাস করে তাহার সকল

কথাই বুঝা উচিত। বঁড়শী ভাল হইলে মাছ পড়িবেই পড়িবে।

পড়লে কথা বুঝতে নারে,
সেই বা কেমন মেয়ে;
হাল নাই কাছি নাই,
সেই বা কেমন নেয়ে।

স্ত্রীলোক মাত্রেই চতুরা, এবং ইঙ্গিতে কথা বুঝিয়া লইতে পারে; কিন্তু যে পারে না, সে অতি নির্বোধ স্ত্রীলোক। মাঝি হইলেই তাহার নৌকার হাল কাছি প্রভৃতি থাকা আবশ্যক।

পড়লো কথা সভার মাঝে,
যার কথা তার গায়ে বাজে।

পাঁচজনে মিলিয়া কোন দোষের আলোচনা স্থলে যদি একজন তাড়াতাড়ি তাহার প্রতিবাদ বা তাহাতে ক্রোধ প্রকাশ করে, তবে তাহাকে দোষী বলিয়া স্থির করা যায়।

পড়লো ফাগুন ত উঠলো আগুন।

ফাল্গুন মাস আসিলেই গরম পড়িতে থাকে। আর বসন্তকাল বলিয়া এই সময়ে বিরহী ও বিরহিণীদের হৃদয় সন্তাপিত হয়।

পড়শী না বঁড়শী।

কুটিল বঁড়শী বিদ্ধ হইলে যেমন যন্ত্রণাদায়ক হয়, প্রতিবেশী কুটিল হইলে তেমনি যন্ত্রণাদায়ক হইয়া থাকে।

পড়শীর মুখ না আরশির মুখ।

প্রতিবেশীর সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, প্রতিবেশীর নিকট তেমনই ব্যবহার পাইবে।

পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে,
ভাঙ্গে হীরার ধার।

হীরা বহুমূল্য ও সকলের আদরণীয় বস্তু কিন্তু ভেড়ার শিঙের কাছে তাহার কোনই আদর নাই; ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া যায় (ভেড়ার শিঙ ব্যতীত হীরা আর কোন জিনিসে ভাঙ্গে না)। যতই গুণবান্ লোক হউক, নীচের নিকট তাহার আদর নাই, অধিকন্তু সম্মান হারাইতে হয়।

পড়ুক বা না পড়ুক পো,
সভায় বসে থো।

ছেলে লেখাপড়া শিখুক বা না শিখুক, তাহাকে ভদ্রসমাজের মধ্যে রাখিয়া দিবে। কারণ ইহাতে সে অনেক জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে। "লিখতে না পারে পো, তো সভায় নিয়ে থো" (পাঠান্তর।)

পড়েছি মোগলের হাতে,
খানা খেতে হবে সাথে।

মোগলের হাতে যখন পড়া গিয়াছে তখন খানা না খাইয়া নিস্তার নাই। দুষ্টলোকের চক্রে পড়িলে প্রযোজ্য।

পড়ে পাওয়া টাকা
চৌদ্দ আনাই লাভ।

বিনা পরিশ্রমে কেহ কিছু পাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পড়ে পাশা ত জিতে চাষা।

যদি কপাল ফেরে, তবে যাহার কোন গুণ নাই, সেও বড়লোক হইতে পারে।

পনেক খেলে ক্ষণেক গায়,
কাহনেক খেলে সারাদিন
গায়।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা সামান্য উপকার পাইলে তাহা দুই চারিদিন মাত্র মনে রাখে, আর কিছু বেশী উপকার পাইলে অনেক দিন পর্যন্ত তাহা স্বীকার করে।

পণ্ডিত শিখে দেখে,
মূর্খ শিখে ঠেকে।

পণ্ডিত লোক কোন বিষয় দেখিয়াই তাহা শিক্ষা করে, কিন্তু মূর্খ যতক্ষণ না সেইরূপ দায়ে পড়ে, ততক্ষণ শিক্ষালাভ করে না।

পতি ম'লো ভাল হ'লো,
দুই সতীনে পিরীত হ'লো।

কোন একটা বিষয়ের জন্য দুইজনে বিরোধ উপস্থিত হইলে, এবং সেই বিষয়ের বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধ মিটিয়া গেলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পতির পায়ে থাকে মতি,
তবে তারে বলি সতী।

যে রমণীর কেবল পতিপদে মন থাকে, অন্য পুরুষের চিন্তা করে না, তাহাকেই সতী বলা যায়।

পতির মরণে সতীর মরণ।

যে রমণী সতী হয় সে রমণী পতির মৃত্যুতে আপনাকেও মৃতার ন্যায় জ্ঞান করে।

পথ চলবে জেনে,
কড়ি নেবে গুণে।

"Look before you leap."

পথে পেলাম কামার,
দা গড়ে দে আমার।

কাজের লোককে দেখিলেই লোকে তাহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইতে চায়।

পথের গু রথে যায়।

পথের মাঝে বিষ্ঠা থাকিলে, সেখান দিয়া রথ গেলে চাকার সহিত বিষ্ঠা রথে যায়।

পদে হাগে আর চোখ রাঙ্গায়।

যে দোষ করে, অথচ তাহা বলিলে রাগ দেখায়।

পয়সা দিয়ে খাই দই,
কি করবে গয়লা সই।

যে ধার করিয়া খায়, তাহারই ভয়, যে নগদ পয়সা দিয়া জিনিস কেনে, সে কাহারও কথার ধার ধারে না।

পয়সায় বাঘের দুধ মিলে।

পয়সা থাকিলে কোন জিনিসই অপ্রাপ্য থাকে না।

পর আর পরমেশ্বর।

যাহার আত্মীয় কেহই নাই, তাহার পর এবং পরমেশ্বর সহায়।

পর কখন আপন হয় না।

পরকে যতই যত্ন কর, সে কখন আপনার হয় না, সে পরই থাকে।

পর কি বুঝে পরের ব্যথা?

যাহার ব্যথা সেই তাহা বুঝিতে পারে, অন্যে তাহা অনুভব করিতে পারে না।

পরনিন্দা অধোগতি।

পরের নিন্দা করা মহাপাপ; তাহাতে অধোগতি হয়।

পরপ্রত্যাশী দুপোর উপোসী।

পরে কখন খাইতে দিবে এই প্রত্যাশায় যে থাকে, তাহাকে দুপোর অর্থাৎ দুই প্রহর পর্যন্ত উপবাস করিতে হয়।

পরপ্রত্যাশী নর, গাছে উঠে মর।

যে সকল কাজেই পরের সাহায্য প্রত্যাশা করে, তাহার কোন কাজই সিদ্ধ হয় না।

পরভাতী ভাল, পরঘরী কিছু নয়।

পরের অন্নে যদি প্রতিপালিত হইতে হয়, তাহাও অপেক্ষাকৃত ভাল, কিন্তু পরের ঘরে থাকা কিছু নয়। পরে একদিন না খাইতে দিলেও কোনরূপে দিন কাটানো যায়, কিন্তু নিজের ঘর না থাকিলে একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িতে হয়।

পর রেখে ঘর নষ্ট।

পরকে ঘরে রাখিলে তাহার মন্ত্রণায় পরিজনবর্গ বিরূপ হইয়া গৃহের সুখশান্তি নষ্ট করে।

পরশুরামের কুঠার।

পরশুরাম স্বীয় কুঠার দ্বারা পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন। সর্বসংহারক অস্ত্র।

পরহিংসা নরকে বাস।

পরের হিংসা করিলে নরকে যাইতে হয়।

পরিচয়ে সতীর কুল নষ্ট।

এমন অনেক সতী আছে, যাহাদের মনের কথা প্রকাশ হইলে তাহাদিগকে অসতী বলিয়া বুঝা যায়, সুতরাং তাহাদের বংশের মর্যাদাও নষ্ট হয়। গুহ্য কথা প্রকাশ হইলে মর্যাদা নষ্ট হইতে পারে।

পরিতে হবে শাঁখা,
তবে কেন মুখ বাঁকা ?

যখন শাঁখা পরিবার সাধ আছে, তখন পরিবার কষ্টের জন্য মুখ বিকৃত কর কেন? ভাল জিনিস দেখিয়া তাহা পাইবার ইচ্ছা করা, অথচ সেজন্য পরিশ্রমে কাতর হওয়া। "No gains, without pains."

পরে তসর খায় ঘি,
তার আবার খরচ কি ?

যে ব্যক্তি তসর কাপড় পরে, এবং ঘি খায়, তাহার খরচ নাই বলিলেই হয়; কারণ, সেকালে এই দুই বস্তু প্রায় বিনা-মূল্যেই সংগৃহীত হইত। অন্য খাদ্য বা অন্য বস্ত্র সংগ্রহ করিতে বরং কিছু ব্যয় হইত।

পরে দিবে চেয়ে,
পেট ভরবে খেয়ে ?

আত্মীয়স্বজন যেমন মুখ চাহিয়া দেয়, পরে সেরূপ দেয় না।

পরে পরে মড়ক কাটালাম !

বহুদিন অন্তে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ। এক বন্ধু অপর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল, কিহে কেমন আছ, খবর কি? দ্বিতীয় বন্ধু আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল, আছি ভালই; ভাগ্যও খুব প্রসন্ন। পরে পরে মড়ক কাটালাম। প্রথম বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, সে কি রকম? দ্বিতীয় বন্ধু বলিল, বেটার বিয়ে দিলুম, বৌ মলো, মেয়ের বিয়ে দিলাম জামাই মলো, মড়কটা পরের উপর দিয়াই গেল। ইহা সৌভাগ্য নয় ত কি? প্রথম বন্ধু অবাক্ !

পরের কথায় লাথি চড়,
নিজের কথায় ভাত কাপড়।

পরের চর্চা লইয়া থাকিলে কেবল ঝগড়া বিবাদ ও অপমানাদি সহ্য করিতে হয়, আর আপনার চর্চায় থাকিলে অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হয়।

পরের কাপড়ে ধোপার ঘাট।

ধোপা পরের কাপড় কাচিতে আনিয়া তাহা পরিয়া বাবুগিরি করে। যে পরের জিনিস হাতে পাইয়া বাবুগিরি করে।

পরের গোয়ালে গোদান।

পরের গোয়ালের গরু লইয়া গোদান করা। অর্থাৎ পরের ধন দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা। "Robbing Peter to pay Paul."

পরের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার।

যে ব্যক্তি পরকে অগ্রবর্তী করিয়া নিজের কোন বিপদপূর্ণ কার্য সিদ্ধ করিতে চায়, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Making a cat's paw of one."

পরের ঘি পেলে,
প্রদীপে দেয় ঢেলে।

পরের জিনিস পাইলে যে তাহার যথেচ্ছ অপব্যয় করে, তৎসম্বন্ধেই প্রযোজ্য। "পরের জিনিস পায় হেগো পোঁদে খায়।" অথবা "কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ঢাল।"

পরের চাউল পরের ডাউল,
নদে করেন বিয়ে।

নদে বা নবদ্বীপ নামক এক ব্যক্তি কোন গৃহস্থের বাটীতে কাজ করিত। তাহার নিজের ঘরদ্বার কিছু ছিল না। কিছুদিন পরে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইল। গৃহস্থ তাহার বিবাহের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিবাহের সময় নবদ্বীপ আপনার পরিচিত অপরিচিত আত্মীয়-স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খুব ঘোর ঘটা করিয়া তুলিল। গৃহস্থ বিরক্ত হইলেও অগত্যা তাঁহাকে নিমন্ত্রিতগণের যথোচিত পরিচর্যা করিতে হইল। নিমন্ত্রিতগণ পরম পরিতৃপ্ত হইয়া, নদের বিবাহে যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছে এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া গেল। ইহা শুনিয়া অনেক প্রতিবেশী উক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। পরের ধনে আড়ম্বরসহকারে নিজের কাজ সম্পন্ন করিতে যাওয়া।

পরের ছেলে খায়,
আর বন পানে চায়।

পরের ছেলেকে যতই খাওয়াও, বা যত্ন কর, সে কেবল বনের দিকে চায়, অর্থাৎ খাইবার পর পলাইবার অবসর খুঁজে।

পরের ছেলেটা, খায় এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা ;
নিজের ছেলেটি খায় এতটি,
বেড়ায় যেন লাটিমটি।

পরের সকলই মন্দ, নিজের সকলই ভাল। পরের ছেলে সুন্দর হইলেও কুৎসিত, আর নিজের ছেলে কুৎসিত হইলেও সুন্দর।

পরের জন্য গর্ত খোঁড়ে,
আপনি তা'তে মরে প'ড়ে।

পরের অনিষ্টচেষ্টা করিলে আগে নিজেরই অনিষ্ট হয়। "Hoist with one's own petard."

পরের জন্য ফাঁদ পাতে,
আপনি প'ড়ে মরে তা'তে।

পরকে বিপন্ন করিবার জন্য কৌশল করিলে আপনাকে সেই কৌশলে বিপন্ন হইতে হয়।

পরের জিনিস পায়,
হেগো পোঁদে খায়।

পরের জিনিস পাওয়া গেলে লোকে তাহাকে যতদূর পারে, হস্তগত করিবার চেষ্টা করে।

পরের তেলে কাপড় নষ্ট।

পরের জিনিস পাইলেও, তাহা পরিমাণাতীতরূপে ব্যবহার করিতে নাই।

পরের দুধে দিয়ে ফুঁ,
পুড়িয়ে এলেন আপন মু।

পরের কাজে ব্যস্ত থাকিয়া নিজের কর্ম নষ্ট করা।

পরের দেখে তোলো হাই,
যা আছে তাও নাই।

পরের উন্নতি দেখিয়া হাই তুলিলে অর্থাৎ হিংসা করিলে নিজের যাহা আছে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। পরহিংসা নিজের মহা অনিষ্টকর।

পরের ধন আপন ছালা,
যত ইচ্ছা ভরে ফেলা।

পরের জিনিস পাইয়া তাহা বেশী লইতে ইচ্ছা করা।

পরের ধন আপন পরমায়ু,
কেহই অল্প দেখে না।

সকলেই পরের ধন বেশী দেখে, এবং নিজের পরমায়ুও অনেক বেশী মনে করিয়া থাকে।

পরের ধনে পোদ্দারগিরি,
লোকে বলে লক্ষ্মীশ্বরী।

পরের জিনিস, বা টাকাকড়ি পরের জন্যই খরচ করিতে করিতে নিজে একটু উঁচু চাল দেখানো।

পরের ধনে বরের বাপ।

বরপণ লইয়া পুত্রের বিবাহে সমারোহ ব্যাপার করিয়া তোলা।

পরের পিঠে, বড় মিঠে।

পরের জিনিস ভোগ করিতে খুব ভাল লাগে।

পরের পুতে বরের বাপ।

পরের ছেলের বিবাহে বরকর্তা সাজা। পরের ধনের উপর কর্তৃত্ব করা।

পরের বিড়াল খায়,
আর বন পানে চায়।

পরকে যতই যত্ন কর, সে সময় পাইলেই চলিয়া যায়।

পরের বেদন কি পরে জানে ?

যাহার ব্যথা সেই বুঝে। "The wearer best knows where the shoe pinches."

পরের ভাতে কুকুর পোষা।

পরের পয়সায় নিজের শখ মিটানো।

পরের ভাতে বেগুন পোড়া।

পরের জিনিস পাইয়া তাহাকে আবার মনোমত করিয়া ব্যবহার করা।

পরের মন আঁধার কোণ।

ঘরের অন্ধকারময় কোণ যেরূপ, সেখানে কোন জিনিস থাকিলে তাহা দেখা যায় না, পরের মনও সেইরূপ, তাহাতে কি আছে বুঝা যায় না।

পরের মন্দ করতে গেলে, আপনার মন্দ আগে হয়।

কারণ অনেকে নিজের ফাঁদে নিজে পড়ে।

পরের মাথা কেটে নাপিত।

পরের ক্ষতি করিয়া কোন কাজ শিক্ষা করা।

পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে কোষ কেড়ে খাওয়া।

কাঁটাল ভাঙ্গার দরুন আঘাতের যন্ত্রণা পরে সহ্য করুক—নিজেকে যেন সহ্য করিতে না হয়। অপরকে ঠকাইয়া নিজে তাহার ফল ভোগ করা।

পরের মাথায় দিয়ে হাত, কিরা করে নির্ঘাত।

অপরের মাথায় হাত দিয়া যথেচ্ছ কিরা অর্থাৎ শপথ করিলে তাহা অপালনে অপরেরই অনিষ্ট হইবে, নিজের কোন ক্ষতি নাই।

পরের মাথায় হাত বুলানো।

পরের জিনিস আত্মসাৎ করা।

পরের লেজে পা পড়লে তুলো পানা ঠেকে; নিজের লেজে পা পড়লে কেঁক করে ডাকে। [অথবা, আগুন পানা ঠেকে।]

যে পরের উপর দৌরাত্ম্য বা অন্যায় আচরণ করিতে ভালবাসে, অথচ তাহার নিজের উপর একটু দৌরাত্ম্য হইলে অন্যায় আচরণ বলিয়া চীৎকার করে ও অসন্তোষ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

পরের সোনা দিও না কানে, কেড়ে নেবে হেঁচকা টানে। (কিংবা, কান যাবে তোমার হেঁচকা টানে।)

পরের জিনিস লইয়া ব্যবহার করিও না, কারণ, সে একসময় আসিয়া দুই কথা শুনাইয়া দিয়া তাহা কাড়িয়া লইতে পারে।

পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ।

পরহস্তগত ধনের ভরসায় কোন কাজ করা অনুচিত।

পর্বতের আড়ালে আছি।

পাহাড়ের আড়ালে থাকিলে যেমন ঝড়-ঝাপটা নিজেকে লাগে না, যাহা কিছু পাহাড়ের উপর দিয়াই যায়, সেইরূপ পিতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকের অধীনে থাকিলে সংসারেও কোন বেগ পাইতে হয় না; যাহা কিছু বেগ, তাঁহারাই সহ্য করেন।

পর্বতের মূষিক প্রসব।

বিরাট আড়ম্বরের তুচ্ছ পরিণাম।

পলকে প্রলয়।

এক মুহূর্তে একটা ভীষণ কাণ্ড হওয়া।

পলতা গাছে পটোল ফলেছে।

যে গাছে পটোল ফলে তাহারই নাম পলতা গাছ, পলতা তিক্ত, কিন্তু উহার ফল পটোল মিষ্ট। কুবংশে সুসন্তান দৃষ্ট হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পাঁকাল মাছের গায়ে পাঁক লাগে না।

সাধুলোক সংসারে থাকিলেও সংসারে লিপ্ত হন না, নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক কাজ করেন।

পাঁকের গোঁজ।

পাঁকে খুঁটো পোতা থাকিলে তাহা সহজে তোলা যায় না, তুলিতে গেলে পাঁকে পা বসিয়া যায়, জোর পাওয়া যায় না। ক্ষুদ্র হইলেও তাহাকে সহজে দমন করা যায় না, দমন করিতে গেলে নিজের মানহানি হইতে পারে।

পাঁচ আঙ্গুল সমান নয়।

সকল লোক এক প্রকৃতির নয়, সকলেরই প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

পাঁচদিন চোরের, একদিন সাধুর।

চোর ক্রমাগত চুরিই করে, ধরা পড়ে না; কিন্তু সাধু একদিন তাহাকে ধরিবেই।

পাঁচ পাগলের ঘর।

গৃহস্থের পাঁচজন পাঁচ রকমের হইয়া থাকে।

পাঁচ ফুলে সাজি ভরা।

পাঁচ রকমের পাঁচটা জিনিস বা বিষয় দিয়া একটা বিষয়কে প্রদর্শনযোগ্য করা।

পাঁচ শ জুতা গুণে খায়, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যায়।

কোন কোন লোক সময়ে সময়ে লোকের কটু গালাগালি অকাতরে সহ্য করে, কিন্তু এক সময়ে একজন একটা কড়া কথা বলিলে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দেয়।

পাঁশ পেড়ে কাটি, ভুঁয়ে না রক্ত পড়ে।

যাহার উপর খুব বেশী রাগ থাকে, তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

পাকা আম দেখলে কাকে ঠোকরায়।

কাক উহা খাইতে না পারিলেও ঠোকরাইতে ছাড়ে না। ভাল জিনিস দেখিলে সকলেরই লোভ হয়; তাহা লইতে পারুক বা না পারুক, লইবার একটু চেষ্টাও করে।

পাকা ধানে মই (দেওয়া)।

যে জিনিস ভোগের উপযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, তাহা নষ্ট করিয়া দেওয়া বা যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা পণ্ড করিয়া দেওয়া।

পাখী উড়ে যায় তার পালক গুণে।

যে চতুর ব্যক্তি অসম্ভব কাজও সিদ্ধ করিতে পারে, তাহার প্রতি প্রযোজ্য।

পাখী পড়ার মত পড়ানো।

কাহাকেও এক বিষয়ে বার বার উপদেশ দেওয়া।

পাখী মারার ঘরে চড়ুয়ের বাসা।

যাহার যে ব্যবসায়, সেই কাজে তাহাকে ঠকাইতে যাওয়া।

পাগল কি গাছে ফলে, আক্কেলেতে পাগল বলে।

পাগলের মত কাজ করিলেই লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে।

পাগল না ছাগল।

পাগল ও ছাগল দুইই সমান; উভয়েরই কোন জ্ঞান বা খাদ্যাখাদ্য বিচার নাই।

পাগলে আর মজা নাই, পিরিতে আর সুখ নাই।

কপট পাগল ও লম্পটের মধ্যে খেদোক্তি। এক ব্যক্তি প্রকৃত পাগল না হইলেও পাগলামির ভান করিয়া বেড়াইত, এবং নানাপ্রকারে লোকের উপর অত্যাচার করিত। লোকে পাগল বলিয়া তাহাকে কিছু বলিত না। শেষে অত্যাচার যখন বেশী মাত্রায় উঠিল, তখন সকলে তাহাকে প্রহার দিতে আরম্ভ করিল। তখন তাহাকে অগত্যা পাগলামি ছাড়িতে হইল। আর এক লম্পট গৃহস্থ রমণীগণের সর্বনাশ করিবার চেষ্টায় ফিরিত। দুই এক স্থানে সে কৃতকার্যও হইল। কিন্তু শেষে লোক-জানাজানি হওয়ায় তাহাকে এমন প্রহার খাইতে হইল যে, সে প্রতিজ্ঞা করিয়া এ কুপ্রবৃত্তি ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল।

পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায়।

পাগলের বাচাবাচোর এবং ছাগলের খাদ্যাখাদ্যের বিচার নাই।

পাগলের ছাট, তেলের কাট।

সম্পূর্ণ পাগল হইলে বরং রক্ষা আছে, কিন্তু যদি একটু পাগলের ছিট থাকে, তবে তাহাকে শান্ত করা কঠিন। তেল কোথাও লাগিলে তাহা পরিষ্কার করা যায়, কিন্তু

ছেলের কাট লাগিলে তাহা পরিষ্কার করা সহজ নহে।

পাগলা ভাত খাবি,
না হাত ধোব কোথায় ?

কাহারও নিকট কোন কার্যের প্রস্তাব করিবামাত্র সেই কার্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া।

পাগলা সাঁকো নাড়িস নে,
মনে ছিল না.
ভাল মনে করে দিলি।

এক অর্ধভগ্ন বাঁশের সাঁকোর ধারে এক পাগল দাঁড়াইয়া থাকিত, এবং কেহ সেই সাঁকো পার হইতে গেলেই সাঁকো নাড়িয়া পারার্থীকে ভয় দেখাইত। একদা সে ঐ ভাবে দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু অন্যমনস্ক। অপর দিক হইতে এক ব্যক্তি সেই সাঁকোয় উঠিয়া ভাবিল, পাগল যদি সাঁকো নাড়ে তাহা হইলেই বিপদ্। এই ভাবিয়া সে পাগলকে বলিল, "পাগলা, সাঁকো নাড়িস নে।" পাগলের সাঁকো নাড়িবার কথাটা মনেই আসে নাই, কিন্তু ঐ ব্যক্তির কথায় তাহার সাঁকো নাড়িবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল ; বলিল, "ও কথাটা আমার মনেই ছিল না, ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ।" এই বলিয়া সে সাঁকো নাড়িতে আরম্ভ করিল। যাহার যাহাতে আনন্দ, তাহাকে সেই কার্য করিতে নিষেধ করিলে অনেক সময় তাহার সেই প্রবৃত্তি অধিকতর প্রবল হইয়া উঠে। যাহার যে কার্যে প্রবৃত্তি, তাহাকে নিষেধ করিতে গিয়া তাহার সেই প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেওয়া।

পাছায় গু চড়্‌বড়্ করে ;
আলোচা'লের হবিষ্য মারে।

অনাচারীর বাহ্য-শুদ্ধি দেখানো।

পা জটে।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা কার্যোদ্ধারের জন্য লোকের পায়ে ধরে, আবার কাজ ফুরাইলেই মাথায় উঠে, অর্থাৎ আর গ্রাহ্য করে না, তাহাদিগকে 'পা জটে' বলে।

পাড়াপড়শীর গুণে,
বেঁড়ে গরুও বিকিয়ে যায়।

প্রতিবেশীরা সহায়তা করিলে কোন কাজই আটকায় না।

পাত কাটিতে দেরি সহে না।

কোন কাজে অতিমাত্র ব্যস্ত হওয়া।

পাততাড়ি গুটানো।

পাঠশালায় ছেলেরা ছুটি হইলেই পাততাড়ি গুটাইয়া ঘরে চলিয়া যায়। কাজ সারিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে তাহাকে পাততাড়ি গুটানো বলে।

পাতা-চাপা কপাল,
আর পাথর-চাপা কপাল।

একটু চেষ্টাতেই অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে তাহাকে পাতা-চাপা কপাল কহে, আর বহু চেষ্টাতেও অদৃষ্ট ভাল না হইলে তাহাকে পাথর-চাপা কপাল বলা হয়।

পাতের কুকুর নাই পেলে
মাথায় উঠে।

পায়ের কাছে থাকিবার যোগ্য লোকের আদর পাইয়া মাথায় রাখিবার যোগ্য লোকের ন্যায় ব্যবহার করা।

পাতের ভাত দে পুষলো যোগী,
উলটে বলে পরবাস কি ?

পাতের ভাত দিয়া যে যোগীকে প্রতিপালন করা গেল, সে এখন সময় পাইয়া বলে, পরের আশ্রয়ে বাস করা, সে আবার কিরূপ ? বিপদের সময় যথেষ্ট উপকার পাইয়া সম্পৎকালে তাহা অস্বীকার করা।

পাথরে ঘুণ ধরে না।

যাহার হৃদয়ে সার আছে, এরূপ বিচক্ষণ ব্যক্তির মনে কুপ্রবৃত্তি বা পরের কুমন্ত্রণা স্থান পায় না।

পাথরে পাঁচ কিল।

পাথরের উপর পাঁচটা কিল মারিলে পাথরের কিছুই হয় না, তাহা অটুট থাকে। যাহার কপাল খুব ভাল, কোন দিক্ দিয়াই কেহ তাহার ক্ষতি করিতে পারে না।

পান পান্তা ভক্ষণ,
ঐ তো পুরুষের লক্ষণ ;
আমি অভাগী তপ্ত খাই,
কোন্ দিন বা মরে যাই।

কোন কৃষকের স্ত্রী তাহার স্বামীকে প্রত্যহ পান্তা ভাত খাইতে দিত, এবং নিজে রাঁধিয়া তপ্ত ভাত খাইত। এক প্রতিবেশিনী কয়েকদিন এই ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া একদিন কৃষকপত্নীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহাতে কৃষকপত্নী বলিল, পান খাওয়া এবং পান্তা ভাত খাওয়াই পুরুষের লক্ষণ, অর্থাৎ পুরুষ মানুষের এই দুইটি জিনিস প্রিয় ; আর আমি পোড়াকপালী তপ্ত ভাত খাইতেছি, সুতরাং রোগে পড়িয়া কোন্ দিন মরিয়া যাইব। কেহ নিজে ভাল জিনিস খাইয়া পরকে মন্দ জিনিস দিয়া ভালর ভান করিলে তাহার প্রতি এই শ্লেষোক্তি প্রযুক্ত হয়।

পান হ'তে চুন খসে না।

যাহার কাজে একটুও ত্রুটি হইবার জো নাই, তাহার সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়।

পা না ভিজলো যার, বড় কৈ তার।

একটুও না খাটিয়া বেশী ভাগ লইতে যাওয়া।

পান্তা ভাতে ঘি নষ্ট,
বাপের বাড়ি ঝি নষ্ট।

পান্তা ভাতে ঘি বৃথা নষ্ট হয়, মেয়েছেলে বাপের বাড়িতে থাকিলে শাসন না থাকায় নানাপ্রকারে তাহার স্বভাব মন্দ হয়।

পান্তা ভাতে নুন জোটে না,
বেগুন পোড়ায় বিষ্ণুতেল।

পান্তা ভাতে যাহার লবণ খাইবারও সংগতি নাই এমন দরিদ্র, বড়লোক বলিয়া পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষায়, বিষ্ণুতেল মাখে কি খায় তাহা না জানিয়াই—বেগুন পোড়ায় মাখিবার জন্য বিষ্ণুতেল চাহিয়া বসিল। অজ্ঞের বিজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা দরিদ্রের ধনবান্ পরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা।

পাপও লুকায় না,
সাগরও শুকায় না।

সমুদ্র শুকাইয়া যাওয়া যেমন অসম্ভব, পাপ কাজ গোপন থাকাও তেমনি অসম্ভব।

পাপ করলেই ভুগতে হয়,
ইহা যেন মনে রয়।

স্মরণ রাখিও পাপের শাস্তি অনিবার্য।

পাপ করলেই যমের ভয়।

পাপাত্মা মরিতে ভয় পায়, পুণ্যাত্মা নয়।

পাপ কর্ম ছাপা থাকে না।

পাপ কাজ কোনরূপে প্রকাশ হইয়া যায়। "Murder will out."

পাপ মনে বড় ভয়।

পাপ করিলে মনে সর্বদাই ভয় থাকে।

পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

পাপ কাজ করিয়া ধন সঞ্চয় করিলে সে ধন কখনও ভোগে আসে না। ("চিৎপাতের কড়ি উৎপাতে যায়" দ্রঃ।)

পাপের বোঝা বড় ভার।

পাপ কাজ করিলে মনের মধ্যে সর্বদাই যেন গুরুতর ভার চাপিয়া থাকে।

পাপের লেশ, সুখের শেষ।

বিন্দুমাত্র পাপের সঞ্চয় হইতেই সুখের অবসান হইয়া থাকে। অথবা একটু পাপের সঞ্চার হইলেই ক্রমে নানা পাপে জড়াইয়া পড়িতে হয় ; আর সুখের যখন শেষ হয়, তখন দেখিতে দেখিতে সকল সুখ ফুরাইয়া যায়, গুরুতর দুঃখ উপস্থিত হয়।

পাবার আশে পুরুত ঘেঁষে।

প্রাপ্তির আশা থাকিলেই পুরোহিত ঘন ঘন যাতায়াত করে।

পায় ঠেলা।
কোন বিষয়কে উপেক্ষা করা।

পায় না পচা পুঁটি,
খেতে চায় ঘি রুটি।
যাহার যেমন অবস্থা, তদপেক্ষা উচ্চাশা করা।

পায় পায় শত্রু।
চারিদিকে অনেক শত্রু।

পায়ের জুতা মাথায় উঠেছে।
জুতা পায়েই থাকে, কিন্তু জুতা পায় দিয়া যাইতে যাইতে পথে কোথাও জল থাকিলে কেহ কেহ অগত্যা জুতা খুলিয়া তাহাকে বুচকির মধ্যে বাঁধে, এবং বুচকি মাথায় করিয়া জল পার হয়। কোন কারণবশতঃ নীচলোককে সম্মান প্রদর্শন করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়ের পয়জার, মাথায় চড়ে।
কোনও নীচ ব্যক্তি উচ্চ ব্যক্তির অসম্মান করিলে ইহা বলা হয়।

পায়ের যোগ্য মানুষ নয়,
গায়ে হাত দিয়ে কথা কয়।
নীচপদস্থ লোকের উঁচু কথা বলা।

পার হ'লে পাটনি শালা (কে)।
যতক্ষণ না নদী পার হওয়া যায়, ততক্ষণ খেয়া ঘাটের মাঝিকে বাপু বাছা বলে, আর পার হইয়া গেলে পয়সা দিবার সময় হয়ত তাহাকে শালা বলিয়া থাকে, অথবা তাহাকে আর গ্রাহ্যই করে না। যতক্ষণ না কার্যোদ্ধার হয়, ততক্ষণ লোকে সাহায্যকারীকে স্তবস্তুতি করে, কাজ সিদ্ধ হইয়া গেলে আর তাহাকে গ্রাহ্য করে না। "কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরুলে পাজী।"

পারা আর পাপে,
কার সাধ্য ছাপে।
কাঁচা পারা খাইলে তাহাকে কেহই চাপিয়া রাখিতে পারে না, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা গা দিয়া ফুটিয়া বাহির হইবে। পাপ কাজ চাপিয়া রাখিবার শক্তি কাহারও নাই।

পারের কর্ত্তা হরি, দিবেন চরণতরি।
ঈশ্বরই এই সংসাররূপ সাগরের পারের কর্ত্তা; তাঁহাকে একমনে ডাকিলে তিনিই চরণরূপ নৌকা দ্বারা পার করিয়া দিবেন।

পালাতে না পেরে পোষ মানা।
কোন উপায়ে পলাইতে না পারিয়া শেষে বশীভূত হওয়া। কোন কোন লোক অনিষ্ট করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন অকৃতকার্য হয়, তখন অগত্যা অনুগত হইয়া থাকে।

পালাতে না পেরে
মোড়লের বেহাই।
একজন লোক ভিন্ন গ্রামে গিয়া কোন মন্দ কাজ করিলে গ্রামের লোকেরা তাহাকে ধরিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সে প্রথমতঃ পলায়নের চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য না হইয়া শেষে বলিল, "আমি মোড়লের বেহাই।" কেননা গ্রামের মাতব্বর মোড়লের নামে কেহ কিছু বলিতে পারিবে না। কোন একটা দোহাই দিয়া ফাঁদ কাটাইবার চেষ্টা করা।

পালাব না ত কি ভয় করব?
কোন বিষয়ে অকৃতকার্য হইয়া সেই অকৃতকার্যতার জন্যই আবার শ্লাঘা প্রকাশ করা।

পালে পালে মিশে গেছে।
এক শ্রেণীর সহিত তৎসমশ্রেণীর মিলন। "Birds of feather flock together."

পালের গরু পালে মিশেছে।
'পালে পালে মিশে গেছে' দ্রঃ।

পালের গোদা।
দলের সর্দার, যাহার কথায় দলের সকলে চলে।

পাশা, কর্মনাশা।
পাশাখেলায় কেবল কর্ম নষ্ট করে।

পাষণ্ডের নাই পাপ ভয়।
যে ভয়ানক দুষ্কর্ম করিয়াছে, তার আর পাপ করিতে ভয় হয় না।

পাষাণে মাথা ঠোকা।
নির্দয় লোকের নিকট উপকারের জন্য বা অপকার না করিবার জন্য যতই কেন প্রার্থনা কর না তাহা অরণ্যে রোদনের ন্যায় হইবে।

পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।
প্রকৃতরূপে কোন সংবাদ না রাখিয়া দুনিয়ার সকল ব্যাপারের বিষয় বর্ণনা করা। "ঘরে বসিয়া কেল্লা মারা।"

পিঠে করেছি কুলো,
কানে দিয়েছি তুলো।
("মার আর ধর" দ্রঃ।)

পিঠে খায় পিঠের ফোড় গণে না।
লোকে আস্কে পিঠে খায় কিন্তু তাহার ভিতর যে ফোঁড় বা ছিদ্রসকল থাকে, তাহা গণিয়া দেখে না। খায় দায় বেড়ায়, সংসারের কাজের দিকে লক্ষ্য রাখে না অথবা কিছুমাত্র ভাবে না, অথচ কার্যের ফলভোগ করে, কিন্তু কিরূপে যে কার্য সিদ্ধ হইতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখে না।

পিঠে খায় মিঠের লোভে,
যদি পিঠে মিঠে লাগে।
যদি কাজে লাভ থাকে, তবেই সেই লাভের আশায় লোকে কাজ করে, নতুবা করে না।

পিণ্ডী পায় না কীর্ত্তন গায়।
পিণ্ড পায় কি না সন্দেহ, সে শ্রাদ্ধে আবার কীর্ত্তন শুনিতে চায়। মূল কাজ সিদ্ধ হয় কি না সন্দেহ, সে স্থলে আনুষঙ্গিক আড়ম্বর ইচ্ছা করা।

পিতল সরা জাঁকে ভরা।
পিতলের সরায় কাজ যত হউক না হউক, তাহার শব্দ খুব আছে। কাজে কম, কিন্তু কথায় বেশী জাঁক দেখানো।

পিতলের কাটারি।
পিতলের কাটারির কেবল চাকচিক্যই সার। বাহিরে চাকচিক্যশালী, কিন্তু অন্তঃসারশূন্য।

পিতার পুণ্যে পুত্রের উদয়।
পিতার পুণ্যবল থাকিলেই পুত্রের উন্নতি হইয়া থাকে।

পিতার বয়সে কলমা নাই,
পোঁজাভরা দাড়ি।
বাপ কখন কলমা (কোরানের মন্ত্র-বিশেষ) পড়ে নাই, আর ছেলের মুখভরা দাড়ি, অর্থাৎ ছেলে দাড়ি রাখিয়া আপনাকে মোল্লা বলিয়া পরিচয় দেয়। বাপ পিতামহ অপেক্ষা বেশী গুণপনা দেখাইতে যাওয়া।

পিতৃদত্তা কন্যা আর রাজদত্ত ভূম।
পিতাই কন্যাকে দান করিবার একমাত্র অধিকারী, আর রাজাই ভূমি দান করিবার একমাত্র কর্ত্তা।

পিপাসার অন্ত নাই।
আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই।

পিপীলিকার পাখা উঠে
মরিবার তরে।
পিপীলিকার পাখা উঠিলে তাহারা উড়িতে থাকে, আর উড়িবার সময় পাখীতে তাহাদিগকে ধরিয়া খায়। পতনের পূর্বে অধিক বাড় বাড়িয়া উঠা।

পি পু ফি শু।
দুইজন কুড়ে এক ঘরে একত্র বাস করিত। একদিন রাত্রিতে ঘটনাক্রমে সেই ঘরে আগুন লাগিয়াছে। আগুন ক্রমশঃই অধিকমাত্রায় জ্বলিতে থাকিলে প্রথম কুড়ের পিঠে উত্তাপ লাগিতে লাগিল। প্রথম কুড়ে কথা কহিয়া পরিশ্রান্ত হইবার ভয়ে অতি সংক্ষেপে দ্বিতীয় কুড়েকে বলিল, পি পু অর্থাৎ পিঠ পুড়িয়া গেল। দ্বিতীয় কুড়ে তখন সংক্ষেপে

বলিল, ফি শু অর্থাৎ ফিরিয়া শোও, তাহা হইলে আর উত্তাপ লাগিবে না। কিন্তু অগ্নি যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, ততই অধিকতর যাতনাদায়ক হওয়াতে প্রথম কুড়ে মনে করিল, বোধ করি সকাল হইয়া গিয়াছে, সূর্য উঠিয়াছে, সূর্যেরই উত্তাপ পিঠে আসিয়া লাগিতেছে। তখন সে দ্বিতীয় কুড়েকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ ত ভাই, কত রবি জ্বলে।" দ্বিতীয় কুড়ে, চাহিয়া দেখিয়া কে এখন অত পরিশ্রম করে এই ভাবিয়া বলিল, "কেবা আঁখি মেলে।" বাদসা কুড়েকে পি পু ফি শু বলে (গোপখেজুরে দ্রঃ)।

পিয়াদা বাবু পাগ বেঁধেছেন,
যেন সরু ধানের চিঁড়ে।

সরু ধানের চিঁড়ের দুই দিকের মুখ সরু, মাঝখানটা চেপটা। পিয়াদা বাবুও সেই রকম সূক্ষ্ম পাগড়ি মাথায় বাঁধিয়াছেন।

পিয়াদার আবার শ্বশুরবাড়ি।

পিয়াদাকে মনিবের হুকুম তামিল করিতে নিয়ত ছুটিয়া বেড়াইতে হয়; তাহার ছুটি বা আমোদপ্রমোদের অবসর নাই; সুতরাং তাহার শ্বশুরবাড়ি যাওয়া ঘটিয়া উঠে না। যাহার একটুও ফুরসত নাই, তাহার আমোদপ্রমোদের আশা দুরাশা।

পিসী বল মাসী বল,
মার বাড়া নাই;
পিঠে বল মিঠে বল,
ভাতের বাড়া নাই।

মায়ের মত স্নেহ কেহই করিতে পারে না। ভাত খাইলে যেমন তৃপ্তি হয়, তেমন তৃপ্তি কিছুতেই হয় না।

পীর বরাবর মেড়ে,
সোনার খুরে এঁড়ে।

নীচশ্রেণীর মুসলমান যদি পীরের নাম লইয়াও শপথ করে, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস নাই; আর এঁড়ে গরুর খুর যদি সোনা দিয়াও বাঁধানো হয়, তথাপি তাহাকে বিশ্বাস নাই; ইহাদের উভয়ের কাছে যাইতে নাই।

পীরিত বিনে সুহৃদ্ নাই।

প্রণয় ব্যতীত আর বন্ধু নাই। প্রণয়ই সকল সময়ে বন্ধুত্বের কাজ করে।

পীরিত যেখানে, বিচ্ছেদ সেখানে।

বিচ্ছেদশূন্য প্রণয় নাই। কোথাও অবিমিশ্র সুখ নাই। "গোলাপেও কাঁটা থাকে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে।"

পীরিতের নৌকা পাহাড়ে চলে।

প্রণয়ের আকর্ষণ থাকিলে পর্বততুল্য বাধাকেও তৃণজ্ঞান হয়।

পীরিতের পেত্নী ভাল।

ভালবাসার কাছে কুৎসিতাও সুন্দরী।

পীরের কাছে মামদো বাজি।

পীরের নিকট মামদো (মুসলমান ভূত) আর কি ভৌতিক ক্রীড়া দেখাইবে? অতি বুদ্ধিমানের সহিত চালাকি করা। ("দাতগোয়ের কাছে মামদোবাজী" পাঠান্তর)।

পীরের সঙ্গে মুখ বাঁকানি।

পীরকে মুখ ভেঙ্গাইতে গেলে পীরের কোপে পড়িয়া বিপন্ন হইতে হয়। দুর্বল ব্যক্তির বলবানের সহিত লাগিতে যাওয়া।

পুঁজিপাটা সব ফুরাল।

যাহা কিছু সম্বল ছিল, সকলই ফুরাইয়া গেল।

পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভাল,
ভেটেম গাঙে যেতে ভাল;
যত কষ্ট উজুতে আর বুঝুতে।

মূলধন ভাঙ্গিয়া খাইয়া আপাততঃ খুব সুখের, কেননা কোন কষ্টই নাই, এইরূপ নদীর ভাটিতে নৌকা চালানোও খুব সহজ, পরিশ্রম কিছুই নাই; কিন্তু ঐ ভাটির পর যখন উজান আসিতে হয়, তখন এবং যখন মূলধন ভাঙ্গার হিসাব দিতে হয় তখনই বিশেষ কষ্ট।

পুঁজির উপর একটি।

অতিরিক্ত বা ফাজিল চালাক। "Thirteen to the dozen."

পুঁটি মাছের প্রাণ।

যাহার ক্ষমতা অত্যল্প।

পুঁটি মাছের ফরফরানি।

অতি ক্ষীণপ্রাণ পুঁটি মাছ একটু মাত্র জলেই ফর্ ফর্ করিয়া বেড়ায়। স্বল্পবিদ্য বা অল্পবিত্ত ব্যক্তি বিদ্যা ও ধনের গর্ব প্রকাশ করিলে ইহা প্রযোজ্য। "গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে।"

পুঁড়ের মেয়ে বেগুন চেনে না।

পুঁড় এক কৃষিজীবী জাতি; সেই জাতির মেয়ে কোন কারণে আপনাকে চাষার মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক হইলে প্রযোজ্য।

পুঁথিগত বিদ্যা।

বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহা হৃদয়স্থ না করিলে তাহাকে পুঁথিগত বিদ্যা বলে। ইহা পরহস্তগত ধনের ন্যায় নিষ্ফল।

পুকুর কাত।

জনৈক ধনীর এক মোসাহেব ছিল। একদিন ধনী বেড়াইতে বেড়াইতে এক পুকুরের ধারে গেলেন, এবং বলিলেন, "পুকুরের উত্তর দিকের অপেক্ষা দক্ষিণ দিকের জলটা যেন অনেক নীচু বলিয়া বোধ হইতেছে।" মোসাহেব তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "হাঁ, তাহাই বটে।" ধনী বলিলেন, "কিন্তু এরূপ হইবার কারণ কি?" মোসাহেব বলিল, "দেখিতেছেন না, পুকুরটা এদিকে কতকটা কাত হইয়া রহিয়াছে।" পুকুর কাত বলিলে অত্যন্ত খোশামুদে বুঝায়। "জল উঁচু, জল নীচু।"

পুকুর কেটে নাওয়া।

কেহ পুকুরে স্নান করিতে গিয়া বহু বিলম্বে ফিরিলে 'পুকুর কেটে নাওয়া' বলে।

পুকুর চুরি।

কোন বস্তু বা বিষয় একেবারে সমূলে ফাঁকি দিয়া লইলে উহাকে পুকুর চুরি বলে।

পুড়লো মেয়ে উড়লো ছাই,
তবে তার গুণ গাই।

স্ত্রীলোকের চরিত্র ক্ষণভঙ্গুর, একটুতেই তাহা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; অতএব স্ত্রীলোক চিতার আগুনে পুড়িয়া ছাই হওয়া পর্যন্ত যদি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে, তবেই তাহার গুণ ঘোষণা করা যায়।

পুড়ে ঝুড়ে রাঁধুনী,
ছিঁড়ে ছুঁড়ে কাটুনী।

কোন বিষয় সুচারুরূপে শিক্ষা করিতে হইলে অনেক বাধাবিঘ্ন সহ্য না করিলে তাহাতে অভিজ্ঞ হওয়া যায় না।

পুত নয় ভূত।

দুরন্ত ছেলে ঠিক ভূতের মত অস্থির-প্রকৃতি, কখন কি করে ঠিক নাই।

পুতুল যেমন পুতুল নাচে,
যেমন নাচায় তেমনি নাচে।

একজন আড়ালে থাকিয়া অন্যকে চালিত করা।

পুতের মুতে কড়ি।

পুরুষ মানুষ নানা উপায়ে অর্থোপার্জন করিতে পারে।

পুনকে শত্রু বড় আপদ্।

অতি ক্ষুদ্র শত্রুকে পুনকে (অর্থাৎ ১৬ ভাগের ১ ভাগ) শত্রু কহে। এরূপ শত্রু বড় ভয়ানক। শত্রু প্রবল হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করা যায়, কিন্তু ক্ষুদ্র শত্রুর সহিত যুদ্ধও চলে না, অথচ তাহা দ্বারা চোরাগোপ্তাভাবে অনেক সময় আক্রান্ত হইতে হয়।

পুরাতন চাল ভাতে বাড়ে,
পুরাতন ঘিয়ে মাথা ছাড়ে।

ঐরূপ প্রাচীন ব্যক্তি বা পুরাতন বিষয় বা পুরাতন ভৃত্য হইতে বেশী উপকার পাওয়া যায়।

পুরানো পাপী।

পূর্বে যে বহু পাপকার্য করিয়াছে, এক্ষণে

সাধু সাজিয়াছে, তাহাকে 'পুরান পাপী' বলা যায়। "Hoary sinner."

পুরানো বসন ভাতি,
অবলাজনের জাতি।

পুরাতন কাপড় এবং স্ত্রীলোকের জাতি সমান। পুরাতন কাপড়কে যেমন অতি সতর্কতার সহিত ব্যবহার করিতে হয়, একটু অসতর্ক হইলেই ছিঁড়িয়া যায়, স্ত্রীলোকের জাতি বা ধর্মকেও সেইরূপ সাবধানে রক্ষা করিতে হয়; উহা সামান্য ত্রুটিতেই নষ্ট হইতে পারে, এবং একটুতেই কলঙ্ক জন্মে।

পুরী যাক্, পুরুষ থাক।

কারণ পুরুষ বাঁচিয়া থাকিলে আবার পুরী হইতে পারিবে।

পুরুষের দশ দশা,
কখন হাতী কখন মশা।

সে কখন সাতিশয় সুখ, কখন বা যৎপরোনাস্তি দুঃখ ভোগ করে। পুরুষের অবস্থা নিয়ত পরিবর্তনশীল।

পূজায় মন নাই, নৈবিদ্যে মন।

কাজের দিকে মন না দিয়া কেবল লাভের দিকে লক্ষ্য রাখা।

পূজার সঙ্গে খোঁজ নাই,
কপাল জোড়া ফোঁটা।

কাজে পটু না হইলেও আপনাকে কাজের লোক জানাইবার জন্য বাহ্য আড়ম্বর প্রকাশ করা।

পূতনা রাক্ষসী।

পূতনা রাক্ষসী কৃষ্ণকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে স্তনে বিষ মাখাইয়া গিয়াছিল, এবং অতিশয় আদর দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্যপান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। যে মনে মনে হিংসা পোষণ করিয়া বাহিরে স্নেহ মমতা প্রকাশ করিয়া ডাইনীর মায়া দেখায়।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
উত্তরে কলা, দক্ষিণে মেলা।

বাড়ির পূর্বদিকে হাঁস চরিবে অর্থাৎ সে দিকে পুকুর থাকিবে; পশ্চিমে বাঁশ-গাছ রোপণ করিবে; উত্তরদিকে কলাগাছ দিবে, এবং দক্ষিণদিকে ফাঁকা জায়গা রাখিবে।

পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ,
দক্ষিণে ছেড়ে, উত্তরে বেড়ে,
বাড়ি করগে পোতা জুড়ে।

বাড়ির পূর্বদিকে পুকুর, পশ্চিমে বাঁশ-গাছ, এবং দক্ষিণে খোলা জায়গা রাখিয়া উত্তরদিক্ ব্যাপিয়া সমগ্র বাস্তু ঘেরিয়া বাড়ি করিবে।

পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো।

ধৃত তস্করের খেদোক্তি।

এক ব্যক্তি পেঁয়াজের ক্ষেতে ঢুকিয়া পেঁয়াজ চুরি করিতেছিল। এমন সময় ক্ষেত্রস্বামী আসিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল, এবং তাহাকে পাদুকা দ্বারা রীতিমত প্রহার করিয়া ও পেঁয়াজগুলি কাড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দিল; এরূপে পরিশ্রমের ফল পাওয়া গেল না, অধিকন্তু অপমানিত হইতে হইল।

পেঁয়াজ পয়জার দুই হ'লো।

"পেঁয়াজও গেল, পয়জারও হ'লো" দ্রঃ।

পেগের বড়াই মেগের কাছে।

পাগ অর্থাৎ পাইক—লাঠিখেলার ওস্তাদ। একজন পাগ বড় দুর্বল, লাঠি খেলিতে জানিত না বা পারিত না। সেজন্য সে অন্যান্য পাইকদের কাছে ঘেঁষিত না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে গিয়া খুব আস্ফালন করিত।

পেট খুঁজলে ক অক্ষর
পাওয়া যায় না।

অতি মূর্খ।

পেট জ্বলে ভাতে,
সোনার আঙটি হাতে।

ভিতরে সারশূন্য, কিন্তু বাহিরে আড়ম্বরযুক্ত।

পেট পেট করে খেলি দই,
পাছা বাড়ল বাছা কই?

—স্বামীর উক্তি।

তখনই বলেছিলুম মিন্সে,
বেরাল পোষ,
ইঁদুরেতে ছেলে খেলে
আমার কি দোষ?

—স্ত্রীর উক্তি।

পেট ভরলে আনন্দ,
ভজ রামগোবিন্দ।

পেট ভরা থাকিলেই আমোদপ্রমোদ করা যায়, এবং ঈশ্বরকে ডাকা যায়, কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলিলে কিছুই ভাল লাগে না।

পেট ভরলে পাথরে গন্ধ।

পেট ভরিয়া উঠিলে তখন নানাপ্রকার ওজর উপস্থিত হয়; আর কিছু দোষ না পাওয়া গেলেও ভাতের পাথরটাতে দুর্গন্ধ অনুভূত হয়।

পেট ভরলে ভাজা মাছ
ঘসি ঘসি লাগে।

পেট ভরিয়া উঠিলে তখন ভাজা মাছও ঘসির ন্যায় বিশ্রী বলিয়া বোধ হয়।

পেট ভরলে মোণ্ডা তেতো।

আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি হইলে ভাল জিনিসও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

পেট ভরলে মোণ্ডার
খোসা ছাড়ায়।

আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলে দুর্লভ জিনিসও গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে।

পেট ভরে ত মজন্ন ভরে না।

পেট যদিও ভরিয়া উঠে, তথাপি আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। ইহাকে দৃষ্টিক্ষুধা বলে। প্রয়োজন পূর্ণ হইলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না।

পেট ভাল নয়, চাউল ভাজা খায়।

যাহা সহ্য হইতে পারে না বা যাহা লইলে বিপদ্ ঘটিতে পারে তাহা লইতে উদ্যত হওয়া।

পেট ভাল নয়,
ভাল রাঁধব কার তরে?

যাহার জন্য কাজ করিব, সেই যদি সে কাজের বিরোধী হয়, তবে কিজন্য সে কাজে হাত দিব?

পেট-ভেতো চাকর।

যাহাকে বেতন দিতে হয় না, শুধু খোরাক দিলেই কাজ পাওয়া যায়।

পেটে ক্ষুধা, মুখে লাজ।

কোন জিনিস লইবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু লজ্জাবশতঃ তাহা গ্রহণ করিতে না পারা।

পেটে খেলে পিঠে সয়।

লাভ থাকিলে কষ্ট সহ্য করিতে পারা যায়।

পেটে ক্ষ ক্ষ গজগজ করে।

যে লেখাপড়া জানে না, তাহার প্রতি শ্লেষ।

পেটে ভাত নাই,
দাঁতে মিশি (ঠোঁটে আলতা)।

ভিতরে সম্পূর্ণ অভাব, কিন্তু বাহিরে লম্বা চাল।

পেটে ভাত নাই, ফোঁটায় দড়।

পেটে ভাত জুটে না, কিন্তু বাহিরে লম্বা ফোঁটা কাটা হইয়াছে।

পেটের আগুনে বেগুন পোড়ে।

অতিশয় ক্ষুধার্ত, কিন্তু অন্নাভাবগ্রস্ত।

পেটের বাছা, বাড়ির গাছা।

গর্ভজাত সন্তান এবং বাড়িতে রোপিত ফসলের গাছ এই দুই হইতে নিয়ত উপকার পাওয়া যায়, এ উপকারের শেষ নাই।

পেটের ভাত, গেঁটের সোনা।

যাহাকে পেটের ভাতের জন্য ভাবিতে হয় না, এবং কিঞ্চিৎ গহনাপত্র বা অর্থ-সংস্থান আছে, তাহার কোন চিন্তা নাই।

পেটের ভাত চাল হয়।

বেশী চিন্তা করিলে কিংবা ভীত হইলে ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক হয় না, বোধ হয় যেন উদরস্থ ভাতগুলা আবার চাউলরূপে পরিণত হইল। এজন্য অত্যধিক ভয় বা চিন্তার কারণ উপস্থিত হইলে উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

পেটের ভিতরে হাত পা সেঁধোয়।
অতিশয় অদ্ভুত বা ভয়াবহ ব্যাপার দর্শন বা শ্রবণ করিলে এমনই হতবুদ্ধি হইতে হয় যে হাত পা প্রভৃতি অবশ হইয়া যায়, মনে হয় যেন উহারা পেটের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে।

পেটের শত্রু মুড়ি,
বাড়ির শত্রু বুড়ী।
মুড়ি পেটের আপদ, কেননা মুড়ি খাইলে পেটের অসুখ হয়। আর বুড়ী বাড়ির আপদ, কারণ সে কোন কাজ করিতে না পারায় কেবল বসিয়া থাকে, আর বসিয়া বসিয়া বাড়ির সকলের কাজের খুঁটিনাটি লইয়া নিয়ত সকলকে জ্বালাতন করে।

পেতনীর হাতে রাঙা শাঁখা।
পেত্নীর চেহারা অতি কুৎসিত বলিয়া প্রসিদ্ধ; সে হাতে রাঙা শাঁখা পরিলে আরও কুৎসিত দেখায়। কুৎসিতা রমণীর সাজসজ্জাকে লক্ষ্য করিয়া ইহা ব্যবহৃত হয়।

পৈতা পুড়িয়ে সন্ন্যাসী
(ব্রহ্মচারী)।
দণ্ডী সন্ন্যাসীরা পৈতা পুড়াইয়া ফেলে। যে বুদ্ধিদোষে সকল দিক নষ্ট করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

পোড়া কপালে সুখ নাই,
বিয়ে বাড়িতে ভাত নাই।
অদৃষ্টে সুখ না থাকিলে যেখানেই যাও দুঃখভোগ করিতে হয়। "অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকায়ে যায়।"

পোয়া বার।
পাশা খেলায় পোয়া বার একটি ভাল দান। ইহাতে দুইটি ছক ছয় ছয় করিয়া পড়ে। আর একটিতে পোয়া অর্থাৎ এক পড়ে। অদৃষ্টে লাভের সম্ভাবনা থাকিলে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

পোয় মাসে পোয়াতি বর্তায়।
ছেলেকে পো বলে। কোন কোন স্থানে ছেলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রসূতিরও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। একজনকে উপলক্ষ করিয়া আর একজন নিজের ভাল করিয়া লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

পৌষের শীত মোষের গায়,
মাঘের শীত বাঘের গায়।
পৌষ মাসের শীতে মহিষ কাতর হয়, কিন্তু মাঘ মাসের শীতে বাঘ পর্যন্ত জড়সড় হইয়া থাকে। মাঘের শীত অতি দুরন্ত।

প্রজাপতির নির্বন্ধ।
বিধাতার অলঙ্ঘনীয় বিধান। বিধাতা যাহার সহিত বিবাহ স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সহিতই তাহার বিবাহ ঘটিবেই ঘটিবে।

প্রতিগ্রাসে মুড়া।
রুই, কাতলা প্রভৃতি মাছের একটি মাত্র মুড়া পাওয়া যায়; কিন্তু যে চুনো পুঁটি মাছ খায় সে প্রত্যেক গ্রাসে এক একটি মুড়া খায়।

প্রতি ডুবে কি শামুক উঠে?
প্রত্যেক উদ্যমেই ফল পাওয়া যায় না; কোন উদ্যমে ফললাভ হয়, কোন উদ্যম নিষ্ফল হয়।

প্রদীপের কোলে অন্ধকার।
এমন অনেক বিজ্ঞ লোক আছেন, তাঁহাদের উপদেশে অনেকের দোষ সংশোধিত হয়, কিন্তু তাঁহারা নিজের মনের দোষটুকু দেখিতে বা সংশোধন করিতে পারেন না। "Darkness under the lamp." "চিরাগ্ কা নীচ আঁধেরা।"

ফ

ফকিরে ফকিরে ভাই ভাই,
ফকিরের রাজত্ব সর্ব ঠাঁই।
ফকিরের সহিত ফকিরের ভ্রাতৃভাব, কেননা সংসারস্পৃহা না থাকায় উভয়ের মধ্যে কোন হিংসা-দ্বেষ নাই। আর ফকিরের সাংসারিক কোন বন্ধন না থাকায় সে যেখানে থাকে, সেইখানেই রাজার ন্যায় সুখানুভব করে; বৃক্ষতলেই হউক বা অট্টালিকাতেই হউক, সর্বত্র তাহার সমান সুখ।

ফতো বাবু।
যাহার ভিতরে দিনেকের সম্বল নাই, কিন্তু বাহিরে বাবুগিরি আছে, তাহাকে 'ফতো বাবু' বলে।

ফরসা কাপড়ে মান বাড়ে।
লোকের নিকট সম্মান পাইতে হইলে বাহিরে একটু চাকচিক্য আবশ্যক। "The apparel oft proclaims the man."

ফল ধরা।
বনবাসকালে রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে "ফল ধর" বলিয়া ফল দিতেন, কিন্তু 'খাও' না বলায় লক্ষ্মণ তাহা খাইতেন না, তুলিয়া রাখিয়া দিতেন। কোন লোককে যতটুকু বলিবে ততটুকুই করিবে, তাহার বেশী একটুও করিবে না, এইরূপ স্থলে এই কথাটি ব্যবহৃত হয়।

ফল ফল কদলীর ফল,
সেবায় নারী আর ইন্দ্রজল।
ফলের মধ্যে কদলী ফলই শ্রেষ্ঠ ও সহজপ্রাপ্য। সেবা বিষয়ে রমণীই শ্রেষ্ঠ, এবং জলের মধ্যে বৃষ্টির জলই প্রধান; নদী পুষ্করিণীতে যতই জল থাকুক, বৃষ্টির জল না হইলে দেশ রক্ষা হয় না, ফসল জন্মে না।

ফলের মধ্যে আম্রফল,
সুন্দরী নারী আর গঙ্গাজল।
ফলের মধ্যে আম্রফলই শ্রেষ্ঠ; স্ত্রীজাতির মধ্যে সুন্দরী রমণীই মনোহারিণী; এবং জলের মধ্যে গঙ্গাজলই উৎকৃষ্ট, ইহা যেমন স্বাস্থ্যকর, তেমনই পাপনাশক।

ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা।
ফল্গুনদীর উপরিভাগ শুষ্ক, বালুকাময়, কিন্তু বালির নীচে দিয়া উহার স্রোত বহিতেছে। অনেকে দেখিতে বেশ শান্ত শিষ্ট ভালমানুষ, কিন্তু মনের ভাব অন্যরূপ, অথবা মনের ভাব মুখে প্রকাশ করে না।

ফাঁক পেলে সবাই চোর।
মন্দ কার্যের সুবিধা না পাওয়ায় অনেকেই সাধু হইয়া থাকে, কিন্তু সুবিধা পাইলে অনেকেই মন্দ কাজ করিতে ছাড়ে না। "সন্ন্যাসী চোর নয়, বোঁচকায় ঘটায়।" "Opportunity makes the thief."

ফাঁকা আওয়াজ।
মুখে খুব ডাক হাঁক, কিন্তু কাজে কিছু না হওয়া। "A flash in the pan." "Empty bluster."

ফাঁকি দিলে ফাঁকে পড়তে হয়।
কাহাকেও ফাঁকি দিবার চেষ্টা করিলে আপনাকে ফাঁকিতে পড়িতে হয়।

ফাঁদ পেতে ফাঁদে পড়া।
পরের মন্দের জন্য ফাঁদ পাতিলে আপনাকে সেই ফাঁদে জড়াইয়া পড়িতে হয়। "Hoist with one's own petard."

ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়।
যাহার ভিতরে গুণ না থাকে তাহার বাহিরে গর্জন বেশী হয়। "Empty vessels sound much."

ফাগুনে আগুন, চৈতে মাটি,
বাঁশ রেখে বাঁশের
পিতামহকে কাটি।
ফাল্গুন মাসে বাঁশের পাতা সব ঝরিয়া পড়ে, সেই সময় তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিতে হয়, চৈত্র মাসে বাঁশের গোড়ায় মাটি দিতে হয়, এবং নূতন বাঁশকে রাখিয়া বাঁশের পিতামহকে অর্থাৎ দুই বৎসরের পুরাতন বাঁশকে কাটিতে হয়। এইরূপ করিলে বাঁশ খুব বাড়ে।

ফিকিরে ফকির।
ভণ্ড ফকির। যে ফকির নানারকম ফন্দি ফিকির করিয়া অর্থ উপার্জন করে।

ফুটুনির মামা, ভিতরে কপনি উপরে জামা।
যে কথায় চালাকি করিয়া বেড়ায়, তাহার মামা ভিতরে কপনি আর উপরে জামা পরিয়াছে। যাহার ঘরে ভাত জোটে না, কিন্তু বাহিরে লম্বা কোঁচা।

ফুটলো কেশে, ফুরালো বার্ষে।
শরৎকালে কেশে ফুল ফুটে, সুতরাং উহা ফুটিলেই বুঝা যায় যে, বর্ষাকাল শেষ হইয়াছে।

ফুললো আর মলো।
দুই বন্ধু—একজন সেয়ানা, একজন বোকা। দুইজনে পরামর্শ করিয়া বোকা বন্ধুর পয়সায় কাঁটাল কিনিয়া খাইতে বসিল। সেয়ানা বন্ধু বোকা বন্ধুকে অন্যমনস্ক রাখিয়া নিজে বেশী কাঁটাল পাইবার লোভে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ভাই, তোর মা কি রকম করে মরল? বোকা বন্ধু মাতার পীড়ার আদি অন্ত, চিকিৎসার ব্যবস্থা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া মস্ত গল্প বলিতে বসিল। সেই অবসরে সেয়ানা বন্ধু কাঁটালটা প্রায় সাবাড় করিয়া ফেলিল। গল্প শেষ হইলে বোকা বন্ধু কাঁটাল খাইতে গিয়া দেখে কেবল ভোঁতাটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সে ঠকিয়াছে দেখিয়া মনে মনে মতলব করিতে লাগিল, কি উপায়ে প্রতিশোধ লওয়া যায়। পরে আর একদিন দুই বন্ধু বাজার হইতে কাঁটাল কিনিয়া আনিল—এবার সেয়ানের পয়সায়। বোকা জিজ্ঞাসা করিল ভাই, তোর মা কি করিয়া মরিল? সেয়ানা বন্ধু বলিল, ফুললো আর মলো। এই বলিয়া গল্প শেষ করিয়া কাঁটাল খাইতে লাগিল। বোকা বন্ধুর প্রতিশোধ লওয়া আর হইল না।

ফুলে নাই গন্ধ, চোক থাকতে অন্ধ।
যে ফুলে গন্ধ নাই সে ফুল বৃথা, আর যে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় না, সে চক্ষু বৃথা।

ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যায়।
যে লোক সামান্য একটু কারণেই অস্থির হইয়া পড়ে।

ফুলের মধ্যে মালা,
বাসনের মধ্যে থালা,
কুটুম্বের মধ্যে শালা।
ফুলের মালারই বেশী আদর; বাসনের মধ্যে থালাই বেশী প্রয়োজনীয়, এবং কুটুম্বের মধ্যে স্ত্রীর ভ্রাতাই অধিক আদরণীয়।

ফুলের শোভা ভোমরা,
গাইয়ের শোভা চোমরা।
ফুলে ভোমরা বসিলেই ফুলের বেশী শোভা হয়; গাভীর লেজ চোমরা হইলেই সুন্দর দেখায়।

ফুলের সোহাগে ছোটার আদর।
ছোটাতে ফুল গাঁথা থাকে বলিয়াই লোকে ফুলের সহিত তাহাকেও গলায় পরে। প্রয়োজনীয় বস্তুর সহিত অপ্রয়োজনীয় বস্তু থাকিলে, প্রয়োজনীয় বস্তুর অনুরোধেই অপ্রয়োজনীয়ের আদর হয়। পুষ্পের সহিত কীট দেবতার মাথায় উঠিয়া থাকে।

ফেন দিয়ে ভাত খায়
গল্পে মারে দই;
মেটে হুঁকায় তামাক খায়
গুড়গুড়িটা কই।
যে কাজে কিছুই করিতে পারে না, কিন্তু মুখে আপনার বাহাদুরি প্রকাশ করে।

ফেল কড়ি মাখ তেল,
তুমি কি আমার পর?
কাজ কর, তাহার পারিশ্রমিক লও।

ফোঁপড়া ঢেঁকির শব্দ বড়।
'ফাঁপা ঢেঁকির শব্দ বড়' দ্রঃ।

ফোঁড়ার উপর বিস্ফোটক।
একটা কষ্টের উপর আবার একটা কষ্ট।

ফোঁপোল দালালি।
যে অযাচিত ভাবে মধ্যস্থতা করিতে উদ্যত হয় অথচ কেহই তাহাকে মানে না, তাহাকে ফোঁপল দালাল বলে।

ফোড়ন দেওয়া।
কোন দুইজনের মধ্যে বচসা হইতেছে। এমন সময়ে তৃতীয় ব্যক্তি আসিয়া এমন দুই চারিটি কথা বলিল যাহাতে বচসা বৃদ্ধি পাইল।

ফোতো বাবুর গালগল্প সার।
ফোতো বাবু কেবল মুখেই লাখ পঞ্চাশ মারে, কাজে কিছুই করিতে পারে না ['ফাতো বাবু' দ্রঃ।]

বউ উঠতে স্থান পায় না,
উঠানজোড়া দাসী।
বউ উঠিয়া দাঁড়াইবার জায়গা পায় না, এদিকে দাসীতে উঠান পরিপূর্ণ।

বউ গিন্নী হ'লে তার
বড় করকরানি,
মেঘভাঙ্গা রদ্দুর হ'লে
বড় চড়চড়ানি।
বউ গিন্নী হইলে তাহার অত্যন্ত করকরানি হয়, অর্থাৎ সে বেশী রকম গিন্নীপনা দেখায়; আর মেঘ সরিয়া গেলে যে রৌদ্র বাহির হয়, তাহা বড়ই তীব্র হইয়া থাকে।

বউ জব্দ কিলে, ঝি জব্দ শিলে;
পাড়াপড়শী জব্দ হয়
চোখে আঙ্গুল দিলে।
বউকে প্রহার দিলে তবে সে শাসনে থাকে, মেয়েকে বাটনা বাটিতে দিলে তবে সে জব্দ হয়; আর প্রতিবাসীদের চোখে আঙ্গুল দিয়া কথা কহিলে অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলিলে তবে তাহারা জব্দ হয়।

বউ ভাঙলে সরা,
গেল পাড়া পাড়া;
গিন্নী ভাঙলে নাদা,
ও কিছু নয় দাদা।
বউ যদি একখানা সরা ভাঙ্গে, তবে তাহা গিন্নী পাড়াময় রাষ্ট্র করে; আর গিন্নি যদি একটা কলসী ভাঙ্গে, তবে তাহাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কর্তার নিজের বড় দোষও গণ্য হয় না, কিন্তু অপরের সামান্য দোষও বেশী বলিয়া বোধ হয়।

বউয়ের রাগ বিড়ালের উপর,
বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর।
বউয়ের বিড়ালের উপর রাগ, কেননা বিড়ালে মাছ খাওয়ায় তাহাকে তিরস্কার খাইতে হয়; আর বিড়ালের রাগ বেড়ার উপর, কারণ, বেড়া থাকাতেই মাছ খাইয়া সে তাড়াতাড়ি পলাইতে পারে না, মার খায়।

বক ধার্মিক।
যে বাহিরে ধর্মের ভান করে, কিন্তু মনে মনে পরের অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহাকে "বক ধার্মিক" বলে। বক মাছ খাইবার আশায় বিলের ধারে গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকে যেন কতই ধার্মিক। কিন্তু মাছ ভাসিলেই অমনি ছোঁ মারে।

বকবিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী।
ভণ্ড ধার্মিক। বক ও বিড়াল উভয়েই মৎস্যাশী, কিন্তু বাহ্য আচরণে মনের ভাব গোপন রাখে।

বগলে কাস্তে দেশময় খোঁজে।
কোন জিনিস আপনার কাছে থাকিতে ভ্রমবশতঃ চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়ানো। এমন অনেক লোক আছে, কানে কলম রাখিয়া চতুর্দিক তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছে।

বচনসর্বস্ব।
কেবল কথায় পণ্ডিত। যে মুখে নানা কথা বলে, কিন্তু কাজে কিছুই করে না।

বচনে জগৎ তুষ্ট।
কথায় জগৎ সন্তুষ্ট হয়; মিষ্ট কথা বলিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকে।

বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
বজ্রের ন্যায় শক্ত করিয়া কষিয়া শেষে

আলগা গেরো দেওয়া। একদিকে খুব আঁটাআঁটি করিয়া অন্য দিকে শিথিলতা দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "কড়াকড় চৌকী আইন খারাপ, সদর বন্ধ খিড়কি ফাঁক।" "Spare at the spiggot and spill at the bung."

বজ্রাঘাতে রামনাম।

যাহাকে অন্য সময়ে উপেক্ষা করে, বিপদে পড়িয়া তাহার শরণাপন্ন হওয়া।

বড় কেও নয়, বড় কেটাও নয়।

বড় অবজ্ঞার বিষয় নয়।

বড় ক্ষুধায় পাটকেলে কামড়।

বেশী প্রয়োজনের সময় ভালমন্দ যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহাই লওয়া।

বড় গাঁ তার মাঝের পাড়া।

বৃহৎ কার্যে যাহা থাকা সম্ভব, ক্ষুদ্র কার্যে তাহা দেখাইতে যাওয়া।

বড় গাছেই ঝড় লাগে।

যিনি কর্তা তাঁহাকেই বিপদ্ আপদের দায় ভোগ করিতে হয়।

বড় গাছে কাছি (দড়া) বাঁধা।

বড়লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিলে নির্ভয় হওয়া যায়।

বড় গাছের তলায় বাস,
ডাল ভাঙলেই সর্বনাশ।

বড়লোকের আশ্রয়ে বাস করিলে, যদি কোন দিন তাঁহার ভালবাসা হারাও, তাহা হইলেই সর্বনাশ হইবে।

বড় ঘরের বড় কথা।
গরীবের ছেঁড়া কাঁথা।

গরীবের ঘরে ছোট ছোট ব্যাপারই ঘটে, কিন্তু বড়লোকের ঘরে বড় বড় ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে, সামান্য ব্যাপারও তথায় বৃহৎ আকার ধারণ করে।

বড় নাক তার গোঁফের বাহার।

যাহার নাক খাঁদা, সে গোঁফ রাখিলে বিশ্রী দেখায়, এবং সে আবার গোঁফের শোভা বাড়াইতে গেলে আরও কুৎসিত হয়। যাহার যাহা সাজে না, তাহা করিতে যাওয়া।

বড় বড় বানরের বড় বড় পেট,
লঙ্কা ডিঙোতে সবে
মাথা করে হেঁট।

দেখিতে শুনিতে যাহারা বড়লোক, কোন দুরূহ কার্যে তাহাদের পশ্চাৎপদ হওয়া।

বড় বড় হাতী গেল তল,
বেঁটে ঘোড়া বলে কত জল।

শক্তিশালী লোকেরা যাহাতে পরাভূত, শক্তিহীন লোক সেই কার্যে অগ্রসর। "Fools rush in where angels fear to tread."

বড় বাড় ভাল নয়।

অত্যন্ত বাড়িয়া উঠা ভাল নয়; কেননা বেশী বাড়িলেই পড়িতে হয়। "অত্যুচ্চঃ পতনায়তে।"

বড় বাড়ী তার ঢেঁকিশালা।

বাড়ি ত এতটুকু, তাহাতে আবার ঢেঁকিশালা কোথায় থাকিবে?

বড় বিয়ে তার দু' পায়ে আলতা।

যাহা বৃহৎ কার্যে থাকিতে পারে, সামান্য কার্যে তাহা দেখিবার আশা করা।

বড় মাছের কাঁটা,
আর ঘন দুধের ফোঁটা।

ভাল জিনিসের একটুও ভাল, মন্দের বেশীও কিছু নয়।

বড় মাছের কাঁটাও ভাল।

বড়লোকের এক কথার দ্বারাও উপকার পাওয়া যায়।

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ,
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণে চাঁদ।

বড়লোকের ভালবাসা বালির বাঁধের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। তাঁহারা ক্ষণপূর্বে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দেন, আবার ক্ষণপরেই হাতে দড়ি দেন, অর্থাৎ একটু প্রসন্ন হইলেই কত উন্নতির আশা দেখান, আবার একটু রুষ্ট হইলেই প্রাণ লইয়া টানাটানি করেন।

বড়লোকে কথা কয়,
সবে বলে জয় জয়।

বড়লোকে যেমনই কথা বলুক, সকলে তাহাতে জয় দিয়া থাকে, অর্থাৎ সে কথায় বাহবা দেয়।

বড়লোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

"মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল" দ্রঃ।

বড় হবে ত ছোট হও।

বড় হইতে ইচ্ছা থাকিলে ছোট অর্থাৎ বিনয়ী হও।

বন গাঁয়ে শিয়াল রাজা।

যেখানে ভাল লোক নাই, সেখানে সামান্য লোকেই প্রাধান্য স্থাপন করে। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

বন থেকে বেরুল টিয়ে,
সোনার টোপর মাথায় দিয়ে।

টিয়ে পাখী সোনার টোপর মাথায় দিয়া বন হইতে বাহির হইল, অর্থাৎ আনারসের সবুজ ডাঁটা মাথায় সোনার টোপরের ন্যায় আনারস মাথায় দিয়া পাতার ভিতর হইতে বাহির হইল। পাকা লঙ্কা সম্বন্ধেও এই হেঁয়ালীটি ব্যবহৃত হয়।

বন পোড়ে সবাই দেখে,
মন পোড়ে কেউ দেখে না।

বন পুড়িলে সকলেই তাহা দেখিতে পায়, কিন্তু শোক দুঃখে মন পুড়িলে তাহা কেহই দেখিতে পায় না।

বনমানুষের হাড়।

কথিত আছে, বনমানুষের হাড় লইয়া ভেলকি খেলে। কেহ কাহাকে কুহকে ফেলিয়া প্রতারিত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বন-রক্ষক শিব, শিব-রক্ষক বন।

পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে রক্ষিত হওয়া। "বনের রক্ষক বাঘ, বাঘের রক্ষক বন।"

বনেদী ঘরের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

"মহতের আঁস্তাকুড়" দ্রঃ।

বন্ধ্যা নারী প্রসববেদনার
কষ্ট জানে কি?

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরেকে কেহ কোন বিষয়ের মর্ম বুঝিতে পারে না। কষ্টের তীক্ষ্ণতা ভুক্তভোগীই বুঝে। "None but the wearer knows where the shoe pinches."

বন্ধ্যা নারীর অন্ধ পুত্র
চাঁদ দেখতে পায়।

নিতান্ত অসম্ভব স্থলেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। বন্ধ্যা নারীর পুত্রই ত হইতে পারে না, তাহার উপর অন্ধ পুত্রের চাঁদ দেখিবারও সম্ভাবনা নাই।

বন্ধ্যা নারীর পুত্র-শোক।

অসম্ভব কল্পনা।

বয়সেতে বিজ্ঞ নয়
বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে।

জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞতার বিচার হয়, বার্ধক্য দ্বারা নয়।

বয়সে নবীন, বুদ্ধিতে প্রবীণ।

বয়সে নবীন অর্থাৎ অল্পবয়স্ক বটে, কিন্তু বুদ্ধিতে বিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছে।

বয়সের গাছ পাথর নাই।

এত অধিক বয়স যে, তাহার জন্মের সময় যে সকল গাছ পাথর হইয়াছিল, তাহারাও ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। অতি বৃদ্ধ।

বরের ঘরের মাসী,
কনের ঘরের পিসী।

একই ব্যক্তির দুই পক্ষে যোগ দেওয়া। "Hunting with the hound and running with the hare."

বর্ণচোরা আম।

অনেক আম পাকিলেও সবুজ বর্ণ থাকে; ইহাদিগকে 'বর্ণচোরা' আম কহে। যাহাদের বয়সে আকৃতির বিশেষ বৈষম্য হয় না, তাহাদিগকে বর্ণচোরা আম বলা হয়। কপটী লোককেও "বর্ণচোরা আম" বলা হইয়া থাকে।

বর্ষণ নেই গর্জন সার।
আড়ম্বর আছে, কাজ নাই।

বর্ষাকালে নদী, বুড়ো হ'লে সতী।
বর্ষাকালে সকল নদীই কূলে কূলে পূর্ণ হইয়া উঠে, আর যৌবন বিগত হইলে নষ্ট স্ত্রীলোকও আপনাকে সতী জানায়। গ্রীষ্মকালেও যে নদী জলপূর্ণ থাকে, তাহাই প্রশস্ত নদী, আর যৌবনে যে রমণী সতী থাকিতে পারে, সেই যথার্থ সতী।

বল বুদ্ধি (বৃদ্ধি) ভরসা,
তিন তিরিশে ফরসা।
বল, বুদ্ধি অথবা বৃদ্ধি অর্থাৎ বাড় এবং সাহস, এই তিনটি ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বাড়িতে থাকে, তাহার পর ক্রমশঃ কমিয়া যায়। "A man at forty is either a physician or a fool."

বল বল আপনার বল,
জল জল ইন্দ্রের জল।
নিজের বলই যথার্থ বল, তাহাই কাজে লাগে, অন্যের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিলে তাহা প্রায়ই বিফল হয়; আর বৃষ্টির জলই প্রকৃত জল, সেই জলেই শস্যাদি বর্ধিত হয়; সেঁচা জলের উপর নির্ভর করিলে শস্য রক্ষা দুষ্কর হয়। "বল বল বাহুবল।" "Might is right."

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা।
যাহার কোন দিকেই কোন আশ্রয় বা উপায় নাই, সেই ইহা বলিয়া থাকে।

বলা সহজ, করা কঠিন।
"Easier said than done."

বলীর ঘাম নির্বলীর ঘুম।
বলবান্ লোকের বেশী ঘাম হয়, আর দুর্বল লোকের বেশী ঘুম হয়।

বলে আরে মোর তুমি,
তোমার জন্য চাল ভিজিয়ে
খেয়ে মরি আমি।
তুমি আমার বড় আপনার; তোমার জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া আমি চাল ভিজাইয়া খাই। যেখানে ভালবাসা কেবল মৌখিক, আন্তরিক নয়, সেইস্থলে ব্যবহৃত হয়।

বলে না হয় ছলে।
যে কাজ বলে সিদ্ধ হয় না, তাহা কৌশলে সিদ্ধ করিতে হয়।

বলতে গেলে জাত থাকে না।
সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলে জাতিচ্যুত হইতে হয়। কোন গুপ্ত পাপকার্যকে লক্ষ্য করিয়া এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বল্লে মা মার খায়,
না বল্লে বাপ এঁটো খায়।
এক ব্যক্তি খাইতে বসিয়াছিল। তাহার ভাতে পূর্বে বিড়ালে মুখ দিয়াছিল, এবং তাহার ছেলেটি উহা দেখিয়াছিল। কিন্তু গৃহিণী অন্য ভাতের অভাবে তাড়াতাড়ি সেই ভাতগুলিই খাইতে দিয়াছিল। তখন ছেলেটি ভাবিল, যদি সত্য কথা বলি তাহা হইলে মাকে বাবার হাতে মার খাইতে হয়, আর যদি না বলি, তাহা হইলে বাবাকে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট খাইতে হয়, সুতরাং উভয় সংকট। যেখানে কথা বলিলেও দোষ, না বলিলেও দোষ।

ব'সে খেলে কুবেরের
ভাণ্ডারও ফুরায়।
উপার্জন না করিয়া কেবল সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিলে তাহা শীঘ্রই নিঃশেষ হইয়া যায়।

ব'সে খেলে কুলায় না,
ক'রে খেলে ফুরায় না।
উপার্জন না করিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া খাইলে যতই ধন থাক, তাহাতে কুলায় না, আর উপার্জন করিয়া খাইলে সে অর্থ ফুরায় না।

ব'সে না থাকি বেগার যাই।
নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা লাভহীন কার্যেও পরিশ্রম করা ভাল, তাহাতে অন্ততঃ শরীরের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

ব'সে ব'সে লেজ নাড়া।
কাজে হাত না দিয়া কেবল বসিয়া বসিয়া কাজের সমালোচনা করা।

বসতে জানলে উঠতে হয় না।
উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করিয়া বসিতে পারিলে আর উঠিতে হয় না, নতুবা যেখানে সেখানে বসিলে কাহারও দরকার পড়িলেই সেখান হইতে উঠিতে হয়।

বসতে জায়গা পেলে,
শোবার স্থান মিলে।
কাজের একটু সূত্র পাইলে ক্রমে তাহার সকল উপায়ই আয়ত্ত করা যায়।

বসতে পেলে শুতে চায়।
একটু আশ্বাস পাইয়া ক্রমে অধিক আবদার করা। "Give one an inch, and he asks for an ell."

বসবি ত ছেলে ধর,
উঠবি ত কাঠ কাট
বিশ্রাম না দিয়া সকল অবস্থাতেই একটা না একটা কাজের ফরমাশ করা।

বহু সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
অনেক লোক মিলিয়া কোন কাজ করিতে গিয়া কাজ পণ্ড করা। "Too many cooks spoil the broth."

বাঁচলে কত দেখব আর,
ছুঁচোর গলায় চন্দ্রহার;
বিড়ালের কপালে টীকে,
বাঁদর বেড়ায় হলুদ মেখে।
যাহার যাহা সাজে না, সে সেইরূপ কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাঁজি জানে না প্রসববেদনা।
"None but the wearer knows where the shoe pinches."

বাঁজির পুতকে হাঁচির ঘা সয় না।
বন্ধ্যার যদি পুত্র হয়, তবে সে অত্যন্ত আদরে হইয়া থাকে; কেহ হাঁচলে সেই শব্দেই সে মূর্ছা যায়।

বাঁদরকে কলা দেখানো।
কাহাকেও লোভ দেখাইয়া নিজের কাজ সম্পন্ন করিয়া লইয়া তাহাকে ফাঁকি দেওয়া।

বাঁদী পরের পা ধোয়াতে পারে,
নিজের পা ধোয় না।
পরের যে কাজ করিতে পারে, নিজের সে কাজ না করা।

বাঁদী মারতে মঙ্গলবার।
বাঁদীকে মারিবে, তাহার আবার বারের ভালমন্দ বিচারে কাজ কি? অতি নগণ্য কাজ করিতে গিয়া তাহার শুভাশুভ বিচার করিবার আবশ্যক নাই।

বাঁধা দেবে না বেচে খাবে,
উকীল পাঠাবে না
আপনি যাবে।
যেখানে কোন জিনিস বাঁধা দিলে তাহা ছাড়াইবার আশা অল্প থাকে সেখানে বাঁধা না দিয়া তাহা বেচিয়া ফেলিবে। আর যেখানে নিজে গেলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা সেখানে প্রতিনিধি না পাঠাইয়া নিজেই যাইবে।

বাঁশতলায় বিয়ল গাই,
সেই সম্পর্কে মামাত ভাই।
মামাদের বাঁশতলায় উহাদের গাই প্রসব হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে ঐ ব্যক্তি মামাত ভাই হয়। সম্পর্কহীন ব্যক্তি।

বাঁশ বনে ডোম কানা।
বাঁশ বনে গিয়া ডোম কানা হইয়া যায়, অর্থাৎ সে অনেক বাঁশকেই নিজের কার্যোপযোগী মনে করে, অথচ কোন্‌টিকে ছাড়িয়া কোন্‌টিকে লইবে তাহা স্থির করিতে পারে না।

বাঁশ বাকস বামন,
তিন জমি নেবার যম।
কোন স্থানে বাঁশ গাছ বসাইলে ক্রমে তাহা অনেক দূর পর্যন্ত অধিকার করিয়া লয়; বাকস গাছও এইরূপ। ব্রাহ্মণ যেখানে বাস করে, তাহার আশেপাশে জমিগুলি ব্রহ্মোত্তর করিয়া লইবার চেষ্টা

করে, অথচ ব্রাহ্মণ বলিয়া ভয়ে কেহ তাহার প্রতিবাদ করিতে পারে না।

বাঁশ মরে ফুলে, মানুষ মরে ঝুলে।

বাঁশে ফুল হইলেই সে বাঁশ মরিয়া যায়; আর মানুষ কেবল ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইলে মারা যায়।

বাঁশ যদি পড়ে জলে, কি করতে পারে তালে?

বাঁশকে শুকাইয়া যদি জলে পচানো যায়, তবে তাহা তালের কাঁড়ি অপেক্ষাও শক্ত হয়।

বাঁশী হারিয়ে শিঙ্গেয় ফুঁ।

প্রধান সম্বল নষ্ট করিয়া শেষে সামান্য উপায়ের উপর নির্ভর করা।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

বাঁশের অপেক্ষা তাহার কঞ্চি শক্ত। বাপের অপেক্ষা ছেলে অথবা গুরুর অপেক্ষা শিষ্য অধিক চতুর বা দক্ষ।

বাউলের ঘরে গরু।

বাউল এক প্রকার উদাসীন সম্প্রদায়, তাহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়; সুতরাং সে কিরূপে গরু পুষিবে?

বাকস বামন বাঁশ, তিনে বাস্তু নাশ।

"বাঁশ বাকস বামন" দ্রঃ।

বাক্যেতে পর্বত কিন্তু কার্যে তুলাকার।

কথা কহিবার সময় পর্বতের ন্যায় বিস্তর গুরুতর কথা বলে, কিন্তু কার্যকালে তুলার ন্যায় হয়, অর্থাৎ অতি সামান্যমাত্র কার্য করে। বেশী কথা বলিয়া কাজে অল্পমাত্র করা। "Great cry and little wool."

বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা।

এমন অনেক বিষয় আছে, তাহাতে একবার জড়ীভূত হইলে নানাদিক দিয়া নানা বিপদ্ উপস্থিত হয়।

বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খায়।

বাঘ বলদকে দেখিলেই মারিয়া ফেলে, কিন্তু রাজা বা অন্য কেহ অতিশয় প্রতাপশালী হইলে তাহার ভয়ে উভয়ে এক ঘাটে একত্র জলপান করে, অথচ কেহ কাহারও হিংসা করে না। অতিশয় প্রতাপের পরিচয়স্বরূপে ব্যবহৃত।

বাঘে মহিষে যুদ্ধ হয়, নলখাগড়ার প্রাণ যায়।

প্রবলে প্রবলে বিবাদ উপস্থিত হইলে মাঝে যে সকল দুর্বল লোক থাকে, তাহাদের প্রাণ লইয়া টানাটানি।

বাঘের আড়ি।

বাঘের আড়ি হইলে তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। কেহ কিছুতেই শত্রুতা ত্যাগ না করিলে এবং প্রতি পদে অনিষ্ট-চেষ্টা করিলে তাহাকে বাঘের আড়ি কহে।

বাঘের আবার গোবধ।

দুষ্কর্ম যাহার অভ্যস্ত, তাহার পাপকার্যে ভয় থাকে না।

বাঘেরও চক্ষুলজ্জা আছে।

কথিত আছে, বাঘ কোন লোককে আক্রমণ করিবার পূর্বে যদি তাহার উপর চাহিয়া থাকে, এবং সেই লোকও যদি সেই সময়ে বাঘের চোখের উপর নিজের দৃষ্টি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করে, তাহা হইলে বাঘ তাহাকে আক্রমণ না করিয়া সরিয়া যায়। নিতান্ত চক্ষুলজ্জাবিহীন ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

ঘোগ এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু, বাঘ তাহাকে পাইলেই খাইয়া ফেলে; সুতরাং সে বাঘের ঘরে বাস করিতে গেলে বাঘের কোন অনিষ্ট হয় না, তাহারই প্রাণ যায়। বলবানের নিকট দুর্বল ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে বা অতি চতুরের সহিত চাতুরী করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাঘের দেখা, সাপের লেখা।

বাঘের নজরে পড়িলেই মরিতে হয়, আর অদৃষ্টে লেখা থাকিলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়।

বাঘের পাছায় ঘা।

বাঘের পাছায় ঘা হইলে সেই ঘা যত সুড়সুড় করে, বাঘ ততই তাহাকে গাছে ঘষিতে থাকে, এবং এইরূপে ঘা ক্রমেই বড় হইয়া পড়ে। সামান্য বিপদ্‌কে নিজের দোষে বেশী করিয়া ফেলা।

বাঘের পেছনে ফেউ।

বাঘ লোকালয়ে প্রবেশ করিলে ফেউ অর্থাৎ ছোট ছোট শিয়াল (খেঁকশিয়াল) সকল এক প্রকার শব্দ করিতে করিতে পিছনে পিছনে যায়। বাঘ বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে মারিতে যায়, কিন্তু তাহারা কৌশলে আত্মরক্ষা করিয়া আবার পিছু লয়, কিন্তু তাহার সঙ্গ ছাড়ে না। কাহারও পশ্চাতে লাগিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি উৎপাদন করা।

বাঘের ভয় যেখানে, সন্ধ্যা হয় সেখানে।

"যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানে সন্ধ্যা হয়" দ্রঃ।

বাঘের মাসী।

বিড়ালকে লোকে বাঘের মাসী বলে এবং এসম্বন্ধে একটা এইরূপ গল্প বলে, বিড়াল "আসি" বলিয়া বাঘের নিকট হইতে চলিয়া আসিয়াছে আর যায় নাই। এজন্য কাহারও প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিলে এই প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

বাঘের যোগ্য বাঘিনী।

ভীষণস্বভাব পতির ভীষণস্বভাবা পত্নী।

বাছার আমার এত বাড়ি, ছ' আনার কাপড়ে ন' আনার পাড়ি।

বাছার এতদূর বাড়াবাড়ি যে, ছয় আনা দামের কাপড়ে নয় আনার পাড় বসাইয়াছে। অল্প দামের জিনিসে বেশী দামের উপকরণ দিয়া সজান।

বাজাতে বাজাতে বা'ন, গাইতে গাইতে গা'ন।

ভাল বাদক ও গায়ক হওয়া অভ্যাস ও সময়সাপেক্ষ।

বাজারে আগুন লাগলে পীরের ঘর মানে না।

অসতের দলে পড়িলে সাধুকেও শাস্তি ভোগ করিতে হয়।

বাজি ভোর।

খেলায় বাজির হার জিত হইয়া যাওয়া।

বাজি মাত।

দাবা খেলায় রাজার চাল বন্ধ করিতে পারিলে তাহাকে 'মাত' বলে। কার্যে জয়লাভ করিলে তাহাকে 'বাজি মাত' বলা হয়।

বাড়া ভাতে ছাই।

কার্য সিদ্ধ হইয়া ভোগের সমসময়ে নষ্ট হইয়া যাওয়া।

বাড়া ভাতে মেড়া গিন্নী।

কাজ সিদ্ধ হইবার পর কেহ আসিয়া তাহার ফলভোগে বা তৎসম্বন্ধে প্রশংসা-লাভে উদ্যত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বাড়া ভাতে শত্রু বাড়ে।

ভাত বাড়া থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ খাওয়া উচিত, নতুবা নানা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আহারের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে। "There's many a slip 'twixt the cup and the lip."

বাড়িতে পায় না শাক শজিনা, ডাক দিয়ে বলে ঘি আন না।

নিজের বাড়িতে ভাত জুটে না, কিন্তু পরের বাড়িতে গিয়া বাবুগিরি প্রকাশ করা।

বাড়ির আপদ বুড়ী, পেটের আপদ্ মুড়ি।

বুড়ী বাড়ির আপদ্‌স্বরূপ, কেননা তাহার স্বভাব খিটখিটে হওয়ায় সকলের সহিত ঝগড়া করে; আর মুড়ি পেটের আপদ্-স্বরূপ, কেননা বেশী মুড়ি খাইলে পেটের অসুখ হয়।

বাড়ির কাছে কামার,
দা গড়ে দে আমার।
কাজের লোককে কাছে পাইলে তাহাকে দিয়া সকলে কাজ সারিয়া লইতে চায়। "পথে পেলাম কামার, দা গড়ে দে আমার।"

বাড়ির গাছা, পেটের বাছা।
বাড়িতে তরকারির গাছ থাকিলে, আর পেটের ছেলে থাকিলে তাহা হইতে সময়ে অসময়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়।

বাড়ির মধ্যে এক ঘর,
তার আবার সদর-অন্দর।
স্বল্পমাত্র সম্বলের নানারূপে বিভাগ করা।

বাড়ির শত্রু কানা,
পুকুরের শত্রু পানা।
কানা অন্য কোথাও যাইতে না পারায় কেবল বাড়িতে বসিয়া কোন্দল কিচকিচি করে, আর পানায় পুকুরের জল ও মাছ নষ্ট করে।

বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কূল,
কেউ করলে দুনো লাভ,
কেউ হারালে মূল।
অনেকে এক কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ লাভবান্, কেহ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।
ব্যবসায়কার্য করিলে প্রচুর ধনাগম হয়। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।"

বাতাসে ফাঁদ পাতা।
অতিশয় চতুর লোকের আশ্চর্যজনক কৌশলকে বাতাসে ফাঁদ পাতা বলে। যাহা হওয়া অসম্ভব, তাহাকে সম্ভব করা।

বাতাসের সঙ্গে ঝগড়া করা।
বিবাদের কোন সূত্র না থাকিলে বিবাদপ্রিয় লোক বাতাসকে মনুষ্যরূপে কল্পনা করে, এবং তাহার কার্যের খুঁটিনাটি ধরিয়া তাহাকে গালাগালি দিয়া ঝগড়া বাধায়।

বাদল বামন বান,
দক্ষিণে পেলে যান।
দাক্ষিণ্য বাতাস বহিলে বাদল থামিয়া যায়, দক্ষিণদিকে পথ পাইলে বন্যার হ্রাস হয়, আর পুরোহিত ব্রাহ্মণ দক্ষিণা পাইলেই স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

বাদুড়চোষা তাল।
কোন জিনিস একবারে নীরস করিয়া ত্যাগ করা।

বাধা মানে না গাধা।
যে শুভাশুভ বিচার করে না। যে বাধা মানিয়া চলে না, সে সাতিশয় নির্বোধ।

বানরের গলায় মুক্তার মালা।
বানর মুক্তার মর্যাদা কিছুই বুঝে না, তাহার গলায় মুক্তার মালা দিলে সে তাহা দাঁতে কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। কোন মূল্যবান্ বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অজ্ঞতাবশতঃ তাহা নষ্ট করা। "Casting pearls before swine."

বানরের সম্পত্তি গালে।
বানরের কোন সঞ্চয় নাই, সে যাহা পায়, তাহাই গালে তুলিয়া দেয়, সুতরাং গালের ভিতরেই তাহার যাহা কিছু সম্পত্তি। যে সঞ্চয় না করিয়া যাহা পায় সকলই খরচ করে।

বানরের হাতে খন্তা।
কেহ হাতে কোন অস্ত্র পাইয়া যাহা কাছে পায় তাহাই কাটিতে থাকিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

বানুরে বুদ্ধি।
যে বুদ্ধিদোষে বানরের ন্যায় নিজের কাজে নিজেকে বিপন্ন করিয়া থাকে।

বানের আগে জেলে ডিঙ্গি।
নদীতে যখন বান ডাকে, তখন তাহার সম্মুখে ক্ষুদ্র জেলে ডিঙ্গি তাহার স্রোতের মুখে ভাসিয়া যায়। প্রবল বাধার সম্মুখে ক্ষুদ্র প্রতীকার টিকে না।

বাপকা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া;
কুচ নেহি ত থোড়া থোড়া।
বাপের ও সিপাহীর সমগ্র ভাব ছেলে ও ঘোড়াতে দেখা না গেলেও কতকটা ভাব দেখা যাইবেই যাইবে। "A chip of the old block."

বাপ গুণে পো, মা গুণে ঝি।
প্রায়ই ছেলে বাপের গুণ পায়, এবং মেয়ে মায়ের গুণ লাভ করে।

বাপ গুণে বেটা,
সেপাই গুণে ঘোড়া।
'বাপ্‌কা বেটা, সেপাইকা ঘোড়া' দ্রঃ।

বাপ জানে না, মা জানে না,
হোগল বনে বিয়ে।
যাহারা বিবাহ দিবার কর্তা, সেই বাপ মা জানিতে পারিল না, অথচ হোগল বনে বিবাহ হইয়া গেল।

বাপ জানে না সুরতী খেলা,
বেটা তীরন্দাজ।
বাপের অপেক্ষা ছেলের অধিক বাহাদুরি প্রকাশ করিতে যাওয়া।

বাপ বলবার নাম নাই,
হ'রে শুঁড়ীর নাতি।
বাপের নাম বলিতে পারে না, হ'রে শুঁড়ীর নাতি বলিয়া পরিচয় দেয়।

বাপ মা মরা দায়।
বাপ মা মারা গেলে যতদিন না শ্রাদ্ধকার্য নির্বাহিত হয়, ততদিন হিন্দুগণ আপনাদিগকে সমাজের নিকট দায়গ্রস্ত জ্ঞান করে, এবং সমাজের অনুগ্রহ না পাইলে সে দায় হইতে উদ্ধার হইতে পারে না। এজন্য সমাজের সকল লোকের নিকটেই হীনতা স্বীকার করিয়া দায় হইতে উদ্ধার লাভ করিতে হয়। কোন কার্যে লোকের নিকট হীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়া।

বাপের উপরোধে
সৎমার পায়ে পড়।
সৎমা (বিমাতা) প্রায়ই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হয় না। কেবল বাপের মন রাখিবার জন্যই তাঁহাকে প্রণাম করিতে হয়। কোন লোকের বা কোন কার্যের অনুরোধে কোন কাজ করিতে বাধ্য হওয়া।

বাপের কালে নাইকো চাষ,
কার ধান কাটতে যাস।
অনধিকার চর্চা করা।

বাপের গাঁতি মা ধাপের গাঁতি;
যে রেখে খেতে পারে
তারই গাঁতি।
পৈতৃক ধন ধনই নয়, পরিশ্রম দ্বারা উপার্জিত ধনই যথার্থ ধন; আবার যে তাহা রাখিয়া খাইতে পারে অর্থাৎ পরিমিতরূপে তাহা খরচ করিয়া সঞ্চয় করিতে পারে, সেই ব্যক্তি ধন ভোগ করিতে পারে।

বাপের জন্মে চড়িনি ডুলি,
ভেঙ্গে গেল মোর পাছার খুলি,
নামা ডুলি, নামা ডুলি।
জীবনে কখন ডুলিতে চড়ি নাই, এখন ডুলিতে চড়িয়া আমার পাছার হাড় গেল ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, সুতরাং ডুলি নামাও, নামাও, আমি নামিয়া যাই। অনভ্যাসবশতঃ কেহ কোন ভাল জিনিস ব্যবহারেও কষ্ট বোধ করে। "অনভ্যাসের ফোটা, কপাল চড়্ চড়্ করে।"

বাপের জন্মে নাইকো চাষ,
ধানকে বলে দূর্বাঘাস।
কোন ব্যবহার্য জিনিস নূতন দেখিয়া চিনিতে না পারা।

বাপের বাড়ি ঝি, পান্তাভাতে ঘি।
অর্থাৎ স্বামীর ঘরই নারীর গৌরবের স্থান। যৌবনে পিতৃগৃহে বাস, পান্তাভাতে ঘৃতের মতই বিস্বাদ।

বাপের বোন পিসি,
ভাতকাপড় দিয়ে পুষি;
মা'র বোন মাসি,
কাদায় ফেলে ঠাসি।
তখন সমাজে কৌলীন্যের জন্য পিসিরই আদর অধিক ছিল। কেননা পিসিকে প্রায়ই শ্বশুরঘর করিতে হইত না, যেহেতু তিনি বহুবিবাহিত কুলীনের পত্নী।

সুতরাং মাসির আদর পিসির অপেক্ষা অল্প।

বাবাজীকে বাবাজী, তরকারিকে তরকারি।

বেগুনের মাথায় টিকি (বোঁটা) থাকায় উহা বাবাজী অর্থাৎ বৈষ্ণবও হয়, আবার তরকারির কাজও করে। কাহারও দ্বারা দুই জাতীয় কাজ সম্পন্ন হওয়া।

বাবা পেটে মা হাঁটে (হাটে), আমি তখন বছর আটে।

বাবা যখন তাঁহার মার পেটে ছিলেন, এবং মা সবেমাত্র হাঁটিতে শিখিয়াছিলেন, আমার বয়স তখন আট বৎসর হইবে। অথবা আমার যখন আট বৎসর বয়স তখন বাবা (আমায়) পেটে ও মা হাটে বাজারে যাইত। অসম্ভাবিত কৌতুককর বিষয়ের উল্লেখে প্রযোজ্য।

বাবারও বাবা আছে।

বড়র উপরেও বড় বা প্রবলের উপর প্রবল আছে।

বাবার কালে নাইকো গাই, চালুনি নিয়ে দুইতে যাই।

কোন নূতন জিনিস পাইয়া ব্যবহার করিতে না জানায় ব্যস্তসমস্ত হইয়া পড়া।

বাবু মরেন শীতে আর ভাতে।

গ্রীষ্মকালে সহজে অল্পখরচে বাবুগিরি করা যায়, কিন্তু শীতকালে শাল-দোশালা প্রভৃতি মূল্যবান্ শীতবস্ত্র না হইলে বাবুগিরি হয় না; আর ভাত খাইবার সময়েও তাঁহারা মারা যান, কেননা বাহিরে বাবুগিরি করিলেও ভিতরে কিছুই নাই, সুতরাং শাকভাত খাইতে হয়।

বামন হ'য়ে চাঁদে হাত।

বামন অর্থাৎ অতি খর্বকায় ব্যক্তি হইয়া চাঁদ ধরিবার জন্য হাত বাড়ান। ক্ষুদ্র হইয়া অতিশয় উচ্চ আশা করা।

বাম শেয়ালী।

যাত্রাকালে বামদিকে শিয়াল থাকিলে যাত্রা শুভ ও কার্যসিদ্ধি হয়।

বামুন গেল ঘর ত লাঙ্গল তুলে ধর।

কোন কৃষাণ ব্রাহ্মণের জমিতে লাঙ্গল দিতেছিল; ব্রাহ্মণ যতক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়াছিল ততক্ষণ বেশ চাপিয়া লাঙ্গল দিতেছিল, কিন্তু ব্রাহ্মণ যেমনই ঘরে চলিয়া গেল, অমনই লাঙ্গল তুলিয়া আলগা চাষ দিতে লাগিল। কর্তা সরিয়া গেলে অধীন লোকেরা যথেচ্ছভাবে কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "When the cat is away, the mice are at play."

বামুন চোষা কলকে, কায়েত চোষা গাঁ।

ব্রাহ্মণ তামাক খাইলে যে কলকের আর কিছুমাত্র তামাক থাকে না, আর কায়স্থ যে গ্রামে বাস করে, সে গ্রামের কাহারও কিছু থাকে না, যত ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, পণ্ডিত প্রভৃতি জমি সব সে নিজের করিয়া লয়।

বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলে যান।

"বাদল বামন বান" দেখ।

বামুনে মন্ত্র পড়ে, পাঁঠায় কলায় শুনে।

যাহাকে উপদেশ দেওয়া হইতেছে, সে তাহাতে কর্ণপাত না করিলে ইহা প্রযোজ্য।

বামুনের গরু,— খায় অল্প নাদে বেশী, দুধ দেয় কলসী কলসী।

অল্প শ্রমে বা অল্প ব্যয়ে অধিক কাজ পাইতে ইচ্ছা করা।

বামুনের ভাতে আছে।

ব্রাহ্মণের প্রায় চাষের কাজ থাকে না। সুতরাং ব্রাহ্মণের ঘরে চাকর থাকিলে তাহাকে বেশী খাটিতে হয় না, এবং বেশ সুখে খায় দায়।

বার করলাম ব্রত করলাম স্বর্গে দিলাম বাতি; যুবাকালে পাপ ক'রে বৃদ্ধকালে সতী।

বিস্তর বার ব্রত করিয়া স্বর্গে বাতি দিলাম অর্থাৎ স্বর্গের পথ আলোকিত করিলাম; আমি যৌবনে পাপকার্য করিয়া এখন বৃদ্ধবয়সে সতী হইয়াছি। কেহ যৌবনে পাপ করিয়া বৃদ্ধবয়সে ধার্মিক সাজিলে তৎপ্রতি এই বাক্য প্রযোজ্য।

বার কাঁদি নারিকেল তের কাঁদি কলা; আজ রানীর উপবাসের পালা।

রানী নামে এক রমণী ব্রত করিয়াছিল; ব্রতে ফল ব্যতীত অন্য কিছু খাওয়া নিষিদ্ধ। সুতরাং রানী বার কাঁদি নারিকেল ও তের কাঁদি কলা খাইল, তথাপি ( ) উপবাসে উঠিতে পারে না দেখিয়া তাহার জনৈক আত্মীয় এই কথাগুলি বলিয়াছিল। অন্যান্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে খাইয়া কেবল অন্নাহার করে নাই বলিয়া আপনাকে উপবাসী মনে করা।

বার নারিকেলে তের বামুনের ঘাড় ভাঙ্গে।

তের জন ব্রাহ্মণ কোন স্থানে গিয়া ১২টি নারিকেল পাইয়াছিল। তাহারা প্রত্যেকে এক একটি নারিকেল হাতে করিয়া লইলে সহজেই নারিকেলগুলি চলিয়া যাইত। কিন্তু তাহা না করিয়া তাহারা সেই বারটি নারিকেল একসঙ্গে বাঁধিয়া এক এক জনে ঘাড়ে করিয়া বহিতে লাগিল। সে ভারী বোঝায় ১৩ জন ব্রাহ্মণেরই ঘাড় ভাঙ্গিয়া গেল।

বার বার মুরগি তুমি খেয়ে যাও ধান; এইবার তোমার আমি বধিব পরান।

বার বার ক্ষতি করিয়া পলাইলে শেষে তাহাকে যখন হাতে পাওয়া যায়, তখন তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বার মাসে তের পর্ব।

হিন্দুদের বার মাসে তের পার্বণ।

বার রাজপুত তের হাঁড়ি, কেউ খায় না কারো বাড়ি।

পাঁচ জন লোকের সাত প্রকার মত হওয়া অর্থাৎ সকলেই ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী হওয়া।

বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি।

মূল বিষয় অপেক্ষা তাহার আনুষঙ্গিক বিষয় বৃহৎ হওয়া।

বার হাত কাপড়ের তের হাত দশী (ছিলা)।

অর্থ পূর্ববৎ।

বার হাত পুকুরে তের হাত মাছ।

অর্থ পূর্ববৎ।

বারটা ঝাড়লুম তেরটা মোলো, তুই না মরে অপযশ হ'লো।

বারটা রোগীর মত তোকে ঝাড়ফুঁক করিলেও তা'দের মত তুই না মরায় আমার অখ্যাতি হইল। নিতান্ত হাতুড়ে কবিরাজের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়।

বালকেই চাঁদ ধরিতে চায়।

নির্বোধ লোকেই দুষ্প্রাপ্য বস্তু পাইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

বালির বাঁধ।

যাহা একটু বাধা পাইলেই নষ্ট হইয়া যায়। "A rope of sands."

বালির বাঁধ শঠের প্রীতি, এ দু'য়ের একই রীতি।

শঠের ভালবাসা বালির বাঁধের ন্যায় অস্থায়ী।

বাস করবে গাঁয়ের মাঝে, জমি করবে যার মা বাপ আছে।

গ্রামের মধ্যস্থলে বাস করিবে, এবং যাহার মা বাপ আছে অর্থাৎ যে জমিতে গ্রাম ধোয়া জল গিয়া পড়ে, এবং যাহার পাশে জলাশয় আছে সেই জমি চাষ করিবে।

বাস করবো নগরে,
মরবো গিয়ে সাগরে।

নগরের মধ্যে বাস করিব, এবং সকল তীর্থজলের সংগমস্থান গঙ্গাসাগরে গিয়া প্রাণত্যাগ করিব। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকেরা ব্রতবিশেষে এইরূপ প্রার্থনা করে।

বাসনার অর্ধেক ফল।

"আশার অর্ধেক ফল।"

বাস্তু ঘুঘু।

ঘুঘুরা নির্জন স্থান ভিন্ন চরে না। ঘুঘু চরিলে বুঝিতে হয় বাস্তু জনশূন্য হইয়াছে। বাড়ির লোকেরা হয় মরিয়াছে, না হয় গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। সেরূপ এমন অনেক লোক আছে, যাহারা প্রথমে সুহৃদ্‌রূপে আসিয়া শেষে কৌশলে লোককে সর্বস্বান্ত করিয়া দেয়। তাহারা যেখানে একবার প্রবেশ করিতে পায়, সে গৃহের আর ভদ্রস্থতা থাকে না।

বাহাত্তুরে।

বুদ্ধিহীন। অতিবৃদ্ধের বুদ্ধিনাশ।

বাহিরে দেখতে সাদা সাজ,
ঢাকা আছে ঢাকাই কাজ।

যাহার বাহিরে কোন আড়ম্বর নাই, ভিতরে কিন্তু যথেষ্ট সৌন্দর্য বা গুণ আছে।

বাহিরের জামাই মধুসুদন,
ঘরের জামাই মধো;
ভাত খাওসে মধুসুদন,
ভাত খেসে রে মধো।

ঘর জামাই হইলে তাহার কিছুমাত্র আদর থাকে না।

বাহিরে হাসিখুশি,
অন্তরে গরলরাশি।

যে খল হাসিভরা মুখে হৃদয়ে হিংসারূপ গরল পোষণ করে। 'বিষকুম্ভ পয়োমুখ'।

বিকারী রোগীর জলপান।

রোগীর বিকার উপস্থিত হইলে সে মুহুর্মুহুঃ জল খায়, কিন্তু যতই জল খাউক, তাহার তৃষ্ণার আর নিবৃত্তি হয় না। জীব মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া সংসারে নানাবিধ সুখের কামনা করে, কিন্তু সে যতই সুখভোগ করুক, তাহার কামনা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না।

বিক্রমপুর পাঠানো।

কোন জিনিস বিক্রয় কিংবা ধ্বংস করা।

বিচার ক'রে দেখ ভাই;
এক ছাড়া দুই নাই।

ঈশ্বর সম্বন্ধে, ধর্ম সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, জ্ঞান সম্বন্ধে সর্ববিষয়েই প্রয়োজনমত এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

বিড়াল-তপস্বী।

যাহার বাহিরে তপস্বীর আকার, কিন্তু ভিতরে কামক্রোধাদি রিপুগণ সম্পূর্ণ প্রবল।

বিড়াল-বৈরাগ্য।

বিড়াল মার খাইলেই সে স্থান হইতে পলাইয়া যায়, কিন্তু ক্ষণপরেই আবার তথায় উপস্থিত হয়; এইরূপ যে বৈরাগ্য ক্ষণস্থায়ী।

বিড়ালের আড়াই পা।

বিড়াল দোষের জন্য মার খায়, কিন্তু মার খাইবার পর আড়াই পা চলিলেই মারের কথা ভুলিয়া যায়, এবং আবার ফিরিয়া আসিয়া সেই দোষ করে। যে অল্পসময় মধ্যেই স্বীয় অপমানাদি বিস্মৃত হয়।

বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়া।

বিড়াল ভাগ্যক্রমে শিকা ছিঁড়িয়া গেলে তাহার দুষ্প্রাপ্য খাদ্য খাইতে পায়। যাহা পাইবার কিছুমাত্র আশা নাই, দৈবক্রমে তাহা প্রাপ্ত হওয়া।

বিদুরের খুদ।

বিদুর রাজ-আত্মীয় হইলেও অতি-দীনভাবে কালযাপন করিতেন। শ্রীকৃষ্ণ কৌরব ও পাণ্ডবের মধ্যে সন্ধি স্থাপনার্থ হস্তিনায় উপস্থিত হইয়া দুর্যোধনের প্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগপূর্বক ধার্মিক বিদুরের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, নিঃস্ব বিদুরের গৃহে তিনি ভক্তিপ্রদত্ত খুদ ভক্ষণ করিয়া পরম পরিতোষলাভ করিয়াছিলেন। এজন্য ভক্তিসহকারে কোন সামান্য বস্তু প্রদত্ত হইলে তাহাকে "বিদুরের খুদ" বলা হয়।

বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য।

দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ 'ভট্টাচার্য' উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু ভট্টাচার্য-বংশজাত নিরক্ষর ব্রাহ্মণও আপনাদিগকে ভট্টাচার্য বলিয়া পরিচয় দেন। যে বিষয়ের অধিকারী হইলে যে নাম ধারণ করা যায়, সেই বিষয়ের অভাবেও সেই নাম ধারণ করা।

বিধবার একাদশী।

যে কার্য করিলে লাভ বা যশ নাই, না করিলে ক্ষতি বা অযশ আছে, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

বিধাতার বাজী,
কেউ খায় পোলাও ভাত
কেউ খায় কাঁজী।

বিধাতার কৌশল অত্যদ্ভুত; তাঁহার কৌশলে কেহ পোলাও ভাত খায়, আবার কেহ বা আমানি খাইয়া দিন কাটায়।

বিধি বাদী সমান।

শত্রুও অপকার চেষ্টা করিতেছে, বিধাতাও কার্য নিষ্ফল করিয়া দিতেছেন। সকল দিকেই কার্যে বাধা পাইলে এই প্রবাদের ব্যবহার হয়।

বিধি যদি করে মন,
পুত বিয়োতে কতক্ষণ।

বিধাতার ইচ্ছা হইলে সকলই সম্ভব হইতে পারে।

বিধির নির্বন্ধ।

বিধাতার বিধান। অদৃষ্ট-লিপি।

বিধির লিপি কপাল জোড়া।

অদৃষ্টবাদীর উক্তি।

বিধির লেখা চর্মে ঢাকা,
ফলতে হ'বে কালে কালে।

কথিত আছে যে, বিধাতা জীবের কপালে তাহার শুভাশুভ ফল লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন; উহা চর্মের ভিতর ঢাকা থাকে। কিন্তু ঐ ফল যথাসময়ে ফলিয়া থাকে, তাহার কিছুমাত্র অন্যথা হয় না।

বিধির বিপাক।

দৈবদুর্ঘটনা। সহসা কোন বাধা উপস্থিত হইয়া আরব্ধ কার্যকে নষ্ট করিয়া দিলে তাহাকে "বিধির বিপাক" কহে।

বিধির মনেতে যা'
নিশ্চয় ঘটিবে তা'।

মানুষ যতই চেষ্টা করুক, বিধাতা যাহা অদৃষ্টে লিখিয়াছেন, তাহার অন্যথা হয় না।

বিনা দামে মথুরা পার।

শ্রীকৃষ্ণ নৌকার মাঝি সাজিয়া দধি-বিক্রয়াভিলাষিণী ব্রজগোপীদিগকে দান বা পারের মাসুল না লইয়া পার করিতেন। বিনা ব্যয় বা আয়াসে কার্যসাধন করা।

বিনা বজ্রপাতে কেহ
রামনাম লয় না।

সম্পৎকালে না মানিয়া বিপদে পড়িয়া দোহাই দিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "চাপ পড়লেই বাপ।" "সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"

বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না।

যাহার একেবারে মূল নাই এমন কথা প্রচারিত হয় না, যাহা প্রচারিত হয়, তাহার মূলে কিছু সত্য থাকে। কারণ বিনা কার্য হয় না। "No smoke without fire."

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

অপ্রত্যাশিত কোন দুর্ঘটনা সহসা উপস্থিত হওয়া। "A bolt from the blue."

বিনা মেঘে বর্ষণ।

কারণ না থাকিলেও কার্য উপস্থিত হওয়া।

বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি।

মরণকাল উপস্থিত হইলে বিপরীত বুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন ভাল কাজকে মন্দ ও মন্দ কাজকে ভাল বলিয়া মনে হয়। উৎসন্ন-

প্রায় লোকের বুদ্ধি মন্দের দিকেই যায়। "আসন্নকালে বিপরীতবুদ্ধিঃ।"

বিনা সম্বলে পথ চলতে নাই।
কিছু পাথেয় না লইয়া পথ চলিতে নাই।

বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি, পুকুরের সৃষ্টি।
অল্প অল্প সঞ্চয়ে প্রচুর অর্থ জমিতে পারে। "রাই কুড়িয়ে বেল।" "Little drops make the ocean."

বিপত্তে মধুসূদন।
বিপদ্ উপস্থিত হইলেই লোকে অপর মানুষের শরণাপন্ন হয়, সম্পদে হয় না।

বিপদ্ একা আসে না।
একটা বিপদ্ উপস্থিত হইলে চারিদিক্ হইতে নানা বিপদ্ আসিয়া থাকে। "Misfortune comes not alone."

বিপদ্‌কালে ছাগলেও চাট মারে।
বিপদ্ উপস্থিত হইলে সামান্য লোকেও পাঁচ কথা শুনাইয়া দেয়।

বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা।
বিপদেও যে বন্ধু পরিত্যাগ করে না, সেই প্রকৃত বন্ধু। "A fried in need is a friend indeed."

বিপদে শিবের গোঁড়া,
সম্পদে শিব ত মোড়া।
যে বিপদে পড়িলে আসিয়া পায়ে পড়ে, এবং বিপদ্ কাটিয়া গেলে আর মানে না। "The devil was sick, the devil a monk would be,
The devil is well, the devil a monk is he."

বিপাকে পড়ে রাম নাম।
সম্পদে যাহাকে অবজ্ঞা করা যায়, বিপদে পড়িয়া তাহারই দোহাই দেওয়া।

বিবাদের টেরা কথা,
জ্বরের মাথা ব্যথা।
জ্বর হইলে যেমন মাথা ব্যথা করে, জ্বর ছাড়িলে মাথা ব্যথা থাকে না, তেমনই বিবাদের সময়ে উভয় পক্ষই কটুভাষা ব্যবহার করে, বিবাদ ভঞ্জন হইয়া গেলে কটুভাষার ব্যবহার আর থাকে না।

বিবাহ তৃতীয় পক্ষে,
সেটা কেবল পিণ্ডিরক্ষে।
পিণ্ড পড়িবে বলিয়া যেমন একটু কিছু মুখে দিয়া পিণ্ডরক্ষা করা হয়, তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করাও সেইরূপ। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর নিকট ভালবাসা বা আদর যত্ন কিছুই পাওয়া যায় না, অধিকন্তু তাহার মন যোগাইতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

বিবি যখন বড় হবে,
মিঞা তখন কবর লবে।
অধিক বয়সে অল্পবয়স্কাকে বিবাহ করিলে বা বহু বিলম্বে কার্যের ফলভোগের সম্ভাবনা থাকিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বিমাতা বিষের ঘর।
সৎমা প্রায়ই সপত্নীপুত্রে হিংসা করে।

বিয়ে ক'রতে কড়ি,
ঘর ছাইতে দড়ি।
বিবাহে অর্থ ও গৃহনির্মাণে দড়ি চাই।

বিয়ে ফুরুলে ছাঁদনায় লাথি।
কাজ ফুরাইলেই যাহার দ্বারা কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আর কেহ গ্রাহ্য করে না। "কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরালে পাজী।"

বিয়ে ফুরুলে বাজনা,
আর কিস্তি ফুরুলে খাজনা॥
দু'টাই অশোভন ও অপ্রয়োজনীয়।

বিয়ের সময় ক'নে বলে হাগ্‌ব।
নির্ধারিত কাজের সময় অন্য কোন কাজ করিতে চাওয়া।

বিয়ের সময় বলিদানের মন্ত্র।
বিবাহ শুভকার্য, সে সময়ে বিভীষিকা-জনক বলিদানের মন্ত্র বলা। শুভকার্যের মধ্যে কোন অশুভ ঘটনা উপস্থিত।

বিয়ে হ'লে ঘর চলে না।
বিবাহ হইলে নববধূ ভিন্ন আর গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন হয় না। যাহার অভাবে পূর্বে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, তাহাকে পাইবার পর তদ্দ্বারা সর্বদা সমস্ত কাজ সম্পন্ন করিতে যাওয়া।

বিলম্বে কার্যসিদ্ধি।
কেহ কোন কাজে গিয়া বিলম্ব করিলে প্রায়ই কাজ সিদ্ধ হইয়া থাকে। অথবা ধৈর্য ধরিয়া কার্য করিলে সে কার্য সিদ্ধ হয়। "সবুরে মেওয়া ফলে।"

বিল শুকাবে যখন,
বকের আমোদ তখন।
কেননা স্বল্পজলে সে অনায়াসে মৎস্য ধরিয়া খাইতে পারিবে।

বিশ্বকর্মা যত কারিকর,
তা' জগন্নাথদেবে প্রকাশ।
কার্য দেখিয়া কাহারও অক্ষমতা বুঝিতে পারা।

বিশ্বকর্মার বেটা বেয়াল্লিশ কর্মা।
বাপ অপেক্ষা বেটা অধিক বাহাদুরি দেখাইতে গেলে ব্যঙ্গচ্ছলে প্রযোজ্য।

বিশ্বকর্মার স্থূঁচ গড়া।
বড়কে দিয়া সামান্য কাজ করিয়া লওয়া।

বিশ্বাসেই সিদ্ধি।
দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলেই কার্যে সিদ্ধি লাভ করা যায়।

বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ,
তর্কে বহু দূর।
বিশ্বাসে যাহা সুলভ, তর্কে তাহা দুর্লভ হয়।

বিষকুম্ভং পয়োমুখম্।
সংস্কৃত প্রবাদ দ্রঃ। "Beneath the rose lies the serpent."

বিষ খেয়ে বিশ্বম্ভর।
যে নানা শোকদুঃখ সহ্য করিয়া স্থিরভাবে থাকে, অথবা প্রকাশ করিবার নয়, এমন কথা অন্তরে গোপন করিয়া গম্ভীরভাবে থাকে তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

বিষদাঁত ভাঙ্গা।
সাপের সম্মুখে দুই দিকে দুইটি দাঁত আছে, এই দাঁত ফাঁপা; এবং ইহার নীচেই বিষের থলি থাকে। এই দাঁত ভাঙ্গিয়া দিলে সাপের আর কোন তেজ থাকে না, এবং সে কামড়াইলেও আর কোন অপকার হয় না। যে যে শক্তি-প্রভাবে অনিষ্ট করে, তাহার সেই শক্তি নষ্ট হওয়া।

বিষ নাই কুলোপানা চক্র।
যে ক্ষমতাহীন ব্যক্তির আস্ফালন সার।

বিষয় বুঝে ব্যবস্থা।
যাহা যেমন বিষয় তাহার সেইরূপ ব্যবস্থা।

বিষস্য বিষমৌষধং।
সংস্কৃত প্রবাদ দ্রঃ। "Cunning outwinning cunning."

বিষহারা ঢোঁড়া,
গর্জন মুলুকজোড়া।
ক্ষমতাহীনের মৌখিক আস্ফালন বেশী।

বিষে বিষক্ষয়।
শরীরে বিষের ক্রিয়া দেখিলে চিকিৎসকেরা বিষ খাওয়াইয়া তাহার প্রতীকার করেন। কোন মন্দ কার্য দ্বারা অপকার হইলে, সেইরূপ কার্য দ্বারা তাহার প্রতীকার করা। "Like cures like." "বিষস্য বিষমৌষধং।"

বিষ্ঠায় ঢেলা মারলে
নিজের গায়ে ছিটকে পড়ে।
নীচ লোকের সহিত বিবাদ করিতে গেলে আপনাকেই অপমানিত হইতে হয়।

বিসমোল্লায় গলদ।
আরম্ভেই ত্রুটি। কোন কার্যের মূল দোষযুক্ত হইলে প্রযোজ্য।

বিস্তর বাড়ে পতন।
অতিশয় গর্বে ধ্বংস অনিবার্য। "অত্যুচ্চঃ পতনায়ন্তে।" "Pride goeth before destruction."

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।
পৃথিবী বীরগণেরই উপভোগ্যা। যাহার

ক্ষমতা বেশী, সেই রাজা হইয়া পৃথিবী অধিকার করে। "যার লাঠি তার মাটি।"

বুক ফাটে ত মুখ ফোটে না।
বুক ফাটিয়া গেলেও স্ত্রীজাতির ন্যায় কিছুতেই মনের কথা বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ না করা।

বুকে ব'সে দাড়ি উপড়ানো।
যাহার আশ্রয়ে থাকা যায়, তাহারই অনিষ্ট করা।

বুকের পাটা পাঁচ হাত।
ছাতি বেশী প্রশস্ত হইলে লোক সাহসী হয়। অতিরিক্ত সাহস দেখানো।

বুঝ আয়, কর ব্যয়।
আয় অনুরূপ খরচ কর। "Ask thy purse what thou shouldst buy."

বুঝতে নারি সেকরার ঠার,
বলে এক করে আর।
সেকরা মুখে এক রকম বলে, কিন্তু কাজে অন্যরূপ করে।

বুঝলাম তোমার গিন্নীপনা,
তেল থাকে ত নুন থাকে না।
কাহাকেও কোন কাজের ভার দিলে সে যদি সে কাজ সুশৃঙ্খলে চালাইতে না পারে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বুড়ো দাদাকে গায়ত্রী শেখানো।
বৃদ্ধ দাদামহাশয়কে নাতির গায়ত্রী শিখাইতে যাওয়া। যে বহুদিন হইতে যে কাজে অভ্যস্ত, অল্পদিনের অভ্যস্ত কোন লোকের তাহাকে সে সম্বন্ধে কোন কথা শিখাইতে বা উপদেশ দিতে যাওয়া।

বুড়ো দিয়ে জরা শোধ।
বৃদ্ধ ত জরাগ্রস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার উপরেই জরাকে অধিকার করিতে বলা। যাহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, এমন উপায়ে প্রতিজ্ঞা রাখা।

বুড়ো বয়সে চূড়াকরণ।
বেশী বয়সে অল্প বয়সোচিত কার্য করিতে যাওয়া।

বুড়ো বয়সে ধেড়ে রোগ।
বুড়ো বয়সে বালকোচিত কার্য করা।

বুড়ো মেরে খুনের দায়।
বৃদ্ধের শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া থাকে, সে মরিয়াই আছে, তাহার উপর তাহাকে দুই ঘা মারিলেই সে মরিয়া যায়, সুতরাং তখন খুন করার দায়ে পড়িতে হয়।

বুড়ো হ'লে বক চিনে না।
বেশী বয়সে সাধারণ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।

বুড়োয় বুড়োয় কথা,
প্রতি কথায় কাসি ;
যুবায় যুবায় কথা,
প্রতি কথায় হাসি।
বার্ধক্য ও যৌবনের পার্থক্য প্রদর্শন। বুড়া বয়সে কাস রোগে কাতর ; আর যুবক-জীবন উদ্দাম আশা ভরসা আনন্দময়।

বুড়ো শালিক পোষ মানে না।
শিশুর ন্যায় অধিকবয়স্ক লোককে প্রতিপালন করিয়া সহজে বাধ্য করা যায় না।

বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।
ছোট শালিক পাখীর মত বুড়া শালিকের ঘাড়ে আর রোঁয়া উঠে না। বৃদ্ধাবস্থায় যুবজনোচিত কার্য করিতে উৎসুক হওয়া।

বুড়ো হইলে বায়াত্তুরে পায়।
মানুষ বুড়া হইলে তাহার বায়াত্তুরে অর্থাৎ ভীমরতি হয়, এই অবস্থায় মানুষের সাতিশয় ভ্রান্তি উপস্থিত হয়।

বুড়োর নাই কাজ
(বেড়া) ভাঙ্গে আর বাঁধে ;
বুড়ীর নাই কাজ,
চালধান ফেলে আর বাছে।
বুড়োবুড়ী বাজে কাজে সময় কাটায়।

বুদ্ধিগুণে হা ভাত,
বুদ্ধিগুণে খা ভাত।
লোকের বুদ্ধি মন্দ হইলে হা অন্ন হা অন্ন করিয়া বেড়ায়, আবার বুদ্ধি ভাল হইলেই সুখস্বচ্ছন্দে দিনপাত করে।

বুদ্ধিতে বৃহস্পতি।
কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী হইলে তাহাকে দেবগুরু বৃহস্পতির সহিত তুলনা করা হয়। নির্বোধকে শ্লেষ করিয়াও এই বাক্য বলা যায়।

বুদ্ধি না থাকলে বাপের
পুকুরে ডুবে মরে।
বুদ্ধিহীন ব্যক্তি আপনার কার্যে আপনি বিপন্ন হয়।

বুদ্ধি যার বল তার
বুদ্ধিপ্রভাবে দুর্বল অতি প্রবলকেও পরাভূত করে।

বুনলাম ধান হ'লো তিল,
ফললো রুদ্রাক্ষ খেলাম কিল।
একরূপ কাজ করিতে গিয়া তাহার ফল অন্যরূপ হওয়া।

বৃক্ষের পরিচয় ফলে।
ফলের ভালমন্দ দেখিয়াই কার্যের ভালমন্দ বিচার করা যায়। "ফলেন পরিচীয়তে।"

বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী।
সমস্ত জীবনটা পাপ কার্যে কাটাইয়া বৃদ্ধ বয়সে ধার্মিক সাজা। "A young whore, an old saint."

বৃন্দে দূতী।
শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার মিলনকল্পে বৃন্দা অনেক সাহায্য করিয়াছিল, এবং শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে বৃন্দা তথায় গমন করিয়া রাধিকার অনুযোগ জ্ঞাপন করিয়াছিল। এ জন্য কেহ কাহারও কথা পরস্পরের নিকট চালনা করিলে তাহাকে "বৃন্দে দূতী" বলে।

বৃহন্নলা সারথি যার,
পরাভব কোথা তার !
অজ্ঞাতবাসকালে কঙ্ক নামধারী যুধিষ্ঠির পুত্রের জন্য চিন্তিত বিরাটরাজকে বলিয়াছিলেন, বৃহন্নলা যাহার সারথি, তাহার পরাজয় অসম্ভব।

বেঁচে থাক আমার চূড়াবাঁশী,
মিলবে কত রাজরানী দাসী।
চূড়া ও বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণকে অনেক গোপী ভজনা করিত। আকর্ষণীশক্তি থাকিলে অনেকেই তাহাতে আকৃষ্ট হয়।

বেঁটে লোক হেঁট হয়।
বেঁটে লোকে সহজেই হেঁট হইতে পারে। যে বিনয়ী, সে সহজেই বিনয় দেখাইতে পারে।

বেঁড়েকে চমরা বলা।
বেঁড়ে অর্থাৎ লাঙ্গুলহীনকে চমরা অর্থাৎ সুন্দর লাঙ্গুলযুক্ত বলিলে তাহার অত্যন্ত গর্ব হয়। নীচকে ভাল বলিয়া প্রশংসা করিলে সে গর্বে স্ফীত হইয়া উঠে। কার্যসিদ্ধিকল্পে গুণহীনে গুণ আরোপ করিয়া খোশামোদ করা।

বেঁড়ে গরুর ওকড়া বনে ভয় কি ?
যে গরু বেঁড়ে, লেজ না থাকায় তাহার লেজে ওকড়া ফল জড়াইবার সম্ভাবনা নাই, তাই সে ওকড়া বনে যাইতে ভয় করে না। ভাল লোকেই কুস্থানে যাইতে ভয় করে, কিন্তু যে মন্দ লোক, যাহার দুর্নামের ভয় নাই, সে স্বচ্ছন্দে কুস্থানে যায়।

বেঁড়ে গরুর লেজ ধ'রে
স্বর্গে যাওয়া।
অকর্মণ্যকে দিয়া কাজ উদ্ধার করিতে যাওয়া।

বেঁধে মারে, সয় ভাল।
বাঁধিয়া মারিলে কোন উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা চুপ করিয়া থাকা। উপায়ান্তর না থাকায় কোন অসহনীয় বিষয় সহ্য করা।

বেকারের চেয়ে বেগার ভাল।
"বসে না থাকি বেগার খাটি" দ্রঃ।

বেগম চেনে না বেগুন।

উচ্চপদস্থ লোকে সামান্য বস্তু জানে না—এইরূপ ভান করিয়া থাকে।

বেগার খাটবে ত বেকার থাকবে না।

তাহা হইলে কিছু না কিছু উপার্জনও হইবে, স্বাস্থ্যও ভাল থাকিবে।

বেগারের দৌলতে গঙ্গাস্নান।

একজন অপরের বেগারে কোন স্থানে গিয়াছিল; সেই স্থানে গঙ্গা ছিল; উক্ত ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিল; ফলে কিছু পুণ্য লাভ হইল। যে কাজ করিতেছে তাহাতে লাভ না থাকিলেও অন্য প্রকারে কিছু লাভ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বেগুন গাছে আঁকশি।

বেগুন গাছ অতি ক্ষুদ্র গাছ, তাহাতে আঁকশি দিয়া বেগুন পাড়িবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে কাজ করিবার জন্য কোন উদ্যোগ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, সেই কাজ করিতে মহাড়ম্বর করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। ইহা শিষ্ট প্রয়োগ। কোন ব্যক্তির অতিমাত্র ক্ষুদ্রত্ব বা নগণ্যত্ব প্রচার করা।

বেঙ দেখে পুকুর কেটেছে, মুতে ভাসাবার তরে।

কোন ক্ষুদ্র লোক কোন ক্ষুদ্র কার্যে সহায়তা করিতে অসম্মত হইলে তাহার সাহায্যের আশাতেই কার্য আরম্ভ হয় নাই, ইহা বুঝাইবার জন্য এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

বেঙ মারতে সোনার কাঁড়।

ক্ষুদ্র কার্যসিদ্ধির জন্য বৃহৎ উপায়ের আবশ্যকতা নাই। "মশা মারতে কামান পাতা।" "Breaking a butterfly on the wheel."

বেঙের আধুলি।

এক বেঙ একটি আধুলি কুড়াইয়া পাইয়াছিল। বেঙ সেই আধুলিটির উপর সর্বদা বসিয়া থাকিত, এবং পথ দিয়া যে যাইত, অহংকারে তাহাকেই লাথি মারিত। একদিন একজন পথিককে এইরূপে লাথি মারায় পথিক ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিতে পারিল যে, এই আধুলিটিই বেঙের গর্বের কারণ এবং তজ্জন্যই সে সকলকে লাথি মারে। তখন পথিক বেঙ নিদ্রিত হইলে ঐ আধুলিটি চুরি করিয়া লইয়া চলিয়া গেল, বেঙও আর কাহাকেও লাথি মারিত না। সামান্য ধন পাইয়া কেহ অধিকতর গর্বিত হইলে সেই ধনকে "বেঙের আধুলি" বলে।

বেঙের আবার সর্দি।

বেঙ সর্বদাই জলে থাকে, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগিয়া তাহার সর্দি হইতে পারে না। যে যে বিষয়ে অভ্যস্ত, তাহার সে বিষয়ে কোন কষ্ট হয় না।

বেঙের নাকে মিসের নোলক।

যাহার নাক খাঁদা তার নোলক পরা।

বেঙের মাথায় সোনার ছাতি।

নীচ লোকের বড়মানুষি করা।

বেটার ভেক ত নয়, ভাঙলে দুখানা বোকনো হয়।

কোন ভিক্ষুক এমন এক ভিক্ষাপাত্র আনিয়াছে যে, তাহা ভাঙ্গিলে দুইখানা বোকনো হইতে পারে; ভিক্ষুক নিজের দিন চলার মত ভিক্ষা করিবে, কিন্তু সে দশজনের মত ভিক্ষা পাইবার উপযুক্ত পাত্র লইয়া ফিরিতেছে। সামান্য প্রার্থীর অত্যুচ্চ আশা। "আতর নিতে বোকনো আনা।"

বেড়া নেড়ে গৃহস্থের মন বুঝা।

চোর চুরি করিতে আসিয়া প্রথমে বেড়া নাড়িয়া দেখে যে, গৃহস্থ সজাগ আছে কি না। যদি কেহ সতর্ক থাকিয়া সাড়া দেয়, তবে সে ভালমানুষের মত চলিয়া যায়, নতুবা চুরি করে। কাহারও কোন অনিষ্ট করিবার পূর্বে কোন উপায়ে তাহার মন পরীক্ষা করা।

বেনের কাছে মেকি চালানো।

বেনে সর্বদাই টাকা নাড়াচাড়া করে, এবং সোনা রূপা হাতে পড়িলেই তাহা চিনিতে পারে। সুতরাং তাহার কাছে মেকি চালাইতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। যে যে কাজ ভাল জানে, তাহাকে সেই কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করা।

বেনে কি জানে কর্পূরের গুণ, শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব লুণ।

সামান্য লোকে উচ্চ বস্তুর মর্যাদা বুঝিতে পারে না, সে তাহাকে সামান্য বস্তুই মনে করে।

বেদে চিনে সাপের হাঁচি।

যে যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সে সেই বিষয়ের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যে কোন একটু ঘটনা দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারে।

বেদের ছেলের নলের আগায় ভাত।

বেদের ছেলে একগাছা নল পাইলে তদ্দ্বারা সে অন্নের সংস্থান করিতে পারে অর্থাৎ নলের দ্বারা পাখী মারিয়া তাহা বেচিয়া ভাতের যোগাড় করে।

বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো।

বেনাবনে মুক্তা ছড়াইলে তাহাতে কোন লাভ নাই, তাহাতে মুক্তার ঔজ্জ্বল্য জঙ্গলের ভিতর পড়িয়া হ্রাস হইয়া যায়। অপাত্রে উপদেশ দেওয়া। "Casting pearls before swine." "বানরের গলায় মুক্তার মালা।"

বেনো জল ঢুকে সাবেক (মিঠেম) জল টেনে আনে।

জলাশয়ে বানের জল ঢুকিলেই পথ প্রশস্ত হয়, সুতরাং সেই প্রশস্ত পথে জলাশয়ের পূর্বরক্ষিত জলও বানের জলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এজন্য কোন নূতন কাজের দ্বারা পুরাতন কাজের ক্ষতি হইলে, এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বেয়াই যত ঘি খায়, এক আঁচড়ে জেনেছি।

যে ঘি খায় তার গা চকচকে হয়; তাহাতে নখের আঁচড় লাগিলে খড়ির ন্যায় সাদা সাদা দাগ বসে না। যদি দেখা যায় যে ঐরূপ দাগ বসিয়াছে, তখন সে যে ঘি খায় না, তাহা বুঝা যায়। পরীক্ষা করিয়া কাহারও অসারতা প্রমাণিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

বেয়ানে বাদল বাদল নয়, মায়ে ঝিয়ে কোঁদল কোঁদল নয়।

বেয়ান—বিহান, প্রাতঃকাল। সকালে মেঘ করিয়া বাদল আরম্ভ হইলে তাহা বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না, আর মায়ের সহিত কন্যার ঝগড়াও বেশীক্ষণ থাকে না; এই দুইএরই শীঘ্রই অবসান হইয়া যায়।

বেল পাকলে কাকের কি?

যাহাতে নিজের কোন উপকার নাই, এমন ব্যাপার ভালই হউক, বা মন্দই হউক, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই।

বেল্লিকের নিমন্ত্রণ, না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

যাহার কথার ঠিক নাই, সে কোন বিষয়ে আশা দিলে যতক্ষণ না তদনুরূপ কাজ শেষ হয়, ততক্ষণ তাহাতে আস্থাস্থাপন করিতে নাই।

বেশ্যার দুয়ারে টঙ্কা টঙ্কা; গুরুর বেলায় নবডঙ্কা!

অর্থ স্পষ্ট।

বেহায়ার নাই লাজ নাই অপমান; সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

বেহায়ার কিছুতেই লজ্জা বা অপমান বোধ হয় না; কিন্তু ভাল লোককে একটি মাত্র রূঢ় কথা বলিলে তিনি মর্মে মরিয়া যান।

বেহায়ার বালাই নাই।

বেহায়া লোকের বালাই অর্থাৎ মান-অপমানাদি কোন আপদ্ নাই; সে মান,

অপমান, তিরস্কার, গঞ্জনা কিছুতেই বিচলিত হয় না।

বৈদ্যনাথের ষাড় (এ ড়ে)।

বৈদ্যনাথের ষাঁড়ের কোন কাজ নাই, সে কেবল পরের খাইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন লোক কাজকর্ম কিছু না করিয়া কেবল পরের স্কন্ধে খাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলে তৎসম্বন্ধে ইহা প্রযুক্ত হয়।

বৈদ্যের বড়ি, ছুঁলে কড়ি।

কবিরাজের বড়ি পাওয়া হউক বা না হউক, তাহা স্পর্শ করিলেই পয়সা দিতে হয়।

বৈরাগীর রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে।

"রাগটুকুও আছে, সুখটুকুও আছে" দ্রঃ।

বৈষ্ণব হইতে বড় হয়েছিল সাধ, তৃণাদপি শুনে মনে লেগে গেছে বাধ।

বৈষ্ণব হইলে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে থাকা যায়, কিন্তু বৈষ্ণব হইলে আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও হীন মনে করিতে হয়, অর্থাৎ সকলের নিকটেই হীনতা স্বীকার করিতে হয়, ইহা শুনিয়া মনোমধ্যে বড়ই খটকা লাগিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বৈষ্ণব হইবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইতেছে। কোন কার্যকে সুখকর জ্ঞানে অগ্রসর হইয়া পরে তাহার কষ্টের কথা শুনিয়া পশ্চাৎপদ হওয়া। "সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে, পোঁদ ফাটে মোচ্ছব দিতে।"

বোঁচা কান চুল দে ঢাকা।

নিজের কলঙ্কের কথা কোন উপায়ে গোপন করিতে চেষ্টা করা।

বোঝার উপর শাকের আঁটি।

একটা বৃহৎ কার্য সম্পাদনের সঙ্গে একটা ক্ষুদ্র কার্যসাধনের ভার দেওয়া।

বোন সতীনের ঘর।

"নিম তেতো নিসিন্দে তেতো" দ্রঃ।

বোবার শত্রু নাই।

পরের বিষয়ে কথা না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিলে কাহারও বিদ্বেষভাজন হইতে হয় না।

বোবার স্বপ্ন দেখা।

বোবা স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নে কথাবার্তা কহে, কিন্তু স্বপ্ন ভাঙ্গিলে তাহার আর কথা কহিবার শক্তি থাকে না এবং স্বপ্নের কথা সে কাহাকেও জানাইতে পারে না। সে আশা কিছুতেই পূর্ণ হইতে পারে না, কল্পনায় এমন আশাকে পূর্ণ হইতে দেখা।

বোবা হলেই কালা হয়।

সাধারণতঃ লোকের এইরূপ ধারনা।

বৌ না বোবা, বৌ না বাবা।

বধূরা প্রথম প্রথম স্বামিগৃহে আসিয়া বোবার মত থাকে, বেশী কথা কয় না। শেষে একটু গৃহিণী হইয়া উঠিলে যখন ঝংকার দিতে আরম্ভ করেন, তখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন।

ব্যথার ব্যথী।

যে দুঃখে কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহাকে "ব্যথার ব্যথী" কহে।

ব্যাস-কাশী।

কাশীতে কালভৈরব কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া ব্যাসদেব তপঃপ্রভাবে দ্বিতীয় কাশী নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, এবং তথায় প্রাণত্যাগমাত্র জীব মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে এইরূপ বিধান করেন। শেষে ভগবতীর কৌশলে তথায় মরিলে গর্দভ হইবে এইরূপ বিধান হইয়া যায়। ভাল কাজ করিতে গিয়া শেষে বুদ্ধিদোষে তাহাকে মন্দ কাজে পরিণত করা।

ব্রণ চুলকে ঘা করা।

একটা সামান্য ব্যাপারকে নাড়াচাড়া করিয়া অনিষ্টজনক ঘটনারূপে পরিণত করা।

ব্রাহ্মণে আর চণ্ডালে, হাতী আর বিড়ালে।

ক্ষুদ্র বস্তুর সহিত বৃহৎ বস্তুর তুলনা করিলে উহা যে অসংগত, তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ভ

ভক্তিতে ভগবান্ তুষ্ট।

ভগবান ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন।

ভক্তিহীন ভজন, আর লবণহীন রন্ধন।

লবণহীন (আলোনা) ব্যঞ্জন যেমন অতি বিস্বাদ, ভক্তি না থাকিলে ঈশ্বর আরাধনাও সেইরূপ নিষ্ফল হয়।

ভক্তের ভগবান্।

ভগবান্ ভক্ত লোকেরই বাধ্য; ভক্তি থাকিলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

ভগবানের আসন বটপত্র।

পুরাণে কথিত আছে যে প্রলয়ান্তে ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়সলিলে বটপত্রের উপর শয়ন করিয়াছিলেন। কোন সম্ভ্রান্ত লোক আসিলে তাঁহাকে উপযুক্ত আসন দিতে না পারিয়া সামান্য আসনে বসাইতে হইলে লোকে এই কথা বলিয়া থাকে। অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্ যখন অনন্যোপায় হইয়া বটপত্রের উপর অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন, তখন আপনিও অনন্যোপায়ে এই ক্ষুদ্র আসনই গ্রহণ করুন।

ভগ্নগৃহে বাস, দুঃখ বারো মাস।

ভাঙ্গা ঘরে গ্রীষ্মে রোদের তাপ লাগে, বর্ষায় বৃষ্টির জল পড়ে, শীতে হিম আসে, সুতরাং সকল সময়েই কষ্ট।

ভজনের সঙ্গে খোঁজ নাই, ভোজন ছত্রিশ জেতে।

ধর্মের ভানকারী সম্প্রদায়বিশেষের সম্বন্ধে বলা হয়। "হরিনামের সঙ্গে খোঁজ নাই, স্ফটিকের মালায় খোপ।"

ভট্টাচার্য খুঁটের খুঁট, অধ্যায়নে সবংশে ভুট।

খুঁট আঁখুরে ভট্টাচার্য মহাশয় এমনই অধ্যয়ন করিলেন যে, যজমান সবংশে নির্বংশ হইয়া গেল। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে দিয়া কোন কাজ করাইতে গেলে যে কার্য পণ্ড হয়, অধিকন্তু অন্যান্য কার্যেরও ক্ষতি হয়।

ভট্টাচার্যের পত্র আড়াল।

(১) জনৈক ভট্টাচার্যের নিকটে এক ব্যক্তি বিধান জানিতে আসিয়াছিল যে, কোন উচ্চজাতীয় ব্যক্তি নীচজাতীয়ের সহিত পাশাপাশি বসিয়া ভোজন করিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐরূপে ভোজন করিয়াছিল, সে ইহার পূর্বেই আসিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়কে কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে তৈলবট দিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহার মাহাত্ম্য রক্ষার জন্য ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন, ইহাতে বিশেষ কোন দোষ হয় নাই, কেননা, পাশাপাশি বসিলেও মধ্যে পত্র (ভোজনের পাত্র) আড়াল ছিল। তদবধি উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে। যাহার সম্মুখে যে কাজ করিতে নাই, নামমাত্র আড়াল দিয়া তাহার সম্মুখে সেই কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

(২) এমন অনেক ভট্টাচার্য আছেন, যাঁহারা সাধারণসমক্ষে সাতিশয় শুদ্ধাচারিতা প্রদর্শন করেন, কিন্তু একটু আড়ালে গিয়া কদাচারে প্রবৃত্ত হন। এই ভাবেও উক্ত প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভণ্ড তপস্বী।

বাহিরে ধার্মিকতার ভান করিয়া গোপনে দুষ্কার্যকারী।

ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

ভদ্রলোকের আঁস্তাকুড়েও যদি আশ্রয় পাওয়া যায় তাহাও ভাল, কেননা তাহাতে মান আছে; কিন্তু ছোটলোকের আশ্রয়ে অট্টালিকায় থাকিলেও মান নাই।

ভবি ভুলবার নয়।

ভবি বা ভবানী নামে একটি বালিকা অন্যায় আবদার ধরিয়াছিল। তাহার মাতাপিতা তাহাকে ভুলাইবার জন্য কত

রকম জিনিস দিলেম, শেষে বিরক্ত হইয়া প্রহার পর্য্যন্ত করিলেন। তথাপি সে নিজের জেদ ছাড়িল না, বলিল, "তেল দাও, সিঁদুর দাও, ভবি ভুলিবার নয়।" কেহ কোন জেদ ধরিলে বহু প্রলোভনে বা বহু বিঘ্নপাতেও তাহা পরিত্যাগ না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভবের বাজি ভোর।

সংসারের খেলা শেষ। মৃত্যু। "Paying the debts of Nature."

ভরা ডুবি।

বোঝাই নৌকা ডুবিয়া যাওয়া; সকল দিক্ নষ্ট হওয়া।

ভরা ডুবির মুঠা লাভ।

যাহার সকল দিক্ নষ্ট হইতেছে, কোনরূপে তাহার একটা দিক্ রক্ষা করিতে পারা।

ভরা পেটে মোণ্ডা তেতো।

আকাঙ্ক্ষা মিটিয়া গেলে ভাল জিনিসও মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

ভরা ভাতে কাঠা দেওয়া।

যে কাজ প্রায় সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে, বাধা দিয়া সে কাজ নষ্ট করা।

ভরার মেয়ে।

পূর্ববঙ্গে বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে উচ্চ-বংশীয়দের মধ্যে কৌলীন্য প্রথার ফলে কন্যা দুর্লভ বলিয়া নৌকাযোগে অন্য স্থান হইতে কন্যা আনাইয়া বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাদের ভরার মেয়ে বলে। ইহাদের প্রকৃত জাতিকুল অজ্ঞাত থাকে; প্রায়ই ইহারা নীচজাতীয়া কন্যা হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে কন্যার জাতিকুলের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং তাহার স্বামী শ্বশুর প্রভৃতিকে সমাজে নিন্দনীয় হইতে হয়। সেইজন্য ভরার মেয়ে বলিলে সামাজিক হীনতাই প্রকাশ পায়।

ভল্লুকের জ্বর।

ক্ষণস্থায়ী অসুস্থতা।

ভস্মে ঘি ঢালা।

জলন্ত আগুনে ঘি দিলে তাহা পুড়িয়া আহুতির কাজ করে; কিন্তু আগুন নিবিয়া গেলে ছাইএর উপর ঘি ঢালিলে তাহাতে কোন ফল নাই। কাজের সময়ে কাজ না করিয়া, কাজ নষ্ট হইয়া গেলে তজ্জন্য পরিশ্রম বা অর্থব্যয় করা অথবা পরিশ্রম বা অর্থব্যয় সার্থক না হওয়া।

ভাঁড়ে নাই ঘি, ঠকঠকালে হবে কি?

ভিতরে সার নাই, অথচ তাহা দেখাইবার জন্য বৃথা চেষ্টা।

ভাঁড়ে মা ভবানী।

কিছুমাত্র অর্থসংস্থান নাই।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই।

ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায়ই মিল থাকে না, বিবাদ করিয়া পরস্পর পৃথক্ হয়।

ভাই ভাই, মেরে যাই ত ফিরে চাই।

ভ্রাতৃস্নেহ অপূর্ব জিনিস। হাজার বিবাদ থাকিলেও, এমন কি, ভাইকে মারিয়া গেলেও যাইতে যাইতে একবার পাছু ফিরিয়া দেখে, অর্থাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করে। যতই বিবাদ থাকুক, এক ভাই বিপদে পড়িলে অপর ভাই কখনই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। "Blood is thicker than water."

ভাইয়ের ভাই, ডান হাত দিলে বাঁ হাত পাই।

ভাই পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া ডান হাত বাড়াইয়া দিলে, নিজে পড়িবার সময় ভাইও বাঁ হাত বাড়াইয়া দিয়া রক্ষা করে। লোকের সাহায্য করিলেই লোকের নিকট সাহায্য পাইবে।

ভাইয়ের ভাত, ভাজের হাত।

কোন স্ত্রীলোককে ভ্রাতৃগৃহে বাস করিতে হইলে সে ভ্রাতার অন্ন পায় বটে, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার কর্তৃত্ব সহ্য করিতে হয়।

ভাগাড়ে মড়া পড়ে, শকুনির টনক নড়ে।

ভাগাড়ে মড়া পড়িলে শকুনি যেখানেই থাক না কেন, তাহার টনক নড়িয়া উঠে, অর্থাৎ তাহার মস্তিষ্কে ঐ ভাব জাগিয়া উঠে, সে উহা জানিতে পারে। কোন বিষয়ের আয়োজন হইলেই যদি তাহার গ্রাহক আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তবে সেইস্থলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

ভাগের কড়ি মাঙ্গে বয়।

পয়সা কড়ি ভারী লাগিলেও লোকে তাহা নিজেই বহিয়া লইয়া যায়, অন্যের মাথায় সহজে চাপায় না। কিন্তু যে পয়সার অন্যান্য অংশীদার আছে, তাহা স্বচ্ছন্দে তাহার মাথায় চাপাইয়া লইয়া যায়; কেননা তাহা গেলে সকলেরই যাইবে, থাকিলে সকলেই পাইবে।

ভাগের ভাগ পেলে, না খেয়েও চিবিয়ে ফেলে।

লোকে ভাগের ভাগ কিছুতেই ছাড়ে না, তাহা খাইতে না পারিলে চিবাইয়া ফেলিয়া দিবে তাহাও স্বীকার, তথাপি ভাগ লইতে হইবে। প্রয়োজন না থাকিলেও ভাগীকে না দিয়া তাহা অন্যত্র ফেলিয়া দিবে।

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।

যাহারা দুই তিন ভাই, এবং যাহাদের মধ্যে পরস্পর মনোবাদ আছে, তাহাদের মায় মৃত্যুকালে গঙ্গাযাত্রা হয় না। সকলেই মনে করে, আমার কি দায়, উহারও ত মা, ঐ লইয়া যাক্। এইরূপ ঠেসাঠেসি করিতে করিতে মায়ের পরলোকযাত্রা হয়, কিন্তু গঙ্গাযাত্রা ঘটিয়া উঠে না। ভাগের কোন কাজ থাকিলে কেহই তাহাতে আন্তরিক যত্ন না করায় সে কাজ নষ্ট হইয়া যায়। "What is everybody's business is nobody's business."

ভাগ্যমানের দু'টি পুত, একটি বানর, একটি ভূত।

হতভাগোর সব ছেলেই সমান অপদার্থ।

ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ বয়।

ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কাজ বিনা আয়াসে সিদ্ধ হয়।

ভাঙ্গবে তবু মচকাবে না।

ভাঙ্গিয়া যাইবে, তথাপি নুইবে না। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক প্রাণ দিবে, তথাপি সংকল্প ত্যাগ করিয়া মাথা নীচু করিবে না।

"Break but not bend."

ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল।

যে গ্রাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে অর্থাৎ গ্রামের অধিকাংশ লোক গ্রামত্যাগ করিয়াছে, সেই গাঁয়ের উপর যে কর্তৃত্ব করে। নগণ্য লোক।

ভাঙ্গা ঘরে জোছনার আলো, যে দিন যায় সে দিন ভালো।

ভাঙ্গা ঘরের ফাঁক দিয়া জ্যোৎস্না ঢুকিয়া যে দিন ঘরকে আলোকিত করে, সেই দিনই মঙ্গল, সে দিন আলো না আসে, সে দিন ত অন্ধকারে যাইবেই। দুঃখের সময়ে কষ্ট ত আছেই, তাহার মধ্যে যদি একটা দিন সুখে কাটে তাহাই ভালো।

ভাঙ্গা ঘরে ভূতের বাসা।

ভাঙ্গা ঘর পাইলেই ভূত আসিয়া তাহাতে বাস করে। স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলেই তখন নানা রোগ আসিয়া দেহকে আশ্রয় করে।

ভাঙ্গা পা খালে (খানায়) পড়ে।

যে দিকে একটু ছিদ্র থাকে, সেই দিক্ দিয়াই আরও বিপদ্ ঘটে। ("খোঁড়ার পা-ই খানায় পড়ে" পাঠান্তর।)

ভাঙ্গা মঙ্গলচণ্ডী কুস্বপনের গোড়া।

মঙ্গলচণ্ডী মঙ্গলদায়িকা বটে, কিন্তু ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাই নানা কুস্বপন দেখায়। ভাল লোকের প্রকৃতি মন্দ হইলে সেই তখন নানা অনর্থ ঘটায়।

ভাঙ্গা শাখা জোড়া লাগে না।

মন একবার বিকৃত হইলে আর তাহা

ভাল হয় না। কিংবা সুনাম একবার কলঙ্কিত হইলে তাহার পুনরুদ্ধার হওয়া কষ্টসাধ্য। "ভিন্নশ্লিষ্টা তু যা প্রীতির্ন সা মে হয় যুজ্যতে।"

ভাঙ্গা হাটে কাড়া দেওয়া।

হাট ভাঙ্গিয়া গেলে অনেক লোক চলিয়া যায়, তখন কোন কথা ঘোষণার জন্ত কাড়া (ঢেঁচড়া) দেওয়া বৃথা, তাহা সকলে শুনিতে পায় না। সভা ভাঙ্গিয়া গেলে সেখানে কোন কথা বলার ফল নাই।

ভাজা খেতে সাধ হয়, তেলে বড় কড়ি।

ভাল জিনিস খাইতে সাধ আছে, অথচ পয়সা খরচে কাতর।

ভাজা বল ভুজো বল, ভাতের সমান নয়; মাসী বল পিসী বল, মায়ের মত নয়।

ভাজা ভুজো জিনিস যতই তৃপ্তিকর হউক না কেন, ভাতের মত কিছুই নহে। মাসী পিসী যতই আদর করুক না কেন, মায়ের মত স্নেহ কোথাও পাওয়া যায় না।

ভাজা মাছ উলটে খেতে জানে না।

যাহা সাধারণতঃ সকলেই জানে, এবং সকলের জানা উচিত, এইরূপ বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা। ন্যাকামি! "Butter will not melt in his mouth."

ভাজে ঝিঙ্গে ত বলে পটোল।

একটু কাজ করিয়া লোকের কাছে তাহা তিন গুণ করিয়া বলা, বা এক রকম কাজ করিবার ইচ্ছা করিয়া অন্যরূপ বলা।

ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কাটবার গোঁসাই।

এক অলস ব্যক্তি কেবল বসিয়া বসিয়া খাইত, তাহার স্ত্রী লোকের বাটাতে দাসীবৃত্তি করিয়া যাহা কিছু পাইত, তদ্দারা নিজের ও স্বামীর ভরণপোষণ নির্বাহ করিত। এদিকে গুণধর স্বামী কিন্তু একটু ক্রটি হইলেই স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তাড়না করিত। একদিন এক সামান্ত ক্রটিতে ক্রুদ্ধ হইয়া স্বামী তাহার নাক কাটিতে উদ্যত হইল। তখন স্ত্রী তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, "ভাত কাপড়ের কেউ নয়, নাক কটাবার গোঁসাই।" অর্থাৎ উনি স্ত্রীকে ভাত কাপড় দিয়া প্রতিপালন করিতে পারিবেন না, কেবল নাক কাটিয়া স্বামীগিরি ফলাইতে ওস্তাদ। যাহার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তাহা পালন না করিয়া কেবল কর্তৃত্বটুকু দেখাইতে যাওয়া।

ভাত খাই কাঁসি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না।

এক ব্যক্তি কবির দলে ঢোলের সঙ্গে কাঁসি বাজাইত। একদিন একস্থানে কবি গাওনার পর জনৈক লোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ হে, কাল নাকি ঢুলির সঙ্গে গায়েনের খুব রগড় বাধিয়াছিল?" সে উত্তর করিল, "আমি ভাত খাই, কাঁসি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না।" অর্থাৎ রগড়ের কিছু বুঝি না। যে নিজের কাজকর্ম করে, পরের খবর রাখে না, এরূপ লোক অপরের কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে এই প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি?

পয়সা থাকিলে লোকের বা জিনিসের অভাব হয় না।

ভাত নাই যার, জাত (মান) নাই তার।

যাহার ঘরে ভাতের সংস্থান নাই তাহার জাতি বা মান থাকে না, কেননা ভাতের জন্ত তাহাকে সকলের নিকট গিয়া হীনতা স্বীকার করিতে হয়।

ভাত পায় না, কুঁড়োর নাগর, আমানি খেয়ে পেটটা ডাগর।

কুঁড়ো-খেকো নাগর ভাত খাইতে পায় না, আমানি খাইয়া পেটটি মোটা করিয়াছে। পেটে ভাত নাই, অথচ মুখে ইয়ারকি চালায় এরূপ লোক।

ভাত পায় না টক্কা মুড়ি, খাট্টা খেতে চায়।

ঘরে ভাত নাই, অথচ মুখে নানাপ্রকার খাদ্যের ফর্দ প্রস্তুত করা।

ভাত পায় না ব্যঞ্জন (ছালুন) চায়।

ভাতই পায় কিনা সন্দেহ, তাহার উপর আবার তরকারি পাইবার প্রত্যাশা করে। অপরিহার্য বস্তুর প্রাপ্তি বিষয়েই সন্দেহ, তাহার উপর আবার আরও কিছু বেশী জিনিস পাইবার ইচ্ছা করা।

ভাত পায় না ভাতার চায়, থেকে থেকে আবার গয়না চায়।

পেটে খাইতে মিলে না, অথচ সুখের প্রত্যাশা করে। দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তির প্রতি শ্লেষ। "পেটে নাইক ভাত, কানে কেয়াপাত।"

ভাত পায় না মল প'রে কাঁদে।

ভাত খাইতে পায় না, মল পরিয়া বাহার দিয়া কাঁদিতে বসে।

ভাত রোচে না রোচে মোয়া (মুড়ি),

চিঁড়ে রোচে পোয়া পোয়া (মুড়ি মুড়ি)।

যাহাতে ফল আছে এমন কাজ করিতে পারে না, কিন্তু বাজে কাজ খুব করিতে পারে।

ভাতের ক্ষুধা কি তাতায় যায়?

"দুধের তৃষ্ণা কি ঘোলে মিটে?"

ভাতের চাউল চর্বণে যায়।

যে কাজের জন্ত যাহা আয়োজন করা হইয়াছে, কাজ আরম্ভের আগেই তাহা নিঃশেষ করা।

ভাতের দ্বিগুণ কোষ্টা শাক।

প্রয়োজনীয় বিষয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয় বেশী।

ভাদ্রমাসের তাল।

ভাদ্রমাসে তালতলায় কেহ থাকিলে তাহার স্কন্ধে তাল পড়ে। কেহ অতর্কিত ভাবে কাহারও পৃষ্ঠে প্রচণ্ড কিল মারিলে পিঠে ভাদ্র মাসের তাল পড়িল বলা হয়।

ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।

যখন প্রতিজ্ঞা করা যায়, তখনই সে কার্য সাধন করিতে পারা যাইবে কি না, তাহা ভাবা উচিত ছিল, প্রতিজ্ঞা করিয়া পরে সেজন্য ভাবিলে কি হইবে?

ভাবিলে ভাবনায় ঘেরে।

চিন্তায় চিন্তা বাড়ে।

ভাবে ডগমগ (গদগদ) তেলাকুচো, হেসে ম'লো কাল ছুঁচো।

বাহ্য সৌন্দর্যযুক্ত তেলাকুচো ফলের ভিতরে কোন গুণ নাই, থাকিলে যেন ভাবে ডগমগ হইতে থাকে; আর দুর্গন্ধময় কাল ছুঁচোও হাসিয়া অস্থির হয়। নির্গুণ ব্যক্তির আড়ম্বর। "রূপে চলচল" দ্রঃ।

ভাবের ঘরে চুরি।

অর্থাৎ মনে এক প্রকার, ব্যবহারে অন্ত প্রকার।

ভায়ারও ফলার।

'দাদারও ফলার' দেখ।

ভারত ছাড়া কথা নাই।

মহাভারত গ্রন্থ সকল বিষয়ের আধারস্বরূপ। ইহাতে ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, যোগ, পাপ, পুণ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই কথা আছে; ইহাতে যে কথা নাই, সে কথার অস্তিত্বই নাই। "যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে।"

ভারী নইলে ভার বয় কে?

যে ভারবহনে সমর্থ, সে না হইলে অপরে ভার বহন করিতে পারে না; যে যে কাজে অভ্যস্ত, সেই সে কাজ করিতে পারে।

ভাল করতে পারি না,
মন্দ করতে পারি ;
কি দিবি তা' দে।

উপকার করিলেই তবে পুরস্কারের উপর দাবি জন্মায়। এ ক্ষেত্রে দুর্দান্ত লোকে অত্যাচার করিতে বিরত থাকিবে বলিয়া পুরস্কার দাবি করিতেছে।

ভাল ঘোড়াকে এক চাবুক,
ভাল লোককে এক কথা।

ভাল ঘোড়ার গায়ে একটিবার চাবুক ঠেকাইলেই যথেষ্ট, আর ভাল লোকের একটি মাত্র কথাতেই চৈতন্য-সম্পাদন হয়। "A word to the wise."

ভালবাসার এমনি গুণ,
পানের সঙ্গে যেমন চুন ;
কম হইলে লাগে ঝাল,
বেশী হইলে পোড়ে গাল।

ভালবাসাও একটু কম হইলে তাহা ভাল লাগে না, আবার অতিরিক্ত হইলেও তাহা হইতে শেষে অনর্থ উপস্থিত হয়। পানের সঙ্গে পরিমিত চুনের ন্যায় পরিমিত ভালবাসাই ভাল।

ভালবাসার নাইক ভার।

ভালবাসা থাকিলে কোন কাজেই ভার বোধ হয় না ; যাহাকে ভালবাসা যায়, তাহার জন্য সকল কাজই করিতে পারা যায়।

ভাল মানুষকে ভাল কথা
বজ্জাতকে কিল।

ভাল লোককে ভাল কথা বলিয়া বাধ্য করিতে হয়, আর দুষ্ট লোককে প্রহার দিয়া বাধ্য করিতে হয়।

ভাল মানুষের বাপ আঁটকুড়ো।

নিতান্ত ভালমানুষ হইলে তাহার বাপকে আঁটকুড়ো অর্থাৎ অপুত্রক হইতে হয়। নিতান্ত ভালমানুষ হইলে সকলেই তাহার উপর উপদ্রব করিয়া থাকে। অথবা, ভাল মানুষ প্রায়ই জন্মগ্রহণ করে না, সুতরাং তাহার পিতা অপুত্রক।

ভালর ভাগী, মন্দের কেহ নয়।

"সময়ে সকলে সথা অসময়ে চলে গেছে।" "সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কার নয়।" "সুখের পায়রা।" "Fair weather friends."

ভালর ভাল সর্বঠাঁই,
মন্দের ভাল কোথাও নাই।

ভাল লোক হইলে তাহার সকল স্থানে বা সকল বিষয়েই ভাল হয়, মন্দ লোকের কোন স্থানেই ভাল হয় না।

ভালর ভাল সর্বকাল,
মন্দের ভাল আগে।

ভাল লোকের আগে বা শেষে সকল সময়েই ভাল হয় ; আর মন্দ লোকের আগে ভাল হয়, কিন্তু শেষে মন্দ হইয়া থাকে।

ভাল লোকের কিল চুরি।

ভাল লোক কিল খাইলে তাহা চুরি করে, অর্থাৎ অপমানিত হইলেও লজ্জায় তাহা প্রকাশ করে না। "Pocket an insult."

ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক।

হিন্দু ভাসুর ও ভ্রাতৃবধূর ন্যায় কেহ কাহারও ত্রিসীমায় যায় না—এরূপ ভাব।

ভিক্ষার চাউল তার
কাঁড়া আকাঁড়া।

ভিক্ষা করিয়া যে চাউল পাওয়া গিয়াছে, তাহার আর কাঁড়া (ভাল ছাঁটা) বা আকাঁড়া (ভাল ছাঁটা নয়) বিচার করিলে চলে না। যাচ্ঞালব্ধ বস্তুর ভাল মন্দ বিচার করিতে যাওয়া। "A gift horse must not be looked in the mouth." "A beggar must not be a chooser."

ভিক্ষুকের এক দোর বন্ধ,
শত দোর খোলা।

যে পরের খাটিয়া খায়, তাহার পক্ষে একজন বিরূপ হইলেও সে অন্যান্য লোকের কাজ করিতে পারে।

ভিজলে কাঁথাও ভিজে,
কম্বলও ভিজে।

একটি অগভীর খাল পার হইতে গিয়া কাপড় ভিজিবার উপক্রম হইলে এক বন্ধু পরিবার কাপড় মাথায় বাঁধিয়া পার হইতে লাগিল। অপর বন্ধু তীর হইতে কাপড় ভিজে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল ভিজালে কাঁথাও ভিজে কম্বলও ভিজে, না ভিজালে কিছুই ভিজে না।

ভিজে বেরাল।

বিড়াল জলে ভিজিলে অতিশয় দুর্বল ও শান্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু সে সময়েও সে সুযোগ পাইলে মাছ খাইতে ছাড়ে না। যে ব্যক্তি লোকের কাছে সাতিশয় শান্তশিষ্টের ন্যায় হইয়া থাকে, আর সুযোগ পাইলেই লোকের মন্দ করে, অর্থাৎ যে ভালমানুষ দেখিতে, কিন্তু পেটে পেটে বজ্জাতি ধরে তাহাকে ভিজে বেরাল বলে।

ভিটায় ঘুঘু চরানো।

কাহারও যথাসর্বস্ব নষ্ট করিয়া দিয়া বাড়ীকে মাঠে পরিণত করাকে ভিটায় ঘুঘু চরানো বলে।

ভিটায় সরিষা বুনে খাওয়া।

বাড়ী ভাঙ্গিয়া মাঠ করিয়া তাহাতে সরিষা গাছ রোয়া, অর্থাৎ যথাসর্বস্ব নষ্ট করা।

ভিটে মাটি চাটি করা।

যথাসর্বস্ব নষ্ট করিয়া দিয়া বাস্তুকে মাঠে পরিণত করা।

ভিতরে গরল, বাহিরে সরল।

ভিতরে বিষ পোরা, কিন্তু বাহিরে অমায়িক। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।"

ভিন্ন রোগের ভিন্ন ঔষধ।

যে ব্যাপারে যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত তাহাই করা। "যে বিয়ের যে মন্ত্র।" "Desperate diseases have desperate remedies."

ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ গেল শল্য হ'ল রথী,
চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল
জোনাকির পাছে বাতি।

ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ এক একজন মহাবীর, তাঁহারা যে যুদ্ধে হারিয়া গেলেন, সেই যুদ্ধে শল্য সেনাপতি হইল। চন্দ্র সূর্য অস্ত গেল, জোনাকি পশ্চাদ্ভাগে আলো জ্বালিয়া অন্ধকার নিবারণের চেষ্টা করিতেছে। বড় বড় ক্ষমতাবান লোকে যে কাজে হারিয়া যায়, কোন ক্ষুদ্র ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তির সেই কাজে অগ্রসর হওয়া। "হাতী ঘোড়া গেল তল ভেড়ায় বলে কত জল," "Fools rush in where angels fear to tread."

ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

ভীষ্ম যখন যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কিছুতেই তাহার অন্যথা করেন নাই ; এজন্য অবিচল প্রতিজ্ঞাকে লোকে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা বলে।

ভূঁইশূন্য রাজা ক্ষেত্রমোহন।

যাহার যে বিষয় নাই, তাহার আপনাকে সেই বিষয়ের অধিকারী বলিয়া পরিচয় দেওয়া।

ভূত দিয়া ভূত ছাড়ানো।

কৌশলে শত্রু দ্বারা শত্রুর বিনাশ সাধন করা। "কণ্টকেনৈব কণ্টকং।"

ভূতের আবার গঙ্গাস্নান।

অর্থাৎ মন্দের আবার সৎসংসর্গ।

ভূতের আবার জন্মদিন।

ভূতের জন্মদিন কবে, কে স্থির করিবে?

ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ।

এক সময়ে কতকগুলি ভূত মিলিত হইয়া স্থির করিল যে, মানুষেরা বাপের শ্রাদ্ধ করে, সুতরাং আমরাও করিব। এইরূপ স্থির করিয়া তাহারা এক মাঠে শ্রাদ্ধের আয়োজন করিল। শ্রাদ্ধ করিতে পুরোহিতের আবশ্যক। জনৈক ভট্টাচার্য সেই মাঠের উপর দিয়া যাইতেছিলেন, ভূতেরা গিয়া তাঁহাকে পৌরোহিত্য করিতে ধরিল। ব্রাহ্মণ ভয়ে অস্থির, শেষে সাহসে ভর করিয়া ভূতদলের সহিত

শ্রাদ্ধস্থানে গমন করিলেন, এবং কিরূপে ইহাদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করা যায় তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভূতেরা শ্রাদ্ধের সকল আয়োজন উপস্থিত করিলে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এখন তোমাদের মধ্যে কাহার বাপের শ্রাদ্ধ হইবে বল।" ভূতেরা সকলেই বলিতে লাগিল, "আমার বাপের শ্রাদ্ধ, আমার বাপের শ্রাদ্ধ।" ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "একেবারে তো সকলেরই বাপের শ্রাদ্ধ হইতে পারে না। তোমাদের মধ্যে যে প্রধান, আজ তাহারই বাপের শ্রাদ্ধ হইতে পারে।" তখন সকলেই "আমি প্রধান" "আমি প্রধান" বলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল। ক্রমে সে চিৎকার মারামারিতে পরিণত হইল; এক্ষণে প্রকৃতই ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণও সেই অবকাশে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিলেন। অনেকে কোন কার্যে প্রবৃত্ত হইলে, এবং সেই কার্যের সকলেই কর্তা হইতে গেলে কার্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়।

ভূতের বেগার খাটা।

যাহাতে কোনই লাভ নাই, এরূপ কার্যে পরিশ্রম করা।

ভূতের বোঝা বহা।

যাহাতে নিজের কোন সম্পর্ক বা লাভালাভ নাই, এরূপ দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার লওয়া।

ভূতের মুখে রামনাম।

অসম্ভব।

ভূষণ্ডী কাক।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসানে অর্জুনের মনে আপনাকে মহাবীর বলিয়া গর্বের উদয় হইয়াছিল। একদা তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে এক সুবৃহৎ পক্ষীকে উপবিষ্ট দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষী বলিল, "আমার নাম ভূষণ্ডী কাক। সত্যযুগ হইতে আমি পৃথিবীর অবস্থা দেখিয়া আসিতেছি।" অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সে কুরুক্ষেত্রের ন্যায় ভীষণ যুদ্ধ আর কখন দেখিয়াছে কি না। তদুত্তরে কাক বলিল, "সে দুঃখের কথা আর কি বলিব! সত্যযুগে শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধকালে মুষলধারে রক্তবৃষ্টি হইয়াছিল, আমি উপর দিকে হাঁ করিয়া পেট ভরিয়া রক্ত পান করিয়াছি। রাম-রাবণের যুদ্ধে ততটা না হইলেও রক্তের নদী বহিয়াছিল, আমি ঘাড় নীচু করিয়া ইচ্ছামত রক্ত খাইয়াছি। কিন্তু এই লক্ষ্মীছাড়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ঠোকরাইয়া রক্ত খাইতে খাইতে আমার ঠোঁট ভোঁতা হইয়া গিয়াছে।" কাকের কথায় অর্জুনের গর্ব দূর হইল।—সাধারণতঃ অতিবৃদ্ধ এবং নানা কারণে যাহার মৃত্যু কাম্য সেই লোক সম্বন্ধে এই উক্তি প্রযোজ্য।

ভেক না হইলে ভিক মিলে না।

ভিক্ষুকের উপযুক্ত সাজ না হইলে ভিক্ষা পাওয়া যায় না। যে যে কাজ করে, তাহার সেই কাজের উপযোগী বেশভূষা না করিলে চলে না।

ভেটে লোক হেট হয়।

ভেট ঠিক ঘুষ না হইলেও ঐ জাতীয়ই বটে। ভেটে মাথাটা একটু হেঁট হয় অর্থাৎ ভেটগ্রহীতা ভেটদাতার নিকট বাধ্য না হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু উপকারও ভেটদাতা পাইয়া থাকে।

ভেড়া করে রাখা।

ভেড়া বড় নিরীহ জন্তু; তাহাকে যে দিকে চালাও সেই দিকেই চলে। কেহ কাহারও একান্ত বশীভূত হইয়া থাকিলে প্রযোজ্য।

ভেড়াকান্ত।

যে নির্বোধের ন্যায় অন্যের বশে চলে, তাহাকে ভেড়াকান্ত কহে।

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগা।

ভেড়ার গোয়ালে আগুন লাগিলে ভেড়া সকল পলাইবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া কেবল চিৎকার করিতে থাকে। কোন বিপত্তি দেখিলে তাহার প্রতীকারের উপায় চিন্তা না করিয়া কেবল কোলাহল করা।

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর মোড়ল।

যেখানে বিজ্ঞ লোক নাই, তথায় স্বল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও অভিজ্ঞ বলিয়া সম্মানিত হয়। "বৃন্দাবনে পটাশই বাঘ।" "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

ভেড়ার পাল।

ভেড়ার দলের মধ্যে একটা ভেড়া যে দিকে ছুটে, অন্য সকল ভেড়াই সেই দিকে ছুটিতে থাকে। যে শ্রেণীর লোকের মধ্যে একজন যে পথ অবলম্বন করে অপর সকলে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সেই পথেই চলে, তাহাদিগকে ভেড়ার পাল কহে।

ভেড়ার সাধ্য যব মাড়া।

সমর্থ লোকের কার্য অক্ষম লোকে করিতে পারে না।

ভেবা গঙ্গারাম।

অতিশয় নির্বোধ ব্যক্তি।

ভেবা চাকা লাগা।

কোন কিছু দেখিয়া বা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইয়া যাওয়া।

ভেবে করা আর ক'রে ভাবা।

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করার ফল এক, আর কাজ করিয়া পরে ভাবার ফল অন্যবিধ। বুদ্ধিমান্ লোকে আগে ভাবিয়া কাজ করে, নির্বোধ লোকে আগে কাজ করিয়া পরে তাহার ভাল মন্দ চিন্তা করে। "ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।" "Marry in haste, repent at leisure."

ভেয়ের শত্রু ভেয়ে, মেয়ের শত্রু মেয়ে।

সমশ্রেণী হইতেই অধিক অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। "Two of a trade can ne'er agree."

ভেরোমের টাটি।

সম্ভ্রম রক্ষার কুটীর। যাহা দ্বারা সম্ভ্রম কথঞ্চিৎ বজায় থাকে, তাহাকে ভেরোমের বা ভরমের টাটি কহে।

ভেলকির খেলা, স্বপ্নের মিলন, সত্য বটে যখন তখন।

ভেলকি যতক্ষণ দেখান হয়, ততক্ষণ তাহাতে প্রদর্শিত ব্যাপারসমূহ বাস্তব বলিয়া বোধ হয় কিন্তু ভেলকি শেষ হইয়া গেলে আর তাহার অস্তিত্ব থাকে না। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখা যায়, ততক্ষণ স্বপ্নদৃষ্ট মিলন সত্য মনে হয়, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে তাহা মিথ্যা বলিয়া বুঝা যায়।

ভেলায় সাগর পার।—অসম্ভব ব্যাপার। "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদ্ উডুপেনাস্মি সাগরম্।"

ভোগের আগে প্রসাদ।

আগে দেবতাকে কোন দ্রব্য নিবেদন করিয়া দিলে তবে তাহা প্রসাদ হয়, নিবেদনের পূর্বে প্রসাদ হয় না। কোন বস্তু খাইবার বা লইবার আগেই কেহ তাহার প্রসাদস্বরূপ কিঞ্চিৎ পাইতে ইচ্ছা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

ম

মগের মুল্লুক।

এক সময়ে আহম বা আসাম রাজ্য রাজহীন ও গৃহবিবাদে ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় ব্রহ্মদেশবাসী মগজাতীয় লোকেরা তথায় আসিয়া আধিপত্য স্থাপন ও যথেচ্ছ অত্যাচার করে। সে উচ্ছৃঙ্খল অত্যাচারে দেশের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়, এবং কেহই তাহার প্রতিকারে সমর্থ হয় নাই। মগেরা বঙ্গদেশে আসিয়াও অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। কেহ কাহারও উপর অন্যায় অত্যাচার করিতে গেলে ইহা প্রযোজ্য।

মঘা—এড়াবি (মারমারি) ক' ঘা।
মঘা নক্ষত্রে যাত্রা সাতিশয় বিপজ্জনক ; ইহাতে যাত্রা করিলে একটা-না-একটা বিপদ্ ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গলের ঊষা বুধে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।
মঙ্গলবারের ঊষাকালে, যাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই বুধবার হইবে, তাহাতে যাত্রা করিয়া যেখানে ইচ্ছা সেই-খানেই যাওয়া যায় ; এই যাত্রা অতিশয় শুভকর।

মটরের চাপে মসুরি চেপটা।
প্রবলের সঙ্গে দুর্বল থাকিলে প্রবলকে শাসন করিতে গেলে সে শাসনে দুর্বল একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়।

মড়া মেরে খুনের দায়।
মড়াকে মারিলে মড়ার কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু শত্রুপক্ষ রটনা করিতে পারে যে, উহারই মারের চোটে লোকটা মরিয়াছে ; তখন হয়ত খুনের দায়ে পড়িতে হয়। যে স্বভাবতঃ দুর্বল, তাহার উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিতে গেলে সুনাম ত হয়ই না, পরন্ত দুর্নাম ঘটিয়া থাকে।

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।
যে কষ্ট ভোগ করিতেছে, তাহাকে আরও কষ্ট দেওয়া। "Flogging a dead horse."

মণিকাঞ্চন যোগ।
সোনার উপর মণি বসাইলে সোনা ও মণি উভয়েরই ঔজ্জ্বল্য বর্ধিত হয়। সকল দিকেই শুভকর, এরূপ যোগ।

মণিহারা ফণী।
প্রবাদ এইরূপ যে, সাপের মাথায় মণি থাকে। কেহ কোনরূপে সেই মণি অপ-হরণ করিলে সাপ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়, এবং খুঁজিয়া না পাইলে তাহার শোকে শেষে প্রাণত্যাগ করে (প্রাণোপম প্রিয় বস্তুর অভাবে মৃতকল্প)।

মৎস্য চিনে গভীর গম্য,
পক্ষী চিনে ডাল ;
মা জানে পুতের দরদ,
ছাতি বিদরে যায়।
মৎস্য জলে বাস করে, সুতরাং জলের কোন্ স্থান কত গভীর তাহা সে উত্তমরূপে জানে। পাখী গাছে থাকে, সুতরাং কোন্ গাছের কোন্ ডাল কিরূপ ভারসহ, তাহা সে বিশেষরূপে জ্ঞাত থাকে। সন্তানের জন্য মাতার বুক ফাটে, সুতরাং সন্তানের ব্যথা একমাত্র মাতাই বুঝিতে পারেন।

মদ্দ বড় তেজী,
ধরবেন বনের বেঁজী।
বেঁজী ধরিতে বড় একটা ক্ষমতার দরকার হয় না, সুতরাং ইহা শ্লেষোক্তি। সামান্য কার্য সাধনের জন্য আস্ফালন করা।

মদ্দ বড় তেজী,
বাঁশ বনে হাগতে গেল
ভেড়ে এল কুঁজী।
ইহাও পূর্ববৎ শ্লেষোক্তি।

মধুপান করতে পারি,
মাছির কামড় সইতে নারি।
কার্যের ফলভোগ করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু তজ্জন্য পরিশ্রম করিতে পারে না। "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

মনকে চোখ ঠারা।
মনে জানিলেও মনকে তাহা গোপন করিবার জন্য ইশারা করা। জানিয়া শুনিয়া স্বেচ্ছায় কোন কাজ করিয়া পরে তজ্জন্য একটা তুচ্ছ অছিলা দেখাইয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া।

মন চলে ত চলে যা'।
কার্য ভাল বা মন্দ, মন তাহা জানিতে পারে, সুতরাং মন নিশ্চিত ভাবে যে কাজ করিতে বলে, তাহা করিতে পার।

মন চাঙ্গা ত কেঠোয় গঙ্গা।
মনে দৃঢ় ভক্তি থাকিলে কেঠোর মধ্যেও গঙ্গাজলের আবির্ভাব হয়। জনশ্রুতি এইরূপ যে, কোন এক চর্মকারের দৃঢ়-ভক্তিতে গঙ্গা তাহার কেঠোর মধ্যে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। অপর জনশ্রুতি —দক্ষিণ দেশবাসিনী একজন মহিলা গ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গাস্নান করিবার অভিপ্রায়ে কাশীধামে যাত্রা করেন। বহু অনুনয় সত্ত্বেও পুত্রবধূটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। মর্মাহতা পুত্রবধূ গ্রহণের সময়ে গৃহে বসিয়া কেঠোয় স্নান করিবার সময়ে ভক্তিসহকারে বলিলেন "মা গঙ্গা এই কেঠোতে তুমি আবির্ভূতা হও, এই জলকেই আমি গঙ্গাজল মনে করিয়া মনের সাধ মিটাই।" স্নানসময়ে সেই কেঠোর নিম্নদেশে একটি বহুমূল্য নথ দৃষ্ট হইল। বধূ সেই নথটিকে যত্নে রাখিয়া দিলেন। পরে শাশুড়ী দেশে ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সেই নথটি দেখাইলেন। শাশুড়ী দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"এটি যে আমারই নথ। গ্রহণ-স্নানকালে কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটের জলে এটি হারাইয়া গিয়াছিল,—অনেক খুঁজিয়াও পাই নাই।" বধূ বলিলেন—"আমার ঐকান্তিক প্রার্থনায় মা গঙ্গা কেঠোর জলে আবির্ভূতা হইয়া এটি আমাকে প্রমাণস্বরূপ দিয়াছেন।" মনে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে ঘরে বসিয়াই সকল তীর্থফল বা দেবদর্শনের ফল পাওয়া যায়।

মন চায় ধন, দেয় কোন্ জন।
মনে মনে ইচ্ছা খুব ধনবান্ হই, কিন্তু ধন কে দিবে! মনে মনে সুখী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও অদৃষ্টে না থাকিলে সুখী হওয়া যায় না।

মন চায় বাদশা হ'তে,
খোদা দেয় না মেগে খেতে।
মনে মনে বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলেও ঈশ্বর না বড় করিলে বড় হওয়া যায় না।

মন ছাড়া পাপ নাই,
মা ছাড়া বাপ নাই।
পাপ সকলকে লুকাইতে পারা যায়, কিন্তু মনকে তাহা লুকাইবার উপায় নাই, কোন্‌টি পাপ কোন্‌টি পুণ্য, মন তাহা ঠিক জানে। যথার্থ বাপ কে, মা তাহা ঠিক জানে, মায়ের কাছে তাহা লুকান থাকে না। ("মনের অগোচর পাপ নাই, মায়ের অগোচর বাপ নেই।" পাঠান্তর)।

মনটি শখের বটে,
হাতে কিন্তু পয়সা নাই ;
জোনাকি পোকার আলো
দেখে,
গ্যাস বাতির শখ মিটাই।
মনে মনে বাবুগিরির ইচ্ছা আছে, কিন্তু হাতে পয়সা না থাকায় বাবুগিরি করিতে না পারা।

মন না মুড়ালে মুড়ালে কেশ,
গুরু না চিনিলে ভ্রমিলে দেশ।
আগে মনকে সংযত না করিয়া মাথা মুড়াইয়া বৈষ্ণব সাজিলে তাহাতে কোনই ফল নাই ; আগে গুরুর নিকট উপদেশ না লইয়া তীর্থভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে তাহা বৃথা। আগে মনকে সংযত করিয়া তবে বৈষ্ণব বা সন্ন্যাসী সাজিতে হয়, এবং আগে গুরুর নিকট উপদেশ লইয়া তবে তীর্থ-ভ্রমণ করিতে হয়।

মন ভাল নয় তীর্থ কর,
মিছে কাজে ঘুরে মর।
যাহার মন সংযত নয়, সে তীর্থ করিয়া বেড়াইলে তাহার বৃথা ঘুরিয়া বেড়ান হয়।

মন যেন জিলিপির পাক।
যাহার মন কুটিল হয়, তাহার মনে জিলিপির পাকের ন্যায় অনেক পাক থাকে।

মনিব গেলে ঘোল পায় না,
বেঁশোকে পাঠায় দুধের তরে।
যেস্থলে নিজে ঘোল পায় না, সেস্থলে চাকর কি দুধ পাইতে পারে? যেখানে নিজের অনুরোধ রক্ষিত হয় না, সেখানে অপরকে অনুরোধ করিয়া পাঠানো।

মনুষ্যের চিন্তাই জ্বর।

চিন্তা মানুষের ভয়ানক জ্বর; জ্বর হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু চিন্তা হইতে সহজে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। "চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাং।"

মনে করি করি কর্ত্রী,
হয় বই হয় না।

মনে করি, হাতী করিয়া ফেলি, কিন্তু ঘোড়া ব্যতীত আর কিছুই হয় না। মনে খুব বড় কাজ করিবার ইচ্ছা, কিন্তু ছোট কাজ ভিন্ন বড় কাজ হইয়া উঠে না।

মনে করি খা'ব চিঁড়ে দই;
বিধাতা লিখেছেন ধানভুক্ত খৈ।

মনে যাহা করি বিধির বিধানে তাহা হয় না।

মনে বড় সাধ, চড়ব বাঘের কাঁধ।

অসম্ভব আশা করা।

মনে মনে মিল, লেগে গেল খিল।

উভয়ের মন সমান হইলে দৃঢ় প্রণয় সংস্থাপিত হয়।

মনে মনে লঙ্কা ভাগ।

লঙ্কা-সমরে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়িলে হনুমান্ ঔষধ আনয়নার্থ যাত্রা করে। তাহাকে পথে কৌশলে মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত রাবণ মাতুল কালনেমিকে লঙ্কার অর্দ্ধাংশ প্রদানের অঙ্গীকার করিয়া প্রেরণ করে। কালনেমি ছদ্ম যোগিবেশে গিয়া হনুমান্‌কে আপনার কুটীরে অতিথি হইতে অনুরোধ করে, এবং তাহাকে স্নানার্থ ভীষণ কুম্ভীরপূর্ণ কালীদহে পাঠাইয়া দেয়। তথা হইতে হনুমানের ফিরিতে বিলম্ব হইলে কালনেমি স্থির করে যে, সে মরিয়া গিয়াছে। তখন সে মনে মনে লঙ্কারাজ্যকে ভাগ করিতে থাকে, এবং সে কোন্ ভাগটি লইবে, কোন্ কোন্ বিষয়টা লইলে ভাল হইবে, তাহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। এমন সময় হনুমান্ আসিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। অনাগত বিষয়ের চিন্তাদ্বারা নিজের প্রাপ্য স্থির করিয়া লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Counting the chickens before they are hatched."

মনের অগোচর পাপ নাই।
মায়ের অগোচর বাপ নেই।

মনের নিকট কোন পাপ গোপন করা যায় না, মন তাহা জানিতে পারে। কুলটা স্ত্রীর সন্তানের জনক কে তাহা আর কেহ না জানিলেও তাহার জননী নিশ্চয় জানে।

মনের কথা ফুটিলে লোকে বলে
পাগল।

মনের মধ্যে যত কথার উদয় হয়, সে সকল কথা প্রকাশ করিলে লোকে পাগল বলিয়া থাকে।

মনের সুখই সুখ।

মনে যদি সুখ থাকে, তবে তাহাই প্রকৃত সুখ; মনে সুখ না থাকিলে ধন জন কিছুতেই সুখী হওয়া যায় না।

মন্ত্রিদোষে রাজ্য নষ্ট।

মন্ত্রী ভাল না হইলে বা কুমন্ত্রণা দিলে সে রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর
পাতন।

হয় মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব, নতুবা তাহার সাধন করিতে করিতে দেহপাত করিব। সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞার উপমা-স্থলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

মন্দ কখন ভাল হয় না।

যে স্বভাবতঃ মন্দ, সে কিছুতেই ভাল হয় না। যতই চেষ্টা কর, নিম কখনই মধুর হয় না। "The leopard cannot change his spots."

মন্দ খবর মিথ্যা হয় না।

অশুভ সংবাদ প্রায়ই সত্য হইয়া থাকে।

মন্দ চিন্তিলে মন্দ হয়।

কেবল মন্দ চিন্তা করিলে মন্দই ঘটিয়া থাকে। "Evil to him who evil thinks."

মন্দের ভাল।

সম্পূর্ণ মন্দ না হইয়া কতকটা ভাল।

ময়না টিয়ে উড়িয়ে দিয়ে
খাঁচায় পোষে কাক।

গুণবান্‌কে ছাড়িয়া নির্গুণের আদর করে।

ময়রার ছেলে গুড় খায় না।

ময়রার গুড় লইয়াই কারবার, সুতরাং তাহার ছেলে গুড় খাইতে চায় না। যে নিয়ত যে কাজ করে, তাহার সে কাজে আর তত আসক্তি থাকে না। কিংবা ময়রার ছেলে গুড় খাইলে, বিক্রির মাল খাইয়াই সাবাড় করিয়া দিবে, ব্যবসায় চলিবে না। কিন্তু ময়রার ছেলেকে নিমন্ত্রণ করিয়া গুড় খাইতে দিলে সে স্বচ্ছন্দে খাইবে। ("ময়রারা সন্দেশ খায় না" "শুঁড়ীরা মদ খায় না" পাঠান্তর)।

ময়লা কাপড়ে ধোপার ভয়।

মনে পাপ থাকিলেই আশঙ্কা জন্মে।

ময়ূরের নৃত্য দেখি
লেজ নাড়া দেয় ছাতার পাখী।

সমর্থকে কোন কাজ করিতে দেখিয়া অসমর্থ তাহার অনুকরণে প্রবৃত্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "ব্যাঙ লাফায়, বেঙ লাফায়, গলুসে বলে আমিও লাফাই।"

ময়ূরের নৃত্য দেখে
ছাতার পেখম ধরতে চায়।

গুণীর গুণপনা দেখিয়া নির্গুণ তাহার অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করে।

মরণ কামড় দেওয়া।

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া প্রাণপণে কামড়ান। অর্থাৎ নিজের প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া অনিষ্টকারীর অনিষ্ট সাধন। শেষ চেষ্টা করা।

মরণকালে গঙ্গাপানে পা।

হিন্দুরা গঙ্গাকে দেবতা জ্ঞান করে, সুতরাং তাহার দিকে পা বাড়ায় না; কিন্তু মৃত্যুকালে অন্তর্জ্জলীর সময় গঙ্গার দিকে পা রাখা হয়। বিনাশ দশা উপস্থিত হইলে লোকে দেবতার ন্যায় মাননীয় ব্যক্তিরও অসম্মান করিয়া থাকে। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হওয়া; "এলে" দেওয়া।

মরণকালে জ্বরবিচ্ছেদ।

মৃত্যুকালে জ্বর ছাড়িয়া যায়, কিন্তু তাহাতে আর ফল কি? সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া শত্রুতা ত্যাগ করিলে কোন ফল নাই।

মরণকালে হরিনাম।

সমস্ত জীবন পাপকার্য করিয়া মৃত্যু-কালে হরিনাম উচ্চারণ করা বৃথা. কাজের সময় কাজ না করিয়া পরে তজ্জন্য চেষ্টা করায় কোন ফল নাই।

মরণ নাই কোন কালে,
গোঁফ রেখেছে তোবড়া গালে।

কখনও যেন মরিতে হইবে না এই ভাবিয়া বৃদ্ধকালে তোবড়ানো গালে গোঁফ রাখিয়াছে।

মরণ নাই মরবি কিসে,
আমার কাছে ঔষধ নিসে।

তোর যখন মরণ নাই তখন কিরূপে মরিবি? সুতরাং তুই আমার কাছ হইতে মরিবার ঔষধ লইয়া যা।

মরণবাড় বাড়া।

বিনাশকালে অতিরিক্ত অহংকৃত হইয়া উঠা; "পিপীলিকার ডানা হয় মরণের তরে।" "Pride goeth before destruction."

মরতে অবকাশ নাই।

বেশী কাজের ভিড় থাকিলে লোকে বলে, মরতে অবকাশ নাই, অর্থাৎ এ সময়ে যদি মৃত্যুও উপস্থিত হয়, তথাপি কাজগুলা শেষ না করিয়া মরিতে পারা যাইবে না।

মরদ কা বাত, হাতী কা দাঁত।

পুরুষের কথা এবং হাতীর দাঁত উভয়েই তুল্য। হাতীর দাঁত যেমন সুদৃঢ় এবং বাহির হইলে আর মুখের ভিতর ঢুকে

না, পুরুষের মুখের কথাও সেইরূপ সুদৃঢ়, এবং একবার বাহির হইলে তাহা আর প্রত্যাখ্যাত হয় না। যে ব্যক্তি যাহা বলে তাহাই করে, তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য।

মরদ বড় তেজী,
গাঙের কূলে খেলতে গেলে
তাড়িয়ে আসে খেজি।

ব্যঙ্গার্থে প্রযুক্ত হয়।

মরবার ওষুদ গলায় (বা কালে)
বেঁধেছে।

অর্থাৎ যে কাজে অমঙ্গলের সম্ভাবনা, সেই কাজে অগ্রসর হইয়াছে।

মরবে মেয়ে উড়বে ছাই,
তবে মেয়ের গুণ গাই।

যে লোক মরিয়া চিতায় পুড়িয়া ছাই হওয়া পর্যন্ত যদি নিষ্কলঙ্ক থাকিতে পারে, তবেই তাহার প্রশংসা করি।

মরা কাকের আবার চড়কের ভয়।

যে কাক মরিয়া গিয়াছে, তাহার আর বাজের ভয় নাই। যাহার সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপদে ভয় কি ?

মরা গরুতে ঘাস খায় না।

গরু মরিয়া গেলে সে আর ঘাস খায় না। নাস্তিকেরা বলে, মানুষ মরিয়া গেলে তাহার শ্রাদ্ধাদি করা বৃথা; কারণ যে মরিয়া গিয়াছে, সে আর কিরূপে পিণ্ড ভক্ষণ করিবে ?

মরা গরুর ঘাস কাটা।

কোন ব্যাপার শেষ হইয়া যাইবার পর তজ্জন্য চেষ্টা করা।

মরা গাঙ্ কুমীরে ভরা।

নদীতে বেশী জল না থাকিলেও তাহা কুমীরে পরিপূর্ণ। অবস্থাহীন হইলেও যাহার মনের মধ্যে দুষ্প্রবৃত্তিগুলি সমভাবেই বিদ্যমান থাকে, তাহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

মরা বাঘকে কিলিয়ে মারা।

বাঘ বড় ভয়ানক জন্তু। সে মারা গেলেও অনেক লোক তাহার মরা দেহের উপরেও দুই চারি ঘা মারিয়া থাকে। ভয়ানক অনিষ্টকারী শত্রু অতি হীনাবস্থ হইয়া পড়িলে তাহাকে শাসন করিতে যাওয়া।

মরা বিড়ালের দাঁতখামটি।

বিড়াল মরিয়া গিয়াছে, তথাপি সে দাঁত খিঁচাইয়া রহিয়াছে। শক্তি নাই, তথাপি আস্ফালন করিতে ছাড়ে না, এরূপ লোক।

মরা মালঞ্চে ফুটল ফুল,
টেকো মাথায় উঠলো চুল।

অতি হীন অবস্থা হইতে সহসা ভাল অবস্থা হওয়া, অথবা বহুকালের আইবুড়ো লোকের বিবাহ সংঘটন হওয়া।

মরার উপর খাঁড়ার ঘা।

"মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" দ্রঃ।

মরার বাড়া গাল নাই,
সর্বস্বান্তের বাড়া দণ্ড নাই।

যত প্রকার গালাগালি আছে, মরণ গালি তাহাদের সর্বাপেক্ষা কটু, ইহার অপেক্ষা কটু গালি আর নাই; এবং সর্বস্বান্ত করা অপেক্ষা অধিক শাস্তি আর নাই।

মরা হাতী লাখ টাকা।

হাতী মরিয়া গেলেও তাহার লক্ষ টাকা দর হয়, অর্থাৎ তাহার চামড়া, হাড়, দাঁত প্রভৃতি হইতে বহুমূল্য দ্রব্যসকল প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহা উচ্চমূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে। ক্ষমতাশালী বা গুণী লোক হীনাবস্থ হইয়া পড়িলেও তাহা হইতে অনেক কাজ পাওয়া যায়।

মরি তাহে খেদ নাই,
কাঁটা বন দিয়ে না টানে।

হারিয়া যাই তাহাতে তত কষ্ট নাই, কিন্তু নীচ লোকে পাঁচ কথা না শুনায়।

মশা (মাছি) মারতে কামান
পাতা (বা দাগা)।

ক্ষুদ্র কার্য সাধনের জন্য বৃহৎ উদ্যোগ করা। "To break a butterfly on the wheel."

মশা মারতে গালে চড়।

গালের উপর মশা বসিলে, তাহাকে মারিতে গেলে নিজের গালেই চড় পড়ে। অন্যের ক্ষতি করিতে গিয়া নিজের ক্ষতি করা।

মশা (মাছি) মেরে হাত কাল।

দুর্বল শত্রুকে বিনাশ করিলে যশ নাই, নিজের কলঙ্ক হয়।

মশালের আগে চেরাগের আলো।

মশালের সম্মুখে প্রদীপ জ্বলিলে তাহা মশালের উজ্জ্বল আলোকের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া থাকে। অধিক গুণশালীর নিকট স্বল্পগুণশালী স্থাপিত হওয়া। "To hold a farthing-candle before the Sun."

মহতের আঁস্তাকুড়ও ভাল।

মহৎ ব্যক্তির আবর্জনাপূর্ণ স্থানেও যদি আশ্রয় পাওয়া যায়, তাহাতেও মঙ্গল আছে।

মহতের বাত, হাতীর দাঁত,
পড়ে তবু নড়ে না।

মহতের কথা এবং হাতীর দাঁত, উভয়েই সমান। হাতীর দাঁত ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যায়, তথাপি নড়ে না, আর মহৎ লোক জীবন দেন, তথাপি কথা অন্যথা করেন না।

মহিষের শিঙ্ বাঁকা,
যুঝবার সময় একা।

মহিষের শিঙ্ বাঁকা অবস্থায় থাকে, কিন্তু যুদ্ধের সময় মহিষ এমনভাবে ঘাড় ঘুরায় যে, সেই বাঁকা শিঙ্ ঠিক সোজা-ভাবে কাজ করে। অন্য সময়ে মনোবাদ থাকিলেও শত্রুর সম্মুখে যাহারা ঠিক একমতাবলম্বী হইয়া দাঁড়ায়, তাহাদের সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মা আইবড় থাকতে
বেটী শ্বশুরবাড়ী যায়।

মা এখনও অবিবাহিতা, কিন্তু তাহার মেয়ে বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরবাড়ী যায়। গুরুজনের উপর চাল চালিতে যাওয়া।

মাও মেরেছে, ঘরেও ভাত নাই।

মা মারিয়াছে বলিয়া দুঃখে ভাত খাইব না, এদিকে ঘরেও ভাতের অভাব, সুতরাং ভাত খাইবারও উপায় নাই। যে কাজ করিবার বেশ ইচ্ছা নাই, অথচ ইচ্ছা থাকিলেও ঘটনাচক্রে সে কাজ করিবার উপায় নাই, এইরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাকড় মারলে ধোকড় হয়।

জনৈক তাঁতী এক ভট্টাচার্যের নিকট আসিয়া বলিল, সে একটা মাকড়সা মারিয়া ফেলিয়াছে। ভট্টাচার্য বিধান দিলেন, তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাঁতী তাহাই করিল। একদিন উক্ত ভট্টাচার্যের পুত্র তাঁতীর সম্মুখে একটা মাকড়সা মারিয়া ফেলিল। তাঁতী তাড়াতাড়ি আসিয়া ভট্টাচার্যকে তাহা জানাইল। ভট্টাচার্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাতে আর কি হয়েছে; মাকড় মারলে ধোকড় হয়।" অর্থাৎ মাকড়সা মারিলে কাপড়চোপড় লাভ হয়। অপরের জন্য যেরূপ কঠোর ব্যবস্থা, নিজের জন্য সেরূপ নয়। "Do what I say, but do not do what I do." পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্বেষামুপজায়তে।"

মাকাল ফল।

মাকাল ফলের উপর ভাগটি দেখিতে বেশ লাল টুকটুকে, কিন্তু তাহার ভিতরের অংশ অতি কদাকার। নির্গুণ লোক বাহিরে দেখি ত বেশ, কিন্তু তাহার অন্তরে কোন গুণই নাই।

মা খায় ধান ভেনে ভেনে;
বেটা খায় এলাচ কিনে।

মা পরের ধান ভানিয়া দিন চালায়; আর ছেলে এদিকে এলাচ কিনিয়া খায়। যাহার মা বাপ অতিকষ্টে দিনপাত করে, কিন্তু সে নিজে বেশ বাবুগিরি করিয়া

বেড়ায়। "মায়ের নাম কেচকী বাঁদী পুতের নাম সুলতান খাঁ।"

মা গুণে ঝি, গাই গুণে ঘি।
বাপ গুণে বেটা, গাছ গুণে গোটা॥

মায়ের স্বভাব যেরূপ, মেয়েও প্রায় সেইরূপ প্রকৃতির হয়, এবং বাপের স্বভাব যেরূপ, পুত্রও প্রায় সেইরূপ স্বভাব পায়।

মাগের কাছে পেগের বড়াই।

পাগ অর্থাৎ চৌকিদার এদিকে দারোগা জমাদারের কাছে যথেষ্ট গালি ও প্রহার খাইয়া আইসে, কিন্তু ঘরে বসিয়া স্ত্রীর কাছে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করে। বাহিরে অকর্মণ্য, কিন্তু ঘরে বসিয়া জাঁক করে, এরূপ লোক। "দরবারে না মিলে ঠাঁই। ঘরে গিয়ে মাগ কিলাই॥"

মাঘের শীত বাঘের গায়,
ক্ষীণের শীত সর্বদায়।

মাঘ মাসের দারুণ শীতে বাঘও কাতর হইয়া পড়ে, আর দুর্বল ব্যক্তি সকল সময়েই শীতে কাতর হয়।

মাঙনার উপর টাকনা।

একজন যাহা মাগিয়া পাইয়াছে, তাহার কিছু ভাগ লওয়া।

মাজুন্তড়ের স্ত্রী শুধু ভাত খায় না।

স্বামী লোকের নিকট মাগিয়া স্ত্রীকে নানাবিধ জিনিস আনিয়া দেয়। পরের নিকট চাহিয়া খাওয়া যাহার অভ্যাস, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মাছ ধরতে গেলে গায়ে কাদা লাগে।

মন্দ কাজ করিতে গেলেই অপবাদগ্রস্ত হইতে হয়।

মাছ ধুলে মিঠে, মাংস ধুলে শিঠে।

মাছের ন্যায় মাংস ধুইয়া রাঁধা চলে না।

মাছ না পেয়ে ছিপে কামড়।

যে উদ্দেশ্যে কাজ করা, সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে ক্রোধে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নষ্ট করিতে উদ্যত হওয়া।

মাছ মরেছে বিড়াল কাঁদে,
শান্ত কল্লে বকে;
বেঙের শোকে সাঁতার-পানি
দেখি সাপের চোখে।

মাছ মরিয়াছে দেখিয়া তাহার শোকে বিড়াল কাঁদিতেছে, আর মৎস্যভোজী বক সহানুভূতি জানাইয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতেছে। বেঙ মরিয়াছে বলিয়া সাপ শোক প্রকাশ করিতেছে, তাহার চোখের কোণ থেকে সাঁতার দিতে পারা যায় এত জল গড়াইতেছে। শত্রুর বিনাশে কপট শোক প্রকাশ করা।

মাছি মারা কেরানী।

জনৈক কেরানী একখানা খাতার নকল করিতেছিল। যে খাতা দেখিয়া নকল করিতেছিল, তাহার একস্থানে একটা মাছি মরিয়াছিল। ঐ খাতা লিখিবার সময় হয়তো তাহাতে একটা মাছি বসিয়াছিল, পরে খাতা উলটাইয়া দেওয়ায় মাছিটা মরিয়া তাহাতে রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কেরানী ভাবিল, ঐ খাতায় যাহা আছে, এই খাতাতেও তাহাই থাকা উচিত। এই ভাবিয়া সে একটা মাছি মারিয়া নিজের খাতার যথাস্থানে রাখিয়া দিয়াছিল। ভাল-মন্দ কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া যাহা দেখে, অবিকল তাহাই নকল করে, এরূপ ব্যক্তিকে 'মাছিমারা কেরানী' বলে।

মাছের কাঁটা গলায় বাধলে
বিড়ালের পায়ে গড়।

মাছের কাঁটা গলায় বাধিয়া গেলে লোকে বিড়ালকে নমস্কার করে, বিশ্বাস যে, তাহা হইলে কাঁটা নামিয়া যাইবে। বিপদে পড়িলে লোককে অতি নীচেরও খোশামোদ করিতে হয়।

মাছের টোপ গেলা।

কাহাকেও বিপদে ফেলিবার জন্য লোভ দেখাইলে সেই লোক যদি লোভের বশীভূত হয়, তবেই বলা যায় যে, টোপ গিলিয়াছে; এইবার খেলাইয়া তুলিতে পারিলেই হয়।

মাছের তেলে মাছ ভাজা।

এমন কোন কোন মাছ আছে যে, তাহাকে ভাজিতে তেল খরচ করিতে হয় না, সেই মাছ হইতে যে তেল বাহির হয় তাহাতেই মাছ ভাজা হইয়া যায় (যথা—ইলিশ মাছ)। কোন কাজের আনুষঙ্গিক লাভ হইতে খরচ চালাইয়া সেই কাজ সিদ্ধ করা।

মাছের মধ্যে রুই,
শাকের মধ্যে পুঁই।

মাছের মধ্যে রুই মাছই খুব সুস্বাদ, এবং শাকের মধ্যে পুঁই শাকই খুব সুমিষ্ট।

মাছের মার পুত্রশোক।

মাছ ডিম্ব প্রসব করিয়া আপনিই তাহা খাইয়া ফেলে; সুতরাং মাছের মার পুত্র-শোক হওয়া অসম্ভব। যে কেবল লোকের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, সে কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করিলে তৎপ্রতি ইহা প্রযোজ্য।

মাছের শোকে বিড়াল কাঁদে।

যাহাকে মারিতে পারিলেই আনন্দ, তাহার জন্য কপট শোক প্রকাশ করা।

মাজ ঘষ কর জন্ম,
কাল কি কখন গৌর হয়।

যতই চেষ্টা কর স্বভাব পরিবর্তিত হয় না। "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

মাটির মানুষ।

মাটি যেমন সকলই সহ্য করে, তেমনই যে ব্যক্তি সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকে।

মাঠে ধান ভাত চড়াও।

কার্যসিদ্ধির বহু বিলম্ব থাকিলেও কার্য-সিদ্ধির পর যাহা হইতে পারে তাহার উদ্যোগ করা।

মাঠে মারা গেল।

কাহারও সাহায্য না পাইয়া এবং কোন কাজে না লাগিয়া বৃথা নষ্ট হওয়া।

মা ডাকলে খেলাম না,
বাপ ডাকলে খেলাম না,
সাতপুরুষের ঢেঁকি বলে,
পান্তা খা, পান্তা খা।

একজন রাগ করিয়াছিল। তাহার মা খাইতে ডাকিল, বাপ খাইতে ডাকিল, কিন্তু তাহার রাগ গেল না। শেষে যখন ক্ষুধায় তাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইল, তখন ঢেঁকিতে ধান ভানা হওয়ায় একপ্রকার শব্দ হইতেছিল; সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া সে পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিল। যাহাকে সাধাসাধি করিলে আসে না, কিন্তু পরে নিজেই আসিবার জন্য একটা ছুতা খুঁজিয়া বেড়ায়।

মাতঙ্গ পড়িলে দয়ে,
পতঙ্গে প্রহার করে।

হাতী পাঁকে পড়িলে ফড়িংও গিয়া তাহাকে পদাঘাত করে। প্রবল লোক বিপন্ন হইলে দুর্বল সেই সুযোগে তাহাকে অপমানিত করে।

মাতার সমান নাই
শরীরপোষিকা।

মাতার মত দেহপোষণকারিণী কেহই নাই।

মাতাল দাঁতালে বিশ্বাস নাই।

মাতালকে এবং যাহার ধারাল দাঁত আছে এরূপ জন্তুকে বিশ্বাস নাই, কখন কি করিয়া বসে।

মাতৃদোষে শিশু নষ্ট।

মাতার দোষেই ছেলে নষ্ট হয়, অর্থাৎ মা যদি সুশিক্ষা না দেয়, এবং শাসন না করে, তাহা হইলে সে ছেলে ক্রমে অসচ্চরিত্র হইয়া থাকে। "Spare the rod and spoil the child."

মাথা কাপুড়ে লোক।

স্ত্রীলোকের ন্যায় মাথায় কাপড় দেওয়া পুরুষ। ভীতিপূর্ণ দুর্বলচেতা ব্যক্তি।

মাথা নাই তার মাথা-ব্যথা।

যাহার মূল নাই, এরূপ বিষয়ের জন্য চিন্তিত হওয়া।

মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা।
ব্যভিচারাদি ঘৃণিত অপরাধে যে অপরাধীকে অন্য কায়িক দণ্ড দেওয়া যায় না, পূর্বে তাহার মাথা মুড়াইয়া ঘোল ঢালিয়া দেওয়া হইত, এবং সেই অবস্থায় তাহাকে নগরমধ্যে ঘুরান হইত। এক্ষণে কেহ কোন নিন্দিত কার্য করিলে লোকে তাহার উদ্দেশে উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মাথায় পা দেওয়া।
পূজনীয় ব্যক্তিকে অসম্মানসূচক কথা বলা, অথবা কাহাকেও সর্বস্বান্ত করা।

মাথায় মুতে মুখ বেয়ে পড়ে।
মাথায় প্রস্রাব করিলে তাহা কেবল মাথাতেই থাকে না, মুখ বাহিয়া পড়িতে থাকে। অন্যের যে গুহ্য রহস্য প্রকাশে নিজেরও অসম্মানের আশঙ্কা থাকে, তাহা প্রকাশ করা।

মাথায় রাখলে উকুনে খাবে,
ভুঁয়ে রাখলে পিঁপড়েয় খাবে।
রাখিবার নিরাপদ্ স্থান নাই। "জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ।"

মাথার ঘাম পায়ে পড়া।
অবকাশহীন কঠোর পরিশ্রম করা।

মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল।
কুকুরের দেহের অন্য কোন স্থানে ঘা হইলে কুকুর তাহা চাটিয়া আরাম করে, কিন্তু মাথায় ঘা হইলে চাটিতে না পারায় উহা সহজে ভাল হয় না, সুতরাং কুকুর উহার যন্ত্রণায় পাগলের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। অপ্রতীকার্য বিপদে পতিত হইয়া ছুটিয়া বেড়ান।

মাথা হেঁট করা।
লোকসমাজে সম্ভ্রম নষ্ট হওয়া। সম্ভ্রম নষ্ট হইলে তাহাকে মাথা নীচু করিতে হয়।

মা দেয় না চেয়ে,
পেট ভরে না খেয়ে।
মা মুখ চাহিয়া খাইতে না দিলে খাইয়া পেট ভরে না। কারণ মায়ের মত স্নেহ যত্ন করিয়া কেহই খাওয়াইতে পারে না।

মা নয় যে তাড়িয়ে দেব,
বাপ নয় যে ভাত দেব না;
পরের মেয়ে রাখি কোথায়?
এক ব্যক্তি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিল। তাহার স্ত্রী পরিজনবর্গের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিত, এবং পরিজনবর্গ আসিয়া ঐ ব্যক্তির নিকট নানা অভিযোগ করিত। ইহাতে বিরক্ত হইয়া সে একদিন পরিজনবর্গকে বলিল, "মা যদি এরূপ করিত, তবে তাহাকে না হয় বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিতাম; বাপ যদি হইত, তবে তাহাকে না হয় ভাত কাপড় দিতাম না; কিন্তু এ পরের মেয়ে, ইহার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিব? ইহাকে তাড়াইয়া দিলে এ কোথায় যাইবে?"

মানব ঠাকুর দেব না,
আমার পিত্যেশ করো না।
ঠাকুর! দায়ে পড়িলে তোমাকে মানত করিব, কিন্তু পরে তাহা শোধ করিব না, সুতরাং তুমি আমার প্রত্যাশা করিয়া থাকিও না। কাহাকেও কিছু দিবার অঙ্গীকার করিয়া পরে তাহা না দেওয়া।

মা নাই যার, ঘাটে না নাই তার।
যাহার মা নাই, তাহার নদীর পারঘাটে নৌকা নাই। ঘাটে নৌকা না থাকিলে যেমন নদীপার দুঃসাধ্য হয়, তেমনই মা না থাকিলে সংসারে জীবনধারণ ভয়ানক ক্লেশকর হইয়া থাকে।

মানুষ গড়ে, বিধাতা ভাঙে।
মানুষ মনে মনে একরূপ সংকল্প করিয়া কাজ করে, কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহার ফল অন্যরূপ হইয়া যায়। "Man proposes, God disposes."

মানুষ মরে ঘুলে,
খটাশ মরে তেলে।
মানুষ বেশী ছুটাছুটি করিলে শীঘ্র শীঘ্র মারা যায়। আর গায়ে বেশী তেল অর্থাৎ চর্বি হইলে খটাশ মরে।

মানুষে মানুষ চেনে,
শূকরে চেনে ঘেঁচু।
গুণবান্ ব্যক্তি গুণী লোক দেখিলেই তাহাকে চিনিয়া লইতে পারে, আর নির্গুণ লোক গুণবান্‌কে সহজে বুঝিতে পারে না; কিন্তু সে আত্মসদৃশ লোক দেখিলে তাহাকে অনায়াসে চিনিয়া লইতে পারে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি, সে সেইরূপ প্রকৃতির লোক বা বস্তুকে সহজে বুঝিয়া লয়।

মানুষের কুটুম এলে গেলে,
গরুর কুটুম চাট্‌লে চুট্‌লে।
মানুষের ঘরে মানুষ বেশী যাওয়া আসা করিলেই তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থাপিত হয়; আর গরুরা পরস্পর গা চাটাচাটি করিলেই আত্মীয়তা জন্মে।

মানুষের বড় মান,
তার ছেঁড়া দু'টো কান।
যে লোকের দুই কান কাটা, তাহার ত লোক সমাজে ভারি সম্মান। মানহীন ব্যক্তি আপনাকে মানী জ্ঞান করিয়া কোন কথা বলিলে তৎপ্রতি বিদ্রূপচ্ছলে প্রযুক্ত।

মানুষের বাছা ছ' মাস পচা (বাঁচা);
গরুর বাছা তুলে নাচা।
মানুষের ছেলে হইলে তাহাকে ছয় মাস ধরিয়া অতি সন্তর্পণে লালন করিতে হয়, তবে তাহাকে তুলিয়া একটু বসান যায়; কিন্তু গরুর ছেলে হইলে সেই মুহূর্তেই সে উঠিয়া লাফালাফি করিতে থাকে।

মানে মানে থাকলে ভাল।
যাহার যেরূপ অবস্থা বা মর্যাদা, সে সেইরূপ অবস্থায় বা সেই মর্যাদানুযায়ী চলিলেই কোন গোলযোগ ঘটে না, কিন্তু অবস্থার বা মর্যাদার অতিরিক্ত চালে চলিতে গেলেই অপমানিত হইতে হয়।

মানে মানে বেঁচে আছি।
কোনরূপে মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি।

মানের গোড়ায় ছাই।
মানগাছের গোড়ায় ছাই দিলে মান খুব ভাল হয়। কাহারও সম্মান নষ্ট হইবার উপক্রম হইলে এই কথা প্রযোজ্য।

মান্ধাতার আমল।
মান্ধাতা সত্যযুগের একজন প্রসিদ্ধ রাজা। মান্ধাতার আমল বলিলে বহু প্রাচীনকাল বুঝায়। বহুকাল হইতে কিছু চলিয়া আসিতেছে বুঝাইতে হইলে লোকে "মান্ধাতার আমল" বলিয়া থাকে।

মা পায় না কাঁথা সেলাই
করিবার সুতো,
বেটার পায়ে দেখ গিয়ে
চৌদ্দসিকের জুতো।
ঘরে কিছু নাই, কেবল বাহিরে আড়ম্বর দেখানো।

মা বলেছে মাথা ধরেছে।
একবার একজন পাঠশালার ছেলে তাহার গুরুকে বলিয়াছিল, "মা বলেছে যে, তোর মাথা ধরেছে।" সকলেই বুঝিল যে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যাহা নিজে ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারে না, এমন বিষয়ে অপরের দোহাই দিয়া মিথ্যা বলা।

মা বিয়োলো না বিয়োলো মাসী,
ঝাল খেয়ে ম'লো পাড়া পড়শী।
মা প্রসব করে নাই, মাসী তাহাকে প্রসব করিয়াছে; আর প্রতিবাসীরা, প্রসূতিকে যে ঝাল খাইতে হয় তাহা খাইয়াছে। নিজের জিনিসে আপনার অপেক্ষা পরে বেশী মমতা দেখাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মা বেচে খায় কলমী শাক,
বেটার মাথায় ফরমেশে পাগ।
গরীবের ছেলে হইয়া উঁচু চাল দেখানো।

মা মরুক মাসী জীউক।
মা যদিই মারা যায়, তবে মাসী যেন বাঁচিয়া থাকে, কেননা মাসীর নিকটেও মায়ের মত আদর পাওয়া যায়।

মা ম'লে বাবা তালুই,
ছেলে হয় বনের বাউই।
ভ্রাতা বা ভগিনীর শ্বশুরকে তালুই বলে। মা মারা গেলে বাপ ছেলের প্রতি তালুইএর ন্যায় ব্যবহার করে, এবং ছেলেও তখন বনের বাবুই পাখীর ন্যায় হয়, অর্থাৎ কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কি খায়, কিছুরই স্থিরতা থাকে না।

মামা রাতকানা,
আমি চ'খে দেখিনে।
অর্থাৎ মামা কেবল রাত্রেই দেখে না। আমি সর্বদাই দেখিনে।

মামার ক্ষেতে বিউলো গাই।
সেই সম্পর্কে মামাত ভাই।
মামার জমিতে উহার গাই প্রসব হইয়াছে, সেই ধরিয়াই উহার সহিত মামাত ভাই সম্পর্ক, নতুবা অন্য কোন সম্পর্ক নাই। সম্বন্ধহীন ব্যক্তির পরিচয়-স্থলে এই শ্লেষোক্তি ব্যবহৃত হয়।

মামার জয়।
এক মহিষের সহিত এক বাঘের যুদ্ধ হইতেছিল। এক শৃগাল দূরে দাঁড়াইয়া এই যুদ্ধ দেখিতেছিল, এবং মধ্যে মধ্যে 'মামার জয়' বলিয়া চিৎকার করিতেছিল। ঐ শৃগাল বাঘ ও মহিষ উভয়কেই মামা বলিত, এবং উহার উত্তেজনাতেই উভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। শৃগালের জয়ধ্বনি শুনিয়া বাঘ ও মহিষ উভয়েই মনে করিতে লাগিল, শৃগাল আমারই হিতাকাঙ্ক্ষী। শৃগালও ভাবিয়াছিল, উভয়ের মধ্যে যাহারই জয় হউক না কেন, আমি তাহারই প্রীতিভাজন হইব। এইরূপে বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে থাকিয়া উভয়েরই প্রীতি আকর্ষণ করা যাইতে পারে এরূপ কার্য করা। "জয়কেতে।"

মামার বড় রস, মামীর বড় রস,
আমানি পাথর পাথর
ভাত গণ্ডাদশ।
মুখে ভালবাসা জানাইয়া কার্যে অন্যথা করা।

মামার শালা, পিসের ভাই,
তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই।
অর্থাৎ ইহাদের সহিত কোন সম্পর্কসূচক শব্দ ব্যবহার করা যায় না।

মায়া কান্না।
মিথ্যা ক্রন্দন। ক্রন্দনের অভিনয়।

মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো।
অতি দুর্দান্ত সন্তান; যাহাকে মা দেখি-লেই প্রহার করে ও বাপ দেখিতে পাইলেই বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেয়।

মায়ে ঝিয়ে কোন্দল কোন্দল নয়;
সকালের বাদল বাদল নয়।
মাতার সহিত কন্যার ঝগড়া হইলে তাহাকে ঝগড়ার মধ্যেই গণনা করা যায় না, কেননা সে ঝগড়া বেশীক্ষণ থাকে না। আর প্রাতঃকালে বাদল আরম্ভ হইলে সে বাদলও বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না।

মায়ের চেয়ে ব্যথিত বড়,
তারে বলি ডাইনী।
"মার চেয়ে" দ্রঃ।

মায়ের ছা রায় বর্তায়।
ছেলের গলার স্বর শুনিলেই মা তাহা বুঝিতে পারেন।

মায়ের নাম পোঁটাচুন্নি,
ছেলের নাম চন্দনবিলাস।
মা বাজারে মাছের পোঁটা চুরি করিয়া বেড়ায় বলিয়া সকলে তাহাকে পোঁটাচুন্নি বলিয়া ডাকে; তার এদিকে ছেলে নিজের নাম চন্দনবিলাস বলিয়া পরিচয় দেয়। মা অতি কষ্টে পেট চালায়, কিন্তু ছেলে বাবু-গিরি করিয়া বেড়ায়, এরূপ স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মায়ের পেটে ভাত নাইকো,
বোয়ের চন্দ্রহার।
মা খাইতে পায় না, আর ছেলে এদিকে বধূর জন্য চন্দ্রহার গড়াইয়া দেয়।

মায়ের পোড়ে না মাসীর পোড়ে;
পাড়া পড়শীর ধবলা উড়ে।
ছেলের আপদ্ বিপদে মায়ের মনে দুঃখ হয় না, কিন্তু মাসীর মনে ভয়ানক দুঃখ হয়, আর প্রতিবেশীরা ধূলায় গড়াগড়ি দেয়। ছেলের কষ্টে মায়ের অপেক্ষা অপরে অধিক ব্যথা প্রকাশ করিলে শ্লেষস্বরূপে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। "মায়ের চেয়ে দরদী বড় তারে বলি ডান।"

মার আর ধর আমি
পিঠ করেছি কুলো,
বকো আর ঝকো
আমি কানে দিয়েছি তুলো।
প্রহারে এবং তিরস্কারে সমান নির্বিকারচিত্ত।

মার গলায় দিয়ে দড়ি,
বউকে পরাই ঢাকাই শাড়ি।
মায়ের গলায় দড়ি বাঁধিয়া রাখিয়া অর্থাৎ মাকে ভাত কাপড় না দিয়া স্ত্রীকে ঢাকাই শাড়ি পরাই। অত্যন্ত স্ত্রৈণ।

মার চেয়ে যে ভালবাসে,
তারে বলি ডান।
মায়ের অপেক্ষা যে বেশী ভালবাসা দেখায়, তাহাকে ডাইনী বলা যায়।

মার পুত নয় শাশুড়ীর জামাই।
মায়ের ছেলে নয়, শাশুড়ীর স্নেহপাত্র জামাই। মায়ের অপেক্ষা শাশুড়ী অধিক ভালবাসা দেখাইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। অথবা যে ব্যক্তি মাকে ত্যাগ করিয়া শাশুড়ীর অধিক অনুগত হয়, তাহার প্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মার পেটের ভাই,
কোথা গেলে পাই।
সহোদর ভ্রাতার ন্যায় আত্মীয় আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।
"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে
চ বান্ধবাঃ।
তন্তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ॥"

মার বোন মাসী,
কাদায় ফেলে ঠাসি;
বাপের বোন পিসী,
ভাত কাপড় দে পুষি।
মাতার ভগ্নী মাসীকে প্রতিপালন করিবার আবশ্যকতা নাই; তাহাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দেই; আর পিতার ভগ্নী পিসীকে ভাত কাপড় দিয়া প্রতি-পালন করি।

মা'র মায়াই মায়া,
আর বটছায়াই ছায়া।
জননীর স্নেহ ও বটের ছায়ার তুলনা নাই।

মার মার পগার পার।
মার মার করিতে করিতে পগার (ভিটার সীমানা নালা) পার হইয়া পলায়ন করিল।

মার সোহাগে বাপের আদর।
মার ভালবাসার অনুরোধেই বাপ আদর যত্ন করে; নতুবা মা না থাকিলে বাপের আর সেরূপ ভালবাসা থাকে না।

মারা তীর ফেরে না।
কথা একবার মুখ দিয়া বাহির হইলে বা কোন কাজ করা হইয়া গেলে আর তাহাকে আটক করা যায় না, এজন্য সাবধানে কথা কহা উচিত।

মারি ত হাতী (অথবা গণ্ডার)
লুটি ত ভাণ্ডার।
যদি মারিতে হয় তবে হাতীকে মারিব, তাহাতে যশও আছে, আত্মগৌরবও আছে, সামান্য শৃগাল কুকুর মারিয়া কি ফল হইবে? আর যদি লুণ্ঠন করিতে হয়, তবে ধনাগার লুট করিব, তাহাতে প্রচুর লাভ আছে, অন্য স্থান লুটিয়া যৎ-কিঞ্চিৎ লাভে কি হইবে? কাজ করিতে হয় ত বড় রকমের কাজই করিব।

মারীচের দশা।

সীতাহরণ কালে লঙ্কেশ্বর রাবণ মারীচকে মায়ামৃগের রূপ ধরিয়া রামের সম্মুখে যাইতে অনুরোধ করে; মারীচ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। তখন মারীচ দেখিল, যদি সে মৃগরূপে রামের সম্মুখে যায়, তাহা হইলে রামের হাতে তাহাকে মরিতে হইবে, আর না গেলে ক্রুদ্ধ রাবণ তাহাকে বিনাশ করিবে, সুতরাং তাহার দুই দিকেই মৃত্যু। এদিকে গেলেও অনিষ্ট, ওদিকে গেলেও অনিষ্ট, এইরূপ অবস্থা উপস্থিত হওয়া। "On the horns of a dilemma." "উভয় সঙ্কট।"

মারের চোটে ভূত পালায়।

রীতিমত প্রহার দিলে ভূতকে পলাইতে হয়। উত্তমরূপে প্রহার করিলে সকলেই শাসিত হয়।

মারে হরি রাখে কে, রাখে হরি মারে কে?

ঈশ্বর যদি মারেন অর্থাৎ বিরূপ হন, তাহা হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারে না; আর ঈশ্বর যদি রক্ষা করেন বা সদয় থাকেন, তবে কেহই তাহাকে মারিতে বা তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

মা লক্ষ্মী ঘরে এস, অলক্ষ্মী দূর হও।

দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজায় এদেশে অলক্ষ্মী বিদায় করা হয়; সেই সময়ে লোক উক্ত বাক্যটি বলিয়া থাকে।

মা লক্ষ্মী ভিক্ষা মাগে।

যাহার যে বস্তু প্রচুর আছে, অন্যের নিকট তাহার সেই বস্তু চাওয়া।

মাসামাসি গিয়াছে, সাঁজাসাঁজি আছে।

নির্দিষ্ট দিবসের বাকি সকল মাসই চলিয়া গিয়াছে, কেবল একটা সন্ধ্যা অবশিষ্ট আছে; এই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলেই নির্দিষ্ট সময় আসিবে। কোন কাজ প্রায় শেষ হইয়া একটুমাত্র বাকি থাকা।

মাসীর মায়ের বকুলফুলের, বোনপো-বোয়ের বোনঝি-জামাই।

যাহার সহিত আত্মীয়তাসূচক কোন সম্পর্ক না থাকে, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মিছরির ছুরি।

মিছরি মাখানো ছুরির উপরিভাগ মিষ্টরসযুক্ত, কিন্তু ভিতরে প্রাণঘাতক শক্তি। যে ব্যক্তি মুখে মিষ্ট কথা বলিয়া মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা করে, তাহাকে মিছরির ছুরি বলা যায়। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।"

মিছরির টুকরাও ভাল, মুড়ির আড়িও কিছু নয়।

ভাল জিনিসের অল্পও ভাল, মন্দ জিনিসের রাশিও কিছু নয়।

মিছে কথা সেঁচা জল কতক্ষণ রয়?

মিথ্যা কথা বেশীক্ষণ টিকে না, একটু চাপাচাপিতেই সত্য বাহির হইয়া পড়ে, আর সেঁচা জলও বেশীক্ষণ থাকে না, তাহা শীঘ্রই শুকাইয়া যায়।

মিছে কর আস্থা, যা' করেন জগদম্বা।

"আস্থা" অর্থে আকাঙ্ক্ষা। জগদম্বা যা করেন, তাহা হইবে, মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা করিও না।

মিছা কাজে কাটনা কামাই।

বাজে কাজে আসল কাজের ক্ষতি হওয়া।

মিছে ডুমুর গুমর করে, পাকলে ডুমুর খ'সে পড়ে।

পরে যাহার গর্ব কিছুতেই থাকিবে না, তাহার গর্ব প্রকাশ করা।

মিটমিটে ডাইন, ছেলে খাবার রাক্ষস (যম)।

বাহিরে মিটমিট করিয়া চায়, দেখিতে ভালমানুষ, এবং আস্তে আস্তে কথা কহিয়া মৃদুতা প্রকাশ করে, অথচ ভিতরে ভয়ানক দুষ্ট লোক।

মিঠে কথায় পেট ভরে না (বা চিঁড়ে ভিজে না)।

কেবল মিষ্ট কথা বলিয়া লোকের নিকট বার বার কাজ আদায় করা যায় না, সেজন্য তাহাকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হয়। "Soft words butter no parsnips."

মিঠে কুল পেলে, আঁটিশুদ্ধ গিলে।

কোন ভাল জিনিস একা সমস্ত লইতে পেলে, অথবা লাভ দেখিয়া কোন একটা বৃহৎ কাজকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার ইচ্ছা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

মিড়মিড়ে প্রদীপ আর লিড়বিড়ে বউ।

প্রদীপের আলো মিড়মিড়ে অর্থাৎ ক্ষীণ হইলে তাহা অত্যন্ত বিরক্তিকর হয়; এবং বাড়ির বউ লিড়বিড়ে অর্থাৎ দীর্ঘসূত্রী (যে ১ ঘণ্টার কাজ ৩ ঘণ্টায় করে) হইলে তাহাতে ভয়ানক বিরক্তি ও অসুবিধা জন্মে।

মিনসের কোলে ছেলে দিয়ে, মাগী যায় লড়ায়ে খেয়ে।

অতিশয় প্রখরা স্ত্রী।

মিষ্ট আমেই পোকা ধরে।

ভাল লোক পাইলে লোকে তাহাকে ফাঁকি দিতে যায়, দুষ্ট লোকের কাছে যায় না।

মিষ্ট কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

কাজ করাইতে হইলে খরচ করিতে হয়, কেবল মিষ্ট কথায় কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

মিষ্ট কথায় মন ভিজে।

মিষ্ট কথা কহিলে মন ভিজিয়া যায়, অর্থাৎ খুব নরম হয়। মিষ্ট কথায় লোককে প্রলুব্ধ করিতে পারা যায়।

মিষ্ট হাসিতে সৃষ্টি নাশ।

মিষ্ট হাসি দ্বারা লোকে সৃষ্টি নাশ করে; অর্থাৎ অনেকে মিষ্ট হাসি হাসিয়া লোকের মন গলাইয়া দিয়া পরে তাহার সর্বনাশ করে।

মিষ্টি পেলে কি আঁটি শুদ্ধ খায়?

অর্থাৎ যতটুকু লওয়া উচিত ততটুকুই লইবে। যেমন মিষ্ট আমের আঁটিও বর্জনীয়।

মুখখানি যেন ক্ষুরের ধার।

ক্ষুরের ধার যেমন অতি তীক্ষ্ণ, যেখানে লাগে সেই স্থানই কাটিয়া যায়, তদ্রূপ মুখের কথা অত্যন্ত রূক্ষ ও মর্মভেদী হওয়া।

মুখচোরা বামুন, কেসোরোগী চোর।

ব্রাহ্মণ মুখচোরা অর্থাৎ অত্যন্ত লাজুক হইলে তাহার ব্যবসায় চলে না, যজমানেরা তাহাকে নিতান্ত নির্বোধ জ্ঞানে উপেক্ষা করে, এবং সে উপযুক্ত প্রাপ্যও পায় না। আর চোরের কাসির ব্যারাম থাকিলে তাহার চুরি করা চলে না। চুরি করিতে গিয়া কাসিয়া ফেলিলে ধরা পড়িয়া যায়।

মুখটি যেন ভাজনা খোলা।

মুড়ি খৈ প্রভৃতি ভাজিবার খোলায় ধান চাউল দিবামাত্র যেমন চড়বড় করিয়া উঠে, তেমনই একটি কথা পড়িলেই যে চড়বড় করিয়া পাঁচ কথা বলে।

মুখ থাকতে নাকে ভাত।

যে কাজ যদ্দারা সিদ্ধ হইতে পারে না, তদ্দারা সেই কাজ করিতে যাওয়া।

মুখ না থাকলে শেয়ালে খেত।

মুখটি আছে বলিয়াই মানুষ বলিয়া চেনা যায়, নতুবা মাংসপিণ্ড বলিয়া শিয়ালে খাইয়া ফেলিত। যে কেবল মুখসর্বস্ব, কাজে কিছু নয়।

মুখ যেন তলোহাঁড়ি।

কেহ মুখ ভার করিয়া থাকিলে প্রযোজ্য।

মুখ শুকিয়ে আমসি হ'লো।

কাঁচা আম শুকাইয়া যেরূপ আমসি হয়, মুখও সেইরূপ শুকাইয়া গিয়াছে।

মুখসর্বস্ব।

যে কাজে কিছুই করিতে পারে না, কেবল মুখেই রাজা উজির মারা কথা বলে, তাহাকে মুখসর্বস্ব বলা যায়।

মুখে এক, মনে আর।

মুখে একরূপ কথা বলিতেছে, কিন্তু মনের ভাব অন্য প্রকার।

**মুখে খুব মিঠে,
নিম নিষিন্দে পেটে।**

মুখে খুব মিষ্ট কথা বলে, কিন্তু পেটের ভিতর নিম নিসিন্দে থাকে, অর্থাৎ মনে হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি থাকে। খল ব্যক্তিরাই এইরূপ হইয়া থাকে। "বিষকুম্ভ পয়োমুখ।"

মুখে চুনকালি।

মন্দ কাজ করিয়া সম্ভ্রম নষ্ট করাকে বা সকলের হাস্যাস্পদ হওয়াকে মুখে চুনকালি দেওয়া বলে।

মুখেন মারিতং জগৎ।

বাক্‌সর্বস্ব লোকের প্রতি প্রযোজ্য।

**মুখে মধু হৃদে ক্ষুর,
সেই ত হয় বিষম ক্রূর।**

যাহার মুখে মধু অর্থাৎ মিষ্ট কথা, এবং হৃদয়ে ক্ষুর অর্থাৎ মনে মনে অনিষ্টচিন্তা, সেই ব্যক্তি ভয়ানক খল।

মুখের চোটে গগন ফাটে।

যাহার কাজ করিবার শক্তি নাই, কেবল মুখের কথায় আকাশ বিদীর্ণ হয়, অর্থাৎ মুখে খুব লম্বা চওড়া কথা আছে, তাহার উদ্দেশ্যে কথিত।

মুখে রাম নাম বগলে ছুরি।

যে মুখে ধর্ম ধর্ম করে, কিন্তু মনে মনে পরের অনিষ্টচিন্তা করে।

মুখে হরি বল, হাতে কার্য কর।

সংসারের কার্যে ব্যস্ত থাকিলেও ভগবানের নাম লইতে, ভগবানকে স্মরণ করিতে বিরত থাকিও না।

**মুচির নাই নাক,
আর শুঁড়ির নাই কান।**

মুচির নাক নাই, অর্থাৎ নিয়ত চামড়ার কাজ করায় চামড়ার দুর্গন্ধ তাহার নাকে লাগে না। আর শুঁড়ি মাতালের কটুকথা নিয়ত শুনিতে শুনিতে কটু কথা তাহার কানে আর কটু বোধ হয় না।

**মুচি হ'য়ে শুচি হয়
যদি হরি ভজে;
শুচি হ'য়ে মুচি হয়
যদি হরি ত্যজে।**

নীচ জাতি মুচি যদি হরির ভজনা করে, তবে সেও পবিত্র হয়; আর পবিত্র জাতি ব্রাহ্মণাদি যদি হরিভজনা ত্যাগ করে, তাহা হইলে সে মুচির ন্যায় অপবিত্র হইয়া থাকে।

মুড়া কোদালে দীঘি কাটা।

বৃহৎ কার্য সাধনার্থ অনুপযোগী উপায় অবলম্বন করা।

**মুড়ি আর ভুঁড়ি,
সব রোগের শুঁড়ি।**

বেশী মুড়ি খাইলে নানা রোগের উৎপত্তি হয়, এবং ভুঁড়ি অর্থাৎ স্থূলকায় লোকের সকল রোগ জন্মে। অথবা মুড়ি অর্থাৎ মাথা এবং উদর এই দুইটি বিকৃত হইলেই সকল রোগের উদ্ভব হয়।

মুড়ি মিছরির সমান দর।

ভাল ও মন্দ জিনিসের একই রূপ আদর।

মুড়ি রেখে কোপ।

ছাগল বলিদান দিবার সময়ে ছাগলের মুড়ির দিকটা একটু বেশী রাখিয়া কামার কোপ মারে, কারণ মুড়ির অংশটা উহার প্রাপ্য। নিজের স্বার্থের দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া চলা।

মুণ্ডমালার দাঁতখামাটি।

কেবল দাঁত বাহির করিয়া থাকাই সার, কাজের কিছুই নয়। অর্থাৎ নিষ্ফল আড়ম্বর।

মুনির মন টলে।

এমন সুন্দর বা লোভজনক যে, জিতেন্দ্রিয় মুনির মনও বিচলিত হয়।

মুনিরও মতিভ্রম হয়।

মানুষ মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি হয়।

"মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।"

**মুরদের নাই সীমে,
পচা মাছে গিমে।**

ক্ষমতার সীমা নাই, অর্থাৎ কিছুমাত্র ক্ষমতা নাই, কেবল আস্ফালন আছে; ইহা পচা মাছের সঙ্গে গিমেশাক মিশাইয়া রাঁধার মত অতি কুৎসিত। কিছুমাত্র শক্তি নাই, অথচ আস্ফালন করা।

**মুরদের নাই সীমে,
রথ দিয়েছে নিমে।**

নিমে নামক লোকটির ক্ষমতা ত যথেষ্ট, সে আবার রথ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। কেহ ক্ষমতাতীত কাজের কথা বলিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

**মুরগীর পোঁদে তেল হ'লে
মোল্লার দোর দে' রাস্তা।**

যে ইচ্ছা করিলেই সর্বনাশ করিতে পারে, অহংকারের ভরে তাহাকে অবজ্ঞা করা।

মুশকিলে আসান।

মুশকিলে অর্থাৎ বিপদে আসান অর্থাৎ শান্তি।

মুসলমানের মুরগী পোষা।

মুসলমান যত্নসহকারে মুরগী পুষিয়া শেষে তাহাকে জবাই করিয়া ভক্ষণ করে। এই ভক্ষণের উদ্দেশ্যেই সে মুরগী পোষে। স্বার্থসাধনের জন্য যাহাকে নষ্ট করিতে হইবে, তাহার প্রতি যত্ন প্রদর্শন করা।

মূর্খ পুত্র বিধবা কন্যা।

পুত্র মূর্খ হইলে এবং কন্যা বিধবা হইলে উভয়েই যথেষ্ট দুঃখের কারণ হয়।

মূর্খ পুত্র যম-সম।

সংহার করে বলিয়া যম যেমন অতি ভয়ানক, মূর্খ পুত্র হইতেও সর্বদা বিপদের আশঙ্কা থাকায় সেও সেইরূপ ভয়ানক।

মূর্খ বৈদ্য যমের সমান।

মূর্খ চিকিৎসক যমের ন্যায় ভয়ানক। যম যেমন সকলকে সংহার করে, মূর্খ চিকিৎসকও সেইরূপ কুচিকিৎসায় অনেককে মারিয়া ফেলে।

**মূর্খ লোকে কেনে বই
জ্ঞানবানে পড়ে।
ধনবানে কেনে ঘোড়া
বুদ্ধিমানে চড়ে।**

মূর্খ লোকে লোকের কাছে পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য বই কেনে, যে, দেখ আমার কত ভাল ভাল বই, সুতরাং আমি কত-বড় পণ্ডিত। কিন্তু সে সব বই তাহার পড়িবার সামর্থ্য নাই; তাই বিদ্বান প্রতিবাসী ও বন্ধুরা তাহার কাছে বই চাহিয়া লইয়া গিয়া পড়ে। আর ধনবানে ঐশ্বর্য দেখাইবার জন্য ঘোড়া কেনে, কিন্তু চড়িতে জানে না। সেই ঘোড়া অশ্বারোহণে দক্ষ বুদ্ধিমান্ লোকে চড়িয়া থাকে।

**মূর্খেরও অভিমান,
আমি বড় বুদ্ধিমান্।**

মূর্খ ব্যক্তিও আপনাকে সাতিশয় বুদ্ধিমান্ জ্ঞান করিয়া অহংকারী হইয়া থাকে।

মূর্খের দোষ পদে পদে।

মূর্খ ব্যক্তি পদে পদে দোষজনক কার্য করিয়া থাকে। "মূর্খে দোষা হি কেবলং।"

মূলা চেয়ে খেড়ে মোটা।

মূলা অপেক্ষা তাহার পাতার ডাঁটা বেশী মোটা। প্রয়োজনীয় বিষয় অপেক্ষা অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের আধিক্য।

মূলা চোরের ফাঁসি।

"লঘু পাপে গুরু দণ্ড।"

মূলে অশুদ্ধ, তিবড়িই গোবর।

তিবড়ি—উনান। সমস্তই যখন অশুচি, তখন কেবল উনানে গোবর দিয়া শুদ্ধ করার ফল কি?

**মূলে না হওয়ার চেয়ে,
দেরিতে হওয়া ভাল।**

একেবারে কিছু না হওয়া অপেক্ষা যদি বিলম্ব করিলে কিছু হয়, তাহাও ভাল।

মূলে নেই লক্ষ্মীপুজো,
একেবারে দশভুজো।

যে লক্ষ্মীপূজার ন্যায় ছোট পূজা করে না, সে একেবারে দুর্গাপূজা করিতে গেলে হাস্যাস্পদ হয়।

মূলে মাগ নাই উত্তর শিয়র।

উত্তর শিয়রে শয়ন নিষিদ্ধ। কিন্তু যাহার স্ত্রী নাই অর্থাৎ যে সংসারীই নয়, তাহার আর উত্তর শিয়রে শুইতে ভয় কি? সংসারী না হইলে সাংসারিক অনিষ্ট-চিন্তা বৃথা। যাহার যে বিষয়ে ভয়ের কোন কারণ নাই, তাহার তজ্জন্য চিন্তিত হওয়া।

মূলে মা রাঁধে নাই
তপ্ত আর পান্তা।

"মোটে মা রাঁধে নাই" দ্রঃ।

মূলে স্ত্রী নাই ফুলশয্যা।

যাহার কোন মূল বিষয় নাই, তাহার তদ্বিষয়ে আনুষঙ্গিক কার্য সম্পাদিত হইতে পারে না।

মূলে হাবাত।

যাহার একেবারে সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

মৃণালে কণ্টক আছে।

মৃণাল অতি কোমল বস্তু, কিন্তু তাহার ডাঁটাতেও কাঁটা আছে। জগতের সকল বস্তুতেই একটু না একটু দোষ আছে। "No rose without thorns."

মেও ধরে কে?

বিড়ালের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া ইন্দুরেরা একদা পরামর্শ করিল যে, বিড়ালের গলায় যদি একটা ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বিড়াল তাহাদের ধরিতে আসিলে ঘণ্টার শব্দ হইবে, এবং সেই শব্দে ইন্দুরেরা সাবধান হইয়া পলাইতে পারিবে। এক বৃদ্ধ ইন্দুর বলিল, পরামর্শটি বেশ। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে। বিড়াল অর্থাৎ 'মেও'এর গলায় ঘণ্টা বাঁধিতে হইলে তাহাকে ধরিতে হইবে। সে 'মেও' ধরিবে কে? কাজেই সুপরামর্শ বৃথা হইল। অনেকে মিলিয়া কোন কঠিন কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে সেই কার্যের প্রধান দায়িত্ব কে গ্রহণ করিবে, এই অর্থে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Who will bell the cat?"

মেকি টাকার ঘন নিশান।

মেকি অর্থাৎ নকল টাকায় টাকার চিহ্নগুলি খুব ঘন করিয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ এই যে, উহাকে দেখিবামাত্র লোকে যেন আসল টাকা মনে করে। কেহ কাহারও অনুকরণ করিতে গেলে সে আসল অপেক্ষা আপনাকে অধিক সুন্দর করিতে চেষ্টা করে।

মেগে এনে বিলিয়ে খায়,
হাতে হাতে স্বর্গে যায়।

ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তাহা পাঁচ জনকে দিয়া খাইলে সঙ্গে সঙ্গে মনে স্বর্গীয় আনন্দের উদ্ভব হয়।

মেঘ না চাইতে জল।

যাহাকে পাইবার ইচ্ছায় কোন উপায় অবলম্বন করা হইতেছিল, কিন্তু সে উপায় অবলম্বন করিতে না করিতে যদি অভিপ্রেত বিষয় পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "না চাহিতে নীর অকালে উদয় কান্ত নব নীরধর।" "গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।"

মেঘ হয়েছে কোদালে কাটা,
বাতাস দিচ্ছে লাটাপাটা;
কি কর শ্বশুর বাঁধগে আল,
বৃষ্টি হবে আজকাল।

কথিত আছে যে, খনার শ্বশুর বরাহ একসময়ে চাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু সময়ে বৃষ্টি না হওয়ায় গণনায় বসিয়াছিলেন; এমন সময়ে খনা আসিয়া বলিল, শ্বশুর মহাশয়, বৃথা কি গণনা করিতেছেন; আকাশে চাকা চাকা মেঘ হইয়াছে, একবার পুবে, একবার পশ্চিমে বাতাস দিতেছে; সুতরাং আপনি জমির আলি বাঁধিবার চেষ্টা করুন, আজই হউক বা কালই হউক নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে।

মেঘে মেঘে বেলা যায়,
কোণের বউ সাতবার খায়।

সকাল হইতে মেঘ করিয়া থাকিলে বেলা হইলেও মনে হয়, বেশী বেলা হয় নাই। কিন্তু তখন বাড়ির ছোট ছোট বউরা সাতবার আহারকার্য শেষ করিয়াছে।

মেঘের কোলে সৌদামিনী।

কোন কৃষ্ণবর্ণ বস্তুর পার্শ্বে উজ্জ্বল বস্তুর সৌন্দর্যের উদাহরণস্বরূপ এই বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মেঘের ছায়া।

মেঘজনিত ছায়া একস্থানে অধিকক্ষণ থাকে না, তাহা সরিয়া সরিয়া যায়। সুখ-সম্পদ্ সেরূপ চিরস্থায়ী নহে।

মেঘে শীত না মাঘে শীত?
যত্র বায়ু তত্র শীত।

মেঘ বা মাঘে শীত বেশী হয় না, যখন ঠাণ্ডা বাতাস বেশী বহিবে, তখনই বেশী শীত হইবে।

মেজে ঘষে কর ক্ষয়,
কাল কভু ধ'ল নয়।

যে স্বভাবতঃ কাল, সে কখনই ফরসা হয় না। "কয়লা ধুলে না যায় ময়লা।" "অঙ্গারঃ শতঃ ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।"

মেজে ঘষে রূপ আর
ধ'রে বেঁধে পীরিত।

মাজা ঘষা করিলে রূপ বাড়ে না, এবং জোর করিয়া কাহারও ভালবাসা পাওয়া যায় না।

মেড়ার শিঙে হীরা ভাঙে
মানীর অপমান।

অতি মূল্যবান্ ও আদরণীয় হীরা ভেড়ার শিঙের আঘাতে ভাঙ্গিয়া যায়, মূর্খ লোকের নিকট মানীর সম্মান থাকে না। "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার টাট।"

মেনিমুখো।

যে কেবল ঘরের কোণে বসিয়া থাকিতে ভালবাসে, লোকের সাক্ষাতে বাহির হয় না, তাহাকে মেনিমুখো বলে।

মেয়েমানুষের বাড়,
কলাগাছের বাড়।

কলাগাছ যেমন শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠে, মেয়েমানুষও সেইরূপ শীঘ্র শীঘ্র বড় হয়।

মেয়ে যেন আমের ডাল ধরেছে।

পূর্বে যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন নববিধবা আম্রপল্লব ধারণ করিলেই তাহাকে সহমরণে কৃতসংকল্প বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। আম্রপল্লব ধারণ করিবার পর আর কিছুতেই সতীকে সহমরণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা যাইত না। কোন স্ত্রীলোক কার্যবিশেষে দৃঢ়সংকল্প করিয়া বসিলে এবং সেই কার্য হইতে কিছুতেই প্রতিনিবৃত্ত না হইলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

মেয়ের মায়ের পাঁচটা প্রাণ।

মেয়ের মাকে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি হইতে অনেক তিরস্কার গঞ্জনা সহ্য করিতে হয়, এবং মেয়ের জন্য অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হয়; এজন্য বোধ হয়, যেন মেয়ের মায়ের প্রাণ একটা নয়—পাঁচটা; কারণ একটা প্রাণ হইলে কখনই এ সকল সহ্য করিয়া টিকিতে পারিত না।

মেরে তুলোধোনা করা।

তুলা ধুনিবার সময় তাহাকে একেবারে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া তাহার উপর আঘাত করে। এজন্য কাহাকেও অতিরিক্ত প্রহার করিলে সেরূপ মারকে তুলোধোনার সহিত তুলনা করা হয়।

মেরে যায় ফিরে চায়,
চিরকাল থাকে প্রণয়।

যে প্রহার করে, কিন্তু প্রহার করিয়া চলিয়া যাইবার সময় ফিরিয়া চায় অর্থাৎ বেশী আঘাত হইল কিনা দেখে, তাহার সহিত চিরকাল প্রণয় থাকে। কারণ

সে অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নয়, দোষ দেখিলে মারে, আবার কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ করে, সুতরাং সে আত্মীয়।

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল, ফারসী পড়েন তাঁতী ;

বাঘ পালাল বিড়াল এল শিকার করতে হাতী।

ক্ষমতাশালী লোকে যে কাজ করিতে পারিল না, অক্ষম লোক সেই কাজ করিতে উদ্যত হইলে বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়ায় বলে কত জল।" "Fools rush in where angels fear to tread."

মোটা ভাত মোটা কাপড়।

কোনরূপ বাবুয়ানা নাই, কেবল সাদা-সিধে রকমে খাওয়া পরা।

মোটে মা রাঁধে নাই, তার তপ্ত আর পান্তা।

যেখানে কিছুই পাইবার আশা নাই, সেখানে অস্তিত্বহীন বস্তুর গুণাগুণের বিচার চলে না।

মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

মোল্লা মসজিদে নামাজ করে, সে মসজিদের অবধি খবর বলিতে পারে, ইহার বেশী কোথাও যায় না, সুতরাং তাহার খবরও বলিতে পারে না। কেহ কোন কাজে হাত দিয়া আপনার শক্তিমত কাজ করিয়া নিরস্ত হইলে বা কোন কথার উত্তর দিতে গিয়া আপনার যতটুকু জ্ঞান তাহার অধিক বলিতে না পারিলে (অর্থাৎ কার্যসিদ্ধি বা কথার সম্পূর্ণ জবাবে অসমর্থ হইলে) এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

মোষের শিং বাঁকা, যোঝবার সময় একা।

মহিষের শৃঙ্গ পরস্পর বিপরীত মুখে বাঁকা, কিন্তু যুদ্ধের সময় উভয় শিংই একমুখী হয়।

মৌতাত।

আফিং, গাঁজা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবনকারীর তাহা পাইবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইলে তাহাকে মৌতাত বলে।

য

যক্ষের চক্ষে ঘুম নাই।

যে টাকা আগুলিয়া বেড়ায়, সে ঘুমাইতে পারে না। কারণ তাহার ভয় আছে, ঘুমাইলে পাছে কেহ টাকাগুলি চুরি করে।

যক্ষের ধন।

প্রাচীন কালে কৃপণ ধনীগণ আপনাদের অর্থরাশিকে নিরাপদে রাখিবার জন্য ভূগর্ভে এক গৃহ নির্মাণ করিত ; এবং তথায় টাকার কলসীগুলি রাখিয়া জনৈক বালককে লইয়া গিয়া পূজান্তে সেই কক্ষে রুদ্ধ করিয়া আসিত। বালক মরিয়া গিয়া যক্ষ বা যখ হইত, এবং ঐ টাকাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া বেড়াইত। তাহার এক কড়াও সে নিজে লইতে পারিত না। পরে যে যখ দিয়াছে, তাহার নির্দেশমত উত্তরাধিকারীকে উহা প্রত্যর্পণ করিয়া এই প্রেতযোনি হইতে নিষ্কৃতি পাইত। এইরূপে যক্ষরক্ষিত ধনকে "যক্ষের ধন" কহে। অর্থাৎ ধনাধিকারী যে ধন কিছুতেই ব্যয় করে না।

যখন আদর জুটে, ফুটকলাই দিয়ে ফুটে ;

যখন আদর টুটে, ঢেঁকি দিয়ে কুটে।

এমন অনেক লোক আছে, যাহারা যখন কাহাকেও আদর করে, তখন ফুটকলাই যেমন চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তেমনি আদরে গলাইয়া দেয়, কিন্তু যখন আদর কমে, তখন তাহাকে ঢেঁকিতে রাখিয়া চাউলের ন্যায় কুটিতে থাকে।

যখন কপাল মন্দ হয়, বন্ধুলোকে মন্দ কয়।

যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন বন্ধুলোকও মন্দ কথা বলিয়া থাকে। অথবা বন্ধুলোকে ভাল কথা বলিলেও তাহা মন্দ বলিয়া বোধ হয়।

যখনকার যা তখনকার তা।

যে সময়ের যাহা উপযোগী, সেই সময়ে সেইরূপ করিলে ভাল দেখায়।

যখন তখন করে পাপ, সময় বুঝে ফলে

উপযুক্ত সময় আসিলেই পাপের ফল ভোগ করিতে হয়।

যখন বিধি মাপায়, তখন উপরি উপরিই চাপায়।

বিধাতা যখন দান করেন, তখন উপর্যুপরিই পাওয়া যায়।

যখন যার কপাল বাঁকে, দূর্বাবনে বাঘ ঝাঁকে।

যখন অদৃষ্ট মন্দ হয়, তখন দূর্বাঘাসের ভিতর হইতেও বাঘ বাহির হইয়া প্রাণ-সংহার করে। অদৃষ্ট মন্দ হইলে যেখান হইতে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, সেখান হইতেও বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হয়।

যখন যার তখন তার।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা যখন যাহার নিকটে থাকে, তখন তাহারই মনের মত কথা কয়। "All things to all men."

যখন যার পড়্তা হয়, ধুলামুঠা ধ'রে সোনামুঠা হয়।

অদৃষ্ট ভাল হইলে অতিশয় ক্ষতিজনক কাজও লাভজনক হইয়া উঠে।

যখন যেমন তখন তেমন।

যখন যেরূপ অবস্থায় পড়িবে, তখন সেই অবস্থার উপযোগী কাজ করিবে।

যজমানে বামুনের হাজাশুকা নাই।

হাজা বা শুকা হইলে সকলেরই কষ্ট উপস্থিত হয়, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ যজমানের ঘরে পূজা অর্চনা করে, তাহার কোনই কষ্ট হয় না, কারণ যজমান নিজে না খাইয়াও গৃহদেবতার সেবা নিয়মমত করে।

য' জানে জাঁতা জানে, যে পিষে সেই জানে।

যব পিসিবার সময় যব বুঝিতে পারে, তাহার উপর কিরূপ চাপ পড়িতেছে ; জাঁতা বুঝিতে পারে, তাহার কত শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে ; আর পেষণ-কারী বুঝিতে পারে, তাহার কিরূপ কঠিন পরিশ্রম। যাহারা কাধ সিদ্ধ করে, তাহারাই বুঝিতে পারে, কাজের জন্য কত পরিশ্রম করিতে হয়, অপরে বুঝিতে পারে না।

যজ্ঞের ঘোড়া।

পূর্বকালে রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতেন ; তাঁহারা যজ্ঞের পূর্বে যজ্ঞীয় অশ্বকে উপযুক্ত রক্ষকসহ ছাড়িয়া দিতেন। অশ্ব ইচ্ছামত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া ফিরিয়া আসিলে যজ্ঞ সম্পন্ন হইত। সে অশ্বকে কেহ বাধা দিতে বা ধরিতে পারিত না, ধরিলে রক্ষকেরা তাহাকে বিনাশ করিত। কোন বাধা না মানিয়া নির্ভীকতাবে কেহ ছুটিয়া বেড়াইলে তাহাকে যজ্ঞের ঘোড়া বলে। "ধর্মের ষাঁড়।"

যতই কর শিবসাধনা, কলঙ্কিনী নাম যাবে না।

একবার অপবাদ হইয়া গেলে পরে যতই চেষ্টা কর, সে অপবাদ আর কিছুতেই যায় না।

যত ইচ্ছা তত যাও, ক্রোশ অন্তর পা ধোও।

পথ চলিতে হইলে এক ক্রোশ চলিয়া একবার করিয়া পা ধুইতে হয় ; তাহা হইলে পথশ্রম অনেকটা কমিয়া আসে। এইরূপ করিয়া অনেক ক্রোশ পথ চলা যায়।

যত কয় তত নয়।

কোন একটা কথা লোকের মুখে মুখে

ক্রমশঃ অলংকৃত হইয়া বেশী হইয়া পড়ে; সুতরাং লোকের মুখে গল্পটা শুনা যায়, কার্যতঃ ততটা নয়, ইহা বুঝিতে হইবে।

যত কর তাড়াতাড়ি, খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।

শীঘ্র কাজ শেষ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিয়া মাঝে বাধা পাইয়া যদি বিলম্ব সহ্য করিতে হয়, তাহা হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়। ("সকল পথ দৌড়াদৌড়ি খেয়াঘাটে গড়াগড়ি" পাঠান্তর।)

যত কর পুতুপুতু, তত হয় ছোলার ছাতু।

যতই পুতুপুতু কর অর্থাৎ পাছে নষ্ট হয়, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অধিক যত্ন কর, ততই তাহা ছোলার ছাতু হইয়া যায়, অর্থাৎ আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যায়। কোন বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বন।

যত কুও আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিবা হয়।

কোন বিপ্লবে আগে ভাল লোকেরই মন্দ হইয়া থাকে, দুষ্ট লোকের সহজে মন্দ হয় না।

যতক্ষণ যোগ, ততক্ষণ ভোগ।

যতক্ষণ শুভাশুভ কর্মের সংযোগ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেই কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়।

যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।

যতক্ষণ নিশ্বাস থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত জীবনের আশা ত্যাগ করা যায় না। কোন বিষয় একেবারে চেষ্টার অসাধ্য না হইলে তাহা ছাড়িতে নাই, যতক্ষণ একটুও উপায় থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য। "While there is life, there is hope."

যত গর্জে তত বর্ষে না।

মেঘ যত ডাকে, তত বৃষ্টি হয় না। লোকে মুখে যত বলে, কাজে ততদূর হয় না। "ঊনা কলসীর দুনা শব্দ।"

যত ঘর, তত দ্বার।

যেমনই কাজ হউক না কেন, তাহা সিদ্ধ করিবার কোন-না-কোন উপায় আছে; উপায়হীন কাজ নাই।

যত চতুর, তত ফতুর।

যে যত বেশী চালাক হয়, সে তত বেশী ফতুর অর্থাৎ নিঃস্ব হইয়া থাকে।

যত চিল উড়ে গেল, বেঁড়ে চিল ধরা পড়ল।

অনেকে মিলিয়া কোন মন্দ কাজ করিয়া যদি সকলে আত্মগোপন করে, কেবল দলমধ্যস্থ এক ব্যক্তি (পূর্বে কোন মন্দ কার্যের জন্য যাহার দুর্নাম ছিল) ধরা পড়ে, তাহা হইলে সেই স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যত ছিল নাড়াবুনে সবাই হ'ল কীর্তুনে; কাস্তে ভেঙ্গে গড়ায় করতাল।

কোন কবিওয়ালা তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কবিওয়ালাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিল, দেশে যত চাষা ছিল, সকলেই এখন কীর্তনওয়ালা হইয়াছে, এবং তাহারা কাস্তে ভাঙ্গিয়া করতাল গড়াইয়া কীর্তন গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কোন একটা হুজুগে যোগ্য অযোগ্য সকলেই সেই ব্যাপারে লিপ্ত হইতে যাওয়া।

যত তর্ক, তত নরক।

যত বেশী তর্ক, তত বেশী নরকভোগ। অধিক তর্ক-বিতর্কে সত্যের নির্ণয় হয় না। "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

যত দিন যায়, তত কাজ বাড়ে।

সকলেই ভাবে, এই কাজের পর অবকাশ হইলেই ভগবান্‌কে ডাকিব, কিন্তু এমনি করিয়া দিন চলিয়া যায়, কাজের অবকাশ আর হয় না। অবকাশ হওয়া দূরের কথা, কাজ যেন ক্রমে বৃদ্ধিই হয়।

যত দুঃখের নীলমণি, জানে তা দিদি রোহিণী।

নীলমণি অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যে [যশোদার] কত দুঃখের ধন, তাহা দিদি রোহিণীই জানে, অপরে কি বুঝিবে। একজন মাত্র তাহার ব্যথা জানে, অন্যে জানে না এই ভাবে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যতদূর পা ছড়াও ততদূর কাঁতলা।

এক বাগদী তাহার কন্যার পাত্র দেখিতে গিয়াছিল। পরে সে ফিরিয়া আসিলে সকলে তাহাকে পাত্রের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় সে সংক্ষেপে উত্তর দিয়াছিল, যতদূর পা ছড়াও ততদূর কাঁতলা, অর্থাৎ শুইয়া যতদূর ইচ্ছা পা ছড়াইলে কাঁতলাতেই পা পড়ে, মাটিতে পা পড়ে না। কাঁতলা এক প্রকার মাদুর। বাগদীর নিজের ঘরে উক্ত বস্তুর অভাব থাকায় তাহাকে মাটিতে শুইতে হইত, সুতরাং তাহার মতে পাত্রের অবস্থা খুব ভাল।

যত দোষ নন্দ ঘোষ।

যে যেখানে যত দোষের কার্য করুক না, একজন নিরপরাধের উপরে সেই সমস্ত দোষই আরোপিত হইলে, এই প্রবাদ-বাক্য প্রযুক্ত হয়।

যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন।

যত্ন না করিলে কে কবে রত্ন লাভ করিতে পারে? অর্থাৎ কেহই পারে না। "No gains without pains." "নহি সুখং দুঃখৈর্বিনা লভ্যতে।"

যতনেই রতন মেলে।

যত্ন করিলেই রত্ন লাভ হয়। "সাধিলেই সিদ্ধি।"

যতনের মধু পিঁপড়ায় খায়, অযতনের মধু গড়াগড়ি যায়।

যত্ন করিয়া যে মধু তুলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা পিঁপড়ায় খাইয়া ফেলিতেছে; আর যাহাকে যত্ন না করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা গড়াগড়ি যাইতেছে, পিঁপড়ায় খাইতেছে না। যাহাকে বেশী যত্ন করিবে, সকলে তাহাকে নষ্ট করিবার জন্য উদ্যত হইবে, কিন্তু অযত্নের বস্তুর উপর কেহই দৃষ্টিপাত করে না।

যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

গুরু লঘু বিবেচনা করিয়া কথা কহিতে হয়; যাহা বলা অনুচিত এমন কথা বলা।

যত মত, তত পথ।

ভগবান্‌কে পাইবার জন্য যতগুলি মত প্রচলিত আছে, সবগুলিই এক একটি পথ, সেই সকল পথের যে কোন একটি অবলম্বন করিলেই যথাস্থানে উপস্থিত হওয়া যায়।

যত রাজপুত, তত হাঁড়ি, কেউ খায় না কারো বাড়ি।

রাজপুত জাতির খাওয়াদাওয়ার কঠিন নিয়ম; কেহ কাহারও হাতে খাইতে চায় না, এই জন্য সকলে পৃথক্ হাঁড়িতে রাঁধিয়া খায়। এক দলের মধ্যস্থ লোক সকলের মত ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। "Many minds, many thoughts."

যত শেষ তত বেশ।

অনেক কাজের প্রথমটা বিরক্তিকর, শেষটাই ভাল বলিয়া মনে হয়।

যত সয় তত বয়।

যে যেরূপ ভার সহ্য করিতে পারে, সে সেইরূপ ভার বহন করে।

যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশন্না (শর্মা)।

আগে যত হাসিবে, শেষে তত কাঁদিতে হইবে, ইহা রামশর্মা নামক জনৈক বিজ্ঞ বলিয়া গিয়াছেন। কেহ অতিরিক্ত হাসিলে বা আমোদপ্রমোদে আসক্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "He laughs best who laughs last." "After sweetmeat comes sour sauce."

যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ।

যত্ন করিয়া রাখিলে সামান্য তৃণ বা কাষ্ঠটিও এক যুগ কাল থাকে, কিন্তু যত্ন না করিলে স্থায়ী জিনিসও নষ্ট হইয়া যায়।

যত্র আয় তত্র ব্যয়।

যেমন আয় তেমনি খরচ; যাহা উপার্জিত হয়, তাহা সমস্তই ব্যয় হইয়া যায়। "Hand to mouth living."

যত্র যত্র ধূম, তত্র তত্র বহ্নি।

যেখানে ধোঁয়া দেখা যাইবে, সেইখানেই আগুন আছে বুঝিতে হইবে, কারণ আগুন না থাকিলে ধোঁয়া হইতে পারে না। কার্য থাকিলে অবশ্যই তাহার কারণ থাকে। "No smoke without fire." "পর্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।"

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং।

যেমন দেখিয়াছি, অবিকল তাহাই লিখিয়াছি। মূলে ভুল থাকিলে নকল করণ কালেও সেই ভুল রাখিলে, এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। ("যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" পাঠান্তর।)

যথা ধর্ম্ম তথা জয়,
পাপ করলে ভুগতে হয়।

যে পক্ষে ধর্ম থাকে, সেই পক্ষেরই জয় হয়, এবং পাপ করিলেই তাহার ফল দুঃখ ভোগ করিতে হয়। "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।"

যদি আছে কাজ,
তবে সকাল সকাল সাজ।

যদি হাতে কাজ থাকে, তবে তাহা ফেলিয়া রাখিতে নাই, যত শীঘ্র পারা যায়, শেষ করিয়া ফেলিতে হয়। "Keep not for to-morrow what can be done to-day."

যদি কাটে কাল সাপে,
কি করবে তার রোজার বাপে।

অপ্রতিকার্য বিপদ্ হইতে কাহাকেও উদ্ধার করিতে সমর্থ হওয়া যায় না।

যদি থাকে (অথবা গব্য) আগে পাছে,
কি করে তার শাকে মাছে।

যাহার আহারের প্রথমে ঘি এবং শেষে দুধ থাকে, তাহার আর শাক মাছ প্রভৃতি তরকারির কোনই প্রয়োজন নাই।

যদি দেখে আঁটাআঁটি,
কাঁদিয়া ভিজায় মাটি।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা প্রথমে খুব আস্ফালন করে, কিন্তু আঁটা-আঁটি অর্থাৎ বিপদের সূচনা দেখিলেই কাঁদিয়া অস্থির হয়।

যদি দেখে চাপাচাপ,
বলে বলে ধর্ম্মবাপ।

এমন অনেক লোক আছে, তাহারা প্রথমে যাহাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে, শেষে একটু চাপ পড়িলেই অর্থাৎ বিপদ্ দেখিলেই তাহাকে ধর্মবাপ বলিয়া থাকে। "চাপ পড়লেই বাপ।"

যদি পড়ে পাশা, তবে জিতে চাষা।

অদৃষ্ট ভাল হইলে নিতান্ত নির্গুণ লোকও কাজ হাসিল করিয়া লাভবান্ হইতে পারে।

যদি পায় রাজ্য দেশ,
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।

বৃহস্পতিবারের শেষ এক প্রহর বার-বেলা; সুতরাং কোথাও রাজ্যলাভের আশা থাকিলেও সে সময়ে যাত্রা করিতে নাই, করিলে বিপদ্ ঘটে।

যদি বিপদ্ গেল, তবে সম্পদ্ এল।

যদি বিপদ্ কাটিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সম্পদও আসিবে।

যদি শেওড়াতলায় আম পাই,
তবে আমতলায় কেন যাই।

যে উপায়ে উদ্দেশ্য সহজে সিদ্ধ হইবে, সেই উপায়ই অবলম্বনীয়।

যদি হবে খাঁটি, তবে হও মাটি।

যদি প্রকৃত ভাল লোক হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে মাটির মত সহিষ্ণু হও অর্থাৎ মাটি যেমন জীবগণের সকল উপদ্রব নীরবে সহ্য করে, তেমনই সকলের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া ক্ষমাশীল হও।

যদি হয় সুজন, এক ঘরে নয় জন;
যদি হয় কুজন, নয় ঘরে এক জন।

ভাল লোকেরা অনেকে একসঙ্গে থাকিলেও কোন বিবাদ ঝগড়া হয় না, কিন্তু মন্দ লোক দুইজন একত্র হইলেই মারামারি উপস্থিত হয়।

যদি হয় সুজন,
তেঁতুলপাতায় ন'জন।

ভাল লোক হইলে একটি ক্ষুদ্র তেঁতুল-পাতাতেও দুইজনে সামঞ্জস্য করিয়া বসিতে বা পাইতে পারে, কিন্তু মন্দ লোকে তাহা পারে না।

যদি হয় সোনার ভাগারি,
তবু ধরে লোহার কাটারি।

জ্ঞাতি যদি সোনার মানুষও হয়, তথাপি বিষয় ভাগের সময় সে লোহার কাটারি ধরিয়া থাকে। জ্ঞাতি ভাল লোক হইলেও জ্ঞাতির হিংসা করিতে ছাড়ে না।

যদি হরিপদে থাকে মন,
তবে হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

যদি শ্রীহরির পাদপদ্মে মতি থাকে, তাহা হইলে আপনার হৃদয়ই বৃন্দাবনসদৃশ হয়, অর্থাৎ হৃদয়েই তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, সেজন্য বৃন্দাবনে যাইবার প্রয়োজন হয় না।

যদুবংশ।

কথিত আছে যে, যদুবংশ অতি বিস্তৃত বংশ হইয়াছিল, এই বংশে ছাপ্পান্ন কোটি পরিবার ছিল। এইজন্য বহু পরিজন-বিশিষ্ট বংশকে লোকে "যদুবংশ" বলিয়া থাকে।

যম (জন) জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।

সংহারক যম অথবা জন অর্থাৎ মজুর, জামাই ও ভাগিনেয়, ইহারা কখন আত্মীয় হয় না, অর্থাৎ ইহাদের জন্য যতই কর, ইহারা ঠিক আপনার লোকের মত ব্যবহার করে না।

যমের অরুচি।

অতিশয় দুষ্ট লোকের সকলেই মৃত্যু-কামনা করে; তাদৃশ লোক অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে যমের অরুচি বলা হয়, অর্থাৎ যমেরও যেন তাহাকে লইতে রুচি হয় না।

যমের খাতায় তলব পড়া।

লোকের সংস্কার এইরূপ যে, কাহাকে কোন্ দিন কিরূপে মরিতে হইবে, সে সকল যমের খাতায় লেখা থাকে। যম খাতা দেখিয়া নির্দিষ্ট সময়ে সেই ব্যক্তিকে সংহার করেন। এজন্য মৃত্যুকাল আগত-প্রায় হইলে লোকে উক্ত প্রবাদ ব্যবহার করিয়া থাকে।

যমের দোসর।

যমের সঙ্গী—দ্বিতীয় যমসদৃশ। অতি ভয়ানক ব্যক্তি বা জীব।

যমের বাড়ির পথ সকলেই চিনে।

কারণ সকলকেই মরিতে হয় এবং মৃত্যুর পর যমালয়ে যাইতে হয়।

যশোদা কি ভাগ্যবতী,
পরের পুতে পুত্রবতী।

শ্রীকৃষ্ণ যশোদার গর্ভজাত পুত্র নহেন, কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি শ্রীকৃষ্ণকে আপনার পুত্র জানিয়া লালন পালন করিতেন, এবং আপনাকে পুত্রবতী বলিয়া পরিচয় দিতেন। কেহ অপরের পুত্রকে পালন করিলে বা পরের ধনে ধনী হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যাঁহা বাহান্ন, তাঁহা তিপ্পান্ন।

কোন কার্যে অধিক দূর অগ্রসর হইয়া স্বল্পমাত্র থাকিতে ইতস্ততঃ করা, এবং যাহা হয় হউক, এই ভাবিয়া পুনরায় অগ্রসর হওয়া। "In for a penny, in for a pound."

যাকে না দেখতে পারি, (অথবা যাকে দেখতে নারি)
তার চলন বাঁকা।

যাহার প্রতি ঈর্ষা থাকে, তাহার দোষ-শূন্য কার্যেও দোষোদ্ঘাটন করা।

যাকে বল্লে ছি, তার রৈল কি?

যাহাকে লোকে 'ছি' বলিয়া নিন্দা

করে, তাহার আর অপমানের কি বাকী থাকে ?

যাকে রাখ সেই রাখে।

যাহাকে যত্ন করিয়া রাখা যায়, তাহা হইতেই সময়ে উপকার পাওয়া যায় ; অতি সামান্য জিনিসকেও যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলে তাহা কোন-না-কোন সময়ে কাজে লাগে। "Keep thy shop and thy shop will keep thee."

যাক প্রাণ থাক মান।

মৃত্যু স্বীকার করিয়াও আপনার মান রাখতে হয়। "Death before dishonour."

যাচলে জামাই কাঁটাল খান না,
না যাচলে ভোঁতাটা পান না।

জামাইকে কাঁটাল খাইবার জন্য সাধা-সাধি করিলে তিনি তাহা খাইতে চান না ; কিন্তু সাধাসাধি না করিলে আবার তাহার ভোঁতাটা খাইবার জন্য টানাটানি করেন। যাহাকে কোন জিনিস লইতে বা খাইতে সাধিলে 'না' বলে কিন্তু শেষে তাহা পাইবার জন্য উৎসুক হয় তাহার বেলায় এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যাচলে জামাই খান না,
শেষে আমানিও পান না।

জামাইকে সাধাসাধি করিলে ভাত খান না, কিন্তু শেষে অযাচিতরূপে একটু আমানি পাইবার জন্য লালায়িত হন।

যাচলে জামাই না খান পিঠে,
না যাচলে মরেন
ঢেঁকিশাল চেটে।

পিঠে খাইবার জন্য সাধাসাধি করিলে জামাই পিঠে খান না, শেষে ঢেঁকিশালায় যে চাউলগুঁড়া পড়িয়া থাকে তাহাই চাটিতে আরম্ভ করেন। (পূর্ববৎ)।

যাচলে মানিক বিকায় না।

যাচিয়া কোন জিনিস দিতে গেলে সে জিনিসের আদর থাকে না।

যাচলে সোনা রাঙ্ হয়।

যাচিয়া সোনা বিক্রয় করিতে গেলে তাহাকে লোকে রাঙ বলিয়া থাকে, অর্থাৎ রাঙের দামে লইতে চায়। যাচা জিনিসের আদর থাকে না।

যাচা খোলে ছেঁদা মালা।

যাচিয়া যদি কেহ খোল দেয়, লোকে তাহাকে ছেঁদা মালায় করিয়া লইয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাকে অযত্নের সহিত গ্রহণ করে। বিনামূল্যে কোন জিনিস পাইয়া তাহার প্রতি অনাদর দেখানো।

যাচা ভাত, কাচা কাপড়।

প্রস্তুত অন্ন খাইয়া যাইবার জন্য সাধিলে তাহা ছাড়িয়া যাইতে নাই ; গেলে সেদিন প্রায়ই আর অন্ন জুটে না। কাচা কাপড় পাইলে আর ময়লা কাপড় পরিয়া যাইতে নাই।

যা ছিল আমানি পান্তা
মায়ে ঝিয়ে খেনু,
ঘরজামাই রামের তরে
ধান শুকাতে দিনু।

কোন স্ত্রীলোক কাহারও জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিয়াছিল, "যে কিছু পান্তাভাত ও আমানি ছিল, তাহা কন্যার সহিত খাইয়াছি, আর ঘরজামাই রামের ভাতের জন্য ধান শুকাইতে দিয়াছি ; সেই ধান শুকাইলে তাহাকে ঢেঁকিতে কুটিয়া যে চাউল হইবে, তাহাতেই রামের জন্য ভাত রাঁধা হইবে।" সুতরাং দিবসে যে রামের অদৃষ্টে ভাত জুটিবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ। ঘরজামাই হইলে তাহার অনাদরের সীমা থাকে না।

যা' নাইকো দেশে পেতে,
তাই চায় ছেলেয় খেতে।

কোন দুর্লভ বস্তুর জন্য আবদার করা।

যা' নাই ভারতে,
তা' নাই ভারতে।

মহাভারতে যে বিষয়ের বর্ণনা নাই, ভারতবর্ষে অর্থাৎ পৃথিবীতে সেরূপ কোন কার্যই নাই।

যাবৎ জীবন তাবৎ চেষ্টা।

যতক্ষণ জীবন থাকে, ততক্ষণ তাহার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হয়।

যাবৎ শ্বাস তাবৎ চিকিৎসা (অথবা
যাবৎ শ্বাস তাবৎ আশ)।

কোন কার্যের যতক্ষণ একটুও আশা থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত চেষ্টা করা কর্তব্য। "Where there is life, there is hope."

যাবৎ সীতা তাবৎ দুঃখ,
মরবে সীতা ঘুচবে দুঃখ।

সীতার যতদিন না মৃত্যু হইয়াছিল, তত-দিন তাঁহাকে কেবল দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছিল।

যায় শত্রু পরে পরে।

অপরের দ্বারা শত্রুর উচ্ছেদ হওয়া।

যার আছে আগে পিছে,
কি করে তার শাকে মাছে।

যাহার ভোজনের প্রথমে ঘৃত এবং শেষে দুগ্ধ থাকে, তাহার শাক মাছ প্রভৃতি আর কিছুরই আবশ্যকতা হয় না।

যার আছে মাটি,
তারে নাহি আঁটি।

যাহার মাটি অর্থাৎ ভূসম্পত্তি আছে, তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারা যায় না। কারণ টাকাকড়ি সহজে নষ্ট হইতে পারে কিন্তু ভূসম্পত্তি সহজে নষ্ট হয় না।

যার এক কান কাটা
সে যায় গাঁর বার দিয়ে ;
যার দু'কান কাটা,
সে যায় গাঁর ভিতর দিয়ে।

যে ভাল লোক, সে কোন একটা মন্দ কাজ করিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু বেহায়া লোক বিস্তর মন্দ কাজ করিয়াও কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না।

যার কাজ তারে সাজে,
অন্য লোকের লাঠি বাজে।

যে যে-কাজে দক্ষ, সেই সে কাজ সুচারু-রূপে সম্পাদন করিতে পারে, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির হাতে সে কাজের ভার পড়িলে সে তাহা ভার বোধ করে।

যার খাই তার গাই।

সে যাহার দ্বারা প্রতিপালিত হয়, সে তাহার প্রশংসা কীর্তন করে। "নুন খাই যার গুণ গাই তার।"

যার গরু কাদায় পড়ে,
তার দুনো বল হয়।

নিজের বিপদ্ উপস্থিত হইলে লোকের তাহা নিবারণ করিবার শক্তি বাড়ে।

যার গরু সে বলে বাঁজা,
পাড়া পড়শী বলে সাতবিয়েন।

জিনিসের অধিকারী 'নাই' বলিয়া স্বীকার করিলে এবং অন্য লোকে তাহা 'খুব আছে' বলিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

যার গলা ধরে কাঁদি,
তার চক্ষে নাহি পানি।

অর্থাৎ সে দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে না। অথবা 'যার বিয়ে তার খোঁজ নাই পাড়া পড়শীর ঘুম নাই।"

যার গলায় ঘা, সে বলে বাঁচব ;
যার পায়ে ঘা, সে বলে মরব।

কেহ বেশী বিপদে পড়িয়া ধৈর্যাবলম্বন করিলে, আর কেহ সামান্য বিপন্ন হইয়াই মুহ্যমান হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যার গোয়ালে গরু, তার কথা সরু।

যার গোয়ালে গরু আছে, অর্থাৎ যে সমৃদ্ধ সে মৃদুভাষী। যাহার ধনসম্পদ নাই, সে অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া কথা কয়।

যার ঘরে ভাত,
তার ডোবায় মাছ।

যাহার ঘরে ভাত অর্থাৎ ধান বাঁধা থাকে, তাহার পুকুরে মাছও থাকে। ঘরে ভাত থাকিলে অন্যান্য উপকরণও থাকে, যাহার ভাত নাই, তাহার কিছুই নাই।

যার ছেলে কুমীরে খায়,
সে ঢেঁকি দেখলে ভয় পায়।
যাহার ছেলেকে কুমীরে খাইয়াছে, সে জলে ঢেঁকি ভাসিতে দেখিলেও তাহাকে কুমীর মনে করিয়া ভয় পায়। যে যেরূপ ঘটনায় একবার বিপন্ন হইয়াছে, সে তদনুরূপ ঘটনার সূচনা দেখিলেই বিপদের ভয়ে অস্থির হয়। "ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়।" "A burnt child dreads the fire."

যার ছেলে যত খায়,
তার ছেলে তত চায়।
যাহার ছেলে যত বেশী খাইতে পায়, তাহার ছেলে ততই বেশী লোভী হয়। "Avarice increases with wealth."

যার জন্য করি চুরি,
সেই বলে চোর।
কাহারও মঙ্গলের জন্য কোন মন্দ কাজ করিলে যদি সেই ব্যক্তিই আবার মন্দ কাজের নিন্দা করে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার জন্য বনবাসী,
সেই দেয় গলায় ফাঁসি।
"যা'র জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর" দ্রঃ।

যার জন্য বুক ফাটে,
সে আমারে এঁকে কাটে।
যাহার জন্য আমার বুক ফাটে, অর্থাৎ যাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসি, সে আমার মূর্ত্তি আঁকিয়া তাহা কাটে, অর্থাৎ আমাকে ঘোরতর শত্রু জ্ঞান করে। যাহাকে ভালবাসা যায়, সে না ভালবাসিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যার ঝি তার জামাই,
পাড়াপড়শীর কাট্‌না কামাই।
যাহার মেয়ে, তাহারই জামাই হয়; মাঝে হইতে প্রতিবাসীদের চরকা কাটা বন্ধ হয়, অর্থাৎ প্রতিবাসীরা বিবাহব্যাপারে যোগ দিয়া আপনাদের কাজের ক্ষতি করে। নিতান্ত আপনার লোকের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইলে সে গোলযোগ শীঘ্র মিটিয়া যায়, এবং তাহারা যেমন আত্মীয় ছিল তেমনই থাকে, মাঝে হইতে বাহিরের যাহারা আসিয়া মধ্যস্থতা করিতে বসে, তাহাদের নিজের কাজের ক্ষতি হয়।

যার ট্যাঁকে টাকা,
তার কথা বাঁকা।
হাতে পয়সা থাকিলে লোকে অহংকৃত হয়।

যা' রটে, তা' কতকটা বটে।
একেবারে সম্পূর্ণ অমূলক কথা প্রায় প্রচারিত হয় না।

যার দৌলতে চুয়াচন্দন,
তা'রি পাতে খোলার ব্যঞ্জন।
যাহার অর্থে উৎসব হয়, সে উৎসব-ক্ষেত্রে তাহার উপযুক্ত মর্যাদা রক্ষিত না হওয়া।

যার ধন তার ধন না,
নেপো মারে দই।
একের অধিকৃত দ্রব্য তাহার উপভোগ্য না হইয়া অপরের উপভোগ্য হওয়া।

যার ধারি তার মরণ কর।
দুষ্ট লোকেরা পাছে ঋণ শোধ দিতে হয় এই ভয়ে ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করে, হে ঠাকুর, আমি যাহার নিকট ধার করিয়াছি সে মরিয়া যাউক। তাহা হইলে আর ধার শুধিতে হইবে না।

যার নাই পুঁজিপাটা,
সে যাক বেলেঘাটা।
যাহার এক পয়সাও মূলধন নাই, সে বেলেঘাটায় যাউক। কলিকাতার নিকট-বর্ত্তী বেলেঘাটায় ধান চাউলের বিস্তর আড়ত আছে; পূর্ব্বে নিঃসম্বল ব্যক্তিও এখানে গিয়া মহাজনদের শরণাপন্ন হইলে সকলেই তাহাকে কিছু কিছু মাল দিয়া একজন দোকানদাররূপে খাড়া করিয়া দিত, এবং সেই নিঃসম্বল ব্যক্তিও এইরূপে মূলধন পাইয়া ক্রমে আপনার উন্নতি করিয়া লইত। এইরূপেই উক্ত প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

যার নাম বার বুড়ি,
তারই নাম তিন পণ।
যেখানে দুইটি বিষয়ের ফল একই, তথায় এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Six of one and half a dozen of the other."

যার নাম ভাজা চাল,
তার নাম মুড়ি;
যার মাথায় পাকা চুল,
তার নাম বুড়ি।
নামের পার্থক্য থাকিলেও বিষয়টি এক হওয়া।

যার নামে উপবাস,
তার সঙ্গে প্রবাস।
যাহার নাম উচ্চারণ করিলে অন্ন জোটে না, উপবাসী থাকিতে হয়, তাহারই সঙ্গে বিদেশে বাস করিতে হইবে। সুতরাং বার মাসই বোধ হয় উপবাসে কাটাইতে হইবে। যাহাকে দেখিতে পারা যায় না, তাহার সঙ্গে একত্র বাস করিতে বাধ্য হওয়া।

যার নারী স্বতন্ত্রা সে জীয়ন্তে মরা।
যাহার স্ত্রী স্বাধীনা, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ হইয়া থাকে।

যার নিয়তি যেখানে,
কে খণ্ডাবে সেখানে।
যাহার অদৃষ্টে যেখানে যাওয়া বা মরা আছে, তাহাকে সেখানে যাইতেই বা মরিতেই হইবে, কেহই অন্যথা করিতে পারিবে না।

যার নুন খাই, তার গুণ গাই।
যাহার নিকট হইতে সাহায্য পাই, তাহার গুণ গান করি।

যার পাঁঠা সে লেজের
দিকে কাটবে।
যাহার জিনিস সে তাহার যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারে।

যার বংশ না বাড়ে,
তার নাতি আগে মরে।
যাহার বংশ আর বাড়িবে না, অর্থাৎ সে নির্ব্বংশ হইবে, তাহার পৌত্র আগে মারা যায়। পুত্র মারা গেলে পৌত্র দ্বারা বংশরক্ষা হইবে, সুতরাং তাহার বংশরক্ষার মূল আগে নষ্ট হয়।

যার বিয়ে তার দেখতে মানা।
বরে বরে চোখাচোখি হইতে নাই।

যার বিয়ে তার মনে নাই,
পাড়া পড়শীর ঘুম কামাই।
যাহার বিবাহ হইবে, তাহার বিবাহের কথা মনে নাই, কিন্তু প্রতিবেশীদের সেই বিবাহের আলোচনায় রাত্রিতে ঘুম হয় না। যাহার কাজ তাহার কোন উদ্যোগ নাই, অন্য লোকে কিন্তু সেজন্য খুব উদ্যোগী।

যার বেটার বিয়ে,
তার পাতে ডাল নাই।
যাহার কাজ, সে আপনার সম্বন্ধে কাহার একটু ত্রুটি দেখিয়া রাগ প্রকাশ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

যার বোঝা তার ঘাড়ে।
যাহার দায় সেই তাহা ভোগ করিবে।

যার ভাত নাই, তার জাত নাই।
যাহার ঘরে ভাত থাকে না, তাহার জাতিও থাকে না, কারণ তাহাকে ভাতের জন্য সকলের দ্বারস্থ হইতে হয়।

যার মনে যেবা লয়,
দুধ বেচে মদ খায়।
কোন কোন লোক উৎকৃষ্ট দুগ্ধ বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে নিকৃষ্ট মদ খায়। যাহার যাহাতে রুচি, সে তাহাকেই ভাল মনে করিয়া থাকে।

যার মরণ যেখানে,
যাও তাড়া ক'রে যায়
সেখানে।
যাহার যেরূপ নিয়তি, সে বাধ্য হইয়া সেইরূপ কাজ করে।

যার মাটি, তারে না আঁটি।
অর্থাৎ জমিদারকে কোন প্রকারেই আয়ত্ত করিতে পারা যায় না।

**যার যখন কপাল ফেরে,
শুকনা ডাঙ্গায় ডিঙ্গী চলে।**
অদৃষ্ট ভাল হইলে অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে।

যার যা' রীত, না ছাড়ে কদাচিৎ।
যাহার যেরূপ স্বভাব, সে তাহা কখনও ছাড়িতে পারে না। "স্বভাব না যায় মলে, ইল্লৎ না যায় ধুলে।"

**যার যে কথা নহে,
সে কেন কথা কহে।**
যে যে-বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অধিকারী নয়, তাহার সে বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলা কর্ত্তব্য নয়।

**যার যেখানে ব্যথা,
তার সেখানে হাত।**
পাঁচ জনের মধ্যে কোন একটা কথা পড়িলে যাহার অবস্থার সহিত সেই কথার মিল থাকে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া না বলিলেও সে উহাকে নিজের সম্বন্ধে ভাবিয়া লয়।

যার যেমন মতি, তার তেমন গতি।
যার যেমন মন, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

যার যেমন মন, তার তেমন ধন।
যাহার মন যেরূপ সরল বা কুটিল, সে সেইরূপ ধন অর্থাৎ ফল পায়।

যার লাঠি তার মাটি।
অর্থাৎ যে শক্তিশালী, এই পৃথিবী তাহারই অধিকৃত হয়। "Might is Right."

**যার শিল তার নোড়া,
তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।**
জিনিসের অধিকারীর নিকট হইতে কোন জিনিস চাহিয়া লইয়া তদ্দ্বারা তাহারই অনিষ্ট করিতে উদ্যত হওয়া।

**যার সঙ্গে যার মজে মন,
কিবা হাড়ী কিবা ডোম।**
যাহার সহিত যাহার মনের মিলন হইয়া যায়, তাহার আর হাড়ী ডোম প্রভৃতি জাতিবিচার থাকে না।

**যার হাতে খাই নাই
সেই বড় রাঁধুনী;
যার সঙ্গে ঘর করিনে
সেই বড় ঘরণী।**
ব্যবহারের পূর্বে সকলকেই ভাল লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ব্যবহার করিলে সে ভ্রম দূর হয়।

**যারে দেখতে নারি,
তার চলন বাঁকা।**
যাহার উপর বিরক্তি থাকে, তাহার সামান্য সামান্য ত্রুটির প্রতিও লক্ষ্য করা। "Faults are thick where love is thin."

**যারে না বামুন বলি,
তার গায়ে নামাবলী।**
যে অব্রাহ্মণ, সে গায় নামাবলী দিয়া ব্রাহ্মণ সাজিয়াছে।

**যারে নাহি মারি হাতে,
তারে কিন্তু মারি ভাতে।**
যাহাকে প্রহারাদি প্রকাশ্য দণ্ড না দেওয়া যায়, তাহার খোরাক বন্ধ করিয়া দিয়া শাসন করিতে হয়। হাতে মারা অপেক্ষা ভাতে মারা অধিক নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক।

**যারে বল্লে ছি,
তার জীবনে কাজ কি?**
যাহাকে লোকে 'ছি' বলিয়া নিন্দা করে, তাহার আর জীবন ধারণ করিয়া ফল কি?

যা শত্রু পরে পরে।
পরের দ্বারা শত্রু সংহার হয়, সেটাই প্রার্থনীয়।

যা হবার হবে, ভাবনা কেন তবে।
যাহা ঘটিবার তাহা অবশ্যই ঘটিবে, তবে আর সে জন্য চিন্তা করিয়া লাভ কি?

**যাহারে ডরাও তুমি,
সেই দেবী আমি।**
যে যাহা দেখিতে ইচ্ছা করে না, তাহার সম্মুখে সেই ঘটনা উপস্থিত হওয়া।

**যিস্কো ন দে খোদাতালা,
উস্কো ন দে শকে
আসফউদ্দৌলা।**
অযোধ্যার নবাব আসফউদ্দৌলা সাতিশয় দাতা ছিলেন। একদা তিনি নগর পরিভ্রমণকালে দেখিলেন, এক ফকির বলিতেছে, 'যিস্কো ন দে খোদাতালা, উস্কো দে আসফউদ্দৌলা।' অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে দেন না, আসফউদ্দৌলা তাহাকে দিয়া থাকেন। নবাব উক্ত ফকিরকে সময়ান্তরে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া গেলেন। যথাসময়ে ফকির তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে নবাব তাহাকে একটি তরমুজ দিলেন। ফকির ভাবিল, হায় কপাল! এমন দাতা নবাব আমাকে একটি তরমুজ মাত্র দিলেন। ফকির সেই তরমুজটি লইয়া বাজারে গেল, এবং এক কড়েকে তাহা বেচিয়া সেই পয়সায় চানা ভাজা কিনিয়া খাইল। পরদিন নবাব ফকিরকে ডাকাইয়া যখন শুনিলেন যে, ফকির ঐ তরমুজ বেচিয়া চানা ভাজা খাইয়াছে, তখন তিনি ক্ষোভের সহিত বলিলেন, "হা হতভাগা, আমি কি তোমাকে সাধারণ তরমুজ দিয়াছিলাম? উহার ভিতর বহুমূল্য রত্নরাজি লুক্কায়িত ছিল।" ফকির মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। তখন নবাব বলিলেন, "এখন হইতে এই কথা বলিবে, 'যিস্কো ন দে খোদাতালা, উস্কো ন দে শকে আসফউদ্দৌলা'।" অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে দেন না, আসফউদ্দৌলাও তাহাকে দিতে পারে না।

যুগীর গানে ভনিতা কি?
যুগীর গান গানের মধ্যেই পরিগণিত নয়, তাহার আবার শেষে ভণিতা কি থাকিবে?

যুদ্ধের পর সেপাই হাজির।
কার্য সমাধা হইবার পর সাহায্যকারী লোক উপস্থিত হওয়া।

**যে আগুন খাবে,
সে অঙ্গার বর্ষাবে।**
যে পাপ করিবে, সেই তাহার ফলভোগ করিবে।

**যে আছে বাড়ীর শত্রু,
সেই যাক বরযাত্র।**
পল্লীগ্রাম অঞ্চলে বরযাত্র হওয়া বড় কষ্টকর। পথক্লেশ, বিবাহবাড়ীর অসুবিধা, অনাদর ভোগ, বিদেশে রাত্রিযাপন, স্থানবিশেষে প্রহারাদি লাভ প্রভৃতি কষ্ট আছে। এজন্য প্রবাদ আছে যে, যে বাড়ীর শত্রুস্বরূপ, সেই বরযাত্র হইয়া যাউক।

**যে আসে (যায়) লঙ্কায়,
সেই হয় রাবণ (রাক্ষস)।**
কেহ কোন স্থানে গিয়া তৎস্থানীয় লোকের প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে ঋণ করে, সে দুঃখে মরে।
যে কেবল কর্জ করে, সে চিরদিন দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।

**যে এল চষে, সে রইল ব'সে;
যে (বসে) এল কোঁৎ পেড়ে,
তার দাও ভাত বেড়ে।**
যে পরিশ্রম করে, তাহার যত্ন না করিয়া, যে বসিয়া খায় তাহার বেশী যত্ন করা।

যে কথা রটে, সে কথা বটে।
যে কথা চারিদিকে প্রচারিত হয়, তাহা একেবারে মিথ্যা হয় না, তাহার মধ্যে একটুও সত্য থাকে।

যে কথা সেই কাজ।
মুখে যেমন বলা, কাজেও সেইরূপ করা। "He is as good as his word."

যে কথা সেই কিরে।
মুখ দিয়া একবার যাহা উচ্চারিত হইবে, তাহাই শপথ বলিয়া এবং শপথের ন্যায় অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে করিতে হইবে। স্বতন্ত্র শপথ বৃথা। "His word

is as good as a bond." "মরদ কি বাত হাতী কা দাঁত।"

যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ ; তাতেও যে না ছাড়ে আশ, তার হই দাসের দাস।
ঈশ্বরকে পাইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ নানাবিধ বিপদ্ উপস্থিত হয় ; সেই বিপদেও অটল থাকিয়া যে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার দাসের দাস হন, অর্থাৎ তাহার সর্ববিধ কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন।

যে করে দুঃখ ভোগ, তার হয় সুখ সম্ভোগ।
যে প্রথমে ধৈর্যসহকারে দুঃখ ভোগ করে, সে পরে সুখ ভোগ করিয়া থাকে।

যে কহে বিস্তর, সে কহে বিস্তর।
যে "বিস্তর" কথা কহে, তাহার কথা কার্যে পরিণত হয় না। "Who talks too much talks in vain."

যে কাঁটায় মাপ, সেই কাঁটায় শোধ।
যে কাঁটায় মাপিয়া ধার লওয়া হয়, সেই কাঁটাতেই মাপিয়া ধার শোধ করা হয়। অন্যের সহিত যেমন ব্যবহার করিবে, অন্যের নিকট হইতে ঠিক সেইরূপ ব্যবহারই পাইবে।

যে কাঠ (বা আগুন) খাবে, সেই আঙরা হাগবে।
যে যেমন কাজ করে, সে তেমনই ফল পায়।

যে কাল বিহ্বে।
যখন যেমন অবস্থা, তখন সেইরূপ ভাবে চলা।

যে কাল যায় সে কাল ভাল।
যে সময়টা চলিয়া যায়, সেই সময়টাই লোকের নিকট বর্তমান অপেক্ষা ভাল বলিয়া বোধ হয়। হস্তগত বস্তু অপেক্ষা হস্তচ্যুত বস্তুর জন্যই লোকের অধিক আক্ষেপ হয়। "যে শোলটা পালিয়ে যায়, সেই শোলটাই বড় হয়।"

যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে, সে কুকুর কামড়ায় না।
যে মারিব মারিব বলিয়া আস্ফালন করে, সে মারিতে পারে না। "Barking dogs seldom bite." "His bark is worse than his bite."

যেখানে আঁটাআঁটি, সেইখানেই লটখটি (বা খিটিমিটি)।
যেখানে বেশী আঁটাআঁটি থাকে, সেইখানেই বেশী গোলযোগ উপস্থিত হয়।

যেখানে উৎপত্তি, সেইখানে নিবৃত্তি (বা নিষ্পত্তি)।
যে ব্যাপার হইতে কোন গোলযোগের উৎপত্তি হয়, সেই ব্যাপার হইতেই তাহার নিবৃত্তি হয়।

যেখানে গুড়, সেখানে পিঁপড়ে।
যেখানে লাভের আশা থাকে, সেইখানেই সকলে যাতায়াত করিয়া থাকে।

যেখানে গৃহস্থের বাসা, সেখানে অতিথির আশা।
যেখানে গৃহস্থ বাস করে, সেইখানেই অতিথিরা আতিথ্যলাভের আশা করে।

যেখানে জল সেখানে মাছ, যেখানে পাখী সেখানে গাছ।
আশ্রিত ও আশ্রয়স্থলের সম্বন্ধ বুঝাইবার স্থলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যেখানেতে নাই মান, সেখানে ছাড়ি পাকা ধান।
মান না থাকিলে যথেষ্ট লাভের আশাও ত্যাগ করা কর্তব্য, কারণ প্রাণ অপেক্ষা মান শ্রেষ্ঠ।

যেখানে ধন, সেখানে মন।
যেখানে ধন লাভের আশা আছে, লোকের মন সেই দিকেই ধাবিত হয়।

যেখানে নাই আসল মায়া, সেখানেই বেশী আহা।
আন্তরিক স্নেহ না থাকিলেই লোকে বেশী মৌখিক স্নেহ দেখাইয়া থাকে।

যেখানে না চলে সূঁচ, সেখানে চালাই বেটে (দড়ি)।
যেখানে কাজ সিদ্ধ করিবার একটুও উপায় নাই, চতুর লোকেরা সেখানেও কৌশলে উপায়ের সৃষ্টি করিয়া কাজ সিদ্ধ করিয়া লয়।

যেখানে বসে, সেখানে কি চষে।
যেখান হইতে সাহায্য পাওয়া যায়, সে স্থানে বিঘ্নের সৃষ্টি করিতে নাই।

যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।
যাহাকে ভয় করিয়া চলা যায়, তাহাই উপস্থিত হইবার উপক্রম হওয়া।

যেখানে বাসনা-রথ, সেখানে সিদ্ধির পথ।
প্রবল বাসনা থাকিলে কার্য সাধনের উপায় আপনা হইতে বাহির হয়। "Where there is a will, there is a way."

যেখানে ভাই ভাই, সেখানে ঠাঁই ঠাঁই।
ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায়ই মিল থাকে না।

যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।
যেখানে যেমন ভাব দেখিবে সেখানে সেই ভাবে চলিবে। "All things to all men." "Do in Rome as Rome does."

যে খায় দুধে চিনি, তার চিনি যোগান চিন্তামণি।
যাহার যাহা প্রয়োজন, ভগবান্ তাহাকে তাহাই দান করিয়া থাকেন।

যে খেয়েছে তার জন্য ভাত বাড়।
যে একবার পাইয়া আবার পাইবার আশা করে। "তেলা মাথায় তেল দেওয়া।"

যে খেলতে জানে, সে কানা কড়িতেও খেলে।
যে, যে কাজে দক্ষ, সে একটু অবলম্বন পাইলেই সে কাজ সিদ্ধ করিতে পারে।

যে গরু দুধ দেয়, তার চাট (লাথি) সহ্য হয়।
যাহার নিকট উপকার পাওয়া যায়, সে দু'কথা বলিলেও তাহাতে কষ্ট বোধ হয় না।

যেচে মান, কেঁদে সোহাগ।
মন পাইবার জন্য লোকের নিকট প্রার্থনা করিয়া যে মানী হয়, তাহার মানের কোন মূল্য নাই ; আর কাঁদাকাটা করিয়া আদর পাওয়াতেও কোন ফল নাই।

যে ছা উড়ে, সে বাসায় ধড়ফড় করে।
যে কাজের লোক, সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

যে জানে না উত্তর পুব, তার মনে সদাই সুখ।
অর্থাৎ যাহার ভাল মন্দ ভেদজ্ঞান নাই, সে সকল অবস্থাতেই সুখে থাকে।

যে জেতে সেই হাসে।
"He laughs best who laughs last."

যেটা রটে, সেটা বটে।
"যে কথা রটে সে কথা বটে" দ্রঃ।

যে টিপ সেই ফোড়।
নামে পৃথক্, কিন্তু কার্যে এক হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে ডাল ধরে, সে ডাল ভাঙ্গে।
বিপন্ন হইয়া যাহার আশ্রয় গ্রহণ করা যায়, তাহারই বিপদ্ উপস্থিত হওয়া বা যে কাজেই হাত দেওয়া যায়, সেই কাজেই ক্ষতি হওয়া।

যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে।
নির্বোধেরা যে ডালে বসিয়া আছে, সেই ডালেরই গোড়া কাটে ; কাটা শেষ হইলে ডালের সঙ্গে তাহাকেও যে পড়িতে হইবে তাহা ভাবে না। যাহার নিকট সাহায্য পাওয়া যায়, তাহারই অনিষ্ট করা।

যেতে ছাগল আসতে পাগল।
আসিবার জন্য লালায়িত, কিন্তু আসিয়াই আবার ফিরিয়া যাইবার জন্য ছাগলের মত ছটফট করা। অব্যবস্থিত-চিত্ততা।

যে দাম (দল) টানে সে কৈ খায়।
যে পরিশ্রম করে, সেই তাহার ফল পায়।

যে দিকে জল পড়ে, সেই দিকে ছাতা ধরে।
যে দিক্ দিয়া বিপদ বা বাধা উপস্থিত হয়, সেই দিকে গিয়া তাহার প্রতিকার করিতে চেষ্টা করা।

যে দিন যায় সে দিন আসে না।
কাল গত হইলে আর ফিরে না।

যে দিল অন্তরে ব্যথা, তার সঙ্গে কিসের কথা?
অর্থাৎ তাহার সহিত কোন কথা কহিব না।

যে দেখালে যো, তারেই দেখায় ভো।
যে কাজ সিদ্ধ করিবার পথ দেখাইয়া দেয়, শেষে তাহাকেই ফাঁকি দেওয়া।

যে দেশে কাক নাই, সে দেশে কি রাত পোহায় না?
যাহার দ্বারা কিঞ্চিৎ সাহায্য পাওয়া যাইতেছে, তাহার অভাব হইলে কি সংসার আর চলিবে না? অবশ্যই চলিবে।

যে দেশে বৃক্ষ নাই, সে দেশে এরণ্ডই বৃক্ষ।
যেখানে কৃতবিদ্য পণ্ডিত নাই, সেখানে খুঁটআঁখুরে লোকও পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হয়। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।" 'দুবাবনে শটাশ বাঘ।"

যেন সতা সতীনের ঘর।
এক বাড়িতে দুইজন পরস্পরকে হিংসা করিলে এবং নিয়ত ঝগড়া বাধাইলে উদাহরণ স্বরূপে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে না ভাবে আগে পিছে, সে আবাগের বাঁচা মিছে।
যে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে না অর্থাৎ পরিণাম বুঝিয়া কাজ করে না, তাহার বাঁচিয়া থাকাই বৃথা, কেননা তাহাকে পদে পদে কষ্টভোগ করিতে হয়।

যে নারী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।
যে রমণী সতীনের হাতে পড়ে, বিধাতা তাহাকে ভিন্ন উপাদানে নির্মাণ করেন, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতি সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে ভিন্ন হয়। পাঠান্তর—"যে মেয়ে সতীনে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।"

যে পাতে খায়, সেই পাত ছিঁড়ে।
যাহার নিকট উপকার পায়, তাহারই অনিষ্ট করে।

যে পাতে খায়, সেই পাতে হাগে।
(পূর্ববৎ)।

যে বনে যাই, সেই ফল খাই।
যখন যেমন অবস্থা, তখন সেইরূপ চলিবে।

যে বিয়ের যে মন্ত্র।
বিবাহ যেমন মন্ত্রও তেমনি। কার্যের উপযুক্ত ফল বা অনুরূপ ব্যবস্থা।

যেমন উনুনমুখো দেবতা, তেমন ঘুঁটের পাঁশের নৈবেদ্য।
যে যেমন লোক, তাহার তেমনই বস্তুতে রুচি।

যেমন কন্যা রেবতী, তেমন পাত্র জোলাতাঁতী।
অর্থাৎ কন্যাও যেমন কুরূপা, পাত্রও তেমনই কুৎসিত। কুৎসিতের সহিত কুৎসিতের মিলন।

যেমন কন্যা রেবতী, তেমনি পাত্র গদাহাতী (বলরাম)।
বলরামের পত্নীর নাম রেবতী।

যেমন কর্ম তেমন ফল, মশা মারতে গালে চড়।
কাহাকেও জব্দ করিতে গিয়া নিজে জব্দ হওয়া। "As you sow so you shall reap."

যেমন কুকুর, তেমনি মুগুর।
দুরন্ত লোক উপযুক্ত রূপ সাজা পাইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যেমন ক্ষেপা, তেমনি ক্ষেপী।
যে যেমন তাহার সহিত ঠিক সেইরূপ প্রকৃতির মিলন হওয়া। "Like father, like son." "Like master, like man."

যেমন গাওনা, তেমন পাওনা।
অর্থাৎ যেমন কাজ, তার পারিশ্রমিকও সেইমত। "যেমন দান তেমনি দক্ষিণা।"

যেমন গাদন তেমনি নাদন।
যেমন রাশি রাশি খায়, তেমনি রাশীকৃত বিষ্ঠাত্যাগ করে।

যেমন গুরু, তেমনি চেলা।
(টক ঘোল, তার ছেঁদা মালা)।
গুরুর অনুরূপ শিষ্য। যেমন নিকৃষ্ট টক ঘোল, তার বিতরণের ছেঁদা মালাও তেমনি। "Like master, like man." "Like priest, like people."

যেমন চুলোমুখো (ঘোড়ামুখো) দেবতা, তেমনি পাঁশের (মাষ কলাই) নৈবেদ্য।
যে যেমন লোক তাহাকে সেইরূপ বস্তু দান। "Like saint, like offering."

যেমনটি যায়, তেমনটি হয় না।
যেরূপ সুযোগ বা বস্তু নষ্ট হয় ঠিক সেইরূপ সুযোগ বা বস্তু আর পাওয়া যায় না।

যেমন তেমন গড়, চুন বালি দিয়ে মোড়।
যেমন করিয়াই ঘর তৈয়ার কর, তাহাতে চুন ও বালির কাজ করিবে; ইহাতে মন্দ গাঁথুনিও অনেক দিন টিকে, আর ভাল গাঁথুনিতেও চুন বালির কাজ না করিলে তাহা বেশী দিন টিকে না।

যেমন তেমন চাকরি ঘি ভাত।
সাধারণের সংস্কার এইরূপ যে, ছোট বড় যেমনই চাকরি হউক না কেন, তাহাতে ঘি ভাত চলে, অর্থাৎ খাওয়াদাওয়া সুখে চলিয়া যায়। (এই সর্বনেশে সংস্কারের দরুন বাঙ্গালী জাতি যথার্থই গোলামের জাতি হইয়া উঠিতেছে।)

যেমন তেমন বিয়ে, তিরিশ টাকার খিয়ে।
যেমন তেমন বিবাহ হইলেও অর্থাৎ কোনরূপে বিবাহকার্য নিবাহ করিতে গেলেও তিরিশ টাকা খরচ হইবেই হইবে। পূর্বে এইরূপ ব্যয়েই বিবাহকার্য নিবাহিত হইত।

যেমন দগ্ধানন দেবতা, তেমনি ভস্মরাশি নৈবেদ্য।
দেবতা যেমন পোড়ামুখো, তাহার নৈবেদ্যও তেমনই রাশীকৃত ছাই। (পূর্বে দ্রঃ।)

যেমন দান তেমনি দক্ষিণা।
যেমন দান তদনুরূপ দক্ষিণা প্রদত্ত হয়। কেহ সোনার কলস দান করিয়া এক পয়সা দক্ষিণা দিতে পারে না; আবার মাটির কলস দিয়া এক টাকা দক্ষিণা দেয় না। যেমন কাজ, তাহার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দান বিধেয়।

যেমন দেব তেমনি বাহন।
যে যেমন লোক, তাহার সেই অনুরূপ অনুচর হয়।

যেমন দেবা তেমনি দেবী।
যেমন দেব তাহার উপযুক্ত স্ত্রী। যেমন কুৎসিত স্বামী তেমনই কুরূপা স্ত্রী হইলে বিদ্রূপচ্ছলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যেমন পাপ তেমনি প্রায়শ্চিত্ত।
কোন মন্দ কাজ করিতে গিয়া তাহার উপযুক্ত ফল পাওয়া।

যেমন বাঁদী তেমনি চরকা।
দাসীর যোগ্য চরকা।

যেমন বাপ তেমনি বেটা।
পুত্র পিতার ন্যায় গুণযুক্ত; "A chip of the old block." "বাপকি বেটা,

সিপাহীকা ঘোড়া, কুচ্ না হোয় ত থোড়া থোড়া।"

যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।
বুনো ওল যেমন কুটকুটে, তেমনি ভয়ানক টক তেঁতুল। তেঁতুলের টক রসে ওলের কুটকুটুনি নষ্ট করে। দুষ্টের উপর দুষ্টামি করিয়া তাহাকে জব্দ করা। "Desperate disease requires desperate remedies."

যেমন মতি তেমন গতি।
যাহার যেমন প্রবৃত্তি, সে সেইরূপ গতি প্রাপ্ত হয়।

যেমন মনিব তেমনি চাকর।
মনিব যে প্রকৃতির, চাকরের প্রকৃতিও ঠিক সেইরূপ। "Like master, like man."

যেমন মা তেমনি ছা।
মা যেরূপ, তাহার সন্তানও সেইরূপ।

যেমন মা, তেমনি ঝি, তার বাড়া নাতিনীটি।
যেমনি মা, তাহার তেমনই মেয়ে; আবার মেয়ের মেয়েটি সকলের অপেক্ষা কিছু বেশী।

যেমন শরা, তেমনি হাঁড়ি, গ'ড়ে রেখেছে কুমারবাড়ি।
যেমন মেয়ে, তাহার অনুরূপ বর বিধাতা ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন।

যেমন হাঁড়ি তেমনি শরা, যেমন নদী তেমনি চড়া।
যোগ্য পাত্রের সহিত যোগ্য পাত্রের মিলন।

যে মরবে আপন দোষে, কি করবে তার হরিহর দাসে।
যে নিজের দোষে নিজে মরিবে, বিখ্যাত কবিরাজ হরিহর দাসও তাহাকে ভাল করিতে পারে না। নিজের সর্বনাশ নিজে করিলে তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না।

যে মাছটা পালায় সেই মাছটাই বড়।
আয়ত্তের বাহির হইয়া গেলে অতি ক্ষুদ্র জিনিসকেও লোকে খুব বড় বা বেশী দরকারী মনে করে।

যে ফুলটা বাড়ে, তার এক পাতাতেই চেনা যায়।
কার্যের আরম্ভ দেখিলেই তাহার পরিণাম বুঝিয়া লওয়া যায়। "উঠন্তি মূল পত্তনেই চেনা যায়।"

যে মেয়ে সতীনে পড়ে, বিধি তারে ভিন্ন গড়ে।
'যে নারী সতীনে পড়ে' দ্রঃ।

যে যত বড়, সে তত ছোট।
যে যত বড় হয়, সে তত ছোট অর্থাৎ নম্র হয়।

যে যা' খায়, তাই তাহার ঢেকুর উঠে।
যে যেমন কাজ করে, তাহার আভাস অনেকটা তাহার চালচলনেই পাওয়া যায়।

যে যা' চায়, সে তা পায়।
যে যাহা একাগ্রমনে প্রার্থনা করে, সে তাহাই পায়।

যে যা'তে রত, কহে তার মত।
যে যাহার প্রতি অনুরক্ত, সে তাহার পক্ষ হইয়া কথা কহে।

যে যায় লঙ্কায়, সেই হয় রাক্ষস (বা রাবণ)।
কেহ কোন স্থানে গিয়া সেই স্থানের অনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে যার সে তার।
যে যাহার আপনার লোক, যতই বিরোধ হউক না কেন, সে তাহার আপনারই হইয়া থাকে।

যে যারে দেখতে নারে সে তারে হাঁটনায় খোঁড়ে।
অপ্রিয় ব্যক্তির চলনও দোষের বলিয়া মনে হয়। Faults are thick where love is thin.

যে যারে ধ্যায়, সে তারে পায়।
যে যাহাকে চিন্তা করে, সে তাহাকেই প্রাপ্ত হয়। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" "Think of the devil, and he appears."

যে রক্ষক সেই ভক্ষক।
যে রক্ষাকর্তা সেই শেষে ভক্ষক হইল।

যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?
কেহ কোন একটা বড় কাজ করিতে গিয়া নিজের একটা ক্ষুদ্র কাজ সম্পন্ন না করিলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যে শোলটা পালায়, সেই শোলটা বড়।
যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহার অপেক্ষা, যাহা পাওয়া যায় নাই, তাহাকেই ভাল বলিয়া মনে হয়।

যে সয় তার পিঠে সবই চাপায়।
সহিষ্ণু ব্যক্তিকেই সকলে অধিক উৎপীড়ন করে। "A willing horse is worked the most."

যে সয় সেই রয়।
যে সহ্য করে সেই টিকিয়া থাকে। যে ব্যক্তি দুঃখকষ্টে আত্মহারা না হইয়া সহ্য করিয়া যায়, সেই পরে সুখভোগ করে।

যে সর্ষেতে ভূত ছাড়ে, সেই সর্ষের ভিতর ভূত।
যে উপায়ে বিপদের প্রতীকার করা যাইতে পারে, সেই উপায়ই বিপদপূর্ণ।

যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে।
সংস্কৃত প্রবাদ দ্রঃ। "Like draws to like."

যো-ঘরে আগুন লেগেছে।
যো অর্থাৎ জতু—গালা দাহ্য পদার্থ, তাহার ঘরে আগুন লাগিলে সে আগুন নির্বাপিত করা যায় না। অত্যন্ত রাগী লোককে কেহ রাগাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

যৌবন জোয়ারের জল (পানি)।
জোয়ারের জল যেমন ক্ষণস্থায়ী, একবার বাড়িয়া অল্পক্ষণ পরেই কমিয়া যায়, মানুষের যৌবনকালও সেইরূপ অল্পকাল-স্থায়ী।

র

রক্ষকে ভক্ষণ করে, কে রাখিতে পারে তারে।
রক্ষাকর্তা মারিলে রক্ষা নাই।

রঘু চৈতা বলা, তিন কলির চেলা।
এক শ্রেণীর লোক বলেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য, চৈতন্যদেব এবং বলরাম ভজা, এই তিনজন কলির চেলা (শিষ্য)। রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহ করিতে গিয়া অনেক নূতন মতের স্থাপন দ্বারা দেশের সর্বনাশ করিয়াছেন; চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মের প্রচার দ্বারা এবং বলরাম ভজা এক নেড়ানেড়ীর সম্প্রদায়ের প্রবর্তন করিয়া দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ "বলা" নামে বল্লালসেনকে অভিহিত করিয়া থাকে। তাহাদের মতে বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের অনিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

রঙ থাকলে রঙে কড়ি, রঙ না থাকলে গড়াগড়ি।
যতক্ষণ রূপ থাকে ততক্ষণ আদর, রূপ না থাকিলে আর আদর থাকে না।

রণমুখো সেপাই, ঘরমুখো বাঙ্গালী।
সিপাহীরা যখন যুদ্ধে অগ্রসর হয়, তখন সম্মুখের কোন বাধাকেই গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধের দিকে ধাবিত হয়। আর বাঙ্গালীরা নিজের ঘর খুব ভালবাসে। সকল বাধাবিঘ্নকে উপেক্ষা করিয়া সংকল্পিত কার্যে অথবা গৃহের দিকে অগ্রসর হওয়া।

রণের ঘোড়া।
যুদ্ধের ঘোড়া যেমন যুদ্ধের বাজনা

শুনিলেই নাচিয়া উঠে, এবং যুদ্ধাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে মনোমত কাজের কথা শুনিলেই আর স্থির থাকিতে পারে না, তাহাকে রণের ঘোড়া কহে।

রতন গর্ভের পেতন সন্তান।

যে গর্ভে রত্নের ন্যায় শ্রেষ্ঠ সন্তান জন্মে, সেই গর্ভে ভূতের ন্যায় সন্তান জন্মিয়াছে। প্রসূতি ও সন্তান উভয়েই কুৎসিত হইলে শ্লেষে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। অথবা, সুন্দরী রমণীর কদাকার সন্তান সম্বন্ধে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

রতনে রতন চিনে।

গুণী ব্যক্তিই গুণীর গুণ বুঝিতে পারে। শ্লেষেও বলা হয়।

রত্নগর্ভা।

যে রমণীর গর্ভে সাধু সুপুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে রত্নগর্ভা কহে। কোন কোন স্থলে কুপুত্র-জননীকেও শ্লেষে 'রত্নগর্ভা' বলা হইয়া থাকে।

রথ দেখা কলা বেচা।

এক কার্যে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া। "Killing two birds with one stone."

রন্ধনের (ভাতের) চাউল চর্বণে যায়।

রাঁধিবার নিমিত্ত সংগৃহীত চাউল চিবাইয়া খাইতে ফুরাইয়া যায়।

রসাতলে দেওয়া।

কোন কিছুকে একেবারে নষ্ট করা।

রসুন বলে কাঁচকলা ভাই তোমার বড় খোসা।

রসুন কেবল কতকগুলি খোসার সমষ্টি, খোসা ছাড়া তাহার আর কিছুই নাই। সেই রসুন কাঁচকলাকে বলিতেছে,—ভাই কাঁচকলা, তোমার গায়ে বড় খোসা। যে নিজের পর্বতপ্রমাণ দোষের দিকে না চাহিয়া অপরের তিলপ্রমাণ দোষের দিকে লক্ষ্য করে। "চালুনি বলে ছুঁচ তোর পিছে কেন ছেঁদা।" "The pot calls the kettle black."

রসের ঘরেই গৌর নাচে।

ঘরে রস থাকিলেই অর্থাৎ চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয়ের ব্যবস্থা থাকিলেই সেখানে গিয়া গৌরাঙ্গ সংকীর্তনে নৃত্য করেন, যেখানে রস নাই, সেখানে নৃত্য করেন না। হাতে পয়সা থাকিলেই 'স্ফূর্তি' চলে, নতুবা চলে না।

রসের নাগর রূপের সাগর যদি ধন পাই, আদর করে করি তারে বাপের জামাই।

অতিশয় রসিক ও রূপবান্ পুরুষ হইবে, অথচ তাহার ধন থাকিবে, এরূপ হইলে তাহাকে আদর করিয়া বাপের জামাই করি, অর্থাৎ নিজের পতিত্বে বরণ করি।

রাঁড়ের পুঁজি।

বিধবা বা বেশ্যার ধন অপরেরই ভোগ্য হয়।

রাঁধতে দেরি সয় বাড়তে দেরি সয় না।

কার্য সিদ্ধ হইতে বিলম্ব সয়া যায়, কিন্তু কাজ হইয়া গেলে তাহার ফলভোগে বিলম্ব সহ্য হয় না।

রাঁধুনীর সঙ্গে ভাব থাকলে ভোজনেতে সুখ।

রাঁধুনীর সঙ্গে যদি ভাব থাকে, তাহা হইলে আহারের সুখ হয়, কারণ রাঁধুনীর হাতেই আহারীয়; সে ইচ্ছামত ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায়।

রাই কুড়িয়ে বেল।

অল্প অল্প সঞ্চয় করিয়া প্রভূত অর্থ জমানো। "Many a mickle makes a muckle." "Penny a day is a groat a year." "তিল কুড়িয়ে তাল।"

রাক্ষসের উপর খোক্কস।

রাক্ষসই সকলকে খায়, আবার খোক্কস সেই রাক্ষসকেও খায়। বলবানের উপর বল প্রয়োগ করিতে পারিলেই এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাখালের হাতে শালগ্রামের বিনাশ।

শালগ্রাম হিন্দুর পুজনীয় দেবতা; কিন্তু রাখাল তাহার মর্যাদা জানে না, সে তাহা পাইলেই নুড়িজ্ঞানে তাহাকে লইয়া খেলা করিতে থাকে। মূর্খের হাতে পড়িলে গুণবান্ ব্যক্তিকে অপমানিত হইতে হয়। "Casting pearls before swine."

রাখে হরি মারে কে, মারে হরি রাখে কে।

ঈশ্বরের ইচ্ছা না হইলে কেহ কাহাকে মারিতে বা বাঁচাইতে পারে না।

রাগ ক'রে নিজের ঘরে বেশী ক'রে খাবে।

যাহার রাগে নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার প্রতি উক্তি।

রাগটিও আছে, সুখটিও আছে।

একদা জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব যমুনাতীরে বালুকার উপর শুইয়া ছিলেন। তিনি একখানি ইটকে উপাধানস্থানীয় করিয়াছিলেন। কতকগুলি স্ত্রীলোক জল আনিতে যাইতে যাইতে ইহা দেখিয়া বলিল, "বাবাজীর এখনও বালিশ মাথায় দিবার আশাটুকু আছে।" স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে বাবাজী ভাবিল, একখানা ইট মাথায় দিয়াছি, তাহাতেও লোকে আমার সুখের প্রত্যাশা দেখিতে পায়। দূর হউক, আর ইট মাথায় দিব না। বাবাজী ইটখানিকে ফেলিয়া দিয়া শুইয়া রহিলেন। স্ত্রীলোকেরা ফিরিবার সময় ইহা দেখিয়া বলিল, "বাবাজীর রাগটিও আছে, সুখটিও আছে।" অর্থাৎ ইনি সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা করেন, আবার কেহ তাহা বলিলে রাগও করিয়া থাকেন।

রাগ না চণ্ডাল।

রাগ অতি ভয়ানক শত্রু। চণ্ডালের যেমন হিতাহিত জ্ঞান নাই, রাগ হইলে লোকের সেইরূপ হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

রাঙ্গা মুলা।

রাঙ্গা মুলা বাহিরে দেখিতে বেশ, কিন্তু ভিতরে ভয়ানক ঝাল। যে বাহিরে দেখিতে রূপবান্, কিন্তু ভিতরে যাহার কোন গুণ নাই, তাহাকে রাঙ্গা মুলা বলে।

রাজা গেল পাটনে শূন্য হ'ল দেশ, মাঝখানে বসে আছে নেড়া দরবেশ।

রাজা বিদেশে ভ্রমণে যাওয়ায় দেশ শূন্য হইয়াছে, কেবল দেশের মধ্যে নেড়া মুসলমান ফকির বসিয়া আছে।

রাজা তেজচন্দ্র।

বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র সাতিশয় শৌখিন ও দাতা ছিলেন। এজন্য কেহ অতিরিক্ত শৌখিন বা দাতা হইলে তাহাকে রাজা তেজচন্দ বলা হয়। কেহ অত্যন্ত দর্পী হইলেও তাহাকে "রাজা তেজচন্দ্র" বলা হয়।

রাজা থাকতে কোটালের দোহাই।

রাজা উপস্থিত থাকিতে কোটালের দোহাই দিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা। প্রভু থাকিতে ভৃত্যের দোহাই দেওয়া।

রাজাদের ঘুড়ী, এক বিয়ানে বুড়ী।

রাজাদের ঘোটকী একবার সন্তান প্রসব করিলেই বুড়ী হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহাকে আর ব্যবহার করা হয় না। বড় লোকেরা কোন জিনিস একটু মন্দ হইলেই তাহা আর ব্যবহার করেন না।

রাজা মারে, দোহাই দিব কার ?

অন্যে অত্যাচরণ করিলে লোকে রাজার দোহাই দেয়, কিন্তু রাজা নিজে অত্যাচরণ করিলে আর কাহার দোহাই দিবে, এবং তাহার প্রতীকারেরই বা উপায় কোথায় ?

রাজায় রাজায় দেখা হয়, তবু বোনে বোনে দেখা হয় না।

বিবাহিত ভগ্নীদের পরস্পর দেখাসাক্ষাৎ হওয়া দুর্ঘট।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়,
উলু খাগড়ার প্রাণ যায়।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে মাঝে হইতে সৈন্যদের চাপে নিরীহ উলুখড় এবং খড়িগাছ সকল মারা যায়। দুই বড় লোকে বিবাদ হইলে তাহাদের মধ্যে যে সকল গরীব লোক থাকে, তাহাদিগকে বিপন্ন হইতে হয়।

রাজারও রেয়ত নহে,
সাধুরও খাতক নহে।

রাজার জমিতেও বাস করে না, এবং সাধুরও (মহাজনের) টাকা ধারে না। যে বিবাদশীল দুই দলের কাহারও কথায় থাকে না।

রাজার দোষে রাজ্য নষ্ট,
স্ত্রীর দোষে স্বামীর কষ্ট।

অর্থ স্পষ্ট।

রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট,
গিন্নীর পাপে গৃহস্থের কষ্ট।

অর্থ স্পষ্ট।

রাজার ভালবাসা,
গৃহস্থের খাসী পোষা।

গৃহস্থ যেমন খাসীকে সাদরে পালন করিয়া শেষে তাহাকে কাটিয়া খায়, রাজার ভালবাসাও সেইরূপ। রাজা আজ যাহাকে খুব ভালবাসেন, কাল হয়ত সামান্য ত্রুটিতে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

রাজার রাজপাট,
গরীবের শাকভাত।

রাজা সিংহাসনে বসিয়া যেমন সুখ ভোগ করেন, গরীব লোক শাকভাত খাইয়াও তেমনই সুখ পায়।

রাজার রাজপাট,
যোগীর ঝুলিকাঁথা।

রাজা রাজকার্য লইয়া সন্তুষ্ট, যোগী আপনার ঝুলি কাঁথা লইয়া সন্তুষ্ট।

রাজার রাণী, কামার কামী।

সকলেই আপনার উপযুক্ত বস্তু পায়। "Every jack has his jill."

রাজার সুখে অরণ্যে বাস।

রাজা যদি সুনিয়মে প্রজাপালন করেন, তাহা হইলে বনে বাস করিলেও সুখ আছে, নতুবা নগরে থাকিয়াও সুখ নাই।

রাজার হাল স্বর্গে বয়।

রাজার হাল অর্থাৎ লাঙ্গল স্বর্গে বাহিত হয় অর্থাৎ দেবতারা রাজার হাল চালাইয়া জমিতে শস্য উৎপাদন করিয়া দেন, রাজা বসিয়া বসিয়া তাহার ফল ভোগ করেন। ভাগ্যবানের কাজ আপনা হইতে সিদ্ধ হয়।

রাজ্যে নাই যা' ছেলে চায় তা'।

দুষ্প্রাপ্য বস্তুর জন্য আবদার করা।

রাত উপোসে হাতী পড়ে।

প্রত্যহ রাত্রিতে যদি উপবাসী থাকা যায়, তাহা হইলে হাতীকেও মারা যাইতে হয়, মানুষ কোন্ ছার।

রাতারাতি বামনা হইল মহারাজ।

হঠাৎ অবস্থার উন্নতি হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাতের বেলা ভূতের ভয়।

রাত্রির অন্ধকারে ভূতের ভয় হয়।

রান্না খেয়ে কান্না পায়।

অত্যন্ত খারাপ রান্না।

রাবণের চিতা।

প্রবাদ এইরূপ যে, রাবণের চিতা চিরদিন জ্বলিবে, তাহা কখনও নিভিবে না। যে শোকরূপ আগুন চিরকাল হৃদয়কে দগ্ধ করে, তাহাকে রাবণের চিতা কহে।

রাবণের দোষে সমুদ্রের বন্ধন।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিল, সেই দোষে সমুদ্রকে বন্ধন সহ্য করিতে হইল। একের দোষে অপরের কষ্ট।

রাবণের পুরী ছারখার।

কাহারও বৃহৎ বংশ অল্পকাল মধ্যে নির্বংশ হওয়া।

রাবণের হাতে যথা মারীচ কুরঙ্গ।

রাবণ সীতাকে হরণ করিবার অভিপ্রায়ে মারীচ রাক্ষসকে মায়ামৃগরূপে রাম-সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আদেশ করে। রামের সম্মুখে গেলে মৃত্যু নিশ্চয় বুঝিয়া মারীচ তাহাতে অস্বীকার করিলে রাবণ তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়। তখন মারীচ উভয় দিকেই মৃত্যু দেখিয়া অগত্যা রাবণের প্রস্তাবে সম্মত হয়। কাহারও দুই দিকেই বিপদ্ উপস্থিত হওয়া।

রাম নামে ভূত পালায়।

কথিত আছে যে, রাম নাম করিলে ভূতযোনি ভয়ে পলাইয়া যায়।

রাম না হ'তে রামায়ণ।

কথিত আছে যে, রামচন্দ্রের জন্মগ্রহণ করিবার ষাট হাজার বৎসর পূর্বে মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন, এবং তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া সেইরূপ কার্য করিয়াছিলেন। কোন ঘটনা ঘটিবার পূর্বে সেই ভাবী ঘটনার বিবরণ ব্যক্ত করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রাম বলা ধুতি তোলা
দু'দিক্ কি সাজে?

দুইটি লোক এক নদী পার হইতেছিল। একজনের মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সে ভাবিল, রাম নামে জলে শিলা ভাসে ও রাম নাম করিয়া ভবসমুদ্র পার হওয়া যায়, আর আমি এই সামান্য নদী পার হইতে পারিব না? সে 'জয় রামচন্দ্র' বলিয়া জলে নামিল, এবং অনায়াসে নদী পার হইয়া গেল। নদীতে জল বেশী ছিল না, কিন্তু আশেপাশে অনেক খালখন্দ ছিল। প্রথম ব্যক্তিকে পার হইতে দেখিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিও 'রাম রাম' বলিয়া জলে নামিল। কিন্তু তাহার হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না, সুতরাং পাছে কাপড় ভিজে এই ভয়ে সে কাপড় তুলিয়া সন্তর্পণে চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে পাশের খালে পা পড়ায় তাহার কাপড়চোপড় ভিজিয়া গেল। তখন প্রথম ব্যক্তি হাসিতে হাসিতে বলিল, রাম বলা এবং কাপড় তোলা দুই দিক চলে না। হয় রাম রাম বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নির্ভরে অগ্রসর হও, নতুবা আপনার বস্ত্রাদি সাবধান করিয়া আইস। মুখে একজনের উপর নির্ভর করিয়া, তাহার দ্বারা কার্য সিদ্ধি হয় কিনা সন্দেহে গোপনে বা মনে মনে অন্য চেষ্টা দেখা।

রাম বলেন লক্ষ্মণ,
লক্ষ্মণ বলেন এইক্ষণ।

আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহা কোন অনুগতজন প্রতিপালন করিলে এই প্রবাদ প্রযোজ্য।

রাম ভজি কি রহিম ভজি।

ধর্ম সম্বন্ধে সন্দিগ্ধচেতাকে উপলক্ষ করিয়া এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

রাম মারলেও মারবে,
রাবণ মারলেও মারবে।

উভয় সংকটে পতিত হওয়া। "জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।" "On the horns of a dilemma."

রামরাজ্য।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের রাজত্বকালে প্রজাগণ পরম সুখে বাস করিয়াছিল। রামের প্রজাপালন গুণে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ, অকালমৃত্যু, রোগ, শোক, অন্যায়, অবিচার কিছুই ছিল না। এইজন্য যে রাজ্য সুনিয়মে পরিচালিত হয়, এবং যথায় প্রজাগণ সুখস্বচ্ছন্দে থাকে, তাহাকে রাম-রাজ্য বলিয়া থাকে।

রাম-লক্ষ্মণ দু'টি ভাই,
রথে চ'ড়ে স্বর্গে যাই।

এরূপ ভ্রাতৃস্নেহের অধিকারী হইলে রথে চড়িয়া স্বর্গ গমনের সুখলাভ করা যায়।

রামের বাণে মরি সেও ভাল,
তবু বানরের দাঁতখিঁচুনি
সহ্য হয় না।

ভাল লোকের হাতে মরণ হইলে তাহাও

সহ্য করা যায়, কিন্তু নীচলোকের কথাও অসহ্য বোধ হয়।

রামের ভাই লক্ষ্মণ আর কি।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের অনুগত হইলে তাহাকে লক্ষ্মণের সহিত তুলনা করা হয়। কোন কোন স্থলে জ্যেষ্ঠের বিদ্বেষকারী কনিষ্ঠকেও শ্লেষ করিয়া রামের ভাই লক্ষ্মণ বলা যায়।

রামের হনুমান।

হনুমান্ রামের সাতিশয় বাধ্য ও ভক্ত ছিল, এবং প্রাণপণ করিয়া রামের কার্য সাধন করিত। এই জন্য কোন ভৃত্য প্রভুর অতিশয় বাধ্য ও ভক্ত হইলে তাহাকে হনুমানের সহিত তুলনা করা যায়।

রাহুর দশা।

মানবের জন্মসময় হইতে যতগুলি গ্রহের দশা ভোগ হয়, তন্মধ্যে রাহুর দশা অতি ভয়ানক। এই দশায় মানুষ নানাবিধ কষ্ট ভোগ করে, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। এই জন্য মানুষ ভয়ানক কষ্টে পড়িলে তাহাকে 'রাহুর দশা' বলা হয়।

রুক্ষ মাথায় তেল দেয় না,
তেলা মাথায় তেল।

যে একমুঠা অন্নের জন্য লালায়িত, তাহাকে কেহ পেট পুরিয়া ভাল করিয়া খাওয়ায় না, যাহার খাওয়ার অভাব নাই, সর্বদাই উদর প্রায় পূর্ণ থাকে, লোকে তাহাকেই নিমন্ত্রণ করিয়া পরিতোষসহ খাওয়ায়। অভাবগ্রস্তকে না দিয়া যাহার অভাব নাই, তাহাকেই লোকে দান করে।

রুচে পুচে খা, মন চলে ত যা।

যদি রুচি থাকে, তাহা হইলে খাও, তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না, এবং যে কাজে মন টানে, সেই কাজ কর।

রুয়ের মুড়ো কার্ঠ মুড়ো
দাও আমার পাতে;
আড়ের মুড়ো ঘৃত মুড়ো,
দাও জামায়ের পাতে।

শ্লেষোক্তি; কারণ রুই মাছের মুড়োতেই সার আছে, আর আড় মাছের মুড়ো অসার কাষ্ঠবৎ।

রূপ নিয়ে ধুয়ে খা।

কেবল রূপ থাকিলে, এবং গুণ না থাকিলে কোনই ফল নাই।

রূপে চল চল গুণে পশরা,
কেঁদে মোলো যত কালো
ছুঁচোরা।

রূপবান্ গুণবান্ ব্যক্তিকে দেখিয়া কুরূপ ব্যক্তিরা হিংসায় কাটিয়া মরিল।

রূপে মারি লাথি, গুণে ধরি ছাতি।

গুণই আদরণীয়, কেবল রূপ আদরণীয় নহে।

রূপের বালাই নিয়ে মরি।

রূপের যদি কোন আপদ্ বিপদ্ থাকে, তাহা লইয়া মরিয়া যাই, এই রূপ নিরাপদে থাকুক। অতিশয় সুরূপ হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত। কোন কোন স্থলে কুরূপ সম্বন্ধেও শ্লেষে ইহা ব্যবহৃত হয়।

রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী।

রূপে লক্ষ্মীর ন্যায়, এবং গুণে সরস্বতীর মত। অতিশয় রূপ ও গুণবিশিষ্টা রমণী।

রেওর স্বর্গেও চিঁড়া দই।

রেও (রবাহূত) ভাটজাতীয় এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ; ইহারা সংবাদ পাইলেই অনাহূত হইয়া নিমন্ত্রণবাড়িতে গমন করে, এবং অন্যের পক্ষে উত্তম খাদ্যের ব্যবস্থা থাকিলেও ইহাদিগকে চিঁড়া দই খাইতে হয়। বড় বড় নিমন্ত্রণবাড়িতেও প্রায় এইরূপই ব্যবস্থা ঘটে। সুতরাং রেও স্বর্গে গেলেও তাহাকে চিঁড়া দই খাইতে হয়, উৎকৃষ্ট ভোজ্য তাহার ভাগ্যে নাই। "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" "বরাত সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।"

রেঁধে বেড়ে ম'লো দুয়ো,
হাত নেড়ে পর্শালো সুয়ো।

দুয়ো অর্থাৎ উপেক্ষিতা স্ত্রী রাঁধাবাড়া করিয়া খাটিয়া সারা হইল, আর সুয়ো অর্থাৎ স্বামীর আদরের পাত্রী স্ত্রী বসিয়া বসিয়া হাত নাড়িয়া সন্তান প্রসব করিল।

রোখা কড়ি চোখা মাল।

কড়িতে রোকশোধ, মালও সুন্দর। নগদ পয়সা দিয়া ভাল জিনিস দেখিয়া লইব।

রোগ কেবল মুড়িতে
আর ভুঁড়িতে।

মুড়ি অর্থাৎ মাথা এবং ভুঁড়ি অর্থাৎ পেট হইতেই যত রোগ জন্মে। এই দুইটির বিকৃতি ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়।

রোগা চড়ুইয়ের মুলুক জুড়ে বাসা।

যাহার যতটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক অধিকার করিতে উদ্যত হওয়া।

রোগী এখন তখন,
ঔষধ (বা ওঝা বা রোঝা)
ছয় মাসের পথ।

রোগীর মর মর অবস্থা, কিন্তু ঔষধ ছয় মাসের পথে রহিয়াছে। সুতরাং ঔষধ আসিবার পূর্বেই মৃত্যু নিশ্চয়। কাজ হাতাহাতি পড়িলে কিন্তু তাহার উপায় দূরাগত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

রোগী তুষ্ট অম্বলে,
সন্ন্যাসী তুষ্ট কম্বলে।

অর্থ স্পষ্ট।

রোগের শেষ, আগুনের শেষ,
শত্রুর শেষ, আর ঋণের শেষ
রাখতে নাই।

রোগ আরাম হইয়া আসিলে তাহার শেষটুকু রাখিতে নাই, কেননা, পরে তাহা আবার বাড়িয়া উঠিতে পারে; আগুন নিঃশেষে নির্বাপিত না হইলে আবার জ্বলিয়া উঠিয়া সর্বনাশ ঘটাইতে পারে; শত্রু দুর্বল বলিয়া তাহাকে উপেক্ষা করিলে কালে সে পুনরায় প্রবল হইয়া সংহারমূর্তি ধরিতে পারে; আর ঋণের শেষ রাখিতে নাই। কারণ সামান্য ঋণ সুদে আবার বেশী হইয়া উঠে।

রোজার ঘাড়ে বোঝা।

চিকিৎসকের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়াছে। যে কোন বিষয়ের প্রতীকার করিবে, তাহারই আবার তদ্বিষয় লইয়া বিপন্ন হইয়া পড়া।

রোজার ঘাড়ে ভূত।

যে রোজা ভূত ঝাড়াইবে, সেই ভূতগ্রস্ত। "Physician heal thyself."

রৌদ্রের তাপ সয়,
বালির তাপ সয় না।

রৌদ্রের তাপ সহ্য হয়, কিন্তু রৌদ্রতপ্ত বালির তাপ সহ্য হয় না। বড় লোকের দুই ঘা প্রহারও সহ্য যায়, কিন্তু তাহার আশ্রিতের একটা কথাও অসহ্য বোধ হয়।

ল

লক্ষ বাঁটুল পক্ষ তীর,
তবে হয় হাত স্থির।

এক লক্ষ বাঁটুল ছাড়িলে, এবং এক পক্ষ অর্থাৎ ১৫ দিন তীর ছোড়া অভ্যাস করিলে তবে হাতের নিশানা ঠিক হয়।

লক্ষ্মণের ফল ধরা।

রামচন্দ্র বনবাসকালে প্রত্যহ লক্ষ্মণকে 'ফল ধর' বলিয়া ফল দিতেন, লক্ষ্মণ তাহা না খাইয়া তুলিয়া রাখিতেন। পরে বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইলে লক্ষ্মণ সেই সকল ফল অগ্রজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন। রাম তাহা না খাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, "আপনি আমাকে 'ফল ধর' বলিয়া দিয়াছিলেন, 'ফল খাও' বলেন নাই, সুতরাং আমিও খাই নাই।" কাহাকেও কোন ব্যবহার্য সামগ্রী রাখিতে দিলে, ব্যবহার করিতে বলা হয় নাই বলিয়া সে যদি তাহা ব্যবহার না করিয়া তুলিয়া রাখে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লক্ষ্মণের মত দেবর হউক।

লক্ষ্মণ ভ্রাতৃজায়া সীতার সাতিশয় প্রিয়কারী ছিলেন, এজন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহার ন্যায় গুণবান্ দেবর প্রার্থনা করে।

লক্ষ্মী আসতে কি দুয়ারে আগড় ?

লক্ষ্মী যখন কাহারও গৃহে আসিতে চাহেন, তখন সে যদি দুয়ার বন্ধ করিয়া রাখে, তাহাকে আসিতে না দেয়, তাহা হইলে তাহাকে মূর্খ নির্বোধ বলিতে হয়। কেহ কাহারও মঙ্গলার্থ কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিলে সে যদি তাহার হিতৈষীর কার্যে বাধা দেয়, তাহা হইলেই এই প্রবচন প্রযোজ্য।

লক্ষ্মীছাড়ার ঝক্কি বড়।

লক্ষ্মীছাড়া লোকের উৎপাত বেশী হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার দাঁতে বিষ।

লক্ষ্মীছাড়া লোকের দাঁতে বিষ থাকে, অর্থাৎ সে অত্যন্ত রূঢ়ভাষী হয়।

লক্ষ্মীছাড়ার ভক্তি বাড়া।

লক্ষ্মীছাড়া লোকের ক্ষুধা বড়ই বেশী হয়, সে সর্বদাই খাই খাই করিতে থাকে।

লক্ষ্মীর ঘরে কালপেঁচা।

লক্ষ্মীমন্তের ঘরে কালপেঁচা বাসা করিলে তাহার অমঙ্গল উপস্থিত বুঝিতে হইবে।

লক্ষ্মীর পো ভিক্ষা মাগে।

সংগতিশালী লোকের আপনার অভাব জ্ঞাপন।

লক্ষ্মীর বরযাত্রী।

যাহারা সম্পদের সময় বন্ধুভাবে উপস্থিত হয়, কিন্তু দুঃখের সময় পলায়ন করে। "Fair weather friends." "Rats desert the sinking ship." "সুখের পায়রা।"

লক্ষ্মীর বেটী ফক্কি।

ধনবতীর কন্যা "ফক্কি" অর্থাৎ অন্তঃসার-শূন্যা। ধনবানের কৃপণ সন্তান।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার।

ধনী ব্যক্তির ভাণ্ডারকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার বলে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হইতে যতই ব্যয় করা হউক, ভাণ্ডার শূন্য হয় না। "Horn of plenty."

লক্ষ্মী হ'য়ে ভিক্ষা মাগা।

অসম্ভব অর্থে ব্যবহৃত হয়।

লক্ষ্মী হ'লেন লক্ষ্মীছাড়া,
শংকর ভিখারী।

লক্ষ্মী লক্ষ্মীছাড়া অর্থাৎ দরিদ্রা হইয়াছেন, এবং মহাদেব—যিনি বিশ্বেশ্বর, তিনি ভিক্ষুক হইয়াছেন।

লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

সামান্য অপরাধে গুরুতর শাস্তির বিধান।

লঙ্কাকাণ্ড।

রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড রামরাবণের যুদ্ধরূপ তুমুল ব্যাপারে পূর্ণ। এই জন্য তুমুল ঘটনাকে লোকে লঙ্কাকাণ্ড বলিয়া থাকে। ভীষণ অগ্নিকাণ্ডকেও লঙ্কাকাণ্ড বলে।

লঙ্কা ভাগ করা।

"মনে মনে লঙ্কাভাগ" দ্রঃ।

লঙ্কায় গেলেন দরিদ্রা,
লয়ে এলেন হরিদ্রা।

দরিদ্র স্ত্রীলোক লঙ্কায় গিয়া সোনা, হীরা প্রভৃতি বহুমূল্য জিনিস ফেলিয়া হলুদ লইয়া আসিলেন। ইহাতে তাঁহার মূর্খত্বই প্রকাশ পাইল। যে যেরূপ অবস্থার লোক, সে সেই অবস্থার উপযোগী বস্তুকেই মূল্যবান্ জ্ঞান করে।

লঙ্কায় বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।

পূর্বে লঙ্কায় বাণিজ্য করিতে গিয়া লোকে প্রচুর লাভবান্ হইত, এবং সামান্য দ্রব্যের পরিবর্তে স্বর্ণ, মুক্তা প্রভৃতি পাইত। কিন্তু জমিতে যদি পুরা ফসল হয়, তাহা হইলে জমির এক কোণের ফসলে লঙ্কায় বাণিজ্য করার ন্যায় লাভ পাওয়া যায়। কৃষি-কার্যের লাভজনকত্ব প্রতিপাদনার্থ এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

লঙ্কায় রাবণ ম'লো,
বেহুলা কেঁদে রাঁড় হলো।

অসম্ভব ব্যাপারের উদাহরণ স্বরূপ এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষে এইরূপ ভাবের কবিতা আছে।

"আমার নাম হীরে মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার
ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলী, তুমি আমার কমলকলি,
শুনে কৃষ্ণ মেরে কীচক উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।"

ঈশ্বরগুপ্তের রচিত একটি গান আছে; তাহার আরম্ভ এইরূপ;—

"দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে
রাত পোহান ভার।
হোলো পূর্ণিমার দিন অমাবস্যা
তের প্রহর অন্ধকার।"

লঙ্কায় সোনা সস্তা।

প্রবাদ এইরূপ যে, রাবণের লঙ্কা সোনা দিয়া প্রস্তুত, এবং তথায় কড়ির দামে সোনা কিনিতে পাওয়া যায়। সোনা পাওয়া গেলেও সমুদ্র পার হইয়া সেখানে যাওয়া অসম্ভব। দূরবর্তী স্থানে কোন জিনিস সস্তা হইলে, এবং সেখানে উহা সংগ্রহ করা সম্ভবপর না হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লজ্জা নাই যার, রাজা হারে তার।

নির্লজ্জ ব্যক্তিকে কেহই আঁটিয়া উঠিতে পারে না।

লম্বা কোঁচা ফতো জারি।

কোঁচা লম্বা করিয়া দিয়া অসার বাহাদুরি প্রকাশ। ভিতরে কিছু নাই, বাহিরে লম্বা কোঁচা করিয়া বাবুগিরি প্রকাশ করে, এইরূপ লোক।

লম্বা কোঁচায় নমস্কার।

যে বড় লোক দেখিলে তাহার পদানত হয়, গরীবকে তুচ্ছজ্ঞান করে।

ললাটের লিখন কে করে খণ্ডন ?

"অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই।" "কপালং মূলং।"

লাউ শাকের বালি আর
অন্তরের কালি।

লাউ শাকে বালির ন্যায় মনে ময়লা অর্থাৎ পাপ থাকিলে তাহা দূর করা কঠিন ব্যাপার।

লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না।

অনেক জায়গায় বিবাহের কথাবার্তা না হইলে, এবং অনেক কথা কাটাকাটি না হইলে প্রায়ই বিবাহ হয় না।

লাখ কথার উপর এক কথা।

বিস্তর তর্কবিতর্কের উপর মাঝে হইতে কেহ আসিয়া একটা যুক্তিসংগত কথা বলিলে, তাহাকে লাখ কথার উপর এক কথা বলে।

লাখ টাকায় বামুন ভিখারী।

অর্থাৎ প্রতিগ্রহই যে ব্রাহ্মণের জাতীয় বৃত্তি, তাহারই পরিচয়।

লাখ টাকা লাখ টাকা,
দু'কুড়ি দশ টাকা।

জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি একদা লাখ টাকা পাইলে সে কিরূপ ভাবে চলিবে, তাহাই বলিতেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, লাখ টাকা কত বল দেখি।" উক্ত ব্যক্তি অনেকক্ষণ ভাবিয়া উত্তর করিল, "লাখ টাকা লাখ টাকা দু'কুড়ি দশ টাকা, অর্থাৎ পঞ্চাশ টাকা।" কোন লোক কোন বিষয়ের ব্যয় সম্বন্ধে অতিরঞ্জন করিয়া বর্ণনা করিলে, শ্রোতা অবিশ্বাস করিয়া বলে—"হাঁ, হাঁ, লাখ টাকা, লাখ টাকা, দু'কুড়ি দশ টাকা। তুমি লাখ টাকা ব্যয়ের কথা বলিতেছ, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা ব্যয় হইয়া থাকে ত যথেষ্ট হইয়াছে।"

লাগে টাকা দিবে গৌরী সেন।

সেকালে দেনার দায়ে যাহারা কারাবদ্ধ হইত, তাহাদের মুক্তির কোন নির্দিষ্ট সময় ছিল না। যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইত, ততদিন তাহাদিগকে জেলে আবদ্ধ থাকিতে হইত। আবার অনেকের জেলেই জীবনলীলার অবসান হইয়া যাইত। বহরমপুরের (মতান্তরে হুগলীর) গৌরী সেন (গৌরীকান্ত সেন) এই সকল হতভাগ্যের ভরসাস্থল ছিলেন। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে

তিনি অনেককেই ঋণদায় হইতে মুক্ত করিতেন। কলিকাতা আহিরীটোলায় এখনও গৌরী সেনের বৃহৎ অট্টালিকা আছে। কেহ ধনী আত্মীয়ের সাহায্য পাইবার আশায় নির্ভর করিয়া যথেচ্ছ অর্থ ব্যয় করিলে, তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। (মূল অভিধানে "গৌরী সেন" দ্রঃ।)

লাগে তীর (তুক) না লাগে তুক্কো।

যদি লক্ষ্যে লাগিয়া যায়, তাহা হইলে উহা তীর হইল; আর যদি না লাগে, তাহা হইলে তুক হইল। তুক এক প্রকার তীর, ইহাতে ফলা নাই, অভ্যাসকালে ইহা ব্যবহৃত হয়। অন্ধকারে ঢিল মারা গোছ কাজ করিলে যদি অদৃষ্টগুণে উহা সফল হয়, তাহা হইলে উহা প্রকৃত কার্য হইল, আর নিষ্ফল হইলে উহা কেবল আমোদ বলিয়া পরিচিত হইল।

লাজের মাথায় পড়ুক বাজ,
সার দিয়ে আপন কাজ।

লজ্জা করিয়া আপনার কাজ নষ্ট করিতে নাই। ("ঘৃণা লজ্জা ভয়, তিন থাকতে নয়।")

লাজে বউ ভাত খান না,
চালতা হেন গ্রাস।

মুখে লজ্জা প্রকাশ করিয়া কার্যে তাহার বিপরীত ভাব দেখানো।

লাট সাহেব।

কেহ অতিরিক্ত প্রভুত্ব প্রকাশ করিলে তাহাকে যেন "লাট সাহেব" বলিয়া উপহাস করা হয়।

লাঠি যার মাটি তার।

'যার লাঠি তার মাটি' দ্রঃ।

লাঠির আগে ভূত ভাগে।

লাঠির আঘাত বড় ভয়ানক; ইহার ভয়ে ভূতও পলাইয়া যায়, মূর্খও সিধা হয় লাঠির জোর থাকিলে সকলেই ভয় করে "মূর্খস্য লাঠ্যৌষধি।"

লাথি চড়ে নাহি লাজ,
আমার নাম কবিরাজ

হাতুড়ে কবিরাজদিগকে অনেক স্থানে প্রহার পর্যন্ত খাইতে হয়, তথাপি তাহারা কবিরাজি ছাড়ে না, ইহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি।

লাথির ঢেঁকি কি চড়ে উঠে?

পায়ের চাপ দিয়া যে ঢেঁকিকে তুলিতে হয়, সে ঢেঁকি কি হাতের চাপে উঠে? এমন অনেক লোক আছে যাহাদিগকে বাপু বাছা বলিলে কাজ পাওয়া যায় না, গা'ল মার দিলে তবে তাহারা কাজ করে, ইহাদের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযোজ্য।

লাথির ঢেঁকি মাথায় চড়ে।

ঢেঁকিতে পায়ের চাপ দিলে সে উর্দ্ধে উঠে। যে নিতান্তই অবজ্ঞেয়, সে প্রশ্রয় পাইয়া যদি মাথায় চড়ে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

লাথি মেরে পায়ে ধরা,
গোড়া কেটে জল ঢালা।

দুইটিই বৃথা প্রয়াস। "এক হাত গলায় এক হাত পায়ে" সমশ্রেণীর প্রবচন।

লাথি মেরে বিষ্ণবে নমঃ।

সমবয়স্ক বা অল্পবয়স্ক ব্রাহ্মণের গায়ে ব্রাহ্মণের পা লাগিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলা হয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক লাথি মারিয়া "বিষ্ণবে নমঃ" বলা বৃথা। ইচ্ছাপূর্বক অপমান করিয়া পরে ক্ষমা প্রার্থনা করা।

এক মজলিসে অন্যান্য লোকের সঙ্গে দুই ব্রাহ্মণ পাশাপাশি বসিয়াছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তির পা অপর ব্যক্তির গায়ে লাগায় সে বিষ্ণবে নমঃ বলিয়া দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নমস্কার করিল। অল্পক্ষণ পরে প্রথম ব্যক্তির পা আবার দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়ে লাগায় এবারও সে ঐ বলিয়া নমস্কার করিল। এইরূপে পুনঃ পুনঃ আরও পাঁচ সাত বার ঘটাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আর সহ্য করিতে না পারিয়া বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল; এবং প্রথম ব্রাহ্মণকে সজোরে পদাঘাত করিয়া যুক্ত কর স্বীয় কপালে ঠেকাইয়া কহিল, "এই বড় বিষ্ণবে নমঃ!" ইহার পর আর প্রথম ব্রাহ্মণের পা দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের গাত্রে লাগে নাই।

লাফিয়ে চাঁদ ধরা।

সম্ভবাতীত কার্যে অগ্রসর হইবার প্রয়াস।

লাভ লোকসান জেনে,
চাষ করে না বেনে।

সোনার বেনে অতিশয় হিসাবী জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ, ইহারা সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মরূপে হিসাব করিয়া কাজ করে। যদি কখনও লোকসান হয় এই ভয়ে সোনার বেনে চাষের কাজে হাত দেয় না।

লাভের গুড় পিঁপড়ায় খায়।

একজন সামান্য মূলধনে গুড়ের ব্যবসায় করিয়াছিল। সে এক কলসী গুড় কিনিয়া আনিয়া বিক্রয় করিল। বিক্রয়ে মূলধন উঠিয়া গেলে যে গুড়টুকু অবশিষ্ট রহিল, তাহা নিজের লাভ বলিয়া রাখিয়া দিল। কিন্তু কয়েকদিন পরে দেখিল, সে লাভের গুড় পিঁপড়ায় সমস্ত খাইয়া ফেলিয়াছে। একদিক্ দিয়া যে পরিমাণে লাভ হয়, অন্য দিক্ দিয়া সেই পরিমাণে লোকসান হওয়া।

লাভে লোভ বাড়ে।

যত বেশী লাভ হয়, ততই লোভও বাড়ে।

লাভে লোহা বয়।

লাভের আশা থাকিলে লোহাও বহন করা যায়। লাভ পাইলে লোকে দুরূহ কার্যও সম্পাদন করে।

লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে,
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।

লেখাপড়া করিতে গেলে গুরুমহাশয়ের তাড়নায় কেবল কষ্ট ভোগ করিব; তাহা না করিয়া মাছ ধরিলে সুখে খাইতে পারিব। লেখাপড়ায় অমনোযোগী বালককে শ্লেষ করিয়া ইহা বলা হয়।

লিখতে লিখতে লরে,
হাগতে হাগতে মরে।

নিয়ত লিখিতে লিখিতে ক্রমে লেখায় হাত সরিয়া যায়, অর্থাৎ হাতের লেখা ভাল হয়; আর লোকে নিয়ত বাহ্যে করিতে করিতে ক্রমে দুর্বল হইয়া মরিয়া যায়।

লুকিয়ে খেলে শুকিয়ে যায়।

লুকাইয়া কোন জিনিস খাইলে তাহা হজম হইয়া যায়। ইহা রোগী বা বালকদিগের কুপথ্যসেবনে মনকে প্রবোধ দিবার কথা।

লেখা জোখায় ভুল নাই,
ছেলে কেন ডোবে?

এক হিসাবনবিস পাকা মুহুরী স্ত্রীপুত্রাদিসহ বিদেশে যাইতেছিল। তাহারা এক নদীতীরে উপস্থিত হইলে নদীতে জল কত তাহা স্থির করিবার জন্য মুহুরী অঙ্ক কষিতে লাগিল। অঙ্ক কষিয়া দেখিল, নদীতে যে জল আছে তাহাতে ছেলেরাও হাঁটিয়া পার হইতে পারিবে। তখন সে ছেলেদিগকে পার হইতে বলিল। ছেলেরা জলে নামিয়া কিছু দূর গেলে বেশী জলে পড়িয়া ভাসিয়া চলিল। স্ত্রী চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো ছেলেরা যে ভেসে যায়।" মুহুরী বলিল, "সে কি কথা, লেখা জোখায় ভুল নাই ছেলে কেন ভাসে?" এই বলিয়া আঁকের কোথাও ভুল হইয়াছে কি না তাহা দেখিতে লাগিল। শেষে জনৈক ধীবর ছেলেগুলিকে উদ্ধার করিয়া দিল।

লেখা পড়া করে যেই,
গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।

যে বাল্যকালে মন দিয়া লেখাপড়া করে, সে পরে বিদ্বান্ হইয়া অনেক অর্থ উপার্জন করে, এবং গাড়ী ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়ায়।

লেখাপড়া যেমন তেমন,
কপাল মাত্র গোড়া ;
চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায়,
রামা চড়ে ঘোড়া।

চণ্ডীচরণ ও রামচরণ নামে দুই সহোদর ছিল। চণ্ডীচরণ মনোযোগ সহকারে বিদ্যাশিক্ষা করিত, কিন্তু রামচরণ লেখাপড়ার দিক্ দিয়া যাইত না। সে তাস খেলিয়া, গাঁজা খাইয়া, ইয়ারকি দিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমে চণ্ডীচরণ একজন কৃতবিদ্য লোক হইয়া উঠিল, কিন্তু রামচরণের কিছুই হইল না। এই সময়ে এক মুদ্দাফরাশের অনূঢ়া কন্যার সহিত রামচরণের প্রণয় সংঘটিত হয়। মুদ্দাফরাশ-জাতীয়া হইলেও মেয়েটি দেখিতে অতিশয় সুশ্রী ছিল। উহার পিতা প্রচুর ধনশালী, এবং তাহার ঐ এক কন্যা ব্যতীত অন্য সন্তানসন্ততি ছিল না। রামচরণের সহিত ঐ মুদ্দাফরাশ-কন্যার বিবাহ হইল, এবং সে গৃহজামাতা হইয়া প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইল। কিছুকাল পরে রামচরণ একদা ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে যাইতে দেখিল যে, তাহার ভ্রাতা মলিনবেশে পদব্রজে যাইতেছে। তখন সে ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, লেখাপড়া যেমন তেমন কপাল মাত্র গোড়া, চণ্ডীচরণ ঘুঁটে কুড়ায় রামা চড়ে ঘোড়া অর্থাৎ লেখাপড়ায় যেমনই হ'ক, একমাত্র কপালই সুখের মূল।

লেঙটার ঘরে চুরি।

"লেংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।"

লেফাফা দুরস্ত।

ভিতরে যাহাই থাকুক না, বাহ্য ব্যবহার ঠিক সমাজনীতি-সম্মত।

লেবু টেবু সব আছে।

এক চতুর ব্যক্তি বিদেশে যাইতে যাইতে পথে এক গৃহস্থের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করিল। গৃহস্থ প্রথমে অসম্মত হওয়ায় সে বলিল, আমার লেবু টেবু সব আছে, কেবল একটু জায়গা দাও। গৃহস্থ ভাবিল, যদি একটু জায়গা দিলেই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি, উহার কাছে রাঁধিবার সকল জিনিসই আছে। এই ভাবিয়া গৃহস্থ অতিথিকে ঢেঁকিশালে পাঠাইয়া দিল। আশ্রয় পাইয়া পথিক বলিল, আমার কাছে লেবু টেবু সব আছে, কেবল কিছু চাউল ও ডাউল দাও। অগত্যা গৃহস্থ তাহাই দিল। সে এইরূপে গৃহস্থের নিকট হইতে তরকারি, তেল, নুন প্রভৃতি সমস্তই চাহিয়া লইল। শেষে আহারের সময় গৃহস্থ বলিল, বাপু, তুমি বলিলে আমার লেবু টেবু সব আছে, কিন্তু দেখিতেছি তোমার কিছুই নাই। পথিক সহাস্যে বলিল, মিথ্যা বলি নাই, এই দেখুন, এই বলিয়া সে পুঁটুলির ভিতর হইতে একটি লেবু বাহির করিয়া খাইতে বসিল।

লেবু রগড়াইলে তিত।

এক কথার বারবার আলোচনা করিলে তাহা বিরক্তিকর হয়।

লোকে বলে আছে ভাল,
শালুক খেয়ে দাঁত কাল।

লোকে ভিতরের অবস্থা না জানিয়া বলে, বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে ; কিন্তু এদিকে অন্নাভাবে শালুকের ডাঁটা খাইয়া দাঁত কাল হইয়া গিয়াছে।

লোকে (গাঁয়ে) মানে না
আপনি মোড়ল।

যাহাকে লোকে সামান্য জ্ঞান করে কিন্তু নিজে আপনাকে বড়লোক বলিয়া ভাবে তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

লোটোরে না বল লোটো,
উলটে ধরবে চুলের মুঠো।

লোটো অর্থাৎ লম্পটকে লম্পট বলিলে সে তোমার উপর রাগ করিবে। স্পষ্ট কথা বলিলে বিপন্ন হইতে হয়।

লোভেতে পাপের বৃদ্ধি
হয় নিতি নিতি ;
সময় পাইলে পাপ
করে বিনষ্টি।

লোভের বশীভূত হইলে নানাপ্রকার অসৎ কার্য করিতে হয় ; তাহাতে নিত্যই পাপ বাড়িতে থাকে ; পরে উপযুক্ত সময়ে পাপের ফলে বিনাশপ্রাপ্ত হইতে হয়।

লোভে পাপ পাপে মৃত্যু।

লোভ জন্মিলেই সেই লোভের পূরণ জন্য পাপ কার্য করিতে হয়, এবং পাপ হইলে শেষে ধ্বংস হয়।

লোহা জব্দ কামারবাড়ী,
মেয়ে জব্দ শ্বশুরবাড়ী।

কামারের বাড়িতে লোহা শাসিত হয়, কারণ কামারেরা তাহা পিটিয়া নানা-প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করে ; আর মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে শাসিত হয়।

লোহা পাথরে যুদ্ধ করে,
শোলা দিদি পুড়ে মরে।

লোহা এবং চকমকি পাথরে যুদ্ধ হয়, অর্থাৎ ঠোকাঠুকি হয়, তাহা হইতে যে আগুন বাহির হয়, তাহাতে শোলা পুড়িয়া যায়। বলবানে বলবানে যুদ্ধ হইলে মাঝে যে দুর্বল থাকে সে মারা যায়। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়।"

লোহার কার্তিক।

শান্তিপুরে কার্তিক নামে এক বাগদীর ছেলে ছিল। সে দেখিতে যেমন জোয়ান তেমনই ঘোর কাল। কোন সময়ে চুরির অপরাধে তাহার জেল হইলে তাহার মাতা "ওগো আমার লোহার কার্তিক কোথায় গেল গো" বলিয়া কাঁদিয়াছিল। সেই সূত্রে এই কথার প্রচলন হইয়াছে।

শ

শকুনি মামা।

দুর্যোধনের মাতুল শকুনি অত্যন্ত অসৎ-প্রকৃতি ছিল। তাহারই প্ররোচনায় ও পরামর্শে দুর্যোধন ধর্মভীরু পাণ্ডবগণকে নানাপ্রকারে নির্যাতিত করে, ইহার ফলে দুর্যোধনের সর্বনাশ হয় ; এই জন্য লোকে কুমন্ত্রণাদাতা সর্বনাশকর ব্যক্তিকে "শকুনি মামা" বলিয়া থাকে।

শক্ত মাটিতে বিড়ালে
আঁচড়ায় হাগে না ;
নরম মা পেলে কেহ
জোর করে না।

নরম অর্থাৎ দুর্বল লোক পাইলেই সকলে বল প্রকাশ করিয়া থাকে, প্রবলের কাছে যায় না।

শক্তের কুকুর, নরমের বাঘ।

সে প্রবলের নিকট নত হয়, আর দুর্বল পাইলেই বল প্রকাশ করে।

শক্তের তিন কুল মুক্ত।

অর্থাৎ কেহ কোন দিক্ দিয়াই প্রবলের অনিষ্ট করিতে সাহসী হয় না।

শক্তের ভক্ত, নরমের যম।

যে প্রবলের অনুগত হইয়া থাকে, আর দুর্বলের উপর অত্যাচার করে।

শংকর চক্রবর্তীকে খেলে বাঘে,
অন্য লোক কোথায় লাগে।

শংকর চক্রবর্তী মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি সাতিশয় বল-শালী ছিলেন। তাঁহাকেই যদি বাঘে খায়, তা হ'লে "অন্যে পরে কা কথা।"

শজনে শাক বলে
আমি সকল শাকের হেলা ;
আমায় খোঁজ করে কেবল
টানাটানির বেলা।

শজনে শাক বলে, আমি সকল শাক অপেক্ষা নিকৃষ্ট, কিন্তু লোকের যখন টানাটানি পড়ে, আর কোন শাকই জুটে না, তখনই আমায় খুঁজিয়া লইয়া যায়। যাহাকে অন্য সময়ে হেয় জ্ঞান করা যায়, কিন্তু অসময়ে যখন তাহারই সাহায্য পাওয়া যায় না, তখন তাহার সাহায্য লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো"।

শজনে শাকে নুন জুটে না,
মসুর ডালে ঘি।
যে একেবারে সংগতিশূন্য, অথচ আপনাকে সংগতিশালী দেখাইতে চায় তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

শঠের মায়া, তালের ছায়া।
তালগাছের ছায়া অতি অল্পমাত্র, তাহাও আবার ক্ষণস্থায়ী; শঠের ভালবাসাও এইরূপ।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।
(সংস্কৃত প্রবাদ দ্রঃ।)
"With foxes we must play the fox."

শত্রুর শেষ রাখতে নাই।
শত্রুকে নিঃশেষে বিনাশ করিতে হয়। "রোগের শেষ" দ্রঃ।

শনিবারের মড়া দোসর চায়।
প্রবাদ এইরূপ যে, শনিবারে কেহ মরিলে সে আর কাহাকেও আপনার সঙ্গী করিতে চায়, অর্থাৎ আর একজন যাহাতে মরে, সেইরূপ চেষ্টা করে। অসৎ ব্যক্তি অপর ভাল লোককে আপনার দলে টানিতে চায়।

শনির দৃষ্টি হ'লে,
পোড়া শোল পালায়।
শ্রীবৎস রাজা শনির কোপে পড়িয়া রাজ্যভ্রষ্ট ও পত্নী চিন্তার সহিত বনবাসী হইয়াছিলেন। একদা তিনি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে একটি শোল মাছ পাইলেন, এবং তাহা দগ্ধ করিয়া ভোজন করিবেন স্থির করিলেন। পরে মৎস্যটিকে দগ্ধ করিয়া তাহার গাত্রলগ্ন অঙ্গারাদি ধৌত করিবার জন্য চিন্তা এক জলাশয়ে গেলেন, এবং যেমন সেই পোড়া মাছটিকে জলে রাখিয়া ধুইতে লাগিলেন, অমনই শনির কৌশলে পোড়া মাছ জীবিত হইয়া পলায়ন করিল। অদৃষ্ট মন্দ হইলে অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হইয়া দুরদৃষ্টকে বিড়ম্বিত করে।

শনির সাত, মঙ্গলের তিন;
আর সব দিন দিন।
শনিবারে আরম্ভ হইলে সাত দিন, মঙ্গলবারে আরম্ভ হইলে তিন দিন এবং অন্যবারে যে দিন আরম্ভ সেই দিন মাত্র বাদল স্থায়ী হয়।

শমন-দমন রাবণ রাজা,
রাবণ-দমন রাম।
লঙ্কেশ্বর রাবণ যমকেও দমন করিয়াছিল; আবার রামচন্দ্র সেই শমনদমনকারী রাবণকে দমন করিয়াছিলেন। যে যতই প্রবল হউক, তাহারও দমনকর্ত্তা আছে। "বাবারও বাবা আছে।"

শয়তান!
মন্দলোককে লোকে ইহা বলে।

শয়তানের মায়া বোঝা ভার।
যে মানবকে পাপপথে প্রবৃত্ত করাইয়া অধঃপাতিত করে, তাহাকে শয়তান বলে। তাহার মায়া বুঝিতে পারা যায় না। সে কোন্ ছলে কখন আসিয়া পাপে প্রলুব্ধ করে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে না।

শরীরপাত কিংবা কর্ত্তব্যসাধন।
যে প্রকারেই হউক কর্ত্তব্য কার্য সাধন করিব, অথবা তজ্জন্য দেহপাত করিব। "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।"

শরীরের নাম মহাশয়,
যা' সহাও তাই সয়।
এই দেহের নাম মহাশয়; মহাশয় লোক যেমন সকলই সহ্য করিতে পারেন, তেমনই এই দেহকে যাহা করাইবে, তাহাই সহিয়া যাইবে। ইহাকে বিলাসী করিয়া রাখিলে বিলাসী হইবে, আবার কষ্ট সহ্য করাইলে কষ্টসহিষ্ণু হইবে।

শব থাকতে কুশপুত্তল।
মৃত দেহের অভাব হইলেই কুশপুত্তল দাহ করিতে হয়, কিন্তু শব থাকিতে কুশপুত্তল দাহ করিবার প্রয়োজন কি? মূল বস্তু সত্ত্বে নকলের দ্বারা কাজ করিতে যাওয়া।

শ ষ স হয়েছে, হ ক্ষ দেখব।
শ ষ স হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ বার বার তিনবার অত্যাচার সহ্য করা হইয়াছে, এক্ষণে পাপের পরিণাম কিরূপ হয় দেখিব।

শসা খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি ভায়ের বোনকে টান;
চিনি খেয়ে যেমন জলকে টান,
তেমনি বোনের ভাইকে টান।
শসা খাওয়ার পর যেমন জল খাইতে ইচ্ছা হয়, ভাইও তেমনি ভগ্নীকে ভালবাসে, অর্থাৎ শসা খাইলে জল খাইতে বড় একটা ইচ্ছা হয় না, ভাইও ভগ্নীকে বড় একটা ভালবাসে না। আবার চিনি খাইলে যেমন জল খাইতে ইচ্ছা হয়, ভগ্নীও সেইরূপ ভাইকে ভালবাসে, অর্থাৎ চিনি খাইলে জল খাইতে বড়ই ইচ্ছা হয়, ভগ্নীও ভাইকে অত্যন্ত ভালবাসে।

শসা-বেচুনী বেচে শসা,
তার হয়েছে সুখের দশা।
শসা-বেচুনী চিরকাল শসা বেচিয়া বেড়াইয়াছে, আজ তাহার সুখের দশা আসিয়াছে, এবং সে তজ্জন্য অহংকৃত হইয়াছে। চিরকালের গরীব হঠাৎ একটু বড়লোক হইয়া অহংকার প্রকাশ করিলে প্রযোজ্য।

শাঁখাহাতী শাঁখা নাড়ে,
বিড়াল বলে ভাত বাড়ে।
শাঁখা-হাতে-পরা স্ত্রীলোক হাতের শাঁখা নাড়িতেছে, সেই শব্দ শুনিয়া বিড়াল ভাবিতেছে, আমার জন্য ভাত বাড়িতেছে। কেহ কাহারও নিকট কোন বিষয়ের প্রত্যাশী হইলে যাহার নিকট প্রত্যাশা করা যায়, সে যদি অন্য কার্যে লিপ্ত থাকে, এবং প্রত্যাশী ভাবে যে, আমারই কাজ করিতেছে, তাহা হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

শাঁখের করাত, আসতে কাটে,
যেতেও কাটে।
শাঁখ কাটিবার করাতে দুই দিকে ধার থাকে; উহা আগু হইবার সময়েও কাটে আবার পিছাইবার সময়েও কাটে। যে বিষয় দুই দিক্ দিয়াই ক্ষতি করে।

সুজনের সাথে আনের পিরিতি
কহিতে পরাণ কাটে।
শঙ্খ বণিকের করাত যেমন
আসিতে যাইতে কাটে।

শাক অম্বল পান্তা,
তিন ওষুধের হন্তা।
ঔষধ খাইলে এই তিনটি খাইতে নিষেধ করা হয়।

শাককে শাক পোঁদে মুলো।
মূলা কিনিলে তাহার শাকও পাওয়া যায়, আবার নীচের মূলও পাওয়া যায়। এক কাজে দুই দিকে উপকার বা অপকার হওয়া।

শাক-চোরকে শূল।
লঘু পাপে গুরুদণ্ড। "মুলো চোরের ফাঁসি।"

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা।
যাহাকে মাছ খাইতে নাই, সে মাছ খাইতেছিল, এমন সময় কেহ তথায় উপস্থিত হওয়ায় সে তাড়াতাড়ি শাক দিয়া মাছটাকে ঢাকা দিল, এবং শাক দিয়া ভাত খাইতে লাগিল। পরে যখন শাক প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন মাছ বাহির হইয়া পড়িল। যাহা শেষে টিকিবে না এমন ছুতা দ্বারা কোন বিষয় গোপন করিতে যাওয়া।

শানাইয়ের পোঁ।
একজন শানাই বাজায়, আর একজন সুর ঠিক রাখিবার জন্য অপর একটা শানাইয়ে পোঁ ধরিয়া থাকে, এবং কেবল পোঁ শব্দ ছাড়া আর কিছুই বলে না। একজন কথা বলিলে অন্যে কেবল তাহার কথা বজায় রাখিয়া বা সায় দিয়া যাওয়া। "Playing the second fiddle."

শানকির উপর বজ্রাঘাত।
শানকি অতি ক্ষুদ্র পাত্র, সামান্য

আঘাতেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়; উহাকে ভাঙ্গিবার জন্ত বজ্রাঘাতের প্রয়োজন নাই। অতি ক্ষুদ্রকে সংহারের নিমিত্ত অতি ভীষণ আঘাত করা। "মশা মারতে কামান দাগা।" "Breaking a butterfly on the wheel."

শাপে বর।
অপুত্রক রাজা দশরথকে পুত্রশোকাতুর অন্ধ মুনি শাপ দিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্রশোকে মৃত্যু হউক। পুত্র না থাকিলে পুত্রশোকে মৃত্যু হইতে পারে না, সুতরাং প্রকারান্তরে দশরথ পুত্রলাভের বর প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ অনিষ্টের মধ্যেও ইষ্টলাভ হইলে তাহাকে "শাপে বর" বলে।

শামুক (ঝিনুক) দিয়ে সাগর ছেঁচা।
বৃহৎ কার্যসাধনের নিমিত্ত অতি ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন।

শালগ্রাম পোড়ায়ে খেয়ে, নুড়ি দেখে ভয়।
প্রথমে ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কর্ম সাধন করিয়া পরে সামান্ত কারণে পাপের ভয়।

শালগ্রামের শোওয়া বসা সমান।
শালগ্রামের আকার নুড়ির ন্যায়; তাহাকে শোওয়াইলে যে অবস্থায় থাকে, বসাইলেও সেই অবস্থাতেই থাকে। কোনরূপ পরিবর্তনে যাহার অবস্থার পরিবর্তন হয় না।

শিং ভেঙ্গে বাছুরের পালে মেশা।
বড় গরুর শিং ভাঙ্গিয়া গেলে সে শৃঙ্গহীন বাছুরের দলে মিশে। অধিক বয়স্ক ব্যক্তির অল্পবয়স্কদের সহিত মেশা।

শিকল কাটা টিয়া পোষ মানে না।
যে শাসনের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে, তাহাকে আর বাধ্য করা যায় না।

শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলে চেনা যায়।
যে বিড়াল শিকারী হয়, তাহার গোঁফের লোম খাড়া হইয়া থাকে; এজন্ত গোঁফ দেখিলে বুঝা যায় সে বিড়াল শিকারী কি না। কাজের লোকের আকারপ্রকার দেখিলেই তাহাকে বুঝিতে পারা যায়।

শিখলি কোথা? না, দেখলুম (ঠেকলুম) যেথা।
বুদ্ধিমান্ লোক কোন ব্যাপার দেখিয়া সে বিষয়ে শিক্ষালাভ করে। 'শিখেছ কোথায়' দ্রঃ।

শিখানো কথা নিয়ে দরবারে যায়, তা' ফুরালে কি কয়?
কেবল শিখানো কথা দ্বারা কোন কাজ হয় না।

শিখানো কথায় ক'দিন চলে?
যে নিজে কোন কথা বলিতে পারে না, তাহাকে কথা শিখাইয়া কয়দিন বলাইতে পারা যায়? অর্থাৎ বেশীদিন পারা যায় না।

শিখেছ কোথায়? না, ঠেকেছি যেথায়।
অনেক লোক দায়ে ঠেকিলে শিক্ষা লাভ করে। "ঠেকে শিখা।"

শিঙ্গা ফোঁকা।
কেহ কোন সময়ে হস্ত শিঙ্গায় ফুঁ দিতে দিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। তদবধি এই কথাটা মৃত্যু অর্থে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। "Kicking the bucket."

শিঙ্গে হারিয়ে কাঁকুড়ে ফুঁ।
শিঙ্গা হারাইয়া ফেলিয়া শেষে শিঙ্গার ন্যায় আকৃতিযুক্ত কাঁকুড়ে ফু দেওয়া। আসল কাজ নষ্ট করিয়া শেষে বাজে কাজে ফললাভের চেষ্টা।

শিবরক্ষক বন, বনরক্ষক শিব।
"বনরক্ষক শিব" দ্রঃ।

শিব গড়তে বানর।
ভাল কাজ করিতে গিয়া তাহা মন্দ কাজে পরিণত হওয়া।

শিবের কন্যা শিবকে দান।
গাঁজাখোর বর বিবাহ করিতে যাইয়া দেখিল তাহার ভাবী শ্বশুর একটু নির্জনে বসিয়া গাঁজা খাইবার আয়োজন করিতেছে। বর লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া সেখানে যাইয়া ভাবী শ্বশুরের হাত হইতে গাঁজার কলিকা লইয়া ধূমপান করিল। ভাবী শ্বশুর ভাবী জামাতার এই গুণ দেখিয়া আনন্দে লাফাইয়া উঠিল এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "বিবাহে রাজযোটক!—শিবের কন্যা শিবকে দান!"

শিবের নেই খোঁজ নাইকো, গাজনের ঘটা ভারী।
শিব কোথায়, তাঁহার পূজাদি হইতেছে কি না, সে বিষয়ে কাহারও লক্ষ্য নাই, কিন্তু গাজনের খুব আড়ম্বর হইয়াছে। মূল বিষয়ে লক্ষ্য না রাখিয়া আনুষঙ্গিক ব্যাপারেই মনোনিবেশ করা।

শিমুল ফুল।
বাহিরে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু ভিতরে কোন গুণ না থাকিলে প্রযোজ্য। "মাকাল ফল"ও ঐরূপ।

শিয়রে রাজা, কোটালের দোহাই।
প্রধান লোক থাকিতে অপ্রধানের আশ্রয় গ্রহণ। "রাজা থাকিতে কোটালের দোহাই।"

শিয়রে শমন।
মৃত্যু আসন্ন।

শিয়ালে শিয়ালে কোলাকুলি।
দুইজন চতুর লোক পরস্পরকে ঠকাইতে চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলে শেষে পরস্পর কোলাকুলি করে। বাদী প্রতিবাদী উভয়েই বুদ্ধিমান্। "Greek meeting Greek."

শিয়ালের ডাক।
শিয়ালের স্বভাব এই যে, একটা শিয়াল ডাকিয়া উঠিলে সকল শিয়ালই ডাকিতে আরম্ভ করে। দলের একজনকে কোন কাজ করিতে দেখিয়া বা কোন মত প্রকাশ করিতে শুনিয়া সকলের সেইরূপ করা।

শিয়ালের যুক্তি।
কোন শিয়াল ক্ষুদ্র গর্তে বাস করিত। রাত্রিতে আহারাদি করিয়া প্রত্যুষে যখন গর্তে ঢুকিতে যাইত, তখন উদরটা কিছু স্ফীত হওয়ায় গর্তে ঢুকিতে কষ্ট হইত। তখন ভাবিত, কাল গর্তটাকে বড় করিব। পরে সন্ধ্যাকালে যখন বাহির হইত, তখন সমস্ত দিনের অনাহারে শরীর ক্ষীণ হওয়ায় গর্ত হইতে বাহিরে আসিতে কোন কষ্ট হইত না, সুতরাং গর্ত বড় করিবার কথা ভুলিয়া যাইত। এইরূপে তাহার গর্ত আর বড় করা হইল না। কেবল কোন কাজ করিবার পরামর্শ আঁটা এবং পরামর্শমত কাজ না করা।

শিরদি দেখে এগোয়, কোঁৎকা টিপুনি দেখে পেছোয়।
লাভের আশায় অগ্রসর হইয়া পরিশ্রমের ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়া।

শিরে করিলে সর্পাঘাত তাগা বাঁধিবে কোথা?
দেহের কোন স্থানে সর্পাঘাত হইলে বিষ যাহাতে উপরে উঠিতে না পারে এই উদ্দেশ্যে ক্ষত স্থানের উপরে কষিয়া তাগা বাঁধা হয়। কিন্তু মাথায় সর্পাঘাত হইলে আর কোথায় তাগা বাঁধিবে? যে একবারে বিপদের চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে, সে আর বিপদের কি প্রতীকার করিবে?

শিরে সংক্রান্তি।
আসন্ন বিপদে কেহ মহাব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে তাহার "শিরে সংক্রান্তি" বলা হয়।

শুঁড়ীর নাই কান, মুচির নাই নাক।
"মুচির নাই নাক, শুঁড়ীর নাই কান" দ্রঃ।

শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল।
মাতাল লইয়াই শুঁড়ীর কারবার। সুতরাং তাহার কোন বিষয়ে সাক্ষীর

প্রয়োজন হইলে সে মাতালকেই সাক্ষী মানে, এবং শুঁড়ী মদ যোগায় বলিয়া মাতাল তাহার দিকে টানিয়াই বলে। যে যে-প্রকৃতির লোক সে সেই প্রকৃতির লোককে সাক্ষী মানিলে, এবং উক্তরূপে সাক্ষী তাহার দিকে টানিয়া বলিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। ইহার সম্পূর্ণ প্রবচনটি এই—শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল; চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা; মানের সাক্ষী কোঁটা; ভোজনের সাক্ষী পেটমোটা।

শুকনা কাঠ ভাঙ্গলেও নোয় না।
মূর্খ লোক আপনার সর্বনাশ করিবে, তথাপি আপনার গোঁ ছাড়িবে না। "ভাঙে ত মচকায় না।"

শুকনো কাঠে ব্রহ্মশাপ।
অর্থাৎ যে নিজেই মৃত তাহার আর ব্রহ্মশাপের ভয় কি?

শুকনো গাছে জল সেঁচা।
যে কাজ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য চেষ্টা।

শুকনো ঘায় আকন্দের আঠা।
যে ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, তাহাতে আকন্দের আঠা লাগাইয়া আবার ঘা করা। যে বিপদ্ কাটিয়া গিয়াছে, বুদ্ধিদোষে আবার সেই বিপদ্কে ডাকিয়া আনা।

শুকনো ডাঙ্গায় আছাড় খাওয়া।
যেখানে বিপদের কোন আশঙ্কা নাই, সেখানে বিপন্ন হওয়া।

শুকনো ডাঙ্গায় ভরা ডুবি।
অসম্ভাবিতরূপে কোন বিপদ্ পতিত হওয়া। "বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।"

শুকনো পাছায় (পোঁদে) আকন্দের আঠা।
যে পাছায় বেদনা নাই সে পাছায় আকন্দের আঠা লাগাইয়া ঘা করা নির্বোধের কার্য। বিনা প্রয়োজনে ঔষধ ব্যবহার।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না।
শুধু কথায় কাজ হয় না, টাকা বা তদনুরূপ অন্য কিছু চাই।

শুধু কানাই নয়, দাদা বলাই।
যেখানে একজনকেই আঁটিয়া উঠা ভার, সেখানে আবার সেইরূপ আর একজন থাকা।

শুধু গৌর নয় গৌরহরি।
(পূর্ববৎ।)

শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধা।
হাঁড়িতে কিছুই নাই, অথচ তাহার মুখে পাতা বাঁধিয়া হাঁড়িতে কিছু আছে এইরূপ দেখানো। মিথ্যা আড়ম্বর করা।

শুধু হাত মুখে উঠে না।
খালি হাত মুখে উঠে না, হাতে কিছু খাবার থাকিলে তবে হাত মুখে উঠে। বিনা পারিশ্রমিকে কাজ হয় না, কিছু লাভ পাইলে তবে লোকে কাজ করিতে পারে।

শুনলে সাড়া ত ভাঙ্গলে (নিলে) পাড়া।
একটু গোলমালের শব্দ শুনিলেই পাড়াসুদ্ধ ভাঙ্গিয়া সেইদিকে চলিল। অথবা দুর্জন লোকে একটু সূত্র পাইলেই শোরগোল তুলিয়া পাড়া মাত করে।

শুষ্ককাষ্ঠে ব্রহ্মশাপ।
যে নিজেই মরার মত, তাহাকে নির্যাতন করিতে গেলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" "Flogging a dead horse."

শূওরের গোঁ।
বন্য শূকরের গোঁ অর্থাৎ জেদ বড় ভয়ানক; সে গোঁ ধরিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিলে কোন বাধাই মানে না, এবং সহজে নিবৃত্ত হয় না। অতিরিক্ত জেদী লোকের জেদকে "শূওরের গোঁ" বলে। "Pigheadedness."

শূওরের কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা।
শূকর বিষ্ঠা ভক্ষণ করে, এবং অপবিত্র স্থানে সর্বদা থাকে, সুতরাং তাহার কপালে গঙ্গামাটির ফোঁটা দেওয়া বৃথা। অপবিত্র থাকাই যাহার স্বভাব, তাহাকে পবিত্র বস্ত্র ধারণ করানো।

শূওরের পাল বিয়োনো।
এক এক বারে শূওরের অনেক বাচ্চা হয় বলিয়া অধিকসংখ্যক সন্তানের জননীকে এই বলিয়া গালি দেওয়া হয়।

শূকর চেনে কচু আর ঘেঁচু।
মন্দ লোকে মন্দ জিনিসই ভাল চিনে, ভাল জিনিস চিনে না।

শূন্য গোয়াল ভাল, দুষ্ট গরু কিছু নয়।
দল শূন্য হয় তাহাও মঙ্গল, তথাপি দলে মন্দ লোক থাকা ভাল নয়। "দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।"

শেওড়া গাছের পেত্নী।
শেওড়া গাছ অতি কদর্য গাছ, তাহাতে অতি কদর্য পেত্নী বাস করে। এজন্য অতি কুৎসিতা রমণীকে এই কথা বলা হয়।

শেয়াকুল কাঁটা।
শেয়াকুল কাঁটায় একবার কাপড় জড়াইলে সহজে ছাড়ানো যায় না, এক দিক্ ছাড়াইতে আর দিক্ জড়াইয়া যায়। যে লোক একবার ধরিলে সহজে ছাড়িতে চায় না।

শেয়ান ঘুঘুর ছা, ফাঁদে দেয় না পা।
সহজে কৌশল দ্বারা আয়ত্ত হয় না এমন লোক।

শেয়ান ঠকলে বাপকে বলে না।
চতুর লোক কোন কার্যে ঠকিলে তাহা অতি গোপনে রাখে, এমন কি বাপকেও সে কথা বলিতে লজ্জা বোধ করে। "বঞ্চনাপমানঞ্চ মতিমান্ ন প্রকাশয়েৎ।"

শেয়ান পাগল।
যে পাগলামির ভান করে, অথচ নিজের কাজে বেশ চতুরতা দেখায়, তাহাকে শেয়ান পাগল বলে। "A cunning dolt."

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি।
"শিয়ানে শিয়ানে কোলাকুলি" দ্রঃ।

শেয়ানে ফাঁকি।
চতুরকে ফাঁকি দেওয়া।

শেষ বেশ।
যাহার শেষ পর্যন্ত ভাল হয়, তাহাকেই ভাল বলা যায়। "All's well that ends well."

শেষ রক্ষাই রক্ষা।
যে কোন কার্যের প্রথম বেশ চালান যায়, কিন্তু শেষ দিক্ রক্ষা করিতে পারিলেই তবে কার্যদক্ষতা প্রকাশ পায়। "সব ভাল যার শেষ ভাল।"

শেষ সুখই সুখ।
প্রথমে দুঃখ হইলেও যদি শেষে সুখ হয়, তবে তাহাই প্রকৃত সুখ; নতুবা প্রথমে সুখ হইয়া শেষে দুঃখ হইলে তাহাকে সুখ বলা যায় না, এবং তাহা বড়ই কষ্টকর হয়।

শোকে পাথর।
শোক ভোগ করিতে করিতে লোকের মন ক্রমে পাথরের ন্যায় কঠিন হইয়া যায়। "অল্প শোকে কাতর অধিক শোকে পাথর।"

শোকে সাগর উথলে।
এত শোক যেন সমুদ্র উথলিয়া উঠে।

শ্যাম রাখি কি কুল রাখি।
রাধা কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া ভাবিয়াছিলেন, এখন শ্যাম রাখি কি কুল রাখি? শ্যামকে রাখিতে গেলে কুলে কলঙ্ক হয়, আর কুল রাখিতে গেলে শ্যামকে ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু উভয়ই দুস্ত্যাজ্য। দুইটি বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন ঘটনাচক্রে পড়িয়া কোন্‌টিকে রাখিবে, এবং কোন্‌টিকে ছাড়িবে স্থির করিতে না পারা। "On the horns of a dilemma."

শ্রদ্ধার ছাই, হাত পেতে খাই।
শ্রদ্ধা করিয়া সামান্য জিনিস দিলেও তাহা ভাল লাগে।

শ্রাদ্ধ গড়ায়।

এক ব্যক্তির পিতার শ্রাদ্ধ উপস্থিত। পুরোহিত শ্রাদ্ধ করাইতে বসিয়াছেন। তিনি যজমানকে প্রথমে সাধারণভাবে উপদেশ দিলেন, "আমি যাহা বলি, তুমিও তাহাই বলিবে।" যজমান উপদেশ শিরোধার্য করিয়া বলিল, "আচ্ছা।" পুরোহিত তখন মন্ত্র পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, "বল, অমুকে মাসি অমুকে তিথৌ।" যজমান আবৃত্তি করিল, "বল অমুকে মাসি অমুকে তিথৌ।" পুরোহিত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আরে মূর্খ! আমি যা বলিব, তুই কেবল তাহাই বলিবি!" যজমান আবৃত্তি করিল, "আরে মূর্খ! আমি যা বলিব, তুই কেবল তাহাই বলিবি!" পুরোহিত অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "আরে কোথাকার বেল্লিক বেটা—একটা কথা বোঝে না!" যজমানও অক্ষরে অক্ষরে পুরোহিতের কথার আবৃত্তি করিল। তখন পুরোহিত যজমানের বাপান্ত করিয়া তাহাকে গালাগালি দিতে লাগিলেন। যজমানও ঠিক সেই সকল কথারই আবৃত্তি করিতে লাগিল। অবশেষে বিরক্ত হইয়া পুরোহিত আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলে যজমানের সঙ্গে তাঁহার ধস্তাধস্তি আরম্ভ হইল। শেষে উভয়েই উঠানে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। এক বৃদ্ধা শ্রাদ্ধ দেখিতেছিল। ব্যাপার দেখিয়া সে ছুটিয়া বাড়ির বাহিরে গিয়া দৌড়াইতে লাগিল। একজন প্রতিবাসী তাহা দেখিয়া বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো! দৌড়ে কোথা যাচ্ছ? শ্রাদ্ধ কেমন হচ্ছে?" বৃদ্ধা উত্তর করিল, "শ্রাদ্ধ এখন উঠানে গড়াগড়ি যাইতেছে!" কোন কার্যে গোলমাল ও কেলেঙ্কারি হইবার সূত্রপাত হইলে, লোকে বলে এইবার বুঝি "শ্রাদ্ধ গড়ায়।"

শ্রীঘর।

শ্রীঘরের অর্থ শ্রীসম্পন্ন গৃহ। কিন্তু শ্লেষোক্তি হেতু শ্রীঘর বলিতে অতি কুৎসিত কারাগৃহ বুঝায়।

শ্বশুরবাড়ি।

কারাগারকে শ্লেষ করিয়া "শ্বশুরবাড়ি" বলা হয়, কেননা সেখানে বিনাব্যয়ে আহার পাওয়া যায়।

শ্বশুরবাড়ি মথুরাপুরী,
তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি।

শ্বশুরবাড়ি মথুরাপুরীর ন্যায় মনোহর স্থান, কিন্তু তথায় তিন দিনের বেশী থাকিতে নাই, থাকিলে ঝাঁটা খাইতে হয়, অর্থাৎ অপমানিত হইতে হয়। "One day a guest, two days a guest, three days a pest."

শ্বেত চামর আর কোষ্ঠা পাট।

শ্বেত চামর এবং কোষ্ঠা পাট উভয়ে দেখিতে একরূপ হইলেও উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ: শ্বেত চামর উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্, আর কোষ্ঠা পাট নিকৃষ্ট ও অল্পমূল্য। বহিঃসাদৃশ্য দেখিয়া উৎকৃষ্টের সহিত নিকৃষ্টের তুলনা করিতে প্রবৃত্ত হওয়া।

শ্বেত হস্তী পোষা।

শ্বেতহস্তী অতি দুর্লভ জীব। তাহাকে পুষিতে হইলে প্রচুর অর্থব্যয় করা আবশ্যক হয়। কোন পোষ্যের জন্য ব্যয়বাহুল্য ঘটিলে লোকে এই উদাহরণ দিয়া থাকে।

ষট্‌কর্ণে মন্ত্রভেদ।

ছয় কান হইলেই অর্থাৎ তিনজনে শুনিলেই সে মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং তাহাতে আর কোন কাজ হয় না। "ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ।"

ষড়্‌রিপু জয়ী বিশ্বজয়ী।

যে ব্যক্তি দেহস্থ কামক্রোধাদি ছয় রিপুকে জয় করিতে পারে, সে জগদ্বিজয়ী হয়।

ষণ্ডামার্ক গুরু।

গোঁয়ার মূর্খ গুরু। প্রহ্লাদের গুরু ষণ্ডামার্ক, তাহাকে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে নিষেধ করণ অভিপ্রায়ে তৎপ্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়াছিল।

ষষ্ঠী রাগ করে ত,
ছেলে ধ'রে খাবেন।

ক্রুদ্ধা ষষ্ঠী ছেলেদের অনিষ্ট ছাড়া পোয়াতির কিছু করিতে পারিবেন না। "ষষ্ঠীই ছেলেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।"

ষাঁড়ের গোবর।

বৃষোৎসর্গে উৎসৃষ্ট ষাঁড়ের গোবর কোন কাজেই লাগে না। তাহার গোবর স্থান পরিষ্কার করা বা ঘুঁটে প্রভৃতি জ্বালানির কাজে কিছুতেই লোকে ব্যবহার করে না। অতিশয় অকর্মণ্য লোককে "ষাঁড়ের গোবর" বলা হয়।

ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারে।

ষাঁড়ের সহিত এক মহিষের শত্রুতা ছিল। একদিন ঐ মহিষের সহিত এক বাঘের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে বাঘের হাতে মহিষ মারা পড়িল, ষাঁড় নিষ্কণ্টক হইল। একের শত্রু অপরের দ্বারা শাসিত বা বিনষ্ট হওয়া। "বা শত্রু পরে পরে।"

ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ।

প্রবলের সহিত প্রবলের সংঘর্ষ। "Greek meeting Greek."

ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস।

ছোট ছেলে সম্বন্ধে কেহ কোন অশুভ কথা বলিলে, ছেলের মা স্নেহবশতঃ বলিয়া থাকে, "ষাটের বাছা ষষ্ঠীর দাস"—অর্থাৎ তাহার যেন কোন অমঙ্গল না ঘটে। বয়স্ক ব্যক্তি সম্বন্ধেও ব্যঙ্গচ্ছলে এই উক্তিটি প্রযুক্ত হয়।

ষোল আনাই ভুয়ো।

সমস্তটাই সারহীন।

ষোল কড়াই কানা।

সকলই ফাঁকি।

স

সংসার আনন্দময়,
যার মনে যা' লয়।

এই সংসার আনন্দময়: যাহার মনে আনন্দ সেই আনন্দ ভোগ করে, আর যাহার মনে নিরানন্দ সে ইহাকে দুঃখময় বোধ করিয়া থাকে। "There is nothing good or bad, but thinking makes it so."

সকল চিল পালালো,
লেঁড়ে চিল ধরা পড়লো।

"যত চিল উড়ে গেল, লেঁড়ে চিল ধরা পড়লো।" দ্রঃ।

সকল চুলে চামর হয় না।

চমরী গরুর চুলেই চামর হয়। সকল লোকই কাজ করিতে পারে না, কাজের লোক দ্বারাই কাজ হয়।

সকল দিন যায় হেসে খেলে,
সন্ধ্যেবেলা বৌ কাপাস তলে।

সময় নষ্ট করিয়া অসময়ে কাজে হাত দেওয়া। "দিন গেল গোঁয়ের ছেলে কোলে। রাত হলে বৌ কাপাস তলে" পাঠান্তর।

সকল ঠেঁ খেয়ে ঠোকর মারে।

কোন কাজ ভালরূপে না করিয়া সকল কাজেই এক একবার হাত দেওয়া। "Jack of all trades and master of none." "Having one's fingers in every pie."

সকল মোড়াই যদি শালগ্রাম হয়,
তবে হলুদ বাটি কিসে?

সকলেই যদি ধার্মিক হইয়া পড়িল, তবে সংসারের কাজ কিরূপে চলিবে?

সকল পথ দৌড়াদৌড়ি,
খেয়া ঘাটে গড়াগড়ি।

"যত করে তাড়াতাড়ি খেয়া ঘাটে গিয়ে গড়াগড়ি" দ্রঃ।

সকল পথ মাড়িয়ে চলা।
অতি ধীরে ধীরে চলা।

সকল পাখীতে মাছ খায়,
মাছরাঙ্গার কলঙ্ক।
প্রায় সকল পাখীতে মাছ খাইয়া থাকে, কিন্তু কেবল মাছরাঙ্গা পাখীর নামে কলঙ্ক হইয়াছে, অর্থাৎ সে মাছ খায় বলিয়া তাহার নাম মাছরাঙ্গা হইয়াছে। অনেকেই যে কাজ করে, সে কাজে কেবল একজনই দোষী বলিয়া প্রচারিত হওয়া।

সকল ব্রত করলে যশী,
বাকী আছে ভীম একাদশী।
যশোদার ব্রতের ন্যায় যে কোন কাজই করে না, অথচ একটা কাজের উল্লেখ করিয়া বলে, এই কাজটা করিতে পারিলেই অর্থাৎ এই কাজটা সম্পন্ন হইলেই যেন তাহার সকল কাজ সম্পন্ন হইল, তাহার সম্বন্ধে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সকল বাঁশে বংশলোচন হয় না।
সকল লোকই সাধু হয় না, অনেকের মধ্যে দুই একজন সাধু হয়।

সকল শিয়ালের এক ডাক (রা)'।
একজনের যে মত, সকলেরই সেই মতে সায় দেওয়া।

সকলেই আপনার কোলে
ঝোল টানে।
সকলেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে।" "Looking after Number one."

সকলেই ত মেয়ে,
কেউ যাচ্ছে পালকি চড়ে
কেউ রয়েছে চেয়ে।
অদৃষ্ট অনুসারে কেহ সুখভোগ করে, আর কেহ দুঃখভোগ করে।

সখি লো সখি,
আপনার মান আপনি রাখি।
নিজের মান নিজে বিবেচনা করিয়া রাখিতে হয়, নতুবা মান থাকে না।

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ।
যাহার প্রাণে বেশী সখ থাকে, তাহার প্রাণ গড়ের মাঠের ন্যায় খোলা, অর্থাৎ তাহার প্রাণে অর্থব্যয়-জনিত দুঃখ বা অন্য কোন অন্তরায় নাই, যাহা সখ হয় তাহাই করে।

সঙ্গ দোষে কিনা হয়,
ছুঁচো ছুঁলে গন্ধ হয়।
অসৎসংসর্গে থাকিলেই অসৎ বলিয়া খ্যাত হইতে হয়।

সঙ্গদোষে গ্রাম নষ্ট।
একজন অসতের সংসর্গে থাকিলে গ্রাম-সুদ্ধ লোক নষ্ট হইয়া যায়। সংসর্গদোষ এমনই ভয়ানক। "One sickly sheep infects the flock." "A rotten apple injures its companions."

সঙ্গদোষে চোর হয়, সাধু সঙ্গগুণে।
লোক চোর না হইলেও চোরের সঙ্গে থাকিলে চোর হইয়া যায় এবং সাধু না হইলেও যদি সাধুর সংসর্গে থাকে, তাহা হইলে সাধু হয়। মাণ্ডব্য মুনিরও এই কারণে শূলদণ্ড হইয়াছিল।

সঙ্গদোষে লোহা ভাসে।
লোহা এত ভারী জিনিস যে, জলে পড়িলেই তাহা ডুবিয়া যায়; কিন্তু কাঠের সঙ্গে থাকিলে সেই লোহাও জলে ভাসিয়া থাকে।

সঙ্গী দেখে লোকের
স্বভাব জানা যায়।
"A man is known by the company he keeps."

সতী নারীর পতি যেন
পর্বতের (মজিদের) চূড়া।
অসতীর পতি যেন
ভাঙ্গা নৌকার (নায়ের) গুঁড়া।
সতী রমণীর পতি পর্বতের চূড়ার ন্যায় অচল অটল, সহজে সে কোন বিপদে পতিত হয় না; আর অসতী রমণীর পতি ভাঙ্গা নৌকার গুঁড়ার ন্যায়, অর্থাৎ তাহার কোনই শক্তি নাই, অল্পেই নষ্ট হইয়া যায়।

সতীনের বাটীতে গু গুলে খাওয়া।
সতীন সতীনের বাটী অপবিত্র করিবার জন্য তাহাতে বিষ্ঠা গুলিয়া ভক্ষণ করে। তাহাতে সে যে নিজে বিষ্ঠা ভক্ষণ করিতেছে, তাহাতে তাহার লক্ষ্য নাই, সতীনকে যে বাটীটা ফেলিয়া দিতে হইবে ইহাই তাহার আনন্দ। নিজের অত্যন্ত অনিষ্ট স্বীকার করিয়াও অপরের যৎকিঞ্চিৎ অনিষ্ট করা। "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করা।" "Cutting off the nose to spite the face."

সতীবাক্য রক্ষা হেতু
বিধিবাক্য নড়ে।
সতী রমণীর কথা রাখিবার জন্য বিধাতার কথাও বিচলিত হয়। সতীত্বের এমনই প্রভাব। ইহা লক্ষহীরার কাহিনী। কোন সতী নারীর কুষ্ঠ ব্যাধিতে পঙ্গু স্বামী লক্ষহীরা নাম্নী বেশ্যার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল; কিন্তু বেশ্যার গৃহে যাইবার তাহার সামর্থ্য ছিল না। পতিব্রতা স্ত্রী পতির অভিপ্রায় শুনিয়া তাহাকে স্কন্ধে করিয়া লক্ষহীরার বাটীতে রাখিয়া আসে। বেশ্যার তিরস্কারে স্বামীর চৈতন্যোদয় হইলে সে গৃহে ফিরিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে। সতী স্ত্রী স্বামীকে লইয়া গৃহে ফিরিবার কালে তাহার অঙ্গস্পর্শে এক ধ্যানরত ঋষির ধ্যানভঙ্গ হয়। তিনি অভিশাপ দেন যে, যে আমার ধ্যানভঙ্গ করিল, সূর্যোদয় হইবামাত্র যেন তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। সতীও প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি যদি যথার্থই সতী হই, তাহা হইলে সূর্যোদয় হইবে না, আমার স্বামীর মৃত্যুও হইবে না।" সতীবাক্য রক্ষা হেতু নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলেও সূর্যদেব পূর্বাকাশে উদিত হইতে পারিলেন না। সৃষ্টি রসাতলে যায় দেখিয়া দেবতারা মিলিত হইয়া সতীর সাধাসাধি করিয়া তাহাকে প্রীত করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ঋষিবাক্য রক্ষা হেতু সূর্যোদয় হইবামাত্র তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইবে বটে, কিন্তু দেবতারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পুনরায় বাঁচাইয়া দিবেন,—সতীকে বৈধব্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না। সতী তাহাতে সম্মত হইলে সৃষ্টি রক্ষা পাইল।

সতীর জন্য কোল;
অসতীর জন্য কিল।
সকলেই সতীকে সমাদর করে, আর অসতীকে কিল মারিয়া থাকে, অর্থাৎ অবজ্ঞা করে।

সতী সাবিত্রী।
সাবিত্রী অতিশয় সতী ছিলেন, তিনি সতীত্বপ্রভাবে মৃত পতিকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন। এজন্য লোকে সতী রমণীর দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া থাকে।

সৎপুত্র কুলপ্রদীপ।
সুপুত্র জন্মিলে কুল উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

সৎমার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘি,
মাথাটি মুড়ায়ে এস
তেল জল দি।
বিমাতার শ্রদ্ধা পান্তা ভাতে ঘিয়ের ন্যায়, সুমিষ্ট ত হয় না, পরন্তু অপকারী হয়; সৎমার ইচ্ছা সতীনপোর মাথা মুড়াইয়া তাহাতে তেল জল ঢালিয়া দেয়।

সত্য কথার ডালপালা নাই।
মিথ্যা কথা বলিতে হইলে তাহাকে ডালপালা দিয়া অর্থাৎ কল্পিত অনেক কথা দিয়া সাজাইতে হয়; কিন্তু সত্য কথা বলিলে তাহাতে ডালপালা দিতে হয় না।

সত্যবাদী দুই জন,
মূর্খ ও বালকগণ।
কারণ ইহারা স্বল্পবুদ্ধি ও অচতুর বলিয়া ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিতে পারে না, সুতরাং সত্য কথা বলে।

সত্যের জয় সর্বত্র।

সত্য কথা বলিলে কখন কোন বিপদে পড়িতে হয় না। "সত্যমেব জয়তে।"

সত্যের দ্বারে আগড় নাই।

সত্যের দরজায় আগড় অর্থাৎ কোন আড়াল নাই, এজন্য সত্য আপনা হইতেই প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সত্যের বাড়া ধর্ম নাই,
মিথ্যার বাড়া পাপ নাই।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মঃ।
ন পাপমনৃতাৎ পরম্‌॥"

সৎসঙ্গে কাশীবাস (স্বর্গবাস),
অসৎসঙ্গে সর্বনাশ।

সজ্জনের সংসর্গে থাকিলে কাশীবাসের ফল হয় (অথবা স্বর্গবাসের সুখ পাওয়া যায়), আর অসতের সহিত থাকিলে নিজের সর্বনাশ হইয়া থাকে।

সদরেতে ছুঁচ চলে না,
মফস্বলে হাতী চলে।

বাহিরে আঁটাআঁটি ও ভিতরে আলগা।

"Straining at a gnat and swallowing a camel."

সদাশিব।

সর্বদাই মঙ্গলকর বলিয়া, এবং সদা সন্তুষ্ট ও কিছুতেই বিরক্তি বা ক্রোধ নাই বলিয়া মহাদেবের একটি নাম সদাশিব। যে কাহারও ইষ্ট ভিন্ন অনিষ্ট চিন্তা করে না, বিরক্তি বা ক্রোধ প্রকাশ করে না, সদাই প্রফুল্ল থাকে।

সন্দেশওয়ালা মুড়ি খায়।

যে যে-জিনিস লইয়া ব্যবসায় করে, সে তাহা ভোগ করে না, করিলে তাহার ব্যবসায় চলে না।

সন্দেশের খোসা ফেলে খাওয়া।

সন্দেশের খোসা নাই, কিন্তু ঐশ্বর্যগর্বিত লোকে তাহার খোসা ফেলিয়া দিয়া খাইতে চায়।

সন্নিপাতের তৃষ্ণা।

সন্নিপাত উপস্থিত হইলে এমন তৃষ্ণা উপস্থিত হয় যে, সে তৃষ্ণা কিছুতেই নিবারিত হয় না, ফলতঃ এইরূপে সন্নিপাতের বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু ঘটে। বিনাশকালে লোকের সর্বনাশকর বস্তুর প্রতি অধিক আগ্রহ দৃষ্ট হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। যে আকাঙ্ক্ষা উপভোগেও কিছুতে পূর্ণ করিতে পারা যায় না।

সন্ন্যাসী চোর না, বোচকায় ঘটায়।

জনৈক সন্ন্যাসী এক গাছের তলায় জপ করিতেছিলেন। এমন সময়ে এক চোর চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে চুরির বোচকাটি সন্ন্যাসীর পাশে রাখিয়া সরিয়া গেল। পরে চৌকিদার আসিয়া সন্ন্যাসীর কাছে চোরাই মাল দেখিয়া তাঁহাকে চোর বলিয়া ধরিল। সন্ন্যাসী প্রকৃতপক্ষে চোর না হইলেও বোচকাটি তাঁহাকে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন করাইল। যে প্রকৃত দোষী নয়, ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহার দোষী স্থির হওয়া।

সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র গায় সর্বজন
শুভ্রবস্ত্রে মসীবিন্দু
দেখায় যেমন।

লোকে কত দোষ করিতেছে সেদিকে কাহারও লক্ষ্য নাই, কিন্তু সাধুসন্ন্যাসী একটু দোষজনক কাজ করিলেই সকলের সেই দিকেই দৃষ্টি পড়ে এবং লোকে তাহার আলোচনায় ব্যস্ত হয়। ময়লা কাপড়ে বিস্তর কালির দাগ থাকিলেও তাহা কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু ফরসা কাপড়ে এক ফোঁটা কালি পড়িলেই তাহা আগে সকলের দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

সন্ন্যাসীর তুম্ব নাড়া।

জনৈক চোর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া পরে সন্ন্যাসী হয়। কিন্তু পূর্বের অভ্যাসবশতঃ নিজের তুম্বটিকে একবার এক স্থানে আর একবার অপর স্থানে সরাইয়া রাখিয়া চুরি করার অভিনয় করে। পূর্বসংস্কার বা অভ্যাস পরিত্যাগ করা বড়ই কঠিন।

সন্ন্যাসীর রাগটুকুও আছে,
সুখটুকুও আছে।

"রাগটুকুও আছে সুখটুকুও আছে" দ্রঃ।

সব করলে যশী,
বাকী কেবল ভীম একাদশী।

"সকল ব্রত করলে যশী" দ্রঃ।

সব চেয়ে চুপ ভাল।

অর্থ স্পষ্ট।

সব ভাল যার শেষ ভাল।

"All's well that ends well."

সব শরীরে ঘা, ওষুধ দিব কোথা?

যাহার সকলই দোষ, তাহার আর কোন দোষের সংশোধন করা যাইবে?

সব-শিয়ালে খেলে কাঁঠাল,
বকের ঠোঁটে আঠা।

অনেক শিয়ালে মিলিয়া কাঁঠাল খাইল, আর এক বক এক পাশ হইতে একটি ঠোকর মারায় তাহার ঠোঁটে আঠা জড়াইয়া গিয়াছিল বলিয়া সেই ধরা পড়িল। যাহারা প্রকৃত দোষী, তাহারা প্রমাণাভাবে অব্যাহতি পাইলে এবং যে দোষের সংস্পর্শে মাত্র আসিয়াছিল সে ধরা পড়িলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সব শিয়ালের এক রা।

"সকল শিয়ালের এক ডাক" দ্রঃ।

সবাই কৃষ্ণের নাম করে,
আমি বল্লেই ধ'রে মারে।

যে কাজ অনেকে করিয়া পরিত্রাণ পায়, সেই কাজের জন্য একজনকে শাস্তিভোগ করিতে হইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

সবাইকে পারা যায়,
পায়-পড়াকে পারা যায় না।

সকলকেই শাসন করিতে পারা যায়, কিন্তু যে কথায় কথায় আসিয়া পায়ে পড়ে তাহাকে শাসন করা যায় না।

সবুরে মেওয়া ফলে।

অর্থাৎ ধৈর্য ধারণ করিয়া থাকিলে শেষে সুফল লাভ হয়। "Patience has its reward." "In space comes a grace." "Tarry long brings much home."

সবে কলির সন্ধ্যা।

এইমাত্র কলির আরম্ভকাল, এখনও অনেক বাকী। কোন বিষয়ে আরম্ভেই অস্থির হইয়া পড়া।

সবে ধন নীলমণি।

প্রিয়বস্তু একটি মাত্র হইলে তৎপ্রতি এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সময় কাহারও নহে।

সময় কাহারও হাতধরা নয়, সে আপনি আসে আপনি চলিয়া যায়, কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। "Time and tide wait for no man."

সময়গুণে আপন পর,
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।

সময়গুণে আপনার লোক পর হয়, আবার পরও আপনার হয়; সময়ের গুণে খোঁড়া গাধাও ঘোড়ার দরে বিকাইয়া যায়।

সময়ে না দেয় চাষ,
তার দুঃখ বার মাস।

অর্থাৎ সময়ে চাষ না করায় ভাল ফসল হয় না সুতরাং তাহার দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী।

সময়ের এক কথা, অসময়ে শত।

অসময়ে বহু কথা বলিলে যে কাজ হয়, সময়ে একটি মাত্র কথায় সেই কাজ হইতে পারে।

সময়ের এক ফোঁড়,
অসময়ের দশ ফোঁড়।

অসময়ে দশগুণ খাটিলে যে কাজ হয়, সময়ে একগুণ খাটিলে সেই কাজ হয়। প্রয়োজনকালে অল্পেও কাজ হয়। "A stitch in time saves nine."

সময়ে সব বন্ধু হয়,
অসময়ে কেহ নয়।

সময় ভাল হইলে সকলেই বন্ধু হইয়া

থাকে, কিন্তু সময় মন্দ হইলে তখন আর কেহ বন্ধু থাকে না। "Fair weather friends."

সমানে সমানে।

"A Rowland for an Oliver."

সমুদ্রে পাদ্য অর্ঘ্য।

সমুদ্রে একটু পাদ্য অর্ঘের জল দিলে তাহাতে সমুদ্রের কি বৃদ্ধি হইবে ; যেখানে প্রয়োজন অত্যধিক, সেখানে অত্যল্পমাত্র অভাব পূরণ করিতে গেলে ইহা প্রযোজ্য।

সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়।

যে বহু বিপদ দ্বারা বেষ্টিত হইয়াছে, তাহার আর সামান্য বিপদে কি করিবে ?

সমুদ্রে শয্যা তার শিশিরে কি ভয় ?

"সমুদ্রে বাস শিশিরে ভয়" দ্রঃ।

সম্পদে বন্ধু লাভ, বিপদে পরীক্ষা।

কারণ বিপদ উপস্থিত হইলে কৃত্রিম বন্ধুরা সরিয়া পড়ে, কিন্তু যে প্রকৃত বন্ধু, কেবল সেই সঙ্গ ত্যাগ করে না। "A friend in need is a friend indeed."

সম্মুখ দিয়া ছুঁচ গলে না,
পিছন দিয়া হাতী গলে যায়।

সম্মুখ দিয়া একটি ছুঁচও নষ্ট হইতে পারে না, কিন্তু পিছন দিয়া হাতীর ন্যায় অর্থরাশিও নষ্ট হইয়া যায়। যে নিজে একটি পয়সা খরচ করিতে কাতর হয়, কিন্তু তাহার অগোচরে রাশি রাশি অর্থ অপব্যয়িত হইয়া যায়, তৎসম্বন্ধে প্রযোজ্য। "Straining at a gnat and swallowing a camel." "Penny wise pound foolish."

স'য়ে থাকলে র'য়ে যায়।

সংসারে যে সকল সহ্য করিয়া থাকিতে পারে, সেই টিকিয়া যায় ; যে অধীর হইয়া পড়ে, সে বিনষ্ট হয়।

সর্বস্বের বাড়া দণ্ড নাই।

সর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া অপেক্ষা কঠিন দণ্ড আর নাই।

সলেমিরা।

সংকুল দ্রঃ।

সস্তায় মাটি কেনা ভাল।

অতি সামান্য জিনিসও সস্তায় কিনিয়া রাখিতে পারিলে পরে তাহার দ্বারা লাভবান্ হওয়া যায়।

সস্তার তিন অবস্থা।

জিনিস সস্তায় পাওয়া গেলে তাহার প্রতি তেমন আদর থাকে না, লোকে তাহাকে ফেলাছড়া করে। সস্তায় কেনা জিনিস ভাল হয় না, এবং শীঘ্রই অকার্যকর হয়, সুতরাং আবার সেই জিনিস কিনিবার প্রয়োজন হয়, এবং গৃহস্থের অর্থনাশের কারণ হয়।

সহিলে সম্পত্তি,
না সহিলে বিপত্তি।

দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া থাকিতে পারিলেই উন্নতি লাভ হয়, আর দুঃখে অধীর হইয়া পড়িলে আরও বিপদ ঘটে।

সাঁতার দিয়ে সিন্ধু পার।

ক্ষুদ্র উপায়ে সুবৃহৎ কার্য সিদ্ধ করিতে যাওয়া।

সাঁতার না জানলে
বাপের পুকুরে ডুবে মরে।

কৌশল না জানিলে লোকে নিজের কাজে নিজে বিপন্ন হয়।

সাক্ষী গোপাল।

একদা এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তীর্থযাত্রাকালে পথিমধ্যে পীড়িত হইয়া পড়ায় তাঁহার তীর্থসহচর তাঁহারই গ্রামবাসী এক যুবক ব্রাহ্মণের সেবা-শুশ্রূষাগুণে আরোগ্য লাভ করিয়া প্রতিশ্রুত হন যে গৃহে ফিরিয়া তিনি যুবকের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন। যুবক মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে আস্থাস্থাপন করিতে না পারায় তাহার প্রার্থনানুসারে সদ্য রোগমুক্ত কৃতজ্ঞচিত্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নিকটবর্তী শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়া বিগ্রহকে সাক্ষী রাখিয়া যুবকের হস্তে কন্যা অর্পণ করিতে প্রতিশ্রুতি দান করেন। তীর্থভ্রমণান্তে উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, যুবক বৃদ্ধকে তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করাইয়া দিল। বৃদ্ধ কিন্তু প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কথা অস্বীকার করিলেন। তখন যুবক সেই শ্রীকৃষ্ণের মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিল যে, দেব! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আপনার সমক্ষে আমাকে কন্যাদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াও এখন তাহা অস্বীকার করিতেছেন। অতএব আপনাকে গিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবে। গোপাল বিগ্রহ তৎক্ষণাৎ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বলিলেন, তুমি অগ্রসর হও, আমি তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছি। তুমি পিছন দিকে ফিরিয়া চাহিও না, তাহা হইলে আমি আর যাইব না। আমার নূপুরধ্বনি শুনিলেই তুমি বুঝিবে যে, আমি ঠিক যাইতেছি। যুবক কিছুদূর গমন করিবার পর নূপুরধ্বনি শুনিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন কি না, দেখিবার জন্য যেমন পিছন ফিরিল, দেববিগ্রহ তখন পূর্ব শর্ত মত গতি স্থগিত করিয়া সেইখানেই অবস্থিত হইলেন। যুবক বলিল, আমি আপনার নূপুরধ্বনি শুনিতে না পাইয়া পিছন ফিরিয়াছিলাম। কৃষ্ণ বলিলেন, বালুকাময় পথ দিয়া চলিতে চলিতে নূপুরের ভিতর বালুকা প্রবেশ করায় শব্দ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, তোমার ভাবনাচিন্তার কারণ নাই। তুমি ব্রাহ্মণকে এই ঘটনার কথা গিয়া বলিলেই সে আর অস্বীকার করিতে পারিবে না। হইলও তাহাই। যুবকের মুখে শুনিয়া দলে দলে লোক তথায় আসিয়া এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিল ; এবং লোকমতের প্রভাবে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ প্রতিশ্রুতি পালন করিতে বাধ্য হইলেন। পুরী যাইবার পথে সাক্ষী গোপালের মন্দির অবস্থিত।

সাগরও শুকায় না,
পাপও লুকায় না।

সমুদ্র কখনও শুষ্ক হয় না, এবং পাপকার্যও কখন গোপন থাকে না, এক সময়ে না এক সময়ে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

সাগর সেঁচা মানিক।

বহু যত্নলভ্য বস্তু।

সাজতে গুজতে বেলা ফুরাল।

আয়োজন করিতে করিতে কাজ নষ্ট হইয়া যাওয়া।

সাজতে গুজতে ফিঙে রাজা।

কথিত আছে যে, এক সময়ে বিধাতা পক্ষীদিগকে বলিয়াছিলেন, কল্য প্রভাতে যে আমার নিকট অগ্রে উপস্থিত হইবে, তাহাকেই আমি পাখীদিগের রাজা করিব। শালিক প্রভৃতি পাখীরা প্রভাতের পূর্ব হইতেই বিধাতার নিকট যাইবার জন্য আপনাদের দেহ সজ্জিত ও চিত্রিত করিতে লাগিল। কিন্তু চতুর ফিঙে পাখী কোনরূপ সাজসজ্জা না করিয়া কেবল সর্বাঙ্গে ঘন কালি তাড়াতাড়ি মাখিয়া বিধাতার নিকট উপস্থিত হইল। সর্বাগ্রে উপস্থিত হওয়ায় সে পাখীদের রাজা হইল, অন্যান্য পাখীদের সাজসজ্জা বৃথা হইল। কার্যে অগ্রসর হইবার আয়োজন করিতে করিতে আর একজন বিনা আড়ম্বরে সেই কাজ হাত করিয়া লইলে ইহা প্রযুক্ত হয়।

সাঁজার কাজ কেউ করে না।

সাঁজার অর্থাৎ ভাগের কাজ কেহই করিতে চায় না, সকলেই পরস্পরের উপর ঠেস দিয়া বসিয়া থাকে। "ভাগের মা গঙ্গা পায় না।" "What is everybody's business is nobody's business." "Ass that is common property is always worse saddled."

সাঁজার মা গঙ্গা পায় না।

"ভাগের মা গঙ্গা পায় না" দ্রঃ।

সাত কথার উপর এক কথা।
"লাখ কথার উপর এক কথা" দ্রঃ।

সাত কাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার ভার্য্যা।
সমস্ত ব্যাপার আদ্যন্ত দেখিয়া শুনিয়া শেষে তন্মধ্যে কোন বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করা।

সাত কুড়ের ঘর, গোঁসাই রক্ষা কর।
ঘরের মধ্যে সাতজন, কিন্তু সকলেই অলস; সুতরাং কোন দায়ে পড়িলেই বলে, ভগবান্ রক্ষা কর। সকলেই কোন কাজে অলসতা করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সাত খুন মাপ।
আদুরে ছেলে বা সাধারণের প্রিয় ব্যক্তি কোন দুষ্কর্ম করিয়া দণ্ডিত না হওয়া।

সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি।
"সাতগেঁয়ে" অর্থাৎ সপ্তগ্রামনিবাসী একটি দুর্দান্ত হিন্দুর প্রেতযোনি ছিল, তাহার নিকট "মামদো" (মুসলমানের প্রেতযোনি) ঘেঁষিতে পারিত না। কোন অল্পচতুর লোক অধিকতর চতুরকে ঠকাইবার চেষ্টা করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

সাত ঘাটের জল এক ঘাটে করা।
অনেক কৌশলে কোন কাজ সিদ্ধ করিতে হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সাত ঘাটের জল খাওয়ানো।
সাত জায়গা ছুটাছুটি করাইয়া সাত পুকুরের সাত ঘাটের জল খাওয়ানো। কাহাকেও কোনরূপ দায়ে ফেলিয়া নানাস্থানে ছুটাছুটি বা নাস্তানাবুদ করানো।

সাত চড়ে মশা মারা।
সামান্য কাজে অত্যন্ত বেগ পাওয়া।

সাত চড়ে রা বেরোয় না।
সাত চড় মারিলেও মুখ দিয়া রা অর্থাৎ কথা বাহির হয় না। অতি নিরীহ ও লাজুক ব্যক্তি।

সাত চোঙ্গার বুদ্ধি এক চোঙ্গায় ঢুকোবে।
অনেকের বুদ্ধির সাহায্য লইয়া কাজ করিতে হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সাত নকলে আসল খাস্তা।
কোন একটা জিনিসের কেহ নকল করিল, তাহা দেখিয়া আর একজন নকল করিল, আবার কেহ সেই নকলের নকল করিল। এইরূপে সাতবার নকল হইলে দেখা যায় যে, সেই নকলের সহিত আসলের আর কোন সাদৃশ্য নাই, তাহা আসল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইয়া গিয়াছে।

সাত পাঁচ খতিয়ে মনে, চাষ করে না সোনার বেনে।
"লাভ লোকসান জেনে, চাষ করে না বেনে" দ্রঃ।

সাত পাঁচ ভেবে কর্ম্ম করা।
অনেক প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করা।

সাত পুরুষে বিয়ে নাই, শ্বশুরবাড়ী যায়।
কোন কালে যাহার যে বিষয় নাই, সেই বিষয় পাইতে ইচ্ছা করা।

সাত ভাই তাঁত বোনে, আপন কোটে সবাই টানে।
সাত ভাই তাঁত বুনিতেছে, কিন্তু

অর্থাৎ আপনার বেশী লাভের চেষ্টা করিতেছে। সকলেই আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা করে।

সাত মণ তেলও পুড়বে না, রাধাও নাচবে না।
"রাধাও নাচবে না, সাত মণ তেলও পুড়বে না" দ্রঃ। "If the sky falls we will catch larks."

সাত রাজার ধন এক মাণিক।
সাতিশয় প্রিয় ও মূল্যবান্ বস্তু।

সাত সতীনে নড়িচড়ি, বেড়া আগুনে পুড়ে মরি।
যে ঘরে সাত সতীন থাকে, সে ঘরে আগুন লাগিলেও তাহারা না পলাইয়া পরস্পর বিবাদ করিতে থাকে, শেষে বেড়া আগুনে পুড়িয়া মরে। যাহারা পরস্পরকে হিংসা করে, তাহারা বিপদ উপস্থিত হইলেও সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে করিতে শেষে সকলেই বিপন্ন হয়।

সাত সতীনের ঘরকন্না, বাড়ীর গিন্নী ভাত পায় না।
এক ব্যক্তির সাত স্ত্রী। সেই সাত সতীনের কলহে সংসারে এমন বিশৃঙ্খলা যে বাড়ীর গৃহিণীর অর্থাৎ তাহাদের শাশুড়ীর অন্ন জুটে না।

সাত সমুদ্র তের নদী পার।
বহু দূরদেশে।

সাতেও হুঁ, পাঁচেও হুঁ।
ন্যায় হউক অন্যায় হউক, কোন কথার প্রতিবাদ না করা।

সাদা মনে কালি দেওয়া।
সরল মনকে কুটিল করা। যাহার মনে কোন মারপেঁচ নাই, নানাপ্রকারে মন্ত্রণা দিয়া তাহার মনে কুটিলতা জন্মানো।

সাদা মুলুকজাদা।
সাদা রঙ পৃথিবীর সকল রঙ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সাদার উপর কালির দাগ।
ভাল লোকে মন্দ কাজ করিলে সকলেই তাহা আগে লক্ষ্য করে।

সাধ কত ছিল রে চিতে, মলের আগে চুটকি দিতে।
অসংগত আশা।

সাধ করে বৈষ্ণব হ'তে, প্রাণ যায় মচ্ছব দিতে।
সুখকর জ্ঞানে কোন বিষয় পাইতে ইচ্ছা করিয়া, পরে তাহার কষ্টের কথা স্মরণে তাহাতে বিরত হওয়া।

সাধ করে সেকেন্দর হ'তে খোদা দেয় না মেগে খেতে।
বাদশাহ হইতে সাধ মনে ইচ্ছা হয়, কিন্তু এদিকে ঈশ্বর মাগিয়া খাইতেও দেন না, অর্থাৎ ভিক্ষাও জুটে না। যে অশেষ উচ্চ আশা করে, কিন্তু ক্ষুদ্র আশাটিকেও পূর্ণ করিতে পারে না, তৎসম্বন্ধে প্রযুক্ত।

সাধলে জামাই খায় না, না সাধলে পায় না।
কাহাকেও কোন কাজ করিতে সাধাসাধি করিলে সে যদি তাহা না করে, আবার পরে নিজেই সাধিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া অকৃতকার্য হয়, সেই স্থলে প্রযুক্ত।

সাধ হয় বাদসা হ'তে, খোদা দেয় না মেগে খেতে।
"সাধ করে সেকেন্দর হ'তে" দ্রঃ।

সাধ হয় বৈষ্ণব হ'তে, মুশকিল বড় মোচ্ছব দিতে।
"সাধ করে বৈষ্ণব হ'তে" দ্রঃ।

সাধিলেই সিদ্ধি, অর্জিলেই নিধি।
সাধনা করিলেই সিদ্ধি লাভ হয়, এবং চেষ্টা করিয়া অর্জন করিতে পারিলেই বস্তু পাওয়া যায়।

সাধিলে জামাই কাঁটাল খায় না, শেষে জামায়ের ভোঁতায় আঁটে না।
"সাধলে জামাই খায় না" দ্রঃ।

সাধিলে মান বাড়ে।
কাহারও অভিমান হইলে তাহাকে যত সাধাসাধি করা যায় ততই তাহার অভিমান বাড়িয়া যায়।

সাধু যাহার সংকল্প, ঈশ্বর তাহার সহায়।
যাহার সংকল্প ভাল, ঈশ্বর তাহার সংকল্পিত কার্যে সহায়তা করেন।

সাধে কি বাবা বলি,
গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।
বাধ্য হইয়া কোন কাজ করা।

সাধে বিঁধালাম কান,
কাঠি দিতে যায় প্রাণ।
মাকড়ি পরিব বলিয়া সাধ করিয়া কান বিঁধাইলাম কিন্তু মাকড়ি না জুটায় এখন কানের ছেঁদায় কাঠি দিতে প্রাণ যায়। সাধ করিয়া কোন কাজ করিয়া শেষে তাহার জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়া।

সাধের কমল তুলতে গিয়ে,
হাতে ফুটলো কাঁটা।
সাধ করিয়া পদ্মফুল তুলিতে গেলাম, পদ্ম তুলিতে পারিলাম না, লাভের মধ্যে হাতে কাঁটা ফুটিয়া গেল। সাধ করিয়া কোন সুখকর কাজ করিতে গিয়া শেষে তাহাতে কষ্ট উপস্থিত হওয়া।

সাধের কাজল পরতে গিয়ে
চক্ষু হ'লো কানা।
সাধ করিয়া কাজল পরিতে গিয়া শেষে চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল। (পূর্ববৎ)।

সানকির উপর বজ্রাঘাত।
অর্থাৎ দুর্বলের উপর প্রবল আঘাত। যেমন "মশা মারিতে কামান পাতা।"

সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙ্গে।
কার্যও উদ্ধার হইবে, অথচ যাহার দ্বারা কাজ হইবে তাহার কোন বিপদ্ ঘটিবে না।

সাপকে মারিলেই শিবকে লাগে।
সাপ শিবের অঙ্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সুতরাং সাপকে মারিতে গেলেই শিবকেও লাগিয়া থাকে। আশ্রিতকে মারিতে বা অবমানিত করিতে গেলে আশ্রয়দাতাকেও মারা বা অবমানিত করা হয়।

সাপ মলেই সোজা।
সাপ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ এঁকিয়া বাঁকিয়া যায়, আর মরিলেই সোজা হইয়া পড়ে। খল জীবিত থাকিতে কুটিলতা ত্যাগ করে না।

সাপ যেখানে নেউল সেখানে।
যেখানে সাপ থাকে, সেখানেই সাপ খাইবার জন্য নেউল গিয়া থাকে।

সাপ হ'য়ে কাটে,
রোজা হ'য়ে ঝাড়ে।
যে শত্রুতাও করে, আবার মিত্রতাও দেখায়। "Hunting with the hound and running with the hare."

সাপ হ'য়ে কামড়ায়,
রোজা হ'য়ে ঝাড়ে।
"সাপ হ'য়ে কাটে" দ্রঃ।

সাপা ডরায় ব্যাঙ্গাকে,
ব্যাঙ্গা ডরায় সাপাকে।
খাদ্য ও খাদক পরস্পরকে ভয় করে।

সাপের ছুঁচো ধরা বা গেলা।
সাপ ইন্দুরজ্ঞানে ছুঁচোকে ধরিলে দুর্গন্ধের জন্য তাহাকে খাইতে পারে না, আবার অন্ধ হইবার ভয়ে তাহাকে ছাড়িতেও পারে না (প্রবাদ এইরূপ যে, সাপে ছুঁচো ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে সাপ কানা হইয়া যায়)। যেখানে ছাড়িলেও বিপদ্, না ছাড়িলেও বিপদ।

সাপে নেউলে।
সাপের সহিত নেউলের চিরশত্রুতার উদাহরণস্বরূপে প্রযুক্ত হয়। "Cat and dog."

সাপের পাঁচ পা দেখেছে।
সাপের পা থাকে না, কিন্তু দৈবাৎ কেহ সাপের পা দেখিতে পাইলে সে অত্যদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে (প্রবাদ—সে রাজা হয়)। কেহ সাতিশয় উচ্ছৃঙ্খলতা বা স্বেচ্ছাচার প্রদর্শন করিলে তৎপ্রতি প্রযোজ্য।

সাপের মুখে ঈষার মূল।
ঈষার মূলের তীব্র গন্ধ সাপেরা সহ্য করিতে পারে না, এজন্য সাপের মুখের নিকট ঈষার মূল ধরিলে সে একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। অতিশয় দুর্দান্ত-প্রকৃতির লোক কোন উপায়ে একেবারে নত হইয়া পড়িতে বাধ্য হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "জোঁকের মুখে নুন।"

সাপের লেখা, বাঘের দেখা।
অদৃষ্টে লেখা থাকিলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়, আর বাঘের সহিত সাক্ষাৎ হইলে মৃত্যু নিশ্চিত।

সাপের লেজে বাড়ি মারা
(পা দেওয়া)।
সাপের লেজে যষ্টি প্রহার করিলে কিংবা পা দিয়া মাড়াইলে সাপ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠে। কোন দুর্দান্ত-প্রকৃতি লোকের অনিষ্টাচরণ করিয়া তাহাকে নিজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা।

সাপের হাঁচি বেদেয় চিনে।
বেদেজাতিই সাপের হাঁচি চিনে অর্থাৎ ভাবভঙ্গী দ্বারা তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারে। যে যে বিষয়ে সুদক্ষ, সেই সেই বিষয়ের সামান্য সূত্র দেখিয়া তাহার অন্তর্গত ব্যাপার বুঝিতে সমর্থ হয়।

সাবধানের বিনাশ (মার) নাই।
যে সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকে, সে সহজে বিপন্ন হয় না। "A man forewarned is forearmed."

সারাদিন থাকব নায়,
কখন দিব খড়ম পায়?
সমস্ত দিন নৌকাতেই বসিয়া রহিলাম, অর্থাৎ নৌকা চালাইতে থাকিলাম, সুতরাং কখন আর খড়ম পায় দিব? এক কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া অন্য কার্যে অসমর্থ হওয়া।

সারাদিন বঁড়শি হাতে,
সন্ধ্যাবেলা আমড়া ভাতে।
কোন কার্যকে উত্তমরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রমের পরেও তাহাতে অকৃতকার্য হওয়া।

সারাপথ দৌড়াদৌড়ি,
খেয়াঘাটে গড়াগড়ি।
সমস্ত পথ তাড়াতাড়ি আসিয়া পার হইতে অযথা বিলম্ব।

সাহসের ভরা ডুবে না।
সাহস করিয়া কোন কার্যে অগ্রসর হইতে পারিলে তাহা প্রায় নিষ্ফল হয় না।

সাহসে লক্ষ্মী।
সাহস করিয়া কাজ করিতে পারিলেই লক্ষ্মীর কৃপা লাভ হয়।

সিংহের ভাগ শৃগালে খায়।
ঘটনাচক্রে উত্তমের প্রাপ্য অধমে লইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সিংহের মামা ভোম্বল দাস,
বাঘ খেয়েছি গণ্ডা দশ।
এক বৃহৎকায় ছাগ বনের এক স্থানে চরিতেছিল। সহসা তাহার সম্মুখে এক বাঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। বাঘ এই দীর্ঘ দাড়ি ও শৃঙ্গযুক্ত পশুকে দেখিয়া সহসা আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে হে?" ছাগ সাহসে নির্ভর করিয়া গম্ভীরস্বরে বলিল, "আমি সিংহের মামা, আমার নাম ভোম্বলদাস; আমি গণ্ডাদশেক বাঘ খাইয়াছি, এক্ষণে আরও খাইবার ইচ্ছায় এইস্থানে ভ্রমণ করিতেছি।" নির্বোধ বাঘ ইহা শুনিয়া ভয়ে তৎক্ষণাৎ সে স্থান হইতে পলায়ন করিল। বৃথা গর্বকারী।

সিকি পয়সার মা-বাপ।
ছেলে যেমন মা-বাপের মমতার বস্তু, তেমনি সিকি পয়সার প্রতিও যাহার ভয়ানক মমতা, অর্থাৎ যে সিকি পয়সা খরচ করিতেও কাতর হয়, তাহাকে 'সিকি পয়সার মা-বাপ' কহে।

সিকেয় তোল।
রেখে দাও। ও কথায় আর প্রয়োজন নাই।

সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে,
গাঁজা খেলে লক্ষ্মী ছাড়ে।
ইহা সিদ্ধিসেবীদের গাঁজাখোরের প্রতি বিদ্বেষোক্তি বলিয়া বোধ হয়, অথবা গাঁজা

খাওয়া অপেক্ষা সিদ্ধি খাওয়া বরং ভাল, এই ভাবে ইহা রচিত হইয়াছে।

সিদ্ধির ঝুলি।

তপস্যা দ্বারা যে সিদ্ধি লাভ করা যায়, তাহার ঝুলি ; ইহা লাভ হইলে যাহা ইচ্ছা বাহির করিতে পারা যায়। কোন একটি আধারে নানাপ্রকারের বস্তু থাকিলে তাহাকে সিদ্ধির ঝুলি বলিয়া থাকে।

সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠে না।

কেবল নরম হইলে কেহ বশীভূত হয় না, কড়া হইলে তবে লোকে বাধ্য হয়।

সিন্দুকের কাছে ধার করা।

কোন কৃপণ আপনার টাকার সিন্দুককে পর মনে করিত, এবং উহার মধ্যস্থিত টাকাগুলিতে সিন্দুকেরই অধিকার, তাহার কোন অধিকার নাই, ঐ টাকা লইলে পরস্ব গ্রহণ করা হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিত। সে সহজে ঐ টাকা লইয়া পরস্ব-হরণরূপ পাপে লিপ্ত হইতে চাহিত না। যদি কখন কোন বিশেষ প্রয়োজনে কিছু টাকা লইতেই হইত, তবে সে উহা সিন্দুকের নিকট ধার করিয়া লইত, এবং যত শীঘ্র সম্ভব, সুদসহ ঐ টাকা সিন্দুককে ফিরাইয়া দিয়া আপনাকে ঋণমুক্ত করিত। ইহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

সিন্নি দেখে এগোয়,
কোঁৎকা দেখে পেছোয়।

"সিন্নি" অর্থাৎ পীরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মিষ্ট দ্রব্য পাইবার লোভে অগ্রগামী হয় ; কিন্তু "কোঁৎকা" অর্থাৎ লাঠি দেখিয়া প্রহারের ভয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া থাকে।

সীতা সতী।

সীতা অত্যন্ত সতী ছিলেন ; রাম তাঁহাকে অশেষপ্রকারে কষ্ট দিলেও তিনি কখনও পতির প্রতি বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। এজন্য সতীত্বের উদাহরণস্থলে সীতার নাম সর্বাগ্রে গৃহীত হয়।

সীতা সাবিত্রী।

সীতা ও সাবিত্রী উভয়েই পরম সতী ছিলেন। এজন্য সতী রমণীর উল্লেখস্থলে ইহাদের নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল।

ধন ঐশ্বর্যাদি অপেক্ষা যদি ধনহীন হইয়া শান্তিতে থাকা যায়, তবে তাহাও ভাল।

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়।

সুখে থাকিবার সুযোগ হইলেও নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটাইয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনা।

সুখের ঘরে রূপের বালা।

সুখী পরিবারের প্রায় সকলেই রূপবান্ হইতে দেখা যায়।

সুখের পায়রা।

লোকে সুখের অবস্থাতেই পায়রা পুষিয়া থাকে ; দুঃসময় উপস্থিত হইলে খাদ্য ও যত্নের অভাবে পায়রাগুলি আপনা হইতেই একে একে কোথায় উড়িয়া যায়। যে সকল লোক সম্পৎকালে আসিয়া অনুগত হয়, এবং বিপৎকালে সরিয়া দাঁড়ায়, তাহাদিগকে "সুখের পায়রা" বলে। "Fair weather friends." "Rats desert the sinking ship."

সুজনপিরীত সোনা ভেঙ্গে
গড়া যায় ;
কুজনপিরীত কাচ ভাঙ্গিলে
ফুরায়।

সুজনের সহিত প্রণয় ও সোনার গহনা, ইহা ভাঙ্গিলেও তাহাকে আবার গড়িয়া পূর্বের মত করা যায়, কিন্তু কুলোকের সহিত প্রণয় এবং কাচ একবার ভাঙ্গিলেই ফুরাইয়া গেল, তাহাকে আর পূর্বের মত করা যায় না।

সুধু কথায় চিঁড়ে ভিজে না।

কেবল কথায় কাজ হয় না। "Soft words butter no parsnips."

সুধু পলতা পায় না,
ধনে পলতা চায়।

যাহা কোনরূপে কষ্টেসৃষ্টে পাইবার সম্ভাবনা, তাহার সহিত আরও কিছু পাইতে ইচ্ছা করা।

সুধু মেঘে মাটি ভিজে না।

কেবল মেঘ করিলেই মাটি ভিজে না, বৃষ্টি হইলে তবে মাটি ভিজে। কেবল কথার আড়ম্বরে কাজ হয় না।

সুন্দর বনে বাঁদর রাজা।

যেখানে ভাল লোক না থাকে, সেখানে হীনলোকেই প্রভুত্ব করিয়া থাকে। "নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে।"

সুযোগ পেলে সাধুও চোর হয়।

চুরি করিবার সুবিধা পাইলে অনেক সাধুও চোর হইয়া থাকে। "Opportunity makes the thief." "Open door will tempt saint."

সুসময়ে সকলেই বন্ধু বটে হয়।

যখন সময় ভাল থাকে, তখন অনেকেই বন্ধু হইয়া থাকে, কিন্তু অসময়ে কাহাকেও পাওয়া যায় না। "Fair weather friends."

সুঁচ গড়িতে পারে না,
বন্দুকের বায়না নেয়।

যে ক্ষুদ্র কাজ সম্পন্ন করিতে পারে না, তাহার বৃহৎ কার্যের ভার গ্রহণ।

সুঁচ চলে না, বেটে চালায়।

যেখানে অতি ক্ষুদ্র কাজও সম্পন্ন হইতে পারে না, সেখানে কৌশলে বৃহৎ কার্য-সাধন।

সুঁচ সোহাগা সুজন,
ভাঙ্গা গড়ে তিনজন।

সুঁচ, সোহাগা এবং সুজন, ইহারা ভাঙ্গা জিনিসকে নূতন করে। সুঁচ ছেঁড়া কাপড়কে সেলাই করিয়া নূতন করে, সোহাগা ভাঙ্গা ধাতুপাত্রকে জুড়িয়া নূতন করে, এবং সাধু ব্যক্তি চরিত্রপ্রভাবে শত্রুকেও মিত্র করে।

সুঁচ হয়ে সেঁধিয়ে
ফাল হ'য়ে বের হওয়া।

প্রথমে সুঁচের ন্যায় সূক্ষ্ম হইয়া প্রবেশ করিয়া, পরে ফালের ন্যায় স্থূল হইয়া বাহির হওয়া। কাহারও সহিত প্রণয় সংস্থাপনপূর্বক ভিতরের সকল কথা জানিয়া লইয়া পরে তাহার সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করা।

সেই এক দিন, আর এই এক দিন।

পূর্বে সেই এক কি মন্দ বা ভাল দিন গিয়াছে, আর এক্ষণে এই এক কি ভাল বা মন্দ দিন উপস্থিত হইয়াছে। সুখের সময় অতীত দুঃখের দিন বা দুঃখের সময় অতীত সুখের দিন স্মরণে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "তে হি নো দিবসা গতাঃ।"

সেই কড়ি ক্ষয়, তবু বৌ সুন্দর নয়।

সেই পয়সা খরচ হইল, তথাপি বৌ সুন্দর হইল না। অর্থব্যয় বা বিপুল পরিশ্রমের পর কাজ ভাল না হওয়া।

সেই পাধা সেই জল খায়,
তবু পাধা ঘুলিয়ে খায়।

পাধা জল খাইতেছে, তথাপি জল ঘোলাইয়া খাইতেছে। স্বভাবের দোষ।

সেই ত মল খসালি,
তবে কেন লোক হাসালি ?

সেই মল খুলিতে হইল, তবে এতদিন মল পরিয়া বৃথা কেন লোক হাসালি ? আগে কাজ করিতে অস্বীকৃত হইয়া পরে লাঞ্ছনা ভোগের পর সেই কাজ করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

সেই ধানে সেই চা'ল ;
গিন্নী বিনে আ'লথাল।

সেই পরিমাণ ধানে সেই পরিমাণ চাউলই হইতেছে ; কিন্তু গৃহিণীর অভাবে সমস্তই বিশৃঙ্খলভাবে নষ্ট হইতেছে।

সেই বুড়ী নাচে, কত কাচ কাচে।

বুড়ী শেষে সেই নাচিল, আর আগে নাচিতে বলায় কত ছল দেখাইল। প্রথমে কাহারও অনুরোধ না রাখিয়া পরে সেই কাজ করা।

সেকরা বাড়ীর বিড়াল,
ঠুকঠুকানিতে ভয় পায় না।

যে যাহা নিরন্তর দেখিতেছে বা ভোগ করিতেছে, সে তাহাতে আর ভীত বা বিস্মিত হয় না।

সেকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।

সেকরা ঠুকঠাক করিয়া হাতুড়ি পিটিয়া অনেকক্ষণে যে কাজ করে, কামারের এক আঘাতে সে কাজ হইয়া যায়। কেহ কাহারও একটু একটু অনিষ্ট করিতে থাকিলে শেষে অত্যাচারিত ব্যক্তি যদি এক উদ্যমেই তাহার সর্ব্বনাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে ইহা ব্যবহৃত হয়।

সে কহে বিস্তর মিছা,
যে কহে বিস্তর।

যে অনেক অধিক কথা কয় সে অনেক মিথ্যা কথা বলে।

সে কাল গেছে ব'য়ে,
এঁটে কচু খেয়ে।

কচুর এঁটে অর্থাৎ গেঁড় খাইয়া যখন দিন কাটাইতে হইয়াছিল সে সময় এখন চলিয়া গিয়াছে। কেহ অবস্থার উন্নতিতে পূর্ব্বের দুঃখের অবস্থা বিস্মৃত হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

সে গুড়ে বালি।

সে আশা করা গিয়াছে, সে আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই।

সেধে পেড়ে ভাব,
আর মেজে ঘষে রূপ।

সাধাসাধি করিয়া যে প্রণয়, আর ঘষা মাজার দ্বারা যে রূপ, তাহা বেশী দিন থাকে না।

সেধো ভাত খাবি?
না, হাত ধুয়ে ব'সে আছি।

কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকা।

সে বড় কঠিন ঠাঁই,
গুরুশিষ্যে দেখা নাই।

কোন স্থানে অতিশয় কড়াকড়ি থাকিলে ইহার প্রয়োগ হয়।

সেরকে পশুরি চুরি।

এক সের দিতে গিয়া পাঁচ সের চুরি করা। একেবারে ঠকানো।

সে রামও নাই,
সে অযোধ্যাও নাই।

যখন রামচন্দ্র রাজত্ব করিয়াছিলেন, তখন অযোধ্যার সুখ সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। যাহার প্রভাবে যে স্থান বা যে বিষয় উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহার অভাবে সেই স্থান বা সেই বিষয়ের অবনতি হইয়া পড়িলে তাহার পূর্ব্বাবস্থা স্মরণে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

সোজা আঙ্গুলে ঘি বেরোয় না।

"সিধা আঙ্গুলে ঘি উঠে না" দ্রঃ।

সোনাদানা দুধের বাটি,
দুয়ো মেয়ের ওঁচলা মাটি।

সুয়ো স্ত্রীকে সোনা দানা পরানো হয়, এবং বাটি ভরা দুধ খাইতে দেওয়া হয়, আর দুয়ো স্ত্রীকে ওঁচলা মাটিতে ফেলিয়া রাখা হয়।

সোনা ব'লে জ্ঞান ছিল,
কষিতে পিতল হ'ল।

আগে যাহাকে ভাল লোক বলিয়া জ্ঞান থাকে, ব্যবহারের পর তাহার মন্দ প্রকৃতির পরিচয় জানিতে পারা।

সোনা বাহিরে (ফেলে)
আঁচলে গিরো।

সোনাকে বাহিরে ফেলিয়া আঁচলে গাঁইট দেওয়া। যত্নের সামগ্রী ফেলিয়া অযত্নের সামগ্রীকে যত্ন করা।

সোনায় সোহাগা।

সোনাকে উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে সোহাগা ফেলিয়া দিলে উভয়ে গলিয়া এক হইয়া যায়। যাহাদের দুইটির ঐক্য করণে সম্পূর্ণ মিলন হইয়া যায়, তাহাদের সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

সোনার অঙ্গ কালি হ'ল।

সোনার ন্যায় উজ্জ্বল অঙ্গ মলিন হইয়া গেল।

সোনার উপর মিনের কাজ।

সোনার গহনার সৌন্দর্য্য ত আছেই, তাহার উপর যদি মিনের কাজ থাকে, তাহা হইলে সে গহনা আরও সুন্দর হয়। সৌন্দর্য্যের সহিত সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "মণিকাঞ্চন যোগ।"

সোনার ওজন কুঁচের সহিত।

অতি তুচ্ছ পদার্থ কুঁচের সহিত সোনাকে ওজন করা। নিকৃষ্টের সহিত উৎকৃষ্টের তুলনা।

সোনার থালে ক্ষুদের জাউ।

সোনার থালে করিয়া ক্ষুদের জাউ খাওয়া সাজে না। উত্তম আধারে নীচ বস্তু শোভা পায় না।

সোনার দাঁড়ে কাক বসানো।

উত্তম স্থানে নিকৃষ্টকে স্থাপন।

সোনার পাথরবাটি।

যাহা হইতে পারে না এমন বিষয়ের উল্লেখ। "কাঁটালের আমসত্ব।"

সোনার লঙ্কা ছারখার।

কথিত আছে যে, লঙ্কাপুরী স্বর্ণে নির্ম্মিত। রামচন্দ্র সেই সোনার লঙ্কাকে ছারখার করিয়া দিয়াছিলেন। সুখসমৃদ্ধিপূর্ণ স্থানের সহসা বিনাশ।

সোনার হাতে যবের ছাতু।

সোনার হাতে যবের ছাতু সাজে না, উৎকৃষ্ট খাদ্যই তাহাতে শোভা পায়।

সোমে বুধে না দিও হাত,
ধার ক'রে খেও ভাত।

বরং ধার করিয়া খাইবে, তথাপি সোমবার বা বুধবারে গোলায় হাত দিবে না, অর্থাৎ গোলা হইতে ধান পাড়িবে না।

সৌরভে ভ্রমর মজে।

পদ্মের সুবাসে ভ্রমর মুগ্ধ হইয়া তাহাতে বসে, পরে রাত্রিকালে পদ্ম মুদ্রিত হইলে ভ্রমর আবদ্ধ হইয়া পড়ে। সুখের সাধ মিটাইতে গিয়া লোকে বিপন্ন হয়।

স্ত্রী গৃহের লক্ষ্মী।

ভার্য্যা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা।

স্ত্রীভাগ্যে ধন, পুরুষভাগ্যে জন।

স্ত্রীর অদৃষ্টবল থাকিলে ধনলাভ হয়, আর পুরুষের অদৃষ্ট ভাল হইলে পুত্র জন্মে।

স্ত্রীলোকের লজ্জাই ভূষণ।

লজ্জা স্ত্রীলোকের অলংকারস্বরূপ।

স্নানের সাক্ষী ফোঁটা।
ভোজনের সাক্ষী পেটমোটা।

"শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল" দ্রঃ।

স্নেহ নীচগামী।

স্নেহ নিম্নগামী হয়, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠ অপেক্ষা কনিষ্ঠের উপরই অধিকতর স্নেহ হইয়া থাকে।

স্পষ্ট কথায় কষ্ট নাই।

অর্থ স্পষ্ট।

স্বদেশের ঠাকুর, বিদেশে কুকুর।

স্বদেশে যিনি দেবতা জ্ঞানে পূজিত হন, বিদেশে গেলে তাঁহার সে সম্মান থাকে না, পরন্তু অবমানিত হইয়া থাকেন। "Argus at home, but mole abroad."

স্বপ্নেরও অগোচর।

স্বপ্নে নানা অসম্ভব ব্যাপারসমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু এমন ঘটনা যে, তাহা কখন স্বপ্নেও দেখিবার সম্ভাবনা নাই। অতি অসম্ভব ঘটনা।

স্বভাব যায় না ম'লে,
ইল্লত যায় না ধুলে।

যাহার যে স্বভাব, তাহা মরিলেও যায় না; আর অপবিত্র বস্তু ধুইলেও পবিত্র হয় না।

স্বর্গে দাসত্ব অপেক্ষা
নরকে রাজত্ব ভাল।

পরাধীন হইয়া সুখভোগ করা অপেক্ষা স্বাধীন থাকিয়া দুঃখভোগ করাও ভাল। "Better to reign in hell than serve in Heaven."

স্বর্গে বাতি দেওয়া।
উত্তম কার্য দ্বারা স্বর্গগমনের পথ আলোকিত করা।

স্বর্গের অপ্সরী।
স্বর্গের অপ্সরাগণ সাতিশয় সুন্দরী বলিয়া খ্যাত। এজন্য শ্রেষ্ঠ সুন্দরীকে "স্বর্গের অপ্সরী" বলা হয়।

স্বামী নাই পুত্র নাই কপালভরা সিঁদুর; ধান নাই চাল নাই গোলা ভরা ইঁদুর।
ভিতরে সার নাই, কেবল বাহিরের আবরণ আছে।

স্বামীর কিবা সুখ, পৌষমাসে ভাতের দুঃখ।
এমন সুখদায়ক স্বামী পাওয়া গিয়াছে যে, পৌষমাসে, যখন ধান চাল ছড়াছড়ি যায়, তখনও অন্নকষ্ট ভোগ করিতে হয়।

স্বামীর মা শাশুড়ী তারে বড় মানি, কোথা হ'তে এলেন আমার খুড়শেষ ঠাকুরানী।
স্বামীর মা—নিজের শাশুড়ী, তাঁহাকেই গ্রাহ্য করি না, আর খুড়শেষ ঠাকরুণ (স্বামীর খুড়ী) আমার নিকট কর্ত্তৃত্ব জাহির করিতে আসিলেন। যাহার অনুগত থাকা উচিত, তাহাকেই যে মানে না, তাহার নিকট অল্পসম্পর্কীয় কেহ সম্মান পাইবার আশা করিলে প্রযুক্ত।

স্বামীর হাতে ধন থাকলে স্ত্রীর নাম লক্ষ্মী।
স্বামীর হাতে যদি ধন থাকে, তাহা হইলে লোকে স্ত্রীকে লক্ষ্মী বলিয়া থাকে, অর্থাৎ স্ত্রীর গুণেই যেন স্বামী অর্থসঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছে।

স্রোতে গা ঢালা।
স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া দিয়া স্রোতের বশে যাওয়া। কোন ঘটনা উপস্থিত হইলে 'যাহা হয় হউক' বলিয়া নিশ্চেষ্টতা অবলম্বন করা।

হ

হউক না কেন কাঠের বিড়াল, ইঁদুর ধরলেই হ'লো।
উপায় যেমনই হউক, কাজ সিদ্ধ হইলেই হইল।

হওয়া ভাতে কাটি।
কাজ শেষ হইয়া গেলে তাহাতে সাহায্য করিতে আসা।

হক্ কথাতে আহাম্মক রুষ্ট।
আহাম্মক অর্থাৎ নির্বোধ লোকই যথার্থ কথা বলিলে রাগ করে; ভাল লোক যথার্থ কথায় সন্তুষ্ট হয়।

হক্ কথা বলব, বন্ধু বেগড়ায় বেগড়াবে।
পেট ভরে খাব, লক্ষ্মী ছাড়ে ছাড়বে।

হক্ কথার মা'র নেই।
সত্যকথার বিঘ্ন নাই।

হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।
যেমন রাজা তেমনি তাহার নির্বোধ মন্ত্রী। নির্বোধ লোকে নির্বোধের পরামর্শে কাজ করিয়া হাস্যাস্পদ ও বিপন্ন হইলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হবু ছেলের অন্নপ্রাশন।
যে ছেলে এখনও গর্ভে আছে, তাহার অন্নপ্রাশনের উদ্যোগ। পরে কিরূপ ঘটিবে তাহা না জানিয়াই তাহার জন্য প্রস্তুত হওয়া।

হয়ত পুত, নয়ত ভূত।
ছেলে হয়ত পুত অর্থাৎ যথার্থ সুপুত্র হয়, নয়ত ভূত অর্থাৎ কুপুত্র হইয়া জ্বালাতন করে।

হ-য-ব-র-ল।
য র ল ব হ এইরূপ বলিলেই উহাদের পর পর উচ্চারণ হয়, কিন্তু হ য ব র ল বলিলে গোলমাল করিয়া ফেলা হয়। এইজন্য বিশৃঙ্খল বা গোলমেলে ব্যাপারকে "হ-য-ব-র-ল" বলে।

হরিঘোষের গোয়াল।
বাস্তবিক ইহা গরুর গোয়াল নহে। হরিঘোষের একটি সুপ্রশস্ত বৈঠকখানা ছিল। শত শত নিষ্কর্মা লোক দিবারাত্র সেইখানে বসিয়া খোশগল্প করিত, এবং গঞ্জিকা ও তামাকু সেবন করিয়া সময় অতিবাহিত করিত। তাহাদের অন্নের চিন্তা ছিল না; হরিঘোষের অবারিত দ্বার; ভোজনাগারে যে যখন আসিত, তখনই সে খাইতে পাইত। এইজন্য যেখানে অনেক নিষ্কর্মা লোক একত্র বসিয়া গোলমাল বা বৃথা গল্পে কালক্ষেপ করে, সেইখানে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়। কলিকাতায় হরিঘোষের স্ট্রীট আছে। সেইখানেই হরিঘোষের বাড়ি ছিল।

হরিণ শিঙ্গে মাছি বসে না।
হরিণ এত চঞ্চল যে, তাহার শৃঙ্গে একটি মাছি বসিলেও সে লাফাইয়া উঠে, সুতরাং মাছিকে তৎক্ষণাৎ উড়িয়া যাইতে হয়।

হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর।
হরিদ্বার ও গঙ্গাসাগর এই দুইটি স্থান দুইটি বিভিন্ন দিকে বহুদূরে অবস্থিত। এজন্য বহুদূরবর্তী অথচ বিপরীত দিকস্থিত স্থান বুঝাইতে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হরিনামে খোঁজ নাই, স্ফটিকের রাঙ্গা থোপ।
মুখে কখন হরিনাম উচ্চারণ করে না, অথচ কতকগুলা স্ফটিকের থোপ ঝুলাইয়া সাধু সাজিয়াছে। কাজ করে না, কেবল কাজের লোক বুঝাইবার জন্য আড়ম্বর দেখানো।

হরি বড় দয়াময়, কথায় বটে কাজে নয়।
ঈশ্বর বড়ই দয়াময় ইহা মুখে বলা বটে, কাজে তাহার কোন লক্ষণ দেখা যায় না (ইহা কোন অবিশ্বাসীর উক্তি)। কাহাকেও লোকে দয়ালু বলিলে, অথচ কাজে তাহার দয়ার পরিচয় না পাইলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

হরি বল্লে কাঁড়া চাল মেলে।
হরি বলিয়া গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলে কাঁড়া চাউল ভিক্ষা পাওয়া যায়।

হরি বাঁচান প্রাণ, বৈদ্যের বাড়ে মান।
একজন কাজ করে, এবং অপরে তজ্জন্য সুখ্যাতি লাভ করে।

হরি মটর।
যে দিন আহার করিবার কোন দ্রব্যের সংস্থান নাই, উপবাস করিয়া থাকিতে হইবে সেই দিন লোকে বলে আজ "হরি মটর" খাইয়া থাকিতে হইবে।

হরির খুড়ো মাধাই দাস।
নিঃসম্পর্কীয় অনধিকারচর্চায় রত লোককে অবজ্ঞা করিয়া বলা হয় "কে হে তুমি হরির খুড়ো মাধাই দাস?"

হরিষে বিষাদ।
আনন্দজনক ব্যাপারের মধ্যে সহসা দুঃখ উপস্থিত হওয়া।

হরিহর আত্মা।
বিষ্ণু ও শিব অভেদাত্মা, ইঁহাদের মধ্যে কোন ভেদ নাই। দুইজনে এক মন এক আত্মা এইরূপ প্রণয়।

হরে দরে হাঁটু জল।
কোন স্থানে হাঁটুর উপর জল, কোন স্থানে হাঁটুর নীচে জল, মোটের উপর ইহাকে হাঁটু জল বলা যায়। কখন কিঞ্চিৎ লাভ, কখন কিঞ্চিৎ ক্ষতি, মোটের উপর আয় সমান।

হর্তা কর্তা বিধাতা।
সংহারক, অধ্যক্ষ, এবং বিধানকারী। যিনি সর্বতোভাবে প্রভুত্বের অধিকারী, তাঁহাকে "হর্তা কর্তা বিধাতা" কহে।

হলুদ খেলে কি রাঙ্গা ছেলে হয়?
হলুদ খাইলেই হলুদের মত রাঙ্গা ছেলে হয় না। কারণ, ভক্ষিত দ্রব্যের সহিত বর্ণ সম্বন্ধে গর্ভস্থ সন্তানের কোন সম্বন্ধ থাকে না। বাহ্য উপায়ে আন্তরিক দোষ যায় না।

হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে,
পাড়াপড়শী জব্দ হয়,
চোখে আঙ্গুল দিলে।
শিলে ফেলিয়া নোড়ার ঘা দিলে তবে হলুদ জব্দ হয়, বউকে শাসনে রাখিয়া তবে সে জব্দ হইয়া থাকে, আর চোখে আঙ্গুল দিয়া কথা কহিলে অর্থাৎ স্পষ্ট কথা বলিলে তবে প্রতিবেশীরা জব্দ হয়।

হলুদের গুঁড়।
হলুদের গুঁড়া সকল তরকারিতেই লাগিয়া থাকে। যে লোক সকল কাজেই লাগে তাহাকে "হলুদের গুঁড়" বলা হয়।

হস্তিমূর্খ।
প্রকাণ্ড মূর্খ। হাতীর চোখ ছোট, সুতরাং তাহার দ্বারা সে নিজের শরীরের আয়তন দেখিতে পায় না। যে আপনার শক্তি উপলব্ধি করিতে পারে না তাহাকে হস্তিমূর্খ বলা হয়।

হাঁ করলেই গাঁর উদ্দেশ
পাওয়া যায়।
হাঁ করিলেই সকল সংবাদ বুঝা যায়। চতুর লোক একটা কথা শুনিলেই ব্যাপার বুঝিয়া লইতে পারে।

হাচি টিকটিকি বাধা,
যে না মানে সে গাধা।
যাত্রাকালে বা কোন কার্যের আরম্ভ-কালে হাঁচি বা টিকটিকি পড়িলে তাহা হইতে নিরস্ত হইতে হয়, নতুবা তাহাতে বিপদ্ ঘটে, ইহাই হিন্দুসাধারণের বিশ্বাস। যে এই বাধা না মানে, সে অতিশয় নির্বোধ।

হাঁড়ির ভাত, একটা টিপেই
সবার খবর মেলে।
এক সমাজের একজনকে বুঝিলেই সমাজের সকলকে বোঝা যায়।

হাকিম ফেরে (নড়ে) ত,
হুকুম ফেরে (নড়ে) না।
বিচারকের পরিবর্তন হয়, কিন্তু বিচারক যে হুকুম দেন, তাহার কিছুতেই অন্যথা হইতে পারে না।

হাগা (হেগো) মাড়ী (রোগী)
মুখে টনকো।
উদরাময় রোগীর মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও কথাবার্তা কহিতে পারে। কার্যে অপটু বাক্‌সর্বস্ব লোক সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

হাগার নাই বাঘার ভয়।
কাহারও পেটের পীড়া উপস্থিত হইলে তখন আর তাহার বাঘেরও ভয় থাকে না। সে বনে জঙ্গলে যেখানে পায় বিষ্ঠাত্যাগ করিতে বসিয়া যায়।

হাগুন্তির লাজ নাই,
দেখুন্তির লাজ।
যে মন্দ কাজ করিতেছে, তাহার লজ্জা নাই, কিন্তু যে উহা দেখে, তাহার লজ্জা হয়।

হাট কানা।
হাটে নানাপ্রকারের জিনিস দেখিয়া কোন্ জিনিস লইবে, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারা। "বাঁশ বনে ডোম কানা।"

হাটে (বা গাছে) কলা
নৈবিদ্যায় নমঃ।
এক পুরোহিত ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়িতে তাড়াতাড়ি পূজা সারিতেছিল। যজমান বলিল, নৈবেদ্যে কলা দেওয়া হয় নাই, হাট হইতে কলা আনিতে গিয়াছে। পুরোহিত বলিল, তার জন্য আর কি হইয়াছে। এই বলিয়া 'হাটে কলা নৈবিদ্যায় নমঃ' বলিয়া নৈবেদ্য উৎসর্গ করিয়া দিল। কার্যের প্রয়োজনীয় বস্তু উপস্থিত না হইলেও তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করিয়া ফেলা।

হাটে কি দর চাউল,
না, মামার ভাতে আছি।
যে পরের উপর দিয়া যে জিনিস ভোগ করে, তাহার ঐ জিনিসের সুলভতা বা মহার্ঘতা জানিবার আবশ্যকতা নাই। "চালের কি দর, না বামুনের ভাতে আছি।"

হাটে গেছলো কার মা,
সে দেখেছে বাঘের পা।
শ্রুতকথার যাথার্থ্য পরীক্ষা না করিয়া তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হাটের দর আর পেটের ছেলে
লুকানো যায় না।
হাটের দর হাটের লোকের মুখে মুখে প্রকাশ হইয়া পড়ে, আর গর্ভস্থ ভ্রূণ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে পেট বড় হওয়ায় তাহা প্রকাশ হইয়া থাকে। উভয়ের কোনটাই গোপন রাখা যায় না।

হাটের দুয়ারে আগড় নাই।
হাটের জিনিসের দর ছাপা থাকে না।

হাটের নেড়া হুজুগ চায়।
যে হাটে ঘুরিয়া বেড়ায়, সে কেবল হুজুগ চায়; একটা হুজুগ উপস্থিত হইলে সকলে তাহা লইয়া পড়ে, আর তাহার চুরির সুবিধা হয়। যে কেবল গোলমাল খুঁজিয়া বেড়ায়।

হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙ্গা।
বহুলোকের সাক্ষাতে কোন গুপ্তকথা প্রকাশ করা।

হাড় এক ঠাঁই মাস এক ঠাঁই।
এমন জোরে আঘাত যে, তাহাতে হাড় হইতে মাংস খসিয়া পড়ে, সুতরাং হাড় ও মাংস দুই ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় পড়িয়া থাকে। প্রচণ্ড প্রহার।

হাড় খাব মাংস খাব,
চাম দিয়ে ডুগডুগি বাজাব।
কোন জন্তুকে মারিয়া তাহার হাড় ও মাস ভক্ষণ করিব, শেষে তাহার চামড়ায় ডুগডুগি তৈয়ার করিয়া তাহা বাজাইব। কাহারও সর্বস্ব একে একে আত্মসাৎ-করণ।

হাড়গোড় ভাঙ্গা দ।
হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে তাহাকে যে দিকে ইচ্ছা বাঁকানো যায়। দ অক্ষরের তিন দিকে বাঁক আছে, সুতরাং উহার হাড়গোড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেহ নির্মমভাবে প্রহৃত হইলে লোকে বলে—উহাকে মারিয়া "হাড়গোড় ভাঙ্গা দ" করিয়া দিয়াছে।

হাড়পেকের বোঝা।
কষ্টকর কার্য।

হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী
শুঁড়ির ঘরে যায়।
হাড়া জাতি ভয়ানক মদখোর; ইহারা যাহা উপার্জন করে, তাহা সমস্তই মদে নষ্ট করে, সুতরাং হাড়ীর ঘরের লক্ষ্মী শুঁড়ির ঘরে গিয়া থাকে। বৃথা অপব্যয় করা।

হাড়ীর লক্ষ্মী ছাড়ে,
শূকরকে ঝাঁটা মারে।
হাড়ী জাতির শূকরই লক্ষ্মীস্বরূপ, কেননা উহার ব্যবসায়েই সে জীবিকানির্বাহ করে। কিন্তু যখন তাহার লক্ষ্মী ছাড়িয়া যায়, তখন সে শূকরকে ঝাঁটা মারে। যে যদ্দ্বারা লাভবান্ হয়, তাহাকে অনাদর করা।

হাঁড়ীর হাল।
হীনাবস্থা-জ্ঞাপক সংসারের অবস্থা।

হাড়ে দূর্বা গজায়।
হাড় মাটিতে পড়িয়া ক্রমে মাটি হইয়া গেলে তাহার উপর দূর্বাঘাস গজায়। এমন অবস্থায় মৃত্যু হইবে যে, দেহের সৎকারাদি হইবে না, এবং হাড় মাটিতে পড়িয়া মাটি হইলে তাহাতে দূর্বা জন্মিবে।

হাড়ে নাড়ে জ্বালানো।
চারিদিক্ দিয়া নানাপ্রকারে জ্বালাতন করাকে "হাড়ে নাড়ে জ্বালানো" কহে।

হাড়ে ভেলকি খেলে।
প্রবাদ এইরূপ যে, কোন কোন মানুষের হাড়ের দ্বারা বাজীকরেরা নানারূপ ভেলকি দেখায়। অত্যন্ত চতুর লোকের সম্বন্ধে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ সে এত চতুর যে, তাহার একখানা হাড় থাকিলেও তাহা কত ভেলকি দেখাইতে পারে।

হাত আলস্যে গোঁফ নষ্ট।
গোঁফে 'তা' দিলে তবে গোঁফ ভাল থাকে, কিন্তু আলস্য করিয়া যদি গোঁফে হাত না দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোঁফের বাহার নষ্ট হইয়া যায়। সামান্য পরিশ্রমের অভাবে কোন বিষয় নষ্ট হইয়া যাওয়া।

হাত করা।
কোন বস্তু বা ব্যাপারকে আয়ত্ত করা।

হাত ছোট, আম বড়।
যেখানে কর্মশক্তি অপেক্ষা কর্ম বড়, সেখানে কর্মের দুষ্করতা বুঝাইতে এই বাক্য বলা হইয়া থাকে।

হাত ঝাড়িলে পর্বত (বোঝা)।
শূন্য হাতটাও একবার ঝাড়িলে তাহা হইতে পবত বা বোঝার ন্যায় বিস্তর পাওয়া যায়। যে কিছু নাই নাই বলিলেও যাহা দেয়, তাহা অন্যের পক্ষে প্রচুর, তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত।

হাত থাকতে মুখোমুখি কেন?
ঝগড়ার সময় বিদ্রূপ করিয়া বলা হয়, যখন হাত রহিয়াছে তখন মুখে গালাগালি কেন? হাতাহাতি লাগিয়া যাও।

হাত দিয়ে জল সরে (গলে) না।
হাতে জল লইলে হাতের ফাঁক দিয়া জলও গলিয়া পড়ে না। অতি কৃপণ।

হাত দিয়ে হাতী ঠেলা।
হাত দিয়া প্রকাণ্ডকায় হাতীকে ঠেলিতে যাওয়া। ক্ষুদ্র দ্বারা বৃহৎ কার্য সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করা।

হাতী আড় হ'লে চামচিকেও লাথি মারে।
হাতী পাঁকে আড় হইয়া পড়িয়া গেলে ক্ষুদ্র চামচিকা আসিয়াও তাহাকে লাথি মারিয়া যায়। প্রবল লোক বিপদে পড়িলে অতি দুর্বলও তাহাকে অবমানিত করে।

হাতী গর্তে পড়লে বেঙেও লাথি মারে।
হাতী গর্তে পড়িয়া গেলে তখন ক্ষুদ্র বেঙ আসিয়াও তাহাকে লাথি মারিয়া যায় (পূর্ববৎ)।

হাতী ঘোড়া গেল তল, ভেড়া বলে কত জল।
বড় বড় লোক যে কাজ করিতে পারিল না, ক্ষুদ্র আসিয়া সেই কাজ করিতে গেল। "Fools rush in, where angels fear to tread."

হাতী চ'ড়ে ভিক্ষা করি, ইচ্ছায় না দেও ঘর ভাজি।
হাতী চড়িয়া ভিক্ষা করি; যদি ইচ্ছা করিয়া ভিক্ষা না দেও, তাহা হইলে হাতীর দ্বারা ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিব। অনুগ্রহপ্রত্যাশী ব্যক্তি জোর করিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলে এই বাক্য ব্যবহৃত হয়।

হাতী পড়েছে দকে; ঠোকর দিচ্চে বকে।
প্রবল বিপন্ন হইলে দুর্বলও তাহাকে পীড়া দেয়।

হাতী পাঁকে পড়লে, হাতীই উদ্ধার করে।
প্রবলের বিপদে প্রবলই তাহাকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হয়।

হাতী পোষা।
প্রচুর ব্যয়সাধ্য কার্যে রত হওয়া।

হাতী যেমন খায় তেমনি নাদে।
বড় লোকের যেমন বেশী আয়, তেমনই বেশী খরচ।

হাতীর কাঁধে আসে যায়, হাম্বারবে মূর্ছা যায়।
বড় কাজ নির্ভয়ে করিয়া ক্ষুদ্র কাজে ভয়।

হাতীর খোরাক।
কাহারও আহারে অধিক খরচ পড়িলে তাহাকে 'হাতীর খোরাক' বলে।

হাতীর গলায় ঘণ্টা।
বড়র সঙ্গে একটি ক্ষুদ্রকে যোগ করা।

হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে।
অতি প্রবলের নিকট প্রবল পরাভূত হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাতীর মিনমিন, ঘোড়ার দৌড়।
ঘোড়া দৌড়িয়া যতদূর যায়, হাতী ধীরে ধীরে চলিয়াও ততদূর যায়। কেহ তাড়াতাড়ি করিয়া যে সময়ে কার্য সম্পন্ন করে, অন্যে ধীরে ধীরে সেই সময়ে সেইরূপ কার্য সম্পন্ন করিলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাতে কড়ি পায়ে বল, তবে যাই নীলাচল।
হাতে পয়সা এবং পায়ে যথেষ্ট বল থাকলে তবে নীলাচল অর্থাৎ শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া যায়। পূর্বে রেলপথ না থাকায় হাঁটিয়া জগন্নাথে যাইতে হইত, এবং প্রচুর অর্থব্যয়ও হইত; সেই সময়ে এই প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছিল।

হাতে কালি মুখে কালি, বাছা আমার লিখে এলি।
ছেলে পাঠশালে যত লিখুক না লিখুক, হাতে মুখে কালি মাখিয়া আসিলে মা বাপ বুঝে, ছেলে খুব লিখিয়া আসিয়াছে।

হাতে গোদ পায়ে গোদ গোদ কর্ণমূলে।
কোন্ পুরুষের ভাগ্যে গোদ ছিল না চুলে।
দেহের সর্বত্র গোদ, পিতৃপুরুষের ভাগ্যক্রমে কেবল চুলেই গোদ হয় নাই।

হাতে জল গলে না।
"হাত দিয়ে জল সরে না" দ্রঃ।

হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।
হাতে দই লাগিয়া আছে, পাতে দই রহিয়াছে, তথাপি বলিতেছে, দই কোথায়, দই ত খাই নাই। প্রমাণ বিদ্যমানেও দোষ অস্বীকার।

হাতে নাই কড়াকড়ি, ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি।
হাতে এক কড়া কড়ি সম্বল নাই, আর এদিকে আড়ম্বর করিয়া বেড়ানো।

হাতে নাই কড়া বট, প্রাণ করে ছটফট।
হাতে এক কড়া কড়ি নাই, সুতরাং পয়সার অভাবে প্রাণ ছটফট করিতেছে।

হাতে না মেরে ভাতে মারা।
প্রকাশ্যে হাতের দ্বারা না মারিয়া খোরাপ বন্ধ করিয়া দেওয়া। প্রকাশ্য অনিষ্ট না করিয়া অন্নসংস্থানের উপায় নষ্ট করিয়া দেওয়া।

হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।
হাতে পাঁজি থাকিতে কবে মঙ্গলবার তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? পাঁজি খুলিয়া দেখিলেই যখন জানা যাইতে পারে তখন জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? সম্মুখে উপায় থাকিতে অন্যের নিকট উপায়ের পরামর্শ লইতে যাওয়া।

হাতে মাথা কাটা।
অধিকতর ক্রোধ উপস্থিত হইলে তখন আর অস্ত্র লইতে বিলম্ব সহ্য হয় না, হাত দিয়াই যেন মাথাটা কাটিয়া ফেলিতে চায়। প্রবল অত্যাচারী সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

হাতে যদি নাই ধন, পাঁচে হও এক মন।
যদি হাতে পয়সা না থাকে, তবে পাঁচ জনে এক মতাবলম্বী হও, তাহা হইলে পয়সা না থাকিলেও কার্য উদ্ধার হইতে পারে।

হাতে যদি ফল পাই, তবে কি আঁকুশি চাই?
সহজে কার্য সিদ্ধি হইলে কেহ কুটিল উপায় অবলম্বন করিতে চায় না।

হাতে হাতী ঠেলা যায় না।
"হাত দিয়ে হাতী ঠেলা" দ্রঃ।

হাতের খাড়ু বেচে কিনে এনেছি বাঁদী ; সে হ'লো গিন্নী আমি হলাম বাঁদী।

হাতের খাড়ু (গহনা বিঃ) বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে যে দাসীকে কিনিয়া আনিয়াছি, আদর পাইয়া সেই দাসী এখন গিন্নী হইয়াছে, আর আমি তাহার দাসী হইয়াছি। যাহার জন্য ত্যাগস্বীকার করিলাম, সে আদর পাইয়া এক্ষণে অগ্রাহ্য করিল।

হাতের পাঁচ।

কার্য সাধনের বা জয়লাভের শেষ সম্বল বা উপায়। প্রবাদটি তাস খেলা হইতে গৃহীত।

হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান নয়।

ঘরের পাঁচজন লোক একরূপ হয় না, সকলেই গুণে বা দোষে কম বেশী হইয়া থাকে।

হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা।

সৌভাগ্যের সুযোগ উপস্থিত হইলে বুদ্ধিদোষে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলা।

হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।

হাতের শাঁখা ইচ্ছা করিলেই দেখা যায়, তাহাকে আরশি দিয়া দেখিতে যাওয়া। যাহা সহজে সিদ্ধ হয়, তাহার জন্য কুটিল উপায় অবলম্বন করা।

হাভাতে ফকির হ'ল, দেশেও মন্বন্তর এল।

হাভাতে লোকের অন্ন জুটে না বলিয়া ফকিরী গ্রহণ করিল, কারণ ফকিরকে সকলেই ভিক্ষা দেয় ; কিন্তু দুর্দৈববশতঃ তাহার ফকিরী গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই দেশে মন্বন্তর উপস্থিত হইল, সুতরাং তাহার ভিক্ষা পাইবার উপায় রহিল না। কেহ সুবিধার্থ কোন উপায় অবলম্বন করিলে সহসা যদি তাহার প্রতিকূল ঘটনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এই বাক্য প্রযুক্ত হয়।

হাভাতে যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।

লক্ষ্মীছাড়া লোক তৃষ্ণায় সমুদ্রে জল খাইতে গেলে সমুদ্রও শুকাইয়া যায়। দুঃখীর কপালে কোথাও সুখ নাই।

হাভাতের ঘটি হ'ল, জল খেতে খেতে প্রাণ গেল।

যে চিরদিন ঘাটে জল খাইয়া আসিয়াছে, সে যদি একটি ঘটি পায়, তাহা হইলে নিয়ত সেই ঘটিতে জল খাইতে থাকে। কোন নূতন জিনিস—যাহা কাহারও পক্ষে বহুমূল্য—পাইয়া নিয়ত তাহা নাড়াচাড়া করিলে এই প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

হাভাতের দুনো প্রাণ।

লক্ষ্মীছাড়া লোকের প্রাণ অন্যের অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থাৎ কিছু পাইলে সে তাহা একেবারে খাইয়া ফেলিতে চায়।

হাম ছোড়্‌তা, লেকেন কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা।

একটা ভল্লুক জলে ভাসিয়া যাইতেছিল। ভল্লুককে একখানি কম্বল মনে করিয়া জনৈক লোক সেইটিকে লইবার জন্য জলে নামিল। যেমন সে ভল্লুককে ধরিল, ভল্লুকও তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। উভয়ের মধ্যে অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল। শেষে লোকটির ডুবিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া তীরস্থ জনৈক বন্ধু তাহাকে বলিল—"তুমি কম্বলখানি ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া আইস।" লোকটি উত্তর দিল—"আমি ত কম্‌লিকে (কম্বলকে) ছাড়িয়া দিয়াছি, কিন্তু কম্‌লি যে আমাকে ছাড়িতেছে না।" কেহ কোন বিরক্তিকর বিষয় ত্যাগ করিলেও ঘটনাক্রমে সেই বিরক্তিকর বিষয় যদি পুনঃ পুনঃ জড়াইয়া ধরে, তাহা হইলে এ প্রবাদ প্রযুক্ত হয়। "Catching a Tartar."

হায় রে আমড়া, কেবল আঁটি আর চামড়া।

এক ব্যক্তি পাকা আমড়ার বাহ্যরূপ দেখিয়া ভাবিল, কি সুন্দর ফল! পরে খাইতে গিয়া দেখিল উহাতে খোসা এবং বৃহৎ আঁটি ভিন্ন আর কিছুই নাই। বাহিরের চাকচিক্য দর্শনে কাহাকেও আদর করিয়া লইয়া শেষে তাহার অসারত্ব বুঝিতে পারা।

হারায়ে মারায়ে কাশ্যপ গোত্র।

যে গোত্র হারাইয়া ফেলিয়াছে, অথবা গোত্র মনে নাই, সে আপনার কাশ্যপ গোত্র বলে।

হারিলে ঘরের ভাত, জিতিলেও তাই।

খেলায় হারিয়া গেলেও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে হইবে, আর জিতিলেও ঘরে আসিয়া ভাত খাইতে হইবে। যে কার্যে জয় পরাজয়ে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তাহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত।

হাল ছেড়ে দেওয়া (বা বসে থাকা)।

জোর তুফান দেখিলে নৌকার হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকা। বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া হতাশ হইয়া কাজ ছাড়িয়া নিশ্চেষ্টভাবে থাকা।

হাল যদি ধরে ঠেলে, যায় কি তরী তুফানে ভেসে?

কর্তা যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে কার্য বিফল হয় না।

হালে পানি পায় না।

নৌকার হালে জল ঠেকিতেছে না, তখন আর নৌকা চালাইবে কিরূপে? ক্ষমতায় না কুলাইলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হালে বয় না, ভেড়ে গুঁতোয়।

লাঙ্গলে জুড়িয়া দিলে লাঙ্গল বহিতে পারে না, কিন্তু ভেড়ে গুঁতাইতে আসে। কাজে কিছু নয়, এদিকে রাগও যথেষ্ট আছে।

হাসতে হাসতে কপাল ব্যথা।

অত্যধিক আনন্দও সহ্য হয় না। "অনভ্যাসের ফোঁটা কপাল চড়চড় করে।"

হাসিও পায় দুঃখও ধরে, একথা আর বলি কা'রে?

কথাটা দুঃখেরও বটে আবার হাস্যকরও বটে, এমন অদ্ভুত কথা আর কা'কে বলিব?

হাসি মুখে দান, হরে লয় প্রাণ।

হাসিমুখে দান করিলে যেন প্রাণ কাড়িয়া লয়, অর্থাৎ সাতিশয় মুগ্ধ করে।

হিংসা সব করতে পারে; কেবল পুত বিয়োতে নারে।

হিংসায় সকল প্রকার কাজই করা যায়, কেবল পুত্র প্রসব করা যায় না, কেননা তাহা বিধাতার ইচ্ছাধীন।

হিতে বিপরীত।

হিত করিতে গিয়া শেষে অহিত হওয়া। ভাল করিতে গিয়া মন্দ হওয়া।

হিন্দুর গরু, মুসলমানের হারাম।

হিন্দুর পক্ষে গরু, এবং মুসলমানের পক্ষে হারাম অর্থাৎ শূকর। যাহা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই পরিত্যাজ্য।

হিন্দুর ঘরের বিড়ালেও আড়াই অক্ষর পড়ে।

হিন্দুর ঘরের বিড়ালও শাস্ত্রের আড়াই অক্ষর পড়িয়া থাকে, অর্থাৎ হিন্দুর ঘরের অতি মূর্খও কিছু না কিছু শাস্ত্র-মর্ম জানে।

হিসেবের গরু বাঘে খায় না।

গরু মাঠে চরাইতে লইয়া যাইবার সময় যদি গণিয়া লইয়া যাওয়া যায়, এবং ফিরিবার সময়ও যদি গণিয়া লইয়া আসা হয়, তবে গরু হারায় না। হিসাব করিয়া কাজ করিলে পস্তাইতে হয় না।

হুকুমে হাকিম চলে।

হাকিমও হুকুম অনুসারে অর্থাৎ আইন-

মতে চলিয়া থাকেন ; তাঁহারও স্বেচ্ছায় চলিবার উপায় নাই।

হুজুরের মজুরও ভাল।

বড়লোকের অধীনে মজুরগিরি করাও ভাল।

হুর্মো দে সাগর ছাঁচে।

সামান্ত উপায়ে বৃহৎ কার্য সম্পাদনের চেষ্টা। "Stop the Atlantic with a mop."

হেগো রুগী মুখে টনক।

"হাগা নাড়ী মুখে টনক" দ্রঃ।

হেলায় কার্য নাশ।

আলস্য কার্যনাশের মূল।

হেলায় হারানো।

আলস্য বা অমনোযোগবশতঃ সুযোগ সত্ত্বেও কার্য সাধনে চেষ্টা না করিয়া তাহার ফললাভে বঞ্চিত হওয়া।

হেলে ধরতে পারে না,
কেউটে ধরতে যায়।

ক্ষুদ্র কাজ করিবার শক্তি যাহার নাই, তাহার বৃহৎ কাজ করিতে অগ্রসর হওয়া।

হেলে যায় চষতে
বামুন যায় বলতে।

কাজের লোক কাজ করিতে চায়, আর বামুন যায় বসিয়া বসিয়া চাষ করা দেখিতে —চাষী কাজে ফাঁকি না দেয়।

হেলে যায় হাল নিয়ে,
বিধাতা যায় তুল নিয়ে।

চাষী লাঙ্গল লইয়া চাষ করিতে যায়, আর বিধাতা তাহাকে কিরূপ ফসল দিবে ঠিক করিবার জন্য তুলদাঁড়ি লইয়া যায়। মানুষ চেষ্টা করে, কিন্তু কার্যের ফল বিধাতার ইচ্ছাধীন। "Man proposes, God disposes."

হেসে হেসে কথা কয়,
এ মিনসে ত পেয়াদা নয়।

পেয়াদা অতি রুক্ষপ্রকৃতির লোক, কিন্তু এই লোকটা যখন হাসিতে হাসিতে কথা কহিতেছে, তখন বোধ হয় এ পেয়াদা নয়। যাহার নিকট ভয়ের সম্ভাবনা, একটু মিষ্ট মুখ দেখিয়া তাহাকে ভয় না করিলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

হেসে হেসে কথা কয়,
সে হাসি ত ভাল নয়।

দুষ্ট লোক যদি হাসিতে হাসিতে কথা কয়, তবে তাহার সে হাসিকে ভাল বলিয়া মনে করিতে নাই ; কোন ভয়ানক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই সে এইরূপে হাসিয়া থাকে।

হোঁচটে প'ড়ে পদ্মনাভ।

লোকে শয়ন করিয়া পদ্মনাভ স্মরণ করে। একজন হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়া 'পদ্মনাভ' 'পদ্মনাভ' বলিতে লাগিল। সে লোককে জানাইতে চায় যে, আমি পড়িয়া যাই নাই, ইচ্ছা করিয়াই শুইয়া পড়িয়াছি। দায়ে পড়িয়া কোন কাজকে আপনার ঈপ্সিত কাজ বলিয়া পরিচয় দেওয়া। "Making a virtue of necessity."

হোঁতা (থোতা) মুখ ভোঁতা হ'ল।

গর্বিত মুখ ভোঁতা হইল। গর্ব চূর্ণ হইল।

হোসেন সার আমল।

পাঠানবংশীয় হোসেন সা একসময়ে বঙ্গের শাসনকর্তা ছিলেন। বহুকালের কথা।

হ্যাপায় পড়ে স্রোতে ভাসা।

দমবাজিতে পড়িয়া স্রোতে গা ভাসান দেওয়া। দায়ে পড়িয়া কাজ করা।

১ম পরিশিষ্ট।

অর্থভেদে শব্দ-বিভাগ।

অর্থভেদে শব্দ সমস্ত চারিভাগে বিভক্ত হইতে পারে যথা,-

একার্থক, নানার্থক, ভিন্নার্থক ও বিপরীতার্থক।

বর্ণগত কিঞ্চিৎ বিভিন্ন একার্থক শব্দাবলী

অগার	...	আগার
অঙ্কুর	...	অঙ্কূর
অন্তরীক্ষ	...	অন্তরিক্ষ
অহিতুণ্ডিক	...	আহিতুণ্ডিক
উলুক	...	উলূক
ঊষা	..	উষা
ঋষ্টি	...	রিষ্টি
কপাট	..	কবাট
কপিল	..	কবিল
কলস	..	কলশ
কিশলয়	...	কিসলয়
কুরুবক	...	কুরবক
কুশীদ	...	কুসীদ
কৃমি	...	ক্রিমি
কেকেয়ী	...	কৈকয়ী
কোষ	...	কোশ
কৌশল্যা	...	কৌসল্যা
ক্ষুর	...	খুর
গাণ্ডিব	...	গাণ্ডীব
গুগ্‌গুলু	...	গুগ্‌গুল
গুবাক	...	গ্বাক
জম্বুক	...	জম্বূক
জামাতৃ	...	যামাতৃ
তন্তুবায়	...	তন্ত্রবায়
তরি	...	তরী
তনু	...	তনূ
দাশ	...	দাস
দেবকী	...	দৈবকী
ননন্দা	...	ননান্দা
নারীকেল	...	নারিকেল
নিমিষ	...	নিমেষ
পদবী	...	পদবি
পরিষদ্	...	পর্ষদ্
পরীক্ষিৎ	...	পরিক্ষিৎ
পারাবার	...	পারাপার
বন্ধুর	...	বন্ধূর
ভগিনী	...	ভগ্নী
মকুট	...	মুকুট
মকুর	...	মুকুর
মকুল	...	মুকুল
মরীচ	...	মরিচ
মসূর	...	মসুর
মুসল	...	মুষল
সবানী	...	সমানী
রশনা	...	রসনা
কক্ষ	...	কক্ষ
লক্ষণ	...	লক্ষ্মণ
বশিষ্ঠ	...	বসিষ্ঠ
বাল্মীক	...	বল্মীক
বাষ্প	..	বাস্প
বাহ্লিক	..	বাহ্লীক
বিষদ (অপ্র)	..	বিশদ
শূকর	..	সূকর
শৃগাল		সৃগাল
শেবাল	..	শৈবল
ষণ্ড	. .	শণ্ড
সরযূ	...	সরয়ু
সূর্পণখা	...	শূর্পণখা
হনূমান্	...	হনুমান্।

নানার্থক শব্দাবলী

গুণ—উৎকর্ষ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। বিনয়াদি। জ্ঞান। শীল। অপ্রধান। সূত্র। রজ্জু। জ্যা। মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব। ইন্দ্রিয়। অভ্যাস। সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি রাজগুণ।

তত্ত্ব—ব্রহ্ম। স্বরূপ। পদার্থ। মূল প্রভৃতি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

তন্ত্র—শাস্ত্রবিশেষ। বেদমন্ত্র। সিদ্ধান্ত। দৃঢ় প্রমাণ। ঔষধ। কারণ। প্রধান কার্য। উপায়। সৈন্য। রাজ্য। সূত্র। তাঁত।

ধর্ম—শুভাদৃষ্ট। পুণ্য। স্বাভাবিক অবস্থা। গুণ। সৎকর্ম। যম। রীতি। ভাব। শাস্ত্রানুযায়ী আচারব্যবহার।

রস—কটুতিক্তকষায় প্রভৃতি ছয় রস। শৃঙ্গার বীর করুণ প্রভৃতি নবরস। অভিপ্রায়। অনুরাগ। ভোগ্যবস্তু। যূষ। দ্রবদ্রব্য। গন্ধক। পারদ। স্বর্ণ। বিষ। আমোদ। শুক্রধাতু।

বেলা—সময়। সমুদ্রতীর। জলসীমা। জোয়ার ভাটা।

ভিন্নার্থক প্রায় সমোচ্চারণ শব্দাবলী।

অংশ	...	ভাগ
অংস	...	স্কন্ধ
অণু	...	ক্ষুদ্রতমাংশ
অনু	...	পশ্চাৎ
অনিল	...	বায়ু
অ-নীল	...	নীল নহে
অনিষ্ট	...	অপকার
অ-নিষ্ঠ	...	নিষ্ঠাবিহীন
অন্ন	...	খাদ্য
অন্য	. .	অপর
অন্নদা	...	অন্নপূর্ণা
অন্যদা	...	অন্য সময়ে
অন্নপুষ্ট	...	আহার-পুষ্ট
অন্যপুষ্ট	...	কোকিল
অবিহিত	...	নিন্দিত
অভিহিত	...	কথিত
অযুগ্ম	...	বিযোড়
অযোগ্য	...	অনুপযুক্ত
অর্ঘ	...	মূল্য, পূজা দ্রব্য
অর্ঘ্য	...	পূজ্য
অর্তি	...	পীড়া
অর্থী	...	যাচক
অলিক	...	ললাট
অলীক	...	মিথ্যা
অবদ্য	...	অকথ্য, নিন্দিত
অবধ্য	...	বধের অযোগ্য
অশন	...	ভোজন
অসন	...	ক্ষেপণ
অশিত	...	ভক্ষিত
অসিত	...	কৃষ্ণ
অ-শীলতা	...	অভদ্রতা
অসি-লতা	...	তরবারি
অশক্ত	...	অসমর্থ
অসক্ত	...	অনাসক্ত
অশ্ম	...	প্রস্তর
অশ্ব	...	ঘোটক
আত্ত	...	গৃহীত
আর্ত্ত	...	পীড়িত
আপ্ত	...	বিশ্বস্ত
আত্ম	...	স্বয়ং
আদি	...	প্রথম
আধি	...	মনঃপীড়া
আধ্মান	...	স্ফীতি
আধ্যান	...	চিন্তা
আপণ	...	হট্ট
আপন	...	নিজ
আস্তিক	...	ঈশ্বরবাদী
আস্তীক	...	জরৎকারুপুত্র
আসক্তি	...	অনুরক্তি

আসত্তি ... সন্নিধি
আহুতি ... হোম
আহ্বতি ... আহ্বান
ইতি ... সমাপ্তি, ইহা
ঈতি ... ষড়্‌বিধ শস্যবিঘ্ন
ইষ ... আশ্বিনমাস
ঈশ ... স্বামী
উৎপত ... পক্ষী
উৎপথ ... কুপথ
উদ্ধত ... ধৃষ্ট
উদ্ভ্রান্ত ... উদ্‌ভ্রান্ত
উপধি ... রথচক্র
উপাধি ... পদবী
উপাদান ... সমবায়ি-কারণ
উপাধান ... বালিশ
ঋতি ... গতি
রীতি ... প্রণালী
ঋষ্টি ... দ্বিধার খড়্গ
রিষ্টি ... অশুভ
একদা ... এককালে
একধা ... এক প্রকারে
কতক ... কিছু
কথক ... বক্তা
কল্য ... প্রত্যূষ
কল্ল ... বধির
কূট ... পর্বত
কুট ... গিরি-শৃঙ্গ
কুল ... বংশ, গোষ্ঠী
কূল ... নদ্যাদির তীর
কৃত ... রচিত
ক্রীত ... ক্রয় করা
কৃত্ত ... ছিন্ন
কৃত্য ... কার্য
কৃষ্ট ... কর্ষিত
কৃষ্ণ ... বাসুদেব
কোণ ... বিদিক্‌
কোন ... অনিশ্চিত
কটি ... কোমর
কোটি ... শতলক্ষ
কোমল ... নরম
কমল ... পদ্ম, জল
গড়ুর ... কুব্জ
গরুড় ... পক্ষিরাজ
গর্ভ ... ভ্রূণ, কুক্ষি
গর্ব ... অহংকার
গিরিশ ... শিব
গিরীশ ... হিমালয়, শিব
গুড় ... মিষ্ট দ্রব্য
গূঢ় ... সংবৃত
গোলক ... বর্তুল, জারজ
গোলোক ... বৈকুণ্ঠ
চতুর্‌ ... চারি
চতুর ... কার্যদক্ষ
চাষ ... কর্ষণ
চাস ... নীলকণ্ঠ পক্ষী
চিৎ ... চৈতন্য
চিত ... সঞ্চিত
চিত্ত ... মনঃ
চিত্য ... অগ্নি
চির ... বিলম্ব
চীর ... বস্ত্রখণ্ড
চূত ... আম্র
চ্যুত ... স্খলিত
ছাত ... ছিন্ন
ছাদ ... আচ্ছাদন
জব ... বেগ
যব ... শস্য বা পরিমাণবিশেষ
জাত ... উৎপন্ন, সমূহ
যাত ... গত
জাল ... পাশ
জ্বাল ... অগ্নিশিখা
জিন ... বুদ্ধ, বিষ্ণু
জীন ... জীর্ণ, বৃদ্ধ
তত্ত্ব ... ব্রহ্ম
তথ্য ... যথার্থ
তরণী ... নৌকা
তরুণী ... যুবতী
তুণ্ড ... মুখ
তুন্দ ... উদর
দ্বন্দ্ব ... যুগ্ম
দণ্ড ... লগুড়
দশন ... দন্ত
দশন্‌ ... দশ
দশাশ্ব ... চন্দ্র
দশাস্য ... রাবণ
দার ... স্ত্রী
দ্বার ... দুয়ার
দিষ্টান্ত ... মৃত্যু
দৃষ্টান্ত ... উদাহরণ
দিন ... দিবা
দীন ... দরিদ্র
দ্বিপ ... হস্তী
দ্বীপ ... জলমধ্যস্থ স্থল
দুকুল ... দুই বংশ
দুকূল ... ক্ষৌম বসন
দূত ... চর
দ্যূত ... পাশক ক্রীড়া
দুর্‌ ... নিন্দিত
দূর ... অসন্নিকৃষ্ট
দেবত্ব ... দেবভাব
দেবত্র ... দেবসেবার্থ ভূমি
দেশ ... রাজ্য
দ্বেষ ... ঈর্ষা
দোষ ... অপরাধ
দোস্‌ ... বাহু
ধন ... ঐশ্বর্য
ধ্বন ... শব্দ
নাক ... স্বর্গ
নাগ ... হস্তী, সর্প
নার ... জল
নাল ... নল, ডাঁটা
নিরাশ ... আশারহিত
নিরাস ... দূরীকরণ
নির্জর ... দেবতা
নির্ঝর ... ঝরণা
নিবার ... নিবারণ
নীবার ... উড়িধান
নিশাত ... শাণিত
নিষাদ ... চণ্ডাল
নিশিত ... শাণিত
নিশীথ ... অর্ধরাত্র
নীড় ... কুলায়
নীর ... জল
পক্ষ ... মাসার্ধ, পাখা
পক্ষ্ম ... নেত্র-লোম
পদ্য ... ছন্দোময় বাক্য
পদ্ম ... কমল
পরশ্বঃ ... কল্যের পরদিন
পরস্ব ... পরধন
পুষ্কর ... পদ্ম
পুষ্কল ... শ্রেষ্ঠ
পুৎ ... নরকবিশেষ
পূত ... পবিত্র
পৃষ্ট ... জিজ্ঞাসিত
পৃষ্ঠ ... পশ্চাৎভাগ
প্রতি ... অভিমুখে
প্রীতি ... ভালবাসা
প্রোত ... গ্রথিত
প্রোথ ... অশ্বনাসিকা
প্রকৃত ... যথার্থ
প্রাকৃত ... স্বাভাবিক
বন্ধ ... বন্ধন
বন্ধ্য ... নিষ্ফল
বলি ... পূজোপহার
বলী ... বলবান্‌
ভাণ ... রূপক নাট্যবিশেষ
ভান ... প্রকাশ, ছল
ভাষণ ... কথন
ভাসন ... দীপ্তি
মণ ... চল্লিশ সের
মন, মনঃ ... অন্তঃকরণ
মহিত ... পূজিত
মোহিত ... মোহপ্রাপ্ত
মূক ... নির্বাক্‌
মুখ ... বদন
মেদ ... মজ্জা

মেধ … যাগ
যজ্ঞ … যাগ
যোগ্য … উপযুক্ত
যতি … মুনি, বিরতি
জ্যোতিঃ … দীপ্তি
যাত … গত, গমন
জাত … উৎপন্ন
রত … ব্যাপৃত
রথ … স্যন্দন
রিক্ত … শূন্য
রিক্থ … দায়, ধন
রুক্ম … স্বর্ণ
রুক্ষ … কর্কশ
লক্ষ … শতসহস্র
লক্ষ্য … দ্রষ্টব্য, শরব্য
বর্জ্য … ত্যাজ্য
বর্য … শ্রেষ্ঠ
বাণ … শর
বান … বন্যা
বিদুর … জ্ঞানী
বিদূর … অতি দূরস্থ
বিল্ব … আলবাল, ছিঃ
বিল্ব … শ্রীফল
বিবৃতি … বিবরণ
বিবৃত্তি … বিবর্তন
বিশ্ … বেশ্য
বিষ … গরল, মৃণাল
বিস … মৃণাল
বিস্মিত … চমৎকৃত
বিস্মৃত … ভ্রান্ত
বিনা … ব্যতীত
বীণা … তারযন্ত্র বিঃ
বিত্ত … ধন
বৃত্ত … গোলক
বৃন্ত … বোঁটা
বৃন্দ … সমূহ
বৃষ্টি … বর্ষণ
বৃক্ষি … যদুরাজ বিঃ
বেদ … শ্রুতি
বেধ … গভীরতা
ব্যসন … বিপদ্
বসন … বস্ত্র
শকল … খণ্ড, শল্ক
সকল … সমগ্র
শকৃৎ … বিষ্ঠা
সকৃৎ … একবার
শক্ত … সমর্থ
সক্ত … আসক্ত
শংকর … শিব
সঙ্কর … মিশ্রণোৎপন্ন
শপ্ত … অভিশাপগ্রস্ত
সপ্ত … সপ্তসংখ্যা

শম্বর … হরিণ
সম্বর … সংবরণ
শবল … নানাবর্ণযুক্ত
সবল … বলবান্
শক্তি … ক্ষমতা
সক্তি … সংযোগ
সক্থি … উরু
শারদ … বৎসর, শরৎকালীন
সারদ … শ্রেষ্ঠত্ব-দায়ক
সিতি … শুক্লবর্ণ
শিতি … কৃষ্ণবর্ণ
শুক … পক্ষিবিশেষ
শূক … শস্যের সূক্ষ্মাগ্র
শূর … বীর
সূর … সূর্য
শৃত … পক্ব
শ্রিত … সেবিত
শ্বশ্রূ … শাশুড়ী
শ্মশ্রু … দাড়ি, মুখলোম
স্বত্ব … স্বামিত্ব
সত্য … যথার্থ
সত্ত্ব … প্রাণী
সত্র … যজ্ঞ
সত্বর … শীঘ্র
সম … সমান
শম … যম, শান্তি
শর … বাণ
স্বর … উদাত্তাদি
সরল … অকপট
শরল … পীতদারু
শব … মৃত
সব … প্রসব
সর্গ … সৃষ্টি
স্বর্গ … সুরলোক
সাম … অর্ধাংশ
স্বামী … প্রভু, ভর্তা
শারদা … দুর্গা
সারদা … সরস্বতী
সার্থ … বণিক্ সমূহ
স্বার্থ … নিজপ্রয়োজন
সিক্ত … আর্দ্রীভূত
সিক্থ … মোম
সুত … পুত্র
সূত … সারথি
সুদ … কুসীদ
সূদ … পাচক
স্কন্দ … কার্তিকেয়
স্কন্ধ … অংস
শ্রবণ … শ্রুতি
স্রবণ … ক্ষরণ
সহিত … সহ
স্বহিত … নিজমঙ্গল

হুতি … হোম
হূতি … আহ্বান

বিপরীতার্থক শব্দাবলী।

অণু … বৃহৎ
অতিবৃষ্টি … অনাবৃষ্টি
অনুকূল … প্রতিকূল
অনুরাগ … বিরাগ
অনুলোম … বিলোম
অনৃত … সুনৃত
অন্তর্ … বহিঃ
অন্ত্য … আদ্য
অর্থী … প্রত্যর্থী
অলস … শ্রমী
অলীক … সত্য
অন্ধকার … আলোক
অল্প … অধিক
আকর্ষণ … বিকর্ষণ
আগমন … গমন
আদি … অন্ত
আপদ্ … সম্পদ্
আদান … প্রদান
আচার … অনাচার
আরম্ভ … শেষ
আলস্য … শ্রম
আবাহন … বিসর্জন
আর্দ্র … শুষ্ক
আবির্ভাব … তিরোভাব
আবির্ভূত … তিরোভূত
আমায় … সিদ্ধান্ন
আহার … অনাহার
ইতর … ভদ্র
ইহকাল … পরকাল
ঈষৎ … অধিক
উচ্চ … নীচ
উৎকর্ষ … অপকর্ষ
উৎকৃষ্ট … নিকৃষ্ট
উত্তম … অধম
উদয় … অস্ত
উন্নতি … অবনতি
উন্মীলিত … নিমীলিত
উপকার … অপকার
উষ্ণ … শীতল
ঊর্ধ্ব … অধঃ
ঋজু … বক্র
ঐহিক … পারত্রিক
কনিষ্ঠ … জ্যেষ্ঠ
কর্কশ … কোমল
কু … সু
কুটিল … সরল
কুৎসা … প্রশংসা
কৃতঘ্ন … কৃতজ্ঞ

কৃশ ... স্থূল
কৃষ্ণ ... শুক্ল
ক্রন্দন ... হাস্য
ক্ষয় ... বৃদ্ধি
খেদ ... আহ্লাদ
গরল ... অমৃত
গরিষ্ঠ ... লঘিষ্ঠ
গুণ ... দোষ
গুপ্ত ... প্রকাশিত
গৃহী ... সন্ন্যাসী
গৌরব ... লাঘব
গ্রহণ ... দান
ঘন ... তরল
ঘাত ... প্রতিঘাত
চঞ্চল ... স্থির
জড় ... চেতন
জাগরণ ... নিদ্রা
জাগ্রৎ ... সুষুপ্ত
জীব ... নির্জীব
জ্বলন ... নির্বাণ
ঝটিতি ... বিলম্ব
তরল ... কঠিন
তস্কর ... সাধু
তরুণ ... বৃদ্ধ
তাপ ... শৈত্য
তিমির ... আলোক
তিরস্কার ... পুরস্কার
তেজঃ ... ক্ষমা
দক্ষিণ ... বাম
দাতা ... কৃপণ
দিন ... রাত্রি
দীর্ঘ ... হ্রস্ব
দুর্লভ ... সুলভ
দুষ্কৃতি ... সুকৃতি
ধনী ... দরিদ্র
ধর্ম ... অধর্ম
ধর্মিষ্ঠ ... পাপিষ্ঠ
পুণ্যবান্ ... পাপী
নিরত ... বিরত
নির্দয় ... সদয়
নির্মল ... মলিন
নূতন ... পুরাতন
নৈসর্গিক ... কৃত্রিম
পরকীয় ... স্বকীয়
পরুষ ... কোমল
পাপ ... পুণ্য
পুষ্ট ... ক্ষীণ
প্রকৃতি ... বিকৃতি
প্রফুল্ল ... ম্লান
প্রভু ... ভৃত্য
প্রবীণ ... অপ্রবীণ, অর্বাচীন
প্রশংসা ... নিন্দা
প্রাংশু ... বামন
প্রাচীন ... নব্য
বন্ধন ... মুক্তি
বন্ধু .. শত্রু
বন্ধুর ... মসৃণ
বহু ... অল্প
ভয় ... সাহস
ভিক্ষুক ... দাতা
মধুর ... তিক্ত, কটু
মরণ ... জীবন
মহৎ ... নীচ
মিত্রতা ... শত্রুতা
মিলন ... বিরহ
মৃদু ... তীক্ষ্ণ
মিথ্যা ... সত্য
যশঃ ... অপযশঃ
রুগ্ণ ... সুস্থ
রোষ ... হর্ষ
লঘিমা ... গরিমা
লঘু ... গুরু
বর্ধমান ... হ্রসমান
বন্য ... গৃহপালিত, গ্রাম্য
বাদ ... প্রতিবাদ
বাল্য ... বার্ধক্য
বালক ... বৃদ্ধ
বিনীত ... উদ্ধত
বিরল ... গাঢ়
বিষ ... অমৃত
বৃহৎ ... ক্ষুদ্র
ব্যর্থ ... সার্থক
ব্যষ্টি ... সমষ্টি
শত্রু ... মিত্র
শান্ত ... দুরন্ত
শিষ্য ... গুরু
শীঘ্র ... বিলম্ব
শীত ... গ্রীষ্ম
শুভ্র ... কৃষ্ণ
শোক ... হর্ষ
শুষ্ক ... নরম
শ্রম ... বিরাম, বিশ্রাম
সংক্ষেপ ... বাহুল্য
সংযোগ ... বিয়োগ
সত্য ... মিথ্যা
সন্নিকৃষ্ট ... বিপ্রকৃষ্ট
সমাপ্ত ... আরব্ধ
সরস ... বিরস
সহযোগী ... প্রতিযোগী
সার ... অসার
সুপ্ত ... জাগরিত
সৃষ্টি ... প্রলয়
স্নিগ্ধ ... রুক্ষ
সঞ্চয় ... ব্যয়
সম্পদ্ ... বিপদ্
সুখ ... দুঃখ
সুরভি ... পূতি
স্মৃতি ... বিস্মৃতি
স্থির ... চঞ্চল

—-*—

২য় পরিশিষ্ট।

সচরাচর ব্যবহৃত অশুদ্ধ পদের তালিকা।

নিম্নে সচরাচর ব্যবহৃত কতকগুলি অশুদ্ধ পদ শুদ্ধ করিয়া লেখা হইল

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
অত্তাপিও	অত্তাপি, অত্তও
অধীনস্থ	অধীন
অধীনী	অধীনা
অধ্যায়ন	অধ্যয়ন
অনাটন	অনটন
অপমান হইবার	অপমানিত হইবার
অপরাহ্ণ	অপরাহ্ন
অপ্রতুলতা	অপ্রতুল
অভরণ	আভরণ
অর্পন	অর্পণ
অলসপরতন্ত্র	আলস্যপরতন্ত্র
আকণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন	আকণ্ঠ ভোজন, বা কণ্ঠ পর্যন্ত ভোজন
আতিশয্যতা	আতিশয্য
আয়ত্তাধীন	আয়ত্ত বা অধীন
আরক্তিম	আরক্ত
আবশ্যকীয়	আবশ্যক
উচ্ছন্ন	উৎসন্ন
উচ্ছসিত	উচ্ছ্বসিত
উচ্ছাস	উচ্ছ্বাস
উচ্ছ্বলিত	উচ্ছলিত
উজ্জ্বল	উজ্জ্বল
উৎকর্ষতা	উৎকর্ষ, উৎকৃষ্টতা
উৎকল রাজা	উৎকলরাজ
উদ্গীরণ	উদ্গিরণ
উপরোক্ত	উপর্যুক্ত, উপরে উক্ত
ঋণগ্রস্থ	ঋণগ্রস্ত
একত্রিত	একত্র বা একত্রীভূত
ঐক্যতা	ঐক্য বা একতা
ঔৎকর্ষ	উৎকর্ষ
কর্ত্রী	কর্ত্রী
কম্পমান্	কম্পমান
কর্তাগণ	কর্তৃগণ, কর্তারা
কালীদাস	কালিদাস
কিম্বদন্তী	কিংবদন্তী
কিম্বা	কিংবা
ক্রেতাগণ	ক্রেতৃগণ, ক্রেতারা
খ্যাতাপন্ন	খ্যাত্যাপন্ন
গগণ*	গগন
গদগদ	গদ্গদ
গন	গণ
গুণীগণ	গুণিগণ, গুণীরা
গুন	গুণ
গৃহস্থিনী	গৃহস্থা

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
গৃহীতা (গ্রহণকর্তা)	গ্রহীতা
গ্রাহ্যযোগ্য	গ্রাহ্য, গ্রহণযোগ্য
ঘনিষ্ট	ঘনিষ্ঠ
চক্ষুঃদ্বারা	চক্ষুর্দ্বারা, চক্ষু দ্বারা
চব্যচোষ্য	চর্ব্যচোষ্য
চোস্য	চোষ্য বা চূষ্য
জগবন্ধু	
জাগরুক	জাগরূক
জাগ্রত	জাগ্রৎ
জাজ্জ্বল্যমান	জাজ্বল্যমান
জীবাত্মাসংক্রান্ত	জীবাত্মসংক্রান্ত
জ্ঞানমান্	জ্ঞানবান্
তত্রাচ	তত্রচ, তথাপি
তাদৃশী অবস্থা দর্শনে	তাদৃশাবস্থাদর্শনে
তাদৃশী শোভাসম্পন্ন	তাদৃশ শোভাসম্পন্ন
তির্যক্‌ভাবে	তির্যগ্‌ভাবে
তেজোময়ী ছটা	তেজোময়চ্ছটা
ত্রৈবার্ষিক	ত্রিবার্ষিক
দম্পতি	দম্পতী
দায়গ্রস্থ	দায়গ্রস্ত
দারিদ্রতা	দারিদ্র্য, দরিদ্রতা
দাশরথী	দাশরথি
দিগম্বরী	দিগম্বরা
দুরাবস্থা	দুরবস্থা
দুর্ণাম	দুর্নাম
দ্বৈবার্ষিক	দ্বিবার্ষিক
ধনবান্‌গণ	ধনবদ্গণ, ধনবানেরা
ধর্মাত্মাগণ	ধর্মাত্মগণ, ধর্মাত্মারা
ধৈর্যতা	ধৈর্য
নিন্দুক	নিন্দক
নিরপরাধিনী	নিরপরাধা
নিরপরাধী	নিরপরাধ
নিরাশা হইয়াছি	নিরাশ হইয়াছি
নিরোগী	নীরোগ
নির্দোষী	নির্দোষ
নিস্তেজভাবাপন্ন	নিস্তেজোভাবাপন্ন
নূন্যাধিক	ন্যূনাধিক
পঙ্ক	পঙ্ক
পক্ষীগণ	পক্ষিগণ, পক্ষীরা
পন	পণ
পরমাত্মাবিষয়ক	পরমাত্মবিষয়ক
পরায়ন	পরায়ণ
পরিত্যাজ্য	পরিত্যাজ্য

অশুদ্ধ	শুদ্ধ
পরিবেশন	পরিবেষণ
পরিস্কার	পরিষ্কার
পর্যাটক	পর্যটক
পশ্বাধম	পশ্বধম
পারিষদ্	পারিষদ
পার্বত্তীয় প্রদেশ	পার্বত্য বা পার্বতীয় প্রদেশ
পিচাশসিদ্ধ	পিশাচসিদ্ধ
পিতামাতা	মাতাপিতা
পিতৃমাতৃবিয়োগনিবন্ধন	মাতাপিতৃবিয়োগ-নিবন্ধন
পিতৃমাতৃহীন	মাতাপিতৃহীন
পুরষ্কার	পুরস্কার
পুস্প	পুষ্প
পৈত্রিক সম্পত্তি	পৈতৃক সম্পত্তি
প্রজ্জ্বলিত	প্রজ্বলিত
প্রত্যুষ্যতঃ	প্রত্যুত
প্রনাম	প্রণাম
প্রহারিত	প্রহৃত
প্রাহ্ণ	প্রাহ্ন
ফাল্গুণ*	ফাল্গুন
ফেণ	ফেন
বনিক্	বণিক্
বাহুল্যতা	বাহুল্য, বহুলতা
বিধায়	তজ্জন্য, অতএব
ভদ্রস্থতা	ভদ্রতা
ভাগ্যমন্ত	ভাগ্যবন্ত
ভাগ্যমান্	ভাগ্যবান্
ভাবিত	ভাবনাগ্রস্ত বা চিন্তিত
ভুজঙ্গিনী	ভুজঙ্গী
ভ্রাতাগণ	ভ্রাতৃগণ, ভ্রাতারা
মধ্যাহ্ন	মধ্যাহ্ণ
মনমোহিনী	মনোমোহিনী
মনহর	মনোহর
মনোকষ্ট	মনঃকষ্ট
মহতী মহিমা	মহান্ মহিমা
মহৎলোক	মহান্ লোক বা মহালোক
মহদুপকার	মহোপকার বা মহান্ উপকার

---

* ফাল্গুনে গগনে ফেনে ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ। অর্থাৎ ফাল্গুন, গগন ও ফেন শব্দে মূর্খেরা 'ন' স্থলে 'ণ' ব্যবহার করিয়া থাকে।

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
মহাত্মাগণ	...	মহাত্মগণ, মহাত্মারা
মহারাজ্ঞী	...	মহারাজী
মহিমাসাগর	...	মহিমসাগর
মান্যনীয়	...	মান্য, মাননীয়
মান্যের	...	মানের
মৃণ্ময়	...	মৃন্ময়
মৈত্রতা	...	মিত্রতা, মৈত্রী, মৈত্র
যোগিন্দ্র	...	যোগীন্দ্র
যোগীগণ	...	যোগিগণ, যোগীরা
যোগীবর	...	যোগিবর
রক্তিমতা	...	রক্তিমা
রাজচক্রবর্ত্তীগণ	...	রাজচক্রবর্ত্তিগণ, রাজচক্রবর্ত্তীরা
রাজাগণ	...	রাজগণ, রাজারা
লক্ষ্মীমান্	...	লক্ষ্মীবান্
লাঘবতা	...	লাঘব, লঘুতা
বক্ষোপরি	...	বক্ষ উপরি, বক্ষের উপরে
বয়ক্রম	...	বয়ঃক্রম
বয়স্ক	...	বয়স্থ, বয়ঃস্থ
বর্ণিতব্য	...	বর্ণয়িতব্য
বশম্বদ	...	বশংবদ
বান	...	বাণ
বারম্বার	...	বারংবার
বাহ্যিক	...	বাহ্য
বিদ্যান্	...	বিদ্বান্, বিদ্যাবান্
বিদ্যামত্তা	...	বিদ্যাবত্তা

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
বিবিধ প্রকার	...	বিবিধ, নানাপ্রকার
ব্যবহার্য্যণীয়	...	ব্যবহার্য
শংকট	...	সংকট
শশীভূষণ	...	শশিভূষণ
শিরোশোভা	...	শিরঃশোভা
শৈশব ছিল	...	শিশু ছিল
শ্রীবান্	...	শ্রীমান্
ষষ্ঠম পাঠ	...	ষষ্ঠ পাঠ
সক্ষম (পারক)	...	ক্ষম
সখ্যতা	...	সখ্য
সত্বেও	...	সত্ত্বেও
সত্ব (স্বামিত্ব)	...	স্বত্ব
সত্বাধিকারী	...	স্বত্বাধিকারী
সন্মত	...	সম্মত
সন্মান	...	সম্মান
সম্মার্জনী	...	সম্মার্জ্জনী
সন্মিলন	...	সম্মিলন
সন্মুখে	...	সম্মুখে
সন্যাসী	...	সন্ন্যাসী
সমতুল্য	...	সম, বা তুল্য
সমুদয় পক্ষীগণ	...	পক্ষিগণ, সমুদয় পক্ষী, পক্ষীরা
সম্বরণ	...	সংবরণ
সম্ভ্রান্তশালী	...	সম্ভ্রান্ত, সম্ভ্রমশালী
সম্রাজ্ঞী	...	সম্রাজী
সবিতাদেব	...	সবিতৃদেব
সবিনয়পূর্ব ক	...	বিনয়পূর্বক, সবিনয়

অশুদ্ধ		শুদ্ধ
সশঙ্কিত	...	শঙ্কিত বা সশঙ্ক
সাদরপূর্বক	...	আদরপূর্বক, সাদরে
সাপরাধী	...	সাপরাধ
সাব্যস্ত হইয়াছে	...	স্থিরীকৃত হইয়াছে
সাবকাশ নাই	...	অবকাশ নাই
সাবধানপূর্বক	...	সাবধান হইয়া বা সাবধানতাপূর্বক
সাহায্যকৃত বিদ্যালয়		সাহায্যপ্রাপ্ত
সাষ্টাঙ্গসহকারে	...	সাষ্টাঙ্গে, অষ্টাঙ্গ-সহকারে
সিঞ্চন	...	সেচন
সিঞ্চিত	...	সিক্ত
সুবুদ্ধিমান্	..	সুবুদ্ধি বা বুদ্ধিমান্
সুরধনী (গঙ্গা)	...	সুরধুনী
সুলোচনী	...	সুলোচনা
সুস্পষ্ঠ	...	সুস্পষ্ট
সৃজন	...	সর্জন, সৃষ্টি, সর্গ
সৌকার্য্যার্থে	...	সৌকর্য্যার্থে
		সৌজন্য, সুজনতা
সৌন্দর্যতায় বিমূঢ়		সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ
সৌহৃদ্যতা	.	সৌহৃদ্য
স্থায়ীভাবে	.	স্থায়িভাবে
স্বরস্বতী	.	সরস্বতী
স্বীকৃত হইলাম	.	স্বীকার করিলাম
হরিণনয়নী	..	হরিণনয়না
হস্তীতুল্য	..	হস্তিতুল্য

৩য় পরিশিষ্ট।

হিন্দু-সংগীত।

স্বরলিপি-সংকেত।

স্বর।

শুদ্ধ স্বর।

নাম		অধিষ্ঠাতৃদেবতা		সাংকেতিক চিহ্ন
ষড়্জ	...	অগ্নি	...	সা
ঋষভ	...	ব্রহ্মা	...	ঋ
গান্ধার	...	সরস্বতী	...	গ
মধ্যম	...	মহাদেব	...	ম
পঞ্চম	...	বিষ্ণু	...	প
ধৈবত	...	গণেশ	...	ধ
নিষাদ	...	সূর্য	...	নি

বিকৃত স্বর।

কোমল ঋষভ—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল গান্ধার—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল ধৈবত—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
কোমল নিষাদ—স্বরের উপরে ত্রিকোণ।
তীব্র মধ্যম—স্বরের উপরে পতাকা।
অতিকোমল—স্বরের উপরে ত্রিকোণ ও তাহার মাথায় শূন্য।
অতিতীব্র—স্বরের উপরে পতাকা ও তাহার মাথায় শূন্য।

সপ্তক।

তারা সপ্তক—স্বরের উপরে বিন্দু।
উদারা সপ্তক—স্বরের নীচে বিন্দু।
মুদারা—বিন্দুশূন্য স্বর।

মাত্রা।

হ্রস্ব বা লঘু (এক মাত্রা)—স্বরের মাথায় একটি ক্ষুদ্র দণ্ড।

দীর্ঘ * (দুই মাত্রা)-স্বরের মাথায় দুইটি ক্ষুদ্র দণ্ড।

প্লুত (তিন মাত্রা বা তাহার অধিক)—স্বরের মাথায় তিনটি বা তাহার অধিক ক্ষুদ্র দণ্ড।

অর্ধ বা দ্রুত ($\frac{১}{২}$ মাত্রা)—স্বরের মাথায় চন্দ্র-বিন্দু।

* একমাত্র কালের পর হইতে ত্রিমাত্রকালের পূর্বকাল পর্যন্ত সমুদায়ই গুরু। সুতরাং দীর্ঘ ও গুরুর অন্তর্গত।

অণু বা অণুদ্রুত (—মাত্রা)—স্বরের মাথায়
৪
ডমরু।
২
এক মাত্রার —অংশ—স্বরের মাথায় বাণ।
৩

১
এক মাত্রার —অংশ—স্বরের মাথায় ত্রিশূল।
৩

১
এক মাত্রার —অংশ—স্বরের মাথায় যব।
৮

১
এক মাত্রার —অংশ—স্বরের মাথায় নক্ষত্র।
১৬

একমাত্র কাল মধ্যে সমভাবে উচ্চার্য দুইটি বা তদধিক স্বরগুলি একটি বন্ধনী দ্বারা সংবদ্ধ থাকে।

দুইটি স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ
১
কাল —
২
তিনটি স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ
১
কাল —
৩
চারিটি স্বর বন্ধনীযুক্ত হইলে প্রত্যেকের উচ্চারণ
১
কাল —
৪

সম—মাত্রাচিহ্নের মাথায় পতঙ্গ।
আঘাত—মাত্রাচিহ্নের মাথায় (১)।
বিরাম বা ফাঁক—মাত্রাচিহ্নের মাথায় (•)।

সেতার এসরাজ প্রভৃতির জন্য বিশেষ সংকেত।

স্পর্শ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় তুলক।
কুন্তন—মাত্রাচিহ্নের মাথায় ক্ষুদ্ররেখা।
স্পর্শ-কুন্তন—মাত্রাচিহ্নের মাথায় তুলক ক্ষুদ্ররেখা।
বিক্ষেপ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় দক্ষিণাভিমুখী কোণ।
প্রক্ষেপ—মাত্রাচিহ্নের মাথায় বামাভিমুখী কোণ।
গমক—মাত্রাচিহ্নের মাথায় গজকুম্ভ।
ঘর্ষণ (আশ)—স্বরের নীচে সরল রেখা।
মূর্ছনা—স্বরের নীচে তরঙ্গিত রেখা।

সংযোগালংকার (কর্ত)—একসঙ্গে প্রকাশ্য স্বরগুলির উপরে ধনু।
পঞ্চলের তারে আঘাত—মাত্রাচিহ্নের পার্শ্বে চতুষ্কোণ।
শৃঙ্খালংকার (ছেড়)—অতিরিক্ত রেখা টানিয়া ছেড়ের তারের স্বর লিখিতে হয়।
তালের একমঞ্চ সমাপন—বিভাজক রেখা।
বা গতের এক অংশ সমাপন—দুইটি বিভাজক রেখা।
গীত বা গতের সমাপন—পদ্ম।

তাল—অখণ্ড কালকে ছন্দের দ্বারা বিভাগ করা।
লয়—কালের অবিচ্ছেদ গতি।
তালের চারি অংশ—সম, বিষম, অতীত, অনাঘাত।
স্বরনিবন্ধনি—সেতারের "গৎ" বা এসরাজের "লেহারা"।
সঙ্গত—কণ্ঠ বা যন্ত্র সংগীতের সহিত মৃদঙ্গ, তবলা বা খোল ইত্যাদি বাদন।
ঠেকা—কেবলমাত্র ছন্দজ্ঞাপক বর্ণ সহকারে সঙ্গত।
বোল বা পরম—ঠেকার সহিত নানা অলংকার সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগ।

যন্ত্র—চারিজাতীয়।

তত—তন্ত্রীবিশিষ্ট, যেমন সেতার, বীণা।
শুষির—বায়ুসংযোগে বাদিত, যেমন বংশী, শৃঙ্গ।
অবনদ্ধ—চর্মাচ্ছাদিত, যেমন মৃদঙ্গ, ঢক্ক।
ঘন—ধাতুনির্মিত, যেমন মন্দিরা, করতাল।
ইহা ব্যতীত উপাঙ্গ নামধেয় একপ্রকার যন্ত্র আছে, যেমন ন্যায়তরঙ্গ।

রাগ-রাগিণী।

আদি রাগ—ছয়টি।

	নাম		কোন্ ঋতুতে গেয়
১।	শ্রী	…	শিশির
২।	বসন্ত	…	বসন্ত
৩।	ভৈরব	…	গ্রীষ্ম
৪।	পঞ্চম	…	শরৎ
৫।	মেঘ	…	বর্ষা
৬।	নটনারায়ণ	…	হেমন্ত

সদ্য, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান নামক মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ রাগ যথাক্রমে নির্গত হইয়াছে। নটনারায়ণ রাগটি পার্বতীর মুখ হইতে নির্গত বলিয়া উল্লিখিত।

জাতিভেদ।

১। শুদ্ধ … যে রাগে অন্য রাগের মিশ্রণ নাই।
২। সালঙ্ক বা ছায়ালগ … যে রাগ দুইটি রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন।
৩। সংকীর্ণ … যে রাগ দুইটির অধিক রাগের মিশ্রণে উৎপন্ন।

প্রকার-ভেদ।

১। ওড়ব (ওড়ো) … যে রাগে পাঁচটি স্বর ব্যবহৃত হয়।
২। খাড়ব (খাড়ো) … যে রাগে ছয়টি স্বর ব্যবহৃত হয়।
৩। সম্পূর্ণ (সম্পূরণ) … যে রাগে সাতটি স্বর ব্যবহৃত হয়।

বাদী (জান) … যে স্বরটি রাগবিশেষে বহুলভাবে প্রযুক্ত হয়।
সম্বাদী … যে স্বরটি রাগবিশেষে বাদী স্বর অপেক্ষা কম এবং অন্য স্বরগুলি অপেক্ষা অধিক প্রযুক্ত হয়।
বিবাদী … যে স্বরটি রাগবিশেষে আদৌ প্রযুক্ত হয় না এবং প্রযুক্ত হইলে রাগটি ভ্রষ্ট হইয়া যায়।
অনুবাদী … রাগবিশেষে উল্লিখিত তিনটি স্বর ব্যতীত যে সকল স্বর প্রযুক্ত হয়।

অংশ … রাগবিশেষে বাদী স্বর।
গ্রহ … রাগবিশেষে যে স্বর হইতে আলাপ আরম্ভ করা যায়।
ন্যাস … রাগবিশেষে যে স্বরে আলাপ সমাপন করা হয়।

আলাপ।

কল্পিত বর্ণ-সংযোগে নির্দিষ্ট স্বরবিন্যাস করিয়া রাগের মূর্তিপ্রকটন করাকে আলাপ কহে। আলাপ চারিভাগে বিভক্ত; যথা—

আস্থায়ী (বা স্থায়ী)—আলাপের প্রথম অংশ।
অন্তরা … „ দ্বিতীয় „।
সঞ্চারী … „ তৃতীয় „।
আভোগ … „ শেষ „।

বীণা, সুরবাহার প্রভৃতি যন্ত্রেও আলাপ

বাদিত হয়। ধ্রুপদ গীতে আলাপের চারি অংশ, এবং খেয়াল ও টপ্পা গানে আলাপের প্রথম দ্বিতীয় অংশ সচরাচর ব্যবহৃত হয়।

শ্রুতি

স্বরের মধ্যগত সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি কহে। শ্রুতি ২২টি।

স্বর	সংখ্যা	নাম।
সা	৪	তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী।
ঋ	৩	দয়াবতী, রঞ্জনী, রতিকা।
গ	২	রৌদ্রী, ক্রোধী।
ম	৪	বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী।
প	৪	ক্ষিতী, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী।
ধ	৩	মদন্তী, রোহিণী, রম্যা।
নি	২	উগ্রা, ক্ষোভিণী।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী।

আদি ছয় রাগের প্রত্যেকটির ছয়টি করিয়া ভার্যা কল্পিত হইয়াছে। নিম্নে এই ছয়টি রাগ ও ছত্রিশটি রাগিণীর সংগীত-গ্রন্থোক্ত মূর্তি-বর্ণনার মর্মানুবাদ দেওয়া গেল।

১। **শ্রী**—বিলাসবেশধারী দিব্যমূর্তি শ্রী বধূসঙ্গে বনান্তরালে পুষ্প-চয়ন করিতেছেন।

(ক) মালবশ্রী—রসালবৃক্ষতলে আসীনা লতাবলয়ধারিণী মালবশ্রী হাস্যাস্যে হস্তস্থিত রক্তোৎপল প্রান্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন।

(খ) ত্রিবেণী—তন্বঙ্গী, পীতবরণা, হার-ধারিণী ত্রিবেণী পতিসহ কদলীতরু-তলে উপবিষ্টা আছেন।

(গ) গৌরী—গজমুক্তাগ্রথিত চারুহার-পরিহিতা, ময়ূরপুচ্ছাঙ্কিতবেশা, মালা ও অনুলেপনাঙ্কিতগাত্রা, পূর্ণেন্দুবদনা গৌরী বিরাজ করিতেছেন।

(ঘ) ভূপালী—সুশোভমানা, বরকামিনী, উল্লাসিতা, প্রেমমদাকুললোচনা ভূপালী স্বীয় নায়ককে পুষ্পভূষিত করিতেছেন।

(ঙ) বরাটী—সুকেশী, সুকঙ্কণা, সুর-বৃক্ষপুষ্পাভরণকর্ণা, বরাঙ্গনা বরাটী চামরব্যজনে দয়িতের বিনোদন সম্পাদন করিতেছেন।

(চ) কল্যাণী—কবিগণ কল্যাণীকে কান্তানুরক্তা, মৃদুস্বভাবা, ঘূর্ণিত-নয়না, গৌরবর্ণা বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন।

২। **বসন্ত**—আম্রমুকুলভূষিতকর্ণ, ঘূর্ণমানরক্তপদ্মলোচন, পরিহিত-পীতাম্বর, কাঞ্চনবর্ণদেহ বসন্ত রাগ যুবতীগণের প্রিয় বলিয়া কথিত হইয়াছেন।

(ক) হিন্দোলী—সুরূপা, কৃশাঙ্গী, শুদ্ধ-ভাবসম্পন্না, চন্দ্র-কিরণোজ্জ্বলদৃষ্টি-পাতা, কপোতকান্তি ও কলকণ্ঠা বলিয়া পণ্ডিতেরা হিন্দোলীকে বর্ণিত করিয়াছেন।

(খ) গুর্জরী মন্মথভাবযুক্তা গুর্জরী মৃদু-পল্লবযুক্ত বিবিধ পুষ্পভূষিত শয্যায় উপবিষ্টা।

(গ) মালবী—প্রিয়বিরহকাতরা, ধূলি-ধূসরিতাঙ্গা, বিনিদ্রনেত্রা মালবী পতিচিন্তায় নিমগ্না রহিয়াছেন।

(ঘ) পঠমঞ্জরী— নেত্রাশ্রুসিক্তচারুদেহা, বিয়োগদুঃখানতচন্দ্রবদনা, প্রিয়-ধ্যানরতা, সুদীনা পঠমঞ্জরী মুহুর্মুহুঃ শ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন।

(ঙ) সাবেরী—গজমুক্তাগ্রথিত মালাভরণা গৌরবর্ণা, বিচিত্রবেশপরিহিতা, হাসিতবদনা সাবেরী হস্তে ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিয়াছেন।

(চ) কৌশিকা—দয়িতবিচ্ছেদভীতা, লোহিতলোচনা, স্বেদযুতাননা, শ্যামা, সুবেশা, ললিতাঙ্গযষ্টি কৌশিকী মুহুর্মুহুঃ ভ্রমণ করিতেছেন।

৩। **ভৈরব**—গঙ্গাধর, শশিকলা-তিলক, ত্রিনেত্র, সর্পবিভূষিত, গজ-কৃত্তিবাস, উজ্জ্বলশূল ও নৃমুণ্ডধারী, শুভ্রাম্বর ভৈরব জয়যুক্ত হইতেছেন।

(ক) ভৈরবী—জলাশয় মধ্যস্থিত স্ফাটিক-গৃহে বিশালনেত্রা, তারস্বরা ভৈরবী বিশুদ্ধ গীত সহযোগে পদ্ম দ্বারা ভৈরবের অর্চনা করিতেছেন।

(খ) তোড়ী—তুষার-কুন্দোজ্জ্বলদেহযষ্টি, কাশ্মীরকর্পূরবিলিপ্তদেহা তোড়ী বীণাবাদনে বনে হরিণীর বিনোদন করিতেছেন।

(গ) রামকিরী—স্বর্ণপ্রভা, উজ্জ্বলভূষণা, ইন্দ্রনীলপরিহিতা রামকিরী কান্ত-পদপ্রান্তে অবস্থিতা হইয়াও মান-ভাবাবলম্বন করিয়াছেন।

(ঘ) গুণকিরী—দয়িতের দূরাবস্থান জন্ত দীনদৃষ্টি, ধূলিধূসরিতগাত্রযষ্টি, আমুক্ত-কবরী, গুণকিরী মস্তক আনত করিয়া রহিয়াছেন।

(ঙ) বাঙ্গালী—কক্ষে পুষ্পকরণ্ডধৃতা, উজ্জ্বল ত্রিশূলহস্তা, জটাধারিণী, ভস্মলিপ্তদেহা, আরক্তলোচনা, তরুণতপনবর্ণা বাঙ্গালী শোভা পাইতেছেন।

(চ) সৈন্ধবী—ত্রিশূলকরা, রক্তাম্বরা, শিবভক্তিরক্তা, বন্ধুজীবভূষিতা, প্রচণ্ডকোপা, বীররসযুক্তা সৈন্ধবী ভৈরব রাগিণী বলিয়া কথিতা হইয়াছেন।

৪। **পঞ্চম**—রক্তাম্বর, রক্তবিশাল-নেত্র, তরুণ, মনস্বী, যোষিৎপ্রিয়, কোকিলমঞ্জুভাষী পঞ্চম শোভা পাইতেছেন।

(ক) দেবকিরী—কাদম্বিনীশ্যামতনু, সু-স্বভাবা, তুঙ্গস্তনী, সুন্দরহারভূষিতা, চিত্রাম্বরা, মত্তচকোরনেত্রা ও মদালসা বলিয়া দেবকিরী কথিতা হইয়াছেন।

(খ) ললিতা—প্রফুল্ল সুবর্ণপদ্ম ও সপ্তপর্ণ মালাপরিহিতা, শুনভায়নম্রা, নিদ্রা-লসলোচনা ললিতা প্রভাতে গৃহ হইতে বহির্গত হইতেছেন।

(গ) বিভাষা—নিদ্রালসা, বিলাসবেশা, পরিতৃপ্তকামা, রসভাবযুক্তা, তাম্বুল-রাগরক্তা বিভাষা প্রাতঃকালে জাগরিতা হইয়াছেন।

(ঘ) কর্ণাটী ময়ূরকণ্ঠবর্ণা, চন্দ্রচূড়া, গজ-দন্তনির্মিতভূষণকর্ণা, শুভ্রাম্বরা কর্ণাটী স্বীয় কণ্ঠস্বরে সুরগণের পরিতোষ বিধান করিতেছেন।

(ঙ) বড়হংসিকা—হাস্যবদনা, চারুবিলোল-দৃষ্টি, বিলাসজনিত লোমাঞ্চিতদেহা বড়হংসিকা প্রিয়সঙ্গসুখে হৃষ্টচিত্তা বলিয়া খ্যাতা হইয়াছেন।

(চ) আভিরী—বাচালা, কঙ্কণভূষিতা, প্রস্ফুটিত চম্পকবর্ণদেহা, চন্দ্রশুভ্র-গজমুক্তামালাপরিহিতা আভিরী শ্রীকণ্ঠ শৈলশিখরে বিরাজ করিতেছেন।

৫। **মেঘ**—গাঢ় নীলবর্ণ, পিঙ্গল-নেত্র, গভীরবাদী, বিহারশীল, কামিনীপ্রিয় মেঘ রাগ গজে আরোহণ করিয়া রহিয়াছেন।

(ক) মধুমাধবী—প্রফুল্ল নীলনলিননেত্রা, কৃশাঙ্গী, নীলবসনাবৃতা, সতী

মধুমাধবী তমাল তরুমূলে বেদিকার উপর উপবিষ্টা আছেন।

(খ) মল্লারী—লম্বকর্ণা, শরদিন্দুবর্ণা, কৌষেয়বাসা, পলিতকেশা প্রশান্তচিত্তা বলিয়া মুনিগণ মল্লারীকে আখ্যাতা করিয়াছেন।

(গ) সৌরাটী—পীনোন্নতপয়োধরা, সুচারুগৌরা, কর্ণপদ্মসন্নিহিতভ্রমরগুঞ্জনশ্রবণরতা, প্রণবাক্যলতা, সুশোভনহারবিভূষিতা সৌরাটী প্রিয়সন্দর্শনে গমন করিতেছেন।

(ঘ) গান্ধারী—জটাধারিণী, মুদিতনয়না, নীলবসনা, নম্রপ্রশান্তমূর্ত্তি, মেঘপত্নী গান্ধারী যোগাসনে উপবিষ্টা আছেন।

(ঙ) হরশৃঙ্গারা — নানাগীত-কলাভিজ্ঞা, কৌতুকী, প্রিয়ংবদা, গৌরাঙ্গী বলিয়া মেঘপত্নী হরশৃঙ্গারিকা অভিহিতা হইয়াছেন।

(চ) সারঙ্গী—দৃঢবদ্ধকবরী, সুরঙ্গিণী, সারঙ্গী বীণা করে লইয়া সখী-সহিত কল্পতরুমূলে উপবিষ্টা আছেন।

—

৬। নটনারায়ণ

-স্বর্ণপ্রভ, শোণিতাক্তগাত্র, প্রতাপী, বীরমূর্ত্তি নটনারায়ণ অশ্বস্কন্ধে হস্ত রাখিয়া রণভূমিতে বিচরণ করিতেছেন।

(ক) পাহাড়ী—রক্তবস্ত্রপরিহিতা, অতিসুন্দরী পাহাড়ী শ্রীনন্দন পর্ব্বতস্থ কদম্বমূলে অবস্থান করিয়া বীণাসংযোগে গান করিতেছেন।

(খ) দেশী—গৌরবর্ণা, মনোজ্ঞা, শুকপুচ্ছবস্ত্রা, রসপূর্ণচিত্তা দেশী নিদ্রালস কান্তকে পরোক্ষভাবে জাগরিত করিতেছেন।

(গ) কেদারা—জটাধারিণী, শশিকলাশোভিতমস্তকা, সর্পবিভূষিতাঙ্গী কেদারী যোগাসনে উপবিষ্ট হইয়া মহাদেবধ্যাননিমগ্নচিত্তা হইয়া আছেন।

(ঘ) কামোদী—সুবর্ণবর্ণা কামোদী ভর্ত্তৃসহ জলকেলি ও পদ্মপুষ্প চয়ন করিতেছেন এবং পুষ্পসৌরভে মোদিতা হইতেছেন।

(ঙ) নাটিকা—কৃশাঙ্গী সালঙ্কৃতা সুশাটিপরিহিতা নাটিকা রঙ্গমঞ্চে গীত-তালে অবহিতচিত্তা হইয়া নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন।

(চ) হাম্বিরী—শ্যামাঙ্গী, পুষ্পচয়নতৎপরা হাম্বিরী সখীর হস্তধারণ করিয়া নৃত্য করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছেন।

— —

মন্তব্য—এই পরিশিষ্ট প্রধানতঃ মিউজিক্ ডাক্তার রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের গ্রন্থাবলী অবলম্বনে লিখিত হইল।

৪র্থ পরিশিষ্ট।

যাদব নামে একটি বালক ছিল তাহার বয়স আট বৎসর, যাদবের পিতা প্রতি দিন তাকেই বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না।

সে, একদিনও, বিদ্যালয়ে যাইত না। পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত। বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে সকল বালক যখন বাড়ী যাইত। তাহার পিতামাতা মাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখার পড়া শিখিয়া মিলাবে। এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলি, ভুবন, তুমি আজ পাঠশালায় যাইও না।

সংশোধিত প্রুফ।

যাদব নামে একটি বালক ছিল, তাহার বয়স আট বৎসর। যাদবের পিতা প্রতিদিন তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিতেন। লেখা পড়ায় যাদবের যত্ন ছিল না। সে, একদিনও, বিদ্যালয়ে যাইত না। পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইত।

বিদ্যালয়ের ছুটি হইলে সকল বালক যখন বাড়ী যায়, যাদবও সেই সময়ে বাড়ী যাইত। তাহার পিতামাতা মনে করিতেন, যাদব বিদ্যালয়ে লেখা পড়া শিখিয়া আসিল। এইরূপে, প্রতিদিন সে বাপ মাকে ফাঁকি দিত।

একদিন যাদব দেখিল, ভুবন নামে একটি বালক বহি লইয়া পড়িতে যাইতেছে। সে তাহাকে বলিল "ভুবন, আজ তুমি পাঠশালায় যাইও না।"

সাঙ্কেতিক চিহ্নের ব্যাখ্যা।

১। কর্তিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষরের পরিবর্তে পার্শ্বে লিখিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর বসাও।
২। এই স্থানে পার্শ্বে লিখিত চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর বসাও।
৩। শব্দ দুইটির মধ্যে অযথা ব্যবধান রহিয়াছে; সংযত কর।
৪। পরবর্তী শব্দ বা অক্ষর পূর্বে বসাও।
৫। ছোট বা বড় টাইপ বসিয়াছে; উপযুক্ত টাইপ দাও।
৬। অক্ষরটি উল্টা বসিয়াছে; সোজা করিয়া বসাও।
৭। শব্দ দুইটি অযথারূপে সংযত হইয়াছে; মধ্যে ফাঁক দাও।
৮। নূতন প্যারাগ্রাফ হইবে না; পূর্ববর্তী পদের পরই পরবর্তী পদ বসাও।
৯। এ চিহ্ন, শব্দ, বা অক্ষর থাকিবে না; তুলিয়া লও।
১০। এইখান হইতে নূতন প্যারাগ্রাফ হইবে; নিম্নের লাইনে বামে একটু ফাঁক রাখিয়া ইহাকে বসাও।
১১। উপরের লাইন ও নীচের লাইনের মধ্যে Space অল্প হইয়াছে; মধ্যে যথোপযোগী লেড্ বসাও।
১২। অনেকগুলি কথা বাদ পড়িয়াছে; কপি দেখিয়া ঠিক করিয়া এইখানে বসাও।
১৩। যে শব্দের নীচে ··· এইরূপ চিহ্ন আছে, তাহা ভুলক্রমে কাটা হইয়াছিল; শব্দটি যে ন ছিল, তেমনই থাকিবে।
১৪। টাইপ পরিবর্তন করিয়া উপযুক্ত টাইপ দাও।
১৫। Space উঠিয়া পড়িয়াছে; ঠিক করিয়া দাও।
১৬। একটু দক্ষিণ দিকে সরাইয়া বসাও; কারণ এইখানে নূতন প্যারাগ্রাফ আরম্ভ হইয়াছে।
১৭। অক্ষর নামিয়া পড়িয়াছে; যথাস্থানে বসাও।
১৮। এই কথাগুলি কাপিতে ছিল না; এক্ষণে নূতন বসান হইল।
১৯। উদ্ধার-চিহ্ন আরম্ভ; অক্ষরের বামে উপর দিকে বসিবে।
২০। উদ্ধার-চিহ্ন শেষ; অক্ষরের দক্ষিণে উপর দিকে বসিবে।
২১। শব্দটি লাইনের বাহিরে পড়িয়াছে; সমান করিয়া বসাও।